বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

আদিপৰ্ব্ব

বৈদ্যুতিক মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়

নারায়ণ ও নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে[১] নমস্কার করিয়া জয়[২] উচ্চারণ করিবে।

১. টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে প্রণাম পাঁচটি;–নারায়ণ , নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতী

২. জয় শব্দের অর্থ জয়গ্রন্থ, ‘জয়’ শব্দমাত্র নহে। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুধর্ম্ম ও শিবধর্ম্ম এই সকল জয়গ্রন্থ মধ্যে গণ্য।

নৈমিষারণ্যে সূতের আগমন

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধানপূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোমহর্ষণ-পুৎত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞসা করিলেন। তাঁহারাও অতিথির যথোচিত পূজা করিয়া বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদানপূর্ব্বক আপনারাও যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সৌতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে ঋষিরা তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন. “হে কমললোচন সূতনন্দন! এখন কোথা হইতে আসিতেছ এবং এতকাল কোন্ কোন্ স্থানেই বা পর্য্যটন করিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বল।” সৌতি এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে অতি শান্তপ্রকৃতি ঋষিদিগের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, “হে মহর্ষিগণ! আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়নের মুখে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহুবিধ তীর্থ দর্শন ও অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সমন্তপঞ্চক [কুরুক্ষেত্র] তীর্থে উপস্থিত হইলাম;– পূর্ব্বে যথায় কুরু ও পাণ্ডব এবং উভয়পক্ষীয় ভূপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তথা হইতে আপনাদিগের দর্শানার্থে এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনার্থে এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। যেহেতু, আপনারা আমার পক্ষে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজস্বী ঋষিগণ! আপনারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া অতি পূতমনে আসনে উপবেশন করিয়া আছেন; অনুমতি করুন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা ঋষিদিগের ইতিহাস, ইহার মধ্যে কি বর্ণন করিব?” ঋষিগণ কহিলেন, “ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞে জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা সেই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ করি। কারণ, যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও নানাশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদচতুষ্টয়ের অনুগত হইয়াছে এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক

সম্যক্ মীমাংশা আছে, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে পাপভয়ের নিবারণ হয়।”
ঋষিগণের প্রার্থনা-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি এই অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্থাবর-জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা [রক্ষক], শাস্ত্রে যাঁহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণপুর্ব্বক বারংবার আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকারলাভপ্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জ্জনে একান্তমনে ধ্যান, মনন ও অতি কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ সংসারে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয়-স্বজন সকলকেই বিসর্জ্জন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এইরূপ যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই অতি দুষ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতেছে, –সেই অনাদি, অনন্ত, অভিলষিত-ফলদাতা, বিশ্বপাতা [বিশ্বপালক], চরাচরগুরু হরির চরণে প্রণিপাত করিয়া বেদব্যাস- প্রণীত অতি পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব। এই বিশাল মহীতলে কতশত মহাত্মারা ঐ ইতিহাস কহিয়া গিয়াছেন, অনেকেই কহিতেছেন এবং ভবিষ্যৎকালেই কহিবেন। ব্রাহ্মণেরা বহুকষ্টে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে সংক্ষেপে বা সবিস্তারে যে বেদ অধ্যায়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা, সেই বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের মত ও লৌকিক আচার-ব্যবহারের রীতিনীতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা নানা সুচারু শব্দ ও রমণীয়ভাবে পরিপূর্ণ এবং নানাপ্রকার ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী মহাভারতের সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

সৃষ্টিবর্ণন

প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, সত্যস্বরূপ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভূব মনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুৎত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু জন্মলাভ করিলেন। মহর্ষিগণ একতানমনে [একাগ্রচিত্তে] যাঁহার গুণকীর্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রমেয় [পরিমাণ-শূন্য] পুরুষ, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধুগণ (সাধ্যগণ), পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ সঞ্জাত হইল। কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্বসংসার সমুদয়ই সেই একমাত্র পরব্রহ্মে লীন হইবে, আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। যাদৃশ কোন ঋতুর পর্য্যায়কালে সমুদয় ঋতুলক্ষণ একৈকশঃ [এক এক ক্রমে] পরিদৃশ্যমান হয়, তাদৃশ যুগপ্রারম্ভে জীবজন্তু ও অন্যন্য সমস্ত পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয়, পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও স্থিতি, এইরূপে সংসারচক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক দেবতাগণ সংক্ষেপে সৃষ্টি হইলেন। বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, মহ্য। এই কয়েকটি দিবের পুৎত্র। মহ্যের পুৎত্র দেবভ্রাট ও সুভ্রাট। সুভ্রাটের তিনপুৎত্র;– দশজ্যোতি, শতজ্যোতি ও সহস্রজ্যোতি। মহাত্মা দশজ্যোতির দশ সহস্র পুৎত্র জন্মে। শতজ্যোতির তাহা অপেক্ষা দশগুণ এবং সহস্রজ্যোতির শতজ্যোতি অপেক্ষা দশগুণ পুৎত্র হয়। এইসকল হইতে কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য প্রভূত রাজর্ষিবংশ সম্ভূত হয়।

যে সকল জীব সৃষ্ট হইল, তাহাদিগের অবস্থিতির স্থান, ত্রিবিধ রহস্য, চারি বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রাবিধান এই সমস্ত মহাত্মা বেদব্যাস যোগবলে অবগত ছিলেন। এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস ও বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তরতঃ ও সঙ্ক্ষেপতঃ কথিত আছে। কোন কোন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ মহাভারতের প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তীকপর্ব্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি আরম্ভ বিবেচনা করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিশেষ অনুধাবন করিয়া সুপ্রচার করেন। কেহ মহাভারতের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম; কেহ বা ইহার ধারণায় সুনিপুণ।

সত্যবতীসুত ব্যাসদেব তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন। রচনা করিয়া কি প্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়নাদি করাইবেন, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্যবতীতনয়ের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন ও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হিরণ্যগর্ভ আসনপরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুমতি করিলে, বেদব্যাস তাঁহার আসনের সন্নিধানে অতি প্রীতিমনে ও প্রফুল্লনয়নে উপবেশন করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "ভগবান্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার-সঙ্কলন; ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, ইহাদের নির্ণয়; বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম-লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইহাদিগের বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মানুষাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান, ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল, জাতিবিশেষ, লোকযাত্রাবিধান এই সকলেরও সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি; কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে একজন ইহার উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।"

ভারতলেখনার্থে গণেশের স্মরণ

ব্রহ্মা তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন, “বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া ঐ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য বৈ কখন মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক; এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সুতরাং এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যাদৃশ অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার লেখক হইবেন।” এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীসুত গণেশকে স্মরণ করিলেন। গণপতি স্মৃতিমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, “হে গণনায়ক! মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি, আপনি তাহার লেখক হউন।” বিঘ্ননাশক গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন. “মুনে! যদি লিখিতে লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি”। ব্যাসদেব কহিলেন, “হে বিঘ্ননাশক! কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহার যথার্থ অর্থবোধ না করিয়া আপনিও লিখতে পারবেন না।” গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থগ্রন্থি [গঁট-কঠিন] স্বরূপ কূটশ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহেন যে, এই ভারত-গ্রন্থে অষ্ট সহস্র ও অষ্টশত এরূপ শ্লোক আছে যে, তাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে কেবল আমি পারি ও শুক পারে, সঞ্জয় পারেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল। অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারে না। অধিক কি, গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থবোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

প্রথমতঃ লোক-সকল অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা সেই মোহাবরণ উন্মোচন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সংক্ষেপে ও সবিস্তারে কীর্ত্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতিস্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে। তদ্দ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশ পাইয়াছে। মোহতিমির নিরাস করিয়া এই ইতিহাসস্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বস্বরূপ বাসগৃহকে সুপ্রকাশ করিয়াছে।

এই মহাভারত একটি বৃক্ষস্বরূপ। সংগ্রহাধ্যায় ইহার বীজভূত, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব্ব ইহার মূল, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধ, সভা ও অরণ্য ইহার বিটঙ্ক [পক্ষিগণের আশ্রয়স্থান], অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্‌যোগপর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণপর্ব্ব পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐশিকপর্ব্ব ইহার সুশীতল ছায়া, শান্তিপর্ব্ব ইহার মহাফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আশ্রয়স্থান, শল্যপর্ব্ব এই বৃক্ষের অগ্রভাগ। যেমন মেঘ সকলের উপজীব্য, তাদৃশ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকূলের উপজীব্য হইবে। এক্ষণে এই মহাভারত-মহাদ্রুমের সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্পসমুদয় বলিব।

ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম

অতি পূর্ব্বকালে ভগবান্ বাদরায়ণি [বেদব্যাস]-জননী সত্যবতীর অনুমতিক্রমে এবং ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে [পত্নীতে] অগ্নিত্রয়প্রতিম অতি বীর্য্যবান তিন সন্তান উৎপাদন করেন। ঐ পুৎত্রত্রয়ের নাম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। মহর্ষি ইঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন পুৎত্র জরাগ্রস্থ হইয়া লোকান্তরে গমন করিলে মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত সুপ্রচার করেন। পরে ব্যাসদেব সর্পসত্রকালে রাজা জনমেজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কহিতে অনুমতি করেন। বৈশম্পায়ন আহ্নিক-কর্ম্ম-সমাধান্তে সেই মহতী সভায় উপবেশন করিয়া ভারত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার

কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের [কৃষ্ণ] মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা, স্বগ্রন্থে দ্বৈপায়ন এই সকল অবিকল বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ভরতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতিসহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধশতশ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন।

বেদব্যাসএই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয়পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক অন্য এক ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎলক্ষ দেবলোকে, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ এবং নরলোকে একশত সহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নারদ দেবলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন। অসিত ও দেবল পিতৃলোকে ও শুকদেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান এবং ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্ত্তন করেন। হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই কীর্ত্তন করেন। হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই কহিব।

বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী [মূলের পাঠ – ‘ধৃতরাষ্ট্রোন্মনীষী।’ ধৃতরাষ্ট্র অমনীষী– মনস্বিতাশূন্য অর্থাৎ অস্থিরমতি। একপক্ষ নানা ত্রুটিযুক্ত ও অপরপক্ষ সর্ব্বদোষমুক্ত – এই দুইটি ভাবই ইহাতে প্রদর্শিত।] রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসূত নকুল-সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

রাজা পাণ্ডু বুদ্ধি ও বিক্রমপ্রভাবে নানাদেশ অধিকার করিয়া অবশেষে বনবাসী ঋষিদিগের সহিত অরণ্যে মৃগয়ারস-পরবশ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়াকালে সম্ভোগাসক্ত একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিলে ঐ মৃগ মৃত্যুকালে তাঁহাকে এইরূপে অভিসম্পাত দিল, –”মহারাজ! আপনি সম্ভোগ সময়ে যেমন আমার

প্রাণসংহার করিলেন, তাদৃশ আপনিও অতঃপর সম্ভোগসুখ অনুভব করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন।” সুতরাং তদবধি অনপত্যতা [সন্তানহীনতা] নিবন্ধন তিনি অত্যন্ত বিপদে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের ঔরসে পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ হইল। কুন্তী ও মাদ্রী ঋষিদিগের সেই পরম পবিত্র আশ্রমে পাণ্ডবগণকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিরা জটাবল্কলধারী পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে উপনীত করিয়া কহিলেন, ইহারা পাণ্ডুপুৎত্র; অরণ্যে আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা আপনাদিগের পুৎত্র, মিত্র, শিষ্য, সুহৃৎ ও ভ্রাতাস্বরূপ।” এই বলিয়া ঋষিরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডবকে এইরূপে সকলের পরিচিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে কৌরব ও পুরবাসিগণ সহর্ষে সকলেই মহা কোলাহল করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কহিল, ‘ইহারা তাঁহার সন্তান নহে।’ কেহ কেহ কহিল, ‘তাঁহারই বটে।’ কেহ কেহ বলিল, বহুকাল হইল, পাণ্ডু রাজা লোকান্তরিত হইয়াছেন; সুতরাং ইহারা তাঁহার পুৎত্র, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমরা অদ্য পাণ্ডুরাজের সন্ততি দেখিলাম।’ এইরূপ কথাই সকল স্থানে লোকের মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ঐ কোলাহল নিবৃত্ত হইলে আকাশবাণী হইল; পুষ্পবর্ষণসহকারে সুগন্ধ সমীরণ সঞ্চারণ করিতে লাগিল। ফলতঃ পাণ্ডুপুৎত্রদিগের নগরপ্রবেশকালে এই সকল শুভলক্ষণ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। পুরবাসিগণ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নকরতঃ পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের বিশুদ্ধ আচার ও ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, কুন্তীর গুরুশুশ্রূষায়, নকুল ও সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে প্রকৃতিরা [প্রজাগণ] অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিল। অনন্তর অর্জ্জুন সমাগত সমস্ত ভূপালসম্মুখে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমাধান করিয়া স্বয়ংবরা কন্যা দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন। তদবধি অর্জ্জুন সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে পূজ্য হইলেন এবং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইতেন; কেহই তাঁহার দুর্ব্বিষহ বীর্য্য সহ্য করিতে পারত না। মহাবীর অর্জ্জুন নিজভুজবলে সমস্ত ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির বাসুদেবের [কৃষ্ণ] সৎপরামর্শে, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাহুবলে দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাক্রান্ত শিশুপালের বধসাধন করিয়া দীনদুঃখীদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা-দান করিয়া নিরাপদে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপন করিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বসন, কম্বল, প্রাবার [উত্তরীয় বস্ত্র], আবরণ ও আস্তারণ রাশি রাশি এই সকল উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদিগের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ও সম্পত্তি দেখিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মনোমধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিল। বিশেষতঃ ময়দানব-নির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দেখিয়া তিনি যথোচিত পরিতাপ পাইলেন। সভাপ্রবেশকালে জলে স্থল ও স্থলে জলভ্রম হইলে বাসুদেবের সমক্ষে দুর্য্যোধন নিতান্ত নীচের ন্যায় ভীম-কর্ত্তৃক উপহসিত ও অপমানিত হওয়াতে অশেষভোগসুখসম্পন্ন হইলেও দিন দিন বিবর্ণ, কৃশ ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে

লাগিলেন। পুৎত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের অভিমত অবগত হইয়া তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও বিবাদের অনুমোদন করিয়া দ্যূত প্রভৃতি দুর্নীতির উপেক্ষা করিলেন, তাহা নিবারণ করিবার কোনও উপায় অবধারণ করিলেন না। সুতরাং বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যের অনভিমতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হইল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ ও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির অভিমত বিষয় স্মরণ করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমাকে সমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া সহসা অসূয়াপরবশ হইও না। দেখ, আমার জ্ঞাতিবিবাদে সম্মতি নাই এবং সমক্ষে কুলক্ষয় হয়, আমি তাহাতেও প্রীত নহি। আমার পুৎত্র এবং পাণ্ডুর পুৎত্র বলিয়া অদ্যাবধি উভয়পক্ষে কোনরূপ বিভিন্নভাব প্রদর্শন করি নাই। তথাপি পুৎত্রেরা ক্রোধপরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া আমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। আমি অন্ধ, সুতরাং পুৎত্রবৎসলতাবশতঃ সকলই সহ্য করিয়া থাকি। দুর্য্যোধন বিমহিত হইলে আমিও মোহে অভিভূত হই। দুর্য্যোধন মহানুভব পাণ্ডবদিগের রাজসূয়যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভাপ্রবেশকালে সেইরূপ উপহসিত হইয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইল। ক্ষৎত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণস্থলে পাণ্ডবাদিকে জয় করিতে অক্ষম ও সমস্ত রাজ্য-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পরান্মুখ হইয়া পরিশেষে গান্ধাররাজের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিবার কল্পনা করিল। হে সঞ্জয়! আমি সে বিষয়ের যাহা কিছু জানি, তাহা অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি গুণজ্ঞ, মেধাবী ও বুদ্ধিমান; সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া অবশ্যই আমার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইবে।"

ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ

"যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণপূর্ব্বক অসংখ্য রাজগণ সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করিয়া তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে বরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-প্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ-বলরাম তাদৃশ ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম সখ্যভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্যশরজাল বিস্তার করিয়া সেই বৃষ্টি নিবারণপূর্ব্বক খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে বলদৃপ্ত মগধাধিপতি জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে এবং দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে অনেকানেক ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে,

তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন বনপ্রস্থানকালে জ্যেষ্ঠভক্তিপরায়ণতাপ্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে অশেষক্লেশস্বীকার সহকারে বিবিধ হিতচেষ্টা করিতে শ্রবণ করিলাম এবং ভিক্ষোপজীবী মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাশুপতমহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বরদানদৃপ্ত ও দেবতাদিগের অজেয় পুলোমপুৎত্র কালকেয়দিগকে অর্জ্জুন পরাজয় করিয়াছে এবং দুর্দ্দান্ত দানবদল দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই, এইরূপ দুর্গম স্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমার জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম কর্ণের পরামর্শ-ক্রমে ঘোষযাত্রাগত মৎপুৎত্রেরা গন্ধর্ব্ব দ্বারা সংযত [বন্ধনপ্রাপ্ত] ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আমার আর জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম স্বয়ং যক্ষের আকার স্বীকার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বসুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও আপনার পুৎত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নিষ্কাসিত ও স্বজনবহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি একপদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ তাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তখন আমি আর জয়ের আশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎ নরনারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আর জয়াশায় করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চরিতার্থ না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচেষ্টিত আছে, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিচেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ প্রস্থানকালে নিতান্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া অশেষ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশায় করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রোণাচার্য্য কায়মনোবাক্যে নিরবচ্ছিন্ন তাহাদিগের শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন আর জয়াশায় করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব ‘তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না’ কর্ণকে এই কথা কহিয়া সেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন

আর জয়াশায় করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণসংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশায় করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম, পাণ্ডবদিগের নিকট আপনার বধোপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছে, তখন আর জয়াশায় করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্মকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসংখ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট করিয়া শত্রুপক্ষীয়দিগের সুতীক্ষ্ণশরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অনুজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমিভেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু [পবন], ইন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহারা পাণ্ডবদিগের অনুকুল আছেন এবং দুরন্ত হিংস্রজন্তুগণ যাত্রাকালে আমাদিগকে নানাপ্রকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পঞ্চপাণ্ডবের কাহাকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ সংসপ্তকগণ, যাহারা অর্জ্জুন-বিনাশের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাহা সতত সাবধানে সংরক্ষণ করিতেছেন, সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া তন্মধ্যে অভিমন্যু অসহায় হইয়া প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রতকে বিনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রতকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের অশ্বচতুষ্টয় একান্ত ক্লান্ত হইলে বাসুদেব বন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে জলপান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা করেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন ও সে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভাগ্যবলে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য ইঁহারা প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া সমক্ষে জয়দ্রতবধে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজদত্ত দিব্য-শক্তি ঘোররূপী রাক্ষস ঘটোৎকচের বধনিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুনের বধসাধন করিবার নিমিত্ত যে একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থিরনিশ্চয়, বিশস্ত্র ও রথস্থিত দ্রোণাচর্য্যের শিরশ্ছেদ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন

শুনিলাম,অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইয়া মাদ্রীসুত নকুল অসংখ্য লোকসমক্ষে ঘোরতর দ্বৈরথ সংগ্রাম করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়াণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন অতি পরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন, মহাবীর্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য 'বাসুদেবকে পরাজয় করিব' বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত, যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব কলহ ও দ্যূত প্রভৃতি কতিপয় দুর্নীতির নিদান ও অতি মায়াবী প্রবল সৌবলকে [শকুনি] মৃত্যমুখে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত পুৎত্রপঞ্চক বিনাশ করিয়া অতি ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন 'স্বস্তি' বলিয়া অস্ত্র দ্বারা অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং তাহার তুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামাও মণিরত্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মন্ত্রপূত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া্ উত্তরার গর্ভ নাশ করেন, তদুপলক্ষে দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। এক্ষণে গান্ধারী পুৎত্র, পৌৎত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদয় আত্মীয়-স্বজনের নিধনদশায় এতাদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছেন এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতি দুষ্কর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে; এক্ষণে আমাদিগের পক্ষীয় তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি সমুদয়ে দশজন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে; হে সঞ্জয়! সেই সমুদয় স্মরণ করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক্ শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে। আমার আর চেতনা নাই। মন বিহ্বল হইতেছে।"

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সান্ত্বনা

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন. "হে সঞ্জয়! এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণধারণ করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম; বিশেষতঃ আমার জীবনে আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না, সুতরাং এই অবস্থায় অবিলম্বে দেহবিসর্জ্জন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।" রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কাতর দেখিয়া সঞ্জয় কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! দ্বৈপায়ন ও নারদমুখে আপনি শুনিয়াছেন. শৈব্য, সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন,

শর্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য, শুভকর্ম্মা, যযাতি ইঁহারা প্রখ্যাত রাজর্ষি-বংশে প্রসূত হইয়া অলৌকিক যশ, অসামান্য কীর্ত্তি ও ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে কালবশে এই সুখময় পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে শৈব্য রাজা পুৎত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলে মহর্ষি নারদ এই চতুর্ব্বিংশতি উপাখ্যান তাহার সম্মুখে কীর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন পুরু, কুরু, যদু, শূর বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্‌গুরু, উশনীর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, প্রিয়ব্রত, শুচিব্রত, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, কৃতবন্ধু, চপল, ধূর্ত্ত, দৃঢ়োষুধি, অবিক্ষিৎ, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, এই সকল ও অন্যান্যা শত সহস্র সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। ইঁহারা অশেষ-ভোগসুখ বিসর্জ্জন করিয়া নিধনদশায় নিপতিত হয়েন। অনেকানেক সদ্বিদ্বান্ প্রধান কবিগণ প্রাচীন ইতিহাস কহিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বলবান্ রাজাদিগের অতুল বিক্রম, সমধিক যশ, মহাত্মতা, সরলতা, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ ও দয়া এই সকল বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও পরিশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; কিন্তু আপনার পুৎত্রেরা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, লুব্ধ প্রকৃতি ও রোষপরায়ণ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সংহারদশায় এইরূপ কাতর হওয়া সমুচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়মিত শাস্ত্রানুগামিনী আছে, অতএব এইরূপ বিজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া বারংবার শোকে আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ ও অনুপযুক্ত। আপনি দৈবনিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই বিদিত আছেন; যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ, দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। ভাব ও অভাব, সুখ ও অসুখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল সর্ব্বজীবের সৃষ্টি ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন, কাল সর্ব্বজীবের দাহ ও কালই তাহার শান্তি করেন। ইহকালে যে সকল শুভাশুভ উপস্থিত হয়, সমুদয় কাল-মূলক। প্রজার সৃষ্ট ও সংহার সকলই কাল-সহকারে ঘটিয়া থাকে। জীবলোকে সকলই নিদ্রিত, একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাহা অতিক্রান্ত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে, সকলই কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার বিচেতন হওয়া সমুচিত নহে।”

এইরূপ প্রবোধবাক্যে সঞ্জয় পুৎত্রশোক-সন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত ও সুস্থচিত্ত করিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস এই বিষয়ের এক পবিত্র উপনিষৎ কহিয়াছেন এবং অতি বিচক্ষণ কবিগণ ঐ উপনিষৎ পুরাণে কীর্ত্তন করেন।

মহাভারত-প্রশংসা

এই মহাভারত অধ্যয়ন করিলে পাপের নাশ ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের একচরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয়। এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ ও রাক্ষস, ইহাদেগের বিচিত্র ইতিহাস বর্ণিত আছে। যিনি একমাত্র পবিত্র ও সত্যস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম, পণ্ডিতেরা যাঁহার অদ্ভুত রচনার ঘোষণা করিয়া থাকেন, যিনি কার্য্য-কারণ-রূপ বিশ্বের নিয়ন্তা, যে অপ্রমেয় পুরুষের সুশাসন অস্খলিত ও অপ্রতিহতপ্রভাবে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিশাল বিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন শভসংসাধন করিতেছে, যিনি জন্মমৃত্যরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে সংযত করিয়া সর্ব্বজীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিগণ যোগবলে আদর্শ [আয়না]-তলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তরে যাঁহার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া ভূমানন্দ [ব্রহ্মানন্দ] উপভোগ করেন, যাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সকলই অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনাদি, অনন্ত, ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের সুপরিচিত এই গ্রন্থে সম্যকরূপে কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্মপরায়ণ ও পরমশ্রদ্ধাবান্ নর নিয়মপূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। দুই সন্ধ্যা এই উপক্রমণিকাধ্যায় পাঠ করিলে মনুষ্যেরা অহোরাত্র-সঞ্চিত পাপ হইতে অবশ্যই বিমুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের কলেবর; সত্য ও অমৃত উভয়ই ইহাতে প্রাপ্ত হইয়া যায়। দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত তাদৃশ উৎকৃষ্ট। আস্তিক ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ভারতসংহিতার অন্ততঃ একচরণ শ্রবণ করাইলেও তাহার পিতৃলোক তদ্দত্ত অন্নপানে পরিতৃপ্ত হয়েন। বিদ্যান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই মহাভারত কহিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন ও ঋণহত্যা প্রভৃতি অতিদুষ্কৃতি হইতে আশু বিমুক্ত হয়েন। যিনি প্রতি পর্ব্বাহে অতিপূতমনে ইহার কতিপয় অধ্যায় আবৃত্তি করেন, তিনি সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলেও তাহার সম্যক্ ফল লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে এই ভারতীয় শ্লোক শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘ-জীবন, মহীয়সী কীর্ত্তি ও অন্তে স্বর্গবাস লাভ করেন।

পূর্ব্বে দেবতারা একদা সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারিবেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণকালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক হইল, তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তপস্যার অনুষ্ঠান পাপজনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে, কিন্তু এ সকল ভাবদূষিত হইলেই পাপের সঞ্চার হয়।

২য় অধ্যায়

সমন্তপঞ্চকোপাখ্যান

ঋষিগণ কহিলেন, "হে সূতনন্দন! আমরা ভারতের অনুক্রমণিকা শুনিলাম, এক্ষণে সমন্তপঞ্চক নামক যে তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, তাহার যাহা কিছু বর্ণনীয় আছে সমুদয় শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর।" ঋষিদিগের এইরূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অতি শিষ্টপ্রকৃতি সৌতি কহিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদিগের সম্মুখে সমন্তপঞ্চক তীর্থের বৃত্তান্ত ও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গক্রমে সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন।

অদ্বিতীয় বীর পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে পিতৃবধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধপরায়ণ হইয়া এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষৎত্রিয়া করেন। তিনি স্ববিক্রম-প্রভাবে নিঃশেষে ক্ষৎত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমস্তপঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করেন। শুনিয়াছি, তিনি রোষপরবশ হইয়া সেই হ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, "হে মহাভাগ রাম! তোমার এরূপ অবিচলিত পিতৃভক্তি ও অসাধারণ বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" রাম কহিলেন, "হে পিতৃগণ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বর প্রদানে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষৎত্রিয়বংশ ধ্বংস করিয়া যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই সকল পাপ হইতে যাহাতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া যাহাতে প্রখ্যাত হয়, এরূপ বর প্রদান করুন।"পিতৃগণ 'তথাস্তু' বলিয়া পরশুরামের অভিমত বর প্রদানপূর্ব্বক সেইরূপ অধ্যাবসায় হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। তিনিও তদবধি ক্ষৎত্রিয়দিগের উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না।

সেই শোণিতময় পঞ্চহ্রদের সন্নিধানে যে সকল প্রদেশ আছে, তাহাকেই পরম পবিত্র সমন্তপঞ্চক তীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কারণ, পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে কোন বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত, তাহা তন্নামেই প্রখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ সমন্তপঞ্চক তীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষবর্জ্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত ও নিহত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! ইহাই তাহার যথার্থ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সেই তীর্থ অতি পবিত্র ও রমণীয়। হে ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ! ত্রিলোকে ঐ দেশ যেরূপ বিখ্যাত, তাহা আপনাদের সমক্ষে কহিলাম।

অক্ষৌহিণী-পরিমাণ

ঋষিগণ কহিলেন, "হে সুতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ করিলে, আমরা তাহার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তুমি সকলই জান, অতত্রব কত নর, কত হস্তী, কত অশ্ব ও কত রথে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহা সপ্রমাণ করিয়া বল।" সৌতি কহিলেন,–

এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে একটি পত্তি হয়। তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমু, তিন চমূতে এক অনীকিনী, দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। এক অক্ষৌহিণীতে একবিংশতি সহস্র অষ্টশত ও সপ্ততি-সংখ্যক রথ ও তৎসংখ্যক গজ, একলক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ জন পদাতি এবং পঞ্চষষ্টি সহস্র ছয় শত দশ অশ্ব থাকে। আমি যে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ করিলাম, সংখ্যাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহার এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন [এক অক্ষৌহিণীমাণ– ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫০ পদাতি, ৬৫ হাজার ৬ শত ১০ অশ্ব, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ হস্তী, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ রথ। মোট সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত]। সমন্তপঞ্চক তীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র সমাগত হইয়াছিল। সেই সেনা কৌরবদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া কালের অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় শক্তিসহকারে তথায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। তন্মধ্যে পরমাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম দশ দিবস যুদ্ধ করেন, দ্রোণ পাঁচ দিন কৌরবসেনা রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবলপীড়ক কর্ণ দুই দিবস ও শল্য অর্দ্ধদিবস মাত্র যুদ্ধ করেন। তৎপরে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহাও দিবসার্দ্ধ মাত্র। অনন্তর দিবসের অবসানে ও নিশার আগমন হইলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সকলে একমত অবলম্বন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে সুখপ্রসুপ্ত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিলেন।

পর্ব্বসংগ্রহ

হে শৌনক! আপনার যজ্ঞে যে ভারতাখ্য ইতিহাস কহিব, বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের আরম্ভে পৌষ্য, পোলোম ও আস্তীকপর্ব্বে মহানুভব ভূপালদিগের বিচিত্র চরিত্র সম্যক্‌রূপে বর্ণিত আছে। ইহা বহুবিধ উপাখ্যান ও অনেকানেক লৌকিক আচার-ব্যবহারে পরিপূর্ণ। যাদৃশ মোক্ষার্থীরা একমাত্র পারত্রিক শুভসঙ্কল্পে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাদৃশ বিজ্ঞেরা মঙ্গললাভ প্রত্যাশায় এই পবিত্র ইতিহাসের আশ্রয় লইয়া থাকেন। যেমন সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তুমধ্যে আত্মা ও সকল প্রিয়বস্তুমধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ পদার্থ, সেইরূপ এই গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যেমন অন্নপান ব্যতীত জীবনধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাস যে সকল সুললিত কথা প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন সৎকুলোদ্ভব প্রভুকে প্রভুপরায়ণ ভৃত্যগণ অভ্যুদয়বাসনায় উপাসনা করে, সেইরূপ বুধগণ বিবিধ জ্ঞানলাভের অভিলাষে এই ভারতসংহিতার সেবা করিয়া থাকেন। যেমন স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ কি লৌকিক, কি বৈদিক সকল বাক্যকেই অধিকার করিয়া আছে, সেইরূপ এই অদ্ভুত ইতিহাসে বহুবিষয়ে শুভকরী বুদ্ধিবৃত্তি সমর্পিত হইয়াছে।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে বেদপ্রতিপাদ্য, সনাতন ধর্ম্মে অলঙ্কৃত, অনুভূতপূর্ব্ব বিষয়ের মীমাংসাসহকৃত, সুচারুরূপে বিরচিত ভারতের পর্ব্বসংগ্রহ বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। প্রথম অনুক্রমণিকা-পর্ব্ব, দ্বিতীয় সংগ্রহ-পর্ব্ব, পরে পোষ্য ও পৌলোম পর্ব্ব, আস্তীক ও বংশাবতরণ-পর্ব্ব, তৎপরে পরমাশ্চর্য্য সম্ভবপর্ব্ব, তাহা শ্রবণ করিলে শরীর

রোমাঞ্চিত হয়। তৎপরে জতুগৃহ-দাহ, তৎপরে হিড়িম্ববধ, তৎপরে বকবধ, তৎপরে চৈত্ররথ-পর্ব্ব, তৎপরে দেবী পাঞ্চালীর স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত, তৎপরে বিবাহ, তৎপরে বিদুরাগমন ও রাজ্যলাভ-পর্ব্ব, তৎপরে অর্জ্জুনের অরণ্যবাস, তৎপরে সুভদ্রাহরণ, তৎপরে যৌতুকাহরণপর্ব্ব, তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়দানবদর্শন, তৎপরে সভাপর্ব্ব, তৎপরে মন্ত্রপর্ব্ব, তৎপরে জরাসন্ধবধ, তৎপরে দিগ্বিজয়-পর্ব্ব, দিগ্বিজয়ের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ, তৎপরে অর্ঘ্যাভিহরণ, তৎপরে শিশুপালবধ, তৎপরে দ্যূত ও অনুদ্যূত-পর্ব্ব, তৎপরে অরণ্য, তৎপরে কির্ম্মীর-বধ, তৎপরে অর্জ্জুনের অভিগমন ও তৎপরে মহাদেব ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ, ইহাকে কিরাতপর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন, তৎপরে নলোপাখ্যান, ইহা শ্রবণ করিলে অশ্রুপাত হয়। তৎপরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা-পর্ব্ব, তৎপরে যক্ষযুদ্ধ, তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধ-পর্ব্ব, তৎপরে অজগর-পর্ব্ব, তৎপরে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা, তৎপরে দ্রৌপদী ও সত্যভামা-সংবাদ, তৎপরে ঘোষযাত্রা, তৎপরে মৃগস্বপ্নোদ্ভব-পর্ব্ব, তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক-উপাখ্যান-পর্ব্ব, তৎপরে ঐন্দ্রদ্যুম্ন, তৎপরে দ্রৌপদীহরণ, তৎপরে জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ, তৎপরে রামচন্দ্রোপখ্যান, তৎপরে পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মহাত্ম্যবর্ণন, তৎপরে কুণ্ডলা-হরণ, তৎপরে আরণেয়, তৎপরে বিরাট-পর্ব্ব, তৎপরে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ও সময় প্রতিপালন, তৎপরে কীচকবধ, তৎপরে গোগ্রহণ, তৎপরে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ, তৎপরে উদ্‌যোগ, তৎপরে সঞ্জয়াগমন-পর্ব্ব, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তামূলক প্রজাগর-পর্ব্ব, পরে সনৎসুজাত-পর্ব্ব, তৎপরে যানসন্ধি-পর্ব্ব, তৎপরে কৃষ্ণের গমন, তৎপরে মাতলীয় উপাখ্যান ও গালবচরিত, তৎপরে সাবিত্রীর উপাখ্যান, বামদেবোপাখ্যান, বৈণ্যোপাখ্যান ও জামদগ্নোপাখ্যান, তৎপরে ষোড়শরাজিক-পর্ব্ব, তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ, তৎপরে বিদুলাপুত্র-শাসন, তৎপরে সৈন্যোদ্‌যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান-পর্ব্ব, তৎপরে মন্ত্রনিশ্চয় করিয়া কার্য্যচিন্তন, তৎপরে সেনাপতি-নিয়োগোপাখ্যান, তৎপরে শ্বেত ও বাসুদেব-সংবাদ, তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ, তৎপরে কুরুপাণ্ডব-সেনানির্যাণ, তৎপরে রথী ও অতিরথ-সংখ্যা-পর্ব্ব, অনন্তর অমর্ষবিবর্দ্ধন উলুকদূতের আগমন, তৎপরে অম্বোপাখ্যান, তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মভিষেক-পর্ব্ব, তৎপরে জম্বুদ্বীপনির্ম্মাণ-পর্ব্ব, তৎপরে ভূমিপর্ব্ব, তৎপরে দ্বীপবিস্তার-কথন-পর্ব্ব, তৎপরে ভগবদ্‌গীতা-পর্ব্ব, অনন্তর ভীষ্মবধ, তৎপরে দ্রোণাভিষেক, তৎপরে সংসপ্তক-সৈন্যবধ, তৎপরে অভিমন্যুবধ-পর্ব্ব, তৎপরে প্রতিজ্ঞা, তৎপরে জয়দ্রথবধ-পর্ব্ব, তৎপরে ঘটোৎকচবধ, তৎপরে পরমাশ্চর্য্য দ্রোণবধ-পর্ব্ব, তৎপরে নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগ-পর্ব্ব।

অনন্তর কর্ণপর্ব্ব, তৎপরে শল্যপর্ব্ব, তৎপরে হ্রদপ্রবেশ ও গদাযুদ্ধ-পর্ব্ব, অনন্তর সারস্বত ও তীর্থবংশানুকীর্ত্তন-পর্ব্ব, তদনন্তর অতি বীভৎস সৌপ্তিক-পর্ব্ব, অনন্তর দারুণ ঐষীক-পর্ব্ব, তৎপরে জলপ্রদানিক-পর্ব্ব, তৎপরে স্ত্রীবিলাপ-পর্ব্ব, তৎপরে ঔর্দ্ধদেহিক পর্ব্ব, তৎপরে ব্রাহ্মণরূপী চার্ব্বাক রাক্ষসের বধপর্ব্ব, তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক-পর্ব্ব, তৎপরে গৃহপ্রবিভাগ-পর্ব্ব, অনন্তর শান্তিপর্ব্ব, এই পর্ব্বে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম কথিত আছে। তৎপরে শুকপ্রশ্নাভিগমন, তৎপরে ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন, তৎপরে দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়াসংবাদ-পর্ব্ব, অনন্তর অনুশাসন-পর্ব্ব, অনন্তর ভীষ্মের স্বর্গারোহণপর্ব্ব, তৎপরে সর্ব্বপাপপ্রণাশক আশ্বমেধিক-পর্ব্ব, তৎপরে অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক

অনুগীতা-পর্ব্ব, তৎপরে আশ্রমবাসিক-পর্ব্ব, তৎপর পুৎত্রদর্শন-পর্ব্ব, তৎপরে নারদাগমন-পর্ব্ব, তৎপরে অতি ভীষণ মৌষল-পর্ব্ব, তৎপরে মহাপ্রস্থানিক-পর্ব্ব, তৎপরে স্বর্গারোহণিক-পর্ব্ব, অনন্তর খিলনামক হরিবংশ-পর্ব্ব; এই পর্ব্বে বিষ্ণু-পর্ব্ব, শিশুচর্য্যা, কংসবধ ও অতি অদ্ভুত ভবিষ্য-পর্ব্ব কথিত আছে। এই শত-পর্ব্ব মহাত্মা ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন এবং নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে লোমহর্ষণপুৎত্র সৌতি অষ্টাদশপর্ব্ব কীর্ত্তন করেন। সঙ্ক্ষেপে এই মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহ কহিলাম।

আদিপর্ব্ব–শ্লোকসংখ্যা

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়িম্ব ও বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহ, ময়দানবদর্শন এই সকল আদিপর্ব্বের অন্তর্গত। পৌষ্য-পর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোমপর্ব্বে ভৃগুবংশবিস্তার কথিত আছে। আস্তীকপর্ব্বে সর্পকুল ও গরুড়ের সম্ভব, ক্ষীরসমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান ও মহাত্মা ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে। সম্ভবপর্ব্বে অনেকানেক ভূপতিদিগের উৎপত্তি, অনেকানেক বীরপুরুষ ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের জন্মবৃত্তান্ত এবং দেবতাদিগের অংশাবতরণ বর্ণিত আছে। দৈত্য, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীদিগের সমুদ্ভব; যাঁহার নামের অনুরূপে লোকে ভারতকুল বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে সেই ভরতের জন্মলাভ। শান্তনুর আবাসে গঙ্গার গর্ভে বসুদিগের পুনর্জ্জন্ম ও তাঁহাদিগের স্বর্গে আরোহণ এবং তেজোংশের সম্পাত, ভীষ্মের সম্ভব এবং তাঁহার রাজ্যপরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণ, প্রতিজ্ঞাপালন এবং ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষা, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষাবিধান ও তাঁহার রাজ্যাধিকার, অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মের নরলোকের অংশে সম্ভব ও বরদানপ্রভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে উৎপত্তি, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবদিগের সম্ভব, বারণাবতপ্রস্থানে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কূটপ্রেরণ, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে তাঁহাকে ম্লেচ্ছ ভাষায় বিদুরের অশেষ উপদেশ, বিদুরের পরামর্শক্রমে অতি গোপনে সুরঙ্গনির্ম্মাণ, রাত্রিকালে পঞ্চপুৎত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদীকে জতুগৃহে পুরোচন নামক ম্লেচ্ছের সহিত দাহ, নিবিড় অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্বদর্শন, মহাবল ভীমসেন হইতে হিড়িম্বের বধসাধন ও ঘটোৎকচের উৎপত্তি, মহাপ্রভাব মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন ও তাঁহার অনুমতিক্রমে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে ছদ্মবেশে বাস, বকবধে পুরবাসীদিগের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণ-সন্নিধানে দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণপূর্ব্বক স্বয়ংবর-সভাদিদৃক্ষা [দর্শনেচ্ছা]- ক্রান্তচিত্ত হইয়া ব্যাসের আদেশে ও রমণীরত্নলাভের অভিলাষে পাঞ্চালদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের গমন, গঙ্গাতীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজয় করিয়া অর্জ্জুনের তাঁহার সহিত পরমসখ্যভাব-সংস্থাপন ও তৎসমীপে তপতী, বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের রমণীয় উপাখ্যান শ্রবণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের পাঞ্চালদেশে গমন, তথায় সমাগত অসংখ্য ভূপাল সমক্ষে লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের দ্রৌপদী লাভ, ভীম ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাজগণের সহিত শল্য ও কর্ণের

পরাজয়, মহামতি অতি-শিষ্টপ্রকৃতি কৃষ্ণ ও বলরামের ভীমার্জ্জুনের সেইরূপ অপ্রমেয় ও অমানুষ-সাহস সন্দর্শনে পাণ্ডব বোধে তাঁহাদিগের সহিত সমাগত হইবার বাসনায় পরশুরামের গৃহপ্রবেশ, পঞ্চভ্রাতার এক ভার্য্যা হইবে বলিয়া দ্রুপদের বিমর্ষ, এইস্থলে পরমাশ্চর্য্য পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ, পাঞ্চালীর দৈববিহিত অমানুষ বিবাহ, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরপ্রেরণ, বিদুরের গমন ও কৃষ্ণের সন্দর্শন, পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যার্দ্ধের অধিকার, নারদের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীবিষয়ক নিয়মসংস্থাপন, সুন্দোপসুন্দের ইতিহাস, অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত একান্তে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের সন্নিকৃষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রগ্রহণ ও ব্রাহ্মণের গোধন আহরণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অরণ্যবাস এবং তৎকালে উলুপীনাম্নী নাগকন্যার সহিত পথিমধ্যে অর্জ্জুনের সমাগম, পুণ্যতীর্থে গমন ও বভ্রুবাহনের জন্ম এবং তথায় তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে গ্রাহ [কুম্ভীর] যোনিপ্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সরার শাপমোচন, প্রভাস-তীর্থে কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকারলাভ, কৃষ্ণের অভিমতে দ্বারকায় অর্জ্জুনের সুভদ্রাপ্রাপ্তি, যৌতুক-প্রদানের নিমিত্ত খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণ প্রস্থিত হইলে পর সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম, দ্রৌপদী-পুৎত্রের উৎপত্তি-কীর্ত্তন, যমুনায় জলবিহারার্থে গমন করিলে কৃষ্ণার্জ্জুনের চক্র ও ধনুলাভ, খাণ্ডবদাহ, প্রদীপ্ত অনলমধ্য হইতে ময়দানব ও ভুজঙ্গের পরিত্রাণ, মন্দপালনামা মহর্ষির ঔরসে শাঙ্গীর গর্ভে সুতোৎপত্তি, আদিপর্ব্বে এই সকল বর্ণিত আছে। বেদব্যাস এই পর্ব্বে দুই শত সপ্তবিংশতিসংখ্যক অধ্যায় কহিয়াছেন, তাহাতে অষ্ট সহস্র অষ্ট শত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করেন।

সভাপর্ব্ব– শ্লোকসংখ্যা

অনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় সভাপর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। পাণ্ডবদিগের সভা-নির্ম্মাণ, কিঙ্কর-দর্শন, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের সভাবর্ণন, রাজসূয়-মহাযজ্ঞের আরম্ভ, জরাসন্ধ-বধ, গিরিব্রজে নিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিমোচন, পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়, ভূপালদিগের রাজসূয়যজ্ঞে আগমন যজ্ঞে অর্ঘ্যদানপ্রসঙ্গে শিশুপালের সহিত বিবাদ ও তাহার বধ, পাণ্ডবদিগের রাজসূয়যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষা, ভীমকর্ত্তৃক সভামধ্যে দুর্য্যোধনের প্রতি উপহাস ও তাহার ক্রোধ, তন্নিবন্ধন দ্যুতক্রীড়া, ধূর্ত্ত শকুনি-কর্ত্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্যূতার্ণবমগ্না দুঃখিতা দ্রৌপদীর ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উদ্ধার, দ্রৌপদীকে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণা দেখিয়া দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের সহিত দ্যূতারম্ভ, দ্যুতে পরাজয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের বনপ্রেরণ, মহর্ষি বেদব্যাস সভাপর্ব্বে এই সকল বর্ণন করিয়াছেন। এই পর্ব্বে অষ্টসপ্ততি অধ্যায় এবং দ্বিসহস্র পঞ্চশত একাদশ শ্লোক আছে।

বনপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অনন্তর অরণ্য নামক তৃতীয় পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বনপ্রস্থান করিলে পৌরজন কর্ত্তৃক ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন, ওষধি ও ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত ধৌম্য মুনির উপদেশ-ক্রমে যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা, সূর্য্যের অনুগ্রহে অন্নলাভ, ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক হিতবাদী

বিদুরের পরিত্যাগ, বিদুরের পাণ্ডবসমীপে গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আগমন, কর্ণের উত্তেজনায় বনবাসী পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা, তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ব্যাসের আগমন, ব্যাস কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বনগমন-প্রতিষেধ, সুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেয়ের আগমন, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মৈত্রেয়ের উপদেশ, মৈত্রেয় কর্ত্তৃক রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি শাপপ্রদান, ভীম কর্ত্তৃক যুদ্ধে কির্ম্মীর রাক্ষস-বধ, শকুনি ছল প্রকাশ করিয়া দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে শুনিয়া পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের আগমন, কৃষ্ণ অতিশয় রোষাবেশ প্রকাশ করিলে অর্জ্জুনের সান্ত্বনাবাক্য, কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ, দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বাসুদেবের আশ্বাসদান, সৌভপতি শাল্বের বধ, সপুৎত্রা সুভদ্রাকে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বারকায় আনয়ন, ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর সন্তানগণকে পাঞ্চালনগর-প্রাপণ, রমণীয় দ্বৈতবনে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ, দ্রৌপদী ও ভীমসেনের সহিত দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন, পাণ্ডবদিগের সমীপে ব্যাসের আগমন, যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেব হইতে প্রতিস্মৃতিনামক বিদ্যালাভ, ব্যাস প্রতিগত হইলে পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে গমন, অমিততেজা অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভপ্রত্যাশায় প্রবাসে গমন ও কিরাতরূপী দেবদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রাদি লোকপালের দর্শন ও অস্ত্রলাভ, অস্ত্রশিক্ষার্থে অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন, পাণ্ডববৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের বলবতী চিন্তা, মহানুভব মহর্ষি বৃহদশ্বের সন্দর্শন, দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, ধর্ম্মসঙ্গত ও করুণরসাশ্রিত নলোপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব হইতে অক্ষহৃদয় নামক বিদ্যালাভ, পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির আগমন, লোমশ কর্ত্তৃক বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গবাসী অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত-কথন, অর্জ্জুনের অনুসন্ধানার্থ পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন, তীর্থের ফলপ্রাপ্তি ও পাবনত্ব-কীর্ত্তন, দেবর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থযাত্রা, পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা, গয়াসুরের যজ্ঞবর্ণন, অগস্ত্যের উপাখ্যান ও বাতাপি ভক্ষণ, অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত মহর্ষির লোপামুদ্রা-পরিগ্রহ, কৌমার ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত কীর্ত্তন, প্রভূত-পরাক্রম পরশুরামের চরিত্রবর্ণন, কার্ত্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধ, প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবদিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমাগম, সুকন্যার উপাখ্যান, শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবনমুনি কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারের সোমপান, অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক চ্যবনের যৌবন-প্রতিপাদন, মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্তু-নামক রাজপুৎত্রের উপাখ্যান, শত পুৎত্রের অভিলাষে সোমক রাজার জন্তু-নামক পুৎত্রের শিরশ্ছোদন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অভীষ্ট-ফললাভ, শ্যেনকপোতীয় উপাখ্যান, শিবি রাজার প্রতি ইন্দ্র ও অগ্নির ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, অষ্টাবক্রোপাখ্যান, জনক-যজ্ঞে মহর্ষি অষ্টাবক্রের সহিত বরুণাত্মজ নৈয়ায়িক বন্দীর বিবাদ, মহাত্মা অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক বিবাদে বন্দীর পরাজয় ও সাগরের অভ্যন্তরগত পিতার উদ্ধার, মহাত্মা যবক্রীত ও রৈভ্যের উপাখ্যান, গন্ধমাদনযাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস, পুষ্পানয়নার্থ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভীমসেনের নিয়োগ, পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে ভীমসেনের সহিত কদলীবনে হনূমানের সন্দর্শন, কুসুমাবচয়ন করিবার নিমিত্ত সরোবরে অবগাহন, তথায় অতি ভীষণ রাক্ষসগণ ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ, জটাসুর-নামক রাক্ষস-বধ, তথায় রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আগমন, আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে পাণ্ডবদিগের গমন ও অবস্থান, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভীমসেনের উৎসাহদান, ভীমের কৈলাস-পর্ব্বতে আরোহণ ও মণিমান্ প্রমুখ যক্ষদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ,

পাণ্ডবদিগের সহিত বৈশ্রবণের সমাগম, দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের সমাগম, হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণ ও পুলোমপুৎত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধবর্ণন, তৎকর্ত্তৃক কালকেয়দিগের রাজার প্রাণসংহার, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে অর্জ্জুনের অস্ত্র-সন্দর্শনের উদ্যম, দেবর্ষি নারদের তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ, গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবরোহণ, গহনবনে ভুজগেন্দ্র কর্ত্তৃক মহাবল ভীম-গ্রহণ, প্রশ্নোত্তর প্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমমোক্ষণ, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে পুনরাগমন, তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় পুনর্ব্বার বাসুদেবের আগমন, মার্কণ্ডেয়সমস্যা, পৃথু রাজার উপাখ্যান, সরস্বতী ও মহর্ষি তার্ক্ষ্যের সংবাদ, মৎস্যোপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, ধুন্ধুমারোপাখ্যান, পতিব্রতোপাখ্যান, অঙ্গিরা ঋষির উপাখ্যান, দ্রৌপদী ও সত্যভামাসংবাদ, পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন, ঘোষযাত্রা, গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক দুর্য্যোধন বন্ধন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিমোচন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্ন-সন্দর্শন, রমণীয় কাম্যকবনে পুনর্গমন, অতি বিস্তীর্ণ ব্রীহিদ্রৌণি কোপাখ্যান, মহর্ষি দুর্ব্বাসার উপাখ্যান, আশ্রমের অভ্যন্তর হইতে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-হরণ, মহাবল ভীমের বায়ুবেগে গমন ও জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ, বহুবিস্তার রামায়ণ উপাখ্যান, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণের বধ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, কুণ্ডলদ্বয় দান দ্বারা ইন্দ্রের হস্ত হইতে কর্ণের অব্যাহতি, পরিতুষ্ট ইন্দ্র কর্ত্তৃক একপুরুষঘাতিনী শক্তিপ্রদান, আরণেয়-উপাখ্যান ও ধর্ম্মের সপুৎত্রানুশাসন, বরলাভ করিয়া পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন, তৃতীয় আরণ্যক-পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত ও চতুঃষষ্টি শ্লোক আছে।

বিরাটপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অতঃপর বহু বিস্তৃত বিরাটপর্ব্ব শুনুন। পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে প্রবেশ করিয়া শ্মশানে অতি প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমুদয় অস্ত্র তাহাতে সংস্থাপন করিলেন ও অতি প্রচ্ছন্নভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া বিরাট-রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত আপনার অভিমত অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভীমসেন তাহার প্রাণসংহার করেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে অতি সুচতুর চরসমূহ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তেরা বিরাট-রাজার গোপন অপহরণ করে, তদুপলক্ষ্যে তাহাদিগের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষ বিরাট রাজাকে পরাজিত ও বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইত্যবসরে ভীমসেন স্ববিক্রমপ্রভাবে তাঁহাকে মুক্ত করেন, পাণ্ডবেরা বিরাটের অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করেন। অনন্তর কৌরবগণ তাঁহার গোধন হরণ করিলে অর্জ্জুন বাহুবলে নিখিল কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন। বিরাট সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া দুহিতা উত্তরাকে সম্প্রদান করিলে অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করেন। বেদবেত্তা মহর্ষি বেদব্যাস বিরাট-নামক চতুর্থ পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ইহাতে সপ্তষষ্টি অধ্যায়, দুই সহস্র ও পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে।

উদ্‌যোগপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

তৎপরে উদ্‌যোগ-নামক পর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা জিগীষা-পরবশ হইয়া উপপ্লব্য-নামক স্থানে অবস্থান করিলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন কৃষ্ণের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। “তুমি এই যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য কর”, তৎসন্নিধানে উভয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামতি কৃষ্ণ কহিলেন, “আমি এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিব ও অন্য পক্ষে আমি একাকী থাকিব; কিন্তু কোনরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না ও অকপটে তাহাদিগের মন্ত্রী হইব। এক্ষণে তোমরা অন্যতরের কে কি ইচ্ছা কর, বল।” অনভিজ্ঞ দুর্য্যোধন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সমাগত মদ্ররাজকে পথিমধ্যে দুর্য্যোধন বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া ‘তুমি আমার সাহায্য কর’, এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। শল্য তাহাতে সম্মত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলেন। তথায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্রাসুরবিজয় বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পাণ্ডবেরা কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রবল-প্রতাপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি-স্থাপন প্রত্যাশায় সঞ্জয়কে দূতস্বরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিবলবতী চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাচ্ছেদ হইল। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ হিতবাক্য শ্রবণ করান। মহর্ষি সনৎসুজাত রাজাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া অতি উৎকৃষ্ট বেদশাস্ত্র শুনাইলেন। প্রভাত-সময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অভিন্নত্ব কীর্ত্তন করেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সন্ধি বাসনায় হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন, উভয়পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর দম্ভোদ্ভবের উপাখ্যান, মহাত্মা মাতলির বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত, বিদুলার স্বপুৎত্রানুশাসন বর্ণিত আছে। কৃষ্ণ কর্ণ ও দুর্য্যোধনের নিতান্ত মন্দ অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব দর্শন করাইলেন। কর্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ পরামর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণ অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিল না। তিনি হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত-বর্ণন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের কথা শুনিয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তিনাপুর হইতে সংগ্রামবাসনায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই সমুদয় ক্রমশঃ নির্গত হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধের পূর্ব্বদিবস পাণ্ডবদিগের নিকট উলুক-নামক দূত প্রেরণ করেন। রথী ও অতিরথ-সংখ্যা, অম্বোপাখ্যান, বহুবৃত্তান্ত-সংযুক্ত সন্ধিবিগ্রহ বিশিষ্ট উদ্‌যোগপর্ব্বে এই সকল কথিত হইল। ইহাতে শত ও ষড়শীতি অধ্যায় আছে। মহর্ষি এই পর্ব্বে ষট্‌সহস্র ষট্‌শত ও অষ্টনবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

ভীষ্মপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অতঃপর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব্ব। ইহাতে সঞ্জয় জম্বুদ্বীপ নির্ম্মাণ বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরের সেনাগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। দশ দিবস অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। মহামতি বাসুদেব মুক্তিপ্রতিপাদক বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, অর্জ্জুনের মোহজনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী মনস্বী কৃষ্ণ সত্বর রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক প্রতোদ

[কশা বা চাবুক] হস্তে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বাক্যরূপ অসি দ্বারা আঘাত করেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া শাণিত শরে ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পতিত করিয়াছিলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইলেন। অতি বিস্তৃত ভারতের ষষ্ঠ পর্ব্ব সমাখ্যাত হইল। ইহাতে শত ও সপ্তদশ অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদবেত্তা ব্যাসদেব ভীষ্মপর্ব্বে পঞ্চ সহস্র, অষ্টশত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

দ্রোণপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অনন্তর বাহুবৃত্তান্তানুগত অতি বিচিত্র দ্রোণপর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। প্রবল-প্রতাপ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত "ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে বন্দী করিব," এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সংসপ্তকগণ অর্জ্জুনকে সমরাঙ্গন হইতে অর্পসৃত করিয়াছিলেন। শক্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারাজ ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক হস্তীর সহিত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হন। জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তরথী অপ্রাপ্তযৌবন একাকী বালক অভিমন্যুর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন অভিমন্যু-বধে ক্রোধে অধীর হইয়া সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুনের অন্বেষণের নিমিত্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ কৌরব-সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হতাবশিষ্ট সংসপ্তকগণ যুদ্ধে নিঃশেষ হয়। অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ,মহাবীর জরাসন্ধ, সৌমদত্তি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোৎকচাদি অন্যান্য বীরগণের নিধনের বিষয় দ্রোণপর্ব্বে কথিত আছে। সমরে দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, অশ্বত্থামা ক্রোধান্ধ হইয়া যে ভীষণ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও এই পর্ব্বে বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, বেদব্যাসের আগমন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের মাহাত্ম্য অভিহিত হইয়াছে। এই মহাভারতের সপ্তম পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই দ্রোণপর্ব্বে যে যে বীরপুরুষদিগের কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলই নিধন-প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহামুনি পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে এক শত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র নব শত নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

কর্ণপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অতঃপর কর্ণপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধীমান্ শল্যের সারথ্যকার্য্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাতনবৃত্তান্ত, গমনকালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর বিবাদ, কর্ণতিরস্কারার্থ শল্য কর্ত্তৃক হংসকাকীয়োপাখ্যান-কথন, মহাপ্রভাব দ্রোণাত্মজ কর্ত্তৃক পাণ্ড্যের নিধন, দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরগণসমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পর ক্রোধ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুনয়বাক্য দ্বারা অর্জ্জুনের ক্রোধশান্তিকরণ, ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল-বিদারণপূর্ব্বক রক্তপান এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে কর্ণের নিপাত; এই সমস্ত বর্ণিত আছে। ভারতের অষ্টম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই কর্ণপর্ব্বে একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত আছে।

শল্যপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। কুরুসৈন্য বীরশূন্য হইলে, মদ্রাধিরাজ শল্য সৈনাপত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শল্যপর্ব্বে যাবতীয় রথযুদ্ধ ও প্রধান প্রধান কৌরবদিগের বধ বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শল্যের বধ ও সহদেব কর্ত্তৃক শকুনির বিনাশ কথিত আছে। দুর্য্যোধন অল্পমাত্রাবিশিষ্ট সৈন্য দেখিয়া দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক জলস্তম্ভ [নিশ্চল জলমধ্যে লুক্কায়িত ব্যক্তির বাহির হইতে অনুসন্ধান না পাইবার কৌশল] করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা হ্রদমধ্যে দুর্য্যোধনের আত্মগোপন-বৃত্তান্ত ভীমকে বলিয়া দিল। মহামানী দুর্য্যোধন ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইলেন ও ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রামসময়ে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বে সরস্বতী ও অন্যান্য তীর্থ-সমুদয়ের পবিত্রতা কীর্ত্তন ও তুমুল গদাযুদ্ধবর্ণন আছে। যুদ্ধে বৃকোদর ভয়ানক গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিলেন। ভারতের নবম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে নানাবৃত্তান্তযুক্ত একোনষষ্টি অধ্যায় কথিত আছে। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে। কুরুবংশযশঃকীর্ত্তক মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে তিন সহস্র দুই শত বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

সৌপ্তিকপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অনন্তর দারুণ সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। পাণ্ডবেরা সংগ্রামক্ষেত্র হইতে শিবিরে গমন করিলে, সায়ংকালে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা রুধিরাক্তকলেবর ভগ্নোরুযুগল অভিমানী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। মহাক্রোধ দ্রোণাত্মজ প্রতিজ্ঞা করিলেন, “ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদিগকে ও অমাত্যসহিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট না করিয়া বর্ম্মত্যাগ করিব না।” রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন জনেই সেস্থান হইতে অপক্রান্ত হইয়া প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐস্থানে অশ্বত্থামা রাত্রিকালে পেচককে বহুসংখ্যক কাক নষ্ট করিতে দেখিয়া পিতৃনিধন-বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া নিদ্রাতুর পাঞ্চালদিগের বধে সপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এইরূপ স্থির করিয়া শিবিরদ্বারে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষস আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অশ্বত্থামা অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাক্ষসের কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহায়তায়, সুষুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পুৎত্রগণকে বিনাশ করিলেন। কেবল কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকি রক্ষা পাইলেন, আর সকলেই বিনষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরাদিকে সমাচার দিল যে “অশ্বত্থামা প্রসুপ্ত পাঞ্চালদিগকে বধ করিয়াছে।” দ্রৌপদী পুৎত্র, পিতা, ও ভ্রাতাগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অধীরার ন্যায় অনশন সঙ্কল্প করিয়া স্বামিগণের নিকট উপবিষ্টা হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টি-করণার্থ ক্রোধান্বিত হইয়া

গদা গ্রহণপুরঃসর অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীমভয়াক্রান্ত হইয়া সক্রোধে "অদ্য আমি মেদিনী পাণ্ডববিহীনা করিব" এই বলিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ "এমন করিও না" এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুন পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে অনিষ্টাচরণে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া স্বকীয় অস্ত্র দ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্রচ্ছেদন করিলেন এবং অশ্বত্থামা ও ব্যাসাদি পরস্পরের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণাত্মজের নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিয়া সানন্দে দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। ভারতের দশম সৌপ্তিকপর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রহ্মবাদী মহাত্মা উত্তমতেজা বেদব্যাস এই পর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্ট শত সপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন। ঐষীকপর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

স্ত্রীপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

এক্ষণে করুণরসোদ্ধেধক স্ত্রীপর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে পুৎত্রশোকার্ত্ত প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সংহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করেন। বিদুর মোক্ষোপদেশক হেতুবাদ দ্বারা পুৎত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিকমোহনিবারণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরমহিলাগণের সহিত রণস্থলদর্শনার্থ গমন করেন। অতঃপর বীরবনিতাগণের করুণস্বরে রোদন এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ ও মোহ। তৎপর ক্ষৎত্রিয়পত্নীগণ সমরে অপরাঙ্মুখ নিহত পিতা, ভ্রাতা ও পুৎত্রগণকে দেখিলেন। কৃষ্ণ পুৎত্র-পৌৎত্রশোকাকুলা গান্ধারীর ক্রোধোপশমন করেন। সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ, রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে নৃপতিগণের শরীর দাহ করাইলেন। ভূপতিগণের উদকক্রিয়া [তর্পণাদি] আরব্ধ হইলে কুন্তী কর্ণকে আপনার গূঢ়োৎপন্ন পুৎত্র বলিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই একাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব্ব শ্রবণ কিংবা পাঠ করিলে সহৃদয় জনের হৃদয় শোকাকুল ও নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়। এই পর্ব্বে বেদব্যাস সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্তশত পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

শান্তিপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অতঃপর ধীশক্তিবর্দ্ধক শান্তিপর্ব্বে কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, পুৎত্র, সম্বন্ধী ও মাতুলগণকে বধ করাইয়া সাতিশয়, নির্ব্বণ্ন হইলেন। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ঐ সমস্ত ধর্ম্মের যথার্থ-জ্ঞান দ্বারা লোকে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। ইহাতে বিচিত্র মোক্ষধর্ম্মের কথাও সবিস্তারে কথিত আছে। মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। হে তপোধনগণ! এই শান্তিপর্ব্বে মহামুনি বেদব্যাস ত্রিশত ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও চতুর্দ্দশ সহস্র সপ্ত শত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অনুশাসনপর্ব্ব –শ্লোকসংখ্যা

ইহার পর অত্যুৎকৃষ্ট অনুশাসনপর্ব্ব। এই পর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুৎত্র ভীষ্মদেবের নিকট ধর্ম্মনিশ্চয় শ্রবণ করিয়া বিগতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্ব্বে

ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধ ব্যবহার সমুদয়-কথন, বিবিধ দানের বিবিধ প্রকার ফলনির্দ্দেশ, সৎপাত্র ও অসৎপাত্রের বিশেষ বিবেচনা, দানবিধানকথন, আচার-বিনির্ণয়, সত্যের স্বরূপ-কথন, গোগণের ও ব্রাহ্মণগণের মহত্বকীর্ত্তন, দেশ কালানুযায়ী-ধর্ম্মরহস্য-কথন ও ভীষ্মের অমরলোকসম্প্রাপ্তি কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্মনির্ণায়ক নানা-বৃত্তান্ত-সঙ্কলিত অনুশাসনাভিধান মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অনুশাসনপর্ব্বে মুনিসত্তম পরাশরাত্মজ একশত ষট্চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র শ্লোক নির্ণয় করিয়াছেন।

অশ্বমেধপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অতঃপর আশ্বমেধিক-নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে সংবর্ত্তমুনি ও মরুত্ত রাজার আখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত সুবর্ণস্তূপ-সম্প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ তাঁহাকে জীবিত প্রদান করেন। অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞ-তুরঙ্গরক্ষার্থ তৎপশ্চাদগামী অর্জ্জুনের নানাদেশে ক্রোধনরাজ-পুৎত্রগণের সহিত সংগ্রাম, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে সমুদ্ভুত স্বসুত বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের জীবন-সংশয়। মহান্ অশ্বমেধযজ্ঞের সমাপ্তির পর নকুলের বৃত্তান্ত। এই পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই পর্ব্বে অশেষ-তত্ত্ববিৎ ভগবান্ পরাশরসূনু ত্র্যধিক শত অধ্যায় ও তিন সহস্র তিন শত বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অনন্তর আশ্রমবাসাখ্য পঞ্চদশ পর্ব্ব। এই পর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যত্যাগ করিয়া গান্ধারী ও বিদুরের সহিত অরণ্যানী [মহাবন] প্রবেশ করিলেন। গুরুশুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্তা, সাধ্বী কুন্তীও ধৃতরাষ্ট্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া পুৎত্ররাজ্য পরিত্যাগকরতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমরে নিহত লোকান্তরগত পুৎত্র-পৌৎত্র এবং অন্যান্য ক্ষৎত্রিয় বীরপুরুষগণকে পুনরাগত দেখিলেন। তিনি মহামুনি বেদব্যাসের প্রসাদে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া অবশেষে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসিদ্ধি লাভ করিলেন। বিদুর ও জিতেন্দ্রিয় গবলগণ-নন্দন সঞ্জয় অমাত্যের সহিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চরমে সদ্গতি প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তপোধন নারদকে সন্দর্শন করিলেন এবং তৎপ্রমুখাৎ যদুকুলধ্বংসের কথা অবগত হইলেন। এই অত্যদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র পঞ্চশত ষট্শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

মৌষলপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

হে তপোধনগণ! অতঃপর দারুণ মৌষল-পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে লবণ-সমুদ্র-সমীপে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পুরুষসিংহ যাদবগণ আপানে [মদ্যপান – দলবদ্ধ হইয়া যেখানে মদ্যপান করা হয়] –মদ্যপান দ্বারা মত্ত হইয়া দারুণ দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ এরকা [শরতূণ – শরকাঠি] রূপ বজ্র দ্বারা পরস্পর আঘাত করেন। কৃষ্ণ ও বলভদ্র উভয়ে আপনাদিগের

কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে আপনারাও সর্ব্বসংহর্ত্তা সমুপস্থিত কালের করাল কবলে নিপতিত হয়েন। নরোত্তম অর্জ্জুন দ্বারবতী নগরীতে আগমনপূর্ব্বক ঐ নগরীকে যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি নরশ্রেষ্ঠ মাতুল বসুদেবের সংস্কার করিলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণ ও বলরামের সংস্কার করিয়া পরিশেষে অন্যান্য প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণেরও সংস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকা হইতে বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া গমন করিতে করিতে ঘোরতর আপৎকালে গাণ্ডীবের প্রভাবক্ষয় ও দিব্যাস্ত্র সমুদয়ের অপ্রসন্নতা দেখিলেন। তৎপরে তিনি যাদবমহিলাগণের নাশ ও প্রভুত্বের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসোপদেশে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণের বাসনা করিলেন। ষোড়শ-সংখ্যক মৌষলপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইল। তত্ত্ববিৎ পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে আট অধ্যায় ও তিনশত বিংশতি শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

মহাপ্রাস্থানিকপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

তদনন্তর মহাপ্রাস্থানিক-নামক সপ্তদশ পর্ব্বের বিষয় লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ স্বকীয় রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রৌপদী দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা লোহিত্যার্ণবের কূলে অগ্নিসন্দর্শন পাইলেন। অর্জ্জুন মহানুভব অগ্নি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট গাণ্ডীবধনু প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত ও নিহত দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপও না করিয়া সমস্ত মায়ামোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাস্থানিকাখ্য সপ্তদশ পর্ব্ব কথিত হইল। এই পর্ব্বে অশেষতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরনন্দন তিন অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

স্বর্গরোহণপর্ব্ব – শ্লোকসংখ্যা

অনন্তর আশ্চর্য্য অলৌকিক স্বর্গপর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে দয়ার্দ্রাচিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবলোক হইতে আগত দৈবরথে কুক্কুর ত্যাগ করিয়া আরোহণে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া কুক্কুররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক দর্শন দিলেন। পরম্-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত একরথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবদূত ছল করিয়া নরক দর্শন করাইলেন। পরমধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তৎস্থানস্থিত নির্দ্দেশানুবর্ত্তী ভ্রাতৃগণের করুণ-রসোদ্দীপক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্ম ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার মনোদুঃখ নিবারণ করেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুরদীর্ঘিকায় [স্বর্গনদী–গঙ্গা] স্নান করিয়া মানুষ-কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে নিজ ধর্ম্মার্জ্জিত স্থান পাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পরম সমাদৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হে তপোধনগণ! অশেষধীশক্তিসম্পন্ন নামাতত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস এই অষ্টাদশ পর্ব্ব রচনা এবং ইহাতে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

হরিবংশ – শ্লোকসংখ্যা

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব্ব সবিস্তারে উক্ত হইল। ইহার পর হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব্ব কথিত আছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহ নির্দ্দিষ্ট হইল।

পর্ব্বসংগ্রহ-প্রশংসা

যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়াছিল। সেই ঘোর সংগ্রাম অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া হয়। যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ উত্তমরূপে অধ্যায়ন করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতাখ্যান জানেন না, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিতে পারা যায় না। অপরিমিত-ধীশক্তিমান্ বেদব্যাস এই ভারতকে অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন পরম সুমধুর পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ এই আখ্যান শ্রবণ করিলে অন্যশাস্ত্র-শ্রবণে রুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রোত্তমগণ! যেমন জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীরী অন্তরীক্ষের [আকাশতলের সমগ্র সৃষ্টির] অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্ভূত। যেমন বিচিত্রা মানসিক ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, সেইরূপ এই ইতিহাস যাবতীয় দানাধ্যয়নাদি ক্রিয়া ও শমদমাদি গুণের আশ্রয়। যেমন আহার বিনা শরীরীর শরীর ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই সুললিত ইতিহাসান্তর্গত কথা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে অন্য কথা নাই। যেমন সমুন্নতি-প্রেপসু ভৃত্যগণ সদ্‌বংশজ প্রভুর আরাধনা করে, সেইরূপ কবিবরাগ্রগণ্যগণ এই বিচিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন অন্যান্য আশ্রমাপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃতকাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মহর্ষিগণ! তোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক। কারণ, লোকান্তরগত জনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগপূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠবিনির্গত অপ্রমেয় পরমপবিত্র পাপনাশক মঙ্গলবিধায়ক পাঠ্যমান ভারত শ্রবণ করে, তাহার পুষ্করজলে স্নান করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়গণ-প্রভাবে যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, সন্ধ্যাকালে মহাভারত পাঠ দ্বারা সেই সকল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়েন; আর নিশাকালে কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চয় করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত পাঠ করিয়া সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে কনকমণ্ডিত শত গো-দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারত-কথা প্রত্যহ শ্রবণ করে, এই দুইজনের তুল্য ফললাভ হয়। যেমন অর্ণবপোতাদি দ্বারা সুবিস্তীর্ণ অগাধ-জলধি অনায়াসে পার হওয়া যায়, সেইরূপ অগ্রে পর্ব্বসংগ্রহশ্রবণ দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট মহার্থযুক্ত উপাখ্যান সুখবোধ্য হয় জানিবেন।

৩য় অধ্যায়

পৌষ্যপর্ব্ব-জনমেজয় শাপ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কুরুক্ষেত্রে পরীক্ষিতপুৎত্র রাজা জনমেজয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এক দীর্ঘ-সত্র [দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ] অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার তিন সহোদর- শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটা কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে মাতৃসন্নিধানে গমন করিল। সরমা তাহাকে অকস্মাৎ রোদন করিতে দেখিয়া কহিল, “তুমি কেন কাঁদিতেছ? কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, বল।” জননী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সে কহিল, “জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে প্রহার করিয়াছেন।” তাহা শুনিয়া দেবশুনী কহিল, “বোধ হয়, তুমি তাঁহাদিগের কোন অপকার করিয়া থাকিবে।”

সে পুনর্ব্বার কহিল, “আমি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অপকার করি নাই, যজ্ঞের হবিঃও নিরীক্ষণ করি নাই, তাঁহারা অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছেন।” তৎশ্রবণে সরমা অতি দুঃখিতা হইয়া যথায় জনমেজয় ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বহুবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিল, “আমার পুৎত্র তোমাদিগের কিছুমাত্র অপকার করে নাই, যজ্ঞের হবিঃ অবেক্ষণ [দর্শন] ও অবলেহন করে নাই, তোমরা কি নিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ, বল?” তাঁহারা কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন সরমা কহিল, “তোমরা নিরপরাধকে প্রহার করিয়াছ, অতএব অনুপলক্ষিত [অজ্ঞাত] ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে।” জনমেজয় দেবশুনী সরমার এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ ও সন্ত্রস্ত হইলেন।

সোমশ্রবা ঋষির উপাখ্যান

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে জনমেজয় হস্তিনাপুরে আগমন ও সরমাশাপ-নিবারণের নিমিত্ত সাতিশয় প্রযত্নসহকারে এক অনুরূপ পুরোহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়ায় নির্গত হইয়া জনমেজয় স্বীয় জনপদের অন্তর্গত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামক এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার সোমশ্রবাঃ নামে এক পুৎত্র ছিল। জনমেজয় ঋষিপুৎত্রের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন এবং ঋষিকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্! আপনার এই পুৎত্র আমার পুরোহিত হউন।” রাজার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া শ্রুতশ্রবাঃ কহিলেন, “হে জনমেজয়! একদা এক সর্পী আমার শুক্র পান করিয়াছিল। ঐ শুক্রে তাহার গর্ভসঞ্চার হয়; আমার এই পুৎত্র ঐ গর্ভে জন্মেন। ইনি মহাতপস্বী, অধ্যয়ননিরত ও মদীয় তপোবীর্য্যে সম্ভূত। মহাদেবের অভিশাপ ব্যতিরেকে তোমার সমুদয় শাপশান্তি করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইঁহার একটি নিগূঢ় ব্রত আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ ইঁহার সন্নিধানে কোন বিষয় প্রার্থনা করেন, ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন, যদি ইহাতে সাহস হয়, তবে ইঁহাকে লইয়া যাও।” শ্রুতশ্রবার এইরূপ কথা শুনিয়া জনমেজয় প্রত্যুত্তর করিলেন, “মহাশয়! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহাতে সম্মত আছি।” এই কথা কহিয়া পুরোহিত-সহ স্বনগরে প্রত্যাগমনকরতঃ ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, “আমি এই মহাত্মাকে

পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছি, ইনি যখন যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, তোমরা তদ্বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে; কিছুতেই যেন তাহার ব্যতিক্রম না হয়। "সহোদরদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন ও অনতিবিলম্বেই সেই প্রদেশ আপন অধিকারে আনিলেন।

আয়োধধৌম্য ও আরুণিবৃত্তান্ত

ইত্যবসরে প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ হইতেছে। আয়োধধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটি শিষ্য ছিল। তিনি একদিন পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে অনুমতি করিলেন। আরুণি উপাধ্যায়ের উপদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরিশেষে আলি বাঁধিতে অশক্ত হইলেন। অগত্যা তথায় শয়ন করিয়া জলনির্গম নিবারণ করিলেন। কোন সময়ে উপাধ্যায় আয়োধধৌম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসিলেন, "পাঞ্চালদেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে?" তাহারা কহিল, "ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছেন।" তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, "যথায় আরুণি গমন করিয়াছে, চল, আমরাও তথায় যাই।" অনন্তর সেই স্থানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, "ভো বৎস আরুণি! কোথায় গিয়াছ, আইস।" তৎশ্রবণে আরুণি সহসা তথা হইতে উত্থিত ও উপাধ্যায়ের সন্নিহিত হইয়া অতি বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, "ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অবারণীয়; সুতরাং তৎপ্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করিয়া সহসা কেদার [ক্ষেতের আলি] খণ্ড বিদারণপূর্ব্বক আপনার সম্মুখীন হইলাম; অভিবাদন করি, আর কি অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন।" আরুণি এইরূপ কহিলে উপাধ্যায় উত্তর করিলেন, "বৎস! যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে এবং আমার আজ্ঞাপালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকালে সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে।" পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

উপমন্যু-উপাখ্যান

আয়োধধৌম্যের উপমন্যু নামে একটি শিষ্য ছিলেন। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি, এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক, বল।" তিনি উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, "দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ

[ভক্ষণ] করা তোমার বিধেয় নহে। "উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন; উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন; ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গো-রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তোমার ভিক্ষান্ন সমুদয়ই গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল।" তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া আপনার উদর পূরণ করিয়া থাকি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম ও সমুচিত কর্ম্ম নহে। ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে, আরও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে। "উপাধ্যায় কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণই লইয়া থাকি এবং প্রতিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না; তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল।" এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, "ভগবন্! এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে।" গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না এবং ধেনুর দুগ্ধ পান করিতেও তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকলেবর দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল।" উপমন্যু কহিলেন, :বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া যে ফেন উদগার করে, আমি তাহা পান করি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "অতি শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদগার করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয় নহে।" এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া তিনি আর ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিতেন না, দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেন না, ধেনুর দুগ্ধপান ও দুগ্ধের ফেনোপযোগেও বিরত হইলেন। একদা তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণবিপাক অর্কপত্র উপযোগ করাতে চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন; অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপাতিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ দিনমণি অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে, উপাধ্যায় আয়োধধৌম্য শিষ্যদিগকে কহিলেন, "দেখ উপমন্যু এখনও আসিতেছে না।" শিষ্যেরা কহিলেন, "ভগবন্! উপমন্যুকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।" উপাধ্যায় কহিলেন, "দেখ, আমি

উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত প্রত্যাগত হইতেছে না। চল, আমরা গিয়া তাহার অনুসন্ধান করি।" এই বলিয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে বন-গমনপূর্ব্বক "বৎস উপমন্যু! কোথায় গিয়াছ?" এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের স্বরসংযোগ শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমি কূপে পতিত হইয়াছি।" তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, "তুমি কিরূপে কূপে নিপতিত হইয়াছ?" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি অর্কপত্র-ভক্ষণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলাম।" উপাধ্যায় কহিলেন, "তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর। তাহা হইলে তোমার চক্ষুলাভ হইবে।" উপমন্যু উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে বেদবাক্য দ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। "হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে; তোমরাই সর্ব্বভূতপ্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চ [সংসার জীব] স্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ; দেশ, কাল ও অবস্থা দ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পরমাণুসমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর; তোমরাই স্বীয় প্রকৃতির বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমি নির্ব্ব্যাধি হইবার জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন [প্রগাঢ় চিন্তা] দ্বারা তোমাদিগের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমরা পরম রমণীয় ও নির্লিপ্ত, বিলীন জগতের অধিষ্ঠানভূত, মায়াবিকার-রহিত এবং জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিত; তোমরা সর্ব্বকাল সমভাবে বিরাজমান আছ; তোমরা ভাস্কর সৃষ্টি করিয়া দিনযামিনীরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র দ্বারা সংবৎসররূপ বস্ত্র বয়ন করিতেছ; তোমরা জীবদিগকে সুবিহিত পথ সতত প্রদর্শন কর; তোমরা পরমাত্মশক্তিরূপ কালপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া জীবাত্ম-স্বরূপ পক্ষিণীকে মোক্ষরূপ সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছ। জীবেরা যাবৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র থাকে, তাবৎ তাহারা সর্ব্বদোষ-স্পর্শশূন্য চৈতন্যস্বরূপ তোমাদিগকে শরীরী বলিয়া ভাবনা করে। ত্রিশতষষ্টি দিবস-স্বরূপ গোসকল সংবৎসররূপ যে বৎস উৎপাদন করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে আশ্রয় করিয়া পৃথক ফলক্রিয়াসমূহরূপ গো হইতে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করেন; উৎপাদক ও সংহারক সেই বৎসকে তোমরাই প্রসব করিয়াছ। অহোরাত্রস্বরূপ সপ্তশতবিংশতি অর [চক্রমধ্যস্থ কাষ্ঠ] সংবৎসররূপ নাভিতে [চাকার হাঁড়ী] সংস্থিত এবং দ্বাদশমাসরূপ প্রধি [রথচক্রের প্রান্ত] দ্বারা পরিবেষ্টিত যুষ্মৎ-প্রকাশিত নেমিশূন্য মায়াত্মক অক্ষয় কালচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বাদশ রাশিরূপ অর, ছয় ঋতুস্বরূপ নাভি ও সংবৎসররূপ অক্ষ [চক্রের মধ্যমণ্ডল]-সংযুক্ত এবং ধর্ম্মফলের আধারভূত একখানি চক্র আছে, যাহাতে কালাভিমানিনী দেবতা সতত অবস্থিত আছেন। হে অশ্বিনীকুমার যুগল! তোমরা ঐ চক্র হইতে আমাকে মুক্ত কর, আমি জন্ম মরণ ক্লেশে অতিশয় ক্লিষ্ট আছি। তোমরা সনাতন ব্রহ্ম হইয়াও জড়স্বভাব বিশ্বস্বরূপ; তোমরাই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল স্বরূপ। আকাশাদি সমস্ত জড়পদার্থ তোমাদের স্বরূপে লয়প্রাপ্ত হয়, তোমরাই অবিদ্যাপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে বিমুখ হইয়াও বিষম-বিষয়-রসাস্বাদ-সুখভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সংসার-মায়াজালে

জড়িত হও। তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে দশদিক্ আকাশ ও সূর্য্যমণ্ডলের উদ্ভাবন করিয়াছ; মহর্ষিগণ সূর্য্য-বিহিত সময়ানুসারে বেদ-প্রতিপাদ্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করেন এবং নিখিল দেবগণ ও মনুষ্যেরা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। তোমরা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পঞ্চীকরণ করিয়াছ, সেই পঞ্চভূত হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া বিষয়ানুরক্ত হইতেছে এবং নিখিল দেবগণ ও সমগ্র মনুষ্য অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে। তোমাদিগকে ও তোমাদের কণ্ঠদেশাবলম্বিত কমলমালিকাকে প্রণাম করি। নিত্যযুক্ত কর্ম্মফলদাতা অশ্বিনীকুমারযুগলের সাহায্য বিনা অন্যান্য দেবগণ স্বকীয় কার্য্যসাধনে সক্ষম নহেন। হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা অগ্রে মুখ দ্বারা অন্নরূপ গর্ভ গ্রহণ কর, পরে অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে। ঐ গর্ভ প্রসূতমাত্র মাতৃস্তন্যপানে নিযুক্ত হয়। এক্ষণে তোমরা আমার চক্ষুর্দ্বয়ের অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রাণরক্ষা কর।" অশ্বিনীকুমারযুগল উপমন্যুর এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, "আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি, ভক্ষণ কর।" এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, "আপনাদিগের কথা অবহেলন করিবার যোগ্য নয়; কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপূপ [পিষ্টক] ভক্ষণ করিতে পারি না।" তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন "পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা উপযোগ করেন; অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর।" এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, "আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপূপভক্ষণ করিতে পারিব না।" অশ্বিনীকুমার কহিলেন, "তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত-সকল লৌহময়, তোমারও হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষু ও শ্রেয়োলাভ করিবে।" উপমন্যু অশ্বিনীকুমারের বরদান-প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্ন লাভ করিয়া গুরু-সন্নিধানে গমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, "অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ মঙ্গললাভ করিবে, সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে।" উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

বেদ ঋষি-উতঙ্ক-বৃত্তান্ত

আয়োধধৌম্যের বেদ নামে অপর একটি শিষ্য ছিলেন। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "বৎস বেদ, তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।" বেদ তদীয় বাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় রত হইয়া বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু যখন যাহা নিয়োগ করিতেন, তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতেন; কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন বেদ গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদের এই পরীক্ষা হইল।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে গুরুকুল হইলে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁহারও তিনটি শিষ্য হইল। বেদ শিষ্যদিগকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। কারণ, গুরুকুলবাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরূক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য-নামক অপর এক ভূপাল বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপাধ্যায় রূপে বরণ করিলেন। একদা তিনি যাজনকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে উতঙ্ক-নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "বৎস! আমার অবস্থানকালে মদীয় গৃহে যে-কোন বিষয়ের অসদ্ভাব হইবে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে।" উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া বেদ প্রবাসে গমন করিলেন। উতঙ্ক গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন উপাধ্যায়পত্নীরা উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন। এ সময় তোমার গুরু গৃহে নাই। যাহাতে তাঁহার ঋতু ফলহীন না হয়, তুমি তাহা কর, কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে।" উতঙ্ক এতাদৃশ অসঙ্গত কথা শুনিয়া কহিলেন, "আমি স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ কুকর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না এবং গুরু আমাকে অন্যায় আচরণ করিতে কহিয়া যান নাই।" কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিয়া উতঙ্কের সুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, বল? তুমি ধর্ম্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক; গমন কর।" গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবন্! আমি দক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি। কারণ, এইরূপ শ্রুতি আছে যে, যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। অনুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! অবসর ক্রমে আদেশ করিব।" উতঙ্ক আর একদিন গুরুকে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, আজ্ঞা করুন, কিরূপ দক্ষিণা আপনার অভিমত, তাহা আহরণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।" তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! গুরুদক্ষিণা আহরণ করিবে বলিয়া আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, অতত্রব তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল, তাঁহার যাহা অভিরুচি, সেইরূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ কর।" উতঙ্ক উপাধ্যায়ের উপদেশক্রমে গুরু-পত্নী সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! গৃহে যাইতে উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিয়া ঋণমুক্ত হইতে বাসনা করি। বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত?" উপাধ্যায়ানী কহিলেন, "বৎস! পৌষ্যরাজের ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, তাহা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর। আগামী চতুর্থ দিবসে এক ব্রত উপলক্ষে মহা সমারোহ হইবে, সেইদিন ঐ দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিব; অতএব তুমি সত্বর গমন কর, ইহা করিতে পারিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, অন্যথা মঙ্গল হওয়া সুকঠিন।"

উতঙ্ক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অতি বৃহৎ এক বৃষ দেখিলেন। ঐ বৃষে বৃহৎকায় এক পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ওহে উতঙ্ক! তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর।" উতঙ্ক তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, "উতঙ্ক! তুমি মনোমধ্যে কোনপ্রকার বিচার না করিয়া এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্ব্বে তোমার উপধ্যায় ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন।" তখন উতঙ্ক ঐ কথায় স্বীকার করিয়া সেই বৃষের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সত্বর আচমন করিতে করিতে সসম্ভ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং আসনাসীন পৌষ্যের সন্নিধানে গমন করিয়া আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ-পুরঃসর কহিলেন, "মহারাজ! আমি অর্থিভাবে আপনার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি।" রাজা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! এই কিঙ্কর আপনার কি উপকার করিবে, বলুন। "উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! আপনার মহিষী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করেন, গুরুদক্ষিণা-প্রদান-বাসনায় আপনার নিকট আমি তাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।" পৌষ্য কহিলেন, "মহাশয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট উহা যাচঞ্ঞা করুন।" উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজ-মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পুনর্ব্বার পৌষ্যের নিকট আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ। আমার প্রতি এরূপ মিথ্যা আচরণ করা আপনার উচিত হয় নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে আপনার মহিষীকে দেখিতে পাইলাম না।" পৌষ্য ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মহাশয়! বোধ হয়, আপনি অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন। আমার গৃহিণী অতি পতিব্রতা, অপবিত্র থাকিলে কেহই তাঁহার সন্দর্শন পায় না।" এইরূপ অভিহিত হইলে উতঙ্ক সমুদয় স্মরণ করিয়া কহিলেন, "আমি বৃষ-পুরীষ ভক্ষণান্তর সত্বরে উত্থিত হইয়া গমনকালে আচমন করিয়াছিলাম।" পৌষ্য প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহাশয়! আপনার ইহাই ব্যাতিক্রম হইয়াছে। উত্থানাবস্থায় ও গমনকালে আচমন করা আর না করা উভয়ই তুল্য।" তখন উতঙ্ক প্রাঙ্মুখে উপবেশন এবং করচরণ ও বদন প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিঃশব্দ, অফেন, অনুষ্ণ ও হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, এইরূপ পরিমাণে জল তিনবার আচমনপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। রাজমহিষী তাঁহার দর্শনমাত্রে সত্বরে উত্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! এ কিঙ্করী আপনার কি করিবে, আজ্ঞা করুন?" উতঙ্ক কহিলেন, "গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আমাকে তাহা দান কর।" রাজমহিষী তাঁহার তাদৃশ প্রার্থনায় প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া সৎপাত্র বোধে তৎক্ষণাৎ কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, "নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয়সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন। অতত্রব সাবধান হইয়া লইয়া যাউন।" উতঙ্ক কহিলেন, "তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না। নিশ্চয় কহিতেছি, তক্ষক আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্য-সকাশে গমন করিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ! অভিলষিত-ফললাভে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। "অনন্তর পৌষ্য কহিলেন, "ভগবন্! সকল সময় সুপাত্র-সমাগম হয় না। আপনি

গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয়, আতিথ্য করি, অতএব কাল-নির্দ্দেশ করুন।" উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি এক্ষণেই প্রস্তুত আছি, আপনি অন্ন আনয়ন করুন।" রাজা তদীয় আদেশানুসারে অন্ন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে উপযোগ করিতে দিলেন। তিনি তাহা শীতল ও কেশসংস্পর্শে অশুচি দেখিয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে দূষিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছ, অতএব অন্ধ হইবে।" পৌষ্য এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তুমি অদূষিত অন্নে দোষারোপ করিলে, অতএব তোমারও বংশলোপ হইবে।" তখন উতঙ্ক কহিলেন, "দেখ তুমি অশুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়া পুনর্ব্বার প্রতিশাপ প্রদান করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হইল না, বরং তুমি অন্নের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।" পৌষ্য অন্নের অশুচিত্ব স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। পরে উতঙ্ককে বিনয়বাক্যে কহিলেন, "ভগবন্! আমি সবিশেষ না জানিতে পারিয়া এই অশুচি অন্ন আহরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আমি অন্ধ না হই, এইরূপ অনুগ্রহ করুন।"

তখন উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, "দেখ, আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং একবার অন্ধ ও অনতিবিলম্বে চক্ষুষ্মান্ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর।" পৌষ্য কহিলেন, "এখনও আমার ক্রোধের উপশম হয় নাই; অতএব শাপ প্রতিসংহার করিতে পারি না। আর আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল ও বাক্য খরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত তীক্ষ্ম; ক্ষৎত্রিয়দিগের উভয়ই বিপরীত অর্থাৎ তাহাদিগের বাক্য নবনীতবৎ কোমল ও হৃদয় ক্ষুরধার-তুল্য সুতীক্ষ্ম; সুতরাং আমি স্বভাবসুলভ তীক্ষ্মভাব-প্রযুক্ত এক্ষণে প্রদত্ত শাপের অন্যথা করিতে পারি না।" উতঙ্ক কহিলেন, "আমি অদূষিত অন্নে দোষারোপ করিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছি, এই ভাবিয়া তুমি আমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়াছিলে। এক্ষণে অন্নের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক আমাকে প্রসন্ন করিলে এবং শাপ বিমোচন করিয়া লইলে; কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা মোচন করিতে চাহিতেছ না। এই প্রবঞ্চনা-প্রযুক্ত সে শাপ আমাকে লাগিবে না; আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে দেখিলেন, এক নগ্ন ক্ষপণক [বৌদ্ধ ভিক্ষুক-ন্যাংটা ভিখারী] আসিতেছে; কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক সেই সময়ে পৌষ্য-মহিষীদত্ত কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নানতর্পণাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে-ক্ষপণক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সত্বর তথায় আগমন ও কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। উতঙ্ক স্নানাহ্নিক-সমাপনানন্তর অতি পূতমনে দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রবলবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তিনি সেই ক্ষপণকের সন্নিকৃষ্ট হইবামাত্র সে ক্ষপণকরূপ পরিহারপূর্ব্বক তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিল এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাহার সম্মুখে এক মহাগর্ত্ত সমুৎপন্ন হইল। তক্ষক সেই মহাগর্ত্ত দিয়া নাগলোকস্থ স্বীয়ভবনে গমন করিলেন। তখন উতঙ্ক পৌষ্য-মহিষীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণে তক্ষকের অনুসরণে যত্নবান হইলেন এবং প্রবেশদ্বার বিস্তার করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কষ্টভোগ

করিতে দেখিয়া স্বীয় বজ্রাস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বজ্র! তুমি যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর।" বজ্র প্রভুর আদেশক্রমে তদ্দণ্ডে দণ্ডকাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গর্ত্তদ্বার বিস্তীর্ণ করিল। উতঙ্ক তদ্দ্বারা রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী ও নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকের রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

"ঐরাবত যে-সকল সর্পের অধিরাজ এবং যাঁহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান, সৌদামিনী সহকৃত পবনচালিত মেঘমালার ন্যায় বেগবান্ সেই সকল সর্পদিগকে স্তব করি। ঐরাবত সম্ভূত অন্যান্য সুরূপ ও বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডলধারী সর্প, যাঁহারা প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় অমরলোকে নিরবচ্ছিন্ন বিরাজমান আছেন এবং ভাগীরথীর উত্তর তীরে যে-সকল নাগের বাসস্থান আছে, সেই সকল সুমহৎ পন্নগদিগকেও স্তব করি। ঐরাবত ব্যতিরেকে আর কে সূর্য্যকিরণে বিচরণ করিতে পারে? যখন ধৃতরাষ্ট্র সর্প গমন করেন, তৎকালে বিংশতিসহস্র অষ্টশত অশীতি সর্প তাঁহার অনুসরণ করেন। যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সমভিব্যাহারে গমন করেন ও যাঁহারা অতিদূরে বাস করেন, সেই সমস্ত ঐরাবতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে নমস্কার করি। পূর্ব্বে খাণ্ডবপ্রস্থে ও কুরুক্ষেত্রে যাঁহার বাসস্থান ছিল, কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষককে স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে নিত্যকাল সহচর হইয়া স্রোতস্বতী ইক্ষুমতীতীরে সতত বাস করিতেন। মহাত্মা তক্ষকের কনিষ্ঠ পুৎত্র শ্রুতসেন, যিনি সর্ব্বনাগের আধিপত্য লাভ করিবার প্রত্যাশায় কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও নমস্কার করি।"

উতঙ্ক এইরূপে সর্পদিগকে স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুইটি স্ত্রীলোক সুচারু বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে [তাঁতে] বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সুত্রসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং দেখিলেন, দ্বাদশ অর-যুক্ত একখানি চক্র ছয়টি শিশু কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর একজন পুরুষ ও অতি মনোহর একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপ অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকেও স্তব করিতে লাগিলেন।

"সতত ভ্রাম্যমাণ চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত এই চক্রে তিনশত ষষ্টি তন্তু সমর্পিত আছে। ইহাকে ছয় জন কুমার পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপ দুই যুবতী শুক্ল ও কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা এই তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। এই দুই যুবতী সমস্ত প্রাণী ও চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপাদন করেন। নিখিল ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, বৃত্রাসুর ও নমুচির হন্তা, বজ্রধর ইন্দ্র, যিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া ত্রিলোকে সত্য-মিথ্যা উভয়ই বিচার করেন, সেই ত্রিলোকীনাথ পুরন্দরকে নমস্কার করি।"

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, "তোমার এইরূপ স্তবে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, এক্ষণে কি উপকার করিব, বল?" উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবন্! এই করুন, যেন সমস্ত নাগগণ আমার বশবর্ত্তী হয়।" তখন সেই পুরুষ কহিলেন, "ভাল, তুমি এই অশ্বের অপান [গুহ্যদেশ]-দেশে ফুৎকার প্রদান কর।" তদীয় বাক্যানুসারে উতঙ্ক অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলে তাহার শরীর প্রধূমিত হইয়া উঠিল এবং ইন্দ্রিয়রন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা নাগলোক সাতিশয় সন্তপ্ত হইলে

পর তক্ষক অগ্ন্যুৎপাতভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত স্বীয় বাসভবন হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উতঙ্ক-সমীপে আসিয়া কহিলেন, "আপনার এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন।" উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অদ্য ব্রতোপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে, কিন্তু আমি অতিদূরে রহিলাম, অতএব এক্ষণে কিরূপে উপাধ্যায়ানীর মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে?" পরে সেই পুরুষ উতঙ্ককে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, "উতঙ্ক! তুমি আমার এই অশ্বে আরোহণ কর, অনতিবিলম্বেই গুরুকুলে উপস্থিত হইতে পারিবে। উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া ক্ষণকালমধ্যে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার উপাধ্যায়ানী স্নানপূজাদি সমাপনানন্তর কেশবিন্যাস করিতেছিলেন, তিনি উতঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া অভিসম্পাত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে উতঙ্ক গুরুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল দিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! ভাল আছ ত'? বৎস! তুমি ভাল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমি এখনই অকারণে তোমাকে শাপ দিলাম, ভাগ্যে দিই নাই। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরকাল কুশলে থাক।"

অনন্তর উতঙ্ক গুরুপত্নী সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ভাল আছ ত'? এত বিলম্ব হইল কেন?" উতঙ্ক প্রত্যুত্তর কহিলেন, "ভগবন্! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলাহরণবিষয়ে অতিশয় বিঘ্ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমি নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, দুইটি স্ত্রীলোক কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ সূত্র তন্ত্রে আরোপণ করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাহা কি? ছয়টি কুমার দ্বাদশ অরসংযুক্ত একখানি চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত করিতেছে, তাহাই বা কি? এবং তথায় এক পুরুষ ও এক বৃহৎকায় অশ্ব দেখিলাম, তাহাই বা কি? আর পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে এক বৃষ দেখিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়া আছেন, তিনি আমাকে বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, 'পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন।' পরে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে আমি সেই বৃষের পুরীষ উপযোগ করিলাম, ঐ বৃষ ও বৃষাধিরূঢ় পুরুষই বা কে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বর্ণনা করুন, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

উতঙ্কের প্রার্থনায় উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস! তুমি যে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ অর-সংযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছ, উহা সংবৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে-সকল তন্তু দেখিয়াছিলে, উহা দিবা রাত্রি। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু। যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি পর্জ্জন্য। আর অশ্বটি অগ্নি। পথিমধ্যে যে বৃষভ দেখিয়াছিলে, তিনি নাগরাজ ঐরাবত। আর ঐ অশ্বে যে পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত। বৎস! সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলে বলিয়াই নাগলোকে পরিত্রাণ পাইয়াছ। ভগবন্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি কৃপারসপরবশ হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা নাগলোক হইতে কুণ্ডল লইয়া আগমন করা দুষ্কর হইত। বৎস! এক্ষণে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, গৃহে গমন কর এবং তোমার শ্রেয়োলাভ হউক।"

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ প্ররোচনা

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞালাভানন্তর তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহার প্রতীকার-সঙ্কল্পে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইলেন। তৎকালে মহারাজ জনমেজয় অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়া ছিলেন। উতঙ্ক অবসর বুঝিয়া রাজা জনমেজয়কে যথাবিধি আশীর্ব্বাদবিধানপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! প্রকৃত কার্য্যে অনাস্থা করিয়া বালকের ন্যায় সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।"

জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! আমি সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ক্ষৎত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি, এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন।" উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, উহা আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুরাত্মা তক্ষক আপনার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। ঐ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে মহারাজ! আপনার পিতৃবৈরী তক্ষককে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন। সেই দুরাত্মা বিনা দোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বলদৃপ্ত পন্নগাধম তক্ষক বিনা অপরাধে আপনার পিতার প্রাণসংহার করিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। কাশ্যপ বিষ চিকিৎসা দ্বারা রাজর্ষিবংশরক্ষক দেবতানুভব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাপাধম তক্ষক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে। অতএব মহারাজ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপাত্মাকে প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন, তাহা হইলে আপনার পিতার বৈরনির্যাতন এবং আমারও অভীষ্টসাধন হইবে সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পথিমধ্যে আমার যথেষ্ট বিঘ্ন অনুষ্ঠান করিয়াছিল।"

রাজা জনমেজয় তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। যেমন ঘৃত-সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, উতঙ্কের বাক্যে রাজার রোষানলও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন রাজা জনমেজয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্ক-সমক্ষে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অমাত্যবর্গকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং উতঙ্কমুখে পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি শোকে ও দুঃখে নিতান্ত আক্রান্ত ও একান্ত অভিভূত হইলেন।

পৌষ্যপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৪র্থ অধ্যায়

পৌলোম-পর্ব্ব

সৌতি কহিলেন, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে যে-সকল মহর্ষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন, সূত বংশ-সম্ভূত লোমহর্ষণাত্মজ উগ্রশ্রবাঃ পুরাণপাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছিলে। উগ্রশ্রবাঃ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন, "হে মহর্ষিগণ! উতঙ্কচরিত আদ্যোপান্ত কহিলাম, এক্ষণে আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, আজ্ঞা করুন।"

মুনিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন! আমরা প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি সেই সমুদয় বর্ণনা করিও। কিন্তু কুলপতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিশরণে [অগ্নিগৃহ– যে গৃহে সর্ব্বদা যজ্ঞাগ্নি থাকে।] অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সুরাসুর-মনুষ্য-সর্প-গন্ধর্ব্বাদিঘটিত বিচিত্র অলৌকিক বৃত্তান্ত জানেন; বিদ্বান্, কর্ম্মদক্ষ, ব্রতপরায়ণ, বেদবেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী, সত্যবাদী, শান্তিগুণাবলম্বী তপোনিরত সেই মহর্ষি আমাদিগের সকলেরই মান্য, তাঁহার অপেক্ষা কর। তিনি পরমার্চ্চিত আসনে অধ্যাসীন হইয়া যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই কহিবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, "ভাল, সেই মহর্ষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেই বিবিধ পবিত্র কথা বলিব।" ক্ষণকাল পরে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনকঋষি দেবযজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া, যেস্থানে উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সুখাসীন আছেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া এই কথা প্রস্তাব করিলেন।

৫ম অধ্যায়

ভৃগুবংশ-চ্যবনোৎপত্তি

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তোমার পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই সমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছ। তোমার পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, পুরাণে অলৌকিক কথা-সকল ও আদিবংশ-বৃত্তান্ত-সকল বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ভৃগুবংশের বৃত্তান্তশ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বর্ণনা কর।

মহর্ষি শৌনকের আজ্ঞালাভানন্তর সূতনন্দন উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্বিজাগ্রণী মহাত্মা বৈশম্পায়ন প্রভৃতি যাহা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সুবিখ্যাত ভৃগুবংশ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অশেষ ঋষিগণের পূজনীয়। এই বংশ পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা আমি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ

করিতেছিলেন, আমরা শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুত্থিত হয়েন।

ভৃগুর পুৎত্র চ্যবন পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন; চ্যবনের পুৎত্র প্রমতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু-নামক এক পুৎত্র উৎপন্ন হয়; রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে আপনার প্রপিতামহ শুনক জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি শুনক বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, তপোনিরত, যশস্বী, অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! যেরূপে সেই মহাত্মা ভৃগুনন্দন চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন, তাহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন কর।

উদ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাত্মা ভৃগুর পুলোমানম্নী প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, তিনি ঐ মহর্ষির সহযোগে গর্ভিণী হয়েন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ভৃগু স্নানার্থ গমন করিলে পুলোমা নামে এক রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ পাপাত্মা আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক ভৃগু-গৃহিণীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শনে কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। সুচারুদর্শনা পুলোমা অনায়াসলভ্য বন্যফলমূলাদি দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের অতিথিসৎকার করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস কুসুমশরের বিষম শরে নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া “এই বরবর্ণিনীকে হরণ করিব” এইরূপ সঙ্কল্প করিবামাত্র সাতিশয় হৃষ্টমনা হইল। পুলোমা রাক্ষস পূর্ব্বে ঐ সুচারুহাসিনী কন্যাকে’ ভার্য্যারূপে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা তাহাকে না দিয়া মহাত্মা ভৃগুকে বিধিপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করেন। সে অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, এক্ষণে সে অবসর পাইয়া হরণ করিতে অভিলাষ করিল।

রাক্ষস পুলোমাহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া অগ্নিশরণস্থ প্রজ্বলিত হুতাশন-সমীপে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, “হে হুতাশন! তুমি সর্ব্বদেবগণের মুখ্য। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য করিয়া বল, এই সুন্দরী কাহার ভার্য্যা! আমি পূর্ব্বে এই কামিনীকে স্বীয় সহচারিণী করিব বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার পিতা আমাকে কন্যা দান না করিয়া ভৃগুকে সম্প্রদান করেন। অতএব যদি এই নির্জ্জন-নিবাসিনী বরবর্ণিনী ভৃগুর ভার্য্যা হয়, তবে বল, আমি আশ্রম হইতে ইহাকে অপহরণ করিব। ভৃগু যে আমার পূর্ব্বপ্রার্থিত সুরূপা রমণীর প্রাণীগ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধাগ্নিতে আমার হৃদয় অদ্যাপি দগ্ধ হইতেছে।” দুরাত্মা রাক্ষস ভৃগু-পত্নী-বিষয়ে এই রূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিতে লাগিল। পরে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে হুতবহ! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের অন্তরে পাপ-পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিতি কর, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, সত্য করিয়া বল, পাপিষ্ঠ ভৃগু আমার পূর্ব্বপ্রার্থিত ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই কামিনী আমার হইতে পারে কি না? তোমার নিকট ইহার যথার্থ শ্রবণ করিয়া তোমার সাক্ষাতেই এই ভৃগুপত্নীকে হরণ করিব।” অগ্নি রাক্ষসের জিজ্ঞাসানন্তর একপক্ষে মিথ্যাকথন ও পক্ষান্তরে ভৃগুশাপ এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, –হে দানব-তনয়! পূর্ব্বে তুমি ইঁহাকে বরণ করিয়াছিলে যথার্থ বটে; কিন্তু তোমার যথাবিধি বিবাহ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত যশস্বিনী পুলোমার পিতা সৎপাত্রলাভে ইঁহাকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করেন। মহাতপা ভৃগু বেদবিধিপূর্ব্বক আমার সমক্ষে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তুমি ইঁহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলে

বলিয়া ইনি বিচারমতে তোমারই পত্নী হইতে পারেন। আমি মিথ্যা কহিতে পারি না, যেহেতু মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

রাক্ষস কর্ত্তৃক পুলোমা-হরণ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দুরাত্মা রাক্ষস অগ্নির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক ভৃগুজায়াকে অপহরণ করিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক রাক্ষসের এইরূপ গর্হিত অনুষ্ঠান অবলোকনে ক্রোধান্বিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইলেন। তাহাতেই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষসসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সদ্যোজাত সেই শিশুকে অবলোকন করিবামাত্র পুলোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর দুঃখাভিভূতা পুলোমা ভৃগুর ঔরসপুৎত্র চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অনিন্দিতা ভৃগুপত্নীকে বাষ্পাকুলিত-লোচনা দেখিয়া সমীপে গিয়া অশেষ প্রকার প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ভৃগুপত্নীর নয়ন-নিপতিত জলধারায় এক মহানদী প্রবাহিত হইল। পিতামহ ব্রহ্মা সেই নদীকে পুৎত্রবধূ পুলোমার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম "বধূসরা" রাখিলেন।

পরে পুলোমা চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে মহর্ষি ভৃগু স্নান-পূজাদি সমাপনান্তর প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় ধর্ম্মপত্নী ও পুৎত্রকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন এবং সহধর্ম্মিণী পুলোমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মধুরহাসিনি! হরণেচ্ছু দুরাত্মা রাক্ষস তোমাকে আমার ভার্য্যা বলিয়া জানিত না, তুমি সত্য করিয়া বল, কে তাহার নিকট তোমার পরিচয় প্রদান করিল? আমি এক্ষণেই সেই পরিচয়দাতাকে শাপ প্রদান করিব। কোন্ ব্যক্তির এই দুষ্টকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাহস হইল? আমার শাপে ভীত না হয়, এমত লোক কে?" ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলোমা কহিলেন, "ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের সমীপে আমার পরিচয় দেন, পরে সেই পাপাত্মা রাক্ষস আমাকে রোরুদ্যমানা কুররীর [উৎক্রোশ পক্ষী –কুরল পাখী] ন্যায় অপহরণ করিল। তদনন্তর এই পুৎত্রের তেজঃপ্রভাবে সে ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহাতে আমি রক্ষা পাইলাম।" ভৃগু পুলোমার এই বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া "অদ্যাবধি তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে" বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন।

৭ম অধ্যায়

পুলোমা রাক্ষস নিধন

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভৃগু এইরূপ শাপ প্রদান করিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি কেন অকারণে আমাকে এই নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন? আমি তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনার্থ সত্যকথা কহিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি? যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যা বলে, সে আপনার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমিও আপনাকে শাপ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করি, এই নিমিত্ত বিরত হইলাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিছু কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি যোগবলে আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া শরীরভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান ও জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াকলাপে অধিষ্ঠিত আছি।

বেদোক্তবিধিপূর্ব্বক আমাতে হুত যে হবিঃ, তদ্দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। হূয়মান সোমরসাদি সামগ্রী সকল দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়।

দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া একত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অতএব দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্নস্বরূপ এবং প্রতি পর্ব্বে কখন একত্র, কখন বা পৃথক্ কৃথক্ পূজিত হইয়া থাকেন। আমাতে যে আহুতি-সকল প্রদত্ত হয়, সেই সকল আহুতি দেবগণ ও পিতৃগণ ভক্ষণ করেন। তন্নিমিত্ত আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ। অমাবস্যাতে পিতৃগণকে ও পূর্ণিমাতে দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া আমাতে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাঁহারাও আমারই মুখ দ্বারা তাহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি কি প্রকারে সর্ব্বভক্ষ হইব?"

পরে অগ্নি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিপ্রগণের অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞক্রিয়া হইতে আপনাকে তিরোহিত করিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানান্তর প্রজাগণ ওঙ্কার, বষট্কার ও স্বধা-স্বাহা-বিবর্জ্জিত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল। ঋষিগণ তদ্দর্শনে উদ্বিগ্নমনে দেবগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "হে দেবগণ! অগ্নির অন্তর্দ্ধানপ্রযুক্ত ক্রিয়ালোপ হওয়াতে ত্রিলোকী ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়াছে, অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, শীঘ্র বিধান করুন, আর কালাতিপাত করিবেন না।"

অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া অগ্নির শাপ ও তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালাপের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি ভৃগু কোন কারণবশতঃ অগ্নিকে 'সর্ব্বভক্ষ হও] বলিয়া শাপ দিয়াছেন, কিন্তু অগ্নি দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগভোক্তা হইয়া কিরূপে সর্ব্বভক্ষ হইবেন?" বিধাতা তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিকে আহ্বান করিলেন এবং মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা এবং অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপের প্রবর্ত্তয়িতা, তুমিই এই ত্রিলোকী ধারণ করিতেছ; অতএব হে ত্রিলোকেশ হুতবহ! এক্ষণে যাহাতে

ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদ না হয়, তাহা কর। তুমি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হইয়া এরূপ বিমূঢ়প্রায় হইতেছ কেন? তুমি সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা পবিত্র এবং সর্ব্বজীবের গতিস্বরূপ। অতত্রব আমি বলিতেছি তুমি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। অপানদেশে তোমার যে-সকল শিখা আছে, তাহারাই সকল বস্তু ভক্ষণ করিবে এবং তোমার মাংসভক্ষিকা যে তনু আছে, সেই সর্ব্বভক্ষ হইবে। যেমন রবিকিরণ-সংস্পর্শে সকল বস্তু শুচি হয়, সেইরূপ তোমার শিখা দ্বারা দগ্ধ হইয়া সকল বস্তু শুচি হইবে। হে হুতাশন! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজঃপদার্থ, তুমি আপনার প্রভাবে আপনি বিনির্গত হইয়াছ, এক্ষণেও স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ঋষির শাপ সত্য কর এবং তোমার মুখে হুত দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর।”

অগ্নি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া তদীয় আজ্ঞা-পালনার্থে গমন করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ পূর্ব্বের ন্যায় যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াসকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবগণ ও ধরাতলে নরগণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। অগ্নিও শাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান অগ্নি মহর্ষি ভৃগু হইতে এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অগ্নির শাপ, পুলোমা রাক্ষসের নিধন ও চ্যবনের জন্মবৃত্তান্ত-ঘটিত প্রাচীন ইতিহাস এই।

৮ম অধ্যায়

রুরু-চরিত

সূত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন চ্যবন সুকন্যার গর্ভে পরমতেজস্বী প্রমতি নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু-নামক এক সন্তান হয়। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক নামে তনয় জন্মে। সেই মহাতেজা রুরুর সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে সর্ব্বভূতহিতৈষী, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, তপোনিরত স্থূলকেশ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর সংযোগে অপ্সরা মেনকা গর্ভবতী হইয়াছিল। অকরুণা মেনকা প্রসবকাল উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে গমন এবং তথায় গর্ভবিমোচন করিয়া নদীতীরে পলায়ন করিল। সেই গর্ভে এক পরমা সুন্দরী কুমারী জন্মিয়াছিল। তপোধনাগ্রণী স্থূলকেশ কিয়ৎক্ষণ পরে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সেই সুরকন্যাতুল্য সদ্যঃপ্রসূত কন্যাকে অসহায়া নির্জ্জনে পতিতা দেখিয়া কারুণ্যরসে আর্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঔরসকন্যা-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

তিনি স্বয়ং তাহার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিলেন। কন্যা সেই আশ্রমে শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহর্ষি স্থূলকেশ সেই কন্যাকে কি রূপে, কি গুণে, কি শীলে সর্ব্বপ্রকারেই সমস্ত প্রমদাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া তাহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

একদা প্রমতিনন্দন রুরু স্থূলকেশের আশ্রমে সেই প্রমদ্বরাকে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন। পরে আপন বয়স্যগণ দ্বারা পিতার নিকট স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। প্রমতি তদনুসারে মহর্ষি স্থূলকেশের নিকট গিয়া আপন পুৎত্রের নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি স্থূলকেশ ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা সম্প্রদান করিলেন।

একদা বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা আপন সহচরীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়াকৌতুক করিতে করিতে দৈবগত্যা প্রসুপ্ত ও কেলিভূমিতে পতিত এক কৃষ্ণসর্পকে পাদাহত করিল। সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাক্ত দশন-পংক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করাতে সে বিবর্ণা, বিচেতনা ও ভ্রষ্টাভরণা হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদীয় সখীগণ তাহাকে মুক্তকেশা, ভ্রষ্টবেশা ও ভূপৃষ্ঠে পতিতা দেখিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রমদ্বরা ভূজঙ্গবিষে অভিভূতা ও বিবর্ণা হইয়াও পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিল। ফলতঃ তখন তাহাকে বোধ হইতে লাগিল, যেন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

তদীয় পিতা মহর্ষি স্থূলকেশ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ প্রমদ্বরাকে বিগতাসু ও ভূতলে পতিত দেখিলেন। তদনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভারদ্বাজ, কৌণকূৎস, আর্ষ্টিষেন, গৌতম, প্রমতি, রুরু ও অন্যান্য তপোবনবাসী তপোধনগণ কারুণ্য-রস-পরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে সেই পরমাসুন্দরী কন্যাকে আশীবিষ বিষার্দ্দিত মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। রুরু প্রিয়তমাকে তদবস্থ দেখিয়া নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও একান্ত কাতর হইয়া তথা হইতে বহির্গমন করিলেন।

৯ম অধ্যায়

ডুণ্ডুভ-উপাখ্যান

সৌতি কহিলেন, সেই সকল মহাত্মা দ্বিজগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, রুরু সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং শোকে একান্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া করুণস্বরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন – "আমার ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে, আমার ও বন্ধুবর্গের শোকবর্দ্ধিনী সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী ধরাতলে পড়িয়া আছে? আমি যদি দান, তপশ্চরণ ও গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তবে আমার প্রিয়া পুনঃসঞ্জীবিত হউক। আমি জন্মাবধি আত্মসংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া যে-সকল পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয়া প্রমদ্বরা সেই পুণ্যবলে ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।"

রুরু স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবদূত তৎসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, "রুরু! তুমি দুঃখার্ত্ত হইয়া যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব; যেহেতু, মনুষ্য একবার কালগ্রাসে পতিত হইলে আর কদাচ পুনর্জ্জীবিত হয় না। এই প্রমদ্বরা গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরাগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, এক্ষণে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অতএব হে বৎস! তুমি আর শোকসাগরে নিমগ্ন হইও না। পূর্ব্বে দেবগণ এই বিষয়ে একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে পার, তবে পুনর্ব্বার প্রমদ্বরাকে লাভ করিতে পারিবে।" রুরু কহিলেন, "হে দেবদূত! দেবগণ এই বিষয়ে কি উপায় স্থির করিয়াছেন, যথার্থ করিয়া বল, আমি এই দণ্ডেই তদনুযায়ী কর্ম্ম করিব।" দেবদূত কহিলেন, "হে ভৃগুনন্দন! তুমি স্বীয় ভার্য্যাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রদান কর, তাহা হইলেই সে পুনর্জ্জীবিতা হইবে।" রুরু কহিলেন, "আচ্ছা আমি প্রমদ্বরাকে আপন পরমায়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিলাম, সে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।" তখন গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে-যম-সমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে রুরুর মৃতভার্য্যা প্রমদ্বরা স্বীয় ভর্ত্তার অর্দ্ধায়ু লইয়া পুনর্জ্জীবিত হয়।" ধর্ম্মরাজ কহিলেন, "হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রুরুপত্নী রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ু পাইয়া পুনর্জ্জীবিত হউক।" ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ু প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতার ন্যায় ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিল। এইরূপে প্রমদ্বরা পুনর্জ্জীবিত হইলে, রুরুর পিতা এবং প্রমদ্বরার পিতা উভয়ে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া শুভলগ্নে পুৎত্র-কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারাও পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রুরু এইরূপে কমলসমপ্রভা সুদুর্লভা প্রিয়তমাকে পুনর্লাভ করিয়া সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। সর্প অবলোকন করিবামাত্র তিনি ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া শস্ত্রাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিতেন।

একদা তিনি এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক অতি জীর্ণ-কলেবর ডুণ্ডুভ সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে। রুরু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া যমদণ্ডের ন্যায়

নিজ দণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিধন-সাধনে উদ্যত হইলেন। ডুণ্ডুভ তাঁহাকে জিঘাংসু দেখিয়া কহিল, “হে তপোধন! আমি ত’ তোমার কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন অকারণে রোষপরবশ হইয়া আমার প্রাণবধে উদ্যত হইতেছ?”

১০ম অধ্যায়

রুরুর সর্পমাত্র হিংসার কারণ

রুরু কহিলেন, “হে ভুজঙ্গম! এক দুষ্ট সর্প আমার প্রাণতুল্যা প্রেয়সীকে দংশন করিয়াছিল, সেই অবধি আমি এই অনুল্লঙ্ঘনীয় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সর্প দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণসংহার করিব; অতএব আমি তোমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য আমার হস্তে তোমার প্রাণসংহার হইবে।” ডুণ্ডুভ কহিল, “হে ব্রহ্মন্! যে-সকল সর্পেরা মনুষ্যদিগকে দংশন করে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি; ডুণ্ডুভেরা সেরূপ নহে। ইহারা কখন কাহারও হিংসা করে না; অতএব হে মহর্ষে! কেবল সর্পনামের গন্ধমাত্র পাইয়া নিরপরাধ ডুণ্ডুভগণকে বধ করা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হয় না। ডুণ্ডুভদিগের সুখভোগাভিলাষ অন্যান্য ভুজঙ্গমের সদৃশ নহে; কিন্তু ইহারা অনর্থ-ঘটনার সময় তাহাদের সমভাগী, অতএব তুমি ধার্ম্মিক হইয়া এবম্ভূত হতভাগ্য নিরপরাধ ডুণ্ডুভদিগকে বধ করিও না।”

রুরু ভয়ার্ত্ত ডুণ্ডুভের এই কাতরোক্তি-শ্রবণে অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া তাহার প্রাণসংহারে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং শান্তবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ভুজঙ্গম! তুমি কে, কি কারণেই বা সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, আমাকে বল।” সর্প কহিল, “আমি পূর্ব্বে সহস্রপাদনামা মুনি ছিলাম। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া ভুজঙ্গ-কলেবর ধারণ করিয়াছি।” ইহা শুনিয়া রুরু কহিলেন, “হে ভুজঙ্গোত্তম! ব্রাহ্মণ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, আর কত কালই বা তোমাকে এই শরীরে থাকিতে হইবে সবিস্তর শুনিতে ইচ্ছা করি।”

১১শ অধ্যায়

আস্তীকপর্ব্ব-খগম-ঋষিবৃত্তান্ত

ডুণ্ডুভ কহিল, “সত্যবাদী ও তপোবীর্য্য-সম্পন্ন খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন। একদা তিনি অগ্নিহোত্র-কার্য্যানুষ্ঠানে অত্যন্ত আসক্ত আছেন, এমত সময়ে আমি বালস্বভাবসুলভ কৌতুকের পরতন্ত্র হইয়া তৃণ-নির্ম্মিত ভুজঙ্গম দ্বারা তাঁহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মেদিনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য-প্রাপ্ত হইলে ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে কহিলেন, ‘তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ বীর্য্যহীন সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমাকে শাপ দিতেছি, তুমি সেইরূপ নির্বীর্য্য সর্প হও।’ আমি তদীয় তপঃপ্রভাব অবগত ছিলাম; অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম, ‘ভ্রাতঃ! আমি সখা বলিয়া পরিহাসার্থ তোমার প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে ক্ষমা-প্রদর্শন-পুরঃসর আমাকে শাপ হইতে বিমূক্ত কর।’

"খগম আমাকে এইরূপ ব্যাকুলিত দেখিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা সাবধানে শুনিয়া সর্ব্বকাল মনে করিয়া রাখিবে। মহাত্মা প্রমতির রুরু নামে এক পরম-পবিত্র পুৎত্র জন্মিবে, তাঁহাকে দর্শন করিলেই তোমার শাপ-বিমোচন হইবে।' আপনি সেই প্রমতি-পুৎত্র রুরু, আজি আমি আপনার সন্দর্শন পাইয়াছি, এক্ষণে আমি স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভ করিয়া আপনাকে কিছু হিতোপদেশ দিতেছি, শুনুন।"

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ এই বলিয়া সর্প-কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভাস্বরমূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, "হে মহাত্মন্ রুরো! অহিংসা পরম ধর্ম্ম নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের কখন কোন জীবহিংসা করা উচিত নহে। বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণরা সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি, বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যবাক্য, ক্ষমা ও বেদবাক্য-ধারণ এইগুলি ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষৎত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করা অনুচিত। দেখুন, পূর্ব্বকালে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তপোবলসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গপারগ, ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য আস্তীক মহাশয় ভয়ার্ত্ত সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন।"

১২শ অধ্যায়

সর্পযজ্ঞের প্রশ্ন

রুরু কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! ভূপতি জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর কি জন্যই বা ধীমান্ আস্তীক মুনি তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, আমি সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি।"

"আপনি ব্রাহ্মণদিগের মুখে আস্তীক-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন" এই বলিয়া মহর্ষি সহস্রপাদ অন্তর্হিত হইলেন। রুরু তিরোহিত ঋষিকে অন্বেষণ করিয়া সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে নিতান্ত ক্লান্ত ও একান্ত মোহপরতন্ত্র এবং অচেতনপ্রায় হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। অনন্তর চৈতন্য-লাভ করিয়া সহস্রপাদের উপদেশবাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে করিতে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বীয় জনক-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করাতে তিনি তাঁহাকে আস্তীকাখ্যান সবিস্তর শ্রবণ করাইলেন।

১৩শ অধ্যায়

জরৎকারু-চরিত্র

শৌনক কহিলেন, "হে সৌতে! মহারাজ জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পযজ্ঞ করিয়া সর্পগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা তপোধনাগ্রগণ্য আস্তীক মুনি প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে ভুজঙ্গমদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর। যে রাজা সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি কাহার পুৎত্র এবং সেই দ্বিজবর আস্তীক মুনিই বা

কাহার পুৎত্র, ইহাও বর্ণন কর।” “হে মুনিবর! আমি আপনার নিকট অতি বিস্তীর্ণ আস্তীকোপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।” শৌনক কহিলেন, “হে সূতপুৎত্র! প্রাচীন মহর্ষি আস্তীকের ঐ মনোহর উপাখ্যান আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।”

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আমার পিতা নৈমিষারণ্যবাসী বিপ্রগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সর্ব্বপাপবিনাশক ব্যাসোক্ত ঐ পুরাতন ইতিহাস তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমি তৎসমীপে যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধন আস্তীকের পিতা জরৎকারু মুনি সাক্ষাৎ প্রজাপতিসদৃশ ব্রহ্মচারী, ঊর্দ্ধরেতা ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান, উগ্রতপস্যা ও আহারসংযমে একান্ত তৎপর থাকিতেন। সেই তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা সর্ব্বদা তীর্থপর্য্যটন ও তীর্থে অবগাহন করিয়া অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন এবং যেস্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বহুকাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া তিনি শীর্ণকলেবর হইয়া ছিলেন; তথাপি বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন।

একদা জরৎকারু মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তক হইয়া মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন; তদ্দর্শনে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন; “আপনারা কে? কি নিমিত্তই বা মূষিকচ্ছিন্নমূল উশীরস্তম্ব [বেণার মূলের গুচ্ছ] মাত্র অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ভে লম্বমান রহিয়াছেন?” পিতৃগণ কহিলেন, “আমরা যাযাবর [অতিশয় পর্য্যটনশীল- যাহারা একস্থানে স্থির থাকে না।] নামে ঋষি; সন্তানক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি। আমার নিতান্ত হতভাগ্য! আমাদিগের জরৎকারু নামে এক পুৎত্র আছে, সেই দুর্ম্মতি পুৎত্রার্থ দার পরিগ্রহ না করিয়া সংসারসুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অহর্নিশ কেবল তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছে। সুতরাং কুলক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছি; আমাদিগের বংশবর্দ্ধন জরৎকারু থাকিতেও আমরা অনাথ ও দুষ্কৃতীর ন্যায় হইয়াছি; তুমি কে, কি নিমিত্তই বা আমাদিগের দুঃখ দেখিয়া বান্ধবের ন্যায় অনুশোচনা করিতেছ, জানিতে বাসনা করি।”

জরৎকারু তাঁহাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “আপনারা আমার পূর্ব্বপুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করিব?” পিতৃগণ কহিলেন, “বৎস! তোমার এবং আমাদিগের পারত্রিক মঙ্গল-সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কুলরক্ষা-বিষয়ে যত্নবান হও। লোকে পুৎত্রৎপাদন দ্বারা যেরূপ সদ্গতিসম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফল দ্বারা সেরূপ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। অতএব হে পুৎত্র! আমাদিগের নির্দ্দেশানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হও। ইহা করিলেই আমদিগের পরম হিতসাধন করা হইবে।”

জরৎকারু কহিলেন, “আমি সম্ভোগার্থে দারপরিগ্রহ বা জীবিকার্থে ধনোপার্জ্জন করিব না, কেবল আপনাদিগের হিতসাধনার্থে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম; কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি কন্যা আমার সনাম্নী হয় এবং তাহার বন্ধুবান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই আমি তাহাকে

যথাবিধি বিবাহ করিব; কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র, বোধ করি, দরিদ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কেহই সম্মত হইবে না। হে পিতামহগণ! আমি এই নিয়মে দারপরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইব, অন্যথা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। এইরূপে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে সন্তান জন্মিলে আপনারা উদ্ধার হইবেন এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম-সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।”

১৪শ অধ্যায়

জরৎকারুর বিবাহ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর জরৎকারু মুনি গার্হস্থ্য আশ্রম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পত্নীলাভার্থ সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিল না। একদা তিনি পিতৃলোকের বাক্য স্মরণ করিয়া বনপ্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই ভিক্ষা-বাক্য শ্রবণে নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে আনয়ন করিয়া সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু জরৎকারু সেই কন্যা সনাম্নী নহে, এই ভাবিয়া তাহার পাণিগ্রহণ পরাঙ্মুখ হইলেন; কারণ, মহাত্মা জরৎকারু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি সনাম্নী কন্যা পান ও তাহার বন্ধু বান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভিক্ষাস্বরূপ তাঁহাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই তাহাকে সহধর্ম্মিণী করিবেন।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপা জরৎকারু বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ভুজঙ্গম! তুমি যথার্থ করিয়া বল, তোমার এই ভগিনীর নাম কি? বাসুকি কহিলেন, “হে দ্বিজোত্তম! আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু। আমি আপনাকে এই ভগিনীটি সম্প্রদান করিতেছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন।” এই বলিয়া বাসুকি জরৎকারুকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করিলেন। তিনিও বিধিপূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

১৫তম অধ্যায়

সর্পরক্ষার সংক্ষিপ্ত কথা

উগ্রশ্রবাঃ মহর্ষি শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞানপারদর্শিন্! পূর্ব্বকালে সর্পগণ স্বীয় জননীর নিকট এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াছিল যে, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবেন। ভুজঙ্গরাজ বাসুকি সেই শাপবিমোচনের অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা জরৎকারুকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করেন। জরৎকারু বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্‌গর্ভে আস্তীক নামে পুৎত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা আস্তীক বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রে পারদর্শী, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও তপশ্চর্য্যায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় কুলের দাহভয় নিবারণ করেন। পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় বহুকালের পর সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সর্পকুলকালান্তক যজ্ঞ আরব্ধ হইলে মহাতপ আস্তীক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জরৎকারু পুৎত্রোৎপাদন ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধারসাধন, বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা মুনিগণের তুষ্টি সম্পাদন এবং নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পরিতোষ সমাধান করিলেন। তিনি এইরূপে পুৎত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ স্বরূপ গুরুতর ভার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত স্বর্গে আরোহণ করেন। হে ভৃগুবংশাবতংস! আমি যথাক্রমে এই আস্তীকোপাখ্যান কহিলাম, এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

১৬শ অধ্যায়

অরুণ ও গরুড়ের জন্ম

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যাহা কীর্ত্তন করিলে, পুনর্ব্বার তাহাই সবিস্তরে বর্ণন কর; আস্তীকবৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে। আস্তীকোপাখ্যানটি অতি সুললিত ও সুমধুর বোধ হইল। ইহা শুনিয়া আমার পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। ফলতঃ তুমি পুরাণকীর্ত্তনবিষয়ে স্বীয় পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছ। তোমার পিতা যেমন অনন্য বিষয়ানুরক্ত হইয়া প্রত্যহ আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাও।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি পিতার নিকট আস্তীকোপখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল সেইরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে দক্ষপ্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিনি সেই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের প্রতি অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। "পরস্পর সমান-পরাক্রান্ত, এইরূপ সহস্রনাগ আমার পুৎত্র হউক" বলিয়া কদ্রু বর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু বিনতা এই বর চাহিলেন, "আমার দুইটি মাত্র পুৎত্র হউক, কিন্তু তাহারা যেন বল, বিক্রম ও শরীরে কদ্রু-পুৎত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।" মহর্ষি কশ্যপ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বিনতা স্বামিসন্নিধানে স্বাভিলষিত বর সংপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা ও কৃতার্থম্মন্যা হইলেন। কদ্রু তুল্যতেজস্বী পুৎত্র-সহস্র-লাভে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। মহাতপা কশ্যপ পত্নীদিগকে "তোমরা স্বীয় প্রযত্নে গর্ভধারণ করিও" এই আদেশ দিয়া অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন।

বহুকালের পর কদ্রু অণ্ড-সহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ সেই সমুদয় অণ্ড উপস্বেদযুক্ত [তাপসংযুক্ত– ডিমে তা দেওয়া হয় এইরূপ।] ভাণ্ডমধ্যে পঞ্চশত বৎসর রাখিলেন। তৎপরে কদ্রু-প্রসূত অণ্ডসহস্র হইতে এক একটি পুৎত্র বহির্গত হইল। কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থই রহিল। পুৎত্রার্থিনী বিনতা তদ্দর্শনে সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া স্ব-প্রসূত অণ্ডদ্বয়ের অন্যতর ভেদ করিয়া দেখিলেন যে, পুৎত্রের পূর্ব্বার্দ্ধকায়মাত্র সুসজ্ঘটিত হইয়াছে, অন্যার্দ্ধ অতিশয় অপক্কাবস্থায় রহিয়াছে। তখন সেই সদ্যঃ-প্রসূত পুৎত্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে অভিসম্পাত করিলেন, "লোভ-পরতন্ত্র হইয়া অপক্কাবস্থায় অণ্ড-ভেদনপূর্ব্বক আমাকে তন্মধ্য হইতে বাহির করা তোমার নিতান্ত অসদৃশ কর্ম্ম হইয়াছে;

অতত্রব তুমি যে সপত্নীর সহিত স্পর্দ্ধাপ্রযুক্ত এই অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পঞ্চাশৎ বৎসর তোমাকে সেই সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।” আরও বলিলেন, “এই অপর অণ্ডমধ্যে তোমার যে পুৎত্র আছে, যদি অকালে অণ্ডভেদ না কর এবং তাহাকেও আমার ন্যায় হীনাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করিবে। যদি তুমি আপন পুৎত্রকে বিশিষ্টরূপে বল বিক্রমশালী করিতে চাও, তবে ধৈর্য্যেধারণপূর্ব্বক ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর। ইহার জন্মের আরও পঞ্চশত বৎসরকাল বিলম্ব আছে।”

অরুণ এইরূপে জননীকে শাপ প্রদান করিয়া আকাশপথে আরোহণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মিলেন। তিনি জন্মিবামাত্র ক্ষুধাতুর হইয়া স্বীয় জননী বিনতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধাতৃবিহিত স্বকীয় আহার-সংগ্রহার্থে আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইলেন।

১৭শ অধ্যায়

সমুদ্রমন্থনের প্রশ্ন

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! ঐ সময়ে উচ্চৈঃশ্রবা কদ্রু ও বিনতার সমীপ দিয়া গমন করিতেছিল। দেবগণ অমৃতমন্থনকালে উৎপন্ন সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন হয়-রত্নকে গমন করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুৎত্র! তুমি কহিলে, সেই মহাবীর্য্য অশ্বরাজ সুধা-মন্থনসময়ে উৎপন্ন হয়; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, দেবগণ কি কারণে ও কোন্ স্থানে অমৃত-মন্থন করিয়াছিলেন?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সুমেরু নামে এক পরম রমণীয় মহীধর আছে। যাহার সুবর্ণময় শৃঙ্গ-পরম্পরার প্রভাজাল প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভামণ্ডলকে তিরস্কৃত করে, যে অপ্রমেয় ভূধর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের আবাস-স্থান, যাহাতে দুর্দ্দান্ত হিংস্র-জন্তুগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে, যে পর্ব্বত প্রতিদিন রজনীযোগে নানা প্রকার ওষধি দ্বারা আলোকময় হয় এবং যে পর্ব্বত উন্নতি দ্বারা অমরলোক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, নানাবিধ নদ নদী ও তরুলতাগণ যাহাকে সুরভিত করিয়াছে, মনোহর বিহঙ্গমগণ যাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্ব্বদা সুমধুরস্বরে কলরব করিতেছে, যে সুবর্ণময় মহীধর প্রাকৃত-জনসমূহের মনেরও অগোচর, একদা, তপোনিয়মানুরক্ত, প্রবলপরাক্রান্ত দেবগণ সেই পর্ব্বতের নানারত্ন সুশোভিত শিখরদেশে উপবেশনপূর্ব্বক অমৃতপ্রাপ্তিবিষয়ক মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপে মন্ত্রণা করিতে ব্যাসক্ত দেখিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, “দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হইয়া জলধিমন্থন করিতে আরম্ভ করুন। মন্থন করিলে সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হইবে।” তদনন্তর দেবগণকে কহিলেন, “হে সুরগণ! তোমরা সমুদ্র-মন্থন কর, কিন্তু বহুবিধ ওষধি এবং রত্নসমূহ পাইয়াও মন্থনে ক্ষান্ত হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অনবরতই মন্থন করিতে থাকিবে, তাহা হইলেই তোমাদের অমৃতলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।”

১৮শ অধ্যায়

সমুদ্রমন্থনারম্ভ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবগণ অমৃত-মন্থনে আদেশ পাইয়া মন্থর-ভূধরকে মন্থনদণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু গগনস্পর্শী শিখরমালায় সুশোভিত, বহুতর লতাজালে জড়িত, নানাজাতীয় বিহঙ্গমনিনাদে নিনাদিত, বহুবিধ-ব্যালকুল [সর্পসমূহ] সমাকীর্ণ, অপ্সরাগণ ও কিন্নরগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত, একাদশ সহস্র যোজন উন্নত এবং তৎপরিমাণে ভূগর্ভে নিখাত [প্রোথিত- যতটুকু পোঁতা] গিরিবর মন্দরের উত্তোলনে অশক্ত হইয়া ব্রহ্মা ও নারায়ণের সমীপে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "আপনারা আমাদিগের হিতসাধনার্থে কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ ও মন্দরোদ্ধরণে প্রযত্ন করুন।"

অপ্রমেয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রার্থনায় সম্মতিপ্রকাশপূর্ব্বক ভুজঙ্গাধিপতি অনন্তদেবকে মন্দরোত্তোলনে অনুমতি করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত অনন্ত তাঁহাদের আদেশ পাইয়া সমস্ত বন ও বনবাসিগণের সহিত সেই গিরিবরের উদ্ধরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ অনন্তদেবের সহিত নীরনিধিতীরে সমুপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমরা অমৃতলাভের জন্য তোমার জল মন্থন করিব।" অর্ণব কহিলেন, "মন্দর-ভ্রমণ দ্বারা আমাকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, অতএব আমিও যেন লাভের অংশ পাই।" তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও অসুরগণ কূর্ম্মরাজকে কহিলেন, "তুমি এই গিরিবরের অধিষ্ঠান [আধার] হও।" কূর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া স্বীয়পৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কূর্ম্মরাজ-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত গিরিরাজকে যন্ত্রসহকারে চালিত করিলেন

এইরূপে দেবগণ মন্দর-গিরিকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া অম্ভোনিধিমন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দানবদল রজ্জুভূত বাসুকির মুখদেশ ও সুরগণ পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। ভগবান্ অনন্তদেব সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশস্বরূপ, এই নিমিত্ত তিনি আপন দুঃসহ বিষবেগ সংবরণ করিলেন। মন্থনকালে দেবগণ নাগরাজকে এমত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার মুখ হইতে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত নিঃশ্বাসবায়ু নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূমাগ্নি-সহিত নিশ্বাসবায়ু সচপলা মেঘমালারূপে পরিণত হইয়া, নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত সন্তপ্ত দেবাসুরগণের উপর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেই গিরিবরের শৃঙ্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

দেবাসুরগণ মন্দর-ভূধর দ্বারা এইরূপে সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। মথ্যমান মহোদধি হইতে ঘোরতর ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল। মন্দরাদ্রির মর্দ্দনে সমুদ্রস্থ শত শত জলচরগণ বিনিষ্পিষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব পাইল এবং পাতাল তলস্থ অন্যান্য নানাবিধ জলজন্তুগণও প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সেই গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে তাহার শিখরস্থ প্রকাণ্ড বৃক্ষ-সকল পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া বিহঙ্গকুলের সহিত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মন্দরগিরি সেই সকল তরুগণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে সমুদ্ভুত

হুতাশন-শিখা দ্বারা সমাবৃত হইয়া তড়িৎপটলাবৃত [বিদ্যুৎশ্রেণীবেষ্টিত] নবীন নীরদের ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল। পরে ঐ অনল ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া অরণ্যানীবিনির্গত কুঞ্জর, কেশরিগণ ও অন্যান্য বন্যজন্তুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সঙ্ঘর্ষণজ হুতাশন এইরূপে পর্ব্বতস্থ সমস্ত জীবজন্তুগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সুরপতি ইন্দ্র মেঘ সমুদ্ভুত সলিল-সেচন দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিলেন।

অনন্তর নানাবিধ মহীরুহগণের নির্য্যাস ও মহৌষধিরস গলিয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। অমৃতসম-গুণসম্পন্ন সেই সমস্ত বৃক্ষনির্য্যাস ও কাঞ্চননিস্রাবের [গলিত সোনার ধারা- সোনার কস] প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমুদ্রজল পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ উৎকৃষ্ট রস দ্বারা মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়।

তদনন্তর দেবগণ পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "ভগবান্! নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সকলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। কোন্ কালে মন্থন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অমৃত সমুত্থিত হয় নাই।" তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি ইহাদের বলাধান কর; তুমি ব্যতিরেকে এ বিষয়ে আর গত্যন্তর নাই।" নারায়ণ কহিলেন, "যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই বল প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া অম্ভোনিধিকে আলোড়িত করুন।"

সমস্ত দেব-দানবগণ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বলপ্রাপ্ত হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে জলনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর মথ্যমান মহাসাগর হইতে সুশীতলরশ্মি-সম্পন্ন, সৌম্যমূর্ত্তি, নির্ম্মল শীতাংশু [চন্দ্র] উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে ঘৃত হইতে শ্বেত পদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উঠিলেন। উচ্চৈঃশ্রবা নামে শ্বেতবর্ণ হয়-রত্ন ও ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইল। পরে মহোজ্জল কৌস্তুভ-মণি ঘৃত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল। লক্ষ্মী, সুরাদেবী, চন্দ্র ও মনোজব [মনের ন্যায় গতিশীল] অশ্বোত্তম উচ্চৈঃশ্রবা সূর্য্যমার্গাবলম্বনপূর্ব্বক সুরপক্ষে গমন করিলেন। পরিশেষে মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরি অমৃত-পূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া সমুদ্র হইতে আবির্ভূত হইলেন। দৈত্যগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া "এই অমৃত আমার, এই অমৃত আমার" এই বলিয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর শ্বেতকায়, দন্তচতুষ্টয়-বিশিষ্ট ঐরাবত নামে মহাগজ সমুৎপন্ন হইল। বজ্রধর ইন্দ্র তাহাকে অধিকার করিলেন। সুরাসুর তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া অনবরতই মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালকুট গরল উৎপন্ন হইল। সধূম জ্বলদগ্নির ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর গরল ধরণীতল আকুল করিল। কালকূটের কটুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রিলোকী মূর্চ্ছিত হইল। ব্রহ্মা তদবলোকনে ভীত হইয়া অনুরোধ করাতে সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ ভবানীপতি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষম বিষরাশি পান করিয়া কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য রক্ষা করিলেন। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার-নিরীক্ষণে হতাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মীলাভার্থ দেবতাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর বিরোধ আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ মোহিনী-মায়া আশ্রয় করিয়া নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়মতি দানবদল

মোহিনীরূপধারী ভগবানের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত ও তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত সমর্পণ করিল।

১৯শ অধ্যায়

রাহুর মস্তকচ্ছেদ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর সমস্ত দৈত্যগণ একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে আক্রমণ করিল। তদবলোকনে মহাপ্রভাবশালী ভগবান নারায়ণ নরদেব সমভিব্যাহারে দানবেন্দ্রদিগকে বঞ্চনা করিয়া অমৃত হরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ বিষ্ণুর নিকট হইতে সেই অমৃত লইয়া পরমাহ্লাদে পান করিতে বসিলেন। দেবগণ অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলে রাহু নামে এক দুষ্ট দানব অবসর বুঝিয়া দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক সুরগণের সহিত অমৃতপান করিতে বসিয়াছিল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশমাত্র গমন করিয়াছে, এমত সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদিগের হিতসাধনার্থে ঐ গুপ্তবিষয় ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি স্বীয় সুদর্শনাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট দানবের শিরচ্ছেদন করিলেন।

রাহুর পর্ব্বত-শিখরাকার প্রকাণ্ড মস্তক ছেদনমাত্রে গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া ভীষণ-নাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার কবন্ধকলেবর সকাননা, সদ্বীপা, সপর্ব্বতা বসুন্ধরাকে কম্পিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তদবধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহুমুখের চিরশত্রুতা জন্মিল। এই নিমিত্তই অদ্যাপি ঐ রাহু মুখ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। পরিশেষে ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীবেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দানবগণকে আক্রমণ করিলেন।

দেবাসুর-সংগ্রাম

তদনন্তর লবণার্ণব-তীরে দেবাসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। প্রাস, তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি সহস্র সহস্র তীক্ষ্মাগ্র শস্ত্রবর্ষণে রণস্থল আচ্ছন্ন হইল। খড়্গ, চক্র, গদা, শক্তি প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে দানবগণ রুধির বমনপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইল। তাহাদিগের তপ্ত-কাঞ্চনাকার মস্তক কপাল পট্টিশাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া অনবরত ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধে হত দানবগণ রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত গিরিকূটের [পর্ব্বতশৃঙ্গের] ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিল। পরস্পরের শস্ত্র প্রহার দেখিয়া রণস্থলে হাহাকার শব্দ উঠিল। দেবগণ দূর হইতে লৌহময় পরিঘাঘাত ও নিকটে দৃঢ়মুষ্টি প্রহার করিয়া রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবেরাও ঐরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সংগ্রামের কলকলধ্বনি গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। চারিদিকে কেবল 'ছিন্ধি, ভিন্ধি, প্রধাব ঘাতয়, পাতয়, মারয়' [ছেদন কর, ভগ্ন কর, বেগে দৌড়াইয়া অগ্রসর হও, আঘাত কর, পাতিত কর, বধ কর] ইত্যাদি ঘোরতর শব্দমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমত সময়ে নর ও নারায়ণ রণস্থলে আগমন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ নরদেবের হস্তে দিব্য ধনুঃ সন্দর্শন করিয়া দানবকুল-ধূমকেতু স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। মহাপ্রভাবশালী, সূর্য্যসম-তেজস্বী, অপ্রতিহতবীর্য্য, ভীমদর্শন সেই অরিনিসূদন সুদর্শনচক্র স্মরণ মাত্রে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইল।

আজানুলম্বিতবাহু, ভগবান চক্রপাণি সেই প্রজ্বলিত হুতাশনাকার, ভয়ঙ্কর চক্র বিপক্ষপক্ষে প্রক্ষেপ করিলেন। নারায়ণ-বিক্ষিপ্ত ভীষণ সুদর্শনাস্ত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র দানবদলের প্রাণসংহার করিল। কোন স্থলে সমুজ্জ্বল হুতাসনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দৈত্যকুল নিপাত করিল, কোথাও বা আকাশমণ্ডলে ও ধরাতলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় তাহাদিগের রুধির পান করিতে লাগিল।

নবমেঘাকৃতি, মহাবল-পরাক্রান্ত দানবেরাও আকাশে উত্থিত হইয়া সহস্র সহস্র পর্ব্বত-নিক্ষেপ দ্বারা দেবগণকে আকুলিত করিল। তৎকালে ভগ্নসানু অতি প্রকাণ্ড মহীধরগণ পরস্পরাভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ঘোরতর মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত দানবগণ এইরূপ গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর পর্ব্বত-বর্ষণ করিয়া সকাননা, সদ্বীপা মেদিনীকে কম্পান্বিত করিল। তখন নরদেব সুবর্ণমুখ শিলীমুখ [শাণিত শর– চোখা বাণ] দ্বারা দানববিক্ষিপ্ত পর্ব্বতসমূহ বিদারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবগণ দেবগণ কর্ত্তৃক ভগ্নবল হইয়া এবং আকাশমণ্ডলে জ্বলন্তাগ্নিসদৃশ সুদর্শন-চক্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কেহ ভূগর্ভে, কেহ বা লবণার্ণগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

সুরগণ এইরূপে জয়লাভ করিয়া যথোচিত সৎকারপুবঃসর মন্দরগিরিকে স্বস্থানে সংস্থাপন করিলেন। জলধরগণ নভোমণ্ডল এবং সুরলোক নিনাদিত করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট সমর্পণ করিলেন।

২০তম অধ্যায়

নাগগণের প্রতি অভিশাপ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিবর! অমৃতমন্থনসময়ে শ্রীমান্ অতুলতেজা উচ্চৈঃশ্রবানামক যে অশ্বরাজ জলনিধি হইতে সমুত্থিত হয়, তাহার সমস্ত বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। কদ্রু সেই অশ্বরাজকে অবলোকন করিয়া স্বীয় সপত্নী বিনতাকে কহিলেন, “বিনতে! বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের কিরূপ বর্ণ?” বিনতা কহিলেন, “উচ্চৈঃশ্রবাঃ শুক্লবর্ণ; তোমার কি বোধ হয়? আইস, এ বিষয়ে দুইজনে পণ করি।” কদ্রু কহিলেন, “হে মধুরহাসিনি! আমি বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; আইস, এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক যে, যাহার অনুমান মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইয়া থাকিবে।”

তাঁহারা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া “কল্য এই অশ্বকে দেখিব” এই বলিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কদ্রু নিজ নিকেতনে আগমন করিয়া কৌটিল্য [কুটিলতা –গুপ্ত ষড়যন্ত্র] করিবার মানসে স্বীয় সহস্র পুৎত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, “তোমাদিগকে কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের পুচ্ছদেশে লম্বমান হইয়া তৎপুচ্ছের কৃষ্ণত্ব সম্পাদন করিতে হইবে। দেখিও যেন, আমাকে দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে না হয়।” যে-সকল ভূজঙ্গম তদীয় আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইল, তিনি তাহাদিগকে এই অভিসম্পাত করিলেন, “তোমরা পাণ্ডুবংশাবতংস রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।” সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কদ্রুদত্ত সেই অতি নিষ্ঠুর শাপ

স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন। পরে সর্পসংখ্যার আতিশয্যপ্রযুক্ত কদ্রুদত্ত শাপ প্রজাবর্গের পরম শ্রেয়স্কর হইয়াছে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "এই সকল মহাবল হিংস্র সর্পগণের বিষ অতিশয় তীব্র ও বীর্য্যশালী; সেই তীব্র বিষে প্রজাগণের সর্ব্বদাই অনিষ্ট-ঘটনা হইয়া থাকে; অতএব কদ্রু ইহাদিগকে এই শাপ দিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন। তাহারা যেমন সর্ব্বদা প্রজাগণের অহিতাচরণ করে, তেমনি দৈব তাহাদিগের উপর প্রাণান্তিক দণ্ডপাত করিয়াছেন।"

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়া কদ্রুকে সমুচিত সম্মান প্রদান করিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপকে স্বীয় সন্নিধানে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পুণ্যশালিন্! যে সকল তীক্ষ্মবিষ মহাফণ ভুজঙ্গমগণ তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কদ্রু তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, অতএব হে বৎস! এ বিষয়ে তোমার ক্রোধ করা বিধেয় নহে। যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট হইবে, ইহা পূর্ব্বাপর বর্ণিত আছে।" ব্রহ্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে এইরূপে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

২১তম অধ্যায়

সমুদ্রবর্ণন

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি পণ করিয়া এবং তজ্জন্য সাতিশয় অমর্ষাবিষ্ট ও রোষপরবশ হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাঁহারা দুইজনে অনতিদূরবর্ত্তী উচ্চৈঃশ্রবাঃ তুরঙ্গমকে দেখিবার মানসে কিয়দ্দুর গমন করিয়া অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, সর্ব্বভূতভয়াবহ, পরমপবিত্র অম্ভোনিধি অবলোকন করিলেন। যে জলধি তিমি [সমুদ্রের সুবৃহৎ মৎস্য], তিমিঙ্গিল [তিমিকে যে গিলিয়া থাকে– তিমি অপেক্ষাও বড় মাছ], মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, নক্র-চক্র [দলবদ্ধ কুম্ভীর] প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর, বিকৃতাকার জলচরগণে এবং ভীষণাকার সর্পগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ; চন্দ্র, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অমৃত, বাড়বানল ও সর্ব্বপ্রকার রত্ন যাহা হইতে উৎপন্ন; পর্ব্বতাধিরাজ মৈনাক ও জলাধিরাজ বরুণদেব যাহাতে সতত বাস করেন,

যে সমুদ্র দানবগণের পরম মিত্র ও স্থলচর জন্তুগণের সাতিশয় ভয়াবহ শত্রু; যাহাতে ভয়ঙ্কর জলজন্তুসকল সর্ব্বদা ঘোরতর শব্দ করিতেছে এবং বায়ুবেগে অনবরত পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, সমুদ্র তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক নিরন্তর নৃত্য করিতেছে; চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে যাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অমিততেজাঃ ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহার জল বিক্ষোভিত ও আবিল করিয়াছিলেন এবং যাহাতে যোগনিদ্রা অনুভব করিয়াছিলেন; ব্রত পরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শতবৎসরেও যাহার তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই; অসুরগণ অরাজক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যাহার মধ্যে বাস করে; যে সমুদ্র স্বীয় গর্ভস্থ বাড়বানলকে সর্ব্বদা তোয়রূপ হবিঃ প্রদান করিতেছে, সহস্র সহস্র মহানদী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া যেন অভিসারিকার ন্যায় যাহাতে সতত সমাবেশ করিতেছে।

২২তম অধ্যায়

কদ্রু-বিনতার সাগরতীরে গমন

সৌতি কহিলেন, নাগগণ মাতৃশাপ শ্রবণানন্তর পরামর্শ করিল, “আমাদিগের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহের লেশমাত্র নাই, সুতরাং তাঁহার মনোভিলাষ সফল না হইলে রোষপরবশ হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন; কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে প্রসন্না হইয়া আমাদিগের শাপ-বিমোচন করিতে পারেন। অতএব চল, সকলে একমত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি।” নাগেরা এই অভিসন্ধি করিয়া ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশে কৃষ্ণকেশরূপে পরিণত হইল। ইত্যবসরে দক্ষতনয়া কদ্রু ও বিনতা গগনমার্গে উঠিয়া বায়ুবেগে বিচলিত, গভীর নিনাদযুক্ত, তিমিঙ্গিলমকর-সার্থ [শ্রেণী– দল–ঝাঁক] সঙ্কুল, বহুবিধ ভীষণ জন্তুগণে সমাকীর্ণ, সকল রত্নের আকর, বরুণদেবের আবাসস্থান, নাগগণের বাসভবন, স্থানে স্থানে স্রোতস্বতীগণে পরিপূর্য্যমান, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, অতিদুর্দ্ধর্ষ, অক্ষোভ্য, পবিত্রজলবিশিষ্ট, রমণীয় জলনিধি দর্শন করিতে করিতে পরম প্রীতি সহকারে তাহার অপর পারে উপস্থিত হইলেন।

২৩তম অধ্যায়

বিনতার দাসীভাবপ্রাপ্তি

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অতিসত্বর তুরগ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্বটি শশাঙ্ক [চন্দ্র]-কিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কেবল তাহার পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ। তদবলোকনে বিনতা অতিমাত্র বিষণ্ণ হইলেন। পরে কদ্রু তাঁহার দাসীর কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। বিনতা পণে পরাজিতা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা সপত্নীর দাস্যকর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইল।

এই সময় গরুড় অবসর বুঝিয়া মাতার প্রযত্ন-ব্যতিরেকে স্বয়ং অণ্ডবিদারণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। মহাসত্ত্ব, মহাবল সম্পন্ন, সৌদামিনীসমনেত্র, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামচারী বিহঙ্গমরাজ প্রদীপ্ত হুতাশনরাশির ন্যায় স্বকীয় প্রভামণ্ডলে সহসা দশদিক্ আলোকময় করিয়া আকাশে আরোহণ ও ঘোরতর বিরাব [বিকট শব্দ] পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ ভীত ও বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহারা আসনস্থ বিশ্বরূপী ভগবান অগ্নির শরণাগত হইয়া যথাবিধি প্রণতিপূর্ব্বক অতি বিনীতবচনে কহিলেন,

“হে হুতাশন! তুমি আর পরিবর্দ্ধিত হইও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ দেখ, পর্ব্বতাকার প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে।” অগ্নি কহিলেন, “হে অসুর-নিসূদন সুরগণ! তোমাদিগের আপাততঃ যাহা বোধ হইতেছে, উহা বস্তুতঃ সেরূপ নহে। আমার তুল্য তেজস্বী বলবান্ বিনতানন্দন গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন; তাঁহার তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়াছ।

ঐ নাগকুলান্তক কশ্যপাত্মজ সর্ব্বদা দেবতাদিগের হিতানুষ্ঠান ও দৈত্যরাক্ষসদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন। অতএব তোমাদিগের কোন ভয় নাই, আইস, আমরা সমবেত হইয়া গরুড়ের নিকট যাই।”

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ তৎসন্নিধানে গমন করিয়া গরুড়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। “হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহদ্যশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদের পরিত্রাণস্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান্, তুমি অন্তক, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তে গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকরমণ্ডলে দিবাকরের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজাসকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্তবায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবল-পরাক্রান্ত, বিদ্যুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিত-পরাক্রমশালী, খগকুলচূড়ামণি গরুড়ের শরণ লইলাম। হে জগৎপ্রভো! তোমার তপ্তসুবর্ণসম রমণীয় তেজোরাশি দ্বারা এই জগন্মণ্ডল নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে। তুমি ভয়বিহ্বল ও বিমানারোহণপূর্ব্বক আকাশপথে ইতস্ততঃ পলায়মান সুরগণকে পরিত্রাণ কর। হে খগবর! তুমি পরমদয়ালু মহাত্মা কশ্যপের পুৎত্র, অতএব ক্রোধ সংবরণ করিয়া জগতের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। তুমি ঈশ্বর, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে অনুকম্পা কর। আমরা বিষম বিপদে আক্রান্ত হইয়াছি। তোমার বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ ঘোররবে নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, দেবলোক, ভূলোক ও আমাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান হইতেছে। তুমি অগ্নিতুল্য স্বীয় শরীরের সঙ্কোচ কর। কুপিত কৃতান্তের ন্যায় তোমার অতি ভীষণ কলেবর দর্শনে আমাদের মন ব্যথিত ও শঙ্কিত হইতেছে। হে ভগবান্ খগাধিপতে! প্রসন্ন হইয়া শরণাগতজনের সুখাবহ হও।”

২৪তম অধ্যায়

সূর্য্যের সরর্ব্বসংহারক মূর্ত্তিধারণ

গরুড় দেবতা ও ঋষিদিগের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং আপনার অতি প্রকাণ্ড কলেবর অবলোকন করিয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জের প্রতিসংহার করিলেন এবং কহিলেন, “আমি আত্মতেজের সঙ্কোচ করিতেছি, আর কাহাকেও ভীত হইতে হইবে না।” এই বলিয়া বিহঙ্গরাজ গরুড় অরুণকে আত্মপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে সমুদ্রের অপরপারবর্ত্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব দেবতাদিগের প্রতি কূপিত হইয়া প্রখর করজাল বিস্তারপূর্ব্বক ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া খগরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণকে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিলেন।

রুরু কহিলেন, “সূর্য্য কি নিমিত্তে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ কুপিত হইলেন?” প্রমতি কহিলেন, “যৎকালে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে প্রচ্ছন্নভাবে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন, তদবধি তাঁহাদিগের সহিত রাহুর বৈরানুবন্ধ হওয়াতে ঐ ক্রুরগ্রহ রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিত। পরে ভগবান্ সূর্য্য এই অভিপ্রায়ে রোষাবিষ্ট হইলেন যে, আমি দেবতাদিগেরই হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত রাহুর কোপে পড়িলাম এবং তজ্জন্য কেবল আমিই একাকী বহু অনর্থকর পাপের ফলভাগী হইলাম, বিপৎকালে কাহাকেও সাহায্য করিতে দেখি না। রাহু যখন আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে; অতএব আমি অদ্য সমস্ত লোক বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। দিবাকর এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন এবং বিশ্বসংসার সংহার করিবার মানসে স্বকীয় তেজোরাশি পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহর্ষিগণ দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, “অদ্য নিশীথসময়ে সর্ব্বলোকভয়াবহ মহাদাহ আরম্ভ হইবে।”

তখন দেবগণ মহর্ষিদিগের সমভিব্যাহারে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, “ভগবান্! কোথা হইতে ভয়ঙ্কর মহাদাহ উপস্থিত হইল? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছে না, অথচ সর্ব্বলোকক্ষয় উপস্থিত। না জানি, সূর্য উদিত হইলে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে।” পিতামহ কহিলেন, “দিবাকর সর্ব্বসংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি উদিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই আমাদিগের সমক্ষে সমস্ত লোক ভস্মসাৎ করিবেন; কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমি ইহার প্রতি বিধান করিয়া রাখিয়াছি। মহাত্মা কশ্যপের অরুণ নামে এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুৎত্র জন্মিয়াছে। সে সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথ্য-কার্য্য করিবে এবং তদীয় তেজঃ প্রতিসংহার করিবে; তাহা হইলেই দেবগণ, ঋষিগণ ও সমস্ত লোকের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা।” প্রমতি কহিলেন, “তদনন্তর অরুণ পিতামহের আদেশানুসারে সূর্য্য উদিত হইলেই তাঁহাকে আবরণ করিয়া তদীয় সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। সূর্য্যদেব যে কারণে কোপাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অরুণ যে নিমিত্ত তাঁহার সারথ্য-স্বীকার করেন, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।”

২৫তম অধ্যায়

কদ্রু কর্ত্তৃক ইন্দ্রস্তব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, “তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত কামচারী বিহঙ্গমরাজ গরুড় সমুদ্রের অপরপারস্থ স্বকীয় জননী-সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা বিনতা পণে পরাজিতা হইয়া আপন সপত্নীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দুঃসহ দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। একদা বিনতা পুৎত্রের নিকট উপবিষ্টা আছেন, এমত সময়ে কদ্রু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “দেখ বিনতে! সমুদ্রের মধ্যে এক পরম রমণীয় দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপে নাগগণ বাস করে, তথায় আমাকে লইয়া চল।” বিনতা আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রে কদ্রুকে

পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া চলিলেন এবং গরুড়ও মাতৃনির্দ্দেশক্রমে কদ্রুপুৎত্র নাগগণকে পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বিনতানন্দন গরুড় সূর্য্যাভিমুখে গমন করাতে পন্নগগণ দুঃসহ তপনতাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।

কদ্রু স্বীয় পুৎত্রদিগের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া বৃষ্টিবাসনায় সুরপতি ইন্দ্রকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। "হে শচীপতে সহস্রলোচন দেবরাজ! তুমি বল, নমুচি ও বৃত্রাসুরকে নষ্ট করিয়াছ। এক্ষণ তোমাকে নমস্কার করি। প্রচণ্ড-রবিকিরণসন্তপ্ত মদীয় পুৎত্রদিগের উপর বারিবর্ষণ কর। হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই; যেহেতু, তুমিই প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমি গগন মণ্ডলে সৌদামিনীরূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্র জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু, তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত, তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি, তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি দেব, তুমি পরমগতি, তুমি অক্ষয় অমৃত, তুমি পরমপূজিত, সৌম্যমূর্ত্তি, তুমি মুহূর্ত্ত, তুমি তিথি, তুমি বল, তুমি ক্ষণ, তুমি শুক্লপক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটি, মাস,ঋতু, সংবৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্থ পর্ব্বত ও বন সমাকীর্ণা বসুন্ধরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ, তুমি তিমি-তিমিঙ্গিলসহিত ও উত্তুঙ্গতরঙ্গ-কুলসঙ্কল মহার্ণব, তুমি অতি যশস্বী, এই নিমিত্তই প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষিগণ প্রশান্তমনে তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। আর তুমি স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া যজমানের হিতসাধনার্থে যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক। ব্রাহ্মণেরা একমাত্র পারত্রিক শুভলাভের প্রত্যাশায় সতত তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে বিপুলবিক্রমশালিন্! অখিল বেদ বেদাঙ্গ তোমারই অচিন্তনীয় অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করে এবং যজ্ঞপরায়ণ দ্বিজাতিগণ তোমার স্বরূপ অবধারণের নিমিত্ত প্রযত্ন-সহকারে সতত সে সকল বেদ-বেদাঙ্গের মীমাংসা করিয়া থাকেন।

২৬তম অধ্যায়

ইন্দ্রের বারিবর্ষণ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র কদ্রুকৃত স্তব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া নীলবর্ণ জলদজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন এবং মেঘদিগকে অনবরত মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। জলদগণ ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া ঘোরতর গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ সৌদামিনীস্ফুরণ ও প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, আকাশে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে কিংবা মেঘনির্ঘোষ, বিদ্যুৎ প্রকাশ ও বাহুচালিত নীরধারা দ্বারা যেন আকাশমণ্ডল নৃত্য করিতেছে। সেই মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে চন্দ্র-সূর্য্য এককালে অন্তর্হিত হইলেন। তখন নাগগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল। বিশ্বমণ্ডলী সলিলভারে মগ্নপ্রায় হইল। সুশীতল বিমল জলধারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে সর্পগণ মাতার সহিত রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল।

২৭তম অধ্যায়

বিনতার দাসীত্বমুক্তির উপায় অনুসন্ধান

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ প্রচুর জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া অতি প্রহৃষ্টমনে সুপর্ণ [গরুড়] পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সেই মকর সমূহের আকর-ভূমি, বিশ্বকর্ম্মবিরচিত রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল; তথায় যাইয়া প্রথমতঃ অতি ভয়ঙ্কর লবণ-মহার্ণব অবলোকন করিল; পরে সেই দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমশোভাকর এক পবিত্র কাননে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐ কানন সাগর-জলে নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছে; উহাতে বহুবিধ বিহঙ্গমগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে কলরব করিতেছে; বৃক্ষশ্রেণী নিরন্তর ফল-পুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে; ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুরাজি, সুরম্য হর্ম্ম্য [অট্টালিকা] পদ্মাকর [যেখানে পদ্ম জন্মে] সরোবর ও স্বচ্ছসলিলপূর্ণ অলৌকিক হ্রদসমূহ সর্ব্বদা উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; তথায় সুগন্ধ সমীরণ অনুক্ষণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; অত্যুন্নত চন্দন ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষগণ সতত বিরাজিত রহিয়াছে; ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগ-সহকারে বিকম্পিত হইয়া অবিরত পুষ্পবর্ষণ করিতেছে; মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া মৃদু মধুরবে আগন্তুক ব্যক্তির মনোহরণ করিতেছে। ঐ উদ্যান গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের প্রীতিস্থান এবং উহা দেখিলে তদ্দণ্ডেই অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

কদ্রুপুৎত্রেরা সেই কাননে কিয়ৎক্ষণ বিহার করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত গরুড়কে কহিল, "দেখ, তুমি আমাদিগকে অন্য কোন নির্ম্মল জলসম্পন্ন সুরম্য দ্বীপে লইয়া চল। তুমি সমস্ত মনোহর স্থান অবশ্যই জান; কারণ, তুমি গগনে উড্ডীন হইলে কোন রমণীয় স্থান তোমার নয়নের অগোচর থাকে না।" গরুড় সর্পদিগের এইরূপ আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিবিষণ্ণমনে স্বীয় জননী-সন্নিধানে নিবেদন করিলেন, "মাতঃ! আমাকে কি কারণে সর্পগণের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা বল।" বিনতা কহিলেন, "বৎস! আমি

দুরদৃষ্টক্রমে নাগগণের মায়াজালে পতিত ও পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।” গরুড় মাতৃসন্নিধানে এই কারণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় পরিতাপ পাইলেন ও অনতিবিলম্বে সর্পগণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, “হে নাগগণ! কোন্ বস্তু আহরণ বা কিরূপ পৌরুষ প্রকাশ করিলে আমরা দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।” তাহা শ্রবণ করিয়া সর্পেরা কহিল, “হে বিহঙ্গমরাজ! যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।”

২৮তম অধ্যায়

অমৃত আহরণে গরুড়ের যাত্রা

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড় এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতার নিকট যাইয়া কহিলেন, “জননি! আমি অমৃত আহরণ করিতে চলিলাম; পথে কি আহার করিব, বলিয়া দাও।” বিনতা বলিলেন, “বৎস! সমুদ্রমধ্যে বহুসহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি তাহাদিগকে ভোজন করিয়া অমৃত আনয়ন কর; কিন্তু হে বৎস! দেখিও, যেন ব্রাহ্মণবধে কদাচ তোমার বুদ্ধি না জন্মে। অনলসমান ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজীবের অবধ্য। ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে অগ্নি, সূর্য্য, বিষ ও শস্ত্রতুল্য হয়েন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজীবের গুরু; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের আদরণীয়। অতএব হে বৎস! তুমি অতিশয় কুপিত হইয়াও যেন কোনক্রমে ব্রাহ্মণের হিংসা বা তাঁহাদিগের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিও না। নিত্যনৈমিত্তিক জপহোমাদি ক্রিয়াকলাপে নিয়ত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ দগ্ধ করিতে পারেন, কি অগ্নি কি সূর্য্য, কেহই সেরূপ পারেন না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজীবের অগ্রজাত, সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতের পিতা ও গুরু।”

গরুড় মাতৃসন্নিধানে ব্রাহ্মণের এইরূপ অভাবনীয় প্রভাব অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতা! ব্রাহ্মণের কীদৃশ আকার, কি প্রকার স্বভাব ও কিরূপই বা পরাক্রম? ব্রাহ্মণ কি হুতাশনের ন্যায় সর্ব্বদা প্রদীপ্ত কিংবা অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি? যে-সকল শুভলক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারা যায়, তুমি হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহা আমাকে বিশেষরূপে কহিয়া দাও।” বিনতা কহিলেন, “যিনি তোমার জঠরদেশে প্রবেশ করিলে বড়িশের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ ক্লেশদায়ক হইবেন এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় কণ্ঠদাহ করিবেন, তিনিই সুব্রাহ্মণ। তুমি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইও না।” বিনতা পুৎত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, “বৎস! যিনি তোমার জঠরদেশে জীর্ণ হইবেন না, তাহাকেই সুব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।” সর্পবঞ্চিতা পরমদুঃখিতা বিনতা পুৎত্রের অতুল পরাক্রম বুঝিতে পারিয়াও অতি প্রীতমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, “বৎস! বায়ু তোমার দুই পক্ষ রক্ষা করুন, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠ, অগ্নি মস্তক এবং বসুগণ ত্বদীয় সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে রাখুন। হে পুৎত্র! আমিও তোমার স্বস্তি-শান্তি-বিষয়ে তৎপর হইয়া নিরন্তর ত্বদীয় শুভানুধ্যানে এই স্থানেই রহিলাম। তুমি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিরাপদে প্রস্থান কর।”

গরুড় মাতৃবাক্য-শ্রবণানন্তর পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া বুভুক্ষা [ক্ষুধা] প্রযুক্ত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় নিষাদ-পল্লীতে উপনীত হইলেন এবং নিষাদ-সংহারের নিমিত্ত ধূলিরাশি দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন ও সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া সমীপস্থ সমস্ত মহীধরগণকে বিচালিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিহঙ্গরাজ প্রকাণ্ড মুখব্যাদানপূর্ব্বক নিষাদনগরীর পথ রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। বিষাদসাগরে নিমগ্ন নিষাদগণ প্রবলবাত্যাহত ধূলিপটলে অন্ধপ্রায় হইয়া ভুজঙ্গভোজী গরুড়ের অতি-বিস্তীর্ণ আননাভিমুখে ধাবমান হইল। যেমন প্রবল বায়ুবেগে সমস্ত বন ঘূর্ণিত হইলে পক্ষিগণ আকাশমার্গে উঠে, সেইরূপ নিষাদেরাও গরুড়ের অতি বিশাল মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল। পরিশেষে ক্ষুধার্ত্ত বিহঙ্গরাজ মুখ মুদ্রিত করিয়া বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিলেন।

২৯তম অধ্যায়

শাপগ্রস্ত গজ-কচ্ছপবৃত্তান্ত

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক ব্রাহ্মণ ভার্য্যা সমভিব্যাহারে গরুড়ের কণ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠদাহ করিতে লাগিলেন। তখন গরুড় মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন, “হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখব্যাদান [প্রসারণ—বড়রকমের হা] করিতেছি, তুমি অতি সত্বর বহির্গত হও; ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পাপচরণতৎপর হইলেও আমার অবধ্য।” ব্রাহ্মণ খগাধিরাজ গরুড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, “তবে আমার ভার্য্যা, নিষাদীও আমার সহিত বহির্গত হউক।” গরুড় কহিলেন, “ভাল, তুমি নিষাদীকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে আমার আস্যবিবর [মুখগহ্বর] হইতে বহির্গত হও। তুমি এখনও আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ভস্মাবশেষ হও নাই। অতএব বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আত্মরক্ষা কর।” তখন ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গরুড়কে সংবর্দ্ধনা করিয়া অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও তদীয় ভার্য্যা নিষাদী বহির্গত হইলে খগরাজ স্বকীয় পক্ষজাল বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বীয় পিতা কশ্যপকে দেখিতে পাইলেন। মহর্ষি কশ্যপ আপন সন্তানের সন্দর্শন পাইয়া কুশলপ্রশ্নানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! মনুষ্যলোকে তোমার পর্য্যাপ্ত আহার-লাভ হইয়া থাকে?” তখন গরুড় কহিলেন, “পিতঃ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন এবং আমারও সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বটে; কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রচুর আহারদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে।” আরও কহিলেন, “নাগেরা আমাকে অমৃত আহরণ করিতে প্রেরণ করিয়াছে; আমি জননীর দাসীভাব মোচন করিবার নিমিত্ত অদ্য তাহা আনয়ন করিব; মাতা নিষাদগণকে ভক্ষণ করিতে কহিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি আমার সমুচিত তৃপ্তিলাভ হয় নাই; অতএব হে ভগবান্! এক্ষণে অপর কোন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহা আহার করিলে আমি অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হইব। হে প্রভো! বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়াছে।”

তখন মহর্ষি কশ্যপ কহিলেন, "বৎস! অনতিদূরে ঐ পবিত্র সরোবরটি দেখিতেছ. উহা দেবলোকেও বিখ্যাত। ঐ স্থলে দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখ [অধোবদন—নিম্নমুখ] হইয়া কূর্ম্মরূপী স্বকীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। উহাদিগের আকারের পরিমাণ ও জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

বিভাবসু নামে অতি কোপনস্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপা সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্নে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; এই নিমিত্ত তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্ব্বদা পৈতৃক ধনবিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবসু ক্রুদ্ধ হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন, "দেখ, অনেকেই মোহপরবশ হইয়া পৈতৃকধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু বিভাগানন্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ব্যক্তিরা স্বীয় ধন অধিকার করিলে শত্রুপক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষবৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে। এইরূপ হইলে তাহাদিগের সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধনবিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কথারই বারংবার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি বারণ করিলেও তাহাতেও কর্ণপাত কর না; অতএব তুমি বারণযোনি [হস্তি-জন্ম] প্রাপ্ত হও।" সুপ্রতীক এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, "তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হও।"

এইরূপে সুপ্রতীক ও বিভাবসু পরস্পরের শাপপ্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা রোষদোষে তির্য্যগযোনি-প্রাপ্ত, পরস্পর বিদ্বেষরত এবং শরীরের গুরুত্ব ও বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া জন্মান্তরীণ বৈরাসুসারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দেখ, গজের বৃংহিত [সক্রোধ ধ্বনি] শব্দে মহাকায় কচ্ছপ সরোবর আলোড়িত করিয়া জলমধ্য হইতে সত্বর উত্থিত হইতেছে। গজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অতি প্রকাণ্ড শুণ্ডাদণ্ড [শুঁড়] আস্ফালনপূর্ব্বক জলে অবগাহন করিতেছে। উহার শুণ্ডদণ্ড, লাঙ্গুল ও পদচতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। উহার শুণ্ডাদণ্ড, লাঙ্গুল ও পদচতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবর বিক্ষোভিত হইতেছে। অতি-পরাক্রান্ত কূর্ম্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে অভ্যাগত হইতেছে। গজের কলেবর ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আয়ত। কূর্ম্ম তিন যোজন উন্নত ও তাহার পরিধি দশ যোজন। হে বৎস! উহারা পরস্পরের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে মত্ত হইয়াছে, উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধি কর। যাও, তুমিও এই মহাগিরিসদৃশ ঘোররূপী হস্তীকে ভোজন করিয়া অমৃত আহরণ কর।"

মহর্ষি কশ্যপ গরুড়কে ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎস! দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ এবং আর যে কিছু মাঙ্গল্যবস্তু আছে, সে সকলই তোমার শুভপ্রদ হউক। হে মহাবলপরাক্রান্ত! যৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ, যজ্ঞীয় পবিত্র বহিঃ ও রহস্য [বেদের শক্তি—দৈবশক্তি] তোমার বলাধান করিবে।" গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অনতিদূরে সেই নির্ম্মল জলপূর্ণ হ্রদ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে নানাবিধ জলচর পক্ষিসকল কলরব করিতেছে

দেখিলেন। তখন তিনি পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া সত্বরে আকাশপথে উত্থিত হইলেন; অনন্তর অলম্ব নামক তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া দেববৃক্ষগণের উপর আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বিটপি-মণ্ডলী [বৃক্ষশ্রণী] গরুড়ের পক্ষ-পবনে [পাখার বাতাস] আহত হইয়া শাখাভঙ্গভয়ে শঙ্কিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গরাজ সেই অভীষ্টফলপ্রদ দিব্য সুবর্ণময় তরুদিগকে ভঙ্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া অতীব উন্নত অন্যান্য বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন। সেই পরম রমণীয় বৃক্ষগুলির সুস্বাদু ফলসকল কাঞ্চনময় ও রজতময়, শাখাসমুদয় প্রবালময় এবং উহাদিগের মূলদেশ সর্ব্বদা সাগরজলে প্রক্ষালিত হইতেছে। তম্মধ্যে অত্যুচ্চ এক বটবিটপী পক্ষিরাজ গরুড়কে আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, "হে গরুত্মন! তুমি আমার এই শত যোজন-বিস্তীর্ণ, অতিপ্রকাণ্ড শাখায় উপবেশন করিয়া গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ কর।" মহীধর-তুল্য-কলেবর পতগেশ্বর প্রবলবেগে বহুসহস্রপক্ষিসেবিত সেই বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবামাত্র তাহা ভগ্ন হইল।

৩০তম অধ্যায়

গরুড়ের অমৃতহরণ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত গরুড় পাদস্পর্শ মাত্রেই তরুশাখা ভগ্ন হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিলেন। বিহঙ্গমরাজ শাখাভঙ্গ করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত লোচন ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন, তপঃপরায়ণ বালখিল্য ঋষিগণ অধঃশিরা হইয়া বৃক্ষশাখায় লম্বমান রহিয়াছেন। গরুড় তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে করিলেন, শাখা ভূতলে পতিত হইলে নিশ্চয়ই ঋষিদিগের প্রাণনাশ হইবে; অতত্রব গজ ও কচ্ছপকে নখ দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া ঋষিগণের প্রাণরক্ষার্থে ঐ অতি বিশাল বৃক্ষশাখা চঞ্চুপুট দ্বারা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহার এই নাম রাখিলেন, "যেহেতু, এই বিহঙ্গম অতি গুরুভার গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে গগনমার্গে উড্ডীন হইল, অতএব অদ্যাবধি ইহার নাম গরুড় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে।" অনন্তর গরুড় পক্ষ-পবন দ্বারা পার্শ্বস্থ সমস্ত পর্ব্বত বিচালিত করিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

গরুড় গজ-কচ্ছপ লইয়া বালখিল্য ঋষিগণের প্রাণরক্ষার্থে এইরূপে নানাদেশ ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি উপবেশনের উপযুক্ত স্থান পাইলেন না। পরিশেষে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইয়া স্বীয় পিতা মহর্ষি কশ্যপকে তপস্যায় অভিনিবিষ্ট দেখিলেন। ভগবান্ কশ্যপ সেই বলবীর্য্যতেজঃ সম্পন্ন, মন ও বায়ুসম বেগবান্, অচিন্তনীয়, অনভিভবনীয়, সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল, অধৃষ্য, দুর্জ্জয়, সর্ব্বপর্ব্বতবিদারণক্ষম, সমুদ্রশোষণে সমর্থ, সর্ব্বলোকসংহারে পটু, কৃতান্তসম ভীমদর্শন, উত্তুঙ্গ [অতূযচ্চ] গিরিশৃঙ্গাকার, দিব্যরূপী, বিহঙ্গমরাজ গরুড়কে অভ্যাগত দেখিয়া এবং তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "হে পুৎত্র! তুমি সহসা সাহসের কর্ম্ম করিও না, তাহাতে

অশেষবিধ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। সূর্য্যমরীচিমাত্রপায়ী [সূর্যকিরণমাত্রসেবী] বালখিল্যগণ রোষপরবশ হইলে তোমাকে এইদণ্ডে ভস্মসাৎ করিবেন।" এই কথা বলিয়া মহর্ষি কশ্যপ পুৎত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত মহাভাগ বালখিল্য ঋষিদিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। হে মহর্ষিগণ! প্রজাদিগের হিতোদ্দেশে গরুড় এই মহৎ কর্ম্ম সাধন করিতে অধ্যবসায় করিয়াছে, তোমরা অনুজ্ঞা কর।" বালখিল্যগণ মহর্ষি কশ্যপের অভ্যর্থনায় সেই বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

বালখিল্য গমন করিলে বিনতানন্দন নিজ পিতা কশ্যপকে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! আমি এখন এই বিশাল বৃক্ষশাখা কোথায় নিক্ষেপ করি, আমাকে কোন নির্ম্মানুষ দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" তখন কশ্যপ মানুষশূন্য নিরবচ্ছিন্ন তুষাররাশিসমাকীর্ণ এক পর্ব্বত কহিয়া দিলেন। পক্ষিরাজ শাখা ও গজ-কচ্ছপ লইয়া বায়ুবেগে সেই পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গরুড় যে শাখা লইয়া গমন করিলেন, উহা এমত স্থুল যে, শতগোচর্ম্মনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারাও বন্ধন বা বেষ্টন করা যায় না। পতগেশ্বর গরুড় অনতিবিলম্বে শতসহস্র যোজনান্তরে স্থির সেই মহাপর্ব্বতে উপনীত হইয়া পিতার আদেশানুসারে তদুপরি প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিলেন। তদীয় পক্ষপবনে আহত হইয়া গিরিরাজ কম্পিত হইল, তরুগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং যে-সকল মণিকাঞ্চনময় শৈলশৃঙ্গ পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিত, তাহারা বিশীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষশ্রেণী পরস্পরের শাখাঘাতে অভিহত হইয়া সৌদামিনীমণ্ডিত নবীন নীরদের ন্যায় কাঞ্চনময় কুসুমসমূহে সুশোভিত হইল। গৈরিকরাগরঞ্জিত পাদপ-সকল অবিরল ভূতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল। তৎপরে গরুড় সেই গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। খগরাজ এইরূপে সেই কূর্ম্ম ও কুঞ্জরকে উপযোগ করিয়া তথা হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন।

অনন্তর দেবতাদিগের উপর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইল। ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষ হইতে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল। বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য দেবগণের অস্ত্র সকল পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দেবাসুর-সংগ্রামেও এরূপ অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা কদাচ ঘটে নাই। বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শত সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং মেঘশূন্য নভোণ্ডল অতি গভীররবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি বলিব, যিনি দেবাদিদেব [পর্জ্জন্যদেব] তিনিও অনবরত শোণিতবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের গলদেশের মাল্য ম্লান ও তেজোরাশি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গেল। প্রলয়কালীন অতিভীষণ মেঘের ন্যায় ঘনাবলী মুষলধারে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। ধূলিজাল গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া দেবগণের মুকুটসকল প্রভাহীন করিল।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণ এইরূপ অতি নিদারুণ উৎপাত দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! যুদ্ধে আমাদিগকে আক্রমণ করে, এরূপ শত্রু ত' লক্ষ্য হয় না। তবে কোথা হইতে এতাদৃশ ঘোরতর উৎপাত সহসা উপস্থিত হইল?" বৃহস্পতি কহিলেন, "হে দেবেন্দ্র! তোমারই অপরাধ ও প্রমাদবশতঃ মহাত্মা বালখিল্যগণের তপোবলে বিনতাগর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী এক পুৎত্র জন্মিয়াছে। সেই

কামরূপী মহাবল বিনতানন্দন অমৃতহরণে সমর্থ। তাহাতে সকলই সম্ভব হয়। সে অনায়াসে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।”

ইন্দ্র তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে আদেশ করিলেন, “মহাবীর্য্য মহাবল এক পক্ষী অমৃতহরণে উদ্যত হইয়াছে, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেখিও, যেন সে বলপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, সে অতুল-বলশালী” তাহা শুনিয়া দেবতারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অতি সাবধানে অমৃত বেষ্টন করিয়া রহিলেন এবং ইন্দ্রও বজ্রহস্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন। বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিত, পাপস্পর্শরহিত, নিরুপম, বলবীর্য্যসম্পন্ন, অসুরপুরবিদারণে পটু সুরগণ; কাঞ্চনময়, বৈদূর্য্যমণিময় ও চর্ম্মাত্মক, মহামূল্য প্রভাভাস্বর [তেজধারা দীপ্ত], সুদৃঢ় কবচ; তীক্ষ্ণধার ভয়ঙ্কর বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র; ধূম অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ [অগ্নিকণা] সহিত চক্র; পরিঘ, ত্রিশূল, পরশু, বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ শক্তি; নির্ম্মল করবাল [তরোয়াল] এবং উগ্রদর্শন গদা এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া অমৃতরক্ষার্থে সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হইয়া সূর্য্যকিরণ বিকাশিত বিগলিতান্ধকার আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

৩১তম অধ্যায়

গরুড়ের জন্মরহস্য

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও তাঁহার অনবধানতাই বা কিরূপ? বালখিলা ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে গরুড়ের সম্ভব ও মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী পুৎত্র, ইহারই বা কারণ কি? ঐ পক্ষিরাজ কিরূপে সর্ব্বভূতের অবধ্য, অনভিভবনীয়, কামবীর্য্য ও কামচারী হইলেন? আমার এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্ত্তন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুরাণে এই সমস্ত বর্ণিত আছে, আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুৎত্রবাসনায় এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋষিগণ, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সাহায্যদান করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। মহর্ষিকশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং বাললিখ্য মুনগণ ও অন্যান্য দেবতাদিগকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার আহরণ করিতে নিয়োগ করিলেন। ইন্দ্র আপন বীর্য্যানুরূপ প্রচুর কাষ্ঠভার আনয়নকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বালখিল্যগণ সকলে সমবেত হইয়া বহুকষ্টে একটি পত্রবৃন্ত আহরণ করিতেছেন। তাঁহারা অতি খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল ও নিরাহার; সুতরাং জলপূর্ণ এক গোষ্পদে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছিলেন। বলদৃপ্ত পুরন্দরব্রতদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে উপহাস ও অবমাননা করিলেন এবং লঙ্ঘন করিয়া অতি সত্বর-পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঋষিগণ এইরূপে অবমানিত হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রের ভয়াবহ এক অতি মহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ঐ যজ্ঞে এই কামনায় আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের তপঃপ্রস্তাবে ইন্দ্র হইতে অধিকতর শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন, কামরূপী, কামবীর্য্য, কামগামী, সর্ব্বদেবের অধিপতি অন্য এক দারুণ ইন্দ্র উৎপন্ন হউন।

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া প্রজাপতি কশ্যপের শরণাগত হইলেন। কশ্যপ ইন্দ্রেমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বালখিল্য মুনিগণের নিকট গমন করিয়া কার্য্যসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী বালখিল্য মুনিগণ তৎক্ষণাৎ "অভীষ্টসিদ্ধি হইবে" এই কথা বলিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাদিগকে মধুর-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর বচনে কহিতে লাগিলেন, "দেখ, ব্রহ্মার নিয়োগক্রমে ইনি ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরা আবার ইন্দ্রান্তর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা করিলে ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা হইবে, কিন্তু তোমাদিগের সঙ্কল্প মিথ্যা হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত কামনা করিতেছ, তিনি পতগেন্দ্র হউন। হে ঋষিগণ! দেবরাজ প্রার্থনা করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও।" এইরূপ অভিহিত হইয়া বালখিল্যগণ কশ্যপকে যথাবিধি পূজা করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে প্রজাপতে! আমরা ইন্দ্রার্থে এবং তোমার পুৎত্রার্থে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, এক্ষণে এই কর্ম্মের ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইল, তুমিই ইহা প্রতিগ্রহ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয়, করি।"

ঐকালে কল্যাণবতী, কীর্ত্তিমতী, ব্রতপরায়ণা, দক্ষসুতা বিনতা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করণানন্তর ঋতুস্নান করিয়া পুৎত্র বাসনায় স্বামিসন্নিধানে আগমন করিলেন। মহর্ষি কশ্যপ বিনতাকে সন্নিহিতা দেখিয়া কহিলেন, "দেবি! অদ্য তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, বালখিল্য মুনিগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সঙ্কল্পবলে তোমার গর্ভে মহাভাগ ও ভুবনবিজয়ী দুই বীর পুৎত্র জন্মিবে। তাহারা ত্রিভুবন-পূজিত ও ত্রিলোকীর অধীশ্বর হইবে। তুমি প্রমাদশূন্য হইয়া এই সুমহোদয় গর্ভধারণ কর। সর্ব্বলোক সৎকৃত কামরূপী ঐ দুই বিহঙ্গম সমস্ত পক্ষিজাতির উপর ইন্দ্রত্ব করিবে।" অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ অতিপ্রীতমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, "সেই দুই মহাবীর্য্য বিহঙ্গম তোমার ভ্রাতা ও সহায় হইবে এবং তাহারা তোমার কখন কোন অপচয় করিবে না। তোমার সকল সন্তাপ দূর হউক, তুমিই ইন্দ্র থাকিবে, কিন্তু হে বৎস! তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া যেন আর কদাচ ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগকে পরিহাস বা অবমাননা করিও না। তাঁহাদিগের বাক্য বজ্রস্বরূপ এবং তাঁহারা অতিশয় কোপনস্বভাব।"

দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। বিনতাও চরিতার্থ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে কশ্যপ-বনিতা বিনতা যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুৎত্র প্রসব করিলেন। অরুণ অঙ্গবৈকল্য-প্রযুক্ত সূর্য্যের সারথি হইয়াছেন, তদীয় ভ্রাতা গরুড় পক্ষিগণের ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। হে ভৃগুনন্দন! সেই বিনতানন্দন গরুড়ের অতি বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

৩২তম অধ্যায়

গরুড়সহ দেবগণের যুদ্ধ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতেছেন, এই অবসরে গরুড় অতিসত্বর তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবতারা সেই মহাবল গরুড়কে দেখিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেন এবং আপনারাই পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তথায় অপ্রমেয়-বল ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বিশ্বকর্ম্মাও অমৃতরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চুপুট দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত ও মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরে গগনচারী বিহগরাজ পক্ষপবনে ধূলিপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া সমস্ত লোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। দেবতারা ধূলিজালে আকীর্ণ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে অমৃতরক্ষকেরাও অন্ধপ্রায় হইলেন। এইরূপে গরুড় দেবলোক আলোড়িত করিয়া পক্ষতাড়ন ও তুণ্ডপ্রহারে দেবগণকে বিদীর্ণকলেবর করিলেন। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র পবনকে আদেশ করিলেন, "দেখ পবন! তুমি এই রজোবর্ষণ নিরাকরণ [অপসারণ, দূরীকরণ] কর, ইহা তোমারই কর্ম্ম।" বায়ু তৎক্ষণাৎ তাহা অপসারিত করিলেন।

অনন্তর অন্ধকার নিরস্ত হইলে দেবগণ পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরগণ বধ করিতে উদ্যত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত গরুড় মহামেঘের ন্যায়

সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। দেবতারা গরুড়কে অন্তরীক্ষে আরূঢ় দেখিয়া পট্টিশ, পরিঘ,শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্য্যাকৃতি চক্র ইত্যাদি নানা শস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিলেন।

পক্ষিরাজ গরুড় দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আহত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না; বরং পক্ষদ্বয়ও বক্ষঃস্থলের অধিকতর আঘাতে তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন। সুরগণ এইরূপে গরুড়যুদ্ধে পরাভূত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও সাধ্যগণ পূর্ব্বদিকে, রুদ্র ও বসুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে এবং অশ্বিনীকুমার দুইজনে উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পতগেন্দ্র গরুড় অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, তপন, উলুক, শ্বসন, নিমেষ, প্ররুজ ও পুলিন এই সমস্ত যক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রলয়কালে মহাদেব রোষপরবশ হইলে যেরূপ অতি ভীষণ হয়েন, বিনতানন্দনও সেইরূপ অত্যুগ্র হইয়া পক্ষ. নখ ও তুণ্ডাগ্র দ্বারা সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। সেই মহাবল মহোৎসাহ বীরপুরুষেরা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধিরবর্ষী ধারাধরের [মেঘ] ন্যায় শোভমান হইলেন।

খগেশ্বর সেই সমস্ত যক্ষদিগের প্রাণ-সংহার করিয়া, যেস্থানে অমৃত রহিয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অমৃতের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। সেই অগ্নির শিখা অতি ভয়ঙ্কর এবং তদ্দ্বরা আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, বিভাবসু বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সূর্য্যদেবকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর মহাত্মা গরুড় শতাধিক অষ্টসহস্র মুখ নির্গত করিলেন এবং ঐ সকল মুখ দ্বারা নদী পান করিয়া প্রবলবেগে তথায় আগমনপূর্ব্বক নদীজলে ঐ জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে গরুড় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক শরীর ধারণ করিলেন।

৩৩তম অধ্যায়

গরুড়ের অমৃতহরণ-গরুড়ের বিষ্ণুবাহনত্বলাভ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পক্ষিরাজ অতি ভয়ঙ্কর স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, অমৃতের নিকট লৌহময় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার একখানি শাণিত চক্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত ও সূর্য্যসম তেজস্বী ঐ ঘোররূপ যন্ত্র অমৃতহরণার্থ আগত ব্যক্তিব্যূহের [ব্যূহাকারে সুরক্ষিত লোকদিগের] কণ্ঠনালী ছেদন করিবার নিমিত্ত নিম্মিত হইয়াছে। গরুড় অঙ্গসঙ্কোচপূর্ব্বক ক্ষণমাত্রেই তাহার মধ্যাবকাশ [মধ্যের সামান্য ফাঁক] দ্বারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই চক্রের অধঃস্থলে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, মহাবীর্য্য, মহাঘোর, নিয়ত ক্রুদ্ধ ও নির্নিমেষনেত্র দুই সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের বিদ্যুতের ন্যায় মুখ হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে এবং চক্ষুদ্বয় নিরন্তর বিষ উদ্গার করিতেছে। তাহাদিগের একতর যাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তখন বিহঙ্গমরাজ ধূলিনিক্ষেপপূর্ব্বক ঐ উভয় সর্পের নয়নদ্বয় আচ্ছন্ন করিলেন এবং অদৃশ্যভাবে আকাশ হইতে তাহাদিগের

কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অমৃতগ্রহণপূর্ব্বক অতি দ্রুতবেগে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অমৃতপান না করিয়া সূর্য্যপ্রভা আবরণপূর্ব্বক অপরিশ্রান্তমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিনতানন্দন অমৃত হরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এই অবসরে অবিনাশী দেবাদিদেব নারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। নারায়ণ গরড়ের লোকাতিশায়িনী ক্রিয়া দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে বিহঙ্গরাজ! প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব।" গরুড় কহিলেন, "আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করিতে বাসনা করি।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার নারায়ণকে কহিলেন, "আর আমি যাহাতে অমৃতপান ব্যতিরেকে অজর ও অমর হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন।" বিষ্ণু কহিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।" তখন গরুড় আপনার অভিলষিত বরলাভ করিয়া নারায়ণকে কহিলেন, "ভগবন্! প্রার্থনা কর, আমিও তোমাকে বর প্রদান করিব।" নারায়ণ মহাবল গরুড়কে কহিলেন, "তুমিও আমার বাহন হও" এবং স্বপ্রদত্ত বরের অন্যথা না হয়, এইজন্য পুনর্ব্বার কহিলেন, "তোমাকে আমার রথের ধ্বজ হইয়া থাকিতে হইবে।" পতগেশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া বায়ুবেগে গমন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতাপহারক পক্ষীকে অন্তরীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া রোষভরে বজ্র প্রহার করিলেন। গরুড় বজ্রাঘাতে আহত হইয়াও হাস্যমুখে কহিলেন, "দেখ দেবরাজ! বজ্রাঘাতে আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মে নাই; কিন্তু যে মুনির অস্থি হইতে এই বজ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার, বজ্রাস্ত্রের ও তোমার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি, এই পক্ষের অন্ত নাই।" এই বলিয়া পক্ষিরাজ একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ ঐ উৎসৃষ্ট পক্ষটি অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন. "এই পর্ণ (অর্থাৎ পক্ষ) অতি সুন্দর, অতএব অদ্যাবধি গরুড়ের নাম সুপর্ণ হইল।" সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, এই পক্ষী সামান্য পক্ষী নহে, ইনি অবশ্যই কোন মহাপ্রাণী হইবেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে বিহঙ্গম! আমি তোমার অলৌকিক বলবীর্য্য জানিতে এবং অনন্ত কালের নিমিত্ত তোমার সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করিতে বাসনা করি।"

৩৪তম অধ্যায়

ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের মিত্রতা

গরুড় কহিলেন, "হে দেবরাজ! তোমার স্বেচ্ছাক্রমে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার মিত্রত্ব-সংস্থাপন হইল। আমার বল নিতান্ত দুঃসহ ও একান্ত মহৎ। যদিচ স্বকীয় গুণকীর্ত্তন ও বল-প্রশংসা করা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা অতিশয় অন্যায়, তথাপি তুমি আমার সখা এবং আগ্রহাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম, শ্রবণ কর। আমার বলের কথা অধিক কি বলিব, আমি পর্ব্বতকাননাদিসহিতা এই সসাগরা বসুন্ধরাকে অক্লেশে একপক্ষে বহন করিতে পারি। আর যদি তুমি ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, তবে তোমাকেও লইয়া যাইতে পারি। চরাচর বিশ্বকে বহন করিতে হইলেও আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় না।"

গরুড় এইরূপে স্বীয় বলের পরিচয় প্রদান করিলে সর্ব্বলোকহিতকারী দেবরাজ কহিলেন, "হে বিহঙ্গরাজ! তুমি যাহা কহিলে, তোমাতে সকলই সম্ভব; এক্ষণে আমার সহিত সখ্যসংস্থাপন কর এবং অমৃতে যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে আমাকে প্রত্যর্পণ কর; এই অমৃত যাহাদিগকে অর্পণ করিবে, তাহারাই আমাদিগের উপর উপদ্রব করিবে।" গরুড় কহিলেন, "হে সহস্রলোচন! আমি কোন কারণবশতঃ এই অমৃত লইয়া যাইতেছি, প্রার্থনা করিলে ইহার বিন্দুমাত্রও কাহাকে প্রদান করিব না; কিন্তু আমি যেস্থানে ইহা রাখিব, তুমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপহরণ করিও।" ইন্দ্র কহিলেন, "হে বিহঙ্গরাজ! আমি তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে আমার নিকটে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন গরুড় কদ্রুপুৎত্রদিগের দৌরাত্ম্য ও মাতার ছলকৃত দাসীভাব স্মরণ করিয়া কহিলেন, "আমি সকলের ঈশ্বর হইয়াও তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন মহাবল সর্পসকল আমার ভক্ষ্য হয়।" দানবনিসূদন ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া দেবদেব যোগীশ্বর মহাত্মা হরির নিকট গমন করিলেন। চক্রপাণি দেবরাজ-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গরুড়াভিলষিত বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।

বিনতার দাস্যমুক্তি

অনন্তর ভগবান্ ত্রিদশেশ্বর গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি অমৃত স্থাপন করিলেই আমি তাহা অপহরণ করিব।" এই বলিয়া সাদর-সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গরুড় অনতিবিলম্বে স্বীয় জননী-সন্নিধানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে সর্পদিগকে কহিলেন, "এই আমি অমৃত আহরণ করিয়াছি; এক্ষণে ইহা এই কুশের উপর রাখিতেছি, তোমরা শীঘ্র স্নানপূজা করিয়া পান কর। দেখ, তোমরা যাহা কহিয়াছিলে, তাহা আমি সম্পাদন করিলাম; অতএব অদ্যাবধি আমার মাতা দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্ত হউন।" সর্পগণ "তথাস্তু" বলিয়া স্নান করিতে গমন করিল। এই অবসরে দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত অপহরণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। সর্পেরা স্নান, পূজা ও মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়া প্রফুল্লমনে অমৃতপান করিতে আসিয়া দেখিল, গরুড় যে কুশাসনে অমৃত রাখিব বলিয়াছিলেন, তথায় অমৃত নাই। পরে

বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছলক্রমে বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছলে অমৃত হরণ করিয়াছে। তখন নাগগণ এই স্থানে অমৃত রাখিয়াছিল, এই বিবেচনা করিয়া সেই কুশাসন অবলেহন করিতে লাগিল। তাহাতেই তাহাদিগের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে এবং পরম পবিত্র অমৃত কুশে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তদবধি কুশের নাম পবিত্র হইয়াছে। মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ করিয়াছিলেন এবং সর্পদিগকে দ্বিজিহ্ব [দুইটি জিহ্বাযুক্ত] করিয়াছিলেন।

অনন্তর খগরাজ পরিতুষ্ট-মনে সেই কাননে বিহার করিয়া ভুজঙ্গমগণ ভক্ষণপূর্ব্বক স্বীয় জননী বিনতাকে আনন্দিত করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করিবে, সে মহাত্মা খগরাজ গরুড়ের চরিত-কীর্ত্তন-প্রযুক্ত পাপস্পর্শশূন্য হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে, সন্দেহ নাই।

৩৫তম অধ্যায়

নাগগণের নামনিরুক্তি

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি ভুজঙ্গমগণের মাতৃশাপ ও বিনতার পুৎত্রশাপের কারণ এবং বিনতাগর্ভসম্ভূত পক্ষিদ্বয়ের নাম কীর্ত্তন করিলে, আর কদ্রু ও বিনতা স্বভর্ত্তা কশ্যপের সন্নিধানে কিরূপে বর প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও কীর্ত্তন করিলে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সর্পদিগের নাম কীর্ত্তন কর নাই। আমরা এক্ষণে প্রধান প্রধান পন্নগগণের নাম শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! সর্পসংখ্যার বহুত্বপ্রযুক্ত সকল সর্পের নামোল্লেখ করিব না, কেবল প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শেষ নাগ প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর বাসুকি; তাহার পর ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, আপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনিল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, সুরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানখ, হেমগুহ, নলুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকণ, হস্তিপদ, মুদ্‌গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সংবর্ত্তক, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্রক, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, সুসুক, কৌণপাশন, কুটর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর এবং মহোদর। হে দ্বিজসত্তম! প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, বাহুল্যপ্রযুক্ত অন্যান্যের নামোল্লেখ করিলাম না। হে তপোধন! ইহা ব্যতিরেকে আরও সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্প আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অতিশয় দুঃসাধ্য।

৩৬তম অধ্যায়

শেষ নাগের সর্পসঙ্গত্যাগ

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তুমি মহাবলপরাক্রান্ত অতিদুর্দ্ধর্ষ প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে ঐ সকল সর্পগণ জননীদত্ত শাপ-শ্রবণানন্তর কি করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তাহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাযশা ভগবান্ শেষ নাগ স্বীয় জননী কদ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুভক্ষ, ব্রতপরায়ণ, একান্তচিত্ত, জটাবল্কলধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমবান্ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোনুষ্ঠানকালে তাঁহার গাত্রের মাংস, চর্ম্ম ও শিরাসমুদয় শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া স্বয়ং তৎসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নাগরাজ! তুমি এ কি কর্ম্ম করিতেছ? অতঃপর প্রজাগণের হিতসাধনে সচেষ্ট হও, তোমার তীব্র তপস্যার দ্বারা সমস্ত প্রজাগণ সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে, আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

শেষ কহিলেন, "আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অতি মূঢ়, আমি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি না, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। তাহারা শত্রুর ন্যায় সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদবিসংবাদ করে, অতত্রব আমার আর যেন তাহাদিগের মুখ দেখিতে না হয়। এই অভিলাষেই আমি তপস্যা করিতে আসিয়াছি। তাহারা সর্ব্বদা সপুৎত্র বিনতার অনিষ্টচেষ্টা করে। বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ বৈনতেয় আমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তিনি পিতা কশ্যপের বরপ্রভাবে মহাবলপরাক্রান্ত হইয়াছেন। আমার সহোদরগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপ্রকাশ করে। তন্নিমিত্ত আমি স্থির করিয়াছি যে, তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিব, তাহা হইলে লোকান্তরেও আর সেই দুরাত্মাদিগের মুখাবলোকন করিতে হইবে না।"

শেষ নাগের ধরাধারণ

ব্রহ্মা শেষ নাগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস শেষ! আমি তোমার সোদরগণের আচার-ব্যবহার বিলক্ষণরূপে অবগত আছি এবং তাহারা জননী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহাও জানি। অতএব তোমার ভ্রাতৃগণের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, আমি অদ্য তোমাকে বরদান করিতেছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে পন্নগোত্তম! আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার ধর্ম্মে মনন হইয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মে সুস্থিরা হউক।"

শেষ কহিলেন, "হে সর্ব্বলোকপিতামহ! আমি এই বর প্রার্থনা করি, যেন ধর্ম্মে, শমগুণে ও তপস্যায় আমার অচলা ভক্তি থাকে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার শম ও দম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু হে বৎস! তোমাকে এই সর্ব্বলোকহিতকর কার্য্যটি সম্পাদন করিতে হইবে। পর্ব্বত কাননাদি-সমবেত এই ধরণীমণ্ডলকে তোমায় এইরূপে ধারণ করিতে হইবে যেন, উহা আর বিচলিত না হইতে

পারে।” শেষ কহিলেন, “হে বরপ্রদ প্রজাপতে! হে ধরানাথ! হে ভূতনাথ! হে জগন্নাথ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি ঐরূপে মহী ধারণ করিব, কিন্তু আপনি পৃথিবীকে আমার মস্তকোপরি স্থাপন করুন।” ব্রহ্মা কহিলেন, “হে ভুজঙ্গোত্তম! পৃথিবী স্বয়ং তোমাকে যে পথ প্রদান করিলেন, তুমি সেই পথ দিয়া ধরিত্রীর অধোভাগে আগমনপূর্ব্বক ইঁহাকে ধারণ কর তাহা হইলেই আমার পরম প্রীতিকর কার্য্য করা হইবে।”

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভুজঙ্গমাগ্রজ শেষ “যে আজ্ঞা” বলিয়া পৃথিবীদত্ত বিবর দ্বারা রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক সসাগরা বসুন্ধরাকে মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাব্রতশালী ভগবান্ অনন্ত ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে একাকী ধরা ধারণ করিয়া পাতালতলে বাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বামরোত্তম ভগবান্ পিতামহ খগবর বিনতানন্দনকে অনন্তদেবের সখা করিয়া দিলেন।

৩৭তম অধ্যায়

আত্মরক্ষার্থ নাগগণের মন্ত্রণা

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভুজঙ্গোত্তম বাসুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণ করিয়া কিরূপে সেই শাপমোচন হইবে, তদ্বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইলেন। তদনন্তর তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ঐরাবত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, “মাতা আমাদিগকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলই জান; অতএব আইস, আমরা যাহাতে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ চেষ্টা করি। সর্ব্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে, কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না। জননী অব্যয়, অপ্রমেয়, সনাতন ব্রহ্মার সমক্ষেই আমাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ-প্রদানে উদ্যত দেখিয়াও নিবৃত্ত করেন নাই, ইহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। বোধ করি, নিশ্চয়ই আমাদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। তথাপি সম্প্রতি যাহাতে সমস্ত ভুজঙ্গমগণের মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক। আমরা সকলই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ, মন্ত্রণা দ্বারা অবশ্যই কোন-না-কোন উপায় স্থির করিতে পারিব। দেখ, পূর্ব্বকালে অগ্নি গুহামধ্যে তিরোহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ পরামর্শ দ্বারা তাঁহার পুনরুদ্ভাবন করেন। অতএব এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের যজ্ঞ না হয় অথবা নিষ্ফল হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক।”

মন্ত্রণাবিশারদ সর্পগণ ভুজঙ্গরাজ বাসুকির এই কথা শুনিয়া তৎকার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন, “আইস, আমরা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জনমেজয়ের নিকট যাইয়া তিনি যাহাতে সর্পযজ্ঞ না করেন, এইরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।” কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন, “চল, আমরা সকলে গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হই, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগের পরামর্শ লইয়া সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি যজ্ঞবিষয়িণী কোন মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তদনুষ্ঠানে ইহলোকে ও পরলোকে নানাপ্রকার দোষ ঘটিতে পারে, ইহা প্রদর্শন করিয়া এবং অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া যাহাতে সেই যজ্ঞ না হয়, এরূপ পরামর্শ দিব।” কেহ কহিলেন, রাজার

হিতসাধনে তৎপর যে-কোন সর্পযজ্ঞবিধানজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, কোন ভুজঙ্গম যাইয়া তাঁহাকে দংশন করিবে; উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে; তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে-সকল সর্পসত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইতে আসিবেন, আমরা সকলে যাইয়া তাঁহাদিগকে দংশন করিব, তাহা হইলে আর যজ্ঞ হইতে পারিবে না।"

এই কথা শুনিয়া অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ দয়াবান্ নাগগণ কহিলেন, "তোমরা যাহা কহিতেছ, এ অতি অসৎ পরামর্শ; ব্রহ্মহত্যা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে, বিপৎকালে ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতীকারচেষ্টা করাই কর্ত্তব্য; কারণ, অধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী।" কতকগুলি ভুজঙ্গম কহিলেন, "আমরা জলধর কলেবর ধারণ করিয়া মুষলধারে জলবর্ষণ দ্বারা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণ করিব, কিংবা রাত্রিকালে ঋত্বিক্গণ অনবহিত হইলে কোন সর্প তথায় উপস্থিত হইয়া স্রুগ্ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যসমুদয় অপহরণ করিবে, তাহা হইলেই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিবে। অথবা শত শত ভুজঙ্গম সেই যজ্ঞস্থলে এককালে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সমস্ত লোকদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইবে, তাহা হইলে তাহাদিগের অবশ্যই ভয় জন্মিবে কিংবা সর্পগণ সংস্কৃত যজ্ঞীয় সামগ্রী-সমুদয় স্বীয় মূত্র-পুরীষ দ্বারা দূষিত করিবে, তাহাতেও যজ্ঞবিঘ্নের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।"

অন্যান্য নাগগণ কহিল, "আমরাই ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইয়া প্রথমেই 'দক্ষিণা প্রদান কর' বলিয়া যজ্ঞবিঘ্ন সমুৎপাদন করিব, তাহা হইলেই রাজা আমাদিগের বশীভূত হইবেন এবং যাহা বলিব, তাহাই করিবেন।" অপর ভুজঙ্গমগণ কহিল, "রাজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া আপনাদিগের আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া রাখিব।" কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন, "আইস, আমরা অন্যান্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজা জনমেজয়কেই দংশন করি, তিনি মরিলে সকল অনর্থের মূলচ্ছেদ হইবে।" পরিশেষে সকলে বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে রাজন্! আমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কহিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন; আর কালক্ষেপ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।" এই বলিয়া সমস্ত নাগগণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বাসুকি তাঁহাদিগের বাক্য-শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে ভুজঙ্গমগণ! তোমরা সকলে যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিলে, তন্মধ্যে একটিও আমার মনোগত হইতেছে না। যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য, অতত্রব এ বিষয়ে ভগবান্ কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। জ্ঞাতিগণের প্রতি সৌহার্দ্দ্য ও আত্মস্নেহবশতঃ আমি তোমাদিগের বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, এক্ষণে আমি তোমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, যাহাতে সমস্ত বান্ধবগণের মঙ্গল হয়, আমার সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে দোষ-গুণ যে কিছু ঘটিবে, তোমরা কেহই তাহার অংশভাগী হইবে না, সমস্তই আমার উপর পড়িবে, এই নিমিত্ত আমি সবিশেষ সন্তপ্ত হইতেছি।"

৩৮তম অধ্যায়

নাগরক্ষার গুপ্তবাণী

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বাসুকির ও অন্যান্য নাগগণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া এলাপত্র নামক সর্প বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমনাথ! সেই সর্পসত্র অবশ্যই হইবে সন্দেহ নাই এবং যে জনমেজয় রাজা হইতে আমাদিগের মহৎ ভয় উপস্থিত, তাঁহাকেও বঞ্চিত করিতে পারা যাইবে না। হে রাজন্! যে ব্যক্তি দৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ, সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। হে পন্নগোত্তম! আমাদিগের এ ভয়কে দৈব-ভয় বলিতে হইবে, অতএব দৈব অবলম্বন করাই উত্তম কল্প বোধ হইতেছে। এ বিষয়ে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যখন মাতা আমাদিগকে শাপ দেন, আমি সেই সময়ে ত্রাসাকুলিতচিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে বলিয়া দেবগণের এই কথা শুনিয়াছিলাম। দেবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিলেন, "হে পিতামহ! পাষাণহৃদয়া কদ্রু আপনার সম্মুখেই স্বীয় প্রিয়পুৎত্রগণকে যেরূপ দারুণ অভিসম্পাত করিলেন, মাতা হইয়া পুৎত্রের প্রতি সেরূপ শাপ প্রদান করিতে কেহই পারে না। আপনিও "এবমস্ত" বলিয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন; অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্ব-সমক্ষে শাপ প্রদানে উদ্যত দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না, তাহা শুনিতে বাসনা করি।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'সর্পগণ অতিশয় তীক্ষ্নবিষ, খল ও প্রজাগণের অহিতকারী, অতএব আমি প্রজাগণের হিতকামনায় শাপ প্রদানোদ্যতা কদ্রু নিবারণ করি নাই; কিন্তু সর্পসত্রে কেবল তীক্ষ্নবিষ, নীচাশয় ও পাপাচার বিষধরদিগেরই বিনাশ হইবে; ধার্ম্মিক নাগগণের কোন অপচয় হইবে না। তৎকালে তাঁহারা যে প্রকারে ঐ শাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহা শ্রবণ কর। যাযাবরবংশ অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন, তপোনিরত, জিতেন্দ্রিয়, জরৎকারু নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ঔরসে আস্তীক নামে এক পুৎত্র জন্মিবেন। তিনি মহারাজ জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিবেন। তাহা হইলে ধর্ম্মশীল সর্পগণের পরিত্রাণ হইবে।'

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! মহাতপা, মহাবীর্য্য, মুনিবর জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহানুভব পুৎত্র আস্তীককে উৎপাদন করিবেন?' ব্রহ্মা কহিলেন, 'বীর্য্যবান্ জরৎকারু সনাম্নী কন্যাতে সেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুৎত্র উৎপাদন করিবেন। সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারুনাম্নী এক ভগিনী আছেন। তাঁহার গর্ভে সেই পুৎত্র জন্মিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক সর্পকুলের পরিত্রাণ হইবে।' দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিলেন।

অতএব হে নাগাধিরাজ বাসুকে! নাগগণের ভয়শান্তির নিমিত্ত সেই সুব্রত ভিক্ষমাণ [ভাবী যাচ্ঞাকারী– যিনি ভিক্ষা করিবেন] মহর্ষিকে তোমার জরৎকারুনাম্নী ভগিনী ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান কর, তাহা হইলেই নাগকুল পরিত্রাণ পাইবে। আমি নাগগণের এই মোক্ষোপায় শ্রবণ করিয়াছি।"

৩৯তম অধ্যায়

নাগগণের আশ্বস্তি

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ এলাপত্রের এই বাক্যশ্রবণে সাতিশয় আহ্বাদিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বাসুকিও সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি জরৎকারুনাম্নী নিজ ভগিনীকে অতি প্রযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেবাসুরগণ একত্র হইয়া সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বনাগশ্রেষ্ঠ বাসুকি তাহাতে মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। সমুদ্রমন্থন সমাপ্ত হইলে দেবগণ বাসুকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, “ভগবান্! এই নাগকুলাগ্রণী বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিকুলহিতৈষী নাগরাজের মাতৃশাপরূপ হৃদয়শল্য উৎপাটন করুন। ইনি আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয়কারী ও হিতসাধনে তৎপর, অতএব অনুকূল হইয়া আপনাকে ইঁহার মনোব্যথা নিবারণ করিতে হইবে।”

দেবগণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, “পূর্ব্বে এলাপত্র সর্প ইঁহাকে যাহা কহিয়াছেন, সে আমারই বাক্য। ইনি সেই বাক্যানুসারে কার্য্য করুন, তাহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা দুরাচার ও পাপিষ্ঠ, তাহারাই সর্পসত্রে বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ নাগগণের কিছুই ভয় নাই। সেই জরৎকারু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। নাগরাজ বাসুকি তাঁহাকে যথাকালে ভগিনী প্রদান করুন। হে দেবগণ! এলাপত্র যাহা কহিয়াছেন, উহা নাগকুলের পরম হিতকর, উহাতে সন্দেহ নাই।”

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগাধিপ বাসুকি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং ঐ সঙ্কল্পে বহুসংখ্যক সর্পদিগকে তদীয় সন্নিধানে সতত অবস্থান করিতে প্রেরণ করিলেন। ভুজঙ্গমরাজ তাহাদিগকে এই কহিয়া দিলেন, “ভগবান্ জরৎকারু যে মুহূর্ত্তে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।”

৪০তম অধ্যায়

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি জরৎকারুনামা যে মহর্ষির বিবরণ কহিলে, তিনি কি নিমিত্ত জগতে জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং জরৎকারু শব্দের যথাশ্রুত অর্থই বা কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরাশব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। সেই মহর্ষির শরীর সাতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম জরৎকারু হইল এবং উক্ত কারণবশতঃ বাসুকির ভগিনী জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইলেন।

মহর্ষি শৌনক তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঁ, তুমি যাহা বলিলে. ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে। তুমি ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তৎসমস্তই আমি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন। মহামতি বাসুকি ভুজঙ্গমগণের প্রতি উক্তরূপ আদেশ দিয়া মহর্ষি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া রহিলেন। বহুকাল অতীত হইল, তথাপি ঊর্দ্ধরেতা স্বাধ্যায়নিরত সেই মহাত্মা দারপরিগ্রহে অভিলাষী হইলেন না। তিনি কেবল তপস্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া নির্ভয়হৃদয়ে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে কৌরববংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি স্বীয় প্রাপিতামহ পাণ্ডু রাজার ন্যায় অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব্বদাই মৃগ, বরাহ, তরক্ষু [ব্যাঘ্র], মহিষ ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার বন্যজন্তু শিকার করিয়া মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি স্বকীয় আনতপর্ব্ব শর দ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠে শরাসন ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞরূপী মৃগের অনুযায়ী ভগবান্ ভূতনাথের ন্যায় সেই মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইলে কোন মৃগই জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিতে পারে না; কিন্তু এই মৃগ যে বাণবিদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিল, উহা কেবল তাঁহার অচিরাৎ স্বর্গলাভের প্রতি হেতু হইয়া উঠিল।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণ-প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে অতি দূরদেশে উপনীত হইলেন। পরে সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া এক গোপ্রচারে [গোষ্ঠে–গোচারণ-স্থানে] উপস্থিত হইলেন এবং অবলোকন করিলেন, এক তপস্বী স্তন্যপায়ী বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ পান করিয়া জীবন-ধারণ করিতেছেন। অত্যান্ত ক্ষুৎপিপাসান্বিত রাজা সেই মুনির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিসত্তম! আমি অভিমন্যুর পুৎত্র রাজা পরীক্ষিৎ, তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, আমি এক মৃগকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম, সে পলায়ন করিয়াছে, কোন্ দিকে পলায়ন করিল, তুমি কি দেখিয়াছ?" মুনিবর মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। তখন রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া আপন ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃতসর্প উত্তোলন করিয়া মহর্ষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন। ঋষি তাহাতে ক্রোধ করিলেন না এবং ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যথিতমনে আপন রাজধানীতে গমন করিলেন, কিন্তু সেই ঋষি তদবস্থই রহিলেন। ঐ ক্ষমাশীল মহামুনি রাজা পরীক্ষিৎকে স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া জানিতেন; এই নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন না। কুরুবংশাবতংস [কুরুবংশের ভূষণস্বরূপ] মহারাজ পরীক্ষিৎও তাঁহাকে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া না জানিতে পারিয়াই তাঁহার তাদৃশী অবমাননা করিলেন।

ঐ মহর্ষির শৃঙ্গী নামে এক তরুণবয়স্ক পুৎত্র ছিলেন। শৃঙ্গী সাতিশয় রোষপরবশ। তিনি একবার ক্রুদ্ধ হইলে আর তাঁহাকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। তিনি সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতে যাইতেন। একদা শৃঙ্গী সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনানন্তর তদীয় আদেশ লইয়া আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষিপুৎত্র হাসিতে হাসিতে তৎসন্নিধানে তদীয় পিতার অপমান-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রুক্ষস্বভাব শৃঙ্গী কৃশ-মুখে পিতার অপমানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কৃশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুমি অত্যন্ত তপোবলসম্পন্ন ও তেজস্বী, কিন্তু তোমার পিতা স্বীয় স্কন্ধদেশে মৃতসর্প বহন করিতেছেন, অতএব হে শৃঙ্গিন! যাও যাও, আর তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না এবং মাদৃশ সিদ্ধ ব্রহ্মবিৎ তপস্বী ঋষিপুৎত্রগণ কোন কথা কহিলে তাহাতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না। হে শৃঙ্গিন্! কৈ, এক্ষণে তোমার সেই পুরুষত্বাভিমান এবং তাদৃশ সগর্ব্ব বাক্যই বা কোথায় রহিল? তোমার পিতা সেইরূপ অবমানিত হইয়াও ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক রহিয়াছেন; তদ্বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, কিছুই করেন নাই। আহা! ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি?"

৪১তম অধ্যায়

রাজার প্রতি শৃঙ্গীর শাপ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাতেজা শৃঙ্গী স্বীয় জনকের স্কন্ধে মৃতসর্প রহিয়াছে শুনিয়া সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইলেন এবং মৃদুমধুরস্বরে কৃশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃশ! কিরূপে আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প সংলগ্ন হইল?" কৃশ কহিলেন, "সখে! অদ্য মৃগয়াবিহারী রাজা পরীক্ষিৎ এই তপোবনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিই তোমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।" তখন শৃঙ্গী ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, "আমার পিতা সেই দুরাত্মা নরাধম রাজার কি অপরাধ করিয়াছিলেন, সত্য করিয়া বল, আজি তোমাকে আমার তপোবল দেখাইতেছি।"

কৃশ কহিলেন, "অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ অদ্য মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এক মৃগকে বাণবিদ্ধ করেন। বাণাহত মৃগ প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল; রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরিশেষে রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইলেন; মৃগও ক্রমশঃ তদীয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। রাজা বহুক্ষণ অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিয়াও তাহার অনুসন্ধান পাইলেন না; তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া তোমার পিতার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বারংবার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, 'মহাশয়! আপনি একটি শরবিদ্ধ মৃগকে এ স্থান দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন?' তোমার পিতা মৌনব্রতাবলম্বী, সুতরাং ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। তন্নিমিত্ত রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃতসর্প উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তোমার পিতা তথাপি সেইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিলেন। পরে রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় রাজধানী হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।"

শৃঙ্গী কৃশের মুখে নিরপরাধ পিতার এইরূপ অপমানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপোপরক্ত-নয়নে [ক্রোধবশতঃ রক্তচক্ষে] আচমনপূর্ব্বক রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, "যে নৃপাধম মৌনব্রতাবলম্বী মদীয় বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প সমর্পণ করিয়াছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণবিষধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যমসদনে প্রেরণ করিবে।" শৃঙ্গী রাজাকে এইরূপে শাপগ্রস্ত করিয়া গোচারণস্থ স্বকীয় পিতা শমীকের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহার স্কন্ধে মৃতসর্প রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে পুনর্ব্বার সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতাঃ! দুরাত্মা পরীক্ষিৎ বিনাপরাধে আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া আমি তাহাকে এই উগ্রশাপ প্রদান করিয়াছি যে, পন্নগরাজ তক্ষক সেই কুরুকুলাধমকে দংশন করিয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।"

শমীক কুপিত পুৎত্রের এই অহিতানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে পুৎত্র! তুমি রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছ। আমি ইহাতে প্রীত হইলাম না। তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি। তিনিও ন্যায়পূর্ব্বক

আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন; কখন কোন অত্যাচার করেন না। ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদিগের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। আরও দেখ, যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছি। অস্মদুপার্জ্জিত ধর্ম্মে রাজাদিগেরও ধর্ম্মতঃ অধিকার আছে। অতএব হে পুৎত্র! রাজা যদিও কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদের ক্ষমা করা উচিত। বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিৎ আপন প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণই রাজার প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই মহানুভব রাজা পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি আমার মৌনব্রতাবলম্বনের বিষয় না জানিয়া এই কুকর্ম্ম করিয়াছেন। আর দেশ অরাজক হইলে তাহাতে সর্ব্বদাই নানাবিধ দোষ ঘটে এবং লোকসকল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্বিগ্ন হইয়া কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করেন। রাজদণ্ড-ভয়ে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয় এবং ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয়। রাজার প্রভাবেই সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হয়েন, দেবগণ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দ্বারা শস্য জন্মে এবং শস্য দ্বারা মনুষ্যগণের পরমোপকার দর্শে। ভগবান্ মনু কহিলেন, রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতাস্বরূপ ও দশ শ্রোত্রিয়ের সমান। সেই রাজা ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার মৌনব্রতের বিষয় না জানিতে পারিয়াই এবম্ভূত গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বালকতাপ্রযুক্ত হঠাৎ সেই রাজর্ষির প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে? সেই ভূপতি কোনমতেই আমাদের শাপ-প্রদানের পাত্র নহেন।”

৪২তম অধ্যায়

পরীক্ষিৎকে শাপবৃত্তান্তজ্ঞাপন

শৃঙ্গী পিতার তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে পিতা! এই শাপ প্রদান করাতে আমার সাহস প্রকাশ করাই হউক বা দুষ্কর্ম্ম করাই হউক এবং ইহাতে আপনি সন্তুষ্টই হউন বা অসন্তুষ্টই হউন, যাহা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। মহাশয়! আমি আপনাকে যথার্থ কহিতেছি, ইহা কখন অন্যথা হইবে না। আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কহি না, অতএব মৎপ্রদত্ত শাপ কিরূপে মিথ্যা হইবে?” শমীক কহিলেন, “পুৎত্র! আমি উত্তমরূপে জানি, তুমি সাতিশয় উগ্র-প্রভাবশালী ও সত্যবাদী এবং পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কহ নাই; সুতরাং তোমার সেই শাপ কখনই মিথ্যা হইবে না। কিন্তু হে পুৎত্র! পিতা বয়ঃস্থ সন্তানকেও শাসন করিতে পারেন, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে পুৎত্রের গুণ ও যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা; তুমি বালক, অতএব তুমি অবশ্যই আমার শাসনার্হ। আমি জানি তুমি সর্ব্বদা তপোনুষ্ঠান করিয়া থাক, তপঃপ্রভাবশালী মহাত্মারা অতিশয় কোপন-স্বভাব হইয়া থাকেন। কিন্তু হে বৎস! তুমি একে ত’ আমার পুৎত্র, বিশেষতঃ বালক, তাহাতে আবার অত্যন্ত

সাহসের কার্য্য করিয়াছ, এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিলাম। এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া বন্য ফল-মূলাদি আহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্রোধের উপশম কর, তাহা হইলে শাপদান জন্য তোমার আর ধর্ম্মক্ষয় হইবে না। দেখ, ক্রোধ সংযমী তপস্বিগণের বহুযত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে। ধর্ম্মবিহীন লোকদিগের সদ্‌গতি লাভ হয় না। শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বিগণের সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক। কি ইহলোক, কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্ব্বত্রই মঙ্গল। অতএব হে পুৎত্র! তুমি সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কালযাপন কর। ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। আমি শমপরায়ণ, অতএব এক্ষণে আমার যতদূর সাধ্য, সেই নরপতির উপকার করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি নৃপ-সন্নিধানে এই সংবাদ পাঠাই যে, আমার পুৎত্র বালক ও অতিশয় অপরিণতবুদ্ধি, সে ত্বৎকৃত মদীয় অবমাননা দর্শনে ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে।"

দয়াবান্ মহাতপা শমীক ঋষি রাজা পরীক্ষিতের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রুতশীলবিশিষ্ট [বেদাদি-শাস্ত্রজ্ঞান ও সৎস্বভাবসম্পন্ন] গৌরমুখ নামে শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিয়া দিলেন যে, "তুমি অগ্রে রাজার ও রাজকার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসিবে, তৎপরে এই অশুভ সংবাদ দিবে।" গোরমুখ গুরুর আজ্ঞানুসারে অবিলম্বে হস্তিনানগরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিলেন, পরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। গৌরমুখ রাজকৃত সৎকার গ্রহণ ও কিয়ৎক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়া শমীকোপদিষ্ট বাক্য-সকল অবিকল করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "মহারাজ! শান্ত, দান্ত, পরমধার্ম্মিক শমীক নামে এক মহাতপা মহর্ষি আপনার অধিকারে বাস করেন। আপনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহর্ষির স্কন্ধে এক মৃতসর্প অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। শমগুনাবলম্বী মহামুনি শমীক আপনার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন; কিন্তু তদীয় পুৎত্র শৃঙ্গী সাতিশয় উগ্রস্বভাব। তিনি আপনার গর্হিত অনুষ্ঠান দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে এই অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশনে আপনার প্রাণবিয়োগ হইবে। শমীক মুনি শাপনিবারণার্থ পুৎত্রকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য যে, সে শাপ অন্যথা করে? মহর্ষি কোপান্বিত পুৎত্রকে কোনক্রমে শান্ত করিতে না পারিয়া আপনার হিতার্থে আমাকে এই শাপসংবাদ দিতে পাঠাইলেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের মুখে এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া এবং আপন দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। মুনিবর শমীক মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, এই নিমিত্তই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন নাই, ইহা শুনিয়া রাজার শোকাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "শমীক মুনি এমত শান্তস্বভাব যে, তিনি মৎকৃত তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়াও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন! হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সেই পরম-কারুণিক মুনিবরের উপর তদ্রূপ অত্যাচার করা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।" এই ভাবিয়া রাজার আর পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। রাজা বিনাপরাধে সেই মুনিবরের তাদৃশী অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ শোকার্ত্ত হইলেন, আপনার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে সেরূপ হইলেন না। অনন্তর রাজা গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে,

মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই মুনিবরকে এই কথা বলিবেন, যেন তিনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন।

রাজা এইরূপে গৌরমুখকে বিদায় করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে আপন মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণানন্তর এক একস্তম্ভ-সুরক্ষিত [একটি মাত্র স্তম্ভের উপর সুব্যবস্থায় স্থাপিত] প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় নানাবিধ ঔষধ, বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত করিলেন এবং সেই প্রাসাদে সুরক্ষিতরূপে অবস্থান করিয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমীপে কেহই গমন করিতে পারিতেন না। অধিক কি কহিব, সর্ব্বত্রগামী বায়ুরও সে স্থানে সঞ্চার রহিল না।

বিষবিদ্যা-বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ মুনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ তক্ষকের দংশনে প্রাণপরিত্যাগ করিবেন। তন্নিমিত্ত তিনি মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মন্ত্রৌষধিবলে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিব, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে। পরে নির্দ্ধারিত সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে তিনি রাজাকে রক্ষা করিবার বাসনায় একাগ্রচিত্ত হইয়া রাজভবনে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিবর! তুমি অনন্যমনা হইয়া এত সত্বরগমনে কি অভিপ্রায়ে কোথায় চলিয়াছ?" কাশ্যপ কহিলেন, "অদ্য কুরুকুলোৎপন্ন রাজা পরীক্ষিৎ উরগ-রাজ তক্ষকের বিষানলে দগ্ধ হইবেন শুনিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি।" তক্ষক কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আমিই সেই তক্ষক, আমি অদ্য সেই মহীপালের প্রাণসংহার করিব, তুমি ক্ষান্ত হও, আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি যে, তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর।" কাশ্যপ কহিলেন, "তুমি দংশন করিলে আমি স্বীয় বিদ্যা-প্রভাবে অবশ্যই তাঁহাকে নির্বিবষ করিব, সন্দেহ নাই।"

৪৩তম অধ্যায়

পরীক্ষিতের তক্ষকদংশন

তক্ষক কহিলেন, "হে কাশ্যপ! যদি আমি কোন বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে পার, তবে সম্মুখস্থ এই বটবৃক্ষে দংশন করিতেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা করিয়া আপনার মন্ত্রপ্রভাব দেখাও।" কাশ্যপ কহিলেন, "হে ভুজগেন্দ্র! তুমি দংশন কর, আমি এই মুহূর্ত্তে ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি।" ভুজঙ্গেশ্বর রক্ষক মহাত্মা কাশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থ সেই বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বটবৃক্ষ তক্ষকের তীব্র বিষানলে মূল অবধি পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকালমধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তক্ষক কাশ্যপ মুনিকে কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্নবান্ হও।" মহর্ষি কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভস্মীভূত বৃক্ষের ভস্মরাশি গ্রহণপূর্ব্বক তক্ষককে কহিলেন, "হে ভুজগেন্দ্র! আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমার সমক্ষেই এই ভস্মীভূত বনস্পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি।" অনন্তর

দ্বিজসত্তম কাশ্যপ স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে সেই ভস্মীকৃত ন্যগ্রোধ পাদপকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। প্রথমে অঙ্কুর, তৎপরে পত্রদ্বয়, তদনন্তর পত্রসমূহ, পরিশেষে শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি সমুদয় অংশ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল।

এইরূপে মহর্ষি কাশ্যপের মন্ত্রবলে ঐ বটবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইল দেখিয়া তক্ষক তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! তুমি যে বিদ্যাবলে আমার বা আমার মত অন্য সর্পের বিষক্ষয় করিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু, ভবাদৃশ মন্ত্রবিশারদ তেজস্বী লোকের কিছুই দুঃসাধ্য নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিতেছ? তুমি যে বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষায় সেই নৃপের নিকট যাইতেছ, তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে দিব। ব্রহ্মশাপে রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, অতএব তুমি তাঁহার রক্ষণ-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পার কি না সন্দেহ। যদি তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার ত্রিলোকী-বিশ্রুত যশোরাশি নিস্তেজ দিবাকরের ন্যায় একেবারে অন্তর্হিত হইবে।"

কাশ্যপ তক্ষক-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে ভুজঙ্গম! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় গমন করিতেছি, তুমি আমাকে প্রচুর ধন দাও, তাহা হইলেই আমি নিবৃত্ত হইতেছি।" তক্ষক কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! তুমি যত ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজার নিকট গমন করিতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও।" দ্বিজোত্তম কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য-শ্রবণানন্তর দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে, সত্যই রাজা পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক অবিলম্বে হস্তিনানগরে উপস্থিত হইলেন। গমনসময়ে শুনিলেন, রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া অতি সাবধানে রহিয়াছেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, রাজাকে মায়াপ্রভাবে বঞ্চিত করিতে হইবে, অতএব এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? তদনন্তর নাগরাজ তক্ষক অন্যান্য সর্পগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক বিশেষ প্রয়োজন আছে' এই ছল করিয়া অব্যগ্রচিত্তে রাজসমীপে গিয়া ফল, পুষ্প, কুশ ও জল প্রদান দ্বারা তাঁহাকে আর্শীর্ব্বাদ করিবে।" নাগগণ তক্ষক কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-বেশ পরিগ্রহণপূর্ব্বক রাজ-সন্নিধানে গমন করিয়া কুশ, জল ও ফল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা সেই সমস্ত গ্রহণ করিলেন; পরে কার্য্য সমাধানানন্তর তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। ছদ্মতাপসরূপী [কৃত্রিম মুনিবেশধারী] ভুজঙ্গমেরা গমন করিলে রাজা অমাত্যগণ ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, "আইস, আমরা সকলে একত্র হইয়া এই সকল তাপসদত্ত সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করি। দুর্দ্দৈববশতঃ ভূপতির ফলভোজনে প্রবৃত্তি হইল। যে ফলের মধ্যে তক্ষক গুপ্তভাবে ছিলেন, দৈবনির্ব্বন্ধক্রমে তিনি সেই ফলটিই স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লইলেন। ভক্ষণ করিবার সময় ঐ ফল হইতে এক অণু পরিমাণ কৃষ্ণনয়ন তাম্রবর্ণ কীট বহির্গত হইল। রাজা সেই কীট গ্রহণ করিয়া সচিবদিগকে কহিতে লাগিলেন, "সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আজি আর আমার বিষের ভয় নাই। এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক। তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং ব্রাহ্মণের বাক্যেও সত্য হয়।" মন্ত্রীরাও কালপ্রযোজিত হইয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। মরণো

রাজার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। তিনি সেই কীট স্বীয় গ্রীবায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কীটরূপী তক্ষক নিজ দেহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিল। তখন রাজার চৈতন্য হইল, তক্ষক অতিবেগে রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল।

৪৪তম অধ্যায়

পরীক্ষিতের প্রাণবিয়োগ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের শরীর দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া বিষণ্ণ বদনে ও দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিলেন; তদনন্তর তক্ষকের সেই ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহারা পলায়নকালে গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গরাজ তক্ষক দীপ্তাগ্নি শিখা-সদৃশ স্বীয় শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অতিবেগে গমন করিতেছেন। পরিশেষে সেই একস্তম্ভ গৃহ তক্ষকের বিষাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রিবর্গ তদ্দর্শনে শঙ্কাকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং রাজাও বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মন্ত্রিগণ ও রাজপুরোহিতগণ সমবেত হইয়া তাঁহার পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। পরে পুরবাসী সমস্ত প্রজাগণকে একত্র করিয়া তাঁহার শিশুপুৎত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অমিত্রঘাতী কুরুপ্রবীর নৃপাত্মজের নাম জনমেজয়। কুরুবংশাবতংস মহামতি জনমেজয় শিশু হইয়াও মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপন প্রপিতামহ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ ঐ নবীন রাজার রাজকার্য্য-সম্পাদনে বিলক্ষণ নিপুণতা জন্মিয়াছে দেখিয়া তাঁহার পরিণয়ার্থে কাশীপতি সুবর্ণবর্ম্মার নিকটে গিয়া তদীয় কন্যা বপুষ্টমাকে প্রার্থনা করিলেন। কাশীশ্বর সেই কুরুপ্রবীরকে বেদবিধানানুসারে বপুষ্টমা প্রদান করিলেন। রাজা জনমেজয় ঐ লোকললামভূত[অসামান্য রূপবতী] নিতম্বিনীকে [সুলক্ষণাস নারী] পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কদাচ অন্য রমণীর প্রতি কটাক্ষপাতও করিতেন না। পূর্ব্বকালে পার্থিবাগ্রণী [নৃপশ্রেষ্ঠ] পুরুরবা যেমন উর্ব্বশীকে পাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইনিও সেই মনোহারিণী বরবর্ণিনী[উত্তমা নারী]কে পাইয়া কদাচিৎ সুরম্য সরোবরে, কদাচিৎ বিচিত্র উপবনে, তাঁহার সহিত বিহার করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রূপলাবণ্যবতী পতিব্রতা বপুষ্টমাও বিহারকাল সাতিশয় প্রেম প্রদর্শন দ্বারা প্রিয় পতিকে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট করিলেন।

৪৫তম অধ্যায়

বংশধর সন্তানের প্রশংসা

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়ে মহাতপা জরৎকারু মুনি বায়ুমাত্র-ভক্ষণে শীর্ণকলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান ও পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া, অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন এবং যেস্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি পর্য্যটনক্রমে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিরাহারে শীর্ণকলেবর, বায়ুমাত্রভোজী, পরিত্রাণেচ্ছু, অতি দীনভাবাপন্ন, স্বকীয় পিতৃগণ ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তকে তন্তুমাত্রাবশিষ্ট উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া এক মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। ঐ গর্ত্তে এক প্রকাণ্ড মূষিক বাস করে। সে প্রতিদিন সেই বীরণস্তম্বের মূল সকল ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। মহর্ষি জরৎকারু তাঁহাদিগকে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও পরিত্রাণেচ্ছু দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে এবং কি নিমিত্তই বা এই উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধপাদে ও অধোমুখে মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন? আপনারা যে উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আছেন, উহার একমাত্র তন্তু অবশিষ্ট আছে; এই গর্ত্তনিবাসী মূর্ষিক তাহাও ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। ইহা ছিন্ন হইলেই আপনারা এই গর্ত্তমধ্যে অধঃশিরে পতিত হইবেন। আপনাদের এই দুর্দ্দশা দর্শনে আমার যৎপরোনাস্তি দুঃখ হইতেছে। আজ্ঞা করুন, আপনাদের কি প্রিয়কার্য্য করিব? আমার তপস্যার চতুর্থভাগ বা তৃতীয়ভাগ অথবা অর্দ্ধভাগ লইয়া যদি আপনারা এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, লউন। অধিক আর কি কহিব, যদি সমগ্র তপস্যা দ্বারাও আপনাদের এই দুঃসহ দুঃখ-নিবারণ হয়, তাহাতেও আমি সম্মত আছি।"

পিতৃগণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্! তুমি তপঃপ্রভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু তপস্যা দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমাদিগেরও তপঃসিদ্ধি আছে; কেবল বংশক্ষয়োপক্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা এই অপবিত্র নরকে নিপতিত হইতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, 'সন্তানই পরম ধর্ম্ম।' আমরা এই গর্ত্তে লম্বমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার পৌরুষ সর্ব্বলোক-বিশ্রুত হইলেও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগের দুঃখদর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়াছ, অতএব তোমাকে পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা যাযাবর নামে ব্রতশীল ঋষি, সন্তানক্ষয়ের উপক্রম হওয়াতে এই পবিত্র লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। আমাদের কঠোর তপস্যার ফল অদ্যাপিও বিনষ্ট হয় নাই। আমাদের জরৎকারু নামে এক সন্তান আছেন। তিনি বেদবেদাঙ্গ-শাস্ত্রে পারদর্শী, নিয়তাত্মা, ব্রতনিরত ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা উভয়ই সমান হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-পুৎত্র বন্ধুবান্ধব কেহই নাই; কেবল কঠোর তপস্যা করিয়াই কালযাপন করেন। তিনি তপস্যা লোভে নিতান্ত আক্রান্ত হওয়াতেই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই যে উশীরস্তম্ব দেখিতেছ, ইহা আমাদের বংশবর্দ্ধক কুলস্তম্ব। আর ইহার যে সকল মূল দেখিতেছ, ইহা আমাদিগের কালকবলিত সন্তানসমূহ। অর্দ্ধভক্ষিত যে মূলটি আমরা অবলম্বন করিয়া আছি, উহা সেই তপোনিষ্ঠ জরৎকারু। আর এই যে মূষিক দেখিতেছ, ইনি মহাবলপরাক্রান্ত কাল। ইনি সেই তপোলুব্ধ মূঢ়মতি জরৎকারুকে ক্ষয় করিতেছেন। জরৎকারুর কঠোর তপস্যা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা অতি মন্দভাগ্য, আমাদিগের মূল ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই দেখ, আমরা কালোপহতচিত্ত [দৈববিড়ম্বিত] হইয়া দুরাত্মাদিগের ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি। আমরা সবান্ধবে এই গর্ত্তে

পতিত হইলে তাঁহাকেও কালনিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরয় [নরক] গামী হইতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! কি তপস্যা, কি যজ্ঞ, কি অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম, সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না। হে বৎস! এক্ষণে তুমি আমাদিগের নাথস্বরূপ। তোমার সহিত সেই মূঢ়মতি জরৎকারুর সাক্ষাৎকার হইলে তাহার নিকট আমাদিগের এই দুর্দ্দশা-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিবে এবং কহিবে, তুমি ত্বরায় দারপরিরগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন দ্বারা তাহাদিগের পরিত্রাণ কর। সে যাহা হউক, তুমি যে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পরম-বন্ধুর ন্যায় অনুতাপ করিতেছ, তন্নিমিত্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে?"

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু তাঁহাদের এই বাক্যশ্রবণে সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া সবাষ্প-গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমারই পর্ব্বপুরুষ; আমিই আপনাদিগের সেই পাপাত্মা, নরাধম ও কৃতঘ্ন পুৎত্র; আমার নাম জরৎকারু। সম্প্রতি আপনাদিগের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন এবং আমার এই অপরাধের যথোচিত দণ্ডবিধান করুন।"

৪৬তম অধ্যায়

জরৎকারুর বংশরক্ষায় প্রতিজ্ঞা

পিতৃগণ কহিলেন, "বৎস! আমাদিগের সৌভাগ্যবলে তুমি যদৃচ্ছাক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ কর নাই?" জরৎকারু কহিলেন, "হে পিতৃগণ! আমার মনে সর্ব্বদাই এই ভাব উদিত হয় যে, আমি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিব, কদাচ দারপরিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনাদিগকে এই মহাগর্ত্তমধ্যে পক্ষীর ন্যায় লম্বমান দেখিয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের বাসনা অপনীত হইল। আমি আপনাদের হিতসাধনার্থে অচিরাৎ বিবাহ করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি আমি আমার সনাম্নী কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ প্রাপ্ত হই এবং তাহাকে ভরণপোষণ করিতে না হয়, তাহা হইলেই তাহার পাণিগ্রহণ করিব, প্রকারান্তর হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। আমার সেই পত্নীর গর্ভে যে পুৎত্র জন্মিবে, সেই আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে। হে পিতামহগণ! তখন আপনারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।"

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভৃগুবংশাবতংস! মহর্ষি জরৎকারু এইরূপে পিতৃগণকে আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বলিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাপ্রদানে উদ্যত হইল না। যখন তিনি পিতৃগণের আদেশানুসারে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও তৎসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন দুঃখার্ত্তমনে অরণ্যানী প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পিতৃলোক-হিতৈষী-মহাপ্রাজ্ঞ জরৎকারু এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন, "এ স্থানে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু বর্ত্তমান আছ অথবা যাহারা অন্তর্হিত [অদৃষ্ট-অগোচর] আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি যাযাবরবংশে

সমুদ্ভত। আমার নাম জরৎকারু। জন্মাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কালযাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার পিতৃগণ বংশলোপভয়ে আমাকে পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও পিতৃগণের আজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহাভিলাষে [বিবাহিত পত্নী পাইবার আশায়] নিখিল ধরণীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কন্যালাভ হইল না। অতএব এক্ষণে আমি যাঁহাদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির মৎসনাম্নী [আমারতুল্যা নামের] দুহিতা থাকে, আর যদি আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান করেন এবং তাহাকে যদি ভরণপোষণ করিতে না হয়, তবে আনয়ন করুন, আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিব।"

অনন্তর যে সকল সর্প জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভিলাষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সত্বর যাইয়া বাসুকিকে সংবাদ দিল। নাগরাজ বাসুকি তাহাদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় ভগিনীকে বিচিত্র বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া জরৎকারু সন্নিধানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে ভিক্ষা-স্বরূপ সেই কন্যা প্রদান করিলেন; কিন্তু মুনিবর কন্যার নাম ও ভরণ-পোষণ-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নাগরাজ বাসুকিকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, "আমি ইঁহার ভরণপোষণ করিতে পারিব না।" এইরূপে মহর্ষি জরৎকারু মুমুক্ষু হইয়াও দারপরিগ্রহার্থ দ্বিমনা [সংশয়িত চিত্ত-ইতস্ততঃ ভাব] হইয়াছিলেন।

৪৭তম অধ্যায়

জরৎকারুর পত্নীপরিত্যাগ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ বাসুকি জরৎকারুকে কহিলেন, "হে তপোধন! আমার এই ভগিনী আপনার সনাম্নী এবং ইনি তপঃপরায়ণা! আপনি ইঁহার পাণিগ্রহণ করুন। আমি ইঁহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী করিয়া দিন বলিয়াই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অভিলাষ করিয়া আছি। আর অঙ্গীকার করিতেছি, আমি সাধ্যানুসারে ইঁহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" ঋষি কহিলেন, "তবে এই নিশ্চয় হইল যে, আমি কদাচ ইঁহার ভরণপোষণ করিব না এবং ইনিও আমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না, যদি করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব।"

বাসুকি ভগিনীর ভরণপোষণের ভারগ্রহণ করিলে মহাতপা জরৎকারু তাঁহার বাসভবনে গমন করিয়া যথাবিধানে তদীয় ভগিনীর পাণিপীড়ন [পাণিগ্রহণ-বিবাহ] করিলেন। বিবাহকালে মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জরৎকারু ভার্য্যা সমভিব্যাহারে ভুজঙ্গরাজের রমণীয় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সুচারু আস্তরণ-পটে আচ্ছাদিত [প্রচ্ছদ-বাস-ওয়াড় দ্বারা আবৃত] বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে ভার্য্যার সহিত এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, "তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় আচরণ করিবে না, অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমি তদ্দণ্ডেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব ও ত্বদীয় বাসগৃহে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিব না। দেখিও, যাহা কহিলাম, যেন কদাপি ইহার অন্যথা না হয়।"

পিতৃকুলহিতৈষিণী নাগরাজভগিনী অতিমাত্র দুঃখিত ও উদ্বিগ্নচিত্তে অগত্যা 'তথাস্তু' বলিয়া স্বামিবাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং অতি সতর্কমনে ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভুজঙ্গরাজভগিনী ঋতুস্নাতা হইয়া যথাবিধি স্বামিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহর্ষির সহযোগে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। ঐ গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদা মহাযশা জরৎকারু একান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রিয়তমার অঙ্কশয্যায় শিরোনিবেশ [ক্রোড়ে-কপলে মাথা রাখিয়া] পূর্ব্বক শায়িত ও নিদ্রিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্র নিদ্রাক্রান্ত হইলে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। মনর্স্বিনী নাগভগিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বামীর তৎকালোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় চিন্তা করিলেন, "সম্প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য, ভর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ করি কি না? ইনি অতি কোপনস্বভাব, নিদ্রাভঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই কোপ করিবেন; কিন্তু জাগরিত না করিলেও নিত্যক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে; অতএব এক্ষণে কি করা উচিত? ফলতঃ কোপ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তির ধর্ম্মলোপ এই দুইয়ের মধ্যে ধর্ম্মলোপই নিতান্ত দূষণাবহ; অতএব যাহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।"এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মধুরভাষিণী বাসুকি-ভগিনী জ্বলন্ত-হুতাশনসন্নিভ তেজঃপুঞ্জাকৃতি সুখপ্রসুপ্ত মহাতপা জরৎকারুকে সম্বোধন করিয়া অতি বিনীত-বচনে কহিলেন, "মহাভাগ! সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যাতিমির [সন্ধ্যার অন্ধকার] পশ্চিমদ্দিক অল্প অল্প আচ্ছন্ন করিতেছে। গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত।" ভগবান্ জরৎকারু জাগরিত হইয়া ওষ্ঠাধর পরিস্ফুরণপূর্ব্বক রোষভরে কহিলেন, "হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমার অবমাননা করিলে, অতএব আমি আর তোমার নিকট অবস্থিতি করিব না, যথাস্থানে গমন করিব। হে বামোরু! আমার এরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় আছে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলে সূর্য্যের সাধ্য কি যে, তিনি যথাকালে অস্তগত হন? অপমানিত হইলে সামান্য লোকেও তথায় বাস করে না, আমার বা মাদৃশ ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কথা কি বলিব?"

তদীয় এতাদৃশ নির্দ্দয়-বাক্য শ্রবণে বাসুকি-ভগিনী কহিলেন, "ভগবান্! ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অপমানের উদ্দেশ্যে করি নাই।" তখন জরৎকারু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভার্য্যা-পরিত্যাগ-বাসনায় বলিলেন, "হে ভুজঙ্গমে! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, আমি অদ্যই এ স্থান হইতে প্রস্থান কবির। আমি ত' পূর্ব্বেই তোমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া-ছিলাম ; অতএব হে ভদ্রে! এতদিন তোমার নিকট পরমসুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম। আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে বলিও, সেই মুনি গমন করিয়াছেন এবং তুমিও মদীয় অদর্শনে শোকাভিভূত হইও না।"

তাঁহার এই দারুণ কথা শুনিয়া নাগ-স্বসা [সর্পভগিনী] জরৎকারুর মুখ শুষ্ক হইল ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে ও গদগদ বচনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! বিনা অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমি কখন অধর্ম্মাচরণ করি নাই এবং প্রাণপণে আপনার প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি। ভ্রাতা যে অভিসন্ধি করিয়া আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, দুরদৃষ্টক্রমে আমি অদ্যাপিও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না। তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন? আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত আছেন; আপনার ঔরসে আমার গর্ভে

একটি পুৎত্র জন্মিবে এবং ঐ পুৎত্র হইতে তাঁহাদিগের শাপমোচন হইবে, এই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। কৈ, তাহারও ত' কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না; অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদিগের ঐ মনোরথ নিষ্ফল না হয়, তাহা সম্পাদন করুন। হে ভগবান্! আমি জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই অপরিস্ফুট গর্ভাধান [যে গর্ভ প্রকাশ পাব নাই এইরূপ] পূর্ব্বক বিনা-অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন?" মহর্ষি জরৎকারু সহধর্ম্মিণীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া তৎকালোপযুক্ত অনুরূপ বচনে কহিলেন, "হে সুভগে! তোমার গর্ভে পরম-ধার্ম্মিক, বেদ-বেদাঙ্গপারগ, অগ্নিকল্প এক ঋষি জন্মিবেন।" এই বলিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

৪৮তম অধ্যায়

আস্তীক নামনিরুক্তি

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! অনন্তর নাগদুহিতা ভ্রাতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া স্বভর্ত্তার গমনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।তখন ভুজঙ্গরাজ বাসুকি অতিশয় অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতাপ পাইলেন এবং কহিলেন, "ভদ্রে! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারু-হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, বোধ করি, তুমি তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছ। যদি তাঁহার ঔরসে তোমার সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সর্পদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবে অর্থাৎ ঐ পুৎত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে দেবগণের নিকট এই কথা কহিয়াছিলেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, সেই মুনি হইতে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, জরৎকারুকে ভগিনী সম্প্রদান করা কতদূর সফল হইল, জানিতে ইচ্ছা করি। নতুবা তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোনক্রমেই ন্যায্য নহে, কিন্তু কি করি, নিতান্ত গুরুতর কার্য্য বলিয়াই অগত্যা এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতে হইল। তোমার ভর্ত্তা তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত ও নিতান্ত রোষপরবশ, বোধ করি, আমি অনুনয় করিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। বরং আমাকে অভিসম্পাত করিলেও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত আমি তাঁহার অনুগমন করিতে চাহিনা। অতএব হে ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া আমার চিরপ্রোত হৃদয়শল্য [দীর্ঘকালের বিন্যস্ত বাসনারূপ মনের উদ্বেগ] উন্মুলিত কর।"

জরৎকারু নাগরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! সেই মহাত্মা যৎকালে গমন করেন, তখন আমি পুৎত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তৎপরে 'অস্তি' অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে এই উত্তর দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রমক্রমেও মিথ্যা কহিতে শুনি নাই, সুতরাং এরূপ বিষয়ে কখনই মিথ্যাকথা কহিবেন না। তিনি গমনকালে আমাকে কহিলেন, 'হে ভূজঙ্গমে! আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না। অগ্নিসমপ্রদীপ্ত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী তোমার এক পুৎত্র উৎপন্ন হইবে।" অতএব হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে তোমার সেই মনোদুঃখ দূর হউক।" বাসুকি

"তথাস্তু" বলিয়া ভগিনীবাক্য স্বীকার করিলেন এবং আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া মধুসম্ভাষণ, সম্মান ও প্রার্থনাধিক অর্থদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর সেই মহাপ্রভাবশালী গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে নাগ-ভগিনী জরৎকারু যথাকালে পিতৃকুল-মাতৃকুল এই উভয় কুলের ভয়াপহারক দেব কুমারসদৃশ এক পুৎত্র প্রসব করিলেন। ঐ কুমার নাগরাজ-গৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে বাল্যকালে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট নিখিল বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার গর্ভাবস্থানকালে তদীয় পিতা "অস্তি" বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন। বাসুকি অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন সেই বালককে পরম-যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনিও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাগকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

৪৯তম অধ্যায়

পরীক্ষিতের নিধনবৃত্তান্ত

শৌনক কহিলেন, রাজা জনমেজয় পিতার স্বর্গারোহণবৃত্তান্ত মন্ত্রিগণকে যেরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজেন! রাজা জনমেজয় যে প্রকারে মন্ত্রীদিগের পিতার নিধন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহার যেরূপে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা রাজা জনমেজয় স্বীয় মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, "হে অমাত্যগণ! তোমরা আমার পিতার নিধনবৃত্তান্ত সমুদয় জান, এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধান-চেষ্টা করিব।" ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন অমাত্যগণ মহারাজ জনমেজয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "রাজন্! আপনার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যেরূপ চরিত্র ও তিনি যে প্রকারে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মাত্মা প্রবলপরাক্রান্ত রাজা পরীক্ষিৎ মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় প্রজাপালনপূর্ব্বক ভগবতী ভূতধাত্রীকে রক্ষা করিতেন। তদীয় অধিকার কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষৎত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কাহারও দ্বেষ্টা ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতিও কেহ বিদ্বেষ করিত না। তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং বিধবা, বিকলাঙ্গ, অনাথ, দীন, দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করিতেন। তদীয় কলেবর দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় লোকের প্রিয়দর্শন ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ শারদ্বত হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন ও ভূতভাবনা ভগবান্ বাসুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে আপনার পিতা অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে উৎপন্ন হয়েন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। তিনি রাজধর্ম্মে সুনিপুণ, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী এবং ষড়বর্গ-বিজেতা [কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য-এই ষড়্রিপুজয়ী] ছিলেন। রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়া সংসারলীলা সংবরণ করেন। তদীয় নিধনকালে সকলেই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ

লাভ করিয়াছেন এবং অতি শৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিয়াছেন।”

জনমেজয় কহিলেন, “মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বিচিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই বংশে এমন কোন রাজা ছিলেন না যে, তিনি প্রজাবর্গের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদন না করিতেন। অতএব আমার পিতা তথাবিধ রাজা হইয়াও কি প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন, তাহা যথাযথরূপে বর্ণনা কর, আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি।” রাজার প্রিয়হিতাভিলাষী মন্ত্রিগণ তদীয় আদেশক্রমে পরীক্ষিতের নিধনবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, “মহারাজ! আপনার পিতা পাণ্ডু রাজার ন্যায় অসাধারণ ধনুর্দ্ধর ও মৃগয়াতৎপর ছিলেন। একদা তিনি আমাদিগের প্রতি সমস্ত সাম্রজ্যের ভারার্পণ করিয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক শাণিত বাণ দ্বারা একটি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন; বিদ্ধ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র সহিত অতি সত্বরপদে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পলায়িত বাণবিদ্ধ মৃগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও অতি দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ঐ মুনি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট প্রত্যুত্তর করিলেন না। রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি মুনিকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিবোধিত না করিয়া রোষাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক ধরাতল হইতে ধনুষ্কোটি [ধনুকের অগ্রভাগ] দ্বারা এক মৃতসর্প উদ্ধৃত করিয়া সেই শুদ্ধচিত্ত মুনিবরের স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি তিনি কিছুই না বলিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে স্কন্ধে মৃতসর্পধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থিত রহিলেন।”

৫০তম অধ্যায়

পরীক্ষিতের শাপরহস্য

অমাত্যগণ কহিলেন, “মহারাজ! ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে সেই মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত ঋষির মহাবীর্য্যসম্পন্ন অতি কোপনস্বভাব শৃঙ্গী নামে এক গোগর্ভসমুদ্ভুত পুৎত্র ছিলেন। ঋষিকুমার প্রজাপতির আরাধনানন্তর তদীয় অনুমতি লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোকে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সখার সন্নিধানে নিজ পিতার অপমান-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন, ‘বয়স্য! তোমার পিতা একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া অকারণে তাঁহার স্কন্ধদেশে এক মৃতসর্প নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন।’ মহারাজ! শৃঙ্গী অল্পবয়স্ক হইয়াও প্রাচীনপ্রায় ছিলেন। তিনি সখার মুখে নিজ পিতার এইরূপ অপমান-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া আচমনপূর্ব্বক আপনার পিতাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, ‘যে ব্যক্তি নিরপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প নিক্ষেপ করিয়াছে, দুর্বিবষহবীর্য্যসম্পন্ন [অসহনীয় শক্তিযুক্ত] নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তাহের মধ্যে সেই পাপাত্মকে ভস্মসাৎ করিবে।’ ঋষিকুমার এই অভিশাপ দিয়া সখাকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বয়স্য! অদ্য আমার তপঃপ্রভাব দেখ।' পরে শৃঙ্গী পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্বদত্ত শাপ-বৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। তখন সেই সদাশয় মুনিবর নিরুপায় ভাবিয়া সুশীল, গুণসম্পন্ন গৌরমুখ-নামক শিষ্যকে এই কথা বলিয়া আপনার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন, 'আমার পুৎত্র আপনাকে অভিশাপ দিয়াছে, নাগরাজ তক্ষক আসিয়া সপ্তাহের মধ্যে স্বকীয় তেজোদ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিবে; অতএব হে মহারাজ! আপনি অদ্যাবধি সাবধান হউক।' গৌরমুখ রাজগোচরে উপনীত হইয়া বিশ্রামান্তে ঋষিবাক্য আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। হে মহারাজ! আপনার পিতা এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে সতত সাবধানে রহিলেন।

অনন্তর সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে মহর্ষি কাশ্যপ রাজার নিকটে আগমন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণবেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহার সন্দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এত সত্বরে কোথায় যাইতেছেন এবং কি মনে করিয়াই বা যাইতেছেন?' মহর্ষি কাশ্যপ কহিলেন, 'হে দ্বিজ! শুনিলাম, অদ্য নাগরাজ তক্ষক কুরুরাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিবেন, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিব বলিয়া অতি সত্বর তথায় গমন করিতেছি। আমি সম্মুখে থাকিলে তক্ষক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।' দ্বিজরূপী তক্ষক কহিলেন, 'মহর্ষি! আমিই সেই তক্ষক। আমি তাঁহাকে দংশন করিলে তুমি কিছুতেই প্রতীকার করিতে পারিবে না। বৃথা কেন কর্ম্মভোগ করিবে? তুমি আমার অদ্ভুত বীর্য্য দেখ।' এই বলিয়া নাগরাজ পুরোবর্ত্তী এক বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বনস্পতি দংশনমাত্রেই ভস্মবশেষ হইল; মহর্ষিও বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ঋষে! তুমি কি অভিলাষে তথায় গমন করিতেছ?' এই বলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কাশ্যপ প্রত্যুত্তর করিলেন, 'আমি ধনলাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতেছি।' তক্ষক কহিলেন, 'রাজার নিকট যত ধনের আকাঙ্ক্ষায় যাইতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও।' তদীয় এতাদৃশ প্রমোদকর-বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ আপনার অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে তক্ষক ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দুঃসহ বিষবহ্নি দ্বারা প্রাসাদোপবিষ্ট ধার্ম্মিকবর ত্বদীয় পিতাকে ভস্মাবশেষ করিলেন। তৎপরে আপনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! এই নিদারুণ বৃত্তান্ত আমরা যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিতেছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলাম; এক্ষণে আপনার পিতার ও মহর্ষি উতঙ্কের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা সমুচিত হয়, অবিলম্বে সম্পাদন করুন।"

রাজা জনমেজয় পিতার লোকান্তরগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে অমাত্যগণ! তক্ষক যে বটবৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল, কশ্যপ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, এই অদ্ভুত কথা তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে? বোধ হয়, পন্নগাধম তক্ষক মনে মনে এই বিবেচনা করিয়াছিল যে, আমি রাজাকে দংশন করিলে কাশ্যপ মন্ত্রবলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন সংশয় নাই; সুতরাং আমাকে সর্ব্বলোকের উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, অতএব এই ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করাই শ্রেয়ঃকল্প। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, তদ্দ্বারা তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান

করিব। কিন্তু বল দেখি, কাশ্যপ ও তক্ষককে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে ঘটিয়াছিল, ইহা কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং কি প্রকারেই বা তোমাদিগের কর্ণগোচর হইল? আমি এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিয়া সর্পকুল সংহার করিব।"

মন্ত্রিগণ কহিলেন, "মহারাজ! আমরা তক্ষক ও কাশ্যপের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন। এক ব্রাহ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। তক্ষকের বিষানলে বৃক্ষের সহিত ঐ ব্রাহ্মণের কলেবরও ভস্মাবশেষ হয়; কিন্তু কাশ্যপের অলৌকিক মন্ত্রবলে উভয়েই পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করেন। মহারাজ! যে দেখিয়াছে ও আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।"

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং রোষভরে করে করে পরিপেষণ [এক হস্তে অপর হস্তের ঘর্ষণ] করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ এবং অশ্রুমোচনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, "হে অমাত্যগণ! পিতার পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহা অবধারণ করিলাম, বলিতেছি, শ্রবণ কর। দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গীকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতে হইবে। যদি কাশ্যপ আসিতেন, তাহা হইলে পিতা অবশ্যই জীবিত থাকিতেন, কিন্তু তক্ষক এরূপ দুরাত্মা যে, তাঁহাকে অর্থ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। যদি পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলে জীবনলাভ করিতেন, তাহাতে তক্ষকের কি ক্ষতি হইত? তাহার এ অত্যাচার আর কিছুতেই সহ্য হয় না। অতএব এক্ষণে আমি আমার আপনার, তোমাদিগের ও উতঙ্কের সন্তোষের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্য্যাতনে দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম।"

৫১তম অধ্যায়

সর্পনাশে রাজার প্রতিজ্ঞা

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় এই কথা বলিয়া মন্ত্রিগণের অনুমোদনক্রমে সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। পরে স্বীয় পুরোহিত দ্বারা ঋত্বিক্গণকে আহ্বান করিয়া আপন কার্য্যের অনুকুল এই বাক্য বলিলেন, "দুরাত্মা রক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে, এক্ষণে আমি তাহার প্রতীকার করিতে অভিলাষ করি, আপনারা অনুমতি করুন। হে মহাশয়গণ! আপনাদের এমন কোন কর্ম্ম বিদিত আছে, যদ্দ্বারা আমি সেই দুরাত্মাকে ও তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রজ্জলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া সবংশে ধ্বংস করিতে পারি? সে যেমন আমার পিতাকে তীব্র বিষাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, তদ্রূপ আমিও সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিব।" ঋত্বিকগণ কহিলেন, "মহারাজ! পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবতারা তোমার নিমিত্ত সর্পসত্র নামে এক অতি মহৎ সত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। পৌরাণিকেরা কহিয়া থাকেন, আপনি ব্যতীত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা আর কেহই নাই। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-প্রণালীও আমাদিগের বিদিত আছে, অতএব আপনি সর্পসত্র আরম্ভ

করুন; তাহাতেই দুরাত্মা তক্ষকের বিনাশ হইবে, সন্দেহ নাই।” রাজর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বোধ করিলেন, যেন তক্ষক প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, “আমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আদেশ করুন, কিরূপ যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে হইবে?” তখন বেদজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিকগণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞভূমির পরিমাণ করিয়া মহামূল্য রত্নসমূহে ও প্রভুত ধনধান্যে সেই যজ্ঞায়তন পরিপূরিত করিলেন। ঋত্বিকগণ এইরূপে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া সেই সত্রে আপনারা ব্রতী হইলেন এবং রাজাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন; কিন্তু যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে যজ্ঞ-বিঘ্নকর এক মহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণকালে একজন বাস্তুবিদ্যা বিশারদ [গৃহাদির স্থান ও কাল বিচারে নিপুণ] পুরাণবেত্তা সূত্রধর তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘যে প্রদেশে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের পরিমাণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, একজন ব্রাহ্মণ হইতে এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।’ রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বারপালকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, “যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারে।”

৫২তম অধ্যায়

সর্পযজ্ঞারম্ভ

তদনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্র আরব্ধ হইল। পুরোহিতগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বসন-যুগল পরিধান ও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূম সম্পর্কে তাঁহাদিগের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্পগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক আহুতি দিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে নাগগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত অস্থির হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরস্পর মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টন করিয়া করুণস্বরে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ক্রোশপ্রমাণ, যোজন [চারি ক্রোশ] প্রমাণ, অশ্বাকার, করিশুণ্ডাকার, মহাকায়, মহাবলপরাক্রান্ত শত শত, সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ বহুবিধ মহাবিষ বিষধরগণ মাতৃশাপদোষে অবশ হইয়া সেই প্রজ্বলিত হুতবহ [অগ্নি] মুখে পতিত হইতে লাগিল।

৫৩তম অধ্যায়

যজ্ঞে বৃতিগণের নাম

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতাত্মজ! সর্পকুল-সংহর্ত্তা কুরুবংশাবতংস রাজা জনমেজয়ের সেই সর্পসত্রে কোন্ কোন্ ঋষি ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন এবং নাগগণের বিষাদজনক সেই দারুণ যজ্ঞে কোন্ কোন্ ঋষিই বা সদস্য হইয়াছিলেন? হে বৎস! তুমি তৎসমুদয় বর্ণন কর। তাহা হইলে আমি সর্পসত্র-বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণের নাম জানিতে পারিব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে যে-সকল মনীর্ষিগণ ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অসাধারণ বেদবেত্তা চ্যবনবংশীয় সুবিখ্যাত চণ্ডভার্গব সেই মহাযজ্ঞে হোতাজ্ঞ ছিলেন। বৃদ্ধ সুবিদ্বান্ কৌৎস উদ্গাতা এবং জৈমিনি ব্রহ্মা ছিলেন। আর পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, শ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সকল তাহাতে সদস্য হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে সেই সুমহান্ সর্পসত্রে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, অতি ভীষণাকার সর্প-সকল প্রজ্বলিত হোমানলে পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদোদ্বারা শত শত কৃত্রিমসরিৎ প্রবাহিত হইল এবং পূতিগন্ধে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনলে পতিত ও পতনোন্মুখ গগনস্থ নাগগণের তুমুল আর্ত্তনাদে সেই প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাগেন্দ্র তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সত্রে দীক্ষিত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রালয়ে গমন করিল এবং আত্মদোষের পরিচয় দিয়া পুরন্দরের শরণাগত হইল। দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া তক্ষককে কহিলেন, "নাগেন্দ্র! তুমি ভীত হইও না, আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই পিতামহকে প্রসন্ন করিয়াছি; অতএব আর তোমার ভয়ের বিষয় কি? মনোদুঃখ দূর কর।"

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে কহিলেন, হে ব্রহ্মণ্! নাগেন্দ্র এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া ইন্দ্রালয়ে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্পকুল ক্রমে ক্রমে ভস্মাবশিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, স্বজনহিতৈষী বাসুকি বন্ধুবান্ধবগণের বিরহে সাতিশয় কাতর, উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর নাগরাজ পরিবারবর্গের অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া নিজ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, শরীর অবসন্ন ও দশদিক্ শূন্য বোধ হইতেছে, মন ও নয়ন নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অধিক কি কহিব, বোধ হয়, বুঝি অদ্যই আমাকে সেই প্রদীপ্ত-দহনে দেহ সমর্পণ করিতে হইল। রাজা জনমেজয় আমাদিগকে সবংশে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই সর্পসত্র আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও যমসদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভগিনী! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারুহস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত, অতএব আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পরিপূর্ণ কর। পূর্ব্বে পিতামহের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, আস্তীক জনমেজয়ের সর্পসত্র নিবারণ করিবেন। অতএব হে বৎস! অধুনা তুমি

আমার ও আমার পরিজনবর্গের জীবনরক্ষার্থ অদ্বিতীয় বেদবেত্তা আপন পুৎত্রকে আদেশ কর।”

৫৪তম অধ্যায়

আস্তীকের প্রতি মাতার আদেশ

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগরাজভগিনী জরৎকারু স্বীয় সন্তান আস্তীককে আহবান করিয়া বাসুকির বাক্যানুসারে কহিলেন, “পুৎত্র! আমার ভ্রাতা যে অভিপ্রায়ে আমাকে তোমার পিতৃহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর।” আস্তীক কহিলেন, “মাতঃ! মাতুল কি নিমিত্ত আপনাকে মদীয় পিতার হস্তে প্রতিপাদন [সৎকারপূর্ব্বক প্রদান] করিয়াছিলেন, আজ্ঞা করুন, জানিয়া প্রতিবিধান করিতেছি।” তখন বান্ধবহিতৈষিণী নাগভগিনী কহিলেন, “বৎস! শ্রবণ কর। সর্প-কুলজননী কদ্রু সপত্নী বিনতাকে পণে পরাস্ত করিয়া দাসীত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন, এই অভিসন্ধিতে আপন পুৎত্রদিগকে আদেশ করেন, “তোমরা সত্বর যাইয়া উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের অঙ্গবেষ্টন করিয়া থাক, তাহা হইলে অশ্বাধিপের শুভ্রবর্ণ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে।” কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ মাতৃ-আজ্ঞায় অসম্মতি প্রকাশ করাতে কদ্রু ক্রোধভরে তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, “তোমরা আমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন করিলে, অতএব এই অপরাধে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ ও পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইবে।” সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও ‘তথাস্তু’ বলিয়া সেই শাপবাক্য অনুমোদন করিলেন। নাগরাজ বাসুকি প্রজাপতির সেই অনুমোদন বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষমা প্রার্থনা-বাসনায় দেবগণের শরণাগত হইলেন। দেবগণ দুর্লভ অমৃতলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া আমার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তুতিবাক্যে কমলযোনিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! ইনি নাগরাজ বাসুকি, ইনি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন; এক্ষণে কিরূপে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, আজ্ঞা করুন।”

জনমেজয়ের যজ্ঞে আস্তীকের আগমন

ব্রহ্মা কহিলেন, ‘জরৎকারু মুনি জরৎকারুনাম্নী যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হইবেন, তিনিই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মোচন করিবেন।’ নাগরাজ বাসুকি এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্পসত্র আরম্ভের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমাকে তোমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করেন। হে বৎস! তাহাতেই তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অধুনা সেই অভীষ্টসিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আসন্ন বিপদ্ হইতে মাতুলকুলের পরিত্রাণ করিয়া নাগরাজের আশালতা ফলবতী কর।’

আস্তীক ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে বাসুকিকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, ‘হে ভুজঙ্গেশ্বর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার শাপমোচন করিব এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন

করিব। আর ভীত বা দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি ভ্রমক্রমেও কদাপি মিথ্যা প্রয়োগ করি না। হে মাতুল! আমি অদ্যই সেই দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব এবং যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হয়, তাহা করিব। আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বাসুকি কহিলেন, 'বৎস আস্তীক! আমি ব্রহ্মার এই গুরুতর দণ্ডের ভয়ে হতজ্ঞান হইয়াছি, দশদিক্ শূন্য দেখিতেছি এবং আমার চিত্ত উদ্বেগচঞ্চল হইতেছে।' তখন আস্তীক কহিলেন, "আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অচিরাৎ সেই প্রচণ্ড ব্রহ্মদণ্ডের নিরাকরণ করিব।" আস্তীক এইরূপ আশ্বাস বচনে বাসুকির মনোদুঃখ দূর করিয়া স্বয়ং সমস্ত ভারগ্রহণপূর্ব্বক সর্পগণের পরিত্রাণার্থ রাজা জনমেজয়ের সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন যজ্ঞে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, তপোধন তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। দ্বারপালগণ প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে তিনি সেই যজ্ঞের নানা প্রকার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সূর্য্যসদৃশ ঋত্বিক্ ও সদস্যগণের এবং রাজার ও হোমাগ্নির স্তব করিতে লাগিলেন।

৫৫তম অধ্যায়

আস্তীক কর্ত্তৃক জনমেজয়ের গুণকীর্ত্তন

আস্তীক কহিলেন, "হে ভারতবংশাবতংস! চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতি প্রয়াগে যে প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনার এই মহাযজ্ঞও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, আপনার এই সর্পসত্র তত্তুল্য এক অযুত অশ্বমেধের সদৃশ; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। যম, হরিমেধাঃ ও রন্তিদেব রাজার যজ্ঞ যেরূপ হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞও তদ্রূপ হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। গয় রাজা, শশবিন্দু রাজা, বৈশ্রবণ [কুবের], নৃগ রাজা, আজমীঢ় রাজা এবং রাম রাজা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞও তৎসদৃশ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। ধর্ম্মপুৎত্র যুধিষ্ঠির ও আজমীঢ় রাজার যজ্ঞ অতি সুপ্রসিদ্ধ, আপনার এই যজ্ঞ তদপেক্ষা ন্যূন নহে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। সত্যবতীর পুৎত্র ব্যাসদেব এক মহাসত্র করিয়াছিলেন, সেই সত্রে তিনি স্বয়ং ঋত্বিকের কর্ম্ম করেন, আপনার এই সর্পসত্রও তদনুরূপ হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক।

আপনার যজ্ঞানুষ্ঠাতা এইসকল সূর্য্যসমতেজা মহর্ষিগণ ইন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তাদিগের সদৃশ; ইঁহাদিগের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা অতি দুষ্কর, ইঁহাদিগকে দান করিলে অক্ষয় হয়। আপনার এই ঋত্বিকের কথা অধিক কি বলিব, ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ইঁহার সমান লোক

ত্রিলোকে লক্ষ্য হয় না, ইঁহারই শিষ্যোপশিষ্যগণ স্বধর্ম্মে নিরত হইয়া এই ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন। আপনার এই প্রজ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখা দ্বারা দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনার সমান প্রজ্ঞাপালনকর্ত্তা ভূপাল অতি বিরল। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ, বরুণ ও ভাগবান্ বজ্রপাণির [ইন্দ্রেয়] ন্যায় এই ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। আর আপনার বিষয়-নিস্পৃহতা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি খট্বাঙ্গ, নাভাগ, দিলীপ,,যযাতি, মান্ধাতা ও ভীষ্ম প্রভৃতি রাজেন্দ্রগণের সদৃশ; মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় নিগূঢ়-মহত্ত্ব, বশিষ্ঠের ন্যায় জিতক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় প্রভুত্বশালী, নারায়ণের ন্যায় কান্তি সম্পন্ন, ঔর্ব্ব ত্রিত দুই ঋষির ন্যায় তেজস্বী, যমের ন্যায় ধর্ম্মনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। আপনি যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তদ্রূপ যাগাদি সৎক্রিয়ার পথপ্রদর্শক। মহারাজ! অধিক কি বলিব, ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি যে-সকল সদ্‌গুণ প্রভাবে লোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে এবং রামাদির ন্যায় চিরস্মরণীয় হইতে পারে, আপনি সেই সমস্ত গুণরাশিতে বিভূষিত হইয়াছেন।" আস্তীক এইরূপ স্তুতিবাক্য দ্বারা নৃপতি, সদস্য, ঋত্বিক ও হব্যবাহ [অগ্নি] প্রভৃতি সকলকেই প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাদিগের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে লাগিলেন।

৫৬তম অধ্যায়

নাগকুলরক্ষার্থ বরপ্রার্থনা

জনমেজয় কহিলেন, "ইনি বালক, কিন্তু ইঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা দেখিতেছি, তাহাতে বালক বলিয়া কোনক্রমে প্রতীতি হয় না। যাহা হউক, আমি ইঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, হে দ্বিজগণ! আপনাদিগের কি অনুমতি হয়?' সদস্যগণ কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহামহোপাঁধ্যায়, অতএব তক্ষক ব্যতিরেকে আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই পাইতে পারেন।" অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে বর-প্রদান করিতে উদ্যত হইলে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ! তক্ষক অদ্যাপিও এই যজ্ঞাঙ্গনে উপস্থিত হইল না।" তখন জনমেজয় কহিলেন, "যাহাতে আমার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিষম শত্রু তক্ষক শীঘ্র সমুপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য যত্নবান হউন।" ঋত্বিক্‌গণ উত্তর কহিলেন, "আমরা শাস্ত্রপ্রভাবে ও অগ্নির মাহাত্ম্যে জানিতে পারিয়াছি, তক্ষক ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে।" পৌরাণিক মহাত্মা লোহিতাক্ষ সূতও এই কথা কহিয়াছিলেন। রাজা তৎশ্রবণে সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, "রাজন্! ঋত্বিকেরা যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি পুরাণে অবগত হইয়াছি যে, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজের শরণাগত হইয়াছে। সুররাজ এই বলিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, "তুমি অতি গোপনে আমার ভবনে বাস কর, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না"। রাজা সূতবাক্য-শ্রবণে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া হোতাকে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আপনি ইন্দ্রের আরাধনা করুন।" হোতা তদনুসারে

দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করিলে, অমরেন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমরনগরী হইতে যাত্রা করিলেন। চতুর্দ্দিকে দেবতারা স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। মেঘমালা, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরাগণ তাঁহার অনুগমন করিল। তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া দেবরাজের উত্তরীয়বস্ত্রে লুক্কায়িত হইল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, "যদি সেই দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে অগ্নিসাৎ কর।" হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবামাত্র নাগেন্দ্র কম্পিত-কলেবর হইয়া ইন্দ্র সমভিব্যাহারে আকাশ-পথে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের আড়ম্বর দর্শনে ভীত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ভয়বিহ্বল তক্ষক ঋত্বিকগণের মন্ত্রপ্রভাবে অবশেন্দ্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবক-শিখার সমীপবর্ত্তী হইল।

ঋত্বিকেরা তক্ষককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আর চিন্তা নাই, তক্ষক আপনার বশংবদ হইয়াছে। বোধ হয়, ইন্দ্র উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, সেই পন্নগেন্দ্র আমাদিগের মন্ত্রপ্রভাবে বিকলেন্দ্রিয় ও বিচেতনপ্রায় হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘূর্ণিতকলেবরে স্বর্গ হইতে আকাশপথে আগমন করিতেছে। অতএব আপনার অভীষ্টসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই। এক্ষণে দ্বিজবরে বর প্রদান করুন।" রাজা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণকুমার! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রার্থিত বিষয় অদেয় হইলেও আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হইব না।"

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তক্ষকের অনলে পতিত হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বেই আস্তীক কহিলেন, "হে নরেন্দ্র! যদ্যপি আমাকে বর প্রদান করেন, তবে এই বর দিন যে, আপনার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক এবং ইহাতে যেন আর সর্পেরা দগ্ধ না হয়।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অনতিহৃষ্টমনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আপনি সুবর্ণ, রজত, গো প্রভৃতি যে-কোন বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন, আমি অবিলম্বে প্রদান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইতে পারিব না।" আস্তীক কহিলেন, "মহারাজ! আমি সুবর্ণ, রজত, গো-অশ্বাদির নিমিত্ত আপনার নিকট আসি নাই! মাতুলকুলের হিতার্থে আপনার নিকট অর্থিভাবে [যাচক] আসিয়াছি। অতএব যদি সেই অভিলষিত অর্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলাম, তবে রজতসুবর্ণাদি লইয়া কি করিব?" আস্তীকের এইরূপ অতর্কিতচর [অচিন্তিতপূর্ব্ব—অভাবনীয়] বর-প্রার্থনায় রাজা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং বরান্তর দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ব্যবসায় [সঙ্কল্প] হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তদনন্তর বেদজ্ঞ সদস্যেরা একবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব বর প্রদান করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

৫৭তম অধ্যায়

যজ্ঞাগ্নিদগ্ধ নাগগণের নাম

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! যে-সকল সর্প সর্পসত্রে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের নামোল্লেখ কর, আমি শুনিতে অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবাঃ উত্তর কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম!

সেই যজ্ঞে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্পগণ বিনষ্ট হইয়াছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত সকলের নামোল্লেখ করা অসাধ্য বোধ হইতেছে। তথাপি স্মৃতি অনুসারে কতিপয় বিষোল্বণ [অচিন্তিতপূর্ব্ব—অভাবনীয়] প্রধান প্রধান সর্পের নাম করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কালদন্তক, ইহারা বাসুকির পুৎত্র; এই সকল সর্প এবং বাসুকির কুলজাত মহাবল-পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর সর্প মাতৃশাপে দগ্ধ হইয়াছে। পুচ্ছাণ্ডুক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্‌গর, শিশুরোমা, সুরোমা, মহাহনু, ইহারা তক্ষকের বংশজাত; এই সকল বিষধর প্রদীপ্ত-দহনে দগ্ধ হইয়াছে। পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডুর, হরিণ, কৃষ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, ইহারা ঐরাবতকুলে জাত; এই সমস্ত নাগগণ অনলে প্রবেশ করিয়াছে। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধুর্ত্তক, প্রাতরাতক, কৌরবকুলাৎপন্ন এই সকল সর্প ভস্মসাৎ হইয়াছে। শঙ্কুবর্ণ, পিঠরক, কুঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি, অমাহঠ, কামঠক, সুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্রপারক, ঋষভ, পিণ্ডাকর, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পঠবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ, অরুণি, ধৃতরাষ্ট্রকুলজাত এই সকল নাগগণ ভস্মীভূত হইয়াছে। বাহুল্য প্রযুক্ত ইহাদিগের পুৎত্র-পৌৎত্রের নাম করিতে পারিলাম না। এতদ্‌ব্যতিরিক্ত ত্রিশিরাঃ, সপ্তশিরাঃ, দশমুণ্ড, মহাবেগবান্‌, পর্ব্বতাকার যোজনবিস্তীর্ণ দ্বিযোজনবিস্তীর্ণ কামবল কামরূপী অতি ভয়ঙ্কর নানাপ্রকার মহাবিষ বিষধরগণ প্রজাপতির শাপদণ্ডে নিপীড়িত হইয়া অনবরত প্রদীপ্ত-দহনে দেহত্যাগ করিয়াছে।

৫৮তম অধ্যায়

সর্পযজ্ঞের উপসংহার

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! অধুনা আস্তীকের আর এক অত্যদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণ করুন। দেবরাজ-হস্ত হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজ তক্ষক অতিমাত্র ভীত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইতেছে না দেখিয়া রাজা জনমেজয় নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস সূতনন্দন! বল দেখি, তক্ষক কি নিমিত্ত সেই সকল মনীষী বিপ্রগণের মন্ত্রবলে হোমানলে পতিত হইল না? উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন, মহাশয়! অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাতেজা মহর্ষি আস্তীক ইন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' এই বাক্য বলিয়াছিলেন। তাহাতেই নাগেন্দ্র ভূতলে পতিত ও ভস্মীভূত না হইয়া অন্তরীক্ষে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা সদস্যগণের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র [ব্যস্থার অধীন] হইয়া আস্তীককে অভিলষিত বরদানপূর্ব্বক কহিলেন, "নিবৃত্ত হউক, সর্পকুল নিরাপদ হউক, আস্তীক ঋষি প্রসন্ন হউন এবং সেই সূতবাক্য সত্য হউক।" আস্তীককে এই বর দেওয়াতে সমাগত জনগণ মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং যজ্ঞ নিবৃত্ত হইল। রাজা প্রীতমনে ঋত্বিক্‌ ও সদস্যগণকে প্রার্থনাধিক অর্থদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। পূর্ব্বে যে লোহিতাক্ষ সূত 'এক

ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের অন্তরায়স্বরূপ হইবেন,' এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ভূপতি তাঁহাকেও বিপুল ধনদান করিয়া দীক্ষান্ত-স্নান [অবভূত—যজ্ঞান্তে-স্নান] করিলেন। পরিশেষে অশন, বসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক আস্তীককে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে প্রেরণকালে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আমার অশ্বমেধযজ্ঞে আপনাকে সদস্য হইতে হইবে।"

আস্তীক অতি মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকারপূর্ব্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ জননী ও মাতুলের সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সর্পগণ আপনাদিগের কুশল-সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আস্তীক অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "বৎস! অদ্য তুমি আমাদিগের জীবনদান করিলে, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" তাহারা ভূয়োভূয়ঃ বলিতে লাগিল, "বৎস! আমরা তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব?"

আস্তীক কহিলেন. "যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এইমাত্র অনুগ্রহ করিবেন যে, যে-সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তি সায়াহ্নে বা প্রাতঃকালে অসিত, আর্ত্তিমান্ ও সুনীথের নাম স্মরণ করিবেন কিংবা (যে আস্তীক মুনি জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, হে সর্পগণ! আমাকে হিংসা করিও না, জনমেজয়ের যজ্ঞাবসানে আস্তীকের বচন স্মরণ কর, যে সর্প আস্তীকের নাম শুনিয়াও হিংসা করিতে নিবৃত্ত না হইবে, শাল্মলী বৃক্ষের ফলের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবেন, আপনারা তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না।" সর্পেরা প্রসন্নমনে আস্তীকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্তর করিলেন, "হে ভাগিনেয়! আমরা কদাচ তোমার প্রর্থিত বিষয়ের অন্যথাচরণ করিব না।"

সূত শৌনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আস্তীক সমাগত নাগেন্দ্রগণের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতিমনে স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পুৎত্র-পৌৎত্রাদি রাখিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করেন। হে ভৃগূত্তম! আপনার পূর্ব্বজ প্রমতি স্বীয় পুৎত্র রুরুর কৌতুকনিবৃত্তির নিমিত্ত আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল বর্ণনা করিলাম। এই পূণ্যবর্দ্ধক আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্পভয় বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সুখের সঞ্চার হয় এবং পবিত্র ধর্ম্মলাভ হয়।

৫৯তম অধ্যায়

আদিবংশাবতরণিকা—মহাভারতপ্রসঙ্গ

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! ভৃগুবংশবর্ণন প্রভৃতি অতি রমণীয় উপাখ্যান-সকল কীর্ত্তন করিয়া তুমি আমাদিগকে পরম সন্তুষ্ট করিলে, এক্ষণে সেই অতি বিস্তীর্ণ সর্পযজ্ঞে দৈনন্দিন কর্ম্ম-সমাধানানন্তর সদস্যমণ্ডলী প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রে দৈনন্দিন কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যাবকাশে দ্বিজগণ বেদগান করিতেন, তৎপরে মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেন। শৌনক কহিলেন, ভগবান্ বাদরায়ণি রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগের গুণগানস্বরূপ মহাভারত নামে যে-ইতিহাস কীর্ত্তন করেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে সূতপুৎত্র! তোমার মুখে যে সকল মনোহর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলাম, তাহাতেও আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, অতত্রব সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষির মনঃসাগরসমূদ্ভূত অমৃতনির্ব্বিশেষ মহাভারতীয় কথা কীর্ত্তন কর। তখন উগ্রশ্রবাঃ ঋষিপ্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনিবর! কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত সেই অতি মহৎ মহাভারতীয় কথা প্রথমাবধি কীর্ত্তন করিতেছি। উহা বর্ণনা করিতে আমারও অতিশয় কৌতুক হইতেছে।

৬০তম অধ্যায়

জনমেজয়-সভায় ব্যাসের আগমন

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, “যিনি যমুনাদ্বীপে শক্তি পুৎত্র পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি জাতমাত্রে যাগক্রিয়া দ্বারা আপনার দেহপুষ্টি এবং নিখিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তান ও যজ্ঞ দ্বারা যাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই, যিনি এক বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করেন, যিনি শান্তনু রাজার বংশরক্ষার্থে তদীয় ক্ষেত্রে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে উৎপাদন করেন, পাণ্ডবগণের পিতামহ সেই ত্রিলোকীবিশ্রুত মহাকবি মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণসমভিব্যাহারে পরীক্ষিৎপুৎত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞদর্শনার্থ সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক রাজগণ ও সদস্যগণে পরিবৃত সুখাসীন রাজা জনমেজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জনমেজয় ঋষিকে সমাগত দেখিয়া সভ্যগণসহ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া উপবেশনার্থ সুবর্ণময় আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসনে অধ্যাসীন হইলে জনমেজয় বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সৎকারাদি করিয়া পিতামহ ব্যাসদেবকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক দিলেন। মহর্ষি তদ্দত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা জনমেজয় এইরূপ ভক্তি-সহকারে পূজাবিধি সমাপন করিয়া সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহর্ষিও রাজার অনাময়-প্রশ্ন [স্বাস্থ্যাদি কুশল-জিজ্ঞাসা] করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বাদরায়ণি সভাস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপূজা করিলেন।

পরিশেষে রাজা জনমেজয় কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “ভগবান্! কুরু ওপাণ্ডব এই উভয়পক্ষের যাবতীয় বৃত্তান্ত আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইঁহাদিগের পরস্পর ভেদ ও তাদৃশ সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম-ঘটনার কারণ কি? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।” বেদব্যাস তাঁহার প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট নিজ শিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করিলেন, “বৎস বৈশম্পায়ন! তুমি আমার নিকট কুরু ও পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর।”

বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে রাজা, সদস্য ও অন্যান্য ভূপতিগণের সমক্ষে কুরু-পাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদাদিঘটিত অতি প্রাচীন মহাভারতীয় ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

৬১তম অধ্যায়

মহাভারত-কথারম্ভ

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায়মনোবাক্যে গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বদ্‌গণকে প্রণাম করিলেন। পরে মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত অপূর্ব্ব উপাখ্যান-কীর্ত্তন-বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন,—মহারাজ! ভগবান্ বাদরায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়াছি; অতএব ভারত-কথনে আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র উৎসাহিত হইতেছে! হে মহারাজ! রাজ্যলোভপ্রযুক্ত কুরু-পাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্ব্বভূতবিনাশক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগের দ্যূতমূলক বনবাস সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মরণানন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অরণ্যবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অচিরকালমধ্যে বেদবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যায় সম্পূর্ণ খ্যাতিলাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপূণ্য দর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কৌরবকুল তদ্দর্শনে সহসা অসূয়া-পরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, ক্রুরকর্ম্মা কর্ণ ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ইঁহারা ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা ও নির্ব্বাসনের বাসনা করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শক্রমে রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি অন্নে বিষসংযোগ করিয়া ভীমকে উপযোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষান্ন ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিলেন। অপর এক দিবস ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উত্থিত হইলেন। একদা বৃকোদর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ-সর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দংশন করান, তাহাতেও তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল না। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ্-উদ্ধার-বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়াও পাণ্ডবদগের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন গুহ্য ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে বৃষসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি অনুসারে বারণাবতে জতুগৃহ [গালা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ বিশেষ] প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে পুৎত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। পাণ্ডবগণ মাতৃ-সমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজ

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহ বাসের আদেশ দিলেন। তাঁহারা এক বৎসরকাল তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত-মনে রজনীযোগে জননী-সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়িম্ব মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভীমসেন স্ববিক্রমপ্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আত্মপ্রকাশভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে ভীমসেন হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে ঘটোৎকচ নামক এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারিবেশে একচক্র নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা-নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালদেশে আগমনপূর্ব্বক দ্রৌপদী লাভ করেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। তখন ধৃতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চপাণ্ডবকে কহিলেন, "তোমাদিগের ভ্রাতৃবিগ্রহ [ভ্রাতৃদিগের পস্পর বিবাদ] হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি; যেহেতু আমি খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সম্মত হইলে না; অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশালরথ্যাকলাপমণ্ডিত [বহু বড় বড় প্রশস্ত রাস্তাযুক্ত] খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর।" পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশক্রমে বহুমূল্য রত্নরাশি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজনগণ-সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া এক বৎসর তথায় অবস্থিতি করেন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রুদমন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্ব্বদিক, অর্জ্জুন উত্তরদিক, নকুল পশ্চিমদিক্, ও সহদেব দক্ষিণদিক, জয় করিয়া এই সসাগরা ধরামণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য্য ও সূর্য্যসদৃশ পঞ্চপাণ্ডব দ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন ষট্‌সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বনে যাইতে কহিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তদীয় আজ্ঞাক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশমাস তথায় বাস করিলেন। পরে এক দিবস দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সুভদ্রানাম্নী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সুভদ্রা অর্জ্জুনকে পতিলাভ করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। পরে বাসুদেব-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন খণ্ডববন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজরথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে উদ্ধার করিলেন। ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত ও পরমরমণীয় এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ময়-নির্ম্মিত সভার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া শকুনির

পরামর্শানুসারে কূট পাশক-ক্রীড়া [ষড়যন্ত্রমূলক পাশা খেলা] দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের আদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তদনুসারে এয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বকীয় ধনসম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তাহা না পাওয়াতেই তাঁহাদিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। পরিশেষে তাঁহারা বিপুলপরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য-সম্পত্তি সমুদয় অধিকার করেন। হে মহারাজ! উভয়পক্ষে যেরূপ আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

৬২তম অধ্যায়

কুরু-পাণ্ডবের শত্রুতা-কারণ জিজ্ঞাসা

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! আমি ভারতীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কুরুবংশীয়দিগের অতিবিচিত্র চরিত্র সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট করুন। পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশুদ্ধ চরিতাবলী সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইল না। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যে কারণে অবধ্য জ্ঞাতিকুল সংহার করিয়াও লোকের প্রশংসাপাত্র হইয়াছিলেন, বোধ করি, সে কারণ সামান্য কারণ নহে। আর তাঁহারা নিরপরাধ ও প্রতিবিধানসমর্থ হইয়াও শত্রুকৃত দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহারই বা কারণ কি? মহাবল মহাবাহু ভীমসেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কি কারণে ক্রোধসংবরণ করিয়াছিলেন? পতিব্রতা দ্রৌপদী সভামধ্যে তাদৃশ অপমানিত হইয়াও কেন ক্রোধ-চক্ষুদ্বারা সেই দুরাত্মা কৌরবদিগকে ভস্মাবশেষ করিলেন না? যখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দ্যূতে আসক্ত হয়েন, তখন ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব কেন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না? কি প্রকারেই বা অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহায়তায় সেই প্রভূত কুরুসেনা পরাভূত করিয়াছিলেন? হে তপোধন! আপনি এই সকল বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদিগের আচরিত অন্যান্য বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

মহাভারতমাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই পবিত্র উপাখ্যান অতি বিস্তীর্ণ, অতএব ইহা শ্রবণ করিবার সময় নির্দ্দেশ করুন, আমি আপনার নিকট উহা সবিস্তার কীর্ত্তন করিব। সত্যবতীপুৎত্র ভগবান্ ব্যাদেব এই গ্রন্থে একলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যে-সকল ব্যক্তি উহা শ্রবণ করাইবেন এবং যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতুল্য হইবেন। বেদব্যাস-প্রণীত এই পরমপবিত্র রমণীয় ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ। মহর্ষিগণ এই মহাভারতের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে অর্থ ও কামবিষয়ক অশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতৎশ্রবণে পরিনিষ্ঠাবতী [আস্তিক্যযুক্তা —নির্ম্মলা] বুদ্ধি জন্মে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দানশীল, সত্যস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ ও অকৃপণ ব্যক্তিদিগকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন, শ্রোতা অতিনিষ্ঠুর হইলেও এই অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণে রাহু হইতে মুক্ত চন্দ্রের ন্যায়, ভ্রূণহত্যাদি মহাপাতক হইতেও আশু বিমুক্ত হইতে পারে। বিজিগীষু [জয়াকাঙ্ক্ষী] ব্যক্তিদিগের এই জয়খ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে রাজ্যলাভ ও শত্রুপরাজয় করিতে পারেন। যদি কোন যুবা রাজমহিষীর সহিত এই পুৎত্রফলপ্রদ পরম-স্বস্ত্যয়নস্বরূপ মহাভারত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বীরপুৎত্র বা রাজ্যভাগিনী কন্যা জন্মে। মহর্ষি বেদব্যাস রচিত এই মহাভারতই পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র; অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র, এক ব্যক্তি বক্তা ও অন্যে ইহার শ্রোতা হয়েন। শ্রোতাদিগের পুৎত্র-পৌৎত্রেরও শুশ্রূষাপরায়ণ এবং ভৃত্যেরাও প্রভুপরায়ণ হইয়া থাকে। যে-নর মহাভারত শ্রবণ করেন, তিনি কায়িক, বাচিক ও মানসিক

ত্রিবিধ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহারা বিদ্বেষ বুদ্ধিশূন্য হইয়া এই ভারতবংশীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের ব্যাধিভয় ও পরলোকভয় নিবারণ হয়। বেদব্যাস স্বগ্রন্থে সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডবদিগের ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন। ইহা অতি বিচিত্র ও পবিত্র, শ্রবণ করিলে শ্রোত্রযুগল চরিতার্থ হয়। যে মানব জীবলোকে পূণ্যসঞ্চয় করিবার মানসে সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সনাতন-ধর্ম্ম লাভ করেন। যিনি অতি পূতমনে সর্ব্বলোকপ্রখ্যাত এই কুরুবংশীয় ইতিহাস কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বংশপরম্পরা ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে। যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্রতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া চারি বৎসর ও চারি মাস মহাভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এই মহাভারতে দেবতা, রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের বিষয় বর্ণিত ও ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি দেবী পার্ব্বতীর অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি ও গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই মহাভারত নিখিল বেদের সমষ্টিস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মবুদ্ধি লোকদিগের ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রতি পর্ব্বাহে ব্রাহ্মণগণকে মহাভারত শ্রবণ করান, তাঁহার পাপনাশ ও নিত্যকাল ব্রহ্মলোকে বাস হয়। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে ভারতের অন্ততঃ এক চরণমাত্রও শ্রবণ করাইলে পিতৃলোক অক্ষয় অন্নপানে পরিতৃপ্ত হয়েন। মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অহোরাত্রে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত যে-সকল পাপ সঞ্চিত হয়, মহাভারত শ্রবণ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে ভারতবংশীয় রাজাদিগের মহাবংশ বর্ণিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যিনি এই মহাভারতের সমুদয় সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন, তাঁহার সকল পাপ অপগত হয়। এই অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করাইলে শ্রোতা মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। মহর্ষি ব্যাস প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মিত তপোজপাদির অব্যাঘাতে [অবিঘ্নে —ব্যাঘাত না হয় এরূপ ভাবের অবকাশে] তিন বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন, অতএব নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রোক্ত এই অপূর্ব্ব মহাভারতীয় কথা যিনি শ্রবণ করান ও যাঁহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকে জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আর পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। যে-নর ধর্ম্মকামনায় এই ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল বাসনা সফল হয় ও তিনি চরমে দেবলোকে গমন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। সমুদ্র ও মহাগিরি সুমেরু যেমন রত্নাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ বহুবিধ সুচারু শব্দে অলঙ্কৃত এই রমণীয়তর মহাভারতও এক অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি অর্থীদিগকে এই শ্রবণ-সুখকর মহাভারত প্রদান করেন, তাঁহার সসাগরা পৃথ্বীদানের ফললাভ হয়। মহারাজ! পুণ্যসঞ্চয় ও বিজয়লাভের নিমিত্ত এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করেন। এই মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্যত্রও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।

৬৩তম অধ্যায়

উপরিচর বসুর পরিচয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম বসু। তিনি সর্ব্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন। পরে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া শান্তবাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন, 'মহারাজ! যাহাতে পৃথিবীমধ্যে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হয়, তাহাই তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া লোক-সকল স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিত আছে।" ইন্দ্র কহিলেন, "হে নরনাথ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিত্য ও পবিত্র লোক দেখিতে পাইবে। তুমি ভূলোকে থাকিয়াও আমার প্রিয়সখা হইবে। তোমাকে এক সদুপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয়, পবিত্র ও উর্ব্বরক্ষেত্রবিশিষ্ট এবং পশ্বাদির আবাস ও বিচিত্র ধনধান্যসম্পন্ন, তুমি সেই দেবমাতৃক [বৃষ্টির জল ব্যতীত যে-দেশে শস্য হয় না] প্রদেশে অবস্থিতি কর।

হে চেদিরাজ! চেদিদেশ প্রভূত ধনরত্নাদিবিশিষ্ট, তুমি তথায় গিয়া বাস কর। ঐ জনপদের অধিবাসীরা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু। অধিক কি বলিব, তাহারা পরিহাসক্রমেও কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। পুৎত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে তৎপর হইয়া একান্নে বাস করে। তত্রত্য লোকেরা দুর্ব্বল বলীবর্দ্দ [গো-বিশেষ—বলদ]দিগকে ভারবহন বা কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করে না। তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষৎত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে মানপ্রদ! ত্রিলোকে যে-সকল ঘটনা হইবে, আমার প্রসাদে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমিই মদ্দত্ত এই দিব্য স্ফটিকনির্ম্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্ [শরীরধারী] দেবতার ন্যায় গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তীনাম্নী অম্লানপঙ্কজমালা [স্নিগ্ধ পদ্মপুষ্প মাল্য] অর্পণ করিতেছি, এই মালা সংগ্রামকালে তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষতশরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে। এই সুবিখ্যাত ইন্দ্রমালা তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্নস্বরূপ হইবে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র রাজার প্রীতিবিস্তার করিবার উদ্দেশে শিষ্টপ্রতিপালনী নামে এক বেণুযষ্টি [বাঁশের লাঠি] প্রদান করিলেন। সংবৎসর অতীত হইলে ভূপতি শচীপতির আরাধনার নিমিত্ত সেই বেণুযষ্টি পৃথিবীতে প্রোথিত করিতেন। পরদিবস সেই বেণুযষ্টি গন্ধমাল্য ও বসন-ভূষণে বিভূষিত করিয়া উত্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ইন্দ্রের পূজা করিতেন। তদবধি অন্যান্য ক্ষিতিপালেরাও তন্নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ইন্দ্র বসুরাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া হংসরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক অবনীতে অবতীর্ণ হইতেন এবং সেই প্রকার আকারেই পূজা স্বীকার করিয়া কহিতেন, "মহারাজ! তুমি যেরূপ সৎকার করিলে, তাহাতে আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এক্ষণে কহিতেছি, যে-সকল রাজা আমার প্রীত্যুদ্দেশে এই উৎসব করিবেন বা অন্য দ্বারা এই উৎসব করাইবেন, তাঁহাদিগের রাজ্যে ধনসমৃদ্ধির বৃদ্ধি ও বিজয়লাভ হইবে এবং তৎ-প্রদেশবাসীরা সর্ব্বদা সন্তোষে থাকিবে।" হে মহারাজ! এইরূপে বসুরাজ ইন্দ্র

কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে-নর ভূমি ও রত্নাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রোৎসব করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হয়েন। চেদীশ্বর বসু বরদান ও শক্রোৎসবের উপদেশ-কথন দ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করিতেন এবং সুরপতির সন্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন।

মহারাজ! বসুর মহাবল-পরাক্রান্ত পাঁচ পুৎত্র ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার এক পুৎত্রের নাম বৃহদ্রথ। ইনি মগধদেশে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অপর পুৎত্রের নাম প্রত্যগ্রহ। আর একটির নাম কুশাম্ব, কেহ কেহ ইঁহার নাম মণিবাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য পুৎত্রের নাম মাবেল্ল। অপরের নাম যদু। অমিত-পরাক্রমশালী বসুরাজার এই পঞ্চ পুৎত্র জন্মে। তন্মধ্যে যিনি যে-দেশে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ ভূপতির পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলী হইয়াছিল। যখন সেই বসুরাজা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ সেই স্ফটিক-নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-সকল আসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন, এই নিমিত্ত উপরিচর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন অচল কামান্ধ হইয়া স্রোতস্বতী-সম্ভোগাভিলাষী হওয়াতে বসুরাজ তাহার শিরোদেশে পদাঘাত করিয়াছিলেন। রাজার পাদপ্রহারে পর্ব্বতবর বিদীর্ণ হইল। অতি বেদবতী স্রোতস্বতী শুক্তিমতী সেই প্রহারমার্গ দ্বারা বহির্গত হইতে লাগিল। উক্ত নদীর গর্ভে কোলাহলের এক পুৎত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইল। নদী প্রীতমনে সেই কন্যা ও পুৎত্র লইয়া রাজাকে সমর্পূণ করিল। বসুপ্রদ বসুরাজ সেই পুৎত্রকে আপন সৈন্যাধিকারে নিয়োগপূর্ব্বক কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন। গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা ও শুচি হইয়া সন্তান-বাসনায় রাজাকে আপন অবস্থা নিবেদন করিল। দৈবযোগে সে দিবস রাজার পিতৃলোকেরা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মৃগয়া করিতে আদেশ দিলেন। রাজা তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন; কিন্তু অলোক-সামান্য রূপলাবণ্যবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা গিরিকা তাঁহার স্মৃতিপথে সতত জাগরূক ছিলেন।

মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি

রাজা সেই রমণীয় বসন্তকালে মৃগয়াক্রমে অশোক, চম্পক, চূত, অতিমুক্ত, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, পাটল, চন্দন, অর্জ্জুন প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত; কোকিলালাপ-মুখরিত, মধুমত্ত মধুকরের ঝঙ্কারে সঙ্কুলিত; চৈত্ররথতুল্য মনোহর এক কাননে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গিরিকা-বিরহে নিতান্ত কাতর ও দুর্দ্দান্ত মদনবাণে একান্ত অধীর হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে [যথেচ্ছ— ইচ্ছানুসারে] ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিকশিত অশোকতরু অবলোকন করিলেন। তিনি সেই তরুমূলে সুখাসীন হইয়া বায়ু-সেবন দ্বারা অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এই অবসরে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। রেতঃনিতান্ত নিষ্ফল না হয়, এই মনে করিয়া চেদিরাজ এক পত্রপুটে তাহা ধারণ করিলেন। পরে পত্নীর ঋতুকাল ও আপনার রেতঃ বিফল না হয়, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া রাজা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বীজ-শোধন করিয়া সমীপবর্ত্তী অতি দ্রুতগামী এক শ্যেনপক্ষীকে

কহিলেন, “হে সৌম্য! অদ্য আমার মহিষীর ঋতুকাল, অতএব তুমি অতি সত্বর আমার এই রেতঃ লইয়া তাঁহাকে প্রদান কর।”

বেগবান্ শ্যেন সেই শুক্র লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল। পথিমধ্যে আর একটি শ্যেনপক্ষী ঐ দ্রুতগামী শ্যেনের তুণ্ডাগ্রে স্থির শুক্র দেখিয়া আমিষ আশঙ্কা [সম্ভাবনা] করিয়া তাহার নিকট আসিল এবং “মাংসখণ্ড বলপূর্ব্বক লইব,” এই ভাবিয়া তাহার সহিত তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধ করিতে করিতে সেই শুক্র যমুনার জলে পতিত হইল। তথায় অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপ প্রভাবে মীনরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাস করিত। সেই মৎস্যরূপা অদ্রিকা শীঘ্র আসিয়া শ্যেনতূণ্ডপরিভ্রষ্ট বীজ ভক্ষণ করিল। বীজ-ভক্ষণের পর দশম মাসে মৎস্যোপজীবীরা সেই মৎসীকে জালে বন্ধ করিল। অনন্তর তাহার উদরাভ্যন্তর হইতে এক কন্যা ও এক পুৎত্র বহির্ভূত হইল। মৎস্যজীবীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই সন্তানকে ভূপাল-সমক্ষে লইয়া গিয়া নিবেদন করিল, “মহারাজ! এক মৎসীর গর্ভে এই দুই মানুষ জন্মিয়াছে।” উপরিচর রাজা সেই মৎসীগর্ভ-সম্ভূত পুৎত্রকে গ্রহণ করিলেন। সেই মৎসীপুত্র পরমধর্ম্মিক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শাপপ্রদানকালে ভগবান্ ইন্দ্র অপ্সরা অদ্রিকাকে কহিয়াছিলেন, “তুমি মানুষ প্রসব করিয়া শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।” এক্ষণে সেই নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত দেখিয়া মৎস্যরূপা অপ্সরা মৎস্যরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্বাকার স্বীকার করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। মৎসাগর্ভসম্ভূতা দুহিতা রাজার আদেশক্রমে সেই মৎস্যজাবীর কন্যা হইল। মৎস্যঘাতীর সম্পর্কে তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল, ফলতঃ তাহার নাম সত্যবতী। সত্যবতী পিতৃশুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিত।

ব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত

একদা পরাশর ঋষি তীর্থপর্য্যটনক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী মুনিজনমনোহারিণী সুচারুহাসিনী দাসনন্দিনীকে দেখিবামাত্র মদনবেদনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “হে কল্যাণি! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর।” সে কহিল, “হে ভগবান্! ঐ দেখুন, নদীর উভয় পারে পার হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ উপস্থিত আছেন, এ অবসরে কিরূপে আপনার মনোরথ-সিদ্ধি হইবে।” তাহার এই কথা শুনিয়া ঋষিবর পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রদেশ তমোময় করিলেন। ঋষিসৃষ্ট কুজ্ঝটিকা দৃষ্টে কন্যা লজ্জিতা ও বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিল, “ভগবন্! আমি পিতার অধীন। অদ্যাবধি আমার বিবাহ হয় নাই। আপনার সহযোগে আমার কুমারীভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিব এবং কি প্রকারেই বা লোকসমাজে জীবনধারণ করিব? হে ভগবান্! এই সমস্ত আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া যাহা উচিত হয়, বিধান করুন।” পরাশর শুনিয়া প্রীতমনে কন্যাকে কহিলেন, “হে ভীরু! আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। আমার প্রসন্নতা কখনই নিষ্ফল হয় নাই।” তাঁহার এই কথা শুনিয়া কন্যা কহিল, “আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে সৌগন্ধ নির্গত হউক।” ঋষি “তথাস্তু” বলিয়া তাহার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর ধীবরকন্যা অভাষ্ট-বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষির মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ

করিল। তদবধি সেই যুবতীর নাম গন্ধবতী বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল। লোকে একযোজন অন্তর হইতে তাহার গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ পাইত, এই নিমিত্ত তাহার অপর একটি নাম যোজনগন্ধা হইয়াছিল।

সত্যবতী এইরূপে যমুনা নদীর দ্বীপে এক পুৎত্র প্রসব করিলেন। প্রভূতেজা পরাশরপুৎত্র মাতৃনির্দ্দেশক্রমে তপস্যায় অভিনিবেশ করিলেন এবং জননীকে কহিলেন, "মাতঃ! কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব।" এইরূপে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি যমুনা-দ্বীপে জন্মেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় ও মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকূলতা-প্রযুক্ত বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। মহর্ষি বেদব্যাস সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং পুৎত্র শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান; তাঁহারাই ভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রকাশ করেন।

সংক্ষিপ্ত ক্ষৎত্রিয় বংশবর্ণন

মহাবীর্য্য মহাযশাঃ শান্তনু-পুৎত্র ভীষ্ম অষ্টবসুর সহযোগে গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আণীমাণ্ডব্যনামক এক মহর্ষি ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন। সেই বেদবেত্তা মহাযশাঃ ভগবান্ চৌর্য্যাপবাদে শূলে আরোপিত হয়েন। তিনি শূলারোপণ-কালে ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, "হে ধর্ম্ম! আমি শৈশবকালে ইষীকাস্ত্র [কুশতৃণ] দ্বারা এক শকুন্তিকা[পক্ষী]কে বিদ্ধ করিয়া ছিলাম। আমার স্মরণ হইতেছে, সেই এক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আর কোন পাপকর্ম্ম করি নাই। কিন্তু আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি, তদ্দ্বরা কি আমার সেই পাপের শাস্তি হয় নাই? অন্যান্য প্রাণিবধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণবধ গুরুতর পাতক। হে ধর্ম্ম! তুমি ব্রাহ্মণবধ করিতে হওয়াতে এক্ষণে তোমার অন্তরে পাপের সঞ্চার হইয়াছে, অতএব আমি অভিশাপ দিতেছি, তুমি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে।" ধর্ম্ম তদীয় শাপ-প্রভাবে বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। বিদুরের শরীরে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আবির্ভূত আছেন। সূত গবল্‌গণ হইতে মুনিতুল্য সঞ্জয় সঞ্জাত হয়েন। কুন্তীর কন্যকাবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে তদীয় গর্ভে মহাবল কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

সর্ব্বলোক-পূজিত, জগৎকর্ত্তা, অনাদিনিধন নারায়ণ লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েন। লোকে যাঁহাকে অব্যক্ত, অবিনাশী ব্রহ্ম, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রকৃতি, প্রভাব, প্রভু, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ধ্রুব, অক্ষর, অনন্ত, অচল, দেবহংস, নারায়ণ, বিধাতা, অজ, মোক্ষ-স্বরূপ এবং নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; সেই সর্ব্বভূতপিতামহ ধর্ম্মসংবর্দ্ধনের নিমিত্ত অন্ধক-বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হয়েন। অস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা সত্যক ও হৃদিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এক দ্রোণীতে অর্থাৎ কুম্ভে উগ্রতপা মহর্ষি ভরদ্বাজের রেতঃপাত হয়, তাহাতেই দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হইল। অশ্বত্থামার জননী-কৃপী ও মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ, শরৎকালীন শরস্তম্বে প্রসিক্ত গৌতমের রেতঃ হইতে উদ্ভূত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য হইতে অশ্বত্থামা

জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রভূত-পরাক্রমশালী প্রদাপ্ত অনলসম তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত ধনুগ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞবেদী হইতে আবির্ভুত হয়েন। ঐ যজ্ঞবেদী হইতে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী গুণবতী দ্রৌপদী জন্মগ্রহণ করেন। পরে প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ ও সুবলের জন্ম হইল। গান্ধাররাজ সুবলের শকুনি নামে এক পুৎত্র ও দুর্য্যোধনের জননী গান্ধারী নামে কন্যা জন্মিল। কিন্তু দৈবকোপে শকুনি অধার্ম্মিক হইয়াছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডু ব্যাসের ঔরসে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্বৈপায়নের ঔরসে শূদ্রযোনিতে ধর্ম্মার্থবেত্তা ধীমান্ বিদুর জন্মিলেন। পাণ্ডু রাজার দুই স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ পুৎত্র হয়। ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম, ইন্দ্র হইতে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ অর্জ্জুন এবং অশ্বিনীতনয়দ্বয় হইতে অতি-রূপবান্ যমজ নকুল ও সহদেব। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবান্ ছিলেন। ধীমান ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি একশত পুৎত্র জন্মে এবং তাঁহার যুযুৎসু ও করণ নামে আর দুই পুৎত্র জন্মিয়াছিল। তদনন্তর দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, বৈশ্যাপুৎত্র, যুযুৎসু, এই একাদশ মহারথ জন্মিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিনেয় ও মহাত্মা পাণ্ডুর পৌৎত্র। এক দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেন, এই পঞ্চপুৎত্র জন্মে। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। দ্রুপদ রাজার শিখণ্ডী-নাম্নী এক কন্যা জন্মে—স্থূণ নামে এক যক্ষ আপন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে যাহাকে পুরুষ করিয়া রাখিয়াছিল। এতড্ভিন্ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে শত সহস্র রাজা সংগ্রাম-বাসনায় সমাগত হইয়াছিলেন। সেই অসংখ্যা রাজাগণের নাম অযুত বর্ষেও নির্দ্দেশ করা দুষ্কর; অতএব এই উপাখ্যানের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগেরই নাম কীর্ত্তিত হইল।

৬৪তম অধ্যায়

প্রাচীন রাজ্যসংস্থান

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! যে সমস্ত রাজার নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং যাঁহাদিগের নাম অকীর্ত্তিত রহিল, তাঁহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! সেই মহারথ দেবকল্প ভূপালেরা যে নিমিত্ত এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, এই রহস্য দেবতারাও জানেন কি না, সন্দেহ। এক্ষণে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া সেই রহস্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, অবধান করুন। পূর্ব্বকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষৎত্রিয়া করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ভগবান্ ভার্গব ক্ষৎত্রিয়কুল ক্ষয় করিলে ক্ষৎত্রিয়রমণীগণ সুতার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সমাগত ক্ষৎত্রিয়কুল-কামিনীগণের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতেন; কিন্তু কামতঃ বা ঋতু কালাতিক্রমে তাঁহাদিগের

সহবাস করিতেন না। ক্ষৎত্রিয়াঙ্গনারা এইরূপে ব্রাহ্মণ-সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সাতিশয় বীর্য্যবান্ পুৎত্র ও কন্যা-সকল প্রসব করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ক্ষৎত্রিয়-বংশ পুনর্ব্বার ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইল এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ পুনঃসংস্থাপিত হইল। তৎকালে তির্য্যগযোনি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীগণও ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই ভার্য্যা-সম্ভোগ করিত; কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিত না। কেবল ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যে সন্তান জন্মে, তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ব্ব্যাধি ও নিরাধি [মনঃপীড়াশূন্য] হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। ক্ষৎত্রিয়েরা পর্ব্বত-বন-সমাকীর্ণা এই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় সকলে অতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধানে তৎপর হইলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম পরায়ণতাপ্রযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে লোকের অকাল মৃত্যু হইত না বা যৌবনকাল আগত না হইলে কেহ দারপরিগ্রহ করিত না।

এইরূপে সসাগরা ধরা দীর্ঘজীবী প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে ক্ষৎত্রিয়েরা প্রচুর ধনদানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা কদাচ বেদ বিক্রয় বা শূদ্রসন্নিধানে বেদোচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বলবান্ বলীবর্দ্দ দ্বারাই কৃষিকর্ম্ম করিত, দুর্ব্বল গো-সকলকে ভারবহন কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত। ফেনপায়ী বৎস সত্ত্বে [বৎসের মুখে ফেন থাকা পর্য্যন্ত] কেহ গো দোহন করিত না; বণিকেরা কূট-পরিমাণে [কম ওজনে] দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করিত না। সকল লোকেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারতৎপর ছিল। তৎকালে ধর্ম্মের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। নারীগণ ও ধেনুগণ যথাকালে সন্তান প্রসব করিত। তরুমণ্ডলী যথাসময়ে ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইত। সত্যযুগে পৃথিবী এইরূপ বহুসংখ্যক লোকে সমাকীর্ণ হয়।

মনুষ্যলোকের অভ্যুদয়কালে রাজাদিগের ক্ষেত্রে অসুরেরা জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। অসুরেরা সুরগণ কর্ত্তৃক বহুশঃ; পরাজিত এবং ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। তাহারা ভূলোকে দেবতুল্য প্রভাব অভিলাষ করিয়া গো, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, রাক্ষস প্রভৃতি ভূতযোনিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। জাত ও জায়মান অসুরের ভরে ধরামণ্ডল আপনাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইল। অনন্তর দনুর ঔরসে দিতির গর্ভে কতকগুলি অসুর জন্মিল। প্রবলপরাক্রান্ত অতি দুর্দ্দান্ত মদোৎসিক্ত দানবেরা এইরূপে সসাগরা পৃথিবাব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ ও অন্যান্য প্রাণীগণকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রাণীদিগকে নিহত ও আহত করিয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগের উপর বহুবিধ উপদ্রব করিত এবং পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বদা লোকের অনিষ্ট-চেষ্টা করিত।

ভূভার হরণের মন্ত্রণা

হে মহারাজ! তৎকালে অনন্তদেবও দৈত্যভারাক্রান্ত সসাগরা সপর্ব্বতা ধরা ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে বসুমতী নিতান্ত শঙ্কিতা হইয়া সর্ব্বভূত-পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ধরণী তথায় উপনীত মহানুভব দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে পরিবৃত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত, অবিনাশী, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিলেন। শরণার্থিনী অবনী সমাগত সমস্ত লোকপালদিগের সমক্ষে ব্রহ্মাকে আত্মসংবাদ নিবেদন করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বেই ভূমির অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন। বিশ্বনির্ম্মাতা সর্ব্বদা সকল লোকের মনোমন্দিরে জাগরূক আছেন; সুতরাং তাঁহার পৃথিবীর অভিপ্রায় জানা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। তখন তিনি পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে বসুন্ধরে! তুমি যে কারণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, আমি তোমার সেই বিপদ্-নিরাকরণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে নিয়োগ করিব।” এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে পৃথিবীকে বিদায় করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করিলেন; “তোমরা ভূমির ভার-হরণ ও অসুরদিগের অনিষ্ট-সাধন করিবার নিমিত্ত অংশক্রমে ভূতলে জন্মগ্রহণ কর” এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “তোমরা নরলোকে যাইয়া উদ্ভুত হও।” সুরগুরু ব্রহ্মার এই হিতকর বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন। ইন্দ্র ভগবান্ চক্রপাণিকে ভূভারহরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পরামর্শ দিলেন।

৬৫তম অধ্যায়

সম্ভবপর্ব্ব—ব্রহ্মর্ষিবংশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দেবগণকে অংশক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর দেবগণ অসুরবিনাশ দ্বারা প্রজাগণের হিতসাধন করিবার মানসে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কেহ ব্রহ্মর্ষিবংশে, কেহ বা রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বাল্যকালেই এরূপ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন যে, দানব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও নরমাংসলোলুপ অন্যান্য জন্তুগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, “হে মুনিসত্তম! আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মানব ও যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে বাসনা করি. অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তর বর্ণন করুন।

দেবাসুর-বংশবর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ স্বয়ম্ভূকে [ব্রহ্মা] নমস্কার করিয়া সুরাসুর প্রভৃতির জন্মমরণ-বৃত্তান্ত সবিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার মরীচি. অত্রি, অঙ্গিরা, পৌলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ছয় মানস-পুৎত্র জন্মেন।

মরীচির পুৎত্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতেই এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু এই এয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন। ইঁহাদের গর্ভে কশ্যপের মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য সন্তান সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন! অদিতির গর্ভে যথাক্রমে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মেন। আদিত্যগণের সর্ব্বকনিষ্ট বিষ্ণু সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ। দিতির গর্ভে একমাত্র পুৎত্র জন্মে। তাহার নাম হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর পঞ্চ পুৎত্র;—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাষ্কল; ইঁহারা সকলেই সুবিখ্যাত ছিলেন। প্রহ্লাদের তিন পুৎত্র; —বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। বিরোচনের পুৎত্র বলি, ইনি ভুবনবিশ্রুত ছিলেন। বলির পুৎত্র মহাবলপরাক্রান্ত বাণ। ইনি বহুকালাবধি ভূতনাথ ভবানীপতির আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে বিখ্যাত হন। প্রথম, রাজা, বিপ্রচিত্তি; মহাযশা:, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, দানবন, অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান্, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, জ্জক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ণ, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ, এই চত্বারিংশৎ পুৎত্র দনুর গর্ভে জন্মে। একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপি, শক্রুতাপন, শঠ, গরিষ্ঠ, চ্যবনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব এই দশ দানবের পুৎত্র পৌৎত্রাদি অসংখ্য। চন্দ্রার্কবিদ্বেষী রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রমর্দ্দন, এই কয়েকটি পুৎত্র সিংহিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সিংহিকা ক্রুরস্বভাবা ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পুৎত্র-পৌৎত্রগণ ক্রোধপরবশ, ক্রুরকর্ম্মা ও অরিমর্দ্দন বলিয়া লোকে বিখ্যাত। দনায়ুর চারি পুৎত্র;—বিক্ষর, বল, বীর, ও বৃত্র। বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, শক্রু প্রভৃতি শমনসদৃশ প্রহর্ত্তা দানবেরা কালার পুৎত্র। ইঁহারা সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত ও অরিমর্দ্দন ছিলেন। ঋষিপুৎত্র শুক্র অসুরগণের উপাধ্যায় ছিলেন।

অসুরগুরু শুক্রের বংশ

শুক্রের চারি পুৎত্র;— ত্বষ্টাধর, অত্রি এবং অপর দুইজন। ইঁহারা চারি জনেই সূর্য্যসম তেজস্বী ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ ছিলেন। ইঁহারাই অসুরগণের যাজনক্রিয়া সমাধা করিতেন। হে রাজন! পুরাণে যেরূপ শ্রুত আছে, তদনুসারে দেবাসুরগণের বংশ কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু যে যে দেবতা বা দানবের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের পুৎত্র-পৌৎত্রাদি অসংখ্য। অশেষরূপে তাঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা অতিশয় দুঃসাধ্য।

তির্য্যক্প্রাণী প্রভৃতির জন্মক্রম

তার্ক্ষ্য, রিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি ও বারুণি, ইঁহারা বিনতার পুৎত্র। শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম ও কুলিক, ইঁহারা কদ্রুর পুৎত্র। ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, সত্যবাক্, অর্ক, পর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ এই ষোড়শ পুৎত্র মুনির গর্ভে জন্মেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব। প্রধার গর্ভে অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা ও ভাসী এই

কয়েকটি কন্যা এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বহী, পূর্ণায়ু, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও প্রচন্দ্র এই দশপুৎত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে কথিত আছে, মহাভাগা প্রধাদেবী দেবর্ষির ঔরসে পরম-পবিত্র সুবিখ্যাত অপ্সরোবংশে সমুৎপন্ন হয়েন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই কয়েকটি কন্যা এবং অতিবাহু, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অমৃত, গো গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য কপিলা হইতে সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন! আমি তোমার নিকট গন্ধর্ব্ব অপ্সরা, ভুজঙ্গ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ এবং গোব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হৃদয়ে এই শ্রবণানন্দদায়ক সর্ব্বপ্রাণীগণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে ও অন্যকে শুনায়, তাহার আয়ুঃ, পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধি হয়। আর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে নিয়মপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, তাহার ইহকালে ধন ও যশঃ এবং পরকালে সদ্‌গতি লাভ হয়।

৬৬তম অধ্যায়

রুদ্রাদি সৃষ্টিবিস্তার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনাকে কহিয়াছি যে, মরীচি প্রভৃতি অতিবীর্য্যবান্ ছয়জন ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মার মানস-পুৎত্র। মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ্, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভর্গ স্থাণুর এই একাদশ পুৎত্র; ইঁহাদিগকেই একাদশ রুদ্র কহে। অঙ্গিরার তিন পুৎত্র;— বৃহস্পতি, উতথ্য ও সংবর্ত্ত; ইঁহারা সর্ব্বলোকবিখ্যাত। হে নরনাথ! শ্রুত আছে, অত্রির অনেক পুৎত্র; তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ, সিদ্ধ ও শমগুণাবলম্বী মহর্ষি। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষগণ ধীমান্ পুলস্ত্যের পুৎত্র। শলভ, সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র ও ঈহামৃগগণ পুলহ হইতে সমুৎপন্ন হয়। ক্রতুর পুৎত্রগণ স্বীয় পিতার সদৃশ প্রতাপশালী, সূর্য্যসহচারী, ত্রিভুবনবিশ্রুত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। হে ধরানাথ! শান্তিগুণাবলম্বী, তপঃপরায়ণ, ভগবান্ দক্ষ-ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ও তাঁহার পত্নী প্রজাপতির বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়েন। মহর্ষি দক্ষ ঐ ভার্য্যার গর্ভে পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন। মহর্ষির পুৎত্র জন্মে নাই, এই নিমিত্ত তিনি ঐ সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণকে পুৎত্রিকা করিয়াছিলেন। হে রাজন! মহর্ষি দক্ষ ঐ পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে ধর্ম্মকে দশটি, কশ্যপকে ত্রয়োদশটি ও চন্দ্রকে সাতাইশটি বেদ-বিধানানুসারে সম্প্রদান করেন। ধর্ম্ম, চন্দ্র ও কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটি ধর্ম্মের পত্নী।

লোকবিশ্রুতা সময়বোধিকা নক্ষত্ররূপিণী অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি সাতাইশটি চন্দ্রের ভার্য্যা। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুৎত্র মনু। মনুর পুৎত্র প্রজাপতি। ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন হয়েন। ইঁহাদিগের মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব ধূম্রার গর্ভে জন্মেন; সোম মনস্বিনীর গর্ভে, অহঃ রতার গর্ভে অনিল শ্বাসার গর্ভে অনল শাণ্ডিল্যার গর্ভে এবং প্রত্যূষ ও প্রভাস প্রভাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধরের দুই পুৎত্র;—দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। সংহারকর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুৎত্র।

সোমের পুৎত্র বর্চ্চাঃ, যদ্দ্বারা লোক বর্চ্চস্বী হয়। শিশির, প্রাণ ও রমণ ইঁহারা মনোহরার পুৎত্র। জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি ইঁহারা অহের ঔরসে জন্মেন। শরবনবাসী শ্রীমান্ কুমার অগ্নির পুৎত্র। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিনজন কার্ত্তিকেয়ের অনুজ। কুমার কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনিলের ভার্য্যা শিবা, তাঁহার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে অনিলের দুই পুৎত্র জন্মে। দেবল ঋষি প্রত্যুষের পুৎত্র। দেবলের দুই পুৎত্র, তাঁহারা সাতিশয় ক্ষমাবান্ ও বিদ্বান ছিলেন। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ইঁহার গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে শিল্পপ্রজাপতি দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্বশিল্পকরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদিগের সমুদয় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং শিল্পোপজীবী লোকেরা সেই অক্ষয় বিশ্বকর্ম্মাকে পূজা করিয়া থাকে।

সর্ব্বলোক-সুখাবহ ভগবান্ ও ধর্ম্ম নরকলেবর ধারণপুরঃসর ব্রহ্মার দক্ষিণস্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন। ধর্ম্মের তিন পুৎত্র;—শম, কাম ও হর্ষ। শমের পত্নী প্রাপ্তি, কামের স্ত্রী রতি ও হর্ষের ভার্য্যা নন্দা; ইঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। ঘোটকী-রূপধারিণী ত্বাষ্ট্রী সবিতার স্ত্রী। ইনি অন্তরীক্ষে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। হে রাজন্! মরীচির পুৎত্র কশ্যপ হইতে সুরাসুরগণ জন্মেন। অতএব ভগবান্ কশ্যপ হইতেই সমস্ত লোকের উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইবে।

অদিতির গর্ভে ইন্দ্রাদি দ্বাদশ পুৎত্র জন্মেন; সর্ব্বজগৎ পালনকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ। রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, বসু, ভার্গব ও বিশ্বদেব এই নবতি দেবতার নাম কার্ত্তীত হইল। এক্ষণে ইঁহাদের বংশাবলী পক্ষ ও গণ কীর্ত্তন করিতেছি। বিনতানন্দন গরুড় ও বলবান্ অরুণ এবং বৃহস্পতি ইঁহারা আদিত্যমধ্যে পরিগণিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ, যাবতীয় ওষধি ও সমস্ত পশুগণ দেবতামধ্যে পরিগণিত। লোকে আনুপূর্ব্বিক ইঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন। ভৃগুর পুৎত্র শুক্র, ইনি পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ। যিনি ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রার্থে বর্ষাবর্ষ [বর্ষলক্ষণ—অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি] ও ভয়াভয় বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছেন, সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যোগাচার্য্য শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের গুরু। তিনি যোগক্ষেম [সাংসারিক মঙ্গল — সংসারযাত্রানির্ব্বাহ] সম্পাদনার্থে বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে ভগবান্ ভৃগু চ্যবন্ নামে আর এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। তিনি স্বীয় জননীর দুঃখ মোচনের নিমিত্ত ক্রোধভরে গর্ভ হইতে বহির্গত হয়েন। মনুর কন্যা আরুষী বিচক্ষণ চ্যবনের ভার্য্যা। আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্ব্ব নামে এক পুৎত্র নির্গত হয়েন। ইনি বাল্যকালেই সাতিশয় তেজঃশালী, মহাবলপরাক্রান্ত ও নানা গুণযুক্ত হইয়াছিলেন। ঔর্ব্বেরপুৎত্র ঋচীকের পুৎত্র জমদগ্নি। মহাত্মা জমদগ্নির চারি পুল। রাম [পরশুরাম] তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও ক্ষৎত্রিয়কুলান্তক। ঔর্ব্বপুৎত্র ঋচীকের জমদগ্নি প্রভৃতি একশত পুৎত্র। সেই শত পুৎত্রের সহস্র সহস্র পুৎত্রগণ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ধাতা ও বিধাতা নামে অপর দুই পুৎত্র আছেন; পদ্মালয়া লক্ষ্মী তাঁহাদের ভগিনী।

আকাশগামী তুরঙ্গমগণ লক্ষ্মীর মানস-পুৎত্র। বরুণের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা শুক্রাদেবী, তাঁহার গর্ভে বল নামে পুৎত্র ও সুরানাম্নী কন্যা জন্মে। অন্নার্থী প্রজাগণের পরস্পর ভক্ষণ হইতে সর্ব্বভূত নাশনকারী অধর্ম্মের জন্ম হয়। অধর্ম্মের ভার্য্যা নির্ঋতি; নির্ঋতির গর্ভে রাক্ষসগণের জন্ম হয়, এই নিমিত্ত উহারা নৈর্ঋত নামে বিখ্যাত। অধর্ম্মের নিরন্তর পাপকারী তিন পুৎত্র;—ভয়,মহাভয় ও ভূতান্তক মৃত্যু।

৬৭তম অধ্যায়

নৃপগণের জন্ম ও কর্ম্ম

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন, হে ভগবন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, সর্প, বিহঙ্গম প্রভৃতি সমুদয় জীবগণ কি উদ্দেশে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহারা মনুষ্যলোকে জন্মিয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন, এই সমুদয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যলোকে যে যে দেবগণ ও দানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অগ্রে তাঁহাদের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিপ্রচিত্তি নামে যে দানবেন্দ্র ছিলেন, তিনি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হয়েন। হিরণ্যকশিপু নামে যে দিতির পুৎত্র তিনি নরলোকে জন্মিয়া শিশুপাল নামে বিখ্যাত হয়েন। প্রহ্লাদের অনুজ ভ্রাতা সংহ্লাদ পৃথিবীতে জন্মিয়া শল্য নামে বাহ্লীক দেশের অধীশ্বর হয়েন। অনুহ্লাদ নামে প্রহ্লাদের অপর এক অনুজ নরলোকে জন্মিয়া মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে বিখ্যাত হয়েন। শিবি নামে দিতিপুৎত্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ দ্রুম নামে বিখ্যাত হয়েন। বাষ্কলনামা অসুররাজ ভূতলে জন্মিয়া ভগদত্ত নামে বিখ্যাত হয়েন। অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ এই পাঁচ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর কেকয়-দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হয়েন। কেতুমান নামে মহাপ্রতাপবান্ অসুর ভূমণ্ডলে জন্মিয়া অমিতৌজাঃ নামে অতি নির্দ্দয় নরপতি হয়েন। স্বর্ভানু-নামা সুবিখ্যাত দানব উগ্রসেন নামে অতি নৃশংস ভূপতি হয়েন। ভুবনবিখ্যাত অশ্ব নামে মহাসুর অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অশোক নামে বিখ্যাত হয়েন। ইনি অসাধারণ বলশালী ছিলেন। কোন ব্যক্তি কখন ইঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অশ্বপতি নামে অশ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূমণ্ডলে হার্দ্দিক্য ভূপতি নামে বিখ্যাত হয়েন। বৃষপর্ব্বা নামে সুবিখ্যাত মহাসুর দীর্ঘপ্রজ্ঞ-নামা ভূপতি হয়েন। বৃশপর্ব্বার অনুজ অজক শাল্ব নামে সুবিখ্যাত মহীপাল হয়েন। যে বীর্য্যবান্ মহাসুর অশ্বগ্রীব নামে বিখ্যাত, তিনি অবনীমণ্ডলে রোচমান নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। সূক্ষ্ম-নামে অসুর ভূতলে বসুধাধিপ বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত হয়েন। দানবেন্দ্র তুহুণ্ড সেনাবিন্দু নামে মহীপতি হয়েন। ইযুপ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর নগ্নজিৎ নামে প্রভুত প্রতাপশালী নরপতি হয়েন।

একচক্র-নামা যে মহাসুর ছিলেন, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিবিন্ধ্য নামে বিখ্যাত হয়েন। বিরূপাক্ষ নামে চিত্রযোধী দানবাগ্রণী ভূতলে জন্মিয়া চিত্রধর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। শত্রুপক্ষক্ষয়কারী সুহরনামা দানব অবনীতলে সুবিখ্যাত বাহ্লীক

নামে ভূপতি হয়েন। নিচন্দ্র নামে পরম সুন্দর দানব ভূতলে মহারাজ মুঞ্জকেশ নামে বিখ্যাত হয়েন। দিনকুম্ভ নামে যে মহাবলপরাক্রান্ত দানব ছিলেন, তিনি নরলোকে ভূপতিশ্রেষ্ঠ দেবাধিপ নামে বিখ্যাত হয়েন। শরভনামা মহাদানব রাজর্ষি পৌর নামে বিখ্যাত হয়েন। কুপদ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর সুপার্শ্ব নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ক্রম নামে মহাসুর ধরাতলে জন্মিয়া পার্ব্বতেয় নামে বিখ্যাত হয়েন। ইঁহার কলেবর সুমেরু-পর্ব্বতের সদৃশ ছিল। শলভ নামে মহাসুর বাহ্লীকদেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হয়েন। চন্দ্রসদৃশ রূপবান্ চন্দ্রনামক অসুর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কাম্বোজ-দেশাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অর্ক নামে যে সুবিখ্যাত দানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি মর্ত্ত্যলোকে রাজর্ষি ঋষিক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। মৃতপা নামে দানবেন্দ্র ভূতলে পশ্চিমানুপক নামে প্রথিত হয়েন। গরিষ্ঠ নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর নরলোকে দ্রুমসেন নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ময়ুরনামা শ্রীমান্ মহাসুর ধরাতলে বিশ্ব নামে ভুপতি হয়েন। সুপর্ণ নামে তাঁহার সহোদর অবনীমণ্ডলে কালকীর্ত্তি নামে মহীপাল হয়েন। অসুরপ্রধান চন্দ্রহন্তা রাজর্ষি শুনক নামে বিখ্যাত হয়েন। যে দানব বিনাশন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে জানকি নামে বিখ্যাত ভূপাল হয়েন। দীর্ঘজিহ্ব নামে দানবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন। চন্দ্রসূর্য্য মর্দ্দনকারী যে ক্রুরগ্রহ সিংহিকাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অনায়ুর চারি পুৎত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিক্ষরনামক অসুর ভূমণ্ডলে বসুমিত্র নামে বসুধাধিপ হয়েন। দ্বিতীয় পাণ্ড্যরাষ্ট্রাধিপ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। বলীন নামে সুবিখ্যাত অসুর ভূতলে পৌণ্ড্র মৎস্যক নামে ভূপতি হয়েন। মহাসুর বৃত্র রাজর্ষি মণিমান্ নামে প্রথিত হয়েন। মণিমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহন্তা দণ্ড নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ক্রোধবর্দ্ধন নামে যে অসুর ছিলেন, তিনি দণ্ডাধার নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। কালেয়দিগের ব্যাঘ্রতুল্য বিক্রমশালী যে আট পুৎত্র ভূমণ্ডলে জন্মেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মগধদেশে জয়ৎসেন নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি অপরাজিত নামে নৃপাল হয়েন। মহাতেজাঃ মহাবল-পরাক্রান্ত মহামায়াবী তৃতীয় নিষাদ দেশের অধিপতি হয়েন। চতুর্থ শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। পঞ্চম মহৌজাঃ নামে শত্রুকুলান্তক নৃপতি হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ষষ্ঠ মহাসুর অভীরুনামে সুবিখ্যাত রাজর্ষি হয়েন। সপ্তম সমস্ত অবনীমণ্ডলে সুবিখ্যাত সমুদ্রাসন নামে নরপতি হয়েন। কালেয়দিগের অষ্টম বৃহৎ নামে দানব ভূতলে সর্ব্বলোক-হিতৈষী পরমধার্ম্মিক ভূপতি হয়েন। কুক্ষি নামে মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর ক্ষিতিতলে পার্ব্বতীয় নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ইঁহার কলেবর কাঞ্চন-পর্ব্বতের সমান ছিল। মহাবীর্য্যসম্পন্ন মহাসুর ক্রথন সূর্য্যাক্ষ নামে বিখ্যাত হয়েন। সূর্য্য নামে পরম-সুন্দর মহাসুর বাহ্লীকদেশে দরদ নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি হয়েন। হে রাজন! গণ নামে যে ক্রুদ্ধস্বভাব দানবের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহা হইতে অনেকানেক মহাবল-পরাক্রান্ত মহীপতি মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীচক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লীক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, নীল, চীরবাসাঃ ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জ্জয়, রুক্মী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজা, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারুষক, ক্ষেমমূর্ত্তি, শ্রুতায়ুঃ, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম,

অগ্রতীর্থ, কুহর, মতিমান্ ও ঈশ্বর এই সমস্ত মহাবীর্য্য, মহাযশাঃ ভূপতিগণ ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর কালনেমি উগ্রসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কংস নামে বিখ্যাত হয়েন। দেবরাজতুল্য দেবক নামে দানব ধরাতলে গন্ধর্ব্বপতি নামক প্রধান ভূপতি হয়েন।

কৌরবকুলের বিবরণ

হে ভরতকুল-তিলক! পবিত্রকীর্ত্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজবংশাবতংস অযোনিজ দ্রোণাচার্য জন্মেন। এই মহাত্মা অসাধারণ ধনুর্দ্ধর, অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, অতুল যশস্বী এবং বেদ ও ধনুর্ব্বেদে সুনিপুণ ছিলেন। মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধ এই চারি জনের সমষ্টিভূত অংশ হইতে মহাবীর অশ্বত্থামার জন্ম হয়। অষ্টবসুগণ বশিষ্ঠের শাপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রের আদেশানুসারে শান্তনু রাজার ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইনি কুরুকুলের অভয়প্রদ, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সদ্বক্তা, শত্রুপক্ষক্ষয়কারী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন যে ব্রহ্মর্ষি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃপ নামে বিখ্যাত হয়েন, তিনি একাদশ রুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুকুলান্তক মহারথ শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ, অরাতিকুলনাশক, বৃষ্ণিকুলতিলক সাত্যকি বায়ুদেবতাদিগের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা রাজর্ষি দ্রুপদ, ক্ষৎত্রিয়সত্তম নরনাথ কৃতবর্ম্মা ও পররাজ্য-প্রপীড়ক শত্রুনাশক ভূপতি বিরাট এই তিন ভূপতিও বায়ুর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। অরিষ্টার পুৎত্র হংস কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের রাজা হয়েন। দীর্ঘবাহু, মহাতেজাঃ, প্রজ্ঞাচক্ষু ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে জন্মেন। ইনি মাতৃদোষজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কোপে জন্মান্ধ হয়েন। তৎকনিষ্ঠ পাণ্ডু, মহাবল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ধীমান্ বিদুর অত্রি মুনির পুৎত্র। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি পাপাশয়, ক্রুর ও কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে কলি সমস্ত জগতের বিদ্বেষাস্পদ এবং যিনি জীবমাত্রের সংহারকর্ত্তা, তিনিই দুর্য্যোধনরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দুর্য্যোধন হইতেই ভয়ঙ্কর বৈরাগ্নি উত্তেজিত হয়। পৌলস্ত্যেরা দুর্য্যোধনের ভ্রাতারূপে জন্মেন। দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ প্রভৃতি দুর্য্যোধনের শত ভ্রাতা। ইঁহারাও অতিশয় ক্রুরকর্ম্মা। এই শত পুৎত্র ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত অপর এক পুৎত্র জন্মেন। তাঁহার নাম যুযুৎসু।

জনমেজয় কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুৎত্রদিগের মধ্যে কাহার কি কি নাম ও তাঁহারা কাহার পর কে জন্মেন, আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুর্ম্মুখ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, সুপ্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, অঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, ঊর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, সুসেন, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুকর্ম্মা, দুর্ব্বিরোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, ভীমবিক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ,

দৃঢ়কর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষৎত্র, সোমকীর্ত্তি, অনুদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাহু, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্ত্তি, সেনানী, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধন, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, দণ্ডী, দণ্ডাধার, ধনুগ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকাঙ্গদ, কুণ্ডজ ও চিত্রক, এই একশত পুৎত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্মেন। এতদ্ভিন্ন বৈশ্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের যে পুৎত্র জন্মেন, তাঁহার নাম যুযুৎসু। ধৃতরাষ্ট্রের পুৎত্রগণের আনুপূর্ব্বিক নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, রাজনীতি পারদর্শী ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং সকলেই স্বস্বানুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সৌবলের অনুমতিক্রমে যথাকালে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের সহিত দুঃশলার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

পাণ্ডববংশবর্ণন

হে নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশে জন্মগ্রহণ করেন; ভীমসেন বায়ুর অংশে, অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে এবং সর্ব্বভূতমনোহর, অপ্রতিম রূপশালী নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্মেন। সুবিখ্যাত সোমতনয় বর্চ্চাঃ অর্জ্জুন-পুৎত্র অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বর্চ্চার পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভগবান্ সোম দেবগণকে কহিলেন, "হে দেবগণ! এই পুৎত্র আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর; অতএব ইহাকে দিতে আমি সম্মত নহি। তবে যদি তোমরা এই নিয়ম কর, তাহা হইলে প্রিয়পুৎত্রকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি। অসুরবধ কেবল দেবগণের কার্য্য নহে, উহাতে আমাদিগেরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত অগত্যা ইহাকে দিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু এই বর্চ্চাঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল থাকিতে পারিবেন না। হে অমরগণ! ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডু রাজার অর্জ্জুন নামে অতি প্রতাপশালী যে পুৎত্র জন্মিবেন, বর্চ্চাঃ তাঁহারই পুৎত্র হইয়া পৃথ্বীতলে জন্মগ্রহণ করিবেন ও প্রসিদ্ধ অতিরথ গণনায় পরিগণিত হইয়া ষোড়শ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। হে দেবগণ! তোমরা অংশাবতার হইয়া যে সংগ্রামে অসুরনিপাত করিবে, উঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অনতিকালপূর্ব্বেই ঐ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; কিন্তু সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন থাকিবেন না, কেবল তোমরা চক্রব্যূহ (দুর্গম-রণক্ষেত্র) সংস্থাপন করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমার এই পুৎত্র সমস্ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমুখ করিবেন। ইনি দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দিনার্দ্ধভাগের মধ্যে সংগ্রামনিপুণ অতিরথ ও মহারথগণ এবং বিপক্ষপক্ষীয় চতুর্থাংশ সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। তৎপরে দিবাবসানসময়ে সংগ্রামে নিহত হইয়া পুনরায় আমার সমীপে আগমন করিবেন। অভিমন্যুরূপী মদীয় পুৎত্রের যে পুৎত্র জন্মিবে, সেই পুৎত্র প্রনষ্টপ্রায় ভরতবংশের পুনরুদ্ধার করিবে।" দেবগণ ভগবান্ সোমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। হে নরনাথ! তোমার পিতামহ এইরূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে জন্মেন। রাক্ষসের অংশে স্ত্রীপূর্ব্বরূপী (পুরুষলক্ষণহীন) শিখণ্ড উৎপন্ন হন। দ্রৌপদীর গর্ভে যে পঞ্চপুৎত্র জন্মেন, তাঁহারা

পূর্ব্বজন্মে বিশ্ব নামে দেবগণ ছিলনে। এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে প্রতিবিন্ধ্য যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, শ্রুতসোম ভীমের ঔরসে, শ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুনের ঔরসে, শতানীক নকুলের ঔরসে ও শ্রুতসেন সহদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। যদুবংশাবতংস শূর নামক রাজা বসুদেবের পিতা। তাঁহার পৃথানাম্নী এক পরম-রূপবতী কন্যা ছিল। শূর স্বীয় পিতৃস্বস্রীয়পুৎত্র অনপত্য কুন্তীভোজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব।' তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে সেই সর্ব্বাগ্রজাতা কন্যাটি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পৃথা কুন্তীভোজের গৃহে শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদা জিতেন্দ্রিয় উগ্রতপস্বী মুনিপ্রবর দুর্ব্বাসা কুন্তীভোজের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। অতিথি সৎকারনিপুণ পৃথা সাতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। মুনিবর পৃথার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "বৎস! এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তোমার গর্ভে স্বানুরূপ পুৎত্র উৎপাদন করিবেন।" দুর্ব্বাসা বিদায় হইলে কুমারী পৃথা বালসুলভ চপলতাপ্রযুক্ত সেই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর সেই মন্ত্রপ্রভাবে পৃথা-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। সেই গর্ভ হইতে সর্ব্বশাস্ত্রদক্ষ, বিচিত্রকুণ্ডলধারী, কবচী, সূর্য্যসম তেজস্বী এক পুৎত্র যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইল। কুন্তী কন্যাকাবস্থায় সন্তান হইয়াছে বলিয়া লোকাপবাদভয়ে সেই সদ্যঃ-প্রসূত পুৎত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই সুকুমার নব-কুমারকে জল হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী রাধাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহার ঐ পুৎত্রের বসুষেণ নাম দিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বসুষেণ কিয়দ্দিনমধ্যেই অত্যন্ত বলবান্, অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ও বেদাঙ্গবেত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সত্যপরাক্রম, ধীশক্তিসম্পন্ন বসুষেন যখন জপ করিতে বসিতেন, তখন যে-কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন। একদা ভগবান্ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আপন পুৎত্রের নিমিত্ত তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রার্থনা করিলেন। বসুষেণ তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার এই অসামান্য বদান্যতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি দেব, দানব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ (সর্প) ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহার প্রতি এই শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া ইন্দ্র তিরোহিত হইলেন। তদবধি বসুষেণের নাম বৈকর্ত্তন ও কর্ণ হইল। যে মহাত্মা বসুষেণ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই কর্ণ নামে প্রথিত হইয়া সূতকুলে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হে নরনাথ! এই কর্ণকে সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের প্রধান সচিব এবং সূর্য্যের অংশ বলিয়া জানিবেন।

যদুবংশবর্ণন

হে রাজন! প্রতাপশালী বাসুদেব দেবদেব নারায়ণের অংশ। মহাবল বলভদ্র শেষনাগের অংশ। মহৌজাঃ প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ। এইরূপে বসুদেববংশে দেবগণের অংশে

বহুতর নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে যে-সমস্ত অপ্সরাগণের কথা কহিয়াছি, তাঁহাদের অংশে ইন্দ্রের আদেশানুসারে ষোড়শ সহস্র দেবীগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের পরিগ্রহ (পত্নী) হয়েন। রুক্মিণী নারায়ণের প্রীতিসাধনার্থ লক্ষ্মীদেবীর অংশে ভীষ্মক রাজার কুলে সমুৎপন্ন হয়েন। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজার কুলে শচীর অংশে জন্মেন। এই কন্যা বেদীমধ্য হইতে বিনির্গত হয়েন। ইনি নাতিহ্রস্বা ও নাতিদীর্ঘা। ইঁহার গাত্রে নীলোৎপলগন্ধ চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, নিতম্ব অতি মনোহর ও বর্ণ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ছিল। ইনি পাঁচ প্রধান পুরুষের চিত্তপ্রমোদ জন্মাইয়াছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতির অংশে কুন্তী ও মাদ্রী জন্মেন। ইঁহারা পঞ্চপাণ্ডবের মাতা। মতিনাম্নী কন্যা সুবলের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। হে নরনাথ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও রাক্ষসদিগের অংশাবতার কীর্ত্তন করিলাম। যে-সমস্ত সংগ্রামলোলুপ মহাত্মা ভূপতিগণ বিশাল যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে-সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষৎত্রিয় ও বৈশ্যগণ ঐ উপলক্ষে ধরাতলে জন্মেন, তাঁহাদিগেরও নাম কীর্ত্তন করিলাম। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অসূয়া-শূন্য হৃদয়ে এই পরমোৎকৃষ্ট অংশাবতরণ [স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে দেবগণের জন্ম] বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের আয়ুঃ, যশঃ, বংশবর্দ্ধন ও সর্ব্বত্র বিজয়লাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে লোকে দেবাসুর প্রভূতির উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক অবস্থায়ও অবসন্ন হয় না।

৬৮তম অধ্যায়

শকুন্তলোপাখ্যান—দুষ্মন্ত-বৃত্তান্ত

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মণ্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব; অপ্সরা ও রাক্ষসগণের অংশাবতরণ সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কুরুদিগের বংশ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি; মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ-সন্নিধানে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! পূর্ব্বকালে পুরু বংশের আদিপুরুষ দুষ্মন্ত নামে এক মহাবলপরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণাধিষ্ঠিত ও যবনাদি ম্লেচ্ছজাতি-সমাকীর্ণ সসাগরা ধরার প্রধান চারি খণ্ডে এবং নানাবিধ দ্বীপ ও উপদ্বীপে একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার রাজ্য শাসনসময়ে বর্ণসঙ্কর এবং পরদারনিরত বা অন্য কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না। সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; কি চৌর্য্যভয়, কি ক্ষুধাভয়, কি ব্যাধিভয়, তৎকালে কিছুই ছিল না; তৎকালীন সমস্ত লোকই সেই মহীপালকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয় ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল স্বধর্ম্মে ও দৈবকর্ম্মে তৎপর থাকিত। তাঁহার অধিকারকালে ঘনাবলী যথাকালে বারিবর্ষণ করিত, শস্যসকল অতি সুরস হইত এবং পৃথিবী নানাবিধ রত্নে ও পশুযূথে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই অসাধারণ-বলবীর্য্যসম্পন্ন রাজার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ছিল। তিনি স্বহস্তে মন্দর-পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া অনায়াসে বহন করিতে পারিতেন এবং চতুর্ব্বিধ গদাযুদ্ধে ও সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রযুদ্ধে অসাধারণ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বলোক-সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক ভূপতি বলে বিষ্ণুতুল্য, তেজে ভাস্করতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য ও সহিষ্ণুতায় ধরাতুল্য ছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মপরতা দ্বারা সকল লোকের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন।

৬৯তম অধ্যায়

দুষ্মন্তের মৃগয়া

জনমেজয় কহিলেন, হে তত্ত্ববিৎ! মহামতি ভরতের জন্ম ও চরিত, শকুন্তলার উৎপত্তি এবং মহাবীর রাজা দুষ্মন্ত কিরূপে শকুন্তলা লাভ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিতে বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাবাহু রাজা দুষ্মন্ত শত শত হস্তী ও অশ্বপরিবৃত এবং খড়্গ, শক্তি, গদা, মুষল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রধারী সেনাগণে বেষ্টিত হইয়া মৃগয়ার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে সেনাগণের সিংহনাদ, শঙ্খদুন্দুভিধ্বনি, রথচক্রনির্ঘোষ, করিবৃংহিত [গজের ধ্বনি] অশ্বহ্রেষিত [অশ্বের শব্দ] ও নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রের ভয়ঙ্কর নিঃস্বন দ্বারা ঘোরতর কোলাহলধ্বনি উপস্থিত হইল। নগরবাসিনী মহিলাগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সেই যশস্বী শত্রুহন্তা ইন্দ্রসদৃশ নরপতির সৈন্যশোভাসন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং প্রশংসাপূর্ব্বক তদীয় মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সেই নারায়ণতূল্য পরাক্রমশালী দুষ্মন্তকে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা কিয়দ্দুর গমন করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা সুবর্ণপ্রভ রথোপরি আরোহণ করিয়া গহন বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, সেই অরণ্য বিল্ব, অর্ক, কপিত্থ, ধব, খদির প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, পর্ব্বতভ্রষ্ট অনল্প পাষাণখণ্ডে ব্যাপ্ত এবং সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুবিধ হিংস্র-জন্তু দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে। ঐ বন বহু যোজন-বিস্তৃত, কিন্তু উহার মধ্যে কোন স্থানেই জল নাই এবং মনুষ্যের সমাগম নাই। মহারাজ দুষ্মন্ত সেনাগণ-সমভিব্যাহারে বিবিধ মৃগবধ দ্বারা সেই বনকে আলোড়িত করিলেন; দূরস্ত মৃগগণকে বাণ দ্বারা এবং সমীপস্থদিগকে খড়্গ দ্বারা বিনাশ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। সিংহ, শার্দ্দূল, বরাহ প্রভৃতি পশুগণ অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন সসৈন্য রাজার আক্রমণভয়ে আলোড়িত বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পলায়নবেগজন্য ক্ষুৎপিপাসায় বিচেতনপ্রায় হইয়া কেহ নদীমধ্যে, কেহ ভূপৃষ্ঠে, কেহ বা তরুতলে পতিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ অগ্নি-প্রজ্বালনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত হত পশুর মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐরাবততুল্য পরাক্রমশালী মত্ত গজযূথ সকল শস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোণিতমোক্ষণ ও শকৃন্মূত্র [বিষ্ঠামূত্র—বাহ্য-প্রস্রাব] পরিত্যাগপূর্ব্বক শুণ্ডাগ্র সঙ্কোচ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে করিতে সহস্র সহস্র জীবের প্রাণ-বিয়োগ করিল। এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সেনাগণ-সমভিব্যাহারে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ পশু বধ করিয়া সেই বন এককালে পশুহীন করিলেন।

৭০তম অধ্যায়

কণ্ব মুনির আশ্রমসমৃদ্ধি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সৈন্যসমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র মৃগের প্রাণবধ করিয়া অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণক্রমে সেই বনের প্রান্তভাগে এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুশীতল সমীরণভরে সঞ্চালিত, আশ্রম সমাকীর্ণ অন্য এক পরম-রমণীয় মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ বন সুপুষ্পিত পাদপসমূহে সমাকীর্ণ, সুকোমল বালতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত ও বৃক্ষগণের শাখাচ্ছায় আবৃত। উহার কোন স্থানে ময়ূর, পুংস্কোকিল প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঝিল্লীগণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও বা ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। ঐ বনে কোন বৃক্ষই ফলপুষ্পহীন বা কণ্টকাবৃত ছিল না এবং যে পুষ্পে ভ্রমর নাই, এমন পুষ্পও ছিল না। রাজা বিহগকুলনিনাদিত, বহুবিধ সুগন্ধি কুসুমে সুশোভিত, সর্ব্বর্ত্তুকুসুমকীর্ণ [সকল ঋতুতে সমানভাবে পর্যাপ্ত পুষ্পশোভিত], সুখচ্ছায়া-সমাবৃত, সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিবা মাত্র সুপুষ্পিত তরুগণ সমীরণবেগে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি পুনঃ পুনঃ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল; বিচিত্র কুসুমযুক্ত অত্যুন্নত বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিল এবং পুষ্পভারাবনত তরুপল্লবে মধুলুব্ধ মধুকরগণ সুমধুরস্বরে গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। রাজা কুসুমিতলতামণ্ডপে [পুষ্পিত লতাকুঞ্জ] সমাকীর্ণ তত্রত্য পরম-রমণীয় প্রবেশ-সকল অবলোকন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং দেখিলেন, পুষ্পভারাবনত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষসমূহের শাখাসকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের [ইন্দ্রপ্রীতিরজন্য তদীয় উৎসবার্থ নির্ম্মিত মণ্ডপের পতাকাদণ্ড] শোভা সম্পাদন করিতেছে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, মত্ত বানরযূথ ও কিন্নরসমূহ তথায় নিরন্তর বাস করিতেছে এবং পুষ্প রেণুবাহী, সুখস্পর্শ, সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ [বায়ু] সর্ব্বদা বহিতেছে।

এইরূপে রাজা সেই পরম-রমণীয় নদীকচ্ছস্থ [নদীতটস্থিত] বনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তন্মধ্যে এক শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ দেখিতে পাইলেন। আশ্রমটি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও তাহার মধ্যস্থলে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে; বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ চারিদিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পুষ্পসংস্তরণযুক্ত [যে স্থানে পুষ্পরাশি বিছান থাকে এইরূপ] অগ্নিগৃহসকল শোভা পাইতেছে। ঐ আশ্রমের সমীপে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষিগণে সঙ্কীর্ণা, পুণ্যোদকা [পবিত্র জলযুক্তা], সুখস্পর্শা, মালিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণও শান্তিগুণাবলম্বী। তদ্দর্শনে রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত অমর লোক-সদৃশ সেই মনোহর আশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী, সর্ব্বজীব জননীতুল্যা, পুণ্যতোয়া সেই মালিনী নদীর শোভা অবলোকন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পুলিনে চক্রবাক সকল সতত ক্রীড়া করিতেছে; কিন্নরগণ সর্ব্বদা বাস করিতেছে; বানর-ভল্লুকাদি জন্তুগণ অবিরত বিচরণ করিতেছে; তপোধনগণ নিরন্তর বেদধ্বনি করিতেছেন এবং মত্ত হস্তিযূথ শার্দ্দূলযূথ ও ভুজগেন্দ্রগণ অনবরত ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ আশ্রম ভগবান্ কাশ্যপের পুণ্যাশ্রম। মালিনী নদী এবং মহর্ষিগণসেবিত সেই পরমরমণীয় আশ্রম দর্শনে রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। রাজা মালিনী নদী দ্বারা বেষ্টিত, বৈকুণ্ঠধামবৎ সুশোভিত, মত্তময়ুরনাদে নিনাদিত সেই চৈত্ররথ-সদৃশ মহারণ্যের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া অশেষগুণালঙ্কৃত কশ্যপাত্মজ মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই স্থানে চতুরঙ্গিণী সেনা সংস্থাপন করিলেন এবং কহিলেন, “আমি ভগবান্ কণ্ব তপোধনকে দর্শন করিতে চলিলাম; যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করিব, তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কর।” তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সমস্ত রাজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল অমাত্য ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে রাজা ক্ষুৎপিপাসা বিস্মৃত ও সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আরও দেখিলেন, কোন স্থানে কুসুমিত তরুকলাপে [বৃক্ষশ্রেণীতে] অলিগণ ঝঙ্কার করিতেছে; কোন স্থানে বিহগকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঋগ্বেদী বিপ্রগণ যজ্ঞকার্য্যে উদাত্তাদিস্বরে [বৈদিক স্বর সম্বন্ধীয় উচ্চারণক্রমে] বেদধ্বনি করিতেছেন; কোন স্থানে চতুর্ব্বেদবেত্তা নিয়তব্রত মহর্ষিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন; স্থানান্তরে যতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, অথর্ব্ববেদবেত্তা ও সামগাতাসকল পদক্রমাদি-সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন। কোথাও বা শব্দ সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগান দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক-সদৃশ আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন; কোন স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানক্রম, পুরাণ, ন্যায়, তত্ত্ব, আত্মবিবেক, শব্দশাস্ত্র, ছন্দঃ নিরুক্ত ও বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী, বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, উহাপোহ [তর্করহিত] সিদ্ধান্ত-কুশল, দ্রব্য-কর্ম্মের গুণজ্ঞ, কার্য্যকারণবেত্তা, পক্ষী ও বানর প্রভৃতি জীবগণের বাক্যার্থবোদ্ধা মহর্ষিগণ নানাশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এবং বৌদ্ধমতালম্বী লোকেরা নিজ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। শত্রুহন্তা রাজা দুষ্মন্ত জপহোমপরায়ণ সেই সকল একনিষ্ঠ বিপ্রগণকে সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রমসমীপে উত্তীর্ণ হইলেন। মুনিগণ অতি প্রযত্নপূর্ব্বক রাজাকে যে-সকল বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন, তদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজর্ষি, মহর্ষি কণ্বের সুরক্ষিত ও বিবিধ গুণযুত সেই আশ্রমপদ যতই অবলোকন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শনৌৎসুক্য বাড়িতে লাগিল।

৭১তম অধ্যায়

দুষ্মন্তের শকুন্তলা-সাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে, মহর্ষি কণ্ব তথায় নাই। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কুটীরের অভ্যন্তরে কে আছ, বহির্গত হও।" তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণমাত্র তাপসীবেশধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য, আসন দ্বারা তাঁহার যথোচিত আতিথ্যবিধানপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! এ স্থানে কি উদ্দেশে আপনার আগমন হইয়াছে? আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে?" রাজা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মধুভাষিণী কন্যার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, "ভদ্রে! আমি মহর্ষি কণ্বের উপাসনা করিতে এস্থানে আসিয়াছি। মহর্ষি কোথায়?" কন্যা কহিলেন, "পিতা ফল আহরণার্থ বনান্তরে গমন করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন; আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।"

রাজা ঋষিকে আশ্রমে অনুপস্থিত দেখিয়া এবং সেই মধুরহাসিনী, রূপযৌবনবতী, লোকললামভূতা ললনার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সুন্দরি! তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্তই বা এই মহারণ্যে আসিয়াছ? আর তুমি কি প্রকারেই বা এরূপ রূপবতী হইয়াছ? তুমি দর্শনমাত্রই আমার মন হরণ করিয়াছ।" রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা মধুরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! আমি ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কণ্ব তপোধনের কন্যা, আমার নাম শকুন্তলা।" রাজা কহিলেন, "হে বরবর্ণিনি! সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ কণ্ব ঊর্দ্ধরেতাঃ। ধর্ম্মও কদাচিৎ বিচলিত হইতে পারেন. কিন্তু ঊর্দ্ধ তপস্বীরা কখনই বিচলিত হয়েন না; তবে তুমি কিরূপে তাঁহার দুহিতা হইলে? আমার এ বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া দাও।" শকুন্তলা কহিলেন, "মহারাজ! একদা এক ঋষি পিতাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে পিতা তাঁহার সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। আমি সেই সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী ছিলাম, সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

রাজার নিকট শকুন্তলার পরিচয়

"মহর্ষি কহিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ঘোরতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিলোক তাপিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র, 'তপোবীর্য্যসম্পন্ন বিশ্বামিত্র এই কঠোর তপস্যা দ্বারা পাছে আমার ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ করেন' এই ভয়ে ভীত হইয়া অপ্সরা মেনকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'মেনকে! অপ্সরাদিগের মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রধান, অতএব তুমি আমার কিঞ্চিৎ উপকার কর। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে আমার

হৃৎকম্প হইতেছে। অতএব তোমাকে আমি এই ভার অর্পণ করিতেছি, যাহাতে সেই দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত করিতে না পারেন, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কর। হে বরারোহে! রূপ, যৌবন, মধুর বাক্য, অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ, হাব, ভাব, হাস্য প্রভৃতি প্রলোভন দ্বারা তোমাকে ঐ মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিতে হইবে।'

মেনকা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দেবরাজ! আপনি ত] জানেন, ভগবান্ বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী, তপস্বী ও ক্রুদ্ধস্বভাব। দেখুন, আপনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াও যাঁহার তপস্যা, তেজঃ ও কোপে ভীত হইতেছেন, আমি অবলা জাতি, কি প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট-সাধন করিতে সাহস করিব? যে মহর্ষি মহাভাগ বশিষ্ঠের প্রাণসম শত পুৎত্রের প্রাণ সংহার করিয়াছেন, যিনি ক্ষিৎত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যিনি অভিষেক-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ পরমপবিত্র অগাধসলিলা এক মহানদীকে স্বীয় আশ্রম-সমীপে আনয়ন করিয়াছেন, যাঁহার মহিমায় ঐ নদী অদ্যাপি কৌশিকী নামে বিখ্যাত আছে, যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অন্য এক নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্রসমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি গুরুশাপগ্রস্থ ত্রিশঙ্কুকে অভয়দান করিয়াছেন, হে বিভো! যিনি এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, আমি কোন সাহসে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে যাইব? আপনি যদি আমাকে এরূপ বর প্রদান করেন যে, তিনি ক্রোধাগ্নি দ্বারা আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না, তবে আমি যাইতে সাহস করিতে পারি। হে সুরেশ্বর! যিনি তেজোদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে পারেন, যিনি পদাঘাতে মেদিনী প্রকম্পিত করিতে পারেন, যিনি সুমেরু উৎক্ষেপণ ও দশদিক্ আবর্ত্তন [দশ দিকে ঘুরান] করিতে পারেন, আমি কিরূপে সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন প্রজ্বলিত হুতাশনাকার তপোধনকে স্পর্শ করিব? যাঁহার মুখ সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত হুতাশন, যাঁহার অক্ষিতারা [নয়নের তারা-চক্ষুগোলক] মূর্ত্তিমান চন্দ্র ও সূর্য্য, যাঁহার জিহ্বা স্বয়ং কৃতান্ত, মাদৃশ লোক কিরূপে সেই মহাত্মাকে স্পর্শ করিবে? যম, সোম, মহর্ষিগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিশ্বদেব ও বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহাকে ভয় করেন; আমি অবলা হইয়া কিরূপে তাঁহার সমীপে গিয়া ক্রীড়া ও অঙ্গভঙ্গাদি করিব? হে দেবরাজ! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, অতএব আমাকে অবশ্যই সেই ঋষির নিকট যাইতে হইবে, কিন্তু আপনি এমত কোন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহাতে আমি তৎসমীপে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারি এবং তাঁহা হইতে পরিত্রাণ পাই। হে দেবরাজ! আমি যে সময়ে সেই উগ্রতপাঃ মুনির সমীপে গিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিব, তৎকালে বায়ু যেন আমার বসন উড্ডীন করেন; ভগবান্ মন্মথ যেন আমার সহায়তা করেন এবং বন হইতে যেন সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ-মন্দভাবে বহিতে থাকে।' ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া মেনকাবাক্য স্বীকার করিলেন। মেনকাও তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।'

৭২তম অধ্যায়

বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ

"অনন্তর পিতা সেই ঋষিকে কহিলেন, ইন্দ্র মেনকার প্রার্থনানুসারে বায়ুকে আদেশ করাতে বায়ু মেনকার সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলেন। বরবর্ণিনী মেনকা

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহর্ষি তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। পরে সে সভয়-অন্তঃকরণে ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু অবসর বুঝিয়া তাহার পরিধেয়-বস্ত্র হরণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মেনকা সাতিশয় লজ্জিত হইয়া বসন আনায়নার্থে দ্রুতপদে গমন করিতেছে, এমন সময়ে অগ্নিসম-তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রে তাহাকে তদবস্থান্বিতা দেখিলেন এবং তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে কন্দর্পশরে জর্জ্জরিতহৃদয় হইয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। মেনকার তাহাই অভিসন্ধি ছিল, সুতরাং সে তাহাতে সম্মত হইয়া মুনিসন্নিধানে গমন করিল। মহর্ষি তাহাকে পাইয়া তপ, জপ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত ক্রীড়াকরতঃ পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে মেনকা মুনির সহযোগে গর্ভবতী হইল। অনন্তর মেনকা যথাকালে হিমালয়ের প্রস্থে এক কন্যা প্রসব করিল এবং সেই সদ্যোজাতা কন্যাকে মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবরাজসভায় প্রস্থান করিল। পক্ষিগণ হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ নির্জ্জন বনে সেই সদ্যোজাতা অসহায়া কন্যাকে পতিতা দেখিয়া সদয় হৃদয়ে তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। হে তপোধন! আমি সেই সময়ে মালিনীতে স্নান করিতে গমন করিয়াছিলাম, সেই সদ্যোজাত কন্যাকে নির্জ্জন কাননে পক্ষিগণমধ্যে অধিশয়ানা দেখিয়া আমার হৃদয়ে কারুণ্যরসের উদয় হইল। পরে তথা হইতে আশ্রমে আনয়ন করিয়া স্বীয় কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিতে লাগিলাম। কন্যাটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম শকুন্তলা রাখিলাম। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, শরীরদাতার ন্যায় প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকেও পিতা বলা যায়, এই নিমিত্ত শকুন্তলা আমার কন্যা হইয়াছেন। অগর্হিতা শকুন্তলাও আমাকে যথার্থ-ই পিতা বলিয়া জানেন।”

শকুন্তলা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে নরনাথ! মহর্ষি কণ্ব সেই মুনিকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ কহিয়াছিলেন, অতএব আপনিও আমাকে এইরূপে কণ্বের দুহিতা জানুন। আমি স্বীয় পিতাকে জানি না, ভগবান্ কণ্বকেই আমি পিতা বলিয়া জানি। হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা অবিকল বর্ণন করিলাম।”

৭৩তম অধ্যায়

শকুন্তলার বিবাহপ্রস্তাব

দুষ্মন্ত কহিলেন, “হে কল্যাণি! তোমার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, তুমি রাজপুৎত্রী; অতএব তুমি আমার ভার্য্যা হইতে পার। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব। হে সুন্দরী! আমি তোমার নিমিত্ত স্বর্ণমালা, বস্ত্র, সুবর্ণকুণ্ডল ও

নানাদেশোদ্ভব বিচিত্র মণিরত্নাদি আহরণ করিব এবং অদ্যাবধি আমার এই সাম্রাজ্য তোমার হস্তগত হইবে; তুমি আমাকে গান্ধর্ব্ববিধানানুসারে বিবাহ কর। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সকল বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” শকুন্তলা কহিলেন, “রাজন্! আমার পিতা ফল আহরণ করিতে গিয়াছেন। আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন, তিনি আসিয়া আমাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিবেন।” দুষ্মন্ত কহিলেন, “সুন্দরী! তোমার রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি; আমার মন অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই লাবণ্য-সলিলে মগ্ন হইয়াছে; আর তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে; অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্মসমর্পণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহ নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ভগবান্ স্বয়ম্ভুব মনু এই সর্ব্ববিধ বিবাহের যথাসম্ভব ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মাদি গান্ধর্ব্বান্ত ষট্‌প্রকার বিবাহ ক্ষৎত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। রাজাদিগের উক্ত ষট্‌প্রকার বিবাহে এবং রাক্ষস-বিবাহেও অধিকার আছে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবল আসুর বিবাহই বিহিত। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষৎত্রিয়ের পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দেখ, যদি গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষৎত্রিয়দিগের ধর্ম্মসংযুক্ত হইল, তবে আর শঙ্কার বিষয় কি? এক্ষণে গান্ধর্ব্ব-বিধানেই হউক বা রাক্ষস বিধানেই হউক কিংবা গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস উভয়ের বিমিশ্র বিধানেই হউক, আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর।”

শকুন্তলা কহিলেন, “হে পৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা কহিলেন, ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় এবং আমার যদি আত্মসমর্পণে প্রভুতা থাকে, তবে, আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি, এই বিষয়ে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুৎত্র জন্মিবে, সে আপনি বিদ্যমানে যুবরাজ ও অবিদ্যমানে অধিরাজ হইবে; যদ্যপি আপনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি।”

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিবাহ

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার সেই বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা না করিয়া ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, “হে নিতম্বিনি! আমি যথার্থই কহিতেছি, তোমাকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইব।” এই বলিয়া গান্ধর্ব্ব-বিধানে সেই মরালগামিনী [রাজহংসীর ন্যায় মন্দগতিশালিনী] শকুন্তলার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিলেন। রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত এইরূপে শকুন্তলার পাণিগ্রাহণ করিয়া এবং “তোমাকে অচিরাৎ লইয়া যাইবার নিমিত্ত চতুরঙ্গিণী [অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি এই চারি প্রকার বলবিশিষ্ট] সেনা প্রেরণ করিব”, এই কথা বারংবার কহিয়া তাঁহার বিশ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজা গমনমার্গে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাতপাঃ ভগবান্ কণ্ব এই ব্যাপার জানিতে পারিলে না জানি ক্রোধভরে আমার কি সর্ব্বনাশ করিবেন। তিনি এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে আপন নগরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ক্ষণমাত্র পরে মহর্ষি কণ্ব

স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিলেন না। তখন মহর্ষি দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি আমার অনুপস্থিতি সময়ে যে পুরুষসংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। ক্ষৎত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব-বিবাহই প্রশস্ত। সকামা স্ত্রীর সহিত সকাম পুরুষের নির্জ্জনে যে বিবাহ হয়, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কহে। হে বৎস! রাজা দুষ্মন্ত অতি মহাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা। তুমি সেই মহাত্মাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ। তোমার গর্ভে এক মহাবলপরাক্রান্ত পুৎত্র জন্মিবে। সেই পুৎত্র সসাগরা ধরার একাধিপতি হইয়া অপ্রতিহতরূপে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবে।” মুনিবর এইরূপে শকুন্তলার লজ্জাপনোদনপূর্ব্বক স্কন্ধ হইতে ফলভার নামাইয়া পাদ-প্রক্ষালন করিলেন এবং বিশ্রামার্থ সুখাসনে উপবেশন করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, “তাত! আমি মহারাজ দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছি। আপনি অনুকম্পা-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন।” কণ্ব কহিলেন, “বৎসে! আমি তোমার নিমিত্ত রাজার প্রতি প্রসন্নই আছি। এক্ষণে তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।” শকুন্তলা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুষ্মন্তের হিতাকাঙ্ক্ষায় কহিলেন, “হে পিতাঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, পুরুবংশীয়েরা যেন কখন রাজ্যচ্যুত বা অধর্ম্ম পরায়ণ না হন।” মহর্ষি কণ্ব ‘তথাস্তু’ বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

৭৪তম অধ্যায়

শকুন্তলাগর্ভে ভরতজন্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদন্তর বরবর্ণিনী শকুন্তলা যথাকালে মহাবলপরাক্রান্ত দীপ্তাগ্নি-সমতেজস্বী অলৌকিক-রূপগুণসম্পন্ন এক সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের বয়ঃক্রম তিন বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা কণ্ব বেদবিধানানুসারে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শকুন্তলাপুৎত্র মুনির আশ্রমে দিন দিন দেবকুমারের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পরে ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি বন্য স্বাপদগণকে আশ্রম-সমীপস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দমন করিতেন। তদ্দর্শনে কণ্বাশ্রমনিবাসী তাপসগণ তাঁহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি তাঁহার এক নাম সর্ব্বদমন হইল। মহর্ষি কণ্ব বালকের অসাধরণ বল ও অলৌকিক কর্ম্ম-দর্শনে শকুন্তলাকে কহিলেন, “বৎস! তোমার পুৎত্রের যৌবরাজ্য-প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর তোমার এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।” পরে মুনিবর স্বীয় শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন, “তোমরা পুৎত্রবতী শকুন্তলাকে ভর্ত্তৃভবনে লইয়া যাও; যেহেতু নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয় এবং তাহাতে কীত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।” শিষ্যগণ ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া ঋষিবাক্য স্বীকার পূর্ব্বক সপুৎত্রা শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন।

শকুন্তলার পতিগৃহে গমন

শকুন্তলা দেবকুমারতুল্য আপন কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রমে ক্রমে দুষ্মন্তের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কণ্বশিষ্যগণ রাজসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদবিধানপূর্ব্বক সপুৎত্র শকুন্তলাকে অর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা আশ্রমে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! এই পুৎত্র আপনার ঔরসে আমার গর্ব্ভে জন্মিয়াছে, আপনি কণ্বমুনির আশ্রমে আমাকে বিবাহ করেন। পরিণয়কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মদ্‌গর্ভজাত পুৎত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে এই পুৎত্রের যৌবরাজ্যে প্রাপ্তির সময় উপস্থিত। অতএব আপনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক ইহাকে যুবরাজ করুন।"

দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার বাক্য শ্রবণানন্তর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাপসি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তোমার সহিত যে কখন সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ হয় না। কিংবা তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে, ইহাও বোধ হইতেছে না; অতএব হে দুষ্টতাপসি! তুমি এই স্থানে থাক বা স্থানান্তরে যাও, যাহা ইচ্ছা হয় কর।" শকুন্তলা পতির মুখে এই অশনিপাত-সদৃশ বিষময় বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও দুঃখে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে ক্রোধভরে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি এক একবার বক্রনয়নে রাজার প্রতি এরূপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যেন, নয়নবিনির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা রাজাকে একেবারেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পরে ক্রোধসংবরণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে ভাব অপ্রকাশিত রহিল না। ক্ষণকাল এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া রোষকষায়িত-নয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন ইতর লোকের ন্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিতেছ, 'আমি কিছুই জানি না।' আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য, কি মিথ্যা, তদ্বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী। তুমি স্বয়ংই সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর; আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না। যে ব্যক্তি মনে একপ্রকার জানিয়া মুখে অন্যপ্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করা হয়? তুমি মনে করিতেছ, একাকী এই কর্ম্ম করিয়াছ, অন্য কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি কি জান না যে, মহর্ষি কণ্ব অন্তর্য্যামী? তিনি স্বীয় যোগবলে পাপ-পুণ্য সমুদয় জানিতে পারেন। তুমি তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিবে না। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে, আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই; দেবগণ ও অন্তর্য্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন। আর সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, মন, যম, দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল এবং ধর্ম্ম, ইঁহারা মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। পাপপুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহে, যম সেই দুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন। সেই পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্যবিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গলবিধান করেন না। আমি পতিব্রতা। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অপমান করিও না। আমি তোমার

সমাদরণীয়া ভার্য্যা। তুমি কি নিমিত্ত এই সভামধ্যে আমাকে সামান্যার ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ? তুমি আমার এই সকল সকরুণ বাক্য কি কিছুই শুনিতেছ না? আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি? হে দুষ্মন্ত! তুমি যদি আমার কথায় অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। পৌরাণিকেরা কহেন, 'পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুৎত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে।' পুৎত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমৃত পিতামহদিগকে উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই বলিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উহাকে পুৎত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৃহকর্ম্মদক্ষা পুৎত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা। ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ত্রিবর্গ [ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম] লাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়েন। প্রিয়ংবদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতাস্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির জননীস্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রামস্থানস্বরূপ। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। মরণানন্তর আর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকে। পতিব্রতা ভার্য্যা যদি পূর্ব্বে পরলোকপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে; আর যদি পূর্ব্বে পতির পরলোক হয়, তবে তাঁহার সহমৃতা হয়। হে মহারাজ! যেহেতু পতি ভার্য্যাকে ইহলোক ও পরলোকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণ অভিলাষ করেন। পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুৎত্রনামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুৎত্রপ্রসবিনী ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। যেমন আদর্শতলে মুখ-প্রতিবিম্ব, পুৎত্রও তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্বস্বরূপ। এই নিমিত্তই লোকে পুৎত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গভোগের সুখানুভব করে। মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়ার দ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে আতপতাপিত সুশীতল জলে অবগাঢ় [স্নাতক] ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভর্ৎসিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে; কারণ, রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত পুৎত্রৎপাদন হয় না। পুৎত্র পিতৃপদে প্রণাম করিয়া ধূলিধূসরিতকলেবর হয় এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে; এই অসার সংসারে ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি আছে? অতএব হে মহারাজ! স্বয়ং আগত এই প্রাণসম পুৎত্রকে কেন অবমানিত করিতেছ? দেখ, ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকারাও স্বীয় অণ্ডসমুদয় সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করে, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আপন পুৎত্রকে পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? শিশুপুৎত্রের আলিঙ্গনে লোক যাদৃশ সুখানুভব করে, বসন, স্ত্রীগাত্র বা সুশীতল জল স্পর্শ করিয়া কি তাদৃশ সুখাস্বাদন করিতে পারে? যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুৎত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব এই প্রিয়দর্শন পুৎত্র তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার স্পর্শসুখ উৎপাদন করুক। হে অরিকুল কালান্তক! তিন বৎসর বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ব ইহার ক্ষৎত্রিয়োচিত সমুদয় সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন, অতএব এই পুৎত্র সর্ব্বাংশে

তোমার মনস্তাপ নাশ করিবে। হে পুরুবংশাবতংস! যখন এই পুৎত্র ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে আমার প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল, 'এই কুমার যথাকালে শতসংখ্যক অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবে।' আরও দেখ, পিতা বহুদিনের পর স্থানান্তর হইতে আগমন করিয়া পুৎত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ও বদন চুম্বন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। কুমারের জাত কর্ম্মকালে ব্রাহ্মণেরা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তুমিও কোন্ তাহা না জান।–'হে পুৎত্র! তুমি আমার প্রতঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ; তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি আমার পুৎত্রনামধারী আত্মা; অতএব তুমি শত বৎসর জীবিত থাক; আমার জীবন তোমার অধীন; আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন; অতএব তুমি সুখী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাক।' হে রাজন! এই পুৎত্র তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন; অতএব নির্ম্মল সলিলে আত্মপ্রতিবিম্ব-দর্শনের ন্যায় পুৎত্রমুখ নিরীক্ষণ কর। যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি প্রণীত হয়, সেইরূপ তোমা হইতে এই পুৎত্র সমুৎপন্ন হওয়াতে একমাত্র তুমিই দ্বিধাকৃত হইয়াছ। হে রাজন! একদা তুমি মৃগয়ায় গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণক্রমে তাত কণ্বের আশ্রমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে। আমি সে সময়ে কুমারী ছিলাম। হে মহারাজ! উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয়জন অপ্সরা সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোকনিবাসিনী মেনকা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া বিশ্বামিত্রের ঔরসে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। অভদ্রা মেনকা হিমালয়ের প্রস্থদেশে আমাকে প্রসব করিয়া শত্রুকন্যার ন্যায় তথায় পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যান। হায়! না জানি, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাতক করিয়াছিলাম; যেহেতু, বাল্যকালে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, এক্ষণে আবার তুমি পতি হইয়াও পরিত্যাগ করিলে! যাহা হউক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমার তত ক্ষতি বোধ হইবে না; কারণ, আমি এক্ষণেই পিতার আশ্রমে গমন করিব; কিন্তু তোমার স্বীয় ঔরসজাত এই সুকুমার নবকুমারকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অবিধেয়।"

দুষ্মন্ত কহিলেন, "শকুন্তলে! আমি তোমার গর্ভে যে পুৎত্র উৎপাদন করিয়াছি, ইহা আমার কোন প্রকারেই স্মরণ হইতেছে না, স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কহিয়া থাকে; বোধ হয়, তুমিও মিথ্যাকথা কহিতেছ; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে? কুলটা মেনকা তোমার জননী; তাহার মত নির্দ্দয় লোক জগতে নাই। সে তোমাকে প্রসব করিয়া নির্ম্মাল্যের [পূজান্তে পরিত্যাক্ত পুষ্প] ন্যায় হিমালয়ের প্রস্থে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর তোমার জন্মদাতা বিশ্বামিত্রও অতি নীচাশয়; কারণ তিনি ক্ষৎত্রিয়কুলোদ্ভব হইয়া পরম পবিত্র সর্ব্বজনমাননীয় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছেন; তত্রাচ কামপরবশ হইয়াছিলেন। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মেনকা অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মহর্ষিদিগের অগ্রগণ্য, তবে তুমি তাঁহাদিগের কন্যা হইয়া কি নিমিত্ত পুংশ্চলীর [কূলটা—পরপুরুষগামিনী] ন্যায় মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ? এই সভাসদ্গণের সমক্ষে, বিশেষতঃ আমার সমক্ষে এই সকল অশ্রদ্ধেয় কথা কহিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? অতএব রে দুষ্টতাপসি! তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অপ্সরাপ্রধানা মেনকাই বা কোথায়, আর তাপসীবেশধারিণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুৎত্রকে বাল্যকালেই মহাবলপরাক্রান্ত ও মহাকায় দেখিয়া কোনরূপেই তোমাকে বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি আপনিই কহিতেছ,

সুনিকৃষ্টা স্বৈরিণী [স্বচ্ছাচারিণী] মেনকা তোমার জননী। সে কামরাগে অন্ধ হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে। আর তুমিও পুংশ্চলীর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছ। তুমি যে-সকল কথা কহিলে, আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না এবং তোমাকেও চিনি না; অতএব তুমি যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও।”

শকুন্তলা কহিলেন, “মহারাজ! সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্ব-পরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না। মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া; অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি; অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এস্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর; রুষ্ট হইও না। দেখ, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখ না দেখে ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে; কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপ-প্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্যব্যয় করে লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ [বিষ্ঠা] মাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খলোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভকথা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে; আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগের সংবর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী [কেবল পরচ্ছিদ্রানুসারী] অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে; কারণ, অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধ কালসর্পরূপী সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তিকেরা কোথায় আছেন? যে ব্যক্তি স্বয়ং স্ব-সদৃশ পুৎত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন এবং সে অভীষ্টলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুৎত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব পুৎত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন —ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুৎত্র মনুষ্যের ইহকালে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ! তুমি পুৎত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে! আত্মকৃত সত্যধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ, শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ, শত

শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুৎত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত শত পুৎত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে এক সত্য রাখিয়া তুলনা করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ! সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্ট আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুগামী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব, তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না; কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে আমার এই পুৎত্র এই সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে সন্দেহ নাই।”

দুষ্মন্তের প্রতি দৈববাণী

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুন্তলা রাজাকে এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত রাজার প্রতি এই আকাশবাণী হইল,—”মাতা চর্ম্মকোষস্বরূপ, পিতাই পুৎত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করেন; পুৎত্র জনয়িতা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, অতএব হে দুষ্মন্ত! তুমি আপনার পুৎত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করিও না। হে নরদেব! ঔরস পুৎত্র পিতাকে যমালয় হইতে উদ্ধার করে। শকুন্তলা সত্যই কহিতেছেন, তুমিই এই পুৎত্রের উৎপাদক। জনয়িত্রী স্বকীয় অঙ্গকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধভাগ পুৎত্ররূপে প্রসব করেন; অতএব হে দুষ্মন্ত! এই শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত পুৎত্রকে প্রতিপালন কর। জীবৎপুৎত্রকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর নহে, অতএব হে রাজন্! শকুন্তলাগর্ভজাত এই স্বীয় পুৎত্রকে লালনপালন কর। যেহেতু, আমাদিগের উপরোধে তোমার এই পুৎত্রকে ভরণ করা আবশ্যক হইল, এই নিমিত্ত ইনি ভরত নামে বিখ্যাত হইবেন।”

রাজা দুষ্মন্ত দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে কহিলেন, “আপনারা দেবদূতের বাক্য শুনিলেন? আমিও এই কুমারকে আমারই আত্মজ বলিয়া জানি; কিন্তু যদি সহসা ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে দোষী করিবে এবং পুৎত্রটিও কলঙ্কী হইবে; এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম।” তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে পুৎত্রকে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজা পিতৃকর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পুৎত্রের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলাকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়ে! নির্জ্জন কাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেহই জানিত না; দোষৈকদর্শী লোক পাছে তোমাকে কুলটা, আমাকে কামপরবশ এবং রাজ্যে অভিষিক্ত পুৎত্রকে জারজ মনে করে, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ এতদ্রূপ বিচার

করিতেছিলাম; তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি যে-সকল কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে! আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা দুষ্মন্ত মহিষীকে এইরূপ কহিয়া বস্ত্রান্নপানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন এবং শকুন্তলার পুৎত্রের নাম ভারত রাখিলেন। পরে রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত পুৎত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভরত যুবরাজ হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে সমস্ত মহীপালগণকে পরাজয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরম যশস্বী হইলেন; অনন্তর রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অনল্প অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের নিকট ইন্দ্রের ন্যায় আদরণীয় হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! সেই ভরত হইতে ভারতী কীর্ত্তি ও তোমাদিগের ভারতনামক সুবিখ্যাত কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে।

৭৫তম অধ্যায়

সাধারণ সৃষ্টিবর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্! মহারাজ দুষ্মন্ত ও পতিপরায়ণা শকুন্তলার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু, আজমীঢ়, যদু, কৌরব ও ভারত ইঁহাদিগের বংশ কীর্ত্তন করি শ্রবণ করুন। ইঁহারা সকলেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী এবং ইঁহাদিগের বংশকীর্ত্তন অতি পবিত্র, আয়ুস্কর ও যশস্কর। প্রচেতার প্রথমতঃ দশ পুৎত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রচেতাঃ মুখনির্গত অগ্নি দ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুৎত্রগণকে দগ্ধ করেন। পরে প্রচেতার দক্ষ নামে অপর এক পুৎত্র জন্মেন। দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজা-সৃষ্টি হইয়াছে। হে পুরুষসিংহ। এই কারণবশতঃ লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দক্ষ বীরিণীর গর্ভে আত্মসদৃশ সহস্রসংখ্যক পুৎত্র উৎপাদন করেন। মহর্ষি নারদ সেই সহস্রসংখ্যক দক্ষ-সন্তানগণকে অত্যুৎকৃষ্ট সাঙ্খ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া মোক্ষোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে জনমেজয়! অনন্তর প্রজাসিসৃক্ষু [জনসৃষ্টিকামী] প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই পুৎত্রিকা করিয়া অন্মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে ও সাতাইশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী প্রধান ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হয়েন। তৎপরে কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। বিবস্বানের দুই পুৎত্র;— বৈবস্বত মনু ও যম। ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষৎত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলেন। বেণ, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্যাতি, ইলা, পৃষধ্রু এবং নাভাগারিষ্ট, মনুর এই দশ সন্তান ক্ষৎত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুৎত্র জন্মে; কিন্তু আমরা শুনিয়াছি তাঁহারা পরস্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়েন। ইলা হইতে পুরূরবাঃ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইলা তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন। পুরূরবাঃ মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন এবং সমুদ্রপরিবেষ্টিত ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের

চিরসঞ্চিত বহুমূল্য রত্নসকল অপহরণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া পুরূরবাকে অনুদর্শ-যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে সেই লোভপরতন্ত্র বলদৃপ্ত নরাধিপ সদ্যই বিনষ্টপ্রায় হইলেন। তিনি যজ্ঞাদিক্রিয়ানির্ব্বাহার্থ গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন। ইলাপুৎত্র পুরূরবার ঊর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু এবং শতায়ু এই ছয় পুৎত্র জন্মে। নহুষ, বৃর্দ্ধশর্ম্মা, রাজিঙ্গয় এবং অনেবস্ এই চারিটি আয়ুর ঔরসে ও স্বর্ভানবীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েন। হে পৃথিবীপাল্! ধীমান্ সত্যপরাক্রম নহুষ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নহুষ পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষৎত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন। তিনি দস্যুদল এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঋষিদিগকে কর প্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন। তিনি যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয়টি পুৎত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে যতি যোগবলে মুনি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। যযাতি স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে সম্রাট হইয়া এই সসাগরা পৃথিবী শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃগণকে ও দেবতাগণকে অর্চ্চনা করিয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন।

যযাতিচরিত

হে মহারাজ! সত্যপরাক্রান্ত যযাতি সম্রাট ছিলেন। তিনি ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন এবং প্রজাবর্গের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। মহারাজ যযাতি সর্ব্বদা যাগ-যজ্ঞ এবং ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের শুশ্রূষা করিতেন। দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই মহর্ষি ছিলেন। তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুৎত্র জন্মেন। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুৎত্র্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুৎত্র জন্মেন। তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ যযাতি বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়া অবশেষে শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন। তখন তিনি সেই রূপনাশিনী জরার প্রভাবে ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইয়া পুৎত্রদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে পুৎত্রগণ! আমি তোমাদিগের যৌবন দ্বারা যুবতীগণের সহিত বিহার করিতে বাসনা করি, তোমরা তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর।” ইহা শুনিয়া দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুৎত্র যদু কহিলেন, “মহারাজ! আমাদিগের যৌবন দ্বারা আপনার কিরূপ সহায়তা সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন।” যযাতি কহিলেন, “তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয়সম্ভোগ করিব। দীর্ঘসত্রানুষ্ঠানকালে মহর্ষি উশনার শাপে কামার্থবিনাশিনী জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্য সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি, অতএব হে পুৎত্রগণ! তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া রাজ্যশাসন কর। যিনি জরা গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার নবীন তনু আশ্রয় করিয়া বিষয় সম্ভোগ করিব।” তাহা শুনিয়া যদু প্রভৃতি চারিজন তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু কহিলেন, “মহারাজ! আপনি

আমার নবযৌবনসম্পন্ন সুকুমার কলেবর আশ্রয় করিয়া অভিলাষানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিব।” পরে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুৎত্রশরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন। অনন্তর সেই নৃপতি পুরুষ বয়োলাভ করিয়া যৌবনশালী হইলেন এবং পুরু তদীয় বয়ঃপ্রভাবে জরাগ্রস্থ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পরমসুখে বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরে চৈত্ররথ নামক কুবেরোদ্যানে [কুবেরের উদ্যানে] বিশ্বাচী-নাম্নী এক অপ্সরার সহিত কিছুকাল বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে মনোমধ্যে এই পৌরাণিকী গাথা অনুধ্যান করিলেন;— “কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি একজনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদয় হিরণ্য [সোনা], সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট; অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়কল্প। লোক যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করে, তখন ব্রহ্মতুল্য হয়।” মহারাজ যযাতি বৈরাগ্যের সারত্ব ও কামের অসারত্ব আলোচনা করিয়া পুৎত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন ও রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমিই যথার্থ পুৎত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, তোমার দ্বারাই আমার বংশরক্ষা হইবে, অতএব তোমার বংশ পৌরব-বংশ বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইবে।” পরে অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন।

৭৬তম অধ্যায়

দেবযানী-চরিত

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! দশম প্রজাপতি যযাতি রাজা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি পরমদুর্লভা শুক্রতনয়া দেবযানীকে কিরূপে লাভ করিলেন, আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আপনি এই বৃত্তান্ত এবং তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া আমার একান্ত কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজসম প্রভাবসম্পন্ন নহুষপুৎত্র যযাতি রাজাকে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যেরূপে বরণ করেন এবং তিনি যে প্রকারে দেবযানীকে লাভ করেন, হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই সচরাচর বিশ্বরাজ্যলাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা জিগীষাপরবশ হইয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিলেন। একরূপ কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইঁহারা প্রতিনিয়ত পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে-সকল অসুর সংহার করিতেন, শুক্র মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন। সেই সকল পুনর্জ্জীবিত অসুরেরা উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিত। কিন্তু অসুরেরা যুদ্ধে যে-সকল দেবতার প্রাণনাশ করিত, সুরাচার্য্য

বৃহস্পতি আর তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না; কারণ; মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে বিদ্যাপ্রভাবে দানবগণকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন, বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন।

অনন্তর দেবতারা বিষাদাপন্ন ও শুক্রাচার্য্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুৎত্র কচের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে কচ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমাকে আমাদিগের এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। অমিততেজা শুক্রাচার্য্য যে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা জানেন, তুমি সত্বর তাহা অপহরণ কর। এই কর্ম্ম করিলে তুমি সর্ব্ববিষয়ে আমাদিগের অংশভাগী হইবে। সম্প্রতি বৃষপর্ব্বার নিকটে তুমি শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইবে। তিনি তথায় দানবগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। তুমি অল্পবয়স্ক বালক। তুমিই তাঁহার আরাধনায় সক্ষম হইবে। সেই মহাত্মার দেবযানীনাম্নী এক কন্যা আছেন, তাঁহাকেও আরাধনা করিতে তোমা ভিন্ন অন্য কেহই সমার্থ হইবে না। দয়াদাক্ষিণ্য-সুশীলতাদি গুণে দেবযানীকে সন্তুষ্টা করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই সেই সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিবে।"

অনন্তর বৃহস্পতি-তনয় কচ 'তথাস্তু' বলিয়া বৃষপর্ব্বার সমীপে গমন করিলেন। দেবগণপ্রেরিত কচ দ্রুতগমনে তথায় উপনীত হইয়া অসুরেন্দ্র বৃষপর্ব্বার সমীপে শুক্রকে দেখিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌৎত্র, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুৎত্র, আমার নাম কচ, আপনাকে গুরু স্বীকার করিলাম। আপনি আমার গুরুত্বে বৃত হইলে আমি সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিব, আপনি আমাকে অনুমতি করুন।" শুক্র কহিলেন, "হে কচ! তোমার পিতা বৃহস্পতি অতি পূজনীয়, অতএব আমি তোমার বাক্য অঙ্গীকার করিলাম। এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অধিকারী করি।"

কচের শুক্র-শিষ্যত্ব-গ্রহণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ কচ ভৃগু-পুৎত্র শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিলেন এবং ব্রতকালের অব্যাঘাতে উপাধ্যায়ের ও তৎপুৎত্রী দেবযানীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন নৃত্য, গীত বাদ্য এবং ফলপুষ্পাদি আহরণ দ্বারা অত্যল্প দিবসের মধ্যেই প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর পরিতোষ জন্মাইলেন। দেবযানীও গীত বাদ্যদ্বারা ব্রতধারী কচের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্রতাচরণ করিতে করিতে কচের পঞ্চশত বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর দানবেরা কচের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উপাধ্যায়ের গোরক্ষণে নিযুক্ত কাননস্থ কচকে বিনাশ করিল এবং তদীয় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল-কুক্কুরগণকে ভক্ষণ করিতে দিল। তখন গো-সকল গোপশূন্য হইয়া স্ব স্ব নিবেশনে প্রত্যাগত হইল। পরে দেবযানী কচকে না দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, 'হে পিতা! আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা হইল, সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলেন এবং গো-সকল গোপশূন্য হইয়া গৃহে আগমন করিল; কিন্তু কচকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না, অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কচ আহত বা কালগ্রস্ত হইয়াছে। আমি সত্য কহিতেছি, কচ ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারিব না।' শুক্র কহিলেন, 'বৎসে! চিন্তা কি? কচ এই মুহূর্ত্তেই আসিবে। আমি মৃত কচকে পুনর্জ্জীবিত করিব।' এই বলিয়া সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রয়োগপূর্ব্বক কচকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আহূত কচ

সঞ্জীবনীবিদ্যাপ্রভাবে পুনর্ব্বার জীবনপ্রাপ্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া হৃষ্টমনে উপাধ্যায়সমীপে উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন, 'কচ! তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?' কচ উত্তর করিলেন, 'হে ভাবিনি! আমি সমিৎ, কুশ এবং কাষ্ঠভার দ্বারা আক্রান্ত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গোগণের সহিত বিশ্রামার্থ এক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। ইত্যবসরে অসুরগণ তথায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে?' আমি কহিলাম, 'আমি বৃহস্পতির পুৎত্র, আমার নাম কচ।' এই কথা কহিবামাত্র তাহারা আমাকে বধ করিয়া তদ্দণ্ডে আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল-কুক্কুরগণকে ভক্ষণার্থ প্রদানপূর্ব্বক পরমসুখে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। এক্ষণে মহাত্মা ভার্গবের বিদ্যাবলে পুনর্ব্বার জীবন পাইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম।'

অনন্তর একদা দেবযানী পুষ্পচয়নার্থ কচকে অরণ্যে প্রেরণ করিলেন। দানবেরা কাননস্থ কচের শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিয়া দিল। এদিকে দেবযানী কচের বিলম্ব দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন শুক্র বিদ্যাপ্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে কচ পুনর্ব্বার আসিয়া গুরুসন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৃতীয়বার অসুরেরা কচকে বিনষ্ট ও ভস্মাবশিষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। তখন দেবযানী পুনর্ব্বার পিতাকে নিবেদন করিলেন, 'হে পিতাঃ! আমি পুষ্পাহরণার্থ কচকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনও তাহাকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না। বোধ হয়, সে আহত বা মৃত হইয়া থাকিবে। হে পিতাঃ! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, কচ ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারিব না।' শুক্রাচার্য্য কহিলেন,]হে পুৎত্রি! বৃহস্পতির পুৎত্র কচ নিশ্চয়ই মৃত হইয়াছে। আমি সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রভাবে বারংবার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছি; কি করি, অসুরেরা তথাপি তদ্বিনাশে বিরত হইতেছে না; অতএব হে দেবযানি! তুমি শোক বা রোদন করিও না। তোমার সদৃশ্মী মহিলারা সামান্য মর্ত্তলোকের নিমিত্ত শোকমোহে অভিভূত হয় না। দেখ, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, অসুরগণ এবং সমস্ত জগৎ তোমাকে মহাপ্রভাব শালিনী জানিয়া নমস্কার করেন। কচের জীবন রক্ষা করা বৃথা বোধ হইতেছে, যেহেতু, অসুরেরা সুযোগ পাইলেই পুনর্ব্বার তাহার প্রাণসংহার করিবে।' দেবযানী কহিলেন, "বৃদ্ধতম মহর্ষি অঙ্গিরাঃ যাঁহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা,তাঁহার নিমিত্ত কেনই বা রোদন ও শোক করিব না? কচ নিজেও সামান্য লোক নহেন। তিনি ব্রহ্মচারী, তপোধন ও সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ। হে তাত! আমি নিরাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া কচের অনুগামিনী হইব। কচ আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আমি তাঁহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্রও জীবনধারণ করিতে পারিব না।"

মহর্ষি শুক্র দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কচকে আহ্বান করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই অসুরেরা আমার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই বারংবার আমার শিষ্যের প্রাণনাশ করিতেছে। দুর্দ্দান্ত দানবেরা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার অভিলাষে আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভাল, আমি এক্ষণেই তাহাদিগের এই পাপের দণ্ডবিধান করিতেছি। ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে।" এই বলিয়া কচকে বিদ্যাবলে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সমাহূত কচ গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া জঠর হইতে অল্পে অল্পে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজ জঠর হইতে তাঁহার

কথা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, “কচ! তুমি কি প্রকারে আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ?” কচ কহিলেন, “আপনার প্রসাদে বলবতী স্মরণশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই নিমিত্ত আমার যথাবৎ বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আর আমার তপস্যা কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, এই নিমিত্ত এই দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। অসুরেরা আমাকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া আপনার সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আপনি বিদ্যমান থাকিতে আসুরী মায়া কখনই ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে না।” শুক্র কহিলেন, “বৎসে দেবযানী! অদ্য কিরূপে তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনা করিব? আমি প্রাণ পরিত্যাগ না করিলে কচের প্রাণরক্ষা হয় না। কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে; সুতরাং কুক্ষি-বিদারণ ব্যতিরেকে কচ কিরূপে নির্গত হইবে?” দেবযানী কহিলেন, “তাত! কচের বিনাশ ও আপনার উপঘাত (অপমৃত্যু) এক্ষণে এই উভয়ই আমার পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প বোধ হইতেছে। কচের বিনাশ হইলে আমার জীবন নষ্ট হইবে এবং আপনার বিয়োগে কিরূপেই বা প্রাণধারণ করিব?” তখন শুক্র উদরস্থ কচকে কহিলেন, “হে বৃহস্পতি-পুৎত্র কচ! যেহেতু, দেবযানী তোমাকে ভক্ত বলিয়া আদর করেন, অতএব বোধ হয়, তুমি কোন সিদ্ধপুরুষ অথবা কচরূপী ইন্দ্র হইবে। যাহা হউক, অদ্য তোমাকে এই সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমার উদর হইতে বহির্গত হইতে পারে না, অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকে বিদ্যা দান করিব, কিন্তু বৎস! তুমি পুৎত্ররূপে আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যাবলে আমাকে জীবিত করিবে। দেখিও, এই ধর্ম্ম-প্রতিপালনে যেন পরাঙ্মুখ হইও না।”

কচের সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ

অনন্তর কচ শুক্রসন্নিধানে সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রাপ্তিপূর্ব্বক কুক্ষিভেদ করিয়া পূর্ণিমা-শশাঙ্কের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, মৃত শুক্রাচার্য্য ভূতলে পতিত আছেন। কচ অবিলম্বে সিদ্ধবিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন! যিনি কর্ণে অমৃত-নিষেকস্বরূপ মন্ত্র প্রদান করেন, আমি তাঁহাকে পিতামাতা স্বরূপ স্বীকার করি; কোন্ ব্যক্তি এমত মূঢ় যে, তাদৃশ হিতৈষী লোকের অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে? সত্যফলপ্রদ নিধির নিধিস্বরূপ ও পরম-পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না করে, সেই পাপিষ্ঠ ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হয়।” মহানুভব শুক্র সুরাপান-জনিত অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অভিরূপ১ কচকে সুরাসহকারে উদারস্থ করিয়াছিলেন, এই বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বিপ্রগণের প্রিয়সম্পাদনার্থ কহিলেন, “অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহা২ হইয়া ইহকাল ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। আমি বিপ্রধর্ম্মের এই সীমা৩ সংস্থাপন করিলাম। গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোক ইহা শ্রবণ করুন।” তপোনিধি এই বলিয়া মূঢ়বুদ্ধি দানবদিগকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, “অরে নির্ব্বোধ দানবগণ! আমার তুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া আমার নিকট বাস করিবেন।” এই কথা কহিয়া তিনি বিরত হইলেন। তৎপরে দানবেরা

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। কচ সহস্র বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

৭৭তম অধ্যায়

দেবযানীর কচ-পাণিপ্রার্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রতপরায়ণ কচ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে দেবযানী কহিলেন, "হে মহর্ষি অঙ্গিরার পৌৎত্র কচ! তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শম-দমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছ। মহাযশাঃ অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মান্য, তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার সেইরূপ মান্য ও পূজনীয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে তপোধন! তুমি নিয়মস্থ বা ব্রতনিষ্ঠ হইলে আমি তোমার সবিশেষ শুশ্রূষা করিতাম; এক্ষণে তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা, অতএব মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ কর।" কচ কহিলেন, "হে শুভে! তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য আমার যেরূপ মান্য ও পূজনীয়, তুমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। হে ভদ্রে! তুমি ভগবান্ ভার্গবের প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা কন্যা। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার গুরুপুৎত্রী; সুতরাং আমাকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হইতেছে না।" দেবযানী কহিলেন, "তুমি আমার পিতার পুৎত্র নহ। তুমি পিতার গুরুপুৎত্রের পুৎত্র। কেবল এই নিমিত্ত তুমি আমার মান্য ও পূজনীয়। কিন্তু অসুরেরা তোমাকে বারংবার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্তা হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ্দ্য ও অনুরাগ করিয়া থাকি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে; অতত্রব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এখন তুমি এ নিরপরাধিনীকে পরিত্যাগ করিও না।" কচ কহিলেন, "হে শুভব্রতে! অন্যায্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা উচিত হইতেছে না। হে বালে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতরা। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে বিশালাক্ষি! তুমি যে শুক্রের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ, আমি তাঁহারই উদরে বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তুমি ধর্ম্মতঃ আমার ভগিনী হইলে, অতএব এরূপ কথা আর কহিও না। হে ভদ্রে! এতদিন এই স্থলে সুখে বাস করিলাম, এক্ষণে অনুমতি কর, গৃহে গমন করি এবং অশীর্ব্বাদ কর, যেন পথিমধ্যে আমার কোন বিঘ্ন-ঘটনা না হয়। কথাপ্রসঙ্গে আমাকে এক একবার স্মরণ করিও এবং সতত সাবধানে আমার গুরু শুক্রাচার্য্যের পরিচর্য্যা করিও।"

কচ-দেবযানীর পরস্পর শাপ

দেবযানী কহিলেন, "হে কচ! তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমার সঞ্জীবনীবিদ্যা ফলবতী হইবে না।" কচ কহিলেন, "আমি কোন দোষাশঙ্কায় তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি, এমন নহে; গুরুপুৎত্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি এবং এ বিষয়ে গুরুরও অনুমতি নাই, সুতরাং তুমি অকারণে আমাকে অভিসম্পাত করিলে। হে দেবযানী! আমি তোমাকে আর্যধর্ম্মের [ঋষিসম্মত ধরর্ম্মের] উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম; তথাপি তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে। ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত নহি এবং তোমার এই শাপও

ধর্ম্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে যে, তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না; ভাল, তাহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব, সে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।" কচ দেবযানীকে এইরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিয়া সত্বর দেবলোকে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত দেখিয়া বৃহস্পতি সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে কচ! তুমি আমাদিগের যে পরমাদ্ভুত হিতকার্য্য সম্পাদন করিলে, তাহাতে তোমার যশ চিরস্থায়ী হইবে এবং তুমি আমাদিগের অংশভাগী হইবে।"

৭৮তম অধ্যায়

দেবযানী-শর্ম্মিষ্ঠার বিবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কচ কৃতবিদ্য হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলে দেবগণ অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট সঞ্জীবনীবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "হে পুরন্দর! তোমার বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে শত্রুকুল-সংহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।" ইন্দ্র দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া চৈত্ররথোপম পরম-রমণীয় এক কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্ব স্ব পরিধেয়বস্ত্র সরোবরতীরে রাখিয়া জলবিহার করিতেছিল। দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ ধারণ করিয়া কন্যাদিগের বস্ত্র সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তৎপরে কন্যাগণ সকলে জল হইতে উত্থিত হইয়া, যিনি যে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন, তাহাই পরিধান করিলেন। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা না জানিতে পারিয়া দেবযানীর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। দেবযানী কহিলেন, "রে অসুরকন্যা! তুই আমার শিষ্যা হইয়া কোন্ সাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস? এই অত্যাচারে তোর শ্রেয়োলাভ হইবে না।" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "দেখ দেবযানী! আমার পিতা যখন শয়ান বা উপবিষ্ট থাকেন, তোমার পিতা নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে স্তুতিপাঠকের ন্যায় তাঁহাকে নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্তব-প্রতিগ্রহ ও যাচঞা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তুমি তাহারই কন্যা। আর সকলে যাহার আরাধনা করিয়া থাকে, যিনি প্রার্থনাধিক অর্থদান করিয়া যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমি তাঁহার কন্যা। তুমি যত পার, ক্ষোভ কর, হিংসা কর, দ্বেষ কর বা শাপ দাও, আমি তোমাকে কখনই সমকক্ষ বলিয়া গণনা করিব না।"

দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ

শর্ম্মিষ্ঠার এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বলপূর্ব্বক আপনার পরিধেয়-বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শর্ম্মিষ্ঠা কোপাক্রান্ত ও কম্পিত কলেবর হইয়া দেবযানীকে সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন।

দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা স্বভবনে গমন করিলেন। মৃগয়াবিহারী নহুষাত্মজ যযাতি রাজা অশ্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সন্নিহিত হইলেন। রাজা জল-প্রার্থনায় কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সেই রমণীকে অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা-বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কেনই বা এত শোকাকুলা হইয়াছ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছ?" দেবযানী কহিলেন, "দানবেরা দেবগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে যিনি সঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা। আমি যে এই বনমধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ? আপনি মহাবংশ-প্রসূত, অসামান্য যশস্বী ও শান্তপ্রকৃতি; অতত্রব আপনি আমার দক্ষিণহস্ত ধরিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন।" রাজা যযাতি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণী-বোধে দক্ষিণ-হস্ত ধারণপূর্ব্বক কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন এবং সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

নহুষতনয় রাজা যযাতি নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিলে ঘূর্ণিকা-নাম্নী এক দাসী সহসা দেবযানী-সমীপে উপস্থিত হইল। দেবযানী বাষ্পাকুললোচনে তাহাকে কহিলেন, "ঘূর্ণিকে! তুমি সত্বর আমার পিতার নিকট যাইয়া বল, শর্ম্মিষ্ঠা আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে, আর আমি বৃষপর্ব্বরাজের নগরে প্রবেশ করিব না।" তাঁহার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রে ঘূর্ণিকা দ্রুতপদসঞ্চারে অসুরমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভ্রমাবিষ্টচিত্তে শুক্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেবযানী-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। মহর্ষি শুক্র শ্রুতিমাত্রেই উত্থিত হইয়া বনমধ্যে কন্যার অন্বেষণে গমন করিলেন এবং অবিলম্বেই তথায় উপনীত হইয়া দেবযানীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গদ্‌গদবচনে কহিলেন, "বৎসে দেবযানী! আপনার সুকৃতি ও দরষ্কৃতি অনুসারে সকলে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; বোধ হয়, তুমি কোন পাপকর্ম্ম করিয়া থাকিবে, তাহারই ফলভোগ করিতে হইয়াছে।" দেবযানী কহিলেন, "তাত! পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যেরূপ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া পিতার নিকট সমস্ত পরিচয় দিলেন; পরিশেষে কহিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠা যে প্রকার কহিয়াছে, আমি যদি যথার্থই সেইরূপ হই, তবে তাহার নিকট আপনার দোষ স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে।" শুক্র কহিলেন, "বৎসে! তুমি ত' স্তাবক বা প্রতিগ্রহোপজীবীর [দানগ্রহণ দ্বারা জীবনধারণকারীর] কন্যা নহ। তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহেন, বরং অন্যে তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র এবং নহুষতনয় রাজা যযাতি ইঁহারা সকলেই জানেন যে, অচিন্ত্য নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মাই আমার বল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু বস্তু আছে, আমিই তাহার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, প্রজাদিগের প্রিয়কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত আমিই বারিবর্ষণ

ও ওষধি-সকল পুষ্ট করিয়া থাকি।” মহানুভব শুক্র বিষাদমগ্না ক্রোধাকুলা দেবযানীকে এইরূপ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

৭৯তম অধ্যায়

বৃষপর্ব্বার প্রতি শুক্রের ক্রোধ

শুক্র কহিলেন, “হে দেবযানী! যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কারবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত। সাধুলোকেরা অশ্বরশ্মি [বল্গাধারী] গ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকে যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। যেমন সর্প নির্ম্মোক [খোলস] পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন। যিনি ক্রোধবেগ সংবরণ পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা-সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনও ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বালক-বালিকারা বিবেকাভাবপ্রযুক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রাজ্ঞব্যক্তি সেরূপ করেন না।” দেবযানী কহিলেন, “তাত! আমি অল্পবয়স্কা বালিকা বটে, কিন্তু ধর্ম্মের মর্ম্ম বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহি এবং ক্রোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের বলাবল-পরিজ্ঞানেও অক্ষম নহি। কিন্তু যে-ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের ন্যায় আচরণ করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তাহাকে কিছুতেই ক্ষমাপ্রদর্শন করিবে না। অতএব এই ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। যে-সকল পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না; আর যেস্থানে বাস করিলে আচার ব্যবহার ও কৌলীন্যাদির গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প। হে তাত! বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সেই সকল দুর্ব্বাক্য আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অধিক কি বলিব, যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভপ্রত্যাশায় ধনিগণের উপাসনা করে, বোধ হয়, তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম।”

৮০তম অধ্যায়

শুক্রের বৃষপর্ব্বার সম্বন্ধত্যাগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শুক্র ক্রোধভরে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে কহিলেন, “হে দানবরাজ! অধর্ম্ম আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। যদিও অনুষ্ঠানকর্ত্তার তাহার ফলভোগ হয় না, তত্রাপি তাহার পুৎত্র বা পৌৎত্রদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়। বৃহস্পতি-তনয় কচ বিদ্যালাভ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল। সে ধর্ম্মপরায়ণ, সুশীল ও শুশ্রূষাপরশ [শাস্ত্রীয় তত্ত্ব

শ্রবণে ইচ্ছুক]। তুমি অন্য দ্বারা নিরপরাধে বারংবার তাহার প্রাণহিংসা করিয়াছিলে। আজি আবার তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার দেবযানীর প্রাণ নষ্ট করিবার আশয়ে তাহাকে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচারে আমি অদ্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর তোমার অধিকারে বাস করিব না। তোমরা আমার কথা প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা কর, নতুবা আপন দোষ সংশোধনে প্রতীক্ষা [উপেক্ষা-বিলম্ব] করিতে না।" বৃষপর্ব্বা কহিলেন, "হে ভার্গব! আমি আপনাকে অধার্ম্মিক বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বোধ করি না, প্রত্যুত পরমধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আপনার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করি না, অতএব ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই।" শুক্র কহিলেন, "তোমরা সাগরেই প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও, তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি; যেমন বৃহস্পতি ইন্দ্রের যোগক্ষেমকর [সুমন্ত্রাদানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সাহায্যকারী], আমিও সেইরূপ তোমার যোগক্ষেম সম্পাদন করিয়া থাকি। অতএব যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে বাসনা থাকে, তবে দেবযানীকে প্রসন্ন কর। দেবযানী আমার জীবনস্বরূপ।" বৃষপর্ব্বা কহিলেন, ভগবন্! অসুরেরা যে কিছু ধনসম্পত্তি বা গো হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অধিকার করে, আপনি তৎসমুদয়ের ও আমার অধীশ্বর, অতএব আপনি প্রসন্ন হউন।" শুক্র কহিলেন, "যদি আমি দানবদিগের সমুদয় সম্পত্তির ও ঈশ্বর হই, তাহা হইলেও তুমি দেবযানীকে প্রসন্না কর।" দানবরাজ বৃষপর্ব্বা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন।

পরে ভৃগুনন্দন শুক্র দেবযানীর নিকট গমন করিয়া এই কথা আদ্যোপান্ত অবগত করাইলেন। তখন দেবযানী কহিলেন, "হে পিতাঃ! তুমি যে অসুরদিগের সকল সম্পত্তির ঈশ্বর, তাহা বৃষপর্ব্বা স্বয়ং আমার নিকট অঙ্গীকার করুক, নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না।" তাহা শুনিয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বা কহিলেন, "হে চারুহাসিনী দেবযানী! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল, অতিশয় দুর্লভ বস্তু হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব।" তখন দেবযানী কহিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র অসুর কন্যার সহিত আমার দাসীভাব অবলম্বন করুক, এই আমার অভিলাষ এবং আমি বিবাহিতা হইয়া যৎকালে ভর্ত্তৃগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইবে।" তাহা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা সমীপবর্ত্তিনী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, "তুমি যাও এবং শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠাকে আমার নিকট আনয়ন কর। দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ, শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়া তাহা অবিলম্বে সম্পাদন করুক।" পরিচারিকা রাজার আদেশক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, "রাজনন্দিনী! মহারাজ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, এক্ষণে চল এবং জ্ঞাতি কুলের শুভসম্পাদন কর। শুক্রাচার্য্য দেবযানী কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া অসুরকুল পরিত্যাগের উপক্রম করিয়াছেন, এক্ষণে দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে।"

শর্ম্মিষ্ঠার দেবযানী-দাসীত্ব

পিতার আদেশ শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, “তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব, আর দেবযানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি শুক্রও যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। আমার দোষে শুক্রও দেবযানী নগর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই হইবে না।” এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক সহস্র দাসীপরিবৃতা হইয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন এবং দেবযানী সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, “হে গুরুকন্যে! আমি সহস্র অসুর কন্যার সহিত তোমার দাস্যকর্ম্ম করিব এবং তুমি পরিণীতা হইয়া যখন পতিগৃহে গমন করিবে, তৎকালেও আমি দাসীভাবে তোমার সমভিব্যাহারে যাইব।” দেবযানী কহিলেন, “দেখিও, তুমি রাজনন্দিনী হইয়া কিরূপে চাটুকার ও ভিক্ষুকের ন্যায় দাসীভাব অবলম্বন করিবে।” শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, “জ্ঞাতিকুলের বিপদ ঘটিলে যে-কোন উপায় দ্বারা হউক, তাহার প্রতীকার-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্য আমি তোমার দাসীবৃত্তি স্বীকার করিলাম।” এইরূপে শর্ম্মিষ্ঠা দাসীভাব অঙ্গীকার করিলে দেবযানী নিজ পিতা শুক্রকে কহিলেন, “হে তাত! আমি ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি, চল, এক্ষণে নগরে প্রবেশ করি। জানিলাম, তোমার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অমোঘ।” মহাযশাঃ শুক্র কন্যা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত এবং দানবরাজ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার দেবযানীর সহিত পুরে প্রবেশ করিলেন।

৮১তম অধ্যায়

যযাতির সহিত দেবযানীর পরিচয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কিয়ৎকাল অতীত হইলে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনর্ব্বার সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে শর্ম্মিষ্ঠা ও সেই সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ বনবিহার করিতেছেন; কেহ প্রফুল্ল মনে মধুপান করিতেছে, কেহ সুস্বাদ ফল ভক্ষণ করিতেছে, কেহ বা অন্যান্য ভক্ষদ্রব্য ভোজন করিতেছে, ইত্যবসরে মৃগয়াবিহারী নহুষতনয় যযাতি মৃগের অনুসরণক্রমে একান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যাগণবেষ্টিতা মধুরহাসিনী এক পরমসুন্দরী কামিনী তথায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং পরমসুকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া সমুচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্রে! তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কোন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ? তোমার ও তোমার এই পরিচারিকার নাম কি এবং এই সকল সখীগণই বা কে?” দেবযানী কহিলেন, “আমি সবিশেষ নিবেদন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন মহারাজ! আমি দৈত্যগুরু শুক্রের কন্যা, আর আমার এই পরিচারিকা দানবরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা। ইনি দাসীভাবে সততই আমার অনুগামিনী থাকেন।” ইহা শুনিয়া রাজা কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুন্দরী! ইনি দানবরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা হইয়া কি কারণে তোমার দাসী হইলেন, জানিতে নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে। দেবযানী কহিলেন, “দৈবনির্ব্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না,সুতরাং রাজকন্যা যে আমার পরিচারিকা হইবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে, অতএব সে বিষয়ের আর বিশেষ অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। মহাশয়! আপনার আকার ও বেশ দেখিয়া রাজা ও বাগ্বিন্যাসপটুতা দেখিয়া পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব বলুন, আপনি কে, কাহার পুৎত্র এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন?” যযাতি কহিলেন, “আমি শৈশবকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি রাজা ও রাজকুলে উৎপন্ন বটে; আমার নাম যযাতি।” দেবযানী কহিলেন, “মহারাজ! আপনি কি উদ্দেশ্যে এই অরণ্যে আসিয়াছেন, শুনিতে অভিলাষ করি।” রাজা কহিলেন, “সুন্দরি! আমি মৃগয়ার্থ নগরী হইতে নির্গত হইয়া মৃগের অনুসরণক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও বলবতী পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া জলপানাভিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমার শ্রান্তি দূর ও পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, কথাপ্রসঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে, অতএব অনুমতি কর প্রস্থান করি।” দেবযানী কহিলেন, “মহারাজ! এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনার অধীন হইলাম, অদ্যাবধি আপনি আমার সখা ও ভর্ত্তা হইলেন।”

যযাতির দেবযানী-পাণিগ্রহণ

রাজা সহসা এই অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে ও বিনয়বচনে দেবযানীকে কহিলেন, “হে শুক্রতনয়ে! ইহা তোমার শ্রেয়ঃকল্প নহে; দেখ, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষৎত্রিয়জাতি, আমি কোনরূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য কদাচ এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না।” দেবযানী কহিলেন, “মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই ক্ষৎত্রিয়ের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষৎত্রিয়েরাও কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে আমাকে ভার্য্যারূপে অঙ্গীকার করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ নহে; বিশেষতঃ আপনি স্বয়ং ঋষি ও ঋষিপুৎত্র; অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।” যযাতি কহিলেন, “হে সুন্দরি! চারি বর্ণই একের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার-বিষয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রণালী ও আচার-পরম্পরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অতএব আমি হীনবর্ণ হইয়া কিরূপে শ্রেষ্ঠবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিব?” তখন দেবযানী কহিলেন, “মহারাজ! পাণিগ্রহণ করিলেই বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এ প্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, যৎকালে আমি অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন আপনিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে এত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধিই আপনি আমার পতি হইয়াছেন, অতঃপর আর কেহই আমার পাণিস্পর্শ করিবে না।” তখন যযাতি কহিলেন, “হে দেবযানী! মহাবিষ, আশীবিষ ও সুতীক্ষ্ণ শর অপেক্ষাও কোপাক্রান্ত ব্রাহ্মণ সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।” দেবযানী কহিলেন, “মহারাজ! কি কারণে এরূপ কহিতেছেন, স্থির করিতে পারিতেছি না।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “দেখ সর্পাঘাতে ও শস্ত্রপাতে একের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে গ্রাম, নগর, বন ও উপবন প্রভৃতি সকলই ভস্মসাৎ করেন, সুতরাং আমার মতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ। অতএব হে দেবযানী! তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না।” তখন দেবযানী কহিলেন, “মহারাজ! আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছি, এ কথা শুনিয়া পিতা আসিয়া অবশ্যই আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবেন। অযাচিতা বা পিতৃদত্ত কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহীতার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।” এই বলিয়া দেবযানী স্বীয় পরিচারিকা ঘূর্ণিকা দ্বারা পিতৃসন্নিধানে আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি শুক্র ধাত্রী মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন। রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যকে তথায় আগত দেখিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে দেবযানী পিতাকে কহিলেন, “হে তাত! ইনি নহুষতনয় রাজা যযাতি। আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহীতা হইয়াছেন, অতএব আপনি এই সৎপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন; আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিব না।” তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে নহুষনন্দন! আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, অতএব আমি

প্রসন্ন-মনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর।” যযাতি কহিলেন,”ভগবান্! ক্ষৎত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্করজনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি।” শুক্র কহিলেন, “মহারাজ! তুমি অভিলাষনুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সত্যই আমি তোমার পাপাপনোদন করিব, তুমি বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ কর, প্রার্থনা করি, তোমাদের উভয়ের অতিমাত্র সদ্ভাব হউক; কিন্তু এই অসুররাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন; তুমি কদাচ ইঁহাকে পরিণয় করিও না।”

রাজা যযাতি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনে শুক্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি শুক্র ও দানবগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সেই দুই সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

৮২তম অধ্যায়

যযাতির শর্ম্মিষ্ঠাগ্রহণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যযাতি স্বনগরে প্রত্যাগত হইয়া পরম-সমাদরে দেবাযানীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং তাহার নির্দ্দেশক্রমে অশোকবনসন্নিধানে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তথায় বাস করিতে আদেশ দিলেন। রাজা গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার প্রতিপালন ও দেবযানীর সহিত পরমসুখে যৌবনসুখ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, তিনি রাজসহযোগে গর্ভবতী ও যথাকলে পুত্রবতী হইলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা শর্ম্মিষ্ঠা আপন নবযৌবন ও গর্ভাধানকাল আবির্ভূত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমার ত’ ঋতুকাল উপস্থিত, কিন্তু অদ্যাপি বিবাহ হইল না; এক্ষণে কি করি, কি উপায়েই বা স্বীয় মনোরথ সম্পাদন করি। দেবযানী একটি পুত্র প্রসব করিয়া স্বকীয় বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে, কিন্তু আমার যৌবনকাল বুঝি নিস্ফল হইল। দেবযানী যেরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও সেইরূপে মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়া চরিতার্থ হইব। আমি সন্তানকামনায় নির্জ্জনে তাহার সহযোগ প্রার্থনা করিলে, বোধ করি, তিনি কখনই তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।” এই অবসরে রাজা যযাতি অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোকবনসন্নিধানে আগমন করিলেন। সুচারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা রাজাকে নির্জ্জনে পাইয়া প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে কিংবা আপনার অন্তঃপুরে যে-সকল স্ত্রীলোক বাস করেন, তাঁহাদিগকে কেহই নয়নগোচর করিতে পান না। হে রাজন! আমার কুল, শীল, রূপ, যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ঋতুরক্ষা করুন।” যযাতি কহিলেন, “হে সুন্দরি! তুমি অতি সুশীলা, সৎকুলোদ্ভবা এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহে; কিন্তু দেবযানীর

পাণিগ্রহণকালে শুক্র আমাকে কহিয়াছিলেন, এই বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচি শয্যায় আহ্বান করিও না।" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "মহারাজ! পরিহাসপ্রসঙ্গে, স্ত্রী মনোরঞ্জনের নিমিত্তে বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কটে ও সর্ব্বস্বনাশকালে মিথ্যাব্যবহার কদাচ পাপাবহ নহে। সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যাকথা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়।"

যযাতি কহিলেন, "রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল, মিথ্যা কহিলে রাজা অবশ্যই বিনষ্ট হন, অতএব আমি অর্থকষ্টেও মিথ্যা কহিতে সম্মত নহি ।" তখন শর্ম্মিষ্ঠা পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহারাজ! সখীর পতি ও আমার পতি উভয়েই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যেরাও বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব যখন আমার সখী আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে।" যযাতি কহিলেন, "সুন্দরি! অর্থীদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা আমার এক প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম। তুমিও আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, অতএব বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে?" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "মহারাজা! আমাকে অধর্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার ধর্ম্ম স্থাপন করুন, অতঃপর আমি আপনার প্রসাদে পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিব। আরও দেখুন, ভার্য্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে কিছু ধন উপার্জন করে, সে ধনে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাদিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার; আমি দেবযানীর দাসী এবং তিনি আপনার বশ্যা; অতএব আমাদের উভয়েরই মনোরথ সফল করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।" বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাহার ঋতুরক্ষা করিয়া পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠ রাজার সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকলে এক পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন।

৮৩তম অধ্যায়

যযাতি হইতে যদু প্রভৃতির জন্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার পুৎত্রৎপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া নানা প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠার সন্নিহিতা হইয়া কহিলেন, "হে সুভ্রূ! তুমি কামান্ধ হইয়া এ কি পাপানুষ্ঠান করিলে?" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "হে চারুহাসিনি! একদা কোন ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি আমার কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন। আমি ঋতুরক্ষার্থে প্রার্থনা করাতে তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। আমি অন্যায়তঃ কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি নাই। আমি সত্য কহিতেছি, আমার এই সন্তানটি সেই ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" তখন দেবযানী কহিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠে! যদি ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ এই কর্ম্ম করিয়া থাক, তাহা উত্তমই হইয়াছে; কিন্তু যদি সেই ঋষির গোত্র, নাম ও আভিজাত্য জানিতে পারিয়া থাক, তবে বল, শুনিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "সেই ঋষি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাঁহাকে দেখিয়া সে-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই।" দেবযানী কহিলেন, "যাহা হউক, যদি তুমি শ্রেষ্ঠজাতির ঔরসে সন্তানলাভ করিয়া থাক, তাহাতে আমার ক্ষোভ বা পরিতাপ নাই।" তাঁহারা পরস্পর এইরূপ হাস্য-পরিহাসপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরিশেষে দেবযানী এই বৃত্তান্তের প্রতি বিশ্বাস করিয়া স্বীয় আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর যযাতি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুৎত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য অনু ও পুরু নামক তিন পুৎত্র উৎপাদন করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা দেবযানী প্রিয়তম সমভিব্যাহারে এক নির্জ্জন বনে গমন করিয়া দেবরূপী তিনটি বালক দেখিতে পাইলেন, তাহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবযানী তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বালকগুলি কোন্ ভাগ্যবানের পুৎত্র বলা যায় না। ইহারা দেবকুমারতুল্য সুকুমার। ইহাদিগের আকার-প্রকারে আপনারই ঔরসজাত বলিয়া বোধ হইতেছে।" দেবযানী রাজাকে এইরূপ কহিয়া বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! তোমরা কোন বংশে উৎপন্ন হইয়াছ কাহার পুৎত্র এবং তোমাদিগের পিতার নাম কি, শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।" দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বালকেরা তর্জ্জনীসঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতিকে পিতা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "আমাদিগের মাতার নাম শর্ম্মিষ্ঠা।" এই বলিয়া তাহারা হর্ষোৎফুল্ললোচনে নিজ পিতা যযাতির সন্নিহিত হইল; কিন্তু দেবযানীর সমীপে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সমাদর করিতে পারিলেন না। বালকেরা পিতার অনাদরে অভিমান করিয়া রোদন করিতে করিতে জননী-সন্নিধানে গমন করিল। রাজা বালকদিগের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। দেবযানী রাজার প্রতি বালকদিগের সদ্ভাবসন্দর্শনে সে বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিলেন, "দেখ শর্ম্মিষ্ঠে! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অপ্রিয়া কার্য্য

করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার মনে শঙ্কার উদয় হয় নাই?” শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, “আমি যে ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা নহে। আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বলিয়াছি; তোমার নিকট আমার ভয়ের বিষয় কি? আরও, তুমি মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাতে আমারও বরণ করা হইয়াছে, কারণ, সখীর পতি ধর্ম্মতঃ নিজ পতি হইতে পারেন। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, তুমি আমার পূজ্যা ও মান্যা। আর আমি এই রাজর্ষিকে তোমা হইতেও সম্মান ও পূজা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান না?” দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! তুমি আমার সাতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার আলয়ে আর অবস্থান করিব না, এক্ষণে চলিলাম।” এই বলিয়া পিতৃগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যতা হইয়ে রাজা দেবযানীকে বাষ্পাকুলোচনে সহসা শুক্রসন্নিধানে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যথিত মনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রোষরক্তলোচনা দেবযানী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি রাজাকে ভালমন্দ কিছুই না বলিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দন্ডায়মান রহিলেন। রাজাও দেবযানীর অনুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধানানুসারে শুক্রাচার্য্যের পূজাদি করিয়া অতি বিনীতভাবে একান্তে সমাসীন হইলেন। তদন্তর দেবযানী শুক্রকে কহিলেন, “তাত! অধর্ম্ম ধর্ম্মকে পরাজয় করিয়াছে; নিকৃষ্টেরা মহতের সহিত নীচব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন, বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে তিনটি পুৎত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি দুর্ভাগা, আমার দুইটি বৈ পুৎত্র নহে। হে ভৃগুকুলতিলক। এই রাজা পরম ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত আছেন; কিন্তু এক্ষণে এইরূপ গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে তাত! আমি সত্য বলিতেছি, সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।”

যযাতির প্রতি শুক্রের শাপ

শুক্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত অদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা যযাতিকে অভিসম্পাত করিলেন, “মহারাজ! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, অতএব দুর্জ্জয় জরা অচিরাৎ তোমাকে শুক্রকে কহিলেন, “ভগবান্! শর্ম্মিষ্ঠা ঋতুরক্ষার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থিনী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যাপাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি শর্ম্মিষ্ঠার বাসনা সফল করিয়াছিলাম, শুক্র কহিলেন, “মহারাজ! আমি তোমাকে যে কর্ম্ম করিতে প্রতিষেধ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি কেন করিলে? তুমি জান, মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণকেও একপ্রকার চৌর্য্য বলিলে বলা যাইতে পারে।”

যযাতি শুক্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জরাক্রান্ত হইলেন। পরে তিনি শুক্রকে কহিলেন, “ভগবান্! আমি অদ্যাপি যৌবনসুখ অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব প্রসন্ন হইয়া যাহাতে জরা হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ

করিয়া দিন।” শুক্র কহিলেন, “মহারাজ! আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে এইমাত্র হইতে পারে, তুমি ইচ্ছা করিলে অন্যের শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে।” তখন রাজা কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে এই অনুমতি করুন যে আমার পঞ্চপুৎত্রের মধ্যে যে পুৎত্র মদীয় জরা গ্রহণ করিয়া আমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে রাজ্যাধিকার, পুণ্যাধিকার ও কীর্ত্তি লাভ করিবে।” শুক্র কহিলেন, “হে নহুষতনয়! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া অন্যের শরীরে জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে এবং তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না। আর তোমার যে পুৎত্র জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে ত্বদীয় সাম্রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্ ও পুৎত্রপৌৎত্রাদিমান্ হইবে।”

৮৪তম অধ্যায়

পুরুদেহে যযাতির জরাসঞ্চার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে কহিলেন, “বৎস! শুক্রের শাপপ্রভাবে এই মহাঘোর জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমি বিষয়ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপে বিষয়-ভোগ করি। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব।” যদু কহলেন, “মহারাজ! জরার অনেক দোষ, তাহাতে পানভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে, শ্মশ্রুজাল শুক্ল (বার্দ্ধক্যে দাড়ি পাকিয়া শুভ্রবর্ণ) এবং মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট, নিরানন্দ ও সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ হয়। আত্মীয়ব্যক্তিরা জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে; অতএব আমি সেই জরা-গ্রহণে সম্মত নাহি। আপনার আমা হইতে প্রিয়তর অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকেই জরা প্রদান করুন।” যযাতি কহিলেন, “তুমি যেহেতু আমার ঔরসপুত্র হইয়া স্বকীয় যৌবন-প্রদানে সম্মত হইলে না, অতএব তোমার বংশ পরম্পরায় কেহই রাজ্যাধিকারী হইবে না।” তৎপরে রাজা যযাতি তুর্ব্বসুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “বৎস! আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়োপভোগ করিব। সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব।” তুর্ব্বসু কহিলেন, “মহারাজ! রূপনাশিনী জরা মনুষ্যকে ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখে বঞ্চিত করে। জরার প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশ ও পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়; অতএব আমি আপনার জরা-গ্রহণে সম্মত নাহি।” যযাতি কহিলেন, “বৎস! তুমি আমার আত্মজ হইয়া আমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলে না, অতএব আমি শাপ দিতেছি, তুমি নির্ব্বংশ হইবে এবং সঙ্কীর্ণাচার ধর্ম্মসম্পন্ন, প্রতিলোমাজ, রাক্ষস, চণ্ডাল, গুরুদার নিরত, তির্য্যাগ-যোনিজাত, পশুধর্ম্মা ও পাপিষ্ঠদিগের রাজা হইবে।”

এইরূপে তুর্ব্বসুকে অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র দ্রুহ্যুকে কহিলেন, “বৎস! সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার এই রূপনাশিনী জরা গ্রহণ করা, আমি তোমার যৌবন লইয়া ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিব। নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হইলেই পুনর্ব্বার পাপের সহিত জরা

গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিব।” দ্রুহ্যু কহিলেন, “মহারাজ! মনুষ্য জীর্ণ হইলে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিতে বা কামিনীসম্ভোগ করিতে অসমর্থ হয় এবং জীর্ণ ব্যক্তির বাক্য স্থলিত হয়, অতএব আমি জরা-গ্রহণে সম্মত নহি।” তাহা শুনিয়া রাজা রোষাবিষ্ট-চিত্তে কহিলেন, “দ্রুহ্যু! তুমি আমার আত্মজ হইয়া যৌবন-প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব অতঃপর তোমার কোন বাসনা ফলবতী হইবে না; আর যে-স্থানে গজ, বাজী, রথ ও শিবিকাদি যানের সমাগম নাই, কেবল উড়ুপ (ভেলা) বা সন্তরণ দ্বারা গমনাগমন করিতে হয় তোমাকে সেই স্থানে যাইয়া বাস করিতে হইবে। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না।” রাজা দ্রুহ্যুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অনুকে কহিলেন, “বৎস! তুমি আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয়-ভোগ করিব।” অনু কহিলেন, “মহারাজ! জীর্ণ ব্যক্তি অশুচি ও বালকের ন্যায় অনিয়ত-কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যথাকলে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পাদনা করিতে পারে না; অতএব আমি জরা—গ্রহণ করিব না।” তখন রাজা কহিলেন, “তুমি আমার ঔরসপুত্র হইয়া জরার দোষোল্লেখপূর্ব্বক যৌবনপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি অচিরাৎ সেই জরাদোষে লিপ্ত হইবে এবং তোমার সন্তান-সন্ততি যৌবন প্রাপ্তিমাত্রেই কালগ্রাসে পতিত হইবে।” সর্ব্বশেষে পুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “বৎস পুরো! আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি; আমার কেশ পালিত (পক্ক) ও মাংস লোলিত হইয়াছে। কিন্তু আমি যৌবনসুখ-সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ করা; আমি তোমার যৌবন লইয়া কিছুকাল ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করি। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তোমার যৌবন তোমাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। হে পুরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, এইরূপ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পরিবে।” পুরু এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “যে আজ্ঞা মহারাজ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব; আমি পাপের সহিত আপনার জরা গ্রহণ করিব, আপনি আমার যৌবন লইয়া বাসনারূপ বিষয়-সম্ভোগ করুন।” তখন যযাতি কহিলেন, “বৎস! তোমার এইরূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ সন্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীতি ও সম্পন্ন হইলাম; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকাল পরমসুখে বাস করিবে।” এই বলিয়া রাজা শুক্রকে স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র পুরুর শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন।

৮৫তম অধ্যায়

পুরুর রাজ্যাভিষেক

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে নহুষতনয় রাজা যযাতি যৌবন-সম্পন্ন হইয়া প্রসন্নমনে অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মের অব্যাঘাতে বাসনা ও উৎসাহের অনুরূপ বিষয়-ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুগ্রহ দ্বারা দীন ব্যক্তিদিগকে, অভিলাষসম্পাদন দ্বারা দ্বিজগণকে, অন্ন-পান দ্বারা অতিথিগণকে, ধর্ম্মতঃ পরিপালন দ্বারা

প্রজাগণকে অনুরঞ্জন করিয়া এবং নিগ্রহ দ্বারা দস্যুদিগকে শাসন করিয়া সাক্ষাৎ সুরেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই সিংহবিক্রান্ত ভূপতি ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিতেন। তিনি স্বর্গবিদ্যাধরী বিশ্বাচীর সহিত কখন নন্দনবনে, কখন অলকায়, কখন বা উত্তর-মেরুশৃঙ্গে বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত ও নিস্পৃহ হইলেন। পরে প্রতিজ্ঞাত সহস্র বৎসর স্মরণ করিলেন। যখন দেখিলেন, যৌবনসুখে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তখন আপন পুত্র পুরুকে কহিলেন, "বৎস পুরো! আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহানুরূপ বিষয়-ভোগ করিয়া দেখিলাম, কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হইয়া প্রত্যুত ঘৃতদানে বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধান্য, পশু ও রমণী প্রভৃতি উপভোগের দ্রব্য আছে, এক ব্যক্তি তৎসমুদয় পাইলেও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না; অতএব ভোগ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। দুর্মতি ব্যক্তিরা যে আশপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগাস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয়সম্ভোগ করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম, তথাপি আমার ভোগ তৃষ্ণা উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আশা-পিশাচীকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রবেশপূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব। বৎস! তোমার সুশীলতা দর্শনে আমি সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আপনি যৌবন ও মদীয় রাজ্যভার গ্রহণ কর। বৎস! তুমিই আমার প্রিয়কারী পুত্র। আমি তোমা হইতে যথেষ্ট সুখভোগ করিলাম।"

অনন্তর নহুষতনয় যযাতি পুনর্ব্বার আপনি জরা গ্রহণ করিলেন এবং তৎপুত্র পুরু যৌবনসম্পন্ন হইলেন। মহারাজ যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! দেবযানী-গর্ভসম্ভূত শুক্রের দৌহিত্র যদু বিদ্যমান থাকিতে পুরু কি প্রকারে রাজ্য পাইতে পারেন। যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তৎপর তুর্ব্বসু জন্মেন। শর্মিষ্ঠার দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র যথাক্রমে উৎপন্ন হয়েন। অতএব হে মহারাজা! আমরা জিজ্ঞাসা করি, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কানীয়ান (কনিষ্ঠ) কিরূপে রাজ্যভোগী হইতে পারেন? এক্ষণে যাহা উচিত হয়, আপনি করুন।" রাজা কহিলেন, "হে বর্ণচতুষ্টয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় জনগণ)! আমি যে-কারণে জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব না, তাহা সবিশেষে কহিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার নির্দেশ পালন করে নাই, সুতরাং যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে সাধুসমাজে পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে পুত্র পিতামাতার আজ্ঞাবহ এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের হিতসাধন করে, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা যায়। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু ইহারা আমার আজ্ঞাপালন না করিয়া অতিশয় অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছে; কিন্তু পুরু আমার বাক্যরক্ষা ও সম্মানরক্ষা করিয়াছে। পুরু আমার জরা-গ্রহণ করিয়া স্বকীয় যৌবন আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিল এবং পুরু আমার মিত্ররূপ সমুদয় অভিলাষ সম্পাদনা করিয়াছিল, এই কারণে সে কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে। আর শুক্র আমাকে এই বর প্রদান করেন, 'যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবহ হইবে, সে রাজ্যভাগী হইবে।"; অতএব তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তোমরা পুরুকে

রাজ্যে অভিষিক্ত করা।” রাজার এই কথা শুনিয়া প্রজারা কহিল, “মহারাজ! যে পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং পিতামাতার হিতকারী, সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে। পুরু আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ শুক্রের ঐরূপ বর আছে, অতএব এ বিষয়ে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই, সুতরাং পুরুই রাজা হইবেন।” পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা সন্তুষ্টমনে এই কথা কহিলে রাজা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক বনবাসের মানসে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্যু হইতে বৈভোজী, অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি এবং পুরু হইতে পৌরববংশ উৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! আপনি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

৮৬তম অধ্যায়

যযাতির তপস্যা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে রাজা যযাতি পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থাশ্রম [চতুর্থ আশ্রম-অনাসক্তভাবে বনবাস] অবলম্বন করিলেন। অনন্তর তিনি অযত্নসুলভ ফলমুলমাত্র ভোজনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিন পরমসুখে অবস্থান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি এককালে ভূমণ্ডলে পতিত না হইয়া কিছুকাল অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। পরে সেই অন্তরীক্ষ হইতে বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবি রাজার সহিত সমবেত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ যযাতি মর্ত্ত্যলোকে ও স্বর্গলোকে যে-সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, আপনি সভ্যগণ-সন্নিধানে তাহা কীর্ত্তন করুন এবং তিনি কি কারণে পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী ভূলোক ও দ্যুলোক [স্বর্গলোক]-বিশ্রুতা তদীয় পরমপবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান [সাবধানে শ্রবণ] করুন। নহুষতনয় যযাতি হৃষ্টচিত্তে কনিষ্ঠ পুৎত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং যদু প্রভৃতি পুৎত্রদিগকে অন্ত্যজ [নীচজাতি]-জাতি মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ রাজা তথায় শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি বানপ্রস্থাশ্রম-সমুচিত বিধানানুসারে জ্বলন্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেন; বন্য ফলমূল ও ঘৃত দ্বারা অতিথি-সৎকার করিতেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেন। সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিংশৎ বৎসর কেবল জলাহারী হইলেন। পরে এক বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ এবং অপর এক বৎসর পঞ্চাগ্নির [চারদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড ও উপরে সূর্য্য]

মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ছয় মাস বায়ুমাত্র ভক্ষণ ও একপদে ভূমি স্পর্শ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকিতেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠানপরায়ণ রাজা প্রভূত পুণ্যসঞ্চার করিয়া স্বর্গে আরোহণ করেন।

৮৭ম অধ্যায়

যযাতির মুখে ইন্দ্রের নীতি শ্রবণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ শ্রুত আছে, রাজা যযাতি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, মরুৎ ও বসুগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সুদীর্ঘকাল তথায় বাস করেন। তিনি কদাচিৎ ব্রহ্মলোকে, কদাচিৎ দেবলোকে গমনাগমন করিতেন। মহারাজ যযাতি একদা ইন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে দেবরাজ রাজার কথাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্! পুরু তোমার জরা গ্রহণ করে; তুমি তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলে, সত্য করিয়া বল, আমার শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে।" যযাতি কহিলেন, "হে দেবরাজ! আমি পুরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, 'বৎস! গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল; তুমি ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হইলে; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজ-জাতিমাত্র শাসন করিবে। অক্রোধন ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ক্ষমাবান্ অক্ষম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব বৎস! তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

মানুষ অমানুষ হইতে প্রধান; বিদ্বান্ মূর্খ হইতে প্রধান; যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে, তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সংবরণ করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু, আক্রোষ্টা [আক্রোশকারী- বিদ্বেষবশে মিথ্যা অভিযোক্তা] কোপানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু অনাক্রোষ্টা [আক্রোশহীন] তাহার পুণ্যভাগী হয়। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয়, এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অন্যায্য। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক পুরুষ [কর্কশ] ভাষী ও বাক্যরূপ কন্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন-সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া সাধুদিগের প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করেন, সর্ব্বদা অসাধুজনের অতিবাদ [অমূলক দোষ] সহ্য করেন এবং সন্মার্গে চলিয়া থাকেন। অসতেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ শায়ক দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণাভোগ করে, অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কস্মিন্‌কালেও অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া,মৈত্রী, দান ও মধুরবাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্ব্বদা সান্ত-বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না। পূজ্য ব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাচ্ঞা অতিশয় নিষিদ্ধ।"

৮৮তম অধ্যায়

আত্মপ্রশংসায় যযাতির স্বর্গচ্যুতি

ইন্দ্র কহিলেন, “হে নহুষনন্দন! তুমি সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলে, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিয়াছ?” যযাতি কহিলেন, “হে দেবরাজ! দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইঁহাগিগের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি আমার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় নাই।” তখন ইন্দ্র কহিলেন, “মহারাজ! যেহেতু, অন্যের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অবমাননা করিলে, তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে।” যযাতি কহিলেন, “হে দেবরাজ! দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও নরলোকের অবমাননা করিয়া যদি দেবলোকভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধু-সন্নিধানে পতিত হই, এইরূপ অনুকম্পা করুন।” ইন্দ্র কহিলেন, “মহারাজ! তুমি সাধুসন্নিধানেই পতিত হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবে; কিন্তু সাবধান, যেন এইরূপে আর কাহারও অবমাননা করিও না।”

রাজা যযাতি দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূমণ্ডলে পতিত হইতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষি অষ্টক তাঁহাকে অন্তরীক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “হে যুবক! তুমি কে? তোমার রূপ ইন্দ্রের ন্যায় ও তেজ অগ্নির ন্যায় দেখিতেছি; তোমাকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অকস্মাৎ গগনমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নানাপ্রকার বিতর্ক করিতেছিলাম। এক্ষণে তোমাকে সন্নিকৃষ্ট [নিকটবর্ত্তী] দেখিয়া পতনকারণ জিজ্ঞাসার্থ প্রত্যুদ্‌গমন করিলাম। অগ্রে তোমার পরিচয় লইতে আমাদিগের সাহস হইতেছে না এবং তুমিও আমাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছ না, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে এবং কি নিমিত্তই বা দেবলোকে আগমন করিয়াছিলে? হে মহানুভব! তোমার ভয় নাই, শ্রীঘ্রই বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর। এই সাধু-সমাজে বল-নামক অসুরের হন্তা ইন্দ্রও তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। হে দেবরাজকল্প! সাধুলোকেরা সন্তপ্ত সাধুলোকদিগের আশ্রয়, সম্প্রতি তুমি সাধুসন্নিধানে আসিয়াছ, আর ভয় কি? যেমন তাপদানে অগ্নির, বীজাধানে পৃথিবীর, আলোকদানে সূর্য্যের প্রভুত্ব আছে, সাধুদিগের নিকট অভ্যাগত ব্যক্তিরও তাদৃশ প্রভুত্ব।”

৮৯তম অধ্যায়

যযাতির আত্মকথা

যযাতি কহিলেন, “আমি নহুষের পুৎত্র এবং পুরুর পিতা, আমার নাম যযাতি। আমি ইন্দ্র-সন্নিধানে আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষীণপুণ্য ও দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছি। আমি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অভিবাদন করি নাই; কারণ, যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও জন্ম দ্বারা প্রধান হয়েন তিনিই পূজনীয়।” অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! তুমি কহিতেছ যে, যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই সকলের প্রধান ও পূজ্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; যিনি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন,

তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়।” যযাতি কহিলেন, “সৎকর্ম্মের প্রতিকূলতাই পাপ; পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয়; সাধুপুরুষেরা কদাচ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আনুকূল্য করেন না। আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি এক্ষণে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব না, এইরূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ সাধু। যিনি মহাধনসম্পন্ন হইয়া বহুবিধ যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, যিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও তপঃপরায়ণ, তিনি পরিণামে সুরলোকে গমন করেন। বহুধনের অধিপতি হইয়াও প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে। নিরহঙ্কারচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, কারণ, এই জীবলোকে এবংবিধ বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা চেষ্টার বহির্ভূত, কেবল দৈবপরতন্ত্র; অতএব ধীর ব্যক্তি দৈবকে বলবান্ জানিয়া লব্ধ সেই বস্তু কদাচ নষ্ট করিবেন না। সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না, অতএব দৈবই বলবান্, এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখে বিষণ্ণ বা সুখে উল্লাসিত হইবে না। ধীমান্ ব্যক্তি দুঃখে সন্তপ্ত বা হর্ষে উন্মত্ত হয়েন না। তাঁহারা সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করেন, যেহেতু, সুখ-দুঃখ দৈবায়ত্ত, উহাতে কখন প্রসন্ন বা বিষণ্ণ হইবে না। হে অষ্টক! বিধাতা যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, এই ভাবিয়া আমি কখন ভয়ে মুগ্ধ হই না এবং আমার মনে কদাচ সন্তাপের সঞ্চার হয় না। কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি উদ্ভিদ, কি সরীসৃপ, কি কৃমি, কি মৎস্য, কি প্রস্তর, কি তৃণ, কি কাষ্ঠ, প্রারম্ভ-ক্ষয় হইলে সকলেই নষ্ট হয়। হে অষ্টক! সুখ দুঃখের অনিত্যতা বুঝিয়াছি, অতএব আর কি বলিয়া সন্তপ্ত হইব? কি করিব, কি করিলে সন্তাপ না হয়, এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিয়া আমি অপ্রমত্তচিত্তে সন্তাপ বিসর্জ্জন করিয়াছি।”

অনন্তর অষ্টক সর্ব্বগুণসম্পন্ন মাতামহ যযাতির এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, “মহারাজ! আত্মবেদী” পুরুষের ন্যায় বহুবিধ ধর্ম্মসংক্রান্ত কথার উল্লেখ করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের কর্ণযুগল চরিতার্থ হইতেছে, অতএব আপনি যত কাল সেরূপে যে-সকল লোকে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বলুন।” যযাতি কহিলেন, “আমি নিজ বাহুবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া এই সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াছিলাম। সহস্র বৎসর পরমসুখে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করি, পরে শত যোজনবিস্তীর্ণ সহস্র-দ্বারসংযুক্ত পরমরমণীয় অমরাবতী নগরীতে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করি। অনন্তর পরম-দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তথায় সহস্র বর্ষ বাস করি। তৎপরে দেবদেব মহাদেবের বাসভূমি কৈলাসভূমিতে বিহার করিয়া, দেবগণ ও ঈশ্বরগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করি। তদনন্তর নন্দনবনে কুসুমগন্ধমোদিত চারুরূপ পর্ব্বতসকল নরীক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া অযুত শতাব্দী বাস করি। দেবলোক-সুলভ সুখে আসক্ত হইয়া তথায় এই সুদীর্ঘকাল বাস করিলে একদা এক ঘোররূপী দেবদূত আসিয়া প্লুতস্বরে তিনবার কহিল, ‘তুমি সুখভ্রষ্ট হও।’ সম্প্রতি আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি এবং দেবগণ অন্তরীক্ষে আমার নিমিত্ত অতি করুণস্বরে রোদন করিতেছেন, ইহাও শুনিতেছি। হে নরেন্দ্র! আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আমি তাঁহাদের ‘হা

পুণ্যকীর্ত্তে যযাতি! তুমি ক্ষণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ', এইরূপ বিলাপ শুনিয়া কহিলাম, 'হে দেবগণ! আমি যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই এমত কোন উপায়-বিধান করুন।' তাঁহারা আপনাদিগের যজ্ঞভূমিতে যাইতে কহিলেন। আমি হবির্গন্ধের অনুসরণক্রমে যজ্ঞভূমির অনুমান করিয়া সত্বর আসিতেছি।"

৯০তম অধ্যায়

যযাতি-কথিত বিবিধ সন্নীতি

অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! ইন্দ্রকাননে অযুতশতাব্দী বাস করিয়া কি কারণে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন?" রাজা কহিলেন, "হে অষ্টক! যেমন জ্ঞাতি বা সুহৃজ্জন নির্ধন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতারা ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।" তখন অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী, অতএব বলুন দেখি, স্বর্গে কি কারণে পুণ্য ক্ষীণ হয় এবং কি পুণ্য করিলে কোন্ ধামে গমন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমার অতীব সন্দেহ আছে।" যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, "পুণ্যক্ষয় হইলে মনুষ্যেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেবলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোকস্বরূপ ঘোর নরকে পুনরায় পতিত হয় এবং ভৌমকলেবর পরিগ্রহপূর্ব্বক বিবিধ উপভোগ আসক্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুরের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুৎত্রপৌৎত্রাদিক্রমে বংশ পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। অতএব যে কর্ম্ম করিলে পৃথিবীতে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হয়, এমত গর্হিত কার্য্যে নিতান্ত অবজ্ঞা ও একান্ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। হে অষ্টক! যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয়ই বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর, বল।"

অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! স্বর্গচ্যুত হইয়া নরলোকে আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে পতঙ্গেরা নরকলেবর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে কিরূপে তাহারা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়? আর কেনই বা এই নরলোককে নরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন?" রাজা কহিলেন, "মনুষ্যেরা জননী-জঠর হইতে কর্ম্মারব্ধ দেহলাভানন্তর এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে এবং ইহাতেই পতিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত করে, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে নরক বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে তীক্ষ্নদংষ্ট্র, ভয়ঙ্কর ভৌম রাক্ষসগণ পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে কষ্ট দান করিয়া থাকে।" অষ্টক জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ! পাপপ্রভাবে দেবলোকচ্যুত মনুষ্যগণকে যদি ভীমরূপী রাক্ষসগণ পথিমধ্যে গ্রাস করে, তবে তাহারা কিরূপে পুনরায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, কিরূপে ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহারা গর্ভে আবিষ্ট হয়?" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "অশ্রুপ্রবাহে জলভাবাপন্ন মনুষ্যকলেবর রেতোরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীস্থ বনস্পতি, ওষধি, ফল, পুষ্প ও পঞ্চভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই ফলাদি ভক্ষণ করিলে রেতঃজন্মে। সেই রেতঃ গজে সিক্ত হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহাতেই চতুষ্পদ, দ্বিপদ প্রভৃতি জন্তুগণ গর্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকে।" অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! গর্ভভূত জন্তু কি শরীরান্তর দ্বারা কিংবা স্বশরীর দ্বারা গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হয়? আর কিরূপেই বা দেহের ঔন্নত্য, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং চৈতন্য লাভ করে? এই বিষয়ে আমাদের মহান সংশয় আছে; আপনি তত্ত্বজ্ঞ, অতএব এই সমুদয়

বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমাদিগের সন্দেহভঞ্জন করুন।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “ঋতুকালে বায়ু পুষ্পরসানুপৃক্ত রেতঃ গর্ভযোনিতে আকর্ষণ করে; সেই রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্ররূপী হইয়া ক্রমশঃ গর্ভকে পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। তদনন্তর সেই গর্ভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বতন বাসনা অবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য জাতমাত্রে চৈতন্য-লাভ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা, দ্বারা রস, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ অনুভব করিতে এবং মন দ্বারা সমুদয় ভাব অবগত হইতে পারে।” অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! মৃত ব্যক্তির কলেবর দগ্ধ, নিখাত বা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে মরণান্তর অভাবভূত পুরু কিরূপে পুনর্ব্বার চৈতন্য-লাভ করে?” যযাতি কহিলেন, “পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকীয় পুণ্যপাপের অনুসারে অচিরাৎ অন্য যোনি আশ্রয় করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যযোনি ও পাপকারী ব্যক্তিরা পাপযোনি প্রাপ্ত হয়। কীট ও পতঙ্গাদি পাপকারী জন্তু; এই নিমিত্ত উহারা পাপযোনির অন্তর্গত; চতুষ্পদ, দ্বিপদ, ষট্‌পদ ইহারাও পাপস্বভাব, এই নিমিত্ত ইহারাও পাপযোনির অন্তর্গত। হে রাজসিংহ! যাহা বক্তব্য, তাহা সবিস্তারে বলিলাম, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।” অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! মনুষ্য তপস্যা, বিদ্যা বা যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।” যযাতি কহিলেন, “হে অষ্টক! তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটি স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ। সাধুলোকেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্যেরা অজ্ঞানকূপে মগ্ন হইয়া অহঙ্কারদোষে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়। অধ্যয়নশীল পাণ্ডিত্যাভিমানী যে ব্যক্তি বিদ্যবলে অন্যের যশোলোপ করে, সে পুণ্যলোক হইতে অচিরাৎ ভ্রষ্ট হয় এবং তাহারা সেই অধ্যয়নাদি ব্রহ্মফলপ্রদ হয় না। অগ্নিহোত্র, মৌনব্রত, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম শুভফলপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু দম্ভ-অহঙ্কারের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে ইহার ফল ভয়ঙ্কর হয়। মানে হর্ষপ্রকাশ ও অপমানে সন্তাপ করিও না। সাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে সর্ব্বদা সৎকার করিয়া থাকেন। অসাধুরা কদাচ সাধুবুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ‘এত দান করিলাম’, ‘এতব্রতানুষ্ঠান করিলাম, এইরূপ অহঙ্কার অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে-সকল মনীষী সকলের আশ্রয়ভূত, তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্‌গতিলাভ হয়।”

৯১তম অধ্যায়

চারি প্রকার আশ্রমধর্ম্মবর্ণন

অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ইঁহারা কিরূপ আচরন করিলে সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারেন, এই বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে। আপনার মত কি?" যযাতি কহিলেন, "ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম এই যে, অধ্যাপনাদি গুরুকার্য্যের নিমিত্ত কদাচ গুরুকে প্রেরণা করিবেন না; গুরু যখন তাঁহাকে আহ্বান করিবেন, তখন অধ্যয়ন করিবেন; গুরুর শয়নের পর শয়ন ও গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবেন এবং মৃদু, দান্ত, সন্তুষ্ট-স্বভাব, অপ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিবেন। গৃহস্থের ধর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মতঃ ধনোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবেন, অতিথিভোজন করাইবেন এবং অদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না। বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য এই যে, স্বকীয় বীর্য্য উপজীব্য করিয়া জীবনধারণ করিবেন, কোনরূপ পাপকর্ম্মে আসক্ত হইবেন না; পরকে দান করিবেন; কাহাকেও কষ্টদান করিবেন না। ভিক্ষুক কর্ত্তব্য এই যে, শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন না; গুণবান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়বাসনা হইতে বিরক্ত ও বৃক্ষমূলশায়ী হইবেন এবং অধিক দেশ পর্য্যটন করিবেন না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত ও কামপরতন্ত্র হইয়া যে রজনী সুখে অতিবাহিত করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সংযতচিত্তে অরণ্যে বাস করিয়া সেই রজনী যাপন করিবেন। যিনি এইরূপে অরণ্যবাস করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পূর্ব্ব দশ পুরুষ,পশ্চাৎ দশ পুরুষ এবং আপনাকে-এই একবিংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করেন।"

মুনিলক্ষণ

অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! মুনি ও মৌনব্রতী কয় প্রকার, বলুন, শুনিতে আমাদিগের সাতিশয় বাসনা হইতেছে।" রাজা কহিলেন, "হে অষ্টক! যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া কিংবা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করেন তাঁহাকেই মুনি বলা যায়।"

অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! যিনি অরণ্যে বাস করেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য থাকে, সে কি প্রকার?" রাজা কহিলেন, "যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রাম্য ফলমূলাদি ভক্ষণ করেন না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গ্রাম; আর যিনি গ্রামে বাস করিয়া অগ্নিহোত্রী নহেন, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, অগোত্রচারী ও কৌপীনধারী এবং যতদিন প্রাণসংযোগ, ততদিন অন্নপানেচ্ছা, তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য। আর যিনি সর্ব্ববাসনাপরিশূন্য হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মৌনব্রতী কহে; মৌনব্রতী সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ধৌতদন্ত, ছিন্ননখ, স্নাত, অলঙ্কৃত, অসিতকলেবর শুভকর্ম্মা মুনি সকলের অর্চ্চনীয়। যিনি তপস্যা দ্বারা কর্ষিত, ক্ষীণ, শীর্ণ-কলেবর, জীর্ণ-মাংস ও শুষ্কাস্থি হয়েন, সেই মুনি ইহলোক জয় করিয়া পরলোকও জয় করেন। আর যিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন, তিনি ইহলোক জয় করিয়া পরলোক জয়

করেন। যে মুনি মুখ দ্বারা গোবৎ৪ আহার অন্বেষণ করেন, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠে।”

৯২তম অধ্যায়

যযাতির স্বধর্ম্মানুরক্তি

অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে?” যযাতি কহিলেন, “যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রমবিবর্জ্জিত এবং কামাচারপরাঙ্মুখ, তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন। যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহিক সুখভোগ করিতে পারেন। যে-ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র।”

মহারাজ! রাজা যযাতির একম্প্রকার ধর্ম্মসংগীত শ্রবণ করিয়া, অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোন দিকে গমন করিবেন? আপনার কি পার্থিব স্থানে গমন করিতে হইবে?” যযাতি কহিলেন, “আমার পূণ্যক্ষয় হওয়াতে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীরূপ ভৌম নরকে পতিত হইতেছি; আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া অচিরে ভূতলে পতিত হইব; যেহেতু ব্রহ্মলোকরক্ষকেরা আমার ভূলোকপতনের নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন। আর পতনকালে ইন্দ্র আমাকে এই বর দিয়াছেন, ‘হে নরেন্দ্র! তুমি সাধুসমাজে পতিত হইবে’, তাহাও হইল।” অষ্টক কহিলেন, “তুমি পতিত হইও না, হে রাজন! যদি আমার অন্তরীক্ষ বা দিব্য কোন লোক থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম।” যযাতি কহিলেন, “মহারাজ! যতদিন পৃথিবীতে গবাশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, ততদিন আপনার স্বর্লোকে অধিকার আছে।” অষ্টক কহিলেন, “আমার দিব্য বা অন্তরীক্ষ যে-কোন লোক থাকে, তাহা তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি অচিরাৎ সেই স্থানে গমন কর।” যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে রাজশ্রেষ্ঠ বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষৎত্রিয়েরা কদাচ যাচঞাদৈন্য স্বীকার করেন না; বরং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তথাপি যাচঞাজনিত লঘুতা স্বীকার করা অনুচিত।”

পরে অষ্টকের সমভিব্যাহারী প্রতর্দ্দন কহিলেন, “হে দর্শনীয়! আমি প্রতর্দ্দন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, অতএব যদি অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার কোন স্থান থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম।” যযাতি কহিলেন, “হে নরেন্দ্র! আপনার অতি উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক লোক আছে। সেই সকল লোক আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে; উহা এত অধিকসংখ্যক যে, প্রতি সপ্তাহে এক এক লোক ভোগ করিলেও নিঃশেষিত হয় না।” প্রতর্দ্দন কহিলেন, “আমি তোমাকে সেই সকল লোক প্রদান করিলাম। তুমি মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র তথায় গমন কর।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “সমতেজস্ক শ্রেষ্ঠ রাজারা অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্ম্য মান্য ও যশস্কর কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, মাদৃশ লোক এরূপ কৃপণ কর্ম্ম করিতে সম্মত

নহেন। মদ্বিধ লোকের কর্ত্তব্য যে, যাহা অন্যে না করিয়াছে তদ্রূপ অপূর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে।” রাজা যযাতি এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহারাজ বসুমান্ তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

৯৩তম অধ্যায়

যযাতির ত্যাগশীলতা

বসুমান্ কহিলেন, “মহারাজ! আমি উষদশ্বের পুৎত্র, আমার নাম বসুমান্। যদি স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে আমার ভোগ্য কোন স্থান থাকে, তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিলাম।” রাজা কহিলেন, “অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দিক এবং যে-সকল লোক সূর্য্যদেবের তাপে উত্তপ্ত হয়, তাদৃশ বহুসংখ্যক লোক আপনার গমন-প্রতীক্ষা করিতেছে।” বসুমান্ প্রত্যুত্তর কহিলেন, “মহারাজ! আর ভূমণ্ডলে নিপতিত হইতে হইবে না, আমি সেই লোক আপনাকে প্রদান করিতেছি, উহা আপনারই ভোগ্য হউক; যদি প্রতিগ্রহ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় হয়, তবে তৃণ দ্বারা উহা ক্রয় করুন।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে নরেন্দ্র! তুমি সাধু ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা কর নাই, অতএব তোমার বিদ্যুৎ প্রায় অনন্ত লোক বিদ্যমান আছে।” শিবি কহিলেন, “মহারাজ! যদি এই সকল লোক ক্রয় করা আপনার অনভিমত হয়, তবে তাহা আপনাকে সম্প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন। আমি দান করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিব না, যেহেতু বিদ্বান ব্যক্তিরা দান করিয়া কদাচ অনুতাপ করেন না।”যযাতি কহিলেন, “হে নরদেব! আপনি দেবরাজতুল্য প্রভাবসম্পন্ন এবং আপনার ভোগ্য লোকও অনন্ত বটে, কিন্তু আমার অদ্যাপি অন্যদত্ত লোকে স্পৃহা হয় নাই; অতএব আপনার দান আমার অভিমত নহে।”

তখন অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! যদি অস্মদ্দত্ত এক একটি লোক স্বীকার না করেন, তবে আমরা আপনাকে সমুদয় প্রদান করিয়া বরং নরকে গমন করিব।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হউন, কারণ, সাধু ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ সত্যপরায়ণ হইয়া থাকেন; কিন্তু যাহা আমার অদৃষ্টলভ্য নহে, তদ্বিষয় ভোগ করিতে আমি কখনই সম্মত হইতে পারি না।” অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! যে-সকল সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া লোকে শাশ্বতলোকে গমন করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ পাঁচখানি রথ দেখা যাইতেছে, উহা কাহার?” রাজা কহিলেন, “ঐ সকল সুবর্ণময় রথ তোমাদিগকে বহন করিবে। উহা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে।” অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! তুমি ঐ রথে আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন কর এবং নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত হইলে আমারাও তোমার অনুসরণ করিব।” রাজা কহিলেন, “আমরা কর্ম্মফলে সকলেই স্বর্গলোক জয় করিয়াছি, অতএব চল, সকলে সমবেত হইয়া তথায় গমন করিব। এই আমাদিগের দেবলোকে প্রস্থান করিবার নিষ্কণ্টক পথ দেখাইতেছে।”

অনন্তর ধর্ম্মশীল ভূপালগণ রথারোহণপূর্ব্বক স্বীয় প্রভাপুঞ্জ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অষ্টক কহিলেন, “আমি মনে করিয়াছিলাম,

মহাত্মা ইন্দ্র আমার সখা, আমি অগ্রে তাঁহার নিকট গমন করিব; কিন্তু উশীনরতনয় শিবি মহাবেগে অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইঁহার অভিপ্রায় কি?" যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, "উশীনরপুৎত্র যত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সমুদয়ই দেবলোকে সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব শিবিরাজ আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অসামান্য-বুদ্ধিসম্পন্ন শিবিরাজ দান, তপস্যা, সত্য,ধর্ম্ম, লজ্জা, ক্ষমা ওবিধিৎসা প্রভৃতি প্রভূত গুণে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শিবিরাজ অতিশয় সুশীল ও সৌম্য; এই কারণে শিবি সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন।" অনন্তর অষ্টক সকৌতুকচিত্তে পুনর্ব্বার মাতামহকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং কাহার পুৎত্র? আর আপনি যে-সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাদৃশ অন্য কোন ক্ষৎত্রিয় বা ব্রাহ্মণ তদ্রূপ কর্ম্ম র পারেন না কেন? এই সমুদায় যথার্থরূপে বর্ণন করুন।" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি নহুষতনয়, আমার নাম যযাতি। আমি পৃথিবী-রাজ্যের সম্রাট্ ছিলাম, আমি তোমাদিগের সমক্ষে সমুদয় রহস্য প্রকাশ করিতেছি। আমি তোমাদের মাতামহ, আমি সমস্ত অবনীমণ্ডল জয় করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগকে একশত সুরূপ পবিত্র অশ্ব ও বস্ত্র দান করিয়াছি এবং শত অর্ব্বুদ গো, বাহন, সুবর্ণ ও ধনের সহিত এই সসাগরা ধরিত্রী বিপ্রসাৎং করিয়াছি;পৃথিবী ও স্বর্গে আমার সত্যের প্রভাব দেদীপ্যমান আছে। সত্যপ্রভাবেই মানুষ্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। আমি যাহা কহি থাকি, সকলই সত্য। আমার বাক্য কদাচ বিফল হয় না; যেহেতু সাধুলোকেরা সত্যের সম্মান করিয়া থাকন। হে অষ্টক! আমি সত্যই কহিতেছি , উষদশ্বের পুত্র প্রতর্দ্দন, মুনি ও দেবগণ ইহারা সত্য-প্রভাবেই সকলের পুজনীয় ও মান্য হইয়াছেন। আমরা স্বীয় পুণ্যবলে সুরলোক জয় করিয়াছি; অতএব যে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট অকপটে স্বকিয় রহস্য ভেদ করিবেন এবং বিপ্রগণের প্রতি অসূয়া- শূন্য হইবেন, তিনি উত্তরকালে আমাদিগের সালোক্য লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপে রাজা যযাতি স্বয় দৌহিত্রগণ দ্বারা তারিত হইয়া মহীয়সী কীর্ত্তি-সংস্থাপনপূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন।

৯৪তম অধ্যায়

পুরুবংশবর্ণন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পুরুবংশাবতংস ভূপতিগণ কিরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি সম্পন্ন ছিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তর বর্ণনা করুন। সেই সুশীল সুবিখ্যাত মহাবলপরাক্রান্ত বিজ্ঞানশালী মহীপালগণের জীবন চরিত সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুবংশসমুদ্ভূত মহাবল মহাতেজাঃ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ভূপালগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুণ। পৌষ্ট্রীর গর্ভে পুরুরাজের তিন পুৎত্র জন্মে;-প্রবীর, ঈশ্বর এবং রৌদ্রাশ্ব। রাজকুমারেরা সকলেই মহারথ ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রবীরের ভার্য্যা শূরসেনী; তাঁহার গর্ভে মনস্যু নামে এক পুৎত্র জন্মে। মহাবল মনস্যু স্বীয় বাহুবলে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া অতি বিস্তীর্ণ সাগরাম্বরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াছিলেন। সৌবীরীর গর্ভে মনস্যুর অন্বগ্‌ভানু

প্রভৃতি তিন পুৎত্র জন্মে। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশ পুৎত্র জন্মে;-ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু। তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তন্মধ্যে ঋচেয়ুর পুৎত্র অনাধৃষ্টি অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মহীপাল অনাধৃষ্টির মতিনার নামে এক পুৎত্র জন্মে। পরমধার্ম্মিক মতিনার রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

কালক্রমে তাঁহার চারি পুৎত্র হইল;-তংসু, মহান্, অতিরথ এবং দ্রুহ্যু। মহাবল-পরাক্রান্ত তংসু সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিয়া ভূমণ্ডলে নির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। তংসুর ঈলিন নামে এক মহাবল পুৎত্র জন্মে;- তিনিও সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ ঈলিন স্বীয় পত্নী রথন্তরীর গর্ভে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু পাঁচ পুৎত্র উৎপাদন করেন। তন্মেধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। সেই শকুন্তলাতনয় ভরত দ্বারাই ভরতবংশের এতদূর গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ভরতের তিন মহিষী। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার নয় পুৎত্র জন্মে। কিন্তু পুৎত্রেরা কেহই তাঁহার অনুরূপ হন নাই, এই নিমিত্ত তিনি স্বীয় সন্তানগণকে যথাযোগ্য সমাদর করিতেন না। মহিষীগণ রাজার অসন্তোষের কারণ জানিতে পারিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ পুৎত্রদিগেকে বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে ভরতের অপত্যোৎপাদন বৃথা হইয়া গেল। অনন্তর তিনি পুৎত্রার্থী হইয়া বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভূমত্যু নামে এক পুৎত্র লাভ করিলেন। ভূমন্যু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহিষী পুষ্করিণীর গর্ভে ভূমণ্যুর পুৎত্র জন্মে;- সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহবিঃ, সুজেয় এবং ঋচীক। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুহোত্র গজবাজি-সমাকীর্ণ ও বহুরত্ন-সমাকুল রাজ্য লাভ করিলেন এবং রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ন্যায়পরায়ণ সুহোত্র ধর্ম্মতঃ প্রজ্ঞাপালন করিতে আরম্ভ করিলে, হস্তী, অশ্ব ও রথসম্পূর্ণা এবং জনতাসমাকুলা বসুন্ধরা ভারাক্রান্ত হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্না হইতে লাগিলেন। তিনি রাজা হইলে শস্যবৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি ও পৃথিবী স্থানে স্থানে চৈত্য১ ও যূপস্তম্ভে২ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ঐক্ষাকীর গর্ভে সুহোত্রের তিন পুৎত্র জন্মে;- অজমীঢ়, সুমীঢ় এবং পুরুমীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢ় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার তিন পত্নী;- ধূমিনী, নীলী এবং কেশিনী। ইঁহাদিগের গর্ভে অজমীঢ়ের ছয় পুৎত্র হয়;- ঋক্ষ, দুষ্মন্ত, পরমেষ্ঠী, জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ। ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী, কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী হইতে পাঞ্চালবংশ সমুদ্ভুত হইয়াছে এবং অমিততেজাঃ জহ্নু হইতে কুশিকান্বয় বিস্তৃত হইয়াছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ঋক্ষ রাজা ছিলেন। ঋক্ষের পুৎত্র সংবরণ। তিনি রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বিষয়ের বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। শত শত লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল এবং অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে লোক-সকল পঞ্চ পাইতে লাগিল। এই সময়ে পাঞ্চালরাজ চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে রাজা সংবরণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর রাজা সংবরণ ভীত হইয়া পুৎত্র, কলত্র,

অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধুনদ-তীরবর্ত্তী এক নিবিড় নিকুঞ্জমধ্যে বাস করিলেন। সেই নিকুঞ্জ নদীতট অবধি পর্ব্বতসমীপে পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহারা বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিবস ভগবান বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। ভারতেরা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া, পরমযত্নে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য-দান করিলেন এবং করিলেন এবং অনাময়-প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। মুনিবর আসনে উপবিষ্ট হইলে রাজা প্রার্থনা করিলেন, "ভগবান! আপনাকে আমাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি।" মহর্ষি বশিষ্ঠ "তথাস্তু" বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর অচিরকালমধ্যে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ সংবরণ রাজ্যলাভানন্তর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। অনন্তর সংবরণের মহিষী তপতী এক পুৎত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুৎত্রের নাম কুরু। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াতে প্রজাদিগের সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহাতপাঃ কুরু কুরুজঙ্গলে তপস্যা করিয়াছিলেন। বলিয়া ঐ প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল। কুরুর পাঁচ পুৎত্র;- অবিক্ষিত, ভবিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয় অবিক্ষিতের আট সন্তান;- পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মিলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি। পরীক্ষিতের সাত পুৎত্র;- জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন। জনমেজয়ের আট পুৎত্র;- ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসাতি। রাজকুমারেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ পুৎত্র;- কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, হবিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্য, অপরাজিত, প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র এবং সুনেত্র। তন্মধ্যে প্রতীপ ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার তিন পুৎত্র;- দেবাপি, শান্তনু, এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্ম্মোপার্জ্জন-বাসনায় প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন; শান্তনু ও বাহ্লীক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজা পবিত্র মনুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৯৫তম অধ্যায়

বিস্তৃত পুরুবংশ

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদারচরিত পূর্ব্বপুরুষদিগের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল না; অতএব অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মনু অবধি রাজর্ষিগণের বিশুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সবিস্তর বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দ্বৈপায়নের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, অবিকল বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। দক্ষের পুৎত্র অদিতি, অদিতির পুৎত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুৎত্র মনু, মনুর পুৎত্র ইলা, ইলার পুৎত্র পুরূরবাঃ, পুরূরবার পুৎত্র আয়ু, আয়ুর পুৎত্র নহুষ, নহুষের পুৎত্র যযাতি। যযাতির দুই ভার্য্যা;- শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে দুই পুৎত্র হয়;- যদু এবং তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার তিন সন্তান;-

দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু। যদু হইতে যদুবংশ এবং পুরু হইতে পুরুবংশ বিস্তৃত হইয়াছে। এই পুরু তিনবার অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছেন এবং পরিশেষে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পুরুর মহিষী কৌশল্যা;- তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম হয়। জনমেজয় মাধবী নামে এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। মাধবীর গর্ভে জনমেজয়ের প্রাচিন্বান্ নামে এক পুৎত্র জন্মে। তিনি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রাচিন্বান্ হইয়াছিল। তিনি যদুকুলসমুদ্ভুতা অশ্মকীর পাণিগ্রহণ করেন। অশ্মকীর গর্ভে প্রাচিন্বানের সংযাতি নামে এক পুৎত্র হয়। দৃষদ্বতের দুহিতা বরাঙ্গী সংযাতির সহধর্ম্মিণী। তিনি এক সন্তান প্রসব করেন, তাঁহার নাম অহংযাতি। তিনি কৃতবীর্য্যনন্দিনী ভানুমতীকে বিবাহ করেন। ভানুমতীর গর্ভে তাঁহার এক পুৎত্র হয়, তাঁহার নাম সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম জয়লব্ধা কেকয়রাজদুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া এক পুৎত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম জয়ৎসেন। জয়ৎসেন বিদর্ভরাজদুহিতা সুশ্রবার পাণিপীড়ন করেন। সুশ্রবার গর্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। তিনিও বিদর্ভদেশীয় মর্য্যদানাম্নী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অরিহ নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। অরিহ অঙ্গরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে মহাভৌম নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। মহাভৌমের ধর্ম্মপত্নী সুযজ্ঞা। তিনি অযুতনায়ী নামে এক পুৎত্র প্রসব করেন। যিনি অযুত-সংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়া অযুতনায়ী এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার দুহিতা কামার পাণিগ্রহণ করিয়া অক্রোধন কলিঙ্গদেশ-সম্ভূতা করাম্ভাকে বিবাহ করেন। করম্ভার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। দেবাতিথি বিদেহদেশোড্ভবা মর্য্যাদানাম্নী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া অরিহ নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। অরিহ সুদেবাকে বিবাহ করেন। ঋক্ষ নামে তাঁহার এক পুৎত্র হয়। ঋক্ষ তক্ষকদুহিতা জ্বালার পাণিগ্রহণ করিয়া মতিনার নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। মতিনার সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দ্বাদশ বার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। অনন্তর সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের এক পুৎত্র হইল; তাঁহার নাম তংসু। তংসু কলিঙ্গীর গর্ভে ঈলিন নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। ঈলিনের দুষ্মন্ত প্রভৃতি পাঁচ পুৎত্র হয়। দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত ভরতের জন্ম হয়।

ভরতজন্ম

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকালে রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল, “মহারাজ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, ইনি যাহা কহিতেছেন, সমুদয়ই সত্য; বালকটি আপনার ঔরসজাত; ইহা দ্বারা আপনার চরমে পরমফল স্বর্গফললাভ হইবে; অতএব যত্নপূর্ব্বক আত্মজের ভরণপোষণ করুন।” ভরণ করুন, এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত রহিল। ভরত-ভার্য্যা সুনন্দা ভূমন্যু নামে এক পুৎত্র প্রসব করেন। ভূমন্যুজায়া বিজয়া সুহোত্রের প্রসূতি। সুহোত্র ইক্ষাকুবংশীয়া সুবর্ণার গর্ভে সুহোত্রের এক পুৎত্র হয়, তাঁহার নাম হস্তী। তিনি এক নগর স্থাপন করেন। সেই নগর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে হস্তিনাপুর নামে বিখ্যাত হইল। হস্তী যশোধরার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামক এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। বিকুণ্ঠনের পত্নীর নাম সুদেবা এবং পুৎত্রের

নাম অজমীঢ়। অজমীঢ়ের চারি মহিষী;- কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ব্ভে রাজার চতুর্বিংশতিতম পুৎত্র হয়, তাঁহাদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইল। কেবল সংবরণ হইতে পিতৃকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি তপতীর পাণিগ্রহণ করিয়া কুরু নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। যদুবংশোদ্ভবা শুভাঙ্গী কুরুর মহিষী। তিনি বিদুরথ নামে এক পুৎত্র প্রসব করেন। বিদুরথের পত্নী সুপ্রিয়ার গর্ব্ভে অনশ্বার জন্ম হয়। অনশ্বা অমৃতার গর্ব্ভে পরীক্ষিৎকে উৎপাদন করেন। পরীক্ষিতের পত্নী সুযশা। তাঁহার গর্ব্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের পত্নী কুমারী। তৎপুৎত্র প্রতীশ্রবা। প্রতীশ্রবার পুৎত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুৎত্র;-দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তৃন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই বনপ্রয়াণ করেন।

কৌরব-পাণ্ডব বংশ

শান্তনু প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিত, এই নিমিত্তে তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ব্ভে দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুৎত্র হয়-যাহাকে লোকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিত। ভীষ্ম পিতার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সত্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বে অনুঢ়াবস্থায় পরাশর-সহযোগে সত্যবতী গর্ভবতী হয়েন। তাহাতেই দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। অধুনা সেই সত্যবতীর গর্ব্ভে রাজা শান্তনুর দুই পুৎত্র হইল; একের নাম বিচিত্রবীর্য্য, অপরের নাম চিত্রাঙ্গদা। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ না হইতেই গন্ধর্ব্ব-হস্তে নিহত হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা আত্মজের বদননিরীক্ষণসুখে বঞ্চিত হইয়া লোকান্তর গমনকরিলেন। অনন্তর সত্যবতী বংশরক্ষার নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মাতঃ! কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন।" সত্যবতী কহিলেন, "বৎস! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবার্য্য পুৎত্রবিহীন হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি তাঁহার উত্তম পুৎত্র উৎপাদন করিয়া বংশ-রক্ষা কর।" দ্বৈপায়ন মাতার আজ্ঞায় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুৎত্র উৎপাদন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুৎত্র হইবে বলিয়া বরদান করিলেন।

অনন্তর দ্বৈপায়নের বর-প্রভাবে গান্ধারীর গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুৎত্র হইল। তন্মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং চিত্রসেন এই চারিজন সর্ব্বপ্রধান। পাণ্ডুর দুই ভার্য্যা;- কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর আর একটি নাম পৃথা। একদিবস পাণ্ডুরাজ মৃগয়ার্থ গমন করিতে করিতে দেখিলেন, এক মহর্ষি কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক এক মৃগীতে আসক্ত হইয়াছেন। রাজা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং ঋষির কামক্রীড়ার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি না হইতেই তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন। ঋষি বাণাহত হইয়া পাণ্ডুকে অভিসম্পাত করিলেন, "তুমি অভিজ্ঞ হইয়াও আমাকে কামরসাস্বাদে বঞ্চিত ও বিনষ্ট করিলে, এই অপরাধে অচিরকালমধ্যে তোমাকেও এই অবস্থায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হইবে।" রাজা শাপভয়ে ভীত ও বিবর্ণ হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি মহিষীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর

একদিবস কুন্তীর নিকট সমস্ত মৃগয়াবৃত্তান্ত ও আপনার অবিমৃষ্যকারিত্ব১ সবিস্তর বর্ণন করিয়া কহিলেন, "রাজ্ঞি! আমি শুনিয়াছি, অপুৎত্র ব্যক্তি নিরয়গামী হয়; অতত্রব তুমি অপত্যোৎপাদন করিয়া আমার আয়তির শুভ-বিবাহ কর।"

কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া ধর্ম্ম, মরুৎ এবং ইন্দ্রএই তিনজন দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন এই তিন পুৎত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা পুৎত্রদর্শনে পরম-প্রীত হইয়া কুন্তীকে কহিলেন, "তোমার সপত্নীও অপত্যবিহীনা, অতত্রব যাহাতে তাঁহার সন্তান হয়, তদ্বিষয়েও যত্ন করা কর্ত্তব্য।" কুন্তী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তৎক্ষণাৎ মাদ্রীকে আকর্ষণ-বিদ্যা প্রদান করিলেন। মাদ্রী সপত্নীদত্ত বিদ্যাবলে অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতাকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা উপনীত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মাদ্রী নকুল ও সহদেব এই দুই পুৎত্র লাভ করিলেন। একদা পাণ্ডু স্বীয় মহিষী মাদ্রীর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং শাপবাক্য বিস্মৃত হইয়া মদনানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মাদ্রী অত্যন্ত শোকার্ত্ত ও দুঃখিত হইয়া স্বামীর সহগমনে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার সময় নকুল ও সহদেবকে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "ইঁহাদিগের প্রতি অযত্ন না করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন; আমি এ জন্মের মত বিদায় হইলাম।" তদনন্তর কতিপয় তাপস পাণ্ডবদিগকে কুন্তী সমাভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে লইয়া গিয়া ভীষ্ম ও বিদুরের সমীপে তাঁহাদের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ভীষ্মাদির নিকট পিতার নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করিত না। এইরূপে পাণ্ডবগণের শৈশবাবস্থা অতীত হইল। পরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল, কিন্তু নিরপরাধ পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যক্রমে সেই দুর্ব্বৃত্তের সমুদায় আশয় নিষ্ফল হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ছলনা করিয়া তাঁহাদিগকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করিলেন। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন তথাপি ক্ষান্ত হইল না। সে পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বিদুরের মন্ত্রণাবলে নৃশংসের অসদভিসন্ধি সমুদয় বিফল হইল। পাণ্ডবগণ নিরন্তর অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া বারণাবত নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক একচক্রার্ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে হিড়িম্বের প্রাণসংহার করিয়া একচক্রায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় বক-নামক এক দুর্দ্দান্ত নিশাচরের প্রাণসংহার করিয়া পাঞ্চাল-নগরে গমন করিলেন এবং দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক একটি সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পুৎত্র উৎপাদন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের পুৎত্র প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের পুৎত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুৎত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুৎত্র শতানীক, সহদেবের পুৎত্র শ্রুতকর্ম্মা। পরে যুধিষ্ঠির গোবাসনের দুহিতা দেবিকাকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। ভীমসেন কাশীশ্বরকুমারী বলন্ধরার পালণণিপীড়ন করিয়া তদ্গর্ভে সর্ব্বগ

নামে পুৎত্র উৎপাদন করেন। অর্জ্জুন দ্বারাবতীতে গমন করিয়া প্রিয়বাদিনী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অভিমন্যু নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। অভিমন্যু কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নকুল করেণুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরমিত্র নামে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন। সহদেব মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়া তাহার গর্ভে এক পুৎত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম সুহোত্র। ভীমসেন পূর্ব্বে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে অপর পুৎত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের একাদশ পুৎত্র হইল। তন্মধ্যে অভিমন্যু বংশধর হইয়াছেন। তিনি বিরাটের দুহিতা উত্তরার পাণিগ্রহন করেন। কিছুদিন পরে অভিমন্যুর সহযোগে উত্তরার গর্ভসঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ষণ্মাসেই এক মৃতসন্তান প্রসব করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব পৃথাকে আদেশ করিলেন, “তুমি এই পুৎত্রকে ক্রোড়ে ধারণ কর, আমি উহাকে জীবিত করিতেছি।” বাসুদেবের তেজঃপ্রভাবে সেই মৃতপুৎত্র পুনর্জ্জীবিত ও তৎপ্রদত্ত বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ বাসুদেবের অনুগ্রহে তাঁহার অকালজন্ম-নিবন্ধন বলবীর্য্য প্রভৃতি কোন বিষয়েই ন্যূনতা রহিল না। সেই পুৎত্র কুলের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া বাসুদেব তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন। পরীক্ষিৎ মাদ্রীকে বিবাহ করেন। মহারাজ! আপনি সেই পরীক্ষিতের ঔরসে মাদ্রীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার ভার্য্যা বপুষ্টমা শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুইটি পুৎত্র প্রসব করিয়াছেন। বৈদেহীর গর্ভে শতানীকের এক পুৎত্র জন্মে, তাঁহার নাম অশ্বমেধদত্ত। মহারাজ! পরমধন্য ও পরমপবিত্র কুরু ও পাণ্ডবদিগের বংশের ইতিবৃত্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদিগের ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্মনিরত প্রজাপালনতৎপর রাজাদিগের শ্রোতব্য, বৈশ্যদিগের শ্রোতব্য, বোদ্ধব্য এবং ত্রিবর্ণ- শুশ্রূষু১ শূদ্রদিগেরও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা পরস্পর নির্ম্মৎসর২ মিত্রভাবাপন্ন হইয়া এই পরমপবিত্র ইতিহাস সমস্ত শ্রবণ করান কিংবা করেন, তাঁহারা স্বর্গধামে গমন করেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মনুষ্যগণের পরম-পূজনীয় ও মাননীয় হন, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-সকল পরস্পর নির্ম্মৎসর ও শুশ্রূষান্বিত হইয়া এই পরম-পবিত্র ভারত শ্রবণ করিলে সুকৃতিলাভপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। এই মহাভারত পরমপবিত্র, পরমোৎকৃষ্ট, পরমরমণীয় ও বেদস্বরূপ; ইহা আয়ুষ্কর ও যশস্কর; অতত্রব ইহা অবশ্যই শ্রোতব্য।

৯৬তম অধ্যায়

অভিশপ্ত বসুগণের গঙ্গাগর্ভে জন্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাজা মহাভিষ সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শত-সংখ্যক রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়া চরমে পরমফল স্বর্গফললাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর একদিবস দেবগণ কমলযোনির আরাধনা করিতেছেন, বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও মহারাজ মহাভিষ তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সরিদ্বরা গঙ্গা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন।

বায়ুবেগে সহসা তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড্ডীন হইল, তদ্দর্শনে দেবতারা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন; কিন্তু রাজা মহাভিষ অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা সন্দিহান হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, তুমি দেবলোকের উপযুক্ত পাত্র নহ; অতএব মর্ত্ত্যলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ কর; কিন্তু পুনর্ব্বার তোমার স্বর্গ লাভ হইবে।" রাজা এই প্রকার দণ্ডিত হইয়া, কাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক রাজর্ষি এবং মহর্ষিকে চিন্তা করিয়া রাজা প্রতীপের পুৎত্র হইতে মানস করিলেন। সরিদ্বরা মহাভিষকে অত্যন্ত অধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, বসু-নামক দেবগণ মূর্চ্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পতিত রহিয়াছেন।

অনন্তর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত এরূপ দুরবস্থাগ্রস্থ হইয়াছ? তোমাদিগের কি কোন অনিষ্ট-ঘটনা হইয়াছে? "তাঁহারা কহিলেন,"সরিদ্বরে! অতি সামান্য অপরাধে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা এইরূপ হইয়াছি। একদিবস সায়ংকালে ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রচ্ছন্নবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মহর্ষির যথাবিধি সম্মান না করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম, এই অপরাধে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে মনুষ্যযনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন। তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন; সেই ব্রহ্মবাদীর বাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে; অতএব আপনি নবকলেবর ধারণপূর্ব্বক ভুমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের সৃষ্টি-বিধান করুন, নতুবা সামান্য মানুষীর গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করিতে পারিব না।" গঙ্গা বসুগণের প্রার্থনায় সম্মতা হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন,"মর্ত্ত্যলোকে কোন্ মহাপুরুষ তোমাদিগের জনক হইতে পারেন? "তাঁহারা কহিলেন, "প্রতীপ রাজার ঔরসে শান্তনু নামে এক সুবিখ্যাত ভূপাল ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের জনক হইবেন। "গঙ্গা কহিলেন,"তোমরা যাহা বলিলে, উহা আমারও অভিমত বটে; অতএব তোমাদিগের অভিলষিত এবং সেই রাজার প্রিয়কার্য্য আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব।" বসুগণ বলিলেন, "হে ত্রিপথগে ! আপনার পুত্র জন্মিবামাত্র সলিলে নিক্ষেপ করিবেন, অধিককাল যেন আমাদিগকে ভূলোক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। গঙ্গা কহিলেন "তোমরা যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব; কিন্তু যাহাতে রাজার একটি পুৎত্র জীবিত থাকে, তাহার কোন উপায় স্থির কর। কারণ, সেই পুত্রার্থী ভূপতির মৎসহবাস নিতান্ত নিষ্ফল হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে।" তখন বসুগণ কহিলেন,"আমরা স্ব স্ব বীর্যের চতুর্থ ভাগের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব, তাহাতেই তাঁহার পুত্রলাভ হইবে; কিন্তু সেই পুত্রের মর্ত্ত্যলোকে সন্তান সন্ততি হইবে না; অতএব হে ত্রিপথগামিনি! আপনার সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুৎত্র অপুৎত্র হইবেন।" বাসুদেবতারা সরিদ্বরা গঙ্গার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন।

৯৭তম অধ্যায়

শান্তনুর জন্মবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বভূতহিতৈষী প্রতীপ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি, যে স্থান হইতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন, তথায় গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা অনল্পকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা সুরধুনী রাজার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া স্ত্রীরূপ-ধারণপূর্ব্বক জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানপর রাজর্ষির দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন। মহীপাল প্রতীপ সেই বরবর্ণিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্যাণি ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তোমার কি প্রিয়কার্য সম্পাদন করিতে হইবে?" তিনি কহিলেন মহারাজ,"আমি অন্য কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন; প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী রমনীকে প্রত্যাখ্যান করা অতি গর্হিত কর্ম্ম।"

প্রতীপ কহিলেন "হে বরবর্ণিনি ! আমি ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি ,অত্এব পরপরিগ্রহে [পরস্ত্রীতে] অথবা অসবর্ণা স্ত্রীতে গমন করিতে পারিব না; তাহা করিলে আমাকে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হইবে।" দেবী কহিলেন মহারাজ, "অগম্যা অথবা নিন্দনীয়া নহি, আমা হইতে কোনপ্রকার অনিষ্টশঙ্কা করিবেন না, আমি দিব্যাঙ্গনা, আপনার প্রণয়পাশে আকৃষ্ট হইয়া অভিগমন করিয়াছি, অতএব আমাকে ভজনা করুন; পরকলত্র [পরনারী] বোধে প্রত্যাখ্যান করবেন না।" প্রতীপ কহিলেন, "তুমি প্রিয়বোধে যে বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেছ, আমি তাহাতে নিবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া সেই অসাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ধর্ম্মবিপ্লব আমাকে উৎসন্ন করিবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি কামিনী ভোগ্য বামোরু পরিত্যাগপূর্ব্বক পুৎত্র ও পুৎত্রবধূসেব্য দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুৎত্রবধূস্থানীয় হইয়াছ, অতএব কিরূপে তোমাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? তুমি স্নুষাভগ্য [পুত্রবধূ] দক্ষিণোরু আশ্রয় করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমার পুৎত্রবধু হইলে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার পুৎত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব। এক্ষণে পরিণায়ার্থ বরণ করিয়া রাখিলাম। স্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ ! আপনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজমণ্ডল আপনার অধীন। ত্বদীয় সদ্গুণাবলী শত শত বৎসর নিরন্তর কীর্ত্তন করিলে তাহার অবধি [সীমা] লাভ হয় না; অতএব আপনার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে আলঙ্ঘনীয়। কেবল আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতিনিবন্ধন আমি ভরতকুলের কামিনী হইতে বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! আমি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়ে আপনার পুত্র বাঙ্নিষ্পত্তি [প্রতিবাদ] করিতে পারিবেন না । যদ্যপি তিনি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক কালযাপন করিব এবং তিনিও আমার গর্ভে পুৎত্র উৎপাদন করিয়া পরিশেষে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন।" এই কথা বলিয়া স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

মহারাজ প্রতীপ পুৎত্রজন্ম-প্রতিক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্ষৎত্রিয়াগণী প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া অনুরূপ পুৎত্রালাভার্থ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। উল্লিখিত মহাভিষ সেই বৃদ্ধ দম্পতির পুৎত্র হইলেন। শান্তিপর রাজার সন্তান হইল বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু জন্মান্তরীণ অক্ষয় স্বর্গ স্মরণ করিয়া নিরন্তর কেবল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তৎপর হইলেন। তিনি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতীপ তাঁহাকে আদেশ করিলেন,"বৎস পূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা উৎপাদনার্থ মৎসকাশে আগমন করিয়াছিলেন; যদি সেই রূপলাবণ্যবতী বরবণিনী পুৎত্রার্থিনী হইয়া তোমার নিকট আগমন

করেন, তাহা হইলে তুমি বিচার না করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিও, আমি অনুমতি করিতেছি। আর তোমাকে তাঁহার চিন্তানুবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন, তাহা বাস্তবিক গর্হিত হইলেও তুমি কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিও না।"

প্রতীপ স্বীয় পুত্র শান্তনুকে এইরূপ উপদেশ প্রদানানন্তর তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল হইয়া উঠিলেন এবং মৃগয়াসক্ত হইয়া নানা বন ও উপবন পর্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক মৃগ, মহিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় বন্য পশুর প্রাণসংহার করিয়া পরিশেষ একাকী সিদ্ধচারণগণ পরিসেবিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলেন। একদিবস মৃগয়া হইতে প্রত্যবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষীর ন্যায় উজ্জ্বলতনু পরমসুন্দরী এক রমণীকে তরঙ্গীণী-তীরে নীরীক্ষণ করিলেন। সেই কামিনীর সুললিত নবযৌবন, রমণীয় দশনচ্ছদ [অধর ওষ্ঠ] মনোহর বেশভূষা, সূক্ষ্ম পরিধেয়-বস্ত্র ও পদ্মোদরসদৃশ রুচির [মনোজ্ঞ] বর্ণ নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন; কণ্টকিত-কলেবর হইয়া সতৃষ্ণদৃষ্টিতে বারংবার তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার নয়ন-যুগল পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিলাসিনীও তদীয় প্রণয়াসক্ত হইয়া অবিতৃপ্তনয়নে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৃশাঙ্গি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, পন্নগ ও মনুষ্য ইহার মধ্যে তুমি কোন জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ? আমার বাসনা হয়, তোমার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তোমার সহবাসে যৌবনকাল চরিতার্থ করি।"

৯৮তম অধ্যায়

শান্তনুকে গঙ্গার পতিত্বে বরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রমদা রাজার সস্মিত [মনোজ্ঞ] মৃদুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বসুগণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,তাহা স্মরণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার মহিষী হইয়া চিত্তানুবর্ত্তন করিব, কিন্তু যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তদ্বিষয়ে আমাকে বারণ করিতে পারিবেন না এবং তন্নিমিত্ত আমার প্রতি কোন অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। যদি এইরূপ ব্যবহারে কালযাপন করিতে সম্মত হয়েন, তবে আপনার সহবাস করিব; মৎকৃত কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে অথবা আপনি তন্নিমিত্ত বিরক্ত হইয়া অপ্রিয় কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিব সন্দেহ নাই।" রাজা এই নিয়মে সম্মত ও অঙ্গীকৃত হইলেন। গঙ্গা শান্তনুকে এইরূপে বচনবদ্ধ করিয়া পরম পরিতুষ্টা হইলেন, মহিপতীও সেই আলোকসামান্য-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন স্ত্রীরত্নলাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপচার দ্বারা

নিরন্তর তাঁহার সন্তোষ উপাদানে যত্নবান হইলেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমনীয় কলেরব-ধারণপূর্ব্বক পরম ভাগ্যবান্ শান্তনু রাজার মহিষী হইয়া মনোহর হাব-ভাব-বিলাস ও সম্ভোগাদি দ্বারা নরেন্দ্রের মন মোহিত করিলেন। ফলতঃ রাজা রাজমহিষীর সদ্গুণে এমন আকৃষ্ট হইয়ছিলেন যে, ক্ষণকালও তাঁহার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। রাজ্ঞীর সম্ভোগসুখে কত কত সংবৎসর,ঋতু ও মাসাদি মুহুর্ত্তবৎ অতীত হইত, তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমহিষী ক্রমে ক্রমে অমর-সদৃশ আটটি পুৎত্র প্রসব করিয়ছিলেন। পুৎত্র ভূমিষ্ট হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহদিগকে স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিতেন; তৎকালে রাজাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেন যে, "আমি আপনাকে প্রসন্ন করিব।" রাজা তদ্দর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি জানি, পাছে গঙ্গা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, এই ভয়ে ভীত হইয়া বাঙ্‌নিস্পত্তি করিতে পারিতেন না।

অনন্তর পুৎত্র ভূমিষ্ট হইলে মহিষী হাসিতে লাগিলেন। রাজা পুৎত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, অতএব এবার পুৎত্রটি জীবিত থাকে, এই আশয়ে পত্নীকে কহিলেন, "পুৎত্র বিনষ্ট করিও না; তুমি কে? কি নিমিত্ত আত্মজদিগের প্রাণবধ করিতেছ। হে পুৎত্রঘাতিনি ! পুৎত্রহিংসা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই; শস্ত্রে কথিত আছে, উহা মহাপাতক, অতএব এই গর্হিত নিষ্ঠুরাচরণে ক্ষান্ত হও।"

তখন সেই স্ত্রী কহিলেন, "হে পুৎত্রকাম! আমি তোমার পুৎত্র বিনষ্ট করিব না; এক্ষণে পূর্ব্বকৃত নিয়ম স্মরণ কর, আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা। ঋষিগণ সর্ব্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। কেবল দেবকার্য্য-সাধনার্থ তোমার ভার্য্যা হইয়াছিলাম। আর এই সমস্ত সন্তানগুলিকে সামান্য মনুয্য জ্ঞান করিও না; ইহারা মহাতেজাঃ বসুগণ, মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তোমা ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন পুরুষ ইহাদিগের পিতা হইবার যোগ্য হইতে পারে না এবং আমা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীও ইহাদিগের জননী হইবার যোগ্য নহে; এই নিমিত্ত আমি মানুষী হইয়া ইহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম; আর তুমিও ইঁহাদিগের জনক হইয়া অক্ষয় লোকসকল জয় করিয়াছ । আমি ইহাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমার গর্ভে পুৎত্র জন্মিবামাত্র আমি সেই পুৎত্রকে মনুষ্যলোক হইতে মুক্ত করিব। ইঁহারা মহাত্মা বশিষ্ঠের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইলেন এবং আমিও প্রতিজ্ঞাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম; অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি, আপনার মঙ্গল হউক। মদ্গর্ভজাত এই পুৎত্রতিকে গঙ্গাদত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন করুন। আমি এইরূপে বসুগণের শাপমুক্তির জন্য তোমার সন্নিধানে বাস করিয়াছিলাম।"

৯৯তম অধ্যায়

বসুগণের শাপ-বৃত্তান্ত

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলেন, '"হে সুরনদি! বশিষ্ঠ কে? বসু-দেবতারা কি দুস্কর্ম্ম করিয়ছিলেন যে, তাঁহারা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মনুয্যযোনি প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পুৎত্র কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যাবজ্জীবন মনুয্যলোকে বাস করিতে হইবে? আর বসুগণই বা সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়া কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর।" জাহ্নবী কহিলেন, "মহারাজ! শ্রবণ করুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বরুণদেবের পুৎত্র। তাঁহার আর একটি নাম আপব। তিনি গিরিবর সুমেরু-সন্নিহিত এক পরম রমনীয় অরণ্যে তপস্যা করিতেন। সেই তপোবন সকল ঋতুতেই নানাজাতীয় কুসুমসমুহে বিকশিত হইয়া থাকে এবং পশুপক্ষিগণ অসঙ্কুচিত্তে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সেই আশ্রমপদ সচ্ছজল জলাশয়ে অলঙ্কৃত এবং অশেষ প্রকার সুস্বাদু ফলমূলে পরিপূর্ণ।

দক্ষ প্রজাপতির সুরভিনাম্নী এক নন্দিনী ছিলেন। সেই সর্ব্বকামপ্রদা সুরভি জগতের হিতার্থে গোরূপধারণ করিয়া কশ্যপের ঔরসে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাতপাঃ বশিষ্ঠের হোমধেনু হয়েন। তিনি মুনিজনসেবিত সেই পরম-রমনীয় তপোবনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন। পৃথু প্রভৃতি বসুদেবতারা বনবিহারার্থে সস্ত্রীক হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যহারে তত্রত্য সুরম্য পর্ব্বতে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন বসুপত্নী তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নন্দিনীনাম্নী ধেনুকে নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। পরে দ্যু নামক বসুকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পীনোধ্নী [পীবরস্তনী-বড় পালানওয়ালা], সুগন্ধী, সুন্দরবালধী [দোহনকালে শান্তভাবাপন্না] ও বিচিত্র-খুরবিশিষ্টা সেই ধেনু দর্শন করাইলেন। দ্যু নন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অশেষ প্রকার গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক দেবীকে কহিলেন, "দেবি! যে মহর্ষির তপোবন, নন্দিনী সেই বারুণির হোমধেনু। মর্ত্ত্যলোকনিবাসী যে ব্যক্তি এই ধেনুর সুস্বাদ দুগ্ধ পান করেন, তিনি দশ সহস্র বৎসর স্থির যৌবন হইয়া জীবিত থাকেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া বসুপত্নী আপন স্বামীকে কহিলেন, 'মহাভাগ ! মর্ত্ত্যলোকে জিতবতি-নাম্নী আমার এক সখী আছেন। সেই রূপবতী যুবতী রাজা উশীনরের দুহিতা। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছে। আমি অভিলাষ করি, আপনি সত্বর হইয়া তাহার নিমিত্ত বৎসের সহিত ঐ ধেনুকে আনয়ন করুন। তিনি উহার দুগ্ধ পান করিয়া যাবজ্জীবন অজরা ও অরোগিণী হইয়া থাকিবেন, ইহার পর আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? হে নাথ ! অভিলাষসম্পাদনে তৎপর হওয়া আপনার সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ।' দ্যু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই ধেনু ও তাহার বৎস অপহরণ করিলেন। ভার্য্যার প্রবর্ত্তনা-পরতন্ত্র হইয়া, মহর্ষির অসামান্য তপঃপ্রভাব সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া ধেনু অপহরণ করিলেন বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত যে ঘোরতর অনিষ্টপাত হইবে, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা করিলেন না ।

অনন্তর তপোধন বারুণি ফলমূল আহরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় ধেনু ও তাহার বৎসকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, অদ্য

বসুদেবতারা এই বনে বিহার করিতে আসিয়া তাঁহার ধেনু অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। তখন ঋষি ক্রোধপরবশ হইয়া বসুগণকে অভিসম্পাত করিলেন, "যেহেতু তোমরা আমার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ধেনু অপহরণ করিয়াছ, অতএব মনুয্যযোনি প্রাপ্ত হইবে। মহাপ্রভাব মহর্ষি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বসুগণকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তপঃসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে বসুদেবতারা আপন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ট তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলেন। পরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। ঋষির ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি কহিলেন, ' আমি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া যাহা করিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে তোমরা সকলেই প্রতি সংবংসর শাপমুক্ত হইবে; কিন্তু যাঁহার নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছ, তাঁহাকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন মনুয্যলোকে কালযাপন করিতে হইবে। তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পিতৃহিতৈষী হইয়া অকিঞ্চিৎকর দারপরিগ্রহ প্রভৃতি পার্থিব সুখসম্ভোগে পরাঙ্মুখ হইবেন।' ঋষি এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে বসুগণ আমার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, গঙ্গে ! আপনি আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করুন আর আমরা ভুমিষ্ঠ হইবামাত্র আপনি আমাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করিবেন। অতএব হে মহারাজ ! অভিশপ্ত বসুদেবতাদিগকে মনুয্যলোক হইতে ঝটিতি মুক্ত করিয়াছি। কেবল মাত্র দ্যু সেই মহর্ষির শাপে যাবজ্জীবন মনুয্যলোকে বাস করিবেন।" দেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা তৎপ্রদত্ত পুৎত্র লইয়া শোকার্ত্ত ও বিষণ্ণমনে ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই পুত্রের দেবব্রত ও গঙ্গেয় হইল। দেবব্রত পিতা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইলেন। আমি সেই মহাপুরুষের গুণরাশি কীর্ত্তন করিব এবং মহাত্মা ভারত ভুপতির সৌভাগ্যবর্ণন করিব, যাঁহার ইতিহাস পবিত্র মহাভারত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

১০০তম অধ্যায়

শান্তনুচরিত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শান্তনু পরম প্রাজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও পরম ধীমান ছিলেন। জিতেন্দ্রিয়তা,দয়ালুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মহারাজ শান্তনু দেবর্ষি ও রার্ষিগণের সম্মান-ভাজন, ধীরপ্রকৃতি ক্ষমাবান্, দানশীল ও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং সেই সর্ব্বগুণাস্পদ, ধর্ম্মার্থ-কুশলী রাজা ভরতবংশের ও অন্যান্য জনগণের পরিরক্ষক ছিলেন। চক্রবর্ত্তীর (সার্ব্বভৌম-সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি) সমুদয় লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত। তিনি অদ্বিতীয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক রাজা কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তদানীন্তন লোকেরা সেই কীর্ত্তিমানের সদাচার ও সদ্ব্যবহার দর্শন করিয়া অর্থ ও কাম পরিত্যাগ পুর্ব্বক কেবল একমাত্র ধর্ম্মোপাসনাব্রতে

ব্রতী হইয়াছিলেন। নৃপগণ শান্তনুর লোকাতিশায়িনী ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোক, ভয় ও গ্রহপীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল না। তাঁহারা সুস্বপ্নে [স্বনিদ্রায়] নিশাবসান করিয়া শয্যা হইতে পরমসুখে গাত্রোত্থান করিতেন। সেই দেবেন্দ্রপ্রতিম রাজেন্দ্রের দৃষ্টান্তে নৃপতিগণ সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং বদান্য ও যাগশীল হইয়া উঠিলেন। শান্তনুপ্রমুখ রাজগণ নিয়মতন্ত্র হইয়া সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল; ক্ষৎত্রিয়েরা বিপ্রসেবায় তৎপর হইলেন, বৈশ্যেরা ক্ষৎত্রিয় সেবায় দীক্ষিত হইলেন এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ,বৈশ্য ও ক্ষৎত্রিয় তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাজা শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থানপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ঋজুস্বভাব, বদান্য, তপোনিরত, রাগদ্বেষশূন্য, পরম সুন্দর ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি প্রতাপে তপনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, কোপর যমের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সেই সর্ব্বগুণাকর ভূপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে কোলের জিঘাংসাপ্রবৃত্তি [হিংসাপ্রবৃত্তি-মারণেচ্ছা] সম্যক্‌রূপে নিবৃত্তি পাইয়াছিল এবং বৃথা হিংসা এককালে রহিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষপাত-পরিশূন্য ও কামরাগ-পরিবর্জ্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে সেই ধর্ম্মোত্তর [ধর্ম্মই একমাত্র লক্ষ্য যাহার] রাজ্যে সকল প্রাণীকে নির্ব্বশেষে শাসন করিতে লাগিলেন; দেবর্ষি ও পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যাগাদি ক্রিয়াকলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতির ও র্নিকৃষ্ট প্রাণিগণের পিতাস্বরূপ ছিলেন।

ভীষ্মচরিত

সেই কুরুপতি রাজ্যেশ্বর হইলে লোকের মন দানধর্ম্মে প্রবণ হইল এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল। তিনি পত্নী সহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চত্বারিংশৎ বৎসর বনবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাগর্ভসম্ভূত তৎপুৎত্র দেবব্রত রূপ, গুণ, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা ন্যুন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব ও মহারথ ছিলেন। একদিবস দেবব্রত একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ভাগীরথীতীরে উপনিত হইয়া শরজালে নদীর জল শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। রাজা শান্তনু সরিদ্বরার এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিরোধ দর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অদ্য গঙ্গা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে না কেন? অনন্তর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, দেবরাজসদৃশ এক পরম রূপবান্ কুমার তীক্ষ্নধার অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। এই অলৌকিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাকে অতীব শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আত্মজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি, পাছে রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুৎত্র বলিয়া জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।

রাজা শান্তনু এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আপন পুৎত্র-বিবেচনায় গঙ্গাকে দেখাইতে কহিলেন। গঙ্গা মনোহর রূপধারণ করিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্ত

গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে দর্শন করাইলেন। পরমরমণীয় বেশভুষায় ভূষিতা ও পরিস্কৃত বস্ত্রে সংবৃতাঙ্গী গঙ্গা দৃষ্টপূর্ব্বা হইলেও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

গঙ্গা কহিলেন, "মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমার নিকট যে অষ্টম পুৎত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ। অধুনা ইনি সর্ব্বশস্ত্র-বিশারদ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি ইঁহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। এক্ষণে পুৎত্রকে গৃহে লইয়া যাউন। ইনি বশিষ্টের নিকট বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন।এই মহাবল পরাক্রান্ত কুমার কৃতাস্ত্র, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা হইয়াছেন। ইনি সুরাসুরগণের পরম প্রণয়াস্পদ। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য যে সকল শস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ইহার কণ্ঠস্থ। সুরাসুরনমস্কৃত বৃহস্পতি যে-সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইনিও তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, শত্রুবর্গের দুরাক্রম্য, মহাবল, প্রবলপ্রতাপ মহর্ষি জামদগ্ন্য যে-সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই পুৎত্র তৎসমুদয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন এবং রাজধর্ম্মে ও অর্থ চিন্তায় সুনিপুণ হইয়াছেন, অতএব মৎপ্রদত্ত এই অশেষগুণসম্পন্ন পুৎত্র-সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করুন।"

রাজা গঙ্গা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান পুৎত্রকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা শান্তনু পুৎত্র-সমভিব্যাহারে অমরাবতীসদৃশ নিজ রাজধানীতে উপনীত হইয়া চরিতার্থ ও কৃতার্থম্মন্য হইলেন।

ভীষ্মের যৌবরাজ্যে অভিষেক

অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুণান্বিত পুৎত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ সদ্ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা পিতাকে, কৌরবদিগকে এবং জনপদস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। রাজা প্রীতমনে পুৎত্রের সহিত চারি বৎসর পরমসুখে কালযাপন করিয়া পরিশেষে একদিবস যমুনানদীর উভয়পার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন; কিন্তু কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সবিশেষ না জানিতে পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমিত-লোচনা দেবরূপধারিণী এই ধীবরকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীরু! তুমি কে, কাহার পত্নী এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ?' 'সে কহিল মহাশয়! আমি ধীবরকন্যা, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি।" রাজা শান্তনু ধীবরকন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গসৌরভ অঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাঁহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ কহোলেন, "হে প্রজ্ঞানাথ! যখন কন্যা জন্মিয়াছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে; আপনি সত্যবাদি, যদ্যপি এই কন্যাটি ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে সম্পাদন করিব; কিন্তু আমার একটি আভিলাষ আছে, তাহা 'পূর্ণ করিব' বলিয়া অগ্রে স্বীকার করিতে হইবে।"

শান্তনু কহিলেন, "হে ধীরব! তোমার অভিলাষ শ্রবণ না করিয়া কিরূপে তাহাতে সম্মত হইতে পারি? যদি অভিলষিত বিষয় দানযোগ্য হয়, নিশ্চই প্রদান করিব; কিন্তু অদেয়

হইলে কোনক্রমেই দিতে পারিব না। ”ধীবর কহিলেন, ”মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে যে পুৎত্র জন্মিবে, আপনার অবর্তমানে সেই পুৎত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে; অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না, এই আমার অভিলাষ।” রাজা প্রদীপ্ত মদনানলে দগ্ধ হইয়াও ধীবরকে বরদান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি অনঙ্গশরে বিচেতনপ্রায় হইয়া ধীবর কুমারীর আনুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর একদিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তাত! আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও সমুদায় রাজমণ্ডল আপনার অধীন, তথাপি কি নিমিত্ত-নিরন্তর আপনাকে এইরূপ শোকার্ত্ত ও দুঃখিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাই যান শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন, আমাকে পুৎত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, অশ্বরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন না, কেবল দিন দিন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন; অতএব আপনার কি রোগ হইয়াছে, আজ্ঞা করুন, আমি তাহার প্রতিকার করিব।”

পুৎত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, ”বৎস ! আমি যে নিমিত্তে এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুৎত্র অস্ত্রশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকার-বিশিষ্ট হইয়াছ। কিন্তু হে পুৎত্র ! মনুয্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। কারণ, যদি তোমার কোন অনিষ্টঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কুল নির্ম্মূল হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি একশত পুৎত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আর বৃথা দারপরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই; কিন্তু ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাঁহার এক পুৎত্র, তিনি অপুৎত্রমধ্যেই পরিগণিত। ত্বদীয় অনিষ্ট-শান্তির নিমিত্ত নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন; অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী [বেদ] এবং নিখিল শাস্ত্র কিছুই সন্তানের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে। তুমি মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্বদা সশস্ত্র ও অমর্ষপরিপুরিত [ক্ষৎত্রিয়োচিত তেজদৃপ্ত-তেজীয়ান্]; অতএব রণক্ষেত্র ব্যতিরেকে কুত্রাপি তোমার নিধন হইবে না। কিন্তু বৎস ! অধিক কি বলিব, আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হয় না, তন্নিমিত্ত আমি এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি।” মহানুভব দেবব্রত রাজার বিষাদ-কারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিলেন। অনন্তর পিতার পরমহিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের সন্নিধানে সত্বর গমনপূর্ব্বক রাজার শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রিবর কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে ধীবরকুমারীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। দেবব্রত মন্ত্রিপ্রমুখাৎ সমুদয় শ্রবণ করিয়া ক্ষৎত্রিয়গণ-সমভিব্যাহারে ধীবর সমীপে গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। রাজপুৎত্র আসনে উপবেশন করিলে ধীবর সমাগত রাজগণ-সমক্ষে কহিলেন, ”হে ভরতর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ, আপনার ন্যায় পুৎত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন ব্যক্তি না দুঃখিত হয়? সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি আপনার সমান গুণবান্, যাঁহার ঔরসে বরবর্ণিনী সত্যবতীর জন্ম হয়, তিনি বারংবার আমার নিকট ত্বদীয় পিতার গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। মহর্ষি

পরাশর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া সেই অসিতাঙ্গ [কৃষ্ণবর্ণ] মুনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি কন্যার পিতা, অতএব একটি কথা বলিব। এ পরন্তপ [শত্রুতাপন-শত্রুর সন্তাপকারী]! বোধ হইতেছে এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে অতি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে; কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হইলে কি সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কুলসম্ভুত হউক না কেন, সমস্ত শত্রুগণ অচিরকালমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে রাজকুমার! কেবল এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।"

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবরবাক্য শ্রবণ করিবা সমাগত রাজগণ সমক্ষে যথাযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে সত্যবাদিন্! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যাহা কহিবে, অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদিগের রাজা হইবেন।" অনন্তর জালজীবী কহিলেন, " হে ভরতর্ষভ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি কন্যার প্রভু হইলেন, সুতারাং ইহার দানেও আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল; কিন্তু আমার আর একটি কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপাতিগণ-সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার অননুরূপ নহে; অতএব আমি তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ করি না; কিন্তু যিনি আপনার সন্তান হইবেন তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে।" পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কইলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিব। আমি অপুৎত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে সন্দেহ নাই।" দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া হর্যে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "আপনার পিতাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর দেবতা ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে 'ভীষ্ম' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন, " মাতঃ ! রথোপরি আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি।" অনন্তর রথারোহণপুর্ব্বক হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া রাজা শান্তনুকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণ সমবেত ও পৃথক পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই দুরূহ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন, "হে মহাত্মন ! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।"

১০১তম অধ্যায়

শান্তনুর সত্যবতী পাণিগ্রহণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা শান্তনু সেই পরমসুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহিষী গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভে রাজার এক পুৎত্র জন্মে, তাঁহার নাম চিত্রাঙ্গদ। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, মহাবলপরাক্রান্ত ও সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য নামে তাঁহার অপর একটি পুৎত্র জন্মিল। মহাবীর্য্য বিচিত্রবীর্য্য তরুণবয়স্ক না হইতেই রাজা মানবলীলা সংবরণ করিলেন। শান্তনুকে স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ স্বীয় বাহুবলে সমুদয় রাজ্যমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্য কাহাকেও আপন সদৃশ জ্ঞান করিতেন না। চিত্রাঙ্গদ নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। তিনি সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সুরাসুরবিজয়ী চিত্রাঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। সরস্বতী স্রোতস্বতীর তীরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাঁহাদের উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত অস্ত্রবর্ষণে রণক্ষেত্র সমাকুল ও পরস্পর গাত্রবিমর্দ্দে [যোদ্ধৃজনের বাহুদ্বয় দ্বারা পরস্পর দেহসংঘর্ষে] তুমুল হইয় উঠিল। মায়াবী গন্ধর্ব্ব মায়াবলে চিত্রাঙ্গদের প্রাণসংহারপুর্ব্বক স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন। সেই অমিততেজাঃ নরেন্দ্র যুদ্ধে নিহত হইল ভীষ্ম তাঁহার সমুদয় প্রেতকার্য্যই সম্পাদন করাইলেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । বিচিত্রবীর্য্য পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপুর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরম-যত্নে প্রতিপালন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

১০২তম অধ্যায়

কাশীরাজকন্যা অম্বিকাদির স্বয়ংবর

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরবনন্দন! চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে বিচিত্রবীর্য্যের বাল্যাবস্থায় ভীষ্ম সত্যবতীর নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্যকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া ভীষ্ম তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সময় কাশীপতির তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন, এই কথা ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। মহারথ ভীষ্ম মাতার অনুমতি লইয়া রথরোহণপূর্ব্বক বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন, ভূপতিগণ বিবাহার্থী হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে সেই স্বয়ংবরসভায় সমাগত হইয়াছেন এবং সেই কন্যারাও উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর রাজাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইলে ভিষ্ম ভ্রাতার নিমিত্ত স্বয়ং সেই কন্যাদিগকে প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া অতি গম্ভীরস্বরে মহীপালদিগকে কহিতে লাগিলেন,”কেহ কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে আচ্ছাদিত

করিয়া ধনদানপূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রে সমর্পণ করেন, কেহ কেহ গোমিথুন [দুইটি গো] প্রদানপূর্ব্বক কন্যাকে পাত্রসাৎ করেন; কেহ বা প্রতিজ্ঞাত ধনদান পুরঃসর কন্যা সম্প্রদান করেন, কেহ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া থাকেন, কেহ বা প্রণয়-সম্ভাষণে রমণীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক তদীয় পণিপীড়ন করেন; কেহ প্রমত্তাআ নারীর পাণিগ্রহণ করেন; কেহ বা আর্ষ [ঋষিসম্মত] বিধির অনুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ কন্যার মাতাপিতাদিগকে বিপুল অর্থদানপূর্ব্বক বিবাহ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা এই অষ্টবিধ বিবাহবিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছন। স্বয়ংবরও উত্তম বিবাহমধ্য পরিগণিত। রাজারা স্বয়ংবর বিবাহকেই অধিক প্রশংসা করেন। পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক অপহৃত কন্যার পাণিগ্রহিতাকে ধর্ম্মবাদীরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; অতএব হে মহীপালগণ! আমি বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে হরণ করি; তোমরা যুদ্ধ অথবা অন্য যে-কোন উপায় দ্বারা পার, ইহাদিগের উদ্ধারসাধনে যত্ন কর। আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি।"

ভীষ্ম-কতৃক কাশীরাজকন্যাহরণ

বারাণসীস্বর ও অন্যন্যা রাজাদিগকে এই কথা বলিয়া মহাবল ভীষ্ম সেই কন্যাদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক আপন রথে আরহণ ও সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তর্দ্দশনে ভূপালগণ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া দশনে দশনে দৃঢ়তর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন [হস্ত দ্বারা স্ববাহুতে বীরত্ব শব্দ] করিতে লাগিলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া সত্বর অলঙ্কার উন্মোচন ও কবজ ধারণ করাতে রাজসভা ঘোরতর সমাকূল হইয়া উঠিল। উত্তরীয় ও আভরণসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, অন্তরীক্ষ হইতে তারকাসকল ভূতলে পতিত হইতেছে। প্রবলপরাক্রান্ত বীর-পুরুষেরা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া রোষকষায়িত ও ভ্রূকুটিকুটিলনয়নে ক্ষিপ্রজব [দ্রুতবেগগামী] ঘোটক-সংযুক্ত ও সূত [সারথি] রক্ষিত রথে আরহণপূর্ব্বক আয়ুধ-সকল উত্তোলন করিয়া শান্তনবের [ভীষ্মের] পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর একাকী ভীষ্মের সহিত সেই বহুসংখ্যক বীরপুরুষের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সমরসাগরের ভীষণতা দর্শনে গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। বিপক্ষেরা যুগপৎ দশ সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত শরজাল প্রচণ্ড শরবর্ষণ দ্বারা মধ্যস্থলেই শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলদমালা পর্ব্বতোপরি মুষলধারে জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ বিপক্ষেরা চতুর্দ্দক্ বেষ্টন করিয়া ভীষ্মের উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি শরজাল দ্বারা শত্রুবর্গের বাণবর্ষণ অপবারিত করিয়া পরিশেষে তিন তিনটি বাণ দ্বারা সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীষ্মের প্রতি পাঁচ পাঁচটি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দুই দুই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ও অস্ত্রশস্ত্রে সমাকুল হইল। মহারথ ভীষ্ম শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তির ধনু, ধ্বজাগ্র, বর্ম্ম ও মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তাঁহার অসাধারণ রণনৈপুণ্যে ও যুদ্ধস্থলে আত্মরক্ষা দর্শনে শত্রু-পক্ষীয়েরাও ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভীষ্ম ক্রমে ক্রমে সকলকে পরাজিত করিয়া কন্যাদিগের সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে মহারথ শাল্বরাজ বিজিগীষু হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেমন কোন যুথাধিপ মাতঙ্গ দন্তাঘাত দ্বারা বারণান্তরের [অন্য হস্তীর] জঘনদেশ বিদীর্ণ করিয়া মাতঙ্গীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামিনীকাম মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু শাল্ব মহীপতি ঈর্ষা ও ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষ্মকে ''তিষ্ঠ তিষ্ঠ'' এই কথা বলিলেন। অরাতিকুলনিহন্তা পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম তাঁহার গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ব্যাকুলিত ও বিধুম অগ্নির ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন।

শাল্বের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ

ভীষ্ম অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্ষাৎত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ-ধারণ ও ভ্রূকুটি-বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথবেগ সংবরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তর্দ্দশনে অন্যান্য রাজগণ সমুৎসুক হইয়া ভীষ্ম ও শাল্বের সমর-সমারোহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন কোন গাভীকে লক্ষ্য করিয়া মহাবল বৃষদ্বয় গভীর নিনাদ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবলপরাক্রান্ত সেই বীরযুগল ক্রোধভরে মহাড়ম্বরপুর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শাল্বরাজ ভীষ্মের প্রতি উপর্য্যুপরি সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ করাতে শান্তনব প্রথমতঃ সাতিশয় পীড়িত হইলেন; তর্দ্দশনে তত্রত্য ভূপতিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শাল্বরাজের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

শান্তনব শাল্বরাজের প্রতি ক্ষৎত্রিয়গণের সাধুবাদ শ্রবণানন্তর ক্রোধভরে 'তিষ্ট তিষ্ট' এই কথা বলিয়া সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, "যেখানে শাল্বরাজ আছে, শীঘ্র তথায় রথ-চালনা কর; আমি অদ্যই তাহাকে শমনভবনে প্রেরণ করিব।" অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম বরুণাস্ত্র দ্বারা শাল্বের রথসংযুক্ত ঘোটক-চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন এবং স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সপত্নের [শত্রুর-বিপক্ষের] অস্ত্রশস্ত্র-সকল নিবারণপূর্ব্বক তদীয় সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন; পরে ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা অপরাপর উত্তমোত্তম অশ্বসকল বিনষ্ট করিলেন। এইরূপ নৃপবরকে পরাজয় করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যগ করিলেন। রাজা শাল্বও প্রাণ পাইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রমাণ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত রাজগণ স্বয়ংবর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁরাও স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। তদনন্তর মহবীর ভীষ্ম জয়লব্ধ সেই সকল কন্যা রত্ন লইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। তথায় ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা নৃপোত্তম শান্তনুর ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। অমিতবিক্রম গঙ্গাসূত অরাতিকুল সমূলে উন্মুলনপূর্ব্বক অচিরে নদ, নদী, বন, উপবন ও ভূধর প্রভৃতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত কাশীশ্বরদুহিতাদিগকে আনয়ন করিলরন। তিনি সেই কামিনীদিগকে স্নুষার ন্যায় এবং দুহিতার ন্যায় পরমযত্নে আনয়ন করিয়া কৌরবগণ-সমীপে আগমন করিলেন এবং ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিক্রমাহৃদ সর্ব্ব-গুণযুত সেই কন্যাদিগকে যবিষ্ঠ [কনিষ্ঠ] ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু

ভীষ্ম এই সমস্ত দুরূহকার্য্য-সম্পাদনান্তে গোপনে সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছেন। এই অবসরে কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, " আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এ বিষয়ে আমার পিতারও সম্পূর্ণ অভিলাষ আছে; অধিক কি বলিব, আমি স্বয়ংবরসভায় মনে মনে শাল্বের করে করার্পণ করিয়াছি; ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার ধর্ম্মতঃ যেরূপ অভিরুচি হয়,তাহা সম্পাদন করুন। ভীষ্ম ব্রাহ্মসমাজে সেই কন্যার এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণে সাতিশয় চিন্তাকূল হইলেন। অনন্তর বেদপারগ ব্রাহ্মগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্ব্বজেষ্ঠা অম্বাকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বীয় যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন। তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর বিচিত্রবীর্য্য সেই কামিনীযুগলের পাণিগ্রহণ করিয়া এককালে কুসুমায়ুধের [মদনের] অধীন হইলেন। সেই নিবিড়নিতম্বিনী [স্থূলকাঞ্চী-মোটা পাছা] দ্বয়ের পায়োধরযুগল পীন, কটিদেশ ক্ষীণ ও নখসকল রক্তবর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের ঘন বিকুঞ্চিত শ্যামল কেশপাশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল,তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা আপনাদিগকে অনুরূপভর্ত্তৃভাগিনী জানিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান, দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও প্রমদাজনমনোহারী ভূপাতি বিচিত্রবীর্য্য মহিষীদিগের সহিত ক্রমাগত সাত বৎসর নিরন্তর বিহার করিয়া যৌবনকালেই যক্ষারোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সুবিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা তদীয় পীড়ার নানাপ্রকার প্রতিকারচেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। যেমন দিননাথ নিয়তিক্রমে অস্তাচলে গমন করেন, তদ্রূপ সেই তরুণবয়স্ক প্রজানাথ শমনসদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া জ্ঞাতিবর্গ ও ঋত্বিক্‌গণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রেতকার্য্য সমাধান করিলেন।

১০৩তম অধ্যায়

ভীষ্মের পুৎত্রোৎপাদন-প্রত্যাখান

বৈশম্পয়ান কহিলেন, সত্যবতী পুৎত্রশোকে কাতর হইয়া পুৎত্রবধুদিগের সহিত সন্তানের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন, স্নুষাদিগকে ও ভ্রাতৃবৎসল ভীষ্মকে নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা ও বংশরক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ভীষ্মকে কহিলেন , "হে মহাভাগ! মহাযশাঃ ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনুকে জলপিণ্ড প্রদান করে, এমন লোক তোমা ব্যতীত আর লক্ষ্য হয় না; কেবল তুমিই তাঁহার অদ্বিতীয় আশাভাজন। তোমাতে ধর্ম্ম অবিচলিতরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। তুমি ধর্ম্মের যথার্থতত্ত্বজ্ঞ ও নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। মহর্ষি শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা, কুলাচারের অভিজ্ঞতা এবং দুরূহ কার্য্যে মহীয়সী সহিষ্ণুতা আছে; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি ফলসিদ্ধির আশায় তোমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে শ্রবণ করিয়া তৎসম্পাদানা যত্নবান্ হও। হে পুরুষর্ষভ! তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুৎত্রবিহীন হইয়া অকালে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পরমরূপবতী ও সম্পুর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় অতিমাত্র

পুৎত্রার্থিনী হইয়াছেন, অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি বংশরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর; তাহাতে তোমার পরম ধর্ম্মলাভ হইবে, সন্দেহ নাই; এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও এবং দারপরিগ্রহ করিয়া পিতার বংশরক্ষা কর।"

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম মাতার ও সুহৃদ্বর্গের এবম্প্রকার অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন, " মাতঃ ! আপনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু অপত্যোৎপাদন বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? আমি দারপরিগ্রহ-বিষয়ে পূর্ব্বে আপনার নিকট যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা আপনি পরিজ্ঞাত আছেন, তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্ব্বার সত্যপরায়ণ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি , ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষা যদি কিছু অভীষ্টতম বস্তু থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুররস পরিত্যাগ করে, জ্যোতি যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করেন, শীতরশ্মি যদি শীতাংশু পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিব না।"

সত্যবতী মহাতেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম! সত্যের প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে, তাহা আমার অবিদিত নহে এবং তুমি ইচ্ছা করিলে যে স্বীয় তাজঃপ্রভাবে নুতন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার, তাহাও আমি বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছি, আর তুমি আমার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছ, তাহাও বিস্মৃত হই নাই; কিন্তু বৎস! তোমাকে আপদ্ধর্ম্ম [দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ] পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৈতৃক ভার গ্রহণ করিতে হইবে। হে পরন্তপ! যাহাতে তোমার বংশপরম্পরা রক্ষা পায়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হয় এবং বন্ধুবান্ধবগণের সন্তোষ জন্মে , তাহার অনুষ্ঠান কর।" সত্যবতী পুৎত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপে নিরন্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন এবং পুৎত্রের আকাঙ্ক্ষায় সাধুবিগর্হিত অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনা করিতেছেন দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন, "মাতঃ! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না, ক্ষৎত্রিয়ের সত্যভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়, অসত্যসন্ধ ক্ষৎত্রিয়ের অধর্ম্মের অবধি থাকে না; অতএব যাহাতে রাজা শান্তনুর বংশপরম্পরা ধরামণ্ডলে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান থাকে, তাহার উপায়স্বরূপ সনাতন ক্ষৎত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন; আপদ্ধর্ম্মকুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে উক্ত ধর্ম্মানুসারে কার্য্যারম্ভ করিবেন।

১০৪তম অধ্যায়

ক্ষেৎত্রজ পুৎত্রোৎপাদনের বিবিধ দৃষ্টান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "যিনি পিতৃবধামর্ষে [পিতৃহত্যার জাতক্রোধে] প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা হৈহয়াধিপতির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন; যিনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের

ভুজবলচ্ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত মহাস্ত্র বর্ষণ করিয়া একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষৎত্রিয়া করিয়ছিলেন এবং অরাতিশোণিতজলে পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি জামদগ্ন্য পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অপতোৎপাদন করাইয়া বিনাশোম্মুখ ক্ষৎত্রিয়কুল পুনর্ব্বার রক্ষা করিয়াছেন।

দীর্ঘতমা ঋষির জন্মবৃত্তান্ত

বেদে এরূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুৎত্র পাণিগ্রহীতারই হইয়া থাকে; সেই সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্ষৎত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মণগণ-সমীপে অভিগমন করিতেন এবং ক্ষৎত্রিয়দিগের পুনর্ভববিধি [পত্যন্ততগ্রহণ] লোকেও দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষৎত্রয়কুল এইরূপে পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইয়াছে। হে রাজ্ঞি! এই বিষয়ে আর একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস আছে, বলিতেছি , শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে উতথ্য নামে এক সুবিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার মমতানাম্নী এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একদা মহর্ষি উতথ্যের যবিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুরোহিত মহাতেজাঃ বৃহস্পতি মদনাতুর হইয়া মমতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মমতা দেবরকে সম্মোধন করিয়া কহিলেন, ”হে মহাভাগ ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে আন্তর্ব্বত্নী [গর্ভিণী] হইয়াছি, অতএব রমণেচ্ছা সংবরণ কর। আমার গর্ভস্থ উতথ্য কুমার কুক্ষিমধ্যেই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তুমিও অমোঘরেতাঃ; এক গর্ভে দুই জনের সম্ভব নিতান্ত অসম্ভব। অতএব অদ্য এই দুর্ব্যবসায় [নিন্দিত চেষ্টা] হইতে নিবৃত্ত হও।’ বৃহস্পতি মদনবাণে নিতান্ত আহত ও সাতীশয় অধীর হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে কোনক্রমেই স্থির করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাতে আসক্ত হইলেন!

অনন্তর গর্ভস্থ ঋষিকুমার বৃহস্পতিকে কামক্রীড়ায় আসক্ত দেখিয়া কহিলেন, ‘ভগবান! মদনবেগ সংবরণ করুন। স্বল্পপরিসর কুক্ষিতে উভয়ের সম্ভব অত্যন্ত অসম্ভব। আমি পূর্ব্বে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব অমোঘরেতঃপাত দ্বারা আমাকে পীড়িত করা আপনার নিতান্ত অযোগ্য কর্ম্ম হইতেছে, সন্দেহ নাই।’ বৃহস্পতি বালকবাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ মুনিকুমার বৃহস্পতির এইরূপ অসাধুব্যবহার দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পাদ দ্বারা তদীয় শুক্রের পথরোধ করিলেন। রেতঃ প্রবেশমার্গ না পাইবা প্রতিহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। তন্নিরীক্ষণে ভগবান্ বৃহস্পতি রোষপরবশ হইয়া গর্ভস্থ উতথ্যনন্দনকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক অভিসম্পাত করিলেন, ‘যেহেতু, সর্ব্বভূতের অভিলষিত ঈদৃশ সময়ে আমাকে এমন কথা বলিলে, এই অপরাধে তুমি যাবজ্জীবন অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে।’ বৃহস্পতি-শাপপ্রভাবে উতথ্যতনয় অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম দীর্ঘতমা হইল। সেই জন্মান্ধ বেদবিৎ প্রাজ্ঞ ঋষি স্বীয় বিদ্যাবলে প্রদ্বেষীনাম্নী এক পরমরূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি গৌতম প্রভৃতি কতিপয় সুবিখ্যাত পুৎত্র উপাদন করিয়া মহর্ষি উতথ্যের বংশরক্ষা করিলেন। অনন্তর বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘতমা সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তদাচরণে প্রবৃদ্ধ হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত মহর্ষিগণ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয়

ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে আমাদিগের আশ্রমের নিতান্ত আযোগ্য, অতপর এই পাপিষ্ঠের সহবাস পরিত্যাগ করাই উচিত।' তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া মহর্ষি দীর্ঘতমাকে আর সাদর-সম্ভাষণ বা তাঁহার সন্তোষষজনক কার্য্য করিতেন না এবং তাঁহার পত্নীও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর ও শুশ্রূষাদি দ্বারা তদীয় সন্তোষবর্দ্ধন করিতেন না। দীর্ঘতমা পত্নীর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অভক্তি-দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শব করিতেছ? প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্ত্তা এবং পতি বলিয়া থাকে; কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, তাহার কিছুই করিতে পার না, প্রত্যুত আমি তোমার ও ত্বদীয় পুৎত্রগণের চিরকাল ভরণপোষণ করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত পীড়িত হইয়াছি; অতএব অতঃপর আমি তোমাদিগের আর ভারবহন করিতে পারিব না।"

স্ত্রীজাতির প্রতি দীর্ঘতমার শাপ

মহর্ষি পত্নীবাক্য-শ্রবণানন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই অর্থ গ্রহণ কর; বলবতী অর্থস্পৃহা-নিবন্ধন তোমাকে ক্ষৎত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে"। প্রদ্বেষী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র ! দুঃখের নিদানভূত ত্বৎপ্রদত্ত ধনে আমার অভিলাষ নাই; তোমার যেমন অভিরুচি হয় কর। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার ও তোমার সন্তানবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না। 'দীর্ঘতমা পত্নীর সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করলাম যে, স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চপ্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি আবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আর পতিবিহীনা নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না; বিষয়ভোগ করিলে অকীর্ত্তি ও পরিবাদের সীমা থাকিবে না। ব্রাহ্মণী স্বামীর এই সমুদয় বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া গৌতম প্রভৃতি পুৎত্রদিগকে আদেশ করিলেন, "ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর"। লোভ ও মহাভিভূত পাষাণহৃদয় পুৎত্রেরা তাঁহাকে উডুপে বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অন্ধ সেই উডুপমাত্র অবলম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরম-ধার্ম্মিক বলিরাজ গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তরঙ্গোপরি ভাসমান দীর্ঘতমাকে দেখিবামাত্র গ্রহণ করিলেন এবং অদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মহাভাগ ! কৃপা করিয়া আপনাকে মদীয় পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মার্থকুশল পুৎত্র উৎপাদন করিতে হইবে।" মহাতেজাঃ ঋষি এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে পর, রাজা স্বীয় মহিষী সুদেষষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজমহিষী অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না। তিনি আপন ধাত্রেয়িকাকে [ধাত্রী] বৃদ্ধের নিকট প্ররণ করিলেন। ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুৎত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর রাজা সেই সকল পুৎত্রদিগকে অধ্যয়নানুরক্ত অবলোকন করিয়া ঋষিকে কহিলেন, "ইহারা আমার পুৎত্র'?" ঋষি কহিলেন, "মহারাজ! ইহারা আপনার পুৎত্র নহে; রাজমহিষী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রেয়িকাকে আমার নিকট

প্ররণ করেন, আমি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি এই একাদশ পুৎত্র উৎপাদন করিয়াছি, অতএব ইহারা আমার পুৎত্র।'

অঙ্গরাজাদির জন্ম-বর্ণন

অনন্তর রাজা মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। দীর্ঘতমা রাজমহিষীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'তোমার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ পুৎত্র হইবে। তাহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইবে এবং তাহাদিগের অধিকৃত দেশসকল অধিকারীর নামানুসারে কথিত হইবে। অঙ্গের অধিকৃত দেশের নাম অঙ্গ , বঙ্গের বঙ্গ , কলিঙ্গের কলিঙ্গ , পুণ্ড্রের পুণ্ড্র , সুহ্মের অধিকৃত দেশের সুহ্ম হইবে। এইরূপে মহর্ষি দীর্ঘতমা দ্বারা বলিরাজবংশ বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ক্ষৎত্রিয়কুল পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। হে মাতঃ! এই সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনার যে অভিরুচি হয়, অনুষ্ঠান করুন।"

১০৫তম অধ্যায়

কুরুবংশরক্ষার্থ ব্যাসের আহ্বান

ভীষ্ম কহিলেন, "মাতঃ! ভরতবংশ-রক্ষার উপায়ান্তর নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে আহ্বান করুন। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে প্রজা উৎপাদন করিবেন।" সত্যবতী লজ্জাবতী হইয়া সহাস্য-আস্যে গদ্গদস্বরে ভীষ্মকে কহিলেন, "মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু বৎস! তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত আমি কোন কথা কহিতেছি, সবিশেষ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে, তাহাতে বংশরক্ষা পাইতে পারে । তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার নিকটে তাদৃশ আপদ্ধর্ম্ম কদাচ প্রত্যাখ্যেয় হইবে না। তুমি আমাদের কুলধর্ম্ম [কুলের ধর্ম্মস্বরূপ-কুলধর্ম্মের মর্য্যাদাভিজ্ঞ], তোমাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করি, তোমা ব্যতীত আমাদের আর কোন গত্যন্তর নাই; অতএব আমার বক্তব্য, সত্যবৃত্তান্ত অগ্রে শ্রবণ কর, অনন্তর যেরূপ বিবেচনা হয়, করিও। আমার পিতার একখানি তরণী ছিল। তিনি ধর্ম্মার্থী হইয়া বিনা শুল্কে [কর-পারিশ্রমিক] সকলকে সেই নৌকা দ্বারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন। একদা পিতার আদেশক্রমে লোকদিগকে নদী পার করিবার নিমিত্ত আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার যৌবনোদ্ভেদ হইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি পরাশর যমুনানদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেই তরীর নিকট আগমন করিলেন; মুনীন্দ্র নৌকারোহণপূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় আমার রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামার্ত্ত হইয়া সান্ত্ব-পূর্ব্ব মধুরবাক্যে আমাকে কত কথাই বলিলেন এবং অতি দুর্লভ বর দান করিবেন বলিয়া আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন। আমি পিতার তিরস্কার ও মহর্ষির শাপভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থা হইলাম। তিনি তপঃপ্রভাবে আমায় বশীভূত এবং চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া নৌকামধ্যে আপন অভীষ্টসিদ্ধিতৎপর হইলেন। পূর্ব্বে আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দুর্গন্ধ- মৎস্যগন্ধ নির্গত হইত, তৎকালে মহর্ষি পরাশর সেই জুগুপ্সিত [নিন্দিত-ঘৃণিত] গন্ধের নিরাকরণপুর্ব্বক আমার

শরীরে সৌগন্ধ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মুনি আমাকে আদেশ করিলেন, ‘তুমি যমুনাদ্বীপে গর্ভ মোচন করিয়া পূনর্ব্বার আপন কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।’ আমি মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনাদ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলাম। সেই মহাযোগী পরাশরাত্মজ দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল, চতুর্ব্বেদের বিভাগকর্তা বলিয়া তাঁহার নাম দেবব্যাস হইল এবং অসিতবর্ণ [কৃষ্ণবর্ণ] বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইল । তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন। সেই সত্যবাদী শমপর মহাতাপসকে অনুরোধ করিলে , তিনি অবশ্যই ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুৎত্র উৎপাদন করিবেন । তিনি গমনকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, ‘ মাতঃ! সঙ্কটে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।’ অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক্ষণে সেই মহাতপাকে স্মরণ করি। তুমি অনুমতি করিলে তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদন করিবেন, সন্দেহ নাই।” ভীষ্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ”যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবদ্ধ, অর্থ ও অর্থানুবদ্ধ এবং কাম ও কামানুবদ্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্; আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মযুক্ত, মঙ্গলাস্পদ এবং আমাদিগের কুলের পরম-হিতকর বটে; অতএব এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।”

তদনন্তর সত্যবতী দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। বেদপ্রণেতা ভগবান্ ব্যাস, জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া তৎক্ষণাৎ অবিদিতরূপে [স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হইয়া] আবির্ভূত হইলেন। সত্যবতী বহু দিবসের পর পুৎত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহনিঃসৃত স্তনদুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অবিরল-বিগলিত আনন্দসলিলে তদীয় হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাসও দুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর নিবেদন করিলেন, ”ভগবতি! আপনার অভিপ্রেত কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; এক্ষণে অনুমতি করুন, কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মহর্ষির যথাবিধি সপর্য্যা [সেবা-পরিচর্য্যা] সমাধান করিলেন। ব্যাসদেব পূজিত হইয়া প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে সত্যবতী তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ” বৎস! পুৎত্র, পিতামাতা উভয়েরই সাধারণ ধন; পুৎত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা ন্যুন নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুৎত্র , বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা। সত্যসন্ধ ভীষ্ম প্রতীজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিবেন না; অতএব হে অনঘ! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতেছি; যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুকূল ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হইয়া আমাদিগের বংশরক্ষার্থ সেই নিয়োগবাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে অতীব প্রীত হই। রূপযৌবনবতী তোমার ভ্রাতৃ-জায়ারা সাতিশয় পুৎত্রার্থিনী হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের গর্ভে অনুরূপ পুৎত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর।” ব্যাসদেব কহিলেন, ”হে প্রাজ্ঞে! তুমি বিশেষরূপে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছ এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার অভিলষিত কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলাম। আমি নিশ্চয়

বলিতেছি, ভ্রাতার ক্ষেত্রে মিত্রাবরুণ [সূর্য ও বরুণ]-সদৃশ পুৎত্র উৎপাদন করিব। সম্প্রতি দেবীরা সংবৎসরকাল নিয়মবর্ত্তী হইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রতোপাসনা করুন। তাহা হইলে তাঁহারা পবিত্র হইতে পারিবেন। ব্রতবিবর্জ্জিতা অপবিত্রা রমণী কদাপি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ।"

সত্যবতী কহিলেন, " বৎস! যাহাতে দেবীরা অচিরকালমধ্যে গর্ভবতী হয়েন, এরূপ অনুষ্ঠান কর; কারণ জনপদ অরাজক হইলে প্রজামণ্ডলী অনাথ ও উৎসব হইবে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম্য [ধর্ম্মসম্মত] ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে যজ্ঞাংশভাগী দেবগণের পরিতৃপ্তি ও পৃথিবীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষণ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? ফলতঃ অরাজক রাজ্যের ভারগ্রহণ করা কাহারও সাধ্য নহে; অতএব হে পুৎত্র! তুমি অবিলম্বে ইহাদের গর্ভাধান কর । অনন্তর ভীষ্ম তাহার রক্ষণবেক্ষণ করিবেন।" ব্যাসদেব কহিলেন, যদি আপনার পুৎত্রবধুরা পরম ব্রতস্বরূপ আমার বিরূপতা সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অকালিক [অল্পসময়ের মধ্যে] পুৎত্র প্রদান করিব । যদি কৌশল্যা [বিচিত্র্যবীর্য্যের পত্নী অম্বিকার নামান্তর] আমার বিকটমুর্ত্তি, ভয়ানক বেশ ও অসহ্য গন্ধ সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই গর্ভবতী হইবেন।" ভগবান ব্যাস সত্যবতীকে এই প্রকার আদেশ দিয়া এবং কৌশল্যা শুচি বস্ত্র পরিধান ও রমনীয় বেশভুষা সমাধানপূর্ব্বক শয়নাগারে আমার প্রতিক্ষা করুন, "এই আজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ।

অনন্তর সত্যবতী নির্জ্জননিবাসিনী পুৎত্রবধুর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "বৎস কৌশল্যে! পরম হিতকর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর। আমার দুর্ভাগ্যবশত ভরতকুল উৎসন্ন প্রায় হইল, এজন্য যে আমি কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না এবং তোমার পিতৃবংশও সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহামতি ভীষ্ম আমাদিগকে দুঃখিত ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া, সেই দুঃসহ দুঃখনিবারণার্থ বংশ রক্ষার যে উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহা তোমারই অধীন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই ভীষ্মনির্দ্দিষ্টযুক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া বিনাশোন্মুখে ভরতবংশের পুনরুদ্ধার কর। বৎসে! তুমি দেবরাজসদৃশ পুৎত্র প্রসব করিবে, তিনিই আমাদিগের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। সত্যবতী এবংবিধ নানাপ্রকার অনুনয়বাক্যে বহুপ্রযত্নে সেই ধর্ম্মপরায়ণা ভামিনীর মন প্রবণ [উপদিষ্ট বিষয় পালনে উন্মুখ] করিয়া, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও দেবর্ষি প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।

১০৬তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সত্যবতী ঋতুস্নাতা পুৎত্রবধুকে যথাকালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "বৎস ! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য নিশীথসময়ে তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন; অতএব তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমনকাল প্রতিক্ষা কর।" অম্বকা শ্বশ্রূর নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া পরমরমনীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ ব্যাস

পূর্ব্বকৃত সত্যপ্রতিপালনার্থ প্রথমতঃ অম্বিকার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তদীয় বাসভবন প্রদীপ্ত দীপ শিখায় আলোকময় ছিল। অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার নিরীক্ষণে ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ব্যাসদেব মাতার সন্তোষার্থে তাঁহার সহবাস করিলেন। অম্বিকা ভয়ক্রমে দেবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। অনন্তর দ্বৈপায়নের বহির্গমনসময়ে তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ইনি গুণবান্ পুৎত্র প্রসব করিবেন? অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ইনি অলৌকিক ধীরশক্তিসম্পন্ন, অযুতনাগেন্দ্র সদৃশ বলবান্, সুবিদ্বান্, মহাবীর্য্য, মহাভাগ পুৎত্র প্রসব করিবেন এবং সেই মহাত্মার একশত পুৎত্র হইবে; কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ধ হইবেন।" সত্যবতী পুৎত্রেব কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! অন্ধ নৃপতি কুরুবংশের অননুরূপ; অতএব আর একটি পুৎত্র প্রদান কর, যাঁহার দ্বারা বংশরক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে।" ব্যাসদেব 'তথাস্তু' বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অম্বিকা যথাকালে এক অন্ধ পুৎত্র প্রসব করিলেন।

পাণ্ডুর জন্ম

সত্যবতী পুৎত্রবধুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া পূনর্ব্বার ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন। তিনি পূর্ব্বর ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া জননীর নিয়োগক্রমে অম্বালিকার নিকট আগমন করিলেন। রাজমহিষী দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইলেন। সত্যবতী-পুৎত্র অম্বালিকাকে বিষণ্ণা ও বিবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডু বর্ণ হইয়াছ, অতএব তোমার পুৎত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহাত নাম পাণ্ডু হইবে।" মহর্ষি এই কথা বলিয়া বহির্গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে সত্যবতী পুৎত্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব কহিলেন, "পুৎত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার অপর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুৎত্র প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি 'তথাস্তু ' বলিয়া মাতাকে আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পাণ্ডুবর্ণ এক পূৎত্র প্রসব করিলেন। সেই পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুৎত্র জন্মে।

অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধুর পুনর্ব্বার ঋতুকালে উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়নের সহযোগ করিবার নিমিত্ত সত্যবতী তাঁহাকে আদেশ করিলেন; কিন্তু অম্বিকা ঋষির মূর্ত্তি ও উগ্র গন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্বশ্রূর আজ্ঞায় সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিনি অপ্সরোপমা এক দাসীকে স্বীয় অলঙ্কার দ্বারা বিভুষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। দাসী ঋষির নিকটগমন ও তাঁহাকে অভিবাদবপূর্ব্বক তদায় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পরমভক্তি সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার সহযোগে পরম-প্রীত হইয়া গাত্রথ্থানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে শুভে! তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত পুৎত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও পরম-ধার্ম্মিক হইবে।" সেই দাসীগর্ভসম্ভুত দ্বৈপায়নাত্মজ বিদুর নামর বিখ্যাত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা। মহাতপাঃ মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মরাজ বিদুররূপী হইয়া শূদ্রার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বীয় প্রলম্ভ [প্রবঞ্চনা ছলনাপূর্ব্বক অন্যের স্থানে নিয়োগ] ও শূদ্রার পুৎত্রজন্ম-বৃত্তান্ত সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়নের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম হয় ।

১০৭তম অধ্যায়

বিদুরের পূর্ব্বজন্ম-মাণ্ডব্য উপাখ্যান

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান! ধর্ম্মরাজ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তিনি শাপগ্রস্থ হইলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা তিনি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ করুন। মাণ্ডব্য নামে এক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনোরত, পরম-ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহাতপাঃ আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যোগভ্যাস করিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদিবস লোপ্‌ত্রহারী কতিপয় দস্যু মাণ্ডবের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। তস্করেরা নগরপালদিগের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় স্তেয়-ধন লুক্কায়িত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর অনুগামী নগরপাল-সকল তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ""হে দ্বিজোত্তম! তস্করেরা কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, শীঘ্র আজ্ঞা করুন, আমরা সেই দিকে তাহাদিগকে অন্বেষণ করি। "ঋষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না ।

মাণ্ডব্যের শূলবেধ

অনন্তর রাজপুরুষেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে লুক্কায়িত স্তেয়-ধন আশ্রমে দেখিতে পাইল। তখন ঋষির প্রতি তাহাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা সেই ঋষিকে ও দস্যুদলকে রুদ্ধ করিয়া রাজগোচরে আনয়ন করিল। রাজা নগরপালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষি ও তস্করগণের প্রাণবধরূপ দণ্ডবিধান করিলেন। রাজপুরুষেরা আজ্ঞা পাইবামাত্র তপোধনকে শূলে আরোপিত করিয়া হৃত-ধন গ্রহণপূর্ব্বক রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিল। তপোনিষ্ঠ মুনিবর আপন দুরবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না এবং তাঁহার তপস্যার ভঙ্গ হইল না। তিনি শূলবিদ্ধ ও আহারবিহীন হইয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়াছিলেন। একদা রজনীযোগে কতিপয় মহর্ষি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক মাণ্ডবের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন যে, শূলবিদ্ধ হইলেন? বলুন, শুনিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

১০৮তম অধ্যায়

মাণ্ডব্যশাপে যমের বিদুররূপে জন্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মুনিবর সমাগত তপোধনদিগকে কহিলেন, "আমি কাহার উপর দোষারোপ করিব? কেহই আমার নিকট অপরাধ করা নাই।" ইহা শুনিয়া মুনিগণ প্রস্থান করিলেন। মহামুনি মাণ্ডব্য তদবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুকাল অতীত হইলে একদিবস নগরপালেরা মহর্ষিকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া রাজসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা নগরপালের মুখে সমুদয় শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া শূলস্থ ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ্! আমি মোহান্ধতাপ্রযুক্ত যে গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, প্রসন্ন হউন।" ভূপতির বিনয়ে মুনীন্দ্র প্রসন্ন হইলেন। পরে রাজা তাঁহাকে শূল হইতে অবতরণ করাইয়া শূল বহির্গত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে শূলের মূলচ্ছেদ করিয়া দিলেন। ঋষি সেই অন্তর্গত শূল বহন করিয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা অসুলভ লোক-সকল জয় করিলেন। তদবধি তিনি ভুমণ্ডলে অণীমাণ্ডব্য বলিয়া প্রথিত হইলেন। একদা তিনি যম সদনে গমনপূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট ধর্ম্মরাজকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্ম! আমি যে পাতকের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কোন্ দুস্কর্ম্মের পরিণাম, শীঘ্র বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার তপোবল প্রকাশ করিতেছি।"

ধর্ম্ম কহিলেন, "তপোধন! আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।" অণীমাণ্ডব্য কহিলেন, "ধর্ম্ম! তুমি আমার লঘু-পাপে গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। আর আমি অদ্যবধি পাপপুণ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি। চতুর্দশ বর্ষের অনধিক বয়ক্রমে কেহ পাপপুণ্যের ফলভাগী হইবে না, পঞ্চদশ বর্ষ অবধি কর্ম্মানুসারে ফললাভ হইবে।' ধর্ম্মরাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা অণীমাণ্ডব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থচিন্তায় কুশল, লোভশূন্য, জিতক্রোধ, বহুদর্শী, শমপর ও কৌরবগণের পরম হিতৈষী ছিলেন।

১০৯তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্মে বিবিধ শুভলক্ষণ

বৈশম্পয়ান কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন কুমার জন্মগ্রহণ করিলে কুরুজাঙ্গল, কুরব এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনটি জনপদ অতীব সমৃদ্ধসম্পন্ন হইয়া উঠিল। পৃথিবী সরস ও সুস্বাদ শস্যে পরিপুর্ণা হইল; পর্জ্জন্য [মেঘ] যথাকালে জলবর্ষণ করিতে লাগিল; পাদপসকল সুরস ফল-কুসুমে সুশোভিত হইল। গবাশ্বাদি বাহন সকল প্রহৃষ্ট, মৃগযুথ ও পক্ষিগণ সানন্দ, কুসুমমালা সুগন্ধি এবং ফলরাশি রসপূর্ণ হইল; নগর ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণে পরিব্যাপ্ত হইল এবং জনপদস্থ সমস্ত লোক মহাবলপরাক্রান্ত, কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও পরম সুখী হইল। তৎকালে দস্যু-তস্করের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব রহিল না;

অধর্ম্মাচার লোকের অন্তর হইতে এককালে আন্তর্হিত হইল। প্রজাগণের রীতি, নীতি, সদাচার ও সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে সেই সময়কে সত্যযুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। প্রজামণ্ডলী ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, ব্রতনিষ্ঠ ও পরস্পর প্রণয়পর হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। সকল লোকই অভিমানশূন্য, জিতক্রোধ ও লোভবিহীন হইল। দিন দিন তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। জলপূরিত জলনিধির ন্যায় সেই জনাকীর্ণ নগর মেঘাকার তোরণকলাপ [নানা বর্ণচিত্রিত প্রধান প্রধান দ্বার সমূহ] দ্বারা অনির্ব্বচনীয় শোভমান হইল; শত শত সুরম্য হর্ম্ম্য দ্বারা মহেন্দ্রনগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিলাসী নগরবাসী সকল তত্রত্য নদ, নদী, সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে এবং পরমরমণীয় বন, উপবন ও ক্রীড়াশৈলে মনের সুখে বিহার করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। দাক্ষিণাত্য[দক্ষিণদিক্‌স্থিত] কুরুগণ উদীচ্য [উত্তরদিক্‌স্থিত] কুরুদিগের সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিতেন। সেই সুরম্য জনপদে কেহই কৃপণস্বভাব ছিলেন না; পতিবিহীনা কামিনী নেত্রগোচর হইত না; লোকহিতার্থে স্থানে স্থানে কূপ, বাপী [দীর্ঘিকা-দীঘি] আরাম [রমনীয় উদ্যান-ফলফুলের সুন্দর বাগান] ও সভাসকল প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুসমৃদ্ধ বিপ্রভবন-সকল অবিরত উৎসবময় পরিলক্ষিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মের পরিরক্ষিত সেই জনপদের ঐশ্বর্য্য ও রমণীয়তার আর পরিসীমা রহিল না। চৈত ও যূপকাষ্ঠ তত্রস্থ জনগণের যাগশীলতার প্রমাণস্বরূপ লক্ষিত হইত। সেই সকল দেশ অন্যান্য রাজ্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিবর্দ্ধিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তথায় ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; রাজকুমারেরা নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। পৌর ও জনপদ-সকল তাঁহাদিগের আচরিত প্রণালী অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। তত্রত্য কুরুপ্রধানদিগের ও নগরবাসিগণের ভবনে ‘দীয়তাং ভুজ্যতাং’ [দান কর-দাও] এই বাক্যই সর্ব্বদা শ্রুতিগোচর হইত; মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং মহামতি বিদুর ইহাদিগকে জন্মাবধি পুৎত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। তিনি তাঁহাদিগের জাতক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন; উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়াম সুনিপুণ করিয়ছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্ম-প্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্য বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুষ্ক [ধনুর্ব্বিদ্যায় নিপুণ] ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান্ ছিলেন। বিধুরের ন্যায় ধার্ম্মিক ত্রিভুবনমধ্যে দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রনষ্টপ্রায় শান্তনুবংশ পুনরুদ্ধৃত হইলে সর্ব্বত্র সত্যের সমাদর ও গৌরব-বৃদ্ধি হইল। মহারাজ! তৎকালে সমস্ত বীরপ্রসবিনী রমণীগণের মধ্যে কাশীশ্বরনন্দিনী, দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, ধার্ম্মিকের মধ্যে বিদুর এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, বিদুর পারসব [ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাগর্ভজাত] সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

১১০তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর বিবাহ মন্ত্রণা

একদা ভীষ্ম বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ”বৎস! ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরেন্দ্রকুল অপেক্ষা অস্মাৎকুল সমধিক গুণভূয়িষ্ঠ [গুণবহুল-বহুগুণযুক্ত] ও প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বতন সুধার্ম্মিক নরেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা ইহার উচ্ছেদ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বিবেচনা করিয়া ভগবতী সত্যবতী, মহাত্মা দ্বৈপায়ন এবং আমি, এই তিন জনে মিলিত হইয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়োদ্ভাবনপূর্ব্বক তোমাদিগকে উৎপাদন করাইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম, অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায়-বিধান করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, মদ্রেশ্বর ও সুবলের পরমসুন্দরী এক এক কুমারী আছে, তাহারা আমাদিগের কুলের অনরূপা; অতএব সেই কুলীনা কামিনীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সম্বন্ধ স্থির করাই উচিত। এই কুলের স্থায়িতার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বরণ করিতে অভিলাষ করি, তোমার অভিপ্রায় কি? বিদুর কহিলেন, ”মহাশয়! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য ও পরমগুরু; অতএব যাহা উচিত হয়, স্বয়ং বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করুন।”

গান্ধারীসহ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ

অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম বিপ্রগণ-প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন, সুবলাত্মজা গান্ধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে আরাধনা করিয়া বরলাভ করিয়াছেন যে, তিনি একশো পুৎত্রের জননী হইবেন। সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; গান্ধাররাজ সুবল প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরিশেষে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি ও সদ্‌বৃত্ত জামাতার অভিলাষে তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন গান্ধারী শ্রবণ করিলেন যে, পিতামাতা তাঁহাকে নয়নহীন পাত্রে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই পতিপরায়ণা সান্দ্র [ঘন,গাঢ়-একাধিক পরদাবিশিষ্ট] বস্ত্র দ্বারা স্বীয় নেত্রযুগল বন্ধন করিলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাঁহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা বা অসুয়া করিব না। গান্ধাররাজতনয় পিতৃ-আজ্ঞায় অভিনব-যৌবনবতী ও লক্ষীযুক্তা ভগিনী লইয়া কৌরবসমীপে উপনীত হইলেন। তদন্তর ভীষ্মের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্র-হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং তিনি ভীষ্ম কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। বরারোহা [উত্তমা-সুশীলা] গান্ধারী সদাচর, সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের পরম সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি গুরুশুশ্রূষা ও সকলকে প্রিয়-সম্ভাষন করিতেন এবং কদাপি কাহারও অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না।

১১১তম অধ্যায়

কুন্তীর প্রতি দুর্ব্বাসার বর

বৈশম্পয়ান কহিলেন, যদুবংশাবতংস শূরনামা নৃপতি বসুদেবের জনয়িতা [জনক-পিতা] ছিলেন। প্রথমে তাঁহার পৃথানাম্নী পরমরূপবতী তনয়া জন্মিয়াছিল। শূর অনপত্য পিতৃস্বসৃ-পুৎত্র কুন্তিভোজের নিকটে পূর্ব্বাবধি প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন যে, আমার প্রথম সন্ততি তোমাকে প্রদান করিব। এক্ষণে তদনুসারে নির্ম্মম[অপত্যস্নেহ সংযত করিয়া] হইয়া পরমমিত্র কুন্তিভোজকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কুন্তিভোজ কন্যারত্ন লইয়া ঔরসবৎ [নিজসন্তানতুল্য] পরমযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পৃথা পিতৃগৃহে দিনে দিনে দ্বিতীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; কুন্তিভোজের পালিত বলিয়া সকলে তাঁহাকে কুন্তী নামে আহ্বান করিত। কুন্তী কন্যকাবস্থায় ব্রাহ্মণসেবায় ও অতিথিপরিচর্য্যায় নিযুক্তা ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রযত্ন-সহকারে পরিচর্য্যা দ্বারা অভ্যাগতদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাতেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিলেন। আতিথেয়ী [অতিথিসেবাকুশলা] কুন্তী ভক্তিযোগ-সহকারে ও পরম-সমাদরে তাঁহার সেবাবিধি নির্ব্বাহ করিলে, মহর্ষি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিয়া দিলেন, ”বৎসে! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক এক পুৎত্র উৎপন্ন হইবে।”

কুন্তী-গর্ভে কর্ণের জন্ম

মুনিবর এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর কুন্তী বালস্বভাবসুলভ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষি-দত্ত মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবতাকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রবলে অশেষ-ভুবনদ্বীপ-দীপক [সমস্ত জগৎ উদ্ভাসনকারী] ভগবান তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ”সুন্দরি! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত হইয়াছি, কি করিতে হইবে, বল?” কুন্তী এই অদ্ভুদ ব্যাপার-দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ”ভগবান! এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বরপ্রদান করিয়া যান, আমি তৎপরীক্ষা-বাসনায় আপনাকে আহ্বান করিয়া অতি মূঢ়ের কার্য্য করিয়াছি, আমার আপরাধ হইয়াছে, ভগবান! এক্ষণে চরণ ধরিয়া বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, কৃপাময়! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।” সূর্য্যদেব কুন্তীর কাতরোক্তি শুনিয়া মধুরবচনে কহিলেন, ”সুন্দরি! মহর্ষি দুর্ব্বাসা তোমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত হইও না, অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার ভোগাভিলাষ পুর্ণ কর। দেখ শুভে! তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি তাহাতেই আসিয়াছি, এক্ষণে আমার মনোরথ ব্যর্থ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; আর যদি তুমি একান্তই অসম্মত হও, তাহা হইলে অবশ্যই দোষভাগিনী হইবে, সন্দেহ নাই।” সূর্য্যদেব এইরূপ নানা প্রকার বুঝাইলেও কুন্তী

কন্যাবস্থা ও লজ্জাভয়ের অনুরোধ স্বীকার পাইলেন না। তখন সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার কহিলেন, ”হে বরবর্ণিনি! তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আমি কহিতেছি, আমার প্রসাদবলে ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না।” এই বলিয়া কুন্তীকে সম্মত করিয়া তাঁহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যদেবের সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হইলেন এবং সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচকুণ্ডলধারী, পরমরূপবান এক পুৎত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। ঐ পুৎত্র ভুবনতলে কর্ণ নামে বিশ্রুত হইয়াছিল। ভগবান্ সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কন্যাত্ব প্রদান করিয়া অম্বরতলে [আকাশে] আরোহণ করিলেন। কুন্তী সদ্যজাত নবকুমার দর্শনে বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিলেন, ”এখন কি করি? এ বিষয় কি গোপন রাখিব, না প্রকাশ করিব? ” পরিশেষে বন্ধুজন ভয়ে আত্মদোষ গোপন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়া সেই মহাবলপরাক্রান্ত সদ্যঃপ্রসুত কুমারকে লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তাসেই নবকুমারকে জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্তে গৃহানয়নপূর্ব্বক পুৎত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন এবং ঐ কুমার বসু অর্থাৎ কবচকুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া উহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। বসুষেণ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন; সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও তিনি তৎপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিত-সাধনার্থে ব্রাহ্মণবেশধারণপুর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ ভিক্ষা চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া বিপ্ররূপধারী ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। সুরপতি কবচ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিদানস্বরূপ এক শক্তিঅস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, ”বৎস! আমি তোমাকে অসাধারণকার্য্য-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই একপুরুষ-ঘাতিনী [অমোঘ-লক্ষ ব্যক্তির নিঃসংশয় নিহন্তা] শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে; কি সুর, কি অসুর, কি নর, কি বানর, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভুজঙ্গ, কি রক্ষ, কি যক্ষ, যাহার প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, সে অবশ্যই ইহাতে নিপাতিত হইবে।” এই বলিবা কবচ লইয়া অমররাজ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন। বসুষেণ স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিবা তদবধি ক্ষিতিতলে কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইলেন।

১১২তম অধ্যায়

কুন্তির স্বয়ংবর

বৈশম্পয়ান কহিলেন, একদিকে কুন্তী কুন্তিভোজালয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে নবযৌবনাবস্থায় আরূঢ়া হইলেন। লোকমুখে তাঁহার আসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া নানাদিগ দেশস্থ ভূপতিগণ পাণিগ্রহণাভিলাষে দূত প্ররণ করিতে লাগিলেন। কুন্তিভোজ অনেকেকই কন্যার পরিণয়াকাঙ্ক্ষী দেখিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, ”কি করি, কাহাকে কন্যা প্রদান করা উচিত?” পরিশেষে স্বয়ংবরানুষ্ঠনেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সকল

রাজগণকে স্বভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলে মনোহর বেশভুষা ধারণ করিয়া নিরূপিত দিবসে স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত হইলেন। মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশক্রমে পতি মনোনিত করিতে হস্তে পুষ্পমালা লইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তথায় ভরতবংশাবতংস মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্য্যসদৃশ অনুপম স্বীয় শরীরপ্রভা দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপ সিংহসম, বক্ষদেশ কপাটোপম এবং নয়নযুগল বিকচমলসদৃশ; দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়,যেন পুরন্দর স্বপুর পরিত্যগ করিয়া কুন্তীকামনায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন।

কুন্তী সহ পাণ্ডুর বিবাহ

বরবর্ণিনী কুন্তিভোজ-দুহিতা নরপতি সেই মোহনমূর্ত্তি নিরীক্ষণে স্মরশরে জর্জ্জরিতকলেরব হইয়া লজ্জানম্রমুখে তাঁহার কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তী পাণ্ডুনরবরে বরত্বে বরণ করিলেন দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ নিজ নিজ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। কুন্তিভোজ শুভলগ্নে পাণ্ডু নৃপতির সহিত কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। বরকন্যা একত্র সঙ্গত হইয়া শচীসখ সহস্রাক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বেদবিধানানুসারে উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইল। কুন্তিভোজ নানা ধনসম্পত্তি যৌতুক দিয়া পাণ্ডুকে কন্যার সহিত স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন। কুরুকুলপ্রদীপ মহীপতি পাণ্ডু ধ্বজপতাকাশালিনী মহতী পতাকিনী [সৈন্যশ্রনী] সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ ও দ্বিজগণের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে করিতে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজভবনে প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী কুন্তীকে লইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

১১৩তম অধ্যায়

মাদ্রীসহ পাণ্ডুর বিবাহ

বৈশম্পয়ান কহিলেন, অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নরপতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া প্রধান অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতির নগরে গমন করিলেন। মদ্ররাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্‌গমনপুরঃসর সাদরসম্ভাষণে ও পরম সমাদরসহকারে তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করাইলেন এবং বসিবার আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুকর্পাদি প্রদান করিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলে কুরুকুলতিলক ভীষ্ম কহিলেন, "মদ্রপতে! শুনিলাম, পরমরূপবতী মাদ্রী-নাম্নী তোমার ভাগিনী আছে, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত তাহার বিবাহ দাও; এই মানসে তোমার দেশে আসিয়াছি। দেখ, তোমাদের ও আমাদের যে বংশ, উভয়ই পবিত্রতাগুণে সমান, কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই, অতএব পাণ্ডুকে ভাগিনী দান করিয়া আমাদিগের সহিত কুটুম্বিতা কর!" ভীষ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ বিনয়গর্ব্ববচনে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমার কদাচ অসম্মতি নাই, শুনিয়া আমার পরম পরিতোষ জন্মিল; কুরুবংশ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় ভাগিনী দান করিব? আপনাদের কুলগতা হইলে ভাগিনির অনেক সৌভাগ্য

মানিতে হইবে, কিন্তু মহাশয়! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এক বিষম নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন; ভাল হউক বা মন্দই হউক, আমি তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না; আপনাকেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। কারণ উহা আমাদিগের কুলধর্ম্ম।" ভীষ্ম কহিলেন মাদ্ররাজ! তুমি চিন্তিত হইও না, স্বয়ং প্রজাপতি শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তোমার কুলধর্ম্ম নির্দ্দোষ ও সাধুসম্মত, অবশ্যই প্রতিপালন করা হইবে।" এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ ও মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যজাত শুল্কস্বরূপ প্রদান করিলেন। শল্য ৎৎসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক পরম-প্রীত হইয়া অলঙ্কৃত স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে লইয়া ভীষ্ম-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক রাজবাটিতে রাখিয়া দিলেন এবং কিয়দ্দিন পর শুভলগ্ন দেখিয়া পাণ্ডুর সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। উদ্বাহ-সমাপ্তি হইলে পর, মহারাজ পাণ্ডু পরমরমণীয় হর্ম্ম্যমধ্যে নব-প্রণয়িনীর বাসস্থান নিরূপিত করিলেন। কুন্তী ও মাদ্রীর পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। পাণ্ডু তাঁহাদিগের উভয়কে লইয়া স্বেচ্ছাবিহারে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুর দিগ্বিজয়

এইরূপে ত্রয়োদশ নিশা অন্তঃপুরে বিহার করিয়া পাণ্ডু দিগ্বিজয়বাসনায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধগণ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করিয়া ও অন্যান্য কুরুপ্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সকলের অনুমতি লইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে নগরাঙ্গনারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ ও ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বচন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলের কীর্ত্তিকর পাণ্ডুনরবর প্রথমতঃ দশার্ণদেশে প্রয়াণপূর্ব্বক পূর্ব্বাপরাধী দশার্ণপতিকে সমরে পরাজয় করিলেন। অনন্তর হস্তী, অশ্ব, রথ, ও পদাতি-সঙ্কুল বিপুল বলবৃন্দ সঙ্গে লইয়া মগধদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় আনেকানেক ভূপতিদিগের অপকারী বলদর্পসমন্বিত মগধরাজকে সংহার করিয়া তাঁহার কোষস্থ ধনসমুদয় ও বাহনচয় আত্মসাং করিলেন। পরে মিথিলায় যাইয়া বিদেহদিগকে সংগ্রামে পরাভূত করিলেন। তাহারা তাঁহার একান্ত বংশধর হইল। পরিশেষে কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি অপরাপর দেশে প্রয়াণপূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত ভূপতিবর্গকে পরাজয় করিয়া কুরুকুলের অক্ষয়-কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন। এইরূপে শত্রুকুলাস্তক পাণ্ডু অনলবৎ অস্ত্রশিক্ষায় নরপতিদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর তেজঃপ্রভাবে বলরাজি [সৈন্যসমূহ] বিধ্বংসিত হইলে ভুপালেরা বশীভূত হইয়া কুরুকুলের মঙ্গলকর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন; আর মহাবীর পাণ্ডুকে আপনাদিগের একাধিপতি জ্ঞান করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণ, রজত, গো, অশ্ব, রথ, হস্তী, গর্দ্দভ. উষ্ট্র, মহিষ, কম্বল, অজিন, রাঙ্কব [পশুলোমজাত বস্ত্র] আস্তরণ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিলেন। মহারাজ পাণ্ডু সেই সমস্ত রাজদত্ত বস্তুজাত লইয়া পরমাহ্লাদে হস্তিনানগরাভিমুখে গমন করিলেন। রাজসিংহ শান্তনু ও ধীমান ভরতের যশোজনিত শব্দ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডুর প্রভাবে তাহা পুনরুদ্ধৃত

হইল। যাহারা পূর্ব্বে কুরুদিগের রাজ্য এবং ধন হরণ করিয়াছিল, হস্তিনাধিপতি পাণ্ডু তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর বীর্য্যবলাকৃষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে অন্যান্য রাজগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। পাণ্ডু শ্রবণসুখাবহ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লমনে হস্তিনানগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীষ্ম লোকমুখে পাণ্ডুর আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পৌর, জানপদ ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যুদগমন করিলেন। কৌরবরা ভীষ্মের সহিত হস্তিনানগর হইতে কিয়দ্দুর গমন করিয়া, পাণ্ডুর সেনারা বিচিত্ররত্নপরিপূর্ণ অসংখ্য যান, হস্তী, রথ, গো, উষ্ট্র, মেষ প্রভৃতি জয়লব্ধ বস্তুজাত লইয়া আসিতেছে, দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ক্রমে সন্নিহিত হইলে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন সমুচিত সম্মান করিলেন। ভীষ্ম অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী প্রত্যাগত পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তূর্য্য[জয়ঢাক] শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল। পৌরবগণের আনন্দের সীমা রহিল না। ভীষ্ম পাণ্ডুকে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

১১৪তম অধ্যায়

পাণ্ডুর বনবিহার

বৈশম্পায়ন কহিলেন,পাণ্ডু হস্তিনাপুরে গমন করিয়া স্ববাহুবলবিজিত ধন দ্বারা ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা কৌশল্যা ও বিদুরকে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রাণী যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া আহ্লাদিত হন, কৌশল্যা অপ্রতিমতেজাঃ পুৎত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুর প্রভাবে বহুদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু সুরম্য হর্ম্ম্য ও বিচিত্র শয়নীয় সমুদয় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সঙ্গে বনবিহার-বাসনায় বনপ্রস্থান করিলেন, তথায় সর্ব্বদা মৃগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখন হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকায় [পর্ব্বতের নিম্নদেশ] গমন করিতেন, কখন গিরিপৃষ্ঠে সুখসঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, কখন কখন বা মহাশালবনে অবস্থিতি করিতেন। করেণু [হস্তিনী] দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে গজরাজ ঐরাবত যেরূপ শোভিত হয়, পত্নীদ্বয় সঙ্গে থাকায় বনচর নৃপবর পাণ্ডু সেইরূপ শোভিত হইয়াছিলেন। বনবাসিগণ ভার্য্যাদ্বয়-সমবেত, খড়্গহস্ত, ধনুর্ব্বাণধারী, বিচিত্র-কবচযুক্ত, অস্ত্রকোবিদ [অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ] পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। এইরূপে পাণ্ডু-মহীপাল প্রণয়িনীদ্বয়-সমভিব্যাহারে পরম-সুখে কাননমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মহীপতি দেবকের পরমসুন্দরী যুবতী পারশবী তনয়াকে আনয়নপূর্ব্বক বিদুরের সহিত বিবাহ দিলেন। বিদুর তাঁহার গর্ভে স্বসদৃশ বিনয়সম্পন্ন

পুৎত্রগণ উৎপাদন করিলেন।

১১৫তম অধ্যায়

গান্ধারীর দুর্য্যোধনাদি শতপুৎত্র-প্রসব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীগর্ভে শত পুৎত্র ও বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে এক পুৎত্র জন্মে এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি পঞ্চদেব হইতে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পাণ্ডুর মহারথপঞ্চপুৎত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের হইতে এই কুরুবংশ রক্ষা পাইতেছে। জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুৎত্র কিরূপে জন্মিল ও কতদিন পরেই বা তাহাদের আয়ুঃশেষ হইল? আর বৈশ্যার গর্ভে বা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে পুৎত্রোৎপাদন করিলেন? তিনি অনুকূলকারিণী ধর্ম্মচারিণী প্রণয়িনী গান্ধারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং দেবগণ হইতে কিরূপে শাপগ্রস্ত মহাত্মা পাণ্ডুর পাঁচ পুৎত্র উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আমার অপরিতৃপ্ত চিত্তকে পতিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা মহর্ষিদ্বৈপায়ন সাতিশয় ক্ষুৎপিপাসায় শ্রমান্বিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলে, গান্ধারী পরম-সমাদরে তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। মহর্ষি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে চাইলে গান্ধারী কহিলেন, ”যদি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, যেন আমার গর্ভে আমার ভর্ত্তার সমানগুণশালী শত পূৎত্র জন্মে।” ব্যাস ‘তথাস্তু’ বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার গর্ভধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সন্তান প্রসব করিলেন না। একদিন গান্ধারী শুনিলেন যে, কুন্তীর বালসূর্য্য-সমপ্রভ এক পুৎত্র জন্মিয়াছে। তৎশ্রবণে তিনি সাতিশয় ঈর্ষান্বিতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে আপনার গর্ভপাত করিলেন। ঐ গর্ভে সংহতা [নিবিড়-দুর্ভেদ্য] লোহষ্ঠিলার[লৌহপিণ্ড-লোহার গোলক] ন্যায় এক দ্বিবর্ষ-সম্ভৃতা [দুই বৎসর যাবৎ ধৃত বা পোষিত] মাংসপিণ্ড ভুমিষ্ঠ হইল। গান্ধারী তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই মাংসপেশী পরিত্যাগ করার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ভগবান ব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া মাংসপেশী দর্শনপূব্বক গান্ধারীকে কহিলেন, ‘সৌবলেয়ি! এ কি করিয়াছ?” গান্ধারী মহষি-সমীপে আপনার অভিপ্রায় গোপন না করিয়া কহিলেন, ”মহাত্মান! অগ্রে কুন্তীর পুৎত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া এই গর্ভপাত করিয়াছি। আপনি আমাকে পুর্ব্বে বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শত পুৎত্র জন্মিবে, এক্ষণে এই মাংসপেশী হইতে শত পুৎত্র উৎপন্ন করুন।” ব্যাস কহিলেন , ”সৌবলেয়ি! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহা হইতে অবশ্যই তোমার শত পুৎত্র উৎপন্ন হইবে। তুমি গুপ্ত প্রদেশে ঘৃতপূর্ণ শতসংখ্যক কুম্ভ স্থাপন করাইয়া এই মাংসপেশীর উপর জলসেচন কর।” গান্ধারী ব্যাসের বচনানুসারে কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া মাংসপেশীর উপর জলসেচন করিতে লাগিলেন। জলসেচের পর কিয়ৎক্ষণমধ্যে মাংসপেশী একাধিকশত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উহার এক এক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত [বুড়ো আঙ্গুলের পাবের মত] হইল। অনন্তর গান্ধারী সেই সকল খণ্ড পূর্ব্বপ্রস্তুত কুম্ভ-সকলের মধ্যে গূঢ়রূপে স্থাপিত

করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্যাস গান্ধারীকে কহিলেন, " হে সৌবলেয়ি! আর দুই বৎসরের পর এই সকল কুম্ভ উদঘাটন করিও।" ইহা বলিবা মহর্ষি তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

দুর্য্যোধনের জন্মকালীন অশুভ লক্ষণ

অনন্তর দুই বৎসর অতীত হইলে প্রথমতঃ দুর্য্যোধন জন্মিল। ঐ দিবসেই মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির জন্মানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভেদ ন্যায় কর্কশধ্বনি করিতে আরাম্ভ করিল; গর্দ্দভ, গৃধ্র [শকুন], গোমায়ু [শৃগাল], বায়স প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল; দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল। ফলতঃ তৎকালে অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিয়া সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য সুহৃদগণ ও কুরুগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত আছেন, রাজপুৎত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্, অতএব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যে, আমার এই জ্যেষ্ঠ-পুৎত্র যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাগী হইবে কি না? আপনারা কি বিবেচনা করেন, বলুল।" ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসান হইলে ভয়ঙ্কর ক্রব্যাদগণ [শ্মশানের শবাদির মাংসভোজী জন্তু] ডাকিতে লাগিল; অমঙ্গলসূচক শিবাগণ কর্কশধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ ও ধীমান বিদুর সেই সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "রাজন! আপনার জ্যেষ্ঠপুৎত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই দুরাত্মা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; রাহিলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে। মহীপাল! যদি বংশ-রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে এই দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করিয় অপর একোনশত পুৎত্রের সহিত সুখে কালযাপন করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই আপনার বংশের ও জগতের মঙ্গল করা হয়। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, যদি একজনকে পরিত্যাগ করিলে কুলরক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রামরক্ষা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য; গ্রাম-পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদরক্ষা হয়, তাহা করা উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয়, তাহাও বিধেয়!" তাঁহারা সেই সদুপদেশ প্রদান করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুৎত্রস্নেহবশতঃ তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন না। দুর্য্যোধনের জন্মের কিয়দ্দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের অপর ঊনশত পুৎত্র ও এক কন্যা জন্মিল; ফলতঃ এক মাসের মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্রের শত পুৎত্র ও এই কন্যা সমুৎপন্ন হইল।

যৎকালে গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ভভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিশ্যমান হন। সেই সময় একজন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। ঐ বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ভবতী হয় এবং যথাকালে এক পুৎত্র-সন্তান প্রসব করে; ঐপুৎত্রের যুযুৎসু নাম হইয়াছিল। হে রাজন! এইরূপে ধীমান ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর গর্ভে শত পুৎত্র ও এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসুনামা এক পুৎত্র জন্মিল।

১১৬তম অধ্যায়

দুর্য্যোধন-ভগিনী দুঃশলার জন্ম

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! ধৃতরাষ্ট্রের পুৎত্রগণের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু আপনি কহিলেন, গান্ধারীর গর্ভে শত পুৎত্র ও এক কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে শত পুৎত্র মহর্ষি বেদব্যাসের বরে জন্মিল। কিন্তু কন্যাটি কিরূপে জন্মিল, বিশেষ কহিলেন না। অমিততেজাঃ মহর্ষি গান্ধারী-প্রসূত মাংসপেশী শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং গান্ধারীও আর কখন গর্ভধারণ করেন নাই, তবে কি প্রকারে দুঃশলা-নাম্নী শতাধিকা কন্যার জন্ম হইল? শ্রবণার্থ অতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, মহাশয়! বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস শীতল জলসেচন দ্বারা সেই মাংসপেশীকে এক এক ভাগ করিলেন। ধাত্রী সেই সকল ভাগ লইয়া একে একে এক এক ঘৃতকুম্ভমধ্যে রাখিতে লাগিল। সেই সময়ে গান্ধারী মনে মনে চিন্তা করিলেন, "মহর্ষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই আমার একশত পুৎত্র হইবে। কিন্তু যদি আমার এক কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে পরম পরিতোষের বিষয় হইত, আমার প্রতি দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্ত হইতেন, আমিও পুৎত্র ও দৌহিত্র লইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কৃতকৃত্য হইতাম। আমি যদি কখন তপস্যা, দান, হোম বা গুরুজনসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার এক কন্যা হয়।" গান্ধারী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেই সকল ভাগ গণনা করিয়া দেখিলেন, শতাপেক্ষায় এক ভাগ অধিক হইয়াছে। তখন তিনি গান্ধারীকে কহিলেন, বৎস! এই শত ভাগ তোমার শত পুৎত্ররূপে পরিণত হইবে; আর এই যে এক ভাগ অবশিষ্ট রহিল, ইহাতে তুমি এক কন্যাও উৎপন্ন দেখিবে এবং তাহার গর্ভে যে পুৎত্র জন্মিবে, তদ্দ্বারা তোমাদের দৌহিত্রজনিত-লোক-প্রাপ্তি হইবে।" এই বলিয়া মহর্ষি আর এক ঘৃতপুর্ণ কুম্ভ আনাইয়া তন্মধ্যে সেই কন্যা-ভাগ রক্ষা করিলেন। হে মহারাজ! এই দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইল, কি বর্ণন করিতে হইবে বলুন।

১১৭তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার নাম

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠাতাক্রমে ধৃতরাষ্টের পুৎত্রগণের নাম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। দুর্য্যোধন, যুযুৎসু-রাজ, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর,

চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনুদর, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, জরাসন্ধ, সদ, সুবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ডী, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুণ্ডল, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজা– এই একশত পুৎত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে জন্মে। ইহাদের নামধেয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তিত হইল। পুৎত্রগণ সকলই অতিরথ, শূর, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, বেদবেত্তা ও সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ হইয়াছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যথাকালে নানাদেশে হইতে পরীক্ষিত পরমাসুন্দরী কামিনীগণ আনাইয়া তাহাদের সহিত নিজপুৎত্রগণের বিবাহ দিলেন এবং দুঃশলা কন্যা সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথকে সম্প্রদান করিলেন।

১১৮তম অধ্যায়

পাণ্ডুর প্রতি মৃগরূপী মুনির সাপ

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ব্যাসবরজনিত ধৃতরাষ্ট্র সন্তানগণের জন্ম ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন। আপনি দেবগণের অংশাবতরণ-বর্ণসময়ে কহিয়াছেন যে, ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ দেব-অংশে জন্মগ্রহণ করেন, এক্ষণে সেই মহাত্মাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। একদা মৃগয়াবিহারী মহীপাল পাণ্ডু মৃগব্যালসেবিত মহারণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, একমৃগযূথপতি তথায় মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তিনি মৃগ ও মৃগকে একবারে প্রমত্ত দেখিয়া তাহাদের উপর উপর্য্যুপরি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! ঐ মৃগ প্রকৃত মৃগ নহে, মহাতেজাঃ এক ঋষিপুৎত্র; ঋষিতনয় ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরমসুখে ক্রীড়া করিতেছিলেন, পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দিয় হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইলেন এবং আর্ত্তনাদসহকারে নানা বিলাপ করিয়া পাণ্ডুকে কহিলেন, ”মহারাজ! যাহারা নিতান্ত কামক্রোধপরতন্ত্র, অত্যন্ত নির্ব্বোধ ও একান্ত পাপাসক্ত, তাহারাও ঈদৃশ বিষয় নৃশংসাচরণে পরাঙ্মুখ হয়, তুমি পরম ধর্ম্মাত্মাদিগের অকলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিলে! রাজন! তর্কবাদ দ্বারা বিধির নাশ হয় না, কিন্তু বিধির দ্বারা তর্কবাদ নষ্ট হইবা থাকে, অতএব বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভবাদৃশ প্রজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য নহে।” পাণ্ডু কহিলেন, ”রাজাদিগের শত্রুবধ যেমন কর্ত্তব্য, মৃগবধও সেইরূপ কর্ত্তব্য; প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যই হউক, মৃগ পাইলেই বধ করিবে! দেখ, মহর্ষি আগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য মৃগয়া করিয়াছিলেন। মৃগবসা দ্বারা তাঁহার হোমকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, অতএব আমাকে আর বৃথা তিরস্কার করিও না।” মৃগ হইল, রাজন! যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু ব্যসনসময়ে শত্রুর উপর শর-নিক্ষেপ করা প্রজ্ঞালোকের

কর্ত্তব্য নহে; ন্যয়যুদ্ধেই শত্রুবধ করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন।' পাণ্ডু কহিলেন, ”মত্ত, ভূত, বা পলায়িত শত্রুকে বধ করাই অবিধেয়, কিন্তু ভবাদৃশ মৃগ বধ করা কোনক্রমেই অবিধেয় নহে।” মৃগ কহিল, ”মহারাজ! তুমি আমাকে যে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে পারি না, কিন্তু আমার বিহার-বিরতিকাল প্রতিক্ষা করা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল। কোন ভদ্রলোক অসময়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত মৃগকে বধ করিয়াছে? হে রাজেন্দ্র! আমি পুরুষার্থফললিপ্সু [পুৎত্রকামী] হইয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ ও একান্ত বঞ্চিত করিলে, মহারাজ! তুমি অনিন্দ্যকর্ম্মা পৌরবদিগের নির্ম্মল কুলে জন্মিয়াছ, তোমার এতাদৃশ নৃশংস, লোকবিগর্হিত, অস্বর্গ্য [স্বর্গবিরধী], অযশস্কর, অধর্ম্মিষ্ঠ, কর্ম্ম করা কোনক্রমেই সঙ্গত ও উচিত হয় নাই। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রতিকোবিদ[কামকলানিপুণ]; তোমার ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করা অত্যন্ত অবিধেয় হইয়াছে। হে পার্থিবেন্দ্র! নৃশংসাচারী পাপপরায়ণ ধর্ম্মার্থকামবিহীন দুরাচারগণের দণ্ডবিধান করা তোমার কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া এই অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই দণ্ডার্হ হইলে। হে নরনাথ! আমি ফলমুলাহারী অরণ্যবাসী নিরপরাধ মুনি, মৃগবেশ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম, আমাকে মারিয়া তুমি কি দুষ্কর্ম্ম করিলে! হে রাজন! তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে, আমি শাপ দিতেছি, তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময়ে মৃত্যু হইবে। আমি তপোনিরত মুনি, আমার নাম কিন্দম, আমি লোকলজ্জাভয়ে মৃগরূপধারণপূর্ব্বক গহন বনে আসিয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই। মৃগভ্রমেই আমার উপর শরনিক্ষেপ করিয়াছ, এ নিমিত্ত তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না, কিন্তু সঙ্গমসময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে সময়ে স্ত্রীসংসর্গ করিবে, সেই সময়ে তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি যে পত্নীর সইত সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে, তিনি ভক্তিভাবে তোমার সহগামিনী হইবেন। হে রাজন! তুমি যেমন সুখের সময়ে আমাকে দুঃখ দিলে, সেইরূপ তোমাকেও সুখকালে দুঃখ পাইতে হইবে।

হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! মৃগরূপধারী মুনি পাণ্ডুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। নরপতি পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

১১৯তম অধ্যায়

পাণ্ডুর নির্ব্বেদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডু স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সেই মৃগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিতচিত্তে ভার্য্যার সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, যথেচ্ছাচারী দুরাত্মারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন কর্ম্মদোষে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। শুনিয়াছি, আমার পিতা পরম ধর্ম্মাত্মর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত কামপরায়ণতাপ্রযুক্ত বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাচংযম [সংযতবাক–যিনি কখন মিথ্যা বলেন

না] ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই কামাত্মা নরপতির ক্ষেত্রে আমাকেই উৎপাদন করিয়াছেন। হায়! সেই মহাত্মার পুৎত্র হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে অতি গর্হিত মৃগয়া-ব্যসনের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। সম্প্রতি ব্যাসপ্রণীত সুবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিব, যেহেতু, সংসার-বন্ধন অপেক্ষা ক্লেশকর আর কিছু নাই। আমি অদ্যাবধি কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। ভার্য্যা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিব। ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগপূর্ব্বক ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া শূন্যগৃহে বা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকিব। কি শোক, কি হর্ষ, কিছুরই বশংবদ [বাধ্য] হইব না। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই সমান জ্ঞান করিব। কাহারও আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার-গ্রহণেচ্ছু হইব না। সুখদুঃখের বশীভূত হইব না, কাহাকেও উপহাস বা ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিব না। সর্ব্বদা প্রসন্নবদন ও সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে তৎপর থাকিব। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারও হিংসা করিব না। সকল প্রাণিগণকে আপনার সন্তানের ন্যায় দেখিব। জীবনধারণের নিমিত্ত বৃক্ষ-সকলের নিকট ভিক্ষা চাইব। যদি তাহারা ভিক্ষা না দেয়, তবে এককালে পাঁচজন গৃহস্থের বাটীতে, ঊর্দ্ধসংখ্যা দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিব। তাহাতে যাহা প্রাপ্ত হইবে, অতি অল্প হইলেও তদ্দারাই জীবনধারণ করিব। অধিক লাভের আশয়ে দশ গৃহের অধিক স্থলে ভিক্ষা করিব না। যে দিবস দশ গৃহে ভিক্ষা করিয়াও কিছুই পাইব না, সেদিন উপবাস করিয়া থাকিব। ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব। বাষ্পবারি দ্বারা এক বাহু সিক্ত করিয়া অন্য বাহুতে চন্দন-লোপন করিব। কি মঙ্গল, কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না। কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার আনুষ্ঠান করিব না। ধর্ম্মার্থলিপ্সা পরিত্যাগ করিব। সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইব। সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিব। কাহারও বশীভূত হইব না। স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিস্তেজ লোকের মত কাহারও সেবা করিব না; কারণ, উপাসনা দ্বারা বশীভূত লোকের নিকট হইতে অতি সম্মানপূর্ব্বক স্বাভিলাষিত দ্রব্য লাভ করিলেও শ্ববৃত্তি [পরাধিনবৃত্তি–কুক্কুভবৃত্তি] অবলম্বন করা হয়। ফলতঃ এক্ষণে আমার এই স্থিরনিশ্চয় যে, অতি অকিঞ্চিৎকর অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগসুখে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক মুক্তিপথ অবলম্বন ও মাসিক ভূমানন্দ অনুভব করিয়া চরমে নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

পাণ্ডু সাতিশয় দুঃখিত-চিত্তে এই প্রকার বিলাপ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, ”তোমরা হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক কৌশল্যা, বিদুর, সবান্ধব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা সত্যবী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিতগণ, সোমপায়ী শংসিতব্রত [কঠোর সংযমী] মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ও অস্মদাশ্রিত পৌরবদিগকে অনুনয় করিয়া এই কথা কহিবে যে, পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর গৃহে আসিবেন না।” স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তৎকালোচিত বিনয়বচনে কহিলেন, ”মহারাজ! সন্ন্যাসশ্রম ব্যতীত অন্যান্য আশ্রম আছে, যাহাতে সস্ত্রীক হইয়াও ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায়; আপনি তাহার মধ্যে কোন আশ্রম আশ্রয় করিয়া আমাদিগের সহিত তপস্যা করুন; পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করায় তথায় আধিপত্য করিতে পারিবেন। আমরাও আপনার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম-সংযমনপূর্ব্বক ভোগাভিলাষে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভর্ত্তৃলোকপ্রাপ্তির আশয়ে কঠোর তপস্যা করিব। আর যদি আপনি তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদিগের পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণপরিত্যাগ করিব সন্দেহ নাই।

কুন্তী-মাদ্রীসহ পাণ্ডুর বানপ্রস্থ

পাণ্ডু কহিলেন, ”যদি তোমাদের আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ, বল্কলধারণ, ফলমূল ভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় হোম ও স্নান, চীর [জীর্ণবস্ত্র], চর্ম্ম [অজিন–মৃগচর্ম্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম] ও জটাধারণ, শীতবাতাতপক্লেশ সহ্য, ক্ষুৎপিপাসায় অনবধান, ইন্দ্রিয়সংযমন এবং বন্যফল, জল ও মন্ত্র দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া দুশ্চর তপোনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে থাক। কি বানপ্রস্থগণ, কি আত্মীয়বান্ধবগণ, কি অন্যান্য গ্রামবাসিগণ, কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহারও কোন অপ্রিয়াচরণ করিবে না; এইরূপে কঠোর আরণ্যশাস্ত্র- বিধান অবলম্বনপূর্ব্বক যাবজ্জীবন কালযাপন করিবে।”

মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়কে এই কথা বলিয়া চূড়ামণি, নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহামূল্য বাসন ও স্ত্রীদিগের আভরণ প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, “আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না।” তাঁহাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া নরপতি পাণ্ডু অর্থ, কাম, রতি, সুখ প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনুচর ও পরিচারকগণ তাঁহার বিবিধ করুণবাক্যশ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। পরে তৎপ্রদত্ত সমুদয় ধনগ্রহণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ-নয়নে হস্তিনানগরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে পাণ্ডুর বনবাস-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষন্নমনাঃ হইয়া আহার, বিহার, শয়ন প্রভৃতি সমুদয় সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

এদিকে মহীপতি পাণ্ডু কেবল বন্য ফল-মূলমাত্র আহার দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন-ধারণ করিয়া পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে নাগশত-নামা পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নাগশত হইতে চৈত্ররথ, তথা হইতে কালকূট, তথা হইতে হিমালয় ও হিমালয় হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। পাণ্ডু-নৃপতি মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমবিষমস্থলে [সুগম-দুর্গম বা বন্ধুর–নতোন্নত-উচ্চনীচ–সমান-অসমান] বাসকরতঃ একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি গন্ধমাদন হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ও তথা হইতে হংসকূটে গমন করিলেন। পরে হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক তথায় অনন্যমনাঃ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

১২০তম অধ্যায়

পাণ্ডুর ব্রহ্মলোকযাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডু শুশ্রূষু, অনহঙ্কৃত, সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই শতশৃঙ্গপর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সিদ্ধচারণগণের প্রিয়পাত্র ও তপোবলে সশীরীরে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। শতশৃঙ্গবাসী

সিদ্ধাচারণগণ কেহ তাঁহাকে পরম সুহৃৎ,কেহ বা সহোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুৎত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পাণ্ডু এইরূপে তথায় বহুকাল তপোনুষ্ঠান করিলেন, তপস্যা দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল এবং তিনি মহাপ্রভাশালী ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইয়া উঠিলেন।

একদা শতশৃঙ্গবাসী শংসিতব্রত মহর্ষিগণ একত্র হইয়া ভগবান ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদিগের নিকট গিয়া কহিলেন, ”মহাশয়গণ! কোথায় গমন করিতেছেন?” মহর্ষিগণ কহিলেন, ‘অদ্য অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মহান্ সমবায় হইবে; আমরা সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে তথায় যাইতেছি।” পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাদের সহিত স্বর্গোপরি গমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের সহিত উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে সুরলোকে গমনোম্মুখ দেখিয়া কহিলেন, ”হে মহাত্মন! আমরা এই পর্ব্বতের উপর্য্যুপরি ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখিয়াছি ইহার কোন কোন স্থানে অনেকানেক দুর্গ ও দেশসকল শোভা পাইতেছে। কোন কোন স্থলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের বিহারভূমি আছে, কোথাও বা শত শত বিমান সংস্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন স্থলে সংগীতশাস্ত্রবিশারদ গায়কগণ নিরন্তর বীণা, সপ্তস্বরা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর যন্ত্রসকল সংবাদনপূর্ব্বক গান করিতেছেন; কোথাও কুবেরোদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও বা গিরিগহ্বর সকল বিরাজমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে স্থানে স্থানে দুর্গম গিরিগহ্বর, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ আ্ছে। মধ্যে মধ্যে এমত অনেকানেক প্রদেশ আছে– যাহাতে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কিছুই নাই। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও যাইতে পারে না। কেবল বায়ু ও সিদ্ধমহর্ষিগণই গমনাগমন করেন। এই সুকুমারাঙ্গী অদুঃখোচিতা রাজপুৎত্রীরা কি প্রকারে এই দুর্গম পর্ব্বত অতিক্রম করিবেন? হে মহাত্মান! নিবৃত্ত হও, আমাদিগের সহিত গমন করিও না।”

অপুৎত্রক পাণ্ডুর খেদ

পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য-শ্রবণে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ”হে মহাভাগগণ! অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই; আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, এ নিমিত্ত আমার মন সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে; আমার জীবন বিড়ম্বনামাত্র। মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ,ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুজঋণ, এই চতুর্ব্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয়। এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্তব্য। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ হইতে, পুৎত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং অনৃশংসাচরণ দ্বারা মনুজঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয়, তাহার সদ্‌গতিলাভ হয় না। হে তাপসগণ! আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুজঋণ পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু পিতৃঋণ হইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপে আমার পিতার ক্ষেত্রে

আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপে আমার ক্ষেত্রে কি অপত্য উৎপাদনের কোন উপায় আছে?” তাপসগণ কহিলেন, ”হে ধর্ম্মাত্মান! আমরা দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতেছি, তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুৎত্র হইবে। তুমি পুৎত্রলাভার্থ প্রযত্ন কর; অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে অশেষ-গুণসম্পন্ন অপত্য জন্মিবে।’

পুৎত্রার্থ কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর আদেশ

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য-শ্রবণান্তর অপতোৎপাদনশক্তির বিনাশকর মৃগশাপ স্মরণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকিল হইলেন। অনন্তর যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, “হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপতিৎপাদনে যত্নবতী হও। ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা; কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না। আমি সন্তানবিহীন, আমার শুভলোক-প্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হে চারুহাসিনি! তুমি জ্ঞাত আছ যে, মৃগসাপে আমার পুৎত্রোৎপাদন-শক্তি প্রনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অন্য উপায় দ্বারা অপতোৎপাদনের যত্ন করিতে হইবে। হে পৃথে! ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ছয় প্রকার বন্ধুদায়াদ [ধনাধিকারী] ও ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদ পুৎত্র আছে; স্বয়ংজাত, প্রণীত [ক্ষেত্রজ–ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে তাঁহার ঔরসে জাত],পরিক্রীত [জননমূলাদানে উৎপাদিত], পৌনর্ভব [পুনর্বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত–প্রথম বিবাহিতের পুৎত্র], কানীন [কন্যাকালে–বিবাহের পূর্ব্বে উৎপন্ন]. স্বৈরিণীজ [বিবাহিত দ্বিচারণীর পুৎত্র], দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম বা স্বয়মুপাগত, সহোঢ় [সগর্ভ–বিবাহিতার পুৎত্র], জ্ঞাতিরেতাৎ এবং হীনযোনিধৃত এই দ্বাদশ প্রকার পুৎত্র। ইহার মধ্যে স্ববংজাতাভাবে প্রণীত, তদভাবে পরিক্রীত, তদভাবে পৌনর্ভব, ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা শাস্ত্রসম্মত। এতদ্ভিন্ন আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবর দ্বারাও পূৎত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়। আর স্বয়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরসপূত্র অপেক্ষা প্রণীত পূৎত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মফলদ। হে কুন্তি! আমি স্বয়ং পুৎত্রোপাদনে অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পূৎত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি। দেখ, পূর্ব্বে শরদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুৎত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহার পত্নী শারদাণ্ডায়নী স্নান সমাপন করিয়া বিচিত্র পুষ্পমাল্য ধারণপূর্ব্বক রজনীযোগে চতুষ্পথে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণপুরঃসর অনলে পুংসবন হোম সম্পাদন করিলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জ্জয়াদি মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ পুৎত্রত্রয় উৎপাদন করিয়া লইলেন। হে কল্যাণি! তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপতোৎপাদন করিতে যত্নবতী হও।”

১২১তম অধ্যায়

পুৎত্রার্থ কুন্তীর উদ্বোধন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কুরুকুলতিলক পাণ্ডু মহীপতির এই উপদেশবাক্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পতিপ্রাণা কুন্তী কহিলেন, ”হে ধর্ম্মাত্মা! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী,

বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত, অতএব তোমার আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইতেছে। হে মহাবাহো! তুমি স্বয়ং আমার গর্ভে অপতোৎপাদন করিতে পার, তাহাতে ধরম্মেরও অনুমাত্র হানি হয় না; হে কুরুবংশাবতংস! তুমি অপতোৎপাদনের নিমিত্ত আমার সহিত সহবাস কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারিব। হে মহাত্মান! আমি তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর জগতীতলে আর কে আছে? হে মহাত্মান! আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা উল্লেখ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা শ্রবণ কর।

মৃত্যুর পর ব্যুষিতাশ্বের পুৎত্রলাভ

পূর্ব্বকালে পুরুবংশীয় পরম-ধার্ম্মিক ব্যুষিতাশ্ব নামে এক নরপতি ছিলেন। মহাত্মা ব্যুষিতাশ্ব যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও দেবর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমরসপানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞকর্ম্ম করেন। ঐ যজ্ঞের অবসান হইলে মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব গ্রীষ্মকালের দিবাকরের ন্যায় প্রখর-প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্ত্য, দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতিগণকে আপনার বশীভূত করিলেন এবং তত্তদ্দেশাহৃত নানাপ্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্ব্বার এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তৎকালে ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তির বল প্রাপ্ত হইল । এইরূপে রাজা মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া নিজ ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া ঔরসবৎ প্রজাপালন, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বিজাতিদিগকে প্রার্থনাধিক দান ও যজ্ঞে সোমরসপান ইত্যাদি নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরমরূপবতী ভদ্রানাম্মী কাক্ষীবানের তনয়া মহিষী হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যগুণে পরম বিজ্ঞ মহিপতী অল্পদিনেই একান্ত বশীভূত হইলেন। এমন কি, রাজকার্য্য পর্য্যপ্ত পরিত্যাগ করিয়া দিনযামিনী সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরবিহার করিতে লাগিলেন। অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ অল্পকালের মধ্যেই তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেখিয়া অপুৎত্রা ভদ্রা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার বিলাপ-সহকারে মৃতপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ”হে ধর্ম্মজ্ঞ! পতি বিনা নারীর আর গত্যন্তর নাই; বিধবার জীবন-ধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র; মৃত্যু হইলেই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। হে নাথ! আমি তোমার সহগমন বাসনা করি; আমি তোমা বিনা একক্ষণও বাঁচিতে পারিব না; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারিণী কর। হে ক্ষৎত্রিয়শ্রেষ্ঠ! কি সমস্থলে, কি বিষমস্থলে, তুমি যেখানে গমন করিবে, আমি তোমার প্রিয়কারিণী ও বশবর্ত্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিব। হে রাজন! অদ্যাবধি হৃদয়শোষক মনোদুঃখ সাতিশয় প্রবল হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিবে। হে নরনাথ! বোধ হয়, আমি পূর্ব্বজন্মে অনেকানেক প্রণয়িনীর প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই এক্ষণে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। হে রাজন! পতিবিহীন হইয়া নারীর মুহূর্ত্তমাত্র মর্ত্ত্যলোকে বাস নিতান্ত ক্লেশকর, না জানি, পূর্ব্বজন্মে আমি কতই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্ত এক্ষণে আমাকে তোমার অনিবার্য্য বিয়োগানলে দগ্ধ হইতে হইল। আমি অদ্যাবধি কুশসংস্তর [দর্ভশয্যা–কুশের বিছানা] শায়িনী হইয়া ভবদীয় মোহনমূর্ত্তি দর্শনমানসে অতি কষ্টেই কালাতিপাত

করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! একবার অনুগ্রহ করিয়া এই অনাথা, অশরণা [আশ্রয়হীনা], বিলাপকারিণী দীনাকে দর্শন প্রদান কর।'

ভদ্রা মৃতপতিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, 'হে বরারোহে! বিলাপ করিও না, গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর; হে চারুহাসিনি! আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ান থাকিবে, তাহা হইলে আমি স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিব।' এই অমৃতময় বচনপরম্পরা শ্রবণে পরিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুৎত্রকামনায় যথোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন এবং সেই শবসংসর্গে তিনজন শাল্ব ও চারিজন মদ্র প্রসব করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় সহধর্ম্মিণীর করুণবাক্যশ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার বংশরক্ষার্থ তাঁহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমার গর্ভে আপনার মানসপুৎত্র সমুৎপন্ন করিয়া নিজ বংশ ও আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পার।

১২২তম অধ্যায়

শ্বেতকেতু-সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুকে বুষ্যিবাশ্ব-বৃতান্ত শ্রবণ করাইলে তিনি ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে সন্তনা করিয়া কহিলেন, হে কুন্তী! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ বটে, রাজা বুষ্যিতাশ্ব দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন; তাঁহাতে সকলই সম্ভবে; তাদৃশ অসম্ভব কার্য্যমাদৃশ লোক হইতে হওয়া অতীব দুরঘট। ধর্ম্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাআ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর। হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছা মত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগের কাআরও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি(কৌমারকাল হইতে) এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হওলেও তাহাদের শধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল। তির্য্যগযোনিগত কামদ্বেষবিবজ্জিত প্রজাগন(পশুপক্ষী প্রভৃতি) অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহষিগণ এই পরামানিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। হে চারিহাসিনি! এই অঙ্গনানুকূল নিত্যধর্ম্ম যে নিমিত্ত এই প্রদেশে রহিত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাহার পুৎত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট সবিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, ‘আইস, আমরা যাই।’ ঋষিপুৎত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহষি ইদ্দালক পুৎত্রকে তদবস্ত দেখিয়া কহিলেন, ‘বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্যধর্ম্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হ্ইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না। ঋষিপুৎত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, ‘অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর-সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যাসাদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুৎত্রোপাদনার্থ নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারই ঐ পাপ হইবে।’ হে ভীরি! পূর্ব্বকালে উদ্দালকপুৎত্র শ্বেতকেতু এই প্রকার ধর্ম্মানপেত (ধর্ম্মসম্মত) নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আরও দেখ, কল্মাষপাদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী ভর্ত্তৃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক পতির প্রিয় কামনায় তাঁহার ঔরসে অশ্মকনামা পুৎত্র উৎপাদন করয়িাছিলেন। হে কমললোচনে! মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ-রক্ষার্থ আমার পতির ক্ষেত্রে যে আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, তুমি তাহাও অবগত আছ; অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। হে রাজপুৎত্রি! বেদবিৎ মহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন যে, ঋতুকালে পতি-পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরুষান্তর-সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম্ম হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা

যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে তাদের কোন পাপ নাই। তাঁহারা আরও কহিয়া গিয়াছেন যে, ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে; অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমি পুৎত্রমুখদর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; কিন্তু স্বয়ং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ; হে সুন্দরি! এজন্যে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে অশেষ-গুণসম্পন্ন পুৎত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও, তাহা হইলে আমি পুৎত্রবানদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব।

পুৎত্রোৎপাদনে কুন্তীর সম্মতি

পাণ্ডু আগ্রহসহকারে এইরূপে বুঝাইলে পতিহিতৈষিণী কুন্তী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আমি বাল্যবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথিসৎকারে নিযুক্ত ছিলাম এবং শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত পরিচর্য্যা করতাম। দৈবযোগে একদিন পরমধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। আমি সাতিশয় যত্নসহকারে ও পরমসমাদরপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম। মহর্ষি আমার ভক্তি দেখিয়া কহিলেন, 'বৎসে! আমি তোমার পরিচয্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিতেছে, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে যে দেবকে আহ্বান করিবে, তিনি অকামই হউন বা সকামই্ হউন,তাৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্তী হইবেন; তুমিও সেই সেই অমরপ্রসাদে পুৎত্রবতী হইবে।' মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। হে নাথ! ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ; দেখুন, উক্ত মন্ত্র প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আদেশ করুন, মন্ত্রপাঠ করিয়া কোন্ দেবের আহ্বান করিব? হে রাজর্ষে! আমি তোমার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি, অনুমতি পাইলেই আপনার অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করি।"

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য-শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি! দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন, তাঁহাকেই আহ্বান কর। আমদের ধর্ম্ম কোনরূপে অধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হয়, লোকে ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। ধর্ম্মদত্ত পুৎত্র অবশ্যই ধার্ম্মিক হইবে সন্দেহ নাই, তাহার মন কদাচ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, অতএব ধর্ম্মপুরস্কারেই কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য; তুমি পরমসমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহার দ্বারা পুৎত্রোৎপাদন কর।" পতিপরায়ণা কুন্তী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলাষিত কার্যসাধনে যত্নবতী হইলেন।

১২৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! কুন্তী স্বামীর আদেশানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মকে আহ্বান করিলেন। হে কুরুনন্দন! ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। যে দিবস কুন্তী ধর্ম্মকে আহ্বান করেন, ঐ দিন তাঁহার সংসার পূর্ণ হয়। কুন্তী বিবিধোপ্রচারে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে পূজা সাঙ্গ করিয়া মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ

করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সূর্য্যোপম, জ্বলদানলসন্নিভ (প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়) বিমানে আরোহণ করিয়া তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুন্তীকে বলিলেন, "সুন্দরি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? বল, তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিব?" কুন্তী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন "মহাত্মন! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান প্রদান করুন।"

যুধিষ্ঠিরের জন্ম

অনন্তর ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া তাহার গর্ভে সর্ব্বপ্রাণীহিতকর পরম-যশস্বী এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রসংযুক্ত অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্তে মধ্যাহ্ন-সময়ে জন্মগ্রহণ করিল। সন্তান জন্মিবামাত্র দৈববাণী হইল, "এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি পরম-ধার্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী, যশ্বস্বী ও ব্রতচারী হইবেন এবং যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবন-বিশ্রুত নরপতি হইয়া ঔরসবৎ প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন।"

ভীমের জন্ম

রাজর্ষি পাণ্ডু সেই পরম-ধার্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন, "প্রিয়ে! ক্ষত্রিয়কুলে বলবান ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়; অতএব তুমি আর একটি অমিতবলশালী পুত্র উৎপাদন কর।" কুন্তী স্বামীর আজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ মহর্ষিদত্ত মন্ত্রপাঠ্যপূর্ব্বক বায়ুকে আহ্বান করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বায়ু তৎক্ষণাৎ মৃগারোহণপূর্ব্বক তাহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং কহিলেন, "কুন্তী! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিতে হইবে?" লজ্জানম্রমুখী কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে সুরোত্তম! আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে এক মহাবলপরাক্রান্ত, মহাকায়, দর্পবিনাশকারী পুত্র প্রদান করুন।" বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাহার গর্ভে উক্ত প্রকার পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম ভীম; ভীম জন্মিবামাত্র "বলবীর্য্য-সম্পন্নদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন', এই দৈববাণী হইল। এই দৈববাণীর পর আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সদ্যঃপ্রসূত ভীমসেন স্বীয় জননীর উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে তাহার মাতা ব্যাঘ্রভয়ে এরূপ ভীত হইলেন যে, ক্রোড়স্থিত ভীমসেনকে বিস্মৃতি হইয়া পলায়ন-চেষ্টায় সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। জননী গাত্রোত্থান করিলে ভীম তাহার ক্রোড় হইতে পর্ব্বতের উপর নিপতিত হইলেন। ভীমের বীজসম শরীরাঘাতে শিলা শতধা চুর্ণ হইয়া গেল। পাণ্ডু তদর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে ভরতসত্তম! ভীমের জন্মদিবসেই দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করেন।

অর্জুনের জন্ম

মহাবীর বৃকোদরের জন্ম হইলে পর পাণ্ডু পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি প্রকারে আমার এক সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে? সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। শুনিয়াছি, অমররাজ ইন্দ্র সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয়-বলবীর্য্যসম্পন্ন, আমি কায়মনোবাক্যে তপানুষ্ঠান

করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি। পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়া লইব। ইন্দ্রের বরে অবশ্যই আমার মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সংগ্রামে সুরাসুর, নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীকেই জয় করিতে পরিবে। রাজর্ষি পাণ্ডু মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কুন্তীকে সাংবাৎসরিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং আপনিও একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্যাচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডু পুত্রকামনায় বহুকাল কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া তাহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে রাজর্ষে! আমি তোমার তপোনিষ্ঠ দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে তোমার মনোমত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব। আমার অনুগ্রহে তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিশ্রুত, গোব্রাহ্মণহিতকারী, সুহৃদগণের আনন্দবর্দ্ধন ও শত্রুদিগের হৃদয়বিদারক হইবে।” দেবরাজ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; রাজর্ষি পাণ্ডুও অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “কল্যাণি! আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অমররাজ সুপ্রসন্ন হইয়া অভিলাষানুরূপ, অতিমানুষকর্ম্ম, যশস্বী, আরতিনিসূদন, নীতিশ্রাস্ত্র-বিশারদ, মাহাত্মা, সূর্য্যসমতেজস্বী, দুরাধর্ষ, ক্রিয়াবান, অদ্ভুতদর্শন পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সেই ত্রিদশাধিপকে আহ্বান করিয়া তাহা হইতে পুত্র উৎপাদনা করিয়া লও।”

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষিদত্তমন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবের আহ্বান করিলেন। কুন্তীর আহ্বানে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার গর্ভে পাণ্ডুর প্রার্থনারীপ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রের নাম অর্জুন। অর্জুন জন্মিবামাত্র মহাগভীরনির্ঘোষে আকাশবাণী হইল, বনবাসিগণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল শব্দায়মান হইল। কুন্তী একাগ্রচিত্তে ছিলেন; শুনিলেন, “হে পৃথে! তোমার এই পুত্র কর্তবীর্য্যোপম, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রবৎ অজর্য্য (অজেয়) হইয়া চতুর্দিকে যশোরাশি বিস্তার করবেন। যেমন বিষ্ণু হইতে অদিতির প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জুন হইতে তোমারও সেইরূপ প্রীতিলাভ হইবে। অর্জুন স্বীয় ভুজবলে কুরু, সোম, চেদি, কাশী, করুষ প্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইহার বাহুবলে ভগবান হুতাশন খাণ্ডববনে সবভুতের মেদো (বসা--চর্বি) ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। এই মহাবলপরাক্রান্ত, মহাবীর সমস্ত মহীপালগণকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞত্রয় সম্পন্ন করবেন। হে পৃথে! তোমার এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত, বলবানদিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হইবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে পাশুপত নামে মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবগণের পরমশত্রু নিবাতকবচনামক দৈত্যে সকলকে বিনাশ করিবেন। ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করিবেন।”

হে ভারতবংশাবতংস! এই দৈববাণী শ্রবণে কুন্তী পরমহ্লাদিত ও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শতশৃঙ্গনিবাসী তপস্বিগণের ও ইন্দ্রাদি অমরনিকরের আহ্বাদের আর পরিসীমা রহিল না। পুষ্পবৃষ্টি পতিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন ও বাসিত (আমদিত) হইল। আকাশে

দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া অর্জুনকে স্তব করিতে লাগিলেন। সর্পসমুদয়, বিহঙ্গমকুল, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাসকল, প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভগবান অত্রি তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ প্রজাপতি এবং দিব্যমাল্যাম্বারধারী গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরগণ অর্জুন সন্দর্শনে সানন্দে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপ্সরীগণ সানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মহর্ষিরা চতুর্দ্দিকে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ুঃ, অনঘ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চঃ, যুগপ, তৃণপ, কাষিওঁ, নন্দী, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, ঋত্বা, বৃহত্ত, বৃহক, করাল, বহুগুণশালী ব্রহ্মচারী, সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, ভূমন্যু, সুচন্দ্র, শরু এবং গীতমধুর্য্যসম্পন্ন সুবিখ্যাত হাহা ও হুহু ইত্যাদি গন্ধর্ব্বগণসমভিব্যাহারে শ্রীমান তুম্বুরু আসিয়া অর্জুনসমীপে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। নানালঙ্কারভূষিতা, বিশালনয়না, অনূচানা,, অনবদ্য, গুণমুখ্যা, মুণবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তম, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুবপুঃ, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমার্থিনী, কাম্যা, শারদ্বতী, মেনকা, সহজন্য, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তি, উম্লোচা, প্রম্লোচা, ঊর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাসকল পরমানন্দে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জ্জন্য ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য, ইহারা আকাশে থাকিয়া অর্জনের মহিমা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মগৃব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগবান ভগ এই একাদশ রুদ্র তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু, মহাবল মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধারণ অর্জুনের চতুর্দ্দিক, বেষ্টন করিয়া রহিলেন। কর্কোটক, বাসুকি, কচ্ছপ এবং কুণ্ড ও তক্ষক ইত্যাদি মহাতপাঃ, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাক্রোধশালী মহোরগগণ এবং তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অসিতধ্বজ, অরুণ, আরুণি প্রভৃতি বৈনতেয়গণ তথায় আগমন করিলেন। বিমান ও গিরিশৃঙ্গের অগ্রগত ঐ সমস্ত সমভ্যাগত দেবগণকে কেবল তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধ-মহর্ষিগণই দেখিতে পাইলেন, অন্যান্য লোকেরা নেত্রগোচর করিতে পারিল না। মহর্ষিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

অর্জুনের জন্ম হইলে রাজর্ষি পাণ্ডু অপর এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কুন্তী তাহার আশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “মহাত্মন! আর আমাকে পুরুষান্তরসংসর্গের অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পরপুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদনা করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তরসংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে, পাঁচবার উক্ত প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যা-পদবাচ্য হইয়া থাকে; অতএব হে বিদ্বন! তুমি ধর্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত উদভ্রান্তচিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্ব্বার অপত্যোৎপাদনের অনুমতি করিতেছ?”

১২৪তম অধ্যায়

নকুল-সহদেবের জন্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীপুত্রগণের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের জন্ম হইলে মদ্ররাজদুহিতা নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, "মহারাজ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্তাপ নাই; আমি বরার্হা হইয়াও হীনাবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতেও আমার পরিতাপ নাই কিংবা গান্ধারী শতপুত্রের মাতা হইয়াছেন বলিয়া আমার এক মুহূর্তের নিমিত্তও ঈর্ষা হয় না; কিন্তু হে মহারাজ! আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কুন্তী ও আমি এই দুইজনই আপনার ভার্য্যা, উভয়েই সমান; কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখনিরীক্ষণে বঞ্চিত রহিলাম। হে রাজন! যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই আমার পুত্র হয়, আপনারও অধিক অপত্যলাভ দ্বারা মহৎ উপকার জন্মে; কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী, আমি কোনক্রমেই তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। তবে যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি।" রাজর্ষি পাণ্ডু তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! উত্তম বলিয়াছ, ইহা আমার নিতান্ত অভিলষিত; কেবল তোমার মত হয় কি না, এই সন্দেহপ্রযুক্ত তোমাকে বলি নাই। এক্ষণে ইহা তোমার অনুমোদিত জানিতে পারিয়াছি; অবশ্যই আমি তোমার মনোরথসিদ্ধির নিমিত্ত কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিব। কুন্তী কখনই আমার বাক্য উল্লঙঘন করিবেন না।"

পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিতে লাগিলেন, "হে পৃথে! দেখ, ইন্দ্র ত্রিদশাধিপত্য লাভ করিয়াও যশোলিপ্সায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ কেবল যশোর নিমিত্তই গুরুকরণ করিয়া থাকেন এবং রাজর্ষিগণ ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ যশোভিলাষে নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হয়েন; অতএব হে প্রিয়ে! তুমি আমার বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত, আমার ও পূর্ব্বপুরুষ গণের পিণ্ডরক্ষার নিমিত্ত, পতির প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত এবং আপনার যশোবর্দ্ধানের নিমিত্ত একবার মাদ্রীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া উহাকে পুত্রবতী কর। হে পৃথে! পুত্রদান দ্বারা মাদ্রীকে পরিত্রাণ করি, ইহাতে তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে।" কুন্তী পাণ্ডুনৃপতির বাক্য-শ্রবণানন্তর মাদ্রীকে কহিলেন, "তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তোমার অনুরূপ পুত্রলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।"

মাদ্রী কুন্তীর আদেশক্রমে কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমারযুগল তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাহার গর্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল, "হে কুমারদ্বয়! তোমরা অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা সমধিক-সত্ত্বসম্পন্ন, রূপবান, গুণশালী ও তেজস্বী হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর।" শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ যথাবিধি আশীর্ব্বাচন বিধানপূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাদের নামকরণ করিলেন। কুন্তীর পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম, কনিষ্ঠের নাম অর্জুন হইল। মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের

মধ্যে পূর্ব্বজনের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব হইল। পাণ্ডুপুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক সংবৎসর অনন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদিগকে সমবয়স্ক বোধ হইত। তাহারা সকলেই মহাসত্ত্ব, মহাবীর্য্য, মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজর্ষি পাণ্ডু সেই দেবতুল্য রূপবান, মহাতেজস্বী পুত্রগণকে দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ক্রমে ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনি ও মুনিপত্নীগণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্ব্বার মাদ্রীর গর্ভে সুতোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করাতে তিনি কহিলেন, "মহারাজ! মাদ্রী অতিশয় ধূর্ত; সে একবার দেবতাহ্বান করিয়া দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, দুইজনকে একেবারে আহ্বান করিলে দুই ফললাভ হয়, তন্নিমিত্ত আমি ঐ ফলে বঞ্চিত হইলাম, অতএব হে মহারাজ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আর আমাকে ও বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না।" কুন্তীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি পাণ্ডু অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া নিরস্ত রহিলেন। হে ভরত বংশাবতংশ জনমেজয়! এইরূপে দেবদত্ত পাণ্ডুপুত্রগণ হৈমবত পর্ব্বতে থাকিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে বীর্য্যবান, যশস্বী, শুভলক্ষণসম্পন্ন, চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন, সিংহের ন্যায় দর্পশালী, সর্ব্বধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের লক্ষণ, পরাক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এদিকে দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতি অল্পদিনের মধ্যে জলাশয়স্থ কমলের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

১২৫তম অধ্যায়

পাণ্ডুর পরলোক

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেবতুল্য প্রিয়দর্শন পঞ্চপুত্র লাভ করিয়া পরমসুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হইল। রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন, মদ্ররাজদুহিতা দিব্যাম্বর পরিধানপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ বন পলাশ, তিলক, আম্র, চম্পক, পারিভদ্রক প্রভৃতি ফলপুষ্পশোভিত নানাবিধ বৃক্ষজালে সমাকীর্ণ পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ-পুষ্প দ্বারা সমাবৃত এবং বহুবিধ জলাশয়ে ব্যাপ্ত ছিল। একে বসন্তকাল ও বনের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না রাজীবলোচনা মাদ্রাধিপতনয়া একাকিনী সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন, এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে অনঙ্গশরে অবশচিত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। মাদ্রী বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কোনক্রমেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি কামশরে বিমোহিত হইয়া মৃগরূপধারী ঋষিকুমারের শাপ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়, রাজা বারংবার মাদ্রী কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কোনক্রমে নিরস্ত হইলেন না; সুতরাং অনুল্লঙঘনীয় মৃগশাপবশতঃ পঞ্চোত্বপ্রাপ্ত হইলেন। মাদ্রী তাঁহাকে তদাবস্থ দেখিয়া তাহার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তী দূর হইতে সেই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া

অতীব আকুলিতচিত্তে স্বীয় পুত্রগণ ও মাদ্রীকুমারদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রী অনতিদূরে কুন্তীকে কুমারগণসমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া কাতর-স্বরে কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি একাকিনী এই স্থানে আগমন কর। বালকগণ ঐখানেই থাকুক।" কুন্তী মাদ্রীর বিচনানুসারে কুমারগণকে রাখিয়া একাকিনী 'হা হতোস্মি' বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মাদ্রী রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে শয়ানা আছেন। তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতাম; ইনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তবে ইনি মৃগশাপ জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত তোমাকে বলাৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? দেখ, আমি যেরূপ ইহাকে রক্ষা করিতাম, তোমারও সেইরূপ করা কর্তব্য ছিল। তবে কেন ইহাকে নির্জনে আনিয়া প্রলোভিত করিলে? মৃগশাপবিষয়িণী চিন্তা ইহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরকে থাকিত, তন্নিমিত্ত-নিয়তই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত থাকিতেন; অদ্য তোমাকে নির্জনে পাইয়া কি নিমিত্ত ইহার মন চঞ্চল হইল? মদ্ররাজনন্দিনি! তুমি ধন্যা ও আমা হইতে অধিকতর সৌভাগ্যবতী; যেহেতু, তুমি অদ্য মহারাজের প্রসন্ন বদন দেখিয়াছ।" মাদ্রী কুন্তীর এইরূপ পরিদেবন (শোক) বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দেবি! এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। রাজর্ষি বলাৎকারে উদ্যত হইলে, আমি অতি করুণস্বরে তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের দূরদৃষ্টক্রমেই হউক বা ঋষিশাপের অনুল্লঙঘনীয়তা-প্রযুক্তই হউক অথবা দুর্দান্ত মদনের অনিবার্য্যতাবশতঃই হউক, আমার বাক্যে একবার কর্ণপাতও করিলেন না।"

পতিব্রতা কুন্তী মাদ্রীর বাচনাবসানে কহিলেন, "ভদ্রে! যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর। আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠ ধর্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্মফল আমারই প্রাপ্য; অতএব আমি পরলোকগত ভর্তার সহগমন করিব, তুমি এ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না, তুমি গাত্রোত্থান কর। অতি সাবধানে এই সকল সন্তানগুলি প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিন্তারোহণ করি।" মাদ্রী কহিলেন, "আর্য্যে! আমি স্বামিসহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব আমিই ইহার সহগমন করিব। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে। আরও দেখ, মহারাজ আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যমভবনে গমন করিয়া তাহার অভিলাষ পরিপূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম্ম ও অত্যন্ত অবশ্য-কর্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে ইহকালে লোকনিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ করা। আমার পুত্রদ্ধয়কে আপনার পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও; ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই।" মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই কথা কহিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

১২৬তম অধ্যায়

হস্তিনায় পাণ্ডুর শব-আনয়ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তর-গমন করিলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, “মহাযশাঃ মহাত্মা মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে আমাদের শরণাগত হইয়া বহুদিবস তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি শিশুপুত্রগণ ও ভার্য্যাকে আমাদিগের নিকটে রাখিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব তাহার পুত্র-কলত্র ও মৃতদেহ লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য।” মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতকলেবর লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পতিবিহীনা হইয়াও পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে এবং স্বদেশগমনে নিতান্ত ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই কুরুজঙ্গলে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসাগণের বাক্যানুসারে দ্বারবান তৎক্ষণাৎ রাজসভায় তাঁহাদের আগমনবার্তা নিবেদন করিলেন। হস্তিনাপুরবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাপসদিগের আগমনবার্তাশ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আপন আপন পুত্র ও কলত্রগণ-সমভিব্যাহারে বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে চলিলেন। তাপসসন্দর্শনার্থিনী জনতা রাজমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। তৎকালে তাহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ ঈর্ষাশুন্য ও ধর্ম্মপ্রবণ হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, রাজর্সি ধৃতরাষ্ট্রম বিদুর, বেদী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃতা গান্ধারী এবং বিচিত্রাভরণবিভূষিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদ্গণ তাপসদর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরোহিত-সহিত কৌরবগণ ও অন্যান্য পৌর ও জনপদগণ তপস্বীদিগকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। পরে সেই সকল লোক ঋষিদিগের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে মাহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত দর্শনার্থিগণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মহর্ষিগণকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া রাষ্ট্র ও রাজ্যের সংবাদ নিবেদন করিলেন। তখন তাপসাগণের মধ্যে পরিণত বয়স্ক এক মহর্ষি গাত্রোত্থান করিয়া অন্যান্য তপোধনের মত গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে মান্যবরগণ! যে কৌরবিদায়াদ পাণ্ডুনামক নরপতি সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রহ্মচার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী কুন্তীর গর্ভে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরসে এই যুধিষ্ঠিরনামা পুত্র জন্মিয়াছেন, ভগবান বায়ু হইতে এই মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে এই ধনঞ্জয় নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অর্জুনের যশোরাশি সমস্ত মেদিনীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণের কীর্তি, বিলুপ্ত করিবে। আর এই যে দুই মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতেছি, ইহারা সেই রাজর্ষির কনিষ্ঠা ধর্মপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারযুগলের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে কুরুকুলাগ্রগণ্য! এইরূপে পরম-

ধর্ম্মাত্মা মহাযশস্বী পাণ্ডু মহীপাল বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পিতামহ বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা এই পাণ্ডুপুত্রগণের বেদধ্যয়নের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবে। সেই মানুজসত্তম রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া আদ্য সপ্তদশ দিবস হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রীও পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শবশরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার সহিত তাহাদিগের অগ্নিকার্য্য প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর।" কুরুগণকে এই কথা বলিয়া তপস্যগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তাহাদের সমাগমে হস্তিনাপুর গন্ধর্বাধিষ্ঠিতের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা অন্তর্দ্ধান করাতে পুরের আর সেরূপ শোভা রহিল না। সমাগত পৌর ও জনপদগণ সিদ্ধমহর্ষিগণ-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

১২৭তম অধ্যায়

পাণ্ডুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "পাণ্ডুর ও মাদ্রীর সমুদয় প্রেতকার্য্য যাহাতে পরম সমারোহপূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান হও এবং তাঁহাদের দুইজনের যাবতীয় পশু, বস্ত্র, রত্ন ও ধন আছে, আর্থিগণের প্রার্থনানুসারে তৎসমুদয় প্রদান কর। কুন্তী দ্বারা মাদ্রীর সৎকার করাও। মাদ্রীকে এরূপ সুসংবৃত করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যেন বায়ু বা সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, বরং তিনি অতিমাত্র প্রশংসনীয়, যেহেতু, সেই মহাত্মা মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য-শ্রবণানন্তর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভীমকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি-পবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নি-সংস্কার করিতে চলিলেন। কুরু-পুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্য (ঘৃত) গন্ধপরিপূত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি (সংস্কৃত অগ্নি - সংস্কারকালে যে অগ্নি স্থাপিত হয়।) লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্প দ্বারা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত-কলেবর বিভূষিত করিলেন। পরে মহার্ঘবস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত-শরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। তৎকালে কেহ বা শ্বেতচ্ছত্রধারণ, কেহ বা চামর-ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ ধনরত্ন লইয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। শুক্লাম্বারধারী যাজকগণ প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র "হায়! কি হইল! মহারাজা! আমাদিগকে অপার দুঃখার্ণবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন", এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণনয়নে বনোদেশে রমণীয় ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতারণা করিলেন এবং তন্মধ্যে হইতে মহারাজের মৃত-কলেবর বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দন প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপনপূর্ব্বক সুবর্ণ-কলস দ্বারা জলসেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্ব্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু শুভ্র বসনাচ্ছিন্ন ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত হওয়াতে জীবিতের ন্যায় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর তাহারা যাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্নকরণানন্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাভিষিক্ত করিয়া চন্দন, প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা (অম্বালিকার নামান্তর) চিতাগ্নিস্থ পুত্র ও পুত্রবধুর মৃত-কলেবর-দর্শনে শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া “হা পুত্র! হা পুত্র!” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতালে পতিত ও মুর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ ‘হায়! কি হইল! কি হইল!’ বলিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কুন্তী ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া কাতরস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি-শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্য্যাগযোনিগত পশুপক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ এবং সমস্ত কৌরব-বনিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদকক্রিয়া (প্রেততর্পণ) সম্পাদন করিলেন। উদককার্য্য সমাপন হইলে রাজ্যস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমূঢ়চিত্ত পাণ্ডবগণকে অশেষ-প্রকারে সান্তনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন, নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন। নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা প্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোকসাগরে নিমগ্ন রহিল।

১২৮তম অধ্যায়

পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম বন্ধুগণ-সমবেত হইয়া বেদবিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনা করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে প্রভূত রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রামসকল প্রদান করিলেন; পরে কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। পৌরবগ ও জনপদগণ পরলোকগত স্বকীয় বান্ধবের ন্যায় রাজর্ষি পাণ্ডুকে স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ পরিতাপ করিতে লাগিল।

সত্যবতীর গৃহাশ্রমত্যাগ

মহারাজ পাণ্ডুর শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপনানন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই সমস্ত লোকদিগকে দুঃখিত ও স্বীয় জননী সত্যবতীকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, "মাতঃ! সময় অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে সুখের লেশমাত্রও নাই, দিন দিন পাপবৃদ্ধি হইতেছে, পৃথিবী শস্যশূন্যা ও ফলবিহীনা হইতেছে। বোধ হয়, লোক-সকল কালক্রমে নানাবিধ মায়াজালে জড়িত ও নানাদোষে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে; প্রায় সকলেই কুকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে; ধর্ম্মকর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কুরুদিগের দুর্নীতিপ্রযুক্ত রাজশ্রী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন; তাহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সবংশে কৃতান্তসদনে গমন করিবে; অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বংশের বিনাশ দেখিবার পরিবর্তে বনে গমনপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন।"

সত্যবতী ব্যাসের বাক্য অনুমোদন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রবধু অম্বিকাকে কহিলেন, "অম্বিকে! শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্রের অত্যাচারবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদিগের বংশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইবে; অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পুত্রশোকার্তা কৌশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাননে প্রস্থান করি।" অম্বিকা শ্বশ্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন সত্যবতী ভীষ্মকে আমন্ত্রনপূর্ব্বক স্নায়ুদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বরে গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত মার্গে প্রস্থান করিলেন।

কুরু-পাণ্ডব বালকদিগের ক্রীড়া

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব পৈতৃকভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজভোগ উপভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বেদোক্ত সংস্কার-সকল সম্পাদিত হইল। তাহারা দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন। সমস্ত বাল্য-ক্রীড়াতেই তাহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সবেগগমন, লক্ষ্যাভিহরণ (লক্ষ্যবস্তুর সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ) ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ভীমসেন যাবতীয় ধার্তরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতেন। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ পরমহ্লাদে ক্রীড়া করিত, বৃকোদর তৎকালে তাহাদের পরস্পরের মস্তকে সংঘট্টন (ঠোকাঠুকি) করিয়া দিতেন। ধার্তরাষ্ট্রেরা শত ভ্রাতা ও মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন একাকী, তথাপি তাহাদের সকলকে অনায়াসে নিগ্রহ করিতেন; তিনি কখন কখন তাহাদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণপূর্ব্বক এমন বেগে আকর্ষণ করিতেন যে, তাহারা কেহ ক্ষতজানু, কেহ ক্ষতমস্তক, কেহ বা ক্ষত-স্কন্ধ হইয়া প্রাণনাশভয়ে পরিত্রাথার্থ আর্তস্বরে চিৎকার করিত। জলক্রীড়ার সময়ে তিনি এককালে তাহাদের দশজনকে ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে তাহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যৎকালে তাহারা ফলচয়নার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিত, ভীমসেন সেই সময় পদাঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত করিতেন; তাহারা প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ফলের সহিত বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইত। ফলতঃ ধার্তরাষ্ট্রেরা কি বাহুযুদ্ধ, কি বেগ, কি শস্ত্রাভ্যাস, কিছুতেই ভীমকে পরাস্ত করিতে পারিত না। এইরূপে বৃকোদর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে জয়ী হওয়াতে বাল্যকালাবধি তাহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

পাণ্ডবনিগ্রহে দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি

ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রূর, দুর্ম্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ছিল। ঐ দুরাত্মা, ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম-দর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিল, "কুন্তীর মধ্যমপুত্র বৃকোদার বলবান, বিক্রমশালী ও শৌর্য্যযুক্ত; এই দুরাত্মা একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে; অতএব যখন ভীম পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব।" পাপাত্মা দুর্য্যোধন মনে মনে এইরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রন্ধ্রান্বেষণে (অনিষ্টসাধনের সুযোগে) সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিল ।

কিয়দ্দিন পরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার আশায় জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিরচিত ও কম্বলনির্ম্মিত বিচিত্র গৃহ-সকল প্রস্তুত করাইল। ঐ সকল গৃহ অশেষবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যুন্নত পতাকাসমূহে সুশোভিত করিল। তদনন্তর গঙ্গার পুলিনদেশে উদকক্রীড়ন (জলক্রীড়া) কালে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাকিকার্য্যনিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল। তাহারা তাহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে দুর্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিল, "চল, আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া উদ্যানবন শোভিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করি।" সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন অপরিমিত শৌর্য্যশালী কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কেহ নগরাকার রথে, কেহ বা দেশজ অত্যুৎকৃষ্ট গজে আরোহণপূর্ব্বক উদ্যানসমীপে সমুপস্থিত হইয়া, সিংহসমূহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রুপ সেই উদ্যানবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্যানশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ উদ্যান সুধাধবলিত রাজযোগ্য গৃহ, বলভি (গুহচূড়া বা ছাদের উপরিস্থিত গৃহ--চিলেকুঠরী), গবাক্ষ ও জলযন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত; সৌধকারগণ গৃহসকল সম্মার্জিত ও চিত্রকরেরা চিত্রিত করিয়াছে; সুশীতল জলপূর্ণ বৃহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসমূহ শোভা পাইতেছে। ঐ উদ্যানের সমুদয় জলভাগ সুকোমল কমলসমূহে ব্যাপ্ত এবং স্থলভাগ বিবিধ স্থলজ-পুষ্পে সমাকীর্ণ ছিল।

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ভীমকে বিষদান

কৌরব ও পাণ্ডবগণ কিয়ৎক্ষণ সেই উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তথায় উপবেশনপূর্ব্বক তত্রস্থ ভোগ্যবস্তুসকল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা সকৌতুকমনে আহার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া পরস্পরের মুখে দিতে লাগিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই অবসরে ভীমসেনকে বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভ্রাতার ন্যায়, পরমসুহৃদের ন্যায় মিষ্টবাক্য কহিতে কহিতে ভীমের বক্ত্রে (মুখে) সেই বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল। সরল-হৃদয় ভীমসেন, ঐ খাদ্য যে বিষমিশ্রিত, তাহা জানিতে না পারিয়া সাতিশয় প্রীতিপূর্ব্বক সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ

করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন তদর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। তদনন্তর যাবতীয় ধার্তরাষ্ট্রগণ ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া পরমহ্লাদে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান ভাস্কর অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলে তাহারা সকলে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিহার-গৃহে গমনপূর্ব্বক ধৌত বস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেবল একাকী ভীমসেন বিষভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্যপ্রযুক্ত একান্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছদেশে (অনূপদেশে--অর্থাৎ অল্প জলমগ্ন পঙ্কিল স্থান) শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইলেন। দুর্য্যোধন সেই অবসরে তাহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল।

জলমগ্ন ভীমের নাগলোকে গমন

ভীমসেন কালকূট-প্রভাবে নিঃসজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগভবনে সমুপস্থিত ও নাগকুমারগণের উপর নিপতিত হইলেন। তদর্শনে তত্রস্থ তীব্রবিষ বিষধরগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে ভীষণদর্শন দ্বারা দংশন করিতে লাগিল। সর্পগণের জঙ্গমবিষ দ্বারা ভীম-শরীরস্থ স্থাবর কালকূটবিষের তেজ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্পগণের দংশনে ভীমের দৃঢ়-কলেবর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ত্বক এমন কঠিন যে, উহাতে বিন্দুমাত্র দংশনচিহ্ন হইল না ।

এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন সর্পগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়াতে কালকূট-বিষ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে যাহারা ভীমের হস্ত হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা বাসবতুল্য প্রভাবশালী নাগরাজ বাসুকির নিকটে সত্বর গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, “হে নাগেন্দ্র! এক মহাবলপরাক্রান্ত মানব আমাদিগের পাতালপুরে আসিয়া মহা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ঐ ব্যক্তি এখানে সমুপস্থিত হয়, তখন হস্তপদে বদ্ধ ও অচেতন; বোধ হয়, বিষপান করিয়াছিল, এখানে আসিয়া আমাদিগের শিশু-সন্তানগণের উপর নিপতিত হওয়াতে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে দংশন করিলাম, পরে সে চৈতন্যলাভ করিয়া স্বীয় হস্ত-পদের বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল; ঐ নর প্রায় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়াছে, কেবল আমরা কয়েকজন মাত্র কৌশলক্রমে পলাইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি গিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।”

নাগলোকে ভীমের অমৃতপান

নাগরাজ বাসুকি সর্পগণের বিচনানুসারে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন। নাগরাজ দেখিবামাত্র তাহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রীতি-প্রসন্নচিত্তে সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রচুর ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। তখন কোন সর্প কহিল, “হে নাগেন্দ্র! যদি ভীমের প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে যে কুণ্ডরক্ষার নিমিত্ত সহস্র নাগসৈন্য প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই কুণ্ড হইতে তাঁহাকে অদরপূরণ করিয়া অমৃতপান করিতে অনুমতি করুন।” নাগরাজ ‘তথাস্তু’ বলিয়া

সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ভীমসেন অন্যান্য নাগগণের আশীর্ব্বাদগ্রহণ পুরঃসর শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অমৃতপান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক এক নিশ্বাসে এক এক কুণ্ড অমৃতপান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আট কুণ্ড পান করিয়া ফেলিলেন। অমৃতপান-সমাপ্ত হইলে মহাভুজ বৃকোদর নাগদত্ত দিব্য শয্যায় শয়ান করিয়া পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

১২৯তম অধ্যায়

ভীমের আদর্শনে কুন্তী প্রভৃতির ব্যাকুলতা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে কৌরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রীড়াশেষ করিয়া যৎকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন যে, তিনি আমাদিগের অগ্রেই গিয়াছেন। ইহা স্থির করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা অন্যান্য যানবিশেষে আরোহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন বৃকোদরের অদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুরপ্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুরাত্মা দুর্য্যোধনকৃত ব্যাপারের কিছু জানিতেন না; সুতরাং ভীমের কোন অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়াই পুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি জননী সদনে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতঃ! বৃকোদর যে গৃহে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিতেছি না কেন? তবে সে কোথায় গেল; আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যান ও বন তন্নতন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। যখন অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে নিতান্ত পাইলাম না, তখন আমাদের বোধ হইল যে, অগ্রেই গৃহে আসিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে না দেখিয়া অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। সে এখানে আসিয়া আর কোথাও ত’গমন করে নাই? আপনি ত” তাহাকে কোথাও পাঠান নাই?”

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ‘হায়! কি হইল!’ বলিয়া সসম্ভ্রমে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “বৎস! আমি ভীমসেনকে দেখি নাই, সে এ পর্য্যন্ত গৃহে আগমন করে নাই, তুমি তোমার অনুজত্রয় সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তাহার অন্বেষণ কর।” চঞ্চলচিত্তা ভোজরাজদুহিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া বিদুরকে সন্নিধানে আনয়নপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ক্ষত্তঃ (হে বিদুর)! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল একাকী ভীম। এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারে না। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্রূর, একান্ত ক্ষুদ্র, বিষয়-রাজ্যলুব্ধ ও সাতিশয় নির্লজ্জ; হয়ত ঐ পাপাত্মাই আমার ভীমকে বিনাশ করিয়াছে; এই ভাবিয়া আমার মন একান্ত ব্যাকুলিত হইতেছে।”

বিদুরের সান্তনা--ভীমের আগমন

মহামতি বিদুর কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে কল্যাণি! যদি পরিণামে আপনার মঙ্গল চাও, তবে ও কথা আর মুখে আনিও না। দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমার এ

কথার সূত্র শুনিতে পাইলে সাতিশয় উপদ্রব করিবে। ভীমসেনের নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহামুনি বেদব্যাস কহিয়াছেন, তোমার পুত্রগণ দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, তাহার কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে। তুমি ভাবিত হইও না। ভীমসেন অবশ্যই প্রত্যাগমন করিয়া তোমার নয়নদ্বয়ের আনন্দ-সম্পাদন করিবেন।" বিদ্বান বিদুর এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিকেতনে গমন করিলেন। কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে ভীমচিন্তায় একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। ওদিকে ভীমসেন অষ্টমদিবসে জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ভুজঙ্গমগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবক্যে কহিতে লাগিলেন, "গে মহাবাহো! তুমি যে বলোপধায়ক (বলকারক) অমৃত পান করিয়াছ, তদ্দ্বারা অযুতগজোপমবলশালী ও যুদ্ধে অধৃষ্য (যাহাকে কেউ ধর্ষণ করিতে পারে না, এইরূপ) হইবে; এক্ষণে এই দিব্য জলে স্নান করিয়া আপন ভবনে গমন কর; তোমার ভ্রাতৃগণ ও জননী তোমার আদর্শনে একান্ত ব্যগ্র হইয়া সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে কালক্ষেপ করিতেছেন।" নাগগণের শুক্লাম্বরপরিধান ও শুক্ল-মাল্য-ধারণপূর্ব্বক বিবিধ বিষয় সুরভি ঔষধ দ্বারা কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া নাগদত্ত সুরস পরমান্ন ভোজন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভুজঙ্গমগণ তাঁহাকে কেহ বা পূজা, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দিব্যাভরণভূষিত ভীমসেন নাগগণকে আমন্ত্রণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নাগলোক হইতে স্বগৃহগমনমানসে গাত্রোত্থান করিলেন। নাগেরা তাহাকে জলমধ্য হইতে উত্তোলন করিয়া সেই পূর্বোক্ত বনোদেশে স্থাপন করিয়া দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইলেন।

তখন মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু, ভীমসেন আর বিলম্ব না করিয়া বনোদ্দেশ হইতে স্বভবনে গমনপুরঃসর সর্ব্বাগ্রেই জননীর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অগ্রে মাতাকে, তৎপরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পরম আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দৈব আমাদিগের প্রতি নিতান্ত অনুকুল, এই নিমিত্তই পুনর্ব্বার তোমার সন্দর্শন পাইলাম', এই বলিয়া আনন্দাশ্রম মোচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাহাদের নিকটে দুর্য্যোধনের দুশ্চেষ্টিত অবধি আপনার পাতালপুর হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্তন করিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমের নিকট দুর্য্যোধনকৃত দুষ্ট-ব্যবহার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভদ্রাতঃ! এ কথা আমাদিগের নিকটে যাহা কহিলে, এ পর্যন্তই ভাল, আর কাহারও নিকটে মুখে আনিও না। আমরা অদ্যাবধি পরস্পর রক্ষণ-বিষয়ে সচেষ্ট থাকিব।" ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ইহা বলিয়া তদবধি ভ্রাতৃগণের সহিত সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। যে সময়ে পাণ্ডবগণ ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন, তৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগের হিংসা করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু তাহারা সে সকল জানিতে পারিয়াও বিদুরের পরামর্শানুসারে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন না।

১৩০তম অধ্যায়

কৃপা-কৃপীর জন্মবৃত্তান্ত

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আচার্য্য কৃপা কিরূপে শরস্তম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা অস্ত্র-সমুদয় প্রাপ্ত হইলেন, অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদয় বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি গৌতমের গৌতম বলিয়া এক পুত্র জন্মে। তিনি শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার নাম শরদ্বান হইয়াছিল। ঐ পুত্র বেদধ্যয়ন অপেক্ষা ধনুর্বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর অভিলাষী ও যত্নবান ছিলেন। যেমন ব্রহ্মচারিগণ তপানুষ্ঠান দ্বারা বেদ্যাধ্যয়ন করিতেন, তিনি সেইরূপ তপস্যাচরণ করিয়া সমস্ত অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদানুশীলনে ও কঠোর তপানুষ্ঠানে এরূপ যত্নশীল ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র তদর্শনে সাতিশয় ত্রাসিত হইয়া জনপদীনাম্নী দেবকন্যাকে আহ্বান করিয়া তাহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। জনপদী দেবরাজের আদেশানুসারে ধনুর্ব্বনধারী শরদ্বানের পরামরমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইবার নিমিত্ত হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অলৌকিক-রূপলাবণ্যসম্পন্না একমাত্রবসনা সেই ললনাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র মহাত্মা শরদ্বানের নয়নদ্বয় বিকসিত হইয়া উঠিল, হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল এবং বাতচালিত কদলীপত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ, কাঁপিতে লাগিল। এই অসাধারণ-জ্ঞানসম্পন্ন তপস্বী উক্ত প্রকারে কুসুমাশরাহত হইয়াও স্বীয় তপঃপ্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কিন্তু দুঃসহ মদনবিকারপ্রভাবে রেতঃস্খলন হইল; তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি সেই তপস্যার অন্তরায়ভূত অপ্সরার সন্নিধান পরিত্যাগ করিবার মানসে যেমন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন অমনি তাহার স্বলিত রেতঃ শরস্তম্বে নিপতিত হইল। বীর্য্য পতিত হইবামাত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল এবং তাহাতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। এই সময়ে মহারাজ শান্তনু বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাহার এক সৈনিক পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সদ্যোজাত বিপ্রমিথুনকে দেখিতে পাইল। তথায় ধনুঃশর ও কৃষ্ণাজিন পতিত দেখিয়া কোন ধনুর্ব্বেদপারগ ব্রাহ্মাণের অপত্যযুগল বিবেচনায় মহারাজকে আনিয়া দেখাইলে অবশ্য ইহাদের গত্যন্তর হইতে পারে, এই স্থির করিয়া সেই রাজাকে আনিয়া দেখাইল। রাজা সেই সদ্যোজাত মিথুনদর্শনে যৎপরোনাস্তি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ইহারা আমার সন্তান হইল', বলিয়া শরদ্ধানের অপত্যদ্বয়কে আপন গৃহে আনয়নপূর্ব্বক অপত্যনির্বিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ শান্তনু তাহাদিগকে কৃপা করিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া পুত্রটির নাম কৃপা ও কন্যাটির নাম কৃপী রাখিলেন।

কুরুকুমারগণের আচার্য্যপদে কৃপের বরণ

এদিকে মহাত্মা শরদ্বান আশ্রমান্তর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ধনুর্ব্বেদানুশীলন ও কঠোর তপানুষ্ঠান দ্বারা একজন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। তিনি একদা তপোবলে কৃপা-কৃপীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহারা যথায় যেরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, তৎসমস্ত জানিতে পারিলেন। তখন তিনি রাজভবনে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র কৃপকে তাঁহার গোত্রাদি বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্বিধ ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কৃপ অতি অল্পদিনের মধ্যেই একজন উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বেদাধ্যাপক হইয়া

উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, পাণ্ডবেরা, যাদবসকল, বৃষ্ণিবর্গ ও নানা দিগদেশাগত অন্যান্য ভূপতি সমস্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

প্রধান আচার্য্যপদে দ্রোণের বরণ

মহাত্মা ভীষ্ম পৌত্রগণকে বিশিষ্ট বিদ্যা ও বিনয়শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত একজন বুদ্ধিমান, নানাশাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দেবতুল্য সত্ত্বশালী অধ্যাপকের হস্তে পৌত্রাদিগকে সমর্পণ করিবার মানস করিলেন। পরে বেদবেত্তা ধীমান ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে স্বভবনে আনয়নপূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং শিক্ষা-প্রদানার্থ পৌত্রাদিগকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের সাতিশয় আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারগণকে শিষ্যরূপে পরিগ্রহ (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করিলেন এবং সাতিশয় যত্ন ও দৃঢ়তর মনোযোগসহকারে তাহাদিগকে বিশেষরূপে ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ছাত্রেরা সকলেই বুদ্ধিমান, অচিরকালমধ্যেই তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও অপরিমিত তেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের জন্মদিবৃত্তান্ত

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! ধনুর্ব্বেদপারগ দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, কি প্রকারে অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন, কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি কাহার পুত্র এবং অশ্বত্থামা নামে তাহার সর্ব্বাস্ত্রবিৎ পুত্রই বা কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, এই সকল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সবিশেষ কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয় নামক পর্ব্বত আছে, তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন। তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরাগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল, দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনা মদদৃপ্ত (কামমত্ততায় বিভ্রান্তা) অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জরিত কলেবর হইলেন। দুর্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন। দ্রোণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রতাপশালী অস্ত্রবিদের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসম্ভূত অগ্নিবেশনামা তপোধনকে এক আগ্নেয় অস্ত্র দিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ তপোধন সেই আগ্নেয় অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন। পৃষতনামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন। তাহারও দ্রুপদ নামে এক সন্তান জন্মে। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দ্দিনানন্তর নৃপতি পৃষত পরলোক-প্রাপ্ত হইলে মহাবাহু দ্রুপদ সমুদয় উত্তরপাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি

ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তপানুষ্ঠান দ্বারা তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। কিয়দ্দিন পরে মহামতি দ্রোণ পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙক্ষায় শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী দমগুণযুক্তা, অগ্নিহোত্র-নিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ইহার গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামা নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিল। ঐ ধ্বনি শ্রবণানন্তর এই দৈববাণী হইল, “এই পুত্র জন্মিবামাত্র অশ্বহ্রেষার ন্যায় গভীর ধ্বনি দ্বারা দিগন্তসকল প্রতিধ্বনিত করিল, অতএব ইহার নাম অশ্বত্থামা হইবে।” মহাত্মা দ্রোণ পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

পরশুরামের নিকট দ্রোণের অমোঘ অস্ত্রলাভ

ঐ সময়ে অরাতি-তপন (বিপক্ষের পীড়াদায়ী), সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত হইয়া রামের নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র-সমুদয় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রতচারী তপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, শত্রুতাপী জমদগ্নিকুমার এককালে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্রত্য বনে অবস্থিতিপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। তখন ভারদ্বাজ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে তাহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার' পাদবন্দন করিলেন এবং কহিলেন, “হে মহাত্মন! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার কুলে সমুৎপন্ন, ভরদ্ধাজের পুত্র, অযোনিসম্ভূত, আমার নাম দ্রোণ; আমি ধনাকাঙক্ষায় আপনার নিকট আসিয়াছি।” দ্রোণের বাক্যাবসানে ক্ষত্রিয়াকুলকালান্তক ভগবান পরশুরাম তাহাকে সাদর-সম্ভাষণে স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, “হে দ্বিজোত্তম! তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে?” দ্রোণ কহিলেন, “ভগবন! আমাকে বিবিধ অনন্ত ধন প্রদান করুন।” রাম কহিলেন, “হে তপোধন!! আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ছিল, সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, এই সসাগরা পৃথ্বী স্ববাহুবলে জয় করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে দিয়াছি; এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্র মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব।” তখন দ্রোণ কহিলেন, “হে বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রয়োগসংহারসমবেত (নিক্ষেপ ও সংবরণ করিবার বিধিসহ) আপনার অস্ত্র-সমুদয় আমাকে প্রদান করুন।” পরশুরাম ‘তথাস্তু’ বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্যসমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। দ্বিজোত্তম দ্রোণ এইরূপে পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরামপ্রীতমনে প্রিয়সখা দ্রুপদ-সমীপে গমন করিলেন।

১৩১তম অধ্যায়

দ্রোণ-দ্রুপদ-সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ মহারাজ দ্রুপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “রাজন! আমি তোমার সখা।” ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দ্রুপদ রাজা দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না; প্রত্যুত রোষকষায়িতলোচনে ভ্রু-কুটি-প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্বোধের কার্য্য করিতেছ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন লোকের বন্ধুত্ব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল, যথার্থ বটে; কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোনক্রমেই উচিত নহে; কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুত্ব থাকে না; হয় সর্ব্বসংহর্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন, নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ্য এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুত্ব ছিল, তাহা কেবল অর্থনিবন্ধন মাত্র; যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুত্ব কদাচ হইবার নহে, তদ্রুপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ? হে ব্রাহ্মণ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ, তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যস্থাপন করা কর্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। হে বিপ্র! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুত্ব হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?”

মহাতেজাঃ দ্রোণ দ্রুপদের এই কটুক্তি শ্রবণে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিত্যকলেবর হইলেন এবং সেইক্ষণেই দ্রুপদরাজের প্রতি তাহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল; তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্ব্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। যখন কৃপাচার্য্য বালকগণকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতেন, সেই সময়ে দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থমা কুন্তিনন্দনদিগকে পুনরায় শিক্ষা করাইতেন। কেহই তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের সহিত হস্তিনানগরে গূঢ়রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

কৌরব বালকগণকে দ্রোণের অস্ত্রনৈপুণ্যপ্রদর্শন

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক একত্র হইয়া লৌহগুলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পালিত (পক্ককেশযুক্ত) এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র (যজ্ঞীয় অগ্নি) রহিয়াছে। গুলিক উদ্ধারণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “হে বালকবৃন্দ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদিগের ক্ষাত্রবলে ধিক এবং

তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক, যেহেতু, তোমরা ভারতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি ঐ লৌহগুলিকা এবং এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষীকা (নল-তৃণ) দ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও।" এই বলিয়া আপনার অঙ্গুরিস্থ অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন, "মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন।" দ্রোণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে একমুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন, "এই যে ঈষীকা-মুষ্টি দেখিতেছি, ইহার প্রভাব দেখ, ইহার একটি ঈষীকা দ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটি দ্বারা এবং তাহা অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব; এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটি দ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।"

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকা-মুষ্টি দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, 'বিপ্রর্ষে। আপনার অঙ্গুরীয়কটিও শীঘ্র উত্তোলন করুন।" তখন মহাযশাঃ দ্রোণাচার্য্য হস্তে ধনুঃশর লইয়া কূপমধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক-দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "হে ব্রাহ্মন! আপনাকে অভিবাদন করি, আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে, অতএব মহাশয়! আপনার পরিচয় প্রদান ও কর্তব্যবিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।"

ভীষ্মসমীপে দ্রোণের যুদ্ধবিদ্যাপ্রকাশ

দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বালকগণ! তোমরা ভীষ্মের নিকট যাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া তাহাকে কহিবে যে, সেই মহাতেজাঃ এ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন।" কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম সবিশেষ বর্ণনা করিল। মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি একজন সুশিক্ষকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া সাদরসম্ভাষণে কুশল প্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভীষ্মসমীপে দ্রোণের দৈন্যপ্রকাশ

দ্রোণ ভীষ্মের বাচনাবসানে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাত্মন! পূর্ব্বে আমি ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থে মহর্ষি অগ্নিবেশের (দ্রোণের গুরুদেব) নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গিয়া ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ, আত্মসংযম ও জটাধারণপূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলাম। হে ভীষ্ম! ঐ সময়ে পাঞ্চালাদেশীয় রাজপুত্র মহাবল দ্রুপদ ঐ অগ্নিবেশের নিকটে অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসার্থ তদীয় আশ্রমে বাস করিত। এইরূপে বাল্যকালাবধি একত্র বাস ও এক গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করাতে দ্রুপদ ক্রমে ক্রমে আমার পরমোপকারী প্রিয়সখা হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বদা আমাকে প্রিয়বাক্য বলিত ও আমার প্রিয়কার্য্য করিত। একদা আমাকে কহিল, “হে দ্রোণ! আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র। তিনি যখন আমাকে পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি শপথ করিতেছি, তৎকালে আমার যাবতীয় ভোগ, সম্পত্তি ও সুখ, সমস্তই তোমার অধীন হইবে।” দ্রুপদ আমাকে এই কথা কহিয়া কিয়দ্দিনমধ্যে কৃতবিদ্যা হইয়া আপনার নিকেতনে গমন করিল। গমনকালে আমি তাহার সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিলাম; কিন্তু তদবধি তাহার ঐ বাক্য আমার হৃদয়-মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরকে রহিল।

হে শান্তনুতনয়! কিছুদিন পরে আমি পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙক্ষায় গৌতমনন্দিনী কৃপীকে বিবাহ করিলাম। ঐ কামিনী অনতিদীর্ঘকেশা, পরমপ্রাজ্ঞা, মহাব্রতা এবং অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও দমগুণে সর্ব্বদা নিরতা। কিয়দ্দিনানন্তর কৃপীর গর্ভে আমার অশ্বথামা নামে মহাবিক্রমশালী আদিত্যসমতেজঃ এক পুত্র জন্মিল। পিতা যেমন আমাকে পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, আমিও অশ্বথামাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অতীব আনন্দিত হইলাম। একদা অশ্বত্থমা ধনিকদিগের পুত্রগণকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া আমার নিকটে আসিয়া রোদন করিতে লাগিল; তদদর্ম্মনে আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইল। তখন আমি ধর্ম্মনিপেত প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় বহুতর স্থলে ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু কুত্রাপি দুগ্ধবতী গাভী দেখিতে পাইলাম না; পরিশেষে বিষণ্নমনে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তথায় আসিয়া দেখিলাম, বালকগণ পিষ্টোদক আনয়ন করিয়া ‘এই দুগ্ধ, ইহা পান কর’, বলিয়া অশ্বত্থমাকে লোভ দেখাইতেছে। বালস্বভাব অশ্বত্থমাও উহা পান করিয়া, দুগ্ধপান করিলাম বলিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে। বালকগণ “ধনহীন দ্রোণকে ধিক, যাহার সন্তান পিষ্টোদক পান করিয়া দুগ্ধ খাইলাম বলিয়া নৃত্য করিতেছে, এই বলিয়া তাহাকে বারংবার উপহাস করিতেছে। হে গাঙ্গেয়! স্বীয় সন্তানের সেই দুরবস্থা-দর্শনে এবং অন্যান্য বালকগণের ঐ পরিহাসবাক্যশ্রবণে আমার মন দুঃখানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল। আমি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া চিন্তা করিলাম, আমি ইতিপূর্ব্বে নির্ধনতা জন্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়া উপবাসে কালক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি ধনলিপ্সায় কখন পাপজনক পরসেবায় আসক্ত হই নাই। হে ভীষ্ম! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুপদের পূর্ব্ব-স্নেহানুসারে পুত্রকলাত্রসমভিব্যাহারে পাঞ্চালরাজ্যে গমন করিলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম, দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে প্রিয় বান্ধবের সহবাস ও প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করিয়া আমি কৃতার্থম্মান্য হইলাম। পরে অবিলম্বে তাহার সমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বতন সখ্য স্মরণ করিয়া কহিলাম, ‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার সখা, তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিবে, আমি

তদনুসারে তোমার নিকটে আসিয়াছি।" দ্রুপদ আমার সেই কথায় কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিল না, প্রত্যুত, আমাকে হীনলোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিল, "হে ব্রাহ্মন! তুমি আসিয়া হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য কর নাই; পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল, যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তুমি আর আমার বন্ধুর উপযুক্ত নাও; অশ্রোত্রিয় কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না; অরথীর সহিত রথীর সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সমানে সমানে বন্ধুতা হওয়াই উচিত; অসমানের সহিত বন্ধুতা করা অবিধেয়। সখ্য চিরকাল সমভাবে থাকিবার নহে। হয় কাল, নতুবা পরস্পরের ক্রোধ উহাকে বিনাশ করে। তুমি সেই পুরাতন বন্ধুতা দূরে পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে সখ্য ছিল, সে কেবল সামর্থ্যনিবন্ধন মাত্র। যেমন মুখের সহিত বিদ্বানের ও ক্লীবের সহিত শূরের সখ্য হয় না, তদ্রুপ নির্ধনের সহিত ধনবানের বন্ধুত্ব হওয়া নিতান্ত দুর্ঘটনা। অতএব কেন তুমি আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুত্ব করিতে আসিয়াছ? হে মন্দাত্মন! ভবাদৃশ ধনবিহীন হীনলোকের সহিত অতুলধনসম্পত্তিসম্পন্ন মহারাজদিগের বন্ধুত্ব হওয়া যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহা কি তুমি জান না? তবে তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাসনা করিতেছ? তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না। এক্ষণে কেবল একরাত্রির নিমিত্ত তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি।"

হে শান্তনুতনয়! দ্রুপদের মুখে এই প্রকার কটুক্তি শ্রবণে আমার মন ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। হে ভীষ্ম! আগমনকালে আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অতি ত্বরায় সম্পন্ন করিব, এই মানসে গুণবান শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে কুরুদিগের অধিকারে আসিলাম। এক্ষণে তোমাকে সংবর্দ্ধনা করিতে সুরম্য হস্তিনানগরে আসিয়াছি। বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে।" মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন! শরাসনের গুণ-মোচন করুন; অনুগ্রহ করিয়া আপনি বালকগণকে সম্যকরূপে অস্ত্রশিক্ষা করান এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে পরম সুখভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য সমস্তই আপনার অধীন হইবে, আপনিই রাজা, কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন। হে ব্রাহ্মন! আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। হে বিপ্রর্ষে। আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ যাদৃচ্ছিাক্রমে এ স্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

১৩২তম অধ্যায়

দ্রোণ কর্ত্তৃক কৌরবশিষ্যগণকে অস্ত্রশিক্ষাদান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহানুভব ভীষ্ম কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম-সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইলে ভীষ্মদেব প্রীতি ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে কৌরব, পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদন করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগকে অন্তেবাসী (শিষ্য) বলিয়া স্বীকার করিয়া নির্জনে কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার করা।" তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুনন্দন সকলেই মৌনভাব অবলম্বন করিয়া কহিলেন, কেবল অর্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব সন্দেহ নাই।" আচার্য্য দ্রোণ অর্জুনের অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লমনে তাহাকে আলিঙ্গন ও বারংবার তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

অর্জুনের শিক্ষা-উৎকর্ষ

অনন্তর মহাবীর্য্য আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ-শ্রবণে অন্ধক-বংশীয় রাজা ও সূতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থে দেশদেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন। কর্ণ অর্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানাপ্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জন ভূজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় দ্রোণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্য ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ, প্রয়োগ, লাঘব (দ্রুত নিক্ষেপ শক্তি) ও কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া সবিশেষ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি রাজকুমারদিগের পরিতোষার্থ শাণিত বাণ ও বিলম্বে জলপূর্ণ হইবে, এমত এক এক ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলু প্রদান করিলেন; কিন্তু অবিলম্বে জলপূর্ণ হইবে, এই মানসে নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে বিস্তীর্ণমুখ একটি কলস দিলেন। মহামতি দ্রোণ রাজপুত্রগণ না আসিতে আসিতে অশ্বত্থামাকে বিশেষ বিশেষ অস্ত্র উপদেশ দিতেন। অর্জুন তাহা বুঝিতে পারিয়া বারুণাস্ত্র দ্বারা কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামার সহিত সমকালে গুরু-সন্নিধানে সমাগত হইতেন। সুমহান অস্ত্রজ্ঞ পার্থ অশ্বত্থমার সহিত সমকালে আগমন করিতেন বলিয়া তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইলেন না। তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আরাধনা করিতে তৎপর ছিলেন এবং অস্ত্রশিক্ষায় সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এইরূপে অর্জুন ক্রমশঃ দ্রোণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষাবিষয়ে অর্জুনকে উৎসাহসম্পন্ন দেখিয়া সূপকারিণীকে আহ্বানপূর্ব্বক নির্জনে কহিলেন, “হে বিজয়ে! তুমি অর্জুনকে অন্ধকারে অন্ন উপযোগ করিতে দিও না এবং আমি তোমাকে প্রতিষেধ করিলাম, ইহা কদাচ অর্জুনের নিকটে প্রকাশ করিও না।” একদা অর্জন ভোজন করিতেছেন, এই অবসরে প্রবলবেগে বাত্যা উত্থিত হইলে দীপ্যমান দীপশিক্ষা সহসা নির্ব্বাপিত হইল। দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাহার হস্ত অভ্যাসবশতঃ আস্য- (মুখ) দেশেই সংলগ্ন হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে করিলেন, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাঁই বলবৎ হইয়া উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিবার নিমিত্ত শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া বারংবার টঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাহার জ্যানির্ঘোষ-শ্রবণে দ্রোণ বিস্মিত হইয়া সহসা তথায় আগমন ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমি সত্য কহিতেছি, এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর যাহাতে প্রখ্যাত না হয়, এইরূপ বিধান করিব।” এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য অর্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরূঢ় এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার সবিশেষ শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন এবং গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা (খড়্গ চালনা), তোমর, প্রাস ও শক্তি-প্রয়োগ এবং সঙ্কীর্ণ যুদ্ধে কৌশলসম্পন্ন করিলেন। দ্রোণের সংগ্রামনৈপুণ্য শ্রবণ করিয়া শত সহস্র রাজা ও রাজকুমার ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দিগদিগন্ত হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।

একলব্যের অলৌকিক গুরুভক্তি

একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণ-সন্নিধানে সমাগত হইল; কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি, সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত, এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ তাহাকে ধনুর্ব্বেদ দীক্ষিত করিলেন না। তখন নিষাদরাজতনয় বিষাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পদগ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় মৃন্ময় এক দ্রোণ নির্ম্মাণ ও তাঁহাতে আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিল। এইরূপে সে অচিরকালমধ্যে অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধানবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানী হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। একজন আপনার কুক্কুর ও বাগুরা (পাশ-জাল) লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুক্কুর মৃগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদরাজতনয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। সেই কুক্কুর মলিনকলেবর, কৃষ্ণাজিন-জটাধারী, নিষাদরাজকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতা’র পরীক্ষার্থ তাহার মুখবিবরে এককালে সাতটি শার নিক্ষেপ করিল। কুকুর আস্যবিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডবসন্নিধানে আগমন করিল। পাণ্ডবেরা কুকুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটি শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দভেদিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টবোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে

অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বনবাসী এক মনুষ্যকে নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণ করিতে দেখিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃতদর্শন পুরুষকে তৎকালে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হে বীরবর! তুমি কে? কাহার পুত্র?" একলব্য প্রত্যুত্তর করিল, "আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতেছি।"

তখন পাণ্ডবেরা তাহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া পুনর্ব্বার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। তৎপরে কুন্তীনন্দন অর্জুন বিনীতবচনে নির্জনে দ্রোণকে কহিলেন, "গুরু! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, "তোমা অপেক্ষা আমার অন্য কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না', কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্ব্বেদ আমা অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।" তখন অর্জুনের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া ইহার বিশেষ কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অর্জুন সমভিব্যাহারে অরণ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটাচীরধারী, মলিনকলেবর, নিষাদরাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারংবার বাণ-আকর্ষণ করিতেছে। এই অবসরে দ্রোণ তাহার সম্মুখীন হইলেন। সে সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া তাহার প্রত্যুদগমন ও পাদবিন্দনপূর্ব্বক আপনাকে তাহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিল এবং বিধানানুসারে তাহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বীর! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।" তাহা শুনিয়া একলব্য প্রীতবাক্যে কহিল, "ভগবন! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপ দক্ষিণ আহরণ করিব, আজ্ঞা করুন।" তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক তবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুল ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে সম্প্রদান কর।" সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিল। তৎপরে অপর অঙ্গুলি দ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হ্রাস হইয়াছে।

অর্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন তাহার অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল; এই ধরাধামে অর্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পরিবে না, দ্রোণাচার্য্যের এই অঙ্গীকারবাক্যও রক্ষা হইল। ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন ও ভীম এই উভয়ে দ্রোণের নিকটে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন। অশ্বত্থামা সর্ব্বরহস্যে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব ইহারা অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। অর্জুন বুদ্ধিযোগ, বল ও উৎসাহে এই সসাগরা পৃথিবীমধ্যে প্রখ্যাত হইলেন। অর্জুনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং অর্জুনই সমাগত রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। দুরাত্মা ধার্তরাষ্ট্রেরা বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জুনকে দেখিয়া নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইল।

অর্জ্জুনাদির অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার্থ কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পী দ্বারা একটি কৃত্রিম নীলপক্ষ পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজপুত্রগণ! সকলে শীঘ্র শরাসনে শরসন্ধান করিয়া আমার আদেশবাক্য অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করিতেছি, মদীয় বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশেছদন করিয়া ভূতলে পাতিত কর।" এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন, "হে দুর্দ্ধর্ষ। তুমি শরসন্ধান করিয়া আমার বাক্যের সমকালে বাণ ত্যাগ কর।" তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণের নির্দ্দেশানুসারে ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে আচার্য্য দ্রোণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্তকালমধ্যে কহিলেন, "তুমি বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর।" যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি দেখিতেছি। দ্রোণ পুনর্ব্বোর কহিলেন, "হে ধর্ম্মানন্দন! তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "ভগবন! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেছি।" তখন দ্রোণ অপ্রসন্নমনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পরিবে না, এ স্থান হইতে অপসৃত হও।" এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে পুর্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোগত উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই তিরস্কৃত হইলেন।

১৩৩তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা সফলতা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণ হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, "বৎস! এইবার তোমাকেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, অতএব ধনুকে গুণ রোপণপূর্ব্বক মুহুর্তকাল অপেক্ষা কর। আমার বাক্যাবসান না হইতে হইতে তুমি এই লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ কর। অর্জ্জুন গুরুবাক্যানুসারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অগ্রশাখাস্থ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ মুহূর্তকালমধ্যে পূর্বোক্ত প্রকারে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃগণকে নিরীক্ষণ করিতেছ?" তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন করিতেছি।" অনন্তর দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! শকুন্তকে সম্যকরূপে নিরীক্ষণ করিতেছ?"

অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "না আমি শকুন্তের অবশিষ্ট কলেবর কিছুই অবলোকন করিতেছি না, কেবল উহার মস্তকটি দেখিতেছি।" তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের এইরূপ বাকচাতুর্য্য শ্রবণপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস! তবে লক্ষ্য ভেদ কর।" এই কথা বলিবামাত্র অর্জ্জুন কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন এবং

বৃক্ষশিখরস্থিত পক্ষী অর্জুনের খরধার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম সমাধানান্তে দ্রোণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রুপদ রাজাকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া মানিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে দ্রোণ স্নানার্থ ভাগীরথীর উপকূলে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতেছেন, এই অবসরে এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণের জঙঘাদেশ গ্রহণ করিল। তিনি স্ববীর্য্যপ্রভাবে কুম্ভীর-হস্ত হইতে জঙ্ঘামোচন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরীক্ষার্থে শিষ্যদিগকে সসম্ভ্রমে আদেশ করিলেন, "হে শিষ্যগণ! তোমরা কুম্ভীর বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর।" তাহার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রেই অর্জুন দুর্নিবার ও খরধার পাঁচটি শর দ্বারা জলমগ্ন কুন্তীরকে প্রহার করিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত রাজকুমার ইতিকর্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া যথাস্থানে চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জুনকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে তাঁহাকেই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিলেন।

কুম্ভীর অর্জুনের শরপ্রহারে খণ্ডকলেবর হইয়া দ্রোণের জঙ্ঘা পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চোত্বপ্রাপ্ত হইল। অনন্তর ভারদ্বাজ দ্রোণ মহারথ অর্জুনকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমি প্রয়োগ ও সংহার সহিত ব্রহ্মশিরাঃ নামে এই অনিবার্য্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, কিন্তু বৎস! মনুষ্যের প্রতি ইহা কদাচ প্রয়োগ করিও না, কারণ, অল্পতেজস্ক মনুষ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ইহা নিশ্চয়ই এই চরাচর বিশ্বকে ভস্মসাৎ করিবে; এই অস্ত্র সামান্য অস্ত্র নহে, অতএব সাবধানে এই অস্ত্র ধারণ করা। দেখিও, আমি যাহা কহিলাম, যেন তাহার অন্যথা না হয়। হে বীর! যদি কোন অমানুষ শত্রু সংগ্রামে সহসা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহার সংহারার্থে তৎকালে তুমি এই ব্রহ্মশিরাঃ অস্ত্র প্রয়োগ করিবে।" অর্জুন 'তাহাই হইবে' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দিব্যোস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন, "বৎস! এই জীবলোকে তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই জন্মিবে না।"

১৩৪তম অধ্যায়

কুমারগণের কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজগণ ও পাণ্ডবেরা অস্ত্রশিক্ষা করিলে একদা দ্রোণ কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিদুরের সন্নিধানে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অনুমতি হইলে আপন আপনি অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়।" ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ! আপনি আমাদিগের এক মহৎ কর্ম্ম সাধন করিলেন। মহাশয়! এ সময় অস্ত্রশিক্ষাদর্শনবিধায়িনী রঙ্গভূমি যে স্থানে যে প্রকারে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা আজ্ঞা করুন; কদাচি আপনার আদেশের অন্যথা হইবে না। আজ আমার অন্ধত-নিবন্ধন নির্ব্বেদের (দুঃখ-অনুতাপ) হইল। আমি অন্ধ, যাহা হউক, কুমারের যে-সকল

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিবে, আমি তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভের একান্ত অভিলাষ করি।" এই বলিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার-সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা আদেশ করেন, তুমি সত্বর হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর।'

রণক্ষেত্র নির্ম্মাণ

বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রস্থান করিলেন, এদিকে প্রাজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূতলে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন। ঐ স্থান তরুগুল্মবিহীন, সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইয়াছিল। আচার্য্য দ্রোণ শুভনক্ষত্রযোগ-সম্পন্ন তিথিবিশেষে বীর্যসমাজে ডিণ্ডিম (ঢক্কা নিনাদ-ঢোল সহরৎদ্বারা সংবাদ জ্ঞাপন) প্রচারকরতঃ ঐ স্থলে পূজাপহার প্রদান করিলেন। রাজশিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্র-শস্ত্র-পরিপূর্ণ অতি বিস্তীর্ণ এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ-সকল নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা-সকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

যুদ্ধদর্শনার্থী জনতা

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণসমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষাদর্শনাথী হইয়া রাজধানী হইতে দ্রুতগমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে রঙ্গভূমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের সমাগম হইল। তৎপরে বাদ্যকরেরা মৃদুমধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতুহল উৎপাদন করিতে লাগিল। অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই অবসরে শুক্লাম্বরধারী, শুক্লকেশ, শুক্ল যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, শুক্লশ্মশ্রু, শুক্লচন্দনানুলিপ্ত-কলেবর, মহানুভব দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্লমাল্য ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থামার সহিত জলধরোপরোধশুন্য (মেঘমুক্ত) গগনে সভৌম শশধরের (মঙ্গলগ্রহের সহিতযুক্ত চন্দ্রের) ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি-প্রদানপূর্ব্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মাঙ্গলিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। পুণ্যকর্মসমাধানান্তে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

পরস্পর যুদ্ধারম্ভ

অনন্তর মহাবীর্য্য মহারথ রাজপুত্রগণ অঙ্গুলিত্র (দস্তানা) বন্দনপূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করিয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন; পরে অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রশস্ত্র-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কেহ

শরপতনভয়ে মস্তক অবনত করিতে লাগিল, কেহ বা অদ্ভুতবীর্য্য অর্জুনকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। রাজকুমারেরা বেগবান তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনামাঙ্কিত বাণ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী শরকামুকধারী অদ্ভূতরূপ কুমারসেনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবল কুমারবল তৎকালে কামুক দ্বারা অস্থির-লক্ষ্যপাত (চঞ্চল লক্ষ্যবস্তুর বেধ) প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার-সকল সমাধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে বারংবার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন; খড়্গচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কখন গজে, কখন বা অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া বাহুযুদ্ধসমাধানান্তে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহারা একমাত্র খড়্গ দ্বারা কৌশলক্রমে অনেকাস্ত্র নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ খড়্গের অংশুমণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এইরূপ অসিচর্য্যায় বীরপুরুষদিগের নির্ভীরুতা প্রকাশ পাইল। তাহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি হইতে একবারও স্বলিত হইল না; তাহারা অসিপ্রয়োগে বিলক্ষণ কুশলী ছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া রঙ্গস্থ লোকসমুদয় বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া গদাহস্তে একশৃঙ্গ অত্যুত্তুঙ্গ (অতি উচ্চ-বিরাট) শৈলের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। মদমত্ত কুঞ্জর যেমন করিণীর নিমিত্ত চিৎকার করিতে থাকে এবং নভোমণ্ডলে জলধর যেমন গভীর গর্জন করে, সেই উভয় বীরপুরুষ পৌরুষ-প্রকাশার্থ রঙ্গমধ্যে তাদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাহারা গদাহস্তে বামভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিদুর ও কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও রাজমহিষী গান্ধারীর সন্নিধানে রাজকুমারদিগের এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

১৩৫তম অধ্যায়

দ্রোণের মুখে অর্জুনের পরিচয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়ে রণস্থলে প্রবেশ করিলে উভয়পক্ষীয় দর্শকমণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে দর্শকেরা "কি অতুলনীয় বীর কুরুরাজ! কি অনুপম বীর ভীম!" এই বলিয়া মহান কোলাহল করিতে লাগিল। ধীমান দ্রোণ সেই রঙ্গস্থল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের ন্যায় অবলোকন করিয়া প্রিয়পুত্র অশ্বত্থমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! মহাবীর্য্য ও সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর; দেখিও, যেন ভীম ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ-উদ্রেক না হয়।" অশ্বত্থামা পিতার অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে ও যুগান্তানিলসংক্ষুব্ধ অম্ভোনিধির ন্যায়। গদাযুদ্ধোদ্যত বীরদ্ধয়কে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া মহামেঘনির্ঘোষসদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, "মদীয় শিষ্য অর্জুন আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর; হে দর্শকগণ! তোমরা ইহাকে দর্শন কর।" তখন অর্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোধালতা' (গোসাপের চর্ম্ম)র অঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ-ধারণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যসন্নিহিত ইন্দ্রধনুযালঙ্কৃত সন্ধ্যাকালনি মেঘের ন্যায় রঙ্গমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইলেন, তদর্শনে রঙ্গস্থ লোকের চিত্ত

প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই অবসরে চতুর্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। অনন্তর 'ইনি শ্রীমান কুন্তীনন্দনা', 'ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়', 'ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র', 'ইনি কৌরবদিগের রক্ষক', 'ইনি অস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', 'ইনি পরম ধার্মিক', 'ইনি অতিশয় সুশীল', দর্শকগণকৃত এইরূপ প্রশংসাবাদ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রুত হইতে লাগিল। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া অশ্রুমিশ্রিত স্তন্যদ্বারা পুত্রবৎসলা কুন্তীর উরঃস্থল (বক্ষঃস্থল) সিক্ত হইতে লাগিল।

রঙ্গভূমির সেই সকল শব্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রবণগোচর হইলে তিনি হৃষ্টমনে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিদুর! উচ্ছলিত মহাসাগরের ন্যায় এই তুমুল কোলাহল কি নিমিত্ত সহসা রঙ্গভূমি হইতে উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে?" বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সাংগ্রামিকবেশে (যোদ্ধাবেশে) রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে লোকে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে, এই কারণে এতাদৃশ কোলাহল উত্থিত হইল।" তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! আমি কুন্তীগসর্ভভূত পাণ্ডবত্রয় দ্বারা ধন্য, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম।"

অর্জুনের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন

অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থ লোকসকল সন্তুষ্ট হইলে মহাবীর অর্জুন আচার্য্য দ্রোণ-সন্নিধানে আপনার অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বারুণাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক জল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে বায়বাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করিয়া পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করিলেন। ভৌমাস্ত্র দ্বারা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন; অন্তর্দ্ধানাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন; তৎপরে শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব হইয়া, কখন রথসম্মুখে, কখন রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর গুরুপ্রিয় অর্জুন বিবিধ বাণ দ্বারা সুকুমার, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য সকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এককালে অসঙ্কীর্ণরূপে পঞ্চ শর এক শরের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে কেশময় রজ্জু দ্বারা লম্বিত গোবিষাণকোষে (দৌদুল্যমান স্বল্পপরিসর মুখগহ্বরবিশিষ্ট গো শৃঙ্গনির্মিত অস্ত্রধার--কোষ) একবিংশতি বাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে অসিচর্য্যা, ধনু ও গদাশিক্ষায় আপনার বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অদ্ভুত ব্যাপার সমাধানান্তে অধিকাংশ লোকসমাজ (রনাঙ্গন--যুদ্ধকৌশল-প্রদর্শনক্ষেত্র) হইতে নির্গত ও বাদ্য-কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। এই অবসরে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ বাহ্বাস্ফোটন দ্বারদেশ হইতে উত্থিত ও শ্রুত হইতে লাগিল। ঐ শব্দ কর্ণগোচর করিয়া রঙ্গস্থ লোকেরা, ইহা কি বিদীর্ণ পর্ব্বতের, না দলিত ভূতলের বা মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ঘোর রব শ্রুত হইতেছে' এইরূপ অনুমান করিয়া সত্বর সকলেই দ্বারদেশাভিমুখে গমন করিল। দুর্য্যোধন গদামাত্রসহায় ও ভ্রাতৃশত দ্বারা পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্বকালে অসুরসংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সময়ে পঞ্চতারা-গ্রথিত হস্তা (হস্তানক্ষত্র) সংযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবপরিবৃত দ্রোণাচার্য্য দীপ্তি

পাইতেছিলেন। তিনি অশ্বত্থামা ও ভ্রাতৃশতসমভিব্যাহারে উত্থিত দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন।

১৩৬তম অধ্যায়

রণাঙ্গনে কর্ণের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পদচারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার যশের পরিসীমা ছিল না। দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি দ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তিসমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন। সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তিসহকারে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। রঙ্গস্থ লোকেরা তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চল ও স্থিরলোচন হইল এবং ইনি কে, ইহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতুহলোক্রান্ত হইল। তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত ভ্রাতা অর্জ্জুনকে জলধরগভীরস্বরে কহিলেন, “হে পার্থ! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, সর্ব্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।”

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই চতুর্দিক হইতে দর্শকেরা যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় সত্বর উত্থিত হইল। কর্ণের তাদৃশ উৎসাহবাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি এবং অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তৎপরে দ্রোণের নির্দ্দেশানুসারে সংগ্রামপ্রিয় কর্ণ, অর্জুন যেমন অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনিও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে ও সাদরবচনে কহিলেন, “হে মহাবাহো! আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য উপভোগ কর।” তদীয় এতাদৃশ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কর্ণ কহিলেন, “প্রভো! বোধ হয়, আমি আমার কর্তব্য কর্ম্ম সমুদয়ই সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বাসনা করি।” তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, “ভাল, এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বিষয়ভোগবাসনা চরিতার্থকর, পরে বিপক্ষপক্ষের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিও।” দুর্য্যোধনের এইরূপ উদ্ধতাবাক্যে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃমধ্যে উন্নত ভূধরের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে কহিলেন, “রে কর্ণ। যাহারা অনাহূত হইয়া উপদেশ প্রদান করে ও যাহারা অনাহত হইয়া কথা কহে, তাহারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণসংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব।” তখন কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে অর্জ্জুন! দেখ, এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোন প্রভুত্ব নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন-সমক্ষে শর দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বিফল শরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।”

অনন্তর অর্জুন আচার্য্য দ্রোণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও আশ্লিষ্ট হইয়া সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিলেন। সমরপ্রিয় কর্ণ দুর্য্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত সৌদামিনীপরিবেষ্টিত, বিলাকশোভিনী (কাল মেঘের গায়ে উড্ডীন শুভ্রবর্ণ বকপংক্তি দ্বারা শোভিতা) মেঘমালা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোররবে গর্জন করিতে লাগিল। তাহার পর ভগবান ভাস্কর পুত্রবৎসল দেবরাজকে রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া সন্নিহিত মেঘমণ্ডলী অপসারিত করিলেন। অর্জুন মেঘের সুশীতল ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং কর্ণ আতপতাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। যেদিকে কর্ণ, সেই দিকে ধার্তরাষ্ট্রেরা; যেদিকে অর্জুন, তথায় দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম প্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ সমস্ত লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক পক্ষে পক্ষপাত করিতে লাগিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভোজরাজদুহিতা কুন্তী বিমুগ্ধ হইলেন। সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর তাঁহাকে মুর্ছিতা দেখিয়া পরিচারিকাদিগকে সুশীতল জলসেচন দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে আদেশ দিয়া কুন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন। কুন্তী সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দর্শনকরতঃ ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় ও অত্যন্ত সন্ত্রস্তা হইলেন। তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধকুশলী (পরস্পর সম্মুখীন বীরদ্বয়ের যুদ্ধ) কৃপ উভয়কে ধনুর্দ্ধারণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, “কুন্তীগর্ভ-সম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। হে মহাবাহো! এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও পিতার নামোল্লেখ কর এবং কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও কোন রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ, তাহাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অর্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না; কারণ, রাজকুমারেরা অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন না।”

কর্ণের অঙ্গরাজ্যে অভিষেক

এইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাহার মুখমণ্ডল বর্ষানীরপরিক্ষিপ্ত সুকোমল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, “হে আচার্য্য! শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সৎকুলে সমুভূত, বীর ও সৈন্য-চালনসমর্থ, তাহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। তথাচ যদি অর্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।”

কর্ণের অভিষেক—দুর্য্যোধনসংখ্য

অনন্তর দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ, কুসুম ও সুবর্ণ দ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাহার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধৃত হইল, উভয় পার্শ্বে চামর-বীজন এবং বন্দিগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন অঙ্গরাজ কর্ণ

সান্দরসম্ভাষণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে মহারাজ! তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রদান করিব? বল, এক্ষণে আমার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আছে।” দুর্য্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, “হে কর্ণ এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য-সংস্থাপন করিবার বাসনা করি।” কর্ণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

১৩৭তম অধ্যায়

কর্ণের প্রতি ভীমের শ্লেষবাক্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কর্ণের পিতা অধিরথ সূত ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ও স্বলিতোত্তরচ্ছদ (উত্তরীয়বস্ত্ররহিত) হইয়া কম্পিত্যকলেবরে সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; মহাবীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় গৌরবরক্ষার্থে অভিষেকার্দ্র (রাজ্যাভিষেক-রাত) মস্তক দ্বারা তাহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসল সারথি সসমম্ভ্রমে বস্ত্র দ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন ও আলিঙ্গন করিলেন এবং অভিষেক-জলাক্ষালিত তদীয় মস্তক পুনর্ব্বার আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, “রে সূতনন্দন! রণে অর্জুনহস্তে প্রাণবিসর্জন করা তোর পক্ষে কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে। বরং শীঘ্রই কুলোচিত বলগা গ্রহণ কর। রে নরাধম! হুতাশন-সন্নিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুকুরের অবলেহনযোগ্য নহে, তদ্রূপ তুইও অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস।” তদীয় এতাদৃশ উদ্ধত বাক্যে কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল এবং বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল দুর্য্যোধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া ভ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্ম্মী ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, “হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবেন; শূরদিগের ও নদীকলাপের প্রভাব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। দেখ, ভগবান জ্বলন (নদীসমূহের) জলরাশি হইতে উত্থিত হইয়া এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। মহর্ষিদধীচির অস্থি হইতে অসুরকুলনাশক বাজ উদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি, রুদ্র, গঙ্গা ও কৃত্তিকা, ইহাদিগের পুত্র কার্ত্তিকেয় অসাধারণ পরাক্রমশালী; যাহারা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব, কালক্রমে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহানুভব দ্রোণাচার্য্য কুম্ভসম্ভব হইয়াও অদ্বিতীয় শস্ত্রধারী হইয়াছেন। গৌতমবংশে শরস্তম্ব হইতে গৌতম উৎপন্ন হয়েন; আর তোমাদিগের যেরূপ জন্মলাভ হইয়াছে, তাহা আমাদিগের অগোচর নাই। যেমন মৃগীগর্ভে ব্যাঘের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, কবচ ও কুণ্ডলধারী, সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত, সূর্য্যসঙ্কাশ, মহাবীর কর্ণও অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, ইহা অতি সামান্য বিষয়; ইনি মনে করিলে নিজ ভুজবলে

ও মদীয় সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। কর্ণের রাজ্যলাভ-বিষয়ে যাহার বিদ্বেষ থাকে, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।”

অনন্তর রঙ্গমধ্যে সহসা সাধুবাদসহকৃত হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। এই অবসরে সূর্য্যও অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের করগ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। দর্শকমধ্যে কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনের, কোন ব্যক্তি কর্ণের, কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে আপন আপন আবাসে প্রস্থান করিল। এই অবসরে দিব্যলক্ষণলক্ষিত অঙ্গরাজ কর্ণকে গর্ভজাত পুত্র বোধে ভোজদুহিতা কুন্তীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। কর্ণের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের অর্জুনভয় তিরোহিত হইল। ধনুর্ব্বেদবেত্তা কর্ণও দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বলিয়া স্থির করিলেন।

১৩৮তম অধ্যায়

দ্রোণের গুরুদক্ষিণা—দ্রুপদনিগ্রহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগকে ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় দেখিয়া গুরুদক্ষিণাগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে শিষ্যগণকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন, “হে শিষ্যগণ! তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর, উহাই তোমাদিগের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ হইবে।” শিষ্যগণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া গুরুবাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তৎক্ষণেই দক্ষিণাদানার্থ আচার্য্য দ্রোণসমভিব্যাহারে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বর রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। অনতিবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া পাঞ্চালদেশ আক্রমণপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত নষ্ট করিলেন এবং মহাতেজাঃ দ্রুপদরাজের রাজধানী উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, মহাবল যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, ইঁহারা ও অন্যান্য অনেকানেক রাজকুমারেরা ব্যগ্রতা সহকারে ‘আমিই অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব’ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা

রথারোহণপূর্ব্বক সারথি-সমভিব্যাহারে নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজমার্গে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সেই অসংখ্য সৈন্য সন্দর্শন ও তাহাদিগের তুমুল কলরব শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে মহারাজ যজ্ঞসেন বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। বীরপুরুষেরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনবরত শরক্ষেপ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঘোররূপে শর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমারদিগের দর্পোদ্রেক-দর্শনে পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া দ্রোণকে কহিলেন, “হে দ্বিজেন্দ্র! কুমারগণ আত্মানুরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করুক, পশ্চাৎ আমরা সাহস প্রকাশ করিব; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহারা দ্রুপদরাজকে রণে

পরাজয় করিতে পরিবে না।" এই বলিয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে নগরীর বহির্ভাগে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রুপদরাজ কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলেন এবং শরজাল বিস্তীর্ণ করিয়া কৌরব সেনাকে মোহাবিষ্ট করিলেন। কৌরবগণ রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যত লঘুহস্তী একমাত্র দ্রুপদরাজকে ভয়প্রযুক্ত বহু বোধ করিলেন। দ্রুপদের সুতীক্ষ্ণ শর চতুর্দ্দিকে প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে স্কন্ধাবার হইতে সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খধ্বনি এবং মৃদঙ্গ প্রভৃতি অতি সুমধুর বাদ্য বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের শরাসনধ্বনি নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন ইহারা রোষপরবশ হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্জ্জয় দ্রুপদরাজ পার্শ্বদেশে বাণবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষ সেনাগণকে দগ্ধপ্রায় করিলেন এবং দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, মহাবল কর্ণ ও অনেকানেক প্রথিত মহাবীর রাজকুমারদিগকে জর্জ্জরিত করিলেন। তৎপরে পৌরগণ কৌরবদিগকে মুষল ও যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন নগরবাসী আবালবৃদ্ধগণ সকলেই সেই তুমুল যুদ্ধকোলাহল শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ্যপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

দ্রুপদের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

অনন্তর পাণ্ডবেরা তাদৃশ ভীষণ ও লোমহর্ষণ কলরব শ্রবণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া মাদ্রীসুত নকুলসহদেবকে চক্রব্যূহ-রক্ষায় নিয়োগ করিলেন। ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সেনামুখে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক তদীয় নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া বায়ুবেগে রণস্থলে আগমন করিলেন। তৎপরে ভীমসেন পাঞ্চালরাজের উচ্ছলিত-সাগরসম শব্দায়মান সেনাসাগর মধ্যে দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক কুঞ্জরবল চূর্ণ করিতে ধাবমান হইলেন। অদ্ভুতবীর্য্য অর্জ্জুনও সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় গদা হস্তে লইয়া হস্তিদল সংহার করিতে লাগিলেন। উত্তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গকল্প কুঞ্জরাবল ভীমের গদাঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভীম হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমুদয় ভূমিসাৎ করিলেন। যেমন বনমধ্যে গোপাল বালকেরা পশুগণকে দণ্ড দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে, বৃকোদর সেইরূপে রথ ও নাগবল চালনা করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনযুদ্ধে দ্রুপদের পরাজয়

যুগান্তানলকল্প মহাবীর্য্য অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়কার্য্যসম্পাদনার্থ শরজাল দ্বারা দ্রুপদকলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া রক্ষক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি চূর্ণ করিলেন। অনন্তর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দেশীয় বীরপুরুষেরা সাতিশয় আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিল এবং সিংহনাদ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ফলতঃ এই যুদ্ধ দেখিতে অতি অদ্ভূত ও ভয়ঙ্কর

হইয়াছিল। বীরগণের সিংহনাদ দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। অর্জুন শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন ও বিমুগ্ধ করিয়া পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি উপর্য্যপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং বিপক্ষেরা তাহার গাত্রে আঘাত করিতে নিতান্ত অক্ষম হইল। এই অবসরে সিংহনাদসহকৃত সাধুবাদ উত্থিত হইল। তৎপরে শম্বরাসুর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই প্রকার পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সত্যজিতের সহিত অতি সত্বর অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জুন শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর পাঞ্চালসৈন্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। মৃগরাজ সিংহ যেমন অরণ্যমধ্যে যূথপতি হস্তীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, সত্যবিক্রম সত্যজিৎ অর্জুনকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সেইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে পাঞ্চালরাজ একশত শর দ্বারা অর্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ অর্জুন বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াও মহাবেগে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সত্যজিতের ধনুর জ্যা (ছিলা) ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি অভিগমন করিলেন। অনন্তর সত্যজিৎ অপর এক ধনুগ্রহণ করিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত সত্বর অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া অর্জুনের অন্তঃকরণে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল। তৎপরে অর্জুন তাহার প্রাণসংহারার্থ সত্বর শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুনের সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা তদীয় অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, পার্ষ্ণি ও সারথি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধনু ছিন্ন হইলে সত্যজিৎ অপর এক ধনুগ্রহণ করিলেন এবং রথে পুনর্ব্বার অশ্বযোজনা করিলেন, কিন্তু তিনি অর্জুনের সম্মুখে যাইতে সাহস করিতে পারিলেন না। দ্রুপদ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূখ দেখিয়া প্রবলবেগে অর্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জুনও দ্রুপদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পরে অর্জুন দ্রুপদের ধনু ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিয়া পাঁচ বাণ দ্বারা তদীয় অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন; তাৎপরে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া করে করবাল ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং অকুতোভয়ে স্বীয় রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের রথে আরোহণ ও তাহাকে আক্রমণ করিলেন।

বন্দীকৃত দ্রুপদকে দ্রোণহস্তে অর্পণ

পাঞ্চালদেশীয় বীরপুরুষেরা দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জুন সৈন্যমধ্যে আপনার বাহুবল প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজকুমারেরা অর্জুনকে সমাগত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া দ্রুপদনগরী মর্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অর্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর্য্য! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, তাহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরুদক্ষিণাপ্রদানের চেষ্টা করুন।" মহাবল ভীমসেন এইরূপে নিবারিত হইয়া সৈন্যবিমর্দনে ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধে কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাহারা রণস্থল হইতে দ্রুপদরাজ ও তাঁহার সচিব উভয়কে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকটে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে ভগ্নদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও বশ্যতাপন্ন দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক

কহিলেন, “হে দ্রুপদরাজ ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমন্দিত হইয়াছে এবং তোমার জীবনও বিপক্ষপক্ষের হস্তগত। দেখ, এক্ষণে তুমি সখ্য সহকারে কি বাসনা কর? আমি তাহা সফল করিব।” এই কথা কহিয়া দ্রোণ হাস্যমুখে পুনর্ব্বার কহিলেন, “হে বীর! তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না, আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় তোমার সহিত এক আশ্রমে ক্রীড়া করিয়াছিলাম। সেই কারণে তোমার প্রতি আমার অন্তঃকরণে স্নেহ ও প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া আছে। হে মহারাজ! তোমার সহিত পুনরায় সখ্যভোব সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। এ জন্য তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, আমার বরপ্রভাবে পুনর্ব্বার রোজ্যার্দ্ধ লাভ করিবে। তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যে ব্যক্তি রাজা নহে, সে রাজার সখা হইতে পারে না। হে যজ্ঞসেন! এই কারণে তোমাকে পুনরায় রোজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ-কুলের অধিপতি হইলে এবং আমি উত্তরকুল-শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি তোমার ইহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার সহিত সখ্য কর।” তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ কহিলেন, “হে ব্রহ্মান! প্রবলপরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমি মহাশয়ের বাক্যে পরমপ্রীত হইলাম। অদ্যাবধি আমি নিত্যকাল আপনার প্রসন্নতালাভের বাসনা করিব।”

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদবাক্যে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মোচন করিয়া দিলেন এবং প্রসন্নমনে তাহাকে সৎকার করিয়া রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ বিষণ্নমনে গঙ্গার উপকূলে জনপদসম্পন্ন মাকান্দী নগরী ও কাম্পিল্যপুরী শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পঞ্চালদেশ আপন অধিকারে আনিলেন। দ্রুপদ পরাভূত হইয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিতান্ত হীনবল বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যে আচার্য্য দ্রোণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য নিশ্চয় করিয়া অলৌকিক ব্রহ্মবলে পুত্রলাভ করিবার বাসনায় পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য অহিচ্ছত্রানগরীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জুন জনপদসম্পন্ন অহিচ্ছত্রপুরী জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

১৩৯তম অধ্যায়

সৌবীর-পরাজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঋজুতা, অনৃশংসাচার, ভৃত্যানুকম্পা, স্থির সৌহার্দ্য প্রভৃতি সদগুণ দ্বারা অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নিজ পিতার মহীয়সী কীর্তি এককালে তিরোহিত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশংবদ হইয়া রহিলেন। অর্জুন প্রগাঢ় দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন। লক্ষ্যভেধে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল; তিনি ক্ষুরপ্র, নারাচ, ভল্ল, বিপাটন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র-নিক্ষেপবিষয়ে

সম্যক লাঘব ও সৌষ্ঠব জন্মিয়াছিল। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য বলবান আর কেহই নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

একদা দ্রোণ কৌরবী সভায় অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমার গুরু অগ্নিবেশ অগস্ত্যের নিকটে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তপোবলে ব্রহ্মশিরাঃ নামে যে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তাহা শিষ্যপরম্পরায় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, ইহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে।" গুরুদেব অস্ত্রগুণ এইরূপ কীর্তন করিয়া প্রদানকালে আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন, "বৎস! তুমি এই অস্ত্র কদাচ মনুষ্যের ও ক্ষীণবীর্য্য জীবের উপর প্রয়োগ করিও না।" এক্ষণে এই দিব্যাস্ত্রপ্রদানের তুমি উপযুক্ত পাত্র, আর কাহাকেও ইহার যোগ্য দেখিতেছি না; কিন্তু বৎস! মুনি যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, সাবধান, যেন তাহার অন্যথা না হয়। জ্ঞাতিসম্প্রদায়সমক্ষে তোমাকে আরও কিছু গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে।" অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন। তৎপরে আচার্য্য পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! রণস্থলে তুমি আমার প্রতিযোদ্ধা হইবে, ইহাও অঙ্গীকার কর।" অর্জ্জুন 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহার চরণগ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য আর দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর নাই, এই প্রশংসাবাদ সর্ব্বত্র উত্থিত হইল। ফলতঃ অর্জ্জুন গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, রথ ও ধনুযুদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ন্যায়পর সহদেব উশনা (শুক্রাচার্য্য) প্রণীত নীতিশাস্ত্রে সম্যক বুৎপত্তিলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশংবদ হইয়া রহিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রতিভাজন নকুল দ্রোণাচার্য্যোপদেশে বিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিচিত্র যোদ্ধা ও অতিরথ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গন্ধর্ব্বদিগের উপপ্লবকালে রণস্থলে যাবনরাজ সৌবীরকে সংহার করিয়াছিলেন। সৌবীর বৎসরত্রয়ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কুরুদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। বিচিত্রবীর্য্য এবং মহারাজ পাণ্ডু যাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, মহাবীর অর্জ্জুন নিজ বাহুবলে সেই বিতুলনামা (প্রখ্যাত) সৌবীরকে শাসন করিলেন। তাহার শরপ্রহারে সংগ্রামপ্রিয় দত্তামিত্র বলিয়া বিখ্যাত সুমিত্র-নাম সৌবীরক শাসিত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভীমসেনের সাহায্যে এক রথেই অযুতরথ ও পশ্চিমদেশবাসীদিগকে পরাজয় করেন। তৎপরে সেই রথেই আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকও জয় করিলেন এবং পরাজিত রাজমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুরুরাজ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহানুভব পাণ্ডবেরা এইরূপে অনেকানেক ভূপালগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন।

পাণ্ডবদিগের বাহুবল অলৌকিক বিবেচনা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদয় সাধুভাব নিতান্ত দূষিত হইল। তিনি তদ্বিষয়িণী বলবতী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

১৪০তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রসমীপে কণিকের কূটমন্ত্রণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদিগকে বলমদোন্মাদিত দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবেরা নিত্য উৎসিক্ত (বর্ধনশীল), এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসূয়াপরবশ হইতেছি; অতএব তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহের অন্যতার কি ব্যবহার করিব, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার কথার অন্যথা করিব না।" প্রসন্নমনা নীতিশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিবর ভূপালের আদেশ পাইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, "মহারাজ! আমি যাহা কহি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, কিন্তু মহারাজ! আমার বাক্য নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। রাজার নিরবচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহাতে প্রতিপক্ষেরা কোষ-বলাদির কোন অনুসন্ধান লইতে না পারে, এমন বিষয়ে তাহার সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। তিনি সাধ্যানুসারে বিপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর হইবেন এবং জনগণের ভূণহত্যা প্রভৃতি পাপের নিয়ত অনুসন্ধান করিবেন। রাজা প্রতিনিয়ত উদ্যত্যুদণ্ড হইলে লোকে ভীত হইয়া গর্হিত কর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কারণে তিনি দণ্ড দ্বারা সর্ব্বকার্য্যের সমাধা করিবেন। রাজার আত্মছিদ্র গোপন ও পরিচ্ছিদ্রের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য এবং তাহার সহায়, সাধন ও উপায় (সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড) প্রভৃতি রোজ্যাঙ্গের গোপন ও আত্মকৃত নিন্দিত ব্যাপারের সংবরণ করা একান্ত বিধেয়। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা রাজার পক্ষে অতীব কর্তব্য; কারণ, অসম্যক উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকারণ হইয়া উঠে। অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধবিক্রম প্রকাশ বা পলায়ন, যাহাতে আপনার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞেয় নহে। কারণ, সামান্য অগ্নিকণাও সমুদয় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে। সময়বিশেষে রাজা শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বধির হইয়া থাকিবেন। শরাসন তৃণ,তুল্য অসার বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন এবং মৃগের ন্যায় সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নশালী হইবেন, তৎপরে সামাদি উপায় দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন; কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না। পরিচারকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া শত্রু ও পূর্ব্বাপকারীকে বিনষ্ট করবেন। শত্রু সংহার করিতে পারিলে নির্ভীক ও নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়। শত্রুপক্ষীয়দিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কদাচ ক্রটি করিবেন না। প্রথমতঃ যাহাতে প্রত্যহ প্রতিপক্ষের মূলোচ্ছেদন হয়, এমন চেষ্টা পাইবেন, পরে তাহার সহায় ও তৎপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন। সমূলোচ্ছেদন হইলে তদুপজীবী সকলে অনায়াসে বিনাশিত হয়। মহারাজ! বনস্পতি সমূলে উন্মুলিত হইলে তাহার শাখা-পল্লব বা পত্রসকল কি আর পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে? রাজা একাগ্রচিত্তে নিজাভিসন্ধি গোপন করিয়া সর্ব্বদা পরিচ্ছিন্দ্র-দর্শনে তৎপর হইবেন। নিত্যোদ্বিগ্ন হইয়া শত্রুর প্রতি সম্যক ব্যবহার করিবেন। অগ্ন্যাধান (অগ্নিহোত্র রক্ষা), যজ্ঞানুষ্ঠান, কাষায়বস্ত্র পরিধান ও জটাজিন (জটা) দ্বারা লোকদিগকে বিশ্বাসিত করিয়া পরের বৃকের (নেকড়ে বাঘের) ন্যায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থসংগ্রহবিষয়ে শৌচই অঙ্কুশস্বরূপ হয়, তদ্দ্বারা ফলবতী শাখা

আনমিত করিয়া সুপক্ক ফল গ্রহণ করিবেন। কারণ, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদবধি সময় আগত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিবেন। অনন্তর নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে, যাদৃশ মৃন্ময় ঘটকে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে। বহুভাষী (কথায় ভুলাইতে পারে এইরূপ) ও কৃপণ শত্রুকেও পরিত্যাগ করিবে না এবং তাঁহার প্রতি প্রসন্নভাবপ্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ; প্রত্যুত, যেরূপে হউক, তাহাকে বিনষ্ট করিবে। অধিক কি, সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড এই সমস্ত উপায় দ্বারাও শত্রুসংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তিলাভ হয়।”

নকুল-ব্যাস্ত্র শৃগাল-বৃক মুষিক কথা

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে কণিক! সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা কি প্রকারে শত্রুসিংহার করা যাইতে পারে, তুমি আমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বল।” কণিক কহিলেন, “মহারাজ! পূর্ব্বকালে নীতিশাস্ত্রবিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন বনে এক শৃগাল ব্যাঘ্র, ইন্দুর, বৃক ও নকুল এই চারি বন্ধুর সহিত একত্র বাস করিত। জম্বুক অতিশয় ধূর্ত, বুদ্ধিমান ও স্বার্থপরায়ণ ছিল। তাহারা একদা বনমধ্যে যূথপতি এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু মৃগ অতিশয় বলবান, এই নিমিত্ত তাহারা সহসা আপন অভীষ্টসাধনে নিতান্ত অশক্ত হইলে, পরিশেষে জম্বুক কহিল, “হে ব্যাঘ্র! এই মৃগ অতিশয় বুদ্ধিশালী, যুবা ও বেগবান; সুতরাং তুমি বারংবার যত্ন করিলেও ইহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পরিবে না; অতএব যে সময়ে ঐ মৃগ শয়ন করিয়া থাকিবে, সেই অবসরে মুষিক গিয়া ঐ হরিণের পদদ্বয় ভক্ষণ করুক, তাহা হইলে ব্যাঘ্র অনায়াসে উহাকে গ্রহণ করিতে পরিবে। তৎপরে আমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রফুল্লামনে ভক্ষণ করিব।” তাহারা সকলে একতনমনে জম্বুকের পরামর্শে সম্মত হইল। অনন্তর তাহাদিগের আদেশানুসারে মুষিক গিয়া মৃগের পদদ্বয় ভক্ষণ করিলে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করিল। তখন জম্বুক মৃগকলেবর অবনীতলে বিচেষ্টমান দেখিয়া কহিল, ‘অহে! তোমরা সকলে স্নান করিয়া আইস, আমিই ইহা রক্ষা করিতেছি।” তাহারা শৃগালের বাক্যানুসারে স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিল; শৃগালও চিন্তাকুল হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল ব্যাঘ্র সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া আগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া কহিল, “হে জম্বুক ভাই! আমাদিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র বুদ্ধিজীবী; তুমি কি কারণে শোক করিতেছ? আইস, আমরা মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি।” তখন জম্বুক কহিল, “হে মহাবাহো! মুষিক যাহা কহিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি স্নান করিতে গেলে সে অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া আমাকে কহিল, আমিই অদ্য সেই মৃগকে বধ করিয়াছি, ব্যাঘ্রের বলবিক্রমে ধিক! আজি আমারই ভুজবলে তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন হইবে। বলিতে কি, সে গর্ব্বপূর্ব্বক এইরূপ তর্জন-গর্জন করিতেছিল, এই কারণে মৃগমাংসভক্ষণে আমার আর তাদৃশ প্রীতি নাই।” তখন ব্যাঘ্র ক্রোধাভরে কহিল, “হে জম্বুক! যদি সত্যই সে এইরূপ কহিয়া থাকে, ভাল, তুমি যথাকলে আমাকে প্রবোধিত

করিয়াছ। আমি আদ্য বাহুবলে বনচরদিগকে বিনাশ করিব। চলিলাম, তুমি তথায় পর্যাপ্ত মাংস ভক্ষণ করিবে।” এই বলিয়া ব্যাঘ্র বনমধ্যে প্রস্থান করিল।

এই অবসরে মুষিক সহসা উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, “হে মূষিক! তোমার মঙ্গল তো? বৃক যাহা কহিয়াছে, শুন । তুমি স্নান করিতে গেলে সে কহিল, এই মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিরুচি নাই, এক্ষণে আমার এই মাংস বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মত হইলে আমি এখনই মূষিককে গিয়া ভক্ষণ করি।” এই কথা শুনিবামাত্র মুষিক অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রাণভয়ে সত্বর বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুকাল পরে বৃক স্নান করিয়া তথায় আগত হইল। জম্বুক তাহাকে দেখিয়া কহিল, ‘ভাই! ব্যাঘ্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তোমার অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি কলাত্রসহকারে সত্বর এখানে আসিতেছেন; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, কর।” তখন পিশিতাশন (আমমাংসভোজী) বৃক শৃগালের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবসরে নকুল কৃতমান হইয়া তথায় আগমন করিল। জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, ‘অহে, নকুল! আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাজয় করিয়াছি। পরাজিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এক্ষণে আমার সহিত যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছামত মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে।” তখন নকুল কহিল, “হে জম্বুক! ব্যাঘ্র, বৃক ও বুদ্ধিমান, মূষিক যখন তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান সন্দেহ নাই; অতএব তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার আর উৎসাহ নাই; চলিলাম, এই বলিয়া নকুলও পলায়ন করিল। এইরূপে জম্বুক অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকলকে বিদায় করিয়া পরমসুখে মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। যে রাজা এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি চিরকাল সুখভোগ করিয়া থাকেন। ভীত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, বীরের নিকটে বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যূর ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভুত করিবে। মহারাজা! আরও কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করিয়া বিনাশ করা বিধেয়; কদাচ উপেক্ষা করিবে না; কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয়পক্ষই তুল্যবল ও তুল্য উপায়বশতঃ সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি তন্মধ্যে গাঢ়তার অধ্যবসায়সহকারে জয়শ্রীলাভের প্রত্যাশা করেন, তাহারই অভ্যুদয় জানিবেন। আর যদি গুরুও অবলিপ্ত (গর্বিত—অহঙ্কারে অপরের পরামর্শে পরাভূখ), কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হয়েন, তাহা হইলে তাহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। ক্রোধোদ্রেক হইলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না, সর্ব্বদা সহাস্য-আস্যে সকলকে সান্দর-সম্ভাষণ করিবে। কোপাক্রান্ত হইয়া কখন অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রহারোদেশে বা প্রহারকালে লোকের প্রতি প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিবে। প্রহার করিয়া কৃপাপ্রদর্শন এবং প্রহারিবেগে প্রহৃত ব্যক্তি কাতরোক্তি দ্বারা শোক বা রোদন করিলে বিলাপ ও পরিতাপ করা বিধেয়। শান্তবাক্য, ধর্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে আশ্বস্ত করিবে। এইরূপ অনুকম্পপ্রদর্শন করিলেও যদি পথিমধ্যে শত্রু সদাচারের অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিবে; ইহাতে অধর্ম স্পর্শিবে না। যেমন

কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উন্নত মহীধরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পরিবৃত হইয়া থাকে; ঘোরতর অপরাধী হইলেও দোষী বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। যাহার পক্ষে বধ অবধারিত হইয়াছে, তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে; আর নির্ধন, নাস্তিক ও চৌরগণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই সর্ব্বদা শঙ্কা করা উচিত; কিন্তু আশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূল পর্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবে না, যেহেতু, বিশ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। আপনার ও অন্যের বিধানানুসারে চর নিযুক্ত করিবে। পাষণ্ড ও তাপস প্রভৃতিকে বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবতায়ন, পানাগার, পথ, সর্ব্বতীর্থ, চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, সর্ব্বসমবায় (উদ্যানাদিতে মিলিত মন্ত্রণাকুশল ব্যক্তিসঙ্ঘে) ও নদীতীরে মন্ত্রণা করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্ব্বদা সহাস্যমুখে মিষ্ট-বাক্যে বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে। কিন্তু কদাচ কোন ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। যিনি ঐহিক সম্পত্তির প্রত্যাশা করেন, তিনি দানশীল ভূপতির নিকটে করপুটে প্রার্থনা, শপথ, সান্ত্ববাদ, পদবন্দন ও আশা করিবেন। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে অগ্রে বাক্যেতে তাহাকে নিরাশ করিবে না, কিন্তু প্রদানকালে নানাপ্রকারে বিয়ানুষ্ঠান করিবে। প্রার্থীকে নানাপ্রকারে আশা প্রদান করিবে; কিন্তু কখন প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না। যদি কখন তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ কর, তাহাও সত্বর করা অবিধেয়। ত্রিবিধ পীড়া ও ফলসিদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ফল শুভ ও পীড়া অশুভা; অতএব পীড়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষের অর্থ ও কাম দ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে, অর্থলোভীর ধর্ম্ম ও কাম দ্বারা এবং কামাসক্তের অর্থ ও ধর্ম্ম দ্বারা পীড়া জন্মে। নিরহঙ্কার, অভিনিবিষ্ট, বিশুদ্ধস্বভাব ও অসূয়াশূন্য হইয়া সান্ত্ববাদপ্রয়োগ ও সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবে; যাহা করিলে আপনার দীনভাব মোচন হয়, মৃদুই হউক আর দারুণই হউক, তাহা অবশ্য করিবে এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের প্রত্যাশা নাই, সতর্কতার সহিত যদি সাংসারিক ব্যবহার করে, তাহা হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়। শোক-সন্তাপ দ্বারা যাহার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইবে, নল ও রামাদির উপাখ্যান্যকথন দ্বারা তাহাকে সত্ত্বনা করিবে; নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিকে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা-প্রদর্শন ও পণ্ডিতকে ধনদানাদি দ্বারা সাত্ত্বনা করিবে। যিনি শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক কৃতকার্য্যের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চিত হইয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ও প্রতিবুদ্ধ হয়েন। অসূয়াপরবশ না হইয়া যত্নপূর্ব্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে এবং রোষাবেশ সংবরণ করিয়া চর দ্বারা সর্ব্ববিষয় অবধারণ করবে। পরমর্ম্মবিদারণ, দারুণ কর্ম্ম-সম্পাদন ও শত শত শত্রুসিংহার না করিয়া মনুষ্য কখনই মহতী শ্রী লাভ করিতে পারে না। শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপানবিবর্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও প্রহার করিবে। অর্থী অর্থীর নিকটে উপস্থিত হয় না। যদিও তাহাদের অভিলাষ সফল হয়, তথাচ উভয়ের সখ্য-সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিতে যত্ন করিবে। সম্পদ-লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করা বিধেয়। এইরূপ লোকের কার্য্য কি শত্রু, কি মিত্র কেহই কিছুমাত্র অবধারণ

করিতে পারে না, কেবল কার্য্যের উদযোগ ও পর্য্যবসানমাত্র প্রত্যক্ষ করে। যাদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবে। কিন্তু ভয় আগত হইলে স্থিরচিত্তে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে। দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে রাজা ধনমানাদি প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

অনাগত কার্য্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিবে, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশাবশতঃ আপনার উদ্দেশ্যসাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর-প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। সম্পদ-লাভার্থে যত্নপূর্ব্বক স্বীয় উৎসাহবর্দ্ধন করিবে ও দেশ কাল বিভাগ করিয়া পারলৌকিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে; কারণ, দেশ-কাল বিবেচনা না করিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুষ্কর। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচি উপেক্ষা করিবে না; কারণ, তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করিতে পারে। যেমন বনমধ্যে বহ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কালসহকারে তাহাদিগের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনাকে সন্ধুক্ষিত অর্থাৎ উত্তেজিত করেন, তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ শত্রুকে এককালে বিনাশ করিতে পারেন। প্রথমতঃ অর্থীকে বহুকালব্যাপিনী আশা প্রদান করিবে; কাল উপস্থিত হইলে বিয়ের কথা উত্থাপন করিবে; নিমিত্ত দ্বারা বিঘ্ন ও হেতু দ্বারা নিমিত্ত প্রকাশ করিবে। শত্রুসংহারকারী রন্ধানুসারী অতিদারুণ সহায়সংগ্রাহী ছদ্মবেশী রাজা ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর প্রাণসংহার করিয়া থাকেন, অতএব মহারাজ! পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউন না কেন, তাহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না এবং নির্বিবাদে আপনার কার্য্যসাধন করিতে পরিবেন। বিশেষতঃ আপনি সর্ব্বকল্যাণসম্পন্ন ও কুলশীলবিশিষ্ট; অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তাহা কহিলাম, আপনি পুত্র-সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়ঃকল্প হয়, করুন।" মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রও তদবধি নিতান্ত শোকাকুল হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৪১তম অধ্যায়

জতুগৃহ-পর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সুবলনন্দন শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্টমন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলে এবং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিল। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা ঐ পামরগণের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। ঐ মহাত্মা পাণ্ডবগণের একান্ত হিতাকাঙক্ষী ছিলেন। কুন্তী কুমারগণসমভিব্যাহারে অনায়াসে পলায়ন করুন, এই অভিপ্রায়ে তিনি একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। ঐ তরণী বাতসহ (বায়ুবেগ সহনক্ষম), যন্ত্রযুক্ত (বহু দাঁড়ি মাঝি থাকিলে পলায়নব্যাপার ব্যক্ত হয়, এজন্য যন্ত্রযোগে দ্রুত গতিশীলা); পতাকাসুশোভিত ও সুদৃঢ় ; বায়ুবেগোত্থিত প্রবল সমুদ্রতরঙ্গও উহাকে হঠাৎ মগ্ন করিতে পারে না। নৌকা প্রস্তুত হইলে বিদুর কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, “হে শুভে! কুরুকুলের কীর্তিনাশক বিপরীতবুদ্ধি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যধর্ম্ম (চিরন্তন ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই উত্তালতরঙ্গ বেগসহা তরণী আরোহণ করিয়া সন্তানগণ-সমভিব্যাহারে ত্বরায় পলায়ন কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রাণরক্ষা হইবে, নচেৎ আর নিস্তার নাই।” কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুমারগণ-সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। পরে বিদূর-দত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নির্বিঘ্নে পরামরমণীয় কাননে প্রবেশ করিলেন। এদিকে এক নিষাদী পঞ্চপুত্র- সমভিব্যাহারে পুরোচননির্মিত জতুগৃহে শয়ান ছিল। উহারা ছয় জন ভস্মসাৎ হইয়া গেল এবং দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছাধ্যম পুরোচনও ভস্মাবশেষ হইল। নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্র ভস্মীভূত হওয়াতে ধার্তরাষ্ট্রেরা বোধ করিল, কুন্তী পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা যে বিদুরের পরামর্শানুসারে সেস্থান ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। যাহা হউক, বারণাবতস্থ লোকেরা জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবগণের গুণরাশি স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করিতে লাগিল; পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে এই সমাচার পাঠাইল, “হে কৌরব্য! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর ভয় নাই, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ; এক্ষণে পুত্রগণসমভিব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ্যভোগ কর।” ধৃতরাষ্ট্র জননীসমবেত পাণ্ডবগণের মৃত্যুবার্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণসমভিব্যাহারে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তদনন্তর ভীষ্ম ও বিদুর বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! জতুগৃহ-দাহ ও তাহা হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ-বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। হে ব্রহ্মন! জতুগৃহদাহ অতিশয় দুষ্কর্ম্ম ও নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার; উহা শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিশেষ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "হে রাজন! যেরূপে জতুগৃহ দগ্ধ হয় এবং পাণ্ডবগণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদয় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবলপরাক্রান্ত ও অর্জুনকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরাও বিদুরের মতানুসারে উহার উদ্ভাবন (উদঘাটন) করিতেন না, কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার করিতেন। এদিকে যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষ-গুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদের গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কি সভামণ্ডলে, কি চত্বরে, একত্র হইলেই কহে যে, "মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠিরই রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞা চক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন? সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না; অতএব আমরা যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যশীল, কারুণ্যসম্পন্ন ও বেদবেত্তা; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণ সমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন।" মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইল এবং সত্বর স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে একাকী দেখিয়া পদবন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে; রাজ্যভোগপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে! হে নরনাথ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে। দেখুন, পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু গুণবান বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন, আপনি জন্মান্ধত্বপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে রহিল; আমরা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকট হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। পরপিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে, অতএব হে রাজন! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন পরামর্শ করুন। হে মহারাজ! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্ব লাভ করিতে পারিতাম।"

১৪২তম অধ্যায়

বারণাবতে পাণ্ডব-নির্ব্বাসন মন্ত্রণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞাচক্ষু নিরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এবং কণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দোলাচল (দোলার ন্যায় চঞ্চল) চিত্ত ও যৎপরোনাস্তি শোকার্ত হইলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন কয়েকজন একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল, "হে তাত! যদি আপনি সুনিপুণ কোন কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া বারুণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।"

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য-শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু। সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের, বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না এবং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিতেন। তাহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান, লোকবিখ্যাত এবং পৌরগণের প্রিয়। এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন ; আমি কি প্রকারে তাহাকে এস্থান হইতে বিদায় করিতে পারিব? পাণ্ডু পূর্ব্বে অমাত্যবর্গ, সৈন্যগণ এবং তাহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম-যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনার্থে আমাদিগকে সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে।"

দুর্য্যোধন কহিল, "হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মানপ্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবে। এক্ষণে সমুদয় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে ত্বরায় বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন। পরে আমরা সমুদয় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর, কুন্তী পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বোর এ স্থানে আগমন করিবে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকালমধ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহারাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না। ধর্ম্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন, তাহারা কখনই পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে সহ্য করবেন না। অতএব যদি আমরা বিনা অপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ও ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই বা আমাদিগকে সমূলে উন্মুলনা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন?"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে তাত! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয় পক্ষেই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে

কখনই পরিত্যাগ করিতে পরিবেন না; সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ হইবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবিদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভুত করিয়াছে; যাহা হউক, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পরিবেন না; অতএব মহাশয়! যাহাতে পাণ্ডুনন্দন মাতৃ-সমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবত নগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন। হে রাজন! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিবারাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না। তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শল্যের ন্যায় ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে, আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাণ করুন।”

১৪৩তম অধ্যায়

১৪৩তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের বারণাবত যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অনুজগণসমবেত দুর্য্যোধন ধন ও সমুচিত সম্মান-প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদয় প্রজাগণকে বশীভুত করিল। একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল, “বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরমরমণীয়; তাহাতে ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, এই সময়ে তাহার পূজনার্থে নানা দিগ্দেশ হইতে জনগণ সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে।” দৈবদুর্বিপাক অখণ্ডনীয়। মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা-শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের তথায় গমন করিবার সাতিশয় বাসনা জন্মিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবতগমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতুহলোক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে বৎসগণ! সকলে প্রত্যহ আমার নিকট কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবতী নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়; অতএব যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর। কিছুদিন পরমসুখে তথায় বাস করিয়া পুনরায় এই হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিও।”

ধীমান যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাহার দুষ্টভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা ‘যে আজ্ঞা মহারাজা’ বলিয়া তাহার আদেশ-প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রাবাঃ, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ তপোধন, পুরোহিত ও পৌরদিগের নিকট গমন করিয়া দীনভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, “আমরা পরমপূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ পরমরমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনার প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন; আপনাদের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে কদাচি কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পরিবে না।” তাহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাহার অনুবর্তী হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, “হে পাণ্ডুনন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে।”

পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাবতীয় শুভকর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন।

১৪৪তম অধ্যায়

বারণাবতে জতুগৃহ নির্ম্মাণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ!! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ দুর্মতি পুরোচননামা সচিবকে নির্জনে আহ্বান করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে পুরোচন! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে, অতএব ইহা রক্ষা করা তোমার অবশ্যকর্তব্য। দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমা ভিন্ন আমার এমন বিশ্বস্ত সহায় আর কেহই নাই; অতএব হে তাত! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিতেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না। সুনিপুণ উপায় দ্বারা আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর; যাহা বলিতেছি, কোনক্রমে যেন তাহার অন্যথা না হয়। অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার আদেশানুসারে বিহারার্থ বারণাবত নগরে গমন করিবে। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার বিশেষ চেষ্টা পাও। নগরে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্তদেশে সুসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃশালগুহ নির্মাণ করাইয়া রাখিবে; তাহাতে শণ ও সজ্জারস প্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে। মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপন দেওয়াইবে। চতুর্দিকে শণ, তৈল, ঘৃত, জতু, কাষ্ঠ প্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্য সমুদয় রক্ষা করিবে; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়ভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে, পাণ্ডবগণ বা অন্য ব্যক্তি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া কোনক্রমে বুঝিতে না পারে। গৃহ নির্মিত হইলে সুহৃদগণসমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে পরম সমাদরে সম্মানপূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে। উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যা প্রদান করিবে যে, পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নিপ্রদান করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নি দ্বারা বারণাবত-নগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে, অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে। হে ধীমান! তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না।"

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন করিল এবং তথায় দুমতি দুর্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল।

১৪৫তম অধ্যায়

পাণ্ডবনির্ব্বাসনে জনক্ষোভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগরে গমন জন্য বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণসময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি সমুদয় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন; সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণতাহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাহারা সমস্ত মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং সমুদয় প্রজাগণকে বিনয়নম্রবচনে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রজ্ঞ বিদুর প্রভৃতি অনেক কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলিতচিত্তে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দনগণের দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "কুরুকুলকলঙ্কী। মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধর্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছেন? দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহারা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যে অধিকার প্রদান করিলেন না। মহাত্মা ভীষ্মই বা কি প্রকারে পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনারূপ নিতান্ত অধর্ম্ম ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন? পূর্ব্বে শান্তনুনন্দন নরপতি বিচিত্রবীর্য্য তৎপরে তাহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সুরলোকে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে; অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই রম্য হস্তিনানগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইল।

পাণ্ডব প্রতি বিদুরের সঙ্কেতবাক্য

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্য-শ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃতুল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্কুচিত-চিত্তে প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। আপনারা আমাদিগের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন; কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন।" তাহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর 'তথাস্তু' বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত মন্ত্রণার মর্মোদঘাটনপূর্ব্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পরমতির অভিজ্ঞ হন, তাহার উচিত এই যে, যাহাতে আপদ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করা। তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া

অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্যনাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ইহা জানে, সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লৌহনির্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে; যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাহাকে কখনও নষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ, সে পথ বা দিঙনির্ণয় করিতে পারে না ও অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না, আমি এই কথা মাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্র দ্বারা দিঙনির্ণয় হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভুত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।"

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সুবিদ্বান বিদুরের এই কথা শুনিয়া "বুঝিলাম" এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সবিষাদচিত্তে নিজগৃহে গমন করিলেন। পরে ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, "বৎস! ক্ষত্তা জনতামধ্যে গোপনীয়ভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন এবং তুমিও তাঁহাকে "বুঝিলাম' বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে; কিন্তু আমরা ত' তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে আমাদিগের নিকট সবিস্তর প্রকাশ করিয়া বল, শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে।" যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণানন্তর অতি বিনীত বচনে কহিলেন, "মাতঃ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, "দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহ নির্মাণ করিয়াছে, তোমরা অত্যন্ত সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদয় পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই অচিরাৎ রাজ্যলাভ করিতে পরিবে।" আমি তাঁহার ঐ উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর "বুঝিয়াছ " বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম।" হে নৃপতিসত্তম জনমেজয়! তদনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টমদিবসে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

১৪৬তম অধ্যায়

গোপনে জতুগৃহে বাস্যমন্ত্রণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমনবার্তা-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে রাজকুমারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া আমরসমাজমধ্যবর্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাহারাও তাহাদিগকে যথোচিত বিনয়-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরামরমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশানিন্তর তাহারা প্রথমতঃ স্বীকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারীদের ভবনে, তৎপরে রখীদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদরী-পুরঃসর পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন সমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নির্দিষ্ট সুরম্য হর্ম্মে

গমন করিলেন। পুরোচন তাহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যা প্রভৃতি সমুদয় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল। এইরূপে পুরোচন কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশদিন তথায় বাস করিলেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুরোধ করিল। ঐ অশিব(অমঙ্গল)-বিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিল। মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বিচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ ভাই! এই গৃহ ঘৃত ও জতুমিশ্রিত বাসাগন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহনির্ম্মাণ-দক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পীগণ। শণ, সজ্জারস এবং ঘূতাক্ত মুঞ্জ, বল্লজ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে।

দুর্য্যোধনবশবর্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দগ্ধ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আগ্নেয়গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন পিতৃব্য বিদুর শত্রুগণের আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই স্থানেই বাস করা কর্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যক্তাকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান থাকিব; নচেৎ যদি পুরোচন অণুপরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। ঐ পাপাত্মা পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বশবর্তী; ও কি অধর্ম, কি লোকনিন্দা, কিছুতেই ভীত নহে। হে বৃকোদর! দেখ, এই শত্রুনির্মিত জতুগৃহ দগ্ধ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা 'এই অধর্ম অস্বর্গ কর্ম্ম কে করিলা? এবং কি নিমিত্তই বা এ ঘটনা ঘটিল' বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন, কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্ব্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ; সে সহায়বান, আমরা অসহায়; সে ধন্যবান, আমরা নির্ধন; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পরিবে; অতএব আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া, এ স্থান হইতে গোপনীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে নানাদেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন পথই আমাদের অবিদিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গূঢ়োচ্ছাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হুতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পরিবে না। ঐ গর্তমধ্যে এরূপ গোপনীয়ভাবে

আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অত্রস্থ অন্য কেহ। জানিতে না পারে।”

১৪৭তম অধ্যায়

পাণ্ডবসমীপে বিদুরপ্রেরিত খনকের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! ইতিমধ্যে একদিবস বিদুরের সখা একজন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জনে নিবেদন করিল, “হে মহাত্মাগণ! আমি খনক, পরমহিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিতসাধন করিতে আমাকে এ স্থানে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান

করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন যে, তিনি আগমনকালে ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও ‘বুঝিলাম’ বলিয়া তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।”

সত্যপরায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, “সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, মহাত্মা বিদুরের প্রিয়বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিদুরের ন্যায় আমাদেরও পরম সুহৃৎ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর। দুরাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্মতি দুর্য্যোধন ধনবান ও সহায়বান; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করা। দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই জতুগৃহের রন্ধমধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র এরূপ কৌশলে রাখিয়াছে যে, আমরা এই গৃহে থাকিয়া কোনক্রমে অগ্নি হইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোনক্রমেই পরিত্রাণ পাইতে পাইব না। ধর্ম্মশীল বিদুর দুর্য্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছি; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।”

জতুগৃহমধ্যে সুড়ঙ্গ-খনন

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিয়া বহু যত্নসহকারে পরিখা-খননচ্ছলে সেই গৃহের মধ্যে এক মহাগর্ত্ত প্রস্তুত করিল। গর্ত প্রস্তুত হইলে পর, পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে কবাট দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া এরূপ সমতল করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহার নিম্নভাগে গর্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, রজনীযোগে খনককৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া কালব্যাপন করিতেন। পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম সুহৃৎ সেই খনকসত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

১৪৮তম অধ্যায়

জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সংবৎসর পূর্ণ হইলে দুর্ম্মতি পুরোচন তাহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; আমাদের কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয়জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যেদিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজনন্দিনী দানপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক অভিমত পানভোজন সমাধান করিয়া কুন্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া অন্নলাভ-প্রত্যাশায় পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কুন্তীভোজ-দুহিতা দয়ার্দ্র-চিত্তে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পান-ভোজন করাইলেন। নিষাদী পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেইস্থানেই অবস্থান করিল। এদিকে ক্রমে রজনী অধিক হইল; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত; তৎকালে ভগবান সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে অগ্নি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত খনকনির্ম্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হুতাশনের উগ্রতাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরগণ জাগরিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, “দেখ, দুরাত্মা পুরোচন পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকলঙ্ক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে নিরপরাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুরাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছেন; পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক, উহার কি দুর্বুদ্ধি!! ঐ দুরাত্মা পরমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতুষ্পপুত্রগণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ করাইল।” বারণাবত-নগরস্থ লোকগণ

দাহ্যমান জতুগৃহের চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণের পলায়ন

এদিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ত দিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রজনীজাগরণ, তাহাতে আবার গৃহদাহভয়। ভীম ব্যতীত সকলেই দ্রুতগমনে অশক্ত হইয়া পদে পদে স্বলিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদার মাতাকে স্কন্ধাদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরুদল ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

১৪৯তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের গঙ্গাপার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর হইতে বনে পলায়ন করিলে মহাত্মা বিদূর একজন সুবিশ্বস্ত পুরুষকে তাঁহাদের নিকটে পঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল যে, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাণ করিতেছেন। অলৌকিক-ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বিদুর অগ্রেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত বুঝিতে পারেন, পরে তাহার চরও বুঝিতে পারে, এ কারণ সে প্রিয় হয়; সুতরাং তাঁহাকেই পাণ্ডবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথীকুলে মনোমারুতগামিনী যন্ত্রপতাকাশালিনী (যন্ত্রচালিত ও পালযুক্ত) বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদের বারণাবতে আসিবার সময়ে বিদুর যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সাঙ্কেতিক বাক্যে প্রতীতি জন্মাইয়া কহিল, "হে মহানুভব! সর্ব্বোর্থবেত্তা মহাত্মা বিদুর আপনাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা কর্ণ, ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজিত করিবে।' হে মহাত্মন! এই তরঙ্গসহা সুখগামিনী তরণী উপস্থিত, ইহার দ্বারা আপনারা নিঃসন্দেহ। এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে পরিবেন।"

অনন্তর নাবিক মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণকে সাতিশয় ব্যথিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। গমনকালে নাবিক কহিল, "মহাত্মা বিদুরের উদ্দেশে আপনাদিগকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিয়াছেন যে, গমনকালে পথে যেন কোন বিপদ না ঘটে।" বিদুরপ্রেরিত নাবিক এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপুরঃসর বিদায় প্রার্থনা করিল। তখন পাণ্ডবগণ বিদুরকে আপনাদের প্রণাম জানাইতে কহিয়া নাবিককে বিদায় দিলেন। নাবিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, পাণ্ডবগণও মাতৃসমভিব্যাহারে অতি সত্বর তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

১৫০তম অধ্যায়

জতুগৃহদাহে কৌরবদিগের কপট শোক

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়া অগ্নিনির্ব্বাণানন্তর দেখিল যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে এবং অমাত্যপুরোচন ভস্মসাৎ হইয়াছে। তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "হায়! পাপকর্ম্ম দুর্য্যোধনই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। এই কর্ম্ম অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে হইয়াছে। তিনিও স্বীয় পুত্রকে ঐ গর্হিতানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করেন। নাই; মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহারাই বা কি বলিয়া এই নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমোদন করিলেন? যাহা হউক, আইস, আমরা দুরাচার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট "তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ বলিয়া সংবাদ পাঠাই।"

তদনন্তর পৌরগণ পাণ্ডবগণের অন্বেষণার্থে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে করিতে ভস্মীভূত নিরপরাধ নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্রকে দেখিতে পাইল; তাহারা উহাদিগকেই পঞ্চপুত্রসমবেত কুন্তী বলিয়া স্থির করিল। খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গর্ত পাংশু দ্বারা এরূপ পুরাইয়া দিল যে, কেহই উহার বিন্দুবিসর্গমাত্রও অনুসন্ধান পাইল না। তৎপরে পৌরগণ গৃহদাহে মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পাঠাইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশবার্তা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! মাতৃসমবেত যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ বিনষ্ট হওয়াতে এত দিনের পর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু মৃত হইলেন। মদীয় অধিকৃত পুরুষেরা অতি ত্বরায় বারণাবত নগরে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের ও কুন্তিরাজপুত্রী কুন্তীর সৎকার করুক এবং তাঁহাদিগের স্বর্গার্থে তথায় বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করুক। আর যাহারা ঐ স্থানে মরিয়াছে, তাহাদের সুহৃদবর্গও তথায় গমন করুক। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ধনব্যয় দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণের পারিত্রিক হিতসাধন যতদূর হইতে পারে, তাহাতে যেন কোন প্রকারে ত্রুটি না হয়।"

অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ পরিদেবনা (শোক) নন্তর জ্ঞাতিবর্গসমভিব্যাহারে সমাতৃক পাণ্ডুনন্দনগণের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলেই শোকপরবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ হা যুধিষ্ঠির! হা! ভীমসেন! হা অর্জুন! হা নকুল! হা সহদেব!" এবং 'হা কুন্তি!' বলিয়া শোক করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের নাম করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল। কেবল সর্ব্ববৃত্তান্তজ্ঞ বিদুর লোক-প্রত্যয়ের নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে বহির্গমনানন্তর নৌকারোহণপূর্ব্বক নাবিকগণের ভুজবল, নদীর স্রোতো বেগ ও বায়ুর অনুকূলতাবশতঃ অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্মণ্ডল নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাহারা পথিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া

একান্ত পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত পিপাসার্ত্ত এবং নিদ্রান্ধ হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, “দেখ, এই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে আমাদের সাতিশয় কষ্ট হইতেছে, আমরা কোন প্রকারেই দিকনির্ণয় করিতে পারিতেছি না; চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি, সেই দুরাত্মা পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না, এক্ষণে কিরূপে এই বিষম ভয় হইতে বিমুক্ত হই? তুমি আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, অতএব তুমিই পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে লইয়া চল।” মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে স্বীয় জননী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

১৫১তম অধ্যায়

পথশ্রান্তা কুন্তীর জন্য জলাহরণ

মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনের গমনকালে তদীয় উরুবেগে বনস্থ বৃক্ষসকল শাখা-প্রশাখার সহিত কম্পমান হইতে লাগিল। তাঁহার জঙ্ঘাপবনে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও লতা-সকল ভূতলশায়ী হইল। তিনি সমীপস্থ ফলপুষ্পপাবনত বৃক্ষ-সমুদয় ভগ্ন করতঃ গমন করিয়া ক্রোধান্বিত, তেজস্বী, মদস্রাবী ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবগণ ভীমের গমনবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। ভীমসেন উন্নত ও বিষম প্রদেশে স্বীয় জননী কুন্তীকে অতি সাবধানে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহারা অতি কষ্টে অনেক বন অতিক্রম করিয়াও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছন্নবেশে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল; ঐ সময়ে তাহারা আর এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যে জল বা কোন প্রকার ফলমূল কিছুই নাই। উহার চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তু ও ক্রূর পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অন্ধকার সমুপস্থিত হইল, অকস্মাৎ প্রবল বায়ু দ্বারা বৃক্ষের ফল-পত্র পতিত বৃক্ষগুল্মাদি উৎপাটিত ও অবনমিত হওয়ায় দশদিক একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

পাণ্ডবগণ পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্তও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া গমনে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা সেই আহার্য্যদ্রব্যশূন্য বনে অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর কুন্তী নিতান্ত তৃষাতুর হইয়া স্বকীয় পুত্রদিগকে কহিলেন, ‘হায়! আমি পাণ্ডবগণের মাতা হইয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলাম।” ভোজরাজনন্দিনীর ঐ প্রকার কাতরোক্তিশ্রবণে মাতৃভক্তিপরায়ণ ভীমসেনের মন কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিয়া আর এক পরমরমণীয় কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন সেই বিপুল ন্যগ্রোধপাদপমূলে মাতা ও ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, “আপনারা এই স্থানে ক্ষণেক বিশ্রাম করুন, আমি জল অন্বেষণার্থে গমন করি। ঐ দেখুন, জলচর সারস্যগণ কলস্বরে ধ্বনি করিতেছে। বোধ হয়, অনতিদূরেই অতি বৃহৎ জলাশয় আছে।” তাহাদিগকে এই কথা কহিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সারসগণের কলরবানুসারে ক্রোশদ্বয় গমন করিয়া এক বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান ও জলপান-করণানন্তর মাতা ও ভ্রাতাদিগের

নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয়-বস্ত্রে করিয়া জলগ্রহণপূর্ব্বক মুহূর্তমধ্যে তাঁহাদের সমীপে সমাগত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, মাতৃসমবেত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ধরণীতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছে।

কুন্তী প্রভৃতির ক্লেশে ভীমের ক্ষোভ

তাঁহাদিগের সেই অবস্থা-দর্শনে ভীমসেনের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়, কি কষ্ট ! আমার কি অদৃষ্ট! আজি ভ্রাতাদিগকে ধরাতালে নিদ্রিত দেখিতে হইল। বারণাবত নগরে দুগ্ধফেন-সন্নিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তাঁহারা ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া অনায়াসে সুষুপ্ত হইয়াছেন!! হায়, কি পরিতাপের বিষয়! যিনি শত্রুঘাতী বসুদেবের ভগিনী, যিনি কুন্তরাজের পুত্রী, যিনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, যিনি মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের স্নুষা, যিনি মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, যিনি আমাদিগের জননী, যিনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রভাবশালিনী এবং যিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন, আদ্য সেই সুকুমারাঙ্গী মহার্হশয়নোচিতা (মহাশূল্য শয্যায় শয়নের যোগ্য) কুন্তীকে ভূতলশায়িনী দেখিতে হইল! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? যে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ত্রিলোকীরাজ্যের আধিপত্য পাইতে পারেন, তিনি পরশ্রান্ত হইয়া ভুতলে শয়ন করিয়া আছেন। নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামলবর্ণ আলোকসামান্য অর্জুন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা? যে মাদ্রীনন্দনদ্বয় অশ্বিনীন্তনয়ের ন্যায় রূপবান, সেই ইহারা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া অনাআসে নিদ্রা যাইতেছেন। ইহার পর আর দুঃখ কি আছে? যাহার কুলকলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরমসুখে কালযাপন করে। গ্রামে জ্ঞাতিশূন্য একটিমাত্র বৃক্ষ থাকিলে সে পুষ্পফলোপশোভিত হইয়া চৈত্য নামে খ্যাত ও সকলের পূজিত হয়। যাহাদের বলবান পরমধার্মিক জ্ঞাতিসকল থাকে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে বাস করে। আমাদের এমনই দূরদৃষ্ট যে, পরমসুহৃৎ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; কেবল দৈবের অনুকূলতায় একাল পর্য্যন্ত আমরা জীবিত আছি। দারুণ অগ্নিভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু এক্ষণেও এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দিকে যাইব বা কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হা দুরাত্মন, কুরুকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন! তুই এত দিনের পর কৃতার্থ হইলি। নিশ্চয় জানিলাম, তোর দৈব সুপ্রসন্ন, তন্নিমিত্তই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করেন না। যদি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ একবার ইঙ্গিতে আমাকে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে অমাত্য, সহোদর, কর্ণ ও শকুনি-সমভিব্যাহারে শমন-ভবনে পাঠাই।" মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পিত্যকলেবর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক করে করে মর্দন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় ক্রমে ক্রোধ-শুন্য হইয়া সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ইতরের ন্যায় মহীতলে সুষুপ্ত মাতা ও ভ্রাতাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে। এক্ষণে ইহাদের জাগরণসময়, কিন্তু ইঁহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন, কি করি, আমি জাগিয়া থাকি, ইঁহারা

নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া জলপান করিবেন।” এই বলিয়া ভীমসেন তথায় অপ্রমত্তভাবে জাগরিত হইয়া রহিলেন।

জতুগৃহদাহ-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৫২তম অধ্যায়

হিড়িম্ববধপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ বনের অনতিদূরবর্তী স্থানে এক বিশাল শালবৃক্ষ ছিল। তদুপরি মহাবল-পরাক্রান্ত নরমাংসাশী হিড়িম্বনামা রাক্ষস বাস করিত। ঐ দুরাত্মা অত্যন্ত ক্রূর ও জলদকালের জলধরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। উহার শরীর সুদৃঢ়, চক্ষুদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, মুখ অতি ভীষণ, দন্তজাল, মুজাজ্ঘল বিশাল ও জঠর লম্ববান, শ্মশ্রুগুঞ্চ ও শিরোরুহ(কেশ), তাম্রবর্ণ, স্কন্ধ প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড-সদৃশ ও কর্ণদ্বয় রাসভশ্রবণোপমহ (গাধার কানের ন্যায়) ছিল। রাক্ষস বৃক্ষে বসিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবদিগকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল। দুরাত্মা বহুদিবসাবধি মনুষ্য-শোণিত পান করে নাই, বিশেষতঃ তৎকালে সাতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়াছিল, মনুষ্যগন্ধ আঘ্রাণে ও পাণ্ডবদিগের দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইল। পরে উর্দ্ধাঙ্গুলি দ্বারা শিরঃকণ্ডূতি (মাথা চুলকান) করিতে করিতে মুখবাদনপূর্ব্বক জৃম্ভণচ্ছলে বারংবার তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পাণ্ডবসমীপে হিড়িম্বার আগমন

হিড়িম্বা পাণ্ডবগণের মাংসভক্ষণ ও রুধির-পান করিবার নিমিত্ত
সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "ঐ দেখ, বহুদিনের পর আমার পরম ভক্ষ্যসকল স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়াছে, উহাদিগের দর্শনে আমার জিহ্বা হইতে জল নিঃসৃত ও মুখ বিচলিত হইতেছে। অদ্য আমি বহুদিনের পর সুকোমলমাংসযুক্ত মনুষ্যদেহে সুতীক্ষ্ণ বিশাল দশন নিমগ্ন করিব; মনুষ্যকণ্ঠ আক্রমণ ও ধমনী চ্ছেদনপূর্ব্বক অভিনব কবোষ্ণ (অল্প নরম) ফেনিল রুধির পান করিয়া চরিতার্থ হইব। তুমি শীঘ্র গিয়া জান, উহারা কে? উহাদের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমার পরম পরিতোষ হইতেছে। শীঘ্র যাও, উহাদের সকলকে বধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। উহারা আমার অধিকারে নিদ্রিত রহিয়াছে, ভয় করিও না। যাও, ত্বরায় উহাদিগকে মারিয়া আন। আমরা দুইজনে একত্র হইয়া নরমাংসভক্ষণে উদর পূর্ণ ও পরমপরিতোষে। তালপ্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিব।"

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মাতৃসমেত পাণ্ডবচতুষ্টয় নিদ্রিত আছেন, কেবল একাকী ভীমসেন জাগরিত হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। রাক্ষসী বিশাল শালবৃক্ষসদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনের আলোকসামান্য রূপলাবণ্য-দর্শনে সাতিশয় কামার্তা হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই মহাবাহু, সিংহস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব, কমলনয়ন, সুরূপ, যুবা পুরুষকে আমি পতিত্বে বরণ করিব। আমি কখনই ভ্রাতার ক্রূরবাক্যানুসারে কার্য্য করিব না। পতিস্নেহ সোদরস্নেহ অপেক্ষা বলবান; বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত করিলে মাংসভক্ষণ ও রুধিরপান দ্বারা আমার ক্ষণকালমাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই যুবা পুরুষকে পতিত্বে বরণ করি, তাহা হইলে আমি চিরকাল পরমসুখভোগে কালাহরণ করিতে

পারিব।” কামরূপিণী হিড়িম্বা মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মুহূর্তমধ্যে দিব্যাভরণভূষিতা ষোড়শবর্ষীয়া কামিনীর বেশধারণপূর্ব্বক মৃদুমন্দগমনে ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনত সহাস্যবদনে গদ্‌গদস্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, “হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই যে দেবরূপী পুরুষগণ ধরাতালে শয়ান রহিয়াছেন, ইহারা তোমার কে? আর এই যে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ-রূপশালিনী সুকুমারী আপনার গৃহের ন্যায়। এই নির্জন বনে বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই বা তোমার কে, শুনিতে ইচ্ছা করি। তোমরা কি জান না যে, এই গহনবন। রাক্ষসগণের আবাসস্থান? ইহাতে হিড়িম্বনামে এক পাপাত্মা রাক্ষস বাস করে। সেই দুরাত্মা আমার ভ্রাতা; সে তোমাদিগের মাংসভক্ষণ ও রুধিরপানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের বন্ধসাধনার্থে আমাকে পাঠাইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি, হে ধর্মাত্মন! এক্ষণে যাহা তোমার উচিত হয়, কর। আমি কামাতুরা হইয়া স্বয়ং তোমাকে বরণ করিবার প্রার্থনা করিতেছি, হে মহাত্মন! বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সফল কর। হে মহাবাহো! আমি স্বীকার করিতেছি, দুরন্ত রাক্ষসভয় হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিব। আমি কি জল, কি স্থল, কি অম্বরতল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি, তোমাকে লইয়া গিরিদুর্গমধ্যে বাস করিব; তুমি আমার সহিত একত্র থাকিলে পরমহ্লাদে কালযাপন করিতে পরিবে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া অধ্যনীর মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।”

মহাত্মা ভীমসেন হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, “হে রাক্ষসি! আমি তোমার কথায় কিরূপে এই গহন কাননমধ্যে মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর ও অনুজগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি? মদ্বিধ লোক কি কামার্ত হইয়া এই সমস্ত সুখপ্রসুপ্ত মাতৃসমবেত ভ্রাতৃগণকে রাক্ষসমুখে প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে?” হিড়িম্বা কহিল, “হে ধর্ম্মাত্মন! তোমার যাহাতে প্রীতি জন্মে, আমি তদনুষ্ঠানে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। তুমি ইহাদিগকে জাগরিত কর; আমি সকলকেই নরমাংসাদ রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব।” ভীমসেন কহিলেন, “হে রাক্ষসি! আমি তোমার দুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে সুখ-প্রসুপ্ত জননী ও ভ্রাতৃগণকে কখনই প্রবোধিত করিতে পারিব না। হে ভীরু! কি রাক্ষস, কি মানব, কি গন্ধর্ব্ব, কেহই আমার পরাক্রান্ত সহ্য করিতে সমর্থ নহে, আমি কাহাকেও ভয় করি না; অতএব তুমি এই স্থানেই থাক বা এখান হইতে গমন করিয়া তোমার ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দাও, যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি সকল বিষয়েই সম্মত আছি, কিছুতেই কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করি না।”

১৫৩তম অধ্যায়

পাণ্ডবাবধার্থ হিড়িম্ব রাক্ষসের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! এদিকে উর্দ্ধকেশ, মহাবাহু, নিবিড়-কাদম্বিনীতুল্য (ঘন কেশ সমৃদ্ধ)-কলেবর, লোহিত্যনয়ন, বিকটদশন, ভয়ঙ্করবদন, দুরাত্মা হিড়িম্ব স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং পাণ্ডবসমীপে গমন করিতে লাগিল। হিড়িম্বা তদর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া ভীমসেনকে কহিল, “হে মহাত্মন! ঐ দেখুন,

নরমাংসলোলুপ মদীয় সহোদর দুরাত্মা হিড়িম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আর নিস্তার নাই; এক্ষণে বিনয় করিয়া কহিতেছি, দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন; সকলকে জাগরিত করিয়া ত্বরায় আমার নিত্বদেশে আরূঢ় হউন, আমি আপনাদিগকে লইয়া আকাশমাগে উড্ডীন হই।” ভীমসেন কহিলেন, “হে পৃথুশ্রোণি! কিছুমাত্র ভয় করিও না, স্থির হও, দেখ, তোমার সমক্ষেই দুরাত্মাকে এখনই বধ করিব; এই একাকী রাক্ষসাধমের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত রাক্ষসকুল একত্র হইয়া আসিলেও করিশুণ্ডসন্নিভ এই ভুজযুগল, পরিঘতুল্য এই উরুদ্বয় ও বিশাল এই বক্ষঃস্থল দর্শন কর; আর ইন্দ্রসদৃশ মদীয় অতুল পরাক্রমও অচিরে দেখিতে পাইবে। হে পৃথুনিতম্বিনি!! মনুষ্য বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না।” হিড়িম্বা কহিল, “হে দেবরূপ নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছি না; এই দুরাত্মা সর্ব্বদাই মানবদিগকে অনায়াসে পরাজিত করে, এই নিমিত্ত ভীত হইয়া তোমাদিগকে লইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছিলাম।”

রাক্ষস দূর হইতে ভীমসেনের কথা সমস্তই শুনিতে পাইয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবরে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, হিড়িম্বা মানুষীর বেশ ধারণ করিয়াছে; তাহার বদন পূর্ণশশিসম, কবরী পুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত, ভ্রূ, চক্ষু ও কেশও মনোহর এবং সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্রাভরণভূষিত ও পরিধানে সূক্ষ্ম বস্ত্র। হিড়িম্ব তাহাকে তাদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া কামুকী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিল। তখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বিপুল নেত্রদ্বয় বিস্ফারণপূর্ব্বক ভগিনীকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, ‘অরে বিপ্রিয়কারিণি (বিরুদ্ধচারিণী) হিড়িম্বে! তুই আমার ভোজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিস? আমার ক্রোধ কি একেবারে বিস্মৃতি হইলি ? রে রাক্ষসকুলকলঙ্কিনী পরপুরুষাভিলাষিণী অসতি! তোকে ধিক্! তুই যাহার আশ্রয়বলে আমার এই মহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলি, আমি তাহাকে তোর সমক্ষে এখনই বধ করিতেছি।” হিড়িম্ব ভগিনীর উপর এই প্রকার তর্জন-গর্জন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে দৃঢ়তররূপে দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান দেখিয়া, ‘রে দুরাত্মন! তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিয়া তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন এবং উপহাস করিয়া কহিলেন, “অরে হিড়িম্ব! তুই কি নিমিত্ত বৃথা গর্জন করিয়া এই সুখ-প্রসুপ্ত জনগণের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছিস, আর কি নিমিত্তই বা স্বীয় ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছিস ? ক্ষমতা থাকে, আয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর; তোর ভগিনীর অপরাধ কি? শরীরান্তশ্চারীই (শরীরমধ্যে মনে নিবাসশীল) অনঙ্গই অপরাধী, তাহারই দুর্জয় কুসুমশরে জর্জরিত হিইয়া হিড়িম্বা আমাকে অবিলাষ করিয়াছে। ইহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; জানিস না, তুই স্বয়ং ইহাকে আমার নিকটে পঠাইয়াছিস? এ এখানে আগমন করিয়াই আমার রূপলাবণ্য-দর্শনে কন্দর্পবাণে মোহিত হইয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন ও অবশ্যই আমার রক্ষণীয়। রে রাক্ষসকুলকলঙ্ক দুষ্টাত্মন! তুই কি সাহসে আমি জীবিত থাকিতে আমার স্ত্রীর প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিস? যোগ্যতা থাকে, আসিয়া আমার সঙ্গে সংগ্রাম কর, আমি এক্ষণেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। রে নরমাংসলোলুপ দুর্ব্বত্ত রাক্ষস ! আমি আজ তোর মস্তক চুর্ণ করিব; শ্যেন, কঙ্ক, গোমায়ু প্রভৃতি জন্তুগণ পরমহ্রাদপূর্ব্বক তোর

ধরণীলণ্ঠিত মৃতদেহ আকর্ষণ করিবে। রে রাক্ষসাধম! তুই নিত্য নিত্য নরহত্যা করাতে এই বন পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি অদ্য মুহুর্তকালমধ্যে ইহা রাক্ষস শুন্য করিব। যেমন সিংহ মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অদ্য তোর ভগিনীর সমক্ষে তোকে আকর্ষণ করিব। রে রাক্ষসকুলাঙ্গার! অদ্য আমার হস্তে তোর মৃত্যু হইলে অরণ্যচারী পুরুষগণ নিঃশঙ্কচিত্তে এই বনে বিচরণ করবে।” হিড়িম্ব কহিল, “রে নরাপসদ (মনুষ্যাধম)! তুই কেন অকারণ গর্জন করিতেছিস? অগ্রে স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, পরে আত্মশ্লাঘা করিস। আমা অপেক্ষা বলবান বলিয়া যে তোর অহঙ্কার হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা চূর্ণ করিব। আমি এই নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে এখন কিছুই বলিব না, ইহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাউক; অগ্রে তোকে বধ করিয়া তোর রক্ত পান করি, পরে এই নিদ্রিতদিগকে, তৎপর এই অপ্রিয়কারিণী পাপীয়সী ভগিনীকে সংহার করিব।”

রাক্ষস এইরূপ তর্জন-গর্জন করিয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক ক্রোধাভরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম রাক্ষসকে সম্মুখাগত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন এবং যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে সে স্থান হইতে অষ্ট ধনু অন্তরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে ধারণ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর জননীসমবেত নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গভয়ে পুনর্ব্বার তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তাহারা দুইজনে পরস্পর আকর্ষণ ও স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ষষ্টিবর্ষবয়স্ক (৩২হাত) ক্রোধান্বিত মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ভঞ্জন ও লতা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ভীষণ গর্জনে মাতৃসমবেত পাণ্ডবচতুষ্টয় জাগরিত হইয়া সম্মুখস্থতা হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

১৫৪তম অধ্যায়

ভীম হিড়িম্বের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে কুন্তী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত জাগরিত হইয়া সমীপস্থিতা হিড়িম্বার অতিমানুষ রূপদর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সান্ত্ববাদপূর্ব্বক হিড়িম্বাকে সম্বোধন করিয়া সুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বরববরর্ণিনি! তুমি কে? কাহার পত্নী ? কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ? হে দেবগর্ভাভে (সুরনারী-সদর্শি)! তুমি কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কি কোন অপ্সরা? আর কি জন্যই বা এ স্থানে রহিয়াছ ? সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল।” হিড়িম্বা কহিল, “হে দেবি! এই যে গগনস্পর্শী বৃক্ষরাজিসামাকুল সুনীল-জলধার-সদৃশ শ্যামল অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব ও আমার আবাসস্থান। ঐ রাক্ষসরাজ আমার সহোদর, সে তোমাকে ও তোমার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে এই স্থানে আমাকে পাঠাইয়াছিল। আমি সেই ক্রূরবুদ্ধির বচনানুসারে এখানে আসিয়া তপ্তকাঞ্চনসদৃশ-কলেবর, মহাবলপরাক্রান্ত তোমার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলাম। হে শুভে! তাহাকে দেখিবামাত্র আমি সর্ব্বভূতচিত্তচারী ভগবান

কুসুমচাপের (কাম) শরসন্ধানের বশবর্তিনী হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলাম, আমি তোমাদিগকে লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পুত্র কোনমতেই আমার বাক্যে সম্মত হইলেন না। হে ভদ্রে! এ স্থানে আমার অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমার ভ্রাতা তোমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিয়াছিল। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র বলপূর্ব্বক এ স্থান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। ঐ দেখ, তাহারা দুই জনে পরস্পর গর্জন ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন।”

হিড়িম্বার বচন-শ্রবণমাত্র মহাবীর্য্য যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সত্বর ভীমসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও রাক্ষস পরস্পর জয়াশা করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন।

হিড়িম্বার বচন-শ্রবণমাত্র মহাবীর্য্য যুধিষ্ঠীর, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সত্বর ভীমসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও রাক্ষস ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদিগের চরণাঘাতে পার্থিব ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দাবাগ্নিধূমের শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহারা বসুধারেণুপরিবীতাঙ্গ (ধূলিধূসরিত) হইয়া নীহারমণ্ডিত শৈলরাজদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তখন মহাবলশালী অর্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসের যুদ্ধে ব্যথিতপ্রায় দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহু ভীমসেন! তুমি কি এই দুর্বৃত্ত রাক্ষসের নহিত যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় পরশ্রান্ত হইয়াছ? ভয় নাই, আমি তোমার সহায়তা করিতেছি, নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করুক।” ভীম কহিলেন, “ভ্রাতঃ! কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধ দর্শন কর; এই দূরাত্মা আমার হস্তগত হইয়াছে আর ইহার নিস্তার নাই।” অর্জুন কহিলেন, “হে ভীম!! আর বিলম্ব করিও না; পাপাত্মা রাক্ষসকে শীঘ্রই নিপাত কর; আমাদের এ স্থান হইতে অতি ত্বরায় প্রস্থান করা কর্তব্য। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ হইয়াছে; অতি শীঘ্রই প্রভাত হইবে। দিবাভাগে রাক্ষসগণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে; হে বৃকোদর! সত্বর হও; আর বৃথা ক্রীড়া করিও না; উহাকে শীঘ্র বধ কর; কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ঐ দুরাত্মা মায়া প্রকাশ করিবে।”

মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন অর্জুনের বচন-শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় জনক বায়ুকে আহ্বান করিয়া তদীয় জগৎসংহারক বল গ্রহণ করিলেন এবং সেই নীলাম্বুদশ্যামল (ঘোর কৃষ্ণমেঘ) রাক্ষসের প্রকাণ্ড দেহ উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক মহাবেগে ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিলেন, “আরে দুষ্ট নিশাচর! তুই বৃথা এতকাল মাংসভক্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিস, তোকে ধিক; অতএব তোকে এক্ষণেই অপঘাতে সংহার করিয়া এই বন নিষ্কণ্টক ও মঙ্গলযুক্ত করিব। আর তুই নরহত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না।” অর্জুন কহিলেন, “হে ভীমসেন! যদি এই রাক্ষসকে তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল, আমি তোমায় সাহায্য করিতেছি। ইহাকে শীঘ্র সংহার কর অথবা আমি ইহাকে বিনাশ করিতেছি। তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।”

ভীম কর্ত্তৃক হিড়িম্ব-বধ

অর্জ্জুনের এই বাক্য-শ্রবণে ভীমসেনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পশুর ন্যায় বধ করিলেন। হিড়িম্ব মরণকালে ভয়ঙ্করস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার গভীর গর্জ্জন দ্বারা সেই মহারণ্য পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে বৃকোদর রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া তাহার মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস নিহত হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবচতুষ্টয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পরম সমাদরপূর্ব্বক ভীমসেনকে ধন্যবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন। তখন অর্জ্জুন পরম আহ্লাদ অরাতিবিনাশন বৃকোদরকে পূজা করিয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন! বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে, চল, আমরা ত্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। কি জানি, দুরাত্মা দুর্য্যোধন কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদের অনুসন্ধান পাইলেও পাইতে পারে।" তাহারা সকলেই অর্জ্জুনের বাক্য অনুমোদন করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী হিড়িম্বাও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে চলিল।

১৫৫তম অধ্যায়

ভীম-হিড়িম্বা-মিলন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! ভীমপরাক্রম ভীমসেন হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, "রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া বৈরানির্য্যাতন করে; অতএব রে নিশাচরি।! তোর আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয় সহোদরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমনভবনে যাত্রা কর।" ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিয়া কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীহত্যা করিও না। হে পাণ্ডব! শরীররক্ষা অপেক্ষা ধর্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেই দুরাত্মা হিড়িম্বই আমাদিগকে বধ করিবার মানসে আসিয়াছিল, তাহাকে তা তুমি বিনষ্ট করিয়াছ; এ তাহার ভগিনী, এ ক্রুদ্ধ হইলেই বা আমাদের কি করিতে পরিবে?"

হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধদর্শনে সাতিশয় বিষণ্ন হইয়া যুধিষ্ঠিরসমক্ষে কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "আর্য্যে! অবলাজন অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইলে কিরূপ দুঃখভোগ করে, তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। হে মাতঃ! আমি ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি সে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, আমি সুখপ্রত্যাশায় এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমার সেই সুখসম্ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন আমাকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিধেয়। আর দেখুন, আমি স্বকীয় ধর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে যশস্বিনি! যদি সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কিংবা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, অতএব আপনি আমাকে মূঢ়া বলিয়াই হউক বা ভক্তি বলিয়াই হউক কিংবা অনুগত বলিয়াই হউক, অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ভীমসেন আমার পাণিগ্রহণ করেন, তদবিধান করুন। আমি সেই দেবরূপী বৃকোদরকে লইয়া যথেচ্ছ গমন করিব এবং পুনরায় আপনাদিগের সমীপে আনয়ন করিয়া দিব। আপৎকালে আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তদ্দণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আপনাদিগকে বিপদ হইতে

পরিত্রাণ করিব। আপনারা শীঘ্রগমনে অভিলাষ করিলে আমি স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত আমার মিলন করিয়া দিন। আপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক, প্রাণধারণ করা কর্তব্য; কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি কি বিপদ, কি সম্পদ, সর্ব্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন; আপৎকালেই ধার্মিকগণের ধর্ম্মের বিঘ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; অতএব যিনি আপৎসময়েও স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক; লোকে পুণ্যাবলেই জীবিত থাকে; পুণ্য জীবনধারণের একমাত্র উপায়, যে কার্য্য করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দূষণাবহ নহে।”

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার বাক্যশ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন, “হে সুমধ্যমে! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যথার্থ বটে; তুমি সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে কৃতস্নানাহ্নিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিবাভাগে উহাকে লইয়া যথেচ্ছ গমন ও স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও; কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনিয়া দিতে হইবে।” বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য-শ্রবণানন্তর ‘তথাস্তু’ বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং হিড়িম্বাকে কহিলেন, “হে রাক্ষসি! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভে সন্তান না জন্মিবে, ততদিন তোমার সঙ্গে সহবাস করিব।”

ভীমতনয় ঘটোৎকচের জন্ম

মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাহাকে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিল। সে পরামরমণীয় রূপলাবণ্য-প্রদর্শন ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাহার মনোহরণপূর্ব্বক, কখন বা দেবগণের আবাসস্থান মৃগপক্ষ-সঙ্কীর্ণ রমণীয় শৈলশৃঙ্গে, কখন সুপুষ্পিত দ্রুমসমাকীর্ণ বনদুর্গে, কখন প্রফুল্লকমলবনযুক্ত মনোহর সরোবরে, কখন বৈদূর্য্যসিকতাময় (উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ মণিময়) দ্বীপসমূহে, কখন কাননসুশোভিত। সুশীতল জলপরিপূর্ণ গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিত দ্রুমলতাচ্ছাদিত কোকিলকুল-কূজিত কাননকুঞ্জে, কখন মণিকাঞ্চনাঢ্য সাগরপ্রদেশে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন গুহ্যকগণের নিবাসস্থানে, কখন বা তাপসদিগের আশ্রমে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন এইরূপ বিহার করিতে করিতে ভীমের সহযোগে হিড়িম্বা গর্ভবতী হইল। রাক্ষসীরা গর্ভধারণামাত্রেই সন্তান প্রসব করে। হিড়িম্বা গর্ভধারণ করিয়াই এক বিরূপাক্ষ, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাভুজ, মহাধনুর্দ্ধর, অমানুষ পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্রের মুখ অতি বিশাল, কর্ণগর্দভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ ওষ্ঠদ্বয় তাম্রবর্ণ, দর্শন-সকল সুতীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ ও বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ। পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র যৌবনপ্রাপ্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইল এবং সত্বরে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া তাহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন। ঘট শব্দের অর্থ করিমস্তক ও উৎকোচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য; উহার মস্তক করিমুণ্ডের ন্যায় কেশশূন্য ছিল বলিয়া ঐ প্রকার নামধেয় হইল। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান ছিলেন; তাহারাও তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। নিশাচরী হিড়িম্বা আপনার স্বামীসহবাসের সময় অতীত বুঝিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান

করিল। মহাবীর ঘটোৎকচও প্রস্থানকালে বিনয়গর্ভবচনে 'ভৃত্য আপনাদের কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে' বলিয়া গুরুজনের নিকটে বিদায় লইয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন। মহারথ ঘটোৎকচ অপ্রতিমবীর্য্য কর্ণের সহিত সংগ্রামনিমিত্ত ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডুবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

১৫৬তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের ব্যাসসাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ বন্ধলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধন প্রভৃতি তাপস বেশ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানাদেশমধ্যবর্তী পরামরমণীয় কাননপরম্পরা ও মনোহারিণী সরসিজশালিনী (পদ্মপুস্পযুক্ত) সরসী (সরোবর) সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক বহুবিধ মৃগবধ করিতে করিতে সত্বরগমনে চলিলেন। তাঁহারা শীঘ্র গমন করিবার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জননীকে নিজ পৃষ্ঠদেশে বহন করিতে লাগিলেন। গমনকালে তাঁহারা উপনিষৎ, সমস্ত বেদাঙ্গ এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে তাহারা গমন করিতে করিতে একদা পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাহারা মাতৃসমভিব্যাহারে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাসদেব পৌত্রদিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "হে ভারতবংশাবতংসগণ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদিগকে যে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি এবং তন্নিমিত্ত তোমাদের হিতসাধনমানসে এ স্থানে উপস্থিত হইলাম। হে বৎসগণ! বিষন্ন হইও না; তোমরা পরিণামে পরমসুখী হইবে। যদিও ধার্তরাষ্ট্রগণ ও তোমরা আমার পক্ষে উভয়ই সমান, কিন্তু আমি এখন তোমাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণ অপেক্ষাও অধিক মোহ করি। কারণ, দীনগণ ও শিশুজন যথার্থ স্নেহের পাত্র। আমি স্নেহবশে তোমাদের হিতসাধনে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোম রা এই অনতিদূরবর্তী নগরে বাস করিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা কর।"

একচক্রানগরীতে পাণ্ডবগণের বাস

সত্যবতীনন্দন পাণ্ডবগণকে এইরূপ আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া একচক্রানগরীতে গমন, করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে জীবৎপুত্র! এই তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ; ইনি স্বীয় ধর্ম্মবলে ও ভীমার্জ্জুনের ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া যাবতীয় নৃপতিগণকে শাসন করিবেন। ইহারা পঞ্চভ্রাতাই মহাবলপরাক্রান্ত এবং সুস্থমনে ও স্বচ্ছন্দে স্বরাজ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান হইবেন, ভূজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহুদক্ষিণ রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন এবং ভোগসাধন দ্বারা সুহৃদ্বর্গকে সুখী করিয়া পরমসুখে স্বীয় পিতৃ-পৈতামহরাজ্য ভোগ করবেন, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।"

ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুন্তীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে তাহাদিগকে স্থাপনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন! তুমি মাতৃভ্রাতৃসমভিব্যাহারে দেশকালানুসারে কার্য্য করিয়া একমাস এই স্থানে পরমসুখে বাস কর; মাস পূর্ণ হইলে আমি পুনরায় এখানে আগমন করিব।" তাঁহারা সকলেই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া 'যে আজ্ঞা মহাশয়' বলিয়া তাঁহার উপদেশবাক্য স্বীকার করিলেন; ভগবান ব্যাসদেবও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হিড়িম্ববধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৫৭তম অধ্যায়

বকবদ্ধপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণ একচক্রায় বাস করিয়া কি কি কর্ম্ম করিলেন, সবিশেষ কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! পাণ্ডবগণ একচক্রায় ব্রাহ্মণ-নিকেতনে দিবসের অল্পভাগমাত্র বাস করিতেন; অধিকাংশ সময় অনেকানেক সরিৎ, সরোবর, কানন ও অন্যান্য প্রদেশ-সকল নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্তি করিতেন। এইরূপে তাহারা স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা ক্রমে ক্রমে নগরবাসী সমুদয় জনগণের পরম-প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পঞ্চভ্রাতা দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে জননীর নিকটে সমুদয় ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন। ভোজরাজদুহিতা সমস্ত ভক্ষ্যবস্তু প্রথমতঃ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া একভাগ ভীমসেনকে প্রদান করিতেন এবং অন্য ভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে বিভাগপূর্ব্বক চারি ভাগ অপর পুত্রচতুষ্টয়কে প্রদান ও স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একচক্রাপুরে রাক্ষসভীতি

একদা যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় ভিক্ষার্থে গমন করিলেন, ঘটনাক্রমে বৃকোদর জননী-সমভিব্যাহারে আবাসে রহিলেন। তাঁহারা মাতাপুত্রে ব্রাহ্মণের নিকেতনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি সমুপস্থিত হইল। সরলহৃদয়া দয়ার্দ্র-চিত্তা ভোজরাজদুহিতা সেই করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনশব্দ-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, “হে পুত্র! আমরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণ-নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি; ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন; তিন্নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণের উপকার কি প্রকারে করিব, অনুক্ষণ এই চিন্তা করি। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ পুরুষ। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের কোন মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে উহার সাহায্য করিলে যথেষ্ট উপকার করা হয়।” ভীমসেন কহিলেন, “মাতঃ! ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দুঃখের কারণই বা কি, সবিশেষ জানিয়া আইস। যাহাতে ব্রাহ্মণের উপকার হয়, অতি সুদূর হইলেও আমি তাহা সাধন করিব।”

রাক্ষসভয়ে ব্রাহ্মণের বিলাপ

দুইজনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন কুন্তী বদ্ধবৎসা সৌরভেয়ীর ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, দুহিতা

ও পুত্র-সমভিব্যাহারে অধোবদনে উপবেশন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন, "হায়! আমার এই পরাধীন জীবনে ধিক! ইহা নিতান্ত অসার, অনর্থক ও দুঃখের নিদানভূত। এতদিনের পর বুঝিলাম, জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র সুখ নাই; প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতে হয়। দেখ, আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ করেন। এই তিনের অভাবেই অনন্ত দুঃখ ঘটে। কেহ কেহ এই ত্রিবর্গের অভাবের নাম মোক্ষ কহেন। আমার সেই মোক্ষ লাভ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অর্থপ্রাপ্তি নরকভোগের প্রধান কারণ। অর্থলাভ— আকাঙক্ষায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে, অর্থলাভ তদপেক্ষাও দুঃখদায়ক; আর যদি অর্থের উপর একবার মোহ জন্মে, তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, এখন কি করিয়া এই আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইব? পুত্রকলাত্রসমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া নিঃশঙ্ক প্রদেশে গমন করি— প্রিয়ে! তুমি জান, আমি ইতিপূর্ব্বে এই ভয়ে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; তুমি তাহাতে অসম্মত হইলে; আমি পলায়ন করিবার জন্য তোমাকে বারংবার কহিলাম, তুমি কোনমতেই আমার কথা শুনিলে না; তখন তুমি কহিলে যে, ইহা আমার পৈতৃক স্থান, ইহাতে আমার পিতা ও আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। হে দূরাগ্রহে! তোমার পিতা বহুকাল বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অন্যান্য বান্ধবগণও পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর এখানে বাস করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি তৎকালে বন্ধুপরিত্যাগভয়ে আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু এক্ষণে এই সাতিশয় দুঃখকর বন্ধুবিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন কি করিবে? অথবা আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু, আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া কি প্রকারে নৃশংসের ন্যায় স্বচক্ষে আত্মীয়বিনাশ দেখিব? দেখ, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী; তুমি দমগুণসম্পন্না (সংযমশীলা), স্নেহশালিনী ও পরমবন্ধু। আমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার গার্হস্থ্যভাগিনী করিয়াছেন। আমি বেদবিধানানুসারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; তুমি কুলশীলসম্পন্না; বিশেষতঃ অপত্য প্রসব করিয়াছ; আমি কি বলিয়া আপনার জীবনরক্ষার্থে তোমাকে পরিত্যাগ করিব? আর এই অপ্রাপ্তবয়স্ক অজাতশত্রু বালক পুত্রকেও আমি কোনমতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আরও দেখ, ভগবান বিধাতা যে মদীয় কন্যাকে ভর্ত্তুলাভার্থ আমার নিকটে ন্যাসস্বরূপ (গচ্ছিতের মত) রাখিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমি পিতৃগণ-সমভিব্যাহারে দৌহিত্রজ লোক লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতেছি, সেই কন্যাকে আমি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? কেহ কেহ কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকে, কাহারও বা পুত্র অপেক্ষা কন্যাতে অধিক স্নেহ জন্মে, কিন্তু আমি পুত্র-কন্যা উভয়কেই সমান স্নেহ করিয়া থাকি। কন্যা প্রসব দ্বারা জগৎ রক্ষা করে, অতএব আমি কি করিয়া আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সেই অপাপা বালাকে পরিত্যাগ করিব? আমি স্বয়ং প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেও পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, যেহেতু আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর অবশ্যই ইহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। দেখ, যদি ইহাদিগের একজনকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়, আর যদি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেও আমা ব্যতিরেকে ইহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। হায় কি কষ্ট! অদ্য আমি সবান্ধবে কি দুর্দশাগ্রস্ত হইলাম! আমাকে ধিক।

ইহাদের সমভিব্যাহারে প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই!”

১৫৮তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণীর সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! ব্রাহ্মণের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, “মহাশয়! আপনি বিদ্বান হইয়াও কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন? দেখুন, যে সমস্ত মানব ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলকেই একবার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই, অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী, কোনমতে খণ্ডিবার নহে, তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কর্তব্য হয় না। হে বিদ্বান! শাস্ত্রকারেরা কহেন, কি ভার্য্যা, কি পুত্র, কি দুহিতা সকলই আপনার নিমিত্ত; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আমি স্বয়ং তথায় যাইব, কারণ, প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিতসাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ আমি আপনার নিমিত্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর দেহত্যাগরোপ এই কর্ম্ম করিলে পরলোকে অক্ষয় সদগতি ও ইহলোকে অপরিমিত যশোরাশি লাভ করিতে পারিব। আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, ইহাতে আপনার প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও ধর্ম্মলাভ হইবে। দেখুন, লোকে যে নিমিত্ত পত্নী কামনা করে, আপনার তাহা হইয়াছে, আপনি আমাতে এক কন্যা ও এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি অনৃণা (সন্তানজননে পিতৃঋণমুক্তা) হইয়াছি। আমার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে পর আপনি অনায়াসে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পরিবেন; কিন্তু আপনি না থাকিলে আমাদের দুর্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। আমি বিধবা, অনাথা ও অসহায়া হইয়া কিরূপে সৎপথাবলম্বনপূর্ব্বক এই শিশু কুমার ও কুমারীকে বাঁচাইতে পারিব? সাতিশয় অহঙ্কৃত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিরাও এই কন্যাকে প্রার্থনা করিলে আমি কোনমতে রক্ষা করিতে পারিব না। যেমন পক্ষিগণ ভূমিনিহিত আমিষখণ্ড-গ্রহণে সাতিশয় লোলুপ হয়, সেইরূপ অধার্মিক লোকেরা পতিবিহীনা কামিনীকে বাসনা করে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যখন দুরাত্মাগণ অনাথা দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন আমি কিরূপে আপনার ধর্ম্মরক্ষা করিব? আর আপনার কুলরক্ষার এক হেতু এই কন্যাকেই বা কিরূপে পিতৃপিতামহসেবিত পথে নিযুক্ত করিতে পারিব? আপনি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা, আপনি এই বালককে যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পরিবেন, আমি কোনমতেই সেরূপ পারিব না। ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা বেদশ্রুতিগ্রহণেচ্ছ (বেদাধিকারলাভে অভিলাষী) শূদ্রদিগের ন্যায় আপনার এই কন্যা প্রার্থনা করিবে? আমি যদি তাহাতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে যেমন কাকগণ যজ্ঞ হইতে যজ্ঞীয় দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, দুরাত্মারা সেইরূপ অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া লইবে, সন্দেহ নাই। হে ব্রাহ্মন! আমি এই পুত্রকে আপনার অনুরূপ গুণসম্পন্ন, এই কন্যাকে অনুপযুক্ত পাত্রের হস্তগত এবং আপনাকে অহঙ্কৃত জনগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত দেখিয়া কখনই জীবনধারণ করিতে পারিব না। আমাদের অভাবে এই বালক ও

বালিকা অবশ্য প্রাণত্যাগ করবে। জলক্ষয় হইলে মৎস্য অবশ্যই বিনষ্ট হয়। হে নাথ! এইরূপে আপনার মরণে আমাদের তিন জনেরই মৃত্যু হইবে নিশ্চয় জানিবেন; অতএব তাহা না করিয়া কেবল আমাকেই পরিত্যাগ করুন। পুত্রবতী রমণীর পতির অগ্রে পরলোকযাত্রা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আপনার নিমিত্ত এই পুত্র, দুহিতা, বান্ধব ও স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। পতিপরায়ণা স্ত্রী পতির হিতসাধন করিয়া যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞ, তপ, দান ও নিয়মাদি দ্বারা কদাচ তাদৃশ ফললাভ করিতে পারে না; আমি যে ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি, ইহা আপনার ও আপনার কুলের ইষ্ট ও হিতকর। সজ্জনেরা কাহেন যে—ইষ্ট, অপত্য, অভিলষিত দ্রব্য, প্রিয় বন্ধু ও প্রণয়িনী ভার্য্যা এই সমস্ত আপদনিবারণের নিমিত্ত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের এই উপদেশবাক্য আছে যে, আপদনিবারণের নিমিত্ত ধনসঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে এবং কি ভার্য্যা, কি ধন, যাহা দ্বারা হউক, আত্মরক্ষণে সর্ব্বথা যত্নবান হইবে। ভার্য্যা, পুত্র, ধন ও গৃহ এই চতুষ্টয় দৃষ্টাদৃষ্ট (ইহা পর-ঐহিক পারিত্রিক) ফললাভের নিমিত্ত হয়; অতএব এই সমস্ত দ্বারা দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল সাধন করিবে। আর তাঁহারা কহিয়াছেন যে, সমস্ত কুলক্ষয় করিয়াও যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও মনুষ্যের পক্ষে কর্তব্য; কারণ, আত্মার সমান আর কেহই নাই; অতএব আপনি আমাকে এই পরমহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করুন। হে মহাশয়! ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম-নির্ণয়স্থলে কহিয়াছেন, স্ত্রীলোক সকলের অবধ্য, রাক্ষসগণ ধর্ম্মবিৎ; বোধ হয়, সে রাক্ষস আমাকে স্ত্রীলোক দেখিয়া বধ করিবে না; অতএব যখন পুরুষের বধে নিশ্চয়তা ও স্ত্রীলোকের বধে সংশয় রহিল, তখন আমাকে সে স্থানে প্রেরণ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। আমি উত্তমোত্তম দ্রব্য ভোগ করিয়াছি, অভিলষিত দ্রব্য-সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আপনা হইতেই এই অপত্যদ্বয় লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার মরণে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি পুত্রবতী; বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইয়াছি; অধিকন্তু এই কার্য্য করিলে আপনার হিতানুষ্ঠান করা হয়; এই সকল ভাবিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর দেখুন, আমি মরিলে আপনি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পরিবেন। হে নাথ! পুরুষদিগের বহুবিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীগণের পত্যন্তর-স্বীকারে মহান অধর্ম জন্মে; অতএব আপনি এই সমস্ত এবং আত্মত্যাগের দোষ বিবেচনা করিয়া আমাকে ত্যাগ করুন; তাহা হইলে আপনার কুল ও এই শিশু সন্তানদ্বয়ের রক্ষা হইতে পারে।” হে ভারতবংশাবতিংশ জনমেজয়! ব্রাহ্মণ পতিহিতৈষিণী ভার্য্যার এই সমস্ত বাক্য-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন।

১৫৯তম অধ্যায়

পিতার প্রতি কন্যার পরামর্শদান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যা স্বীয় পিতামাতার বিলাপবাক্য-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, “হে তাতঃ! হে মাতঃ! আপনারা কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছেন? আমি যাহা কহিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে

আপনাদিগের মঙ্গল হইবে। আমাকে কিছুদিন পরে অবশ্যই পরগৃহে পরিত্যাগ করিতে হইবে; অতএব তৎপরিবর্তে এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলের পরিত্রাণ করুন। "সন্তান বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে', এই ভাবিয়াই লোকে অপত্য কামনা করিয়া থাকে; এক্ষণে আপনাদের এই বিপদসময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুস্তর দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। ইহকালে ও পরকালে পরিত্রাণ করে বলিয়া পণ্ডিতগণ পুত্রের 'পুত্র' নাম দিয়াছেন। পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে, এই অভিলাষ করেন; কারণ, তাহা হইলে পিণ্ডলোপের ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়। আমি স্বীয় পিতার জীবনরক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সে ভয় হইতে মুক্ত করিতেছি। হে পিতঃ! যদি আপনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আপনার বিরহে অল্পদিনের মধ্যেই আমার এই অল্পবয়স্ক ভ্রাতাটি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি ও প্রাণাধিক সহোদর মানবলীলা সংবরণ করিলে পিতৃলোকের পিণ্ডোচ্ছেদ হইবে এবং আমি আপনাদের বিনাশে যৎপরোনাস্তি শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার মাতা ও শিশু ভ্রাতা রক্ষা পাইবে এবং এই বংশের সন্ততি ও পিণ্ড অবিচ্ছিন্নভাবেই থাকিবে। আরও দেখুন, শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, পুত্র আত্মার স্বরূপ, ভার্য্যা সখীস্বরূপ এবং কন্যা কৃচ্ছ্রস্বরূপ হয়; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র (ক্লেশ) হইতে বিমুক্ত হউন। হে তাত! আপনি না থাকিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। আমি অনাথা ও দীনা হইয়া যথা-তথা ভ্রমণ করিব। যদি আমি রাক্ষসসমীপে আত্মপ্রদানরূপ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে পিতৃলোকের বংশরক্ষা ও আমার মরণ সফল হয়; আর যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ না। করিয়া পরলোকযাত্রা করেন, তাহা হইলে আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইবে, অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন এবং উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া আমার ক্লেশাবসান নিমিত্ত, ধর্মরক্ষার নিমিত্ত ও কুলসন্ততির অবিচ্ছেদের নিমিত্ত, অবশ্য পরিত্যজ্যাকে অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করুন। হে তাত! অবশ্যকর্তব্য বিষয়ে বিমুখ হইবেন না; দেখুন, ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, আপনি স্বর্গ-প্রাপ্ত হইলে পর আমার কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে অন্ন যাজ্ঞা করিয়া ভ্রমণ করিব? আর যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সবান্ধবে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরলোকগমন করিয়াও জীবিতার ন্যায় পরমসুখে বাস করিব। হে পিতঃ! আপনি আমাকে রাক্ষসের মুখে ত্যাগ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ ত্বদ্দত্ত তোয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনার হিতসাধনে তৎপর রহিবেন।"

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যার এইরূপ পরিবেদন (শোককর—মর্ম্মান্তিক)-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাদের তিনজনকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিশুসন্তান প্রত্যেকের নিকট গমন করিয়া উৎফুল্ললোচনে, অস্ফুট মধুরস্বরে কহিতে লাগিল, "হে তাত! হে মাতঃ! হে ভগিনি! তোমরা ক্রন্দন করিও না, স্থির হও, আমার হস্তে এই যে তৃণটি দেখিতেছ, আমি ইহার আঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের প্রাণনাশ করিব।" তাহারা তিনজনে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ন ছিলেন, কিন্তু বালকের মৃদু-মধুর

এই কথা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন। কুন্তী এতাবৎকাল দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাহাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

১৬০তম অধ্যায়

কুন্তীর প্রশ্নে ব্রাহ্মণের রাক্ষসভীতিবর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! কুন্তী তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন? আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি? সবিশেষ বলুন; যদি আমাদের সাধ্য হয়, তবে অবশ্য আপনাদের দুঃখ-মোচন করিব।" ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে তপোধনে! দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ-মোচন করা ভদ্রলোকের কর্তব্য, যথার্থ বটে; কিন্তু আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। হে মনস্বিনি! এই নগরের সমীপে বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। মহাবলপরাক্রান্ত দুর্দান্ত নরমাংসাশী সেই দুরাত্মাই এই নগরের অধিপতি; সে নিজ ভুজবলে এই জনপদ, নগর ও সমস্ত দেশ রক্ষা করে। তাহার প্রভাবে পরচক্র(প্রতিকুলকারী বৈদেশিক রাজা) বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী হইতে আমরা কিছুমাত্র ভয় পাই না। ঐ রাক্ষস আপনার আহারের নিমিত্ত এই গ্রামের এক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে যে, প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থের ভবন হইতে একজন মনুষ্য বিংশতিখারি (১ খারি—১৬ দ্রোণ, দ্রোণ—৩২ বা ৫ সের, অতএব দুই শত ছাপ্পান্ন মণ বা চল্লিশ মণ) পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ লইয়া তাহার নিকটে গমন করিবে। রাক্ষস উপনীত সেই সমস্ত বস্তু ও উপস্থিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। হে ভদ্রে! বহুদিবসাবধি এই নিয়ম প্রচলিত থাকতে অত্রত্য সমস্ত লোকই বিব্রত হইয়াছে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি তাহার এই নিয়ম রহিত করিতে উদ্যোগী হয়, দুরাত্মা রাক্ষস অবিলম্বে তাহাকে পুত্রকলাত্র-সমভিব্যাহারে ধ্বংস করিয়া স্বীয় অভ্যবহারকার্য্য (ভোজন) সম্পাদন করে। এই প্রদেশের অনতিদূরবর্তী বেত্রকীয় গৃহনামক স্থানে নয়ানভিজ্ঞ (নীতিবিষয়ে অজ্ঞ) এক রাজা ছিলেন। তিনি নিতান্ত অবোধ; এই নগরের উপর তাহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, কদাচ এমন কোন চেষ্টাই করেন না। আমরা অনাময়ের (অনুগ্রহের) প্রকৃত পাত্র; কিন্তু অকর্মণ্য ও দুর্ব্বল রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছে; নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও অভিপ্রায়ানুবতী হইয়া চলিতে হয়? ইহারা নিজ গুণগ্রামে কামগ পক্ষীর মত যথায় ইচ্ছা তথায় বাস করিতে পারেন? হে ভদ্রে! লোক প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পরে ভার্য্যা-গ্রহণ, তৎপরে ধনসঞ্চয় করিবে; কারণ, এই তিন প্রকার সমৃদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতিদিগকে ও পুত্র-সকলকে রক্ষা করিতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমার এই তিনই বিপরীতরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি এই প্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়া তাপিত হইতেছি। হে তপোধনে! আদ্য আমার পর্য্যায় উপস্থিত; অবশ্যই আমাকে সেই রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজনীয় তণ্ডুলাদি ও একজন মনুষ্য পাঠাইতে হইবে। আমার এমন অর্থনাই যে, একজন মনুষ্য ক্রয় করি; স্বীয় সুহৃজ্জনকে প্রদান করাও কোনমতে

বিধেয় নহে। এক্ষণে কি করি? কিরূপে রাক্ষসহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না; এই নিমিত্ত দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, সবান্ধবে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সমীপে গমন করিব, সে আমাদিগের সকলকে এককালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে মোচন করিবে।”

১৬১তম অধ্যায়

পুত্রদানে কুন্তীর ব্রাহ্মণরক্ষা

কুন্তী কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! আপনি সেই রাক্ষসের ভয়ে আর বিষাদ করিবেন না; যাহাতে সেই দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, এমন এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনার এক সন্তান, সেও অতি শিশু; কন্যাও একটির অধিক নাই, সেও অতি সুশীলা, অতএব উহাদের অন্যতরের কিংবা আপনার বা আপনার সহধর্ম্মিণীর তথায় গমন করা বিধেয় নহে। আমার পাঁচ পুত্র; তাহাদের মধ্যে একজন আপনার হিতার্থে বলি লইয়া রাক্ষসসমীপে গমন করিবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে শুভে! একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি; অতি অভদ্র অধার্মিক লোকেরাও স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মাণের প্রাণনাশ করে না। হে তপোধনে! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? ব্রাহ্মণবধ ও আত্মত্যাগ এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে আত্মত্যাগই শ্রেয়ঃ, কারণ, অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলেও উহার পাতক হইতে নিস্কৃতি নাই। হে ভদ্রে! যদি আমি স্বয়ং রাক্ষসসমীপে গমন করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলে আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না। যেহেতু, আমি অগত্যা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর যদি তাহা না করিয়া তোমার পুত্রকে সে স্থানে পাঠাই, তাহা হইলে আমি অভিসন্ধিকৃত ব্রাহ্মণবধজন্য দারুণ পাতক হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। হে শুভে! পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আপদ্ধর্ম্মবিৎ প্রাচীন মহাত্মারা কহিয়াছেন, নৃশংস বা নিন্দিত কর্ম্ম কদাচ করিবে না; অতএব অদ্য আমি প্রণয়িনী-সমভিব্যাহারে রাক্ষস-হস্তে প্রাণত্যাগ করিব; ব্রাহ্মণবধে কদাপি সম্মত হইবনা।"

কুন্তী কহিলেন, "হে ব্রাহ্মন! আপনি যাহা কহিলেন, উহা আমারও অভিমত, ব্রাহ্মণ অবশ্য রক্ষণীয়; বিশেষতঃ শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি মাতাপিতার বিরক্তি জন্মে না, তবে যে আমি স্বীয় পুত্রকে রাক্ষসসমীপে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হইতেছি, তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, রাক্ষস কখনই আমার সেই পুত্রকে বিনাশ করিতে পরিবে না। আমার পুত্র সাতিশয় বলবান, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। সে রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজ্যদ্রব্যসমুদয় লইয়া যাইবে এবং তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সন্দেহ নাই। আমি স্বচক্ষে দেকিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছে। হে ব্রাহ্মন! আপনি এ কথা আর কাহাকেও বলিবেন না, কি জানি, তাহা হইলে পাছে বিদ্যার্থিগণ এই বার্তা-শ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমার পুত্রগণকে বিরক্ত করে।"

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্যশ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়েই ভীমসেনের

সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে রাক্ষসবধার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীম "যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাদের অভিলষিতসম্পাদনে স্বীকার করিলেন।

১৬২তম অধ্যায়

ভীমের রাক্ষসসমীপগমনে ভ্রাতৃগণের বৈমত্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! ভীমপরাক্রম ভীমসেন ব্রাহ্মণের হিতানুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় মাতা কুন্তী, ব্রাহ্মণ ও ভীমসেনের আকারপ্রকার দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, "মাতঃ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এ কি অসমসাহসিক কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে! সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে ভীম কি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে? অথবা আপনি উহাকে অনুমতি দিয়াছেন?" কুন্তী কহিলেন, "বৎস! ভীমসেন আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে ও নগরের হিতসাধনের নিমিত্ত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মাতঃ! আপনি এ বিষয়ে ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া সজ্জন-বিগর্হিত ও অতিমাত্র সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্ররক্ষার্থে স্বীয় পুত্রবিনাশরূপ লোক-বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেন? দেখুন, যাহার বাহুবলমাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্জনাপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুখে নিদ্রা যাই, যাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া কৃতনিশ্চয় দুর্য্যোধন শকুনি-সমভিব্যাহারে রজনীযোগে নিদ্রিত হইতে পারে না, যাহার বীর্য্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহ ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, আমরা যে মহাবীরের পরাক্রমমাত্র অবলম্বন করিয়া এই বসু পূর্ণ বসুন্ধরা আপনাদিগের হস্তগত করিতে বাসনা করিয়াছি, আপনি কোন সাহসে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? বোধ হয়, দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে।"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কেন এ বিষয়ে বৃথা সন্তাপ করিতেছ? আমি যে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এরূপ সন্দেহ করিও না। দেখ, আমরা এই ব্রাহ্মণের নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। হে পুত্র! তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তেও বিস্মৃত হয় না ও অন্যে যে পরিমাণে উপকার করিয়াছে, তদপেক্ষা বহুগণ উপকার দ্বারা তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ মনুষ্য। বিশেষতঃ আমি জতুগৃহদাহন ও হিড়িম্ববন্ধসময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। ভীমপরাক্রম ভীমসেন অযুত মত্ত-হস্তিতুল্য বলশালী। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর আমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত করিয়াছে। উহার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। বোধ হয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম চক্রপাণিকেও জয় করিতে পারে। ভীমসেন জাতমাত্র আমার ক্রোড় হইতে গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, প্রস্তর উহার দেহভারে চূর্ণ হইয়া যায়। অতএব হে পাণ্ডব! আমি স্বীয় প্রজ্ঞা

দ্বারাই ভীমসেনের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারার্থে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আমি লোভ বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্ব্বকই ইহা করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির! এই কার্য্য সম্পাদন দ্বারা আমাদের দুইটি মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান হইবে। প্রথম আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান। হে পুত্র! পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছেন, যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মাণের কার্য্যকালে তাহার সাহায্য করে, সে চরমে শুভলোক প্রাপ্ত হয়; যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করে, সে ইহকালে ও পরকালে মহতী কীর্ত্তি লাভ করে; যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে, সে সর্ব্বলোকে প্রজারঞ্জক হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করে, সেই এই রাজপূজিত ক্ষত্রিয়কুলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। হে পৌরবংশাবতংস! আমি বেদব্যাসের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।”

১৬৩তম অধ্যায়

রাক্ষসসমীপে ভীমের গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এই প্রকার ধর্ম্মোপেত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মাতঃ! আপনি করুণাপ্রযুক্ত দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অনুমতি করিয়া যৎপরোনাস্তি সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মাণের প্রতি সাতিশয় সদয় হইয়াছেন। আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন অবশ্যই সেই নরমাংসলোলুপ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই। আপনি আগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিবেন যে, নগরবাসী জনগণ যেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে।”

এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রাতঃকালে ভীমসেন অন্ন লইয়া রাক্ষসের আবাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই রাক্ষসের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে করিতে আনীত অন্ন স্বয়ংই উপযোগ (ভোজন) করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় রাক্ষস ভীমের সেই আহ্বানবাক্যশ্রবণে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষসের চক্ষু, কেশ ও শ্মশ্রু লোহিতবর্ণ, মুখবিবর আকর্ণবিস্তৃত, কর্ণদ্বয় গর্দ্দভশ্রবণের ন্যায় দীর্ঘ। ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস তথায় আগমনপূর্ব্বক তাহাকে সেই সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধচিত্তে ত্রিশিখ (ক্রোধে সঙ্কুচিত ললাটের রেখাত্রয়), ভ্রূকুটিবন্ধন ও অধরোষ্ঠ-দংশনপুরঃসর ঘূর্ণিতনয়নে কহিতে লাগিল, “আরে! কোন দুর্ব্বদ্ধি আমার সমক্ষে আমার নিমিত্ত আনীত অন্ন ভক্ষণ করিতেছে? শমন-সদনে গমন করিতে কাহার বাসনা হইয়াছে?”

রাক্ষসের সহিত ভীমের যুদ্ধ

ভীমসেন রাক্ষসের বচন শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ভয়ানক চীৎকার ও বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার মানসে তাহার নিকট ধাবমান হইল। শত্রুপক্ষক্ষয়কারী

ভীমসেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবরে ভীমসেনের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে দুই হস্তে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। বৃকোদর সেই প্রকারে আহত হইয়াও রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া স্বচ্ছন্দে উপযোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তদর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বৃক্ষগ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে আঘাত করিবার মানসে ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অন্নভক্ষণানন্তর আচমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বাম হস্ত দ্বারা রাক্ষসের হস্তস্থিত বৃক্ষ কাড়িয়া লাইলেন। রাক্ষস তদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবিধ বৃক্ষ আনয়ন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিল; বৃকোদরও তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ রাক্ষসকৃত বৃক্ষসংগ্রামে সেই বন পাদপশূন্য হইয়া গেল। তখন বক 'অরে দুরাত্মন! তুই বকনিশাচরের হস্তে পতিত হইয়াছিস, আর তোর নিস্তার নাই' এই বলিয়া দ্রুতবেগে ভুজদ্বয় দ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। মহাবীর ভীমসেনও বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাক্ষস ভীমসেন কর্ত্তৃক কৃষ্যমাণ হইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইল। সেই মহাবীরদ্বয়ের বেগে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ-সমুদয় চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে যুদ্ধে বৃকোদার রাক্ষসকে ক্ষীণবীর্য্য দেখিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জানুদ্বয় দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় নিপীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা কটিদেশের বস্ত্র ধরিয়া তাহার মধ্যদেশ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা বক মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর চীৎকার করিতে করিতে রুধির বমন করিতে লাগিল।

১৬৪তম অধ্যায়

বকরাক্ষস বধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বৃক-নিশাচর ভীমসেনের দারুণ প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভয়ানক স্বরে চীৎকারপূর্ব্বক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। বকরাক্ষসেরা চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে তাহার আত্মীয়বর্গ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া পরিচারকগণ-সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞানশূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, অদ্যাবধি আর নরহত্যা করিবে না। যে রাক্ষস মনুষ্যহিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাকে এইরূপে সংহার করিব।" রাক্ষসগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভীমের বচনে সম্মত হইল এবং তদবধি শান্তমূর্ত্তি হইয়া নগরবাসী জনগণ-সমীপে বিচরণ করিতে লাগিল।

তদনন্তর ভীমসেন সেই বকনিশাচরের মৃতদেহ লইয়া তাহার দ্বারদেশে নিক্ষেপপূর্ব্বক অলক্ষিতরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বকের জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে মৃত দেখিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে ভীমসেন

রাক্ষসবধসমাপনানন্তর ব্রাহ্মণভবনে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বকরাক্ষস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া রুধিরোক্ষিত শোণিতসিক্ত() কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। তাহারা সেই ভূধরোপম ভূমিনিহিত ভয়ানক বকরাক্ষসকে দেখিয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে পুনর্ব্বার একচক্রায় গমনপূর্ব্বক তথায় ঐ সমস্ত বার্তা প্রচার করিল। তখন একচক্রানিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাগণ মৃত বকরাক্ষসকে দেখিতে গমন করিল। তাহারা সেই বকবধরূপ অতিমানুষ ব্যাপারদর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবাচর্চনা করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর তাহারা 'কল্য কাহার পর্য্যায় [পালা] গিয়াছে', এই পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণের পর্য্যায় গিয়াছে। তখন সকলে একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ পৌরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার মানসে যথার্থ গোপনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পৌরগণ! আমি পর্য্যায়ক্রমে রাক্ষসের আহার-প্রদানার্থ আদিষ্ট হইয়া সপরিবারে ক্রন্দন করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক মহামনাঃ মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আমার ও পৌরবর্গের দুঃখের বিষয় অবগত হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে আমাকে কহিলেন, 'হে ব্রাহ্মন! অদ্য আমি অন্ন লইয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট গমন করিব, আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই।" তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া অন্নগ্রহণপূর্ব্বক বকভবনে গমন করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহা সেই ব্রাহ্মণের কার্য্য।" পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া পরমহ্লাদে উৎসব করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত জনপদগণ (প্রজাসকল) সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নগরে আগমন করিল। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ-নিকেতনেই বাস করিতে লাগিলেন।

বকবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৬৫তম অধ্যায়

চৈত্ররথপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মোন! নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বকরাক্ষসকে সংহার করিয়া পরে কি করিলেন, বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তিকথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাহারা এইরূপে বকরাক্ষসেরা প্রাণনাশ করিয়া বেদপাঠনিরত হইয়া সেই ব্রাহ্মাণের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস। অতীত হইলে একদা এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়লিপ্সু হইয়া সেই ব্রাহ্মণের ভবনে প্রবেশ করিলেন। আতিথেয় (অতিথিসেবাপরায়ণ) ব্রাহ্মণ অভ্যাগত অতিথির যথোচিত সৎকার করিয়া তাহাকে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা জননী-সমভিব্যাহারে পরম শ্রদ্ধা ও সাতিশয় ভক্তিসহকারে ঐ ব্রাহ্মাণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাদিগের সেবায় অতিশয়

প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতি বিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানাদেশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদয় কীর্তন করিলেন। এই সমস্ত কথা সমাপন হইলে পাঞ্চালদেশে অতি অদ্ভুত দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-ব্যাপার, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখন্তীর উৎপত্তি ও মহারাজ দ্রুপদের মহাযজ্ঞে অযোনিসম্ভবা দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একান্ত কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে কহিলেন, "হে মহাশয়! যজ্ঞবেদীস্থিত জ্বলন্ত জ্বলনমধ্য হইতে কিরূপে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী সম্ভূত হইলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ হইতেই বা কি প্রকারে দ্রুপদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, আর তাহাদিগের তাদৃশ সখ্যভাবই বা কি কারণে বিচ্ছিন্ন হইল, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করুন।" ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের এই প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া অতিবিচিত্র দ্রৌপদীসম্ভব পবিত্র বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

১৬৬তম অধ্যায়

দ্রোণ-জন্ম রহস্য

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "গঙ্গাদ্বারে মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজ অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, ঘৃতাচীনাম্নী এক অপ্সরা তাহার আসিবার পূর্ব্বে তথায় উপনীত হইয়া জাহ্নবীজলে অবগাহন ও স্নান করিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছে। এই অবসরে সমীরণ তদীয় পরিধেয়-বসন আকর্ষণ ও অপহরণ করিল; মহর্ষি সহসা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া তাহার সহিত বিহার-বাসনায় নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। বলবতী অপ্সরাসম্ভোগস্পপৃহায় একান্ত অধীর হওয়ায় কৌমার-ব্রহ্মচারী মহর্ষির চিরসঞ্চিত রেতঃ তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইল। রেতঃ স্খলিত হইবামাত্র মহর্ষি উহা দ্রোণীমধ্যে স্থাপন করিলেন; তাহা হইতে ধীমান ভরদ্বাজের সুকুমার দ্রোণ নামে কুমার উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদয় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন।

পৃষত-নামক এক মহীপাল মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম বন্ধু ছিলেন। তৎকালে তাহারও দ্রুপদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। দ্রুপদ প্রতিদিন আশ্রম-প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পৃষত-রাজ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দ্রুপদ পৈতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা দ্রোণ লোকমুখে শুনিলেন, পরশুরাম অর্থীদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিয়া তপানুষ্ঠানের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! আমি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ, কিঞ্চিৎ অর্থ-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।' পরশুরাম কহিলেন, "হে ব্রাহ্মন! আমি যাবতীয় অর্থ-সমুদয় পাত্রসাৎ করিয়াছি, এক্ষণে অস্ত্র ও শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার অন্যতার কি প্রদান করি, বল।" দ্রোণ কহিলেন "ভগবন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োগ ও সংহারের সহিত সমুদয় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন।" ভৃগুনন্দন রাম 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার বাক্য

স্বীকারপূর্ব্বক সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলেন। দ্রোণ অস্ত্রলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং অভীষ্ট ব্রহ্মাস্ত্রলাভে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট বোধ করিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী ভারদ্বাজ দ্রোণ দ্রুপদসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইয়াছে।' তাহা শুনিয়া দ্রুপদ কহিলেন, যাদৃশ, অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের ও অরথী রথীর মিত্র হইতে পারে না, সেইরূপ যিনি রাজা নহেন, তিনি কি প্রকারে রাজার সখা হইতে পারেন?" এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভগ্নমনে হস্তিনানগরীতে গমন করিলেন। ভীষ্ম অভ্যাগত দ্রোণ-সন্নিধানে ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থে প্রভূত অর্থের সহিত স্বীয় পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে শিষ্যগণকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! যেরূপ গুরুদক্ষিণা আমার মনোনীত হয়, অস্ত্রশস্ত্র সম্যক শিক্ষা করিয়া তোমাদিগকে তাহা দিতে হইবে, এক্ষণে ইহা অঙ্গীকার কর।" তখন অর্জুন প্রভৃতি শিষ্যসমবায় 'তথাস্তু' বলিয়া গুরুবাক্য স্বীকার করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবদিগকে ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য দেখিয়া দ্রোণ দক্ষিণাগ্রহণার্থ পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! ছত্রবতী নগরীর অধিপতি পৃষতপুত্র দ্রুপদকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া অচিরাৎ সেই রাজ্য আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান কর।" পাণ্ডবেরা দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মন্ত্রিসমভিব্যাহারে তদীয় করচরণ বন্ধনপূর্ব্বক দ্রোণ-সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, "হে যজ্ঞসেন! তোমার সহিত পুনরায় মৈত্রীস্থাপন করিবার প্রার্থনা করি, তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যিনি রাজা নহেন, তিনি রাজার সখা হইতে পারেন না, এই কারণে আমি রাজ্যগ্রহণে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ-কূলের রাজা হইলে, আর আমি উহার উত্তরাংশ শাসন করিব।"

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদী ভরদ্বাজতনয় দ্রোণের বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগ! আপনি যাহা কহিতেছেন, আমি তদ্বিষয়ে সম্মত আছি। আপনি কুশলে থাকুন, আপনার অভিমত মিত্রভাব পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল।" পরস্পর এইরূপ কহিয়া তাহারা পূর্ব্বসখ্য স্থাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এইরূপ অযোগ্য উপচার দ্রুপদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরকে ছিল। তিনি দিনে দিনে নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত বিমনাঃ হইতে লাগিলেন।"

১৬৭তম অধ্যায়

দ্রুপদের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের ইচ্ছা

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তখন দ্রুপদরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যাজনকর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণগণের অন্বেষণে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্তান নাই বলিয়া তিনি অতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন এবং একটি উপযুক্ত পুত্রের মুখচন্দ্রসন্দর্শনার্থে চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। দ্রোণের অপকার করিবার নিমিত্ত তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু তদীয় অলৌকিক প্রভাব, বিনয়শিক্ষা, বিচিত্র চরিত্র ও ক্ষাত্রবল আলোচনা করিয়া, কিরূপে প্রতিকার করিব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

যজ্ঞার্থ দ্রুপদের পুরোহিত অন্বেষণ

অনন্তর দ্রুপদ ভাগীরথীতীরে কল্মাষী (কল্মাষপাদ নৃপতির তন্নাম নগরী)'র উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় অস্নাতক (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) ও অব্রতী কেহই ছিলেন না। তন্মধ্যে দেখিলেন, সংশিতব্রত যাজ ও উপযাজ নামক দুই মহর্ষি রহিয়াছেন। তাঁহারা শান্তগুণাবলম্বী, সংহিতাপাঠে অভিনিবিষ্ট, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। দ্রুপদ বিলম্ব না করিয়া বিনীতভাবে তাহাদিগের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন, উভয়ের বলবুদ্ধি বিবেচনা করিয়া নির্জনে কনিষ্ঠ উপযাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রিয়বাদী ও সর্ব্বকামদাতা হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তদীয় অনুবৃত্তি ও চরণসেবা দ্বারা মহর্ষিকে তুষ্ট করিয়া যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে ব্রাহ্মন! দ্রোণের বিনাশের নিমিত্ত যদি কোনরূপ দৈবকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আমার পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক অর্বুদ গোদান করিব, অঙ্গীকার করিতেছি, অথবা আপনার যাহা অভিলাষ হয়, তাহাই সফল করিব, সন্দেহ নাই।" মহর্ষি, দ্রুপদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "রাজন! আমি তোমার বাক্য স্বীকার করিতে পারি না।" দ্রুপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলেও পুনর্ব্বার তাহার আরাধনা ও নানাপ্রকার চিত্তানুবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সংবৎসরকাল অতিক্রম হইলে একদা উপযাজ দ্রুপদকে মধুরবাক্য সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! একদা মদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা এক অরণ্যানীমধ্যে সঞ্চারণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত একটি ফল দেখিতে পাইলেন। যেস্থানে ঐ ফল পতিত হইয়াছিল, তাহার শৌচের (শুদ্ধির) বিষয় কিছু পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলাম। দেখিলাম, তিনি ফল-গ্রহণে কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না এবং ফলের পাপানুবন্ধক দোষের প্রতিও কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলেন না। অতএব যিনি একস্থলে শৌচাশৌচপরিজ্ঞানে নিরপেক্ষ হইলেন, তিনি অন্যত্র তাহার বিচার করিবেন না। আরও, যখন গুরুগৃহে বাস ও সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন এবং নির্ঘৃণ হইয়া বারংবার উৎকৃষ্ট অন্নের গুণকীর্তন করিয়া থাকেন, তখন তিনি কিছুতেই শৌচাশোচের বিচার রাখিবেন না। এক্ষণে আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, তিনিই ফলাকাঙক্ষী; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন।"

মহর্ষি যাজের পৌরোহিত্য স্বীকার

মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং তদীয় নির্দেশানুসারে মহর্ষি যাজের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, "বিভো! আমি আপনাকে অষ্ট অর্বুত গো দান করিব। আপনি আমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হউন। দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আত্মবিনোদনের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম। দ্বিজোত্তম দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রে অদ্বিতীয়; অধিক কি, এই ধরাধামে ক্ষত্রিয়মধ্যেও দ্রোণের সম ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই, এ কারণ

আমি তাহার নিকট সখিযুদ্ধে (সখ্য উপলক্ষিত-সখ্যে প্রত্যাখ্যানহেতুক সমরে) পরাভূত হইয়াছি। তদীয় শরজাল প্রণাপহারক, কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। রণস্থলে ষড়রাত্বি(অরত্রি—তিন-পোয়া হাত, সুতরাং ছয় অরত্নি-সাড়ে চারি হাত) শরাসন তাহার হস্তে পরিদৃশ্যমান হয়। তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয়তেজ প্রতিহত করিতে পারেন; সেই মহেষ্বাস (মহাধনুর্ব্বাণধারী) মহাবল দ্রোণ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদের নিমিত্ত এই জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার অস্ত্রবল মহাঘোর ও ভয়ঙ্কর, নরলোকে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না। তিনি লব্ধাহুতিপ্রদীপ্ত (ঘৃতাহুতি লাভে উজ্জ্বলিত) হুতাশনের ন্যায় ব্রাহ্মতেজ ধারণ করেন এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লক্ষ লোককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। হে যাজ! ব্রাহ্ম ও ক্ষত্রতেজ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মতেজই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি ক্ষত্রিয়বলে নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি এবং আপনার অনুকম্পায় আমার প্রবলপরাক্রান্ত দ্রোণান্তক সন্তান জন্মিবে, এই আশয়ে আপনাকে অষ্ট অর্বুদ গো দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যথাবিধানে আমার এই পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সমাধান করুন।" তখন যাজ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতে আদেশ দিলেন। যদিও উপযাজ বিষয়বাসনাশূন্য ও নিতান্ত নিস্পৃহ, তথাচ মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ব্রতী করিলেন এবং যাজ গাঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে দ্রোণবধে প্রতিজ্ঞারাঢ় হইলেন।

দ্রুপদের যজ্ঞারম্ভ

অনন্তর মহাতপাঃ মহর্ষি উপযাজ মহীপাল দ্রুপদের পুত্রফলকামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! তোমার যাদৃশ অভিলাষ, তদনুসারে মহাবীর্য্য মহাবল দ্রোণান্তক পুত্র উৎপন্ন হইবে।" তাহার এইরূপ উত্তেজনাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া দ্রুপদরাজ দ্রোণবিনাশের অভিসন্ধিতে যজ্ঞয়-দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে উপযাজ জ্বলন্ত হুতাশনে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে রাজমহিষীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্র। তুমি পুত্র কন্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইবে, আইস।" মহিষী বিনয়বাক্যে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মন! আমার মুখ অবলিপ্ত (অধৌত—লালদির দ্বারা অশুদ্ধ), গাত্রে দিব্যগন্ধ(অঙ্গরাগার্থ গৃহীত সুগন্ধাদি) ধারণ করিতেছি। আমি সন্তান নিমিত্ত এরূপভাবে আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারি না, আপনি আমার প্রিয়হেতু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন!"

যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্ভব

যাজ কহিলেন, "হে রাজপত্নি! তুমি যাও বা থাক, যাজদত্ত ও উপন্যাজের মন্ত্রপুত সংস্কৃত হব্য কদাচ নিস্ফল হইবে না, অবশ্য অভীষ্ট সম্পাদন করিবে।" এই বলিয়া তিনি সংস্কৃত ও প্রজ্জ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিলেন। আহুতি প্রদান করিবামাত্র সহসা হুতাশনমধ্য হইতে দেবকুমারীতুল্য সুকুমার এক কুমার উত্থিত হইলেন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার বর্ণ উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীট দ্বারা তদীয় মস্তক অলঙ্কৃত, আকার অতি ভয়ঙ্কর, ধনুর্ব্বাণ, বর্ম্ম ও খড়গচর্ম্মধারণ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য

রথারোহণে বহ্নিমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাঞ্চালদেশীয় ইতর-সাধারণ সকলেই প্রফুল্লমানে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষবেগ ও সিংহনাদ ভগবতী ধরিত্রীরও অসহ্য হইল। তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, যশস্বী রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছেন। ইহার বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয় দূর করিবেন।"

অগ্নি হইতে দ্রৌপদীর উদ্ভব

অনন্তর ইত্যবসরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদিমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মাপলাশের ন্যায় সুশোভন ও অতি বিস্তীর্ণ, কেশজাল নীল ও আকুঞ্চিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ভ্রূদ্বয় দেখিতে সুচারু, কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপলসদৃশ গন্ধ একক্রোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, মানুষী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ দেবরূপিণী রমণী দেখিতে এমন চমৎকারিণী যে, দেখিলে দেব, দানব ও গন্ধর্বেরও মন মোহিত হয়। 'এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়াকুলক্ষয় করিয়া বিস্তর সুরকার্য্যসাধন করিবেন। ইহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিবে, সহসা এইরূপ আকাশবাণী উত্থিত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালেরা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের ঐরূপ বেগ ভগবতী বসুন্ধরা সহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন। তৎকালে রাজসহধর্ম্মিণী পুত্রাথিনী হইয়া যাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যাপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হে যাজ! ইহারা আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও যেন জননী বলিয়া না জানে।" যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠানমানসে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণের 'বালক অতি প্রগলভ ও দুম্নসম্ভূত।" অর্থাৎ কবচাদির সহিত জাত বলিয়া তাহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিলেন এবং কন্যাটি 'কৃষ্ণবর্ণপ্রযুক্ত' তাঁহাকে কৃষ্ণা নাম প্রদান করিলেন। এইরূপে দ্রুপদের মহাযজ্ঞে পুত্র ও কন্যা উভয় উৎপন্ন হইল। প্রবলপ্রতাপান্বিত দ্রোণ পাঞ্চলদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিলয়ে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্র শিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং দৈব আত্মকীর্তি স্থাপনার্থে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষাবিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।"

১৬৮তম অধ্যায়

দ্রুপদরাজ্যে পাণ্ডবগণের যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্রদিগের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল; তাঁহারা বিষাদসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সত্যবাদিনী কুন্তী মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "বৎস! আমরা এই রমণীয় নগরীমধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের আবাসে বহুকাল বাস করিলাম। এ স্থলে যে সমস্ত বন ও উপবন আছে, তাহা বারংবার দর্শন করিয়াছি। তাহা দেখিয়া আর তাদৃশ প্রীতি জন্মে না। এক্ষণে ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প লব্ধ হইয়া

থাকে; তদ্দ্বারা দিনপাত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যদি তোমাদিগের অভিলাষ হয়ত চল, আমরা পরম-রমণীয় পাঞ্চালদেশে গমন করি। ঐ দেশ অদৃষ্টপূর্ব্ব দেখিলে অবশ্যই প্রীতিকর হইবে। আর শুনিয়াছি, পাঞ্চালেরা প্রাণান্তেও ভিক্ষুককে পরাঙ্মুখ করেন না, তথাকার রাজা যজ্ঞসেন অতিশয় ব্রতপরায়ণ। হে বৎস! যদি মত হয়, চল, একস্থলে বহুকাল অতিক্রম করা কদাচ বিধেয় হয় না। অধিক কি, এখানে ক্ষণকাল থাকিতেও আমার আর বাসনা নাই।” তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মাতঃ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়; কিন্তু অনুজদিগের কিরূপ অভিপ্রায়, কিছুই জানি না।” তৎপরে কুন্তী ভীমসেন, অর্জুন ও যমজ নকুল-সহদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা মাতৃবাক্যে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কহিলেন, “মাতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিব না।”

অনন্তর কুন্তী পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া দ্রুপদরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

১৬৯তম অধ্যায়

পাণ্ডবসমীপে ব্যাসের পুনরাগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন, এই অবসরে সত্যবতীনন্দন ব্যাস তাঁহাদিগের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা তাহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহর্ষিব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে পাণ্ডবগণ! তোমরা শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে ত’ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। এবং পূজার্হ অতিথি-ব্রাহ্মণকে ত’ সৎকার করিয়া থাক?” ব্যাস তাঁহাদিগকে এইরূপ ধর্ম্মার্থসম্বন্ধ বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যাস কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম ব্যাখ্যা

“কোন তপোবনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কর্ম্মদোষে নিতান্ত দূরদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন, এই কারণে অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পতিলাভার্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অতি-কঠোর তপানুষ্ঠান দ্বারা অনতিকালমধ্যে ভগবান মহাদেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাহার প্রতি আতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, “হে সুন্দরি! তুমি কুশলে থাক, আমি মহাদেব, তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।” তখন তপস্বিকন্যা আপনার অভিলাষানুরূপ বর লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, “ভগবান! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতিলাভে চরিতার্থ হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন।” এই বলিয়া বারংবার তাহার নিকটে প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ঋষিকন্যে! আমার বরপ্রভাবে তোমার পঞ্চস্বামিলাভ হইবে।" তখন তাপসদুহিতা বরদ দেবতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "ভগবান! আপনার নিকটে আমি সর্ব্বগুণোপেত একমাত্র পতিলাভের বাসনা করি।" ঈশ্বর কহিলেন, "হে কন্যে! তুমি পাঁচ বার পতি প্রদান করুন বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তোমার প্রার্থনামত পরজন্মে পঞ্চপতি লাভ করিবে।" সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে গিয়া অবস্থান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, সেই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে।" এই বলিয়া মহাতপাঃ মহর্ষি ব্যাস কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে সাদরসম্ভাষণাশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

১৭০তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের সহিত অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্বের বিরোধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ব্যাস তথা হইতে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে অগ্রে লইয়া অবন্ধুর মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা দিবারাত্রিমধ্যে সোমাশ্রয়ায়ণ-নামক এক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবী-তীরে উপনীত হইলেন। অর্জুন সর্ব্বাগ্রে এক প্রদীপ্ত আলোক লইয়া প্রকাশার্থে ও আত্মরক্ষার্থে তথায় গমন করিলেন।

একদা মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ পবিত্র গঙ্গাজলে অঙ্গ পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন। এই অবসরে তিনি গঙ্গাতীর-সন্নিহিত পাণ্ডবগণের পদশব্দ শ্রবণ করিলেন; শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এই সময়ে জননীসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ধনুগুণ আস্ফালনপূর্ব্বক কহিলেন, "সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বাবধি সমস্ত রজনী কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের মুহূর্ত, অবশিষ্ট কাল মনুষ্যদিগের কার্য্যসাধনার্থ নিয়মিত আছে। তোমরা লোভপরতন্ত্র হইয়া রাক্ষসীবেলায় পরিভ্রমণ করিতেছ, অতএব তোমরা নিতান্ত অভিজ্ঞ; সুতরাং আমরা রাক্ষসগণ-সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে সংহার করিব। রাত্রিকালে নদীকূল-সন্নিহিত হইলে মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন; অধিক কি, এই সময়ে মহাবলব্যক্তিরা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন; অধিক কি, এই সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত ভূপালদিগেরও নদীকূলে আগমন করা নিষিদ্ধ। তোমরা আর কেন দূরে রহিয়াছ? সত্বর আমার সন্নিহিত হও। আমি জলবিহার করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবগাহন করিয়াছি, ইহা কি তোমরা পূর্ব্বে অবগত হইতে পার নাই? আমার নাম আরপর্ণ; আমি স্বকীয় বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। আমি অতিশয় অভিমানী, ঈর্যাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয়সখা। আর অগ্রে যে বন দেখিতেছ, উহা অঙ্গারপর্ণ নামে প্রখ্যাত। আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভাগীরথী-তীরে সঞ্চরণ করিয়া ঐ স্থলে বিহার করিয়া থাকি। এইখানে রাক্ষস, শৃঙ্গী, দেবতা বা মনুষ্যেরা আগমন করিতে পারে না, তবে তোমরা কি কারণে এই স্থানে আগমন করিলে, বল ?"

তদীয় এতাদৃশ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জুন কহিলেন, "হে দুর্মতে! সমুদ্র, হিমালয়ের পার্শ্বদেশ আর এই নদীকূল এই তিনটি প্রদেশ দিবারাত্রি বা সন্ধ্যাকালে কাহারও অধিকৃত নহে। হে গগনচর! ভুক্ত হউক বা অভুক্তই হউক, দিবস বা রজনী হউক, গঙ্গায় গমন করিতে কালনিয়ম নাই; আর আমরাও মহাবল পরাক্রান্ত, অতএব তোমাকে অকালে কালাসদনে প্রেরণ করিব। নিতান্ত দুর্ব্বল মানবেরাই রণক্ষেত্রে তোমাদিগকে সৎকার করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সযূরস্বতী, রথস্থা, সর, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্ত নদীরূপে সমুদ্রজলে মিলিত হয়েন। এই সপ্ত স্রোতস্বতীর জলোপসেবনে লোক বিগতপাপ হইয়া থাকে। পরমপবিত্রা গঙ্গা আকাশপথগামিনী হইয়া দেবলোকে অলকানন্দ নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভগবান বাদরায়ণি কাহেন, এই গঙ্গা পিতৃলোক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বৈতরণীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। পাপাচার লোকেরা ঐ নদী পার হইতে পারে না। সকলেই এই স্বর্গফল-দায়িনী দেবনদীতে অবাধে অবগাহন করিয়া থাকে, তুমি সেই সনাতন ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া কেন প্রতিষেধ করিতেছ? ভাগীরথীর জল অতি পবিত্র, আমরা স্বেচ্ছাক্রমে এই পবিত্র জল স্পর্শ করিব; ইহাতে কোনরূপ বাধা মানিব না।"

গান্ধর্ব্বসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

এই কথা শুনিবা মাত্র অঙ্গারপর্ণ অতিশয় রোষপরবশ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক মহাবিষ আশীবিষ সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শর-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় হস্তস্থিত আলোক ও চর্ম্ম (ঢাল) বিঘূর্ণিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় সমস্ত শরজাল নিরাস (রোধ অর্থাৎ ব্যর্থ) করিলেন এবং কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্ব ! অস্ত্রবিদ্যবিশারদ বীরের নিকটে এরূপ বিভীষিকা-প্রদর্শন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত, প্রদর্শিত হইলেও ফেনের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। মানুষী শক্তি সর্ব্বতোভাবে সকল গন্ধর্ব্বদিগকে পরাভব করিতে পারে, এক্ষণে ইহাই লক্ষিত হইতেছে; অতএব আইস, তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব। মায়াযুদ্ধে প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের মান্য ও পূজনীয় বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ্যকে, পরে অগ্নিবেশ্য মদীয় গুরু দ্রোণকে সমর্পণ করেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বোধে ঐ অস্ত্র আমাকেই ভূদান করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া অর্জুন ক্রোধাভরে গন্ধর্বের প্রতি সেই প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ ভস্মসাৎ হইল। তখন বিরথ, বিপন্ন ও অস্ত্রতেজে বিমোহিত গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে অধোমুখে ভুতলে পতিত দেখিয়া অর্জুন দিব্যমালালঙ্কৃত তদীয় কেশপাশ ধারণ করিলেন এবং বিচেতনাবস্থায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন ভ্রাতৃসন্নিধানে লইয়া গেলেন।

এই অবসরে শরণার্থিনী কুম্ভীনসীনাম্নী তদীয় সহধর্মিণী পতির প্রাণরক্ষার্থে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইলেন। তিনি কহিলেন, "হে মহাভাগ! আমি গন্ধর্ব্বরাজমহিষী, কুম্ভীনসী, অনুকম্পা করিয়া আপনি আমার ভর্তাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।" তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে অরিনিসূদন অর্জুন! যশোহীন, স্ত্রীসহায়, নিতান্ত দুর্ব্বল ও যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বিনাশ করা অকর্তব্য ; অতএব ইহাকে অবিলম্বে

পরিত্যাগ কর।” অর্জুন তাহাকে কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্ব! অদ্য কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দান করিলেন, অতএব তুমি জীবন লইয়া প্রস্থান কর, আর কোন দুঃখ করিও না।” তখন গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “হে সৌম্য! আমি পরাজিত হইলাম, আমার পূর্ব্বনাম অঙ্গারপর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ করিতেছি; আমি জনসমাজে বলবীর্য্য ও নাম দ্বারা শ্লাঘা করি না, কিন্তু এই আমার পরমলাভ যে, দিব্যাস্ত্রধারী অর্জুনকে গন্ধর্ব্বমায়ায় অধিকৃত করিব। আমার এই বিচিত্র রথ অস্ত্রাগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছে, অতএব আমি চিত্ররথ নামের পরিবর্তে দগ্ধ রথ বলিয়া প্রখ্যাত হইলাম। পূর্ব্বে আমি তপোবলে এই বিদ্যালাভ করিয়াছিলাম, অদ্য প্রাণপ্রদ মহাত্মা অর্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিব। যিনি বলদ্বারা শত্রুকে স্তম্ভিত করিয়া পরাজিত ও শরণাগত শত্রুকে প্রাণদান করেন, তিনি সর্ব্বকল্যাণেরই ভাজন হইতে পারেন। আমি যে বিদ্যা প্রদান করিব, ইহার নাম চক্ষুষী বিদ্যা। ভগবান মনু সোমকে ইহা সমর্পণ করেন। সোম হইতে বিশ্বাবসু এবং বিশ্বাবসু হইতে এই বিদ্যা আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গুরুপ্রদত্তা বিদ্যা কাপুরুষগামিনী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। হে বীর! এই বিদ্যাপ্রাপ্তি-বৃত্তান্ত আদ্যোপোন্ত সমুদয় নিবেদন করিলাম, এক্ষণে ইহার কিরূপ প্রভাব তাহাও অবগত করাইতেছি, অবধান কর। এই ত্রিলোকমধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ করবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে। যাঁহার যাদৃশী কামনা, তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে পরিবেন। নিরবচ্ছিন্ন ছয় মাস একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই বিদ্যালাভ করিতে হয়; অতএব ব্রত অনুষ্ঠিত না হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত সেই বিদ্যাকে প্রসন্ন করিব। হে মহারাজ ! আমরা এই বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি এবং দেবগণ-সমকক্ষ হইয়া গগনমার্গে সঞ্চরণ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার-সমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকি। এক্ষণে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃদিগকে আমি এক এক শত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব প্রদান করিব। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বজ অশ্বের বর্ণ অতি মনোহর, বেগ মন অপেক্ষাও খরতর। ইহারা কখন তরুণ বা জীর্ণ হয় না। ইহাদিগের গমনবগে কদাচ হীন হইবার নহে। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরসংহারার্থ দেবরাজ ইন্দ্রের বীজ নির্মিত হইয়াছিল। উহা বৃত্রাসুর-শিরে দশধা ও শতধা চুর্ণ হইয়া যায়। তদনন্তর দেবতারা শতভাগে বিভক্ত ঐ বজ্রভাগ-সকলের উপাসনা করেন। সেই সকল বজ্রাংশের অংশে এই গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ জন্মগ্রহণ করে, এই নিমিত্ত ইহারা অবধ্য। কামবর্ণ, কামজব ও কামতঃ সমুপস্থিত গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবে।” অর্জুন কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্ব তুমি প্রীত হইয়া বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া আমাকে এই বিদ্যাধন অর্পণ করিতেছ; যদি প্রতিদান না হয়, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।” গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “হে অর্জুন! সাধুলোকের সহিত সমাগম হইলে স্বভাবতই প্রীত হইতে হয়, কিন্তু তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ; এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া এই বিদ্যাদানে উদ্যত হইয়াছি। আর আমি তোমা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ও বৃদ্ধিনামক ঔষধ এই দুইটি এককালে গ্রহণ করিব।”

গন্ধর্ব্বসহ অর্জুনের সখ্য

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়া তোমা হইতে গন্ধর্ব্বজ অশ্ব গ্রহণ করিব, কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সর্ব্বদা আমাদিগের সমাগম হয়। হে সখে! তোমাদিগের হইতে যে কারণে ভয় উৎপন্ন হয় এবং আমরা বেদবেত্তা সাধুচরিত হইলেও রাত্রিকালে আগমন করিয়া যে কারণে এইরূপ তিরষ্কৃত ও অবমানিত হইলাম, তাহার কারণ কি, সমুদয় বল।"

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! তোমরা অনগ্নি(নিরাগ্নি) ও অনাহুত (অকৃতযজ্ঞ—যজ্ঞানুষ্ঠানহীন) এবং কোন ব্রাহ্মণও তোমাদিগের পুরোবর্তী নহেন। এই কারণে আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরাগ ও দানবেরা কুরুবংশ-বিস্তার কীর্তন করিয়া থাকেন। আর নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিমুখেও আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি। অধিক কি, এই সসাগরা ধরাপর্যটন-প্রসঙ্গে আমি স্বয়ংই তোমার সদ্বংশের ভূয়িষ্ঠ (বহু) প্রভাব অবগত হইয়াছিলাম। ত্রিলোকপ্রখ্যাত মহাযশাঃ দ্রোণ, যাহার নিকটে তুমি বেদ ও ধনুর্ব্বেদ উপদিষ্ট হইয়াছ, তিনিও আমার পরিচিত। দেবপ্রধান ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও যমজ অশ্বিনীকুমার আর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু এই ছয় জন কুরুবংশবিবর্দ্ধন ও তোমাদিগের জন্মদাতা পিতা, আমি তাহাদিগের সকলকেই সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তোমরা অতি সচ্চরিত্র, মহাত্মা ও মহাবীর; তোমাদিগের মনের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় সম্যক অবগত হইয়াও আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ বাহুবলসম্পন্ন বীরপুরুষেরা স্ত্রীসন্নিধানে অপমানিত হইলে কখনই ক্ষমা-প্রদর্শন করিতে পারে না; আমি সস্ত্রীক ছিলাম, রাত্রিকালে আমাদিগের বলবীর্য্য দ্বিগুণতর পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত কারণে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। হে অর্জুন! তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ, অতএব যে কারণে জয়ী হইলে, বিধানানুসারে তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করা।

ব্রহ্মচর্য্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। তুমি সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ। যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ, তিনি রাত্রিকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ জীবন রক্ষা করিতে পারেন না, আর সস্ত্রীক হইলেও যিনি সনাতন বেদশাস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া পুরোহিতের উপর কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত নিশাচরকে পরাস্ত করিতে পারেন। অতএব হে তাপত্য! ইহলোকে যে যে বিষয়ে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা, তৎসমুদয় বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমনশীল পুরোহিতকে নিয়োগ করা কর্তব্য। ষড়ঙ্গবেদপারগ, অতি পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও সুধীর ব্রাহ্মণই রাজাদিগের পুরোহিত হয়েন। যে ভূপতির এতাদৃশ সদগুণসম্পন্ন পুরোহিত বিদ্যমান আছেন, তাহার ইহলোকে জয় ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অর্থোপার্জন ও উপার্জিত অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক গুণবান পুরোহিত নিয়োগ করা অতিমাত্র শ্রেয়ঃকল্প। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি সর্ব্বসম্পদলাভের অভিলাষী হয়েন, তাহার পুরোহিতের হিতকারিণী বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া বিধেয়। যে রাজার পুরোহিত নাই, তিনি কদাচ অভিজন ও শৌর্য্যপ্রভাবে ভূমি-সম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন না; অতএব হে কুরুবংশবর্দ্ধন অর্জুন! এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রাজারা পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ করিলে বহুকাল রাজ্যপালন করিতে পারেন।"

১৭১তম অধ্যায়

তপতীর উপাখ্যান

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে “তাপত্য’ বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিলে, তাহার যথার্থ অর্থ কি? আমরা কুন্তীপুত্র, কি কারণে তাপত্য বলিয়া আহূত হইলাম? কাহার নামই বা তপতী ছিল? হে সাধো! সবিশেষ জানিতে অভিলাষ করি।” গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনের বাক্যে প্রীত হইয়া ত্রিলোক-প্রখ্যাত অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্তন করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুনও শ্রবণমানসে অবহিতচিত্ত হইলেন। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! আমি যে কারণে তপতীতনয় বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলাম, সেই রমণীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপোন্ত কীর্তন করিলে সমুদয় বুঝিতে পরিবে, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। যিনি ভূলোক ও দ্যুলোকে আলোক প্রদান করিতেছেন, সেই সূর্য্যদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীর জন্মদাতা। সাবিত্রীর পর ইহার জন্ম হয়। তপতী তপোনুরক্তা ও ত্রিলোকপ্রখ্যাত ছিলেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোমধ্যে কোন কামিনীই তপতীসদৃশ রূপশালিনী ছিলেন না। একদা সূর্য্য পদ্মাপলাশলোচনা সদাচারসম্পন্না কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া রূপ-গুণ-শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান—ধর্মজ্ঞান)-শীলসম্পন্ন এক অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ত্রিভুবনমধ্যে কন্যার উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইলেন না। এই কারণে তাহার অন্তঃকরণ বলবতী চিন্তায় একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিল; সমুদয় সুখ ও শান্তি এককালে তাঁহা হইতে তিরোহিত হইল।

এই সময়ে কুরুবংশাবতংস ঋক্ষতনয় মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ সম্বরণ শুশ্রূষাপরতন্ত্র, অহঙ্কারশূন্য, বিশুদ্ধচিত্ত, একান্ত ভক্তিমান ও সমধিক শ্রদ্ধাশালী হইয়া অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি বিবিধোপহারে নিয়মোপবাস ও তপস্যা সহকারে প্রতিদিন উদয়কালে ভগবান ভাস্করের আরাধনা করিতেন। সূর্য্যদেব রাজার আরাধনায় সাতিশয় প্রীতি ও প্রসন্ন হইয়া মহাকুলোদ্ভূত, স্বীয় দুহিতা তপতীর অনুরূপ পতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোরথ হইল। যাদৃশ সূর্য্যকিরণে নভোমণ্ডল আলোকময় হয়, সেইরূপ এই মহীপালের অদ্ভুত প্রভাবে ভূলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। যাদৃশ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ উদয়কালে আদিত্যকে আরাধনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেতর প্রজাবর্গ মহারাজ সম্বরণের পূজা করিত। তিনি দেখিতে অতি কান্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত মিত্রমণ্ডলীর নিকটে চন্দ্রতুল্য প্রতীয়মান হইতেন এবং অতি তেজস্বী ছিলেন বলিয়া শত্রুবর্গ তাহাকে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুনিরীক্ষ্য বোধ করিত। সূর্য্যদেব সেই সুশীল ও সদগুণসম্পন্ন সম্বরণকে তপতী। দান করিতে মনোনীত করিলেন।

তপতীরূপমুগ্ধ সম্বরণের বিস্ময়

একদা মহাবল শ্রীমান সম্বরণ মৃগয়ার্থে গিরিকাননে গমন করিলে তথায় তাহার অপ্রতিম অশ্ব মৃগয়াবিহার-পরিশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসার আতিশয্যে একান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। অশ্ব বিনষ্ট হইলে রাজা একাকী পর্ব্বতোপরি পাদচারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা কমলায়তলোচনা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইলেন।

তিনি সেই অসহায় অবলার ত্বকে নির্নিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা অনুমান করিলেন, বুঝি কমলাসনা লক্ষ্মী বা দিবাকরের স্বলিত প্রভা অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। সেই অঙ্গনারত্নের আকার ও তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে তাঁহাকে প্রদীপ্ত হুতাশনশিখা এবং প্রসন্নতা ও কমনীয়তাগুণে বিমলা শশিকলা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিল। তিনি শৈলশিখরে আরূঢ় থাকিয়া হিরন্ময়ী প্রতিমার প্রতিরূপ হইয়াছিলেন, এমন কি, তাহার রূপ ও বেশবিন্যাসপ্রভাবে বৃক্ষলতার সহিত সমুদয় শৈলই সুবর্ণময় প্রতীত হইতেছিল। তাহাকে অবলোকন করিয়া রাজার ত্রিলোকের মহিলার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, এই কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া এতদিনে চক্ষুদ্বয়ের সম্যক ফললাভ করিলাম। জন্মাবধি যে কিছু দেখিয়াছিলেন, কেহই এই রমণীয় রূপের অনুরূপ নহে বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি রমণীর গুণময় পাশে বদ্ধচিত্ত ও বদ্ধনেত্র হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মনে উদয় হইল বুঝি বিধাতা ত্রিলোকমন্থন করিয়া এই দুর্লভ রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ রাজা কন্যার এইরূপ রূপসম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে আলোকসামান্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। অনুপম রূপের কি অপ্রতিম মহিমা! রাজা দেখিতে দেখিতে মদনবাণে একান্ত পীড়িত হইয়া নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। পরিশেষে অতি তীব্র স্মরানলে (কামাগ্নিতে) দগ্ধপ্রায় হইয়া সেই নিরহঙ্কারা মনোহরা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে সুন্দরি। তুমি কে? কাহার পরিসংগৃহীতাত (বিবাহিত পত্নী)? এখানেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ এবং কি কারণেই বা একাকিনী এই জনশূন্য অরণ্যে সঞ্চরণ করিতেছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর ও নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; কিন্তু বোধ হয়, তোমার এই মনোহারিণী মূর্ত্তিই যেন সকল অলঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। তোমাকে দেবনারী বা অসুরকুমারী, যক্ষেশ্বরী বা রাক্ষসী, গন্ধর্ব্বকুলজা বা নাগবনিতা বলিয়া বোধ হয় না; তুমি মানুষীও নও। আমি যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কেহই তোমার সদৃশ হইতে পারে না। হে চারুবদনে! আমি তোমার চন্দ্র হইতেও কমনীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অবধি কন্দপশরে একান্ত জর্জরিত হইয়াছি।”

ভূপাল সেই নির্জন অরণ্যানীমধ্যে নিতান্ত কাতর ও একান্ত কামোর্ত হইয়া কন্যাকে বারংবার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুত্তর পাইলেন না। অনন্তর সেই কামিনী সৌদামিনীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে রাজা উন্মত্তবৎ তাঁহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। কন্যার অদর্শনে রাজা বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মুহূর্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।”

১৭২তম অধ্যায়

তপতীর অদর্শনে সম্বরণের মোহ

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জুন! কন্যা অন্তর্হিত হইলে সেই শক্রপাতন সম্বরণ কামমোহিত হইয়া সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে তদাবস্থ দেখিয়া সেই চারুহাসিনী কামিনী পুনরায় তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং হাস্যমুখে ও মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ ! গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে; মোহাবেশপরবশ হইয়া তুমি ধরাতালে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে।" ভূপতি কন্যার অমৃতময় বাক্য-শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সন্দিগ্ধবচনে কহিতে লাগিলেন, "হে সুন্দরি! আমি কামান্ধ হইয়া তোমার ভজনা করিতেছি, তুমি ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ কর, আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে। দেখ, তোমার নিমিত্ত পঞ্চশর (মদন) আমাকে অনবরত তীক্ষ্ণশর-প্রহার করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। বিষম অনঙ্গরূপ ভুজঙ্গ একেবারেই আমাকে দংশন করিয়াছে। সন্নিহিত হও, যাহা কর্তব্য হয়, কর, আমার জীবন নিতান্তই তোমার অধীন হইয়াছে। তোমার সমাগম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারি না। হে বিশাললোচনে! কাম-শরে প্রাণান্ত হইল; আমার প্রতি অনুকম্পা কর, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত; আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করা। তোমার দর্শনকালাবধি মোহসঞ্চার হওয়ায় আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমার আর কোন মহিলা অবলোকন করিতে অভিরুচি নাই। প্রসন্ন হও; আমি তোমার নিতান্ত বশংবদ, অতএব আমাকে ভজনা কর। হে কমলায়তলোচনে (পদ্মাভ-বিস্তৃতলোচন)! যদবধি তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি, সেই অবধিই স্বকীয় শাণিত শরে অনঙ্গ আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে। এক্ষণে প্রণয়-সলিল সেচন করিয়া, মন্মথানলসম্ভূত দাহ শান্তি করিয়া আপ্যায়িত কর। ত্বদর্শনজনিত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চবাণ প্রচণ্ড ধনু ও প্রচণ্ড শর করে লইয়া মদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এই অপ্রতিম দুঃখের অবসান কর। হে রম্ভোরু! বিবাহের মধ্যে গান্ধবই শ্রেষ্ঠ, অতএব গান্ধর্ব্ব-বিধানে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন কর।"

তপতী কহিলেন, "মহারাজ! আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা, অতএব এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারি না। যদি আমার উপর তোমার নিতান্তই প্রণয়সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর! যাদৃশ আমি তোমার প্রাণহরণ করিয়াছি, ক্ষণমাত্র দর্শনে তুমিও সেইরূপ আমার প্রাণহরণ করিয়াছ। শাস্ত্রে কহে, স্ত্রীলোকের কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে, আমি একান্ত পরাধীন, এ কারণে তোমার সন্নিধানে গমন করিতে সম্মত নাহি। এই ত্রিলোকমধ্যে কোন কন্যা প্রখ্যাতবংশোৎপন্ন ভক্তবৎসল ভূপালকে পতিত্বে অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ না করে? অতএব তুমি প্রণাম, নিয়ম ও তপশ্চরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আমার জন্মদাতা সূর্য্যদেবের নিকটে প্রার্থনা কর। যদি তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি তোমার চিরকাল বশবর্তিনী হইয়া থাকিব। আমি সাবিত্রীর কনীয়সী ভগিনী, লোক-প্রদীপ সূর্য্যদেবের কন্যা, আমার নাম তপতী।"

১৭৩তম অধ্যায়

সম্বরণের সূর্য্যোপাসনা

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সূর্য্যতনয়া তপতী রাজাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অতি সত্বরে আকাশপথে উত্থিত ও অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও তথায় পূর্ব্ববৎ ভূতলে পতিত রহিলেন। এই অবসরে রাজমন্ত্রী রাজার অন্বেষণার্থে সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে সেই অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, শারদীয় শক্রুধ্বজের ন্যায় রাজা ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে তদবস্থায় ভুতলে পতিত দেখিয়া যেন হুতাশন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নেহবশতঃ আস্তেব্যস্তে সন্নিহিত হইয়া, যেমন পিতা পুত্রকে উত্তোলন করেন, তদুপ কামমোহিত মহীপালকে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়স, কীর্ত্তি ও নীতিগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী রাজাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলে তাহার মনোজ্বর দূরীভূত হইল। তিনি তাঁহাকে উত্থিত দেখিয়া মধুরবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! কোন শঙ্কা নাই, আপনার মঙ্গল হউক।" মন্ত্রী রাজাকে বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর দেখিয়া তদীয় মস্তকোপরি সুগন্ধি ও সুশীতল জল সেচন করিলেন। তাহাতে তাহার মস্তকস্থিত মুকুট স্ফুটিত (ম্লান) হইয়া গেল।

অনন্তর রাজা চৈতন্যলাভ করিয়া মন্ত্রি ব্যতিরেকে সমুদয় সৈন্যসামন্তকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহারা রাজার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। সকলে প্রস্থান করিলে রাজা সেই গিরিপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত শুচি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও উর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থানকরতঃ মনে মনে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। রাজা এইরূপে দিবারাত্র একস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ দ্বাদশ দিবসে তথায় উপনীত হইলেন। তপতী নৃপতির মনোহরণ করিয়াছেন, মহর্ষি ইহা জানিতে পারিয়াও পুনরায় যোগবলে সমুদয় অবগত হইয়া তাহার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। পরে সূর্য্যসমাদ্যুতি ঋষি সূর্য্যসন্দর্শনের নিমিত্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইলে, রাজা একদৃষ্টে তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে। সূর্য্যসন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিলেন। মহাতেজঃ সূর্য্য তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "হে মহর্ষে! তোমার অভিলাষ কি ? আমার নিকট তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, নিতান্ত দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব।" বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে দিবাকর! আমি আপনার কানীয়সী কন্যা তপতীকে মহারাজ সম্বরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করি। ঐ রাজা পরম-ধার্মিক, অত্যুদার ও ধীশক্তিসম্পন্ন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অতি বিস্তীর্ণ; তিনিই আপনার কন্যার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।" এই কথা শুনিয়া সূর্য্য কন্যাদানে স্বীকার করিয়া ও তদীয় বাক্যে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "হে মুনে! মহারাজ সম্বরণ সকল রাজলোকের শ্রেষ্ঠ, তুমিও ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ, আর আমার কন্যা তপতীও স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠা, অতএব এমন সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান না করিব কেন?" এই বলিয়া সূর্য স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে রাজা সম্বরণের নিমিত্ত বশিষ্ঠহস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন

মহর্ষি তপতীকে প্রতিগ্রহপূর্ব্বক বিদায় রইয়া পুনরায় কুরুবংশাবকংস মহারাজ সম্বরণের নিটক আগমন করিলেন।

সম্বরণের তপতীলাভ

রাজা সেই তপনকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠ-সমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যৎকালে তপতী স্বীয় প্রভাপুঞ্জে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি মেঘস্থলিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা সমাধি দ্বারা অতি কষ্টে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। হে অর্জুন! এইরূপে মহারাজ সম্বরণ বরাদ সূর্য্যদেবকে তপস্যা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাবে ভার্য্যালাভ করেন।

তদনন্তর রাজা সম্বরণ সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত গিরিশৃঙ্গে বিধিপূর্ব্বক তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণিগ্রহণানন্তর তিনি নিতান্ত ভোগবাসনার বাধ্য হইয়া উপযুক্ত অমাত্য-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। মহর্ষিও রাজাকে বিহারাভিলাষী দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; ভূপাল সেই গিরি-শিখরে ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন।

রাজব্যসনে ইন্দ্রের কোপ

হে অর্জুন! এইরূপে তিনি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাননে ও পর্ব্বতে তপতীর সহিত যাদৃচ্ছ (ইচ্ছানুরূপ) বিহার করেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি করিলেন। সেই ঘোরতর অনাবৃষ্টি দ্বারা সমুদয় স্থাবর, জঙ্গম ও প্রজাবর্গ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই দারুণ কাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র জলপাত বা নীহারপাত না হওয়াতে শস্যোপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ লোকেরা ক্ষুধায় একান্ত পীড়িত ও উদভ্রান্তমনাঃ হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গ্রাম ও নগরীমধ্যে সকলেই ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া পুত্র-কলাত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল। ক্ষুধার্ত, নিরাহার ও শব্যাকার মনুষ্যসমূহে পরিপূর্ণ নগরী প্রেতপাল পরিবৃত যমপুরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান বশিষ্ঠ লোকের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া বৃষ্টি করিলেন। রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল বিহার করিতেছিলেন, তাঁহাকে পত্নীর সহিত পুনরায় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। মহারাজ সম্বরণ পুনর্ব্বার নগরপ্রবেশ করিলে সমুদয় পূর্ব্ববৎ হইল। দেবরাজ মুষলধারে অজস্র বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। গ্রামবাসী ও নগরবাসী লোকেরা সাতিশয় হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। এই অবসরে রাজা নিজ সহধর্মিণী তপতী-সমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করিলেন। হে অর্জুন! এই তপনকন্যা তপতী তোমাদিগের পূর্ব্ববংশীয়া ছিলেন। রাজা সম্বরণের ঔরসে তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়, এইকারণে তোমাদিগকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিলাম।”

১৭৩তম অধ্যায়

পুরোহিত-প্রশস্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জুন পরমভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবলশ্রবণে একান্ত কুতুহলোক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে মহর্ষি বশিষ্ঠের নাম উল্লেখ করিলে, যিনি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, তিনি কে? সমুদয় বল, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জুন! বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র ও অরুন্ধতীর পতি। দুর্জয় কাম-ক্রোধ পরাজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার চরণসেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাত-ক্রোধ হইয়াও কুশিক-বংশের উচ্ছেদ করেন নাই, শতপুত্র-বিনাশদুঃখে একান্ত কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের ন্যায় তাহার সংহারার্থ কোনরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং মৃত পুত্রদিগকে যমালয় হইতে পুনরায় আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকে অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার আশ্রয়লাভ করিয়া ইক্ষাকুকুলোদ্ভব ভুপালেরা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রখ্যাতবংশসম্ভূত নৃপতিদিগের পৃথিবীজয় ও রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্তব্য। যিনি পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিবেন। অতএব হে পার্থ। তুমিও জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মকামার্থবেত্তা, গুণবান ও সুবিদ্বান পুরোহিত নিযুক্ত কর।"

১৭৫তম অধ্যায়

গন্ধর্ব্ববর্ণিত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র উপাখ্যান

অর্জুন কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বরাজ! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ইহারা দুইজনেই দিব্য আশ্রমে বাস করিতেন, অতএব কি কারণে উভয়ের বৈরভাব জন্মে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন কর।" গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জুন! সর্ব্বলোকমধ্যে বশিষ্ঠোপাখ্যান অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব আমি ঐ উপাখ্যান সম্যকরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করা।

কান্যকুব্জ দেশে কুশিক-তনয় গাধি নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র অমাত্য-সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কোন রমণীয় প্রদেশে মৃগ-বরাহ সংহারপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃগয়ালোলুপ রাজা মৃগের অনুসরণে একান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও বন্য হবিঃ (ফলমূল) প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক অতিথিসৎকার করিলেন। মহর্ষির এক কামধেনু ছিল। প্রার্থনা করিলেই ঐ ধেনু তৎক্ষণাৎ অভিলষিত সম্পাদন করিতেন। বশিষ্ঠ সেই ধেনু দোহন করিয়া গ্রাম্য ও আরণ্য বিবিধ ওষধি, দুগ্ধ, ষড়বিধ রসসম্পন্ন অমৃততুল্য অনুত্তম রসায়ন (তুষ্টি ও পুষ্টিকর দ্রব্য), চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ মিষ্টান্ন, বহুমূল্য রত্ন ও বিচিত্র বসন প্রভৃতি অপূর্ব্ব দ্রব্যসকল দোহন করিলেন। বশিষ্ঠ সেই সমস্ত ইষ্টবস্তু দ্বারা রাজার অর্চনা করিলেন। অমাত্যসহিত

রাজা অতিথ্যসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষির ধেনু পঞ্চহস্ত আয়ত ও ছয় হস্ত উচ্চ, তাহার নেত্রযুগল মণ্ডুকের ন্যায় উচ্ছূন (স্ফীত-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত), পার্শ্ব ও উরু মনোহর, পুচ্ছ অতি সুন্দর, পয়োধর স্থূল এবং গ্রীবা ও মস্তক পুষ্ট ও আয়ত। গাধিনন্দন সেই সুচারুশৃঙ্গা ও অনিন্দিতা নন্দিনীকে নেত্রগোচর করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মন! অর্বুদসংখ্যক গো বা আমার সমুদয় রাজ্য লইয়া আপনি এই হোমধেনুটি আমাকে প্রদান করুন!" বশিষ্ঠ কহিলেন, "মহারাজ ! আমি রাজ্যলোভে দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অতিথিসংকার ও যজ্ঞানুষ্ঠান সমাধানের একমাত্র উপায়স্বরূপ পয়স্বিনী নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না।" তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আপনি তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মাণের বলবীর্য্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই; অতএব যদি অর্বুদসংখ্যক গো গ্রহণপূর্ব্বক আমার মনোভিলাষ সফল করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমি স্বজাতিসুলভ বলপ্রকাশ করিয়া আপনার গোধন লইয়া যাইব।" বশিষ্ঠ কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি মহাবলপরাক্রান্ত রাজা এবং ভুজবীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, অতএব এ বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

অনন্তর বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক হংস ও শশিসম রূপশালিনী সেই নন্দিনীকে অপহরণ করিলেন। নন্দিনী দণ্ড প্রহারে ও কশাঘাতে একান্ত পীড়িতা হইলেন এবং ইতস্ততঃ নিরোধ্যমানা (বাধাপ্রাপ্তা—রুদ্ধগতি) হইলেও হম্বারবে ধাবমান হইয়া বশিষ্ঠ্যসম্মুখে আগমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজবল তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিল, তথাপি তিনি মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন না। বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার করুণস্বরপূর্ণ হম্বারব বারংবার কর্ণগোচর করিতেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, কি করি, বল?" এই কথা শুনিয়া নন্দিনী সৈন্যভয়ে ও বিশ্বামিত্র-ভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মহর্ষির সন্নিকৃষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "ভগবন! দোর্দণ্ড রাজবল প্রচণ্ড কশাদণ্ড দ্বারা বারংবার আমাকে প্রহার করিতেছে। প্রহারিবেগে আমি নিতান্ত অশরণা (আশ্রয়হীনা) ও অনাথার ন্যায় অতি কাতরস্বরে রোদন করিতেছি; এ সময় আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন? নন্দিনী প্রধর্ষিত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তথাপি ধৃতব্রত মহর্ষি ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইলেন না; কেবল এইমাত্র বলিলেন, "হে কল্যাণি! ক্ষত্রিয়দিগের বল তেজ, আর ব্রাহ্মণদিগের বল ক্ষমা। আমি ক্ষমাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, কী প্রতিকার করিব? এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে গমন কর।" তখন নন্দিনী কহিলেন, "হে ভগবন! আপনার এই কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন। কিন্তু যদি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক কেহই আমাকে লইয়া যাইতে পরিবে না।" বশিষ্ঠ কহিলেন, "হে নন্দিনি! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহি না, যদি সমর্থ হও, তবে আমার আশ্রমে অবস্থান কর। ঐ দেখ, আরাতিরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক তোমার বৎসকে সুদৃঢ়রজুবদ্ধ করিয়া অপহরণ করিতেছে।"

তখন সেই পয়স্বিনী আশ্রমে বাস করা যে মহর্ষির অভিপ্রায়, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অতি ঘোররূপধারণপূর্ব্বক গ্রীবাদেশ উন্নত

করিয়া ঘন ঘন হম্বারব পরিত্যাগসহকারে সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কশাদণ্ডদ্বারা বারংবার আহত ও ইতস্ততঃ তাড্যমান হইলে তাহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদীয় বালধি (গোবালি—পুচ্ছের চামরাকার লোম) হইতে জ্বলন্ত অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। পুচ্ছ হইতে পহ্নব, প্রস্নব (উধঃ-পালান) হইতে দ্রাবিড় ও শক এবং যোনিদেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল; গোময় হইতে কিরাত-জাতি, মূত্র হইতে কতকগুলি কাঞ্চি ও পাশ্বদেশ হইতে কতকগুলি শবর জন্মগ্রহণ করিল। ফেনপুঞ্জ হইতে পৌণ্ড, সিংহল, বর্ব্বর, খশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূন, কেরল ও অন্যান্য বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে নানাবরণসংছন্ন সেই বিপুল ম্লেচ্ছবল বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্রোধাতিরেক-সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। বিশ্বামিত্রের সমক্ষে তাহার বহুসংখ্যক সৈন্য বশিষ্ঠ-সৈন্যমণ্ডলীর সুতীক্ষ্ণ শরজালে আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ-সৈন্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের একটি সৈন্যেরও প্রাণসংহার করে নাই। ঋষিধেনু বিপক্ষসৈন্যদিগকে অতি দূরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন। রাজসংক্রান্ত সৈন্যেরা ত্রিযোজন অবধি অবরুদ্ধ হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজঃসম্ভূত এই সুমহৎ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবের প্রতি নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়বলে ধিক, ব্রহ্মতেজই যথার্থ বল। বলাবল-নির্ণয়স্থলে তপোবলকেই পরমবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়।" এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তৎপরে তপঃসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অভিভূত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া দেরাজ ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।"

১৭৬তম অধ্যায়

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জুন! ভুলোকে কল্মষপাদ নামে এক অলৌকিক-বলসম্পন্ন ও ইক্ষাকুকুলোৎপন্ন রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া এক অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা সেই মহাঘোর অরণ্যে মৃগ, বরাহ, মহিষ, খড়্গী (গণ্ডার) প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর বন্যজন্তুসকল সংহারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কল্মষপাদের রাক্ষসত্বপ্রাপ্তি

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে যান। রাজা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া এক প্রশস্ত পথ দিয়া সত্বর গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্রশত-মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা

তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, “আমাদিগের গমনপথ রোধ করিও না, অপসৃত হও।” শক্ত্রি মধুরবাক্যে রাজাকে সত্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! এ আমার পথ, শাস্ত্রানুসারে রাজা সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে পথ দিবেন, ইহাই সনাতনধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।” পথের নিমিত্ত উভয়ে এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন; “তুমি সরিয়া যাও, “তুমি সরিয়া যাও"। বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। মহর্ষি স্বধর্ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত পথরোধ করিয়া রহিলেন; রাজাও অভিমানপরতন্ত্র ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্ত্রির গতিরোধ করিলেন এবং মোহাবেশে ভয়ঙ্কর নিশাচরের ন্যায় কশাদণ্ডদ্বারা ঋষিকে প্রহার করিলেন। প্রহারিবেগে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, ‘রে নৃপাধম! তুই যেমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত করিলি, অদ্যাবধি মদীয় শাপপ্রভাবে রাক্ষস হাইবি এবং মনুষ্য-লোলুপ হইয়া তোকে এই পৃথিবী পর্যটন করিতে হইবে।”

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ের যাজ্যক্রিয়ানিবন্ধন বৈর উৎপন্ন হইয়াছিল, এ জন্য বিশ্বামিত্র কল্মষপাদের নিকট গমন করেন। উভয়ের বিবাদকালে তিনি সন্নিহিত হইলেন। রাজা শক্ত্রিকে বশিষ্ঠসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া পশ্চাৎ বশিষ্ঠতনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। হে অর্জুন! বিশ্বামিত্র আত্ম-প্রিয়-সাধনমানসে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন, তাহাদিগকে দর্শন দিলেন না।

অনন্তর রাজা এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শক্ত্রির শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র রাজার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া কিঙ্করনামা এক রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সে মহর্ষির শাপপ্রভাবে ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে রাজার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বামিত্র রাজার শরীরে রাক্ষসের আবির্ভাব দেখিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজা অন্তর্গত রাক্ষসের দ্বারা একান্ত পীড়িত ও কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানশূন্য হইলেন।

অনন্তর রাজা বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময় এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসন্নিধানে মাংসভোজনের প্রার্থনা করিলেন। রাজা কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! আপনি এই স্থানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রত্যাগত হইয়া আপনার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব।” এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা ইচ্ছামত-সুখসঞ্চরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, ব্রাহ্মণের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নিশীথসময়ে তাহা স্মরণ হইল। তখন তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সূপকারকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “অমুক বনে এক ব্রাহ্মণ বুভুক্ষিত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব শীঘ্র তথায় গিয়া তাহাকে সমাংস অন্ন প্রদান করিয়া আইস।”

সূপকার তদীয় আদেশানুসারে ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও মাংস পাইল না। তখন ভগ্নান্তঃকরণে রাজসন্নিধানে গিয়া মাংস না পাওয়ার বিষয় নিবেদন করিল। রাজা রাক্ষসাবেশপ্রভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে বারংবার সূপকারকে কহিতে লাগিলেন, “তুমি নরমাংস আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণের আহারকার্য্য সম্পাদন কর।” সূপকার তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অকুতোভয়ে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল এবং সত্বর তথা হইতে নরমাংস

আহরণপূর্ব্বক যথাবিধি পাক করিয়া অন্নসংযোগে ক্ষুধিত তপস্বী ব্রাহ্মণকে উপযোগের নিমিত্ত প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সিদ্ধচক্ষুপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়া অন্ন অভোজ্য বলিয়া রোষকষায়িতলোচনে কহিলেন, 'যেহেতু, সেই নৃপাধম আমাকে এই অভোজ্য অন্ন প্রদান করিয়াছে, অতএব সেই মূঢ়ই নরমাংসভোজনে স্পৃহালু হইবে; ইতিপূর্ব্বে শক্ত্রি যে অভিশাপ দিয়াছেন, তদনুসারে মনুষ্যমাংসভক্ষণে আসক্ত ও সকলের ক্লেশকর হইয়া এই পৃথিবীতে পর্যটন করিবে।' ব্রাহ্মণ দুইবার এইরূপ কহিলে শক্ত্রি দত্ত শাপ বলবান হইয়া উঠিল। রাজা তৎক্ষণাৎ রাক্ষসীবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তদীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল বিকল হইয়া উঠিল।

রাজা অনতিকালমধ্যে শক্ত্রিকে দেখিয়া কহিলেন, "যেমন তুমি আমার প্রতি অসদৃশ শাপপ্রয়োগ করিয়াছ, তদনুসারে আমি এক্ষণে মনুষ্যভক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মহর্ষি শক্ত্রির প্রাণসংহার করিলেন এবং ব্যাঘ যেমন অভীষ্ট পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ ঋষিকলেবর ভক্ষণ করিলেন। বিশ্বামিত্র শক্তিকে নিহত দেখিয়া বশিষ্ঠের অপর পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসকে আদেশ প্রদান করিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুদিগকে সংহার করে, রাক্ষস ক্রোধবশ হইয়া সেইরূপ মহর্ষি শক্ত্রির অনুজদিগকে ভক্ষণ করিল।

বশিষ্ঠের অলৌকিক উপেক্ষা

অনন্তর বশিষ্ঠদেব 'বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে শতপুত্র সংহারিত হইয়াছে' শ্রবণ করিলেন। যাদৃশ মহামহীধর বসুন্ধরাকে ধারণ করে, তিনি সেইরূপ অনিবার্য্য শোকাবেগ ধারণ করিয়া রহিলেন; তথাচ তিনি কৌশিকবংশ উন্মূলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন না। পরিশেষে আত্মত্যাগ মনস্থ করিয়া মেরুশিখরে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেহ পাতিত করিলেন। তদীয় দেহ তুলারাশির ন্যায় শিলাখণ্ডে পতিত হইল, প্রাণবিয়োগ হইল না। তৎপরে তিনি মহাবনমধ্যে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। দেদীপ্যমান দহনে মহর্ষির দেহ দগ্ধ হইল না, প্রত্যুত, গাত্রে অনলের স্পর্শ শীতল অনুভূত হইল। পরিশেষে কণ্ঠদেশে নিতান্ত দুর্ভর শিলাখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক জলধিজলে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু স্রোতোবেগপ্রভাবে তিনি তীরে উপনীত হইলেন। তখন মহর্ষি সাতিশয় সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়া অগত্যা পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

১৭৭তম অধ্যায়

বিপাশা, শতদ্রুপরিচিতি

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জুন! তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশূন্য আশ্রমপদ-দর্শনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া তথা হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কতকাদূর যাইয়া দেখিলেন, এক স্রোতস্বতী বর্ষাপ্রভাবে অতি বেগবর্তী ও বারিপূর্ণ হইয়া তীরস্থিত বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। তদর্শনে মহর্ষি পুত্রশোকে অতীব দুঃখিতমনে চিন্তা করিলেন, "আমি এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।" অনন্তর আপনাকে

পাশদ্বারা দৃঢ়তর সম্বন্ধ করিয়া নদীজলে নিমগ্ন হইলেন। নিমগ্ন হইবামাত্র মহানদী মহর্ষির পাশাচ্ছেদ করিয়া দিল এবং স্থলে উত্থাপিত করিল। মহর্ষি পাশবিমুক্ত ও স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ তাহার শোকবৃদ্ধিই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি একান্ত কাতরতাপ্রযুক্ত আর একস্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া নদী, পর্ব্বত ও সরোবরে পর্যটন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রচণ্ডগ্রাহবতী (ভীষণ-কুম্ভীরাকীর্ণ), হৈমবতী নামে এক স্রোতস্বতী দেখিয়া তাহার প্রবাহে ঝম্পপ্রদান করিলেন। সরিদ্বারা ব্রাহ্মণকে অগ্নিসম বিবেচনা করিয়া শতধা বিদ্রুতা হইল; এই কারণে তদবধি তাহার নাম শতদ্রু বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর মহর্ষি আপনাকে স্থলগত ও আত্মসংহারে অকৃতকার্য্য দেখিয়া পুনরায় আশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ পর্ব্বত ও বহুবিধ দেশ পর্যটনপূর্ব্বক তিনি অদৃশ্যন্তী-নাম্নী তদীয় পুত্রবধু কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে পশ্চাদ্ভাগে ষড়ঙ্গালঙ্কৃত (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি অঙ্গে ভূষিত) পরিপূর্ণার্থ সুসঙ্গত বেদাধ্যয়ন-শব্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘কে আমার অনুসরণ করিতেছে?” তখন অদৃশ্যন্তী প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে মহাভাগ! আমি আপনার পুত্র শক্ত্রির সহধর্মিণী তপস্বিনী অদৃশন্তী।” মহর্ষি কহিলেন, ‘পুত্রি! পূর্ব্বে শক্ত্রিমুখে যেরূপ সাঙ্গবেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম তদ্রুপ এই ষড়ঙ্গ-বেদ কে উচ্চারণ করিতেছে?” অদৃশ্যন্তী কহিলেন, “আমার গর্ভে আপনার তনয় শক্ত্রির এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বাদশ বৎসর হইল ঐ পুত্র গর্ভমধ্যে বেদাধ্যয়ন করিতেছে।”

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, “মহর্ষি বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে হৃষ্টান্তঃকরণে সন্তান বর্তমান পরিজ্ঞাত হইয়া মরণেচ্ছা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বধু-সমভিব্যাহারে প্রতিগমনপূর্ব্বক এক নির্জন বনে কল্মষপাদকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। রাজা রাক্ষসাবেশ প্রভাবে মহর্ষিকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার অভিলাষে সহসা উত্থিত হইলেন। তখন অদৃশ্যন্তী ক্রুরকর্ম্মা রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ভীতমনে মুনিসন্নিধানে গিয়া কহিলেন, ভগবন! সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় এই বিকটাকার রাক্ষস দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের নিকটে আগমন করিতেছে, এক্ষণে আপনি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন আর কেহই নাই। হে মহাভাগ! ঐ দারুণদর্শন পাপপরায়ণ রাক্ষস হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। নিশ্চয়ই ও আমাদিগকে গ্রাস করিবার অভিলাষ করিতেছে।” তখন মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে পুত্রি! তুমি ভয় পাইও না। এই রাক্ষস হইতে কদাচ কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই। তুমি উপস্থিত ভয়কে রাক্ষসভয় বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ভূমণ্ডলে মহাবলপরাক্রান্ত ও সুবিখ্যাত কল্মষপাদ নামে এক ‘রাজা ছিলেন। তিনিই শক্ত্রিশাপপ্রভাবে এই ভীষণ রাক্ষস হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন। এই বলিয়া তেজস্বী মহর্ষি হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীপস্থ রাক্ষসকে নিবারণ করিলেন। তৎপরে মন্ত্রপূত সলিলদ্বারা অভ্যুক্ষণ (জলকণা প্রক্ষেপ) করিয়া যোগবলে তাহার শাপ মোচন করিয়া দিলেন। রাজা কার্ম্মষপাদ বশিষ্ট-তনয় শক্ত্রির শাপে রাহুগ্রস্ত পার্ব্বণ (পর্ব্বকালীন) দিবাকরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়াছিলেন; সম্প্রতি রাক্ষসাবেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সায়ংকালীন সৌরকিরণস্পর্শে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জ

সেই সমস্ত বনবিভাগ রঞ্জিত করিলেন। অনন্তর রাজা পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক অবসরক্রমে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে কহিলেন, "হে মহাভাগ! আমি ইক্ষাকুবংশীয় রাজা, আমার নাম কল্মষপাদ। আমি আপনার যজমান, অতএব এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, আদেশ করুন।' বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! বক্তব্যের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে রাজ্যশাসন কর; কিন্তু আর কদাচ ব্রাহ্মাণের অবমাননা করিও না।" রাজা কহিলেন, "হে তপোধন। আমি আর কদাচ ব্রাহ্মাণের অবমাননা করিব না; বরং আপনার নির্দ্দেশানুসারে তাহাদিগকে সম্যক সৎকার করিব। হে বেদজ্ঞ প্রধান দ্বিজোত্তম! সম্প্রতি আমি যাহাতে ইক্ষাকুবংশীয়দিগের নিকট অঋণী হই, আপনাকে এরূপ প্রতিবিধান করিতে হইবে। হে সাধো! আমি সন্তান অভিলাষ করি, ইক্ষাকুদিগের বংশরক্ষার্থ আপনাকে শ্রুতিশীলসম্পন্ন একটি সুসন্তান প্রদান করিতে হইবে।" তখন সত্যসন্ধ তপোধন 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বশিষ্টদেব মহারাজ কল্মষপাদের সহিত সুবিখ্যাত অযোধ্যানগরীতে গমন করিলেন। নগরপ্রবেশকাল যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রত্যুদগমন করেন, প্রজাপুঞ্জ মহানন্দ সহকারে সেইরূপে সেই নিস্পাপ রাজাকে প্রত্যুদগমন (স্বাগমনাহান অর্থাৎ সমাদরে আনয়ন) করিতে লাগিল। রাজা বহুদিনের পর মহর্ষিবিশিষ্ঠ-সমভিব্যাহারে সেই পুণ্যলক্ষণা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাবাসী জনগণ পুরোহিতসাহিত উদিত দিবাকরের ন্যায় মহীপালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর শরৎকালীন শশধর যেমন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন, রাজা সেইরূপ নিজ রাজধানী অযোধ্যার শোভা সম্পাদন করিলেন। সেই নগরী পতাকা পরিশোভিত, সুসংসিক্ত (জলসিঞ্চনে স্নিগ্ধ) ও সুপরিচ্ছন্ন-পথসংক্ত হইয়া সকলের আনন্দ-সঞ্চার করিতে লাগিল। তখন হৃষ্টপুষ্ট ও সন্তুষ্টজনে আকীর্ণ (সমকুল—পরিপূর্ণ) অযোধ্যা সুররাজবিরাজিত অমরাবতীর ন্যায় সুশোভিত হইল।

রাজা পুরপ্রবেশ করিলে রাজমহিষী ভর্তির আদেশানুসারে মহর্ষি বশিষ্ঠের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মহর্ষি সন্তানোৎপাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিব্য বিধানানুসারে মহিষীর সহবাস করিলেন। অনন্তর তাহার গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইলে মুনি প্রজানাথ (রাজা) কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষী সন্তান উৎপন্ন হইতে অধিকতর বিলম্ব দেখিয়া এক উপলখণ্ড দ্বারা স্বকীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিলেন। বিদীর্ণ করিবামাত্র দ্বাদশবর্ষ গর্ভে স্থিত রাজর্ষি অশ্মক ভূমিষ্ঠ হইলেন।"

১৭৮তম অধ্যায়

পরাশর-জন্মকথা

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জুন! অনন্তর অদৃশ্যান্তী ভর্ত্তৃসদৃশ এক বংশধর কুমার প্রসব করিলেন। ভগবান বশিষ্ঠদেব জাতমাত্র পৌত্রের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া তাহার নাম পরাশর রাখিলেন। শক্তি নন্দন পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন এবং জন্মাবধি তাঁহাকেই পিতার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। ক্রমশঃ তিনি জননী

অদৃশ্যন্তীর সন্নিধানে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠকে তাত বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন অদৃশ্যন্তী পুত্রের এইরূপ মধুরগর্ভ বাগ্বিন্যাস-শ্রবণে অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, "বৎস! বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে পিতামহকে পিতৃবাক্যে সম্বোধন করিও না, তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কর, তিনি তোমার পিতামহ, পিতা নহেন।"

ভার্গবগণের প্রতি ক্ষত্রিয়ের ক্রোধ

অনন্তর শক্তিতনয় জননী অদৃশ্যন্তী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতিশয় দুঃখিতমনে সপ্তলোকবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্বিষয়ে তাহাকে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া প্রতিষেধবাক্যে কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বকালে কৃতবীর্য্য নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বেদবেত্তা মহাত্মা ভার্গবদিগের যজমান। রাজা যজ্ঞান্তে সোমপান করিয়া প্রভুত ধনধান্যদ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতেন। তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করিলে তদ্রবংশীয় নৃপতিদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজনার্থ অর্থের আবশ্যকতা হইয়াছিল। অনন্তর তাহারা ভার্গবদিগের অর্থের আতিশয্য জানিয়া তাহাদিগের নিকটে অর্থাভাবে উপস্থিত হইলেন। তখন ভার্গবগণ কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ভয়ে সমস্ত অক্ষয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত, কেহ বা ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। কেহ কেহ উপস্থিত অর্থাদিগের প্রার্থনানুসারে অর্থদান করিলেন। এই অবসরে কোন এক ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাক্রমে ভূমিখনন করিয়া ভৃগুগৃহে প্রভূত বিত্ত প্রাপ্ত হইলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা সকলে সমবেত হইয়া সেই উৎখাত ধন নিরীক্ষা করিলেন। তদর্শনে ভার্গিবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের যথোচিত অবমাননা করিলেন। ক্ষত্রিয়েরা অপমানিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরপ্রহারে ভার্গবদিগের শিরশ্ছেদ ও তৎপত্নীগণ-গর্ভস্থত অর্ভক(ভ্রূণ)দিগের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পৃথিবীপর্যটন করিতে লাগিলেন। ভৃগুনন্দনেরা উচ্ছিন্ন হইলে তাহাদিগের পত্নীগণ ক্ষত্রিয়ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া হিমাচলে পলায়ন করিলেন। তন্মধ্যে কোন মহিলা ভর্ত্তৃকুলবৃদ্ধির নিমিত্ত সভয়ে উরুদেশে অতি প্রদীপ্ত এক গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। এই গর্ভসংবাদ অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে এক ব্রাহ্মণী ভীতমনে নির্জনে ক্ষত্রিয়সন্নিধানে গিয়া ইহা নিবেদন করিল। ক্ষত্রিয়েরা গর্ভনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, ব্রাহ্মণী স্বতেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন। এই অবসরে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন। নির্গত হইবামাত্র মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় তিনি ক্ষত্রিয়দিগের দৃকশক্তি (দৃষ্টি) সংহার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চক্ষুহীন হইয়া ঐ গিরিদুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাহারা হীনজ্যোতিঃ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি-লাভের প্রত্যাশায় সেই অনিন্দিতা ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইয়া দুঃখিত মনে নিবেদন করিলেন, "ভগবতি!! আমরা অতি নরাধম, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আমরা আপনার প্রসাদে অসৎ অধ্যবসায় হইতে বিরত হইয়া আপনার অনুকম্পায় পুনরায় চক্ষুলাভপূর্ব্বক প্রতিগমন করিতে পারি। হে শোভনে! আপনি পুত্রের সহিত প্রসন্ন হইয়া পুনরায় দৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের পরিত্রাণ করুন।"

১৭৯তম অধ্যায়

ঔর্ব্বঋষির জন্মবৃত্তান্ত

ব্রাহ্মণী কহিলেন, "হে বৎস ক্ষত্রিয়গণ! আমি ক্রোধপরায়ণ হইয়া তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করি নাই। মদীয় ঊরুসম্ভব ভার্গব তোমাদিগের উপর আদ্য রোষপরবশ হইয়াছেন, তিনি বন্ধুবান্ধবগণের নিধনদশা স্মরণ করিয়া কোপাকুলিতচিত্তে তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তোমরা যখন ভৃগুমহিলাদিগের গর্ভস্থ সন্তানগণকে সংহার কর, তদবধি আমি একশত বৎসর কাল উরুদ্দেশে এই গর্ভ ধারণ করিয়াছিলাম। ভৃগুবংশীয়দিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ষড়ঙ্গসম্পন্ন বেদ গর্ভস্থ অবস্থায় এই বালকে প্রবেশ করিয়াছে। এই বালকই পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহারই অলৌকিক তেজোবলে তোমাদিগের চক্ষু অপহৃত হইয়াছে; অতএব তোমরা ইহার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা কর, ইনিই প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তোমাদিগকে দৃষ্টিপ্রদান করিবেন।" এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা ঊরুসম্ভব ভার্গবকে কহিলেন, "মহাভাগ! প্রসন্ন হউন।" এই কথা কহিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি প্রসন্ন হইলেন।

হে বৎস! ঐ বিপ্রর্ষি উরুভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন, এই কারণে ত্রিভুবনে ঔর্ব্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। ক্ষত্রিয়েরা চক্ষুলাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহর্ষি ঔর্ব্বের মনে হইল, যেন তিনি সকল লোককে পরাভব করিলেন। তৎপরে মহাত্মা মহামনাঃ মুনি সমূলে নিখিল লোক সংহার করিবার নিমিত্ত একান্ত উন্মুখ হইলেন। মহর্ষি ভৃগুবংশীয়দিগের নিষ্কৃতিলাভ-প্রত্যাশায় সর্ব্বলোক-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং পিতামহগণের অন্তঃকরণে আনন্দসঞ্চার করিবার নিমিত্ত তপোবলে দেবাসুর ও মনুষ্যের সহিত ত্রিলোককে সন্তাপ্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পিতৃলোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং ঔর্ব্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "হে বৎস! আমরা তোমার তপোবল দেখিলাম, এক্ষণে লোকের প্রতি প্রসন্ন হও এবং ক্রোধাবেগ সংবরণ করা। তৎকালে আমরা প্রতীকারে অশক্ত হইয়া যে প্রাণসংহারোদ্যত ক্ষত্রিয়দিগের তাদৃশ অত্যাচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি, এমন নহে। অতি দীর্ঘ-জীবন ভোগ করা অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই, এই জন্য স্বেচ্ছানুসারে আপনারাই আপনাদিগের বধোপায় ক্ষত্রিয়হস্তে অবধারিত করিয়াছিলাম। আমরা কোপের বশীভুত নহি, তথাচ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হইবার উদ্দেশ্যেই আমাদের মধ্যে একজন আপনি আলয়ে সমুদয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিখাত করিয়া রাখেন। ক্ষত্রিয়াদিগকে কুপিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। আমরা স্বর্গফল কামনা করিয়া থাকি, আমাদিগের ধনে কি প্রয়োজন? প্রয়োজন হইলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরই আমাদিগের প্রভুত ধন আহরণ করেন। যখন দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ যম স্বয়ং আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ উপায় অবধারণ করিলাম। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে না, এই হেতু আমরা আদ্যোপান্ত সমুদয় অনুধাবন করিয়া ক্ষত্রিয়হস্তে প্রাণবিসর্জন করিয়াছিলাম। হে ভৃগুবংশাবতংস ঔর্ব্ব। যে বিষয় অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিতান্ত

অপ্রিয়। এক্ষণে তুমি সর্ব্বলোক-পরাভবরূপ পাপাচার হইতে মনঃসংযম কর। সপ্তলোক-ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়াদিগকে বধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। উচ্ছলিত ক্রোধাবেগ তপঃপ্রভাবকে দূষিত ও কলুষিত করিতেছে, আশু তাহার পরিহার করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।”

১৮০তম অধ্যায়

বাড়ব-বহ্নির উৎপত্তিকথা

ঔর্ব্ব কহিলেন, “হে পিতৃগণ! আমি ক্রোধমূর্ছিত হইয়া সর্ব্বলোক-সংহারের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। বৃথা রোষ ও বৃথা প্রতিজ্ঞা করিতে আমার অভিরুচি হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের অত্যাচারের যদি প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন যজ্ঞীয় কাষ্ঠরাশি দহন করে, সেইরূপ ক্রোধ আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিবে। যিনি কারণবশতঃ উত্তেজিত ক্রোধে ক্ষমাপ্রদর্শন করেন, সেই মনুষ্য কদাচ ত্রিবর্গরক্ষায় সম্যক সমর্থ হয়েন না। অশিষ্টের নিয়ন্তা ও শিষ্টের প্রতিপালয়িতা ক্রোধকে বিজিগীষু রাজারা অবসরক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ ভার্গবদিগকে বধ করে, আমি তখন উরুস্থ ও গর্ভ-শয্যাগত হইয়া মাতৃবর্গের অতি করুণাকণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর করিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়াপসদেরা (ক্ষত্রিয়াধমগণ) গর্ভস্থ শিশুসন্তান অবধি সমুদয় ভৃগুবংশ উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করে, তদবধি আমি তাহাদের প্রতি বিষম ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি। আমার পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গ সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না। যখন দুরাত্মারা ভৃগুপত্নীদিগের সংহারে পরাঙ্মুখ হইল, তখন মদীয় জননী উরুদেশে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহলোকে পাপের প্রতিষেধকর্তা বিদ্যমান থাকিলে কেহই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁহার অবিদ্যমানে অনেকেই পাপকর্ম্মে আসক্ত হয়। সামর্থ্য থাকিতেও যিনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পাপাচার পরিহার না করেন, নিগ্রহানুগ্রসমর্থ হইয়াও তাঁহাকে তত্তৎকর্ম্মকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইতে হয়। সকল রাজলোক ও অধীশ্বরবর্গ জীবলোকে জীবন রক্ষা করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া শক্তিসত্ত্বে কেহই আমার পিতৃগণকে মরণভয় হইতে পরিত্রাণ করিলেন না। এক্ষণে আমিই সকলের অধীশ্বর হইয়াছি। বিষম রোষানলে আমার অন্তঃকরণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। অতএব আপনাদিগের প্রতিষেধ-বাক্যে অনুমোদন করিতে সমর্থ নাহি। আমি প্রতিবিধানসমর্থ হইয়াও যদি প্রতিবিধান করিতে যত্নবান না হই, তাহা হইলে লোকদিগের পুনর্ব্বার অত্যাচার জন্য মহাভয় উপস্থিত হইবে; এবং আমার যে ক্রোধবহ্নি লোকদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা সংযত করিলে নিজ তেজঃ-প্রভাবেই আমাকে নিশ্চয় দগ্ধ হইতে হইবে। আমি আপনাদিগের সর্ব্বলোকহিতৈষিতা পরিজ্ঞাত হইয়াছি; অতএব সকলের পক্ষে এক্ষণে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, আপনারা তাহার বিধান করুন।”

পিতৃগণ কহিলেন, “হে বৎস! তোমার যে ক্রোধানল লোকদিগকে ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা জলমধ্যে নিক্ষেপ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সকল লোকই

জলে প্রতিষ্ঠিত, রসসমুদয় জলময় এবং জগৎও জলস্বরূপ, অতএব তোমার ক্রোধানল জলমধ্যে নিক্ষেপ করাই উচিত হইতেছে। যদি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে জলনিধির জলে ক্রোধানল স্থাপিত করিয়া শীতল হও। জল দগ্ধ করিলে লোকদিগকেও দগ্ধ করা হইবে, কারণ সমুদয় লোকই জলময়। এইরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবে না, আর দেবতারা ও মনুষ্যেরা সকলেই অপরাভূত থাকিবেন।”

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, “ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব বরুণনিলয়স্বরূপ মহাসাগরে ক্রোধানল পরিত্যাগ করিলেন। সেই অনল সমুদ্রাজল ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐ ক্রোধানল অগ্ন্যুদগারী মহৎ হয়শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রাজল পান করিয়া থাকে। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে বাড়াবানল কহেন। অতএব হে পরাশর! পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া লোকের প্রাণসংহারে ক্ষান্ত হও, তোমার মঙ্গল হইবে।”

১৮১তম অধ্যায়

আগ্নেয়গিরি-বিবরণ

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! ভগবান পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বজনপরাভব হইতে আত্মক্রোধ সংবরণ করিলেন; কিন্তু পিতৃবধস্বরূপ মহাপরাধ স্মরণপূর্ব্বক অতি বিস্তীর্ণ এক রাক্ষসসত্রানুষ্ঠান প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সমুদয় রাক্ষস দগ্ধ হইতে লাগিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ পৌত্রের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা অন্যথা করা উচিত নহে ভাবিয়া তাহাকে রাক্ষসবধরূপ অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিলেন না। পরাশর সেই রাক্ষসযজ্ঞে প্রদীপ্ত বহ্নিত্রয়মধ্যে চতুর্থ বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শরৎকালে দিবাকর নভোমণ্ডলকে যাদৃশ প্রকাশিত করেন, সেইরূপ সেই নির্ম্মল যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইলে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ শক্তিনন্দন পরাশরকে তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনন্যসুলভ সত্র সমাপন করিবার নিমিত্ত উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি অত্রি তথায় আগমন করিলেন, আর রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার্থ তথায় পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষসবধ বিষয়ে পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার তপস্যার কুশল ত'? নির্দোষ ও অপরিজ্ঞাত রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া তোমার মনে কি আনন্দসঞ্চার হইতেছে? তুমি আমাদিগের প্রজার উচ্ছেদ করিও না। দ্বিজাতি তপস্বীদিগের এরূপ ধর্ম্ম নহে! হে পরাশর! শান্তিগুণই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম, তুমি সেই ধর্ম্ম অবলম্বন কর। শ্রেষ্ঠ হইয়া তুমি কেন ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার পিতা শক্ত্রি পরম-ধার্মিক ছিলেন। তাহাকে অতিক্রম করা ও মদীয় প্রজাসকল নির্মল করা তোমার উচিত নহে। শক্ত্রির নিজ শাপপ্রভাবে তৎকালে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আত্মদোষেই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসেরই সাহস হইত না। তিনি আপনিই আপনার মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কেবল মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদ্বিষয়ে নিমিত্তমান হইয়া দোষভাগী হইলেন। এক্ষণে মহারাজ কল্মষপাদ স্বর্গে আরোহণ করিয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছেন। আর তোমার পিতৃব্যদিগেরও সুরগণ-সমভিব্যাহারে মহাহর্ষে কালক্ষেপ হইতেছে। হে বৎস! মহর্ষি বশিষ্ঠ এ সকল বিষয় ও নির্দোষ রাক্ষসদিগের উচ্ছেদব্যাপার অবগত আছেন। তুমি কেবল এই সত্রের কারণমাত্র; অতএব এক্ষণে আর যজ্ঞ করিও না। তোমার যজ্ঞসমাপ্তি-ফললাভ হউক, তুমি কুশলে থাক।" গন্ধর্ব্ব কহিলেন, "শক্ত্রিনন্দন পরাশর পুলস্ত্য ও মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই রাক্ষসসত্র সমাপন করিলেন এবং যজ্ঞার্থ সঞ্চিত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর-পার্শ্বে এক মহাবনে নিক্ষেপ করিলেন। অদ্যাবধি সেই অগ্নিকে প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর সহিত পর্ব্বত দগ্ধ করিতে দেখা যায় এবং ঐ অগ্নিধারী গিরি অদ্যাপি লোকে আগ্নেয় পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

১৮২তম অধ্যায়

কল্মষপাদের ক্ষেত্রজপুত্ররহস্য

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে গন্ধর্ব্বরাজ! রাজা কল্মাষপাদ কোন কারণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট নিয়োগ করিলেন এবং সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিই বা গুরু হইয়া কিরূপে সেই অগম্য শিষ্যাতে রত হইলেন? তিনি কি ইতিপূর্ব্বে কোন প্রকার অর্ধাচরণ করিয়াছিলেন? আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব হে সখে! আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় নির্যাকরণ কর।”

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়! রাজা কল্মাষপাদ ও বশিষ্ঠের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করা। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠাত্মজ মহাত্মা শক্ত্রি রাজা কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করেন। রাজা শাপগ্রস্ত ও ক্রোধাপরবশ হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নী-সমভিব্যাহারে এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য নানাজাতীয় জন্তুগণে সমাকীর্ণ পাদপসমূহে আবৃত ও লতাগুলো আচ্ছন্ন। রাজা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর গভীর রব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। একদা সেই রাক্ষসরূ ভুপাল ক্ষুধা-শান্তির নিমিত্ত আহারান্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, এক বিপ্রদম্পতি কামক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে নয়নগোচর করিয়া কৃতকার্য্য না হইতেই ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা পলায়নপর ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, “হে রাজন! আমার এক নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। আপনি আদিত্যবংশে প্রসূত, সর্ব্বলোকে সুবিখ্যাত; বিশেষতঃ ধর্মানুষ্ঠান ও গুরুজন-শুশ্রূষায় অনুরক্ত, অতএব আপনার পাপাচরণ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্তার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম, অধুনাপি কৃতার্থ হইতে পারি নাই, অতএব হে নরনাথ! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করুন।” রাজা বিক্রোশমানা (আর্তনাদপরায়ণা) সেই কামিনীর প্রার্থনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে গ্রাস করে, সেইরূপে তাহার স্বামীকে ভক্ষণ করিলেন, তদর্শনে ক্রোধাভিভূত ব্রাহ্মণীর যতগুলি অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হইল, সমুদয় প্রজ্বলিত হুতাশন হইয়া সেই বনপ্রদেশ দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভর্ত্তৃবিয়োগবিধুরা শোকসন্তপ্ত ব্রাহ্মণী ক্রোধাভরে রাজর্ষি কল্মষপাদকে অভিসম্পাত করিলেন, ‘রে দুর্ব্বদ্ধিপরতন্ত্র নৃপাধম! তুই যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণসংহার করিলি, তোকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নীসহযোগ করিবামাত্র পঞ্চোত্বপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তুই যাহার পুত্র বিনষ্ট করিয়াছিস, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে তোর পত্নী পুত্রোৎপাদন করবেন। সেই পুত্র তোর বংশধর হইবে।” মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্রী রাজাকে এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া তাহার সমক্ষে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধিবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে রাজা শাপবিমুক্ত হইলেন। একদা ভূপাল পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া শাপবৃত্তান্ত বিস্মরণপূর্ব্বক কামান্ধচিত্তে তদীয় সহবাসে উদ্যত হইলেন। দেবী তাহাকে প্রতিষেধ করিলেন। তখন পত্নীবাক্য-শ্রবণেশাপবৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! রাজা কল্মষপাদ শাপগ্রস্ত হওয়াতে কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট স্বীয় পত্নীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।"

১৮৩তম অধ্যায়

পাণ্ডব-পৌরোহিত্যে ধৌম্যের বরণ

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বরাজ! সকলই তোমার বিদিত আছে, অতএব বল দেখি, কোন ব্যক্তি আমাদিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র?" গন্ধর্ব্ব কহিলেন, "দেবলের কনিষ্ঠা ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন, যদি ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে পৌরোহিত্য-কার্য্যে বরণ কর।" অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বসত্তম! তোমার মঙ্গল হউক, ঘোটক-সকল তোমারই নিকট থাকুক, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া পরস্পর সম্মানবিনিময়পূর্ব্বক রমণীয় ভাগীরথীতীর হইতে নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচক-তীর্থে ধৌম্যাশ্রমে উপনীত হইয়া তাহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বেদবিত্তম ধৌম্য বন্য ফলমূল প্রদান ও পৌরোহিত্যস্বীকার দ্বারা পাণ্ডবদিগের সৎকার করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ংবরে দ্রৌপদী, রাজ্যলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পরিবেন। তাহারা এতদিন অসহায় হইয়াছিলেন, অধুনা পুরোহিত ধৌম্যের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে নাথবান্ মনে করিলেন। পাণ্ডবেরা সেই উদারধী বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিতের অনুকম্পায় যোগপ্রিয় ও সর্ব্বধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবগণের অবিচলিত উৎসাহ, অপ্রতিহত বলবীর্য্য, মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসন্দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন, তাহারা অচিরাৎ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ পুরোহিতকর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া দ্রৌপদীস্বয়ংবর-সমাজারোহণে মানস করিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৮৪তম অধ্যায়

স্বয়ংবরপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব দৌপদীকে সন্দর্শন করিবার মানসে জননী-সমভিব্যাহারে মহোৎসবময় দ্রুপদ জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ংবরদিদৃক্ষুঃ (স্বয়ংবর-ব্যাপার দর্শনাভিলাষী) কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ

হইল। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিবেন?” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহাশয়! আমরা পঞ্চসহোদর একত্র হইয়া জননী-সমভিব্যাহারে একচক্র নগরী হইতে আসিতেছি।” ব্রাহ্মাণের কহিলেন, “আপনারা অদ্যই পাঞ্চালদেশে চলুন। পাঞ্চলেশ্বরভবনে মহাসমৃদ্ধ স্বয়ংবর হইবে। আমরা তথায় যাইবার মানসে বহির্গত হইয়াছি। ভাল হইল, সকলে একসঙ্গে যাইব। অদ্য পাঞ্চলদেশে পরমাদ্ভূত মহোৎসব হইবে। মহারাজ যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদিমধ্য হইতে এক পরমাসুন্দরী দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কমলনয়না দ্রোণশত্রু ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী; ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ, বর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উদ্ভূত হয়েন। দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপলগন্ধ একক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই স্বয়ংবরা দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিব এবং মহোৎসব-সন্দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইব। অদ্য তথায় নানা দিগ্দেশ হইতে যজ্বা, ভূরিদক্ষিণ, স্বাধ্যায়নসম্পন্ন, পবিত্রস্বভাব, মহাত্মা, যতব্রত, তরুণবয়স্ক, পরমসুন্দর, মহারথ, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কত শত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত, বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ, স্বয়ংবর-সন্দর্শন এবং মহোৎসবজনিত আনন্দানুভব করিয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্তক ও নানাদেশীয় মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবে, আপনারাও কৌতুকাক্রান্ত-চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপবান, কৃষ্ণার নয়নপথের পথিক হইলে তিনি অবশ্যই আপনাদিগের অন্যতমকে বরমাল্য প্রদান করিবেন। আপনার এই মহাভুজ দর্শনীয় ভ্রাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি অপরিমিত দ্রবিণ (ধনসমূহ) রাশি জয় করিতে পরিবেন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যে আজ্ঞা, আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ংবর ও তজ্জনিত মহোৎসবসনদর্শনে গমন করিব।”

১৮৫তম অধ্যায়

পাঞ্চালদেশে পাণ্ডব গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজপরিরক্ষিত দক্ষিণপাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। গমনকালে বিশুদ্ধাত্মা অকল্মষ (নিষ্কলুষ—নিষ্পাপ) মহর্ষি দ্বৈপায়নকে সন্দর্শন করিয়া তাহার যথাবিধি সৎকার করিলেন এবং তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিষয়ক কথোপকথনান্তে অনুজ্ঞাত হইয়া দ্রুপদভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে রমণীয় বন ও সুশোভন সরোবর তাহাদিগের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে উপবিষ্ট ও গতক্লম (বিগতশ্রম) হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়সম্পন্ন, বিশুদ্ধস্বভাব, প্রিয়ংবদা পাণ্ডুতনয়েরা ক্রমে ক্রমে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইয়া স্কন্ধাবার (শিবির—সেনা-

নিবাস) ও নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে অভিলাষ হইয়াছিল যে, পাণ্ডুতনয় কিরীটীকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন, তিনি এ কথা কাহারও অগ্রে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করাইয়া দিলেন যে, "যে ব্যক্তি এই সজ্য শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব।"

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভা

এইরূপ ঘোষণা-শ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংবরদিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণসমভিব্যাহারী দুর্য্যোধনপ্রমুখ কুরুবর্গ সমুপস্থিত হইলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে শত শত ব্রাহ্মণগণ আসিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ংবর-দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন এবং পৌরজনেরা মহাকোলাহলপূর্ব্বক দর্শনমানসে মণ্ডপসন্নিকটস্থ শিশুমার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। নগরের প্রাগুত্তরপ্রান্তবর্তিনী (উত্তরপূর্ব্বকোণস্থিত) এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ংবর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার (প্রাচীর-দেওয়াল) ও পরিখা (চতুর্দ্দিকে খনিত খাল—চারিধারের গড়খাই) দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি (দেউড়ী—ফটক) বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী তুষারজোলজড়িত হিমালয়শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম (চাতাল)-ভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার-সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গসমুদয় সুসংগঠিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদান উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারিদ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভা শয্যাসকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদাম, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে।

ভুপালগণ রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক তত্রত্য বিমানশ্রেণীতে সমাসীন হইলেন এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সমাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌরবৃন্দ ও জনপদগণ দ্রৌপদীদর্শনার্থ পর্য্যদ্ধ্য (অত্যুত্তম) মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ্যের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। রত্নোপকরণ ও সুনিপুণ নর্তকগণের অভিনয় দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনমালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং তুর্য্যাজীব (বাদক) দিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে

লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ঘন-ঘোষণ (ঘোর মেঘশব্দতুল্য) গভীর-স্বরে অর্থবৎ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ! আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে। যিনি যন্ত্রের ছিদ্র দ্বারা পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পরিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীলরূপলাবণ্যসম্পন্ন সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন, সন্দেহ নাই।" দ্রুপদপুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সমবেত ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্তনপূর্ব্বক ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

১৮৬তম অধ্যায়

স্বয়ংবর সভাগত রাজগণের পরিচয়

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "হে ভগিনি! দেখ, দুর্য্যোধন, দুর্বিসহ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগবর, উগ্রায়ুধ, বলাকী, করকায়ু, বিরোচন, সুকণ্ডল, চিত্রসেন, সর্ব্বাচ্চাঃ, কনক্যধ্বজ, নন্দক, বলশালী তুহুণ্ড ও বিকট এবং অন্যান্য মহাবলপরাক্রান্ত ধার্তরাষ্ট্রেরা কর্ণসমভিব্যাহারে তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। গান্ধাররাজকুমার শকুনি, বৃষক ও বৃহদ্বল এবং মহাবীর অশ্বত্থামা ও ভোজরাজ অলঙ্কৃত হইয়া ত্বদর্থে আগমন করিয়াছেন। বৃহন্ত, মণিমান, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ৎসেন, মেঘসন্ধি, বিরাট ও তৎপুত্র শঙ্খ ও উত্তর, বার্দ্ধক্ষেমি, সুশর্মা, সেনাবিন্দু, সুকেতু ও তৎপুত্র সুনামা ও সুবর্চ্চাঃ, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান নীল, চিত্রাযুদ্ধ, অংশুমান, শ্রোণিমান, চেকিতান, সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপবান চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, বিদন্ত ও তৎপুত্র দণ্ড, পৌণ্ডক, বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ শল্য ও তৎপুত্র রুক্মাঙ্গদ, রুক্মরথ, কৌরব্য সোমদত্ত এবং তাহার পুত্র ভুরি, ভূরিশ্রবাঃ, শল, সুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরব, দৃঢ়ধন্বা, বৃহদ্বল, সুষেণ, পটচ্চার, শিবি, ঔশীনর, নিহন্তা, করুষাধিপতি, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, রৌক্মিণেয়, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্নি, গদ, অক্রুর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতবর্মা, হাদিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্কু, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ, শমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লীপিণ্ডারক এবং উশীনর এই সকল যদুবংশীয় এবং ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লীক, শ্রুতায়ু, উলূক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল, জরাসন্ধ, ইহারা ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্য ভেদ করিবেন। হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পরিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"

১৮৭তম অধ্যায়

কৃষ্ণাদর্শনে নৃপমণ্ডলীর মোহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সমস্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। তাহারা রূপ,

যৌবন, কুল, শীল ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মদস্রাবী হৈমবত (হিমালয়জাত) মাতঙ্গযূথের ন্যায় ঈর্ষ্যাকষায়িত লোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিভুবনলালামভূতা কৃষ্ণা-সন্দর্শনে কামমোহিত হইয়া, 'দ্রৌপদী আমরাই হইবে' বলিয়া রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যেমন দেবগণ পর্ব্বতরাজপুত্রী উমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সমাগত সভাস্থ ভূপালগণ সেইরূপে দ্রৌপদীকে জিগীষা (জয় করিতে ইচ্ছা-পত্নীরূপে পাইবার অভিলাষ) করিতে লাগিলেন। রঙ্গস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য-সন্দর্শনে বিষম কন্দর্পবাণে নিপীড়িত হইয়া তদগত হৃদয়ে নিরন্তর কেবল তাঁহাকের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রুপদরাজকুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধুবান্ধবের প্রতিও ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, সাধ্য, যম, কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণপূর্ব্বক রাজসভায় আগমন করিলেন। অসংখ্য দৈত্য, সুপর্ণ, মহোরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ ও বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমাগত হইয়াছিলেন। বলভদ্র, জনার্দন, বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদুপ্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চপাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়াৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও নকুল-সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন। বলদেব তাহাদিগকে দেখিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণতে মন-প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা ঈর্ষাকষায়িত ও রোষপরবশ হইয়া অধর দংশনপূর্ব্বক আরক্ত নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিয়া সকলেই কন্দর্পবাণে অভিভূত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল, সুপর্ণ, নাগ, অসুর ও সিদ্ধগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত সেই সভ্যভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্য্যমাণ (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—ছড়ান) দিব্য কুসুমসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইল। মহাস্বন দুন্দুভি-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। চতুর্দিক বিমানসম্বাধ এবং বেণু, বীণা ও পণবনিনাদে (মর্দলাদি বিভিন্ন বাদ্য) পরিপূরিত হইল। কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গ, বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, বিদেহরাজ ও যবনাধিপ প্রভৃতি অনেকানেক রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবাল প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য-প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে জ্যা সংযুক্ত করা দূরে থাকুক, কার্মুক সজ্য (গুণযুক্ত) করিব, এরূপ মনে করিতেও তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। সুবিক্রান্ত নরেন্দ্রগণ ধনুস্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাহাদিগের অঙ্গের আভরণসকল বিস্রস্ত (বিপর্য্যস্ত—স্থানচ্যুত) হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তিভাব অবলম্বন করিলেন। কিরীট, হার, বলয়াঙ্গদ প্রভৃতি আভরণসকল অঙ্গ হইতে বিস্রস্ত হইয়া পড়িল এবং দ্রৌপদীলিপ্সা এককালে নিরস্ত হইয়া গেল।

ধনুর্দ্ধারপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ বৃথোদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরসন্ধান করিলেন; পাণ্ডুতনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায়দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ (সক্রোধ) হাস্যে সূর্য্য-সন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সমুদয় ক্ষত্রিয়বর্গ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রস্থান করিলে পর চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর্য্য জরাসন্ধও ঐ প্রকারে ধনুর আঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন, পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মদ্রাধিপতি শল্যও সেই ধনুকে জ্যা আরোপ করিতে জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে সভাস্থ সমস্ত নরাধিপগণ ক্রমে ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীনন্দন অর্জুন সেই শরাসনে জ্যা-রোপণ ও শরসন্ধানের মানস করিলেন।

১৮৮তম অধ্যায়

বিবাহপণ-কার্মকে অর্জনের জ্যা রোপণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমবেত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জুন উদ্যতায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কামুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিন বিধূননপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনাঃ হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, "যাহাতে ধনুর্ব্বেদপারদশী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয়-সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? এই ব্যক্তি গর্বিত হইয়াই হউক অথবা কন্যাগ্রহণহার্ষে মোহিত হইয়াই হউক কিংবা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভচপলতাপ্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর।" কেহ কেহ কহিলেন, "আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোন প্রকার লাঘব হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না।" কেহ কেহ কহিলেন, "এই পীনস্কন্ধ (স্থূলস্কন্ধ—যাহার কাঁধ স্থূল, এইরূপ), দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত গভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি কখনই বিফলপ্রযত্ন হইবেন না। ইহার মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাহার, বাযাহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাহাদিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্মই করুন অথবা অসৎকর্ম্মই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না, কারণ, সুখজনক, দুঃখজনক,

সামান্য ও মহৎ সমুদয় কার্য্যই ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ, জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভূত করিয়াছিলেন, অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়াছিলেন; অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কার্মুকে জ্যা-রোপণ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাম্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ-সকল দৃঢ় প্রযত্নেও যে ধনু সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জুন অবলীলাক্রমে নিমেষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা-রোপণপূর্ব্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন; পরে ছিদ্রদ্বারে সেই অতি কষ্টবোধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের স্ব স্ব বসন বিধূননপূর্ব্বক (প্রকম্পিত করিয়া) অলক্ষিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তুর্য্য-বাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়-শব্দ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে ধার্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্রপ্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্যদান ও শুভ্রবসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুত-সমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্ম পার্থ বিজয়লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মালা গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণপরি পূজ্যমান হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

১৮৯তম অধ্যায়

রাজগণসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবার অভিলাষ করিলে ভূপতিগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া

সমাগত রাজমণ্ডলীকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া বরবর্ণিনী দ্রৌপদীকে বিপ্রসাৎ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইনি সমস্ত নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া পরিশেষে তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না; বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন; অতএব সমধিক গুণসম্পন্ন হইলেও কোনক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না। প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুরাত্মা নৃপাধ্যমকে সপুত্র বিনষ্ট

করিব। কি আশ্চর্য্য! দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না। স্বয়ংবরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ংবর-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব। যদি ব্রাহ্মণ লোভাকৃষ্ট হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজাদিগের অনভিমত কার্য্য করেন, তথাপি তিনি অবধ্য। আমরা ব্রাহ্মণের উপকারার্থে রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র এবং জীবন পর্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি।"

রাজর্ষিগণ অবমান-ভয়ে স্বধর্মরক্ষার নিমিত্ত, আর অন্য স্বয়ংবরে এইরূপ গতি না হয়, এই অভিপ্রায়ে দ্রুপদের প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে আয়ুধগ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সেই সশস্ত্র ক্রোধান্ধ অসংখ্য রাজশার্দূল বেগে ধাবমান হইতেছেন দেখিয়া দ্রুপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। অর্জুন ও ভীমসেন মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় বেগাভিদ্রুত (বেগে ধাবিত) রাজেন্দ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমর্ষপ্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জুন-জিঘাংসু (বিধাভিলাষী) হইয়া অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর অবিচলিত অধ্যবসায়সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হস্তদ্বারা এক মহামহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন এবং লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম সেই বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া অর্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকাতীত ধীশক্তিসম্পন্ন অচিন্ত্যকর্ম্ম অর্জুন ভ্রাতার পরাক্রম-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে কহিলেন, "মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জুন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহার নাম বৃকোদার; ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে এবং যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনিই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির; আর কুমারীতুল্য সুকুমার এই কুমারযুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহারাই নকুল ও সহদেব হইবে। শুনিয়াছিলাম যে, পৃথা পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে সেই ভয়াবহ জতুগৃহদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে।" এই সমস্ত শ্রবণান্তর নির্জ্জলজলদসন্নিভ বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাসুদেব! পিতৃষ্বসা পৃথা এবং পাণ্ডবদিগকে বিপদ্বিমুক্ত শ্রবণ করিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম।"

১৯০তম অধ্যায়

উভয়পক্ষে সঙ্কুল যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজর্ষভ (উত্তম বিপ্র) সকল অজিন ও কমণ্ডলু বিধূননপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" অর্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদগিকে কহিলেন, "আপনারা পার্শ্বে থাকিয়া দর্শন

করুন। যেমন মন্ত্রদ্বারা বিষবৈদ্য আশীবিষ নিবারণ করে, তদুপ আমিও সূচ্যগ্র বিশিখশত (শত বাণ) দ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি।” এই কথা বলিয়া অর্জুন শুদ্ধ-লব্ধ শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর নির্ভীক ভীমার্জুন যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণপ্রমুখ ক্ষত্রিয়বর্গ নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ‘রণক্ষেত্রে দ্বিজাতিরও বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে’, এই বলিয়া যুযুৎসু রাজারা দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাতেজাঃ কর্ণ অর্জুনের প্রতি গমন করিলেন। হস্তী হস্তিনীর নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়া মহাবেগে যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মদ্রেশ্বর শল্য ভীমকে আক্রমণ করিলেন। পরে দুর্য্যোধনাদি সকলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া ধীরে ধীরে সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর অর্জুন প্রকাণ্ড শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শত শত নিশিত শর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাধেয় সুতীক্ষ্ণ বিশিখশতপ্রহারে বিমোহিত হইয়া অতি কষ্টে অর্জুনের অনুধাবন করিলেন। জিগীষাপরবশ বীরযুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাহারা পরস্পর বীরত্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি এবং এই মুহূর্তেই আমার বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি।” কর্ণ অর্জুনের অনুপম ভুজবীর্য্য-দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদীয়, সেনাগণ অর্জুন-প্রযুক্ত তীব্রজব (অত্যন্ত বেগশালী) বাণবর্ষণ বিফল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বপ্রভুর জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। কর্ণ কহিলেন, “হে বিপ্রবর! তোমার ভুজবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা-দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূতিমান ধনুর্ব্বেদ অথবা রাম, সূর্য্য বা সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু হইবে; আত্মপ্রচ্ছাদনের নিমিত্ত বিপ্ররূপধারণপূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।”

কর্ণের যুদ্ধবিরতি

অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদ নহি বা আমি প্রতাপশালী রামও নহি; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরান্দর অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।” রাধেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুনের দুর্জয় ব্রাহ্মতেজ স্বীকারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাখা হইলেন। অপর রণপ্রদেশে বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ মত্তগজেন্দ্রাকার শল্য ও বৃকোদর পরস্পর সমাহানপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত ও জানুপ্রহার দ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাহারা উভয়ে প্রচণ্ডবেগে উভয়কে আকর্ষণ ও পাষাণপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহার বেগে রণস্থলে ঘোরতর চটচটা শব্দ উঠিল। তাহারা দুইজনে ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করিলেন। পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম বাহুদ্বারা শল্যাকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন, তদর্শনে দ্বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীমসেন শল্যাকে ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। শল্য নিপতিত ও কর্ণ শঙ্কিত হইলে পরে সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জুনকে সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, “এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র,

ইহাদিগের বাস কোথায়, তৎসমুদয় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও পাণ্ডুতনয় কিরাটী ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক ভুলোকে কে আছে? দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি লক্ষ্য হয় না যে, দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। বলদেব, পাণ্ডব বৃকোদর ও মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্য কোন বীর মদ্রাধিপতি শল্যাকে সমরশায়ী করিতে পারে? ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাহাদিগকে ক্ষমা করা উচিত; অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। তবে যদি উঁহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হয়েন, তাহা হইলে আমা হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিব, সন্দেহ নাই।"

কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় যুদ্ধনিবৃত্তি

কৃষ্ণ ক্ষিতীশ্বরদিগের এবম্প্রপ্রকার কথোপকথন শ্রবণ এবং ভীমের সেই অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীসুত স্থিরনিশ্চয় করিলেন। পরে রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়বাচনে কহিলেন, "হে ভূপালবৃন্দ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।"

বিস্ময়াবিষ্ট রাজর্ষিগণ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্বস্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। অদ্য রঙ্গস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিত হইলেন, এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল। রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জুন বিপ্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহারা শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মেঘাবরণ-নিমুক্ত পূর্ণিমাশশধরের ন্যায় ও প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এদিকে পুত্রবৎসল। পৃথা, পুত্রেরা ভিক্ষার্থে গমন করিয়া কি নিমিত্ত অধুনাপি (এখন পর্য্যন্তও) প্রত্যাগত হইল না, ভাবিয়া কতই অনিষ্টাশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয়ত দুরাত্মা ধার্তরাষ্ট্রেরা তাহাদিগকে নিহত করিয়াছে, অথবা নিদারুণ শত্রু মায়াবী নিশাচরগণ হইতে কোনরূপ অনিষ্টপাত হইয়া থাকিবে। তাহাদিগের দুর্ভেদ্য মায়াজালে মহাত্মা ব্যাসদেবের মতেরও বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে। পৃথা পুত্রস্নেহে আবৃত হইয়া এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, আকাশমণ্ডল ঘনাবলীতে আচ্ছাদিত এবং সমস্ত লোক সুষুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জুন মেঘোপরুদ্ধ (মেঘাবৃত) অপরাহ্নদিবাকরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া ভাগবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

১৯১তম অধ্যায়

কৃষ্ণাসহ কুন্তীসমীপে পাণ্ডবগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভব ভীমার্জুন ভার্গব-কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া পরম-প্রীতমনে পৃথাকে নিবেদন করিলেন, “মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।” পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই পুত্রদিগকে কহিলেন, “বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।” অনন্তর কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, “আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম!”। পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা হইয়া পরমপ্রীত যজ্ঞসেনীর হস্তগ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, “পুত্র! ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজদ্বয় ইঁহাকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করেন, আমিও অনবধানতাপ্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি, “তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।” অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ!' এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম দ্রুপদকুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর।” মতিমান কুরুপ্রবীর জননীর এই উক্তি-শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক অর্জুনকে কহিলেন, “হে ফাল্গুণে! যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে ইহার পাণিগ্রহণ কর।”

অর্জুন কহিলেন, “নরনাথ! আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করবেন না, আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না। আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্তব্য, অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার, তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে তরস্বী (বেগবান-বলশালী) সহদেবের বিবাহ করা উচিত। বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই রাজকুমারী, আমরা সকলেই আপনার নিযোজ্য (বশ্য-আজ্ঞাবহ)। অতএব যাহা যশস্কর ও ধর্ম্মকর হয়, সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আপনি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন এবং যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিতসাধন হইতে পারে, আমাদিগকে তদনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশংবদ।” ভক্তিস্নেহসহকৃত অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট ও তদগতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গবিকার (কামের উন্মেষ—সংযমাভাব) প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হয়, বিধাতা সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার আশায় পাঞ্চালীর তাদৃশ কমনীয় রূপলাবণ্যের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাহার দর্শনমাত্রেই কেন সকল প্রাণীর মনোহরণ হইবে?

যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য-সমুদয় স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জনে লইয়া কহিলেন, “দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।” মহানুভব ভীমাদি জ্যেষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে

মনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণ বলদেব সমভিব্যাহারে ভাগব-কর্ম্মশালায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অগ্নিতুল্য ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

অনন্তর বাসুদেব পরমধার্মিক যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণ-বন্দনপূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন; মহাবল বলদেবও ঐরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর পাণ্ডবেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃষ্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদরসম্ভাষণ ও কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বাসুদেব! আমরা গোপনে এ স্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?" কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাজন! অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়; পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্যলোকে অন্য কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে? মহারাজ! ভাগ্যবশে আপনারা সেই ভয়ঙ্কর পাবক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টফলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তদীয় অমাত্যের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক্ষণে আপনাদিগের হতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হউক, ইন্ধনযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন, প্রার্থনা করি, পার্থিবগণ যেন আপনাদিগের গুপ্তবাস জানিতে না পারেন। অনুমতি করুন, অধুনা শিবিরে গমন করি।" অনন্তর পাণ্ডবকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বাসুদেব বলদেব-সমভিব্যাহারে স্কন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন।

১৯২তম অধ্যায়

প্রচ্ছন্ন ধৃষ্টদ্যুম্নের পাণ্ডবস্বরূপনির্ণয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাঞ্চালাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমার্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গবনিকেতনে প্রবেশ করিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে অতি নিভৃত প্রদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন, তৎসহচর পুরুষেরা ইতস্ততঃ গুপ্তভাবে রহিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উদারপ্রকৃতি ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর বদান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষী দিগকে অন্ন প্রদান কর। অনন্তর অবশিষ্টাংশ দ্বিধাবিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ ছয় অংশ কর এবং একার্দ্ধ নাগেন্দ্র-বিক্রম মহাবীর ভীমকে প্রদান কর। ভীম চিরকাল অধিক ভোজন করিয়া থাকে।" রাজপুত্রী দ্রৌপদী সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কুন্তীর আদেশ প্রতিপালন করিলে সকলে পরমসুখে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে নকুল ও সহদেব ভূমিতলে কুশশয্যা প্রস্তুত করিলে পর স্ব স্ব অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া দক্ষিণশিরাঃ হইয়া সকলে শয়ন করিলেন। কুন্তী তাহাদিগের শিরোভাগে শিয়ান হইলেন এবং দ্রৌপদী তাহাদিগের পদতলে শয়ন করিলেন। দ্রৌপদী পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ান ও তাঁহাদিগের চরণোপাধানভূত (পদতলে ব্যবহৃত বালিশতুল্য) হইয়াও কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখিত হইলেন না এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শনও করিলেন না। এইরূপে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া সেই

বীরপুরুষেরা যুদ্ধ ও সেনাসম্পর্কীয় নানা কথা-প্রসঙ্গে ত্রিযামা (রাত্রি) অতিবাহন করিতে লাগিলেন। তাহারা বিবিধ প্রকার অস্ত্র, খড়্গ, গদা, পরশ্বধ, গজ ও রথ প্রভৃতির বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজনন্দন তাহাদিগের সমুদয় কথোপকথন শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গী লোকেরা কৃষ্ণকে তদাবস্থ দর্শন করিলেন। রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগের কথিত বিভাবরী— বৃত্তান্ত সমস্ত দ্রুপদরাজকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন। দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে সবিশেষ চিনিতে না পারিয়া সাতিশয় বিষন্ন হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময় ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পুত্র! দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন? তিনি কি কোন হীনকুলোদ্ভব শূদ্র, না কোন করদ বৈশ্যের হস্তগত হইলেন? আমার মস্তকে ত’ পঙ্কদিগ্ধ (কর্দমলিপ্ত-কাদামাখা) চরণ অর্পিত হয় নাই? সুললিত কুসুমমালা কি শ্মশানে পতিত হইল? কোন সবর্ণ কি কোন উত্তমবর্ণ পুরুষ দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন? আমার মস্তকে কে বামাচরণ অর্পণ করিল? অথবা সৌভাগ্যক্রমে দ্রৌপদী নরোত্তম পার্থের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন? হে মহানুভব! তুমি যথার্থকরিয়া বল, কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে? যথার্থই কি পার্থ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন?”

১৯৩তম অধ্যায়

বৈবাহিকপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন। পিতা কর্ত্তৃক পরিপৃষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পিতঃ! যিনি দেবতুল্য রূপবান, কৃষ্ণজিনধারী, যাহার নয়নযুগল আয়ত ও লোহিতবর্ণ, যিনি সেই ধনুতে গুণাধিরোপণ করিয়া বিনায়াসে লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়াছিলেন, যে তরস্ব দ্বিজগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও পূজ্যমান হইয়া দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত দানবসভা-প্রবিষ্ট সুররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণা সানন্দিত নাগবধূর ন্যায় সেই নাগেন্দ্রতুল্য বীরপুরুষের অজিনগ্রহণপূর্ব্বক তাহার অনুবর্তিনী হইলেন।

অনন্তব সেই ক্ষিতিপ-সমাজে কোন ভূপাল এক প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক সমাগত রাজগণকে অবরোধ করিলেন। হে নরেন্দ্র! চন্দ্রসূর্যসদৃশ সেই বীরযুগল সমস্ত পার্থিবগণসমক্ষে কৃষ্ণকে গ্রহণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগস্থ ভার্গব-পার্ণশালায় গমন করিলেন। তথায় অবিকল সেই দুইজনের ন্যায়। আর তিনটি মহাবীর ও অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী এক নারী উপবিষ্ট ছিলেন, বোধ হয় তিনি তাহাদের জননী হইবেন। অনন্তর তাহারা দুইজন সেই বর্ষীয়সীর চরণে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে প্রণাম করিতে কহিলেন এবং ‘কৃষ্ণা এই স্থানে থাকিলেন’ এই বলিয়া সকলে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগের আহত ভৈক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ দেবসৎ ও বিপ্রসাৎ করিয়া সেই বৃদ্ধা ও সেই সমস্ত নরপ্রবীরদিগকে পরিবেশন করিলেন, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। পরে দ্রৌপদীও তাহাদিগের পাদোপাধ্যানস্বরূপ পদতলে শয়ন করিলেন। শয়নান্তে তাহারা গভীর ঘনগর্জনস্বরে বিচিত্র কথাসকল কহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ কথা-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য

ও শূদ্রের কোন প্রকার উপযোগিতা নাই; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাহারা ক্ষত্রকুলজাত হইবেন, নতুবা যুদ্ধের কথায় তাহাদিগের এত সমাদর কেন? যাহা হউক, এতদিনে আমাদিগের আশা ফলবতী হইল। শুনিয়াছি, পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয়, তাহাদিগের অন্যতম শরাসনসজ্য ও লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়াছেন। আর এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।"

পাণ্ডবসহ কৃষ্ণার বিবাহমন্ত্রণা

তখন দ্রুপদরাজ হৃষ্টচিত্তে পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! আপনি ভার্গব-কর্ম্মশালায় গমন করিয়া লক্ষ্যভেদকারী বীরপ্রবরের কুলশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন।" পুরোহিত নৃপতির আদেশানুসারে তথায় উপনীত হইয়া বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক তাহাদিগের ভূরি ভুরি প্রশংসা করিয়া সমগ্র রাজবাক্য অবিকল কহিতে লাগিলেন। "মহারাজ পাঞ্চালেশ্বর আপনাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি সেই লক্ষ্যবোদ্ধাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, আপনারা অরাতিমস্তকে পদাঘাত এবং আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের হৃদয় আনন্দিত করুন। মহারাজ পাণ্ডু দ্রুপদের প্রিয়সখা ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিতান্ত বাসনা যে, তিনি আপন দুহিতা কোন কৌরবকে সম্প্রদান করেন। তাহার অভিলাষ এই যে, অর্জুন তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাহার পুণ্যকীর্তি ও সুকৃতি সকলই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়।"

পুরোহিত সমুদয় নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে মহানুভব যুধিষ্ঠির অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সমীপস্থ ভমিকে কহিলেন, "ইঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান কর। ইনি দ্রুপদরাজের অতীব মান্য পুরোহিত, ইঁহাকে অধিকতর পূজা করা কর্তব্য।" ভীম জ্যেষ্ঠের নির্দেশানুসারে তৎসমুদয় সম্পাদন করিলে ব্রাহ্মণ পূজা পরিগ্রহ করিয়া সুখে অধ্যাসীন (উপবিষ্ট) হইলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পঞ্চালরাজ দ্রুপদ যেমন নিষ্কাম হইয়া ও ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া কন্যা পণিত (পণবন্ধনে আবদ্ধ—পণে দান অঙ্গীকৃত) করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ে কুল, শীল, গোত্র ও জাতির কোন অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি কার্মুকে সজ্য এবং লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই কন্যারত্ন লাভ করিবেন। মহাত্মা অর্জুনই সমস্ত রাজমণ্ডল হইতে কৃষ্ণকে জয় করিয়াছেন। এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া তাহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিবেন। তাহার এই কন্যাটি অতি রূপবতী ও সুলক্ষণসম্পন্না, বোধ হয়, অচিরাৎ রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সেই কার্মুকে গুণযোজনা করা হীনবল ব্যক্তির অসাধ্য এবং অকৃতাস্ত্র নীচকূলজাত ব্যক্তি কোনক্রমেই সেই দুর্ভেদ্য লক্ষ্য পাতিত করিতে পারে না; অতএব দুহিতার নিমিত্ত পাঞ্চালরাজের পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই।" যুধিষ্ঠির পুরোহিত-সমক্ষে এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে তথায় রাজপ্রেরিত অপর এক ব্যক্তি ভোজ্য নিবেদন করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইল।

১৯৪তম অধ্যায়

দ্রুপদভবনে পাণ্ডবগণের আহ্বান

রাজদূত কহিল, "দ্রুপদ বরযাত্রীগণের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়াছেন, আপনারা তথায় গমন করিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সেই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করুন। এখানে বিলম্ব করিবার আর প্রয়োজন নাই। এই সকল কাঞ্চনপদ্মখচিত, সদশ্বযুক্ত, রাজ্যোচিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রুপদভবনে আগমন করুন।" পাণ্ডবগণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা অপর অপূর্ব্ব যানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে কৌরব বলিয়া জানিতে পারিয়া দ্রুপদরাজ নানাপ্রকার দব্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে সেই সকল পবিত্র ফল, মাল্য, বর্ম্ম, চর্ম্ম, গো, রজ্জু, কৃষিনিমিত্তক নানাপ্রকার বীজ, অন্যান্য শিল্পনিমিত্তক দ্রব্যসামগ্রী, ক্রীড়ানিমিত্তক বিবিধ বস্তুজাত, অশ্ব, রথ, সুতীক্ষ্ণ শর, শরাসন, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, ভুষণ্ডি, পরশু প্রভৃতি সাংগ্রামিক দ্রব্য, রত্নময় শয্যা ও বিবিধ বসনভূষণ তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিলেন।

কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তত্রস্থ স্ত্রীগণ কৌরবরাজপত্নীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষলক্ষণক্রান্ত, অজিনোত্তরীয়, পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবদিগকে নয়নগোচর করিয়া রাজা, রাজকুমার, সচবি, ভৃত্য ও রাজার সুহৃদ্বর্গ সকলেই আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। পাণ্ডবেরা গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে পাদপীঠসহিত মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর দাস-দাসী ও সূপকারেরা উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক সুবর্ণপাত্রে পার্থিবাভোজ্য বহুবিধ সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিল, তাঁহারা স্বেচ্ছানুরূপ ভোজন করিয়া সাতিশয় তৃপ্ত ও প্রীত হইলেন। অনস্তর উপদীকৃত (যৌতুক—উপঢৌকনরূপে প্রদেয়) অন্যান্য সমস্ত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য লাইবার বাসনা করিলেন। তদর্শনে রাজা, রাজপুত্র এবং মন্ত্রিগণ হৃষ্টমনে কুন্তীতনয়দিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

১৯৫তম অধ্যায়

দ্রুপদ কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতবংশাবতংস জনমেজয়! তদনন্তর পাঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মবিধানানুসারে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য, কিংবা শূদ্র, অথবা কোন দেবতা মায়া করিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন? ইহা কিরূপে জানিতে পারিব?

দ্রৌপদী-সন্দর্শনার্থ অনেকানেক দেবগণ আগমন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি কে? সত্য করিয়া বলুন, আমার মনে মহান সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হে পরন্তপ! আপনি সমুদয় সত্য করিয়া বলুন; সত্যই রাজাদিগের অতীব আদরণীয়; অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিলেও তাহাদের মিথ্যাকথা বলা উচিত নহে। হে অরিন্দম! আপনার নিকট যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি বিধিপূর্ব্বক বিবাহের উদ্যোগ করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "রাজন! উদ্বিগ্ন হইবেন না, প্রীতি লাভ করুন, আপনার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর তনয়। সাধুশীলা কুন্তী আমাদিগের জননী; আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমার নাম যুধিষ্ঠির; ইহাদিগের একের নাম ভীমসেন, অপরের নাম অর্জুন, ইহারাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। আর যে স্থানে দ্রৌপদী রহিয়াছেন, তথায় নকুল, সহদেব ও জননী অবস্থিতি করিতেছেন। হে নরর্ষভ! আমরা ক্ষত্রিয়, আপনি মনোদুঃখ দূর করুন। আপনার কন্যা পদ্মিনীর ন্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! আপনাকে এই সমুদয় যথার্থ তত্ত্ব নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদিগের পরম পূজনীয় ও আশ্রয়স্থান।"

দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে ক্ষণকাল বাঙনিস্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে যত্নপূর্ব্বক হর্ষোদ্রেক কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিরূপে রাজ্যচ্যুত ও নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলেন?" যুধিষ্ঠির আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিলেন।

দ্রৌপদীর বিবাহ-প্রস্তাব

অনন্তর, কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব নৃপদিষ্ট হইয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন; তথায় যজ্ঞসেনকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া উপবেশন করিলেন ও পরে প্রত্যাশ্বস্ত রাজা, পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "অদ্য শুভ দিবস। অতএব অর্জুন আভ্যুদয়িক-ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "রাজন! আমারও দারসম্বন্ধ কর্তব্য হইয়াছে।" দ্রুপদ প্রত্যুত্তর করিলেন, "আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন অথবা আপনার মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অনুমতি করুন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাশয়! পূর্ব্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন যে, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃতবিবাহ। অর্জুন আপনার কন্যারত্ন জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র ভোগ করিয়া থাকি; অতএব আমরা কোনক্রমেই চির-আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না; কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাদিগের জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তনয়ার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত করুন।" দ্রুপদ কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। আপনি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরমধার্মিক, আপনার এরূপ কথা উত্থাপন করা অনুচিত।

লোকচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ আপনার উচিত হয় না।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি। আমার মুখে অনৃত (মিথ্যা) বাক্য কদাচিৎ উচ্চারিত হয় না এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম কদাচ স্থানলাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের জননী এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন; আমারও ইহা মনোগত বটে। রাজন! ইহা সনাতন ধর্ম্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, কিঞ্চিৎমাত্র শঙ্কিত হইবেন না।” দ্রুপদ কহিলেন, “হে কৌন্তেয়! কল্য আপনি ও আপনার জননী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, আপনারা সকলে ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।”

বিশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহ বিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

১৯৬তম অধ্যায়

ব্যাসের নিকট বিবাহবিষয়ক প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দ্বৈপায়নকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও মহাযশাঃ পঞ্চালরাজ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি তাহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিনন্দনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পবিত্র কাঞ্চনাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহার আদেশক্রমে সকলেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মুহুর্তকাল গত হইলে রাজা দ্রৌপদীর নিমিত্ত ঋষিকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান! একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্ম্মপত্নী হইবেন? কিন্তু সঙ্কর হইবেন না, ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, আপনি এ বিষয়ে যাহা যথার্থ হয়, আজ্ঞা করুন।” ব্যাসদেব কহিলেন, “লোকচারগর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুরবগাহ ধর্মবিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত, আমি অগ্রে তাহা শুনিতে অভিলাষ করি।” দ্রুপদ কহিলেন, “যাহা লোকচার ও বেদবিরুদ্ধ, আমার মতে তাঁহাই অধর্ম। হে দ্বিজোত্তম! এক স্ত্রী বহুপুরুষের পত্নী, ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম্ম নহে এবং গুণবান ব্যক্তিরাও কখন এরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না; অতএব আমি এ বিষয়ে কি কর্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।”

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, “হে তপোধন! জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠভ্রাতারা ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন? ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় করা আমাদিগের অসাধ্য। অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চস্বামীর মহিষী হইবে, ইহা আমরা কোনরূপেই ধর্ম্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ব্রাহ্মন! আমার মুখে কদাচ অনুত বাক্য নিঃসৃত হয় না এবং আমার মনোমন্দিরে অধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব যখন আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে কোনক্রমে অধর্ম বলিতে পারি না। পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা জটিলানামী গৌতমবংশীয় এক কন্যা সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেন এবং

বাক্ষিনামী মুনিকন্যা প্রচেতা-নামক ভ্রাতৃদেশের সহধর্ম্মিণী হয়েন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, গুরুলোক যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়। গুরুলোকের মধ্যে মাতা পরমগুরু, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, লব্ধদ্রব্য ভিক্ষার্জিত বস্তুর ন্যায় সকলেই ভোগ কর। অতএব হে দ্বিজোত্তম! ইহা পরমধর্ম্ম বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।" কুন্তী কহিলেন, 'ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন, আমি তাহা কহিয়াছি বটে। আমি অনৃত-বাক্যে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকি, কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব?"

ব্যাসের বৈবাহিক মীমাংসা

ব্যাসদেব কহিলেন, "হে ভদ্রে! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। হে পাঞ্চাল! আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিব না। যেরূপে উক্ত ধর্ম্ম বিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল আপনিই শুনিতে পাইবেন। কৌন্তেয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

তদনন্তর ভগবান দ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুপদের করগ্রহণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় পাণ্ডবগণ, কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন গমন করিলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস বহুব্যক্তির একপত্নীকতা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, এই বিষয়ে রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

১৯৭তম অধ্যায়

কৃষ্ণার বহুস্বামিকতা-সিদ্ধান্ত

ব্যাসদেব কহিলেন, "হে রাজন্! পূর্ব্বে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক মহাসত্র আরম্ভ করেন। সেই সত্রে বৈবস্বত যম ব্রতা হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অবধি প্রজাবিনাশরূপ স্বীয় কর্তব্য কর্ম্মে বিরত থাকেন, সুতরাং অনতিকালবিলম্বে প্রজাসংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। সোম, শুক্র, বরুণ, কুবের, রুদ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য দেবতারা মিলিত হইয়া বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন এবং সর্ব্বলোকপিতামহকে নিবেদন করিলেন, "হে লোকনাথ! আমরা মনুষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি, এক্ষণে যাহাতে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সুখে কালব্যাপন করিতে পারি, এই আশায় আপনার শরণাগত হইলাম।" পিতামহ কহিলেন, "তোমরা অমর, মনুষ্যজাতির নিকটে তোমাদের ভয়ের বিষয় কি?' দেবতারা কহিলেন, "মর্ত্যলোক দেবলোকতুল্য হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এই নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রভেদকরণমানসে আপনার নিকট আগমন করিলাম।" ভগবান প্রত্যুত্তর করিলেন, "যম যজ্ঞে ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে না। তাঁহার সত্রসমাপনানন্তর নরলোকের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তোমাদিগের বলবীর্য্যে যমের শরীর অলস্কৃত ও সবল হইয়া উঠিবে, তৎকালে নরলোকের শৌর্য্যবীর্য্য থাকিবে না।"

তাঁহারা বিধাতার বাক্য-শ্রবণানন্তর যে স্থানে দেবতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। পরে গমন করিতে করিতে তাঁহারা বিশ্রামার্থ ভাগীরথীতীরে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে গঙ্গাজলে একটি সুবর্ণ পদ্ম তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তদ্দর্শনে তাহারা সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ মহাবল ইন্দ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, যে স্থানে ভাগীরথী প্রভূতরূপে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে একটি কামিনী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহনপূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গাজলে পতিত হইয়া কাঞ্চনপদ্মরূপে পরিণত হইতেছে। ইন্দ্র সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কে? কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ। তাহা যথার্থ করিয়া বল।" ললনা কহিলেন, "হে দেবরাজ! আমি কে এবং আমি যে নিমিত্ত রোদন করিতেছি, আমার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দুর গমন করিলে তাহা সবিশেষ জানিতে পরিবেন।" তৎশ্রবণে ইন্দ্র সেই স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া অনতিদূরে দেখিলেন, এক পরমসুন্দর যুবপুরুষ গিরিরাজ-শিখরোপতি সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী স্ত্রী-সমভিব্যাহারে পাশক্রীড়া করিতেছেন। দেবরাজ যুবাকে পাশক্রীড়ায় আসক্ত ও অভ্যাগতসৎকার-বিমুখ দেখিয়া ক্রোধাভরে কহিলেন, "এই ভূমণ্ডল আমার অধীন, আমি ইহার প্রভু; আমার সমুচিত সৎকার না করিয়া পাশক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকা অতীব অনুচিত। তখন সেই দেব ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেবরাজ তৎক্ষণাৎ স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

পাশক্রীড়া সমাপনানন্তর মহাপুরুষ সেই রোরুদ্যমান স্ত্রীকে কহিলেন, "ইহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর; আমি ইহাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যাহাতে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার দর্প প্রবেশ না করে।" তখন সেই স্ত্রী ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল শিথিল হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রকে তদাবস্থ দর্শনে ভগবান উগ্রত্যেজাঃ কহিলেন, "হে শক্র! পুনর্ব্বার এরূপ কর্ম্ম কদাচ করিও না। তুমি অপরিমিত-বলশালী, অতএব এই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক যে বিবরে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভবাদৃশ ব্যক্তিরা সামসীন আছেন, সেই ছিদ্রে তুমিও প্রবেশ কর।" ইন্দ্র সেই বিবরানুসন্ধানপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তুল্যতেজঃ অন্য চারিজনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় অবলোকন করিয়া 'আমিও কি ইহাদিগের ন্যায় হইতে পারিব না?' দুঃখিত মনে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নেত্র বিস্ফারণপূর্ব্বক 'হে শতক্রতো! তুমি বালস্বভাব চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ, অতএব তোমাকে এই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।' দেবরাজ মহাদেব-কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া ভয়ে গিরিরাজমস্তকে পবনচলিত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে বিবরপ্রবেশসময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন, "ভগবন! অদ্যাবধি আপনাকে এই অশেষ ভুবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।" তৎশ্রবণে দেবদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, ইহা ভবাদৃশ গর্বিত লোকের অধিকারযোগ্য নহে। পূর্ব্বে ইহারাও তোমার ন্যায় গর্বিত ছিলেন; অতএব এই গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া সকলে একত্র কালযাপন কর। অধুনা তোমার স্বীয় গর্হিত

কর্ম্মফলে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও। পরে জন্মান্তরীণ স্ব স্ব কর্ম্মফলার্জিত মহার্হ ইন্দ্রলোকে পুনর্ব্বার গমন করিবে। তোমাদিগের যাহা যাহা কর্তব্য, তৎসমুদয় আদেশ করিলাম।”

শিববাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রেরা কহিলেন, “হে প্রভো! আমরা দেবলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থানে মোক্ষ অতীব দুস্তপ্রাপ্য, সেই নরলোকে গমন করিব; কিন্তু ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার ইঁহারাই যেন কোন মানুষীর গর্ভে আমাদিগের উৎপন্ন করেন।” ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মহাদেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, “আমি স্বীয় বীর্য্যে কার্যক্ষম এক পুরুষ উৎপাদন করিব, তিনিই ইহাদিগের পঞ্চম হইবেন।”

ইন্দ্রের এবম্প্রকার বিনতিতে সম্মত হইয়া ভগবান উগ্রত্যেজাঃ তাঁহাদিগের স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদান করিলেন এবং লোকলালামভূতা সেই ললনাকে তাহাদিগের ভার্য্যা নির্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাহাদিগের সমভিব্যাহারে নারায়ণ-সমীপে উপনীত হইলেন। নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহার নির্দিষ্ট নিয়মে অনুমোদন করিলেন। পরে ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাহারা বিদায় হইলে নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্রকেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণকেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তিন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব কহে।

পূর্ব্বে ইন্দ্ররূপী যে মহাপুরুষেরা অদ্রিগুহায় নিবদ্ধ ছিলেন, তাহারাই পাণ্ডবরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রের অংশে সব্যসাচী অর্জুন জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বের ইন্দ্রগণ এইরূপে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন এবং তাহাদিগের বনিতা হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশক্রমে লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। মহারাজ! দৈবসংযোগ ব্যতিরেকে কখন কি ধরণীতল হইতে অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন সমুৎপন্ন হইতে পারে?

হে নরেন্দ্র! আমি প্রীতিপূর্ব্বক আপনাকে অত্যাশ্চর্য্য দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি সেই দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিলে অনায়াসে জানিতে পরিবেন, কুন্তীতনয়েরা পবিত্র পূর্ব্বদেহধারণপূর্ব্বক জগতীতলে বিচরণ করিতেছেন!” মহর্ষি ব্যাস স্বীয় তপঃপ্রভাবে রাজাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। রাজা তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলেন পাণ্ডবেরা অতি পবিত্র পূর্ব্বশরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাদিগের মস্তকে হেম-কিরীটি ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দীপ্তি পাইতেছে। সুচারু রূপলাবণ্যসম্পন্ন তপনতুল্য তেজস্বী সেই তরুণগণ পরিষ্কৃত দিব্যবস্থ্র এবং সুগন্ধি ও রমণীয় মাল্য ধারণ করিয়া অনির্ব্বাচনীয় শোভমান হইয়াছেন। রাজা দ্রুপদ সেই পরমসুন্দর ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রদিগকে নয়ন-গোচর করিয়া এবং ইন্দ্রপ্রতিম যুবাকে ইন্দ্রাত্মজ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি মায়াময়ী দ্রৌপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমতী দেখিয়া এবং রূপ, তেজ ও যশ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে পাণ্ডবগণের অনুরূপ পত্নী বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পার্থিবেন্দ্র দ্রুপদ এই অদ্ভুত ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া ব্যাসদেবের চরণগ্রহণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, ‘মহর্ষে আপনাতে সকলই সম্ভবে, আপনার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে।” মুনিবার রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “মহারাজ! শ্রবণ করুন।

কোন তপোবনে এক মহর্ষি-কন্যা বাস করিতেন। সেই রূপবতী কন্যা, পরিণয়কাল অতীত হইলেও অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী হইলেন না। অনন্তর তিনি কঠোর তপস্যাদ্বারা ভগবান

ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব তাহার প্রতি প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, “তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।” ঋষিকন্যা ত্রিলোচনকর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া তাহাকে বারংবার কহিলেন, “ভগবন! আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি।’ দেবেশ শঙ্কর কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বরপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পাঁচজন স্বামী হইবেন।” ঋষিতনয়া পুনর্ব্বার মহাদেবকে কহিলেন, ‘প্রভো! আমি এক পতি প্রার্থনা করি।” দেবদেব কহিলেন, “ভদ্রে! তুমি উপর্য্যপরি পাঁচবার পতি প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চস্বামী হইবে।” মহারাজ! আপনার কন্যা সেই দেবরূপিণী মহর্ষি-নন্দিনী; ভগবান চন্দ্রশেখর ইহার পঞ্চস্বামী বিধান করিয়াছেন। ইনি স্বর্গলক্ষ্মী, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপনার যজ্ঞে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি অতি কঠোর তপস্যার ফলে আপনার দুহিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবদুর্লভা দেবী স্বকীয় কর্ম্মফলে পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হইবেন। স্বয়ম্ভু এই নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন।”

১৯৮তম অধ্যায়

দ্রৌপদীর বিবাহ

দ্রুপদ কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে সবিশেষ শ্রবণ না করিয়া অন্যথা করিবার যত্ন পাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। দৈবের প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য, অতএব দেতার যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই। অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়, স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, বরহেতু যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই অবশ্য কর্তব্য। ভগবান্ মহাদেব প্রীত হইয়া কৃষ্ণার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে অভিলষিত বর দান করিয়াছেন, এক্ষণে ইহার ভাল মন্দ দেবতাই জানেন। যখন মহাদেব এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তখন ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, আমি এ বিষয়ে অপরাধী নহি। পাণ্ডবেরা বিধিপূর্ব্বক ইহার পাণিগ্রহণ করুন, ইহাদিগের নিমিত্তই কৃষ্ণা সৃষ্টা ও সমুদ্ভূতা হইয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,–অনন্তর ভগবান্ ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, অদ্য শুভদিন, অদ্য চন্দ্রমাঃ পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অদ্যই অগ্রে তুমি দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন কর। রাজা যজ্ঞসেন পুত্র সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক কন্যাত্র নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তনয়ার সর্ব্বাঙ্গ রত্নাভরণে বিভূষিত করিয়া অনিয়ন করাইলেন। রাজার মন্ত্রিগণ, সুহৃদ্বর্গ, প্রধান প্রধান পুরবাসী লোক ও ব্রাহ্মণ সকল প্রীতমনে বিবাহ দর্শনে অগিমন করিতে লাগিলেন। রাজভবন জনগণে পরিশোভিত হইল। চত্বরভূমি প্রফুল্ল-পঙ্কজমালা-পরিকীর্ণ এবং সৈন্যসামন্ত ও বিচিত্ররত্নসমুহে খচিত হইয়া পার্ব্বণশর্ব্বরীর তারকাব্যাপ্ত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

তদনন্তর কৌরবরাজপুত্রের সুস্নাত হইয়া মাঙ্গল্য ক্রিয়া সকল সমাপনান্তে মহার্হ বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্যসমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদবিৎ

পুরোহিত বহ্নিস্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রকৃতি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয় যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার পাণিগ্রহণক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে উভয়কে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে অনুমতি করিয়া পুরোহিত রাজগৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। পরিশেষে অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে মহারথ কৌরবেরা অহরহঃ অধিকতর শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যত দিবস অতীত হইতে লাগিল, মহানুভাবা দ্রৌপদীর কন্যাভাবের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না।

পরিণয় সম্পন্ন হইলে দ্রুপদরাজ পাণ্ডরদিগকে বহুবিধ ধন, পর্ব্বতের ন্যায় মহোন্নত এক শত হস্তী, মহার্হ বেশভূষাবিভূষিত এক শত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কত ও সুবর্ণগ্রহোপেত অশ্বচতুষ্টয়যোজিত এক শত রথ প্রদান করিলেন। মহানুভাব দ্রুপদরাজ সমাগত দর্শকদিগকে পৃথক পৃথক্ ধন, মহামূল্য পরিচ্ছদ ও প্রভাসুর বিভূষণ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রতিম পাণ্ডবগণ সেই অলোকসামান্য স্ত্রীর লাভ করিয়া পাঞ্চালরাজপুরে পরমস্থখে বিহার করিতে লাগিলেন।

১৯৯তম অধ্যায়

নববধূরূপা দ্রৌপদীর প্রতি আশীর্ব্বাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণ সহায় হওয়াতে দ্রুপদের দেবতা হইতেও আর আশঙ্কা রহিল না। পুরনারীগণ কুন্তীকে পাইয়া তাঁহার নাম সংস্কীর্ত্তনপূর্ব্বক চরণবন্দন করিলেন। মঙ্গলসূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শত্রুকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সমীপদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কুন্তী, সেই সুশীলা, সদাচারসম্পন্ন, সুরূপা, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা পুত্রবধুকে স্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎসে! ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের প্রতি, স্বাহা বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের প্রতি এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী ও প্রণয়কতী হইয়াছেন, তুমিও তত্ত্বগণের প্রতি তদনুরূপ হওঁ। হে ভদ্রে। তুমি যার সন্তান প্রসব করিবে, স্বামিসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। হে বৎস! তুমি অতিথি, গৃহাগত সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সংকারে ব্যাপৃত হইয়া সময় যাপন করিবে। তোমা হইতে কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজ। অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বামীদিগের বলবিক্রমার্জ্জিত বসুমতী বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিবে। হে বৎসে! অদ্য তোমাকে যেমন অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্বার এইরূপ অভিনন্দন কবিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদুর্য মণি, সুবর্ণের আতরণ, নানাদেশীয়, মহার্হ বসন, রমণীষ শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক জাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজতকাঞ্চন, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্ময়াজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২০০তম অধ্যায়

বিদুরাগমন পর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে কৌরবকুলের বিশ্বাসভূমি গূঢ়চরেরা আসিয়া রাজাদিগকে সমাচার প্রদান করিল, যে, পাণ্ডুকে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাত্মা সেই শাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নাম অর্জুন। তিনি সমস্ত বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ। আর যিনি সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করেন এবং পাপাঘাতে অরাতি সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন, সংগ্রামে যাঁহার ভয়সমের লেশমাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তাঁহার স্পর্শ শত্রুসেনারা অনলস্পর্শসম ভীষণ বলিয়া বোধ করিয়াছিল, সেই মহাত্মার নাম ভীম। সেই প্রশান্তভাব ব্রাহ্মণরূপী, পুরুষদিগকে পাণ্ডব জানিয়া রাজগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে সকলেই শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে জতুগৃহে দহনদগ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহারা জীবিত আছেন শুনিয়া, জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পুরোচনকৃত নৃশংস ব্যবহার রাজাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইলে সকল রাজগণ পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

দ্রৌপদীর অপ্রাপ্তে কৌরববিষাদ

অর্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন সাতিশয় বিষণ্ণ মনে ভ্রাতৃগণ অশ্বত্থামা, শকুনি, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুঃশাসন লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজ। তিনি ব্রাহ্মণরূপী না হইলে দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না। তাহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া কেহই যথার্থ চিনিতে পারেন নাই। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈবই শ্রেষ্ঠ, পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখুন, আমরা পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কতপ্রকার অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে; অতএব পুরুষকারকে ধিক্কার প্রদান করি। তাঁহারা দুঃখিত ও বিগতচেতাঃ হইয়া এইরূপ কথোপকথন ও পুরোচনকে নিন্দা করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকল মহাতেজাঃ পাণ্ডবদিগকে অগ্নি হইতে বিনিমুক্ত ও দ্রুপদের সহিত সংযুক্ত দেখিয়া এবং শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য দ্রুপদপুত্রদিগকে যুদ্ধবিশারদ চিন্তা করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সংকল্প সকল শিথিল হইয়া পড়িল।

ধৃতরাষ্ট্রের কপট আনন্দ

অনন্তর যখন বিদুর শ্রবণ করিলেন যে, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের। লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তখন তাহার প্রীতির আর

পরিসীমা রহিল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যবলে কৌরবের বিজয়লাভ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আহ্লাদপূৰ্ব্বক কহিলেন, কি কৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর! কি শুভ সমাচারই প্রদান করিলে! তৎকালে সেই প্রজ্ঞাঃ রাজা বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকেই বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যেন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া তাহার সমীপে আনয়ন করেন। বিদুর তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন, দ্রুপদরাজ তাহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিয়াছেন। সেই স্বয়ম্বরপ্রদেশে তুল্যবলশালী অনেকানেক বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভালই হইয়াছে। তাহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাহাদিগকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাহাদিগের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে। যখন সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ক্ষেমবান্, মিত্রবান্ এবং মহাবলপরাক্রান্ত বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমার দুরাত্মা পুত্রদিগের আর নিস্তার নাই। সবান্ধব দ্রুপদের সহিত মিত্রতা করিয়া, কোন ক্ষত্রিয় কৃতকার্য্য হইতে বাসনা না করে? বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পুনৰ্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।

অনন্তর দুর্য্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমনপূৰ্ব্বক নিবেদন করিলেন, তাত! বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোনপ্রকার দোষ কীর্তন করিতে পারিব না; অতএব আমাদিগের অভিলাষ যে, বিজনপ্রদেশে আপনাকে নিবেদন করি, এ আপনার কীদৃশ ইচ্ছা, বিপক্ষের বৃদ্ধিকে আপন বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন? বিদুরের নিকট সপত্নদিগের স্তুতিবাদ করিতেছেন এবং কর্তব্য কৰ্ম্মে মনোযোগ করিতেছেন না। হে তাত! শত্রুদিগের বল বিঘাত করা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য হইয়াছে। এক্ষণে আপনার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যক যে, তাহার যেন আমাদিগের পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।

২০১তম অধ্যায়

পাণ্ডব-পরাভবব্যর্থ গুপ্তমন্ত্রণা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তোমাদিগের যাহা অভিলাষ, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। আমি তন্নিমিত্তই তাহার নিকট সৰ্ব্বদা পাণ্ডবদিগের গুণকীর্তন করিয়া থাকি। বিদ্রুর, আকার বা ইঙ্গিতদ্বারা আমার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। হে সুযোবন! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াহ বল, হে রাধেয়। তুমিও যাহা মনে করিয়াছ বল, এ সময়ে কলির কোন বাধা নাই। দুর্য্যোধন কহিলেন, তাত! অদ্য বিশ্বস্ত ও সুনিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণদ্বারা গোপনে কুন্তীতনয় ও মাদ্রীসুতযুগলেয় পরস্পর ভেদোৎপাদন করিব, অথবা দ্রুপদরাজ এবং তদীয় পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গকে বিপুল

ধনরাশিদ্বারা বশীভূত করি, যাহাতে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিম্বা তথায় বাস করিতে প্রবৃত্তি দেন এবং যে তাহাদিগের সঙ্গে সখদা বলেন যে, তাহাদের হস্তিনাপুরে বাস করা অতীব দোষাকই; এইরূপ করিলে তাহারা পরস্পর অনৈক্যপ্রযুক্ত কোন পরামর্শ না করিয়া তথায় বাস করিতে অভিরুচি করিবে, সন্দেহ নাই। অথবা উপায়নিপুণ কুশল পুরুষেরা কুন্তীতনয়দিগের অনুগত হইয়া তাহাদিগের সৌভ্রাত্র ভঙ্গ করিয়া দিক, কিম্বা বহুপতির অশেষ দোষোল্লেখপূর্ব্বক কৃষ্ণার হৃদয় দুষিত করিয়া কলহোৎপাদন করুক, অথবা দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবগণের চিত্তভেদ, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রৌপদীর মনের মালি জাইয়া দিক। অথবা উপায়ণ কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ নির্জনে ভীমসেনকে বিনষ্ট করুক, যেহেতু ভীমই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান। অর্জুন তাহার সাহসেই সাহসী হইয়া আমাদিগকে ণতুল্য জ্ঞান করে; যেহেতু ভীমই সর্ব্বাপেক্ষ বলবান, প্রচণ্ড ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়ভূত। তাহাকে নিহত করিতে পারিলেই সকলে নিস্তেজা ও ভয়েৎসাহ হইয়া রাজ্যের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন করিবেন না। বৃকোদর পৃষ্ঠরক্ষা করিলে অর্জুনকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু ভীম ব্যতিরেকে অর্জুন একাকী রণখুলে কর্ণের চতুর্থাংশরূপে পরিগণিত হইতে পারে কি না, সন্দেহ। তাহারা ভীম ব্যতীত আপনাদিগকে দুর্ব্বল ও আমাদিগকে বাধিক জানিয়া আর রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিবে না। যদ্যপি এখানে আসিয়া আমাদিগের নিদেশবর্তী হইয়া চলে, তবে তাহাদের বিনাশচেষ্টা করিতে ক্রটি করিব না। অথবা সুরূপা প্রমদাগণরা একে একে তাহাদিগের সকলকেই প্রলোভ দেখান যাউক, তাহা হইলে কৃষ্ণ তাহাদিগের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই; কিম্বা তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাষেয়কে প্রেরণ করুন এবং বিবিধ কৌশল তাহাদিগকে একত্র করিয়া কালগ্রাসে পাতিত করুন।

হে তাত! উল্লিখিত উপায় সমূহের মধ্যে আপনি যে উপায়টি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরাৎ তাহার প্রয়োগ করুন, কারণ ক্রমে সময় অতীত হইতেছে। তাহাদিগের নিগ্রহার্থ এই সকল চেষ্টাই সাধীয়সী বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে পারি না, কেমন হে কর্ণ! তুমি কি বিবেচনা কর?

২০২তম অধ্যায়

পাণ্ডব-পরাভবে কর্ণের মত

কর্ণ কহিলেন,—দুর্য্যোধন! তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। কৌশলদ্বারা তাহাদিগের অনিষ্টচেষ্টা করা নিরর্থক। পূর্ব্বেও ত তুমি অতি সূক্ষম উপায়দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহচেষ্টা পাইয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। যখন পাণ্ডবের। শৈশবাবস্থায় সহায়বিহীন হইয়া এই স্থানেই বর্তমান ছিল, তুমি তৎকালেও তাহাদিগের কোন হানি করিতে পারি নাই। এক্ষণে ত তাহারা বৈদেশিক ও সহায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রবল হইয়াছে; অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি উক্ত উপায়কলাপারা তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার ব্যসনেও কলুষিত করিতে পারিবে না। তাহারা দৈববলে আত্মরক্ষায় সমুর্ধ হইয়া পিতৃপেতামহ পদের ইচ্ছুক ও উপযুক্ত হইআছে। যাহারা একপত্নীতে অনুরক্ত, তাহাদের সৌভ্রাত্র অবশ্যই বদ্ধমূল হইবে, সংশয় নাই; সুতরাং তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উপস্থিত করাও নিতা সহজ ব্যাপার নহে। যে দ্রৌপদী তাদৃশ দীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছেন, অধুনা সেই দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন, এ কথাও কোন ক্রমে সঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ বহুভর্ত্তৃতা স্ত্রীলোকদিগের অতীক আদরণীয়, কৃষ্ণ। সেই রমণীকুলবাঞ্ছিত ফল বিনা যন্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং পতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষৰুদ্ধি উঃপাদন করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না। পাঞ্চালের পরম ধার্মিক ও, ব্রতপরায়ণ; তাঁহার অর্থম্পৃহা নাই, তাঁহাকে অর্ধরাশি প্রদান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার পুত্রও গুণবান ও পাণ্ডবগণের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত; অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবেরা উপায়সাধ্য নহে। অতএব হে তাত! পাণ্ডবেরা বদ্ধমুল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, আপনি তদ্বিযয়ে সবিশেষ মনোযোগী হউন। অস্মপক্ষ প্রবল ও পাঞ্চালপক্ষ হীনবল থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে প্রহার করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব! যদবধি পাণ্ডবগণ গান্ধাররাজ্যে প্রভূত বাহন, অসংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের সাহায্য লাভ না করিতেছে, যদবধি পাঞ্চালরাজ মহাবলপরাক্রান্ত স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর না হইতেছেন এবং যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ যাবৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্ত যাদববাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজসদনে সমাগত না হইতেছেন, তৎকালমধ্যে আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন। যদি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সমস্ত ধনসম্পতি, অশেষ ভোগসুখ ও রাজ্য পর্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, কৃষ্ণ তাহাতেও কখন পান্মুখ হইবেন না। হে মহারাজ! বিক্রমই ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দেখুন, মহাত্মা ভরত বিক্রমদ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছেন এবং ইন্দ্র ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভবদীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ত্বরায় দ্রুপদের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করি। তাহাদিগের প্রতি সমি, দান, ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রযুক্ত হইলেও নিষ্ফল হইবে। তাহাদিগকে পরাজয় করিতে কেবল একমাত্র বিক্রমই সাধীয়া উপায় আছে। অতএব বিক্রম প্রকাশদ্বারা তাহাদিগকে পরাভুত

করিয়া অখণ্ড সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে সম্ভোগ করুন। মহারাজ! বিক্রম ভিন্ন বিজয় লাভের আর কোন উপযুক্ত উপায়ান্তর লক্ষ্য হয় না।

রাধেয়বচন শ্রবণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৃতাস্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন! ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উপযুক্ত বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং তোমরা দুই জন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, কর। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্বোক্ত মন্ত্রিদিগকে অনিয়নপূর্ব্বক তাহাদিগেয় সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

২০৩তম অধ্যায়

ভীষ্মের মন্ত্রণা

ভীষ্ম কহিলেন,—পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত। আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ই তুল্য। গান্ধারীতনয়দিগের সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ, কুন্তীপুত্রদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র ন্যূন নহে। হে ধৃতরাষ্ট্র! তাহারা অমার, তোমার, দুর্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়, সুতরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। বরং অর্ধ রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করা উচিত, কারণ ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃ রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে করিতেছ, ইহা আমার পৈতৃক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি সেই মহাযশাঃ পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে? এবং তোমাদের পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমারের জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারাই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? অথবা যেমন তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্যলাভ করিয়াছ, তাহারাও ইতিপূর্ব্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, সৌহার্দ পূর্ব্বক তাহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেই উভয়পক্ষের মঙ্গল, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমাদিগের অত্যন্ত অহিত কর্ম্ম করা হইবে এবং তোমারও অতিমাত্র অকীতি ঘোষণা হইবে। অতএব হে তাত! কীর্তিরক্ষণে যত্নবান হও, কীর্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল। কীর্তিবিহীন মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যদবধি কীর্তি অক্ষুন্ন থাকে; তাবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা। একবার কীর্তি লোপ হইলে, লোক জন্মের মত উৎসম হইয়া যায়। অতএব হে মহাবাহে! তোমার ও ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুরূপ কীর্তি-রক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন, পাপাত্মা পুরোচনের দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ না হইতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তৎকাল পর্যন্ত আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। কুন্তীর তাদৃশ দুরবস্থা শ্রবণে সকলে তোমাতেই দোষারোপ করিয়া থাকে, পুরোচনকে অণুমাত্র দোষী বিবেচনা করে না। অতএব এক্ষণে, পাণ্ডবদিগের জীবিকা নির্ধারণ ও তাহাদিগের আনয়ন তোমার দোষক্ষালনের একমাত্র উপায় আছে। হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাহদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যে উভয়েরই তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাহারা সকলেই একমতাবলম্বী, ধর্ম্মনিরত ও অধর্ম্মপরাজুখ। অতএব যদি ধর্ম্ম রক্ষা করা

কর্তব্য হয়, আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয় এবং আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে, তবে পাণ্ডবদিগকে অর্ধ রাজ্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

২০৪তম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের অভিমত

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, মন্ত্রনার্থ আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও যশস্কর কথা কীর্তন করা কর্তব্য। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত। কুন্তীপুত্রদিগকে রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, ইহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অতএব হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন এক প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদ সন্নিধানে প্রেরণ করুন। সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রুপদকে বলুক যে, আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম সৌভাগ্য বোধ করিয়াছেন। আপনি ও দুর্য্যোধন উভয়েই এ বিষয়ে সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন, ইহাও যেন দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বারংবার উল্লেখ করে। তৎপরে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি ও মাদ্রীভনয় নকুল সহদেবকে পুনঃপুনঃ সান্ত্বনা করিয়া স্বজনসম্বন্ধের ঔচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীর্তন করিবে। হে রাজেন্দ্র! আপনার আদেশানুসারে ঐ পুরুষ সুবর্ণময়, শুভ্র, বহুবিধ আভরণ, দ্রৌপদী, দ্রুপদতনয় ও কুন্তীর সহচরীদিগকে সমর্পণ করুক। দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগকে এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবদিগের আগমনের কথা উত্থাপন করুক। দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলে, তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ ও সুশোভিত সৈন্যমণ্ডলী গমন করুক। পাণ্ডবেরী আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতিগণ কর্ত্তৃক মত হইয়া আপনার সহিত পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি স্বাত্মজতুল্য পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করুন।

ভীষ্ম ও দ্রোণ মতে কর্ণের প্রতিবাদ

কর্ণ কহিলেন,-মহারাজ! আপনি যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অর্থ ও মানদ্বারা সৎকার করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বকার্য্যে যাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সন্ত্রণা প্রদান করিলেন না, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে? যিনিষ্ট মনঃ ও প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণদ্বারা অন্যকে হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হইতে পারেন। হিতার্থে হউক বা অহিতার্থে হউক, অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ হওয়া দুর্ঘট। অর্থবা ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হউম বা অকৃতজ্ঞ হউন, বালক হউন বা বুদ্ধই হউন, সহায়সম্পন্ন হউন বা অসহায় হউন, সর্ব্বত্র সমুদায়লাভ করিতে পারেন।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে রাজগৃহ নামক নগরে মগধরাজবংশীয় অম্বুবীচ-নামা এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রিয়বিকল ও শ্বাসরোগ গ্রস্ত সেই ভূপাল কেবল অমাত্যগণের সাহায্যে সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রি ছিল। ঐ মুখ মন্ত্রী রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য লাভ ও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলসম্পন্ন অনুমান করিয়া

নানাপ্রকারে অবনীপালকে অবমাননা করিতে লাগিল এবং ভূপালভোগ্য অঙ্গনরত্ন ও ধনসম্পতি সমুদায় স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিল। এই সমস্ত অধিকার করিয়াও সেই লুব্ধপ্রকৃতি মন্ত্রীর অন্যান্য বস্তুলাতে লোভবৃত্তি পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। প্রভুর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহার উদরপূর্তি হইল না। পরিশেষে সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত লোলুপ হইল। অমিরা শুনিয়াছি যে, ঐ মন্ত্রী বহুবিধ কৌশল করিয়াও তদীয় রাজ্যাধিকার করিতে পারিল না। ইহাতে বুঝা গেল যে, তাহার সেই পুরুষেলুত। কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ প্রযুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে মহারাজ! যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সমুদায় লোক বিরোধী হইলেও আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিবেন; নতুবা একান্ত যত্ন করিলেও রাজ্য লাভ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এক্ষণে মন্ত্রিগণের সাধুতা ও অসাধুতা পর্যালোচনা করিয়া দুষ্টের ও সতের বাক্য বিবেচনা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, কর্ণ! বুঝিলাম, তুমি কেবল আপনার মনোগত ভবিদোষে এই কথার উল্লেখ করিতেছ। হে দুষ্ট! তুমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত রাজার নিকট আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ। হে কর্ণ! আমি পরম হিতকর বাক্য কহিয়াছি, তুমি সেই বাক্যকে দুষ্টবাক্য কহিতেছ, যদি ইহা অপেক্ষা কোন সুপরামর্শ প্রদান করতে পার, কর, কিন্তু আমার মতে ইহার অন্যথা করিলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই।

২০৫তম অধ্যায়

বিদুরের হিতোপদেশ

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! বান্ধবগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে সেই বাগজাল সকলই বিফল হইবে। কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না এবং দ্রোণও বহুতর শ্রেয়স্কর কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তাহা আপনার হিতকর বিবেচনা করিলেন না। এক্ষণে এই দুই পুরুষসিংহ অপেক্ষা কোন ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ও আপনার পরম মিত্র, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়ক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আপনার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন। ইহার সত্যাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে দাশরথি রাম ও গয় অপেক্ষা কোন অংশে নুন নহে। ইহারা পূর্ব্বে কদাচ আপনাকে অহিত কাক্যে উপদেশ দেন নাই এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য হয় না; অতএব এক্ষণে দ্রোণ ও ভীষ্ম মহারাজের অশুভসঙ্কল্পে মন্ত্রণা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। এই জীবলোকে এই দুই ব্যক্তিই অধিকতর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইহারা আপনাকে কখন কূটপরামর্শ প্রদান করিবেন না। আর ইহারা অর্থলোলুপ হইয়া অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে মহারাজ! আপনকার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয় সন্দেহ নাই; যাহারা এই বৃত্তান্ত সম্যক্ না জানিয়া পাণ্ডবপক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, সেই মন্ত্রী কোন অংশে সাধুদর্শী নহেন। কিন্তু যদি আপনি স্বীয় সন্তানগণের নিমিত্ত অন্তঃকরণে কোন

বিশেষ অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, আর মন্ত্রীগণ যদি তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার হিতানুষ্ঠান করা হইবে না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত আপনার মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করেন নাই।

হে মহারাজ! ইঁহারা যে পাণ্ডবদিগের অজেয়ত্ব কীর্তন করিলেন, তাহার যথার্থবিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না, আপনার মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র কি সেই শ্রীমান অর্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন? অযুত মাতঙ্গতুল্য বলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কোন্ ব্যক্তি জীবনেচ্ছা সত্বে সেই যম সদৃশ যমজ নকুল সহদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইবে? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহ করে, এমন লোক ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষ, বাসুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চালরাজ শ্বশুর এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন? অতএব এক্ষণে তাহাদিগকে নিতান্ত দুর্জয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্তি ত্বংকৃত বলিয়া লোকবিদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করুন। পণ্ডিবগণের প্রতি অনুগ্রহ ও তাঁহাদিগের জীবন আমাদিগের ক্ষত্রিয়-জাতির সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদের সহিত আমাদিগের বৈরভাব ছিল, এক্ষণে তাহাকে সংগ্রহ করিলেও স্বপক্ষের মঙ্গল করা হইবে। যাদবের বহুসংখ্যক ও মহাবল পরাক্রান্ত, বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ, তাহারাও সেই পক্ষে অবশ্যই থাকিবেন, সুতরাং যে পক্ষে কৃষ্ণ, তৎপক্ষে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। হে রাজন! যে কার্য্য সন্ধিদ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে।

মহারাজ! পৌর ও জনপদবর্গ, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয়কার্য সম্পাদন করুন। দুর্য্যোধন,কর্ণ ও শকুনি, ইহারা নিতান্ত অধার্মিক, দুর্ব্ব দ্ধি ও বালক, ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। আমি পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, দুর্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।

২০৬তম অধ্যায়

হস্তিনায় পাণ্ডবানয়নে বিদুরের গমন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও মহর্ষি দ্রোণ ইঁহারা আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাও অভ্রান্ত বটে। মহাবীর কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র, ধর্ম্মতঃ আমারও সেইরূপ পুত্র স্থানীয় সন্দেহ নাই; মৎপুত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী, সংশয় কি? অতএব হে বিহুর! তুমি যাও, সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী ও দেবরূপিণী দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনদিগকে আনয়ন কর। আমাদিগের ভাগ্যবলে কুন্তী ও পাণ্ডবের। জীবিত আছেন এবং আমাদিগের ভাগ্যবলেই তাঁহার দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের

কি সৌভাগ্য যে, দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচন পাণ্ডবদিগের অপকার করিতে যাইয়া স্বয়ং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্রুপদকে সংবর্ধনা করিলেন। মহারাজ দ্রুপদও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদুরকে ন্যায়ানুসারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিদুর, বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও যথাক্রমে বিদুরের পূজা করিলেন। তৎপরে মহাত্মা বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারংবার সস্নেহ কুশল প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগকে বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদপুত্রদিকে এবং পাণ্ডবগণকে যথাদত্ত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশব ও পাণ্ডবসন্নিধানে বিনীত বচনে দ্রুপদকে কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপনার পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গ সকলেই শ্রবণ করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও অমাত্য সহিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়াতে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনার প্রিয়সখা ভরাজনন্দন দ্রোণ আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা আপনার সহিত সম্বন্ধলাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন। হে যজ্ঞসেন। তাঁহারা এই-সম্বন্ধে সংযত হইয়া যাদৃশ প্রীত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের পক্ষে রাজ্যলাভও তাদৃশ প্রীতিকর নহে। এক্ষণে এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় গমন করিতে আদেশ করুন। কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডুনন্দনদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক আছেন। কুন্তী ও পাণ্ডবেরা বহুদিবসাবধি প্রসে আছেন, সুতরাং ইহারাও রাজধানী দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা এবং কৌরবমহিলাগণ পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে গমন করিতে আদেশ করুন। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ইহারা তথায় গমন করিলে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিব; তাহারা দ্রৌপদী, কুন্তী ও পাণ্ডুনন্দনদিগকে পুনরায় লইয়া আসিবে।

বিদুরাগমন পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২০৭তম অধ্যায়

রাজ্যলাভ পর্ব্বাধ্যায়

দ্রুপদ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ, কৌরবগুণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও যথেষ্ট পরিতোষ জন্মিয়াছে। আর মহাত্ম। পাণ্ডবগণেরও স্বদেশে গমন করা আমার মতে উচিত। কিন্তু আমি স্বয়ং ইহাদিগকে এ স্থান হইতে বিদায় করিতে পারি না। যাহা হউক, যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও

সহদেব তথায় গমন করিতে মানস করেন এবং ইহাদের পরম প্রিয়কারী ধর্ম্মাত্মা বলদেব ও বাসুদেবের ইহাতে সম্মতি থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ্যে গমন করুন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন! আমি এবং আমার অনুজগণ আপনারই অধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য ও অবশ্য কর্তব্য কার্য। কৃষ্ণ কহিলেন,—পাণ্ডবগণের স্বদেশগমনে আমার সম্পূর্ণ মত আছে; অথবা সর্ব্ব-ধর্ম্মবিৎ মহারাজ দ্রুপদের যে মত, আমারও সেই মত।

দ্রুপদ কহিলেন,মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব যাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমার ও সম্পূর্ণ মত আছে। মহাভাগ গণ্ডিবগণ আমার ও কৃষ্ণের উভয়েরই সুহৃৎ, বিশেষতঃ পুরুষোত্তম বাসুদেব পাণ্ডবগণের যেরূপ মঙ্গচিন্তা করেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেরূপ করিতে পারেন না।

পাণ্ডবগণ এইরূপে পদকর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্র গমনে সমনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সমভিব্যাহারে পরমসুখে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দনগণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া তাহাদের প্রত্যুমনের নিমিত্ত কৌরবগণ এবং ধনুর্ধর বিকর্ণ,চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে পাঠাইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সেই সমুদায় জনগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরের সমস্ত লোক সাতিশয় কৌতূহলক্রান্ত হইল। তখন সমাগত যাবতীয় প্রিয়চিকীষু পুরবাসিগণ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করেন। এই ধর্মাত্মা এখানে আসাতে বোধ হইতেছে, যেন সেই লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের হিতসাধনার্থে বন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। আহা! আজি পণ্ডিতনয়গণ নগরে পুনরাগত হওয়াতে আমাদের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইতেছে। আমরা যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি হোম করিয়া থাকি এবং যদি তপস্যা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ু হইয়া এই নগরে বাস করুন।

তদনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, ও পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য গুরুজনের পদবন্দন করিলেন। পৌরগণ তাহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞানুসারে গৃহঁমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুনন্দনগুণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম বিবেচনা কর। তোমরা রাজ্যের অর্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

পাণ্ডবগণ অর্ধরাজ্য প্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কত ও সুরনগরীর ন্যায় সুশোভিত হইল। তৎপরে তাঁহারা কোন পবিত্র স্থানে শান্তিকার্য্য সমাধা করিয়া নগরের পরিমাণ করিতে লাগিলেন। ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখাদ্বারা অলঙ্কত; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত; গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যুন্নত; অস্ত্রসস্ত্র-সুরক্ষিত গোপুরসদায়ে সুশোভিত; ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতী, লৌহচক্র প্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্র সমুদায় ও তল্পসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ঐ নগরমধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথ সকল সুবিভক্ত রহিয়াছে। কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুধাধবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ণ ভবন সমুদায় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎ-সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরম রমণীয় প্রদেশে কুবের-গৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, লুকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, প্রাচীনামলক, লোধ্র, অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, কুজক, অতিমুক্তক, করবীর, পারিজাতপ্রভৃতি ফলপুষ্পভরানমিত সুমনোহর বৃক্ষ সমুদায়ে পরিপূর্ণ উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি বিবিধ সুকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে গান করিতেছে। আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর লতাগৃহ ও বিচিত্র চিত্রগৃহ সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছজলপরিপূর্ণ, পদ্মরেণু সুবাসিত, বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী ও তড়াগ সমুদায় উহাতে শোভা পাইতেছে। ঐ নগর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববেদবো ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙক্ষী বণিকগণ এবং শিল্পোপজীবী সুনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্ধর পঞ্চপাণ্ডব বাস করাতে খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয়তা পরিবর্ধিত হইল। মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডববনগরে রাখিয়া তাহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারবতী প্রস্থান করিলেন।

২০৮তম অধ্যায়

খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবগণের বাস

জনমেজয় কহিলেন, "হে তপোধন! মহাসত্ত্ব মহাবলপরাক্রান্ত মদীয় পিতামহগণ রাজ্যলোভানন্তর খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া কোন কোন কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাদিগের

ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী একাকিনী হইয়া কিরূপে পাঁচজনের মনোরক্ষা করিয়াছিলেন আর তাহারা পঞ্চভ্রাতাই বা কি প্রকারে একাকিনী দ্রৌপদীতে অনুরক্ত হইয়া অবিবাদে কালব্যাপন করিতেন, এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, আপনি অনুগ্রহণপূর্ব্বক বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজঃ যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাপ্রাজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ পঞ্চভ্রাতা পরমহ্লাদে তথায় বাস করিয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য সম্পাদনা করিতেন।

পাণ্ডবসমীপে দেবর্ষি নারদের আগমন

একদা তাহারা পঞ্চভ্রাতা একত্র হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যাদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে উপবেশনার্থ এক মহার্হ আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদানপুরঃসর তাঁহাকে সৎকার করিলেন। দেবর্ষি পূজাগ্রহণান্তর পরম-প্রীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মানন্দন দেবর্ষির নির্দ্দেশানুসারে আসনে উপবেশন করিয়া দ্রৌপদীসমীপে তদীয় আগমনবার্তা পাঠাইলেন। দ্রুপদরাজদুহিতা নারদের আগমনবার্তা শ্রবণে শুচি ও সুসংবৃতাঙ্গী হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং চরণবন্দনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষিত্তম নারদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবিধ প্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুরগমনে অনুমতি করিলেন।

পাঞ্চালরাজতনয়া তথা হইতে গমন করিলে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ নিভৃতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হেপুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! তোমরা পঞ্চভ্রাতা, কিন্তু একাকিনী দ্রুপদতনায়া তোমাদের ধর্ম্মপত্নী; অতএব যাহাতে তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না হয়, এমন কোন উপায়বিধান কর। পূর্ব্বকালে লোকত্রয়-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অন্যের অবধ্য। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর এরূপ সৌহার্দ্য ছিল যে, তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও একত্র রাজ্য শাসন করিত। কেবল তিলোত্তমার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতারও এক্ষণে পরস্পর যৎপরোনাস্তি সৌহার্দ্য আছে, অতএব দেখিও যেন বিবাদ না হয়, এই নিমিত্তই আমি কোন সদুপায় স্থির করিতে কহিতেছি।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহর্ষে। আপনি যে সুন্দ ও উপসুন্দের কথা কহিলেন, তাহারা কাহার পুত্র, কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, কেনই বা তাহাদের পরস্পর ভেদ হইল এবং কি করিয়াই বা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল? আর যে অপ্সরা তিলোত্তমার রূপলাবণ্যদর্শনে তাহারা কামান্ধ হইয়া পরস্পরের প্রাণনাশ করে, সেই অপ্সরাই বা কাহার কন্যা? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তর বর্ণন করুন।"

২০৯তম অধ্যায়

সুন্দ-উপসুন্দ উপাখ্যান

নারদ কহিলেন, “হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই সুন্দ-উপসুন্দের পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে মহাবল পরাক্রান্ত তেজস্বী এক দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। ঐ দৈত্য যাবতীয় দানবগণের অধীশ্বর ছিল। ভীমপরাক্রম ক্রুরমনাঃ সুন্দ ও উপসুন্দ তাহারাই পুত্র। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত একনিশ্চয় (একমত। —মতদ্বৈধাহীন) ও এককার্য্যনিরত ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বদা সমদুঃখসুখ হইয়া কালব্যাপন করিত। তাহারা কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভোজন, শয়ন বা গমন করিত না; সতত পরস্পপার প্রিয়কার্য্য করিত এবং পরস্পরকে প্রিয়বাক্য কহিত। ফলতঃ তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে দেখিলে বোধ হইত যেন এক মূর্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। সেই সহোদরদ্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল।

কিয়দ্দিন পরে সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্যবিজয়সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। সেই জটাবল্কলধারী বীরদ্বয় তপানুষ্ঠানকালে ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বায়ুভক্ষণ ও আপনাদের গাত্রমাংস ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত এবং অনিমিষলোচন ও উর্দ্ধবাহু হইয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকিত। এইরূপে তাহারা বহুকাল কঠোর তপস্যা করিল। বিন্ধ্যাচল তাহাদের অত্যুগ্র তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ধূম-মোচন করিতে লাগিল ।

দেবগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন-সাধনে যত্নবান হইলেন। তাঁহারা কখন বিবিধ রত্ন, কখন বা সুন্দরী স্ত্রী-সমুদয় দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন দেবগণ মায়াজালবিস্তার করিয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন করিতে লাগিলেন। একদা তাহারা তপস্যা করিতে করিতে দেখিল, এক শূলধারী বিকটাকার রাক্ষস তাহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী, ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাণসংহারার্থ লইয়া যাইতেছে। রাক্ষসভয়ে তাহাদিগের বসনভূষণ ও মাল্যাদি পরিভ্রষ্ট হইল। পরে তাহারা সেই দুই ভ্রাতাকে উদ্দেশ করিয়া ‘পরিত্রাণ করা, পরিত্রাণ কর’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল। সুন্দ ও উপসুন্দ তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তদর্শনে সেই সমস্ত স্ত্রীগণ ও রাক্ষসগণ অন্তর্হিত হইল।

তদনন্তর সর্ব্বভূতহিতকারী ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং সেই মহাসুরদ্বয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। দৃঢ়বিক্রম সুন্দ ও উপসুন্দ ভগবান কমলযোনিকে সমাগত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, “হে পিতামহ! আপনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন আমরা সর্ব্বমায়াভিজ্ঞ সর্ব্বাস্ত্রকোবিদ ও মহাবলপরাক্রান্ত হই; ইচ্ছানুরূপ রূপধারণপূর্ব্বক যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারি এবং উভয়ে অমর হই।” ব্রহ্মা কহিলেন, “আমি অমরত্ব ভিন্ন তোমাদের অন্য সমুদয় প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। অমরত্ববিধান করিলে তোমরা

দেবতাদিগের সমান হইবে। তোমরা সকলের উপর একাধিপত্য করিবে বলিয়া এই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ, অতএব তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করা বিধেয় নহে। তোমরা ত্রৈলোক্যবিজয়ের মানসে তপশ্চরণে সমুদ্যত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাদিগের অমরত্ব প্রদান করিলাম না।” তখন সুন্দ ও উপসুন্দ কহিল, “হে পিতামহ! যদি আপনি নিতান্তই আমাদিগকে অমর না করেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় স্থাবর বা জঙ্গম পদার্থ হইতে আমাদের কোন ভয় না থাকে; কেবল আমরা পরস্পরকে সংহার করিতে পারি।” ব্রহ্মা কহিলেন, “হে দানবেন্দ্রদ্বয়! আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম; আমি বর দিতেছি, তোমরা যেরূপ প্রার্থনা করিলে, তোমাদের তদনুরূপ মৃত্যুই হইবে।” ভগবান কমলযোনি দৈত্যদ্বয়কে এইরূপ অভিমত বরপ্রদানদ্বারা কঠোর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; সুন্দ ও উপসুন্দ ইহারাও সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে সর্ব্বলোকের অবধ্য হইয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিল।

স্বাভিলাষিত বরলাভানন্তর প্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাহাদের সুহৃদবর্গ পরম পরিতুষ্ট হইল। তৎপরে সুন্দ, উপসুন্দ স্বীয় জটাভার পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তকে কিরীট, অঙ্গে মহার্হ আভরণ এবং দিব্যবসন পরিধান করিল। তৎকালে তাহারা যেন অকালকৌমুদীর (নিত্যজ্যোৎস্না—অবাধ জ্যোৎস্নালোক) সার্ব্বকালিক প্রাদুর্ভাব প্রবর্তিত করিল। তাহাদিগের বান্ধবগণ আনন্দসলিলে ভাসমান হইল। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম ও স্থানে স্থানে দীয়তাং ভূজ্যতাং ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগ হইতে লাগিল। কামরূপী দৈত্যগণ এইরূপে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া অবিচ্ছিন্ন বিহারদ্বারা শত শত বৎসর এক মুহূর্তের ন্যায় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

২১০তম অধ্যায়

স্বর্গে মর্ত্যে সুন্দ-উপসুন্দের উপদ্রব

নারদ কহিলেন, “এইরূপে দৈত্যপুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। দানবেন্দ্র সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্যজয় করিবার মানসে মন্ত্রণা করিয়া সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিল। তৎপরে তাহারা সুহৃদগণ, বৃদ্ধ দৈত্যগণ ও মন্ত্রিগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মঘনক্ষত্রযুক্তা রজনীতে প্রস্থানিক (গমনকালোচিত) মঙ্গলাচরণ করিয়া গদা, পট্টিশ, শূল, মুদগর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারিণী দানববাহিনী-সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিল। গমনকালে চারণগণ মাঙ্গলিক স্তুতিপাঠ করিয়া তাহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

তদনন্তর সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ কামচারী দানবদ্বয় অন্তরীক্ষে গমন করিয়া দেবগণের ভবনে প্রবেশ করিল। দেবগণ তাহাদের আগমন দেখিয়া এবং ব্রহ্মার বরদানের বিষয় জানিতে পারিয়া স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ অনায়াসে ইন্দ্রলোক জয় করিয়া যক্ষরক্ষ প্রভৃতি খেচরগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে রসাতলস্থ নাগগণ ও সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছজাতিদিগকে জয় করিল। পরে সমস্ত মেদিনীমণ্ডলবিজয়ার্থী মহাবলপরাক্রান্ত দানবদ্বয় স্বীয় সেনাগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, “দেখ, রাজর্ষিগণ মহাযজ্ঞদ্বারা এবং দ্বিজগণ হাব্য (দেবতাদিগের উদ্দেশে দেয় বস্তু)-কব্য

(পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদেয় দ্রব্য) দ্বারা দেবগণের তেজ ও সম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। চল, আমরা সকলে একত্র হইয়া সেই অসুরদ্বেষী দুষ্ট রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের প্রাণনাশ করি।" সুন্দ ও উপসুন্দ সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহাসমুদ্রের পূর্ব্বতীরে গমন করিল। তথায় যে-সকল ব্রাহ্মণের যজ্ঞ করিতেছিলেন এবং যাঁহারা যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিল; সৈন্যগণ তপোধনদিগের আশ্রমস্থিত অগ্নিহোত্র লইয়া জলে নিক্ষেপ করিল। মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সে শাপ কোন কার্য্যকারক হইল না। যখন তপোধনগণ দেখিলেন, তাহাদের শাপ শিলানিক্ষিপ্ত শিলীমুখের (বাণবিশেষের) ন্যায় ব্যর্থ হইল, তখন তাঁহারা অগত্যা তপানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইলেন। অধিক কি কহিব, পৃথীতলে যে-সমস্ত মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ, দান্ত ও শমপরায়ণ ছিলেন, তাহারাও গরুড়ভয়ে ভীত সাপগণের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। দৈত্যসৈন্যের উপদ্রবে আশ্রম-সকল ভগ্ন ও কলস স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য-সামগ্রীসকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। ফলতঃ তৎকালে সমুদয় জগৎ কালগ্রস্তের ন্যায় শূন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে মহর্ষিগণ পলায়ন করিলে সুন্দ ও উপসুন্দ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে নানাপ্রকার কৌশল আরম্ভ করিল। তাহারা কখন মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের রূপধারণপূর্ব্বক দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত ঋষিগণকে বধ করিত, কখন সিংহরূপী, কখন ব্যাঘ্ররূপী হইয়া তপোধনগণের প্রাণসংহার করিত। সেই দুর্দান্ত দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে বহুসংখ্যক নৃপতিগণ ও ব্রাহ্মণগণ প্রাণত্যাগ করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন একবারে রহিত হইল; উৎসবের সম্পর্কও রহিল না। চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ; সকলেই ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর। ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা এবং কৃষি, গোরক্ষাকার্য্য-সমুদয় নিবৃত্ত হইল; দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও পুণ্যোদ্বাহ প্রভৃতি শুভকর্ম্ম-সকল বিলুপ্তপ্রায় এবং নগর ও আশ্রম-সমুদয় উৎসন্ন হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে কেবল অস্থি ও কঙ্কাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমণ্ডল একেবারে দুষ্প্রেক্ষ্য (দুর্নিরীক্ষ্য—দেখিবার অযোগ্য) হইয়া উঠিল। চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, তারা-সমুদয়, নক্ষত্রমণ্ডল ও অন্যান্য দেবগণ সেই ক্রূরকর্ম্ম দানবদ্বয়ের নৃশংসাচরণ-দর্শনে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে সুন্দ ও উপসুন্দ ক্রূরকর্ম্মদ্বারা সমস্ত দিক বিজয় করিয়া নিষ্কণ্টকে কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল।"

২১১তম অধ্যায়

সুন্দ-উপসুন্দ সংহার মন্ত্রণা

নারদ কহিলেন, "তদন্তর সমস্ত দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ সুন্দ-উপসুন্দকৃত সেই উপদ্রব-দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। ঐ সকল জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়গণ জগতের দূরবস্থা-দর্শনে অনুকম্প-পরতন্ত্র হইয়া ব্রহ্মার ভবনে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান। কমলাসন দেবগণের সহিত সুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, ঋষিগণ, বৈখানসগণ, বালখিল্যগণ ও মরীচিপায়ী (সূর্যকিরণ) বানপ্রস্থগণ পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় গমন করিয়া অতি কাতরস্বরে সুন্দ-উপন্দকৃত, উপদ্রব-বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক নিবেদন করিলেন। তখন দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণও ঐ দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্যবৃত্তান্ত পিতামহকে জানাইলেন।

বিশ্বকর্ম্মার তিলোত্তমাসৃজন

ভগবান কমলাসন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কর্তব্য বিষয়ে মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দকে সংহার করিবার বাসনায় বিশ্বকর্ম্মকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্ম্ম তৎক্ষণাৎ তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্ম "যে আজ্ঞা" বলিয়া ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুরূপ রমণী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্রিলোকমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে-কোন বস্তু অতীব রমণীয় বলিয়া খ্যাত, বিশ্ববিৎ বিশ্বকর্মা সেই সমস্ত বস্তু তথায় আনয়ন করিলেন। তিনি নির্ম্মাণকালে সেই কামিনীর গাত্রে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন। বিশ্বকর্ম্মাবিনির্মিত রত্নসংঘাত (রত্নসমূহ) খচিত সেই কামিনী ত্রিলোকস্থ সমস্ত মহিলাগণের অধিক্ষেপ (শীর্ষস্থানীয়) স্বরূপ হইল। তাহার গাত্রে এমন একটিও স্থান ছিল না যে, দর্শকগণের দৃষ্টি সে স্থানে পতিত হইলে আসক্ত না হয়। ফলতঃ মূর্তিমতী লক্ষ্মীরূপা সেই কামিনী সর্ব্বভূতের মনোনয়নহারিণী হইলেন। ঐ লোকললামভূতা ললনা রত্নসমূহের তিল তিল অংশ লইয়া নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার নাম তিলোত্তম রাখিলেন। তিলোত্তমা মব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে ভগবন! কি নিমিত্ত আমাকে সৃষ্টি করিলেন, আজ্ঞা করুন।" ব্রহ্মা কহিলেন, "তিলোত্তমে! তুমি দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দর সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বীয় রূপসম্পত্তিদ্বারা তাহাদিগকে এইরূপে প্রলোভিত কর যেন, তাহারা তোমার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করে।"

তিলোত্তমা-দর্শনে শিবের চতুরাননত্ব

তিলোত্তমা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতামহকে নমস্কার করিল এবং দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দেবসভায় ভগবান বিষ্ণু পূর্ব্বমুখে, মহেশ্বর দক্ষিণমুখে, অন্যান্য দেবগণ উত্তরমুখে এবং ঋষিগণ সর্ব্বতোমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। তিলোত্তম অতি সাবধানতাপূর্ব্বক ভগবান মহাদেব ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল। প্রদক্ষিণকালে সে মহাদেবের দক্ষিণপার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অলোকসামান্য লাবণ্য-দর্শনার্থ দক্ষিণদিকে তাহার এক মুখ নির্গত হইল, পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলে পশ্চাদ্ভাগে আর এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তরদিকে গমন করিলে সেদিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল, ভগবান পুরন্দরেরও সর্ব্বাঙ্গে অতি বিশাল সহস্রলোচন আবির্ভূত হইল। এইরূপে পূর্ব্বকালে ভগবান মহাদেব চতুর্মুখ এবং বলনিসূদন ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, তৎকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্যতীত তত্রস্থ সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ তিলোত্তমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এইরূপে তিলোত্তম দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলোভিত করিতে গমন করিল। তিলোত্তমা গমন করিলে দেবগণ ও পরমর্ষিগণ তাহার অতীব রমণীয় রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া পিতামহের অভিসন্ধি সিদ্ধপ্রায় বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে ভগবান ভূতভাবন কমলযোনি সমস্ত ঋষিগণ ও দেবগণকে বিদায় করিলেন।"

২১২তম অধ্যায়

সুন্দ-উপসুন্দসমীপে তিলোত্তমার আগমন

নারদ কহিলেন, "এদিকে দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দ স্বীয় বাহুবলে ত্রিভুবনবিজয়কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টক হইল; দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস ও ভূপতিগণের সমস্ত রত্নজাত অপহরণপূর্ব্বক পরমহ্লাদে কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যখন দেখিল যে, ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তখন একেবারে যুদ্ধাদি-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল উত্তমোত্তম স্ত্রী, মাল্য, গন্ধ, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রভৃতি বিবিধ মনোহর উপভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া অমরের ন্যায় কখন অন্তঃপুরোদ্যানে, কখন পর্ব্বতে, কখন বনে, কখন বা অন্যান্য অভিলষিত স্থানে বিহার করিতে লাগিল।

একদা ঐ দানবদ্বয় বিহারার্থ সমশিলাতলসম্পন্ন ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত পাদপপুঞ্জ পরিপূর্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রস্থদেশে গমন করিল; পরিচারকগণ তথায় সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তখন সুন্দ ও উপসুন্দ সন্তুষ্টচিত্তে কামিনীগণ সমভিব্যাহারে মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট হইল এবং রমণীগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্তুতিবাদদ্বারা তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বরবর্ণিনী তিলোত্তম সূক্ষ্ম রক্তাম্বর পরিধান ও মনোহারিণী বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতস্থ কাননে পুষ্পচয়ণ করিতে আরম্ভ করিল। সে নদীতীরজাত কর্ণিকারসকল চয়ন করিয়া অল্পে অল্পে সুন্দোপসুন্দসমীপে সমুপস্থিত হইল; দানবদ্বয় তৎকালে সুরাপানে মত্ত হইয়াছিল। চারুহাসিনী তিলোত্তম তাহাদের নয়নগোচর হইবামাত্র উভয়েই এককালে কন্দর্পশরে জর্জরিত হইল।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে সুন্দ-উপসুন্দের সংহার

তখন তাহারা দুইজনেই তিলোত্তমা-গ্রহণাভিলাষে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিয়া, সুন্দ তাহার দক্ষিণ কর ও উপসুন্দ বাম কর ধারণ করিল। বরপ্রদানমদ, ধনমদ, বলমদ এবং সুরাপানমদ প্রভৃতি নানা মদে মত্ত এবং কন্দর্পশরে জর্জরিত সেই দানবদ্বয় ভ্রুকুটি বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিল। সুন্দ কহিল, "এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার গুরু হইল।" উপসুন্দ কহিল, 'এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং কনিষ্ঠভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার বধু হইল।' এইরূপে 'এ আমার ভার্য্যা, তোমার নয়, আমার ভার্য্যা, তোমার নয়', এই কথা বারংবার কহিতে কহিতে তাহার কামে মোহিত হইয়া চিরপরিচিত সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্যে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ক্রোধাভরে উভয়ে ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিল এবং "আমি পূর্ব্বে বধ করিব, আমি পূর্ব্বে বধ করিব', বলিয়া পরস্পর প্রচণ্ড আঘাত করিতে করিতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া গগনচ্যুত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় দুইজনেই ভূতলে পতিত ও পঞ্চোত্বপ্রাপ্ত হইল। তখন সেই মহাবীর-যুগলকে ভূতলশায়ী দেখিয়া তত্রস্থ রমণীগণ ও দানবসমুদয় ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া পাতালতলে পলায়ন করিল।

তদনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা, দেবগণ ও মহর্ষিগণসমভিব্যাহারে তিলোত্তম-সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিধাতা হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাকে বরপ্রদান করিবার মানসে কহিলেন, "হে ভাবিনি! সূর্য্য যে পথে গতায়াত করেন তুমি সেই পথে গমনাগমন করিবে; তেজঃপ্রভাবে কেহই তোমাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না।" ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এইরূপ বর প্রদানানন্তর ইন্দ্রহস্তে ত্রৈলোক্যরক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে পাণ্ডবগণ! পূর্ব্বকালে সুন্দ ও উপসুন্দ এইরূপে বাল্যকালাবধি একনিশ্চয় থাকিয়াও কেবল তিলোত্তমার নিমিত্তই উভয়ে বিবাদ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। অতএব আমি তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহবান হইয়া উপদেশ দিতেছি যে, যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্ত তোমাদের পরস্পর ভেদ না হয়, এমত কার্য্য কর, তাহা হইলে আমি পরম প্রীত হইব।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ মহর্ষি নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সমক্ষে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবে, তখন অন্য জন তথায় যাইতে পরিবে না; যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিলে তপোধন নারদ পরম প্রীত হইয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ভারতবংশাবতংস। জনমেজয় ! পাণ্ডুতনয়গণ এইরূপে নারদের উপদেশানুসারে নিয়ম করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্তই তাঁহাদের পরস্পর প্রণয়ভঙ্গ হয় নাই।

রাজ্যলাভপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

২১৩তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-বনবাসপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ নারদ-সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বীয় শস্ত্রবলে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভূপতিগণকে বশীভুত করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা সেই অপরিমিতবলশালী পঞ্চভ্রাতার বশবর্তিনী হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে পত্নীলাভ করিয়া যেরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীও তাহাদিগকে পতি পাইয়া তদ্রুপ আনন্দিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সমস্ত কুরুদেশ দোষশূন্য ও সুখসমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার

তাহাদের রাজ্যপ্রাপ্তির বহুদিন পরে কতিপয় তস্কর একত্র হইয়া এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে কম্পিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আগমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের নিকট কহিতে লাগিল, “হে পাণ্ডবগণ! ক্ষুদ্র নৃশংস চৌরগণ এই রাজ্য হইতে আমার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তোমরা ত্বরায় রক্ষা কর। হে পাণ্ডবগণ! প্রশান্ত ব্রাহ্মণের হবিঃ কাকে ভক্ষণ করিতেছে; নীচ পশু শৃগাল শার্দূলের শূন্য-গুহায় প্রবেশ করিতেছে। যে রাজা ষষ্ঠাংশ করগ্রহণ করিয়াও প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের সমগ্র পাপের ভাগী হয়েন। হে পাণ্ডবগণ! চোরে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিতেছে, ধর্ম্মার্থ নাশ হইতেছে এবং আমি কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছি; অতএব তোমরা আমাকে রক্ষা কর।’

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সমীপে রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের সেই সকল কাতরোক্তিশ্রবণে অনুকম্প-পরতন্ত্র হইয়া “মা ভৈঃ (ভীত হইও না) বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সহিত অধ্যাসীন ছিলেন, অর্জুন দুঃখার্ত ব্রাহ্মাণের রোদনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াও পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে আয়ুধাগারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি না লইয়া গমন করিতেও সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দোলাচলচিত্ত (চঞ্চল মন-কি করি, কি না-করি এইরূপ) হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, নির্দোষ ব্রাহ্মণের ধন অপহৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন; উহার অশ্রু প্রমার্জন করা নিতান্ত কর্তব্য; এদিকে মহারাজকে উপেক্ষা করিয়া গমন করিলে মহান অধর্ম জন্মে। কি করি? যদি দ্বারস্থ রোরুদ্যমান ব্রাহ্মাণকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে জনসমাজে আমাদের রাজ্যপালনে উপেক্ষার জন্য কলঙ্ক-ঘোষণা হইবে; আর যদি মহারাজের অনুমতি না লইয়া যাই, তাহা হইলে তাহার অপমান করা হয় এবং যদি তাহার অনুমতি লইবার নিমিত্ত আয়ুধাগারে প্রবেশ করি, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞালঙঘন জন্য আমাকে বনে গমন করিতে হয়; কিন্তু রাজসন্নিধানে গমন করিলে আর সকল দোষই পরিহার করা হয়। যাহা হউক, প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন জন্য মহান অধর্মই হউক বা বনে বাসই হউক, ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য, যেহেতু, শরীররক্ষা অপেক্ষাও ধর্ম্মের গৌরব অধিক।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে ধনুঃশর গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! শীঘ্র আমার সহিত আগমন করুন। পরস্বপহারী সেই ক্ষুদ্র চৌরগণ এখনও বহুদূরে পলায়ন করিতে পারে নাই; আমি ত্বরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনার গোধন আনয়ন করিতেছি।" মহাবাহু অর্জ্জুন ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া ধনু ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে অল্পক্ষণের মধ্যেই বাণদ্বারা দস্যুগণকে সংহার করিয়া ব্রাহ্মণের গোধন লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে উপকৃত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে অর্জ্জুনের বনগমন

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে ব্রাহ্মাণের উপকার করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমস্ত গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মহারাজ ধর্ম্মরাজের সন্নিধান গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে প্রভো! আপনি দ্রৌপদীসহবাসে আয়ুধাগারে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে আমি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করিব, আপনি অনুমতি করুন।" ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অর্জ্জুনমুখে এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং সবাষ্প গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি আমাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করা। তুমি কেবল ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় নাই; আমার সে বিষয়ে সম্মতি আছে। সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র পাপ নাই; অতএব হে মহাবাহো! তুমি আমার বচনানুসারে বনগমনে নিবৃত্ত হও; তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না; তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমার অণুমাত্রও অবমাননা হয় নাই।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনি কহিয়াছেন, ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না; অতএব আয়ুধ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমি কদাচি সত্য হইতে বিচলিত হইব না।" মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপুরঃসর দ্বাদশবর্ষ। বনবাসে যাত্রা করিলেন।

২১৪তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের উলুপী-পরিণয়

বৈশম্পায়নে কহিলেন, কুরুকুল-প্রদীপ মহাবাহু অর্জ্জুন বনে প্রস্থান করিলে বেদবেদাঙ্গ ও দিব্যাখ্যানবেত্তা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষোপজীবিসকল, পৌরাণিক সূতগণ, কথকগণ এবং বনবাসী সন্ন্যাসীসকল তাহার অনুগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন সেই সমস্ত মধুরভাষী মহাত্মাগণ ও অন্যান্য সহায়ে পরিবৃত হইয়া দেবগণ-সমাবৃত অমররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী,

সাগর, বিবিধ দেশ ও পূণ্যতীর্থ-সকল দর্শন করিলেন; তিনি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্দ্ধারিত করিলেন।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রাজন! সেই স্থানে বিশুদ্ধাত্মা ধনঞ্জয় যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করা। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিলে বিপ্রগণ স্থানে স্থানে অগ্নিহোত্র আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ পুষ্পোপহারোলঙ্কৃত সেই সমস্ত মন্ত্রপূত হুতাশন এবং কৃতাভিষেক, সংযমী ও সৎপথাবলম্বী মহাত্মা দ্বিজগণদ্বারা গঙ্গাদ্বার অতীব শোভাকর হইল। এইরূপে আশ্রম পর্য্যাকুল (সর্ব্বতোমুখ সুব্যবস্থিত) হইলে একদা অর্জুন অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলেন। তথায় স্নান ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন, অমনি নাগরাজদুহিতা উলুপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশায় তাহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লাইল। অর্জুন পরমচ্চিত নাগরাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অবলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে হোমক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন দেখিয়া হুতাশন পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অগ্নিকার্য্য সমাধা হইলে অর্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া নাগরাজ-দুহিতাকে কহিলেন, "হে ভীরু ! তুমি কি সাহসে এরূপ সাহসিক কার্য্য করিলে? হে ভাবিনি! এ প্রদেশের নাম কি? তুমিই বা কে এবং কাহার কন্যা ?"

উলুপী কহিল, "হে রাজন! ঐরাবতকুলে সমুদ্ভূত কৌরব্য নামে এক নাগ আছেন, আমি তাহার দুহিতা, আমার নাম উলুপী। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা এই অশরণ্য অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।"

অর্জুন কহিলেন, "হে ভদ্রে! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি; সুতরাং আমি স্বাধীন নাহি। হে জলচারিণি। তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কহি নাই; অতএব হে ভুজঙ্গমে! যাহাতে আমার অনুতানুষ্ঠান না হয়, তোমারও প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হয় এবং ধর্ম্মহানি না হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা কর।"

উলুপী কহিল, "হে পাণ্ডব! তুমি যে নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছ। এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে নিমিত্ত তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি করিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় অবগত আছি। তোমরা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, যে সময় আমাদের একজন দ্রৌপদীর সমীপে থাকিবেন, তৎকালে অন্য কেহ তথায় গমন করিলে তাহাকে দ্বাদশবর্ষ বনে বাস ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। হে ধর্মাত্মন! তোমরা দ্রৌপদীর নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ বনবাসের নিয়ম করিয়াছিলে; অতএব আমার অভিলাষ সফল করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে পৃথুলোচন! আর্তব্যক্তিকে পরিত্রাণ করা তোমাদিগের অবশ্যই কর্তব্য কর্ম্ম অতএব আমাকে পরিত্রাণ করিলে তোমার অধর্ম হইবে না। যদিও ইহাতে তোমার যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মহানি হয়, কিন্তু আমার প্রাণদান করিলে ততোধিক ধর্মলাভ হইবে। হে পার্থ! আমি তোমাতে নিতান্ত ভক্ত এবং একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তুমি সাধুগণের পদবী অবলম্বনপূর্ব্বক আমার বাসনা পরিপূর্ণ করা। যদি তুমি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে

আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব; অতএব আমার প্রাণদান করিয়া পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম উপার্জন কর। হে পুরুষোত্তম কৌন্তেয়! তুমি প্রত্যহ অনাথ দীনগণকে রক্ষা করিয়া থাক; অদ্য আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ কর বলিয়া বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা মনোরথ সফল করিয়া আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর।"

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় নাগরাজ-দুহিতা উলুপী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্য্যোদয়কালে নাগভবন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উলুপী-সমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিব্রতা উলুপী অর্জুনকে 'তুমি সমস্ত জলচরকে জয় করিতে পরিবে' এই বর প্রদান করিয়া এবং তাহাকে তথায় রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

২১৫তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ইন্দ্রাত্মজ অর্জুন ব্রাহ্মণদিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমাচলের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্ব্বত ও ভৃগুতুঙ্গে গমন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। কুরুসত্তম অর্জুন অসংখ্য বাসভবন ও সহস্র সহস্র গোধন বিপ্রসাৎ করিয়া হিরণ্যবিন্দু-তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক অনেকানেক পুণ্যস্থান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রগণসমভিব্যাহারে হিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া উৎসুকমনে পূর্ব্বদিক দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে নন্দা, অপরন্দা, কৌশিকী, গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী সকল এবং গয়া প্রভৃতি পুণ্য-তীর্থ পর্যটন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদে যে-সকল তীর্থ, দেবালয় এবং সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জুন সর্ব্বত্র গমন, দর্শন ও ধনদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণের কলিঙ্গ-রাজ্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যঙ্গমাত্র সহায়সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গ দেশ ও তত্রত্য পুণ্যতীর্থ-সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলি অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মহাবাহু অর্জুন তাপসগণপরিশোভিত মহেন্দ্রপর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গে মণিপুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য দেবালয় ও পুণ্যতীর্থ সকল সন্দর্শন করিয়া তদেশীয় রাজার নিকটে উপনীত হইলেন। মণিপুরেশ্বর পরমধার্মিক। চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক পরমাসুন্দরী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জুন তাহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে রাজার নিকটে উপনীত হইয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ্যপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন! আমি ক্ষত্রিয়, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন।" তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি?" অর্জুন কহিলেন, "আমি কুন্তীপুত্র, নাম ধনঞ্জয়।" মণিপুরেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বোর কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! অস্মদ্বংশে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তানতাপ্রযুক্ত পুত্রকামনায় অতি কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান ভবানীপতি তদীয় উগ্র

তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ‘তোমাদিগের প্রত্যেকের এক এক পুত্র হইবে’ বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদিগের বংশে এক একটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। হে ভারতবর্ষভ! আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার এই একমাত্র কন্যা; সুতরাং আমি ইহাকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহাদ্বারা বংশরক্ষা হইবে, এই আশায় আমি ইহাকে পুত্রিকা (দত্তকপুত্রের মত বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ। সেইরূপ করিলে তাহার গর্ভজাত পুত্র দ্বারা বংশরক্ষা হয়) গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইহার গর্ভজাত পুত্র আমারই বংশধর হইবে। হে পাণ্ডব! যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পরিবে।” অর্জুন নিয়মানুরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই কামিনীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তথায় তিন বৎসরকাল বাস করিয়া রহিলেন। পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

২১৬তম অধ্যায়

কুম্ভীররূপা বর্গ প্রভৃতি অপ্সরার শাপকাহিনী

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অর্জুন দক্ষিণসাগরে তপস্বিজনসুশোভিত অতি পবিত্র তীর্থস্থানে গমন করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে যে-সকল তীর্থস্থানে অনেকানেক তপস্বিজনের সমাগম হইত, মহর্ষিগণ সেই পঞ্চতীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, অশ্বমেধফলোৎপাদক কারন্ধম তীর্থ ও অশেষপাপহারক ভারদ্বাজ তীর্থ, অর্জুন এই পঞ্চতীর্থ দর্শন করিলেন। তিনি সেই সমস্ত তীর্থ জনশূন্য এবং ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ত্যাজ্যমান দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহর্ষিগণ! ব্রহ্মবাদীরা কি নিমিত্ত এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করেন?” তাপসেরা প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে কুরুনন্দন! এই তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর বাস করিতেছে, তাহারা অবগাহনমাত্রেই তাপসদিগকে সংহার করিয়া থাকে; এই কারণে আমরা এই পঞ্চতীর্থ পরিহার করিয়াছি।”

মহর্ষিগণের বাক্য-শ্রবণানন্তর মহাবীর অর্জুন তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সেই সমস্ত তীর্থস্থানদর্শনার্থে যাত্রা করিলেন এবং সৌভদ্রতীর্থে উপস্থিত হইয়া সহসা অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে এক কুম্ভীর আসিয়া তাহার পাদগ্রহণ করিল। ধনঞ্জয় সেই ভয়ঙ্কর কুম্ভীরকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন। কুম্ভীর অর্জুনকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইবামাত্র সর্ব্বলঙ্কারশোভিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক নারীরূপ পরিগ্রহ করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জুন প্রীতমনে সেই নারীকে কহিলেন, “হে কল্যাণি! তুমি কে ? কি নিমিত্ত জলচরী হইয়াছ ? আর পূর্ব্বে এমনই বা কি পাপ করিয়াছিলে ?” দিব্যাঙ্গনা কহিল, “হে মহাভাগ! আমি দেবারণ্যবিহারিণী এক অপ্সরা, আমার নাম বর্গা, ধনপতি কুবের আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। একদা আমি চারি সহচরীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্তনকালে অধ্যয়নপর পরামরূপবান একান্তচারী (নির্জনবিহারী) এক ব্রাহ্মণকে নয়নগোচর করিলাম। তিনি স্বকীয় তেজঃ ও তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল বনবিভাগ আলোকময় করিতেছেন।

আমরা আকাশমার্গ হইতে তপঃপ্রভাব, আকার ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহার তাদৃশ তপস্যার বিঘ্নসম্পাদন করিবার নিমিত্ত তথায় অবতীর্ণ হইলাম। তৎপরে সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা এই চারি সহচরীসমভিব্যাহারে তপস্বি-সন্নিধানে গমন করিলাম; গমন করিয়া মধুর সঙ্গীত ও হাস্যালোপে তাহাকে বিবিধ প্রকারে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। তৎকালে তিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, আমরা কোনমতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই। অনন্তর ব্রাহ্মণ আমাদিগের এইরূপ ভাবভঙ্গী-দর্শনে তৎক্ষণাৎ ক্রোধাপরবশ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, "রে অপ্সরাগণ! আমার শাপপ্রভাবে তোরা শত বৎসর কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাক।"

২১৭তম অধ্যায়

বর্গা প্রভৃতি অপ্সরার শাপমোচন

বর্গা কহিল, "হে ভারতবংশাবতংস! অনন্তর আমরা অভিশাপগ্রস্ত ও একান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম; কহিলাম, হে বিপ্র! আমরা রূপ, যৌবন ও কন্দর্পমদে মত্ত হইয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আপনি মহাত্মা, আমরা যে আপনাকে প্রলোভন দেখাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদিগের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে। ধার্মিকেরা স্ত্রীলোকদিগকে অবধ্যা কহেন, অতএব হে তপোধন! আপনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, আমাদিগের প্রতিহিংসা করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে? ব্রাহ্মণই সর্ব্বজীবের বন্ধু, এ কথা যেন নিতান্ত অমূলক না হয়। শরণাগত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই সাধুদিগের কার্য্য, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, ক্ষমা করুন।"

তখন চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভ দ্বিজবর অপ্সরাদিগের এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে অপ্সরগণ! শত বা শত সহস্র শব্দ আনন্ত্যবাচক বটে। কিন্তু আমি যে শত বৎসর শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছি, উহা কেবল পরিমাণবাচকমাত্র, আনন্ত্যবাচক নহে। কিন্তু যৎকালে তোমরা কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া জলমধ্যে মনুষ্যের পাদগ্রহণ করিবে, তদবসরে যদি কেহ তোমাদিগকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমরা পুনর্ব্বার স্বমূর্ত্তি লাভ করিতে পরিবে। আমি পরিহাসচ্ছলেও কদাচি মিথ্যা কহি নাই। আর তোমরা যে তীর্থে বাস করিবে, তদবধি তাহা পবিত্র নারীতীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে।"

বর্গা কহিল, 'অনন্তর আমরা বিপ্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্ব্বক দুঃখিত মনে তথা হইতে অপসৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, যিনি আমাদিগকে স্থলে আকর্ষণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রূপসম্পন্ন করিবেন, আমরা সেই মহাত্মার কতকালে সন্দর্শন পাইব?' আমরা মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইলেন। তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র আমরা সন্তুষ্টমনে অভিবাদন করিয়া লজ্জাবনতমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম। দেবর্ষি আমাদিগকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরাও আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলাম। তখন তিনি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দক্ষিণ মহাসাগরের কচ্ছদেশে পঞ্চতীর্থ নামে অতি পবিত্র ও রমণীয়

স্থান আছে, তোমরা তথায় যাইয়া বাস কর। পাণ্ডুনন্দন অর্জুন, অচিরকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের দুঃখমোচন করিবেন সন্দেহ নাই।” তৎপরে আমরা তদীয় আদেশানুসারে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। অদ্য আমার দুঃখমোচন হইল সত্য বটে, কিন্তু আমার অপর চারি সহচরী এই জলমধ্যে বাস করিতেছেন, আপনাকে তাহাদিগেরও দুঃখশান্তিরূপ শুভকর্ম্ম করিতে হইবে।”

বভ্রুবাহনের উৎপত্তি

অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন তাহাদিগেরও শাপমোচন করিয়া দিলেন। তাহারা জলমধ্য হইতে উত্থিত ও পূর্ব্বকায় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অর্জুন তীর্থশুদ্ধিসম্পাদনপূর্ব্বক অঙ্গরাদিগকে গমনের আদেশ দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মণিপুরে গমন করিলেন। তথায় চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে বভ্রুবাহন নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া গোকর্ণতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন।

২১৮তম অধ্যায়

অর্জুনের প্রভাসে আগমন-কৃষ্ণসাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অমিতবিক্রম অর্জুন ক্রমে ক্রমে অপরান্ত (সমুদ্রতীরস্থিত)-প্রদেশস্থ সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র আয়তনে গমন করিলেন। পশ্চিমসমুদ্রের উপকূলে যে সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, সেই সমস্ত স্থানেও পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়সখা অর্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তথায় গমন করিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনসাক্ষাৎকারলাভে পরম পরিতোষে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। পরে কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে অর্জুন! তুমি কি নিমিত্ত এই সমস্ত তীর্থপর্যটন করিতেছ?” অর্জুন বাসুদেবসমক্ষে আপনার তীর্থপর্যটনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্তন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ‘সঙ্গত হইয়াছে’ বলিয়া সদ্বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন। তৎপরে তাহারা প্রভাসে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া বাসার্থ রৈবতকপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেবের আদেশানুসারে তদীয় অধিকৃত পুরুষেরা ইতিপূর্ব্বেই রৈবতকপর্ব্বত সুসজ্জিত ও আহারসামগ্রীসকল আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল। অর্জুন সেই সমস্ত ভোজনীয়দ্রব্য গ্রহণ ও উপযোগ করিয়া কৃষ্ণের সহিত নটীগণের নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার ও পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া সুপরিচ্ছন্ন শয়নমন্দিরে গমন করিলেন। তথায় দুগ্ধফেনধবল শয্যায় শয়ন করিয়া প্রিয়সখার নিকট বহুতর নদী, পল্বল (ক্ষুদ্র জলাশয়), পর্ব্বত ও বনবৃত্তান্তসকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গসন্নিব শয্যায় শয়ান অর্জুন যথাবদ্ধৃত্তান্তসকল বর্ণন করিতে করিতে নিদ্রায় বিচেতন হইলেন। প্রভাতকালে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি, বীণাবাদ্য ও মঙ্গল-স্তুতিবাদদ্বারা প্রতিবোধিত হইলেন।

অনন্তর অর্জুন তৎকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধানানন্তর বাসুদেব কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চন নির্ম্মিত রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। তাহার সৎকারার্থ দ্বারকাপুরী ও তত্রত্য ক্রীড়াকাননসকল অলঙ্কৃত ও সুশোভিত হইল। অর্জুন পুর-প্রবেশ করিলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকাবাসী শতসহস্র লোক সত্বর রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহিলাগণ গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল। অর্জুন এইরূপে যাদবগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া নমস্যবর্গকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা আসিয়া তাহার সৎকার করিলেন। অর্জুন সমস্ত সমবয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সুরম্য হর্ম্ম্যে কতিপয় দিবস সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অর্জুনবনবাসপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২১৯তম অধ্যায়

সুভদ্রাহরণপর্ব্বাধ্যায়-রৈবতকে মহোৎসব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কিয়দ্দিবস রৈবতকপর্ব্বতে অন্ধক ও যদুবংশীয়দিগের মহান উৎসব আরম্ভ হইল। উক্ত বংশোদভূত বীরপুরুষেরা উৎসবোপলক্ষে রৈবতকবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থদান করিলেন। সেই পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশসকল রত্নমণ্ডিত অট্টালিকাবলী ও কল্পপাদপসমূহদ্বারা সুশোভিত হইল এবং স্থানে স্থানে নৃত্য-গীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। যদুবংশীয় রাজকুমারেরা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুসজ্জিত সবুর্ণযানে আরোহণপূর্ব্বক বারংবার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শতসহস্র পুরবাসীরা কেহ বহুবিধ দিব্যযানে, কেহ সামান্যযানে, কেহ বা পুত্রকলাত্র-সমভিব্যাহারে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। বলদেব মধুপানে মত্ত ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া নিজ ভার্য্যা রেবতীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয় রাজা উগ্রসেনও অঙ্গনাসহস্র পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণপূর্ব্বক পরমসুখে বিহার করিতেছিলেন। রুক্মিণীতনয় ও শাম্ব ইঁহারাও মধুপানে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া দিব্যাম্বর পরিধান ও দিব্যমালা ধারণপূর্ব্বক বিহার করিতেছিলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রূ, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যস, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দিক্য ও উদ্ধাব ইঁহারা এবং অন্যান্য যদুবংশীয়েরাও পৃথক পৃথক গন্ধর্ব্বগণ ও অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া উৎসব করিতেছিলেন।

এই পরমাদ্ভূত কৌতুহল আরম্ভ হইলে বাসুদেব অর্জুনসমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উৎসবসমাজে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে তাহারা সখীজনপরিবৃতা সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বাসুদেবদুহিতা সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন। দর্শন করিবামাত্র অর্জুনের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনকে তদোকান্তমনাঃ (তদগতচিত্ত) দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, “সখে! বনাচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে! এ কি! ইনি বসুদেবের কন্যা ও সারণের সহোদরা এবং আমারই ভগিনী; ইহার নাম সুভদ্রা। হে সখে! যদি তোমার মন নিতান্তই ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া

থাকে, তবে বল, আমি এই কথা পিতার কর্ণগোচর করি।” অর্জুন কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! পরামরূপসম্পন্ন সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ও বাসুদেবের ভগিনী; সুতরাং কাহার না মনোমোহিনী হইবেন? কিন্তু ইনি আমার মহিষী হইলেই সকল মঙ্গল সম্পাদিত হয়। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার সুভদ্রালাভ হইবে, অনুসন্ধান কর। তাহা যদি মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হয়, তদ্বিষয়ে আমি অবশ্যই যত্ন করিব।” বাসুদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে অর্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না; সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবিরকল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কারণ, স্বয়ংবরে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?”

অনন্তর বাসুদেব ও অর্জুন এইরূপ ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থগত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে অর্জুনকে অনুমোদন করিলেন।

২২০তম অধ্যায়

সুভদ্রাহরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ-প্রদান ও তাঁহার মত গ্রহণপূর্ব্বক রৈবতকপর্ব্বতে সুভদ্রা গমন করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তথায় যাইবার নিমিত্ত বাসুদেবের অনুজ্ঞা-লাভ করিলেন। তিনি কবচ, বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণ-কিঙ্কিণীজালাঙ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রোপেত প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প অপূর্ব্ব দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়াব্যপদেশে কৃষ্ণকে ইতিকর্তব্যতা নিবেদন করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন।

এদিকে সুভদ্রা মহাগিরি রৈবতক ও দেবতাদিগকে অর্চনা এবং দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, ইত্যবসারে মহাবীর অর্জুন মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে আরোপিত করিলেন।

অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যাদবগণের যুদ্ধসজ্জা

তদনন্তর তিনি সুভদ্রাকে সেই সুবর্ণময় রথে আরোপিত করিয়া নিজ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা সুভদ্রাকে অপহৃত দেখিয়া মহাকোলাহলপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীর উভয়পার্শ্বে ধাবমান হইল; তাহারা তত্রত্য সুধর্মনাম্নী সভায় সমুপস্থিত হইয়া সভাপালসন্নিধানে অর্জুনের বলবিক্রমের বিষয়-সমুদয় নিবেদন করিল। সভাপাল সৈন্যমুখে সুভদ্রাহরণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুবর্ণময়ী মহারণভেরী বাদন করিতে লাগিলেন। সেই ভেরীরব শ্রবণ করিবামাত্র ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্নপান পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দিক হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিচিত্র মণিকাঞ্চনাদিখচিত, অপূর্ব্ব আস্তরণপটে আচ্ছাদিত, শত শত সুবর্ণময় সিংহাসনে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। সভাপাল অনুচরবর্গের সহিত সমুপবিষ্ট দেবতুল্য যাদবদিগের নিকট অর্জুনকৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

মহাবীর যাদবেরা অর্জ্জুনের এই অসহ্য অত্যাচার-শ্রবণে ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্ব্বক আসন হইতে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথিদিগকে আদেশ করিলেন, “তোমরা শীঘ্র রথযোজনা কর এবং প্রাস, মহার্হ ধনু ও বৃহৎ কবচসকল আনয়ন কর।” কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সারথিকে আহ্বান করিয়া রথযোজনা করিতে আদেশ দিলেন; কেহ বা স্বয়ংই সুবর্ণালঙ্কৃত তুরঙ্গমগণ যানে যোজনা করিতে লাগিলেন। রথ, কবচ এবং ধ্বজপতাকাসকল আনয়ন করিলে সেই বীরসম্মর্দ (বীরসমবায়—দলবদ্ধ বীরকুল) তুমুল হইয়া উঠিল।

বলরামের রোষপ্রকাশ

তদনন্তর মধুপানে মত্ত, নীলাম্বরধর, মহাবীর হলধর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে বীরগণ! তোমরা কি করিতেছ? কৃষ্ণ মৌনভাবে রহিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় না জানিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা কিংবা তর্জন-গর্জন করা সকলই বৃথা; বৃথা কেন আস্ফালন করিতেছ? মহামতি বাসুদের প্রথমতঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, পরে ইহার যেরূপ ইচ্ছা, তোমরা তদনুসারে কার্য্য করিবে।” বলদেবের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণী-যোগ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বলদেবের বাক্যাবসানে তাঁহারা পুনরায় সভামধ্যে উপবেশন করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে বলদেব কৃষ্ণকে কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! দেখ, সকলেই তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এ সময়ে কেন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ? আমরা এ তোমার উপরোধেই সেই কুলপাংশুল (কুলের অকীর্তিকারী-বংশের অধম) অর্জুনকে সৎকার করিয়াছি, কিন্তু উপরোধেই সেই কুলপাংশুল অর্জুনকে সৎকার করিয়াছি, কিন্তু সে সৎকারের উপযুক্ত পাত্র নহে। কোন পুরুষ আপনাকে কুলীন বিবেচনা করিয়া কি যে পাত্রে ভোজন করে, সেই পত্র চূর্ণ করিয়া থাকে? কোন মূঢ়ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত সম্বন্ধে আদর ও নূতন সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যের অভিলাষ রাখিয়া এইরূপ সাহসিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়? অর্জুন আমাদিগের তাদৃশ অবমাননা ও তোমাকে অনাদর করিয়া অদ্য বলপূর্ব্বক আপন মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে। হে গোবিন্দ! মস্তকে পদাঘাততুল্য তাহার এই অসহ্য অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিব? সর্পকে পদাঘাত করিলে সে কি তাহা ক্ষমা করিয়া থাকে? আমি একাকীই অদ্য এই বসুন্ধরাকে নিষ্কৌরভ করিব, অর্জুনের এই ব্যতিক্রম আমি কখনই সহ্য করিব না।” তখন অন্ধকগণও নিবিড়-মেঘবৎ গভীর স্বরে গর্জমান বলদেবের বাক্য অনুমোদন করিলেন।

সুভদ্রাহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

২২১তম অধ্যায়

হরিণাহরণপর্ব্বাধ্যায়-পার্থের সুভদ্রা-পাণিগ্রহণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যাদবেরা এইরূপে স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রকটনপূর্ব্বক তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব অর্থভূয়িষ্ঠ (অর্থবহুল—সারগর্ভ।) বাক্যে কহিলেন, “অর্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান-রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়াই অর্থদ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যালাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্য তাঁহাতেও সম্মত হন নাই এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদত্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ-সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদিগের কুলোচিত হইয়াছে এবং কুল, শীল, বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন সন্দেহ নাই; অর্জুনকে সামান্য জ্ঞান করিও না; তিনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই মহাযশাঃ সুপ্রসিদ্ধ অর্জুন কুন্তীভোজের

দৌহিত্র। তদীয় জন্মে ভরতকুল অলকৃত হইয়াছে। মহাদেব ব্যতিরেকে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাদৃশ রথ, মদীয় ঘোটক এবং লঘুহস্ত পার্থযোদ্ধা এই সমস্ত একত্র হইলে ত্রিভুবন মধ্যে এমন বীর কে আছে যে, তাহার সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনায় প্রফুল্লমনে শীঘ্র ধনঞ্জয়-সন্নিধানে যাইয়া সান্ত্ববাদদ্বারা তাহাকে নিবৃত্ত করা সকলের কর্তব্য; কারণ, যদি পার্থ তোমাদিগকে বলে পরাভব করিয়া স্বনগরে গমন করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের যশোরাশি সদ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু সান্ত্ববাদে পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই।" যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে তিনি যথাবিধি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং যাদবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যথেষ্ট বিহার করিয়া দ্বারকাতে সংবৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষপরিপূর্ণ হইলে পুনরায় খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

সুভদ্রাসহ অর্জ্জুনের খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিতি

অর্জুন যথানিয়মে নৃপসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলেন। দ্রৌপদী রমণীস্বভাবসুলভ ঈষৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! যে স্থানে সাত্বতকুমারী আছে, তথায় গমন কর। অথবা তোমারও নিতান্ত দোষ নাই, গুরুভার বস্তু দৃঢ় রূপে বদ্ধ থাকিলেও কালক্রমে তাহার পূর্ব্ববন্ধন শিথিল হইয়া যায়।" কৃষ্ণা এবংবিধ নানাপ্রকার পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা এবং তাহার নিকট বারংবার ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে অর্জুন রক্তবস্ত্রপরিধানা সুভদ্রাকে গোপালিকার বেশ ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন। বরাঙ্গনা সুভদ্রা সেইরূপ বেশভূষায় অধিকতর শোভমানা হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পৃথার চরণবিন্দন করিলেন। কুন্তী প্রীতমনে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ভুরি ভুরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা তথা হইতে দ্রৌপদীসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি আপনার অনুচরী হইলাম।"

সুভদ্রা-দ্রৌপদীর সকৌতুক মিলন

কৃষ্ণা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন।" মাধবভগিনী 'তাহাই হউক' বলিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ এবং কুন্তীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন নির্ব্বিঘ্নে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছেন শুনিয়া বাসুদেব, বলদেব ও যদুবংশীয় অন্যান্য বীরপুরুষেরা ভ্রাতৃবর্গ, কুমারগণ এবং অসংখ্য সেনাগণ-সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যাদবচমূপতি অক্রুর, মহাতেজাঃ অনাবৃষ্টি, মহানুভব উদ্ধব, সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্মা, সাত্বত, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, চারুদেষ্ণ, ঝিল্লী, বিপৃথু, সারণ, গদ এবং অন্যান্য যাদব, ভোজ ও অন্ধকবংশীয়েরা বহুল যৌতুক গ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন।

যাদবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত নকুল ও সহদেবকে প্রেরণ করিলেন। খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য রাজপথ-সকল নির্ধুলীকৃত এবং শীতল সুগন্ধি চন্দনরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। কোন কোন প্রদেশ দাহ্যমান অগুরুধুমে সুরভিত, কোন কোন স্থান কুসুমমালায় সুশোভিত এবং কোন কোন স্থান বণিকগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কোথাও বা নগরবাসী লোকেরা প্রফুল্লমনে ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় ভূপতিগণ ও বলদেবসমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক পৌরজন ও ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ইন্দ্রালয়সদৃশ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলরামের যথোচিত সৎকার করিয়া কৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ এবং বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ বিনীতভাবে ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেনকে অভিবাদন করিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত যাদবগণ ও প্রধান প্রধান অন্ধকদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। তিনি কাহাকেও গুরুবৎ পূজা করিলেন, কাহাকেও বয়স্যের ন্যায় প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন এবং কাহারও নিকটে বা স্বয়ং অভিবাদিত (নমস্কৃত) হইলেন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে জ্ঞাতিদের রত্নসমূহ যৌতুক প্রদান করিয়া বাহনচতুষ্টয়-সংযুত, কিঙ্কিণীজালজড়িত, সহস্রসংখ্যক সুবর্ণরথ, সুশিক্ষিত সারথি, মাথুরদেশীয় অযুত গো, শ্বেতবর্ণ বড়বা (ঘোটকী) সমূহ, দ্রুতগামী অশ্বতরসহস্র, সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিত সেবাকুশল কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক সহস্র দাসী, বাহ্লীকদেশীয় ঘোটকসমূহ, উৎকৃষ্ট সুবর্ণরাশি, মদস্রাবী অত্যুন্নত রণপরিচিত হস্তিপক (মাহুত)-বিশিষ্ট গজযুথ প্রভৃতি কন্যাধনসকল সুভদ্রাকে প্রদান করিলেন। বলরাম সেই সম্বন্ধের বহুমানপূর্ব্বক অমূল্য রত্নসমূহ, মহার্হ বস্ত্র, বহুল নাগেন্দ্র এবং শত পতাকা প্রভৃতি বস্তুজাত যৌতুক দান করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির উক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া সমাগত যাদব ও অন্ধকগণের যথোচিত সৎকার করিলেন। যেমন পুণ্যাত্মা লোকেরা পরমসুখে স্বর্গভোগ করেন, তদ্রুপ সেই সকল মহাত্মা তথায় গীত-বাদ্যদ্বারা যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইলে বলদেবপুরঃসর সেই সকল মহাত্মারা কৌরবগণকর্ত্তৃক রত্নসমূহ ও সম্মানদ্বারা পূজিত হইয়া দ্বারবতী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণ পার্থের সহিত পরমরমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনে মৃগয়াসক্ত হইয়া মৃগ ও বরাহ বিদ্ধ করিয়া যমুনাতীরে ক্রীড়া করিতেন।

অভিমনু-জন্ম

অনন্তর শচী যেমন জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, তদ্রুপ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী সুভদ্রা সুবিখ্যাত ও সর্ব্বলক্ষণোক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অভী ও মন্যুমান অর্থাৎ নির্ভয় ও ক্রোধান্বিত ছিলেন বলিয়া তাহার নাম অভিমন্যু হইল। লোকে তাহাকে আর্জুনি বলিয়াও সম্বোধন করিত। যেমন সংঘর্ষণদ্বারা শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নি সমুদ্ভূত হয়, তদ্রূপ ধনঞ্জয় হইতে অভিমন্যু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অভিমন্যুর জন্ম হইলে ধর্মরাজ অযুত গো ও সুবর্ণরাশি বিপ্রসাৎ করিলেন। তিনি জন্মিয়া অবধি কৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র

ছিলেন। শারদ শর্ব্বরীনাথ (শরৎকালের চন্দ্র)- সন্দর্শনে লোকের যাদৃশী প্রীতি হয়, তাহাকে দেখিয়া পিতৃগণ ও প্রজাগণের সেইরূপ আহ্লাদ হইত। তাঁহার জাতকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় শুভকর্ম্ম বাসুদেব স্বয়ং সম্পন্ন করেন। তিনি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে অর্জুনের নিকট নিখিল ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকলাপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় আগম (বেদ) ও শস্ত্রপ্রয়োগবিষয়ে আত্মজকে আত্মতুল্য এবং সর্বাংশে কৃষ্ণসদৃশ দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র উৎপত্তি

এই সময়ে শুভলক্ষণা দ্রৌপদীও পঞ্চপতি হইতে ভূধরতুল্য দৃঢ়কায় মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র লাভ করিলেন। আদিত্যজননী অদিতির ন্যায় পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতিসেন, এই পঞ্চবীর প্রসব করিলেন। দ্রৌপদীতনয়েরা প্রত্যেকে এক এক বৎসরান্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পরস্পর হিতাকাঙক্ষী ছিলেন। মহর্ষি ধৌম্য আনুপূর্বিক তাঁহাদিগের জাতকর্ম্ম, চূড়া ও উপনয়নাদি সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক অর্জুনের নিকট নিখিল অস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। হে ভারতীর্ষভ! এইরূপে পাণ্ডবেরা দেবকুমারসদৃশ আত্মজগণের সহিত পরমসুখে খাণ্ডবপ্রস্থে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন।

হরিণাহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২২তম অধ্যায়

খাণ্ডবদাহনপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও শান্তনু ভীষ্মের আদেশে অন্যান্য রাজগণকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন জীবাত্মা সুলক্ষণসম্পন্ন সৎকর্ম্মশালী পুরুষের শরীরে সুখে বাস করেন, সেইরূপ সমুদয় লোক পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। নীতিমান ধর্মরাজ ধর্মার্থকাম ত্রিবর্গ ও আত্মতুল্য ভ্রাতৃবর্গের প্রতি নির্বিশেষ অনুরাগ করিতেন। রাজা স্বয়ং ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গের চতুর্থ মোক্ষের ন্যায় শোভান্বিত হইলেন। বেদধ্যয়নশীল, যজ্ঞশীল ও শিষ্ট-প্রতিপালক ভূপালকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের কমলা আচঞ্চলা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইতে লাগিল। যেমন উচ্চার্য্যমাণ বেদচতুষ্টয়দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি মহৎ যজ্ঞ সুশোভিত হয়, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত তদ্রূপ নিরতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। যেমন দেবতারা বেষ্টন করিয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন, বৃহস্পতিতুল্য ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণও ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপ উপাসনা করিতেন। যেমন নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের অবলোকনে প্রজাগণের নেত্র ও হৃদয় প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের নেত্র ও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত। তাহারা যে দৈবাধীন তাহার প্রজা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত

থাকিত, এমন নহে, রাজাও সর্ব্বদা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতেন। ধীমান মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে অনুচিত, মিথ্যা, অসহ্য বা অপ্রিয় বাক্য কদাচ নির্গত হইত না। মহাতেজঃ যুধিষ্ঠির সতত আপনার ও অন্যের হিতসাধনেচ্ছ হইয়া পরম-পরিতোষে কালাতিপাত করিতেন। সুস্থশরীর ও হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডবেরা স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে অন্যান্য রাজগণকে তাপিত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন।

অর্জুনসহ যাদবগণের জলবিহার

একদা অর্জন কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে জনার্দন! গ্রীষ্মের অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব আমরা সপরিবারে যমুনায় যাইয়া জলবিহার করিতে অভিলাষ করি; সায়ংকালে সকলে প্রত্যাগমন করিব, তোমার কি অভিরুচি হয়?" বাসুদেব কহিলেন, "হে অর্জুন! আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা সুহৃজ্জন-পরিবৃত হইয়া যথেচ্ছ জলবিহার করি।" বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতিলইয়া সুহৃদগণের সহিত যমুনায় হমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, ইন্দ্রপুরসদৃশ, বিবিধ খাদ্যদ্রব্যসংযুক্ত ও সুগন্ধি মাল্যজালে পরিবৃত বিহারদেশে উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই আনন্দে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপুলনিতম্বা, পীনোন্নতপয়োধরা, মদস্খালিতগমনা, বামলোচনারা ক্রীড়ামদে মত্ত হইয়া উঠিল। কেহ বা বনবিহার, কেহ বা জলবিহার, কেহ বা গৃহমধ্যে বিহার করিতে লাগিল; দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বিবিধ বিচিত্র বসন ও নানাবিধ অলঙ্কার কামিনীগণকে প্রদান করিলেন। কোন কামিনী হৃষ্টান্তঃকরণে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল; কেহ সুমধুরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল; কেহ হাস্য-পরিহাসে মত্ত হইল; কেহ অত্যুৎকৃষ্ট সুরা পান করিয়া গদগদস্বরে কথা কহিতে লাগিল; কেহ বা কাহার সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল; কেহ বা নির্জন স্থানে যাইয়া গোপনীয় বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল এবং তত্রস্থ সমৃদ্ধিশালী অট্টালিকা-সকল বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের সুমনোহর শব্দে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জুন এক মনোহর প্রদেশে গমন করিয়া মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অতীত ও অন্যান্য বৃত্তান্ত লইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জুন অশ্বিনীকুমারের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন, ইত্যবসরে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তরুণারুণসঙ্কাশ (নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় লোহিতবর্ণ) পিঙ্গোজ্বল (তাম্রাভ-কটা) শ্মশ্রুজালিজড়িত, জটাচীরধারী এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ আসিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দ্বিজবরকে সমীপে আগত দেখিয়া আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

২২৩তম অধ্যায়

খাণ্ডবদাহার্থ অর্জনসকাশে অগ্নির আগমন

ব্রাহ্মণ আসনপরিগ্রহানন্তর মানবশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও অর্জুনকে কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, অধিক আহার করিয়া থাকি এবং সর্ব্বদাই অপরিমিত ভোজন করি; অতএব আপনাদের

নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমার প্রার্থনা সফল করুন।” ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব তাঁহাকে কহিলেন, “আপনি নানাবিধ অন্নের মধ্যে কি প্রকার অন্ন প্রার্থনা করেন, বলুন; আমরা তাহা আহরণ করিতে যত্নবান হই।” ব্রাহ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “আমি অন্নভোজন করি না; আমি অগ্নি, অতএব আমার অনুরূপ অন্ন প্রদান করুন। ইন্দ্রের সখা পন্নগরাজ তক্ষক স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত খাণ্ডববনে বাস করে। বর্জভৃৎ ইন্দ্র ঐ খাণ্ডববন সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি তাহার প্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারি না। ইন্দ্র আমাকে প্রজ্বলিত দেখিলেই মুষলধারে জলবর্ষণ করিতে থাকেন, তন্নিমিত্ত আমার অভিলষিত খাণ্ডবদাহ সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনাদের নিকটে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে, আপনারা আমার সহায় হইয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক উদকধারা ও তত্রস্থ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় প্রাণীগণকে নষ্ট করুন; তাহা হইলে আমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে সমর্থ হই।”

জনমেজয় কহিলেন, ভগবান হব্যবাহন যে নিমিত্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষ্যমান নানাসত্ত্বসমাকুল খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহা সামান্য কারণে নহে, অতএব হে দ্বিজবর। আমি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপোন্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, বর্ণন করুন।

খাণ্ডববনের ইতিহাস--শ্বেতকিবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আমি ঋষিগণপ্রশংসিত খাণ্ডববনদাহাশ্রিত পৌরাণিকী কথা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, পূর্ব্বকালে শ্বেতকি নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক সুবিখ্যাত ভূপাল ছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সেই রাজর্ষি অতিশয় যাজ্ঞিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি প্রভূত দক্ষিণাদানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ক্রিয়ারম্ভ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বিবিধ ধনদানবিষয়ে প্রতিদিনই তাহার যেরূপ অনুরাগ হইত, অন্য কোন বিষয়ে সেরূপ অনুরাগ জন্মিত না। এইরূপে মহারাজ শ্বেতকি ঋত্বিকগণ-সমভিব্যাহারে অনেকানেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋত্বিকগণ অনবরত উত্থিত যজ্ঞধূমদ্বারা ব্যাকুললোচন ও বহুকাল যাজনকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক একান্ত খিন্ন হইয়া রাজাকে কহিলেন, “আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন।” রাজা তাঁহাদিগকে বিকলনেত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নিতান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া বিদায় করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুমত্যানুসারে অপরাপর ঋত্বিকগণসমভিব্যাহারে যজ্ঞকর্ম সমাপন করিলেন।

শ্বেতকির দীর্ঘকালীসাধ্য যজ্ঞ

এইরূপে কিয়াৎকাল অতীত হইলে রাজা শতবর্ষব্যাপী এক দীর্ঘসত্র আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই সমস্ত ঋত্বিকগণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাহারা উপস্থিত হইলেন না। তখন তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত ঋত্বিকগণকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রণিপাত, সান্ত্ববাদ ও ধনদানদ্বারা বারংবার তাঁহাদিগকে অনুনয় করিলেন, তথাচ তাঁহারা রাজার মনোরথ সফল করিলেন না। তখন মহীপাল রোষাপরবশ হইয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগকে কহিলেন, “হে মহর্ষিগণ! যদি আমি পতিত হইতাম এবং আপনাদিগের শুশ্রূষায় নিরত না হইতাম,

তাহা হইলে আপনারা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আমাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; কিন্তু আমি সেরূপ নহিঃ অতএব মদীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাঘাত বা অযোগ্য সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের বিধেয় নহে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি, প্রসন্ন করিয়া যাহা কর্তব্য, সমুদয় নিবেদন করিব। অথবা যদি বিদ্বেষবশতঃ আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি যাজনকার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ঋত্বিকগণের নিকট গমন করিব।" মহারাজ শ্বেতকি এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ রাজার যাজনকার্য অস্বীকার করিয়া ক্রোধাভরে কহিলেন, "মহারাজ! আমরা বহুকালবধি আপনার অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞকার্য্যে নিরন্তর দীক্ষিত হইয়া একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন। আপনার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এই কারণে আমাদিগকে বারংবার এইরূপ অনুরোধ করিতেছেন। এক্ষণে আপনি রুদ্রদেবসন্নিধানে গমন করুন; তিনিই আপনার যাজনকার্য্য করবেন।"

রাজা মহর্ষিগণের এইরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান ও ব্রতোপবাসাদিদ্বারা দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করিয়া সুদীর্ঘকাল বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কখন দ্বাদশ দিবসে, কখন ষোড়শ দিবসে বন্য ফল-মূল আহার করিতেন, কখন বা উর্দ্ধবাহু হইয়া ছয় মাস অনিমেষলোচনে নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতেন। ভগবান চন্দ্রশেখর রাজার এইরূপ অতি কঠোর তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া ভূপালকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর।" রাজর্ষি রূদ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবান! আপনি সর্ব্বজন-পূজিত, এক্ষণে যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজনকার্য্য সমাধান করিবেন, এই বর প্রদান করুন।" ইহা শুনিয়া ভগবান উমাপতি প্রীতমনে ও সস্মিত (ঈষৎ হাস্যযুক্ত) বচনে কহিলেন, "মহারাজ! যজ্ঞকার্য্য করিতে পারে, এমন লোক এই প্রদেশে কাহাকেও দেখি না; তুমিও আমার নিকটে বরার্থী হইয়া অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছ; কিন্তু আমার সহিত তোমাকে একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে; যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ঘৃতধারাদ্বারা অনলকে পরিতৃপ্ত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট যে বিষয় প্রার্থনা করিবে, তাহা সুসম্পন্ন করিব।"

রুদ্রানুরোধে দুর্ব্বাসার যজ্ঞে বরণ

রাজা রুদ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও আদিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাদেব রাজাকে দেখিয়া প্রীতমনে কহিলেন, "মহারাজ! আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ বলিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যাজনকার্য্যে দীক্ষিত হওয়া ব্রাহ্মণদিগেরই বিধেয়; এই কারণে আমি স্বয়ং তোমার যাজনকার্য্য করিতে পারিব না। এই ভূমণ্ডলে দুর্ব্বাসা নামে এক মহর্ষি আছেন, তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত ও আমারই অংশভূত। তিনি তোমার যাজনকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এক্ষণে স্বনগরে গমন করিয়া যজ্ঞীয়

দ্রব্যসামগ্রীসকল আহরণ কর।" রাজা ভগবান পশুপতির আদেশানুসারে স্বনগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত আহরণ করিলেন। দ্রব্যসম্ভার সম্ভৃত (সংগৃহীত) হইলে তিনি পুনরায় রুদ্রসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "ভগবন! যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার ও উপকরণ সমস্ত আহৃত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে আমি পরদিনই যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হই।" রুদ্র রাজার এই কথা কর্ণগোচর করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দ্বিজেন্দ্র! এই মহানুভব ভূপতির নাম শ্বেতকি, আমার নির্দ্দেশপ্রযুক্ত তোমাকে ইঁহার যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।" মহর্ষি তৎক্ষণাৎ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর যজ্ঞকার্য্য যথাবিধানে আরব্ধ হইল। সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহর্ষি দুর্ব্বাসার আদেশানুসারে দীক্ষিত যাজক ও সদস্যগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বহু ঘৃত ভক্ষণে অগ্নির অগ্নিমান্দ্য

অনন্তর ভগবান হুতাশন বিকৃতভাবাপন্ন ও তেজোহীন হইয়া ক্রমশঃ গ্লানিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি আপনাকে তেজোহীন বিবেচনা করিয়া অতিপবিত্র ও লোকপূজিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মাকে আসনে আসীন দেখিয়া নিবেদন করিলেন, "ভগবন! আমি তেজোহীন ও নির্বীয্য হইয়াছি; এক্ষণে আপনার অনুকম্পায় পুনরায় স্বীয় নিশ্চলা প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি।" ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা হাস্যমুখে বহ্নিকে কহিলেন, "হে মহাভাগ! তুমি দ্বাদশ বৎসর বহুধারাহুত (অগ্নিতে অনেক ধারা আকারে নিক্ষিপ্ত) ঘৃত উপযোগ করিয়াছিলে বলিয়াই এরূপ গ্লানিযুক্ত হইয়াছ, কিন্তু তেজোহীনতাবশতঃ সহসা ভগ্নাশ হইও না; তুমি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইবে। পূর্ব্বে দেবনিয়োগক্রমে দেবশত্রু অসুরগণের আলিয়ভুত যে ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়াছিলে, তথায় নানাবিধ জন্তুগণ বাস করে, তুমি তাহাদিগের মেদোমাংসভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে; অতএব শীঘ্র যাইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ কর, তাহা হইলে অবশ্যই গ্লানিরূপ পাপ হইতে আশু মুক্ত হইতে পরিবে।"

খাণ্ডবারণ্য দাহ

হুতাশন ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্যে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া ক্রোধাভরে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, বায়ু তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। খাণ্ডববন প্রদীপ্ত দেখিয়া তত্রত্য প্রাণীগণ দাহশান্তির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান হইল। করিযূথ ক্রোধপরবশ হইয়া সত্বরে শুণ্ডদ্বারা জলানয়নপূর্ব্বক অনলোপরি সেক করিতে লাগিল, বহুশীর্ষ সর্পগণ ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া মস্তকদ্বারা জলসেক করিতে আরম্ভ করিল। এবং অন্যান্য প্রাণীগণও নানাপ্রকার উপায়দ্বারা অনতিকালমধ্যে দাবদাহ শান্তি করিল। বহ্নি ক্রমে ক্রমে সাতবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাহারা সাতবারই নির্ব্বাণ করিল।

২২৪তম অধ্যায়

অগ্নির নিকট অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রার্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সর্ব্বদা গ্লানিযুক্ত ভগবান হুতাশন বারংবার হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ কোপাকুলিতচিত্তে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা মনোমধ্যে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বহ্নিকে কহিলেন, "হে অনল! অদ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে যে প্রকারে তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পরিবে, আমি এইরূপ এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ করা। দেবকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বদেব (আদিদেব) নর ও নারায়ণরূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লোকে তাহাদিগকে কৃষ্ণার্জ্জুন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তুমি কৃষ্ণার্জুন সমভিব্যাহারে খাণ্ডববনে গমন করিয়া দাবদাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ কর। তৎপরে দেবগণ রক্ষা করিলেও তুমি অবলীলাক্রমে সেই অরণ্য দগ্ধ করিতে পরিবে। কৃষ্ণার্জুন সমবেত হইয়া সমস্ত বন্যজন্তুদিগকে এবং অধিক কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রকেও যত্নপূর্ব্বক নিবারণ করিতে পরিবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" এই কথা শুনিয়া হুতাশন কৃষ্ণার্জুনসন্নিধানে উপনীত হইয়া সাহায্যদানার্থে প্রার্থনা করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জুন ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আপনাকে অবগত করিয়াছি। তৎপরে অর্জুন অগ্নিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে গ্নে! আমার বহুতর দিব্যাস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা আমি শত শত বজ্রধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি; কিন্তু যৎকালে আমি সমরক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করিব, তখন আমার ভুজবেগ সহ্য করিতে পারে, এমন ধনু নাই। আমি অতি সত্বর শরক্ষেপ করিতে পারি, আমার শরের আবশ্যকতা নাই। আমার রথ মদীয় শস্ত্রপুঞ্জ বহন করিতে অসমর্থ, অতএব বায়ুবৎ বেগশালী পাণ্ডুরবর্ণ দিব্য অশ্ব ও এই উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিতে হইবে। আর কৃষ্ণেরও বাহুবলতুল্য অস্ত্র নাই, যদ্দ্বরা তিনি নাগ ও পিশাচগণকে সংহার করিতে পরিবেন। হে ভগবন! যদ্দ্বারা আমরা বজ্রধর ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিন। আমরা কেবল পৌরুষ প্রকাশ করিয়া কার্য্যসংসাধনে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু আপনাকে তদুপযোগী উপসরণসকল আহরণ করিতে হইবে।"

২২৫তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের গাণ্ডীবলাভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান হুতাশন অর্জুন-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উদকমধ্যবাসী জলেশ্বর বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন। চতুর্থ লোকপাল বরুণ তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান হুতাশন সমাগত বরুণকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, "হে জলেশ্বর! সোমরাজ তোমাকে যে ধনু, তূণীরদ্বয় ও কপিলক্ষণ (কপিচিহ্নিত— বানর ধ্বজ) রথ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। পার্থ গাণ্ডীবদ্বারা ও কৃষ্ণ চক্রদ্বারা কোন মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।" বরুণরাজ অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইয়া যশঃকীর্তীবর্দ্ধন, সর্ব্বশস্ত্রপ্রমার্থী, সর্ব্বায়ুধ-সারভূত, সেই বিচিত্রবর্ণ পরমাদ্ভুত দিব্য শরাসন, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং এক রমণীয় রথ প্রদান করিলেন। ঐ রথ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত, রক্তবর্ণ মহাবেগশালী গান্ধর্ব্ব অশ্বগণে সংযোজিত ছিল, উহা সমস্ত যুদ্ধোপকরণসংযুক্ত, দেবদানবের অজেয়, সর্ব্বরত্নসুশোভিত, কিরণরাজিবিরাজিত, গভীরগর্জনবিশিষ্ট এবং কপিকেতনে অলঙ্কৃত। ভুবনপ্রভু বিশ্বকর্ম্ম ঐ রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ সোম ঐ রথে আরোহণপূর্ব্বক দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন সেই নবমেঘাকৃতি পরমরমণীয় রথের নিকটবর্তী হইয়া ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ রথের ধ্বজযষ্টি সুবর্ণময়, উহার উপরিভাগে শার্দুলবৎ ভয়ঙ্কর এক প্রকাণ্ডকলেবর বানর সন্নিবেশিত এবং ধ্বজে বিবিধ বৃহৎকায় জীবজন্তুর প্রতিমূর্তি নির্মিত আছে। রথের ধ্বনি শ্রবণ করিলে শত্রুসৈন্যগণ বিলুপ্তচেতন হয়। যেমন সুকৃতী ব্যক্তি বিমানে আরোহণ করে, তদ্রূপ অর্জুন কবচ পরিধান, খড়্গাধারণ, গোধাঙ্গুলিত্র বন্ধন ও দেবগণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেই রথে আরোহণ করিলেন। পরে ব্রহ্মনির্মিত গাণ্ডীবধনু গ্রহণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি হুতাশন সমক্ষে বলপূর্ব্বক ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যা-রোপণ করিলেন। জ্যারোপণকালে এরূপ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে, উহা শ্রবণে সকলেরই মন ব্যথিত হইল। কুন্তীনন্দন অর্জুন রথ, ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন।

কৃষ্ণের গদাচক্রগ্রহণ

তদনন্তর ভগবান হুতাশন কৃষ্ণকে সুদর্শনাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "হে মধুসূদন! তুমি এই চক্রদ্বারা যুদ্ধে দেবদানবদিগকেও অনায়াসে পরাজিত করিতে পরিবে। কি মনুষ্য, কি দেব, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি দৈত্য, কি নাগ, তুমি যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকপ্রভাবসম্পন্ন এবং তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। হে মাধব! তুমি শত্রুর প্রতি যতবার এই চক্র নিক্ষেপ করিবে, ইহা ততবারই শত্রু নিপাত করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।" তৎপরে বরুণদেব কৃষ্ণকে দৈত্যান্তকারিণী কৌমোদকীম্নী গদা প্রদান করিলেন। ঐ গদার শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

তখন অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন রথারূঢ় কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নিকে কহিলেন, "হে ভগবন! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুরগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারিব, ইন্দ্র একাকী পন্নিগের (তক্ষকপুত্র অশ্বসেন সর্পের (রক্ষার্থ)) নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া আমাদের কি করিবেন? এক চক্রপাণি যুদ্ধে ভ্রমণপূর্ব্বক চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে যাহা না করিতে পারেন, এমন কার্য্য ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না; বিশেষতঃ আমি আবার গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তূণীর লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব হে পাবক! আপনি খাণ্ডববনের চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে উহা দগ্ধ করুন, আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।"

ভগবান হুতাশন কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৈজস রূপ গ্রহণপূর্ব্বক সপ্তশিখা বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকাল যুগান্তকালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; ঘনঘটার (মেঘ) গভীর নির্ঘোষের ন্যায় প্রজ্বলিত অনলের শব্দ-শ্রবণে সমস্ত জীবজন্তু কম্পান্বিত-কলেবর হইল। খাণ্ডবারণ্য হুতাশনকর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া সূর্য্যকিরণে ব্যাপ্ত পর্ব্বতেন্দ্র মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

২২৬তম অধ্যায়

খাণ্ডবারণ্যবাসী প্রাণীদিগের দাহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জুন রথদ্বয়ে আরোহণপূর্ব্বক খাণ্ডববনের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া নানাবিধ প্রাণীগণ দগ্ধ করাইতে আরম্ভ করিলেন। খাণ্ডবারণ্যবাসী জন্তুগণকে যেদিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন, তাহারা সেই সেই দিকে বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। গমনকালে সেই বায়ুবেগগামী রথদ্বয়ের অন্তর্গত অবকাশ-সকল অলক্ষ্য হইল, কেবল অতালচক্রের (কুম্ভকারের চক্র—ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণের যন্ত্র) ন্যায় ভ্রাম্যমাণ রথিদ্বয় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে শত শত প্রাণীগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন জন্তু তীব্রতাপে দগ্ধৈকদেশ (স্থানবিশেষে দগ্ধ), স্ফুটিতচক্ষু (গলিতনয়ন) ও বিশীর্ণ হইয়া দৌড়িতে লাগিল! কেহ কেহ পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারাতে তথায় প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল এবং বিঘূর্ণিতকলেবরে অগ্নিতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পক্ষিগণ দগ্ধপক্ষ, দগ্ধচক্ষু ও দগ্ধাচরণ হইয়া মহীতলে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জলাশয় সকল তীব্রতাপে ক্বাথ্যমান (শুষ্কপ্রায়) হওয়াতে তত্রস্থ কূর্ম্ম ও মৎস্যসমুদয় বিনষ্ট হইয়া গেল। কোন কোন জন্তুর সমস্ত কলেবর প্রজ্বলিত হওয়াতে মূর্তিমান বহ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন পক্ষী তীব্রতাপে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উড্ডয়নপূর্ব্বক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পার্থ তীক্ষ্ণ শরদ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কতিপয় পক্ষী অর্জুনের তীব্র-শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া চীৎকাররবে বেগে উড্ডীন ও পুনরায় খাণ্ডবাগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। শতশত বনবাসী জন্তুগণ খর-শরে জর্জরিত কলেবর

হইয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাঁহাদের ঘোরতর নিনাদ মধ্যমান সমুদ্রের গভীর শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখাসমুদয় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দেবগণের মহান উদ্বেগ জন্মাইল।

ইন্দ্রের খাণ্ডববহ্নিনির্ব্বাণ-প্রয়াস

তখন তীব্রতাপে সন্তপ্ত দেবগণ-ঋষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুরপতি ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে অমরেশ্বর! বহ্নি কি নিমিত্ত অদ্য সমুদয় মর্ত্যলোক দগ্ধ করিতেছেন? অদ্য কি লোকসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে?"

সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের মুখে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনিয়া এবং স্বয়ং দর্শন করিয়া খাণ্ডববনরক্ষার্থ গমন করিলেন। তিনি নানাবিধ রথসমূহদ্বারা আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগণ দেবরাজের আদেশানুসারে খাণ্ডবারণ্যমধ্যে মুষলধারে বারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ সময় বারিধারা হুতাশনের তীব্রতাবশতঃ অন্তরীক্ষেই শুষ্ক হইয়া গেল; অগ্নির উপর একবিন্দুও পতিত হইল না। তখন সুররাজ পুরন্দর সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় মহামেঘদ্বারা বেগে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে খাণ্ডবারণ্য বারিধারাপাতে ধূমাকীর্ণ ও অগ্নিশিখাদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়াতে বিদ্যুৎসমাকুল ঘনঘটার ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।

২২৭তম অধ্যায়

খাণ্ডববনে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অর্জুন অসংখ্য শরবর্ষণদ্বারা বারিবর্ষণ নিবারণ করিলেন। যেমন নীহারাজালে চন্দ্রমা সমাচ্ছন্ন হয়েন, তদ্রূপ অর্জুন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সমস্ত খাণ্ডববন আচ্ছাদিত করিলেন। তদীয় শস্ত্রকলাপে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইলে একটি প্রাণীও পলায়ন করিতে পারিল না। তৎকালে নাগরাজ তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তাহার পুত্র অশ্বসেন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত অশেষপ্রকার যত্ন করিলেন, কিন্তু অর্জুনের শরজালে অবরুদ্ধ হওয়াতে কোনক্রমেই বহির্গত হইতে সমর্থ হইলেন না। তদর্শনে তাহার মাতা স্নেহপরবশ হইয়া বিপন্ন পুত্রের রক্ষার্থে আসন্নমৃত্যুমুখে ধাবমানা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে অশ্বসেনের মস্তক ও লাঙ্গুল দগ্ধ হইয়াছিল। নাগপত্নী অগ্নি হইতে পুত্রকে মুক্ত করিতে যাইয়া আপনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অর্জুন তীক্ষ্ণধার শরদ্বারা নাগভার্য্যার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দেবরাজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তক্ষকতনয়ের প্রাণরক্ষার্থ বাতবর্ষণদ্বারা অর্জুনকে অচেতন করিলেন। ইত্যবসরে অশ্বসেন পলায়ন করিল। অর্জুন ইন্দ্রের মায়া ও সাপের প্রবঞ্চনা পর্য্যালোচনা করিয়া তত্রস্থ সমস্ত প্রাণীকে দ্বিধা ত্রিধা খণ্ড করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, অর্জুন ও পাবক সেই জিহ্মগামীকে (কুটিল গতিশীল-বক্রগতি বিশিষ্ট) 'নিরাশ্রয় হইবে' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন।

অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট জিষ্ণু পূর্ব্বকৃত বঞ্চনা স্মরণ করিয়া আশুগ শরসমূহদ্বারা বজ্রধরের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ অর্জুনকে সমরে সম্বন্ধ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত অস্ত্রনিক্ষেপে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্রসকল সংক্ষোভিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করিতে লাগিল; জলধারাবনত মেঘমালায় নভোমণ্ডল সমাকুল হইল, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ, অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাত ও ঘনঘটার গভীর গর্জনে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। অর্জুন সেই ঘোরতর মেঘের নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যুক্তিবিশারদ ধনঞ্জয় প্রথমতঃ মন্ত্রপূত বায়ব্যাস্ত্রদ্বারা অশনি ও মেঘের বলবীর্য্য তিরোহিত করিলেন। জলধারা শুষ্ক ও ক্ষণপ্রভা (বিদ্যুৎ) বিলীন হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে ব্যোমতল তমোমুক্ত ও প্রশান্তরজ (ধূলিহীন) হইল, সুশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহিতে লাগিল, অর্কমণ্ডল প্রকৃতিস্থ হইল এবং হুতাশন প্রাণীগণের দেহনিঃসৃত বসাদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অগ্নির শব্দে সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ হইল। সুপর্ণাদি পতত্রিবর্গ (গরুড়াদি পক্ষিসমূহ) কৃষ্ণার্জুনকর্ত্তৃক খাণ্ডববন পরিরক্ষিত দেখিয়া গর্ব্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। গরুড় বজ্রতুল্য স্বীয় নখ, তুণ্ড ও পক্ষদ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রহার করিবার মানসে আকাশ হইতে নামিলেন। উরাগসমূহ দগ্ধানন হইয়া পাণ্ডবসমীপে তীব্র বিষ উদগীর করিতে করিতে নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জুন শরদ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া ভস্মসাৎ হইল। যক্ষ, রাক্ষস, পান্নগ, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণ যুদ্ধার্থী হইয়া ঘোরতর নিনাদ করিয়া উত্থিত হইল। অর্জুন তীক্ষ্ণশরদ্বারা সেই ক্রোধমূর্চ্ছিত জিঘাংসুদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। অরতিকুলনিহন্তা কৃষ্ণ চক্রদ্বারা দৈত্যদানবগণের প্রাণসংহার করিলেন। কেহ কেহ কৃষ্ণের চক্রাস্ত্রদ্বারা চালিত ও বাণবিদ্ধ হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। "

অর্জুনের বিরুদ্ধে দেবগণের যুদ্ধ

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র শ্বেতগজে অধিরূঢ় হইয়া কৃষ্ণার্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন এবং অতিবেগে অশনি গ্রহণপূর্ব্বক অপর কতকগুলি অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া সুরগণকে কহিলেন, “এইবারে কৃষ্ণার্জুন নিহত হইয়াছে।” দেবরাজ অশনি উদ্যত করিয়াছেন দেখিয়া দেবতারা স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃতান্ত কালদণ্ড, ধনপতি গদা, বরুণ পাশ ও বজ্র, মহাবল স্কন্দ শক্তি গ্রহণ করিয়া সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। অশ্বিনীকুমারেরা দীপ্যমান ওষধি, বিধাতা ধনু, জয় মুষল, বিশ্বকর্ম্মা পর্ব্বত, অংশ শক্তি, যম পরশু এবং সূর্য্য অতি ভয়ঙ্কর পরিঘাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মিত্র চক্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; উষা, ভগ এবং সবিতা ক্রুদ্ধ হইয়া শরাশন ও নিস্ত্রিংশ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। রুদ্র, বসু, মরুৎ, বিশ্বদেব এবং অন্যান্য অসংখ্য দেবগণ কৃষ্ণার্জুনের জিঘাংসায় বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। দেবতারা রণক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত ব্যাপার-সকল নিরীক্ষণ করিলেন এবং কল্লান্ত সময়ের ন্যায় ভূতগণের মোহ উপস্থিত দেখিলেন। দেবগণসমভিব্যাহারী ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত অবলোকন

দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া বর্জসদৃশ শরসমূহদ্বারা শত্রু-সমাভিব্যাহারী সুরগণকে দূরীকৃত করিলেন। দেবতারা বারংবার ভগ্নমনোরথ হইয়া ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবতা দিগকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখে দেখিয়া নভোমণ্ডলস্থিত ঋষিগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; দেবরাজও পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের বল, বীর্য্য ও অসামান্য রণনৈপুণ্য-সন্দর্শনে পরমপ্রীত হইলেন। পাকশাসন অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্যপরীক্ষার্থে অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জুন অনায়াসে তাহা প্রতিহত করিলেন। তদর্শনে শতক্রতু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে অশ্ম (প্রস্তর) বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্জুনের বাণে সকলই লয়প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর দেবরাজ জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় বাহুবলে তরুলতার সহিত মন্দরগিরির শিখর উৎপাটনপূর্ব্বক অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জুন আজিহ্মগ (ঋজুগামী—যাহা সোজাসুজি যায় এইরূপ) মহাবেগবান শরসমূহদ্বারা সেই অদ্রিশৃঙ্গ শতধা বিচ্ছিন্ন করাতে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে পতনোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল ও গ্রহগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। গিরিশিখরা খাণ্ডববনে পতিত হইবামাত্র তত্রস্থ সমস্ত প্রাণী যুগপৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

২২৮তম অধ্যায়

খাণ্ডবযুদ্ধে দেবগণের পরাজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, খাণ্ডবারণ্যনিবাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, তরক্ষু, ভল্লুক, মদস্রাবী হস্তী, শার্দুল ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণ এবং অন্যান্য প্রাণী-সমুদয় শৈলপতনে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ ও অর্জুন উদ্যতাস্ত্র হইয়া সেই বন রক্ষা করিতে লাগিলেন। পলায়মান জন্তু গণের চীৎকাররবে এবং ঔৎপাতিক শব্দসদৃশ শৈলনিপাতশব্দে খাণ্ডববন সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। অরণ্য দগ্ধ হইতেছে এবং কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া জন্তুগণ ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। জন্তু গণের ভয়ঙ্কর নিনাদ ও অগ্নির ভীষণ শব্দে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব ঐ সমস্ত জন্তুগণকে বিনাশ করিবার মানসে তেজঃপ্রদীপ্ত তীক্ষ্ণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষুদ্রজাতীয় প্রাণী, দানব ও নিশাচরগণ চক্রাঘাতে জর্জরিত-কলেবর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণচক্রে বিদারিতাঙ্গ দৈত্যগণ বসারুধিরচর্চিত হইয়া সান্ধ্যকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ভগবান চক্রপাণি সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশুগণকে বিনাশ করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অমিত্রঘাতী কৃষ্ণ যতবার চক্র নিক্ষেপ করেন, চক্র ততবারই বহুসংখ্যক প্রাণী বিনাশ করিয়া তাহার হস্তে ফিরিয়া আইসে! এইরূপে বহুসংখ্যক পিশাচ, সাপ ও রাক্ষসগণ বিনাশ করায়, সর্ব্বভূতাত্মা বাসুদেবের রূপ অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ঐ সময় সমস্ত দেবগণ কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। অসুরগণ কৃষ্ণার্জুন-হস্ত হইতে খাণ্ডবারণ্য রক্ষা করিতে না

পারিয়া পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দৈববাণী অনুসরণে ইন্দ্রের যুদ্ধবিরতি

সুরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই দৈববাণী হইল, "দেবরাজ! তোমার সখা ভুজঙ্গেশ্বর তক্ষক বিনষ্ট হয়েন নাই। খাণ্ডবারণ্যদাহকালে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। আমার বাক্য শ্রবণ কর; এই বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে তুমি কখনই পরাজয় করিতে পরিবে না; ইহারা পূর্ব্বে নর ও নারায়ণ নামে সুরপুরে বিখ্যাত ছিলেন। তুমিও উহাদের বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয় সমুদয় অবগত আছ। এই দুরোধর্ষ সর্ব্বলোক-বিশ্রুত, পুরাণ মহর্ষিদ্বয় যুদ্ধে পরাজিত হইবার নহেন। ইহারা সমুদয় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগগণের পূজনীয়; অতএব হে বাসব! তুমি সুরগণ-সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক এই খাণ্ডবদাহ নিরীক্ষণ কর।"

অমররাজ ইন্দ্র এই প্রকার অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া সত্য বিবেচনায় ক্রোধদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেবগণ দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সুরপতি অমরবর্গসমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করাইতে লাগিলেন। যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরীভূত করে, তদ্রুপ অর্জ্জুন সুরগণকে তথা হইতে নিঃসারিত করিয়া বাণবর্ষণদ্বারা খাণ্ডববনস্থ জন্তুগণকে ব্যস্ত-সমস্ত করিলেন। অর্জ্জুনের শরাঘাতে ছিন্নকলেবর হওয়াতে কোন জন্তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। মহাবলপরাক্রান্ত জন্তুগণ অমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তৎকালে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। শত শত পক্ষিগণ অর্জ্জুনশরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। হাস্তী, মৃগ, তরক্ষু ও অন্যান্য প্রাণীগণ কি তীরভূমি, কি বিষম প্রদেশ, কি পিতৃদেবনিবাস (পিতৃলোক ও দেবলোক), কোথাও গিয়া প্রাণরক্ষা করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গামধ্যস্থ ও সমুদ্রগর্ভস্থ মীনগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। তত্রত্য বিদ্যাধরগণ ও অন্যান্য জন্তুগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে কি, তাহাদের সম্মুখীন হইতেই পারিল না। পলায়মান জন্তুগণের মধ্যে যাহারা এই বর্ষের অনধিকবয়স্ক, কৃষ্ণ স্বীয় চক্রদ্বারা তাহাদিগকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। মহাকায় জীবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নশির ও ভিন্নমস্তক হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান হব্যবাহন কৃষ্ণার্জ্জুনপ্রভাবে মাংস, রুধির ও বসাদ্বারা তপিত হইয়া মহাবেগে গগনস্পর্শাপূর্ব্বক ধূমশূন্য হইলেন এবং দীপ্তাক্ষ, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তোনন ও দীপ্তকেশ হইয়া প্রাণীগণের বসা পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ময়দানবের মুক্তি

হুতাশন প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান মধুসূদন ময়দানবকে তক্ষকের ভবন হইতে পলায়ন করিতে দেখিলেন। মূর্তিমান অগ্নি কৃষ্ণের

নিকট গমন করিয়া ময়াসুরকে দগ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ অগ্নির প্রার্থনানুসারে অসুরকে ছেদন করিবার জন্য চক্র উত্তোলন করিলেন। ময় তদর্শনে অতীব ভীত হইয়া 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' বলিয়া অর্জ্জুনসমীপে গমন করিতে লাগিল। শরণাগত প্রতিপালক ধনঞ্জয় তাহার সেই করুণস্বরশ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক তাহাকে জীবিতপ্রায় করিলেন। অর্জুন এইরূপে অভয় প্রদান করাতে ভগবান চক্রপাণি তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন; অগ্নিও তাহাকে দগ্ধ করিলেন না।

হে পৌরবংশাবতংস। জনমেজয়! এইরূপে কৃষ্ণার্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তথায় ভগবান হুতাশন পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন। এই পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তত্রস্থ সমস্ত জীবজন্তুই সেই প্রচণ্ডানলে দগ্ধ হইল; কেবল অশ্বসেন, ময় ও চারিটি শার্ঙ্গক রক্ষা পাইয়াছিল।

২২৯তম অধ্যায়

মহর্ষি মন্দপালের উপাখ্যান

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন! সেই খাণ্ডববনদাহাকালে অশ্বসেন ও ময়দানব যেরূপে পরিত্রাণ পাইল, তাহা শুনিয়াছি; এক্ষণে শার্ঙ্গকদিগের অনাময়-কারণ শ্রবণ করিতে সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে শত্রুনিপাতন! শার্ঙ্গকচতুষ্টয় যে নিমিত্ত সেই প্রবল খাণ্ডববনানল হইতে পরিত্রাণ পাইল, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। মন্দপাল নামে এক পরমধার্মিক, তপঃপরায়ণ, বেদপারগ মহর্ষি ছিলেন। ঐ তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপোধন উর্দ্ধারেতঃ ঋষিগণের আচরিত মাগ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি তপস্যায় পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হইয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক পিতৃলোকে গমন করিলেন; কিন্তু তথায় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন না। মহর্ষি বহুদিনানুষ্ঠিত তপস্যা নিস্ফল হইল দেখিয়া ধর্মরাজের সমীপস্থ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুরগণ! আমি কি নিমিত্ত বহুদিবসার্জিত তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম, বলুন। আমি মর্ত্যলোকে কোন কর্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই, যাহাতে আমার তপস্যা নিস্ফল হইল? আমি এক্ষণেই তাহা করিতেছি। হে দেবগণ! মদনুষ্ঠিত তপস্যার ফল কি, আজ্ঞা করুন।"

অপুত্রক মন্দপালের অগতি

দেবগণ কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয়গ্রস্ত হয়। ঐ ঋণাত্রয়ের মধ্যে যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, তপস্যাদ্বারা ঋষিঋণ ও সন্তানোৎপাদনাদ্ধারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তুমি তপশ্চরণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, কিন্তু তোমার সন্তান নাই; এই নিমিত্ত তোমার সমুদয় কর্ম্ম নিস্ফল হইয়াছে। অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে অপত্যোৎপাদন কর, তাহা হইলেই এই অমরলোকে

পরমসুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতে পরিবে। হে দ্বিজোত্তম! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, অতএব তুমি অবিলম্বে অপত্যোৎপাদনে যত্নবান হও।”

শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের উৎপত্তি

মহর্ষি মন্দপাল দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর কিরূপে অল্পকালমধ্যে বহু অপত্য উৎপাদন করিবেন, তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বহু-প্রসবশালী বিহঙ্গমমণ্ডলে গমন করিয়া শার্ঙ্গকমূর্তি ধারণপূর্ব্বক জরিতনাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে চারিটি ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুরুষচতুষ্টয় অণ্ডমধ্যস্থ থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে জরিতার নিকট সমর্পণপূর্ব্বক লপিতার নিকট গমন করিলেন। জরিতা মহর্ষিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অণ্ডস্থ ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণপণে তাহাদিগকে পোষণ করিয়া খাণ্ডববনেই বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর ভগবান হুতাশন খাণ্ডববন দাহ করিবার মানসে আগমন করিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষিমন্দপাল লিপিতার সহিত সেই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি অগ্নিকে দেখিবামাত্র তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং স্বীয় সন্তানগণের বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মহাতেজাঃ হুতাশনের স্তব করিতে লাগিলেন, “হে আগ্নে! তুমি সমস্ত লোকের মুখস্বরূপ, তুমি হব্যবাহন; তুমি গুপ্তভাবে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে বিচরণ কর; কবিগণ তোমাকে অদ্বিতীয় ও ত্রিবিধ কহেন এবং তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া যজ্ঞকর্ম নির্ব্বাহ করেন। হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কাহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্মবিজিত ইষ্টগতি প্রাপ্ত হয়েন। হে গ্নে। সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অস্ত্রসমুদয় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে। হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হাব্য ও কাব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার; তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।”

ভগবান হুতাশন অমিততেজাঃ মহর্ষি মন্দপালের এই প্রকার স্তুতিবাক্য-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! আমি তোমার স্তবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল, তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিব?” তখন মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “হে হব্যবাহন! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, যৎকালে আপনি খাণ্ডববন দহন করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।” ভগবান হব্যবাহন ‘তথাস্তু’ বলিয়া মহর্ষির প্রার্থনা-পূরণে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্করবেগে খাণ্ডববনমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

২৩০তম অধ্যায়

খাণ্ডবাগ্নিনির্মুক্ত শার্ঙ্গকগণ-বৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! তদনন্তর ভগবান হুতাশন প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সেই শার্ঙ্গক-চতুষ্টয় আপনাদিগকে অশরণ বোধ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইলেন। তঁহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় শাবকগণকে তদাবস্থ দেখিয়া দুঃখ-শোকাকুলিতচিত্তে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! এখন কি করি? ঐ প্রজ্বলিত হুতাশন ভূমণ্ডল সমুদ্দীপিত করিয়া ভয়ঙ্করবেগে অরণ্য দগ্ধ করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছেন; আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিত্রাণকারক এই শাবকগুলিও আমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। আমি কি করিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি? ইহারা সকলেই অজাতপক্ষ এবং ইহাদিগের চরণ অতিশয় দুর্ব্বল; সুতরাং স্বয়ং পলায়নে অসমর্থ। আমারও এমন সামর্থ্য নাই যে, ইহাদিগের চারিজনকে লইয়া প্রস্থান করি কিংবা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। এখন কি করি? কাহাকে পরিত্যাগ করি, কাহাকেই বা লইয়া যাই? হে পুত্রগণ! তোমরা বল, এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য? আমি বিস্তর চিন্তা করিয়াও তোমাদের মোচনোপায় স্থির করিতে পারিলাম না; অতএব আমি স্বীয় গাত্রদ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া তোমাদের সহিত এককালে হুতাশনমুখে প্রাণ সমর্পণ করি। তোমাদের পিতা নিতান্ত নিষ্ঠুর। তিনি গমনকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, জরিতারি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ইহা হইতেই কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে; সারিসৃক্ক অপত্যোৎপাদন দ্বারা বংশবর্দ্ধন করিবে: স্তম্বমিত্র তপস্যা করিবে এবং দ্রোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য হইবে। তিনি এইমাত্র বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। এখন আমি কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার হই?" শার্ঙ্গিকা এইরূপে ইতিকর্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া স্বীয় শাবকগণ-রক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শার্ঙ্গকগণ স্বীয় জননী শার্ঙ্গিকার এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমাদিগের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিশূন্য স্থানে পলায়ন কর। দেখ, আমরা এ স্থানে বিনষ্ট হইলে তোমার অন্যান্য অনেক সন্তান হইতে পরিবে, কিন্তু তুমি প্রাণত্যাগ করিলে বংশরক্ষার উপায়ান্তর নাই। অতএব হে মাতঃ! এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে আমাদের কুলের শ্রেয়ঃ হয়, তাহা কর। আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদিক বিনষ্ট করিও না এবং ইহা করিলে আমাদের পিতার বাঞ্ছাও ব্যর্থ হইবে না।"

আত্মরক্ষার্থ শার্ঙ্গক-জননীর উপদেশ

জরিত কহিলেন, "হে পুত্রগণ! এই বৃক্ষের অতি সমীপবর্তী ভূতলে এক মুষিকের গর্ত আছে; তোমরা অতি ত্বরায় তন্মধ্যে প্রবেশ করা; তথায় অগ্নিভায়ের সম্ভাবনা নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমি পাংশুদ্বারা আপাততঃ উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পরিবে। পরে অগ্নিনির্ব্বাণ হইলে পর আমি পুনরায় আসিয়া পাংগুরাশি উৎক্ষেপপূর্ব্বক ঐ গর্তের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলে পুনর্ব্বারা উঠিবে। হে বৎসগণ! প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে মুক্ত হইবার এই একমাত্র উপায় আছে, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা কর।"

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, "হে মাতঃ! মুষিক স্বভাবতঃ মাংসলোলুপ, বিশেষতঃ আমরা অজাতপক্ষ মাংসপিণ্ডভূত; আমরা গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে,

সন্দেহ নাই। এই ভয়ে গর্ত্তে প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছে না।” পরে তাহারা কাতরস্বরে কহিতে লাগিল, “হয়। এখন কিরূপে আমরা প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রক্ষা পাই? কিরূপেই বা মূষিকহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই? কি প্রকারে আমাদের পিতার অপত্যোৎপাদন নিস্ফল না হয় এবং কি করিয়াই বা মাতা জীবিত থাকিবেন? গর্ত্তে প্রবেশ করিলে মূষিকে ভক্ষণ করে, অন্তরীক্ষে থাকিলে অগ্নিদাহে প্রাণ যায়। এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে গর্ত্তে গিয়া মুষিকমুখে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা অগ্নিতে ভস্ম হওয়া শ্রেয়ঃকল্প। যেহেতু, মুষিকমুখে মৃত্যু হইলে গর্হিত মরণ হইবে। কিন্তু হুতাশনে কলেবর পরিত্যাগ করিলে সদগতিলাভ হইতে পরিবে।”

২৩১তম অধ্যায়

পুত্রগণ কর্ত্তৃক জননীকে আশ্বাস-প্রদান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীনা জরিতা পুত্রগণের এই প্রকার কাতরোক্তি-শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে কহিলেন, “হে বৎসগণ! একদা এই গর্ত হইতে সেই মূষিক বহির্গত হইয়াছিল; সেই সময়ে একটা শ্যেনপক্ষী তাহাকে শিকার করিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গর্তমধ্যে প্রবেশ কর।” শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, “মাতঃ! আমরা শ্যেনপক্ষীকে মুষিক লইয়া যাইতে দেখি নাই। আর যদিও সেই মুষিককে লইয়া গিয়া থাকে, তথাপি ঐ গর্তমধ্যে অন্য মুষিক থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমাদের ভয়াবহ। দেখ, বায়ুবেগ ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব অগ্নি আমাদের সমীপ পর্য্যন্ত আসিতে পারে না পারে সন্দেহ, কিন্তু আমরা গর্তমধ্যে প্রবেশ করিলে মুষিক-হস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব সন্দেহ নাই। একপক্ষে মৃত্যু নিশ্চয়, পক্ষান্তরে সংশয়; অতএব সংশয়িত পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। হে মাতঃ! তুমি আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থানে পলায়ন কর; আমরা বিনষ্ট হইলেও তোমার অন্যান্য পরম উৎকৃষ্ট পুত্র হইতে পরিবে।”

জরিতা কহিলেন, “হে পুত্রগণ! যৎকালে সেই মহাবলপরাক্রান্ত শ্যেনপক্ষী গর্ত হইতে মুষিককে লইয়া যায়, আমি তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং সত্বরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, “হে শ্যেনরাজ! তুমি আমাদের শত্রু, কিন্তু এই মুষিককে হরণ করিয়া আমাদিগকে নিষ্কণ্টক করিলে; এই পুণ্যফলে তুমি পরলোকে সুবর্ণময় কলেবর-প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করবে।’ তৎপরে শ্যেনপক্ষী মুষিককে ভক্ষণ করিলে পর আমি তাহার অনুজ্ঞা লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। অতএব হে পুত্রগণ। তোমরা স্বচ্ছন্দে গর্তমধ্যে প্রবেশ করা, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; আমার সমক্ষে শ্যেন মুষিককে ভক্ষণ করিয়াছে।”

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, “মাতঃ! শ্যেন যে মূষিককে লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুমাত্রই জানি না; অতএব কি প্রকারে গর্তে প্রবেশ করি?”

মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার বচনানুসারে কার্য্য কর।”

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, “মাতঃ! তুমি কেন মিথ্যা প্রবোধবাক্যদ্বারা আমাদের ভয়ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইতেছ? ঐ গর্তমধ্যে যখন শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, তখন আমাদের কোনক্রমেই উহাতে প্রবেশ করা বিধেয় নহে। দেখ, আমরা তোমার কখন কোন উপকার করি নাই; অধিক কি, আমরা যে কে, তাহা তুমি বিশেষরূপে জান না, তবে কি নিমিত্ত তুমি এত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদিগকে লালনপালন করিতেছ? তুমি আমাদের কে? আর আমরাই বা তোমার কে? আরও দেখ, তুমি অল্পবয়স্ক এবং দর্শনীয়াও বটে, অতএব হে মাতঃ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করিয়া সুন্দর পুত্র প্রাপ্ত হও, আমরা এইখানে থাকিয়া হুতাশনে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদগতিলাভ করি। হে মাতঃ! যদি আমরা কোনক্রমে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি পুনরায় আমাদের নিকট আসিও।”

শার্ঙ্গী শাবকগণের এই প্রকার বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া অগ্নিশূন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। শার্ঙ্গী প্রস্থান করিলে অগ্নি দ্রুতবেগে মন্দপাল মহর্ষির পুত্র শার্ঙ্গকগণের সমীপবর্তী হইলেন।

২৩২তম অধ্যায়

শার্ঙ্গকগণের অগ্নিস্তব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজ্বলিত হুতাশন অরণ্যানী দগ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহর্ষি মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের সমীপবর্তী হইলে তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জরিতারি পাবকসন্নিধানে ভ্রাতাদিগকে কহিতে লাগিলেন, “বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান পুরুষ সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন; বিপৎকালে কদাচ ব্যথিত হয়েন না। যে মূঢ় ব্যক্তি বিপৎকাল উপস্থিত হইলে সতর্ক না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে এবং চরমে মোক্ষলাভ করিতে পারে না।”

তখন সরিসৃক্ক জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ধ্যানবান ও উহাপোহকুশল (তর্ক ও তর্কদ্বারা তর্কের মীমাংসা); তুমি কোন-না-কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, যেহেতু, এক প্রজ্ঞ অসংখ্য অপ্রাজ্ঞ লোক অপেক্ষা বলবান।”

স্তম্বমিত্র কহিলেন, “জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য; তিনি কনিষ্ঠদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন। যদি জ্যেষ্ঠ স্বীয় প্রজ্ঞাবলে বিপদ হইতে উদ্ধার না করেন, তবে কনিষ্ঠের কি সাধ্য যে, তাহার প্রতিকার করে?”

দ্রোণ কহিলেন, “ঐ দেখ, সপ্তাস্য সপ্তজিহ্ব ক্রুর হিরণ্যরেতঃ শিখাবিস্তারপূর্ব্বক আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন।”

মহর্ষি মন্দপালের পুত্রগণ এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করিয়া পরিশেষে প্রযত্ন হইয়া অগ্নির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরিতারি। কহিলেন, "হে জ্বলন! তুমি বায়ুর আত্মা; লতাসমূহের শরীর; পৃথিবী ও জল তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহাবীর্য্য! তোমার শিখাসমুদয় সূর্যকিরণের ন্যায় উর্দ্ধদেশ, অধোদেশ, পূর্ব্বদেশ ও পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হইতেছে।"

সারিসৃক্ক কহিলেন, "হে ধূমকেতো! মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; পিতা কোথায় আছেন, কিছুই জানি না; আমাদের অদ্যাবধি পক্ষোড়েদ (পক্ষসঞ্চার-পাখার উদ্ভব) হয় নাই; অতএব হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি ভিন্ন এই বালকদিগের আর শরণান্তর (গত্যন্তর-দ্বিতীয় আশ্রয়) নাই। হে গ্নে!! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; তুমি আপন কল্যাণমূর্তি ও সপ্তশিখাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে জাতবেদঃ! এই ত্রিলোকীমধ্যে তুমিই এক তপস্বী আছ; তোমার তুল্য তপোবলসম্পন্ন আর কেহই নাই। আমরা একে বালক, তাহাতে আবার ঋষিকুমার; তুমি অনুকম্প প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।"

স্তম্বমিত্র কহিলেন, "হে অগ্নে ! তুমি এক হইয়াও অনেক, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তুমি সর্ব্বভূত ও ভুবন ধারণ করিতেছ; তুমি অগ্নি; তুমি হব্যবাহু এবং তুমিই পরমোৎকৃষ্ট হবিঃ; পণ্ডিতগণ তোমাকে একরূপ এবং তোমাকেই বহুরূপ বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহু! তুমি এই ত্রিলোকী সৃষ্টি কর এবং প্রলয়কালে তুমি প্রজ্বলিত হইয়া ইহা ধ্বংস কর। হে আগ্নে! তুমি এই ভুবনত্রয়ের প্রসূতি এবং তুমিই ইহার আশ্রয়।"

দ্রোণ কহিলেন, "হে জগৎপাতে! তুমি প্রাণীগণের অন্তর্গত থাকিয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক কর; তোমাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে বহ্নে ! তুমি সূর্যরূপে পার্থিব রস-সমুদয় আকর্ষণ কর এবং মেঘরূপে পরিণত সেই সমুদয় রস যথাকলে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বশষ্যসম্পন্ন কর। হে প্রচণ্ডকিরণ হুতাশন! এই সমুদয় হরিতচ্ছদসম্পন্ন (হরিতবর্ণ বল্কলে আচ্ছাদিত-যাহার গাত্রবর্ণ হরিত এরূপ) লতা, যাবতীয় পুষ্করিণী এবং বরুণাধিকৃত মহোদধি তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে বৃক্ষবর্ত্মনি!! হে হুতাশন। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, দগ্ধ করিও না।"

ভগবান অনল ব্রহ্মবাদী দ্রোণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহর্ষি মন্দপাল-সন্নিধানে কৃত স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুস্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে দ্রোণ! তুমি ঋষি বটে; তুমি আমাকে বেদবাক্যে স্তব করিলে; তোমার ভয় নাই। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। পূর্ব্বে মহর্ষি মন্দপালও তোমাদের নিমিত্ত আমার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "আপনি খাণ্ডবোরণ্যদাহকালে আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করবেন।" হে দ্রোণ! মহর্ষিমন্দপালের সেই বাক্য এবং তোমার এই বাক্য এই উভয়ই আমার পক্ষে গুরুতর; অতএব বল, এক্ষণে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে? আমি তোমার স্তব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

দ্রোণ কহিলেন, "হে হুতাশন ! এই বিড়ালগণ আমাদিগকে সর্ব্বদা বিরক্ত করে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহাদিগকে সবংশে ভস্মীভূত করুন।" ভগবান বহ্নি দ্রোণের বাক্যানুসারে

বিড়ালগণকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া শার্ঙ্গকচতুষ্টয়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবলবেগে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

২৩৩তম অধ্যায়

পুত্রনাশশঙ্কায় মন্দপালের বিলাপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় পুত্রচতুষ্টয়ের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তিনি পুত্রগণের পরিত্রাণার্থ অগ্নির নিকটে নিবেদন করিয়াও তৎকালে মনে মনে অসুখী হইতে লাগিলেন। মহর্ষি মন্দপাল সন্তানদিগের নিমিত্ত নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া অতি কাতরস্বরে লপিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “লপিতে! এক্ষণে আমার পুত্রগণ না জানি কিরূপ কাতর ইইতেছে। তাহারা অজাতপক্ষ এবং আত্মরক্ষায় অশক্ত। অগ্নি ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং বায়ুও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছেন। বোধ করি, তাহারা অগ্ন্যুৎপাত হইতে মুক্ত হইতে পরিবে না। আহা! তাহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় পুত্রগণকে পরিত্রাণ করিতে না পারিয়া এবং তাহাদিগকে অশরণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শোকার্ত হইবে সন্দেহ নাই। আমার পুত্রগণ অদ্যাপি উড্ডয়ন বা গমন করিতে সমর্থ হয় নাই, জরিতা কি প্রকারে তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিবে? হা পুত্র জরিতারে! হা বৎস সারিসৃক্ক! হা স্তম্বমিত্র! হা পুত্র দ্রোণ! হা প্রিয়ে জরিতে! না জানি, তোমরা এখন কত কষ্ট পাইতেছ।”

লপিতা মহর্ষি মন্দপালের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণে সাতিশয় অসুরাপরতন্ত্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, “দেখ, তোমার পুত্রদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই; তুমি স্বয়ং কহিয়াছ, তাহারা ঋষি। হে মহর্ষে। তাহারা বীর্যবান ও তেজস্বী; অগ্নি হইতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। বিশেষতঃ তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্নিকে অনুরোধ করিয়াছিলে। মহাত্মা হুতাশনও তোমার অনুরোধ-শ্রবণে ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তিনি কখনই আপনার প্রতিজ্ঞ বিফল করিবেন না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি পুত্রগণের নিমিত্ত কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত নও; কেবল আমার অমিত্রা সেই জরিতাকে মনে হইয়াছে বলিয়াই এত অনুতাপ করিতেছ; নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার আর পূর্ব্বের মত স্নেহ নাই। স্নেহবান ব্যক্তির পুত্র-কলাত্রাদি সুহৃজ্জনের প্রতি উপেক্ষা করা নিতান্ত অবিধেয়; অতএব তুমি সেই জরিতার নিকটেই গমন কর, আর বৃথা অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কুপুরুষাশ্রিতা নারীর ন্যায় একাকিনী জীবনযাপন করিব।”

মন্দপাল কহিলেন, “লপিতে! তুমি মনে করিয়াছ, আমি নিতান্ত কামান্ধ লোকের ন্যায়। কেবল স্ত্রীসম্ভোগার্থে পৃথিবীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অপত্যোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার সেই অপত্যগণ এক্ষণে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। যে মূঢ় ব্যক্তি ভূতার্থ (লব্ধ-যাহা পাওয়া গিয়াছে) পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত লোকের অবমানাস্পদ হয়। ঐ দেখ, প্রজ্বলিত হুতাশন কাননস্থ সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া আমার মন সাতিশয় সন্তাপিত ও উদ্বেলিত করিতেছে। আমি আর স্থির হইতে পারিতেছি না। পুত্রগণের নিকট চলিলাম। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর।”

পুত্রগণ সমীপে মন্দপালের আগমন

এদিকে অগ্নি মন্দপালের পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলে পুত্রবৎসলা জরিতা শাবকগণের সমীপে সমীপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা সকলেই অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু সাতিশয় রোদন করিতেছে। জরিতা তাহাদিগকে তদাবস্থা দেখিয়া পুত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ স্নেহাশ্রু মোচনপূৰ্ব্বক অতি কাতরস্বরে একে একে তাহাদের নিকট গমন করিয়া স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহর্ষি মন্দপাল সহসা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহারা কেহই তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে বারংবার পুত্রগণকে ও জরিতাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই ভালমন্দ বলিলেন না। তখন মহর্ষি জরিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জরিতে! তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র কে? তৎকনিষ্ঠ কে? তৃতীয় কে? এবং সৰ্ব্বকনিষ্ঠই বা কে? আমি দুঃখিত হইয়া বারংবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রত্যুত্তর করিতেছি না। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি বটে; কিন্তু তোমাদের নিমিত্ত আমার মন এক মুহূর্তও সুস্থির নহে।"

জরিতা মহর্ষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে। জ্যেষ্ঠপুত্র তোমার প্রয়োজন কি? তৎকনিষ্ঠেই বা প্রয়োজন কি এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠপুত্রেই বা তোমার আবশ্যকতা কি? তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটেই পুনর্ব্বার গমন কর।"

মন্দপাল কহিলেন, "জরিতে! স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর-সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারিত্রিকবিনাশক (পরকালের সম্বল সুকৃতি বিনাশকারী), বৈরাগ্নিদীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই। সুব্রতা সৰ্ব্বভূতবিশ্রুতা অরুন্ধতী বিশুদ্ধভাব, প্রিয়কারী, হিতসাধনতৎপর, সপ্তর্ষিমধ্যস্থ, মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির মহিলান্তরসংসর্গাশঙ্কা করিয়া তাহার অবমাননা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি লক্ষ্যালক্ষ্য (কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য) ও অনভিরূপা (মন্দরূপ) হইতেছেন। আমি অপত্যদর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ অপমান করিতেছ। পুরুষের ভার্য্যার প্রতি সৰ্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি কর্তব্য নহে, যেহেতু, পতিপরায়ণা কামিনীও পুত্রবতী হইলে স্বামীর প্রতি পূৰ্ব্বের ন্যায় অনুরক্তা থাকে না।"

মহর্ষি মন্দপালের বাক্যাবসানে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিল এবং মহর্ষিও সাতিশয় সমাদরপূৰ্ব্বক স্বীয় সন্তানগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

২৩৪তম অধ্যায়

পুত্রদিগের প্রতি মন্দপালের সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মন্দপাল পুত্রগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমি তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান হুতাশনের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রার্থনাবাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি অগ্নির বাক্য, তোমাদের জননীর ধর্ম্মজ্ঞতা এবং তোমাদের বীর্য্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তৎকালে তোমাদের নিকট আগমন করি নাই, অতএব হে বৎসগণ! তোমরা আমার নৃশংসাচরণ মনে করিয়া সন্তপ্ত হইও না। ভগবান হুতাশন তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি বলিয়া জানেন।” মহর্ষি স্বীয় পুত্রগণকে এইরূপে সত্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে এবং ভার্য্যা জরিতাকে লইয়া সে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রস্থান করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের অর্জ্জুনকে অস্ত্রদান-প্রতিশ্রুতি

এদিকে ভগবান হুতাশন প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনসাহায্যে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়া তত্রস্থ জীবজন্তুগণের অপরিমিত বসা ও মেদ পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

তদনন্তর ভগবান পুরন্দর দেবগণ-সমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, “তোমরা যে মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা দেবতাদিগেরও দুষ্কর। আমি তোমাদের পরাক্রমদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।” তখন অর্জ্জুন “আমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন, বলিয়া দেবরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র সময়নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়! যে সময়ে তুমি তপস্যাদ্বারা ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবে, আমি তৎকালে তোমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব। হে পাণ্ডব! তুমি সেই সময়ে আগ্নেয়, বায়ব্য ও মদীয় অস্ত্র-সমুদয় লাভ করিবে।” কৃষ্ণ কহিলেন, “সুররাজ ! আমি এইমাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাচ প্রণয়-বিচ্ছেদ না হয়।” ইন্দ্র “তথাস্তু’ বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন।

সুররাজ এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া অগ্নির অনুজ্ঞাগ্রহণপুরঃসর দেবগণ-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার সুরপুরে গমন করিলেন। ভগবান হুতাশন পঞ্চদশ দিবস প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া মৃগপক্ষিসমাকুল খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের মাংস ভোজন এবং মেদ ও রুধির-পান দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া বিরত হইলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, “হে মহাবীরদ্বয়! তোমরা আমাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছ; এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা ইচ্ছা গমন করা।” ভগবান হুতাশনের অনুজ্ঞালাভানন্তর কৃষ্ণার্জ্জুন ও ময়দানব তিনজনে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে সেই পরমরমণীয় যমুনা নদীর উপকূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

খাণ্ডবদহনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আদিপর্ব্বে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশত অধ্যায় রচনা করিবেন, কিন্তু ইহাতে চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশত অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে; বোধ হয়, পূর্ব্বতন লিপিকরদিগের প্রমাদাবশতঃ অধ্যায়গত সংখ্যার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। অধ্যায়সংখ্যার বৈষম্য হওয়াতে সুতরাং শ্লোকসংখ্যারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষগণ অনেকানেক পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া যে মূল মহাভারত মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে।

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত
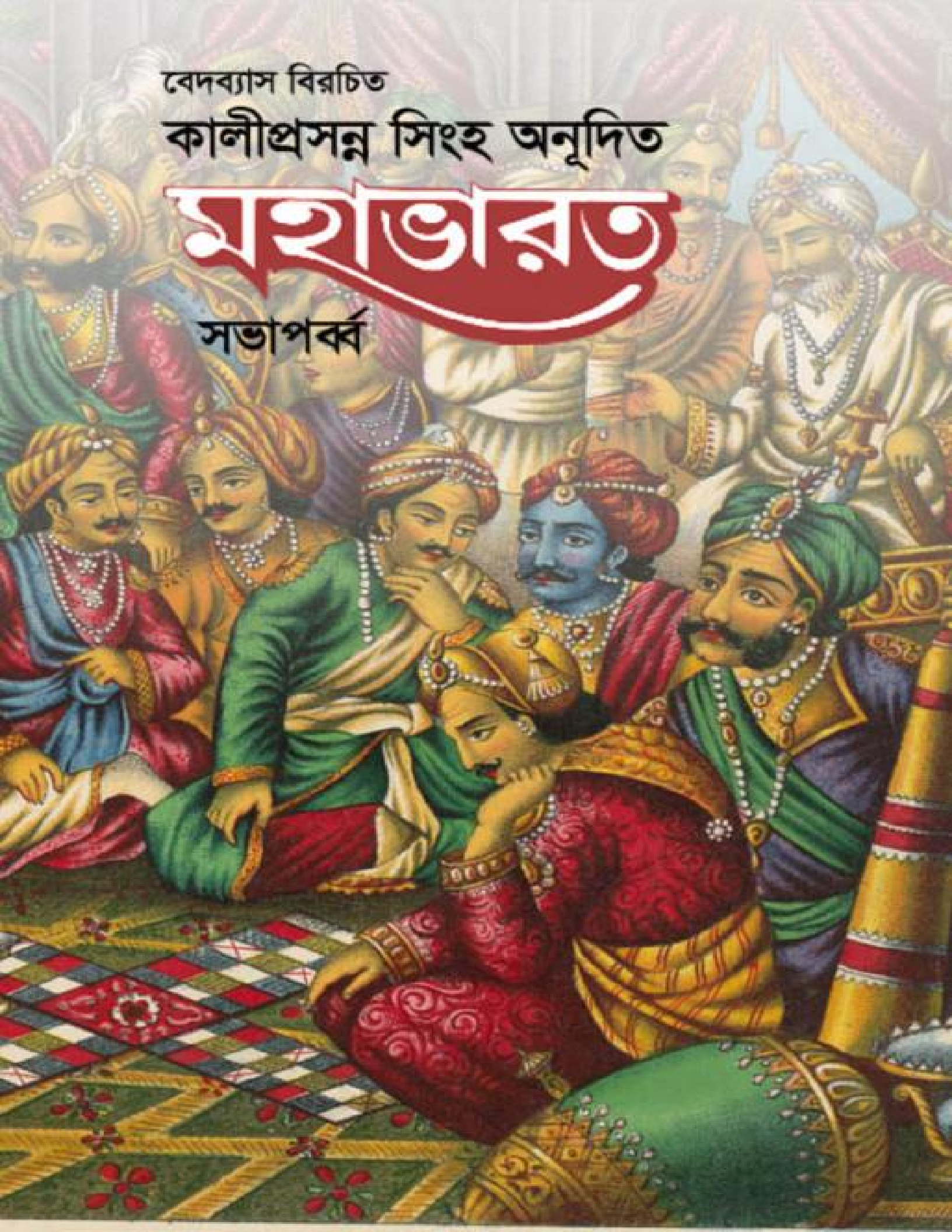
মহাভারত

সভাপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

সভাপর্ব্ব

বৈদ্যুতিক মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়

সভক্রিয়াপর্ব্বাধ্যায়-ময়ের সৌজন্য

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব কৃতাঞ্জলি হইয়া বাসুদেবের সন্নিধানে অর্জ্জুনের বারংবার সৎকার ও পূজা করিয়া মধুর-বাক্যে কহিতে লাগিল, "হে কৌন্তেয়! আপনি ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ এবং দহনোন্মুখ হুতাশন হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন; অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে মহাসুর! তোমার সমস্ত প্রত্যুপকার করাই হইয়াছে; তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিও, আমিও তোমার প্রতি সম্যক প্রীত রহিলাম।"

ময় কহিল, "হে বিভো! আপনি স্বীয় মহত্ত্বানুরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা যে, প্রীতিপূর্ব্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা; কেবল আপনার গুণগ্রামের নিতান্ত বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে কৃতজ্ঞ। তুমি আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমা দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

ময়দানব দ্বারা সভাগৃহ নির্ম্মাণ-প্রস্তাব

তখন ময় আদেশলিপ্সু হইয়া কৃষ্ণকে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ তাহার আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে আদেষ্টব্য বিষয়ের নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ! যদি তুমি নিতান্তই আমার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে মানস করিয়াছ, তবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এরূপ এক সভা নির্ম্মাণ করা যে, মনুষ্যগণ তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক সম্যক নিরীক্ষণ করিয়াও যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে। ঐ সভাতে যেন দিব্য, মানুষ ও আসুর অভিপ্রায়-সকল স্পষ্টররূপে লক্ষিত হয়।"

ময়দানব কৃষ্ণের অনুজ্ঞালাভে পরমহ্লাদিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ পরমসুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিল। এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া ময়দানবকে লইয়া দেখাইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন; ময়ও তাহার সমুচিত সৎকার ও তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পাণ্ডুনন্দন-সমীপে দানবদিগের বিচিত্র চরিত্রসকল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে পুণ্যদিনে কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া পায়স ও বহুবিধ ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে

পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্বঋতুগুণসম্পন্ন দিব্যরূপ মনোহর সভাস্থলীর পরিসর পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল।

২য় অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান বাসুদেব পরামপ্রীত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়দ্দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীর চরণবন্দন করিলেন। ভোজরাজদুহিতা তাহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন বাসুদেব-সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্থযুক্ত, যথার্থ হিতকর, অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; ভদ্রভাষিণী [মঙ্গলকর বাক্যালাপকারিণী] সুভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য-সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন এবং দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান বাসুদেব পঞ্চপাণ্ডব কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণপরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেবদ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া স্বপুরগমনোদযোগে বহিঃকক্ষায় [হির্ব্বাটী-পুরের বাহিরের অংশ] বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্যবস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাহাদিগকে ধনদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথি-নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্তে গদা, চক্র, অসি, শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশাস্ত্রে পরিবৃত, গরুড়কেতন [গরুড়চিহ্নিত], বায়ুবেগগামী, কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বলগা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাঁহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেতচামর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব ঋত্বিক ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন

এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ-যোজন গমন করিয়া শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক 'প্রতিনিবৃত্ত হউন' বলিয়া তাহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণে পতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করিয়া অতিকষ্টে দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্যনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং ভ্রাতা, পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণও পরমহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে, পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

৩য় অধ্যায়

ময়ের স্বগৃহে গমন--ভীমের গদ্যসংগ্রহপ্রস্তাব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ময়দানব অর্জ্জুনকে কহিল, “হে মহাভাগ! আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া এক্ষণে বিদায় হইতেছি, পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিব। পূর্ব্বকালে কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাক-সন্নিধানে দানবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করেন। ঐ দানব যজ্ঞে আমি বিন্দুসরোবর-সন্নিধানে মণিময় রমণীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছিলাম। যে সমস্ত দ্রব্যজাত দানবরাজ বৃষপর্ব্বর সভামণ্ডপে অবস্থাপিত ছিল, যদি এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়া না থাকে, তবে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে আগমন করিব। পরে আপনার মনঃ-প্রহ্লাদিনী, যশস্বিনী, অতি বিচিত্রা, সর্ব্বরত্নভূষিতা সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া দিব। আর বিন্দুসরোবরে এক গদা নিহিত রহিয়াছে, বোধ করি, দানবরাজ বৃষপর্ব্বা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত, শত্রুনাশিনী, ভারসহা, সুদৃঢ়া ঐ গদা বিন্দুসরোবরে রাখিয়া দেন। যাদৃশ গাণ্ডীব আপনার উপযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ শতসহস্র-গদা-প্রভাব-শালিনী উক্ত গদাও ভীমসেনের অনুরূপ হইবে। আর বরুণপরিগৃহীত দেবদত্ত সুস্বন [গুরুগভীর রবকারী] মহাশঙ্খ [শঙ্খ শব্দের পূর্ব্বে মহা শব্দ প্রয়োগ অকবিজুষ্ট ও শাস্ত্রদুষ্ট। শঙ্খ শব্দের সহিত মহা শব্দ যোগ হইলে অর্থ হয়—মড়ার খুলি। এ নিয়ম বিশেষ্য স্থলে, বিশেষণ স্থলে নহে] ও তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমি এই সমস্ত বস্তু আনিয়া নিঃসন্দেহে আপনাকে প্রদান করিব।

ময়ের সভা নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যসংগ্রহ

অনন্তর ময়দানব এই বলিয়া অর্জ্জুনের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক পূর্বোত্তর-দিগ্বিভাগে প্রস্থান করিল এবং কৈলাসের উত্তরাংশে মৈনাক-সন্নিধানে মণিমণ্ডিত হিরন্ময়-শৃঙ্গশালী সুমহান এক পর্ব্বত দেখিতে পাইল। সেই স্থানেই রমণীয় বিন্দুসরোবর নিখাত রহিয়াছে। রাজা ভগীরথ ভগবতী ভাগীরথীর দর্শনমানসে বহুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। ভূতভাবন ভগবান প্রজাপতি সেই স্থানেই অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞশত অনুষ্ঠান করেন। মণিময় যূপ ও হিরন্ময় চৈত্যসকল দৃষ্টান্তরূপে তথায় রক্ষিত হয় নাই, কেবল তৎপ্রদেশের শোভা-সম্পাদনার্থই নির্মিত হইয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি তথায় প্রজা সমস্ত সৃষ্টি করিয়া শত সহস্র ভূতগণ কর্তৃক উপাসিত হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম ও স্থাণু যুগসহস্র অতিক্রান্ত হইলে তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাসুদেব ধর্ম্মসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া অবিচ্ছেদে বহু বৎসর তথায় যজ্ঞকার্য্য সমাধান করেন। কেশবের সুবর্ণমালালকৃত যূপ ও শতসহস্রসংখ্যক ভাস্বর চৈত্যে তথাকার রমণীয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অধিকৃত স্ফটিকময় সভা নির্ম্মাণোপযোগী সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী, মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিন্নর এবং রাক্ষসরক্ষিত ধন সমস্ত গ্রহণ করিল।

ময় কর্তৃক পাণ্ডবসভা নির্ম্মাণ

অনন্তর মহাসুর ময় সমস্ত বস্তু সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইয়া আলোকসামান্য, ত্রিলোকবিখ্যাত, মণিময়ী সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিল; ভীমসেনকে গদা ও অর্জ্জুনকে দেবদত্ত মহাশঙ্খ সমর্পণ করিল। ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হইলে লোকসকল কম্পিত হইত। সুবর্ণনির্ম্মিত তরুরাজি-বিরাজিত সভামণ্ডপ চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। পাণ্ডবসভা হুতাশন, সূর্য্য ও চন্দ্রের সভার ন্যায় সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় প্রভাপ্রভাবে [প্রভার ঔজ্জ্বল্যে] প্রভাকরের অতি ভাস্বরই [উজ্জ্বল—প্রদীপ্ত] প্রভাও নিতান্ত প্রতিহত হইল, তৎকালে আলোকসামান্য সেই সভা স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা যেন জ্বলিত হইয়া উঠিল। নবীননীরদসঙ্কাশ, অতি বিশাল, বিপুল, রমণীয়, পাপনাশক, শ্রমাপহারক, রত্নপ্রাকারমণ্ডিত, বহুচিত্রোপশোভিত, অত্যুত্তম দ্রব্যসম্ভারশালী, বহুলধনসম্পন্ন, গগনাব্যাপী, বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত যাদবসভা, দেবীসভা ও ব্রহ্মসভাও পাণ্ডবগণের সভার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ময়দানবের আদেশানুসারে গগনচর, মহাঘোর, মহাকায়, মহাবল, রক্তনেত্র, শুক্তিকর্ণ [ঝিনুকতুল্য কর্ণ--বড় ঝিনুকের মত কনওয়ালা], আয়ুধধারী, অষ্ট সহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আবশ্যকমতে বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যাইত। ময়দানব ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিল, ঐ সরোবরের সোপান-পরম্পরা স্ফটিকময়, পরিসরবেদিকা [ঘাটলার সিঁড়ির মধ্যস্থিত চাতাল] সকল মণিনির্ম্মিত, জল অতিস্বচ্ছ, পঙ্কশূন্য ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্য-কূর্ম্ম-সার্থ [দল—বাক]-সঙ্কুল। মণিময়-মৃণালে পরিশোভিত ও বৈদূর্য্যপত্রে সমলঙ্কৃত বিকশিত কনক-কমলকতুরজালে উহার অত্যদ্ভুত মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গম তীরে ও নীরে বিহার করিয়া জনগণের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিল। মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নে উহার চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। প্রত্যুত, তাহারা অজ্ঞানবশতঃ সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফল-পুষ্প কিশলয়োপ [নব পল্লব]-শোভিত নীলবর্ণ, সুশীতল-ছায়াসম্পন্ন মনোরম বহুবিধ উন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত ছিল। অতি সুরভি কানন ও হংস-কারণ্ডব-চক্রবাকোপশোভিত পুষ্করিণী সকল সভার চারিদিকে শোভা বিস্তার করিল। সমীরণ তত্রত্য জলজ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সেবা করিতে লাগিল। ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে রমণীয় সভা-ভূমি নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তি-সংবাদ প্রদান করিল।

৪র্থ অধ্যায়

পাণ্ডবগণের সভাপ্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঘৃতমধুমিশ্রিত পায়স, ফল, মূল, হরিণাদি মৃগমাংস, বিবিধ চোষ্য, নানাবিধ পেয় ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানাদিগদেশাগত অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। পরে অখণ্ড বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা তাহাদিগের

তৃপ্তিসাধন ও একৈক ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র গোদানপূর্ব্বক সভাপ্রবেশ করিলেন। সভামধ্যে গগনস্পর্শী পুণ্যাহধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ বাদ্যবাদন ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগের অর্চনা ও স্থাপনা করিলেন। সভাস্থলে মল্ল, ঝল্ল, নট, বৈতালিক ও সূতসকল উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির দেবপূজাসম্পাদনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই রমণীয় সভায় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে করিলেন। মহর্ষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন কিরলেন। ভূপালগণ নানাদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন; আর অসিত, দেবল, সত্য, সর্পমালী, মহাশিরাঃ, অর্ব্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দণ্ড, স্থূলশিরাঃ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, তৈত্তিরি, যাজ্ঞবল্ক্য, সপুত্র লোমহর্ষণ, অঙ্গসুহোম্য, ধৌম্য, অণীমাণ্ডব্য, কৌশিক, দামোষ্ণীষ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বরজানুক, মৌঞ্জায়ন, বায়ুভক্ষ, পারাশর্য্য, সারিক, বলীবাক, সিলীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জতুকর্ণ, শিখাবান, আলম্ব, পারিজাতক, মহাভাগ পর্ব্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপাণি সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জঙ্ঘাবন্ধু, রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিব্রভ্রু, কৌণ্ডিল্য, বন্দুমালী, সনাতন, কক্ষীবান, ঔষিজ, নচিকেতা, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক, মহাতপাঃ শাণ্ডিল্য, কুকুর, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ, কঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষিগণ এবং ব্যাসশিষ্য আমরা তথায় অতিপবিত্র কথা কীর্তন করিয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলাম। শ্রীমান মহাত্মা ধর্ম্মশীল মঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ দুর্ম্মুখ, বীর্য্যবান উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক, কাম্বোজরাজ। কমঠ, বজধার-সদৃশ প্রভাবশালী যবনজিৎ মহাবল কম্পন, জটাসুর, মদ্রকরাজ, কুন্তি, কিরাতরাজ পুলিন্দ, পুণ্ডক, অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধক, পাণ্ড্য, ওড্ররাজ, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনাঃ, যবনাধিপতি চাণুর, দেবরাত, ভীমরথ, ভোজ, শ্রুতায়ুধ, কালিঙ্গ, জয়সেন, মাগধ, সুকর্ম্ম চেকিতান, শত্রুমর্দন পুরু, কেতুমান, বসুদান, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, সুধর্মা, অনিরুদ্ধ, মহাবল শ্রুতায়ু, দুর্দ্ধর্ষ অনুপরাজ, সুদর্শন ক্রমজিৎ শিশুপাল, সপুত্র করুষাধিপতি, বৃষ্ণিবংশীয় দেবরূপী কুমারগণ, আহুক, বিপৃথু, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্মা, শিনীপুত্র সত্যক, ভীষ্মক, অঙ্কৃতি, বীর্য্যবান দুমৎসেন, ধনুর্দ্ধর কৈকেয়বর্গ যজ্ঞসেন, সৌমকি, কেতুমান, বসুমান ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজকুমার মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারা ও তাহাদিগের সতীর্থ রৌক্মিণেয়, শাল্ব, যুযুধান, সাত্যকি, সুধর্ম্ম, অনিরুদ্ধ, শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ এবং ধনঞ্জয়ের সখা তুম্বুরু তথায় উপস্থিত হইলেন। গীতবাদ্যবিশারদ তানলয়কুশল, অমাত্য-সমবেত চিত্রসেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও কিন্নরগণ তুম্বুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তানলয়বিশুদ্ধ স্বর-সংযোগে সঙ্গীত করিয়া পাণ্ডুনন্দন ও মহর্ষিগণের প্রীতিসম্পাদনাপূর্ব্বক তাহাদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাদৃশ স্বর্গে দেবতারা ব্রহ্মাকে আরাধনা করেন, সেইরূপ সেই মহতী সভায় সকলে সমাসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

সভক্রিয়াপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৫মে অধ্যায়

পাণ্ডবসভায় দেবর্ষি নারদের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতীর্ষভ! মহানুভব পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় অধ্যাসীন হইলে দেবর্ষি নারদ পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি কতিপয় তেজঃপুঞ্জ ঋষি-সমভিব্যাহারে ভুবনতলে বিচরণ করিতে করিতে সভায় উপনীত হইলেন; তিনি সমস্ত বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ-সমুদয় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাহার মত রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি-পারদর্শী প্রায় দৃষ্ট হইত না, তিনি প্রগলভ, স্মৃতিমান, প্রমাণনিষ্ঠ কবি ও পুরাকল্পবিশেষবিৎ [প্রাচীন ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ] ছিলেন, ষাড়্গুণ্য[সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, ভেদ, আশ্রয়]-প্রয়োগবিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিলেন না। ফলতঃ সন্ধিবিগ্রহকার্য্যকুশল ব্যক্তি সে সময়ে অতীব বিরল ছিল। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, মেধাবী এবং ন্যায়বান ছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে কিরূপে জ্ঞানোপদেশ ও কার্য্যোপদেশ প্রদান করিতে হয়, তাহা তিনিই যথার্থ জানিতেন। তাহার ন্যায় সদ্বক্তা ও যুদ্ধগান্ধর্ব্বসেবী [যুদ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে অপ্রতিহত বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন] আর দৃষ্টিগোচর হইত না, তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন; তাহার নিকট বাক্যের গুণ-দোষ-বিবেচনা হইত। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই যথাবিধি সেবা করিয়াছিলেন; যোগবলে ত্রিলোক সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত এবং অতীত ও অনাগত কাল বর্তমানের ন্যায় দেখিতে পাইতেন।

দেবর্ষি সভাসীন পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা ধর্ম্মরাজের পূজা ও সৎকার করিলেন। নারদকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং তাহার অনুজগণ সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত-পুরঃসর বসিতে আসন প্রদান করিয়া গো, সুবর্ণ, মধুপর্ক, অর্ঘ্য এবং অন্যান্য অভিলষিত বস্তু দ্বারা তাহার যথাবিধি অর্চনা করিলেন।

দেবর্ষির রাজনীতিবিষয়ক প্রশ্ন

মহর্ষি রাজার সৎকারে সম্যক প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মকামার্থযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে উপদেশ করিতে লাগিলেন— মহারাজ! অর্থচিন্তায় নিরত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ত' বিস্মৃত হয়েন না? সুখানুভবে অত্যন্ত ব্যাসক্ত হইয়া মনকে ত' একেবারে দূষিত করেন না? ত্রিবর্গসেবায় ত' ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত বৃত্তির অনুবর্তী হইয়া চলিতেছেন? অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মোপার্জনে ত' বিরক্তি প্রকাশ করেন না? ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া অর্থচিন্তায় ত' একান্ত নিবৃত্ত হয়েন না? অবিশ্রান্ত কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনার ধর্ম্মার্থের ত' হানি হইতেছে না? উচিত সময়ে ত' উহাদিগের যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন? ষড়বিধ রাজগুণ দ্বারা সপ্ত উপায় [স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও সৈন্য] এবং বলাবল প্রয়োগ দ্বারা শত্রুপক্ষের চতুর্দশ প্রকার দোষ ত' সম্যক পর্য্যালোচিত হইয়া থাকে? কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয়শ্রবণ, পৌরকার্য্যদর্শন ও জনপদপর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য সম্যক প্রকারে সম্পাদিত হয়? আপনার সপ্ত-প্রকৃতি ত' কুশলে রহিয়াছে? তাহারা ত'

সমৃদ্ধিসম্পন্ন? তাহাদিগের প্রভুভক্তির লঘুতা দৃষ্ট হয় না? তাহারা ত' ব্যসনে লিপ্ত নহে? নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত' আপনার বা আপনার অমাত্যদিগের গূঢ়মন্ত্রণা-সকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত' বুঝিয়া থাকেন? যথাকলে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহ-বিধানে ত' প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত' মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত' অভিষিক্ত হয়? কারণ মন্ত্রণা জয়লাভের অদ্বিতীয় হেতু; অতএব আপনি ত' রাজ্যরক্ষার্থে সংবৃতিমন্ত্র[মন্ত্রণাগোপনকারী] শাস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন? বিপক্ষেরা ত' আপনার রাজ্য আক্রমণ ও বিলুণ্ঠনে সমর্থ নহে? যথাকলে ত' নিদ্রিত ও জাগরিত হন? অপররাত্রিতে [রাত্রির শেষভাগ] ত' অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন? একাকী অথবা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত' মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্রিত মন্ত্র ত' জনপদমধ্যে অপ্রচারিত থাকে? স্বল্পায়াসীসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত' শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন? আলস্যপরতন্ত্র হইয়া তাদৃশ কার্য্যে কখন ত' বিয়োৎপাদন করেন না? কৃষীবলেরা[কৃষকগণ] ত' আপনার পরোক্ষে প্রকৃতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ, প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, সন্দেহ নাই। অনারব্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত' নিযুক্ত করিয়া থাকেন? যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বীরপুরুষ দ্বারা কুমারদিগের ত' যুদ্ধশিক্ষা করাইতেছেন? সহস্র মুখবিনিময় দ্বারা একজন পণ্ডিতকে ত' ক্রয় করিয়া থাকেন? কারণ, কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন। দুর্গসকল ত' ধন, ধান, উদক ও যন্ত্রে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন? তথায় শিল্পীগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষ সকল সর্ব্বদা ত' সতর্কতাপূর্ব্বক কালযাপন করে? একজন মেধাবী, শূর, দান্ত, বিচক্ষণ অমাত্য রাজা এবং রাজপুত্রকে রাজলক্ষ্মীর প্রণয়াস্পদ করিতে পারেন, এইরূপ সুনিপুণ রাজমন্ত্রি আপনার আছে ত'? মহারাজ! গূঢ় চর দ্বারা শত্রুপক্ষীয় চরস্থান ত' বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়া থাকেন? অপ্রমত্ত হইয়া বিপক্ষাবর্গের অজ্ঞাতসারে ত' তাহাদিগের কার্য্যসকল নিরীক্ষণ করেন? বিনয়সম্পন্ন, অসূয়াশূন্য, সৎকুলজাত বহুশ্রুত ব্যক্তিকে ত' সৎকার করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন এবং বিধিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সরল ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে ত' হোমকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? আপনার দৈবজ্ঞ ত' জ্যোতিবিদ্যাবিশারদ, রাজ্যাঙ্গকুশল ও সর্ব্বপ্রকার উৎপাতগণনায় সমর্থ? আপনি কার্য্যের লাঘব-গৌরব বিবেচনা করিয়া ত' লোকসকলকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? প্রধান ভৃত্যের প্রতি প্রধান, মধ্যমের প্রতি মধ্যম এবং নিকৃষ্টের প্রতি ত' নিকৃষ্ট কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছেন? পিতৃ-পিতামহাগত শুচিস্বভাব বৃদ্ধ সচিবেরাই ত' শ্রেষ্ঠ কার্য্যসম্পাদনে নিযুক্ত আছে? প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত' অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না? যাজকেরা পতিত ব্যক্তিকে যেমন অবজ্ঞা করেন এবং প্রমদারা যেমন তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে অনাদর করিয়া থাকে, তদ্রুপ আপনার রাজ্যশাসনকারী মন্ত্রিগণ ত' আপনাকে অশ্রদ্ধা করেন না? মহাকুলপ্রসূত, প্রগল্‌ভ, শৌর্য্যবীর্য্য-গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন, কার্য্যদক্ষ ও প্রভুপরায়ণ ব্যক্তিকেই ত' সেনানীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ, প্রবলপরাক্রান্ত, সচ্চিরিত্র, সাহসী সৈনিক পুরুষদিগকে ত'

যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের বেতনাদিপ্রদানে ত' বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্টঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত' আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে? তাহারা ত' আপনার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে? সমস্ত রণকার্য্যনির্ব্বাহার্থে একজন শাসনাতিগ [শাসনের বহির্ভূত] যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে ত' নিযুক্ত করেন না? যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা প্রভুকার্য্য সুসম্পন্ন করে, তাহা হইলে সে ত' আপনার নিকট সম্যক পুরস্কৃত ও সমধিক সম্মানিত হইয়া থাকে? জ্ঞানালোকসম্পন্ন, কৃতবিদ্য, অতি বিনীত গুণবান ব্যক্তিকে ত' যথোচিত ধনদান করেন? মহারাজী! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্রকলাত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে ত' ভরণ-পোষণ করিতেছেন? ক্ষীণবল বা যুদ্ধে পরাজিত শত্রু ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলে তাহাকে ত' পুত্রনির্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন? শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য ত্রিবিধ বল সম্যক বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ত' আক্রমণ করেন? যেমন পিতা-মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনিও ত' সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন? সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয়লাভ-সামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ত' অগ্রীম বেতন প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন? পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত' যথাযোগ্য ধনদান করেন? স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত' পরাজয় করিতেছেন? যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ত'' যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন? বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত' দৃঢ় রূপে সুরক্ষিত করেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত' প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন? অষ্টাঙ্গযুক্ত বলমুখ্য কর্তৃক সুশিক্ষিত আপনার চতুরঙ্গিণী সেনা ত' শত্রুপরাজয়ে সমর্থ হইয়াছে? পররাষ্ট্রের শস্যাচ্ছেদন ও শস্যসংগ্রহকাল উপেক্ষা করিয়া শত্রুহিংসায় ত' প্রবৃত্ত হয়েন? অর্থচিন্তার নিমিত্ত আপনার অধিকৃত পুরুষেরা ত' স্বরাজ্য ও পররাজ্যে নিযুক্ত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে? তাহারা ত' বিসংবাদী হইয়া পরস্পরের মন্ত্রণা প্রকাশ করে না? ভৃত্যেরা ত' ত্বদীয় বশবর্তী হইয়া খাদ্যসামগ্রী, গাত্রমার্জনবস্তু ও গন্ধদ্রব্য সকল রক্ষা করিয়া থাকে? আপনাতে অনুরক্ত কর্ম্মচারিগণ ধনাগার, বাহন, দ্বার, আয়ুধ ও আয় ইত্যাদির ত' সম্যক তত্ত্বাবধান করে? আপনি ত' আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয়লোক হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে ত' রক্ষা করিয়া থাকেন? আপনার আয়ের চতুর্থ ভাগ, অর্দ্ধ ভাগ বা ত্রিভাগ দ্বারা নিজ ব্যয় ত' নির্ব্বাহ করেন? বৃদ্ধলোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক, শিল্পী, আশ্রিত, দীন, দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ধন-ধান্য প্রদান দ্বারা ত' অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? আয়-ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়-ব্যয় সকল পূর্ব্বাহ্নে ত' নিরূপণ করিতেছে? বিষয়কর্ম্মচতুর, হিতৈষী কর্ম্মচারিগণ অকৃতাপরাধে আপনার নিকট ত' পদচ্যুত হইতেছে না? অধিকৃত [আয়ত্তীকৃত—স্ববশে স্থিত]-বর্গের তারতম্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ত' তদনুরূপ কার্য্যে

নিযুক্ত করিয়া থাকেন? লুব্ধ, চৌর, বৈরী বা অপ্রাপ্তব্যবহার [অজ্ঞাতকুলশীল] ব্যক্তি ত্বদীয় কার্য্যে ত' নিয়োজিত হয় না? তস্কর, লুব্ধক, কুমারগ বা স্ত্রীদিগের প্রবলতা অথবা স্বয়ং রাষ্ট্রপীড়া ত' উৎপন্ন করেন না? রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত' সন্তুষ্টচিত্তে কালব্যাপন করিতেছে? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর-সকল ত' নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত' বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত' অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ত' শতচতুর্থাংশ বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন? সাধুলোক দ্বারা আপনার বার্তাসকল ত' সম্যক অনুষ্ঠিত হইতেছে? কারণ, তদগুণে লোকে সুখী হইয়া থাকে। জনপদস্থ সমস্ত প্রাজ্ঞ বীরপুরুষেরা ত' মহারাজের হিতচিন্তায় তৎপর রহিয়াছেন? নগররক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষপল্লী পল্লীগ্রামের ন্যায় ত' করিয়া রাখিয়াছেন? নগরাদি ত' আপনার সম্যক বশংবদ রহিয়াছে? তস্করেরা ত' ত্বদীয় বিষয়ে সম বিষম স্থলে দলবদ্ধ হইয়া নগরের অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না? প্রমদাগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে ত' সমুচিত সান্ত্বনা করিয়া থাকেন? বিশ্বাস করিয়া ত' তাহাদিগের নিকটে কোন গুহ্যকথা ব্যক্ত করেন না? কোন অমঙ্গলবার্তা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া স্রক্চন্দনাদি প্রিয়বস্তুর অনুভবসুখে ত' নিদ্রিত হয়েন না? ব্রজনীর প্রথম দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পশ্চিম নিশায় ত' ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাকেন? হে মহারাজ! যথাকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেশভূষা সমাপন করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত' দর্শন প্রদান করেন? আপনার শরীররক্ষার্থে রক্তাম্বরধারী অলঙ্কৃত রক্ষকেরা ত' খড়্গধারণপূর্ব্বক উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে? যমের ন্যায় আপনার নিকটে ত' পূজার্হ ব্যক্তি সমুচিত পূজা ও দণ্ডার্হ ব্যক্তি সমুচিত দণ্ড লাভ করে? কে প্রিয়, কে অপ্রিয়, তাহা ত' সম্যকরূপ পরীক্ষা করিয়া চলেন? শারীরিক পীড়া হইলে নিয়ম ও ঔষধসেবন দ্বারা ত' তাহার প্রতিকার-বিধান করিয়া থাকেন? মানসিক পীড়া হইলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত সতত আলাপ করিয়া ত' স্বাস্থ্য লাভ করেন? আপনার বৈদ্যগণ ত' অষ্টাঙ্গচিকিৎসাবিদ্যায় বিশারদ, সুহৃদ ও অনুরক্ত? তাহারা ত' সতত আপনার শারীরিক হিতচেষ্টায় রত থাকে? আপনি ত' লোভ, মোহ ও অভিমানরহিত হইয়া আর্থি-প্রত্যার্থিদিগের কার্য্য দর্শন করেন? লোভ, মোহ, বিশ্রম্ভ [প্রিয়ালাপ] অথবা প্রণয়ের বশীভুত হইয়া ত' আশ্রিত লোকদিগের বৃত্তিরোধ করেন না? পৌরবর্গ ও জনপদবাসী লোকেরা ত' মিলিত হইয়া শত্রুর নিকট হইতে বিপুল অর্থগ্রহণপূর্ব্বক আপনার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছে না?

দুর্ব্বল শত্রুকে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অতিশয় পীড়িত করেন না? মন্ত্রবলে ত' বলবান শত্রুকে সমধিক যন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন না? বলপ্রয়োগ ও মন্ত্র দ্বারা কাহার ত' একেবারে সর্ব্বনাশ হইতেছে না? প্রধান প্রধান রাজগণ ত' আপনার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত? তাহারা ত' ত্বদীয় সমাদরে বশীভুত হইয়া উপকারার্থে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও সম্মত হয়েন? আপনি ত' সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ে গুণ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের ও সজ্জনদিগের পূজা করিয়া থাকেন? কারণ, উহা আপনার মোক্ষহেতু ও মঙ্গলবিধায়িনী। মহারাজ! যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষাচরিত ত্রয়ীমূলক ধর্ম্মের ত' অনুষ্ঠান করিতেছেন, সুস্বাদ

অন্নপান দ্বারা গুণবান ব্রাহ্মণদিগকে ত' ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন? একাগ্রচিত্ত হইয়া ত' বাজেপেয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্ন হয়েন? গুরুজনম বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তপস্যগণ, চৈত্যবৃক্ষ শুভফলপ্রদ ব্রাহ্মণদিগকে ত' নমস্কার করিয়া থাকেন? আপনি ত' শোক ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হয়েন না? লোক সকল মাঙ্গল্যবস্তু হস্তে লইয়া ত' আপনার পার্শ্বে অবস্থিতি করে? হে মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও ক্রিয়া ত' মদীয় প্রশ্নের অনুবর্তিনী হইয়াছে? কারণ, এরূপ হইলে উভয়েই আয়ুস্য, যশস্য ও ধর্ম্মকামার্থদর্শনী হইবে। এতদানুসারে কার্য্য করিলে রাজ্যের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, রাজাও পৃথিবী জয় করিয়া পরমসুখে কালযাপন করেন। লোভান্ধ অনভিজ্ঞ ত্বদীয় অধিকৃত লোক কর্তৃক চৌরাপবাদগ্রস্ত আর্য্যচরিত বিশুদ্ধস্বভাব শুচি ব্যক্তি নিধনদণ্ডে ত' দণ্ডিত হয়েন না? দুষ্ট, অহিতকারী, কদর্য্যস্বভাব, দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত্র [অপহৃত দ্রব্য]সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত' ক্ষমালাভে সমর্থ হয় না? নাস্তিক্য, অমৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকারত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গলকার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দশ রাজদোষ ত' আপনি সর্ব্বতোভাবে বর্জন করিয়াছেন? উক্ত চতুর্দশ রাজদোষ বদ্ধমূল ভূপালদিগকেও উন্মলিত করে। আপনার বেদাধ্যয়ন ত' সফল হইয়াছে? ধনোপার্জনের ত' সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। দারপরিগ্রহের ত' ফললাভ হইয়াছে এবং বিদ্যাশিক্ষাও ত' ফলবতী বটে?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি যে আমার বেদাধ্যায়নাদির সফলতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসমস্ত কিরূপে সফল হয়?" নারদ কহিলেন, "মহারাজ! বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র; ধনোপার্জনের ফল দান ও ভোজন; দারপরিগ্রহের ফল রতিক্রীড়া ও অপত্যোৎপাদন; বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার।" মহাতপা মুনিবার এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রাজন! লাভপ্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে সমাগত বণিকগণের নিকট আপনার শুল্কোপজীবী রাজপুরুষেরা ত' যথোক্ত শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে? সেই সকল বণিকেরা ত' সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় এবং ত্বদীয় লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ত' পণ্যদ্রব্য আনয়ন করে? আপনি ত' অবহিত হইয়া ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ পুরুষদিগের ধর্ম্মর্থযুক্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন? কৃষিতন্ত্র, গো, পুষ্প, ফল ও ধর্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ত' ঘৃত-মধু-প্রদান দ্বারা আপ্যায়িত করেন? শিল্পকারদিগকে ত' উপকরণসামগ্রী সকল নিয়ত প্রদান করিয়া থাকেন? হে মহারাজ! কৃতোপকার ত' স্মরণ করিয়া রাখেন? সৎকর্ম্ম করিলে তাহাকে ত' প্রশংসা ও সাধুগণমধ্যে সমাদরপূর্ব্বক সৎকার করিয়া থাকেন? হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতির লক্ষণসকল তা শিক্ষা করিয়াছেন? গৃহে বসিয়া ত' ধনুর্ব্বেদের লক্ষণ ও নাগরীযন্ত্রসূত্র [বন্দুকে গুলী ছোড়ার কৌশল] সম্যকরূপ অভ্যাস করেন? মহারাজ! শত্রুনাশক সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড ও বিষযোগ ত' আপনার বিদিত আছে? অগ্নি, ব্যাল, রোগ ও ক্ষোভ হইতে ত' স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন? অন্ধ, মুক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত' পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন? নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মার্দব [মৃদুতা—কোমল ব্যবহার] ও দীর্ঘসূত্রতা [অলসের মত দীর্ঘকালে ক্রিয়াসম্পাদনকারী]। এই ছয়টি অনর্থ ত' একেবারে

পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহাত্মা কুরুসত্তম যুধিষ্ঠির, দেবর্ষির এবং প্রকার উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "হে তপোধন! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল।" রাজা দেবর্ষিসমক্ষে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিতে লাগিলেন এবং অচিরকালমধ্যে সাগরাম্বরা [সমুদ্রবেষ্টিতা] বসুন্ধরার অধীশ্বর হইলেন। নারদ কহিলেন, "মহারাজ! যিনি এইরূপে চতুর্ব্বর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখে বিহার করিয়া চরমে ইন্দ্রসালোক্য প্রাপ্ত হয়েন।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়
দেবর্ষি-নিকটে সভা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক তদীয় উত্তরস্বরূপ আনুপূর্বিক কহিতে লাগিলেন, "ভগবন! আপনি যে ধর্ম্মনিশ্চয় উপদেশ করিলেন, তাহা ন্যায়ানুগত বটে, আমি সাধ্যানুসারে এতদনুরূপ করিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে ভূপালগণ ন্যায়তঃ সংগৃহীতার্থ যে সমস্ত অর্থবৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন, আমিও সেইরূপ করিতেছি। আর তাহারা যে সকল সৎকর্ম্ম অনিয়তাত্মতাপ্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি না।"

যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে বিশ্রান্ত দেখিয়া রাজগণমধ্যে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক যথাযোগ্য সময়ে কহিলেন, "ভগবন! আপনি অপ্রতিহতগতিপ্রভাবে ব্রহ্মানির্মিত অনেকানেক লোক সন্দর্শন করিয়া পর্য্যটন করিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন স্থানে আমাদিগের এই অপূর্ব্ব সভার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না, অনুগ্রহপূর্ব্বক কহিয়া চরিতার্থ করুন।" মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে ও মধুর বচনে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার এই মণিময়ী সভাসদৃশী দ্বিতীয় সভা মনুষ্যলোক দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে যদি আপনার শ্রবণবাসনা বলবতী হয়, তবে পিতৃরাজ যম, ধীমান বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কৈলাসনিবাসী কুবেরের সভা কীর্তন করিব। ভগবান ব্রহ্মার দিব্যাভিপ্রায়োপেত [দৈবসৌকর্য্যযুক্ত-দিব্যভাব্যমণ্ডিত] বিশ্বরূপিণী ক্লমাপহারিণী দিব্য এক সভা আছে, আমি সেই সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করা। এই সভা দেবগণ, পিতৃলোক, সাধ্যসমূহ এবং শান্ত যতাত্মা যাজ্ঞিকবর্গ, শান্তশীল বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ মুনিগণ কর্তৃক সেবিত।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবান! সেই সমস্ত সভা কিরূপ বিস্তীর্ণ ও আয়ত এবং তাঁহাতে কতই বা দ্রব্যজাত রহিয়াছে? পিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত যম, বরুণ ও কুবের স্ব স্ব সভায় আসীন হইলে কে কে তাহাদিগকে উপাসনা করিয়া থাকেন? আপনি এই সমস্ত কীর্তন করুন, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাদের একান্ত কুতূহল হইয়াছে।" মহর্ষি নারদ

ধর্ম্মরাজ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি ক্রমশঃ সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

৭ম অধ্যায়
ইন্দ্রসভা-বর্ণন

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র বহু প্রযত্নসহকারে বিশ্বকর্মা দ্বারা আপন সভা নির্ম্মাণ করান। ঐ সভার প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, উহা শতযোজন বিস্তীর্ণ সার্দ্ধ শত-যোজন দীর্ঘ ও পঞ্চ যোজন উন্নত। উহা শূন্যমার্গে স্থির এবং যথা ইচ্ছা! গমনাগমন করিতে পারে। উহাতে জরা, শোক, ক্লম, আতঙ্ক প্রভৃতি কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে উত্তমোত্তম গৃহ, আসন ও দিব্য পাদপসমুদয় শোভা পাইতেছে। অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন শ্রীমান্ যশস্বী অমররাজ ইন্দ্র দিব্য কিরীট, বিদ্যাম্বর, লোহিতাঙ্গদ ও বিচিত্র মাল্য ধারণপূর্ব্বক শচীসমভিব্যাহারে ঐ সভায় মহার্হ আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

গৃহবাসী যাবতীয় দেবগণ ও দিব্যরূপধারী দিব্যালঙ্কারশোভিত সিদ্ধ ও সাধ্যগণ, হেমমাল্যধারী তেজস্বী মরুত্বদগণ, ও অন্যান্য দেবগণ এবং অমল, পাপরহিত, অগ্নির ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান, তেজস্বী ও শোকজ্বরারহিত দেবর্ষিগণ অনুচরগণসমভিব্যাহারে প্রত্যহ ঐ সভায় আগমন করিয়া মহেন্দ্রের উপাসনা করেন। মহর্ষি পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গালিব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরবশিরাঃ, ক্রোধন দুর্ব্বাসা, শ্যেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডারিনি, হবিষ্মান, গরিষ্ঠ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদারশাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষীবল, বাতস্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করালদন্ত, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্ম ও তুম্বুরু এবং অযোনিজ ও যোনিজগণ, বায়ুভক্ষণসকল ও হুতাশি-সমুদয় সর্ব্বলোকেশ্বর পুরন্দরের উপাসনা করেন। সহদেব, সুনীথ, মহাতপাঃ বাল্মীকি, সত্যবাক, শমীক, সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রচেতাঃ, মেধাতিথি, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরুও মরীচি, মহাতপঃ স্থাণু, কান্ধীবান, গৌতম, তাক্ষ্য, মহর্ষি বৈশ্বনর, কালকবৃক্ষীয়, অশ্রাব্য, হিরন্ময়, সংবর্ত্ত, দেবহব্য, বীর্য্যবান, বিশ্বকসেন, কর্থ, কাত্যায়ন, গার্গ্য, কৌশিক, দিব্য অপ, সমুদয়, ওষধিসকল, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, বিদ্যুৎ সমুদয়, জলবাহ, মেঘগণ, বায়ুগণ, স্তনয়িত্বগণ, পূর্ব্বদিক, যজ্ঞবাহ সপ্তবিংশতিসংখ্যক পাবকগণ, অগ্নিসমবেত সোম, ইন্দ্রসমবেত অগ্নি, মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, গুরু, সাধ্যগণ, শুক্র, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সুমনাঃ, তরুণ, যজ্ঞসকল, দক্ষিণাসকল, গ্রহগণ, তারাসমুদয় ও যজ্ঞবাহ মন্ত্রগণ ঐ সভায় সমুপস্থিত থাকেন। অপ্সরাগণ ও মনোরম গন্ধর্ব্বসকল বিবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, মঙ্গলস্তুতিপাঠ ও বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা বলবৃত্রনিসূদন ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেন। তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণ, হুতাশনের ন্যায় জাজুল্যমান রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ দিব্যমাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রসদৃশ মনোরম বিমানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা ঐ সভায় যাতায়াত করেন। বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্য সমুপস্থিত হয়েন। চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এই সমস্ত ব্যক্তি, অন্যান্য মহাত্মাগণ, ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

হে রাজনী! আমি এই নলিনরাজিবিরাজিত ইন্দ্রসভা পূর্ব্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে যমের সভা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

৮ম অধ্যায়

যমসভা-বৃত্তান্ত

নারদ কহিলেন, হে মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বৈবস্বত যমের যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেছি, অবহিত হউন। ঐ কামরূপিণী, সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্না, নাতিশীতোষ্ণা, মনোহারিণী সভা শত যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে শোক, জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, দৈন্য, ক্লম প্রভৃতি কোন অপ্রিয়ই নাই। তথায় দিব্য, মর্ত্য, কাম্য যাবতীয় বস্তু, সরস সুস্বাদু মনোহর প্রচুর চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য, সুগন্ধি মাল্য, কামফল পাদপাবলী এবং সুস্বাদ শীত ও উষ্ণ সলিল সমুদয় সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে।

হে রাজন! পরম পবিত্র রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ ঐ সভায় আগমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে যমের উপাসনা করেন। যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, সোমাক, নৃগ, রাজর্ষি, ত্রসদস্যু, কৃতবীর্য্য, শ্রুতিশ্রবাঃ, বেগ, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধকৃতবেগ, কৃতি, নিমিষ, প্রতদন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত, মরুত্ত, কুশিক, সাঙ্কাশ্য, সাঙ্কৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্ব, সদশ্বোর্মি, মহারাজ কার্তবীর্য্য, সুরথ, ভরত, সুনীত, নিশঠ, নল, সুমনাঃ, দিবোদাস, অম্বরীষ, ভগীরথী, ব্যশ্ব, সদশ্ব, বধ্র্যশ্ব, বেগবান পৃথুশ্রবাঃ, পৃথদশ্ব, বসুমনাঃ, মহাবল ক্ষুপ, বৃহদণ্ড, বৃষসেন, মহারথ, পুরুকুৎস, আর্ষ্টিষেণ, দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, ঔশীনরি, শর্যাতি, শুদ্ধাত্মা শরভ, অঙ্গ, রিষ্ট, বেণ, দুষ্মন্ত, সৃঞ্জয়, জয়, ভাঙ্গাসুরি, সুনীথ, নিষদ, বিহীনর, করন্ধম, বাহ্লীক, সুদ্যুম্ন, মহাবল মধু, ঐল, মরুত্ত, কপোতরোমা, কৃতক, সহদেব, অর্জ্জুন, সাশ্ব, কৃশাস্ব, মহারাজ শশবিন্দু, দাশরথি রাম, লক্ষ্মণ, প্রতর্দ্দন, অলর্ক, কক্ষসেন, গয়, গৌরাশ্ব, জামদগ্ন্যি রাম, নাভাগ, সগর, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথাশ্ব, জনক, ভূপতি বৈণ, বারিষেণ, পুরুজিৎ, জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত, রাজা উপরিচর, ভীমজানু, গৌরপৃষ্ঠ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, নল, গয়, পদ্ম, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, পৃথুলাশ্ব, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সুদ্যুম্ন, অষ্টক, মৎস্যবংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপাল, হয়বংশীয় শত রাজা, ধৃতরাষ্ট্রীয় শত জন, জনমেজয়বংশীয় অশীতি জন, ব্রহ্মদত্তবংশীয় শত জন, ঈরিবংশীয় শত জন, ভীষ্মবংশীয় দ্বিশতজন, ভীমবংশীয় শত জন, প্রতিবিন্ধ্যকবংশীয় শত জন, নাগবংশীয় শত জন, পলাশবংশীয় শত জন ও কুশকাশ প্রভৃতি শত জন এবং রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গ ব, শতরথ, দেবরাজ, জয়দ্রথ, মন্ত্রিসমবেত বুদ্ধিমান রাজর্ষি বৃষদর্ভ ও অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ মহৎ অশ্বমেধানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গগত শশবিন্দুবংশীয় সহস্র সহস্র জন ঐ সভায় গমন করিয়া ভগবান যমের উপাসনা করেন। হে রাজন! এই সমস্ত রাজর্ষিগণ পরমপবিত্র, কীর্তিমান ও বহুশ্রুত। অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল, মৃত্যু, সকল যজ্বা, সিদ্ধগণ, সমুদয় যোগশরীরী এবং মূর্তিমান অগ্নিষ্বাত্ত, ফেনপ, উষ্মপ, স্বধাবান, বর্হিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান বহ্নি, দুষ্কৃতকর্ম্ম মনুষ্যগণ, দক্ষিণায়ন, মৃত্যুগণ, কালানয়নে নিযুক্ত যমের পুরুষগণ, শিংশপপলাশ সমুদয় ও কাশকুশাদি সকল ঐ সভায় ভগবান যমের উপাসনা করেন।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকে আসিয়া ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাদের নামের ও কর্মের সংখ্যা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে কুন্তিনন্দন! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ পরমরমণীয় সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা যথেচ্ছ গমন করিতে পারে, উহাতে ভয়ের সম্পর্ক নাই এবং উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যেন সতত প্রজ্বলিত হইতেছে।

হে রাজন! উগ্রতপাঃ, সুব্রত, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র ও শূন্যাসীন সন্ন্যাসিগণ এবং ভাস্বরকলেবর, দিব্যাম্বর, বিচিত্রাঙ্গদ, চিত্রমাল্য, উজ্জ্বল কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত, পুণ্যশালী অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় গমন করিয়া থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, পুণ্য, গন্ধ ও শব্দ এবং দিব্য মাল্যসমুদয় তথায় সতত সমুপস্থিত থাকে। সহস্র সহস্র দিব্যরূপধারী মনস্বী ধার্মিকগণ মহাত্মা যমের উপাসনা করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা ধর্ম্মরাজের সভা এই প্রকার, এক্ষণে নলিনমালাশালিনী বরুণের সভা বর্ণনা করিব।

৯ম অধ্যায়
বরুণ-সভাবিবরণ

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বরুণের অসীম প্রভাবসম্পন্ন, অত্যুন্নত ও শুক্ল প্রাকার-পরিবেষ্টিত যমসভার ন্যায় আয়ত এক অপূর্ব্ব সভা সলিলমধ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা ফলপুষ্পোপশোভিত রত্নময় রমণীয় বৃক্ষমালায় অলঙ্কৃত এবং নীল, সিত, লোহিত, কৃষ্ণ, শ্যামলবর্ণ বিতানে ও মঞ্জরীজালিধারী [নব নব পত্রযুক্ত] গুল্মসকলে সমাচ্ছন্ন। তথায় বিপুলকলেবর সুমধুর স্বরসংযোগশালী শত সহস্র অনির্দেশ্য [অজ্ঞাতনামা—যাহাদের নাম জানা যায় না, এইরূপ] বিবিধ বিহগগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে। সেই সভাস্থলী নাতিশীতোষ্ণ ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট, বেশ্মাবলী [গৃহসমূহ] ও আসনসমূহ তাহার মনোহর শোভা সম্পন্ন করিয়াছে। বরুণদেব বিদ্যাম্বরধারী ও দিব্যাভরণভূষিত হইয়া স্বীয় সহধর্মিণী বারুণীদেবীসমভিব্যাহারে তথায় বিরাজ করেন। সেই স্থানে সুগন্ধি চন্দনচর্চিত দিব্যমাল্যধারী আদিত্যগণ, বাসুকি, তক্ষক, নাগ, ঐরাবত, কৃষ্ণ, লোহিত, প্রভূতবলশালী, পদ্মচিত্র, কম্বল, ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বতর, বলাহক, মণিমান, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, অণিমান, প্রহ্লাদ, মূষিকাদ, জনমেজয় ও অন্যান্য পতাকী ফণাবান মণ্ডলবিশিষ্ট বহুতর সর্প তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান বরুণদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। আর বিরোচনানন্দন বলি, মহারাজ নরক, সংহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, কালখঞ্জ দানবীসকল, সুহনু, দুর্ম্মুখ, শঙ্খ, সুমনা, সুমতি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রন্থন, পিঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরাঃ, দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসাঃ, দশাবার, টিট্টিভ, বিটভূত, ইন্দ্রতাপন, সংহ্লাদ, দিব্যকুণ্ডলধারী লব্ধবর বীরাগ্রণী জিতামৃত্যু দৈত্যদানবীসকল সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান ও দিব্যমালা ধারণপূর্ব্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিতেছেন। আর চারি সমুদ্র, ভাগীরথী, কালিন্দী, বিদিশা, বেথা, বেগবাহিনী নর্ম্মদা, বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগ, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, দেবনদী সিন্ধু, গোদাবরী, কৃষ্ণবেথা, সরিদ্বরা, কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা, বৈতরণী, তৃতীয়া, জ্যোষ্ঠিলা, মহানদ, শোণ, চর্ম্মঘাতী, পর্ণাশা, মহানদী সরযূ, বারবত্যা, লাঙ্গলী, করতোয়া, আত্রেয়ী, মহানদ, লোহিত্য, লঘন্তী, গোমতী, সন্ধ্যা, ত্রিস্রোতসী ও

অন্যান্য প্রখ্যাত নদী, তীর্থ সরোবর, কূপ, বিগ্রহশালী প্রস্রবণ, দেহবিশিষ্ট তাড়াগ ও পল্বল সকল, দশদিক, মহী, মহীধরসমূদয় ও জলচর জীবসকল মহাত্মা বরুণের উপাসনা করিতেছে। গীতবাদ্যানুরক্ত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ স্তুতিবাদ দ্বারা তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। রত্নসম্পন্ন পর্ব্বত ও রসসকল সুমধুর কথা-প্রসঙ্গে তথায় অধ্যাসীন রহিয়াছে। বরুণমন্ত্রি সুনাভ, গোনামক পুষ্কর পুত্র-পৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া তাহার উপাসনা করিতেছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত মহাত্মারা বিগ্রহ পরিগ্রহণপূর্ব্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি পর্য্যটন-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বরুণসভা সন্দর্শন করিয়াছিলাম, এক্ষণে কুবের-সভা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

১০ অধ্যায়
কুবের সভাসমৃদ্ধি কীর্তন

নারদ কহিলেন, হে রাজন! ধনাধিপতি কুবেরের সভা দীর্ঘে শত যোজন ও প্রস্থে সপ্ততি যোজন বিস্তীর্ণ। ঐ আবরণশালিনী সভা শশধর ও কৈলাসশিখরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কুবের বহু দিবস তপস্যা করিয়া ঐ সভা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গুহ্যকগণ নিরন্তর উহা বহন করায় বোধ হয় যেন শূন্যমার্গেই অবস্থিতি করিতেছে। মহামূল্য বিবিধ রত্ন উহার বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে, দিব্য গন্ধে সকলেরই নাসারন্ধ্রচরিতার্থ হইতেছে। উন্নত হিরন্ময় প্রাসাদে উহার এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদিত হইয়াছে। তাদৃশী মনোহারিণী সভা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা বিদ্যুন্মালার ন্যায় হেমময় অবয়ব দ্বারা বিচিত্র হইয়াছে। ঐ সভামধ্যে শ্রীমান মহারাজ কুবের বিচিত্র বসন-ভূষণ ধারণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, পরম-পবিত্র, বিচিত্র আস্তরণে আবৃত ও দিব্য পাদপীঠসংযুক্ত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মনোহর শীতলসমীরণ উহার মন্দারবন পরিলোড়ন [বিমর্দ্দন]-পূর্ব্বক বহুবিধ সুরভি কমল, কহ্লার প্রভৃতি এবং অলকাপুরী ও গন্ধ বহন করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এ সভায় দেবগণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া দিব্যতানে গান করিয়া থাকেন। মিশ্রকেশী, রম্ভা, ও শুচিস্মিতা চিত্রসেনা, চারুনেত্রা ঘৃতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকস্তলা, বিশ্বাচী, সহজন্য, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, ইরা, বর্গ, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদবুদা, লতা ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নৃত্যগীতবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। সেই সভা দিব্য বাদ্যে, নৃত্যগীতে ও গন্ধর্ব্বস্পরাসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া কমনীয় শোভায় শোভিত হইয়াছে। মণিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকুণ্ডু, মহাবল, প্রদ্যোত, কুস্তুম্বুরু, পিশাচ, গজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, তাম্রৌষ্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচুড়, শিখাবর্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গলক, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাষ্পানিকেত, চীরবাসাঃ ও অন্যান্য শত সহস্র যক্ষ সেই সভায় অধ্যাসীন হয়। ভগবতী কমলালয়া নিয়ত তথায় অবস্থিতি করেন; নলকুবেরও তাঁহাতে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। আমার ও মদ্বিধ অনেক ব্যক্তির কতশত বার তথায় অধিষ্ঠান হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, রাক্ষসসমূহ ও অন্যান্য মহাবল গন্ধর্ব্বসমূহ সভামধ্যে ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। শূলহস্ত ভগবান, ভবানীপতি বিগতক্লমা ভগবতী কাত্যায়নীসমভিব্যাহারে বামন,

বিকট, কুব্জ, লোহিতাক্ষ, মহাবর প্রভৃতি মেন্দোমাংসাশন শত সহস্র ভূতগণে পরিবৃত হইয়া তথায় বিরাজমান হয়েন।

বায়ুর ন্যায় মহাবেগশালী নানা প্রহরণে পরিবৃত হইয়া মহাবল পুরন্দর সর্ব্বদা সখা কুবেরের সহ আসীন থাকেন। বিশ্বাবসু, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু, পর্ব্বত, শৈলুষ, গীতজ্ঞ চিত্রসেন ও চিত্ররথ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতি এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। বিদ্যাধরাধিপতি চক্রবর্মা অনুজগণের সহিত তাঁহার সন্নিহিত থাকিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। শত শত কিন্নর এবং ভগদত্ত প্রভৃতি রাজারাও তথায় ধনেশ্বরের উপাসনায় লিপ্ত হয়েন। কিম্পূরুষাধিপতি দ্রুম, রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, কুবেরের ভ্রাতা বিভীষণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বহুসংখ্যক নিশাচর সমভিব্যাহারে তাহার উপাসনা করেন। হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দুর্দ্দুর, মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, সুনাভ, দিব্য, গিরিদ্বয় এবং মেরু প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পর্ব্বতগণ ধনাধিপতির উপাসনা করিয়া থাকেন। নন্দীশ্বর, ভগবান মহাকাল শঙ্কুকর্ণ প্রভৃতি দিব্য সভ্যগণ, কাষ্ঠ, কটীমুখ, দন্তী, তপোধিক বিজয়া, শ্বেতবর্ণ মহাবল নিনাদকারী বৃষভ, অন্যান্য রাক্ষসগণ ও পিশাচবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। পুলস্ত্যনন্দন কুবের সর্ব্বদাই ভূতপরিবৃত ভগবান ভবানীপতিকে প্রণিপাত করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাহার সমীপে গমন করেন; মহাদেবও কখন কখন তাহার প্রতি সখ্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। নিধিপ্রধান শঙ্খ ও পদ্ম সমুদয় রত্ন গ্রহণ করিয়া তাহার উপাসনা করেন। হে মহারাজ! আমি মনোহারিণী অন্তরীক্ষাগামিনী সেই সভা কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মার সভা বর্ণনা করি, শ্রবণ করুন।

১১শ অধ্যায়
ব্রহ্মার সভাসৌন্দর্য্য-কথন

নারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মার সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন! ঐ সভার তুলনা নাই। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ভগবান আদিত্য মর্ত্যলোকদর্শনার্থী হইয়া পরমসুখে ভূলোকে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া অপরিশ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে ব্রহ্মার মানসী সভা অবলোকন করেন। সভা দর্শন করিয়া তিনি আমাকে অকপটে কহিলেন, "হে নারদ! ব্রহ্মার মানসী সভা অনির্দ্দেশ্য, অপ্রমেয় ও সর্ব্বভূত-মনোরম।" আমি আদিত্যমুখে ব্রহ্মসভার শোভাবর্ণন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদর্শনে একান্ত কুতুহলোক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, "ভগবান! এক্ষণে সর্ব্বপাপনাশিনী শুভা ব্রহ্মসভা সন্দর্শন করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আমি যেরূপ তপস্যা, ঔষধ, যোগ ও কর্ম্ম দ্বারা তাহা দেখিতে পাই, এমত বলিয়া দিউন।" দিবাকর এই কথা শুনিয়া বর্ষসহস্রাসাধ্য ব্রতের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, "হে তপোধন! তুমি একান্তমনে ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান কর।"

অনন্তর আমি তদীয় আদেশে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে ঐ মহাব্রত সাধন করিলাম। তৎপরে তাহার সমভিব্যাহারে ব্রহ্মসভায় উপনীত হইয়া দেখিলাম, দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ অপূর্ব্বসভা নির্দ্দেশ করা যায় না, ক্ষণে ক্ষণে উহা নানা রূপ ধারণ করে, পরিমাণ ও সংস্থানবিষয়ে উহার কেহই কিছুই অবধারণ করিতে পারে না। ফলতঃ আমি ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু কদাচ প্রত্যক্ষ করি নাই। ঐ সভা অতিশয় সুখপ্রদ ও নাতিশীতোষ্ণ, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে লোকের ক্ষুৎপিপাসাজনিত ক্লেশ ও গ্লানিচ্ছেদ হয়, আপাততঃ দেখিলে প্রতীত হয়, যেন সভা নানাবিধ অতিভাস্বর মণিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ দ্বারা ঐ শাশ্বতী সভা অবলম্বিত নহে, তথাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতেছে না। তথায় নানাবিধ দিব্য ও অমিত প্রভ ভাবসমুদয় আবির্ভূত রহিয়াছে। ব্রাহ্মী সভার প্রভাপুঞ্জ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে শোভা বিস্তার করিতেছে। তন্মধ্যে অদ্বিতীয় ভগবান সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবমায়া পরিগ্রহ করিয়া অধ্যাসীন হইয়া থাকেন। প্রজাপতিগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আর দক্ষ, প্রচেতাঃ, আঙ্গিরাঃ, পুলহ, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কর্দ্দম, অথর্ব্ব আঙ্গিরস, বালখিল্য, মরীচিপ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যা, বায়ু, তেজ, জল, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকৃতি, পৃথিবীর অন্যান্য কারণসমুদয়, মহাতেজাঃ অগস্ত্য, বীর্য্যবান মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সংবর্ত্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্ব্বাসা, পরম-ধার্ম্মিক ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান, সনৎকুমার, মহাতপাঃ যোগাচার্য্য অসিত, দেবল, তত্ত্ববিৎ জৈগীষব্য, জিতশত্রু, ঋষভ, মহাবীর্য্য মণি, অষ্টাঙ্গসম্পন্ন বিগ্রহধারী আয়ুর্ব্বেদ, নক্ষত্রগণপরিবৃত চন্দ্র, সহস্রকর দিবাকর, বায়ু, ক্রতুগণ, সঙ্কল্প ও প্রাণ এই সমস্ত মহাব্রতপরায়ণ মূর্ত্তিমান মহাত্মা ও অন্যান্য বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, হর্ষ, দ্বেষ, তপস্যা ও সপ্তবিংশতি অপ্সরগণ তথায় আগমন করিয়া থাকেন। লোকপালবর্গ, শুক্র, বৃহস্পতি, অঙ্গারক, শনৈশ্চর, রাহু প্রভৃতি

গ্রহসমস্ত, মন্ত্র, রথীন্তর, হরিমান, বসুমান, নামদ্বন্দ্বাদাহৃত, অধিরাজসহ আদিত্যগণ, মরুৎ সমুদয়, বিশ্বকর্ম্মা, বসুবর্গ, পিতৃগণ, সমস্ত হবিঃ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদ, বেদাঙ্গ সমুদয়, যজ্ঞ, সোম, দেবগণ, দুর্গতিরণী, সাবিত্রী, সপ্তবিধ বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ, ক্ষমা, সাম, স্তুতিশাস্ত্র, বিবিধ গাথা, দেহসম্পন্ন তর্কযুক্ত ভাষ্য, নানাপ্রকার নাটক, বিবিধ প্রকার কাব্য, বহবিধ কথা, সমস্ত আখ্যায়িকা, সমুদয় কারিকা, এই সমস্ত পাবন ও অন্যান্য গুরুপূজকগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ক্ষণ, লব, মুহূর্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয় ঋতু, সংবৎসর, পঞ্চযুগ, চতুর্বিধ অহোরাত্র, দিব্য নিত্য অক্ষয় অব্যয়, কালচক্র ও ধর্ম্মচক্র ইহারাও প্রতিনিয়ত আসিয়া থাকেন। দিতি, অদিতি, দনু, সুরসা, বিনতা, ইরা, কালিকা, সুরভি, দেবী সরমা গৌতমী, প্রতা, কদ্রু, দেবমাতৃগণ, রুদ্রাণী, শ্রী, ভদ্রা, ষষ্ঠী, মূর্তিমতী দেবী পৃথিবী, হ্রী, স্বাহা, কীর্তি, সুরা দেবী, শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সংবৃত্তি, আশা, নিয়তি, সৃষ্টি, দেবী রতি ও অন্যান্য দেবীগণ ভগবান ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, উনপঞ্চাসৎ মরুৎ ও অশ্বিনীকুমারযুগল, বিশ্বদেবীসমূহ, সাধ্যসার্থ মনোজব পিতৃগণ সকলে সভাসীন ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে পুরুষর্ষভ! ঐ পিতৃলোকদিগের সপ্তগণ, তন্মধ্যে চতুষ্টয় শরীরধারী ও ত্রয় অশরীরী। সকলেই বিরাট-প্রভাব, লোকবিশ্রুত ও চতুর্ব্বর্গপূজিত; প্রথম গণের নাম অগ্নিম্বাত্ত, দ্বিতীয়ের নাম গর্হপত্য, তৃতীয়ের নাম নাকচার, চতুর্থের নাম সোমপ, পঞ্চমের নাম একশৃঙ্গ, ষষ্ঠের নাম চতুর্ব্বেদ, সপ্তমের নাম কলা। ইহারা প্রথমতঃ আপ্যায়িত হইলে সোম পরিতৃপ্ত হয়েন। রাক্ষসগণ, পিশাচবর্গ, দানবসমুদয়, গুহ্যকসকল, নাগসার্থ, সুপর্ণসমূহ ও পশুসমুদয় পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনা করে। স্থাবর-জঙ্গমসকল, মহাভূত সমুদয়, দেবেন্দ্র পুরন্দর, বরুণ, কুবের, যম, ঊমাসহ মহাদেব তথায় সর্ব্বদা সমাগত হইয়া থাকেন। মহাসেন, দেব নারায়ণ, দেবর্ষিবর্গ, বালখিল্য ঋষিগণ, যোনিজ ও অযোনিজ ঋষি-সকল আর ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা সকলেই ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে নরাধিপ! আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অষ্টাশীতি সহস্র ঊৰ্দ্ধরেতা ঋষি, প্রজাবান, পঞ্চাশৎ ঋষি ও অন্যান্য দেবতা সকলে ব্রহ্মাকে মনোবাঞ্ছা পূরণপূর্ব্বক দর্শন ও প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

সর্ব্বভুতদয়াবান ব্রহ্মা অভ্যাগত অতিথিগণ, দেব, দৈত্য, নাগ, দ্বিজ, যক্ষ, সুপর্ণ, কালেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব সকলেরই সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। তিনি যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাদ, সম্মান ও অর্থপ্রদান দ্বারা তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করেন। এই সমস্ত আগন্তুকদিগের সমাগমে ও দগড়বাদ্যে সেই সুখপ্রদা সভা আকুল হইয়া উঠে। সর্ব্বতেজোময়ী, দিব্যা, ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা, শ্রমাপহারিণী, সেই সভা ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমান হইয়া অদ্ভুত শোভা পাইয়া থাকে। হে রাজশার্দূল! যাদৃশ তোমার এই সভা মনুষ্যলোকের দুর্লভ, তাদৃশ ত্রিলোকমধ্যে ব্রহ্মসভা দুষ্প্রাপ্য। হে ভারতবংশশ্রেষ্ঠ! আমি দেবলোকে এই সমস্ত সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে মনুষ্যলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম তোমার এই সভা দর্শন করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি কহিলেন যে, প্রায় সমুদয় রাজলোক সমসভার অন্তর্গত রহিয়াছেন। বরুণদেবের সভায় নাগগণ, দৈত্যেন্দ্র সকল ও অনেকগনেক সরিৎ ও সাগর অবস্থিতি করিতেছেন। ধনপতি কুবেরের সভায় যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এবং ভগবান ভবানীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ ও দেবসমূহ বাস করেন এবং তথায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সভা কেবল দেবগণে অলঙ্কৃত এবং তাহার কোন কোন প্রদেশ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিসেবিত। সেই মহতী অমরাধিপতিসভায় কেবল একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র পরমসুখে বাস করিতেছেন। হে মুনিবর! রাজা হরিশ্চন্দ্র কি প্রকার তপস্যা বা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে, তিনি দেবরাজের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন? আর পিতৃলোকগত মহাভাগ পিতা পাণ্ডুর সহিত আপনার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইল এবং প্রত্যাগমনসময়ে সেই মহাপুরুষ আপনাকে কি কহিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। আপনার নিকট সবিস্তার শ্রবণ করিতে আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।"

রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যশঃকীর্তন

তপোধন দেবর্ষি কহিলেন, "মহারাজ! যাহার বিষয় জানিবার নিমিত্ত এত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, আমি আপনার নিকট সেই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করি, শ্রবণ করুন।"

রাজা হরিশ্চন্দ্র সসাগর সদ্বীপা বসুন্ধরার সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাহার শাসনের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন। তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রভাবে সপ্ত-দ্বীপ জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাহার আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজগণ ভূরি ভূরি ধন আনয়ন করিলেন এবং তাহারা ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষ্টৃপদে নিযুক্ত হইলেন। সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত যাজকেরা যত অর্থ প্রার্থনা করিলেন, রাজর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনের পঞ্চগুণ অধিক প্রদান করিলেন। নানা দিগদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ সমাগত হয়েন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রত্যাগমনকালে বিবিধ রত্নসমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিতেন। বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও রত্নসমূহে পরিতৃপ্ত দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ভুরি ভুরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞফলে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সমস্ত রাজলোক অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া উঠিলেন। সেই প্রবল প্রতাপ রাজর্ষি মহাক্রতু-সমাপন্যান্তে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! যে-সকল মহীপালেরা রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাহ্লাদে ইন্দ্রের সহিত কালব্যাপন করিতে পারেন এবং যাহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েন, অথবা অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাহারাও ইন্দ্রলোকে উত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণপূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে থাকেন।

নারদ-নিকটে পাণ্ডুর রাজসূয় নির্দেশশ্রবণ

হে কৌন্তেয়! আপনার পিতা পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকাতিশায়িনী শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমাকে মনুষ্যলোকে আসিতে দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,

‘মহর্ষে! আপনি নরলোকে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন, ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভুত এবং তিনি সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ; অতএব ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়-যজ্ঞের যেন অনুষ্ঠান করেন। তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু দিবস অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগ করিয়া ইন্দ্রের সহিত কালযাপন করিতে পারিব।” অনন্তর আমি আপনার পিতাকে কহিলাম, ‘মহারাজ! যদি আমি ভূলোকে গমন করি, অবশ্যই আপনার পুত্রকে ত্বদীয় প্রার্থনা জানাইব।” হে ভারতর্ষভ! এক্ষণে আপনি প্রযত্নাতিশয় সহকারে পিতার সঙ্কল্পসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হউন, তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণসমভিব্যাহারে মহেন্দ্রলোকে গমন করিবেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! রাজসূয় প্রধান যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু ইহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যজ্ঞহন্তা ব্রহ্মরোক্ষসেরা সতত ইহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকে, ইহাতে ক্ষত্রিয়ান্তক ও পৃথিবীক্ষয়কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ফলত কোন না কোন অনিষ্টপাত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে; অতএব এই সমস্ত সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে ক্ষেমলাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। প্রতিদিন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবহিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ধন দ্বারা যোগানুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ ও দ্বিজাতিগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

মহারাজ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্তন করিলাম; এক্ষণে বিদায় হই, আদ্য দশার্হ নগরীতে গমন করিব। নারদ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিয়া সমভিব্যাহারী ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর রাজা যুথিষ্ঠরি অনুজগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১২শ অধ্যায়

রাজসূয়ারম্ভ-পর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজসূয়—যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। তিনি মহাত্মা রাজর্ষিগণের মহিমা এবং পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যজ্বদিগের উত্তম লোকপ্রাপ্তি, বিশেষতঃ রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিষয় সমালোচনা করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন। তখন সেই কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুনন্দন সমস্ত সভাসদগণকে পূজা করিয়া ও তাঁহাদিগের কর্তৃক পূজিত হইয়া বারংবার চিন্তা করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তৎপরে সেই অদ্ভুততেজঃ ধর্মানন্দন প্রজাদিগের হিতসাধনে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া অবশেষে সর্ব্বলোকের উপকার করিতে লাগিলেন। রাজা ক্রোধমদবিবর্জিত হইয়া সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ফলতঃ তাহার রাজ্যমধ্যে কেবল 'সাধু ধর্ম্ম, সাধু ধর্ম্ম', ভিন্ন আর কোন কথাই ছিল না। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুত্রের ন্যায় প্রজাগণকে প্রতিপালন করায় কেহই আর তাহার দ্বেষ্টা রহিল না। এইরূপে তিনি অজাতশত্রু হইয়া উঠিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ [উদার ব্যবহার—সকলের সঙ্গে সস্নেহ মিলন], ভীমসেনের প্রতিপালন, সব্যসাচী অর্জ্জুনের শত্রু-নিবারণ, ধীমান সহদেবের ধর্ম্মানুশাসন এবং নকুলের স্বাভাবিক নম্রতা দ্বারা তাহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা ভয়ের সম্পর্ক রহিল না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকিল, পর্জ্জন্য যথাকলে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সকল প্রজারাই ধনসম্পত্তিসম্পন্ন হইল। বার্দ্ধর্ষী [কুসীদ বৃত্তি— সুদে টাকা খাটান], যজ্ঞসত্ত্ব [যজ্ঞের উপাদান], গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য সমুদয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইল। অনুকর্ষ [দারিদ্র্যবশতঃ রাজার নিকট প্রজার ঋণ গ্রহণ], নিষ্কর্ষ [করের জন্য প্রজাপীড়ন], ব্যাধি, অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি কিছুই রহিল না। দস্যু, বঞ্চক বা রাজবল্লভগণ রাজার কোনপ্রকার অনিষ্টাচরণ করিত না। ধার্মিকবর মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তথাকার নৃপগণ, বণিক-সমুদয়, রজোগুণপ্রধান লোভী লোক এবং সামান্য জাতি সকলেই সর্ব্বদা রাজার প্রিয়কার্য্য দেবোপাসনা এবং স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিত। সেই সম্রাট সর্ব্বগুণান্বিত, সর্বংসহ, সর্ব্বব্যাপী ও অসীম কীর্তিমান ছিলেন। কি দ্বিজাতি, কি গোপজাতি সমস্ত প্রজারাই সেই ভূপতির পিতৃকর্তব্য নীতিশিক্ষা প্রদানাদি ও মাতৃকর্তব্য বাৎসল্যাদি গুণ দ্বারা উপকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-মন্ত্রণা

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় মন্ত্রিগণ ও অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বারংবার রাজসূয়—যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছুক মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের সেই মহার্থ বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে কুরুনন্দন! নৃপতি যদ্দারা অভিষিক্ত হইয়া বারুণগুণ প্রাপ্ত হন, তদ্দারা তিনি সমস্ত সম্রাটুগুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

আমরা আপনার সুহৃদ, আমাদের মতে আপনার রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বল থাকিলেই ঐ যজ্ঞ অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সামবেদ দ্বারা ষট্‌প্রকার অগ্নি সংস্থাপন করেন। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমুদয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই যজ্ঞের শেষে অভিষেক করিলে লোক সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠে। হে মহারাজ! আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ; আমরা সকলেই আপনার বশীভুত। অতএব আপনি অচিরাৎ ঐ রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ করিবেন। হে রাজন! এক্ষণে কোন বিচার না করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান সঙ্কল্প করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে সেই স্বাভিলষিত ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া রাজসূয়ানুষ্ঠানে নিশ্চয় করিলেন। তখন তিনি পুনরায় ভ্রাতৃগণ, ঋত্বিকগণ, মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্য ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, "হে মন্ত্রবিশারদগণ! আমি সার্ব্বভৌমোচিত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বলুন, কি প্রকারে আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে?" ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ ও ঋত্বিকগণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! তুমি রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পোত্র বলিয়াই উৎসাহ প্রদান করিলাম।" তখন তাহার ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ তাহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাপ্রজ্ঞ যুধিষ্ঠির লোকগণের হিতবাসনায় পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য, সম্পত্তি, দেশ, কাল, ও ব্যয় দেখিয়া এবং সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল আপনার মতে কর্তব্য হইল বলিয়া যজ্ঞারম্ভ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া অপ্রমেয় মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন। ধর্ম্মরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সত্বর দ্বারাবতী গমন করিয়া বাসুদেবের সমীপে সমুপস্থিত হইল। ভগবান চক্রপাণি দূতমুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাঙক্ষা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরাম-সমাদরে পিতার ন্যায় পূজা করিলেন। তৎপরে ভীম, অর্জ্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় গুরুর ন্যায় তাহাকে অর্চনা করিলেন। তৎপরে ভগবান বাসুদেব স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য সুহৃদগণের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সঙ্কল্প নিবেদন

এইরূপে ভগবান কৃষ্ণ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে পর যুধিষ্ঠির আপনার প্রয়োজন জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমন নহে; যেরূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত

পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদগণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদঘোর্ষণ করেন না, কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন! এই পৃথিবীমধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত প্রকার দোষ রহিত ও কামক্রোধবিবর্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

১৩শ অধ্যায়
কৃষ্ণ কর্তৃক রাজসূয়ের বিবিধ বিঘ্ন বর্ণন

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বগুণে গুণবান, অতএব রাজসূয় যজ্ঞ করা আপনার পক্ষে অবিধেয় নহে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তৎপরে যাহারা ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছেন, তাহারা যথার্থক্ষত্রিয় নহেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার-ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহারা একত্র হইয়া যে কুলনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাও আপনার বিদিত আছে। হে রাজন! অনেকানেক ভূপতিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঐলবংশ ও ইক্ষাকুবংশের বৃত্তান্ত কহিয়া থাকেন। যে সকল নরপতিগণ ঐলবংশে ও ইক্ষাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে একশত কুল সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি যযাতির বংশ ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। হে রাজনী! যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব বংশলক্ষ্মী অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদের কর্তৃক সেবিত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন; হে মহারাজ! যে রাজা সকলের প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাহার হস্তগত, নিয়মানুসারে তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। প্রতাপশালী শিশুপাল মহীপতি জরাসান্ধের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। মায়াযোধী বীর্য্যবান করুষাধিপতি বক্র শিষ্যের ন্যায় তাহাকে সেবা করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দন্তবক্র, করুষ, কারভ ও মেঘবাহন তাঁহার বশীভূত হইয়াছেন। যিনি মস্তকে দিব্য মণি ধারণ করেন, যিনি মুরু ও নরকদেশ শাসন করেন, যিনি বিরুণের ন্যায় পশ্চিমদেশে বদ্ধমূল হইয়াছেন, আপনার পিতৃবন্ধু মহাবলপরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাহার প্রিয়কার্য্য করিয়া থাকেন। যিনি আপনার প্রতি আতিশয় স্নেহবান, যিনি পিতার ন্যায় আপনাকে ভক্তি করেন, যিনি পশ্চিমভাগের ও দক্ষিণসীমার অধিপতি এবং যিনি স্নেহবশতঃ আপনার নিকট সতত সন্নত থাকেন সেই পুরুজিৎ, কুন্তিবংশবর্দ্ধন, শত্রুনিসূদন, আপনার মাতুল সেই জরাসন্ধের অনুগত। যে দুরাত্মা চেদিদেশে সুবিখ্যাত, যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে, যে মোহবশতঃ সর্ব্বদা আমার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, যে বঙ্গ, পুণ্ড ও কিরাত। দেশের অধিপতি এবং ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পৌণ্ডক এক্ষণে র্তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যিনি

পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করিতেছেন, ভোজ ও দেবরাজ ইন্দ্র যাহার সখা, যিনি পাণ্ড্য, ক্রন্থ ও কৈশিকদেশ জয় করিয়াছেন, পরশুরামতুল্য তেজস্বী আকৃতি যাঁহার ভ্রাতা, সেই বিদ্যাবলসম্পন্ন, শত্রুনিসূদন ভীষ্মকও তাঁহার বশবতী হইয়াছেন। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, আমরা সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয়ানুস্থান করি এবং বিনীতভাবে অনুগত থাকি, কিন্তু তিনি তথাপি আমাদের বশীভূত হয়েন না। তিনি জরাসন্ধের কীর্ত্তিশ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া কি কুলাভিমান, কি বলাভিমান সমুদয়ে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। উত্তর দেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। শূরসেন ভদ্রকার, বোধ, শাম্ব, পটাচ্চর, সুস্থল, মুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শালায়নবংশীয় নৃপতিগণ, দক্ষিণপাঞ্চলস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশলনিবাসী রাজগণ সোদর ও অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। মৎস্য এবং সন্ন্যস্তপাদদেশীয় নরপতিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া উত্তরদিক পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছেন। যাবতীয় পাঞ্চালদেশীয় মহীপতিগণ স্বস্ব রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল, দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থে বলভদ্র-সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংস-ভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একত্র পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্র দ্বারা তিনশত বৎসর অবিশ্রাম জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবল-পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিনজন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদের অভিমত হইল, এমত নহে; অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্ভক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবনধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করিয়া যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে তৎসহচর হিংসও পরম প্রণয়াস্পদ ডিম্ভক আপনি মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীরপুরুষের নিধনবার্তা-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমহ্লাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিনানন্তর পতিবিয়োগদূঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক 'আমার পতিহন্তাকে সংহার কর' বলিয়া বারংবার তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিমদেশে রৈবিতোপশোভিত পরামরমণীয় কুশস্থলীনামী পুরীতে বাস করিতেছি। তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারাথিগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত দেখিয়া পরমহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণ-সকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছেন। আহুকের একশত পুত্র। তাঁহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন আমরা এই সাতজন রথী; কৃতবর্মা, অনাবৃষ্টি, শমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি এই সাতজন মহারথ এবং অন্ধকভোজের দুই বন্ধু পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়-মধ্যমদেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

হে ভারতসত্তম! আপনি সম্রাটতুল্য গুণশালী, অতএব আপনার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমার নিশ্চয়বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পরিবেন না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া, সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দরমধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা রাজসূয়-যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপানুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল। পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল। সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া আপনার পুরে আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি। হে মহারাজ! যদি আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণকে মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন করুন, নচেৎ আপনি কোনক্রমে রাজসূয় সুসম্পন্ন করিতে পরিবেন না। হে কুরুনন্দন! আমার এই মত। এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয়, বলুন।"

১৪শ অধ্যায়

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরাদির মিলিত-পরামর্শ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ধীমান! তুমি আমাকে যেরূপ পরামর্শ দিলে, অন্য কেহই এরূপ পারে না; তোমার ন্যায় সংশয়চ্ছেদক ভূতলে, আর কেহই নাই। এই ভূমণ্ডলের মধ্যে অনেকানেক রাজা আছেন; তাহারা কেবল আপনাদের প্রিয়কার্য্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই সম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই; সম্রাট [রাজসূয়যজ্ঞকারী রাজমণ্ডলীর অধীশ্বর] শব্দ অতিকষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না। যেহেতু, অন্যে যাহার প্রশংসা করে, তিনিই যথার্থ পূজ্য। পৃথিবী অতি বিস্তৃত ও নানাবিধ মহারত্নে পরিপূর্ণ। হে বৃষ্ণিবংশাবতংশ! লোকে অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। আমার মতে সমতাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গললাভ হয়; যুদ্ধাদি দ্বারা কোনক্রমেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না। আমাদের কুলে সমুৎপন্ন এই সমস্ত মনস্বিগণেরও এই মত, বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে কেহই সর্ব্বজয়ী হইতে পারেন নাই। হে মহাভাগ! জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। কারণ, আমি তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি, যখন তুমিই সেই জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি কি করিয়া আপনাকে বলবান জ্ঞান করিব? তুমি, বলভদ্র, ভীমসেন ও অর্জ্জুন এই চারি জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন কি না, আমি পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই করিতেছি; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তোমার মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি।"

যুধিষ্ঠিরের বাক্য-শ্রবণানন্তর ভীমসেন কহিলেন, "যে রাজা যুদ্ধচেষ্টা-পরাঙ্মুখ এবং যে দুর্ব্বল ও উপায়শূন্য হইয়া বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, ইহারা উভয়েই অবসন্ন হয়। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, কিন্তু আলস্যশূন্য, সে সম্যক যুদ্ধাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান শত্রুকে জয় করিতে পারে এবং নীতি দ্বারা আপনার হিতকর অর্থ লাভ করে। দেখ, কৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং অর্জ্জুনে জয় নির্দ্ধারিত আছে, অতএব যেমন ত্রেতাগ্নি [গার্হাপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি] যজ্ঞসাধন করে, সেইরূপ আমরা তিন জনে একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ্যসাধন করিব।"

জরাসন্ধ-নিগ্রহের কৃষ্ণপ্রেরণা

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! অজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিণাম বিবেচনা না করিয়া কার্য্যারম্ভ করে, এই নিমিত্ত লোকে স্বার্থসাধনতৎপর, অবিজ্ঞ, শত্রুকে নিবারণ করে না। পূর্ব্বে মহারাজ যৌবনাশ্বি করপরিত্যাগ, ভগীরথ প্রজাপালন, কর্তবীর্য্য তপোবল, ভরত বাহুবল ও মরুৎ অর্থবল দ্বারা সম্রাট হইয়াছিলেন। দেখ, ইঁহারা এক এক গুণ থাকতে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক আপনাতে সেই সকল গুণ আছে। হে রাজন! সত্যযুগে পূর্বোক্ত ঐ সমস্ত ভূপতিগণ সুসাধ্য মন্ত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতির সহিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃহদ্রথ-পুত্র জরাসন্ধ সম্রাট হইয়াছে; ভূপতিগণের একশত কুল তাহার কোন বিঘ্ন করিতে পারে না, এই নিমিত্ত সে বলপূর্ব্বক সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছে। রত্নশীল ভূপতিগণ সতত তাহার উপাসনা করেন, কিন্তু সেই নীতিবিরুদ্ধাচারী অজ্ঞ নৃপাপসদ [নিন্দিত রাজা] তাহাতেও পরিতুষ্ট হয় নাই। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপতিগণকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিতেছে; তাহারাও স্বচ্ছন্দে তাহার বশীভূত হইতেছেন। হে ধর্মাত্মন!

আপনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া কি প্রকারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবেন? কিন্তু হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলি প্রদানার্থে সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত [রুদ্র উদ্দেশ্যে স্থাপিত] ও প্রমৃষ্ট [রুদ্রের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত] হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করিয়া অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতিজন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপ্রতুল আছে। ঐ চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধ্যম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করবে। হে ধর্মাত্মন! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রূরকর্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পরিবেন, তাহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবে, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।

১৫শ অধ্যায়
জরাসন্ধবধে অর্জ্জুনের নির্ব্বন্ধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমি সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশায়ে কেবল সাহসমোত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিতান্ত স্বার্থপরায়ণের ন্যায় কি করিয়া তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করি? দেখ, ভীম ও অর্জ্জুন আমার দুই চক্ষুস্বরূপ, এবং তুমি মনঃস্বরূপ, অতএব আমি তোমাদের তিনজনকে তথায় প্রেরণ করিয়া মনোহীন ও চক্ষুহীন হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? বিশেষতঃ জরাসন্ধের মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে যমও পরাজয় করিতে পারে না; তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কি করিতে পরিবে? হে জনার্দ্দন! যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থপাত হইবে, তখন আমার মতে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। এক্ষণে আমি যাহা বিবেচনা করিয়াছি, শ্রবণ কর। রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ একবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; রাজসূয় সম্পন্ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, রথ ও ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সভামধ্যে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! ধনু, শস্ত্র, শর, বীর্য্য, স্বপক্ষ, কার্য্যনিশ্চয়, যশ ও বল এই সকল অতি দুষ্প্রাপ্য কিন্তু আমি এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রসিদ্ধ বংশজাত লোকদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি বলবান ও উৎসাহশীল, তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। দেখুন বীর্য্যবানদিগের কুলে সমুৎপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু নির্বীর্য্য-কুলোদ্ভব বীর্য্যবান ব্যক্তি সম্ভ্রামাস্পদ হয়। যে শত্রুজয় দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেই যথার্থ ক্ষত্রিয়। বীর্য্যবান ব্যক্তি অন্যান্য সমস্ত গুণবিবর্জিত হইলেও শত্রু জয় করিতে পারেন। নিবীর্য্য ব্যক্তি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও তদ্দ্বরা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ গুণীভূত হইয়া থাকে। অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়ের আয়ত্ত। যে ব্যক্তি বলসংযুক্ত হইয়াও অনবধানতাবশতঃ কার্য্যকালে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, সে-ই সসৈন্য শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। বলবিহীন বিপক্ষপক্ষে দৈন্য

অবলম্বন যেরূপ দোষাবাহ, বলবান শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রুপ। অতএব যে রাজা জয়াভিলাষী, তাঁহাকে অবশ্যই উক্ত সাংঘাতিক হেতুদ্বয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেখুন, যদি আমরা যজ্ঞ করিবার উপলক্ষে জরাসন্ধকে বিনাশ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে রক্ষা করি তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে পারে? যুদ্ধাদিচেষ্টারহিত ব্যক্তিকে লোকে নির্গুণ জ্ঞান করে, তবে আপনি কি নিমিত্ত গুণপক্ষ অবলম্বন না করিয়া নির্গুণ হইবার বাসনা করিতেছেন? লোকে যাহাকে নির্গুণ বলিয়া বোধ করে, তাহার শম-গুণ অবলম্বন ও কাষায় বসন পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করা শ্রেয়ঃ; অতএব আমরা তাহা না করিয়া সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।”

১৬শ অধ্যায়

জরাসন্ধবধার্থ কৃষ্ণের অনুমোদন

কৃষ্ণ কহিলেন, “ভারতবংশে জাত ও কুন্তীর গর্ভে সম্ভূত ব্যক্তির যেরূপ বুদ্ধি হওয়া উচিত, মহানুভব অর্জ্জুনে তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যখন মৃত্যু দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে, তাহার স্থির নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে, ইহাও কখন শুনি নাই; অতএব বিধানানুসারে নীতিপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুরুষের কার্য্য। যে ব্যক্তি নয়শালী ও অপায়রহিত, শত্রুকে আক্রমণ করা তাহার কর্তব্য; যুদ্ধে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ অবশ্যই হয়, দুই জনের সাম্য কদাচ হয় না। আর যে ব্যক্তি নয়হীন ও উপায়বিহীন, সংগ্রামে অবশ্যই তাহার ক্ষয় হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সমপরাক্রমশালী হইলে কাহারও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা নীতিমাগানুসারে স্বীয় রন্ধ্র আবরণপূর্ব্বক শত্রুকে রন্ধ্রে আক্রমণ করিলে কি নিমিত্ত জয়লাভে কৃতকার্য্য না হইব? বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞেরা কহেন যে, যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান্ তাহার সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত, ইহা আমার অভিপ্রেত। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া আপনাদের কার্য্য সাধন করিব। দুরাত্মা জরাসন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া একাকী রাজলক্ষ্মী ভোগ করিতেছে; আমি তাহাকে নিধন করিতে লক্ষ্য করিয়াছি। যদিও আমরা সেই দুরাত্মাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তাহার অন্যান্য স্বপক্ষগণ কর্তৃক নিহত হই, তাহা হইলেও তৎকর্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণনিবন্ধন স্বর্গলাভ করিতে পারিব।”

যুধিষ্ঠিরের জরাসন্ধ জন্মপ্রশ্ন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে? তাহার বীর্য্য ও পরাক্রম কি প্রকার? যে দুরাত্মা তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াও প্রজ্বলিত হুতাশনস্পর্শী পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয় নাই?”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “হে রাজন! জরাসন্ধের যেরূপ বীর্য্য ও পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত সে অনেকবার আমার বিপ্রিয়াচরণ করিলেও তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদয় শ্রবণ কর। পূর্ব্বে তিন অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর, সমরদর্পিত, রূপবান, ধনসম্পন্ন, অতুলবলবিক্রমশালী,

নিত্যদীক্ষিত, পুরন্দরসদৃশ, বৃহদ্রথনামা ভূপতি মগধদেশে আধিপত্য করিতেন। ঐ ভূপাল তেজে সূর্য্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালান্তক যমের ন্যায় ও ঐশ্বর্য্যে কুবেরের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার গুণগ্রাম সূর্য্যকিরণের ন্যায় মহীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপতি কাশীরাজের দুই পরম রূপবতী যমজ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা 'আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান অনুরক্ত থাকিব

বলিয়া সেই পত্নীদ্বয়ের নিকট গমন করিলেন। ভূপতি সেই আত্মানুরূপ প্রণয়িণীদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া করেণুদ্বয়-মধ্যবর্তী কবিরাজের ন্যায় এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী মূর্তিমান সাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তিনি বিষয়ারসে নিমগ্ন হইয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু বংশকীর পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পারিলেন না; পুত্রকামনায় হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রলাভ হইল না।

জরাসন্ধ জন্মবৃত্তান্ত

তিনি একদা শ্রবণ করিলেন, মহাত্মা কাক্ষীবান গৌতমের পুত্র উদারস্বরূপ ভগবান চণ্ডকৌশিক তপস্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া এক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন রাজা পত্নীদ্বয়সমভিব্যাহারে তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ রত্নপ্রদান দ্বারা তাহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। সত্যধৃতি সত্যবাক ঋষিসত্তম চণ্ডকৌশিক ভক্তিভাবে বশীভূত হইয়া কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার আস্থাদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" তখন মহারাজ বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্ধয়সমভিব্যাহারে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বাষ্পাকুললোচনে গদগদ বচনে কহিলেন, "হে মহাত্মন! আমি নিঃসন্তান, নিতান্ত হতভাগ্য, রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবনে আগমন করিয়াছি। এখন আর আমার বির লইবার আবশ্যকতা কি?"

মহর্ষি, রাজা বৃহদ্রথের সেইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে অনুকম্পাপরবশ হইয়া সেই আম্রতলে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অক্ষত এক সরস আম্রফল বৃক্ষ হইতে অকস্মাৎ তাহার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। মহর্ষি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তভূত সেই পরামরমণীয় আম্রফলটি গ্রহণপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ! তুমি স্বভবনে গমন কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; অচিরাৎ পুত্রমুখ অবলোকন করিবে।"

রাজা বৃহদ্রথ মহর্ষির বাক্যশ্রবণানন্তর তাহার পদবন্দনপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বভবনে গমন করিলেন এবং শুভক্ষণে সেই আম্রফলটি দুই সহধর্ম্মিণীকে ভোজন করিতে দিলেন। তাঁহারা সেই ফলটি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পরস্পর এক এক খণ্ড ভক্ষণ করিলেন। ফল ভক্ষণানন্তর কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা ও মহর্ষির সত্যবাদিতার প্রভাবে তাহারা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। নৃপতি তদর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর যথাকলে প্রসবসময় উপস্থিত হইলে মহিষীদ্বয় উভয়ে একচক্ষু, একবাহু, একচরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধমুখ ও অর্দ্ধস্ফিচ্ [নিতম্ব-পাছা] বিশিষ্ট এক এক দেহার্দ্ধমাত্র প্রসব

করিলেন। রাজপত্নীরা সেই সজীব অৰ্দ্ধকলেবরদ্বয় দর্শনে ভয়ে কম্পিত্যকলেবর ও যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া ধাত্রীদিগকে উহা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। ধাত্রীরা তাহদের নির্দেশানুসারে সেই সদ্যঃপ্রসূত অৰ্দ্ধকলেবরদ্বয় সুসংবৃত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক এক চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিয়া আসিল ।

অনন্তর মাংসশোণিতলোলুপ জরা-নাম্নী এক রাক্ষসী সেই অৰ্দ্ধকলেবরদ্বয় গ্রহণ করিল। ভবিতব্যতার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! রাক্ষসী ঐ দুই দেহার্দ্ধ সুবাহ্য [অনায়াসে বহিবার যোগ্য] করিবার নিমিত্ত যেমন সংযোজিত করিল, অমনি উহা একত্র হইয়া এক মহাবল পরাক্রান্ত কুমার হইল। নিশাচরী তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন এবং সেই বজ্রতুল্য দৃঢ়কলেবর শিশুকে বহন করিতে অসমর্থ হইল। বালক বদনে তাম্রবর্ণ মুষ্টি [শৈশবোচিত মুখে অঙ্গুলী প্রদান—অঙ্গুলী চোষণ] প্রদানপূর্ব্বক সজল-জলধরের ন্যায় গভীরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরবাসিগণ সেই আকস্মিক গভীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া আস্তে-ব্যস্তে রাজার সহিত বহির্গত হইল। দুগ্ধপূর্ণ স্তনভারাবনতা পরিম্লানবদনা সেই দুই রাজমহিষীও পুত্রলোভে হতাশ হইয়া সহসা তথায় গমন করিলেন। রাক্ষসী রাজ্ঞীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে পুত্রাভিলাষী ও বালককে সাতিশয় বলবান দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি এই রাজার অধিকারে বাস করি; রাজা একান্ত সন্তানাভিলাষী, ইনি পরম ধার্মিক ও মহাত্মা, অতএব ইহার এই শিশু সন্তানটি বিনষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া মনুষ্য-কলেবর ধারণপূর্ব্বক সেই শিশুকে লইয়া রাজার সমীপে গমন করিয়া কহিল, "হে বৃহদ্রাথ! এই বালকটি তোমার পুত্র; আমি ইহাকে তোমায় প্রদান করিলাম, গ্রহণ করা। এ ব্রাহ্মণের বরপ্রভাবে তোমার পত্নীদ্বয়ের গর্ভে জন্মিয়াছে। ধাত্রীরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি।" তখন রাজমহিষীদ্বয় আনন্দিতচিত্তে বালককে গ্রহণ করিয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। রাজা পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মানুষীবেশধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে শুভে! তুমি আমাকে পুত্র প্রদান করিলে, এক্ষণে পরিচয় প্রদান কর, তুমি কে? আমি তোমাকে দেবতার ন্যায় বোধ করিতেছি।"

১৭শ অধ্যায়
জরাসন্ধের নামকরণ

রাক্ষসী কহিল "মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক; আমি কামরূপ রাক্ষসী, আমার নাম জরা। আমি প্রতিদিন লোকের গৃহে গৃহে বাস করি। ভগবান ব্রহ্মা আমাকে নির্ম্মাণ করিয়া গৃহদেবী নাম প্রদান করিয়াছেন। আমি দানবগণের বিনাশনিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি নবযৌবনসম্পন্ন সপুত্রা মদীয় প্রতিমূর্তি গৃহভিত্তিতে লিখিয়া রাখিবে, তাহার গৃহ সতত ধন-ধান্য ও পুত্রকলাত্রাদিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাহার অমঙ্গল ঘটিবে। তোমার গৃহে বহুপুত্রসমাবৃত মদীয় প্রতিমূর্তি চিত্রিত আছে এবং আমি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকি। হে রাজন! এইরূপে

তোমার গৃহে বাস করিয়া সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে পূজিত হই বলিয়া আমি নিরন্তর চিন্তা করি, কিরূপে প্রত্যুপকার করিব। অদ্য দৈববাশাৎ তোমার পুত্রের দেহার্দ্ধদ্বয় দেখিতে পাইলাম। উহা গ্রহণপূর্ব্বক যেমন একত্র করিলাম, অমনি উহা এক নবকুমার হইল। হে নরনাথ! এই আশ্চর্য্য ঘটনা তোমারই ভাগ্যক্রমে হইয়াছে, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। হে রাজন! আমি রাক্ষসী, সুমেরুও ভক্ষণ করিতে পারি, তোমার শিশুপুত্র ত' অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারিতাম। কেবল তোমার গৃহে সতত পূজিত হই বলিয়াই তোমাকে তোমার পুত্র প্রদান করিলাম'।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "রাক্ষসী রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা বৃহদ্রথ পুত্র লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করিয়া সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন, পরে মগধরাজ্যে জরা রাক্ষসীর উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে সেই পিতামহসদৃশ রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় পুত্র জরারাক্ষসী কর্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। জরাসন্ধ স্বীয় পিতা বৃহদ্রথের নিকেতনে হুত-হুতাশনের ন্যায়, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিল। তদর্শনে তদীয় পিতামাতার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।"

১৮তম অধ্যায়
জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে রাজন! কিয়ৎকাল পরে ভগবান চণ্ডকৌশিক মগধদেশে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ তাহার আগমনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া অমাত্য, ভৃত্যবর্গ, ভার্য্যাদ্বয় ও পুত্রসমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং পুত্র ও রাজ্য তৎসমীপে নিবেদন করিলেন। মহর্ষি মহারাজের পূজাগ্রহণান্তর হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, 'রাজন্! আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার এই পুত্র যেরূপ সৌভাগ্যশালী হইবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করা। তোমার এই কুমার রূপবান, সত্ত্বশালী, বলবিক্রমসম্পন্ন ও অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। যেমন অন্যান্য পক্ষিগণ উড্ডীন বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ কোন ভূপতিই এই কুমারের তুল্য বলশালী হইতে পরিবে না। যে ব্যক্তি ইহার শত্রু হইবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যেমন নদী-তরঙ্গে পর্ব্বতের কিছুই অপকার হয় না, সেইরূপ দেবগণের অস্ত্রাঘাতেও ইহার কিছুমাত্র ব্যথা হইবে না। এ সমস্ত ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। যেমন সূর্য্য অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থগণের প্রভা হ্রাস করেন, সেইরূপ কুমার সকলের তেজ বিনষ্টপ্রায় করিবে। যেমন পতঙ্গ সকল অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ধনবাহনসম্পন্ন সমৃদ্ধ ভূপতিগণ যুদ্ধে ইহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিবেন। যেমন বর্ষাকালে সমুদ্র অগাধ জলসম্পন্না নদীসকলকে গ্রহণ করে, সেইরূপ ও সমুদয় ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করবে। যেমন সর্ব্বশস্যধরা বসুন্ধরা কি মহৎ, কি নীচ সকলকেই ধারণ করেন, সেইরূপ এ চারিবর্ণ পালন করিবে। প্রাণীগণ যেমন সমস্ত জগতের আত্মভূত বায়ুর বশীভুত, সেইরূপ ইহারও বশীভূত হইবে।

এই কুমার ত্রিপুরান্তকারী দেবাদিদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ দেখিবে।” ভগবান চণ্ডকৌশিক মহারাজ বৃহদ্রথকে এই কথা বলিয়া স্বীয় কর্তব্য কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মগধাধিপতি-নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জ্ঞাতিবান্ধব সমভিব্যাহারে জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়— সমভিব্যাহারে তপোবনে প্রস্থান করিলেন। তাহারা তপোবনে গমন করিলে জরাসন্ধ স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন।”

জরাসন্ধের রাজ্যশাসন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদয় বার লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাতন নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল। মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরি শ্রেণীমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বিধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশতবার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুতকর্ম্ম বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্তী স্থান “গদাবসান” নামে বিখ্যাত হইল। হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ জরাসন্ধের সহায় ছিল। উহারা নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, মন্ত্রণাপ্রদানে সুনিপুণ, বুদ্ধিমান ও শস্ত্রাঘাতে অবধ্য ছিল। আমি ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি, উহারা দুইজন এবং জরাসন্ধ এই তিন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারে। হে মহারাজ! এইরূপে কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ ‘দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না।’ এই নীতিবাক্যের অনুসরণক্রমে মহাবীর জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজসূয়ারম্ভ-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৯তম অধ্যায়
জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়

বাসুদেব কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! হংস ও ডিম্ভক নিহত হইয়াছে; কংসও সগণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে জরাসন্ধবধের সময় সমুপস্থিত। সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারে না; অতএব আমার মতে উহাকে প্রাণযুদ্ধে জয় করা উচিত। দেখুন, আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান এবং অর্জ্জুন আমাদের রক্ষয়িতা, অতএব যেমন তিন অগ্নি একত্র হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেইরূপ আমরা তিনজন একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধসাধন করিব। আমরা তিনজন নির্জনে আক্রমণ করিলে জরাসন্ধ অবশ্যই একজনের সহিত সংগ্রাম করিবে। সে অবমাননা, লোভ ও বাহুবীর্য্যে উত্তেজিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। যম যেমন উদ্ধতলোকের বিনাশে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন বৃহদ্রথতনয়কে সংহার করিতে পরিবেন। অতএব যদি আপনি আমার হৃদয়জ্ঞ হন এবং যদি আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জ্জুনকে ন্যায়স্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ করুন।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর প্রফুল্লমুখে উপবিষ্ট ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে অরাতিনিসূদন! তুমি আর ওরূপ কহিও না। তুমি পাণ্ডবগণের অধিপতি; আমরা তোমারই আশ্রিত। তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই যুক্তিসিদ্ধ বটে, লক্ষী যাহাদের প্রতিকূলা, তুমি কখনই তাহাদের নিকট থাক না। যখন আমি তোমার নির্দ্দেশানুবর্তী রহিয়াছি, তখন আমার জরাসন্ধকে বধ করিবার, বদ্ধ ভূপতিদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার এবং রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার আর অপেক্ষা কি আছে? অতএব হে নরোত্তম! এক্ষণে যাহাতে এই সমুদয় কার্য্য ত্বরায় সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্তচিত্তে তাঁহাই কর। আমি তোমাদের তিনজন ব্যতিরেকে ধর্ম্মার্থ-কামারহিত ও রোগার্তের ন্যায় দুঃখিত হইয়া জীবনধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ। অর্জ্জুন তোমা বিনা জীবনধারণ করিতে পারে না, তুমিও অর্জ্জুন ব্যতীত ক্ষণকাল থাকিতে পার না। এই ভূমণ্ডলে তোমাদের দুই জনের অজেয় কেহই নাই। আর এই মহাবীর্য্য-সম্পন্ন শ্রীমান বৃকোদর তোমাদের দুইজনের সমভিব্যাহারে থাকিলে কি না সম্পন্ন করিতে পারে? সৈন্য সুশিক্ষিত হইলে উত্তমরূপে যুদ্ধকার্য্য সমাধা করে, অশিক্ষিত সৈন্যেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কর্তব্য। যেমন ধীবরগণ যে স্থানে ছিদ্র থাকে, সেই স্থান দিয়া অভিলষিত স্থানে জল লইয়া যায়, তদ্রুপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপদ্রবশূন্য প্রদেশেই জড় সৈন্য লইয়া গমন করে; মহাবীরের নিকট কদাচ লইয়া যায় না। অতএব আমরা নীতিবিধানজ্ঞ লোকবিশ্রুত গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে যত্ন করিতেছি। হে যদুবংশাবতংস! তুমি প্রজ্ঞা, নীতি, বল, ক্রিয়া ও উপায়-সম্পন্ন, অতএব ভীম ও অর্জ্জুন কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকেই অগ্রসর করিবে; এইরূপে আমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অর্জ্জুন তোমার অনুগমন করুক এবং ভীম

অর্জ্জুনের অনুগমন করুক, তাহা হইলেই বিক্রম, নীতি, জয় ও বল সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।”

জরাসন্ধ-বধে ভীমাদির যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিপুলতেজাঃ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মগধদেশে যাত্রা করিলেন। সুহৃদগণ মনোহর বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে অভিতপ্ত, জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে একান্ত উৎসুক এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই তিনজনের কলেবর তৎকালে অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অগ্রে ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ সংগ্রামে বিজয়ী ধর্ম্মার্থকাম-প্রবর্তয়িতা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তদনন্তর অর্জ্জুন হমন করিতেছেন দেখিয়া সকলেই মনে করিল, এইবার জরাসন্ধ নিশ্চয় নিহত হইবে। তখন কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন কুরুদেশে উত্তীর্ণ হইয়া কুরুজঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পদ্মসরে গমন করিলেন। তৎপরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা এবং একপর্ব্বতকে [একমাত্র পর্ব্বত দ্বারা রক্ষিত দেশ] স্থিত নদী-সমুদয় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর রমণীয় সরযু অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বকোশলা দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে মিথিলা ও মিথিলা হইতে মালায় গমনপূর্ব্বক চর্ম্মণ্বতী নদী পার হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করিয়া তিনজনে পূর্ব্বমুখে মগধদেশে গমন করিতে লাগিলেন। তাহারা কিয়ৎক্ষণ পরে গোধনসমাকীর্ণ হ্রদতড়াগাদিযুক্ত নানাবিধ বৃক্ষে আবৃত গোরথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মগধপুর দেখিতে পাইলেন।

২০তম অধ্যায়

ভীমাদির জরাসন্ধপুরাক্রমণ

বাসুদেব কহিলেন, “হে পার্থ। ঐ দেখ, বিবিধ পশুসমাকীর্ণ বাপীতড়াগাদিযুক্ত, সুরম্য হর্ম্যে অলস্কৃত, উপদ্রবশুন্য মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটি পর্ব্বত রহিয়াছে। এই শীতলক্রমসুশোভিত, উন্নতশিখর পর্ব্বতসকল পরস্পর মিলিত হইয়া গিরিব্রজ রক্ষা করিতেছে। সুপুষ্পিত শাখাসমূদয়ে সুশোভিত, সুগন্ধযুক্ত, কামিজনপ্রিয়, মনোহর লোধ্রবনরাজী উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানে শংসিতব্রত মহাত্মা গৌতম ঋষি ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক কাক্ষীব প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। হে অর্জ্জুন! এই নিমিত্ত পূর্ব্বে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত মহীপতিগণ গৌতমের আশ্রমে আসিয়া মহোৎসব করিতেন। ঐ দেখ, গৌতমের আশ্রমসমীপে পরামরমণীয় অশ্বত্থ ও লোপ্রবনরাজী জন্মিয়াছে। ঐ দেখ, অর্ব্বুদ পর্ব্বত, শক্রবাপী ও প্রকাণ্ড পন্নগদ্বয় রহিয়াছে। ঐ স্থানে স্বস্তিক ও মণিনাগের আলয়। মনু মগধরাজ্য মেঘের অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং চণ্ডকৌশিক ও মণিমান জরাসন্ধকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ এইরূপে

ঐ দুরাক্রম্য পুরের অধীশ্বর হইয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে। আমরা অদ্য তাহার দর্পচূর্ণ করিব।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর বিপুলতেজাঃ কৃষ্ণ মহাবলপরাক্রান্ত ভীমার্জ্জুন-সমভিব্যাহারে মগধপুরে গমন করিলেন এবং হৃষ্টপুষ্টজন ও বর্ণচতুষ্টয়-সমাকীর্ণ মহোৎসবময়, নিতান্ত দুরাক্রম্য গিরিব্রজে সমুপস্থিত হইলেন। তৎপরে দ্বারদেশে গমন করিয়া বৃহদ্রথবংশীয় জনসমুদয় ও অন্যান্য নগরবাসিগণ কর্তৃক পূজ্যমান মগধরাজ্যের শোভাসম্পাদক নগরচৈত্যের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ মাংসাশী বৃষরূপধারী দৈত্যকে সংহার করিয়া তাহার চর্ম্ম দ্বারা তিনটি ভেরী প্রস্তুত করেন; ঐ ভেরীত্রয়ে একবার আঘাত করিলে একমাসব্যাপী গভীর ধ্বনি হইত। মহারাজ বৃহদ্রথ আপনার পুরে ঐ তিনটি ভেরী রাখিয়াছিলেন। ভেরী’সকল দিব্য পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া ধ্বনিত হইত। কৃষ্ণসমবেত ভীম ও অর্জ্জুন ঐ ভেরীত্রয় ভগ্ন করিলেন এবং নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করিয়া দ্বারদেশ হইতে যেন জরাসন্ধের মস্তকে আঘাত করিতে করিতেই দ্রুতবেগে চৈত্যপ্রাকারের নিকট গমনপূর্ব্বক সুদৃঢ় বাহু দ্বারা সতত গন্ধমাল্যে অর্চিত, সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন চৈত্যশৃঙ্গ ভগ্ন ও নিপাতিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে মগধপুরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া জরাসন্ধকে জানাইলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ সেই দুর্নিমিত্ত শান্তির নিমিত্ত দীক্ষিত ও নিয়মস্থ হইয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে স্নাতকবেশধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয় সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার মানসে পুরপ্রবেশ করিলেন। তাঁহারা রাজমার্গে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্য, আপণ [পণ্যবীথিকা-সারি সারি দোকান], অন্যান্য সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; মালাকারদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মাল্য গ্রহণ করিলেন। সেই দিব্য কুণ্ডলধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয়, যেমন সিংহ গোনিবাস [পশুগণের বাসস্থান] নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করে, তদ্রূপ জরাসন্ধের নিকেতন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে চন্দনঅগুরুচর্চিত সেই বীরত্রয়ের বাহু শালস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মগধপুরবাসী জনগণ উন্নত শালস্কন্ধের ন্যায় ও মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায়। সেই তিনজনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহারা ক্রমে ক্রমে বহুজনাকীর্ণ তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্ব্বক জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ছদ্ম ভীমাদি দর্শনে জরাসন্ধের সন্দেহ

মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাদ্য, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া স্বাগতপ্রশ্ন করিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধীমান কৃষ্ণ কহিলেন, “হে রাজেন্দ্র! ইঁহারা নিয়মস্থ; এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্বরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।” ভূপতি কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণানন্তর তাহাদিগকে যজ্ঞাগারে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধারাত্রসময়ে পুনরায় তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ জনমেজয়!

মগধরাজ জরাসন্ধের এই লোকবিশ্রুত ব্রত ছিল যে, কোন স্নাতক ব্রাহ্মণ অর্দ্ধারাত্রসময়ে সমুপস্থিত হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া তাহাকে প্রত্যুদগমন করিতেন। তিনি তাঁহাদের তিনজনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিবামাত্র "স্বস্ত্যস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন করিলেন। রাজা জরাসন্ধ সেই ব্রাহ্মণবেশধারী বীরত্রয়কে বসিতে কহিলেন। তাহারাও তদনুসারে যজ্ঞশালায় উপবেশন করিয়া অধরস্থিত ত্রেতাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সত্যসন্ধ মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদের বেশদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হি বিপ্রগণ! আমি জানি, স্নাতক ব্রতাচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমনসময় ব্যতীত কখন মাল্য বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ, অঙ্গ পুষ্পমাল্য ও অনুলেপনে সুশোভিত, ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকারদর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বারা দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈত্যকপর্ব্বতশৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণের বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? যাহা হউক, এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, বলুন।"

মহারাজ জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে মহামতি কৃষ্ণ স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ; কিন্তু হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই স্নাতকব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়, পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান, বাগবীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্ভ বাক্যপ্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে। বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রাথ-নন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে ও সুহৃদগৃহে প্রকাশভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন! আমরা স্বকার্য্য-সাধনার্থে শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদত্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্য ব্রত।"

২১তম অধ্যায়
জরাসন্ধ কর্তৃক নিজ অপরাধ জিজ্ঞাসা

জরাসন্ধ কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে কি নিমিত্ত বিনাপরাধে তোমরা আমাকে শত্রুজ্ঞান করিতেছ? দেখ, ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত [বাধা-

বিরুদ্ধভাব] দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া বিনাপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়; সন্দেহ নাই। আর দেখ, ত্রিলোকীমধ্যে সৎপথগামিগণের পক্ষে ক্ষত্রধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা কেবল ক্ষাত্রধর্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি স্বধর্মে নিরত প্রজাগণের কোন অপকার করি নাই; তবে তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু বলিয়া স্থির করিয়াছ? বোধ হয়, তোমাদের প্রমাদ হইয়া থাকিবে।”

শ্রীকৃষ্ণসহ ভীমাদির আত্মপ্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “হে মহাবাহো! যে কুল-প্রদীপ একাকী কুলকার্য্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিয়োগক্রমে তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। হে রাজন! ক্ষত্রিয়গণকে পূজোপহার-স্বরূপ করিবার মানস করাতে তুমি যৎপরোনাস্তি অপরাধী হইয়াছ, তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরাপরাধ বোধ কর? হে নৃপসত্তম! নিরপরাধ অন্যান্য ভূপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্তব্য কর্ম্ম? তবে তুমি কি জন্য নৃপতিগণকে আনয়নপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট উপহার প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ? হে বৃহদ্রাথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু, আমরা ধর্ম্মচারী ও ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ। আমরা কখন নরবলি দেখি নাই; তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্ব্বক ভগবান পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিতেছ? রে বৃথামোত জরাসন্ধ! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি সুবর্ণের পশুসংজ্ঞা করিতে পারে? দেখ, যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হয়। আমরা দুঃখার্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকি; তুমি জ্ঞাতিক্ষয়কারী, অতএব আমরা এক্ষণে জ্ঞাতি-বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি। তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে ক্ষত্রিয়কুলে তোমার ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ আর কেহই নাই, সে কেবল তোমার বুদ্ধিভ্রমমাত্র। কোন স্বজাতীয় পক্ষপাতী ক্ষত্রিয়কুলসভূত ভূপতি আত্মীয়জনরক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতুল স্বর্গভোগ করিতে বাসনা না করে? দেখ, ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গে থাকিয়াও রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া লোকদিগকে জয় করেন। হে রাজন! বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশঃ, তপানুষ্ঠান ও যুদ্ধে মৃত্যু, এই সমুদয়ই স্বর্গের হেতু বটে, কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যায়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হইবে, উহাতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। দেখ, সুরপতি ইন্দ্র স্বীয় গুণবান পুত্র জয়ন্তের প্রভাবে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া জগৎপালন করিতেছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সহিত শত্রুতা তোমার পক্ষে যেরূপ স্বর্গগমনের হেতু হইতেছে, সেরূপ আর কাহারও ঘটে না। তুমি বহুসংখ্যক মাগধ সৈন্যের বলে দর্পিত হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অপমান করিও না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরাক্রম আছে। এই ভূমণ্ডলে তোমার সমতেজঃ ও তোমা অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অনেক আছেন। হে রাজন! এই বিষয় অজ্ঞাত থাকাতেই তোমার এতাদৃশ অহঙ্কার হইয়াছে। উহা আমাদের নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে তোমাকে জানাইয়া দিলাম। হে ভূপতে! তুমি সদৃশ ব্যক্তির উপর অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ কর, নতুবা পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণসমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। মহারাজ কর্তবীর্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ

অতিদর্পে আপন আপন মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে রাজন! তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে এরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।"

জরাসন্ধ কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমি কোন রাজাকেও জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। যাহাকে আমি পরাজয় করি নাই এবং যে আমার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ, এই ভূমণ্ডলে এমত কোন ব্যক্তি আছে? হে বাসুদেব! বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লোককে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আমি ক্ষত্রিব্রতাবলম্বী; দেবপূজার নিমিত্ত রাজগণকে আনয়ন করিয়াছি; এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? আমি একাকী বৃহমধ্যস্থিত এক, দুই বা তিন মহারথের সহিত এককালে বা পৃথক পৃথক যুদ্ধ করিতে পারি।"

মহারাজ জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া ঐ ভীমকর্ম্মা ব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে স্বীয় পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকে আজ্ঞা করিলেন এবং কৌশিক ও চিত্রসেন নামক দুই সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ হলধরানুজ মধুসূদন ঐ ভীমপরাক্রম শার্দুলসমবিক্রান্ত বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধাকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

২২তম অধ্যায়
ভীমসহ জরাসন্ধের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন যদুবংশাবতংস সুবক্তা বাসুদেব যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় মহারাজ জরাসন্ধকে কহিলেন, "হে রাজন্! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল? কে যুদ্ধ করিতে সভূত হইবে?" মহাদ্যুতি জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন।

ঐ সময়ে পুরোহিত রোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্যজাত এবং দুঃখমুর্চ্ছানিবারক অঙ্গদ ও ঔষধসমুদয় লইয়া সংগ্রামেচ্ছু জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম পরিধান ও কিরীটি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশবন্ধনপূর্ব্বক বেগবান সমুদ্রের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া ভমিসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! আইস, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।" মহাতেজঃ জরাসন্ধ ভীমকে এই কথা বলিয়া, বলাসুর যেমন ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদুপ বৃকোদরকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনও কৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং তৎকর্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া যুদ্ধাভিলাষে জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন। এইরূপে সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া স্ব স্ব বাহুমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়ে মিলিত হইলেন। প্রথমে তাহারা করগ্রহণপূর্ব্বক পদাভিবান্দন করিয়া কক্ষাস্ফোটন করিতে লাগিলেন এবং স্কন্ধে বারংবার করাঘাত ও অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ করিয়া পুনরায় আস্ফালন

করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রহস্তাদি বিবিধ বন্ধন করিয়া কক্ষাবন্ধ করিলেন এবং পরস্পর ললাটে ললাটে এরূপ আঘাত করিলেন যে, উভয়ের ললাট হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত ও ঘোরতর শব্দ হওয়াতে বোধ হইল যেন বজ্রাঘাত হইতেছে। অনন্তর বাহুপাশাদি বন্ধন করিয়া পরস্পর মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক মত্তবারণের ন্যায় ও ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জন এবং সুসংক্রুদ্ধ সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ, করপ্রহার ও বারংবার আকর্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; পরস্পর অঙ্গ ও বাহু দ্বারা অঙ্গ সমাপীড়ন ও বাহু দ্বারা উদর আবরণকরতঃ পরস্পরকে স্ব স্ব পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব কণ্ঠ, কক্ষ ও উদরে হস্তাস্ফালন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পরস্পর পৃষ্ঠভঙ্গ ও বাহুদ্বয় দ্বারা সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা এবং পুর্ণকুম্ভ [বাহুতে রজজুর মত পাক দেওয়া] প্রভৃতি করিলেন। তৎপরে তাহারা তৃণপীড় [মাথায় মুষ্টিপ্রহার], পূর্ণযোগ [অতর্কিত আঘাত] ও সমুষ্টিক প্রভৃতি নানাবিধ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। মহাবীর জরাসন্ধ ও ভীমসেন পরস্পর নিগ্রহ ও প্রগ্রহ দ্বারা ভীষণ বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী, পরম প্রহৃষ্ট, মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরষদ্বয় পরস্পরের ছিদ্রানুন্ধান করিতে লাগিলেন। হে রাজন! বীরদ্বয়ের বৃত্রবাসবসদৃশ ভয়ানক তুমুল সংগ্রামে অন্যান্য লোক অপসারিত হইল। তাহারা প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ ও জানু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন; তদনন্তর কঠোরশব্দে ভৎসনা করিয়া প্রস্তরাঘাতসদৃশ মুষ্টিপ্রহারে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিস্তৃতবক্ষা, উভয়েই দীর্ঘবাহু, উভয়েই যুদ্ধকুশল; সুতরাং উভয়ে উভয়কে লৌহার্গলসদৃশ বাহু দ্বারা সংসক্ত করিলেন। দুই মহাত্মার যুদ্ধ কার্তিক মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া অনাহারে অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিবস দিবারাত্রি সমভাবে চলিয়াছিল। চতুর্দশ দিবসে রাত্রিতে মগধরাজ ক্লান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে, অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভারতীর্ষভ! ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।" শত্রুনিসূদন ভীম কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্জয় জরাসন্ধকে তদবস্থ জানিয়া তাহাকে জয় করিবার নিমিত্ত অধিক কোপাবিষ্ট হইলেন।

২৩তম অধ্যায়

জরাসন্ধ বধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদসন্তর কৌশলাভিজ্ঞ ভীমসেন জরাসন্ধবধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! এই পাপাত্মার কক্ষদেশ এরূপ বসনবদ্ধ আছে যে ইহাকে প্রাণবিযুক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে!" পুরুষব্যাঘ্র বাসুদেব জরাসন্ধবধাভিলাষে সত্বর হইয়া বৃকোদরকে কহিলেন, "হে ভীম! তোমার যে দৈববল ও বায়ুবল আছে, আশু তাহা জরাসন্ধকে প্রদর্শন করাও।" মহাবল ভীম এই প্রকার অভিহিত হইয়া জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত

করিতে লাগিলেন; শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানুদ্বারা আকুঞ্চিনপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ ও নিষ্পেষণপূর্ব্বক সিংহনাদসহকারে তাহার চরণদ্বয় করকবলিত করিয়া দ্বিধাবিভক্ত করিলেন। নিষ্পিষ্যমাণ জরাসন্ধের আর্তরবে এবং ভীমসেনের গর্জনে মগধবাসী সমস্ত লোক ত্রস্ত ও গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইয়া গেল। ভীমসেনের ভয়ঙ্কর নিনাদে মগধেরা বোধ করিল যে, হয় হিমালয়, না হয় মহীতল বিদীর্ণ হইতেছে।

তদনন্তর অরিন্দম কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম গতজীবিত ও প্রসুপ্তের ন্যায় পতিত জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া নিস্ক্রান্ত হইলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের পতাকাশালী রথ সংযোজিত এবং তাহাতে ভ্রাতৃদ্বয়কে আরোপিত করিয়া বান্ধবগণকে কারামুক্ত করিলেন। মহীপালগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক রত্ন দ্বারা তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। অক্ষত, শস্ত্রসম্পন্ন, জিতারি বাসুদেব সেই দিব্যরথে আরোহণ করিয়া রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমার্জ্জুন দুই যোদ্ধা তাহাতে আরূঢ় এবং কৃষ্ণ তাহার সারথি হওয়াতে সেই রথ সমধিক শোভিত হইয়াছিল। যে রথ তারকাজালের ন্যায় সমুজ্জ্বল, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু যাহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম করিতেন, যদ্দ্বারা পুরন্দর নবনবতিবার দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন, তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় যাহার আভা, মেঘনির্ঘোষের ন্যায় যাহার শব্দ, সেই কিঙ্কিণীজলজড়িত অপূর্ব্ব রথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। মগধেরা মহাবাহু কৃষ্ণকে ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত সেই রথে আরূঢ় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। বায়ুবেগশালী সেই রথ দিব্য ঘোটকে সংযুক্ত ও কৃষ্ণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অতীব শোভমান হইয়াছিল। সেই দেবনির্মিত রথ শক্রধনুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল।

জরাসন্ধবন্দীকৃত রাজগণের মুক্তি

অনন্তর কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সমাগত হইলেন। বিস্তৃতানন, মহানাদ গরুত্মান সমারূঢ় হইলে সেই দিব্য রথ উন্নত চৈত্যবৃক্ষের উপমেয় হইয়া উঠিল। সহস্রকিরণবৃত মধ্যাহ্নসহস্রাংশুর ন্যায় প্রাণীগণের দুনিরীক্ষ্য সেই রথ তেজো দ্বারা সমধিক দীপ্যমান হইল। তাহার দিব্য ধ্বজ বৃক্ষেও সংলগ্ন হইত না এবং বাণেও বিদ্ধ হইত না, এক্ষণে মানবের দৃশ্যমান হইতে লাগিল। সে রথ রাজা বসু বাসব হইতে, বৃহদ্রথ বসু হইতে, পরিশেষে জরাসন্ধ বৃহদ্রথ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুরুষব্যাঘ্র আচ্যুত ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত সেই মেঘনাদ রথে আরোহণ করিয়া প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর পুণ্ডরীকক্ষ বাসুদেব গিরিব্রজ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নগরবাসীরা সৎকার ও বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাহার সমীপবর্তী হইলেন। বন্ধনবিমুক্ত রাজারাও স্তুতিপূর্ব্বক মধুসূদনের পূজা করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো! ভীমার্জ্জুনের সহিত আপনি যে ধর্ম্মরক্ষা করিলেন, আদ্য যে দুঃখরূপ পঙ্কে পঙ্কিল জরাসন্ধরূপ হ্রদে নিমগ্ন নৃপতিগণের উদ্ধারসাধন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হে বিষ্ণো! হে যদুনন্দন! আপনি, দারুণ গিরিদুর্গে অবসন্ন দুর্ভাগ্যদিগের মোচনজনিত দীপ্ত যশোরাশি প্রাপ্ত হইলেন। আপনি নৃপতিগণের দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।”

জরাসন্ধপুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক

মনস্বী হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্যচিকীর্ষু ধামিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।" নৃপতিগণ "তাঁহাই করিব।" বলিয়া স্বীকার করিলেন। জরাসন্ধানন্দন সহদেব অমাত্যের সহিত পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতি বিনীতভাবে প্রতিপাতসহকারে বহুরত্নপ্রদানপূর্ব্বক নরদেব বাসুদেবের উপাসনা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া তৎপ্রদত্ত মহামূল্য রত্নসমুদয় গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন একত্র হইয়া সানন্দে সৎকারপূর্ব্বক তাহাকে সেই মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবাহু সহদেব মহাত্মাগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

সকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের স্বপুরে আগমন

এদিকে শ্রীমান পুরুষোত্তম ভুরি ভুরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া আনন্দের সহিত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বৃকোদর বলবান জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন, কারারুদ্ধ ভূপতিগণও বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া অক্ষত-শরীরে স্বনগরে আগমন করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বাসুদেবকে সমুচিত পূজা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধকে নিহত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহাতে সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠিরের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর তাহারা বয়স অনুসারে সৎকার ও পূজা করিয়া ভূপতিগণকে বিদায় করিলেন। ভূপতিগণ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে উচ্চাবচ [সম অসম-প্রধান অপ্রধান] যানে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব দেশে গমন করিলেন। বুদ্ধিমান শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণ দ্বারা চিরশত্রু জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা লইয়া কুন্তী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা, ভীমসেন, ধনঞ্জয় এবং ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া ধর্ম্মরাজপ্রদত্ত মনস্তুল্যগামী সেই দিব্য রথে দশদিক মুখরিত করিয়া নিজনগরে যাত্রা করিলেন। তাহার গমনসময়ে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের বধসাধন ও গিরিদুর্গ হইতে বিধার্থনীত নরপদিদিগের উদ্ধার করায় তাঁহার যশোরাশি ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। হে ভারতবংশাবতংস। জনমেজয়! এইরূপে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর প্রীতিবর্দ্ধন ও তৎকালোচিত ধর্ম্মকামার্থ্যেপেতভাবে প্রজাপালনপূর্ব্বক পরম-সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

জরাসন্ধবদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৪তম অধ্যায়
দিগ্বিজয়পর্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন উৎকৃষ্ট ধনু, অক্ষয় তূণীর, রথ, পতাকা ও সভা অধিকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহলেন, "রাজন! নিতান্ত অসুলভ অভিলাষিত কোদণ্ড, সহায়, দুর্গ যশ ও বল প্রভৃতি আমি সকলই লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কোষবৃদ্ধি ও ভূপালগণ হইতে কর আহরণ করাই আমার কর্তব্য কার্য্য। এক্ষণে আপনি অনুমতি করিলে শুভ নক্ষত্র, মুহূর্ত ও তিথিবিশেষ লাভ করিয়া বিজয়ার্থ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করি।"

অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির স্নিগ্ধ-গভীর স্বরে কহিলেন, "বৎস! তুমি পূজ্য ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণের নিরানন্দ ও সুহৃদগণের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা কর, নিশ্চয়ই তোমার জয়লাভ ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।" তখন অর্জ্জুন সুমহৎ সৈন্যমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া অগ্নিদত্ত দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ভীমসেন ও যমজ নকুল-সহদেব ইহারাও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সৎকৃত হইয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তরদিক, ভীম পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পূর্ব্বদিক জয় করিলেন। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থমধ্যস্থ সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

২৫তম অধ্যায়
অর্জ্জুন-দিগ্বিজয়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করুন। আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা এককালে পৃথিবী জয় করেন, অতএব প্রথমতঃ অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর জয়

মহারাজ!! ধনঞ্জয় প্রথমতঃ অনতিভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা কুলিন্দবিষয়স্থিত মহীপালগণকে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর কুলিন্দ, কালকট ও আনর্ত্তদেশ বশীভূত করিয়া তিনি সসৈন্যে মহীপাল সুমণ্ডলকে পরাজয় করেন; তৎপরে সুমণ্ডলসমভিব্যাহারে শাকলদ্বীপ ও বিন্ধ্য-ভূধরসন্নিহিত পার্থিবদিগকে জয় করিলেন। সপ্তদ্বীপমধ্যে শাকলদ্বীপে যে-সকল ভূপাল বাস করিতেন, অর্জ্জুনসৈন্যের সহিত তাহাদিগের তুমুল সংগ্রাম হইল। অনন্তর অর্জ্জুন ঐ সমস্ত রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে প্রাগজ্যোতিষ-দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরের উপকূলবাসী অন্যান্য বহুবিধ যোদ্ধবর্গের সহিত পরিবৃত ছিলেন। তিনি আট দিন যুদ্ধ করিয়া সংগ্রাম বিষয়ে বিগতক্রম অর্জ্জুনকে সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের আত্মজ, তোমার এইরূপ বলবীর্য্য হইবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। আমি ইন্দ্রের প্রিয়সখা, আমিও রণক্ষেত্রে বলবিক্রমপ্রকাশে কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূন নহি, তথাচ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি; অতএব এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ হয়, বল, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি যে কথা কহিবে, তাহার অন্যথা হইবে না।" অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি কুরুকুলতিলক ধর্ম্মানন্দন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্থিবত্ব সংস্থাপনের অভিসন্ধি করিয়াছি। আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করুন। আপনি মদীয় পিতা ইন্দ্রদেবের সখা, আর আমার সহিতও আপনার বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিল; সুতরাং এক্ষণে আর আপনাকে আদেশ করিতে পারি না; অতএব প্রীতিপূর্ব্বক কর প্রদান করুন।" তখন ভগদত্ত কহিলেন, "হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! যাদৃশ তুমি আমার প্রণয়ভাজন, রাজা যুধিষ্ঠিরও তদ্রূপ। অতএব আমি অবশ্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব, বরং আর কি করিতে হইবে, বল।"

২৬তম অধ্যায়
কাশ্মীর জয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহাশয়! এই বিষয়ে অঙ্গীকৃত হইলে আমাদিগের সকলই অনুষ্ঠিত হয়।"

অনন্তর অর্জ্জুন ভগদত্তকে বশীভুত করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি এই সমস্ত স্থান আপন হস্তগত করিলেন। তৎপরে পর্ব্বত, বন ও তত্রত্য অনেকানেক ভূপালগণকে আয়ত্ত ও অনুরক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মৃদঙ্গনাদ, রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ ও মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি দ্বারা পর্ব্বতকাননসমাকীর্ণ বসুন্ধরা বিকম্পিত করিয়া ঐ সকল রাজলোকের সহিত উলুকবাসী বৃহন্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃহন্ত অবিলম্বে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের সহিত পর্ব্বতরাজ বৃহন্তের অতিমহৎ সংঘর্ষ হইতে লাগিল। কিন্তু বৃহন্ত তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্বিষহ স্থির করিয়া প্রভূত অর্থের সহিত তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তরীণ কুন্তীনন্দন বৃহত্তরাজ্য বৃহন্তকেই সমর্পণ করিয়া উলুকাসমভিব্যাহারে সেনাবিন্দুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি মোদাপুর, বামদেব, সুদামন, সুসঙ্কুল এবং উত্তর উলুকদেশস্থ অনেকানেক ভূপালগণকে সমানয়ন করিলেন। তিনি তথায় অবস্থান করিয়াই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অপ্রতিহত শাসন-প্রভাবে সেনাসমূহ দ্বারা পঞ্চগণ ও বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাবিন্দুর রাজধানী হইতে নির্গত ও দেবপ্রস্থে, উপস্থিত হইয়া স্কন্ধাবার সংস্থাপন করিলেন। তথা হইতে সৈন্যগণ-পরিবৃত হইয়া পুরুষর্ষভ পৌরবরাজ বিশ্বগণের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় অনেকানেক পার্ব্বতীয় মহাবীরদিগকে সমরাঙ্গনে পরাজয় করিয়া সৈন্যগণসহকারে পৌরবপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরেও পর্ব্বতনিবাসী দাস্যুদিগকে এবং সপ্তবিধ উৎসব-সঙ্কেতনামক ম্লেচ্ছজাতিদিগকে পরাজয় করিলেন।

অনন্তর তিনি কাশ্মীরদেশসম্ভূত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে ও দশ রাজমণ্ডলের সহিত ভূপাল লোহিতকে পরাজয় করিলেন। তখন ত্রিগর্ত, দারু ও কোকানদাদেশীয় ক্ষত্রিয়েরা অর্জ্জুনসন্নিধানে সমাগত হইতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন রমণীয় অভিসারী নগরী অধিকার করিলেন। তাহার বাহুবলে রণস্থলে উরগদেশবাসী মহারাজ রোচমান পরাজিত হইলেন। তদনন্তর রণস্থলে সৈন্যবিস্তারপূর্ব্বক বহুবিধ আয়ুধরক্ষিত রমণীয় সিংহপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সুহ্ম ও সুমোলানাম্নী নগরী মন্থন করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরম বাহুবিক্রম প্রকাশ্যপূর্ব্বক তিনি নিতান্ত দুর্লভ বাহ্লীকদিগকে নিরতিশয় মর্দন করিয়া পরিশেষে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া দরদ ও কাম্বোজ জয় করেন। পূর্ব্ব ও উত্তরদেশে যে-সকল দস্যু বাস করিতেছিল আর যাহারা অরণ্যচারী, তাহারাও অর্জ্জুনের বশীভূত হইল। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন লোহ, পরম, কাম্বোজ ও উত্তরঋষিক এই সকলকে এককালে পরাজয় করিলেন। ঋষিকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে সমরাঙ্গনে পরাজয় করিয়া শুকোদরশ্যাম আটটি অশ্ব আনয়ন করিলেন; আর রাজকরস্বরূপ ময়ূরসদৃশ উদীচ্য ও পাশ্চাত্য অতিবেগগামী তুরঙ্গ

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে নিষ্কুট-পৰ্ব্বত ও হিমাচলকে পরাজয় করিয়া ধবল-গিরিপৃষ্ঠে সেনানিবেশ করিলেন।

২৭তম অধ্যায়
কিম্পুরুষবর্ষ জয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ধবলগিরি অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়ান্তকর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দ্বারা দ্রুমপুত্ররক্ষিত কিম্পরুষবর্ষ পরাজয় ও অধিকার করিলেন। তৎপরে সসৈন্যে গুহ্যকপালিত হাটকদেশে উপস্থিত হইলেন, তথায় গুহ্যকদিগের নিকট জয়লাভ করিয়া তিনি মানস-সরোবর ও সমস্ত ঋষিকন্যা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মানস-সরোবরের নিকটস্থ্ হইয়া হাটকের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী গান্ধৰ্ব্বরক্ষিত দেশ-সকল অধিকার করিলেন। সেই সমস্ত গন্ধৰ্ব্ব নগর হইতে তিনি তিত্তিরি, কল্মষ ও মণ্ডুক নামে প্রচুর অশ্বরত্ন করস্বরূপ লাভ করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর হরিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়া জয়লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। এই অবসরে মহাবীর্য্য মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল অর্জ্জুন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, "হে কুন্তীনন্দন মহাভাগ অর্জ্জুন! আপনি এই গন্ধৰ্ব্ব-নগরী অধিকারে কদাচ সমর্থ হইবেন না, অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। এই নগরী অপর্যাপ্ত সৈন্যসামন্তসম্পন্ন। যিনি এই নগরে প্রবেশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে সামান্য মনুষ্য নহেন। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যখন আপনি এই নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার জয়লাভই হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এ স্থলে কোন বিষয়ই জেতব্য লক্ষিত হয় না। এই দেশের নাম উত্তর-কুরু। এ স্থানে যুদ্ধের প্রসঙ্গও নাই। আপনি নগরপ্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি স্থানপ্রভাবে কোন বস্তুই আপনার প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এ স্থলে কোন বিষয়েই মনুষ্যমাত্রের সাক্ষাৎকারলাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার যদি কোন কার্য সংসাধন করিবার অভিলাষ থাকে, বলুন, আজ্ঞা পাইলে আমরাই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব।"

তখন অর্জ্জুন হাস্যমুখে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি ধীমান ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব যদি তোমাদিগের এই প্রদেশ সকল নরলোকের সঞ্চার-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান কর।" তখন দ্বারপালেরা অর্জ্জুনকে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য অজিন ও মহার্হ ক্ষৌমবস্ত্র এই সমস্ত বস্তু কর প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর-কুরু পরাজয় করিয়া পরিশেষে অন্যান্য অনেকানেক ক্ষত্রিয় ও দস্যুগণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত ও হস্তগত করিয়া বহুবিধ ধন, রত্ন এবং ময়ুরসদৃশ, শুকশ্যাম [শুকাবৎ শ্যামবর্ণ], বেগশালী অশ্ব-সকল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে পুনরায় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বাহনের সহিত সমস্ত ধন প্রদান করিয়া তাহার আদেশানুসারে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

২৮তম অধ্যায়
ভীম-দিগ্বিজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই অবসরে ভীমপরাক্রম ভীম যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে করিতুরগসঙ্কুল [অনেক অশ্বগজযুক্ত] বহুল বলসমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিগ্বিভাগে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে পাঞ্চালনগরে উপনীত হইয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক পাঞ্চালদিগকে স্ববশে আনিলেন। অনন্তর তিনি বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে পরাজয় করিয়া অত্যল্পকালবিলম্বেই দশার্ণদেশ অধিকার করিলেন। তথায় দশার্ণাধিপতি সুধন্বা ভীমসেনের সহিত অতি ভয়ঙ্কর বাহুযুদ্ধ করিলেন। সেই মহাবল মহীপালের বাহুবল পরীক্ষা করিয়া ভীম তাহাকে পরাজিত ও সেনাপতিমধ্যে প্রধানতম করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর ভীমসেন বাহিনী সমভিব্যাহারে বলভরে বসুন্ধরাকে কম্পান্বিত করিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন; তথায় সমরানল অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দক্ষিণদিগ্বিভাগস্থ পুলিন্দনগরে উপস্থিত হইয়া সুকুমার ও সুমিত্রনামা ভূপালদ্বয়কে বশীভূত করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে মহাবল শিশুপালসন্নিধানে উপনীত হইলেন। চেদিরাজ ভীমের অভিপ্রেত সম্যক অবগত ও রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ হইবামাত্র উভয়ে আত্মকুলগত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। তদনন্তর শিশুপাল স্বরাজ্যের অবস্থা নিবেদন করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, "হে মহাবাহো! এক্ষণে কিরূপ কার্য্যসংসাধনে অধ্যবসায় করিয়াছ?" ভীমসেন প্রত্যুত্তর নির্গত হইয়া কর সংগ্রহ করিতেছি।" এই কথা শুনিবা মাত্র চেদিরাজ তাহাকে করা প্রদান করিলেন। তৎপরে ভীমসেন তথায় ত্রিংশদিবস বাস করিয়া শিশুপাল কর্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া বলবাহন-সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

২৯তম অধ্যায়
ভীমের বঙ্গবিজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীম কুমাররাজ্যে শ্রেণীমান্ ও কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞ মহাবল দীর্ঘযজ্ঞকে জয় করিলেন। তদনন্তর গোপালকক্ষ, উত্তর-কোশল-প্রদেশ ও মল্লাধিপতিকে স্ববশে আনিলেন। তৎপরে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে বলপ্রকাশপূর্ব্বক অল্পকালমধ্যে সমুদয় জলোদ্ভবদেশ [পুলিন দেশ—চড়া ভূমি] অধিকার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অনেকানেক দেশ ভীমসেনের অধিকৃত হইল।

তৎপরে ভীমসেন ভল্লাট ও শুক্তিমান পর্ব্বত পরাজয় এবং নিজ বাহুবলে কাশীরাজ-সহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর সুপার্শ্ব, যুধ্যমান ও রাজপতি ক্রথকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিলেন। তৎপরে মৎস্য ও মহাবল মলদদিগকে এবং পশুভূমিসকল জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মদধার, মহীধর ও

সোমধেয়াদিগকে জয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। উত্তরদেশে উপস্থিত হইয়া মহাবল ভীম বলপ্রকাশপূর্ব্বক বৎসভূমি অধিকার করিলেন। তৎপরে ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি ও মণিমান প্রভৃতি মহীপালদিগকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা দক্ষিণমল্ল ও ভোগবান পর্ব্বতকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ বৈদেহক ও জগতপতি জনককে পরাজয় করিলেন এবং ছল প্রকাশপূর্ব্বক শক ও বর্ব্বরদিগকে আত্মবশে আনিলেন। তৎপরে ইন্দ্রপর্ব্বত-সন্নিধানে বিদেহদেশে বাস করিয়াই তিনি সপ্তপ্রকার কিরাতাধিপতিদিগকে পরাজয় করিলেন। অনন্তর স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপালদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন। গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা ও হস্তগত করিয়া তাহাদের সহিত কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে চতুরঙ্গবলসমভিব্যাহারে মেদিনীমণ্ডল চালিত করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন।

অনন্তর মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মহৌজা [অত্যন্ত তেজস্বী] রাজা, এই দুই মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গ রাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্কটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকুলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।

এইরূপে মহাবীর ভীম অনেকানেক দেশ অধিকার ও তথা হইতে কর সংগ্রহ করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন। সাগরকুলবাসী ম্লেচ্ছরাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কম্বল, কাঞ্চন, রজত, বিদ্রুম প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিল। ভীম এই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন।

৩০তম অধ্যায়
সহদেব-দিগ্বিজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক পূজিত [মাঙ্গল্যবিধানে সৎকৃত] হইয়া মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মথুরা নগরী জয় করিলেন। তৎপরে মৎস্যরাজ তদীয় বলবীর্য্যের বশীভুত হইলেন। অনন্তর অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে জয় ও তাহাকে করদ করিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎপরে সুকুমার ও নরাধিপ সুমিত্রকে বশীভূত করিয়া পটচ্চর ও অপর মৎস্যদিগকে পরাজয় করিলেন; তৎপরে নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্ব্বত ও শ্রেণীমান পার্থিবকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিলেন। তৎপরে নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজের

অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কুন্তিভোজী প্রীতিপূর্ব্বক সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। অনন্তর স্রোতস্বতী চর্ম্মন্বতীর তীরদেশে পূর্ব্ববৈরী, বাসুদেব কর্তৃক পরাজিত জম্ভকাত্মজ মহারাজকে দেখিলেন। তিনি সহদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন। পরিশেষে সহদেব তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সেক ও অপরসেক সহদেবের নিকট পরাজিত হইলেন। সহদেব তাহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সুমহৎ সৈন্যসমূহ পরিবৃত অবন্তিদেশসমুৎপন্ন মহাবীর বিন্দানুবিন্দদ্বয়কে যুদ্ধে জয় করিয়া তাহাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক ভোজকটপুরে গমন করিলেন। সেই স্থানে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ ভীষ্মকের সহিত দুই দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, পরিশেষে তাহাকে পরাজয় করিয়া কোশলাধিপতি, বেণ্বানদীর তীরস্থ নৃপতি আরণ্যক ও অযোধ্যার পূর্বাংশের অধীশ্বরদিগকে সমরে পরাজয় করিলেন। তৎপরে নাটকেয় ও হেরম্বকদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মারুধ ও মুঞ্জগ্রাম বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। পরে নাটবিক, অর্বুক ও সেই সমস্ত আরণ্যক নৃপতিদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বাতাধিপতিকে হস্তগত ও পুলিন্দাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সহদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণ্ড্যরাজ্যের সহিত এক দিবস যুদ্ধ হইল। তিনি পাণ্ড্যরাজকে পরাজয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাত কিষ্কিন্ধ্যা নাম্নী বানরনগরীতে উপস্থিত হইয়া বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই পরিশ্রান্ত বা বিকারপ্রাপ্ত হইলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পাণ্ডবা-শার্দুল! তুমি আমাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। তুমি যে কার্য্য সমাধা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।" অনন্তর তিনি তথা হইতে রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ নীলের সহিত সহদেবের সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সকলের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, ভগবান হুতাশন ঐ যুদ্ধে নীলরাজকে সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। সহদেবের সৈন্যমধ্যে অশ্ব, রথ, হস্তী, পুরুষ ও কবচ-সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপারসন্দর্শনে কুরুনন্দন সহদেব ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

মাহিষ্মতীর অজেয়তা

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন, ভগবান্ বহ্নি কি নিমিত্ত রণক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে মাহিষ্মতীবাসী ভগবান পাবক পারদরিক বলিয়া গৃহীত হয়েন। নীলরাজের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী কন্যা ছিল, সে সর্ব্বদা পিতার বোধন সাধনের নিমিত্ত অগ্নির উপাসনা করিত। অগ্নি ঐ রাজকুমারীর রমণীয় ওষ্ঠ্যপুটবিনিগত বায়ু ব্যতিরেকে ব্যজন দ্বারা উপবীজ্যমান হইলেও প্রজ্বলিত হইতেন না। অনন্তর বহ্নি ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই পদ্মাপলাশিলোচনা সুদর্শন কন্যার সহিত স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন এবং রাজাকে অনাদর করিয়া সকলের

গৃহেই গমনাগমন করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে শাসন করিলেন। তখন ভগবান অগ্নি ক্রোধে অধীর হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিপ্ররূপী বহ্নির শরণ গ্রহণপূর্ব্বক শুভদিনে শুভলগ্নে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অনল নীলরাজদুহিতাকে পরিগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ! বর প্রার্থনা কর।" রাজা এইরূপ অভিহিত হইয়া আপনার ও সৈন্যসামন্তের অভয় প্রার্থনা করিলেন। তদবধি এই বৃত্তান্ত না জানিয়া যে-কোন নরপতি মাহিষ্মতী পুরী জয় করিতে ইচ্ছা করেন। ভগবান অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। তদবধি এই নগরীতে কেহই স্ত্রীলোকদিগকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না। অগ্নি মহিলাগণকে 'আবরণীয়া হও' এই বলিয়া বর দান করায়, তদবধি তাহারা স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ও অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া রাজগণ মাহিষ্মতী নগরী পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেব সৈন্যদিগকে অগ্নিপরীত [অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত] ও একান্ত ভীত দেখিয়া আচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক পাবককে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন, "ভগবন! আমি আপনার প্রসাদেই দিগ্বিজয় করিতেছি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দেবগণের মুখস্বরূপ ও আপনিই যজ্ঞ। জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনার নাম পাবক। বহনীয় দ্রব্যজাত বহন করিয়া থাকেন, এই কারণে হব্যবাহন হইয়াছেন। আপনা হইতে বেদ জন্মিয়াছে, এই জন্যই সকলে আপনাকে জাতবেদা বলিয়া থাকে। হে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু, সুবেশ ও অনল। আপনিই স্বর্গদ্বারস্পর্শী হুতাশন, জ্বলন ও শিখী; আপনিই বৈশ্বানর, পিঙ্গে শ, সর্ব্বতেজোনিধান ও কুমারসূ [কার্ত্তিকেয়ের ধারণকর্তা]; আপনিই ভগবান রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যকৃৎ। হে অনল! আপনি আমাকে তেজঃপ্রদান করুন; বায়ু প্রাণদান ও পৃথিবী বলাধান করুন; জল মঙ্গলসাধন করুন। ভগবান! আপনা হইতে বারি সম্ভূত হয়, আপনি সুরশ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মুখস্বরূপ; আপনি এক্ষণে আমাকে পবিত্র করুন। ঋষি, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অসুরগণ। যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আপনি তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্য দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে আগ্নে! আমি প্রীতি ও শুচি হইয়া আপনাকে স্তব করিতেছি, এক্ষণে আপনি আমাকে তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রুতি ও প্রীতি প্রদান করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি এইরূপ আগ্নেয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিয়া থাকেন, তিনি সম্পত্তিশালী, দান্ত ও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অগ্নির স্তুতিবাদ করিয়া সহদেব তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন! হব্যবাহন! আপনি এই যজ্ঞে কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন না।" এইরূপ প্রার্থনানন্তর তিনি ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক পাবকের অভিমুখে উপবেশন করিলেন। যেমন মহাসাগর তীরভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ অগ্নিভীত ও উদ্বিগ্ন সৈন্যগণ এবং সম্মুখে আসীন নরদেব সহদেবকে অতিক্রম করিলেন না; অনন্তর অগ্নি অতিমন্দ-গমনে প্রণত সহদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কুরুনন্দন! উত্থিত হও। তোমার ও ধর্ম্মানন্দন যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়াছি; তথাচ যে পর্য্যন্ত

নীল রাজার বংশে কোন বংশধর রাজা থাকিবেন, তদবধি আমি এই নগরী রক্ষা করিব, এক্ষণে তোমার যেরূপ মনোরথ তাহা সফল হইবে।”

ইহা শ্রবণে মাদ্রীতনয় হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া বহ্নির পূজা করিলেন। বহ্নি প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর মহারাজ নীল তদীয় আদেশানুসারে সহদেবসন্নিধানে উপনীত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাহার অর্চনা করিলেন। সহদেব পূজাগ্রহণপূর্ব্বক নীলরাজাকে হস্তগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নরদেব সহদেব প্রভৃত পরাক্রমশালী ত্রৈপুররক্ষককে স্বদেশে স্থাপন করিয়া পৌরবেশ্বরকে বলপূর্ব্বক আপনার বশীভূত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর দৃঢ়তর যত্নসহকারে সুরোষ্ট্রাধিপতি কৌশিচার্য্য আকৃতিকে আপনার বশবর্তী করিলেন; সুরাষ্ট্ররাজ্যে অবস্থান করিয়াই তিনি ভোজকটস্থ মহাপাত্র রাজা রুক্মী ও পরমধার্মিক দেবরাজ-সখা মহারাজ ভীষ্মকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র উভয়েই সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। তৎপরে মাদ্রীসূত সহদেব প্রীতিপূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সুর্পারক, তালাকাট ও দণ্ডকদিগকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর সগরদ্বীপবাসী ও ম্লেচ্ছাযোনিসভূত ভূপতি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণ, প্রাবরণ, নররক্ষস-যোনিজ কালমুখ, কোলগিরি, সুরভিপট্টন, তাম্রাক্ষ দ্বীপ, রামক পর্ব্বত ও তিমিঙ্গিল বশীভূত করিয়া একপাদ পুরুষ, বনবাসী কোরক, সঞ্জয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূত দ্বারা আপনার বশবর্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন। পরে পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, ওড্র, কেরল, অন্ধ, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্র, কণিক, রমণীয়া আটবী পুরী ও যবনপুর দূত দ্বারা নিজোয়ত্ত করিয়া কর সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে মহাত্মা বিভীষণের নিকট দূত পঠাইলেন। বিভীষণ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া বিবিধ রত্ন, অগুরু, চন্দনকাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহার্হ বসন ও মহামূল্য মণি প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধীমান্য সহদেব বল, সাত্ত্ববাদপ্রয়োগ ও বিজয় দ্বারা পার্থিকদিগকে করদ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়লব্ধ সমস্ত দ্রব্যজাত সমর্পণপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

৩১তম অধ্যায়
নকুল দিগ্বিজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর নকুল যেরূপে বাসুদেবজিত দিকসকল জয় করিলেন, সেই বিজয়বৃত্তান্ত এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। নকুল খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে বিনির্গত হইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানসময়ে বীরগণের সিংহনাদ ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি দ্বারা মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। নকুল গোকুলসঙ্কুল, রোহিত্যকদেশে প্রয়াণ করিলেন। তথায় মহাশূর মত্তময়ুরগণসমভিব্যাহারে তাহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরিশেষে তিনি মরুভূমি সৈরোষক ও বহুধান্যসম্পন্ন মহৌখদেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রবল

যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া আক্রোশনামক রাজর্ষিকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকপট, মধ্যমকেয়, বাটধান ও দ্বিজগণকে পরাজয় করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেতনামক—গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদ্রতীরস্থ ও জনপদবাসী শূদ্র আভীরগণ, যাহারা সরস্বতী নদী আশ্রয় করিয়া মৎস্য দ্বারা পর্ব্বতবাসী সমস্ত পঞ্চনদ, অমর-পর্ব্বত, উত্তরাজ্যোতিষ, দিব্য কটপুর ও দ্বারপালকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। ‘অনন্তর শাসন হেতু [বিনাযুদ্ধে কেবল আদেশ দ্বারা] রামঠ, হারাতৃণ ও প্রতীচ্য-ভূপালদিগকে আপনার বশে আনিলেন। তৎপরে তথায় অবস্থান করিয়াই বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব ও যাদবগণ তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। অবশেষে শাকলে উপস্থিত হইয়া মদ্রদিগের নগর অধিকার করিয়া মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। মাদ্রীসূত নকুল শল্য কর্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রভূত রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম-দারুণ ম্লেচ্ছ, পহ্নব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য পার্থিবদিগকে জয় করিলেন।

এইরূপে নকুল দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সহস্র করভ [পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত বলশালী হস্তী] তাহার মহাধনকোষ অতিকষ্টে বহন করিতে লাগিল!

দিগ্বিজয়পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৩২তম অধ্যায়
রাজসূয়িক-পর্ব্বাধ্যায়

[illegible]

যুধিষ্ঠির সমীপে কৃষ্ণের আগমন

সকলে উক্ত প্রকার জল্পনা করিতেছেন, ইত্যবসরে চরাচর শ্রেষ্ঠ ভূতভাবন ভগবান সনাতন বাসুদেব তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যেমন প্রাচীর দ্বারা পুরী রক্ষিত হয়, তদ্রূপ তিনি যদুকুলের পরিরক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণ বাসুদেবকে সৈন্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত অসংখ্য ধন ও অবিনশ্বর রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলেন। তদীয় সৈন্যস্থ রথনির্ঘোষে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন সূর্য্যোদয়ে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় এবং নির্ব্বাত স্থানে বায়ু সঞ্চারিত হইলে সকলে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করে, তদুপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতীকুল সুখহ্রদ ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। তৎকালে জনপূর্ণ ভারতীকুল সমধিক সঙ্কুল হইয়া উঠিল। তত্রত্য জনগণ প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের যথাবিধি সৎকার করিলেন।

কৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞানুমতি প্রার্থনা

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়, পুরোহিত ধৌম্য ও মহর্ষি দ্বৈপায়নপ্রমুখ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক সুখাসীন কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে বাসুদেব! কেবল তোমার অনুগ্রহে এই সসাগরা বসুন্ধরা আমার বশবর্তিনী হইয়াছে, তোমারই প্রসাদে আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি। এক্ষণে উক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি বিপ্রসাৎ করিতে বাসনা করি; কিন্তু আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, তোমার ও অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করি; অতএব কার্য্যারম্ভের অনুমতি করিয়া আমাকে চরিতার্থ করা। হে গোবিন্দ! তোমাকে ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিষ্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। অথবা অনুজগণের সহিত আমাকেই দীক্ষিত হইতে আজ্ঞা কর। তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেই আমি অনুত্তম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলভাগী হইব, সন্দেহ নাই।"

কৃষ্ণাদেশে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ারম্ভ

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ভুরিভুরি গুণকীর্তনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে মহারাজ! আপনিই মহাক্রতু রাজসূয় অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব অবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনি যজ্ঞ সমাপন করিলে আমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইব। আমি আপনার হিতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিলাম, আপনি স্বাভিলষিত যজ্ঞ আরম্ভ করুন। আপনি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদনা করিব।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমার ইচ্ছানুসারে যখন তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যগণ ও সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, 'ব্রাহ্মণেরা যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গদ্রব্য আয়োজনের অনুমতি করিয়াছেন, তাহা এবং অন্যান্য সমুদয় উপকরণসামগ্রী, মাঙ্গল্যদ্রব্য ও ধৌম্যোক্ত যজ্ঞসম্ভার-সকল সত্বর আনয়ন করাও । ইন্দ্রসেন, বিশোক এবং অর্জ্জুনসারথি পুরু, ইহারা আমার প্রিয়চিকীর্ষার্থ অন্নাদি আহরণে নিযুক্ত হউন। তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রিয়কার্য্য-সাধনার্থ মনোহর, সুরস, সুগন্ধি সমুদয় কাম্যবস্তুর আয়োজন কর।" যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই সহদেব অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আপনার আদেশের পূর্ব্বেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।" অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মূর্তিমান বেদস্বরূপ কতিপয় ঋত্বিক আনয়ন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেই যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয়-গোত্রশ্রেষ্ঠ সুসামা সামগানার্থ ব্রতী হইলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বসুপুত্র পৌল ও ধৌম্য হোতা এবং বেদবেদান্ত পারগ। তাহাদের শিষ্যবর্গ ও পুত্রগণ সদস্য হইলেন। তাহারা যজ্ঞবিষয়ে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া সেই মহৎ যজ্ঞস্থানের শাস্ত্রোক্ত পূজা করিলেন। পরে শিল্পকারেরা অনুজ্ঞাত হইয়া তথায় দেবগৃহসদৃশ উত্তমোত্তম গৃহসমূহ নির্মাণ করিল।

যজ্ঞ নিমন্ত্রণার্থ দূতপ্রেরণ

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, "হে ভ্রাতঃ! নিমন্ত্রণার্থ দ্রুতগামী দূতসকল সর্ব্বত্র প্রেরণ কর।" সহদেব রাজবাক্য শ্রবণমাত্র চতুর্দ্দিকে দূতগণকে প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে কহিয়া দিলেন, "জনপদস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস এবং বৈশ্য ও সম্মানযোগ্য সদ্বিদ্বো্ শূদ্রদিগকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিও।" দূতেরা আজ্ঞা পাইয়া সমুদয় ব্রাহ্মণ ও রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞদীক্ষা

সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যথাকলে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ভ্রাতৃগণ, সুহৃদবর্গ, জ্ঞাতিকুল, সহাচারিগণ, নানাদেশ হইতে সমাগত প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় সকল ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্ববিদ্যাকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। শিল্পকারেরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। সেই সকল আবসথ [গৃহ] বহুবিধ অন্নপানে পরিপূর্ণ, বিচিত্র চন্দ্রাতপে [চাঁদোয়া] বিভূষিত এবং সর্ব্বসুখপ্রদ দ্রব্যজাতে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মণের রাজা কর্তৃক সৎকৃত হইয়া বাসপূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি সন্দর্শনপূর্ব্বক নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপ্রদেশে ভোজনাসক্ত, আখ্যায়িকা-তৎপর ও আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন বিপ্রগণের কোলাহলশব্দ সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল। ফলতঃ তথায় সর্ব্বদা কেবল "দীয়তাং ভূজ্যতাং" এইমাত্র শব্দ শ্রুতিগোচর হইত। ধর্ম্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক পৃথক গোসমূহ, শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যাভরণভূষিতা রূপযৌবনবতী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন। সুরলোকাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর মহাত্মা পাণ্ডবের যজ্ঞ এইরূপে উত্তরোত্তর সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য ও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গের নিমন্ত্রনার্থ নকুলকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন।

৩৩তম অধ্যায়
ভীষ্মপ্রমুখ কৌরবগণের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নকুল হস্তিনাপুরে যাইয়া বিনয়নম্রবচনে পরমসৎকারপূর্ব্বক ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও আচার্য্যপ্রমুখ বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা প্রীতমনে নিমন্ত্রণ স্বীকারপূর্ব্বক যজ্ঞদর্শনার্থ গমন করিলেন। যজ্ঞের সমারোহ শ্রবণে কৌতুহলোক্রান্ত হইয়া নানা দিগন্তনিবাসী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের সমভিব্যহারে চলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধন কর্ণ, শল্য, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবাঃ, শাল, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, সিন্ধুদ্দেশাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূলনিবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্ব্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ডক, বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, আকর্ষ, কুন্তল, মালবদেশীয় ভূপালসকল, অন্ধকগণ, দ্রাবিড়রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীরদেশীয় রাজা, কুন্তীভোজ, গৌরবাহন, বাহ্লীকদেশীয় অপরাপর রাজগণ, বিরাটভূপতি এবং তাহার পুত্রদ্বয়, সপুত্র শিশুপাল এবং অন্যান্য নানাজনপদেশ্বর ও রাজপুত্রেরা সকলে বিবিধ রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যজ্ঞসন্দর্শনে আগমন করিলেন।

বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বীর্যবান্, চারুদেষ্ণ, কঙ্ক, উন্মুক, নিশঠ, মহাবীর অঙ্গবাহ প্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইলেন।

ধর্ম্মরাজ সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক বাসস্থান প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। সকল গৃহই নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রমণীয় দীঘিকা ও পাদপসমূহে সুশোভিত ছিল। সেই প্রাসাদমালা কৈলাসশিখরের ন্যায় উন্নত, শুভ্র ও মণিময় কুট্টিমে অলঙ্কৃত। তাহার চতুর্দিকে সুধাধবলিত অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার গবাক্ষসকল সুবর্ণজালে জড়িত, দ্বারসকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত, ভিত্তি অশেষপ্রকার ধাতুতে সুগঠিত এবং সোপানপংক্তি এমন সুসংগঠিত যে, আরোহণ ও অবরোহণ করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইত না। তথায় মহার্হ আসন সকল বিস্তীর্ণ ছিল। সমুদয় গৃহ অতি মনোহর রাজোপকরণে সুসজ্জিত এবং কুসুমমালায় বিভূষিত হওয়াতে তাহার শোভার আর পরিসীমা ছিল না। সুরভি অগুরুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়াছিল। রাজগণ তথায় প্রবেশমাত্র গতক্লম হইয়া সভার পরামরমণীয় শোভা এবং সদস্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষি-সমূহে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

৩৪তম অধ্যায়
যজ্ঞকার্য্যে যুধিষ্ঠিরের নিয়োগনৈপুণ্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ও গুরুকে অভিবাদন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, দ্রৌণায়নি, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনারা সকলে সর্ব্বতোভাবে এই যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে আপনাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।" ব্রতদীক্ষিত পাণ্ডবাগ্রজ সকলকে এই কথা বলিয়া যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগকে এক এক কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। দুঃশাসনের প্রতি নিখিল ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধারণের ভারাপণ করিলেন, অশ্বত্থামাকে বিপ্রসেবায় নিযুক্ত করিলেন, সঞ্জয় রাজপরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন এবং মহানুভব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত, সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও দক্ষিণা-প্রদানে কৃপাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অপরাপর কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইহারা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। দুর্য্যোধন উপায়ন-প্রতিগ্রহে [নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের উপঢৌকনরূপে প্রেরিত দ্রব্যগ্রহণে] এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। সমাগত জনগণ সভার শোভা ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নয়নগোচর করিয়া অনুত্তম ফললাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিলেন। কেহই সহস্রের নুন উপায়ন প্রদান করেন নাই, সকলেই প্রচুর রত্নোপহার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। "কৌরবনন্দন মৎ-প্রদত্ত ধন দ্বারাই প্রারব্ধ যজ্ঞ সমাপন করুন' মনে মনে এইরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া সকল রাজারাই বিপুল ধন দান করিয়াছিলেন। সেনাপরিবৃত, বিমানপ্রতিম, বিচিত্র রত্ন ও অশেষপ্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন, পরামরমণীয় প্রাসাদমালা, লোকদিগের বিমান, ব্রাহ্মণগণের গৃহ-সমূহ ও সমাগত রাজলোক দ্বারা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অতীব শোভা হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যে বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যজ্ঞসমাপনকালে অকাতরে দক্ষিণা প্রদান করাতে ব্রাহ্মণেরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং অকপটে মুক্তকণ্ঠে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কর্তৃক সুচারুরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির সমাগত সকল ব্যক্তিকেই অভিলষিত বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

রাজসূয়িকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৩৫তম অধ্যায়
অর্ঘ্যাভিহরণ-পৰ্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অভিষেক-দিবসে সৎকারার্হ মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ রাজগণ-সমভিব্যাহারে অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করিলেন। নারদপ্রমুখ মহাত্মারা রাজগণের সহিত তথায় অধ্যাসীন হওয়াতে সেই প্রদেশ কি অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইয়াছিল। অমিততেজাঃ দেবতা ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মভবনে সমবেত হইয়া বিরামকাল প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, ইহা এইরূপ হইবে, কেহ কহিলেন, "এ প্রকার নহে; এইরূপ ঘোরতর বিসংবাদিতাপ্রযুক্ত অত্যন্ত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ কেহ শাস্ত্রপ্রতিপন্ন যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা সামান্য অর্থের গৌরব ও গুৰ্ব্বার্থের লাঘব করিতে লাগিলেন। মেধাবী ব্যক্তি অন্য কর্তৃক উদাহৃত অর্থ অগ্রাহ্য করিলেন। ধর্মার্থকুশল, মহাব্রতসকল, ভাষার্থকোবিদ পণ্ডিতবর্গকত প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন। বেদীবেদজ্ঞ দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া নক্ষত্রমালাবিভূষিত অতি বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বেদীসন্নিধানে শূদ্র বা কোন ব্রতবিহীন অশুচি ব্যক্তির বাসাধিকার ছিল না।

নারদের যজ্ঞবিষয়ক অন্তর্গূঢ় রহস্যচিন্তা

দেবর্ষি নারদ ধৰ্ম্মরাজের যজ্ঞবিধানজা লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে অবলোকন করিয়া চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। পূৰ্ব্বে ব্রহ্মভবনে ভগবানের অংশাবতরণ বিষয়ে যে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। তখন সেই ক্ষত্রসমাগম দেবসঙ্গম জানিয়া তিনি মনে মনে পুণ্ডরীকক্ষ নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। সুরারিনিসূদন নারায়ণ প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হইলেন এবং দেবতা দিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা পরস্পর হিংসা করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে।" ভগবান নারায়ণ দেবতা দিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং যদুবংশে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। নক্ষত্রমধ্যগত চন্দ্রমা যেমন শোভা পান, তদ্রুপ ভগবান অন্ধকবৃষ্ণিবংশমধ্যে বিরাজিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি সুরগণ যাঁহার বাহুবলের উপাসনা করেন, সেই অরিবিমৰ্দ্দন হরি এক্ষণে মনুষ্যভাব অবলম্বন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবান স্বয়ম্ভু পুনর্ব্বার এই ক্ষত্রিয়াদিগকে সংহার করিবেন। যাহার উদ্দেশ্যে লোক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আসিয়া বহুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের মহাধ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন। সৰ্ব্বজ্ঞ নারদ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মানুমোদনে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান

অনন্তর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে ভারত! রাজাদিগের যথার্হ সৎকার-বিধান কর। আচার্য্য, ঋত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয়ব্যক্তি এই ছয়জন অর্ঘ্যাহ্য; ইহারা অর্ঘ্য পাইবার মানসে বহুদিবসাবধি আমাদিগের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন; অতএব ইহাদের

সকলের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ্য আনয়ন কর, পরে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হইবেন, তাহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ! আপনি কাহাকে অর্ঘ্যদানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন, বলুন।" ভীষ্ম স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে আর্ঘ্যার্হ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, "যেমন জ্যোতিষ্ক সমুদয়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতিশায়িনী, তদ্রুপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ; যেমন তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্য্যরশ্মিসমাগমে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন নির্ব্বাত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তদ্রুপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের সভা উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে; অতএব তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করাই কর্তব্য।" অনন্তর সহদেব ভীষ্ম কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া সভামধ্যে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

৩৬তম অধ্যায়

কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানে শিশুপালের ক্রোধ-সভামধ্যে শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা

শিশুপাল কহিলেন, "হে পাণ্ডব! এই সমস্ত রাজগণ উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোনক্রমেই পূজার্হ হইতে পারে না। তুমি কার্যতঃ কৃষ্ণের অর্চনা করিয়াছ, এরূপ ব্যবহার তোমাদিগের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা বালক, সুতরাং ধর্মের কিছুই জান না; ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিবিহীন। হে ভীষ্ম! তোমার ন্যায় প্রিয়চিকীর্ষু ধার্মিক ব্যক্তি সাধুসমাজে অত্যন্ত অবমানিত হয়। যে কৃষ্ণ কখন রাজা নয়, তাহাকে তোমরা কি বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলে এবং সেই বা কিরূপে সকল মহীপালের মধ্যে পূজা প্রতিগ্রহ করিল! অথবা কৃষ্ণকে স্থবির মনে হইল? হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তোমার অনুবৃত্তি করে এবং তোমার প্রিয়ার্থী যথার্থ বটে, কিন্তু দ্রুপদ থাকিতে কৃষ্ণের পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে দ্রোণ থাকিতে কৃষ্ণ কেন অর্চিত হইল। অথবা কৃষ্ণকে ঋত্বিক মনে করিয়া থাকিলে বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণকে পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। হে রাজন! অশ্বথামা, রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন, ভারতাচার্য্য কৃপ, কিংপুরুষাচার্য্য দ্রুম, রাজা রুক্সী এবং মদ্রাধিপ শল্য, এই সমস্ত মহাত্মারা থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্ঘ্য প্রদান করিলে? হে রাজন! যিনি জামদগ্ন্যের প্রিয় শিষ্য এবং যিনি আত্মবল আশ্রয় করিয়া রণক্ষেত্রে সমুদয় রাজলোক পরাভব করিয়াছিলেন, সেই মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে কৃষ্ণের পূজা করিলে! বাসুদেব ঋত্বিক নয়, আচার্য্য নয় এবং রাজাও নয়; হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কেবল প্রিয়চিকীর্ষ হইয়া তুমি কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছ। অথবা যদি কৃষ্ণকেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলে, তবে কি নিমিত্ত এই সকল রাজগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের অপমান করিলে? আমরাও মহাত্মা কৌন্তেয়ের ভয়, সান্ত্বনা

অথবা লোভাবশতঃ তাহাকে কর প্রদান করি নাই, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত এবং সাম্রাজ্যে দীক্ষিত, এই বলিয়াই কর প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের সম্মান রক্ষা করিলেন না; এই রাজসভায় অপ্রাপ্তলক্ষণ কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে, ইহার পর আর আমাদিগের অপমানের বিষয় কি আছে? 'ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মাত্মতা' এই যশ নিতান্ত অকারণ, সন্দেহ নাই। কোন ধার্মিক পুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করিয়া থাকে; যে বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্ব্বে অন্যায়াচরণ দ্বারা মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণসংহার করিয়াছে, সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করাতে আদ্য যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রদর্শিত ও ধার্মিকতা বিনষ্ট হইল। কুন্তীতনয়েরা ভীত, নীচস্বভাব ও তপস্বী, কিন্তু ওহে কৃষ্ণ! তোমার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করা কর্তব্য; তাহারাই যেন নীচতাপ্রযুক্ত তোমাকে পূজা প্রদান করিল, কিন্তু তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া কিরূপে তাহা স্বীকার করিলে; যেমন গোপনে ঘৃতের কণামাত্রা ভক্ষণ করিয়া কুকুর আত্মশ্লাঘা করে, তাহার ন্যায় তুমি আপনার অনুপযুক্ত পূজার বহু মান করিতেছ! ওহে কৃষ্ণ! ইহাতে রাজেন্দ্রগণের অবমাননা হয় নাই; স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পাণ্ডবেরা তোমাকেই বিদ্রুপ করিয়াছে। যেমন ক্লীবের দারপরিগ্রহ ও অন্ধের রূপদর্শন নিরর্থক, সেইরূপ রাজ্যবিহীনেরও রাজসম্মান অতীব লজ্জাকর। রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি এবং কৃষ্ণ যাদৃশ, তাহাও দৃষ্ট হইল।" শিশুপাল তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজগণ-সমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

৩৭তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের শিশুপাল সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সত্বর শিশুপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে মহীপাল! তুমি যাহা কহিলে, তাহা তোমার উপযুক্ত বাক্য হয় নাই, উহা নিতান্ত অধর্ম্মযুক্ত, পুরুষ এবং নিরর্থক! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তুমি নিজেই তাহা জান না; ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে ভীষ্মের অপমান করিতে না। দেখ, যে সকল রাজারা তোমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, কৃষ্ণের পূজা তাহাদিগের অভিলষণীয়, অতএব এ বিষয়ে তোমার ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। হে চেদিপতে! কৃষ্ণ এবং ভীষ্মকে যথাযথারূপ পরিজ্ঞাত হও; কৌরবকুল ইহাকে যেমন চিনিতে পারিয়াছেন, তুমি সেরূপ জানিতে পার নাই।”

শিশুপালের অনুনয়ে ভীষ্মের নিষেধ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে যুধিষ্ঠির! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত। যিনি ক্ষত্রিয়সমরে ক্ষত্রিয়ান্তরকে পরাজয় ও আপনার বশীভূত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই নির্জিত ক্ষত্রিয়ের গুরু হয়েন। এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয়েন না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাভব করেন নাই; আচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চনীয়, এমন নহেন, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই নিমিত্ত অন্যান্য বর্ষিষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতেও আমরা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছি, তাহাতে তোমার এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করা নিতান্ত অযোগ্য। অতঃপর আর যেন তোমার বুদ্ধির এরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে! আমি অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষদিগের সহবাস করিয়াছি এবং তাহাদিগের নিকট সর্ব্বগুণাধর কৃষ্ণের অশেষ প্রকার গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদয় কীর্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চ্চিত আচ্যুতের পূজাবিধান করিয়াছি, নতুবা কোন প্রকার সম্বন্ধের অনুরোধ অথবা উপকারপ্রত্যাশায় তদীয় সৎকার করি নাই। গুণবাহুল্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণের অর্চনা করা বিধেয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিই অর্চনীয়; ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বলশালী ব্যক্তি পূজনীয়; বৈশ্যকুলে ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানভাজন এবং শূদ্রবংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সৎকারাহ হয়েন। কিন্তু কৃষ্ণের পূজ্যতাবিষয়ে দুইটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী ও সমধিকবলশালী। ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য [দক্ষতা], শ্রুত, শৌচ, লজ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদয় গুণাবলী কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে।

অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন, আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। তিনি একাধারে ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয় পাত্র, এই নিমিত্ত আচ্যুত অর্চিত হইয়াছেন। কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্তা এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; সুতরাং পরমপূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতসমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, বিদিক্, সমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত আছে। যাদৃশ বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের আদিত্য, সমস্ত পর্ব্বতের সুমেরু এবং বিহঙ্গজাতির গরুড় মুখস্বরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ ত্রিলোকমধ্যে উর্দ্ধ, তির্য্যক ও অধঃপ্রদেশে জগতের যাবতী গতি নিরূপিত রহিয়াছে, ভগবান কেশবই তাহার মুখস্বরূপ হয়েন। এই বালক শিশুপাল সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে কৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না, এই কারণে ইনি এইরূপ কহিতেছেন। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি যেমন ধর্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, চেদিরাজ শিশুপাল তদ্বিষয়ে কদাচি সমর্থ হইবেন না; বালক, বৃদ্ধ ও ভূপালগণমধ্যে কোন ব্যক্তি আচ্যুতকে অর্চনীয় বলিয়া বোধ না করেন? কোন ব্যক্তিই বা কৃষ্ণের সৎকার-বিষয়ে অনাদর করিয়া থাকেন? যদ্যপি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাহার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।”

৩৮তম অধ্যায়
যুদ্ধার্থ শিশুপালের মন্ত্রণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীষ্ম এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর সহদেব কহিতে লাগিলেন, "কেশিনিহন্তা কেশব অমিত পরাক্রমশালী। তিনি আমাদিগের পরম পূজনীয়। যে সকল নৃপাধ্যমেরা কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করি। যদি তাহাদিগের ক্ষমতা থাকে, সমুচিত করিতে সমর্থ, সেই নৃপোত্তমেরা অবশ্যই কৃষ্ণপূজা করিতে অনুজ্ঞা করিবেন।" সহদেব উক্তপ্রকার গর্ব্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক পাদোত্তোলন করিলে সেই সকল অভিমানপূর্ণ মহাবল রাজগণের মধ্যে কেহই বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং আকাশবাণী তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী নারদ সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, "যাহারা পদ্মাপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় পরাঙ্মুখ, সেই নরাধমেরা জীবন্মৃত, তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই।" ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিশেষজ্ঞ সহদেব পূজার্হ জনগণের পূজা করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। কৃষ্ণ অর্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডুকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অবশ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব।" চেদিরাজ শিশুপাল মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহসন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; "যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।" রাজারা নির্ব্বেদপ্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।

অর্ঘ্যাভিহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৩৯তম অধ্যায়
শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন। যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ও প্রজাগণের অহিত না হয়, তাহার উপায়বিধান করুন।" কুরুপিতামহ ভীষ্ম কহিলেন, "যুধিষ্ঠির! ভীত হইও না, কুকুর কখনও সিংহকে হনন করিতে পারে না, আমি পূর্ব্বেই ইহার কল্যাণকর উপায় স্থির করিয়াছি। যেমন সিংহ প্রসুপ্ত হইলে কুকুরগণ সমাগত ও মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রসুপ্ত বৃষ্ণি-সিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই কুপিত রাজ-মণ্ডল চীৎকার করিতেছে। সিংহ স্বরূপ অচ্যুত যাবৎ জাগরিত না হইতেছেন, ততক্ষণ নৃসিংহ চেদিরাজ এই সকল মহীপালকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। পার্থিবিশ্রেষ্ঠ শিশুপাল অচেতন হইয়া পার্থিবদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইবার কামনা করিতেছে। কিন্তু নারায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহরণ করিবেন। হে প্রজ্ঞতম! চেদিরাজের এবং সমস্ত মহীপতির মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। এই নরোত্তম নারায়ণ যখন যে যে ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেদিরাজের ন্যায় তাহাদিগের বুদ্ধি এই প্রকার বিপ্লাবিত [বিভ্রংশ—মতিচ্ছন্ন] হইয়া থাকে। ত্রিলোকীমধ্যে রমাপতি চতুর্বিধ জীবের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা।" ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিশুপাল তাহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৪০তম অধ্যায়
সভায় শিশুপালের ভীষ্মনিন্দা

শিশুপাল কহিতে লাগিলেন, "হে ভীষ্ম! পার্থিবগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া লজ্জিত হইতেছ না কেন? বৃদ্ধ হইয়া কি কুলদূষক [কুলের কলঙ্ককারক হইয়াছ? এক্ষণে স্থবিরাবস্থা উপস্থিত এবং সমস্ত কৌরবের প্রধান হইয়াছ; অতএব ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করাই তোমার উচিত। যেমন কোন বৃহৎ তরণীর পশ্চাদভাগে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকে, যেমন একজন অন্ধ অন্য অন্ধের অনুসরণ করে, হে ভীষ্ম! তুমি যাহাদের অগ্রণী, সেই কৌরবেরাও সেইরূপ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই বাসুদেবের পূতনাঘাত প্রভৃতি ক্রিয়াসকল কীর্তন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। হে ভীষ্ম! তুমি অহঙ্কৃত ও বিচেতন হইয়া দুরাত্মা কেশবের স্তুতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এক্ষণে তোমার জিহ্বা কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি [পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীন তৃণাবার্ত্ত] এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদদ্বারা পাতিত

করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভূত কর্ম্ম? বল্মীকপিণ্ডমাত্র গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে যে সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বা কি বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্নভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই দুরাত্মা বলবান কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়াছে, এই কার্য্যেই বা কি বিস্ময়ের বিষয় আছে? হে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! তুমি অধার্মিক, এই নিমিত্ত তোমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর! সাধু ব্যক্তিরা সুশীলাদিগকে এই প্রকারে অনুশাসন করিয়া থাকেন যে স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা, প্রতিজ্ঞা দ্বারা আশ্বাসিত ব্যক্তির উপর শাস্ত্রপাত করিবে না। তোমার [কৃষ্ণের কার্য্যে প্রশংসার সহিত সমর্থনকারী ভীষ্ম] ত' তৎসমুদয়েরই অন্যথা দৃষ্টি হইতেছে। হে কৌরবাধম! আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি যেন বয়োবৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছ, এই মনে করিয়া বহুতর প্রশংসা করিয়া কেশবের মহিমার উল্লেখ করিতেছ। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে গোঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারীকে কি পূজা করিতে হইবে না? এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে প্রশংসাভাজন হইতে পারে? হে ভীষ্ম! তোমার কথাতেও সে আপনাকে প্রাজ্ঞেশ্বর ও জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করিতেছে, তোমার বাক্যসমুদয় মিথ্যা হইলেও তোমাকে কিছু করিতে চাহি না। স্তাবকের স্তব অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইলেও তাহার চাটুকারিতার নিমিত্ত কেহই শাসন করে না। কারণ, যাহার যে প্রকার স্বভাব ভূলিঙ্গনামক শকুনির [কাকাদি পক্ষী যেমন ভূতলে নামিয়া ভূতলশায়ী সুপ্ত সিংহের দংষ্ট্রালগ্ন মাংস চঞ্চু দ্বারা ঠোকরাইয়া খাইতে যাওয়ায় তাহার দুঃসাহস প্রকাশ পায়, শিশুপাল বলিতেছে, ভীষ্মেরও তাহার প্রতি কটূকটাক্ষ তথাবিধ দুঃসাহস প্রকাশমাত্র।] ন্যায় কে তাহার অনুবর্তী। হইয়া চলে? তুমি জঘন্যপ্রকৃতি অধার্মিক ও সৎপথচ্যুত, অতএব তুমি যাহাদিগের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদিগের পূজনীয়, সেই পাণ্ডবদিগের স্বভাব যে দূষিত হইবে, তাহার সন্দেহ কি? হে ভীষ্ম! ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, কোন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আপনাকে ধার্মিক জানিয়া সেই প্রকার করিয়া থাকে? ধর্ম্মজ্ঞ কাশিরাজের কন্যা অন্যের প্রতি কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রজ্ঞাভিমানী হইয়া কোন ধর্ম্মানুসারে তাহাকে অপহরণ করিলে? তোমার ভ্রাতা সৎপথানুবর্তী ছিলেন, সুতরাং তোমার অপহৃত কন্যাদিগের প্রতি অভিলাষ করিলেন না; তুমি এমনই ধার্মিক যে, তোমার সম্মুখেই তাঁহাদের গর্ভে অন্য দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হইল। হে ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া সেরূপ ঘটিয়াছিল এমন মনেও করিও না। তোমার ধর্ম্ম কি? তুমি যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ, তাহা মোহপ্রযুক্ত বা ক্লীবত্বপ্রযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কুত্রাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না। কারণ, তুমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছ, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই তদনুসারে চলে না। ইষ্ট, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ, এ সমুদয়ে অপত্যফলের ষোড়শাংশও নাই; অপুত্রব্যক্তির ব্রতোপবাসাদি সমুদয় বিফল হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তুমিও তাদৃশ অপত্যধনে বঞ্চিত, বৃদ্ধ ও কপট ধার্মিক। তুমি জ্ঞাতিগণের নিকট হংসের ন্যায় সংহার প্রাপ্ত হইবে। [পুরাণবেত্তারা 'হে পত্ররথ! কাম ক্রোধাদি দ্বারা অন্তরাত্মা অভিহিত হইলে পর রোদন করিতেছে', ইত্যাদিরূপে যে গাথা গান করেন, হে ভীষ্ম! এক্ষণে সেই হংসের উপাখ্যান শ্রবণ কর। এক্ষণে প্রাজ্ঞ মনুষ্যেরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন]। পূর্ব্বকালে সমুদ্রপ্রান্তে ধর্ম্মভাষী অধর্ম্মচারী এক

বৃদ্ধ হংস ছিল। সে পক্ষীদিগকে 'ধর্মের অনুষ্ঠান কর, অধর্ম্মচারণ করিও না', এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিত, অন্যান্য সমুদ্রচারী পক্ষিগণ তাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করিয়া তাহার বাক্য শ্রবণ করিত এবং ইহার নিকট ধর্ম্মার্থের উপদেশ পাইয়াছি, এই ভাবিয়া তাহার আহার আহরণ করিত। তাহারা তাহার নিকটে আপনাপন অণ্ডসকল গচ্ছিত রাখিয়া চরিতে চরিতে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইত। পক্ষীরা তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনবহিত হইয়াছিল, কিন্তু দুরাত্মা হংস আপনার কার্য্যে বিলক্ষণ মনোযোগী থাকিত। সে তদবসরে তাহাদের অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিত, সেই সমুদয় ডিম্ব বিনষ্ট হইলে কোন প্রজ্ঞাবান পক্ষী সন্দিহান হইয়া সেই দুরাচারের পাপাচার দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে অন্যান্য পক্ষীদিগকে বিজ্ঞাপণ করিল। তাহারা সমীপবর্তী হইয়া প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া সেই কপটাচারী মরালের প্রাণসংহার করিল। হে ভীষ্ম! তুমি সেই হংসের সমানধর্মী, নৃপতিগণ পক্ষিগণস্বরূপ, অতএব তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকেও সেই প্রকার নিহত করিবে। এই অণ্ড ভক্ষণরূপ অশুচি কর্ম্ম তোমার বাক্যকে অতিক্রম করিতেছে।"

৪১তম অধ্যায়
শিশুপাল কর্তৃক কৃষ্ণনিন্দা-ক্রুদ্ধ ভীমের সান্ত্বনা

শিশুপাল কহিলেন, "মহাবল জরাসন্ধ আমার অভিমত রাজা ছিলেন। তিনি দাস বলিয়া এই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই কেশব তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় দ্বারা যাহা করিয়াছিল, কোন ব্যক্তি তাহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া ছলপূর্ব্বক অদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া জরাসন্ধ ভূপতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধ এই দুরাত্মাকে পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যোগ করিলে আপনাকে অব্রাহ্মণ জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে ভোজন করিতে কহিলে কৃষ্ণ এক অনৈসর্গিক কাণ্ড করিয়া তুলিল। হে মূর্খ! তুমি ইহাকে যে প্রকার মনে করিতেছ, ইনি যথার্থই যদি সেই প্রকার জগতের কর্তা হইতেন, তাহা হইলে ইনি আপনি আপনাকে ব্রাহ্মাণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন? কিন্তু আমার এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, তুমি পাণ্ডবদিগকে সাধুগণের পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ এবং ইহারা সেই ব্যবহারকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতেছে। অথবা তুমি পৌরুষহীন বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের সর্ব্বার্থপ্রদর্শক হইয়াছ, তাহাদের বিষয় বিস্ময়কর নহে।" মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন। তাঁহার সরোজসদৃশ স্বভাব-বিস্ফারিত ও লোহিত নেত্রদ্বয় ক্রোধাভরে অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পার্থিবগণ তাঁহার ললাটস্থ ত্রিশিখ ভ্রূকুটি ত্রিকূটস্থ ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। ভীম দশনে দশন পীড়ন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইল, যেন যুগান্তকালে কালান্তক সমস্ত সংসার গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তিনি ক্রোধবেগে উত্থিত হইতেছেন, এমন সময়ে মহাবাহু ভীষ্ম তাহাকে ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন শশিশেখর ষড়াননকে গ্রহণ করিতেছেন। ভীষ্ম বিবিধ গৌরবান্বিত বাক্যে তাঁহাকে নিবারিত করিলে তাহার

কোপশান্তি হইল। যেমন সমুদ্বেল মহাসমুদ্র ঘনকাল অতীত হইলে বেলাকে অতিক্রম করে না, তদ্রুপ অরিন্দম ভীম ভীষ্মের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন না। ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলেও শিশুপাল নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কুপিত সিংহ যেমন মৃগের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকে, প্রতাপবান। শিশুপাল সেইরূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে রোষপরবশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষাপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিলেন,"হে ভিষ্ম! ইহাকে পরিত্যাগ কর, আমার প্রতাপানলে ভীম-পতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতিরা নয়নগোচর করুন।" তদনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞতম ভীস্ম চেদিরাজ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন।

৪২তম অধ্যায়
শিশুপালের জন্ম রহস্য—কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যের অবধ্যত্ব

ভীষ্ম কহিলেন, "এই শিশুপাল চেদিরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় ইনি ত্র্যম্বক ও চতুর্ভুজ ছিলেন এবং জাতমাত্র রাসভসদৃশ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহার মাতা, পিতা ও বন্ধুবান্ধব এই অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। চেদিরাজ, করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, "হে নৃপতে! তোমার শ্রীমান বলবান পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, অতএব ইহা হইতে ভীত হইও না; অনাকুল হইয়া প্রতিপালন কর। হে নরাধিপ! যম ইহার অন্তক নহে। ইহার প্রাণ কেবল অস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে। যিনি ইহার জীবনহন্তা, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।" এই কহিয়া দৈববাণী নিস্তব্ধ হইলে ইহার জননী অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "যিনি আমার এই পুত্রের প্রতি এই আকাশবাক্য প্রয়োগ করিলেন, তিনি দেবতাই হউন, বা অন্য কেহই হউন, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। তিনি যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন, কোন ব্যক্তি আমার সন্তানের কালান্তক হইবে, আমি তাহার নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।" তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, "হে দেবি! তোমার পুত্র যাহার অঙ্কদেশে আরোহিত হইলে ইহার পঞ্চশীর্ষ-ভুজঙ্গপ্রতিম অধিক ভুজদ্বয় ক্ষিতিতলে বিগলিত হইবে এবং যাঁহাকে নেত্রগোচর করিয়া ললাটনিহিত তৃতীয় লোচন তিরোহিত হইবে, তিনিই তোমার প্রাণাধিকের প্রাণসম্পত্তি অপহরণ করবেন।"

অন্যান্য পার্থিবগণ তাহাকে ত্রিনেত্র ও চতুর্ভুজ এবং তাহার প্রতি সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তথায় আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন চেদিরাজ সমাগত ভূপতিগণকে সৎকার করিয়া একৈকক্রমে সকলের উৎসঙ্গে পুত্রকে আরোপিত করিলেন। শিশু এই প্রকার যথাক্রমে পৃথক পৃথকরূপে রাজসহস্রের অঙ্কারূঢ় হইলেন; কিন্তু দৈববাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন না। মহাবল বলরাম ও বাসুদেব দ্বারাবতী নগরীতে ছিলেন, ইহারা এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পিতৃষ্বসাকে দেখিবার নিমিত্ত চেদিপুরী আগমন করিলেন। তাঁহারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভূপতিকে ও পিতৃষ্বসাকে অভিবাদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদের কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে দেবী যাদবী আহ্লাদ করিয়া শিশুপালকে দামোদরের ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। তাঁহার অঙ্কে অর্পিত হইবামাত্র ভুজদ্বয়

স্বলিত ও ললাটস্থ ত্রিলোচনা তিরোহিত হইল। তখন শিশুপালজননী ত্রাসিত ও ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে মহাভুজ! এই ভয়কাতরকে বরপ্রদান কর, তুমি আর্ত ব্যক্তির আশ্বাসন ও ভীত ব্যক্তির অভয়প্রদ।" শিশুপালজননীর এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, "হে দেবি! ভীত হইবেন না, আমা হইতে আপনার ভয় নাই। হে পিতৃষ্বশসাঃ! আমি আপনাকে কি বর দিব, আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমার আয়ত্ত বা ক্ষমতার অতীত হইলেও আমি অবশ্য সম্পাদনা করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজমহিষী কৃষ্ণ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, "হে মহাবল যদুপ্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা।" তখন বাসুদেব কহিলেন, "পিতৃষ্বসা! আপনি শোক করিবেন না। আমি আপনার এই পুত্রের বধোচিত শত অপরাধ ক্ষমা করিব।"

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বীর! মন্দবুদ্ধি পাপাত্মা শিশুপাল গোবিন্দের এইরূপ বরপ্রদানে দর্পিত হইয়া তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে।"

৪৩তম অধ্যায়

ভষ্মি-শিশুপালের পরস্পর অমর্ষ উক্তি

ভীষ্ম কহিলেন, "শিশুপাল যে বুদ্ধিতে বাসুদেবকে আহ্বান করিতেছে, ইহা উহার নিজের বুদ্ধি নহে, বাসুদেবেরই এইরূপ অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! এই কুলকলঙ্ক অদ্য আমার যে প্রকার অবমাননা করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন পার্থিব তেমন করিতে পারে? শিশুপালে নারায়ণের যে তেজোভোগ আছে, যাহার প্রভাবে সে দুর্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে গণনা না। করিয়া শার্দূলের ন্যায় তর্জন-গর্জন করিতেছে, মহাবাহু বাদুদেব অচিরকালমধ্যে সেই নিজ তেজ পুনরায় আদান করিবেন।"

শিশুপাল ভীষ্মবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধাভরে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে ভীষ্ম! তুমি বন্দীর ন্যায় উত্থিত হইয়া নিরন্তর যাহার স্তুতিবাদ করিতেছ, আমার প্রভাব সেই কেশবেরই বটে; কিন্তু তোমার মন যদি কেবল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে কেশবকে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল ভুপালগণের স্তুতিবাদ কর। এই পার্থিবপ্রধান বাহ্লীকরাজ দরদের স্তুতিপাঠ কর, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। হে ভীষ্ম! মহাবীর কর্ণের প্রশংসা কর, যিনি অঙ্গ ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ এবং সহস্রাক্ষসদৃশ বলশালী; যে মহাবাহুর চাপবিকর্ষণ অতি ভয়ানক, কুণ্ডলদ্বয় সহজাত, দিব্য ও দেবনির্মিত এবং কবচ বালার্কসদৃশ; যিনি বাসবের ন্যায় দুর্জয় জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত ও তাঁহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। এই মহারথ দ্রোণের ও তৎপরে অশ্বথামার স্তব কর, যাঁহাদের একজন জাতক্রোধ হইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত করিতে পারেন। ফলতঃ ইঁহাদিগের সমান যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না। কি আশ্চর্য্য! সেই অনন্যসাধারণ বীরযুগলের প্রশংসা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না? হে ভীষ্ম! সাগরাম্বারা পৃথিবীতে যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করা কি ন্যায়ানুগত, না বুদ্ধিমানের কার্য্য? কৃতাস্ত্র দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথ, প্রথিতবিক্রম কিন্নরাচার্য্য দ্রুম,

ভরতকুলের শিক্ষক বৃধ্য কৃপাচার্য্য, মহাধনুর্দ্ধর রুক্মিরাজ, ভগদত্ত, যূপকেতু, জয়ৎসেন, মাগধেশ্বর, বিরাট, দ্রুপদ, বৃহদ্বল, শকুনি, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্য, শ্বেত, উত্তম, মহাভাগ শঙ্খ, বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য ও মহারথ কালিঙ্গ, এই সমস্ত বীরপুরুষদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? হে ভীষ্ম! যদি তোমার নিতান্ত স্তব করিতে বাসনা থাকে, তবে কেন শল্য প্রভৃতি ভূপালগণের স্তব কর না? তুমি প্রাচীন ধর্ম্মবাদীদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ কর নাই; অতএব আমি কি করিব? পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, আত্মনিন্দা ও আত্মপূজা এবং পরনিন্দা ও পরস্তব সাধুদিগের অকর্তব্য। তুমি মোহবশতঃ ভক্তিসহকারে অস্তবনীয় কেশবের স্তব করিতেছ, কিন্তু ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে; তুমি মুক্তিকামনায় সমস্ত জগৎ দুরাত্মা পুরুষে সমাবেশিত করিতেছ। যাহা হউক, তোমার এই বুদ্ধি প্রকৃতির অনুগত নহে; আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, ভূলিঙ্গনামক শকুনি তোমার উপমার স্থান।" শিশুপাল এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে ভীষ্ম! শ্রবণ কর। হিমালয়ের অপর-পার্শ্বে ভুলিঙ্গনামক এক শকুনি বাস করে। তাহার বাক্য অর্থ-বিগর্হিত ও নিন্দনীয়। সে অন্যকে সাহস করিতে নিষেধ করে, কিন্তু আপনিই যে অতীব সাহসিক কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না। সেই নির্বোধ শকুনি সিংহের বদন হইতে দশনবিলগ্ন মাংসখণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু সিংহ মনে করিলেই তাহার জীবন বিনাশ করিতে পারে। সে কেবল সিংহের অনুগ্রহে জীবিত আছে, সন্দেহ নাই, হে অধার্মিক ভীষ্ম! তোমার বাক্যও সেই প্রকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তোমার জীবনও সেই প্রকার ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন; তাহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন। তোমার তুল্য নিন্দিতকর্ম্ম আর কেহই নাই।"

ভীষ্ম শিশুপালের এই প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে চেদিরাজ! তুমি কহিতেছ, আমার জীবন এই মহীপালগণের ইচ্ছার অধীন, কিন্তু আমি ইহাদিগকে তৃণ, তুল্যও বোধ করি না।" ভীষ্ম এই প্রকার কহিলে ভূপতিগণ রোষাবিষ্ট হইয়া কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কেহ বা তাহার কুৎসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ধনুর্দ্ধর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "এই পাপগর্বিত দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমাযোগ্য নহে, অতএব ইহাকে পশুর ন্যায় বধ করা অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।"

কুরুপিতামহ মতিমান ভীষ্ম তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে নৃপতিগণ! তোমাদের কথোপকথন শেষ হইবার নহে, আমি এই অবসরে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করা। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ করা বা কটাগ্নিতে [গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া যে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা হয়] দগ্ধ করা, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম। আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন। যাহার নিতান্ত মরণকণ্ডূতি হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আহ্বানকারী ব্যক্তিকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে।"

৪৪তম অধ্যায়
যুদ্ধার্থ শিশুপালের আস্ফালন

বৈশাম্পায়ন কহিলেন, প্রভূত-বিক্রমশালী চেদিরাজ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্রেই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে জনার্দন! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত সংগ্রাম কর। আইস, আদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজা নহ; তুমি দাস, দুর্ম্মতি ও পূজার অযোগ্য পাত্র, পাণ্ডবগণ বালকত্বপ্রযুক্ত ভূপালদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে পূজ্যাবৎ পূজা করিয়াছে, অতএব আমার মতে অনভিজ্ঞ পাণ্ডবগণকে বধ করা অবশ্য কর্তব্য।" শিশুপাল এই বলিয়া ক্রোধাভরে তর্জনগর্জন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ শিশুপালের বাক্যাবসানে পাণ্ডবগণসমক্ষে মৃদুস্বরে সমস্ত ভূপতিবর্গকে কহিতে লাগিলেন, "হে ভূপতিগণ! এই সাত্বতীনন্দন আমাদিগের পরম শত্রু; এই দুরাত্মা সর্ব্বদা অনপকারী সাত্বতগণের অপকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুরাচার আমার পিতৃস্বস্রীয় হইয়াও আমরা প্রাগজ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি জানিতে পারিয়া দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল। ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলে এই পাপিষ্ঠ তদীয় সহচরীগণের মধ্যে অনেককে বিনাশ ও অনেককে বদ্ধ করিয়া স্বপুরে গমন করিয়াছিল। আমার পিতার অশ্বমেধানুষ্ঠান-সময়ে বিয়োৎপাদন করিবার মানসে উৎকৃষ্ট রক্ষকগণপরিবৃত, পবিত্র যজ্ঞশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা নিতান্ত অননুরক্তা সৌবীরদেশগামিনী বিভ্রূপত্নীকে এবং কারুষের নিমিত্ত মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল। আমি কেবল পিতৃস্বসার অনুরোধেই এই পাপাত্মার দুষ্কর্ম্মসকল এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছি। দুরাত্মা শিশুপাল অদ্য ভাগ্যক্রমে সমুদয় ভূপতিগণসন্নিধানে সমুপস্থিত আছে। এই পাপশয় অদ্য আমার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিল, তাহা সমস্ত ভূপালগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পরোক্ষে যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিলেন। এই দুরাত্মা অদ্য সমস্ত রাজমণ্ডল-সমীপে আমাকে অপমান করিয়াছে, অতএব কোনক্রমেই ইহার অপরাধ সহ্য করিব না। মূঢ়মতি শিশুপাল যমালয়ে যাইবার নিমিত্ত রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু অপাত্রের বেদশ্রবণপ্রার্থনার ন্যায় উহার ঐ প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল।"

তখন সভাস্থ সমস্ত ভূপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর শিশুপালকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন। চেদিরাজ, বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি এই সভামধ্যে, বিশেষতঃ পার্থিবগণ-সমক্ষে রুক্মিণীকে মৎপুর্ব্বা [অন্যপূর্ব্বা—প্রস্তাবিত পাত্রের সহিত বিবাহ না হইয়া অন্যের সহিত যাহার বিবাহ হয়] বলিয়া কি কিছুমাত্র লজ্জিত হইলে না? হে মধুসূদন! তুমি ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষাভিমানী ব্যক্তি স্বীয় পত্নীকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? কেহ কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা! হয় কর, না হয় করিও না; ফলতঃ তুমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার কোন ক্ষতি নাই এবং প্রসন্ন হইলেও কোন লাভ নাই।"

ভগবান মধুসূদন দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্ব্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই চক্র তাহার হস্তে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান চক্রপাণি ভূপতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহীপালগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্ব্বে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তোমাকে আমার পুত্রের শত অপরাধ মার্জনা করিতে হইবে; আমিও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলাম; তন্নিমিত্তই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহাকে ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে উহার একশত অপরাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে; অদ্য উহাকে তোমাদিগের সমক্ষেই সংহার করিব।"

কৃষ্ণচক্রে চেদিরাজের শিরচ্ছেদ

অরতিনিসূদন মধুসূদন এই বলিয়া ক্রোধাভরে সুতীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা চেদিরাজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। চেদিপতি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তাঁহার কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃত কমললোচন কৃষ্ণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদীয় শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এইরূপে ভগবান বাসুদেব কর্তৃক শিশুপাল নিহত হইলে জগতে বিনামেঘে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে প্রজ্জ্বলিত বজ্রপাত হইতে লাগিল ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। তৎকালে অনেকানেক ভূপতিগণ জনার্দ্দনের অলৌকিক কর্ম্মদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাঙনিস্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ ক্রোধাভরে করে করে পেষণ, কেহ বা ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন; কোন কোন মহীপতি নিভৃতে কৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, অনেকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেহ বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং কতিপয় ভূপতিগণ বাসুদেবের বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর দমঘোষনন্দনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় অনুজগণকে আদেশ করিলেন। তাহারাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার নির্দেশ প্রতিপালন করিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির মহীপাল শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর বিপুলতেজাঃ পাণ্ডুনন্দন সেই সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন, পরমবিপুলপ্রীতিকর, প্রভূত ধনধান্যসংযুক্ত মহাক্রতু রাজসূয় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শার্ঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক আরম্ভ হইতে সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে যজ্ঞসমাপনানন্তর অবভৃথস্নান করিলে পর সমাগত সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই; আপনি নির্ব্বিঘ্নে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং আজমীঢ়বংশীয় নৃপতিগণের যশোবর্দ্ধন করিলেন। আমরা আপনার মহাযজ্ঞে আসিয়া সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করিলাম, এক্ষণে অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করি।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগের যথাবিধিপূজা করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! এই সমস্ত মহীপতিগণ প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের নিকেতনে আগমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে গমন

করিতেছেন, তোমরা আমাদের রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত ইঁহাদের অনুগমন কর।” ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে স্ব স্ব নগরাভিমুখে ভূপতিগণের সহিত এক এক জন গমন করিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটের, অর্জ্জুন মহাত্মা মহারথ দ্রুপদের, মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ও ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের, যুদ্ধবিশারদ সহদেব মহাবীর সপুত্র দ্রোণের, নকুল পুত্র-সহিত সুবলের, দ্রৌপদীনন্দনগণ ও সুভদ্রাতনয় পার্ব্বতীয় ভূপালগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের প্রত্যুদগমন করিলেন। তৎপরে সমুদয় ব্রাহ্মণগণ বিধানানুসারে পূজিত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সমস্ত ভূপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে ভগবান বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “হে কুরুবংশাবতিংশ! মহাক্রতু রাজসূয় সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি দ্বারকায় গমন করি।” ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিতে লাগিলেন, “হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমার রাজসূয় সম্পন্ন হইল; তোমার প্রভাবেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আমার বশীভূত হইলেন ও সর্বোত্তম উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন! এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দিব? আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্তও প্রসন্নমনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করি, তোমাকেও অবশ্য দ্বারকাপুরে গমন করিতে হইবে।” যুধীষ্ঠিরের বচনবসানে বাসুদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে কুন্তীর সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে পিতৃস্বসাঃ! আপনার পুত্রগণ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এক্ষণে অনুমতি করুন, দ্বারকায় গমন করি।” কৃষ্ণ এইরূপে কুন্তীর অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া স্নান, জপ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন।

তদনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ-সারথি দারুক মেঘবপুনামক মনোহর রথ যোজনা করিয়া কৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। মহামতি বাসুদেব সেই গরুড়কেতন রথে সমুপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ ক্ষণকাল রথবেগ সংবরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “হে রাজন। পর্জ্জন্য যেমন সমস্ত প্রাণীগণকে রক্ষা করেন, মহাদ্রুম যেমন পক্ষিগণকে আশ্রয় প্রদান করে, তদ্রুপ আপনি অপ্রমত্তচিত্তে নিত্য প্রজাদিগকে পালন করুন। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন, তদ্রুপ আপনার বন্ধুবর্গ আপনাকে আশ্রয় করুন।” এইরূপে বিবিধ কথাবসানে তাঁহারা পরস্পর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। যাদবপ্রবর কৃষ্ণ দ্বারাবতী গমন করিলে কেবল রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলনন্দন শকুনি সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৪৫তম অধ্যায়
দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়

ব্যাসদেব শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণসম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে আশু আসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদ্য এবং আসন প্রদানপূর্ব্বক পিতামহ ব্যাসের পূজা করিলেন। ভগবান দ্বৈপায়ন কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করিতে কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট হইলে বাগ্বিনাসবিশারদ ভগবান ব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কুরুবংশধর কৌন্তেয়! তুমি অসুলভ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কুরুদেশের উন্নতিসাধন করিলে। তোমা হইতে কুরুবংশ উজ্জ্বল হইল। হে ক্ষত্রিয়প্রধান! আমি পূজিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি প্রস্থান করিব।" রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহের পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে, শিশুপালের পতন হওয়াতে কি সেই উৎপাত বিলুপ্ত হইয়া গেল? হে পিতামহ! এই বিষয়ে আমার অতি দুরূহ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত ইহার মীমাংসা করে, এমন কেহই নাই।"

অনন্তর তাহা শুনিয়া ব্যাস কহিলেন, "হে রাজন! সেই ত্রিবিধ উৎপাত ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া হইবে। তাহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে। দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ভূপতিগণ কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! নিশাবসানে তুমি স্বপ্নে দেখিবে, ত্রিপুরান্তক মহাদেব বৃষভারূঢ় হইয়া শূল ও পিনাক ধারণ করিয়া শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে বিশাম্পতে! সেই স্বপ্নদর্শনে তুমি চিন্তিত হইও না, কারণ, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অপ্রমত্ত, স্থিতিমান এবং দমপরায়ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন কর। এক্ষণে আমি কৈলাসপর্ব্বতে গমন করি।" এই বলিয়া ভগবান ব্যাস সমস্ত শিষ্য-সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

ব্যাসের ইঙ্গিতে যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বেদ

পিতামহ প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বারংবার সেই বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'পৌরুষ দ্বারা দৈব শক্তি অতিক্রম করা অতীব দুরূহ কর্ম্ম। মহর্ষি যাহা কহিতেছেন, তাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" মহাতেজঃ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! দ্বৈপায়ন যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে? আমি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ-পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। যদ্যপি কালক্রমে আমিই সমস্ত ক্ষত্রিয়বিনাশের হেতু হইলাম, তবে আমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি?" ইহা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! বুদ্ধিভ্রংশকর ভয়ানক মোহে আবিষ্ট হইবেন না। যাহা কল্যাণকর হয়, বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন।" সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেবের

কথাই চিন্তা করিয়া ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি অদ্যাবধি ভ্রাতৃগণের বা অন্যান্য ভূপতিবর্গের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিব না; জ্ঞাতিগণের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া যোগসাধন করিব; কি পুত্র, কি ইতর ব্যক্তি, সকলের প্রতিই একরূপ ব্যবহার করিব; তাহা হইলে আমার আর ভেদের আশঙ্কা থাকিবে না। সুহৃদ্ভেদ হইতেই সংগ্রামঘটনা হয়; আমি বিগ্রহকে সুদূরপরাহত করিয়া কেবল সকলের প্রিয়কার্য্যই অনুষ্ঠান করিব; তাহা হইলে লোকমধ্যে নিন্দাস্পদ হইব না। যদি এই ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিতে হয়, ইহা ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিব না।" যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী ভীমাদি ভ্রাতৃগণও জ্যেষ্ঠের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সভামধ্যে সমারূঢ় হইয়া সমস্ত নৃপগণের প্রস্থানানন্তর পিতৃগণ এবং দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সহামাত্য যুধিষ্ঠির কৃতমঙ্গল ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন এবং সৌবল শকুনি সেই রমণীয় সভাতেই সমাসীন রহিলেন।

৪৬তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের সভাবিপ্রলম্ভ-উপহাসপাত্রতা

রাজা দুর্য্যোধন শকুনির সহিত উপবেশন করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে যে-সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য চিত্রাদি বস্তু দেখিলেন, তাহা কখন হস্তিনানগরে দৃষ্টিগোচর করেন নাই। দুর্য্যোধন কোন সময়ে সভামধ্যে এক স্ফটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলভ্রমে আপনার বসন উৎকর্ষণ [বস্ত্রের উর্দ্ধোত্তলন—হাঁটুর কাপড় গুটান] করিয়া দুর্ম্মনায়মান ও প্রবেশ-বিমুখ হইয়া সেই সভায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলভ্রমে সেই স্ফটিকময় স্থলে নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইলেন। পরে তথা হইতে বিমুখ হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষন্নমনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর স্থলভ্রমে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল জলে ও পদ্মে সুশোভিত দীর্ঘিকাজলে সবস্ত্র পতিত হইলেন। মহাবল ভীমসেন এবং তদীয় কিঙ্করগণ দুর্য্যোধনকে তদাবস্থ দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা তাঁহাকে উত্তমোত্তম বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। তিনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় স্থলভাগে জলের আশঙ্কা ও জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন। কোপনস্বভাব দুর্য্যোধন তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু তৎকালে আপনার মনের ভাব গোপনে রাখিলেন। তাঁহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিলেন না। তিনি পুনরায় এরূপ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরণবাসনায় স্থলভাগেই পদবিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া পুনরায় সকল লোক হাস্য করিয়া উঠিল। তিনি যে কেবল স্ফটিকময় সভাকুট্টিমেই প্রতারিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, স্ফটিকভিত্তিতে দ্বার বিবেচনা করিয়া যেমন প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি আহতমস্তক হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। সেইরূপ অন্য

স্থানে স্ফটিককবাটাপুটিত দ্বার হস্ত দ্বারা বিঘট্টিত করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পতিত হইলেন।

পরে বিততাকার [বিস্তৃত] অপর এক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিপ্রলম্ভ বিবেচনায় [প্রতারণা] তথা হইতে বিরত হইলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বিবিধ প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞে সেই অদ্ভুত সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

দুর্য্যোধনের দুর্ম্মতিসূচনা

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের শোভাসমৃদ্ধি অবলোকনে পরিতাপিত হইয়া চিন্তাকুলিত-চিত্তে গমন করিতে করিতে তাঁহার দুর্ম্মতি উপস্থিত হইল। তিনি মহাত্মা কৌন্তেয়গণের মহান মহিমা, মহানুভবতা, পার্থিবগণের বশবর্ত্তিতা এবং আবালবৃদ্ধবনিতাগণের হিতকারিতা দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রনন্দন গমনকালে সেই অনুপম সভার শোভা চিন্তায় এমত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাহার মাতুল তাহাকে পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিলেও তিনি তাহার সহিত আলাপ করিলেন না। সুবিলাত্মজ তাহাকে চঞ্চল দেখিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ বিষন্নমনে গমন করিতেছ?" দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মাতুল! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের শস্ত্রপ্রতাপলব্ধ এই সসাগরা বসুন্ধরাকে যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত বশংবদ এবং ইন্দ্রযজ্ঞসদৃশ সেই মহাযজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া অমর্ষভরে দহ্যমান মদীয় শরীর গ্রীষ্মকালীন স্বল্পজল জলাশয়ের ন্যায় পরিশুষ্ক হইতেছে। দেখ, যখন বাসুদেব শিশুপালকে বিনষ্ট করিলেন, তখন সেই রাজসভায় এমন কোন ভূপতি ছিলেন না। যিনি তাহার চরণানুগত না হইয়াছিলেন। তৎকালে রাজগণ কৌন্তেয়কৃত পরিভাবানলে দহ্যমান হইয়াও অপরাধ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সে অপরাধ কে ক্ষমা করিতে পারে? পাণ্ডবগণের প্রতাপে কেশবকৃত সেই অযুক্তকর্ম্ম সম্পন্ন হইল এবং নৃপতিগণ বিবিধ রত্নজাত লইয়া করপ্রদ বৈশ্যের ন্যায় ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের প্রতাপলব্ধ রাজলক্ষ্মীকে সেইরূপ প্রদীপ্যমান দেখিয়া আমি অমর্ষভরে নিতান্ত দাহ্যমান হইতেছি। হে মাতুল! অধিক কি বলিব, আমার এরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি আর জীবনধারণা করিতে সমর্থ হইতেছি না। হয় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, না হয় হলাহল ভক্ষণ করিয়া জীবন শেষ করিব; অথবা জলে প্রবেশ করিয়া এই বিষম জ্বালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কোন সত্ত্ববান পুরুষ শত্রুর উন্নতি এবং আপনার অবনতি অবলোকন করিয়া সহ্য করিতে পারে? আমি যখন তাদৃশী রাজশ্রী দেখিয়া পরিতপ্ত হইয়াও অদ্যপি সহ্য করিয়া রহিয়াছি, তখন আমি না স্ত্রী, না পুরুষ কিছুই নহি; কারণ, স্ত্রীলোক হইলে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না; পুরুষ হইলে প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারিতাম না। তাদৃশ রাজত্ব, তাদৃশী ধনসম্পত্তি এবং তাদৃশ যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন ব্যক্তি না সন্তাপিত হয়? বিশেষতঃ তাহাদিগের সেই রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই এবং কেহই সহকারী নাই, এই নিমিত্তই আমি মৃত্যুচিন্তা করিতেছি। যুধিষ্ঠিরের সেই মহাজনোচিত পবিত্র রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়

করিলাম, দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক; কারণ, আমি যাহাকে বিনাশ করিবার যত্ন করিলাম, সে দৈবের অনুকূলতা-প্রযুক্ত সমুদয় অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার উন্নতির পথে আরোহণ করিল। পৌরুষাবলম্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দিন দিন হীন হইতে লাগিল। সেই শ্রী ও তাদৃশী সভা নিরীক্ষণে এবং রক্ষিগণের সেই পরিহাস শ্রবণে আমি অতিশয় পরিতাপিত ও অসহিষ্ণু হইতেছি, অতএব হে মাতুল! আমাকে প্রাণ-পরিত্যাগ অনুজ্ঞা করিয়া পিতাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।"

৪৭তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি শকুনির সান্ত্বনা

শকুনি দুর্য্যোধনের পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! পাণ্ডবেরা আপন অংশ ভোগ করিতেছে, তদর্শনে তোমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ ক্রোধাবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। বিশেষতঃ তাহারাও বিবিধ বিধানজ্ঞ। হে অরিন্দম! পূর্ব্বেও তুমি তাহাদিগের প্রতি অনেকবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই! পরিশেষে তাহাদিগকে অংশ প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা দ্রৌপদীকে ভার্য্যা, সপুত্র দ্রুপদকে ও তেজস্বী কেশবকে পৃথিবী লাভের সহায় পাইয়াছে। এবং পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আত্মপ্রতাপে সেই অংশ বৰ্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? ধনঞ্জয় হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও দিব্য অস্ত্রসমুদয় লাভ করিয়াছে এবং সেই কার্ম্মুকের সাহায্যে ও আপনার বাহুবীর্য্যে সমস্ত মহীপালকে বশংবাদ রাখিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? খাণ্ডবদাহকালে ময়দানবকে অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহারা সেই সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছে, ময়দানবের আজ্ঞানুবর্তী কিঙ্করনামক রাক্ষসেরা তাহা বহন করিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? তুমি যে কহিলে, "আমার সহায় নাই', কেবল তোমার ভ্রান্তি মাত্র; কারণ ভ্রাতৃগণ তোমার অনুগত এবং মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, তাহার পুত্র, রাধেয়, মহারথ গৌতম, আমি, আমার সহোদরগণ ও রাজা সৌমদত্তি, আমরা সকলেই তোমার সহায়; তুমিও এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় কর।"

শকুনির পাশক্রীয়ার কূটমন্ত্র

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে রাজন! আপনি অনুমতি করুন, আমি আপনাকে ও পূর্বোক্ত মহারথদিগকে সহায় করিয়া অদ্যই সেই পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। তাহারা পরাজিত হইলেই অখণ্ড ভূমণ্ডল, সমস্ত মহীপাল ও সেই মহাধন সভা আমার অধিকৃত হইবে।" শকুনি কহিলেন, "হে রাজন! ধনঞ্জয়, বাসুদেব ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও সপুত্র দ্রুপদকে পরাজয় করা দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইঁহারা সকলেই মহারথ, মহাধনুর্দ্ধর কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ! হে রাজন! যে উপায় দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পরিবে, আমি তাহা বিশেষরূপে জানি, এক্ষণে শ্রবণ করিয়া সেই উপায় অবলম্বন কর।" দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতুল! যে উপায় দ্বারা সুহৃদগণের ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের

মনোযোগে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব, বলুন, সে উপায় কি প্রকার?” শকুনি কহিলেন, “রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই, অতএব পাশক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান কর। তিনি আহূত হইলে নিবৃত্ত হইতে পরিবেন না। আমি অক্ষক্রীড়ায় সাতিশয় দক্ষ, ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্রীড়াশীল আর কেহই নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান কর, আমি তোমার নিমিত্ত অক্ষকৌশলে তাহার সেই প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিব; কিন্তু এই বিষয়ে তোমার পিতাকে অবগত করাও, তাহার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।” দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে মাতুল! আপনিই পিতাকে রীতিমত নিবেদন করুন, আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ ভূমিপালকে জানাইতে পারিব না।”

৪৮তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দুর্য্যোধনের দৈন্যজ্ঞাপন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবলনন্দন, শকুনি দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমেই প্রজ্ঞাচক্ষু মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ! দুর্য্যোধন বিবর্ণ, পাণ্ডুর, কৃশ, দীন ও চিন্তাপরবশ হইয়াছে; জ্যেষ্ঠ পুত্রের শত্রুজনিত অসহ্য গৃদয়শোক কেন অনুসন্ধান করিতেছেন না?” ধৃতরাষ্ট্র শকুনিপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস দুর্য্যোধন! কি নিমিত্ত তুমি এত কাতর হইয়াছ, যদ্যপি আমার শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বল। তোমার মাতুল কহিতেছেন যে, তুমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছ; কিন্তু চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখিতেছি। না। বৎস! প্রচুর ঐশ্বর্য্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদগণ অপ্রিয়াচরণ করেন না। রাজেচিত পরিচ্ছদ পরিধান ও পিশিতান্ন [সমাংস অন্ন-পোলাও] ভোজন করিতেছ, উত্তমোত্তম তুরঙ্গম তোমাকে বহন করিয়া থাকে; তবে তুমি কি দুঃখে বিবর্ণ ও কৃশ হইতেছ? মহামূল্য শয্যা, মনোহারিণী রমণী, শোভাসম্পন্ন গৃহ ও স্বচ্ছন্দবিহার এই সমস্ত বস্তু দেবতাদিগের ন্যায় তোমার ইচ্ছামাত্র সুলভ, তবে তুমি কি নিমিত্ত দীনের ন্যায় শোক করিতেছ?”

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে তাত! কেবল কালযাপন করিবার নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় ভোজন, পরিধান ও উগ্রতর ক্রোধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছি; কিন্তু যে ব্যক্তি জগতক্রোধ হইয়া আপনার প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে পারে এবং অরিগণকে বশীভূত রাখিতে পারে এবং অরি-পরাভব হইতে মুক্তি ইচ্ছা! করে, সেই যথার্থ পুরুষ। মহারাজ! সন্তোষ শ্রী ও অভিমানকে নষ্ট করে আর যিনি অনুগ্রহ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া চলেন, তিনি কখনও মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না। যেদিন যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তদবধি আমার ভোগ্যবিষয় আর আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। আমি সপত্নীগণকে উন্নত ও আপনাকে হীন দেখিতেছি এবং যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী অদৃশ্য হইলেও আমার নয়নপথে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইতেছে, এই নিমিত্তই আমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছি। যুধিষ্ঠির প্রতিদিন অষ্টাশীতিসহস্র স্নাতক [ব্রহ্মচর্য্য হইতে যিনি সমাবর্তন করিয়াছেন] ও গৃহমেধ [গার্হস্থ্য গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহিত পত্নীতে সন্তানোৎপাদনকারী] কে এবং তাঁহাদিগের

প্রত্যেকের জন্য নিযুক্ত ত্রিংশৎ দাসীকে ভরণপোষণ করেন। তাহার আলয়ে অন্যান্য দশসহস্র ব্যক্তি স্বর্ণপাত্রে উত্তমান্ন ভোজন করিয়া থাকে, কাম্বোজেরা তাঁহাকে কদলীনামক মৃগের বিচিত্র চর্ম্ম, উৎকৃষ্ট কম্বল, শতসহস্র হস্তী ও ধেনু, শতসহস্র অশ্ব, ত্রিশত উষ্ট্র ও অশ্বতরী প্রদান করিয়াছে। সমস্ত রাজমণ্ডলী পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইয়া সেই পৃথক পৃথক রত্নজাত রাজসূয়-যজ্ঞে কৌন্তেয়কে উপহার দিয়াছে। অধিক কি বলিব, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যাদৃশ ধনাগম হইয়াছে, আমি পূর্ব্বে কোন স্থানে সেরূপ নয়নগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই। সেই অসীম ধনরাশি সপত্নের হস্তগত দর্শন করিয়া চিন্তান্বিত হওয়াতে আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। স্বর্ণময় কমণ্ডলুধারী শত শত পথিক ব্রাহ্মণ গোসমূহ-সমভিব্যাহারে প্রভূত বলি গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। আমরাঙ্গনারা যেমন অমররাজের নিমিত্ত মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। বাসুদেব বহুরত্নবিভূষিত মহামূল্য শৈক্য [ভারবাহিত জল] ও প্রধান শঙ্খ গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন। শৈক্য লইয়া কেহ কেহ পূর্ব্বসাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ সাগরে, কেহ কেহ বা পশ্চিমসাগরে গমন করিল। উত্তর-সাগরে পক্ষী ব্যতীত কাহারও গতিবিধি নাই, কিন্তু হে পিতঃ! কেমন আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ করুন, অর্জ্জুন সেখানেও গমন করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে এক একবার শঙ্খনাদ হয়; এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল, আমি মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছিলাম। সভাস্থান দর্শনাভিলাষী পার্থিবগণে সমাকীর্ণ হইয়া, তারকাসঙ্কুল বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। পার্থিবগণ বৈশ্যের ন্যায় রত্নজাত লইয়া ধীমান যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিল। মহারাজ! বলিতে কি, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী, তাহা দেবরাজেরও নাই, যমরাজেরও নাই, বরুণেরও নাই এবং গুহকাধিপতিরও নাই। সেই শ্রী দেখিয়া অবধি আমার মন এরূপ পরিতপ্ত হইয়াছে যে, আমি আর শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।”

পাশদ্যূতে যুধিষ্ঠিরের আহ্বানপরামর্শ

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে শকুনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে সত্যপরাক্রম! পাণ্ডবে যে অনুপম রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ করা। আমি অক্ষবিষয়ে অভিজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ, পণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ; যুধিষ্ঠিরও দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা নাই। ক্ষত্রিয়রীতানুসারে দ্যূতের বা রণের নিমিত্ত আহূত হইলে অবশ্য তাহাকে আসিতে হইবে, অতএব তাহাকে আহ্বান কর। আমি কপট ক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাহার সেই দিব্য সমৃদ্ধি আনয়ন করিব সন্দেহ নাই।” দুর্য্যোধন শকুনির বাচনাবসান হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “হে রাজন! অক্ষবিৎ গান্ধাররাজ দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্রের রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন, আপনি অনুমতি করুন।”

দ্যূতে বিদুরের অসম্মতি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাদের মন্ত্রী; আমি তাঁহার শাসনানুবর্তী; অতএব তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিংকর্তব্যতার অবধারণ করিব। তিনি দূরদর্শিতাপ্রভাবে উভয়

পক্ষের হিতকর ও ধর্ম্মানুগত মন্ত্রণা দিবেন।” দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে রাজেন্দ্র! যদি বিদুর আগমন করেন, তারা হইলে আপনাকে নিবারণ করিবেন; আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিব।” ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বিনয়গর্ভ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া তন্মতস্থ হইয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন, “শিল্পীগণকে আনাইয়া স্থূণা সহস্রশোভিত শতদ্বারবিশিষ্ট লোচনলোভনীয় এক সভা নির্ম্মাণ করাও, পরে তাহা রত্নাস্তরণমণ্ডিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে।” ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের পরিতাপশান্তির নিমিত্ত কেবল অপত্যস্নেহের অনুরোধে পূর্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়া বহু দোষকর জানিয়া এবং বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই নিশ্চয় করা হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া বিদুরের নিকট সংবাদ পঠাইয়া দিলেন। ধীমান বিদুর কলহের দ্বারস্বরূপ ও বিনাশের মুখস্বরূপ পাশক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে রাজন! আপনার এই ব্যবসায়ে অনুমোদন করিতে পারি না; যাহাতে দ্যূতের নিমিত্ত পুত্রগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহা করুন।” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! যদি দেবগণ অপ্রসন্ন হন, তথাপি আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিতে কোন প্রকারে দ্যূত-জনিত অবিনয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অদ্যই তূর্ণাগামিতুরঙ্গযোজিত রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর; আমার এ ব্যবসায় বলিও না, দৈবই প্রধান, দৈব হইতেই এই ঘটনা ঘটিতেছে।” ধীমান বিদুর এই প্রকার অভিহিত হইয়া চিন্তা করিতে করিতে দুঃখিতচিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

৪৯তম অধ্যায়

পিতৃসমীপে দুর্য্যোধনের পুনঃ-পরিবেদন

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম! যাহাতে আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ ব্যসনাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই মহান অনর্থকর দ্যূতক্রীড়া কিরূপে হইয়াছিল, তথায় কোন কোন ব্যক্তি সভ্য ছিলেন, কোন কোন ব্যক্তিই বা অনুমোদন এবং কে কে বা প্রতিষেধ করিয়াছিলেন? পৃথিবীনাশের মূলস্বরূপ এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতক্রমে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যদি পুনরায় সবিস্তরে শ্রবণের নিমিত্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নির্জন প্রদেশে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, “হে বৎস! মহাবুদ্ধি বিদুর কখনই আমাদের অহিতকর উপদেশ দিবেন না, বিশেষতঃ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে যে সকল শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাহার মর্ম্ম পর্য্যন্ত অবগত আছেন। এবং উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিবংশের, উনিও সেইরূপ কুরুবংশের প্রধান; অতএব বিদুর যখন অক্ষদেবনে [পাশাখেলা] অনুমোদন করেন নাই, তখন উহাতে আর প্রয়োজন নাই। হে পুত্র! বিদুর যাহা কহিতেছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ও তোমার হিতকর, তাহার অন্যথা করিও না। দ্যূত হইতে সুহৃদ্ভেদ এবং সুহৃদ্ভেদ হইতে রাজ্যনাশ হয়;

অতএব পাশক্রীড়ার অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। হে কৃতপ্রজ্ঞা! পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার যাহা কর্তব্য তাহা করা হইয়াছে। প্রতিপালিত, অধীতবান, কৃতবিদ্য এবং সকলের জ্যেষ্ঠ বলিয়াই তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অনন্যসুলভ ভোজনাচ্ছাদন ভোগ করিতেছ, পৈতৃক রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছ ও প্রতিনিয়ত আজ্ঞা করিয়া দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ তবে তোমার দুঃখের বিষয় কি বল?"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে রাজন! কাপুরুষেরাই অশন-বসনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং অধম পুরুষেরাই অমর্ষশূন্য হয়। হে রাজেন্দ্র! এই সামান্য রাজলক্ষ্মী আমাকে প্রীত করিতে পারিতেছে না, আমি যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমানা রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত পৃথিবী তাহার বশবর্তিনী দৃষ্টিগোচর করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত পাষাণহৃদয়, এই নিমিত্ত এরূপ দুঃখেও জীবিত রহিয়াছি। যুধিষ্ঠিরনিকেতনে কদম্ব, চিত্রক, কৌকুর, করস্কার ও নৌহজঙঘ প্রভৃতি বৃক্ষসকল ফলভারে আবর্জিত হইয়া রহিয়াছে; মহাগিরি হিমালয়, সাগর এবং অন্য কতিপয় জলপ্রায়-ভূমি ইহারা সকলেই রত্নাকর; এই সমস্ত রত্নাকর যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধ গৃহে পরিভূত হইয়াছে। হে রাজন! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ জানিয়া সৎকারপূর্ব্বক রত্নপরিগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। তথায় এত মহামূল্য রত্নজাত সঙ্কলিত হইয়াছিল যে, আমি তাহার ইয়াত্তা করিতে পারি নাই। আমার হস্ত সমুদয় রত্নগ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। আমি পরিশ্রান্ত হইলে ভূপালগণ। সেই সমস্ত রত্নজাত হস্তে লইয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ময়দানব বিন্দুসরোবরে রত্নরাশি দ্বারা এরূপ স্ফটিকদলশালিনী প্রফুল্ল-নলিনী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, আমি তদর্শনে জলস্থ প্রফুল্ল কমল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম এবং সলিল ভ্রমে সভাকুট্টিমেই আপনার পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিলে বৃকোদর আমাকে শত্রু-সম্পত্তি দর্শনে বিভ্রান্ত ও রত্নানভিজ্ঞ মনে করিয়া উপহাস করিয়াছিল। আমি সমর্থ হইলে সেইখানেই তাহাকে নিপাতিত করিতাম; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিলে আমাদিগকেও শিশুপালের অনুগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। হে ভারতবংশাবতংস! সেই শত্রুর উপহাস আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে মহারাজ! আমি পুনরায় সেইরূপ জলজশালিনী দীঘিকাকে সভাস্থলী মনে করিয়া তাহাতে পতিত হইয়াছিলাম। আমাকে পতিত দেখিয়া কৃষ্ণ, পার্থ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। সমধিক দুঃখের বিষয় এই যে, কিঙ্করগণ আমাকে আর্দ্রবস্ত্র দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাহার বস্ত্রাগার হইতে অন্যান্য বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। পিতঃ! আর এক প্রতারণার বিষয় শ্রবণ করুন, দ্বারবৎ প্রতীয়মান অদ্বার দ্বারা নির্গত হইতে গিয়া ভিত্তিশিলায় আহত হইয়া ক্ষতললাট হইলাম, নকুল এবং সহদেব দূর হইতে আমাকে আহত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বাহু দ্বারা গ্রহণ করিল। সহদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, "হে রাজন! এই দ্বার, এই দিকে আগমন করুন। ভীমসেন হাসিতে হাসিতে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ! এ দিকে দ্বার।" এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়াছি।"

৫০তম অধ্যায়

প্রজাপ্রদত্ত—দুর্য্যোধনের দুঃখনিবেদন

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! নানা দিগ্‌দেশাগত ভূপালেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে সকল অমূল্য বস্তু উপহার দিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি সেই সভায় যে সকল রত্নরাজি দেখিয়াছি, পূর্ব্বে সে সকলের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করি নাই। কাম্বোজরাজ ঊর্ণানির্ম্মিত, সামুদ্রিক বিড়ালরোমরচিত, কাঞ্চনসদৃশ, পরিস্কৃত পরিচ্ছদসকল প্রদান করিয়াছেন। শতসহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও দাসবর্গ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত বিচিত্রবর্ণ ত্রিশত উষ্ট্র, বড়বা, রাশীকৃত বলি ও স্বর্ণময় কমণ্ডলু এবং কাপাসিকদেশনিবাসিনী লক্ষ দাসী সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। শ্যামা, কৃশাঙ্গী, দীর্ঘকেশী, হেমাভরণভূষিতা শূদ্রারা ব্রাহ্মণোচিত রঙ্কুমৃগের অজিন এবং মরুকচ্ছনিবাসী জনগণ সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ ও গান্ধারদেশজাত তুরঙ্গম লইয়া উপনীত ছিল। যে সকল মনুষ্য সিন্ধুপারে ও সমুদ্রসন্নিহিত উপবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ইন্দ্রকৃষ্ট [বৃষ্টিজল দ্বারা উৎপন্ন] ও নদীমুখ [নদীজলে জাত] ধান্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল বৈরাম, পারদ, আভীর ও কিতাবগণ বিবিধ বলি, বহুবিধ রত্ন, অজ, মেষ, গো, হিরণ্য, গর্দভ, উষ্ট্র, ফলজ মধু ও নানাবিধ কম্বল গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। ম্লেচ্ছধিপতি শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন মহারথ প্রাগ‌-জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত যবনগণ-সমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ তরঙ্গকুলসম্ভূত বেগশালী অশ্বসমূহ ও সর্ব্ববিধ বলি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহারা প্রবেশ করিতে না পারিয়া লৌহনির্ম্মিত অশ্বভূষণ ও নির্ম্মল গজদন্ত-নির্ম্মিত-মুষ্টিশোভিত [খড়্গের বাঁট—যে স্থান মুষ্টিবদ্ধ থাকে তাহা গজদন্তনির্ম্মিত] অসি-সমুদয় প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। কতিপয় লোক নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্বিনেত্র, কতকগুলি ত্রিনেত্র, কতকগুলি নেত্র ললাটদেশে, কতকগুলি উষ্ণীষধারী এবং কতকগুলি দিগম্বর দৃষ্টিগোচর করিলাম। তৎপরে রোমক, নরমাংসভোজী, একপাদ এবং অনেকগুলি নানাবর্ণ রাজগণ দৃষ্ট হইল। তাহারা কৃষ্ণগ্রীব, মহাকায়, দূরগামী, সুশিক্ষিত দশ সহস্র রাসভা আহরণ করিয়াছিলেন। বক্ষুতীরসমুদ্ভব লোকেরা পূজার নিমিত্ত বহুতর হিরণ্য ও কাঞ্চন যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিল। একপদেরা ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, সন্ধ্যাকালীন জলদবর্ণ এবং নানাবর্ণ কতকগুলি মহাজব [অত্যন্ত বেগশালী] আরণ্য অশ্ব এবং অমূল্য স্বর্ণারাশি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠির নিবেশনে প্রবেশ করিয়াছিল। তদনন্তর চীন, শক ও ওড্রদেশবাসী এবং বনবাসী বর্ব্বরজাতি, বৃষ্ণিবংশীয়, হরিহূণদেশীয়, হিমালয়পর্ব্বতীয় এবং নীপ ও অনুপগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বক্ষুতীরনিবাসীরা কৃষ্ণগ্রীব, মহাকায়, শতক্রোশগামী, সুশিক্ষিত, প্রসিদ্ধ দশ সহস্র রাসভ প্রদান করিয়াছিল। শক, তুষার, কঙ্ক, রোমশ ও শৃঙ্গযুক্ত মনুষ্য ঊর্ণাজ [মেষলোমজাত], রাঙ্কব [মৃগলোমনির্ম্মিত], কীটজ [গুটিপোকার দ্বারা প্রস্তুত রেশম], পট্টজ [পাট হইতে উৎপন্ন]', কটী [সূক্ষ্মবন্ধল তন্তুবিনির্ম্মিত—বর্তমানকালের ছালের কাপড়] কৃত, কমলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও কার্পাসনির্ম্মিত শ্লক্ষ্ণ [কোমল] বস্ত্র, মেষদুগ্ধ, কোমল অজিন, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহস্র সহস্র রত্ন এই সমুদয় গ্রহণ

করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। কতকগুলি লোক দূরগামী অর্বুদ মহাগজ, শত শত তুরঙ্গ, পদ্মসংখ্যক সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। পূর্ব্বদিশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, মণিকাঞ্চনখচিত গজদন্তবিনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুশিক্ষিত হয় সম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত বহুবিধ রথ, বিবিধ রত্ন, নারাচ, অর্দ্ধনারাচ্য প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশ করিল।

৫১তম অধ্যায়

পাণ্ডববিজিগীষায় বৈরোৎপাদনে প্রযত্ন -দুর্য্যোধনের আক্রোশ

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে অনঘ! রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা মেরু ও মন্দরগিরির মধ্যবর্তিনী শৈলোদা নদীর উভয়কূলস্থিত কীচক [বাঁশ] ও বেণুর [স্বল্পস্ফীত দীর্ঘপর্ব্ব বংশ-তলদা বাঁশ] রমণীয় ছায়া সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহীপালেরা দ্রোণপরিমিত অত্যুৎকৃষ্ট হীরক রাশি প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চমর, হিমগিরিসম্ভূত পুষ্পজ সুস্বাদু মধু, উত্তর-কুরুদেশ হইতে আনীত অপূর্ব্ব মাল্য, উত্তরকৈলাস হইতে আহৃত বলবিধায়িনী ওষধি এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য উপহারসকল লইয়া কত শত ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। উদয়াচলবাসী রাজগণ, কারূষদেশীয় ভূপালগণ, সমুদ্রান্তনিবাসী ভূপতিবর্গ, ব্রহ্মপুত্রের উভয় কুলস্থিত রাজসমূহ এবং ক্রূরকর্ম্ম, ক্রূরশস্ত্র, চর্ম্মবাসন ও ফলমূলোপজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম। তাঁহারা চন্দন ও অগুরুকাষ্ঠের, ভার, চর্ম্ম, রত্ন, সুবর্ণ এবং নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য, অযুত কিরাত দাসী, দূরদেশীয় বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও পর্ব্বতীয় হিরণ্য প্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। কৈরাত, দরদ, দর্ব্ব, যমক, ঔদুম্বর, পারদ, বাহ্লীক, কাশ্মীর, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্ত, যৌধেয়, মদ্র, কেকয়, অম্বষ্ঠ, কেকুর, তার্ক্ষ্য, পহ্লব, বশাতল, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ড্রিক, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও গয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বহুবিধ বিত্ত আনয়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোণ, কর্ণ ও প্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাহাদিগকে কহিল, "সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন।" তাহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বতপ্রতিম, কবচাবৃত, সহস্র কুঞ্জর প্রদানপূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। এতদ্ভিন্ন চতুর্দিক হইতে সমাগত অন্যান্য জনগণ নানাজাতীয় রত্নোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বাসাবানুচর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী চারিশত ঘোটক এবং তম্বুরু নামে অপর একজন গন্ধর্ব্ব তাম্রবর্ণসুবর্ণালঙ্কৃত একশত অশ্ব প্রদান করিলেন। কৃতী শূকররাজ একশত গজরত্ন প্রদান করিলেন। বিরাটরাজ মৎস্য দুই সহস্র মত্তমাতঙ্গ উপহার দিলেন। রাজা বসুদান ষড়বিংশতি গজ ও মহাজব মহাসত্ত্ব বয়ঃস্থ দুই সহস্র অশ্ব এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার পাণ্ডবদিগকে সম্প্রদান করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দ্দশ সহস্র দাসী, সদার অযুত দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত ষড়বিংশতি রথ এবং যজ্ঞার্থ কতকগুলি রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনের বহুমান পুরঃসর তাহাকে চতুর্দশ

সহস্র উৎকৃষ্ট হস্তী প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মা এবং অর্জ্জুন কৃষ্ণের আত্মা। ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে যে কার্য্য করিতে বলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করেন, তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত সুরলোকও পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং পার্থও সেইরূপ কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখি হয়েন না। হেমকুম্ভসমাস্থিত সুরভি চন্দনরস, মলয় এবং দর্দ্দুরাচলসম্ভূত চন্দন ও অগুরুরাশি, দীপ্তিমান মণিরত্ন ও সূক্ষ্ম কাঞ্চনবস্ত্র লইয়া চোল এবং পাণ্ড্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। সিংহলদ্বীপের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্যমণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আভরণ উপহার প্রদান করিয়াছে। রাজার প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, নির্জিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপর শূদ্রেরা প্রীতি ও বহুমানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার ম্লেচ্ছজাতি এবং নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট ও মধ্যম লোক একত্র সমবেত হওয়াতে বোধ হইল, যেন পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন! রাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত নানাপ্রকার উপহার ও শত্রুদিগের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া দুঃখে আমার মুমূর্ষ উপস্থিত হইল। মহারাজ! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের ভৃত্যবর্গের বিষয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি। রাজা যুধিষ্ঠির সকল ভৃত্যেরই ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার এক অযুত তিন পদ্ম গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য, অর্বুদ রথ এবং অসংখ্য পদাতি। কোন স্থানে দ্রব্য-সামগ্রীর পরিমাণ হইতেছে; কোন স্থানে পাচকেরা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে; কোন স্থানে দান করিতেছে এবং কোথাও স্বস্ত্যয়ননিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহ-ধ্বনি হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের গৃহে অভুক্ত, তৃষ্ণাতুর, অনলাঙ্কৃত ও অসৎকৃত ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক রহিয়াছেন, তাহাদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রত্যেকের নিকট ত্রিশজন করিয়া দাসী নিযুক্ত আছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সকলেরই ভরণপোষণ করেন এবং তাহারাও প্রীত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের শত্রুক্ষয় কামনা করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরালয়ে পরিবেশকেরা প্রত্যহ সুবর্ণপাত্রে অন্নব্যঞ্জন লইয়া দশ সহস্র যতিকে ভোজন করাইতেছেন। মহারাজ ! যাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন না করিয়া অগ্রে কুজ, বামন প্রভৃতির মধ্যে কাহারও ভোজন হইল কি না, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। পাঞ্চালাদিগের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং অন্ধক বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুদ্ধে আনুকূল্য করেন এ নিমিত্ত কেবল তাঁহারাই কুন্তিপুত্রকে কর প্রদান করেন না, নতুবা আর সকল রাজারাই করদ ।

৫২তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের উত্তেজনার্থ দুর্য্যোধনের শেষচেষ্টা

দুর্য্যোধন কহিলেন, “মহারাজ! তথায় আরও দেখিলাম, মহাব্রত, বিনয়সম্পন্ন, মহামান্য, ধর্ম্মাত্ম রাজারা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেছেন। দক্ষিণাদানার্থ কোন কোন রাজা বহু সহস্রসংখ্যক আরণ্যক ধেনু আনয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ অভিষেকার্থ মঙ্গল-কলস স্বয়ংই বহন ও আনয়ন করিতেছেন। বাহ্লীক সুবর্ণালস্কৃত রথ এবং সুদক্ষিণ [সুদর্শন-সুলক্ষণ] শ্বেতকায় কাম্বোজ-দেশীয় অশ্ব আহরণ করিয়াছেন। মহাবল সুনীথ প্রীতিপূর্ব্বক রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ও চেদিরাজ শিশুপাল স্বয়ংই ধ্বজ উদ্যত করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। দক্ষিণাত্য বর্ম্ম, মাগধ মালা ও উষ্ণাষ, বসুদান ষষ্টিবর্ষবয়স্ক মাতঙ্গ, মৎস্য সুবর্ণনির্ম্মিত অক্ষ, একলব্য উপানহযুগল এবং আবন্ত্য অভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিয়াছেন। চেকিতান তুণীর, কাশ্য ধনু ও দৃঢ়মুষ্টি আসি এবং শল্য কাঞ্চনভূষিত শৈক্য প্রদান করিয়াছেন।

অনন্তর মহামুনি ধৌম্য ও ব্যাস ইহারা নারদ অসিত ও দেবলের সহিত যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তৎপরে অন্যান্য মহর্ষিগণ। জমদগ্ন্য, পরশুরাম এবং অপরাপর বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে অভিষেক করিলেন। যেরূপ স্বর্গে সপ্তর্ষিগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাত্মা ব্রহ্মার্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র ধারণ, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন, নকুল ও সহদেব চামর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে যে শঙ্খ প্রদান করেন, কলসোদধি [কলসসমুদ্র] সেই বারুণ শঙ্খ যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মনির্মিত মহামূল্য শৈক্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন, তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় অপ্রীতি জন্মিয়াছে; লোকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে, বিহঙ্গগণ ব্যতিরেকে উত্তরে কেহই যাইতে পারে না; তথা হইতেও শঙ্খ আনয়ন করিয়াছেন, ঐ মাঙ্গল্য শঙ্খ বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল, ঐ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া আমার গাত্র কণ্টকিত হইল; তখন তেজোহীন প্রিয়দর্শন পার্থিবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কেশব ইহারা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা তত্রস্থ ভূপালগণকে ও আমাকে বিসংজ্ঞ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণকে বিষাণ [সুদৃশ্য শৃঙ্গ]-বিশিষ্ট পঞ্চশত বৃষ প্রদান করিল। রন্তিদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব, মনু, পৃথু, বৈণ্য, ভগীরথ, যযাতি ও নহুষ ইঁহাদিগের অপেক্ষা কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া শোভা পাইলেন। রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এরূপে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় তদীয় প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসম্পত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ-ধারণে সুখ কি? জ্যেষ্ঠের হীনদশা ও কনিষ্ঠের অভ্যুয়লাভ হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া আর আমার অন্তঃকরণে

সুখ নাই। এই কারণেই আমি দিন দিন দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছি।”

৫৩তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের দুষ্টাভিপ্রায়সংযমে ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বৎস। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ মহিষীর গর্ভজাত ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি কদাচ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিও না। দ্বেষ্ট হইলে অসুখী ও নিধন প্রাপ্ত - হইতে হয়। তোমার তুল্য মনুষ্য অব্যুৎপন্ন, তুল্যার্থ, তুল্যমিত্র ও অদ্বেষ্টা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কখনই দ্বেষ করেন না, তুল্যাভিজনবীর্য্যসম্পন্ন [ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, মর্য্যাদায় সমান] হইয়া কেনই বা তুমি ভ্রাতার রাজ্যসম্পত্তিলাভে স্পৃহা করিতেছ? ভ্রান্তিক্রমেও যেন তোমার এরূপ বুদ্ধি না জন্মে। হে বৎস! এক্ষণে আর শোক করিও না। যদি তুমি ঐরূপ যজ্ঞসম্পত্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছা কর, তবে যজ্ঞিকেরা সপ্ততন্তুনামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করুন। তাহা হইলেই ভূপালগণ তোমার প্রীতি সম্পাদন ও বহুমানের নিমিত্ত বিপুল বিত্ত আহরণ করিবেন। পরধানগ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অসতেরই হইয়া থাকে, ফলতঃ যিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বধনে সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই প্রকৃত সুখী। পরস্বগ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও স্বোপাজিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ-পণ্ডিতেরা ইহাকেই বিভবলক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যিনি বিপৎকালে নিরাকুল হইয়া থাকেন, যিনি সকল বিষয়ে সুনিপুণ ও নিত্য উত্থানশীল, এইরূপ অপ্রমত্ত ও বিনীত লোক ইহকালে শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। হে বৎস! স্ববাহুতুল্য পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করিও না। পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃসদৃশ, অতএব ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করা নিতান্ত অন্যায়। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন ও সমগ্র ভ্রাতৃধন-গ্রহণে ইচ্ছা করিও না। মিত্রদ্রোহে অতিশয় অধর্ম্ম আছে, তোমার ও পাণ্ডবদিগের একই পিতামহ। অতএব এক্ষণে অন্তর্ব্বেদিমধ্যে [যজ্ঞে-যজ্ঞযাজন ব্যাপারে] বিত্তদান, বিবিধ কাম্যবস্তুর উপভোগ এবং নিঃশঙ্কচিত্তে মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া ক্ষান্ত হও।”

৫৪তম অধ্যায়
পাণ্ডবনির্য্যাতনে দুর্য্যোধনের নির্ব্বন্ধ

দুর্য্যোধন কহিলেন, “মহারাজ। যাদৃশ দার্বী [হাতা] সূপরস [ব্যঞ্জনাদির যুস-ঝোল] আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে, সে শাস্ত্রের নিগুঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। বৃহন্নৌকাসংযত [বড় নৌকার সহিত আবদ্ধ] ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় সবিশেষ জানিয়াও কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? স্বার্থসাধনে আপনার কেন অনবধানতা দেখিতেছি? আর এই বিষয়ে কেনই বা আমাকে বিদ্বেষ করিতেছেন? আপনি যখন শাসনকর্তা হইয়াছেন, তখন আর আমাদিগের জীবনধারণের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভাবী অর্থের সূচনা ব্যতীত আপনার আর কোন

বিষয়ে উৎসাহ দেখিতেছি না। যাহার পথপ্রদর্শক স্বয়ংই অনভিজ্ঞ, সে প্রতিপদেই পথভ্রষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা স্বয়ংই গমন করিতে পারে, তাহারা কেনই বা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে?

মহারাজ! আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুত্রগণের স্বকার্য্যসাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন। বৃহস্পতি লোকব্যাপার ও রাজব্যাপার এই উভয়বিধ ব্যাপারকেই পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব রাজারা সর্ব্বদা অপ্রমত্তচিত্তে স্বার্থচিন্তা করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের জয়ই প্রধান বৃত্তি, অতএব ইহা ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, আত্মব্যাপারে দোষাদোষের আশঙ্কা কি? যেমন সারথি কশাঘাত দ্বারা সকল দিকেই অশ্বচালনা করে, তদ্রুপ জিগীষু ব্যক্তি পরসম্পত্তি-গ্রহণাভিলাষে সর্ব্বদিকে ধাবমান হয়। যে গূঢ় কিংবা বাহ্য উপায় দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করা যায়, সেই উপায়ই শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রস্বরূপ। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহাকে কোন লেখ্য প্রমাণ নাই; যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু। সমৃদ্ধিবৃদ্ধিবিষয়ে অসন্তোষই মূল কারণ, অতএব অসন্তোষবৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন করাই যথার্থ নীতি। ঐশ্বর্য বা ধনে কদাচ মমতা করিবে না; কারণ, পূর্ব্বসঞ্চিত ধন অন্যে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে পারে, বলপূর্ব্বক হরণ করাই রাজাদিগের ধর্ম্ম। দেবরাজ ইন্দ্র ‘কাহারও অপকার করিব না’ এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াও নমুচির শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ অরাতির প্রতি সেইরূপ সনাতনী বৃত্তিই তাহার অভিমত। যেমন সর্প গর্তস্থ জীবজন্তুদিগকে সংহার করে, সেইরূপ ভূমিসম্পত্তি অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে। জাতি অনুসারে কেহ কাহারও শত্রু হইতে পারে না, সমব্যবসায়ী হইলেই শত্রু হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহপরবশ হইয়া অভ্যুদয়কালে শত্রুকে উপেক্ষা করে, পরিবর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায়। সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। বৃক্ষমূলজ বাল্মীক যেরূপ আশ্রয়বৃক্ষকে নিপতিত করে, সেই প্রকার শত্রু সামান্য হইলেও বলবীর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহার করিতে পারে।

হে। আজমীঢ়বংশাবতংস মহারাজ! বিপক্ষলক্ষ্মী যেন আপনার প্রীতিকর না হয়। আমি যেরূপ কহিলাম, বীর্য্যবান্ লোকেরা এইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন; সর্ব্বত্র নীতির অনুসরণ করিলে কোন বিশিষ্ট ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অর্থবৃদ্ধির অভিলাষ করে, সে নিঃসন্দেহে জ্ঞাতিমধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কারণ, বিক্রম সদ্যই বৃদ্ধি-সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে হয় পাণ্ডবরাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে শরীরপাত করিব। হে মহারাজা! আর আমার প্রাণধারণের আবশ্যকতা নাই, পাণ্ডবেরা প্রতিনিয়তই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদিগের কিছুমাত্র উন্নতি নাই।”

৫৫তম অধ্যায়
দ্যূতে ধৃতরাষ্ট্রের পুন-প্রতিবাদ

শকুনি কহিলেন, “হে দুর্য্যোধন! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশী সম্পত্তি দেখিয়া যদি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাক, তবে বল, দ্যূতক্রীড়া দ্বারা তদীয় সমস্ত আত্মসাৎ করি। এক্ষণে

তাঁহাকে দূতে আহ্বান কর, আমি অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিব। আমি অক্ষাবিদ্যায় সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে অতিমাত্র অনভিজ্ঞ। পণ আমার ধনু, অক্ষ শর, অক্ষ-হৃদয় [পাশার উপর পোয়া দুয়া প্রভৃতি চিহ্ন] জ্যা ও হৃদয়স্ফূর্তি [ঘুঁটি চালিয়া পাশার কোটে উপযুক্ত স্থানে রাখা] মদীয় রথস্বরূপ।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! অক্ষবিশারদ মাতুল দূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্র হইতে রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন; আপনি অনুমতি করুন।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "আমি মহাত্মা বিদুরের শাসনানুবর্তী; অতএব তাহার সহিত মিলিত হইয়া কর্তব্যাবধারণ করিব।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহাশয়! বিদুর যেরূপ পাণ্ডবগণের হিতৈষী, সেরূপ আমার হিতাভিলাষী নহেন, অতএব তিনি আপনার বৃদ্ধির অন্যথা করিবেন, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পৌরুষশালী ব্যক্তি পরমার্থের সাপেক্ষ হইয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না। কর্তব্যানুষ্ঠানবিষয়ে দুই জনের বৃদ্ধি সমান হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। মূঢ় ব্যক্তি নির্ভর হইয়া আত্মরক্ষা করিয়া বর্ষাকালীন আদ্রতৃণের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। কি ব্যাধি, কি মৃত্যু, কেহই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে না, অতএব ভবিষ্যৎকালের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রেয়স্কর কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে পুত্র! বলবান ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করা কোনরূপেই আমার অভিপ্রেত নহে, কারণ, বৈরভাব হইতে বিকার জন্মে; সেই বিকার অলৌহ-নির্মিত শস্ত্রস্বরূপ। বৎস! তুমি যে এই অনর্থকর সংগ্রামঘটনাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি, এই অনবধানতা হইতেই শাণিত সায়ক ও অসি নিষ্কাশিত হইবে।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা দ্যূতব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন বিকৃতি বা সংগ্রামঘটনার সম্ভাবনা ছিল না; অতএব মাতুল বচনে অনুমোদন করিয়া অদ্য সভানির্ম্মাণের অনুমতি করুন। দুরোদরক্রীড়া ক্রীড়মান ও তদনুবর্তীদিগের স্বর্গের দ্বারস্বরূপ; অতএব পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া করা অবৈধ নহে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "নরেন্দ্র! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা আমার শ্রেয়োবোধ হইতেছে না। তোমার অভিরুচি হয়, কর, কিন্তু যেন ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে না হয়। মেধাবী বিদুর বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশংবদ নহে, ক্ষত্রিয়ান্তক মহৎ ভয় তাহাদের সমীপবর্তী।"

দ্যূতে অনুমোদন—ক্রীড়াগৃহনির্ম্মাণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র দূরগাহ দৈবের প্রতিকূলতাপ্রযুক্ত দুর্য্যোধনের মতানুসারে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সহস্রস্তম্ভশোভিত, হেমবৈদূর্য্যখচিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত, তোরণস্ফটিকা নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্ম্মাণ কর।" সুনিপুণ শিল্পীগণ অনুমতি পাইয়া অতি শীঘ্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! স্বল্পকাল মধ্যেই সভা সুসম্পন্ন, বহুরত্নে খচিত ও বিচিত্র হেমাসনে শোভিত হইয়াছে।" তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিপ্রধান বিদুরকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া

যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সভায় সমাগত হইয়া সুহৃদ্যুতে প্রবৃত্ত হউন।”

৫৬তম অধ্যায়

পাণ্ডব-আনয়নে বিদুরের প্রতি আদেশ

বিদুর কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনার এই প্রেষণাতে অভিনন্দন করিতে পারি না, আপনি এরূপ অনুমতি করিবেন না; ইহাতে কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা।” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! যদি দৈব প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে পরিতাপিত করিতে পারিবে না। এই জগৎ স্বতন্ত্র নহে, কেবল দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেঃ অদ্য শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ কুন্তীপুত্রকে আনয়ন কর।”

৫৭তম অধ্যায়

পাণ্ডবাপুরে বিদুরের গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া অগত্যা সুশিক্ষিত মহাজব অশ্ব দ্বারা পণ্ডিত পাণ্ডবগণের সকাশে যাত্রা করিলেন। মহাবুদ্ধি বিদুর পথ অতিক্রম করিয়া দ্বিজাতিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুবেরভবনোপম রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাত্মা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তাঁহার যথাবৎ পূজাপূর্ব্বক সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “হে ক্ষত্তঃ! আপনার মানসিক অপ্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। আপনি ত’ কুশলে আগমন করিয়াছেন? দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ত’ তাহার বশবর্ত্তী আছে।”

বিদূর কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের আদেশজ্ঞাপন

বিদুর কহিলেন, “ইন্দ্রকল্প মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া কুশলে আছেন। তিনি পুত্রগণের গুণে প্রীত ও বিগতশোক হইয়াছেন। সম্প্রতি অক্ষয় কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক তোমাকে এই কহিয়াছেন যে, “হে পার্থ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভানুরূপ এই সভা অবলোকন কর এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্যুতে প্রবৃত্ত হও। তোমার সহিত সমাগম [একত্র মিলন] হইলে আমার ও কুরুকুলের প্রীতির পরিসীমা থাকে না।” হে রাজন! মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র দুরোদরবিধান [পাশক্রীড়াকারিগণের সম্মেলন] করিয়াছেন, তুমি সেই অক্ষকিতবদিগকে [ধূর্ত পাশক্রীড়াকারী] দেখিবে, এই নিমিত্ত আমি আসিয়াছি, যাহা উচিত হয়, কর।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহাশয়! দুরোদর কলহের আকর; অতএব কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে অভিলাভবন্ধন করে? আপনি কি অক্ষদেবনা উচিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন? বলুন, আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলি।”

বিদুর কহিলেন, “দ্যূত যে অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আমি তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহা কর।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহাশয়! আমি জিজ্ঞাসা করি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ব্যতীত কোন কোন অক্ষদেবী [পাশক্রীড়াকারী] তথায় বিদ্যমানআছেন? বলুন, আমি তাঁহাদগকে শতবার পরাজয় করিব।” বিদুর কহিলের্ন, “অক্ষনিপূণ কৃতহস্ত [পাশায় পরিপক্ক দ্রুত ক্ষেপাদিতে ক্ষিপ্রহস্ত—পাকা হাত] রাজা শকুনি, বিবিংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় তথায় উপস্থিত আছেন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভয়ঙ্কর মায়াধারী অক্ষদেবিগণ সেখানে রহিয়াছে, বুঝিলাম, সমস্ত জগৎ বিধাতার আদেশবর্তী হইয়াই চলিতেছে, কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। হে বিদুর! পুত্র পক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে দুরোদারদেবনে [পাশা খেলায়] ইচ্ছা! করিতেছি না, আপনি বলিতেছেন বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমাকে সভামধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না; যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সনাতন ব্রত।”

সদ্রৌপদী পাণ্ডবগণের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে বিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুযাত্রিকবর্গকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তিনি পরদিন দ্রৌপদী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ, বিদুর, অনুচর ও সহচরবর্গসমভিব্যাহারে বাহ্লীকযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির গমনকালে কহিলেন, “তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে; সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্তী হইয়া আছে।” মহাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শল্য, সৌবল, দুঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ তারাগণ-পরিবৃত রোহিণীর ন্যায় স্নুষাগণবেষ্টিত গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবগণের দর্শন পাইয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ অপ্রশস্ত-মনে দ্রৌপদীর পরমোৎকৃষ্ট সম্পর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ ব্যায়াম করিয়া অন্যান্য কর্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর দিব্য চন্দনভূষিত ও কৃতাহ্নিক হইয়া বিশুদ্ধমনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সমুচিত ভোজনানন্তর রমণীগণের সহিত শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। পরপুরঞ্জয় পাণ্ডবগণ সুখে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে বন্দিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকালে সকলে কৃতাহ্নিক হইয়া কিতবাভিনন্দিত রমণীয় সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন।

৫৮তম অধ্যায়
পণপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়াই পূজার্হ পার্থিবগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যথাক্রমে আসনে উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আস্তরণসংযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে অক্ষক্ষেপ করিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেখ, কপট পাশক্রীড়া অতি পাপীজনক, ইহাতে অণুমাত্র ক্ষত্র পরাক্রম নাই; বিবেচনা করিলে ইহাকে রাজনীতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না; তুমি কি কারণে দ্যূতের প্রশংসা করিতেছ? ধূর্ত্তের কপটাচারকে কেহ প্রশংসা করে না, অতএব দেখিও, হে শকুনে! তুমি যেন নৃশংসের ন্যায় অসৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজিত করিও না।"

শকুনি কহিলেন, "মহারাজ! যিনি গণনায় সুনিপুণ, ধূর্ত্ততার রীতিপদ্ধতি সমুদয় সবিশেষ জানেন, তদ্বিষয়ক বহুবিধ ইতিকর্তব্যতায় আলস্যশূন্য, অক্ষক্ষেপবিষয়ে সুচতুর ও দূর্তবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি কোন প্রকারেই পরাজিত হয়েন না। পণই পরাভবের কারণ, পরাভাবে কোনরূপ দোষ আশঙ্কা নাই, অতএব আইস, আমরা ক্রীড়া আরম্ভ করি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সমস্ত জনসমাজদর্শী মুনিসত্তম অসিত ও দেবল কহেন যে, ধূর্ত্তের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করা নিতান্ত পাপীজনক কর্ম্ম ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা দ্যূতক্রীড়া কদাচ প্রশংসনীয় নহে। আর্য্য-লোকেরা মুখে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচার প্রদর্শন করেন না। অকপট যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ। শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণের উপকার-সাধনার্থ যত্ন করাই আমাদিগের ধর্ম্ম। অতএব দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হও। হে শকুনে! আমি শঠতা করিয়া সুখ ও ধন-প্রাপ্তির ইচ্ছা করি না! ধূর্ত্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে সদাচারপরতন্ত্র হইলেও তাহার চরিত্র কদাচ পূজিত ও প্রশংসিত হয় না।" শকুনি কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! ধূর্ত্ততাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের নিকট গমন করিয়া থাকেন, বিদ্বান মূর্খের নিকট গমন করিয়া থাকেন, সুশিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিতকে অক্ষ দ্বারা পরাজিত করয়িা থাকেন, কিন্তু এরূপ স্থলে শঠতা দোষাবহ নহে। বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রধারী দুর্ব্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে ধূর্ত্ততা দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সুতরাং এ স্থলে ঐরূপ ধূর্ত্ততা ধূর্ত্ততাই নহে। পার্থ! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই ধূর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দূত্যক্রীড়ায় একান্ত ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্যূত হইতে বিরত হও।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দ্যূতে আহূত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার নিত্যব্রত, দ্যূতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভুত, অতএব বল, এই লোকসমবায়মধ্যে কাহার সহিত ক্রীড়া করিব? আর এ স্থলে অন্য সাভিক [মূলে "সভীক" স্থলে "প্রতিপাণঃ" দেখা যায়,—অর্থ, সমানরূপে পাণরক্ষকরূপ তুল্যধনশালী। পাঠান্তর সাভিক থাকিতে পারে। সভিক শব্দের অর্থ—ধ্যতসভার অধ্যক্ষ] কে আছে? যদি থাকে, তবে ক্রীড়া আরম্ভ কর।" এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে বিশাম্পাতে! আমি সমুদয় ধন ও রত্ন প্রদান করিব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া

করিবেন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে বিদ্বন! একজনের প্রতিনিধি হইয়া অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত; যাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভা প্রবেশ করিলেন। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ ও বিদুর অনতিপ্রসন্নমনে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। সিংহগ্রীব, মহাতেজাঃ, বেদবেত্তা, শূর, ভাস্বরমূর্ত্তি ভূপতিগণের মধ্যে কতকগুলি যুগলরূপে আর কতকগুলি পৃথক পৃথকরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই সভা অমরাধিষ্ঠিত অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সুহৃদ্দ্যূত আরম্ভ হইল ।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে রাজন! আমি মহামূল্য সাগরবর্ত-সম্ভূত কাঞ্চনখচিত এই মণিময় হার পণ করিলাম; তুমি যাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপণের বস্তু কৈ!”

দুর্য্যোধন কহিলেন, “আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে দ্যূতে জয়লাভ কর।” তদনন্তর অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি অক্ষ গ্রহণ করিয়া, আমি ত’ এই জিতিলাম’ বলিয়া অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

৫৯তম অধ্যায়
যাবতীয় ধনপণে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে শকুনে! তুমি কেবল ক্রীড়া দ্বারা আমার নিকট জয় প্রাপ্ত হইলে। আইস, পরস্পর পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছি; আমার এক লক্ষ অষ্ট সহস্র সুবর্ণপরিত কুণ্ডী, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত হিরণ্য আছে, তাহাই আমার পণ রহিল।”

শকুনি ‘আমি ত’ এই জিতিলাম’ বলিয়া অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যে সকল রথ আমাদিগকে বহন করিয়াছে এবং কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্রসম্মত অষ্ট অশ্ব যাহা বহন করে, সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, সুচক্রশোভিত, কিঙ্কিণীজালজড়িত, মেঘসাগরনিঃস্বন, জয়শীল, সহস্র রাজরথ আমার পণ রহিল।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “আমার শত সহস্র তরুণী দাসী আছে, তাহারা নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কারে ও অপূর্ব্ব মাল্যদানে বিভূষিত, নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিত, সেবাকুশল ও আজ্ঞানুবর্তিনী হে রাজন্! আমি এইবার সেই সকল দাসীরূপ ধন পণ করিলাম।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “আমার সহস্র দাস আছে, তাহারা প্রাজ্ঞ মেধাবী, দান্ত, যুবা এবং দিবারাত্রি অতিথিভোজন করাইতে সমর্থ; হে রাজন্! এইবার আমার সেই দাসরূপ ধন পণ

হইল।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক আক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সৌবল! আমার সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে, তাহারা অতীব দান্ত, দীর্ঘকায়, রাজবহনোচিত, রণপরিচিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত, তাহাদিগের মস্তক, কুসুমমালায় সুশোভিত, দন্ত সুদীর্ঘ বর্ণ নবীন মেঘের সদৃশ এবং সকলেই পুরভেদ করিতে পরাগ। হে রাজন্! আমি এইবার সেই সকল গজরূপ ধন পণ করিলাম।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “আমার যে সমস্ত হেমদণ্ড পতাকাশোভিত, বিনীতা-অশ্বসংযোজিত, যোধোপবিষ্ট, বিচিত্র রথ ও রথী আছে, সেই সকল রথীরা যুদ্ধ করুক বা নাই করুক, প্রত্যেকে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে রাজন। এইসব আমার সেই ধন পণ রহিল।”

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে কৃতবৈর দূরাত্মা শকুনি ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক আক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র সুবলনন্দনেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে যে সকল উৎকৃষ্ট ঘোটক প্রদান করিয়াছিলেন, এইবার সেই সকল আমার পণস্বরূপ।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “আমার নানাপ্রকার বাহনসংযুক্ত অযুত শকট ও রথ রহিয়াছে এবং মহাবল পরাক্রান্ত বিপুলবাক্ষাঃ ষষ্টিসহস্র বীরপুরুষ রহিয়াছে, হে রাজন্! আমি তৎসমুদয় পণ রাখিলাম।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সৌবল! তাম্রপাত্র ও লৌহপাত্রপরিবৃত চারি শত নিধি এবং পঞ্চৌদ্রাণিক সুবর্ণ আছে, এবার তাহাই আমার পণ্য হইল।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র শকুনিরই জয় হইল।

৬০তম অধ্যায়

বিদুরের দ্যূতদোষপ্রদর্শন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সর্ব্বস্বপহারিণী দ্যূতক্রীড়া এইরূপ উত্তরোত্তর পরিবৰ্দ্ধিত হইলে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! যেমন মুমূর্ষ ব্যক্তির ঔষধ-সেবনে মহতী অপ্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ মদীয় উপদেশবাক্যে আপনার অভিরুচি হইবে না; তথাপি যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।”

পূর্ব্বে যে পাপাত্মা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকৃত-স্বরে রোদন করিয়াছিল, সেই ভরত-কুলান্তক দুর্য্যেধন তোমাদের বিনাশের নিদানভূত সন্দেহ নাই! দুর্য্যোধনরূপী গোমায়ু গৃহে বাস করিতেছে, তুমি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হে মহারাজ! সুরাপ ব্যক্তি সুরাপান করিয়া যে পতিত হয়, সে কি তাহা জানিতে পারে? যেমন আকণ্ঠ মদ্যপান করিলে মত্ততাপ্রযুক্ত হয়ত জলে মগ্ন হয়, নতুবা কোনস্থানে নিপতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্যূতমদে মত্ত হইয়াছে, মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া অচিরাৎ তাহার যে পতন হইবে, সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। হে প্রাজ্ঞ! আমার বিদিত আছে, ভোজবংশীয় একজন রাজা পুরবাসিগণের হিতার্থ স্বীয় দুর্জাত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ধক, যাদব ও ভোজ ইহারা কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে তাহাদিগের নিয়োগক্রমে কৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিহত হইলে সেই সকল জ্ঞাতিবর্গ পরমহ্লাদে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন। আপনিও অর্জ্জুনকে নিয়োগ করুন, তিনি পাপাত্মা দুর্য্যোধনের নিগ্রহ করিলে কৌরবেরা পরম-সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। কাকশৃগালতুল্য দুর্য্যোধনের পরিবর্তে ময়ূরশার্দুলসদৃশ পাণ্ডবদিগকে ক্রয় করুন। মহারাজ! আপনি শোকার্ণবে নিমগ্ন হইবেন না। শাস্ত্রে কথিত আছে, কুল রক্ষার্থে এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার্থে কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদরক্ষার্থে গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার্থে পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্কর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য জম্ভনামক দৈত্যের পরিত্যাগকালে অসুরদিগকে কহিয়াছিলেন, কোন অরণ্যে কতকগুলি পক্ষী বাস করিত, তাহারা হিরণ্য নিষ্ঠাবন করিত। একদা সেই সমস্ত পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে বাস করিতেছে, ইত্যবসরে এক রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার-সন্দর্শনে লোভাকৃষ্ট হইয়া এককালে হিরণ্যরাশি পাইবার মানসে নিরপরাধ পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিলেন। এইরূপ দুরাশাগ্রস্ত হওয়াতে কেবল তৎকালে হতাশ্বাস হইলেন, এমন নহে, ভবিষ্যৎলাভেরও সম্ভাবনা থাকিল না; অতএব আপনি বলবতী অর্থপৃহানিবন্ধন পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিবেন না, তাহা হইলে সেই মোহান্ধ পক্ষিহন্তার ন্যায় আপনাকেও অনুতাপ করিতে হইবে। হে ভারত! মালাকার যেমন উদ্যানস্থিত পুষ্পবৃক্ষে বারিসেচনপূর্ব্বক কুসুম চয়ন করে, তদ্রূপ আপনিও পাণ্ডবপাদপে স্নেহসলিল সেচন করিলে সুজাত পুষ্প পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে পরিবেন, অতএব অঙ্গারকারীর বৃক্ষদাহের ন্যায় সমূলে দগ্ধ করিবেন না। পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিলে ভৃত্য, অমাত্য ও পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কারণ, পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইলে দেবতাপরিবৃত সাক্ষাৎ ত্রিদশাধিপতিও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না।”

৬১তম অধ্যায়
বিদুরের ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার

বিদুর কহিলেন, “দ্যূতক্রীড়া কলহের মূল; দ্যূত হইতে পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয়; দ্যূতই মহাদ্ভয়ের হেতু। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর শত্রুতা উৎপাদন করিতেছে।

দুর্য্যোধনের অপরাধে প্রাতিপেয় [প্রতীপবংশজ], শান্তনব, ভীমসেনাদি ও বাহ্লীক ইঁহারা সকলেই ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন। যেমন বৃষভ মত্ত হইয়া আপনার বিষাণ-ভঙ্গ দ্বারা আপনাকে রুগ্ন করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন মত্ততাপ্রযুক্ত রাষ্ট্র হইতে আপনার কল্যাণ সুদূরপরাহত করিতেছে। যেমন বালনাবিক-চালিত নৌকা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রুপ যে ব্যক্তি পরের চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া চলে, সে অচিরকালমধ্যে ব্যসনাপন্ন হয়। পণপূর্ব্বক ক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের জয়লাভ হইতেছে বলিয়া আপনি প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু অতিপরিহাসেই সর্ব্বপ্রাণীভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। আপনি কেবল কথাতেই প্রতিকূলতাচরণ করিতেন, কিন্তু মন্ত্রণামূলক সমাধি আপনার অন্তঃকরণে নিহিত রহিয়াছে। ফলতঃ পরম-বন্ধু যুধিষ্ঠিরের সহিত কলহ করা আপনার অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে প্রতিপেয়! হে শান্তনব! আপনারা কৌরবগণের পরিহাসবাক্য শ্রবণ করুন, কিন্তু মোহবশতঃ প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইবেন না। যখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অক্ষমাদাভিভূত হইয়া ক্রোধ পরিহার করিতেছেন না, তখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপনাদের এই তুমুল ব্যাপারে মধ্যস্থ হইবেন? হে মহারাজ! আপনি বহুধনের অধীশ্বর হইয়াও মনে মনে দুরোদর বাসনা করিয়াছেন। যদ্যপি বহুধনসম্পন্ন পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলেই বা তাহাদের ধন লইয়া আপনাদের কি হইবে, বরং এক্ষণে পাণ্ডবগণকে লাভ করুন। সৌবলের অক্ষক্রীড়া অবগত আছি; সৌবল দ্যূতক্রীড়ায় বিলক্ষণ কপটতা জানেন; অতএব উনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন; মহাবীর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধঘটনা করিবেন না।”

৬২তম অধ্যায়

দুর্য্যোধন কর্তৃক বিদুরের অবমাননা

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের নিন্দা ও তদীয় শত্রুগণের গুণকীর্তন করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক। তুমি যাহাদের প্রতি অনুরক্ত, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। তুমি আমাদিগকে বালকের ন্যায় সর্ব্বদা অবমাননা করিয়া থাক। লোকের নিন্দ ও প্রশংসার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার মনোগত বিরুদ্ধ অভিপ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমার জিহ্বাই তোমার মনের প্রতিকূল ভাব প্রকাশ করিতেছে। তুমি আমাদের পক্ষে ক্রোড়স্থিত ব্যালের ন্যায় হইয়াছ ও মার্জারের ন্যায় প্রতিপালকের অহিতচিন্তা করিতেছ। লোকে কি ভর্তৃহন্তা ব্যক্তিকে পাপী বলে না? হে বিদুর! তবে তুমি কি নিমিত্ত সেই পাপে ভয় করিতেছ না? আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়া মহৎ ফললাভ করিয়াছি। তুমি আমাদিগকে পরুষবাক্য কহিও না। তুমি সতত আমাদের শত্রুগণের সহিত আত্মীয়তা করিতে বাসনা কর এবং মোহবশতঃ আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাক। লোকে অযোগ্য বাক্যপ্রয়োগ দ্বারাই অন্যের শত্রু হইয়া উঠে। দেখ, শত্রুর নিকটে নিগূঢ় বিষয় গোপন করিয়া রাখাই কর্তব্য; অতএব হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদের আশ্রিত হইয়াও কি কারণে উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি ইচ্ছানুসারে তিরস্কার কর, কিন্তু আর তুমি আমাদিগকে অবমাননা করিও না; আমরা তোমার মন বুঝিয়াছি; তুমি বৃদ্ধগণের সমীপে বুদ্ধিগ্রহণ কর, যশোরক্ষা কর এবং শত্রুকার্য্যে আর ব্যাপৃত থাকিও না। হে বিদুর! তুমি "আমি কর্তা" এই মনে করিয়া আমাদের অবমাননা করিও না। আমি তোমার নিকট আপনার হিত জিজ্ঞাসা করি না। ক্ষত্তঃ! তুমি ক্ষমাশীলগণকে হিংসা করিও না। একজনই এই জগতের শাস্তা, দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তা নাই। সেই শাস্তা মাতৃগর্ভে শয়ান শিশুকেও শাসন করেন। জল যেমন নিম্নপ্রদেশে ধাবমান হয়, তদ্রুপ আমি সেই শাস্তার শাসনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি। যিনি মস্তক দ্বারা শৈলাভেদ করেন, যিনি সর্পকে ভোজন করান, তাহার বুদ্ধিই কার্য্যানুশাসন করে, আর যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে অনুশাসন করে, সে অমিত্র। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রতা-বিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন। যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হুতাশন উত্তেজিত করিয়াও পলায়ন না করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। হে ক্ষত্তঃ! শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ অহিতকারী মনুষ্যকে স্বীয় আবাসে রাখিবে না। অতএব হে বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর, দেখ, অসতী স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে।"

তিতিক্ষশীল বিদুরের উপদেশ

বিদুর কহিলেন, "হে রাজন্! এই প্রকার অত্যঙ্গমাত্র কারণবশতঃ যে ব্যক্তি মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, তাহার সখ্য কখন চিরস্থায়ী হয় না। রাজাদিগের চিত্ত অতি অল্পেই বিকৃত হইয়া যায়; ইহারা অগ্রে সান্ত্বনা করিয়া পশ্চাৎ মুষল দ্বারা প্রহার করে। হে মন্দমতি রাজপুত্র! তুমি আপনাকে বিজ্ঞ ও আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি অগ্রে একজনের সহিত বন্ধুতা করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি

দোষারোপ করে, সেই নিতান্ত অবিজ্ঞ। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রোত্রিয় গৃহে স্থিত ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কখনই মঙ্গলকর হয়। না। যেমন কুমারী স্ত্রী ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধপতিকে তাচ্ছিল্য করে, তদ্রুপ তুমি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতেছ। হে রাজন! তুমি যদি সমুদয় হিতাহিতকার্য্যে প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে স্ত্রী, জড় ও পঙ্গু প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর। এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে; কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ। যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে, সেই যথার্থ সহায়। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি অব্যাধিজ, কটুজ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, যশোনাশক, পরুষ, সাধুগণের অশ্রাব্য ও অসাধুগণের শ্রবণসুখজনক বাক্য শ্রবণ কর; আর ক্রোধ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের ধন ও যশোবৃদ্ধি করিবার বাঞ্ছায় তোমাকে সদুপদেশ দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর; তোমাকে নমস্কার', ব্রাহ্মণগণ আমার মঙ্গল করুন। হে কুরুনন্দন! পণ্ডিত ব্যক্তি নেত্রবিষ বিষধরকে ক্রোধান্বিত করেন না, আমি সেই অভিপ্রায়েই তোমাকে উপদেশ দিতেছিলাম।"

৬৩তম অধ্যায়
সর্ব্বস্বপণে যুধিষ্ঠির পরাজিত

শকুনি কহিল, "হে যুধিষ্ঠির! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের অনেক ধন নষ্ট করিলে, এক্ষণে যদি আর কিছু অপরাজিত ধন থাকে, তবে বল।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুবলনন্দন! আমি জানি, আমার অসংখ্য ধন আছে, তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি অযুত, প্রযুত, পদ্ম, খর্ব্ব, অর্বুদ, শঙ্খ, মহাপদ্ম, নিখর্ব্ব, কোটি, মধ্য ও পর্যাদ্ধসংখ্যক ধন দ্বারা এই সমস্ত জনসমক্ষে তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণান্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক আক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুবলনন্দন। বহুসংখ্যক গো, অশ্ব ধেনু, ছাগ, মেষ এবং সিন্ধুনদীর পূর্ব্বে আমার যে সমুদয় ধন আছে, এবার আমার সেই সমস্ত পণ রহিল।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে সুবিলাত্মজেরই জয়লাভ হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে শকুনে! পুর, জনপদ, ভূমি, ব্রাহ্মণধন ব্যতীত অন্যান্য ধনসমুদয় ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণ, এই সমস্ত আমার অবশিষ্ট আছে; এবার আমি সেই সমস্ত পণ রাখিলাম।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক আক্ষবিক্ষেপ করিলে জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সৌবল। এই রাজপুত্রগণ যে সমস্ত কুণ্ডল, নিষ্ক প্রভৃতি রাজভূষণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, এবার আমার সেই সমুদয়

অলঙ্কার পণস্বরূপ।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া অক্ষবিক্ষেপ করিলে শকুনিরই জয় হইল।

ভ্রাতৃপণে পাণ্ডবাপরাভব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সুবলাত্মজ! এই শ্যামকিলেবর যুবা লোহিত-নেত্র, সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ, নকুলকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব!”

শকুনি কহিল, “হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই তোমার প্রিয় রাজতুল্য নকুল আমাদের বশীভূত হইল, এক্ষণে আর কি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবে?” এই বলিয়া শকুনি অক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে শকুনে! এই সহদেব ধর্ম্মানুশাসন করেন; ইনি পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত; ইনি আমার নিতান্ত প্রিয় ও পণের অযোগ্য হইলেও ইহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, “এই তোমার পরমপ্রিয় মাদ্রীপুত্রকে জিতিলাম; বোধহয়, ভীম ও ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দনদ্বয় অপেক্ষাও প্রিয়তর, উহাদিগকে কখনই পণ রাখিতে পরিবে না।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “রে নয়নাভিজ্ঞ [নীতিশাস্ত্রে বোধশূন্য] মূঢ়, আমরা সাতিশয় সরলস্বভাবসম্পন্ন, তুমি আমাদিগের পরস্পর ভেদ করিয়া দিবার অভিলাষ করিয়া নিতান্ত অধর্মাচরণ করিতেছ।”

শকুনি কহিল, “যে রাজন্! প্রমত্তব্যক্তি গর্তমধ্যে বা স্থাণুর উপরে নিপতিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠ এবং বরিষ্ঠ; তোমাকে নমস্কার। হে মহারাজ! দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিগণ ক্রীড়া করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় যে সকল প্রলাপ করে, তৎসমুদয় জাগরণাবস্থায় দূরে থাকুক, উহারা স্বপ্নেও কখনও দেখে নাই।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে শকুনে! যিনি নৌকার ন্যায় আমাদিগকে সমর-সাগরে পার করেন, সেই অরাতিপাতন ভুবনৈকবীর রাজপুত্র ধনঞ্জয় পণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, “হে রাজন্! এই আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান ধনুর্দ্ধর সব্যসাচী অর্জ্জুনকে জয় করিলাম। এক্ষণে তোমার পরমপ্রেমাস্পদ ভীমসেন অবশিষ্ট আছে, তাহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সুবলনন্দন! যিনি দানবারি পুরন্দরের ন্যায় সংগ্রামে আমাদিগের নেতা, যাহার তূল্য বলবান এই ভূমণ্ডলে নাই, সেই গদা—যুদ্ধবিশারদ রাজপুত্র মহাত্মা ভীমসেন পণের অযোগ্য হইলেও তাহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর “এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, “হে কৌন্তেয়! তুমি বহুবিধ ধন, হস্তী, ও অশ্বসমুদয় এবং অনুজগণকে দুরোদার-মুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি অন্য কিছু ধন থাকে, তবে বল।”

যুধিষ্ঠিরের স্বদেহপণে পরাজয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে শকুনে! আমি ভ্রাতৃগণের শ্রেষ্ঠ ও দয়িত; আমি আপনাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, “তুমি স্বয়ং জিত হইয়া যৎপরোনাস্তি পাপাচরণ করিলে, অন্যান্য ধন অবশিষ্ট থাকিতে আত্মাকে পণিত [পণে নিযুক্ত] করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম।” দুরাত্মা শকুনি এইরূপে কপট পাশক্রীড়ায় মহাবীর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে পরাজয় করিল। ঐ দুরাত্মা উহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে কহিল, “হে রাজন্! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী ত’ এখনও পরাজিত হয়েন নাই, অতএব তুমি তাহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর।”

দ্রৌপদীপণে ধর্ম্মরাজের পরাজয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সুবলনন্দন! যিনি নাতিহ্রস্বা, নাতিদীর্ঘ, নাতিকৃশা ও নাতিস্থূলা; যাঁহার রূপ লক্ষ্মীর ন্যায়; কেশ্যকলাপ দীর্ঘ, নীল ও আকুঞ্চিত; নেত্রযুগল শরৎকালীন পদ্মাপত্রের ন্যায়; গাত্রে পদ্মগন্ধ, হস্তে সর্ব্বদা শারদপদ্ম শোভা পায়; যিনি অনৃশংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিত ও ধর্ম্মার্থক্যামসিদ্ধির হেতুভূততা প্রভৃতি ভর্তার অভিলষিত গুণসমুদয়ে বিভূষিতা; যিনি গোপাল ও মেষপালগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন; যাহার সস্বেদ মুখপঙ্কজ মল্লিকার ন্যায়; মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সভাসদ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর হইতে ঘর্ম্মবারি নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণ-পূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গতসত্ত্বের [বিগতজীবন—মৃত] ন্যায় অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া ‘জয় হইল কি’ ‘জয় হইল কি?’ এই কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনাদির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারই জয় হইল।

৬৪তম অধ্যায়

দ্রৌপদীকে দাসী করার আদেশে দুর্য্যোধনের প্রতি বিদুরের ভর্ৎসনা

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে ক্ষত্তঃ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবগণের প্রণয়িনী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। অপুণ্যশীলা কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণ-সমভিব্যাহারে আমাদিগের গৃহ মার্জনা করুক।”

বিদুর কহিলেন, “রে মূঢ়। তুমি আপনাকে পাশবদ্ধ ও পতনোন্মুখ না জানিয়াই এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিতেছ! তুমি মৃগ হইয়া অনুক্ষণ ব্যাঘ্রগণকে কুপিত করিতেছ। রে মন্দাত্মন! ক্রুদ্ধ কালভূজঙ্গগণ তোমার মস্তকোপরি রহিয়াছে, তুমি উহাদিগকে পুনরায় কুপিত করিয়া যমালয়ে গমনের কার্য্য করিও না। দেখ, কৃষ্ণা কখনই দাসী হইবার উপযুক্ত নহেন, আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাহার অনধিকারী হইয়া তাহাকে পণে ন্যাস্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তদ্রুপ এই মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় সমূলে নির্মূল হইবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া করিয়া মহৎ বৈর ও মহাভয় উৎপাদন করিতেছে। অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবে না; কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না; সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না; এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয়, এবম্ভৃত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দুর্ব্বাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক [মর্ম্মস্পর্শী-হৃদয়বিদারক] হইয়া অহোরাত্র তাহাকে যন্ত্রণা দেয়; পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি সেরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন! কাপুরুষেরাই শত্রুর অস্ত্রাঘাত সহ্য করে, অতএব তোমরা এই নীতিবাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের শত্রুতা করিও না; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। হে দুর্য্যোধন! তুমি যেরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, পাণ্ডবগণ কি বনচর, কি গৃহবাসী, কি হতবিদ্য, কি তপস্বী, কাহাকেও ঐরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করেন না। অতি নীচ লোকেরাই ঐ প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় ঘোরতর নরকের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। দুঃশাসন প্রভৃতি কুরুবংশীয়গণ দ্যূতক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের অনুগামী হইয়াছে। বরং অলাবু জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রস্তর ভাসমান হইতে পারে এবং নৌকা নিমগ্ন হইতে পারে, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ কদাচ আমার সদুপদেশ কর্ণপাত করিবে না। দুর্য্যোধন লোভপরতন্ত্র হইয়া সুহৃজ্জনের সদুপদেশে শ্রবণ করিতেছে না, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কুরুবংশীয়গণ অচিরাৎ সমুলে উন্মলিত হইবে।”

৬৫তম অধ্যায়

দ্রৌপদী আনয়নে দুর্য্যোধনের দূত প্রেরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মদমত্ত দুর্য্যোধন বিদুরকে ‘ধিক’ এই কথা বলিয়া সভাস্থ প্রতিকামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “হে প্রাতিকামিন্! তুমি শীঘ্র যাইয়া দৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, বিদুর ভীত হইয়াই আমাকে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ কথা কহিলেন, বিশেষতঃ উনি আমাদের উন্নতি অভিলাষ করেন না।”

প্রতিকামী সূত দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে শীঘ্র গমনপূর্ব্বক কুকুকর যেমন সিংহযূথে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাণ্ডবগণের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, "হে দ্রুপদনন্দিনী! যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়াছেন; অতএব হে যজ্ঞসেনি! তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কর্ম্মকরীর ন্যায় কর্ম্ম করিতে হইবে; আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হে প্রতিকামিন! তুমি কেন এরূপ প্রলাপ বাক্য কহিতেছ? কোন রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজা দ্যূত-মদে মত্ত হইয়াছেন, তাহার কি অন্য কোন পণ রাখিবার দ্রব্য ছিল না?" প্রতিকামী কহিল, "হে দ্রৌপদি! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন পরাজিত হইয়া অগ্রে ভ্রাতৃগণকে, তৎপরে আপনাকে এবং তৎপশ্চাতে তোমাকে দুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন? হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এ স্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও, ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।"

প্রতিকামী কৃষ্ণার বচনানুসারে সভায় গমনপূর্ব্বক ভূপতিমণ্ডল মধ্যে সমুপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর বাক্য কহিতে লাগিল, "হে ধর্ম্মরাজ! দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি কাহার অধীশ্বর হইয়া তাহাকে দূতে সমর্পণ করিয়াছেন, আর অগ্রে আপনাকে, কি তাহাকে দুরোদরমুখে বিসর্জন করিয়াছেন?" ধর্ম্মানন্দন প্রতিকামীর মুখে দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণানন্তর অস্পন্দের ন্যায় ভালমন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে প্রতিকামিন। পাঞ্চালী এই স্থানে আসিয়া তাহার যাহা প্রশ্ন থাকে করুক, সভাস্থ সমুদয় জনগণ তাহার ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করুন।"

প্রতিকামী সূত দুর্য্যোধনের বচনানুসারে পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের ভবনে গমনপূর্ব্বক দুঃখার্তের ন্যায় দ্রৌপদীকে কহিল, "হে রাজপুত্রি! সভ্যগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, বোধ হয়, এইবার কুরুকুল সমূলে উন্মুলিত হইল। পাপাত্মা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে তথায় লইয়া যাইবার মানস করিয়াছে।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সূতনন্দন! বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন। পৃথীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব। রক্ষ্যমান ধর্ম্ম অবশ্যই আমাদিগের শান্তিবিধান করিবেন। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হয়েন। হে সূতনন্দন! তুমি সভ্যগণ-সমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্তব্য, জিজ্ঞাসা কর; সেই নয়শালী বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মগণ যাহা কহিবেন, আমি নিশ্চয় তাঁহাই করিব।"

প্রতিকামী যাজ্ঞসেনীর সেই বচন শ্রবণানন্তর সভায় গমন করিয়া সভ্যগণ-সমীপে তাহার বাক্য কহিল। সভ্যগণ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে রহিলেন, দুর্য্যোধনের আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া কেহই কিছু কহিলেন না। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া দ্রৌপদীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং কহিয়া দিলেন যে, "একবস্ত্রা, অধোনীবী [কটিবন্ধনবস্ত্র], রজস্বলা পাঞ্চালী রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপে সমুপস্থিত

হউন।” দূত ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে সত্বরে কৃষ্ণার ভবনে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের বাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বিষণ্ন বদন নিরীক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকামীকে কহিল, “হে প্রাতিকামিন! তুমি এই স্থানে দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, কৌরবগণ তাহার সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন।” প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের বশবর্তী; কিন্তু দ্রৌপদীর ভয়ে ভীত হইয়া মান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কৃষ্ণাকে কি বলিব?”

দুঃশাসন কর্তৃক সভায় দ্রৌপদী আনয়ন

তদনন্তর দুর্য্যোধন প্রাতিকামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে দুঃশাসন! এই প্রাতিকামী সূতপুত্র নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতাঃ, এ বৃকোদরকে ভয় করে, তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনীকে আনয়ন কর, অবশ শত্রুগণ তোমার কি করিতে পরিবে?”

দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ

দূরাত্মা দুঃশাসন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণমাত্র আরক্ত নয়নে ত্বরায় গমন করিয়া মহারথ পাণ্ডবগণের নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিল, “হে পাঞ্চালি! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ; আমার সহিত আগমন করিয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর। হে কমলনয়নে! তুমি কুরুদিগকে ভজনা কর। আমরা তোমাকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছি; সভায় আগমন কর।” দ্রৌপদী দুরাত্মা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন ক্রোধাভরে তর্জনগর্জন করতঃ বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক কেশগ্রহণ করিল। আহা! যে কুন্তলকলাপ ইতিপূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথস্নানসময়ে মন্ত্রপূত জল দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডবগণকে পরাভব করিয়া সেই চিকুরচয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। দুর্ম্মতি দুঃশাসন সনাথা কৃষ্ণাকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাসমীপে আনয়ন করিল। দীর্ঘকেশী দ্রৌপদী বাতবেগান্দোলিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে অতি বিনীতবচনে কহিলেন, “হে দুঃশাসন! আমি রজস্বলা হইয়াছি; একমাত্র বসন ধারণ করিয়াছি; এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে।” দুরাত্মা দুঃশাসন তাহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া দৃঢ় রূপে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক কহিল, “হে যাজ্ঞসেনি! তুমি রাজস্বলাই হও, একম্বারাই হও বা বিবস্ত্রই হও, দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, এক্ষণে অপর স্ত্রীর ন্যায় দাসীগণমধ্যে বাস করিতেই হইবে।” দ্রৌপদী এইরূপ কটুবাক্যে অতীব পীড়িত হইয়া আত্মত্রাণের নিমিত্ত হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন! হা হরে! হা নর!” বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীর সখেদ ক্রন্দন

তখন দুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও পতিতার্দ্ধবাসনা দ্রুপদনন্দিনী এককালে লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “রে দুরাত্মন! এই সভামধ্যে

শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান ইন্দ্রতুল্য আমার গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমার এরূপ অবস্থায় থাকা নিতান্ত অনুচিত। রে নৃশংসকারিনা! তুই আমাকে বিবস্ত্রা করিস না। যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হয়েন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। মহাত্মা ধর্মানন্দন সজ্জননিষেষিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়াছেন; আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাচি দোষারোপ করিতে বাঞ্ছা করি না। হে দুরাত্মন! আমি রাজস্বলা; তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণসমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিস; ইহারা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধ হয়, উহাদিগেরও ইহাতে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্মে ধিক। ক্ষাত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেহেতু, সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম —দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র সত্ত্ব নাই; প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুর্য্যোধনের এই অধর্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন।”

দ্রৌপদী করুণস্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধকম্পিত্যকলেবর ভর্ত্তৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাহাদিগের কোপানল উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ লজ্জা ও ক্রোধে সঞ্চালিত কৃষ্ণার কটাক্ষপাতে যাদৃশ দুঃখিত হইলেন, সমুদয় রাজা, ধন, বিবিধ বহুমূল্য রত্নজাত বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের তাদৃশ ক্ষোভ হয় নাই। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক বিসংজ্ঞপ্রায় করিল এবং ‘দাসী দাসী’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। কর্ণ সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন, গান্ধাররাজ শকুনি তাহাতে প্রশংসা করিতে লাগিল, কেবল অন্যান্য সভ্যগণ সভামধ্যে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

তখন ভীষ্ম দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “হে সুভগে! এদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না, ওদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন, এই উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরবিবেচনায় অসমর্থ হইতেছি! দেখ, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমুদয় পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে একপদও বিচলিত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ তিনি আপনার মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, “আমি পরাজিত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ্য বিবেচনা করিতে পারিতেছি না।” শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষী; বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করিতেছেন; তিন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি না।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “দুরাত্মা দ্যুতিপ্রিয় অনার্য্যগণ মহারাজ ধর্ম্মানন্দনকে আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় অনুরোধ করিয়াছিল, তবে তিনি কিরূপে স্বয়ং দ্যূতাভিলাষী হইলেন? কুরুপাণ্ডবাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠির দুরাত্মাদিগের কপটতা বুঝিতে না পারিয়াই তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। মূঢ়গণ সকলে একত্র হইয়া তাহাকে পরাজয় করিয়াছে; তিনি পশ্চাৎ উহাদের কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, এই সভামধ্যে অনেক কুরুবংশীয়গণ রহিয়াছেন, তাঁহারা পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণের প্রভু, এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রশ্নের উত্তর দান করুন।”

পাঞ্চালরাজতনয়া এইরূপ কহিতে কহিতে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় পরুষবাক্য কহিতে লাগিল। বৃকোদার রজস্বলা পতিতোত্তরীয়া [বিস্রস্তবসনা—যাহার গাত্রাবরণ-বস্ত্র স্থানচ্যুত] আকৃষ্যমানা দ্রুপদতনায়ার সেইরূপ অনুচিত অপমান দর্শন করিয়া ক্রমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন।

৬৬তম অধ্যায়

দ্রৌপদীর দুঃখে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের ক্রোধ

ভীমসেন কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতিপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বেশ্যাগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না; তাহারা তাহাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখ, কাশীশ্বর ও অন্যান্য ভূপালগণ যে সমুদয় ধন, উত্তমোত্তম দ্রব্যজাত ও রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন, তৎসমুদয়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধ-সকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে; কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। দেখ, দুরাত্মা ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ কেবল তোমার দোষেই পাণ্ডবপ্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দিতেছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছি; আদ্য তোমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিব। সহদেব! ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।"

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীমসেন! তুমি পূর্ব্বে কখনও ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কর নাই। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্ম্ম-গৌরব বিনষ্ট করিয়াছে। হে বৃকোদর! শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; ধর্ম্মাচরণ কর। ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করিও না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণ কর্তৃক দ্যূতে আহূত হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের মহান যশস্কর।" ভীমসেন কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই এতাবৎকাল উঁহার বাহুদ্বয় ভস্ম করি নাই।"

দ্রৌপদীপণের বৈধতা বিষয়ে বিকর্ণের প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্রনন্দন বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে দুঃখিত এবং দ্রুপদনন্দিনীকে কাতরা দেখিয়া সভাসীন ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পার্থিবগণ! যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন, তোমরা সকলে তাহার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল, যথার্থ বিচার না করিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর, ইহারা আসিয়া এ-বিষয়ে কিছু বলুন। সকলের আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ, ইহারা কোন কথা কহিতেছেন না কেন? আর যে-সকল ভূপাল চতুর্দিকে বসিয়া আছেন, তাহারাও কাম-ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথামতি বলুন; দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ যাহা কহিয়াছেন, তাহার কোন পক্ষ কাহার অভিপ্রেত, বিবেচনা করিয়া বলুন।" এইরূপে মহাত্মা বিকর্ণ যখন দেখিলেন যে, তিনি সভাসদ্‌বর্গকে যাহার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিলেন, তাহাতে কোন ব্যক্তিই সাধু

কি অসাধু কিছুই কহিলেন না, তখন তিনি হস্তে হস্ত নিস্পেষণ করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "এক্ষণে মহীপালেরা বলুন আর নাই বলুন, আমি যাহা ন্যায্য বলিয়া জানি, তাহা অবশ্যই কহিব। মহাপুরুষেরা কহিয়া থাকেন যে, রাজাদিগের ব্যাসন চতুর্ব্বিধ; প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর, চতুর্থ অভব্য [দুর্ঘটনীয়—যাহা সহজে সাধিত হয় না] বিষয়ে অত্যনুরাগ। মনুষ্যেরা এই সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হয়েন; লোকে তাদৃশ ব্যসনাসক্ত পুরুষের কার্য্য অপ্রমাণিক বলিয়া জানেন। কিতবাহূত যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন, বিশেষতঃ এই অনিন্দিতা রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে স্বয়ং পরাজিত হইয়া উহাতে স্বত্ববর্জিত হইয়াছেন। এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণের নামোল্লেখ করিতেছেন; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" সভ্যগণ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সঙ্কুলরবে [সমস্বরে—একবাক্যে] বিকর্ণের প্রশংসা ও শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণা সম্বন্ধে কর্ণের উক্তি

সেই তুমুল নিনাদ কিছু পরে নিস্তব্ধ হইলে রাধেয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিকর্ণের বাহু গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে বিকর্ণ! এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু অরণি হইতে অগ্নির উৎপত্তির ন্যায় ঐ-সকল যাহা হইতে জন্মিতেছে, তাহাকেই বিনাশ করিবার নিমিত্ত। এই সকল ভূপালেরা দ্রৌপদীর প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়াও যে কিছু কহিতেছেন না, তাহার কারণ এই যে, ইহারা পাঞ্চালীকে ধর্ম্মতঃ জয়লব্ধ বলিয়াই জানেন। তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য্য হইয়া সভামধ্যে স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ, সর্ব্ববিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞও হও নাই, তজন্যই জয়লব্ধ দ্রৌপদীকে অজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। যখন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্ব্বস্ব পণ করিলেন, আর দ্রৌপদী সেই সর্ব্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি এই কৃষ্ণা জয়লব্ধ নহে, কি প্রকারে জানিলে? পাণ্ডবদিগের অনুজ্ঞাক্রমেই দ্রৌপদীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, কি নিমিত্ত দ্রৌপদী তোমার মতে অজয়লব্ধ হইতেছে? অথবা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করা হইয়াছে, ইহাই কি অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ? এক্ষণে তাহার কারণও শ্রবণ কর। দেবতারা স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র ভর্তাই বিধান করিয়াছেন, দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্তার বশবর্তিনী হইয়াছেন, তখন ইনি বার স্ত্রী, তাঁহার সন্দেহ নাই; সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসনা করা আশ্চর্যের বিষয় নহে। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদয়ই ধর্ম্মতঃ জয় করিয়াছেন; অতএব হে দুঃশাসন! বিকর্ণ অতি বালক, তুমি পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর সমুদয় গ্রহণ কর।" কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণ আপনাদিগের উত্তরীয়বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

বস্ত্রহরণে দ্রৌপদীর কৃষ্ণস্তব-কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ

তদনন্তর দুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অবমানিত করিতেছে, তুমি কি তাহার কিছুই জানিতেছ না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশিনী! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হা মহাযোগিন! বিশ্বাত্মন! বিশ্বভাবন!! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি; হে গোবিন্দ! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর।" সেই দুঃখিনী ভামিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অবনতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণাবাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবসনা করিবার নিমিত্ত তাহার বস্ত্র যত আকর্ষণ করে, ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ধর্ম্মপ্রভাবে নানা রাগরঞ্জিত বসনসকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভৎসনা করিয়া দ্রুপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসন-শোণিতপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা

ভীমসেন রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ্যদ্বয় ক্রোধাভরে বিস্ফুরিত হইতে লাগিল; তিনি করে কর নিষ্পেষণপূর্ব্বক শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে লোকবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার কথা শ্রবণ করা। কেহ কখন এরূপ কহে নাই এবং কহিতে পরিবে না। যদ্যপি আমি এই যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্বপুরুষগণের গতি প্রাপ্ত না হই।" সেই সকল রাজারা ভীমসেনের এবপ্রকার ভীমবাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসনের কুৎসা করিয়া ভীমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যখন দুঃশাসন বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিল না, তখন লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। সভ্যগণ ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়দিগকে অবলোকন করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

সভাসদগণের প্রতি বিদুরের অনুযোগ

তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর উৎক্ষিপ্ত বাহু-দ্বারা সভাসদগণকে নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সভ্যগণ! দ্রুপদনন্দিনী যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথার ন্যায় পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মকে পীড়ন করা হইতেছে। আর্ত ব্যক্তি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভাতে আগমন করে, সভ্যগণের উচিত যে, সত্য এবং ধর্ম্ম দ্বারা তাহাকে প্রশমিত করেন। আর্য্যব্যক্তি সত্যদ্বারা ধর্ম্মপ্রশ্নের মীমাংসা করেন; অতএব কামক্রোধাবেগ-বিবর্জিত হইয়া দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ঐ প্রশ্নের যথাবিহিত মীমাংসা করা উচিত। বিচার-সমাজে উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্ম্মদর্শী সভ্য বিচার্য্য

বিষয়ে কিছুই না কহেন, তিনি মিথ্যাকথনের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হয়েন। আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত কহেন তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার ফল ভোগ করেন সন্দেহ নাই। এই স্থলে পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ এবং আঙ্গিরসমুনি সংবাদাত্মক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ উপনীত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনারা সেই ইতিহাস শ্রবণ করুন।

বিদুর কর্তৃক প্রহ্লাদ-আঙ্গিরসকথা-বর্ণন

পূর্ব্বে দৈত্যাধিরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরামুনির পুত্র সুধন্বার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর 'আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ' বলিয়া কন্যালাভস্পৃহায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া মহারাজ প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ আপনি এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিন, মিথ্যা কহিবেন না।" প্রহ্লাদ সেই বিবাদে ভীত হইয়া সুধন্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সুধন্বা রোষবশে প্রজ্বলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় হইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, 'রে প্রহ্লাদ! যদি তুই মিথ্যা বলিস, অথবা প্রকৃতবিষয় গোপন রাখিস, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র-দ্বারা তোর মস্তক শতধা বিদীর্ণ করিবেন।' সুধন্বা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রহ্লাদ ব্যথিতমনে কশ্যপসন্নিধানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ! আপনি দৈব ও আসুর ধর্মের মর্ম্মার্থ সকলই অবগত আছেন; এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকৃচ্ছ উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। যিনি প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, অথবা জানিয়াও মিথ্যা বলেন, পরজন্মে কোন কোন লোক তাহার ভোগ্য হইয়া থাকে, বলুন; এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিয়াছে। কশ্যপ কহিলেন, "হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও কাম-ক্রোধ ও ভয়প্রযুক্ত প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহারা সহস্রসংখ্যক বারুণ পাশ দ্বারা সংযত হয়। প্রতিসংবৎসরে তাহাদিগের এক-একটিমাত্র পাশ বিমুক্ত হইয়া থাকে, অতএব হে প্রহ্লাদ! সত্য জানিয়া সত্যই বলিবে।

'ধর্ম্ম অধর্ম্ম দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধর্মের কোন হানি হয় না, কিন্তু যে সমস্ত সভ্য তথায় উপস্থিত থাকেন, তাহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শ করে। যাহারা নিন্দিত ব্যক্তিকে নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দ্যবাদিমধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাকে অধর্মের অর্দ্ধাংশ, কর্তৃপক্ষীয়দিগকে চতুর্থাংশ এবং সদস্যদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া থাকে। যথায় নিন্দার্হ ব্যক্তির নিন্দাবাদ হইয়া থাকে, সেই স্থানে শ্রেষ্ঠ ও সদস্যগণ পাপশূন্য হয়েন, কিন্তু যিনি কর্তা, তাহারই পাপস্পর্শ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে যাহারা মিথ্যা ধর্ম্ম কহেন, তাহাদিগের পর ও অবর একোনপঞ্চাশতম ইষ্ট ও পূর্তনামক কর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। হৃতসর্ব্বস্ব ও হতপুত্রের যে দুঃখ, স্বার্থভ্রষ্ট ও ঋণীর যে দুঃখ, অপুত্র ও ব্যাঘ্রী কর্তৃক আহত ব্যক্তির যে দুঃখ, সপত্নীসত্ত্বে স্ত্রীলোকের এবং কপট সাক্ষিকর্তৃক ছলিত ব্যক্তির যে দুঃখ, ত্রিদশাধিপতিরা এই সকল দুঃখকে সমান বলিয়া পরিগণিত করেন। হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারও ঐ সমস্ত দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন, শ্রবণ ও ধারণা দ্বারা লোক সাক্ষী বলিয়া নির্দিষ্ট হয়; অতএব সত্য কহিলে সাক্ষী ধর্ম্মার্থবিহীন হয় না।"

প্রহ্লাদ কশ্যপের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচনকে কহিলেন, "বৎস! সুধন্বা তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ, অঙ্গিরা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা তোমার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব এই

সুধন্বাই তোমার প্রাণের অধীশ্বর হইবেন।” সুধন্বা কহিলেন, “হে প্রহ্লাদ! পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ধর্ম্ম-স্থাপনে যত্ন করিতেছ, অতএব আশীর্বাদ করি, তোমার পুত্র একশত বৎসর জীবিত থাকিবে’।” এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বিদুর কহিলেন, “এক্ষণে সভ্যেরা এই পরম ধর্ম্মোপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণা যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সদুত্তর প্রদান করিবেন, বিবেচনা করুন।” বিদুরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ পার্থিবেরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না, এই অবসরে কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে দুঃশাসন! এক্ষণে দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও।” কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দুঃশাসন বেপমানা [কম্পমান] সলজ্জা অনাথা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

৬৭তম অধ্যায়
বিলপমানা দ্রৌপদীর প্রতি ভীষ্মসান্ত্বনা

দ্রৌপদী কহিলেন, “রে দুষ্প্রজ্ঞ দুষ্ট দুঃশাসন! তুই ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রেই তাহার প্রত্যুত্তর লওয়া কর্তব্য, কিন্তু এখনও তাহার যথার্থ উত্তর পাইলাম না। এই মহাবল বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করায় একান্ত বিহ্বল হইয়াছি এবং কৌরবসভায় কুরুদিগকে নানাপ্রকারে অপ্রিয় কহিতেছি। পূর্ব্বে এই সকল অপ্রিয় বাক্য একবারও মুখে আনি নাই, কিন্তু এক্ষণে আর আমার অপরাধ কি?” তখন দুঃখে নিতান্ত কাতরা দ্রৌপদী সভামধ্যে নিপতিত হইয়া এক প্রকার আর্তস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন! ‘হায়! আমি স্বয়ংবরকালে রঙ্গ মধ্যে সমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্ব্বে যাহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। যাহাকে পূর্ব্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্য পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তাঁহাকে সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল! যে পাণ্ডবেরা পূর্ব্বে গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারিত না, আদ্য সেই পাণ্ডবেরাই দুরাত্মা দুঃশাসন যে আমাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা অনায়াসেই সহ্য করিয়া আছেন। সেই কৌরববর্গেই স্নুষাকে ক্লেশে ক্লিশ্যমানা দেখিয়া অনায়াসে সহ্য করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কালক্রমে সকলই ঘটিয়া থাকে। আমি স্ত্রীলোক ও সতী, আমার ইহা অপেক্ষা কি কষ্ট আছে? শুনিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোককে সভামধ্যে আনয়ন করিতে নাই, কিন্তু এই অভাগিনী সভাপ্রবেশ করিয়াছে; এক্ষণে ক্ষিতিপালদিগের সেই সনাতন ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যখন পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, পার্ষতের ভগিনী, কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়াছে, তখন কৌরবদিগের পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত নিত্যধর্ম্ম নষ্ট হইল। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণ ভার্য্যা, আমাকে দাসীই বল বা নাই বল, উভয়পক্ষেই সম্মত আছি। এই ক্ষুদ্রাশয় কৌরবদিগের কুলকলঙ্ক দূত দুঃশাসন বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্লেশ দিতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হে ভূপালগণ! আমাকে জিতা বা অজিতাই বোধ করুন, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, তাহার প্রত্যুত্তর দেন, তৎপরে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।”

ভীষ্ম কহিলেন, “হে কল্যাণি! ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাঁহা সম্যক নিরূপণ করিতে পারেন না। বলবান লোক ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ধর্ম্ম অভিভূত হইয়া অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছে। কার্য্যের সূক্ষ্মত্ব, গহনত্ব ও গৌরবত্বপ্রযুক্ত এক্ষণে তোমার এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তপক্ষে কিছুই নির্ণয় হইতেছে না, কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে, অতএব বোধ হয়, অচিরাৎ ইহাদিগের বংশলোপ হইবে। তুমি যে কুলের পরিগ্রহ, সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখাভিহিত হইলেও কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন না; অতএব হে পাঞ্চালি! তুমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াও যে ধর্ম্মপথ নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিতই হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা বৃদ্ধ দ্রোণাদি গতাসুর ন্যায় আনত হইয়া শূন্যশরীরে অবস্থান করিবেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই প্রমাণ হইবে, তুমি জিতা বা অজিত হইয়াছ ইনি তাহার সম্যক নিরুপণ করুন।”

৬৮তম অধ্যায়
ভীমের বিক্ষোভ-প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাস্থ সমস্ত রাজগণ ব্যাধভয়ভীত কুরঙ্গিণীর ন্যায় বাষ্পাকুলালোচনা দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভালমন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা মৌনভাবে রহিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কহিলেন, “যাজ্ঞসেনি! এক্ষণে তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ইহারা তোমার প্রশ্নের উত্তর করিবেন। তাহারা তোমার নিমিত্ত এই আর্য্যলোকমধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন এবং সেই ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে দাসীত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। এই সমস্ত কৌরবেরা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তোমার স্বামীদিগের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া ইহারা কখনই যথার্থ কথা বলিতে পারিলেন না। সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিষ্ঠির পরম-ধার্মিক, তিনি যাহা করিবেন, অবিলম্বে তাহা প্রতিপালন করিবেন।” সভ্যেরা কুরুরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এদিকে হাহাকার-শব্দ হইতে লাগিল। কৌরবেরা ও কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কৌতুহলোক্রান্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, “দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ কি বলেন এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাদিগেরই বা মত কি?”

আর্তনাদ নিরস্ত হইলে ভীমসেন ভুজোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, “যদি এই উদারস্বভাব কুলপতি ধর্ম্মরাজ প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদিগের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদ্যপি তিনি আত্মাকে পরাজিত মনে করেন, তাহা হইলে আমারাও পরাজিত হইয়াছি সন্দেহ কি? আমার প্রভুত্ব থাকিলে কি অদ্য পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া দুরাত্মা জীবিত থাকিতে পারে? কি করি, ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, এই নিমিত্তই আমার ভূজবল সকলের প্রত্যক্ষ হইল না; নতুবা আমার ভুজন্তরে নিপতিত হইলে ইন্দ্র মুক্ত হইতে পারেন না। যদ্যপি ধর্ম্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি

করেন, তাহা হইলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীগণের প্রাণ সংহার করে, তদ্রুপ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্তমধ্যে পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিতে পারি।" ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভীম! ক্ষান্ত হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভবে।'

৬৯তম অধ্যায়

কর্ণের কুৎসিত উক্তি

কর্ণ কহিলেন, "হে ভদ্রে! এই সভামধ্যে ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণাচার্য্য এই তিনজন সবল আছেন, ইহারা স্বীয় প্রভুকে দুষ্ট বলিয়া থাকেন; স্বস্ব ধন বৃদ্ধি করিতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু তজ্জন্য ব্যাকুল হন না। আর দাস, পুত্র ও অস্বতন্ত্র নারী এই তিনজন অধম। দাসের পত্নী ও তাহার সমুদয় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপরিবারের অনুগত হও। রাজপুত্র! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নহেন। এক্ষণে যে ব্যক্তি তোমাকে দ্যূতে পরাজিত হইয়া দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ না করে, তুমি এমন একজনকে পতিত্বে বরণ কর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তুমিও দাসী হইয়াছ, আর ঐ পরাজিত পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে তোমার পতি নহেন। যুধিষ্ঠির আপনার জন্মের আবশ্যকতা, পরাক্রম ও পৌরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, তিনি এই সভামধ্যে দ্রুপদাত্মজাকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া রোষকষায়িতলোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্। আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই; যথার্থ আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আপনি পাঞ্চালীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া না করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুগণ এরূপ পরুষোক্তি করিতে পারিত?"

ভীমের দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ প্রতিজ্ঞা

ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা দুর্য্যোধন তুষ্ণীম্ভূত অচেতনপ্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে নৃপতে! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত, এক্ষণে বল, দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না।" ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বজ্রতুল্য দৃঢ়, কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় উরু-মধ্য তাহাকে দেখাইলেন। কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাক্রোধন ভীমসেন তদর্শনে সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজগণসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে এই উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমান গতি হইবে না।" অমর্ষী ভীমসেন এই কথা কহিতে কহিতে

আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। দহমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাহার রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

তখন বিদুর কহিলেন, "হে পার্থিবগণ! এই দেখ, ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈবই ভারতবংশে এই মহতী অনীতি উৎপাদন করিয়াছেন। হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ! তোমরা অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ; যেহেতু, সভামধ্যে ঐ লইয়া বিবাদ করিতেছ। তোমাদের যোগক্ষেম [রাজ্যের কল্যাণ] সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল, তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণা পরতন্ত্র হইয়াছ। হে কৌরবগণ! সভামধ্যে অধর্মানুষ্ঠান হইলে সমুদয় সভা দূষিত হয়, এক্ষণে আমার ধর্ম্ম্যবাক্য শ্রবণ কর। দেখ যদ্যপি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে উনি তাহার যথার্থ ঈশ্বর হইতেন, কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্ননির্জিত ধনের ন্যায়, অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইও না।"

দুর্য্যোধন বিদুরের বাক্যাবসানে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে যাজ্ঞসেনি! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের মতেই আমার মত, যদি তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে অধিশ্বর কহেন, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে।" তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আমাদের সকলের ঈশ্বর ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমার প্রভু হইয়া কাহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন, তাহা কুরুগণ জানেন!"

তাঁহাদের এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এমত সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র-গৃহে গোমায়ু ও গর্দভগণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং পক্ষিগণ চতুর্দিকে ভয়ানক শব্দ করিয়া উঠিল। তত্ত্ববিৎ বিদুর ও সুবলনন্দিনী গান্ধারী সেই শব্দ শ্রবণ করিলেন। বিদ্বান ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য উহা শ্রবণ করিয়া স্বস্তি স্বস্তি কহিতে লাগিলেন। তত্ত্ববেত্তা বিদুর ও গান্ধারী ঘোরতর উৎপাত-দর্শনে সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পঞ্চালীর বরপ্রাপ্তি

তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আরে দুর্বিনীত দুর্য্যোধন! তুই একেবারে উৎসন্ন হইলি; যেহেতু, কুরুকুলকামিনী, বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছিস!" পরমপ্রাজ্ঞ বান্ধবগণহিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, "হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদয় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভরতকুল-প্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়। কেন না, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রত হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলোষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্বমোচন হউক।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে নন্দিনী! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বরদান-দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই। তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদয় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে ভগবান! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শতবর লওয়া কর্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উহারা পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পরিবেন।”

৭০তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠির কর্তৃক ক্রুদ্ধ ভীমের সান্ত্বনা

কর্ণ কহিলেন, "আমরা যে-সকল অসামান্যরূপবর্তী কামিনীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের এতাদৃশ কর্ম্ম শ্রুতিগোচর হয় নাই। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই সমধিক ক্রোধপরতন্ত্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রৌপদী কুন্তীগণের শান্তিস্বরূপ হইলেন। পাণ্ডবগণ দুস্তর জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী তরণী হইয়া তাহাদিগকে পার করিয়া দিলেন।'

অসহিষ্ণু ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণে দুর্ম্মনায়মান হইয়া কহিলেন, "হাঁ! স্ত্রী পাণ্ডবগণের গতি হইল!" এই কহিয়া ধনঞ্জয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ধনঞ্জয়! দেবল কহিয়াছেন যে পুরুষ গত প্রাণ, অপবিত্র এবং জ্ঞাতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অপত্য, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই ত্রিতয় জ্যোতিঃ তাহার সাহায্য করে। এক্ষণে আমাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্তৃক অভিমৃষ্টি [বলপূর্ব্বক আকর্ষিত] হওয়াতে এই অভিমৃষ্টিজ সন্তান কি প্রকারে জ্যোতিঃস্থানীয় হইবে, অতএব আমাদের প্রথম জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইল।

অর্জ্জুন কহিলেন, "হীন ব্যক্তি পুরুষবাক্য বলুক আর নাই বালুক, উত্তম পুরুষেরা তাহা লইয়া জল্পনা করেন না। তাঁহারা কেবল সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন; কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাহারা তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইতে দেন না।"

ভীম অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের যে-সকল শত্রু এখানে সমাগত হইয়াছে, তাহাদিগের এই সভাতেই কিংবা এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমূলে উন্মলিত করিব অথবা বিবাদ বা বাগবিতণ্ডায় আর প্রয়োজন কি? অদ্য এই সভাতেই সমুদয় শত্রুকে শমনের হস্তে সমর্পণ করি, আপনি এই পৃথিবী প্রশাসন করুন।" ভীমসেন এই কথা কহিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগসমাজবিরাজিত মৃগরাজের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ ঊর্দ্ধাদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থ তাহাকে দর্শন করিয়া সান্ত্বনা করিলে, তিনি অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়া উঠিলেন, রোষবশে তাহার শ্রোত্রাদি দেহরন্ধ্র হইতে সুমস্ফুলিঙ্গ ও শিখাসহিত হুতাশন বিনির্গত হইতে লাগিল, তাহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-ভয়ঙ্কর হইয়া যুগান্তরকালীন কৃতান্তের ন্যায় রূপ ধারণ করিল।

যুধিষ্ঠির ভীমবাহু ভীমসেনকে 'নিবৃত্ত হও' বলিয়া নিবারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন।

৭১তম অধ্যায়
খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবপ্রস্থান

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে রাজন! আমরা কি করিব অনুমতি করুন। আপনি আমাদের ঈশ্বর; আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অনুবর্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক, তোমরা গমন কর, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, সমস্ত ধন লইয়া গমনপূর্ব্বক আপনার রাজ্য অনুশাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিয়াছ, বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক; আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমার শাসন যেন তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই। যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই ক্ষমা, অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। সুদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্যস্থান শস্ত্রপাতের লক্ষ্য নহে। যাহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণই দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাহারাই উত্তম পুরুষ। সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতিকার-পরাঙ্মুখ থাকেন। অধম পুরুষেরা বিবাদস্থলে পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কেহ পরুষবাক্য কহিলে মধ্যম পুরুষেরা কঠোরবাক্যে তাহার উত্তর প্রদান করে। ধৈর্য্যশালী উত্তম পুরুষেরা কথিত বা অকথিত সর্ব্বপ্রকার অহিত পরুষবাক্যই পরিত্যাগ করেন। সজ্জনগণ শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন, বৈরাচরণ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিয়দর্শন হয়েন এবং কাহারও অর্থ ও মর্য্যাদা অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্য্যতাপবশতঃ সেই প্রকার আচরণ করিয়াছ। হে তাত! দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিও না, তুমি গুণগ্রাহিতাগুণে তোমার জননী গান্ধারী এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দ্যূতক্রীড়া আমার উপেক্ষিত ছিল, কেবল মিত্রগণকে পরীক্ষা এবং পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলাম। হে রাজন! তুমি যাহাদিগের শাসনকর্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধীমান বিদুর যাহাদিগের মন্ত্রী, সেই কুরুগণ তোমার শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা, এবং সহদেব গুরুশুশ্রূষা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, অতএব হে বৎস! তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাত্র এবং তোমার মন ধর্ম্মে অনুরক্ত হউক।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার অভিহিত হইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মেঘসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্যূতপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৭২তম অধ্যায়
অনুদ্যূত-পর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধনরত্ন-সমন্বিত পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তৎপুত্র দুর্য্যোধনাদির মন কিরূপ হইল? বৈশম্পায়ন প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! দুঃশাসন ধীমান ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পাণ্ডবেরা অনুজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে নিজ সহোদর সমন্ত্রী দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, "হে মহারথ! আমরা অতীব ক্লেশে যে সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছি, বৃদ্ধ রাজা তৎসমুদয় নষ্ট করিতেছেন, অধিকাংশ শত্রুদিগেরও হস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে ভাল মন্দ যাহা হয়, তোমরা বিবেচনা কর।"

কৌরবগণের পুনঃ দূতমন্ত্রণা

এই কথা কর্ণগোচর করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি পাণ্ডবদিগের উপর একান্ত অভিমানপরতন্ত্র হইয়া দ্রুতগমনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিনীতবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে হিতোপদেশ-প্রদানকালে যে কথা কহিয়াছিলেন, বোধ হয়, আপনি তাহা অবগত নহেন। হে শত্রুনিসূদন! সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রু সংহার করা অতীব কর্তব্য। তাহারা যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আপনার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, অতএব যদি এক্ষণে আমরা পাণ্ডবলব্ধ ধন দ্বারা প্রীতিসম্পাদন করিয়া মহীপালগণকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করি, তাহা হইলে আমাদিগের হানি কি? দেখুন, প্রাণসংহারোদ্যত ক্রোধান্বিত ভুজঙ্গদিগকে কণ্ঠ ও পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কে পরিত্রাণ পাইতে পারে? পাণ্ডবেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ ও রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় আপনার বংশনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিলাম, অর্জ্জুন তূণীর ও বর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে গমন করিতেছে এবং গাণ্ডীব ধারণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ভীম অবিলম্বে রথ যোজনা করিয়া গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থ দ্রুতপদে নির্গত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ইহারা খড়্গ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। ইহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া হস্তী অশ্ব সংহারপূর্ব্বক সৈন্য আক্রমণের নিমিত্ত নির্গত হইয়াছে। আমরা তাহাদিগের একবার অপকার করিয়াছি, আর তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। দ্রৌপদীর পরাভব-রূপ ক্লেশ কে সহ্য করিয়া থাকিবে? হে মহারাজ ! আমরা বনবাস পণ করিয়া পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত পাশক্রীড়া করিব। আপনার মঙ্গল হউক, এইবারেই আমরা পাণ্ডবদিগকে নিরুত্তর করিয়া রাখিব। তাহারা বা আমরাই হই, দ্যূতনির্জ্জিত হইলে বল্কলাজিন পরিধানপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বন্যপ্রবেশ করিব। এক বৎসর অজ্ঞাত ও দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত এই ত্রয়োদশ বৎসর তাহারা বা আমরাই হই, পরিজনগণ-সমভিব্যাহারে অরণ্যে বাস করিব, অতএব আপনি দ্যূতে অনুমতি প্রদান করুন। পাণ্ডবদিগকে অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে। ফলতঃ এক্ষণে

দ্যূতক্রীড়াই আমাদিগের একমাত্র কর্তব্য। শকুনি অক্ষাবিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, হে মহারাজ! আমরা মিত্র সংগ্রহ করিয়া পরমদূর্লভ মহাবল বাহিনীগণকে সৎকার করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর ব্রতসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে আপনার ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব।"

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন-যুধিষ্ঠিরাহ্বান

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস! তুমি অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন কর, তাহারা আসিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউক।" এই কথা কহিবামাত্র দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, ভূরিশ্রবাঃ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও বিকর্ণ প্রভৃতি সভাস্থগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ। সর্ব্বত্র শান্তিসঞ্চার হউক।" তখন পুত্রবৎসল মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র অর্থদশীর্ সুহৃদবর্গকেও অনাদর করিয়া পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিলেন।

৭৩তম অধ্যায়

দ্যূতে গান্ধারীর নিষেধে ধৃতরাষ্ট্রের উপেক্ষা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শোকনিমগ্ন ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী পুত্রস্নেহের বশবর্তিনী হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর কহিয়াছিলেন, এই কুলপাংশুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার কর, মঙ্গল হইবে।" আর দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল। দুর্য্যোধন আমাদিগের কুলান্তক। ফলতঃ এক্ষণে আপনি আত্মদোষে বিপদসাগরে নিমগ্ন হইবেন না, দুর্বিনীত বালকের কথায় কদাচ অনুমোদন করিবেন না। এই ঘোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে কেন হস্তাপর্ণ করিতেছেন? সেতু নিবদ্ধ হইলে স্বেচ্ছাক্রমে কে ভেদ করিয়া থাকে? নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতে পারে। এক্ষণে অবিরোধী শান্তস্বভাব পাণ্ডবদিগকে কে কুপিত করিবে? হে মহারাজ! আপনার অবিদিত কিছুই নাই,

তথাচ আমি আপনাকে কিছু উপদেশ দিব। জ্ঞানশাস্ত্র নিতান্ত নির্বোধের অন্তঃকরণে কদাচ শুভাশুভ ফল অঙ্কিত করিতে পারে না। বালস্বভাবে বৃদ্ধভোব অবলম্বন করা একান্ত অসঙ্গত। এক্ষণে আপনার সন্তানেরা আপনারই আজ্ঞা পালন করিবে, ভগ্নমনাঃ হইয়া যেন তাহারা আপনাকে পরিত্যাগ না করে। এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাংশুল দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ? আপনি পুত্রবৎসলতাবশতঃ তৎকালে বিদুরবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম্ম ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে আপনার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা অবিকৃতভাবেই থাকে; অসমীক্ষ্যকারিতা [অবিমৃষ্যকারিতা—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান] আপনার নিতান্ত দোষাবহ। দেখুন, ক্রূর-হস্তে নিপতিত হইলে রাজলক্ষ্মী

ক্ষণধ্বংসিনী হয়; কিন্তু সকলের রাজশ্রী পুরুষপরম্পরাক্রমে পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে।”

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মার্থদর্শিনী সহধর্মিণী গান্ধারীর উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “প্রিয়ে! যদি বংশনাশ হয়, তাহা নিবারণ করিতে পারিব না; কিন্তু পুত্রেরা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা না হউক; পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহাদিগকে দ্যূতারম্ভ করিতে হইবে।”

৭৪তম অধ্যায়

পুনর্ব্বার পাশকক্রীড়াপ্রবৃত্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন ধীমান ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন “হে পার্থ। এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, এক্ষণে পিতা আদেশ করিতেছেন, আইস, অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক দ্যূতারম্ভ করি!” তখন যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, “লোকে দৈব-বলে শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে, অতএব যদি পুনর্ব্বার ক্রীড়াই করিতে হয়, ভাল, ভাগ্যে যাহা আছে, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমি বৃদ্ধ রাজার নির্দ্দেশানুসারে দ্যূতে আহূত হইয়াছি; সুতরাং অক্ষদ্যূত ক্ষয়কর জানিয়াও এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জীবের হেমময় কলেবর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ইহা জানিয়াও রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগলুব্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং লোকের বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং জানিয়াও পুনর্ব্বার দ্যূতে আসক্ত হইলেন। তাঁহারা পুনরায় দ্যূতসভায় প্রবেশ করিলে তাহাদিগের সুহৃদাবর্গ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “ইহারা বহুবিধ সুখসম্ভোগে কালাতিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্দৈব সর্ব্বলোক-সংহারার্থ ইহাদিগকে পীড়ন করিয়া দ্যূতে প্রবৃত্ত করিলেন।”

বনবাস-অজ্ঞাত বনবাসপণে পাণ্ডবপরাজয়

শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! বৃদ্ধ রাজা আপনাদিগকে যে অর্থ প্রত্যপণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে এক মহাধন পণ অবধারিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আমরা আপনাদিগের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইলে রুরুচর্ম্ম [কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম] পরিধানপূর্ব্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিব। আর আমরা জয়ী হইলে আপনাদিগকেও অজিন পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণার সহিত এইরূপ ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। হে মহারাজ! এই প্রকার ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয়পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব আসুন, এক্ষণে এইরূপ পণ রাখিয়া অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ করি।”

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত সভ্য নিত্যান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শশব্যস্ত চিত্তে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক, তোমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাইতেছ; কিন্তু পরিণামে কি হইবে, বোধ হয়, ইনি বুঝিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।"

বৈশম্পয়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে শকুনে! মত্তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ কোন রাজা দ্যূতে আহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? আইস, এক্ষণে দ্যূতারম্ভ করি।" শকুনি কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। হিরণ্য, গো, অশ্ব, ধেনু, অসীম মেষ, অজ, গজ, সমস্ত দাস-দাসী ও কোষ, আমরা বনবাসার্থে এই সকল একত্র পণ রাখিব। পরাজিত হইলে আমাদিগকে বা আপনাদিগকেই হউক, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ স্থানে অবস্থান ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া ক্রীড়ারম্ভ করি।" তখন যুধিষ্ঠির তাহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। শকুনি অক্ষনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার জয়লাভ হইল।

৭৫তম অধ্যায়
পাণ্ডবগণের বনবাসে উদ্‌যোগ—বনবাসে উদযোগী পাণ্ডবপ্রতি দুঃশাসন-দুরুক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং যথাক্রমে অজিন উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে দুঃশাসন তাহাদিগকে অজিনসংবৃত, বনবাসার্থ দীক্ষিত ও রাজ্যভ্রষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "এক্ষণে একমাত্র দুর্য্যোধনেরই রাজ্য হইল, পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া একান্ত দুরবস্থাপন্ন হইল। অদ্য পাণ্ডবেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে পাতিত, সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। যে পাণ্ডবেরা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নির্জ্জিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বন্যপ্রবেশ করিতেছে। ইহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম ও অতিভাস্বত্ব দিব্যাম্বর বলপূর্ব্বক উন্মোচিত কর এবং পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দাও। যাহারা ত্রিলোকমধ্যে অস্মদ্‌সদৃশ ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল, অদ্য তাহারাই বৈপরীত্যে আপনাদিগকে দীন জ্ঞান করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগকে কন্যা দান করিয়া কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, কারণ, তাহারা ক্লীব। হে দ্রৌপদী! তুমি নির্ধন অমর্য্যাদাভাজন অজিনোত্তরীয়সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? এক্ষণে যাহাকে ইচ্ছা হয়, পতিত্বে বরণ করা। এই সমস্ত ধনধান্যসম্পন্ন ক্ষান্ত দান্ত কৌরবসভামধ্যে সমবেত আছেন, তুমি ইহাদিগের একজনকে পতিত্বে বরণ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর এইরূপ দূরদৃষ্টভাগিনী হইতে হইবে না। যাদৃশ ষণ্ডতিল ও চর্ম্মময় মৃগ নিস্প্রয়োজন, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ হইয়াছে। ষণ্ডতিলের

উপাসনার ন্যায় এক্ষণে পতিত পাণ্ডবদিগের উপাসনা করিলে তোমার সকল শ্রমই বিফল হইবে।

কৌরবকুলনাশে পাণ্ডবপ্রতিজ্ঞা

মহারাজ! এইরূপ সেই নৃশংস দুঃশাসন অশেষ পরুষবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে ভৎসনা করিল। ভীমসেন তাহার নিতান্ত দুঃসহ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে যথোচিত ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রে ক্রূর! পাপাচারপরায়ণ লোকে যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তুই সেই সমস্ত কথা প্রয়োগ করিতেছিস ; তুই রাজগণমধ্যে গান্ধারবিদ্যাপ্রভাবে আত্মশ্লাঘা করিলি, এক্ষণে তুই যাদৃশ বাক্যরূপ ছুরিকা দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম ভেদ করিতেছিস রণস্থলে আমিও এইরূপে তোর চর্ম্মচ্ছেদ করিব। যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তোর অনুবৃত্তি করিতেছে, তাহাদিগকেও সত্বর যমালয়ে গমন করিতে হইবে।"

নির্লজ্জ দুঃশাসন অজিনধারী নির্ব্বাসিত ভীমসেনকে 'গরু গরু' বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে চতুর্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

ভীমসেন কহিলেন, "রে নৃশংস দুঃশাসন! শঠতাপূর্ব্বক ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া পরুষবাক্যপ্রয়োগ বা আত্মশ্লাঘা করা কি উচিত? যদি সংগ্রামে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পান না করি, তবে কুন্তীপুত্র বৃকোদার যেন পুণ্যলোকে গমন না করে। আমি তোর সাক্ষাতে এই কহিতেছি যে, অচিরকালমধ্যে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্র এবং কপটাচারী সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া শান্তি লাভ করিব।"

পাণ্ডবগণ সভা হইতে বহির্গত হইতেছেন, পশ্চাদ্ভাগে নরাধম দুর্য্যোধন ভঙ্গী করিয়া সিংহগতি ভীমসেন ও অন্যান্য কৌন্তেয়গণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অভিমানী ভীমসেন আপনাকে অবমানিত দেখিয়াও ক্রোধাবেগ সংবরণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইতে হইতে অর্দ্ধকায়া পরিবর্তিত করিয়াও দুর্য্যোধনকে কহিলেন "রে মূঢ়! আমি তোমাদিগকে সবংশে নিহত করিয়াছি মনে করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছি, তুমি এ সকল কার্য্য দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র করিতে পরিবে না। আমি এই সভামধ্যে পুনরায় মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, যদি আমাদের যুদ্ধঘটনা হয়, তাহা হইলে দেবতারা ইহা অবশ্যই সফল করিবেন। আমি দুর্য্যোধনকে নিহত করিব এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে ও সহদেব অক্ষশঠ [কপট পাশক ক্রীড়াকারী] শকুনিকে বিনষ্ট করিবে, আর আমিই গদাযুদ্ধে এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সংহার করিব, ইহার আপাদমস্তক ভূমিতলে অধিশায়িত করিব এবং সিংহের ন্যায় আমি এই উপহাস্যরসিক নিষ্ঠুর দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্তপান করিব।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীম! সাধু লোকের অধ্যবসায় বাক্য দ্বারা সম্যক অবগত হওয়া যায় না, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে যাহা হইবে, উহারা তাহা দেখিতেই পাইবে।" ভীমসেন কহিলেন "পৃথিবী দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি এই দুষ্ট-চতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবেন।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীমসেন! তোমার বিয়োগানুসারে আমি হিংসাদ্বেষ-পরবশ, বক্তা, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ কর্ণকে রণস্থলে সংহার করিব। এক্ষণে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভীমসেনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমি শর দ্বারা কর্ণ ও

কর্ণের অনুগত লোকদিগকে রণস্থলে সংহার করিব। যে সরল রাজা বুদ্ধিমোহবশতঃ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, আমি বাণ দ্বারা তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। যদি হিমাচল বিচলিত হয়, সূর্য্য নিষ্প্রভ হন, চন্দ্রের শৈত্যগুণ অপগত হয়, তথাচ আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে দুর্যোধন আমাদিগকে সৎকার করিয়া যদি রাজ্য প্রত্যপণ না করে, তাহা হইলে সত্যই এই সমস্ত ঘটিবে।”

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মাদ্রীতনয় সহদেব সৌবলের বধসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্রোধাভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, “রে সৌবল! তুই এই সকলকে অক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিস, ফলতঃ ইহা অক্ষ নহে, নিশিত বাণ, রণস্থলে তুই এই সমস্তকে বরণ করিয়াছিস। ভীম তোকে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলেন, আমি সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। রে ক্রূর! যদি তুই ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে থাকিস তাহা হইলে আমি তোকে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে বলপূর্ব্বক হনন করিব।”

অনন্তর সহদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া নকুল কহিলেন, “যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত দূতক্রীড়াপ্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, মুমূর্ষুকালপ্রেরিত ঐ সকল দুর্ব্বত্তদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অচিরকাল মধ্যে পৃথিবীকে ধার্তরাষ্ট্রশূন্য করিব।”

এইরূপে পাণ্ডবেরা বহুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিলেন।

৭৬তম অধ্যায়
পাণ্ডবপ্রস্থানে বিদুরের আশীর্বাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “এক্ষণে আমি সকল ভারতবৃদ্ধ পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লীক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র সকল ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয় এবং অন্যান্য সভাসদগণের নিকট বিদায় লইয়া চলিলাম, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” তাঁহারা লজ্জাক্রমে ধীমান, যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে তাহার শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, “আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী, তাঁহার বনগমন করা কোনক্রমেই উচিত হয় না; বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধা, সুকুমারী এবং চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছেন; অতএব তিনি সৎকৃত হইয়া আমার আবাসে বাস করুন। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।” পাণ্ডবেরা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া নিবেদন করিলেন, “মহাশয়! আপনি পিতৃতুল্য পিতৃব্য, আমরাও আপনার একান্ত বশংবদ, আপনি যে বিষয়ের অনুমতি করিতেছেন তাহা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য, যেহেতু, আপনি পরম গুরু। হে প্রাজ্ঞবীর! যদ্যপি আর কিছু কর্তব্য থাকে, তাহাও আদেশ করুন।” বিদুর কহিলেন, “বৎস যুধিষ্ঠির! নিশ্চয় জানিবে, অধর্মাচরণপূর্ব্বক কেহ জয়লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত পরাজয় হইলে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ উপস্থিত হয়। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধে জেতা, ভীমসেন অরিহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রাহী, সহদেব সংযমী, ধৌম্য ব্রহ্মবিৎ, ধর্মার্থদশিনী দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয় ও প্রিয়দর্শন, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত; শত্রুবর্গ তোমাদিগের সৌহার্দ্য বিচ্ছেদ করিতে পারে না। তোমরা সকলেরই স্পিহণীয়। হে ভারত। তোমার সমাধি অশেষক্ষেমাস্পদীভূত, শত্রুসদৃশ শক্রও ইহাকে উপহাস করিতে পারে না। তুমি পূর্ব্বে হিমাচলে মেরুসাবর্ণি কর্তৃক অনুশিষ্ট হইয়াছ, বারণাবতনগরে মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকট শিক্ষিত হইয়াছ, ভৃগুতুঙ্গে রামের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছ, দৃষদ্বতীতে মহাদেবের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছ এবং কল্মাষী-নদীতীরস্থিত মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য হইয়াছ। দেবর্ষি নারদ তোমার সর্ব্ববিষয়ে পরিপ্রেক্ষক এবং ধৌম্য তোমার পুরোহিত। হে পাণ্ডব! পরলোক বিষয়ে ঋষিপ্রশংসিত স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তি পরিত্যাগ করিও না; তুমি বুদ্ধিতে পুরূরবাকে পরায় করিয়াছ, শক্তিতে রাজলোকদিগকে পরাভব করিয়াছ, ধর্ম্মাচরণে ঋষিগণকে অতিক্রম করিয়াছ। জয়ে ইন্দ্রকে, ক্রোধ-সংবরণে যমকে, ক্ষমাগুণে পৃথিবীকে, ত্যাগে কুবেরকে, সংযমে বরুণকে, আত্মপ্রদানে চন্দ্রকে, আত্মসম্পদে পঞ্চভুতকে, তেজে সূর্য্যদেবকে এবং বলে পবনকে পরাস্ত করিয়াছ। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। হে কৌন্তেয়! তুমি সমুদয় কর্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছ, অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে, অবিকল সম্পাদনা করিও ।”

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির বিদুর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

৭৭তম অধ্যায়

বনবাসে উদ্যতা দ্রৌপদীর প্রতি কুন্তীর উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির প্রস্থান করিলে পর দ্রৌপদী বিষঃ-মনে পৃথসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রমদাদিগকে যথার্থ বন্দনা ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বামীর অনুগমনের প্রার্থনা করাতে পাণ্ডবান্তঃপুরে মহান আর্তনাদ হইতে লাগিল। কুন্তী দ্রৌপদীকে গমনোদ্যতা দেখিয়া শোকে বিহ্বলা ও সাতিশয় কাতরা হইয়া গদগদস্বরে অতিকষ্টে কহিলেন, “বৎসে! দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না, তুমি স্ত্রীধর্ম্মভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারব্রতী, তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম ভাগ্যবান, যেহেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎস্যে! আমি সর্ব্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি; তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর; পথে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইবে না। ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয় জানিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না; তুমি গুরুজন ও ধর্ম্ম কৃর্ক পরিরক্ষিত হইয়া অচিরপূর্ব্বক শ্রেয়োলাভ করিবে সন্দেহ নাই। বনে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণ করিও; তিনি যেন এই দুঃসহ দুঃখ পাইয়া বিষণ্ন না হয়েন।” মুক্তবেণী দ্রৌপদী “যে আজ্ঞা’ বলিয়া শোণিতাক্ত একমাত্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অবিরল- বিগলিত- জলধারাকুল- লোচনে অনাথার ন্যায় প্রস্থান করিলেন।

পুত্রাদির বনবাসে কুন্তীর বিলাপ

দৌপদী অশ্রুমুখী হইয়া দীনহীনের ন্যায় গমন করিতেছেন দেখিয়া পৃথা দুঃখে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার পুত্রেরা বস্ত্রাভরণবিহীন; মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জানম্রমুখে গমন করিতেছেন; শত্রুবর্গ হৃষ্টচিত্তে চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং বন্ধুবান্ধবগণ শোকার্ত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী ও পুত্রদিগকে তদাবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক কহিলেন, “হায়, কি বিধিবিপর্য্যয়; যাহারা ভ্রমেও অধর্ম্মপথে পদার্পণ করে নাই, সর্ব্বদা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর, অকপট ভক্তিসহকারে দেবার্চনা করে, উদারস্বভাব ও সচ্চরিত্রের অগ্রগণ্য, তাহাদিগের এই বিষয় ব্যাসন উপস্থিত হইল; এক্ষণে কাহাকে অপরাধী করিব, আমারই ভাগ্যদোষ বলিতে হইবে। আমি অতি হতভাগিনী; আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত অশেষগুণালঙ্কৃত হইলেও তোমাদিগকে এই দুঃসহ দুঃখ ও অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। তোমরা অসাধারণ বল, বীর্য্য তেজ ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া দীনহীনের ন্যায় কিরূপে দুর্গম বনস্থলীতে বাস করিবে? যদ্যপি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে তোমাদিগকে বনবাস করিতে হইবে, তাহা হইলে পাণ্ডুর মরণানন্তর আর আমরা বারণাবতে প্রত্যাগমন করিতাম না। তোমাদিগের পিতাই ধন্য, তাহাকে এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না; তিনি পরমসুখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং সেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন মাদ্রীও পরম ধন্যা, যেহেতু, তাহাকেও পুত্রদিগের দুরবস্থা সন্দর্শন করিতে হইল না। আমি অতি পাপীয়সী, মাদৃশ হতভাগিনী রমণী ধরণীতলে আর কেহই নাই; আমার জীবিত তৃষ্ণায় ধিক, অদৃষ্ট যে

কত ক্লেশ আছে কিছুই বলিতে পারি না। হে পুত্রগণ! আমি বহুকষ্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি, তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, আমি তোমাদিগের সহিত বনে গমন করিব, তথাপি এমন সৎপুত্রদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হা বৎসে দ্রৌপদী! তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে? বুঝি, বিধাতা আমার নশ্বর জীবন ধারণের অন্ত-বিধান করিতে বিস্মৃতি হইয়াছেন, নতুবা এখনও কেন জীবিত রহিয়াছি? হা কৃষ্ণ । তুমি কোথায় রহিলে? শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ কর, তুমি সকলের ত্রাণকর্তা, এই নিমিত্ত লোকে বিপদে পতিত হইলে ভক্তিভাবে তোমাকে স্মরণ করে, অতএব দেখিও, যেন তোমার বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক হয় না। পাণ্ডবেরা পরম ধার্মিক, ইহারা দুঃখ-ভোগ করিবার উপযুক্ত নহে, উহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি নীতিবিশারদ ব্যক্তিসকল থাকিতে কেন এমন বিপদ উপস্থিত হইল? হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ? বিপক্ষেরা তোমার নিরপরাধ পুত্রদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করে। নাথ! এমন সময়ে কি উপেক্ষা করা উচিত? বৎস সহদেব! তুমি নিবৃত্ত হও, কুপুত্রের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তোমাকে না দেখিলে আমি ক্ষণকালও জীবনধারণা করিতে পারিব না। যদি তোমার ভ্রাতারা সত্যকেই পরমধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা গমন করুন, তুমি নিকটে থাকিয়া আমার পরিত্রাণ কর, তাহা হইলে এই স্থানেই অনুত্তম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে।”

পাণ্ডব-বনযাত্রা-বিদুরগৃহে কুন্তীর অবস্থান

পুত্রবৎসল কুন্তী এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া

তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীগণ কৃষ্ণার বনপ্রয়াণ ও দ্যূতমণ্ডলে তাহার কেশাকর্ষণ-বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবদিগকে নিন্দা করিয়া মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কপালে করাপণ করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অন্যায়াচরণ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি শোকাকুল ও ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া শীঘ্র বিদুর সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্র-সদনে উপনীত হইলে রাজা উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

৭৮তম অধ্যায়

অনুসন্ধিৎসু ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনোদ্যত পাণ্ডবদিগের অবস্থা শ্রবণ

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্যসাচী, নকুল, সহদেব, ধৌম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী কি প্রকারে গমন করিতেছেন, বল; আমি তাহাদিগের বিচেষ্টিত সকল শুনিতে ইচ্ছা করি।”

বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! যুধিষ্ঠির বসন দ্বারা আপনার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া এবং ভীমসেন বিশাল বাহুদ্বয় অবলোকন করিয়া গমন করিতেছেন; সব্যসাচী বালুকা বপন

[বালুকা বিকিরণ—বালী ছড়ান] করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন; সহদেব আলিপ্ত-মুখে ও পরমসুন্দর নকুল আকুলহৃদয়ে ও ধূলিধূসরিত কলেবরে জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইয়াছেন। আয়তলোচনা সুকুমারী দ্রুপদকুমারী আলুলায়িত কেশপাশে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিতেছেন। পুরোহিত ধৌম্য যাম্য, সাম ও রৌদ্র মন্ত্রসকল গান করিতে করিতে পথে তাহাদিগের সমভিব্যাহারী হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিদুর! পাণ্ডবগণ বিবিধ রূপধারণ করিয়া গমন করিতেছেন, ইহার কারণ কি?"

বিদুর কহিলেন, "হে রাজন্! ধীমান যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রগণ কর্তৃক শঠতাপূর্ব্বক হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। তিনি দুর্য্যোধনাদির প্রতি নিয়ত করুণা প্রকাশ করিতেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে ছলপূর্ব্বক রাজ্যভ্রষ্ট করিল, এই ক্রোধে তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছেন; এই দারুণ দৃষ্টিপাতে কাহাকেও দগ্ধ হইতে না হয়, এই ভাবিয়া তিনি মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া গমন করিতেছেন। বাহুধনদর্পিত ভীমসেন বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই, এই মনে করিয়া শত্রুগণের প্রতি বাহুবলের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়া বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া যাইতেছেন। ধনঞ্জয় শরবর্ষণ উদ্দেশে বালুকা বর্ষণ করিতেছেন; তিনি দুঃসহ বালুকাবর্ষণের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি শরবর্ষণ করিবেন। কেহ চিনিতে না পারে, এই জন্য সহদেব আলিপ্ত-মুখ [আনতবদন] হইয়াছেন। নকুল স্ত্রীগণের মনোমোহিনী মূর্তি গোপন করিবার আশয়ে সর্ব্বাঙ্গ পাংশুলিপ্ত করিয়াছেন। রজস্বলা শোণিতার্দ্র-বসনা মুক্তকেশী দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে কহিতেছেন, "আমি যাহাদের নিমিত্ত এই দারুণ দশান্তর প্রাপ্ত হইলাম, চতুর্দশ বর্ষে তাহাদের রজস্বলা ভার্য্যারা, পতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধব বিনষ্ট হইলে শোণিতদিগ্ধাঙ্গী, মুক্তকেশী ও কৃততর্পণা হইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিবে।' কুশহস্ত ধৌম্য পুরোহিত 'ভরতকুল নিহত হইলে কুরুকুলের গুরুগণ এইরূপ সাম গান করিবে' এই কথা কহিয়া সাম ও যাম্য গান করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। পৌরগণ সাতিশয় দুঃখার্ত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছেন যে, হা! দেখ, আমাদের রক্ষাকর্তারা গমন করিতেছেন! কুরুবৃদ্ধগণের চেষ্টা নিতান্ত বালকের ন্যায়; অতএব তাঁহাদের আচরণে ধিক; তাহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডুর উত্তরাধিকারিগণকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। আমরা পাণ্ডবিহীন হইয়া অনাথ হইলাম, দুর্বিনীত লুব্ধপ্রকৃতি কৌরবগণের প্রতি আমাদের প্রীতি কোথায়?" পুরবাসিগণ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; পাণ্ডবেরাও আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে করিতে বনগমন করিলেন। সেই মহাপুরুষেরা হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিলে পর বিনা মেঘে বিদ্যুৎপ্রকাশ, ভূমিকম্প ও নগরমধ্যে উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং রাহুগ্রহ বিনা পূর্ব্বে [পূর্ণিমা অমাবস্যা ব্যতিরেকে] দিবাকরকে গ্রাস করিল; মাংসভোজী গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ দেবালয়, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, প্রাচীর ও অট্টালিকাতে নিনাদ করিতেছে। মহারাজ! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণায় ভরতিকূল-বিনাশের নিমিত্ত এই সকল অশিবসূচক লক্ষণ আবির্ভূত হইতেছে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধীমান বিদুর ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষিপরিবৃত দেবর্ষিসত্তম নারদ সভামধ্যে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্করবাক্যে কহিলেন, "অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে কুরুকুল নির্ম্মূলিত হইবে।" তিনি এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মশোভা ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র আকাশপথ অবলম্বন করিয়া অন্তহিত হইলেন।

দ্রোণের পাণ্ডবরাজ্যপালন—দুর্য্যোধনাদির সতর্কীকরণ

তদনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং সুবলনন্দন শকুনি দ্রোণাচার্য্যকে প্রধান অবলম্বন বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সমুদয় রাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য অসহিষ্ণু দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, "দ্বিজাতিগণ দেবপুত্র পাণ্ডবদিগকে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি শরণাগত, সর্ব্বপ্রযত্নে অনুরক্ত ধার্তরাষ্ট্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যাহা হউক অতঃপর দৈবই মূলাধার। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মতঃ পরাজিত হইয়া বনে গমন করিতেছেন, তাহারা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া পরে দুঃখজন্য রোষ ও অমর্ষাপরবশ হইয়া বৈরানির্য্যাতন করিবেন। আমিও সখিবিদ্রোহে [বন্ধুতা-প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে সঙঘটিত সমরে] দ্রুপদী রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে, তিনি আমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ যাগ, উপযাগ ও তপস্যা দ্বারা ধনু, কবচ ও শরধারী অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র ও ক্ষীণমধ্যা অনিন্দিতা দ্রৌপদী কন্যা লাভ করিলেন; সেই দেবদত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের শ্যালক; তিনি তাহাদিগের প্রিয়তর হইয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি মর্ত্যধর্ম্ম [মরণ—ধর্ম্মরূপ মানবতা] প্রযুক্ত তাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়াছি। 'ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ' এই কথা বিশেষরূপে প্রথিত আছে, দ্রুপদানন্দন আমার বধের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছে; এক্ষণে তাহার বৈরানির্য্যাতনের উত্তম অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র সাবধান হও। বিশেষতঃ শত্রুঘাতী দ্রুপদ তাহাদের পক্ষ হইয়াছেন। হে কৌরবগণ! যে অর্জ্জুন রথী এবং মহারথগণনা সময়ে অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, যিনি আমার নিতান্ত প্রীতিপাত্র, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা পৃথিবীমধ্যে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, তোমার এই সুখ হেমন্তকালীন তালচ্ছায়ার ন্যায় মুহূর্তমাত্র স্থায়ী; অতএব প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ভোগ কর এবং দান কর, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলেই তোমাকে বিপন্ন হইতে হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! আচার্য্য মহাশয় যথার্থ কহিতেছেন, অতএব তুমি পাণ্ডবগণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। যদি তাহারা প্রত্যাবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শস্ত্র, রথ, পদাতি ও ভোগ দ্বারা সৎকৃত করিয়া বিদায় কর।"

৭৯তম অধ্যায়

পাণ্ডবনির্ব্বাসনে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়খেদোক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেণ, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনে গমন করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি পাণ্ডবদিগকে বহিস্কৃত করিয়া সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়াছেন, অতএব বিষাদের কারণ কি?" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মহারথ মহাবীর যুদ্ধবিশারদ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের শত্রুতা তাহাদের নির্ব্বিষাদ স্বপ্নের অগোচর।" তখন সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনারই অদৃষ্টক্রমে এই মহতী শত্রুতা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনবরত লোক বিনাশ হইবে। যৎকালে আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবসহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার পরামর্শ করে; মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ ও বিদুর তাহাকে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া প্রাতিকামী সূতপুত্রকে প্রেরণ করিল। দেবগণ যাহাকে পরাভব করিতে বাঞ্ছা করেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সে ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া যায়। বুদ্ধি কলুষিত ও বিনাশ সমুপস্থিত হইলে পর অন্যায় ন্যায়ের ন্যায়, অনর্থ অর্থের ন্যায় ও অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। কাল স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া কাহারও মস্তক চুর্ণ করেন না; তাহার প্রভাবেই লোকে বিপরীত-বুদ্ধি হইয়া উৎপন্ন হয়। দুরাত্মা সভামধ্যে পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া এই অতি ভয়ানক তুমুলকাণ্ড সমুপস্থিত করিয়াছে। অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা, যশস্বিনী, অযোনিজ, সূর্য্যবংশসম্ভূতা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দুরাত্মা দ্যূতাসক্ত প্রবঞ্চক ব্যতীত আর কাহার সাহস হয়? রাজস্বলা, শোণিতপরিপ্লুতা দ্রুপদনন্দিনী সেই সময় পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে হৃতরাজ্য, হৃতবস্ত্র, হৃতশ্রীক, সর্ব্বকামবিহীন ও দাসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; কি করেন, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াও ধর্ম্মরক্ষানুরোধে অগত্যা বলবিক্রমপ্রকাশে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদতনায়াকে কটুক্তি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই সমুদয় নিতান্ত অনর্থের মূল বোধ হইতেছে।"

সঞ্জয়বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের নির্ব্বেদ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পতিব্রতা দ্রুপদনন্দিনী দুঃখিতন্তঃকরণে দীননয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল দগ্ধ হইয়া যায়; বোধ হয়, অদ্য আমার পুত্রগণ একেবারে বিধ্বস্ত হইল। ধর্ম্মচারিণী, রূপযৌবনশালিনী, পাণ্ডবপ্রণয়িনী পাঞ্চালরাজনন্দিনীকে সভায় সমাগত দেখিয়া গান্ধারী প্রভৃতি ভরতবংশীয় মহিলাগণ ও সমুদয় প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল। তাহারা প্রত্যহই দ্রৌপদীর নিমিত্ত অনুশোচনা করে। জনপদনিবাসী ব্রাহ্মণগণ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সায়াহ্নে অগ্নিহোত্রে হোম করেন নাই। তৎকালে মহাঘোর নির্ঘাতশব্দ, উল্কাপাত, সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইতে লাগিল; প্রজাগণের অন্তঃকরণে অকারণে মহাভয় উপস্থিত হইল; হঠাৎ রথশালা দগ্ধ হইতে লাগিল; কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্ত ধ্বজ-সমুদয় ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইল; শৃগাল-সকল দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্র-গৃহমধ্যে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং গর্দভগণ চতুর্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। মহামতি ভীষ্ম,

দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লীক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি বিদুরের পরামর্শানুসারে দ্রৌপদীকে তাহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে কহিলাম; পাঞ্চালীও আমার নিকট সরথ সশরাসন পাণ্ডবগণের অদাসত্বরূপ বর লইলেন।

হে সঞ্জয়! তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর আমাকে কহিলেন যে, পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ইনি যখন সভামধ্যে আনীত হইয়াছেন, তখন আর নিস্তার নাই; কুরুবংশের এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ঐ দেখ, পাঞ্চালী পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিতেছেন; উহার এতাদৃশ ক্লেশ দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পরিবেন না। বৃষ্ণি ও মহারথ পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ বাসুদেব কর্তৃক সুরক্ষিত। অর্জ্জুন পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া আসিবেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন তাহাদিগের মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায়। গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে আগমন করিবেন। তখন ভূপতিগণ কখনই অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ঘোষ ও ভীমের ভীম গদা বেগ সহ্য করিতে পরিবেন না। অতএব আমার মতে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ। পাণ্ডবগণ কৌরবগণ অপেক্ষা অধিকতর বলবান, একাকী ভীমসেন মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে সংহার করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন; নিঃশঙ্কচিত্তে উভয় পক্ষ যোগ করিয়া দিন; ইহা করিলে আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে।" হে সঞ্জয়, বিদুর আমাকে এই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত উপদেশ-বাক্য কহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পুত্রগণের হিতচিকীর্ষায় তখন তাহার সেই উপদেশ, গ্রহণ করিলাম না।"

অনুদৃতপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত

Table of Contents

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

বনপৰ্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

বনপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়

আরণ্যকপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করবে।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজরাজ! দুরাত্মারা অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে আমার পূর্ব্বপিতামহ পাণ্ডবগণকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া নানাবিধ পরুষবাক্যপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহাদের সহিত বৈরভাব উদ্ভাবিত করিলে পর তাঁহারা রোষাবেশে কি করিয়াছিলেন? সেই ইন্দ্রসদৃশ প্রতাপশালী পাণ্ডুনন্দনগণ সহসা ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া কি প্রকারে অরণ্যমধ্যে কালব্যাপন করিলেন? তৎকালে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন? সেই শৌর্য্যশালী মহাত্মারা কোন বনে কোন স্থানে কিরূপ আচরণে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন? কি প্রকারেই বা সকল রমণীর শিরোমণি, রাজপুত্রী, পতিপরায়ণা, মহাভাগা দ্রৌপদী নিতান্ত সুখোচিতা হইয়াও নিদারুণ বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। আপনার নিকট সেই অমিততেজাঃ বীরপুরুষগণের চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

পাণ্ডববনগমনে পুরবাসীদিগের খেদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা কপটদ্যূতে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিলে পর তাহারা জাতক্রোধ হইয়া শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান পুরদ্বার দিয়া হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভৃত্য স্ত্রীগণ-সমভিব্যাহারে সত্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক তাহাদের অনুগামী হইল। পুরবাসিগণ তাঁহাদের বনগমনবার্ত্তা-শ্রবণে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া নির্ভয়চিত্তে ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে বারংবার নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যেখানে শকুনির নিকটে শিক্ষিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে রাজ্য করিতে অভিলাষী, সেখানে আমাদের কুল ও গৃহ প্রভৃতি সমুদয়ই নষ্ট হইয়াছে। পাপসহায় পাপাত্মা দুর্য্যোধন যেখানে রাজ্য করে, সেখানে সুখের কথা দূরে থাকুক, কুল, আচার, ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি কিছু থাকে না। ঐ পাপাত্মা গুরুজনদ্বেষী, আচারভ্রষ্ট, সৌহার্দ্যশূন্য, অর্থলুব্ধ, অহঙ্কৃত, নীচপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুর। ঐ দুরাত্মার শাসনে সমুদয় মেদিনীমণ্ডল একেবারে উৎসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব করুণাদ্রা-হৃদয়, জিতেন্দ্রিয়, কীর্ত্তিমান, ধর্ম্মচারপরায়ণ, মহাত্মা পাণ্ডবগণ যেখানে গমন করিতেছেন, আমরাও সকলে সেইখানে গমন করি।" পৌরগণ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "হে ক্ষমাস্পদ মহাত্মাগণ! আপনারা এই দুঃখভাগীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? আমরাও আপনাদের অনুগামী হইব। নির্দ্দয় শত্রুগণ অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে পরাভব করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া আমরা সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। আমরা আপনাদিগের ভক্ত,

অনুরক্ত, সুহৃদ, প্রিয়কারী এবং সতত শুভানুধ্যায়ী; আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমার সেই ন্যায়পরাঙ্মুখ কুরুরাজের অধিকারে বাস করিলে নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইব। হে পাণ্ডবগণ! গুণ ও দোষ, সৎ ও অসৎ সংসর্গ হইতে যেরূপ সংক্রামিত হয়, শ্রবণ করুন। যেমন বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমি কুসুমসংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান করিতে পারে। মূঢ়সমাগম কেবল মোহজালের আকর আর নিত্য সাধুসমাগম কেবল ধর্ম্মের আবহ [আনয়নকারী]; অতএব প্রজ্ঞাশীল বৃদ্ধ, সুশীল ও শমপরায়ণ সাধুগণের সহবাসই কর্ত্তব্য। যাহাদিগের কুল, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই তিনই পরিশুদ্ধ, তাহাদিগেরই সেবা করা উচিত; তাহাদিগের সহবাস শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষাও গরীয়ান। আপনারা পূণ্যশীল, আমরা সৎকর্ম্মপরিবর্জ্জিত হইলেও পূণ্যশীলগণের সহবাসে পূণ্যলাভ করিতে পারিব, কিন্তু পাপসেবায় নিরত থাকিলে আরও পাপপঙ্কে পতিত হইতে হইবে। অসাধু ব্যক্তিকে দর্শন, স্পর্শ এবং তাহার সহিত আলাপ ও সহবাস করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পুরুষগণের বুদ্ধি অধমসমাগমে অধম, মধ্যমসমাগমে মধ্যম ও উত্তমসমাগমে উত্তম হইয়া উঠে। মহাত্মগণ যে সকল গুণ ধর্ম্মকামার্থসম্ভূত, লোকাচারনিয়ন্ত্রিত, বেদোক্ত এবং শিষ্টসম্মত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনারা সেই সমস্ত গুণে গুণবান; আমরা শ্রেয়োভিলাষী, সুতরাং আপনাদের সহিত বাস করিতে বাসনা করি।”

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে পৌরগণের সহগমননিবৃত্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “আমরাই ধন্য, কেন না, আমাদের যে সকল গুণ বাস্তবিক নাই, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রজাগণ স্নেহ ও কারুণ্যরসপরবশ হইয়া তাঁহাও কীর্ত্তন করিতেছেন; অতএব আমি ভ্রাতৃগণের সহিত সকলকে যাহা নিবেদন করিতেছি। আপনারা আমার প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা করিয়া তাহার অন্যথা করিবেন না। পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, জননী কুন্তী এবং অনেকগনেক বন্ধু-বান্ধবগণ হস্তিনানগরে রহিলেন। তাঁহারা শোকসন্তাপে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আপনারা সকলে মিলিত হইয়া অন্ততঃ আমাদের হিতকামনায় তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আমি বন্ধুবান্ধবগণকে আপনাদের সমীপে সমর্পণ করিলাম, আপনারা তাঁহাদের প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া আমাদের সহগমনে নিবৃত্ত হউন; তাহা হইলেই আমার তুষ্টিসাধন ও সৎকার করা হয়।”

ধর্ম্মরাজ প্রজাগণকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় করিলে তাহারা একত্র হইয়া “হা, রাজনী!” বলিয়া অতি করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কৌন্তেয়গণের গুণরাশি স্মরণপূর্ব্বক অতি কাতরচিত্তে অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইল। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা রথরোহণপূর্ব্বক জাহ্নবীতীরে প্রমাণনামক মহাবট লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দিব্যাবসানে তথায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র জল স্পর্শ করিলেন এবং কেবল ঐ জলমাত্র পান করিয়া অতি কষ্টে সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। কতকগুলি সাগ্নিক ও অনগ্নিক ব্রাহ্মণ স্নেহবশতঃ বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন; রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল ব্রহ্মবাদিগণে পরিবৃত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ হোমাগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক ব্রহ্মবাদসহকৃত আলাপ করিতে

আরম্ভ করিলেন এবং আশ্বাসনবাক্য কুরুকুলচূড়ামণি ধর্ম্মরাজের চিত্তবিনোদন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

২য় অধ্যায়

ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডবসহ বনগমনেচ্ছা!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে ভিক্ষাভোগী ব্রাহ্মণগণ বনগমনোন্মুখ পাণ্ডবগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে কহিলেন, "আমরা গতসর্ব্বস্ব, হৃতরাজ্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে ফলমূলামিষাহারী হইয়া অরণ্যে গমন করিতেছি, অরণ্য হিংস্র-জন্তুপরিপূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর স্থান; তথায় গমন করিলে আপনাদের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না; ব্রাহ্মণগণের ক্লেশে আমার কথা দূরে থাকুক, দেবতাগণকেও অবসন্ন হইতে হয়; অতএব আপনারা এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন।"

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "রাজন! আপনাদের যে গতি, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি। আমরা ধমর্দ্দশী ও আপনাতে নিতান্ত অনুরক্ত, আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত নহে। দেবতারাও অনুরক্তগণ, বিশেষতঃ ধর্ম্মচারী ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব আমাদিগের পরিত্যাগ করিবেন না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দ্বিজগণ! আমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকি, কিন্তু এই নিরবলম্ব অবস্থা আমাকে অবসন্ন করিতেছে। যাহারা ফল, মূল ও মৃগ আহরণ করিয়া আপনাদিগকে প্রতিপালন করিবেন, সেই ভ্রাতৃগণ দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও রাজ্যপহরণ-জনিত শোক-দুঃখে বিমোহিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে ক্লেশকর কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিব না।"

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, "মহারাজ! আমাদের ভরণপোষণ জন্য চিন্তা করিবেন না, আমরা স্বয়ং অন্নাহরণপূর্ব্বক জীবন-ধারণ করিয়া জপ ও ধ্যান দ্বারা আপনাদের মঙ্গল-বিধান এবং মনোহর উপাখ্যান কথন দ্বারা চিত্তবিনোদন করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দ্বিজগণ হইতে আমার সকল শোকসন্তাপ দূরীভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমি আপনার অসমর্থতাবশতঃ তদ্বিষয়ে হতাশ হইতেছি। হে বিপ্রগণ! আপনারা কেবল আমার প্রতি অনুরাগ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ ও স্বয়ং আহরণ করিয়া ভোজন করিবেন, ইহা আমি কি প্রকারে দর্শন করিব? আঃ পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ! তোমাদিগকে ধিক!" এই বলিয়া যুধিষ্ঠির শোকাভিভূত হইয়া ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন।

ঋষি শৌনকের সযৌক্তিক উক্তি

তখন অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ সাংখ্যযোগাভিজ্ঞ শৌনক নামা দ্বিজ যুধিষ্ঠিরকে তদাবস্থা অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! শোকস্থান সহস্র সহস্র এবং ভয়স্থান শত শত আছে। শোক ও ভয় মূঢ় ব্যক্তিকেই প্রতিদিন আক্রমণ করে, পণ্ডিতের কিছুই করিতে পারে না। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জ্ঞানবিরুদ্ধ, বহু-দোষাকর, অশ্রেয়স্কর কর্ম্মে কদাচ

আসক্ত হয়েন না। হে রাজন! আপনার বুদ্ধি অষ্টাঙ্গসম্পন্ন, অশিবনাশিনী ও শ্রুতিস্মৃতির অনুগামিনী, অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তিরা কি অর্থকৃচ্ছ্র কি দুর্গতি, কি আত্মীয়জনের বিপদ, কি শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কিছুতেই অবসন্ন হয়েন না। পূর্ব্বকালে মহাত্মা জনক যে সকল আত্মব্যবস্থাপক শ্লোক গান করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। বিশ্বসংসার শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ দুঃখে পীড়িত হইয়া আছে, যে উপায় দ্বারা তাহার প্রত্যেক বা সমুদয়ের উপশম করা যায়, তাহা কহিতেছি। ব্যাধি, অনিষ্টপাত, পরিশ্রম ও ইষ্টবিনাশ এই চতুর্ব্বিধ কারণ শারীরিক দুঃখের প্রবর্ত্তক। প্রতিকার দ্বারা ব্যাধির ও অননুধ্যান দ্বারা আধির শান্তি হয়। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান বৈদ্যেরা প্রথমেই প্রিয়কথন ও ভোগ্যবিষয় প্রদান করিয়া মানবের মানসিক দুঃখ প্রশমিত করেন। যেমন আয়ঃপিণ্ড [লৌহগোলক-লৌহনির্ম্মিত গোলাকার বস্তু] পরিতপ্ত হইলে তদ্দারা কুম্ভস্থিত জলও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে শরীরও পরিতাপিত হয়। যেমন জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবে। মনোব্যথা প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও বিনষ্ট হইয়া যায়। স্নেহ মানসিক দুঃখের মূল; জীবগণ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। স্নেহ কেবল দুঃখের মূল, এমত নহে, উহা ভয়, শোক, হর্ষ এবং আয়াসেরও প্রবর্ত্তক; স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াশক্তি উৎপন্ন হয়। এই দুই দোষের মধ্যে প্রথমটি অতিশয় গুরুতর। কোটরস্থিত অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদয় অংশ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্তি অত্যল্প হইলেও সমুদয় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে। বিষয় হইতে বিমুক্ত হইলেই বিষয়ত্যাগী হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়-সমাগমসময়েও দোষদর্শী, নির্ব্বিরোধ ও নিরবগ্রহ [বিপদে অনভিভূত] হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বৈরাগ্যলাভ করে। অতএব অর্থসঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে মোহলাভ করিবার অভিলাষ করিবে না এবং জ্ঞান দ্বারা স্বীয় স্নেহকে বিনিবর্ত্তিত করিবে। জল যেমন পদ্মাপত্রে সংসাক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ মোহও জ্ঞানবান, কৃতাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ যোগীতে আসক্ত হইতে পারে না।

"বিষয়ানুরাগ হইতে কামনা উৎপন্ন হয়, কামনা হইতে ইচ্ছা! জন্মে, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা সংবর্দ্ধিত হয়। এই সর্ব্বপাপময়ী তৃষ্ণ নিয়ত উদ্বেগকারী, অধর্ম্মবহুলা এবং পাপপ্রসবিনী। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, পুরুষ জীর্ণ হইলেও যে জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তকারী রোগস্বরূপ তৃষ্ণাকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই-ই যথার্থ সুখী। এই তৃষ্ণা নরগণের পরিমিত দেহের অন্তর্গত বটে, কিন্তু ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই; ইহা অযোনিজ অনলের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে বিনষ্ট করে। কাষ্ঠ যেমন স্বসমুত্থিত হুতাশনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ অকৃতাত্মা ব্যক্তি সহজাত লোভদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণীগণ যেরূপ মৃত্যুকে ভয় করে, সেইরূপ অর্থবান ব্যক্তি রাজা, সলিল, অগ্নি, চৌর ও স্বজন হইতে প্রতিনিয়ত ভয়প্রাপ্ত হয়। যেমন আমিষ আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূতলে থাকিলে শ্বাপদগণ ও সলিলে থাকিলে মৎস্যগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনবান ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সর্ব্বত্রই আক্রান্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তির অর্থ কেবল অনার্থের মূল হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি অর্থে একান্ত আসক্ত, সে অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ঃই লাভ করিতে পারে না। এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রকার অর্থগমকে লোভ, মোহ, ভয়, কৃপণতা, দর্প, অভিমান ও উদ্বেগের মূলীভূত বলিয়া জানেন। লোকে অর্থের উপার্জ্জন, রক্ষণ ও ব্যয় এই তিন

বিষয়েই যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে; অনেকে অর্থের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত অতিকষ্টে অর্থরূপ শত্রুকে লাভ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু উহা যে প্রাণনাশের কারণ হইয়া উঠে, তাহা একবারও চিন্তা করে না।

"মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই; সন্তোষই পরম সুখ; এই জন্য পণ্ডিতগণ এই সংসারে সন্তোষকে প্রধান বলিয়া জানেন।

"রূপ, যৌবন, রত্নসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য এবং প্রিয়নিবাস সকলই অনিত্য, পণ্ডিতগণ এই সমস্ত অচিরস্থায়ী বিষয়ে কদাচ লোভ করেন না। ধনসঞ্চয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। কোন সঞ্চয়ী ব্যক্তিকেই নিরুপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায় না; এই নিমিত্ত ধার্ম্মিক পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জনপরাঙ্মুখ ব্যক্তিকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যিনি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাহার সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। পঙ্কলিপ্ত হইয়া পুনরায় তাহা প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত। অতএব হে যুধিষ্ঠির! আপনি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হউন; যদি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অর্থাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করুন।'

শৌনকবাক্যে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুত্তর

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মান্! স্বয়ং উপভোগ করিবার নিমিত্ত আমি অর্থলাভের ইচ্ছা করিতেছি না। আমার অর্থাকাঙ্ক্ষা কেবল বিপ্রগণের ভরণপোষণ করিবার নিমিত্ত, লোভপ্রযুক্ত নহে। মাদৃশ গৃহস্থেরা অনুগতজনের ভরণপোষণ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল প্রাণীই বিভাগ করিয়া ভোজন করে এবং যাহারা স্বয়ং পাক করেন না, গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। সাধুগণের গৃহে তৃণ, ভূমি, জল ও সুনৃতবাক্য এই চারি দ্রব্যের কোন কালেই অপ্রতুল থাকে না। গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন, তৃষিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন ও অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি নয়ন [অবধান-পূর্ণমনোযোগ], মন ও প্রিয়বাচন প্রয়োগ এবং উত্থানপূর্ব্বক আসন প্রদান করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক সকলের সমীপে গমন ও ন্যায়তঃ সকলের অর্চনা করা উচিত। অগ্নিহোত্র, বৃষভ, জ্ঞাতি, অতিথি, বান্ধব, পুত্র, কলাত্র ও ভৃত্যগণ ইহারা সৎকার প্রাপ্ত না হইলে গৃহস্থকে দগ্ধ করে। আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে না, বৃথা পশুহিংসা করিবে না এবং যাহা বিধিপূর্ব্বক বপন করা হয় নাই, স্বয়ং তাহা উপযোগ করিবে না। সায়ং ও প্রাতঃকালে কুকুর, চণ্ডাল এবং পক্ষিগণের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নবপনারূপ বৈশ্বদেবনামক বলিপ্রদান করিবে। ভুক্তশেষ বিঘাস [দেবতা-পিতৃগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন] ও যজ্ঞশেষ অমৃতস্বরূপ হয়; অতএব লোকে প্রতিদিন বিঘসাশী ও অমৃতভোজী হইবে। গৃহস্থ সকল কর্ম্মে চক্ষু ও মন প্রদান করিবে, সতত সুনৃতবাদী [সত্যবাদী] হইবে; এবং সযজ্ঞ ও পঞ্চদক্ষিণা [ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ—এই সকলের অনুষ্ঠায়ী] হইয়া অনুগমন ও উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রান্ত পথিককে অবিশ্রান্ত অন্নদান করেন, তিনিই মহৎ পুণ্যফল লাভ

করেন। হে বিপ্র! যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া এই প্রকার ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন?"

শৌনকের প্রত্যুত্তর

শৌনক কহিলেন, "হা! কি কষ্টের বিষয়! এ জগতে কিছুরই সামঞ্জস্য নাই; সাধু ব্যক্তি যে কর্ম্মে লজ্জিত হন, অসজ্জনেরা তাহাতে পরিতুষ্ট থাকে। মোহ, রাগ ও বিষয়ের বশবর্ত্তী মূঢ় লোক শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া জীবন ধারণ করে। যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতাঃ মনুষ্যকে কুপথগামী করে। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের নিকট পূর্ব্বসঙ্কল্পজনিত মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। মূঢ় ব্যক্তির মন যখন ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগে ধাবিত হয়, তৎকালে তাহার ঔৎসুক্য ও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়, তদনন্তর ঐ মূঢ় সঙ্কল্পের বীজভূত কামনা কর্ত্তৃক বিষয়শরে বিদ্ধ হইয়া জ্যোতিলুব্ধ [জ্বালিত অগ্নিদর্শনে আকৃষ্ট] পতঙ্গের ন্যায় লোভাগ্নিতে পতিত হয় এবং পরে যথেচ্ছ আহার বিহারে মুগ্ধ হইয়া ভোগসুখে এরূপ নিমগ্ন থাকে যে, আপনাকেও বুঝিতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রকারে ইহসংসারে অবিদ্যা, কর্ম্ম ও তৃষ্ণা দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ হইয়া নানা রূপ ধারণপূর্ব্বক কখন জলে, কখন ভূতলে, কখন বা আকাশে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মা অবধি তৃণপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। হে যুধিষ্ঠির! মূঢ়গণের গতি এই প্রকার; এক্ষণে পণ্ডিতগণের বিষয় শ্রবণ করা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় সতত সাবধান হইয়া কল্যাণকর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব হে রাজন! আপনি কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক এই বেদবাক্যের অনুবর্ত্তী হউন। অভিমানসহকারে ধর্ম্মাচরণ করবেন না। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা, দম এবং আলোভ, এই অষ্ট প্রকার ধর্ম্মের পথ। ইহার মধ্যে পূর্ব্বচতুষ্টয় পিতৃলোক-গমনের উপায়, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে তাঁহারই অনুষ্ঠান করা উচিত; আর উত্তর চতুষ্টয় দেবলোক গমনের উপায়; সাধুগণ সতত এই উপায়-চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব বিশুদ্ধাত্মা হইয়া এই অষ্টবিধ উপায়ের অনুষ্ঠান করিবে। যাহারা সংসারজয় করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহারা সম্যকরূপে সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ব্রতবিশেষানুষ্ঠান, গুরুসেবা, নিয়মিত আহার, অধ্যয়ন, কর্ম্মফল পরিত্যাগ ও চিত্তনিরোধন করিয়া থাকেন। দেবতারা রাগদ্বেষবিনিম্মুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন। সাধ্যগণ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহারা যোগসম্পত্তি দ্বারাই এই সকল প্রজা পালন করিতেছেন। অতএব হে কৌন্তেয়! আপনিও সেই প্রকার শম অবলম্বন করিয়া তপঃসিদ্ধি ও যোগসিদ্ধির চেষ্টা করুন। আপনি পিতৃময়ী [ইহলোকে ও পরলোকে ফলপ্রদা সিদ্ধি পিতৃমাতৃময়ী], মাতৃময়ী [যজ্ঞবুদ্ধাদি কর্ম্মরূপ সাধনপ্রধানা সিদ্ধি কর্ম্মময়ী] ও কর্ম্মময়ী সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে দ্বিজগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত তপঃসিদ্ধির অন্বেষণ করুন। সিদ্ধব্যক্তিরা যাহা ইচ্ছা করেন, তপঃপ্রভাবে তাহাই করিতে পারেন, অতএব তপস্যা অবলম্বন করিয়া আত্মমনোরথ সফল করুন।'

৩য় অধ্যায়

সূর্য্যোপাসনায় ধৌম্যের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শৌনক এই প্রকার কহিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমক্ষে পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আমার অনুগমন করিতেছেন। আমি অতি দুঃখী ও দানশক্তি রহিত, ইঁহাদিগকে পালন করিতে নিতান্ত অসমর্থ; কিন্তু পরিত্যাগ করিতেও পারি না, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য?"

ধার্ম্মিকপ্রবর ধৌম্য মুহূর্ত্তকাল ধর্ম্মানুগত উপায় চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "প্রথমে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষুধায় সাতিশয় কাতর হইতে লাগিল। তখন ভূতপ্রসবিতা সূর্য্য করুণাপরতন্ত্র হইয়া উত্তরায়ণে গমনপূর্ব্বক রশ্মিদ্বারা তেজ ও রস উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণায়নে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইলেন। রবি ক্ষেত্রভূত হইলে চন্দ্রমা আকাশ হইতে তেজ উদ্ধৃত করিয়া সলিলদ্বারা ওষধি উৎপাদনা করিলেন। তদনন্তর বাজসকল নির্গত হইল। সূর্য্য পরিশেষে চন্দ্রমার তেজোদ্বারা নিষিক্ত ও পবিত্রমধুরাদি-র সসম্পন্ন ওষধিরূপে পরিণত হইয়া পার্থিব প্রাণীগণের অন্নস্বরূপ হয়েন। এই সূর্য্যাত্মক অন্ন প্রাণীগণের প্রাণধারণের উপায়। অতএব হে রাজন! সূর্য্যই সর্ব্বপ্রাণীর পিতা। তুমি তাহার শরণাপন্ন হও। বিশুদ্ধবংশজাত বিশুদ্ধকর্ম্ম মহাত্মা ভূপতিগণ সমুচিত তপশ্চর্য্যদ্বারা প্রজাগণকে পরিত্রাণ করেন। ভীম, কার্ত্তবীর্য্য, বৈণ্য ও নহুষ, ইহারা তপস্যা, যোগ এবং সমাধিদ্বারা প্রজাগণকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মাত্মন! আপনিও তাহাদিগের ন্যায় সৎ কর্ম্মানুশীলন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে তপানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মতঃ দ্বিজাতিগণের ভরণপোষণ করুন।"

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মন্! কুরুচূড়ামণি রাজা যুধিষ্ঠির বিপ্রগণের নিমিত্ত কিরূপে বিচিত্রদর্শন সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ধৌম্য কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যদেবের যে একশত অষ্টনাম কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করি, আপনি অবহিত, সমাহিত ও শুচি হইয়া শ্রবণ করুন।

সূর্য্যের অষ্টোত্তরশতনাম

ধৌম্য কহিলেন, "ওঁ সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, তুষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জাঠিরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, দেবকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরি, কলি, কলা, কাষ্ঠী, মুহুর্ত্ত, ক্ষপ, যাম, ক্ষণ, সংবৎসরকার, অশ্বথ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বত, যোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্ম, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, আরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সংবর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, আলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসূত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্ধার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়। স্বয়ত্ত্ব অমিততেজাঃ সূর্য্যের এই

অষ্টোত্তরশতনাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমি হিতের নিমিত্ত সুরগণ, পিতৃগণ ও যক্ষগণকর্ত্তৃক সেবিত, অসুর, নিশাচর ও সিদ্ধগণকর্ত্তৃক বন্দিত এবং কনক ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ভাস্করকে প্রণিপাত করি। যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়সময়ে সুসমাহিত হইয়া সূর্য্যদেবের এই অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ করে, তাহার পুত্র, কলাত্র, ধন, রত্ন, ধৃতি, মেধা ও জাতিস্মরত্ব লাভ হয়। পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবেশ্বর দিবাকরের এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিলে শোক, বন, অগ্নি ও সাগর হইতে পরিত্রাণ এবং অভীষ্টসিদ্ধি হয়।"

যুধিষ্ঠিরকৃত সূর্য্যস্তব

রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংযতচিত্তে পুষ্পোপহার ও বলিদ্বারা দিবাকরের অর্চনা করিয়া তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জলে অবগাহনপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া প্রাণায়ামসহকারে একাগ্রচিত্তে পবিত্র-বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। "হে ভানো! তুমি জগতের চক্ষু, তুমি সকল দেহীর আত্মা, তুমি সকল জীবের জনক এবং ক্রিয়াবানের ক্রিয়া; তুমি সাংখ্যাদিগের গতি ও যোগিগণের প্রধান আশ্রয়; তোমার পথ অনাবৃত ও অনর্গল; তুমিই মুমুক্ষুদিগের গতি, তুমি লোকসকল ধারণ, প্রকাশ, পবিত্র ও অকপটে প্রতিপালন করিতেছ; বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আপনাপন শাখাবিহিত মন্ত্রদ্বারা তোমাকে অর্চনা করেন ও বাঞ্ছিত ফল-প্রার্থনায় তোমার অপ্রতিহতগতি দিব্যরথের অনুগমন করিয়া থাকেন; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, গুহ্যক ও পন্নগগণ, নারায়ণ, ইন্দ্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা ও বৈমানিকগণ তোমাকে কামনা করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রধান প্রধান বিদ্যাধরগণ দিব্য মন্দারমালাদ্বারা তোমার অর্চনা করিয়া আপনাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন; গুহ্যক, দিব্য ও মানুষ সপ্তপিতৃগণ, বসু, মরুৎ, রুদ্র, সাধ্য এবং মরীচিপায়ী বালখিল্য প্রভৃতি সিদ্ধগণ তোমার পূজা করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন; যাহা তোমাতে নাই, তাহা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সপ্তলোকে নাই। অন্যান্য অনেক তেজস্বী ও মহৎ মহৎ জীব আছে, কিন্তু তোমার যে প্রকার দীপ্তি ও প্রভাব, তাহা আর কাহারও নাই; তোমাতেই সত্য, সত্ত্ব, সকল জ্যোতিঃ ও সমুদয় সাত্ত্বিকভাব বিদ্যমান; তুমিই সকল জ্যোতির অধীশ্বর; নারায়ণ যদ্দ্বারা দানবগণের দর্পহারী হইয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মা তোমারই তেজো দ্বারা সেই সুনাভি চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তুমি নিদাঘসময়ে রশ্মিদ্বারা তেজ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বর্ষাকালে সমুদয় প্রাণী ও ওষধিগণকে সেই তেজ বিতরণ কর; তোমার কিরণজালের মধ্যে কতকগুলি উত্তাপ প্রদান করে, কতকগুলি দহনশক্তি ধারণ করে, আর কতকগুলি ঘনীভূত হইয়া বর্ষাকালে গর্জ্জন, বিদ্যোতন [বিদ্যুৎস্ফুরণ] ও বারিবর্ষণ করে; শীত-বাতাদ্দিত ব্যক্তিরা তোমার করণিকরদ্ধারা যেরূপ সুখানুভব করে, কি অগ্নি, কি প্রাবরণ [গাত্রাবরণ—গাত্রবস্ত্র], কি কম্বল, কেহই সেরূপ সুখ প্রদান করিতে পারে না। তুমি ত্রয়োদশদ্বীপা পৃথিবীকে কিরণদ্বারা উদ্ভাসিত কর; তুমি একমাত্র ভুবনত্রয়ের একমাত্র শুভদাতা; যদ্যপি তোমার উদয় না হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অন্ধতমসে [গাঢ় অন্ধকার] আবৃত হইয়া থাকে ও পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থকামেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তোমার প্রসাদে আধান, পশুবন্ধ, ইষ্টি, মন্ত্র, যজ্ঞ, তপ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করেন। কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, তুমিই সহস্রযুগপরিমিত ব্রাহ্ম দিবসের আদি ও অন্ত, তুমি সমুদয়

মনু, মনুপুত্র, মানব, মন্বন্তর ও সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী; তোমার ক্রোধ-বিনিঃসৃত সংবর্ত্তক-নামা অগ্নি সংহারসময়ে সমুদয় সংসার ভস্মসাৎ করে, তোমার দীধিতিসমূৎপন্ন নানাবর্ণ মেঘ ঐরাবত ও অশনি-সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইয়া ভূতসমুদয়ের উপপ্লব প্রদর্শন করে এবং তুমি আপনাকে দ্বাদশধা করিয়া দ্বাদশ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদয় সাগর শোষণ করিয়া থাক; তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি সূক্ষ্ম মন, তুমি প্রভু, তুমি সনাতন ব্রহ্মা; তুমি হংস, সবিতা, ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি; তুমি বিবস্বান্, মিহির, পূষা, মিত্র এবং ধর্ম্ম; তুমি সহস্ররশ্মি আদিত্য, তপন ও কিরণাধিরাজ; তুমি মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য্য, শরণ্য ও দিনকৃৎ; তুমি দিবাকর, সপ্তসপ্তি, ধামকেশী ও বিরোচন; তুমি আশুগামী, তমোহন্তা ও হরিতাশ্ব; যে ব্যক্তি অনির্ব্বিণ্ন ও অনহঙ্কারী হইয়া ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পূজা করে, সে লক্ষ্মীপ্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি অনন্যমনঃ হইয়া তোমার বন্দনা করে, তাহার আধি-ব্যাধি ও আপদ দূরীভূত হয়, তোমার ভক্তসকল রোগ ও পাপবিবর্জ্জিত এবং চিরজীবী হইয়া সুখে কালব্যাপন করে; আমি শ্রদ্ধাসহকারে আতিথ্য করিবার নিমিত্ত অন্ন কামনা করিতেছি। হে অন্নপত্যে! আমাকে অন্ন প্রদান কর; তোমার চরণাশ্রিত অনুচরগণকে ও মাঠর, অরুণ, দণ্ড প্রভৃতিকে নমস্কার করি; ক্ষুভা ও মৈত্রী প্রভৃতি ভূতমাতৃগণকে প্রণাম করি; আমি তাহাদের শরণাপন্ন হইলাম, তাহারা আমাকে রক্ষা করুন।'

যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যদত্ত অক্ষয়স্থলীলাভ

দিবাকর যুধিষ্ঠিরের স্তবে প্রীত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান-শরীরে তাহার সমীপে আবির্ভূত হইলেন ও কহিলেন, "তোমার সমুদয় অভিলাষ সফল হইবে। আমি দ্বাদশ বৎসর অন্ন প্রদান করিব। হে নিরাধিপ! আমার প্রদত্ত তাম্রনির্ম্মিত এই স্থালী গ্রহণ কর; পাঞ্চালীর ভোজনের পূর্ব্বে এই পাত্রস্থ খাদ্যসম্ভার নিঃশেষিত হইবে না, তোমাদের পাকশালায় পক্ক ফল, মূল, শাক, আমিষ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইবে।" ভগবান মরীচিমালী ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

যে কোন ব্যক্তি বাঞ্ছিত-ফলপ্রার্থনায় পবিত্র মনে এই স্তোত্র পাঠ করেন, ভগবান সহস্রদীধিতি তাহাকে তাঁহাই প্রদান করেন এবং তাঁহার মনোরথ অসুলভ হইলেও পরিপূর্ণ করেন। প্রতিদিন ইহা ধারণ বা শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন এবং বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করেন। যদি স্ত্রী কিংবা পুরুষ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে আপদ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। প্রথমে ব্রহ্মা এই স্তব মহাত্মা ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, অনন্তর নারদ ইন্দ্র হইতে এবং ধৌম্য নারদ হইতে প্রাপ্ত হয়েন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকটে এই স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইলেন। যিনি ইহা পাঠ করেন, তিনি সংগ্রামে জয় প্রাপ্ত হয়েন, বিপুল ধনলাভ করেন এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন।

দ্বিজগণসহ যুধিষ্ঠিরের কাম্যাকবনে গমন

বৈশ্যম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা কৌন্তেও বরলাভানন্তর জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধৌম্যের পাদবিন্দনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রৌপদীর সমীপে গমন করিলেন। পাঞ্চালী তাঁহার বন্দনা করিলে তিনি পাকশালায় গমন করিয়া পাকক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। সেই চতুর্ব্বিধ অন্ন অত্যল্পপরিমাণে প্রস্তুত হইলেও অক্ষয় রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। তিনি সেই অন্ন দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইতেন। তাহারা ভোজন করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ বিঘাসনামক ভুক্তিশেষ স্বয়ং ভোজন করিতেন। তদনন্তর দ্রৌপদী ভোজন করিলে সেই অন্ন নিঃশেষ হইয়া যাইত। দিবাকরসমপ্রভ যুধিষ্ঠির দিবাকর হইতে এইরূপে পূর্ণকাম হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন প্রদানপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। পাণ্ডবগণ তিথিনক্ষত্রবিশেষে ও পর্ব্বাহে পুরোহিতের অনুবর্ত্তী হইয়া বিধি, মন্ত্র ও প্রমাণানুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বস্ত্যয়ণপূর্ব্বক ধৌম্য-সমভিব্যাহারে দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া কাম্যাকবনে প্রস্থান করিলেন।

৪র্থ অধ্যায়

কুরু-পাণ্ডবে সন্ধিস্থাপনে বিদুরের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে পর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মাত্মা অগাধবুদ্ধি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে বিদুর! তোমার বুদ্ধি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধির ন্যায় পরিশুদ্ধ; তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা বিলক্ষণ অবগত আছ ও সমুদয় কুরুবংশীয়দিগের প্রতি তোমার সমান ভাব দৃষ্ট হইতেছে; অতএব যাহাতে উভয়কুলের হিত সম্ভাবিতে পারে, ঈদৃশ পরামর্শ প্রদান কর। দেখ, যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? পৌরগণ কিরূপে আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবে? হে ক্ষত্তঃ! যাহাতে তাহারা আমাদিগের সমূলে উন্মুলন না করে, এমন উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর।”

বিদুর কহিলেন, “হে নরেন্দ্র! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ ত্রিবর্গ ও রাজ্যকে ধর্ম্মমূল কহিয়া থাকেন, অতএব আপনি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বশক্তিপ্রভাবে স্বীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন করুন। দেখুন, শকুনিপ্রমুখ পাপাত্মাগণ সভামধ্যে অধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, আপনার পুত্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কপটদ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। হে মহারাজ! আমি আপনাদিগের এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিয়াছি, উহা অবলম্বন করিলে আপনার পুত্র স্বকৃত পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত ও জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পরিবে। হে রাজন! আপনি পাণ্ডবগণকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারা তৎসমুদয় পুনঃপ্রাপ্ত হউন। হে ভূপতে! স্বধনে পরিতৃপ্ত হওয়া ও পরিধানে লোভ না করাই রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম। পাণ্ডবগণের তুষ্টি-সম্পাদন ও শকুনির অবমাননা করা আপনার প্রধান কর্ম্ম, ইহা হইলে আপনার যশের হানি, জ্ঞাতিভেদ বা ধর্ম্মলোপ হইবে না। হে মহীপাল! যদি আপনি স্বীয় পুত্রগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন, তবে সত্বর আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম করুন, নতুবা নিশ্চয়ই কুরুকুলের বিনাশ হইবে। ভীমসেন ও অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে কখনই শত্রুগণের শেষ রাখিবেন না। শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব যাঁহাদের

ধনু এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ধনঞ্জয় ও বাহুবলশালী বৃকোদর যাঁহাদের যোদ্ধা, এই ভূমণ্ডলে তাঁহাদের অসাধ্য কি আছে? আমি দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্র আপনার হিতসাধনার্থ কহিয়াছিলাম, "উহাকে পরিত্যাগ করুন", আপনি তখন আমার সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করেন নাই। এক্ষণে আপনাকে পুনরায় অন্য এক হিতবাক্য কহিলাম, যদি এতদনুসারে কার্য্য না করেন, পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে হইবে। যদি আপনার পুত্র সন্তুষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে আপনার আর সন্তাপের বিষয় থাকিবে না। নচেৎ দূরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে আধিপত্য সমর্পণ করুন। অজাতশত্রু পাণ্ডুতনয় রাগদ্বেষশূন্য হইয়া ধর্ম্মতঃ পৃথিবী শাসন করুন; তাহা হইলে সমস্ত ভূপালগণ বৈশ্যগণের ন্যায় আমাদের উপাসনা করিবেন; দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্র কর্ণ প্রীতিপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের শরণাগত হউক এবং দুঃশাসন সভামধ্যে ভীমসেন ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। হে রাজন! আপনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। হে মহারাজ! আপনি আমাকে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার যাঁহা কর্ত্তব্য, তাঁহা বলিলাম; এক্ষণে তদনুসারে কার্য্য করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই।"

বিদূরের কাম্যাকবনে গমন

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! তুমি যৎকালে সভামধ্যে আমার ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে এই সমস্ত কথা কহিয়াছিলে, তৎকালে এ সকল পাণ্ডবগণের হিতকর ও আমাদের অহিতকর বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু অদ্য স্পষ্টই বোধ হইল, তুমি পাণ্ডবগণের হিতার্থেই এই সকল কথা কহিতেছ; আমাদের হিতসাধনে তোমার অণুমাত্রও যত্ন নাই। আমি কিরূপে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত স্বীয় পুত্র পরিত্যাগ করিব? পাণ্ডবেরাও আমার পুত্র বটে, কিন্তু দুর্য্যোধন আমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে বিদুর! কোন সমদর্শী ব্যক্তি পরের নিমিত্ত আপন দেহ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন? হে ক্ষত্তঃ! কিন্তু আমি তোমার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে অহিতকর কপট উপদেশ দিতেছ, অতএব তুমি এই স্থানে থাক বা অন্য কোন স্থানেই গমন কর, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই; বুঝিলাম কুলটা স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বিদুরও "এ কার্য্য হইবার নহে", এই কথা বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিলেন।

৫ম অধ্যায়

সন্ধি-উপেক্ষায় বিদুরের পাণ্ডবমীপে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে পাণ্ডবেরা কাম্যাকবনবাসোদ্দেশে অনুচরগণ সমভিব্যাহারে জাহ্নবীকুল হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তাঁহারা ক্রমে সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও যমুনায়

স্নান করিয়া ক্রমাগত পশ্চিমমুখে এক বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সরস্বতীতীরস্থিত মরুস্থলসমীপে মুনিজনপ্রিয় কাম্যকবন নিরীক্ষণ করিলেন। মহাপ্রবীর পাণ্ডবগণ মৃগপক্ষি-সমাকীর্ণ সেই কাম্যাকবনে বাস করিতে লাগিলেন; মুনিগণ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে বাস করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সতত পাণ্ডবগণ-দর্শনলালস মহামতি বিদুর শীঘ্রগামী অশ্বগণযুক্ত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী কাম্যাকবনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মানন্দন নির্জ্জনে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট আছেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির দূর হইতে বিদুরকে শীঘ্র আগমন করিতে দেখিয়া ভ্রাতা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, "হে বৃকোদর! ক্ষত্তা এখানে আগমন করিয়া না জানি আমাদিগকে কি বলিবেন। উনি কি শকুনির বিচনানুসারে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিতে আসিতেছেন? হীনমতি শকুনি কি দ্যূতে আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও জয় করিবে! হে ভীম! কেহ আমাকে আহ্বান করিলে আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না, কিন্তু গাণ্ডীব পরহস্তগত হইলে আমাদের রাজ্যলাভ করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে।"

অনন্তর পাণ্ডবগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রত্যুদগমন করিয়া বিদুরকে আনয়ন করিলেন। বিদুর পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরমসুখে তাঁহাদের সহিত একত্র আসীন হইলেন। মহামতি ক্ষত্তা কিয়াৎকাল বিশ্রাম করিলে পর পাণ্ডবগণ তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি আদ্যোপান্ত ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

বিদুরকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের ধৃষ্টতাকথন

বিদুর কহিলেন, "হে অজাতশত্রো, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে বিদুর! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে উভয়কুলের হিত হয়, এমত উপদেশ প্রদান কর।" আমি তাহার বচনানুসারে তাহাকে কুরুবংশীয়দিগের, বিশেষতঃ তাঁহার যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, এরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহা শ্রবণ করিলেন না, কি করি, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরামর্শ আমার মতে শ্রেয়স্কর বোধ হইল না। হে পাণ্ডবগণ! ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে যাহা একান্ত শ্রেয়ঃ, আমি তাহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম; যেমন পীড়িত ব্যক্তির উত্তম আহারদ্রব্যে রুচি হয় না, সেইরূপ অম্বিকানন্দনেরও আমার হিতকর বাক্যে প্রবৃত্তি হইল না। হে অজাতশত্রো! যেরূপ শ্রোত্রিয় গৃহবাসিনী ব্যভিচারিণী কামিনী কুলের অমঙ্গলজনক হয়, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র আপন কুলবিনাশের কারণ হইলেন। যেমন কুমারীর ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি প্রীতি জন্মে না, সেইরূপ আমার বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের শ্রদ্ধা জন্মিল না। হে ভূপ! নিশ্চয়ই কুরুকুলের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন করিলেন না; আমার হিতকর উপদেশবাক্য পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তাহার অন্তঃকরণে অস্থায়ী হইল। মহারাজ অম্বিকানন্দন আমার বাক্যশ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা হয়, গমন কর; আমি এই পৃথিবী কিংবা নগর পালন করিবার নিমিত্ত আর তোমার সাহার্য্যপ্রার্থনা করিব না।" হে যুধিষ্ঠির! ধৃতরাষ্ট্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে

তোমাকে সদুপদেশ দিতে আসিয়াছি; সভামধ্যে যাহা কহিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর ও যত্নসহকারে মনে রাখিও। হে পাণ্ডুনন্দন! যে ব্যক্তি সপত্নসমুত্থিত অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক কালপ্রতীক্ষা করে, সে ভবিষ্যতে একাকী সমুদয় পৃথিবী ভোগ করে। যে ব্যক্তি সহায়দিগের সহিত সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়গণ তাহার দুঃখের অংশভাগী হয়। হে ধর্ম্মানন্দন! সহায়সংগ্রহের এই একমাত্র উপায়; সহায় প্রাপ্তি পৃথিবীলাভের সদৃশ বোধ করিবে। হে যুধিষ্ঠির! সহায়গণের সহিত তুল্যরূপে বিষয় ভোগ করা শ্রেয়স্কর; তদ্বিপরীতচরণ বিপদের হেতু। উহাদের সমীপে কদাচ আত্মশ্লাঘা করিবে না। ভূমিপাল এইরূপ ব্যবহার করিলে অবশ্যই বৃদ্ধিলাভ করিতে পরিবেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ক্ষত্তঃ! আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, আমি সাবধান হইয়া স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে তাহাই করিব; আর যে কিছু দেশকালোপযুক্ত পরামর্শ আছে, তাহাও বলুন, আমি যত্নপূর্ব্বক সে সকল পালন করিব।”

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বিদুর-প্রত্যাখ্যানে ভীত ধৃতরাষ্ট্রের তদীয় অন্বেষণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান বিদুর পাণ্ডবগণের আশ্রমে গমন করিলে পর মহাপ্রজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সন্ধি-বিগ্রহবিষয়ক বিশেষ প্রভাব ও তন্নিবন্ধন পাণ্ডবগণের সাতিশয় বৃদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে সমধিক পরিতপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি সভাদ্ধারে আগমনপূর্ব্বক বিদুরবিরহে বিমোহিত ও ভূপতিগণ-সমক্ষে নিপতিত হইয়া বিচেতন হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমীপস্থিত সঞ্জয়কে কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পরমধার্ম্মিক বিদুর আমার ভ্রাতা ও প্রণয়পবিত্র মিত্র; আদ্য তাহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে; তুমি শীঘ্র তাহাকে আনয়ন কর।” মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া ভ্রাতৃবিরহে সাতিশয় কাতর হইয়া স্নেহবশতঃ পুনরায় সঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, “হে সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র গিয়া জান যে, আমার সেই ভ্রাতা জীবিত আছেন কি না? আমি নিতান্ত পাপাত্মা, রোষাভরে সেই প্রিয়তম ভ্রাতাকে অপসারিত করিয়াছি। সেই অমিতবুদ্ধি পরমপ্রাজ্ঞ বিদুর কখন আমার নিকট অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই, আমি বিনাপরাধে তাহার অপমান করিয়াছি। হে সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে আনয়ন কর, নচেৎ আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।”

সঞ্জয়ের কাম্যাকবনে গমন-বিন্দুরসাক্ষাৎকার

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া সত্বর পাণ্ডবগণাধিষ্ঠিত কাম্যাকবনে প্রস্থান করিলেন এবং গিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রৌরবচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক মহাত্মা বিদুর, ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া দেবগণপরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি সত্বর তাঁহাদের সমীপে

সমুপস্থিত হইয়া অগ্রে যুধিষ্ঠির, পরে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে বন্দনা করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে সঞ্জয় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বিদুরকে আপনার আগমন-করণ কহিতে লাগিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ করিতেছেন, অতএব হে কুরুনন্দন! মহারাজের নিয়োগানুসারে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ত্বরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ কিরয়া তাঁহার জীবন রক্ষা কর।"

স্বজনবৎসল ধীমান বিদুর সঞ্জয়বাক্য শ্রবণানন্তর যুধিষ্ঠিরের অনুমতিগ্রহণ করিয়া পুনরায় হস্তিনানগরে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রতাপশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমার পরম ভাগ্য যে, তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া পুনরায় আমার নিকট আসিয়াছ। আমি অদ্য তোমার নিমিত্ত দিবারাত্র জাগরিত থাকিয়া মনে মনে আপনার বিচিত্র দেহ দেখিতেছি।" মহাতেজঃ অম্বিকানন্দন এই বলিয়া বিদুরকে ক্রোড়ে আনয়নপূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং 'হে ভ্রাতঃ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর' বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, "হে রাজন! আমি ক্ষান্ত হইয়াছি, আপনি আমার পরম গুরু, আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্বরায় এখানে আসিয়াছি। হে ভরত-কুলতিলক! পাণ্ডবগণ ও আপনার পুত্রগণ উভয়েই আমার পক্ষে সমান, কিন্তু অদ্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে দীন দেখিয়া আমার মন তাহাদিগের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছে। অতএব তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করা পরম পবিত্র কর্ম্ম। দেখুন, ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরা সততই দীনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।" মহাত্মা বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া সমুচ্ছলিত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

৭ম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রসমীপে বিদুরাগমনে দুর্য্যোধনের দুশ্চিন্তা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পুনরায় বিদুর আসিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইল। মহামোহে অভিভূত দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিল, "ঐ দেখ, ধৃতরাষ্ট্র-মন্ত্রি বিদ্বান বিদুর আসিয়াছেন। উনি পাণ্ডুপুত্রগণের পরম সুহৃৎ ও একান্ত হিতৈষী, উনি যে পর্য্যন্ত পিতাকে পাণ্ডবানয়নে কৃতনিশ্চয় না করেন, তাবৎ আমার হিতমন্ত্রণা কর। হে সুহৃদগণ! যদি আমি পাণ্ডবগণকে পুনরায় এখানে আগত দেখি, তাহা হইলে নিতান্ত সন্তপ্ত ও একান্ত মূর্চ্ছিত হইব সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, বরং উদ্বন্ধন, বিষ, শস্ত্র বা অগ্নি দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি তাহাদিগকে সম্পত্তিশালী দেখিতে পারিব না।"

তখন শকুনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে রাজন! তুমি কি নিমিত্ত নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় এইরূপ অনিষ্টচিন্তা করিতেছ? পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যপরায়ণ, তাহারা যখন প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছে, তখন কদাচ তোমার পিতার অনুরোধে এখানে আসিবে না। তবে যদিও

তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বচনানুরোধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এখানে আইসে, তাহা হইলে আমরা সকলে একমত হইয়া মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে গোপনে কেবল পাণ্ডবগণের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইব।”

তখন দুঃশাসন শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল! আপনি যাহা যখন কহেন, তাহা আমার নিতান্ত উপযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তির একমাত্র কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।”

কর্ণ কহিলেন, “হে রাজন! আমরা সকলেই ঐকমত্য ধু অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি। তাহারা আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কদাচ আসিবে না, যদিও মোহপ্রযুক্ত হইয়া আইসে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাদিগকে কপটদ্যূতে পরাজয় করা যাইবে।”

পাণ্ডবনিধনে কৌরবগণের উদ্‌যোগ

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনতিহৃষ্টমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধনের অভিপ্রেত বুঝিতে পারিয়া ক্রোধবিস্ফারিতলোচনে দুঃশাসন, শকুনি ও দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে ভূপতিগণ! তোমরা আমার পূর্বোক্ত বাক্যে অসম্মত হইয়াছ, এক্ষণে আমার আর এক মত শ্রবণ করা। আমরা কিঙ্করের ন্যায় মহারাজের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব, উহার অধীন না হইলে কখনই প্রিয় হইতে পারিব না। এক্ষণে চল, সকলে একত্র হইয়া বর্ম্মধারণ ও অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া কাননস্থ পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে গমন করি। পাণ্ডবগণ শমনভবনে গমন করিলে উভয় কুলের মধ্যে আর কোন বিবাদ থাকিবে না। যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ ব্যথিত, শোকযুক্ত ও মিত্রবিহীন থাকে, তাবৎ আমার এই মতানুসারে কর্ম্ম করিতে পরিবে।” দুর্য্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসন কর্ণের এই বাক্য-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টচিত্তে বারংবার ঐ বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল এবং ক্রোধাভরে পৃথক পৃথক রথে আরোহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

তাহারা প্রস্থান কিরলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুদ্বারা বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদিগের নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। পরিশেষে প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

৮ম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের দুর্ব্বাসনায় ব্যাসের নিষেধ

“হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি সমস্ত কৌরবগণের হিতার্থে যাহা কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করা। হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া বনে গমন করাতে আমার নিতান্ত অপ্রীতি জন্মিয়াছে। ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাহারা অশেষবিধ স্বীয় দুঃখ স্মরণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবশ্যই বৈরানির্য্যাতন করিবে। হে রাজন! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; ঐ পাপাত্মা কি নিমিত্ত রাজ্যলোভে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের হিংসা করে? তুমি ঐ দুরাত্মাকে নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত কর, নচেৎ ও বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ

করিতে গিয়া আপনিই কালগ্রাসে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তুমি ও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ আমাদের ন্যায় সাধু। হে প্রাজ্ঞবর! স্বজনের সহিত বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয়; তুমি সেই অধর্ম্ম ও কীর্ত্তিলোপকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। হে রাজন! লোকে পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ অনুরাগ করে, তুমি তাঁহার বিপরীত করিলে নিতান্ত অন্যায়াচরণ করা হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তোমার এই দুষ্টপুত্র দুর্য্যোধন একাকী পাণ্ডবগণের নিকট বনে গমন করুক। যদি উহার হৃদয়ে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র বাসনিবন্ধন স্নেহের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যাহার জন্মাবধি যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে, সে না মরিলে তাহা কদাচ যায় না। যাহা হউক, এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও তুমি এ বিষয়ে কি বিবেচনা করিতেছ? যাহাতে উত্তরকালে তোমাদের মঙ্গল হয়, এমন উপায় স্থির কর।”

৯ম অধ্যায়

ব্যাসকর্ত্তৃক ইন্দ্র-সুরভি বৃত্তান্তকথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ভগবন দেবর্ষে দ্যূতে আমার তাদৃশী ইচ্ছা ছিল না, বোধ হয়, বিধাতা আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া দেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারী ইহাদিগেরও এ বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। তৎকালে সকলের বুদ্ধিভ্রংশপ্রযুক্তই দ্যূতারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে আমি সবিশেষ জানিয়াও স্নেহবশতঃ নিতান্ত দুর্বোধ দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।” ব্যাসদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, “মহারাজ! তুমি যাহা কহিলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পুত্রই শ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহলোকে পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। অধিক কি, গোমাতা সুরভি অজস্র অশ্রুপাতদ্বারা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রেরও এই বিষয়ে সম্যক বোধ জন্মাইয়া দেন। তদবধি ইন্দ্রদেব পুত্র অপেক্ষা অন্যবিধ সমৃদ্ধ পদার্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন না। এক্ষণে ইন্দ্র-সুরভি-সংবাদ-নামক অত্যুত্তম এক উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বকালে একদা দেবলোকে সুরভি রোদন করিতেছিলেন। দেবরাজ তদ্দর্শনে কারুণ্যরসপরবস হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ‘হে শুভে! তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? দেবতা, মনুষ্য ও নাগগণের ত’ কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?” সুরভি কহিলেন, “হে ত্রিদশনাথ! ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি অশুভঘটনা দৃষ্ট হইতেছে না। আমি কেবল পুত্রদুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছি। ঐ দেখুন, নির্দ্দয় লোকেরা লাঙ্গলে নিযুক্ত করিয়া কশাঘাতদ্বারা আমার দুর্ব্বল পুত্রদিগকে প্রহার ও সমধিক যন্ত্রণা দিতেছে দেখিয়া আমি সাতিশয় করুণাবিষ্ট হইয়াছি, আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে। উহাদিগের মধ্যে একটি মহাবল; এই নিমিত্ত সমধিক ভার বহন করিতে সমর্থ; দ্বিতীয়টি নিতান্ত দুর্ব্বল, কৃশ ও শিরাব্যাপ্তশরীর; সুতরাং অতি কষ্টে অল্পভার বহন করিতেছে। হে দেবরাজ! দেখুন, কশাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ভারবহন করিতে সমর্থ হইতেছে না; এই নিমিত্ত আমি

শোকে অভিভূত ও দুঃখে পীড়িত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুলালোচনে রোদন করিতেছি।' ইন্দ্র কহিলেন, "হে শোভনে! তোমার আহত সহস্র পুত্রের মধ্যে যদি একটি বিনষ্টই হয়, তাহাতে ক্ষোভ বা পরিতাপের বিষয় কি?" সুরভি প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে শত্রু! যদিও আমার পুত্র সহস্রসংখ্যক, তথাচ তাহাদিগের উপর আমার আন্তরিক ভাব একরূপই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে যে দীন ও সাধু, আমি তাহাকে সমধিক কৃপা করিয়া থাকি।"

ব্যাসদেব এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র সুরভির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তদবধি তিনি পুত্রকে প্রাণাধিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে কৃষীবলের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত অজস্র মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"হে নরনাথ! সুরভি যেরূপ কহিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমারও যেন পুত্রগণের প্রতি আন্তরিক ভাব সমান থাকে। বিশেষতঃ সহায়হীন দীনের প্রতি সমধিক কৃপাদৃষ্টি করা কর্ত্তব্য; দেখ, আমি তোমাকে ও মহামতি বিদুরকে পুত্রসদৃশ জ্ঞান করি, কখন ভিন্ন বোধ করি না; অতএব স্নেহবশতঃ যাহা বলি, তাহা প্রতিপালন করা। তোমার একশত এক পুত্র; কিন্তু পাণ্ডুরাজের কেবল পাঁচ পুত্র; তাহারাও নিতান্ত দুঃখভারে আক্রান্ত ও হীনবল হইয়া আছে। ঐ নিরাশ্রয় পুত্রপঞ্চক কি প্রকারে জীবিত থাকিবে ও কিরূপেই বা অভ্যুদয়লাভ করিবে, এই চিন্তায় আমার মন সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। হে মহারাজ! যদি তুমি কৌরবদিগের প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে শান্ত ও ক্ষান্ত হইতে আদেশ কর।"

১০ম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রসভায় মৈত্রেয় মুনির আগমন

ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসবোক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি ও এই সকল মহীপালেরাও তাঁহার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন। কৌরবহিতার্থে আপনি যেরূপ সদ্বিবেচনা করিয়াছেন, মহামতি বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমাকে তাহাই কহিয়াছেন। অতএব যদি আমি আপনার অনুগ্রহভাজন হই ও কুরুগণের প্রতি আপনার অকৃত্রিম স্নেহ থাকে, তাহা হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বিশেষরূপে অনুশাসন করুন।"

ব্যাসদেব কহিলেন, "হে রাজন! ভগবান মৈত্রেয় পাণ্ডবগণের অন্বেষণ করিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এখানে আসিতেছেন; তিনি কুলের হিতার্থে তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ন্যায়ানুরূপ অনুশাসন করিবেন। মহারাজ! তিনি যে কার্য্যের আদেশ কিরবেন, তাহা অবিমঙ্কিতচিত্তে নির্ব্বাহ করিতে হইবে; তদীয় আজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে তিনি ক্রোধাভরে তোমার পুত্রকে অভিসম্পাত করিবেন, সন্দেহ নাই।" মহামুনি ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, মহর্ষি মৈত্রেয় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক মহর্ষির সৎকার করিলেন। তিনি যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিগতক্রম হইলে রাজা

জিজ্ঞাসিলেন, “ভগবন্! কুরুজঙ্গল হইতে আসিবার সময় পথিমধ্যে ত’ কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই? পাণ্ডবেরা ত’ কুশলে আছেন? তাঁহারা কি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন? কৌরবদিগের সৌভ্রাত্র ত’ উচ্ছিন্ন হইবে না?”

মৈত্রেয়ের কুরুপাণ্ডব-সন্ধি প্রস্তাব

মৈত্রেয় কহিলেন, “মহারাজ! তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একদা কুরুজঙ্গলে উপনীত হইয়া দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ কাম্যাকবনে বাস করিতেছেন। সেই জটাজিনধারী তপোবনানিবাসী মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কতিপয় তাপস সমাগত হইলেন। তথায় তোমার পুত্রগণের গহিত্যাচরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া সেই কপটদ্যূতরূপ অন্যায়াচরণনিবন্ধ মহাদ্‌ভয় উপস্থিত হইল। অনন্তর কুরুকুলের কুশলার্থে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে মহারাজ! তোমার প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি ও স্নেহ আছে, এই নিমিত্ত বলিতেছি, তুমি ও ভীষ্ম জীবিত থাকিতে তোমার পুত্রেরা পরস্পর এরূপ বিরোধ করে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি স্বয়ং সন্ধিবিগ্রহকার্য্যে অদ্বিতীয় হইয়া উপস্থিত এই ঘোরতর অন্যায়ের প্রতি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ? হে কুরুনন্দন! সভামধ্যে যে সকল দুষ্টলোকচারিত বিগহিত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, অনুক্ষণ তপস্বিসংসর্গ করিলেও তোমার সেই দোষধ্ববান্ত [দোষান্ধকার—পাপমালিন্য] অপসৃত হইবে না।

অনন্তর ভগবান মৈত্রেয় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মধুর বাক্যে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিও না। কুরুকুল, পাণ্ডবকুল ও পৃথিবীর সমস্ত লোকের প্রিয়কার্য্য-সাধনে তৎপর হও। সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা মহাবলপরাক্রান্ত, অনুপম যোদ্ধা, সত্যসন্ধ, দৃঢ়কায়, বজ্রসার [হাতীর শুড়ের ন্যায়] প্রাণ ও পুরুষকারসম্পন্ন। তাহারা দেবদ্বেষী হিড়িম্ব, বক, কিমীর প্রভৃতি কামরূপী রাক্ষস-সকল নিহত করিয়াছেন। একদা সেই মহাত্মারা রজনীযোগে বারণাবতনগর হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, পথিমধ্যে দুরাত্মা কিমীর নিশাচর তাঁহাদিগের মার্গারোধ করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। ব্যাঘ যেমন অবলীলাক্রমে ক্ষুদ্রপ্রাণ মৃগকুল নিমূল করে, তদ্রূপ সাহসপ্রিয়, রণবিশারদ ভীমসেন সেই দুর্বৃত্ত নিশাচরের প্রাণসংহার করিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া অমিতবলশালী জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? বাসুদেব তাহার পরম আত্মীয় ও দ্রৌপদেরা তাঁহার শ্যালক। অতএব জরামরণশালী মনুষ্যের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে, ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? হে রাজন! আমি বলিতেছি, অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইও না।”

দুর্য্যোধনের প্রতি মৈত্রেয়ের অভিশাপ

দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন মৈত্রেয়ের বচন শ্রবণ করিয়া করিকরাকার [দারুণ আশঙ্কাযুক্ত] স্বীয় ঊরুদেশে করাঘাত করিল ও হাসিতে হাসিতে চরণাঙ্গুষ্ঠীদ্বারা ভূমি বিলিখন করিয়া অবাঙ্মুখে রহিল, কিছুমাত্র উত্তর করিল না। মহামুনি মৈত্রেয় দুর্য্যোধনের এইরূপ উপেক্ষা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও বিধিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক তাহাকে

অভিসম্পাত করিলেন, “হে অভিমানিন ধার্ত্তরাষ্ট্র! তুমি আমাকে অনাদর করিয়া যেমন আমার বাক্য উপেক্ষা করিলে, অচিরাৎ সেই অভিমানের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। অনতিকালমধ্যে ত্বদীয় বিদ্রোহমূলক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, সেই যুদ্ধে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন করিবেন।” মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র মুনির শাপ-শ্রবণে ভীত হইয়া বহুবিধ উপায় দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করিলেন ও শাপবিমোচনের নিমিত্ত অশেষ প্রকার অনুনয় করিতে লাগিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, “রাজন! যদি তোমার পুত্র পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করে, তাহা হইলে শাপবিমোচন হইবে, নতুবা কখন আমার এ শাপ নিস্ফল হইবে না।” তখন ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভো! ভীমসেন কিরূপে কিমীর-নামক নিশাচরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন?” মুনি কহিলেন, “তোমার পুত্র আমার বাক্যে আস্থা করে নাই, অতএব আমি আর কিছুই বলিব না। আমি প্রস্থান করিলে তুমি বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করিবেন।” এই কথা বলিয়া মৈত্রেয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলে দুর্য্যোধন সাতিশয় উৎকলিকাকুল হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

আরণ্যকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১১শ অধ্যায়

কির্ম্মীরবধপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে ক্ষত্তঃ! কিরূপে ভীমের সহিত কির্ম্মীর নিশাচরের যুদ্ধ-ঘটনা হয় ও রাক্ষসই বা কিরূপে নিধনপ্রাপ্ত হয়, আমি তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি সবিস্তর বর্ণন কর।” বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! ভীমের কার্য্যসকল অলৌকিক, তাহা শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়, প্রায়ই কথাপ্রসঙ্গে ঐ সকল বর্ণিত হইয়া থাকে।

“হে রাজেন্দ্র! দ্যূতপরাজিত পাণ্ডবেরা এ স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইলে তিন দিবস অহোরাত্র গমন করিয়া অতিভীষণ নিশীথসময়ে নরমাংসলোলুপ ভয়ঙ্কর নিশাচরগণসমাকীর্ণ কাম্যকবনে উত্তীর্ণ হইলেন। তাপসাগণ ও বনচারী গোপ-সকল নিশাচরভয়ে সেই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরতর প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছে। পাণ্ডবেরা তথায় প্রবেশ করিবামাত্র উল্মূকধারী [মশালের ন্যায় জ্বলন্ত কাষ্ঠের আলোক] প্রচণ্ডাকৃতি প্রদীপ্তনয়ন এক রাক্ষসকে সম্মুখীন দেখিলেন। তাহার আরক্ত চক্ষুদ্বয় অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত, শিরোরুহ-সকল সুদীর্ঘ ও উজ্জ্বল এবং দশনরাজি সাতিশয় ধবলবর্ণ; দেখিবামাত্র বোধ হয়, যেন নিবিড় জলদাবলিতে সূর্য্যকিরণ, তড়িম্মালা ও বলাকপঙক্তি সম্পৃক্ত হইয়াছে। সে সুদীর্ঘ বাহুযুগল বিস্তার ও ভয়ানক মুখমণ্ডল ব্যাদানপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পথবিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার রাক্ষসীমায়া বিস্তার ও ঘোরতর ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার নিনাদে তত্রত্য সমস্ত জলচর, স্থলচর ও বিহঙ্গমগণ সন্ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগ, মহিষ, শার্দ্দুল, বরাহ, ভলুক প্রভৃতি জন্তুসকল শশব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে বনস্থল সমাকুল ও অত্যন্ত উপদ্রুতের ন্যায় বোধ হইতে

লাগিল। বিপ্রকৃষ্ট লতা-সকল তাহার উরুবাতাভিহিত হইয়া তাম্রবর্ণ পল্লবরূপ বাহুদ্বারা পাদপদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই মহাবেগবান বায়ুদ্বারা রাশি রাশি ধূলি সমুত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ঘোরতর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত হইল। সেই দুর্বৃত্ত পাণ্ডবারি পাণ্ডবদিগের বনবাসের বিলক্ষণ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা তাহাকে জানিতে পারেন নাই, কিন্তু সে দূর হইতে কৃষ্ণজিনধারী পাণ্ডবদিগকে লক্ষ্য করিয়া মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় সেই বনের দ্বার অবরোধ করিয়া রহিল। কমললোচনা দ্রৌপদী সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণমূর্ত্তি-সন্দর্শনে ত্রস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া নয়নযুগল নিমীলন করিবামাত্র পাণ্ডবেরা ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিলেন। একে দুঃশাসনের আকর্ষণে তদীয় কেশপাশ বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে আবার তিনি নিশাচরদর্শনে ভীত হইয়া পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যস্থিত হইয়া রহিলেন; ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পর্ব্বতমধ্যগ স্রোতস্বতী সমধিক সমাকুল হইয়া রহিয়াছে।

"অনন্তর ধৌম্য মহাশয় নিশাচরনাশক বিবিধ মন্ত্রপ্রয়োগদ্বারা করিলেন। মায়া বিনষ্ট হইলে সেই কামরূপী মহাবল পরাক্রান্ত লোহিতলোচন নিশাচরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কাহার পুত্র? তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে বল? রাক্ষস কহিল, "আমি বকের ভ্রাতা, আমার নাম কির্ম্মীর; এই জনশূন্য কাম্যাকবন আমার আবাসস্থান। প্রতিদিন যুদ্ধনির্জ্জিত নরমাংসদ্ধারা আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করি। তোমরা কে আমার ভক্ষ্যভূত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ? অতএব তোমাদের সকলকেই যুদ্ধে পরাভব করিয়া সুস্থশরীরে ভক্ষণ করিব।" যুধিষ্ঠির সেই দুরাত্মার নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া স্বীয় নাম-গোত্র প্রভৃতি সমস্ত পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, কহিলেন—"আমি পাণ্ডুর তনয়, আমার নাম ধর্ম্মরাজ, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। আমি হৃতরাজ্য হইয়া বনবাসবাসনায় ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তোমার অধিকারে আসিয়াছি।"

কির্ম্মীর কহিল, "কি সৌভাগ্যের বিষয়! দেবানুগ্রহে আমার চিরাভীষ্ট বস্তু অদ্য গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, ভীমের বধার্থে উদ্যতায়ুধ হইয়া আমি সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি, কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাই নাই, আদ্য ভাগ্যক্রমে বহুকালের পর মদীয় ভ্রাতৃনিহন্তা সেই দুরাচারকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যে দুরাত্মা ভীম বেত্রকীয় বনে কপট ব্রাহ্মণরূপ ধারণা করিয়া আমার ভ্রাতা বকের প্রাণসংহার করিয়াছে, স্বীয় বলে নহে, কেবল বিদ্যাবল অবলম্বনপূর্ব্বক যে আমার প্রিয়সখা হিড়িম্বকে নিহত করিয়া তাহার ভগিনীকে হরণ করিয়াছে, সেই পাণ্ডব অস্মৎপ্রচারকাল অর্দ্ধরাত্রে মদ্ভুজরক্ষিত এই বনে স্বয়ং সমাগত হইয়াছে; অতএব অদ্য চিরসম্ভূত বৈরানিল নির্ব্বাণ করিব। অদ্য ইহার অপরিমিত শোণিতসলিলে ভ্রাতা ও বন্ধুর তর্পণ করিয়া আমি তাহাদিগের নিকট অঋণী হইব। অদ্য বদ্ধমূল রাক্ষসকুলকণ্টক ভীমসেনকে কালভবনে প্রেরণ করিয়া শান্তিলাভ করিব। হে যুধিষ্ঠির! যদিও ভীমসেন আমার ভ্রাতার নিকট পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু যেমন অগস্ত্য মহাসুর বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমার সমক্ষে বৃকোদরকে ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিব।"

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাক্ষসকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ক্রোধাভরে তাহাকে ভৎসনা করত কহিলেন, “তোমার এই দুষ্টাভিসন্ধি কখনই সিদ্ধ হইবে না।”

“অনন্তর মহাবাহু ভীম এক প্রকাণ্ড দশব্যামপরিমিত মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন; বিজয়ী অর্জ্জুনও নিমেষমধ্যে বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় গাণ্ডীবাশরাসনে জ্যা-রোপণ করিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে নিবারণ করিয়া দ্রুত পদসঞ্চারে রাক্ষসসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা কহিলেন। পরে ক্রোধাভরে: বাহাস্ফোটন, করতলে কর-বিমর্দ্দন ও দশনে ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক পাদপায়ুধসহায় হইয়া বেগে রাক্ষসের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র যেমন প্রচণ্ডবেগে বজ্রঘাত করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কালদণ্ডসদৃশ সেই মহীরুহদ্বারা রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিলেন। সে অব্যাকুলিতচিত্তে ভীমকৃত প্রহারের নির্য্যাকরণপূর্ব্বক জ্বলিত কুলিশের [বজ্রের] ন্যায় প্রদীপ্ত উল্মুকাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ভীম বামপাদদ্বারা তাহা দূরীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধপূর্ণ কির্ম্মীর এক বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ যমের ন্যায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বে স্ত্রীর নিমিত্ত বালী ও সুগ্রীবের যেমন ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ ভীম ও কির্মীরের তুমুল বৃক্ষযুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অগণ্য বন্যপাদপ বিনষ্ট হইল। যেমন মত্ত মাতঙ্গযুথের বিলোড়নে কমলিনীদল বিদলিত হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত বীরযুগলের মস্তকাঘাতে মহীরুহ-সকল শতধা বিদীর্ণ ও উন্মলিত হইতে লাগিল। অনেকানেক পাদপ মৌঞ্জীতৃণের [শরমুঞ্জের] ন্যায় জর্জ্জরীভূত হইয়া চীর [ছিন্নবস্ত্র] সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে মুহুর্ত্তকাল উভয়ের : বৃক্ষযুদ্ধ হইল। অনন্তর নিশাচর রোষ-পরবশ হইয়া এক শিলা উত্তোলনপূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবল ভীম তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না দেখিয়া সেই দুর্বৃত্ত অধিকতর কোপাবিষ্ট হইল। রাহু যেমন বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক সূর্য্যকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ সে ভীমাভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। তখন তাঁহারা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ ও আকর্ষণ করাতে প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। নখদংষ্ট্রায়ুধ ভীষণাকার ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের যুদ্ধ অতীব ভয়ঙ্কর ও তুমুল হইয়া উঠিল। অসাধারণবালদর্পিত বৃকোদর সভামধ্যে দ্রৌপদীর আনয়ন ও দুর্য্যোধনকৃত নানাপ্রকার অবমাননাবশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে যেমন এক মত্ত মাতঙ্গ বিদার্ণগাণ্ড অপর মত্ত মাতঙ্গকে কর [শুড়] দ্বারা আক্রমণ করে, তদ্রূপ ভীমসেন রাক্ষসকে ও রাক্ষস ভীমসেনকে বাহুদ্বারা আক্রমণ করিতে লাগিল। রাক্ষস তাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি বাহুবলে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পরাক্রান্ত বীরযুগলের ভুজনিষ্পেষহেতু ঘোরতর চপপট-ধ্বনি হইতে লাগিল। যেমন প্রচণ্ড বায়ু বৃক্ষকে ঘূর্ণিত করে, তদ্রূপ মহাবল ভীম রাক্ষসের মধ্যদেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে চালিত করিতে লাগিলেন। নিশাচর ভীমের ঘর্ষণে নিতান্ত দুর্ব্বল ও কম্পিত হইয়াও প্রাণপণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বৃকোদার রাক্ষসকে একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া পশুবন্ধনের ন্যায়, করপাশে বন্ধন করিলে সে তখন তুমুল ভেরীনির্ঘোষের ন্যায় চীৎকারস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ভীম পুনর্ব্বার তাহাকে ঘূর্ণিত করাতে সে কম্পিত ও বিচেতন হইয়া পড়িল। বৃকোদর এইরূপে তাহাকে জ্ঞানশূন্য ও অবসন্ন জানিয়া তদীয় কটিদেশে জানুপ্রদানপূর্ব্বক হস্তদ্বারা গলদেশ নিপীড়িত করিয়া পশুর

ন্যায় বধ করিলেন। পরিশেষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত ও নয়নযুগল বিদ্ধ করিয়া ভূতলে ঘর্ষণ করিতে করিতে এই কথা কহিলেন, "অরে পাপাত্মা রাক্ষসাধম! তুই যমসদনে গমন করিলেও হিড়িম্ব ও বক কখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে না।" তদনন্তর অমর্ষপূর্ণ বৃকোদর বস্ত্রাভরণ-বিহীন, বিকম্পিত্যকলেবর ও গতাসু সেই রাক্ষসকে, পরিত্যাগ করিলেন। সেই কৃষ্ণকায় নিশাচর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে নরেন্দ্রপুত্রেরা দ্রৌপদীকে অগ্রে করিয়া ভীমের ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়া দ্বৈতবনে চলিলেন।

১২শ অধ্যায়

অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা দুঃখ-সন্তপ্ত পাণ্ডবগণ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া দর্শনার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। পাঞ্চলের জ্ঞাতিবর্গ, চেদিদেশাধিপতি ধৃষ্টকেতু ও ত্রিলোকবিশ্রুত মহাবীর্য্য কৈকেয় ইঁহারা রোষকষায়িত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিন্দা করিতে করিতে পাণ্ডবসন্নিধানে গমন করিলেন ও ইতিকর্ত্তব্যতার আন্দোলন করিয়া অনতিকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে পুরস্কৃত ও যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। সকলে উপবেশন করিলে কৃষ্ণ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া অতি দীনমনে কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী অবশ্যই দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই দুষ্টচতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবে। আমরা ইহাদিগকে রণশায়ী করিয়া ইহাদিগের অনুগত লোক ও অন্যান্য নৃপতিবর্গকে পরাজয়পূর্ব্বক আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। মহারাজ! যে ব্যক্তি ঘৃণিতলোকের অনুগামী হয় সেও বধ্য, এই সনাতন ধর্ম্ম।"

অর্জ্জুনের কৃষ্ণস্তুতি

এই সমস্ত কথা কহিতে কহিতে কৃষ্ণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তৎকালে বোধ হইল যেন তিনি লোকসকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 'অর্জ্জুন সেই অমিততেজাঃ, প্রজাপতিপতি, ত্রিলোকনাথ কৃষ্ণকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া তদীয় পূর্ব্বদেহের কর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, "হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি যাত্রয়োয়ংগৃহ [যেখানে সন্ধ্যা, সেইখানে গৃহ-যাহার। নির্দ্ধারিত গৃহ নাই, সন্ধ্যার সময় যেখানে উপস্থিত হয়, সেইখানেই থাকিয়া যায়] মুনি হইয়া দশ-সহস্র বৎসর গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিচরণ করিয়াছিলে। তুমি পুষ্করতীর্থে কেবল জল পান করিয়া একাদশসহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলে। তুমি অতি বিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক শত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। তুমি সরস্বতীতীরে উত্তরীয়-বস্ত্রবিবর্জ্জিত, শীর্ণ ও শিরাব্যাপ্তশরীর হইয়া দ্বাদশবার্ষিক গুজ্জকালে অবস্থান করিয়াছিলে। তুমি সাধুজনসেব্য প্রভাসিতীর্থে যজ্ঞারম্ভ করিয়া দেবপরিমিত [ব্রাহ্ম বৎসর—মানুষের একবৎসরে ব্রহ্মার একদিন। সুতরাং মানুষের তিনশত পঁয়ষট্টি বৎসরে ব্রহ্মার একবৎসর] দশসহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। হে কৃষ্ণ! ব্যাস আমাকে কহিয়াছেন যে, লোকপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। হে কেশব! তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বভূতের আদি ও অন্ত; তুমি তপোনিধান ও নিত্যস্বরূপ। তুমি ভৌম নরককে উন্মলিত করিয়া মণিময়-কুণ্ডল আহরণপূর্ব্বক অতি পবিত্র প্রাথমিক অশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। হে নরোত্তম! তুমি এই সকল কর্ম্ম করিয়া দুর্দান্ত দৈত্যদানবদল সংহারপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে সর্বেশ্বরত্ব প্রদান করিয়াছ; তুমি নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তুমিই নারায়ণ, হরি, ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, ধর্ম্ম, বিধাতা, যম, অনল, অনিল, বৈশ্রবণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী,

দশদিক, অজ, চরাচরগুরু ও স্রষ্টা। তুমি পরমপবিত্র চৈত্ররথ-কাননে বহুবিধ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে অর্চনা করিয়াছ। তুমি প্রতি যজ্ঞে যথাযোগ্য ভাগানুসারে শত-সহস্র সুবর্ণ দান করিয়াছ। হে যাদবনন্দন! তুমি দেবমাতা অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রকনিষ্ঠ বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়া তিনপদে পৃথিবী, আকাশ ও সূর্য্যলোকে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বকীয় তেজদ্বারা দিবাকরকে প্রদীপ্ত করিয়াছ। তুমি সহস্র সহস্রবার প্রাদুর্ভূত হইয়া অধর্ম্মপরায়ণ অসুরগণকে সংহার করিয়াছ। তুমি মৌরবপাশ [অন্ত্রতন্তুপাশ—নাড়ীনির্ম্মিত রজ্জু; নিসুন্দ-নিরকের ঐরোপ অস্ত্র ছিল] ছিন্ন করিয়া নিসুন্দ ও নরক-নামক অসুরদিগকে নিহত করিয়া প্রাগজ্যোতিষ দেশের গমনমার্গ নিষ্কণ্টক করিয়াছ। তুমি জারূখী-দেশে আহ্বতি, ক্রাথ, সপক্ষ, শিশুপাল, জরাসন্ধ, শৈব্য ও শতধন্বাকে পরাজয় করিয়াছ। তুমি জলধারাবৎ গভীর-রবসম্পন্ন, সূর্য্যসঙ্কাশরথে আরোহণপূর্ব্বক রুক্মিরাজকে পরাজিত করিয়া তদীয় ভগিনী রুক্মিণীকে সহধর্ম্মিণী করিয়াছ। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন, কসেরুমান্, যবন, সৌভাপতি শাল্ব ও সৌভনগর সংহার করিয়াছ। তুমি ইরাবতীতে কর্ত্তবীর্য্যসম বীর্য্যবান ভোজরাজ, গোপতি ও তালকেতুকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি পবিত্রা ভগবতী। ঋষিকা ও দ্বারকা নগরীকে আত্মসাৎ করিয়া মহাসাগরের অন্তর্গত করিবে। হে মধুসূদন! তুমি নৃশংসাচার, কপটব্যবহার, ক্রোধ ও মাৎসর্য্যের বিষয়ীভূত নহ এবং মিথ্যা কথা কদাচ মুখে উচ্চারণ কর না। মহর্ষিগণ যজ্ঞায়তনস্থিত, প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত তোমার সম্মুখীন হইয়া অভয়প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হে ভূতভাবন! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তুমি ভূতজাত সঙ্কুচিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়াছিলে। সর্ব্বজগতের স্রষ্টা, চরাচরগুরু ব্রহ্মা যুগপ্রারম্ভে তোমার নাভিসরোরুহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। অতি দুর্দান্ত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদর্শনে তুমি ক্রোধ জ্বলিত হইয়া ভগবান শূলপাণি ত্রিলোচনকে স্বীয় ললাটদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলে। আমি নারদমুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা ও শাম্ভূ এইরূপে তোমারই দেহ হইতে সম্ভূত হইয়া তোমারই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। হে নারায়ণ! তুমি পূর্ব্বে চৈত্ররথ-কাননে ভূরিদক্ষিণ মহাসত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলো। তুমি বাল্যকালে বলদেবের সহায়তা লাভ করিয়া যে-সমস্ত আলোকসামান্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলে, তাহা কোন কালেই হয় নাই ও হইবে, ইহাও সম্ভবপর নহে। তুমি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলো।”

অর্জ্জুন এইরূপে কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করিয়া তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে পার্থ! তুমি আমার, আমি তোমার; আমার অধিকৃত সমস্ত দ্রব্যে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তোমাকে দ্বেষ করিলে আমাকেও দ্বেষ করা হয়। তুমি নর, আমি নারায়ণ; আমরা কালক্রমে নরনারায়ণরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমাদের অন্তর অবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। ফলতঃ তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই।”

দ্রৌপদীর কৃষ্ণস্তব

নারায়ণের বাক্যাবসানে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা শরণার্থিনী দ্রৌপদী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই বীরসমবায়ে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সুখাসীন পুণ্ডরীকাক্ষকে কহিলেন, "হে মধুসূদন! অসিত ও দেবল তোমাকে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জমদগ্নি তোমাকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, যাগকর্ত্তা ও যজনীয় কহিয়াছেন। মহর্ষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কশ্যপ কহিয়াছেন, তুমি সত্য হইতে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে ভূতভাবন ভগবান! নারদ তোমাকে সাধ্যদেব ও প্রমথগণের ঈশ্বরের ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাদৃশ বালকেরা ক্রীড়নক [ক্রীড়াসামগ্রী—পুতুল প্রভৃতি] দ্বারা ক্রীড়া করে, হে পুরুষপ্রধান! তুমিও সেইরূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে লইয়া বারংবার ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সনাতন পুরুষ; তোমার মস্তকদ্বারা সুরলোক ও পাদদ্বয়দ্বারা ভূলোক ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক তোমার জঠরদেশে অবস্থিতি করিতেছে। তুমিই তপঃক্লেশাভিতপ্ত ও আত্মদর্শন-পরিতৃপ্ত তাপসাগণের একমাত্র গতি। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বধর্ম্মোপপন্ন পুণ্যশালী সমরশূর রাজর্ষিদিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়। তুমি প্রভু, বিভু ও ভূতাত্মা; তুমিই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছ। লোকপাল, লোকসমুদয়, নক্ষত্রগণ, দশদিক, আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমুদয় তোমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ভূতনিবহের মর্ত্ত্যতা ও নির্জ্জর [জরামরণরহিত—দেবতা]গণের অমরত্ব প্রভৃতি আলোকসামান্য কার্য্য-সকল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে মধুসূদন! তুমি কি দিব্য, কি মানুষ, সকল ভূতেরই ঈশ্বর; অতএব আমি এক্ষণে প্রণয়প্রযুক্ত তোমার সমক্ষে দুঃখ প্রকাশ করি।

কৃষ্ণসমীপে দ্রৌপদীর সখেদ উক্তি

"হে কৃষ্ণ! আমি পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তোমার প্রিয়সখী হইয়াও কি সভামধ্যে দুষ্ট দুঃশাসনকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারি? তৎকালে আমি স্ত্রীধর্ম্মসম্পন্না শোণিতোক্ষিতা ও একবস্ত্রা ছিলাম। পাপপরায়ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজসভামধ্যে আমাকে কম্পমানা ও রাজস্বলা দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল। হায়! কি দুর্ভাগ্য! পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও যাদবেরা জীবিত থাকিতেও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আমাকে দাসীভাবে উপভোগ করিতে অভিলাষী হইল। হে জনার্দ্দন! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূর হই, তথাচ তাহারা আমাকে বলপূর্ব্বক দাসী করিতে চাহিল। আমি মহাবল পাণ্ডুনন্দনদিগকে যথোচিত নিন্দা করি, কারণ, তাহারা স্বীয় যশস্বিনী সহধর্ম্মিণীকে দুঃসহ দুঃখভারাক্রান্ত দেখিয়াও অনায়াসে তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন। হা! মহাবীর ভীমসেনের বাহুবলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক! কারণ, তাহারা আমাকে তুচ্ছজনকর্ত্তৃক অপমানিত ও অভিভূত দেখিয়াও অক্লেশে উপেক্ষা করিলেন। এই সাধুজনাচরিত সনাতনধর্ম্ম পূর্ব্বাপর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, ভর্ত্তা ক্ষীণবল হইলেও ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে প্রজারক্ষা হয়, প্রজারক্ষা হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মা ভার্য্যার উদরে জন্মপরিগ্রহ করে বলিয়া ভার্য্যা জায়া শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভার্য্যাকর্ত্তৃক ভর্ত্তার রক্ষা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হে মধুসূদন! পাণ্ডবেরা শরণাগত ব্যক্তিকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু

আমি শরণাথিনী হইলেও ইঁহারা তৎকালে আমাকে আশ্রয় দেন নাই। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক ও কনিষ্ঠ সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্ম, এই পঞ্চপুত্র পঞ্চপতির ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমাকে রক্ষা করা বিধেয়। হে কৃষ্ণ! প্রদ্যুম্নের ন্যায় আমার পুত্রগণও তোমার স্নেহভাজন। ইহারা ধনুর্ব্বেদবিশারদ ও সংগ্রামে শত্রুগণের অজেয়, অতএব কি নিমিত্ত দুর্ব্বল দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অত্যাচার সহ্য করিব? দুরাচার পামরেরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক সমস্ত রাজ্যপহরণ এবং পাণ্ডবদিগকে দাসস্থানে পরিগণিত করিয়াছে; আমি একবস্ত্রা ও রাজস্বলা ছিলাম, দূরাত্মা দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আমাকেও সভামধ্যে আনিয়াছিল। হা! মহাবলপরাক্রান্ত আরাতিকুলকাল বৃকোদর ও অর্জ্জুন বর্ত্তমান থাকিতে ক্ষীণমতি হীনবল দুর্য্যোধন এখনও জীবিত রহিয়াছে! অতএব ভীমসেনের সেই অমিত বাহুবলে ও অর্জ্জুনের অসামান্য পুরুষকারে ধিক! পূর্ব্বে ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধন অধ্যয়নে বর্ত্তমান, ধৃতব্রত অপোগণ্ড পাণ্ডবগণকে মাতৃসমভিব্যাহারে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিল। ঐ পাপাত্মা, ভীমসেনের অন্নে বহুপরিমাণে যে নবীন তীক্ষ্ণ কালকূট প্রদান করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে! কিন্তু ভীমসেনের আয়ুঃশেষ [আয়ুষ্কালের অবশেষ—জীবিতকালের অবশিষ্ট ভাগ] আছে বলিয়া তাহা অক্লেশে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃকোদার সাতিশয় বিশ্বস্তচিত্তে গঙ্গাতটে নিদ্রিত হইয়াছিলেন, ইত্যবসরে দুর্য্যোধন আসিয়া ইহার করাচরণ বন্ধনপূর্ব্বক স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রত্যাগমন করিল; পরে ভীম সংজ্ঞালাভ করিয়া বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিলেন। একদা মহাবিষ কালভূজঙ্গদ্বারা প্রসুপ্ত ভীমের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও শত্রুনাশন বৃকোদরের মৃত্যু হয় নাই; পরে জাগরিত হইয়া, সর্পগণকে বিনষ্ট ও দুর্য্যোধনের দায়িত সারথিকে বাম-হস্তদ্বারা সংহার করিলেন। ঐ নরাধম দুর্য্যোধন বারণাবত-নগরে জতুগৃহে জননী-সমভিব্যাহারে সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে অগ্নিপ্রদানের উদ্‌যোগ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! কোন ব্যক্তি এইরূপ কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে? জতুগৃহের হুতাশন প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে অতিদীনা, উপায়বিহীনা, আর্য্যা কুন্তী সাতিশয় ভীতা হইয়া রোদন করিতে করিতে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন, ‘হা হতোস্মি! হায় কি হইল! আদ্য এই প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব? আমি অনাথা ও আশরণা, বুঝি, আজি সন্তানগণের সহিত ভস্মসাৎ হইতে হইল!” তখন ভীম-পরাক্রম ভীম ভ্রাতৃগণ ও জননীকে প্রবোধবাক্যে সাস্তনা করিয়া কহিলেন, “হে মাতঃ! আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আমি পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় উৎপতিত হইতেছি।” এই বলিয়া জননীকে বাম কক্ষে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দক্ষিণ কক্ষে, নকুল ও সহদেবকে দুই স্কন্ধে এবং অর্জ্জুনকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া সুড়ঙ্গপথে মহাবেগে বহির্গত হইয়াছিলেন। অনন্তর ইহারা সেই যামিনীযোগে জননীসমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী হিড়িম্ববন-নামক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া পরিশ্রমসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। ইতিমধ্যে হিড়িম্বনামী এক রাক্ষসী তথায় আগমনপূর্ব্বক ইহাদিগকে মাতার সহিত ক্ষিতিতলে অধিশয়ান দেখিয়া মদনবাণে আহত ও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। সে ভীমসেনকে বরণ করিবার মানসে কোমল করপল্লবদ্বারা ইঁহার চরণদ্বয় উৎসঙ্গে লইয়া অতি প্রহোষ্টমনে সংবাহন করিতে

লাগিল। সুপ্তোত্থিত ভীমসেন তাহাকে তদাবস্থ দেখিয়া "হে সুন্দরি! তুমি আমার নিকট কি অভিলাষ করিতেছ?" ইহা জিজ্ঞাসিলে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামরূপিণী রাক্ষসী কহিল, "হে মহাভাগ! আমার মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতা হিড়িম্ব এখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিবেন; অতএব অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর।" তখন ভীমসেন সাতিশয় গর্ব্বপূর্ব্বক রাক্ষসীকে কহিলেন, "হে সুন্দরি! আমি তন্নিমিত্ত উদ্বিগ্ন বা শঙ্কিত হইব না; তোমার ভ্রাতা আসিলে আমি অবশ্যই তাহাকে সংহার করিব।"

"তখন ভীমদর্শন রাক্ষসাধম হিড়িম্ব উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া মহানাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় আগমন করিল এবং নিজ ভগিনী হিড়িম্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হিড়িম্বে! তুমি কাহার সহিত কথোপকথন করিতেছ, তাহাকে অবিলম্বে আমার নিকট আনয়ন কর, ভক্ষণ করিব।" দয়ার্দ্রহৃদয়া হিড়িম্বা অনুকম্পাপরবশ হইয়া তাহার কথায় কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তখন হিড়িম্ব নিশাচর ক্রোধাভরে ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে ভীমের অভিমুখে আগমন করিয়া, বলপূর্ব্বক তাহার করগ্রহণ ও অশনিসম সুদৃঢ় অপর করদ্বারা ইহাকে অতিশয় কঠিন আঘাত করিল। ভীমসেন প্রথমতঃ, রাক্ষস আসিয়া করগ্রহণ করিয়াছে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া, রোষাভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন বৃত্র ও বাসবের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভীমও হিড়িম্বের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে সেই বলশূন্য পুণ্যজনের [রাক্ষসের] প্রাণসংহার করিলেন।

অনন্তর ভীম ঘটোৎকচজননী হিড়িম্বাকে লইয়া মাতা, ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণসমূহ-সমভিব্যাহারে একচক্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে হিতানুধ্যান্যপরায়ণ ভগবান বাদরায়ণি মন্ত্রি হইয়া ইহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। অনন্তর ঐ নগরীতে হিড়িম্বতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ভীষণাকার বক-নামক এক রাক্ষস পাণ্ডবদিগের সম্মুখীন হইলে ভীমসেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত দ্রুপদপুরে প্রবেশ করিলেন। হে জনার্দ্দন! যেরূপে তুমি ভীষ্মকাত্মজা রুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, সেইরূপ সব্যসাচী অর্জ্জুনও বারণাবতনগরে বাসপূর্ব্বক স্বয়ংবরসময়ে নিতান্ত দুষ্কর কর্ম্মসকল সম্পাদন ও অভ্যাগত ভূপালবর্গের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া আমাকে লাভ করিয়াছেন। হে মধুসূদন! আমি এইরূপ বহুতর ক্লেশপরম্পরাদ্বারা ক্লিশ্যমানা ও অতি দুঃখিত হইয়া কুন্তী দেবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়ের সহিত কালাতিপাত করিতেছি। আমি হীনজনকর্ত্তৃক অবমানিত ও বহুবিধ দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সিংহবৎ বলবিক্রমশালী মহাবীর পাণ্ডবেরা আমাকে কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন, বলিতে পারি না। হে কৃষ্ণ! আমি এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিয়া দুর্ব্বল পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি অতি দীর্ঘকাল রোষাবিষ্ট হইয়াছি। দেখ, প্রখ্যাত মহাদ্‌বংশে আমার জন্ম। আমি দিব্য বিধানানুসারে পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী ও মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধু হইয়াছি, তথাচ পঞ্চপাণ্ডবদিগের সমক্ষে দুষ্ট দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করিল।"

মৃদুমধুরভাষিণী দ্রৌপদী এইরূপ অনুতাপসূচক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া কমলকোষতুল্য কোমল করতলদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নবিগলিত অজস্র অশ্রুবিন্দু দ্বারা সুজাত পীনস্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। অনন্তর

নয়নজল উন্মোচন করিয়া বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধাভরে বাষ্পপূর্ণ-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "হে কৃপাময়! এক্ষণে বোধ হইতেছে, আমি পতিপুত্র-বিহীনা; আমার বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই, পিতা নাই ও তুমিও আমার পক্ষে নাই। তোমরা সকলে তৎকালে আমাকে পরাভূত দেখিয়াও যে বিশোকের ন্যায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলে ও কর্ণ যে আমাকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সকল দুঃখ আমার হৃদয়মন্দিরে অদ্যাপি জাগরূক্ রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! তুমিই কেবল সম্বন্ধ, গৌরব, সখ্যভাব ও প্রভুত্ব এই কারণ-চতুষ্টয় দ্বারা প্রতিদিন আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ।"

দুঃখিতা দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বীরসমবায়মধ্যে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভাবিনি! তুমি যাহাদিগের উপর রোষপরবশ হইয়াছ, তাহাদিগের পত্নীগণ স্ব স্ব বল্লভদিগকে অর্জ্জুনশরসংবিদ্ধ, শোণিতপরিপ্লুত ও ধরাতলে পতিত দেখিয়া এইরূপ নিরন্তর নয়নজল বিসর্জ্জন করিবে। আমি ক্ষমতানুসারে পাণ্ডবদিগের উদ্দেশ্যসংসাধন করিতে কদাচ ত্রুটি করিব না; এক্ষণে আর শোক করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, তুমি রাজমহিষী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে কৃষ্ণে! আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ, সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইলেও আমার এই বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবে না।"

পাঞ্চালী কৃষ্ণের এইরূপ প্রত্যুত্তর কর্ণগোচর করিয়া সাচীকৃত [ভ্রূভঙ্গীকৃত] মুখে অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষ-বিক্ষেপ করিলে, অর্জ্জুন তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! এক্ষণে আর রোদন করিও না। কৃষ্ণ যাহা কহিলেন, ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না।" অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "হে ভগিনি! আমি দ্রোণকে বিনাশ করিব; শিখন্তী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুর্য্যোধনকে ও ধনঞ্জয় কর্ণকে সংহার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা রামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলে দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় করিবার সম্ভাবনা থাকে না।" ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা কহিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে অন্যান্য বীরগণ কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

১৩শ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের প্রতি আনুষঙ্গিক আশ্বাসপ্রদান

বাসুদেব কহিলেন, "হে বসুধাধিপ! যদ্যপি আমি সে সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে আপনাকে এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন অথবা অন্যান্য কৌরবগণ আমাকে আহ্বান না করিলেও আমি দূতস্থানে আগমন করিতাম, এবং আপনার নিমিত্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আনায়ন করিয়া বহুদোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক 'দ্যূতে প্রয়োজন নাই' বলিয়া পুত্রগণের পরস্পর দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করাইতাম। অধিক কি কহিব, যে-সকল দোষ স্পর্শ করিয়া মহারাজ আপনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছেন, যে-সকল দোষ স্পর্শ করিয়া বীরসেনসূত রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, যে-সকল দোষ স্পর্শ করিলে লোকের অতর্কিত বিনাশ ঘটিয়া থাকে, সেই

সকল দোষাড়াবন করিলে কদাচ তাহারা দ্যূতে প্রবৃত্ত হইত না। স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া ও সুরাপান, এই কামসমুত্থিত ব্যসনচতুষ্টয়দ্বারা লোকসকল শ্রীভ্রষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত চতুর্বিধ ব্যসনই বহু দুঃখের আকর ও দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ দূতজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃকই দূতক্রীড়ার সবিশেষ দোষ সমুদ্ভূত হইয়াছে। দূতক্রীড়ায় এক দিবসেই দ্রব্যনাশ, বিপদ্, অভুক্ত [সঞ্চিত-ভোগার্থে রক্ষিত] অর্থের বিনাশ, বাক্পারুষ্য [কথাকার্কশ্য-বাক্যের কর্কশতা] ও অন্যান্য বহুবিধ আনুষঙ্গিক দোষ ঘটিয়া থাকে। অম্বিকাতনয়ের নিকট এই সকল দোষ ব্যক্ত করিলে তিনি কখনও দ্যূতে রত হইতেন না। হে রাজেন্দ্র! সেই সময়ে যদ্যপি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মধুর ও হিতকর মদীয় বাক্য গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কুরুকুলের কুশল ও ধর্ম্মবর্দ্ধন হইত; নতুবা আমি বলপূর্ব্বক তাহার নিগ্রহ করিতাম। ইহাতে তত্রস্থ সমস্ত দ্যূতপরায়ণ মিত্রাভিমানী অমিত্রগণ তাঁহার সহায়তা করিলে, তাহাদিগকেও শমনসদনের আতিথ্যগ্রহণ করাইতাম। কি কহিব, আমি তৎকালে আনর্ত্তদেশে অনুপস্থিত ছিলাম; এই নিমিত্তই আপনারা দুরোদরজনিত বিপদে নিপতিত হইয়াছেন। আমি দ্বারকায় আসিয়া যুযুধানের সকাশে শ্রবণ করিলাম, আপনি দুস্তর বিপদসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। অতএব আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আকুলহৃদয়ে সত্বরে আসিতেছি। আহা! আপনারা সকলে কি ক্লেশই ভোগ করিতেছেন। হায়! আপনাদিগকে বিপন্ন দেখিতে হইল।

১৪শ অধ্যায়

দূতে কৃষ্ণের অনুপস্থিতি-হেতুনির্দ্দেশ— শাল্বের সৌভনগর বিনাশ

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যদুবংশাবতংস! তুমি কি নিমিত্ত আনর্ত্তদেশে অনুপস্থিত ছিলে ও কোন্ স্থানেই বা প্রবাস করিয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলে?" কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শাল্বের সৌভনগর বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম, সেই কামচারী নগর উৎসন্ন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনি রাজসূয়-যজ্ঞে আমাকে অর্ঘ্যদান করিলে, অতি-তেজস্বী দমঘোষনন্দন শিশুপাল রোষপরবশ হইয়া তাহা সহ্য করিতে না পারাতে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিয়াছিলাম। আমি খাণ্ডবপ্রস্থে থাকিতে থাকিতেই সৌভরাজ শাল্ব শিশুপালবধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষাবেশে অধীশ্বর-শূন্য দ্বারকানগরী আক্রমণ করিলে বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু নৃশংস শাল্ব সেই সকল তরুণবয়স্ক বৃষ্ণিবীরগণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক নগরীস্থ সমস্ত উপবন ছিন্নভিন্ন করিয়া কহিয়াছিল, "হে আনর্ত্তবাসিগণ! তোমরা সত্য করিয়া বল, সেই বৃষ্ণিকুলাধম মূঢ়াত্মা বাসুদেব কোথায় ? সে যেখানে আছে, আমি সেইখানে গমন করিয়া যুদ্ধে সেই যুদ্ধার্থীর দর্পচূর্ণ করিব। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আয়ুধ গ্রহণ করিয়া কহিতেছি, আজি সেই কংসকেশিনিসূদন দুষ্ট মধুসূদনকে বিনষ্ট না করিয়া বিনিবৃত্ত হইব না। শিশুপাল-বধ হইয়াছে শুনিয়া আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; অতএব আমি সেই পাপকর্ম্মা বিশ্বাসঘাতী বাসুদেবকে অদ্যই প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিব। সে সংগ্রাম না করিয়া অনভিজ্ঞ, বালক, ভ্রাতা শিশুপাল মহীপালকে

বধ করিয়াছে, আমি তাহাকে নষ্ট করিয়া অবশ্যই বৈরানির্য্যাতন করিব।” এইরূপ বহুবিধ কটুক্তিসহকারে পুনরায় ‘সে কোথায়? সে কোথায়?’ বলিয়া আমার সহিত রণবাসনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল; অনন্তর আমাকে ভৎসনা করিয়া কামচারী সৌভ [আকাশযান বিমান—বর্ত্তমানকালের এয়ারোপ্লেন]-নগরের সহিত আকাশে আরোহণ করিল। আমি আগমন করিয়া সেই দুরাত্মার যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। আনর্ত্তদেশের প্রতি উপদ্রব, আমার ভৎসনা ও সেই পাপাত্মার অসহ্য অহঙ্কারের বিষয় অবগত হইয়া আমি রোষাকুলিতচিত্তে তাহার প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সাগরাবর্তে দৃষ্টিগোচর করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ্যদ্বারা সমরে আহ্বান করিলাম। তথায় দুরন্ত দানবগণের সহিত মুহূর্ত্তমাত্র আমার যুদ্ধ হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পরাভূত ও নিপাতিত হইল। হে আর্য্য! আমি এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে তৎকালে উপস্থিত হইতে পারি নাই; অনন্তর অবিনয়জনিত দূতক্রীড়ার বিষয় অবগত হইয়া আপনাদের দর্শনমানসে সত্বর এখানে আসিয়াছি।”

১৫শ অধ্যায়

সৌভধ্বংস-শাল্ববধবৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! সৌভবধের সংক্ষেপবৃত্তান্ত শ্রবণে আমার মন একান্ত অপরিতৃপ্ত হইয়াছে, অতএব সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “হে ভরতবংশাবতংস! দুরাত্মা শাল্ব, আমি শ্রুতিশ্রবার তনয়কে বিনাশ করিয়াছি শ্রবণ করিয়া, দ্বারাবতীনগরে আগমন করিল। দুরাত্মা দানব সেই আকাশগামী সৌভপুরীতে ব্যূহসংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং তন্মধ্যে থাকিয়া দ্বারকার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া বলপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের দ্বারকাপুরী চতুর্দ্দিকে পতাকা, তোরণ, উপশল্য, রথ্যা, অট্টালিকা ও গোপুর প্রভৃতি নগর-শোভাসম্পাদক মনোহর দ্রব্যজাতে সুশোভিত; চক্র, লগুড়, তোমর, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লাঙ্গল, ভুমুখী, অশ্মগুড়ক, খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং ভেরী, পণব, ঢাক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সমাকীর্ণ ও শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইল। গদ, শাম্ব, উদ্ধব প্রভৃতি অরিনিবারণসমর্থ বিখ্যাতকুলপ্রসূত ও প্রদর্শিতবিক্রম বীরপুরুষগণ বহুবিধ রথ, পতাকা, অশ্ব ও সৈন্য লইয়া সর্ব্বদা ঐ পুরী রক্ষা করিতে লাগিলেন। কামচারী সৌভপুরের সমাগম হওয়াতে, প্রমত্ত থাকিলে নরাধিপ শাল্ব নিশ্চয়ই পরাভব করিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া উগ্রসেন, উদ্ধব প্রভৃতি বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সমস্ত প্রাসাদরক্ষক বীরপুরুষগণ সুরাপান নিষেধ করিয়া দিলেন এবং অহোরাত্র অপ্রমত্ত ও সর্ব্বদা সাবধান হইয়া রহিলেন। দ্বারকাস্থ সমস্ত নট এবং নর্ত্তক ও গায়কগণকে তাহাদের চিরসঞ্চিত ধনের সহিত অতি যত্নপূর্ব্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমুদয় সংক্রম [সেতু—পোল, সাঁকো প্রভৃতি] ভগ্ন, নৌকায় গমনাগমন প্রতিষিদ্ধ ও সমুদয় পরিখা উত্তমরূপে বজ্রসম কীলায়িত [অর্গল [হুড়কো]-যুক্ত— কপাটদ্বারা রুদ্ধ] হইল। চতুর্দ্দিকে অতি গভীর কূপ ও ক্রোশব্যাপী নানাবিধ নিবিড় মহীরুহ দ্বারা সেই স্থান দুরধিগম্য ও অনাক্রমণীয় হইয়া উঠিল। আমাদের

দুর্গ সহজেই দুর্গম, সুরক্ষিত ও অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার তৎকালে বিশেষরূপে সজ্জিত ও বীরগণকর্ত্তৃক সংরক্ষিত হওয়াতে ইন্দ্রভবনের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তৎকালে কেহই সঙ্কেত-মুদ্রা [গমনাগমনের অনুজ্ঞাসূচক লিপি—ছাড়পত্র] প্রদর্শন না করিয়া নগরে প্রবিষ্ট বা তথা হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। সমুদয় রথ্যা, অনুরথ্যা ও চত্বরে প্রভূত হস্ত্যশ্বসম্পন্ন দৃষ্টপরাক্রম সৈন্যসমূহ সমবহিত হইয়া সমুপস্থিত রহিল। সৈন্যগণকে যথানিয়মে বেতন, অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক প্রণয়সহকারে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সুবর্ণ বা রৌপ্য ভিন্ন কাহারও বেতন ছিল না। অনুগ্রহ করিয়া বা বেতন না লইয়া কেহ কর্ম্ম করিত না ও সকলেরই পরাক্রম দর্শন করিয়া নিযুক্ত করা গিয়াছিল। হে মহারাজ! নরপতি আহুক এইরূপে অবিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী দ্বারকানগর তৎকালে রক্ষা করিয়াছিলেন।”

১৬শ অধ্যায়

শাল্বসেনার সহিত যাদবগণের যুদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “রাজেন্দ্র! সৌভাপতি শাল্ব প্রভূত হস্ত্যশ্বযুক্ত সৈন্য লইয়া দ্বারকাপুরী আক্রমণ করিতে আগমন করিয়া চতুরঙ্গ-বলশালিনী সেনাকে শ্মশান, দেবতাস্থান, বাল্মীক ও চৈত্যবৃক্ষতল ব্যতীত প্রভূত জলাশয়সম্পন্ন সমস্থানে সন্নিবেশিত করিল। সমুদয় নগরমার্গ সৈন্য-বিভাগদ্বারা ব্যাপ্ত হইল ও শাল্বশিবিরে যাতায়াতের পথ-সকল একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে শাল্ব নরপতি সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বিচিত্র রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি, ধ্বজ, বর্ম্ম ও কামুকে অভিব্যাপ্ত বীরলক্ষণে লক্ষিত, মহাবলপরাক্রান্ত সৈন্যসমূহ-সমভিব্যাহারে পতগেন্দ্র গরুড়ের ন্যায় বেগে আগমন করিয়া দ্বারকানগর আক্রমণ করিল।

“তখন বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ শাল্বরাজের সমূহসৈন্যসমাগম-সমাচারশ্রবণে বহির্গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহারথ চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজের আক্রমণ সহিতে না পারিয়া বিচিত্র ভূষণ ধারণ, বর্ম্ম পরিধান ও রথারোহণপূর্ব্বক বহুসংখ্যক বিপক্ষ সৈনিক পুরুষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তখন জাম্ববতীনন্দন শাম্ব কামুকগ্রহণপূর্ব্বক শাল্বরাজের সচিব চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধি পর্ব্বতরাজ হিমাচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া সেই বাণবর্ষণ অনায়াসে সহ্য করিয়া শাম্বের উপর দুর্ভেদ্য মায়াময় শরজাল নিক্ষেপ করিলে শাম্বও স্বীয় মায়াপ্রভাবে সেনাপতির সেই মায়াশরজাল নিবারণ করিয়া তদীয় রথোপতি এককালে সহস্র সহস্র শর বিমোচন করিল। চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধি শাম্বশরে বিদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়নপরায়ণ হইল।

“শাল্বরাজ্যের সেনাপতি পলায়ন করিলে বেগবান নামে অসুর আমার পুত্র শাম্বকে আক্রমণ করিতে বেগে ধাবমান হইল। বৃষ্ণিবংশাবতংস প্রভূত-বলশালী শাম্ব অনায়াসে সেই বেগবানের বেগ সহ্য করিয়া সত্বর তাহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিল। মহাবীর

বেগবান শাম্বের গদাঘাতে একান্ত আহত, নিতান্ত অভিভূত ও বাতাহত জীর্ণমূল তরুর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে শাম্ব সেই সুমহান সৈন্যসমূহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

"এদিকে মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ বিবিন্ধ্যনামা দানব চারুদেষ্ণের সহিত বৃত্র-বাসবের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন চারুদেষ্ণ সূর্য্যাগ্নিসম তেজস্বী এক আশুগ [বাণ] মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে সংযোগ করিয়া ক্রোধাভরে বিবিন্ধ্যের উপর নিক্ষেপ করিল। সে বীণাঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।

"তখন মহারাজ শাল্ব, বিবিন্ধ্য নিহত ও সেনাসমুদয় বিক্ষোভিত হইয়াছে দেখিয়া কামচারী সৌভপুরে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকায় আগমন করিল। দ্বারকাবাসী সমস্ত সৈন্যদল শাল্বরাজকে সৌভস্থ দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলে মহাবাহু প্রদ্যুন্ন নগর হইতে বহির্গত হইয়া সেনাগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে যাদবগণ! আমি সংগ্রামে সৌভনগরস্থ শাল্বরাজকে নিবারণ করিতেছি, তোমরা স্থির হইয়া অবলোকন কর। আজি আমি দুরাত্মা শাল্বকে ভীষণ ভুজঙ্গাকার শরদ্বারা সৌভনগরের সংগ্রামে বিনষ্ট ও তদীয় সৈন্য-সমুদয় সংহার করিব। তোমরা সকলে সাতিশয় উৎকলিকাকুল ও ভয়াভিভূত হইও না।" হে পাণ্ডুনন্দন! মহাবীর প্রদ্যুম্ন হৃষ্টচিত্তে এই কথা কহিলে দ্বারকাবাসী সমুদয় সৈন্যদল সুস্থির হইয়া সাতিশয় সাহসসহকারে নিরুদ্বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল।"

১৭শ অধ্যায়

প্রদ্যুম্নির সহিত শাল্বের যুদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন বর্ম্মিত [বর্ম্মাচ্ছাদিত—অঙ্গরক্ষণীদ্বারা আবৃত] অশ্বগণযুক্ত কাঞ্চনরথে আরোহণপূর্ব্বক ব্যায়তানন [মুখব্যাদানপূর্ব্বক আগত] শমনের ন্যায় মকরধ্বজ উত্তোলন করিয়া শত্রুসমক্ষে গমন করিল। খড়্গাবৃণধারী, বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্র [গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ— দস্তানা], মহাবীর প্রদ্যুম্ন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন চাপ আস্ফালন ও তাঁহাতে টঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক সৌভবাসী সমস্ত দৈত্যদলকে মোহিত করিল। প্রদ্যুম্ন তখন এরূপ চতুরতাসহকারে শত্রুগণের প্রতি বাণবর্ষণ ও শরাসনে শরসন্ধান করিতে লাগিল যে, কেহই তাহার ভেদ [অবকাশ-বিরাম] বোধ করিতে পারিল না। তৎকালে তাহার মুখবর্ণ-ব্যত্যয় বা গাত্রচালনা কিছুই লক্ষিত হয় নাই; কেবল তাহার সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন-শ্রবণে অদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। কাঞ্চনময় ধ্বজযষ্টির অগ্রভাগে বিরাজমান, ব্যায়তানন, সমস্ত জলজন্তু অপেক্ষা ভয়ানকাকার কৃত্রিম মকরসন্দর্শনে শাল্বরাজের সৈন্যসকল সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইল।

"তখন অরতিনিপাতন প্রদ্যুম্ন যুদ্ধাভিলাষে শাল্বের সমীপে সত্বরে সমুপস্থিত হইল। মদমত্ত শাল্ব প্রদ্যুম্নের আগমনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধাভরে কামচারী সৌভপুর হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে বলির সহিত

ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শাল্ব ও প্রদ্যুম্নের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবলপরাক্রান্ত শাল্ব মায়ানির্ম্মিত সুবর্ণময় ধ্বজপতাকাশালী রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের উপর শরনিক্ষেপ করিলে প্রদ্যুম্নও তাঁহাকে পরাভব করিবার বাসনায় বেগে বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। সৌভরাজ সেই সকল শর অনায়াসে সহ্য করিয়া আমার পুত্র প্রদ্যুম্নের উপর অগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত বাণ-সমুদয় নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন অনায়াসে সেই সমস্ত শর ছেদন করিলে শাল্ব পুনরায় বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজের শরে সমুদ্বেজিত হইয়া সত্বর তাহার উপর এক মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল। অননন্তর মর্ম্মভেদী শর সত্বর বর্ম্মভেদ করিয়া শাল্বরাজের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সে মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইল। শাল্বরাজ বিচেতন হইয়া নিপতিত হইলে অন্যান্য দানবেন্দ্রগণ পদাঘাতে বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করিয়া বেগে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত শ্রল্ব কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের জত্রুদেশে [চিবুকের নিম্ন অংশ] তীক্ষ্ণ শর-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবাহু প্রদ্যুম্ন শাল্বের বাণে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। সৌভাধিপতি তাহার অবস্থা-সন্দর্শনে সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়া দিগন্তব্যাপী ঘোরতর সিংহনাদপূর্ব্বক পুনরায় সত্বর তাহার উপর তীক্ষ্ণ বাণসকল নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন সমরাঙ্গনে শাল্বের শরে অনবরত আহত হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট ও মোহিত হইয়া পড়িল।"

১৮শ অধ্যায়

শাল্বকর্ত্তৃক আহত প্রদ্যুম্নসহ পলায়মান-সারথির প্রতি প্রদ্যুম্নের প্রবোধবাক্য

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "এইরূপে বীরবরাগ্রগণ্য প্রদ্যুম্ন শাল্ববাণে মূর্চ্ছিত হইলে বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও একান্ত ব্যথিত হইল। বৃষ্ণি ও অন্ধকপক্ষীয় সমুদয় সৈন্য হাহাকার করিতে লাগিল ও শত্রুপক্ষীয় সমস্ত লোক সাতিশয় প্রীতিলাভ করিল। প্রদ্যুম্নকে মোহিত দেখিয়া তাহার সারথি সুশিক্ষিত দারুকানন্দন সত্বর তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া রণভূমি হইতে নিঃসারিত করিল। সারথি রথ লইয়া রণস্থল হইতে অনতিদূরে গমন করিলে প্রদ্যুম্ন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে

কহিতে লাগিল, "হে সূতপুত্র! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে লইয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলে? এ কদাচ বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের ধর্ম্ম নহে। তুমি রণস্থলে শাল্বকে দেখিয়া কি মুগ্ধ হইয়াছ? অথবা তুমুল সংগ্রামসন্দর্শনে বিষণ্ন হইয়া এরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছ? সত্য করিয়া বল।"

"তখন সারথি কহিল, "হে কেশবনন্দন! আমার মোহ বা ভয় কিছুই হয় নাই; কেবল পাপাত্মা শাল্ব সাতিশয় বলবান ও আপনিও শরাঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমি আপনাকে লইয়া শনৈঃ শনৈঃ পলায়ন করিতেছি। হে মহাত্মন! রথী মূর্চ্ছিত হইলে তাঁহাকে রক্ষা করা সারথির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে আয়ুষ্মান! আমি আপনার যেরূপ রক্ষণীয়, আপনিও

আমার তদ্রূপ, এই নিমিত্তই আমি আপনাকে লইয়া অপসৃত হইয়াছি। হে মহাবাহো! আপনি একাকী ও দানবেরা বহুসংখ্যক, এই বিষম সংখ্যা দেখিয়া আমি আপনাকে রথে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছি।”

“প্রদ্যুম্ন দারুকাত্মজের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাহাকে পুনরায় রণস্থলে রথ লইয়া গমন করিতে আদেশ করিল এবং কহিল, “হে সূতনন্দন! তুমি আর কখন এমন কর্ম্ম করিও না; আমি জীবিত থাকিতে কদাচ রথ লইয়া পলায়নপরায়ণ হইও না। যে ব্যক্তি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, শরণাপন্ন, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক ও রথশূন্য বা ভগ্নায়ুধ যোদ্ধাকে বিনষ্ট করে, সে দুরাত্মা কখনই বৃষ্ণিবংশসম্ভূত নহে। হে দারুকতনয়! তুমি সূতকুলে সমুৎপন্ন ও সারথ্যকর্ম্মে সুশিক্ষিত; বিশেষতঃ বৃষ্ণিবংশীয়গণের যুদ্ধব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ, অতএব আর কখন সমরস্থল হইতে রথীকে লইয়া এরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইও না। দেখ, আমি রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছি, শত্রু আমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতেছে, এই কথা শুনিয়া দূরাধর্ষ মাদাগ্রজ মাধব, কেশবাগ্রজ মহাবাহু বলদেব, শিনির নাপ্তা [পৌত্র-নাতি] মহাধনুর্দ্ধর নরসিংহ মহাবীর শাম্ব, চারুদেষ্ণ, গদ, সারণ ও মহাবাহু অক্রুর আমাকে কি বলিবেন? বৃষ্ণিবংশীয় বীরপুরুষগণের স্ত্রীগণ আমাকে মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষাভিমানী মহাবীর বলিয়া জানেন; তাহারাই বা আমাকে কি বলিবেন? তাহারা কখনই আমাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন না; প্রত্যুত নিশ্চয়ই তাঁহারা কহিবেন, “ঐ প্রদ্যুম্ন ভীত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে, ইহাকে ধিক!” হে সূততনয়! ধিগ্বাক্যে পরিহাস করা আমার বা মদ্বিধ ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও গুরুতর; অতএব তুমি আর কখন রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিও না। বিশেষতঃ মধুসূদন আমার প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ভরতকুলাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন করিয়াছেন; অতএব, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মহাবীর হার্দিকানন্দন কৃতবর্ম্মা শাম্বের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন; আমি তাঁহাকে “আপনি থাকুন, আমি গিয়া সত্বর পরাজয় করিতেছি,” বলিয়া নিবারণ করিলাম। তিনি তখন আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; এখন আমি কি বলিয়া তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব? শঙ্খচক্রগদাধারী দুর্দ্ধর্ষ কৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিলে তাহাকে কি কহিব এবং সাত্যকি, বলদেব ও অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরপুরুষগণ সতত আমার বলবীর্য্যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেই বা কি বলিব? হে সূতনন্দন! যদি অরিকর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে আহত আমাকে তুমি রণস্থল হইতে অপসৃত করিয়া লইয়া যাও, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। অতএব তুমি রথ লইয়া পুনরায় রণস্থলে গমন কর। নিতান্ত আপৎকালেও রণ হইতে এরূপ পলায়ন করা অকর্ত্তব্য। আমি রণ হইতে পলায়িত ও শত্রুকর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে অব্যাহত হইয়া জীবনরক্ষা করা লাভ জ্ঞান করি না। হে সূতপুত্র! তুমি কি কদাচ আমাকে ভীত হইয়া রণপরিত্যাগপূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে দেখিয়াছ? হে দারুকানন্দন! যখন আমি নিতান্ত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছি, তখন আমাকে লইয়া তোমার সংগ্রাম পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য, অতএব তুমি শীঘ্র রণস্থলে গমন কর।”

১৯তম অধ্যায়

যাদবযুদ্ধে পরাজিত শাল্বের পলায়ন

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! দারুকানন্দন, প্রদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মৃদুমধুরস্বরে কহিতে লাগিল, "হে রুক্মিণীনন্দন! আমি সংগ্রামে অশ্বচালনা করিতে কিছুমাত্র ভয় করি না ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের যুদ্ধব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, কিন্তু যৎকালে আপনি শাল্বের তীক্ষ্ণশরে আহত ও একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন সারথি সর্ব্বতোভাবে রথীকে রক্ষা করিবে, ইহা সারথিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এই উপদেশ মদীয় স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আমি রথ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি লব্ধসংজ্ঞ হইয়াছেন; স্বেচ্ছানুসারে আমার অশ্বচালনাবিষয়ে নৈপুণ্য অবলোকন করুন। আমি দারুক হইতে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করিয়াছি; নির্ভয়চিত্তে শাল্বরাজের সৈন্যসমূহমধ্যে প্রবেশ করিতেছি, দেখুন।"

"দারুকানন্দন এই বলিয়া রশ্মিগ্রহণপূর্ব্বক অশ্বচালন করিয়া যমক, যমকেতর, সব্য ও দক্ষিণ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র মণ্ডলগতি প্রদর্শন করিল। অশ্বগণ রশ্মিসঞ্চালন ও কশাঘাতদ্বারা সারথির হস্তলাঘব [হস্তের ক্ষিপ্রতা—হাতের দ্রুততর পরিচালনা] বুঝিতে পারিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা ক্ষুরদ্বারা ভূতল স্পর্শ না করিয়া রোষাভরে আকাশমার্গেই গমন করিতেছে। দারুকানন্দন সত্বরে শাল্বরাজের সৈন্যগণকে অপসব্যস্থ [সৈন্যের সারির মধ্য দিয়া বিনাবাধায় বেগে রথ চালনায় —বামে-দক্ষিণে দ্বিধাবিভক্ত সৈন্যের যোগসূত্রচ্ছেদ] করিল; তদর্শনে সকলে অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব প্রদ্যুম্নের এইরূপ বিস্ময়কর। কার্য্য দেখিয়া তাহার সারথির প্রতি তিনটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল। দারুকানন্দন শাল্বের বাণাঘাত গণ্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ অপসাব্য [দক্ষিণপার্শ্ব] হইতে অপসৃত হইল। সৌভরাজ পুনরায় আমার পুত্রের উপর বহুবিধ শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে অর্দ্ধপথেই সেই সমুদয় শরচ্ছেদন করিল। শাল্বনৃপতি আপনার বাণ-সমুদয় ব্যর্থ দেখিয়া আসুরীমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় শরাসনে শরসন্ধান করিলে প্রদ্যুম্ন দৈতেয় অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্ম-অস্ত্রদ্বারা তাহা অর্দ্ধপথে ছেদনপূর্ব্বক শাল্বের উপর অন্যান্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত রুধিরপায়ী বাণ মস্তক, বক্ষ ও বক্ত্রে নিপতিত হইয়া ভূপতি শাল্বকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে নিপাতিত করিল। নৃশংস শাল্ব নিপতিত হইয়াছে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন আর এক অরাতি-নিপাতন শর সন্ধান করিল।

"সমুদয় যাদবকর্ত্তৃক পূজিত ও আশীবিষগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত সেই শর শরাসনে আরোপিত হইবামাত্র অন্তরীক্ষে হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র হইয়া নারদ ও বায়ুকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের নিকট আগমন করিয়া তাহাকে দেবগণোপদিষ্ট বাক্য কহিতে লাগিলেন, "হে মহাবীর! যদিও জগতীতলে এই বাণের অবধ্য কেহই নাই, তথাপি শাল্বরাজ কদাচি তোমার বধ্য নহে। ধাতা রণস্থলে কৃষ্ণের হস্তেই ইহার মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন; কখনই তাঁহার

অন্যথা হইবে না। অতএব তুমি এই অমোঘ বাণের প্রতিসংহার কর।” প্রদ্যুম্ন তাহাদের বচনানুসারে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শরের প্রতিসংহারপূর্ব্বক তূণমধ্যে সংস্থাপন করিল। তখন প্রদ্যুম্নশরপীড়িত দুরাত্মা শাল্ব চেতনা লাভ করিয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সৌভপুরে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিল।”

২০তম অধ্যায়

শাল্বের অনুসরণে কৃষ্ণের যুদ্ধযাত্রা

বাসুদেব কহিলেন, “হে রাজন! শাল্বের প্রস্থানানন্তর আপনার রাজসূয়যজ্ঞাবসানে আমি দ্বারকাবতী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, দ্বারকার সে শোভা নাই; বেদপাঠ্যধ্বনি ও বিষট্কার আর শ্রুতিগোচর হয় না, বরবর্ণিনী কামিনীগণের বেশভূষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তত্রত্য উপবন-সকল অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন যৎপরোনাস্তি সন্দিহান হইয়া হৃদিকানন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “হে নরশার্দূলি! বৃষ্ণিবংশীয় নরনারীদিগকে অত্যন্ত অস্বস্থ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, বল?” হার্দ্দিক্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শাল্বরাজকর্ত্তৃক দ্বারকার অবরোধ ও বিমোচন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তদনন্তর আমি, রাজা আহুক, আনকদুন্দুভি, সকল বৃষ্ণিপ্রবীর ও পুরবাসী লোকদিগের আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলাম, ‘হে যাদবগণ! তোমরা অপ্রমত্তচিত্তে নগরে কালব্যাপন করিও, আমি শাল্বের বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া চলিলাম, তাহাকে নিহত না করিয়া কখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিব না। আমি শাল্বসহ সৌভনগর সমভূমি করিয়া তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব; তোমরা এক্ষণে এই শত্রুভীষণ মহানিনাদ দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ কর।” হে ভারতীর্ষভ! তাহারা সকলে আমার বাক্যে আশ্বাসিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, “তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ শত্রু বিনষ্ট করিতে পরিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।” আমি সেই পরমহ্লাদিত বীরপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া দ্বিজবরগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ধ্বজপতাকা পরিশোভিত সুগ্রীবসংযুক্ত রথে অধিরূঢ় হইলাম। তাহার নির্ঘোষে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং আমিও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলাম।

শাল্বের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ

“অনন্তর নিখিল চতুরঙ্গিণীসেনা-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া ক্রমে ক্রমে নানা দেশ, তরুরাজিবিরাজিত ভূধরশ্রেণীসুশোভিত সরোবর ও নদীসকল উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে মার্ত্তিকাবত-নগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় শ্রবণ করিলাম যে, শাল্বরাজ সৌভনগরে আরূঢ় হইয়া সাগরান্তিকে গমন করিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে প্রথমতঃ মহোদধির কুক্ষিতে যাইয়া পরে সৌভ আশ্রয়পূর্ব্বক সমুদ্রনাভিতে উপস্থিত হইল। সেই দুরাত্মা দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে বারংবার যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল। আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া শার্ঙ্গে জ্যারোপণপূর্ব্বক মর্ম্মভেদী বাণ-

সকল পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু তাহার একটিও পুরপ্রাপ্ত হইল না, তদর্শনে আমার রোষাবেশ পরিবদ্ধিত হইল। তখন সেই দৈত্যাপসদও রোষপরবশ হইয়া আমার উপর অনবরত শরধারা বর্ষণকরত মদীয় সৈনিকপুরুষ, সারথি ও অশ্ব-সকল শরজালে আকীর্ণ করিল। তথাপি আমরা কিঞ্চিম্মাত্রও চিন্তিত না হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। পরে শাল্বের পদানুগ বীরপুরুষেরা আনতপর্ব্ব শতসহস্র শীর যুগপৎ আমার উপর নিক্ষেপ করিল। তাহাদিগের মর্ম্মভেদী শরজালে আমার অশ্ব, রথ এবং দারুক প্রভৃতি সমুদয়ই আচ্ছাদিত ও এককালে অদৃশ্য হইল; ফলতঃ অশ্ব, রথ, সারথি ও সৈনিকেরা যে কে কোথায় রহিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না এবং আমিও দৃষ্টির বহির্ভূত হইলাম। অনন্তর দিব্যশরাসনে মন্ত্রপূত অযুত শরসন্ধানপূর্ব্বক যথাবিধি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। হে ভারত, সৌভনগর প্রায় একক্রোশ উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, সুতরাং তথায় আমার সৈন্যদিগের গমন কিরূপে সম্ভাবিতে পারে? রঙ্গভূমির সম্মুখস্থ লোকেরা সিংহনাদ সদৃশ গভীরস্বরে আমাকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল। আমার করাগ্র-বিনির্ম্মুক্ত শরসমূহ দানবদলের অঙ্গে শলাভের [সূচীমুখ পতঙ্গ—যাহাদের মুখে ছুঁচের ন্যায় হুল থাকে তাদৃশ] ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। তীক্ষ্ণধারবিশিখবিদ্ধ দানবসৈন্যের হলহলশব্দে সৌভনগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ছিন্ন-ভুজস্কন্ধ কবন্ধাকৃতি দানবেরা ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া সমুদ্রে নিপতিত হইবামাত্র জলচর জন্তুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

"অনন্তর আমি কুন্দেন্দুসমাপ্রভ [কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় ধবল] পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলাম। সৌভপতি স্বীয় সৈনিক পুরুষদিগকে নিপতিত দেখিয়া মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে অনবরত গদা, হল, প্রাস, শূল, শক্তি, পরশু, অসি, কুলিশ, পাশ, শর, পট্টিশ ও ভুষুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র নিপতিত হইতে লাগিল। আমি মায়াবলে শীঘ্র সেই দানবীমায়ার নিরাকরণ করিলে, সে গিরিশৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর সে কখনও সমুদয় জগৎ গাঢ় তিমিরে আবৃত, কখনও বা উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত, কখনও দুর্দ্দিন [দুর্য্যোগ—যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে], কখনও সুদিন, কখনও শীতল, কখনও বা উষ্ণ, কখনও অঙ্গার, কখনও বা পাংশুময় করিয়া শস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপ মায়াবল আশ্রয় করিয়া সে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আমি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া মায়াবলেই তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলাম এবং সময়ানুসারে ঘোরতর বাণযুদ্ধদ্বারা চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলাম। হে মহারাজ! অনন্তর আকাশমণ্ডলে শতসূর্য্য সমুদিত হইল ও সহস্রাযুত তারকাপরিবৃত শত-নিশোকর দীপ্তি পাইতে লাগিল। দিবারাত্র বা দিক্‌সকল নির্ণীত হইল না। ইহাতে আমি মোহিত হইয়া শরাসনে প্রজ্ঞাস্ত্র যোজনা করিলাম। হে কৌন্তেয়! অনিলপ্রভাবে যেমন কার্পাস উড্ডীন হয়, তদ্রূপ সেই অস্ত্রজাত মহাবেগে সঞ্চারিত হইলে সেই যুদ্ধ তুমুল ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! আলোক পাইয়া পুনর্ব্বার আমি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।

২১তম অধ্যায়

শাল্বমায়ায় কৃষ্ণের সম্মোহ

বাসুদেব কহিলেন, "হে রাজন! মহারিপু শাল্বরাজ আমার সহিত এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। সেই বিজিগীষু মন্দবুদ্ধি রোষপরবশ হইয়া গদা, শূল, অসি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রসকল আমার প্রতি নিক্ষেপ করিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ সমুদয় আকাশগামী অস্ত্রে নির্য্যাকরণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষেই খণ্ড খণ্ড করিলাম, তাহাতে নভোমণ্ডল মহানিনাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর সৌভেশ্বর নতপর্ব্ব শতসহস্র শরদ্বারা আমার অশ্ব, রথ ও সারথিকে আকীর্ণ করাতে দারুক ভয়বিহ্বল হইয়া আমাকে কহিল, "হে বীর! শাল্বের বাণে যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়াছি, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল অবসন্ন হইতেছে, আর অবস্থিতি করিতে পারি না, তবে কেবল রাণত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে নাই বলিয়াই রহিয়াছি।" সারথির এবংবিধ কাতরোক্তি-শ্রবণে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, দারুকের আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বাণে বিদ্ধ রহিয়াছে। সে দুর্ব্বিষহ বাণপীড়ায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া রশ্মিধারণপূর্ব্বক অনবরত রক্ত বমন করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত হওয়াতে যেন বৃষ্টিধারাবিগলিত-গৈরিক-ধাতুনিঃস্রব-সংযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে মহারাজ! সারথিকে তদাবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া আমি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম।

"অনন্তর দ্বারকাবাসী একজন আহুকপরিচারক রথারোহণপূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে সত্বর আসিয়া সুহৃদের ন্যায় গদগদস্বরে আমাকে কহিতে লাগিল, "হে মহাবীর কেশব! পিতৃসখা দ্বারকাধিপতি আহুক আপনাকে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন। হে বৃষ্ণিনন্দন! অদ্য আপনার অনুপস্থিতিরূপ অবকাশে, শাল্বরাজ দ্বারকায় উপনীত হইয়া বলপূর্ব্বক শূরসুতকে নিহত করিয়াছে; অতএব যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই, আপনি ক্ষান্ত হউন, এক্ষণে দ্বারকা রক্ষা করাই আপনার প্রধান কার্য্য।"

"আমি আগন্তুকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুর্ম্মনা হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। সেই মহৎ অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া সাত্যকি, বলদেব ও মহারথ প্রদ্যুম্নকে মনে মনে কতই নিন্দা করিতে লাগিলাম; যেহেতু আমি তাহাদিগের প্রতি দ্বারকা ও পিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া সৌভনিপাতনে নির্গত হইয়াছিলাম। এক্ষণে মহাবল বলদেব, সাত্যকি, রৌক্মিণেয়, চারুদেষ্ণ ও শাম্ব প্রভৃতি বীরপুরুষেরা জীবিত আছেন কি না, এই ভাবনায় আমার অন্তঃকরণ একান্ত উদভ্রান্ত হইল। তাঁহারা সকলে জীবিত থাকিতে স্বয়ং বজ্রধারীও শূরসূতকে নিহত করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব এখন নিশ্চয় বুঝিলাম যে, শূরসূত পঞ্চোত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বলদেব-প্রমুখ সকলেই সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজ! অনুক্ষণ সেই অতর্কিতচর [অভাবনীয়] সর্ব্বনাশ চিন্তা করিয়া আমি নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পুনরায় শাল্বসহ সমরসাগরে অবগাহন করিতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম, ক্ষীণপুণ্য যযাতি যেমন স্বর্গচ্যুত হইয়া মহীতলে পতিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সৌভ হইতে শূরসূত নিপতিত হইতেছেন। তাহার উষ্ণীষ মলীমস [মলিন], পরিধেয় বস্ত্র শিথিল ও মুর্দ্ধজসকল [কেশ] ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে। পতনকালে তদীয় বাহুযুগল ও পাদদ্বয় প্রসারিত হওয়াতে তাঁহার রূপ শকুনির রূপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; তদর্শনে আমার করতল হইতে শার্ঙ্গ স্বলিত হইল ও আমি মুর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলাম। আমাকে মৃতকল্প দেখিয়া সৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল। হে

মহাবাহো! শূলপট্টিশধারী শত্রুপক্ষীয় লোকেরা পিতাকে অত্যন্ত আঘাত করাতে আমার চৈতন্যলোপ হইয়া গেল।

"ক্রমে মূর্চ্ছার অপনয়ন হইলে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলাম, কিন্তু কোথায় বা সৌভনগর, কোথায় বা সেই দুর্জ্জয় শত্রু শাল্ব ও কোথায় বা বৃদ্ধপিতা শূরসূত, সকলই স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। তখন নিশ্চয় জানিলাম যে, ইহা কেবল মায়ামাত্র। এইরূপে লব্ধসংজ্ঞা হইয়া পুনরায় বাণ-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম।"

২২তম অধ্যায়

কৃষ্ণকর্ত্তৃক শাল্বসেনা নিধন

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি রুচির [প্রভাভাস্বর—সমুজ্জ্বল] কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সুরারি অসুরদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া সৌভ হইতে পাতিত এবং শাল্বরাজের বিনাশার্থ আশীবিষাকার উর্দ্ধগামী সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষেপ করিলাম; কিন্তু মায়াবলে সৌভনগর যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, কিছুই জানিতে না পারিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তৎপরে অতি ভীষণাকার দানবেরা আসিয়া আমার সমক্ষে চীৎকার করিতে লাগল। তাহাদিগের বিধার্থ সত্বর শব্দসাহ [শব্দ অনুসারে গতিশীল—যেদিকে শব্দ হয়। সেই দিকে ধাবনশীল] অস্ত্রযোজনা করিবামাত্র নিবৃত্ত ও শব্দকারী দানবেরাও নিহত হইল। সে শব্দ নিরস্ত হইলে অন্যত্র অপর শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। এইরূপে অম্বরতল, ভূমণ্ডল, তির্য্যকপ্রদেশ ও দশদিক, সর্ব্বত্র দানবনাদে নিনাদিত হইল; আমিও শরাঘাতে দুবৃত্ত দানবদল নিহত করিলাম।

"অনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া পুনরায় দৃষ্টিমোহয়িতা [দৃষ্টিবিভ্রমকারক] কামচারী সৌভনগর দর্শন করিলাম। তথায় সেই দারুণাকৃতি দানসকল শিলাবর্ষণদ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করিলে, আমি বাল্মীকের ন্যায় শিলাপরিবৃত হইয়া পর্ব্বততুল্য উপচীয়মান [বাল্মীকিস্তুপসদৃশ–উই-এর ঢিপির মত পুঞ্জীকৃত] হইলাম ও আমার অশ্ব, রথ, সারথি, সকলেই শিলাখণ্ডে আচ্ছাদিত হইল। আমাকে শিলাবগুণ্ঠিত দেখিয়া বৃষ্ণিপ্রবীর মদীয় সৈনিকেরা সহসা ভয় পাইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন! আমি দৃষ্টির অগোচর হইবামাত্র ত্রিদশালয়, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল হাহাকার শব্দে পরিপূর্ণ হইল। বান্ধবগণ আমার আদর্শজনিত শোকে বিষণ্ন হইয়া সাশ্রুমুখে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষের হর্ষসাগরে ও আত্মীয়গণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি পশ্চাৎ শ্রবণ করিলাম, শাল্বরাজ এইরূপে জয়লাভ করিয়াছিল।

"অনন্তর আমি ইন্দ্রদয়িত পাষাণবিদারক বজ্র উত্তোলনপূর্ব্বক শিলাসকল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার ক্ষুদ্রপ্রাণ অশ্বসকল দুর্ভর ভূধরভারে নিতান্ত আর্ত্ত ও একান্ত কম্পিতকলেবর হইয়াছিল। যেমন মেঘাবরণ বিদারণপূর্ব্বক সমুদিত কমলিনীনায়ক নিরীক্ষণ করিয়া লোকের অন্তঃকরণ প্রীতিপ্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ আমাকে পর্ব্বতনিমুক্ত দেখিয়া বান্ধবগণ হর্ষে পুলকিত হইলেন। সারথি পর্ব্বতনিপীড়িত অশ্বগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎকালোচিত বাক্যে আমাকে কহিল, "হে বৃষ্ণিপ্রবীর! ঐ দেখ, সৌভাপতি শাল্ব স্বচ্ছন্দে

অবস্থিতি করিতেছে, অতএব উপেক্ষার আর প্রয়োজন নাই; সরলভাব ও বন্ধুত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়সহকারে শাল্বের প্রাণসংহার কর; উহাকে জীবিত রাখা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে না! হে বীর! শত্রু সর্ব্বতোভাবে বাধার্হ, সে দুর্ব্বল হইলেও বলবানের অনুপেক্ষণীয়। যে ব্যক্তি ত্বদীয় পাদপীঠে নতশিরঃ হইয়া থাকিত, সেই এক্ষণে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অতঃপর আর কালতিক্রম করা বিধেয় হয় না; তুমি শীঘ্র উহার বধসাধনে যত্নবান হও। হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! যে তোমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে ও যৎকর্ত্তৃক দ্বারকা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহাকে সখা বিবেচনা করিও না, সেই দুরাত্মা কখনই ঋজুতায় বশীভূত হইবে না।"

"হে কৌন্তেয়! আমি সারথির এবংবিধ বাক্যশ্রবণে সমুদয় উপদেশ যথার্থ বিবেচনা করিয়া সৌভনিপাতনে ও শাল্ববধে।কৃতনিশ্চয় হইয়া দারুককে কহিলাম, "সারথে! তুমি মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি কর, আমি সকল দানবই নিপাত করিতেছি।"

সৌভনগরী ধ্বংস—শাল্ববধ

"অনন্তর দানবান্তকারী, অপ্রতিহতগতি, দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র শরাসনে যোজনা করিলাম এবং যক্ষ, রাক্ষস, দানব ও বিপক্ষ রাজগণের ভস্মান্তকারী, অরাতিকুলবিমর্দ্দন, সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ, ক্ষুরধার চক্রকে অনুমন্ত্রণপূর্ব্বক, 'তুমি স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে সৌভনগর ও তত্রস্থ সমস্ত রিপুগণ নিহত কর', এই কথা বলিয়া বাহুবলে সুদর্শনকে সৌভের প্রতি প্রেরণ করিলাম। সুদর্শন ব্যোমতলে উপনীত হইয়া যুগান্তকালোদিত দ্বিতীয় আদিত্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। করপত্র [করাত] যেমন বিশাল দারু বিদারণ করে, তদ্রূপ সুদর্শন সৌভনগরের মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিয়া দ্বিখণ্ড করিল। ত্রিপুর যেমন মহাদেবের শরাঘাতে নিপতিত হইয়াছিল, সেইরূপ সুদর্শনদ্বারা দ্বিধাকৃত সৌভনগরও ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর চক্র আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া শাল্বদেশে নিক্ষেপ করিলাম। চক্র শাল্বকে দ্বিধাকৃত ও সমরশায়ী করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল দেখিয়া ভগ্নীমনোরথ উৎকলিকাকুল দানবেরা মদীয় শরনিপীড়িত হইয়া হাহাকারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর আমি সৌভসমীপে রথ সংস্থাপনপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়া বান্ধবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলাম। তত্রত্য স্ত্রীগণ মেরুশিখরাকার ভগ্ন অট্টালিকার গোপুরসকল দাহ্যমান হইতেছে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। এইরূপে সৌভ নিপতিত ও শাল্ব নরাধিপ নিহত হইলে, আমি দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গের প্রীতিবর্দ্ধন করিলাম।

কৃষ্ণ প্রভৃতির স্বস্ব স্থানে প্রস্থান

"হে রাজন! এই সমস্ত কারণবশতঃ আমি বারণাবতে আগমন করিতে পারি নাই। যদি তৎকালে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন জীবিত থাকিত না, অথবা যুষ্মদশিববিধায়িনী [আপনাদের অকল্যাণকরী] দ্যূতক্রীড়া কদাচ ঘটিত না। এক্ষণে কি করিব, সেতু ভিন্ন হইলে জলবেগ নিবারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।"

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া তাহাকে অভিবাদন ও অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে যথাবিধি আমন্ত্রণপূর্ব্বক বিদায় হইলেন। ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন তাহার মস্তকাঘ্রাণ, অর্জ্জুন

আলিঙ্গন, নকুল ও সহদেব অভিবাদন, ধৌম্য তাঁহার যথোচিত সম্মান এবং দ্রৌপদী প্রণয়সুশীতল অশ্রুবিমোচনদ্বারা কৃষ্ণের সৎকার করিলেন। পুরুষোত্তম মধুসূদন পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক এইরূপে পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সুভদ্রা ও অভিমন্যুসমভিব্যাহারে সুগ্রীবসংযুক্ত মনোহর কাঞ্চনরথে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ প্রস্থান করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন আত্মীয়স্বজন-সমভিব্যাহারে স্বপুরে ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় ভগিনী নকুলভার্য্যা করেণুমতীকে লইয়া রমণীয় শক্তিমতীনগরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কেকয়েরা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও জনপদবাসীদিগকে পুনঃ পুনঃ বিদায় করিলেও তাঁহারা কোনক্রমে পাণ্ডবসহবাস করিতে না পারিয়া একত্র কাম্যকারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মহানুভব যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করিয়া ভৃত্যবর্গের প্রতি রথসজ্জা করিবার আদেশ দিলেন।

২৩তম অধ্যায়

পাণ্ডবসাক্ষাৎকারে সমাগত প্রজাগণের স্বস্থানযাত্রা

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্য বেদবেদাঙ্গাদিবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে অষ্টাধিকশত সুবর্ণ, বসন ও গোসমূহ প্রদান করিয়া মনোজ্ঞ তুরঙ্গযোজিত মহামূল্য রথে আরোহণপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। বিংশতিজন অনুচর, ধনু, শর, মৌর্বী, শস্ত্র ও যন্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইল এবং ইন্দ্রসেন ত্বরাপূর্ব্বক রাজপুত্রীর বস্ত্রনিচয়, ধাত্রী, দাসী ও ভূষণ লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। মহাত্মা পৌরবগণ যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে কুরুজঙ্গলের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমুচিত সম্মান রক্ষা করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের সৎকার সমাধানপূর্ব্বক কুরুজঙ্গলবাসীদিগকে নয়নগোচর করিয়া গমনে বিরত হইলেন। পুত্রকে নয়নগোচর করিলে পিতার যেরূপ ভাবোদয় হয়, কুরুজঙ্গলবাসী প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ ভাব প্রকটিত হইতে লাগিল; প্রজাগণও পুত্রের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে লজ্জিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রুমুখে কহিতে লাগিল, "হা নাথ! হা ধর্ম্ম। আপনি পুত্রসদৃশ প্রজাগণ, পৌরজন ও জনপদবাসী লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন? নৃশংসবুদ্ধি দুর্য্যোধন, শকুনি ও পাপমতি কর্ণকে ধিক্! সেই পাপাত্মারা এই ধর্ম্মাত্মার ঈদৃশ অনর্থ চিন্তা করিতেছে। সৎকর্ম্মশালী মহাত্মা ধর্ম্মরাজ কৈলাসসদৃশ অনুপম ইন্দ্রপ্রস্ত নগর ও দেবরক্ষিত ময়দানবনির্ম্মিত অপ্রমিত সুরসভাসদৃশ সভা পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করিতেছেন?"

তাঁহাদের বাক্যাবসানে মহাতেজঃ অর্জ্জুন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে দ্বিজাতিগণ! হে ধর্ম্মার্থবিৎ তপস্বিগণ! রাজা যুধিষ্ঠির অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া বলপূর্ব্বক অরাতিগণের যশোরাশি গ্রহণ করিবেন। যাহাতে আমাদিগের এই উৎকৃষ্ট মনোরথ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, আপনারা সকলে প্রসন্ন হইয়া একবাক্যে তাঁহাই বলুন।"

অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে ব্রাহ্মণেরা সকলেই বিষণ্নভাবে অভিনন্দনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে প্রদক্ষিণ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। অনন্তর তাহারা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

২৪তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে বাস

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুজাঙ্গলনিবাসীরা প্রস্থান করিলে সত্যসন্দ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে কহিতে লাগিলেন, "আমাদিগকে দ্বাদশ বৎসর বিপিনে বাস করিতে হইবে, অতএব নানাবিধ মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ, বহুপুষ্প-ফলোপেত, সজ্জনগণাশ্রিত, কল্যাণকর এক স্থান অন্বেষণ কর; যে স্থানে আমরা সুখস্বচ্ছন্দে এই কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিতে পারি।"

ধনঞ্জয় মনস্বী মানবগুরু ধর্ম্মরাজকে গুরুজনোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, "হে রাজন! আপনি প্রতিনিয়ত দ্বৈপায়ন প্রভৃতি বৃদ্ধ মহর্ষিগণ ও ব্রাহ্মণনিবহের সহবাসলাভ করিয়া থাকেন; মনুষ্যলোকে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। বিশেষতঃ যিনি প্রতিদিন ব্রহ্মলোক, দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, অপ্সরালোক প্রভৃতি সকল ভুবনের সর্ব্বস্থানে পর্যটন করেন, সেই মহাতপাঃ নারদ আপনার উপাসিত; আপনি ব্রাহ্মণগণের অনুভব ও প্রভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন; কোন স্থানে গমন করিলে সুখস্বচ্ছন্দতালাভ হইতে পরিবে, তাহা আপনিই জানেন; অতএব আপনি যে স্থানে বাস করিতে বাসনা করেন, আমরাও তথায় বাস করিব। কিন্তু অনতিদূরবর্ত্তী সাধুজনাকীর্ণ, জলাশয়শালী, ফলকুসুমশোভিত ও দ্বিজগণনিষেবিত দ্বৈতবণ অতি পবিত্র স্থান; যদ্যপি আপনি অনুমতি করেন, তবে ঐ স্থানে বাস করিলে অনায়াসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইতে পরিবে, সন্দেহ নাই।" ইহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পার্থ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আমি সম্মত আছি, অতএব চল, এক্ষণে আমরা দ্বৈতবনে গমন করি।"

অনন্তর ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ পবিত্র সরোমণ্ডিত সুরম্য দ্বৈতবনে বাস করিবার অভিলাষে সাগ্নিক, নিরাগ্নিক, স্বাধ্যায়ী, ভিক্ষু এবং অন্যান্য শংসিতব্রত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বর্ষাপ্রারম্ভে তমাল, তাল, আম্র, মধুক, নীপ, কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, কণিকার প্রভৃতি মহীরুল-সকল প্রফুল্ল কুসুমসমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে; ময়ূর, দাত্যুহ, চকোর, কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ উত্তুঙ্গ পাদপশিখরে উপবেশন করিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছে; গিরিবরাকার মদমত্ত মাতঙ্গগণ করেণু যুথের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মনোহর ভোগবতীতীরে চীরজটাধারী পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিকদিগের আশ্রমে কত শত সিদ্ধার্ষিগণ অবস্থিতি করিতেছেন।

অনন্তর মহাত্মা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও অন্যান্য সমভিব্যাহারীদিগের সহিত রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সেই কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল যে, অমরনাথ অমরাবতী পুরী প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধাচারগণ মনস্বী যুধিষ্ঠিরের দর্শনমানসে আগমন

করিলেন ও বনবাসীরা তাহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক সকলের সহিত কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও অনুচরগণ একান্ত ক্লান্ত হইয়া ফল্লকুসুমসুশোভিত মহীরুহতালে উপবেশন করিলে ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বিগণ আসিয়া যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাগিরি যেমন করিবারসমূহে বেষ্টিত হইয়া শোভমান হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবগণপরিবেষ্টিত সেই লতাবনবত মহাবৃক্ষও সুশোভিত হইয়াছিল।

২৫তম অধ্যায়

পাণ্ডবপ্রতি মার্কণ্ডেয়মুনির উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুখাসীন ইন্দ্রসম নরেন্দ্রপুত্র পাণ্ডবগণ স্বাস্থদায়ক সরস্বতীতীরস্থ শালবনে অবস্থিতি করিয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহানুভব যুধিষ্ঠির সেই কাননমধ্যে যতি, মুনি ও বরিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রভূততর ফলমূলদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন ও সমৃদ্ধতেজাঃ ধৌম্যমহাশয় মহারণ্যবাসী পাণ্ডবগণের ইষ্টি, পৈত্র ও দৈবক্রিয়াসকল নির্ব্বাহ করাইতেন।

একদা অলোকসামান্য জ্বলিতহুতাশনসদৃশ প্রভাসম্পন্ন পুরাণ ঋষি মহাত্মা মার্কণ্ডেয় পাণ্ডব-সকাশে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সুরঋষিমানবপূজিত মহামুনিকে পূজা করিলে তিনি তপস্বিসমাজমধ্যগত পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামচন্দ্রকে স্মরণপূর্ব্বক হাস্য করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বিমনা হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে ব্রহ্মন! আপনি কি জন্য তপস্বিগণ-সমক্ষে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন? তপস্বিগণ আপনার হাস্য দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছেন।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "বৎস! আমি আহ্লাদিত হই নাই, হাস্যও করি নাই এবং হর্ষজনিত দর্পও আমাকে অভিভূত করে নাই, আদ্য তোমার এই আপদ অবলোকন করাতে সত্যব্রত দাশরথি আজ আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলেন। তিনি ধনুর্দ্ধর, ইন্দ্রের সমান, শমনের নেতা, নমুচির হন্তা, মহাত্মা ও নিস্পাপ; পুরাকালে তাঁহাকেও পিতার আদেশক্রমে লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে ঋষ্যমূকপর্ব্বতের কানানমধ্যে পর্য্যটন করিতে দেখিয়াছি। সেই মহানুভব রামচন্দ্র সমরে দুর্জ্জয় হইয়াও নানাবিধ ভোগসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনচারী হইয়াছিলেন। নাভাগ, ভগীরথ প্রভৃতি মহাত্মারা সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াও সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত লোক জয় করিয়াছিলেন। সকলে যাঁহাকে অলর্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, সেই কাশিকারূষরাজ সমস্ত রাজ্য ও ধন পরিত্যাগ করিয়া সত্যব্রত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বিধাতা যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া আকাশেই প্রকাশমান হইতেছেন। মহাবলপরাক্রান্ত পর্ব্বততুল্যকায় নাগসকল বিধাতার অনুশাসনেই চলিতেছে; সমস্ত ভূতগণ বিধিকৃত বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াই স্বকুলোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। ইহারা কেহ কখন অধম আচরণ করেন নাই; অতএব সমর্থ হইয়াছি বলিয়া কদাচ অধর্ম্মাচরণ করিবে না। হে কৌন্তেয়! তুমি সত্য, ধর্ম্ম, সদ্ব্যহার ও

লজ্জাদ্বারা সকল লোককে অতিক্রম করিয়াছ; তোমার তেজ ও যশঃ প্রচণ্ড দিনপতির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে ক্লেশকর বনবাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পুরুষকারসহকারে কৌরবগণের দেদীপ্যমান রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তপস্বিগণ-সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সকলকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

২৬তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির বকঋষির উপদেশলাভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করিলে সেই মহারণ্য ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের উচ্চারিত ব্রহ্মসঙ্গীতে ঐ কানন ব্রহ্মলোকের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। একদিকে শ্রুতিসুখাবহ মনোহর ব্রাহ্মণগণোচ্চারিত ঋকযজুঃসামধ্বনি, অন্যদিকে নরেন্দ্রনন্দনগণের শরাসনবিনিঃসৃত অতি ভীষণ জ্যানির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদনা করিল।

একদা রাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া সায়ন্তনবিধি [সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি]র অনুষ্ঠান করিতেছেন, এমন সময়ে দালভ্যবংশীয় বক-নামক মুনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে কৌন্তেয় দ্বৈতবনবাসী তপস্বীদিগের হোমবেলা সমুপস্থিত; দেখুন, হোমহুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে; আপনার রক্ষিত ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য ও অত্রিবংশীয় ব্রতধারী তপস্বিগণ এবং ব্রাহ্মণপুঙ্গবেরা আপনার সহিত মিলিত হইয়া এই পরমপবিত্র দ্বৈতবনে ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। এই অবসরে আমি আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যেমন হুতাশন সমীরণসহকৃত হইয়া অরণ্যানী দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ পরস্পর মিলিত হইলে উগ্রতর হইয়া অরাতিগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। কেহই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া এই লোক বা পরলোক জয় করিতে পারে না; যিনি ধর্ম্মার্থবিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া মোহজাল ছেদন করিয়াছেন, রাজারা সেই দ্বিজকে লাভ করিয়াই সপত্নীগণের সংহারসাধন করেন। বলি রাজা প্রজা পালন নিবন্ধন মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তীর্থের সেবা করেন নাই। তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ ও রাজলক্ষ্মী অক্ষয় হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণপ্রসাদে সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি সদোষব্যবহার করিয়াই একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেলেন। ঐশ্বর্য্যশালিনী পৃথিবী দ্বিজসেবা-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে ভজনা করে না; ব্রাহ্মণ যাঁহাকে নীতিশিক্ষায় সুশিক্ষিত করেন, সসাগরা পৃথিবী তাঁহারই নিকট নত হইয়া থাকে। অঙ্কুশাহত কুঞ্জর যেমন হীনবল হয়, সেইরূপ সংগ্রামসময়ে ব্রাহ্মণবিহীন ক্ষত্রিয়েরা ক্ষীণবল হইয়া থাকে। অনুপম ব্রাহ্মণের কৃপাবলোকন ও অপ্রতিম ক্ষাত্রবল একত্র মিলিত হইলে সংসারে সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়। যেমন অনলরাশি অনিলসাহায্যে দাহ্য বস্তু দগ্ধ করে, সেইরূপ রাজমণ্ডল ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত

হইলে অরতিকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। মেধাবী ব্যক্তি অলব্ধ বিষয়ের লাভ ও লব্ধ বিষয়ের পরিবর্দ্ধনজন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট যথার্থ হিতকর ও জ্ঞানজনক উপদেশ গ্রহণ করিবে। অতএব আপনিও অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রাপ্তি, প্রাপ্তবিষয়ের উন্নতি ও যথাযোগ্য-পাত্রে দানের নিমিত্ত যশস্বী, বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করুন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আপনি সতত ব্রাহ্মণগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই জন্য আপনার যশোরাশি সর্ব্বলোকে প্রথিত ও দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।”

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ দাল্‌ভ্যবংশীয় বকমুনিকে পূজা করিলেন এবং তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সকলে অধিকতর প্রীতমনাঃ হইলেন। যেমন ঋষিগণ পুরন্দরের অর্চনা করেন, সেইরূপ দ্বৈপায়ন, নারদ, জামদগ্ন্য, পৃথুশ্রবাঃ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, কৃতিচেতাঃ, সহস্রপাদ, কর্ণশ্রবাঃ, মুঞ্জ লবণাশ্ব, কাশ্যপ, হারীত, স্থূলকর্ণ, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, কৃতবাক, সুবাক, বৃহদশ্ব, বিভাবসু, ঊর্দ্ধরেতাঃ, বৃষামিত্র, সুহোত্র, হোত্রবাহন প্রভৃতি মুনিগণ ও অনেকানেক ব্রাতধারী ব্রাহ্মণগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন।

২৭তম অধ্যায়

বনবাসন্দশায় দ্রৌপদীর দুঃখ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শোকাভিভূত বনবাসী পাণ্ডবগণ সায়ংসময়ে কৃষ্ণার সহিত উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মনোরমা বিদ্যাবতী পতিব্রতা পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে নাথ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি নৃশংস! আমাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট, অজিনধারী ও বনচারী করিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত বা অনুতাপিত হয় নাই। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তথাপি সে দুর্ম্মতি যখন আপনার প্রতি অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগ করিল, তখন তাহার হৃদয় লৌহনির্ম্মিত সন্দেহ নাই। হা নাথ! আপনি কখন দুঃখের মুখাবলোকন করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন সুহৃদগণের সহিত একত্র আসীন হইয়া আপনাকে দুর্ভেদ্য দুঃখ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছে। আপনি যখন বনগমনের নিমিত্ত মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া নির্গত হইলেন, তখন কেবল দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারিজন কঠোরহৃদয় পাপাত্মার অশ্রুপাত হয় নাই; কিন্তু আর সমুদয় কৌরবেরই নয়ন হইতে অবিরলধারে শোকসলিল বিগলিত হইয়াছিল। হে মহাভাগ! আপনার এই নূতন শয্যা ও কুশময় আসন অবলোকন করিয়া সেই পুরাতন শয্যা ও নানাবিধ রত্নমণ্ডিত সিংহাসন আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে। আমি আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারি না। হা নাথ! পূর্ব্বে আপনাকে সভামধ্যে রাজমণ্ডলীতে পরিবৃত দেখিতাম, এক্ষণে আমি আপনার ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কিরূপে শান্তিলাভ করিতে পারি? পূর্ব্বে আপনাকে চন্দনচর্চিত, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও শুভ্র কৌষেয়বসনে সুসজ্জিত দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে ধূলি-ধূসরকলেবর ও চীরধারী দেখিতে হইল। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে আপনার গৃহে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থেরা সুবর্ণপাত্রে অভিলাষানুরূপ সুস্বাদু দোষহীন অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন এবং যথাযোগ্য সহস্র প্রকার সৎকার প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে সে সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া কি আমার অন্তঃকরণে শান্তির উদয় হইতে পারে? কুণ্ডলধারী যুবা সূপকারসকল আপনার যে ভ্রাতৃগণকে সমীচীন রূপে প্রস্তুত নানাবিধ অন্নভোজন করাইত, সেই দুঃখানভিজ্ঞ চিরসুখী ভ্রাতৃগণ এক্ষণে বন্যফলমূলাদি দ্বারা জীবনধারণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। যে ভীমসেন বিবিধ যান ও উচ্চাবচ বসনদ্বারা সৎকার প্রাপ্ত হইতেন ও যিনি সমরে সমস্ত কুরুকুলকে উন্মূলিত করিতে পারেন, তিনি এক্ষণে বনবাসী হইয়া স্বয়ং দাসোচিত কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়াও কেন আপনার রোষানল প্রজ্বলিত হইতেছে না? তিনি কেবল আপনার প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইয়া ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু অর্জ্জুনের [কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন] সমকক্ষ; যিনি শরসন্ধানে লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত সমরে কালান্তক-যমোপম; যাহার শস্ত্রপ্রতাপে সমস্ত পার্থিব অবনত হইয়া আপনার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছিল; যিনি এক রথে দেবতা, মনুষ্য ও সর্পগণকে পরাজয় করিয়া দেবদানবকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন; যিনি অদ্ভুতাকার রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গে

পরিবৃত হইয়া সমরে বিচরণ করিতেন; যিনি ভূপতিগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধনগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি এককালে পঞ্চশত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন; হা নাথ! তিনি তপস্বিবেশে বনবাসী হইয়াছেন দেখিয়াও কেন আপনার ক্রোধপাবক প্রদীপ্ত হইতেছে না? শ্যামকলেবর তরুণবয়স্ক নকুল ও প্রিয়দর্শন শৌর্য্যশালী সহদেব এই সুকুমার মাদ্রীকুমারদ্বয় চিরসুখী হইয়াও বনবাসক্লেশে অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কি নিমিত্ত ক্ষমাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, বালিতে পারি না। আমি দ্রুপদরাজদুহিতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, বীরপত্নী ও ব্রতশালিনী হইয়া বনচারিণী হইলাম; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে পাণ্ডবনাথ! যখন আমাকে ও ভ্রাতৃগণকে এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়াও আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না, তখন বুঝিলাম, আপনি নিতান্ত ক্রোধ-শুন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকে প্রসিদ্ধই আছে, ক্রোধশুন্য ক্ষত্রিয় নাই, কিন্তু আপনাতে তাহার বৈপরীত্য দেখিতেছি। যে ক্ষত্রিয় সমুচিতসময়ে তেজঃপ্রদর্শন না করে, সে সমুদয় লোকের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয়; অতএব শত্রুগণের প্রতি ক্ষমা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে তেজঃপ্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করাই উচিত কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না, যে ক্ষত্রিয় ক্ষমাকালে ক্ষমাবলম্বন না করেন, তিনি সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহকালে ও পরকালে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েন।'

২৮তম অধ্যায়

বলি-প্রহ্লাদ উপাখ্যান

দ্রৌপদী কহিলেন, "এই স্থলে পৌরাণিকেরা বলি-প্রহ্লাদসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করি, শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ বলি ধর্ম্মজ্ঞ স্বীয় পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে তাত! ক্ষমা ও তেজ এই উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়স্কর? এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, আপনি অনুকম্পা-প্রদর্শনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করুন। আপনি এ বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আদেশ করিবেন, আমি মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই সম্যক অনুষ্ঠান করিব।" সর্ব্বজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদ বলিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "হে বৎস! নিরবিচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভলাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কালব্যাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে, ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না; সেই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করা অতি বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় লোকেরা সতত তাঁহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে। হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্ষমাপর প্রভুর যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয়ন, আসন, ভোজন, পান ও অন্যান্য উপকরণদ্রব্য-সকল স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে। তাহারা স্বামীর আদেশলাভ

করিয়াও আদিষ্ট দেয়দ্রব্যাজাত অন্যকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়। তাহারা তাঁহাকে সমুচিত উপচারদ্বারা কদাচ অর্চ্চনা করে না। হে বৎস! লোকে যে অবজ্ঞাকে মরণ অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্ষমাপর প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয়। প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করে। তাঁহাকে পরাভব করিয়া সকলেই তদয়ি ভার্য্যাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ও তাঁহার ভার্য্যাও স্বেচ্ছাচারিণী হয়। যদি ক্ষমাপর প্রভু দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে অল্প দণ্ডও না করেন, তাহা হইলে সে ক্রমশঃ অভ্যুদয়লাভ করিয়া বহুদিন দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারই অপকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব হে বৈরোচনে! ক্ষমাশীল ব্যক্তির এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে।

"এক্ষণে ক্ষমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রজোগুণ-পরিবৃত ক্রোধী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজদ্বারা দণ্ডার্হ বা দণ্ডানর্হ উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানাপ্রকার দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে তাহার বান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। তিনি ক্রমশঃ আত্মীয় ও অন্যান্য লোক হইতে বিরাগ সংগ্রহ করিতে থাকেন ও অনেকেরই অবমাননা করেন, সুতরাং তাঁহাকে অর্থহীন এবং তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ, দ্বেষ ও মোহের বিষয়ীভূত হইতে হয়, অধিকন্তু অনেকেই তাহার শত্রু-শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠে। যিনি ক্রোধাভরে অন্যায়পূর্ব্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, সন্দেহ নাই। যিনি উপকর্ত্তা ও হন্তা উভয়ের প্রতি বিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। যাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সকলেরই শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহার আর ঐশ্বর্য্যলাভের প্রত্যাশা করা কিরূপে সম্ভবে? সুযোগ পাইলেই লোকে তাঁহার অপকার করিতে ত্রুটি করে না। অতএব একবারে তেজঃপ্রদর্শন করা অথবা একবারে মৃদুস্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ। হে বৎস! সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা মৃদুভাব আশ্রয় করিবে। যিনি যথাযোগ্য কালে মৃদুভাবাবলম্বী বা রোষপরবশ হয়েন, তিনিই ইহকাল ও পরকালে অশেষ সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন।

"পণ্ডিতেরা যাহা অপরিত্যাজ্য ও অনুল্লঙ্ঘনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এক্ষণে সবিস্তার সেই সমস্ত ক্ষমার অবসর কহিতেছি, শ্রবণ করা। হে বৎস! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকারসাধন করিয়া পরে কোন গুরুতর অপরাধে পতিত হয়, তাহার উপকার করিয়া সেই অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ অন্যের নিকটে অপরাধী হয়, তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়; কারণ, সকলে শ্রেয়স্করী বুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোকদিগকে সংহার করিবে। প্রথমাপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দ্বিতীয়পরাধ অণুমাত্র হইলেও অপরাধীকে বধ্য বলিয়া স্থির করিবে; যদি কেহ অজ্ঞতাবশতঃ কোন প্রকার অপরাধ করে, তাহা হইলে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়। সামরূপ উপায় দ্বারা কি উগ্রস্বভাব, মৃদুস্বভাবসম্পন্ন সকলকেই সংহার করা যায়। জগতীতলে সামের অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব সামই বলীয়ান উপায়। তথাপি দেশ, কাল ও স্বীয় বলাবল বিবেচনা করিয়া

লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কারণ, দেশকাল ভিন্ন অন্য পদার্থে এ বিষয়ের ফলোপযোগিতা কিছুমাত্র নাই, অতএব দেশকালের প্রতীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়। এইরূপ লোকভয়েরও অপেক্ষা করিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করিবে। হে বৎস! ক্ষমার এই সমস্ত অবসর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; ইহার বিপরীত হইলেই তেজঃপ্রকাশের অবসর বিবেচনা করিবো।" "

"দ্রৌপদী। এইরূপে উল্লিখিত উপাখ্যান সমাপন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে মহারাজ! আমার বোধ হয়, আপনার তেজঃপ্রকাশেরই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা নিয়তই অর্ধগৃধু হইয়া আপনাদিগের নানাপ্রকার অপকার করিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। এক্ষণে তেজের সময় উপস্থিত, তেজঃপ্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। মৃদু হইলে লোকে অবজ্ঞা করে ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হইলে তাহাকে দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হয়, অতএব সময়ানুসারে যিনি মৃদুতা বা উগ্রতা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রকৃতিরঞ্জন মহীপতি, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

২৯তম অধ্যায়

দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রিয়ে! ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়, সুতরাং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল হয়; কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্মূল করে; অতএব হে শোভনে! মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে লোকবিনাশন ক্রোধহুতাশন অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিবে? মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগের প্রাণবিনাশ করিতে পারে; অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠলোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। রোষাপরবশ ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্যুজ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারণা থাকে না। সে ক্রোধপূর্ব্বক অবধ্যের বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে আপনাকেও শমন-সদনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অশেষজ্ঞানশালী পণ্ডিতেরা ক্রোধকে পরাজয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অশেষ সুখসম্ভোগ করিতেছেন, অতএব এই সকল দোষ দেখিয়া আমি কিরূপে সাধুজন-বিগর্হিত ক্রোধ অবলম্বন করি? হে দ্রৌপদি! এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ক্রোধানল শীতল করিয়াছি। যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্ম-পর উভয়কেই মহদ্‌ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম-পর উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে। যদি রোষপরবশ দুর্ব্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশভোগ করে, তাহা হইলে সে স্বতঃই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সেই অসংযতচিত্ত আত্মঘাতীর পরলোক নষ্ট হয়; অতএব হে দ্রৌপদি! দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়। বলশালী বিদ্বান ব্যক্তি অশেষ ক্লেশভোগ করিয়াও যদি ক্রোধাপরবশ ও ক্লেশদাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি পরলোক

আনন্দ-সন্দেহলাভ করিয়া সুখে কালব্যাপন করেন। অতএব আপৎকাল উপস্থিত হইলে বলবান ও দুর্ব্বল উভয়েই পীড়য়িতাকে ক্ষমা করিবে। সাধুলোকেরা জিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ। হে দ্রৌপদি! মাদৃশ ব্যক্তিরা দুর্য্যোধন হইতে নিধনপ্রাপ্ত হইলেও বহুদোষোকর সাধুবিগর্হিত ক্রোধকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধ বশীভুত করিতে সমর্থ হয়েন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে সুন্দরি! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রণালীক্রমে কদাচ কার্য্যপর্য্যালোচনা করিতে পারে না, মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না। এবং অবধ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়াপ্রদানে রত থাকে, অতএব তেজস্বী পুরুষ অবশ্যই ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। দেখ, ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, অমর্ষ, শৌর্য্য ও আশুকারিতা এই কয়েকটি তেজোগুণ কোনক্রমেই লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোকে তেজপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকলোৎপন্ন সেই তেজ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। বিধাতা লোকসংহারার্থ মানবগণের মনোমধ্যে রজোগুণপরিণাম ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন; অতএব সুশীল ব্যক্তি এককালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যদি ধর্ম্মপরিত্যাগ হয়, তাহাও করিবে, তথাপি কোনক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না। হে পাঞ্চালি! হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমা আর্জ্জবাদি গুণসকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে, কিন্তু মাদৃশ ধীমান লোকের ঐরূপ গুণগ্রাম অতিক্রম করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যদি মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল না হইত, তাহা হইলে সন্ধিস্থাপনের কথা দূরে থাকুক, কেবল ক্রোধমূলক যুদ্ধই উপস্থিত হইত। তাপিত হইলেই তাপপ্রদান করিবে ও গুরু কর্ত্তৃক আহত হইলেই তাহাকে আঘাত করিবে, কেহ আক্রোশ কিরলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে, এইরূপ রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদয় জগৎ বিনষ্ট ও অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত। হে পাঞ্চালি! এইরূপে লোকসকল কোপাবিষ্ট হইলে পিতা পুত্রদিগকে ও পুত্র পিতাকে, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে ও ভার্য্যা ভর্ত্তাকে বিনষ্ট করিত, তাহা হইলে একেবারে সৃষ্টির লোপ হইয়া যাইত, আর কাহারও উৎপত্তি হইত না। হে শোভনে! প্রজাদিগের জন্মের কারণ সন্ধি; তাহার অন্যথা হইলে তাহাদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত সংসার ভস্মসাৎ করিত ও অভ্যুদয়ের আর সম্ভাবনা থাকিত না। হে দ্রুপদরাজতনয়ে! এই জগতীতলে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল লোকসমুদয় বিদ্যমান থাকাতেই প্রজাগণের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা করা বিধেয়। কারণ, ক্ষমাশীল ব্যক্তিই ভূতসৃষ্টির প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি আক্রুষ্ট, তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়া ক্রোধকে জয় করিয়া ক্ষমাশালী হয়, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ; তাঁহারই সনাতন লোকলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্প-বিজ্ঞানসম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়। মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির এক গাঁথা উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রবণ কর। ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ ও ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা সম্যক অবগত আছেন, তিনি সকলকেই ক্ষমা

করিতে পারেন। ক্ষমা ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তাপ ও শৌচ এবং ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাদুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মকারী ও অন্যান্য কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোক-সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রহ্মলোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে। ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ও তপস্বিগণের ব্রহ্মস্বরূপ। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ ও ক্ষমাই শান্তি। অতএব মদ্বিধ লোক এক্ষণে কিরূপে ক্ষমা পরিত্যাগ করিতে পারে? হে কৃষ্ণে! ক্ষমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ ও লোকসমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষেরা সতত ক্ষমাপ্রদর্শন করেন বলিয়া তাহাদের শাশ্বত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হস্তগত। তাহারা ইহকালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয়, তাহাদিগের পরমপবিত্র লোকলাভ হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। হে দ্রৌপদি! মহর্ষিকাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সতত এই গাঁথা গান করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমা বিষয়ক গাঁথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধসংবরণপূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন কর। পিতামহ ভীষ্ম ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ইহারা শান্তিকে পূজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। আচার্য্য কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়, সোমদত্ত, যুযুৎসু, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, আমাদিগের পিতামহ ব্যাস। ইহারাও প্রতিনিয়ত শান্তির কথা উত্থাপন করিয়া প্রশংসা করেন; এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, এই সকল ব্যক্তিদ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা তাহার পুত্র শান্তিপথে প্রেরিত হইলে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু লোভপরতন্ত্র হইলে অবশ্যই বিনাশ ঘটিবে, সন্দেহ নাই। হে দ্রৌপদি! ভারতবংশীয়দিগের বিনাশের নিমিত্ত এই নিদারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে; বলিতে কি, আমি পূর্ব্বেই ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি। দুর্য্যোধন রাজকার্য্যে নিতান্ত অযোগ্য, এই নিমিত্ত সে কদাচ ক্ষমাবলম্বন করিবে না, কিন্তু আমি তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যপাত্র, এই জন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে। ক্ষমা ও অনুশংসতা মহাত্মাদিগের চরিত্রস্বরূপ ও সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আমি এক্ষণে প্রকৃতরূপে ক্ষমা অবলম্বন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

৩০তম অধ্যায়

ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের দুঃখে দ্রৌপদীর বিস্ময়

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে নাথ! যাহারা মোহ উৎপাদন করিয়া বলপূর্ব্বক রোজ্যাক্রমণস্বরূপ পিতৃপরম্পরাগত কর্ত্তব্যকর্ম্মে আপনার বুদ্ধিভ্রম জন্মাইতেছেন, সেই ধাতা ও বিধাতা উভয়কেই আমার নমস্কার। কর্ম্মই উত্তম, মধ্যম প্রভৃতি পৃথক পৃথক লোকপ্রাপ্তির সাধন ও কর্ম্মের ফল অপরিহার্য্য। লোক মোহবশতঃ মোক্ষলাভের অভিলাষ করিয়া থাকে। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা, সরলতা ও লোকাপবাদভীরুতা অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কখনও ইহলোকে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! আপনি ও আপনার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত সুখোচিত হইয়াও ঈদৃশ দুঃসহ দুরবস্থায় নিপতিত, ইহাই

তাহার প্রমাণ। কি রাজ্যশাসনকালে, কি বিবাসনসময়ে, কখনই আপনারা ধৰ্ম্ম অপেক্ষা আর কিছুই প্রিয়তর বলিয়া জানিতেন না, বরং জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে সমধিক প্রিয়তর বোধ করিয়া থাকেন। আপনার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত, ইহা ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতারা জানেন। আমি বিলক্ষণ জানি, আপনি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও আমাকে পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। আমি আর্য্যগণের সমীপে শ্রবণ করিয়াছি, যে রাজা ধৰ্ম্ম রক্ষা করেন, ধৰ্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু দেখিতেছি, ধৰ্ম্ম আপনাকে রক্ষা করিতেছেন না। যেমন স্বকীয় ছায়া মানবের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ আপনার অসাধারণ বুদ্ধি নিয়তই ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তিনী হইতেছে। হে নাথ! আপনি সসাগরা ধরার একাধিপত্যলাভ করিয়াও কি সমকক্ষ, কি কনিষ্ঠ, কি শ্রেষ্ঠ কাহারও অবমাননা করেন নাই ও কখন আপনার অভিমান বা দর্পও দৃষ্ট হয় নাই, আপনি সর্ব্বদা স্বাহাকার, স্বধাবাচন ও পূজাদ্বারা দ্বিজ, দেবতা এবং পিতৃগণের সেবা করিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার উপভোগদ্বারা ব্রাহ্মণ, যতি, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বর্ণময়পত্রে ভোজন প্রদান করিতেন। আমি তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম। আপনি বানপ্রস্থাদিগকে স্বর্ণাদিধাতুনির্ম্মিত পাত্রসকল প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণগণকে আপনার অদেয় কিছুই ছিল না। আপনি শান্তির নিমিত্ত অতিথি ও অন্যান্য প্রাণীগণের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বৈশ্বদেববলি প্রদান করিয়া শিষ্টাচারসহকারে সময়াতিপাত করিতেন। এই দাস্যুসমাকীর্ণ জনশূন্য মহারণ্যেও আপনার যাগ, পশুবন্ধন, কাম্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া, পাকযজ্ঞ ও যজ্ঞকর্ম্মসকল নিরন্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়াও আপনার কৰ্ম্ম অবসন্ন হয় নাই। আপনি অশ্বমেধ, গোমেধ, রাজসূয়, পুণ্ডরীক প্রভৃতি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞসকল অনুষ্ঠান করিয়া নিরন্তর ইষ্ট-সাধন করিতেন, তথাপি বিষম অক্ষপরাজয়ে এরূপ বিপরীতবুদ্ধি হইয়াছিল যে, বিপক্ষগণ পণে পরাজয় করিয়া রাজ্য, ধন, আয়ুধ, ভ্রাতৃগণ ও আমাকে অনায়াসে গ্রহণ করিল; হে রাজন! আপনি ঋজুতা, মৃদুতা, বদান্যতা, লজ্জাশীলতা ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি দ্যূতব্যসনজনিত বিপরীতবুদ্ধি কি প্রকারে উপস্থিত হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আপনার ঈদৃশ দুঃখ ও অপ্রতিকার্য্য [প্রতিকারের অযোগ্য-সহজে যাহার প্রতিকার হয় না] আপদ অবলোকন করিয়া নিতান্ত মোহপাশে বদ্ধ হইতেছি; আর শোকবেগ-সংবরণ করিতে পারি না।”

পুরাতত্ত্বস্মরণে দ্রৌপদীর আত্মপ্রসাদ

“হে ধর্ম্মরাজ! এ স্থলে সকলে এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপে কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় লোক ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া চলে, তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়াপ্রিয় ও সুখ-দুঃখের বিধাতা; তিনি পূৰ্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে সমুদয় বিধান করেন। যেমন সূত্রধর দারুময়ী নারী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যোজনা করে, সেইরূপ বিধাতা এই সমুদয় জীবের অবয়ব সৃষ্টি করেন। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া ইহসংসারে শুভাশুভ বিধান করিতেছেন। সকলই তন্তুবদ্ধ শকুনির ন্যায় পরাধীন; কেহই আপনার বা অন্যের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারে না। লোকসকল সূত্রগ্রথিত [সূতায় বাঁধা] মণির ন্যায় ও নস্যসংযত [ভিন্ন নাসায় সূত্রবদ্ধ—নোক ফোড়াইয়া তাহাতে দড়ি লাগান]

বৃষের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঈশ্বরের শাসনেই চলিতেছে, কারণ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তন্ময়। যেমন বৃক্ষ কুল হইতে প্রবাহে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির হয় না, তদ্রূপ মনুষ্যবর্গ স্বতন্ত্র হইয়া ক্ষণমাত্রও অতিবাহিত করিতে পারে না। অজ্ঞান তিমিরাবৃত জন্তুগণ স্বীয় সুখদুঃখের ঈশ্বর হইতে পারে না; তাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া স্বর্গ ও নরকে গমন করে। হে পাণ্ডবরাজ! যেমন তৃণের অগ্রভাগ প্রবল বায়ুর বশবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ সমস্ত চরাচর ধাতার বশীভূত হইয়া চলিতেছে। ঈশ্বর মানবগণকে পুণ্যকর্ম্মে অথবা পাপাচারে অনুরক্ত করিয়া সমুদয় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু 'এই পরমেশ্বর' ইহা বলিয়া কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। মহাভূত ও অহঙ্কারাদিরূপ তদীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহই চিদাত্মার আভাসস্বরূপ বীজনিবাপস্থান [জীববুদ্ধির উন্মেষক বীজ বপনক্ষেত্র] সংজ্ঞিত হইয়া কর্ত্তা হইতেছে, তিনি তদ্দ্বারাই শুভাশুভ ফলোৎপাদক কর্ম্ম করাইতেছেন। দেখুন, ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য মায়া-প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তিতি আত্মমায়ায় মোহিত করিয়া ভূতদ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এই ভূত-সৃষ্টিসকল স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় দর্শন করেন, কিন্তু বায়ুবেগের ন্যায় ভিন্নপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মানবগণ ভূতজাতকে নিত্যশুচি ও সুখস্বরূপ বিবেচনা করেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই সকলকে অহঙ্কারাদিদ্বারা উৎপন্ন ও জরাজীর্ণত্বাদিদ্বারা বিকৃত করিতে থাকেন। যেমন কাষ্ঠদ্বারা কাষ্ঠ, পাষাণদ্বারা পাষাণ ও লৌহদ্বারা লৌহ ছিন্ন হয়, সেই প্রকার ভগবান স্বয়ম্ভু মায়াসহকারে ভূতদ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করেন। যেমন বালক ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবান প্রভু কখন সংযোগ কখন বা বিয়োগ করিয়া ভূতগণদ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। হে রাজন! ধাতা ভূতগণের প্রতি পিতামাতার ন্যায় স্নেহপর নহেন। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুশীল, লজ্জাশালী আর্য্যগণ কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাপন করেন, আর পাপাত্মারা বিষয়বাসনায় বিহ্বল হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে; ইহাই কি পরমেশ্বরের অপক্ষপাতিতা! হে মহারাজ! আপনার বিপদ এবং দুর্য্যোধনের সম্পদ অবলোকন করিয়া সেই বিষমদর্শী বিধাতাকে তিরস্কার করি। তিনি আর্য্যশাস্ত্রলঙ্ঘী, ক্রুর, লোভাপরবশ, অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনকে রাজ্যধন প্রদান করিয়া কি ফলভোগ করিতেছেন? যদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল কেবল কর্ত্তাকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে নিয়োগকর্ত্তা ঈশ্বরও তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হয়েন, সন্দেহ নাই। যদ্যপি ঈশ্বর প্রয়োজনকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্মজনিত পাপভোগ না করেন, বলই তাহার কারণ বলিতে হইবে; অতএব হে মহারাজ! দুর্ব্বল জনেরাই একান্ত অধীন ও নিতান্ত শোচনীয়।"

৩১তম অধ্যায়

নারীসুলভ দোলায়মানহৃদয়া দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধদান

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যজ্ঞসেনি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সুকুমার ও সুবিন্যস্ত বটে, কিন্তু নাস্তিকমতানুমত। আমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি না; কিন্তু দাতব্য বলিয়া দান করি, যষ্টব্য বলিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকি। ফল থাকুক আর নাই থাকুক, গৃহস্থাশ্রমে

থাকিয়া যে-সকল কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য আমি তাহা যথাশক্তি অনুষ্ঠান করি। হে চারুনিতম্বিনি! আমি সাধুজনাচরিত ব্যবহার দৃষ্টি ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাচরণ করি; কোন প্রকারে ফল প্রত্যাশা করি না, আমার মন স্বভাবতঃই কেবল ধর্ম্মানুরাগী। হে কৃষ্ণে! যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফললাভলোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মবণিক, সুতরাং সে মুখ্যফলে অনধিকারী ও ধার্ম্মিকসমাজে জঘন্যরূপে পরিগণিত; সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যে পাপমতি নাস্তিকতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হয়, তাহারও ধর্ম্মজনিত ফললাভের প্রত্যাশা থাকে না। আমি বেদনির্দ্দিষ্ট প্রমাণানুসারে কহিতেছি, কদাচ ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করিবে না, যেহেতু, ধর্ম্মভিশঙ্কী ব্যক্তি তির্য্যগ্‌গতি প্রাপ্ত হয় এবং যে বিবেকহীনমতি ধর্ম্মে অবিশ্বাস বা আমর্ষতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি বেদবহিষ্কৃত শূদ্রের ন্যায় অজর অমরলোক হইতে অপসারিত হয়। হে পাঞ্চালি! যে ব্যক্তি ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদাধ্যায়ী হয়, ধর্ম্মচারীরা সেই রাজর্ষিকে স্থবিরমধ্যে পরিগণিত করেন। যে মূঢ় তিনি উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে, সে ব্যক্তি শূদ্র ও তস্কর হইতেও পাপীয়ান। হে কল্যাণি! তুমি ত' প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মপ্রভাবে চিরজীবিতা লাভ করিয়াছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ, লোমশ, শুক ও অন্যান্য বিশুদ্ধচেতাঃ ঋষিগণ ধর্ম্মপ্রভাবে দিব্যযোগসম্পন্ন হইয়া শাপ-প্রদানে ও অনুগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন এবং দেবতা অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবলাভ করিয়াছেন। এই সকল অমরাবদ্‌বিখ্যাত বেদার্থবেত্তা ঋষিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়া থাকেন; অতএব হে রাজ্ঞি! ভ্রান্তচিত্তে ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ধাতাকে তিরস্কার করা উচিত নহে। বালকেরা তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে উন্মত্ত জ্ঞান করে, তাহারা ধর্ম্মাচরণে সন্দিহান হইয়া অন্যের নিকট প্রমাণ অন্বেষণ করে না; কেবল আত্মবিনিশ্চিত প্রমাণে সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া ধর্ম্মের অবমাননা করে ও কেবল ইন্দ্রিয়সুখসম্বন্ধ লৌকিক বিষয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকে; কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সংশয়ান হয়, সে পাপাত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই; সে কেবল অর্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া কালব্যাপন করে; কদাচ পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় না; যে মূঢ় প্রমাণপরাঙ্মুখ হইয়া বেদার্থে নিন্দা করে এবং কাম ও লোভের একান্ত বশংবদ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হয়। হে কল্যাণি! যে প্রশস্তমতি ব্যক্তি নিরন্তর অসন্দিগ্ধচিত্তে ধর্ম্মেরই সেবা করে, সে পরকালে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া অনন্ত সুখসম্ভোগ করে। যে ব্যক্তি আর্যপ্রমাণ ও সমুদয় শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়, সে মূঢ় জন্মজন্মান্তরেও শুভলাভ করিতে পারে না। হে ভাবিনি! যে ব্যক্তি আর্যপ্রমাণ বা শিষ্টাচারপরম্পরার বশবর্ত্তী না হয়, তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়, অতএব হে পাঞ্চালি! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণকর্ত্তৃক আচরিত পুরাতন ধর্ম্মে কদাচ অবিশ্বাস করিও না। সাগরপারলিপ্সু বণিকদিগের তরণীর ন্যায় সূরলোকগমনোন্মুখ মানবগণের ধর্ম্মই একমাত্র ভেলা। হে অনিন্দিতে! যদি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাচরণ বিফল হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অসীম তমঃস্তোমে নিমগ্ন হইয়া যায়; কোন ব্যক্তিই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না, কেবল পশুর ন্যায় জীবনধারণ করে, বিদ্যাশূন্য হয় ও কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। যদি তপ, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান ও ঋজুতা প্রভৃতি ধর্ম্মসকল বিফল হয় ও ফলপ্রসবিনী ক্রিয়া প্রতারণায় পর্য্যবসান হয়, তাহা হইলে লোকপরম্পরা

কদাচ ধর্ম্মপ্রতিপালন করিত না এবং ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ প্রভুত্বশালী হইয়াও কি নিমিত্ত আদরপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন? তাহারা বিধাতা ধর্ম্মের ফলপ্রদান করেন জানিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মই সনাতন সুখ। ধর্ম্ম কখন বিফল হয় না ও অধর্ম্মও ফলবান হয় না। তপস্যাও এই প্রকার। হে স্মেরমুখি! তুমি আপনার ও প্রতাপবান। ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত অবগত আছ, ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহার ফললাভ হয় কি না, তোমরাই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। ধীরব্যক্তি কর্ম্মের অত্যল্পমাত্র ফলপ্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন; সমধিক ফললাভ করিলেও মূর্খদিগের সন্তোষলাভ হয় না; সুতরাং তাহারা মরণোত্তর জন্মপরিগ্রহ করিয়া কিছুমাত্র ধর্ম্মজনিত সুখপ্রাপ্ত হইতে পারে না। হে ভাবিনি! দেবতারাও পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফলোদয়, জন্ম ও মৃত্যু বিশেষরূপে অবগত নহেন। যে ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও অন্য ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, সে ব্যক্তি কল্পসহস্রেও শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হয় না। গূঢ়মায় দেবসমূহ ঐ সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম রক্ষা করেন; শান্ত ও দান্ত দ্বিজগণ তপঃপ্রভাবে বিগতপাপ ও ধ্যানফলসম্পন্ন হইয়া তাহা দর্শন করেন। ফলদর্শন না হইলেও ধর্ম্ম বা দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। অসূয়াবর্জ্জিত হইয়া প্রযত্নসহকারে যাগ ও দান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও কর্ম্মের ফল ইহলোকেও দৃষ্ট হইতেছে। হে কৃষ্ণে! ব্রহ্মা পুত্রদিগকে যাহা কহিয়াছেন ও মহর্ষি কশ্যপ যাহা অবগত আছেন, তদ্দ্বরা তোমার সংশয় শিশিরের ন্যায় বিনষ্ট হউক। সকল বিষয়ই রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; তুমি নাস্তিক্যভাব পরিত্যাগ কর; সকল ভূতের ঈশ্বর ধাতাকে তিরস্কার করিও না। তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে অভিলাষ কর ও নমস্কার কর, তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি যেন আর না হয়। ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হইয়াও যাহার প্রসাদে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই পরামদেবতাকে কোন প্রকারে অবমাননা করিও না।"

৩২তম অধ্যায়

দ্রৌপদীর পুনঃ পুনঃ বিলাপ--দৈব-পুরুষকার

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে পার্থ! আমি ধর্ম্মের অবমাননা বা নিন্দা করি না এবং সর্ব্বভুতেশ্বর প্রজাপতিরও অপমান করিতে পারি না, কেবল দুঃখার্ত্ত হইয়াছি বলিয়া বিলাপ করিতেছি; পুনরায় আরও বিলাপ করিব, সুস্থির-মনে শ্রবণ করুন। হে অরতিনিসূদন! এই জন্মমরণশীল সংসারে জ্ঞানবানদিগের কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু, স্থাবর ব্যতীত কোন জীবই কর্ম্মবিহীন হইয়া কালব্যাপন করিতে পারে না। সদ্যোজাত গোবৎসগণও পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে মাতৃস্তনপান অবধি বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া থাকে। বিশেষতঃ জঙ্গমদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আপনার জীবিকালাভ করিবার বাসনা করে। হে ভরতকুলগ্রগণ্য! সমস্ত প্রাণীরাই প্রাক্তনকর্ম্মজনিত সংস্কার অবলম্বনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ ফললাভ করিয়া থাকে। যেমন বক জলে থাকিয়া পূর্ব্বসংস্কারানুসারে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ কি ধাতা, বিধাতা সকলেই স্বকীয় পূর্ব্বসঙ্কল্পবশতঃ কর্ম্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণীসকলেও আপনি

আপন প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারপ্রভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কর্ম্মপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না; তন্নিমিত্ত সকলেরই কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈবপর হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমুখ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে; অতএব হে ধর্ম্মরাজ! আপনি সতত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হউন, কদাচ গ্লানিযুক্ত হইবেন না, নিরন্তর কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া কৃতকার্য্য হউন। কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞ ব্যক্তি সহস্রের মধ্যে একজন আছে কি-না সন্দেহ। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধিকরণেও কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে। কেন না দৈবপর হইয়া উপার্জ্জন না করিলে অর্থ অক্ষয় হয় না, দেখুন, কেবল ব্যয় করিলে হিমাচলও ক্ষয় হইয়া যায়, প্রজাগণ যদি ভূমণ্ডলে আসিয়া কর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম্ম নির্ম্মফল হইলে তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত না। আমরা এমত অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহারা অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু কর্ম্ম না করিলে লোকে কোনপ্রকারেই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না। অদৃষ্টপর ও চার্ব্বাকমতাবলম্বী এই উভয়প্রকার লোকই শঠ; কেবল কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ান থাকে, সে দুর্বুদ্ধি জলমধ্যস্থ আমঘটের [অদগ্ধমৃত্তিকার পাত্র—কাঁচা মাটির ঘটী] ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। ঐরূপ হঠবাদী ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াও যদি আলস্যে তাহা পরিত্যাগ করে, তবে অনাথ দুর্ব্বলের ন্যায় অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য অকস্মাৎ যে অর্থলাভ করে, তাহাকে হঠপ্রাপ্ত বলা যায়; উহা কাহারও যত্নে উপার্জ্জিত নহে। পুরুষ দৈববশে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই দৃষ্টলব্ধ বলিয়া নিশ্চিত হয়; স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া যে ফললাভ করে, তাহাকে প্রত্যক্ষ ও পৌরুষলব্ধ কহে এবং স্বভাববশতঃ প্রবৃত্ত কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃ যাহা লাভ করে, তাহাকে স্বভাবজ ফল কহিয়া থাকে। হে পুরুষসত্তম! লোকে এইরূপে হঠাৎ, দৈবাৎ, স্বভাবতঃ ও কর্ম্মদ্বারা যাহা লাভ করে, তাহা তাহার জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল। সর্ব্বভুতেশ্বর বিধাতাও কর্ম্মধান হইয়া মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। মনুষ্য যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করে, উহা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল, কিন্তু বিধাতৃবিহিত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। শারীরিগণের দেহ বিধাতার কর্ম্মসাধনের কারণস্বরূপ। দেহ স্বয়ং, অবশ, বিধাতা উহাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে। হে নাথ! সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতা স্বয়ং সর্ব্বকর্ম্মের নিযোক্তা হইয়া অনাত্মবশ জীবগণকে সেই সকল কর্ম্মে প্রেরণ করেন। তিনিই স্বয়ং মনে মনে অর্থনিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহা লাভ করেন; মনুষ্য কেবল তাহার কারণমাত্র। যে-সকল আগার ও নগর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারও কারণ কর্ম্ম, অতএব যে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কর্ম্ম যে কত প্রকার, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা তিলে তৈল, গাভীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে পাবক সমুৎপন্ন হয় বুঝিতে পারিয়া ঐ সমুদয় প্রস্তুত করিবার উপায়ও স্থির করেন, পরে স্থিরীকৃত উপায়সহকারে কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন। হে রাজন্! এইরূপে প্রাণীগণ কর্ম্মসিদ্ধি করিয়া আপন আপন জীবিকানির্ব্বাহ করে। কর্ত্তা কার্য্যকুশল হইলে কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও সাধুফলপ্রদ হয়, কিন্তু কর্ত্তা কার্য্যে অক্ষম হইলে বিস্তর ফলভেদ হইয়া থাকে। যদি পুরুষকার কর্ম্মসাধ্যবিষয়ে ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে যাগ ও তাড়াগ খননাদি কর্ম্মের ফললাভে কেহ প্রবৃত্ত হইত না। পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা, এই নিমিত্তই

কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে পুরুষের প্রশংসা হয়; অসিদ্ধ হইলে "এ বিষয়ে কি কেহ কর্ত্তা ছিল না" বলিয়া নিন্দা করে। কেহ কেহ কাহেন, সকল কর্ম্মই হঠবশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ কাহেন, সকলই দৈবপ্রভাবে হয়; কেহ কেহ কহেন, মনুষ্যের প্রযত্নেই কার্য্যসকল সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ এই ত্রিবিধ কারণদ্বারা সুসম্পন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু দৈব ও হঠাদি সকলই প্রাক্তন কর্ম্মের অন্তর্ভূত হয়, উহা ভিন্ন আর কিছুই কারণ হইতে পারে না। যাহারা হঠ ও দিষ্টকে [দৈব-ভাগ্য] অর্থসিদ্ধির কারণ বলেন ও যে তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা জানেন যে, মনুষ্য দৈব, হঠ ও স্বভাব এই তিনপ্রকার কারণেই ফলপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু শুভাশুভ সমস্তই প্রাক্তন কর্ম্মের ফল, যে সকল পণ্ডিত বলেন, প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ নহে, তাহারা কিন্তু বিলক্ষণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। দেখুন, যদি বিধাতা সমস্ত প্রাণীগণকে জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান না করিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য যেরূপ বিষয়াভিলাষে কর্ম্ম করিত, তাহাই প্রাপ্ত হইত। অর্থসিদ্ধি ও অর্থের অসিদ্ধি এই তিনটি—দৈব, হঠ ও স্বভাব—দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু উহার মুখ্য কারণ প্রাক্তন-কর্ম্ম, ইহা যাহারা স্বীকার না করেন, তাহারা দেবতুল্য জড়পদার্থ। ভগবান মনুও কর্ম্ম অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হে মহারাজ! পুরুষ দৈবপর হইয়া একান্ত নিশ্চেষ্ট হইলে অবশ্যই পরাভূত ও দুঃস্থ হয়, কর্ম্ম করিলে প্রায়ই ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু অসম্যক্‌কাকরী ব্যক্তি কখনই অভষ্টি ফললাভ করিতে পারে না। অঙ্গভঙ্গপ্রযুক্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বলিয়া কদাচ কর্ম্মের বৈয়র্থ্য স্বীকার করা যায় না, যেহেতু, প্রায়শ্চিত্ত করিলে অবশ্যই ফললাভ হয়, অতএব কর্ম্ম কদাচ ফলশূন্য নহে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে যদি ফলপ্রাপ্ত না হয়, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে, তাহাতে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়, আর যে পুরুষ কার্য্যদক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্ম্মের ফললাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। সংশয়ই অনর্থের মূল; অসংশয়চিত্তে কর্ম্ম করিলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু নিতান্ত সংশয়বিহীন ধীরব্যক্তি সংসারে অতি দুর্লভ। হে মহারাজ! সম্প্রতি আমাদের এই মহান অনর্থ সমুপস্থিত হইয়াছে; যদি আপনি পুরুষকার অবলম্বন করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই অনর্থ-নাশ হইবে। পাছে কর্ম্ম সফল না হয়, এই ভাবিয়া যদি আপনি, বৃকোদর, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে রাজ্যপ্রাপ্তির আশা একেবারে দূর হইয়া যায়; কিন্তু ইহা আপনাদের পক্ষে অতি অন্যায়। যখন অন্যের কর্ম্ম সফল হইতেছে, তখন আমাদের চেষ্টা কেনই বা নিরর্থক হইবে? কর্ম্ম করিলে শীঘ্রই হউক কিংবা বিলম্বেই হউক, অবশ্যই তাহার ফললাভ হয়। দেখুন, কৃষক লাঙ্গলদ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া শস্যবপনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল বৃষ্টির অপেক্ষা করে। যদিও বৃষ্টি না হয়, তাহাতে কৃষকের তত ক্ষোভ হয় না। সে মনে করে যে, পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছি, সফল হইল না, ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। পণ্ডিত ব্যক্তি 'পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যথাসাধ্য করিয়াছি, এক্ষণে সফল হইল না, ইহাতে আমি কোনক্রমে অপরাধী নহি এই বিবেচনা করিয়া আত্মনিন্দা করেন না। আমি কর্ম্ম করিলে অর্থসিদ্ধি হয় না', এই বলিয়া কর্ম্মে বৈরাগ্য প্রকাশ করিবে না। ফলসিদ্ধিবিষয়ে পুরুষকার ও অবৈরাগ্য এই দুইটি কারণ আছে। কর্ম্মসিদ্ধি হউক বা না হউক, কর্ম্ম করিতে উপেক্ষা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমুদয় কারণ একত্র হইলে অবশ্যই কর্ম্মসিদ্ধি হয়। প্রধান অঙ্গের অভাব থাকিলে কর্ম্মের

সম্পূর্ণ ফল হয় না, হয় ত' একেবারেই কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়; কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে ফল বা শৌর্য্যাদিগুণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য আপনার কল্যাণলাভের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে দেশ, কাল, উপায় ও মঙ্গল প্রয়োগ করিবে। পরাক্রমই কার্য্যসাধনের মুখ্য উপায়, ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে; অতএব পরাক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। বুদ্ধিমান লোক যে ব্যক্তিতে বহুগণ-সংযুক্ত মঙ্গললাভের চিহ্ন দেখেন, তাহা হইতে সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায়দ্বারা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যদি সমুদ্র বা পর্ব্বতও অপকারক হয়, তাহাদিগের ব্যাসন বা বিবাসনের চেষ্টা করিবে। যে ব্যক্তি সতত শত্রুগণের ছিদ্রান্বেষণে সমুত্থিত হইয়া থাকে, সে আপনার ও অমাত্যগণের নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হয়। পুরুষ কদাপি অশক্ত বলিয়া আত্মার অবমাননা করিবে না; আত্মাবমানী ব্যক্তি কখন উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে না। হে রাজন! লোকের স্বাভাবিকী ফলসিদ্ধি এই প্রকার হইয়া থাকে; কিন্তু কাল ও অবস্থার বিভাগানুসারে ঐ সিদ্ধি ভিন্ন-ভিন্ন রূপে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

"হে ভারতবংশাবতংস! পূর্ব্বে পিতা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আপনার ভবনে বাস করাইয়াছিলেন; এই বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতি তাঁহার নিকট কহিয়াছিলেন ও ভ্রাতৃগণকে অভ্যাস করাইয়াছিলেন, আমিও তৎকালে তাহাদের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আমি যখন ঐ সমস্ত বিষয় শুনিবার মানসে কোন কার্য্যোদ্দেশে পিতার ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তখন সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনা করিয়া এই সকল নীতি কহিতেন।"

৩৩তম অধ্যায়

স্বমতপোষকবাক্যশ্রবণে ভীমের উত্তেজনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন যাজ্ঞসেনীর বাক্যশ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন! ধর্ম্মনিপেত সৎপুরুষোচিত রাজ্যলাভপদবী অবলম্বন করুন। দেখুন, ধর্ম্মার্থক্যামবিহীন হইয়া আমাদের তপোবনে বাস করিবার আবশ্যকতা কি? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্ম, আর্জ্জব বা তেজঃপ্রভাবে আমাদের রাজ্যগ্রহণ করে নাই; কেবল কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া উহা অপহরণ করিয়াছে। গোমায়ু যেমন সিংহের আমিষ গ্রহণ করে ও দুর্ব্বল কুকুর যেমন বলবানদিগের আমিষ অপহরণ করে, তদ্রূপ আমাদের রাজ্য সেই দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। হে মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত অল্পমাত্র ধর্ম্মরক্ষানুরোধে ধর্ম্মকামের উৎপাদক রাজ্যরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন? গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আমাদের রাজ্য রক্ষা করিত, ইন্দ্রও বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিতে পারেন নাই; কেবল অনাবধানতাপ্রযুক্তই উহা আমাদিগের সমক্ষে বিপক্ষকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। যেমন কুণি [বিকলহস্ত—যাহার হস্তের ক্রিয়া অচল] ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিল্ব ও পঙ্গুদিগের নিকট হইতে ধেনুসকল অপহৃত হয়, তদ্রূপ আপনার নিমিত্তই আমাদের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে। হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্মাভিলাষী, আপনার প্রিয়সাধনের নিমিত্তই আমরা ঈদৃশ ব্যসনাপন্ন হইয়াছি। আমরা আপনার সমপথানুগত বচনানুসারে আত্মসংযম

করিয়া কেবল মিত্রগণের দুঃখ ও শত্রুদিগের আনন্দবৃদ্ধি করিতেছি। হে রাজন! আমরা আপনার সমপথাবলম্বী বচনানুসারে তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বিনাশ করি নাই, সেই মর্ম্মচ্ছেদী কর্ম্ম স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপিত হইতেছি। হে মহারাজ! এক্ষণে এই দুর্ব্বলজনাচরিত বলবানদিগের নিতান্ত অপ্রিয় মৃগচর্য্যারূপ বনবাসে অশেষ ক্লেশ অনুভব করুন। কি কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন, কি অভিমন্যু, কি সৃঞ্জয়গণ, কি আমি, কি মাদ্রীসূতদ্বয়, কেহই আপনার এই অবস্থার অভিনন্দন করিবে না। আপনি কি ধর্ম্মরক্ষানুরোধে সতত ব্রত্যকর্শিত হইয়া বৈরাগ্যপন্থাবলম্বনপূর্ব্বক নিতান্ত পৌরুষশূন্য মনুষ্যের ন্যায় কালব্যাপন করিবেন! হে পাণ্ডবরাজ! যেসকল কাপুরুষ আপনাদিগের বংশলক্ষ্মীর প্রত্যুদ্ধরণে অসমর্থ, তাহারাই নিতান্ত নিষ্ফল ও স্বার্থবাতক বৈরাগ্যকে প্রিয় জ্ঞান করে; কিন্তু আপনি জ্ঞানবান, কার্য্যসাধনে সমর্থ ও আমাদিগের পুরুষাকারাভিজ্ঞ হইয়াও কেবল অনৃশংসতানুরোধে এই অনার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। দেখুন, আমরা বৈরানির্য্যাতনে সমর্থ হইয়াও ক্ষমাপথ অবলম্বন করাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাদিগকে নিতান্ত অশক্ত জ্ঞান করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করাও দুঃখাবহ নহে। যদি ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা সকলেই নিহত হই, তাহাও শ্রেয়ঃ, কারণ, তাহা হইলে পরকালে সম্পত্তিলাভ হইবে, কিংবা যদি আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে পারি, তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, বিপুল কীর্ত্তিলাভ ও বৈরানির্য্যাতনের নিমিত্ত আমাদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা কর্ত্তব্যবিষয় বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি শত্রুগণ আমাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্যলাভ করে, তাহাও আমাদের প্রশংসার বিষয়; উহাতে কিছুমাত্র নিন্দা নাই। যে ধর্ম্মদ্বারা মিত্রগণের বা আপনার কষ্ট হয়, তাহাকে ব্যাসন কহে। উহাই কুধর্ম্ম, কখনই ধর্ম্ম নহে। যেমন সুখ ও দুঃখ মৃতব্যক্তিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ সতত ধর্ম্মচিন্তানিরত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, সে অশেষ ক্লেশভোগী হয়; যেমন অন্ধ ব্যক্তি সূর্য্যের প্রভা জানিতে পারে না, তদ্রূপ সেই অপণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রয়োজন বুঝিতে অসমর্থ হয়। যে ব্যক্তির অর্থ কেবল আত্মভোগেই পর্য্যবসিত হয়, সে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা জানিতে পারে না। যেমন রক্ষকগণ অরণ্যে গোরক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐ পামর কেবল অর্থরক্ষা করিয়াই জীবনযাপন করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও কাম পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনে নিরন্তর রত থাকে, সেই দুরাত্মা ব্রহ্মহার ন্যায় সর্ব্বভূতের বধ্য। আর যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কামার্থী হইয়া কালব্যাপন করে, তাহার মিত্রনাশ ও সে ধর্ম্মার্থবিহীন হইয়া থাকে।

"যেমন মৎস্যকুল বারি শুষ্ক হইলে কালগ্রাসে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মার্থবিহীন দুরাত্মা স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া পরিশেষে কামাবসানে নিধন প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থসংগ্রহে। কখনই প্রমত্ত হয়েন না। যেমন অরণি পাবকোৎপাদনের হেতু, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ কামের প্রসূতি। ধর্ম্ম অর্থের মূল, অর্থও ধর্ম্মোৎপাদনের হেতু; যেমন মেঘ ও সমুদ্র পরস্পর পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর পোষকতা করে। স্রক্‌চন্দনাদি-রূপ দ্রব্যস্পর্শ বা স্বর্ণাদিরূপ অর্থলাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে,

তাহারই নাম কাম। কাম মনুষ্যের চিত্তে সমুদিত হয়, উহার শরীর নাই। বিপুল ধর্ম্মোপার্জ্জন দ্বারা অর্থার্থী ব্যক্তির অর্থলাভ হয়; অর্থ হইতে কামার্থীর কমলাভ হয়, কিন্তু কাম হইতে অন্য কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যেমন কাষ্ঠসমুৎপন্ন ভস্ম হইতে ভস্মান্তরলাভের সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ কাম হইতে কামান্তরলাভ হয় না; কামই প্রীতিসমুৎপাদক ফল। যেমন বৈতংসিক [ব্যাধ—জালদ্বারা পক্ষী প্রভৃতির সংগ্রহকারী] বিহঙ্গমগণের প্রাণসংহার করে, তদ্রূপ অধর্ম্ম সর্ব্বভূতের হিংসা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম ও লোভের পরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের স্বরূপ পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ হয়, সেই দুরাত্মা ইহকালে ও পরকালে সর্ব্বভূতের বধ্য হয়।

"হে রাজন! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে—শ্রী, ধন, গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্যজাত হইতেই কাম সমুৎপন্ন হয়, আপনি ইহা সবিশেষ অবগত আছেন, এবং দ্রব্যের প্রকৃতি ও ভূয়সী বিকৃতিও উত্তমরূপে জানেন। জরা বা মরণদ্বারা ঐ সমুদয় দ্রব্যের অদর্শন বা বিয়োগকে অনর্থ বলা যায়; সেই মহান অনর্থ এক্ষণে আমাদিগের সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব অনর্থ নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"হে মহারাজ! পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম; উহাই ধর্ম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের উপর পৃথক পৃথক রূপে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কেবল কামপর হইবে না; সতত সমভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্নে কামানুশীলন করিবে। অতএব হে রাজন! উক্তরূপে কালবিভাগ করিয়া যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গেরই সেবা করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মহোদয়জনিত সুখ-সম্ভোগ করিয়া মোক্ষোপায়জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক সুখাভিলাষী হয়, তাহার পক্ষে মোক্ষই শ্রেয়ঃ। আপনি মোক্ষোপার্জ্জন বা মহোদয়লাভের জন্য সাতিশয় যত্ন করেন। কিন্তু সেই শ্রেয়স্কর মোক্ষ গৃহস্থাশ্রমবাসীর পক্ষে আতুর ব্যক্তির জীবনের ন্যায় নিরন্তর দুঃখদায়ক হইয়া উঠে। আপনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন এবং সতত ধর্ম্মানুষ্ঠানও করিয়া থাকেন, ইহা জানিয়া আপনার সুহৃদগণ আপনাকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তিপ্রদান করিতেছেন। দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব—এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম; ইহাই ইহকালে ও পরকালে বলবান থাকে। কিন্তু অর্থবিহীন ব্যক্তি অন্যান্য সমুদয় গুণে গুণবান হইলেও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। ধর্ম্মই এই জগতের মূল; ধর্ম্মাপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্ট নহে। বিপুল অর্থ থাকিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই অর্থভৈক্ষচর্য্যা বা কাতরতা অবলম্বনদ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না; উহা কেবল ধর্ম্মাচরণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পুরুষপ্রধান! যজ্ঞদ্বারা অর্থসংগ্রহ করা আপনার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ; ভিক্ষাবৃত্তি কেবল ব্রাহ্মণেরই নির্দ্ধারিত আছে; অতএব আপনি তেজোদ্বারা অর্থলাভ করিতে চেষ্টা করুন। ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষচর্য্যা বা বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায় কোন প্রকার জীবিকা নির্দ্ধারিত নাই; কেবল স্বকীয় বলই তাহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব হে মহারাজ! আপনি স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সমাগত শত্রুগণকে সংহার করিয়া আমার ও অর্জ্জুনের সহায়তায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সৈন্যসকল নাশ করুন।

“বিদ্বানেরা প্রভুত্বকেই ধর্ম্ম কহেন; অতএব আপনি প্রভুত্বলাভে যত্ন করুন; অনীশ্বর হইয়া থাকা উচিত নহে। হে রাজেন্দ্র! যে হিংসা দ্বারা লোকসকল ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়, আপনি সেই হিংসাপ্রধান ক্ষত্রিয়কুলে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব সাবধান হইয়া কুলোচিত সনাতনধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। প্রজাপালন দ্বারা নানাবিধ ফললাভ করা আপনার পক্ষে নিন্দনীয় নহে; কারণ, উহা ক্ষত্রিয়ের কুলক্রমাগত নিত্যধর্ম্ম। যদি আপনি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন, যেহেতু, মনুষ্য স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে কখনই প্রশংসাভাজন হইতে পারে না; তন্নিমিত্ত আপনি মনের শৈথিল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রতেজ অবলম্বনপূর্ব্বক ধুরন্ধরের ন্যায় ভূভার বহন করুন। কোন রাজা কোনকালেই কেবল ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবী বা অসীম ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারেন নাই। যেমন ব্যাধ ভক্ষ্যরূপ-প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক মৃগগণের প্রাণসংহার করিয়া আপনার আহার লাভ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় লুব্ধচেতাঃ ক্ষুদ্রাশয় জনগণকে উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক ভেদোৎপাদন করিয়া অনায়াসেই রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অসুরগণ দেবতাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ; তথাপি দেবগণ কৌশল করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। হে মহাবাহো! এইরূপে বলবান ব্যক্তির নিকটে সকলই সুসাধ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি কৌশলে শত্রুগণের প্রাণসংহার করুন। এই ভূমণ্ডলে অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর ও আমার তুল্য গদাযুদ্ধবিশারদ কেহই নাই। বলবান ব্যক্তি পুরুষসঙ্ঘ বা শত্রুপক্ষীয়দের কোন প্রকার অনুসন্ধানদ্বারা যুদ্ধ করে না, কেবল বলপূর্ব্বকই সংগ্রাম করিয়া থাকে; অতএব হে মহারাজ! আপনি বল প্রকাশ করুন। বলই অর্থের মূল; বল ভিন্ন আর সমুদয়ই হেমন্তকালীন বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় কোন প্রকার উপকারজনক হয় না। যেমন কৃষক অধিক শস্যলাভাকাঙক্ষায় অল্প বীজ বপন করে, তদ্রূপ অর্থাভিলাষী ব্যক্তির সমধিক অর্থলাভের নিমিত্ত অল্প অর্থ পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে অর্থত্যাগ করিলে তাহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নাই, সে স্থানে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থ পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে; যেহেতু, উহা কেবল খরকণ্ডুয়নের [অত্যন্ত চুলকনা] ন্যায় পরিণামে দুঃখজনক হইয়া উঠে।

“হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই প্রকার যদি অল্পধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তিরা মিত্রবলসম্পন্ন অমিত্রের মিত্র-ভেদ করিয়া থাকেন, কারণ, মিত্রগণ ভিন্ন হইয়া পরিত্যাগ করিলে যুবা ব্যক্তিও অবশ হয়। হে রাজন! বলবান ব্যক্তি বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াই প্রজাগণকে বশীভূত করে; সে কখন উহাদিগকে নিগ্রহ বা প্রিয়সম্ভাষণদ্বারা বশীভূত করে না। যেমন বহুসংখ্যক মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া মধুগ্রাহীর প্রাণসংহার করে, তদ্রূপ অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি সমবেত হইলে বলবান শত্রুকে শমনসদনে গমন করিতে হয়। যেমন সূর্য্য স্বীয় কিরণদ্বারা পৃথিবীর রস শোষণ করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন, তদ্রূপ আপনি যুদ্ধে শত্রুগণকে বশীভূত করিয়া প্রতিপালন করুন। হে মহারাজ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় যথানিয়মে প্রজাপালন করিলে অনাদি স্বকীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বা তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া যেমন সদগতিলাভ করে, তপানুষ্ঠানদ্বারা কদাচি তাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। লোক আপনার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছে যে,

সূর্য্য হইতে প্রভা ও চন্দ্রমা হইতে শোভা অপগত হইলে, আর থাকে না। হে মহারাজ! এক্ষণে যাবতীয় সভামধ্যে কেবল আপনার প্রশংসা ও বিপক্ষগণের নিন্দারই আলোচনা হইতেছে। আপনি মোহ, কার্পণ্য, লোভ, ভয়, কাম বা অর্থের জন্য কদাচ মিথ্যাকথা প্রয়োগ করেন নাই; এই নিমিত্তই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কুরুগণ একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে সতত আপনারই সত্যপরায়ণতার আন্দোলন করিয়া থাকেন। রাজ্যলাভ করিবার নিমিত্ত রাজার যে অণুমাত্র পাপ সমুৎপন্ন হয়, তিনি পশ্চাৎ বিপুলদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা তাহার অপনোদন করেন। লোকে ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্যক গ্রাম ও সহস্র সহস্র গো দান করিয়া রাহুবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! সমস্ত পৌর এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃদ্ধ ও বালকগণ-সমভিব্যাহারে আপনারই প্রশংসা করিতেছেন। কুক্কুরমুখে ক্ষীর, শূদ্রমুখে বেদ, চৌরে সত্য ও নারীতে বলসংযুক্ত হইলে যেরূপ ঘৃণাকর ও দুঃখদায়ক হয়, দুরাত্মা দুর্য্যোধনে রাজ্যভার অর্পিত হইয়া তদ্রূপ হইয়াছে। হে মহারাজ! আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সতত এই কথার আন্দোলন করিতেছে। হায়! আপনি আপন বুদ্ধিতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমাদের সহিত এই দুরবস্থাগ্রস্ত হওয়াতে আমরা সকলেই এককালে বিনষ্ট হইলাম। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধনপ্রদান করিবার নিমিত্ত সত্বর সর্বোপকরণসম্পন্ন শীঘ্রগামী স্যন্দনে আরোহণ করুন ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর মহাবলপরাক্রম ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া অদ্যই হস্তিনানগরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হউন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণ-সমভিব্যাহারে অসুরগণকে সংহার করিয়া স্বর্গরাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতিকুল সমূলে নির্মূল করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধন হইতে রাজ্যগ্রহণ করুন। হে রাজন! এই ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তিই গাণ্ডীবনিমুক্ত আশীবিষসদৃশ বিচিত্রপুঙ্খ অর্জ্জুনের শরসমূহ সহ্য করিতে পারে না। আমি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘূর্ণনা করিলে তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে, এমন কোন বীর কি মাতঙ্গ বা অশ্ব এই জগতীতলে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। হে মহারাজ! আমরা সৃঞ্জয়গণ, কেকয়বংশীয়গণ ও বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ও বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে দৃঢ়তর যত্নসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কি নিমিত্ত শত্রুহস্তগত রাজ্যের প্রত্যুদ্ধরণে অক্ষম হইব?

৩৪তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ভীমবাক্যের অনুমোদন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভব সত্যব্রত যুধিষ্ঠির ভীমসেনের বাক্য শ্রবণানন্তর ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ভ্রাতঃ! আমি তোমার বাক্যরূপ শল্যদ্বারা ব্যথিত হইয়াও তোমাকে অভিযোগ করিতে পারি না; আমার অন্যায়াচরণেই তোমরা এরূপ বিষাদ-সাগরে পতিত হইয়াছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি দুর্য্যোধনের রাজ্যজিহীর্ষু [রাজ্যহরণে ইচ্ছুক] হইয়া অক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া ধূর্ত্ত শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া আমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে লাগিল। আমি শঠতা করিতে অক্ষম,

কিন্তু শঠশিরোমণি সৌবল সভামধ্যে শঠতাসহকারে অক্ষসমূহ বিক্ষেপ করিয়া জয়লাভ করিল। আমি যখন তাহার কুটিলতা বুঝিতে পারিয়া অক্ষগুলিকে তদীয় অভিলাষানুরূপ অযুগ [ঘুঁটির জোড়া ভাঙ্গা] ও যুগবন্ধ [ঘুঁটির জোড়া মিলান—চালের চতুরতা] হইতে দেখিলাম, তখন আমার নিবৃত্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ক্রোধোদয় হইয়া আমর ধৈর্য্য বিনষ্ট করায় আমি নিবৃত্ত হইতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। পুরুষের ধৈর্য্যলোপ হইলে কি পৌরুষ, কি অভিমান, কি বীরত্ব কিছুতেই তাহাকে সংযত করিতে পারে না। বোধ হয়, এই প্রকার ভবিতব্যতাই ছিল, তন্নিমিত্তই তোমার কথাতে দোষারোপ করিতে পারি না। যখন দুর্য্যোধন রাজ্যহরণাভিলাষে আমাদিগকে ব্যসনে নিমগ্ন করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী হইতেই আমরা পরিত্রাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

"আমরা পুনর্ব্বার দ্যূতের নিমিত্ত সভামধ্যে সমাগত হইলে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন ভরতগণের সমক্ষে কহিল যে, হে অজাতশত্রো! দ্যূতে পরাজিত হইলে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃগণকে দ্বাদশবৎসর বনবাসে এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাসে কালব্যাপন করিতে হইবে; যদ্যপি ভারতচরেরা তোমার অজ্ঞাতবাস জানিতে পারে, তাহা হইলে পুনরায় দ্বাদশবর্ষ অরণ্যে ও একবর্ষ অজ্ঞাতচারে বাস করিতে হইবে; আর যদ্যপি তোমরা আমাদিগের চরগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের অজ্ঞাতে ঐ অজ্ঞাতবাস বৎসর অতিবাহিত করিতে পার, তাহা হইলে পঞ্চনাদদেশ নিশ্চয়ই তোমাদের হইবে। যদি আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমরাও এইরূপ আচরণ করিব। এইমাত্র পণ স্থির করিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি ও ধনঞ্জয় কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করায় আমিও সেই পণে অনুমোদন করিলাম।

"তখন দুর্য্যোধনও শান্তির নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা না করিয়া সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া উঠিল ও আপনার বশতাপন্ন কৌরবগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। পরিশেষে আমাদিগের দ্যূতক্রীড়া অতি জঘন্য হইলে আমরাই পরাজিত হইয়া বিবাসিত হইলাম। এইরূপে নিষ্কাশিত হইয়া বহুক্লেশে জঘন্যবেশে দেশে দেশে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। কোন ব্যক্তি সাধুগণের সমক্ষে ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভের নিমিত্ত উহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে? আর্য্যব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়া রাজ্যলাভ করা মরণ অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া উঠে। হে ভীম! তুমি যখন দ্যূতস্থলে পরিঘাস্ত্র পরিমাজিত করিয়া আমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন কেবল ধনঞ্জয় তোমাকে নিবারণ করিয়াছিল; কিন্তু যদি তুমি তখন বীরত্ব প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারিত না। তুমি সকলের পৌরুষজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে এরূপ বাক্য বলিতে বিরত ছিলো? এক্ষণে কালকল্প বিপদপ্রাপ্ত হইয়া আমার প্রতি ঈদৃশ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিলে কি হইবে? হে ভীম! আমরা যে যজ্ঞসেনীর তাদৃশ দুরবস্থান দর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলাম, সেই দুঃখই এক্ষণে বিষরসের ন্যায় আমার হৃদয় জীর্ণ ও কায় শীর্ণ করিতেছে। হে ভারতপ্রবীর! যেমন কৃষীবলেরা বীজ বপন করিয়া ফলরাশির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সুখোদায়ের সময় প্রতীক্ষা কর। কৌরববীর মধ্যে যে-সকল কথা কহিয়াছ, আজি তদনুযায়ী কর্ম্মকরা কোনক্রমে উচিত নহে। যদি প্রতারিত ব্যক্তি অরিকুলকে বলসম্পন্ন জানিয়া তৎক্ষণাৎ ছেদ করিতে

পারে, তাহা হইলে তাহার পুরুষকার নানাগুণে মণ্ডিত ও জীবলোকে জীবনধারণ সফল হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তিই সমগ্র রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইতে পারে, শত্রুগণও তাহার নিকট অবনত হইয়া থাকে। যেমন অমরবর্গ ইন্দ্রের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মিত্রগণ শীঘ্র তাহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করে। হে বীর! নিশ্চয় বোধ করিবে যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ মিথ্যা হইবে না। আমি দেবত্ব ও জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া থাকি। রাজ্য, ধন, পুত্র ও যশ এই সমস্ত বস্তু সত্যের এক কণারও সদৃশ হইতে পারে না।’

৩৫তম অধ্যায়

যুদ্ধার্থী ভীমের স্বভাবোচিত সত্বরতা

ভীম কহিলেন, “হে মহারাজ! ফেনের ন্যায় আসার ও ফলের ন্যায় পতনশীল মানবগণ কালের বশীভূত হইয়া কালকে প্রত্যক্ষ বোধ করে, কিন্তু সে কাল শরের ন্যায় শীঘ্রগামী, স্রোতের ন্যায় নিত্যবাহী, অনন্ত, অপ্রমেয় ও সর্ব্বান্তকারী; অতএব ঈদৃশ কালে সন্ধি করা নিতান্ত নিস্ফল। হে রাজন! যেমন অঞ্জনচুর্ণ সূচিদ্বারা ক্রমে ক্রমে অপহৃত হইলে তাহার শেষ হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ ক্ষণবিনশ্বর মানবগণের এই অনন্তকাল প্রতীক্ষা করা সম্ভবপর নহে; যে ব্যক্তির পরমায়ু অপরিমিত অথবা যে ব্যক্তি পরমায়ুর পরিমাণ অবগত হইয়াছে ও সমুদয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহারই সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত। হে মহারাজ! হয়ত এই ত্রয়োদশবর্ষ প্রতীক্ষা করিতেই সমস্ত আয়ুর পর্য্যবসান হইয়া আমাদিগকেও কালের করাল বদনে প্রবেশ করিতে হইবে। মৃত্যু শারীরিগণের শরীরে নিয়তই আশ্রয় করিয়া আছে, অতএব আমাদের মরণের অব্যবহিতপূর্ব্বেই রাজ্যলাভ-ঘটনা হইতে পারে। যে ব্যক্তি শৌর্য্যাদি গুণবিরহের জন্য লোকের নিকট অবিদিত ও বৈরনির্য্যাতন করিতে অসমর্থ হইয়া পরমোৎকৃষ্ট কীর্তিলাভ করিতে পারে না, সে কেবল ভূমির ভারস্বরূপ হইয়া পরিশেষে বলীবর্দের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে পুরুষ ক্ষীণবল, নিরুদ্‌যোগী ও বৈরানির্য্যাতনে পরাঙ্মুখ হয়, সেই দুর্জাত পুরুষের জন্ম কোন কর্ম্মেরই নহে।

“হে মহারাজ! আপনার বাহুদ্বয় সুবর্ণের অদ্বিতীয় অধিকারী ও কীর্ত্তি রাজকুলোচিত; অতএব আপনি সংগ্রামে শত্রুনাশ করিয়া নিজভূর্জার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য উপভোগ করুন। যে পুরুষ প্রতারকের প্রাণসংহার করিয়া সদ্যই নরকে গমন করে, তাহার সেই নরকও স্বর্গের সমান বোধ হইতে থাকে। হে মহারাজ! অমর্ষজনিত সন্তাপ হুতাশন অপেক্ষাও সমধিক দীপ্তিমান, আমি দিবানিশি সেই সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া শয়ন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়াছি। ধনুগুণবিকর্ষণে বরিষ্ঠ ও সিংহসম বিক্রমশালী এই ধনঞ্জয় একাকী সমস্ত ধনুর্দ্ধারকে সংহার করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত ও মত্ত হস্তীর ন্যায় মনস্তাপে পরিতাপিত হইতেছে। নকুল, সহদেব ও বীরপ্রসবিনী বৃদ্ধমাতা আপনার প্রিয়কামনায় জড় ও মুকের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। সৃঞ্জয়প্রমুখ বান্ধবেরা এক্ষণে আপনার হিতচিন্তায় রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, আমি ও প্রতিবিন্ধ্যজননী দ্রৌপদী নিতান্ত সন্তাপিত হইয়া

বনবাসক্লেশ সহ্য করিতেছি। হে মহারাজ! এই বীরেরা সকলেই সংগ্রামপ্রিয়, কিন্তু সম্প্রতি বিপন্ন হইয়া হীনবলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা সকলেরই অভিপ্রেত হইবে, সন্দেহ নাই।

"হে রাজন! দুর্ব্বল নীচ জনেরা আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ভোগ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর বিপদ আর কি হইবে? হে অসত্যভীরু! আপনি স্বীয় স্বভাবদোষে দয়ালুতানিবন্ধন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, কিন্তু অন্য কেহ। এ বিষয়ে আপনাকে প্রশংসা করিতেছেন না। আপনার বুদ্ধি অর্থজ্ঞানশূন্য, বেদাক্ষরমাত্রাভ্যাসী, অত্যন্ত কুৎসিত শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কেবল গুরূপদিষ্ট মনুবচন দহন করিতেছে, কিন্তু তত্ত্বার্থ পরিদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়াময় হইয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন? ক্ষত্রকুলে প্রায়ই ক্রুরবুদ্ধি পুরুষেরা জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। আপনি ভগবান মনুপ্রণীত রাজধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন, তথাপি ক্রুর প্রতারক, অশান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে কি নিমিত্ত ক্ষমা করিতেছেন? হে পুরুষব্যাঘ্র! কর্ত্তব্যবিষয়ে কি অজগর সর্পের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন? আপনি আমাদিগকে সংগোপন রাখিবার অভিলাষী হইয়া একমুষ্টি তৃণদ্বারা হিমালয়কে আবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যেমন দিনকর গগনমণ্ডলে কদাচ আচ্ছন্ন হইতে পারে। না, তদ্রূপ আপনি বুদ্ধি, বল, শাস্ত্র ও আভিজাত্যসম্পন্ন এবং বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবীতে ছদ্মবেশে কখন অজ্ঞাতচর্য্যা আচরণ করিতে পরিবেন না। অনুপ-জাত [নির্জ্জনস্থানজাত] শাখাপুষ্পপলাশশালী [পল্লব] শালসদৃশ ও ঐরাবতের ন্যায় বিশ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুন কি প্রকারে অজ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিবে? নকুল ও সহদেব এই সিংহসঙ্কাশ শিশুদ্বয়ই বা কি প্রকারে অজ্ঞাতচারী হইবে? পুণ্যকীর্ত্তি বীরপ্রসবিনী দ্রৌপদীই বা কি প্রকারে আত্মগোপন করিবেন? আমি কৌমারাবস্থা অবধি নিখিল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে বিখ্যাত ও সর্ব্বসমক্ষে পরিচিত হইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তৃণদ্বারা সুমেরুগোপনের ন্যায় আমার অজ্ঞাতচর্য্যা অতি অসম্ভব! আমরা অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি; তাহারা এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে তাহারা আমাদের নিকট পরাভূত ও বিবাসিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের হিতৈষী হইয়া আমাদিগের পরাভব চেষ্টা না করিয়া কদাচি ক্ষান্ত হইবে না। তাহারা অবশ্যই আমাদের অন্বেষণের নিমিত্ত ছদ্মচারী চরগণ প্রেরণ করিবে। তাহারা আমাদিগকে জানিতে পারিয়া বিপক্ষদিগের নিকট প্রকাশ করিলে অবশ্যই মহাদাভয় সমুপস্থিত হইবে। মহারাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমন পূতিকরঞ্জ-লতা সোমলতার প্রতিনিধি হয়, সেইরূপ এক এক মাস এক এক বৎসরের প্রতিনিধি হইতে পারে; এমতে আমরা ত্রয়োদশ মাস সম্যকরূপে বনে বাস করিয়াছি; অতএব এই ত্রয়োদশ মাস ত্রয়োদশবর্ষ বলিয়া গণনা করুন। অথবা আপনি শত্রুনাশে কৃতসঙ্কল্প হউন, কেন না, উত্তমভারবাহী বৃষভকে পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিজনক ভোজন প্রদান করিলে মিথ্যাবচনজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পরিবেন। সংগ্রাম ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণের আর ধর্ম্ম নাই।"

৩৬তম অধ্যায়

ভীমের প্রতি কালজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ভীমবাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, “আমি রাজধর্ম্ম ও বর্ণবিনিশ্চয়ে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি উত্তর ও বর্ত্তমান কাল সম্যক পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। আমি ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম দুর্ব্বিগাহ গতি জানিয়া বলপূর্ব্বক কিরূপে তদ্বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইব?” তিনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ

মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু আমি আর একটি কথা বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করা। হে ভারত! যে সকল কার্য্য কেবল সাহসপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সমুদয়ই মহাপাপে পরিপূর্ণ; সুতরাং তদ্দ্বারা অন্তরাত্মা যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়েন। আর উত্তম মন্ত্রণাপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসেই অর্থ-সিদ্ধি হয় এবং দৈবও তদ্বিষয়ে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। তুমি বলদর্পিত হইয়া চপলতাপ্রযুক্ত যে অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার মানস করিতেছ, তাহাতে আমার যে কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ করা।

“ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, জলসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাবল দ্রোণাত্মজ এবং দুর্য্যোধনপ্রমুখ অতি দুরাধর্ষ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই

অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ এবং সতত আততায়ী [গৃহে অগ্নিদানকারী বিষদাতা, নির্ব্বিচারে অস্ত্রক্ষেপকারী, সর্ব্বাধনহারী, পরক্ষেত্রগ্রাহী ও পরিনারীহারী]। যে-সকল রাজগণকে আমরা উৎপীড়িত করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা জাতস্নেহ হইয়া কৌরবপক্ষ আশ্রয় করিয়াছে ও দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক পূর্ণকোষ ও সৈন্যসমেত হইয়া নিরন্তর তদীয় হিতসাধনে তৎপর রহিয়াছে, অতএব তাহারা রণস্থলে কোনক্রমেই আমাদিগের সহায়তা করিবে না। কৌরবেরা আপন সৈনিকদিগের পুত্র ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকেই উত্তমরূপ পরিচ্ছদ এবং ভোগসুখে সন্তুষ্ট রাখিয়াছে। দুর্য্যোধন বীরপুরুষদিগের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা কৌর্যবহিতার্থে সংগ্রামস্থলে দুস্ত্যাজ্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের স্নেহ উভয় পক্ষে সমান হইলেও রাজপ্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনরূপ ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহারা সকলেই ধৈর্য্যপরায়ণ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও বাসব্যসহ দেবগণেরও অজেয়। অস্ত্রবিশারদ মহারথ কর্ণ সর্ব্বদাই অমর্ষ-প্রদীপ্ত ও অভেদ্য কবচে তদীয় শরীর আবৃত হইয়া রহিয়াছে; তাহার সম্মুখীন হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। তুমি সহায়বিহীন ও বলহীন হইয়া এই সকল দুর্য্যোধননিধনে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পরিবে না। হে বৃকোদর! অধিক কি বলিব, সকল ধনুর্দ্ধরাগ্রণী কর্ণের অলোকসামান্য রণনৈপুণ্য চিন্তা করিয়া এককালে আমার নিদ্রা উচ্ছিন্নপুরী হইয়া গিয়াছে।”

যুধিষ্ঠির-সমীপে ব্যাসের আগমন—প্রতিস্মৃতিনামী রহস্যবিদ্যা দীক্ষা

ক্রোধপরীতচেতাঃ ভীমসেন জ্যেষ্ঠের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া ত্রস্ত ও বিমনাঃ হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। পাণ্ডবদ্বয় এই সকল কথাপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ইত্যবসরে মহাযোগী ব্যাসদেব তথায় উপনীত হইলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক যথাযোগ্য পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে নরর্ষভ! আমি স্বীয় শনীষাপ্রভাবে তোমার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র সমাগত হইয়াছি। তুমি যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দ্রোণপুত্র, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন হইতে ভয়াশঙ্কা করিয়াছ, আমি বিধিবোধিত কর্ম্মদ্বারা তাহার নিরাকরণ করিব। হে রাজেন্দ্র! যদ্দ্বারা উক্ত ভয় বিনাশিত হইতে পারে, তাহা শ্রবণ করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, আর চিন্তার প্রয়োজন নাই।"

অনন্তর বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একান্তে লইয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে ভারতসত্তম! আমি তোমাকে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধিস্বরূপ প্রতিস্মৃতিনামী বিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। পরে মহাবাহু অর্জ্জুন এই বিদ্যা পাইয়া অস্ত্রহেতু সাধনা করিলে মহাদেব ও মহেন্দ্রের অনুগ্রহলাভ করিতে পরিবে। অর্জ্জুন তপস্যা ও বিক্রমপ্রভাবে বরুণ, কুবের ও ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি সুরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবে। সে সামান্য মনুষ্য নহে, চিরন্তন মহাতেজঃ ঋষি; ভগবান নারায়ণ ইহার সহায়, ইহাকে কেহই জয় করিতে পরিবে না। এই অর্জ্জুন ইন্দ্র, রুদ্র ও লোকপালগণের নিকট হইতে অস্ত্রপ্রাপ্ত হইয়া মহৎকার্য্য-সকল সম্পন্ন করিবে। হে কৌন্তেয়! এক্ষণে তুমি আপনাদিগের বাসোপযোগী অন্য এক বন অন্বেষণ কর। কারণ, একস্থানে চিরবাস প্রীতিকর হয় না। তুমি বেদবেদাঙ্গপারগ। অনেকানেক ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণ করিতেছ। তাহাতে তপস্বীদিগের উদ্বেগ জন্মে, লতা ও ওষধি-সকল বিনষ্ট হইতে থাকে এবং অনন্যগতি মৃগগণের জীবিকানির্ব্বাহ সুকঠিন হইয়া উঠে।"

পাণ্ডবগণের ব্যাসানুমোদিত কাম্যকবনে গমন

লোকতত্ত্বজ্ঞ ভগবান ব্যাস প্রসন্নহৃদয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে অনুত্তম বিদ্যা প্রদান করিয়া তাহার নিকট বিদায়। গ্রহণপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। মেধাবী যুধিষ্ঠিরও সংযতচিত্তে ঋষিদত্ত সেই মত্ত ধারণ করিলেন এবং নিবিষ্টমনাঃ হইয়া সময়ে সময়ে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যাসবাক্যে মুদিত হইয়া দ্বৈতবান হইতে সরস্বতী নদীর উপকূলসন্নিহিত কাম্যাকবনে যাত্রা করিলেন। বেদবেদাঙ্গবিশারদ তাপস ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবেরা কাম্যাকবনে উত্তীর্ণ হইয়া অমাত্য ও ভৃত্যসমভিব্যাহারে বাস করিতে লাগিলেন। সেই ধনুর্ব্বেদপারগ বীরপুরুষেরা প্রতিদিন বেদশ্রবণ, মৃগার্থী হইয়া বিশুদ্ধ শর-শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মৃগয়া-বিচরণ এবং পিতৃলোক ও দেবলোকদিগের যথাবিধি তর্পণ করিয়া সেই কাম্যাকবনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন।

৩৭তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যুদ্ধবিদ্যাস্ত্রলাভার্থ তপস্যা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসবাক্য স্মরণ ও মুহুর্ত্তকাল বনবাসের বিষয় চিন্তা করিয়া নির্জ্জনে সহাস্যবদনে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ এবং হস্তদ্বারা গাত্র স্পর্শপুর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে বৎস! এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা ইহারা পূর্ণচতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ সম্যক অধিকারলাভ করিয়াছেন। ইহারাই ব্রাহ্ম, দৈব ও মানুষ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের ধারণ-প্রহরণরূপ প্রয়োগ ও পর-প্রযুক্ত অস্ত্রের প্রতিকার এই সমস্ত বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন ইহাদিগকে সান্ত্বনা, প্রচুর অর্থদান ও সন্তুষ্ট করিয়া গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে এবং যোদ্ধৃবর্গের প্রতি সর্ব্বদা প্রীত আছে। আচার্য্যেরাও সম্মানিত ও সন্তুষ্ট হইয়া শান্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে প্রতিপূজিত হইয়া আপনাদিগের বলবীর্য্য প্রকাশ করিবেন। এক্ষণে গ্রামনগরসংযুক্ত সাগর, বন ও আকরপরিবৃত এই অখণ্ড মহীমণ্ডল দুর্য্যোধনের অধিকৃত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! তুমিই আমাদিগের প্রিয়পাত্র এবং তোমাতেই সমগ্র ভার সমাপিত হইয়াছে, এক্ষণে সময়োচিত কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি মহর্ষি বেদব্যাস হইতে রহস্যবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছি, ঐ বিদ্যা প্রয়োগ করিলে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তুমি ঐ বিদ্যা-সংযুক্ত ও সুসমাহিত হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশপূর্ব্বক যথাকলে দেবতাদিগের প্রসাদ লাভের অপেক্ষা করিবে; অতএব এক্ষণে ধন, কবচ ও খড়্গাগ্রহণপূর্ব্বক সাধুব্রতধারী মুনি হইয়া উত্তরদিকে প্রস্থান কর, কিন্তু কাহাকেও পথ প্রদান [তপস্যার গূঢ়রহস্য প্রকাশ] করিও না। পূর্ব্বে দেবগণ বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে সমস্ত দিব্যাস্ত্ররূপ সামর্থ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুমি একস্থানস্থ সেই সমস্ত অস্ত্র দেবরাজ হইতেই প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাহার নিকটে গমন কর, তিনিই তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিবেন। তুমি অদ্যই দীক্ষিত হইয়া পুরন্দরকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা কর।"

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে রহস্য-বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর অর্জ্জুনকে ব্যাসবিহিত নিয়মানুসারে দীক্ষিত ও কায়মনোবাক্যে সংযত করিয়া প্রস্থানের আদেশ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া পুরন্দর-সন্দর্শনার্থ গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীর, কবচ, বর্ম্ম ও গোধাঙ্গুলিত্র ধারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর নিষ্ক [স্বর্ণমুদ্রা] দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র-বধ-সাধনার্থ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এই অবসরে সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও অন্তর্হিত [গূঢ়-লুক্কায়িত-- লোকদৃষ্টির বহির্ভূত] ভূতেরা গৃহীত-শরাসন অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "হে মহাবীর! অনতিকালমধ্যেই তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর ব্রাহ্মণের "তুমি প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমার জয়লাভ হইবে।" এই বলিয়া অর্জ্জুনের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। দ্রৌপদী মহাকায় অর্জ্জুনকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া কারুণ্যরসে সকলের মন অভিষিক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি জন্মগ্রহণ করিলে আর্য্যা কুন্তী যাহা অভিলাষ করিয়াছিলেন ও তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তৎসমুদয় সফল হউক। এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন ক্ষত্রিয়কুলে আর কাহারও জন্ম না হয়। যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করি। পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজসভায় বহুবিধ অযুক্তবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আমাকে 'গরু গরু' বলিয়া যে

উপহাস করিয়াছিল, সেই দুরপনেয় দুঃখ অপেক্ষা এক্ষণে তোমার বিয়োগজনিত দুঃখ গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তোমার ভ্রাতৃগণ বারংবার তোমারই বীরকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত হইবেন। হে নাথ! তুমি দীর্ঘপ্রবাসজনিত প্রয়াস স্বীকার করিলে আমাদিগের ভোগ, ধন বা জীবনে কদাচ সন্তোষ জন্মিবে না। আমাদিগের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এই সমস্ত একমাত্র তোমাতেই সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, তুমি মঙ্গল প্রাপ্ত হও। তুমি যে কার্য্যসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছ, উহা বলবানেরই কার্য্য; অতএব তুমি জয়লাভের নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে শীঘ্র প্রস্থান কর। ধাতা ও বিধাতাকে নমস্কার করি, তুমি প্রবাসে যাত্রা কর; মঙ্গল হইবে। হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, দ্যুতি, উত্তমা পুষ্টি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহারা গমনকালে পথিমধ্যে তোমাকে রক্ষা করিবেন। তুমি জ্যেষ্ঠের অর্চনা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাক, অতএব আমি তোমার শান্তিলাভার্থ বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুদগণ, বিশ্বদেব ও সাধ্যগণকে আরাধনা করিব। অন্তরীক্ষচর, পার্থিব, দিব্য এবং অন্যান্য বিঘ্নকর ভূতগণ তোমার মঙ্গল বিধান করুন।”

যশস্বিনী দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া বিরত হইলে মহাবীর পার্থ ভ্রাতৃগণ ও পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ভূতগণ ইন্দ্রযোগযুক্ত [ইন্দ্রসদৃশ লক্ষণযুক্ত] প্রবলপরাক্রান্ত তেজঃপুঞ্জকলেবর অর্জ্জুনকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তদীয় গমনমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন তিনি তপস্বিগণনিষেবিত বহুসংখ্যক অচল অতিক্রম করিয়া একদিবসমধ্যে অতি পবিত্র দেবগণ-পরিবৃত দিব্য হিমাচলে উপনীত হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় বেগে হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অহোরাত্র অতীন্দ্রিত [নিরলস—আলস্য-বিহীন] হইয়া দুর্গম স্থান-সকল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ হইতে ‘তিষ্ঠ’ এই বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তরুতলে তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। তপস্বী অর্জ্জুনকে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে তাত! ক্ষত্রিয়-ব্রতধারী হইয়া ধনু, বর্ম্ম, ও শর গ্রহণপূর্ব্বক পরিকরে [কটিতে] অসিকোষ বন্ধনপূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিলে, তুমি কে? ইহা শান্তপ্রকৃতি বিনীতক্রোধ তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের আশ্রম; এখানে সংগ্রাম-প্রসঙ্গ সুদূরপরাহত, অতএব শস্ত্রের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে শরাসন দূরে নিক্ষেপ কর, তুমি পরামগতি প্রাপ্ত হইয়াছে।”

অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রের উপদেশপ্রদান

অসামান্য ওজঃ ও তেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সহাস্য-আস্যে এইরূপ কহিলেও দৃঢ়ব্রত অর্জ্জুনকে কোনক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিলেন না। অনন্তর প্রীত ও প্রসন্নমনে কহিলেন, “হে বৎস! তুমি অভীষ্ট হিতকর বর প্রার্থনা কর। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।” তখন কুরুকুলতিলক মহাবীর অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ভগবন!

আমি আপনার নিকট সমগ্র অস্ত্র শিক্ষা করিবার অভিলাষে আসিয়াছি, আপনি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে এই বর প্রদান করুন।"

তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতমনে সহাস্যবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎস! তুমি এই স্থলে আগমন করিয়াছ, তোমার অস্ত্র-শস্ত্রে আর কি প্রয়োজন? এক্ষণে অভীষ্টলোকলাভে যত্ন কর, তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছ।" ধনঞ্জয় কহিলেন, "ভগবন! আমি লোভ, কাম, দেবত্ব ও সুখপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করি না; দেবতাদিগের ঐশ্বর্যকেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করি। আমি ভ্রাতৃবর্গকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত আসিয়াছি, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল আমার এই অপযশ বর্ত্তমান থাকিবে।" সর্ব্বলোকপূজিত দেবরাজ এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্জ্জুনকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তাত! তুমি যৎকালে ত্রিশূলধারী ভূতনাথ শঙ্করের সন্দর্শন পাইবে আমি সেই অবসরে তোমাকে সমস্ত দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। অতএব তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন কর;; তাঁহার সন্দর্শনে তোমার সমুদয় অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।" দেবরাজ ইন্দ্র ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া তিরোহিত হইলে তিনি যোগসাধনে মনোনিবেশপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৩৮তম অধ্যায়

কৈরাতপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবান! অক্লিষ্টকর্ম্মা দীর্ঘবাহু অর্জ্জুন কিরূপে অস্ত্র-সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? কিরূপে মনুষ্যশূন্য বনে নির্ভীকের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন? তথায় থাকিয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা ভগবান ভবানীপতি ও সুররাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি সমুদয় দিব্য ও মানুষ বৃত্তান্ত অবগত আছেন, আমি সেই সমুদয় বৃত্তান্ত আপনার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আর অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য, সংগ্রামে অপরাজিত, মহাবীর ধনঞ্জয় মহাদেবের সহিত যে অত্যাশ্চর্য্য লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণ করিবামাত্র মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের যুগপৎ দৈন্য, হর্ষ ও বিস্ময়বশতঃ হৃৎকম্প হইয়াছিল, আপনি ঐ বৃত্তান্ত ও অর্জ্জুনের অন্যান্য সমুদয় কার্য্য বর্ণন করুন। হে ব্রহ্মন! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অনুমাত্রও নিন্দার কার্য্য নাই, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার সমুদয় চরিত্রও সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক মহাদেবের তপস্যা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! আমি দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত মহাত্মা অর্জ্জুনের সমাগম ও গাত্রসংস্পর্শ প্রভৃতি সমুদয় দিব্য অদ্ভুত কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অমিততেজাঃ মহারথ অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে দিব্য গাণ্ডীব ধনু ও কনকমুষ্ঠিযুক্ত খড়্গধারণপূর্ব্বক ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি এবং সুররাজ পুরন্দরের সন্দর্শন জন্য

স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্থির সঙ্কল্প হইয়া একাকী সত্বর হিমাচলের উদ্দেশে উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে কণ্টকাকীর্ণ নানাবিধফলপুষ্প-মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণগণনিষেবিত অরণ্যানী অতিক্রমপূর্ব্বক সেই নির্জ্জন কাননে প্রবেশ করিবামাত্র আকাশে শঙ্খনাদ ও পটহধ্বনি হইল, ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ও মেঘজল চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিল।

তখন ধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সেই মহাগিরি হিমাচলের সমীপবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যানী-সমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক গিরিপৃষ্ঠে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ পর্ব্বতে পুষ্পভারাবনত বৃক্ষসমুদয়ের উপরিভাগে নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ নিরন্তর সুমধুরস্বরে গান করিতেছে। বিপুল আবর্ত্তবতী স্রোতস্বতী-সকল চতুর্দ্দিকে শোভমান হইতেছে। ঐ নিম্নগা-সমুদয়ের জল অতিপবিত্র, সুশীতল ও বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মলপ্রভ; উভয়পার্শ্বে মনোহর বনরাজি বিরাজিত রহিয়াছে এবং হিংস, কারণ্ডব, সারস, ক্রৌঞ্চ, পুংস্কোকিল, ময়ুর প্রভৃতি পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কলকণ্ঠে সতত সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। মহামনাঃ অর্জ্জুন তদর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন।

তখন তিনি সেই পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ পরমরমণীয় বনোদ্দেশে দর্ভময় বাস পরিধানপূর্ব্বক দণ্ড ও অজিনে মণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত স্বয়ং বিশীর্ণ পত্রমাত্র উপযোগ করিয়া ঘোরতর তপানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথম মাসে ত্রিরাত্রান্তর, দ্বিতীয় মাসে ষড়রাত্রান্তর এবং তৃতীয় মাসে পক্ষান্তরে ফল ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিলেন; চতুর্থ মাস সমুপস্থিত হইলে কেবল বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক উর্দ্ধহস্তে পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগমাত্রে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সতত অবগাহন করাতে তাঁহার মস্তকস্থিত জটাকলাপ বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন সমুদয় মহর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যার বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের নিকটে গমন করিলেন ও প্রণতিপুরঃসর কহিতে লাগিলেন, “হে দেবেশ্বর! মহাতেজঃ অর্জ্জুন হিমাচলে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক ধূমায়িতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তাহার কি অভিপ্রায়, কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তপঃপ্রভাবে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি; অতএব আপনি উহাকে নিবৃত্ত করুন।”

সর্ব্বভূতপতি বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে তপোধনগণ! তোমরা অর্জ্জুনের নিমিত্ত বিষণ্ন হইও না, সত্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। আমি মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়াছি; স্বর্গ, আয়ুঃ বা ঐশ্বর্য্যলাভে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি অদ্যই তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব।”

তখন সত্যবাদী মহর্ষিগণ মহাদেবের বাক্য-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি হোষ্টচিত্তে স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন।

৩৯তম অধ্যায়

কিরাতরূপী হরের অর্জ্জুনতপোবনে আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে সর্ব্বপাপান্তক ভগবান পশুপতি কিরাতবেশ ধারণপূর্ব্বক কাঞ্চনদ্রুমের ন্যায় ও দ্বিতীয় সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি পিনাক, শরাসন ও আশীবিষদৃশ শরসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বসমবেশধারিণী উমাদেবী-সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র অঙ্গনাগানে পরিবৃত হইয়া দেহবান দহনের ন্যায় মহাবেগে অর্জ্জুনের তপোবনে গমন করিলেন। ভূতগণ নানা বেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিরাতবেশধারী ভগবান ভূতপতির সমাগমে সেই প্রদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ক্ষণকালমধ্যেই সমুদয় বন নিস্তব্ধ হইল; প্রস্রবণের শব্দ ও বিহঙ্গমগণের নিনাদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিরাতরূপী ভগবান ভবানীপতি ক্রমে ক্রমে পার্থের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অদ্ভুতদর্শন মূকনামে এক দানব বরাহরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে সংহার-করণার্থ লক্ষ্য করিতেছে। অর্জ্জুন তদর্শনে গাণ্ডীব ধনু ও আশীবিষসদৃশ শরসমুদয় গ্রহণ করিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ ও টঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক সেই কপট বরাহকে কহিলেন, "আরে দুরাত্মন! আমি তোর কোন অপকার করি নাই, তথাপি তুই আমাকে সংহার করিতে বাসনা করিতেছিস; অতএব 'আমি অগ্রেই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

বরাহরূপী মুক দানবের প্রতি অর্জ্জুন-কিরাতের যুগপৎ অস্ত্রনিক্ষেপ

তখন কিরাতবেশধারী শঙ্কর দৃঢ়ধন্বা অর্জ্জুনকে বরাহের উপর শরনিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তাপস! আমি অগ্রে এই ইন্দ্রকীল-পর্ব্বতসদৃশ প্রভাসসম্পন্ন বরাহকে লক্ষ্য করিয়াছি" অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া বরাহের উপর শরনিক্ষেপ করিলেন; কিরাতও সেই বরাহের উপর তৎক্ষণাৎ বজ্রের ন্যায় ও অগ্নিশিখাতুল্য এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উভয়নিক্ষিপ্ত শরদ্বয় শৈলসদৃশ সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত মুক দানবের গাত্রে এককালে নিপতিত হইল। পর্ব্বতে বজ্রনিপাত হইলে যেরূপ নির্ঘোষ হয়, মুকের গাত্রে সেই শরদ্বয় পতিত হওয়াতে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইয়া উঠিল। পরে সেই বরাহরূপী দানব অন্যান্য বহুবিধ পনগসদৃশ দীপ্তাস্য শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর অরতিনিপাতন অর্জ্জুন স্ত্রীগণপরিবৃত কিরাতবেশধারী মহাদেবকে দেখিতে পাইয়া প্রীতমনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে কনকপ্রভ পুরুষ! তুমি কে, এই ঘোরতর নির্জ্জন কাননে স্ত্রীগণ-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছ? তোমার কি কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না? তুমি কি নিমিত্ত আমার লক্ষিতপূর্ব্ব মৃগের উপর শরনিক্ষেপ করিলে? ঐ বরাহরূপী রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমেই হউক আর আমাকে পরাভব করিবার মানসেই হউক, এখানে আসিতেছিল, এই অবকাশে আমি উহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম; তাহাতে তুমি আজ আমার সহিত মৃগয়া-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রাণসংহার করিব।"

কিরাত সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে মিষ্টবাক্যে কহিলেন, "হে বীর! আমার নিমিত্ত তোমাকে ভীত হইতে হইবে না। এই বনসমীপস্থ ভূমি আমাদের অবস্থানস্থান; আমরা সতত এই বহুসত্ত্বযুক্ত বনে বাস করিয়া থাকি। তুমি অগ্নিতুল্য

তেজস্বী, সুকুমার ও সুখোচিত হইয়া কি নিমিত্ত দুষ্কর অরণ্যবাস স্বীকারপূর্ব্বক এই জনশূন্য বনে একাকী বিচরণ করিতেছ?”

কিরাত-অর্জ্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

অর্জ্জুন কহিলেন, “আমি গাণ্ডীব ধনু ও অগ্নিতুল্য অস্ত্র-সমুদয় অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় এই মহারণ্যে বাস করিতেছি; এই মহাজন্তু রাক্ষস মৃগরোপ ধারণপূর্ব্বক আমাকে সংহার করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল, এক্ষণে আমি উহার প্রাণসংহার করিলাম।” কিরাত কহিলেন, “হে তাপস। আমি অগ্রে শরাসনানিমুক্ত শরসমূহদ্বারা উহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি। ঐ মৃগকে আমিই পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ও আমারই শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মন্দাত্মন! আপনার বলে অবলিপ্ত [গবির্ত্ত] হইয়া স্বীয় দোষ অন্যের উপর আরোপ করা কোন মতেই উচিত নহে; তুমি নিতান্ত গর্ব্বিত; অতএব আমি তোমাকে অদ্যই যমভবনে প্রেরণ করিব। স্থির হও, আমি তোমার উপর বাণনিক্ষেপ করিতেছি; তুমিও স্বসাধ্যানুসারে আমার প্রতি শরসন্ধান করিতে ত্রুটি করিও না।”

অর্জ্জুন কিরাতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাভরে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিরাত প্রসন্নমনে অনায়াসেই সেই শর-সমুদয় সহ্য করিয়া কহিলেন, “ওরে মন্দমতে! আরও বাণ নিক্ষেপ কর, আরও বাণ নিক্ষেপ কর; তোর নিকট নারাচ্য প্রভৃতি যে-সমুদয় মর্ম্মবিদারক অস্ত্র-শস্ত্র আছে, সমুদয়ই আমার উপর নিক্ষেপ কর।” মহাবীর অর্জ্জুন কিরাতের এই বাক্য-শ্রবণে সহসা বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রোষপরবশ সেই বীরপুরুষদ্বয় আশীবিষসদৃশ শরসমূহদ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিরাতরূপী শঙ্কর অনায়াসেই তৎসমুদয় সহ্য করিলেন। ভগবান পিনাকপাণি অনায়াসেই অর্জ্জুনের শরনিকর সহ্য করত পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হইয়া অক্ষতকলেবরে দণ্ডায়মান রহিলেন। অর্জ্জুন আপনার বাণবর্ষণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সাধু সাধু বলিয়া তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, ‘ইনি কে? কি দেবাদিদেব রুদ্র বা অন্য কোন দেবতা, কি যক্ষ অথবা কোন অসুর হইবেন? শুনিয়াছি, গিরি শ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে। ভূতনাথ পিনাকপাণি ব্যতীত আমার সহস্র শরনিকরা সহ্য করিতে আর কাহারও ক্ষমতা নাই। যদি ইনি মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন দেবতা কিংবা যক্ষ হয়েন, আমি অবশ্য ইহাকে তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে শমনসদনে প্রেরণ করিব।” মহাবীর অর্জ্জুন এই স্থির করিয়া পরম-হৃষ্টমনে সূর্য্যকিরণের ন্যায় মর্ম্মভেদী শত শত নারাচ্য নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত যেমনশিলাবর্ষণ সহ্য করে, তদ্রূপ ভগবান শূলপাণি অনায়াসে সেই অর্জ্জুন-নির্মুক্ত নারাচনিকর সহ্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই অর্জ্জুনের সমুদয়-বাণ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন শরীক্ষয়-সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইলেন এবং যিনি খাণ্ডবদাহ সময়ে উঁহাকে অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হুতাশনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, “আমার সমুদয় বাণ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; এখন কি নিক্ষেপ করিব? আর এই পুরুষই বা কে? আমার সমুদয় বাণ গ্রাস করিল! যেমন শূলাগ্রদ্বারা কুঞ্জরকে সংহার করে, তদ্রূপ শরাসনকোটিদ্বারা

ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ করি।” অর্জ্জুন ইহা স্থির করিয়া কিরাতকে শরাসনকোটিদ্বারা গ্রহণ ও জ্যাপাশদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার উপর বাজ্রপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী মহাদেব তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের সেই শরাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন; কার্ম্মুক পরহস্তগত হইল দেখিয়া ধনঞ্জয় খড়গধারণপূর্ব্বক মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন এবং তীক্ষ্ণধার খড়গ গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক কিরাতের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। অসিবর মহাদেবের মস্তকস্পর্শমাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বৃক্ষ ও শিলাসকল লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী ভগবান ভূতনাথ অনায়াসেই সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও শিলাসকল সহ্য করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত পার্থ সেই দুর্দ্ধর্ষ কিরাতের গাত্রে বজ্রসদৃশ মুষ্টিপ্রহার করিলে, কিরাতরূপী শঙ্করও পার্থের উপর দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন।

যুধ্যমান মহাবীর পার্থ ও কিরাতের পরস্পর মুষ্টিপ্রহারে রণক্ষেত্রে ঘোরতর চট্চটা শব্দ সমুত্থিত হইল। পূর্ব্বে বৃত্রাসুর ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, কিরাত ও অর্জ্জুনের সেইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। প্রভূতপরাক্রমশালী অর্জ্জুন কিরাতের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে কিরাতও তাঁহার উরঃস্থলে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। তখন সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয়ের পরস্পর ভুজনিষ্পেষ ও বক্ষঃসংঘর্ষণে উভয়েরই গাত্র হইতে সধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন মহাদেব বলপূর্ব্বক অর্জ্জুনের গাত্র নিষ্পীড়ন করাতে তাঁহার চিত্ত বিমোহিত হইল। মহাদেবের নিদারুণ নিপীড়নে গাত্রসংরোধ হওয়াতে অর্জ্জুন নিরুচ্ছাস হইয়া পিণ্ডীকৃত ও গত-সত্ত্বের ন্যায়। ভূতলে নিপতিত হইলেন।

যুদ্ধনির্জ্জিত অর্জ্জুনের পূজাব্যপদেশে শিবসাক্ষাৎকার

অর্জ্জুন ক্ষণকাল পরে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রুধিরাক্ত-কলেবরে দুঃখিতচিত্তে মৃন্ময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া মাল্যদ্বারা শরণ্য ভগবান পিনাকীকে অর্চনা করিলেন। পূজাবসানে স্বদত্ত মাল্য কিরাতের শিরোভাগে শোভমান হইতেছে দেখিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইল। তখন তিনি সেই কিরাতরূপী ভগবান মহাদেবের চরণতলে নিপতিত হইলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই তপঃক্ষীণাঙ্গ অর্জ্জুনকে বিস্ময়ান্বিত অবলোকনপূর্ব্বক মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর-স্বরে কহিতে লাগিলেন, “হে ফাল্গুন! আমি তোমার এই আলোকসামান্য কর্ম্মসন্দর্শনে পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও ধৃতিমান ক্ষত্রিয় আর কেহই নাই। অদ্য তোমার ও আমার তেজ এবং বীর্য্য সমান বোধ হইল। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে বিশালাক্ষী! আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমাকে অবলোকন কর। তুমি পুরাতন ঋষি। দেবগণ তোমার শত্রু হইলেও তুমি অনায়াসে তাঁহাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পরিবে। আমি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তোমাকে অনিবারিত অস্ত্র প্রদান করিলাম; কেবল তুমিই সেই অস্ত্রধারণে সমর্থ হইবে।”

অর্জ্জুনের শিবস্তব

তখন পরপুরঞ্জয় পার্থ উমাদেবী-সমভিব্যাহারী শূলপাণি মহাদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া জানুদ্বারা ভূতল স্পর্শ পুরঃসর প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে কপর্দ্দিন! হে সর্ব্বদেবেশ! হে ভগনেত্রনিপাতন! হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে নীলকণ্ঠ! হে জটাধর! হে ত্র্যম্বক! আপনি সমুদয় কারণের শ্রেষ্ঠ; আপনি দেবগণের গতি; সমুদয় জগৎ আপনা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; এই ত্রিলোকীমধ্যে কি দেব, কি অসুর, কি মানব আপনার জেতা কেহই নাই। হে বিষ্ণুরূপ শিব! হে শিবরূপ বিষ্ণো! হে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশন! হে হরিরুদ্র! আপনাকে নমস্কার। হে ললাটাক্ষ! হে সর্ব্ব! হে বর্ষক! হে শূলপাণে! হে পিনাকধারিন! হে সূর্য্য! হে মার্জ্জলায়! হে বেধঃ! হে ভগবান! হে সর্ব্বভুতমহেশ্বর! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। হে হর! আপনি গণেশ, জগতের শম্ভু, লোককারণের কারণ, প্রধান পুরুষের শ্রেষ্ঠ, পরামশ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্মতর। হে শঙ্কর! আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জন করুন। হে দেবেশ! আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়াই দায়িত তাপসদিগের উত্তম আলয় এই মহাপর্ব্বতে আগমন করিয়াছি, হে ভগবন! আপনি সর্ব্বদেবনমস্কৃত, আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি; হে মহাদেব! আমি অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়া আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন। হে উমাবল্লভ! আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন আমার সেই অপরাধ মার্জ্জন করুন।"

তখন মহাতেজাঃ ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতি হাস্যবদনে অর্জ্জুনের বাহু ধারণপূর্ব্বক 'ক্ষমা করিলাম' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রীতিপ্রসন্নমনে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন।

৪০তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ

"হে ধনঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বজন্মে নর-নামা মহাপুরুষ ছিলে এবং নারায়ণ-সমভিব্যাহারে অনেক অযুতবৎসর তপস্যা করিয়াছিলে। তুমি ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু এই উভয় ব্যক্তিতেই পরমতেজ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তোমরাই তেজঃপ্রভাবে এই জগতের ভার বহন করিতেছ। হে প্রভো! তুমি শক্রাভিষেকসময়ে জলদের ন্যায় গভীরগর্জ্জনশালী মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নারায়ণ-সমভিব্যাহারে দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলে। এই তোমার করোচিত সেই গাণ্ডীব ধনু, যাহা আমি মায়াপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। হে কুরুনন্দন! তোমার তূণীরদ্বয় পুনরায় অক্ষয় ও শরীর রোগশূন্য হইবে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি যথার্থ পরাক্রমশালী, তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে স্বাভিলষিত বর গ্রহণ কর। হে অরতিনিসূদন! এই মর্ত্যলোকে তোমার সদৃশ পুরুষ আর কেহই নাই; স্বর্গেও তোমা অপেক্ষা প্রধান ক্ষত্রিয় নয়নগোচর হয় না।

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভগবন! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া সেই ব্রহ্মশিরোনামক ঘোরদর্শন পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন, যে ভীমপরাক্রম অস্ত্র যুগান্তসময়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এককালে সংহার করিয়া থাকে;

আমি ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রসাদে যে অস্ত্রদ্বারা কর্ণ, ভীষ্ম, কৃপ ও দ্রোণকে পরাজয় করিব; আমি যে অস্ত্রদ্বারা দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণকে সংগ্রামে দগ্ধ করিব; যে অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলে সহস্র সহস্র শূল, উগ্রদর্শন গদা ও আশীবিষসদৃশ রাশি রাশি শর সমুৎপন্ন হয়; আমি যে অস্ত্র লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিব। হে ভগনেত্রহন ভগবান! আমার এই প্রথম অভিলাষ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই বিষয়ে কৃতকৃত্য ও সমর্থ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "হে পার্থ। আমি তোমাকে সেই পরমদায়িত পাশুপতাস্ত্র প্রদান করিতেছি। তুমি উহা ধারণ, মোক্ষণ ও প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও পবন ইহারাও এই অস্ত্রাভিজ্ঞ নহেন। তুমি এই অস্ত্র কদাপি সহসা কোন পুরুষের উপর নিক্ষেপ করিও না, ইহা অল্প-তেজস্ক ব্যক্তির উপর নিপতিত হইলে সমস্ত জগৎ বিনাশ করিবে। চরাচরমধ্যে এই অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। মন, চক্ষু, বাক্য বা শরাসনদ্বারা এই বাণ প্রয়োগ করিলে অবশ্যই শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়।"

ধনঞ্জয় মহাদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর শুচি হইয়া তাহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিশ্বেশ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উক্ত অস্ত্রবিষয়িণী শিক্ষা প্রদান করুন।" তখন দেবাদিদেব মহাদেব ত্যাগ ও সংহারের মন্ত্র-সমভিব্যাহারে সেই মূর্ত্তিমান শমনসোদর অস্ত্র অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। তখন সেই অদ্ভুত অস্ত্র ত্র্যম্বক উমাপতির ন্যায় অর্জ্জুনকেও ভজনা করিল; অর্জ্জুনও প্রীতিপ্রসন্নমনে উহা গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে অর্জ্জুন অস্ত্রপ্রাপ্ত হইবামাত্র পর্ব্বত, কানন, আকর, সাগর, নগর ও গ্রামসমন্বিত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইতে লাগিল; সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরীনিনাদ সমুত্থিত হইয়া উঠিল এবং বারংবার নির্ঘাত-শব্দ হইতে লাগিল। দেবদানবগণ সেই জ্বাজ্বল্যমান মূর্ত্তিমান ঘোর অস্ত্র অর্জ্জুনের পার্শ্বস্থ হইয়াছে, দেখিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব অমিততেজঃ অর্জ্জুনের গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র তদীয় শরীরস্থ সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভগবান শূলপাণি অর্জ্জুনকে স্বর্গে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন; পাণ্ডুনন্দনও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাদুর্গতি সর্ব্বদেবগ্রগণ্য ভগবান ভবানীপতি এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে দানব ও পিশাচগণের অন্তকারী মহাধনু গাণ্ডীব প্রদান করিয়া, তাঁহার সমক্ষেই উমাদেবী-সমভিব্যাহারে সেই পতগমহর্ষিগণোপসেবিত গিরিবরাগ্রগণ্য হিমাচল পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

৪১তম অধ্যায়

ইন্দ্রাদিদেবগণের অর্জ্জুনসমীপে আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে পিনাকপাণি পশুপতি অস্তাচলগমনোন্মুখ ভাস্করের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন তিনি "আমি সাক্ষাৎ শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলাম" বলিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও মনে করিলেন,

আমি ধন্য, অনুগৃহীত; যেহেতু, অদ্য সর্ব্বভূতভাবন ভগবান-ভবানীপতিকে সাক্ষাৎ ও করদ্বারা স্পর্শ করিলাম। এত দিনের পর আমি কৃতার্থ হইলাম, সংগ্রামে শত্রুগণ পরাজিত হইল এবং প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল।

অমিততেজাঃ অর্জ্জুন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে জলাধিপতি বরুণদেব বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ অঙ্গলাবণ্যদ্বারা চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল করিয়া নানাবিধ জলজন্তু, নাগ, নদ, নদী, দৈত্য, সাধ্য ও দৈরতগণ-সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর অদ্ভুতদর্শন শ্রীমান ধনেশ্বর কুবের জাম্বুনদসদৃশ অঙ্গপ্রভাদ্বারা আকাশমার্গ সমুদ্যোতিত করিয়া উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক যক্ষগণ-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। পরে সর্ব্বভুত-বিনাশকারী, অচিন্ত্যাত্মা, দণ্ডপাণি, শ্রীমান ধর্ম্মরাজ যম নরমূর্ত্তিধর লোকভাবন পিতৃগণ-সমভিব্যাহারে বিমানালোকে গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ প্রভৃতি সমুদয় লোক আলোকময় করিয়া যুগান্তকালীন দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অর্জ্জুনসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দীপ্তিশালী বিচিত্র মহাগিরিশিখরে আসীন হইয়া তপোবলসম্পন্ন অর্জ্জুনকে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবান সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্রাণী-সমভিব্যাহারে অমরগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ ছত্র ধ্রিয়মাণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তারকারাজ চন্দ্রমা শ্বেতবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি হিমাচলের শৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইয়া অবস্থিতি করিলেন।

অর্জ্জুনের যমদত্ত দণ্ডাস্ত্রলাভ

তখন দক্ষিণদিকস্থ পরমধর্ম্মজ্ঞ ধীমান যম মেঘগম্ভীরস্বরে অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, “হে পার্থ! দেখ, আমরা সমস্ত লোকপাল এখানে আসিয়াছি; তুমি দিব্য-জ্ঞানার্হ, আমরা তোমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি পূর্ব্বজন্মে মহাবলপরাক্রান্ত অমিতাত্মা নরনামে মহর্ষি ছিলে; কেবল ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে মর্ত্যকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছ! তুমি বসুসম্ভূত মহাবীর্য্যসম্পন্ন পরমধর্ম্মাত্মা পিতামহ ভীষ্মকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে, দ্রোণরক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ তোমার শারানলে দগ্ধ হইবে। যে-সমস্ত মহাবীর্য্যসম্পন্ন দানবদল মনুষ্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারা ও নিবাত-কবচ প্রভৃতি অন্যান্য দানবগণ তোমার হস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বলোকতপনশীল আমার পিতা সূর্য্যদেবের অংশসম্ভূত মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ তোমারই বধ্য। যাহারা দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অংশে মানববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা সংগ্রামে তোমাকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলবিনির্জ্জিত গতি প্রাপ্ত হইবেন। তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া চিরকাল ভূমণ্ডলে বিরাজমান থাকিবে। তুমি সাক্ষাৎ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছ; তুমি বিষ্ণুসমভিব্যাহারে ভূভার হরণ করিবে। হে মহাবাহো! তুমি আমার এই অপ্রতিবারণীয় দণ্ড গ্রহণ কর, ইহাদ্বারা তুমি সুমহৎ কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিবে।” তখন অর্জ্জুন পরামপ্রীতমনে ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্রসহ সেই যমদত্ত দণ্ড বিধিবৎ গ্রহণ করিলেন। তখন পশ্চিমদিক্‌স্থিত জলধরের ন্যায় শ্যামকিলেবর জলেশ্বর বরুণদেব কহিতে লাগিলেন, “হে পার্থ! তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী। আমি জলাধিপতি বরুণ তোমার নিকট আসিয়াছি। হে পৃথুতাম্রাক্ষ! আমি তোমাকে ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্র-সমভিব্যাহারে অনিবার্য্য বারুণপাশ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করা। আমি তারকাসুরসংগ্রামে এই পাশদ্বারা সহস্র সহস্র মহাবল পরাক্রান্ত দানবকে বদ্ধ করিয়াছিলাম। হে মহাসত্ত্ব! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই পাশ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করা। তুমি এই পাশদ্বারা যমকে বদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলে তিনিও পরিত্রাণ পাইতে পরিবেন না। তুমি এই অস্ত্র লইয়া সংগ্রামে বিচরণ করিলে পৃথী নিঃক্ষত্রিয়া হইবে সন্দেহ নাই।”

এইরূপে যম ও বরুণ অর্জ্জুনকে দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলে কৈলাসচলনিবাসী ধনাধ্যক্ষ কুবের কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবলপরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডুতনয়! আমি কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়া থাকি, আদ্য তোমার সহিত সন্দর্শন হওয়াতেই তদ্রূপ প্রীত হইলাম। হে সব্যসাচিন মহাবাহো! হে পূর্ব্বদেব সনাতন! তুমি পুরাকল্পে প্রত্যহ আমাদের সহিত তপস্যা করিয়াছিলে। এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হইয়াছে; এই দিব্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করা। তুমি এই অস্ত্রদ্বারা মনুষ্য ভিন্ন অন্যান্য দুর্জ্জয় যোদ্ধাকেও পরাজয় করিতে পরিবে এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করবে। অতএব তুমি এই অরতিকুলনাশক, অন্তর্দ্ধানকারী, ওজঃ, তেজ ও দ্যুতিকর মদীয় প্রিয়তম প্রস্বাপেন অস্ত্র গ্রহণ কর। মহাত্মা শঙ্করের ত্রিপুরবিনাশকালে আমি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মহাসুরগণকে দগ্ধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই অস্ত্র তোমার নিমিত্ত আনীত হইয়াছে। হে সত্য পরাক্রম! তুমিই এই অস্ত্র-ধারণে

সমর্থ।” মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন কুবেরের বাক্যাবসানে যথানিয়মে তদীয় দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অক্লিষ্টকর্ম্ম পার্থকে মেঘদুন্দুভি-গভীরস্বরে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো কৌন্তেয়! তুমি পুরাতন মহর্ষি, এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে অরতিনিপাতন! তোমাকে দেবকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিতে হইবে; অতএব সজ্জীভূত হও। মাতলি তোমার নিমিত্ত রথ লইয়া ভূতলে আগমন করিবে। তুমি সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলে তথায় আমি তোমাকে দিব্যাস্ত্র-সমুদয় প্রদান করিব।”

ধীমান কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই সমুদয় লোকপালকে গিরিশিখরে সমবেত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং কায়মনোবাক্যে জল ও ফলদ্বারা তাহাদিগকে বিধিবৎ পূজা করিলেন। অনন্তর সুরগণ মহাবীর ধনঞ্জয়-সম্ভাষণাপূর্ব্বক দ্রুত পদসঞ্চারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনও দেবগণ হইতে দিব্য অস্ত্র-প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ ও পূর্ণাভিলাষ বোধ করিলেন।

কৈরাতপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

৪২তম অধ্যায়

ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! লোকপালেরা প্রস্থান করিলে শত্রুবিনাশন অর্জ্জুন দেবরাজ-রথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে মাতলি রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বায়ুবেগগতি দশসহস্র তুরঙ্গম সেই দৃষ্টিবিলোভন মায়াময় রথ বহন করিতেছে। তাহার প্রচণ্ডবেগে জলদমালা ছিন্নভিন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইল এবং ঘনঘটার গভীরগর্জ্জনাসদৃশ নির্ঘোষে দিকসকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসকল এবং মহাকায় জ্বলিতানন অতি ভীষণকায় নাগগণ ও ধবলোপল [শ্বেতপ্রস্তর]-সমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিলেন। অনন্তর পার্থ কনকভূষণভূষিত ইন্দীবরশ্যাম বৈজয়ন্তীপতাকা-বিরাজিত রথে উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কৃত সারথিকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে তাহাকে দেবতা বলিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মাতলি বিনীতভাবে অর্জ্জুনসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে রূপনিধান শক্রাত্মজ! দেবরাজ তোমাকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন; অতএব তুমি শীঘ্র তদীয় রথে আরোহণ কর। তোমার পিতা অমররাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, কুন্তীতনয়কে এখানে আনয়ন কর; দেবতারা সকলে তাঁহাকে অবলোকন করিবেন। সম্প্রতি ত্রিদশাধিপতি দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া তোমার দিদৃক্ষায় [দর্শন ইচ্ছায়] কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তাহার আদেশক্রমে অচিরাৎ ভূলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সমভিব্যাহারে দেবলোকে প্রস্থান কর, তথায় লব্ধাস্ত্র হইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিবে।” অর্জ্জুন কহিলেন, “মাতলে! তুমি রথারোহণপূর্ব্বক ঘোটকসকল সুস্থির করিলে, পশ্চাৎ সুকৃতী ব্যক্তি যেমন সৎপথে আরোহণ করে, তদ্রূপ আমি দেবরথে আরূঢ়

হইব। এই অনুত্তম রথ শত শত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞেও দুর্লভ; মহাভাগ যাগশীল রাজগণ এবং দেবদানবেরাও ইহাতে আরোহণ করিতে পারেন না। ইহাতে তপোবিবর্জ্জিত জনগণের আরোহণ-প্রত্যাশা দূরে থাকুক, তাহারা এই দিব্যমহারথ দর্শন বা স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয়েন না।”

ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জ্জুনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক রশ্মিদ্বারা অশ্বসকল সংযত করিলেন। অর্জ্জুন হৃষ্টমনে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইয়া নিয়মিত জপ সমাপন করিলেন এবং যথাবিধি পিতৃতর্পণ করিয়া শৈলরাজ মন্দরের স্তুতিবাদপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে গিরীন্দ্র! তুমি স্বর্গাভিলাষী পুণ্যশীল সাধুলোকদিগের আশ্রয়; তোমার প্রসাদে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়-সকল সুরলোকপ্রাপ্ত হইয়া অমরগণ-সমভিব্যাহারে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছেন। তোমাতে নানা তীর্থ বিরাজিত রহিয়াছে। অদ্রিরাজ! আমি তোমার নিকট পরমসুখে বাস করিয়াছিলাম, অধুনা তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিতেছি; আমি তোমার সানু, কুঞ্জ, নদী, প্রস্রবণ ও অনেকানেক পুণ্যতীর্থ সন্দর্শন করিয়াছি; ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার সুগন্ধি সুমধুর ফল ভক্ষণ করিয়াছি; সুধাসোদর [অন্তমিষ্ট-মিষ্টরসময়] তদীয় শরীরবিনিঃসৃত সুগন্ধ প্রস্রবণোদকে পিপাসা শান্তি করিয়াছি; যেমন শিশু-সন্তান পিতার ক্রোড়ে সুখে কালব্যাপন করে, তদ্রূপ। আমি তোমার অঙ্কে নিঃশঙ্ক অবস্থিতি করিয়াছি। আমি এতদিন বেদধ্বনিনিনাদিত অপ্সরাগণসমাকীর্ণ পরমরমণীয় ত্বদীয় সানুদেশে সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিদায় হই।”

অর্জ্জুন শৈলাধীশের নিকট এইরূপে বিদায় লইয়া ভাস্করের ন্যায় মহারথ উদ্ভাসিত করিয়া। তদুপরি অধিরূঢ় হইলেন। ধীমান কুরুনন্দন সেই সূর্য্যসঙ্কাশ দিব্যরথে নীত হইয়া আকাশপথে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্যলোকদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া অদ্ভূতরূপ সহস্র সহস্র বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সূর্য্য, চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই; লোকসকল কেবল স্ব স্ব পুণ্যাজিত প্রভাদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন। যে-সকল তারকামণ্ডল বাস্তবিক বৃহৎ হইলেও বিপ্রকৃষ্টত্বপ্রযুক্ত [দূরত্বনিবন্ধন] দীপের ন্যায় অতীব ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তথায় তাহারা স্ব স্ব কক্ষে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও বৃহদাকারসম্পন্ন। যে-সমস্ত মহাবীর সিদ্ধ রাজর্ষিগণ রণস্থলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন দেখিলেন যে, তাহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব তপোবলে স্বর্গজয় করিয়া তথায় উপনীত হইয়াছেন। অর্জ্জুন ঐ সকল গুহ্যক, ঋষি, অপ্সরাগণ ও আত্মপ্রভ লোকসমূহ-সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মালতিকে জিজ্ঞাসা করাতে মালতি কহিলেন, “হে পার্থ! তুমি ভূমণ্ডল হইতে যে-সমস্ত তারকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, সেই সকল পুণ্যশীলেরা সুকৃতিফলে এই তারকারূপে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।”

অনন্তর কুরুপাণ্ডবত্তম অর্জ্জুন দ্বারদেশস্থিত কৈলাশপ্রতিম চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত গজ অবলোকন করিলেন। তিনি সিদ্ধমার্গে উপনীত হইয়া পার্থিবোত্তম মান্ধাতার ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। মহাযশাঃ অর্জ্জুন এইরূপে সকল রাজলোক অতিক্রম করিয়া সুরলোক উত্তীর্ণ হইয়া পরমরমণীয় ইন্দ্রপুরী অমরাবতী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

৪৩তম অধ্যায়

পার্থের ইন্দ্রপুরে গমন—দেবগণের অভ্যর্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশাঃ অর্জ্জুন সিদ্ধচারণগণপরিষেবিত সকল ঋতুজাত-কুসুমোপ-শোভিত, পরিত্র-তরুরাজি-বিরাজিত সুরম্য অমরাবতী অবলোকন করিলেন। তথায় সুগন্ধি কুসুমসংপৃক্ত অতিপবিত্র সুগন্ধ গন্ধবহ সর্ব্বদাই মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে; তিনি পরমপ্রীতিকর নন্দনবনে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, অপ্সরাগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ও ধীরসমীরণসঞ্চালিত কুসুমিত পাদপগণ যেন হস্তদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তথায় কেবল পুণ্যশীলেরাই গমন করিতে পারেন, নতুবা যাহারা তপোবিহীন, হুতাশনে কদাচ আহুতি প্রদান করেন নাই ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, মহেন্দ্রলোক তাঁহাদিগের দুরধিগম্য। যাগ, যজ্ঞ ও ব্রতবিহীন, বেদশ্রুতিবিবর্জ্জিত, তীর্থে অনাপ্লুত [অস্নাত—যাহার স্নান করা হয় নাই], অদাতা, যজ্ঞহন্তা, সুরাপায়ী এবং গুরুতল্পসেবী [গুরুপত্নীগামী] এই সকল দুরাত্মারা কখনই ইন্দ্রলোক সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। মহাবাহু অর্জ্জুন দিব্য-গীতানিনাদিত মনোহর নন্দনোদ্যান বিলোকনান্তর অমরাবতী পুরী প্রবেশ করিয়া সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাচারী দেববিমান নয়নগোচর করিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি অবস্থিত, কতকগুলি কৃতগতি ও কতকগুলি আগত হইতেছে।

অর্জ্জুন অমরাবতী প্রবেশ করিলে অন্যান্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরীগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল; কুসুম-সৌরভবাহী পবিত্র বায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পূজা করিলেন এবং সকলে আশীর্বাদপ্রয়োগপূর্ব্বক তদীয় স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ দিব্যবাদ্যধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভিনিনাদ আরম্ভ হইল। এইরূপে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিক হইতে স্তূয়মান হইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে অতি বিস্তীর্ণনক্ষত্রপথে গমন করিলেন। তথায় সাধ্য, বিশ্ব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, বসুগণ, রুদ্র, ব্রহ্মর্ষি, দিলীপ-প্রমুখ রাজর্ষিগণ, তুম্বুরু, নারদ ও হাহা, হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমাগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এবং ঋগ যজুঃ সামবেদবেত্তা দ্বিজবরেরা তাঁহার পিতা পাকশাসনের [ইন্দ্রের] স্তব করিতেছেন, মস্তকোপরি হেমদণ্ড ও পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্র [ছত্র] শোভিত হইতেছে এবং পার্শ্বে দিব্যগন্ধাধিবাসিত সুচারু চামর বীজন করিতেছে। তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিনীতভাবে সুররাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। দেবরাজও সেই প্রশ্রয়াবনত [প্রণয়নম্র] আত্মজকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক অঙ্কে লইয়া তদীয় করগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় দেবর্ষিসেবিত পবিত্র আসনে উপবেশন করাইলেন।

অর্জ্জুন সুররাজের নিয়োগানুসারে তদীয় আসনে সমধিরূঢ় হইয়া দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্নেহবশতঃ বজ্রকিণাঙ্কিত [ঘর্ষণে উৎপন্ন কড়াদ্বারা চিহ্নিত] করদ্ধারা অর্জ্জুনের শুভানন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং শরনিক্ষেপ ও জ্যাকর্ষণ-কঠিন হিরন্ময়-স্তম্ভপ্রতিম সুদীর্ঘ তদীয় বাহুযুগল বিমর্দ্দন করিয়া বাহুস্ফোটন করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে সহাস্যবদনে অর্জ্জুনকে

বারংবার নয়নগোচর করিয়াও তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন না। যেমন চতুর্দ্দশীতে সূর্য্য-শশধরের একত্র সমুদয় হইলে নভোমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ পিতাপুত্রে একাসনোপবিষ্ট হইয়া সভামণ্ডল উদ্ভাসিত করিলেন। তথায় সামগানকুশল তুম্বরু-প্রমুখ গন্ধর্ব্বসকল মধুরস্বরে সামগান করিতে লাগিল এবং ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্ব্বাচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, উর্ব্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরুথিনী, গাপালী, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা ও সহা প্রভৃতি কমললোচনা কলকণ্ঠী নর্ত্তকীগণ, সিদ্ধপুরুষদিগের চিত্তানুরঞ্জন করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের সুললিত নিতম্বাভিনয়, কম্পমান পয়োধর ও মনোহর হাবভাব-বিলাস এবং কটাক্ষ-বিক্ষেপে সকলের চিত্ত চঞ্চল ও মন মোহিত হইল।

৪৪তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব গীত-নৃত্য শিক্ষা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবতারা ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের অর্চনা করিলেন এবং পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিয়া পুরন্দরগৃহে প্রবেশ করাইলেন। বীরবর পার্থ এইরূপে সম্পুজিত হইয়া মহাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ ও সংহার শিক্ষা করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট বজ্র ও অশনি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র-সকল প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃবর্গকে স্মরণপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে সুখে তথায় পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনকে কৃতাস্ত্র জানিয়া একদা তাহাকে কহিলেন, “হে কৌন্তেয়! তুমি চিত্রসেনের নিকট নিখিল নৃত্য, গীত ও নরলোকপ্রসিদ্ধ বাদ্য-সকল শিক্ষা কর; অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।” দেবরাজ এই কথা বলিয়া চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত পার্থের সখ্যবিধান করিয়া দিলে, তিনি তখন অভিনব সখা চিত্রসেন-সমভিব্যাহারে নিরাময়ে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ভূয়োভুয়ঃ তাহাকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য-শিক্ষায় আদেশ করিতেন, তথাপি তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও সুখলাভ করিতে পারিতেন না। কারণ, দূতকারিতাজনিত দুঃসহ দুঃখযন্ত্রণা তাহার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরকে ছিল। তিনি সর্ব্বদাই কেবল দুঃশাসন ও শকুনির বন্ধচিন্তা করিয়া ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইতেন; কখন কখন প্রীত হইয়া অনুপম গান্ধর্ব্ব নৃত্য ও বাদ্য-শিক্ষা করিতেন। অর্জ্জুন সঙ্গীতবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং নৃত্য-গীতের যথার্থ গুণজ্ঞ হইয়াও মাতা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া সুখলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

৪৫তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের কামকলাশিক্ষার্থ ইন্দ্রের উর্ব্বশী নিয়োগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুনের মন উর্ব্বশীতে আসক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমতঃ চিত্রসেনকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্বরাজ! অদ্য তুমি অপ্সরোবরা উর্ব্বশীর নিকট গমন কর এবং সে এখানে আসিয়া যেন ফাল্গুনির

মনোরথ সফল করে, ইহাও আদেশ করিবে। তুমি যেমন আমার নিয়োগতন্ত্র হইয়া সৎকারপূর্ব্বক পার্থকে অস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাকে রমণীজনের হাবভাবাদি-পরিচয়ে সুনিপুণ করিয়া দাও।” গন্ধর্ব্বরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা পাইবামাত্র ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া উর্ব্বশীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে নেত্রগোচর করিয়া পরমপ্রীত হইলেন এবং স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত ও সুখাসীন হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, “হে নিবিড়নিতস্বিনি! ত্রিদশাধিপতি যে নিমিত্ত আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিয়া থাকিবে। যিনি নৈসর্গিক গুণসমূহদ্বারা দেবলোক ও মনুষ্যলোকে মহতী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; যিনি অনুপম রূপলাবণ্য, মহীয়সী, সুশীলতা, অবিচলিত ব্রতানুষ্ঠান, অসাধারণ ইন্দ্রিয়সংযম, অলোকসামান্য বলবীর্য্য, মহতী তেজস্বিতা, বীতমৎসরতা ও ক্ষমাগুণে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছেন; যিনি বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন; যিনি অকৃত্রিম ভক্তিসহকারে গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন; যাঁহার অষ্টগুণাত্মিক মেধা স্বাভাবিকী; যিনি ব্রহ্মচর্য্য, অনালস্য, পিতৃ-মাতৃকুল-তর্পণ ও অভিজ্ঞতাদ্বারা ত্রিদিবরক্ষক ইন্দ্রের ন্যায় সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; যিনি কদাপি আত্মশ্লাঘা করেন না; যিনি লোকের সম্মানরক্ষায় অগ্রগণ্য, অতিসূক্ষ্ম অর্থসকল স্থূলার্থের ন্যায় যিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন এবং বিবিধ অন্নপানদ্বারা সুহৃদ্বর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন; যিনি সত্যবাদী, সদ্বক্তা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সকলের পূজিত, শরণাগত প্রতিপালক, প্রিয়দর্শন এবং অভিলষণীয় গুণসমূহে মহেন্দ্র ও রুদ্রের সদৃশ, সেই মহাবীর অর্জ্জুন যেন আজি স্বর্গফললাভে বঞ্চিত না হয়েন। হে কল্যাণি! অদ্য ধনঞ্জয় ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যাহাতে তোমার চরণলাভ করিতে পারেন, তাহার উপায়বিধান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ফলতঃ অর্জ্জুন তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছেন।”

সর্ব্বলোকলালামভূতা উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বরাজকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও তদ্বাক্যের বহুমাননাপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লমনে সহাস্যবদনে কহিতে লাগিল, “মহাশয়! আপনি অর্জ্জুনের যে-সকল গুণ কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য; আমি লোকমুখে অর্জ্জুনের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিষম কমশরে ব্যথিত হইয়াছি; অতএব বরণ করিব কি, আমি গুণশ্রবণমাত্রে অগ্রেই মনে মনে তাহাকে বরণ করিয়াছি। অধুনা সুরনাথের আদেশে, আপনার প্রার্থনায় এবং ফাল্গুনির গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া সাতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছি; আপনি-এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করুন, আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

৪৬তম অধ্যায়

অভিসারিকা উর্ব্বশীর অর্জ্জুন-অভিগমন

উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বরাজকে বিদায় করিয়া পার্থসমাগমলালসার বশীভূত হইয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিল। অনন্তর গন্ধ, মাল্য ও রমণীয় বেশভূষা সমাধান করিলে ধনঞ্জয়ের মোহিনীমূর্ত্তি তাহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রতিরমণের বাণগোচর করিল।

তখন উর্ব্বশী মন্মথশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দিব্যোত্তরণসংক্রান্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়নপূর্ব্বক অনন্যমনে হৃদয়সঙ্কলিত প্রাণবল্লভের প্রতিমূর্ত্তি-সম্ভোগ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় প্রদোষকাল উপস্থিত; চন্দ্রমা সমুদিত হইল। তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্থভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই লাবণ্যবতী ললনার সুকোমল কুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছশোভিত, সুদীর্ঘ কেশপাশ, ভ্রূবিক্ষেপ, আলাপমাধুর্য্য ও সৌম্যাকৃতি অনির্ব্বচনীয় সুষমা সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার বদন-সুধাকর সন্দর্শনে শশধরও লজ্জিত হইলেন। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দিব্য-চন্দনচর্চ্চিত, বিলোল-হারাবলিললিত, পীনোন্নত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলীদামমনোহর কটিদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! তাহার গিরিবরবিস্তীর্ণ রাজতরশনা [রূপার কাঞ্চীদা]-রঞ্জিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাসস্থান; সূক্ষ্ম বসনাবৃত অনিন্দনীয় তদীয় জঘন নিরীক্ষণে ঋষিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে; কিঙ্কিণীকিণলাঞ্ছিত পাদদ্বয় কুর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত; গূঢ়গ্রন্থি অঙ্গুলিসকল তাম্রবর্ণ ও আয়ততল। একে ত' সেই সুরসুন্দরী সহজেই মদনোন্মত্তা, তাহাতে আবার পরিমিত সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বিলাসবিভ্রমসহকারে বাক্‌পথাতীত প্রিয়দর্শনা হইয়া উঠিল। সিদ্ধ, চারণ ও মনোহর গন্ধর্ব্বগণ-সমভিব্যাহারিণী অর্জ্জুনভবনাভিসারিণী সেই বিলাসিনী বহুবিধ আশ্চর্য্য ও মনোহর দ্রব্যপূর্ণ সুরলোকেও সকলের পরমদর্শনীয় হইল। সেই সুরকামিনী মেঘবর্ণ অতিসূক্ষ্ম উত্তরীয় বসন ধারণ করাতে যেন অভ্রাবৃত কৃশ চন্দ্রলেখার ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল।

অনন্তর শুচিস্মিতা উর্ব্বশী দ্রুত পদসঞ্চারে ক্ষণকালমধ্যে অর্জ্জুন-নিকেতনে উপনীত হইবামাত্র দ্বারপালেরা সসম্ভ্রমে পার্থসন্নিধানে গিয়া তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অর্জ্জুন তাহাকে গৃহপ্রবেশ করাইতে অনুমতি প্রদান করিয়া স্বয়ং শঙ্কিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুদগমন করিলেন। পার্থ উর্ব্বশীকে নয়নগোচর করিবামাত্র লজ্জাবনতবদনে তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুর ন্যায় সৎকার করিয়া কহিলেন, "হে অপ্সরঃপ্রবরে! প্রণাম; আপনার ভৃত্য উপস্থিত; কি নিমিত্ত শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন।" উর্ব্বশী অর্জ্জুনবাক্য-শ্রবণে হতজ্ঞান হইয়া তাঁহাকে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের বাক্য আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করাইলেন।

"হে মানুজশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন আমাকে যে কথা কহিয়াছেন ও যে নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়াছি, তৎসমুদয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার আগমনাবধি মহেন্দ্রের উপস্থানসূচক পরামমনোরম বর্ত্তমান মহোৎসবে সুরলোক উৎসবময় হইলে চতুর্দ্দিক হইতে রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার ও বসুগণ সমাগত হইলেন। সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, মহোরগ, মহর্ষি, রাজর্ষিগণ, উজ্জ্বলকায় কৃশানু, ভানু ও শশধর সেই উৎসব সন্দর্শনে সমুপস্থিত হইয়া স্বস্ব মর্য্যাদানুসারে আসন পরিগ্রহ করিলে গন্ধর্ব্বেরা বীণাবাদনপূর্ব্বক তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিল ও প্রধান প্রধান অপ্সরাসকল নৃত্য করিতে লাগিল। তখন আপনি অনিমেষলোচনে কেবল আমার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। উৎসবদর্শনার্থ সমাগত দেবতা, অপ্সরা ও অন্যান্য জনগণ আপনার পিতাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ এইরূপে সকলকেই

বিদায় করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ত্বদীয় পিতার আদেশক্রমে মদন্তিকে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে বরবর্ণিনি! আমি দেবরাজকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি মহাবলপরাক্রান্ত উদারস্বভাব পার্থকে পতিত্বে বরণ কর; তাহা হইলে সুরপতি ও আমার সাতিশয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হইবে এবং ত্বদীয় আত্মাও পরিতৃপ্ত হইয়া সুখসম্ভোগ করিবে।" হে কমললোচন! আমি দেবরাজ ও গন্ধর্ব্বরাজের আজ্ঞা শ্রবণানন্তর আপনার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি এবং আপনার গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া বিষমশর অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। হে অরিন্দম! আপনি আমার পতি হইবেন, ইহা আমার চিরাভিলষিত মনোরথ।"

অর্জ্জুনের উর্ব্বশী উপেক্ষা

অর্জ্জুন উর্ব্বশীর এইরূপ বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত হইয়া কর্ণে করার্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভাবিনি! আপনি যে বিষয়ের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, উহা আমার নিতান্ত অশ্রাব্য; আপনি আমার গুরুপত্নীতুল্য। যেমন মহাভাগা কুন্তী ও ইন্দ্রাণী আমার পূজনীয়, আপনিও আমার পক্ষে সেইরূপ, সন্দেহ নাই। হে শুভে! যে নিমিত্ত আমি অনিমেষনয়নে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনাকে পৌরববংশের জননী মনে করিয়া উৎফুল্ললোচনে আমি আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার অসন্দভিসন্ধি বিবেচনা করা কোনক্রমেই আপনার উচিত নহে। হে কল্যাণি! আপনা হইতেই পৌরবংশের উদ্ভব, অতএব আপনি আমার পরম গুরু।

উর্ব্বশী কহিলেন, "হে দেবরাজনন্দন! আমরা সামান্য নারী; আমাকে গুরু সম্বোধন করা আপনার অনুচিত। পুরুবংশীয় পুত্রপৌত্রেরা তপোবলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করেন; কিন্তু তদ্ব্যতিক্রমাচরণে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন; আমাকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত হয় না। আমি মদনবাণে আহত হইয়া আপনার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমাকে ভজনা করিয়া আমার মন ও প্রাণ রক্ষা করুন।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে বরারোহে! আমি সত্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন এবং দিগবিদিক ও দিকপালেরাও শ্রবণ করুন। কুন্তী, মাদ্রী ও শচীর ন্যায় আপনিও আমার পরম গুরু। হে অনঘে! আমি নতশিরাঃ হইয়া আপনার চরণে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার মাতৃবৎ পূজনীয় ও আমি আপনার পুত্রবৎ রক্ষণীয়; অতএব এক্ষণে আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।"

উর্ব্বশীশাপে অর্জ্জুনের ক্লীবত্ব

উর্ব্বশী ধনঞ্জয়ের উক্তপ্রকার বাক্য-শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট, ভ্রূকুটিকুটিলানন ও বেপমান হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিল, "হে পার্থ! আমি অনঙ্গবাণে পীড়িত হইয়া তোমার পিতার আজ্ঞাক্রমে অভিসারিকবৃত্তি [কান্তর্থিনী হইয়া সঙ্কেতস্থানে গমনকারিণী নারী] অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং গৃহাগত হইয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, অতএব তোমাকে মানহীন ও ক্লীবনামে বিখ্যাত হইয়া স্ত্রীগণমধ্যে নৃত্য করিয়া ষণ্ডের ন্যায়

কালব্যাপন করিতে হইবে।” উর্ব্বশী অর্জ্জুনকে উক্তপ্রকার অভিসম্পাত করিয়া রোষে স্ফুরতাধর হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর অর্জ্জুন সত্বর চিত্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া উর্ব্বশীসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত রজনীবৃত্তান্ত-সকল অবিকল নিবেদন করিলেন এবং তিনি যে অভিশপ্ত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। চিত্রসেন তৎসমুদয় বৃত্তান্ত ইন্দ্রের নিকট কীর্ত্তন করিয়া দেবরাজ নির্জ্জন প্রদেশে তনয়কে আনয়ন করাইয়া সহাস্যবদনে মধুরবাক্যদ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “হে তাত! তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া অদ্য পৃথা সৎপুত্রা হইলেন। তুমি ধৈর্য্যগুণে ঋষিগণকেও পরাভব করিয়াছ। উর্ব্বশীপ্রদত্ত শাপও তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও অর্থসাধক হইবে, সন্দেহ নাই। হে অনঘ! ত্রয়োদশবর্ষে যখন তোমরা ভূমণ্ডলে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিবে, তখন তুমি ক্লীবরূপে নর্ত্তকবেশে বিহার করিয়া সেই অবশিষ্ট একবৎসর অনায়াসে যাপন করিয়া পরিশেষে আপন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে।” অর্জ্জুন দেবরাজের এবংবিধ বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শাপচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্রসেনের সহিত স্বর্গভবনে পরম পরিতুষ্টমনে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! যাহারা অবহিত হইয়া প্রতিদিন এই আশ্চর্য্য পরমপবিত্র ফাল্গুনিচরিত্র শ্রবণ করেন, তাহাদিগের মন কদাপি পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় না এবং সেই পুণ্যশীল মানবেরা মদ, দম্ভ, রাগ ও দোষশূন্য হইয়া চরমে পরমফল স্বর্গবাস লাভ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালব্যাপন করিতে পারেন।

৪৭তম অধ্যায়

ইন্দ্রসভাগত লোমশ ঋষির সহিত পার্থের পরিচয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কোন সময়ে মহর্ষি লোমশ ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্রদর্শনাভিলাষে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। মহামুনি তথায় আগমন ও দেবরাজকে নমস্কার করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় বাসবের অর্দ্ধাবসানে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর মহর্ষিগণ-পূজিত দ্বিজরাজ লোমশ দেবরাজের অনুমতিক্রমে বিষ্টরাসনে আসীন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কৌন্তেয় ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন? এমন কি পুণ্যকর্ম্ম বা এমন কোন লোক জয় করিয়াছেন যে, তন্নিমিত্ত দেবপূজিত স্থান প্রাপ্ত হইলেন?

শচীনাথ লোমশ মুনির মনোগত ভাব অবগত হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, “ব্রহ্মর্ষে! আপনি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। এই কৌন্তেয় কেবল মানব নহে, উঁহাতে দেবত্বও আছে আমার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছে। এখানে কোন কারণবশতঃ অস্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত আসিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনি এই পুরাতন ঋষিকে জানেন না! হৃষীকেশ ও ধনঞ্জয় এই দুই পুরাতন ঋষি ত্রিলোকে নরনারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত; ইহারা কার্য্যবশতঃ পুণ্যস্থান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহাত্মা দেব ও ঋষিগণ যাহা দর্শন করিতে অসমর্থ ও সিদ্ধচারণসেবিত গঙ্গা যে স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত বন্দরী-নামক আশ্রমপদ বিষ্ণু ও এই জিষ্ণুর নিবাসস্থান। এই দুই

মহাবীর্য্য আমার নিয়োগানুসারে পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন; ইহারা ভূমির ভারাবতরণ করিবেন। নিবাতকবচ-নামে কতকগুলি মহাবল পরাক্রান্ত পাতালপুরবাসী দানবেরা বরলাভে প্রদীপ্ত ও বিমোহিত হইয়া আমাদের অপ্রিয়াচরণে প্রবৃত্ত ও প্রাণ-সংহারের নিমিত্তও উদ্যত হইয়াছে; আমাদিগকে কোনক্রমেই গণনা করে না। দেবগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব যিনি পৃথিবীতে কপিল-নামে অবতীর্ণ হইয়া রসাতল-খননে প্রবৃত্ত সগরসন্তানগণকে দর্শনমাত্রে ধ্বংস করিয়াছেন, সেই মধুসূদন মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। তিনি যেমন পূর্ব্বে মহাহ্রদে পন্নগগণের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দৃষ্টিপাতমাত্রেই নিবাতকবচ ও তাহাদিগের অনুচরগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু অতি সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; কেন না, সেই তেজোরাশি প্রবুদ্ধ হইলে এই জগৎ ভস্মীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব দনুজদলন্দালনক্ষম ধনঞ্জয়ই তাহাদিগকে নিহত করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে গমন করিবেন।

লোমশ মুনিমুখে পাণ্ডবগণের নিকট অর্জ্জনবার্ত্তাপ্রেরণ

"আপনি আমার অনুরোধে একবার গমন করুন; রাজা যুধিষ্ঠির কম্যাকবনে অবস্থিতি করিতেছেন; আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিবেন যে, তিনি যেন অর্জ্জুনের নিমিত্ত কোনক্রমেই উৎকণ্ঠাকুল না হয়েন; অর্জ্জুন অস্ত্রসংগ্রহবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন; কেন না, বাহুবীর্য্যের সংশোধন ও অস্ত্রসংগ্রহ ব্যতিরেকে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে সংগ্রামে পরাজয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। মহাবাহু ধনঞ্জয় সংগহীতাস্ত্র এবং দিব্য নৃত্য, বাদ্য ও সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পবিত্র তীর্থসকল দর্শন ও তথায় অবগাহনপূর্ব্বক বিগত পাপ ও গতসন্তাপ হইয়া সুখে রাজ্যভোগ করুন। হে দ্বিজরাজ! আপনি তীর্থপর্যটনকালে তপোবলে গিরিদুর্গ ও বিষম প্রদেশবাসী ভীষণ রাক্ষসগণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।"

পবিত্রাত্মা অর্জ্জুনও মহেন্দ্রের বাক্যাবসানে লোমশ মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহামুনে! আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন এবং যাহাতে তাঁহার তীর্থপর্যটন ও দানাদি ধর্ম্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েও যত্নবান হইবেন।"

মহাতপাঃ লোমশ তাহাদিগের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া কাম্যককাননোদ্দেশ্যে মহীতলে হমন করিয়া দেখিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণ ও তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় বাস করিতেছেন।

৪৮তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের অভ্যুদয়ে ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজাঃ অর্জ্জুনের এই অত্যুদ্ভূত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি দ্বৈপায়নের সমীপে অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে সূত! আমি ধীমান্ পার্থের সমুদয় কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি, বোধ হয়, তুমিও তাহা আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়াছ। হে সারথে! আমার পুত্র দুশ্চরিত্র পাপমতি দুর্য্যোধন সর্ব্বদা গ্রাম্যধর্ম্মে প্রমত্ত, অতএব সে অতি শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবে। যে মহাত্মা স্বভাবতঃ সকল বিষয়েই সত্যকথা কহিয়া থাকেন ও ধনঞ্জয় যাহার যোদ্ধা, তিনিই ত্রৈলোক্যের অধিকারী হইবেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন নিশিত কর্ণী ও তীক্ষ্ণ নারাচ্য নিক্ষেপ করিলে কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখীন হয়? জরাবর্জ্জিত যমও তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

"দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ-ঘটনা হইলে আমার দুরাত্মা পুত্রগণই করাল কাল-কবলে কবলিত হইবে। আমি নিরন্তর অসন্ধান করিয়াও এমন কোন রখী দেখিতে পাই না যে, গাণ্ডীবধন্বার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। যদ্যপি সমরে দ্রোণ, কর্ণ বা ভীষ্ম গমন করেন, তাহা হইলেও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই; কারণ, কর্ণ দয়ালু ও প্রমাদী এবং আচার্য্য গুরুও স্থবির; কিন্তু ধনঞ্জয় অমর্ষী, বলবান ও দৃঢ়বিক্রম। উহারা সকলেই অস্ত্রপ্রয়োগদক্ষ, সকলেই শৌর্য্যশালী এবং সকলেই সমরবিখ্যাত; উহাদিগকে সমরে পরাজয় করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। উহারা সকলেই জয়লাভ করিয়া প্রাধান্যপ্রাপ্তির অভিলাষ করে। উহাদিগের অথবা অর্জ্জুনের বিনাশ না হইলে যুদ্ধের শান্তি হইবে না। কিন্তু অর্জ্জুনের বিনাশ বা তাহাকে জয় করিতে পারে, এমন ব্যক্তি এই জগতীতলে কেহই নাই। আমার প্রতি অর্জ্জুনের ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। সেই ইন্দ্রসম মহাবীর খাণ্ডববনে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত এবং রাজসূয়-মহাযজ্ঞে সমুদয় ভূপতিকে পরাজিত করিয়াছিল।

"হে সঞ্জয়! বাজ যেমন পর্ব্বতোপরি নিপতিত হইয়া তাহা সমূলে নির্ম্মূল করে, তদ্রূপ কিরীটির শরজাল বিক্ষিপ্ত হইলে একেবারেই জগৎ নিঃশেষিত করিবে। দিনকর যেমন করনিকরদ্বারা চরাচর উত্তাপিত করেন, ধনঞ্জয়ের বাহু-বিনিঃসৃত শরজালও সেইরূপ আমার পুত্রগণকে পরিতাপিত করিবে এবং ভারতীসেনা সব্যসাচীর রথনির্ঘোষে ভয়বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িবে। অর্জ্জুন শস্ত্রপাণি হইয়া শরসমূহ বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্বান্তকারী অন্তকের ন্যায় নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

৪৯তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে সঞ্জয়ের সমর্থন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! আপনি দুর্য্যোধনের যে-সকল চরিত্র বর্ণন করিলেন, তাহার কিছুই অযথাভূত নহে, সকলই যথার্থ। মহাতেজঃ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দেখিয়া অবধি রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা দুঃশাসন ও কর্ণের নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সতত ভৎসনা করিতেছেন। হে মহারাজ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, একাদশতনু [একাদশ রুদ্র]

ভগবান ভবানীপতি ধনঞ্জয়কে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কৈরাতবেশ ধারণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ধনঞ্জয় কামুকদ্বারা যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছেন। অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত তপঃপ্রভাবে এরূপ পরাক্রান্ত হইয়াছেন যে, লোকপালগণ তথায় আসিয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। পৃথিবীতে অর্জ্জুন ভিন্ন কেহই এই ঈশ্বরগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ নহে। অষ্টমূর্ত্তি [ক্ষিতি, জল প্রভৃতি অষ্টমূর্ত্তি] মহেশ্বর যাঁহাকে ক্ষীণবল করিতে অক্ষম হইয়াছেন, কোন বীরপুরুষ সংগ্রামসাগরে তাঁহার বলক্ষয় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবে? দ্রুপদনন্দিনীর কেশাকর্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণের রোষানল প্রজ্বলিত করাতেই এই লোমহর্ষণ তুমুল ব্যাপার সমুপস্থিত। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে উরুদ্বয় প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া ভীমসেন স্ফুরিতাধর হইয়া কহিয়াছিলেন, "আরো পাপাত্মা কপটদ্যূতকারিন্! ত্রয়োদশ বর্ষাবসানে আমি গদাঘাতে তোর উরুদ্বয় ভঙ্গ করিব।" হে রাজনী! পাণ্ডবগণ সকলেই যোদ্ধৃপ্রধান, অমিততেজঃ এবং দেবগণেরও দুর্জ্জয়। তাঁহারা প্রণয়িনীর ক্রোধে উত্তেজিত ও রোষানলসন্তপ্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জীবনান্ত করিবেন, সন্দেহ নাই।"

পাণ্ডবভয়ে ভীত ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সূত! দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আনয়ন করাতেই এই অনর্থকর শত্রুতা জন্মিয়াছে। কর্ণের পরুষবাক্যপ্রয়োগ করাতে কি এমন হইতে পারে? যাহাদের উপদেষ্টা জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিনয়শূন্য, সেই মূঢ়মতি পুত্রেরা অদ্যাপি কি নিমিত্ত জীবিত রহিয়াছে, বলিতে পারি না। আমাকে নয়নধনে বঞ্চিত ও চেষ্টারহিত দেখিয়া দুরাচার পুত্র কোনমতেই আমার উপদেশবাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না। মন্দমতি বিচেতন কর্ণ ও সৌবল প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ কেবল দুর্য্যোধনের দোষেরই উন্নতি করিতেছেন। ক্রোধসহকারে শরজালবর্ষণ করা দূরে থাকুক, অমিততেজাঃ ধনঞ্জয় যদৃচ্ছাক্রমে একবার শরবিক্ষেপ করিলেই আমার পুত্রগণ দগ্ধ হইয়া যাইবে। কেন না, সেই বাণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দিব্যমন্ত্রে শোধিত হইয়া মহাধনু হইতে বাহুবল সহকারে বিক্ষিপ্ত হইলে অমরগণকেও অবসন্ন করে। ত্রৈলোক্যনাথ বাসুদেব যাহার মন্ত্রী, রক্ষক ও সুহৃদ, এই জগতীতলে তাহার অজেয় কি আছে? হে সঞ্জয়! ইহা অতি আশ্চর্য্য যে, ধনঞ্জয় মহাদেবের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছে এবং পূর্ব্বে দামোদর ও ফাল্গুনি বহ্নিকে সহায় করিবার নিমিত্ত খাণ্ডবারণ্যে যাহা করিয়াছিল, তাহাও সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব ভীম, ধনঞ্জয় বা বাসুদেব রণে রোষাবিষ্ট হইলে আমার পুত্রগণ, অমাত্যবর্গ ও শকুনির সহিত একত্র মিলিত হইয়াও জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।"

৫০তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের কাম্যক বনবাসবৃত্তান্ত

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বিবাসিত করিয়া নিরর্থক অনুশোচনা করিয়াছিলেন। যৎকালে অল্পচেতাঃ দুর্য্যোধন মহারথ পাণ্ডবগণের

কোপোনল প্রজ্বলিত করিতেছিল, তখন তিনি কি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন? আর বনমধ্যে বন্যবস্তু কি কৃষিজাত দ্রব্যদ্বারা পাণ্ডবগণ জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাই বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ বিশুদ্ধ শরনিপাতিত মৃগমাংস ও বন্যবস্তুর আহরণপূর্ব্বক অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনারা ভোজন করিতেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ যৎকালে বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, তখন কতকগুলি সাগ্নিক ও নিরাগ্নিক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহবাসী হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাণদ্বারা রুরু ও কৃষ্ণসার মৃগ এবং অন্যান্য পরিশুদ্ধ বন্যজন্তু নিহত করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, মহাত্মা স্নাতকগণ ও দশজন মোক্ষবেত্তাকে ভরণপোষণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন প্রদান করিতেন। তথায় কাহাকেও বিবর্ণ, ব্যাধিত, কৃশ, দুর্ব্বল, দীন বা ভীত বোধ হইত না। যশস্বিনী দ্রৌপদী পতি ও দ্বিজাতিগণকে মাতৃবৎ ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনি আহার করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন, দক্ষিণদিকে, নকুল পশ্চিমদিকে ও সহদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া প্রত্যহ মৃগয়া করিতেন। এইরূপে কাম্যকবাসী পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনবিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া তদীয় আগমনপ্রতীক্ষায় অধ্যয়ন, জপ ও হোম করিয়া পঞ্চবৎসর অতিবাহিত করিলেন।

৫১তম অধ্যায়

চরমুখে পাণ্ডবশক্তি পরিচয়ে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা অম্বিকানন্দন পাণ্ডবগণের লোকাতীত বিচিত্রকীর্ত্তি-শ্রবণে চিন্তা, শোক ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সূত! পুত্রগণের কপটদ্যূতজনিত দুরন্ত দুর্নীত, অসহাবীর্য্য পাণ্ডবগণের শৌর্য্য, ধৈর্য্য, ধৃতি ও লোক্যতীত সৌভ্রাত্র চিন্তা করিয়া দিবারাত্রির মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্তও শান্তিলাভ করিতে পারি না। যখন অশ্বিনীকুমারের ন্যায় যুদ্ধদুর্ম্মদ আশ্বিনীকুমারের কুমারদ্বয়, দৃঢ়ায়ুধ দুরঘাতী ভীম ও রণবিশারদ লঘুহস্ত অর্জ্জুনকে অগ্রসর করিয়া রণমুখে অবস্থিতি করিবে, তখন আমার সৈন্যগণের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহারা দ্রৌপদীর নিগ্রহজনিত রোষে সন্তাপ্ত হইয়াছেন, কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। মহাধনুর্দ্ধর বৃষ্ণিগণ, মহাতেজঃ পাঞ্চলগণ ও সত্যাভিসন্ধ বাসুদেবকর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবগণ সমরে আমার পুত্রগণের সমস্ত পতাকিনী [বাহিনী—সৈন্যবল] ভস্মসাৎ করিবে। আমার পুত্রেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়াও সংগ্রামসমরে রামকৃষ্ণ-প্রধান বৃষ্ণিকুলের বেগ সহ্য করিতে পরিবে না। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সৈন্যমধ্যে বীরঘাতিনী গদা লইয়া বিচরণ করিবে। কোন ভূপতিই বজ্রনাদসদৃশ গাণ্ডীবনির্ঘোষ ও ভীমসেনের গদা বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে আমি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া সুহৃদগণের যে-সকল বাক্য শ্রবণ করি নাই, এখন আমাকে সেই স্মরণীয় সুহৃদ্বাক্যসকল স্মরণ করিতে হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি সমর্থ হইয়াও পুত্রকে নিবারণ করেন নাই, প্রত্যুত উপেক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা আপনার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। মধুসূদন পাণ্ডবগণ দ্যূতে

পরাজিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া ত্বরিতপদে কাম্যাকবনে উপস্থিত হইয়া র্তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাসুদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রৌপদগণ, বিরাট, ধৃষ্টকেতু ও মহারথ কৈকেয়গণ পাণ্ডবদিগকে পরাজিত দেখিয়া যাহা কহিয়াছেন, চরগণ তাহা শ্রবণ করিয়াছে; আমিও জানিয়াছি এবং আপনিও অবগত হইয়াছেন। পাণ্ডবেরা বাসুদেবের প্রতি সারথ্যিকর্ম্মের ভারাপণ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে কৃষ্ণাজিনধারী অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, “ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে তোমাদিগের যে মহীয়সী সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়াছি, উহা কোন নৃপতিই লাভ করিতে পারেন না। সেই সময়ে সমস্ত ভূপতিকে তোমাদের শস্ত্র ও প্রতাপপ্রভাবে ভীত দেখিয়াছি। অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, ওড্র, চোল, দ্রাবিড়, অন্ধক, সাগর, অনুপক, প্রান্তনিবাসী, সিংহল, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ, লঙ্কানিবাসী, পাশ্চাত্যজনপদবাসী, শত শত সাগরান্তিক, পহ্নব, দরদ, কিরাত, যবন, শক, হারহূণ, চীন, তুষার, সৈন্ধব, জাগুড়, রমঠ, হূণ,, স্ত্রীরাজ্য, তঙ্গণ, কৈকেয়, মালব, কাশ্মীরক প্রভৃতি সকলে আহূত হইয়া পরিবেশকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহারা আপনার সেই প্রতীপগামিনী [বিপক্ষহস্তগত] চপলা সমৃদ্ধি গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণসংহার করিয়া সেই সমৃদ্ধি পুনর্ব্বার আহরণ করিব। দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি ও অন্যান্য বীরগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইলে আমি বলদেব, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অক্রূর, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, আহুক, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহাবীর শিশুপালতনয় আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সংগ্রামশায়ী করিব। অনন্তর আপনি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের রাজলক্ষ্মী গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত হস্তিনাপুরে রাস করিয়া এই সসাগরা ধরায় একাধিপত্য করিবেন।

রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য-শ্রবণানন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরসমবায়সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! তোমার বাক্যসকল সত্য, ইহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু তুমি ত্রয়োদশবর্ষাবসানে আমার অরাতিকুল সমূলে উন্মুলিত করিবে, ইহা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও; কারণ, আমি রাজমণ্ডলীমধ্যে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।” ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সভাসদগণ তাঁহার এই বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ সময়োচিত মধুরবাক্যে কেশবকে শান্ত করিলেন ও বাসুদেবের সমক্ষে অক্লিষ্টকান্তি দ্রৌপদীকে কহিলেন, “দেবি! বারবর্ণিনি! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনার ক্রোধই দুর্য্যোধনের জীবননাশের নিদান। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহারা আপনাকে অক্ষক্রীড়ায় জয়লব্ধা বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, ব্যাঘ্র ও পক্ষিগণ তাহাদের মাংসভক্ষণ করিয়া হাস্য করিবে এবং গৃধ্র ও গোমায়ুকুল তাহাদের রুধিরপানে পরিতৃপ্ত হইবে; যাহারা সভামধ্যে আপনার কেশকলাপ আকর্ষণ করিয়াছিল, ক্রব্যাদসমূহ [নরমাংসভোজী শ্মশানচারী রাক্ষসাদি] তাহাদের ধরাতলশায়ী শরীর আকর্ষণ করিয়া বারংবার কবলিত করিবে। যাহারা সভামধ্যে আপনাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল ও যাহারা আপনাকে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া শোণিতপ্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করিব, ইহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন।”

‘ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশবর্ষাবসানে ঐ সকল শৌর্য্যশালী মহারথ যোদ্ধগণকে বরণ করিলে তাহারা বাসুদেবকে অগ্রসর করিয়া আগমন করিবেন। রাম, কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়, প্রদ্যুম্ন,

শাম্ব, যুযুধান, ভীম, নকুল, সহদেব, কেকয়রাজপুত্র, দ্রুপদপুত্রগণ ও মৎস্যরাজ এই সকল মহাত্মা অজেয় ও লোকপ্রসিদ্ধ মহাবীর জাতক্রোধ হইয়া উন্নত কেশর কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া যখন সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমর-সাগরে অবতরণ করবেন, তখন কোন জিজীবিষু [বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক] ব্যক্তি ইহাদের সম্মুখীন হইবে?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সারথে! বিদুর দ্যূতকালে আমাকে কহিয়াছিল, "হে নরেন্দ্র! যদ্যপি আপনারা পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজিত করেন, তাহা হইলে অবশ্যই কুরুকুলের শোণিতপ্রবাহী মহাভয়ঙ্কর অন্তকাল উপস্থিত হইবে।" এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিদুরের সেই সকল কথাই প্রসবোম্মুখী [ফলোন্মুখ—সত্য, কার্য্যে পরিণত] হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণের প্রতিশ্রুত সময় অতীত হইলেই ঘোরতর যুদ্ধঘটনা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৫২তম অধ্যায়

নলোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়-পার্থবিরহে পাণ্ডবদৌর্ম্মনস্য

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! মহাত্মা পার্থ অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পার্থ অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন। একদা তাহারা কৃষ্ণার সহিত একান্ত দুঃখিত মনে নবীন তৃণাচ্ছন্ন নির্জ্জনপ্রদেশে উপবেশনপূর্ব্বক ধনঞ্জয়বিরহজনিত-সন্তাপে নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বাষ্পপূর্ণকণ্ঠে পার্থকে উদ্দেশ করিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তদ্বিয়োগজনিত দুঃখ প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে একান্ত অভিভূত করিতে লাগিল।

এই অবসরে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুনই আপনার নির্দেশানুসারে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিয়াছে। সেই অর্জ্জুনেই আমাদিগের প্রাণ সমর্পিত আছে। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে সমস্ত পাঞ্চাল, সাত্যকি, বাসুদেব ও আমরা পুত্রদিগের সহিত অবশ্যই বিনষ্ট হইব। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্রলাভ করা সাতিশয় ক্লেশের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াও কেবল আপনার আদেশানুসারে তদুদেশে প্রস্থান করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা এক্ষণে দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুনের বাহুবল আশ্রয় করিয়োই আমরা রণস্থলে শত্রুদিগকে পরাজিত ও পৃথিবীকে অধিকৃত বিবেচনা করি। আমি তাহার প্রভাব জানিয়াই তৎকালে সভামধ্যে সৌবলসহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করি নাই। আমরা ভুজবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও কেবল বাসুদেবের নির্দেশ অপেক্ষায় ক্রোধসংবরণ করিয়া রহিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃষ্ণের সাহায্যে কর্ণ প্রভৃতি শত্রুগণকে হনন করিয়া স্বীয় বাহুবলে সসাগরা বসুন্ধরাকে শাসন করিতে পারি। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত হইয়াও কেবল আপনার দূতক্রীড়ার দোষে ঈদৃশ

দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি; ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বালক হইয়াও এক্ষণে সামন্তদত্ত ধনলাভে বলিষ্ঠ হইয়াছে।

কৌরবসহ ভীমসেনের আশু সমরবাসনা

"হে রাজন! আপনার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই আবশ্যক কিন্তু বনবাসী হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, রাজ্যরক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, আপনিও তদ্বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; অতএব রাজ্যশাসনারূপ ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। আমরা এক্ষণে বন হইতে প্রতি গমনপূর্ব্বক জনার্দ্দনকে আনয়ন করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিব। আমি সৌবলসমভিব্যাহারী সৈন্যব্যূহপরিবৃত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, কর্ণ ও অন্যান্য প্রতিযোদ্ধাদিগকে বলপূর্ব্বক শমনসদনে প্রেরণ করিব। এইরূপে সমুদয় প্রশমিত হইলে আপনি পুনরায় বনে আগমন করিবেন। ইহা করিলে আর দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। অনন্তর আমরা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনিমুক্ত হইয়া সুরসদনে গমন করিব। যদি ধর্ম্মপরায়ণ আপনি বালিশ [জড়—কর্ত্তব্যে অনবহিত], দীর্ঘসূত্রীও [চিরক্রির—আজকাল করিয়া সময়ক্ষেপকারী] না হয়েন, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা হইতে পারে। "হে মহারাজ! ইহা নির্ণীত আছে যে, কপটাচারী ব্যক্তিকে ছলদ্বারা বিনাশ করিলে পাপের আশঙ্কা নাই, আর ধার্ম্মিকেরাও ধর্ম্মতঃ ঐরূপ কহিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগকে এক বৎসর অতিকষ্টে অতিবাহিত করিতে হইবে; কিন্তু বেদবাক্যে নিরূপিত আছে যে, এক অহোরাত্র সংবৎসর তুল্য, আপনি যদি উহা প্রমাণ বোধ করেন, তবে আর এক দিবস। অতীত হইলেই ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হয়; তাহা হইলে সানুচর দুর্য্যোধনের নিধনকাল উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি দ্যূতাসক্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তদানুসারে আমরা এই অজ্ঞাতচর্য্যায় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে দুর্য্যোধন সসাগরা ধরার একাধিপত্য করিতেছে।

"পৃথিবীতে এমন নির্জ্জন স্থান নাই, যথায় বাস করিলে সেই দুষ্টমতি দুর্য্যোধন চরদ্বারা আমাদিগের অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ হইবে। যদি সেই নীচপ্রকৃতি দুর্য্যোধন কোন প্রকারে এই বনবাসবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার কোন প্রকার ছল করিয়া আমাদিগকে প্রব্রাজিত [নির্ব্বাসিত-দেশান্তরিত] করিবে। আর যদি আজ্ঞাতবাসের নিয়মিত কাল অতীত হইলে জানিতে পারে, তবে পুনরায় আপনাকে দূতক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করিবে; অনন্তর আপনি দূতে আসক্ত হইলে সেই পাপমতি আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, পরিশেষে পুনরায় বনবাসী করিবে।

"মহারাজ! যদি আপনি আমাদিগকে দীনভাবাপন্ন করিতে বাসনা না করেন, তাহা হইলে অনন্যকর্ম্ম হইয়া যাবজ্জীবন বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। কপটাচারীকে ছলপূর্ব্বক সংহার করিবে, ইহাই ব্যবস্থাপিত আছে। যেমন হুতাশন সমীরণসহকারে তৃণরাশিকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ আমি বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিব। আপনি এ বিষয়ে অনুমোদন করুন।"

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক—ভীম-সান্ত্বনা—সহসা বৃহদশ্ব ঋষির আগমন

ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক সান্তনা করিয়া কহিলেন, "হে মহাবাহো! ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইলে অর্জ্জুনের সহিত তুমি অবশ্যই পাপমতি দুর্য্যোধনকে বিনাশ করবে। তুমি বলিতেছ, কাল আগত হইয়াছে, কিন্তু আমি উহা বলিতে অসমর্থ; কারণ, অণুমাত্র মিথ্যাও আমার হৃদয়ে বাস করিতে পারে না। তুমি অনুচরবর্গের সহিত পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনকে ছলপ্রকাশ না করিয়াও বিনাশ করিতে পরিবে।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে মহর্ষি বৃহদশ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ কুন্তীনন্দন ভগবান বৃহদশ্বকে অভ্যাগত দেখিয়া শাস্ত্রানুসারে মধুপর্কদ্বারা অর্চনা করিলেন। অনন্তর তাহাকে সুখাসীন ও গতক্লম [বিশ্রান্ত-পথশ্রমরহিত] বিবেচনা করিয়া দীনবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "ভগবান! নিকারপর [অনিষ্টপরায়ণ] ও অক্ষকোবিদ ধূর্তেরা আমাকে আহ্বান করিয়া দ্যূতপ্রসঙ্গে আমার রাজ্য ও সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছে। আমার অক্ষাবিদ্যায় দক্ষতা নাই; এ নিমিত্ত ঐ পাপাত্মারা ছলপূর্ব্বক আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল। পরে পুনরায় আমাকে দ্যূতে পরাজয় করিয়া অজিন পরিধাপনপূর্ব্বক নিদারুণ অরণ্যবাসে প্রেরণ করিয়াছে। আমি এক্ষণে সেই দ্যূতবিষয়ক অতি কঠোরবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক একান্ত দুঃখিত। মনে অরণ্যে বাস করিতেছি। দ্যূতারম্ভ অবধি বন্ধু-বান্ধবেরা যে-সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি আমার হৃদয়-মন্দিরে জাগরূক হইয়া প্রতিদিন যামিনীযোগে স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে। যে অর্জ্জুনের প্রতি আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সেই মহাত্মা সমরবিজয়ী অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আমরা গতাসুর ন্যায় কালযাপন করিতেছি। আমি কোন্‌দিন গৃহীতাস্ত্র প্রিয়বাদী অর্জ্জুনকে পুনরাগত দেখিতে পাইব? হে ভগবন! আপনি এই ভূমণ্ডলে কি মাদৃশ হতভাগ্য কোন রাজাকে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন? আমার বোধ হইতেছে যে, আমা অপেক্ষা দুঃখী আর কেহই নাই।"

অর্জ্জুনবিরহকাতর যুধিষ্ঠির-প্রশ্নে ঋষির সদৃষ্টান্ত উত্তর

বৃহদশ্ব কহিলেন, "মহারাজ! আপনি কহিতেছেন যে, "আমা অপেক্ষা দুঃখিত ব্যক্তি আর কেহই নাই' ; এ স্থলে আমি আপনার অপেক্ষাও দুঃখী অপর ধরাপতির উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ করুন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন! যদি আমার তুল্য দুরবস্থাগ্রস্ত কোন রাজা থাকেন, তবে বলুন; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।"

বৃহদশ্ব কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে আপনার অপেক্ষা দুঃখিত এক ক্ষিতিপালের উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। নিষধদেশে বীরসেননামে এক মহীপাল ছিলেন; তাঁহার নল নামে ধর্ম্মার্থকোবিদ এক পুত্র জন্মে। সেই নলরাজ স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করকর্ত্তৃক ছলপূর্ব্বক দ্যূতে পরাজিত হইয়া দুঃখিতমনে ভার্য্যার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন। তৎকালে বন্ধুবান্ধব, ভ্রাতা, দাস ও রথ প্রভৃতি কিছুই তাহার সমভিব্যাহারে ছিল না, কিন্তু আপনি দেবতুল্য মহাবীর ভ্রাতৃবর্গ ও ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন, অতএব এক্ষণে শোকাকুল হইবেন না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! আমি আপনার মুখে মহাত্মা নলরাজের চরিত্র সবিস্তরে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা বর্ণন করুন।"

৫৩তম অধ্যায়

দময়ন্তীর জন্মবৃত্তান্ত

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! নিষধদেশে বীরসেনসূত নলনামে পরামরূপবান, সর্ব্বগুণান্বিত, মহাবলপরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। তিনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় নৃপতিগণের অগ্রগণ্য, তেজঃপ্রভাবে প্রভাকরের ন্যায় সর্বোপরি বিরাজমান, অশ্বপরীক্ষায় দক্ষ, ব্রহ্মপরায়ণ ও বেদবেত্তা। দ্যূতক্রীড়ায় তাহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি অতি উদারস্বভাবসম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সকল ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ ও নরনারীগণের অভষ্টি ছিলেন ও সাক্ষাৎ মনুর ন্যায় প্রজারঞ্জন করিতেন।

“বিদর্ভদেশে ভীমপরাক্রম ভীমনামে সর্ব্বগুণমণ্ডিত এক মহীপাল ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, সুতরাং সন্তানলাভের নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করিতেন। এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, একদা দমন-নামক ব্রহ্মার্ষি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা মহিষীর সহিত সন্তান-কামনায় বিবিধ উপচারে তাহাকে অর্চনা করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। মহর্ষি দমন নৃপতিবিহিত উপাচারে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “মহারাজ! আমার বর-প্রভাবে তোমার এক কন্যারত্ন ও তিনটি কুমার জন্মিবে।” ইহা বলিয়া মহর্ষি দমন স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজার দম, দান্ত ও দমন-নামক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাবলপরাক্রান্ত তিনটি পুত্র ও দময়ন্তীনামী এক কন্যা জন্মিল। সেই কন্যা অসামান্য-রূপলাবণ্য, তেজ ও যশোদ্বারা সৌভাগ্যশালী লোকদিগের মধ্যে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরিবদ্ধিত হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলে শত শত দাসী ও সখীগণ শচীর ন্যায় তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যেমন সৌদামিনী কাদম্বিনীর মধ্যে শোভমান হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাভরণভূষিতা দময়ন্তী তখন সখীগণমধ্যে শোভমানা হইলেন। তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় আলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না ও আয়তলোচনা ছিলেন। দেব, যক্ষ, মনুষ্য বা অন্যান্য লোকমধ্যেও এতাদৃশী রূপবতী রমণী কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দময়ন্তীকে দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হইত; অধিক কি, দেববৃন্দেরাও র্ত্তাহাকে সুন্দরী বলিয়া গণনা করিতেন। নরশার্দ্দল নলের তুলনা পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ। র্ত্তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন অনঙ্গদেব অঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নিমিত্ত সকলে কুতুহল-পরতন্ত্র হইয়া দময়ন্তী-সমীপে নলের প্রশংসা ও নলের সমীপে দময়ন্তীর প্রশংসা করিত। তখন পরস্পর গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে, অদৃষ্টচর ভগবান রতিপতিও সেই অবকাশে তীহাদিগের হৃদয়শায়ী হইয়া ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন।

হংসমুখে নলের দময়ন্তী-প্রশংসা শ্রবণ

“নালরাজ হৃদয়ে কন্দর্পভার ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃপুরোপকণ্ঠে নির্জ্জন ক্রীড়াকাননে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সেই বনে সুবর্ণ-পক্ষপরিচ্ছদ কতকগুলি হংসকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্যতম একটি হংসকে স্বহস্তে ধরিলেন। হংস তৎক্ষণাৎ নলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, “হে রাজন! আপনি আমাকে বধ করিবেন না; আমি প্রাণপণে আপনার প্রিয়কার্য্য-সাধন করিব। আমি

দময়ন্তীসন্নিধানে আপনার কথা উত্থাপন করিয়া এরূপ গুণানুবাদ করিব, যাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ অন্য পুরুষাভিলাষী না হইয়া নিরন্তর আপনাতেই সাতিশয় অনুরক্ত থাকে।” নলরাজ হংসের এইরূপ আশ্বাসবাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

“অনন্তর হংসেরা নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া বিদর্ভনগরাভিমুখে গমনপূর্ব্বক ক্রমে দময়ন্তী-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইল। সখীগণপরিরতা দময়ন্তী তাহাদিগের লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। পরিচারিকারা সকলে ধরিবার নিমিত্ত হংসদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে তাহারা ভীতিপ্রায় হইয়া প্রমদাবনে [নারীমণ্ডলীর] ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দময়ন্তী যে হংসের অনুসরণ করিতেছিলেন, সেই হংস মনুষ্যবাক্যে দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে রাজকুমারি! নিষধদেশে নলনামে এক মহীপাল আছেন। তিনি রূপে অশ্বিনীকুমার সদৃশ, মর্ত্যলোকে তাহার তুল্য রূপবান আর কেহই নাই। যদি আপনি তাঁহার মহিষী হইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার জন্ম সফল ও সৌন্দর্য্য সার্থক হয়। আমরা দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু নলের তুল্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুরুষ কুত্রাপি অবলোকন করি নাই। আপনি অবলাগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ; নীলরাজিও পুরুষশ্রেষ্ঠ; অতএব তাঁহার সহিত আপনার মিলন হইলে পরমসৌভাগ্যের বিষয় হয়; যেহেতু, উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের সঙ্গতি সাতিশয় গুণপ্রসবিনী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।” দময়ন্তী হংসকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “হে মরালবর! তুমি অবিলম্বে এই কথা নলের কর্ণগোচর কর।” হংস “যে আজ্ঞা” বলিয়া দময়ন্তীর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নিষধদেশে উপস্থিত হইয়া নলসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।”

৫৪তম অধ্যায়

দময়ন্তীর নলানুরাগ

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! দময়ন্তী হংসমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নলবিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখকমল বিবর্ণ, শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নলচিন্তায় নিতান্ত নিমগ্না হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; কখন বা উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ধ্যান করিতেন; কখন বা কন্দর্পবাণে আহত হইয়া বিচেতন্যপ্রায় হইতেন; কখন বা তাঁহাকে উন্মত্তার ন্যায় বোধ হইত। শয়ন, অশন ও অন্যান্য বিষয়োপভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। নিদ্রা-সহচরী কি দিবা কি বিভাবরী কোন সময়েই সেই কামিনীর নয়নাবলম্বিনী হইত না। তিনি কেবল অনবরতবিগলিতবাষ্পকুললোচনে ‘হা হতোহস্মি’ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার সখীগণ আকার-ইঙ্গিতদ্বারা বিলক্ষণ বিরহলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ ভীমের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিদর্ভাধিপতি সখীমুখে স্বীয় দুহিতার অস্বাস্থ্যসংবাদ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, “এক্ষণে কি করি, এ এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত; দময়ন্তী সহসা

কেনই বা অসুস্থপ্রায় হইল?” পরে তনয়াকে যৌবনসীমায় অবতীর্ণ দেখিয়া শীঘ্র স্বয়ংবরের উদযোগ করাই কর্ত্তব্য ইহা নিশ্চয় করিলেন।

দময়ন্তীর স্বয়ংবর

“অনন্তর বিদর্ভাধিপতি স্বীয় তনয়ার স্বয়ংবর সংবাদ প্রচার করিয়া মহীপালগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভূপালেরা দময়ন্তীর স্বয়ংবরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভীমের আদেশানুসারে তৎসন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি, অশ্বের হেষারব ও রথের ঘর্ঘর-শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। বিচিত্র মাল্য ও বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মনোহর সৈন্যমণ্ডলী দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন করিল। অভ্যাগত ভুপালেরা মহাবাহু ভীমকর্ত্তৃক বিবিধ উপচারে যথাযোগ্য পূজিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই অবসরে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপাঃ পর্ব্বত যদৃচ্ছাক্রমে পর্যটনপূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে সৎকার করিয়া উভয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ও সর্ব্বস্থানগত অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, “হে দেবরাজ! আমরা কুশলে আছি এবং ত্রিলোকগত ভূপালগণেরও মঙ্গল।’ ইন্দ্র কহিলেন, “হে দেবর্ষে যে-সকল ধর্ম্মপরায়ণ ধরাপতিরা জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া শস্ত্রপ্রহারে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা মদীয় কামধুক সুরলোকসদৃশ অক্ষয়লোক লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই সকল মহাবীর ক্ষত্রিয়েরা কোথায়? আমি বহুদিবস সেই সকল প্রিয়তম অতিথিদিগকে এ স্থানে আসিতে দেখি নাই।” দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “হে দেবরাজ! আপনি যে কারণে তাঁহাদিগকে এখানে অবলোকন করিতে পান না, তাহা শ্রবণ করুন। বিদর্ভাধিপতি ভীমের দময়ন্তীনামী কন্যা অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত ললনাগণকে অতিক্রম করিয়াছে; আজি শুনিলাম, তাহার স্বয়ংবর অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে; এই নিমিত্ত রাজা ও রাজকুমারেরা কায়মনোবাক্যে সেই সকললোকললামভূতা কন্যারত্ন কামনা করিয়া দিগদিগন্ত হইতে তথায় গমন করিতেছেন। সুতরাং সমরানল তাহাদিগের স্বর্গলাভের সহিত একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।”

নলের স্বয়ংবর উদ্দেশ্যে বিদর্ভদেশযাত্রা

“উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে লোকপালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদমুখে দময়ন্তীস্বয়ংবরবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক অতিমাত্র হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, “হে দেবর্ষে! আমরাও দময়ন্তী-স্বয়ংবরে গমন করিব।” অনন্তর তাহারাও স্বীয়গণ ও স্ব স্ব বাহন-সমভিব্যাহারে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে নালরাজও দময়ন্তী-স্বয়ংবিরোদ্দেশে রাজসমাগম শ্রবণ করিয়া অদীনমনে ভৈমী [ভীমাত্মজ-দময়ন্তী]—লাভ—প্রত্যাশায় তথায় প্রস্থান করিলেন। অন্তরীক্ষাগামী দেবগণ রূপে রতিপতি ও তেজে দিনপতির ন্যায় বিরাজমান নলরাজকে ধরা পৃষ্ঠে অবলোকনপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহারা বিমানবেগ প্রতিরোধ করিয়া গগনমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া নলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে নিষধরাজেন্দ্র! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়, অতএব দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার করিয়া আমাদিগের সাহায্য কর।”

৫৫তম অধ্যায়

স্বয়ংবরসভাগত লোকপালগণের দৌত্যে নলের প্রতিশ্রুতি

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! নালরাজ “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাহাদিগের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কে? আর আমি যাহার দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার করিলাম, ঐ মহাত্মাই বা কে এবং আপনাদিগের কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাও অনুগ্রহপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণন করুন।’ নলকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, “আমরা দেবতা; দময়ন্তীর নিমিত্ত মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছি। আমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র; ইনি অগ্নি; উনি জলেশ্বর বরুণ; আর ইনি মনুষ্যের জীবনান্তকারী অন্তক। এক্ষণে তুমি দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা নিবেদন করিবে যে, মহেন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ ত্বদীয় করগ্রহণাভিলাষে সভায় আগমন করিতেছেন; তুমি তাহাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ কর।” নিষধরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “হে লোকপালগণ! আপনাদিগের যেরূপ উদ্দেশ্য, আমিও সেই উদ্দেশ্য-সংসাধনার্থ উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে সেই কর্ম্মসম্পাদনার্থ দূতরূপে নিয়োগ করা আপনাদিগের নিতান্ত অবিধেয়; আর যে পুরুষ স্বয়ং স্ত্রীরত্নলাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, সে কদাচ অন্যের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে পারে নাঁ। অতএব আপনারা এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন।” দেবতারা কহিলেন, “হে নৈষধ! তুমি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে আবার কি নিমিত্ত অস্বীকার করিতেছ? তুমি অনতিবিলম্বে প্রস্থান কর।” নলরাজ কহিলেন, “হে লোকপালগণ! শত শত রক্ষকেরা ধৃতাস্ত্র হইয়া নিরন্তর দময়ন্তীর গৃহরক্ষা করিতেছে, আমি কিরূপে তথায় প্রবেশ করিব?” দেবরাজ কহিলেন, “হে নৈষধ! তুমি আমার প্রভাবে অনায়াসে তথায় প্রবেশ করিতে পরিবে, কোন শঙ্কা বা ভয় নাই।”

দেবানুজ্ঞায় নলের দময়ন্তী-সাক্ষাৎকার

“অনন্তর নিষাধাধিপতি নল “যে আজ্ঞা” বলিয়া দময়ন্তীনিকেতনে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, দময়ন্তী সখীগণপরিবৃত হইয়া স্বীয় অঙ্গসৌন্দর্য্যদ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছেন; বোধ হইল যেন, তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে শশধরের বিমল প্রভাকে মলিন করিতেছেন। নলরাজ সেই সুকুমারী রাজকুমারীকে নয়নগোচর করিয়াই অনঙ্গশর জর্জ্জরীভূত হইলেন; কিন্তু সত্য-প্রতিপালনের নিমিত্ত তাহা তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিলেন। অঙ্গনারা তাহাকে অবলোকন করিয়া সম্ভ্রান্ত ও তদীয় তেজঃপ্রভাবে অভিভূত হইয়া আস্তে-ব্যস্তে আসন হইতে উত্থিত হইল এবং বিস্ময়াবেশ প্রকাশ্যপূর্ব্বক প্রসন্নমনে পরস্পর তাহার বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু তৎসন্নিধানে কেহই বাঙনিস্পত্তি না করিয়া কেবল মনে মনে তাঁহারই অর্চনা করিল। তাহারা নলের অদ্ভুত রূপলাবণ্য ও ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যসন্দর্শনে মনে করিল, ইনি দেবতা বা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব হইবেন। কিন্তু কেহই

তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, প্রত্যুত তদীয় তেজঃপ্রভাবে অভিভূত হইয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিল।

"অনন্তর স্মিতপূৰ্ব্বাভিভাষিণী দময়ন্তী বিস্মিতমনে সহাস্যবদনে নলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগ! আপনি কে আর কি নিমিত্তই বা এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? আমি আপনাকে অবলোকন করিয়া মদনবাণে একান্ত আহত হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়! সাতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ ও যমোপম প্রহরীরা নিরন্তর আমার গৃহরক্ষা করিতেছে, আপনি অলক্ষিত হইয়া কি প্রকারে এ স্থলে আগমন করিলেন?" নলরাজ কহিলেন, 'হে কল্যাণি! আমি দেবদূত। দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম ইঁহারা তোমাকে অভিলাষ করেন, তুমি তাঁহাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ করা। আমি তাঁহাদিগেরই প্রভাব বলে অলক্ষিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছি। প্রবেশকালে আমাকে কেহই সন্দর্শন বা নিবারণ করে নাই। হে শোভনে! দেবগণ আমাকে এই নিমিত্তই প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, কর।"

৫৬তম অধ্যায়

দময়ন্তীকে নলের পূৰ্ব্বপ্রতিশ্রুত দেববরণের অনুরোধ

বৃহদশ্ব কহিলেন, "মহারাজ! দময়ন্তী মনে মনে দেবগণকে নমস্কার করিয়া সহাস্যবদনে নলরাজকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার একান্ত অধীন ও আমার যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, তাহা সকলই আপনার বোধ করিবেন। এক্ষণে আপনি আমাকে অনুগ্রহপূৰ্ব্বক যাহা আদেশ করিবেন, বিশ্বস্ত-মনে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদনা করিব। আমি হংসমুখে আপনার অনন্যসাধারণ গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত সন্তপ্ত হইয়া কালব্যাপন করিতেছি। হে লোকনাথ! কেবল আপনার নিমিত্তই এই স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি যদি একান্ত প্রণয়পরাধীন এই অবলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আপনার নিমিত্তই বিষ-ভক্ষণ, অগ্নি বা জলপ্রবেশ অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব সন্দেহ নাই।" নলরাজ দময়ন্তীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'সুন্দরি! লোকপালগণ বরণাভিলাষী হইয়া বিদ্যমান থাকিতেও তুমি কি কারণে মনুষ্যকে অভিলাষ করিতেছ? আমি সৃষ্টিস্থিতিকারক লোকপালগণের পদধূলিরও তুল্য হইতে পারি না; অতএব তুমি তাহাদিগকেই ভজনা কর। দেবগণের বিপ্রিয়াচরণ করিলে মনুষ্য মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব তুমি তাহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করা। তুমি দেবগণকে বরণ করিলে উত্তম পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ, বিচিত্র দিব্যমালা ও বহুবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ধারণ করিতে পরিবে। দেখ, যিনি এই পৃথিবীকে একেবারে কবলিত করিতে সমর্থ হয়েন, কোন রমণী সেই হুতাশনকে প্রার্থনা না করে? যাহার দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া প্রাণীগণ ধৰ্ম্মারাধনা করিয়া থাকে, কোন রমণী সেই দণ্ডধারকে অভিলাষ না করে? যিনি দৈত্যদানবগণের হন্তা, সুরসমূহের পাতা ও ধর্ম্মের রক্ষিতা হইয়া স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন, কোন কামিনী সেই মহেন্দ্রকে বাসনা না করে? এক্ষণে আমি তোমাকে

অনুরোধ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আশঙ্কিত-মনে লোকপালগণের মধ্যে বরুণকে বরণ কর।"

দময়ন্তীর সানুনয় দেববরণ প্রত্যাখ্যান

"তদনন্তর দময়ন্তী শোকজনিত-বাষ্পবারিপারিপুত লোচনে দীনবচনে কহিলেন, "মহারাজ! দেবগণকে নমস্কার; সত্য বলিতেছি, আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিব', ইহা বলিয়া কম্পিত্যকলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। তখন নলরাজ কহিলেন, "হে সুলোচনে! আমি দেবগণের দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি; সুতরাং তাহাদিগের নিকট অঙ্গীকার ও তাঁহাদিগের নিমিত্ত যত্ন করিয়া এক্ষণে কিরূপে স্বার্থসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইব? যদি আমার দৌত্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বার্থ-সাধনের কোনপ্রকার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতে পারি।" তখন দময়ন্তী বাষ্পাকুল-লোচনে গদগদ বচনে কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে আমি এক নিরপায় [বিঘ্নরহিত] উপায় অবধারণ করিয়াছি, উহা দ্বারা আপনি নির্দোষ হইতে পরিবেন। আপনি ও পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া মদীয় স্বয়ংবর-সভায় আগমন করিবেন। অনন্তর আমি লোকপালগণ-সমক্ষে আপনারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব, ইহা হইলে আর দোষাদ্ভাবনের সম্ভাবনা থাকিবে না।"

দেবগণসমীপে নলের দময়ন্তী-অভিপ্রায় প্রকাশ

"নলরাজ বৈদর্ভীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সুরগণসন্নিধানে আগমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া দময়ন্তীসংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হে নল! তুমি কি দময়ন্তীকে দর্শন করিয়াছ? সে আমাদিগের বাক্যে যেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন কর।" নলরাজ কহিলেন, "হে লোকপালগণ! আমি আপনাদিগের নির্দেশানুসারে স্থবিরদণ্ডধারি [বৃদ্ধদ্বারপাল]-পরিবৃত সুবিস্তীর্ণ কক্ষাসঙ্গত কুমারীপুরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশকালে আপনাদিগের প্রভাব বলে আমাকে দময়ন্তী ব্যতিরেকে আর কেহই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে আমি পুরমধ্যে দময়ন্তীর সখীগণকে অবলোকন করিলাম; তাহারাও তৎক্ষণাৎ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়স্তিমিতলোচনে অবাক হইয়া রহিল। অনন্তর আমি দময়ন্তীসন্নিধানে আপনাদিগকে উল্লেখ করিয়া বিস্তর প্রশংসা করিলাম। দময়ন্তী আপনাদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াও আমাকে বরণ করিবে, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া কহিয়াছে যে, "আপনি দেবগণসমভিব্যাহারে আমার স্বয়ংবরসভায় আগমন করিবেন। আমি তাহাদিগের সমক্ষে আপনারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব। তাহা হইলে আপনাকে দোষভাগী হইতে হইবে না।" হে লোকপালগণ! আমাকে দময়ন্তী যে-সকল কথা কহিয়াছে, আমি তাহা অবিকল কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।' "

৫৭তম অধ্যায়

স্বয়ংবরসভায় দময়ন্তীর পতি-অন্বেষণ

বৃহদশ্ব কহিলেন, "মহারাজ ভীম শুভ কাল, পুণ্য তিথি ও পবিত্র ক্ষণে মহীপালগণকে স্বয়ংবরসভায় আহ্বান করিলেন। পার্থিবেরা রাজসন্দেশ-শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত ও মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া দময়ন্তীলাভলোভে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন গিরিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মণিকুণ্ডলালকৃত সুগন্ধি মাল্যধারী ধরাপতিগণ কনক-স্তম্ভযুক্ত তোরণরাজিবিরাজিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র আসনে আসীন হইলেন। যেমন ব্যাঘ্রসমূহ গিরিগুহা ও ভুজঙ্গ মগণে ভগবতী ভোগবতী সম্পূর্ণ হয়েন, তদ্রূপ সেই সমিতিমণ্ডপ ভূপালগণে পরিপূর্ণ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল। তথায় রাজপুরুষদিগের চিক্কণমনোহর অর্গলতুল্য পীন ভুজযুগল পঞ্চশীর্ষ ভুজযুগর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। যাদৃশ নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ শোভমান হয়, তদ্রূপ কচনিচয়াচুম্বিত [সুকেশ-শোভিত], সুচারু নয়নালকৃত, নাসাপুটমণ্ডিত পার্থিবদিগের মুখমণ্ডল-সকল বিরাজমান হইতে লাগিল।

"অনন্তর দময়ন্তী স্বীয় প্রভাপ্রভাবে ভূপালগণের নয়ন-মন অপহরণ করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। রাজগণ নির্নিমেষলোচনে রাজনন্দিনী দময়ন্তীকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন; তাহাদিগের চক্ষু ক্ষণকালের নিমিত্তও লক্ষ্যান্তরে পরিচালিত হইল না। পরে অধিকৃত লোকেরা ভূপালগণের নামোল্লেখ করিতে লাগিল। এই অবসরে ভীমদুহিতা দময়ন্তী নির্ব্বিশেষাকার পুরুষপঞ্চক [নল ও তদীয় অভিন্নমূর্ত্তি ইন্দ্রাদি দেবচতুষ্টয়] নিরীক্ষণপূর্ব্বক সাতিশয় সন্দিহান হইয়া নল-রাজাকে নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে অবলোকন করিলেন, তাঁহারই প্রতি নলভ্রান্তি জন্মিয়া উঠিল। তখন দময়ন্তী অসীম চিন্তাসাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া মনে করিলেন, আমি কিরূপে দেবগণকে জানিতে পারিব ও নলরাজকেই বা কি প্রকারে নিরূপণ করিব? ইহা চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে স্থবিরপরম্পরায় শ্রুতপূর্ব্ব দেবচিহ্নের বিষয় সহসা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তিনি ভূতলস্থ সেই পঞ্চপুরুষের মধ্যে কাহাকেও তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাইলেন না।

"তিনি এইরূপে বারংবার নানাপ্রকার বিচার করিয়াও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন এবং বাক্য-মনে দেবগণকে নমস্কার করিয়া কম্পিত্যকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আমি হংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নৈষধকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকে নির্দেশ করুন। আমি যেন অন্য-পুরুষগামিনী হইয়া জ্ঞানতঃ পাপচারিণী না হই। অতএব হে সুরগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দেশ করুন। দেবতারা নলরাজকেই আমার পতিরূপে নির্ণীত করিয়াছেন; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দেশ করুন। আমি নললাভের নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকে নির্দেশ করুন। আপনার স্বীয় স্বীয় আকার স্বীকার করিলেই আমি পুণ্যশ্লোক নল-ভূপতিকে নিরূপণ করিতে পারিব।"

দময়ন্তীর নলবরণ

"দেবগণ দময়ন্তীর এইরূপ কারুণ্যপূর্ণ পরিবেদনবাক্য শ্রবণ করিয়া নলেই ইঁহার প্রগাঢ় অনুরোধ, মনোবিশুদ্ধি, বুদ্ধি ও ভক্তি দৃঢ় রূপে সংযুক্ত হইয়াছে বোধ করিয়া স্বীয় স্বীয় চিহ্ন ধারণ করিলেন। তখন দময়ন্তী, স্বেদবিন্দুবিরহিত স্তব্ধনেত্র অম্লান পরাগশূন্য মাল্যধারী, ভূতলস্পর্শশূন্য ও শূন্যাসনোপবিষ্ট সুরগণ ও নিমেষযুক্তনেত্র, ম্লান ও পরাগসহকৃত মাল্যধারী, ছায়ানুগতিকায়, স্বেদসমন্বিত ও ভূপৃষ্ঠোপবিষ্ট পুণ্যশ্লোক নলকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

"অনন্তর লজ্জাবনতমুখী বৈদর্ভী বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিয়া বরমাল্য প্রদানপূর্ব্বক নলরাজকে পতিত্বে বরণ করিবামাত্র তত্রস্থ নরপতিগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং দেব ও মহর্ষিগণ বিস্মিত হইয়া নলের বহুবিধ প্রশংসা করিয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়া উঠিলেন। নলরাজ প্রীত ও প্রসন্ন-মনে দময়ন্তীকে আশ্বাসদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কল্যাণি! তুমি সুরগণসন্নিধানে আমাকেই ভজনা করিলে, এক্ষণে আমি তোমার ভর্ত্তা ও বচনানুবর্ত্তী হইলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি যতদিন জীবনধারণ করিব, ততকাল তোমারই প্রণয়পরবশ হইয়া থাকিব।" দময়ন্তীও নিষধাধিপতিকে ঐ রূপ প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক সাতিশয় অভিনন্দন করিলেন।

নলের বরলাভানন্তর দময়ন্তী-পরিনয়

'অনন্তর তাহারা পরস্পর প্রীতি ও প্রসন্ন হইয়া হুতাশন-প্রমুখ দেবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক মনে মনে তাঁহাদিগেরই শরণ-গ্রহণ করিলে, লোকপালগণ প্রহৃষ্টমনে নলরাজকে আটটি বর প্রদান করিলেন। শচীপতি ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে নল! তুমি বরপ্রভাবে আমার প্রত্যক্ষদর্শন ও চরমে পরামগতিলাভ করিবে।" অগ্নি কহিলেন, "হে নৈষধ! তুমি যথায় অভিলাষ করিবে, তথায় আমি আবির্ভূত হইব এবং আত্মসদৃশ লোকসকল দান করিব।" যম কহিলেন, "হে নল! তুমি যদৃচ্ছাক্রমে রন্ধন করিলে তাহা সুস্বাদু হইবে ও তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠাও অবিচলিত হইয়া থাকিবে।" বরুণ কহিলেন, "হে নল! তুমি যথায় ইচ্ছা করিবে, আমি তথায় আবির্ভূত হইব। এক্ষণে এই চিরস্থায়ী সুগন্ধি মাল্য গ্রহণ কর।" এইরূপে লোকপালগণ বরপ্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলে নৃপতিগণ নল-দময়ন্তীর বিবাহ সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ ভীম প্রীতমনে স্বীয় তনয়ার বৈবাহিক-কার্য্য সম্পাদনা করিলে নলরাজ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় কিয়দ্দিবস বাস করিয়া ভীমের আদেশানুসারে স্বকীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে যাদৃশ দেবরাজ শচীর সহিত আমোদ করেন, সেইরূপ নলরাজ রমণীরত্ন দময়ন্তীকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত আমোদ-প্রমোদে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি দিনকরের ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া হৃষ্টমনে ধর্ম্মমার্গানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিলেন; পরে ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে পরমরমণীয় বন ও উপবনে অভিলাষানুসারে দময়ন্তীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল গত হইলে মহারাজ নল দময়ন্তীর গর্ভে ইন্দ্রসেননামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনানামী এক কন্যা লাভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বসুধাধিপতি নৈষধ যাগ-যজ্ঞ সম্পাদনাপূর্ব্বক বিহার করিয়া বসুপূর্ণ বসুধাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

৫৮তম অধ্যায়

নলনিগ্রহে কলির কল্পনা

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! দময়ন্তী নলকে বরমাল্য প্রদান করিলে লোকপালের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহাদিগের সহিত কলি ও দ্বাপরের সাক্ষাৎ হওয়াতে দেবরাজ কলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কলে! তুমি দ্বাপর সমভিব্যাহারে কোথায় গমন করিতেছ?” কলি কহিল, ‘দেবরাজ! আমার মন দময়ন্তীর প্রতি সাতিশয় আসক্ত হইয়াছে, অতএব স্বয়ংবরে তাহাকে লাভ করিব বলিয়া গমন করিতেছি।” তখন সুরনাথ সহাস্যবদনে কহিলেন, “হে কলে! স্বয়ংবর যে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; ভীমনন্দিনী আমাদিগের সমক্ষে নলরাজকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে।” কলি দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, “হে দেববৃন্দ! দময়ন্তী দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া একজন মর্ত্যকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে, অতএব তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করা উচিত।” দেবতারা কহিলেন, দময়ন্তীর অপরাধ নাই; সে আমাদিগের আজ্ঞানুসারে নৈষধকে বরণ করিয়াছে। ফলতঃ তাদৃশ গুণসম্পন্ন নরপতিকে কোন কামিনী পতি বলিয়া স্বীকার না করে? বিবেচনা কর, যে ব্যক্তি নিখিল ধর্ম্মের মর্ম্মাভিজ্ঞ, ব্রতানুষ্ঠানতৎপর ও বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছে, দেবগণ যাহার যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া সতত গৃহে বাস করিতেছেন, যে ব্যক্তি ভ্রমেও মিথ্যা ব্যবহার করেন না, সর্ব্বদা অহিংসানিরত ও দৃঢ়ব্রত, যে ব্যক্তি সত্য, ধৃতি, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম ও শমগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কাহার না স্পৃহণীয় হয়? সেই অশেষ গুণাধার নলরাজকে যে ব্যক্তি শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হয়, সে আত্মাকেও শাপ প্রদান করিতে পারে ও আত্মহত্যাও তাহার পক্ষে কঠিন বোধ হয় না। তাদৃশ ব্যক্তিকে পরিণামে অতি ভয়ঙ্কর অগাধ নরকরূপ হ্রদে নিমগ্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই।” দেবতারা কলি ও দ্বাপরকে এই সকল কথা বলিয়া সুরলোকে গমন করিলেন।

“অনন্তর কলি দ্বাপরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে দ্বাপর! আমি কখনই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিব না। যেরূপে হউক, নলে আবিষ্ট হিইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দময়ন্তীর সহিত বিযুক্ত করিব; তুমি তখন অক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সহায়তা করিবে।”

৫৯তম অধ্যায়

নলদেহে কলিপ্রবেশ

বৃহদশ্ব কহিলেন, “কলি দ্বাপরকে এইরূপে বচনবদ্ধ করিয়া নলরাজের নিকট উপনীত হইল। তথায় প্রত্যহ ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিল। অনন্তর একাদশ বর্ষ অতীত হইলে একদা নলরাজ মূত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল জলস্পর্শ করিয়া অপ্রক্ষালিত পদে সান্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, এই অবকাশে কলি স্বাভিলষিত রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। কলি নলে আবিষ্ট হইয়া তদীয় ভ্রাতা পুষ্কর-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিল, চল নলের সহিত তোমাকে ক্রীড়া করিতে হইবে। তুমি মদীয়

সাহায্যে অক্ষদ্যূতে নলরাজকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া নিষধগণের উপর একাধিপত্য করিতে পরিবে।”

সহোদর পুষ্করসহ নলের অক্ষক্রীড়া

“পুষ্কর কলিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। এদিকে কলিও উৎকৃষ্ট অক্ষরূপ ধারণ করিয়া পুষ্করের নিকট উপস্থিত হইল। পুষ্কর অক্ষত্রীড়ার্থ ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করায় মনস্বী নলরাজ অসহিষ্ণু হইয়া দময়ন্তীর সমক্ষে সময় নিরূপণপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি হিরণ্য, সুবর্ণ, যান, বাহন ও বসন প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি পণ করিলেন, কলির প্রভাবে সকলক্ষেত্রে পরাজিত হইতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দ্যূতমদে একান্ত উন্মত্ত দেখিয়া নিবারণ করিবার নিমিত্ত কত প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

“অনন্তর মন্ত্রিপ্রমুখ পৌরজনেরা দ্যূতরোগগ্রস্ত রাজাকে সন্দর্শন ও দুর্ব্যবসায় হইতে নিবারণ করিবার অভিলাষে আগমন করিলেন। তখন সারথি, দময়ন্তী-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, “দেবি! কার্য্যকুশল পৌরজনেরা রাজদর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আপনি একবার মহারাজকে সংবাদ প্রদান করুন যে, তাহার ব্যসনে অসহিষ্ণু ধর্ম্মার্থদর্শী প্রকৃতি-সকল সাক্ষাৎকার লাভবাসনায় আগমন করিয়াছেন।” দময়ন্তী সারথির প্রার্থনায় শোকাবেগে নিতান্ত অভিভূত ও দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া গদগদ বাক্যে রাজাকে নিবেদন করিলেন, অয়ি নাথ! রাজভক্তিপরায়ণ মন্ত্রিপুরস্কৃত পৌরজনেরা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইয়াছেন, অতএব তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।” রুচিরাপাঙ্গী [মনোহর ভূভঙ্গীবিশিষ্টা] রাজ্ঞী এবংবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বারংবার এই বিষয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কলিকর্ত্তৃক এরূপ আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, মহিষীকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তখন পুরবাসী ও মন্ত্রিবর্গ, রাজা একেবারে অকর্ম্মণ্য ও উৎসন্ন হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া, দুঃখিতচিত্তে লজ্জানম্র-মুখে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত নলরাজ ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া হইতে লাগিল, কিন্তু প্রতিবারই পুণ্যশ্লোক নলনরপতি পরাজিত হইয়াছিলেন।

৬০তম অধ্যায়

ভাবী অনিষ্টাশঙ্কায় দময়ন্তীকর্ত্তৃক পিত্রালয়ে পুত্রাদি প্রেরণ

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! দময়ন্তী রাজাকে দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্ত ও হতজ্ঞান নিরীক্ষণ করিয়া ভয় ও শোকে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সেই কার্য্য অতি অনিষ্টকর বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি হৃতসর্ব্বস্ব ভূপতির সেই অক্ষরূপ অনিষ্টপাত অবলোকনপূর্ব্বক তদীয় প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহাকে ভৎসনাপূর্ব্বক বৃহৎসেনানামী পরিচারিকাকে কহিলেন, ‘ধাত্রি! তুমি মধুরভাষিণী, রাজার প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী এবং কার্য্যকুশল; অতএব মহারাজের আদেশে মন্ত্রিবর্গের নিকটে উপনীত হইয়া যে সমস্ত দ্রব্য পণে হৃত হইয়াছে এবং যাহা

অবশিষ্ট আছে, তৎসমুদয় নিবেদন করিয়া তাহাদিগকে এস্থানে আনয়ন কর।" বৃহৎসেনা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মহিষীর নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিল।

"অনন্তর সচিবগণ রাজশাসন-শ্রবণে আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ নৃপনিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দ্বিতীয়বার সমাগত দেখিয়া মহিষী রাজাকে নিবেদন করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে বাক্যে অভিনন্দন করিলেন না। তখন ভীমনন্দিনী স্বামীর এইরূপ অনভিনন্দনসন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিষণ্নমনে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রতিকূল অক্ষদ্বারা নলের সর্ব্বস্ব হৃত হইল শ্রবণ করিয়া পুনরায় ধাত্রীকে কহিলেন, 'বৃহৎসেনে! মহৎকার্য্য উপস্থিত; তুমি রাজার নির্দ্দেশক্রমে সূতসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনয়ন কর।" বৃহৎসেনা দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত পুরুষদ্বারা সূতকে আনয়ন করাইলে, দেশকালাভিজ্ঞা ভীমাত্মজা মধুরবাক্যে সারথিকে সান্ত্বনা করিয়া সময়োচিত বচনে কহিতে লাগিলেন, "সূত! রাজা সর্ব্বদা তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, বোধ হয়, তুমি তাহা বিশেষরূপ জ্ঞাত আছ, এক্ষণে দুরবস্থাগ্রস্ত প্রভুর সাহায্য করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রাজার দ্যূতরোগ উত্তরোত্তর ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। অক্ষ-সকল তাহার এমত বশংবদ যে, যদুদেশে বিক্ষেপ করে তাঁহাই সিদ্ধ হয়; কিন্তু রাজবিক্ষিপ্ত ক্ষে কেবল বিপর্য্যয়ই লক্ষিত হইতে থাকে। তিনি মোহবশতঃ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত এবং আমার বাক্যেও অভিনন্দন করেন না, বোধ হয়, তাহাতে তাহার দোষ নাই। হে সারথে! আমি এক্ষণে তোমার শরণাগত হইলাম; আমার কথা রক্ষা কর, এক্ষণে আমার আন্তরিক ভাবের স্থিরতা নাই; বোধহয়, সময়ক্রম বিনষ্ট হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব তুমি অদ্য দ্রুতগামী তুরঙ্গ সংযোজিত রথে আমার কন্যা-পুত্রকে আরোহণ করাইয়া ভীমনগর কুণ্ডিনপুরে যাত্রা কর। তথায় আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট বালক, বালিকা, রথ ও অশ্বগণ রক্ষা করিয়া ইচ্ছা হয়। সেখানে বাস করিও, না হয়। অন্যত্র গমন করিও।"

"নলসারথি বার্ষ্ণেয় দময়ন্তীর বাক্য-শ্রবণানন্তর প্রধান প্রধান সচিবসমীপে সবিশেষ নিবেদন করায় তাঁহারা সমবেত হইয়া পরামর্শ স্থির করিয়া সারথির বাক্যে অনুমোদন করিলেন। সারথি রথে রাজকন্যা ও পুত্রকে লইয়া বিদর্ভদেশে প্রস্থান করিল। তথায় নলরাজের অশ্ব, রথ, ইন্দ্রসেনানামে কন্যা ও ইন্দ্রসেননামক পুত্রকে রক্ষা করিয়া রাজা ভীমের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজে অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইল এবং তত্রত্য রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্যকর্ম্মদ্বারা কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল।"

৬১তম অধ্যায়

সর্ব্বস্বনাশে নলের নির্ব্বেদ—পুরপরিত্যাগ

বৃহদশ্ব কহিলেন, "সারথি প্রস্থান করিলে পুষ্করকর্ত্তৃক ক্রীড়াসক্ত নলরাজের রাজ্য ও যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইল। পুষ্কর ভ্রাতাকে নিঃসম্বল জানিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ হউক, এবার কি পণ হইবে? কেবল একমাত্র দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে; নতুবা আমি অন্য সমস্ত সম্পত্তিই জয় করিয়াছি, অতএব যদি তোমার মত

হয়, তবে দময়ন্তীকেই পণ করা।" পুষ্করের এইরূপ কটুক্তি শ্রবণ করিয়া নলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণপ্রায় হইল, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। পরে পুষ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রাজার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন ও বিপুল রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক একবসনধারী হইয়া অনাবৃতশরীরে পুর হইতে নির্গম করিলেন। তাঁহার তাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। দময়ন্তীও একবসন ধারণপূর্ব্বক স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। রাজা পত্নী-সমভিব্যাহারে পুরপ্রান্তে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিলেন।

"এদিকে পুষ্কর নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যে ব্যক্তি নলের পক্ষ হইবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব।" পুরবাসিগণ পুষ্করের দ্বেষদর্শন ও এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া রাজসৎকারে বিরত হইল, সুতরাং তিনি নগরোপকণ্ঠে থাকিয়া তিন দিবস কেবল জলাহারদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রত্যহ ফলমূল আহরণার্থ প্রস্থান করিতেন; দময়ন্তীও তাঁহার অনুগামিনী হইতেন।

পক্ষীরূপধারী কলিকর্ত্তৃক নলের বস্ত্রহরণ

"এই অবস্থায় বহুদিবস অতীত হইলে একদা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি সুবর্ণচ্ছদ পক্ষী তাহার নেত্রপথে পতিত হইল। তদ্দর্শনে নিষধাধিপতি চিন্তা করিলেন, অদ্য ভাগ্যক্রমে আমার ভক্ষ্যদ্রব্য ও সম্পত্তি লাভ হইল।

"অনন্তর স্বীয় পরিধেয়-বসনদ্বারা পক্ষীদিগকে আবরণ করিলে তাহারা সেই বস্ত্র লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। তখন আকাশপ্রস্থিত শকুন্তগণ [পক্ষিগণ] রাজাকে দিগম্বর, দীনহীন ও অধোমুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "হে অবোধ বীরসেনসূত!! আমরা সেই অক্ষ; তুমি সবস্ত্রে প্রস্থান করিতেছ। দেখিয়া অসহমান হইয়া তোমার বস্ত্রহরণ করিবার মানসে পক্ষিরুপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম।" অনন্তর রাজা দময়ন্তীর সমীপে আপনার বিবস্ত্রত্ব ও পক্ষিরূপী অক্ষবৃত্তান্ত-সমুদয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন, "হে ভীরু! যাহাদিগের কোপে আমি রাজ্যচ্যুত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতেছি, যাহাদিগের প্রভাবে নিষধবাসীরা আমার সম্মান করে নাই, সেই অক্ষ এক্ষণে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আমার বস্ত্রহরণ করিল। এক্ষণে আমার চেতনা সাতিশয় দশাবৈষম্যবশতঃ দুঃখে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে; আমি তোমার ভর্ত্তা, অধুনা আমার নিকট আপন হিতবাক্য শ্রবণ করা।

"এই বহুসংখ্যক পন্থা অবন্তীনগর ও ঋক্ষবান পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছে। এই গিরিবর বিন্ধ্যাচল, এই সমুদ্রগামী পয়োষ্ণী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং বিবিধ ফলাফুলে পরিপূর্ণ মহর্ষিগণের আশ্রম-সকল পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া বিদর্ভদেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং এই পথ কোশলাময় গান করিয়াছে, ইহার দক্ষিণভাগস্থিত দেশকে দক্ষিণাপথ বলে।" রাজা সমাহিত হইয়া অতি দুঃখিত— মনে দময়ন্তীকে উদ্দেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন।

“তদনন্তর দময়ন্তী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুলালোচনে করুণ-বচনে রাজাকে কহিলেন, “মহারাজ! তোমার সঙ্কল্প বারংবার চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল ও শরীর অবসন্ন হইতেছে; রাজ্য, সমস্ত ধনসম্পত্তি ও বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে এবং তুমি নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছ; অতএব ঈদৃশ অবস্থায় নির্জ্জন বনস্থলীতে তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি কিরূপে গমন করিব? যখন তুমি জনশূন্য অরণ্যে শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও ভূতপূর্ব্বসুখচিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইবে, তখন আমি তোমার ক্লেশ নিবারণ করিব। হে জীবিতনাথ! আমি সত্য কহিতেছি, শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মহৌষধস্বরূপ; ভার্য্যাসম ঔষধ আর কিছুই নাই।”

“নলরাজ কহিলেন, “প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ; দুঃখিত ব্যক্তির ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র। আমি ত’ তোমাকে ত্যাগ করিবার মানস করি নাই; তুমি কি নিমিত্ত সহসা এরূপ শঙ্কিত হইতেছ? আমি বরং আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তোমার বিরহে ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারি না।” দময়ন্তী কহিলেন, “নাথ! যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা নাই, তবে কি নিমিত্ত বিদর্ভদেশের পথনির্দ্দেশ করিলে? তুমি কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়াও সুস্থির হইতে পারি না; কারণ, চিত্তের বৈপরীত্যপ্রযুক্ত আমাকে ত্যাগ করিলেও করিতে পার। বিশেষতঃ বারংবার পথনির্দ্দেশ করাতে আমার শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অথবা আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট গমন করা যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমরা উভয়েই একত্র হইয়া বিদর্ভনগরে গমন করিব। তথায় তুমি বিদর্ভরাজকর্ত্তৃক আদৃত ও সৎকৃত হইয়া আমাদিগের গৃহে পরমসুখে কালযাপন করিতে পরিবে।’ ”

৬২তম অধ্যায়

কলিপ্রভাবিত নলের দময়ন্তী-ত্যাগের কল্পনা

“নলরাজ কহিলেন, “প্রিয়ে! তোমার পিতার যাদৃশ্য ঐশ্বর্য্য, আমারও তাদৃশ্য ঐশ্বর্য্য ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া কোনপ্রকারেই তথায় গমন করিতে পারিব না। পূর্ব্বে যেস্থানে সমৃদ্ধি-সহকারে গমন করিয়া তোমার হর্ষবর্দ্ধন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তথায় নিতান্ত দীনবেশে প্রবেশ করিয়া তোমার শোকবর্দ্ধন করিতে পারিব না।” নলরাজ ইহা কহিয়া অর্দ্ধবসনাবৃত দময়ন্তীকে বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে একমাত্র বসন পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়া কোন নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ধূলিধূসর মলিনবেশ নিষধাধিপতি প্রিয়াসহ ধরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যেই পরিশ্রমসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ন করিলেন। সুকুমারী দময়ন্তী সহসা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়াছিলেন; পরে তিনি শয়ন করিবামাত্র অতিমাত্র নিদ্রিত হইলেন। নিষধরাজের অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইতেছিল, সুতরায় তিনি আর পূর্ব্বের শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইতে পারিলেন না।

"দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে তিনি আপনার রাজ্যপহরণ, সুহৃদগণবিয়োগ ও বনবাসের দুরবস্থা আলোচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে বনে বনে ভ্রমণ করিলে কি হইবে? অথবা এইরূপ না করিয়াই বা কি করিব? মরণই কি শ্রেয়ঃ? কিংবা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়? দময়ন্তী আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমার নিমিত্তই কেবল এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছে; আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই কোন কালে আত্মীয়লোকের নিকট গমন করিতে পরিবে; তাহা হইলে কখন না কখন ইহার ভাগ্যে সুখসম্ভোগও ঘটিতে পারে। এই ভাগ্যবতী যেরূপ তেজস্বিনী ও পতিপরায়ণা, তাহাতে বোধ হয়, কেহই ইহার ধর্ম্মলোপ করিতে সমর্থ হইবে না।" নিষধরাজ এবম্প্রকার বহু আন্দোলন করিয়া প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া অবধারণা করিলেন।

দময়ন্তী পরিত্যাগপূর্ব্বক নলের প্রস্থান

"অনন্তর তিনি কলির দুরভিসন্ধিদ্বারা ললনাকে বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি আপনাকে বিবসন ও প্রিয়তমাকে একবসন অবলোকন করিয়া প্রিয়াপরিহিত বসনের অর্দ্ধখণ্ড গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি কি উপায়ে প্রেয়সীর নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া বসনার্দ্ধ কর্ত্তন করিবেন, এই চিন্তায় সেই স্থানেই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে তথায় একখানি কোষনিষ্কাশিত নিশিত অসিপত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা দময়ন্তীর পরিহিত বসনার্দ্ধ কর্ত্তন করিলেন। অরাতিমর্দ্দন নিষধরাজ সেই খড়্গখণ্ডিত অম্বরখণ্ড [বস্ত্রখণ্ড—আধখানি কাপড়] গ্রহণপূর্ব্বক বিগতচেতনা নিদ্রিতা নিজ নিতস্বিনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দময়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গলদশ্রুমুখে কহিতে লাগিলেন, 'হায়! পূর্ব্বে সূর্য্য বা সমীরণ যাহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রিয়তমা অনাথার ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে এই চারুহাসিনী কি প্রকারে বসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় একাকিনী হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর অরণ্যে বিচরণ করিবে? অয়ি মহাভাগে! তুমি ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা; অতএব দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমার ও মরুদগণ তোমাকে রক্ষা করিবেন।" কলিকর্ত্তৃক হৃতচেতন নলরাজ নিরুপম-রূপসম্পন্না প্রিয়তমাকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিকে কলি, অন্যদিকে প্রণয়িনীর অকৃত্রিম প্রেম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি এইরূপে উভয়তঃ আকৃষ্যমাণ হইয়া বারংবার গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দোলার ন্যায় বারংবার বিচলিত হইতে লাগিল। পরিশেষে কলি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া মোহিত করিল। তখন তিনি কলিসংস্পর্শে হতচেতন হইয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে নিদ্রিতা প্রিয়তমাকে একাকিনী পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে তাহার ভাবী অবস্থা কল্পনাপূর্ব্বক কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

৬৩তম অধ্যায়

নল-পরিত্যক্তা দময়ন্তীর বিলাপ

বৃহদশ্ব কহিলেন, “বিষধরাজ প্রস্থান করিলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সেই বরবর্ণিনী জনশূন্য অরণ্যে আপনাকে একাকিনী ও পতিবিরহিণী নিরীক্ষণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ‘হা নাথ! হা স্বামিন! হা মহারাজ! আমি অনাথা হইয়া এই মহারণ্যে বিনষ্ট হইলাম! হা জীবিতেশ্বর! আমি সাতিশয় ভীত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর। হা মহাভাগ! আমাকে কি পরিত্যাগ করিলে? তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী, কিন্তু এক্ষণে তোমার সেই ধর্ম্মজ্ঞতা ও সেই সত্যবাদিতা কোথায় রহিল? নাথ! ধর্ম্মানুসারে তোমার সেবা করিতে কোনমতে আমি ত্রুটি করি নাই, তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধা নিজ কামিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে? অয়ি জীবিতনাথ! পূর্ব্বে লোকপালগণের সন্নিধানে যাহা সত্য করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল কথা কি এই নৃশংসাচারে পরিণত হইল? মনুষ্য কদাচ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না; এই নিমিত্ত আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি। নাথ! যথেষ্ট পরিহাস করা হইয়াছে; এক্ষণে আমি ভীত হইয়াছি; দর্শন দিয়া আমার প্রাণরক্ষণ কর। মহারাজ! এই যে তোমাকে দেখিলাম, আবার ঐ দেখিতেছি; তথাপি কেন আর লতাবিতানে আবৃত হইয়া সম্ভাষণ করিতেছ না? হা জীবিতেশ্বর! তুমি কি নৃশংস! আমি এত বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি আমার নিকট আগমন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছ না? হা দময়ন্তী-জীবন! আমি তোমার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ শোক করিতেছি না; তুমি এক্ষণে অসহায় হইয়া কিরূপে কালাতিপাত করিবে, কেবল এই চিন্তা করিয়াই আমার শোকসাগর উচ্ছলিত হইতেছে। তুমি সায়ংকালে তৃষিত, ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া তরুতলে আমাকে দর্শন না করিয়া কি করিবে?”

“ভীমরাজনন্দিনী এই প্রকার বিলাপ ও পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে ক্রোধাভরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া কখন পতিত, কখন বা উত্থিত, কখন ভীত, কখন বা লুক্কায়িত, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বিহ্বল হইতে লাগিলেন। এইরূপে পতিব্রতা দময়ন্তী শোকসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, “হে নিষধরাজ! যাহার অভিসম্পাতপ্রভাবে ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ, তাহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যে পাপত্মা সেই নিষ্পাপ পুরুষকে ঈদৃশ দুঃখার্ণাবে মগ্ন করিয়াছে, সে তাহা অপেক্ষাও সমধিক দুঃখের সহিত জীবন-যাপন করিবে।’ নলমহিষী ভৈমী এবম্প্রকার পরিতাপ করিয়া সেই শ্বাপদ-সেবিত অরণ্যানীতে স্বামীর অন্বেষণে উন্মত্তার ন্যায় ‘হা নাথ!’ বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তীকে অজগরের গ্রাসোদ্যম

“ভীমকুমারী কান্তবিরাহিণী কুররীর [উৎক্রোশপক্ষিণী] ন্যায় করুণস্বরে ক্রন্দন ও বারংবার বিলাপপূর্ব্বক কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় এক মহাকায় অজগর সর্ব্ব ক্ষুধিত হইয়া সহসাগত সমীপবর্ত্তিনী সেই ভীমনন্দিনীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তিনি অজগরগ্রস্ত ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া নৈষধের নিমিত্ত যত শোকাকুল হইতে লাগিলেন, আপনার মৃত্যুভয়ে তত কাতর হইলেন না। তিনি আপনার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নলের নিমিত্তই বিলাপ করিতে লাগিলেন, ‘হা নাথ! এই নির্জ্জনবনে বিষধর

আমাকে অনাথা দেখিয়া গ্রাস করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত তাহার অনুধাবন করিতেছ না? আমি যখন তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইব, তখন তোমার কি অবস্থা ঘটিবে, বলিতে পারি না। হে নিষধনাথ! তুমি কি ভাবিয়া এই নির্জ্জন বনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে? তুমি যখন শাপবিমুক্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় ঐশ্বর্য্যলাভ করিবে, তখন তুমি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও পরিম্লান হইলে কে তোমার শ্রমাপনোদন ও শুশ্রূষা করিবে?”

‘রাজমহিষী দময়ন্তী এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এই অবসরে এক ব্যাধ সেই গহনবিপিনে বিচরণপূর্ব্বক তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই আয়তলোচনা ললনাকে বিষধরকর্ত্তৃক কবলিত প্রায় অবলোকন করিয়া সত্বরে নিশিত শস্ত্রদ্বারা সেই ভুজঙ্গাপসদের মুখদেশ বিপাটিত করিয়া ফেলিল। তখন বিষধর নিশিতশস্ত্রতাড়নে আশু গতাসু হইলে মৃগজীবন [মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষীদ্বারা জীবিকাকারী] দময়ন্তীকে তাহার গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া জলদ্বারা তাঁহার অঙ্গযষ্টি প্রক্ষালিত করিয়া দিল এবং আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হে মৃগশাবকলোচনে! তুমি কাহার গৃহিণী, কি জন্যই বা এই অরণ্যে আগমন করিয়াছ? কেনই বা ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ?”

“অনন্তর দময়ন্তী ব্যাধের নিকট আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণনা করিলেন। পাপাত্মা ব্যাধ অর্দ্ধবসনাবৃতা দময়ন্তীর উন্নতশ্রোণী, পীনপয়োধর, নয়নযুগল অবলোকনে এবং সুমধুর সম্ভাষণশ্রবণে কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া বহুবিধ বিনয়পূর্ব্বক মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

“মহানুভবা দময়ন্তী সেই লুব্ধকের দুরভিসন্ধি বুছিতে পারিয়া একেবারে রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন কামার্ত্ত লুব্ধক কুপিত হইয়া তাঁহার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাঁহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট হইল।

“অনাথা দময়ন্তী এই প্রকার বিষম সময় উপস্থিত দেখিয়া রোষাকুলিতচিত্তে শাপ প্রদান করিলেন, “যদি আমি নল ভিন্ন অন্যকে কদাচ চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই দুরাচার মৃগজীবন অবিলম্বেই হতজীবন হইয়া পতিত হউক।” এই কথা বলিবামাত্র সেই মৃগজীবী জীবন পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিদগ্ধ তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইল।”

৬৪তম অধ্যায়

উন্মত্তের ন্যায় দময়ন্তীর বনভ্রমণ

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! নলিননয়না নলকামিনী মৃগজীবনের জীবনাবসান করিয়া একাকিনী ভীষণ কাননে নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্য ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক পর্যটন করিতে লাগিলেন। কোন স্থান ঝিল্লিকারবে পরিপূর্ণ হইতেছে, কোন স্থানে ভীষণাকার সিংহ, মহিষ, দ্বীপী, রুরু, ব্যাঘ্র, ভলুক ও মৃগগণ বিচরণ করিতেছে; কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গমকুল কলরব করিয়া ক্রীড়া করিতেছে; কোন স্থানে ম্লেচ্ছ ও তস্করগণ অধিবাস করিতেছে; কোন স্থান শাল, বেণু, শাকট, অশ্বথ, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, কিংশুক, অর্জ্জুন, অরিষ্ট,

চন্দন, শাল্মলী প্রভৃতি পাদপে সমাকীর্ণ কোন স্থান বন্দরী, বিল্ব, বট, পিয়াল, তাল, খর্জ্জুর, হরীতকি ও বিভীতিক তরুতে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থানে বিবিধ ধাতুরঞ্জিত অচলশ্রেণী, কোথাও বা সুমধুর ধ্বনিপূর্ণ নিকুঞ্জনিকর,

কোথাও বা অদ্ভুতদর্শন দরী-সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে নদী, সরোবর, বাপী, তাড়াগ, গিরিশৃঙ্গ ও চিত্রদর্শন নির্ঝোরসকল শোভমান হইতেছে। কোথাও বা ভীষণমূর্ত্তি পিশাচ, ভূজঙ্গ ও নিশাচরগণ বিচরণ করিতেছে, কোনদিকে মহিষগণ, কোনদিকে বরাহগণ, কোনদিকে ভলুকগণ, কোনদিকে বা বনপন্নগগণ যুথবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রূপবতী তেজঃসম্পন্না যশস্বিনী নলকামিনী বিয়োগ-দুঃখিত হইয়া এবংবিধ ভীষণ অরণ্যমধ্যেও অকুতোভয়ে প্রাণবল্লাভের গবেষণাপূর্ব্বক [অনুসন্ধান] ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর পতিবিরহানলসন্তপ্তহৃদয়া নলবিলাসিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো নিষধনাথ! আজি আমাকে এই বিজন বিপিনে বিসর্জ্জন করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে? তুমি অশ্বমেধাদি ভূরিদক্ষিণ ভুরি ভুরি যজ্ঞে ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে আমার ভাগ্যদোষে কি মিথ্যাচারণে প্রবৃত্ত হইলে? হে মহাভাগ! আমার সমক্ষে যাহা কহিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ করা উচিত; হংসগণ তোমার ও আমার সমীপে যে-সকল কথা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সম্যক অধীত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয় একমাত্র সত্যের তুল্য; অতএব হে রাজন! পূর্ব্বে আমাকে যাহা কহিয়াছিলে, তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। হা নাথ! তোমার ভার্য্যা এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ? এই দুর্দান্ত ক্ষুধার্ত্ত পশুরাজ বদনব্যাদান করিয়া ভক্ষণ করিতে আসিতেছে। এ সময়ে আমাকে পরিত্রাণ করা কি তোমার উচিত নহে? তুমি পূর্ব্বে আমাকে সর্ব্বদা কহিতে যে, ‘তোমা ভিন্ন আর কেহ আমার প্রতিভাজন নহে’, এক্ষণে সেই বাক্যের যথার্থ্যসম্পাদন কর। হা দময়ন্তী-প্রাণবল্লভ! তোমার প্রিয়তমা প্রণয়িনী উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করিতেছে, এ সময়ে সম্ভাষণ না করা কি তোমার উচিত? আমি রসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া অনাথা যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় একাকিনী দীনভাবে রোদন করিতেছি, তুমি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া মধুরবাক্যে সান্ত্বনা কর। হা জীবিতনাথ! তোমারা ভার্য্যা দময়ন্তী এই ভীষণ অরণ্যে অসহায়া হইয়া কাতরবচনে বারংবার আহ্বান করিতেছে? তুমি কি নিমিত্ত প্রতিবচনপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে? আজি তোমার সেই মোহিনী মূর্ত্তি আমার নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছে। হে শোকবিবর্দ্ধন জীবিতেশ্বর! তুমি সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল ভয়ানক বনে কোন স্থানে শয়ন বা উপবেশন করিয়া আছ অথবা কোন স্থানে প্রস্থান করিয়াছ, কিছুই জানি না এবং এই কথা কাহার নিকটেই বা জিজ্ঞাসা করি? আমি এখন এই বিজন বিপিনে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিব যে, “তুমি নলরাজকে কি দেখিয়াছ?” কে বা আমাকে তোমার অনুসন্ধান করিয়া দিবে? “হে অবলে! তুমি যে মহাত্মার অন্বেষণ করিতেছ, সেই এই কমলায়তালোচন নল”, আমি এই মধুর বাক্য কাহার বদনে শ্রবণ করিব? এই ভীষণ চতুর্দ্দন্ত মহাহনু [বিস্তৃতবদনপ্রান্ত—

মুখের উভয়প্রান্ত ভীষণভাবে বিস্তৃত] কেশরী আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে, নিঃশঙ্ক হইয়া ইহার নিকট গমন করি।”

“অনন্তর স্বামিশোক-বিহ্বলা দময়ন্তী সেই সিংহের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, “হে মৃগাধিরাজ! তুমি সমস্ত মৃগের অধিপতি ও এই কাননের প্রভু; আমি বিদর্ভ-রাজতনয়া! নিষধাধিপতি শত্রুঘাতী নলরাজের ভার্য্যা; আমার নাম দময়ন্তী, আমি এক্ষণে অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণবল্লভের অন্বেষণ করিতেছি, যদি সেই নলরাজ তোমার নয়ন-পথের অতিথি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে আশ্বাসিত করিয়া জীবন প্রদান কর, নতুবা স্বীয় করাল-কবলে কবলিত করিয়াই এই নিদারুণ দুঃখ হইতে বিমুক্ত কর।

‘হায়! এই মৃগরাজ আমার বিলাপ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। এক্ষণে ঐ স্বাদুসলিলশালিনী সমুদ্রগামিনী তরঙ্গিণীর সমীপে গমন করি অথবা এই পবিত্র গিরিরাজকে নলরাজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি।” এই বলিয়া গিরিরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ভগবান! অচলরাজ! দিব্যদর্শন! বিশ্রুত! শরণ্য মহীধর! আপনাকে নমস্কার; আমি রাজনন্দিনী, রাজস্নুষা ও রাজমহিষী, আমার নাম দময়ন্তী; আমি আপনার নিকটে আগমন করিয়া প্রণাম করিতেছি। যিনি চতুর্ব্বর্ণের প্রতিপালক ও রাজসূয় প্রভৃতি ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞসকলের আহর্ত্তা; যিনি সকল পার্থিবের শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ, সদৃত্ত, সত্যবাক, অসূয়াশূন্য, শৌর্য্যশালী ও ধর্ম্মজ্ঞ; যিনি অরাতিকুল নির্মূল করিয়া বিদর্ভবাসী প্রজাগণকে সম্যকরূপে রক্ষা করিতেন, সেই বিদর্ভাধিপতি মহারথ শ্রীমান ভীমরাজ আমার পিতা, আমি তাঁহার তনয়া হইয়া তোমার উপাসনা করিতেছি। নিষধাধিপতি, গৃহীতনামা, বিপুলকীর্ত্তি বীরসেন আমার শ্বশুর; শ্যামকলেবর, পুণ্যশ্লোক, বেদবিৎ বাগ্মী, বদান্যবর শ্রীমান নলরাজ তাঁহার পুত্র; ইনি পরম্পরাগত পৈতৃকরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সম্যকরূপে তাহা শাসন করিয়াছিলেন। এই দুঃখিনী অবলা তাঁহার ভার্য্যা; এক্ষণে কাননে আসিয়া অনাথা হইয়াছি এবং দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহারই অন্বেষণ করিতেছি। হে ভূধররাজ! আপনি কি উন্নমিত শিখরশতদ্বারা এই দারুণ কাননে সেই গজেন্দ্রবিক্রম, আয়তাবাহু, মহাবীর, মদীয় ভর্ত্তা নিষধাধিপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন?”

“হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আমি একাকিনী সাতিশয় কাতর হইয়া স্বীয় নন্দিনীর ন্যায় আপনার সন্নিধানে বিলাপ করিতেছি, আপনি বাক্যদ্বারাও আশ্বাস প্রদান করিলেন না! হায় কি দুর্ভাগ্য!

‘হে ধর্ম্মজ্ঞ সত্যসন্ধ নালরাজ! যদি এই বনে তুমি বসতি করিয়া থাক, আমাকে দর্শন দাও। কবে সেই মহাত্মার অমৃতায়মান স্নিগ্ধগভীর বাণী আমার কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিবে? কবে তিনি আমাকে “বৈদভী” বলিয়া স্পস্টাক্ষরে আহ্বান করিবেন? কবেইবা সেই বেদানুসারিণী শোকবিনাশিনী বাণী শ্রবণ করিব? হে ধর্ম্মবৎসল! এই ভয়বিহ্বলা অবলোকে অভয় প্রদান কর।”

দময়ন্তীর ঋষিতপোবনে প্রবেশ

“দময়ন্তী এবম্প্রপ্রকার শোক ও পরিতাপ করিয়া তথা হইতে পুনরায় উত্তরদিকে গমন করিলেন। তিনি তিন অহোরাত্র গমন করিয়া এক দিব্যাকাননশোভিত তাপসারণ্য সন্দর্শন

করিলেন। তথায় বশিষ্ঠ, ভৃগু ও অত্রিসদৃশ দমপরায়ণ শুদ্ধাত্মা তাপসগণ নিয়ত সংযতাহার হইয়া বাস করিতেছেন। কেহ কেহ জলমাত্রাহার, কেহ কেহ বায়ু-ভক্ষণ, কেহ বা পর্ণমাত্রোপযোগ [বৃক্ষপত্রম ত্রভোজী] হইয়া যোগসাধন করিতেছেন। বল্কল ও অজিন তাঁহাদের পরিধেয়; ইন্দ্রয়সংযম তাঁহাদের ব্রত; নানাবিধ মৃগ ও শাখামৃগগণ তাহাদের আশ্রমে ইতস্ততঃ সঞ্চারণ করিতেছে।

"রমণীরত্ন মহাভাগা অসহায়া দময়ন্তী এই সকল অবলোকনপূর্ব্বক আশ্বস্তচিত্তে সেই আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া তাপসগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নানন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া উপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দময়ন্তী কহিলেন, "হে মহাভাগ তপোধনগণ! আপনাদিগের তপস্যা, অগ্নি, ধর্ম্ম ও মৃগ-পক্ষিগণের কুশল ত?

"তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কুশল-প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি কল্যাণি! তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি? তুমি কি এই অরণ্যের বা মহীধরের অথবা এই স্রোতস্বতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? আমরা তোমার অনুপম রূপ ও মনোহরকান্তিসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অসন্দিগ্ধরূপে আশ্বাসিত হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান কর।"

"দময়ন্তী কহিলেন, "হে তাপসগণ! আমি মানুষী; বন, গিরি বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহি; বিস্তারিতরূপে আত্মবৃত্তান্ত-সকল বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি বিদর্ভদেশাধিপতি ভীমের তনয়া এবং যিনি নিষধদেশের অধীশ্বর, অদ্বিতীয় যোদ্ধা, দেবারাধনতৎপর, দ্বিজাতিজনবৎসল, নিষধবংশের প্রতিপালক, তেজের আকর, সত্যের আশ্রয়, বলের আধার ও ধর্ম্মের আগার; যিনি সত্যসন্ধ, অরাতিকুলের অন্তক, তত্ত্বজ্ঞানের আয়তন, বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী ও প্রধান প্রধান যজ্ঞের আহর্তা; যাঁহার কান্তি দেবরাজের ন্যায় এবং যাঁহার প্রভা প্রভাকর-কিরণের ন্যায়, আমি সেই যশস্বী শ্রীমান নলরাজের ভার্য্যা; আমার নাম দময়ন্তী। নিকৃতিপরায়ণ [কুৎসিতকর্ম্মা] কোন অক্ষদেবনদক্ষ ব্যক্তির কপটদ্যূতে সেই ধর্ম্মপরায়ণকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্য ও সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে। আমি এক্ষণে তাঁহার দর্শন-লালসায় বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক পল্বল [অল্পজল বশিষ্ট জলাশয়-ডোবা], সরিৎ, সরোবর ও ভূধর প্রভৃতি সমুদয় স্থান অন্বেষণ করিতেছি; কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহাকে অবলোকন করি নাই। হে তাপসগণ! আমি যাঁহার নিমিত্ত এই হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ ভয়ানক অরণ্যমধ্যে পতিত হইয়াছি, তিনি কি আপনাদিগের রমণীয় তপোবনে আগমন করিয়াছেন? যদি কতিপয় দিনের মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে শরীর পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে শোক-সন্তাপ হইতে মুক্ত করিব। প্রাণেশ্বর ব্যতীত প্রাণরক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি পতিবিরহানল-যন্ত্রণা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিব না।"

দময়ন্তীর প্রতি ঋষিগণের আশ্বাসবাণী

"অনন্তর সত্যদর্শী তাপসগণ ভীমনন্দিনীর বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কল্যাণি! তুমি উত্তরকালে কল্যাণলাভ করিবে। আমরা

তপঃপ্রভাবে অবলোকন করিতেছি, তুমি অনতিবিলম্বেই তোমার জীবিতনাথ নিষধনাথকে প্রাপ্ত হইবে। হে ভৈমি! তুমি অবিলম্বেই সেই ধার্ম্মিকবর নলরাজ সমুদয় পাপ-তাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বরত্নের অধীশ্বর ও প্রধান নহরের শাসন কর্ত্তৃত্বপদে অধিরূঢ় হইয়া সুস্থশরীরে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন ও সুহৃদগণের শোকাপনোদন করিতেছেন, দেখিতে পাইবে।" তাপসগণ এবম্প্রকার অভিলষিত আশ্বাসনবাক্যে নীলমহিষীকে আশ্বাসিত করিয়া অগ্নিহোত্র-আশ্রমাদির সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

"ভীমাঙ্গজ দময়ন্তী তাপসদিগকে আশ্রমাদির সহিত সহসা তিরোহিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইল! আমি কি স্বপ্নদর্শন করিলাম? সেই সকল তাপসগণ কোথায় গমন করিলেন? সেই আশ্রমমণ্ডল ও পুণ্যসলিলা মনোহারিণী তরঙ্গিণীই বা কি হইল?" তিনি এইরূপ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভর্ত্তৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন; তাহার বদন-সুধাকর অস্তোন্মুখ নিশাকরের ন্যায় প্রভাহীন হইল।

"অনন্তর নলসীমন্তিনী দময়ন্তী সে স্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রবালশেখর, কুসুমাভরণ-ভূষিত, বিহগনাদিত এক অশোকতরু অবলোকন করিয়া তাহার নিকটে উপনীত হইলেন এবং গলদশ্রুলোচনে গদগদ বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "আহা! এই সুষমাসম্পন্ন অশোকতরু-কাননের অভ্যন্তরে বহুবিধাশেখর পর্ব্বতরাজের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। হে প্রিয়দর্শন অশোকপাদপ! অচিরে আমার শোকপনোদন কর। হে বিগতশোক! তুমি কি দময়ন্তীর প্রিয়পতি নিষধদেশের অধিপতি নল-নৃপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছ? তিনি স্বীয় সুকুমার অঙ্গ অর্দ্ধবাসনে আচ্ছাদিত করিয়া এই অরণ্যে আগমন করিয়াছেন। হে অশোক! আমি যাহাতে তোমার নিকট হইতে অশোক হইয়া গমন করিতে পারি, তুমি তাহার উপায়-বিধান কর। হে শোকনাশন! তুমি অশোকনামের সার্থকতা রক্ষা কর।"

বণিকদলের সহিত দময়ন্তীর মিলন

"অনন্তর দময়ন্তী সেই অশোকতরুকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পতির অন্বেষণ করিতে করিতে এক অতি ভীষণপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকানেক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, মৃগ, পক্ষী ও কন্দর প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন বস্তু-সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া এক সুরম্য তরঙ্গিণীতীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নদীর জল অতি প্রসন্ন ও স্বচ্ছ, তার ভূমি বেতসলতায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে; সলিলোপকণ্ঠে ক্রৌঞ্চ, কুরর, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সুমধুর-স্বরে গান করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; বারিমধ্যে কূর্ম্ম, কুম্ভীর ও মৎস্যদল সন্তরণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছে এবং গজতুরগসঙ্কুল এক বিপুল সার্থ [বণিকদল] সেই নদী উত্তীর্ণ হইতেছে।

"দময়ন্তী সেই মহাসার্থ সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহারা সকলে তাঁহাকে উন্মত্তার ন্যায় অর্দ্ধবস্ত্রধারিণী, কৃশশরীর, মলিনবর্ণ ও তাঁহার ধূলিধূসরিত কেশ্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া কেহ বা ভয়ে পলায়ন করিল, কেহ। বা সাতিশয় চিন্তান্বিত হইল, কেহ বা চীৎকার করিয়া উঠিল, কেহ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার প্রতি দোষারোপ করিল; কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি লোক কারুণ্যরসবশংবদ

[করুণরসে আবিষ্ট—দয়াপরবশ] হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কল্যাণি! আপনি কে, কাহার পরিগ্রহ ও এই অরণ্যে কি অন্বেষণ করিতেছেন? আমরা আপনাকে নয়নগোচর করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আপনি যথার্থরূপে স্বীয় পরিচয় প্রদান করুন। আপনি কি মানুষী অথবা বন, পর্ব্বত বা দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিংবা যক্ষী বা রাক্ষসী? আপনি যে হউন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি এক্ষণে এই সার্থবাহগণ যাহাতে এ স্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে পারে ও যাহাতে ইহাদের শ্রেয়োলাভ হয়, তাহার উপায়বিধান করুন।”

‘কান্তবিরহবিধুরা দময়ন্তী সার্থ-বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, ‘সার্থ, সার্থবাহ ও বালক, যুবা, স্থবির প্রভৃতি তোমরা যে কেহই এখানে বিদ্যমান আছ, আমি সকলকেই কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি মানুষী, রাজার কন্যা, রাজার পুত্রবধু ও রাজার ভার্য্যা। বিদর্ভরাজ ভীমসেন আমার পিতা ও নিষধরাজ মহাত্মা নল আমার ভর্ত্তা, আমি সেই নিষধাধিপতির অন্বেষণ করিতেছি। যদি তিনি তোমাদিগের নয়নপথের পথিক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্র তাঁহার শুভসংবাদ প্রদান করিয়া আমার সন্তাপশান্তি কর।”

“শুচি-নামক কোন সার্থিবাহ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, ভদ্রে! আমি এই সার্থের নেতা; কিন্তু নলনামে কোন মনুষ্যই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এই মানবসম্পর্কশূন্য অরণ্যে বহুসংখ্যক কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মহিষ, শার্দ্দুল, দ্বীপী ও ভল্লুক নিরীক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু তোমা ভিন্ন কোন মানবই আমার নয়নগোচর হয় নাই। অদ্য যক্ষরাজ মণিভদ্র আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা স্বচ্ছন্দে গমন করি।”

“দময়ন্তী সেই সার্থবাহ ও সমস্ত বণিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের এই সার্থ কোথায় যাইবে।” তাহারা কহিল, ‘আমরা লাভের নিমিত্ত চেদিরাজ সুবাহুর জনপদে গমন করিব।’

৬৫তম অধ্যায়

বন্যগজের উপদ্রবে বণিকদলের বিপদ

বৃহদশ্ব কহিলেন, “হে রাজন! পতিদর্শনোৎসুকা দময়ন্তী সার্থবাহের সেইসকল বচন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে বণিকগণ সেই অরণ্যমধ্যে পদ্মসৌগন্ধিকনামে এক রম্য তড়াগ দেখিতে পাইল। ঐ তড়াগ প্রভূত বালতৃণ ও ইন্ধনে [কাষ্ঠ] ব্যাপ্ত, বহুবিধ ফলপুষ্পে শোভিত, নানাবিধ পক্ষিসমূহে সঙ্কীর্ণ ও সুশীতল মনোহর সুস্বাদু নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। বণিকেরা বাহনগণকে অনবরত পর্যটন নিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করিয়া সার্থবাহের অনুজ্ঞানুসারে তথায় গমনপূর্ব্বক তড়াগের পশ্চিমকুলে অবস্থিতি করিতে লাগিল ।

“অর্দ্ধরাত্র-সময়ে সমুদয় কানন বিশুদ্ধ এবং একান্ত পরিশ্রান্ত বণিকগণ সুষুপ্ত হইলে এক মদস্রবণাবিল [বাদোন্মত—বদনামে বিভ্রান্ত] হস্তিযুথ গিরিনদীর জল-পানার্থ আগমন করিল। ঐ সার্থ এবং তত্রস্থ বহুতর হস্তিগণ তাহাদের নয়নপথে পতিত হইলে ঐ সমস্ত অরণ্যবাসী মদোৎকট গজগণ গ্রাম্য হস্তিদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে

সংহার করিতে বেগে ধাবমান হইল। ক্ষিতিতলপতনোন্মুখ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দ্রুতগামী করিগণের প্রবল বেগ নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। বণিকগণ তড়াগের পথ নিরোধ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল; সার্থস্থ সমস্ত হস্তী বন্য-করীদিগের উপদ্রবে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া পলায়নের উপক্রম করাতে সমুদয় সার্থ মর্দ্দিত হইয়া গেল। তখন বণিকগণ হাহাকার করিয়া আত্মত্রাণার্থ বন ও গুল্মমধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত করিগণকর্ত্তৃক কেহ বা দন্তদ্বারা, কেহ বা শুণ্ডদ্বারা, কেহ বা চরণদ্বারা নিহত হইল।

সহস্র সহস্র উষ্ট্র সেই দারুণ করিসংমার্দে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনেকানেক বণিকগণ ভয়ে পলায়ন করাতে পরস্পর অঙ্গসংমার্দে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া ধরা পৃষ্ঠে পতিত হইল। অনেকে প্রাণরক্ষার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু সেই ভয়ানক জনসংক্ষয় নিরীক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর ভীত হইয়া তথা হইতে বিষম ভূভাগে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে বন্যগজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সেই সমস্ত সমৃদ্ধ সার্থমণ্ডল নিহত হইলে অরণ্যমধ্যে ঘোরতর ভয়ানক শব্দ সমুত্থিত হইল; কি কষ্টদায়ক অগ্নি সমুত্থিত হইয়াছে; শীঘ্র আসিয়া পরিত্রাণ কর; এই রত্নরাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে, গ্রহণ কর; কোথায় পলাইতেছ? এসমস্ত সাধারণ-ধন; আমার বাক্য মিথ্যা নহে। হে ধ্বংসকাতর বণিকগণ! আমি পুনর্ব্বার কহিতেছি তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখা।” বণিকগণ এই কথা কহিতে কহিতে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতে লাগিল।

“সেই ধারণ জনসংক্ষয়জনিত কোলাহলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। কমললোচনা ভৈমী অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বভুতভয়াবহ জনসংক্ষয়সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও শ্বাসস্ফুরিতাধর হইয়া সহসা সমুত্থিত হইলেন।

দময়ন্তীর প্রতি বণিকদলের বিরাগ

“সার্থমধ্যে যাহারা সেই দারুণ করিসংমার্দে কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহারা একত্র হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, “এই দারুণ অনিষ্টপাত কোন কার্য্যের ফল? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমরা যে মহাযশাঃ মণিভদ্র ও যক্ষাধিপতি শ্রীমান কুবেরের পূজা করি নাই, কিংবা অগ্রে বিঘ্নকর্ত্তাদিগের পূজা করা হয় নাই, অথবা যাত্রাকালে যে অমঙ্গল দর্শন করিয়াছিলাম, ইহা তাহারই ফল। আমাদের গ্রহ ত’ বিপরীত নহে, তবে কি নিমিত্ত এরূপ দুর্ঘটনা হইল?” ঐ বণিকগণের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞাতিনাশ ও ধনক্ষয়জনিত দারুণ দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া ক্রোধাভরে কহিতে লাগিল, “অদ্য যে উন্মত্তদর্শনা বিকৃতাকারা নারী অমানুষ রূপ ধারণপূর্ব্বক আমাদের মহাসার্থে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই দারুণ মায়াপ্রভাবে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। সেই কামিনী রাক্ষসী হউক, যক্ষীই হউক অথবা ভয়ঙ্করী পিশাচীই হউক, তাহার নিমিত্তই আমাদের এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি আমরা সেই সার্থনাশিনী অনেকজনদুঃখদায়িনী পাপীয়সীকে পুনরায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে অবশ্যই পাংশু, লোষ্ট্র, তৃণ, কাষ্ঠ ও মুষ্টিদ্বারা তাহার প্রাণসংহার করিব।”

'দীনা দময়ন্তী তাহাদের এইরূপ দারুণবাক্যশ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত, ভীত ও আপনার ভাবী নিগ্রহের আশঙ্কায় একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে পলায়নপূর্ব্বক মনে মনে পরিদেবন করিতে লাগিলেন, 'হায়! আমার উপর বিধাতার কি দারুণ কোপ জন্মিয়াছে। কোন বিষয়েই আমার মঙ্গল নাই; ইহা কোন কুকর্ম্মের ফল বলিতে পারি না। আমি কায়মনোবাক্যে কখন কাহারও অণুমাত্র অনিষ্টাচরণ করি নাই; তবে কি নিমিত্ত এমন দারুণ হর্ব্বিপাকে নিপতিত হইলাম? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপাচরণ করিয়াছি, তন্নিমিত্তই এই অপার বিপৎসাগরে মগ্ন হইলাম। ভর্ত্তার রাজ্যপহরণ, স্বজনের নিকট পরাভব, পতিবিচ্ছেদ, অপত্যদ্বয়ের অদর্শন, অনাথতা ও বহুবিধ ভীষণ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে বাস; ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? হায়! কি নিগ্রহ! আমি এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে যাদৃচ্ছাগত যে সমস্ত মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহারাও আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ করিসংমর্দ্দে নিহত হইল। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, কাল পরিপূর্ণ না হইলে কেহই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয় না, ইহা যথার্থ, যেহেতু, এই ভয়ানক করিসংমার্দ্দে প্রায় সমুদয় সার্থ বিনষ্ট হইল, কিন্তু এই দুঃখিনী জীবিত রহিল। নিশ্চয়ই আমাকে চিরকাল দারুণ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। মানবগণের সুখ-দুঃখ ও শুভাশুভ সকলই দৈবায়ত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি বাল্যকালেও কখন কায়মনোবাক্যে কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই, তবে কেন এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম? আমার স্বয়ংবর সময়ে সমুদয় লোকপালগণ সমাগত হইয়াছিলেন; আমি নলকে বরণ করিবার মানসে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম; বোধকরি, তাঁহাদের প্রভাবেই আমার এই দুর্ব্বিষহ বিয়োগ-যন্ত্রণা সমুপস্থিত হইয়াছে।" বরবর্ণিনী পতিব্রতা নলকামিনী এইরূপে বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

বণিক্‌দলভ্রষ্টা দময়ন্তীর সুবাহুনৃপতিপুরে প্রবেশ

"পরদিন প্রভাতে হতাবিশিষ্ট সার্থগণ কাহার ভ্রাতা, কাহার পিতা, কাহার পুত্র, কাহার বা বন্ধু নিহত হইয়াছে বলিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করিয়া তথা হইতে বির্নিগত হইল। পতিব্রতা দময়ন্তীও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি সমস্ত দিন গমন করিয়া সায়াহ্নে চেদিদেশাধিপতি সত্যদর্শী মহারাজ সুবাহুর নগরে সমুপস্থিত হইলেন। অর্দ্ধবস্ত্রসংবীতা দময়ন্তী পতিবিরহে নিতান্ত বিহ্বলা, মলিনবর্ণা, মুক্তকেশপাশা ও অতিকৃশা হইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্তার ন্যায় জনগণসমক্ষে পুরপ্রবেশ করিতেছিলেন দেখিয়া গ্রামীণ [গ্রামবাসী-গ্রাম্য-গার্হস্থজীবী] শিশুসকল তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক কুতুহলে গমন করিতে লাগিল। দময়ন্তী সেই বালবৃন্দে পরিবৃত হইয়া গমনপূর্ব্বক রাজভবনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

"রাজমাতা ঐ সময়ে প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দময়ন্তীর দুরবস্থা দর্শনে কারুণ্যরসে একান্ত আক্রান্ত হইয়া ধাত্রীকে কহিলেন, "ঐ দেখ, এক উন্মত্তবেশী নিতান্ত দুঃখিত শরণার্থিনী বালা গমন করিতেছে। ঐ আয়তলোচনা কামিনীকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় বোধ হইতেছে, উহার রূপলাবণেও আমার ভবন বিদ্যোতিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, জনগণ উহাকে বিরক্ত করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র উহাকে আমার

নিকট আনয়ন কর।" ধাত্রী তাঁহার আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ গমনপূর্ব্বক সেই জনতা নিবারণ করিয়া দময়ন্তীকে লইয়া প্রাসাদস্থ রাজমাতার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল এবং তাঁহার অসামান্য রূপসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! তুমি কে? কাহার পত্নী? ঈদৃশ দুরবস্থাতেও তোমার অঙ্গলাবণ্য জলদ-নিবাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে; তোমার অঙ্গে কিছুমাত্র আভরণ নাই, তথাপি তোমার রূপলাবণ্য আলোকসামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি অসহায়া; জনতা তোমাকে নিয়ত বিরক্ত করিতেছিল, তথাপি তোমার কিছুমাত্র উদ্বেগ লক্ষিত হইতেছে না।'

"দময়ন্তী ধাত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি মানুষী, পতিব্রতা সৎকুলোদ্ভবা সৈরিন্ধ্রী [পরগৃহস্থ পরিচারিকা]; কেবল ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকি এবং যে স্থানে সায়ংকাল সমুপস্থিত হয়, সেই স্থানেই অবস্থান করি। আমার ভর্ত্তা অসংখ্য গুণে গুণবান, তিনি আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; আমিও ছায়ার ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তন করিতাম। দৈবদুর্ব্বিপাক অখণ্ডনীয়; আমার স্বামী অশেষগুণে গুণবান হইয়াও হঠাৎ দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় রাজ্যধন দুরোদরমুখে বিসর্জ্জন দিয়া পরিশেষে একাকী একমাত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় বনে গমন করিলেন; আমিও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহার অনুগমন করিলাম। তিনি একদা বনমধ্যে ক্ষুধায় একান্ত কাতর ও বিচেতন্যপ্রায় হইয়া কোন কারণবশতঃ সেই একমাত্র বসনেও বঞ্চিত হইলেন; আমিও একমাত্র বসন পরিধান করিয়া সেই উন্মত্তদর্শন উলঙ্গ পতির অনুগমনপূর্ব্বক জাগ্রন্দবস্থায় কতিপয় যামিনী যাপন করিলাম। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা আমি নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলাম, তিনি সেই অবসরে আমার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। আমি তদবধি দহ্যমানচিত্তে দিনযামিনী স্বামীর অন্বেষণ করিতেছি; সেই কমলগর্ভাভ, অমরতুল্য, প্রিয় প্রাণেশ্বর যে কোথায় আছেন, তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতে পারি নাই।" পতিপ্রাণা দময়ন্তী এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"রাজমাতা দময়ন্তীর পরিদেবনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার নিকট বাস কর, আমি তোমার প্রতি পরমপ্রীত হইয়াছি। আমার অধীনপুরুষেরা তোমার স্বামীর অন্বেষণ করিবে অথবা তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতেও স্বয়ং এস্থলে সমুপস্থিত হইতে পারেন; যে কোন প্রকারে হউক, তুমি এই স্থানে থাকিয়া স্বীয় স্বামীর সন্দর্শনলাভ করিতে পরিবে, সন্দেহ নাই।"

দময়ন্তীর সুবাহুনৃপতিপুরে বাস

"পতিব্রতা দময়ন্তী রাজমাতার বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, "হে বারপ্রসবিনি! আমি আপনার নিকট বাস করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমার কতিপয় নিয়ম আছে, তাহা আমাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্টভোজন বা পদধাবন করিতে পারিব না এবং কোন পুরুষের সহিত কথা কহিব না। যদি কোন পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে, আপনি তাহার বিধিমত দণ্ড করিবেন; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইলে পরিশেষে

তাহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, এই আমার ব্রত। আর আপনি আমার পতির অন্বেষণার্থ যে ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা সমাগত হইলে আমি স্বয়ং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব। এই নিয়মগুলি রক্ষা হইলেই আমি আপনার নিকট বাস করিতে পারি; অন্যথা হইলে কদাচি এ স্থানে থাকিতে পারিব না।”

“রাজমাতা দময়ন্তীর বাক্যশ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, “ভদ্রে! তোমার এই সমস্ত নিয়ম যাহাতে রক্ষা হয়, আমি তাঁহাই করিব।” অনন্তর তিনি স্বীয় দুহিতা সুনন্দাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ‘সুনন্দে! এই দেবরূপিণী কন্যা সৈরিন্ধ্রী। ইনি তোমার সমবয়স্কা; অতএব তুমি ইহাকে সখীত্বে বরণ করা। তুমি নিরুদ্বিগ্ন-মনে সর্ব্বদা ইঁহার সহিত আমোদ-প্রমোদে কালব্যাপন করিবে।” সুনন্দা স্বীয় জননীর বাক্যানুসারে দময়ন্তীকে লইয়া সখীগণ-সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। পতিপরায়ণা দময়ন্তী তথায় যথাবিধি সমাদৃত হইয়া নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু উপভোগপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন।”

৬৬তম অধ্যায়

নলকর্ত্তৃক দাবাগ্নিপতিত কর্কোটক-নাগের উদ্ধার

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! এদিকে নলরাজ দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, ঐ বনে দারুণ দাবানল প্রজ্বলিত হইতেছে। সেই অনলমধ্য হইতে কোন প্রাণীর “হে পুণ্যশ্লোক নল! শীঘ্র আসিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর” এইরূপ চীৎকার-শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে বারংবার প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি ‘ভয় নাই’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দাবানলামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড-কলেবর ভূজঙ্গ কুণ্ডলাকার হইয়া তথায় শয়ান রহিয়াছে। নাগরাজ নিষধরাজকে সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পান্বিতকলেবরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, ‘হে রাজন! আমি নাগবংশসম্ভূত, আমার নাম কর্কোটক। একদা মহাতপাঃ দেবর্ষি নারদকে প্রবঞ্চনা করাতে তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, “তুমি অদ্যাবধি স্থাবরের ন্যায় চলৎশক্তিরহিত হইয়া এইস্থানেই অবস্থিতি কর। মহারাজ নল যাদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হইয়া তোমাকে এস্থান হইতে অপনীত করিলেই তুমি আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে।” হে রাজন! আমি সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে তদবধি একপদও চলিতে পারি না। আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি আপনাকে শ্রেয়স্কর উপদেশ প্রদান করিব ও আপনার সখা হইব। হে রাজন! নাগবংশে আমার সমান আর কেহই নাই। আমাকে শীঘ্র এস্থান হইতে লইয়া স্থানান্তরে গমন করুন। আমাকে বহন করিতে আপনার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, আমি এক্ষণেই সাতিশয় লঘুভারসম্পন্ন হইব।” নাগরাজ এই বলিয়া অঙ্গুপ্রমাণ হইলে মহারাজ নল তাহাকে লইয়া নিরাগ্নি প্রদেশে প্রস্থান করিলেন; দাবানলও আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইল; নলরাজের অঙ্গস্পর্শও করিল না।

নলমস্তকে কর্কোটক দংশন

"এইরূপে মহারাজ নল সর্পরাজ কর্কোটিকে দাবদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া পরিত্যাগ করিবার উদযোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নাগরাজ তাহাকে কহিল, "হে নৈষধ! আপনি কতিপয় পদ গণনা করিয়া গমন করুন, তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি উপকার করিব।" নালরাজ নাগের নির্দেশানুসারে গণনাপূর্ব্বক পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দশমপদ পরিপূর্ণ হইবামাত্র কর্কোটিক তাঁহাকে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্বতন রূপ এককালে তিরোহিত হইল। মহারাজ নল তদর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

ঋষিশাপমুক্ত কর্কোটকের স্বীয়লোকপ্রাপ্তি

"তখন নাগরাজ কর্কোটিক স্বীয় রূপধারণপূর্ব্বক নলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! মানবগণ আপনাকে চিনিতে পরিবে না বলিয়াই আমি আপনার রূপ তিরোহিত করিয়াছি। হে রাজন! যে ক্রুর আপনাকে ঈদৃশ দুঃখ প্রদান করিতেছে, সেই দুরাত্মা আমার বিষ-প্রভাবে অতিকষ্টে আপনার শরীরে বাস করিবে। ঐ মন্দাত্মা যাবৎ আপনাকে পরিত্যাগ না করিবে, তাবৎকাল আমার তীক্ষ্ণবিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকিবে। সেই পাপাত্মা ক্রোধ এবং অসূয়াপরবশ হইয়া নিরপরাধে আপনাকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে; কিন্তু আমি আপনাকে রক্ষা করিলাম। হে রাজন! আমার প্রসাদে দংষ্ট্রিগণ, শক্রগণ বা ব্রহ্মবিদগণ হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না, বিষনিমিত্তক ক্লেশও অনুভব হইবে না এবং আপনি সর্ব্বদা সংগ্রামে শক্র-সকলকে পরাজয় করিতে পরিবেন। হে নিষধরাজ! আপনি এক্ষণে রমণীয় অযোধ্যানগরীতে ইক্ষাকুবংশপ্রভাব রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গমন করুন। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিবেন, আমি সারথি, আমার নাম বাহুক। মহারাজ ঋতুপর্ণ দ্যূতক্রীড়ায় সাতিশয় সুনিপুণ; তিনি আপনার নিকট অশ্বচালন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার বিনিময়স্বরূপ স্বীয় অক্ষবিদ্যা আপনাকে প্রদানপূর্ব্বক আপনার পরম মিত্র হইবেন। আপনি অক্ষবিদ্যায় সুনিপুণ হইলে শ্রেয়োলাভপূর্ব্বক ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও রাজ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যসকল পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই; শোক করিবেন না। আর যখন আপনার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে স্মরণ ও এই বসন পরিধান করিলেই আপনি স্বকীয় পূর্ব্বরূপ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন।"

"কর্কোটিক এই বলিয়া নলকে দিব্য বসনযুগল প্রদান ও প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষেই অন্তহিত হইল।"

৬৭তম অধ্যায়

নলের ঋতুপর্ণ নৃপতির অশ্বাধ্যক্ষতাগ্রহণ

বৃহদশ্ব কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে কর্কোটিক নাগ অন্তর্হিত হইলে নিষধরাজ নল মহারাজ ঋতুপর্ণের নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দশম দিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহারাজ! আমার নাম বাহুক; এই ভূমণ্ডলে অশ্বচালনায় আমার সদৃশ ব্যক্তি কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি সকল বিষয়েই বিলক্ষণ নিপুণ, অর্থকৃচ্ছ্র সমুপস্থিত হইলে আমি তাহার প্রতিবিধানের সৎপরামর্শ প্রদান এবং অন্য অপেক্ষা বিশেষরূপে অন্ন সংস্কার করিতে পারি। হে মহারাজ! এই লোকে যাবতীয় শিল্প ও অন্যান্য সুদুষ্কর কর্ম্ম আছে, সেই সমুদয় সম্পাদনা করিতে সবিশেষ যত্ন করিব, আপনি আমাকে প্রতিপালন করুন।"

"মহারাজ ঋতুপর্ণ তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, "হে বাহুক! তুমি এই স্থানে পরমসুখে বাস কর। তুমি যাহা যাহা কহিলে, এখানে থাকিয়া তৎসমুদয়ই করিতে পরিবে, বিশেষতঃ আমার শীঘ্রগমনে অত্যন্ত অভিলাষ, অতএব তুমি অদ্যাবধি আমার আশ্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহাতে আমার অশ্বগণ শীঘ্রগামী হয়, এমত উপায় স্থির কর; আমি তোমাকে মাসিক দশসহস্র সুবর্ণ বেতন প্রদান করিব। এই বার্ষ্ণেয় ও জীবল নিত্য তোমার পরিচর্য্যা করিবে, তুমি এই দুইজনের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া স্বচ্ছন্দে আমার অধিকারে থাকিয়া কালযাপন কর।'

"নালরাজ ঋতুপর্ণের আদেশানুসারে বার্ষ্ণেয় ও জীবলসমভিব্যাহারে পরমসমাদৃত হইয়া তাঁহার নগরে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় প্রণয়িনী বিদর্ভরাজদুহিতা দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া প্রত্যহ সায়ংকালে এই কথা কহিতেন, 'হায়! সেই নিরুপায়া কামিনী ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িতা ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কোথায় শয়ান রহিয়াছে ও এই মন্দভাগ্যকে স্মরণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহার্থ কাহার উপাসনা করিতেছে?"

"জীবল প্রতিদিন সায়ংকালে নলের মুখে এই কথা শুনিয়া একদা রজনীযোগে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে বাহুক! তুমি প্রত্যহ যে কামিনীর নিমিত্ত অনুশোচনা কর, সে কে? কাহার পত্নী? উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।"

"নল কহিলেন, "হে জীবল! কোন মূঢ়মতি ব্যক্তির এক বহু গুণবতী রমণী ছিল। ঐ মন্দবুদ্ধি কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তাহার শোকে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে ও অবিশ্রামে দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে। সেই মূঢ়মতিই যামিনীযোগে আপনার প্রণয়িনীকে স্মরণ করিয়া ঐ কথা বলে। সেই হতভাগ্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন স্থানে কোন অনুচিত কার্য্য অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিতেছে। আহা! সেই দুঃখিনী রমণী অরণ্যমধ্যে অতিকষ্টেও স্বীয় স্বামীর অনুগামিনী ছিল; কিন্তু সেই হতভাগ্য পুরুষ তাদৃশ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যেও উহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। ঐ কামিনী একে মার্গানভিজ্ঞ, তাহাতে আবার ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত; এক্ষণে সেই হিংস্রক

জন্তুপরিপূর্ণ নির্জ্জন কাননে পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কি কষ্টেই কালব্যাপন করিতেছে! হায়! তাদৃশ দুর্গম স্থানে সে কি জীবিত রহিয়াছে? বলিতে পারি না।"

"এইরূপে মহারাজ নল দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া অজ্ঞাতরূপে মহারাজ ঋতুপর্ণের নিকেতনে বাস করিতে লাগিলেন।"

৬৮তম অধ্যায়

নল-দময়ন্তীর অন্বেষণার্থ ভীম নৃপতির পুরস্কার ঘোষণা

বৃহদশ্ব কহিলেন, "হে রাজন! এইরূপে রাজ্যাপহরণান্তর মহারাজ নল ও তাঁহার পত্নী দময়ন্তী দাসভাবাপন্ন হইলে বিদর্ভাধিপতি ভীম জনশ্রুতিতে ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সন্দর্শনাকাঙক্ষায় অনেকানেক ব্রাহ্মণগণকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বহুতর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক কহিয়া দিলেন যে, "তোমরা নল ও আমার দুহিতা দময়ন্তীর অন্বেষণ কর। তোমাদের মধ্যে যে কেহ নল ও দময়ন্তীকে এস্থানে আনয়ন করিতে পরিবে, তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ সহস্রসংখ্যক গো ও নগরতুল্য এক গ্রাম প্রদান করিব। যদি উহাদিগকে এখানে আনয়ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হয়, তথাপি তাহাদের সমাচার প্রদান করিতে পারিলেও সহস্র গোধন প্রদান করিব।" ব্রাহ্মণগণ ভীম-নরপতির বাক্যশ্রবণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্টচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা অনেকানেক নগর ও রাজ্যমধ্যে নল ও দময়ন্তীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদিগের অনুসন্ধান পাইলেন না।

ভীমনৃপতি-প্রেরিত সুদেবের দময়ন্তী-সাক্ষাৎকার

"উহাদিগের মধ্যে সুদেবনামে এক ব্রাহ্মণ নানাদেশ পর্যটন করিয়া পরিশেষে সুরম্য চেদিনগরীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অন্বেষণ করিতে করিতে রাজভবনে রাজার পুণ্যাহবাদিনী, সুনন্দাসমভিব্যাহারিণী দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। অপ্রতিমরূপশালিনী ভৈমী পতিবিরহে ধূমাবলিজটিল [ধূমাবৃত] পাবকপ্রভার ন্যায় নিতান্ত মলিনা ও সাতিশয় ক্ষীণা হইয়াছিলেন। সুদেব তাঁহার লক্ষণ দর্শনে 'এই দময়ন্তী" বলিয়া তর্ক করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "ইঁহাকে আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এই কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। এই চারুবৃত্ত-পয়োধরা, পূর্ণচন্দ্রসদৃশী, শ্যামা কামিনী স্বীয় রূপলাবণ্যে দশদিক আলোকময় করিতেছেন। এই পদ্মপত্রবিশালী সাক্ষাৎ রতিসদৃশী রমণী পূর্ণচন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমস্ত লোকেরই অভীষ্ট। এই রত্নগৃহোচিতা, রূপগুণসম্পন্না, সুকুমারী নৃপকুমারী পতিবিরহে, রাহুগ্রস্ত সুধাকরসনাথ পৌর্ণমাসীর নিশার ন্যায়, শুষ্কতোয়া তটিনীর ন্যায় ও বিদর্ভরূপ সরোবরে করিকরপরাধ [করিশুণ্ডদ্বারা ছিন্নভিন্ন], মৃষ্টি, বিশুদ্ধপত্রকুসুমা, পঙ্কমলিনা স্থানভ্রষ্টা নলিনীর ন্যায় নিতান্ত কান্তিশূন্য হইয়া রহিয়াছেন। এই ঔদার্য্যগুণশালিনী ভূষণবিরাহিণী কামিনী কামভোগবিবর্জ্জিতা, প্রিয়বিরহিতা ও বন্ধুজনবিহীনা হইয়া আতপতাপতাপিতা ছিন্ন কমলিনার ন্যায়, নীলাভ্রসংরত নবীন চন্দ্রলেখার ন্যায় নিতান্ত মলিন ও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন; এক্ষণে কেবল

ভর্তুদর্শনাকাঙ্ক্ষায় জীবনধারণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন। পতিই নারীর প্রধান ভূষণ; এই কামিনী স্বাভাবিক রূপলাবণ্যসম্পন্না হইয়াও একমাত্র পতিবিরহে কিছুমাত্র শোভা পাইতেছেন না। কি আশ্চর্য্য! নিলরাজ ইহার বিরহেও জীবনধারণ করিয়া আছেন, আজও শোকে প্রাণত্যাগ করেন নাই! এই অসিতকেশা, কমলরোচনা, নিতান্ত সুখোচিতা কামিনীকে দুঃখিত দেখিয়া আমারও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। হায়! এই বরবর্ণিনী কতদিনে ভর্তুসমাগম লাভ করিয়া দুস্তর দুঃখসাগরের পর-পার প্রাপ্ত হইবেন? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজ্যভ্রষ্ট নিষধাধিপতি নল স্বীয় রাজ্য ও এই কামিনীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবেন। মহারাজ নলই এই তুল্যশীলা, তুল্যবয়স্কা ও তুল্যাভিজনা কামিনীর উপযুক্ত পতি এবং এই সর্ব্বলোকলালামভূতা দময়ন্তীই নলরাজের উপযুক্ত পত্নী। যাহা হউক, এক্ষণে এই পতিদর্শনলালসা, অননুভূত-পূর্ব্বদুঃখা নিতান্ত দুঃখার্ত্তা, অমিতবীর্য্যসম্পন্ন মহারাজ নলের পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

"সুদেব মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিশেষে দময়ন্তীর নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৈদর্ভি! আমি আপনার ভ্রাতার দায়িত সখা, আমার নাম সুদেব। মহারাজ ভীমের আদেশানুসারে আপনাকে অন্বেষণ করিতে এখানে আসিয়াছি। আপনার পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল; আপনার আয়ুষ্মান তনয় ও তনয়া তথায় কুশলে কালযাপন করিতেছে ও সমস্ত বন্ধুবর্গ আপনার নিমিত্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন। শত শত ব্রাহ্মণগণ আপনার অন্বেষণে সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে।"

"দময়ন্তী সুদেবের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় সুহৃদগণের সুসমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভ্রাতৃসখার সন্দর্শনে সাতিশয় শোকাকুলিত হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সুনন্দা তাহাকে রোদন ও ব্রাহ্মণের সহিত একান্তে কথোপকথন করিতে দেখিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে স্বীয়জননীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মাতঃ! সৈরিন্ধ্রী এক ব্রাহ্মণের সহিত সমাগত হইয়া রোদন করিতেছে; যদি ইচ্ছা! হয়, তবে তথায় উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করুন।"

"রাজমাতা সুনন্দার বাক্যশ্রবণানন্তর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সুদেব-সমভিব্যাহারিণী সৈরিন্ধ্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও সুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র! এই সীমন্তিনী কাহার ধর্ম্মপত্নী ও কাহার কন্যা? ইহা আমি জানিতে একান্ত অভিলাষ করি। বোধহয়, আপনি ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট ইহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করুন।"

"দ্বিজসত্তম সুদেব রাজমাতার বাক্যশ্রবণানন্তর সুখোপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকচ দময়ন্তীর সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।"

৬৯তম অধ্যায়

ঋতুপর্ণরাজপত্নীর নিকট নল-দময়ন্তীর পরিচয়-প্রকাশ

'সুদেব কহিলেন, "হে ভদ্রে! এই কামিনী বিদর্ভদেশাধিপতি ধর্ম্মাত্মা মহারাজ ভীমের দুহিতা; ইহার নাম দময়ন্তী। ইনি মহীপতি বীরসেনের পুত্র পুণ্যশ্লোক নলরাজের ভার্য্যা।

নরপতি নল ভ্রাতার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় সমুদয় রাজ্য পরাজিত হইয়া দময়ন্তী-সমভিব্যাহারে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, কেহই জানে না। আমরা এই দময়ন্তীকে অন্বেষণ করিয়া সমুদয় পৃথিবী পর্যটনপূর্ব্বক পরিশেষে আপনার পুত্রের ভবনে ইহার সন্দর্শন পাইলাম। মনুষ্যলোকে ইঁহার তুল্য রূপবতী কামিনী আর কেহই নাই। এই বরবর্ণিনীর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত পদ্মসন্নিভ স্বাভাবিক জটুলচিহ্ন মলসংবৃত হইয়া ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায় অন্তর্হিত রহিয়াছে। বিধাতা ইঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিবার নিমিত্ত ভ্রূমধ্যে ঐ জটুলচিহ্ন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কামিনীর রূপ প্রতিপদের চন্দ্রকলার ন্যায় অদৃশ্যপ্রায় রহিয়াছে। ইহার কলেবর সাতিশয় মলসমাবৃত ও অসংস্কৃত হইয়াও কাঞ্চনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। যেমন ভস্মরাশিসমাচ্ছন্ন অনল উষ্মা[তাপ]দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ ইঁহার মলসমাবৃত শরীরকান্তি ও জটুলচিহ্নসন্দর্শনে ইঁহাকে দময়ন্তী বলিয়াই আমার প্রত্যভিজ্ঞা [সবিশ্বস্ত জ্ঞান—নিশ্চয় ধারণা] জন্মিয়াছে।”

“সুনন্দা সুদেবের বাক্যশ্রবণানন্তর দময়ন্তীর ভ্রমধ্যের মলসকল অপনীত করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভূমধ্যস্থ জটুলচিহ্ন নির্ম্মল নভস্তলস্থিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সুনন্দা ও রাজমাতা সেই জটুলচিহ্ন-সন্দশূনে সাতিশয় কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজমাতা বাষ্পগদগদ বচনে ভৈমীকে কহিলেন, “বৎসে! এই জটুলচিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি আমার ভগিনীর দুহিতা। তোমার মাতা এবং আমি দশার্ণ-দেশাধিপতি মহাত্মা সুদামা মহীপতির তনয়া। দশর্ণরাজ তোমার মাতাকে ভীমের হস্তে ও আমাকে বীরবাহুর হস্তে সমর্পণ করেন। আমি তোমাকে দশার্ণনগরে আমার পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। হে ভাবিনি! আমার ভবন তোমার পিতৃগৃহের তুল্য এবং আমার ঐশ্বর্য্য তোমার স্বীয় ধনসম্পত্তির সদৃশ।”

দময়ন্তীর পিতৃভবনে আগমন

“তখন দময়ন্তী প্রহৃষ্টমনে মাতৃস্বসার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ‘মাতঃ! যদিও এতাবৎকোল আপনি আমাকে জানিতেন না, আমিও আপনাকে বিশেষরূপে চিনিতে পারি নাই, তথাপি আপনার গৃহে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু উপযোগ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিয়াছি; আপনিও আমাকে সাবধানে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে এস্থানে বাস করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সুখসম্ভোগে কালব্যাপন করিতে পারিব, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি বহুদিন হইল প্রবাসে রহিয়াছি, এই নিমিত্ত আমাকে পিতৃভবনগমনে অনুমতি করুন। আমার তনয় ও তনয়া একে বালক, তাহাতে আবার পিতৃমাতৃবিরহে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া তথায় রহিয়াছে; অতএব যদি আপনি আমার কিছুমাত্র প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা করেন, তবে ত্বরায় আমাকে বিদর্ভনগরে প্রেরণ করুন।’

“রাজমাতা দময়ন্তীর বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট ও সম্মত হইয়া স্বীয় পুত্রের মতানুসারে মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে বহুবিধ ভক্ষ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদ-প্রদানপূর্ব্বক মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া ভৈমীকে তদীয় পিতৃভবনে প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তী অচিরকালমধ্যে বিদর্ভদেশে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেখিয়া

পরমপরিতুষ্টচিত্তে তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। তখন ভীমতনয়া দময়ন্তী আপনার তনয়-তনয়া, মাতাপিতা ও সমস্ত সখীগণকে কুশলী দেখিয়া যথাবিধানে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। ভীমনরপতি স্বীয় তনয়াসন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সুদেবকে সহস্রসংখ্যক গো, গ্রাম ও প্রচুর-পরিমাণ ধন প্রদান করিলেন।

"দময়ন্তী পিতৃগৃহে সেই রাত্রি বিশ্রাম করিয়া স্বীয় জননীকে কহিতে লাগিলেন, "মাতঃ! যদি আপনি আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাষ করেন, তবে শীঘ্র নরবীর নলের আনয়নে সচেষ্ট হউন।" রাজ্ঞী দময়ন্তীর সেই বাক্যশ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন, কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তাঁহার তাদৃশী অবস্থা অবলোকনে অন্তঃপুরস্থ সমস্ত যোষাগণ [নারীসমূহ] হাহাকারশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন রাজ্ঞী মহারাজ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তোমার তনয়া দময়ন্তী স্বীয় ভর্ত্তার নিমিত্ত অনুশোচন করিতেছে। সেই বালা লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে সমুদয় বৃত্তান্ত কহিয়াছে। অতএব তোমার কিঙ্করগণ শীঘ্র নলের অন্বেষণে গমন করুক।'

ভীম-নৃপতির নলান্বেষণে ব্রাহ্মণ নিয়োগ

"মহারাজ ভীম রাজ্ঞীর বচন শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যগ্র হইয়া নলের অন্বেষণ নিমিত্ত আপনার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণগণকে চতুর্দ্দিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজনিয়োগশ্রবণানন্তর দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজপুত্র! আমরা নালান্বেষণে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।' তখন দময়ন্তী তাঁহাদিগকে কহিয়া দিলেন, "হে বিপ্রগণ! আপনারা সমুদয় রাজ্যে সকল সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিবেন যে, "হে শঠ! ত্বদীয় প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত, তুমি অরণ্যমধ্যে নিদ্রাবস্থায় তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? তুমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছিলে, সে তাঁহাই প্রতিপালনপূর্ব্বক তোমার প্রতীক্ষায় কালব্যাপন করিতেছে। সেই কামিনী অর্দ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল শোকসন্তপ্ত-চিত্তে রোদন করিতেছে; অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান কর।" হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এই কথা এবং এইরূপ অন্য অন্য কথাও কহিবেন, তাহা হইলে আমার প্রতি তাঁহার অনুকম্পার উদয় হইতে পারে; যেহেতু, অনল সমীরণকর্ত্তৃক সমুত্তেজিত হইয়াই প্রবলবেগে অরণ্য দগ্ধ করে। আপনারা আরও কহিবেন যে, "পত্নীকে সতত রক্ষা ও প্রতিপালন করা পরিণেতার অবশ্য কর্ত্তব্য; তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কেন তাহার বিপরীতচরণ করিলে? তুমি সর্ব্বত্রবিশ্রুত, প্রাজ্ঞ, কুলীন ও সদয়চিত্ত হইয়াও এক্ষণে কেবল আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ দয়াশূন্য হইয়োছ; হে নাথ! আমার প্রতি সদয় হও; তুমি স্বয়ং আমাকে কহিয়াছ যে, অনৃশংসতা প্রধান ধর্ম্ম।" হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, আপনারা তিনি কে, কোথায় থাকেন, সমৃদ্ধ কি নিধন, সমর্থ বা অসমর্থ এবং কি কর্ম্ম করেন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং তাঁহার প্রত্যুত্তরবাক্য উত্তমরূপে স্মরণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়া সমুদয় কহিবেন। হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার নির্দেশক্রমে ঐ কথা কহিতেছেন, ইহা

যেন অন্যে না বুঝিতে পারে এবং আপনারা সাবধানে অতি সত্বরে কার্য্য সাধন করিয়া এ স্থানে প্রত্যাগমন করিবেন।”

“তখন ব্রাহ্মণগণ দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্রূপ ব্যসনাপন্ন ভূপতি নলের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা পুর, রাজ্য, গ্রাম, ঘোষ ও আশ্রম প্রভৃতি অনেকানেক প্রদেশে দময়ন্তীর এই বাক্য ঘোষণা করিয়া নলকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

৭০তম অধ্যায়

পর্ণাদ-দ্বিজের দময়ন্তীর নিকট নলবৃত্তান্ত-জ্ঞাপন

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! বহুকাল অতীত হইলে পর্ণাদনামা এক ব্রাহ্মণ নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দময়ন্তীকে কহিলেন, “হে কল্যাণি! আমি নলের অন্বেষণ-প্রসঙ্গে একদা অযোধ্যানগরীতে উপনীত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও আপনার আদেশানুসারে তাঁহার নিকট সেই সকল বাক্য বারংবার অবিকল বর্ণন করিলাম; কিন্তু তিনি বা তাঁহার পরিষদবর্গ কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অনন্তর? আমি ভূপতির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতেছি, এই অবসরে বাহুকনামা এক রাজপুরুষ আমাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিল; সে দেখিতে অতি বিরূপ ও হ্রস্ববাহু, রাজার সারথ্যস্বীকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে। সে ব্যক্তি অতিদ্রুতবেগে অশ্বচালনা ও সুপ্রণালীক্রমে ভোজনসামগ্রী-সকল উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারে।

‘বাহুক ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ ও অনর্গল অশ্রুজলবিসর্জ্জন করিয়া, আমাকে কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক কহিল, “কুলকামিনীগণ বিষমদশাপ্রাপ্ত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে; এই নিমিত্ত ঐসকল পতিপরায়ণারা নিঃসন্দেহ স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তাহারা ভর্ত্তৃবিরহিত হইলেও কদাচ ক্রোধাবিষ্ট হয় না, প্রত্যুত সৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক, আপনার প্রাণরক্ষা করে। অতএব সেই নলরাজ তাদৃশ বিষমদশাগ্রস্ত ও সুখপরিভ্রষ্ট হইয়া মুগ্ধহৃদয়ে দময়ন্তীকে যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দময়ন্তীর ক্রোধ করা কোনক্রমে উচিত নহে। নল-নৃপতি পক্ষিগণকর্ত্তৃক হৃতবসন ও মনঃপীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অতিকষ্টে প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহার উপর ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে। নলরাজ দময়ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন, বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা কোনক্রমেই দময়ন্তীর উচিত নহে।” আমি বাহুকমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্বরিতগমনে এই স্থানে আগমন করিলাম; এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে যাহা বিবেচনা করেন, করুন।”

“এইসকল কথা শুনিয়া দময়ন্তী বাষ্পাকুললোচনে নির্জ্জনে জননীসন্নিধানে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন, “মাতঃ! আপনি এই কথা কদাচ পিতার কর্ণগোচর করিবেন না। আমি দ্বিজসত্তম সুদেবকে এক্ষণে আপনার নিকট আনয়ন করিব; কিন্তু যদি আপনার মদীয় প্রিয়কার্য্যসাধন করিবার বাসনা থাকে, তবে যাহাতে পিতা এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারেন, তাহাই করিতে হইবে। হে মাতঃ! সুদেব যেরূপে আমাকে

বান্ধব-সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি সেইরূপে অনতিবিলম্বে নলের প্রত্যানয়নার্থ নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাত্রা করুন।”

নলাকর্ষণার্থ দূতমুখে দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ংবর প্রস্তাব

“অনন্তর দময়ন্তী পর্ণাদকে বিশ্রান্ত ও গতক্লম দেখিয়া প্রার্থনাধিক অর্থদানদ্বারা অর্চনা করিয়া কহিলেন, “হে দ্বিজবর! নলরাজ আগমন করিলে আমি পুনরায় আপনাকে অর্থ প্রদান করিব। আপনি আমার অসীম উপকার করিয়াছেন, এরূপ আর কেহই করিবে না। আমি আপনারই প্রসাদে অবিলম্বে স্বামিসমাগম লাভ করিব।’ ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক দময়ন্তীকে আশ্বাসিত করিয়া কৃতার্থম্মন্যচিত্তে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী দুঃখিতমনে মাতৃসন্নিধানে সুদেবকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, “হে সুদেব! তুমি কামগামীর ন্যায় শীঘ্র অযোধ্যানগরীতে উপনীত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণকে কহিবে যে, ভীমসূতা দময়ন্তর পুনঃস্বয়ংবর হইবে! অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রগণ স্বয়ংবরসভায় গমন করিতেছেন। আগামীকাল স্বয়ংবরের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দময়ন্তী দিবাকর সমুদিত হইলেই দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ করিবেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র গমন করুন। নলরাজ জীবিত আছেন কি না দময়ন্তী ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ঈদৃশ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন।” এই বলিয়া তিনি সুদেবকে বিদায় দিলেন। অনন্তর সুদেব ঋতুপর্ণসন্নিধানে সমুপনীত হইয়া আদ্যোপান্ত দময়ন্তীবাক্য-সকল নিবেদন করিলেন।”

৭১তম অধ্যায়

দময়ন্তী স্বয়ংবরবার্ত্তায় ঋতুপর্ণের বিদর্ভযাত্রা

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! রাজা ঋতুপর্ণ সুদেবমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাহুককে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ‘হে অশ্ববিদ্যাবিশারদ! আমি শুনিলাম, দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ংবর সমুপস্থিত; তদুপলক্ষে আমি একদিবসমধ্যে বিদর্ভনগরীতে উপস্থিত হইতে অভিলাষ করি; এবিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর? এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নলরাজের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, দময়ন্তী দুঃখবিমোহিত হইয়া যথার্থতঃই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয়, আমার নিমিত্তই এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। হা! আমি তৎকালে একান্ত অনুরাগিণী সহধর্ম্মিণীকে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রের ন্যায় কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! স্ত্রীলোকের স্বভাব অতিচঞ্চল; আমারও দোষ অতি নিদারুণ; সুতরাং দময়ন্তী চিরবিরহে তাদৃশ অসাধারণ অনুরাগ এককালে বিস্মৃত হইয়া পুনঃস্বয়ংবরের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু দময়ন্তী পতিবিয়োগজনিত শোক ও নৈরাশ্যে সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা আছে; বিশেষতঃ আমার ঔরসে তাহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে; ইহাতে বোধহয়, স্বয়ংবরসংক্রান্ত কিংবদন্তী নিতান্ত অমূলক। যাহা হউক, তথায় উপস্থিত হইয়া এ

বিষয়ের সত্যসত্য সম্যক অবগত হইব। এক্ষণে আমার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ঋতুপর্ণরাজের মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।”

“বাহুক মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া অতি দীনমনে কৃতাঞ্জলিপুটে ঋতুপর্ণ-রাজকে কহিলেন, “মহারাজ! আমি আপনার বাক্যে অনুমোদন করিতেছি, একদিবসমধ্যেই আপনাকে লইয়া বিদর্ভনগরীতে উপস্থিত হইব।” অনন্তর নৃপতির আদেশানুসারে অশ্বশালায় গমন করিয়া অশ্বগণকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাজার ব্যগ্রতায় শশব্যস্ত হইয়া বারংবার বিচার ও পরীক্ষা করিয়া কয়েকটি গমনপটু কৃশ অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অশ্বসকল তেজোবল-সংযুক্ত, উৎকৃষ্টজাতিসম্ভূত, সুশিক্ষিত, সিন্ধুদেশজাত, হীনলক্ষণ-বিবর্জ্জিত, মারুতগামী ও দশ আবর্তে [চক্রাকার লোমরাজি—ঘুরান ঘুরান লোমদ্বারা যে চক্রাকার চিহ্ন হয়] অলঙ্কৃত; তাহাদিগের হনুদেশ বিস্তীর্ণ ও প্রোথ [নাসিকার অগ্রভাগ] অতিপৃথু।

“ঋতুপর্ণ-রাজ ঐ সকল অশ্বকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ‘অহে বাহুক! তুমি কি আমার প্রার্থনাসিদ্ধিবিষয়ে প্রতারণা করিতেছ? এই সকল অল্পপ্রাণ ও হীনবল হয়গণ কিরূপে এই দুর্গম বর্ত্ম [পথ] অতিক্রম করিবে?” বাহুক কহিলেন, “মহারাজ! এইসকল অশ্বের ললাটদেশে একটি, মস্তকে দুইটি, পার্শ্ব ও উপপার্শ্বে চারিটি, বক্ষঃস্থলে দুইটি ও পশ্চাদ্ভাগে একটি, এই দশটি আবর্ত্ত আছে। নিঃসংশয়ে কহিতেছি, ইহারাই বিদর্ভ-দেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে। অথবা আপনি যে-সকল অশ্বগণকে মনোনীত করিবেন, তাহাদিগকেই আমি যোজনা করি।” ঋতুপর্ণ-রাজ কহিলেন, “হে বাহুক! তুমি অশ্বপরীক্ষায় দক্ষ, অতএব তুমি যাহাদিগকে কার্যক্ষম বিবেচনা করিবে, অবিলম্বে তাহাদিগকেই রথে যোজনা কর।”

ছদ্ম-নলচালিত রথে ঋতুপর্ণের বিদর্ভে উপস্থিতি

“তখন বাহুক সুজাতিজাত, সুশিক্ষিত ও বেগগামী তুরঙ্গমচতুষ্টয় রথে যোজনা করিলে, রাজা সত্বর রথোপরি আরোহণ করিলেন। অশ্বরত্নসকল জানুসঙ্কোচ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নরবর রাজা নল [ছদ্ম—নল—প্রচ্ছন্ন নাল-বাহুক] তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও বার্ষ্ণেয় সারথিকে রথে আরোপিত করিয়া স্বয়ং বলগাগ্রহণপূর্ব্বক বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া গগনমার্গে উত্থিত হইলে অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ তাহাদিগের বেগতিশয্যসমোবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বার্ষ্ণেয় সারথি রথের অনির্ব্বচনীয় শব্দ ও বাহুকের তাদৃশ হয়সংগ্রহবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহার অশ্ববিদ্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, “বোধ হয়, ইনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সারথি মাতলি, কারণ, এই মহাবীরের বাহুতে তদীয় সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে অথবা অশ্বকুলতত্ত্বজ্ঞ শালিহোত্র পরামশোভন মানুষকলেবর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবে কিংবা ইনি পরপুরঞ্জয় নলরাজ; কারণ, তিনি যেরূপ অশ্ববিদ্যাবিশারদ, বাহুকও তদ্রূপ সুশিক্ষিত। বাহুক বয়ঃক্রম ও অশ্ববিজ্ঞানবিষয়ে নলরাজের তুল্য লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ইনি নলরাজ নহেন; তৎসদৃশ অন্য কোন মহাত্মা হইবেন; কারণ, কত শত লোক দৈববিধানানুসারে অথবা শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলম্বী হইয়া

প্রচ্ছন্নবেশে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। বাহুক নল অপেক্ষা নিতান্ত বিরূপ ও শারীরিক পরিমাণবিষয়েও একান্ত পরিহীন। যদিও বয়ঃক্রমতুল্য, তথাপি রূপাদিতে সম্যক ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। নলরাজের যে-সকল অসাধারণ গুণ আছে, বাহুকেরও সেই সকল গুণ থাকিতে পারে।" সারথি বার্ষ্ণেয় মনে মনে এইরূপ বিচার ও চিন্তা করিয়া হর্ষসাগরে মগ্ন হইল; রাজা ঋতুপর্ণ বাহুকের অসাধারণ হয়জ্ঞতা, তাদৃশ হয়সংগ্রহ, একাগ্রচিত্ততা, উৎসাহ ও দৃঢ়তর যত্ন নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।"

৭২তম অধ্যায়

বাহুক বেশী নলের সংখ্যাবিদ্যালাভ

বৃহদশ্ব কহিলেন, "মহারাজ! বাহুক গগনচারীর ন্যায় অনতিকালমধ্যে নদ, নদী, বন, পর্ব্বত ও সরোবর সমস্ত অতিক্রম করিয়া মহাবেগে আকাশমার্গে গমন করিতেছেন, এই অবসরে ঋতুপর্ণরাজের উত্তরীয়বস্ত্র অঙ্গ হইতে স্বলিত ও অধঃপ্রদেশে নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাহুককে কহিলেন, "হে বাহুক! তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত কর, আমার উত্তরীয়-বসন স্খলিত হইয়াছে; বার্ষ্ণেয় গিয়া উহা আনয়ন করিবে।" বাহুক কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার উত্তরীয়বস্ত্র অঙ্গচ্যুত হইয়া এক যোজন [চারি ক্রোশ] অন্তরে নিপতিত হইয়াছে, এক্ষণে উহা আহরণ করা নিতান্ত সুকঠিন।"

"অনন্তর ঋতুপর্ণ-রাজ ফলপল্লবোপশোভিত এক বিভীতক বৃক্ষ [বয়ড়াগাছ] নিরীক্ষণ করিয়া শশব্যস্ত-চিত্তে বাহুককে কহিলেন, 'হে বাহুক! গণনাবিষয়ে আমার উৎকৃষ্ট বল অবলোকন কর। সকলে সকল বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারে না, এই সংসারে কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা নাই; এক পুরুষে জ্ঞানের সম্যক সমাবেশ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। এই বিভীতক-বৃক্ষে যে-সকল ফল ও পত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহা নিপতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একশত এক পত্র ও একশত এক ফল ভূতলে পতিত রহিয়াছে; আর দুই শাখাতে পঞ্চকোটি পত্র আছে। ঐ শাখাদ্বয় ও অন্যান্য প্রশাখা অনুসন্ধান কর, তাহাতেই দুই সহস্র পঞ্চোনশত [পঁচানব্বই] ফল আছে দেখিতে পাইবে।"

"তখন বাহুক রথবেগ নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন পরোক্ষ-বিষয়ে শ্লাঘা করিতেছেন, আমি এইক্ষণেই বৃক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক উহার ফল ও পত্র-সমুদয় গণনা করিলে তদ্বিষয়ে আর পরোক্ষতা থাকিবে না। আমি আপনার সমক্ষেই এই বৃক্ষ ছেদন করিব। আপনি ফল ও পত্রের যে-সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিয়াছে; এক্ষণে আপনার সম্মুখেই উহা গণনা করিয়া দেখিব। বার্ষ্ণেয় সারথি মুহুর্ত্তকালের নিমিত্ত অশ্বের রশ্মি গ্রহণ করুক।" ঋতুপর্ণ-রাজ কহিলেন, "হে বাহুক! এক্ষণে বিলম্বের আর অবসর নাই, সত্বরে বিদর্ভদেশে যাইতে হইবে।" বাহুক অতি যত্নপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন অথবা যদি নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে বার্ষ্ণেয় এই কল্যাণকর পথ অবলম্বন করিয়া আপনাকে বিদর্ভদেশে লইয়া যাউক।" রাজা কহিলেন, "হে বাহুক! তুমিই সারথি, এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট সারথি আর নাই। ফলতঃ তুমি সারথ্য-কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ বলিয়াই আমি বিদর্ভ-নগরীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আর প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যদি বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইয়া আমাকে সূর্য্যোদয়দর্শন করাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সকল বাসনাই সম্পূর্ণ করিব।”

“বাহুক কহিলেন, “মহারাজ! আমি বৃক্ষের ফলপত্র সংখ্যা না করিয়া বিদর্ভদেশে গমন করিব না, আপনাকে আমার এই কথাটি রক্ষা করিতে হইবে।” তখন নৃপতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক বাহুককে কহিলেন, “হে বাহুক! মৎসমাদিষ্ট শাখার একদেশমাত্র গণনা কর, তাহাতেই তুমি সম্পূর্ণ প্রীতিলাভ করিতে পরিবে।” রাজার আদেশনানুসারে বাহুক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিভীতক-বৃক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক নৃপতিনির্দ্দিষ্ট ফল-পত্র সংখ্যা করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কহিলেন, “মহারাজ! আমি এক্ষণে আপনার এই লোকাতীত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিলাম। আপনি যে বিদ্যাপ্রভাবে উহা জানিতে পারিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষযুক্ত হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।” তখন দ্রুতগমনোৎসুক মহারাজ ঋতুপর্ণ কহিলেন, “হে বাহুক! আমি গণনাবিশারদ ও অক্ষহৃদয়জ্ঞ।” বাহুক কহিলেন, “মহারাজ! আপনি আমা হইতে অশ্ববিজ্ঞানবিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার বিনিময়স্বরূপ সংখ্যান-বিদ্যা প্রদান করুন।” রাজা ঋতুপর্ণ কার্য্যগৌরব ও অশ্ববিজ্ঞান-বিদ্যালাভ-লোভে বাহুককে কহিলেন, ‘হে বাহুক! তুমি আমা হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ কর, আমার অশ্ববিদ্যা এক্ষণে তোমাতেই নিক্ষিপ্ত থাকুক।’ এই বলিয়া বাহুককে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন।

অক্ষাবিদ্যাপ্রভাবে কলির নলদেহ হইতে নিষ্ক্রমণ

“সেই অক্ষবিদ্যাপ্রভাবে দেহান্তর্গত কলি অনবরত কর্কোটিক-বিষ উদগার করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল ও তৎক্ষণাৎ দময়ন্তীর শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরিশেষে পুনর্ব্বার পূর্ব্বকার প্রাপ্ত হইল। নলরাজ অতি দীর্ঘকাল কলিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মজ্ঞানশূন্য ও অচৈতন্যপ্রায় হইয়াছিলেন, এক্ষণে কলিকে সম্মুখে দেখিয়া রোষকষায়িতলোচনে শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন। কলি শঙ্কিত হইয়া কম্পিত্যকলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে নলরাজকে কহিল, ‘মহারাজ! ক্রোধ সংবরণ করুন, আমি আপনার এক মহীয়সী। কীর্ত্তি সংস্থাপন করিব। পূর্ব্বে যখন আপনি দময়ন্তীকে অরণ্যমধ্যে অকারণে পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তদবধিই আমি একান্ত দুঃখিত ও ভুজঙ্গবিষে জর্জ্জরিত হইয়া আপনার দেহাভ্যন্তরে অধিবাস করিতেছিলাম। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। যদি শরণাগত ও ভয়ার্ত্তকে অভিসম্পাত না করেন, তাহা হইলে এই জগতীতলে যে-সকল মনুষ্য আপনার নামকীর্ত্তন করিবে, তদবধি তাহাদিগের প্রতি আর আমার অধিকার থাকিবে না।” নলরাজ এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্রোধ সংবরণ করিলেন। অনন্তর কলি নলের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অতিশয় ভীত ও অন্যকর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বিভীতক-বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইল। বিভীতক-তরু কলির আবেশ-প্রভাবে অপ্রশস্ত হইয়া গেল।

“অনন্তর কলিনির্ম্মুক্ত ও বিগতজ্বর নল-মহারাজ বৃক্ষের ফল সংখ্যা করিয়া অলৌকিক তেজ ও মহতী প্রীতিলাভ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক বিদর্ভভিমুখে অশ্বগণকে বায়ুবেগে চালনা করিতে লাগিলেন। নল-নরপতি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে কলিও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। নল কলিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গতক্লেশ ও সুস্থকায় হইলেন, কিন্তু তাহার রূপ তদ্রূপই রহিল।”

৭৩তম অধ্যায়

ঋতুপর্ণরাজের বিদর্ভপুরে প্রবেশ

“অনন্তর ঋতুপর্ণরাজ সয়ংকালে বিদর্ভনগরীতে উত্তীর্ণ হইলে দূতের ভীম-রাজের সন্নিধানে তাঁহার উপস্থিতিসংবাদ নিবেদন করিল। ভীম নরপতি পরম-সমাদরে তাঁহাকে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলে তিনি তখন রথনির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে নৈষধের অশ্বগণ তাঁহার সমাগমে যেরূপ হর্ষপ্রকাশ করিত, এক্ষণে তদীয় সেইরূপ রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। দময়ন্তী জলদকালীন গভীর মেঘগর্জ্জনতুল্য রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, ‘পূর্ব্বে অশ্বগণ নলরাজকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া রথে যোজিত হইলে যেরূপ রথনির্ঘোষ হইত, ইহাও তদ্রূপ বোধ হইতেছে।” অনন্তর প্রাসাদস্থ ময়ুর, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণ সেই গভীর রথঘোষ শ্রবণপূর্ব্বক উন্মুখ ও উৎসুক হইয়া আনন্দনাদ করিতে লাগিল।

রথশব্দে দময়ন্তীর নলাগমন অনুমান

“এই অবসরে দময়ন্তী কহিলেন, “এই রথনির্ঘোষ ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া যেন আমাকে আহ্লাদিত করিতেছে, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মহাত্মা নল নরপতি আসিয়া থাকিবেন। আমি আজ যদি সেই অসংখ্য-গুণধর বীরবর। নলরাজের নির্ম্মল মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইব। আমি যদি তাহার সেই সুখস্পর্শ ভুজযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণবিসর্জ্জন করিব। যদি সেই গভীরস্বর নিষধাধিপতি নল আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই আত্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইব। যদি মত্তকুঞ্জার-বিক্রান্ত নলরাজ আমার সন্নিধানে সমাগত না হয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার নিকট কখনই মিথ্যা কহি নাই, কখন তাঁহার অপকার বা স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিকূল বাক্যপ্রয়োগ করি নাই। তিনি প্রভু, ক্ষমাশীল, বীর, বদান্য ও পরস্ত্রীপরাঙ্মুখ। এক্ষণে আমি তদেকান্ত-চিত্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তাহারই গুণচিন্তা করিতেছি। প্রিয়বিচ্ছেদজনিত শোক আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে।”

“দময়ন্তী বিনষ্টসংজ্ঞা-প্রায় হইয়া বারংবার এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে প্রিয়দর্শন-মানসে প্রাসাদে আরোহণ করিবামাত্র বার্ষ্ণেয় ও বাহুক-সমভিব্যাহারী অযোধ্যাধিপতি মহারাজ ঋতুপর্ণকে রাজভবনের মধ্যম কক্ষায় নিরীক্ষণ করিলেন।

'অনন্তর বার্ষ্ণেয় ও বাহুক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণকে উন্মোচনপূর্ব্বক একান্তে রথ স্থাপন করিলে অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ রথগর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীমের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীম সমুচিত সৎকারদ্বারা তাহাকে প্রতিগ্রহ করিলে, ঋতুপর্ণও তৎকৃত পূজাগ্রহণপূর্ব্বক বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন, কিন্তু বারংবার অনুসন্ধান করিয়াও স্বয়ংবরের কোন উদযোগ দেখিতে পাইলেন না। ফলতঃ দময়ন্তী জননী-সমভিব্যাহারে নির্জ্জনে পরামর্শ করিয়া ভীমের অগোচরে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

স্বয়ংবরসংবাদাকৃষ্ট ঋতুপর্ণের অপ্রতিভতা

"এদিকে বিদর্ভাধিপতি ভীমও তদীয় অভিসন্ধি বোধ করিতে না পারিয়া স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? রাজা ঋতুপর্ণ, এক্ষণে কি প্রত্যুত্তর দিব, চিন্তা করিলেন, ইনি ত' স্বয়ংবরের কোন কথারই উল্লেখ করিলেন না। আমিও রাজা এবং রাজপুত্রদিগকে এস্থানে আগমন করিতে দেখিতেছি না; ব্রাহ্মণগণের সমাগম নাই, এক্ষণে কি বলি? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীম-নরপতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, 'ইনি শতাধিক যোজন পথ অতিক্রম করিয়া কি কারণে আগমন করিয়াছেন? অনেকানেক রাজ্য ও বহুসংখ্যক গ্রাম নগর উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ফলতঃ আগমনকারণেরও অতি সামান্য কার্য্যই নির্দেশ করিলেন; কিন্তু ইহার যাথার্থ্যপক্ষে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মিতেছে; যাহা হউক, পশ্চাৎ ইহার কারণ অবগত হওয়া যাইবে।"

"ভীম-নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এক্ষণে বিশ্রাম করুন।' এই বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। ঋতুপর্ণ সৎকৃত ও রাজভৃত্যবর্গে অনুগত হইয়া প্রীত ও প্রসন্নমনে তন্নির্দ্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন বার্ষ্ণেয় ও রাজা ঋতুপর্ণ ইঁহারা সকলে গমন করিলে, রথবাহক বাহুক রথ লইয়া, রথশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় অশ্বদিগের যথাবিধি পরিচর্য্যা করিয়া স্বয়ং রথগর্ভে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

"এদিকে দময়ন্তী ঋতুপর্ণ-নৃপতি, সূতপুত্র বার্ষ্ণেয় ও বিরূপ বাহুককে সন্দর্শন করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'পূর্ব্বে নালরাজের এইরূপ রথশব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু এক্ষণে নলকে অবলোকন করিতেছি না, তবে এ কাহার রথশব্দ? বোধ হয়, বার্ষ্ণেয় অশ্ববিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সেহেতু নলরাজের রথের ন্যায় এই রথেরও গভীর শব্দ হইতেছিল; অথবা অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণই নলরাজের তুল্য; সেই নিমিত্ত তাঁহার রথের ন্যায় এই রথেরও গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতেছিল।" দময়ন্তী মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিয়া নলরাজের অন্বেষণার্থ এক দূতীকে প্রেরণ করিলেন।"

৭৪তম অধ্যায়

নলান্বেষণার্থ দময়ন্তীর দূতীপ্রেরণ

"দময়ন্তী কেশিনীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'কেশিনি! ঐ যে হ্রস্ববাহু বিকৃতকলেবর সারথি রথোপান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, তুমি সাবধানে বিনীতভাবে উহার সমীপবর্ত্তী হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। উহাকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ যেরূপ সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইতেছে, ইহাতে বোধ হয়, উনি উগ্রসেনসূত নালরাজ হইতে পারেন। তুমি সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক কথাপ্রসঙ্গে পর্ণাদের বাক্যগুলি উহার শ্রবণগোচর করিবে এবং উনি যে-সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিবে।" দময়ন্তী এই সকল উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কেশিনীকে প্রেরণ করিলেন ও স্বয়ং প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ছদ্মনল-বাহুক-কেশিনীর কথোপকথন

"কেশিনী বাহুক-সমীপে গমন করিয়া স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসানন্তর কহিল, "মহাশয়! আপনারা কোন সময়ে নিজ নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ও এ স্থানেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত ভর্ত্তৃদারিকা [রাজমহিষী] দময়ন্তীর সাতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে, অতএব এ বিষয়ের যাথার্থ্য সমুদয় বর্ণন করুন।"

দময়ন্তীর দ্বিতীয়-স্বয়ংবর হইবে শ্রবণ করিয়া শতযোজনগামী মনোজবগতি বাজিসমূহের সাহায্যে আগমন করিয়াছেন; আমি তাহারই সারথি ।"

"কেশিনী কহিল, "মহাশয়! এই তৃতীয় ব্যক্তি কে, কাহার অধীন ও আপনিই বা কাহার অধিকৃত, আর আপনার প্রতিই বা কি নিমিত্ত এই কর্ম্মের ভার সমর্পিত হইয়াছে?"

"বাহুক কহিলেন, ভদ্রে! এই তৃতীয় ব্যক্তি পুণ্যশ্লোক নলরাজের সারথি, ইনি বার্ষ্ণেয় বলিয়া বিখ্যাত। নলরাজ প্রস্থান করিলে, ইনি ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সারথ্য-কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। আমি অশ্বকুশল বলিয়া রাজা ঋতুপর্ণ আমাকেও সারথ্যকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ও রন্ধনব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।"

"কেসিনী কহিল, "মহাশয়! নলরাজ কোথায় গমন করিয়াছেন, বার্ষ্ণেয় কি তাহা অবগত আছেন? অথবা তিনি আপনার নিকটে তাঁহার বৃত্তান্ত কি কহিয়াছেন?"

"বাহুক কহিলেন, 'যশস্বিনি! বার্ষ্ণেয় পুণ্যাত্মা নলরাজের সন্তানদ্বয়কে এই স্থানে সমর্পণ করিয়া যথাভিলাষ প্রস্থান করিয়াছিলেন; ইনি ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোন বৃত্তান্ত অবগত নহেন এবং অন্য কেহও তাহার বার্ত্তা কহিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়া ছদ্মবেশে দেশে দেশে পর্যটন করিতেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা অবগত আছেন, তদ্ভিন্ন আর কেহই তাহার সেই অবস্থা অবগত নহে; তিনি কোন স্থানেই আপনার লক্ষণসকল প্রকাশ করেন নাই।"

"কেশিনী কহিল, "মহাশয়! প্রথমে যে ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় গমন করিয়া আপনার নিকট ভর্ত্তৃদারিকা দময়ন্তীর এই সকল কথা কহিয়াছিলেন যে, "হে কিতাব! ত্বদীয় প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত, তিনি অরণ্যমধ্যে নিদ্রাবস্থায় তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে

একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? তুমি তাহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলে, সে তাহাই প্রতিপালন করিয়া তোমার প্রতীক্ষায় কালক্ষেপণ করিতেছে। সেই কামিনী অর্দ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল শোকসন্তপ্ত-চিত্তে রোদন করিতেছে; অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে মহামতে! দময়ন্তীর প্রিয়সংবাদ বল।" এই সকল শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষে আপনি যে-সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, ভর্ত্তৃদারিকা বৈদর্ভী পুনরায় আপনার নিকট তাহা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন।"

"কেশিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নলরাজের হৃদয় নিতান্ত কাতর ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অযোধ্যাতে দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ংবর শ্রবণ করিয়া সেই বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দাহ্যমান হইয়াও দুঃখাবেগ সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় তাহা কহিতে আরম্ভ করিলেন; 'কুলকামিনীরা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে; এই নিমিত্ত ঐ সকল পতিপ্রাণা সতীরা নিঃসন্দেহ স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তাহারা স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও কদাচ কোপপরায়ণা হয় না, বরং সদাচারস্বরূপ কবচো আবৃত হইয়া আপনার জীবন রক্ষা করে; অতএব সেই নলরাজ তাদৃশ বিষমদশাগ্রস্ত ও সুখপরিভ্রষ্ট হইয়া মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহাকে যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার জাতক্রোধ হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে। নল-নৃপতি পক্ষিগণকর্ত্তৃক হৃতবসন ও মনঃপীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহার উপর ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে। নলরাজ দময়ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন, বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা কোনক্রমেই দময়ন্তীর উচিত নহে।' নলরাজ এই সকল কথা কহিতে কহিতে এরূপ দুর্ম্মনায়মান হইলেন যে, বাস্পবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

"কেশিনী বাহুকের বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার চিত্তবিকার অবলোকন করিয়া বৈদর্ভী-সমীপে গমনপূর্ব্বক সেই সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।"

৭৫তম অধ্যায়

কেশিনী-কথিত লক্ষণে নল-পরিচয়

বৃহদশ্ব কহিলেন, "হে রাজন! দময়ন্তী কেশিনীর নিকট বাহুকসংক্রান্ত বৃত্তান্ত-সকল শ্রবণগোচর করিয়া তাহাকেই নল বলিয়া সংশয় করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া কেশিনীকে কহিলেন, "কেশিনি! তুমি পুনরায় তাহার নিকট গমন কর ও কিছু না বলিয়া সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে চরিত্রসকল পরীক্ষা কর। তিনি যেসময়ে যেকোন কার্য্য-সম্পাদনে চেষ্টা করেন, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার চেষ্টিত-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তিনি অনল প্রার্থনা করিলে তুমি তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে; কদাচ অগ্নি প্রদান করিবে না; তিনি জলানয়নের অনুমতি করিলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইবে। হে কেশিনী! তুমি এরূপে তাঁহার চরিত্র-সকল পরীক্ষা করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে। ইহা

ভিন্ন তাঁহাতে যে-সকল লৌকিক বা অলৌকিক লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাও আমাকে কহিবে।” দময়ন্তী কেশিনীকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বাহুকসমীপে প্রেরণ করিলেন।

“কেশিনী নলরাজের যে-সকল চিহ্ন অবগত হইল এবং তাহাতে যে সকল লৌকিক ও অলৌকিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিল, দময়ন্তী সমীপে আগমনপূর্ব্বক সেই সমুদয় অবিকল নিবেদন করিতে লাগিল। “হে ভর্ত্তৃদারিকে! আমি পূর্ব্বে কখন ঈদৃশ মনুষ্য দর্শন বা শ্রবণগোচর করি নাই। পৃথিবী ও সলিল প্রভৃতি অনেক পদার্থ তাহার নিকট আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। তিনি অতি হ্রস্বদ্বারে প্রবিষ্ট হইবার সময়েও অবনত হয়েন না; অতি সঙ্কুচিত দ্বারবিবরও তাঁহাকে অবলোকন-করিবামাত্র অধিকতর বিবৃতদ্বার [বিস্তৃতদ্বার] হইয়া থাকে। রাজা ভীম ঋতুপর্ণ নরাধিপের নিমিত্ত নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী ও পাশব মাংস প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল দ্রব্যজাত প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত তথায় কতকগুলি শূন্যকুম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বাহুকের দৃষ্টিমাত্রেই সেই সমস্ত কুম্ভ একেবারে বারিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তাহাতে সেইসমস্ত খাদ্যবস্তু প্রক্ষালন করিয়া একমুষ্টি তৃণগ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে ধ্যান করিবামাত্র ঐ তৃণে সহসা হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলাম। ইহা ভিন্ন তাঁহাতে আরও অনেকগনেক আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। তিনি অগ্নি স্পর্শ করিলেও দগ্ধ হয়েন না; সলিল তাহার ইচ্ছানুসারে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত হইয়া প্রবাহিত হয়। তিনি কতকগুলি পুষ্প গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বারা অল্পে অল্পে মর্দ্দন করিলেন, কিন্তু পুষ্পগুলি তদীয় করে মর্দ্দিত হইয়াও বিকৃত হইল না; প্রত্যুত পুনরায় বিকশিত হইয়া অধিকতর সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। আমি এই সকল অদ্ভুত লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুত পদে আগমন করিতেছি।’

নলাগমন জ্ঞানে আনন্দিত দময়ন্তীর তৎসমীপে পুত্রদ্বয় প্রেরণ

“দময়ন্তী কেশিনীর মুখে বাহুকের আচার-ব্যবহার শ্রবণ করিয়া ‘আজ জীবিতেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলাম’ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুনরায় কৌশলদ্বারা স্বামীবিষয়ক সন্দেহ-সকল নিঃশেষে অপনোদন করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে মধুরবাক্যে কেশিনীকে কহিলেন, “হে ভাবিনি! পুনরায় সেই প্রমত্ত বাহুকের সমীপে গমন করিয়া মহানস [রন্ধনশালা-রান্নাঘর] হইতে তাঁহার সংস্কৃত [পাচিত-পাককরা] মাংস আনয়ন কর।’

“কেশিনী তৎক্ষণাৎ ত্বরিতপদে বাহুকসমীপে গমনপূর্ব্বক অত্যুষ্ণ মাংস আনয়ন করিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। তিনি অনেকবার তাঁহার পাকরস আস্বাদন করিয়া জাতসংস্কার [আস্বাদের পরিচয়প্রাপ্ত] হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে সেই মাংস-ভোজনে তাহাকে নলরাজ বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হওয়ায় নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত কাতর হইয়া সাতিশয় শোকাবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মুখ-প্রক্ষালন করিয়া কেশিনীর সহিত ইন্দ্রসেনা ও ইন্দ্রসেন এই উভয় সন্তানকে নলসমীপে প্রেরণ করিলেন। নলরাজ সুরসন্তানসদৃশ স্বীয় সন্তানদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উৎসঙ্গে [ক্রোড়ে] আরোপিত করিলে তাঁহার অন্তঃকরণ এরূপ শোকাকুলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি

ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া মুক্তকণ্ঠে অতিমাত্র রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে চিত্তবিকারপ্রকাশে আত্মপ্রকাশ-সম্ভাবনায় সহসা সন্তানদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেশিনীকে কহিলেন, "ভদ্রে! আমি স্বীয় সন্তানসদৃশ এই দারকদ্বয়কে [বালকদ্বয়] দর্শন করিয়া সহসা অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি, তুমি ইহাতে অন্য শঙ্কা করিও না। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা এদেশে অতিথিস্বরূপ হইয়া আসিয়াছি; তুমি বারংবার আমাদের নিকট যাতায়াত করিতেছ। দেখিয়া লোকে দোষের আশঙ্কা করিতে পারে; অতএব তোমাকে নমস্কার করি, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।' "

৭৬তম অধ্যায়

স্বয়ং পরীক্ষার্থ বাহুককে দময়ন্তী সমীপে প্রেরণ

বৃহদশ্ব কহিলেন, "মহারাজ! কেশিনী পুণ্যশ্লোকের এই সমস্ত বিকার নয়নগোচর করিয়া দময়ন্তীর সমীপে আগমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিল। পতিবিয়োগদুঃখিনী দময়ন্তী নলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে কেশিনীকে আদেশ করিলেন, "তুমি জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা কহিবে যে, দেবি! ভর্ত্তৃদারিকা দময়ন্তী নল-বিবেচনায় বাহুককে বহুবিধ কৌশলদ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন; কেবল রূপবিষয়ে একমাত্র সংশয় আছে। এক্ষণে তিনি একবার স্বয়ং পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করেন; অতএব আপনি মহারাজের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, নলরাজকে এ স্থানে আনয়ন করিতে অনুমতি প্রদান করুন। তাহার এই প্রার্থনা আপনাকে পরিপূর্ণ করিতে হইবে।"

"রাজমহিষী দময়ন্তীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভীমভূপতিকে অবগত করাইলেন। তখন রাজা নিজ নন্দিনীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তদীয় বাক্য অনুমোদন করিলে দময়ন্তী আপন কক্ষায় নলকে আনয়ন করিলেন। নলরাজ সহসা ধর্ম্মপত্নী দময়ন্তীকে নয়নগোচরপূর্ব্বক শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; দময়ন্তীও নলকে তাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত অবলোকন করিয়া তীব্রতর শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিলেন।

দময়ন্তীকর্ত্তৃক নল-নিকটে স্মারক উক্তি

"অনন্তর কাষায়বসনাবৃতা, জটিলকেশা, মলিনাঙ্গী দময়ন্তী বাহুককে কহিলেন, "হে বাহুক! তুমি কি পূর্ব্বে এমন কোন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, যিনি অরণ্যে নিদ্রিতা রমণীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন? পুণ্যশ্লোক নলরাজ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি আলস্যপরতন্ত্রা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নিরপরাধে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন? আমি বাল্যাবধি তাহার নিকটে এমন কোন অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছিলাম যে, তিনি অরণ্যে নিদ্রিত—দশায় আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? আমি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সাতিশয় অনুরক্তা ও পুত্রবতী দেখিয়াও কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন? তিনি হুতাশন-সমীপে

দেবগণের সমক্ষে,“আমি তোমারই হইব” বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; এখন সেই সত্য কোথায় রহিল?” এই প্রকার কহিতে কহিতে দময়ন্তীর শ্যামতারক, লোহিতোপান্ত নয়নযুগল হইতে অবিরধারে শোকসলিল বিগলিত হইতে লাগিল।

নল-দময়ন্তীর পুনর্ম্মিলন

“বিষধরাজ দময়ন্তীকে বিরহ-বেশধারিণী অবলোকন করিয়া কহিলেন, “ভীরু! আমি যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি ও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা আমার নিজদোষে নহে; কেবল কলি প্রভাবেই এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি সেই বিষম সঙ্কটে বনবাসিনী হইয়া আমার নিমিত্ত দিনযামিনী কেবল শোক করিতে করিতে যাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কলি তোমার শাপানলে দগ্ধ হইয়া অগ্নিনিহিত অগ্নির ন্যায় আমার শরীরে বাস করিয়াছিল। হে শুভে! সেই পাপাত্মা কলি আমার ব্যবসায় ও তপস্যাদ্বারা পরাভূত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; অতএব আমাদের দুঃখের অন্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি কেবল তোমার নিমিত্তই এস্থানে আগমন করিয়াছি; আমার আর অন্য কোন প্রয়োজন নাই। অয়ি ভীরু! তোমার ন্যায় কামিনীগণ কি অনুরক্ত একান্ত বশংবদ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অন্যকে বরণ করে? ভূপতির আদেশানুসারে সমস্ত ধরামণ্ডলে এই কথা প্রচারিত হইয়াছে যে, ভীমসূতা দময়ন্তী স্বৈরিণীর ন্যায় আপনার অনুরূপ দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ করিবেন। রাজা ঋতুপর্ণ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তোমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন।”

“দময়ন্তী নলের-এইরূপ পরিবেদন শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া কম্পিত্যকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাভাগ! আমি যখন দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি, তখন আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া সন্দিহান হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। ব্রাহ্মণগণ আপনাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমার গাথা গান করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পর্ণাদনামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় ঋতুপর্ণ-রাজের ভবনে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার সমক্ষে আমার কথা কহিলে আপনি তাহাকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিলে, আমি আপনাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই উপায় অবধারণ করিলাম; কারণ, আপনা ব্যতীত আর কেহই একদিনে বাজিগণসাহায্যে শতযোজন পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। এক্ষণে আমি আপনার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, আমি মনে মনেও কিঞ্চিম্মাত্র অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। যিনি সর্ব্বভূতসাক্ষী সদাগতি এই সমুদয় পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই জগৎপ্রাণ আমার প্রাণসংহার করুন। যিনি সর্ব্বদা সকল লোকে আলোকবিস্তার করিয়া বিচরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই ভূতভাবন ভগবান সহস্রদীধিতি আমার প্রাণসংহার করুন। যিনি সাক্ষিস্বরূপ হইয়া সকল ভূতের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই নিশানাথ আমার প্রাণসংহার করুন। এই ত্রিলোকধারী দেবত্রয় যথার্থ বলুন, আমি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছি কি না।”

“দময়ন্তীর বাক্যাবসান হইলে সমীরণ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, “হে নল! আমি সত্য কহিতেছি, দময়ন্তী কখন পাপাচরণ করেন নাই; ইনি স্বীয় অসীম শীলরত্ন সুন্দরীরূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা ক্রমাগত তিন বৎসর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি এবং এক্ষণেও সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। দময়ন্তী কেবল তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই উপায় বিধান করিয়াছেন; কারণ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষই অশ্বদ্বারা একদিনে শতযোজন পথ অতিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়াছ; অতএব সংশয় পরিত্যাগ করিয়া একত্র সহবাসসুখে কালাতিপাত কর।” সর্ব্বত্রগামী সমীরণ এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং সুশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিল।

নলের পূর্ব্বরূপ প্রাপ্তি

“নলরাজ এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক দময়ন্তীর চরিত্রবিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি নাগরাজদত্ত পরিশুদ্ধবসন পরিধান করিয়া তাহাকে স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় রূপ লাভ করিলেন। ভীমসূতা দময়ন্তী স্বীয় কান্তকে পূর্ব্ববৎ কান্তিমান অবলোকন করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নলনৃপতিও দময়ন্তী এবং সন্তানদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। আয়তলোচনা সুরবদনা দময়ন্তী স্বীয় বক্ষঃস্থলে প্রিয়তমের বদন মণ্ডল বিন্যাস্ত করিয়া পূর্ব্বতন দুঃখসকল স্মরণপূর্ব্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন নিষধরাজ নল মলিনকলেবরা স্মেরমুখী দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া শোকভারে জড়ীভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

‘অনন্তর বিদর্ভরাজমহিষী নৃপতিকে দময়ন্তী ও নলের সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন, “আমি কল্য প্রাতঃকালে দময়ন্তীর সহিত সুখাসীন কৃত বেশ নলনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিব; তাহারা আজ যথাসুখে কালাতিপাত করুক।”

“অনন্তর দময়ন্তী ও নীলরাজ যামিনীযোগে রাজনিবেশনে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাদের পুরাতন বনবাসবৃত্তান্ত লইয়া কথোপকথন করিতে করিতে সময় অতিবাহিত করিলেন। নলরাজ বর্ষত্রয়ব্যাপী বিরহানলে দহ্যমান হইতেছিলেন, এক্ষণে প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। যেমন অর্দ্ধসঞ্জাতশষ্যা বসুন্ধরা সলিলপরিপ্লুত হইলে আপ্যায়িত হয়, সেইরূপ দময়ন্তীও নিষধনৃপতিকে লাভ করিয়া আনন্দের উচ্চতর সীমায় আরোহণ করিলেন। যেমন পূর্ণমণ্ডল-কুসুদিনীনাথসনাথা যামিনী সাতিশয় শোভা বিস্তার করে, সেইরূপ বিগততন্দ্রা, গলিতসন্তাপা, হর্ষোৎফুল্লনয়না, পূর্ণকামা নৃপতনয়া অধিকতর শোভমানা হইতে লাগিলেন।”

৭৭তম অধ্যায়

নলরাজের পুনরাগমনে বিদর্ভদেশে মহানন্দ

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! নিষধরাজ নল উত্তম বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক দময়ন্তীর সহিত সুখে যামিনীযাপন করিলেন; পরদিন প্রাতঃকালে পত্নী-সমভিব্যাহারে বিদর্ভরাজের নিকট উপনীত হইয়া অতি বিনীতভাবে শ্বশুরাচরণে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দময়ন্তীও পিতাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিদর্ভরাজ জামাতাকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং মহাসমোদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সূতনির্ব্বিশেষে তাহাকে আলিঙ্গন, তদীয় মস্তকাঘ্রাণ ও যথোচিত সৎকার করিয়া উভয়কেই নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। নলরাজ সৎকৃত হইয়া বিধিপূর্ব্বক শ্বশুরের পরিচর্য্যা করিলেন। জনপদস্থ সমস্তলোক বহুদিবসের পর নিষধরাজকে প্রত্যাগত দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। তাহাদিগের হর্ষজনিত কোলাহলে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও পরমধ্যে নিরন্তর আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ কুসুমমালায় স্ব স্ব দ্বারদেশ সুশোভিত করিল; স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা-বিরাজিত রাজপথ-সকল সলিলসিক্ত, সম্মার্জ্জিত ও পুষ্পরাশি-সমাকীর্ণ হওয়াতে সেই নগরীর অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল। অধিবাসী লোকেরা মঙ্গলার্থী হইয়া সমুদয় দেবালয়ে নানাপ্রকার পূজোপহার প্রদান করিতে লাগিল।

“ভূপাল ঋতুপর্ণ বাহুকবেশধারী নলরাজ দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং রাজাকে আনয়ন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লমানসে তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বিনয়বাক্যে কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যে বহুকালেল পর নিজ পত্নীর সহিত সমাগত হইয়াছেন, ইহা আমার পরম ভাগ্য। আপনি ছদ্মবেশে আমার আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; সেই অজ্ঞাতবাসসময়ে আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন অপরাধ করি নাই; কিন্তু প্রার্থনা করি, যদি জ্ঞানকৃত অথবা অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও মার্জ্জনা করিতে হইবে।”

“নলরাজ কহিলেন, “হে পার্থিব! আমি সত্য বলিতেছি, আপনি আমার অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই অথবা যদি ভ্রান্তিক্রমে কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাতেও ক্রোধ করিব না, বরং ক্ষমা করিব। পূর্ব্বে আপনি আমার সখা ছিলেন এবং আপনার সহিত বিশেষ সম্বন্ধও আছে; অতএব অতঃপর আর ক্ষমা-প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উদ্বেগ দূর করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করুন; আমি সর্ব্বদা সুবিহিত [সম্ভূত—আয়োজিত] বিবিধ কাম্যবস্তু উপভোগ করিয়া আপনার গৃহে যাদৃশ সুখে বাস করিয়াছিলাম, স্বগৃহে সেরাপ সুখসম্ভোগ হওয়া সুকঠিন। মহাশয়! আপনার যে অশ্ববিদ্যা আমার নিকট ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে এক্ষণে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।” নিষধরাজ এই কথা বলিয়া ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা প্রদান করিলে, তিনিও বিনিময়স্বরূপ তাঁহাকে অক্ষতত্ত্ব প্রদানপূর্ব্বক বিধানানুসারে তদ্দত্ত অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া অন্য এক সারথি লইয়া স্বপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঋতুপর্ণের প্রস্থানানন্তর নিষধাধিপতি কুণ্ডিনপুরে অত্যল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।”

৭৮তম অধ্যায়

নলরাজের স্বরাজ্যে আগমন

বৃহদশ্ব কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! নিষধরাজ শ্বশুরালয়ে একমাস বাস করিয়া বিদর্ভরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পরিমিত পরিজন-সমভিব্যাহারে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানি রথ, ষোড়শ হস্তী, পঞ্চাশৎ অশ্ব ও ছয়শত পদাতি চলিল। নলরাজ সত্বর হইয়া প্রচণ্ডবেগে গমন করায় বোধ হইতে লাগিল যেন, মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতেছে। তিনি অনতিকালমধ্যে রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করের নিকট হমন করিয়া কহিলেন, 'পুষ্কর! পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে। আমি বিপুল ধনোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছি। এই সমস্ত অর্থ, তদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু সম্পত্তি আছে এবং প্রিয়তমা দময়ন্তীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবা; অতএব আর বিলম্ব প্রয়োজন নাই, দ্যূতারম্ভ হউক। কিন্তু তোমাকেও রাজ্য পণ রাখিতে হইবে। যদি ইহাতেও জয়লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে পরিশেষে প্রাণ পর্যন্তও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব। অন্যের ধনসম্পত্তি ও রাজ্য জয় করিয়া প্রতিপণ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; পণ্ডিতেরা উহাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদ্যপি অক্ষদ্যূত-পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে রণক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; সেই যুদ্ধে অন্যের সহায়তা থাকিবে না; কেবল আমরা উভয়ে অনন্যসহায় হইয়া, রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, ইহাতে জয়শ্রী তোমাকেই আশ্রয় করুন অথবা আমাকেই আশ্রয় করুন, একপক্ষ জয়ী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনদিগের এই শাসন আছে যে, যে কোন উপায়দ্বারা বংশপরম্পরাগত রাজ্য অবশ্যই অধিকার করিবে; অতএব তুমি এক্ষণে একতর পক্ষ অবলম্বন কর; হয় পুনর্ব্বার পাশক্রীড়া কর, নতুবা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও ।"

পুনর্দ্দ্যূতে পুষ্করের পরাজয়

"পুষ্কর নলের বাক্য-শ্রবণানন্তর আপনারই জয়লাভ নিশ্চয় বোধ করিয়া সহাস্যবদনে কহিল, "হে নৈষধ! তুমি ভাগ্যক্রমে বিপুল ধনোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছ; আমি সর্ব্বদাই তোমাকে স্মরণ ও তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি সস্ত্রীক পণ্য হইয়াছ; ইহা আমার পরম ভাগ্য। অদ্য আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল হইল এবং সৌভাগ্যফলে দময়ন্তীরও দূরদৃষ্ট ক্ষয় হইল। তোমার সমস্ত ধনসম্পত্তি জয় করিলেই দময়ন্তী আপনি আসিয়া আমাকে ভজনা করিবে; অথবা দ্যূতক্রীড়ায় সেই বরবর্ণিনীকে জয় করিয়া চরিতার্থ হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সেই আলোকসামান্য লাবণ্যবতী নিরন্তর আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যেমন অপ্সরা-সকল দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ জয়লব্ধা দময়ন্তী আমার পরিচর্য্যা করিবেন। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র দ্যূতারম্ভ হউক।"

"নলরাজ অসম্বদ্ধ-প্রলাপী পুষ্করের এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত খড়গদ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবার মানস করিলেন; পরে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে কহিলেন, "অরে পুষ্কর! তুই এখন বারবার পণের কথা কহিতেছিস, কিন্তু পরে পরাজিত হইলে তোর মুখে আর এ কথা থাকিবে না।"

নলকর্ত্তৃক দ্যূতজিত সম্পদ পুষ্করকে প্রত্যার্পণ

"অনন্তর উভয়ের দ্যূতারম্ভ হইল; নিষধরাজ এক পণে পুষ্করের যথাসর্ব্বস্ব জয় করিয়া লইলেন। সে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিল, নলরাজ তাহাও জয় করিয়া সহাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, 'রে নৃপাপসদ! এতদিনে আমার সমগ্র রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল এবং তোমারও সেই দুরাশা সমুন্মূলিত হইল। এক্ষণে তোমার দময়ন্তীর, প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও ক্ষমতা রহিল না; প্রত্যুত তোমাকে সপরিবারে তাহার দাসত্ব করিতে হইবে। রে মূঢ়! তুমি জান না যে, কেবল কলির প্রভাবে পূর্ব্বে আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলে; তাহাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। যাহা হউক, আমি পরাপরাধে তোমার প্রতি দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মনে করিলে এই দণ্ডেই তোমার প্রাণদণ্ড করিতে পারি, কিন্তু তাহার আবশ্যকতা নাই। আমি তোমাকে জীবনভিক্ষা দিতেছি; তুমি স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তোমার যে সমস্ত ধনসম্পত্তি জয় করিয়াছি, তাহাও প্রদান করিলাম। তোমার প্রতি আমার সেইরূপ প্রীতিই আছে, সন্দেহ নাই। হে পুষ্কর! তুমি আমার কনিষ্ঠভ্রাতা, ভ্রাতৃসৌহার্দ্য কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে; অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শত বৎসর জীবিত থাকিয়া পরমসুখে কালব্যাপন কর।"

পুষ্করের নিজ নগরে প্রত্যাগমন

"সত্যবিক্রম নিষধরাজ ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বপুরে প্রেরণ করিলেন। পুষ্কর বিনীতভাবে ভ্রাতৃচরণে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, 'রাজন! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ধন, প্রাণ ও আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন; আপনার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি কখনই বিলুপ্ত হইবে না; এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি অনন্তকাল সুখস্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিয়া রাজ্যভোগ করুন।"

"পুষ্কর মহাসমাদরে ভ্রাতৃসন্নিধানে একমাস বাস করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আত্মীয়-স্বজন, ভৃত্যামাত্য ও মহতী সেনাসমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বীয় নগরে গমন করিলেন। তাঁহার প্রস্থানানন্তর নিষধাধিপতি সুশোভিত নিজ নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া পুরবাসীদিগকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বহুদিবসের পর রাজাকে নয়নগোচর করিয়া তত্রত্য জনগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। অমাত্যপ্রমুখ পৌর ও জনপদেরা ভূপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, 'মহারাজ! অদ্য আপনাকে পাইয়া আমরা পরমসুখী হইলাম। অমরগণ যেমন দেবরাজের উপাসনা করেন, তদ্রূপ আপনার উপাসনা করিবার নিমিত্ত আমরা পুনর্ব্বার সমুপস্থিত হইয়াছি।' "

৭৯তম অধ্যায়

নলের স্বপুরে আগমনে প্রজাগণের উৎসব

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! নিষধাধিপতির আগমনে তদীয় নগর একান্ত প্রশান্ত ও মহোৎসবময় হইয়া উঠিল; প্রজাপুঞ্জের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাজা দময়ন্তীকে পিতৃগৃহ হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বিদর্ভদেশে সৈন্যসামন্তসকল প্রেরণ করিলেন। বিদর্ভরাজ অবিলম্বে মহাসমাদরপূর্ব্বক কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। দময়ন্তী সৎকৃত হইয়া পিতাকে অভিবাদন ও তৎকালোচিত অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক কন্যা-পুত্র লইয়া পতিগৃহে যাত্রা করিলেন। মহারাজ নল তাঁহাকে কন্যা-পুত্র-সমভিব্যাহারে আগত দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর প্রকাশ্য রাজ্যশাসন, প্রচুর দক্ষিণা, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অবিনশ্বর যশোরাশি বিস্তার করিয়া সাতিশয় বিরাজমান হইয়া অতি বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।”

বৃহদশ্বকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণকে আশ্বাসপ্রদান

“হে পাণ্ডুবংশাবতংস রাজেন্দ্র! সেই প্রকার আপনিও অচিরকালমধ্যে বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া দেদীপ্যমান হইবেন। অতএব আর চিন্তা করিবেন না। সুখ-দুঃখ অতীব অকিঞ্চিৎকর; বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে নলরাজ দ্যূতক্রীড়ায় যথাসর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভার্য্যার সহিত তাদৃশ দারুণ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, তিনিই পুনর্ব্বার আপনি রাজ্যপদপ্রাপ্ত ও অভ্যুদয়শালী হইলেন। আপনি ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীর সহিত নিরন্তর ধর্ম্মচিন্তা করিয়া এই মহারণ্যে পরমসুখে কালব্যাপন করিতেছেন, বেদ-বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণের সর্ব্বদাই আপনাকে সেবা করিতেছেন, অতএব আপনার বিলাপের বিষয় কি? কর্কোটিক নাগ, নল-দময়ন্তী ও রাজর্ষি ঋতুপর্ণের ইতিহাস শ্রবণ করিলে কলির ভয় একেবারে সুদূরপরাহত হয়; এক্ষণে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির হতাশ্বাস হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। মহারাজ! পুরুষার্থের অস্থিরত্ব জানিয়া তাহার অভ্যুদয় বা নাশের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া অনুচিত। আপনি এক্ষণে আশ্বাসিত হউন, আর শোক করিবেন না। বিপৎপাতে বিমোহিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ; দৈবের প্রতিকূলতাপ্রযুক্ত পুরুষকার-সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ কদাচ বিষণ্ণ বা অভিভূত হয় না।

“যাঁহারা অনন্যমানঃ হইয়া অনুক্ষণ এই মহাফিলোপধায়ক নলচরিত কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, অলক্ষ্মী তাঁহাদিগকে কদাপি আশ্রয় করিতে পারে না, তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী, ধন্য ও সকলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন এবং পুত্র-পৌত্র ও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুবথ লাভ করিয়া অয়োগী হইয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে সুখে কালব্যাপন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! এক্ষণে বিদায় হই, পুনরায় এইরূপ ভয়ের বিষয় উপস্থিত হইলে আমাকে আহ্বান করিবেন; আমি অক্ষাবিদ্যাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার নির্য্যাকরণ করিব। হে

কৌন্তেয়! আমি নিখিল অক্ষাবিদ্যায় পারদর্শী, সম্প্রতি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, আপনি তৎসমুদয় গ্রহণ করুন।”

বৃহদশ্বের নিকট যুধিষ্ঠিরের অক্ষ-অশ্ববিদ্যালাভ

রাজা বিনয়নম্রবচনে বৃহদশ্বকে কহিলেন, “ভগবন! আপনার নিকট অক্ষাবিদ্যা শিক্ষা করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব অনুকম্পাপূর্ব্বক উহা প্রদান করুন।” অনন্তর বৃহদশ্ব মহাত্মা পাণ্ডবরাজকে অক্ষাবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যা প্রদানপূর্ব্বক স্নানার্থ গমন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সেই শৈল, তীর্থ ও বন হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণের নিকট শ্রবণ করিলেন যে, অর্জ্জুন কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; তাহার ন্যায় উগ্রতপাঃ তপস্বী কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করে নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন, মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম নিয়তীব্রত হইয়া তপস্যা করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সেইরূপ কঠোর তপানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। আহা! প্রিয়তম পার্থ আমাদিগের নিমিত্ত কতই কষ্ট পাইতেছে, এই চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতে লাগল। তখন তিনি বহুবিষয়ভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া নানাপ্রকার অর্জ্জুনবিষয়িণী কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নলোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৮০তম অধ্যায়

তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় বৈশম্পয়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন! আমার প্রপিতামহ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন কাম্যকবন হইতে গমন করিলে পর অপর পাণ্ডবচতুষ্টয় তাঁহার বিরহে কি করিয়াছিলেন? যেমন বিষ্ণু দেবগণের প্রধান সহায়, তদ্রূপ বিপক্ষপক্ষক্ষয়কারী মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন আমার মতে পাণ্ডবগণের একমাত্র গতি ছিলেন; সুতরাং মহাবীর পাণ্ডবগণ সেই শক্রসম শৌর্য্যশালী, সংগ্রামে অপ্রতিনিবৃত্ত, মহাতেজঃ ধনঞ্জয় বিনা কিরূপে বনে বাস করিয়াছিলেন?

অর্জ্জুনবিরহে পাণ্ডবপরিতাপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! সত্যবিক্রম মহাতেজাঃ অর্জ্জুন কাম্যকবন হইতে গমন করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয় শোক ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সাতিশয় অপ্রসন্ন-মনে সূত্রচ্যুত মণিসমূদয়ের ন্যায়, ছিন্নপক্ষ পক্ষিগণের ন্যায় হইয়া রহিলেন। এক্ষণে কাম্যাকবন অর্জ্জুনবিরহে কুবেরবিহীন চৈত্ররথকাননের ন্যায় শোভাবিহীন হইয়াছে। অর্জ্জুনবিহীন পাণ্ডবগণ অতি অপ্রশস্তমনে সেই কাম্যাকবনে বাস করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত প্রতিদিন বিশুদ্ধ বাণদ্বারা বহুবিধ পবিত্র মৃগসমূহ সংহার করিয়া ও অন্যান্য প্রকার বন্য আহার আহরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুনবিরহে সকলেই সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্টচিত্তে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ পতিপরায়ণা পাঞ্চালী মহাবলপরাক্রান্ত মধ্যমপতিকে স্মরণ করিয়া একবারে অধীরার ন্যায় হইলেন।

একদা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনচিন্তায় একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া আছেন, এমত সময়ে যজ্ঞসেনী তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ন্যায় প্রতাপশালী, তাহার বিরহে এই বন আমার প্রীতিকর হইতেছে না। আমি এ প্রদেশ শূন্যপ্রায় দেখিতেছি। সেই কমললোচন, নীলাম্বুদশ্যামকলেবর সব্যসাচী ব্যতিরেকে এই বহুবিধ আশ্চর্য্য বস্তু ও কুসুমিত-দ্রুমসমূদয়ে পরিপূর্ণ কাম্যাকবনের আর সেরূপ রমণীয়তা নাই। যে মহাবল পরাক্রান্ত মহেন্দ্রনন্দনের শরাসনধ্বনি অশনিনির্ঘোষের ন্যায় অনবরত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, সেই সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুখানুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

অরাতিকুলনিসূদন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রৌপদীর এইরূপ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে নিতম্বিনি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার মনের নিতান্ত প্রীতিকর, উহা আমার হৃদয়ে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। দেখ, যে মহাবীরের পঞ্চশীর্ষ ভুজগদ্বয়ের ন্যায়, পরিঘযুগের ন্যায় সুদীর্ঘ পীন ভুজযুগল মৌর্বীঘর্ষণজনিত কিণে অঙ্কিত, খড়্গ, আয়ুধ ও শরাসনে সুশোভিত এবং নিষ্ক, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারে নিরন্তর অলঙ্কৃত থাকে, সেই ধনঞ্জয় বিনা এই কাম্যকবন সূর্য্যবিহীন অন্তরীক্ষের ন্যায় শোভাশূন্য হইয়াছে।

পাঞ্চল ও কুরুবংশীয়গণ যে মহাবীরকে আশ্রয় করিয়া সুরসৈন্যসমূহের সহিতও সংগ্রাম করিতে সন্ত্রস্ত হয় না এবং যাহার বাহুবলমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত ও সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পুনঃপ্রাপ্ত বোধ করি, সেই অর্জ্জুনবিরহে আমি এই কাম্যাকবনে ক্ষণকালের নিমিত্তও সুখী হইতেছি না এবং চতুর্দ্দিক শূন্য ও তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি।”

তখন পাণ্ডুনন্দন নকুল বাষ্পগদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, “দেবগণও সমরাঙ্গনে যাঁহার দিব্যকর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যিনি রাজসূয়-যজ্ঞের উত্তদিকে গমনপূর্ব্বক মহাবলপরাক্রান্ত শত শত গন্ধর্ব্বদণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তিত্তির পক্ষীর ন্যায় চিত্রবিচিত্র, সমীরণের ন্যায় শীঘ্রগামী অশ্বসকল আনয়ন করিয়া প্রীতি-প্রসন্নমনে জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন সেই ভীমধন্বা ভীমানুজ ব্যতিরেকে এক্ষণে ক্ষণকালও এই কাম্যাকবনে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই।”

তখন সহদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে রাজন। যে মহারথ অর্জ্জুন মহাক্রতু রাজসূয়-যজ্ঞের সময় সংগ্রামে জয়লাভপূর্ব্বক বহুবিধ ধন ও কন্যাগণ আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি একাকী সংগ্রামে বহুসংখ্যক যাদবগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবের সম্মতিক্রমে সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন, আজি গৃহমধ্যে সেই জিষ্ণুর আসন শূন্য দেখিয়া আমার মন কোনমতেই শান্ত হইতেছে না। মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে এই বনের রমণীয়তা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমার মতে এই বন হইতে অন্যত্র গমন করাই শ্রেয়ঃ।”

৮১তম অধ্যায়

পাণ্ডবসমীপে নারীদের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনবিরহে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত কৃষ্ণসমবেত ভ্রাতৃগণের বাক্যশ্রবণে স্বয়ং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিমনাঃ হইয়া আছেন, এই সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হুতহুতাশনসদৃশ ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। কুরুকুলচুড়ামণি যুধিষ্ঠির তৎকালে ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সুরগণপরিবেষ্টিত শীতক্রতুর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। যেমন সাবিত্রী বেদ-সমুদয় ও সূর্য্যপ্রভা মেরু-পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ সেই পতিপরায়ণা যজ্ঞসেনী পতিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না।

ভগবান নারদ পাণ্ডবগণের পূজা-গ্রহণানন্তর ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, “হে ধর্ম্মবিদগণের অগ্রগণ্য! তোমার কোন বিষয়ে প্রয়োজন আছে, বল, আমি তোমাকে কি প্রদান করিব?”

তখন ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে দেবাভিলষিত দেবর্ষির চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাভাগ! যখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমার সমুদয় অভিলাষই পরিপূর্ণ হইয়াছে। আপনি আমার ও

আমার ভ্রাতৃগণের উপর বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ্যপূর্ব্বক একটি সন্দেহভঞ্জন করিয়া কৃতার্থ করুন। হে মহাভাগ! যে তীর্থগমনে তৎপর হইয়া সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয় সবিশেষ বর্ণন করুন?"

তীর্থসম্বন্ধে ভীষ্ম-পুলস্ত্য সংবাদ

নারদ কহিলেন, "হে রাজন! ধীমান্ ভীষ্ম পূর্ব্বে পুলস্ত্যের নিকট যে বৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করা। পূর্ব্বে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম পিতৃকৃত্য করিবার নিমিত্ত মুনিগণের সহিত ভাগীরথী-তটিনী-তীরে বাস করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেবদেবর্ষিগন্ধর্ব্বসেবিত, পরমপবিত্র গঙ্গাদ্বারে বাস করিয়া বেদবিধানানুসারে দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া কিয়ৎকাল যাপন করেন।

"একদা ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে জপ করিতেছেন, এমন সময় অদ্ভুতদর্শন ঋষিসত্তম পুলস্ত্য মহাশয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। কুরুবংশাবতংস ভীষ্ম সেই দেদীপ্যমান উগ্রতপাঃ পুলস্ত্যকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক সেই সমাগত মহর্ষির পূজা করিলেন এবং পরমপবিত্র ও প্রয়তমানসে মস্তকদ্বারা অর্ঘ্য আহরণপূর্ব্বক 'আমার নাম ভীষ্ম' এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুব্রত! আমি আপনার দাস, আপনাকে সন্দর্শন করিয়া আমি সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলাম।" ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্মকে নিয়ম, স্বাধ্যায় ও উপদেশে একান্ত রথ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।"

৮২তম অধ্যায়

তীর্থফলবিবরণ

"পুলস্ত্য কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রশ্রয়, দাম ও সত্যসন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি পিতৃভক্তিপরায়ণ হইয়া ঈদৃশ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ বলিয়াই আমার দর্শন পাইলে। হে পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আমার দর্শন কখন ব্যর্থ হইবার নহে; অতএব বল, তোমার কি করিতে হইবে? তুমি যাহা চাহিবে, আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।"

"ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহাভাগ! আপনি সর্ব্বলোকপূজিত, আপনাকে দর্শন করিয়াই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। এক্ষণে মহাশয় যদি আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমার একটি সন্দেহভঞ্জন করুন। তীর্থসমুদয়ে আমার এক ধর্ম্মসংশয় আছে, আমি আপনার নিকট তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। হে বিপ্রর্ষে! যে ব্যক্তি তীর্থ-দর্শনাভিলাষী হইয়া এই সমুদয় পৃথ্বীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফললাভ হয়?"

"পুলস্ত্য কহিলেন, "হে পুত্র! আমি মহর্ষিগণের পরম অবলম্বন তীর্থ-গমনের ফল তোমার নিকট কহিতেছি, একমনাঃ হইয়া শ্রবণ কর। যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, মন, বিদ্যা,

তপ ও কীর্ত্তি সুসংযত আছে, সেই ব্যক্তি তীর্থফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ ও সতত সন্তুষ্ট, যাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদি-রহিত, উদ্যোগশূন্য, নিরারম্ভ, অল্পাহার, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে; মহর্ষিসকল দেবগণোদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তাহার যথার্থ ফল কহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞসমুদয় বহুপকরণসাধ্য; কেবল পার্থিবগণ বা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই উহার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়; সহায়সম্পত্তিহীন দরিদ্রেরা কখনই উহা সম্পন্ন করিতে পারে না। এক্ষণে দরিদ্রগণও যাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন করিতে পারে এবং যাহার অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ করিতে সমর্থ হয়, ঋষিগণের পরম গুহ্য সেই পবিত্র তীর্থাভিগমনের বিষয় সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ করা। লোকে ত্রিরাত্র উপবাস, তীর্থাভিগমন এবং কাঞ্চন ও গোসমুদয় প্রদান না করিয়াই দরিদ্র হয়। অতএব তীর্থাভিগমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোকে তীর্থাভিগমন করিয়া যে ফললাভ করে, বিপুল দক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদ্রূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না।

পুষ্করথীর্থের পরম পাবিত্র্যকীর্ত্তন

"হে মহাভাগ! বিধাতৃবিহিত পুষ্করতীর্থ সর্ব্বলোকবিশ্রুত। এই ভূমণ্ডলে সমুদয়ে দশ সহস্র কোটি তীর্থ আছে; পুষ্করতীর্থে এই সমুদয় তীর্থেরই সতত সান্নিধ্য আছে। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নিত্য এই তীর্থের সন্নিহিত থাকেন। দেব, দৈত্য ও ব্রহ্মর্ষিগণ ঐ স্থানে তপস্যা করিয়া দিব্যযোগসম্পন্ন ও বিপুলপুণ্যশালী হইয়াছেন। মনস্বী ব্যক্তি মনে মনে পুষ্করগমনের অভিলাষ করিলেও সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও সুরলোকে পূজিত হয়েন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান কমলযোনি পরমপ্রীতমনে সতত তথায় বাস করেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ ও ঋষিগণ ঐ পুষ্করতীর্থে মহৎ পুণ্য উপার্জ্জন ও পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনে রত থাকিয়া এই তীর্থে অভিষেক করে, তাহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের দশগুণ ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে বাস করিয়া একমাত্র ব্রাহ্মণভোজন করায়, সে ইহকাল ও পরকালে পরমানন্দ অনুভব করে। যে ব্যক্তি এই স্থানে থাকিয়া অসূয়াশূন্যচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শাক, মূল বা ফল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া ঐ সমুদয়দ্বারা স্বয়ং জীবনধারণ করে, তাহার অশ্বমেধের ফললাভ হয়। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র যে কেহ পুষ্করতীর্থে স্নান করে, তাহাকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে গমন করে, তাহার অক্ষয় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে সায়ং ও প্রাতঃকালে পুষ্করতীর্থের স্মরণ করে, তাহার সকল-তীর্থস্নানের ফললাভ হয়। স্ত্রী কিংবা পুরুষের জন্মাবধি যে-সকল পাপ জন্মিয়া থাকে, একবার পুষ্করে স্নান করিবামাত্র তৎসমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন ভগবান, মধুসূদন সর্ব্বদেবের আদি, তদ্রূপ পুষ্করতীর্থ যাবতীয় তীর্থের আদি। সংযত হইয়া পবিত্রচিত্তে দ্বাদশ বৎসর পুষ্করতীর্থে বাস করিলে সমুদয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ ও চরমে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ শত বৎসর অগ্নিহোত্র উপাসনা করে, আর যে ব্যক্তি এক কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় পুষ্করে বাস করে, এই উভয়েরই তুল্য ফললাভ হয়। হিমালয়ের

তিন শৃঙ্গ হইতে যে তিন প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে, সেই পুষ্করতীর্থ উহা উৎপত্তিরহিত, এই নিমিত্ত তাহার জন্ম-করণ কেহই জানে না। হে মহাত্মন! পুষ্করতীর্থে গমন, তপস্যা, দান ও বাস করা নিতান্ত দুষ্কর।

'পুষ্করতীর্থে সংযত ও পরিমিতাহারী হইয়া দ্বাদশারাত্র বাসপূর্ব্বক পরিশেষে ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণসেবিত জম্বুমার্গে গমন করিলে, অশ্বমেধের ফললাভ ও সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে পঞ্চরাত্র বাস করিলে মানবগণ পূতাত্মা হয়; তাহার কোন দুর্গতি হয় না এবং সে চরমে পরমসিদ্ধিলাভ করে। জম্বুমার্গ হইতে তণ্ডুলিকাশ্রমে গমন করিলে দুর্গতিনাশ ও চরমে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। অগস্ত্যসরোবরে উপস্থিত হইযা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পিতৃদেবার্চ্চনে রত থাকিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয় এবং শাক বা ফলদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলে কৌমার-পদপ্রাপ্তি হয়।

বিবিধ তীর্থবর্ণন

'অনন্তর লোকপূজিত কণ্বাশ্রমে গমন করিবে। কণ্বাশ্রম পরমপবিত্র আদ্য ধর্ম্মরণ্য। ঐ স্থানে প্রবেশমাত্র সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। তথায় নিয়তাশন হইয়া পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনা করিলে সবকামসমৃদ্ধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। কণ্বাশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া যযাতিপতনে গমন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। সে স্থান হইতে মহাকালে গমন করিবে। তথায় সংযত ও নিয়তাহারী হইলে কোটি তীর্থ-স্নান ও অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। তথা হইতে রুদ্রবটনামে সর্ব্বভূতভাবন ভগবান ভবানীপতির ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থে গমন করিলে গোসহস্রদানের ফল ও মহাদেবের প্রসাদে গাণপত্যলাভ হয়। ত্রৈলোক্যবিশ্রুত নর্ম্মদানদীতে গমন করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া দক্ষিণসিন্ধুতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ ও বিমানে আরোহণ করিতে পারে। চর্ম্মণ্বতীনদীতে গমন করিয়া রান্তিদেবকৃত নিয়মানুসারে সংযত ও নিয়তাশন হইলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়।

'পরে হিমবৎসূত অর্ব্বুদ-তীর্থে গমন করিবে; পূর্ব্বে যে স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল ও যে স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠের ত্রিলোকবিশ্রুত আশ্রম, তথায় একরাত্রি বাস করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া পিঙ্গ-তীর্থে স্নান করিলে শতকপিলাদানের ফললাভ হয়। তৎপরে সর্বোত্তম প্রভাস-তীর্থে গমন করবে। ঐ তীর্থে দেবগণের মুখস্বরূপ অনিলসারথি ভগবান হুতাশন সতত সন্নিহিত আছেন। তথায় প্রয়তমানসে পবিত্রচিত্তে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফললাভ হয়। অনন্তর সরস্বতীসাগরসঙ্গমে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে মানবগণ গোসহস্রদানের ফলভাগী, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী ও চরমে স্বর্গলোকগামী হয়। প্রয়তমানসে সলিলরাজের তীর্থে ত্রিরাত্র বাস করিয়া স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী হয় এবং অশ্বমেধের ফললাভ করে। পরে বরদানতীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে মহর্ষি দুর্ব্বাসা বিষ্ণুকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। বরদানে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তৎপরে সংযত ও নিয়মিতাহারী হইয়া দ্বারাবতীতে গমন করিবে। তত্রস্থ পিণ্ডারকে স্নান করিলে প্রচুর সুবর্ণলাভ হয়। ঐ তীর্থে অদ্যাপি পদ্মলক্ষণলক্ষিত মুদ্রাসমুদয় ও ত্রিশূলাঙ্কিত পদ্মসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায়

ভগবান ভবানীপতির সান্নিধ্য আছে। সাগর ও সিন্ধুর সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক প্রয়তমানসে সলিলরাজের তীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে স্বতেজঃপ্রদীপ্ত বারুণলোকপ্রাপ্তি হয়। শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবকে অর্চনা করিলে অশ্বমেধানুষ্ঠানের দশগুণ ফললাভ হয়।

'শঙ্কুকর্ণেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপপ্রণাশন, দমীনামে বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবগণপরিবৃত রুদ্রকে অর্চনা করিলে জন্মাবধি-কৃত-সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু দৈত্যদানবগণকে সংহার করিয়া তথায় অবগাহনপূর্ব্বক স্বীয় শৌচসম্পাদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সর্ব্বলোকপূজিত বসুধারায় গমন করিবে। তথায় গমন করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয় এবং তথায় প্রয়তান্তঃকরণে সুসমাহিত-চিত্তে স্নান এবং দেবপিতৃগণের তর্পণ করিলে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। ঐ তীর্থে বসুগণের পবিত্র সরোবর আছে। তথায় স্নান ও জলপান করিলে তাঁহাদিগের প্রিয়তর হয়। সিন্ধুত্তমনামে সুবিখ্যাত সর্ব্বপাপপ্রণাশন তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণলাভ হয়। শুদ্ধান্তঃকরণে ভদ্রতুঙ্গে গমন করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও পরমগতিলাভ হয়। সিদ্ধগণনিষেষিত শক্রের কুমারিকা-তীর্থে স্নান করিলে শীঘ্র স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয়। তথায় সিদ্ধগণসেবিত রেণুকা-তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মল-কান্তি ব্রাহ্মণ হয়। সংযত ও মিতাহারী হইয়া পঞ্চনদে গমন করিলে ক্রমানুকীর্ত্তিত দেবযজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চযজ্ঞের ফললাভ হয়।

"পরে ভীমাস্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ যোনিতীর্থে স্নান করিলে মানব দেবীপুত্র হয়, তাহার শরীর লাবণ্য তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় হইয়া উঠে এবং সে শতসহস্রগোদানের ফললাভ করে। ত্রিলোবিশ্রুত শ্রীকুণ্ডে গমন করিয়া পিতামহকে নমস্কার করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তৎপরে বিমল-তীর্থে গমন করিবে; তথায় অদ্যাপি সুবর্ণ ও রজতময় মৎস্যসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় স্নান করিলে লোক সর্ব্বপাপবিমুক্ত পরমগতিপ্রাপ্ত হইয়া বাসবলোকে গমন করে। বিতস্তায় গমনপূর্ব্বক দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে বাজপেয়-ফললাভ হয়। কাশ্মীরস্থ বিতস্তা-নদী নাগরাজ তক্ষকের ভবন! ঐ বিতস্তাসঙ্গম-তীর্থে স্নান করিলে বাজপেয়ের ফললাভ, সর্ব্বপাপপ্রমোচন ও চরমে পরামগতিপ্রাপ্ত হয় ।

'অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত বড়বায় গমন করিবে। তথায় পশ্চিম সন্ধ্যাসময়ে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া ভগবান হুতাশনকে যথাশক্তি চরু নিবেদন করিবে। ঐ স্থানে পিতৃগণোদ্দেশে দান করিলে উহা অক্ষয় হয়। পিতৃগণ, ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, গুহ্যক, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নর, রাক্ষস, দৈত্য ও রুদ্রগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা ঐ স্থানে সহস্র-বৎসর-ব্যাপী পরম দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া চারু প্রদান ও সপ্ত সপ্ত ঋকের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। ভগবান কেশব তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য অভিলাষসকল সফল করিয়া জলদজালমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে মহাভাগ! এই নিমিত্ত ঐ স্থানের নাম সপ্তচরু বলিয়া লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ স্থানে ভগবান হব্যবাহনকে চারুপ্রদান করিলে শতসহস্রগোদান, শত রাজসূয় ও সহস্র অশ্বমেধানুষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ হয়। তথা হইতে রুদ্রপদে গমন

করিয়া মহাদেবের অর্চনা করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। ব্রহ্মচারী হইয়া সুসমাহিতচিত্তে মণিমানে গমনপূর্ব্বক একরাত্রি বাস করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়।

"পরে লোকবিশ্রুত দেবিকায় গমন করিবে; যে স্থানে মানবজাতি যথাবিধি কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণ হয় এবং যাহা ভূতভাবন ভবানীপতির ত্রিলোকবিশ্রুত আশ্রম। তাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চযোজন ও বিস্তৃতি অর্দ্ধযোজন। সেই দেবর্ষিগণসেবিত পরমপবিত্র দেবিকায় অবগাহন করিয়া মহেশ্বরকে অর্চনা ও যথাশক্তি চারু নিবেদন করিলে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। তথায় দেবগণনিষেবিত রুদ্রদেবের কামাখ্যতীর্থ আছে। মনুষ্য সেই তীর্থে স্নান করিলে ত্বরায় সিদ্ধিলাভ করে। তথায় যজন, যোজন এবং ব্রহ্মবালুক ও পুষ্পম্ভের উপস্পর্শন [সমীপে গিয়া স্পর্শ] করিলে পরলোকে শোকরহিত হয়। তদনন্তর যথাক্রমে দীর্ঘসূত্রে গমন করিবে। যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ দীক্ষিত ও নিয়ত ব্রত হইয়া দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন, সেই দীর্ঘসত্রে গমনমাত্র রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফললাভ হয়।

'অনন্তর সংযত ও মিতাহারী হইয়া বিনশনে গমন করিবে; যে স্থানে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে, চমসোদ্ভেদে শিবোদ্ভেদে ও নাগোদ্ভেদে গমন করিতেছেন। চমসোদ্ভেদে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল, শিবোদ্ভেদে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল এবং নাগোদ্ভেদে স্নান করিলে নাগলোকপ্রাপ্তি হয়। পরে শশযানে গমন করিবে; যে স্থানে পুষ্করসকল প্রতিবৎসর শশারদীপ-প্রতিচ্ছন্ন [গূঢ় শশরূপী—প্রচ্ছন্নরূপধারী] হইয়া কৌশিকী অতিক্রমণপূর্ব্বক সরস্বতীতে পতিত হয়। সেই তীর্থে স্নান করিলে লোক শশাঙ্কসদৃশ দীপ্তিশালী ও গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। সংযতচিত্তে কুমারকোটিতে গমনপূর্ব্বক অভিষেক এবং দেব ও পিতৃগণের অর্চনা করিলে লোক অযুতসংখ্যক গোদানের ফলপ্রাপ্ত হয় ও নিজকুল উদ্ধার করে।

"পরে সমাহিতচিত্তে রুদ্রকোটিতে গমন করিবে; পূর্ব্বে যেখানে কোটিসংখ্যক মুনি মহাদেবের দর্শনাকাঙক্ষায় সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে "আমি পূর্ব্বে মহাদেবকে দেখিব, আমি পূর্ব্বে মহাদেবকে দেখিব৷" বলিয়া সত্বরে প্রস্থান করিলেন। তখন সর্ব্বভুতেশ্বর যোগিবর মহর্ষিগণের ক্রোধনিরাকরণার্থ যোগবলে তাহাদের অগ্রে কোটিরুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। তপোধনগণ সকলেই "আমি অগ্রে মহাদেবকে দেখিয়াছি", এই মনে করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন ভগবান মহাদেব মহর্ষিগণের ভক্তি-সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া "অদ্যাবধি তোমাদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে।" বলিয়া তাহাদিগের বর প্রদান করিলেন। হে নরনাথ! সেই রুদ্রকোটিতে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্তি ও কুলোদ্ধার হয়।

'অনন্তর লোকবিশ্রুত সরস্বতীসঙ্গমে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধনসমুদয় চৈত্রমাসীয় শুক্লা চতুর্দ্দশীতে আগমনপূর্ব্বক কেশবের উপাসনা করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণলাভ, সর্ব্বপাপমোচন ও চরমে পরমপবিত্র ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। হে রাজন! যেস্থানে ঋষিগণের সত্রসমুদয় সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই সত্রাবসানে গমন করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়।' "

৮৩তম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রাদি নানা তীর্থকীর্ত্তন

“পুলস্ত্য কহিলেন, ‘হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অতি প্রশস্ত কুরুক্ষেত্রতীর্থে গমন করিবে; সর্ব্বপ্রকার প্রাণী সেই তীর্থদর্শনমাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সতত এইরূপ কহে যে, “আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব”, সে ব্যক্তিও সমুদয় পাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। কুরুক্ষেত্রের বায়ুবিক্ষিপ্ত ধূলিও দুষ্কৃতকর্ম্মকে পরমপদ প্রদান করিতে পারে। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী, যাহারা এই কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহাদিগের সুরলোকে বাস করা হয়। হে বীর! তথায় সরস্বতী-নদীতীরে একমাস বাস করিবে। ব্রহ্মাদিদেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ ও পন্ন গগণও তত্রত্য মহাপুণ্য ব্রহ্মক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রবাসের কামনামাত্র করে, সে ব্যক্তিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফললাভ হয়।

‘অনন্তর মঙ্কণকনামে নামে মহাবল দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন করিলে গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিষ্ণুস্থানে গমন করিবে, যে স্থানে নারায়ণ সর্ব্বদা সন্নিহিত হইয়া থাকেন, তথায় স্নান ও ত্রিলোকপ্রভাব নারায়ণকে নমস্কার করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয় ও বিষ্ণুলোকে গমন করে। ত্রৈলোক্যবিশ্রুত পারিপ্লবতীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফললাভ হয়।

‘পৃথিবী-তীর্থে গমন, শালুকিনী-তীর্থসেবা ও দশাশ্বমেধে স্নান করিলে সহস্র-গোদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদেবীনামে নাগাতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তি ও নাগলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি তরন্তুক-নামক দ্বারপালের নিকট গমন করিয়া তথায় একরাত্রি বাস করে, সে ব্যক্তি গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। নিয়ত নিয়তাশন হইয়া পঞ্চনদ-তীর্থে গমনপূর্ব্বক কোটি-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ-ফললাভ হয়। অশ্বিনীকুমার-তীর্থে গমন করিলে পরামরূপবান হয়। তৎপরে বরাহ-তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে নারায়ণ পূর্ব্বে বরাহরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফললাভ হয়। জয়ন্তীদেশস্থ সোম-তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলে রাজসূয়ফল এবং হংসনামক তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়।

‘তীর্থসেবী ব্যক্তি কৃতশৌচ-তীর্থে গমন করিলে পুণ্ডরীক ও শুচিতাপ্রাপ্ত হয়। মুঞ্জবট-তীর্থে মহাত্মা মহাদেবের স্থান; তথায় উপবাসী হইয়া একরাত্রি যাপন করিলে গাণপত্যলাভ হয়। তন্ত্রস্থ লোকবিশ্রুত যক্ষিণীতীর্থে অবগাহন করিলে সকল কামনা পরিপূর্ণ হয়। সেই স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ, তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া সেই স্থানে প্রদক্ষিণ করেল পুষ্করতীর্থের সমানফল প্রাপ্ত হয়। সেই জমদগ্ন্যকৃত তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পিতৃদেবতার অর্চনা করিলে কৃতার্থ হইয়া অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়।

‘অনন্তর সমাহিত হইয়া রামহ্রদে গমন করিবে; যে স্থানে দীপ্ততেজঃ পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া পঞ্চহ্রদ নিবেশিত করিয়াছেন, তিনি সেই পঞ্চহ্রদ রুধিরদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া পিতৃপিতামহদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন। পিতৃলোক প্রীত হইয়া তাঁহাকে

কহিয়াছিলেন, "হে রাম মহাভাগ ভার্গব! আমরা ঈদৃশ অসাধারণ পিতৃভক্তি ও বিক্রমদর্শনে তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

'যোদ্ধপ্রধান পরশুরাম কৃতাঞ্জলিপুটে গগনস্থ পিতৃলোকদিগকে কহিলেন, "যদ্যপি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে পিতৃপ্রসাদ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করুন; আমি রোষাভিভূত হইয়া ক্ষত্রিকুল উৎসাদিত করিয়াছি, আপনার স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করুন ও এই পঞ্চহ্রদ তীর্থস্বরূপ হইয়া ভুবনে বিখ্যাত হউক।"

"পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, "হে রাম! পিতৃভক্তিদ্বারা তোমার তপস্যা পুনরায় সমধিক বর্দ্ধিত হইবে; ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদোষে পতিত হইয়াছেন, অতএব তুমি ক্ষত্রকুলোৎসাদনজনিত পাতক হইতে মুক্ত হইবে ও তোমার এই পঞ্চহ্রদ তীর্থরূপে সুবিখ্যাত হইবে। যে ব্যক্তি এই পঞ্চহ্রদে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে, পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাহাকে অনন্যসুলভ অভিলাষানুরূপ বর ও সনাতন স্বর্গলোক প্রদান করিবেন।" তাহারা পরশুরামকে এই প্রকার বরপ্রদানপূর্ব্বক মধুর-বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা ভার্গবের পঞ্চহ্রদ এইরূপে পুণ্যজনক হইল। ব্রহ্মচারী ও ধৃতব্রত হইয়া রামহ্রদে স্নান ও রামের অর্চনা করিলে প্রচুর সুবর্ণলাভ হয়।

'তীর্থসেবী ব্যক্তি বংশমূলক-তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলে স্বীয় বংশ উদ্ধার হয়। কায়শোধন-তীর্থে গমন ও স্নান করিলে শুদ্ধদেহ হইয়া শুভলোকে গমন করে। অনন্তর ত্রৈলোক্যবিশ্রুত লোকোদ্ধারতীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে প্রভাবশালী বিষ্ণু পূর্ব্বলোকসকলকে উদ্ধার করিতেন, সেই প্রধানতম তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় লোক উদ্ধার হয়। চিত্তসংযমপূর্ব্বক শ্রীতীর্থে গমন করিয়া স্নান এবং পিতৃলোক ও দেবগণকে অর্চনা করিলে অত্যুত্তম শ্রী প্রাপ্ত হয়।

'ব্রাতধারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া কপিলা-তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান এবং পিতৃলোক ও দৈবতগণকে পূজা করিলে সহস্র কপিলাদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। সংযতচিত্ত ও উপবাসপরায়ণ হইয়া সূর্য্যতীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চনা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় ও সূর্য্যলোকে গমন করে।

'তীর্থসেবী ব্যক্তি গোভবন—তীর্থে যথাক্রমে গমন ও স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। তন্ত্রস্থ শঙ্খিনী দেবীর তীর্থে স্নান করিলে অসুলভ রূপলাভ হয়। অনন্তর সরস্বতী-তীরে তরন্তুক-নামক দ্বারপালের নিকট উপনীত হইবে; উহা মহাত্মা কুবেরের তীর্থ, তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-ফললাভ হয়। তদনন্তর ব্রহ্মাবর্ত্ত-তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে ব্রহ্মালোক লাভ হয়।

"তদনন্তর অনুত্তম সুতীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে পিতৃলোক ও দেবগণ নিয়ত সন্নিহিত থাকেন, তথায় স্নান ও পিতৃদেবগণের আরাধনা করিলে অশ্বমেধফললাভ ও পিতৃলোকপ্রাপ্তি হয়। অম্বুবতী প্রদেশে কাশীশ্বরতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বব্যাধিবিনিমুক্ত ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়। অম্বুবতী প্রদেশস্থ মাতৃ-তীর্থে স্নান করিলে তাহার প্রজাবৃদ্ধি [সন্ততিবৃদ্ধি] ও বিপুল শ্রীলাভ হয়।

'অনন্তর পবিত্র ও নিয়তাশী হইয়া অতিদুর্লভ শীতবন-তীর্থে গমন করিবে, তথায় কেশাভ্যুক্ষণ [মস্তকে জলের ছিটা] মাত্রেই পবিত্র হয়। এই স্থানে শ্বাবিল্লোমাপহ তীর্থ আছে। তীর্থ-পরায়ণ ব্যক্তিরা তথায় লোমোচ্ছেদনপূর্ব্বক স্নান করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন, পরে প্রাণায়াম সাধনায় পুণ্যাত্মা হইয়া পরমগতিপ্রাপ্ত হয়েন। তত্রত্য দশাশ্ব-মেধিক-তীর্থে স্নান করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

'তদনন্তর সুপ্রসিদ্ধ মানুষ-তীর্থে গমন করিবে, যে সরোবরে কৃষ্ণসার মৃগগণ ব্যাধশরপীড়িত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক মনুষ্যত্বলাভ করিয়াছিল; সংযতচিত্ত ও ব্রহ্মচারী হইয়া সেই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত ও স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হয়।

"মানুষ-তীর্থের একক্রোশ পূর্ব্বে সিদ্ধগণসেবিত আপগানামে সুবিখ্যাত এক নদী আছে। যে ব্যক্তি দেব ও পিতৃলোকের উদ্দেশে সেই নদীতে শ্যামাক [শ্যামা-শাক]-ভোজন প্রদান করে, সে সমধিক ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। তথায় একটিমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন প্রদান করিলে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফললাভ হয়। তথায় একরাত্রি বাস করিয়া স্নান এবং দেব ও পিতৃলোকের পূজা করিয়া অগ্নিষ্টোমের ফলপ্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মোডুম্বরনামে বিখ্যাত অত্যুত্তম ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে। সংযতচিত্তে পবিত্রদেহে তত্রত্য সপ্তর্ষিকুণ্ডে ও মহাত্মা কপিলের কেদারে স্নান করিলে নর সর্ব্বপাপ-বিনিমুক্ত ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়। সুদূর্লভ কপিল-কেদারে গমন করিলে নর তপঃপ্রভাবে দগ্ধকালুষ হইয়া সেই স্থানেই লীন হয়।

"যে ব্যক্তি ভুবনবিখ্যাত সরক-তীর্থে গমন করিয়া কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে বৃষভধ্বজের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি পূর্ণকাম হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। হে কুরুনন্দন! সেই সরকস্থ রুদ্রকোটি কূপ ও হ্রদে তিন কোটি তীর্থ বিরাজমান আছে। তত্রত্য ইলাস্পদতীর্থে অবগাহন করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে আরাধনা করিলে নিরাপদ ও বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি কিন্দান ও কিঞ্জপ্য-তীর্থে স্নান করে, সে ব্যক্তি অপ্রমেয় দান ও জপের ফলপ্রাপ্ত হয়। জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কলসীতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়।

সরক-তীর্থের পূর্ব্বভাগে অম্বাজন্মনামে বিখ্যাত মহাত্মা নারদের তীর্থ। তথায় স্নান করিলে চরমে নারীদের অনুজ্ঞাত পরমোৎকৃষ্ট লোকলাভ হয়। যে ব্যক্তি শুক্লদশমীতে পুণ্ডরীকতীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করে, সে পুণ্ডরীকফলপ্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সকললোক-বিখ্যাত ত্রিপিষ্টপ-তীর্থে গমন করিবে; তত্রত্য পাপনাশিনী বৈতরণী নদীতে স্নান ও শূলপাণির অর্চনা করিলে সর্ব্বপাপ হতে বিমুক্ত ও পরমাগতিপ্রাপ্ত হয়।

"তদান্তর ফলকী-বনে গমন করিবে, দেবগণ সে স্থানে বাস করিয়া বহুসহস্র-বর্ষব্যাপী তপশ্চর্য্যা করেন। দৃষদ্বতীতে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম এবং অতিরাত্রের ফলপ্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেবতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়। পাণিখাতে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নিস্তোম, অতিরাত্র ও রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ এবং ঋষিলোকপ্রাপ্ত হয়।

"তৎপরে মিশ্রকনামক প্রধান তীর্থে গমন করিবে। আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা বেদব্যাস দ্বিজগণের নিমিত্ত তথায় অনেক তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই তীর্থে স্নান করে,

তাহার সর্ব্বতীর্থস্নানের ফললাভ হয়। তদনন্তর সংযত ও নিয়তাশন হইয়া ব্যাসবনে গমন করিবে। তত্রস্থ মনোজবে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। শুদ্ধাত্মা হইয়া মধুবাটীতে গমনপূর্ব্বক দেবীতীর্থে স্নান করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে দেবীর অনুজ্ঞাক্রমে গোসহস্রদানের ফল হয়। যে ব্যক্তি নিয়তাহার হইয়া কৌশিকী ও দৃষদ্বতীনদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করে, সে সকল পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়।

‘তদনন্তর ব্যাসস্থলীতে গমন করিবে; যে স্থানে ধীমান্য বেদব্যাস পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিবার মানসে আসীন হইয়াছিলেন; পরে দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করেন। তথায় গমন করিলে সহস্রগোদানের ফল হয়। যে ব্যক্তি কিন্দানকুপে একপ্রস্থ তিল প্রদান করে, সে ব্যক্তি ঋণমুক্ত হইয়া পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বেদীতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। অহঃ ও সুদিনতীর্থে স্নান করিলে সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি হয়।

‘অনন্তর ত্রিলোক-বিখ্যাত মৃগধূম-তীর্থে গমন করিবে। তত্রস্থ গঙ্গায় স্নান ও মহাদেবের অর্চনা করিলে অশ্বমেধফললাভ হয় এবং দেবীতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়।

‘তদনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত বামনক-তীর্থে গমন করিবে; তথায় বিষ্ণুপদে স্নান ও বামনদেবকে অর্চনা করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। কুলম্পূন-তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় কল পবিত্র হয়।

‘পবনহ্রদ বায়ুগণের উত্তম তীর্থ, তথায় স্নান করিলে পবনলোকপ্রাপ্তি হয়। অমরগণের হ্রদে স্নান করিয়া অমররাজকে অর্চনা করিলে অমরপ্রভাবে অমরলোকে পূজিত হয়। শালিসূর্য্যপ্রদেশে শালিহোত্রতীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়। সরস্বতীতীরে শ্রীকুঞ্জ-তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফললাভ হয়।

‘অনন্তর নৈমিষকুঞ্জে গমন করিবে। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা তীর্থযাত্রা-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া সরস্বতী-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করেন; সেই কুঞ্জে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্ত হয়।

‘তদনন্তর কন্যা-তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। পরে ব্রহ্মাতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে নীচবর্ণও ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া পরমগতিপ্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সোম-তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে সোমলোকপ্রাপ্ত হয়।

‘তদনন্তর সপ্তসারস্বত-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে লোকবিশ্রুত তপঃসিদ্ধ মহর্ষি মঙ্কণক বাস করিতেন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে কুশাগ্রদ্বারা সেই মহর্ষির করদেশ ক্ষত হওয়াতে শাকরস নিঃসৃত হইতে লাগিল।

মহর্ষি তাহা দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন স্থাবর ও জঙ্গম উভয়েই তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ মহর্ষির নৃত্য নিরীক্ষণ করিয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, “হে দেব! যাহাতে এই ঋষি নৃত্য হইতে বিরত হয়েন, তাহার উপায় করুন।” মহাদেব দেবগণের হিতের নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে নৃত্যশলি ঋষিকে কহিলেন “হে মহর্ষে! আপনি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছেন? অদ্য আপনার হর্ষের কি কারণ উপস্থিত হইল ?”

“মঙ্কণক কহিলেন, “আমি তপস্বী ও ধর্ম্মপথের পথিক; আমার কুশক্ষত কর হইতে শাকরস নির্গত হইতেছে; আপনি কিছু দর্শন করিতেছেন না? আমি উহাই অবলোকন করিয়া প্রচুর হর্ষভরে নৃত্য করিতেছি।”

‘মহাদেব সহাস্য-বদনে সেই রাগ-মোহিত ঋষিকে কহিলেন, “হে বিপ্র! আমি ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই; তুমি আমাকে অবলোকন কর।” এই বলিয়া ভগবান ভবানীপতি অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা স্বীয় অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র ক্ষত হইতে হিমসন্নিতঃ ভস্ম বিনির্গত হইতে লাগিল।

মহর্ষি মাঙ্কণক তদর্শনে লজ্জিত ও মহাদেবের পদতলে নিপতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, “হে দেব! তোমা অপেক্ষা প্রধানতম আর কেহই নাই। তুমি শূলধারী, তুমি সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত জীবের গতি, তুমিই এই সচরাচর ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছ; তুমিই পুনরায় যুগাবসানে সমুদয় সংহার কর; দেবগণও তোমাকে জানিতে সমর্থ নহে; আমি কি প্রকারে তোমাকে জানিব; ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবতা তোমাতে অবস্থান করিতেছেন; তুমিই সমুদয় লোকের কর্ত্তা ও নিযোক্তা, সুরগণ তোমারই প্রসাদে অকুতোভয়ে সুখে সময়াতিপাত করিতেছেন। হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে যেন আমার তপোবৃদ্ধি হয়।”

‘মহাদেব কহিলেন, “হে ব্রহ্মর্ষে! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হউক। আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত বাস করিব। যাহারা এই সপ্তসারস্বত-তীর্থে স্নান করিয়া আমার অর্চনা করিবে, ইহলোকে বা পরলোকে তাহাদের কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না এবং সারস্বত-লোকে গমন করিবে সন্দেহ নাই।” মহাদেব এই কথা কহিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

‘তৎপরে ভুবনবিখ্যাত ঔশনস-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ ও ভগবান কার্ত্তিকেয় ভার্গবের হিতকামনায় নিরন্তর সন্নিহিত থাকেন। পাপবিমোচন কপালমোচন-তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপবিমোচন হয়।

তদনন্তর অগ্নি-তীর্থে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে ব্যক্তি অগ্নিলোকে গমন ও স্বীয় কুল উদ্ধার করে। তত্রত্য বিশ্বামিত্র-তীর্থে স্নান করিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি পবিত্রচিত্তে ব্রহ্মযোনি-তীর্থে স্নান করে, সে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তদনন্তর অতি প্রসিদ্ধ পৃথুদকনামে কার্ত্তিকেয়-তীর্থে গমন করিবে; স্ত্রীলোক হউক আর পুরুষই হউক, জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক যে কিছু অশুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তথায় স্নানমাত্রেই তৎসমুদয় বিনষ্ট হয় এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ ও স্বর্গলোকে গমন করে। কুরুক্ষেত্র পুণ্যজনন-তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও সরস্বতী অধিকতর পুণ্যজননী; সরস্বতী অপেক্ষাও অন্যান্য তীর্থ-সকল অধিকতর ফলপ্রদ; সেই সকল তীর্থ অপেক্ষাও পৃথূদক-তীর্থসমধিক মহিমান্বিত ও সকল তীর্থের মধ্যে প্রধান। সনৎকুমার ও মহাত্মা ব্যাস কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পৃথূদকে জনপরায়ণ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ মরণযন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। অতএব মনুষ্য অবশ্যই পৃথূদকে গমন করিবে। পৃথূদক অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ তীর্থ আর নাই। ঐ তীর্থই অতিমাত্র পবিত্র ও

অসীম ফলপ্রদ। এইরূপে মনীষিগণ পৃথূদক-তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তত্রত্য মধুস্রব-তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়।

তৎপরে অতিপবিত্র সরস্বতী-অরুণাসঙ্গম-তীর্থে গমন করিবে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হইতে মুক্ত হয়, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তাঁহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। মহর্ষি দর্ভী পূর্ব্বকালে বিপ্রগণের প্রতি অনুকম্পপরতন্ত্র হইয়া তথায় অর্দ্ধকীলনামে তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তথায় স্নান করিয়া, ব্রত, উপনয়ন, উপবাস, ক্রিয়া ও মন্ত্রপরায়ণ হইলে ব্রাহ্মণ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরাতন লোকেরা ক্রিয়ামন্ত্রবিহীন ব্যক্তিকেও তথায় স্নান করিয়া ধৃতব্রত ও বিদ্বান হইতে দেখিয়াছেন। মহাত্মা দর্ভী তথায় চতুঃসমুদ্রকে আনয়ন করিয়াছেন। য়ে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে কখন দুরবস্থায় পতিত হয় না এবং চতুঃসহস্র গোদানের ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তদনন্তর শতসহস্রক ও সাহস্রক এই উভয় তীর্থে গমন করিবে; যে ব্যক্তি এই উভয় তীর্থে স্নান করে, তাহার গোসহস্রদানের ফললাভ হয় এবং তথায় একবার দান ও উপবাস করিলে তাহা সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

পরে রেণুকা-তীর্থে গমন করিবে। তথায় তীর্থভিষেকানন্তর পিতৃদেবার্চনপরায়ণ হইলে অগ্নিষ্টোমফললাভ হয়। জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তত্রত্য বিমোচনে স্নান করিলে প্রতিগ্রহজনিত সকল পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া পঞ্চবটীতে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে পুণ্যশালী হইয়া সাধুলোকমধ্যে পূজিত হয়। যোগেশ্বর মহাদেব স্বয়ং তথায় বিরাজমান আছেন; সেইস্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। তৎপরে বরুণতেজে দীপ্যমান তৈজস-বরুণ-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ কীর্ত্তিকেয়কে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

'তৈজস-তীর্থের পূর্ব্বদিকে কুরু-তীর্থ, মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া কুরুতীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে নিয়তাশন হইয়া স্বর্গদ্বার-তীর্থে গমন করিলে স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি অনরক-তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে তাহার দুর্গতি হয় না; ব্রহ্মা, নারায়ণ ও অন্যান্য দেবগণ নিয়ত বাস করেন এবং ভগবতী রুদ্রপত্নী তথায় সন্নিহিত আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে দুর্গতিভোগ করিতে হয় না। তথায় বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। নারায়ণকে প্রাপ্ত হইলে কান্তিমান হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। সর্ব্বদেব-তীর্থে স্নান করিলে সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া শশীর ন্যায় দীপ্তিমান হয়। অনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি স্বস্তিপুরে গমন করিবে; তথায় প্রদক্ষিণ করিলে গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পাবন-তীর্থে গমন করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ করে। সেই স্থানেই গঙ্গাহ্রদনামে কূপ আছে, সেই কূপে তিন কোটি তীর্থ বিরাজমান আছে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হয়।

"আপগা-তীর্থে স্নান ও মহেশ্বরের অর্চনা করিলে গাণপত্যলাভ ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ত্রিভুবনবিখ্যাত স্থাণুবাটে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া একরাত্রি

বাস করে, সে ব্যক্তি রুদ্রলোকপ্রাপ্ত হয়। অনন্তর বশিষ্ঠের আশ্রম বন্দরীপাচনে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও বদরী ভক্ষণ করিবে। যে ব্যক্তি তথায় দ্বাদশ বৎসর বদরী ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে ব্যক্তি বশিষ্ঠের তুল্য হয়।

'তীর্থসেবী ব্যক্তি রুদ্রমাগে গমন করিয়া অহোরাত্র উপবাস করিলে ইন্দ্রলোকে পূজাপ্রাপ্ত হয়। ধৃতনিয়ম ও সত্যবাদী হইয়া একরাত্র তীর্থে গমনপূর্ব্বক একরাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়। তদনন্তর যে স্থানে মহাত্মা তেজোরাশি আদিত্যদেবের আশ্রম, সেই ভুবনবিখ্যাত তীর্থে গমন করিয়া সূর্যদেবকে পূজা করিলে সূর্য্যলোকে গমন ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তীর্থসেবী মানব সোম-তীর্থে স্নান করিলে সোমলোকপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৎপরে মহাত্মা দধীচি-মুনির ভুবনবিখ্যাত পাবনতম তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে তপোনিধি সারস্বত অঙ্গিরা গমন করিয়াছিলেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ ও সারস্বতীগতিপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। তৎপরে নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কন্যাশ্রমে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ভোজন করিলে শতসংখ্যক দিব্যকন্যা ও স্বর্গলোকলাভ হয়।

তৎপরে সন্নিহতী-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদিদেবতা ও তপোধনগণ সাতিশয় পুণ্যাবলে মাসে মাসে আগমন করিয়া থাকেন। সেই হেতু গ্রহণসময়ে তথায় স্নান করিলে শত শত অশ্বমেধযজ্ঞের অক্ষয় ফললাভ হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সমস্ত তীর্থ, নদী, হ্রদ, তড়াগ, প্রস্রবণ, কূপ, বাপী ও আয়তন আছে, তৎসমুদয় প্রতিমাসের অমাবস্যাতে সন্নিহতী-তীর্থে আগমন করে, সন্দেহ নাই। তথায় সমুদয় তীর্থের সন্নিহিন অর্থাৎ সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার নাম সন্নিহিতী হইয়াছে। তথায় স্নান ও তত্রত্য জলপান করিলে স্বর্গলোক-প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণসময়ে তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার ফল শ্রবণ কর; তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবামাত্র সম্যক অনুষ্ঠিত সহস্র অশ্বমেধযাগের ফলপ্রাপ্ত হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে কিছু দুষ্কর্ম্ম করে, তথায় স্নান করিবামাত্র তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। তৎপরে মচক্রুকনামে দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন করিলে পদ্মবর্ণ যানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। তদনন্তর কোটি-তীর্থে স্নান করিলে বহুসুবর্ণ লাভ হয়। তত্রত্য গঙ্গাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়।

'পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ, অন্তরীক্ষের মধ্যে পুষ্কর এবং ত্রিলোকীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ। কুরুক্ষেত্রের বায়ু-সমুত্থিত ধূলিও সকল পাপাত্মাকে পরমগতি প্রদান করে। যে ব্যক্তি একবার কহে যে, "আমি কুরুক্ষেত্রে গমন ও বসতি করিব", সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্র অতিপবিত্র ও ব্রহ্মর্ষি সেবিত স্থান; যে-সকল মনুষ্য তথায় বাস করে, তাঁহারা কদাচি শোচনীয় হয় না। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও অচক্রক, এই কয়েক স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান কুরুক্ষেত্র-সমন্ত-পঞ্চক; উহাই পিতামহের উত্তরবেদী বলিয়া বিখ্যাত।' "

৮৪তম অধ্যায়

শাকম্ভরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থকথা

“পুলস্ত্য কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মতীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে মহাভাগ ধর্ম্ম তপানুষ্ঠান করিয়া উহাকে পবিত্র ও স্বনামে বিখ্যাত করিয়াছেন। তথায় ধর্ম্মশীল ও সমাহিত হইয়া স্নান করিলে নিঃসন্দেহে সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। তৎপরে জ্ঞানপাবন-নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল ও মুনিলোকলাভ হয়। তৎপরে সৌগন্ধিকবনে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ গমন করিয়া থাকে। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। পরে সরিদ্বরা, প্রক্ষা ও স্রোতস্বতী সরস্বতীতে গমন করিবে; তথায় বাল্মীকি-নিঃসৃত জলে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। তৎপরে বল্মীকি হইতে ষট্‌শম্যানিপাত পর্য্যন্ত ঈশানাধ্যুষিতনামক তীর্থ। প্রাচীনেরা কহেন, ঐ দুর্লভ তীর্থে স্নান করিলে সহস্র কপিলা-দান ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। হে মহারাজ! সুগন্ধা, শতকুম্ভা ও পঞ্চযক্ষায় গমন করিলে স্বর্লোকে পূজিত হয়। তথায় ত্রিশূলখাতনামক এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করিলে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে গাণপত্যলাভ করিতে পারে।

অনন্তর পরমদূর্লভ দেবীস্থিনে গমন করিবে। ঐ তীর্থ ত্রিলোকে শাকম্ভরীনামে প্রখ্যাত আছে। পূর্ব্বে সুব্রতা-দেবী মাসে মাসে শাকাহারদ্বারা দিব্য সহস্রবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা তথায় অনেক মহর্ষি আগমন করিলে সুব্রতা-দেবী ভক্তিপূর্ব্বক শাকদ্বারা অভ্যাগত তাপসদিগের আতিথ্য করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ তীর্থের নাম শাকম্ভরী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া তথায় শাকভক্ষণপূর্ব্বক ত্রিরাত্র বাস করিলে দ্বাদশ বৎসর শাকাহারে যে ফল সঞ্চিত হয়, দেবীপ্রসাদে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। তৎপরে ত্রিলোকবিশ্রুত সুবর্ণাখ্যা-তীর্থে গমন করিবে, পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণু যে স্থানে ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব ত্রিলোচন প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে দেবদুর্লভ বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, “হে জনার্দ্দন! তুমিই সকল লোকের একমাত্র প্রিয়পাত্র ও সমুদয় সংসারমধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।” হে মহারাজ! তথায় গমন করিয়া ভগবান রুদ্রকে অর্চনা করিলে অশ্বমেধফল ও গাণপত্যলাভ হয়। তৎপরে ধূমাবতী-তীর্থে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে নিঃসংশয় বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। তৎপরে রথাবর্ত্ত-তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ দেবী তীর্থের দক্ষিণার্দ্ধদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল হইয়া পরমশ্রদ্ধাসহকারে তথায় গমন করিলে শঙ্করপ্রসাদে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সর্ব্বপাপপ্রণাশন ধারাতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে কদাচ শোকপ্রাপ্ত হইতে হয় না।

অনন্তর মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া স্বর্গদ্বার তুল্য গঙ্গাদ্ধারে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কোটি তীর্থের ফললাভ, পুণ্ডরীক-প্রাপ্তি এবং কুলও উদ্ধার হইয়া থাকে; আর সেই তীর্থে একরাত্রি বাস করিলে সহস্রগোদানের ফললাভ হয়। সপ্তগঙ্গা, ত্রিগঙ্গা ও শক্রাবর্তে বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিলে পুণ্যলোকে পূজিত হয়। তৎপরে কনখল-তীর্থে স্নান

ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ ফল ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তৎপরে তীর্থপর্য্যটক ব্যক্তি কপিলাবটে গমন করিবে; তথায় উপবাসদ্বারা এক রজনী অতিবাহিত করিলে সহস্রগোদানের ফললাভ হয়।

তৎপরে নাগরাজ কপিলের ত্রিলোকবিশ্রুত নাগ-তীর্থে স্নান করিবে; তথায় স্নান করিলে সহস্রকপিলাদানের ফললাভ হয়। তৎপরে শান্তনুরাজের ললিতিক-তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কদাচ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না। অনন্তর যে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করে, তাহার দশাশ্বমেধ ফলপ্রাপ্তি ও সমস্ত কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ত্রিলোকবিশ্রুত সুগন্ধ-তীর্থে গমন করিলে নর চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। তদনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি রুদ্রাবর্তে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোকলাভ হয়। হে মহারাজ! জাহ্নবী ও সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিলে অশ্বমেধ-ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তৎপরে ভদ্রকর্ণেশ্বরে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি দেবভদ্র কর্ণেশ্বরকে অর্চনা করিলে দুর্গতিশূন্য ও দেবলোকে পূজিত হয়। তৎপরে কুব্জাম্রক-তীর্থে গমন করিলে গোসহস্রদানের ফল ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তৎপরে অরুন্ধতীতটে গমন করিবে; তথায় সমুদ্রজলে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধযজ্ঞ ও গোসহস্রদানের ফললাভ এবং কুল উদ্ধার হয়। পরে তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মাবর্তে গমন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল ও সোমলোকপ্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ! যমুনানদীর উৎপত্তিস্থানে গমন করিয়া তদীয় সলিলে অবগাহন করিলে অশ্বমেধের ফললাভ ও স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে ত্রৈলোক্যপূজিত দাবীসংক্রমণ-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তদনন্তর সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত সিন্ধুপ্রভাবে গমন করিবে; তথায় পঞ্চরজনী বাস করিলে বহু সুবর্ণলাভ হয়। তৎপরে দুর্গমা বেদী-তীর্থে উপনীত হইলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গলোকলাভ হয়। অনন্তর ঋষিকুল্যা ও বাশিষ্ঠতীর্থে গমন করিবে, বাশিষ্ঠ-তীর্থে বিধিবোধিত কর্ম্ম করিলে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসমুদয় ব্রাহ্মণ হয়। ঋষিকুল্যায় স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করিলে বিধুতপাপ হইয়া ঋষিলোকপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে ভৃগুতুঙ্গে গমন করিবে, তথায় শাকাহারপূর্ব্বক একমাস অতিবাহিত করিলে অশ্বমেধ ফলপ্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ! বীরপ্রমোক্ষ-তীর্থে গমন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

তদনন্তর কৃত্তিকা-তীর্থে ও মঘা-তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফলপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিদ্যাতীর্থে গমন করিবে, তথায় সন্ধ্যার সময় স্নান করিলে সকল লোকের বিদ্যালাভ হইয়া থাকে। তৎপরে সর্ব্বপাপপ্রমোচন মহাশ্রমে এককাল নিরাহার হইয়া একরাত্রি বাস করিলে শুভলোকলাভ হয়। পরে মহালয়ে ষষ্ঠকাল অনাহারদ্বারা একমাস অতিবাহিত করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত ও বহু সুবর্ণলাভ হয় এবং বংশের পূর্ব্বতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ উদ্ধার হয়। তদনন্তর পিতামহ নিষেবিত বেতসিকা-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধফল ও ঔশনসী গতিপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে সিদ্ধগণসেবিত সুন্দরিকান্তীর্থে গমন করিলে উত্তম রূপলাবণ্যপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণী-তীর্থে গমন করিলে পদ্মবর্ণ যানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়।

"পরে সিদ্ধগণনিষেবিত অতিপবিত্র নৈমিষ-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সতত বাস করেন; ঐ তীর্থ অন্বেষণ করিলে পাপের অর্দ্ধ ও তথায় প্রবেশ করিলে সমগ্র পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। তীর্থতৎপর ব্যক্তি তথায় একমাস বাস করবে। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় সংযত ও নিয়তাশন হইয়া স্নান করিলে গোমেধযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ও সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি তথায় উপবাস-পরায়ণ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সকললোকে আনন্দিত হয়। তৎপরে গঙ্গোড্ভেদে গমন করিবে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয়—যজ্ঞের ফল ও ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়। তৎপরে সরস্বতীতে উপস্থিত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে নিঃসন্দেহ সারস্বতলোকপ্রাপ্তি হয়।

তদনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বাহুদাতীর্থে গমন করিবে। তথায় একরাত্রি বাস করিলে স্বর্গলোক-পূজিত দেবসত্রনামক যজ্ঞের ফললাভ হয়। তৎপরে পুণ্যজনপরিবৃত হইয়া অতিপবিত্র ক্ষীরাবতী-তীর্থে গমন করিবে, তথায় পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে রাজপেয় —যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে সমাহিত হইয়া বিমলা শোক-তীর্থে গমন করিবে, তথায় এক রজনীমাত্র বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে সরযূ নদীর গোপ্রতার— নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র বল, বাহন ও ভৃত্যগণ-সমভিব্যাহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তদীয় প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন; তথায় স্নান করিলে রামচন্দ্র-প্রসাদে কর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে রাম-তীর্থ গোমতীতে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ ফলপ্রাপ্তি ও নিজকুল পবিত্র হয়। তত্রত্য শতসাহস্রাক নামক তীর্থে সংযত ও মিতাহারী হইয়া স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তৎপরে কোটি-তীর্থে স্নান ও ভগবান কার্ত্তিকেয়কে অর্চনা করিলে গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্তি ও তেজস্বী হয়। তৎপরে বারাণসীতে উপনীত হইয়া বৃষভবাহন মহাদেবকে অর্চনা ও কপিলাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। তৎপরে অবিমুক্ত-তীর্থে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিবামাত্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিনিমুক্ত হয় এবং তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে লোকবিশ্রুত গোমতীগঙ্গাসঙ্গমে অতি দুর্লভ মার্কণ্ডেয়তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্ত ও কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গঙ্গায় গমন করিবামাত্র অশ্বমেধ-ফলপ্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে ত্রিলোকবিখ্যাত অক্ষয় বট আছে, তথায় পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। তৎপরে মহানদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের উদ্দেশে দান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে এবং তর্পণ করিলে অক্ষয়লোকলাভ ও নিজকুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ধর্ম্মারণ্যোপশোভিত ব্রহ্মসরোবরতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়। ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা সেই সরোবরে যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন; ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। তৎপরে লোকবিশ্রুত ধেনুক-তীর্থে গমন করিবে, তথায় এক রাত্রিকাল বাস করিয়া তিল ও ধেনু প্রদান করিলে সর্ব্বপাপ-বিবর্জ্জিত ও নিশ্চয়ই সোমলোক লাভ হয়। পূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি সঞ্চরণকালে সবৎসা কপিলার পদচিহ্ন তথায়

নিপতিত হইয়াছিল; উহা অদ্যাপিও পরিদৃশ্যমান হয়। হে মহারাজ! সেই সমস্ত পদচিহ্নে স্নান করিলে যে কিছু অশুভ কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়।

অনন্তর গৃধ্র-বটনামে দেবস্থানে গমন করিবে; তথায় বৃষভবাহন শিবসন্নিধানে উপনীত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিলে ব্রাহ্মণগণের দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠিত ও ইতর বর্ণের সর্ব্বপাপ প্রণষ্ট হয়। তৎপরে সঙ্গীত-নিনাদিত উদ্যান্ত-নামক পর্ব্বতে গমন করিবে; এই স্থানে সাবিত্রীর পদচিহ্ন পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে; তথায় সংশিত-ব্রত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলে দ্বাদশবার্ষিকী সন্ধ্যোপাসনার ফল হয়। তথায় যোনিদ্বারনামক প্রখ্যাত তীর্থে গমন করিলে যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়।

যে ব্যক্তি গয়া-তীর্থে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে বাস করে, তাহার সপ্তম কুল পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্যের বহু পুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য; কারণ, তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ গয়ায় গমন, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা নীলকায় বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। তৎপরে ফল্গু-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও মহতী সিদ্ধিলাভ হয়। তৎপরে সমাহিত হইয়া ধর্ম্মপ্রস্থে গমন করিবে; যে স্থানে ধর্ম্ম প্রতিনিয়তই বিরাজমান আছেন, তথায় কূপখননপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে মুক্তপাপ ও স্বর্গলাভ হয়। তৎপরে তত্রস্থ শ্রান্তিশোক-বিনাশন মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমে প্রবেশ করিলে গোমেধযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তত্রত্য ধর্ম্ম-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে; তত্রস্থ ভগবান ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলে রাজসূয়-যজ্ঞ ও অশ্বমেধের ফললাভ হয়। তৎপরে রাজগৃহ তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কাক্ষীবান মুনির ন্যায় আনন্দিত হয় এবং যক্ষিণীর নৈবেদ্য ভোজন করিলে তাহারই প্রসাদ বলে। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিনিমুক্ত হয়।

অনন্তর মণিনাগ-তীর্থে গমন করিয়া যে ব্যক্তি সেই তীর্থজাত দ্রব্য ভোজন করে, ভূজঙ্গদংশিত হইলেও তাহার শরীরে বিষসঞ্চার হয় না। সেই স্থানে এক রজনী বাস করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তৎপরে ব্রহ্মর্ষি গৌতমের প্রিয়তম বনে গমন করিবে; তথায় অহল্যাহ্রদে স্নান করিলে পরমগতিপ্রাপ্ত হয় এবং আশ্রম-প্রবেশ করিলে সম্পত্তিলাভ হয়; সেই স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত এক কূপ আছে, ঐ কূপসলিলে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। রাজর্ষি জনকের দেবপূজিত এক কুপ আছে, তথায় স্নান করিলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে সর্ব্বপাপ-প্রমোচন বিনশন-নামক তীর্থে গমন করিলে বাজপেয়াযজ্ঞের ফললাভ ও সোমলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভব গণ্ডকী-তীর্থে গমন করিলে বাজপেয়-ফল ও সূর্য্যলোকলাভ হইয়া থাকে। তৎপরে ত্রিলোক-প্রখ্যাত বিশল্যা নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমফল-লাভ ও স্বর্গলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে অধিবঙ্গনামক তপোবনে প্রবেশ করিলে গুহ্যকগণমধ্যে পরিগণিত হইয়া নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইয়া থাকে। তৎপরে সিদ্ধগণনিষেবিত কম্পনানদীতে গমন করিলে পুণ্ডরীক-প্রাপ্তি ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তৎপরে মাহেশ্বরী-ধারায় গমন করিলে অশ্বমেধ ফল-প্রাপ্তি ও কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে সুরপুষ্করিণীতে গমন করলে দুর্গতি-বিনির্মুক্ত ও অশ্বমেধফললাভ হয়।

অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সোমপদে গমন করিবে; তত্রস্থ মাহেশ্বর পদে স্নান করিলে অশ্বমেধফললাভ হয়। সেই স্থানে কোটি তীর্থের সমাবেশ আছে, পূর্ব্বে অতি দুরাত্মা এক অসুর কুর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া ঐ তীর্থ-সকল অপহরণ করিয়াছিল। অনন্তর প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তাহাদিগকে প্রত্যাহরণ করিলেন। সেই কোটিতীর্থে অবগাহন করিলে পুণ্ডরীক-লাভ ও বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে নারায়ণস্থানে গমন করিবে; যথায় ত্রিলোকীনাথ নারায়ণ নিরবচ্ছিন্ন বাস করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি তথায় অদ্ভুতকর্ম্ম শালগ্রামনামে বিখ্যাত; সেই অব্যয়, বরদাতা বিষ্ণুর নিকট উপনীত হইলে অশ্বমেধফলপ্রাপ্তি ও বিষ্ণুলোকলাভ হয়। তথায় সর্ব্বপাপপ্রমোচন এক কুপ আছে, ঐ কূপে সর্ব্বদা সমুদ্রচতুষ্টয় সন্নিহিত রহিয়াছে; উহাতে স্নান করিলে কদাচ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না। হে মহারাজ! মনুষ্য অব্যয়, বরদ, মহাদেব রুদ্রের সন্নিহিত হইলে মেঘনির্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় মোভমান থাকে এবং সংযতচিত্ত ও শুচি হইয়া জাতিস্মর-তীর্থে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মহেশ্বরপুরে গমন করিয়া তথায় বৃষভবাহন ভবানীপতিকে অর্চনা ও উপবাস করিলে নিঃসংশয় অভীষ্টলাভ হয়।

'অনন্তর সর্ব্বপাপপ্রমোচন বামন-তীর্থে গমন করিবে। তথায় ত্রিলোকীনাথ হরিকে পূজা করিলে মনুষ্য কদাচ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না। তৎপরে পাপহারক কুশিকাশ্রমে গমন করিবে; তত্রস্থ পাপপ্রণাশিনী কৌশিকীতে উপস্থিত হইলে রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। তৎপরে চম্পকারণ্যে গমন করিবে; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পরমদূর্লভ জ্যোষ্ঠিল—তীর্থে গমন করিবে; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তথায় দেবী-সমভিব্যাহারী বিশ্বেশ্বরকে সন্দর্শন করিলে মিত্রাবরুণলোক-প্রাপ্তি ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফললাভ হয়। তৎপরে সংযত ও মিতাহারী হইয়া কন্যাসংবেদ্য-তীর্থে গমন করিলে প্রজাপতি ভগবান মনুর লোকলাভ হইয়া থাকে; ঐ তীর্থে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। অনন্তর নির্বীরা-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ-ফললাভ ও বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি নির্বীরাসঙ্গমে দান করে, সে অনাময় ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। তত্রস্থ ত্রিলোকবিশ্রুত বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিবে; সেই স্থানে স্নান করিলে বাজপেয়-ফলপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে দেবর্ষিগণ সেবিত দেবকুটে গমন করিলে অশ্বমেধ-ফলপ্রাপ্তি ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে কৌশিক মুনির হ্রদে গমন করিবে; যে স্থানে কৌশিক বিশ্বামিত্র পরমাসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তথায় একমাস বাস করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। যিনি সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ঐ মহাহ্রদে বাস করেন, তাঁহার কদাচ দুর্গতি হয় না; প্রত্যুত বহুসংখ্যক সুবর্ণলাভ হইয়া থাকে। তৎপরে বীরাশ্রমবাসী কুমারসন্নিধানে গমন করিলে নিঃসন্দেহ অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে ত্রিলোকবিশ্রুত অগ্নিধারাতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তৎপরে অব্যয় বরদাতা বিষ্ণুর নিকট উপনীত হইয়া হিমাচলসন্নিধানে ব্রহ্মার সরোবরে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-ফললাভ হয়। ঐ সরোবর হইতে ত্রিলোকবিশ্রুতা লোকপাবনী কুমারধারা নির্গত হইতেছে; সে স্থানে স্নান করিলে "কৃতার্থ

হইলাম” বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। তথায় ষষ্ঠ কাল [অপরাহ্ন—দিবামানের পাঁচ ভাগের পর] উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিনিমুক্ত হয়।

অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত গৌরীশিখরে আরোহণপূর্ব্বক স্তনকুণ্ডে গমন করিবে; তথায় স্নান এবং পিতৃ ও দেবগণকে অর্চনা করিলে অশ্বমেধ এবং বাজপেয়-ফলপ্রাপ্তি ও ইন্দ্রলোকলাভ হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া তাম্রারুণ-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ ফল ও ব্রহ্মালোক-লাভ হয়। তৎপরে নন্দিনী-তীর্থে দেবনিষেবিত কূপে উপনীত হইলে নরমেধের ফললাভ হয়। তৎপরে কৌশিকারুণমধ্যে গমন করিয়া কালিকাসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। তৎপরে সোমাশ্রিমনামক উর্ব্বশী-তীর্থে গমন ও কুম্ভকর্ণাশ্রমে প্রবেশ করিলে পৃথিবীতে পরম পূজিত হয়। প্রাচীনেরা দেখিয়াছেন, ব্রহ্মচারী ও যতব্রত হইয়া কোকামুখে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। নন্দা-তীর্থে একবার গমন করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ হয় ও ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। তৎপরে ঋষভ-দ্বীপস্থ ক্রৌঞ্চনিসূদন-তীর্থে গমন করিয়া সরস্বতীনদীতে স্নান করিলে বিমানস্থ হইয়া পরামশোভা-প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মুনিগণনিষেবিত ঔদ্দালকতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হয়। তৎপরে ব্রহ্মর্ষিনিষেবিত অতিপবিত্র ধর্ম্মতীর্থে গমন করিলে বাজপেয়-ফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক বিমানস্থ হইয়া পূজিত হয়। তৎপরে চম্পতীর্থে গমনপূর্ব্বক ভাগীরথীতে তর্পণ করিয়া দণ্ডার্ক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে গোসহস্রদান-ফললাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পুণ্যোপশোভিতা অতিপবিত্র ললিতিকা-তীর্থে গমন করিয়া রাজসূয়-ফললাভ হয় ও বিমানস্থ হইয়া পূজিত হইয়া থাকে।' ”

৮৫তম অধ্যায়

করতোয়-প্রমুখ তীর্থমাহাত্ম

“পুলস্ত্য কহিলেন, “হে রাজন! সন্ধ্যাসময়ে সংবেদ্যা-তীর্থে স্নান করিলে বিদ্যালাভ হয়। পূর্ব্বে রামের প্রভাবে লৌহিত্যনামে এক তীর্থ হইয়াছিল, তাহাতে গমন করিলে বহু-সুবর্ণপ্রাপ্ত হয়। প্রজাপতি এই বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া করতোয়া-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। হে রাজেন্দ্র। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে স্থানে গঙ্গা ও সাগরের সমাগম হইয়াছে, তথায় অবগাহন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের দশগুণ ফলপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারে গমন করিয়া স্নান করে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

‘অনন্তর সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী বৈতরণী-তীর্থে গমন করিবে। তৎপরে বিরাজ-তীর্থে গমন করিলে নিষ্পাপ ও চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হয় এবং সহস্রগোদানের ফলপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুল পবিত্র ও উদ্ধার করে। শোণ ও জ্যোতীরথ্যার সঙ্গমস্থানে সংযত ও পবিত্র হইয়া দেবলোক এবং পিতৃলোকদিগকে তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়। শোণ এবং নর্ম্মদা-প্রভাব বংশগুল্মে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। হে নিরাধিপ! ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া কোশলাস্থ ঋষভ-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফললাভ, সহস্রগোদানের ফলপ্রাপ্তি ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। অনন্তর তত্রত্য কাল-তীর্থে স্নান করিলে একাদশ

বৃষভদানের ফললাভ হয়। ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া পুষ্পবতীতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফলপ্রাপ্ত এবং স্বীয় কুল পবিত্র হয়।

অনন্তর বদরিকা-তীর্থে স্নান করিলে দীর্ঘায়ু-প্রাপ্ত হয় ও স্বর্গলোকে গমন করে। চম্প-তীর্থে গমনপূর্ব্বক ভাগীরথীতে তর্পণ ও দণ্ডাখ্যা-তীর্থে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। তদনন্তর পরমপবিত্র লপেটিকায় গমন করিলে বাজপেয়-ফললাভ ও দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত হয়। তৎপরে পরশুরাম-নিষেবিত মহেন্দ্র-তীর্থে গমন করিয়া রাম-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়; সেই স্থানে মতঙ্গকেদারনামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। অনন্তর শ্রীপর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইবে; যে স্থানে ভগবান ভবানীপতি পার্ব্বতীর সহিত প্রীতমনে বাস করিতেন এবং যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও আবাসস্থান, তত্রস্থ নদীতে অবগাহন করিয়া মহাদেবের উপাসনা করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। সেই স্থানে দেবহ্রদ নামে এক পরমপবিত্র তীর্থ আছে, শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া তথায় স্নান করিলে পরমাসিদ্ধি ও অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। দেবপূজিত ঋষভ-পর্ব্বতে গমন করিলে বাজপেয়-ফল ও স্বর্গলাভ হয়।

তদনন্তর অপ্সরাগণপরিবৃত কাবেরীতে গমন করিবে। হে রাজন! তথায় স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফললাভ হয়। তৎপরে সাগরের উপকূল-সন্নিহিত কন্যা-তীর্থে অবগাহন করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হয়। অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত সমুদ্রমধ্যস্থিত অতিপবিত্র গোকর্ণ তীরে গমন করিবে; যে স্থানে দেবগণ, তপোধন, ঋষিগণ, ভূত, যক্ষ, পিশাচ, কিন্নর, মহোরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মানুষ, পান্নগ, সরিৎ, সাগর এবং পর্ব্বত-সকল উমাপতির উপাসনা করেন। তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও মহাদেবের আরাধনা করিলে নর গাণপত্য-প্রাপ্ত ও অশ্বমেধের ফললাভ করে এবং দ্বাদশারাত্র বাস করিলে পুতাত্মা হয়।

‘হে নিরাধিপ! ত্রৈলোক্য-পূজিত গায়ত্রীস্থানে গমন ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। যদি বর্ণসঙ্কর ব্যক্তি দ্বিজাতিগণের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ গায়ত্রী পাঠ করে, তাহা হইলে সে গাথা ও গীতিকা-সম্পন্ন হয়, কিন্তু অব্রাহ্মণে গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার গাথা ও গীতিকা প্রণষ্ট হইয়া যায়। বিপ্রর্ষি সংবর্তের বাপীতে স্নান করিলে রূপবান ও ভাগ্যশালী হয়। বেথাতীর্থে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ময়ূর ও হংসসংযুক্ত বিমানলাভ হয়। সর্ব্বদা সিদ্ধগণ-পরিষেবিত গোদাবরীতে গমন করিলে অনুত্তম বাসুকি-লোক-প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেশ্বাসঙ্গমে স্নান করিলে বাজিমেধ-ফললাভ হয়। বরদাসঙ্গমে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল হয়। ব্রহ্মস্থানে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্রগোদানের ফললাভ হয় এবং স্বর্গলোকে গমন করে। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কুশপ্লবন-তীর্থে ত্রিরাত্র বাস ও স্নান করিলে অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয়।

অনন্তর দেবহ্রদ-নামক অরণ্যে ও বেশ্বাজলসম্ভব জাতিস্মরনামক হ্রদে স্নান করিলে নর জাতিস্মর হয়; যে স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া স্বর্গধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় কেবল গমন করিবামাত্রই অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়। সর্ব্বহ্রদে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফললাভ হয়। পরমপবিত্র পয়োষী ব্যাপীতে পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চনা করিলে সহস্রগোদানের ফললাভ হয়। হে রাজন! পবিত্র দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া স্নান করিবামাত্র সহস্রগোদানের ফললাভ হয়। শরভঙ্গাশ্রম ও মহাত্মা

শুকাশ্রমে গমন করিলে দুর্গতি হইতে মুক্ত এবং কুল পবিত্র করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে মহর্ষি জামদগ্ন্যনিষেবিত শূর্পারকে গমন করিবে, তথায় স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয়। সংযত ও নিয়তাশন হইয়া সপ্ত গোদাবরে স্নান করিলে মহৎ পুণ্যপ্রাপ্তি ও দেবলোকলাভ হয়। নিয়তব্রত ও নিয়তাশন হইয়া দেবপথে গমন করিলে দেবসত্রের ফললাভ হয়।

'হে রাজন! পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী মহর্ষি সারস্বত তুঙ্গকারণ্যে গমন করিয়া তত্রত্য ঋষিগণকে বেদাধ্যাপন করেন। কালক্রমে সেই সকল বেদ বিনষ্ট হইলে পর, অঙ্গিরার পুত্র ভগবান বৃহস্পতি ঋষিগণের উত্তরীয়বসনে সুখাসীন হইলেন। অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া যথান্যায়ে ওঁকার উচ্চারণ করিবামাত্র যিনি যাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাহাদিগের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। অনন্তর দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, হরি, নারায়ণ এবং মহাদেব ইঁহারা সকলে তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি ভৃগুকে তুঙ্গ কারণ্যনিবাসী ঋষিগণের যাজন-কার্য্যে নিয়োজিত করিলে সেই মহাতপঃ বিধির্দ্দিষ্ট কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার বহ্নিস্থাপন করিলেন। পরে দেবগণ ও ঋষিগণ যথাক্রমে আজ্যভাগদ্বারা সেই অগ্নির যথাবিধি তর্পণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজসত্তম! কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সেই তুঙ্গকারণ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নিষ্পাপ হয়, সন্দেহ নাই। তথায় একমাস বাস করিলে দুর্লভ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় কুল উদ্ধার করিতে পারে।

"মেধাবিক-তীর্থে পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ, স্মৃতি এবং মেধাপ্রাপ্ত হয়। অনন্তর লোকবিশ্রুত কালঞ্জর-পর্ব্বতে গমন করিয়া তত্রত্য দেবহ্রদে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল ও স্বর্গলাভ হয়। হে রাজন! গিরিবর চিত্রকূটে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত আছেন; সেই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে অবগাহনপূর্ব্বক পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চনা করিলে অশ্বমেধের ফললাভ ও অনুত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ভর্ত্তৃস্থানে গমন করিবে; যে স্থানে মহাসেন গুহ নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন; তথায় গমনমাত্র সিদ্ধ হয়। পরে কোটি-তীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফললাভ হয়। তদনন্তর জ্যেষ্ঠস্থান প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট অভিগমন করিলে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হয়। মহারাজ! তত্রত্য কূপমধ্যে বিখ্যাত চতুঃসমুদ্র বিদ্যমান আছে; তথায় স্নান ও নিয়তাত্মা হইয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের অর্চনা করিলে পবিত্র এবং চরমে পরামগতি-লাভ হয়। তৎপরে শৃঙ্গবেরপুরে গমন করিবে; যে স্থানে পূর্ব্বে রামচন্দ্র বনবাস-মানসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে পাপবিনির্মুক্ত হয়। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিলে নিষ্পাপ হয় এবং বাজপেয়ফললাভ করে। পরে দেবস্থান মুঞ্জবাটে গমন করিবে; তথায় মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিলে গাণপত্যলাভ হয় এবং সেই তীর্থে জাহ্নবীতে স্নান করিলে পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়।

অনন্তর ঋষিপূজিত প্রয়াগে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক, দিকপাল-সকল, লোকপালগণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, সনৎকুমার-প্রমুখ মহর্ষিগণ, অঙ্গিরাপ্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগ সুবর্ণ, সিদ্ধ, চক্রধর, সরিৎসাগর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, ভগবান হরি এবং প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে; তন্মধ্য দিয়া সরিদ্বারা গঙ্গা বেগে প্রবাহিত হইয়াছেন এবং তৎপ্রদেশে তপনতনয়া যমুনা গঙ্গার সহিত সঙ্গত আছেন। সেই ভুভাগ পৃথিবীর জঘন্যস্বরূপ, তাহাকেই ঋষিগণ প্রয়াগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান, কম্বল ও অশ্বতর এই সমস্ত প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত এবং ভোগবতী। প্রজাপতির বেদী বলিয়া বিখ্যাত। তথায় দেবযজ্ঞ মূর্ত্তিমান হইয়া ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন; দেবতা এবং চক্রবর্ত্তী রাজগণ তথায় যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত প্রয়াগ ত্রিলোকমধ্যে পুণ্যতমরূপে বিখ্যাত ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই তীর্থে গমন, তাহার নামসঙ্কীর্ত্তন অথবা গাত্রে মৃত্তিকালেপন করিবামাত্র পাপমোচন হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করে, সে নিখিল পুণ্যফলভাগী এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের ফলভোগী হয়, সন্দেহ নাই। সেই স্থানে দেবগণের সংস্কৃত যজনভূমি আছে, তথায় অত্যঙ্গমাত্র দান করিলেও মহা ফলজনক হয়। হে রাজন! আপনি বেদবচন ও লোকবাদ্যবশতঃ প্রয়াগমরণে পরাঙ্মুখ হইবেন না; কারণ, প্রয়াগে দশ সহস্র ও ষষ্টি কোটি তীর্থের সান্নিধ্য আছে। গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিবামাত্র চতুর্ব্বিধ বিদ্যা ও সত্যবাক্যের ফললাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়াগে ভোগবতী নামে বাসুকি-তীর্থ আছে, যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয়। তত্রত্য গঙ্গায় হংসপ্রপতন ও দশাশ্বমেধিকতীর্থ আছে। প্রয়াগের যে স্থানে গঙ্গাস্নান করিবে, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্রসদৃশ ফললাভ হইবে। বিশেষতঃ কনখল এবং প্রয়াগের সমধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে; তথায় শত শত অকার্য্য করিয়াও গঙ্গাস্নান করিলে, অগ্নি যেমন ইন্ধন দাহ করে, তদ্রূপ পবিত্র গঙ্গাসলিলস্নাত ব্যক্তির সমুদয় পাপরাশি ভস্মীভূত করে। সত্যযুগে সকল স্থান, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বীপরে কুরুক্ষেত্র পুণ্যজনক ও তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল; কিন্তু কলিযুগে কেবল একমাত্র গঙ্গাই পুণ্যবিধাত্রী হইয়াছেন। পুষ্করে তপস্যা, মহালয়ে দান, মালয়ে অগ্নিসোমারোহণ এবং ভৃগুতুঙ্গে অনশন করিলে পাপক্ষয় হয়; কিন্তু পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং মগধ এই সকল তীর্থে কেবল স্নান করিলেই পূর্ব্ব সপ্তপুরুষ ও অবরজ [অধস্তন] সপ্তপুরুষ উদ্ধার হয়। গঙ্গার নাম-কীর্ত্তনে পাপ বিনষ্ট হয়, দর্শনে শুভলাভ হয়, অবগাহন ও জল-পানে সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়; যত কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের অস্থি গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাবৎকাল সেই ব্যক্তির স্বর্গভোগ হয়। পবিত্র তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম সকল সেবা করিয়া পুণ্যোপার্জ্জনপূর্ব্বক সুরলোকে উত্তীর্ণ হয়, ইহা সত্য; কিন্তু পিতামহ কহিয়াছেন, গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, কেশবের পর দেব নাই এবং ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। মহারাজ! যে স্থানে 'গঙ্গা' আছেন, সেই যথার্থ দেশ; গঙ্গাতীর-সন্নিহিত স্থান তপোবনস্বরূপ এবং তাহাকে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ব্রাহ্মণ, সাধু, আত্মজ, সুহৃদ, শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিকে এইরূপ সত্য উপদেশ প্রদান করিবে যে, ইহাই ধন্য, পবিত্র, অনুত্তম স্বর্গস্বরূপ, পুণ্যজনক, রম্য, পাবন, পরমধর্ম্ম, ইহাই মহর্ষিদিগের পরম গুহ্য এবং সর্ব্বপাপ-প্রমোচন; ইহা দ্বিজমধ্যস্থ হইয়া অধ্যয়ন করিলে স্বর্গলাভ হয়।

'হে মহারাজ! শ্রীমৎ, স্বগজনক, পুণ্যপ্রদ, সপত্নশমন, মেধাজনন এবং পরমোৎকৃষ্ট তীর্থ বংশানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে অপুত্রের পুত্র হয়, অধনের ধন হয়, রাজার পৃথিবীলাভ হয়, বৈশ্যের অর্থগম হয়, শূদ্রের অভিলষিত অর্থসিদ্ধি হয়, এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়েন। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া প্রতিদিন তীর্থ-পুণ্য শ্রবণ করে, সে জাতিস্মর হইয়া অমরপুরে বিরাজমান হয়। হে রাজনী! আমি যে সমস্ত অধিগম্য ও অগম্য তীর্থের কীর্ত্তন করিলাম, আপনি সকল-তীর্থ দিদৃক্ষায় [দর্শনেচ্ছায়] মনদ্বারা সেই সকল স্থানে গমন করিবেন। এই

সকল তীর্থে বসু, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার এবং দেবকল্প ঋষিগণ সুকৃতার্থী হইয়া স্নান করিয়াছিলেন; অতএব আপনিও সংযত হইয়া পুণ্যদ্বারা পুণ্যবর্দ্ধন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সেই সমস্ত তীর্থপর্যটন করুন।

'মহারাজ! ভাবিতাত্মা, আস্তিক, বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রদর্শী সাধু পুরুষেরা তীর্থে গমন করেন; কিন্তু ব্রতবিহীন, অকৃতাত্মা, অশুচি, তস্কর ও কুটিলমতি মানবেরা কখনই তীর্থস্নান করে না। তুমি সচ্চরিত্রতা ও ধার্ম্মিকতাদ্বারা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ব্রহ্মাদি। দেবগণ ও ঋষিগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, তুমি বসুলোকপ্রাপ্ত হইবে এবং মহতী শাশ্বতী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পরিবে।"

যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের তীর্থসেবা উপদেশ

নারদ কহিলেন, "হে কুরুশার্দূল! ভগবান পুলস্ত্য এই কথা বলিয়া প্রীতিপ্রসন্নচিত্তে সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। অনন্তর শাস্ত্রতত্ত্বার্থবিশেষজ্ঞ ভীষ্ম মহর্ষি পুলস্ত্যের বচনানুসারে পৃথিবী- পর্যটন করিতে লাগিলেন। মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রমোচনী তীর্থযাত্রা এইরূপে প্রয়াগে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিধিপূর্ব্বক পৃথিবীসঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইবে, সে পরলোকে শত শত অশ্বমেধের ফলভোগ করবে। পূর্ব্বে কুরুপ্রবর ভীষ্ম যে প্রকার ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তুমি তাহার অষ্টগুণ ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইবে। তুমি ঋষিগণের নেতা, এই নিমিত্ত তোমার অষ্টগুণ ফললাভ হইবে। হে কুরুনন্দন! তোমা ব্যতীত রক্ষোগণবিকীর্ণ [রাক্ষসগণ-সমাকীর্ণ] এই সমস্ত তীর্থে কেহই গমন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এই দেবর্ষি-চরিত পাঠ করিবে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। মহারাজ! বাল্মীকি, কাশ্যপ, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, উদ্যালক, সপুত্র শৌনক, ব্যাস, দুর্ব্বাসা এবং মহাতপাঃ জাবালি প্রভৃতি তপোধন ঋষিবরেরা তোমার প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছেন, তুমি তাহাদিগের সমভিব্যাহারে তীর্থপর্য্যটনে কৃতসঙ্কল্প হও। মহর্ষি লোমশ তোমার নিকট আগমন করিলে তুমি তাহার সহিত গমন করিবে তাহার সহিত এই সকল তীর্থভ্রমণ করিলে তুমি রাজা মহাভিষের ন্যায় মহতী কীর্ত্তি-প্রাপ্ত হইবে। হে রাজশার্দ্দূল! সুবিখ্যাত রাজা রামচন্দ্র ও ভগীরথের ন্যায় তুমি স্বীয় ধর্ম্মে পরামশোভিত, সকল রাজগণ অপেক্ষা সমধিক দীপ্তিশালী এবং মনু, ইক্ষাকু, পুরু ও রাজা বৈণ্যের ন্যায় সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছ। পূর্ব্বে যেমন বৃত্রহা নিখিল আরতিকুল নির্ম্মূল করিয়া নিষ্কটকে ত্রৈলোক্যপালন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সপত্নসকল নিঃশেষিত করিয়া সুখে প্রজোপালন করিবে, সন্দেহ নাই। হে রাজীবলোচন! তুমি মহাবীর্য্য কর্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ন্যায় স্বধর্ম্মবিজিত বসুমতী শাসনপূর্ব্বক মহতী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি—লাভ কর।"

দেবর্ষি নারদ রাজাকে এইরূপে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক বিদায়গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির নিরন্তর কেবল তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া তীর্থযাত্রাশ্রিত পুণ্যপুঞ্জ ঋষিগণের নিকট নিবেদন করিলেন।

৮৬তম অধ্যায়

ধৌম্যের নিকট যুধিষ্ঠিরের বানান্তরগমন প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপে স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও ধীমান মহর্ষি নারদের মত গ্রহণানন্তর পিতামহসদৃশ ধৌম্যকে কহিতে লাগিলেন, “হে ব্রহ্মন! আমি অস্ত্রলাভের নিমিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যপরায়ণ মহাবাহু অৰ্জ্জুনকে প্রবাসিত করিয়াছি। মহাবীর ধনঞ্জয় আমাতে একান্ত অনুরক্ত, বলশালী এবং বাসুদেবের ন্যায় অস্ত্রকুশল। আমি ও প্রতাপশালী ব্যাস, আমরা দুইজনে বল-বিক্রান্ত, আরতি-নিপাতন, ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও অৰ্জ্জুনের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি, নারদও তাঁহাদের তত্ত্ব সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। তিনি সৰ্ব্বদা আমার নিকট ঐ কথা কহিয়া থাকেন, আমি ইন্দ্রসদৃশ অৰ্জ্জুনকে সমর্থ ভাবিয়াই তাঁহাকে ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার নিকট অস্ত্রলাভ করিতে পঠাইয়াছি। যেহেতু, অতিরথ ভীষ্ম ও দ্রোণ, দুৰ্জ্জয় কৃপ ও অশ্বত্থামা এই সমস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত বেদবিৎ সৰ্ব্বাস্ত্রবিশারদ বীরগণ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকর্তৃক যুদ্ধার্থে বৃত হইয়া অৰ্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবেন।

“দুর্য্যোধন দিব্যাস্ত্রবিৎ সূতপুত্র কর্ণকেও যুদ্ধার্থে বরণ করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ কাল-নিসৃষ্ট যুগান্তজ্বলনস্বরূপ, তিনি স্বীয় শস্ত্রবেগরদ্বীপ অনিলের সাহায্যে অপ্রতিহত শরজালরূপ-শিখা বিস্তার করিয়া ক্রোধঘূমিত ও ধৃতরাষ্ট্ররূপ প্রবল-বাতোদ্ধূত [বায়ুদ্বারা কম্পিত] হইয়া আমার সৈন্যরূপ তৃণরাশি ভস্মীভূত করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দিব্যাস্ত্ররূপ তড়িম্মালবেষ্টিত অৰ্জ্জুনমেঘ কৃষ্ণরূপ অনিলে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বরূপ বলাকশোভিত ও গাণ্ডীবরূপ ইদ্রায়ুধভূষিত হইয়া অনবরত শরবর্ষণদ্বারা অবশ্যই সেই প্রদীপ্ত কর্ণপাবকের শান্তি করিবে। অরতিনিপাতন অজূন নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের নিকট সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় সমুদয় বীরপুরুষগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। অৰ্জ্জুন ব্যতীত সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আমরা অবশ্যই সেই ধনুৰ্দ্ধর ধনঞ্জয়কে সংগৃহীতাস্ত্র হইয়া সমাগত হইতে দেখিব। মহাবীর অৰ্জ্জুন কোন কৰ্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়া কখনই অবসন্ন হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই পার্থব্যতিরিক্ত আমরা কৃষ্ণাসমভিব্যাহারে এই কাম্যকবনে কোনক্রমেই আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারি না।

হে ব্রহ্মন! আপনি বহু অন্ন ও ফলযুক্ত পরমপবিত্র সাধুগণনিষেবিত অন্য এক রমণীয় বনের নাম উল্লেখ করুন, তাহা হইলে যেমন জলাভিলাষী জনেরা জলদের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ আমরা সেই বনে বাস করিয়া অৰ্জ্জুনের প্রতীক্ষা করিব। আপনি দ্বিজাতিগণের নিকট যে সমস্ত বিবিধ আশ্রম, সরোবর, নদী ও রমণীয় পৰ্ব্বতের বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করুন। অৰ্জ্জুন বিনা এই কাম্যকবনে বাস করিতে আমার কোনক্রমেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। তন্নিমিত্ত আমরা অবশ্যই অন্যত্র গমন করিব।”

৮৭তম অধ্যায়

ধৌম্যকর্ত্তৃক বিবিধ পুণ্য-বন বর্ণনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! বিপ্রবরাগ্রগণ্য বৃহস্পতিকল্প ধৌম্য পাণ্ডবগণকে নিতান্ত দীন ও একান্ত সমুৎসুক নিরীক্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিতে লাগিলেন,

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! আমি ব্রাহ্মণগণের অনুমত পবিত্র আশ্রম, দিক, তীর্থ ও পর্ব্বত-সমুদয়ের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে উহা শ্রবণ করিলে শোকবিমুক্ত হইয়া পুণ্যলাভ করিবেন; আর যদি সেই সেই স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে সেই পুণ্য শত শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে।

পূর্ব্বদিক স্থিত নৈমিষাদি তীর্থ

পূর্ব্বদিকের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐদিকে নৈমিষক্ষেত্র [নৈমিষক্ষেত্র সাধারণের পূর্ব্বদিকস্থ নহে। বেদব্যাস বদরিকা আশ্রমে বসিয়া বলিতেছেন পূর্ব্বদিক, অতএব তৎপূর্ব্বদিগবর্ত্তী] আছে, তথায় দেবগণের পৃথক পৃথক পবিত্র তীর্থ-সমুদয় সংস্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে দেবর্ষিসেবিত পরমপবিত্র রমণীয় গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থানে দেবগণের যজ্ঞভূমি দেদীপ্যমান রহিয়াছে ও যে স্থানে যমোদ্দেশে পশুবলি-সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দিকে পরমপবিত্র রাজর্ষিসৎকৃত গয়নামে গিরিবর আছে এবং দেবর্ষিসেবিত ব্রহ্মসরোবর পরিদৃশ্যমান হইতেছে; যাহা উদ্দেশ করিয়া পুরাতন মহর্ষিরা কহিয়াছেন, লোকের বহু পুত্র কামনা করা উচিত; কেন না, তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজনেরও গয়া-গমন, অশ্বমেধানুষ্ঠান বা নীলবৃষোৎসর্গ করিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে বংশের পূর্ব্বতন দশপুরুষ ও অবরজ দশ পুরুষ উদ্ধার হয়। তথায় মহানদী ফল্গু ও গয়শির আছে এবং অক্ষয়করণ বটও বিদ্যমান রহিয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, তথায় পিতৃগণোদ্দেশে অন্ন প্রদান করিলে উহা অক্ষয় হয়। ঐ স্থানে বহুবিধ ফলমূলযুক্ত কৌশিকীনাম্নী নদী প্রবাহিত হইতেছে; যে স্থানে তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী ভাগীরথী আছেন; যাহার তীরে ভগীরথ ভুরিদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"পঞ্চাল-দেশে উৎপলানামে বন আছে; যে স্থানে কুশিকানন্দন বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র-সমভিব্যাহারে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে ভগবান জমদগ্নিনন্দন বিশ্বামিত্রের অতিমানুষী বিভূতি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র কন্যকুব্জে ইন্দ্র-সমভিব্যাহারে সোমরস, পান করিয়া ক্ষত্রিয়জাতি হইতে অপক্রান্ত হইয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা বলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান ব্রহ্মা পরমপবিত্র ঋষিকুলাসেবিত লোকবিশ্রুত গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত ঐ স্থান প্রয়াগ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম আছে। সেই তপসারণ্য অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় তাপসগণপরিবৃত রহিয়াছে। তন্ত্রস্থ কালঞ্জর পর্ব্বতে মহান হিরণ্যবিন্দু বিদ্যমান আছে। পরমরমণীয় ও পবিত্র অগস্ত্যপর্ব্বতও সেই স্থানে আছে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তত্রস্থ মহাত্মা ভার্গবের মহেন্দ্রনামক পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; যে স্থানে পরমপবিত্র ভাগীরথী নদী মণিকর্ণিকাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যথায় পুণ্যবান ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক আকীর্ণ পবিত্র ব্রহ্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে; উহা দর্শন করিলে পুণ্য হয়। ঐ স্থানেই মহাত্মা মতঙ্গের পরমপবিত্র, মাঙ্গলিক, লোকবিখ্যাত কেদারনামে আশ্রম ও বহুবিধ ফলমূলযুক্ত রমণীয় কুণ্ডোদনামে পর্ব্বত আছে; সে স্থানে তৃষ্ণার্ত্ত নিষধাধিপতি নল জলপান

করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে তাপসশোভিত রম্য দেববন ও উহার শৃঙ্গে বাহুদা ও নন্দানাম্নী নদী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"হে মহারাজ! পূর্ব্বদিকস্থিত যাবতীয় পবিত্র তীর্থ, নদী, পর্ব্বত ও আয়তন-সমুদায় কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে অন্য তিন দিকে যে সমস্ত তীর্থাদি আছে, তাহা কহিতেছি, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

৮৮তম অধ্যায়

দক্ষিণদিকস্থিত গোদাবরী প্রভৃতি তীর্থ

ধৌম্য কহিলেন, "হে ভারতবংশাবতংস! দক্ষিণদিকে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ আছে, তাহা আমি স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ দিকে নানা উপবনযুক্ত অগাধজল-সম্পন্ন তাপসগণ-পরিষেবিত পরমপবিত্র গোদাবরী নদী এবং পাপনাশক মৃগপক্ষসমাকীর্ণ তাপসালয়বিভূষিত বেণ্বা ও ভাগীরথী তটিনী বিরাজিত আছেন। বিখ্যাত রাজর্ষি নৃগের পয়োষ্ণীনাম্নী সরিৎ ঐ দিকেই দৃষ্ট হয়। ঐ নদী রম্যতীর্থযুক্ত, অগাধজলসম্পন্ন ও বহুবিধ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পরিষেবিত। তথায় মহাযশাঃ মহাযোগী মার্কণ্ডেয় ধরণীপতি নৃগের বংশপরম্পরানু-গাথাগান করিয়াছিলেন। খ্যাত আছে যে, মহারাজ নৃগের যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে সুররাজ ইন্দ্র সোমরসপান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ অপরিমিত ধন দক্ষিণা-প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পয়োষ্ণীসন্নিহিত উত্তম বরাহ-তীর্থে যজ্ঞ করে, পয়োষ্ণীসলিল যে-কোন প্রকারে হউক, ঐ যজমান ব্যক্তির অঙ্গসংলগ্ন হইয়া সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে, ঐ স্থানে ভগবান ভবানীপতি গগনস্পর্শী অতিপবিত্র স্বীয় বিষাণ [শৃঙ্গ-শিঙা] নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে শিবপ্রাপ্তি হয়। গঙ্গাপ্রভৃতি সমুদয় সরিৎ ও পুণ্যসলিলা পয়োষ্ণী নদীর তুলনা করিলে পয়োষ্ণীই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! বরুণস্রোতস-নামক গিরিতে পরমপবিত্র বহুমুল-ফলযুক্ত ও মঙ্গলদায়ক মোঠরবন ও এক যূপ আছে; তথায় উত্তরমার্গবতী পবিত্র কণ্বাশ্রমে প্রবেণী [প্রবাহবতী নদীধারা] রহিয়াছে।

"হে মহারাজ। তাপসারণ্য-সমুদয় অবিকল কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে তীর্থফল শ্রবণ করুন। শূর্শারকে মহাত্মা জমদগ্নির পরামরমণীয় পাষাণময় সোপানশোভিত বেদী-তীর্থ আছে। ঐ স্থানে চন্দ্র-তীর্থ ও বহুল-আশ্রমসুশোভিত অশোক-তীর্থ আছে। পাণ্ড্যদেশে অগস্ত্য-তীর্থ, বরুণ-তীর্থ ও পরমপবিত্র কুমারী-তীর্থসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তাম্রাপর্ণীর বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবগণ রাজ্যলাভেচ্ছায় ঐ স্থানে তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গোকর্ণনামে এক ত্রিলোকবিখ্যাত হ্রদ আছে, উহা পরমপবিত্র ও মঙ্গলদায়ক; উহার জল সুশীতল ও অগাধ; অজ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐ হ্রদে কদাচ গমন করিতে পারে না। তথায় বিবিধ বৃক্ষ ও তৃণাদিসম্পন্ন, ফলমূল-বিশিষ্ট পবিত্র দেবসমনামে পর্ব্বত আছে, উহা অগস্ত্যশিষ্যের আশ্রম। ঐ স্থানে বহুফলসম্পন্ন মণিময় বৈদূর্য্যনামে পর্ব্বত আছে; তাহা অগস্ত্যের আশ্রম বলিয়া বিখ্যাত ।

অনন্তর সুরাষ্ট্রদেশীয় পরমপবিত্র আয়তন, আশ্রম, নদী ও সরোবর সমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিপ্রগণ কহিয়া থাকেন, ঐ স্থানে চমসোদ্ভেদন-তীর্থ ও সমুদ্রে দেবগণের প্রভাসতীর্থ আছে। ঐ স্থানে তাপসাচরিত পিণ্ডারক-তীর্থ ও আশু সিদ্ধিদায়ক উজ্জয়ন্ত-পর্ব্বত লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ এই বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। মৃগপক্ষিনিষেবিত সুরোষ্ট্রদেশীয় পবিত্র উজ্জয়ন্ত-পর্ব্বতে তপস্যা করিলে স্বর্গলোকে পূজ্য হয়। ঐ প্রদেশেই পবিত্রা দ্বারাবতী নগরী দৃষ্ট হয়; যে স্থানে সাক্ষাৎ সনাতনধর্ম্মস্বরূপ পুরাণদেব মধুসূদন বাস করেন। বেদবেত্তা অধ্যাত্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ কহিয়াছেন যে, মহাত্মা কৃষ্ণই সনাতনধর্ম্ম। যাবতীয় পবিত্র বস্তু আছে, তাহার মধ্যে গোবিন্দই পরমপবিত্র, পুণ্যের পুণ্য ও মঙ্গলের মঙ্গল। ত্রিলোকীমধ্যে তিনিই অব্যয়াত্মা এবং ব্যয়াত্মা। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর অচিন্তাত্মা মধুসূদন হরি ঐ দ্বারকাতেই আছেন।”

৮৯তম অধ্যায়

পশ্চিমদিগবর্ত্তী নর্ম্মদাদি তীর্থ

ধৌম্য কহিলেন, "পশ্চিমদিকে অবন্তিদেশে যে-সকল পবিত্র আয়তন আছে, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রিয়ঙ্গু, আম্রবন ও বানীর [বেতস-বেতের ফল]-ফলশালিনী পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী নর্ম্মদা তথায় প্রবাহিত হইতেছে; ত্রিভুবনের সমুদয় তীর্থ, সমুদয় পুণ্যোয়তন, সমুদয় নদী, সমুদয় বন, সমুদয় পর্ব্বত, ব্রহ্মা আদি সমুদয় দেবতা, সিদ্ধার্ষি ও চারণগণ ঐ নির্ম্মদার পবিত্র স্রোতে স্নান করিতে সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন। শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ প্রদেশে বিশ্রবা মুনির পবিত্র আশ্রম ও ধনপতি কুবেরের জন্মস্থান। তথায় এক পবিত্র বৈদূর্য্যশিখরনামে গিরিরাজ আছে, তত্রত্য হরিদ্বর্ণ পল্লবশোভিত পাদপসকল সর্ব্বকালেই ফলকুসুমে সুষমান্বিত হইয়া থাকে। সেই শৈলরাজের শিখরপ্রদেশে প্রফুল্ল-কমলশোভিত দেবগন্ধর্ব্বসেবিত এক সরোবর দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ স্বর্গোপম পর্ব্বত বহুবিধ আশ্চর্য্য বিষয়ে পরিপূর্ণ তথায় বিশ্বামিত্র নদী-নামে বিখ্যাত এক পবিত্র তরঙ্গিণী তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আছে। তাহার তীরে নহুষাত্মজ যযাতি স্বর্গলোক হইতে সাধুগণমধ্যে নিপতিত হইয়া পুনরায় সনাতনধর্ম্ম ও লোক-লাভ করিয়াছিলেন। তথায় এক পবিত্র হ্রদ, মৈনাক পর্ব্বত ও অসিতনামে গিরিবর বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানেই কক্ষসেন ও চ্যবন মুনির পবিত্র আশ্রমদ্বয় অবলোকিত হইয়া থাকে। তথায় স্বল্পমাত্র তপস্যা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

"মহারাজ! মৃগপক্ষিসেবিত জম্বুমার্গ শান্তিরসপূর্ণ পরমজ্ঞানশালী ঋষিগণের আশ্রমপদ। তৎপরে তাপস,সমাকীর্ণ পুণ্যতম কেতু,মালা, গঙ্গাদ্বার, দ্বিজগণসেবিত সৈন্ধবারণ্য, ব্রহ্মসরোবর ও পবিত্র পুষ্করতীর্থ আছে। এই পুষ্করতীর্থ বৈখানস ঋষিগণের প্রিয়তম আশ্রম। লোকে ঐ স্থানে বাস করিবে বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার অনেক গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা মনে মনেও পুষ্কর-তীর্থের কামনা করে, তাহারা বিগতপাপ হইয়া সুরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকে।"

৯০তম অধ্যায়

উত্তরদিক্‌স্থিত যমুনাদি তীর্থ

ধৌম্য কহিলেন, "হে বীর! উত্তরদিকে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যাহা শ্রবণ করিলে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়, যে প্রদেশে মহাপুণ্যা সরস্বতী ও বেগবতী স্রোতস্বতী যমুনা প্রবাহিত হইতেছে, যে প্রদেশে পুণ্যতম প্রক্ষাবতরণ-তীর্থ সন্নিবেশিত আছে, দ্বিজগণ বিল্বদণ্ডদ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবভৃথ [যজ্ঞান্তস্নানে- যজ্ঞসমাধানন্তর স্নান]-স্নানানন্তর তথায় গমন করেন।

"অগ্নিশিরনামে বিখ্যাত পবিত্র কল্যাণকর এক তীর্থ আছে, তথায় রাজা সহদেব শম্যাক্ষেপ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ এই ইন্দ্রগীতগাথা অদ্যাপি গান করিয়া

থাকেন, সহদেব যমুনাসমীপে কোটিসুবর্ণ দক্ষিণা দানপূর্ব্বক অগ্নির অর্চনা করিয়াছিলেন।” মহাযশাঃ সার্ব্বভৌম ভরত সেই স্থানেই পঞ্চত্রিংশদ্বার অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিগণের অভীষ্টফলপ্রদ শরভঙ্গ-ঋষির বিখ্যাত পুণ্যাশ্রম ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

“সরস্বতী নদী সাধুগণের অতি পূজনীয়। পূর্ব্বকালে বালখিল্য ঋষিগণ তথায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সে প্রদেশে দৃষদ্বতী নদীও তদ্রূপ মহাপুণ্যা বলিয়া বিখ্যাত। যে প্রদেশে ন্যাগ্রোধাখ্য, পুণ্যাখ্য, পাঞ্চাল্য, দালভ্যঘোষ ও দাল্ভ্য এই কয়েকটি স্থান অনন্তযশাঃ অমিততেজাঃ মহাত্মা সুব্রতের আশ্রম বলিয়া ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বে অর্ণ ও অবর্ণনামে বিখ্যাত বেদজ্ঞ ঋষিদ্বয় তথায় প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তত্রত্য বিশাখযূপে ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ স্থান পুণ্যতম বলিয়া বিশ্রুত হইয়াছে।

“মহাভাগ মহাযশাঃ জমদগ্নি ঋষি অতি রমণীয় পলাশ-তীর্থে বাস করিয়াছিলেন; সমুদয় তরঙ্গিণী স্ব স্ব সলিল গ্রহণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে উপাসনা করিয়াছিল। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব সেই মহাত্মার দীক্ষা নিরীক্ষণ করিয়া স্বয়ং এই গাথা গান করিয়াছিলেন, ‘মহাত্মা জমদগ্নি দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞ করিতেন এবং নদীসকল তথায় আগমন করিয়া মধুদ্বারা বিপ্রগণকে পরিতৃপ্ত করিত।’

“যে প্রদেশে ভাগীরথী, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষা ও অপ্সরাসেবিত কিরাত ও কিন্নরগণের আলয় হিমালয়পর্ব্বতকে বেগপ্রভাবে বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই স্থান অতিপবিত্র গঙ্গাদ্বার বলিয়া বিখ্যাত ও ব্রহ্মর্ষিগণ। তথায় সতত বাস করিয়া থাকেন।

“সনৎকুমার, কনখল ও পুরূরবার জন্মস্থান পুরুনামক পর্ব্বত অতিপবিত্র তীর্থ, যে স্থানে মহর্ষি ভৃগু তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই আশ্রমীভূত মহাগিরি ভৃগুতুঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

“যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কর্ত্তা, সনাতন পুরুষোত্তম, বিশাল বদরীতে সেই ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণুর ত্রিলোক-বিখ্যাত আশ্রম; পূর্ব্বে যে স্থানে শীতল-জলবাহিনী গঙ্গা উষ্ণজলপ্রবাহিণী ও সুবর্ণসিকতা হইয়া প্রবহমানা হইতেন, মহাভাগ ঋষি ও দেবগণ প্রতিনিয়ত তথায় আগমন করিয়া নারায়ণদেবকে নমস্কার করেন। যে স্থানে সনাতন পরমাত্মা নারায়ণ আছেন, সেই স্থানেই সমস্ত জগৎ, সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত পুণ্যায়তন। সেই পরম-পুরুষই পরমপবিত্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই তীর্থ, তিনিই তপোধন, তিনিই পরম দেবতা; তিনিই ভূতগণের পরমেশ্বর, পরম বিধাতা; তিনিই সনাতন ও পরম পরমপদ।। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে জানিয়াই আর শোক করেন না। যে স্থানে আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন, সেই স্থানেই সমুদয় দেবর্ষি, সিদ্ধ ও তপোধনগণ। তিনিই পুণ্যের পুণ্য, তাহার সন্দেহ নাই।

“হে রাজন! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। বসু, সাধ্য, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বি ও দেবকল্প ঋষিগণ এই সকল তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। আপনি ব্রাহ্মণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই সকল তীর্থে বিচরণ করুন, তাহা হইলে আপনার উৎকণ্ঠার শান্তি হইবে, সন্দেহ নাই।”

৯১তম অধ্যায়

পাণ্ডবসমীপে লোমশ ঋষির আগমন-অর্জ্জুনবার্ত্তাকথন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ধৌম্য ধর্ম্মরাজের নিকট এইরূপে তীর্থসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে, তেজোরাশিসদৃশ লোমশ ঋষি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। যেমন সুরপুরে সুরগণ সুরনাথের উপাসনা করেন, তদ্রূপ সগণ পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণ-সকল সেই তপোধনের আরাধনা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাকে সমুচিত সম্মানসহকারে আগমন-করণ ও পর্যটন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহানুভব লোমশ কৌন্তেয়ের জিজ্ঞাসায় প্রীত হইয়া যেন তাঁহাদিগের শোকাপনোদনের নিমিত্তই মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন, "হে কৌন্তেয়! আমি যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলাম। তথায় আপনার ভ্রাতা মহাবীর সব্যসাচীকে শচীনাথের অর্দ্ধাসনে সমাসীন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অনন্তর দেবরাজ আমাকে আপনাদিগের সমীপে আগমন করিতে আদেশ করিলেন। আমি দেবরাজ ও মহাত্মা ধনঞ্জয়ের বাক্যানুসারে আপনাদিগকে প্রিয়সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; এক্ষণে আপনার দ্রুপদনন্দিনীর সহিত একত্র হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবাহু অর্জ্জুন মহাদেবের নিকট আপনার অভিলষিত অপ্রতিম আয়ুধলাভ করিয়াছেন। যে ব্রহ্মশির অস্ত্র অমৃত হইতে উত্থিত হইয়া তপোবলে দেবদেব মহাদেবের হস্তগত হইয়াছিল, ধনঞ্জয় সেই অস্ত্রলাভ করিয়া মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক প্রয়োগ ও সংহারের মন্ত্র এবং প্রায়শ্চিত্ত [যুদ্ধে নিম্নপরাধনাশের পাপক্ষালন উপায়] অধ্যয়ন করিয়াছেন। আর তিনি যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র হইতে বজ্র প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ দিব্য-আয়ুধ এবং বিশ্বাবসুতনয়ের সমীপে রীতিমত সাম ও নৃত্য-গীতবাদ্য প্রভৃতি বিদ্যালাভ করিয়াছেন। আপনার তৃতীয় ভ্রাতা এইরূপে আয়ুধ ও গান্ধর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়া অতিসুখে সুররাজবাসে অধিবাস করিতেছেন।

"সুরনাথ আমাকে যে-সকল সন্দেশ প্রদানপূর্ব্বক আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, "হে দ্বিজোত্তম! আপনি অবশ্যই মনুষ্যলোকে গমন করিবেন এবং আমার অনুরোধে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন যে, আপনার ভ্রাতা কৃতাস্ত্র হইয়াছেন। এক্ষণে সুরগণের অসাধ্য এক মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; তিনি সেই কার্য্যসম্পাদন করিয়া অনতিবিলম্বে এ স্থানে আগমন করিবেন। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন; তপস্যাই পরমধর্ম্ম, তপশ্চর্য্যা ব্যতীত রাজ্যলাভের আর উপায়াস্তব নাই! মহেশ্বর সূতসদৃশ, সত্যসন্ধ, সূর্য্যনন্দন কর্ণ যে প্রকার উৎসাহশালী, মহাবীর, মহাযুদ্ধবিশারদ ও মহাধনুর্দ্ধার, আমি তাহা অবগত আছি এবং পার্থও যেরূপ পুরুষকারসম্পন্ন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, কর্ণ কদাচ পার্থের সমর-নৈপুণ্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে; অতএব আপনি মনে মনে কর্ণ হইতে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া যেরূপ ভীত হইয়াছেন, ধনঞ্জয় স্বর্গ হইতে আপনার নিকট উপস্থিত হইলে তাহা অবশ্যই অপসারিত হইবে। আপনি যে তীর্থযাত্রার

সঙ্কল্প করিয়াছেন, মহর্ষি লোমশ সেই তীর্থের বৃত্তান্ত ও তীর্থফল বর্ণনা করিবেন, তাহাতে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন না।”

৯২তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের লোমশসহ তীর্থযাত্রাসঙ্কল্প

লোমশ কহিলেন, “হে যুধিষ্ঠির! ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। ‘হে তপোধন! আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োগ করবেন। আপনি পরমধর্ম্ম, তপস্যা ও রাজাদিগের সনাতনধর্ম্ম অবগত আছেন; অতএব আপনি পাণ্ডবগণকে তীর্থপর্য্যটনজনিত পুণ্যে পরিপূর্ণ ও পাবন পুরুষ নারায়ণের প্রতি অনুরক্ত করিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির যাহাতে তীর্থপর্যটন ও গোদান-ক্রিয়ায় তৎপর হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবেন।” তিনি আরও কহিলেন যে, “আপনি তাঁহাদিগকে তীর্থভ্রমণ-সময়ে দুর্গম ও বিষম-প্রদেশে রাক্ষসগণ হইতে রক্ষা করিবেন। যেমন দধীচ মুনি ইন্দ্রকে ও অঙ্গিরাঃ আদিত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও পাণ্ডবগণকে রাক্ষসগণ হইতে পরিত্রাণ করিবেন। আপনি পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিলে বিকটমূর্ত্তি ভীষণকায় রাক্ষসগণ কদাচ তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইবে না।”

“আমি দেবরাজ ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের নিয়োগানুসারে রক্ষকস্বরূপ হইয়া আপনাদিগের সহিত পর্য্যটন করিব। আমি বারদ্বয় তীর্থসকল সন্দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আমি আবার আপনাদিগের সহিত তৃতীয়বার সেই দৃষ্টপূর্ব্ব তীর্থসকল সন্দর্শন করিব। পুণ্যশীল মনু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই ভয়াবহ তীর্থযাত্রার অনুসরণ করিয়াছিলেন। যে-সকল ব্যক্তি ঋজুতাবর্জ্জিত, আত্মজ্ঞানবিহীন, অকৃতবিদ্য ও পাপকারী, তাহারা কদাচ তীর্থ-স্নানে সমুৎসুক হয় না। আপনি নিত্যধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যসঙ্গর; অতএব আপনি ভগীরথের ন্যায়, গদ প্রভৃতি ভূপতিগণের ন্যায়, যযাতির ন্যায় পুনরায় পাপীজনক সকলপ্রকার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! আপনার বাক্যশ্রবণে আমার শরীরে এরূপ আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে যে, আমি আপনার কথার কি প্রকার উত্তর প্রদান করিব, তাহাও বিস্মৃত হইতেছি। যে ব্যক্তি দেবরাজের স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তাহা অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তি গৌরবশালী হইতে পারে? আপনি যাহার সহবাসী, ধনঞ্জয় যাহার সহোদর ও দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তি মহিমান্বিত হইতে পারে? সে যাহা হউক, আপনি যে তীর্থদর্শনের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, আমি ইতিপূর্ব্বেই ধৌম্য মহাশয়ের বাক্যানুসারে তদ্বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি; অতএব আপনি যে সময় তীর্থযাত্রার অনুকুল ও প্রশস্ত বলিয়া বোধ করেন, সেই সময়ে গমন করা স্থির করিলাম।”

অনন্তর লোমশ-মুনি তীর্থগমনোৎসুক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “মহারাজ! পরিবারসংখ্যার স্বল্পতাসম্পাদন করুন; কারণ, অল্পপরিবারে পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পরিবেন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যে-সকল ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ ও যতি ক্ষুৎপিপাসা, পথশ্রম, আয়াস ও সীতবাতাদি সহ্য করিতে অসমর্থ যে-সকল ব্রাহ্মণ মিষ্টান্নভোজী, যাঁহারা

পক্কান্ন, লেহ্য, পেয় ও মাংসের অভিলাষী, যাহারা ভোজনের নিমিত্ত সর্ব্বদা সূপকারের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা সকলেই তীর্থাভিগমনে বিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। আমি যাঁহাদিগকে যথোচিত জীবিকা প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিতেছি এবং যে-সকল পৌরজন রাজভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার অনুগত হইয়া কালব্যাপন করিতেছেন, তাঁহারা এক্ষণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করুন, তিনি তাঁহাদিগকে সময়সমুচিত যোগ্য জীবিকা প্রদান করিবেন; অথবা আমাদের হিতের নিমিত্ত পাঞ্চালরাজ তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন; কিন্তু এ স্থানে থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কখনই তাহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করবেন না।'

অনন্তর পৌরজন, বিপ্র ও যতিগণ হস্তিনানগরে গমন করিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রেমপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রতিগ্রহ ও সমুচিত ধনদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষসাধন করিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণে পরিবৃত হইয়া লোমশ-মুনির সহিত প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কাম্যাকবনে ত্রিরাত্র বাস করিলেন।

৯৩তম অধ্যায়

তীর্থযাত্রী যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি ব্যাসপ্রমুখ মহর্ষির উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! বনবাসী ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আপনি আপনি মাহাত্মা আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আপনি মহাত্মা লোমশমুনি ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তীর্থ-সন্দর্শনে যাত্রা করিতেছেন, এক্ষণে আমাদিগকে সমভিব্যাহারী করা আপনার উচিত; আপনি সঙ্গে না থাকিলে আমরা অল্পসংখ্যক জনসমভিব্যাহারে শ্বাপদসেবিত বিষম দুর্গম দুর্গসকল অতিক্রম করিয়া কদাচ তীর্থপর্য্যটন করিতে সমর্থ হইব না। হে পৃথিবীপাল! আমরা আপনার শূরবর ধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অকুতোভয়ে বন ও তীর্থ সকল পর্যটনপূর্ব্বক ভবদীয় প্রসাদেই তত্রত্য সুখময় ফললাভ করিব। আপনার বীর্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইয়া অক্ষত-শরীরে তীর্থ-দর্শন ও তীর্থস্নান করিয়া বিগত পাপ হইব। মহারাজ কর্ত্তবীর্য্য, অষ্টক, রাজর্ষি লোমপাদ ও সার্ব্বভৌম ভরত, ইহার যে-সকল লোকে গমন করিয়াছেন, আপনিও তীর্থপরিপ্লুত হইয়া সেই-সকল অসুলভ লোক লাভ করিবেন। আমরা আপনার সহিত একত্র হইয়া প্রভাসাদি তীর্থ মহেন্দ্রাদি পর্ব্বত, গঙ্গাদি নদী ও প্লক্ষাদি বনস্পতিসকল সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি। হে জননাথ! যদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি আপনার কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের এই বাক্য রক্ষা করুন; ইহাতে অবশ্যই আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে। তীর্থ সকল সর্ব্বদা অপোবিঘ্নকর নিশাচরগণে সমাকীর্ণ, আপনারা সেই সকল রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। ধীমান, ধৌম্য, দেবর্ষি নারদ ও মহাতপাঃ লোমশ যে-সকল তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনারা লোমশ ঋষিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আমাদিগের সহিত ঐ সকল তীর্থ পর্যটন করুন।"

ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে এইরূপ গৌরবসূচক বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের লোচনযুগল হইতে আনন্দসলিল বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া লোমশ ও ধৌম্যের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল ব্রাহ্মণকেও সমভিব্যাহারী করিতে অঙ্গীকার করিলেন। পরে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রুপদনন্দিনীর সহিত তীর্থযাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অনন্তর মহাভাগ ব্যাস, পর্ব্বত ও নারদ ঋষি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যকবনে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে সমুচিত পূজা করিলে তাহারা পূজাগ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া তীর্থযাত্রা করিতে হইবে, অতএব তোমরা অন্তঃকরণের সরলতাসম্পাদন কর। ব্রাহ্মণগণ শারীরিক নিয়মকে মানুষ-ব্রত ও মনোবিশুদ্ধ বুদ্ধিকে দৈব-ব্রত বলিয়া থাকেন। মনের নির্দোষিতাই শুচিতার পর্য্যাপ্ত কারণ। শান্তস্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া তীর্থ-দর্শন করিতে হইবে। তোমরা মানসিক ও শারীরিক নিয়মদ্দ্বারা পবিত্র হইয়া দৈবব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যথোক্ত ফললাভ করিবে।"

পাণ্ডবগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দিব্য ও মানুষ মুনিগণকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া লোমশ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, নারদ ও পর্ব্বত-ঋষির পাদবন্দনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চীরাজিনজিটাধারী হইয়া অভেদ্য কবচ পরিধানপূর্ব্বক ধৌম্য ও সেই সমস্ত বনবাসী ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী অতীত হইলে পুষ্যানক্ষত্রে তীর্থদর্শনে নির্গত হইলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ, চতুর্দ্দশ রথ, সূপকারগণ ও অন্যান্য পরিচারক-সকল তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ এইরূপে শর, শরাসন ও অসি প্রভৃতি আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৯৪তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের প্রতি ঋষিগণের আশীর্বাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দেবর্ষিসত্তম! আমি আপনাকে নির্গুণ বিবেচনা করি না, তথাচ অন্য মহীপাল অপেক্ষা দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি, আর অধর্ম্মপরায়ণ শত্রুগণকে নির্গুণ দেখিতেছি, তথাপি তাহারা এই পৃথিবীমণ্ডলে অভ্যুদয়-লাভ করিতেছে; ইহার কারণ কি?" লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা যে অভ্যুদয় লাভ করে, তদ্বিষয়ে আপনি কদাচ খেদ প্রকাশ করিবেন না। মনুষ্য অধর্ম্মাচরণদ্বারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া সুখসম্ভোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু বোধ করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সমুলে নির্মূল হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আমি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেকানেক দৈত্য ও দানব অধর্ম্মাচরণদ্বারা অভ্যুদয় লাভ করিয়া পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সত্যযুগে দেবগণ ধর্ম্মপথ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দেবতারা তীর্থপর্যটনে সতত প্রবৃত্ত থাকেন, কিন্তু অসুরেরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হয়। অহঙ্কার প্রথমেই অধর্ম্মপথ অসুরগণের শরীরমধ্যে প্রবেশ করে। সেই অহঙ্কার হইতে অভিমান, অভিমান হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতা

জন্মে, সেই নির্লজ্জতাপ্রভাবেই তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষম, লক্ষ্মী ও ধর্ম্ম ইঁহারা নির্লজ্জ, হীনচরিত্র ও অকৃতব্রত অসুরদিগকে অচিরকালমধ্যেই পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী দেবগণমধ্যে আবির্ভূত হইলেন, অলক্ষ্মী অসুরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কলি অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট অহঙ্কারপরতন্ত্র দৈত্যদানবগণমধ্যে প্রবেশ করিল। অসুরগণ কলিকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, অহঙ্কারপরিপূর্ণ, অভিমানে অভিভূত ও ক্রিয়াবিহীন হইয়া অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে লাগিল; এইরূপে দানবকুল ক্রমে ক্রমে সমূলে নির্মূল হইয়া গেল, এদিকে ধর্ম্মশীল দেবতারা সাগর, সরিৎ, সরোবর ও পুণ্য আয়তন পর্যটন করিতে লাগিলেন এবং তাপ, যজ্ঞ, দানব ও আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিলেন।

"হে মহারাজ! দেবগণ এইরূপে সরলতাদিগুণসম্পন্ন ও অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তীর্থপর্যটন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব আপনিও অনুজগণসমভিব্যাহারে সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলে পুনরায় লক্ষ্মীলাভ করিবেন। আমি আপনাকে যেরূপ কহিলাম, ইহাই সনাতন পথ। যেমন রাজা নৃগ, শিবি, ঔশীনর, ভগীরথ, বনুমানঃ পয়, পুরু, পুরূরবা ইঁহারা মহাত্মাদিগের দর্শন তীর্থগমন, তীর্থস্নান ও তপশ্চর্য্যদ্বারা বিধূতপাপ হইয়া পবিত্র যশ ও বিপুল ধনলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও প্রভূত সম্পদ লাভ করিবেন। যাদৃশ মহারাজ ইক্ষাকু, মুচকুন্দ, মান্ধাতা ও মরুত্ত বিপুল-ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কালক্রমে আপনিও সেইরূপ হইবেন সন্দেহ নাই। যদ্রূপ দেবর্ষি ও দেবগণ তপঃপ্রভাবে পবিত্র কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, কালক্রমে আপনিও সেইরূপ মহীয়সী। কীর্ত্তিলাভ করিবেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মোহাচ্ছন্ন ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া দৈত্যগণের ন্যায় অনতিকালমধ্যেই কালকবলে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

৯৫তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া ক্রমশঃ নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় গোমতী নদীর অতিপবিত্র তীর্থসমূদয়ে স্নান এবং পুনঃ পুনঃ পিতৃগণ, বিপ্রগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া প্রচুর অর্থ ও ; গোদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে কন্যাতীর্থ, গোতীর্থ কালকোটি ও বিষপ্রস্থধরাধারে অধিবাস করিয়া বাহুদা-তীর্থে স্নান করিলেন। অনন্তর প্রয়াগে দেবগণের দেবযজনতীর্থে স্নান ও তথায় বাস করিয়া তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। পরে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম-স্থানে বিগত পাপ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে তপস্বিগণ-নিষেবিত পিতামহের বেদীতীর্থে উপনীত হইলেন এবং তথায় কতিপয় বাসর অবস্থান করিয়া নিরন্তর বন্য হবির্দ্বারা দ্বিজগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

গয়াতীর্থ-গায়রাজের কীর্ত্তি

অনন্তর রাজর্ষি গায়কর্ত্তৃক অভিসংস্কৃত মহীধরতীর্থে উপস্থিত হইলেন; যে স্থানে গায়শিরনামক এক পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বেতসপংক্তিশালিনী পুলিনশোভিতা

অতিপবিত্রা মহানদীনাম্নী এক স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। তথায় মহর্ষিসার্থসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণীধর ও ব্রহ্মসরঃ-নামক তীর্থ আছে। যে স্থানে ভগবান অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যে স্থানে চিরস্থায়ী ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিতেছেন; যে স্থানে নদী-সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যে স্থানে পিনাকপাণি ভগবান শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন, তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্ম্মাস্যব্রত সাধনপূর্ব্বক ঋষি যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যে স্থানে অক্ষয় বট ও অক্ষয় দেবযজন-ভূমি বিরাজমান আছে, পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয় ফললাভ করিলেন। অনন্তর শতসহস্র তপোধন ব্রাহ্মণগণ তথায় সমাগত হইয়া আর্যবিধানানুসারে চতুর্ম্মাসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে বিদ্যাতপোবৃদ্ধ বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সভা-মধ্যে সমাসীন হইয়া মহাত্মাদিগের অতিপবিত্র কথা-সকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিদ্যাব্রতাভিষিক্ত কৌমার-ব্রতধারী শমঠ অমূর্ত্তরয়ের তনয় রাজর্ষি গায়ের কথা আরম্ভ করিলেন।

শমঠ কহিলেন, মহারাজ! আমি অতি বিচিত্র গয়াচরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজর্ষি গয় অমূর্ত্তরায়ের পুত্র, তিনি এই স্থানে প্রচুরান্ন ও ভূরিদক্ষিণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে শতসহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা [ঘৃতের সরোবর—বৃহৎ আকার ঘৃতাধার] প্রস্তুত হয়; শত শত দধির নদী এবং শতসহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। গয়রাজ যাজকদিগকে প্রতিদিনই এইরূপ সমারোহে অন্নদান করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিত। দক্ষিণা-প্রদানকালে বেদধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়াছিল; তখন অন্য আর কোন শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। ঐ অদ্ভুত পুণ্যধ্বনি সঞ্চারিত হইয়া ভূলোক, দ্যুলোক ও দশদিক পরিপূর্ণ করিয়া সকলের বিস্ময়োদ্ভাবন করিয়াছিল; অনন্তর মনুষ্যেরা এই গাথা গান করিত যে, "মহাতেজাঃ গয়রাজের যজ্ঞে দেশে সকলেই অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেঃ অদ্য কে ভোজনাভিলাষী আছ বল, তথায় এখন পঞ্চবিংশতি অন্নাচল বিদ্যমান রহিয়াছে।" রাজর্ষি গয় যেরূপ সমারোহে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কেহই কখন করে নাই এবং করিবে, এমত বোধও হয় না। দেবগণ গয়দত্ত হবির্দ্ধারা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, অন্য-দত্ত দ্রব্যজাত-গ্রহণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিলেন। যেমন ভূতলের বালুকা, আকাশের তারকা ও জলধরের বারিধারা-সকল অসংখ্যেয়, তদ্রূপ তদীয় যজ্ঞের দক্ষিণাও সংখ্যাতীত হইয়াছিল। হে মহারাজ! গয়রাজ ব্রহ্মসরঃসন্নিধানে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

৯৬তম অধ্যায়

অগস্ত্যতীর্থ-ইল্বল-বাতাপি উপাখ্যান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্জ্জয়া-তীর্থে উপস্থিত হইয়া অগস্ত্যাশ্রমে বাস করিলেন। তথায় মহর্ষি লোমশকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে ব্রহ্মন! এই স্থলে মহর্ষি অগস্ত্য কি কারণে বাতাপি দানবকে জীর্ণ করিয়াছিলেন। আর ঐ মানবান্তক দৈত্য কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিল এবং কি কারণেই বা তখন মহামুনি অগস্ত্যের

ক্রোধানল সন্ধুক্ষিত [প্রজ্বলিত] হইয়াছিল, আপনি আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন।”

লোমশ কহিলেন, “মহারাজ! পূর্ব্বকালে মণিমতী পুরীতে ইল্বলনামে এক দৈত্য বাস করিত, তাহার অনুজের নাম বাতাপি। একদা ইল্বল তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকে কহিল, ভগবান! আমাকে দেবরাজতুল্য এক পুত্র প্রদান করুন।” ব্রাহ্মণ তদীয় অভিলষিত-সংসাধনে অসম্মত হইলে ইল্বল তখন ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, তদবধি জাতক্রোধ হইয়া স্বীয় অনুজবাতাপিকে ছাগরূপী করিয়া তাহার মাংস পাক করিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণের জীবন-সংহারার্থ তাঁহাকে উপযোগ [আহার] করিতে প্রদান করিত। যেহেতু, ইল্বলের বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, সে মৃত প্রাণীকে আহ্বান করিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইত।

“অনন্তর ইল্বল ছাগরূপী বাতাপিকে সুসংস্কৃত করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এই অবসরে ইল্বল তারস্বরে বাতাপিকে আহ্বান করাতে সে সত্বরে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া সহাস্য-আস্যে নিষ্ক্রান্ত হইল। এইরূপে ইল্বল আগন্তুক ব্রাহ্মণগণকে ছাগমাংস ভোজন করাইয়া সংহার করিত।

অগস্ত্যের প্রতি তদীয় পিতৃগণের আদেশ

“এই সময়ে ভগবান অগস্ত্য এক গর্তে অধোমুখ লম্বমান পিতৃগণকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি কারণে অধোমুখে গর্তে লম্বমান হইয়া রহিয়াছেন?” তাহারা কম্পিত্যকলেবরে কহিলেন, “বৎস! আমরা সন্তানার্থ এই গর্তে লম্বমান হইয়া রহিয়াছি, আমরা তোমারই পূর্ব্বপুরুষ; এক্ষণে কেবল ত্বদীয় সন্তানের নিমিত্ত এইরূপ দুর্ব্বিসহ দুঃখভোগ করিতেছি। যদি তুমি সন্তান উৎপাদন কর তাহা হইলে আমরা এই ঘোরতর নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব এবং তুমিও চরমে পরম-গতি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।” সত্যপরায়ণ মুনিবার অগস্ত্য কহিলেন, “হে পিতৃগণ! আমি আপনাদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করিব; এক্ষণে আপনারা এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন।”

লোপামুদ্রা-উপাখ্যান

“অনন্তর ভগবান অগস্ত্য স্বীয় সন্তানপরম্পরা বিস্তার করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি যোগ্যা ও ঈদৃশী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইলেন না। পরে যে সমস্ত প্রাণীর যে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতিশয় উৎকৃষ্ট, তিনি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া তদনুরূপ অপূর্ব্ব একটি স্ত্রীরত্ন নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রের নিমিত্ত দুরূহ তপস্যায় প্রবৃত্ত বিদর্ভরাজকে আত্মার্থে নির্ম্মিতা সেই কন্যা প্রদান করিলেন। সৌদামিনীর ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্না সেই কন্যা বিদর্ভরাজগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহীপাল বিদর্ভ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র হর্ষভরে ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণের তৎক্ষণাৎ কন্যাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। সুরূপা লোপামুদ্রা কমলিনীর ন্যায়, হুতাশনশিখার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

"তিনি ক্রমে ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে একশত অলঙ্কৃতা কন্যা ও একশত অভিলাষানুরূপ কিঙ্করী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। লোপামুদ্রা দাসীশত-পরিবৃতা ও কন্যাগণমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তেজস্বিনী রোহিণীর ন্যায় বিরাজমান হইলে মহাত্মা অগস্ত্যের ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া কেহই ঐ রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে প্রার্থনা করিল না। তখন বিদর্ভরাজ কন্যাকে যৌবনসম্পন্ন দেখিয়া 'কাহাকে সম্প্রদান করিব', মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। লোকাতিগ-রূপসম্পন্না, সত্যপরায়ণা লোপামুদ্রার বিশুদ্ধ ব্যবহারে পিতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"

৯৭তম অধ্যায়

অগস্ত্যের লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে গার্হস্থ্যব্যাপারে দক্ষ দেখিয়া বৈদর্ভসন্নিধানে কহিলেন, "মহারাজ! আমি পুত্রার্থে দারপরিগ্রহ করার মানস করিয়াছি; এই নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করুন।" মহারাজ বৈদর্ভ এই কথা শুনিবা মাত্র বিচেতন্যপ্রায় হইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান বা লোপামুদ্রাদান উভয় বিষয়েই নিতান্ত অসম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি অন্তঃপুরে গমন করিয়া মহিষীর নিকট এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! মহর্ষি অগস্ত্য সাতিশয় উগ্রস্বভাবসম্পন্ন; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে শাপানলে আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই।" তখন লোপামুদ্রা জনক ও জননীকে নিতান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া অবসরক্রমে পিতৃসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "হে পিতঃ! আপনি আমার নিমিত্ত কোনক্রমেই উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমাকে অগস্ত্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিরাপদ হউন।"

"অনন্তর রাজা মহাত্মা অগস্তাকে বিধিপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদান করিলে অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে মহার্হ আভরণ ও বিচিত্র সূক্ষ্মবাসন পরিত্যাগ কর।" লোপামুদ্রা ভর্ত্তৃনিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ মহামূল্য বসনভূষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরবল্কল ও অজিন পরিধান করিয়া স্বামীর সমান-ব্রতচারিণী হইলেন। অনন্তর ভগবান অগস্ত্য গঙ্গাদ্বার-তীর্থে উপস্থিত হইয়া পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর সহিত অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। লোপামুদ্রা প্রীতমনে বহুমানপূর্ব্বক পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; মহর্ষিও পত্নীর প্রতি যথোচিত প্রীতি ও প্রণয়ানুগত হইলেন।

"এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে ভগবান অগস্ত্য তপঃপ্রভাবসম্পন্না লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিয়া এবং তদীয় পরিচর্য্যা, দম, শৌচ ও সৌন্দর্য্যে নিতান্ত প্রীত ও একান্ত আকৃষ্ট হইয়া সহযোগবাসনায় আহ্বান করিলেন। তখন লোপামুদ্রা লজ্জাবনতমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি অপত্যলাভের নিমিত্তই আমার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। আপনার প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, আপনি এক্ষণে তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদে যাদৃশ শয্যা প্রস্তুত থাকিত, এই স্থলেও তদ্রূপ শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করি; আপনিও মাল্য ও

বসনভূষণ পরিধান করুন। আমি অভিলাষানুরূপ দিব্য-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আপনার নিকট গমন করিব; অন্যথা আমি চীরকাষায়-বসন পরিধানপূৰ্ব্বক এ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব না। তপস্বিগণের কাষায়-বসন প্রভৃতি পবিত্র ভূষণ-সামগ্রী-সকল কদাচি দূষিত করা কর্ত্তব্য নহে।” অগস্ত্য কহিলেন, “প্রিয়ে! তোমার পিতার যেরূপ প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, আমাদিগের সেরূপ সম্পত্তি নাই।” লোপামুদ্রা কহিলেন, “হে তপোধন! এই জীবলোকে যে-কিছু ধন বিদ্যমান আছে, আপনি তপঃপ্রভাবে ক্ষণকালমধ্যেই তৎসমুদয় আহরণ করিতে পারেন।” অগস্ত্য কহিলেন, “হে কমললোচনে! তুমি যেরূপ কহিলে, তাহা কোনমতেই অমূলক নহে; কিন্তু অর্থ আহরণ করিতে হইলে তপঃক্ষয় হইবে; অতএব যাহাতে তপঃক্ষয় না হয়, এইরূপ উপদেশ প্রদান কর।” লোপামুদ্রা কহিলেন, “হে তপোধন! আমার ঋতুকাল অল্পমাত্রাবশিষ্ট আছে, উহা অতীত হইলে আপনার সহিত সহবাস করিব না, এবং যে কৰ্ম্মে আপনার ধৰ্ম্ম লুপ্ত হয়, তাহাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।” অগস্ত্য কহিলেন, “হে সুভগে! যদি তোমার অন্তঃকরণে এইরূপ অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অর্থহরণ করিতে প্রস্থান করিলাম; তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া অভিলাষানুসারে কালযাপন কর।”

৯৮তম অধ্যায়

ধনগ্রহণাচ্ছলে অগস্ত্যের ইল্বলসমীপে গমন

লোমশ কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য ধন আহরণ করিবার নিমিত্ত নৃপোত্তম শ্রুতৰ্ব্বার নিকট গমন করিলেন। নরপতি শ্রুতৰ্ব্বা ভগবান কুম্ভযোনি [অগস্ত্য-যাঁহার কলসমধ্যে জন্ম] সমুপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া অমাত্য-সমভিব্যাহারে তাহার নিকট গমনপূৰ্ব্বক পরমসাদরে সৎকার করিয়া তাঁহাকে স্বভবনে আনয়ন করিলেন এবং যথাবিধি অর্ঘ্যপ্রদানপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রযতচিত্তে তাঁহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

“অগস্ত্য কহিলেন, “হে নরনাথ! আমি ধনলাভেচ্ছায় আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, অতএব অন্যের হিংসা বা ক্ষতি না করিয়া আমাকে যথাশক্তি ধন প্রদান করুন।”

“রাজা শ্রুতৰ্ব্বা অগস্ত্যকে আপনার সমুদয় আয় ও ব্যয়ের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! আপনি যে-কিছু ধন ইচ্ছা করেন, ইহা হইতে গ্রহণ করুন।” মহর্ষি অগস্ত্য তৎসমুদয় শ্রবণে আয়-ব্যয় সমান অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহার নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিলে অবশ্যই প্রাণীগণের ক্লেশ হইবে। তখন তিনি শ্রুতৰ্ব্বারাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রধ্নশ্ব মহীপতির নিকট গমন করিলেন। মহারাজ ব্রধ্নশ্ব তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সমাদরসহকারে সৎকার করিয়া যথাযোগ্য পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদানপূৰ্ব্বক আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, “মহারাজ! আমরা ধনলাভেচ্ছায় আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি, অতএব আপনি অন্যের হিংসা বা হানি না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করুন।”

তখন মহারাজ ব্রধ্নশ্ব তাঁহাদিগকে আপনার সমুদয় আয়-ব্যয়ের বিষয় সবিশেষ বিজ্ঞাপনপূৰ্ব্বক কহিলেন, “আমার এই সমুদয় ধন হইতে আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয়,

গ্রহণ করুন।” ভগবান অগস্ত্য তৎপরে ব্রধ্নশ্বের আয় ও ব্যয় সমান জানিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহার নিকট ধনগ্রহণ করিলে অবশ্যই প্রাণীগণের ক্লেশ হইবে।

“অনন্তর অগস্ত্য, শ্রুতির্ব্ব ও ব্রাধ্নশ্ব এই তিনজনে একত্র হইয়া পুরুকুৎসনন্দন ত্রসদস্যুর নিকট গমন করিলেন। ত্রসদস্যু তাঁহাদিগকে সমাগত জানিয়া তাঁহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক পরমসমাদরে স্বীয় সদনে আনয়ন করিয়া যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

“অগস্ত্য কহিলেন, “হে মহারাজ! আমরা অর্থলাভাকাঙক্ষায় আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি; অতএব আপনি অন্যের হিংসা বা হানি না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করুন।”

“তখন মহারাজ ত্রসদস্যু আপনার সমুদয় আয়-ব্যয় তাহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, “মহাশয়েরা আমার এই সমস্ত ধন হইতে যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন।” ভগবান অগস্ত্য তৎশ্রবণে তাঁহার আয়-ব্যয় সমান সন্দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহার নিকট অর্থগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণীগণের ক্লেশ হইবে।

“তখন সেই নৃপতিগণ পরস্পর নিরীক্ষণপূর্ব্বক মহামুনি অগস্ত্যকে কহিলেন, “হে ব্রক্ষন! দানবেন্দ্র ইল্বল প্রভূত ধনশালী; আমরা তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক অর্থপ্রার্থনা করিব।” এইরূপে তাঁহারা ইল্বলের নিকট ধন-প্রার্থনা করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া সকলে একত্র হইয়া গমন করিলেন।

৯৯তম অধ্যায়

অগস্ত্যকর্ত্তৃক বাতাপি সংহার

লোমশ কহিলেন, ‘দানবরাজ ইল্বল মহর্ষি-সমবেত নৃপতিগণকে স্বরাজ্যে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পরমসমাদরে পূজা করিলেন। তৎপরে তিনি অতিথিগণের ভোজনার্থ ছাগরূপধারী স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিকে উত্তমরূপে পাক করিলেন। তখন রাজর্ষিগণ ছাগরূপী মহাসুর বাতাপিকে পাক করা হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ন হইলেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, “হে রাজর্ষিগণ! তোমরা খেদ করিও না, আমিই মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করিব।” এই বলিয়া মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট হইলে দানবেন্দ্র ইল্বল সহাস্যবদনে তাঁহাকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য ক্রমে ক্রমে বাতাপির সমুদয় মাংসই ভোজন করিলেন। অনন্তর অসুররাজ ইল্বল বাতাপিকে আহ্বান করিলে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ হইতে ঘনঘটার ঘোরতর গর্জ্জনের ন্যায় গভীর-শব্দে সমীরণ নির্গত হইল। তখন অসুরবর ইল্বল, “হে বাতাপে! তুমি নিষ্ক্রান্ত হও” বলিয়া বারংবার আহ্বান করিলে, মুনিসত্তম অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে তাহাকে কহিলেন, “মহাসুর বাতাপি আর কিরূপে বহির্গত হইবে? আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়াছি।”

“দানবেন্দ্র ইল্বল স্বীয় ভ্রাতা বাতাপি জীর্ণ হইয়াছে জানিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ন হইল এবং অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি-সমবেত মহীপালদিগকে কহিল, “হে মহাশয়গণ! আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?”

“তখন মহাতপাঃ অগস্ত্য সহাস্যবদনে কহিলেন, “হে অসুর! আমরা তোমাকে প্রভূত বিভবশালী জ্ঞান করি, এই ভূপালগণ তাদৃশ ধনী নহেন এবং আমারও নিতান্ত অর্থপ্রয়োজন হইয়াছে, - অতএব তুমি অন্যের হিংসা না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান কর।”

“তখন দানবরাজ ইল্বল মহর্ষি অগস্ত্যকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, “হে মহাশয়! আমি আপনাদিগকে যাহা প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা বলিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে অবশ্যই ধন প্রদান করিব।”

“অগস্ত্য কহিলেন, “হে অসুররাজ! তুমি এই ভূপতিদিগের প্রত্যককে দশসহস্র গো ও তৎসংখ্যক সুবর্ণ এবং আমাকে বিংশতি-সহস্র গো, তৎসংখ্যক সুবর্ণ, হিরন্ময় রথ ও মনোমারুতগামী অশ্বদ্বয় প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ। তুমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এই সম্মুখস্থিত রথই সুবর্ণময়।’ অনন্তর দানবরাজ ইল্বল অগস্ত্যের বচনানুসারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, যথার্থই ঐ রথ হিরন্ময়। তখন দানবরাজ সাতিশয় কাতর হইয়া তাহাদিগকে প্রভূত ধন প্রদান করিলেন এবং বিরাব ও সুরাব-নামক অশ্বদ্বয় সেই রথে যোজিত হইয়া সমুদয় ধন, মহর্ষি অগস্ত্য ও তৎসমবেত নৃপগণকে বহন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগস্ত্যর অনুমতিক্রমে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, ভগবান অগস্ত্যও স্বীয় সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রার অভিলষিত দ্রব্য-সমুদয় প্রস্তুত করিলেন।

অগস্ত্যতনয় দৃঢ়স্যুর জন্মবৃত্তান্ত

“বরবর্ণিনী লোপামুদ্রা সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, “হে ভগবন! আপনি আমার অভিলষিত দ্রব্য-সমুদয় আহরণ করিয়াছেন; এক্ষণে আমার গর্ভে প্রভূতবীর্য্যসম্পন্ন অপত্য উৎপাদন করুন।”

“অগস্ত্য কহিলেন, “হে কল্যাণি! আমি তোমার সদ্ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে পুত্র-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বিচার করিয়া তুমি সহস্র পুত্র অভিলাষ কর অথবা সহস্রতুল্য ক্ষমতাশালী শত পুত্র, সহস্র ব্যক্তিতুল্য পরাক্রমশালী দশ পুত্র বা সহস্রতেজঃ এক পুত্র তোমার অভিলষণীয়?”

“লোপামুদ্রা কহিলেন, “হে তপোধন! এক বিদ্বান সাধুপুত্র। বহুসংখ্যক অসাধুপুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব সহস্র জনের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এক পুত্রই আমার অভিলষণীয়।”

“মহর্ষি অগস্ত্য স্বীয় সহধর্ম্মিণীর বাক্য স্বীকার করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে যথাসময়ে তাঁহার গর্ভাধান করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ক্রমে সপ্ত সংবৎসর গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। পরে সপ্তম বৎসর অতীত হইলে মহাকবি দৃঢ়স্যু ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সদ্যোজাত কুমারকে অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন শরীর প্রভাবে প্রজ্বলিত হইতেছেন ও সাঙ্গোপনিষদ বেদ জপ করিতেছেন। তেজস্বী অগস্ত্যনন্দন বাল্যকালেই পিতার আলয়ে ইধ্ন অর্থাৎ অগ্নিসন্দীপনকাষ্ঠের ভার বহন করিতেন। বলিয়া তাঁহার নাম ইধ্নবাহ হইয়াছিল। পুত্রকে তদ্রূপ দেখিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

“তপোধনাগ্রগণ্য অগস্ত্য এইরূপে অত্যুত্তম অপত্য উৎপাদন করিলে তদীয় পিতৃলোক যথাভিলাষ পরমগতিলাভ করিলেন। সেই অবধি ঐ অগস্ত্যাশ্রম ভূমণ্ডলে সাতিশয় বিখ্যাত

হইয়াছে। হে রাজন! মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপে প্রহ্লাদবংশজ বাতাপিকে বিনাশ করিয়াছিলেন; এই সেই অগস্ত্য মহর্ষির পরামরমণীয় আশ্রম। ঐ পরম-পবিত্র দেবগন্ধর্ব্বসেবিত মন্দাকিনী বাতেরিত [বায়ুভরে আন্দোলিত] পতাকার ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইতেছেন। ভাগীরথী যথানিম্নক্রমে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নিত্য নিপতিত হইয়া পরিশেষে পন্নগবধূর [সর্পী—স্ত্রীসর্পসদৃশ বক্রগতি] ন্যায় শিলাতলে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইনি জননীর ন্যায় সমস্ত দক্ষিণদিক প্লাবিত করিতেছেন। এই সমুদ্রমহিষী পূর্ব্বে মহাদেবের জটা হইতে বহির্গত হইয়াছেন। হে রাজন! আপনি এই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে স্বচ্ছন্দে অবগাহন করুন।

পরশুরাম তীর্থবৃত্তান্ত

"হে যুধিষ্ঠির! ঐ মহর্ষিগণসেবিত ভৃগুতীর্থ শোভা পাইতেছে, অবলোকন করুন। পূর্ব্বে পরশুরাম ঐ তীর্থে স্নান করিয়া কৃতবৈর দাশরথি রামকর্ত্তৃক হৃত স্বীয় তেজ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব হে পাণ্ডুনন্দন! আপনি স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত এই তীর্থে স্নান করিয়া দুর্যোধনহৃত স্বীয় তেজ পুনরায় লাভ করুন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় অনুজগণ ও কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ঐ তীর্থে স্নান করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের শরীরকান্তি অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি এককালে অরাতিকুলের অনভিভবনীয় হইয়া উঠিলেন। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন লোমশ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবান! কি নিমিত্ত পরশুরামের তেজ হৃত হইয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা উহা প্রত্যাহৃত হইল, সবিশেষ বর্ণন করুন।"

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! আমি মহাত্মা দাশরথি রাম ও ধীমান পরশুরামের বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবগণাগ্রগণ্য ভগবান বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত ধরাতলে দশরথের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়া রামনামে বিখ্যাত হইলে ভৃগুকুল-সমুৎপন্ন ঋচীকানন্দন পরশুরাম রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর তদীয় বলবিক্রম জানিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়াকুলান্তক সেই মহাদ্ধনু গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যানগরে আগমন করিলেন।

"মহারাজ দশরথ পরশুরাম আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া স্বীয় পুত্র রামকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরশুরাম সমুদ্যতাস্ত্র দশরথতনয় রামকে সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! আমি এই শরাসনদ্বারা ক্ষত্রিয়কুল উন্মূলিত করিয়াছি, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে যত্নসহকারে ইহাতে জ্যারোপণ কর।' দাশরথি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে ভগবন! আপনি আমাকে অধিক্ষেপ [অবজ্ঞা—হীনবোধ] করিবেন না। আমি ক্ষত্রিয়াধম নহি, বিশেষতঃ ইক্ষাকুবংশীয়দিগের বাহুবীর্য্যই শ্লাঘার বিষয়।" পরশুরাম রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে রাঘব! আর বৃথা বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা নাই, এক্ষণে ধনুগ্রহণ কর।"

"তখন দশরথসূত রামচন্দ্র রোষভরে পরশুরামের হস্ত হইতে সেই ক্ষত্রিয়কুলক্ষয়কারী দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া সগর্ব্বে টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। অশনিনির্ঘোষের ন্যায় সেই টঙ্কারধ্বনি-শ্রবণে প্রাণীগণ ত্রস্ত ও শশব্যস্ত

হইয়া উঠিল। তখন রাম পরশুরামকে কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! জ্যারোপণ করা হইয়াছে, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।” অনন্তর পরশুরাম রামকে এক শর প্রদান করিয়া কহিলেন, “এই বাণ কর্ণদেশ পর্য্যন্ত আকর্ষণ কর।”

“রঘুবংশাবতংস রাম পরশুরামের বাক্য-শ্রবণে কোপপ্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হে ভার্গব! তুমি সাতিশয় দর্পপূর্ণ; কিন্তু অসমকক্ষবোধে তোমার সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষমা করিতেছি; বিশেষতঃ তুমি পিতামহ-প্রসাদে ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়া সমধিক তেজস্বী হইয়াছ, এই নিমিত্তই তুমি আমাকে তিরস্কার করিতেছ। এক্ষণে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমার শরীর নিরীক্ষণ কর।” তখন পরশুরাম দিব্যচক্ষু-প্রাপ্ত হইয়া রামের শরীরে নিরীক্ষণ করিবামাত্র দেখিলেন যে, তদীয় শরীরে সমুদয় আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃলোক, হুতাশন, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, নদী, তীর্থ, ব্রহ্মভূত সনাতন বালখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষি, সমুদ্র, পর্ব্বত, উপনিষৎ, বেদ, বিষ্‌টকার, অধ্বর, সচেতন, সামবেদ, ধনুর্ব্বেদ, জলদাবলি, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ এই সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে।

“অনন্তর ভগবান রামরূপী বিষ্ণু সেই ভার্গবদত্ত বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র ভূমণ্ডল ঘোরতর অশনিনির্ঘোষ, টঙ্কাপাত, পাংশুবর্ণ ভূমিকম্প ও নির্ঘাতশব্দে সমাকীর্ণ হইল। তখন সেই রামপরিত্যক্ত বাণ পরশুরামকে বিহ্বল করিয়া তাহাঁর তেজ হরণ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে পুনরায় রামসমীপে সমাগত হইল। পরশুরাম ক্ষণকাল পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া পুনর্জীবিতের ন্যায় গাত্রোত্থানাপূর্ব্বক বিষ্ণুতেজঃস্বরূপ রামের চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভয় ও লজ্জায় একান্ত অভিভূত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

“সংবৎসর অতীত হইলে পর পিতৃগণ পরশুরামকে হৃততেজাঃ মদশূন্য ও নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, “হে বৎস! রামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু; তিনি ত্রিভুবনের পূজ্য ও মান্য; তাঁহার সমীপে প্রগলভ্যতা প্রকাশ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পরমপবিত্র বধূসর নামক নদীতে গমন কর; তথায় স্নান করিলে পুনরায় স্বকীয় তেজ-প্রাপ্ত হইবে। ঐ স্থানেই দীপ্তোদনামে তীর্থ আছে। তোমার প্রপিতামহ ভৃগু সত্যযুগে তথায় অত্যুৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলেন।”

“হে মহারাজ! পরশুরাম পিতৃলোকের বচনানুসারে সেই তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া পুনরায় স্বীয় তেজ-প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অক্লিষ্টকর্ম্মা পরশুরাম পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণুস্বরূপ রামের নিকট প্রগলভ্যতা প্রকাশ করিয়া আপনার তেজোরাশি বিলুপ্ত করিয়াছিলেন।”

১০০তম অধ্যায়

লোকরক্ষার্থ দধীচি ঋষির আত্মত্যাগ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে দ্বিজোত্তম! মহর্ষি অগস্ত্য যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।”

লোমশ কহিলেন, “হে রাজন! অমিততেজাঃ অগস্ত্যের প্রভাববিষয়িণী অলৌকিকী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে কালকেয়নামে কতকগুলি যুদ্ধদুর্ম্মদ দানব বৃত্রাসুরকে অধিপতি করিয়া বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক মহেন্দ্র প্রভৃতি সুরগণকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। অমরগণ তখন বৃত্রাসুরবধে উৎসুক হইয়া পুরন্দরকে পুরঃসর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার আরাধনা করিলেন। অনন্তর ভগবান কমলাসন দেবগণকে কহিলেন, “হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের অভিলষিত কার্য্য অবগত হইয়াছি, এক্ষণে যে উপায়ে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কহিতেছি। দধীচ বলিয়া বিখ্যাত এক উদারাধী মহর্ষি আছেন, তোমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিবে; সেই ধর্ম্মাত্মা যখন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে কহিবে, “আপনি ত্রৈলোক্যের হিতের নিমিত্ত স্বীয় অস্থিসকল প্রদান করুন।” অনন্তর তিনি স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া অস্থি প্রদান করবেন; তদ্দ্বারা ষড়স্র [ছয়টি কোণযুক্ত] ভীমনিস্বন সুদৃঢ় বজ্র বিনির্ম্মিত হইলে পুরন্দর সেই বজ্রে বৃত্রাসুরকে বধ করিবেন। আমি যাহা কহিলাম, তোমরা অনতিবিলম্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।’

“অনন্তর দেবগণ পিতামহের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সরস্বতী নদীর পরপারে দধীচ-মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। নানাবিধ তরুরাজি ও লতাবিতানে যাহার সুষমা সম্পাদন করিতেছে, যাহাতে সামগানসদৃশ ষট্‌পদসমূহের সঙ্গীতধ্বনি জীবঞ্জীবক ও পুংস্কোকিলকুলের কলরবসহকারে উত্থিত হইতেছে, যাহাতে মহিষ, বরাহ, সৃমর [মৃগ] ও চমরীগণ শার্দূল-ভয় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, যাহাতে মদস্রাবী কারিগণ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক করেণুকার [হস্তিনী] সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যাহাতে গুহাকন্দরশায়ী সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বনচরগণ ঘনঘটার ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে, দেবগণ সেই স্বর্গসদৃশ শোভমান আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, প্রভাকরপ্রভ দধীচ-ঋষি পিতামহের ন্যায় দীপ্যমানকলেবরে বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর সুরগণ তাঁহার চরণগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন।

দধীচি-মুনি অমরগণের প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, “হে দেবগণ! আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও আপনাদিগের উপকার করিব; কোনক্রমেই অভিলষিত বরপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইব না।” হিতৈষী মহর্ষি এই কথা কহিয়া সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সুরগণ তাঁহার অস্থিসকল গ্রহণ করিয়া জয়লাভের নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে বিশ্বকর্ম্মার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রয়োজন কহিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে প্রযত্নসহকারে দধীচ-মুনির অস্থিদ্বারা অতিশয় উগ্রকান্তি ভীষণ বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন, “হে দেবরাজ ইন্দ্র! এই বজ্র দ্বারা ভীষণ সুরারিগণকে নিধন করিয়া স্বগণ-সমভিব্যাহারে সমুদয় স্বর্গরাজ্য নির্ব্বিবাদে শাসন করুন।” বিশ্বকর্ম্মার বাক্যাবসান হইলে পুরন্দর আনন্দিত হইয়া বজ্রাগ্রহণ করিলেন।”

১০১তম অধ্যায়

বৃত্রাসুরবধ-ধর্ম্মনাশে অসুরমন্ত্রণা

"অনন্তর পুরন্দর বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন ও বলবান দেবগণ দেবরাজের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে বৃত্রাসুর স্বর্গ-মর্ত্য আবৃত করিয়া রহিয়াছে; মহাকায় কালকেয়গণ শৃঙ্গশালী শৈলরাজের ন্যায় উদ্যতায়ুধ হইয়া তাহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে হইল। বীরগণ খড়্গোত্তোলন করিয়া আঘাত করিবামাত্র সেই খড়্গ বিপক্ষশরীরে নিপতিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিল এবং বীরগণের সমস্ত মস্তক বৃন্তশ্লথ [বোঁটা হইতে খসিয়া পড়া] তালফলের ন্যায় ধরাতালে পতিত হইতে লাগিল।

"এই তুমুল সংগ্রামসময়ে কালেয়-দানবগণ হেমকবচ পরিধানপূর্ব্বক পরিঘাস্ত্র গ্রহণ করিয়া দাবদগ্ধ পর্ব্বতরাজির ন্যায় দেবগণকে আক্রমণ করিল। বেগবান অসুরেরা সাতিশয় দর্পভরে ধাবমান হইলে দেবগণ তাহাদিগের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন দেবগণকে ভয়ে পলায়ন করিতে ও বৃত্রাসুরকে বিবর্দ্ধমান হইতে অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সুরারি-ভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে সনাতন দেব বিষ্ণু তাঁহাকে মোহবিষ্টা দৃষ্টিগোচর করিয়া স্বীয় তেজ প্রদানপূর্ব্বক তাহার বলবর্দ্ধন করিলেন। নারায়ণ সুররাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তখন স্বীয় স্বীয় তেজ ধারণ করিলেন। এইরূপে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বিষ্ণুকর্ত্তৃক আপ্যায়িত এবং দেব ও ঋষিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সমধিক বলবান হইয়া উঠিলেন।

"বৃত্রাসুর সুরপতিকে এইরূপ অবলোকন করিয়া ক্রোধাভরে অতিভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহীতল, দিকসকল, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক কম্পমান হইতে লাগিল। দেবরাজ তাহার ভীষণ নিনাদশ্রবণে সমভিতপ্ত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সত্বরে কুলিশ [বজ্র] পরিত্যাগ করিলেন। কাঞ্চনমাল্যধারী মহাসুর বৃত্র ইন্দ্রপ্রযুক্ত কুলিশপাতাভিহত হইয়া ইন্দ্র বৃত্রভয়ে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বজ্রাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, ইহা একবারে রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত পলায়ন করিলেন। তখন দেবগণ বৃত্রাসুরকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দভরে দেবরাজকে স্তব ও বৃত্রবধব্যাকুল অবশিষ্ট দৈত্যকুলকে নির্মূল করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অনন্তর নিতান্ত অভিমানী দানবদল দেবগণকর্ত্তৃক একান্ত তাড়িত ও আহত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে মীন-মকর-কুম্ভীর-সমাকীর্ণ অগাধ সাগরগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া ত্রৈলোক্য বিনাশ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে নানাবিধ উপায় কল্পনা করিয়া পরিশেষে ইহাই স্থির করিল যে, "তপঃপ্রভাবশালী বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রথমে বিনষ্ট করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য; কারণ, তপস্যাই লোকস্থিতির কারণ; অতএব সকলে তপোবিনাশের নিমিত্ত সত্বর হও। ধরাধামবাসী যে-কোন ব্যক্তি তপশ্চর্য্যা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, অবিলম্বেই তাহাকে বিনষ্ট কর; তাহা হইলেই সমুদয় জগৎ বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" দানবগণ তরঙ্গদুর্গম সাগরদুর্গে বাস করিয়া লোক-বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ মন্ত্রণা অবধারণ করিল।"

১০২তম অধ্যায়

বৃত্রবধে অসুরগণের ব্রাহ্মণহিংসা

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! কালকেয়গণ সাগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ত্রৈলোক্য-বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা জাতক্রোধ হইয়া যামিনীযোগে আশ্রম ও পুণ্যায়তনবাসী ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দুরাত্মা অসুরেরা এইরূপে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ করিয়া একশত সপ্তনবতি বিপ্র ও অন্যান্য তাপসীগণকে ভক্ষণ করিল ও অতিপবিত্র দ্বিজসেবিত চ্যবনাশ্রমে গমন করিয়া শতসংখ্যক ফলমূলাদি ঋষিকে কবলিত করিল। এইরূপ ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া কেবল বায়ুভুক ও জলাহারী বিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল। তাহারা রাত্রিতে এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া দিবাভাগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিত। সমুদয় আশ্রম ভুজবীর্য্যশালী কালোপসৃষ্ট কালকেয়গণের উৎপাতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভূরি ভূরি ব্রাহ্মণগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু কেহই তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

"দুরাত্মা দানবদল তাপসাগণের প্রতি প্রতিদিন রজনীতে এইরূপ অন্যায়াচরণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রভাতে কেবল নিয়মাহারকৃশ তাপসগণ গতজীবিত হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন, ইহাই দৃষ্ট হইত। তত্রত্য ভূমিখণ্ড মাংস, শোণিত, মজ্জা ও অন্তবিহীন, সুতরাং শঙ্খরাশিসদৃশ মৃতকলেবরে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নয়নগোচর হইত। ভগ্ন কলস, সুব ও অগ্নিহোত্রসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত; বেদপাঠ ও বিষট্‌কার আর শ্রবণগোচর হইত না; যজ্ঞ উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফলতঃ সমুদয় জগৎ কালকেয়কুলের ভয়ে সম্যাকুল ও নিরুৎসাহ হইয়া উঠিল।

অসুরকর্ত্তৃক বিপ্রধ্বংস-সমুদ্রপলায়ন

"এইরূপে লোকসংখ্যার সংক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে অবশিষ্ট মানবগণ ভীত হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ বা পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ করিল; কেহ বা নির্ব্বারসমীপে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল; কেহ বা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কোন কোন মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ হৃষ্টষ্টচিত্ত হইয়া যত্নাতিশয়সহকারে দানবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু দানবগণ সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি করাতে কেহই তাহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হইল না, বরং কালক্রমে ক্রমে ক্রমে শ্রান্ত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

"দানবগণের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী নষ্টপ্রায় এবং যজ্ঞ, উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইলে ত্রিদশগণ দুস্তর দুঃখে নিপতিত ও নিতান্ত পীড়িত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক ভগবান নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং নমস্কারপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে জগৎপ্রভো! তুমি আমাদের স্রষ্টা, কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা; তুমি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। হে কমললোচন! পূর্ব্বে এই পৃথিবী বিনষ্ট হইয়াছিল, তুমি বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া তাহার উদ্ধার করিয়াছ। তুমি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুর প্রাণসংহার করিয়াছ। তুমি

বামনরূপ অঙ্গীকার করিয়া সকলের অবধ্য বলিপ্রধান বলিকে ত্রৈলোক্যভ্রষ্ট করিয়াছ। তুমিই যজ্ঞের বিঘ্নস্বরূপ মহাসুর জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। হে মধুসূদন! তুমি এবম্প্রকার অসংখ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছ; অতএব তুমিই ভয়বিহ্বল সুরগণের শরণস্থান। হে দেবদেবেশ! এক্ষণে তুমি সমুদয় লোক, দেবগণ ও দেবেন্দ্রকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।'

১০৩তম অধ্যায়

সাগর-লুক্কায়িত অসুরিনাশে বিষ্ণুমন্ত্রণা

'হে মহাবাহো! চতুর্ব্বিধ প্রজা তোমারই প্রসাদে বর্দ্ধিত হইয়া হব্যকব্যদ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ভূলোক ও দ্যুলোক এই প্রকার পরস্পর সাহায্যলাভ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ও তুমি তাহাদিগকে নিরুদ্বেগে প্রতিপালন করিতেছ, কিন্তু এক্ষণে সেই লোকসকল দারুণ বিপদে পতিত হইয়াছে। জানি না, কোন দুরাত্মারা রাত্রিকালে ব্রাহ্মণগণের প্রাণবধ করিয়া যায়। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ উৎসন্ন হইলে পৃথিবীনাশ হইবে—পৃথিবী বিলোপপদবী-প্রাপ্ত হইলে সুরলোকেরও ক্ষয়াদশা উপস্থিত হইবে। হে জগৎপতে! সমুদয় লোক তোমারই করুণা বহন করিতেছে; তুমিই সেই সমুদয় লোক রক্ষা করিতেছ; অতএব তাহারা যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, এরূপ উপায় স্থির করা নিতান্ত বিধেয় ।"

"বিষ্ণু কহিলেন, "হে দেবগণ! যে কারণে প্রজাক্ষয় হইতেছে, আমি তাহা অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া উহা শ্রবণ করা। কালকেয়নামে বিখ্যাত দুর্দান্ত দৈত্যগণ বৃত্রাসুরের সহায়তায় দর্পিত হইয়া সমুদয় জগৎ আলোড়িত করিয়াছিল। অনন্তর ধীমান্য সহস্রলোচন তাহার প্রাণসংহার করিলে কালকেয়গণ জীবিত-প্রত্যাশায় অগাধ অর্ণবমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা সেই দুর্গম স্থানে অবস্থান করিয়া ভুবনোৎসাদন [ত্রিলোকধ্বংস] নিমিত্ত প্রতি নিশায় ঋষিগণের প্রাণসংহার করে। তাহারা যতকাল পর্য্যন্ত তিমিনক্রসঙ্কুল স্রোতস্বতীপতিমধ্যে [সমুদ্র] অধিবাস করিবে, ততদিন তাহারা কোনক্রমেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না, অতএব তোমরা সমুদ্র-শোষণের উপায় অবধারণ কর; তদ্ব্যতীত তাহাদিগকে বিনাশ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু মহাতপাঃ অগস্ত্য ব্যতিরেকে অন্য কেহই সাগর-শোষণে সমর্থ হইবে না।"

"দেবগণ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অগস্ত্যাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন, মহাত্মা মৈত্রাবারুণি সুরগণপরিবৃত পিতামহের ন্যায় মুনিগণকর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এমত সময়ে দেবগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল উল্লেখপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন, "হে ভগবান! পূর্ব্বকালে আপনি লোককণ্টক নহুষকে সুরৈশ্বর্য্য হইতে ভ্রংশিত করিয়া সকল লোককে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যাচল ভাস্করের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া সহসা প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেবল আপনার বাক্যানুসারে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইল। যৎকালে মৃত্যু সমুদয় জগৎ তিমিরাবৃত করিয়া প্রজাগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহারা আপনারই শরণাপন্ন হইয়া নিবৃত্তিলাভ করিয়াছিল। এক্ষণে

আমরা ভয়ার্ত্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ও বরপ্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করুন।' ”

১০৪তম অধ্যায়

সূর্য্যগতিরোধে চিন্ধ্যাচলের কলেবরবৃদ্ধি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন! বিন্ধ্যাচল কি নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সহসা এতাদৃশ প্রবৃদ্ধ হইল, তাহা সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।”

লোমশ কহিলেন, “মহারাজ! সূর্যদেব প্রত্যহ উদয় ও অস্তগমন-সময়ে অদ্রিরাজ সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেন; তদর্শনে বিন্ধ্যগিরি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া সূর্য্যকে কহিল, ‘ভাস্কর! তুমি প্রতিদিন যেমন মেরুকে প্রদক্ষিণ কর, সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।” সহস্ররশ্মি কহিলেন, “হে নগেন্দ্র! আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না; বিশ্বনির্ম্মাতাদিগের আদিষ্টপথে পরিভ্রমণ করিতেছি।' ভূধর দিনকরবাক্যে অমর্ষপূর্ণ হইয়া চন্দ্রসূর্য্যের গতিরোধ করিবার মানসে সহসা অত্যুন্নত হইয়া উঠিল।

“দেবগণ বিন্ধ্যাচলের উচ্ছ্রায় [উন্নতমস্তকে বৃদ্ধি]-সন্দর্শনে উৎকলিকাকুল [অত্যন্ত উদ্বিগ্ন] হইয়া তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক নানা উপায়দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অদ্রিরাজ কিছুতেই তাঁহাদিগের অনুরোধ শ্রবণ করিল না। তখন দেবগণ অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত হইয়া মহর্ষির নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

‘হে দ্বিজোত্তম! অদ্য বিন্ধ্যাচল রোষপরবশ হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের গতিরোধ করিয়াছে, এক্ষণে আপনা ব্যতীত কেহই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আপনি তাহাকে নিবারণ করুন।”

অগস্ত্যকর্ত্তৃক বিন্ধ্যগতিরোধ

“মহর্ষি অগস্ত্য সুরগণের অনুরোধে বিন্ধ্যাচলসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, “হে ভূধরবর! কোন বিশেষ কার্য্যাতিপাতবশতঃ আমি দক্ষিণদিকে গমন করিব, অতএব তুমি আমাকে এক্ষণে পথ প্রদান কর; কিন্তু আমার প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে তুমি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে পরিবে।” মহামুনি অগস্ত্য বিন্ধ্যগিরিকে এইরূপে নিয়মবদ্ধ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; অদ্যাপি প্রত্যাগত হয়েন নাই, সুতরাং অচলপতিকেও তদাবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইল। হে মহারাজ! যে নিমিত্ত বিন্ধ্যাচল অত্যুন্নত ও গ্রহনক্ষত্রের মার্গবিরোধক হইতে সমর্থ হইল না, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কিরূপে দেবগণ কালকেয়গণকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

“ভগবান মৈত্রাবারুণি দেবগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে সুরগণ! আপনারা কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন এবং কিরূপ বর প্রার্থনা করেন, আদেশ করুন।” দেবতারা কহিলেন, “মহাত্মন! আমাদিগের অভিলাষ যে, আপনি মহার্ণবের সমুদয় সলিল পান করেন; তাহা হইলে আমরা কালকেয় সুরারিদিগকে সবংশে নিহত করিতে সমর্থ হই।” মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রার্থনা-পূরণে অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, ‘যে বিষয়

আপনাদিগের অভিলষিত এবং জগতের হিতকর ও সুখপ্রদ তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি তপঃসিদ্ধ ঋষিবৃন্দ ও সমাগত দেবগণসমভিব্যাহারে জলধিতীরে গমন করিলেন। মনুষ্য, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পপুরুষেরা সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনার্থ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অগস্ত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিবিধ যাদোগণসঙ্কুল, বহুবিধমীনসমাকীর্ণ গভীর নিঃস্বন, অগাধ জলধিতীরে উপনীত হইলেন। তরঙ্গমালা বাতাভিঘাতে বিভিন্ন ও বারংবার উন্নতানত হওয়াতে বোধ হইল, যেন সরিৎপতি। নৃত্য করিতেছে এবং সলিলরাশি কন্দরোদরে স্থলিত ও ফেনিল হওয়াতে বোধ হইল, যেন সমুদ্র হাস্য করিতেছে।"

১০৫তম অধ্যায়

অগস্ত্যকর্ত্তৃক সমুদ্রশোষণ

"ভগবান অগস্ত্য তখন সমাগত দেবগণ ও ঋষিগণকে কহিলেন, 'আমি লোকহিতার্থ সাগরবারি পান করি, তোমরা সত্বর আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।' মহর্ষি এই কথা বলিয়া ক্রোধাভরে সর্ব্বসমক্ষে পয়োনিধির সমস্ত সলিল নিঃশেষিত করিলেন। তদর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়া অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন, "হে লোকহিতৈষিন! আপনি আমাদিগের ত্রাতা, বিধাতা ও সকল লোকের কর্ত্তা, আপনার প্রসাদে অদ্য দেবলোক ও নরলোক এই আসন্ন বিনাশ হইতে রক্ষা পাইল।"

"তখন দেবগণ মহার্ণব নিঃসলিল নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রহৃষ্ট হইলেন; গন্ধর্ব্বেরা তুর্য্যধ্বনি আরম্ভ করিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে অগস্ত্যমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা দিব্য-অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দানবদলের সহিত সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। দানবেরা মহাবলপরাক্রান্ত দেবগণের শাস্ত্রপ্রহারে জর্জ্জরিত কলেবর ও নিতান্ত অসহমান হইয়াও মুহূর্ত্তকাল গভীরগর্জ্জনপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা তেজঃপুঞ্জ ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং অধুনা বহুবিধ যত্ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। সেই সকল দেবনিহত, নিষ্কাভরণ-বিভূষিত, কুণ্ডলাঙ্গদধারী দানবেরা কুসুমিত কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর হতাবিশিষ্ট কালকেয়গণ বসুধা বিদীর্ণ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল।

সমুদ্রের জলাভাবে দেবগণের বিষাদ

"দেবতারা দানবদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে পুনরায় অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো! আপনার প্রসাদে লোকে সাতিশয় সুখলাভ করিল এবং আপনার প্রভাবেই ক্রুরবিক্রম দানবকুল নির্ম্মূল হইল। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পীত সলিল-সকল সমুদ্রে প্রত্যপণপূর্ব্বক পয়োনিধিকে পরিপূর্ণ করুন।" ঋষি কহিলেন, "হে ত্রিদশগণ! আমি যে সাগরসলিল পান করিয়াছিলাম, সে সকল জীর্ণ হইয়াছে; অতএব সমুদ্রের পূরণার্থ আপনারা প্রযত্নাতিশয়সহকারে উপায়ান্তর চিন্তা করুন।" দেবতারা মহর্ষির বাক্য

শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সমাগত জনগণ পরস্পর বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিল। দেবতারা বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সমুদ্রের পরিপূরণার্থ পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান কমলযোনিকে নিবেদন করিলেন।"

১০৬তম অধ্যায়

বিষন্ন দেবগণকে ব্রহ্মার অভয়দান

লোমশ কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেবগণকে কহিলেন, "হে সুরগণ! তোমরা স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন কর! বহুকালের পর মহারাজ ভগীরথ স্বীয় জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত এই পয়োনিধিকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিবেন।" অনন্তর দেবগণ পিতামহের বাক্যানুসারে স্বস্ব স্থানে গমন করিয়া সেই কালযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন। কাহারা মহারথ ভগীরথের জ্ঞাতি? মহারাজ ভগীরথ যে ঈদৃশ দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি এবং সরিৎপতিই বা কিরূপে পরিপূর্ণ হইল? এই সকল বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সকল রাজগণের চরিত্র কীর্ত্তন করুন।"

যুধিষ্ঠিরসমীপে লোমশমুনিকর্ত্তৃক সগরবৃত্তান্ত বর্ণন

বিপ্রবর লোমশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাত্মা সাগরের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। "হে রাজন! ইক্ষ্বাকুবংশে সগরনামে এক অসামান্য রূপগুণবলসম্পন্ন ভূপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ ভূপতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজন্যগণকে আপনার বশংবদ করিয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। বৈদভী ও শৈব্যা নামে তাঁহার দুই রূপযে বনবতী মহিষী ছিলেন। বহুকাল অতীত হইল, তথাপি মহারাজ সগর স্বীয় সহধর্ম্মিণীগণের গর্ভে অনুরূপ অপত্যলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পুত্রকামনায় পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে কৈলাস-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি এইরূপে কিয়াৎকাল তপস্যা করিয়া পরিশেষে পিনাকপাণি ভগবান শূলপাণির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। মহারাজা সগর ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতিকে অবলোকন করিবামাত্র স্বীয় পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে তাহার চরণে প্রাণপাত করিয়া পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ত্রিশূলধারী ত্রিপুরান্তক পরম পরিতুষ্ট হইয়া সস্ত্রীক সগর-নরপতিকে তৎক্ষণাৎ বর প্রদান করিলেন, "হে রাজন! তোমার এক মহিষীর গর্ভে ষষ্টিসহস্র পরমাদর্পিত মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে; কিন্তু তাহারা সকলেই এককালে করাল কালকবলে নিপতিত হইবে। আর অন্য মহিষীর গর্ভে একমাত্র পুত্র সমুৎপন্ন হইবে, সেই তোমার বংশরক্ষা করিবে।" ভগবান রুদ্র সগরকে এইরূপ বরপ্রদানানন্তর সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন; মহারাজা সগরও স্বাভিলষিত বরলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

"কিয়দ্দিন পরে সগর-নৃপতির উভয় সহধর্ম্মিণীই গর্ব্ভিণী হইলেন। বৈদভী যথাকলে এক অলাবু প্রসব করিলেন। শৈব্যার গর্ভে এক সুররূপী সুকুমার নবকুমার জন্মিল। মহীপতি সগর সেই বৈদভীপ্রসূত অলাবু পরিত্যাগ করিতে মানস করিতেছেন, এমত সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অতি গভীরনিঃস্বন এই বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, "হে রাজন! তুমি পূর্ব্বাপর। পর্য্যালোচনা না করিয়া সহসা পুত্র পরিত্যাগ করিও না; পরম যত্নসহকারে এই অলাবুমধ্য হইতে বীজ-সকল নিষ্কাশিত করিয়া ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া ঘৃতপূর্ণ উপস্বেদযুক্ত [অগ্নির তাপে উষ্ণ] কুম্ভসমূদয়ের মধ্যে রক্ষা কর, তাহা হইলেই তোমার ষষ্টি-সহস্র পুত্রলাভ হইবে। দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপ নিয়মেই তোমার পুত্রোৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তুমি কদাচ অন্যথা ভাবিও না।' "

১০৭তম অধ্যায়

সগরসন্তানগণের জন্মবৃত্তান্ত

লোমশ কহিলেন, "হে রাজসত্তম! মহারাজ সগর এইরূপ দৈববাণীশ্রবণানন্তর সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই অলাবুমধ্যস্থ বীজ ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথক ঘৃতকুম্ভমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক পুত্ররক্ষার্থ এক এক জন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে মহাদেবের প্রসাদে সেই সমস্ত কুম্ভমধ্যে অমিততেজাঃ সগররাজের ষষ্টি-সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইল। তাহারা ক্রমে ক্রমে দারুণ ক্রুরকর্ম্মা ও গগনগামী হইয়া উঠিল, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া সকল লোককেই অপমান করিতে লাগিল; অধিক কি, দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি অমানুষ প্রাণীগণের সহিতও বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল।

"তখন সমুদয় লোক মন্দবুদ্ধি সগর-সন্তানগণের দৌরাত্মে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া দেববৃন্দসমভিব্যাহারে ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার শরণাপন্ন হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ মহাভাগ ব্রহ্মা তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা এই সমুদয় সমুপস্থিত লোকসমভিব্যাহারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর; সগরসন্তানগণ অতি অল্পদিনমধ্যেই স্বকীয় কর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবগণ ও অন্যান্য জনগণ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন।

কপিল কর্ত্তৃক সগরসন্তানগণের ভস্মীকরণ

"বহুদিন অতীত হইলে সগর-রাজ অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞের অশ্ব তদীয় সন্তানগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ভীমদর্শন জলশূন্য জলনিধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সগরসন্তানগণ সমুদ্রমধ্যে সাতিশয় প্রযত্নসহকারে রক্ষা করিলেও সেই অশ্ব দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইল। সগরতনয়েরা যজ্ঞের অশ্ব অপহৃত হইয়াছে মনে করিয়া পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন ভূপতি স্বীয় সন্তানগণকে কহিলেন, "তোমরা সকলে সর্ব্বত্র অশ্বান্বেষণে গমন কর। সগরতনয়েরা স্বীয় পিতার আদেশানুসারে সমস্ত মেদিনীমণ্ডলে অশ্ব

অন্বেষণ করিল, কিন্তু অশ্বাপহর্ত্তার [ঘোটক-চোরের] কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "হে তাত! আমরা আপনার আদেশানুসারে সমুদ্র, দ্বীপ, বন, নদ, নদী, পর্ব্বত ও কন্দরসমবেত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণপূর্ব্বক আশ্বান্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু কোথাও তুরগ বা তুরগাপহর্ত্তার অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। দৈবনির্ব্বন্ধের কি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব! সগর-মহীপতি স্বীয় পুত্রগণের বাক্য-শ্রবণে এককালে ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা চিরকালের মতো বিদায় হইয়া পুনরায় অশ্বান্বেষণ কর; অশ্ব না লইয়া কদাপি প্রত্যাগমন করিবে না। সগরতনয়েরা পিতার অনুমতিক্রমে পুনরায় অশ্বান্বেষণ করিবার নিমিত্ত সমস্ত মেদিনীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিল।

"অনন্তর তাহারা একদা শুষ্ক সমুদ্রমধ্যে এক গর্ত্ত নিরীক্ষণ কিরয়া কুদ্দাল প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা খনন করিতে আরম্ভ করিল। রত্নাকর সগরসন্তানগণের খননে চতুর্দ্দিকে বিদারিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইল। অসুর, উরগ, রাক্ষস এবং অনেক প্রাণীগণ সগরসন্তানদিগের অস্ত্রাঘাতে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। শত-সহস্র জন্তুগণের মধ্যে কাহার বা ছিন্ন মস্তক, কাহার বা বিদীর্ণ কলেবর, কাহার বা ভিন্ন ত্বক, কাহার বা ভগ্ন অস্থি অবলোকিত হইতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলেও তুরঙ্গমের কিছুমাত্রও অনুসন্ধান হইল না।

"তখন সগরপুত্রেরা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের পূর্বোত্তরদেশ পাতাল পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখিল, ঐ স্থানে সেই অশ্ব বিচরণ করিতেছে ও অসামান্য তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা কপিল তথায় উপস্থিত আছেন। যেমন পাবক স্বীয় শিখাদ্বারা প্রজ্বলিত হইতে থাকে, তদ্রূপ মহাত্মা কপিল স্বীয় তেজোরাশিদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কালপ্রেরিত সগরসন্তানগণ তুরঙ্গম-সন্দর্শনে সাতিশয় পুলকিত ও লোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া ক্রোধাভরে মহাত্মা কপিলকে অনাদর করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিতে ধাবমান হইল। তখন সাক্ষাৎ বাসুদেবস্বরূপ প্রভাবশালী মুনিসত্তম কপিল কোপকম্পিত-কলেবরে নয়ন বিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগরসন্তানগণকে তেজোদ্বারা ভস্মীভূত করিলেন।

সগরের স্বতনয় অসমঞ্জার পরিত্যাগ

"মহাতপাঃ নারদ তাহাদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া সগরের নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। মহারাজ সগর মহর্ষি নারদমুখে সেই মর্ম্মচ্ছেদী বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় হইয়া মহাদেবের বাক্য চিন্তা করিলেন এবং পরিশেষে নিজ তনয় অসমঞ্জার পুত্র অংশুমানকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস! সেই ষষ্টিসহস্র তনয় আমার নিমিত্তই কপিলের কোপানলে দগ্ধ হইয়াছে; আমি আপনার ধর্ম্মরক্ষা ও পৌরগণের হিতকামনায় তোমার পিতা অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।' "

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে তপোধন! নৃপতিশ্রেষ্ঠ সগর কি নিমিত্ত নিতান্ত দুস্ত্যোজ্য স্বীয় আত্মজকে পরিত্যাগ করিলেন, আপনি তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন।"

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জা নামে মহারাজা সগরের এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অসমঞ্জা পুরবাসীদিগের রোরুদ্যমান দুর্ব্বল বালকগণের গলদেশ ধারণ করিয়া

নদীনীরে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে পৌরগণ ভয়ে ভীত ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া মহারাজা সগরের সমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে মহারাজ! আপনি আমাদিগকে সমুদয় ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা ভবদীয় পুত্র অসমঞ্জার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।' নৃপতিসত্তম সগর পৌরবর্গের সেই দারুণবাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় চিন্তা করিয়া স্বীয় মন্ত্রিগণকে কহিলেন, "হে সচিবগণ! যদি তোমরা আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা কর, তবে ত্বরায় অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত কর।" সচিবগণ মহারাজের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ অসমঞ্জাকে নগর হইতে বহির্গত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! পৌরগণহিতৈষী মহাত্মা সগর যে নিমিত্ত আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা কহিলাম; এক্ষণে তিনি মহাবল পরাক্রান্ত অংশুমানকে যাহা কহিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন।

"সাগর-মহীপতি কহিলেন, "হে বৎস! আমি তোমার পিতার পরিত্যাগ, অপর ষষ্টিসহস্র পুত্রের নিধন ও যজ্ঞার্থের অলাভনিবন্ধন মনস্তাপে নিতান্ত পরিতপ্ত ও যজ্ঞবিঘ্ন নিমিত্ত মোহিতপ্রায় হইয়াছি; অতএব তুমি অশ্বানয়নপূর্ব্বক আমাকে নরক হইতে বিমুক্ত কর।"

অংশুমানের কপিলাসমীপে গমন-যজ্ঞাশ্বলাভ

"অংশুমান মহাত্মা সগরের বাক্য-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া সগরসন্তানকর্ত্তৃক নিখাত প্রদেশে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রকাশিত পথদ্বারা সাগরতলে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, পুরাণ ঋষিসত্তম মহাত্মা কপিল তথায় উপবিষ্ট আছেন; যজ্ঞাশ্ব তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। তখন তিনি ভক্তিভাবে মহর্ষির চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার আগমন-প্রয়োজন নিবেদন করিলেন। মহর্ষি কপিল অংশুমানের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ভারতবংশাবতংস! আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।" তখন অংশুমান প্রথমে সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম, তৎপরে পিতৃলোকদিগের উদ্ধার এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। মহাতেজাঃ মুনিপুঙ্গব কপিল কহিলেন, "হে অনঘ! তুমি যে দুইটি বর প্রার্থনা করিলে, আমি তোমাকে তাহা অবশ্য প্রদান করিব। তুমি অসাধারণ ভাগ্যশালী মানব; ক্ষমা, ধর্ম্ম ও সত্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সগর-রাজ তোমা হইতে কৃতার্থ ও তোমার পিতা তোমাকে লাভ করিয়াই যথার্থ পুত্রবান হইয়াছেন; তোমার প্রভাবেই সগরসন্ততিসকল স্বর্গলাভ করিবে। তোমার পৌত্র সগরসন্তানগণের পরিত্রাণ নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বর্গ হইতে সুরধুনীকে মর্ত্যলোকে আনয়ন করিবে। হে নরপুরুষ! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে এই যজ্ঞাশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সাগরসমীপে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ সমাপন কর।'

"অংশুমান মহাত্মা কপিলের বাক্য-শ্রবণানন্তর অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞাঙ্গনে আগমন করিয়া সগরের চরণবন্দন করিলেন। মহাত্মা সগর তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলে তিনি তখন সাগরসমীপে তদীয় সন্তানগণের বিনাশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞাশ্ব আনীত হইয়াছে।"

"মহারাজ সগর তৎসমুদয় শ্রবণপূর্ব্বক পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া অংশুমানকে পরমসমাদরপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। অনন্তর তিনি সমুদয় দেবগণকর্ত্তৃক

সম্মানিত হইয়া সমুদ্রকে স্বীয় পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। এইরূপে বহুকাল রাজ্যপালন করিয়া পরিশেষে স্বীয় পৌত্র অংশুমানের হস্তে সমুদয় রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা অংশুমানও স্বীয় পিতামহের পদবী অনুসরণ করিয়া সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে দিলীপনামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল, পরে তিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন।

"দিলীপ-ভূপতি পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই নিদারুণ নিধনবার্ত্তাশ্রবণে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাদের সদগতিলাভের নিমিত্ত ভূতলে ভাগীরথীকে আনয়ন করিতে বহুবিধ প্রযত্নসহকারে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কালক্রমে ভগীরথনামে দিলীপের এক পুত্র জন্মিলেন। ঐ পুত্র সাতিশয়, শ্রীমান, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাক ও অসূয়াশূন্য ছিলেন। দিলীপ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় কালক্রমে তপঃসিদ্ধি লাভ করিয়া পরিশেষে সুরপুরে গমন করিলেন।

১০৮তম অধ্যায়

ভগীরথের গঙ্গা-আরাধনা

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! চক্রবর্ত্তী মহারথ ভগীরথ সমুদয় লোকের মন ও নয়নের আনন্দবর্দ্ধন ছিলেন। তিনি কিংবদন্তী দ্বারা শ্রবণ করিলেন যে, পূর্ব্বপিতামহগণ দারুণ কপিলকোপানলে দগ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখার্ত্ত হইয়া সচিবের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক তপস্যাদ্বারা পাপ বিনাশ ও গঙ্গার আরাধনা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শৈলরাজ হিমবান ধাতুরঞ্জিত বিবিধাকার বিচিত্র শৃঙ্গে উপশোভিত হইয়া রহিয়াছে; জলধরপটল পবনবেগে সঞ্চালিত হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে জলসেক করিতেছে। নদী, নিতম্ব ও নিকুঞ্জসকল সতত শোভাসম্পাদন করিতেছে; গুহাকন্দরে সিংহ ও ব্যাঘ্রসকল বিষন্ন হইয়া রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে হংস, দাত্যূহ, জলকুকুট, ময়ুর, সারস, জীবঞ্জীবক, কোকিল, চকোর ও খঞ্জন প্রভৃতি বিচিত্রাঙ্গ পক্ষিগণ সতত মধুরস্বরে কলরব করিতেছে; মধুকরেরা গুনগুন ধ্বনি করিতেছে; মনোরম জলাশয়-সমুদয়ে কমলসকল প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে ও উপকূলে সারসকুল মধুরধ্বনি করিতেছে, শিলাতলে কিন্নর ও অপ্সরাগণ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে দিগ্‌গজগণ ভীষণ বিষাণাগ্রা [দন্তের অগ্রভাগ] দ্বারা বৃক্ষসমূহ উন্মূলন করিতেছে; বিদ্যাধরগণ সতত বিচরণ করিতেছে; নানাবিধ রত্নরাজি চারিদিকে বিরাজিত হইতেছে এবং তীব্রবিষ দীপ্তজিহ্ব ভয়ানক ভুজঙ্গসকল ইতস্তত পরিসর্পণ [ভ্রমণ] করিতেছে, উহার কোন স্থান বা কনকনিকরের ন্যায়, কোন স্থান বা রজতরাশির ন্যায়, কোন স্থান বা অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় শোভমান হইতেছে।

ভগীরথের গঙ্গাসাক্ষাৎকার

"মহারাজ ভগীরথ ঐ মহাশৈলে বাস করিয়া কেবল ফল-মূল ও জল ভক্ষণপূর্ব্বক দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে

মহানদী গঙ্গা স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া ভগীরথের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর বল, কি প্রদান করিতে হইবে?" রাজা ভগীরথ গঙ্গার বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'হে বরদে! সগররাজের ষষ্টিসহস্র সন্তান অশ্বান্বেষণে গমন করিয়া কপিলদেবের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন। তাঁহারা আমার পূর্ব্বপিতামহ; তাঁহাদের অকালমৃত্যু হওয়াতে স্বর্গলাভ হয় নাই। যাবৎ তাহাদের সেই ভস্মীভূত কলেবর সকল আপনার সলিলে অভিষিক্ত না হইবে, তাবৎ তাহাদিগের সদগতিলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহাভাগে! আমি সেই পূর্ব্বপিতামহ সগরসন্ততিগণের সদগতিলাভজন্য অবনীন্তলে আপনার আগমন প্রার্থনা করিতেছি।'

"সর্ব্বলোকনমস্কৃত গঙ্গা ভগীরথের বাক্য-শ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া কহিলেন, "হে রাজন! আমি নিঃসন্দেহই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব; কিন্তু আমি যৎকালে স্বর্গ হইতে মেদিনীমণ্ডলে নিপতিত হইব, তখন আমার বেগ নিতান্ত দুর্দ্ধার্য্য হইয়া উঠিবে। এই ত্রিলোকমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, আমার সেই বেগ ধারণ করে, অতএব তুমি তপস্যাদ্বারা সেই আদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট কর। তিনি পতন-সময়ে মস্তকদ্বারা আমার বেগ ধারণ করিয়া ত্বদীয় পিতৃগণের হিতার্থে অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।' মহারাজ ভগীরথ

তপানুষ্ঠাদ্বারা কালক্রমে ভগবান ভবানীপতিকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় পিতৃলোকদিগের স্বর্গ-প্রাপ্তির নিমিত্ত গঙ্গাধারণরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।"

১০৯তম অধ্যায়

ভগীরথ তপস্যাতুষ্ট শিবের গঙ্গাবেগধারণ

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতি ভগীরথের বাক্য-শ্রবণানন্তর দেবগণের প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, "হে মহাভাগ! আমি তোমার প্রার্থনানুসারে গগনপ্রচ্যুত পরমপবিত্র দেবনদী গঙ্গাকে ধারণ করিব।' ভগবান ভূতপতি ভগীরথকে এই কথা বলিয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী পরিষদে পরিবৃত হইয়া হিমাচলে গমন করিলেন। অনন্তর ভূতনাথ ভগীরথকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি সরিদ্বারা গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইতে বল, আমি তাহাকে ধারণ করিব।"

"মহারাজ ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রণতিপূর্ব্বক প্রযত্ন-চিত্তে গঙ্গাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন পবিত্রতোয়া পরামরমণীয়া ভাগীরথী, ভগীরথ ধ্যান করিতেছেন ও ঈশানও সমুপস্থিত আছেন। অবলোকন করিয়া সহসা গগন হইতে বিচ্যুত হইলেন। দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরাগ ও যক্ষগণ, গঙ্গা গগনপ্রচ্যুত হইতেছেন জানিয়া সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। তখন মহাবর্ত্তযুক্ত মীনগ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তু-সমূহে সঙ্কুলা গঙ্গা গগন হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। শূলপাণি স্বর্গ হইতে নিপতিতা গগনমেখলা গঙ্গাকে মুক্তাময়ী মালার ন্যায় ললাটদেশে ধারণ করিলে তিনি ত্রিধারা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় নির্ম্মল নীরে ফেনপুঞ্জ ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল, যেন মরালকুল কেলি করিতেছে। ফেনপটলসংবৃতাঙ্গী সুরনদী কোন স্থানে কুটিলগতি, কোন স্থানে বা স্বলিত হইয়া প্রমত্তা প্রমদার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন এবং কোন স্থানে বা তোয়শব্দদ্বারা মধুর-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ভগীরথ-নির্দ্দিষ্ট পথে গঙ্গার সাগরযাত্রা

"সুরতরঙ্গিণী এইরূপে স্বর্গ হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ভগীরথকে কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি তোমার নিমিত্তই ভূতলে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে কোন পথ দিয়া গমন করিব, নির্দেশ কর।" ভগীরথ গঙ্গার বচন শ্রবণান্তে পবিত্র জলদ্বারা সগরসন্তানগণের ভস্মীভূত কলেবর সকল প্লাবিত করিবার নিমিত্ত সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্ব্বলোকনমস্কৃত শঙ্কর গঙ্গা-ধারণ করিয়া দেবগণ-সমভিব্যাহারে শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন। মহীপতি ভগীরথ ভাগীরথীর সহিত সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক উহা গঙ্গাজলে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া ঐ পবিত্র সলিলে পিতৃলোকের তর্পণ ও গঙ্গাকে দুহিতৃত্বে কল্পনা করিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! ত্রিপথগা গঙ্গা যেরূপে সমুদ্র-পূরণার্থ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা অগস্ত্য যে কারণে সমুদ্রপান ও ব্রহ্মহা [ব্রহ্মাঘাতী] বাতাপির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।"

১১০তম অধ্যায়

কৌশিকী প্রমুখ তীর্থকথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা কৌন্তেয় ক্রমে ক্রমে নন্দা ও অপরনিন্দা-নাম্নী পাপভয়বিনাশিনী উভয় তরঙ্গিণীতে গমন করিলেন। তথায় হেমকূটনামক অনাময় পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভুরি ভুরি অচিন্ত্য ও অদ্ভুত ব্যাপারসকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। কাদম্বিনী সমীরণ বদ্ধ ও সহস্র সহস্র উপলখণ্ডসকলসঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে; লোকে তদারোহণে অসমর্থতাবশতঃ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকে; প্রতিনিয়ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; পয়োবাহ [জলধার-মেঘ] বর্ষণ করিতেছে এবং স্বাধ্যায়সংঘোষ [বেদপাঠ্যধ্বনি] শ্রীয়মাণ হইতেছে, কিন্তু কোন ব্যক্তিই অবলোকিত হইতেছে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে ভগবান হব্যবাহন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। তপঃপ্রত্যূহভূত [বিঘ্ন] মক্ষিকাসকল সকলকে দংশন করে; গমন করিবামাত্র লোকের অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াও তাহাদিগের স্ব স্ব আলয়সকল স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদে অসমর্থ হইয়া লোমশকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

লোমশ কহিলেন, "হে অরাতিসূদন! পূর্ব্বে আমরা যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, একাগ্রামনাঃ হইয়া শ্রবণ করুন। এই ঋষভকূটপর্ব্বতে ঋষভনামে এক দীর্ঘায়ু কোপনস্বভাব তাপস ছিলেন। কোন সময়ে কতকগুলি লোক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি রোষপরবশ হইয়া পর্ব্বতকে কহিলেন, "কোন ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া কথোপকথন করিলেই তুমি তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে।" বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তুমি শব্দ করিও না।" হে রাজন! যে ব্যক্তি এ স্থানে কথোপকথন করে, মেঘধ্বনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিবারণ করে। মহর্ষি ঋষভ জাতক্রোধ হইয়া এই প্রকারে কোন কোন কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ ও কোন কোন কর্ম্ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

"একদা দেবগণ নন্দ-নদীতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কতকগুলি লোক দেবদর্শনলালসায় সহসা তথায় উপস্থিত হইল। পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ তাহাদিগকে দর্শন করিতে অনিচ্ছক হইয়া এই প্রদেশকে দুরারোহ আচলদ্বারা অতিদুর্গম করিলেন। তদবধি এই পর্ব্বতে আরোহণ করা দূরে থাকুক, কেহই ইহাকে দর্শন করিতে পারে না। প্রকৃত তপশ্চর্য্যা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই ইহাকে অবলোকন বা ইহাতে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব হে কৌন্তেয়! আপনি এক্ষণে মৌনাবলম্বন করুন।

"দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার চিহ্নস্বরূপ কুশাকার দুর্ব্বাসকল বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহাতে এই ভূখণ্ড সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এবং যূপাকৃতি বৃক্ষসকল তদীয় লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে। অদ্যাপি দেব ও ঋষিগণ এই স্থানে বাস করিতেছেন। প্রভাতে ও সায়ংকালে তাহাদিগেরই হুতাশন নয়নগোচর হইয়া থাকে। এ স্থানে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ পাপবিমুক্ত হয়। হে কুরুচুড়ামণি! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই নন্দ-নদীতে স্নান করুন, পরে কৌশিকী-নদীতে গমন করিবেন; সে স্থানে মহামুনি বিশ্বামিত্র অবগাহন করিয়া কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির

ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই শীতলসলিলশালিনী তরঙ্গমালিনী স্রোতস্বতী নন্দাতে স্নান করিয়া কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির উৎপত্তি কথা

লোমশ কহিলেন, "হে ভারতবংশাবতংস! এই পবিত্রসলিলা সুরকল্লোলিনী কৌশিকী, ইহার অনতিদূরে ঐ পরিদৃশ্যমান বিশ্বামিত্রের পরামরমণীয় আশ্রমপদ বিরাজমান রহিয়াছে। এই স্থানেই মহাত্মা কাশ্যপের পুণ্যাখ্য আশ্রম। সংযতেন্দ্রিয় মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ কাশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র। ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ এরূপ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন যে, অনাবৃষ্টি-সময়ে বলবৃত্রসূদন নমুচিসূদনও তাহার ভয়ে বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কাশ্যপসৃত-অমিততেজঃ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোমপাদরাজ্য অতি অদ্ভুতম কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত সেই প্রদেশে শস্য-সমৃদ্ধি সমুৎপাদিত হইলে, যেমন সবিতা ব্রহ্মাকে স্বীয় তনয়া সাবিত্রী সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা লোমপাদ ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা-নামী দুহিতা সম্প্রদান করিলেন।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান! কাশ্যপতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ কি প্রকারে হরিণীগর্ভে উৎপন্ন হইলেন? বিরুদ্ধযোনিসংসৃষ্ট হইয়াও কি প্রকারে তপস্যার অধিকারী হইয়াছিলেন? দেবরাজ ইন্দ্র কি জন্য এই বালকের ভয়ে অনাবৃষ্টি-সময়ে বর্ষণ করিলেন? রাজপুত্রী শান্তা কিরূপ রূপবতী ছিলেন, যিনি হরিণাকৃতি ঋষ্যশৃঙ্গের মন হরণ করিলেন? আর পরম-ধার্ম্মিক রাজর্ষি লোমপাদের রাজ্যে কি নিমিত্তই বা পাকশাসন [ইন্দ্র] বারিবর্ষণ করেন নাই? এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে; অতএব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহলাকুলিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।"

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! অমোঘরেতাঃ পবিত্রচেতাঃ প্রজাপতিসমপ্রভ, ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডকের সূত প্রতাপশালী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যেরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। দেবকল্প স্থবিরাভিমত কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক ঋষি বাল্যাবস্থায় মহাহিদে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইতে একদা উর্ব্বশীকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইবামাত্র সলিলে অবগাহন করিলেন। সেই সময়ে এক মৃগী তৃষিত হইয়া জলপান করিতে আসিয়াছিল, সে জলের সহিত ঐ রেতঃ পান করিয়া গর্ভিণী হইল। সেই মৃগী পূর্ব্বে এক দেবকন্যা ছিল; ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি মৃগী হইয়া তপস্বিপুত্র প্রসবানান্তর বিমুক্ত হইবে।' বিধিবাক্যের অমোঘত্ব ও ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ সেই হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিরোদেশে একটি শৃঙ্গ ছিল, এই নিমিত্ত তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি তপঃপরায়ণ হইয়া কেবল কাননমধ্যেই বাস করিতেন; পিতা ভিন্ন আর কোন মনুষ্যই তাহার নয়নগোচর হয় নাই; এই জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল।

অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট লোমপাদরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ-আনয়ন মন্ত্রণা

"সেই সময়ে দশরথের সখা লোমপাদ অঙ্গদেশের অধিরাজ হইয়াছিলেন। তিনি স্বচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণের সহিত মিথ্যা-ব্যবহার ও পুরোহিত্যের প্রতি অত্যাচার করাতে

ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এ নিমিত্ত সহস্রলোচন তাহার রাজ্যে বারিবর্ষণ নিষেধ করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বারিবর্ষণক্ষম ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ! পর্জ্জন্যপটল [মেঘমালা] কিরূপে বারিবর্ষণ করিবে, তাহার উপায় অন্বেষণ করুন।"

"পণ্ডিতগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে একজন মুনি রাজাকে কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণেরা আপনার প্রতি রোষাপরবশ হইয়াছেন; অতএব তাঁহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করুন, আর ঋষ্যশৃঙ্গ সরলস্বভাবসম্পন্ন নারী-পরিচয়বর্জ্জিত আজন্ম-বনবাসী ঋষিকুমারকে আনয়ন করিবার উদযোগ করুন। সেই মহাতপাঃ আপনার দেশে প্রবেশ করিবামাত্রই বারিবর্ষণ হইবে, সন্দেহ নাই।"

"রাজা লোমপাদ এই কথা শ্রবণান্তর নিস্কৃতিলাভের নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। অনন্তর তিনি মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। লোমপাদ-মহীপতি শাস্ত্রজ্ঞ অর্থকুশল অমাত্যগণের সহিত উপায় অবধারণ করিয়া সুচতুরা কার্য্যকুশলা বারবিলাসিনীগণকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাহারা সমাগত হইলে লোমপাদ কহিলেন, 'হে বারবনিতাগণ! কোন উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বিশ্বাস বা লোভ উৎপাদন করিয়া এই দেশে তাহাকে আনয়ন কর।'

"বারবনিতাগণ রাজভয়ে ভীত ও বিবর্ণ এবং শাপভয়ে অচেতন্যপ্রায় হইয়া তৎকার্য্যসম্পাদনে অস্বীকার করিলে তন্মধ্যে একজন প্রবীণা বারযোষা [বারবনিতা—বেশ্যা] ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মহারাজ! যদ্যপি আপনি আমার অভিপ্রেত কতকগুলি উপভোগবস্তু প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে যত্ন করি। বোধ করি, তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতে পারিব।'

"মহারাজ লোমপাদ সেই বারাঙ্গনার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে বিবিধ রত্ন ও প্রচুর ধন প্রদান করিলেন। বারবিলাসিনী সেই সমস্ত রত্নাদি গ্রহণ করিয়া কতকগুলি রূপযৌবনসম্পন্না কামিনী-সমভিব্যাহারে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিল।

১১১তম অধ্যায়

ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়নে বারবনিতার প্রলোভন

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! সেই বারাঙ্গনা ভূপতির আদেশক্রমে তাঁহার কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে তরীর উপরে একটি মনোহর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সুস্বাদুফলনিবহশালী, বহুকুসুমবিভূষিত নানা বিচিত্র কৃত্রিম তরুলতা ও গুল্ম দ্বারা সুশোভিত করিল এবং কাশ্যপাশ্রমের অনতিদূরে ঐ তরণী নিবদ্ধ করিয়া কোন সময়ে বিভাণ্ডক ঋষি আশ্রমের বহির্গত হয়েন, এই সুযোগ অনুচর-পুরুষদ্বারা অনুসন্ধান করিতে

লাগিল। একদা সেই বারবনিতা বিভাণ্ডক ঋষির অসন্নিধানরূপ সুযোগসন্দর্শনে ইতিকর্ত্তব্যতাসাধন নিশ্চয় করিয়া সুনিপুণা নিজ পুত্রীকে ঋষ্যশৃঙ্গসমীপে প্রেরণ করিল।

"নিপুণতমা বেশ্যাকুমারী আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক ঋষিকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মুনে! তাপসাগণের ত' কুশল? ফলমূল ত' পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে? আপনি ত' সুখে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে? তাপসাগণের ত' তপোবৃদ্ধি হইতেছে? আপনার পিতার ত' তেজোহানি হয় নাই? আপনি বেদপাঠ করিয়া ত' পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন? সম্প্রতি আমি আপনারই দর্শনলালসায় এ স্থানে আগমন করিয়াছি।

"ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, "মহাশয়! আপনি তেজঃপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন; বোধ হয় আপনি আমার অভিবাদনীয় সন্দেহ নাই; অতএব আপনাকে ধর্ম্মানুসারে পাদ্য ও ফলমূল প্রদান করি। আপনি কৃষ্ণজিনাচ্ছাদিত সুখস্পর্শ কুশময় আসনে উপবেশন করুন। হে ব্রহ্মন! আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি যে দেবতার ন্যায় এই ব্রতানুষ্ঠান করিতেছেন, উহার নাম কি?

"বারবিলাসিনী কহিল, "হে ব্রহ্মন! এই ত্রিযোজনবিস্তীর্ণ শৈলের অপর দিকে আমার রমণীয় আশ্রম; অভিবাদন গ্রহণ বা পাদ্যোদক স্পর্শ আমার ধর্ম্ম নহে। আমাকে অভিবাদন করিবেন না; আপনি আমার অভিবাদ্য, আমি ভবাদৃশ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া থাকি; তাহাই আমার ব্রত।" ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, "ভল্লাতক, আমলক, করূষক, ইঙ্গুদ, ধন্বন প্রভৃতি সুপক্ক ফলনিচয় প্রদান করিতেছি, যথারুচি উপভোগ করুন।"

অনন্তর বারঙ্গনা ঋষিকুমারপ্রদত্ত ফলনিচয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অমূল্য খাদ্যদ্রব্যসকল প্রদান করিল। মুনিকুমার সেই সমস্ত পূর্ণরস ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর বারাঙ্গনা পুনরায় সুস্বাদু খাদ্য, সুরভি মাল্য, বিচিত্র উজ্জ্বল বাস ও সুরস পানীয় প্রদানপূর্ব্বক আমোদ-প্রমোদ ও হাস্য-পরিহাস-সহকারে কন্দুক লইয়া ফলভারাবনতা লতার ন্যায় হাবভাব প্রকাশ করিয়া আশ্রমোপকেন্ঠ ক্রীড়া করিতে লাগিল; কখন বা গাত্রে গাত্রে স্পর্শ, কখন বা গাঢ়তর আলিঙ্গন, কখন বা সর্জ্জ, অশোক ও তিলক প্রভৃতি কুসুমিত তরুসকল অবনত বা ভগ্ন করিয়া মদাভিভূতার ন্যায়, লজ্জামানার ন্যায় হইয়া ঋষিকুমারের মন হরণ করিল; অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে বিকৃত চিত্ত অবলোকন করিয়া বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কটাক্ষপাতপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রব্যাপদেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

"বেশ্যাকুমারী প্রস্থান করিলে ঋষিকুমার মদনমত্ত ও বিচেতন হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তদগতচিত্তে তাহাকে চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে সিংহের ন্যায় পিঙ্গলক্ষ, আনখাগ্ররোমবেষ্টিতকায় [সর্ব্বগাত্রে বহু লোমযুক্ত—নখের সীমা পর্য্যন্ত লোমে আবৃত], স্বাধ্যায়বান বিভাণ্ডক ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ একান্তে আসীন হইয়া বিকরচিত্তের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত ও চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কি নিমিত্ত অদ্য সমিধ আহরণ করা নাই? তুমি কি নিমিত্ত অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান কর নাই? তুমি কি নিমিত্ত স্রুক্স্রুব নির্ম্মল কর নাই ও কি নিমিত্তই বা হোমধেনুকে

পীতবৎসা [যে গরুর বাছুরে দুধ খাইয়া ফেলিয়াছে এইরূপ] করিয়াছ? তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতেছে না; তোমাকে দীনভাবাপন্ন, চিন্তাপরায়ণ ও বিচেতন্যপ্রায় দেখিতেছি; অতএব বল দেখি, আদ্য এই আশ্রমে কোন ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন?’

১১২তম অধ্যায়

ঋষ্যশৃঙ্গের বিলাসবিমোহন

“ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, “পিতঃ! অদ্য এই আশ্রমে নাতিখর্ব্ব ও নাতিদীর্ঘ এক জটিল ব্রহ্মচারী আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে দেবতা বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, লোচন কমলের ন্যায় আয়ত ও স্নিগ্ধ, রূপ সাতিশয় মনোহর, প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, তাহাঁর মস্তকে হিরণ্যরজ্জুগ্রথিত সুদীর্ঘ নীল নির্ম্মল জটাভার; কণ্ঠে আকাশবিকাশিনী সৌদামিনীর ন্যায় আলাবাল [কলসহার—কণ্ঠাভরণবিশেষ। ঐ হারে কলসীর মত মালা থাকায় বৃক্ষের মূলে জল দিবার জন্য গোলাকারে খনিত আলবালনামক জলাধারের সহিত তুলিত হইয়াছে।] বিলম্বিত রহিয়াছে; বক্ষঃস্থলে লোমসম্পর্কশূন্য অতি মনোহর বর্তুলাকৃতি দুইটি মাংসপিণ্ড [স্তনচিহ্ন] রহিয়াছে; কটিদেশের ক্ষীণতা, যার-পর-নাই শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার পরিহিত চীরমধ্য হইতে আমার এই মেখলা [কাঞ্চী — কটিবন্ধনভূষণ]-র ন্যায় হিরন্ময়ী মেখলা প্রকাশিত হইতেছে। চরণদ্বয়ে সুমধুর শব্দায়মান এক আশ্চর্য্য বস্তু [কিঙ্গিণী-ঘুঙুর-দেওয়া নূপুর] দীপ্তি পাইতেছে; পাণিদ্বয়ে মদীয় অক্ষমালাসদৃশ কূজিত কলাপকদ্বয় [হস্তদ্বয়ের শব্দায়মান কঙ্কণ] নিবদ্ধ রহিয়াছে।

তিনি যখন কর বা চরণ-সঞ্চালন করেন, তখন তাঁহার করনিবদ্ধ কলাপক ও চরণাবরূঢ় সেই অদ্ভুত বস্তু সরোবরবিহারী মত্ত মরালকুহের ন্যায় কলরব করিতে থাকে। তাঁহাকে চীরসকল আমার এই চীরখণ্ড অপেক্ষা শতগুণে মনোহর ও অদ্ভুতদর্শন। যে সময় তাঁহার মোহন মুখমণ্ডল হইতে অমৃতায়মান বাণী নিঃসারিত হয়, তখন অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ ও পুলকিত হইতে থাকে। ফলতঃ তাঁহার সেই সেই পুংস্কোকিলকলবিড়ম্বিনী [কোকিলের মধুরস্বর হইতেও উত্তম] বাণী শ্রবণগোচর করিয়াই আমার অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যেমন বসন্তকালে কাননসকল মলয়ানিলপরিচালিত হইয়া সুশোভিত ও আমোদিত হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মচারী সামান্য সমীরণ সেবন করিয়াও অসামান্য সৌরভ ও শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাহার সুসংযত জটাসমূহ ললাটদেশে বক্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিন্যস্ত রহিয়াছে; কর্ণদ্বয় চিত্রিত চক্রবাকসমূহে আবৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যখন তিনি দক্ষিণ করে একটি বৃত্তাকার বিচিত্র ফল গ্রহণ করিয়া, সেটি বারংবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা উর্দ্ধে উঠিতেছিল, আবার ভূমিতে পড়িতেছিল, তিনি বায়ুহিল্লোলিত তরুর ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে অভিঘাত করিতেছিলেন; আমি সেই দেবকুমারসদৃশ ব্রহ্মচারীকে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া জটাভার গ্রহণপূর্ব্বক আমার মস্তক অবনমিত ও তদীয় মুখমণ্ডল আমার মুখোপরি বিন্যস্ত করিয়া যে শব্দ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার কলেবর পুলকিত হইয়া রহিয়াছে।

আমি তাঁহার নিমিত্ত এই সকল ফল ও পাদ্য আহরণ করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতে অভিনন্দন করিলেন না, বরং আমাকে কতকগুলি ফল প্রদান করিয়া কহিলেন, 'আমাদিগের ব্রত এই প্রকার।' আমি তাঁহার প্রদত্ত যে-সকল ফল ভোজন করিলাম, উহা কোনক্রমেই আস্বাদনে, ত্বকে ও সারাংশে এই সকল ফলের তুল্য নহে। সেই উদারমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী আমাকে পান করিবার নিমিত্ত যে সলিল প্রদান করিয়াছিলেন, উহা পান করিয়া সমধিক হৃষ্টচিত্ত হইলাম এবং তৎকালে পৃথিবীকে কম্পমানা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই স্থানে পট্টসূত্রে গ্রথিত এই সমস্ত বিচিত্র সুরভিমাল্য বিকীর্ণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি গমন করাতে আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি ও আমার কলেবর একান্ত পরিতাপিত হইতেছে। আমি তাঁহার সমীপে শীঘ্র গমন করিতে বাসনা করি অথবা আমার অভিলাষ যে, তিনি এই স্থানে চিরকাল যেরূপ তপশ্চর্য্যা করেন, আমি তাঁহার সহিত সেইরূপ তপানুষ্ঠান করিতে একান্ত অভিলাষ করি। সেইরূপ তপস্যা করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী। তাঁহার আদর্শনে আমার চিত্ত সাতিশয় কাতর হইতেছে।"

১১৩তম অধ্যায়

ঋষ্যশৃঙ্গের অঙ্গরাজ্যে আগমন

বিভাণ্ডক কহিলেন, "বৎস! অমিত-পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ অদ্ভুত রূপধারণ করিয়া তপোবিঘ্ন বাসনায় সর্ব্বদা ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা অগ্রে অনুপম রূপমাধুরী প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবিধ উপায়ে বনবাসী মুনিগণকে প্রলোভিত করে; পশ্চাৎ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে সনাতন সুখ ও পুণ্যলোক হইতে ভ্রষ্ট করে। নিত্য-সুখাভিলাষী, জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ কোনপ্রকারে তাহাদিগের সেবা করেন না। তাপসীগণকে বিপন্ন করাই সেই সকল পাপাচার্যপরায়ণ নিশাচরগণের ক্রীড়া; অতএব তপোধনগণ তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। সেই অসাধুজনোচিত অপেয় পাপময় মদ্য এবং বিচিত্র উজ্জ্বল সুরভিমাল্য মুনিজনের ভোগোচিত নহে। তাহারা রাক্ষস, ব্রহ্মচারী নহে।" বিভাণ্ডকমুনি এইরূপে নিজ পুত্রকে নিবারণ করিয়া বেশবনিতা [বেশভূষায় মনোহারিণী]-গণের অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন; দিনত্রয় অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

যে সময়ে বিভাণ্ডক-ঋষি বৈদিকবিধি অনুসারে ফল আহরণ করিতে গমন করিলেন, সেই সময় সেই বেশযোষা ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষিকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আশ্রমে আগমন করিল। ঋষিকুমার বেশবিলাসিনীকে দর্শন করিবামাত্র প্রফুল্লচিত্তে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! চলুন, আমার পিতা প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতেই আমরা আপনার আশ্রমে গমন করি।"

অনন্তর বারবিলাসিনীগণ এইরূপ কৌশলে কাশ্যপ ঋষির একমাত্র কুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকায় প্রবেশিত করিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহার প্রমোদবর্দ্ধনপূর্ব্বক অঙ্গাধিপতি লোমপাদসমীপে উপস্থিত হইল। বেশ্যাগণ তাঁহাকে আশ্রম দর্শন করাইবার নিমিত্ত

তরণীসংস্থাপনপূর্ব্বক সেই সকল কৃত্রিম তরুলতাদি দ্বারা নাব্যাশ্রম নামে একটি বিচিত্র কানন প্রস্তুত করিল।”

ঋষ্যশৃঙ্গ আগমনে অঙ্গরাজ্যে বারিবর্ষণ—ঋষির অঙ্গরাজকন্যা শান্তা-পরিণয় রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষিকে পুরমধ্যে প্রবেশিত করিবামাত্র জলদগণ সহসা এরূপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যে, সমুদয় সংসার একেবারে জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে অঙ্গরাজের মনোরথ পরিপূর্ণ হইলে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গঋষিকে স্বীয় তনয়া শান্তা সম্প্রদান করিলেন এবং বিভাণ্ডক-মুনির কোপোপশমের নিমিত্ত তাঁহার আগমনপথের মধ্যে গো, কৃষক প্রভৃতি ও পশুপালক বীরগণকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, “যখন মহর্ষি বিভাণ্ডক পুত্রান্বেষী হইয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবে যে, এই সমস্ত পশু ও কৃষক আপনার পুত্রের অধিকৃত; আমরা আপনার আজ্ঞাকারী দাস; অতএব কিরূপ প্রিয়কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।”

এদিকে প্রচণ্ডকোপ বিভাণ্ডক মুনি ফল-মূল আহরণপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তথায় পুত্রকে দর্শন না করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে নিতান্ত কোপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি পুত্রকে অপহরণ করা নৃপতির কার্য্য বিবেচনা করিয়া রাজ্যের সহিত অঙ্গরাজকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চম্পানগরাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে শ্রান্ত ও ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে তিনি সেই লোমপাদপ্রেরিত সমৃদ্ধ ঘোষগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি তাহাদিগের কর্ত্তৃক সমুচিতরূপে সৎকৃত হইয়া নৃপতির ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে যামিনীযাপন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি তাহাদিগের নিকট সাতিশয় সৎকার প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে গোপগণ! তোমরা কাহার অধিকৃত?” তাহারা কহিল, “মহাশয়! আপনার তনয় এই সমস্ত ধনের অধিকারী।”

বোষগণের নিকটে অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পূজ্যপাদ মহর্ষি বিভাণ্ডকের প্রজ্বলিত কোপানল একেবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। তখন তিনি চম্পানগরীতে প্রবেশ করিয়া অঙ্গ রাজসমীপে সমুচিত সৎকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন পুত্রকে অমরনাথের ন্যায় বিরাজমান, গ্রামঘোষাদির [গ্রামনগরাদি] অধীশ্বর ও পুত্রবধূ শান্তাকে সৌদামিনীর ন্যায় শোভমানা অবলোকন করিয়া তাঁহার রোষানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তিনি নৃপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া ও পুত্রকে তথায় বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, “হে পুত্র! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে ভূপতির প্রিয় কার্য্যসকল সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিয়া কাননে গমন করিবে।”

মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার অনুমতি প্রতিপালনপূর্ব্বক যথাসময়ে আশ্রমে গমন করিলেন; শান্তাও তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। রোহিণী যেমন শশধরের অনুকুলা, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের প্রণয়িনী, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের প্রিয়কারিণী, দময়ন্তী যেমন নলের প্রিয়তমা, শচী যেমন ইন্দ্রের বশবর্ত্তিনী, নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মুদগলের সহাচারিণী, নৃপতনয় শান্তা সেইরূপ বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গের প্রিয়কারিণী প্রণয়িনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে রাজন! তাঁহার এই পবিত্র আশ্রম মহাহ্রদের সুষমা সম্পাদন করিয়া প্রদীপ্ত হইতেছে। এই তীর্থে স্নান করিয়া কৃতকৃত্য ও বিশুদ্ধ হইয়া অন্যান্য তীর্থে গমন করিবে।

১১৪তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের বৈতরণী প্রভৃতি তীর্থগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকীতীর্থে উপনীত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চ-শত নদীমধ্যে স্নান করিলেন; অনন্তর ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে ভগবান ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই বৈতরণীর উত্তরতীর নিরবচ্ছিন্ন দ্বিজাতিগণসেবিত মহর্ষি-সার্থসঙ্কুল যজ্ঞীয়োপকরণসংযুক্ত ও গিরিপথশোভিত। ইহা স্বর্গপ্রাপ্তির সুগম পথ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে অন্যান্য মহর্ষিগণ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভগবান রুদ্র যজ্ঞকালে পশুগ্রহণপূর্ব্বক 'ইহা আমারই অংশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দেবগণ রুদ্রকে কহিলেন, "হে ভগবান! পরস্ব গ্রহণ করা আপনার নিতান্ত অন্যায় হইতেছে; আপনি ধর্ম্মসাধন যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিবেন। না।" এই বলিয়া তাঁহারা উত্তমরূপে রুদ্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইষ্টিকর্ম্ম দ্বারা তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিলে তিনি পশু পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবযানে আরোহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এক কিংবদন্তী আছে যে, "দেবগণ রুদ্রের ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বভাগাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রসপূর্ণ একভাগ তাঁহাকে প্রদান করিলেন, এই গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক এই স্থানে স্নান করিলে স্বর্গপথ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির লোমশকে কহিলেন, "হে তপোধন! আমি তপঃপ্রভাবে বৈতরণী—তীর্থে স্নান করিয়া অলৌকিক আকৃতি লাভ করিয়াছি; আপনার প্রসাদে সকল লোকই প্রত্যক্ষ করিতেছি, মহাত্মা বৈখানসাগণের জপশব্দও আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে।"

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক যে জপশব্দ শ্রবণ করিতেছেন, উহা এ স্থান হইতে ত্রিশত সহস্র যোজনান্তরে সমুদ্ভূত হইতেছে। ঐ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার দিব্যাকানন লক্ষিত হইতেছে; এই স্থানে তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে দক্ষিণাদানার্থ মহর্ষি কশ্যপকে পর্ব্বতবনশালিনী ভূমি প্রদান করেন। তখন ভূমি অবসন্নপ্রায় হইয়া রোষাভরে কহিলেন, "ভগবন! আপনি আমাকে মনুষ্যহস্তে প্রদান করিবেন না; আপনার এই দক্ষিণাদান নিষ্ফল হইবে; আমি এক্ষণে রসাতলে চলিলাম।" অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ ভূমিকে বিষণ্না অবলোকন করিয়া প্রসন্ন করিলেন। পৃথিবী তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন ও পুনরায় সলিল মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বেদীরূপে বিরাজমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সেই বেদী লক্ষিত হইতেছে; ইহাতে আরোহণ করিলে আপনি বীর্য্যবান হইবেন। বেদী সাগরকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া একাকীই সাগরপারে গমন করিতে পরিবেন। আমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি, আপনি অবিলম্বে ইহাতে আরোহণ করুন। বেদী মানুষস্পর্শমাত্রই সাগর-প্রবেশ করিবে, ইহাতে শঙ্কা করিবেন না। "হে দেবেশ! তুমি

বিশ্বের পিতা, বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার, তুমি লবণ-সাগরের সন্নিহিত হও, তুমি অগ্নি, তুমি মিত্র, তুমি সলিলের আধার; তুমি দেবীস্বরূপ ও অমৃতের আকর', এইরূপে স্তব করিয়া আপনি সত্বর বেদীতে আরোহণ করুন। পরে 'অগ্নি তোমার উৎপত্তিস্থান; ইড়া তোমার দেহ, তুমি বিষ্ণুর রেতোধারী ও অমৃতের আকর', এইরূপ জপ করিয়া সাগরে অবগাহন করিতে হইবে। হে মহারাজ! এইরূপ না করিলে দেবযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্রদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না।" তখন রাজা কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগর-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক মহেন্দ্র-পর্ব্বতে নিশাযাপন করিলেন।

১১৫তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের পরশুরামাশ্রম মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে মহেন্দ্রপর্ব্বতে এক রজনীমাত্র বাস করিয়া তাপসদিগের সৎকার করিলে মহর্ষি লোমশ ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কাশ্যপসন্নিধানে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক অকৃতব্রণনামা মহাবীর রামানুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ভগবান পরশুরাম কোন দিবসে তাপসদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিবেন? আমি সেই সুযোগেই তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" অকৃতব্রণ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, ইহা ভগবান পরশুরাম প্রভাব বলে অবগত হইয়াছেন। আপনার প্রতি তাঁহার যে প্রকার প্রীতি আছে, ইহাতে বোধ হয়, তিনি অনতিকালমধ্যেই আপনাকে দর্শন দিবেন। তাপসেরা চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; আগামীকল্য চতুর্দ্দশী হইবে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি ভগবান পরশুরামের একান্ত অনুগত; সুতরাং অতীত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়েরা কিরূপে ও কি কারণে ভগবান রামকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন?"

অকৃতব্রণ কহিলেন, মহারাজ! আমি ভৃগুবংশাবতংস। পরশুরাম ও হৈহয়াধিপতি কর্ত্তবীর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর্য্য কর্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু ছিল। তিনি দত্তাত্রেয়দত্ত বরপ্রভাবে কাঞ্চনময় বিমান ও সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার রথের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ছিল।

তীর্থপ্রসঙ্গে কার্ত্তবীর্য্যকথা কীর্ত্তন

অনন্তর কার্ত্তবীর্য্য সেই রথে আরোহণ করিয়া বরপ্রভাবে চতুর্দ্দিকে দেব, যক্ষ ও ঋষি প্রভৃতি প্রাণীগণের পীড়ন করিতে লাগিল। তখন মহর্ষিগণ ও দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া অসুরনিসূদন দেবদেব বিষ্ণুকে কহিলেন, "ভগবান! সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত আপনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করুন; সে দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক শচীসহায় বাসবকেও পরাভব করিয়াছে।" তখন ত্রিলোকপূজিত বিষ্ণু ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিত কার্ত্তবীর্য্যবিনাশার্থে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তদ্বিষয়ে সমস্ত হিতজনক কথা নিবেদন করিলেন; ভগবান বিষ্ণু তাহা স্বীকার করিয়া স্বীয় রমণীয় বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

কান্যকুব্জ-দেশে মহাবলপরাক্রান্ত গাধি-নামা সুপ্রসিদ্ধ এক মহীপাল ছিলেন, তিনিও সেই সময়ে বন্যপ্রবেশ করিলেন। বনবাসকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর ভার্গব গাধিরাজ-সন্নিধানে তাহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, "হে তপোধন! আমার পূর্ব্বপুরুষপরম্পরায় এইরূপ একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আমরা কন্যাদানকালে অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্যাম কর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমি আপনার নিকট শুল্ক প্রার্থনা করিতে পারি না, অথচ আপনার সদৃশ ব্যক্তিকে কন্যাদান করাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য।" ঋচীক কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনাকে অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্যাম কর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্ব সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করিব; আপনি আমাকে কন্যাদান করুন।"

অনন্তর ঋচীক এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে বরুণ! আমাকে শুল্কার্থ অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্যাম কর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরী সহস্র অশ্ব প্রদান কর।" বরুণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! যে স্থান হইতে সেই সমস্ত অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অশ্বতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। তৎপরে বিবাহকাল উপস্থিত হইলে দেবগণ বরযাত্রী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। গাধিরাজ সহস্র অশ্বলাভ ও দেবীসমাগম সন্দর্শনপূর্ব্বক কন্যকুব্জে ভাগীরথীতীরে স্বসুতা সত্যবতীকে মহর্ষি ঋচীকহস্তে সম্প্রদান করিলেন।

জমদগ্নির জন্ম

অনন্তর ঋচীক এইরূপে ধর্ম্মপত্নী লাভ করিয়া সন্তোষ-সহকারে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহর্ষি ভৃগু তথায় সমুপস্থিত হইয়া সপত্নীক পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। দম্পতি সুরগণ-বন্দিত সুখাসীন মহাগুরু ভৃগুকে অর্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। তখন ভৃগু প্রহৃষ্টমনে স্নুষাকে কহিলেন, "হে বৎসে! তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমার অভীষ্ট বর-প্রদান করিব।" সত্যবতী আপনার ও জননীর পুত্রলাভার্থ তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর ভগবান ভৃগু প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে ভদ্রে! তুমি ও তোমার জননী পুংসবনার্থ [গর্ভে পুরুষ-সন্তান জন্মিবার সংস্কারবিশেষ] ঋতুস্নাতা হইলে উভয়কেই দুইটি পৃথক পৃথক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তুমি উড়ুম্বর ও তোমার জননী অশ্বত্থ-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করবে। আর আমি এই চরুদ্বয় প্রদান করিতেছি; তোমাদিগের উভয়কেই ইহা ভোজন করিতে হইবে। আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিয়া পরমযত্নসহকারে এই চরু প্রস্তুত করিয়াছি।" এই বলিয়া মহামুনি ভৃগু সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু সত্যবতী ও তাঁহার মাতা বৃক্ষ-আলিঙ্গন ও চরুভোজন-বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতচরণ করিলেন।

বহুকাল অতীত হইলে ভগবান ভৃগু দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে এই ব্যাপার অবগত হইয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সুষা সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভদ্রে! আমি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলাম, তাহার বিপরীতচরণদ্বারা তোমরা চরুভোজন ও বৃক্ষ-আলিঙ্গন করিয়াছ; এই নিমিত্ত তুমি ও তোমার জননী উভয়েই বিরুদ্ধ-গুণশালী পুত্র লাভ করিবে; তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয়-বৃত্তিধারী এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবে এবং তোমার মাতার গর্ভে

ব্রাহ্মণাচারসম্পন্ন মহাবীর্য্য সৎপথগামী এক পুত্র জন্মিবে।” এই কথা শুনিয়া সত্যবতী বারংবার বিনয়বচনে শ্বশুরকে কহিলেন, “ভগবন! আমার যেন কদাচ এরূপ পুত্র না হয়, প্রত্যুত এতল্লক্ষণাক্রান্ত পৌত্র জন্মে, তাহাতে ক্ষতি নাই।” তখন ভৃগুমুনি ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী যথাযোগ্য অবসরে তেজঃপুঞ্জকলেবর জমদগ্নিনামক এক পুত্র প্রসব করিলেন। জমদগ্নি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদধ্যয়নদ্বারা অনেকানেক ঋষিকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন এবং কৃৎস্ন ধনুর্ব্বেদ ও চতুর্ব্বিধ অস্ত্র বিভাকরসমপ্রভাসম্পন্ন জমদগ্নিকে অধিকার করিল।

১১৬তম অধ্যায়

জমদগ্নির রেণুকা পরিণয়-পুত্র পরশুরামের জন্ম

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে রাজন! মহাতপাঃ জমদগ্নি বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক তপানুষ্ঠান করিয়া নিয়মবলে বেদচতুষ্টয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিলেন। পরে রাজা প্রসেনজিৎ সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎকন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে শুভলগ্নে রেণুকা সম্প্রদান করিলেন। তখন জমদগ্নি কৃতদার হইয়া আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পতিপরায়ণা পত্নীর সহিত তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কালসহকারে রেণুকাগর্ভে ক্রমে ক্রমে জমদগ্নির পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইল; তন্মধ্যে পরশুরামই সর্ব্বকনিষ্ঠ; কিন্তু তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণপ্রভাবে সকলের জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

একদা কুমারগণ ফলাহরণার্থ প্রস্থান করিলে রেণুকা স্নান করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতেছেন, এই অবসরে চিত্ররাথনামক এক মহীপাল তাহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রেণুকা প্রভূতসম্পত্তিশালী কমলমাল্যধারী সেই ধরাপতিকে মহিষীর সহিত জলবিহার করিতে দেখিয়া অনঙ্গশরে ব্যথিত ও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি তদ্রূপ ব্যভিচার-দোষে দূষিত ও বিচেতন্যপ্রায় হইয়া শঙ্কিতমনে আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত ও ব্রাহ্মী লক্ষ্মী হইতে পরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সমস্তই অবগত হইলেন এবং ‘ধিক ধিক’ বলিয়া বারংবার নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জমদগ্নিনন্দন রুমন্বান, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু ইঁহারা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, মহামুনি জমদগ্নি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে সকলকেই মাতৃবিনাশ করিবার আদেশ প্রদান

পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন জমদগ্নি ক্রোধাভরে একান্ত অধীর হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; তাহারা শাপপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাবিহীন, পশুধর্মী ও জড়প্রায় হইয়া রহিলেন।

পরশুরামের মাতৃহত্যা

এই অবসরে পরশুরাম তথায় প্রত্যাগমন করিলে, মহাতপাঃ জমদগ্নি তাহাকে কহিলেন, “বৎস! তুমি অক্ষুব্ধচিত্তে ত্বদীয় পাপাচারিণী জননীকে এইক্ষণেই সংহার কর।” পরশুরাম

তৎক্ষণাৎ পরশু গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর ক্রোধশান্তি হইলে জমদগ্নি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “বৎস! আমার নির্দ্দেশানুসারে তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, এক্ষণে অভিলাষানুসারে বর প্রার্থনা কর।” রাম কহিলেন, “হে তাত! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জননীর পুনর্জীবন, আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি ইহা যেন তাহার স্মৃতিপথে উদিত না হয়, তাহার বধজনিত পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ভ্রাতৃগণের পুনঃপ্রকৃতি লাভ, সংগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি, এই কয়েকটি বর প্রদান করুন।” জমদগ্নি ‘তথাস্তু।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই সকল বর প্রদান করিলেন।

পরশুরামকর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্য-সংহার

অনন্তর একদা জমদগ্নির পুত্রগণ পূর্ব্ববৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এই অবসরে অনুপপতি মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষিপত্নী তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিলেও সেই যুদ্ধমদমত্ত কার্ত্তবীর্য্য তৎকৃত সৎকারে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্রম হইতে হোমধেনুর বৎসকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ ও অপহরণ করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক আশ্রমের বৃহৎ বৃহৎ পাদপসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাম প্রত্যাগমন করিলে মহর্ষি এই বৃত্তান্তসকল তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। রাম পিতৃমুখে এই কথা শ্রবণ ও ধেনুকে দরদরিতধারে অনবরত রোদন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধাভরে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষয়োম্মুখ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যের সহস্রসংখ্যক অর্গলতুল্য ভুজবন [বাহুসমূহ] ছেদন করিলে সে তৎক্ষণাৎ অভিভূত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

অনন্তর কার্ত্তবীর্য্যের আত্মজ জাতক্রোধ হইয়া রামের অনুপস্থিতিকালে আশ্রমাভিমুখে জমদগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল এবং মহাবীর্য্য মহর্ষিকে সমরকার্যে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তপস্বী জমদগ্নি অনাথের ন্যায় বারংবার আর্ত্তস্বরে “হা, রাম, হা রাম” বলিয়া প্রহারযন্ত্রণায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই অবসরে পরশুরাম সমিধ হস্তে লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজ জনক জমদগ্নিকে মৃত ও তথ্যবিধ নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত-মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

১১৭তম অধ্যায়

পরশুরামের পৃথিবী-নিঃক্ষত্রিয়করণ

রাম কহিলেন, “হা তাত! কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা মুখ ও ক্ষুদ্রাশয়, তাহারা মৎকৃত অপরাধে জাতক্রোধ হইয়া অরণ্যমধ্যে নিশিত শরপ্রহারে মৃগের ন্যায় আপনার প্রাণসংহার করিয়াছে; আপনি নিরপরাধ, ধর্ম্মজ্ঞ ও সৎপথাবলম্বী; আপনার পক্ষে এবংবিধ মৃত্যু নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। আপনি তপোনিরত বৃদ্ধা বলিয়া যুদ্ধে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন, এই অবসরে শত্রুগণ শাণিত শরশতদ্বারা আপনার প্রাণনাশ করিয়া প্রচুর পাপসঞ্চয় করিয়াছে সন্দেহ

নাই। সেই নির্লজ্জেরা সমর-পরাঙ্মুখে তপস্বী ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া সচিব ও সজ্জন-সমক্ষে কি বলিবে?”

পরশুরাম এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে পিতার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি প্রজ্জ্বলিত অনলমধ্যে তদীয় মৃতদেহ দাহ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন এবং একাকী শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক করাল কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাভরে রণস্থলে কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রদিগের প্রাণসংহার করিলেন; তৎপরে তাহাদিগের অনুগত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভৃগুকুলতিলক রাম এইরূপে ক্রমশঃ পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমন্তপঞ্চক-তীর্থে রুধিরময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করিয়া তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে তদীয় পূর্ব্বপিতামহ ঋচীক তথায় আবির্ভূত হইয়া রামকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি যজ্ঞদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক ঋত্বিকগণকে ভূমিদান করিতে লাগিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপকে দশ-ব্যাম-আয়তা ও নয়ব্যাম-উচ্ছ্রিতা এক সুবর্ণময়ী বেদী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কশ্যপের আদেশানুসারে ঐ বেদীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করিলেন; এই নিমিত্ত তদবধি তাঁহারা খাণ্ডবায়ননামে বিখ্যাত হইলেন। এক্ষণে পরশুরাম মহর্ষি কশ্যপকে ভূমিদান করিয়া শৈলেন্দ্র মহেন্দ্র-পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণের সহিত রামের এইরূপে বৈরভাব জন্মে ও তিনি এইরূপেই পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।

অনন্তর পরশুরাম পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে চতুর্দ্দশীতে বিপ্রগণ ও সানুজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে রামকর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়া তদীয় নির্দেশানুসারে মহেন্দ্র-পর্ব্বতে একরাত্রি বাস করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১১৮তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের প্রভাসিতীর্থে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতি সচ্চরিত্র রাজা যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণগণোপশোভিত রমণীয় সাগরতীর্থ-সমুদয় সন্দর্শন ও সেই সকল স্থানে অবগাহন করিয়া অনুজগণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্রগা পুণ্যতত‍া প্রশস্তা-নাম্নী নদীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নান করিয়া পিতৃগণ ও সুরগণের তর্পণ এবং দ্বিজগণকে ধনদানপূর্ব্বক সাগর-গামিনী গোদাবরী-তীর্থে গমন করিলেন। তৎপরে বিগত পাপ হইয়া দ্রাবিড়-দেশের অতিপবিত্র সাগরে গমনপূর্ব্বক মহাপবিত্র অগস্ত্য-তীর্থ ও নারীতীর্থসমুদয় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় মহর্ষিগণের সাদর সৎকারগ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য অর্জ্জুনের আলোকসামান্য কর্ম্মসকল কর্ণগোচর করিয়া পরমপ্রীতিলাভ করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী ও অনুজগণের সহিত সেই সমস্ত তীর্থে স্নান ও অর্জ্জুনের বলবিক্রমের সবিস্তর প্রশংসা করিয়া আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সাগরের সেই সমস্ত তীর্থে গোসহস্র দান করিয়া প্রহৃষ্ট-মনে ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের গোদান-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং তত্রত্য অন্যান্য অতি-পবিত্র বহুতর তীর্থ ক্রমশঃ পর্যটনপূর্ব্বক পূর্ণকাম হইয়া অতিপাবন সুপারক তীর্থ

সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর সাগরপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া অতিবিখ্যাত এক অরণ্যে উপনীত হইলেন; পূর্ব্বে সুরগণ যে স্থানে ঘোরতর তপানুষ্ঠান এবং পুণ্যাত্মা নরেন্দ্রগণ যজ্ঞসমাধান করিয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে ধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য রামের তপস্বিজনপরিবৃত অনির্ব্বাচনীয় এক বেদী সন্দর্শন করিলেন।

অনন্তর তিনি অষ্টবসু, দেবতা, অশ্বিনীকুমার, বৈবস্তত আদিত্য, ধনেশ্বর, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, ভব, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, সাধ্যগণ, ধাতা, পিতৃগণ, সগণ রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ ও অন্যান্য অমরগণের অতিপবিত্র মনোহর আয়তনসকল সন্দর্শন করিলেন। তথায় উপবাসপূর্ব্বক মহার্হ রত্ন প্রদান ও তত্রত্য তীর্থসমূদয়ে স্নান করিয়া পুনরায় সুপারক-তীর্থে উপস্থিত হইলেন। পরে দ্বিজগণ, সোদারগণ ও দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে সেই সাগর-তীর্থপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহর্ষি লোমশের সহিত অতিপ্রখ্যাত প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান এবং দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিবস জলবায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক তথায় অহোরাত্র স্নান এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদীপিত করিয়া অতিকঠোর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। এই অবসরে বৃষ্ণিবংশাবতংস রাম ও কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে তপানুষ্ঠাননিরত শ্রবণ করিয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা পাণ্ডবগণকে ভূতলশায়ী ও মলবিলিপ্তকলেবর এবং দ্রৌপদীকে তাদৃশ বিসদৃশ অবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত-মনে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির রাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাল্ব, সাত্যকি ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে ধর্ম্মানুসারে সৎকার করিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণও তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইলেন। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্টান্তকরণে তাঁহাদিগের সমক্ষে বিপক্ষগণের অত্যাচার, আপনাদিগের বনবাস ও অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রসন্নিধানে গমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তাহারা পাণ্ডবগণের করুণ-বাক্য শ্রবণ ও নিতান্ত ক্ষীণতা নিরীক্ষণ করিয়া অবিরলধারে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

১১৯তম অধ্যায়

পাণ্ডবদুঃখদর্শনে বলরামের খেদোক্তি

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ যাদব ও পাণ্ডবগণ প্রভাসে সমবেত হইয়া কিরূপ কথোপকথন ও কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যাদবগণ অতিপবিত্র প্রভাস-তীর্থে পরস্পর সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন, এই অবসরে বিশাল হলধারী মৃণালধবল বলদেব বনমালী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শিরে জটাভার-ধারণ ও চীর-পরিধান করিয়া বনবাসে অশেষ ক্লেশে কালব্যাপন করিতেছেন আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের অধিপতি হইয়া পরমসুখে প্রজাপালন করিতেছে, তখন বসুন্ধরা এখনও বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে বিবরসাৎ করিলেন না কেন? হা ধর্ম্ম! তোমাকে

আর কেহই শ্রেয়স্কর বলিয়া গণ্য করিবে না ও অধর্ম্মকে পরাভাবের হেতু বলিয়া স্বীকার করিবে না। অতঃপর নির্বোধ ব্যক্তিরা ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মকেই গুরুতর ও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিবে। দুর্য্যোধনের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাশ ও বনবাস-জন্য যুধিষ্ঠিরানুরক্ত প্রজাগণকে কিংকর্ত্তব্যতা-বিষয়ে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধন-বশংবদ জনগণের শঙ্কা জন্মিল। এই বদন্যবর ধর্ম্মপরায়ণ সত্যমতি রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত ও সুখভ্রষ্ট হইলেন, কিন্তু অধার্ম্মিক দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত অভ্যুদয়লাভ করিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ ও বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহারা নিরপরাধ পার্থদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া কিরূপে সুখভোগ করিতেছেন? হে কেশব! সেই সমস্ত অধর্ম্মরুচি ভরতকুলপ্রধান লোকদিগকে ধিক! সেই বৃদ্ধ রাজা নিষ্পাপ পুত্রদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পরকালে পিতৃলোকের নিকট ‘আমি পুত্রগণের সহিত সম্যকরূপে ব্যবহার করিয়াছি’, ইহা কিরূপে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিবেন? কি প্রকার কুকার্য্য করিয়া ইহকালে অন্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বিন্দু-বিসর্গও অনুধাবন করিতেছেন না। ধৃতরাষ্ট্র মহানুভব ভীষ্মাদির অবমাননা করিয়া তাঁহাদিগের অসম্মতিতে ও অক্ষুব্ধ-চিত্তে পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বোধ হয় বিচিত্রবীর্য্যতনয় শ্মশানভূমিতে সুজাত, সুবর্ণসদৃশ দুনিমিত্তসূচক কোন পার্থিব বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, এই নিমিত্তই তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন; উহা তাহার আসন্ন বিপৎপাতের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

“যে মহাবীর নিরায়ুধ হইয়া রণক্ষেত্রে বিপক্ষগণের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া থাকেন, যাঁহার গম্ভীর-গর্জ্জন শ্রবণ করিবামাত্র শত্রুসৈন্যেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া বিণ্মূত্র পরিত্যাগ করে, সেই বৃকোদর এক্ষণে ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত ও পথশ্রান্ত হইয়া ঘোর অরণ্যবাসের ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক নিঃসংশয়েই সমুদয় সংহার করিবেন। যাহার তুল্য এই পৃথিবীতে আর বীর নাই, সেই বৃকোদার শীতবাতাতপে একান্ত কর্শিতাঙ্গ হইয়া অচিরকালমধ্যে সমস্ত শত্রু নাশ করিবেন। যিনি পূর্ব্বে একরথে সানুচর সমস্ত প্রাচ্য-মহীপালগণকে পরাজয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই মহাবীর বৃকোদার চীরবাস ধারণ করিয়া বনচারী হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে সমুদ্রের উপকূলে সমাগত সমস্ত দাক্ষিণাত্যনৃপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই সহদেব আজি তাপস বেশধারী হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-মহীপালগণকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই নকুল জটাচীরধারী ও মলিনকলেবর হইয়া সুলভ বন্য ফলমূলে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। যিনি দ্রুপদরাজের অতি-সমৃদ্ধ যজ্ঞবেদী হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন চিরসুখোচিত সেই দ্রৌপদীই বা আজি কিরূপে বনবাস-দুঃখ সহ্য করিতেছেন? ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের আত্মজেরা চিরকাল সুখভোগ করিয়া এক্ষণে বনে বনে কিরূপে অশেষ ক্লেশে কালব্যাপন করিতেছেন! সানুচর সপত্নীক রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরাজিত হইয়াছেন ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পরিবদ্ধিত হইতেছে! হায়! সশৈলী ধরা এখনও কেন রসাতলে প্রবিষ্ট হইল না?”

১২০তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে সাত্যকির সাতিশয় রোষপ্রকাশ

সাত্যকি কহিলেন, “হে রাম! এক্ষণে পরিতাপের সময় নয়। রাজা যুধিষ্ঠির এ বিষয়ে কিছুমাত্র বাঙনিম্পত্তি না করিলেও আমরা অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রতিকার করিব! মেদিনীমণ্ডলে সহায়সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বয়ং কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; যেমন শৈব্য প্রভৃতি বীরপুরুষেরা রাজা যযাতির সহায়তা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে লোকে তাহাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। যাঁহারা অনুমতি করিলে শতশত লোক কার্য্যকরিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই সনাথ, তাঁহাদিগকে অনাথের ন্যায় আর কষ্টভোগ করিতে হয় না। তবে আমি, বলদেব, কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন, এই সকল ত্রৈলোক্যনাথ যাঁহাদিগের সহায়, সেই পাণ্ডবেরা অনাথের ন্যায় কি নিমিত্ত অরণ্যে বাস করিতেছেন?

“অদ্য যাদবসেনা নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ ও বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধযাত্রা করুক, সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যাদববলাভিভূত হইয়া অবশ্যই শমন-সদনে গমন করিবে। বাসুদেবসদৃশ পার্থ ও আমার সখা ও গুরুর স্বরূপ, তাঁহাকে এক্ষণে আহ্বান করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি তপানুষ্ঠান করুন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ শত্রুরাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক সানুচর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ কর। লোকে শত্রু-বিনাশের নিমিত্ত সুপুত্র ও গুরু-নিয়ত-বশংবদ শিষ্য কামনা করেন, শত্রু-বিনাশের নিমিত্তিই সকলে অতি দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আমি আশীবিষ-বিষাগ্নিসদৃশ নিশিত শস্ত্রসঙঘাতদ্বারা শত্রুর শরবর্ষণ নির্য্যাকরণপূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদন করিব। অনন্তর শাণিত খড়্গাঘাতে সানুচর দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমস্ত কৌরবকুল নিমূল করিব।

“যুগাবসানে প্রলয়-হুতাশন যেমন সংসারকে ভস্মসাৎ করে, আমি কৌরব যোদ্ধৃবর্গকে সেইরূপ ভস্মীভূত করিব, তখন মহাবীরেরা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত ও পুলকিত হইবে। কৃপ, দ্রোণ, বিকর্ণও কর্ণ ইহারা কখনই প্রদ্যুম্নবিনিমুক্ত শাণিত শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; আমি অর্জ্জুনসূত অভিমন্যুর বলবীর্য্য-সমুদয় ও প্রদ্যুম্নের পরাক্রম অবগত আছি। শাম্বও সসূত দুঃশাসনকে বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক পীড়িত ও উত্তমরূপ শাস্তি প্রদান করিবে। রণমদমত্ত জাম্ববতীপুত্রের বল নিতান্ত অসহ্য; এই বালক শম্বরাসুরের সৈন্য-সমুদয় সংহার করিয়াছিল; এই বালক রণক্ষেত্রে মহাবীর অশ্বচক্রের প্রাণবিনাশ করিয়াছে। কাহার সাধ্য এই মহারথ শাম্বের সমক্ষে রণক্ষেত্রে রথ আনয়ন করে? যেমন কৃতান্তের ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া মানবগণ নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না, সেইরূপ সমরসাগরে মহাবীর শাম্বের সম্মুখীন হইয়া কেহই জীবিত থাকিতে বা প্রত্যাগত হইতে পারে না; বাসুদেব দ্রোণ, ভীষ্ম, সসন্তান সোমদত্ত ও সমস্ত সৈন্যগণকে বাণবহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবেন। এই ত্রৈলোক্যমধ্যে গৃহীতায়ুধ চক্রধর অপ্রমিততেজাঃ কৃষ্ণের অসাধ্য কি আছে? মহাবীর অনিরুদ্ধ হতোত্তমাঙ্গ চেতনশূন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণদ্বারা এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীকে আস্তীর্ণ করিবে। গদ, উন্মুক, বাহুক, ভানুনীথ, কুমার, নিশঠ, রণোৎকট সারণ, চারুদেষ্ণ ইহাঁরা কুলোচিত কর্ম্মসকল সম্পাদন করুন। সাত্বত ও শূরসেন যোদ্ধৃপ্রধান বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকগণের

সহিত সমবেত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে রণস্থলে সংহারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে যশোরাশি বিস্তীর্ণ করুন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির যতদিন পর্য্যন্ত দূতকৃত প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তাবৎ অভিমন্যু এই পৃথিবী শাসন করুন। অস্মৎপ্রযুক্ত বিশিখদ্বারা হতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণশূন্য সূতপুত্রবিহীন রাজ্যের উপভোগী করাই আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য ও যশস্য।"

বাসুদেব কহিলেন, "হে মহাভাগ! আপনি যেসকল বাক্য কহিলেন, তাহা সমুদয় সত্য; উহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যের জয়লব্ধ পৃথিবীকে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব বা দ্রৌপদী ইঁহারা কাম, ভয় বা লোভদ্বশংবদ হইয়া কদাচ স্বধর্ম্মপরিচ্যুত্যুত হইবেন না। কিন্তু যখন পাঞ্চালপতি, কেকয়, চেদিপতি ও আমরা সকলে সমবেত হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, তখন অবশ্যই সমুদয় শত্রু বিনষ্ট হইবে। তবে অপ্রতিম-যোদ্ধা বৃকোদর, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীসূত ইহারা কি নিমিত্ত ধরা শাসন করিতে বাসনা করিতেছেন না?"

যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধে উপেক্ষা—সত্যপালনে দৃঢ়তা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! তুমি যে-সকল কথা কহিলে, উহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; কিন্তু আমি কেবল সত্যই প্রতিপালন করিব; রাজ্যরক্ষায় আমার তাদৃশ অভিলাষ নাই; কৃষ্ণ আমাকে সবিশেষ অবগত আছেন; আমিও তাঁহাকে সম্যক বিদিত আছি। যৎকালে তিনি বিক্রমপ্রকাশের যথার্থ অবসর নির্দ্দেশ করিবেন, তখন তুমি ও কেশব সুযোধনকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে। হে যাদববীরগণ! তোমরা এক্ষণে প্রতিগমন কর; তোমাদিগের ধর্ম্মে যেন অচলা শ্রদ্ধা থাকে। এক্ষণে সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইল; পুনরায় সকলকে একত্র সমবেত ও সুখে কালাতিপাত করিতে অবলোকন করিব।"

অনন্ত যাদবেরা পরস্পর আমন্ত্রণ, বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও শিশুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতি গমন করিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা তীর্থপর্যটনে বিনির্গত হইলেন। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও লোমশের সহিত বিদর্ভরাজপরিবর্দ্ধিত অতি পবিত্র তীর্থ সোমরসমিশ্রিত-জলশালিনী পয়োষ্ণী নদীতে গমনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণবর্গকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

১২১তম অধ্যায়

তীর্থ কথাপ্রসঙ্গে গয় রাজের পুণ্যাখ্যান

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা নৃগ এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবরাজকে পরিতৃপ্ত করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা এই স্থানে বহুবিধ ভূরিদক্ষিণ সুমহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজা অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয় এই স্থানে সাতটি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া সোমরসদ্বারা ইন্দ্রকে তৃপ্ত করেন; সেই সপ্তযজ্ঞে হিরন্ময় বানাস্পত্য ও ভৌম প্রভৃতি মহার্হ দ্রব্যসকল হিরন্ময় ছিল। সেই সকল যজ্ঞে চাষাল, যূপ, চামস, স্থলী, পাত্রী, স্রুক ও স্রব

এই সাতটি দ্রব্য পরমোৎকৃষ্ট ও সুবিখ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার যজ্ঞের যূপ-সকল হিরন্ময়; তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে এক একটি চাষাল ছিল, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা স্বয়ং সেই সকল যূপ উত্থাপিত করেন। ঐ যজ্ঞে দেবরাজ সোমরসপানে প্রমত্ত এবং ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণাস্বরূপ অসংখ্য অর্থলাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন।

"হে মহারাজ! যেমন লোকে পৃথিবীস্থ বালুকার সংখ্যা করিতে পারে না, যেমন নভোমণ্ডলস্থিত তারকার গণনা হয় না। ও যেমন নিপতিত বৃষ্টিধারার পরিমাণ করিতে লোকে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ গয়নৃপতি সেই সকল যজ্ঞে সদস্যদিগকে যে অপরিমিত ধনদান করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যদ্যপি পূর্বোক্ত বালুকাদিরও সংখ্যা হইতে পারে, তথাপি গয় প্রদত্ত দক্ষিণার সংখ্যা করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। তিনি দিগদিগন্ত হইতে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত হিরন্ময়ী গো-সমূহ প্রদানপূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাত্মা গয়রাজ বিভিন্ন স্থানে এত অধিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, প্রায় সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার চৈত্যে আচিত হইয়াছিল, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্যবলে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পয়োষ্ণী-সলিলে স্নান করে, সে তাহাঁর সালোক্যপ্রাপ্ত হয়। অতএব, হে রাজন! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই পয়োষ্ণীসলিলে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইবেন।"

পাণ্ডবগণের নর্ম্মদাদর্শন—স্নান

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পয়োষ্ণীতে স্নান করিয়া বৈদূর্য্য-পর্ব্বত, নর্ম্মদা ও মহানদীতে গমন করিলেন। পরে প্রীতিপূর্ব্বক রমণীয় তীর্থ ও পুণ্যাশ্রমসকল সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং তত্তৎপ্রদেশে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র ধনদান করিতে লাগিলেন।

ভগবান লোমশ কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! বৈদূর্য্য-পর্ব্বত দর্শন ও নর্ম্মদায় অবগাহন করিলে দেবলোক ও রাজলোকপ্রাপ্ত হয়। এই ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থান; এস্থানে আগমন করিলে পাপরাশি হইতে বিনিমুক্ত হয়। হে রাজন! রাজা শর্য্যাতির এই যজ্ঞস্থান শোভা পাইতেছে; যে স্থানে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন, যে স্থানে মহাতপাঃ চ্যবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংস্তম্ভিত এবং রাজপুত্রী সুকন্যাকে ভার্য্যালাভ করিয়াছিলেন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! মহাতপঃ ভৃগুনন্দন কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান পাকশাসনকে সংস্তম্ভিত ও কি নিমিত্তই বা অশ্বিনীকুমারকে সোমপীথী করিলেন, আপনি তৎসমুদয় অবিকল কীর্ত্তন করুন।"

১২২তম অধ্যায়

চ্যবন-ঋষির সুকন্যা-পাণিগ্রহণ

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগুর চ্যবননামে এক পুত্র জন্মে; মহাতেজাঃ ভৃগুনন্দন এক সরোবরতীরে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পৈতৃক বীরাসনে স্থাণুর ন্যায় সমাসীন হইয়া একস্থানেই অনল্পকাল অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে ক্রমে

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লতাবলয়সংবৃত ও পিপীলিকাসমাকীর্ণ হওয়াতে বল্মীকবৎ প্রতীয়মান হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ধীমান ভার্গব মৃৎপিণ্ডের ন্যায় হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল অতীত হইলে পর একদা রাজা শর্য্যাতি সস্ত্রীক হইয়া বিহারার্থ সেই সুরম্য সরোবরে আগমন করিলেন। তাঁহার চতুঃসহস্র মহিষী; কিন্তু একটিমাত্র কন্যা ছিল, তাঁহার নাম সুকন্যা। রাজতনয়া সুকন্যা রমণীয় বেশ-ভূষা সমাধানপূর্ব্বক সখীগণসমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, বনস্থলীর শোভাসন্দর্শন ও বনস্পতিবীথির নাম, গুণ প্রভৃতি পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক ভার্গবের বল্মীকসমীপে উপনীত হইলেন। রূপানিধান সুকন্যা যৌবনকালসূলভ গর্ব্ব ও মদনমদে অন্ধ হইয়া সম্যক পুষ্পিত পাদপশাখাসকল ভগ্ন করিতে লাগিলেন।

'বিপ্রর্ষি চ্যবন নিবিড় অরণ্যমধ্যে সঞ্চারিণী অচিরপ্রভার ন্যায় নানাভরণবিভূষিতা একাকিনী কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন এবং বারংবার তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল তপানুষ্ঠাননিবন্ধন সাতিশয় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য রাজকুমারীর শ্রবণগোচর হইল না। অনন্তর নৃপকন্যা সুকন্যা বাল্মীকে ভার্গবের নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া মোহ-প্রেরিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 'ইহা কি?' এই বলিয়া কণ্টকদ্বারা উহা বিদ্ধ করিলেন। তখন তপোধন চ্যবন নেত্রোপঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শর্য্যাতি রাজার সৈন্যগণের শৌচ-প্রস্রাব অবরুদ্ধ করিলেন, তাহাতে সৈন্যের মহতী পীড়া উপস্থিত দেখিয়া রাজা শর্য্যাতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তোমরা কেহ জ্ঞানকৃত অথবা অজ্ঞানকৃত মহাত্মা ভার্গবের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাক, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার নিকট ব্যক্ত কর।" সৈনিকেরা কহিল, "মহারাজা! আমরা অপকারের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি, আপনি বরং যত্নাতিশয়সহকারে সেই মহর্ষির নিকট গমনপূর্ব্বক ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করুন।" তখন মহীপাল সান্ত্ববাদ ও উগ্রবচনে সুহৃদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এ বিষয়ের কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না। অনন্তর সুকন্যা মলসংরোধজন্য সৈন্যদিগকে দুঃখার্ত্ত ও পিতাকে বিষণ্ন দেখিয়া কহিলেন, "তাত! অদ্য ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক বল্মীকে খদ্যোতের ন্যায় কোন উজ্জ্বল পদার্থ দর্শনপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কণ্টকদ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়াছি।" রাজা শর্য্যাতি এই কথা শ্রবণমাত্র ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদে বল্মীকসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক অনিষ্ট-শান্তির নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "হে তপোধন! মদীয় দুহিতা অজ্ঞানবশতঃ আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা মার্জ্জন করুন।" চ্যবন কহিলেন, "মহারাজ! আপনার কন্যা রূপযৌবনমদে মত্ত হইয়া আমাকে অবমানিত ও নয়নাহিত করিয়াছে, অতএব আমি সত্য কহিতেছি, সেই মোহপরায়ণা লাবণ্যবতী যুবতীর পাণিগ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।"

"রাজা ঋষিবাক্য-শ্রবণানন্তর সদসদ্বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ মহাত্মা চ্যবনকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভগবান চ্যবন সেই কন্যা পতিগ্রহ করিয়া রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলে পর মহীপাল সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে শুভাননা সুকন্যা তপস্বী-পতিলাভে প্রীত ও অসূয়াশূন্য হইয়া প্রতিদিন তপস্যা, নিয়ম, অতিথিসৎকার এবং অগ্নিশুশ্রূষাদ্বারা স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।"

১২৩তম অধ্যায়

অশ্বিনীকুমারের প্রক্রিয়ায় চ্যবনের যুবত্বলাভ

লোমশ কহিলেন, "এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা অশ্বিনীকুমারযুগল কৃতস্নাতা বিবৃতাঙ্গী লাবণ্যবতী সুকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার পরিগ্রহ? কি নিমিত্ত কাননে আগমন করিয়াছ? যথার্থ করিয়া বল; আমরা শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।"

সুকন্যা লজ্জাবনতমুখী হইয়া কহিলেন, "হে সুরোত্তমযুগল! আমি রাজা শর্য্যাতির দুহিতা, মহাত্মা চ্যবনের ভার্য্যা।" অশ্বিনীকুমারেরা সহাস্য-বদনে কহিলেন, "কল্যাণি! পিতা তোমাকে কি নিমিত্ত এই অত অল্পবয়স্ক ঋষিকে প্রদান করিলেন? তুমি এই অরণ্যমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় শোভমানা হইতেছ, তোমার ন্যায় কামিনী দেবলোকেও প্রত্যক্ষ হয় না; তুমি বস্ত্রাভরণবিহীন হইয়াও এই বনস্থলী অলঙ্কৃত করিয়া আছ। নানা আভরণ ও মনোহর বসন পরিধান করিলে তোমার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়; অতএব এইরূপ মলপঙ্কিনী হওয়া কি উচিত? তুমি কি নিমিত্ত দীনহীনের ন্যায় হইয়া এই জরা-জর্জ্জরিত কামভোগবহিষ্কৃত পতির উপাসনা করিতেছ? ইনি পরিত্রাণ ও ভরণ-পোষণে অসমর্থ; অতএব তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের অন্যতরকে বরমাল্য প্রদান কর। এই অকর্ম্মণ্য স্বামীর নিমিত্ত ঈদৃশ সুললিত মনোহর নবযৌবন বিফল করিও না।"

"সুকন্যা এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "হে অমরযুগল! আমি স্বামীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত, আমার মন বিচলিত হইবার নহে; আপনারা কদাচ এরূপ বিবেচনা করিবেন না।" তখন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগল কহিলেন, ভদ্রে! আমরা তোমার পতিকে রূপযৌবনসম্পন্ন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে তুমি আমাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ করিবে। অধুনা এই নিয়মবৃত্তান্ত তোমার পতিকে নিবেদন কর।" সুকন্যা তাহাদিগের বাক্যশ্রবণানন্তর ভার্গবের নিকট উপনীত হইয়া অশ্বিনীকুমারোক্ত নিয়ম-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুকন্যা স্বামীকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উল্লিখিত কার্য্যসম্পাদনার্থ অশ্বিনীকুমারযুগলকে নিবেদন করিলে তাঁহারা কহিলেন, "তোমার পতি এই জলমধ্যে প্রবেশ করুন।" মহর্ষি চ্যবন রূপার্থী হইয়া অবিলম্বে সলিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অশ্বিনীকুমারযুগলও সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন।

"অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাঁহারা সকলেই সরোবর হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনজনই দিব্যাকৃতি, যুবা, তুল্য-বেশভূষায় বিভূষিত এবং সাতিশয় প্রীতিবর্দ্ধন। তাঁহারা মিলিত হইয়া কহিলেন, "বারবর্ণিনি! আমাদিগের মধ্যে তোমার যাঁহাকে অভিরুচি হয়, পতিত্বে বরণ কর।" সুকন্যা সকলকেই একাকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আপন পতিকে বরণ করিলেন। মহর্ষি চ্যবন অভিলষিত যৌবন, মনোহর রূপলাবণ্য ও প্রিয়তমা ভার্য্যালাভে পরামপ্রীত হইয়া দেবযুগলকে কহিলেন, "ভগবন! আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ছিলাম; আপনারা আমাকে রূপযৌবনসম্পন্ন করিলেন এবং আমি আপন ভার্য্যাকেও প্রাপ্ত হইলাম; অতএব সত্য কহিতেছি যে, প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে দেবরাজ সমক্ষে আপনাদিগকে সোমপীথী করিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া অশ্বিনীকুমারযুগল প্রীতমনে সুরধামে

গমন করিলেন; মহর্ষি চ্যবন এবং সুকন্যা দেবতার ন্যায় সেই অরণ্যে সুখ-স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।

১২৪তম অধ্যায়

চ্যবনকর্ত্তৃক শর্য্যাতির যজ্ঞসম্পাদন

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! তদনন্তর রাজা শর্য্যাতি ভার্গবের তরুণাবস্থা-প্রাপ্তিবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সেনাসমভিব্যাহারে সস্ত্রীক হইয়া তদীয় আশ্রমে গমন করিলেন। নৃপদম্পতি তথায় সুরসদৃশ জামাতা ও দুহিতাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ঋষি রাজা ও রাজমহিষীর যথাবিধি সৎকার করিলে পর তাঁহারা সুখোপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ শুভকরী মনোহারিণী কথা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে ভৃগুনন্দন রাজা শর্য্যাতিকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাজন! আমি আপনার যজ্ঞ-সম্পাদন করিব; আপনি যজ্ঞীয় সম্ভারসকল আহরণ করুন।" রাজা ভার্গববাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক যজ্ঞোপযোগী প্রশস্ত দিবসে নানা সমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই আয়তনে ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজা শর্য্যাতিকে যজ্ঞ করাইলে তদুপলক্ষে যে-সকল অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন।

অশ্বিনীকুমারের যজ্ঞভাগনিরূপণে ইন্দ্রের কোপ

চ্যবন তপোধন সেই যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে অশ্বিনীকুমারদিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করিলে ইন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'আশ্বিনীকুমারেরা দেবগণের চিকিৎসক; তাহাদিগের বৃত্তি অতি সামান্য; অতএব তাহারা কখন সোমার্হ হইতে পারে না।" চ্যবন কহিলেন, "হে দেবেন্দ্র! যে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারযুগল আমাকে অমরের ন্যায় অজর করিয়াছেন, তাঁহারা সোমরসভাজন না হইয়া কেবল আপনারই সোমভাগী হইবেন, এ কথা অতি অযোগ্য; আপনি তাঁহাদিগকেও দেবতা বলিয়া বোধ করিবেন।" ইন্দ্র কহিলেন, "যাহারা চিকিৎসক, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ও কামরূপী হইয়া মর্ত্যলোকে বিচরণ করে, তাহারা কি জন্য সোমরসের যোগ্য হইবে?" দেবরাজ বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ উহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভৃগুনন্দন চ্যবন তাঁহার প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং অশ্বিনীকুমারের অংশ গ্রহণ করিলেন।

"তখন দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "যদি তুমি স্বয়ং তাহাদিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি এই ভীষণদর্শন বজ্র প্রহারে তোমার প্রাণসংহার করিব।" ভার্গব দেবরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যবদনে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সেই অনুত্তম সোমরস গ্রহণ করিলেন।

ইন্দ্রের বিরুদ্ধে মদাসুরের উৎপত্তি

'অনন্তর শচীপতি ক্রোধাভরে ভার্গবকে বজ্র-প্রহার করিতে উদ্যত হইলে মহাতপাঃ ভৃগুনন্দন তদীয় বাহু সংস্তম্ভিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর তপোবলে মদ-নামে এক মহাবলপরাক্রান্ত

বিকটাকার মহাসুর সমুৎপন্ন হইল। নিখিল সুরাসুরেরাও তাহার শরীরনির্ণয় করিতে অসমর্থ। সেই মহাসুরের তীক্ষাগ্র দশন ও মুখমণ্ডল অতিশয় ভয়ঙ্কর। তাহার একটি হনু ভূমণ্ডলে ও অপরটি স্বর্গে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রধান প্রধান দন্তচতুষ্টয় শত-যোজন বিস্তীর্ণ এবং অপরাপর দন্তসকল দশ যোজন আয়ত, প্রাসাদ-শিখরাকার ও শূলাগ্র-সমদর্শন। তাহার বাহুযুগল অযুতযোজন বিস্তীর্ণ ও পর্ব্বতপ্রতিম; নেত্রদ্বয় চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ, বক্ত্র কালাগ্নি-সন্নিভ। সে যখন ভীষণ আননব্যাদান ও বিদ্যুচ্চপল জিহ্বাদ্বারা লেহনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ঘোরতর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তখন বোধ হইল যেন এককালে চরাচরবিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই মহাসুর অতিভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জন-শব্দে ত্রিভুবন নিনাদিত করিয়া ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রোধাভরে ধাবমান হইল।”

১২৫তম অধ্যায়

মদাসুরভীত ইন্দ্রের চ্যবন শরণাগতি

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র সেই ভীষণানন জিঘাংসু অসুরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মুখবাদানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে ধাবমান অবলোকন করিয়া সৃক্কণী [অধরোষ্ঠের প্রান্তভাগ] পরিলেহনপূর্ব্বক ভয়বিহ্বলচিত্তে চ্যবনকে কহিলেন, "হে বিপ্র! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য প্রভৃতি অশ্বিনীকুমারযুগল সোমভাগী হইবেন; আর এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল যে, আপনার সমারম্ভ কদাচ মিথ্যা হইবে না। আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, আপনি অনর্থকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না, অদ্য আপনি যেমন অশ্বিনীকুমারকে সোমভাজন করিলেন, সেইরূপ আপনার অসাধারণ ক্ষমতাও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে এবং সুকন্যাজনক শর্য্যাতির লোকাতিশায়িনী কীর্ত্তি জগতীতলে প্রথিত থাকিবে, এই নিমিত্তই আমি আপনার সহিত ঈদৃশ ব্যবহার করিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত হউন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।"

"দেবরাজের এবংবিধ বিনয়নম্র বাক্যশ্রবণে মহাত্মা ভার্গবের ক্রোধানল অচিরাৎ উপশম হইলে, তিনি তাঁহাকে মন্দাসুর হইতে মুক্ত করিলেন। পরে সেই মদ স্ত্রীজাতি, পান, অক্ষত্রীড়া ও মৃগয়াতে বিভক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন সোমরসদ্বারা ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া নৃপতি শর্য্যাতির যজ্ঞ সমাপন ও তদীয় প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র প্রখ্যাপনপূর্ব্বক পতিপরায়ণা সুকন্যার সহিত অরণ্যে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডগণের চ্যবনসরোবরে স্নান

"মহারাজ! সেই মহর্ষি চ্যাবনের এই পবিত্র সরোবর শোভা পাইতেছে, ইহাতে আপনি সোদরগণের সহিত পিতৃলোক ও দেবালোকের তর্পণ করুন। পরে সিকতাক্ষ-তীর্থ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে গমনপূর্ব্বক কুল্যাসকল [কৃত্রিম জলাশয়] সন্দর্শন করিবেন; অনন্তর সমুদয় পুষ্করে অবগাহন করিয়া স্থাণুমন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিস্থান প্রত্যক্ষ হইতেছে, এখানে স্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয়। এই আর্চ্চীক-পর্ব্বত অতি উত্তম স্থান; ইহাতে মনীষিগণ বাস করেন, এখানে সর্ব্বদাই উত্তমোত্তম ফল, মূল ও জল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিশুদ্ধ সমীরণও নিরন্তর প্রবহমাণ হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এই সকল বহুবিধ দেবচৈত্য সুশোভিত রহিয়াছে, এই চন্দ্রমাঃ-তীর্থ, বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি বায়ুভোজী ঋষিগণ এই তীর্থে বাস করেন। এই তিনটি পবিত্র শৃঙ্গ এবং তিনটি প্রস্রবণ যথাক্রমে প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান করুন। রাজা শান্তনু, শুনক, নর ও নারায়ণ ইহারা এই তীর্থে সনাতন-স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই আচীক-পর্ব্বতে দেবতারা নিত্য শয়ান আছেন; পিতৃগণ এবং মহর্ষিগণ এই স্থানে চরুভোজন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করুন।

"হে পাণ্ডবরাজ! এই স্রোতস্বতী যমুনাতে ভগবান কৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন, এ স্থানে নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও দ্রৌপদী প্রভৃতি আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব। হে মনুজেশ্বর! এই পবিত্র ইন্দ্রপ্রস্রবণ; যে স্থানে ধাতা, বিধাতা এবং বরুণ মহোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই স্থানে সেই সকল ধার্ম্মিক ক্ষমাশীলেরা বাস করিয়াছিলেন। ঋজুবুদ্ধি মৈত্রগণের পরম শুভকর এই গিরিবর দৃষ্ট হইতেছে। মহারাজ! এই মহর্ষিগণসেবিত পাপভয়নিবারণী যমুনা; যে স্থানে রাজা সোমক, সাহদেবি ও মান্ধাতা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।"

১২৬তম অধ্যায়

মান্ধাতার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! ত্রিলোক-বিশ্রুত নৃপসত্তম যুবনাশ্বনন্দন মান্ধাতা কিরূপে জন্মগ্রহণ করেন? সেই মহীপাল কিরূপে স্বর্গলোকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগতিলাভ করিলেন ও সেই ভূপতিসত্তম কি নিমিত্তই বা মান্ধাতা নামে বিখ্যাত হইলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই ধীমান মান্ধাতার চরিত্র-কীর্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! মহাত্মা যুবনাশ্বতনয় যে নিমিত্ত লোকমধ্যে মান্ধাতা-নামে বিখ্যাত হইলেন, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করুন। ইক্ষাকুবংশে যুবনাশ্বনামে এক মহীপতি ছিলেন, তিনি সহস্র অশ্বমেধানুষ্ঠান ও অন্যান্য বহুবিধ ভূরিদক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সন্তানমুখদর্শনজনিত-সুখসম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি স্বীয় অমাত্যহস্তে সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রদৃষ্ট [শাস্ত্রবিহিত] বিধির অনুসারে আত্মসংযম করিয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন। "তিনি একদা রজনীযোগে উপবাসক্লেশে সাতিশয় ক্লিষ্ট ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভৃগুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ যামিনীতে মহাত্মা ভৃগুনন্দন মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র-নিমিত্ত এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত সলিল এক মহৎ কলসে সন্নিবেশিত ছিল। মহর্ষিগণ, রাজমহিষী কলাসস্থ জলপান করিয়া শক্রতুল্য পুত্র প্রসব করিলেন, এই স্থির করিয়া যজ্ঞবেদীর উপর ঐ কলস সংস্থাপনপূর্ব্বক অচেতনপ্রায় হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। পিপাসা শুষ্ককণ্ঠ নরপতি যুবনাশ্ব রাত্রিজাগরণ-শ্রান্ত মহর্ষিগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া বারংবার পানীয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হওয়াতে তাঁহার স্বর শকুনির স্বরের ন্যায় অবিস্পষ্ট হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত তিনি বারংবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও কেহ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে তত্রত্য বেদীসন্নিবেশিত বারিপূর্ণ কলস অবলোকন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই কুম্ভমধ্যস্থ সুশীতল জলপান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি ভার্গব ও অন্যান্য মুনিগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন, কলস জলশূন্য রহিয়াছে। তখন তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা কাহার কর্ম্ম?" মহারাজ যুবনাশ্ব তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহর্ষিগণ! আমি

পিপাসিত হইয়া এই জল পান করিয়াছি।” তখন ভগবান ভার্গব কহিলেন, “হে রাজন! জল পান করা অতিশয় গর্হিত হইয়াছে। আমি আপনার পুত্রের নিমিত্তই দারুণ তপানুষ্ঠানদ্বারা এই কুম্ভস্থ জলমধ্যে ব্রহ্মস্থাপন করিয়াছিলাম। আমার অভিলাষ ছিল যে, আপনার পত্নী এই জলপান করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত তপোবলসংযুক্ত এক পুত্র প্রসব করিবেন এবং ঐ পুত্র স্বীয় বলপ্রভাবে ইন্দ্রকেও নিহত করিতে পরিবে; কিন্তু আপনি স্বয়ং সেই জলপান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। জানিলাম, দৈববল অখণ্ডনীয়। এই জলপানে যে ফল হইবে, আমরা কোনক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইব না। আপনি পিপাসিত হইয়া আমার তপোবীর্য্যসম্ভূত বিধিমন্ত্রপুরস্কৃত জলপান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনিই পূর্ব্বোক্তরূপ পুত্র প্রসব করিবেন। আমরা যাহাতে আপনার শত্রুসদৃশ সন্তান সমুৎপন্ন হয় ও গর্ভধারণজন্য দুঃখভোগ করিতে না হয়, এরূপ এক পরমাদ্ভূত যজ্ঞানুষ্ঠান করিব।”

“অনন্তর ক্রমে ক্রমে শত বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা যুবনাশ্ব-মহীপতির বামপার্শ্ব ভেদ করিয়া সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন মহাতেজঃ এক কুমার বহির্গত হইল। তপস্যার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ঈদৃশ ব্যাপারেও মহীপতি যুবনাশ্বের মৃত্যু হইল না। তখন মহাতেজঃ শত্রু ঐ বালক-সন্দর্শনার্থ আগমন করিলে দেবগণ কহিলেন, “হে সুররাজ! এই পুরুষগর্ভসম্ভূত বালক কি পান করিবে?” তখন দেবরাজ ইন্দ্র সেই বালকমুখে আপনার প্রদেশিনী [তর্জ্জনী, অঙ্গুষ্ঠ] প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, “এই বালক “মাং ধাস্যতি” অর্থাৎ আমার এই প্রদেশিনীর রস পান করিবে।” এই নিমিত্ত দেবগণ ঐ বালকের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। ঐ শিশু শক্রের প্রদেশিনীপ্রাপ্ত হইয়া ত্রয়াদশ বিতস্তিপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। সুররাজ শতক্রতু মনে মনে সঙ্কল্প করিবামাত্র ঐ বালক সমুদয় বেদ, ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্রসকল, আজগবনামক ধনু, স্বর্গোদ্ভব শরসমুদয় এবং অভেদ্য কবিচপ্রাপ্ত হইলেন।

পরে যুবনাশ্বতনয় সুররাজকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রভাবে ত্রিলোক বিজয় করিলেন, তাহাঁর আজ্ঞা অপ্রতিহত হইল এবং নানাবিধ রত্নজাত স্বয়ং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই বসুসম্পূর্ণ বসুন্ধরা তাঁহারই ভোগ্য হইল। তিনি প্রভূতদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞসকল সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে চয়ন-ক্রতুর অনুষ্ঠানদ্বারা অপর্য্যাপ্ত পুণ্যপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল সাতিশয় শাসনদ্বারা একদিনেই এই সসাগরা ধরা পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভূত-দক্ষিণ যজ্ঞসমূহের চৈত্য-সমুদয়দ্বারা সমস্ত মহীমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্র-পদ্ম গোলাপ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময় শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে স্বয়ং জলবর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি সোমকুলসমুৎপন্ন মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী গান্ধারাধিপতিকে নিশিত শরদ্বারা সংহার করিয়াছিলেন। সেই অমিততেজাঃ ভূপতি চতুবিধ প্রজাপালন ও তপস্যাদ্বারা সমুদয় লোককে তাপিত ও অস্থির করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন মহীপতির এই দেব-যজনস্থান; এই পরমপবিত্র প্রদেশ কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগ। হে মহারাজ! আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে মান্ধাতার আলোকসামান্য জন্ম প্রভৃত সমুদয় চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম।”

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি লোমশের বাক্যশ্রবণানন্তর মহীপাল সোমকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

১২৭তম অধ্যায়

সোমক নৃপতিবৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে বাগ্মিসত্তম! মহারাজ সোমক কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন ও কি কর্ম্ম করিয়া বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে।"

লোমশ কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! সোমক নৃপতি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। তাহার একশত ভার্য্যা ছিল। বহুকাল অতীত হইল, কিন্তু ভূপতি তাহাদের কাহারও গর্ভে অপত্যলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় বহু যত্নে সেই শতস্ত্রীর মধ্যে একজনের গর্ভে জন্তুনামে এক পুত্র জন্মিল। মাতৃগণ কামভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সতত সেই পুত্রটির চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকিতেন।

"একদা একটি পিপীলিকা জন্তুর কটিদেশে দংশন করিলে বালক অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদর্শনে তাহার মাতৃগণ সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া চীৎকারস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সোমক সভামধ্যে ঋত্বিক ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি সেই বৃত্তান্তসকল অবগত হইবার নিমিত্ত দ্বৌবারিককে প্রেরণ করিলেন। দ্বৌবারিক যথাবৎ বৃত্তান্তসকল অবগত হইয়া রাজসমীপে নিবেদন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিলেন।

সোমকের শতপুত্র-কামনা

"কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ সোমক ঋত্বিক ও অমাত্যগণসহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সভামণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হায়! এক পুত্র কি কষ্টদায়ক! উহা অপেক্ষা অপুত্র হওয়া উত্তম। একপুত্র চিররোগিতা অপেক্ষাও ক্লেশকর। আমি পুত্রলাভেচ্ছায় এই একশত পত্নীর পরীক্ষা করিয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারও গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইল না; কেবল এই একমাত্র জন্তু বহু-প্রযত্নে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। হায়! ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমার ও পত্নীসমূদয়ের বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইয়াছে, পুত্রলাভের আর সম্ভাবনা নাই। ঐ এক পুত্র আমাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পিত হইয়াছে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যদি এমত কোন কর্ম্ম থাকে, যাহাতে শত পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আদেশ করুন; ঐ কার্য্য লঘু বা মহৎ, সুকর বা দুষ্কর হউক, অবশ্যই সম্পন্ন করিব।"

"ঋত্বিক কহিলেন, "হে মহারাজ! শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমন কর্ম্ম আছে। যদি আপনি তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন, তবে আদেশ করি।" সোমক কহিলেন,

“হে ভগবন! যদ্দ্বরা শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমন কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিব, সন্দেহ নাই।”

অনন্তর ঋত্বিক কহিলেন, ‘হে রাজন! আমি আমার ভবনে এক যজ্ঞ করিব, সেই যজ্ঞে আপনাকে স্বীয় আত্মজ জন্তুর বসার [মেদ—চর্ব্বি] দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হইবে। সেই সময় আপনার পত্নীগণ আহুতিসমুত্থিত ধূম আঘ্রাণ করিলে তাঁহারা সকলেই এক এক মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, আর ঐ জন্তুও আপনার যে পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে, পুনরায় তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, উহার বামপার্শ্বে এক অপূর্ব্ব সৌবর্ণ-চিহ্ন থাকিবে।”

১২৮তম অধ্যায়

সোমাকনৃপতির শতপুত্রলাভ

“সোমক কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! এই যজ্ঞে যেরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা সমুদয় কীর্ত্তন করুন, আমি পুত্রলাভার্থ আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব।” তখন ঋত্বিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রাজমহিষীগণের নিকট হইতে জন্তুকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলে, পুত্রবৎসলা রাজমহিষীগণ ঋত্বিকের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক তনয় গ্রহণ করিবার মানসে ‘হা হতোহস্মি’ বলিয়া রোদন করিতে করিতে বালকের দক্ষিণকর গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ঋত্বিকও তাহার বামহস্ত ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন রাজমহিষীগণ উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া কেবল কুররী [উৎক্রোশ পক্ষী] কুলের ন্যায় করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋত্বিক সেই বালককে সংহার করিয়া তাহার বসা গ্রহণপূর্ব্বক বিধিবৎ আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষীগণ তাহার ধূম আঘ্রাণপূর্ব্বক শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহসা বসুধাতলে নিপতিত হইলেন।

“কিয়দ্দিন পরে রাজমহিষীগণ সকলেই গর্ভবতী হইলেন। দশম মাস পূর্ণ হইলে তাঁহাদের সকলেরই এক এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল। জন্তু সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পূর্ব্ব-গর্ভধারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। রাজমহিষীরা স্ব স্ব প্রসূত পুত্রগণ অপেক্ষা জন্তুকে সমধিক স্নেহ করিতেন। জন্তুর বামপার্শ্বে ঋত্বিকের বিচনানুরূপ সৌবর্ণ-চিহ্ন লক্ষিত হইল, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জন্তু গুণেও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল।

“অনন্তর মহারাজ সোমকের ঋত্বিক কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, কিয়াৎকাল পরে মহীপতি সোমকও পরলোকযাত্রা করিলেন। তিনি শমনসদনে গমন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ঋত্বিক ঘোরতর নরকে নিপতিত রহিয়াছেন। তখন তিনি ঋত্বিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে দ্বিজবর! আপনি কি নিমিত্ত এই ঘোর নরকে নিপতিত রহিয়াছেন?” ঋত্বিক কহিলেন, “হে রাজন! আমি আপনাকে যে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান করাইয়াছিলাম, তাহারই ফলভোগ করিতেছি।” মহাত্মা সোমক-মহীপতি ঋত্বিকের বচন-শ্রবণানন্তর যমকে কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! আমার যাজককে এই নরক হইতে বিমুক্ত করুন; আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব, ইনি আমার গুরু, আমারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন।” যম কহিলেন, “হে রাজন! একজনের কর্ম্মফল অন্যে ভোগ

করিতে পারে না। ঐ দেখ, তোমার সমুদয় সৎকর্ম্মের ফল বিদ্যমান রহিয়াছে।' সোমক কহিলেন, "এ ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি ব্যতিরেকে আমি পবিত্র লোক ভোগ করিতে বাসনা করি না; স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইঁহার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি। ইঁহার ও আমার কর্ম্মসকল সমান, অতএব আমাদের দুইজনের পুণ্যাপুণ্যফল সমান হউক।" যম কহিলেন, "যদি তোমার এইরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত সমকাল নরক-ভোগ কর, পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদগতিলাভ করিবে।"

পাণ্ডবগণের সোমকতীর্থ দর্শন

"গুরুপ্রিয় মহারাজ সোমক যমের বিচনানুসারে গুরুর সহিত কিয়ৎকাল নরক-ভোগ করিয়া ক্ষীণপাপ ও বিমুক্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত স্বকর্ম্ম-নির্জ্জিত চিরাভিলষিত শুভফলসমুদয় লাভ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই মহাত্মা রাজর্ষির এই পরমপবিত্র আশ্রম অগ্রে বিরাজিত রহিয়াছে। ক্ষমাশীল হইয়া এই আশ্রমে ছয় রাত্রি বাস করিলে সদগতিলাভ হয়। হে ধর্ম্মাত্মন! আমরা বিগতক্লম হইয়া সংযত-চিত্তে ছয় রাত্রি এখানে বাস করিব, আপনি সজ্জীভূত হউন!"

১২৯তম অধ্যায়

যযাতি মরুত্ব প্রভৃতির যজ্ঞক্ষেত্র-বর্ণন

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! প্রজাপতি স্বয়ং পূর্ব্বে এই স্থানে ইষ্টাকৃতনামে সহস্র-বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নাভাগনন্দন অম্বরীষ এই যমুনাসমীপে যজ্ঞ করিয়া সদস্যগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দশপদ্ম গোদানপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যাদ্বারা পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি যাগশীল, পুণ্যকর্ম্ম, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ও অমিততেজাঃ, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেন, এই সেই নহুষাত্মজ যযাতির যজ্ঞভূমি দেখুন। এই ভূমি নানাবিধ আকৃতিবিশিষ্ট বহ্নিস্থাপনের স্থণ্ডিলে নিচিত হওয়াতে বোধ হয় যেন যযাতির যজ্ঞকর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া নিমগ্ন হইতেছে এবং এই একপত্রা শমী ও মনোহর পানিপাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এদিকে পঞ্চ রামহ্রদ ও নারায়ণাশ্রম অবলোকন করুন। যিনি যোগপ্রভাবে মহীতলে বিচরণ করিতেন, এই রৌপ্যবর্ণ তটিনীসমীপে সেই অমিততেজঃ চার্চ্চীক-পুত্রের সঞ্চারণভূমি।

"এই স্থানে উদূখলভূষণা পিশাচী যাহা কহিয়াছিল, আমি সেই কিংবদন্তী বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 'যুগন্ধর প্রদেশের দধিপ্রাশন, অচ্যুতস্থলে বাস ও ভূতিলয়-স্থানে স্নান করিয়া সপুত্রা হইয়া এই তীর্থে বাস করা উচিত; নতুবা এই স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় দিন বাস করাতে তোমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিলে ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা ঘটিবে।

[অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণী পুত্র-সমভিব্যাহারে এই তীর্থে স্নান করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ যুগন্ধর-দেশের দধি ভোজন করেন। তথায় উষ্ট্রী ও গর্দ্দভী প্রভৃতির দুগ্ধে দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ,

তিনি আচ্যুতস্থল-নামক সঙ্করজাতির গ্রামে বাস করিয়াছিলেন; তাহাও ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তৃতীয়তঃ, ভূতিলয়-নামক গ্রামের যে নদীতে মৃতব্যক্তির শরীর নিক্ষেপ করে, তিনি তথায় স্নান করিয়াছিলেন; উহাও পাপজনক। এইরূপ উক্ত শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপভাগী হইয়া তীর্থবাসে অনধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এক পিশাচী আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণীকে প্রথমতঃ নিষেধ করিল, তিনি তাহা অবহেলন করিয়া তথায় একরাত্রি বাস করিলেন; তাহাতে ঐ পিশাচী রোষপরবশ হইয়া তাহার ঘট-পিঠরাদি [পাত্রাদি] বস্তুসকল বিনষ্ট করিয়া এই কথা কহিয়াছিল।

কেহ কেহ কহেন, যুগন্ধরাদি দেশে দধি-প্রাশনাদি কর্ম্মত্রয়ের অনুষ্ঠান করিয়া উক্ত তীর্থে একরাত্রিমাত্র বাস করিবে; তাহার অন্যথা করিলে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই পিশাচীবাক্য কল্পিত হইয়াছে। [নীলকণ্ঠ টীকা]]

"হে কুরুনন্দন! এই স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ, অতএব অদ্য আমরা এই স্থানেই যামিনী যাপন করিব।

"হে রাজন! এই স্থানে নহুষনন্দন যযাতি রত্নসমূহদ্বারা দেবরাজের আনন্দবর্দ্ধন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ এই যমুনাতীরগত প্লক্ষাবতরণ-তীর্থকে স্বর্গের দ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষিগণ ঘৃত ও পশুদ্বারা সারস্বত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই তীর্থে অবভৃথস্নান সমাধান করিতেন। নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহারাজ ভরত ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী জয় করিয়া বারংবার এই স্থানে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণসারঙ্গ পবিত্র অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা মরুত্ত মহর্ষি সংবর্ত্ত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া এই তীর্থে অনুত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! এই তীর্থে স্নান করিলে সমুদয় লোক দর্শন করিতে সমর্থ ও দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হয়, অতএব এই স্থানে স্নান করুন।"

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সেই তীর্থে অবগাহন করিলেন ও তত্রস্থ মহর্ষিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি তখন লোমশ-মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সত্যবিক্রম! আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই তপঃপ্রভাবে সকল লোক ও পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে দর্শন করিতেছি।"

লোমশ কহিলেন, "হে মহাবাহো! মহর্ষিগণ এবম্প্রকারে সকল লোক ও দেবরাজকে দর্শন করেন, এই পুণ্যশীলজনপরিবৃত পুণ্যদা সরস্বতীতে স্নান করিলে বিগতপাপ হইবেন। ঋষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ এই স্থানে সারস্বত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রজাপতির পঞ্চ যোজন আয়তা বেদী মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

১৩০তম অধ্যায়

সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থ নদীসমূহের বিবরণ

লোমশ কহিলেন, হে রাজন! এই তীর্থে তনুত্যাগ করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্ত সহস্র সহস্র মানব মর্ত্তকাম [মরণাভিলাষী] হইয়া এই স্থানে আগমন করে। পূর্ব্বে

দক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, যেসকল মনুষ্য এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হইবে।

“হে মহারাজ! এই প্রবাহবন্তী সরস্বতী দৃষ্ট হইতেছে, ইহার অনতিদূরে নিষাদরাজ্যের দ্বারস্বরূপ বিনশন প্রদেশ। সরস্বতী নদী নিষাদগণের দোষে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া এই স্থানে মহীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে স্থানে সরস্বতী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ স্থান চমসোড়োদনামে বিখ্যাত। সমুদয় পবিত্র কল্লোলিনী ঐ স্থানে আগমন করিয়া সরস্বতীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

“যে স্থানে লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এই সেই মহান সিন্ধু-তীর্থ। এই ইন্দ্রের প্রিয়তম পবিত্র প্রভাসতীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে। এই বিষ্ণুপদনামে অনুত্তম তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ পরম-পাবনী সুরম্যা বিপাশা নদী, ভগবান বশিষ্ঠঋষি পুত্রশোকে স্বয়ং পাশবদ্ধ হইয়া ঐ নদীতে নিমগ্ন হয়েন, পশ্চাৎ বিপাশ হইয়া উত্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম বিপাশা হইয়াছে। সকল পুণ্যের আয়তন মহর্ষিগণসেবিত এই কাশ্মীরমণ্ডল অবলোকন কর, এই স্থানে উদীচ্য-ঋষিগণ ও যযাতি এবং অগ্নি ও কাশ্যপসংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল। এই স্থান দিয়া মানস-সরোবরে গমন করিতে হয়।

“সত্যপরাক্রম শ্রীরাম এই গিরির অভ্যন্তরে বসতিস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বিদেহ-নগরের উত্তরে উহার দ্বার। ঐ স্থান এরূপ দুর্গম যে, সমীরণও উহার দ্বার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুগাবসানসময়ে এই স্থানে হরপার্ব্বতী ও তাঁহাদিগের পরিষদগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যাজকগণ পরিবারের কল্যাণ-কামনায় চৈত্রমাসে এই সরোবরে নানাবিধ যজ্ঞদ্বারা পিনাকপাণির পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই সরোবরে শ্রদ্ধাসহকারে অবগাহন করে, সে বিধূতপাপ হইয়া শুভলোকপ্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

“এই স্থান উজ্জানক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিকেয় ও অরুন্ধতীসহায় ভগবান বশিষ্ঠ এই স্থানে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই কুশবাননামে হ্রদ, যাহাতে প্রচুর কুশেশয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রুক্মিণীর আশ্রয়, জিতকোপনা রুক্মিণী এই আশ্রমে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। হে কৌন্তেয়! যে পর্ব্বত অবলোকন করিলে সমাধিজনিত সকল ফললাভ হয়, আপনি তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই ভৃগুতুঙ্গ-নামক মহাগিরি দর্শন করুন।

“হে রাজেন্দ্র! এই কলুষ নাশিনী বিতস্তা নদী অবলোকন করুন, ঐ যমুনার উভয় পার্শ্বে জলা ও উপজলানাম্নী অতি সুশীতল ও নির্ম্মল; মুনিগণ এই দুইটি তটিনীর তটে অধিবাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে উশীনর যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভাবে বাসবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বাসব ও বহ্নি মহাত্মা উশানারনরপতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজসভায় আগমন করিলেন। অনন্তর যৎকালে রাজা উশানর যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেনমূর্ত্তি ও হুতাশন কপোতরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন। কপোতরূপী

হুতাশন শ্যেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশানর-নৃপতির উরুদেশমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।”

১৩১তম অধ্যায়

উশীনর উপাখ্যান

"তখন শ্যেনরূপী ইন্দ্র উশীনরের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, 'হে রাজন! সমুদয় ভূপালগণ। আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব আপনি কি নিমিত্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইলেন? আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; আপনি ধর্ম্মলাভলোভে কদাচ আমার চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোতকে রক্ষা করিবেন না, তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধার্ত্তের আহারহরণজন্য পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে।"

উশীনরের আশ্রিতবাৎসল্য

"রাজা কহিলেন, "হে বিহগরাজ! এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবিত-প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহাকে পরিত্যাগ না করাই পরমধর্ম্ম, তাহা কি তুমি জান না? এই কপোত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করা অতি গর্হিত। ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিলে যেরূপ পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে তদ্রূপ পাপ জন্মে।"

"শ্যেন কহিল, "মহারাজ! সমুদয় জীব আহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আহারদ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে। জীবগণ দুস্ত্যাজ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচি জীবনরক্ষা হয় না; অতএব আহারবিরহে আমার প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে প্রস্থান করিবে। আমার মৃত্যু হইলে পুত্রকলাত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গও বিনষ্ট হইবে। হে মহারাজ! আপনি একটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে সত্যবিক্রম! যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরবিরোধী তাহা কখন ধর্ম্ম নহে, পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, অতএব যাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে অথবা উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনাপূর্ব্বক যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, তাহারই অনুসরণ করিবে।"

"রাজা কহিলেন, 'হে বিহগবর! তুমি কি অসন্দিহান ধর্ম্মজ্ঞ তুমি যেরূপ কল্যাণকর বাক্য কহিতেছ, ইহাতে বোধ হয়, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। হে বিহঙ্গম! তুমি কি প্রকারে শরণার্থীকে পরিত্যাগ করা সাধুধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ? ভোজনই তোমার প্রয়োজন, অতএব তুমি অন্য প্রকারে অধিকতর আহার আহরণ করিতে পার; আমিও আজি তোমার নিমিত্ত গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে।"

"শ্যেন কহিল, "হে মহীপাল! মৃগ, বরাহ প্রভৃতি কোন জন্তুকেই আমি ভক্ষণ করি না, অতএব অন্য কোন প্রাণীতে প্রয়োজন নাই। বিধাতা আমার যে আহার বিধান করিয়াছেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন। শ্যেনপক্ষী কপোতকে ভক্ষণ করে, আমাদের এই চিরন্তন বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। হে রাজন! সারাংশ পরীক্ষা না করিয়া কদলীতে আসক্ত হইবেন না।"

"রাজা কহিলেন, "হে পতঙ্গম! তোমাকে শিবিদিগের সুসমৃদ্ধ রাজ্য প্রদান করিতেছি; অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর তৎসমুদয় প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে তুমি এই পক্ষীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণেই উহা সম্পন্ন করিব, তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিব না।

"শ্যেন কহিল, "হে নরাধিপ! যদ্যপি এই কপোত আপনার স্নেহভাজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আত্মমাংস-কর্ত্তন করিয়া তুলাদ্বারা কপোতের সহিত পরিমাণ করুন। যখন সেই মাংস কপোতভারের সমতুল্য হইবে, তখন তাহা আমাকে প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইব।" রাজা কহিলেন, "হে শ্যেন! তুমি আমার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া সাতিশয় অনুগ্রহপ্রকাশ করিলে, আমি এক্ষণেই আপন মাংস কপোতের সহিত তুলাতে পরিমাণ করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি।"

উশীনরের আত্মমাংসদনে পরপ্রাণরক্ষা

"পরম-ধার্ম্মিক রাজা উশীনর এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া আপন মাংস কর্ত্তন করিয়া তুলাযন্ত্রে প্রদানপূর্ব্বক কপোতের বিপরীতভাগে অর্পণ করিলে, কপোত-ভারই গুরুতর হইয়া উঠিল। তখন তিনি পুনর্ব্বার আত্মমাংস-কর্ত্তন করিয়া তাহাতে প্রদান করিলেন, তথাপি কপোতের সমান হইল না। সমুদয় মাংস নিঃশেষে কর্ত্তন করিলেও যখন কপোতের সমতুল্য হইল না, তখন স্বয়ং সেই তুলাতে আরোহণ করিলেন।

'শ্যেন কহিল, "হে ধর্ম্মজ্ঞা! আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত হুতাশন। আমরা তোমার ধার্ম্মিকতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আপন গাত্র হইতে মাংস-কর্ত্তন করিয়া যে সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলে, উহা সমুদয় লোকে প্রথিত হইবে। যাবৎ মনুষ্যকুল তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাবৎ তোমার কীর্ত্তিও পুণ্যলোকে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।" দেবরাজ পাকশাসন ও হুতাশন এই কথা কহিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজা উর্শণীনরও ধর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গ-মর্ত্য উজ্জ্বল করিয়া দেদীপ্যমানকলেবর হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

"হে রাজন! এই সেই মহাত্মা উশীনরের নিকেতন অবলোকন করুন। এই স্থান অতিপবিত্র ও কলুষনাশন। পুণ্যবান মহোদয়েরা এই স্থানে দেব ও সনাতন ঋষিগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।"

১৩২তম অধ্যায়

অষ্টাবক্র-শ্বেতকেতু-বৃত্তান্ত

লোমশ কহিলেন, "হে নরেন্দ্র! যে মন্ত্রবিদগ্ধবুদ্ধি উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু পৃথিবীতলে অদ্যপি বিখ্যাত রহিয়াছেন, এই সেই মহর্ষির নানাবিধফলশালী আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে। শ্বেতকেতু এই স্থানে মানুষ-রূপধারিণী সাক্ষাৎ সরস্বতীকে সন্দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন

যে, “আমি বাণীকে জানিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছি।” হে রাজন! ঐ যুগে কহোড়নন্দন অষ্টবক্র ও উদ্দালকাতনয় শ্বেতকেতু এই দুই বেদবিদগণের অগ্রগণ্য মুনি ছিলেন; উহাদের পরস্পর মাতুলভাগিনেয় সম্পর্ক। উঁহারা দুইজনে মহীমতি বিদেহরাজের যজ্ঞায়তনে প্রবেশপূর্ব্বক বিবাদবিষয়ে বন্দীকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন। যে অষ্টবক্র জনকরাজের যজ্ঞে বাদী হইয়া বাদানুবাদে বন্দীকে পরাজয় করিয়া নদীতে নিমগ্ন করেন, সেই অষ্টাবক্র উদ্দালকের দৌহিত্র। হে কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই মহর্ষি উদ্দালকের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বাস করা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! যে অষ্টাবক্র বন্দীকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব কি প্রকার? আর কি নিমিত্তই বা তিন অষ্টবক্রনামে বিখ্যাত হইলেন? এই সমুদয় বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণন করুন।”

লোমশ কহিলেন, “হে রাজন্! মহির্ষি উদ্দালকের কহোড়নামে এক শিষ্য ছিলেন। কহোড় সতত আচার্য্যের বশবর্ত্তী ও শুশ্রূষাপরবশ হইয়া বহুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে স্বীয় আচার্য্যের পরিচর্য্যা করিতেন। মহর্ষি উদালক তাঁহার পরিচর্য্যাদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমুদয় শ্রুতি প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় কন্যা সুজাতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর সুজাতা গর্ভধারণ করিলেন।

অষ্টাবক্র-জন্মবৃত্তান্ত

“একদা সুজাতার গর্ভস্থিত হুতাশনসম প্রভাবসম্পন্ন বালক মাতৃগর্ভ হইতে অধ্যয়নশীল স্বীয় পিতা কহোড়কে কহিলেন, “হে তাত! আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক হয় না। আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভাবস্থাতেই সমুদয় সাঙ্গ বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; অতএব আমি শ্রবণ করিতেছি, আপনার অধ্যয়ন উত্তমরূপ হইতেছে না।” মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণমধ্যে গর্ভস্থ বালককর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া রোষাভরে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন, “তুমি গর্ভে থাকিয়া আমার প্রতি এইরূপ অবমাননাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব তোমার কলেবরের অষ্টস্থল বক্র হইবে।” কহোড়-নন্দন পিতার শাপানুসারে বক্র হইয়াই জন্মপরিগ্রহ করিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অষ্টবক্র বলিয়া বিখ্যাত হয়। শ্বেতকেতু অষ্টাবক্রের মাতুল ও তাঁহার সমবয়স্ক ছিলেন।

“ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে সুজাতা সাতিশয় পীড্যমানা হইয়া নির্জ্জনে স্বীয় স্বামী কহোড়কে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, “হে মহর্ষে। আমার দশম মাস সমুপস্থিত; আপনি নিতান্ত নির্ধন; এ সময়ে অর্থ ব্যতীত আমি কিরূপে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইব? কহোড় ভার্য্যার বাক্যশ্রবণে ধনার্থী হইয়া জনকরাজের নিকট গমন করিলে তত্রত্য বাদবেত্তা বন্দী তাঁহাকে বাদে পরাজয় করিয়া জলে নিমগ্ন করিল। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় জামাতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুজাতার নিকট সমুদয় প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎসে! তোমার পুত্র যেন এই বৃত্তান্ত কোনপ্রকারে অবগত হইতে না পারে।” সুজাতা স্বীয় পিতৃবাক্যানুসারে সেই বৃত্তান্ত নিজ তনয়ের অগোচরে রাখিলেন। তন্নিমিত্ত অষ্টবক্র ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঐ

বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি উদ্দালককে পিতা ও শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন।

অষ্টাবক্রের জনক-যজ্ঞসভায় গমন

"ক্রমে অষ্টাবক্রের দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রম হইলে একদা তিনি উদ্দালকের অঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে শ্বেতকেতু ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাকে হস্তধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন শ্বেতকেতু কহিলেন, "হে অষ্টবক্র! এ তোমার পিতৃক্রোড় নহে।" অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুর এইরূপ দুরুক্তি-শ্রবণে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে গৃহে গমনপূর্ব্বক স্বীয় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জননি! আমার পিতা কোথায়?" সুজাতা পুত্রের বাক-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও শাপভায়ে একান্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন। তখন অষ্টবক্র মাতৃমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রজনীযোগে শ্বেতকেতুকে কহিলেন, "কল্য আমরা দুইজনে জনক-রাজের যজ্ঞে গমন করিব। শ্রবণ করিয়াছি, ঐ যজ্ঞ বহুবিধ আচার্য্যে পরিপূর্ণ; আমরা তথায় গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিবাদ শ্রবণ ও বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিব, তত্রত্য শান্ত ও সৌম্য ব্রহ্মঘোষশ্রবণে [বেদধ্বনি-শাস্ত্রবাক্য] আমাদের বিচক্ষণাত্বলাভ হইবে।"

"অনন্তর মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে জনক-রাজের যজ্ঞে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকারলাভ হওয়াতে তাহারা গমনে নিবারিত হইলেন।"

১৩৩তম অধ্যায়

পথিমধ্যে অষ্টাবক্র-জনক সাক্ষাৎকার

"তখন অষ্টবক্র কহিলেন, "হে রাজন! পথিমধ্যে যাবৎকাল ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ অগ্রে অন্ধ, তৎপরে বধির, স্ত্রী, ভারবাহ ও রাজারা ক্রমান্বয়ে গমন করিবে; কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিতে হইবে; ব্রাহ্মণের অগ্রে কাহারও গমন করা বিধেয় নহে।"

"জনক কহিলেন, "আমি আপনাকে পথ প্রদান করিলাম, এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে গমন করুন। অগ্নি অল্পপরিমাণ হইলেও তাহার দাহিকা-শক্তির হ্রাস হয় না; ইন্দ্রও সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া থাকেন, অতএব আপনি যে স্থানে ইচ্ছা হয়, গমন করুন।"

"অষ্টাবক্র কহিলেন, 'হে রাজন! আমরা যজ্ঞদর্শন নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমরা অতিথি; যজ্ঞাঙ্গনে প্রবেশ করিতে অভিলাষী; আপনি অনুগ্রহ করিয়া দ্বারপালকে দ্বার প্রদান করিতে অনুমতি করুন। হে জনক! আমরা যজ্ঞ-দর্শন এবং আপনার সাক্ষাৎকারলাভ ও আলাপ করিবার নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই দ্বারপাল দ্বার অবরোধ করাতে আমাদের ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে।"

দ্বারপালকর্ত্তৃক বালক অষ্টাবক্রের সভাপ্রবেশে বাধা

“তখন দ্বারপাল কহিল, “হে ব্রাহ্মণদারক! আমরা বন্দীর আজ্ঞাকারী; আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই যজ্ঞস্থলে বৃদ্ধ বিদগ্ধ ব্রাহ্মণগণেরই প্রবেশ করিতে অনুমতি আছে; বালকদিগের প্রবেশের অধিকার নাই।'

“অষ্টাবক্র কহিলেন, ‘হে দ্বারপাল! যদি এ স্থানে বৃদ্ধগণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন, তবে আমারও ইহাতে প্রবেশের অধিকার আছে, আমি চরিতব্রত ও বেদপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধস্থানীয় হইয়াছি। আমি গুরুশুশ্রূষানিরত, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবান; অতএব আমাকে বালকজ্ঞানে অবজ্ঞা করিও না, অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও স্পর্শমাত্র দগ্ধ করে।”

“দ্বারপাল কহিল, “হে ব্রাহ্মণকুমার! যদি তুমি অভিজ্ঞ হও, তবে মহর্ষিসেবিত একাক্ষর ও বহুরূপ কর্ম্মকাণ্ডাধিক্যসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ কর। তুমি আপনাকে কখন অভিজ্ঞ জ্ঞান করিও না, বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ! বিদ্বান অতি সুদূর্লভ।”

“অষ্টাবক্র কহিলেন, “কেবল কায়বৃদ্ধিতেই বৃদ্ধভাব হয় না, উহাতে অনেক জ্ঞানের অপেক্ষা করে, শাল্মলিবৃক্ষেরও অনেক অষ্ঠীলা [বীজ-বিচি] জন্মে, কিন্তু তাঁহাতে উহার কিছুমাত্র সারবত্তা সমুৎপন্ন হয় না। যাহা হ্রস্ব ও কৃশ, কিন্তু ফলবান, সেই পাদপই যথার্থ বৃদ্ধভাবাপন্ন; কিন্তু যাহার ফল নাই, তাহার বৃদ্ধত্ব কোথায়?”

“দ্বারপাল কহিল, বালকগণ বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে বুদ্ধি গ্রহণপূর্ব্বক কালক্রমে বৃদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্পকালমধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন হওয়া অসম্ভব। হে বালক! তুমি বৃথা কেন বৃদ্ধের ন্যায় বাক্যব্যয় করিতেছ?”

“অষ্টবক্র কহিলেন, হে দ্বৌবারিক! কেবল পলিত হইলেই বৃদ্ধ হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি বালক হইয়াও প্রজ্ঞাবান হয়, দেবগণ তাহাকে স্থবির বলিয়া নির্দেশ করেন। কি বয়স, কি পলিত, কি ঐশ্বর্য্য, কি বন্ধু কিছুতেই বৃদ্ধ হইতে পারে না; যে ব্যক্তি সাঙ্গ বেদসম্পন্ন, ঋষিগণ তাঁহাকেই মহান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা রাজসভায় বন্দীকে অবলোকন করিবার মানসে আগমন করিয়াছি। হে দ্বারপাল! তুমি জনকনৃপতির নিকট আমার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন কর; তুমি অবশ্যই দেখিবে, অদ্য আমি পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ও বাদে বন্দীকে নিশ্চয়ই পরাজয় করিব। আমি রাজা ও পুরোহিত্যপ্রমুখ বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা সকলে অবাক হইয়া আমার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ পরীক্ষা করিবেন।”

“দ্বারপাল কহিল, “হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি দশবর্ষবয়স্ক; কিরূপে সুশিক্ষিত ও বিদ্বানদিগের প্রবেশ্য যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিবে? আমি কৌশলক্রমে তোমাকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছি; তুমিও স্বয়ং যথাবিধি যত্ন কর।”

জনককর্ত্তৃক অষ্টাবক্রের বিদ্যাপরীক্ষা

“তখন অষ্টাবক্র জনক-রাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে জনকবংশাবতংস মহারাজ! আপনি সম্রাট ও সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, আপনি যজ্ঞীয় কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে পূর্ব্বতন রাজা যযাতির ন্যায় প্রশংসাভাজন। শুনিয়াছি, আপনার বন্দী [জনক-রাজের সভাপণ্ডিত] প্রভূত বিদ্যাসম্পন্ন; সে বাদে অন্যান্য বিদ্বানদিগকে পরাজয় করিয়া আপনার পুরুষগণদ্বারা জলে নিমজ্জিত করে। হে রাজন! আমি এই কথা শুনিয়া

ব্রাহ্মণগণের সমীপে অদ্বৈতব্রহ্ম কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি। আপনার বন্দী কোথায়? সূর্য্য যেমন নক্ষত্রগণকে ধ্বংস করেন, আমিও তদ্রূপ তাহাকে এক্ষণেই বিনাশ করিব।”

“রাজা কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণবালিক! তুমি বন্দীর বাক্যবল অবগত না হইয়াই উহাকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ, ইহা অনুচিত। যাহারা উহার প্রভাব জানেন, তাহারা এরূপ বলিতে পারেন না; অনেকানেক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যবিল ও ক্ষমতা অবগত হইয়াছেন। তারকা-সমুদয় যেমন ভাস্করের নিকট শোভমান হয় না, তদ্রূপ অনেকানেক পণ্ডিতগণ উহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। আর যে সমস্ত বিজ্ঞানমত্ত মনীষিগণ বন্দীকে পরাজয় কিরবার মানসে সভায় সুমপস্থিত হয়েন, তাঁহারা তাঁহার নিকটেই পরাজয়প্রাপ্ত ও অপ্রতিভ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন; সদস্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হয়েন না।”

“অষ্টবক্র কহিলেন, “হে রাজন! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বন্দী মাদৃশ লোকের সহিত বিবাদ করে নাই; এই নিমিত্তই সিংহের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে গর্জ্জন করে। অদ্য সে মৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পথিমধ্যে ভগ্নশকটের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকিবে।”

“রাজা কহিলেন, “যে ব্যক্তি দ্বাদশ অংশ, চতুর্বিংশতি পর্ব্ব ও ষষ্ট্যধিকত্রিশত অরসংযুক্ত পদার্থের অর্থ অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।”

“অষ্টবক্র কহিলেন, “হে রাজন! চতুর্বিংশতি পর্ব্ব, ছয় নাভি, দ্বাদশ নেমি ও ষষ্ট্যধিকত্রিশতা অরযুক্ত সেই সদগতি চক্র তোমাকে রক্ষা করুন।”

“রাজা কহিলেন, “যে দুই পদার্থ বড়বাদ্বয়ের ন্যায় সংযুক্ত ও শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পতনশীল, দেবগণের মধ্যে কে ঐ দুই পদার্থ প্রসব করেন এবং ঐ পদার্থদ্বয় বা কি প্রসব করে?”

“অষ্টাবক্র কহিলেন, “ঐ দুই পদার্থ যেন তোমার শত্রুর গৃহেও না হয়। মেঘ ঐ দুই পদার্থের প্রসবিতা এবং উহারাও মেঘ উৎপাদনা করিয়া থাকে।”

“রাজা কহিলেন, ‘কে চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া নিদ্রা যায়? কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না? কাহার হৃদয় নাই ও কোন বস্তু বেগে বর্দ্ধিত হয়?”

“অষ্টবক্র কহিলেন, মৎস্য নয়ন মুদ্রিত না করিয়া নিদ্রা যায়, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, প্রস্তরের হৃদয় নাই, নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।”

“তখন রাজা কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণকুমার! তোমাকে সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না; তুমি বালক নও, আমি তোমাকে বৃদ্ধ বলিয়া জানিলাম; বাক্যালাপে তোমার তুল্য কেহই নাই, অতএব তোমাকে আমি দ্বার প্রদান করিতেছি, এই বন্দী রহিয়াছেন, অবলোকন কর।”

১৩৪তম অধ্যায়

অষ্টাবক্রের যজ্ঞসভা-প্রবেশ

“অষ্টাবক্র কহিলেন, ‘হে রাজন! আমি উগ্রসেন প্রভৃতি অপ্রতিম রাজগণমধ্যে কোন ব্যক্তি বাদিশ্রেষ্ঠ বন্দী, তাহা অবগত হইতে অক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে যেমন লোকে মহাজলস্থ

হংসকে অন্বেষণ করে, তদ্রূপ আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি। হে অতিবাদিমানিন্ বন্দিন্! তুমি পণ করিয়া আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর-প্রদানে কদাচ সমর্থ হইবে না; প্রত্যুত নদীবেগ, যেমন যুগান্তকালীন জ্বলনের নিকট শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আমার নিকট বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তুমি প্রসুপ্ত ব্যাঘ্র ও রোষপরবশ বিষধরকে প্রতিবোধিত করিও না, তাহাদিগের মস্তকে পদাঘাত করিলে কদাচ তাহাদের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি পর্ব্বত ধ্বংস করিবার মানসে সগর্ব্বে উহাতে আঘাত করে, তাহারই হস্ত ও নখসমুদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু পর্ব্বতের কিছুমাত্র হানি হয় না। যেমন পর্ব্বতসকল মৈনাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, যেমন বৎসগণ অনডান্ অপেক্ষা নীচ, তদ্রূপ সমুদয় রাজগণ জনকনৃপতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট। হে রাজন! যেমন সুররাজ সমুদয় দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেমন গঙ্গা সমুদয় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ আপনি সমুদয় ভূপতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনি এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক বন্দীকে আমার নিকট আনয়ন করুন।"

সভাপণ্ডিত বন্দীর সহিত অষ্টাবক্রের বিচার

"মহাপ্রভাবসম্পন্ন অষ্টাবক্র সভামধ্যে এইরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া জগতক্রোধ হইয়া বন্দীকে কহিতে লাগিলেন, "হে বন্দিন! আমি যে কথা কহিব, তুমি তাহার উত্তর প্রদান করিবে এবং তুমি যে-সকল বাক্য কহিবে, আমিও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিব।"

"বন্দী কহিলেন, 'এক অগ্নি বহুপ্রকারে প্রদীপ্ত হয়েন, এক সূর্য্য এই সমস্ত লোকে আলোক প্রদান করেন, এক বীর দেবরাজ আরিকুলের নিহন্তা এবং এক যম পিতৃগণের ঈশ্বর।"

"অষ্টবক্র কহিলেন, 'ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন, নারদ ও পর্ব্বত এই দুইজন দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমারেরা দুইজন, রথের চক্র দুইখানা, বিধাতুবিহিত জায়া এবং পতিও দুই।"

"বন্দী কহিলেন, "লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ত্রিবিধ জন্মগ্রহণ করে, তিন বেদ একত্র হইয়া সমগ্র বাজপেয় সুসম্পন্ন করে, অধ্বর্য্যুগণ ত্রিবিধ স্নানের বিধি বিধান করেন, লোক তিন প্রকার এবং জ্যোতিও ত্রিদিব।"

"অষ্টবক্র কহিলেন, 'ব্রাহ্মণগণের আশ্রম চতুর্ব্বিধ, চারি বর্ণ জ্ঞানযজ্ঞের অধিকারী, দিক চারি, বর্ণচতুষ্টয় ও গবী চতুষ্পদা।"

"বন্দী কহিলেন, "অগ্নি পঞ্চপ্রকার, পংক্তিচ্ছন্দ পঞ্চপদ-যুক্ত, যজ্ঞ পঞ্চবিধ, ইন্দ্রিয় পঞ্চ, বেদে অনুসন্ধান্নাত্মিকা চিত্তবৃত্তি পঞ্চ প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে ও পবিত্র পঞ্চনদ লোকমধ্যে খ্যাত রহিয়াছে।"

"অষ্টবক্র কহিলেন, "অগ্ন্যাধানে দক্ষিণস্বরূপ ছয়টি গো দান করিয়া থাকে, ঋতু ছয়, ইন্দ্রিয় ছয় ও কৃত্তিকা ছয় বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং ছয় সাদ্যস্কনামক যজ্ঞ সর্ব্ববেদেই বিহিত হইয়াছে।"

"বন্দী কহিলেন, "গ্রাম্য পশু সপ্তবিধ, বন্যপশু সপ্তবিধ, সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে, সপ্তর্ষিমণ্ডল লোকে বিখ্যাত, অর্হণা সপ্তপ্রকার ও বীণা সপ্ততন্ত্রী।"

"অষ্টবক্র কহিলেন, "আটটি গোণী শত-পরিমিত দ্রব্য ধারণ করে, অষ্টপাদ, শরভ সিংহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, দেবগণমধ্যে আটজন বসু প্রসিদ্ধ আছেন, এবং অষ্টকোণবিশিষ্ট যূপ সর্ব্বযজ্ঞেই বিহিত হইয়া থাকে।"

"বন্দী কহিলেন, "পিতৃ যজ্ঞে সামধেনী মন্ত্র নববিধ ও ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি অবান্তর-গুণভেদে নয় প্রকার হইয়া বিবিধ সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে, বৃহতী নবাক্ষরা ও একাদি নয় পর্যন্ত নয়টি অঙ্কদ্বারা সমুদয় গণনা সম্পন্ন হইয়া থাকে।"

"অষ্টবক্র কহিলেন, "দশ দিক, শত সংখ্যা দশগুণিত হইলে সহস্র হয়, স্ত্রীগণ দশমাস গর্ভধারণ করিয়া থাকে, দশজন তত্ত্বের উপদেষ্টা, দশজন দ্বেষ্টা ও দশজন অধিকারী।"

'বন্দী কহিলেন, 'প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়বিষয় একাদশ, সেই একাদশ বিষয়ই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ইন্দ্রিয়বিকার একাদশ প্রকার ও স্বর্গে একাদশ রুদ্র সুপ্রসিদ্ধ আছেন।"

"অষ্টাবক্র কহিলেন, "দ্বাদশ মাসে সংবৎসর হয়, জগতীচ্ছন্দের প্রত্যেক পাদে দ্বাদশ অক্ষর, প্রাকৃত যজ্ঞ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয়, দ্বাদশ আদিত্য ত্রিলোকবিখ্যাত।"

"বন্দী কহিলেন, ত্রিয়োদশী তিথি প্রশস্ত বলিয়া উক্ত আছে ও পৃথিবী ত্রয়োদশ দ্বীপবিশিষ্ট।'

"বন্দী এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে অষ্টবক্র উহা পূরণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, 'আত্মা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ রূপ ত্রয়োদশ প্রকার ভোগে আসক্ত হয়েন ও ধর্ম্মাদি সমুদয় বুদ্ধ্যাদি ত্রৈয়োদশের নাশক।"

বিচারে বন্দীর পরাজয়

"তখন সভাস্থলে বন্দীকে নিস্তব্ধ ও অধোমুখে চিন্তাপর নিরীক্ষণ এবং অষ্টাবক্রের বাগাড়ম্বর শ্রবণ করিয়া সভাস্থ লোকসকল ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে জনকনৃপতির সেই প্রভূত-সম্পত্তি-সম্পন্ন যজ্ঞ জনগণের কলরবে: ব্যাপ্ত হইলে পর তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলিপুটে আগমনপূর্ব্বক অষ্টাবক্রের পূজা করিলেন।

"তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, "এই বন্দী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে বাদে পরাজয় করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছে, এক্ষণে উহাকে জলে নিমগ্ন কর।"

"বন্দী কহিলেন, 'আমি বরুণ-রাজের পুত্র, তিনি জনকনৃপতির ন্যায় দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, আমি তন্নিমিত্ত তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিয়াছি। সেই সমুদয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার যজ্ঞ অবলোকন করিতে গিয়াছেন। তাঁহারা পুনরায় আগমন করিতেছেন। আমি পূজনীয় অষ্টাবক্র ঋষিকে পূজা করি; যেহেতু, তাঁহার প্রসাদে অদ্য স্বীয় জনয়িতা বিরুণের সমীপে গমন করিব।"

"অষ্টাবক্র কহিলেন, 'বন্দী যে বাক্য বা মেধাদ্বারা বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রজলে নিমজ্জিত করিয়াছে, আমি স্বীয় মেধাসহকারে সেই বাক্য যেরূপ খণ্ডন করিলাম, তাহা অবশ্যই বিচক্ষণ ব্যক্তির বোধগম্য হইবে। সদসদ্ব্যবহারাভিজ্ঞ পাবক যেমন স্বীয় তেজোদ্বারা সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তির শরীর দাহ করেন না, তদ্রূপ বিদ্বান ব্যক্তি বালকের

অতি ক্ষুদ্র বাক্যেও অবমাননা করেন না। ইহাতে বোধ হয়, বুদ্ধিনাশক শ্লেষ্মাতকীবৃক্ষ তোমাকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, সুতরাং তুমি হস্তীর ন্যায় আহত হইয়াও আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছ না।”

“জনক কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণকুমার! আমি আপনার অমানুষ দিব্যাবাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ করিলাম, আপনি সাক্ষাৎ দেবস্বরূপ। আপনি বিবাদে বন্দীকে পরাজয় করিয়াছেন, অতএব তিনি অবশ্যই মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কর্ম্ম করিবেন।”

“অষ্টাবক্র কহিলেন, “হে রাজন! যদি বরুণ বন্দীর পিতা, তবে উহাকে এক্ষণে জলাশয়ে নিমগ্ন করিবার কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই; ও জীবিত থাকিলে আমার কি উপকার হইবে?”

“বন্দী কহিলেন, ‘আমি বরুণ-রাজের পুত্র, জলমগ্ন হইতে আমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, অষ্টবক্র এই মুহূর্ত্তেই চিরবিনষ্ট স্বীয় পিতা কগোড়ের সন্দর্শনপ্রাপ্ত হইবেন।”

“ইতিমধ্যে বন্দিনিমজ্জিত বিপ্রগণ বরুণকর্ত্তৃক পূজিত ও জলাশয় হইতে সমুত্থিত হইয়া জনকের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কহোড় কহিতে লাগিলেন, “হে জনক! লোকে এই নিমিত্তই পুত্রের কামনা করে। যেহেতু, অবলের বলবান, অজ্ঞের পণ্ডিত এবং অবিদ্বানেরও বিদ্বান পুত্র জন্মিয়া থাকে। দেখুন, আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, আমার পুত্র অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিল। হে মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, বৃদ্ধকালে যম স্বয়ং আসিয়া শাণিত পরশুদ্বারা আপনার শত্রুগণের শিরশ্ছেদন করিয়া থাকেন। আপনার এই যজ্ঞে ঔকথ্য ও সাম সুচারুরূপে গীত এবং সোমরস প্রচুর পরিমাণে পীত হইতেছে এবং দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র যজ্ঞভাগ-সমুদয় গ্রহণ করিতেছেন।”

অষ্টাবক্রের অষ্টবক্রতার অপনোদন

“এইরূপে সমুদয় জলনিমগ্ন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রভাসম্পন্ন হইয়া জলাশয় হইতে সমুত্থিত হইলে পর বন্দী জনক-নৃপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সাগরজলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন অষ্টবক্র স্বীয় পিতাকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মাতুলসমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন অনন্তর কহোড় মাতৃসমীপস্থিত অষ্টবক্রকে এই সমঙ্গা-নাম্নী নিম্নগার মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলে, তিনি পিতৃবাক্যানুসারে নদীমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার শরীরের বক্রতা-সকল বিনষ্ট হইল। এই নদীতে প্রবেশমাত্র অষ্টাবক্রের অঙ্গসকল সমভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই বলিয়া তদবধি ইহার নাম সমঙ্গা হইয়াছে। এই নদী পরমপবিত্র, ইহাতে স্নান করিলে পাপমোচন হয়; অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনিও ভ্রাতৃগণ, ভার্য্যা এবং বিপ্রগণ-সমভিব্যাহারে ইহাতে অবগাহন ও ইহার জল পানপূর্ব্বক এই স্থানে পরমসুখে বাস করিয়া অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।”

১৩৫তম অধ্যায়

ভরদ্বাজ-ঋষির লোকান্তর-বৃত্তান্ত

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! এই সমঙ্গা নদী প্রবাহিত রহিয়াছে, এই কর্দ্দমিলনামে ভরতের অভিষেচনস্থান দৃষ্ট হইতেছে। শচীপতি ইন্দ্র বৃত্রবধানন্তর অলক্ষ্মীযুক্ত হইয়া সমঙ্গায় মানপূর্ব্বক সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। মৈনাককুক্ষিতে বিনশন-তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে—পূর্ব্বে যে স্থানে অদিতি পুত্রের নিমিত্ত অন্নপাক করিয়াছিলেন। আপনি এই পর্ব্বতে অধিরূঢ় হইয়া অযশস্করী নিন্দনীয় অলক্ষ্মীর অপনয়ন করুন। হে রাজন! ঋষিদিগের প্রিয় এই কনখল পর্ব্বতশ্রেণী ও ঐ মহানদী গঙ্গা বিরাজমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ভগবান সনৎকুমার এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আপনি এই নদীতে অবগাহন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। আপনি ভৃত্যামাত্যের সহিত পুণ্যাখ্যহ্রদ, ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বত এবং উষ্ণীগঙ্গে অবগাহন করুন। এই মহর্ষি স্থূলশিরার রমণীয় আশ্রমপদ শোভমান হইতেছে, এই স্থানে ক্রোধ ও অভিমান বিসর্জ্জন করুন। হে পাণ্ডবেয়! এই শ্রীমান রৈভ্যাশ্রম শোভা পাইতেছে; এই স্থানে ভরদ্বাজতনয় যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভরদ্বাজ কিরূপ যোগী ছিলেন এবং তিনি কি নিমিত্তই বা মানবলীলা সংবরণ করিলেন, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আপনি দেবকল্প ঋষিগণের কীর্ত্তি কীর্ত্তনপূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করুন।"

ভরদ্বাজতনয় যবক্রীতের তপস্যা

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ ও রৈভ্য ইঁহারা দুইজন বন্ধু ছিলেন; উভয়ে অবিচলিত সদ্ভাবে এই স্থানে বহুকাল অতিবাহিত করেন। রৈভের অর্ব্বাবসু ও পরাবসুনামে দুই পুত্র এবং ভরদ্ধাজের যবক্রীতনামে এক পুত্র জন্মে। রৈভ্য ও তদীয় আত্মজদ্বয় অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন; ভরদ্বাজ তপস্বী মাত্র ছিলেন। বাল্যাবধি তাঁহাদিগের অনুপম যশোরাশি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ভরদ্বাজতনয় যবক্রীত তপস্বী পিতার অসম্মান এবং সুপণ্ডিত রৈভ্য ও তাঁহার সন্তানদিগের সৎকারসন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও একান্ত সন্তার্পিত হইয়া বেদজ্ঞানের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাতপাঃ যবক্রীত প্রজ্বলিত হুতাশনে শরীর সন্তপ্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তাপ জন্মাইলে তিনি তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তপোধন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ?" যবক্রীত কহিলেন, 'ত্রিদশাধিপ! কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত আমার এই উদযোগ; দ্বিজগণের অনধীত বেদ-সকল আমার হৃদয়াকাশে অনায়াসে প্রতিভাত হইবে বলিয়া এই কঠোর তপস্যা করিতেছি। গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া বেদজ্ঞ হওয়া বহুকালসাধ্য; অতএব শীঘ্র জ্ঞানলাভ-বাসনায় প্রযত্নাতিশয়সহকারে তপোবল আশ্রয় করিয়াছি।"

"ইন্দ্র কহিলেন, "হে বিপ্র! তুমি যে পথের পান্থ হইতে মানস করিয়াছ, উহা উপযুক্ত পথ নহে। আত্মঘাতের প্রয়োজন কি? গুরুর নিকট গমন করিয়া অধ্যয়নে অনুরক্ত হও।" দেবরাজ এই বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে অমিতবিক্রম যবক্রীত পুনরায় যত্নপূর্ব্বক তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সুরপতি সন্তপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার

মুনিসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, “হে মুনীন্দ্র। এরূপ অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধির কার্য্য নহে। যাহা হউক, আমি

প্রতিভাত হইবে।” যবক্রীত কহিলেন, “হে দেবেন্দ্র! যদ্যপি আপনি আমার অভীষ্টসিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে আমি স্বীয় অঙ্গ-প্রস্যঙ্গ-সকল কর্ত্তন করিয়া প্রজ্বলিত গুতাশনে আগুতি প্রদানপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত ঘোরতর তপস্যা করিব।”

“দেবরাজ মুনিতনয়ের অবিচলিত অধ্যবসায় পরিজ্ঞাত হইয়া নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া যক্ষ্মরোগগ্রস্ত শীর্ণকলেবর এক বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক ভাগীরথীর অন্তর্গত শৌচক্রিয়োচিত যবক্রীতের তীর্থে এক বালুকাময় সেতু নির্ম্মাণ করিবার মানসে তথায় গমন করিলেন। যখন দ্বিজোত্তম যবক্রীত দেবরাজ-বাক্যের অন্যথাচরণ করিলেন, তখন তিনি বালুকাদ্বারা গঙ্গা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভাগীরথীতে সিকতমুষ্টি বিক্ষেপপূর্ব্বক যবক্রীতের সমক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

“মুনিবার তাঁহাকে সেতুবন্ধনে একান্ত যত্নবান দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! এ কি হইতেছে? আপনি কি করিতে বাসনা করিতেছেন? নিরর্থক কেন ঈদৃশ প্রয়াস পাইতেছেন?” ইন্দ্র কহিলেন, ‘গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার সময়ে লোকের সাতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত এই সেতু নির্ম্মাণ করিতেছি; এই সুগম সেতুপথদ্বারা সকলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পরিবে।”

যবক্রীত কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! মহাবেগবান প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করা আপনার সাধ্যাতীত কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।’ ইন্দ্র কহিলেন, “তপোধন! আপনি যেমন বেদশিক্ষার্থী হইয়া অশক্য তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ আমিও এই দুর্ব্বহ ভার গ্রহণ করিয়াছি। যবক্রীত কহিলেন, “হে ত্রিদশেখর! যেমন আপনার এই উদ্যম নিরর্থক, আমারও তপস্যা যদি সেইরূপ বিবেচনা করেন, তবে আপনার যাহা সাধ্য হয় করুন এবং যাহাতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন।” তখন ভগবান ত্রিদশনাথ মুনির প্রার্থিত বরদান করিয়া কহিলেন, “হে যবক্রীত! তোমাদিগের পিতাপুত্রের সমুদয় বেদ প্রতিভাত হইবে এবং তোমার অন্যান্য অভীষ্টও সিদ্ধ হইবে; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর।”

তপোগর্ব্বিত পুত্রের প্রতি ভরদ্বাজের উপদেশ

“অনন্তর যবক্রীত পূর্ণমনোরথ হইয়া পিতৃসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, “তাত! দেবরাজদত্ত বরপ্রভাবে আমাদিগের উভয়েরই সমুদয় বেদ প্রতিভাত হইবে এবং আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব।” ভরদ্বাজ কহিলেন, “বৎস! আমার বোধ হইতেছে, তুমি অভিলষিত বরলাভে সাতিশয় দর্পিত হইয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। দেবতারা এই বিষয়ের এক উদাহরণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর।

“পুর্ব্বে বালধিনামে মহাতেজঃ এক ঋষি ছিলেন। তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অমর-পুত্রকামনায় দুষ্কর তপস্যা করিয়া লব্ধকাম হইলেন। দেবতারা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বরদানপূর্ব্বক কহিলেন, “মহর্ষে! তুমি সর্বাংশেই অমর-সদৃশ পুত্র লাভ করিবে; কিন্তু মর্ত্যলোকে অমর নাই, সুতরাং সেই পুত্রের জীবন কোন

নিমিত্তাধীন হইবে।” বালধি কহিলেন, “হে দেববৃন্দা! এই পরিদৃশ্যমান অবিনশ্বর ভূধর সকল আমার পুত্রের জীবিতনিমিত্ত হইবে।” দেবতারা “তথাস্তু’ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বালধির মেধাবী নামে অতি প্রচণ্ডস্বভাব এক পুত্র জন্মিল। মেধাবী আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া গর্ব্বপ্রকাশপূর্ব্বক অন্যান্য ঋষিগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথিবী পর্যটনপূর্ব্বক একদা মহাতেজাঃ ধনুষাক্ষ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপকার করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে “ভস্ম হও” বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন; কিন্তু মেধাবী দেবদত্ত-বীরপ্রভাবে ভস্মীভূত হইলেন না। তদ্দর্শনে মহর্ষি ধনুষাক্ষ রোষপরবশ হইয়া কতিপয় বিশালবিষাণ মহিষদ্বারা মেধাবীর জীবন নিমিত্ত পর্ব্বত-সকল বিদারণ করিলেন। নিমিত্ত বিনষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন বালধি পুত্রের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বেদজ্ঞ দীর্ঘদর্শী ঋষিগণ তদীয় বিলাপশ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া যে গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত বালধিকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করা। “মিনুষ্য কদাপি দৈবকার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত মহর্ষি ধনুষাক্ষ মহিষদ্বারা মহীধর বিদারিত করিয়াছে।”

‘পুত্র! অল্পবয়স্ক তপস্বিতনয়েরা এইরূপ বরলাভে দর্পিত হইয়া যেমন শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তুমিও যেন সেইরূপ হইও না। মহর্ষি রৈভ্য মহাপ্রভাবসম্পন্ন, তাহার পুত্রদ্বয়ও তাদৃশ কোপনস্বভাব। মহর্ষি রৈভ্য রোষপরবশ হইলে যৎপরোনাস্তি পীড়া প্রদান করিতে পারেন, অতএব যাহাতে তোমার কোন অনিষ্টপাত না হয়, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে।”

“যবক্রীত কহিলেন, “তাত! যাহা আদেশ করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। যেমন আপনি আমার পিতা, রৈভ্যও সেইরূপ।” যবক্রীত পিতাকে এইরূপ মধুরবাক্য বলিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক অকুতোভয়ে অন্যান্য ঋষিগণের অপকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৩৬তম অধ্যায়

পরদার-পরিগ্রহে যবক্রীতের জীবননাশ

লোমশ কহিলেন, “হে রাজন! অনন্তর নির্ভীক যবক্রীত যদৃচ্ছাক্রমে পর্যটনপূর্ব্বক একদা বৈশাখমাসে মহর্ষি রৈভ্যের পরমরমণীয় আশ্রম-পদে উপনীত হইযা দেখিলেন, কিন্নরীর ন্যায় রূপবতী তদীয় পুত্রবধু কুসুমিত-তরুশোভিত আশ্রমপদবীতে বিচরণ করিতেছে। তদর্শনে কামমোহিত যবক্রীত নির্লজ্জ হইয়া সেই লজ্জানম্রমুখী কামিনীকে কহিলেন, ‘ভদ্রে! আমাকে ভজনা কর।’ পরাবসুভার্য্যা আগন্তুকের স্বভাব বুঝিতে পারিয়া শাপভয়ে ভীত ও রৈভ্যের তেজস্বিতা স্মরণে ত্রস্ত হইয়া ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে যবক্রীত তাঁহাকে নিভৃত-প্রদেশে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি রৈভ্য নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুত্রবধূকে অশ্রুমুখী

নিরীক্ষণ করিয়া মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া রোদন—কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক যবক্রীতের উক্তি ও তৎকর্ত্তৃক স্বীয় সতীত্ব-ভঙ্গাবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যবক্রীতের দুষ্ট-চেষ্টিত শ্রবণ করিবামাত্র রৈভ্যু-ঋষির ক্রোধানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

"অনন্তর তিনি একটি জটা সমুৎপাটনপূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি-প্রদান করিবামাত্র অবিকল তাঁহার পুত্রবধূর ন্যায় এক রমণী প্রাদুর্ভূত হইল। পরে অপর একটি জটা আহুতি প্রদান করিলে ভীমদর্শন উগ্রনয়ন এক রাক্ষস সমুদ্ভূত হইল। তাহারা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে প্রভো! কি আজ্ঞা হয়?" রৈভ্য কহিলেন, "শীঘ্র যবক্রীতের প্রাণসংহার কর।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া যবক্রীতের জীবন বিনাশার্থ গমন করিল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া যবক্রীতকে বিমোহিত করিয়া তাহার কমণ্ডলু অপহরণ করিয়া লইল ।

"অনন্তর রাক্ষস শূল উদ্যত করিয়া যবক্রীতের প্রতি ধাবমান হইলে তিনি সেই শূলধারী রাক্ষসকে বেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সহসা এক সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; কিন্তু সেই সরোবর জলশূন্য ছিল, তদর্শনে তিনি পুনর্ব্বার দ্রুতপদসঞ্চারে নদীতে গমন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সকল নদীই শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি তখন ঘোররূপী শূলধারী রাক্ষসকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিতান্ত ভীত হইয়া পিতার অগ্নিশরণে [যন্ত্রীয় অগ্নিগৃহ] গমন করিলেন; কিন্তু তাহার রক্ষক এক অন্ধ শূদ্র তাহাকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তিনি তখন নিরুপায় হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সুযোগে রাক্ষস শূলপ্রহারে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত ও গতজীবিত হইলেন। এইরূপে মহাবল রাক্ষস যবক্রীতকে বিনাশ করিয়া রৈভ্যের নিকট আগমনপূর্ব্বক তদীয় আদেশানুসারে সেই রমণীর সহিত বাস করিতে লাগিল।"

১৩৭তম অধ্যায়

পুত্রশোকে ভরদ্বাজের জীবনবিসর্জ্জন

লোমশ কহিলেন, "রাজন! অনন্তর ভরদ্বাজ স্বাধ্যায়রূপ আহ্নিক সমাধানপূর্ব্বক সমিৎকলাপ হস্তে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে আশ্রম-প্রবেশসময়ে পঞ্চাগ্নি তাহার প্রত্যুদগমন করিতেন; কিন্তু তৎকালে তাহাকে মৃতপুত্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যুত্থান করিলেন না। তখন মহর্ষি অগ্নিহোত্রের বিকৃতভাব সন্দর্শন করিয়া গৃহরক্ষক শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে শূদ্র! অদ্য কি নিমিত্ত অগ্নিগণ আমার প্রত্যুদগমন করিতেছেন না, আর কি নিমিত্তই বা তুমি আমাকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ববৎ অভিনন্দন করিলে না? এক্ষণে আশ্রমের ত' কুশল? আমার আত্মজ যবক্রীত রৈভের নিকট ত' গমন করে নাই? হে শূদ্র! তুমি শীঘ্র বল, আমার মন সাতিশয় সন্দিহান হইতেছে।"

"শূদ্র কহিল, ভগবন! আপনার পুত্র মন্দমতি যবক্রীত রৈভ্যসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন; আপনার পুত্র যবক্রীত এক শূলধারী রাক্ষসকর্ত্তৃক নিরোধ্যমান হইয়া অগ্নিশরণে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, এই অবসরে আমি বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে

নিবারণ করিলাম। কারণ, তিনি তৎকালে অশুচি ছিলেন, পরে হতাশ হইয়া পুনরায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত যখন জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন, এই অবসরে সেই শূলধারী রাক্ষস দ্রুতবেগে আসিয়া তাহাকে সংহার করিল। সম্প্রতি তিনি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।”

“মহর্ষি ভরদ্বাজ শূদ্রমুখ হইতে এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে একান্ত দুঃখিত-মনে মৃতপুত্র যবক্রীতকে ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, ‘হা বৎস! তুমি দ্বিজগণের শুভসঙ্কল্পে অনধীত বেদসকল প্রতিভাত হইবে বিলিয়া তপানুষ্ঠান করিয়াছিলে। তুমি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশেষ কল্যাণভাজন, তুমি কর্কশ স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াও নিরপরাধ ছিলে, আমি তোমাকে রৈভ্যের আশ্রমপদে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি তুমি সেই কালান্তকসম আশ্রম দর্শন করিতে গিয়াছিলে। হা বৎস! তুমি আমার একমাত্র পুত্র, দুর্ম্মতি রৈভ্য ইহা অবগত হইয়াও রোষাভরে তোমার প্রাণসংহার করিল। ফলতঃ আমি ক্রুরকর্ম্ম রৈভ্য হইতে পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলাম। হা তাত! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে কোনক্রমেই প্রাণধারণ করিতে সমর্থ নহি, আমি শীঘ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া এই দুর্ব্বিষহ শোক হইতে মুক্ত হইব; আমি যেমন পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছি, সেইরূপ রৈভ্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বিনা অপরাধে তাহাকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদিগের জন্মাবচ্ছিন্নে পুত্র নাই, তাহারাই স্বেচ্ছানুসারে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা কখন মর্ম্মচ্ছেদী শোকশঙ্কুর আঘাতপ্রাপ্ত হয় না। যাহারা পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রিয়তর মিত্রকে অভিশাপ প্রদান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাচার্যপরায়ণ আর কে আছে? আমি পুত্রকে গতাসু দেখিয়া প্রিয়সখা রৈভ্যকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে আমা অপেক্ষা বিপদাপন্ন আর দ্বিতীয় নাই।” মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপ বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক পুত্রকে দাহ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং প্রজ্বলিত পাবকে প্রবিষ্ট হইলেন।”

১৩৮তম অধ্যায়

রৈভ্যতনয় পরাবসু ঋষি-কর্ত্তৃক পিতৃবধ

লোমশ কহিলেন, “মহারাজ! এই অবসরে রৈভ্য-যজমান মহীপতি বৃহদ্যুম্ন এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রৈভ্যাত্মজ অর্ব্বাবসু ও পরাবসুকে বরণ করিলেন। তাঁহারা পিতার আদেশানুসারে যজন কার্য্যার্থ তথায় গমন করিলেন; কেবল রৈভ্য ও পরাবসুর সহধর্ম্মিণী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

“একদা পরাবসু ভার্য্যাদর্শনার্থী হইয়া অল্পতিমিরাচ্ছন্ন রজনীশেষে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে রৈভ্য— মুনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ও কৃষ্ণাজিনসংবৃত হইয়া অরণ্যমধ্যে শয়ান ছিলেন। পরাবসু নিবিড়ারণ্যসঞ্চারী মৃগ বোধ করিয়া আত্মত্রাণার্থে তাঁহাকে সংহার করিলেন। পরিশেষে পিতার প্রেতকার্য্য-সকল সমাধানপূর্ব্বক আশু অর্ব্বাবসু-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, ‘ভ্রাতঃ! আমি আজি রজনীশেষে আরণ্যমৃগবোধে পিতাকে বধ করিয়াছি; এই নিমিত্ত ব্রহ্ম হিংসনব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে।

যদি আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই, তবে তুমি একাকী কদাচি এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি আমার নিমিত্ত এই ব্রতানুষ্ঠান করো; আমি একাকীই এই যজ্ঞকার্যসকল নির্ব্বাহ করিব।" অর্ব্বাবসু কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! আপনি এই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আমি আপনার নিমিত্ত নিয়াতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মহিংসনব্রত সাধন করিব।" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

"কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা অর্ব্বাবসু ব্রতসাধনপূর্ব্বক তথায় আগমন করিতেছেন, এই অবসরে পরাবসু স্বীয় ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া হর্ষগদগদস্বরে বৃহদ্যুম্নকে কহিলেন, "মহারাজ! এই ব্রহ্মঘাতী যেন যজ্ঞ-দর্শনার্থ এ স্থানে প্রবেশ না করে। আমি কহিতেছি, নিশ্চয়ই ইহার দৃষ্টিপাতমাত্রেই আপনার অনিষ্ট ঘটিবে।" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাজা তাহাকে নিষ্কাশিত করিবার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গকে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্যেরা প্রভুর আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উৎসারিত করিল। তখন অর্ব্বাবসু 'আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই' এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন; তথাচ ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অপসারিত করিল। অর্ব্বাবসু কহিলেন, "আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই, আমার ভ্রাতাই এই কুকার্য্য করিয়াছেন; আমি কেবল তাঁহাকে ব্রাহ্মণবধপাতক হইতে মুক্ত করিয়াছি।" তিনি ক্রোধাভরে বারংবার এই কথা বলিলেও ভৃত্যেরা তাঁহাকে নিষ্কাশিত করিল।

পরাবসুর তপস্যায় তৎপিতা রৈভ্য ও পুত্রসহ ভরদ্বাজের পুনর্জীবন

"অনন্তর মহাতপাঃ ব্রহ্মর্ষি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বনে প্রবেশ এবং দিবাকরকে আশ্রয় করিয়া অতিকঠোর তপানুষ্ঠানদ্বারা সূর্য্যমন্ত্রপ্রকাশ এক বেদ রচনা করিলে, মূর্ত্তিমান, মরীচিমালী তথায় আবির্ভূত হইলেন। অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ এই মহৎকার্য্যদ্বারা পরামপ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অর্ব্বাবসুকে যাজনকার্য্যে বরণ ও পরাবসুকে নিবারণপূর্ব্বক অভিলষিত বরপ্রদানে সম্মত হইলে, অর্ব্বাবসু কহিলেন, "হে দেবগণ! যদি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার পিতা পুনর্জীবিত হইয়া এই অকারণবধ যেন বিস্মৃত ও ভ্রাতা নিরপরাধ হয়েন। আর ভরদ্বাজ ও যবক্রীত উভয়েই যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠেন এবং আমার এই সৌর-বেদ যেন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করে।" দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন।"

"অনন্তর ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকলেই প্রাদুর্ভূত হইলে যবক্রীত কহিলেন, "হে দেবগণ! আমি বেদাধ্যয়ন ও বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি, তথাপি রৈভ্য-মুনি কিরূপে উক্তরূপ বিধি অনুসারে মদ্বিনাশে কৃতকার্য্য হইলেন? দেবগণ কহিলেন, "হে। যবক্রীত! তুমি যেরূপ কহিতেছ, ইহা সেরূপ মনে করিও না। কারণ, তুমি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন করিয়াছ; কিন্তু রৈভ্য আত্মকর্ম্মদ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া বহুক্লেশে অনেক কালে বেদ শিক্ষা করিয়াছেন; এ নিমিত্ত তিনি তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।" দেবগণ যবক্রীতকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! সেই যবক্রীতেরই এই আশ্রম; এই স্থানে অবস্থান করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে বিনিমুক্ত হয়।"

১৩৯তম অধ্যায়

কৈলাসপর্ব্বতে পাণ্ডবগণের যাত্রা

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন! উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেত ও কালশৈল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছি। এই গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছেন। এ স্থান অতিপবিত্র; ইহাতে হুতাশন প্রতিনিয়তই প্রজ্বলিত হইতেছে। অদ্যপি কোন মনুষ্য এই অদ্ভুত স্থান নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই; অতএব ধীরতাসহকারে সমাধিবিধানে ব্যাপৃত হউন, তাহা হইলেই অতিক্রান্ত তীর্থসকল দর্শন করিতে পরিবেন। এই কালশৈলনামে দেবগণের চরণাঙ্কিত ক্রীড়াপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন; এক্ষণে আমরা শ্বেত ও মন্দরগিরিতে প্রবেশ করিব। মাণিবরনামে যক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের তথায় বাস করেন। অষ্টশীতিসহস্র দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব, কিম্পুপুরুষ এবং ইহার চতুর্গুণ যক্ষেরা নানাবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক এই পর্ব্বতে যক্ষরাজ মণিভদ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহারা এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও তেজস্বী যে, দেবরাজ ইন্দ্রকেও পদচ্যুত করিতে পারেন। পর্ব্বত-সকল একে দুর্গম, তাহাতে আবার বলবান পুরুষ ও রাক্ষসগণকর্ত্তৃক রক্ষিত, অতএব সম্যকরূপে সমাধি সাধন করুন। আমরা শৌর্য্যপ্রভাবে যক্ষরাজের মন্ত্রি এবং রৌদ্র ও মৈত্র রাক্ষসগণের সমীপে গমন করিব।

"হে রাজন! এই ষড়যোজন উন্নত কৈলাস পর্ব্বত; এ স্থানে অনেকানেক অমরকুল এবং অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, ভূজঙ্গ, বিহগ ও গন্ধর্ব্বগণ আগমন করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! অদ্য আমার তপস্যা, দমগুণ এবং ভীমসেনের বলে সুরক্ষিত হইয়া সেই সকল দেবাদির সমীপে গমন করুন। আজি বরুণ, যম, গঙ্গা, যমুনা, পর্ব্বত, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সরিৎ, সরোবর, দেব, অসুর ও বসুগণ অবশ্যই আপনার কল্যাণ করিবেন।

"হে দেবি গঙ্গে! ইন্দ্রের জাম্বুনদ পর্ব্বত হইতে তোমার কুলুকুলু-ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে; হে সুভগে! তুমি আজমীঢ়বংশাবতংস রাজেন্দ্রকে সকল পর্ব্বত হইতে রক্ষা কর। হে শৈলদুহিতে! ইনি শৈলসঙ্কটে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব ইঁহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োবিধান কর।" মহামুনি লোমশ গঙ্গাকে এইরূপ কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতযত্ন হইতে আদেশ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহর্ষি লোমশ যেরূপ অপূর্ব্ব স্বীয় সম্ভ্রম প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, এই প্রদেশ অতীব দুর্গম, অতএব সকলে কৃষ্ণাকে সাবধানে রক্ষা কর এবং শৌচাচারপরায়ণ হও।"

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভীমসেন! অর্জ্জুন সন্নিহিত থাকিলেও দ্রৌপদী ভীত হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন; অতএব তুমি তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর।" পরে মহাত্মা কৌন্তেয় নকুল ও সহদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের গাত্রে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "নকুল! সহদেব! তোমরা ভীত হইও না, সাবধানে আগমন কর।"

১৪০তম অধ্যায়

দুর্গম পথ-গমনে পাণ্ডবগণের পরস্পর মন্ত্রণা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে বৃকোদর! তথায় দুর্দান্ত ভূতগণ অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে, অগ্নির সাহায্য ও তপঃপ্রভাব ব্যতিরেকে গমন করা অসাধ্য। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিয়া বল ও দক্ষতা অবলম্বন কর। মহর্ষি লোমশ কৈলাসপর্ব্বতের বিষয় যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে দ্রৌপদী কি প্রকারে গমন করিবেন, তাহারও উপায় স্থির কর অথবা সহদেব, ধৌম্য, সারথি, পৌরগণ, ব্রাহ্মণ ও পরিচারক প্রভৃতি তোমরা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হও। আমি, নকুল ও মহাতপাঃ লোমশ আমরা তিনজন মিতাহার ও নিয়তাচার অবলম্বন করিয়া গমন করিব। তুমি সাবধানে দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষাপূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে অবস্থিতি কর।"

ভীম কহিলেন, "মহারাজ! রাজপুত্রী একান্ত শ্রান্ত বা দুঃখার্ত্ত হইলেও প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না, তিনি অবশ্যই অর্জ্জুনের দর্শনলালসায় গমন করিবেন। বিশেষতঃ আপনি কেবল অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়াই অতি প্রবল ঔদাস্য অবলম্বন করিয়াছেন; পুনরায় সহদেব, রাজপুত্রী ও আমার বিরহে কি করিবেন, বলিতে পারি না; অতএব ব্রাহ্মণ ও পরিচারক প্রভৃতি আর সকলেই নিবৃত্ত হউন, আমি এই বিষম দুর্গম রাক্ষসসঙ্কীর্ণ পর্ব্বতে আপনাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। পতিপরায়ণা রাজপুত্রীও আপনা ব্যতীত বিনিবৃত্ত হইবেন না। এই সহদেব সতত আপনার অনুগত, আমি ইঁহার অভিপ্রায় অবগত আছি, এই ব্যক্তিও কখনও বিনিবৃত্ত হইবেন না। বস্তুতঃ সকলেই সব্যসাচীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছে, অতএব আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব। বহুবিধকন্দরদুর্গম [দুরারোহ শৃঙ্গদ্বারা দুর্গম] এই পর্ব্বতে রথারোহণে গমন করাও অসাধ্য, অতএব আমরা ইহাতে পদব্রজে গমন করিব, আপনি তজ্জন্য বিমনাঃ হইবেন না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি, পাঞ্চালী ও সুকুমার মাদ্রীকুমারেরা যে যে স্থান অতিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইবেন, আমি ইহাদিগকে বহন করিয়া সেই সকল দুর্গম স্থান হইতে উত্তীর্ণ করিব, অতএব আপনি তন্নিমিত্ত দুর্ম্মনায়মান হইবেন না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভীমসেন! তুমি যে ইহাদিগকে বহন করিবে বলিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিলে তাহাতে আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এরূপ কার্য্য সম্পাদন করা আর কাহারও সাধ্য নহে; অতএব তোমার বল, যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হউক। কদাপি যেন তোমার গ্লানি বা পরাভব না হয়।" অনন্তর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে সহাস্যমুখে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! আমিও আপনাদের সহিত গমন করিব। আমার নিমিত্ত কদাচ পরিতাপ করিবেন না।"

লোমশ কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! আমরা কেবল তপঃপ্রভাবে গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন ও সব্যসাচীর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইব।"

সকলে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হিমালয়পরিসরস্থ সুবাহুরাজ্যে উপস্থিত হইয়া প্রভূত গজবাজী শত শত কিরাত, তক্ষণ [কারুকার্য্যকারী দারুশিল্পী—সূত্রধ], পুলিন্দ ও অমরগণ এবং ভূরি ভূরি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলেন।

পুলিন্দাধিপতি সুবাহু স্বীয় রাজ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে সমাগত সন্দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীতিসহকারে পূজাপূর্ব্বক আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন। তাঁহারাও পূজাগ্রহণপূর্ব্বক তথায় সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর লোমশ ও মহারাথ পাণ্ডবগণ পরদিন প্রভাতে ভগবান মরীচিমালী উদয়াচলশিখরে আরোহণ করিলে ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সমুদয় ভৃত্য, পৌরগণ, সুপকার, পরিবর্হ [পরিচারক] ও পাঞ্চালগণকে পুলিন্দাধিপতির সমীপে সমর্পণ করিয়া অর্জ্জুনদর্শনলালসায় দ্রৌপদীর সহিত ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে পদব্রজে প্রস্থান করিলেন।

১৪১তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক পথ-গমনে সাবধানোক্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভীমসেন! হে নকুল! হে সহদেব! হে পাঞ্চালি! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, প্রাক্তন কর্ম্মের ভোগ ব্যতীত কখনও ক্ষয় হয় না, প্রালব্ধ ফলেই আমাদিগকে বনাচর হইতে হইয়াছে। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, তথাপি কেবল সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমের মুখশশী সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের সাহায্যে এই দুর্গম স্থান দিয়া গমন করিতে সাহস করিয়াছি; কিন্তু আমার কলেবর সেই বীরচূড়ামণির অদর্শনে অনলাকবলিত তূলারাশির ন্যায় দহ্যমান হইতেছে। হে বীর! একে অনুজগণের সহিত বনবাসী ও অর্জ্জুনের বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহাতে আবার যাজ্ঞসেনীর এই নিগ্রহ আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। হে বৃকোদর! আমি সেই অমিততেজাঃ অজেয় অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়াই পরিতাপিত হইতেছি। তাঁহার দর্শন-লালসায় তোমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তীর্থ, বন ও জলাশয় সকল পরিভ্রমণ করিতেছি। হে বীর! যিনি সমস্ত ধন জয় করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি সত্যসন্ধ, যাঁহাতে অভিমানের লেশমাত্রও নাই, যিনি বিক্রমে ও গমনে সিংহের ন্যায়, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, সংগ্রামে কুশল, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, কৌরবকুলের গৌরবস্বরূপ, যিনি ক্রুদ্ধ হইলে অরাতিগণের পক্ষে কালান্তক যমোপম, আজি পঞ্চ বৎসর হইল, সেই শ্যামকলেবর প্রিয়সহোদর নয়নের অন্তরাল হইয়াছেন, আমি তাঁহার আদর্শনেই পরিতাপিত হইতেছি। যিনি বল ও ধনসম্পতিতে দেবরাজের সমান, সেই শ্বেতবাহন এক্ষণে দারুণ দুঃখের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন; আমি তাঁহার অদর্শনেই পরিতাপিত হইতেছি। যিনি ক্ষুদ্রজনকর্ত্তৃক অবমানিত হইলেও কখন ক্ষমা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না, যিনি সরল-পথপরায়ণ ব্যক্তির অভয়দাতা, কপটাচারে প্রবৃত্ত জিঘাংসু ব্যক্তি বজ্রধরের ন্যায় প্রতাপশালী হইলেও যিনি তাহার দণ্ডদাতা, যিনি শরণাগত শাত্রবগণের প্রতিও কৃপাবান, আমাদিগের অবলম্বন, সর্ব্বরত্নের আহর্ত্তা, সকলের সুখাবহ; যাঁহার বাহুবলে নানাবিধ দিব্যরত্নসকল লাভ করিয়াছিলাম, যাঁহার ভুজবীর্য্যে সর্ব্বরত্নময়ী ভুবনবিখ্যাত সভার অধিকারী হইয়াছিলাম, যিনি পরাক্রমে ত্রিবিক্রমের ন্যায়, সমরে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায়, সেই অর্জ্জুন আমার নয়নপথ অতিক্রম করিয়াছেন। যিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে বলরাম, বাসুদেব ও তোমার অনুকরণ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে ও প্রভাবে পুরন্দরসমান, বেগে সমীরণ-সদৃশ, মুখশোভায় সোমতুল্য এবং কোপসময়ে শমন-সমান, এক্ষণে আমরা সেই বীরবারের দর্শনাভিলাষে এই যক্ষগণের নিবাসভূমি মহাগিরি গন্ধমাদনে প্রবেশপূর্ব্বক সকল সন্দর্শন করিব, যে স্থানে নারায়ণের বিশাল বদরী-আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। অনন্তর আমরা অতিকঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক রাক্ষসগণসেবিত মনোহর কুবের সরোবরে পদব্রজে গমন করিব। যে স্থানে যানারোহী, নৃশংস, লুব্ধ বা অপ্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি গমন করিতে সমর্থ হয় না, আমরা খড়্গাদি আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রতপরায়ণ বিপ্রগণসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অন্বেষণে সেই গন্ধমাদনে গমন করিব। তথায় মক্ষিকা দংশ, মশক, সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভূজঙ্গময় অসংযতাচার ব্যক্তিকেই

আক্রমণ করে, নিয়মানুগত লোকের কিছুমাত্র অপকার করিতে পারে না, অতএব আমরা নিয়তাচার ও মিতাচার হইয়া অর্জ্জুনের অন্বেষণে এই গন্ধমাদনে প্রবেশ করিব।”

১৪২তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের মন্দর-পর্ব্বত যাত্রা

লোমশ কহিলেন, “হে পাণ্ডবগণ! আপনারা ভূরি ভূরি পর্ব্বত, নদী, নগর, বন ও মনোরম তীর্থ-সকল সন্দর্শন এবং হস্তদ্বারা সলিল স্পর্শ করিয়াছেন। এক্ষণে এই পথ দ্বারা মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে; অতএব সকলে দুর্ভাবনা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করুন। আপনাদিগকে এই দেবগণ ও পুণ্যকর্ম্ম ঋষিগণের নিবাসে গমন করিতে হইবে।

এই শিবসলিলশালিনী মহতী তরঙ্গমালিনী প্রবাহিত হইতেছেন, বদরিকাশ্রম ইহার উৎপত্তি-স্থান এবং দেবর্ষিগণ ইহার সেবক। আকাশগামী বালখিল্যগণ ইঁহার অর্চনা এবং মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ ইহাতে স্নানবিধি করিয়া থাকেন। মরীচি, পুলহ ভৃগু, অঙ্গিরাঃ এই স্থানে পবিত্রস্বরে সামগান করিয়াছিলেন। দেবরাজ দেবগণের সহিত এই স্থানে প্রাত্যহিক জপক্রিয়া সম্পাদন করেন, তৎকালে সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমার তাঁহার আনুগত্য করিয়া থাকেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান গঙ্গাধর গঙ্গাদ্বারে ইঁহারই সলিল শিরোদেশে ধারণপূর্ব্বক সংসারের স্থিতিবিধান করিয়াছেন। তোমরা সকলে সমীপবর্ত্তী হইয়া বিশুদ্ধ-হৃদয়ে এই ভগবতী ভাগীরথীকে অভিবাদন কর।”

তীর্থপ্রসঙ্গে নরকাসুরবৃত্তান্ত-বর্ণন

মহাত্মা পাণ্ডবগণ লোমশবাক্য-শ্রবণে পবিত্র হইয়া আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, মেঘসন্নিভ পাণ্ডুরবর্ণ বস্তু দিকসকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা লোমশকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত উৎসুক হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া কহিলেন, “হে পাণ্ডবগণ! আমি আপনাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ যে কৈলাসশিখরসদৃশ শোভাসম্পন্ন বস্তুরাশি নিরীক্ষণ করিতেছেন, উহা মাহাত্মা নরকাসুরের অস্থিস্তরের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকতে পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

“ভগবান পুরাতন দেব বিষ্ণু দেবরাজের হিতকামনায় নরকদৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন। মহামনাঃ নরকাসুর দশসহস্রবর্ষ তপস্যা, তপ ও স্বাধ্যায়প্রভাবে ঐন্দ্রপদের প্রার্থী এবং বাহুবলে নিতান্ত প্রগলভ হইয়াছিল। দেবরাজ নরকাসুরকে বলবান ও ধর্ম্মপরায়ণ অবলোকন করিয়া ভয় ও উদ্বেগে অস্থির হইয়া সর্ব্বব্যাপী নারায়ণকে ধ্যান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র তদীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিস্তেজ হইয়া উঠিলেন এবং দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বজ্রধর কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সম্মুখে আপনার ভয়ের বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিলেন।

"ভগবান বিষ্ণু কহিলেন, "হে দেবেন্দ্র! তুমি যে নরক-দৈত্য হইতে ভীত হইয়াছ, আমি তাহা অবগত হইয়াছি। সে তপস্যাপ্রভাবে ঐন্দ্রপদ প্রার্থনা করিতেছে। নরক-দৈত্য তপঃসিদ্ধ হইলেও আমি তোমার প্রীতির নিমিত্ত তাহার প্রাণসংহার করিব, তুমি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা কর।

"অনন্তর মহাতেজাঃ বিষ্ণু হস্তদ্বারা নরকাসুরের চেতনা হরণ করিলে সে আহত গিরিরাজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। ঐ সেই মায়ানিহত নরক-দৈত্যের অস্থিসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই সমগ্র বসুমতী পাতালতলে নিমজ্জিত হইলে ভগবান বিষ্ণু একদন্ত বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহাকে যে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার দ্বিতীয় কর্ম্ম।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবান! বসুমতী কি নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিল? ভগবান ত্রিলোকীনাথ বা কি প্রকারে তাঁহাকে পুনরায় শতযোজন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা সর্ব্বশস্যপ্রসবিনী ভগবতী বসুমতী সুস্থিরা হইলেন? কাহার প্রভাবেই বা শতযোজন নিমর্জ্জিত হইয়াছিলেন? কোন ব্যক্তিই বা পরমাত্মার অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল? এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি, আপনিই সেই কৌতুহলনিবারণের একমাত্র উপায়, অতএব এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করুন।"

লোমশ কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসমুদয় বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমে ভয়ঙ্কর সত্যযুগ উপস্থিত হইলে আদিদেব বিষ্ণু স্বয়ং যমত্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া যমকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জন্তুগণ কেবল জন্মপরিগ্রহ করিত, কাহাকেও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত না। এই নিমিত্ত পশু, পক্ষী, পিশিতাশন, মানবকুল ও সলিল অযুতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে বসুমতী তাহাদিগের অতিমাত্র ভারে ব্যথিত হইয়া শতযোজন নিম্নে নিপতিত হইলেন।

বিষ্ণুকর্ত্তৃক ধরার ভারহরণ

"অনন্তর পৃথিবী নারায়ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, "ভগবন। আমি আপনার প্রসাদে চিরকাল এই স্থানে সুস্থির হইয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া কোনক্রমেই অবস্থিতি করিতে পারিনা। অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, হে বিভো! প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই ভার হইতে মুক্ত করুন।"

"ভগবান নারায়ণ বসুমতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে আকাশবাণীর দ্বারা কহিলেন, "অয়ি কাতরে বসুধারিণি! ভীত হইও না, আমি তোমাকে ভারমুক্ত করিতেছি।" নারায়ণ এইরূপে বসুধাকে বিদায় করিয়া একদন্ত, রক্তলোচন, অতিভীষণ বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভাস্বরধূমসম স্বীয় শোভা বিস্তারপূর্ব্বক সেই স্থানেই বদ্ধিত হইয়া সমুজ্জ্বল দশনাগ্রভাগ দ্বারা ধরামণ্ডলকে শতযোজন উর্দ্ধে উদ্ধার করিলেন।

"ধরাতল উত্তোলনসময়ে নরলোক, সুরলোক ও অন্তরীক্ষ এরূপ সংক্ষোভিত হইয়াছিল যে, দেব, ঋষি, তপোধন ও মানবগণ অতিমাত্র ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পমান হইয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ একত্র হইয়া সুখাসীন লোকসাক্ষী ব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক

কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে দেবেশ! সমুদয়লোক সংক্ষোভিত হইয়াছে, চরাচর ব্যাকুল হইয়াছে, সমস্ত সাগরবারি আন্দোলিত হইতেছে এবং সমুদয় বসুমতী শতযোজন নিম্নগামিনী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন! এ কি ঘটনা উপস্থিত হইল? কাহার প্রভাবে সমস্ত জগৎ এরূপ আকুল হইয়া উঠিল? আমরা ইহাতে হতচেতন্যপ্রায় হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কথা বর্ণন করুন।"

"ব্রহ্মা কহিলেন, "হে অমরগণ! বোধ হয়, তোমরা অসুরভয় অনুভব করিয়া এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছ; কিন্তু ইহা তাহা নহে, যিনি সর্ব্বব্যাপী অক্ষয়াত্মা পরমপুরুষ, তাঁহারই প্রভাবে সুরলোকসকল সংক্ষোভিত হইয়াছে। অখণ্ড ভূমণ্ডল শতযোজন নিম্নে নিমগ্ন হইয়াছিল; পরমাত্মা বিষ্ণু পুনরায় তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এইজন্য এবম্প্রকার সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। হে দেবগণ! সংক্ষোভের কারণ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে সংশয় দূর কর।"

দেবগণ কহিলেন, "ব্রহ্মন! ভগবান নারায়ণ যে স্থানে অবস্থিত হইয়া বসুমতীর উদ্ধারসাধন করিতেছেন, সেই স্থান নিরূপণ করিয়া বলুন, আমরা তথায় গমন করিব।"

"ব্রহ্মা কহিলেন, "হে দেবগণ! শ্রীমান নারায়ণ এক্ষণে নন্দনবনে অবস্থিতি করিতেছেন। তোমরা স্বচ্ছন্দে তথায় গমন করিয়া সেই অনাময় পুরুষকে অবলোকন কর। তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া ধরাতল উদ্ধারপূর্ব্বক কালানলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসমণি সুব্যক্তিরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।" অনন্তর অমরগণ মহাত্মা বিষ্ণুকে অবলোকন ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক পিতামহ-সমভিব্যাহারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।"

পাণ্ডবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে লোমশের আদেশানুসারে ত্বরিতপদে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৪৩তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির গন্ধমাদনে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর মহাবীর পাণ্ডবেরা অসিচর্ম্ম, কামুক ও সবাণ-তূণ ধারণপূর্ব্বক বদ্ধাঙ্গুলিত্র হইয়া পাঞ্চালী এবং ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে গন্ধমাদনপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গন্ধমাদনের উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক সরিৎ, সরোবর ও ছায়াবহুল মহীরুহ-সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে আত্মসংযম ও ফলমূলাহার করিয়া বহুবিধ মৃগযূথ অবলোকনপূর্ব্বক দেবর্ষিগণসেবিত নিত্য ফলপুষ্পোপশোভিত নানাবিধ বিষম সঙ্কট স্থানে সঞ্চরণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও দেবাসার্থ-পরিবৃত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের প্রিয়তর কিন্নর-বিচরিত গন্ধমাদনগিরিমধ্যে প্রবেশ করিলে সহসা এক প্রচণ্ড বাত্যা সমুত্থিত হইয়া বহুল-পত্র-সঙ্কুল ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ধরাতল ও নভোমণ্ডল একবারে আচ্ছন্ন করিল। তখন আর কোন বস্তুই পরিজ্ঞাত হইল না। তখন পাণ্ডবেরা প্রস্তর চূর্ণ মিশ্রিত সমীরণদ্বারা বারংবার আহত হইতে লাগিলেন; গাঢ়তর অন্ধকার-প্রভাবে পরস্পর সন্দর্শন বা সম্ভাষণ করিতে পরিলেন না; বাতভগ্ন ও ভূপৃষ্ঠানিপতিত বৃক্ষের ভীষণ শব্দ-সকল অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। তাঁহারা এই

ব্যাপার প্রত্যক্ষ কবিয়া অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন, নভোমণ্ডল কি নিপতিত হইতেছে, অথবা ভূতল বা ভূধর বিদীর্ণ হইতেছে?

অনন্তর পাণ্ডবেরা প্রচণ্ড বায়ুবেগে ভীত হইয়া সন্নিহিত বৃক্ষ ও উন্নতানত বাল্মীকি-সকল হস্তদ্বারা অন্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাই আশ্রয় করিলেন; মহাবল ভীম কামুক গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লইয়া এক পাদপ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ধর্ম্মরাজ ও ধৌম্য মহোদয় এক মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন; সহদেব অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতের একদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন এবং নকুল, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সশঙ্কিত মনে এক এক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

পবনবেগ মন্দীভূত ও ধূলিজাল অপসারিত হইলে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল, চটচটা শব্দসহকারে অলক্ষ্য-বেগে অশনিসকল নিপতিত ও জলধর পটলমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আশুবিনশ্বর ক্ষণপ্রভা [বিদ্যুৎ] সঞ্চারিত হইতে লাগিল। করকা-সনাথ [শিলাসহ] বারিধারা প্রবল বায়ুপ্রেরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন করিয়া নিরবচ্ছিন্নরূপে নিপতিত হইতে লাগিল। নদীসকল আবিল ফেনপরিপ্লুত ও সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হইয়া মহীরুহগণ আকর্ষণপূর্ব্বক কল কল শব্দে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই জলনির্গমশব্দ উপরত, বায়ু প্রশান্ত ও জল নিম্নস্থলে নিপতিত হইলে দিবাকর প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবেরা নির্গত ও পরস্পর সমবেত হইয়া পুনরায় প্রস্থান করিলেন।

১৪৪তম অধ্যায়

হিমদুর্গমপথে চলিতে দ্রৌপদীর অক্ষমতা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ এক ক্রোশমাত্র অতিক্রম করিলে দ্রৌপদী পদব্রজে গমন করিতে অক্ষম হইয়া পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অগ্রেই স্বীয় সৌকুমার্য্যবশতঃ শ্রান্ত ও প্রবল বায়ুবেগে একান্ত ক্লান্ত ছিলেন, অনন্তর মোহপ্রভাবে কম্পিত হইয়া ভূজলতাদ্বারা করিকরোপম [হাতীর শুঁড়ের মত] স্বীয় উরুযুগল অবলম্বনপূর্ব্বক কদরীতরুর ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। এই অবসরে নকুল অতিমাত্র ব্যস্তচিত্তে ধাবমান হইয়া ভগ্নলতার ন্যায় নিপতিত দ্রৌপদীকে ধারণপূর্ব্বক সত্বর রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! পাঞ্চালরাজনন্দিনী দ্রৌপদী একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছেন, ইনি কদাচ দুঃখভোগ করেন নাই; এই নিমিত্ত এক্ষণে দুর্ব্বিষহ দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছেন, আপনি শীঘ্র আসিয়া ইহাকে আশ্বাস প্রদান করুন।"

রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেব ইঁহারা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবর্ণবদনা দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া কাতরস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, "হা! যিনি প্রহরিপরিরক্ষিত গৃহমধ্যে দুগ্ধফেননিভা কোমলশয্যায় পরমসুখে শয়ন করিতেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন? অদ্য আমার নিমিত্ত এই সুকুমার চরণ ও কমলোপম মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছে। আমি দ্যূতমদে মত্ত ও দুবুর্দ্ধিপরতন্ত্র হইয়া

পশুপক্ষিসমাকুল ভীষণ অরণ্যে দ্রৌপদীর সহিত আগমন করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। পাণ্ডবদিগের ভার্য্যা হইয়া দ্রৌপদী পরমসুখে জীবনকাল যাপন করিবেন, এই ভাবিয়া দ্রুপদরাজ আমাদিগকে কন্যাপ্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে এই পাপাত্মার কর্ম্মদোষেই তিনি সকল সুখে বঞ্চিত ও শোকমোহে অবিভূত হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন।”

ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ তথায় উপনীত হইয়া আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিয়া শান্তির নিমিত্ত রক্ষোঘ্নমন্ত্র জপ ও রক্ষোঘ্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা বারংবার দ্রৌপদীগাত্রে করস্পর্শ ও সুশীতলজলার্দ্র ব্যজনদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ক্রমশঃ চেতনালাভ করিলে পাণ্ডবেরা বিশ্রামার্থ তাঁহাকে অজিনশয্যায় সংস্থাপিত করিলেন। নকুল ও সহদেব কিণাঙ্কিত পাণিদ্বারা অল্পে অল্পে দ্রৌপদীর চরণসংবাহন করিতে লাগিলেন।

ভীমের স্মরণে ঘটোৎকচের আগমন

অনন্তর ধর্ম্মরাজ দৌপদীকে আশ্বস্ত করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, “হে ভীম! পথিমধ্যে হিমদুর্গম ও সমবিষম বহুসংখ্যক পর্ব্বত আছে, দ্রৌপদী কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিবেন?” ভীম কহিলেন, “মহারাজ! আমি একাকী দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব ও আপনাকে স্বয়ং বহন করিব, আপনি বিষণ্ণ হইবেন না অথবা মহাবলপরাক্রান্ত খেচর হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ আসিয়া আপনার আদেশানুসারে আমাদিগকে বহন করিবে।” এই বলিয়া ভীমসেন তদীয় নির্দ্দেশক্রমে স্বপুত্র ঘটৎকচকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন; অনন্তর তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভীমপরাক্রম নিজ পিতা ভীমসেনকে কহিলেন, “হে তাত! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?” পুত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

১৪৫তম অধ্যায়

ঘটোৎকচ-বাহিত দ্রৌপদীর গমন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ভীম! রাক্ষসপুঙ্গব ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে গ্রহণ করুন; আমি তোমার বাহুবলে পাঞ্চালীর সহিত অক্ষত-শরীরে গন্ধমাদনে গমন করিব।” তখন ভীমসেন জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন, “হে ঘটোৎকচ! তোমার মাতা অতিপরিশ্রান্ত ও গমন করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছিলেন; তুমি এক্ষণে কামগামী হইয়া তাহাকে বহন কর; ইহাতে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি দ্রৌপদীকে স্কন্ধে লইয়া অন্তরীক্ষে আমাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মন্দগতিতে গমন করিবে; অতিদ্রুতবেগে গমন করিলে ইনি পীড়িত ও শঙ্কিত হইবেন।” ঘটোৎকচ কহিলেন, “হে তাত! আমি একাকীই ধর্ম্মরাজ, ধৌম্য, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে বহন করিতে পারি, বিশেষতঃ অদ্য

সহায়সম্পন্ন হইয়াছি। আর কামরূপী অন্যান্য শতসংখ্যক গগনচর রাক্ষস আসিয়া ব্রাহ্মণগণ-সমভি ব্যাহারে আপনাদিগের সকলকেই বহন করিবে।”

ঘটোৎকচাদিষ্ট অন্যান্য রাক্ষস বাহিত পাণ্ডবগণের গমন

এই বলিয়া ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দ্রৌপদীকে বহন করিবার নিমিত্ত স্কন্ধে লইলেন এবং অন্যান্য রাক্ষস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে স্কন্ধে লইল। মহর্ষি লোমশ স্বকীয় প্রভাবে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অন্তরীক্ষের সিদ্ধমার্গে গমন করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের আদেশানুসারে অন্যান্য রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণগণকে বহন করিতে লাগিল। তাহারা অতিরমণীয় বন ও উপবন অবলোকনপূর্ব্বক বিশালা বদরীতে গমন করিলেন এবং রাক্ষসগণের আশুগতিপ্রযুক্ত অনতিবিলম্বে অতিবিস্তীর্ণ পথ অল্প পথের ন্যায় উত্তীর্ণ হইলেন। গমনকালে ম্লেচ্ছজনসমাকীর্ণ রত্নাকরসংযুক্ত দেশসকল এবং বহুবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত, কিন্নর, কিম্পপুরুষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরাধ্যুষিত, রুরুমৃগ, ময়ুর, চামর, বানর, বরাহ, গবয় ও মহিষবৃন্দ-সমাবৃত, বিহঙ্গমকুল-কূজিত, বহুবিধ পাদপরাজিবিরাজিত, নদীশতসমলঙ্কৃত প্রত্যন্তপর্ব্বত সমস্ত-সন্দর্শন করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা বহুতর প্রদেশ ও উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া বিবিধ আশ্চর্য্যসম্পন্ন গিরিবর। কৈলাস সন্দর্শনপূর্ব্বক সন্নিহিত নরনারায়ণাশ্রম নিরীক্ষণ করিলেন। তৎপরে পরামশোভিত, মধুর মধুস্রব সুস্বাদুফলপূর্ণ, অবিরল কোমল-পল্লবযুক্ত, স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন, বিহগকুলসমাকুল, বিশাল-শাখাশালী, মহর্ষিগণসেবিত, সুজাতস্কন্ধ, অতিমনোহর ও কণ্টকশূন্য বদরীতরু দর্শন করিলেন। সেই স্থান দংশমশকবিরহিত; বহু মূলফল সংযুক্ত, শাদ্বলসমাকীর্ণ স্বভাবতঃ সমতল ও হিমসম্পর্কে সুখসেব্য এবং মৃদুস্পর্শ। ঐ প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিয়া থাকেন।

পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম দর্শন

পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে বদরীতে উপনীত হইয়া রাক্ষসস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; তৎপরে নরনারায়ণাশ্রিত, তমোগুণবিরোহিত, সূর্য্যকরসম্পর্শবিবির্জ্জিত, দিব্য পুষ্পোপহারবিরাজিত, ক্ষুৎপিপাসাদোষশূন্য, সর্ব্বভূতশরণ্য, শোকনাশন, ব্রাহ্মীশোভাসমন্বিত পূর্ণকুম্ভোপশোভিত, ব্রহ্মঘোষনিনাদিত, শ্রমনাশন, আশ্রয়ণীয় দিব্য-আশ্রম সন্দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমে অধার্ম্মিক লোকের সঞ্চার নাই; কেবল ফলমূলাশী, অজিনাম্বরধারী, সূর্য্যসম তেজস্বী, ব্রহ্মবাদী, মোক্ষপর, মহাভাগ মহর্ষিগণ সতত বাস করিতেছেন। কোন স্থানে বিশাল অগ্নিশরণ ও স্রূগ্‌ভাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন স্থানে অনুলেপন সংঘৃষ্ট হইতেছে, কোন স্থানে পূজোপহার পরিকল্পিত রহিয়াছে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গ-সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণসন্নিধানে উপনীত হইলে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে উপস্থিত দেখিয়া প্রীতমনে প্রত্যুদগমন ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক সৎকারার্থ ফলমূল ও স্বচ্ছ সলিল আহরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ মহর্ষিগণসমাহাত সৎকার গ্রহণ করিয়া পরামপ্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তৎপরে বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবলোকসদৃশ মনোরম শক্রসদনপ্রস্থে প্রবেশপূর্ব্বক ভাগীরথী পরিশোভিত দেবর্ষিগণপূজিত নরনারায়ণস্থান সন্দর্শন করিলেন। তথায় দেবর্ষিগণসেবিত মধুস্রব

দিব্যফল অবলোকনপূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সেই ফললাভ করিয়া প্রীতমনে ব্রাহ্মণগণের সহিত পরমসুখে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় বিহঙ্গমগণনিনাদিত হিরণ্যশিখর মৈনাক ও মনোহর বিন্দুসরোবর সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা দ্রৌপদী-সহিত সকল ঋতু-কুসুমশোভিত মনোজ্ঞ এক কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। তথায় কোকিলাকুলকূজিত ফলভারাবরত পাদপাবলী অবিলল শীতল ছায়াদ্বারা লোকের ক্লান্তি দূর করিতেছে। প্রসন্নসলিল কমলোৎপলশোভিত সরোবরসকল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। পাণ্ডবেরা এই সমস্ত রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর বিশালা বদরীসন্নিধানে মণিপ্রবালনির্ম্মিত তীর্থপরম্পরাপরিশোভিত৷ দিব্যপুস্পসমাকীর্ণ ভাগীরথী সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা সেই পরম-দুর্গম দেবর্ষিচরিত প্রদেশে ভাগীরথীর অতিপবিত্র জলে দেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিলেন এবং দ্রৌপদীর সহিত বিচিত্র ক্রীড়াদর্শন ও জপ-তপসংসাধনপূর্ব্বক পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

১৪৬তম অধ্যায়

দ্রৌপদীসন্নিধানে সহসা কনক-কমল পতন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! সেই পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয়-দর্শনাভিনাষে পরমপরিশুদ্ধচিত্তে সেই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিলেন। একদা এক সূর্য্যসন্নিভ সহস্রদলপদ্ম সমীরণবেগসহকারে অকস্মাৎ ঈশানকোণ হইতে আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট নিপতিত হইল। দ্রুপদনন্দিনী সেই পবনাহৃত পরিমলপরিপূর্ণ পরমরমণীয় সৌগন্ধিক গ্রহণ করিয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীমসেন! এই দেখ কেমন উৎকৃষ্ট সৌগন্ধিক পুষ্প। ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমার মন পরমহ্লাদিত হইয়াছে; আমি এই পুষ্পটি ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিব। হে বৃকোদর! যদি আমার প্রতি তোমার প্রণয়দৃষ্টি থাকে, তবে প্রচুর পরিমাণে এতজ্জাতীয় পুষ্প আহরণ কর, আমি তৎসমুদয় কাম্যক-বনে লইয়া যাইব৷" মত্তচকোরনেত্রা পাঞ্চালী ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া সেই সৌগন্ধিক গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন প্রণয়িনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান-বাসনায় সৌগন্ধিকসমুদয় আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন ও আশীবিষসদৃশ শরসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বায়ুর অভিমুখে ক্রুদ্ধমৃগরাজের ন্যায়, মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় অনবরত ঈশানকোণে গমন করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ সমস্ত প্রাণিগণ সেই ধনুর্ব্বাণধারী বৃকোদরকে অবলোকন করিতে লাগিল। গমনসময়ে কি গ্লানি, কি বৈক্লব্য, কি ভয়, কি সম্ভ্রম কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইল না। বাহুবলপ্রদীপ্ত ভীমসেন দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠানবাসনায় ভয়সম্মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক লতাগুল্মসমাচ্ছন্ন, নীলশিলাযুক্ত, কিন্নর-কুলচরিত, নানাবর্ণধার, বিচিত্র ধাতু ও দ্রুম, মৃগ ও অণ্ডজ-সমুদয়ে ব্যাপ্ত, নানাভরণভূষিত, ভূমির ভূজদণ্ডের ন্যায় সন্নিবেশিত গন্ধমাদনপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক পুংস্কোকিল-নিনাদে নিনাদিত ষট্পদকুলাসেবিত পরমরমণীয় সানু-সমুদায় নিরীক্ষণ, মনে মনে অভিপ্রায়সকল অনুচিন্তন ও সর্ব্বপ্রকার কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পরমপবিত্র বিবিধ কুসুমগন্ধযুক্ত শীতসংস্পর্শ মন্দ মন্দ গন্ধমাদনবায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল।

কনকপদ্মানুসরণে ভীমের ভ্রমণ

পবননন্দন স্বীয় পিতার সংস্পর্শে পরম পুলকিত ও বিগতক্লম হইয়া পুষ্পের নিমিত্ত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অমর ও ব্রহ্মর্ষিগণনিষেবিত ঐ পর্ব্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতে পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণ বিমল ধাতুবিচ্ছেদ-সকল ত্রিপুণ্ড্রকাকারে [দ্বিজাতিদিগের ললাটস্থ ত্রিভাগবিভক্ত মৃত্তিকাদির তিলক] অনুলিপ্ত রহিয়াছে, উহার পার্শ্বদেশে জলদপুঞ্জ লগ্ন হওয়াতে বোধ হয় যেন, পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রস্রবণ-বারি নিপতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, চতুর্দ্দিক মুক্তাহারে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে মনোহর দরী [গুহা], কুঞ্জ, নির্ব্বর ও কন্দর-সমুদয় শোভা পাইতেছে, অপ্সরাগণের নুপূরধ্বনি শ্রবণে মত্ত

ময়ূরকুল নৃত্য করিতেছে; দিগ্‌গজগণ বিষাণাগ্রদ্বারা শিলাতল খনন করিতেছে এবং অনবরত নদীজল নিপতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, বসনসকল স্রস্ত হইতেছে।

মত্তবারণবিক্রান্ত কনকবর্ণ শ্রীমান বায়ুতনয় এইরূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রিয়ার প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত পরম প্রহৃষ্টচিত্তে গমনবেগে লতাজাল বিচলিত করিয়া পরমরমণীয় গন্ধমাদনসানুতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অদূরসংস্থিত ভয়ানভিজ্ঞ হরিণগণ শস্পকবল [কচি ঘাসের গুচ্ছ] মুখে করিয়া কৌতুহলান্বিতচিত্তে একদৃষ্টি তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্ট গন্ধর্ব্বযোষিদ্‌গণ অদৃশ্য হইয়া রূপের নবাবতার সেই বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন বনবাসিনী দ্রৌপদীর দুর্য্যোধনজনিত বিবিধ ক্লেশ স্মরণ করিয়াই তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়াছে, আমিও পুষ্পের নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদের দুইজনের বিরহে না জানি কি করিবেন। তিনি নকুল ও সহদেবকে সাতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ তাহাদের বলবিক্রমে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তন্নিমিত্ত তিনি কখনই তাহাদিগকে কুত্রাপি প্রেরণ করিবেন না। যাহা হউক, এক্ষণে কিরূপে ত্বরায় কুসুম প্রাপ্ত হই?"

মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রফুল্ল গিরিসানুতে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্রৌপদীর বাক্যই কেবল তাঁহার পাথেয় হইয়াছিল, পর্ব্বতস্থ গজযূথ পবনগামী ভীমসেনের ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভীত হইতে লাগিল। তিনি নির্ঘাত [বজ্র] পাতসদৃশ চরণপাতে মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র ও মৃগগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুসমূহ উন্মূলিত ও নিখাত করিয়া ফেলিলেন এবং বেগে লতাজাল আকর্ষণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি উপর্য্যুপরি শৈলশিখরে আরোহণেচ্ছু গজরাজের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেনের গভীর-গর্জ্জনে প্রতিবোধিত ব্যাঘ্রগণ গুহা পরিত্যাগ করিল, বনবাসিগণ লুক্কায়িত হইতে লাগিল, পক্ষিগণ ত্রস্ত হইয়া উৎপতিত হইতে লাগিল, মৃগযূথ পলায়নপরায়ণ হইল, ভল্লুকগণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিল, সিংহসমুদয় গুহা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল, হস্তিগণ সাতিশয় বিত্রাসিত হইয়া করেণুগণ-সমভিব্যাহারে সেই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক বানান্তরে প্রস্থান করিল। বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গোমায়ু, গবয় প্রভৃতি বনচরগণ চীৎকার করিতে লাগিল; চক্রবাক, দাত্যূহ, হংস, কারণ্ডব, শুক, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চগণ বিচেতনপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং অন্যান্য ভীষণাকার জন্তুসমুদয় ভয়বিভ্রান্তচিত্তে শকৃম্মূত্র [বিষ্ঠা-মূত্র] পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখবাদান করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল।

অনেকগনেক কারিগণ করেণুগণের উত্তেজনাপরতন্ত্র হইয়া এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন তিনি ক্রোধপরায়ণ হইয়া অনেকানেক গজকে গজের আঘাতে, সিংহগণকে সিংহের আঘাতে ও অন্যান্য পশুদিগকে চপেটাঘাতে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু [নেকড়ে বাঘ] প্রভৃতি বহুতর জন্তুগণ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; হতাবশিষ্ট পশুগণ প্রাণভয়ে

শকৃন্মূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদার তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধমাদনসানুতে এক বহুযোজন-বিস্তৃত সুরম্য কদলীবন দেখিতে পাইলেন। মারুতবেগগামী মারুততনয় মদস্রাবী গজের ন্যায় বিবিধ বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া সেই বনে গমন করিলেন। তিনি বৃহৎ বৃহৎ তালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত কদলীস্তম্বসমুদয় উৎপাটনপূর্ব্বক বেগে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপপূর্ব্বক দর্পিত নৃসিংহের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলেন। রুরু, বানর, সিংহ, মহিষ প্রভৃতি বহুবিধ জন্তুগণ ভীমসেনের শব্দ-শ্রবণে বিত্রস্ত হইয়া জলাশয়ে গমন করিতে লাগিল। জন্তুগণের শব্দ ও ভীমসেনের গভীরধ্বনি-শ্রবণে বনান্তরগত মৃগপক্ষিগণও বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র জলচর পক্ষিগণ মৃগবিহঙ্গমকুলের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহসা আর্দ্র পক্ষে উৎপতিত হইল।

ভীমসেনের কনকপদ্ম-সরোবরদর্শন

ভরতবংশাবতংস ভীমসেন সেই সমুদয় জলচর পক্ষিগণকে সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে এক সুমহৎরম্য সরোবর নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ সরোবর মন্দমারুতকম্পিত কাঞ্চনময় কদলীবৃক্ষদ্বারা সতত বীজ্যমান হইতেছে। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রভূতপদ্ম-পরিপূর্ণ সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দাম মহাগজের ন্যায় যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর জলক্রীড়া সমাপনপূর্ব্বক সরোবর হইতে সমুত্থিত হইয়া বেগে সেই বহু পাদপসঙ্কীর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহাবেগে শঙ্খনাদ ও বাহু আস্ফোটনদ্বারা দশদিক প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি ও ভীমসেনের গভীর গর্জ্জনে গুহা হইতে ঘোরতর প্রতিশব্দ সমুত্থিত হইল, শৈলগুহামধ্যে সুষুপ্ত সিংহগণ সেই বজ্রনির্ঘোষসদৃশ আস্ফোট-শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ানক ধ্বনি করিতে লাগিল। কুঞ্জরগণ সিংহনাদ-শ্রবণে সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল এবং করিকুলের ভীষণ-শব্দে সমুদয় পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইল।

হনূমানের সহিত ভীমসেনের সাক্ষাৎকার

কপিকুলগ্রগণ্য হনূমান ঐ কদলীবনে বাস করিতেন; তিনি সেই কুঞ্জারকুলানির্মুক্ত সুমহৎ নিনাদ-শ্রবণে প্রতিবোধিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেনের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলেন। ঐ কদলীবনে এক অতিসঙ্কীর্ণ স্বর্গগমনের পথ ছিল। পবননন্দন হনূমান পাছে স্বীয় ভ্রাতা বৃকোদর ঐ পথে গিয়া শাপগ্রস্ত বা পরাভবপ্রাপ্ত হয়েন, এই ভাবিয়া সেই স্বর্গমার্গ অবরোধ করিয়া শয়ান হইয়া নিদ্রিতপ্রায় রহিলেন; ক্ষণে ক্ষণে জৃম্ভণ ও শক্রধ্বজের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত লাঙ্গুলের অস্ফোটন করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত হনূমানের অশনিনির্ঘোষসদৃশ লাঙ্গুলাস্ফোটনশব্দে পর্ব্বত প্রচলিত হইল; গুহাসমুদয় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবং শৃঙ্গসকল বিঘূর্ণিত হইয়া চতুর্দ্দিকে-নিপতিত হইতে লাগিল। সেই লাঙ্গুলাস্ফোটনশব্দ মত্ত বাণরগণের ঘোরতর নিস্বন অন্তর্হিত করিয়া সমুদয় গিরিসানুমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই শব্দ-শ্রবণে লোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উহার কারণ অবগত হইবার মানসে সেই কদলীবনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তথায়

এক সুবিস্তৃত শিলাতলে শয়ান, বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় চঞ্চল, দুষ্প্রেক্ষ্য [দুর্নিরীক্ষ্য—যাহা সহজে দেখিতে পারা যায় না] ও পিঙ্গলবর্ণ বানরাধিপতি হনূমানকে নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার গ্রীবা পীন ও হ্রস্ব; স্কন্ধদ্বয় সাতিশয় বিপুল; মধ্যদেশ অতিক্ষীণ; লাঙ্গুল ঈষদাভূগ্নাগ্র, দীর্ঘলোমে আকীর্ণ ও ধ্বজের ন্যায় উচ্ছ্রিত, ওষ্ঠ হ্রস্ব, জিহ্বা তাম্রবর্ণ, ভ্রূ চঞ্চল, কলেবর রক্তবর্ণ, দর্শন-সমুদয় বিবৃত্ত, শুক্ল ও তীক্ষাগ্রবদন রশ্মিমান চন্দ্রের ন্যায়; উহার অভ্যন্তরে শুক্ল দন্ত-সমুদয় সন্নিবেশিত থাকতে বোধ হয় যেন, কেশরোৎকরসংমিশ্র [কেশর ও কলিকাযুক্ত] অশোক-সমুদয় সংস্থাপিত রহিয়াছে।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই কদলীবনমধ্যস্থ, শিখাবান্ বানররাজ হিমাচলের ন্যায় স্বর্গমার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে বেগে গমনপূর্ব্বক বজনির্ঘোষসদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ যাবতীয় মৃগ-পক্ষিগণ ভীমের ভীষণ ধ্বনি-শ্রবণে সাতিশয় বিত্রস্ত হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত হনূমান তৎশ্রবণে লোচনদ্বয় ঈষদুন্মীলন করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সহাস্য-বদনে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, “আমি পীড়িত, এই স্থানে সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম; তুমি কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত করিলে? তুমি জ্ঞানবান, তন্নিমিত্ত প্রাণীগণের প্রতি দয়া করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত, ধর্ম্মের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি, মনুষ্যগণ ধীশক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা জন্তুগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের দেহ, বাক্য ও চিত্তের দোষজনক ধর্ম্মঘাতী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অন্যায়। বোধ হয়, তুমি ধর্ম্মভিজ্ঞ নহ। অথবা পণ্ডিতগণের সেবা কর নাই, এই নিমিত্ত অল্পবুদ্ধিত্বপ্রযুক্ত পশুগণকে পীড়া প্রদান করিতেছ। তুমি কে? কি নিমিত্ত এই মানুষভাবিবর্জ্জিত নির্জ্জন অরণ্যে আগমন করিয়াছ? কোথায় বা গমন করিবে? এই উদ্যানের পরেই ঐ অগম্য পর্ব্বত রহিয়াছে, সিদ্ধিলাভ ব্যতীত উহাতে গমন করা অসাধ্য। উহা দেবমার্গ, মনুষ্যলোক উহাতে কোনক্রমেই গমন করিতে সমর্থ হয় না। আমি কারুণ্যপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে নিষেধ করিতেছি, তুমি নিরস্ত হও; ইহার পর আর গমন করিতে পরিবে না; অদ্য তোমার এই স্থানে থাকাই শ্রেয়ঃ। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! যদি আমার এই হিতকর বাক্য তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে এই সমুদয় সুধাসোদর [মিষ্টমধু—যাহার অভ্যন্তর মিষ্ট]-ফলমূল ভক্ষণ করিয়া এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও; অকারণ মৃত্যু প্রার্থনা করিও না।”

১৪৭তম অধ্যায়

ভীম-হনূমানের পরস্পর কথোপকথন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন বানরেন্দ্র হনূমানের বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, “তুমি কে? কি নিমিত্ত বানরশরীর ধারণ করিয়াছ? আমি ক্ষত্রিয়, কুরুকুলোৎপন্ন সোমবংশীয় পাণ্ডুর পুত্র; কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার নাম ভীমসেন।”

বানরাগ্রণ্য হনূমান কুরুবীর ভীমসেনের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, “হে ভদ্রে! আমি বানর, তোমাকে অভিলাষানুরূপ পথ প্রদান করিব না; এক্ষণে

এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও, মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইও না।”

ভীমসেন কহিলেন, “আমার মৃত্যুই হউক বা অন্য কোন বিপদই হউক, তদ্বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি আমাকে পথ প্রদান কর; বৃথা আমার হস্তে ব্যথাপ্রাপ্ত হইও না।”

হনূমান কহিলেন, “আমি ব্যাধিতে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি উঠিবার শক্তি নাই; যদি নিতান্তই গমন করিবে, তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন কর।”

ভীম কহিলেন, “নির্গুণ পরমাত্মা সমুদয় প্রাণীগণের দেহে অধিষ্ঠান করেন, আমি তাঁহাকে অবমাননা বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমি সেই ভূতভাবন ভগবান পরমাত্মাকে না জানিতাম, তাহা হইলে যেমন হনূমান সাগর-লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমাকে ও এই পর্ব্বতকে অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতাম।”

হনূমান কহিলেন, “হে নরশ্রেষ্ঠ! হনূমান সাগর-লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তিনি কে? যদি সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া থাক, তবে বর্ণন কর।”

ভীমসেন কিহলেন, “সেই বানররাজ আমার ভ্রাতা; তিনি পরামগুণবান, বুদ্ধিসত্ত্ব ও বলসমন্বিত এবং রামায়ণে অতি সুবিখ্যাত। তিনি রামপত্নীর উদ্ধারার্থ শতযোজন-বিস্তৃত সাগর একলম্ফে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। আমি বল, বিক্রম ও যুদ্ধে সেই স্বীয় ভ্রাতা হনূমানের সদৃশ, অনায়াসেই তোমার নিগ্রহ করিতে পারি; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া পথ প্রদান কর, নতুবা এইক্ষণেই তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব।”

মহাবলপরাক্রান্ত হনূমান ভীমসেনকে বলোন্মত্ত ও বাহুবীর্য্যদর্পিত জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া পুনরায় কহিলেন, “মহাশয়! জরাপ্রভাবে আমার উত্থানশক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার লাঙ্গুল [লেজ] উত্তোলনপূর্ব্বক গমন কর।”

ভীম-হনূমানের পরস্পর পরিচয়--বলপরীক্ষা

বাহুবলদপিত ভীমসেন হনূমানের বাক্য-শ্রবণানন্তর মনে মনে চিন্তা করিলেন, “এই বানরের কিছুমাত্র বলবিক্রম নাই; অতএব ইহার লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।” এই স্থির করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক বামকরদ্বারা হনূমানের লাঙ্গুল ধারণ করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন দুই হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া যথাশক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনরূপেই চালিত করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিবৃত্ত, মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিবদ্ধ ও অঙ্গ হইতে শ্রমবারি নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু হনূমানের লাঙ্গুল কোনক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন যখন সাতিশয় যত্নসহকারেও লাঙ্গুলচালন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন লজ্জানম্রমুখে তাঁহার পার্শ্বদেশে গমনপূর্ব্বক প্রণিপাতপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হও, আমি অজ্ঞানবশতঃ তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি কি সিদ্ধ বা দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অথবা গুহ্যক? তুমি কে, বানররূপ ধারণ করিয়া এ স্থানে রহিয়াছ? যদি তোমার বৃত্তান্ত নিতান্ত গোপনীয় না হয় ও আমার শ্রোতব্য হয়, তবে আমি শিষ্টের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান কর।”

হনূমান কহিলেন, “হে অরতিনিপাতন! আমাকে জানিবার নিমিত্ত তোমার সাতিশয় কৌতুহল হইয়াছে, অতএব আমার সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করা। আমি কেশরীর ক্ষেত্রে জগৎপ্রাণ সমীরণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার নাম হনূমান। পূর্ব্বে সমুদয় বানর-রাজ ও বানরযূথগণ যে সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রসূত বালীর উপাসনা করিতেন, যেমন অগ্নির সহিত বায়ুর প্রীতি তদ্রূপ সেই সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয় হইয়াছিল। সুগ্রীব কোন কারণবশতঃ স্বীয় ভ্রাতা বালীর নিকট অবমানিত হইয়া ঋষ্যমূকপর্ব্বতে আমার সহিত বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবগ্রগণ্য বিষ্ণু মনুষ্যরূপে দশরথের ঔরসে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক রামনামে বসুধাতলে বিখ্যাত হইলেন। পরে সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য রামচন্দ্র পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য ভার্য্যা ও অনুজ লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি মহাবলপরাক্রান্ত দুরাত্মা রাবণ সুবর্ণমৃগরূপধারী মারীচ নিশাচরদ্বারা রামকে বঞ্চনা করিয়া ছলপূর্ব্বক জনস্থান হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতাকে অপহরণ করে।”

১৪৮তম অধ্যায়

হনূমানের সীতান্বেষণাদি জ্ঞাপন

হনূমান কহিলেন, “এইরূপে মহাত্মা রামের পত্নী অপহৃত হইলে তিনি অনুজ-সমভিব্যাহারে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে অন্বেষণ করিতে করিতে শৈলশিখরে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর রামের সহিত সুগ্রীবের পরম সখ্য হওয়াতে তিনি বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সুগ্রীব রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত সহস্র সহস্র বানর প্রেরণা করিলেন। তখন আমি কোটি কোটি বানারগণে পরিবৃত হইয়া সীতান্বেষনার্থ দক্ষিণদিকে গমন করিলাম।

“পথিমধ্যে পক্ষিবর সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎকার হওয়াতে তিনি কহিলেন, ‘সীতা রাবণের নিকেতনে আছেন।” এইরূপে সম্পাতির মুখে সীতার সংবাদশ্রবণে অক্লিষ্টকর্ম্ম রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত স্ববীর্য্য-প্রভাবে শতযোজন-বিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন করিয়া রাবণনিকেতনে গমনপূর্ব্বক সুরসূতাসদৃশী জনকদুহিতা সীতাকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিলাম; পরে অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণে বিভূষিত সমুদয় লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া তথায় স্বীয় নাম প্রকাশপূর্ব্বক পুনরায় রামসমীপে আগমন করিলাম।

“রাজীবলোচন রাম আমার বাক্যে প্রত্যয় করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া তদ্দ্বরা বহুসংখ্যক বানারগণসমভিব্যাহারে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন, তথায় নিশাচরেন্দ্র রাবণ, তাহার ভ্রাতা, পুত্র ও বান্ধববর্গ প্রভৃতি বহুতর রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া স্বীয় ভক্ত, পরমধার্ম্মিক অনুগতবৎসল বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র বিনষ্টশ্রুতির [বিস্মৃত বেদজ্ঞানের সহসা স্মৃতি] ন্যায় সহধর্ম্মিণীকে প্রত্যুদ্ধার করিয়া স্বীয় পুরী অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর আমি রামের নিকট বরপ্রার্থনা করিলাম যে, “হে শত্রুসূদন রাম! এই সংসারে যতকাল আপনার কথা বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ আমি জীবিত থাকিব।” রাজীবলোচন রাম ‘তথাস্তু’

বলিয়া আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। সীতার প্রসাদে এই স্থানে আমার ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দিব্য ভোগসমুদয় উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র দশসহস্র ও দশশত বর্ষ রাজ্যপ্রতিপালন করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ এই স্থানে সেই রামের চরিত্র গান করিয়া আমাকে আহ্লাদিত করে। হে কুরুনন্দন! এই পথ মনুষ্যের অগম্য, পাছে তুমি এই পথে গমন করিয়া অভিশপ্ত বা পরাভূত হও, এইরূপ ভাবিয়া আমি এই পথ রুদ্ধ করিয়া আছি, এই পথ দেবমার্গ, ইহাতে কোনমতে মনুষ্যের অধিকার নাই। তুমি যাহার অন্বেষণে আসিয়াছ, সে সরোবর এই স্থানেই আছে।”

১৪৯তম অধ্যায়

হনূমানের নিকট ভীমের যুগধর্ম্মাদি কথন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হনূমানকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রীতিসহকারে কহিলেন, “মহাশয়! আমি আপনার সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থন্মন্য হইলাম, আপনি আমার প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এক্ষণে আমার এক প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে মকরনক্রসার্থ [মকর কুম্ভীর দল] সঙ্কুল

মহাসাগর লঙ্ঘন করিবার সময় যেরূপ নিরুপম রূপ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমি নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। হে বীর্য! তাহা হইলে আমি একান্ত সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হইব এবং আপনার বাক্যে শ্রদ্ধা করিব।” হনূমান এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহাস্যমুখে কহিলেন, “ভ্রাতঃ! এক্ষণে তুমি হও বা অন্যই হউক, কেহই আমার পূর্ব্বরূপ নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে না; কারণ, তৎকালে অন্যপ্রকার কালাবস্থা ছিল, সম্প্রতি তাহার অন্যথা হইয়াছে; সত্য, ত্রেতা-ও দ্বাপর এই কালত্রয়ের পৃথক পৃথক অবস্থা নিরূপিত আছে। এক্ষণে ধ্বংসকারী কাল উপস্থিত, আর আমার সেরূপ রূপ নাই। ভূমি, নদী, শৈল, সিদ্ধ, দেব ও মহর্ষিগণ ইঁহারা যুগপর্য্যায়ে সমভাবে কালের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন; কিন্তু বল, প্রভাব ও দেহ এই সকল কেবল হীনতা ও বৃদ্ধিলাভ করে, অতএব আমার পূর্ব্বরূপ-দর্শনে আর অভিলাষ করিও না। কালধর্ম্ম নিতান্ত দূরতিক্রমণীয়, আমি এক্ষণে তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছি।”

ভীম কহিলেন, “হে কপিবর! এক্ষণে যুগের সংখ্যা, আচার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, তত্ত্ব, কর্ম্ম, বীর্য্য, উৎপত্তি ও বিনাশ এই কয়েকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন, আমি শ্রবণ করিব।” হনূমান কহিলেন, “হে বৎস! প্রথমতঃ সত্যযুগ, ঐ যুগে ধর্ম্ম সনাতন, লোকসকল কৃতকৃত্য হইত। এই যুগে ধর্ম্ম অবসন্ন বা প্রজাক্ষয় হইত না, এই কারণ, উহা সত্যযুগ বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ঐ যুগ মুখ্য হইয়াও কালক্রমে অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগেরা পরস্পর উপদ্রবরহিত ছিল, ক্রয়বিক্রয়ের সম্পর্ক ছিল না। সাম, ঋক ও যজুর্ব্বেদানুসারে ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হইত না, কৃষি প্রভৃতি মানুষী ক্রিয়াসকল বিলুপ্ত হইয়াছিল। লোকের সঙ্কল্পানুসারে সমস্ত ফল সম্পন্ন হইত ও সন্ন্যাসই পরমধর্ম্ম ছিল। যুগপ্রভাবে ব্যাধি ও ইন্দ্রিয়ক্ষয় হইত না। অসূয়া, রোদন, দর্প, কপট, বিগ্রহ, আলস্য,

দ্বেষ, বৈশুন্য, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য ইহার নামগন্ধও ছিল না। যোগীদিগের পরব্রহ্মই পরমগতি, শুক্ল নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মা, তৎকালে স্বতঃসিদ্ধ; শম-দম প্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্বকর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারাই প্রজা ছিলেন। সমানকর্ম্মবিশিষ্ট এই বর্ণচতুষ্টয়া ব্রহ্মাশ্রয়ী, ব্রহ্মগতি ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন এবং একমাত্র ব্রহ্মাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা এক দেব পরমাত্মা, এক প্রাণরূপ মন্ত্র, এক বেদান্তশ্রবণাদিরূপ বিধি ও এক ধ্যানদিস্থরূপ ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক ধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এক বেদ ও একপ্রকার কর্ম্মে নিয়তব্রত ছিলেন এবং কামফলবিবর্জ্জিত হইয়া আশ্রমচতুষ্টয়াসমুচিত দশাদি কর্ম্মদ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হইতেন। ব্রহ্মযোগসমাযুক্ত ধর্ম্মই সত্যযুগের লক্ষণ; এই যুগে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম পাদচতুষ্টয়সম্পূর্ণ ও শাশ্বত। হে ভীম! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবিবর্জ্জিত সত্যযুগের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ত্রেতাযুগের বিষয় আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ কর।

"ত্রেতাযুগে সত্রানুষ্ঠানের বিধি আছে, ধর্ম্ম একপাদমাত্র পরিহন ও নারায়ণ রক্তবর্ণ হইয়া থাকেন; মনুষ্য ক্রিয়া ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং সত্যব্রত সত্য প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে লোকে সঙ্কল্প করিয়া দানাদিক্রিয়া করিলে ফল হইয়া থাকে। তপোদানপরায়ণ মনুষ্যগণ ধর্ম্মপথ হইতে কদাচ পরিভ্রষ্ট হয়েন না। প্রত্যুত তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত ও ক্রিয়াবান হইয়া থাকেন।

"দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদবিহীন ; নারায়ণ পীতবর্ণ এবং বেদ চারিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে কেহ চতুর্ব্বেদ, কেহ ত্রিবেদ, কেহ দ্বিবেদ ও কেহ বা একবেদ অধ্যয়ন করিতেন, কেহ কেহ বা এককালে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইতেন। এইরূপে শাস্ত্র বিভিন্ন হইলে ক্রমশঃ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য হইয়া উঠিল। প্রজাসকল তপোদাননিরত হইয়া রজোগুণাবলম্বী হইতে লাগিল। এক বেদ বহু দিবসে ও বহু ক্লেশে অধ্যয়ন করিতে হয় বলিয়া বহু সংখ্যায় বিভক্ত হইল। দ্বাপরে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব নাই, এই জন্য অনেকে সত্যের আশ্রয় লইল, কিন্তু সত্ত্বগুণবিহীন লোকসকল বহুবিধ ব্যাধি, কাম ও অন্যান্য দৈব উপদ্রবদ্বারা আক্রান্ত হইতে লাগিল। ঐরূপ উপদ্রবে পীড়িত হইয়া মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ তপস্যা, কেহ কেহ বা কামপ্রার্থী ও কেহ বা স্বর্গার্থী হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে ভীম! এইরূপে দ্বাপরযুগে প্রজারা অধর্ম্মদোষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

"অনন্তর কলিযুগ; এই যুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র বিদ্যমান আছে; তমোগুণ-প্রধান কলিযুগে নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকেন; বেদাচার, ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইতেছে। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব, ব্যাধি, আলস্য, দোষ, রোষ, আধি, ক্ষুৎভয় প্রাদুর্ভূত হয়; যুগানাশে ধর্ম্মের নাশ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মের নাশে লোক-সমুদয় বিনষ্ট হয়। এইরূপে লোক-সকল বিনষ্ট ও লোকপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মজ্ঞানসকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যুগক্ষয়কালীন ধর্ম্মদ্বারা প্রার্থনা-সকল বিফল হইয়া থাকে। হে ভীম! এই কলিযুগের লক্ষণ, ইহা অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইবে। আমি এই যুগেরই অনুবর্ত্তী হইব, আমাকে জানিবার নিমিত্ত তোমার একান্ত কৌতুহল হইয়াছে, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, নিরর্থক বিষয়ের অনুসন্ধানে কি নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ অভিনিবেশ হইল? হে বীর! তুমি আমাকে যে যুগসংখ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সমুদয়ই কহিলাম, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর।"

১৫০তম অধ্যায়

কামরূপী হনূমানের পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন

ভীমসেন কহিলেন, "হে মহাত্মন! আমি আপনার পূর্ব্বরূপ অবলোকন না করিয়া কদাচ গমন করিব না, অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করনও।"

হনূমান ভীমসেনের বাক্য-শ্রবণানন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত যেরূপ পূর্ব্বে সাগর-লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধারণ করিলেন; তখন তাহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া বিস্তারে কদলীখণ্ড আচ্ছাদন [কদলীবৃক্ষের পত্রসমূহে যতদূর স্থান ব্যাপ্ত থাকে, উক্ত পরিমাণ] ও দৈর্ঘ্যে পর্ব্বত অতিক্রম করিল। তিনি দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ, তীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিবদ্ধ ও লাঙ্গুল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

কুরুবংশাবতংস ভীমসেন হনূমানের সেই অর্কসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, সুবর্ণ-পর্ব্বতের ন্যায় প্রদীপ্ত, আকাশের ন্যায় ভীষণ রূপ-সিন্দর্শনে এককালে হর্ষবিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া নেত্রনিমীলন করিলেন। তখন কপিবরাগ্রগণ্য হনূমান হাস্য করিয়া ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, 'ভ্রাতঃ! আমি যত ইচ্ছা করি, তত অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে তুমি আমার রূপ-সিন্দর্শনে অসমর্থ হইবে। হে ভীম! শত্রুগণসমক্ষে আমার কলেবর ইহা অপেক্ষাও সমধিক বদ্ধিত হয়।"

পবননন্দন ভীমসেন সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতসন্নিভ অতি ভয়ানক হনূমানের শরীর-সন্দর্শনে লোমাঞ্চিত—কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে কহিলেন, "হে প্রভো! আপনার শরীরের বিপুলতা দেখিলাম, এক্ষণে দেহসঙ্কোচ করুন। আমি মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় সমুদিত দিবাকরসদৃশ তোমার শরীর আর নিরীক্ষণ করিতে পারি না। এক্ষণে আমার মনে এই বিস্ময় সমুদিত হইতেছে যে, তুমি সর্ব্বদা রামের পার্শ্বে থাকিতে, তবে কি নিমিত্ত তিনি স্বয়ং রাবণকে বধ করিয়াছিলেন! তুমি একাকী স্বীয় বাহুবলে সযোদ্ধা সবাহনা সমুদয় লঙ্কা বিনষ্ট করিতে সমর্থ। হে পবনতনয়! তোমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, রাবণ ও তাহার সমুদয় অনুচরগণ তোমার সমক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।"

প্লবগোত্তম হনূমান ভীমসেনের বাক্য-শ্রবণানন্তর স্নিগ্ধগভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, রাক্ষসাধম রাবণ বস্তুতঃই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। কিন্তু যদি আমি সেই লোককণ্টক দশাননের প্রাণসংহার করিতাম, তাহা হইলে রঘুবংশাবতংস রামের কীর্ত্তি লোপ হইত এই নিমিত্তই আমি স্বয়ং রাবণবধে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, মহাবীর রাম দশানন ও তাহার অনুচরগণের প্রাণসংহার করিয়া জানকীকে স্বপুরে আনয়ন করাতে লোকমধ্যে তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।"

ভীমের প্রতি হনূমানের বিবিধ উপদেশ

"হে মহাত্মন! তুমি স্বীয় ভ্রাতা ধর্ম্মরাজের প্রিয়চিকীর্ষু ও যথার্থ হিত্যাভিলাষী, এক্ষণে গমন কর, পথে তোমার কিছুমাত্র বিঘ্ন হইবে না, গমনকালে বায়ু তোমাকে রক্ষা করিবেন, সৌগন্ধিকবনে গমন করিবার এই পথ, এই পথে গমন করিলে কুবেরের যক্ষরাক্ষসরক্ষিত

উদ্যান অবলোকিত হইবে; কিন্তু তথায় বলপূর্ব্বক পুষ্পবচয়ন করিও না। দেবগণ মনুষ্যদিগের মান্য, তাহারা বলি, হোম, নমস্কার, মন্ত্র ও ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন হয়েনি। হে ভ্রাতঃ! সাহস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। স্বধর্ম্মস্থ হইয়া সনাতনধর্ম্মের যথার্থ অন্বেষণ ও অনুষ্ঠান কর। বৃহস্পতিসমান ব্যক্তিগণও প্রথমতঃ ধর্ম্ম না জানিয়া ও বৃদ্ধগণের সেবা না করিয়া কোনমতেই ধর্ম্মার্থের যথার্থ্য বুঝিতে পারেন না। যে স্থানে অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া ও ধর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথায় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মের অবধারণ করিতে হইবে, মূঢ়গণ ঐপ্রকার ধর্ম্মাবধারণে নিতান্ত অসমর্থ। আচার হইতে ধর্ম্মের সম্ভব হইয়াছে, বেদ সকল ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছে, বেদ হইতে যজ্ঞসমুদয় সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং দেবগণ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবগণ বেদাচারবিধানোক্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যগণ বৃহস্পতি ও শুক্রের নীতি অবলম্বন করিয়া আছেন। পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক সেবা, বাণিজ্য, কৃষি এবং পশুপালন প্রভৃতি জীবিকাদ্বারা জীবনধারণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া আছেন, যাহারা এই ত্রিবিধ বিদ্যায় অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা সম্যকরূপে প্রয়োগ করিয়া অনায়াসে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রয়ী না থাকিলে জগতে ধর্ম্মের সম্পর্কও থাকিত না, দণ্ডনীতির অভাবে সমুদয় জগৎ বিশৃঙ্খল হইত ও বার্ত্তাবিরহে প্রজাগণ বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু এই তিনটি বিদ্যা সম্যকরূপে প্রযুজ্যমান হইলে প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ হয়।

“তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম; উহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম; যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ ইহাও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন ও বৈশ্যের ধর্ম্ম পোষণ আর কেবল দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষাই শূদ্রদিগের ধর্ম্ম। গুরুসেবী শূদ্রগণের ভৈক্ষ্য, হোম ও ব্রতে অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম রক্ষণ; উহা তোমারও অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে বুদ্ধিমান, শ্রাতশীল, বৃদ্ধ ও সজ্জনগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সকলের অনুগৃহীত হইয়া অনায়াসে দণ্ডদ্বারা শাসন করে; কিন্তু ব্যসনী হইলে অবশ্যই পরাভবপ্রাপ্ত হয়। রাজা নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্যক প্রবৃত্ত হইলে লোকমর্যাদা সুব্যবস্থিত থাকে, অতএব ভূপতিগণ সতত চরদ্বারা শত্রুগণের দুর্গ ও বল এবং আপনার দেশ, দুর্গ, সিদ্ধিরক্ষা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিশেষরূপে অবগত হইবেন। চর, বুদ্ধি, মন্ত, পরাক্রম, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ ভূপতিগণের উপায় আর দক্ষতা এক প্রধান কার্য্যসাধক। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা এই সমুদয় উপায় একত্র বা পৃথক পৃথক প্রযুক্ত হইয়া কার্য্যসাধন করে, কিন্তু মন্ত্রণাই এই সকলের মূল; মন্ত্রণা ব্যতীত কি নীতি, কি চর, কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। মন্ত্রণাদ্বারা যে বিষয়ের সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, ব্রাহ্মণের সহিত তাহার মন্ত্রণা করিবে। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, লঘুচেতাঃ ও উন্মাদলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত কদাচি গূঢ় মন্ত্রণা করিবে না। বিদ্বানের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ ব্যক্তিদ্বারা কর্ম্মসাধন ও হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত নীতিবিদ্যার আলোচনা করিবে। মূখ্যগণকে সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকার্য্যে ধামিক, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের নিকটে কীব ও ক্রূরকর্ম্মে ক্রূরগণকে নিয়োগ করবে। কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে উহা চর বা পরের কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, ইহা বিবেচনা করিবে এবং বুদ্ধিপ্রভাবে রিপুগণের বলাবল পরীক্ষা করিবে। শরণাগত সাধু ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শন করিয়া অশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগের দণ্ডদান

করিবে। রাজা এইরূপ নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্যক প্রবৃত্ত হইলে লোকমর্য্যাদা সুব্যবস্থিত থাকে।

"হে পার্থ! আমি তোমাকে এই দুরবগাহ রাজধর্ম্ম কহিলাম, এক্ষণে তুমি বিনীত হইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যেমন বিপ্রগণ তপ, ধর্ম্ম দম ও যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গলাভ করেন, যেমন বৈশ্যগণ দান ও আতিথ্যদ্বারা সদগতিপ্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণ কাম, দ্বেষ, লোভ ও ক্রোধবিবর্জ্জিত হইয়া সম্যক দণ্ড প্রয়োগ ও প্রজাপালন করিলে সুরপুরে গমনপূর্ব্বক সাধুলোকের সহবাসজনিত সুখ-সম্ভোগ করেন।"

১৫১তম অধ্যায়

ভীমকে হনূমানের পদ্মসরোবর প্রদর্শন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবীর হনূমান্ স্বেচ্ছাকৃত সুবিস্তৃত কলেবর উপসংহার করিয়া করযুগল প্রসারণপূর্ব্বক ভীমসেনকে পুনরায় আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার সমুদয় শ্রান্তি সুদূরপরাহত ও সমুদয় ঘটনা অনুকুল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আপনাকে অদ্বিতীয় বলবান বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ আনন্দভরে গলদশ্রুলোচনে গদ্গদবচনে সৌহার্দ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আপন আবাসে গমন কর; কোন কথা উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিও এবং আমি যে এ স্থানে অবস্থান করিতেছি, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ করিও না; কারণ, কুবেরের আলয় হইতে দেবগন্ধর্ব্ববোষারা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। আমিও তোমার মানুষগাত্রস্পর্শে সেই হৃদয়নন্দন সীতানন-সরোরুহ ও দশানন তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ রাঘবকুলতিলক রামচন্দ্রকে স্মৃতিপথে সমুদিত দেখিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা লাভ করিলাম; অতএব আমার সহিত সাক্ষাৎকার তোমার পক্ষে অব্যর্থ হউক, তুমি সৌভ্রাত্র-সম্বন্ধানুসারে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হে মহাবল! যদি তোমার অভিলাষ হয়, তবে অদ্যই আমি হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক প্রস্তরাঘাতে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিনষ্ট ও সমস্ত নগর উৎসাদিত করিতে পারি এবং দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া তোমার সমীপে সমর্পণ করি।"

ভীমসেন মহাত্মা হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বানরপুঙ্গব! তোমা হইতে আমার সমুদয় প্রয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, প্রার্থনা করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে নাথ! তোমা হইতে অনাথ পাণ্ডবগণ আজি সনাথ হইল। আমি তোমার তেজঃপ্রভাবেই সমুদয় অরাতিগণকে পরাজয় করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

হনূমান কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমি সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দ্যবশতঃ তোমার এই উপকার করিব যে, যখন তুমি অরাতিগণের সেনামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সিংহনাদ করিবে, তখন আমি আত্মস্বরে তোমার স্বর উচ্চৈস্তর করিব এবং ধনঞ্জয়ের ধ্বজারূঢ় হইয়া এমন ভয়ানক চীৎকার করিব যে, সেই চীৎকারই শত্রুগণের কালান্তক হইবে ও তোমরা তদ্দ্বরা তাহাদিগকে অক্লেশে সমরশায়ী করিবে।"

হনূমান এইরূপে ভীমের সহিত সম্ভাষণাদি পরিসমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে কুবেরসরসীর পথপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

১৫২তম অধ্যায়

ভীমের সৌগন্ধিক পদ্মসরোবরতীরে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত হনূমান অন্তর্হিত হইলে ভীমসেন তন্নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ গন্ধমাদনগিরি। পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে কপিবর-কলেবর ও অলৌকিক শ্রী এবং দাশরথিমহাত্ম্য ও মহানুভবতা নিরন্তর জাগরকে রহিল। অনন্তর তিনি সৌগন্ধিকবনের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কোন স্থানে বিকশিত তরুরাজিবিরাজিত নদ-নদী, কোন স্থানে সজলজলদতুল্য পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ সমূহ, কোন স্থানে বরাহ, মহিষ ও শার্দ্দুল প্রভৃতি শ্বাপদসকল এবং কোন স্থানে বা যুথবদ্ধ চপলাপাঙ্গ কুরঙ্গ ও কবলিত-শষ্প কুরঙ্গবধূকে নয়নগোচর করিলেন। সমীরণসঞ্চালিত আরণ্য পাদপগণ যেন কুসুমসুরভিত কোমল কিশলয়রূপ কর-প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। সুরম্যসলিল সরোবর যেন পদ্মরূপ অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক মত্ত মধুকরের স্বরচ্ছলে তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতেছে। ভীমসেন কুসুমিত পর্ব্বতসানুতে মন ও নয়ন নিমগ্ন করিয়া দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র পাথেয়-সহকারে ত্বরিতপদে গমন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে মহাসত্ত্ব ভীমসেন সেই হরিণ-সেবিত কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি মনোহর তরঙ্গিণী গন্ধমাদনপর্ব্বতের মালাস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে। তথায় হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে এবং সেই স্রোতস্বতীর সলিলে তরুণভানুসন্নিভ প্রীতিজনক সৌগন্ধিকবন শোভমান রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া সর্ব্বদাই কেবল বনবাসক্লেশিতা প্রিয়তমাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

১৫৩তম অধ্যায়

কুবেরানুচরের ভীম-পরিচয়জিজ্ঞাসা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে কুবেরসরসীর [কুবেরের] সমীপবর্ত্তী হইলেন। ঐ সরসী কৈলাসশিখর, কুবেরভবন ও গিরিনির্ঝরের অনতিদূরে সানুপ্রদেশে সমুৎপন্ন বলিয়া যারপরনাই মনোহারিণী হইয়াছে। তীরসম্ভূত তরু ও লতারাজি বিপুল ছায়া বিস্তারপূর্ব্বক উহার সমধিক সৌন্দর্য্যসম্পাদন করিতেছে; উহাতে বিবিধ সরোজরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার সলিল নির্ম্মল, শীতল, লঘু ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু; তীর্থসকল সুনির্ম্মিত ও সুশোভিত, উহাতে কর্দ্দমের লেশমাত্র নাই ও অবগাহনেরও ক্লেশ নাই।

ভীমসেন ইচ্ছামত উহার জলপান করিয়া তত্রস্থ সৌগন্ধিকবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উহার কুসুম অতি মনোহর, পত্রসকল কাঞ্চনময়, গন্ধ অতি রমণীয়, নীল

বৈদূর্য্যমণিতে নির্ম্মিত, হংস ও কারণ্ডবগণের সঞ্চালনে বিমল পরাগসকল সমুত্থিত হইতেছে। ঐ সরোবর মহাত্মা রাজরাজের ক্রীড়াস্থান; দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, ঋষি, যক্ষ ও কিন্নরগণের পূজনীয়, ক্রোধবশনামক শতসহস্র রাক্ষস উহার সংরক্ষক। ভীমসেন অজিনাদি মুনিবেশ ও খড়্গাদি বীর-পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক নির্ভয়ে গমন করাতে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত রাক্ষসগণ তাঁহার বিরুদ্ধবেশ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "এই পুরুষবর অজিন পরিধান। অথচ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া এ স্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।" অনন্তর তাহারা ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া দর্পপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "হে পুরুষ! তুমি কে? তোমার মুনিবেশ এবং যোদ্ধৃবেশ দুই দেখিতেছি, অতএব কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ, বল।"

১৫৪তম অধ্যায়

ভীমকর্ত্তৃক সৌগন্ধিক-পদ্মচয়ন

ভীমসেন কহিলেন, "হে রাক্ষসগণ! আমি মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন, যুধিষ্ঠির-অনুজ, আমার নাম ভীমসেন। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বদরীতীর্থে আগমন করিয়াছি; একদা প্রিয়তমা পাঞ্চালনন্দিনী সেই আশ্রমে একটি সৌগন্ধিক-পুষ্প অবলোকন করিয়াছিলেন। ঐ পুষ্পটি এই স্থান হইতেই বায়ুবেগসহকারে তথায় নীত হইয়াছিল। তিনি তদবধি সেইরূপ অধিকসংখ্যক পুষ্প প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছেন। আমি তাহার প্রিয়কারী, এক্ষণে হার অভিলষিত পুষ্পচয়ন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি।"

রাক্ষসগণ কহিলেন, "হে ভীষণ! এই সরোবর যক্ষরাজের অতিপ্রিয় ক্রীড়াস্থান, কোন মর্ত্যধর্ম্ম এ স্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। দেব, দেবর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ যক্ষরাজকে আমন্ত্রণ না করিয়া ইহার জলপান বা এই স্থানে বিচরণ করেন না। যে-কোন দুর্ব্বত্ত ধনেশ্বরকে অবমাননা করিয়া অন্যায়াচরণপূর্ব্বক এই স্থানে বিচরণ করিতে বাসনা করে, তাহাকে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। তুমি যদি কুবেরকে অনাদর করিয়া বলপূর্ব্বক সৌগন্ধিক হরণ করিতে উৎসুক হও, তাহা হইলে কি প্রকারে আপনাকে ধর্ম্মরাজের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ? হে বৃকোদার? এক্ষণে যক্ষরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ইহার জলপান ও পদ্ম আহরণ কর; নতুবা উহার প্রতি নেত্রপাতও করিও না।"

ভীমসেন কহিলেন, "হে রাক্ষসগণ! এক্ষণে ধনেশ্বরকে এ স্থানে অবলোকন করিতেছি না, অতএব কাহাকে আমন্ত্রণ করিব? ফলতঃ সাক্ষাৎকার হইলেও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। কারণ ভূপালগণের ঈদৃশ সনাতন ধর্ম্ম প্রচলিত আছে যে, তাহারা কুত্রাপি যাঞা করেন না। আমি কোনপ্রকারে ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না, বিশেষতঃ এই সরোবর মহাত্মা কুবেরের ভবনে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা পর্ব্বতনির্ঝরে জন্মিয়াছে, অতএব ইহাতে কুবেরের যেরূপ, সকল লোকেরই সেইরূপ অধিকার আছে। অতএব এবংবিধ স্থলে কোন ব্যক্তি কাহার নিকটে যাত্রা করিয়া থাকে?"

কুবেরানুচরসহ ভীমের যুদ্ধ

মহাবল ভীমসেন রাক্ষসগণকে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া সরোবরে অবগাহন করিলেন। রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক হইতে ভৎসনাপূর্ব্বক নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। অনন্তর রাক্ষসগণ রোষসহকারে "ভীমসেনকে ধর, বধ কর, ছেদন কর, পাক কর, ভক্ষণ কর" বলিয়া উদ্যতশস্ত্রে বিবৃত্ত-নেত্রে [ক্রোধে চক্ষু পকাইতে পাকাইতে] দ্রুত পদে বৃকোদরকে যেমন আক্রমণ করিল, অমনি তিনি কাঞ্চনপট্টমণ্ডভ যমদণ্ডতুল্য গদা গ্রহণপূর্ব্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া, প্রচণ্ডবেগে তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাহারাও জিঘাংসাপরবশ হইয়া তোমার, পট্টিশ প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ-সহকারে সহসা ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। ভীমসেন কুন্তীগর্ভে পবনের ঔরসে উৎপন্ন, শূর, তরস্বী, অরাতিগণের কালান্তক; সত্য, ধর্ম্ম ও পরাক্রমে অনুরক্ত এবং দুর্দ্ধর্ষ, সুতরাং অনায়াসে শাত্রবগণের শরজাল সংহারপূর্ব্বক সেই পুষ্করিণীসমীপে তাহাদিগের শত শত যোদ্ধাকে মৃত্যুমুখে প্রবেশিত করিলেন।

সমরপরাজিত অনুচরহণের পলায়ন

ক্রোধবশ রাক্ষসগণ ভীমসেনের বিদ্যাবল ও বাহুবীর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত এবং তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা সমরপরাঙ্মুখ হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে এরূপ আঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচেতন্যপ্রায় হইয়া পরিশেষে শূন্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কৈলাস-শৃঙ্গে পলায়ন করিল। যেমন দেবরাজ দানবগণকে পরাক্রমে পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমসেন নিশাচরগণকে অপসারিত করিয়া সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সরোরুহ [সৌগন্ধিক পদ্ম] গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারা পীযুষসম সলিল পান করিয়া সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

এদিকে ভীমবলতাড়িত রাক্ষসগণ সাভয়চিত্তে ধনেশ্বরের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভীমসেনের বল-বীর্য্য প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। কুবেরদেব সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, "হে রক্ষিগণ! ভীমসেন পাঞ্চালকুমারীর নিমিত্ত কমল চয়ন করিতেছেন; আমি তাহা অবগত হইয়াছি; অতএব তিনি স্বচ্ছন্দে সৌগন্ধিক গ্রহণ করুন।" ক্রোধবশ রাক্ষসগণ অনুজ্ঞাত হইয়া ভীমসমীপে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি একাকী সেই সরোবরে সুখে সঞ্চরণ করিতেছেন।

১৫৫তম অধ্যায়

উপদ্রবদর্শনে উৎকণ্ঠিত পাণ্ডবগণের ভীমান্বেষণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন সেই মহামূল্য অনেকরূপ বহুসংখ্যক সৌগন্ধিক-কুসুম সংগ্রহ করিলেন। এদিকে বদরিকাশ্রমে সংগ্রামসূচক খরস্পর্শ সমীরণ আবির্ভূত হইয়া বালুকা-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; ভয়ঙ্কর সনির্ঘাত উল্কা মহীতলে পতিত হইতে লাগিল; সূর্য্যদেব তিমিরে আচ্ছন্ন ও প্রভাশূন্য হইলেন; মৃগ-পক্ষীরা কর্কশরব করিতে লাগিল; ভূমিকম্প, পাংশুবৃষ্টি, দিকসকল লোহিতবর্ণ, সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা ভিন্ন অন্যবিধ উৎপাতও উৎপন্ন হইতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির এইসকল অলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণ! সকলে সুসজ্জিত হও; বোধ হয়, কেহ। আমাদিগকে পরাভব করিতে আসিতেছে।" তিনি এই কথা কহিয়া চারিপার্শ্বে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ভীমসেনকে দর্শন না করিয়া কহিলেন, "হে পাঞ্চালি! ভীমসেন কোথায়? কি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন? এই সমরসূচক আকস্মিক উৎপাত চতুর্দ্দিকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে দেখিয়া সেই সাহসপ্রিয় ভীমসেন কি সাহস প্রকাশ করিয়াছেন!

প্রিয়কারিণী প্রিয়তমা দ্রৌপদী কহিলেন, "রাজন! তিনি বায়ুবেগে আনীত একটি সৌগন্ধি-পুষ্পপ্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই কুসুমটি গ্রহণ করিয়া কহিলাম, "যদি আপনি এই পুষ্প অধিক অবলোকন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্র সেই সমুদয় পুষ্প আনয়ন করুন।" বোধ হয়, সেই মহাবাহু আমার প্রতি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া অপরূপ পুষ্প আহরণের নিমিত্ত এ স্থান হইতে পূর্বোত্তরদিকে গমন করিয়াছেন।"

রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, "চল, আমরাও তাহার অনুবতী হই। নিশাচরগণ নিতান্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত বিপ্রগণকে বহন করুন। হে অমরসঙ্কাশ ঘটোৎকচ! তুমি কৃষ্ণাকে বহন কর। ভীমসেন বায়ু ও বৈনতেয়সমান তরস্বী, তিনি আকাশে উৎপতিত হইতে ও যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে সমর্থ তথাপি যখন এতাদৃশ বিলম্ব হইতেছে, তখন স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি অতি দূরতর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মবাদী সিদ্ধগণের নিকট অপরাধী না হয়েন, এইজন্যই আমি তোমাদিগের প্রভাবে অগ্রে তাঁহার সহিত মিলিত হইব।"

ঘটোৎকচ প্রভৃতি নিশাচরগণ কুবেরের সরসীস্থান অবগত ছিল; তন্নিমিত্ত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পাণ্ডব ও বিপ্রগণ প্রভৃতি সকলকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লমানসে দ্রুত পদে গমন করিয়া শুভকামনা সৌগন্ধিকবতী সরসী সমীপে সমুপস্থিত হইল।

মহাত্মা ভীমসেন তৎকালে সেই সরসীতীরে যুগান্তকালীন দণ্ডহস্ত অন্তকের ন্যায় ভুজদণ্ডে প্রচণ্ড গদা গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধস্তব্ধনেত্রে স্বীয় অধরাপত্র [অধরপ্রান্ত] দংশনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন, বহুসংখ্যক যক্ষ নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও শরীর ভিন্ন, কাহারও বাহুদ্বয় ছিন্ন, কাহারও চক্ষু বিদীর্ণ এবং কাহারও বা শিরোধর [গ্রীবা—গলা] বিচূর্ণিত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভ্রাতঃ! তোমার

কি সাহস! এ কি করিয়াছ! তুমি কি দেবগণের অপ্রিয়াচরণ করিলে? যাহা হউক, যদ্যপি আমার প্রিয়কারী হও, পুনরায় আর এরূপ কর্ম্ম করিও না।”

রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুশাসনবাক্য পরিসমাপ্ত হইলে অমরোপম পাণ্ডবগণ সেই সকল কমল গ্রহণপূর্ব্বক সেই সরোবরতীরে বিহার করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে উদ্যানরক্ষক রাক্ষসগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মরাজ, মহর্ষি লোমশ, নকুল, সহদেব ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে অবলোকনমাত্র বিনয়াবনত হইয়া প্রণিপাত করিল। তখন রাজা ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলে তাহারাও প্রসন্নচিত্ত হইল। অনন্তর কুরুধুরন্ধরগণ কুবেরের অনুজ্ঞানুসারে গন্ধমাদনসানুতে ধনঞ্জয়ের প্রতীক্ষায় কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলেন।

১৫৬তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের প্রতি দৈববাণীর সুগম পথ-নির্দ্দেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! একদা রাজা যুধিষ্ঠির সকলের সমক্ষে ভমিসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে বৃকোদর! পূর্ব্বে দেব ও মাহাত্মা মুণিগণ যে যে স্থানে বিচরণ করিতেন, আমরা সেই সকল পবিত্র তীর্থ ও পৃথক পৃথক মনোহর বন অবলোকন করিয়াছি; ঋষি ও রাজর্ষিগণের পূর্ব্বচরিত এবং বিবিধ শুভাবহ কথা শ্রবণ করিয়াছি। সেই সকল আশ্রমে দ্বিজগণের সহিত স্নান, সলিল ও পুষ্পে দেবগণের তর্পণ এবং যথালব্ধ ফলমূলে পিতৃগণের অর্চনা করিয়াছি; রমণীয় পর্ব্বত, সরোবর, সাগর ও ইলা, সরস্বতী, সিন্ধু, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি নানাতীর্থে ব্রাহ্মণগণের সহিত অবগাহন করিয়াছি; গঙ্গাদ্বার অতিক্রম করিয়া ভূরি ভূরি পর্ব্বত, হিমালয়, নরনারায়ণাশ্রম, বিশাল বদ্দরী, সিদ্ধদেবর্ষি-সেবিত দিব্যপুষ্করিণী দর্শন করিয়াছি; ফলতঃ মহাত্মা লোমশের প্রসাদে কোন পুণ্যায়তন দর্শন করিতে অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে ঐ সিদ্ধগণসেবিত পবিত্র বৈশ্রবণাবাসে গমন করিব, তাহার উপায় অন্বেষণ কর।”

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে আকাশবাণী আবির্ভূত হইল, “হে রাজেন্দ্র! এই বৈশ্রবণের আশ্রম হইতে সেই দুর্গম-দেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন করিয়াছ, সেই পথ অবলম্বন করিয়া পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রতি গমন কর। তথা হইতে সিদ্ধচারণসেবিত ফলকুসুমশোভিত বৃষপর্ব্বার আশ্রমে অধিবাস করিবে। সেই আশ্রমে অতিবর্ত্তনপূর্ব্বক আর্ষ্টিষেণাশ্রমে গমন করিবে। তৎপরে ধনেশ্বরের নিবেশস্থান নয়নগোচর হইবে।” এই সময়েই সুখস্পর্শ সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে ঐ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “মহারাজা! আর কি প্রত্যুত্তর করিব, এক্ষণে দৈববাণী অনুসারে কার্য্য করুন।”

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, প্রিয়তমা পাঞ্চালী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায় সম্পূর্ণ।

১৫৭তম অধ্যায়

জটাসুর-বধপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা পার্থের আগমনপ্রতীক্ষায় বিশ্বস্ত-মনে ব্রাহ্মণগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। ভীমসেনাত্মজ ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসেরা তাঁহাদিগের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে দুরাত্মা জটাসুর ভীমের অগোচরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে হরণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইল এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের ধনু ও তূণীরগ্রহণের সমুচিত অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর সে আপনাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক প্রতিদিন পাণ্ডবগণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া পরমসমাদরে ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

অস্ত্রাদিসহ জটাসুরের পাণ্ডবহরণ

একদা ভীমসেন মৃগয়ার্থ নির্গত হইলে এবং লোমশ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেহ স্নানার্থ, কেহ বা পুষ্পচয়নার্থ গমন করিলে পর এই সুযোগে জটাসুর বিকটাকার পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, পাণ্ডবত্রয় ও দ্রৌপদীকে হরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সহদেব সাতিশয় যত্নসহকারে অপসৃত হইয়া বিক্রমপ্রকাশ্যপূর্ব্বক শত্রুহস্ত হইতে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ কোষনিষ্কাশিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং মহাবীর ভীমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জটাসুরকে কহিলেন, "হে মূঢ়! তুমি প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করিতেছ না, তোমার ধর্ম্মক্ষয় হইতেছে; মনুষ্য, পশু,পক্ষী, বিশেষতঃ রাক্ষসেরা, সকলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, রাক্ষসেরা ধর্ম্মের মূল, তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সমীপে অবস্থান করিতে পার। দেবতা, পিতৃগণ, ঋষি, সিদ্ধ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পশু, পক্ষী, অন্যান্য তির্য্যগ্‌যোনিগত কীট ও পিপীলিকারা মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তুমিও সেই মনুষ্য হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ। মনুষ্যের সমৃদ্ধিদ্বারা তোমরা সুসম্পন্ন হইতেছ। দেবতারা মনুষ্যকর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত হব্যকব্যদ্বারা পূজিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; অতএব মানবগণ শোকাভিভূত হইলে দেবতারা অবশ্যই শোকাকুল হইবেন। রাজ্য অরক্ষিত হইলে সুখসম্পত্তিলাভের সম্যক ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। হে রাক্ষস! এ নিমিত্ত আমরা রাজ্যের রক্ষা করিয়া থাকি, নিরপরাধ ভূপালগণের অবমাননা করা রাক্ষসদিগের নিতান্ত অবিধেয়। আমরা তোমাদিগের বিপ্রিয়াচরণ করি নাই, বরং প্রণতিপর হইয়া শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ ও গুরুলোকদিগকে বিঘস [পরার্থ পক্ক বৈধ অন্ন-বিশুদ্ধ অন্ন] ভোজন করাইয়া থাকি। হে দুর্ব্বদ্ধে! মিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি কদাচ অনিষ্টাচরণ করিবে না এবং যাহাদিগের অন্নভোজন ও আলয়ে অবস্থান করিতে হয়, তাহাদিগের অপকার করা নিতান্ত গর্হিত ও দোষাবহ। তুমি আমাদিগের আলয়ে পরমসুখে ও সমাদরে বাস করিয়া অন্ন-পানদ্বারা

প্রতিপালিত হইতেছে; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত আমাদিগকে হরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ? তুমি অতি দুরাচার ও দুর্ম্মতি, তুমি বৃথা বর্দ্ধিত হইয়াছ; তোমার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অদ্য তোমার মৃত্যু সন্নিকৃষ্ট হইয়াছে। যদি তোমার নিতান্ত মন্দবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে বা সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া থাক, তাহা হইলে এক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর। আর তুমি যদি অজ্ঞানবশতঃ এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাক, তাহা হইলেও ইহলোকে কেবল অধর্ম্মভাগী ও অযশস্বী হইতে হইবে। অদ্য তুমি দ্রৌপদীকে স্পর্শ করিয়া কুম্ভে কালকূট আলোড়নপূর্ব্বক পান করিয়াছ।"

এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভর ভার ধারণ করিলে রাক্ষস গুরুভার একান্ত আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শীঘ্র গমন করিতে অসমর্থ হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও নকুলকে কহিলেন, "তোমরা রাক্ষস হইতে শঙ্কিত হইও না, আমি ইহার গতিশক্তি অপহরণ করিয়াছি, মহাবাহু ভীমসেন অতি দূরবর্ত্তী নহেন, তিনি এই মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়া ইহার প্রাণসংহার করিলেন।"

অনন্তর সহদেব সেই মূঢ়চেতন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে উদ্যত হইয়া শত্রুবিনাশ বা শরীর পতন করিবে, ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের সৎকার্য্য আর কি আছে? এক্ষণে রাক্ষস, আমাদিগকে বধ করুক বা আমরাই রাক্ষসকে রণস্থলে সংহার করি, যাহা হয় হইবে। অধুনা যুদ্ধের দেশ-কাল সমুপস্থিত, আমাদিগের ক্ষাত্রধর্ম্মেরও সমুচিত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা পরাজয় বা জয়লাভ করি, উভয়দিকেই সদগতিপ্রাপ্ত হইব। অদ্য যদি এই রাক্ষস জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তাচলে গমন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব না। আরে দুরাচার রাক্ষস ! স্থির হ; আমি পাণ্ডুসূত সহদেব, আমাকে বিনাশ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর, নতুবা তোরে সদ্যই বিনষ্ট হইয়া এই রণস্থলে শয়ন করিতে হইবে।"

সহদেব ক্রোধাভরে রাক্ষসকে এইরূপ তিরস্কার করিতেছেন, ইত্যবসরে ভীম গদাধারণপূর্ব্বক সবজ্র বাসবের ন্যায় যাদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সহদেব ভূমিস্থ হইয়া রাক্ষসকে তিরস্কার করিতেছেন। পরে কালোপহতচেতাঃ, ইতঃস্তত ভ্রমণকারী, দৈববাল-বিনিবারিত এক রাক্ষসকে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে হরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রে পাপ! আমি পূর্ব্বে শস্ত্রপরীক্ষাকালেই তোর বলবীর্য্য সম্যক অবগত হইয়াছি, আমি ইচ্ছা করিলে তোর প্রাণসংহার করিতে পরিতাম, কিন্তু যেহেতু তৎকালে তোকে বিনষ্ট করি নাই, এই নিমিত্ত নিশ্চয় জানিবি, তোর প্রতি আমার তাদৃশ আস্থা নাই। তুই ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলি, কদাচি আমাদিগের অপ্রিয়াচরণ করিস নাই, বরং সাধ্যানুসারে আমাদিগের প্রিয়-কার্য্য-সংসাধন করিয়াছিস। তৎকালে তুই অতিথি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলি, আমি তখন বিনাপরাধে কি প্রকারে সংহার করি? এক্ষণে এইরূপ অবস্থায় তোকে নিশ্চয় রাক্ষসবোধ করিয়াও যে বিনাশ করে, তাহার নিশ্চয় নরকপাত হয়; কারণ, তুই বালক, বালককে বধ করিবার বিধি নাই, কিন্তু যখন তোর এইরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, তোর শৈশবকাল অতিক্রম হইয়াছে। যেমন সরোবরস্থ মৎস্য

সূত্রাবলম্বিত বড়িশ গ্রাস করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুই কৃতান্তদত্ত কালসূত্রগ্রথিত দ্রৌপদীহরণরূপ বড়িশ গ্রাস করিয়াছিস, এক্ষণে কিরূপে প্রাণরক্ষা করিবি? তুই যে প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিস, তথায় অগ্রেই তোর মন গমন করিয়াছে; তোকে আর গমনক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না, তুই এক্ষণে বকাহিড়িম্বের পথে প্রস্থান করিবি।”

ভীমসহ জটাসুরের যুদ্ধ

রাক্ষস ভীমসেনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভীতমনে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং রোষাভরে অধর কম্পিত করিয়া ভীমকে কহিল, “রে পাপ! আমি অনায়াসেই যাইতে পারিতাম, কেবল তোর নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছি। তুই রণস্থলে যে সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিয়াছিস, অদ্য তোর রুধিরধারায় তাহাদিগের তপণ করিব।” এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধাভরে সৃক্কণীলেহন ও বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলি যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, রাক্ষসও সেইরূপ ক্রোধাবেশে বারংবার মুখবাদান ও সৃক্কণীলেহন করিয়া যুদ্ধাভিলাষী ভীমের প্রতি ধাবমান হইল; উভয়ের নিদারুণ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনের সাহায্যের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। বৃকোদার সহাস্যমুখে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, “আমি একাকীই রাক্ষসকে সংহার করিতে সমর্থ হইব; তোমরা উভয়ে কেবল অবলোকন কর। আমি এক্ষণে আত্মা, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্ম, সুকৃতি ও যজ্ঞদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, নিশ্চয়ই এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব।”

ভীমকর্ত্তৃক জটাসুরবধ

অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন এবং একান্ত অসহমান হইয়া ত্রোধভরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি বৃক্ষোৎপাটনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন ক্রোধে একান্ত অধীর ও পরস্পরের বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের উরুদেশের আঘাতে বৃক্ষ-সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেমন বালী ও সুগ্রীব ভার্য্যার্থী হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইহারাও উভয়ে মহীরুহবিনাশন বৃক্ষযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহীরুহ-সকল বিঘূর্ণিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল পরস্পর প্রহার করিলেন। এইরূপে তত্রস্থ বৃক্ষসমুদয় নিপতিত ও জর্জ্জরিত হইল। অনন্তর যেমন পর্ব্বতযুগল জলধরজালদ্বারা যুদ্ধ করে, সেইরূপ তাঁহারাও ক্রোধাভিভূত হইয়া তীব্রবেগে বজ্রর ন্যায়। উগ্ররূপ অতি প্রকাণ্ড উপল [প্রস্তর] খণ্ডদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন; পরে মাতঙ্গের ন্যায় বলদৃপ্ত ও ধাবমান হইয়া বাহুযুগলদ্বারা পরস্পর আকর্ষণ ও দৃঢ়তর মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থলে অনবরত কটকটা শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় মুষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া মহাবেগে রাক্ষসের গ্রীবাদেশে প্রহার করিলেন এবং প্রহার বেগে তাহাকে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত

পরিশ্রান্ত অবলোকন করিয়া সমধিক উৎসাহাযুক্ত হইলেন। পরে রাক্ষসকে উৎক্ষিপ্ত ও পৃথিবীকে নিষ্পেষিত করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল চুর্ণীকৃত করিয়া তলপ্রহারদ্বারা শিরচ্ছেদন করিলেন। জটাসুরের সন্দষ্টধর [দন্তদ্বারা অধরদংশন] ও বিবৃত্তনয়নসংযুক্ত মস্তক শোণিতলিপ্ত হইয়া বৃক্ষের ফলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক স্তুয়মান হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে আগমন করিলেন।

জটাসুরবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৫৮তম অধ্যায়
যক্ষ যুদ্ধপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! এইরূপে সেই রাক্ষস নিহত হইলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বদরিকাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি একদা আপনার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সমীপে আগমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "আমরা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চারি বৎসর অতিবাহিত করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় পঞ্চম বৎসরে আমাদের নিকটে আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পুষ্পিতদ্রুম সমুদয়সুশোভিত; মত্ত কোকিল, ষট্পদ, চাতকগণে পরিবৃত; ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, গবয় ও হরিণাকুলসঙ্কুল; বিবিধ হিংস্র শ্বাপদ ও রুরু-সমূহে ব্যাপ্ত; প্রফুল্ল সহস্রদল ও শতদল পদ্ম, নীলোৎপল এবং অন্যান্য বিবিধ উৎপলে সুশোভিত; পরমপবিত্র, সুরাসুরগণনিষেবিত, নিত্যোৎসব পরিপূর্ণ, গিরিবরাগ্রগণ্য এই কৈলাস-পর্ব্বতে সেই অর্জ্জুনের দর্শনাভিলাষে ও উদ্দেশে আগমন করিয়াছি। অমিততেজা ধনঞ্জয় আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ পঞ্চবৎসর সুরলোকে বাস করিবেন, এখন আমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া সংগৃহীতাস্ত্র, অরতিনিপাতন, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে দেবলোক হইতে মর্ত্যলোকে পুনরায় আগমন করিতে দেখিব।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়িনী-সমবেত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে এইরূপ কহিয়া তপোধন ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমীপেও আপনাকে সেই পর্ব্বতে সমাগমের কারণ নিবেদন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দনগণ পরমপ্রীত উগ্রতপাঃ তপোধনগণকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন! তোমার এই ক্লেশ চিরস্থায়ী নহে; তুমি পরিণামে পরম সুখ-সম্ভোগ করিবে, তুমি ক্ষাত্র-ধর্ম্ম-প্রভাবে অচিরাৎ এই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন করিবে।"

পাণ্ডবগণের বৃষপর্বাশ্রমে গমন

এইরূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মানন্দন, তপোধনগণের সেই সমুদয় বাক্য শ্রবণানন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ ও স্বীয় ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে মহর্ষি লোমশকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভ্রাতৃগণ-সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে পদব্রজে, কোথাও বা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক উহ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুবিধ ক্লেশ চিন্তা করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ-সমুদয়ে সমাকীর্ণ উত্তরদিকে গমন করিলেন। তিনি তৎকালে কৈলাস-গিরি, মৈনাক-পর্ব্বত, গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত-পর্ব্বত, হিমাচল ও অন্যান্য শৈল-সমুদয়ের উপরিস্থ নদীসকল অবলোকন করিয়া পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ ক্রমাগত উত্তরমুখে গমন করিয়া সপ্তদশ-দিবসে পরমপবিত্র হিমাচলের পৃষ্ঠদেশে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় গন্ধমাদনের সমীপস্থ বিবিধ পুষ্পিত দ্রুম ও সলিলাবর্ত্তসমুদয়ে সমাবৃত পরমপবিত্র রাজষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম

অবলোকন করিলেন। তখন অরতিনিপাতন পাণ্ডবগণ সেই ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পুত্রবৎ অভিনন্দিত ও সৎকৃত হইয়া তথায় সপ্ত রাত্রি বাস করিলেন। অষ্টম দিবস সমুপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকবিশ্রুত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সেই পারিবর্হ ও এক এক করিয়া সমুদয় বিপ্রগণকে বৃষপর্ব্বার নিকটে ন্যস্ত করিয়া তাঁহার আশ্রমে যজ্ঞাপত্র, রত্ন ও আভরণ সকল রাখিলেন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মাত্মা বৃষপর্ব্ব তাঁহাদিগকে গমনের অনুমতি করিলেন।

তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তরদিকে গমন করিলে মহামতি বৃষপর্ব্ব তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বিপ্রগণের সন্নিধানে পাণ্ডবগণকে ন্যাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ ও পথোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নানাক্রমযুক্ত শৈলশৃঙ্গে বাস করিয়া চতুর্থ দিবসে কৈলাসপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। ঐ পর্ব্বতের আকার ঘনঘটার ন্যায়; উহাতে নানাস্থানে জলাশয় এবং বহুবিধ মণি, কাঞ্চন ও রৌপ্যের স্তুপসকল শোভমান হইতেছে।

পাণ্ডবগণ বৃষপর্বোপদিষ্ট পথে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ পর্ব্বত অবলোকনপূর্ব্বক আপনাদের গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ধৌম্য, লোমশ, দ্রৌপদী ও পাণ্ডুতনয়গণ একত্র মিলিত হইয়া ক্রমে উপর্য্যুপরিস্থ গিরিগুহা-সমুদয় ও অন্যান্য সুদুর্গম প্রদেশসকল পরমসুখে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। উহাদের মধ্যে কেহই সেই সুদুর্গম প্রদেশতিক্রমণে অবসন্ন হইলেন না। অবশেষে নানাবিধ মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, শাখামৃগ [বানর], বিবিধ পদ্মযুক্ত সরোবর ও পল্বলে সঙ্কীর্ণ সুমনোহর মাল্যবানপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন।

পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন-শোভাদর্শন

পরে গন্ধমাদন-পর্ব্বত তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। ঐ পর্ব্বত কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসস্থান; বিদ্যাধর ও কিন্নরীগণ উহাতে সতত বিচরণ করিতেছে; সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজসকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; শরভগণ ঘোরতর নিনাদ করিতেছে ও নানাবিধ মৃগগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। দ্রৌপদীসমবেত পাণ্ডুতনয়গণ পরমপরিতুষ্টচিত্তে বিপ্রগণসমভিব্যাহারে সেই মনোহর হৃদয়নন্দন নন্দনবনতুল্য গন্ধমাদনে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিলেন; তথায় বিহগামুখ-সমীরিত [কূজিত] শ্রোত্ররম মনোহর সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ সমধুর ফলভারাবনত আম্র, আম্রাতক, কর্ম্মরঙ্গ, নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, আঞ্জার, দাড়িম্ব, বীজপূরক, পনস, লাকুচ, কদলী, খর্জ্জুর, অনম্ন, বেতস, পারাবত, চম্পক, নীপ, বিল্ব, কাপখ, জম্বু, কুঙ্কুম, বদরী, প্লক্ষ, উড়ুম্বর, বট, অশ্বথ, ক্ষীরিক, ভল্লাতক, আমলকী, হরীতক, বিভীতক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ এবং প্রভূত পুষ্পশোভিত চম্পক, অশোক, কেতক, বকুল, পুন্নাগ, সন্তপর্ণ, কণিকার, পাটল, কুটজ, মান্দার, ইন্দীবর, পারিজাত, কোবিদার, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, পিপ্পল, হিঙ্গুক, শাল্মলী, কিংশুক, শিংশপা, সরল ও অন্যান্য বৃক্ষ-সমুদয়ে উহার সানুপ্রদেশে শোভিত

দেখিলেন। ঐ সমুদয় বৃক্ষে চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবঞ্জীবক, প্রিয়ক, চাতক প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুর-স্বরে গান করিতেছে; স্থানে স্থানে

ও পুণ্ডরীক প্রভৃতি বিবিধ জলজপুষ্প শোভিত হইতেছে; তাহাতে কাদম্ব, কুরর, কারণ্ডব, চক্রবাক, জলকুক্কুট, প্লব, হংস, বক, মদগু প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পদ্মষণ্ডমণ্ডিত কমলাকর-সমূহে তামরস-রসপানে উন্মত্ত, পদ্মোদরাচ্যুত, কিঞ্জল্ক রাগে রঞ্জিত মধুকরগণ মধুরস্বরে গুনগুন ধ্বনি করিতেছে। অদূরে পর্ব্বতসানুস্থ লতামণ্ডল সবিলাস মদাকুল ময়ূরকুর মেঘনির্ঘোষ-শ্রবণে মদোন্মত্ত হইয়া প্রিয়া-সমভিব্যাহারে বিচিত্রকলাপ-সমুদয় বিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। কোন কোন ময়ূর প্রণয়িনী-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছে; কতকগুলি লতাশঙ্কীর্ণ কুটজ-বৃক্ষের শাখায় উদ্ধতের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া কলাপনিচিত মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং কতকগুলি তরুকোটরে বাস করিতেছে। গিরিশৃঙ্গে সুবর্ণবর্ণ-কুসুম-সম্পন্ন সিন্ধুবার-সমুদয় শোভা পাইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন, মন্মথের তোমার-সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট কর্ণপুর-সমুদয়ের ন্যায় বিকশিত কণিকার ও কন্দর্পশরসমূদয়ের ন্যায় কামিজনগণের ঔৎসুক্যজনক প্রফুল্ল কুরুবক-সকল পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও তিলকের ন্যায় তিলককুসুম শোভা পাইতেছে। কোথাও মনোহর সহকারমঞ্জরীসকল অনঙ্গশরের ন্যায় শোভিত হইতেছে ও ভ্রমরকুল ঐ সমুদয়ের উপর উপবেশন করিয়া গুনগুন-স্বরে ধ্বনি করিতেছে। কোথাও তরুসমুদয় লোহিত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণ পুষ্পে সাতিশয় শোভমান হইতেছে। শাল, তমাল, পটল, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষসমুদয় মালার ন্যায় শৈলশিখরে সংসাক্ত রহিয়াছে। সানুতে বিমল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, কলহংস প্রভৃতি পাণ্ডুরচ্ছদ পক্ষিসমুদয়সঙ্কুল, সারসগণনিনাদিত, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি জলজপুষ্পে সুশোভিত, সুশীতল-জলসম্পন্ন সরোবরসকল শোভা পাইতেছে।

এইরূপে মহাবীর পাণ্ডুনন্দনগণ চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি মাল্য, সুস্বাদু ফল, মনোহর সরোবর ও রমণীয় তরুরাজি দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়বিকশিতলোচনে গন্ধমাদনবনে প্রবেশ করিলেন। কমল, কাহ্লার, উৎপল ও পুণ্ডরীকের সুবাসে সুবাসিত ও সুখস্পর্শ সমীরণ তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভীম! এই গন্ধমাদন-কাননের কি অপূর্ব্ব শোভা! এই মনোহর বনে ফলপুষ্পশোভিত বিবিধ কাননজাত দিব্যদ্রুম ও লতা-সমুদয়ের উপরিভাগে পুংস্কোকিলাকুল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে, এই গন্ধমাদনসানুতে কোন বৃক্ষই কণ্টকিত বা অপুষ্পিত নাই, সমুদয় বৃক্ষেরই ফল ও পত্র স্নিগ্ধ। প্রফুল্ল পঙ্কজোপরি ভ্রমরকুল গুনগুন-স্বরে ধ্বনি করিতেছে, করিকুল করেণুগণ-সমভিব্যাহারে নলিনীদল বিলোড়ন করিতেছে। এই গন্ধমাদনে নানা কুসুমগন্ধযুক্ত বনরাজিতে অলিকুল উপবিষ্ট হইয়া মনোহর-স্বরে গান করিতেছে। ঐ দেখ, দেবগণের ক্রীড়াভূমি বিরাজমান রহিয়াছে। অহো! আমরা মানবজাতির অগম্য স্থানে আসিয়াছি; আমরা সিদ্ধ হইয়াছি। হে বৃকোদর! ঐ দেখ, গন্ধমাদনসানুতে পুষ্পিতাগ্র লতা-সমুদয় কুসুমভারাবনত বৃক্ষে সংসক্ত রহিয়াছে। ঐ ময়ূর-সকল ময়ূরীগণ-সমভিব্যাহারে কেকারব

করিতেছে। চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ এই সমুদয় সুপুষ্পিত বৃক্ষের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রক্ত, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণে সুশোভিত বহুবিধ বিহঙ্গ মগণ ও চকোরকুল পাদপের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর অবলোকন করিতেছে। ঐ হরিতারুণ বর্ণ শাদ্বলের [শ্যামলতৃণাচ্ছন্ন প্রান্তর] সমীপবর্ত্তী শৈলপ্রস্রবণে সারসগণ বিচরণ করিতেছে। ভৃগরাজ, চক্রবাক ও কঙ্ক-পক্ষিগণ সর্ব্বভূত-মনোরম সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। করেণুসমবেত চতুর্দ্দন্ত কুঞ্জরকুল বৈদূর্য্যবর্ণ মহাসরোবর ক্ষোভিত করিতেছে। শৈলশিখরস্থিত নানাবিধ প্রস্রবণ হইতে তালতরুসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতেছে; ভাস্কর-করনিকরের ন্যায় শারদ পয়োধরপুঞ্জসদৃশ রজতাদি নানা ধাতু এই মহাশৈলকে শোভিত করিতেছে। কোথাও অঞ্জনবর্ণ, কোথাও কাঞ্চনসন্নিভ, কোথাও হরিতলসদৃশ, কোথাও বা হিঙ্গুলবর্ণ ধাতুসকল শোভমান হইতেছে। রজতাদি নানা ধাতু পরিপূর্ণ, সন্ধ্যাভ্রসদৃশ মনঃশিলা ও গুহাসমুদয় এই মহাপর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে; শ্বেত ও লোহিতবর্ণ গৈরিক ধাতু এবং সিত, অসিত ও বালসূর্য্যসদৃশ অন্যান্য বহুবিধ ধাতুসকল এই পর্ব্বতের সুষমা বিস্তার করিতেছে। ঐ দেখ, গন্ধর্ব্ব-সকল স্ব স্ব প্রণয়িণী ও কিন্নরগণসমভিব্যাহারে বিহার করিতেছে; তানলয়—বিশুদ্ধ সর্ব্বভূতমনোহর সঙ্গীত ও সামগীতি শ্রুত হইতেছে। ঐ দেখ, কলহংসগণসঙ্কীর্ণ ঋষিকিন্নরসেবিত পরমপবিত্র দেবনদী মহাগঙ্গা বিরাজিত হইতেছেন। হে ভীমসেন! বিবিধ ধাতু, সরিৎ, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মনোহর কানন ও বিবিধাকার শতশীর্ষ সর্পকুলে আকীর্ণ এই শৈলীরাজ গন্ধমাদন অবলোকন কর।”

অনন্তর প্রীতিপ্রফুল্লচিত্ত, অরাতিনিপাতন, মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়গণ বারংবার সেই গন্ধমাদনপর্ব্বত অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। তৎপরে তাঁহারা বিবিধ ফলশালী মহীরুহ ও মাল্যসমূহে পরিশোভিত উগ্রতপাঃ তপঃকৃশ, ধমনী [শিরা] ব্যাপ্তকলেবর, সর্ব্বধর্ম্মপারগ, রাজর্ষি আষ্টিষেণের বিবিধ ফলশালী মহীরুহ ও মাল্যসমূহে পরিশোভিত আশ্রম অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

১৫৯তম অধ্যায়

রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণাশ্রমে পাণ্ডবগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ!! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন রাজর্ষি আষ্টিষেণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সেই রাজর্ষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন; পাণ্ডবাপুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্যও সেই সংশিতব্রত রাজর্ষিকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি আষ্টিষেণ স্বীয় দিব্যচক্ষুপ্রভাবে পাণ্ডুনন্দনবোধে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজর্ষির আদেশানুসারে ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে উপবেশন করিলে ধর্ম্মাত্মা আষ্টিষেণ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদরপূর্ব্বক অনাময় প্রশ্ন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে ধর্ম্মানন্দন! আপনার ত’ অধর্ম্মে মতি নাই?

সর্ব্বদাই ত' ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে? মাতাপিতার আজ্ঞাপালন ও শ্রাদ্ধাদি-সম্পাদনে ত' পরাঙ্মুখ হয়েন না? আপনি ত' বিদ্বান, বৃদ্ধ, গুরুজন ও বেদপারগদিগকে পূজা করিয়া থাকেন? পাপকর্ম্মে ত' মতি নাই? আপনি ত' পুণ্যকর্ম্মের সমাদর ও পাপকর্ম্মের পরিহার করিয়া থাকেন? আত্মশ্লাঘা ত' কখন করেন না? সাধুগণকে ত' যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আনন্দিত করেন? বনে বাস করিয়াও ত'। ধর্ম্মপথাবলম্বী রহিয়াছেন? মহাত্মা ধৌম্য ত" আপনার আচার-সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়েন? আপনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষাচরিত দান, ধর্ম্ম, তপ, শৌচ, আর্জ্জব ও তিতিক্ষায় ত' নিয়ত রত রহিয়াছেন। রাজর্ষিগণ-প্রস্থিত মার্গে ত' গমন করিয়া থাকেন? হে ধর্ম্মানন্দন! পিতৃগণ স্ব স্ব কুলসম্ভূত পুত্রপৌত্রাদির অসৎ ও সৎকর্ম্ম সন্দর্শনে ইহাদিগের অধর্ম্মে আমাদিগকে সাতিশয় দুঃখভোগ করিতে হইবে ও ইহাদিগের ধর্ম্মবলে আমরা অমল সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিব, এই মনে করিয়া শোক ও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, অগ্নি, গুরু ও আত্মা এই পাঁচজনকে পরিতুষ্ট করিতে পারে, তাহার উভয় লোক জয় করা হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভগবন! আপনি আমাকে যেরূপ ধর্ম্ম কহিলেন, আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে বিধিবৎ তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।"

আষ্টির্ষেণ কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! জলপায়ী, বায়ুভক্ষ ও গগনচারী মহর্ষিগণ প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে এই পর্ব্বতে আগমন করিয়া থাকেন। পরস্পরানুরক্ত নায়ক নায়িকাগণ এই পর্ব্বতশৃঙ্গে কিম্পপুরুষগণের ন্যায় পরমসুখে বাস করে; বহুসংখ্যক অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ পরিষ্কৃত বসনাভরণভূষিত হইয়া বিচরণ করে; মাল্যধারী প্রিয়দর্শন বিদ্যাধরগণ, মহোরাগ-সকল ও সুপর্ণ [সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট পক্ষী]-সমুদয় এই স্থানে সতত অবস্থান করে। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি হইয়া থাকে; উহা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই শ্রবণ করুন; তথায় যাইবার বাসনা করিবেন না; কারণ, সে স্থান অতি দুর্গম। ইহার পর দেববৃন্দের বিহারস্থান; তথায় মনুষ্যগণের গমন করিবার শক্তি নাই। ঈষৎ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিও ঐস্থানে গমন করিলে অত্রত্য প্রাণীগণ তাহাদিগকে দ্বেষ করে ও রাক্ষসগণ তাড়না করে। হে যুধিষ্ঠির! এই কৈলাসপর্ব্বতের শিখর অতিক্রম করিলে পরসিদ্ধ— দেবর্ষিগণের স্থান দৃষ্ট হয়। যদি কোন মনুষ্য চপলতাপ্রযুক্ত ঐ স্থানে গমন করে, তাহা হইলে রাক্ষসগণ শূল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা তাহাকে তাড়না করে। ধনাধিপতি কুবের প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে অপ্সরাগণ-পরিবৃত হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইলে সমুদয় প্রাণীগণ তাঁহাকে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করে। সেই সময় গুহ্যকেশ্বরের উপাসনার্থ সমাগত গায়কশ্রেষ্ঠ, তুম্বুরুর গীত ও সামধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এই স্থানে সমুদয় প্রাণীগণ প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে এইরূপ নানাবিধ বিচিত্র বস্তু দর্শন করে।

"হে পাণ্ডবগণ! যতদিন আপনারা অর্জ্জুনের দর্শনপ্রাপ্ত না হইবেন, তাবৎকাল এই সমস্ত মুনিভোজ্য সুরসি ফল ভক্ষণ করিয়া এই স্থানে বাস করুন। এই স্থানে আগমন করিয়া চঞ্চল হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। হে বৎসগণ! আপনারা এক্ষণে এই স্থানে কিয়দ্দিন স্বেচ্ছানুসারে বাস ও বিহার করিয়া পরিশেষে স্বীয় শস্ত্রবলে পৃথিবী জয় করিয়া পালন করিবেন।"

১৬০তম অধ্যায়

পাণ্ডবাধ্যুষিত স্থানে গরুড়ের আগমন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিসত্তম! আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়েরা গন্ধমাদনপর্ব্বতস্থ ভগবান আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে কতকাল বাস করিয়াছিলেন? তথায় সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং কোন কোন দ্রব্য আহার করিতেন, তৎসমুদয় সংকীর্ত্তন করুন। মহাবীর্য্য ভীমসেন হিমাচলে যে যে অদ্ভূত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণন করুন। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহার সহিত যক্ষদিগের কি পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয় নাই? তাঁহারা কি বৈশ্রিবণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন? আর্ষ্টিষেণ কহিয়াছেন, তথায় কুবের আগমন করিয়া থাকেন। হে তপোধন! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর শ্রবণ করিতে বাসনা করি, তাহাদিগের অলৌকিক কার্য্যসকল যতবার শ্রবণ করি, ততই শুশ্রূষার [শ্রবণেচ্ছায়] বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সকল বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতীর্ষভ! পাণ্ডবেরা মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের উপদেশ আপনাদিগের পরম হিতকর জানিয়া সর্ব্বদা তদনুসারে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা মুনিভোজ্য সুরস, ফল-মূল এবং বিশুদ্ধ শরনিহত মৃগমাংসভোজন ও হিমাচলসম্ভূত বিবিধ পবিত্র মধুপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। এইরূপে তথায় লোমশোক্ত বিবিধ বাক্য-শ্রবণপূর্ব্বক পঞ্চম বৎসর অতীত হইল। ইতিপূর্ব্বে ঘটোৎকচ যে স্থানে ‘কার্য্যকালে আমি উপস্থিত হইব’ এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণের সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন, মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের সেই আশ্রমে পাণ্ডবগণের অনেক মাস বিগত হইল। তাঁহারা তথায় কত শত অদ্ভুত বস্তু অবলোকনপূর্ব্বক পরমসুখে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব সংযতব্রত মুনি ও চারণগণ পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রীত হইয়া সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও সমাগত তপোধনদিগের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা পক্ষিপ্রধান গরুড় মহাহ্রদনিবাসী এক মহানাগকে গ্রাস করিয়া সহসা সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। তাহার পদভরে ভূধর কম্পিত ও মহীরুহসকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। তত্রত্য প্রাণীবর্গ ও পাণ্ডবগণ সেই অত্যদ্ভূত বৃত্তান্ত নয়নগোচর করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে সমীরণদ্বারা শৈলাগ্র হইতে শুভজনক সৌগন্ধশালী এক মাল্য পাণ্ডবদিগের সম্মুখে সহসা পতিত হইল। পাণ্ডবগণ, তাঁহাদিগের সুহৃদবর্গ এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী সকলেই সেই মাল্যদামগ্রথিত পঞ্চবর্ণ দিব্যকুসুম-সমূহ সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

মন্দরশিখর হইতে পাণ্ডবসমীপে দিব্যমালা পতন

অনন্তর দ্রৌপদী উপযুক্ত সময়ে পর্ব্বতের নিভৃতপ্রদেশোপবিষ্ট ভমিসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে ভরতর্ষভ! গরুড়ের পক্ষবাতবেগে ভূধরশিখর হইতে পঞ্চবর্ণ পুষ্পরাশি নিপতিত হইতেছে; বোধ হয়, ঐ স্থান অতি বিস্ময়কর ও পরমরমণীয়; উহা

অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। দেখ, পূর্ব্বে ত্বদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন অশ্বরথা, নদীতীরে খাণ্ডবদাহসময়ে

সর্ব্বভূত-সমক্ষে দেবরাজকে পরাভূত, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসসকলকে নিবারিত এবং উগ্রস্বভাব মায়াবিগণকে নিহত করিয়া অলৌকিক গাণ্ডীব-শরাসন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার অপ্রতিহত প্রভাব এবং অসামান্য ভুজবল সকলেরই দুর্ব্বিষহ ও বিষম ভয়াবহ। তোমার ভুজবলে নিশাচরদল ভীত ও মহীধর হইতে দূরীকৃত হইয়া দিগদিগন্তে পলায়ন করিলে সুহৃদ্বর্গ অশঙ্কিতচিত্তে মনের উল্লাসে সর্ব্বশুভাস্পদ পরমরমণীয় অদ্রিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক কত শত অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন এবং আমিও সতৃষ্ণ-নয়নে তৃপ্তি লাভ করিব।”

মালার উৎপত্তিস্থানের অন্বেষণে ভীমের প্রস্থান

মহাবলপরাক্রান্ত মত্তমাতঙ্গবিক্রম বৃকোদর দ্রৌপদীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া শর-শরাসন ধারণ ও তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক অকুতোভয়ে মৃগেন্দ্রের ন্যায় দ্রুতপদসঞ্চারে পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। তত্রত্য জীবজন্তুসকল তাঁহাকে মদোৎকট-বারণেন্দ্র— সদৃশ বোধ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। লোহিত্যক্ষ, শালশিশুসম উন্নত ভীমসেন ভয়-মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া শৈলরাজে উপনীত হইলে দ্রৌপদীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। কারণ, ভীম সর্ব্বতোভাবে গ্রানিশূন্য ও অবিচলিত উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন; নৈসর্গিক মৎসরতাপ্রভাবে অন্যের উৎকর্ষ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বোধ করিতেন; কাতরতা কদাপি তাঁহাকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভীমসেন অত্যল্পমাত্র পরিসর এক বন্ধুর-পথদ্বারা অত্যুন্নত গিরিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক বৈশ্রবণের আবাসস্থান দর্শন করিলেন। সেই বাসভূমি কাঞ্চন ও স্ফটিকময় গৃহসমূহে সুশোভিত, তাহার চতুর্দ্দিক্ সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, কোন কোন প্রদেশ মনোহর উদ্যানে পরমরমণীয়; পর্ব্বতশিখর অপেক্ষাও উন্নত, তাহার প্রাসাদশিখর সকল আশ্চর্য্য শোভাসম্পাদনা করিতেছে, দ্বার ও তোরণ সমীরণসঞ্চালিত পতাকায় বিভূষিত হইতেছে; বিলাসিনীগণ ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে; গন্ধমাদনসম্ভূত গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে; নানাবিধ পাদপসকল মুঞ্জরিত [কিশলয়িত—নূতন পত্রদলে সুশোভিত] হইয়া অচিন্ত্যনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। ভীমসেন তখন বক্রীভূত বাহু দ্বারা ধনুষ্কোটি অবলম্বন করিয়া ধনাধিপতির পুরশোভা-সন্দর্শনে স্বীয় পূর্ব্বসম্পত্তি স্মরণপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর মহাবাহু ভমিসেন রত্নজাল-সমাবৃত বিচিত্র মাল্যবিভূষিত রাক্ষসাধিপতির আবাসস্থান অবলোকন করিয়া গদা, খড়গ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় চল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি, জ্যাঘোষ ও তলশব্দ [তরবারির শব্দ] দ্বারা প্রাণীসকলকে মোহিত করিলেন। যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ পুলকিত-কলেবরে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডবসমীপে সমুপস্থিত হইল। তাহাদিগের হস্তস্থিত গদা, পরিঘ, শূল, শক্তি এবং পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-সকল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল ।

কুবেরানুচরসহ ভীমের যুদ্ধ

অনন্তর যক্ষরাক্ষসগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি তখন শক্রপ্রযুক্ত শূল, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রসকল মহাবেগে ভল্লাস্ত্রদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং শরদ্বারা অন্তরীক্ষগত ও ভূতলস্থ গর্জ্জনকারী সমস্ত রাক্ষসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। তাহাদিগের শরীর হইতে অনবরত প্রবলবেগে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল এবং ভীমভুজোৎসৃষ্ট আয়ুধদ্বারা রাক্ষসশরীর ও মস্তক-সকল ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা প্রিয়দর্শন পাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিলে বোধ হইল যেন সূর্য্যবিম্ব নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দিনকর যেমন তিগ্মরশ্মি দ্বারা ঘটনাবলীর নির্য্যাকরণ করেন, তদ্রূপ ভীমসেন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিশাচরদলকে দূরীকৃত করিলেন। রাক্ষসেরা তখন ঘোরতর নিনাদে নানাপ্রকার তর্জ্জ-গর্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রিয়সাহস পাণ্ডবের অণুমাত্রও চিত্তচাপল্য সমুপস্থিত হইল না।

অনন্তর বিকৃতকলেবর যক্ষ-সকল ভীমভয়ে ভীত হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিয়া গদা, শূল, অসি, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি আয়ুধ-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। তথায় বৈশ্রাবণের সখা মণিমাননামে এক মহাবীর গৃহীতস্ত্র রাক্ষস ছিল; সে অন্যান্য সকলকে পরাবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় আধিপত্য ও পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সহাস্য-আস্যে কহিল, "তোমরা একজন মনুষ্যের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতেছ; এক্ষণে বৈশ্রবণের আবাসে আসিয়া তাঁহাকে কি কহিবে?" রাক্ষস এই কথা বলিয়া রোষাবেশে অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় তাহাকে বেগে আসিতে দেখিয়া তিনটি বৎসদন্ত অস্ত্র দ্বারা তাহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন; মহাবল মণিমানও মহতী গদা গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রহার করিল। বৃকোদার তখন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন অতি ভীষণা সেই গদা নিবারণার্থ আকাশপথে বহুসংখ্যক শাণিতশর [তীক্ষ্ণকর—উষ্ণরশ্মি] নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বিক্ষিপ্ত সায়কসকল গদায় সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রবলবেগে প্রতিহত হইল দেখিয়া গদাযুদ্ধের রীতি অনুসারে যুদ্ধ করিয়া রাক্ষসকৃত প্রহার বিফল করিলেন।

অনন্তর রাক্ষস ক্রোধভরে রুক্মদণ্ড লোহময় শক্তি প্রহার করিল। অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান মহারৌদ্র শক্তি ভমিরবে ভীমের দক্ষিণাঙ্গ বিদারণ করিয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। অমিতবিক্রম বৃকোদার শক্তিদ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িতলোচনে সুগভীর-গর্জ্জনে অরাতিভয়বর্দ্ধিনী শত্রুঘাতিনী গদা গ্রহণপূর্ব্বক মণিমানের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন; মণিমানও দেদীপ্যমান শূলদ্বারা ভীমকে প্রহার করিল। তখন গদাযুদ্ধবিশারদ পাণ্ডব গদাগ্রদ্বারা সেই শূল ভগ্ন করিলেন। গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষসের প্রাণসংহার করিবার মানসে সত্বরে তদাভিমুখে গমন করিলেন ও অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গদা ঘূর্ণিত করিয়া রণক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রবিসৃষ্ট অশনির ন্যায় অতিবেগবতী গদা রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সিংহ যেমন গজপতিকে নিহত করে, সেই প্রকার ভীম রক্ষসকে নিপাতিত করিলেন। হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা তাহাকে নিহত ও সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকভাগে প্রস্থান করিল।

১৬১তম অধ্যায়

বীরত্বদর্শন সন্তুষ্ট কুবেরের ভমিপ্রতি অভয়দান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, তাহাদিগের বন্ধুবর্গ, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শব্দে গিরি-গুহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া ভীমের অদর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে আর্ষ্টিষেণের নিকট সমর্পণ করিয়া সকলে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। তথায় তাহারা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, বৃকোদর দেবরাজের ন্যায়। গদা, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত মহাবলপরাক্রান্ত গীতজীবন রাক্ষস-সকল ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তখন তাঁহারা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন ও তথায় উপবেশন করিয়া পরম পরিতোষলাভ করিলেন। মহাভাগ লোকপালগণের সান্নিধ্যে যেমন স্বর্গের শোভা হয়, সেইরূপ ভ্রাতৃচতুষ্টয়দ্বারা ভূধরশিখরের অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সমুদ্ভূত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির কুবেরসদন ও ধরাশায়ী রাক্ষসগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, “হে বৃকোদর! সাহস অথবা মোহবশত নিরর্থক এই প্রাণীবধ করা তোমার অনুরূপ কার্য্য হয় নাই; ইহাতে তুমি নিশ্চয় পাপগ্রস্ত হইয়াছ; ধর্ম্মবেত্তারা কহিয়া থাকেন, রাজার অনভিমত কার্য্য করা অনুচিত; কিন্তু তুমি আজি যে কর্ম্ম করিয়াছ, কি দেব, কি নরপতি, সকলেরই অনভিমত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পাপে আসক্ত হয়, সে অবশ্যই সেই পাপের ফলভোগ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে পার্থ! তুমি যদি আমার প্রিয়চিকীর্ষ হও, তাহা হইলে কদাপি এরূপ সাধুবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।”

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভ্রাতাকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে হতাবিশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতবেগে কুবেরের আলয়ে উপনীত হইয়া ভীমভয়ে অতি কঠোর আর্ত্তস্বর করিয়া উঠিল; তাহাদিগের হস্তে আয়ুধ নাই, সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত, শরীর অবসন্ন এবং শিরোরুহ [কেশ]- সকল বিপ্রকীর্ণ [বিক্ষিপ্ত—আলুথালু] হইয়া রহিয়াছে। পরে তাহারা নিতান্ত ক্লান্ত-বচনে যক্ষাধিপতিকে নিবেদন করিল, “দেব! আপনার যে-সকল যোদ্ধৃপুরুষেরা গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর ও প্রাস লইয়া যুদ্ধ করিত, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান যক্ষ ও রাক্ষসেরা একজন মহাবলপরাক্রান্ত মুনষ্যকর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছে, কেবল আমরা এই কয়েকজন পরিত্রাণ পাইয়াছি। আপনার সখা মণিমানও ভীষণ শমনসদনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই দারুণ কার্য্য একজন মনুষ্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।”

যক্ষাধিপতি কুবের তাহাদের মুখে ভীমসেনের এই প্রকার অপরাধ-শ্রবণে একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইল; মুখমণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ-সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি তখন রোষাভরে সত্বর রথযোজনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুচরগণ তাঁহার অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র হেমমাল্যধারি-অশ্বগণযুক্ত, অভ্রপুঞ্জসদৃশ, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত রথ যোজনা করিল। সর্ব্বগুণসম্পন্ন, নানা-রত্নবিভূষিত, মনোমারুতগামী অশ্ব রথে যোজিত হইয়া বিজয়াবহ হ্রেষারব করিতে লাগিল।

ভগবান গুহ্যকেশ্বর সেই রথবারে আরোহণ করিয়া গমন করিলে দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। রক্তনয়ন সুবর্ণবর্ণ মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায়-সমুদয় যক্ষগণ কুবেরকে গমন করিতে দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে মহাবেগে সেই ধনাধিপতিপালিত গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিতে লাগিল। পরে পাণ্ডবগণ লোমাঞ্চিতকলেবরে সেই যক্ষগণপরিবৃত প্রিয়দর্শন মহাত্মা কুবেরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবকার্য্যচিকীর্ষু যক্ষাধিপতি কুবেরও সেই মহাসত্ব পাণ্ডুনন্দনগণকে গৃহীতাস্ত্র অবলোকনে মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধনেশ্বরপ্রমুখ সেই যক্ষগণ পক্ষিকুলের ন্যায় গগন হইতে গন্ধমাদনশৃঙ্গে পাণ্ডবগণের সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন । সমুদয় যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ কুবেরকে পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন দেখিয়া নির্ব্বিকীরচিত্তে রহিল। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব যক্ষাধিপতিকে প্রণাম করিয়া অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। যক্ষাধিপতি কুবের বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত বিচিত্র আসনশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে উপবেশন করিলে পর মহাকায় শঙ্কুবর্ণ [খোঁটার ন্যায় কর্ণ যাহাদের, তাদৃশ] সহস্র সহস্র যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সুররাজ শতক্রতু দেবগণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা এবং করে পাশ, খড়্গ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক কুবেরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের দারুণ প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইলেও রাক্ষসগণপরিবৃত কুবেরকে সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মনে গ্লানির লেশমাত্রও উদিত হইল না।

যক্ষাধিপতি পুণ্যজনেশ্বর শাণিতশারধারী ভীমসেনকে যুদ্ধাভিলাষী দেখিয়া ধর্ম্মানন্দন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে কৌন্তেয়! সকলেই তোমাকে সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া অবগত আছে; তুমি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে নির্ভয়চিত্তে এই শৈলশৃঙ্গে বাস কর, ভীমসেনের প্রতি কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না। আমার অধিকৃত লোকগণ কালকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; তোমার অনুজ কেবল নিমিত্তমাত্র। এই সমুদয় যক্ষ-রাক্ষস নিহত হইয়াছে বলিয়া লজ্জা করিও না। পূর্ব্বে দেবগণসমক্ষে যে-সকল যক্ষ ও রাক্ষস বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি ভমিসেনের প্রতি ক্রূদ্ধ হই নাই, প্রত্যুত পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং উহার কার্য্যদ্বারা পূর্ব্বেও সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম।"

যক্ষরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই সকল কথা বলিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "হে বৃকোদর! তুমি যে কৃষ্ণার প্রতিসাধনার্থ এই অলৌকিক ও সাহসিক কার্য্য করিয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হই নাই। তুমি আমাকে ও দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া যে আপনার বাহুবলে রাক্ষস ও যক্ষগণের প্রাণসংহার করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে ভীমসেন! অদ্য আমি তোমার নিমিত্তই দারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। পূর্ব্বে কোন অপরাধবশতঃ মহর্ষি অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করেন; তাহাতে আমি সকল লোকসমক্ষে ক্লেশভোগ করিয়াছি; আজি তুমি তাহার নিষ্কৃতি করিলে; হে বীরবর! ইহাতে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

কুবেরের প্রতি অগস্ত্য-শাপ-বৃত্তান্ত

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভগবান! মহাত্মা অগস্ত্য কি নিমিত্ত আপনাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনি যে সেই ধীমান মহর্ষির ক্রোধানলে সসৈন্যে সানুচরবর্গে ভস্মসাৎ হয়েন নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে এবং শ্রবণ করিতেও আমার সাতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব তৎসমুদয় বর্ণন করুন।'

কুবের কহিলেন, "হে নরনাথ! একদা কুশাবতী নগরীতে দেবগণের মন্ত্রণা হইয়াছিল, আমিও আমন্ত্রিত হইয়া ঘোররূপী বিবিধায়ুধধারী ত্রিশত-পদ্মসংখ্যক যক্ষ-সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে নিরীক্ষণ করিলাম যে, ঋষিসত্তম অগস্ত্য নানা পক্ষিগণসমাকীর্ণ পুষ্পিত—দ্রুমসুশোভিত যমুনাতীরে উর্দ্ধহস্তে সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; দেখিলে বোধ হয় যেন, হুতাশন জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছেন। আমার সখা মণিমাননামে প্রধান রাক্ষস আমার সমভিব্যাহারে ছিল; সে মূর্খতা, অজ্ঞানতা, দর্প বা মোহবশতঃ অন্তরীক্ষ হইতে সেই মহর্ষির মস্তকে নিষ্ঠীবণ ত্যাগ করিল। তখন মহর্ষি অগস্ত্য ক্রোধকম্পিত্যকলেবরে আমাকে কহিলেন, "তোমার এই সখা নিতান্ত দুরাত্মা; নিরপরাধে তোমার সমক্ষে আমার অবমাননা করিল, এই অপরাধে এই দুরাত্মা তোমার এই সমস্ত সৈন্যসমভিব্যাহারে মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইবে। তুমি এই সমুদয় সৈন্যের নিধনে যৎপরোনাস্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সেই মনুষ্যকে অবলোকন করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে এবং তোমার সৈন্যগণও পুত্রপৌত্র-সমভিব্যাহারে পুনর্জীবিত হইয়া চিরকাল তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।"

"হে ধর্ম্মনন্দন! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এইরূপ অভিশপ্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার অনুজ ভীমসেন সেই পাপ হইতে আমাকে বিমুক্ত করিলেন।"

১৬২তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি কুবেরের সাধু উপদেশ

কুবের কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! লোকযাত্রাবিধানের ধৈর্য্য, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম এই পঞ্চ প্রকার বিধি আছে। সত্যযুগে মনুষ্যেরা ধৈর্য্যশালী, পরাক্রমবিধানজ্ঞ ও আত্মকর্ম্মে সুনিপুণ ছিল সর্ব্বধর্ম্মবিধিবেত্তা দেশকালবিৎ ও ধৈর্য্যাগাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ই চিরকাল এই পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যিনি এইরূপ বিধানানুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার ইহলোকে যশ ও পরলোকে সদগতিলাভ হইয়া থাকে। দেখুন, দেশকালাভিজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্র বসুগণের সহিত পরাক্রম প্রকাশ্যপূর্ব্বক দেবলোকের আধিপত্যলাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি একমাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অনিষ্টপাতে দৃষ্টিপাত না করে, সে ব্যক্তি একান্ত পাপবুদ্ধি, পাপাত্মা ও কার্য্যবিভাগানভিজ্ঞ হইয়া পাপেরই অনুবর্ত্তী হয়, যে ব্যক্তি কার্য্যবিশেষানভিজ্ঞ, নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ, বৃথাচার ও বৃথাসমারম্ভ [ব্যর্থ কর্ম্মের উদযোগশালী] সেই ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকালে অশেষ-ক্লেশে কালব্যাপন করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি সাহসপ্রিয়, সামর্থ্যাভিলাষী, প্রবঞ্চনাপর ও দুরাত্মা, সে নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

“হে মহারাজ! ভীমসেন নিতান্ত বালস্বভাব, অধর্ম্মপরায়ণ, অহঙ্কৃত ও নির্ভীক, এক্ষণে উহাকে শাসন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি এখন শোকভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া অসিতপক্ষ [কৃষ্ণপক্ষ] অতিবাহিত কর। অলকাধিবাসী যক্ষ ও পার্ব্বতীয়েরা আমার আদেশানুসারে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ-সমভিব্যাহারে তোমাকে ও বিপ্রসকলকে রক্ষা করিবে। আমার অনুগত ভৃত্যগণ সর্ব্বদা তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, সেবাশুশ্রীষা ও নানাবিধ সুস্বাদু। অন্নপান আহরণ করিবে। দেবরাজের অর্জ্জুন, বায়ুর ভীম, ধর্ম্মের তুমি এবং অশ্বিনীকুমারের নকুল-সহদেব যেমন নিয়োগোৎপন্ন পুত্র বলিয়া নিরন্তর রক্ষণীয়, তদ্রূপ তোমরাও আমার সংরক্ষণীয় হইয়াছ।

“অর্থতত্ত্ববিধান জ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা অর্জ্জুন দেবলোকে কুশলে আছেন। যে সমস্ত পরম-সম্পত্তি স্বর্গপ্রাপ্তির সোপান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদয় জন্মাবধি অর্জ্জুনেই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দম, দান, বল, বুদ্ধি ও তেজ এই সমস্ত উত্তম গুণ মহাসত্ত্ব অর্জ্জুনে বিরাজমান আছে। তিনি কদাচ মোহাবিষ্ট হইয়া অন্যায্য ও গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; কাহাকেও তাঁহার মিথ্যাবাদ কীর্ত্তন করিতে দেখি না; তিনি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃলোকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অমরাবতীতে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছেন। যিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত মহীপালদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন, কুলধুরন্ধর অর্জ্জুন। এখন দেবলোকস্থ তোমার সেই প্রপিতামহ মহারাজ শান্তনুকে প্রীত ও প্রসন্ন করিতেছেন। যিনি পিতৃগণ, দেব, ঋষি ও বিপ্রগণকে অর্চনা করিয়া যমুনাতীরে সপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রলোকস্থ স্বর্গজিৎ সেই অধিরাজ শান্তনু ধনঞ্জয়ের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।”

পাণ্ডবগণ কুবেরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বৃকোদর গদাশক্তিগ্রহণ, শরাসনে জ্যারোপণ ও অসি কোষনিষ্কাশিত করিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে নমস্কার করিলেন। তখন শরণ্য কুবের শরণাগত ভীমকে কহিতে লাগিলেন, “হে ভীমসেন! তুমি শক্রগণের মানহানি ও সুহৃদগণের সমৃদ্ধি-বর্দ্ধন কর, তোমরা যখন স্বীয় সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বাস করিবে, তখন যক্ষেরা অবশ্যই তোমাদিগের অভিলাষ পূরণ করিবে; আর অর্জ্জুনও অস্ত্রশিক্ষায় দক্ষ হইয়া দেবরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন।”

গুহ্যকেশ্বর কুবের পাণ্ডবগণকে এইরূপ কহিয়া স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলে সহস্র সহস্র রাক্ষস ও যক্ষেরা বিচিত্র কম্বল-সংস্তীর্ণ বিবিধ রত্নবিভূষিত যানে আরোহণ করিয়া কুবেরের অনুগমন করিল। তখন অশ্বের হ্রেষারব ও যক্ষরাক্ষসের কোলাহল-শব্দে অলকা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুবেরের তুরঙ্গমগণ যেন বায়ুপথে সঞ্চরণ ও ঘনজাল আকর্ষণ করিয়াই দ্রুতবেগে গগনমার্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর যক্ষেরা কুবেরের আদেশানুসারে অচলশিখর হইতে রাক্ষসদিগের মৃতকলেবর-সকল অপসারিত করিল ও ভগবান অগস্ত্যনির্দ্দিষ্ট যক্ষ-রাক্ষসদিগের শাপেরও অবসান হইল। পাণ্ডবেরা যক্ষরাক্ষসগণকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া নিরুদ্বিগ্ন-মনে কুবেরনিকেতনে কতিপয় যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

১৬৩তম অধ্যায়

ধৌম্যকর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজকে দিকপালাদি প্রদর্শন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর দিনকর উদিত হইলে মহর্ষি ধৌম্য দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সমাপনপূর্ব্বক আর্ষ্টিষেণের সহিত পাণ্ডবগণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা ভক্তিসহকারে সমাগত মহর্ষিযুগলের চরণ অভিবাদন ও কৃতাঞ্জলিপুটে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সমুচিত সৎকার করিলেন, পরে মহর্ষি ধৌম্য ধর্ম্মরাজের দক্ষিণ কর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! ঐ দেখুন পরমরমণীয় মন্দর-ভূধর সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও বৈশ্রাবণ গিরিরাজিবিরাজিত বনবনান্তপরিশোভিত এই দিক রক্ষা করিতেছেন। মনীষী ঋষিগণ এই গিরিরাজকে সুররাজের ও বৈশ্রবণের আলয় বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেবতা সকলেই উদয়াচলচুড়োপবিষ্ট সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন।

"প্রাণীগণের প্রভু করাল কৃতান্ত মৃতজীবের আশ্রয় এই দক্ষিণ দিক অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। প্রেতরাজের নানা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, অতি অদ্ভুতদর্শন, পবিত্র ঐ সংযমনাখ্য বাসভবন নয়নগোচর হইতেছে। ভুবনপ্রকাশক ভগবান মরীচিমালী যে পর্ব্বতে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ অবস্থিতি করেন, সেই এই অস্তাচল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বরুণদেব এই পশ্চিমাচল এবং মহোদধিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ব্রহ্মবাদীর অদ্বিতীয় গতি পরমমঙ্গলালয় এই মহামেরু উত্তর দিক উদ্দীপিত করিয়া রহিয়াছে, যে স্থানে চরাচরস্রষ্টা ভূতাত্মা প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন এবং দক্ষ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রেরাও নিরুপদ্রবে বাস করিয়া থাকেন। বশিষ্ঠপুত্র সপ্ত দেবর্ষি এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ও পুনর্ব্বার এই স্থানে উদিত হইতেছেন। দেখুন, সুমেরুর রজোরহিত শিখরদেশ কি উত্তম স্থান, ঐ স্থলে দেবগণ ও পিতামহগণ সতত বাস করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর পঞ্চভূতাত্মিক প্রকৃতির উপাদান, অনাদি অনন্ত ও সকলের ঈশ্বর, মেরুর পূর্ব্বভাগে সেই নারায়ণের বাসস্থান ব্রহ্মাসদন অপেক্ষাও অধিকতর শোভা পাইতেছে; দেবতারাও যে ভবন সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হয়েন, যাহা অনল ও আদিত্য অপেক্ষাও প্রদীপ্ত, যাহা স্বীয় প্রভায় দেব-দানবদলের দুনিরীক্ষ্য তথায় ভূতেশ্বর জগৎকর্ত্তা আত্মভূ চরাচর-সকল উদ্ভাসিত করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতেছেন। হে কুরুসত্তম! ঐ স্থানে ব্রহ্মর্ষিদিগেরও গমনাধিকার নাই; অতএব মহর্ষিগণ কিরূপে যতিলভ্য পরমগতিলাভ করিবেন? ঐ স্থানে কোন প্রকার জ্যোতিঃপদার্থেরই প্রতিভা থাকে না, কেবল সেই ভগবান অচিন্তাত্মাই উজ্জ্বলতররূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যে-সকল তপোবলসম্পন্ন বিশুদ্ধকর্ম্মা যতিগণ অবিচলিত ভক্তিসহকারে নারায়ণদর্শনে ঐ স্থানে গমন করেন, তাঁহাদিগকে আর নরলোকে প্রত্যাগত হইতে হয় না। উহা অতিপবিত্র, ঈশ্বরাধিকৃত, সনাতন ও অক্ষয় স্থান, আপনি উহাকে প্রণাম করুন।

কালচক্র-নিয়ন্ত্রিত দেবগণের দর্শনলাভ

"হে কুরুনন্দন! চন্দ্রসূর্য্য মেরুকে অহরহঃ প্রদক্ষিণ করিতেছেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডল-সকল ভগবান দিবাকরের আকর্ষণে তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। দিননাথ অস্তগত হইয়া সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে গমন করিতে থাকেন; পরে উত্তরাশার [উত্তরদিকের] শেষসীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় প্রাঙ্মুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এইরূপে সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান সহস্ররশ্মি সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পর্ব্বসন্ধি ও কালক্রমে মাস বিভক্ত করিতেছেন এবং সমস্ত জগতে সতত আলোক-বিস্তার করিয়া পুনরায় মন্দরভূধরে গমন করেন। ভূতভাবন ভগবান চন্দ্রমাও এইরূপে নক্ষত্রমণ্ডল-সমভিব্যাহারে সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিমিরারি ভগবান আদিত্য জগতে কিরণজাল বিস্তার করিয়া এই অসংবাদ [বাধাশূন্য] পথে নিরন্তর পর্য্যটন করেন এবং ভূতল শীতল করিবার মানসে দক্ষিণাশা ভজনা করিলে শিশিরকাল সমুপস্থিত হয়।

"অনন্তর বিভাবসু দক্ষিণদিক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই তেজোভাগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে প্রাণীসকল নিতান্ত ক্লান্ত, গ্লানিযুক্ত, ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও সাতিশয় তন্দ্রাপরতন্ত্র হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই স্বপ্নাভিভূত হইয়া থাকে। ভগবান আদিত্য এইরূপে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত পুনরায় বর্ষার সৃষ্টি করেন। অনন্তর তিনি সুধাময় বৃষ্টিধারী, মন্দ মন্দ সমীরণ ও সুখসেব্য সন্তাপদ্বারা স্থাবরজঙ্গম সকল পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। হে পার্থ! সবিতা অতীন্দ্রিত হইয়া নিরন্তর এইরূপে কালচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার গতি অবিচ্ছিন্ন, তিনি জলপদার্থের ন্যায় কখনই এক স্থানে অবস্থিতি করেন না, তিনি সর্ব্বভূতের তেজোভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করেন, তিনি সর্ব্বভূতের পরমায়ু ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের বিভাগ করিতেছেন এবং দিবা, রাত্রি, কলা ও কাষ্ঠা নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন।"

১৬৪তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণ সমীপে মহর্ষিগণের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যপরায়ণ ধৈর্য্যশালী ব্রতাচারকুশল মাহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দর্শনপ্রতীক্ষায় প্রমুদিতমনে পরমসুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। যেমন স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে সুরগণের অনির্ব্বচনীয় চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তদ্রূপ সুপুষ্পিত-পাদপশোভিত। সেই নগোত্তম সন্দর্শন করিয়া মহাবীর পাণ্ডবগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মহীধরবারের শিখরদেশে অধিরূঢ় হইয়া ময়ূরের কেকা-বাণী ও হংসকুলের কলরব-শ্রবণ এবং নানাজাতীয় কুসুমের-সুষুমা-সন্দর্শনে অপার আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। তথায় কুবেরকৃত শত শত সুরম্য সরোবর তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল; সেই সকল সরসীতে সর্ব্বদাই হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে; উৎপল-সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে ও শৈবালদ্বারা তীরভূমিসকল

সংবৃত রহিয়াছে। অত্রত্য ক্রীড়াপ্রদেশসকল অতিরমণীয় সুবিচিত্র মাল্যদামে সুশোভিত, নানাবিধ মণিনিচয়ে অলঙ্কত ও ধনাধিপতি কুবেরের ঐশ্বর্য্যানুরূপ, সুসমৃদ্ধ ছিল। মুনিগণ ইহার সুগিন্ধ কুসুমসমূহ শোভিত নানাবিধ পাদপে সমাকীর্ণ শৃঙ্গ-সকলে সুখস্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে বিচরণ করেন।

পাণ্ডবগণ-প্রতি মহর্ষিগণের আশীর্বাদ

হে পুরুষপ্রবীর! সেই নগোত্তমের স্বীয় তেজ ও মহৌষধির প্রভাবে তথায় দিবস-রজনীর কোন বিশেষ নয়নগোচর হইত না। বহ্নি যাহার সাহায্যে যামিনীযোগে চরাচর জগৎ উদ্ভাসিত করেন, পর্ব্বতস্থ মহাপুরুষ পাণ্ডবেরা সেই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সন্দর্শন করিতেছেন। 'হে বীরগণ! তোমরা তিমিরারি কিরণজালসমুদ্ভাসিত দিগদিগন্ত এবং তাহার উদয় ও অস্তগমনস্থান অবলোকন করিয়া স্বাধ্যায়সম্পন্ন, শুচিব্রত ও সত্যপরায়ণ হইয়া এই স্থানেই মহারথ পার্থের সমাগমপ্রতীক্ষায় কালক্ষেপ কর; আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা অচিরাৎ সংগৃহীতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই।"

পাণ্ডবেরা মহর্ষিগণের এইরূপ আদেশে তপস্যা ও যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতস্থ বিচিত্র বনরাজি নিরীক্ষণ করিয়া নিরন্তর অর্জ্জুনকে চিন্তা করাতে দিবারাত্র সংসংসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন যখন ধৌম্যের অনুমতিক্রমে জটাধারণপূর্ব্বক প্রব্রাজিত হইয়াছেন, তদবধি তাঁহাদের হর্ষ বিলুপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল অর্জ্জুনচিন্তায় তাঁহাদিগের চিত্ত ব্যাসক্ত রহিয়াছে; অতএব কিরূপেই বা মনের সন্তোষ হইবে।

গজেন্দ্রগামী জিষ্ণু জ্যেষ্ঠের আদেশক্রমে যে অবধি কাম্যাকবন পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রসকাশে গমন করিয়াছেন, তদবধি সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তখন সেই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া দিনযামিনী কেবল সেই অর্জ্জুনকে চিন্তা করিয়া অতিকষ্টে একমাস অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে ধনঞ্জয় ইন্দ্রালয়ে পঞ্চবর্ষ বাস করিয়া তাঁহার নিকট আগ্নেয়, বারুণক, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, যাম্য, ধাত্র, সাবিত্র ও বৈশ্রাবণীয় অস্ত্রশস্ত্রলাভ করিয়া শতক্রতুকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে গন্ধমাদনে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যক্ষযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৬৫তম অধ্যায়

নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায়-অর্জ্জুনের গন্ধমাদনে ভ্রাতৃগণসহ মিলন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাবীর অর্জ্জুন মস্তকে কিরীট, গলদেশে মাল্য ও অঙ্গে নানাবিধ অভিনব আভরণ ধারণ করিয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন মাতলিপরিচালিত ইন্দ্ররথে আরোহণপূর্ব্বক জলদের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী মহতী উল্কার ন্যায় ধূমসম্পর্কশূন্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাসদৃশ স্বীয় দীপ্যমান মূর্ত্তিতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সহসা গন্ধমাদন-পর্ব্বতে আগমন করিলেন। নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্ররথ অবলোকন করিয়া অসীম আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন। কিরীটিমালী ইন্দ্রনন্দন রথ হইতে আরোহণপূর্ব্বক অতি নম্রভাবে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও যথাক্রমে ধৌম্য, যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরের পাদবিন্দন করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; পরে নকুল ও সহদেব উভয়ে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পরমানন্দলাভ করিয়াছিলেন, ধনঞ্জয়ও তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।

নমুচিনিসূদন যাহাতে আরোহণ করিয়া দলবদ্ধ সপ্ত দানবকুলের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, সত্ত্বশালী পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্ররথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং মাতলির প্রতি সুরেন্দ্রোচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক যথাক্রমে দেবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; মাতলিও পিতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে উপদেশসহকারে অভিনন্দন করিয়া সেই অপ্রতিম রথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় ত্রিদিবনাথের সকাশে প্রস্থান করিলেন। মাতলি প্রস্থান করিলে পর শক্ররিপুপ্রমার্থী শক্রনন্দন শক্রদত্ত মহামূল্য আভরণসকল প্রিয়তমা পাঞ্চালনন্দিনীকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় কুরুকুলতিলক পাণ্ডবগণ ও সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক 'আমি এইপ্রকারে ইন্দ্র, বায়ু ও মহাদেবের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি, দেবগণ আমার চরিত্র ও সমাধিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন', ইত্যাদি সমুদয় স্বর্গবাসবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সানন্দচিত্তে নকুল ও সহদেবের সহিত সেই আশ্রমে শয়ন করিলেন।

১৬৬তম অধ্যায়

পাণ্ডবসমীপে ইন্দ্রের আগমন-পাণ্ডবাভিনন্দন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হইলে ধনঞ্জয় প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিতেছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষে মৃগ, ব্যাল ও পক্ষিগণের কোলাহলের ন্যায় বিবিধ বাদ্যধ্বনি, দেবগণের তুমুল কলরব, রথনেমিনিস্বন ও ঘণ্টাশব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর দিব্যকান্তিসমুজ্জলকলেবরে পুরন্দর বিমানারূঢ় অপ্সরাগণে পরিবৃত

হইয়া কাঞ্চনের ন্যায়, পরিষ্কৃত মেঘের ন্যায় শব্দায়মান অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কৌন্তেয়দিগের অন্তিকে আগমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা সুররাজকে অবলোকন করিবামাত্র প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণাসহকারে বিধিবিহিতরূপে পূজা করিয়া পরামপ্রীত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয় দেবরাজকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমীপে ভৃত্যুবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে বিনীতভাবে পবিত্র তাপসবেশে দেবরাজের সকাশে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতমনে তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। ধীমান পুরন্দর অদীনমনঃ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে রাজন! আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার কল্যাণ হউক, এক্ষণে আপনি পুনরায় কাম্যকাশ্রমে গমন করুন। ধনঞ্জয় আমার নিকট হইতে সমুদয় অস্ত্রলাভ করিয়া আমার মহৎ প্রিয়কার্য্য সম্পাদনা করিয়াছেন।" সহস্রলোচন এই কথা কহিয়া অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণসহ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন।

যে বিদ্বান সংবৎসর ব্রহ্মচারী ও ব্রতচারী হইয়া ইন্দ্রের সহিত ধনেশ্বর গৃহবাসী পাণ্ডবগণের এই সমাগম অধ্যয়ন করেন, সে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে শতবর্ষজীবিত থাকেন।

১৬৭তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসায় অর্জ্জুনের অস্ত্রাদিলাভ বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরন্দর প্রস্থান করিলে ধনঞ্জয় কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মপুত্রকে অভিবাদন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গদগদ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! কি প্রকারে তোমার এতাবৎকাল সুরলোকে অতিবাহিত হইল? কি প্রকারে শতক্রতুকে পরিতুষ্ট করিয়া অস্ত্র-সমস্ত গ্রহণ করিলে? তুমি কি সমুদয় অস্ত্রে সম্যক শিক্ষিত হইয়াছ? মহেন্দ্র ও মহাদেব কি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াই তোমাকে এই সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন? হে অরিন্দম! তুমি ভগবান ইন্দ্রের এমন কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ যে, তিনি তোমাকে প্রিয়কারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? যে প্রকারে ভগবান পুরন্দর ও পিনাকধারী তোমার দর্শনগোচর হইলেন, তুমি যে প্রকারে অস্ত্রসমুদয় হস্তগত করিলে, যে প্রকারে তাহাদিগের আরাধনা করিয়াছ এবং দেবরাজের যে সকল প্রিয়কার্য্য করিয়াছে, তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর।"

শিবের নিকট পাশুপতা-অস্ত্রপ্রাপ্তি-কথা

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! আমি যেরূপ অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী। হইয়া সুরেশ্বরের ও শঙ্করের সাক্ষাৎকারলাভ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকটে সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আপনার আদেশানুসারে কাম্যক-কানন হতে ভৃগুতুঙ্গে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলাম। একরাত্রি বাসের পরে পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৌন্তেয়! তুমি কোথায় গমন করিবে? আমি

তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। তিনি আমার বাক্যশ্রবণে আমার প্রতি প্রীতিমান হইয়া সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভারত! প্রফুল্ল হইয়া তপশ্চর্য্যা কর; তুমি অচিরকালমধ্যেই সুররাজের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।"

"আমি তাঁহার বাক্যে হিমালয়-পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক প্রথম মাস ফলমূলভোজনে, দ্বিতীয় মাস জলমাত্র-পানে, তৃতীয় মাস নিরশনে ও চতুর্থ মাস। ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অতিবাহন করিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতেও আমার প্রাণবিয়োগ হইল না। অনন্তর পঞ্চম মাসের প্রথম বাসর অতীত হইলে অবলোকন করিলাম, এক বরাহ মুহুর্মুহু বিবর্ত্তিত হইয়া পোত্র [নাসাগ্র] ও চরণদ্বারা ধরাতল বিদার এবং জঠরদ্বারা সংমার্জ্জনপূর্ব্বক আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। কিরাতবেশধারী এক পুরুষ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ধনুর্ব্বাণ-খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে। আমি যে সময়ে ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই ভীষণ জন্তুকে আঘাত করিলাম, সেই সময় সেই কিরাতও শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক যেন আমার হৃৎকম্প উৎপাদন করিয়াই তাহাকে দৃঢ়তররূপে তাড়না করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়া কহিল, 'তুমি মৃগয়াধর্ম্মের প্রথা পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার পূর্ব্বপরিগ্রহ লক্ষ্যের প্রতি শরাঘাত করিলে? অতএব এক্ষণে এই নিশিত শরজালে তোমার দর্পচূর্ণ করিতেছি।" সেই মহাকায় ধনুর্দ্ধর এই কথা কহিয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক আমাকে আচ্ছাদন করিল। আমিও তাহার উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম; পর্ব্বত যেমন বজ্রপরম্পরাদ্বারা আহত হয়, কিরাতের কলেবরও সেইরূপ আমার নিক্ষিপ্ত অনুমন্ত্রিত, দীপ্তমুখ শরসমূহদ্বারা বিদ্ধ হইল। পরে তাহার সেই শরীর শতসহস্র প্রকার হইয়া উঠিল; তথাপি আমি তাহার তাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে শরাঘাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই সকল শরীর পনরায় একীভূত হইয়া গেল, ইহা দেখিয়াও আমি শরাঘাত করিতে নিরস্ত হইলাম না। পরে সেই কিরাত আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কখন শরীর সূক্ষ্ম ও মস্তক বৃহৎ, কখন বা শরীর বৃহৎ ও মস্তক ক্ষুদ্র, কখন বা একীভূত হইয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। আমি বারংবার সরনিকর বর্ষণেও তাহাকে পরাভব করিতে না পারিয়া শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র সংযোজনা করিলাম, কিন্তু তদ্বারাও তাঁহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলাম না; প্রত্যুত, সেই মহাস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। মহারাজ! আমি পুনর্ব্বার দীপ্তিমান শঙ্কুকর্ণ, বারুণ, শর বর্ষ, প্রস্তরবর্ষ ও প্রকাণ্ড শলভাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কিরাত সেই সমুদয় অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন আমি শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সংযোজন করিলাম। সেই সংযোজিত ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত শর সমূহ প্রসব করিয়া বর্ধিত হইতে লাগিল; তাহার তেজঃপ্রভাবে ক্ষণমাত্রে সমুদায় লোকক সন্তাপিত হইল এবং দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এককালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাতেজাঃ কিরাত তাহাও বিনষ্ট করিল দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল ; তথাপি ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে আঘাত করিলাম, কিন্তু সে সহসা সে সকল অস্ত্র ও ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই রূপে সমুদায় অস্ত্র প্রয়োগ বিফল হইল অবলোকন করিয়া তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু মুষ্ট্যাঘাত ও তল প্রহারপূর্ব্বক ব্যায়াম করিয়া

তাহাকে পরাভূত করিতে পারিলাম না; প্রত্যুত আমিই অবসন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলাম।

অনন্তর সেই কিরাত হাস্য করিয়া আমার সমক্ষেই স্ত্রীগণের সহিত অন্তর্হিত হইল; পরে কিরাতমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক দিব্যাম্বরশোভিত ভুজঙ্গভূষিত পিনাকপাণি বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পরক্ষণেই ঊমা সমভিব্যাহারে আবিভূত হইলেন। আমি তৎকাল পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় সমর ভূমিতে সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছি দেখিয়া, তিনি আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পরন্তপ ! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; এই ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্ব গ্রহণ কর; ইহা কহিয়া সেই শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় আমাকে প্রদান করিলেন; পরে পুনরায় কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি তোমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার প্রার্থণীয় কি? ব্যক্ত কর, আমি তোমাকে অমরত্ব ভিন্ন আর সমুদায় বর প্রদান করিব। তখন আমি তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে সমুদয় দেব অস্ত্র প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রর্থনা। অনন্তর ভগবান্ ত্রিলোচন কহিলেন, হে পাণ্ডব! আমি তাহা প্রদান করিলাম ; আমার রৌদ্রাস্ত্র তোমাকে নিরন্তর উপসনা করিবে, কিন্তু এই সনাতন অস্ত্র কদাপি মানবের প্রতি প্রয়োগ করিও না, ইহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রয়োগ করিলে সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ করিবে। যখন তুমি নিতান্ত পীড্যমান হইবে ও অন্যান্য অস্ত্র সমূহ প্রতিহত করিবার মানস করিবে, তখন ইহা প্রয়োগ করিও। তিনি এই কথা কহিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন।

এই রূপে দেবদেব মহাদেব প্রসন্ন হইলে, অরাতিগণের উৎসদিন, পরসেনার নিকর্ত্তন, সুর, দানব ও রাক্ষসগণের দুঃসহ মূর্ত্তিমান পাশুপত অস্ত্র তৎক্ষণাৎ আমার পার্শ্বে অসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি আমার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলো।

১৬৮তম অধ্যায়

ইন্দ্রকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্রলাভ

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ । অনন্তর আমি দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগ্রহে সেই স্থলে প্রতি ও প্রসন্ন চিত্তে এক রজনী অবস্থিতি করিলাম। পর দিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাধান-পূর্ব্বক সেই দৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সন্দর্শন ও আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আমি ভগবান্ ভবানীপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যেরূপে ভগবান ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ, তাহা অন্যের অদৃষ্টে কদাচ সম্ভবে না; এক্ষণে বৈবস্বতপ্রমুখ লোকপালবর্গের সহিত সমবেত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলে, তিনিও তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আমাকে বারংবার আলিঙ্গন-পূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দিন অপরাহ্ণে সুশীতল সমীরণ পৃথিবীস্থ সমস্থ লোককে নবীকৃত করিয়া হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইল, সুগন্ধি দিব্য মাল্য সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল, এবং ঘোরতর দিব্য বাদ্য ও ইন্দ্রবিষয়ক অতি মনোহর স্তুতিবাদ শ্রুতি, গোচর হইয়া উঠিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ মহাদেবের সম্মুখে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রানুচর, তন্নিলয়নিবাসী স্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ ও দেবগণ দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র অলঙ্কৃত অশ্বগণ-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া শচীদেবীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অসাধারণ রাজশ্রীসম্পন্ন নরবাহন কুবের ও তথায় আগমন করিলেন। পরে দক্ষিণ দিগ্বিভাগে অবস্থিত যমরাজ এবং যথাস্থানস্থ বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর লোকপালগণ আমাকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন। তুমি সুরকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ভগবান্ ত্রিলোকচনকে নেত্রগোচর করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে অবলোকন কর; আমরা প্রসন্ন হইয়া তোমাকে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিতেছি, যথা বিধানে প্রগণ কর। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রযতমনে মহাস্ত্র সকল বিধিবৎ গ্রহণ করিলাম। তখন দেবগণ আমাকে গমন করিতে অনুমিত প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র রাথারোহন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি এস্থানে আগমন করিবার পূর্ব্বেই তোমাকে অবগত হইয়াছি, কিন্তু পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পূর্ব্বে তুমি বহুতর তীর্থে বারংবার স্নান ও অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছ, তন্নিমিত্ত দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ তোমার প্রভাব বিদিত হইয়াছেন; এক্ষণে পুনর্ব্বার তপানুষ্ঠান করিয়া সুরলোকে গমন করিতে হইবে। মাতলি আমার আদেশানুসারে তৎকালে সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া দেবলোকে গমন করিবে।”

“অনন্তর আমি কহিলাম, ‘ভগবন! আমি অস্ত্রলাভার্থ আপনাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।”

ইন্দ্র কহিলেন, "বৎস! তুমি অস্ত্রশিক্ষা করিতে নিতান্ত ক্রূরকর্ম্ম হইবে; অতএব অস্ত্রশিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে যে কারণে অস্ত্রশিক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার সে মনোরথ অচিরাৎ সম্পূর্ণ হইবে।" আমি কহিলাম, "হে দেবরাজ! আমি শক্রপ্রযুক্ত অস্ত্রসমূহ নিবারণ ব্যতিরেকে কদাচ মনুষ্যের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিব না। আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন; পরে আমি তাহার প্রভাবে নিখিল লোক লাভ করিব।"

"ইন্দ্র কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার পরীক্ষার নিমিত্ত এইরূপ কহিতেছিলাম; ফলতঃ আমার পুত্র হইয়া যেরূপ কহিতে হয়, তুমি তাঁহাই কহিয়াছ, এক্ষণে মন্নিকেতনে গমন করিয়া বায়ু, অগ্নি, অষ্টবসু, বরুণ ও মরুদগণ হইতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শিক্ষা কর এবং সাধ্য, পৈতামহ, গান্ধর্ব্ব, ঔরঙ্গ, রাক্ষস, বৈষ্ণব, নৈঋত ও ঐন্দ্র অস্ত্র-সমুদয়ও তথায় অবগত হইতে সমর্থ হইবে।" এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং লোকপাল সকল স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

"অনন্তর মাতলি ইন্দ্রের অধিকৃত অতিপবিত্র মায়াময় এক রথ আনয়ন করিয়া সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনি কার্য্যবিশেষ সংসাধন করিয়া সত্বর প্রস্তুত হউন। অদ্যই সশরীরে সুরলোকে যাইয়া অতিপবিত্র লোকসকল অবলোকন করিবেন।"

"আমি মাতলিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হিমাচলকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দিব্য-রথে আরোহণ করিলাম। অশ্ববিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা মাতলি মনোমারুতগামী তুরঙ্গম-সকলকে মহাবেগে চালনা করাতে রথবির বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মাতলি বিস্ময়বিস্ফরিত-লোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অশ্বগণ ধাবমান হইবামাত্র দেবরাজ বিচলিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আপনি অনুমাত্রও বিচলিত বা চকিত হইলেন না; প্রত্যুত রথমধ্যে স্থিরভাবেই অবস্থান করিয়া রহিলেন। বলিতে কি, আপনার এই সমস্ত কার্য্য দেবরাজের কার্য্য-সকল অতিক্রম করিয়াছে, এই বলিয়া মাতলি নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া বিমান ও দেবালয়সকল দর্শন করাইলেন। ঐন্দ্ররথ ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইলে দেখিলাম যে, তথায় মহর্ষিগণ ও দেবতারা সকলে স্বীয় স্বীয় অভীষ্টদেবের অর্চনা করিতেছেন। অনন্তর দেবর্ষিদিগের কাম্য লোকসমুদয় এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের প্রভাব আমার নয়নপথে নিপতিত হইল। পরে ইন্দ্র-সারথি মাতলি নন্দন প্রভৃতি দিব্যবন ও উপবনসকল অবলোকন করাইলেন।

"পরিশেষে কল্পপাদপশোভিত দিব্যরত্নবিভূষিত ইন্দ্রনগরী অমরাবতী নিরীক্ষণ করিলাম; যেস্থানে সূর্য্যের উত্তাপ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ক্লান্তি নাই ও ধূলিজালজনিত কেশের লেশ নাই; যেস্থানে জরা নাই, শোক নাই এবং দৈন্য ও দৌর্ব্বল্যের প্রাদুর্ভাব নাই; যেস্থানে গ্লানি, ক্রোধ ও লোভের অনুভব হয় না ও সকল প্রাণী নিত্যসন্তুষ্ট; যেস্থানে হরিদ্বর্ণপলাশালঙ্কৃত পাদপাবলী সততই ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে; যেস্থানে বিকশিত পদ্মগন্ধমোদিত স্বচ্ছসলিল সরোবর-সকল শোভা পাইতেছে; সুশীতল পরিশুদ্ধ জগৎপ্রাণ সমীরণ অনবরত মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে; যেস্থানে ভূমি-সকল নানাবিধ রত্নরাগে

রঞ্জিত ও কুসুমসমূহে সুশোভিত হইতেছে; যেস্থানে বহুতর মনোহর পক্ষিকুল মধুরস্বরে গান ও মৃগগণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং যেস্থানে বহুবিধ বিমানগামী প্রাণীসকল সতত পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

"আমি তথায় বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদগণ, আদিত্য ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়কে অর্চনা করিলে তাঁহারা আমাকে 'তোমার বল, বীর্য্য, তেজ, যশ ও অস্ত্র অক্ষয় এবং সমরে জয়লাভ হইবে।' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমি অমরপুরী-প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে নমস্কার করিলে তিনি প্রীতমনে আমাকে নিজ আসনার্দ্ধ প্রদান করিলেন এবং স্নেহবশতঃ স্বকীয় করকমলদ্বারা বারংবার আমার গাত্রস্পর্শ করিতে লাগিলেন। আমি তখন অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত মহাত্মা দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সুরলোকে বাস করিতে লাগিলাম। অস্ত্রশিক্ষা-প্রসঙ্গে বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের সহিত আমার সাতিশয় সৌহার্দ্য জন্মিল। তিনি আমাকে সমস্ত নৃত্য-গীত ও বাদ্যশিক্ষা করাইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আমি পূর্ণমনোরথ হইয়া পরম সুখসমাদরে পাকশাসনপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। তথায় প্রতিদিন সুমধুর গীত ও তুর্য্যঘোষ শ্রবণ এবং অপ্সরাগণের নৃত্য সন্দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকিতাম; এদিকে আবার পুরুষার্থবোধে অস্ত্রশিক্ষা বিষয়েও সবিশ্লেষ মনোনিবেশ করিয়া তাহার পর্য্যালোচনা করিতাম, এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্র আমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে একদা সুররাজ আমার মস্তকে পাণিপ্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! মানব দূরে থাকুক, অদ্যাবধি দেবগণও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি সংগ্রামে অপ্রমেয় অধৃষ্য ও অপ্রতিম হইবে, অস্ত্রযুদ্ধে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পরিবে না, তুমি সকল বিষয়েই দক্ষ, সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেত্তা ও মহাবীর, তুমি আমার নিকট পঞ্চদশ অস্ত্রলাভ করিয়াছ এবং অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার, আবৃত্তি [পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও সংহার—বাণনিক্ষেপ ও নিক্ষিপ্ত বাণের সংহার—ফিরাইয়া আনা], প্রায়শ্চিত্ত [অনবধানতাবশতঃ নিরপরাধ ব্যক্তিকে বাণদ্বারা দগ্ধ করিয়া পুনঃ শুশ্রূষাদিদ্বারা তাহার শান্তি করা] ও প্রতিঘাত [বিপক্ষের অস্ত্রে অভিভূত যোদ্ধার তৎপ্রতিকারার্থ নিজাস্ত্র উদ্দীপন— তত্তুল্য অস্ত্রক্ষেপণ] এই পঞ্চবিধ বিধিবিজ্ঞানবিষয়েও আর কেহ তোমার সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত হইবে না। এক্ষণে তোমার গুরুদক্ষিণার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রথমতঃ অঙ্গীকার কর; পশ্চাৎ আমি দক্ষিণা নিরূপণ করিয়া দিব।"

"এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সুররাজকে কহিলাম, 'হে দেবাধিপ! যে কার্য্য আমার কৃতিসাধ্যে সম্পন্ন হইবার যোগ্য, তাহার সংসাধনে কোনমতেই ত্রুটি করিব না, আপনি নিশ্চয় বোধ করিবেন, উহা সম্পন্ন হইয়াছে।" তখন ভগবান পাকশাসন স্মিতমুখে আমাকে কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! ত্রিভুবনে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে নিবাতকবচ-নামক কতকগুলি দুর্দান্ত দানব আমার পরমশত্রু, তাহারা সাগরগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের রূপ, বল ও প্রভা একই প্রকার, সংখ্যা তিন কোটি, তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর, তাহা হইলে তোমার গুণদক্ষিণাদান সম্পাদিত হইবে।"

গুরুদক্ষিণা-প্রদান জন্য অর্জ্জুনের নিবাতকবচাদি দৈত্যবধার্থ যাত্রা

অনন্তর দেবরাজ পূর্ব্বে যে রথে আরোহণ করিয়া বিরোচননন্দন বলিকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ময়ুরপক্ষসদৃশ রোমপরিবৃত অশ্বযোজিত, মাতলি-পরিচালিত, প্রভাসসম্পন্ন সেই দিব্যরথ প্রদান করিয়া আমার মস্তকে স্বহস্তে কিরীট বন্ধন করিয়া দিলেন এবং লাবণ্যানুরূপ তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার-সকল ও অভেদ্য সুখস্পর্শ কবচ প্রদানপূর্ব্বক গাণ্ডীবে অজরা জ্যা যোজনা করিলেন। আমি সেই রথবরে অধিরূঢ় হইয়া যাত্রা করিলাম। তখন দেবগণ রথের ঘর্ঘরশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া ইন্দ্র-বোধে আমাকে অবলোকন করিতে আগমন করিলেন; পরে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হে ফাল্গুন! তুমি কোন কার্য্যসাধনার্থে গমন করিতেছ?" আমি কহিলাম, "হে দেবগণ! আমি নিবাতকবচগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। এক্ষণে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন।" তখন দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজের ন্যায় আমারও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, "হে অর্জ্জুন! এই রথে আরোহণ করিয়া দেবরাজ রণস্থলে শম্বর, নমুচি, বল, বৃত্র, প্রহ্লাদ ও নরক প্রভৃতি শতসহস্র অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন; তুমিও তদ্রূপ ইহাতে অধিরূঢ় হইয়া নিবাতকবচগণকে বিনাশ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর আমরা তোমাকে এই এক পরমোৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাদ্বারা দানবগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে; বলিতে কি, ত্রিদশনাথ এই শঙ্খপ্রভাবেই দেব, দানব প্রভৃতি সমস্ত লোক বিজয় করিয়াছিলেন।"

"তখন আমি জললাভার্থ সেই দেবদত্ত শঙ্খ গ্রহণ করিয়া অমরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শঙ্খ, কবচ, বাণ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামাভিলাষে দানবগণোদ্দেশে সাগরগর্ভে গমন করিলাম।"

১৬৯তম অধ্যায়

নিবাতকবচাদির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর আমি অনেকানেক স্থানে মহর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া মহাসাগর সন্দর্শন করিলাম। তথায় বহুল ফেনপরিপ্লুত, সংহত ও অত্যুন্নত তরঙ্গনিকর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে, চতুর্দ্দিকে রত্নপরিপূর্ণ শতসহস্র তরণী প্লবমান হইতেছে; তিমি [বৃহৎ সামুদ্রিক মৎস্য], তিমিঙ্গিল [তিমিকে যে মৎস্য গিলিতে পারে], তিমিঙ্গিলগিল [রাঘব—তিমিঙ্গিলকে যে মৎস্য গিলিতে সমর্থ], মকর ও কচ্ছপ-সমুদয় জলমগ্ন শৈলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; সলিলমধ্যে শতসহস্র শঙ্খ অল্পাভ্রপটলসংবৃত [তরল মেঘস্তর] তারকাস্তবকের [নক্ষত্রগুচ্ছের—একত্র পুঞ্জীভূত তারকা] ন্যায় সুশোভিত হইতেছে; প্রভাবসম্পন্ন বহুবিধ রত্নজাত নিমগ্ন রহিয়াছে এবং অতি ভীষণ সমীরণ প্রবলবেগে আশ্চর্যরূপে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে।

"আমি এবংবিধ অম্ভোনিধি নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে তন্মধ্যস্থিত দানবালয় অবলোকন করিলাম। অনন্তর রথযোগবেত্তা মাতলি অনতিবিলম্বে পাতালতলে অবতীর্ণ হইয়া রথঘর্ঘর-শব্দে তত্রত্য সমস্ত লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারপূর্ব্বক দানবপুরীর অভিমুখে বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। তখন দানবেরা নভোমণ্ডলবর্ত্তী নীরদনিনাদের ন্যায় সেই রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রবোধে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং শশব্যস্ত হইয়া অসি, শূল, পরশু, গদা, মুষল, শর ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক শঙ্কিত-মনে পুরদ্বার রোধ করিয়া তথায় রক্ষক নিযুক্ত করিয়া অদৃশ্যভাবে রহিল।

"অনন্তর আমি দেবপ্রদত্ত শঙ্খ, গ্রহণপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে মন্দ মন্দ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার প্রতিশব্দ অন্তরীক্ষে স্তব্ধ হইয়া উঠিল। প্রাণীগণ সন্ত্রস্তচিত্তে ইতস্ততঃ লুক্কায়িত হইতে লাগিল; ইত্যবসরে সহস্র সহস্র নিবাতকবচ বর্ম্ম ধারণ ও লৌহনির্ম্মিত মহাশূল, গদা, মুষল, পট্টিশ, করবাল, রথচক্র, শতঘ্নী, ভুশণ্ডী এবং বিচিত্র অলঙ্কৃত খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক নির্গত হইতে লাগিল। মাতলি বারংবার বিচার করিয়া সমতল প্রদেশে অশ্বচালনা করিলে অশ্বেরা এরূপ দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল যে, তৎকালে কিছুই লক্ষিত হইল না; ফলতঃ উহা আমার পক্ষে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। পরে নিবাতকবচগণ সহস্র সহস্র বিকৃতস্বর বিকৃতাকার বাদ্যবাদন করিতে আরম্ভ করিলে সেই ঘোরতর শব্দ-প্রভাবে সাগরগর্ভে পর্ব্বতোপম মৎস্যগণ উদভ্রান্তমনে দ্রুতগমনে ইতস্ততঃ সঞ্চারণ করিতে লাগিল। অনন্তর দানবেরা শাণিত বাণবর্ষণ করিতে করিতে আমার প্রতি ধাবমান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; ক্রমে ক্রমে সেই নিবাতকবচান্তক যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দানবযুদ্ধে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবর্ষি দানবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সংগ্রামদর্শনার্থ আগমন করিয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন।"

১৭০তম অধ্যায়

দানবগণের মায়াযুদ্ধ

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজন! অনন্তর নিবাতকবচগণ বহুবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে আমার প্রতি ধাবমান হইল এবং আমার রথের পথরোধ ও পরিবেষ্টন করিয়া চারিদিক হইতে আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ এবং অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। পরে অন্যান্য মহাবলপরাক্রান্ত দুর্দান্ত দানবেরা শূল, পট্টিশ প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং আমার রথোপরি গদা, শক্তি ও সুমহৎ শূলবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর রণস্থলে কালরূপী মহাঘোর প্রহরণধারী নিবাতকবচগণকে একে একে গাণ্ডীবমুক্ত অজিহ্মগ [ঋজুগামী-যাহা সোজাসুজি যায়] দশ দশ বাণদ্বারা বিনাশ করিলাম। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবশিষ্ট সকলেই পলায়ন করিল।

"তখন মাতলি বায়ুবেগে সুপ্রণালীক্রমে অশ্বচালনা করিলে তাহারা বহুবিধ পথপর্য্যটন করিয়া অসুরগণকে মন্থণ করিতে লাগিল। সেই রথে শত শত অশ্ব যোজিত ছিল, কিন্তু তৎকালে মাতলির সুকৌশলে পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে নিতান্ত অল্পসংখ্যক বলিয়া

বোধ হইল; কোনক্রমেই বিশৃঙ্খল হইল না। অশ্বের চরণপাত, রথচক্রের ঘর্ঘর-শব্দ ও আমার শরবর্ষণে শত শত অসুরেরা প্রাণপরিত্যাগ করিল। তখন অশ্বেরা হতশরাসন ধরাতলপতিত গতাসু অসুর ও সারথিদিগকে চরণদ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর নিবাতকবচগণ দিগ্বিদিকসকল রোধ করিয়া আমার প্রতি বহুবিধ অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন আমার মন সাতিশয় উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু মাতলির কি আশ্চর্য্য শিক্ষাকৌশল ও অদ্ভুত বীর্য্য! তিনি অনায়াসেই সেই মহাবেগে ধাবমান তুরগগণের রশ্মি সংযত করিলেন। পরে আমি আশুগামী বিচিত্র অস্ত্রদ্বারা শতসহস্র অস্ত্রধারী অসুরগণকে ছিন্নভিন্ন করিলাম।

"ইন্দ্রসারথি মাতলি যুদ্ধে আমার এইরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। অসুরেরা অনেকেই অশ্ব ও রণদ্বারা বিনষ্ট হইল, কতকগুলি পলায়ন করিল, কেহ কেহ বা শরপীড়িত ও আমাদিগের কর্ত্তৃক ভৎসিত হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে আচ্ছন্ন করিল। তখন আমি অবিলম্বেই মন্ত্রপূত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা শতসহস্র অসুরগণকে দগ্ধ করিলাম। তাহারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধাভরে শক্তি, শূল ও অসি-বর্ষণদ্বারা পুনরায় আমাকে নিতান্ত উত্ত্যক্ত করিলে পর আমি সুতীক্ষ্ণ তেজঃসম্পন্ন দেবরাজের দয়িত মাধব নামক এক উৎকৃষ্ট অস্ত্রগ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র ডোমার প্রভৃতি শক্রপ্রযুক্ত অস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর রোষপরবশ হইয়া দশ দশ বাণদ্বারা অসুরদিগের এক একজনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার গাণ্ডীব হইতে ভ্রমরমালার ন্যায় শরনিকর নির্গত হইলে মহাত্মা মাতলি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অসুরেরা যে সমস্ত বাণ প্রয়োগ করিল, তিনি তাহারও সমুচিত প্রশংসা করিলেন। অসুরেরা পুনরায় আমার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিলে আমিও বাণদ্বারা অসুরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। অনন্তর যেমন প্রাবৃট্‌কালে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবিরল জলধারা নিপতিত হইতে থাকে, তদ্রূপ অসুরদিগের ক্ষতবিক্ষত গাত্র হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পরে দানবেরা অশনিসমস্পর্শ অতিবেগগামী অজিহ্মগ মদীয় বাণদ্বারা বধ্যমান হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আমার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল।"

১৭১তম অধ্যায়

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক অসুরগণের মায়াযুদ্ধজালচ্ছেদন

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর চারিদিক্ হইতে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি পর্ব্বতপ্রমাণ শিলাস্তম্ভদ্বারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া মাহেন্দ্রাস্ত্র প্রেরিত বজ্রসঙ্কাশ শরনিকরদ্বারা শিলা-সকল চূর্ণ করিতে লাগিলাম। তাহাতে তৎক্ষণাৎ অগ্নি উত্থিত হইল এবং অনলকণার ন্যায় সেই অশ্ম [প্রস্তর] চূর্ণ-সকল নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে শিলাবৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে জলধারা-সকল মুষলধারে দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অবিরল ধারাপাত, প্রখর ঝঞ্ঝাবাত ও দৈত্যগণের ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনে এককালে সকল দিক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, আর কিছুই অনুভব হইল না। ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ বিশাল জলধারা-সকল নিরন্তর নিপতিত হইয়া আমাদিগকে

বিমোহিত করিল। তখন আমি ইন্দ্রোপবিষ্ট ঘোরতর অতিপ্রদীপ্ত বিশোষণ-নামক এক দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম, তাহাতেই সেই সকল জল তৎক্ষণাৎ বিশোষিত হইয়া গেল।

"অনন্তর দানবেরা আমার প্রতি মায়াময় আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ সলিলাস্ত্রদ্বারা অগ্নিনির্ব্বাণ ও শৈলাস্ত্রদ্বারা বায়ুবেগ নিবারণ করিলাম। এইরূপে আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র বিনষ্ট হইলে পর যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ এককালে বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিয়া ঘোররূপ লোমহর্ষণ অস্ত্র, অগ্নি ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল এবং প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল, সেই মায়াময়ী বৃষ্টি আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিল। পরে চারদিক্ হইতে ঘোরতর নিবিড় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইলে অশ্বেরা বিমুখ ও মাতলি স্খলিত হইলেন। তাঁহার হস্ত হইতে হিরন্ময় প্রতোদ [চাবুক] ভূতলে নিপতিত হইল, তিনি তখন নিতান্ত ভীত হইয়া 'অর্জ্জুন কোথায়' ইহা বারংবার বলিতে লাগিলেন। তাহাকে বিচেতন্যপ্রায় অবলোকন করিয়া আমারও হৃদয়ে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল।

"অনন্তর তিনি একান্ত শঙ্কিত-মনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, আমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; শম্বরবধে ভয়ানক যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, আমি সে স্থানেও দেবরাজের সারথ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি; বৃত্রাসুর-সংহারে আমিই অশ্বচালনা করিয়াছি; বৈরোচনি বলির অতি বিষম সমরও নয়নগোচর করিয়াছি। এই সকল মহাঘোর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও কদাচ সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। আজি বোধ হয় সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নিশ্চয়ই প্রকৃতিবর্গের বিনাশ-কল্পনা করিয়াছেন, অন্যথা এইরূপ সংসারনাশকারী অভূতপূর্ব্ব সমরঘটনা নিতান্ত অসম্ভব।"

"আমি এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক শঙ্কাশূন্য হইয়া দানবগণের মায়াবল নির্য্যাকরণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ভীত মাতলিকে কহিলাম, "হে ইন্দ্র-সারথে! অদ্য আপনি আমার ভুজবল, অস্ত্র ও গাণ্ডীবাশরাসনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করুন। আজি আমি অস্ত্রমায়াদ্বারা দানবগণের নিদারুণ মায়া ও গাঢ়তর অন্ধকার নির্য্যাকরণ করিব; আপনি অণুমাত্র ভীত বা ব্যস্ত হইবেন না।" এই বলিয়া আমি দেবগণের হিতসাধনার্থ সর্ব্বভূতবিমোহিনী অস্ত্রমায়া সৃষ্টি করিলাম। তখন অসুরেরা আপনাদিগের মায়াজাল উচ্ছিন্ন হইল। দেখিয়া পুনরায় বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিতে লাগিল। কখন প্রচুর আলোক, কখন ঘোরতর অন্ধকার, কখন লোক-সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠিল; কখন বা সমস্ত সংসার অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি আলোকলাভ করিয়া রণস্থলে অশ্ব-চালনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে নিবাতকবচগণ পুনরায় আমাকে আক্রমণ করিলে আমিও সুকৌশলে তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলাম। পরে সেই নিবাতকবচান্তকারী সংগ্রামে মায়াপরিবৃত দানবগণকে আর অবলোকন করিতে পাইলাম না।"

১৭২তম অধ্যায়

নিঃশেষে নিবাতকবচাদি নিপাত

অর্জ্জুন কহিলেন, “মহারাজ! দৈত্যগণ মায়াপ্রভাবে অলক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; আমিও অদৃশ্যমান অস্ত্রসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার গাণ্ডীবোম্মুক্ত শর-সমূহে ভূরি ভূরি দানবের মস্তকচ্ছেদন হইলে তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এইরূপে নিবাতকবচগণের প্রাণসংহার করিলে তাহারা প্রকটিত মায়া উপসংহার করিয়া আত্মপুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের অপসারণে দৃষ্টিপথ প্রকাশিত হইলে দেখিলাম, শতসহস্র দানব নিহত হইয়া রণভূমিতে পতিত রহিয়াছে; তাহাদিগের অস্ত্র, আভরণ, গাত্র ও কবচ-সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে এরূপ স্থান নাই যে তুরঙ্গগণ একপদ গমন করে।

“আমি এই সকল অবলোকন করিতেছি, এমন সময়ে নিবাতকবচগণ সহসা অলক্ষিত রূপে নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শিলোচ্চয়-সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি ভয়ানক দানব মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া অশ্বের চরণ ও রথের চক্র ধারণ করিয়া রহিল। এইরূপে তাহারা সময়ে সময়ে অশ্ব ও রথ আকর্ষণপূর্ব্বক অচলসমূহে দিকসকল অবরুদ্ধ করিলে সেই স্থান পর্ব্বতগুহার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

“অনন্তর আমরা দানবকর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্ত এবং পর্ব্বতাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় কাতর ও ভীত হইয়াছি নিরীক্ষণপূর্ব্বক মহাত্মা মাতলি কহিলেন, “অর্জ্জুন! তুমি ভীত হইও না, বীজ গ্রহণ কর।” আমি মাতলির বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দৃঢ়তররূপে দণ্ডায়মান হইয়া গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সুররাজের প্রিয়তম অতিভীষণ বজ্র উদ্যত করিলাম। পরে সেই বজ্র হইতে বজ্রস্বরূপ লৌহনির্ম্মিত বাণ-সমূহ বহির্গত হইয়া সেই সমস্ত মায়াময় পদার্থ ও নিবাতকবচগণের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা নিহত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। যে সকল দানব পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব ও রথ আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার শর সকল তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরণ করিল।

এইরূপে পর্ব্বতোপম নিবাতকবচগণ নিহত ও ধরাশায়ী হইলে সেই স্থান গিরিবরাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অশ্বগণ, রথ, মাতলি অথবা আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বা অপকার হইল না। অনন্তর মাতলি সহাস্য-বদনে কহিলেন, ‘অর্জ্জুন! তোমার যেরূপ বলবীর্য্য অবলোকন করিলাম, বোধ হয় দেববৃন্দেরও তদ্রূপ বলবীর্য্য নাই।”

“এদিকে দানবগণ জীবনযাত্রা সংবরণ করিলে নগরমধ্যে দানবগোষাসকল শারদীয় সারসকুলের ন্যায় উচ্চস্বরে বোদন করিতে লাগিল। আমি তখন রথশব্দে তাহাদিগের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক মাতলি সমভিব্যাহারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

“দানবগণ ময়ূরসদৃশ দশসহস্র অশ্ব ও সূর্য্যসদৃশ রথ অবলোকন করিয়া দলবদ্ধ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক আপনি আপন রত্নমণ্ডিত স্বর্ণময় গৃহে প্রবেশ করিল। তৎকালে ভয়ব্যাকুল কুলবধুকুলের অলঙ্কার-ঝঙ্কার শৈলোপরি নিপতিত শিলার ন্যায় মধুর ধ্বনি উৎপাদন করিতে লাগিল।

“অনন্তর আমি সেই বিচিত্র দানবনগরী অমরপুরী অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘মহাশয়! এই অসুরনগর দেবনগর অপেক্ষাও সমধিক

সৌন্দর্য্যশালী দেখিতেছি; অতএব কি নিমিত্ত দেবগণ এবংবিধ মনোহর নগরে অধিবাস করেন না?”

মাতলি কহিলেন, “হে পার্থ! প্রথমে আমাদিগের দেবরাজেরই এই নগর ছিল; পরে নিবাতকবচগণ তীব্রতর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া এই স্থানে অধিবাস ও যুদ্ধে দেবগণ হইতে অভয় প্রার্থনা করে; তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া নগর হইতে দেবগণকে অপসারিত করিয়া দেয়। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আত্মাহিতার্থ তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভগবান কমলযোনিকে অনুরোধ করেন; তাহাতে তিনি কহিলেন, হে শত্রুহন্! তুমি দেহান্তরে অবতীর্ণ হইয়া উহাদিগকে সংহার করিবে।

‘দেবরাজ ব্রহ্মার নিকট সবিশেষ শ্রবণ করিয়া তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তুমি যে সমস্ত দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, দেবগণ কখনই তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইতেন না। পরে কমলযোনির বাক্যানুসারে কালক্রমে তুমিই তাহাদিগের কালস্বরূপ হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছ। হে পুরুষেন্দ্র! ভগবান মহেন্দ্র দানবগণের বিনাশার্থ তোমাকে অত্যুত্তম অস্ত্রবল প্রদান করিয়াছেন।’

‘অনন্তর আমি নগরে শান্তিস্থাপন করিয়া মহাত্মা মাতলিসমভিব্যাহারে পুনরায় দেবপুরে গমন করিলাম।”

১৭৩তম অধ্যায়

কালকঞ্জাদি দানবসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে নরনাথ! অমরাবতীগমনসময়ে পথিমধ্যে এক কামারী নগর নয়নগোচর করিলাম। ঐ নগর পাবক ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন, সুস্বর-পত্রতি [পক্ষী] গণপরিবৃত, রত্নময় পুষ্পফলশোভিতরত্ন-পাদপশ্রেণীতে পরিকীর্ণ গোপুরনিকরে পরিপূর্ণ; অট্টালিকায় সুশোভিত এবং দুর্গমদ্বারচতুষ্টয়ে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে; মালাধারী দানবগণ শূল, ঋষ্টি, মুষল, মুদগর প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। উহাতে কালকঞ্জ ও পুলোমজ দনুজদলের আবাসস্থান। আমি এই অদ্ভুতদর্শন আকাশচর নগর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিকে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম।

"মাতলি কহিলেন, "পুলোমা ও কালকা-নামী দুই প্রধান অসুরী দিব্য সহস্রবর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যাবসানে ভগবান স্বয়ং সেই অসুরদ্বয়ের প্রার্থনানুসারে "তোমাদিগের পুত্রগণ অল্প-দুঃখভোগী ও সুর-রাক্ষস-পন্নগগণের অবধ্য হইবে।" বলিয়া বর প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অসুর ও রাক্ষসগণের অনভিভবনীয় এই আকাশচারী নগর প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা এই সর্ব্বকামসমন্বিত বীতরোগশোক নগর কালকেয়গণের নিমিত্তই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই অমরবর্জ্জিত নগর হিরণ্যপুর বলিয়া বিখ্যাত; কালকা ও পুলোমানন্দনগণ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাহারা দেবগণের অবধ্য বলিয়া এই নগরে সর্ব্বদা সানন্দচিত্তে বাস করিতেছে; উদ্বেগ বা ঔৎসুক্য তাহাদিগের স্বপ্নের অগোচর। হে ভারত! ভগবান ব্রহ্মা মনুষ্য হইতে তাহাদিগের মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব তুমি শীঘ্র বজাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দুরন্ত কালকেয়গণকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ কর।"

"আমি তখন দানবগণকে সুরাসুরের অবধ্য বোধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলাম, "হে সূত! আপনি এই পুরীমধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করুন। আমি বলারাতির [ইন্দ্র] সমস্ত অরাতিদল অস্ত্রবলে নির্দ্দলিত করিব; এই দানবগণ আমারই বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"অনন্তর মাতলি হয়-সনাথ [যোজিতাশ্ব—অশ্বযুক্ত] দিব্যরথের সাহায্যে আমাকে অনতিবিলম্বেই হিরণ্যপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত করিলেন। দানবদল আমাকে অবলোকন করিবামাত্র বদ্ধপরিকর হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক মহাবেগে উৎপতিত হইল এবং সংরম্ভ [যুদ্ধোদযোগ] সহকারে তীব্রতর পরাক্রান্ত প্রকটিত করিয়া আমার প্রতি নালীক, নাচার, ভল্প, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

"আমি সমর্য্যাঙ্গনে স্যন্দনারোহণে বিচরণ করিতে করিতে শস্ত্র বল ও বিদ্যাবল অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র সুদূরপরাহত ও তাহাদিগকেও সম্মোহিত করিলাম। তাহারা যখন অতিমাত্র বিমোহিত হইয়া পরস্পর আক্রমণ ও আঘাত করিতে লাগিল, আমি সেই অবসরে তাহাদিগের উত্তমাঙ্গ-সকল নিশিত বিশিখজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। এইরূপে কামগপুরবাসী দানবগণ নির্ভর [অত্যন্ত] নিপীড়িত হইয়া দানবী মায়া

অবলম্বনপূর্ব্বক সেই নগর হইতে যেমন সমুৎপতিত হইল, আমি অমনি শরনিকর বিস্তার করিয়া তাহাদিগের গমনপথ আচ্ছাদন ও গতিরোধ করিলাম।

"অনন্তর আমি বিবিধ আয়ুধপাতদ্বারা দনুজদলসহ সেই দেদীপ্যমান কামচারী নগরী আক্রমণ করিলাম; ঐ দিব্যপুরী কখন ভূতলে নিপতিত, কখন উর্দ্ধে উৎপতিত, কখন তির্য্যগভাগে বিচলিত, কখন বা সলিলে নিমগ্ন হইতে লাগিল। উহা আমার সরলগামী লৌহময় বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতালে নিপতিত হইল ও তন্নিবাসী অসুরেরাও বীজসমবেগ বিশিখ-সমূহে নিতান্ত আহত হইয়া কালপ্রেরিতের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল।

"অনন্তর মাতলি সেই আদিত্যপ্রভ রথের একান্ত প্রান্তভাগে উপবেশনপূর্ব্বক আমাকে অচিরকালমধ্যে অবনীতলে অবতারিত করিলেন। তথায় সেই রোষপরবশ যুযুৎসু দানবগণের ষষ্টি-সহস্র রথ আমার সম্মুখীন হইলে আমি সেই রথসকল নিশিত অর্দ্ধাকৃতি [অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি] বাণে খণ্ড খণ্ড করিলাম। পরে দানবগণ সমরে আমাদিগকে পরাভব করা মানবের সাধ্য নহে, মনে করিয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। আমিও যথাক্রমে দিব্যাস্ত্র-সকল সংযোজন করিলাম; কিন্তু সেই সকল চিত্রযোধী রথী মুহূর্ত্তমাত্রেই আমার দিব্যাস্ত্র-সমুদয় প্রতিহত করিল। পরে তাহারা বিচিত্র ধ্বজকবচে ও মুকুট প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যেন আমার হর্ষোৎপাদনপূর্ব্বক বিচিত্র রথপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক, তাহারাই তখন আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

"আমি সেই মহাযুদ্ধে যুদ্ধকুশল দানবদলের উৎপীড়নে নিতান্ত ব্যথিত ও ভীত হইয়া সংযতচিত্তে দেবদেব মহাদেব এবং ভূতগণের নামোচ্চারণ ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক অমিত্রবিকর্ত্তন [শত্রুচ্ছেদনকারী] রৌদ্রাখ্য মহাস্ত্র সংযোজনা করিলাম; এমন সময়ে সেই সনাতন রৌদ্র অস্ত্র ত্রিমস্তক, নবলোচন, ষড়্ভুজ, সূর্য্যোনলসঙ্কাশ কেশপাশে শোভিত এবং লেলিহান মহানাগ-সমূহে কৃতশেখর পুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অবলোকন করিলাম। দর্শনমাত্রেই শরাবির্ভূত ভূতনাথকে নমস্কারপূর্ব্বক দানবগণের জীবনসংহারার্থ সেই গাণ্ডীবনিহিত পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।

কালকঞ্জাদি দানব-নিধন

"অনন্তর সেই পরিত্যক্ত অস্ত্র সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বৃষভ, হরিণ, মহিষ, আশীবিষ, গো, শরভ, বানর, বরাহ, মার্জার, শালবৃক, প্রেত, ভুরুণ্ড, গৃধ্র, গরুড়, চমর, অশ্ব, গজমুখ, মীন, পেচক, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, অশ্ব, যক্ষ, অসুর, গুহ্যক ও গদা-মুদগরধারী নিশাচর প্রভৃতি অশেষবিধ প্রাণীগণের মূর্ত্তি ও ত্রিশিরা, চতুর্দ্দন্ত, চতুর্ম্মখ ও চতুর্ভুজ প্রভৃতি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত করিল। আমি এবম্প্রকার সূর্য্যাগ্নিসম তীক্ষ্ণ, বীজসম-প্রভাযুক্ত ও পর্ব্বতসম-সারসম্পন্ন বাণসমূহে মুহূর্ত্তমাত্রে দানবদলকে উন্মুলিত করিলাম। তাহাদিগকে গাণ্ডীবাস্ত্রপ্রভাবে বিনষ্ট ও নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ত্রিপুরান্তক দেবাদিদেবকে নমস্কার করিলাম। দিব্যাভরণভূষিত অসুরগণ পাশুপত অস্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে এবং আমি দেবদুষ্কর কার্য্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছি

দর্শন করিয়া মাতলি সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে আমাকে সৎকারপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ধনঞ্জয়! তুমি আজি সুরাসুরগণের অসাধ্য কর্ম্মসাধন করিয়াছ। স্বয়ং সুরেশ্বরও এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তুমি স্বীয় তেজ ও তপঃ-প্রভাবে দেবদানবের অনভিভাবনীয় এই আকাশচর নগর বিমথিত করিয়াছ।"

"এদিকে বৈমানিক নগর ও দানবগণ নির্ম্মলিত হইলে দানবরমণীরা নিতান্ত দুঃখিনী ও স্খলিতকবরী হইয়া দুঃখদগ্ধ কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগরের বহির্ভাগে নিপতিত হইল। তাহারা পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতার শোকে ধরাতালে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীন-কণ্ঠে রোদন ও উরস্থল [বক্ষ] তাড়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের কুসুমমালা ও বিভূষণসকল স্রস্ত হইয়া পড়িল। গন্ধর্ব্বনগরাকার সেই দানবীগণের শোকানলে দহ্যমান হইয়া নাগবিজ্জিত হ্রদের ন্যায়, সরসতরুশূন্য অরণ্যের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট ও কান্তিহীন হইয়া উঠিল।

"অনন্তর মাতলি আমাকে অচিরকালমধ্যেই অমরালয়ে আনয়ন করিলেন। আমি হিরণ্যপুত্র উৎসন্ন ও সংগ্রামে দুর্জ্জয় নিবাতকবচগণকে নিহত করিয়া সমধিক সানন্দচিত্তে দেবেন্দ্রসমীপে আগমন করিলাম। মাতলি তখন আমার অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্য্য দেবরাজকে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ভগবান সহস্রলোচন ও অন্যান্য দেবগণ হিরণ্যপুরের উৎসাদিন, দানবী মায়ার নির্য্যাকরণ এবং মহাতেজঃ দানবগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে আমাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সুমধুরবাক্যে কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! তুমি গুরুর নিমিত্ত ভয়ানক শত্রুগণকে সংহার করিয়া দেবদানবের সাধ্যতীত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ। তুমি সংগ্রামসময়ে সর্ব্বদা স্থিরচেতাঃ ও অস্ত্রপয়োহসময়ে অভ্রান্তহৃদয় হইবে। দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ, পক্ষী, পন্নগ প্রভৃতি কেহই তোমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমারই বাহুবলে সসাগরা ধরার আধিপত্যলাভ করিয়া প্রতিপালন করিবেন।' "

১৭৪তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের অর্জ্জুনাভিনন্দন

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজন্ অনন্তর দেবরাজ অবসরক্রমে আমাকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, 'ভারত! সমুদয় দিব্যাস্ত্র তোমাতেই সন্নিবেশিত রহিল, কোন মানব তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যখন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ভূপতিগণ তোমার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পরিবে না।" তিনি এবম্প্রকার আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক আমাকে এই অভেদ্য তনুত্রাণ, হিরন্ময়ী মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, দিব্যবস্ত্র ও রুচির আভরণ প্রদান করিলেন এবং স্বহস্তে এই দিব্যকিরীটি গ্রহণ করিয়া আমার মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া দিলেন। আমি ইন্দ্রভবনে এইরূপে পূজিত হইয়া গন্ধর্ব্বদারকগণের সহিত পরমসুখে বাস করিতেছিলাম।

"আমি তথায় দ্যূতজনিত বিপত্তি স্মরণপূর্ব্বক পঞ্চবর্ষ অতিবাহন করিলে, দেবরাজ ও সুরগণ। আমাকে কহিলেন, 'অর্জ্জুন! তোমার ভ্রাতৃগণ এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতেছেন।

অতএব তোমার গমনের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে।' অনন্তর আমি তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে এই গন্ধমাদনের প্রত্যন্তপর্ব্বতের শিখরদেশে আগমনপূর্ব্বক আপনাকে ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে নয়নগোচর করিলাম।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ধনঞ্জয়! তুমি ভাগ্যবলে দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি ভাগ্যবলে দেবরাজকে আরাধনা করিয়াছ, তুমি ভাগ্যবলে সাক্ষাৎ ভবানী ও ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ, তুমি ভাগ্যবলে যুদ্ধে আশুতোষকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। তুমি ভাগ্যবলে লোকপালগণের সহিত সমাগমলাভ করিয়াছ। আমরাও ভাগ্যবলে এতদিন কুশলে ছিলাম এবং তোমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। বোধ হয়, আজি বহুবিধাপুরমালিনী ভগবতী অবনীদেবী হস্তগত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও পরাজিত হইল। এক্ষণে যাহা দ্বারা তাদৃশ বীর্য্যবান, নিবাতকবচগণকে সংহার করিয়াছ, সেই সমুদয় দিব্য-অস্ত্র-দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “মহারাজ! যাহা দ্বারা নিবাতকবচগণকে নিপাতিত করিয়াছি, কল্য প্রভাতে সেই সমুদয় অস্ত্র অবলোকন করিবেন।” এইরূপে ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণের সমক্ষে আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত তথায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

১৭৫তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদিসমীপে অর্জ্জুনের দৈবলব্ধ অস্ত্রপ্রদর্শন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রজনী প্রভাত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সকল সম্পাদন করিয়া মাতৃ-আনন্দবর্দ্ধন অর্জ্জুনকে দানবঘাতন দিব্য-অস্ত্র সকল প্রদর্শন করিতে কহিলেন। ধনঞ্জয় শুচি ও দেবরাজদত্ত দিব্যকবচ আবৃত হইয়া দেবদত্ত অস্ত্র-সমুদয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ধরাতল রথস্থানীয়, গিরিসকল যুগন্ধর, চক্র ও অক্ষস্বরূপ এবং তত্রত্য বংশসকল ত্রিবেণুকল্প হইল। তিনি এইরূপ পার্থিবরথে আরোহণ, দেবদত্ত শঙ্খ-ধারণ ও গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক যখন অস্ত্র-সমুদয় প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার পদভরে সক্রমা পৃথিবী কম্পমান হইতে লাগিল, নদী-সকল স্তব্ধ ও মহাসাগর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ ও বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল, প্রভাকর প্রভাবিহীন, হুতাশন নির্ব্বাণ এবং দ্বিজাতিগণের বেদ-সকল প্রতিভাশূন্য হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরবাসী প্রাণী-সকল তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে পীড্যমান ও বিকৃতানন হইয়া তথা হইতে উত্থানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিয়া বেপমান-কলেবরে ধনঞ্জয়ের নিকটে অস্ত্রের প্রতিসংহার প্রার্থনা করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও পক্ষী প্রভৃতি আকাশচর অন্যান্য জঙ্গম প্রাণীগণ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল। পিতামহ, লোকপালগণ ও ভগবান ভূতপতি ভূতগণ-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। সমীরণ বিচিত্র দিব্যমাল্যে পাণ্ডুপুত্র পার্থকে পরিকীর্ণ করিল। গন্ধর্ব্বনিবহ সুরগণের অনুমতিক্রমে বিবিধ গাথা গান করিতে আরম্ভ করিল; অপ্সরা-সকল বহুবিধ বিভ্রমসহকারে নৃত্য করিতে লাগিল।

এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সুরগণের আজ্ঞাক্রমে পাণ্ডবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “অর্জ্জুন!! অর্জ্জুন! তুমি দিব্যাস্ত্রের উপসংহার কর। এই সকল দিব্য-অস্ত্র কোনক্রমেই অলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে না, অথবা উৎপীড়িত না হইলে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা কদাচি উচিত নহে, ইহা নিরর্থক প্রয়োগ করিলে সাতিশয় অনিষ্টঘটনার সম্ভাবনা। এই সকল অস্ত্র শাস্ত্রানুসারে রক্ষা করিলে তেজস্বী ও সুখজনক হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু রক্ষা করিতে না পারিলে সচরাচর ত্রৈলোক্য এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। হে অজাতশত্রু! যখন অর্জ্জুন এই সকল অস্ত্রদ্বারা সমরে অরাতিগণকে অবমর্দ্দন করিবে, তখন উহাদিগের প্রভাব তোমার নয়নগোচর হইবে।”

অর্জ্জুন এই প্রকারে নিবারিত হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, পাণ্ডবগণও সেই বনে হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৭৬তম অধ্যায়

অজগরপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর পাণ্ডুনন্দনগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুতনয়েরা ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে সেই সুরম্য শৈলে ধনেশ্বরের আক্রীড়ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় তত্রত্য অপ্রতিম গৃহ-সমুদয় ও নানাবিধ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ক্রীড়াস্থান-সকল অবলোকনপূর্ব্বক সুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ যক্ষাধিপতি কুবেরের প্রসাদলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্যলোকের ঐশ্বর্য্যে নিস্পৃহ হইলেন; বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর হইয়াছিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বহুদিবসের পর প্রিয় ভ্রাতা ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাতিশয্যবশতঃ ঐ স্থানেই অনায়াসে একরাত্রির ন্যায় চারি বৎসর যাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বনবাসে তাঁহাদের ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার চারি বৎসর অতিবাহিত হওয়ায় তাঁহাদের দশ বৎসর অরণ্যবাস হইল। ঐ দশ বৎসর তাহারা বনে বাস করিয়াও পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবভ্রাতৃগণের ভাবী শুভান্বেষণ-মন্ত্রণা

একদা মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর, অর্জ্জুন ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন মাদ্রীনন্দনদ্বয় একান্তে আসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে কুরুরাজ! আমরা কেবল আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসেই এই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক সানুচর দুর্য্যোধনের সংহারার্থ গমন করিতেছি না। আমরা একান্ত সুখার্হ; কেবল দুরাত্মা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক সুখসমৃদ্ধিসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া একাদশ বৎসর বনে বাস করিতেছি। হে মহারাজ! আমরা আপনার আজ্ঞানুসারে মান ও ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক অশঙ্কিতচিত্তে বনে বনে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে সেই মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে বঞ্চিত করিয়া সুখে অজ্ঞাতবাস করিব। আমরা এক্ষণে অদূরে বাস করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়াছি; পরে দূরদেশে গমন করিলে তাহারা কখনই আমাদের উদ্দেশ প্রাপ্ত হইবে না।

"এইরূপে সংবৎসর গূঢ়বাস করিয়া পরিশেষে সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে অনায়াসে পরাজয়পূর্ব্বক তাহার সহিত চিরবদ্ধমূল বৈরানির্য্যাতন করিব। অনন্তর আপনি পরমসুখে পৃথিবী পরিপালন করিবেন। আমরা এই স্বর্গোপম পরামরমণীয় স্থানে চিরকাল বাস করিয়া শোকসন্তাপ নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে ভূমণ্ডলমধ্যে আপনার পরমপবিত্র কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে, অতএব আপনি কুরুবংশীয়গণের রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া মহৎ যশোলাভ ও সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করুন। আর আপনি ধনপতি কুবেরের নিকট যে কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দ্বারা শত্রুগণের জয় এবং রাজ্যলাভ অনায়াসেই তৎসমুদয় সুসম্পন্ন

হইবে। আপনি এক্ষণে কৃতাপরাধ অরাতিগণকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করুন। হে রাজন! স্বয়ং বাজপাণিও আপনার সাতিশয় উগ্রতেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না, মহাপ্রভাবসম্পন্ন কৃষ্ণ ও সাত্যকি আপনার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ব্যথিত হইবেন না। ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় অতুল-বলশালী, আমিও উহার তুল্য পরাক্রান্ত। ভগবান বাসুদেব যাদবগণসমভিব্যাহারে আপনার অর্থসিদ্ধিবিষয়ে যেরূপ চেষ্টা করিবেন, আমিও অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ মাদ্রীসুতদ্বয়-সহকারে তদ্রূপ চেষ্টা করিব; এইরূপে আমরা সকলে আপনার ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত একত্র মিলিত হইয়া আরাতিকুল নির্মূল করিতে প্রবৃত্ত হইব।”

মহাত্মা ধর্ম্মানন্দন ভ্রাতাদিগের মত গ্রহণানন্তর কুবেরপুরী প্রদক্ষিণ এবং সমুদয় গৃহ, নদী, সরোবর ও রাক্ষসগণকে আমন্ত্রণ করিয়া যথাগত পথ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে গন্ধমাদন-পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রার্থনা করিলেন, “হে শৈলেন্দ্র! আমি শত্রুগণকে পরাজয় এবং অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম্মসকল সম্পাদনপূর্ব্বক পরিশেষে জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত যেন পুনর্ব্বার তোমাকে দর্শন করি।”

মহাত্মা যুধিষ্ঠির গন্ধমাদনের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অনুজগণ ও দ্বিজাতিকুল-সমভিব্যাহারে সেই পূর্ব্বপরিচিত পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতনির্ব্বারে সমুপস্থিত হইলে ঘটোৎকচ তাহাদিগকে বহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি লোমশ কৃতপ্রস্থান পাণ্ডবগণকে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া পরম-প্রীতমনে পুণ্যতর দেবগণ-নিলয়ে গমন করিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণ আর্ষ্টিষেণকর্ত্তৃক অনুশিষ্ট [উপদিষ্ট] হইয়া পরামরমণীয় তীর্থ, তপোবন ও বৃহৎ বৃহৎ সরোবর সকল অবলোকনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

১৭৭তম অধ্যায়

গন্ধমাদন-পত্যাবৃত্ত পাণ্ডবগণের বদরিকাগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! ভারতীকুলাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়েরা বহুবিধ প্রস্রবণ, দিগ্‌গজ, কিন্নর ও পক্ষিগণে আকীর্ণ সেই পরমরমণীয় আবাসস্থান গন্ধমাদন পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে নিতান্ত অসুখী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা কুবেরের অভিলষণীয় অতিরমণীয় জলধর সমকান্তি কৈলাসভূধরে সমুপস্থিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে গন্ধমাদন-পরিত্যাগজনিত শোক সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইলেন।

শরাসন ও খড়গধারী নরেন্দ্রগণ অত্যুন্নত ভূধর, সংকীর্ণ ভূভাগ, সিংহসমুদয়ের বাসস্থান, গিরিসেতু, প্রপাত, নিম্নস্থল ও অনেকানেক উরগপক্ষিসেবিত মহাবিন-সমুদয় নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রীতমনে গমন করিতে লাগিলেন। তাহাঁরা পথিমধ্যে যামিনীযোগে রম্য কানন, নদী, সরোবর, গিরিগুহা বা গিরিগহ্বরে বাস করিতেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ নানাবিধ দুর্গম-স্থানে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে কমনীয়াকৃতি কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া

রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার মনোহর আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা ঐ রাজর্ষির সহিত মিলিত ও তৎকর্ত্তৃক অর্চিত হইয়া আপনাদিগের গন্ধমাদন বাসবৃত্তান্ত সবিস্তারে কহিলেন।

মহানুভব পাণ্ডবগণ দেবমহর্ষিনিষেবিত পুণ্যশ্রমে একরাত্রি বাস করিয়া বিশাল বদিরকাশ্রমে পুনরায় গমন করিলেন। তাঁহারা সেই নারায়ণস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুর ও সিদ্ধগণসেবিত কুবেরের প্রিয়তম সরসী অবলোকন করিয়া বিগত শোক হইয়াছিলেন। যেমন ব্রহ্মর্ষিগণ বীতমল হইয়া নন্দনবনে। ক্রীড়া করেন, তদুপ তাঁহারা তথায় পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তাহারা সেই বদরিকাশ্রমে এক মাস বাস করিয়া পরিশেষে কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে চীন, তুষার, দরদ প্রভৃতি দেশ ও বহুরত্নশালী কুলিন্দের দেশসমুদয় এবং হিমাচলের দুর্গমপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সুবাহু নগর নয়নগোচর করিলেন। কিরাতরাজ, পাণ্ডুনন্দনগণ আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে স্বয়ং প্রত্যুদগমন করিলেন; তাঁহারাও তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুতনীয়গণ মহারাজ সুবাহু, বিশোক প্রভৃতি সূতগণ, মহেন্দ্রসেন প্রভৃতি পরিচারিকবর্গ ও মহানসে নিযুক্ত পৌরোবদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা তথায় একরাত্রি বাস করিয়া সানুচর। ঘটোৎকচকে বিদায়পূর্ব্বক সমস্ত রথ ও সূতসমূহ-সমভিব্যাহারে যামুন-পর্ব্বতে গমন করিলেন। উহার সানুসমূহ অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ, শিখরদেশসংসক্তা শিশিররাশি শ্বেতবর্ণ উত্তরায়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; স্থানে স্থানে প্রস্রবণ-সমুদয় শোভা পাইতেছে। পাণ্ডুতনয়গণ ঐ গিরিমধ্যে বিশাখাযূপ-নামক স্থানে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় মৃগয়ানুরক্ত হইয়া নানাবিধ বরাহ, মৃগ ও পক্ষিকুলে সমাকীর্ণ চৈত্ররথতুল্য সেই মহাবনে সংবৎসর বিহার করেন।

একদা বৃকোদর ঐ পর্ব্বতকন্দরে মহাবলপরাক্রান্ত কালান্তক যমের ন্যায় এক ক্ষুধাতুর ভুজঙ্গকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষাদ ও মোহে যুগপৎ নিমগ্ন হইলেন। তখন অপ্রতিমতজাঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বহু প্রযত্নে ভুজঙ্গবেষ্টিত ভীমসেনকে মুক্ত করিলেন। তাহারা দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত সেই চৈত্ররথসদৃশ বন হইতে মরুধন্ব দেশের প্রান্তভাগ অতিক্রমপূর্ব্বক সরস্বতীতীরস্থ দ্বৈতবনে সমুপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ অধিবাসিগণের আচরণ অবলোকন করিয়া তৃণ ও জলপাত্রে আহরণপূর্ব্বক তপ, দম, আচার ও সমাধি অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে তীব্রপ্ররূঢ় [সুদৃঢ় শিকড়ে বদ্ধমূল—বহুকালের পুরাতন] ১ প্লক্ষ, অক্ষ, ও করার প্রভৃতি বৃক্ষনিবহে রমণীয়, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের পরামপ্রীত হইলেন।

১৭৮তম অধ্যায়

অজগরকর্ত্তৃক ভীমাক্রমণ

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! যিনি দীপিতিচিত্তে পুলস্ত্যতনয় কুবেরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যিনি কুবের-সরসীতীরে অসংখ্য যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, সেই অযুতসাগতুল্য বলশালী ভীমপরাক্রম ভীমসেন কি নিমিত্ত অজগরের আক্রমণে ভীত হইয়াছিলেন, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়গণ রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম হইতে আগমন করিয়া সেই দ্বৈতবনে বাস করিলে পর মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর যাদৃচ্ছাক্রমে শরাসন ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত পরমরমণীয় বন ও হিমাচলের রম্যপ্রদেশ-সমুদয় অবলোকন করিলেন। কোন স্থানে দেবর্ষি, সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ সতত বিচরণ করিতেছেন; কোথাও চকোর, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক ও কোকিলসকল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে; কোথাও সিংহযূথ ভীষণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও সতত পুষ্পফলে সমাকীর্ণ মনোনয়নানন্দন পাদপসমুদয় অসাধারণ শোভা সম্পাদনা করিতেছে, কোথাও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ সলিলসম্পন্ন হংসকারণ্ডববিরচিত গিরিনদী-সমুদয় শোভা পাইতেছে, কোথাও দেবদারুবিনরাজি জলদজালের ন্যায় বিরাজিত হইতেছে; কোথাও বা হরিচন্দন ও উত্তুঙ্গ কালীয়বৃক্ষসমুদয় একত্র মিলিত হইয়া শোভিত হইতেছে।

মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রদেশের এইরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ বাণদ্বারা বিবিধ মৃগ, মহাকায় হস্তী, বরাহ ও মহিষ-সমুদয়কে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; বেগে পাদপসমুদয় উৎপাটন ও ভগ্ন করিয়া কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র মর্দ্দন এবং পাদপসমুদয় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি নির্ভয়-হৃদয়ে আস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলধ্বনি করিয়া কখন বা উপবিষ্ট হইয়া মৃগ অন্বেষণপূর্ব্বক সেই গহনকাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব গজেন্দ্র ও মৃগেন্দ্রগণ ভীমসেনের ভীষণ নিনাদশ্রবণে ভীত হইয়া গুহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রাণীগণ বিত্রাসিত ও গুহাশায়ী সর্পকূল সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মানুজশ্রেষ্ঠ ভীমসেন এইরূপে মৃগান্বেষণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বনচারের ন্যায় পাদচারে সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অতিবেগে অতিক্রমণ করিয়া পরিশেষে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া গিরিদুর্গমধ্যে অবস্থিত লোমহর্ষণ মহাকায় এক ভুজঙ্গম অবলোকন করিলেন। ঐ সর্প পর্ব্বতাকার স্বীয় বিপুল কলেবর দ্বারা গিরিকন্দের আবরণ করিয়াছে। উহার অঙ্গ চিত্রবিচিত্রিত ও হরিদ্রাবর্ণ, মুখবিবর গুহার ন্যায়, দন্তচতুষ্টয় অতি ভীষণ, নয়ন-যুগল উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ এবং আকার কালান্তক যমের ন্যায়; দেখিলে সমস্ত লোকেরই হৃদয়ে ভয় জন্মে। ঐ ভুজঙ্গ মুহুর্মুহুঃ সৃক্কণী লেহন ও ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক যেন প্রাণীগণকে ভৎসনা করিয়া দর্প প্রকাশ করিতেছে।

সেই ঘোরদর্শন অজগর ক্রোধান্বিতচিত্তে সহসা ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার করদ্বয় আক্রমণ করিল। তিনি তখন বিষধরের গাত্রস্পর্শ করিয়া, বরংপ্রভাবে একেবারে বিমোহিত হইলেন; ব্রাহ্মণবরের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! দশসহস্রনাগতুল্য বলশালী ভীমসেনের তাদৃশ বাহুবল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি

ভুজঙ্গের আক্রমণে বিমোহিত হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইলেন; আত্মমোচনের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই ভুজঙ্গকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

১৭৯তম অধ্যায়

শাপগ্রস্ত অজগরের আত্মপরিচয়-প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অবনীনাথ! তেজস্বিগণাগ্রগণ্য ভীমসেন এইরূপে সেই অজগরের বশীভূত হইয়া তাহার অদ্ভুত বীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ভুজগেন্দ্র! তুমি কে? আর আমাকে লইয়াই বা কি করিবে? অনুগ্রহ করিয়া বল। আমি পাণ্ডুতনয়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় ভ্রাতা, আমার নাম ভীমসেন। আমি অযুতনাগসমবলশালী, অতএব তুমি কিরূপে আমাকে বশীভূত করিলে? আমি অনেকানেক সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও বারণ সংহার করিয়াছি, মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষস, পিশাচ ও পন্নগগণ আমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু তুমি আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিয়াছ। হে পন্নগবর! এ কি তোমার বিদ্যাবল অথবা বরপ্রভাব? দেখ, আমি সাতিশয় যত্নসহকারেও তোমার নিকট হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছি না। তুমি অনায়াসেই আমার অসামান্য বলবিক্রম বিনষ্ট করিলে। এখন বিলক্ষণ বোধ করিলাম, মানবগণের বলবিক্রম সকলই বৃথা।"

অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীমসেন এইরূপ কহিলে অজগর স্বীয় শরীরদ্বারা তাঁহার সমুদয় শরীর বেষ্টনপূর্ব্বক কেবল বাহুদ্বয়মাত্র পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিল, "হে মহাভূজ! আমি নিতান্ত ক্ষুধিত, দেবগণ অদ্য তোমাকেই আমার ভক্ষ্য নিরূপিত করিয়াছেন। দেহিগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই; অদ্য বহুকালের পর তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, কদাচ পরিত্যাগ করিব না। হে শত্রুনিপাতন! আমি যে নিমিত্ত সর্পযোনিপ্রাপ্ত ও মহর্ষিগণের কোপে যেরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছি এবং যেরূপে আমার শাপান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমাদের বংশে সমুদ্ভূত আয়ুনামা নৃপবরের বংশধর পুত্র নহুষভূপতির নাম অবশ্যই তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। আমি সেই নহুষ; ব্রাহ্মণগণের অবমাননা নিবন্ধন মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হায়! আমার কি দুর্দ্দৈব! দেখ, তুমি আমার অবধ্য দায়াদ, আজ তোমাকেও ভক্ষণ করিতে হইল! কি করি? আমার প্রতি এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নরোত্তম! কি গজ, কি মহিষ, যে জন্তু হউক, দিবসের ষষ্ঠভাগে মৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কোনক্রমেই মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। তুমি তির্য্যাগ্‌যোনিগত সর্পের নিকট পরাভূত হইয়াছ মনে করিয়া লজ্জিত হইও না, ব্রাহ্মণপ্রদত্ত বরপ্রভাবেই আমাকর্ত্তৃক তোমার বীর্য্যহানি হইয়াছে। আমি বিমানোপারস্থিত শক্রাসন হইতে নিপতিত হইবার সময় অতি দীনবচনে মহর্ষিকে শাপান্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার কাতরোক্তি-শ্রবণে কারুণ্যরসপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, "রাজন! তুমি কিয়দ্দিন পরে শাপ হইতে মুক্ত হইবে।" অনন্তর ভূমিতলে নিপতিত হইলাম, কিন্তু আমার স্মৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, অদ্যাপি আমার স্মৃতি পূর্ব্বের ন্যায় বিলক্ষণ বলবতী রহিয়াছে।

"হে মনুজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, 'হে রাজন! যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবে, সেই তোমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবে।' তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, 'হে রাজন! তুমি অতি বলবান জন্তুকে আক্রমণ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সত্ত্বভ্রংশ হইবে।' হে বীরবর! আমি এই স্থানে থাকিয়াই সেই সমুদয় অনুকম্পাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তাঁহারা সকলেই অন্তর্হিত হইলেন।

"আমি তদবধি এই সপযোনিপ্রাপ্তিরূপ অপবিত্র নরকে নিমগ্ন হইয়া কালপ্রতীক্ষাপূর্ব্বক জীবনযাপন করিতেছি।"

আত্মজীবনে হতাশ ভীমের বিলাপ

তখন মহাবাহু ভমিসেন ভুজঙ্গকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাসর্প! আমি ক্রোধ বা আত্মনিন্দা করিতেছি না, কারণ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্য সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব সুখনাশ ও দুঃখাগমে একান্ত অবসন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। কোন ব্যক্তি পুরুষকারপ্রভাবে দৈব নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুরুষার্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, আমি দৈবপ্রভাবেই স্বীয় ভুজবলে বঞ্চিত হইয়া এই দুরবস্থগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু তন্নিমিত্ত অণুমাত্রও পরিতাপ করিতেছি না; কেবল রাজ্যবিচ্যুত ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত সতত পরিতপ্ত হইতেছি। হায়! তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার অন্বেষণার্থ বিহ্বলচিত্তে যক্ষরাক্ষসসঙ্কুল দুর্গম হিমাচলের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবেন এবং পরিশেষে আমি বিনষ্ট হইয়াছি, এই বোধে নিতান্ত উদ্যমশূন্য হইয়া পরিদেবন করিবেন। হায়! তাঁহারা একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ। কেবল আমিই রাজ্যলোভপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছি। অথবা ধীমান ধনঞ্জয় আমার বিনাশে বিষণ্ন হইবেন না। তিনি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা; কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, কেহই তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। কপটদ্যূতকারী দম্ভপরায়ণ দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ একাকী দেবরাজকেও স্থানভ্রষ্ট করিতে পারেন।

"হায়! আমি সেই পুত্রবৎসলা জননীর নিমিত্ত নিতান্ত পরিতাপপ্রাপ্ত হইতেছি। তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে "সকলের শ্রেষ্ঠ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! আমার বিনাশে তাঁহার সেই চিরসঞ্চিত মনোরথ-সকল এককালে নির্ম্মফল হইবে। হা! নকুল ও সহদেব গুরুজনের নির্দ্দেশাবর্ত্তী। তাহারা আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়াই পুরুষাভিমান করে। আমার বিনাশ হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা উৎসাহশূন্য, হীনবীর্য্য ও পরাক্রমহীন হইবে।" মহাত্মা বৃকোদর এইরূপে সংরুদ্ধ-কলেবর ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

বিবিধ অমঙ্গলচিহ্ন দর্শনে উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠিরের ভীমান্বেষণ

এদিকে ধর্ম্মানন্দন যুধিষ্ঠির নানাবিধ অনিষ্টজনক উৎপাতদর্শনে সাতিশয় অসুস্থচিত্ত হইলেন। শৃগালগণ আশ্রমের দক্ষিণদিকে বিত্রস্তচিত্তে সূর্য্যাভিমান অশিবধ্বনি করিতে লাগিল। একপক্ষা, একনেত্রা, একচারণা, মলিনা, ঘোরদশনা বর্ত্তিকা [পক্ষিবিশেষ] আদিত্যাভিমুখে রক্তবমন করিতে লাগিল। প্রচণ্ড রুক্ষ সমীরণের বেগে বালুকা উড্ডীয়মান

হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দক্ষিণভাগে মৃগ ও পক্ষিগণ নিনাদ করিতে লাগিল। পশ্চাদ্ভাগে কৃষ্ণ বায়স "যাও যাও" করিয়া ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার দক্ষিণবাহু ও বামচক্ষু মুহুর্মুহু স্পন্দিত, চিত্ত চঞ্চল ও বারংবার পদস্খলন হইতে লাগিল।

ধীমান ধর্ম্মরাজ এই সমুদয় দুর্লক্ষণ-নিরীক্ষণে ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পঞ্চালি! ভীমসেন কোথায়?" তিনি কহিলেন, "মহারাজ! ভীমসেন বহুক্ষণ হইল কোন স্থানে গিয়াছেন, কিছুই জানি না।"

তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে দ্রৌপদীরক্ষণে নিয়োগ এবং নকুল-সহদেবকে ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া অনতিবিলম্বেই ধৌম্য-সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অন্বেষণে গমন করিলেন। অনন্তর সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ভীমসেনের চরণচিহ্ন নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিকে গমন কিরয়া ভীমসেনের অন্যান্য নানাবিধ চিহ্ন অবলোকন করিলেন। বনমধ্যে অনেক যূথপতি হস্তী, শত শত মৃগ ও মৃগেন্দ্রগণকে নিপতিত দেখিয়া বোধ করিলেন, বৃকোদর এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পথিমধ্যে মহাবীর বৃকোদরের গমনকালীন উরু-পবনবেগে ভগ্নদ্রুম-সমুদয় নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মানন্দন ঐ সকল চিহ্ন অবলোকনপূর্ব্বক গমন করিয়া পরিশেষে রুক্ষ মারুত পরিপূর্ণ, নিষ্পত্রকণ্টকিতদ্রুমসঙ্কুল, জনশূন্য, সুদুর্গম গিরিগহ্বরমধ্যে ভুজঙ্গভোগপরিবেষ্টিত নিশ্চেষ্ট স্বীয় অনুজকে অবলোকন করিলেন।

১৮০তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের অজগরগিলিতভীমজীবনভিক্ষা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির আশীবিষভোগাবারুদ্ধ [সর্পশরীরদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ] প্রিয়তম ভীমসেনকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কি প্রকারে তোমার এই বিপত্তি ঘটিল? আর এই পর্ব্বতোপম ভোগভূষিত ভূজঙ্গমই বা কে?"

ভীমসেন অগ্রজ ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া সর্পের আক্রমণ প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য! এই যে বিষধর আমাকে ভক্ষণের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি মহাসত্ত্ব রাজর্ষি নহুষ, ইনি ভুজঙ্গের ন্যায় হইয়া এই স্থানে রহিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আয়ুষ্মান! তুমি আমার অমিতবিক্রমশালী সহোদরকে পরিত্যাগ কর; আমরা তোমাকে ক্ষুন্নিবারণোপযোগী অন্য প্রকার আহার প্রদান করিব।"

সর্প কহিলেন, "তাত! আমি আহারের নিমিত্তই মুখাগত রাজপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, এই স্থানে থাকা কোনক্রমেই তোমার উচিত নহে, কেন না, তাহা হইলে তুমি কল্য আমার ভক্ষণীয় হইবে। আমার এই প্রকার নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে আগমন করিবে, আমি সেই ব্যক্তিকেই ভক্ষণ করিব; তুমিও আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছ, কিন্তু অদ্য তোমার অনুজাতকে আহাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি; আমি

ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারেও আমার আকাঙক্ষা নাই।” রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সর্প। তুমি দেবতাই হও, দানবই হও, অথবা সর্পই হও, যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি যথার্থকরিয়া বল, কি নিমিত্ত ভীমসেনকে গ্রাস করিয়াছ? কোন বিষয় অবগত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে? আমি তোমাকে কি প্রকার আহার দান করিব এবং কি হইলেই বা ভীমকে পরিত্যাগ করিবে?”

সর্প কহিল, “রাজন! আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ; আয়ুর পুত্র ও চন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, আমার নাম নহুষ; আমি যজ্ঞ, তপস্যা, বেদপাঠ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও পরাক্রমে বিনা ক্লেশে ত্রৈলোক্যের সমুদয় ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া, ঐশ্বর্য্যসুলভ দর্পে এরূপ দর্পিত হইয়াছিলাম যে, সহস্র সহস্র দ্বিজাতিকে অবমাননা করিয়া শিবিকাবাহনে নিযুক্ত করিতাম। সেই অপরাধে ভগবান অগস্ত্য আমাকে এই অবস্থা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি আমার সেই পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার অনুগ্রহে দিবসের ষষ্ঠভাগে আহারার্থ তোমার কনিষ্ঠভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব কোনমতেই ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং আমার অন্য কামনাও নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার সহোদরকে পরিত্যাগ করিব।”

যুধিষ্ঠিরের সর্পপ্রশ্নোত্তর-প্রদানে ভীমমুক্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে বিষধর! আপনি যথেচ্ছ প্রশ্ন করুন, যদি বোধ হয় যে, এ বিষয়ে আপনার প্রীতি-উৎপাদনা করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব; কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের বেদ্যনির্ব্বিশেষ পুরুষকে অবগত হইয়াছেন কি না, জ্ঞাত না হইয়া আমি আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব না।”

সর্প কহিল, “হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্যদ্বারা তোমাকে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব ব্রাহ্মণ কে এবং বেদ্যই বা কি? ইহার উত্তর প্রদান কর।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংসা, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোকদুঃখ থাকে না, সেই সুখদুঃখবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদ্য। যদি আপনার আর কিছু বলিবার থাকে, বলুন।”

সর্প কহিল, “হে যুধিষ্ঠির! অভ্রান্ত বেদ চতুর্ব্বর্ণেরই ধর্ম্মব্যবস্থাপক; সুতরাং বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে; যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তুমি যাহা বেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সুখদুঃখবর্জ্জিত তাদৃশ বস্তু কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশীয় হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে-সকল ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র। আপনি কহিয়াছেন যে, “সুখদুঃখবিহীন কোন বস্তু নাই; অতএব তোমার কথিত বেদ্যলক্ষণ অসঙ্গত হইয়াছে।” উহা যথার্থ, কেন না, অনিত্য বস্তুমাত্রেই হয় সুখ, না হয় দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু

আমার মতে কেবল এক নিত্য পরমেশ্বরই সুখদুঃখবিহীন; অতএব তিনিই বেদ্য। এক্ষণে আপনার মত কি প্রকাশ করুন।”

সর্প কহিল, “হে আয়ুষ্মান! যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মে, সে পর্য্যন্ত জাতি কি কোন কার্য্যকারক নহে?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে মহাসর্প। বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতিবিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে, অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ সাঙ্কর্য্যবশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে ‘যাহারা যাগশীল, তাহারাই ব্রাহ্মণ’, এই আর্যপ্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বলাভের হেতু বলিয়া নালীচ্ছেদনের [নাড়ী] পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়, তদবধি মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্যস্বরূপ হয়েন। তিনি যতদিন পর্য্যন্ত বেদপাঠ না করেন, ততদিন অবধি শূদ্রসমান থাকেন। জাতিসংশয়স্থলে স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যদি বৈদিক ব্যবহার না থাকিত, যাহা হইলে সকল বর্ণ-ই শূদ্রতুল্য এবং সঙ্কর-জাতিই সর্ব্বপ্রধান হইত। এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।”

সর্প কহিল, “হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; তুমি জ্ঞাতব্যবিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছ, অতএব তোমার ভ্রাতাকে ভক্ষণ করিব না।”

১৮১তম অধ্যায়

সর্প যুধিষ্ঠির-ধর্ম্মসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সর্প আপনি নিখিল বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী, অতএব কি কর্ম্ম করিলে সদগতিলাভ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।”

সর্প কহিল, “হে যুধিষ্ঠির! আমার মতে অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয়বাক্যের সহিত সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “দান ও সত্য, ইহার মধ্যে কোনটি প্রধান এবং অহিংসা ও প্রিয়, ইহার মধ্যেই বা কোনটির গৌরব অধিক?”

সর্প কহিল, “হে রাজেন্দ্র! দান, সত্য, তত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয় ইহাদের পরস্পর ফলের সহিত তুলনা করিয়া গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করিতে হয়। কোনপ্রকার দান অপেক্ষা সত্যই উৎকৃষ্ট, কখন সত্য অপেক্ষা কোনপ্রকার দানও গুরুতর; এইরূপ কোন স্থলে প্রিয়বাক্য অপেক্ষা অহিংসার গৌরব অধিক, কোন স্থলে বা অহিংসার অপেক্ষা সত্যের মাহাত্ম্য অধিক। হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তোমার আর কি অভিপ্রায় আছে, বল।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সর্পবর! আত্মা শরীরশূন্য হইয়া কি প্রকারে স্বর্গে গমন ও স্থিরতর কর্ম্মফলভোগ করে, এবং তাহার তৎকালোপভোগ্য বিষয় সকলই বা কি প্রকার?”

সর্প কহিল, “হে রাজন! মানব-জাতির স্বকর্ম্মনির্দ্দিষ্ট গতি তিন প্রকার;—মানবজন্মপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ ও তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তি। নিরালস্য হইয়া অহিংসা ও দানাদিকর্ম্ম করিলে নরলোক হইতে মুক্ত ও স্বর্গলাভ হয়; ইহার বিপরীতকর্ম্ম মনুষ্যজন্মের কারণ; আর তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তির পক্ষে যে-সকল বিশেষ কারণ নির্দ্ধারিত আছে, শ্রবণ কর। কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভাপরায়ণ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তির্য্যগযোনি হইতে মুক্ত হইলে মনুষ্যজন্মলাভ হয়; কিন্তু কখন কখন গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণকে একেবারে দেবত্বলাভ করিতে দেখা গিয়াছে; অতএব জীবসকল কর্ম্মবশতঃই এতাদৃশ গতিপ্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। দেহাভিমানী আত্মা সুখকামনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দেহযোগ-জনিত ফলভোগ করে; কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তি অন্তঃকরণে শুদ্ধতাতিশয় নিবন্ধন সংসারের যথার্থ তত্ত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন পুরুষে জীবাত্মাকে সমাহিত করেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে মহামতো! আত্মা কিরূপে শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করেন, আর এই সকল বিষয় যুগপৎ গ্রহণ করা যায় কি না, বিশেষ করিয়া বলুন।”

সর্প কহিল, “হে নরবীর! আত্মা যখন দেহ ও করণবিশিষ্ট হয়েন, তখন তিনি বিষয়-সকল যথাবিধি উপভোগ করেন। তাঁহার ভোগাধিকরণ দেহে, জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন এই তিনটি করণ। জীবাত্মা শরীরাধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়সংসক্তা মনদ্বারা ক্রমে ক্রমে শব্দাদি বিষয়-সকল পরিগ্রহ করেন; এই জন্য মন বিষয়গ্রহণে বুদ্ধিকর্ত্তৃক ব্যাপৃত হয়; এই জন্য মন কালভেদবশতঃ যুগপৎ সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; বুদ্ধিও স্বতন্ত্র নহে। আত্মা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিষয়াধিকরণ-দ্রব্যে উত্তমাধ্যম বুদ্ধি প্রেরণ করেন। পণ্ডিতেরা যুক্তি ও অনুভবদ্বারা বুদ্ধির পরীক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়া থাকেন, উহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সর্প মন ও বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করাই অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিদিগের প্রধান কার্য্য, আপনি উহা বিশেষ অবগত আছেন; অতএব মন ও বুদ্ধির লক্ষণ কি বলুন?”

সর্প কহিল, “হে যুধিষ্ঠির! বুদ্ধি আত্মার নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত, ব্যতিক্রমের বিধেয় এবং ইচ্ছার প্রয়োজক। মন একেবারে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু বুদ্ধি কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে; মন গুণসম্পন্ন, বুদ্ধি নির্গুণ; অতএব মন ও বুদ্ধির যে প্রভেদ, অতএব এ-বিষয়ে আর কি বোধ করিতেছ?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “কি আশ্চর্য্য! আপনি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও বেদিতব্য বিষয়ে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রশ্ন করিতেছেন? আপনি স্বর্গবাসী ও সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি মোহ কি প্রকারে আপনাকে অভিভূত করিল? আপনি ব্রাহ্মণের অবমাননারূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা কোনমতেই বিশ্বাস হয় না।”

সর্প কহিল, “আমি নিশ্চয় জানি, সম্পদ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শৌর্য্যশালী মনুষ্যকেও মোহিত করিয়া রাখে, মনুষ্যেরা সুখে আসক্ত হইলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য আমিও সেইরূপ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে পতিত হইয়া চৈতন্য হওয়াতে তোমাকেও সচেতন করিয়া দিতেছি। হে মহারাজ! তুমি আমার সহিত সাধু সম্ভাষণপূর্ব্বক আমাকে এই দুর্ম্মোচ্য ঘোরতর শাপ হইতে মুক্ত করিয়া অসাধারণ কার্য্যসাধন করিলে।

অজগরের অগস্ত্য-শাপবৃত্তান্ত

"পূর্ব্বে আমি দেবলোকে দিব্য বিমানারোহণে বিচরণ করিতাম, অভিমানে মত্ত হইয়া কাহাকেও লক্ষ্য করিতাম না। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পান্নগ, ব্রহ্মর্ষি ও ত্রিলোকনিবাসী সমুদয় লোক আমাকে কর প্রদান করিত। আমার ঈদৃশ দৃষ্টিশক্তি জন্মিয়াছিল যে, মানবগণকে অবলোকন করিবামাত্র তাহার তেজ হরণ করিতাম। সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা-বহন করিত। এই প্রকার অবিনয়ই আমাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে।

"একদিন অগস্ত্য মুনি আমার শিবিকা-বহন করিতেছিলেন, আমি সেই সময়ে তাঁহাকে পাদদ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তিনি সেই পাদস্পর্শে রোষাভিভূতচিত্তে আমাকে 'সর্প হইয়া পতিত হও' বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ হীনতেজা ও ভুজঙ্গ হইয়া বিমান হইতে অধোমুখে নিপতিত হইলাম তখন আমি আপন দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে পাপবিমোচন প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। "হে ভগবান! আমি অনবধানতাদোষে বিমূঢ় হইয়া এই অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন।" তখন তিনি আমাকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কারুণ্যরসবশংবদ হইয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন। তোমার এই অহঙ্কারজনিত ঘোর পাপের ফলভোগ, পর্য্যবসিত হইলে পুনরায় পুণ্যফল ভোগ করিবে।"

"আমি তাদৃশ তপোবল, ব্রহ্মপরায়ণতা ও ব্রাহ্মণত্ব দর্শন করিয়া বিস্ময়রসে প্লবমান হইলাম, এবং এই নিমিত্তই তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সত্য, দম, তপ, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিত্যতাই পুরুষার্থসাধক, জাতি ও কুল কোন কার্য্যকারক নহে। হে যুধিষ্ঠির! তোমার এই মহাবল ভ্রাতার ও তোমার কল্যাণ হউক, আমি এক্ষণে সুরলোকে গমন করি।"

নহুষরাজ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক অজগরকলেবর পরিত্যাগ ও দিব্য-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দিব্যধামে গমন করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তত্রস্থ সমস্ত দ্বিজগণকে অজগর বিবরণ বিবৃত করিয়া কহিলেন। দ্বিজগণ, অর্জ্জুনাদি ভ্রাতৃত্রয় ও দ্রুপদনন্দিনী সেই বৃত্তান্ত-শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। দ্বিজাতিগণ ভীমসেনের অসমসাহসিক কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, ভমিসেন! ঈদৃশ কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। পাণ্ডবগণ বিপদবিনির্ম্মুক্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অজগরপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৮২তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গ্রীষ্মাবসানে সুখময় বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। শ্যামল জলদজাল নভঃস্থল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। বিভাকরের প্রভামণ্ডল একেবারে তিরোহিত হইল ও সৌদামিনীর প্রভাশ্রেণী সতত স্ফুরিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, ঘনমণ্ডলী বর্ষাকালের পটমণ্ডপস্বরূপ হইয়াছে। নবীনতৃণ-সমাচ্ছন্ন অবনী বর্ষনীরে অভিষিক্ত হইয়া শান্ত ও মানবগণের একান্ত রমণীয় হইল; দংশ ও বিষধরকুলের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বারি বিস্তীর্ণ হইলে সমবিষম ভূতল নদীনিবহ ও অন্যান্য স্থাবর-সকল আর অনুভূত হইল না। তীব্রবেগবতী ক্ষুব্ধসলিলা স্রোতস্বতীসকল কল কল রবে বাণধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ বনস্থলী-সকল পরিশোভিত করিল। তাহার মধ্যে ধারাজলসমাচ্ছন্ন বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণের বহুবিধ আনন্দ-নিনাদ কেবল কর্ণগোচর হইতে লাগিল। চাতক ময়ুর ও পুংস্কোকিলকুল একান্ত মত্ত ও দর্দ্দুর-সকল নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিল। পরিশুষ্ক গিরিপ্রদেশচারী পাণ্ডবগণ বিবিধাকার নীরদরবানুনাদিত বর্ষাকাল সুখ-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইল। অরণ্য ও পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তৃণ-সমূহ সমুৎপন্ন, নিম্নগাসকল স্বচ্ছসলিলা, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও নক্ষত্রনিবহ সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রৌঞ্চ, হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতে লাগিল। রজোবিহীন জলধরশীতল বিভাবরী, গ্রহ, নক্ষত্র ও শশাঙ্কমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণা করিল। নদী ও পুষ্করিণী-সকল কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লারে সমলঙ্কৃত, অতি শীতল ও প্রশান্তদর্শন হইল। বেতসলতাস্কুল নীলতটশালী সরস্বতীতে ভ্রমণ করিয়া মানবগণের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সঞ্চার হইতে লাগিল।

মহাবীর পাণ্ডবেরা সেই প্রসন্নসলিলা পুণ্যতোরা সরস্বতীকে পরিপূর্ণ দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডবগণের নারায়ণাশ্রমবাসকালে শারদীয়া কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী রজনী উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন; অনন্তর অসিতপক্ষের প্রারম্ভেই মহাসত্ত্ব তাপসগণ মহর্ষি ধৌম্য, সূত ও পরিচারিকবর্গ-সমভিব্যাহারে কাম্যকবনে গমন করিলেন।

১৮৩তম অধ্যায়

অর্জ্জুনসাক্ষাৎকারে কৃষ্ণের আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ কাম্যাকবনে উপনীত হইয়া মহর্ষিদত্ত অতিথিসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত উপবেশন করিলেন। তথায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! অর্জ্জুনের প্রিয় সখা মহাত্মা কৃষ্ণ সততই আপনাদিগের দর্শন-বাসনা ও শুভ-প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনাদিগের আগমনসংবাদ অবগত হইয়াছেন, অতএব তিনি অতি সত্বরই এস্থানে সমুপস্থিত হইবেন; আর তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন চিরজীবী মহর্ষি মার্কণ্ডেয় অবিলম্বে আপনাদিগের সাক্ষাৎকারলাভপ্রত্যাশায় এই কাম্যক বনে উপস্থিত হইবেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন।

এই অবসরে বাসুদেব সুলক্ষণসম্পন্ন-অশ্বযোজিত রথারোহণ করিয়া শচীসনাথ সুরনাথের ন্যায় প্রিয়তমা সত্যভামার সহিত কাম্যকবনে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও ধৌম্যকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন; পরিশেষে নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাবাদ প্রদানপূর্ব্বক বীরবর প্রিয়তম অর্জ্জুনকে আগত অবলোকন করিয়া মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদীকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত কৃষ্ণের সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন নন্দনন্দন কৃষ্ণ অসুর-সংহারসমর্থ পার্থের সহিত সমাগত হইয়া কার্ত্তিকেয়সহ সমাসীন ভগবান ভূপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বনবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুর কুশলী-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অশেষ প্রশংসাপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "রাজন! রাজ্যলাভ অপেক্ষা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট, ধর্ম্মবুদ্ধির নিমিত্ত তপানুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, আপনি সেই ধর্ম্মকে সত্য ও সারল্যদ্বারা প্রতিপালন করিয়া ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। আপনি ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্ষত্রি-ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক চিরপ্রথিত যাগযজ্ঞ-সকল সংসাধন করিয়াছেন। গ্রাম্য-ধর্ম্মে আপনার অণুমাত্রও অনুরাগ নাই, আপনি কামপরতন্ত্র হইয়া কদচি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। অর্থলাভলোভেও কখন ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট হয়েন নাই, এই নিমিত্তই আপনি ধরণীতলে ধর্ম্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজ্য ধন ও বহুবিধ ভোগলাভ করিলেও, দান, সত্য, তপ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল বিষয়ে আপনার সবিশেষ অনুরাগ আছে। যখন শত্রুগণ সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়াছিল, তৎকালে কাহার সাধ্য উহা সহ্য করে, কেবল আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাদৃশ দুর্ব্বিষহ নৃশংসাচার সহ্য করিয়াছেন। যদি আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলে এইক্ষণেই কৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিব আর আপনি পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া পরমসুখে প্রজাপালন করিবেন।" ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ধৌমপ্রভৃতি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগেরই সৌভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্রসকল লাভ করিয়া প্রফুল্ল মনে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

অনন্তর তিনি সুহৃদ্গণ-সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এক্ষণে ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত তোমার আত্মজ প্রতিবিন্ধ্যপ্রভৃতি সুশীল শিশু সুহৃদ্গণানুমোদিত সাধুজনাচরিত পথে সতত সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তাহারা তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক

রাজ্য বা ধন দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও তাঁহাদের আবাসে বাস করিয়া কোন ক্রমেই চিত্তপরিতোষ বা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় না। তাহাদিগের একান্ত অভিলাস যে, দ্বারকা নগরীতে যাদবদিগের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। অর্য্যা কুন্তী ও তুমি তাহাদিগকে যাদৃশ পরম যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিতে, তদ্রূপ সুভদ্রাও এক্ষণে তাহাদিগকে প্রমাদে প্রতিপালন করিয়া থাকে। প্রদ্যুম্ন যেমন অনিরুদ্ধ, অভিমন্যু, সুনীথ ও ভানুর বিনেতা ও একমাত্র গতি, তদ্রূপ তোমার সন্তানগণের ও বিনেতা এবং একমাত্র গতি। কুমার অভিমন্যু, তোমার নিরালস্য সন্তানদিগকে গদা ও অসিচর্ম্মগ্রহণ, অস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র ও রথাশ্বযান বিষয়ে সতত সম্যকরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রদ্যুম্ন, তোমার আত্মজগণ ও অভিমন্যুকে সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের বল বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছে। তোমার অনুজের যেস্থানে বিহার করিবার অভিলাষে গমন করে, সেই স্থানেই হস্তী, অশ্ব ও রথসকল তাহাদের প্রত্যেকের অনুগমন করিয়া থাকে।

অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করিবেন, যাদব, কুকুর ও অন্ধকেরা আপনার নিদেশবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিবে। মাথুরী সেনাসকল শর-শরাসন প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক হস্তী, অশ্ব, রথ ও হস্তিপকের সহিত আপনার সাহায্য করিবে। আপনি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে অনুচর ও বান্ধবগণের সহিত ভৌম ও সৌভাধিপতির পথে প্রেরণ করুন। আপনি সভামধ্যে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। এক্ষণে হস্তিনা নগর যাদবগণকর্ত্তৃক আপনার শত্রুকুল বিনাশ প্রার্থনা করুক। আপনি বিগতক্রোধ, বীতশোক ও নিষ্পাপ হইয়া যথেচ্ছ-বিহারপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে প্রসিদ্ধ নাগপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তদুক্ত বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের অদ্বিতীয় গতি; পাণ্ডবেরা তোমারই শরণাপন্ন; কি বিপদ কি সম্পদ সকলকালেই তুমি তাহাদিগের কর্ত্তা ও উপদেষ্টা। প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসর নির্জ্জনে অতিবাহিত হইয়াছে ; পরে পাণ্ডবেরা যথাবিধি অজ্ঞাতচর্য্যা সমাপন করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবে; হে কেশব! তোমার যেন সর্ব্বদাই এই রূপ সদ্ভাব থাকে ও সত্যপরায়ণ দানধর্ম্মানুর সদর সবান্ধব পাণ্ডবেরাও যেন তোমার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

ভগবান কৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে পর, ধর্ম্মাত্মা, রূপগুণ সম্পন্ন, অজর, অমর, মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি বহুসহস্র বর্ষবয়স্ক; কিন্তু দেখিলে পঞ্চবিংশতি বর্যদেশীয়ের ন্যায় বোধ হয়। মহর্ষি সমাগত হইবামাত্র সমুদায়ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসমবেত পাণ্ডুতনয়গণ ভক্তিসহকারে তাহাকে অর্চনা করিলেন ।

মহাভাগ মার্কণ্ডেয় বিধিমত অর্চিত হইয়া মুখে উপবেশন পূর্ব্বক পরিশ্রম অপনয়ন করিলে পর, বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডবদিগের মত-গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষিকে কহিতে লাগিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! সমুদায় সমাগত ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী, সত্যভামা ও আমি আমরা সকলেই আপনার অতুৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাসী হইয়াছি; অতএব

আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভূপতি, স্ত্রী ও ঋসিগণের সদাচার ব্যবহার প্রভৃতি পুরাবৃত কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষিকে এই রূপ জিজ্ঞাসানন্তর সকলে সুখে উপবিষ্ট আছে, এমন সময় বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। পুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পদ্য অর্ঘ্য দ্বারা সেই সমাগত দেবর্ষিকে যথা বিধি পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ তত্রস্থ জনগণকে মার্কণ্ডেয়ের কথা শ্রবণে কৃতনিশ্চয় বুঝিতে পরিয়া তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। তখন কালজ্ঞ সনাতন পুরুষ বাসুদেব মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে ! আপনি পাণ্ডবগণ সমক্ষে যাহা কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখ, অনেক উপাখ্যান কহিতে হইবে; অতএব একটা সময় নির্ধারিত করা আবশ্যক। পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রেবণে দ্বিজগণ-সমভিব্যাহারে মধ্যাকালে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিবার নিয়ম নির্ধারিত করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে বিবক্ষু দেখিয়া কহিলেন, হে ভগবন! আপনি আমাদের সেব্য, উপাস্য, অভিমত ও চিরকাঙ্ক্ষিত। আপনি সমুদায় দেব, দানব, মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের চরিত অবগত আছেন ; অতএব আপনা হইতেই আমার সংশয়াপনোদ হইবে; সন্দেহ নাই। আর এই দেবকীনন্দন আমাদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছেন, ইনিও একজন বিজ্ঞ ও সমুৎসুক শ্রোতা। হে মহাত্মন্! আমি এক্ষণে আপনাকে সুখবিহীন ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া মনে করিতেছি যে, শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কই তাহার ফল ভোগ করে? আর কি প্রকারেই বা ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি? কি নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ দুঃখ সমুৎপন্ন হয়? মনুষ্য ইহলোকে, কি পরলোকে আপনার কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়? দেহী দেহ ত্যাগ করিয়া কিরূপে পরলোকে শুভাশুভ-ফল ভোগ করে ও ইহ কালেই বা কিরূপে উহা লাভ করে? মৃত ব্যক্তির কর্ম্মকলাপ কোথায় থাকে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন! আপনি উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন; কিন্তু নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার জ্ঞানগোচর আছে; তথাপি কেবল লোকস্থিতির নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব যেরূপে মনুষ্য ইহ লোক ও পরলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

ভগবান পূর্ব্বপ্রজাপতি শরীরীর শরীর নির্ম্মল, অতি পবিত্র ও ধর্ম্মতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। হে কুরুসত্তম! সর্ব্বদা সফলমনোরথ, সত্যবাদী, ব্রহ্মস্বরূপ, পুরাতন পুণ্যাত্মা নরগণ স্বচ্ছন্দে নভস্তলে দেবগণের সহিত সমাগত হইয়া পুনর্ব্বার সকলে যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যাগমন করিতেন। সেই স্বচ্ছন্দচারী নরগণ স্বেচ্ছামরণ ছিলেন। তাঁহাদিগের কার্যে কোন ক্রমেই বাধা ঘটিত না ; তাঁহারা নিরাতঙ্ক, নিরুপদ্রব, দেববৃন্দ ও মহাত্মা ঋষিগণের পরিদর্শক, দান্ত, বিগতমৎসর, সহস্র বর্ষজীবী ও সকলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সহস্র পুত্র লাভ করিতেন।

অনন্তর কালক্রমে তাঁহারা পাতলচারী ও কামক্রোধাভিভূত হইয়া সর্ব্বদা কপট ব্যবহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিয়া লোভ

ও মোহের একান্ত বশংবদ হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা নানাবিধ অশুভ কর্ম্মদ্বারা পাপগ্রস্ত, তির্য্যগ্যোনিগত ও নিয়য়গামী হইয়া বিচিত্র সংসারে পুনঃ পুনঃ পচ্যমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অভীষ্ট সঙ্কল্প ও জ্ঞান সকলই বিফল হইয়া গেল; তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই শুভ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবেকনিধুর, সকল বিষয়েই শঙ্কিতচিত্ত, লোকসমাজের ক্লেশকর, দুষ্কুলজাত, ব্যাধিবহুল, দুরাত্মা, প্রতাপবিহীন, পাপিষ্ঠ, অল্পায়ু, সর্ব্বকামের অভিলসী, বিভিন্নহৃদয় এবং নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। হে কৌন্তেয়! এই রূপে মৃত প্রাণী ইহকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুসায়িনী গতি লাভ করে।

প্রাজ্ঞ অথবা হীনবুদ্ধি ব্যক্তির কর্ম্মসকল কোথায় থাকে এবং তাদৃশ ব্যক্তি কোথায় থাকিয়া সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে; এক্ষণে ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন।

মনুষ্য দেবসৃষ্ট আদি শরীর দ্বারা অনেক প্রকার শুভাশুভ কর্ম্মের সঞ্চয় করে। পরিশেষে আয়ুঃশেষ হইলে এককালেই এই ক্ষীণপ্রায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অন্তযোনিতে সম্ভূত হয়; ক্ষণমাত্রও সে দেহশূন্য হইয়া থাকে না ; সেই দেহান্তর পরিগ্রহকালে স্বকৃত কর্ম্মসকল ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগত হয় এবং উহাই তাহার সুখদুঃখের কারণ হইয়া উঠে। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্থির করিয়াছেন যে, কৃতান্তবিধিবশংবদ জন্তু প্রাপ্ত সুখ দুঃখ কদাচ দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন! হীনবুদ্ধি ব্যক্তির গতি নিরূপিত হইল; এক্ষণে জ্ঞানবানের পরমাগতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাহারা তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন ; যাঁহারা সার্ব্বাগম-পরায়ণ, স্থিরব্রত, সত্যপর, গুরুশুশ্রূষু, সুশীল, বিশুদ্ধস্বভাব, দান্ত, পবিত্র যোনিসম্ভূত, সর্ব্বপ্রকার শুভ লক্ষণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও রোগরহিত; সেই মহাত্মারাই ঋষি। তাঁহারা সর্ব্বদা নিরুপদ্রবে কাল যাপন করেন; কি জায়মান, কি ভ্রাম্যমান, কি গর্ভস্থ, কি আত্মা, কি পর, সকলকেই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা বোধ করিতে পারেন। তাঁহারা এই কর্ম্মভূমিতে আগম করিয়া পুনরায় সুরলোকে গমন করেন। হে রাজন্! মনুষ্য কিছু বা দৈবাৎ, কিছু বা হঠাৎ ও কিছু বা স্বীয় কর্ম্মফল দ্বারা লাভ করে। ইহা স্থিরতর আছে ; আপনি এ বিষয়ে অন্য কোন বিচার করিবেন না।

হে যুধিষ্ঠির। এ বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদান করিতেছি ; শ্রবণ করুন। মনুষ্য লোকে যাহা পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ তাহা ইহলোকে, কেহ পরলোকে, কেহ বা উভয়লোকেই প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বা ইহলোক ও পরলোক কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, যাহারা প্রতিদিন বিভূষিতাঙ্গ ও নিরন্তর কায়িক সুখে সংসক্ত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে কাল যাপন করে, ইহলোকই তাহাদিগের সুখকর; পর কালে, সুখ সম্ভাবনা থাকে না। যাহারা যোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতেন্দ্রিয় ও প্রাণিবধে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া দেহ জর্জ্জরিত করেন ; তাঁহাদিগেরই পরকালে সুখসম্ভোগ হয় ; ইহলোকে হয় না। যাঁহারা প্রথমে ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মতঃ ধনলাভ করিয়া যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর হন, তাঁহাদিগের ইহ লোক ও পরলোক উভয় স্থানেই সুখ লাভ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যা, তপস্যা, দান ও অপত্যোৎপাদন-বিষয়ে যত্ন করে না, তাহারা ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত হয়।

হে কৌরবেন্দ্র! আপনারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, তেজস্বী ও কৃতবিদ্য, দেবকার্য্যের নিমিত্ত সুরলোক হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনার সুমহৎ

সুরকার্য্য সম্পাদনানন্তর দেবগণ, ঋষিগণ ও সমুদায় পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় কর্ম্মফলে পুনরায় পুণ্যধাম সুরলোক প্রাপ্ত হইবেন; সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজন্! এক্ষণে এই ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র বিশঙ্কিত হইবেন না।

১৮৪তম অধ্যায়

দ্বিজাতি-মাহাত্ম্য কথন

পাণ্ডবগণ মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, "ভগবন্! আমরা দ্বিজাতিগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণের প্রার্থনা পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, 'হে রাজন! একদা হৈহয়কুল চূড়ামণি একজন কুমার-নৃপতি মৃগয়াভিলাষে তৃণবল্লরীমণ্ডিত এক অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তথায় কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিত কলেবর এক মুনিবরকে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণসারভ্রমে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। পশ্চাৎ আপনার অনবধানতা উপলব্ধি হওয়াতে নিতান্ত ব্যথিত ও শোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হৈহয়রাজগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মকৃত দুষ্কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

হৈহয়রাজগণ ফলমূলাশী তপস্বীর প্রাণনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ ও অরণ্যমধ্যে তাঁহাকে তদস্থ অবলোকন করিয়া বিষাদসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং তিনি কাহার পুত্র জানিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে কাশ্যপনন্দন অরিষ্টনেমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। মহর্ষি অরিষ্টনেমা তাঁহাদিগের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ পূজোপকরণ আহরণ করিলে তাঁহারা কহিলেন, "হে মুবির! আমরা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি, অতএব আমরা এক্ষণে আপনার সৎকারের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছি।"

মহর্ষি কহিলেন, "আমি আপনাদিগকে এইক্ষণেই তপোবল প্রদর্শন করিতেছি। আপনারা কি প্রকারে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মণ বা কোথায়, বলুন।"

তাঁহারা তখন অরিষ্টনেমাকে যথাভূত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক সেই মুনিবরের মৃতকলেবর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁকে আর সে স্থানে দেখিতে না পাইয়া স্বপ্নের ন্যায় বোধ করত গতচেতন ও লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। তখন ঋষিবর অরিষ্টনেমা তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে নৃপতিগণ! আপনারা যাঁহাকে বিনাশিত করিয়াছেন, ইনিই সেই ব্রাহ্মণ; ইনি আমার পুত্র।" এই কহিয়া তিনি আপন পুত্রকে প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা সেই দৃষ্টচর ব্রাহ্মণকে দৃষ্টি গোচর করিবামাত্র বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, "কি আশ্চর্য! সেই মৃত মহর্ষি জীবিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। হে বিপ্র! ইনি যাহার প্রভাবে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন, সেই তপোবীর্য্য কিরূপ, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে ; যদি শ্রোতব্য হয়, বলুন।"

তার্ক্ষ্য কহিলেন, “নৃপগণ! মৃত্যু আমাদিগের নিকট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। মৃত্যুপ্রভাব আমাদিগের নিকট যে নিমিত্ত প্রতিহত হয়, এক্ষণে তা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা কেবল সত্যই জানি, আমাদিগের মন মিথ্যাতে কখন অনুরক্ত হয় না, আমরা সর্ব্বদা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা এই সকল ব্রাহ্মণকে কেবল সদাচারের উপদেশ প্রদান করি, গর্হিতাচারবিষয়ে কদাচ উপদেশ প্রদান করি না; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা অতিথিগণকে অন্নপান ও ভৃত্যগণকে পর্য্যাপ্ত ভোজন। প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করি, এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা দান্ত, শান্ত, বদান্য, ক্ষমাশীল, তীর্থসেবী ও পুণ্যস্থাননিবাসী, এ নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা তেজস্বী দেশে বাস করি, এ নিমিত্ত আমাদের মৃত্যুভয় নাই। হে বিমৎসরগণ! আপনাদিগকে সংক্ষেপে এইমাত্র কহিলাম, এক্ষণে আপনারা প্রস্থান করুন, আপনাদিগের ব্রহ্ম হত্যাজনিত পাপভয় আর নাই।”

অনন্তর হৈহয়-ভুপতিগণ তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে প্রতিগমন করিলেন।

১৮৫তম অধ্যায়

অত্রিকর্ত্তৃক ঋষিচরিত-বর্ণন

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ‘হে রাজন! আমি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণের সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বৈন্য নামে এক রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মহর্ষি অত্রি বিত্তপ্রার্থনায় তৎসন্নিধানে গমন করিবার মানস করিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম প্রকাশ হইলে অবশ্য ফলহানি হইবে, এই আশঙ্কায় সমধিক অর্থ আহরণে তাঁহার প্রত্যাশা ছিল না। পরিশেষে পর্য্যালোচনা করত বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিনী ও পুত্রগণকে আহবানপূর্ব্বক কহিলেন, “চল, আমরা নিরুপদ্রব অরণ্যে প্রস্থান করি, তথায় বহুসংখ্যক অক্ষয় ফললাভ হইবে। বোধ হয়, তোমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিবে।” তখন তার ভার্য্যা কহিলেন, “হে নাথ! আপনি বৈন্যসন্নিধানে গমন করিয়া ধন প্রার্থনা করুন। সেই যাজ্ঞিক রাজা আপনাকে অবশ্যই সমধিক অর্থদান করিবেন। আপনি তাঁহার নিকট ধনগ্রহণপূর্ব্বক পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে উহ বিভাগ করিয়া দিয়া যথেচ্ছ প্রদান করুন, তাহাতে কোন হানি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা উহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।”

অত্রি কহিলেন, “হে মহাভাগে! মহর্ষি গৌতম কহিয়াছেন যে, বৈন্যরাজা ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী, কিন্তু তথায় আমার বিদ্বেষী কয়েকজন ব্রাহ্মণবাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধর্ম্মকামার্থযুক্ত কল্যাণকর বাক্যও নিরর্থক বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন, এই নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিতে আমার মন নিতান্ত অপ্রশস্ত হইতেছে, কিন্তু কেবল তোমার বাক্য রক্ষার নিমিত্ত আমি বৈন্যযজ্ঞে গমন করিব, তথায় উপস্থিত হইলে রাজা আমাকে প্রভূত অর্থ ও গোদান করিবেন, সন্দেহ নাই।” এই বলিয়া মহাতপাঃ অত্রি অনতিবিলম্বে বৈন্যযজ্ঞে

উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক মাঙ্গলিক মধুর বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন, “হে মহারাজ! আপনি ধন্য, প্রভু ও ভূমণ্ডলের প্রথমভূপতি, মুনিজনেরাও আপনার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, আপনা অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা আর কেহ নাই।”

মহর্ষি গৌতম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রোষাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, “হে অত্রে! তুমি এরূপ কথা আর কখন কহিও না, তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিণত হয় নাই। আমাদিগের প্রথম প্রতিপালক প্রজাপতি মহেন্দ্র ভিন্ন আর কেহই নাই।” অত্রি কহিলেন, “হে গৌতম! প্রজাপতি ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও সমস্ত বিধান করিয়া থাকেন। তুমিই এক্ষণে মোহে অভিভূত হইতেছ এবং তোমারই প্রজ্ঞা বলপরিহীন হইয়াছে।” গৌতম কহিলেন, “হে অত্রে! আমি সকলই জানি, আমি কখনও মোহে অভিভূত হই নাই, প্রত্যুত তুমি যখন মহারাজের সাক্ষাৎকারলাভ প্রত্যাশায় জনসমাজে এইরূপ স্তব করিতেছ, তখন লোকে তোমাকেই মোহপরবশ বিবেচনা করিবে। তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ নও এবং সেই ধর্ম্মের প্রয়োজনও জান না। তুমি কোন কারণবশতঃ বন্ধ হইয়াছ, তোমার স্বভাব অদ্যাপি বালকের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।”

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ বিবাদ করিতেছেন, দেখিয়া যজ্ঞদীক্ষিত মষিগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহারা কি প্রকার লোক? কোন ব্যক্তি বা ইঁহাদিগকে রাজসভাপ্রবেশে আদেশ প্রদান কবিয়াছে? ইহারা কি নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথোপকখন করিতেছেন?”

অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মাবিৎ কাশ্যপ তাঁহাদিগের সন্মূখম হইয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামুনি গৌতম সভাস্থ সমস্ত মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে দ্বিজোত্তমগণ! আমরা আপনাদিগের নিকট একটি প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অত্রি বৈন্যনৃপতিকে বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, উহা সঙ্গত কি?”

“এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষিগণ সত্বর হইয়া সংশয়-নিরাকরণার্থ ধর্ম্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট গমন করিলেন। সনৎকুমার মুনিগণমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “তেপোধনগণ! যেমন অনল অনিলের সহিত সংমিলিত হইলে সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর একত্র মিলিত হইলে সমুদয় শত্রুই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মস্থাপক ও প্রজাপালক, তিনি ইন্দ্র, শুক্র, বিধাতা ও বৃহস্পতিতুল্য, যিনি প্রজাপতি, বিরাট, সম্রাট, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপ এই সকল শব্দ দ্বারা সংস্তূয়মান হয়েন, তাঁহাকে কে না অর্চ্চনা করিবে? সেই রাজা ধর্ম্মমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক, তিনি সতত নির্ভয়ে রক্ষা করেন, তিনি সকলের ঈশ্বর, স্বর্গের পথ-প্রদর্শক, জেতা, সত্যের আকর ও বিষ্ণুস্বরূপ। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ অধর্ম্মভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া ক্ষত্রিয়কে মহাবলপরাক্রান্ত করিয়াছেন। যেমন দিবাকর স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্ব্বক দ্যুলোকে দেবগণের অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভূপতি পৃথিবীর সমস্ত লোকের অধর্ম্ম নিরাকরণ করেন। এইরূপ শাস্ত্র প্রমাণ দৃষ্টে রাজার প্রধানত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব যিনি রাজাকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত হইল।”

অনন্তর বৈন্যরাজা সিদ্ধান্ত-পক্ষের যাথার্থ্যশ্রবণে প্রথম স্তুতিবাদক অত্রির প্রতি একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তত! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমাকে নরোত্তম ও সর্ব্বদেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেল, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে বসনভূষণে বিভূষিত দাসীসহস্র, দশ কোটি সুবর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন।" তখন মহার্ষি অত্রি ন্যায়তঃ সমস্ত প্রতিগ্রাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রীতমনে পুত্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়া তপোনুষ্ঠান মানসে বনপ্রবেশ করিলেন।

১৮৬তম অধ্যায়

ধেনু প্রভৃতির দানফল-বর্ণন

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! এইস্থলে দেবী সরস্বতী মহর্ষি তার্ক্ষ্যকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। একদা তার্ক্ষ্য সরস্বতী দেবীকে কহিলেন, 'হে ভদ্রে! ইহলোকে মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি, কিরূপ আচারব্যবহারে তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না, কিরূপে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে হয়, কোন্ কালেই বা দেবপূজা করিতে হইবে, আর কি কারণেই বা ধর্ম্মরক্ষা হয়? আপনি এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন; আমি তদনুসারে কার্য্য করিব ও আপনার উপদেশশ্রবণে নিষ্পাপ হইয়া পরিণামে স্বর্গলোকলাভ করিব।'

"শুশ্রুষাপরবশ মহর্ষি তার্ক্ষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সরস্বতী দেবী ধর্ম্মসঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন, 'হে তপোধন! যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন, শুচি ও অপ্রমত্ত; তিনি ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দেবগণের সহিত প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। তথায় কনককমলালঙ্কৃত, বিপুল, বিশোক, তীর্থপরম্পরা-পরিশোভিত, মৎস্যসার্থসঙ্কুল, অপঙ্কিল ও রমণীয় পুষ্করিণী-সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞ পুণ্যবান্ লোকেরা হিরণ্যবর্ণ বহুবিধ দিব্য-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অতি-পবিত্র অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া প্রফুল্লমনে তাহার তীরে বিহার করিয়া থাকেন। গো-প্রদান করিলে উৎকৃষ্ট লোক, বলীবর্দ্দদানে সূর্য্যলোক, বসনপ্রদানে চান্দ্রমস[চন্দ্রলোক]লোক ও হিরণ্যদানে অমরত্বলাভ হয়। সুপ্রভা, সুপ্রদোহা, সুবৎসা ও অপলায়িনী ধেনু-দান করিলে মানবগণ সেই ধেনুর রোমের সমসংখ্যক সংবৎসর দেবলোকে বাস করিয়া থাকে। যিনি অনন্তবীর্য্য, হলবাহী, ধুরন্ধর ও যুবা বলীবর্দ্দ দান করেন, তিনি দশ-ধেনু-দান-জন্য লোকসমুদয় প্রাপ্ত হয়েন। দ্রবিণ [ধন] ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্য-সহকারে কাংস্যোপদোহসম্পন্ন [কাঁসার দোহনপাত্র] সচেলা কপিলা প্রদান করিলে সেই কপিলা স্বীয় প্রসিদ্ধ গুণদ্বারা কামদুহা হইয়া প্রদাতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধেনুর গাত্রে যাবৎসংখ্যক রোম বিদ্যমান থাকে, ধেনু দানে তৎসমসংখ্যক ফললাভ হয় এবং পরলোকে প্রদাতার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া থাকে।

'যিনি দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্যসহকারে কাংস্যোপদোহযুক্ত কাঞ্চননির্ম্মিত-শৃঙ্গসম্পন্ন তিলধেনু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে বসুলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মদোষে কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দানববর্গকর্ত্তৃক নিরন্তর নিরুদ্ধ গাঢ়ান্ধকারসমাচ্ছন্ন, ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়, ধেনুদানই মহাসমুদ্রে সমীরণপ্রেরিত নৌকার ন্যায়

পরলোকে তাহার উদ্ধারের কারণ হইয়া উঠে। যিনি ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান ও বিধিপূর্ব্বক অন্যান্য প্রচুর দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্রলোকপ্রাপ্ত হয়েন। যিনি নিয়মাবলম্বী ও সুশীল হইয়া ক্রমাগত সপ্তবর্ষ হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্বকর্ম্মবলে আপনাকে ও সপ্তপূর্ব্ব এবং সপ্তপর পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন।'

"তার্ক্ষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবি! বেদোদিত অগ্নিহোত্রব্রত কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি অদ্য আপনাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব। সরস্বতী কহিলেন, 'হে তার্ক্ষ্য! অপ্রক্ষালিতপাণি, অশুচি, বেদানভিজ্ঞ, অবিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ হোম করে না, কারণ, পরচিত্তানুসন্ধানপর শৌচপ্রিয় অমরগণ শ্রদ্ধাহীন লোক হইতে কদাচ হবনীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানকুলশীল ব্যক্তিকেই অশ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাদিগকে দেবহব্যে নিয়োগ করিলে সমুদয় বিফল হয়; অতএব তাদৃশ লোককে তদ্বিষয়ে কদাচ নিয়োগ করিবে না। যাঁহারা হুতশেষভোজী, সত্যব্রত, শ্রদ্ধাবান্ ও নিরহঙ্কার হইয়া হোম করেন, তাঁহারা অতিপবিত্র গোলোকলাভ এবং পরম সত্যস্বরূপ দেবকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

"তার্ক্ষ্য কহিলেন, "হে দেবি! আপনি পরমাত্মারূপা প্রজ্ঞা, আপনি ব্রহ্মতত্ত্ব ও কর্ম্মকাণ্ড এই উভয়বিধ বিষয়েই নিবিষ্ট আছেন, আর ঐ সকল বিষয় আপনাকর্ত্তৃক দ্যোতমান হইতেছে জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে?'

"সরস্বতী কহিলেন, 'আমি পরাপরবিদ্যারূপ দেবী, বিপ্রর্ষিগণের সংশয়নিবারণার্থ অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া তোমার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে যথার্থ অর্থ-সমুদয় প্রকাশ করিলাম। তার্ক্ষ্য কহিলেন, 'হে দেবি! আপনার তুল্য আর কেহই নাই, আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় নিরন্তর বিরাজমান হইতেছেন। আপনার রূপ দিব্য ও কান্তি অনন্ত; আপনি বুদ্ধিদেবীকে সতত ধারণ করিতেছেন।' সরস্বতী কহিলেন, 'হে তপোধন! বানস্পত্য, ধাতুময়, পার্থিব ও অন্যান্য যে সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত যজ্ঞে উপপাদিত হইয়া থাকে, আমি তাহার উপযোগদ্বারা বর্দ্ধিত, পরিতৃপ্ত ও রূপবতী হইয়া থাকি, তুমি আমার সেই দিব্যরূপ-দর্শন ও আমাকে যজ্ঞস্বরূপ বোধ করিলে মুক্তিলাভ করিবে।'

"তার্ক্ষ্য কহিলেন, 'হে দেবি! শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা বিশ্বস্তমনে যাহাকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি অতিকঠোর ব্রতানুষ্ঠান করেন, সেই শোক-দুঃখশূন্য মোক্ষ কি প্রকার এবং সাংখ্যশাস্ত্রে যাহাকে চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই পরমাত্মা কে, আমি জানি না, অতএব আপনি তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।' সরস্বতী কহিলেন, 'হে তার্ক্ষ্য! স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবেদান্ত-পারদর্শী মহর্ষিগণ বীতশোক ও বিষয়বাসনাবিহীন হইয়া ব্রত ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যোগসাধনদ্বারা যে পুরাতন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি পরমব্রহ্ম। যে অবস্থাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই মোক্ষ বলে। সেই পুরুষমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ সহস্রশাখাসম্পন্ন পুণ্যগন্ধশালী বিশাল এক বেতসলতা বৃদ্ধি পাইতেছে; তাহার মূলদেশ হইতে মধূদক-প্রস্রবণ অতিপবিত্র স্রোতস্বতীসকল প্রবাহিত হইতেছে। তাহার শাখায় পুত্রাদি বিষয়সম্পন্না, ভৃষ্টয়বাপূপবিশিষ্টা [ভাজা যবের পিষ্টকযুক্তা], মাংসশাকযুক্তা পায়সকর্দ্দমশালিনী মহানদীসকল সঞ্চরণ করিতেছে; সে স্থানে

অগ্নিমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। হে তার্ক্ষ্য! সেই আমার পরম স্থান।'

১৮৭তম অধ্যায়

বৈবস্বতমনু—প্রলয়কালীন মীনবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, "হে ব্রহ্ম! মহর্ষি বৈবস্বত মনুর চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীৰ্ত্তন করুন।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "রাজন্! প্রজাপতিসম প্রভাসম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত অতি তেজস্বী অসামান্য-রূপসম্পন্ন বিবস্বৎপুত্র মনুনামে এক মহর্ষি ছিলেন, তিনি বিশাল বদরিকাশ্রমে কখন অধোমস্তক, কখন ঊর্দ্ধবাহু, কখন বা একপদে দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষলোচন অযুত-বৎসর অতিকঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে তেজ, রূপ ও তপস্যাদ্বারা তিনি স্বীয় পিতৃপিতামহকে অতিক্রম করিলেন।

"একদা তিনি আর্দ্রচীর [ভিজা কাপড়] পরিধান ও জটা ধারণপূর্ব্বক চারিণীনদীতীরে তপস্যা করিতেছেন, এই অবসরে এক মৎস্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, 'ভগবন! মহাবল মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যদিকে ভক্ষণ করিবে, আমাদিগের এই চিরন্তনী বৃত্তি বিধাতাকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, অতএব আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য, মহাবল মৎস্য হইতে সাতিশয় ভীত হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন। অঙ্গীকার করিতেছি, পশ্চাৎ আপনার প্রত্যুপকার করিব।' মৎস্যের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষির অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি অঞ্জলিদ্বারা মৎস্যকে উদক হইতে উদ্ধার করিয়া শশিকান্তি ধবল অলিঞ্জরে [মাটির জালা] নিক্ষেপপুর্ব্বক পুত্রভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

"মৎস্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে তদীয় কলেবর অলিঞ্জর-মধ্যে অপর্য্যাপ্ত হওয়াতে তখন সে মনুকে কহিল, 'হে ভগবন্! আজি আমাকে স্থানান্তরে রক্ষা করুন।' তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অলিঞ্জর হইতে উদ্ধার করিয়া অতিবিশাল বাপীসলিলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাপী দ্বিযোজন আয়ত, একযোজন বিস্তৃত। মৎস্য বহুসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইল। ক্রমে ক্রমে অতিবিস্তীর্ণ সেই বাপীও তাহার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সে মনুকে পুনরায় আহ্বান করিয়া কহিল, 'ভগবন্! আপনি আমাকে এক্ষণে সাগরগামিনী গঙ্গায় সংস্থাপিত করুন, আমি তথায় বাস করিব অথবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন, আমি অসূয়াপরবশ না হইয়া আপনার আদেশ পালন করিব। আমি আপনারই প্রত্নাতিশয়-সহকারে এইরূপ পরিবর্দ্ধিত ও বৃহৎ মৎস্য হইতে রক্ষিত হইয়াছি।

"এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষি মনু স্বয়ং সেই মৎস্যকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। সে তথায় কিছুকাল বাস করিয়া সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মনুকে কহিল, 'ভগবন্! আমার কলেবর অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে এ স্থলেও আর অঙ্গ-চালনা করিতে পারি না। অধুনা প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে আমাকে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করুন।' অনন্তর মহর্ষি স্বয়ং তাহাকে ভাগীরথী হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন।

পথিমধ্যে তাহার স্পর্শগন্ধ [আঁশটে গন্ধ] ও বৃহদাকার বহন জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া অনায়াসে বহন করিতে লাগিলেন, পরে সাগরতীরে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে সলিলে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রলয়সম্ভাবনায় মনুকর্ত্তৃক সংসারবীজরক্ষা

"মৎস্য তৎক্ষণাৎ সহাস্য আস্যে কহিল, 'হে করুণাময়! আপনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন, আমিও আপনার প্রত্যুপকার করিতে ক্রটি করিব না। এক্ষণে যে এক বিষম ব্যাপার ঘটিবার কাল উপস্থিত, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সংসারের সংহার-সময় সমাগত হইয়াছে, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব অচিরকালমধ্যেই প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব আজি আমি আপনাকে হিতকর ও শ্রেয়স্কর কার্য্যে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সতর্ক করিতেছি, আপনি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন এবং স্বয়ং সপ্তর্ষিগণের সহিত যথোপযুক্ত বীজ-সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপিত ও রক্ষা করিয়া ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতীক্ষা করিবেন। পরে আমি শৃঙ্গ সম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হইব। হে তপোধন! আমা ব্যতিরেকে আপনি এই দুস্তর সলিলরাশি হইতে কদাচ পরিত্রাণ পাইবেন না। এক্ষণে আমি চলিলাম, কিন্তু যেরূপ কহিলাম, ইহার যেন অন্যথা না হয়, আমার বাক্যে আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না। তখন মনু 'তথাস্তু' বলিয়া মৎস্যবাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর পরস্পর আমন্ত্রণ করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

প্রলয়প্লাবনে ভাসমান মনুর অবস্থা

"মহর্ষি মনু মৎস্যের আদেশানুসারে নৌকা ও বীজসমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যকে একান্তমনে চিন্তা করিতে সমাসক্ত হইলেন। মৎস্য মহর্ষি মনুকে চিন্তিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল। মনু শৃঙ্গসম্পন্ন ও উন্নতপর্ব্বততুল্য সেই মৎস্যকে অর্ণবমধ্যে অবলোকন করিয়া তদীয় শৃঙ্গে পাশ [রজ্জু—জাল] সংযত করিলেন। সে তখন মহাবেগে সেই পাশবদ্ধ নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে উত্তাল ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইল। বারিরাশি গর্জ্জন করিতে লাগিল, দেখিলে বোধ হয় যেন মহাসাগর নৃত্য করিতেছে। নৌকা প্রবলবায়ুবেগে ক্ষুভিত ও মদমত্ত চপলস্বভাব অবলার ন্যায় বারংবার বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তখন ভূমি বা দিগ্বিদিক কিছুই নিরীক্ষিত হইল না। ভূলোক ও দ্যুলোক কেবল জলমগ্ন বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে লোকসকল প্রলয়জলে বিলীন হইলে কেবল সপ্তর্ষিগণ, মনু ও মৎস্য ইহারাই পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। মৎস্য নিরলস হইয়া এইরূপে অনেক বৎসর সাগরসলিলে নৌকা আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

"অনন্তর হিমাচলের এক উন্নত শৃঙ্গ পরিদৃশ্যমান হইলে মৎস্য সেই শৃঙ্গাভিমুখে নৌকা লইয়া গমন করিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সন্নিহিত হইলে মৎস্য হাস্যমুখে মহর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে তপোধনগণ! আপনার এই গিরিশৃঙ্গে কিয়ৎকাল নৌকা বন্ধন করিয়া রাখুন।' তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় নৌকা বন্ধন করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ 'নৌবন্ধনশৃঙ্গ' বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে।

"অনন্তর মৎস্য ঋষিদিগকে কহিল, "হে মহর্ষিগণ! আমি পরাৎপর প্রজাপতি ব্রহ্মা; মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিপদ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এক্ষণে এই বৈবস্বত মনু স্থাবর, জঙ্গম, দেবাসুর, মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোকসকল সৃষ্টি করিবেন। অতিতীব্র তপঃপ্রভাবে ইঁহার প্রতিভা প্রকাশিত ও অপ্রতিহত হইবে; ইনি আমারই প্রসাদবলে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে মোহপরিশূন্য হইবেন।' এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

"প্রজাসিসৃক্ষু [লোকসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক] ভগবান্ মনু সৃষ্টি করিবার সময়ে মোহে অভিভূত হইলেন। পরে তিনি অতি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রভাবসম্পন্ন হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই উপাখ্যান মাৎস্য উপাখ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি এই সর্ব্বপাপহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মনুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে, সে সুখী ও পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া সকল লোকে গমন করিবে।"

১৮৮তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক সৃষ্টিবর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে পুনরায় যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি অনেক সহস্র যুগান্ত অবলোকন করিয়াছেন। মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্যতিরেকে অন্য কেহই আপনার সদৃশ আয়ুষ্মন্ নহেন। প্রলয়কালে এই ভূলোক দেবদানববর্জ্জিত ও অন্তরীক্ষবিহীন হইলে পর আপনিই ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রলয় নিবৃত্ত হইলে যৎকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া দিক্‌সমুদয় বায়ুভূত করিয়া সেই সেই উপায়দ্বারা জলবিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ ভূতের সৃষ্টি করেন, তখন সেই সমুদয় ভূতনির্ম্মাণ আপনিই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আপনিই সমাধিতৎপর হইয়া লোকগুরু সর্ব্বলোকপিতামহ সাক্ষাৎ বিধাতার আরাধনা করিয়াছেন। হে বিপ্রসত্তম! আপনি অনেক উপায়ে এই সমস্ত বস্তু আত্মসম্মিত করিয়া তপানুষ্ঠানদ্বারা মরীচি প্রভৃতি বেধাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। আপনি নারায়ণের প্রধান ভক্ত; পরলোকে স্তূয়মান হইয়া থাকেন। আপনি অনেকবার যোগকলাদ্বারা হৃদয়কমল উদ্ঘাটিত করিয়া বৈরাগ্য ও যোগরূপ নেত্রদ্বয়ে কামরূপী ব্রহ্মাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রসাদে সর্ব্বান্তক মৃত্যু ও দেহনাশিনী জরা আপনার শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। যৎকালে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমা, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেব, অসুর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদয় স্থাবরজঙ্গম একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সময় একাকী আপনি একার্ণবে পদ্মপত্রশায়ী অমিতাত্মা সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রহ্মার উপাসনা করেন। আপনি সমুদয় পূর্ব্ববৃত্ত অনেকবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সকল লোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আমি আপনার নিকট তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে রাজন্! আমি শাশ্বত, অব্যয়, অব্যক্ত, অতিসূক্ষ্ম, গুণস্বরূপ, নির্গুণাত্মা পুরাণপুরুষ স্বয়ম্ভূকে নমস্কার করিয়া তোমার সমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সেই পীতবাসা জনার্দ্দন; ইনি কর্ত্তা, বিবিধরূপের বিধাতা, সর্ব্বভূতাত্মা, ভূতনির্ম্মাতা, অচিন্ত্য, মহৎ, আশ্চর্য্য ও পরম পবিত্র। ইনি অনাদিনিধন, বিশ্বাত্মক, অব্যয় ও অক্ষয়। ইনি স্বয়ং কর্ত্তা, কাহারও কার্য্য নহেন; ইনি পুরুষত্বের কারণ। ইনিই বেদের অবিদিত সেই সর্ব্বজ্ঞেশ্বর পরমপুরুষ।।

সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যুগবর্ণন

"হে মনুজসত্তম! প্রলয়কালে সমুদয় বিনষ্ট হইলে অবাঙ্মনসগোচর পরমাত্মা হইতেই এই আশ্চর্য্যপরিপূর্ণ সমস্ত মহ জগৎ পুনরায় সৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম সত্যযুগ; সেই সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর। ঐ যুগের সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও সেইরূপ। ত্রেতাযুগ ত্রিসহস্রবর্ষ-পরিমিত; উহার সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও তাদৃশ। দ্বাপরযুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলিযুগ একসহস্র বর্ষমাত্রাত্মক; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ একশত বৎসর। হে মহারাজ! কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুনরায় সত্যযুগ সমুপস্থিত হয়; এইরূপ দ্বাদশ-সহস্র-বার্ষিক যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিত হইল। সহস্র মানুষী যুগাখ্যা এক ব্রাহ্মী যুগাখ্যার সমান। এই বিশ্ব ব্রহ্মভবনে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পণ্ডিতগণ সেই। বিশ্বপরিবর্ত্তনকেই প্রলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

কলিযুগের বিভীষিকা

"হে নরনাথ! কলিযুগ অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে মনুষ্যগণ প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে। তৎকালে যজ্ঞপ্রতিনিধি, দান-প্রতিনিধি ও ব্রত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিবে এবং শূদ্রগণ ধনোপার্জ্জনপরায়ণ ও ক্ষাত্রধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ে জলাঞ্জলি প্রদান এবং দণ্ড ও অজিন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সবর্ভক্ষ হইবে এবং জপ পরিত্যাগ করিবে। শূদ্রগণ জপপরায়ণ হইবে। এইরূপে লোকমর্য্যাদা বিপরীত হওয়াই প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

"হে রাজন! ঐ সময় আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লীক, শূর ও আভীর প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতীয় ভূপতিগণ মিথ্যাবাদপরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে। তৎকালে কোন ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মোপজীবী হইবে না। যাবতীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিরুদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে; মনুষ্যগণ অল্পায়ু, অল্পবল, অল্পপরাক্রমক, অল্পসার, অল্পদেহ ও অল্পসত্যভাষী হইবে। জনপদসমুদয় শূন্যপ্রায় ও দিক্‌সকল মৃগ ও হিংস্রজন্তু-সমূহে পরিপূর্ণ হইবে। মনুষ্যগণ কপট ব্রহ্মবাদী হইবে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন করিবে, ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে আর্য্য বলিয়া সম্বোধন করিবে, জন্তুসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে, গন্ধদ্রব্যের তাদৃশ গন্ধ থাকিবে না। রসসমুদয় তদ্রূপ সুস্বাদু হইবে এবং মনুষ্যগণ অনেকাপত্য, হ্রস্বদেহ ও আচারভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কামিনীগণ আপন মুখে ভগকার্য্য সমাধা করিবে। জনপদস্থ মনুষ্য-সমুদয় সতত ক্ষুধাদিগ্রস্ত হইবে, চতুস্পথ-সমুদয় লম্পট ও বেশ্যাগণে পরিপূর্ণ হইবে এবং পত্নীগণ স্বামীদিগের দ্বেষ করিবে। ধেনু-সকল অল্পদুগ্ধ প্রদান করিবে এবং বৃক্ষগণ অল্প-পুষ্পফুলযুক্ত ও বায়সকুলাকীর্ণ হইবে। লোভমোহপরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণ কপট ধর্ম্মচিহ্ন পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মহত্যানুলিপ্ত মিথ্যাবাদী রাজগণের নিকট

প্রতিগ্রহ করিবে। গৃহস্থগণ সমধিক করপ্রদানভয়ে ভীত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণগণ বাণিজ্যোপজীবী হইবে এবং অনর্থক মুনিগণের ন্যায় নখরোম ধারণপূর্ব্বক ছদ্মবেশে অবস্থান করিবে। ব্রহ্মচারিগণ অর্থলোভে বৃথাচার, মদ্যপায়ী ও গুরুতল্পগামী হইবে। মনুষ্যগণ ইহলোকে কেবল মাংস ও শোণিত-বর্জ্জনের চেষ্টা করিবে। আশ্রম-সকল পরান্নভোজী পাষণ্ডসমুদয়ে সংকীর্ণ হইয়া উঠিবে। ভগবান ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিবেন না। সমুদয় বীজ হইতে অঙ্কুর সম্যকরূপে উদ্ভিন্ন হইবে না। লোকসকল হিংসাপরায়ণ ও অশুচি হইয়া উঠিবে; অধর্ম্মফল প্রবল হইবে।

"হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ হইলে মানব অল্পায়ু হইবে। ফলতঃ তৎকালে কোন ধর্ম্মই থাকিবে না। মানবগণ কূট[ওজনে কম দেওয়া]পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিবে। বণিকগণ বহুবিধ কপট ব্যবহার করিবে। ধর্ম্মের বলহানি ও অধর্ম্ম বলীয়ান হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মিষ্ঠ মানবগণ অতিহীন, অল্পায়ু ও দরিদ্র হইবে, পাপাত্মারা পরিবর্দ্ধিত, দীর্ঘায়ু ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণ নাগরিকদিগের ক্রীড়ার সময়ে ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায় ব্যবহার করিবে, লোকসকল অল্পমাত্র ধনে ঐশ্বর্য্যশালীর ন্যায় গর্ব্বিত হইবে। বিশ্বাসপূর্ব্বক নির্জ্জনে ন্যাস্ত ধন-সকল অপহরণ করিবার নিমিত্ত লজ্জাপরিহারপূর্ব্বক 'আমার নিকট তোমার ধন নাই' বলিয়া ন্যাসকারীকে প্রত্যাখ্যান করিবে। নরমাংসলোলুপ জন্তু, পক্ষী ও মৃগ সমুদয় নগরের ক্রীড়াস্থান ও চৈত্য-সমুদয়ে শয়ান থাকিবে। কামিনীগণ সপ্তম বা অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গর্ভবতী হইবে, পুরুষগণ দশ বা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে পুত্রোৎপাদন করিবে এবং মনুষ্যগণ ষোড়শবর্ষেই জরাগ্রস্ত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই করাল কালকবলে নিপতিত হইবে। বালকগণ বৃদ্ধদিগের ন্যায় ও বৃদ্ধেরা বালকগণের ন্যায় ব্যবহার করিবে। বিপরীতচারিণী রমণীগণ উপযুক্ত পতিদিগকে বঞ্চনা করিয়া দাস ও পশুদিগকে লইয়া আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কি বীরপত্নীগণ, কি সামান্য মহিলাগণ সকলেই পতি বর্ত্তমানেও পুরুষান্তর-সংসর্গ করিবে।

শেষ কলির অবস্থা

"হে মহারাজ! কলিযুগের শেষে সমুদয় প্রাণীগণের আয়ুক্ষয় হইবে, বহুবার্ষিক অনাবৃষ্টি হইবে। তন্নিবন্ধন অনেকানেক ক্ষুধিত অল্পসার প্রাণীগণ শমনসদনে গমন করিবে। তৎপরে এককালে সপ্ত সূর্য্য সমুদিত হইয়া সমুদ্র ও নদী-সকলের জল শোষণ করিবে। শুষ্কই হউক বা আর্দ্রই হউক, কিছু তৃণকাষ্ঠ পৃথিবীতে থাকিবে, তৎসমুদয় ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অনন্তর সংবর্ত্তকনামে বহ্নি বায়ু-সহায় হইয়া আদিত্যোপশোষিত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিবে এবং পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেব, দানব ও যক্ষগণের ভয়োৎপাদন করিবে।

প্রলয়কালীন অগ্নিজলবায়ু-প্রাদুর্ভাববর্ণন

"হে রাজন! এইরূপে সেই অগ্নি পৃথিবীস্থ ও পাতালতলস্থ সমুদয় পদার্থ দগ্ধ করিবে। ফলতঃ সেই অমঙ্গলবিধায়ক বায়ু ও সংবর্ত্তক অনলদ্বারা দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ সমুদয় জগৎ এককালে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তৎপরে গজকুলসদৃশ, তড়িম্মালা-বিভূষিত অদ্ভুতদর্শন মেঘসকল নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইবে। এই

সমস্ত মেঘের মধ্যে কতকগুলি নীলোৎপলসন্নিভ, কতকগুলি কুমুদের ন্যায়, কতকগুলি কিঞ্জল্কসদৃশ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি হরিদ্রাকার, কতকগুলি কাকডিম্বতুল্য, কতকগুলি পদ্মপত্রবর্ণ, কতকগুলি হিঙ্গুলবর্ণ, কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নগরাকার, কতকগুলি গজযূথসন্নিভ, কতকগুলি অঞ্জনবর্ণ ও কতকগুলি মকরসদৃশ, ঐ সমস্ত বিদ্যুন্মালা-বিভূষিত ঘোররূপ গম্ভীরনিঃস্বন পরমেষ্ঠিপ্রেরিত জলধরপুঞ্জ নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মুষলধারে বারিবর্ষণপূর্ব্বক পর্ব্বত ও কাননসমেত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্লাবিত ও সেই ঘোরতর অশিব সংবর্ত্তক হুতাশন নির্ব্বাপিত করিবে।

"হে পাণ্ডবনাথ! এইরূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অবিচ্ছেদে বৃষ্টিধারা পতিত হইলে পর সমুদ্রজল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিবে। ঐ সময় পর্ব্বত-সকল বিদীর্ণ ও পৃথিবী জলনিমগ্ন হইয়া যাইবে। পরে সেই সমুদয় বারিধর প্রবল বায়ুবেগে আহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপূর্ব্বক সহসা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন কমলালয় আদিদেব স্বয়ম্ভু আকাশসঙ্কোচ করিয়া সেই সকল প্রবল পবন পান করিয়া নিদ্রাগত হইবেন।

প্রলয়জলে ভাসমান শিশুরূপী মহাপুরুষ কথা

"হে মহীপাল! সেই প্রলয়কালে সমুদয় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, শ্বাপদ, মহীরুহ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট হইয়া কেবল একার্ণবমাত্র অবশিষ্ট হইলে আমি একাকী সেই অসীম সলিলে সঞ্চরণপূর্ব্বক সমুদয় বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইব। এইরূপে সুদীর্ঘকাল নিরবলম্ব হইয়া জলে প্লবমন হইতে হইতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিব। কিয়ৎকালান্তর সেই একার্ণবমধ্যে এক বিশাল ন্যাগ্রোধপাদপ নয়নগগাচর হইবে। হে রাজন! ঐ পাদপের সুবিস্তীর্ণ শাখায়, দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি সমুপবিষ্ট পূর্ণচন্দ্রনিভানন কমললোচন এক বালক আমার নেত্রপথে পতিত হইবেন। আমি তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিব, কি আশ্চর্য্য! সমুদয় লোক বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই শিশু এ স্থানে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন? হে মহারাজ! আমি ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও তৎকালে ধ্যানদ্বারা ঐ শিশুকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব না। ঐ বালক অতস কুসুমসন্নিভ, তাঁহার শ্রীবৎসভূষণ লক্ষ্মীর আবাস।

"তখন সেই কমলনয়ন বালক সুমধুর-বাক্যে আমাকে কহিবেন, 'হে মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানি; তুমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম বাসনা করিতেছ, অতএব আমার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যত কাল ইচ্ছা হয়, বাস কর। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে রাজন! বালকের ঐ বাক্য শ্রবণে আমার স্বীয় দীর্ঘজীবিত ও মনুষ্যত্বে নিতান্ত নির্ব্বেদ সমুপস্থিত হইবে। অনন্তর সেই বালক সহসা মুখব্যাদান করিবেন; আমিও দৈবযোগে তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিব।

"হে মহারাজ! তদনন্তর আমি সহসা তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ রাজ্য ও নগরসমাকীর্ণ সমুদয় মেদিনী মণ্ডল অবলোকনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিব। তথায় গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চমতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্কোকসারা, নলিষী, নর্ম্মদা, তাম্রা, বেণ্বা, পুণ্যতোয়া, শুভাবহা, সুবেণা, কৃষ্ণবেণা, ঈরামা, বিতস্তা, কাবেরী, শোণ, বিশল্যা ও কিম্পুনা প্রভৃতি নদী-সকল; যাদের গণনিষেবিত,

নানারত্ন-সংযুক্ত পয়োনিধি; চন্দ্রসূর্য্যবিরাজিত জাজ্বল্যমান গগনমণ্ডল এবং নানাবিধ বনরাজি বিরাজিত হইতেছে; ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ক্ষত্রিয়গণ সকল বর্ণের অনুরঞ্জন করিতেছেন, বৈশ্যগণ যথাবিধি কৃষিকার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছে ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষায় নিরন্তর নিরত রহিয়াছে। হিমাচল, হেমকূট, নিষধ, রজতসঙ্কীর্ণ, শ্বেতগিরি, গন্ধমাদন, মন্দর, মহাগিরি নীল, কনকময় মেরু, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, মলয়, পারিপাত্র প্রভৃতি রত্নবিভূষিত পর্ব্বতসমুদয় শোভা পাইতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শুক্রাদি-সমুদয় অমর, সাধ্য, রুদ্র, রাহু, আদিত্য, গুহ্যক, পিতৃলোক, সর্প, নাগ, সুপর্ণ, বসু, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও ঋষিগণ এবং কালেয় প্রভৃতি দৈত্য-দানবগণ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে। পূর্ব্বে লোকমধ্যে যাহা যাহা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তৎসমুদয়ই সেই মহাত্মার কুক্ষিদেশে দেখিতে পাইব।

প্রলয়কালীন বিষ্ণুর উদরস্থিত মার্কণ্ডেয়ের অবস্থা

"হে রাজন্! আমি এইরূপে তাঁহার উদরমধ্যে সমুদয় জগৎ নিরীক্ষণপূর্ব্বক বহু বৎসর ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাঁহার শরীরের অন্ত পাইবার নিমিত্ত সতত ধাবমান হইব, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। তখন আমি উপায়ান্তর না পাইয়া কায়মনোবাক্যে সেই বরদাতা রমণীয় দেবের শরণাগত হইব। তৎপরে অকস্মাৎ তাঁহার বিবৃত মুখবিবর হইতে বায়ুবেগে বিনির্গত হইয়া নিরীক্ষণ করিব যে, সেই বালবেশধারা শ্রীবৎসাঙ্কিতকলেবর অমিততেজাঃ পুরুষ সেই বটবৃক্ষের শাখাতেই রহিয়াছেন। তিনি তৎকালে আমাকে সন্দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে সহাস্যবদনে কহিবেন, 'হে মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়! তুমি বহুকাল জলে প্লবমান হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলে, কেমন, এখন ত' আমার শরীরমধ্যে বাস করিয়া উত্তমরূপে পরিমাপনোদন করিলে?'

"অনন্তর আমার নূতন দৃষ্টি পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইলে তদ্দ্বারা লব্ধচেতাঃ আত্মাকে বিনির্ম্মুক্ত দেখিব। তখন সেই অমিততেজাঃ বালকের অপরিমিত প্রভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার রক্ততল সুপ্রতিষ্ঠিত চরণযুগল মস্তকে ধারণ ও বন্দনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়-বচনে কহিব, 'আমার কি শুভদৃষ্ট! অদ্য সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কমললোচনকে দেখিলাম। হে দেব! তোমার এই অদ্ভুত মায়া ও তোমাকে জানিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। আমি তোমার আস্যদ্বারা তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জঠরমধ্যে দেব, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ অবলোকন করিলাম। হে দেব! তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতি তিরোহিত হয় নাই। আমি তোমার শরীরমধ্যে সতত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তোমারই ইচ্ছানুসারে বহির্গত হইলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি তোমাকে জানিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। তুমি কি নিমিত্ত সমুদয় জগৎ ভক্ষণ করিয়া বালকবেশে এই প্রদেশে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত এই সমুদয় জগৎ তোমার শরীরস্থ হইয়া রহিয়াছে? আর কত কালই বা তুমি এই স্থানে থাকিবে? হে দেবেশ! তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। কেন না, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা নিতান্ত মহৎ ও অচিন্ত্য।'

"সেই মহাদ্যুতি দেবদেব আমার বাক্য-শ্রবণানন্তর আমাকে সান্ত্বনা করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিবেন।"

১৮৯তম অধ্যায়

প্রলয়জলধিগত শিশুরূপী বিষ্ণুর পরিচয়

"দেব কহিলেন, 'হে বিপ্র! দেবতারাও আমাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন নাই। আমি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্তই কহিব। হে বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, আমার শরণাগত এবং প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠাতা, এই জন্য আমি সাক্ষাৎ তোমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইলাম। আমি জলের নারসংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম; সেই নার সর্ব্বদা আমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়; এই জন্য আমি নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। আমি কারণস্বরূপ, শাশ্বত, অব্যয় এবং সর্ব্বভূতের বিধাতা ও সংহর্ত্তা; আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, প্রেতাধিপতি যম; আমিই শিব, সোম, কাশ্যপ, ধাতা, বিধাতা ও যজ্ঞ। অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী আমার পদ, সূর্য্য-চন্দ্র আমার দুই নেত্র, স্বর্গ আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্ আমার দুই শ্রবণ। মহাদি ও মহাকাল আমার শরীর, বায়ু আমার মন। আমি বহু শত সুদক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। দেব্যজনপ্রবৃত্ত বেদবেত্তা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয় ও স্বর্গজিগীষু বৈশ্যগণ আমার উদ্দেশেই যাগ করিয়া থাকে। আমি শেষনাগ হইয়া মেরুমন্দরসহিত চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরা ধারণ করিয়া আছি। আমিই পূর্ব্বে বরাহদেহ পরিগ্রহ করিয়া স্ববীর্য্যপ্রভাবে প্রলয়জলবিলীন বসুন্ধরার উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমিই বড়বামুখ অগ্নিস্বরূপ হইয়া অসম সলিল-সমুদয় পান করিয়া পুনরায় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। আমার মুখ ব্রাহ্মণ, ভুজদ্বয় ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় বৈশ্য ও পাদদ্বয় শূদ্র হইয়াছে। ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ আমা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং আমাতেই প্রবেশ করে।

শান্তিপরায়ণ সংযতাত্মা, জিজ্ঞাসু, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ বিপ্রগণ ধ্যানপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। আমিই সংবর্ত্তক অগ্নি, আমিই সংবর্ত্তক অনিল ও আমিই সংবর্ত্তক সূর্য্য। আকাশমণ্ডলে যেসকল নক্ষত্র নেত্রগোচর হইতেছে, ঐ সকল আমারই লোমকূপ; সমুদয় সমুদ্র ও চতুর্দ্দিক্ আমার বসন, শয়ন ও নিলয়; আমিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকলকে বিভক্ত করিয়াছি। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শোক, মোহ এবং শুভসাধন সত্য, দান, কঠোর তপস্যা ও সকল জীবের প্রতি হিংসা আমারই রোমস্বরূপ।

'মনুষ্যেরা আমারই বিধানক্রমে জায়মান, মায়াভিভূত ও আমারই দেহচারী হইয়া চেষ্টমান হয়; কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে নহে। যে-সকল ব্রাহ্মণ সম্যক্রূপে বেদাধ্যয়ন করেন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আত্মাকে শান্ত করেন, ক্রোধকে পরাজয় করেন, তাঁহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি দুষ্কৃতকর্ম্মা, লোভাভিভূত, কৃপণ, অনার্য্য ও অকৃতাত্মা, সে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যোগসেবিত পথ শুদ্ধাত্মাদিগের যেরূপ সুগম, মূঢ়গণের সেইরূপ দুপ্রাপ্য।

‘যে যে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। যে-সময়ে হিংসাপরায়ণ ও সুরগণের অবধ্য দৈত্য বা রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়, আমি সেই সময়ে মানুষদেহ ধারণপূর্ব্বক শুভকর্ম্মাদিগের গৃহে উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে দমনপূর্ব্বক সকল শান্ত করি; আমি দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও অন্যান্য চরাচর সৃষ্টি করিয়া আত্মমায়ার প্রভাবে তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি এবং পুনরায় কর্ম্মকালে মর্য্যাদাবন্ধনের নিমিত্ত মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অচিন্ত্যনীয় দেহসকল সৃষ্টি করি।

‘আমি সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগে পীতবর্ণ, দ্বাপরযুগে রক্তবর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকি। সেই সময়ে অধর্ম্মও তিন পাদ হয়। আমি অন্তকালে অতি দারুণ কালস্বরূপ হইয়া সমুদয় চরাচর বিনাশ করিয়া থাকি। আমি ত্রিবর্ত্মা, বিশ্বাত্মা, সর্ব্বলোকে সুখদাতা, সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, হৃষীকেশ ও প্রচুর বিক্রমশালী। আমিই একাকী সর্ব্বভূতান্তক নীরূপ কালচক্র গ্রহণ [নিয়ন্ত্রণ] করি।

‘হে মুনিপ্রধান! আমার আত্মা এবম্প্রকারে সর্ব্বভূতে নিহিত হইয়া আছে, কিন্তু তাহা কেহই অবগত হইতে পারে না। সকল ভুবনেই আমার ভক্ত-সকল আমাকে পূজা করিতেছে। তুমি আমার নিমিত্ত যে কিছু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমার সুখোদয়ের নিমিত্ত ও কল্যাণের হেতু হইবে। তুমি যে কিছু চরাচর দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, সে-সকলই আমার আত্মা। আমি ভূতভাবনরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমিই শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ। যখন কলিযুগের পরিবর্ত্তন হয়, তখন আমি সর্ব্বপ্রাণীকে মোহিত করিয়া নিদ্রিত হই এবং অশিশু ব্রহ্মা শিশুরূপ ধারণ করিয়া যাবৎ জাগরিত না হয়েন, তাবৎ আমি এইরূপে অবস্থান করি।

‘হে মুনিপুঙ্গব! আমি বারংবার তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছি। তুমি যে সমুদয় চরাচর বিলীন ও একার্ণব অবলোকন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলে, আমি তাহা অবগত হইয়াই তোমাকে জগৎ প্রদর্শন করিয়াছি। তুমি যখন আমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন তুমি সমস্ত লোক অবলোকন করিয়া বিস্ময়বশতঃ আর কিছু অনুভব করিতে পার নাই। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে অবিলম্বে মুখ হইতে নিঃসারিত করিলাম। আমি তোমাকে সুরাসুরের দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব কহিলাম, এক্ষণে মহাতপাঃ ব্রহ্মা যাবৎ জাগরিত না হয়েন, তুমি তাবৎ এই স্থানে বিশ্রদ্ধচিত্তে সুখে সঞ্চরণ কর। পরে সেই সর্ব্বলোকপিতামহ প্রবোধিত হইলে আমি একাকী সমুদয় শরীর, আকাশ, পৃথিবী, জ্যোতি, বায়ু ও সলিল প্রভৃতি সমস্ত স্থাবরজঙ্গম ও অন্যান্য অবশিষ্ট বস্তু-সমুদয় সৃষ্টি করিব।’ ”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে ভরতবংশাবতংস! সেই পরমাদ্ভুত দেব এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে এই সমস্ত বিবিধ বিচিত্র প্রজা দৃষ্টিগোচর হইল। হে রাজন! আমি যুগক্ষয়ে এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম; আমি তখন যে কমলায়তনোচন দেবকে দর্শন করিয়াছিলাম, তোমরা সেই পুরুষোত্তমের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন করিয়াছ; আমি ইহারই বরপ্রভাবে অব্যাহত স্মৃতিশক্তি লাভ করিয়াছি এবং দীর্ঘায়ু ও স্বেচ্ছামরণ হইয়াছি। এই বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কৃষ্ণ এক্ষণে ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু ইনিই পুরাণপুরুষ,

বিভু অচিন্তাত্মা, ধাতা, বিধাতা, সংহর্ত্তা, সনাতন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, গোবিন্দ, প্রজাপতি ও প্রভু। এই জন্মরহিত পীতবাসা আদিদেব দৃষ্টিগোচর হওয়াতে পূর্ব্ববৃত্ত-সমুদয় আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে। ইনি সকল ভূতের পিতা ও মাতা, তোমরা ইহারই শরণাপন্ন হও।”

পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদনন্দিনী মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জনার্দ্দনকে নমস্কার করিলেন। তিনি মনোহর সান্ত্বনাবাদদ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

১৯০তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক যুগধর্ম্ম-বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির জগতের ভাবী অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, “ভগবন! আমরা আপনার নিকট যুগোৎপত্তিকালীন সৃষ্টি ও সংহারবিষয়ক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এক্ষণে কলিকালের বিষয়-শ্রবণে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব আপনি তাহার বৃত্তান্ত-সকল বিবৃত করিয়া বর্ণন করুন। তৎকালে ধর্ম্মসঙ্কুল উপস্থিত হইলে পরিণামে কি ফল উৎপন্ন হইবে? মানবগণের বল-বীর্য্য আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আয়ুর পরিমাণই বা কি প্রকার হইবে এবং কতকাল পরেই বা পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হইবে?”

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, “হে রাজন! যাহা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে দেব দেবপ্রসাদে কলিকাল-সম্বন্ধীয় যে-সকল ভবিষ্যলোকবৃত্তান্ত অনুভূত হইতেছে, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে ধর্ম্ম, ছল ও লোভাদিসম্পর্কশূন্য এবং বৃষবৎ চতুষ্পদ ছিল। ত্রেতাযুগে তাহার এক পাদ ও দ্বাপরযুগে দুই পাদ অধর্ম্মময় হইয়াছে, তামসযুগে ধর্ম্ম কেবল পাদমাত্র, কিন্তু অধর্ম্ম তিন-পাদদ্বারা মনুষ্যকে আক্রমণ করিবে।

“আয়ু, বীরত্ব, বুদ্ধি, বল ও তেজ যুগে যুগে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং কলিকালে আরও হ্রাস হইবে। রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। তখন সেই ধর্ম্মই প্রতারণার উপায় হইবে। কলিযুগে সত্যের হানি হইবে। সত্যের হানিতে আয়ুর অল্পতা; আয়ুর অল্পতাবশতঃ সকলেই বিদ্যোপার্জ্জনে অসমর্থ হইবে। বিদ্যার অল্পতা হইতে অজ্ঞান, অজ্ঞান হইতে লোভ, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ উৎপন্ন হইবে। তখন সমুদয় মনুষ্য লোভ, ক্রোধ, মোহ ও কামপরায়ণ এবং পরস্পর জিঘাংসাপর হইয়া বৈরভাব উদ্ভাবন করিবে।

“ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরস্পর সঙ্কীর্ণ হইয়া শূদ্রতুল্য, তপঃশূন্য ও সত্যবর্জ্জিত হইবে। অন্ত্যজ-জাতি চণ্ডালাদি মধ্যমজাতি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করিবে? মধ্যমজাতি অন্ত্যজ জাতির অনুকরণ করিবে। শণনির্ম্মিত বস্ত্র ও কোরদূষক [কেদো ধান] ধান্য প্রধানরূপে গণ্য হইবে। পুরুষগণ নিতান্ত স্ত্রৈণ হইবে এবং মৎস্য, মাংস ও অজামেষীদুগ্ধে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যাহারা গো সকল বিনষ্ট হইলে নিত্য নিয়মে ব্রত ধারণ করিত,

তাহারাও লোভপরায়ণ হইবে। মানবগণ পরস্পর মোষণ [চৌর্য্য-চুরি] করিবে এবং জপবর্জ্জিত, নাস্তিক ও চৌরস্বভাব হইবে।

"নদী-তীরে কুদ্দালদ্বারা ওষধি বপন করিবে। সেই ওষধিসকল অত্যল্প ফলশালী হইবে। যাঁহারা শ্রাদ্ধে ও দৈবকর্ম্মে ধৃতব্রত, তাঁহারাও লোভপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের ধন ভোগ করিবেন। পিতা পুত্রের ধন ও পুত্র পিতার ধন ভোগ করিবে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকিবে না। ব্রাহ্মণগণ ব্রতাচরণে পরাঙ্মুখ হইবে, বেদনিন্দা করিবে এবং নিরর্থক হেতু বিমোহিত হইয়া হোমযাগ পরিত্যাগ, নীচকর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিম্নদেশে কৃষিকার্য্য ও বর্ষান্তপ্রসবিনী প্রভৃতি ধেনুগণকে ভারবহনে নিয়োজন করিবে। পুত্র পিতৃহত্যা ও পিতা পুত্রহত্যা করিয়াও উদ্বিগ্ন হইবে না, প্রত্যুত ব্রহ্মবাদী[বেদব্যাখ্যাতা—পাপী লোক বেদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা]ও অনিন্দিত হইবে।

"সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছ; ক্রিয়া ও যজ্ঞবর্জ্জিত, নিরানন্দ ও নিরুৎসব হইয়া উঠিবে। লোক-সকল প্রায় কৃপণ, বন্ধুমান্ ও বিধবাগণের ধন অপহরণ করিবে, স্বল্পবল, উৎসাহবিহীন ও লোভমোহপরায়ণ হইবে, সন্তুষ্টচিত্তে দুষ্টলোকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে এবং কপটাচারপরায়ণ হইয়া প্রতিগ্রহ করিবে। পণ্ডিতম্মন্য ক্ষত্রিয়গণ মূর্খতাদোষে পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণসংহারে উদ্যত ও সমুদয় লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে। তাহারা নোকরক্ষাকার্য্যে উপেক্ষাপূর্ব্বক লোভ ও অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কেবল দণ্ডবিধানেই সমুৎসুক হইবে এবং নির্দ্দয়হৃদয়ে সাধুগণের ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীর আক্রমণপূর্ব্বক ভোগ করিবে।

"কোন ব্যক্তিই বিবাহার্থী হইয়া কন্যাপ্রার্থনা করিবে না এবং কেহ কন্যাদানও করিবে না, কন্যারা স্বয়ংগ্রহা হইবে। রাজারা মূঢ়চেতাঃ ও অসন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক পরধন অপহরণ করিবে। সমুদয় জগৎ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিবে, সহোদর সহোদরকে প্রতারণা করিবে, পণ্ডিতন্মন্য মানবগণ সত্যকে সংক্ষিপ্ত করিবে, স্থবিরগণ বালকবৎ ও বালকগণ স্থবিরবৎ ব্যবহার করিবে। ভীরুগণ বীরাভিমানী ও বীরগণ ভয়শীল হইবে, পরস্পর কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। সকলেরই একরূপ আহার ও সকলেই লোভমোহপরায়ণ হইবে, অধর্ম্মই বর্দ্ধিত ও ধর্ম্মের হ্রাস হইবে।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কাহাকেও অনুশাসন করিবে না। সমুদয় লোক একবর্ণ হইবে। পিতা পুত্রকে ক্ষমা করিবে না, পুত্রও পিতাকে ক্ষমা করিবে না। পত্নী পতিশুশ্রুষা পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত লোক যবগোধূমশালী জনপদে বাস করিবে। পুরুষ ও যোষাগণ স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইবে। মানবগণ শ্রাদ্ধদ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসম্পাদন করিবে না। কেহ কাহারও কথা শ্রবণ করিবে না, কেহ কাহারও গুরু হইবে না। সকলেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। পরমায়ুর পরিমাণ ষোড়শবর্ষ হইবে, তৎপরেই মানবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কন্যাগণ পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষে সন্তানপ্রসব করিবে, পুরুষগণ সপ্তম বা অষ্টমবর্ষে অপত্যোৎপাদন করিবে। ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি ও ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবে না। সম্পত্তি অল্প হইবে, সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তিও বৃথা সম্পদের চিহ্ন ধারণ করিবে। হিংসা বলবতী হইয়া উঠিবে। জনপদস্থ মানব-সকল নিরন্তর ক্ষুধাদিগ্রস্ত হইবে, চতুষ্পথ-সমুদয় বারনারী ও লম্পটগণে পরিপূর্ণ হইবে, কামিনীগণ লজ্জা পরিত্যাগ

করিয়া নিজ স্বামীকে দ্বেষ করিবে। মানবগণ ম্লেচ্ছাচারী, সর্ব্বভক্ষ ও সমুদয় কার্য্যে নিদারুণ হইবে, বিত্তলোভে ক্রয়-বিক্রয়কালে সকলেই বঞ্চনা করিবে। তাহারা জ্ঞানোপার্জ্জন না করিয়া ক্রিয়াকলাপে ব্যাপৃত ও স্বভাবতঃ ক্রূরকর্ম্মা হইবে, পরস্পর দোষ প্রকাশ করিবে, আত্মচ্ছন্দানুসারে ব্যবহার এবং নির্দ্দয় হইয়া উপবন ও তরুগণ ছেদন করিবে। দেহিগণের জীবনসংশয় হইবে; সকলেই লোভাভিভূত হইবে। শূদ্রগণ ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিবে। দ্বিজগণ শূদ্রকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলতায় হাহাকারপূর্ব্বক অশরণ হইয়া ধরাতল পর্য্যটন করিবে। মানবগণ প্রাণবিনাশ ও উগ্রস্বভাব হইবে। দ্বিজগণ দস্যুভয়ে কাতর হইয়া পলায়নপূর্ব্বক নদী, পর্ব্বত পলায়নপূর্ব্বক নদী, পর্ব্বত ও বিষম স্থান-সকল আশ্রয় করিবে এবং অন্যায়কারী রাজার করভারে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে ও শূদ্রগণের পিরচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবে। শূদ্রগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হইয়া প্রামাণ্যবুদ্ধিসহকারে তাহার শ্রোতা হইবে। নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ হইবে, এইরূপে সকলই বিপরীত হইবে। সকলে দেবতা পরিত্যাগ করিয়া এড়ুকের উপাসনা করিবে এবং শূদ্রগণ দ্বিজগণের পরিচারণা করিবে না।

মষিগণের আশ্রম, ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান, দেবালয়, চৈত্য ও নাগালয়ে এড়ুককচিহ্ন থাকিবে, পৃথিবী আর দেবগৃহে অলঙ্কৃত হইবে না। মানবগণ ভীষণ প্রকৃতি, অধার্ম্মিক, মাংসাশী ও মদ্যপায়ী হইবে। যুগক্ষয়ে পুষ্পোপরি পুষ্প ও ফলোপরি ফল সমুৎপন্ন হইবে। বারিদসকল অকালে বারিবর্ষণ করিবে। ক্রিয়াকলাপের ক্রমবিপর্যয় হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের বিরোধ ও পৃথিবী ম্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ হইবে। সমুদয় জনপদ একাচাপরায়ণ হইবে এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃষ্টিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া ফলমূলোপর্জীবিগণের আশ্রমে বাস করিবে। লোক সকল এইরূপ পর্য্যাকুল হইলে মর্য্যাদার লেশও থাকিবে না। শিষ্যগণ গুরূপদেশে অবহেলা করিয়া তাহাদিগের বিপ্রিয়কারী হইবে। আচার্য্যগণ নিধন হইয়া শিষ্যগণকে ভৎসনা করিবে। আত্মীয়বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধ কেবল অর্থের উপর নির্ভর করিবে।

যুগান্তকালে সমস্ত চরাচর ধ্বংস হইবে, সমুদয় দিক প্রজ্বলিত হইবে, নক্ষত্র-সকল প্রভাশুন্য হইবে, জ্যোতি-সমুদয় প্রতিকুল হইবে এবং বায়ুপ্রবাহ পর্য্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহাভয়সূচক ভূরি ভূরি উল্কাপাত হইবে, সপ্তম ও বিষম নির্হ্রাদসকল সমুদিত ইয়া সমস্ত দিক্ দাহ করিবে। ভাস্কর উদয় ও অস্তমন সময়ে কবন্ধাচ্ছন্ন হইবেন; ভগবান্ সহস্রলোচন অনুচিতকালে বারিবর্ষণ করিবেন। শস্যরোপন একবারে রহিত হইয়া যাইবে। রমণীগণ পরুষবাদিনী, ক্রূরস্বভাবা ও রোদনপ্রিয়া হইয়া কদাচ স্বামীর বশীভূত হইবে না। পুত্র পিতা-মাতার প্রাণ সংহার করিবে। স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র হইয়া পতি ও পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়া সুর্য্য অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতেও রাহুগ্রস্ত হইবে হুতাশন সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইবে। পান্থগণ প্রার্থনা করিয়াও পান-ভোজন ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে না; পরে নিরাশ হইয়া পথিমধ্যে শয়ন করিবে। নির্ঘাত, বাসয়, সর্প, পক্ষী ও মৃগগণ অতি কঠোর শব্দ করিবে। মনুস্যগণ আত্মীয়, বান্ধব ও পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে।

মনুষ্য-সকল দেশ, দিক্, নগর পত্তন আশ্রয় করিবে এবং কেবল "হা তাত! হা পুত্র!"ইত্যাদি নিদারুণ বাক্যে পরস্পর শোক করত পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিবে।

অনন্তর এবম্প্রকার তুমুল সংঘাত সমুপস্থিত হইলে পুনরায় দ্বিজাতি প্রভৃতি সমুদয় ক্রমানুসারে সমুৎপন্ন হইবে। কালান্তরে দৈব লোকবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় যদৃচ্ছাক্রমে অনুকূল হইবেন। যখন সুর্য্য, চন্দ্র, পুষ্যা ও বৃহস্পতি এক রাশিতে আরোহণ করিবেন, তখন পুনরায় সত্যযুগ সমারব্ধ হইবে। তখন পর্জ্জন্য সযুচিত সময়ে বারিবর্ষণ করিবে, নক্ষত্রসকল কল্যাণকারী হইবে, গ্রহ-সকল অনুকুল হইয়া যথাক্রমে গতায়াত করিবে এবং লোকসকল ক্ষেমভাজন, সুভিক্ষ ও নিরাময় হইবে।

কালক্রমে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবেন। মহাবীর্য্য মহানুভব কল্কি সেই ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তার মননমাত্রেই সমুদয় বাহন, কবচ, বিবিধ আয়ুধ ও ভূরি ভূরি যোদ্ধা উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী ও সম্রাট হইয়া পর্য্যাকুল লোকসকলের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ক্ষয়কারী ও যুগপরিবর্ত্তক সেই দীপ্ত পুরুষ উত্থিত ব্রাহ্মণগণ-পরিবৃত হইয়া সর্ব্বত্রগত ম্লেচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন।

১৯১তম অধ্যায়

সত্যযুগ-প্রবর্ত্তনা

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! তৎপরে ভগবান কল্কি চৌরক্ষয় করিয়া মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সমুদয় মেদিনীমণ্ডল ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ ও লোকমধ্যে বিধাতৃবিহিত মর্য্যাদা সংস্থাপনপূর্ব্বক পরমরমণীয় কাননে প্রবেশ করিবেন। ভূলোকবাসী মনুষ্যগণ সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করিবে; সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অনায়াসে চৌরক্ষয় [দস্যু-তস্করাদির বিনাশ] হইবে। দ্বিজসত্তম কল্কি পরাজিত দেশসমুদয়ে কৃষ্ণাজিন, শক্তি, ত্রিশূল ও অন্যান্য আয়ুধসমুদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া দস্যুদল দলনপূর্ব্বক পৃথিবীমণ্ডল ভ্রমণ করিবেন। তখন দস্যগণ দারুণ যাতনায় হা তাত! "হা মাতঃ! হা পুত্র!" বলিয়া করুণস্বরে ক্রন্দনপূর্ব্বক তাহাঁর করাল করবালের বলিস্বরূপ হইবে।

"হে মহারাজ! এইরূপে সত্যযুগ আরম্ভ হইলে অধর্ম্মের নাশ, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও মনুষ্যগণ ক্রিয়াবান হইয়া উঠিবে। চতুর্দ্দিকে উপবন, চৈত্য, তাড়াগ, আবসথ [গৃহ], পুষ্করিণী ও দেবতাস্থান-সমুদয় নির্ম্মাণ এবং বিবিধ যজ্ঞ ক্রিয়ানুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ, সাধু ও তপস্বিগণ দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বে যে সমুদয় আশ্রমে কেবল পাষণ্ড গণকেই দেখা যাইত, এক্ষণে তৎসমুদয় সত্যপরায়ণ জনগণে পরিপূর্ণ হইবে। চিরবদ্ধমূল কুসংস্কার সমুদয় প্রজাগণের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইবে। সমুদয় ঋতুতেই সমুদয় শস্য সমুৎপন্ন হইবে। মনুষ্যগণ দান, ব্রত ও নিয়মে নিরত হইবে। বিপ্রগণ জপ যজ্ঞপরায়ণ, ষট্‌কর্ম্মনিরত, ধর্ম্মভিলাষী ও সতত সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন; ক্ষত্রিয়গণ বিক্রমে রত হইবেন, ভূপতিগণ ধর্ম্মসহকারে পৃথিবী পালন করিবেন, বৈশ্যগণ ব্যবহারনিরত এবং শূদ্রগণ উক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে।

মার্কণ্ডেয়ের বিবিধ ধর্ম্মব্যাখ্যা

"হে রাজন! এই ধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রবল থাকিবে; আর শেষযুগের ধর্ম্ম পূর্ব্বেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যুগসংখ্যা সকলেরই বিদিত আছে। এক্ষণে আমি বায়ুপ্রোক্ত ঋষিগণসংস্তুত পুরাণ অনুসরণ করিয়া তোমার সমীপে সমুদয় অতীত ও অনাগত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি চিরজীবী হইয়া সংসারের এইরূপ গতি অনেকবার নিরীক্ষণ ও স্বয়ং অনুভব করিয়াছি। অধুনা ধর্ম্মসংশয়-মোচনের নিমিত্ত যাহা কহিতেছি, তাহা ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সাবধানে শ্রবণ কর। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি উভয়লোকেই সুখ সম্ভোগ করে, অতএব ধর্ম্মে সতত আত্মসংযোগ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য, কদাচ ব্রাহ্মণের অপমান করিও না, কারণ, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদয় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন।"

কুরুবংশাবতংস ধীমান যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়ের বাক্যশ্রবণানন্তর কহিলেন, "হে মহর্ষে। আমি কোন ধর্ম্মে থাকিয়া প্রজাপালন করিব? আর কিরূপ ব্যবহার করিলে স্বধর্ম্ম রক্ষণ হইবে? বলুন।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে রাজন! তুমি সর্ব্বভূতে দয়াবান, হিতৈষী, লোকানুরক্ত, অসূয়াশূন্য, সত্যবাদী, মৃদু, দান্ত ও প্রজারক্ষণতৎপর হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, এবং অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর; দেবগণ ও পিতৃগণের পূজা কর। যদি প্রমাদাবশতঃ কোন মন্দ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে দানদ্বারা তাহার প্রতিবিধান কর। গর্ব্বিত হইও না; সতত নম্র হইয়া ব্যবহার কর। সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সুখে কালব্যাপন কর। হে রাজন! আমি এই সমুদয় অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম তোমাকে কহিলাম। হে বৎস! কি অতীত, কি অনাগত, তোমার কিছুই অবিদিত নাই; অতএব এই বর্ত্তমান ক্লেশে অভিভূত হইও না। পণ্ডিতগণ কালযোগে কষ্টভোগ করিয়াও বিমুগ্ধ হয়েন না। দেবগণেরও এরূপ সময় সমুপস্থিত হইয়া থাকে ও প্রজাগণ কালবশবর্ত্তী হইয়া অভিভূত হয়। কিন্তু হে রাজন! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিও না, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে। তুমি কুরুগণের বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব কায়মনোবাক্যে আমার উপদেশানুরূপ ব্যবহার কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমি পরম যত্নসহকারে তদনুসারে কার্য্য করিব। আমার লোভ, ভয় বা মৎসর কিছুই নাই, আপনি আমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, তৎসমুদয়ই প্রতিপালন করিব।"

বাসুদেবসমবেত পাণ্ডবগণ এবং সমাগত ব্রাহ্মণ-সমুদয় মার্কণ্ডেয়র সেই পুরাণ-বৃত্তান্ত শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট ও সাতিশয়। বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন।

১৯২তম অধ্যায়

সূর্য্যবংশীয় পরীক্ষিৎ-নৃপতি-বৃত্তান্ত

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রাগ্রগণ্য বৈশম্পায়ন! মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণ-সমীপে যেরূপ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট তদ্রূপ পুনরায় কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে

পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "হে মহারাজ! এই অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ-চরিত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করা।

"অযোধ্যা-নগরে ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস পরীক্ষিৎ-নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি একদা অশ্বারোহণপূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অতি দূরতর-প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে পথশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে এক নীলবর্ণ নিবিড় কানন নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি সেই কাননমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় এক পরমরমণীয় সরোবর অবলোকন করিয়া অশ্বের সহিত তাহাতে অবগাহন করিলেন। স্বেচ্ছানুরূপ জলক্রীড়ায় তাঁহার পরিশ্রমাপনোদন হইলে তিনি অশ্বসমভিব্যাহারে তীরে আগমনপূর্ব্বক অশ্বকে মৃণাল প্রদান করিয়া তথায় শয়ন করিলেন।

"মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপে সুস্থান্তঃকরণে শয়ান আছেন, এমত সময়ে সুমধুর গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ সেই নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে অকস্মাৎ সঙ্গীত-শব্দ-শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই, তবে কোন ব্যক্তি এই সুমধুরস্বরে গান করিতেছে?" তিনি এইরূপ চিন্তাপরবশ হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলেন, অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না নিখিল-লোকললামভূতা এক ললনা সুমধুরস্বরে গান করিয়া পুষ্পবচয়ন করিতেছে। ঐ কামিনী ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তনী হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভদ্রে! তুমি কে? কাহার রমণী?' কন্যা কহিল, "আমি অদ্যাপি কন্যাকাবস্থায় আছি, আমার বিবাহ হয় নাই।" রাজা কহিলেন, "হে বরবর্ণিনি! তবে আমাকে বরণ কর।" কন্যা কহিল, "মহাশয়! আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে আপনাকে এক প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে।" রাজা কহিলেন, "কি?" কন্যা কহিল, "আপনি আমাকে বারি প্রদর্শন করিবেন না।" রাজা কন্যার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পরমহ্লাদে তাহাকে লইয়া তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে সৈন্য-সমুদয় রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

"তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমহ্লাদে সেই কামিনীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বনগরে আনয়নপূর্ব্বক নির্জ্জনে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই ক্রীড়াসক্ত রাজাকে কেহই অবলোকন করিতে পাইত না। একদা প্রধান-অমাত্য রাজসমীপচারিণী স্ত্রীগণকে তাহদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, 'মহাশয়! মহারাজের বাসস্থানে জল লইয়া যাইতে নিষেধ আছে, এই নিমিত্ত আমরা এ স্থানে সতত নিযুক্ত আছি।'

"অমাত্য স্ত্রীগণের বাক্য-শ্রবণানন্তর বহুবিধ পাদপসম্পন্ন পুষ্পফলযুক্ত জলশূন্য এক কৃত্রিম কানন নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ কাননমধ্যে এক গূঢ় বাপীও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ বাপী মুক্তাজালজড়িত, সুধাধবল ও নির্ম্মলজলসম্পন্ন। কানন প্রস্তুত হইলে অমাত্য রাজাকে উহা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এই বন বরিশুন্য; ইহাতে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া

করুন।” রাজা পরীক্ষিৎ অমাত্যের বাক্যানুসারে স্বীয় প্রণয়িনী-সমভিব্যাহারে সেই কাননে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

“একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া তত্রত্য এক মাধবীলতা-গৃহ অবলোকনপূর্ব্বক প্রিয়াসমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সুধাধবলিত সলিলপূর্ণ বাপী দেখিতে পাইলেন ও প্রণয়িনীর সহিত তাহার তীরে সমুপবিষ্ট হইলেন।

“দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়। রাজা কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় বনিতাকে সেই বাপীসলিলে অবতীর্ণ হইতে কহিলে, সে তাঁহার বাক্যানুসারে বাপীমধ্যে নিমগ্ন হইল; কিন্তু আর সমুত্থিত হইল না। তখন রাজা তাহার অন্বেষণার্থ গমন করিয়া সেই বাপীও দেখিতে পাইলেন না।

“অনন্তর প্রত্যাবর্ত্তনকালে তথায় গর্ত্তমুখে এক মণ্ডুক অবলোকন করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে অনুমতি করিলেন যে, মণ্ডূক দেখিলে বধ করিবে ও যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন আমাকে মৃত মণ্ডূক উপহার প্রদান করে।

“রাজার এইরূপ আজ্ঞানুসারে চতুর্দ্দিকে দারুণ মণ্ডূক-বধ আরম্ভ হইলে পর সমুদয় মণ্ডূক ভীত হইয়া মণ্ডূকরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মণ্ডূকরাজ তাহাদিগের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাপসবেশে রাজা পরীক্ষিতের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, “হে রাজন! তুমি ক্রোধপরবশ হইও না; প্রসন্ন হও; নিরপরাধ মণ্ডূকদিগের সংহার করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। তুমি আর মণ্ডূক বিনাশ করিও না; কোপ সংহার কর। মণ্ডূকবধ করিলে ধনক্ষয় হয়। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর মণ্ডূকবধ করিয়া প্রিয়াবিয়োগজ শোকের প্রতিবিধান করিবে না। কেন বৃথা ভেকবধদ্বারা অধর্ম্মাচরণ করিতেছ?”

“ইষ্টজনবিয়োগজনিত-শোকসাগরনিমগ্ন রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণরূপধারী মণ্ডূকরাজের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, আমি কখনই ক্ষমা করিব না, অবশ্যই ভেকগণকে সংহার করিব; ঐ দুরাত্মারাই আমার প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিয়াছে; অতএব আপনি আমাকে ভেকবধ করিতে নিষেধ করিবেন না।”

“ভেকরাজ রাজার বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্নমনাঃ হইয়া কহিলেন, “হে মহারাজ! আমার নাম আয়ু, আমি ভেকগণের অধিপতি। আর আপনার যে প্রণয়িনী ছিল, সে আমারই কন্যা, উহার নাম সুশোভনা। সেই দুঃশীলা কুস্বভাব্যবশতঃ পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক ভূপতিকে বঞ্চনা করিয়াছে।” তখন রাজা কহিলেন, “হে ভেকরাজ! আমি আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে কন্যা প্রদান করুন।” ভেকরাজ রাজবাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাকে স্বীয় তনয়া প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ‘সুশোভনে! তুমি আজি অবধি নিরন্তর মহারাজের শুশ্রূষা করিবে।” এবং সক্রোধ-চিত্তে এই বলিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, অরে দুঃশীলে! তুই যেমন বিনা কারণে অনেকানেক ভূপতিকে বঞ্চিত করিয়াছিস, সেই অপরাধে তোর অপত্যগণ ব্রাহ্মণহিতসাধনে পরাঙ্মুখ হইবে।”

“মহারাজ পরীক্ষিৎ ভেকরাজপুত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এক্ষণে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তিলোকৈশ্বর্য্যলাভ হইল বোধে পরম পরিতুষ্টচিত্তে ভেকরাজকে প্রণিপাতপূর্ব্বক

হর্ষজনিত বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আমি অনুগৃহীত হইলাম।" অনন্তর ভেকরাজ স্বীয় দুহিতাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

"কিয়ৎকাল পরে রাজার ঔরসে ভেকরাজতনয়া সুশোভনার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিল;—শল, দল ও বল। মহারাজ পরীক্ষিৎ কিয়দ্দিনানন্তর উপযুক্ত সময়ে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপানুষ্ঠান নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন।

"একদা মহারাজ শল রথারোহণে মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি তথায় এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সারথিকে অধিকতর বেগে রথ-চালন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সারথি কহিল, "মহারাজ! কেন বৃথা ব্যগ্র হইতেছেন? ঐ মৃগকে ধৃত করিতে পরিবেন না। যদি আপনার রথে বামীদ্বয় যোজিত থাকিত, তাহা হইলে আপনি ঐ মৃগ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন।" তখন রাজা সারথিকে কহিলেন, "তুমি আমাকে বামীদ্বয়ের বিষয় বিশেষ বল, নচেৎ তোমাকে সংহার করিব।" সারথি এদিকে রাজভয়, ওদিকে বামদেবের শাপভয়, এই উভয় ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া প্রথমতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাজা তদর্শনে খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, "শীঘ্র বল, নতুবা তোমার প্রাণ বিনাশ করিব।" তখন সারথি প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, "হে রাজন! মহর্ষি বামদেবের বায়ুবেগগামী দুই অশ্ব আছে; উহাদিগের নাম বামী।"

বিপ্রপ্রশংসাপ্রসঙ্গে বামদেব-ঋষি শলনৃপ-বৃত্তান্ত

"মহারাজ শল সারথির বাক্য-শ্রবণানন্তর তাহাকে বামদেবের আশ্রমাভিমুখে রথ-চালনা করিতে আদেশ করিলেন। পরে অতি অল্পকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, 'ভগবান! এক মৃগ আমার শাণিত-শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতেছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার বামীদ্বয় প্রদান করুন।" মহর্ষি কহিলেন, "হে রাজন! আমি আপনাকে বামীদ্বয় প্রদান করিতেছি, কিন্তু আপনার কর্ম্মসমাপন হইলে শীঘ্র আমাকে প্রত্যপণ করিবেন।"

"মহারাজ শল মহর্ষির বাক্য স্বীকার করিয়া বামীদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক রথে যোজনা করিয়া মৃগাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গমন করিতে করিতে সারথিকে কহিলেন, 'এই অশ্বরত্নদ্বয় ব্রাহ্মণগণের অনুপযুক্ত, অতএব ইহা ঋষিকে প্রত্যপণ করিব না।" অনন্তর বাণবিদ্ধ মৃগকে আক্রমণ ও গ্রহণ করিয়া আপনার নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মহর্ষির বামীদ্বয়কে স্বীয় অন্তঃপুরে সংস্থাপন করিলেন।

"এদিকে মহর্ষি বামদেব কতিপয় দিবস অতীত হইলে মনে মনে চিন্তা করিলেন, "কি উৎপাত! যুবা রাজকুমার আমার সেই উত্তম বাহন দুইটি লইয়া স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে; প্রত্যপণ করিতে চাহে না।" পরে একমাস পরিপূর্ণ হইলে তিনি আপনার শিষ্যকে কহিলেন, "হে আত্রেয়! তুমি শলরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিবে, যদি আপনার কার্য্যসমাপন হইয়া থাকে, তবে উপাধ্যায়ের বামীদ্বয় প্রদান করুন।' আত্রেয় উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে রাজার সমীপে গমনপূর্ব্বক অশ্বদ্বয় প্রত্যার্পণ করিতে কহিলে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে বিপ্র! এবংবিধ বাহন রাজগণেরই উপযুক্ত; ব্রাহ্মণগণের অশ্বে প্রয়োজন কি?

আপনি আশ্রমে প্রস্থান করুন।' আত্রেয় রাজার বচনশ্রবণানন্তর স্বীয় উপাধ্যায়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন।

"মহর্ষি বামদেব শিষ্যমুখে শলরাজের অশ্বপ্রদানে অসম্মতি শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে স্বয়ং রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যার্পণ করিতে কহিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন, "হে পার্থিব! তোমার দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে আমাকে বামীদ্বয় প্রত্যপণ কর, নচেৎ তোমার অসদাচরণ নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তোমাকে পরিত্যাগ করিলে ভগবান বরুণ অতি ভীষণ পাশদ্বারা তোমাকে সংহার করিবেন।"

"রাজা কহিলেন, 'হে বামদেব! সুশিক্ষিত বৃষভদ্বয় ব্রাহ্মণগণের উপযুক্ত ও শাস্ত্রবিহিত বাহন, অতএব আপনি উহাদ্বারা যথেচ্ছ গমন করুন। ভবাদৃশ ব্যক্তিরা বেদবিহিত বিধির কদাচ অন্যথাচরণ করেন না।"

"বামদেব কহিলেন. 'মহারাজ! মাদৃশ ব্যক্তিরা পরলোকে শাস্ত্রোক্ত বাহন বৃষভে গতিবিধি করিয়া থাকে; কিন্তু ইহলোকে কি আমার, কি আপনার, সকলেরই অশ্ববাহন নির্দ্ধারিত আছে।'

"রাজা কহিলেন, 'তবে এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের বাহন গর্দ্দভ, অশ্বতরী বা শীঘ্রগামী অশ্বচতুষ্টয়ে আরোহণ করিয়া গমন করুন। আর মনে করুন, সেই বামীদ্বয় আমার, আপনার নাহে।'

"বামদেব কহিলেন, "তুমি নিতান্তই বামী প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছ, অতএব লৌহময় ঘোররূপ শূলধারী চারিজন রাক্ষস আমার নির্দেশানুসারে তোমাকে চারিখণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিবে, কারণ, জীবিত ব্যক্তিকে বধ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত কর্ম্ম।"

"রাজা কহিলেন, "যাহারা তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছে, তাহারাই আমার আদেশানুসারে তোমাকে ও তোমার শিষ্যমণ্ডলীকে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ডদ্বারা শাস্তি প্রদান করিবে।"

"বামদেব কহিলেন, "যিনি তপোবলে ব্রহ্মাসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনিই জীবলোকে শ্রেষ্ঠ; সেই ব্রাহ্মণ কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি প্রত্যপণ করিবে স্বীকার করিয়া আমার বামীদ্বয় গ্রহণ করিয়াছ; অতএব যদি জীবিত থাকা তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে শীঘ্র আমাকে সেই বামীদ্বয় প্রদান কর।"

"রাজা কহিলেন, "যাহারা মৃগয়াচরণ করে, অশ্ব তাহাদিগের আবশ্যক; কিন্তু মৃগয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ; অতএব আপনার অশ্বে প্রয়োজন কি; আমি সত্য কহিতেছি, অদ্য হইতে আপনি অন্যান্য যে-সকল বিষয়ের অনুমতি করিবেন, আমি তাহা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইব না, ইহাতেই আমার পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হইবে।"

"বামদেব কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ দণ্ডার্হ নহে, যে ব্রাহ্মণসেবী, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকে, অন্যথা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"

"ভগবান বামদেব এই কথা কহিবামাত্র তথায় ঘোররূপী শূলধারী রাক্ষসচতুষ্টয় সমুপস্থিত হইয়া রাজাকে সংহার করিতে উদ্যোগ করিলে তিনি তখন চীৎকার করিয়া কহিলেন, "যদি ইক্ষ্বাকুগণ, দল ও বৈশ্যগণ আমার বশবর্ত্তী হয়, তবে বামদেবকে কখনই

বামীদ্বয় প্রদান করিব না। বামদেবের ন্যায় লোকেরা কখনই ধার্ম্মিক হয় না।” তিনি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ তাহাকে সংহার করিল।

“অনন্তর ইক্ষ্বাকুগণ রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ দলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। তখন মহর্ষি বামদেব দলের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে রাজন! ব্রাহ্মণগণকে দান করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য ইহা সর্ব্বধর্ম্মেই প্রসিদ্ধি আছে। যদি তুমি অধর্ম্মপরায়ণ না হও, তবে অবিলম্বেই আমার সেই বামী যুগল প্রত্যপণ কর।”

“মহারাজ দল বামদেবের বাক্য-শ্রবণানন্তর ক্রোধান্ধচিত্তে সারথিকে কহিলেন, “হে সূত! তুমি আমাকে এক বিষদিগ্ধ সায়ক আনিয়া দাও; আমি তদ্বারা বামদেবকে সংহার করিয়া কুকুরগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব।”

“বামদেব কহিলেন, “হে রাজন! আমি জানি, তোমার এই দশবর্ষবয়স্ক শোনজিৎনামে এক পুত্র আছে, আমার বচনানুসারে এই বিষাক্ত বাণ তাহাকেই সংহার করিবে।” মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র দলবিসৃষ্টি বাণ অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক রাজপুত্রকে সংহার করিল। দল সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে ইক্ষ্বাকুগণ! আমি অদ্য এই ব্রাহ্মণকে নিধন করিয়া তোমাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব; তোমরা শীঘ্র আর একটি সুতীক্ষ্ণ বাণ আনয়নপূর্ব্বক আমার প্রভাব অবলোকন কর।”

“বামদেব কহিলেন, “হে রাজন! তুমি ঐ বিষদিগ্ধ বাণ আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ, কিন্তু কদাচ উহা পরিত্যাগ-করিতে সমর্থ হইবে না।”

“তখন রাজা মুনির বাক্যপ্রভাবে বাণ-মোক্ষণে অক্ষম হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হে ইক্ষ্বাকুগণ! দেখ, আমি শরসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না, অতএব এক্ষণে বামদেবকে বিনষ্ট করিতে আমার আর অভিলাষ নাই; এই বামদেব স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন।”

“তখন বামদেব কহিলেন, “হে রাজন! তুমি এই বাণদ্বারা মহিষীকে স্পর্শ করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে।” রাজা দল মুনির বাক্যশ্রবণে তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

“অনন্তর রাজমহিষী কহিলেন, “হে বামদেব! আমি যেন এই নৃশংস স্বামীকে প্রতিদিন কল্যাণকর উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে সত্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া চরমে পুণ্যলোক লাভ করিতে পারি।

“বামদেব কহিলেন, “হে শুভে! তুমি এই রাজকুল পরিত্রাণ করিলে, এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। সমুদয় স্বজন ও এই বিস্তীর্ণ ইক্ষ্বাকুরাজ্য শাসন কর।”

“রাজমহিষী কহিলেন, “হে ভগবন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার স্বামী পাপ হইতে বিমুক্ত হউন এবং পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণের মঙ্গল হউক।”

“মহর্ষি বামদেব রাজমহিষীর বাক্য-শ্রবণানন্তর ‘তথাস্তু।’ বলিয়া বর প্রদান করিলে মহারাজ দল পাপবিমুক্ত হইয়া পরমপরিতুষ্টচিত্তে মহিষীকে প্রণামপূর্ব্বক বামীদ্বয় প্রদান করিলেন।”

১৯২তম অধ্যায়

রাজর্ষি বক-দালভ্য-ঋষির বৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! তদনন্তর মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণসকল ও রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান! মহাতপাঃ বক কি কারণে দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন?” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “সেই মহাতপাঃ রাজর্ষি বক কি কারণে দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন তাহার বিচারণার আবশ্যকতা নাই।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে পুনর্ব্বার মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, “মহর্ষে! শুনিয়াছি, বক ও দালভ্যনামে দুইজন ঋষি ছিলেন; তাঁহারা চিরজীবী ও ইন্দ্রের সখা, লোকে তাহাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব আমি সেই সুখদুঃখসংযুক্ত বক-শক্রিসমাগম শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিকল কীর্ত্তন করুন।”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! দেবাসুরের সংগ্রাম হইলে পর দেবরাজ ত্রিলোকীর অধিপতি হইলেন। তখন পয়োধরমণ্ডলী পর্য্যাপ্তপরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উত্তমোত্তম শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ও নিরাময় হইল। বলনিসূদন দেবরাজ সকলকেই হৃষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ নিরীক্ষণ করিয়া ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক নদ, নদী, বাপী, তাড়াগ, উদপান [ক্ষুদ্র জলাশয়], প্রপাত, ব্রতসমাচরণসম্পন্ন-দ্বিজোত্তম-পরিষেবিত সরোবর, সুসমৃদ্ধ নগর, জনপদ, খেট [নগর], বিচিত্র আশ্রমসকল ও প্রজাপালন দক্ষ ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর পূর্ব্বদিকে সাগরসন্নিহিত বহুবিধ পাদপশোভিত প্রদেশে মৃগপক্ষিগণনিষেবিত এক রমণীয় আশ্রমপদ সন্দর্শন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাতপাঃ বককে অবলোকন করিলেন। মহাতপাঃ বক ইন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া পাদ্য, আসন, অর্ঘ্য ও নানাবিধ ফলমূল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

“দেবরাজ সৎকৃত ও সুখাসীন হইয়া ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ব্রহ্মন! আপনি সহস্র বৎসর জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব চিরজীবীর দুঃখ বর্ণন করুন।”

“বক কহিলেন, “হে ত্রিদশনাথ! চিরকাল জীবিত থাকিলে অপ্রিয় ও অসদ্ব্যক্তির সংসর্গ এবং প্রিয়তমের বিরহজনিত দুঃখভোগ করিতে হয়; পুত্র, কলাত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ দেখিতে হয় এবং দুর্ব্বিষহ অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয়, ইহার পর দুঃখ আর কি আছে? চিরজীবিত দরিদ্রের কেশের পরিসীমা নাই, অর্থবহীন ব্যক্তিকে সকলেই পরাভব ও ঘৃণা করে। চিরজীবী হইলে কুলনের কুলক্ষয়, অকুলনের কুলভাব, কাহারও সংযোগ ও কাহারও বা বিয়োগদর্শন করিয়া সাতিশয় দুঃখভোগ করিতে হয়।

“হে দেব শতক্রতো! অকুলীন সমৃদ্ধ ব্যক্তির কিরূপে কুলবিপর্য্যয় হইতেছে, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরাগ ও রাক্ষস ইহারা সকলেই বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেছে। সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তি দুষ্কুলীনের বশংবদ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছে, ধনবান নির্ধনের অবমাননা করিতেছে; বিলক্ষণজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও ক্লেশভোগ

করিতেছে; নিতান্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিও পরমসুখে রহিয়াছে। হে ত্রিদশনাথ। লোকে এইরূপ বিস্তর অন্যায়, মনুষ্যের বহুবিধ দুঃখ ও নানা ক্লেশ দৃষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি হইতে পারে?”

“ইন্দ্র কহিলেন, “হে মহাভাগ! আপনি পুনর্ব্বার চিরজীবীর সুখের বিষয় বর্ণন করুন।” বক কহিলেন, ‘সুরনাথ! যে ব্যক্তি কুমিত্র পরিহারপূর্ব্বক দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে গৃহে শাক পাক করিয়া ভোজন করে, যাহাকে লোকে ঔদরিক বলে না, যে ব্যক্তি দিবসগণনায় উদ্বিগ্ন হয় না, সেই চিরজীবীই যথার্থ সুখী; যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় না লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় অর্জ্জিত শাক আপন গৃহে পাক করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে? ফলতঃ আপন গৃহে ফল, মূল ও শাকান্ন ভোজন করাও শ্রেয়স্কর, তথাপি পরগৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাও সুখকর নহে। যে অধম কুক্কুরের ন্যায় পরান্নপ্রতিপালিত হিইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ধিক্! যে ব্যক্তি অতিথি-অভ্যাগত প্রাণী ও পিতৃগণকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, সে পরমসুখী এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতিপবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। অতিথি ব্রাহ্মণ যতগুলি অন্নপিণ্ড ভোজন করেন, প্রদাতার তত সহস্র গোদানের ফললাভ হয় এবং তাহার যৌবনকালকৃত সমস্ত পাপ একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাহার করতলস্থিত জলস্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়।” এবংবিধ নানাপ্রকার কথোপকথনান্তে ত্রিদশনাথ ইন্দ্র মহামুনি বকের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।”

১৯৪তম অধ্যায়

ক্ষত্রিয়মাহাত্ম্য-সুহোত্র-শিবি-বৃত্তান্ত

মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, “ভগবন! আপনি ব্রাহ্মণ্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে রাজন্যমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অভিলাষ জন্মিয়াছে।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “মহারাজ! শ্রবণ করুন।

“সুহোত্রনামে একজন কুরুবংশীয় রাজা একদা মহর্ষিগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনসময়ে পথিমধ্যে সম্মুখীন রথস্থ ঔশীনর শিবিরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে স্ব স্ব বয়ঃক্রমানুরূপ পরস্পরের সম্মানরক্ষা করিলেন, কিন্তু গুণবিষয়ে দুইজনই তুল্য বলিয়া কেহ কাহাকে পথ প্রদান করিতে সম্মত হইতেছেন না, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইলেন। তিনি তাহাদের বিতণ্ডা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি নিমিত্ত পরস্পরের পথরোধ করিয়া রহিয়াছেন?”

“তাঁহারা কহিলেন, ‘হে মুণিবর! আমরা বাস্তবিক বিবাদ করিতেছি না, কিন্তু কোন ব্যক্তি কাহাকে পথ পরিত্যাগ করিবে, এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অতি দুরূহ। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, বিশিষ্ট বা সমর্থ ব্যক্তিকে পথ প্রদান করিবে, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষের নির্ণয় করা অসাধ্য, আমাদিগের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রম সমান, অতএব আপনি এ বিষয়ের মীমাংসা করুন।”

"নারদ কহিলেন, "কি ক্রূর, কি মৃদু, কি সাধু, অসাধু পরস্পর সকলেরই সৌহার্দ্য হইতে পারে; অতএব সৌহার্দ্য তুল্যতার কারণ নহে। যিনি দেবগণের অনির্ণীত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন,

সত্যদ্বারা অসত্যবাদীকে পরাভব ও সাধুব্যবহারদ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন, তিনিই সাধুশীল। আমার মতে তোমরা উভয়েই উদারস্বভাব, কিন্তু ঔশনির শিবি তোমার অপেক্ষা সচ্চরিত্র ও উৎকৃষ্ট; অতএব তুমি শিবিকে পথ প্রদান কর।"

"দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে কৌরব্য শিবিরাজকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বহুবিধ প্রশংসা ও পথ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন! দেবর্ষি নারদ এইরূপে রাজমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

১৯৫তম অধ্যায়

যযাতির দান-প্রশংসা

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে রাজন! নহুষাত্মজ রাজা যযাতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রাজা যযাতি পৌরজনপরিবৃত হইয়া রাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এমত সময় এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন! আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা-হেতু গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন! আপনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে পার্থিব! লোকে যাচকের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে; এ নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি প্রসন্নমনে আমাকে অভিলষিত অর্থ প্রদান করিবেন?"

"রাজা কহিলেন, "হে দানার্হ! বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, আমি দান করিয়া পুনরায় তাহার কীর্ত্তন করি না, কিন্তু অগ্রে প্রার্থনা না করিলে অযাচ্য অর্থপ্রদানে অঙ্গীকার করি না। স্ত্রী, পুত্র ও আপন দেহ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রাপ্যবস্তু আছে, তৎসমুদয় আপনাকে প্রদান করিয়া আমি কৃতার্থম্মান্য ও পরম সুখী হইতে পারি, কিন্তু অপ্রাপ্য অর্থ প্রদান করিতে কদাচি সম্মত হই না। হে ব্রহ্মন! আপনার মন যাচকের প্রতি কখনই কুপিত হয় না, আমি যাচমান ব্রাহ্মণকে পরম প্রিয়পাত্র জ্ঞান করিয়া থাকি, প্রদত্ত অর্থের নিমিত্ত আমি কদাপি শোকার্ত্ত হই না। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে সহস্র ধেনু দান করিতেছি, গ্রহণ করুন।" রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে সহস্র গো-দান করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন।"

১৯৬তম অধ্যায়

বৃষদর্ভ-সেদুক-বৃত্তান্ত

বৈশম্পয়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির নিবেদন করিলেন, "ভগবান! পুনরায় রাজন্যমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করুন।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! বৃষদর্ভ ও সেদুকনামে দুইজন অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ রাজা ছিলেন। বৃষদর্ভ বাল্যাবধি উপাংশুব্রতধারী ছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণকে কেবল রজত ও কাঞ্চন প্রদান করিতেন, সেদুক ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন।

"একদিবস বেদাধ্যয়নসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সেদুকের নিকট উপনীত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। সেদুক কহিলেন, "ভগবন! আমার গুর্ব্বর্থ [গুরুর নিমিত্ত প্রদেয় অর্থ] প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব আমার বৃষদর্ভসকাশে গমন করুন। সেই রাজা পরমধার্ম্মিক, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই আপনার অভিলষিত গুর্ব্বর্থ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি উত্তমরূপে অবগত আছি, তিনি উপাংশু-ব্রতচরণ করিতেছেন।"

"অনন্তর ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভসকাশে গমনপূর্ব্বক সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে কশাঘাত করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি নিরপরাধ, কি নিমিত্ত আমাকে তাড়না করিলেন?" ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে রাজা কহিলেন, "হে বিপ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে স্বীয় ধন দান না করিবে, তাহাকে কি অভিসম্পাত করা উচিত অথবা অন্যায় শাপ প্রদান করা কি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম?"

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে রাজাধিরাজ! আমি সেদুককর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভিক্ষার্থে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, শাপ প্রদান করা বা অন্য কোন অভিলাষ আমার নাই।' রাজা কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! অদ্য পূর্ব্বাহ্নে আমার যত অর্থগম হইবে, তৎসমুদয় আপনাকে প্রদান করিব; কিন্তু কশাঘাত আর কোনক্রমেই দূরীকৃত হইতে পারে না।" এই কথা বলিয়া রাজা বৃষদর্ভ একদিনের সমুদয় আয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। তাহা সহস্রাধিক অশ্বের মূল্য হইবে সন্দেহ নাই।

অগ্নি-ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিবিরাজের ধর্ম্মপরীক্ষা

"একদা দেবতাদিগের এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, আমরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া উশানরের পুত্র শিবিরাজের স্বভাব পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করি। পরে অগ্নি ও ইন্দ্র এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া ধরাতলে সমাগত হইলেন। অনন্তর অগ্নি কপোতরূপ ধারণপূর্ব্বক শিবিরাজের নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে ইন্দ্রও শ্যেনরূপী হইয়া সেই কপোতের অনুসরণ করিলেন। কপোত দিব্যাসনাসীন রাজার উৎসঙ্গে নিপতিত হইলে পুরোহিত কহিলেন, "মহারাজ! এই কপোত শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত আপনার শরণাগত হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, অঙ্গে সহসা

কপোতনিপতন হইলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আপনি দিগদিগন্তের অধীশ্বর, অতএব ব্রাহ্মণকে ধনপ্রদানপূর্ব্বক এই দুনির্মিত্তের প্রতিকার করুন।”

“তখন কপোত কহিল, “মহারাজ! আমাকে প্রকৃত কপোত বিবেচনা করিবেন না। আমি মুনি, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রহ্মচারী, তপোনিরত, দান্ত ও নিস্পাপ; আমি কদাচ আচার্য্যের প্রতি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করি না; আমি তন্ন তন্ন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছি; প্রতিদিন বেদপাঠ ও তাহার অনুশীলন করিয়া থাকি; এক্ষণে কেবল শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ আপনার গাত্রে নিপতিত হইয়াছি। মহারাজ! শ্রোত্রিয়কে শ্যেনমুখে নিক্ষেপ করা অনুচিত; অতএব আমাকে শ্যেনহস্তে অর্পণ করিবেন না; আমি বাস্তবিক কপোত নাহি।”

“শ্যেন কহিল, “মহারাজ! এই সংসারে জন্মগ্রহণবিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য পর্য্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মে যাঁহাদিগকে পিতা, মাত, ভার্য্যা পুত্র, কন্যা বলিয়া আসিয়াছেন, মপরজন্মে তাঁহারাই আমার পুত্র, কন্যা, পিতা ও মাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; শত্রু মিত্র এবং মিত্র শত্রু হইয়া থাকে; অতএব বোধ হইতেছে, আপনি পূর্ব্বে এই কপোত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত জন্মান্তরীণ পিতা কপোতকে রক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমার আহারে বিয়োৎপাদন করা আপনার অনুচিত।”

“রাজা কহিলেন, “পক্ষিজাতি ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে? কপোত এবং শ্যেন এই উভয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সদস্যৎ নিশ্চয় করি? যিনি ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে প্রদান করেন, তাঁহার রাজ্যে বর্ষাকালে বৃসি।ট হয় না, সময়ে বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না এবং তিনি বিপৎকালে শরণার্থী হইলে কেহ তাঁহাকে পরিত্রাণ করে না। তাঁহার প্রজাসকল হ্রস্বকলেবর হয়, পিতৃগণ তাঁহার নিকটে বাস করেন না এবং দেবতারা তাঁহার হব্য-প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হয়েন। সেই অল্পমতি ব্যক্তির জীবন-ধারণ করা বৃথা, তিনি কদাচ স্বর্গলোক লাভ করিতে পারেন না এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার প্রতি বজ্রপ্রহার করেন। অতএব এই কপোতের পরিবর্তে ওদনের [অন্ন] সহিত বৃষভ পাক করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে শ্যেন! তুমি যে প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া গ্রীত হও, তথায় গমন কর, শিবিরাজ তোমার নিমিত্ত সেই স্থানে মাংস বহন করিবে।”

শিবিরাজের আত্মদানে কপোতের প্রাণরক্ষা

“শ্যেন কহিল, “হে রাজন! আমি বৃষভ প্রার্থনা করি না এবং কপোত ভিন্ন অন্য মাংসেও আমার তাদৃশ অভিরুচি নাই, অদ্য দেবতারা আমাকে এই কপোত প্রদান করিয়াছেন, উহাই আমার ভক্ষ্য; অতএব আপনি উহা প্রদান করুন।” রাজা কহিলেন, “হে শ্যেন! আমি সকলের সমক্ষে তোমাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলীবর্দ্দ প্রদান করিতেছি, তুমি এই কপোতের প্রাণীহিংসা করিও না। কপোত প্রাণভয়ে আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কপোতকে প্রদান করিতে কদাচ সম্মত নহি, অতএব তোমার কপোতপ্রাপ্তিপ্রত্যাশায় ঈদৃশ ক্লেশস্বীকার করিবার আবশ্যক নাই। যদ্দ্বারা শিবিগণ [ঔশীনরবংশীয় পূর্ব্বরাজগণ] প্রসন্ন হইয়া সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক

আমার প্রশংসা করেন এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা আদেশ করা, আমি অবশ্যই সম্পন্ন করিব।”

“শ্যেন কহিল, “মহারাজ! আপনি স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে কপোত-পরিমিত মাংস কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রদান করুন, তাহা হইলে আমার প্রিয়কার্য্য-সংসাধন ও কপোতের প্রাণরক্ষা হইবে এবং শিবিগণও আপনার যথেষ্ট প্রশংসা করবেন।”

“অনন্তর রাজা স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে মাংসপেশী কর্ত্তনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া দেখিলেন যে, মাংস অপেক্ষা কপোত গুরুতর; তখন পুনরায় মাংস কর্ত্তন করিয়া পরিমাণ করিলেন, তথাপি কপোতের সমান হইল না, এইরূপে সর্ব্বশরীরে মাংস ছেদনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলেও কপোত গুরুতর হইল। পরিশেষে রাজা স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিলেন। তখন শ্যেন এই লোকাতীত ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজার কিছুই অপ্রিয় নাই, কপোত অনায়াসে রক্ষা পাইল’, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

“অনন্তর রাজা কপোতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে পক্ষীন্দ্র! শিবিগণ তোমাকে কপোত বলিয়া জানেন, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, এই শ্যেন কে? আমার বোধ হয়, ইনি কোন অসামান্যশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন, নচেৎ সামান্য লোকে ঈদৃশ দুরূহ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হয়েন না। কপোত কহিল, ‘মহারাজ! আমি ধূমকেতু অগ্নি, আর এই শ্যেন শচীপতি ইন্দ্র। আমরা তোমার সাধু-ব্যবহার সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইবার মানসে তোমার সকাশে আগমন করিয়াছি। তুমি আমার নিষ্ক্রয়ার্থ [ঋণপরিশোধ জন্য] যে মাংসপেশী অসিদ্ধারা কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছ, আমি তাহা তোমাদের সুবর্ণবর্ণ, মনোহর, অতি-পবিত্র রাজচিহ্নস্বরূপ করিব। তোমার দক্ষিণপার্শ্ব হইতে প্রজাপালক, অতি-যশস্বী, দেবর্ষিগণের আদরণীয় এক পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম কপোতারোমা; সে সৌরথেয়গণের প্রধান এবং অতি বীর্য্যশালী হইবে ’ ”

১৯৭তম অধ্যায়

সৌভাগ্যশালীদিগের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহামুনি মার্কণ্ডেয় রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভাগ্যশীলগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ‘মহারাজ! বিশ্বামিত্রতনয় অষ্টক অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া একদিন স্বীয় তিন ভ্রাতা প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও শিবির সহিত রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে, দেবর্ষি নারদকে সাগত দেখিয়া তাঁহারা সকলে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে তপোধন! রথে আরোহণ করুন।”

“দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের বাক্যে রথারূঢ় হইলে পর একজন কহিলেন, “ভগবন! আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করি।” নারদ কহিলেন, “কি অভিলাষ হইয়াছে, বল।” তখন তিনি কহিলেন, “তপোধন! আমরা চারিজন অবিনশ্বর স্বর্গধামে গমন করিব, তন্মধ্যে প্রথমে কে ভূতলে অবতীর্ণ হইবে?” নারদ কহিলেন, “অষ্টক।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ব্রহ্মন! অষ্টক যে স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন, তাহার কারণ কি?” নারদ কহিলেন,

"আমি একদিবস অষ্টকালয়ে বাস করিয়াছিলাম। পরদিন ইনি আমাকে রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে বহুসহস্র নানাবর্ণবিচিত্র ধেনু বিচরণ করিতেছে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সকল ধেনু কাহার?" তিনি কহিলেন, "আমার; আমি সমুদয় ধেনু স্বর্গলাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি।" এইরূপে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি অগ্রে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন।" তাহারা কহিলেন, "ভগবন! সম্প্রতি আমরা তিনজনে সুরসদনে গমন করিব, ইহার মধ্যে কে অগ্রে অবতীর্ণ হইবে?" নারদ কহিলেন, "প্রতর্দ্দন।" একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নিমিত্ত?" নারদ কহিলেন, "আমি প্রদর্দ্দনের গৃহেও একদিবস বাস করিয়াছিলাম। ইনি আমাকে রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রতর্দ্দনের নিকট অশ্ব প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, "আমি প্রত্যাগত হইয়া তোমাকে অশ্বপ্রদান করিব।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "শীঘ্র প্রদান করুন।" তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণপার্শ্বস্থ অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর আর একজন অশ্বপ্রার্থী ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া তাহাঁকে বামপার্শ্বস্থ অশ্ব যাচঞ্ঞা করিলে তিনি তখন ধুর্য্য [ভারবাহী] অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে শীঘ্র ভার অবরোহণপূর্ব্বক সেই অশ্বটি তাঁহাকে প্রদান করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে অন্য এক ব্রাহ্মণ আসিয়া পুনরায় অশ্ব প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, "প্রত্যাগত হইয়া প্রদান করিব।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'সত্বর প্রদান করুন।" তিনি তখন তাঁহাকে রথধুরসংযুক্ত অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং ধুর গ্রহণ করিয়া ব্রাগক্ষ্মণদিগকে কহিলেন, "আমি অনেক দান করিয়াছি, সম্প্রতি আর কিছুই নাই।' "

"নারদ কহিলেন, 'দান করিয়া অসূয়াপ্রকাশ করিলে কদাচ স্বর্ণপ্রাপ্তি হয় না।" তাঁহারা কহিলেন, "এক্ষণে আমরা দুইজনে গমন করিব; তন্মধ্যে কে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে?" নারদ কহিলেন, 'বসুমনা।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নিমিত্ত?" নারদ কহিলেন, "আমি একদিবস ভ্রমণ করিতে বসুমনার গৃহে গমন করিয়া পুষ্পরথের প্রয়োজনবশতঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলাম, পরে ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন সমাপন হইলে তিনি সকলকে রথ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহার অনেক প্রশংসা করাতে বসুমনা কহিলেন, "ভগবন! আপনি যে রথের প্রশংসা করিতেছেন, উহা আপনারই রথ।" এই কথা স্বীকার করিলেন, কিন্তু রথ প্রদান করিলেন না।

"অনন্তর আমি পুনর্ব্বার একদিবস বসুমনার নিকট উপস্থিত হইয়া পুস্পরথের প্রয়োজনবশতঃ স্বস্তিবাচন করিলাম। তাহাতে রাজা 'ইহা আপনারই' বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রদান করিলেন না। পুনরায় তৃতীয়বার স্বস্তিবাচন সম্পন্ন করিলে পর রাজা ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "ভগবান! পুষ্পরথের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন অতি উত্তম হইয়াছে।" এইরূপ দ্রোহবাক্য প্রয়োগের নিমিত্ত তাঁহাকে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে হইবে।"

"তাঁহারা কহিলেন, "সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একজন ও আপনি, এই দুইজন গমন করিবেন, তাহাতে কে অবতীর্ণ হইবেন?" নারদ কহিলেন, "আমি অবতীর্ণ হইব। শিবিরাজ

স্বর্গে গমন করিবেন।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি নিমিত্ত?” নারদ কহিলেন, “আমি শিবির সমান হইব না, কারণ, একদা এক ব্রাহ্মণ শিবিরাজের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আমি ভোজনার্থী।” শিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “রাজন! বৃহদর্ভনামে তোমার যে পুত্র আছে, তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার মাংস পাক ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে।”

‘রাজা পুত্রকে বিনষ্ট ও যথাবিধি পাক করিয়া পাত্রে স্থাপিত করিয়া মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি কহিল, “আপনি যে ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতেছেন, তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার গৃহ, কোষাগার, আয়ুধাগার অশ্বশালা ও হস্তিশালা প্রভৃতি সমুদয় দগ্ধ করিতেছেন।” এই অপ্রীতিকর সংবাদ-শ্রবণে রাজার মুখ বিবর্ণ বা কিঞ্চিম্মাত্র বিকৃত হইল না, প্রত্যুত তিনি অবিচলিতচিত্তে নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন, “ভগবন! আপনার ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে।” ব্রাহ্মণ এই কথাশ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অধোমুখে রহিলেন, কিঞ্চিমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না।

‘রাজা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয়সহকারে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তকাল উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া শিবিকে কহিলেন, “তুমিই ইহা ভোজন কর।” শিবি ব্রাহ্মণ-বাক্যে সম্মত হইয়া আবিষণ্নমনে কপাল [ভিক্ষাপাত্র—মড়ার মাথার খুলি] উত্তোলনপূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “হে সাধো! আমি বুঝিলাম, তুমি জিতক্রোধ, ব্রাহ্মণার্থ তোমার কিছু অদেয় নাই।” এই বলিয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন। রাজা সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র পবিত্র গন্ধসম্পন্ন অলঙ্কৃত দেবকুমারীতুল্য নিজ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ সেই বিষয়-সকল সংসাধন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। বিধাতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

‘ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলে আমাত্যগণ রাজাকে কহিলেন, “মহারাজ! আপনি সবিশেষ জানিয়াও কি নিমিত্ত এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন?” শিবিরাজ কহিলেন, “আমি যশোলাভ, অর্থলাভ বা ভোগাভিলাষে লোলুপ হইয়া এরূপ কর্ম্ম করি নাই, কেবল এই পথে পাপপরায়ণদিগের অধিকার নাই, এই নিমিত্ত আমি ঈদৃশ অনুষ্ঠান করিয়াছি। সাধু লোকে যাহা অধিকার করেন তাহাই প্রশস্ত, এই কারণে আমার বুদ্ধি প্রশস্তবিষয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে।” নারদ কহিলেন, “আমি শিবিরাজের এইরূপ সৌভাগ্য সম্যক অবগত হইয়া এরূপ কহিয়াছি।”

১৯৮তম অধ্যায়

সর্ব্বপ্রাচীন লোকের পরিচয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ও পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন! আপনার অপেক্ষা কি আর কেহ প্রাচীন আছেন?” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্ষীণপুণ্য ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আমার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে

তপোধন! আমার কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি কি আমাকে প্রত্যভিজ্ঞান [নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারা] করিতে পারেন?" আমি কহিলাম, 'আমরা নিরিবিচ্ছিন্ন তীর্থপর্য্যটন করিয়া থাকি, কার্য্যপর্য্যাকুলত্ব [নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মব্যস্ততা] প্রযুক্ত আপনারই সঙ্কল্পসকল বিস্মৃত হইয়া যাই; কখন স্মরণ করিলেও অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতোপবাসাদি-সাধনজনিত শারীরিক উপতাপে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না, সুতরাং আপনাকে কি প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞান করিব?" তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, "ভগবন! আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না?' আমি কহিলাম, 'হিমাচলে প্রাবারকর্ণনামে এক উলূক বাস করিয়া থাকে, সে আমা অপেক্ষা অতি প্রাচীন, বোধ হয়, আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিলেও করিতে পারে। কিন্তু হিমালয় অতিদূরবর্ত্তী, অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয়ত চলুন, আমিও যাইব ।"

"অনন্তর অশ্বের পরিবর্তে ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজেই রথ টানিয়া, আমাকে লইয়া উলূকসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, অনন্তর তিনি উলূককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে উলূক'! তুমি কি আমাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পার?" প্রাবারকর্ণ উলূক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "না মহাশয়! আমি আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারিলাম না।" তখন ইন্দ্রদ্যুন্ন কহিলেন, "হে উলূক! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছেন?" উলুক কহিল, "মহাশয়! ইন্দ্রদ্যুম্ননামে এক সরোবর আছে, তথায় নাড়ীজঙ্ঘনামে এক বক বাস করিয়া থাকে। সে আমা অপেক্ষাও প্রাচীন; অতএব আপনি তথায় গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন ও উলূক আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সরোবরে গমন করিলেন।

অনন্তর আমরা বককে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলাম, 'হে নাড়ীজঙ্ঘ! তুমি কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জান?" বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "না, আমি তাহাকে জানি না।" তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, নাড়ীজঙ্ঘ! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছে?" বক কহিল, "এই সরোবরে অকুপারনামে এক কচ্ছপ বাস করিয়া থাকে, সে আমা অপেক্ষা প্রাচীন। আপনারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, বোধ হয়, সে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জানিতে পরিবে।"

"অনন্তর সেই বক আমাদের সহিত অকূপারসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, "আমরা তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি শীঘ্র আমাদিগের সন্নিধানে আগমন কর।" কচ্ছপ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের সমক্ষে আগমন করিল। তখন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অকূপার! তুমি কি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান?" এই কথা জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র সে কম্পিত-কলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইয়া বাষ্পাকুললোচনে উদ্বিগ্নমনে কহিল, 'আমি ইহাকে বিলক্ষণরূপে অবগত আছি, ইনি যাগযজ্ঞ-সমাধান-পূর্ব্বক সহস্রাবার যূপসকল আহিত [সংরক্ষিত-স্থাপিত] করিয়াছেন, ইনি যজ্ঞে যে সমস্ত ধেনু দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরই সঞ্চরণে খুরক্ষুণ্ন [খুরদ্বারা খনিত] হইয়া এই সরোবর হইয়াছে, আমি এই স্থানেই সতত বাস করিয়া থাকি।"

ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বর্গপ্রতিপাদন-বৃত্তান্ত

“এই কথা পরিসমাপ্ত হইবামাত্র দেবলোক হইতে এক দেবরথ আবির্ভূত হইল ও রাজর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী উচ্চারিত হইয়া উঠিল, “হে মহারাজ! তোমার নিমিত্ত স্বর্গ প্রস্তুত আছে, এক্ষণে তুমি সেই সমুচিত স্থান লাভ করিয়া কীর্ত্তমান লোকের অগ্রগণ্য হও। যতদিন মনুষ্যের পুণ্যধ্বনি ভূলোক ও দ্যুলোক স্পর্শ করিয়া থাকে, ততদিন সেই মনুষ্য পুরুষ বলিয়া পরিগণিত, যতদিন লোকের অকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতে থাকে, ততদিন তাহার নিকৃষ্ট লোকপ্রাপ্তি হয়। অতএব মনুষ্যের অনন্তলোকলাভের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন সচ্চরিত্র হওয়া ও পপসঙ্কল্প-সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃকল্প।”

“এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, “আমি অগ্রে এই স্থবিরদ্বয়কে স্বস্থানে রাখিয়া আসি, পরে গমন করিব, এক্ষণে তুমি কিয়ৎক্ষণ আমার অপেক্ষা কর।” এই বলিয়া তিনি প্রাবারকর্ণ উলূক ও আমাকে লইয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সেই দেবরথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন। হে পাণ্ডবগণ! তিনিই আমা অপেক্ষা প্রাচীন।” তখন পাণ্ডবেরা কহিলেন, “হে তপোধন! স্বর্গলোকচ্যুতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে পুনরায় যথাস্থানে অবস্থাপিত করিয়া আপনি অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “এইরূপ দেবকীনন্দন কৃষ্ণও নিরয়নিমগ্ন রাজর্ষি নৃগকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছেন।”

১৯৯তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক দানবমাহাত্ম্যকীর্ত্তন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ!! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়মুখে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের পুনরায় স্বর্গপ্রতিপাদন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে তপোধন!! গার্হস্থ্য, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থাচতুষ্টয়মধ্যে কোন অবস্থায় দান করিলে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং উহার ফলশ্রুতিই বা কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “অপুত্র ব্যক্তির জন্ম, জাতিবহিস্কৃতের [জাতিচ্যুতের] জন্ম, পরান্নভোজীর জন্ম এবং যে ব্যক্তি কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, তাহার জন্ম, এই চারিপ্রকার জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল। বাল, বৃদ্ধ ও অতিথিকে আহার না করাইয়া স্বয়ং আহার করিলে তাহা অসত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনে সঙ্কল্প করিয়া পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাকে যে দান করা যায়, উহা নিষ্ফল; যে বস্তু অন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহা দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না। পতিত ব্রাহ্মণ, তস্কর, মিথ্যাবাদী গুরু, পাপকারী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদবিক্রেতা, শূদ্রপাচক বৃষলীপ ত [শূদ্রার পতি] ও বৃত্তাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণনামধারী [ব্রাহ্মণের আচার অনুষ্ঠানহীন-নামেমাত্র ব্রাহ্মণ] ব্রাহ্মণকে দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না। আর স্ত্রীলোক, আহিতুণ্ডিক [ব্যালগ্রাহী-সাপুড়িয়া] ও পরিচারককে দান করিলে তাহারও কোন ফলোপধায়কতা নাই। হে মহারাজ! এই ষোড়শ প্রকার বৃথা দান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আরও যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভয় বা ক্রোধ-প্রযুক্ত দান করে এবং যে ব্যক্তি বিনয়নম্র

হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ করায়, সে গর্ভস্থ হইয়া সেই সকল দানফল উপভোগ করে, অতএব স্বর্গমার্গ-জিগীষাপরবশ হইয়া সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! বর্ণ-চতুষ্টয়মধ্যে প্রতিগ্রহপ্রণয়ী [দানগ্রহণপ্রিয়] ব্রাহ্মণেরা কিরূপ বিশেষ কার্য্যবশতঃ অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন?” মার্কণ্ডেয় কহিলেন “হে মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম, স্বাধ্যায়দ্বারা বেদময়ী তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করেন; ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি-সম্পাদন করিলে দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণের বাক্যবলেই লোকে স্বর্গলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানশূন্য, শ্লেষ্ম ক্লন্নকলেবর ও ত্রিয়মাণ হইলেও তুমি পিতৃগণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করিয়া নিঃসন্দেহে অনন্ত পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে। স্বর্গলাভ-প্রত্যাশায় ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিবে, শ্রাদ্ধকালে অনিন্দিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। বিবর্ণ, কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী কুণ্ড [জারজ], গোলক [জারজ] ও শরতূণীরধারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকালে প্রযত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। যাদৃশ হুতাশন কাষ্ঠভার দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দোষস্পর্শ-বিশিষ্ট শ্রাদ্ধ সমুদয় কর্ম্মফল ভস্মসাৎ করে। শ্রাদ্ধকালে মূক, অন্ধ ও বধির ব্রাহ্মণদিগকে অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ বিপ্রদিগের সহিত একত্র মিলিত করিয়া নিয়োগ করিবে। হে মহারাজ! এক্ষণে কি প্রকার বিপ্রকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

“যিনি স্বশাক্ত্যনুসারে প্রদাতা ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন। বহ্নি যেমন অতিথি ভোজন করাইলে সন্তুষ্ট হয়েন, তদ্রূপ হবিদ্বারা হোম, কুসুম ও অনুলেপনদ্বারা সন্তোষলাভ করেন না। যাহারা পাদোদক [পা ধুইবার জল], পাদ্ঘৃত [পায়ে মাখিবার ঘৃত], দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করে, তাহাদিগকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না। দেবনির্ম্মাল্য অপনয়ন, দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জ্জন, গন্ধাদিদ্বারা অলঙ্করণ ও গাত্রসংবাহন ইহার এক একটি কার্য্য গোদান অপেক্ষাও গুরুতর। হে রাজন! কপিল প্রদান করিলে লোক সঞ্চিতপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়, অতএব গৃহস্থ দারাপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে একান্ত অভিভূত, উপকার সমর্থ, অগ্নিহোত্রী শ্রোত্রিয়কে অলঙ্কৃত কপিলা দান করিবে। হে মহারাজ! সুসম্পন্নকে দান করিলে কোন গুণই দর্শে না।

“এক ব্যক্তিকে একটি গো প্রদান করিবে, অনেক ব্যক্তিকে কদাচ একটি গো দান করিবে না; কারণ, সেই ধেনু বিক্রীত হইলে বিক্রেতার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ফলতঃ এইরূপ দান দাতা ও গ্রহীতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। তিনি ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধস্বর্ণ-নির্ম্মিত সুবর্ণ [তিন রতির অধিক পরিমাণ ভূষণ] প্রদান করে, তাঁহার শাশ্বত সুবর্ণশত-প্রদানের ফললাভ হয়। যিনি ধুরন্ধর বলবান বলীবর্দ্দ প্রদান করেন, তিনি দুর্গম প্রদেশসকল অনায়াসে উত্তীর্ণ ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার বাসনাসকল সফল হয়।

“যাহারা গমনকালে ক্ষীণকলেবর ও ধূলিধূসরপাদ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান করে এবং যাহারা সেই সমস্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত লোকদিগকে অন্নলাভের উপায় নির্দেশ করিয়া থাকেন, সেই নির্দেষ্টাও অন্নদাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অতএব মহারাজ!

তুমিও অন্য দান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্নদান কর। ভূলোকে অন্নদান অপেক্ষা পুণ্যতম কর্ম্ম আর কিছুই নাই। যিনি স্বশক্ত্যনুসারে বিপ্রগণকে সুসংস্কৃত অন্ন দান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকলাভ হইয়া থাকে। অন্নই একমাত্র উৎকৃষ্ট; অন্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। অন্ন সাক্ষাৎ প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ও উহাকেই সংবৎসর যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই সংবৎসর যজ্ঞে সমস্ত বস্তুই প্রতিষ্ঠিত আছে; এই নিমিত্ত তাহাতেই স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি ভূতসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব অন্নই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

"যাঁহারা অগাধসলিল তড়াগ, হ্রদ, বাপী, কূপ, গৃহ ও অন্ন প্রদান করেন; যাঁহাদিগের বাক্য অতি মধুর, তাহাদিগের আর কৃতান্তের ভয় থাকে না। যিনি সুশীল ব্রাহ্মণকে শ্রমোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা সঞ্চিত ধান্য প্রদান করেন, বসুন্ধরা তাঁহার প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া ধনধারা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! অন্নদাতা, সত্যবাদী ও অযাচিত-প্রদাতা এই তিন ব্যক্তি অনুক্রমে সমলোক লাভ করিয়া থাকেন।"

যমলোকের পথ-পরিচয়—তৎসুগমতা

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজবর্গের সহিত একান্ত কুতূহলপরতন্ত্র হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তপোধন! যমলোকের পথ ও যমলোক হইতে মনুষ্যলোকের অন্তর কি প্রকার এবং তাহার প্রমাণই বা কি? মনুষ্যেরা কোন উপায়দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইয়া থাকে? আপনি এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! এই প্রশ্ন ঋষি প্রশংসিত, পবিত্র, সকলের গোপনীয় ও ধর্ম্মসঙ্গত, এক্ষণে আমি ইহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"যমলোকের পথ ও মনুষ্যলোকের সীমা ষড়শীতিসহস্র যোজন পরিমিত। উহা কেবল শূন্যময় ও কান্তারের ন্যায় অতি ভীমদর্শন। তথায় মনুষ্যেরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি দূর করিতে পারে, এরূপ বৃক্ষচ্ছায়া বা গৃহ ও সলিলের সম্পর্কও নাই। সেই পথ দিয়া যমদূতেরা বলপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগকে লইয়া যায়।

"যাহারা ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট অশ্বাদি প্রদান করিয়াছে, তাহারাই সেই সমস্ত যানে আরোহণ করিয়া ঐ দুর্গমবার্ত্ম অতিক্রম করিয়া থাকে। ছত্রদাতা ছত্রদ্বারা আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে; অন্নদাতা পরিতৃপ্ত হইয়া সেই পথে গমন করিয়া থাকে; অন্নদাতা সবস্ত্র ও বস্ত্রদানপরাঙ্মুখ ব্যক্তি বিবস্ত্র হইয়া গমন করে; হিরণ্যদাতা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভূমিদাতা পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রস্থান করে; শস্যপ্রদ ব্যক্তি অপরিক্লিষ্টভাবে এবং গৃহদাতা বিমানে আরোহণ করিয়া পরমসুখে গমন করিয়া থাকে; পানীয়দাতা পিপাসাক্লেশশূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে গমন করে; দীপপ্রদ ব্যক্তি গমনপথ সমুজ্জ্বল করিয়া গমন করে এবং গোপ্রদাতা সর্ব্বপাপবির্নিমুক্ত হইয়া পরমসুখে সঞ্চরণ করিতে থাকে। মাসোপবাসী হংসসংযুক্ত ও ষষ্ঠরাত্রোপবাসী ময়ূরবারযোজিত বিমানে আরোহণ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে গমন করে। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া রজনীত্রয় যাপন করে, তাহার লোকসকল অনাময় হয়।

"তথায় পুষ্পোদকানামে এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, পানীয়দাতা পুণ্যাত্মারা তাহার দিব্যগুণসম্পন্ন প্রেতলোক-সুখাবহ সুশীতল সলিল পান করিয়া থাকেন, কিন্তু

কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা পূয়পূর্ণ বোধ হয়। এইরূপে ঐ নদী মনুষ্যের বাসনাসকল সফল করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা কর। যিনি পথপর্য্যটনশ্রমে ক্ষীণকলেবর ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণাঙ্গ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান বা ভোজনপ্রাপ্তির আশায় গৃহপ্রবেশ করেন, সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রযত্নাতিশয়সহকারে পূজা করিবে। অতিথি ব্রাহ্মণ গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হইলে তাঁহারা প্রীত হয়েন এবং তিনি পূজিত না হইলে তাহারা সাতিশয় নিরাশ হয়েন। হে মহারাজ! এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বলুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত পাপনাশক পবিত্র কথাসকল বারংবার কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! সর্ব্বপাপাপনোদন ধর্ম্মার্থসম্বন্ধ কথা-সকল কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।"

মার্কণ্ডেয়-মুখে যুধিষ্ঠিরের বিবিধ ধর্ম্মকথা-শ্রবণ

"সর্ব্বপ্রধান পুষ্করতীর্থে কপিলা প্রদান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণের পাদধাবনে তাহাই লাভ হয়। মেদিনী যাবৎকাল দ্বিজপাদপ্রক্ষালন-জলে পঙ্কিল থাকে, তাবৎ পিতৃলোকেরা পদ্মাপলাশ-দ্বারা [পদ্মের পাতা] জলপান করেন। অতিথি ব্রাহ্মণকে স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে হুতাশন, আসনপ্রদানে দেবরাজ, পাদপ্রক্ষালনে পিতৃলোক ও অন্নাদিদানে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাতিশয় তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে। যখন বৎসের পাদ ও মস্তক পরিদৃশ্যমান হইবে, তদবসরে প্রযতমনে সেই প্রসবোম্মুখী গো দান করিলে পৃথিবীদানের ফল হয়; কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষগত বৎস যোনিদেশে বাস করিয়া থাকে, তাবৎকালে সেই ধেনু পৃথিবীতুল্য হয়। এইরূপ ধেনুদান করিলে ধেনু ও বৎসের গাত্রে যতগুলি লোম থাকে, দাতা তৎসমসংখ্য-সহস্র যুগ স্বর্গলোকে পূজিত হয়। খুরযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ধেনুকে সুবর্ণনির্ম্মিত নাসাসম্পন্ন, তিলপ্রচ্ছাদিত ও নানাবিধ রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া প্রদান করিবে। যিনি প্রতিগ্রহ করিয়া কোন সাধু লোককে ঐ গৃহীত বস্তু প্রদান করেন, তাঁহার প্রতিগ্রহজনিত ফলেরও ফললাভ হয়। ফলতঃ এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে দরীসমুদ্র-শৈলকাননসম্পন্ন চতুরন্ত [চতুঃসাগরী-চতুর্দ্দিকে সাগরবেষ্টিতা সমস্ত পৃথিবী] পৃথিবীদানের তুল্য হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণ জানুদ্বয়ের অভ্যন্তরে একহস্তদ্বারা ভোজনপত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃশব্দে অন্য হস্তে আহার করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগকে কেহ পাপাচারপর বলিয়া না জানে ও যাঁহারা সম্যকপ্রকারে সংহিতা জপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই লোকোদ্ধারে সমর্থ হয়েন। সচ্চরিত্র শ্রোত্রিয় সমস্ত হব্যকব্যেরই অধিকারী, অতএব শ্রোত্রিয়ে হব্যাকব্যপ্রদান প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতিদানের তুল্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বিপ্রগণের ক্রোধই অস্ত্র। তাঁহারা কদাচি সামান্য অস্ত্রদ্বারা প্রহার করেন না। যেমন দেবরাজ বজ্রদ্বারা অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেরও ক্রোধাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমুদয় বিনাশ করিতে পারেন। হে মহারাজ! নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন, আমি ধর্ম্মার্থসম্বন্ধ সেই সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা

কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্যেরা বিগত-শোকভয় ও বীতপাপ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে তপোধন! ব্রাহ্মণগণ যদ্দ্বারা সতত বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন, সেই শৌচ কি প্রকার? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “মহারাজ! বাকশৌচ, কর্ম্মশৌচ ও জলশৌচ এই তিনপ্রকার শৌচদ্বারা সতত বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি সায়ং ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করেন এবং বেদমাতা পবিত্র দেবীর গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন, তিনি বিগতপাপ হইয়া এই সসাগরা ধরা পরিগ্রহ করিলেও অবসন্ন হয়েন না, তাঁহার পক্ষে অন্তরীক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি যে-সকল অশুভ গ্রহ বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদয় শুভপ্রদ এবং শিবগণও শিবপ্রদ হইয়া উঠে। ঘোররূপ মহাকায় রাক্ষসেরা তাহাকে কদাচ পরাভব করিতে সমর্থ হয় না।

“ব্রাহ্মণের প্রজ্বলিত হুতাশনের তুল্য; আধ্যাপন, যাজন বা কোনপ্রকার প্রতিগ্রহদ্বারা তাঁহাদিগকে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বেদানভিজ্ঞ হউন, বা বেদজ্ঞ হউন, সামান্যই হউন, বা সংস্কৃতই হউন, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহাদিগকে কদাচ অবমাননা করিবে না। যাদৃশ শ্মশানদেশে প্রদীপ্ত পাবক দোষাবহ নহে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা মূর্খই হউন, অবশ্যই তাঁহাকে পরামদেবতাস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। রুচির প্রাচীর, উন্নত পুরদ্বার ও নানাবিধ প্রাসাদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণহীন নগরের কোন শোভা নাই। গোষ্ঠই হউক বা অরণ্যই হউক, যথায় বেদবেদাঙ্গপারগ, জ্ঞানবান, সচ্চরিত্র, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, পণ্ডিতেরা তাহাকেই নগর ও তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রক্ষক, রাজা ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণসন্নিধানে উপনীত হইয়া সৎকার করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

শাস্ত্রকারেরা অতি পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বস্তুকীর্ত্তন ও সাধুসহ সম্ভাষণ অতি প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ সাধুসঙ্গমপুত অতিমনোহর বাক্যরূপ সলিলদ্বারা আপনাদিগকে প্রতিনিয়ত পবিত্র জ্ঞান করেন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যদি চিত্তশুদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত্রিদণ্ডধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভারবহন, শিরোমুণ্ডন, বল্কলাজিনপরিধান, ব্রতচর্য্যা, অভিষেক, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান, অরণ্যবাস ও শরীরশোষণ এই সমুদয় নিষ্ফল হয়। চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে বিষয়োপভোগ সুকর হয়; কিন্তু চক্ষুরাদির বিশুদ্ধিসহকারে বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করা স্বভাবতঃ অতি সুকঠিন; কারণ, চক্ষুরাদির বিকারসমুৎপাদক মন নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও অপ্রতিশাস্য [শাসনের অযোগ্য—অবশীভূত] । যাঁহারা মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা কদাচ পাপাচরণ করেন না, তাহাদিগের অনশনদ্বারা শরীর-শোষণপূর্ব্বক তপস্যা করিবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহাদিগের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি কিছুমাত্র দয়া নাই, সেই শুক্রযোগোপজীবী [জ্ঞাতিদ্রোহী—একই রক্তমাংসসম্বন্ধী জ্ঞাতির নাশকারী] মনুষ্য নিতান্ত পাপপরায়ণ। তাহার সেই নির্দ্দয় ব্যবহারই তপস্যার সম্পূর্ণ বিঘ্ন সম্পাদনা করিয়া থাকে। অতএব কেবল অনশন পরিত্যাগ করিলেই যে তপঃসাধন হয়, এমন নহে।

“হে রাজন! যিনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক পবিত্রভাবসম্পন্ন, গুণগণে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বভূতে দয়াবান হয়েন, তিনি চিরসঞ্চিত পাপনিবহ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া থাকেন।

অনশনাদিদ্বারা কদাচ পাপকর্ম্ম-সমুদয় বিনষ্ট হয় না; কেবল তৎপ্রভাবে এই মাংস-শোণিতময় দেহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া থাকে। অজ্ঞাত কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা কেবল ক্লেশপরম্পরাই পরিবর্দ্ধিত হয়; পাপের কিছুমাত্র হানি হয় না। অগ্নি চিত্তশুদ্ধিশূন্য মনুষ্যের অশুভ কর্ম্মসকল দগ্ধ করেন না, কিন্তু লোকসকল স্বকীয় পুণ্যাবলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন ও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে, অনশনাদিদ্বারা কোনরূপ ফল সমুৎপন্ন হয় না। ফল-মূল-ভক্ষণ, মৌনাবলম্বন, অনিলাশন, শিরোমুণ্ডন, জটাভার-ধারণ, স্থাবর [স্থায়ী] গৃহত্যাগ, স্থাণ্ডিল বা ধরাশয্যা, নিত্য অনশন, অগ্নিশুশ্রূষা বা জলপ্রবেশ ইহার দ্বারা কদাচ জরা, মরণ ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট এবং উত্তমগতিপ্রাপ্তি হয় না, কেবল জ্ঞান বা কর্ম্মদ্বারা জরা, মরণ ও ব্যাধিসমুদয় নষ্ট এবং উত্তমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ-সমুদয় পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ অবিদ্যা প্রভৃতি কখন আর আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু আত্মাশূন্য কাষ্ঠকুড্যসম [কাঠের কুঁড়ে--অকিঞ্চিৎকর] দেহ সাগরের ফেনপুঞ্জের ন্যায় নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বভূতাশায়ী আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, পুণ্যফলজনক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে তাঁহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

"তত্ত্বং" এই দ্ব্যক্ষর হইতে শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া বেদমন্ত্রচিহ্নিত ভিন্ন ভিন্ন শতসহস্র উপনিষদ্দ্বারা 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কোন কোন বেদবিৎ কহেন, পরলোক, ইহলোক ও সুখ-দুঃখ নাই', এইরূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ। যিনি বেদার্থ-সমুদয় অবগত হইয়াছেন ও বৈদিক কার্য্যে দক্ষ, যেমন দাবাগ্নি হইতে সকলে ভীত হয়, তদ্রূপ তিনিও বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্বিগ্ন হয়েন। যদি তুমি বেদবিহিত যুক্তিদ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতিসম্বন্ধ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বৃথাতর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি বা স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ কর। শম, দম প্রভৃতি সাধনের বিপর্য্যয়বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয় না। সাতিশয় যত্নসহকারে তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হইলে তাহাকে জানা যাইতে পারে। তত্ত্বই বেদস্বরূপ; বেদও তত্ত্বের শরীর; বেদই তাঁহাকে বিদিত হইবার অদ্বিতীয় উপায়; আত্মা বিপ্রকাশ [দুষ্প্রপ্রকাশ—অনায়াস প্রকাশ নহে], তিনি বুদ্ধিতত্ত্বের জ্ঞেয়। দেবগণের দেবত্ব বেদ হইতে প্রতিপন্ন, কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বেদে কথিত আছে। প্রাণীগণের প্রভাব যুগে যুগে প্রাদুর্ভূত হইতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াশুদ্ধির দ্বারা উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, ইন্দ্রিয়সংযম দিব্য-অনশনস্বরূপ। তপঃপ্রভাবে স্বাগলাভ ও দানবলে ভোগলাভ, জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ ও তীর্থস্নানদ্বারা পাপক্ষয় হয়।"

রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি-মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভগবান! এক্ষণে দানধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! শ্রুতিস্মৃতিসঙ্গত দানধর্ম্ম গৌরবশতঃ সত্যই আমার অভীষ্ট, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হস্তীর দেহচ্ছায়ায় তদীয় কর্ণপরিবীজতি [কুলার মত—হাতীর কানের হাওয়া দেওয়া] দ্রব্যাদিদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল দশ অযুত কল্প অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ অন্নসহিত প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বৈশ্যকে আশ্রয়দান করেন, তাঁহার সকল-যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। প্রতিকুল-স্রোতবাহিনী স্রোতস্বতীতে অর্থীকে অর্থদান ও অন্নার্থী ইন্দ্রকে অন্নদান করিলে

সকল পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। উপরাগকালে [গ্রহণসময়ে] ব্রাহ্মণকে দধিমণ্ড দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়। পর্ব্বকালে দান করিলে দ্বিগুণ ফল, বসন্তাদি ঋতুকালে দান করিলে দশগুণ, বৎসরে দান করিলে শতগুণ ও বিষুবসংক্রমে দান করিলে অনন্ত ফললাভ হয় এবং অয়ন ও ষড়শীতিসংক্রমণে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হইয়া থাকে। চন্দ্র-সূর্যগ্রহণকালে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়।

'যিনি ভূমি দান করেন নাই, তিনি পরজন্মে কখন ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না। যিনি যান প্রদান করেন নাই, তিনি যানারোহণে বঞ্চিত হয়েন। ব্রাহ্মণদিগকে যে-সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করা যায়, পরজন্মে সেই অভীষ্ট বস্তুর উপভোগ-লাভ হয়। অগ্নির অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর তনয়া ভূমি ও সূর্য্যসূতা ধেনু, এই সকল দান করিলে ত্রিলোকদানের ফললাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা শাশ্বত ফলপ্রদ আর কিছুই নাই। ত্রিলোকমধ্যে দান হইতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এই নিমিত্ত বুদ্ধিমানেরা দানকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

২০০তম অধ্যায়

ধুন্ধুমার উপাখ্যান-বর্ণন

বৈশম্পয়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের নিকট রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বর্গপ্রাপ্তিবৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি দেব, দানব, রাক্ষস, বিবিধ রাজবংশ, সনাতন ঋষিবংশ, মনুষ্য, উরাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণের দিব্য-উপাখ্যান অবগত আছেন; এই জগতীতলে কিছুই আপনার অবিদিত নাই, অতএব ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুবলাশ্ব-ভূপতি কি প্রকারে স্বনামের পরিবর্তে ধুন্ধুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।"

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মরাজের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ধুন্ধুমারের উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! উতঙ্কনামে এক সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন; রমণীয় মরুধন্ব-প্রদেশে তাঁহার আশ্রম। তিনি ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিবার নিমিত্ত বহু বৎসর দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণু সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন।

"মহর্ষি উতঙ্ক তাঁদের দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র বিনীতভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে দেব! তুমি সুরাসুর, মানব প্রভৃতি সমুদয় চরাচর, ব্রহ্ম, বেদ ও বেদ্য সৃষ্টি করিয়াছ। আকাশ তোমার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য দুই নয়ন, সমীরণ নিঃশ্বাস, হুতাশন তেজ, দিকসকল বাহু, মহার্ণব কুক্ষি, পর্ব্বত-সকল উরু, অন্তরীক্ষ জঙ্ঘা, পৃথিবী চরণ এবং ওষধি-সকল রোম। ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতা, অসুর, মহোরগ ও মহাযোগী মহর্ষিগণ বিনীত হইয়া বিবিধবাক্যে তোমার স্তব করিয়া থাকেন। হে ভুবনেশ্বর! তুমি সমুদয় চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, তুমি পরিতুষ্ট থাকিলে সমুদয় জগৎ সুস্থ থাকে, তুমি রুষ্ট হইলে মহদ্‌ভয় উপস্থিত হয়। হে পুরুষোত্তম! তুমিই একমাত্র ভয়াপহারক ও দেব, মানব প্রভৃতি সর্ব্বভূতের সুখদাতা। হে দেব! তুমি ত্রিবিধ বিক্রমদ্বারা লোকত্রয় সংহার ও

সমৃদ্ধ দানবদলকে বিনাশ করিয়াছিলে। দেবগণ তোমারই বিক্রমে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভূতভাবন! তুমিই ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যেন্দ্রগণকে পরাভূত করিয়াছ, তুমিই ভূতগণের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। দেবগণ তোমাকে আরাধনা করিয়াই সর্ব্বপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন।”

“হৃষীকেশ মহাত্মা উতঙ্কের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, “আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।”

“উতঙ্ক কহিলেন, “দেব! তুমি সনাতন পুরুষ ও জগতের স্রষ্টা, আমি যখন তোমাকে দর্শন করিয়াছি, তখন আমার আর কোন বর অবশিষ্ট আছে?”

“বিষ্ণু কহিলেন, “আমি তোমার ধৈর্য্য ও ভক্তিগণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব অবশ্যই তোমাকে বর গ্রহণ করিতে হইবে।

“মাহাত্মা উতঙ্ক বরদানের নিমিত্ত শ্রীহরির নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন। রাজীবলোচন! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বুদ্ধি যেন সত্য, ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নিয়ত নিযুক্ত থাকে, এবং ভক্তিদ্বারা নিত্য নিত্য যেন আপনার সন্নিহিত হইতে পারি।”

“বিষ্ণু কহিলেন, ‘হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে তোমার সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তোমার যোগ এরূপ দীপ্যমান হইবে যে, তুমি তদ্দারা লোকত্রয় ও দেবগণের অসামান্য উপকার-সাধন করিবে। হে দ্বিজ! ধুন্ধুনামা এক মহাসুর লোকত্রয়ের উৎসাদনার্থ ঘোরতর তপশ্চর্য্যা করিবে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র জিতেন্দ্রিয় অতি-পবিত্র কুবলাশ্ব মদীয় যোগবল অবলম্বনপূর্ব্বক তোমারই শাসনে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ধুন্ধুমার-নাম প্রাপ্ত হইবে।’ ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণু ইহা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।”

২০১তম অধ্যায়

বৃহদশ্বের প্রতি উতঙ্কের ধুন্ধুমারবধের উপদেশ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে রাজন্! মহারাজ ইক্ষ্বাকু লোকযাত্রা সংবরণ করিলে ধর্ম্মাত্মা শশাদ পৃথিবীপতি হইয়া অযোধ্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান কবুৎস্থ তাঁহার পুত্র কবুৎস্থের পুত্র অনেনা; অনেনার পুত্র পৃথু; পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব; বিশ্বগশ্বের পুত্র অদ্রি; অদ্রির পুত্র যুবনাশ্ব; যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাব; শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্তক; যিনি শ্রাবস্তানামী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রাবস্তকের পুত্র মহাবল বৃহদশ্ব; বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব; কুবলাশ্বের একবিংশতি সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান, বলবান ও সমধিক তেজস্বী। কুবলাশ্ব পিতা অপেক্ষাও অধিকতর গুণসম্পন্ন ছিলেন। পিতা বৃহদশ্ব তাঁহার শূরত্ব ও পরমধার্ম্মিকতা অবলোকন করিয়া সুমচিত সময়ে তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। রাজলক্ষ্মী মহারাজ কুবলাশ্বে সংক্রামিত হইলে রাজা বৃহদীশ্ব তপানুষ্ঠানের নিমিত্ত তপোবনে প্রস্থান করিলেন।

“অনন্তর মহর্ষি উতঙ্ক, বৃহদীশ্ বনে গমন করিতেছেন শুনিয়া, সত্বর তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! প্রজাগণকে প্রতিপালন করাই আপনার উচিত, আমরা আপনার প্রসাদে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছি; এই সসাগরা পৃথিবী আপনা হইতে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইতেছে, অতএব আপনি কদাচ অরণ্যে গমন করিবেন না; প্রজাগণের প্রতিপালনে যাদৃশ ধর্ম্ম, অরণ্যে গমন করিলে কখন তাদৃশ ধর্ম্ম হয় না। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ প্রজাপালনে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্ম আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। প্রজাগণ অবশ্য রক্ষণীয়, অতএব প্রজাগণকে রক্ষা করুন, নতুবা আমরা নির্ব্বিঘ্নে তপানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব না।

‘হে রাজন! মরুধন্বপ্রদেশে আমার আশ্রমের অনতিদূরে বহু যোজনবিস্তীর্ণ, বহু-যোজনায়ত ও বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ একটি সমুদ্র আছে, উহা উজ্জালক বলিয়া বিখ্যাত। মধুকৈটভের পুত্র মহাসুর ধুন্ধু ঐ স্থানে ভূমির অভ্যন্তরে বাস করে। তাহার পরাক্রম অতি ভীষণ ও অপরিমিত। অতএব তাহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে গমন করাই আপনার উচিত। সেই দানব দেবগণকে বিনষ্ট ও সমুদয় লোক উৎসাদিত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বের অবধ্য হইয়াছে। আপনি তাহাকে বধ করিতে কৃতনিশ্চয় হউন, আপনার বুদ্ধি যেন অন্যথাভূত না হয়; এ বিষয়ে আপনার মহতী কীর্ত্তিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। সেই ক্রুর দৈত্য বালুকাবিলীন হইয়া নিদ্রিত থাকে, বৎসরান্তে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। তাহার নিঃশ্বাসপ্রভাবে ধূলিসকল উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সশৈলকাননা পৃথিবী আকাশে উৎপতিত হইয়া সপ্তাহ এরূপ কম্পিত হয় যে, তদ্দ্বারা নিদারুণ স্ফুলিঙ্গ, ধূম ও অগ্নিশিখা বিনিঃসৃত হইতে থাকে। তখন সেই আশ্রমে অবস্থিতি করা একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে।

‘হে রাজেন্দ্র! আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত তাহাকে বিনষ্ট করুন, তাহা হইলে সমুদয় লোক সুস্থ হইবে। আমি স্পষ্ট বোধ করিতেছি, আপনি তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, ভগবান বিষ্ণু স্বীয় তেজোদ্বারা আপনার তেজ বর্দ্ধিত করিবেন। তিনি পূর্ব্বে আমাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন যে, “যে মহীপতি দুরন্ত দৈত্যে ধুন্ধুকে বধ করিবার অভিলাষ করিবেন, দুরাসদ বৈষ্ণব তেজ তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে”—অতএব আপনি অলৌকিক বিষ্ণুতেজ আশ্রয় করিয়া সেই পরাক্রান্ত দৈত্যকে বধ করুন। সেই মহাতেজঃ ধুন্ধু অল্পতেজে শত বৎসরেও দগ্ধ হইবে না।’ ”

২০২তম অধ্যায়

বিষ্ণুনাভিপদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি

“অপরাজিত রাজর্ষি বৃহদশ্ব উতঙ্কের বাক্য-শ্রবণানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন! আমি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, অতএব আমাকে বিদায় করুন, আপনার আগমন কখনও বিফল হইবে না। আমার পুত্র মহাবীর কুবলাশ্ব মহাভুজ পুত্রগণসমভিব্যাহারে আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিবে।” মহর্ষি উতঙ্ক ‘তথাস্তু’

বলিয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিলে তিনি পুত্রকে মাহাত্মা উতঙ্কের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন।”

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান! এই মহাবীর্য্য দৈত্য কে, কাহার পুত্র ও কাহার পৌত্র, ইহা জানিবার নিমিত্ত কৌতুহল জন্মিতেছে। আমি কখন ঈদৃশ বলবান দৈত্যের কথা শ্রবণ করি নাই; অতএব আপনি ইহার যথাভূত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলুন।”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “মহারাজ! শ্রবণ করুন। সমুদয় চরাচর প্রলয়পয়োধি জলে বিলীন হইলে সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান বিষ্ণু সলিলরাশিমধ্যে শেষভুজঙ্গভোগে [অনন্তনাগের ফণায়] শয়নপূর্ব্বক যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। তৎকালে এই ভূমণ্ডল তাঁহার শয়নভূত ভুজঙ্গভোগে সংসাক্ত ছিল। তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাভিদেশে সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন এক পদ্ম বিনির্গত হইল। তাঁহাতে বেদচতুষ্টয়, মূর্ত্তিচতুষ্টয় ও মুখচতুষ্টয়সম্পন্ন সাক্ষাৎ লোকগুরু পিতামহ সমুৎপন্ন হইলেন।

মধুকৈটভবধ-বৃত্তান্ত

“ব্রহ্মার জন্মগ্রহণের কিয়ৎকাল পরে মহাবলপরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামে দানবদ্বীয় ভগবান বিষ্ণুকে বহুযোজন-বিস্তৃত ফণিফণায় শয়ান, কিরীটিকৌস্তভধারী, পীতকাষেয়বাসা ও সহস্রসূর্য্যসদৃশ দীপ্যমান দৃষ্টিগোচর করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল এবং তাঁহার নাভিকমলে স্থিত কমললোচন কমলযোনিকে ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা অসুরভয়ে ভীত হইয়া যোগনিদ্রাভিভূত ভগবান বিষ্ণুর নাভিবিনিঃসৃত পদ্মনাল কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলে তিনি প্রবোধিত হইলেন এবং বলবান দানবদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে স্বাগত—জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন, “হে দানবদ্বয়! তোমাদিগের প্রতি গ্রীত হইয়াছি; অতএব তোমরা বর গ্রহণ কর।”

“তাহারা সহাস্যমুখে কহিল, ‘হে সুরোত্তম! আরা উভয়ে বরদাতা; অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর।’

“ভগবান কহিলেন, ‘তোমরা অসামান্যবীর্য্যসম্পন্ন, তোমাদের সমান পৌরুষশালী আর কেহই নাই, অতএব আমি লোকহিতার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি। যে, আমি যেন তোমাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হই।”

“মধুকৈটভ কহিল, “হে পুরুষোত্তম! আমরা সত্য ও ধর্ম্মের নিতান্ত অনুরক্ত; বল, শম, ধর্ম্ম, তপস্যা, চরিত্র ও দমে আমাদিগের সমান কেহ নাই। পূর্ব্বে আমরা স্বেচ্ছাচারসময়েও মিথ্যা কহি নাই; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যথা করিব? কিন্তু মহৎ গোলযোগ উপস্থিত হইল, তুমি যাহা কহিলে, তাহা প্রতিপালন করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, আমরা পূর্ব্বে তোমাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাদিগকে অনাবৃত আকাশে বধ করিবে এবং আমরা তোমার পুত্র হইব। তুমি এক্ষণে তাহার প্রতিকার কর, আমরা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার যেন অন্যথা না হয়।’

“অনন্তর ভগবান বিষ্ণু ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া যখন দেখিলেন, কি আকাশ, কি পৃথিবী কুত্রাপি

অনাবৃত স্থান নাই, তখন স্বকীয় অনাবৃত উরুদেশে নিশিতধার চক্রদ্বারা মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন করিলেন।”

২০৩তম অধ্যায়

মধুকৈটভ-পুত্র ধুন্ধুবধ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “মহারাজ! পরাক্রান্ত ধুন্ধু সেই মধুকৈটভের পুত্র। ঐ ধুন্ধু একপদে দণ্ডায়মান ও ধমনিসন্ততশারীর [তপস্যাকৃশতায় শিরাব্যাপ্তদেহ] হইয়া তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া বরদানে উদ্যত হইলে সে কহিল, “হে ভগবান! দেব, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ যেন আমাকে বধ করিতে না পারে, এই আমার অভিলষণীয় বর।’ পিতামহ ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিলে সে যথাবিধি তাঁহার চরণবন্দনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

“অনন্তর ধুন্ধু এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া বারংবার বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয়পূর্ব্বক উৎপীড়িত করিতে লাগিল। পরিশেষে বালুকাচ্ছাদিত উজ্জালক-সমুদ্রে আগমনপূর্ব্বক ভূমির অভ্যন্তরে বালুকায় বিলীন থাকিয়া উতঙ্কাশ্রমের উৎপাত স্বরূপ হইয়া উঠিল। ঐ দুষ্টাত্মা উতঙ্কাশ্রমের অনতিদূরে লোকবিনাশের নিমিত্ত তপোবল আশ্রয়পূর্ব্বক শয়ান হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে মহারাজ কুবলাশ্ব বল, বাহন, উতঙ্ক ও একবিংশতি সহস্র পুত্র-সমভিব্যাহারে তাহাকে বধ করিতে যাত্রা করিলেন। ভগবান বিষ্ণু উতঙ্কের নিয়োগানুসারে ও লোকের হিতকামনায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুবলাশ্বশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।

“আকাশে ‘শ্রীমান অবধ্য কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার হইবে’, এই মহান শব্দ সমুত্থিত হইল; দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে দিব্য-কুসুমকলাপ বিকীর্ণ করিলেন; দেবদুন্দুভি-সকল স্বতঃই শব্দায়মান হইয়া উঠিল; সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল; দেবরাজ ধরাতল পাংশুশূন্য করিবার নিমিত্ত বারিবর্ষণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ ধুন্ধু ও কুবলাশ্বের সমর-দর্শন-সমুৎসুক হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগের বিমানসকল নয়নগোচর হইতে লাগিল।

“কুবলাশ্ব বৈষ্ণব-তেজে আপ্যায়িত হইয়া পুত্রগণকে উজ্জাকসাগরের চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক খনন করিতে নিযুক্ত করিলেন। সপ্তাহ খননের পর বালুকার অভ্যন্তরে মহাবল ধুন্ধুদানবের সূর্য্যসদৃশ দীপ্যমান ভীষণ কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল। কালানলতুল্য দীপ্তকলেবর ধুন্ধু তৎকাল পর্য্যন্তও সুপ্ত ছিল। কুবলাশ্বের পুত্রগণ তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তীক্ষ্ণ শর, গদা, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, প্রাস ও খড়্গাদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল ধুন্ধু তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে জাতক্রোধ হইয়া সমুদয় অস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং তাহার মুখ হইতে সকললোকভয়াবহ সংবর্ত্তকসদৃশ হুতাশন বিনিঃসৃত হইয়া ক্ষণমাত্রে কুবলাশ্বের পুত্রগণকে ভস্মাবশেষ করিল। পুত্রগণ কপিল-কোপানল কবলিত সগরসন্তানগণের ন্যায়। ভস্মীভূত হইলে মহাতেজাঃ কুবলাশ্ব দ্বিতীয়

কুম্ভকর্ণের ন্যায় প্রবুদ্ধ ধুন্ধুদানবের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাহার দেহ হইতে রাশীকৃত সলিল বিনিঃসৃত হইল; রাজা কুবলাশ্ব সেই বারিময় তেজ পান করিলেন, পরে যোগবারিদ্বারা ধুন্ধুর মুখবিনিঃসৃত অগ্নি-সমুদয় নির্ব্বাণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা ক্রুরস্বভাব অদ্ভূত-পরাক্রম দানবকে ভস্মীভূত করিলেন।

"অনন্তর দেব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া কুবলাশ্বকে কহিলেন, "তুমি বর গ্রহণ কর।" তখন তিনি বিনীতভাবে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে বলিলেন, "হে দেবগণ! আমি যেন দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিতে পারি, অরাতিগণের অনভিভাবনীয় হই, নারায়ণের সহিত বিলক্ষণ সখ্য জন্মে, আমার অন্তঃকরণ যেন দ্রোহশূন্য হয়, সতত ধর্ম্মে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, এবং আমি যেন স্বর্গে অক্ষয়বাস প্রাপ্ত হই।"

"দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্লবদনে 'তথাস্তু' বলিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন; ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ উতঙ্কের সহিত কুবলাশ্বকে বিবিধ আশীর্ব্বাদসহকারে সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে কুবলাশ্বের দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রশ্বনামে তিনটি পুত্র অবশিষ্ট ছিল; তাঁহাদের হইতেই মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশপরম্পরা দীপ্যমান হইয়া উঠিল।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! রাজা কুবলাশ্ব এইরূপে ধুন্ধু-দৈত্যকে বধ করিয়া ধুন্ধুমারনামে বিখ্যাত হইলেন। আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে ধুন্ধুমারের উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, সে ধার্ম্মিক, পুত্রবান ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এবং তাহার কিছুমাত্র ব্যাধিভয় থাকিবে না।"

২০৪তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক সতীধর্ম্মবর্ণনাবতারণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুসারে মহাতেজা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবান! সূর্য্য, চন্দ্রমা, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ চিরকাল যাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন ও পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুপরম্পরা যাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, সেই সূক্ষ্ম, ধর্ম্ম, অন্যান্য বেদবিহত ধর্ম্ম এবং পরমোৎকৃষ্ট-স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব হে ব্রহ্মন! আপনি পতিব্রতাদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। গুরু ও পতিব্রতা স্ত্রীগণ অবশ্য মান্য। তাঁহাদিগের শুশ্রূষা অতিশয় দুষ্কর। তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রামনিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, উহা নিতান্ত দুরূহ। সন্তানগণের পিতৃমাতৃশুশ্রূষা ও কামিনীগণের পতিসেবা এই উভয়ই নিতান্ত দুষ্করসাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু ইহার মধ্যেও পতিশুশ্রূষার অপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম আর কিছু দেখি না।

"কামিনীগণ যে পতিপরায়ণা ও সত্যবাদিনী হইয়া যথাকলে স্বামিসহযোগে গর্ভবতী হয়েন এবং দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহনপূর্ব্বক পরিশেষে প্রাণপণে দুঃসহ বেদনা সহ্য করিয়া অতিকষ্টে সন্তান প্রসবপূর্ব্বক স্নেহসহকারে পোষণ করেন, ইহা এক অলৌকিক কার্য্য। আর মানবেরা ক্রুরগণের মধ্যে বাস করিয়া লোকসমাজে নিন্দিত হইয়াও

যে আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহাও নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। হে তপোধন! এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমুদয় ও ক্ষত্রিধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। দুরাত্মা নৃশংস ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভৃগুবংশাবতংস! আমি আপনার নিকট উক্ত প্রশ্নানুযায়িক উত্তর শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা করি।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে ভরতকুলপ্রদীপ! আমি তোমার প্রশ্নানুসারে উক্ত সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন ব্যক্তি মাতাকে, কেহ কেহ বা পিতাকে অপেক্ষাকৃত গুরু বলিয়া জ্ঞান করেন। দেখ, মাতা অতিক্লেশে সন্তানগণকে লালনপালন করেন, পিতাও পুত্রলাভাকাঙক্ষায় তপস্যা, দেবযজন, বন্দন, তিতিক্ষা, অভিচার প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন। এইরূপে বিবিধ কষ্টভোগ করিয়া পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক চিন্তা করেন যে, এই পুত্র কিরূপ হইবে। পিতা-মাতা পুত্র হইতে যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্ম আকাঙক্ষা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতামাতার আশা পূর্ণ করে, সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতামাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, তাহার ইহকাল ও : পরকালে শাশ্বত ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তিলাভ হয়। কামিনীগণ কেবল স্বীয় স্বামির শুশ্রূষাদ্বারাই স্বর্গলাভ করিতে পারে; কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস, তাহার সকলই বৃথা হয়। হে যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া তোমার নিকট পতিব্রতাদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।"

২০৫তম অধ্যায়

পতিব্রত্য-মাহাত্ম্য

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! কৌশিকনামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সাঙ্গোপনষ্যৎ বেদ অধ্যয়ন করিতেন। একদা ঐ বিপ্র এক বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক বলাকা [বকপক্ষী] ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। বলাকা নিহত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কারুণ্যরসপরতন্ত্র হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং 'আমি রোষবশীভুত হইয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছি' বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

"তপোধনাগ্রগণ্য কৌশিক বলাকা-নিধন নিমিত্ত এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পূর্ব্বাচরিত এক গৃহস্থভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা-প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছ।" গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিল। ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণের ভিক্ষা প্রদান না করিয়াই পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ্যদ্বারা অতি বিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মানন্দন! ঐ

কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচারসম্পন্ন, দক্ষ ও কুটুম্ব-হিতৈষিণী ছিলেন; সতত সংযতচিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কালযাপন করিতেন।

"পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িতলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বরাঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া উপরুদ্ধ [আটক] করিলে? বিদায় করিলে না। কেন?"

"পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে বিদ্বন! আমার অপরাপ ক্ষমা করুন। আমি ভর্ত্তাকে পরমদেবতা বলিয়া জ্ঞান করি; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অতএব আমি এতাবৎ সেবা করিতেছিলাম।"

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না, কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক; তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর, উহা অতি অনুচিত। হে গর্ব্বিতে! মানবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট সুদপদেশ শ্রবণ কর নাই; ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ, উহারা মনে করিলে অনায়াসেই বসুন্ধরা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন।'

"পতিব্রতা কহিলেন, "হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, আমি বলাকা নহি, আপনি ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমার কি করিবেন? আমি কদাচ দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করি না। এক্ষণে আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ব্রাহ্মণগণের তেজ ও মাহাত্ম্যের বিষয় বিলক্ষণরূপে অবগত আছি। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ-প্রভাবেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। আর আমি কঠোরতপঃ মুনিগণের প্রভাব জ্ঞাত আছি; তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। দেখুন, দূরাত্মা বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে পরাভব করিয়াই মহর্ষি অগস্ত্যকর্ত্তৃক জীর্ণ হইয়াছে।

'হে বিপ্র! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ প্রভাব জ্ঞাত হইয়াছি। তাঁহাদের যেমন ক্রোধ অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ। হে ব্রহ্মন! আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার মতে পতিশুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদয় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান, আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখুন, আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।

"হে বিপ্রেন্দ্র! ক্রোধ মনুষ্যগণের পরমশক্র। যিনি ক্রোধ, মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্যবাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন, যিনি সমুদয় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্বধর্ম্মে রত হয়েন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণগণ সদা সত্যবাক্য কহিয়া থাকেন, তাহাদের মন কখনই অনুতপ্রবণ [মিথ্যার আধিক্যপ্রকাশন] হয় না। বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জ্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য এই

কয়েকটি ব্রাহ্মণগণের কুশল চিন্তা করিবে। প্রাচীনেরা কহেন যে, শাশ্বত ধর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়, উহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শ্রুতিই উহার , প্রমাণ; ফলতঃ ধর্ম্ম নানাপ্রকার, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আপনি স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞ; কিন্তু বোধ হয়, আপনি যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না।

"হে ভগবন! যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সতত পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে, সে আপনার নিকট ধর্ম্মকীর্ত্তন করিবে; আপনি তথায় গমন করুন। হে ব্রহ্মন! অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য, অতএব আপনি আমার এই রমণী-স্বভাবসুলভ বাচালতাদোষ মার্জ্জনা করুন।"

'ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, আমার ক্রোধেরও উপশম হইয়াছে। তোমার তিরস্কার-বাক্য আমার সাতিশয় হিতকর হইল, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি চলিলাম।"

"তপোধন কৌশিক এইরূপে সেই পতিব্রতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।"

২০৬তম অধ্যায়

কৌশিকের ধর্ম্মব্যাধসমীপে গমন

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "রাজন! দ্বিজোত্তম কৌশিক সেই পতিব্রতাকথিত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া আপনাকে নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধিবৎ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন চিন্তা করিয়াও স্বধর্ম্মের সূক্ষ্মতম গতি বোধগম্য করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন স্থির করিলেন যে, মিথিলাতে যে ধর্ম্মব্যাধ বাস করে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসার নিমিত্ত তাহার সমীপেই গমন করি। মহাত্মা কৌশিক মনে মনে সেই পতিব্রতাকথিত অগোচর সম্পন্ন বলাকাবৃত্তান্ত ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ বাক্য চিন্তা করিতে করিতে ভূরি ভূরি অরণ্য, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া মিথিলা নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই জনক-পরিপালিত পুরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে বিমান-সকল শোভা পাইতেছে; স্থানে স্থানে প্রশস্ত রথ্যা প্রণালীক্রমে সুচারুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে; কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে রথ, কোন স্থানে অন্যান্য যান সকল শোভমান হইতেছে; কোন স্থানে বা যোদ্ধৃগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। সমুদয় স্থানই উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ। সমুদয় লোকই হৃষ্টপুষ্ট, নগরের চতুর্দ্দিকই ধর্ম্মালয়, যজ্ঞোৎসব ও সুরম্য হর্ম্ম্য-সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

"ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার বহুসমৃদ্ধিশালী স্থান-সকল অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মব্যাধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তত্রত্য দ্বিজগণ তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন, তিনি তদনুসারে তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তপস্বী ব্যাধ সূনা [বধ্যভূমি—পশুবধিস্থান] মধ্যে আসীন হইয়া মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছে।

ধর্ম্মব্যাধের ধর্ম্মব্যাখ্যা

"মহাত্মা কৌশিক সেই স্থানে ক্রেতৃজনসংবাধ [জনতা] অবলোকন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ব্যাধ ব্রাহ্মণের আগমনবৃত্তান্ত মনে মনে অবগত হইয়া সহসা সম্ভ্রমসহকারে উত্থানপূর্ব্বক তাহার নিকটে গমন করিয়া কহিল, "হে দ্বিজোত্তম! আমি আপনাকে অভিবাদন করি, আপনার ত' সকল কুশল? হে বিপ্র! এই ব্যাধকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। সেই পতিব্রতা রমণী আপনাকে মিথিলায় আগমন করিতে কহিয়াছেন, আপনি যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় অবগত আছি।"

"কৌশিক প্রথমে ব্যাধের সম্ভাষণমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার তাহার মুখ হইতে আপনার গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ হইল দেখিয়া সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্যাধ কহিল, ভগবান! এই দেশ আপনার অপরিচিত, অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন, গৃহে গমন করি।" ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধের বাক্য অনুমোদন করিলে সে পরমহ্লাদপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিয়া আপন আলয়ে গমন করিল। ব্রাহ্মণ তাহার রমণীয় গৃহে প্রবেশ এবং আসন, পাদ্য, আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'তাঁত! এই মাংসবিক্রয়কর্ম্ম তোমার নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বলিতে কি, আমি তোমার এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপিত হইয়াছি।"

"ব্যাধ কহিল, "হে দ্বিজবর! আমি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত কুলোচিত কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; অতএব আপনি জাতক্রোধ হইবেন না। আমি বিধিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়া থাকি, সত্যবাক্য ব্যবহার করি, কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না, যথাসাধ্য দান করি; দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্তশেষ ভোজন করিয়া থাকি, কাহারও কখন কিঞ্চিন্মাত্র কুৎসা বা নিন্দা করি না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকর্ত্তার অনুগমন করে, তদনুসারে কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ও ত্রয়ী পভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপজীবিকা হইয়া উঠে। শূদ্রের কর্ম্ম সেবা, বৈশ্যের কৃষি, ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম ও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য। রাজা স্বকর্ম্মানুগত প্রজাগণকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন এবং কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। সর্ব্বদা নৃপতিগণকে ভয় করিবে, কারণ, তাহারা প্রজাগণের অধীশ্বর হইয়া শরনিবারিত মৃগের ন্যায় ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণকে কুকর্ম্ম হইতে নিবারিত করেন।

"হে দ্বিজোত্তম! এই জনকরাজ্যে এক ব্যক্তিও কুকর্মী নাই, চতুর্বিধ বর্ণই স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত। রাজা জনক আপনার পুত্র দণ্ডার্হ হইলে তাহারও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তিনি কদাচ ধার্ম্মিকের গ্লানি বা হানি করেন না। তিনি শ্রী, রাজ্য ও দণ্ড প্রভৃতি সমুদয় রাজকার্য্যই আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মানুসারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সকল রাজারাই স্বীয় ধর্ম্মানুসারে উন্নতি বাসনা করেন এবং সমুদয় বর্ণকে প্রতিপালনপূর্ব্বক কালব্যাপন করিয়া থাকেন।

"হে ব্রহ্মান! আমি স্বয়ং পশুহত্যা করি না; অন্যের হত বরাহ ও মহিষের মাংস সর্ব্বদা বিক্রয় করিয়া থাকি। আমি মাংস ভোজন করি না; শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে স্ত্রীসহবাস ও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করি। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করে, সে কদাচার হইলেও ক্রমে ক্রমে সদাচার হইয়া উঠে।

“নরেন্দ্রগণের অত্যাচারবশতঃ মহান ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হয়, অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, পরিশেষে প্রজাগণও সঙ্করদোষে দূষিত হয় এবং রাজ্যমধ্যে ভীষণাকৃতি, বামন, কুব্জ, স্থূলমস্তক, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধলোচন মানবগণ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ পার্থিবগণের অধর্ম্মই প্রজাগণের বিনাশের মূল। রাজা জনক সর্ব্বদা স্বধর্ম্মানুগত হইয়া অনুগ্রহসহকারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহার রাজ্যও নিরাময়।

যাহারা আমাকে নিন্দা করে এবং যাহারা প্রশংসা করে, আমি বিনয়সম্পন্ন কর্ম্মদ্বারা তাঁহাদিগের সকলকেই পরিতুষ্ট করি। সতত সাধ্যানুসারে অন্নদান, তিতিক্ষা, ধর্ম্মনিত্যতা ও সকলকে সমুচিত প্রতিপূজা করি। ত্যাগই মনুষ্যগণের প্রধান কর্ম্ম। মিথ্যাবাক্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে, অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে; কাম, ক্রোধ বা দ্বেষের বশীকৃত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। প্রিয়ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না; অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে না। যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় আর সে কর্ম্ম করিবে না। যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে, তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে, পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না; প্রত্যুত সর্ব্বদা সাধুই হইবে। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে ইচ্ছা করে, সে স্বতঃই বিনষ্ট হয়। পাপাত্মা অসাধুগণের এই প্রকার অসাধু আচরণ। যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধুগণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

“পাপাত্মা ব্যক্তি আধ্মাত ভস্ত্রার [ভস্ত্রায় বায়ুগ্রহণ ও নিঃসরণ জন্য উর্দ্ধাধঃ আকর্ষণ] ন্যায় বৃথা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার। যেমন প্রভাকর দিবাভাগে রূপ-সকল প্রকাশিত করেন, সেইরূপ তাহাদিগের অন্তরাত্মাই কেবল তাহাদিগের রূপ আবিষ্কৃত করেন। মুখ ব্যক্তি কেবল আত্মশ্লাঘা-দোষে লোকের নিকট প্রভাহীন থাকে, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভ্রষ্টশ্রী হইলেও শোভমান হয়েন। অন্যের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা না করেন, এমন গুণসম্পন্ন লোক এই জগতীতলে অতি দুর্লভ। কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং “পুনরায় এতাদৃশ কর্ম্ম করিব না” বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কোনপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ে এই প্রকার শ্রুতি নয়নগোচর হয়।

“ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপাচরণ করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন, কারণ, প্রমাদাবশতঃ যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে তাহার বিনাশ হয়। পপকর্ম্ম করিয়া অস্বীকার করিলে স্বীয় অন্তরাত্মা ও দেবগণ তাহা দেখিতে পান। যিনি ধনাদি দানপূর্ব্বক সাধুগণের ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়াশূন্য হয়েন, তিনি আপনার মোক্ষের উপায় সঙ্কলন করেন। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচরণ করে, সে যদি পুনরায় কল্যাণপথের পান্থ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহামেঘবিনির্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ কল্যাণকর কর্ম্মসমুদয় পাপ বিনষ্ট করে।

“হে দ্বিজোত্তম! লোভই সমুদয় পাপের আশ্রয়; অনধীতশাস্ত্র, অদূরদর্শী, লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে অনুরক্ত হয়। অধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত কুপের ন্যায় কপট-ধর্ম্মরূপ আচ্ছাদনে

আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, বাহ্যে তাহাদিগের পবিত্র, ভাব, দাম ও ধর্ম্মানুগত আলাপ, এ সকল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিষ্টাচার তাহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত।

"মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে নরোত্তম! আমি কি প্রকারে শিষ্টাচার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি? হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। মহামতে! তোমার নিকট এই বিষয় সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, অতএব যথাযোগ্য বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত কর।'

"ব্যাধ কহিল, "হে দ্বিজোত্তম! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পাঁচটি পবিত্র বিষয় শিষ্টাচারের অঙ্গ। যাহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতা বশীভুত করিয়া "ইহাই ধর্ম্ম।" এইরূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্ট ও শিষ্টগণের সম্মত। সেই সকল স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখন স্বেচ্ছাচার করেন না। সদাচারসংরক্ষণই সেই সকল শিষ্টগণের অদ্বিতীয় লক্ষণ।

"আর গুরুশুশ্রূষা, সত্য, আক্রোধ, দান, এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গস্বরূপ। লোকে শিষ্টাচারে সম্পূর্ণরূপ মনোনিবেশ করিয়া যে-সকল আচারব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সকলেরই গ্রাহ্য; কেহই অন্যথা করিতে পারে না। বেদের রহস্য সত্য; সত্যের রহস্য দম; দমের রহস্য ত্যাগ, এই সকল শিষ্টাচারের লক্ষণ; ফলতঃ ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না, দম না থাকিলে সত্য থাকে না, সত্যজ্ঞান না হইলে বেদ নিষ্ফল হয়।

'যে-সকল মনুষ্য ভ্রান্তিবশতঃ ধর্ম্মের প্রতি অসূয়াপর হয়, তাহারা স্বয়ং অপথে পদার্পণ করে এবং যাহারা তাহাদের অনুগামী হয়, তাহারাও পীড্যমান হইতে থাকে। যাঁহারা সুসংযত, বেদানুরক্ত, দানপরায়ণ, ধর্ম্মপথের পান্থ ও সত্যধর্ম্মে সংসক্ত, তাঁহারাই শিষ্ট। শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি বুদ্ধিকে সংযত করিয়া উপাধ্যায়ের মতানুবতী এবং ধর্ম্মার্থের পরিদর্শন হইয়া থাকেন।

'নাস্তিক, অমর্য্যাকর, ক্রূর ও পাপমতিদিগকে পরিত্যাগ করুন, জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং ধার্ম্মিকগণের সেবা করুন। ধৈর্য্যময়ী নে কা অবলম্বন করিয়া কাম-ক্রোধরূপ যাদোগণসমাকীর্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে পরিপূর্ণ অতিদুর্গম জন্মনদী উত্তীর্ণ হউন। যেমন শুক্লবর্ণ বস্ত্র রঞ্জিত হইলে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানযোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিতধর্ম্ম শিষ্টাচারে মিলিত হইলে পরামরমণীয় হইয়া উঠে।

'অহিংসা ও সত্য-বচন সকল প্রাণীরই হিতকর, অহিংসা পরমধর্ম্ম, সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবৃত্তিসকল সত্যসংসাক্ত হইলে বিচলিত হয় না, শিষ্টাচারসমন্বিত সত্যেরই অধিক গৌরব। সদাচারই সাধুগণের ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ।

'যে জন্তুর যে প্রকার প্রকৃতি, সে তাঁহাই প্রাপ্ত হয়, অতএব পাপাত্মা ব্যক্তি কামক্রোধাদি দোষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ন্যায়ানুগত কার্য্যই ধর্ম্ম ও অনাচারই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অসূয়া নাই, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই, কপটতা নাই ও যাঁহারা শান্তস্বভাব, যাঁহারা ত্রয়ী বিদ্যায় অভিজ্ঞ, শুদ্ধাচার, মনস্বী, গুরুশুশ্রীষায় নিযুক্ত ও দমপরায়ণ, তাঁহারাই শিষ্টাচারসম্পন্ন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ, যাঁহাদিগের সদাচার অনন্যসাধারণ, যাঁহারা স্বকৃত সৎকর্ম্মদ্বারা সর্ব্বত্র সৎকৃত হয়েন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে হিংসাদি দোষসকল তিরোহিত হয়। যে সকল মনীষী সাধুগণের আচরিত অনাদি

অবিনশ্বর ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন, তাঁহাদিগেরই স্বর্গলাভ হয়। আস্তিক, অভিমানশূন্য, বিপ্রসেবানিরত, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিরাই স্বর্গে বাস করেন।

'বেদোক্ত পরমধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার এই তিনটি শিষ্টদিগের ধর্ম্ম। যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, তীর্থে অবগাহন, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচার-দর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারুষ্য, দ্বিজগণে প্রীতি, শুভাশুভকর্ম্মের পরিণামদর্শন থাকে, যাঁহারা ন্যায়ানুগত, গুণবান, সর্ব্বলোকহিতৈষী, শত্রুযোগসম্পন্ন [ইন্দ্রতুল্য গুণশালী] স্বর্গজিৎ, সৎপথাবলম্বী, দাতা, দীনানুগ্রহকারী, সকলের পূজনীয়, শাস্ত্রসম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান, তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট। যাহারা দানপরায়ণ তাঁহারা ইহলোকে উন্নত ও পরলোকে সুখময় লোক প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা কলাত্র ও ভৃত্যের পীড়াতে সতত অবহিত থাকেন, সাধ্যাতীত দান করেন, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করেন, লোকযাত্রা, ধর্ম্ম ও আত্মহিতকর কর্ম্মসকল অবলোকন করেন, তাঁহারাই সাধু ও উন্নতিলাভ করেন। যাঁহারা অহিংসাপরায়ণ, সত্যবাদী, অনুশংস, ঋজু, অদ্রোহী, অনভিমানী, হ্রীমান [লজ্জাশীল], তিতিক্ষু, ধীমান, ধৃতিমান, সর্ব্বভুতে দয়বান ও কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত, তাহারাই সাধু ও লোকসাক্ষী।

'কখন পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না, দান করিবে ও সত্যকথা কহিবে, সাধুগণ এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। শিষ্টাচারসম্পন্ন মহাত্মারা সর্ব্বত্র দয়াবান ও সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মলাভ করেন; অসূয়া, ক্ষম, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কামক্রোধপরিত্যাগ ও শিষ্টাচার-নিষেণ ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের কার্য্য-সকল শাস্ত্রসম্মত ও পণ অতি উত্তম। ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিরা শিষ্টাচার সেবা করেন। লোকে জ্ঞানপ্রাসাদে আরোহণ করিলে মহদ্‌ভয় হইতে পরিমুক্ত হয়। তাহারা বিবিধ লোকের আচার-ব্যবহার, পুণ্য ও পাপকার্য্য-সকল পর্য্যবেক্ষণ করে। হে দ্বিজোত্তম! আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছি, জ্ঞানানুসারে তৎসমুদয় আপনাকে কহিলাম।' ”

২০৭তম অধ্যায়

ধর্ম্মব্যাধিকর্ত্তৃক স্বধর্ম্ম প্রশংসা

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে যুধিষ্ঠির! তৎপরে ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিল, “হে ব্রহ্মন! আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি উহা নিতান্ত নিদারুণ, সন্দেহ নাই। বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। দেখুন, আমি পূর্ব্বকৃত কার্য্যদোষেই এই কুক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছি। হে বিপ্র! আমি এই দোষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু কি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব! কোনক্রমেই উহা পরিহার করিতে পারিতেছি না। হে দ্বিজসত্তম! বিধিই প্রাণীগণকে সংহার করে, ঘাতক কেবল নিমিত্তমাত্র; তদনুসারে আমরাও পশুবধে কেবল নিমিত্তভুত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন! আমরা যে সমুদয় পশুমাংস বিক্রয় করি, উহা ভক্ষণ করিলে ধর্ম্ম হয়, কারণ, উহাদ্বারা দেব, অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। আরও, ওষধি, লতা, পশু, মৃগ ও পক্ষি-সকল যে লোকের ভক্ষ্য, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। হে দ্বিজসত্তম! উশীনরনন্দন শিবি আপনার মাংস প্রদান করিয়া দুস্তপ্রাপ্য স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেবের মহানসে

প্রত্যহ দুই সহস্র পশুবধ করিয়া প্রতিদিন অতিথি ও অন্যান্য জনগণকে সমাংস অন্নপ্রদান-পূর্ব্বক লোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

‘হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চাতুর্ম্মস্যে পশুবধের বিধান আছে; শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাভিলাষী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে মন্ত্রসংস্কৃত পশু-সকল বধ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন! পূর্ব্বে অগ্নি যদি মাংসকাম না হইতেন, তাহা হইলে মাংস কদাপি লোকের ভক্ষ্য হইত না। আর মুণিগণও এ বিষয়ের বিলক্ষণ বিধান করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংসভোজন দোষাবহ নহে, প্রত্যুত শ্রুতানুসারে তাহাকে অমাংসাশী বলা যায়। যেমন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না, তদ্রূপ বিধিবোধিত মাংসভক্ষণ করিলে কোনক্রমে তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। এ স্থলে সত্য ও অনৃত বিশেষরূপে বিনিশ্চয় করিয়া এই বিধি অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ সৌদাস শাপাভিভূত হইয়া যে মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, উহা আমার নিতান্ত ঘৃণাকর বলিয়া বোধ হয়।

‘হে দ্বিজোত্তম! আমি স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আপনার ব্যবহার পরিত্যাগ করি না, প্রত্যুত আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া উহাদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন! স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হয়, যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মনিরত তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায়। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, বিধাতা কর্ম্মনির্ণয়ে এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই কর্ম্মনির্ণয় নানা প্রকার, কোন অশুভকার্য্য উপস্থিত হইলে কি প্রকারে তাহা হইতে বিমুক্ত হইব ও কিরূপেই বা শুভকার্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করা উচিত। হে দ্বিজসত্তম! আমি দান, সত্যবাক্য কথন, গুরুশুশ্রূষা ও দ্বিজাতিপূজন প্রভৃতি ধর্ম্মে সতত নিরত থাকি এবং কখন অভিমান বা কাহারও নিন্দা করি না।

‘হে মহাত্মন! অনেকে কৃষিকর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনেক হিংসা করিতে হয়, দেখুন, পুরুষগণ লাঙ্গলদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণীগণের প্রাণসংহার করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? ব্রীহি প্রভৃতি যে-সমস্ত বস্তুকে লোকে বীজ কহে, তৎসমুদয়ই জীব, অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

‘লোকে পশুগণকে আক্রমণপূর্ব্বক বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ এবং বৃক্ষ ও ওষধি-সমুদয় ছিন্ন করে। হে ব্রহ্মন! কি বৃক্ষ, কি ফল, কি জল, সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে, অতএব এ বিষয়ে আপনি কি বিবেচনা করেন? অনেক প্রাণী প্রাণীভক্ষণদ্বারা জীবনধারণ করে এবং এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইলে ভক্ষণ করে; দেখুন, মৎস্যগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? এই জগৎ বহুবিধ অসংখ্য জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভ্রমণ করিতে করিতে পদাঘাতে কত শত জীবজন্তুর প্রাণসংহার করে এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণীকে বিনষ্ট করে, অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? সমুদয় পৃথিবী ও আকাশ জীবে পরিপূর্ণ, অণুমাত্রও

প্রাণীগণশূন্য স্থান নাই, এই নিমিত্ত লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

'পূর্ব্বে মহাত্মারা অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেখুন, এই লোকমধ্যে কোন ব্যক্তি হিংসা না করে? বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেহই অহিংসক নাই; অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন, তবে অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর দেখুন, সৎকুলজাত বহুগুণশালী পুরুষগণ অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াও লজ্জিত হন না, মনুষ্যগণ কি সুহৃদ, কি অমিত্র, কি সম্যকপ্রবৃত্ত [সর্ব্ববিষয়ে বিবেচনাশালী] লোক, কি সমৃদ্ধ বান্ধব, কাহাকেও অভিনন্দন করে না। পাণ্ডিত্যাভিমানী মূঢ়গণ গুরুজনের নিন্দা করে। এইরূপে বিপর্য্যয়বশতঃ লোকে নানাপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজবর! ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিতে অনেক অবশিষ্ট রহিল, কিন্তু যে-সকল ব্যক্তিরা স্বকর্ম্মনিরত, তাহারাই যশস্বী ও মান্য হয়।' ”

২০৮তম অধ্যায়

কর্ম্মানুরূপ সুখদুঃখবিধান-যৎপুরুষকার কর্ত্তব্যতা

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে পাণ্ডব! ধার্ম্মিকবর ধর্ম্মব্যাধ পুনর্ব্বার দ্বিজসত্তম কৌশিককে কহিল, "হে কৌশিক! বৃদ্ধপরম্পরায় কহিয়া থাকেন, বেদপ্রমাণিক ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম, উহার গতি আতি সূক্ষ্ম, উহার শাখা বহুল ও অনন্ত, প্রাণসঙ্কট ও বিবাহকাল উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে, এই প্রকার স্থলে মিথ্যা সত্যে ও সত্য মিথ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য। দেখুন, ধর্ম্মের গতি কি সূক্ষ্ম। যাহা ধর্ম্মের নিতান্ত বিপরীত, তাহাও ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইল।

'লোকে যে কিছু শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কোননা-কোন সময়ে অবশ্যই তাহার ফল-ভোগ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বিষম শোচনীয় দশা-প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ লোকেরা স্ব স্ব কর্ম্মদোষ দর্শন করে না। চপল, শঠ ও মুখেরা নিরবচ্ছিন্ন সুখদুঃখের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রজ্ঞ, গুরুপদেশ বা পৌরুষ এইরূপ লোক-সকলকে কদাচ বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

"যদি পুরুষকারের ফল স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সকলেই আপন আপন প্রবৃত্তি-সমুদয় চরিতার্থ করিতে পারিত। সংযতচিত্ত, মতিমান, কার্য্যদক্ষ, সাধু ব্যক্তিরাও স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আর কেহ বা হিংসা ও প্রতারণাপরতন্ত্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বচ্ছন্দে কালব্যাপন করিতেছে; কেহ কেহ নিশ্চেষ্ট ও উপবিষ্ট থাকিয়া প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতেছে; কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে না।

'লোকে পুত্রের নিমিত্ত পরমশ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে দেবার্চনা ও তপানুষ্ঠান করে, সেই পুত্র জননীগর্ভে দশ মাস বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কুলকলঙ্কীভূত হইয়া উঠে। কেহ বা পিতৃসঞ্চিত কল্যাণকর ধন, ধান্য ও ভোগসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহলোকে মনুষ্যের রোগসকল স্ব স্ব কার্য্যপ্রভাবেই প্রাদুর্ভূত হয় বটে, কিন্তু ব্যাধ যেমন মৃগগণকে বধ করে, সুনিপুণ ঔষধসম্পন্ন চিকিৎসকেরা তদ্রূপ সেই সকল ব্যাধির প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। কাহার বা আহার-সামগ্রীর অভাব নাই, কিন্তু সে গ্রহণীরোগগ্রস্ত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হয় না। কেহ বা ভূজবল প্রকাশপূর্ব্বক বহু ক্লেশে ভোজনদ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

'হে তপোধন!! শোকমোহপরিপ্লুত ও সমরপরাঙ্মুখ লোকসকল এইরূপে প্রবল কার্য্যপ্রবাহে পতিত হইয়া বারংবার পীড়িত ও অবশ হইতেছে, কিন্তু মৃত্যুমুখে নিপতিত বা জরাজীর্ণ হয় না, প্রত্যুত সকলেই সর্ব্বকামসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কিছুই নাই। সকলেরই প্রাধান্যলাভের স্পৃহা আছে এবং সকলেই স্বশক্তি অনুসারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা তদ্রূপ ঘটিয়া উঠে না। অনেককে তুল্যানক্ষত্র ও তুল্যমঙ্গলসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের ফলবৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াও অভিলষিত-কর্ম্ম-সম্পাদনে স্বয়ং সমর্থ হয় না, কিন্তু সামান্যতঃ কতপ্রকার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন! এইরূপ

শ্রুতি আছে যে, জীব নিত্য ও শরীর অনিত্য। মৃত্যুকালে কেবল শরীরনাশ হয়, কিন্তু কর্ম্মনিবন্ধন জীব অন্য দেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে।”

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ব্যাধ! জীব কি নিমিত্ত নিত্য হয়, ইহা সবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।” ব্যাধ কহিল, “হে ব্রহ্মন! দেহনাশকালে জীবের বিনাশ হয় না, কিন্তু মৃত্যু হইল, এই অমূলক কথা কেবল মুখেরাই কহিয়া থাকে। জীব দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে, উহাই পঞ্চত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। এই জীবলোকে জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে, তদ্বিষয়ে অন্যের অধিকার নাই। কর্ম্মের বিনাশ নাই, জীব যে কিছু শুভাশুভ কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। মনুষ্য এই জীবলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, তদনুসারে কেহ বা কর্ম্মানুসারে পুণ্যকার্য্যদ্বারা পুণ্যাত্মা, কেহ বা পাপকর্ম্মদ্বারা পাপাত্মা হয়।”

মনুষ্যজন্মের কারণ-কর্ত্তব্য নির্ণয়

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ব্যাধ! মনুষ্য কিরূপে উৎপন্ন হয়। আর কি কারণেই বা পাপাত্মা ও পুণ্যশীল হয়, এবং পবিত্র ও অপবিত্র জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে?” ব্যাধ কহিল, “হে বিপ্র! আমি সত্বর অতি সংক্ষেপে এই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জন্মের বিষয় পিণ্ডোৎপত্তি-প্রকাশক গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু আপাততঃ দৃশ্যমান উৎপত্তি কেবল পূর্ব্বকর্ম্মফল মাত্র। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবীজসম্ভার সঞ্চয় করিয়া পুনরায় সঞ্জাত হয়। পুণ্যকর্ম্মকারী পুণ্যযোনি ও পাপকর্ম্মকারী পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব একমাত্র শুভকর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব ও শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভ-কর্ম্ম-সম্পাদনদ্বারা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

‘মনুষ্য জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখপরম্পরাপ্রভাবে নিরন্তর সন্তপ্ত হয় ও আত্মকৃত দোষে ক্রমাগত যোনিসঞ্চরণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্মনিবন্ধন সহস্র সহস্র তির্য্যগযোনি ও নিরয়গামী হয়। তাহারা কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া আত্মকৃত সমস্ত অশুভকর্ম্মদ্বারা একান্ত দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখভোগ করিবার নিমিত্ত অশুভ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে পুনর্ব্বার বহুতর অশুভকর্ম্মসম্পাদকপূর্ব্বক অপথ্যভোজী রোগীর ন্যায় অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। ইহলোকে দুঃখার্ত্তের সংখ্যাই অধিক; যাহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগেরও সুখ নামমাত্র।

‘মনুষ্য দুর্ব্বিষহ ক্লেশপরম্পরায় কর্ম্মের ভোগ ও বিষয়বাসনানিবন্ধন চক্রবৎ নিরবচ্ছিন্ন এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু সুখের লেশমাত্র প্রাপ্ত হয় না। যদি মানব বীতরাগ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তপস্যা ও যোগসাধনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে এবং স্বকীয় বহুবিধ কর্ম্মবলে অনেকানেক লোক লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল লোকে গমন করিয়া তাহাকে আর শোকের বশীভূত হইতে হয় না।

“পাপপরায়ণ ব্যক্তি পাপাচরণপূর্ব্বক ক্রমাগত উহাতেই লিপ্ত থাকে, কোনক্রমেই মুক্ত হইতে পারে না; অতএব পাপাচার পরিহার করিয়া পুণ্যকর্ম্মসম্পাদনে তৎপর হইবে। অসূয়াশূন্য কৃতজ্ঞ পুরুষ সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন। সংস্কারসম্পন্ন, দান্ত, প্রজ্ঞ ও

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পরমসুখে কালব্যাপন করেন। সতত সজ্জনসমাচরিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শিষ্টলোকের ন্যায় কার্য্যসাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোককে ক্লেশ প্রদান না করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন শিষ্টপ্রকৃতির মানবেরা ধর্ম্মসঙ্কর ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা ধর্ম্মবলে প্রীতিলাভ ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং সেই ধর্ম্মসঞ্চিত ধন দ্বারা নানাবিধ গুণপ্রসবকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

"এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেই লোক-সকল ধর্ম্মাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়, তাহারা বন্ধুগণের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে অশেষ সন্তোষলাভ করে এবং ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অভিলাষানুরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহারা ধর্ম্মের ফললাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি পৃথিবীতলে দোষাদির বশীভূত হয়েন না, প্রত্যুত তিনি বিষয়ারসাস্বাদনে বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন এবং কোনক্রমেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; তিনি লোকসকলকে বিনশ্বর বিলোকন করিয়া, সর্ব্বপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পরিশেষে মোক্ষলাভের উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক তৎসাধনে যত্নশীল হয়েন।

'হে দ্বিজসত্তম! মনুষ্য এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন ও পপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতনধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ করে। তপস্যা মুক্তির আদি কারণ শম এবং দম, তদ্দ্বারা মনুষ্য অভিলষিত সমস্ত বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-নিরোধ, সত্য ও দমদ্বারা পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।"

'ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে ব্যাধ! ইন্দ্রিয় কাহাকে কহে? তাহার নিগ্রহ কিরূপে করিতে হয়? তাহার ফলই বা কি প্রকার এবং মনুষ্যগণ কিরূপেই বা তাহার ফললাভ করিতে পারে? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি এই সকল বিষয় প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করি।' "

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া যে প্রত্যুত্তর করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করা। ব্যাধ কহিল, "হে দ্বিজোত্তম! মনুষ্যের মন প্রথমতঃ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিজ্ঞানার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, পরিশেষে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া রাগ ও দ্বেষ ভজনা করে। অনন্তর তন্নিমিত্ত যত্ন, মহৎ মহৎ কার্য্যারম্ভ এবং পুনঃ পুনঃ অভিলষিত রূপ-রস-গন্ধাদির সেবা করিয়া থাকে। পরে রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহ যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে। লোভাভিভূত ও রাগদ্বেষবিমোহিত ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া কপটধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সে কপট ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কুটিল ব্যবহারদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে থাকে, এইরূপে ধনাগম সিদ্ধ হইলে বুদ্ধি তাঁহাতে আসক্ত হয় এবং পাপচিকীর্ষ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। সেই শমদমাদিশূন্য, বেদমার্গপরিভ্রষ্ট, বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও "আমি নির্লিপ্ত ও উদাসীন" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে।

"মনুষ্যের রাগদোষজনিত অধর্ম্ম ত্রিবিধ;—পাপ-চিন্তা, পাপকথন ও পাপাচরণ। অধর্ম্ম-প্রবিষ্ট ব্যক্তির সদগুণ-সকল বিনষ্ট হয়; পপকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা পাপীর সহিত মিত্রতা স্থাপন ও তাহা হইতে দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে বিপন্ন হইয়া উঠে। হে দ্বিজসত্তম! এইরূপে লোক পাপী হয়। এক্ষণে কিরূপে ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি সমুদয় দোষ

সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কি সুখ, কি দুঃখ, সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করে, তাহার বুদ্ধি ধর্ম্মে সাতিশয় অনুরক্ত হয়।”

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে সত্তম! তুমি যে সত্যধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছ, তুমি ব্যতিত ইহার বক্তা অন্য আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব আমার বোধ হয়, তুমি দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন কোন মহর্ষি হইবে।”

“ব্যাধ কহিল, “হে ব্রহ্মন! ইহলোকে ব্রাহ্মণেরাই মহাভাগ্য, অগ্রভুক ও পিতার স্বরূপ, তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের প্রিয়তম ব্রাহ্মীবিদ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

‘এই প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ কোনক্রমেই কর্ম্মলভ্য নহে। সচরাচর বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি মহাভূতাত্মক; তাঁহার পর উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই; আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস এবং গন্ধ এই কয়েকটি মহাভূতের গুণ। তারত্ব, মন্ত্রত্ব প্রভৃতি শব্দাদির গুণ-সকলও পরস্পর-সংক্রান্ত হইয়া থাকে, শব্দস্পর্শাদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুণ-সকল পৃথিব্যাদি তিনটি গুণীতে যথাক্রমে বর্ত্তমান আছে। ষষ্ঠের নাম চেতনা, তাহা মন বলিয়া অভিহিত হয়। সপ্তমী বুদ্ধি; তৎপরে অহঙ্কার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, জীবাত্মা, সত্ত্ব, রজ এবং তম। এই সপ্তদশ রাশি মায়াসংজ্ঞ। মন, বুদ্ধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তদগ্রাহ্য ও শব্দাদি পঞ্চ মন্তব্য, বোদ্ধব্য, আকাশ্যাদি পঞ্চ, আত্মা, অহঙ্কার ও গুণত্রয়, এই চতুবংশতিগণ; ইহার মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কতকগুলি অতীন্দ্রিয়; এই সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বলুন।’ ”

২০৯তম অধ্যায়

পাঞ্চভৌতিক দেহ-জীবব্রহ্মের অনুভূতি

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে ভারত! ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রীতিকর বাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি যে পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করিলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণ বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।”

“ব্যাধ কহিল, “হে ব্রাহ্মণ! ভূমি, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত; ইহাদিগের গুণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস এই চারিটি জলের গুণ; শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই তিনটি তেজের গুণ; শব্দ এবং স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ আর একমাত্র শব্দ আকাশের গুণ। এই পঞ্চগুণ এইরূপে পঞ্চভূতে সন্নিহিত হইয়া পঞ্চদশ সংখ্যা হয়।

‘জরায়ুজাদি জীবসমূহে যে পঞ্চভূত অধিষ্ঠিত আছে, তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া থাকে না, সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করে। যখন জীবাত্মা মরণশীল শরীর ত্যাগের উপক্রম করে, পরে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তখনও পঞ্চভূতের পরস্পর বিয়োগ হয় না। সমুদয় ভূতই আনুপূর্ব্বিক তিরোহিত হয় এবং আনুপূর্ব্বিক আবির্ভূত হইয়া থাকে। যদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পাঞ্চভৌতিক ধাতুসকল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া

থাকে। যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই ব্যক্ত আর যাহা অনুমেয় অতীন্দ্রিয়, সেই বস্তু অব্যক্ত, দেহী শব্দাদির-গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, তিনি সমুদয় লোকে ব্যাপ্ত সোপাধিক আত্মা এবং আত্মাতে বিলীন লোকক-সকল সন্দর্শন করেন। সেই সোপাধিজ্ঞানসম্পন্ন জীব প্রারব্ধ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া দেবপাত পর্যন্ত ভূত-সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তিনি নিরুপাধিহেতু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া সকল অবস্থায় সর্ব্বভূতকে অবলোকন করেন; কিন্তু কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। যিনি মায়াত্মক ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি লোকের জীবনাত্মিকা-বৃত্তি-প্রকাশ জ্ঞানদ্বারা পরমপুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি অনাদিনিধন স্বয়ম্ভূ, অব্যয়, অনুপম এবং অমূর্ত্ত, তাঁহাকেই বেদে ভগবান ও বুদ্ধিমান বলিয়া থাকে।' ”

২১০তম অধ্যায়

ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উপায়

“ধর্ম্মব্যাধ কহিলেন, “হে বিপ্রা! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তৎসমুদয়ই তপোমূলক। ইন্দ্রিয়সংযম করিলেই তপস্যা হয়, উহা ভিন্ন তপানুষ্ঠানের আর কোনপ্রকার উপায় নাই। ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নরক-লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ধারণের নামই যোগবিধি; ইন্দ্রিয়-সংযোগে রাগ-দ্বেষাদিরূপ দোষসংস্রব হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি কদাপি অনর্থমূল পাপে লিপ্ত হয়েন না।

‘পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয়সকল অশ্বস্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত ও সদশ্বসংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পরমসুখে সঞ্চরণ করেন। যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ, একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি উৎকৃষ্ট সারথি । যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে তাহাদিগের ধৈর্য্যসম্পাদন করা সারথির কার্য্য, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে ধীরতা বা তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন প্রবল অনিল নৌকাকে জলমগ্ন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মন মনুষ্যের বুদ্ধি হরণ করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মোহবশতঃ শব্দাদিবিষজনিত সুখভোগই উপাদেয় ও বীতরাগ হওয়া অতি হেয় বলিয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল বিষয়ের দোষদর্শনে যাঁহারা বীতরাগ হইয়াছেন, তাঁহারাই ধ্যানজনিত উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করেন।’ ”

২১১তম অধ্যায়

দেহে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বিস্তার

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ‘ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে নিগুঢ় তত্ত্বসমুদয় বর্ণন করিলে পর ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সত্তম! তুমি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের

বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।” ব্যাধ কহিল, “হে ব্রহ্মন! এই গুণত্রিতয়ের মধ্যে তমোগুণ মোহাত্মক, রজোগুণ সকলের প্রবর্ত্তক এবং সত্ত্বগুণ সাতিশয় প্রতিভাত হয় বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

‘অবিদ্যাবহুল, প্রবলেন্দ্রিয়, স্বপ্নশীল, বিবেকবিধুর, মোহাভিভুত রোষপরবশ ও অলস ব্যক্তিরাই তমোগুণান্বিত। যাঁহার বাসনা অত্যন্ত বলবতী, যাঁহার অভিমানের পরিসীমা নাই, যিনি অসূয়াশূন্য উত্তম মন্ত্রী এবং আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করেন, তিনি রজোগুণবিশিষ্ট। যে ব্যক্তি ধীর, সর্ব্বত্র সুপরিচিত, বিষয়-বাসনা-বিরহিত, ক্রোধবিবর্জ্জিত, দান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য, তিনি সত্ত্বগুণাস্পদ। সাত্ত্বিক ব্যক্তি লোকব্যবহার সন্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন, তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়া রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্যকে নিন্দা করেন।

‘বিরাগের লক্ষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পায়, দেখুন, অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে অহঙ্কার মৃদুভাব অবলম্বন করে, অন্তঃকরণ সরল ও প্রসন্ন হইয়া উঠে, তখন আর মানাপমানজ্ঞান এবং কোন বিষয়ে কোনপ্রকার সংশয় থাকে না। হে ব্রহ্মন! অধিক কি বলিব, যদি শূদ্রযোনিসম্ভূত ব্যক্তিও সদগুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বলাভ করিতে পারে এবং সেই আজবসম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আপনার নিকট সমুদয় গুণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ করেন, বলুন।’ ”

২১২তম অধ্যায়

দেহে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর কার্য্য

‘ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে নরোত্তম! বিজ্ঞানাখ্য তেজোধাতু পার্থিব দেহ আশ্রয় করিয়া কেন দেহাভিমানী হয় এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ীমার্গে অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে দেহচেষ্টাসকল বিধান করে?”

“ব্যাধ কহিল, “হে ব্রহ্মন! বিজ্ঞানোপাধিক বহ্নি চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরকে সচেতন করে; প্রাণ বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টামান হয়; বিজ্ঞানাত্মা, চিদাত্মা ও প্রাণের সমষ্টিই জীবাত্মা; ইহাতেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে, ইনি সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের কারণ; আমরা ইহার উপাসনা করিয়া থাকি। এই জীবই সর্ব্বভূতের আত্মা; ইনিই সনাতন পুরুষ; ইনিই মহান, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও শব্দাদি বিষয়। ইঁহার দ্বারাই লোকসকলের আন্তরিক ও বাহ্যিক চেষ্টা সম্পন্ন হয়। ইনি উপাধির আবেশ প্রভাবে জীবভাবলাভানন্তর জঠরানল আশ্রয়পূর্ব্বক মূত্রাশয় ও পুরীষাশয়ে পৃথক, পৃথক গতি লাভ করেন। মূত্র ও পুরীষারাশি বহন করিয়া অপানবায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই এক অপানবায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই ত্রিবিধ বিষয়ে বিদ্যমান থাকে। অধ্যাত্মবেত্তা মহাত্মারা তাহাকেই উদানবায়ু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর যে বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাই ব্যান বলিয়া অভিহিত হয়।

“ত্বগাদিমধ্যে ব্যাপ্ত জঠরানল বায়ুপ্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষসমুদয় পরিণত করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। প্রাণাদি বায়ুর একত্র সন্নিপাতহেতু সঙ্ঘর্ষণ

জন্মে; সেই সঙঘর্ষনজনিত উষ্মাকেই জঠরাগ্নি কহে, উহাতেই দেহীদিগের অন্নাদি ভুক্তবস্তু-সকল পরিপাক হইয়া থাকে। সমান ও উদানমধ্যে প্রাণ ও অপানবায়ু সমাহিত আছে, তন্নিমিত্ত প্রাণ, অপান ও সমান সপ্তবায়ুর সঙঘর্ষজনিত অনল সপ্তধাতুময় দেহকে সম্যক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। সেই অগ্নির পায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশকে অপান বলিয়া নির্দেশ করে। সেই অপান হইতে দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর প্রবাহ সঞ্জাত হইতেছে। অগ্নিবেগে উর্দ্ধগামী প্রাণ অপানান্তে প্রতিহত ও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগ পাকস্থলী ও উর্দ্ধভাগ আমাশয়। নাভিমধ্যে প্রাণসকল প্রতিষ্ঠিত আছে। শরীরস্থ নাড়ীসকল প্রাণ প্রভৃতি দশবিধ বায়ুদ্বারা প্রেরিত ও হৃদয় হইতে উদ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগভাবে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নারস-সকল বহন করিতেছি। জিতক্লম ও ধীর যোগীরা এই নাড়ীপথদ্বারা ব্রহ্মাকে লাভ করিয়া থাকেন এবং মস্তকে আত্মাকে ধারণ করেন। এইরূপে সর্ব্বদেহে প্রাণ ও অপান বায়ু বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।

ধর্ম্মব্যাধের মোক্ষাধর্ম্ম ব্যাখ্যা

"লিঙ্গশরীরাত্মক ও প্রাণাদি ষোড়শকলাসম্পন্ন, সুতরাং মূর্ত্তিমান আত্মাকে নিত্য যোগবলে অবগত হইবে। স্থালীসমাহিত অগ্নির ন্যায় যিনি ঘোড়শকলায় নিরন্তর অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে, পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় যে দেব ষোড়শকলায় অবস্থান করিতেছেন, তিনিই নিত্যপরমাত্মা ও যোগ লভ্য। জীবাত্মা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আশ্রয় ও নির্গুণ পরমাত্মার বশংবদ। জড়—শরীরাদি জীবের উপভোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হইয়া ঈশ্বরীরূপে সকলকে চেষ্টমান করেন। আত্মজ্ঞানীরা সেই আত্মাকে জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সপ্তভুবন-প্রবর্ত্তক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এইরূপে ভূতাত্মা সর্ব্বভুতে প্রকাশমান হইতেছেন। জ্ঞানবানের সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। চিত্তের প্রসন্নতাবলে শুভাশুভ সমুদয় কমই বিনষ্ট হইয়া যায়, পরিশেষে সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মাসাক্ষাৎকারজনিত অনন্ত সুখসম্ভোগ করেন। যেমন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি পরমসুখে নিদ্রিত হয় এবং সমীরণ-শূন্য প্রদেশে সুচারুরূপে প্রদীপিত দীপ যেমন সমুজ্জ্বলিত হইতে থাকে, আত্মপ্রসাদশালী ব্যক্তিও তদ্রূপ লক্ষিত হয়েন। অল্পাহারী বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ পূর্ব্ব রাত্রিতেই হউক বা পর-রাত্রিতেই হউক, নিরন্তর যোগসাধন ও হাদয়ে আত্মাকে সন্দর্শন করিয়া প্রদীপ্ততর দীপের ন্যায় মনোদ্বীপদ্বারা নিগুণ আত্মাকে অবলোকন করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

'সকল প্রকার উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক ক্রোধ ও লোভকে বশীভূত করিলে লোকের পবিত্রতা-সম্পাদন হইয়া থাকে; তপস্যা কেবল সেতুস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তপস্যা হয় না, মাৎসর্য্যের উদয় হইলে ধর্ম্মলাভ হয় না, মানাপমানের ভয় থাকিলে বিদ্যালাভ হয় না ও প্রমত্ত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব উক্ত দোষ-সকল পরিত্যাগ করিবে। অনুশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই অতিপ্রধান জ্ঞান এবং সত্যই পরমপবিত্র ব্রত। যাহা সাধারণের হিতজনক, তাহাই সত্য, সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়, সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।

'যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই কামনাশূন্য আর যিনি বিষয়বাসনাসকল একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান ও উদাসীন। গুরু এইরূপ উদাসীন ব্যক্তিকে যোগ শ্রবণ না করাইয়া সঙ্কেতদ্বারা তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন। ভোগ তৃষ্ণতে চিত্তের ঔদাস্য হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে, তাঁহাকেই যোগসংজ্ঞিত ব্রহ্মসংযোগ বলিয়া জানিবে। সকলের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিবে, কোন প্রাণীকে হিংসা ও কদাচ কাহার সহিত বিবাদ করিবে না। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ইহকাল ও পরকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সতত যতব্রত হইবে। অকিঞ্চনত্ব, সন্তোষ, নিরাশিত্ব, আচাপল্য ও আত্মজ্ঞান এই কয়েকটি বস্তুই সর্বোৎকৃষ্ট, ইহাদিগকে হৃদয়ে অবকাশ-দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তপঃপরায়ণ, দান্ত, সংযতাত্মা, অজিত, জয়াভিলাষী ও নিস্পৃহ মুনিগণের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গত হইবে। যিনি সুখদুঃখ সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ তিনিই গুণাগুণসম্পন্ন, ললনাদিসঙ্গহীন, জীবাত্মনিষ্পপাদ্য, জ্ঞানাধিগম্য, স্বর্গাদিসুখবিশিষ্ট এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়েনি। হে দ্বিজোত্তম! আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই কহিলাম, এক্ষণে আর কি কীর্ত্তন করিব, বলুন।' ”

২১৩তম অধ্যায়

ধর্ম্মব্যাধের মাতৃপিতৃপূজা-প্রকাশ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে সমুদয় মোক্ষধর্ম্ম কহিলে পর, ব্রাহ্মণ প্রীত হইয়া তাহাকে কহিলেন, “হে ধর্ম্মাত্মন! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই ন্যায়ানুগত। ধর্ম্মবিষয়ে তোমার কিছুই অবিদিত নাই।”

“ব্যাধ কহিল, “হে দ্বিজোত্তম! আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, আপনি তাহা একবার প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন, আর আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমার পিতামাতাকে দর্শন করুন।”

“ব্রাহ্মণ ব্যাধের বাক্যনুসারে তাহার সহিত সেই পরমরমণীয় চতুঃশাল সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সৌধ সুরসদনসদৃশ, দেবগণপূজিত, নানাবিধ আসন ও শয়নীয়ে ব্যাপ্ত এবং পরমোৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য-সমুদয়ে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, ব্যাধের বৃদ্ধ পিতা ও মাতা শুক্লাম্বর পরিধান ও উত্তমরূপ আহার করিয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

“ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতামাতাকে অবলোকন করিবামাত্র তাহাদিগের পদতলে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ-দম্পতি নিজ তনয়কে চরণতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিল, “বৎস! গাত্রোত্থান কর, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন, আমরা তোমার শৌচসন্দর্শনে পরমপ্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি হৃষ্টগতি, জ্ঞান ও মেধা প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি আমাদের সৎপুত্র, প্রত্যহই যথাকলে উত্তমরূপে আমাদিগকে পূজা করিয়া থাক ও দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তুমি দ্বিজাতিগণের প্রতি সতত প্রযতচিত্ত ও একান্ত দান্ত হইয়াছ; অতএব হে পুত্র! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ তোমার দম ও পিতৃপূজন-সন্দর্শনে

তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে অণুমাত্র ত্রুটি কর না। ফলতঃ তোমার মনে কেবল আমাদের প্রতিই সতত অনুরক্ত রহিয়াছে। হে বৎস! জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম যেমন স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আমাদের শুশ্রূষা করিতেছ।"

"বৃদ্ধ-দম্পতির বাক্যাবসানে ধর্ম্মব্যাধ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের বিষয় তাহাদের নিকট নিবেদন করিল। তখন তাহারা সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে ব্রাহ্মণও প্রতিপূজনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বৃদ্ধদম্পতি! তোমাদের পুত্র ও ভৃত্যগণ এবং স্বীয় শরীরের ত' মঙ্গল?" বৃদ্ধদ্বয় কহিল, "হে মহাত্মন! আমাদের সমুদয় মঙ্গল। আপনি ত' নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হাঁ, নির্ব্বিঘ্নেই আগমন করিয়াছি।"

"তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে ভগবান! ইঁহারা আমার পিতামাতা, আমি ইহাদিগকে দেবতার তুল্য বিবেচনা করি; দেবগণের উদ্দেশে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমুদয় ইহাদের সমীপেই সম্পন্ন করিয়া থাকি। যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বলোকের পূজনীয়, তদ্রূপ এই বৃদ্ধদম্পতি আমার অর্চনীয়। ব্রাহ্মণগণ যেমন দেবগণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করেন, আমিও ইহাদের নিমিত্ত তদ্রূপ উপহার। আহরণ করিয়া থাকি। এই পিতামাতা আমার পরামদেবতাস্বরূপ, আমি ইহাদিগকে নানাবিধ পুষ্প, ফল ও রত্নদ্বারা সতত পরিতুষ্ট করি। আমি এই দুইজনকে অগ্নি, যজ্ঞ ও চারি বেদের ন্যায় জ্ঞান করি। হে ব্রহ্মন! আমার ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃজন ও প্রাণ এই সমুদয় ইহাদিগের সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্রকলাত্র-সমভিব্যাহারে সতত ইঁহাদিগের শুশ্রূষা করি।

'হে দ্বিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইহাদিগকে স্নান করাইয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইঁহাদের অনুকুল বাক্য প্রয়োগ করি, বিপ্রিয় [অপ্রীতিকর] বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইহাদের প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি অধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না।

"হে দ্বিজসত্তম! আমি পিতামাতাকে ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে সতত তাহাদিগের শুশ্রূষা সম্পাদনা করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচজন গুরু। এই পাঁচজনের প্রতি সম্যকরূপে সদ্ব্যবহার করিলে প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়। হে বিপেন্দ্র! গৃহস্থ ব্যক্তির এইরূপ নিত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।'

২১৪তম অধ্যায়

কৌশিকের প্রতি পিতৃমাতৃসেবার্থ ধর্ম্মব্যাধের উপদেশ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, 'ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে ব্রাহ্মণ সমীপে স্বীয় মাতাপিতার বৃত্তান্ত নিবেদনানন্তর পুনরায় কহিতে লাগিল, 'হে ব্রহ্মন! যে নিমিত্ত সেই সত্যশীলা পতিপরায়ণা কামিনী "হে বিপ্র! আপনি মিথিলায় গমন করুন, তত্রত্য ব্যাধ আপনাকে ধর্ম্মোপদেশ

প্রদান করিবে” এই কথা বলিয়া আপনাকে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি দিব্যচক্ষু ও তপোবলপ্রভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।”

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে যতব্রত! সুশীলা পতিব্রতা তোমাকে যে পরমধর্ম্মজ্ঞ ও গুণবান বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম।”

“ব্যাধ কহিল, “হে বিপ্রবর! সেই পতিব্রতা আমার বৃত্তান্ত সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াই আপনাকে আমার নিকট উপস্থিত হইতে কহিয়াছেন। আমি আপনার হিতসাধনার্থই আপনাকে এই সমস্ত প্রদর্শন করিলাম, এক্ষণে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন।

“আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদাধ্যায়নার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনক-জননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন; অতএব আপনি তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন করুন। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও ধর্ম্মনিরত, অতএব আপনি শীঘ্র পিতামাতাকে প্রসন্ন করিতে গৃহাভিমুখে গমন করুন, নতুবা আপনার সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মই ব্যর্থ হইবে। হে ব্রহ্মন! আমি আপনাকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া সত্বর জনক-জননীসন্নিধানে গমন করুন।”

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ধর্ম্মাত্মন! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই; অতএব আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।”

“ব্যাধ কহিল, “হে ব্রহ্মন! আপনি প্রাকৃত জনগণের দুষ্প্রাপ্য সনাতন কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা দেবপ্রতিম হইয়াছেন; অতএব স্বীয় পিতামাতার সমীপে গমনপূর্ব্বক অপ্রমত্তচিত্তে তাঁহাদের পূজা করুন। আমার মতে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম আর কিছুই নাই।”

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ভাগ্যবলেই এখানে আসিয়াছি ও ভাগ্যবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। হে ধর্ম্মাত্মন! তোমার ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ, কেন না, এই জগতীতলে সহস্রের মধ্যে একজন ধর্ম্মজ্ঞ হয়েন কি না সন্দেহ। হে মহাত্মন! অদ্য আমি তোমার সত্যাচার-সন্দর্শনে পরামপ্রীত হইলাম। আমি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম, তুমিই অদ্য আমাকে সমুদ্ধৃত করিলে। অদ্য ভবিতব্যতাপ্রভাবে তোমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন ভৌম নরকে পতনোন্মুখ রাজা যযাতির সাদাত্মা স্বীয় দৌহিত্রগণের অনুগ্রহে সন্তারিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি আজি আমাকে রক্ষা করিলে।

‘হে পুরুষাগ্রগণ্য! আমি তোমার বচনানুসারে অদ্যাবধি সংযতচিত্তে পিতামাতার শুশ্রূষা করিব। মূঢ়ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে বা উহার উপদেশ দিতে পারে না, আর সনাতন ধর্ম্ম শূদ্রজাতির নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তোমার শূদ্রতাপ্রাপ্তি-বিষয়ে অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। হে মহামতে! আমি যথার্থরূপে এই বিষয় জানিতে বাসনা করি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন কর।”

ধর্ম্মব্যাধের পূর্ব্বজন্ম—ঋষিশাপ

“ব্যাধ কহিল, “হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার মতে ব্রাহ্মণগণের বাক্য অতিক্রম করা নিতান্ত অনুচিত, অতএব আমার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে বেদ-বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম, আপনার দোষেই এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হে দ্বিজবর! পূর্ব্বজন্মে এক ধনুর্বেদপরায়ণ ভূপতি আমার সখা ছিলেন। তাঁহার সহিত সতত সহবাস হওয়াতে আমিও ক্রমে ক্রমে একজন ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলাম। একদা ঐ ভূপতি প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে মৃগয়াভিলাষী হইয়া এক তপোবনে গমন করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত মৃগয়ায় গমন করিলাম। দৈবের কি অখণ্ডনীয় প্রভাব! আমি তীক্ষ্ণ শরনিকরদ্ধারা মৃগগণের প্রাণসংহার করিতেছিলাম, এমত সময়ে দৈবাৎ এক বাণ মহর্ষির গাত্রে নিপতিত হইল।

‘হে দ্বিজবর! মহর্ষি বাণাঘাতে একান্ত ব্যথিত ও ধরাতালে নিপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “হায়! আমি কাহারও কোনও অপকার করি নাই; তবে কে এমন পপকর্ম্ম করিল?” আমি ঐ সময়ে শরদ্বারা মৃগ বিদ্ধ করিয়াছি বিবেচনা করিয়া সহসা তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলাম, বাণদ্বারা ঋষিকে বিদ্ধ করিয়াছি। হে ব্রক্ষ্মন! মহর্ষিকে ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান অবলোকনপূর্ব্বক আপনার অকার্য্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্ত হইলাম। পরে বিনয়-বচনে মহর্ষিকে কহিলাম, “হে ব্রক্ষ্মন! আমি অজ্ঞাতসারে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব আমার অপরাধ মার্জ্জন করুন।” মহর্ষি আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে আমাকে কহিলেন, “অরে ক্রূর! তুই ব্যাধ হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবি।”

২১৫তম অধ্যায়

ধর্ম্মব্যাধের প্রতি ঋষিশাপের প্রত্যাহার

‘ব্যাধ কহিল, “হে দ্বিজবর! ঋষি কহিল, “হে দ্বিজবর! ঋষি এইরূপ অভিসম্পাত করিলে আমি তাহার শরণাগত হইয়া বিনয়নম্রবাক্যে নিবেদন করিলাম, ‘মহর্ষে! আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন।” ঋষি কহিলেন, “আমি যে শাপ প্রদান করিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই ব্যর্থ হইবে না, তবে অধুনা এইমাত্র অনুগ্রহ করিতে পারি যে, তুমি শূদ্রযোনিসম্ভূত হইয়া পরমধার্ম্মিক হইবে এবং অবিচলিত ভক্তিসহকারে পিতামাতার শুশ্রূষা করিবে। সেই শুশ্রূষাফলে তোমার সিদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ হইবে এবং তুমি জাতিস্মর [যাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ থাকে] হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। অনন্তর পাপক্ষয় হইলে তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইবে।”

“উগ্রতেজাঃ মহর্ষি প্রথমতঃ অতি কঠোর শাপ প্রদান করিয়া পরিশেষে আমার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার শরীর হইতে শর উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আশ্রমে গমন করিলাম; কিন্তু ভাগ্যক্রমে শরাঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। হে

দ্বিজোত্তম! আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; আমি মুনিবচনপ্রভাবে ও পিতৃভক্তিবলে স্বর্গলাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।”

‘ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে মহামতে! মনুষ্য এইরূপে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব উৎকণ্ঠিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। তুমি পূর্ব্বে আপনার জাতি জানিয়াও মৃগয়ারূপ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত আত্মকৃত কর্ম্মদোষজনিত ক্লেশ কিঞ্চিৎকাল ভোগ কর, পরে পবিত্র দ্বিজকুলে সমুৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। পাতিত্যজনক-কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দাম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি, কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়। মনুষ্যেরা কর্ম্মদোষবশতঃ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু তোমার উভয়বিধ কার্য্যেই অতি সামান্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে, অতএব প্রগাঢ় উৎকণ্ঠা দূরীকৃত কর। লোকব্যবহারজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ ভবাদৃশ ব্যক্তিরা কখন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়েন না।”

“ব্যাধ কহিল, “হে দ্বিজোত্তম! জ্ঞানদ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধদ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারিত হয়, এই জ্ঞান স্থবির-ব্যক্তির ন্যায় বালকদিগের অন্তঃকরণে সমুদিত হয় না। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগে দুঃখিত হয়। সকল ভুতই সুখ, দুঃখ ও মোহে সংযুক্ত এবং বিমুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তন্নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অনুচিত।

‘লোকে অনিষ্টপাত দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, কিন্তু যদি উপক্রমে [প্রারম্ভে—প্রথম অবস্থাতেই] অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে অনিষ্টপাতের প্রতিকার চেষ্টা করে। আর শোক করিলে কেবল পরিতাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। যাহারা সুখ-দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই জ্ঞানতৃপ্ত মনীষী মহাপুরুষেরাই যথার্থ সুখী।

‘অসন্তোষ অতি হেয় পদার্থ উহার অন্ত নাই, মূঢ় লোকেরাই নিরন্তর সেই অসন্তোষের পরবশ হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণের চিত্তক্ষেত্রে অশেষ সুখনিদান সন্তোষ বদ্ধমূল হইয়া সর্ব্বদা বাস করে, তাঁহারা দুর্গতিপ্রাপ্ত হইলেও কখন শোকাভিভূত হয়েন না। জ্ঞানী ব্যক্তির বিষণ্ন হওয়াও কোনক্রমে উচিত নহে; কারণ, বিষাদ তীব্রতর বিষস্বরূপ। যেমন ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গ বালককে দংশন করে, তদ্রূপ বিষাদ নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রাণসংহার করে। বিষাদ বিক্রমসময়ে যাহাকে অভিভূত করে, সে তেজোবিহীন, সুতরাং তাহার পৌরুষ থাকে না।

‘কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়, অতএব দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঔদাস্য করা অবিধেয়; কেন না, অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে কিছুমাত্র প্রতিভা থাকে না, অতএব দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শোকরহিত হইয়া কার্য্য করিলে কদাচ দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হয় না। যে প্রাজ্ঞ পুরুষেরা জীবের বিনশ্বরত্ব চিন্তা করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন, তাহারা কদাচ শোকাভিভূত হয়েন না, প্রত্যুত সদগতি লাভ করেন।

‘হে বিদ্বন! আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিষণ্ন বা শোকাভিভূত হই না, বরং অবিচলিতচিত্তে কালের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি।”

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন, মেধাবী, ধর্ম্মজ্ঞ ও জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছ, অতএব তোমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে

বিদায় হই; তোমার মঙ্গল হউক, ধৰ্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন; তুমি সৰ্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া ধৰ্ম্মচিন্তা করিবে।' ব্যাধ কৃতাঞ্জলিপুট "যে আজ্ঞা" বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলে পর তিনি তাহাকে প্রদক্ষিণপূৰ্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

"অনন্তর ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া যথান্যায়ে দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে পিতামাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হে ধাৰ্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির! তুমি ধৰ্ম্মবিষয়ে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং ধৰ্ম্মব্যাধ যে পতিব্রতা ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এবং জনক-জননীর শুশ্রূষা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিলাম।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ধৰ্ম্মবিদাংবর! আপনি যে অদ্ভুত অনুত্তম ধৰ্ম্মাখ্যান কীৰ্ত্তন করিলেন, ইহা পরামপ্রীতিকর ও শ্রুতিসুখাবহ বলিয়া এই দীর্ঘকাল মুহূর্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল; আমি ধৰ্ম্মাখ্যান-শ্রবণে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই।"

২১৬তম অধ্যায়

অগ্নির বহুত্ব—তদ্বরে অঙ্গিরার বৃহস্পতিকে পুত্ররূপে লাভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সমীপে উক্ত প্রকার ধর্ম্মসংযুক্ত কথা শ্রবণানন্তর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন! পূর্ব্বে ভগবান হুতাশন কি নিমিত্ত সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন? অগ্নি এক, কিন্তু কার্য্যকালে তাহার বহুত্ব দৃষ্ট হয়, তাঁহার কারণ কি? তিনি অন্তর্হিত হইলে পর ভগবান আঙ্গিরাঃ কিরূপে স্বয়ং হুতাশন হইয়া হব্য বহন করিয়াছিলেন? কার্ত্তিকেয় কিরূপে সমুৎপন্ন হয়েন, কিরূপেই বা মহাদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন আর গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণই বা কিরূপে তাহার মাতা হইয়াছিলেন? হে মহর্ষে! আপনার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করুন।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে রাজন! ভগবান হুতাশন যে নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তপানুষ্ঠানের জন্য সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি অঙ্গিরাঃ যে প্রকারে স্বীয় প্রভাবে সমুদয় জগৎ সন্তাপিত ও তিমির বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করা।

"পূর্ব্বকালে মহাভাগ অঙ্গিরাঃ আশ্রমে থাকিয়া অতি কঠোর তপানুষ্ঠানদ্বারা অগ্নি অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় প্রভায় সমুদয় জগৎ প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান হব্যবাহন সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তপানুষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি অঙ্গিরার প্রভাবে একান্ত সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইলেন, কিন্তু উহার কোন কারণই অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, 'ব্রহ্মা এই সমস্ত লোকের নিমিত্ত অন্য এক অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু দিবস তপস্যা করাতে আমার অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কি করি, কিরূপেই বা পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হই?' ভগবান হুতাশন এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে সেই অগ্নিসদৃশ লোকতাপন মহর্ষিকে নিরীক্ষণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহার সমীপে গমন করিলেন।

"মহাভাগ অঙ্গিরাঃ অগ্নিকে অবলোকন করিয়া সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, "হে ভগবন! আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া জনগণের হিতসাধন করুন। আপনি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকীমধ্যে সমস্তই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। ভগবান কমলযোনি তিমিরাপনোদন জন্য প্রথমে আপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব আপনি শীঘ্র আপনার অধিকার প্রাপ্ত হইন।"

'অগ্নি কহিলেন, "লোকমধ্যে আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে; আপনি এক্ষণে হুতাশনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকে আপনাকেই অগ্নি বলিয়া জানিবে, আমাকে কেহই অগ্নি বলিয়া মান্য করিবে: না, অতএব আমি অগ্নিত্ব পরিত্যাগ করিতেছি, আপনিই প্রথম অগ্নি হউন, আর আমি দ্বিতীয় অগ্নি হইব।"

"অঙ্গিরাঃ কহিলেন, "হে হুতাশন! আপনি অগ্নি হইয়া হর্ব্বিবহনদ্বারা প্রজাগণের স্বর্গলাভের পথ প্রকাশ করুন, আর আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে প্রথমে একটি

পুত্র প্রদান করুন।”

“ভগবান হুতাশন আঙ্গিরার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইলে বৃহস্পতিনামে অঙ্গিরার এক পুত্র জন্মিল। দেবগণ অগ্নির প্রভাবে অঙ্গিরার প্রথম পুত্র জন্মিয়াছে জানিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেবগণের সমীপে সমুদয় কারণ ব্যক্ত করিলেন। দেবগণও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। হে রাজন! অগ্নি নানাপ্রকার, উহারা বহুবিধ কর্ম্মদ্বারা বিখ্যাত, উহাদের এক একটি দ্বারা পৃথক পৃথক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।”

২১৭তম অধ্যায়

অঙ্গিরার পুত্রাদির নামপরিচয়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে নৃপবর! ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার ভার্য্যার নাম শুভা। শুভার গর্ভে অঙ্গিরার যে কয়েকটি সন্তান হইয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ করা। বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহজ্যোতি, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মনা, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস, বৃহস্পতি। অঙ্গিরার প্রথম কন্যা দেবী ভানুমতী। উনি উক্ত সন্তানগণ অপেক্ষা সাতিশয় রূপবতী। দ্বিতীয়া কন্যার নাম রাগা; ইনি সর্ব্বভূতের অনুরাগাস্পদ ছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি রুদ্রের সূতা বলিয়া বিখ্যাত, যিনি সাতিশয় তনুত্বপ্রযুক্ত লোকে দৃশ্যাদৃশ্য হইয়াছেন, সেই সিনিবালী অঙ্গিরার তৃতীয়া কন্যা। চতুর্থী কন্যা অর্চিষ্মতা, উহাকে পূর্ণিমা বলে। পঞ্চম কন্যা হবিষ্মতী, উহাকে চতুর্থ কহে। ষষ্ঠ দুহিতা মহিষ্মতী, উহাকেই চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণমাসী বলিয়া থাকে। যিনি দীপ্ত যজ্ঞ-সমুদয়ে মহামতি বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহাকে দেখিয়া লোক বিস্মিত হয়, সেই কুহু অঙ্গিরার সপ্তম কন্যা।”

২১৮তম অধ্যায়

অঙ্গিরার অপরাপর অগ্নি-সন্ততি

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে নৃপবর! চন্দ্রমসীনামে বৃহস্পতির যে মনস্বিনী ভার্য্যা ছিলেন, তিনি পরমপবিত্র ছয় পাবক ও এক কন্যা প্রসব করেন। যজ্ঞকালে যে হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নির নাম শংযু। চাতুর্ম্মস্য ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময় উহার সমীপে অগ্রজ পশু থাকে। উনি অনেকবিধ শিখা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া শোভমান হয়েন। ঐ শংযুর ভার্য্যার নাম সত্যা, উনি ধর্ম্মের কন্যা। সত্যার গর্ভে শংযুর এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। পুত্রটি প্রদীপ্ততর হুতাশন, উহার নাম ভরদ্বাজ, উনি শংযুর প্রথম পুত্র। যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে প্রথম আজ্যভাগদ্বারা উঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। শংযুর দ্বিতীয় পুত্রের নাম উর্জ্জভরত। শংযুর আর যে তিনটি কন্যা ছিলেন, ঐ ভরত তাহাদের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। উর্জ্জভরতের পুত্রের নাম ভরত ও কন্যার নাম ভারতী। ভরতপুত্র প্রজাপতি ভারতের তনয় পাবক, ইনি লোকে মধ্যে সাতিশয় পূজিত।

"ভরদ্বাজের ভার্য্যার নাম বীরা। বীরার গর্ভে ভরদ্বাজের ঔরসে বীরনামা হুতাশনের জন্ম হয়। দ্বিজগণ সোমের ন্যায় উহাকেও আজ্যদ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। উঁহার আর তিনটি নাম রথপ্রভু, রথাধবনি ও কুম্ভরেতাঃ। উনি সরযূতে সিদ্ধিলাভ ও স্বীয় তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে সূর্য্যকে আবৃত করিয়াছিলেন এবং উহার আরাধনা করিলে সুবর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি কখনই স্বীয় যশ, তেজ ও শ্রী হইতে চ্যুত হয়েন না, তাঁহার নাম নিশ্চ্যবন অগ্নি। উনি কেবল পৃথিবীরই স্তব করেন। উঁহার পুত্রের নাম বিপাপ অগ্নি, উনি কলুষ্যশূন্য, বিশুদ্ধ ও অর্চিষ্মান। যিনি রোরুদ্যমান প্রাণীগণের নিষ্কৃতি করেন, তাঁহার নাম নিষ্কৃতি হুতাশন। নিস্কৃতির পুত্র স্বন। উনি লোকের শরীরে রোগ প্রদান করেন; বেদনার্ত্ত ব্যক্তিগণ উঁহার প্রভাবেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে।

"যিনি জগতীতলস্থ সমুদয় লোকের বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া থাকেন, অধ্যাত্মবেত্তারা তাঁহাকে বিশ্বজিৎ অগ্নি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি দেহিগণের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য-সমুদয় পাক করেন, তিনি লোকে বিশ্বভূক্ হুতাশন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচারী, যতাত্মা, বিপুলব্রত ব্রাহ্মণগণ পাকযজ্ঞে সতত ইঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্রতা গোমতী নদী ইহার পত্নী। ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণ ঐ হুতাশনে সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে দারুণ বাড়বাগ্নি সমুদ্রের জল পান করেন ও সতত উর্দ্ধগামী, উহার নাম উর্দ্ধভাক্; আর প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম কবি।

"লোকে যাঁহাকে নিত্য বারিপুত স্বিষ্ট-নামক হবিঃ প্রদান করিয়া থাকে, তাহার নাম স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি। যে অগ্নি প্রলয়কালে সমুদয় লোক বিনষ্ট হইলেও ক্রোধস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার নাম মন্যু। মন্যুর কন্যার নাম স্বাহা, উঁহার স্বভাব সাতিশয় ক্রূর ও দারুণ। তিনি সকল লোকেই অবস্থিতি করেন। স্বর্গে তাঁহার তুল্য রূপবান আর কেহই নাই, লোকে তাঁহাকে কামপাবক বলিয়া জানে। দেবগণ উঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যসন্দর্শনে উঁহাকে কামপাবক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যিনি মাল্যধারণ, ধনুগ্রহণ ও রথে আরোহণপূর্ব্বক সমরে সমুদয় শত্রুগণকে সংহার করেন, তাহার নাম অমোঘ হুতাশন। উক্থ নামে অগ্নি বেদবাক্য দ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন। উহার পুত্র মহাবাক, মহাবাকের অপর নাম সকাশ্বাস।"

২১৯তম অধ্যায়

পাঞ্চজন্যাদি পাবক-পরিচয়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! বশিষ্ঠতনয় কাশ্যপ, প্রাণপুত্র প্রাণ, অঙ্গিরসাত্মজ চ্যবন ও ত্রিসুবর্চা, ইঁহারা প্রজাপতিসম যশঃসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিলেন। পরে তাহাঁরা মহাব্যাহৃতিমন্ত্র ধ্যান করিলে পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাবসম্পন্ন এক তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, ভূজদণ্ড প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায়, ত্বক ও নেত্র সুবর্ণাভ এবং জঙ্ঘাযুগল কৃষ্ণবর্ণ। মহাতপঃ পঞ্চমহর্ষি তাঁহাকে তপোবলে পঞ্চবর্ণসম্পন্ন করিলেন। সেই পঞ্চবংশকর দেব পাঞ্চজন্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

"কিয়ৎকাল অতীত হইলে পাঞ্চজন্য পিতৃগণের প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত দশসহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া ঘোরতর অগ্নি উৎপাদন করিলেন। পরে মস্তক হইতে বৃহৎ রথন্তর, আস্যদেশ হইতে হরিহর, নাভি হইতে শিব, শোণিত হইতে ইন্দ্র, প্রাণ হইতে বায়ু, অগ্নি এবং বাহুদ্বয় হইতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, বিশ্বসংসার ও ভূত-সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

"অনন্তর তাঁহা হইতে বৃহদ্রথের প্রণিধি, কাশ্যপের মহত্তর, অঙ্গিরার ভানু, বর্চের সৌরভ ও প্রাণের অনুদাত্ত-নামক পাঁচ পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পুত্র হইল। তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারী অন্যান্য পঞ্চদশ দেবতাকেও সৃষ্টি করিলেন। সুভীম, অতিভীম, অবল, ভীমবল, ভীম, সুমিত্র, মিত্রবান, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্ম্ম, সুরপ্রবীর, বীর, সুবেশ, সুরবর্চা ও দেবহন্তা এই পঞ্চদশ দেবতারা পাঁচটি পাঁচটি করিয়া তিন তিন দল হইল, উহারা স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং বলপ্রয়োগপূর্ব্বক হবনীয় দ্রব্যজাত হরণ ও বিনষ্ট করিতে লাগিল। এই হেতু বিচক্ষণ পুরুষেরা বহির্ব্বেদিতে তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ প্রদান করিতেন। পরে উহারাও তখন যজ্ঞভূমির অন্তর্ব্বেদিতে গমন করিত না। অগ্নিচয়নকর্ত্তা যজমান, আসনপ্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রবলে উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে উহারা কখনও যজ্ঞয় হবিঃ অপহরণ করে না।

"অগ্নির বৃহদুক্থ নামে আর একটি পুত্র পৃথিবী-অমানী দেবতা বলিয়া অভিহিত হয়েন। পৃথিবীতে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবার সময় সাধুলোকেরা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া থাকেন; রথন্তরনামে অনলও অগ্নির পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। হোতা বৃহস্পতি অপেক্ষা সেই রথীন্তরকে উদ্দেশ করিয়া হবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন। মহাযশাঃ পাঞ্চজন্য অনল-পুত্রগণের সহিত পরামপ্রীত-মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।"

২২০তম অধ্যায়

ভরতাদি অগ্নিগণের নাম

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! পুষ্টিমতিনামে ভরত অগ্নি অতিশয় কঠিন নিয়মবলে সঞ্জাত হইয়াছেন; তিনি সন্তুষ্ট হইলে লোকে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ঐ অগ্নি প্রজাবর্গের ভরণপোষণ জন্য ভরত বলিয়া বিখ্যাত। অশিবনামে যে অনল বিদ্যমান আছেন, তিনি শক্তির উপাসক। আর যে হুতাশন দুঃখিত ব্যক্তির মঙ্গলসম্পাদন করেন, তাঁহার নাম শিব। পরে তপস্যার অতিসমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত পুরন্দরনামে অগ্নির আর এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ অগ্নি হইতে উষ্মানামে অগ্নি জন্মিল, ঐ উষ্মা সর্ব্বদা মনুষ্যলোকে লক্ষিত হইয়া থাকে। মনু-নামা অগ্নি প্রজাপত্য-সূত সম্পাদন করেন। বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে শাম্ভু এবং প্রদীপ্ততর মহাপ্রভু অগ্নিকে আবসথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই তেজ অতি প্রদীপ্ত সুবর্ণসদৃশপ্রভ পঞ্চ সোমভাগী হব্যবাহ উৎপাদন করিলেন।

"অস্তগমনকালে একান্ত পরিশ্রান্ত দিবাকর অগ্নিস্বরূপ হয়েন। যিনি মহাঘোর অসুর ও পৃথগ্‌বিধ মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করেন, অগ্নি তাঁহাকে উৎপাদন করিলে অঙ্গিরারূপধারী অগ্নি প্রজাপত্যকারী ভানুকে সৃষ্টি করিলেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বৃহড্ভানু বলিয়া

থাকেন, সূর্য্যদুহিতা স্বপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা এই দুইটি ভানু অনলের ভার্য্যা, তাহারা ছয়টি পুত্র প্রসব করেন। আমি এক্ষণে তাঁহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"যিনি দুর্ব্বল প্রাণীগণের প্রাণ প্রদান করিতেছেন, সেই অগ্নি ভানুর প্রথম পুত্র বলদ বলিয়া অভিহিত হয়েন। যিনি ভূত-সকল বিনষ্ট হইলে নিদারুণ মনুষ্যস্বরূপ হয়েন, সেই অগ্নি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র মন্যুমাননামে বিখ্যাত। দশপৌর্ণমাস-যজ্ঞে যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া হবিঃ প্রদান করিতে হয়, সেই অগ্নিকে বিষ্ণু, ধৃতিমান ও অঙ্গিরা বলিয়া থাকে। ইন্দ্রের সহিত যিনি আগ্রায়ণনামে হবির অংশ প্রাপ্ত হইতেন, তিনি ভানুবংশ্য আগ্রায়ণনামে প্রসিদ্ধ। চাতুর্ম্মস্য-যাগে আগ্নেয় প্রভৃতি আটটি হবির উৎপত্তি-স্থান, আগ্রহনামে ভানুর পঞ্চম পুত্র, স্তুভনামে ষষ্ঠ পুত্রও জন্মিয়াছিল।

"ভানুর তৃতীয়া ভার্য্যা নিশারোহিণী-নামী এক কন্যা, অগ্নি ও সোমনামক দুই পুত্র এবং অন্য পঞ্চ পাবক প্রসব করিলেন। শ্রীমান বৈশ্বানরনামে প্রথম পাবক, ইনি ইন্দ্রের সহিত চাতুর্ম্মাস্যযাগে অগ্র-হবিদ্বারা পূজিত হয়েন। যিনি এই লোকের প্রভু, তাঁহার নাম বিশ্বপতি, তিনি দ্বিতীয় পাবক। তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া স্বিষ্ট আজ্য প্রদত্ত হয় বলিয়া তাঁহার নাম স্বিষ্টকৃৎ। তিনি হিরণ্যকশিপুনন্দিনী রোহিণীকে সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিলেন। মনুর তৃতীয় পুত্রের নাম সন্নিহিত; ইনি শব্দরূপ গ্রহণের প্রবর্ত্তক এবং দেহীদিগের দেহ-সকল আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। যাঁহার বস্ত্র শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যিনি অন্য অন্য হুতাশনের পুষ্টিবর্দ্ধন করেন, যিনি স্বয়ং নিষ্পাপ, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যতিগণ যাঁহাকে কপিল ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনিই সাংখ্য-যোগপ্রবর্ত্তক, কপিলনামক অগ্নি ও চতুর্থ পাবক। ভূতগণ নানাবিধ কর্ম্মে অগ্র-নামক যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রতিনিয়ত যাহাকে দান করে, তাঁহার নাম অগ্রণী; তিনিই পঞ্চম পাবক।

"বহুবিধ দোষদুষ্ট অগ্নিহোত্রের প্রায়শ্চিত্ত-সাধনের নিমিত্ত এই সকল ও অন্যান্য প্রথিত পাবকগণকে সৃষ্টি করিলেন। যখন বায়ুসহকারে অগ্নি-সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইবে, তখন শুচিনামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যখন দক্ষিণাগ্নি গার্হাপত্য ও আহবনীয় অগ্নিদ্বারা সংসক্ত হইবে, তখন শুচি-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

"যদি ঋতুমতী নারী অগ্নিহোত্রিক অগ্নি স্পর্শ করে, তাহা হইলে দস্যুবান নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকিপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যদি মৃত জীব বা পশুরা অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সুরমান নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকিপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। পীড়িত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অগ্নিতে হোম করিলে উত্তরনামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপালযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যাঁহার আবাসে দশপৌর্ণ মাস যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনি পথিকৃৎ-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। যখন সূতিকাগ্নি অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করিবে, তখন অগ্নিমান অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকিপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।"

২২১তম অধ্যায়

অথর্ব্ব অগ্নিশাপে মৎস্যগণের সর্ব্বভক্ষ্যত্ব

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "ভূলোক-ভুবর্লোকাধিপতি বরুণলোকে বিখ্যাত সহনামা অগ্নির দুহিতনামে এক পরমপ্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। তিনি তাঁহার গর্ভে অদ্ভূতনামে পাবকের উৎপাদন করেন। ব্রাহ্মণের পুরুষপরম্পরাগত যে অদ্ভুতাখ্য পাবককে আত্মা ও ভুবনভর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সামান্য ও মহৎ প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর সেই মহাতেজাঃ ভগবান পাবক নিত্য বিচরণ করিতেছেন। গৃহপতিনামে অগ্নি যজ্ঞে নিত্য পূজিত হয়েন ও লোকের হুতহব্য-সকল বহন করেন। যে মহাভাগ লোকত্রয়সংহর্ত্তা এবং ভূলোক, ভুবর্লোক ও মহলোকের অধীশ্বর, অগ্নিষ্টোমে নিয়ত পূজিত, যিনি মৃত প্রাণীসকলকে দগ্ধ করেন, সেই ভরত অগ্নিসহের পৌত্র ও অদ্ভুতের পুত্র।

"একদা দেবতারা হব্য-বহনার্থ ভরতকে অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তিনি দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অর্ণবমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবতারাও তাঁহার অন্বেষণার্থ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভরতাগ্নি অথর্ব্বা হুতাশনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "হে বীর! সম্প্রতি আমি অদৃশ্য হইলাম; তুমি দেবগণের হব্যবহনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। তাহা হইলে তুমি অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।" ভারত-অগ্নি অথর্ব্বাকে এই আদেশ করিয়া স্বয়ং স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে মৎস্যেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অথর্ব্বা অগ্নির বৃত্তান্ত-সকল নিবেদন করিল। তখন সেই অনল ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মৎস্যদিগকে কহিলেন, "তোরা বিবিধ প্রকারে শরীরীর ভক্ষ্য হইবি।"

"অনন্তর তিনি দেবগণের আজ্ঞাক্রমে হব্যবহন করিবার নিমিত্ত অথর্ব্বাকে পুনরায় নানাপ্রকার অনুনয় করিতে লাগিলেন। অথর্ব্ব কোনক্রমেই তাহাতে সম্মত না হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাপ্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শে নীললোহিতাদি ধাতুসকল, পূয় হইতে গন্ধ ও তেজ, অস্থি হইতে দেবদারু, শ্লেষ্মা হইতে স্ফটিক, পিত্ত হইতে মরকত, যকৃৎ হইতে কৃষ্ণায়স, কাষ্ঠ ও পাষাণ এবং রুধির হইতে প্রজাসকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার নখর-সকল অভ্রধাতু ও শিরাজাল বিদ্রুম হইল এবং সুবর্ণ, পারদ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু-সকলও তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইল।

"অথর্ব্বা অনল এইরূপে কলেবর পরিত্যাগানন্তর নিরুপাধিক ধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এদিকে ভৃগু, অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি মুনিগণের তপোবলে উত্থাপিত হইয়া নিরন্তনামে বহ্নি সাতিশয় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন অথর্ব্বাকে তপস্যা করিতে দেখিয়া ভয়ে পুনর্ব্বার মহার্ণবে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে অগ্নি বিনষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ সাতিশয় ভীত হইয়া অথর্ব্বার শরণাপন্ন হইল, সুরাসুর প্রভৃতি লোকসকল তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া অথর্ব্বার অর্চনা করিতে লাগিলেন। অথর্ব্বা পাবককে এইরূপ অবলোকন করিয়া স্বয়ং সকল লোকের সৃষ্টি করিলেন এবং সর্ব্বভূতের সমক্ষে মহার্ণবকে উন্মথিত করিলেন। এইরূপে পূর্ব্ববিনষ্ট পাবক ভগবান অথর্ব্বাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া সর্ব্বভূতের হব্য বহন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তিনি বেদোক্ত বিবিধ বহ্নির সৃষ্টি করিয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় সিন্ধুনদ, পঞ্চনদ, শোণ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযূ, গণ্ডকী, চর্ম্মণ্বতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, তাম্রাবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, বেণা, উপবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, মুর্ম্মুরা, তুঙ্গবেণা, কৃষ্ণবেণা ও কপিলা এই সকল নদী অগ্নিদিগের মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্ভুতের ভার্য্যা প্রিয়া, তাঁহার পুত্র বিভূরসি। যত প্রকার পাবক উক্ত হইল, সোমও ততসংখ্যক আছে। ভগবান অত্রি অপত্যকামনায় স্রষ্টুকাম অগ্নিদিগের ধ্যান করাতে তাঁহারা তদীয় শরীর হইতে নিঃসৃত হইলেন। এইরূপে হুতাশনগণ অত্রির বংশে সঞ্জাত হয়েন।

"আমি মহাত্মা অগ্নিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; ইঁহারা এইরূপে অপ্রমেয় শ্রীমান ও তিমিরাপহ হইয়া উঠিলেন। বেদে অদ্ভুতাখ্য অগ্নির যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেইরূপ সকল অগ্নিরই মাহাত্ম্য জানিবে। যেমন জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ হইতে বহুবিধ ক্রতু নিঃসৃত হইয়াছে, সেইরূপ প্রথম অগ্নি ভগবান অঙ্গিরা হইতে সকল অগ্নি সম্ভূত হইয়াছে।"

২২২তম অধ্যায়

কার্ত্তিকেয়-জন্মসূচনা

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে কুরুবংশাবতংস! অগ্নিদিগের বিবিধ বংশের বিষয় কীর্ত্তিত হইল, এক্ষণে অদ্ভুত অগ্নির নন্দন অমিততেজাঃ কার্ত্তিকেয় যেরূপে ব্রহ্মপত্নীগণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"পূর্ব্বকালে দেবগণ ও অসুরগণ সাতিশয় যত্নসহকারে পরস্পর সংগ্রাম করিতেন, ঐ যুদ্ধে ঘোররূপী দানবগণেরই সতত জয়লাভ হইত। তখন সুরাধিপতি পুরন্দর এইরূপে আপনার সৈন্য-সমুদয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, স্বীয় বরপ্রভাবে দানবদলের দারুণ শরনিকর নিঃশেষিত প্রায় দেবসেনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ একজন সেনানায়কের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অনন্তর তিনি একদা মানসশৈলে গমনপূর্ব্বক একান্তচিত্তে ঐ বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে "কোন পুরুষ এ স্থানে সত্বরে উপস্থিত হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন, তিনি আমাকে পতি প্রদান করুন, বা স্বয়ং আমার পতি হউন" এইরূপ স্ত্রীলোকের আর্ত্তস্বর অকস্মাৎ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি তখন করুণাপরতন্ত্র হইয়া 'ভয় নাই।' বলিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং দেখিলেন, গদাপাণি কিরীটধারী কেশী-দানব ঐ কন্যার হস্তধারণ করিয়াছে। তিনি তখন সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কেশীকে কহিলেন, "দুরাচার! তুমি কি নিমিত্ত এই কন্যাকে হরণ করিতেছ? আমি বজ্রী, আমার সমক্ষে উহাকে পীড়ন করিও না।"

"কেশী কহিল, "হে ইন্দ্র! তুমি ইহার বাসনা পরিত্যাগ কর, আমি ইহাকে অভিলাষ করিয়াছি, আমি এক্ষণে তোমাকে ক্ষমা করিতেছি, তুমি প্রাণ লইয়া আপন আলয়ে প্রস্থান কর।" কেশী এই বলিয়া ইন্দ্রনিধনমানসে গদা নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্র অর্দ্ধপথেই বজ্রদ্বারা সেই গদা দ্বিধা ছেদন করিলেন। তখন কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের উপর এক শৈলশিখর নিক্ষেপ করিলে ভগবান পুরন্দর বজ্রদ্বারা সেই গিরিশৃঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত

করিলেন। সেই গিরিশিখর কেশীর গায়ে পতিত হওয়াতে সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কন্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। দানব পলায়ন করিলে পর দেবরাজ, ইন্দ্র কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে শুভাননে! তুমি কে, কাহার দুহিতা এবং এ স্থানেই বা কি করিয়া থাক?' ”

২২৩তম অধ্যায়

কার্ত্তিকেয়-ভাবিপত্নী দেবসেনার পরিচয়

“কন্যা কহিলেন, “আমি প্রজাপতির কন্যা, আমার নাম দেবসেনা, আমার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা; কেশী দানব পূর্ব্বে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। হে সুররাজ! আমরা দুই ভগিনী আমোদ-প্রমোদ করিবার নিমিত্ত প্রজাপতির অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক সখীগণ-সমভিব্যাহারে সতত এই মানসশৈলে সমাগত হইতাম। সেই সময় মহাসুর কেশী প্রত্যহই আমাদিগকে হরণ করিবার চেষ্টা করিত। দৈত্যসেনা কেশীর প্রতি অনুরক্ত ছিল, কিন্তু আমি ঐ দানবকে অবজ্ঞা করিতাম, এই নিমিত্ত সে তাহাকে আমার সমক্ষে হরণ করিতে পারে নাই। পরে সে অবসর পাইয়া দৈত্যসেনাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমাকেও লইয়া যাইতেছিল, কেবল আপনিই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরিত্রাণ করিয়াছেন। হে দেবেন্দ্র! এক্ষণে কৃপা করিয়া একজন দুর্জ্জয় ব্যক্তিকে আমার পতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করুন।”

“ইন্দ্র কহিলেন, “হে বালে! দাক্ষায়ণী আমার মাতা, তুমি আমার মাতৃষ্বসার কন্যা। এক্ষণে তুমি আমার সমীপে স্বীয় বলের কথা প্রকাশ করিয়া বল।'

“কন্যা কহিলেন, 'হে মহাবাহো! আমি অবলা, কিন্তু পিতৃবর- প্রভাবে অসামান্য বলবীর্য্যসম্পন্ন সুরাসুর-নমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।”

'ইন্দ্র কহিলেন, “তোমার পতির বল কিরূপ হইবে? আমি তোমার নিকট তদ্বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, তুমি অতি শীঘ্র তাহা বল।”

“কন্যা কহিলেন, “হে ভগবান! যে মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরে সমুদয় দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস ও দুষ্ট দৈত্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন।”

“দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দেবী যাদৃশ পতির অভিলাষ করিতেছেন, তদ্রূপ ব্যক্তি ত' এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। পরে দেবরাজ শতক্রতু দেখিলেন, মহাদ্যুতি ভাস্কর উদয়াচলে সমুদিত এবং চন্দ্রমা তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সেই রৌদ্র-মুহূর্তে অমাবস্যা সমুপস্থিত হইল, উদয়াচলে দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণ মেঘবৃন্দে আবৃত ও পূর্ব্বদিগভাগ লোহিতবর্ণ হইল। ভগবান হুতাশন ভার্গবগণ ও আঙ্গিরসগণকর্ত্তৃক পৃথগ্বিধ মন্ত্র পাঠ্যপূর্ব্বক হুতহব্য গ্রহণ করিয়া সূর্য্যে প্রবেশ করিতেছেন। অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্বসকলে চতুর্বিংশতি দিবাকর সমুপস্থিত হইয়াছেন।

"ভগবান পুরন্দর শশীদিবাকরের একতা ও সেই রৌদ্রসমবায় সমবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রমার ঘোর পরিবেশ দৃষ্ট হইতেছে, এই রজনীর অবসানে অবশ্যই মহাযুদ্ধ হইবে, নদীর তরঙ্গ শোণিতময় ও প্রতিকুলগামী হইয়াছে; উল্কামুখী শৃগালিনী সূর্য্যাভিমুখী হইয়া চীৎকার করিতেছে ও সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের অদ্ভূত সমাগম হইয়াছে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ভগবান চন্দ্রমা যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, তিনিই এই দেবীর ভর্ত্তা হইবেন অথবা সর্ব্বগুণসম্পন্ন অগ্নি যাঁহাকে উৎপাদন করিবেন, তিনিই ইহার পতি হইবেন।" ভগবান ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবসেনাকে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পিতামহকে কহিলেন, "হে বিধাতঃ! আপনি এই রমণীয় উপযুক্ত পতি নির্দেশ করিয়া বলুন।"

"ব্রহ্মা কহিলেন, "হে দানবনিসূদন ইন্দ্র! তুমি যেরূপ চিন্তা করিয়াছ, সেইরূপেই এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; সে তোমার সমভিব্যাহারে সেনানী-কার্য্য সমাপন করিবে ও সেই বীরপুরুষ এই দেবীর পতি হইবে, সন্দেহ নাই।"

অগ্নি হইতে কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি প্রচেষ্টা

"যে স্থানে বশিষ্ঠ্যপ্রমুখ দেবর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন, সুররাজ শতক্রতু ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সেই কন্যা-সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অন্যান্য সুর-সমুদয়ও সোমরসপিপাসু হইয়া ঐস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিগণ সুসমৃদ্ধ হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া পরিশেষে দেবগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবান হুতাশন ঋষিগণকর্ত্তৃক আহত ও সহসা সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বাক্যসংযমসহকারে নিয়মানুসারে তথায় আগমন করিলেন। তিনি মহর্ষিগণ-প্রদত্ত বিবিধ হব্য গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে সেই সকল মহাত্মা মহর্ষিগণের পত্নীরা তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবিষ্ট, কেহ কেহ বা নিদ্রিত ছিলেন। ভগবান হুতাশন রুক্মবেদীর ন্যায়, চন্দ্রলেখার ন্যায়, হুতাশন-শিখার ন্যায় সেই ঋষিপত্নীকে অবলোকন করিয়া কন্দর্প শরে নিতান্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, পতিব্রতা ঋষিপতনীগণ আমার প্রতি অনুরক্ত নহেন; তথাপি আমি উহাদিগকে অভিলাষ করিতেছি; আমার এ কি অন্যায় চিত্তবিকার উপস্থিত হইল! যাহা হউক, আমি প্রকাশ্যরূপে উহাদিগকে দর্শন বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কখনই সমর্থ হইব না, অতএব গার্হাপত্যে [গার্হাপত্যনামক অগ্নিশালা] প্রবেশপূর্ব্বক উহাদিগকে অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করি।

"ভগবান হুতাশন মনে মনে ঐ রূপ স্থির করিয়া গার্হাপত্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষি পত্নীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শিখাসমুদয় এরূপ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দেখিলে বোধধ হয় যেন তিনি তৎসমুদয়দ্বারা মহর্ষিভার্য্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন। ভগবান দহন এইরূপে মহিলাগণের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মন সমর্পণপূর্ব্বক তথায় বহুদিবস বাস করিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের অলাভে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন।

"ইতিপূর্ব্বে দক্ষদুহিতা স্বাহা ভগবান হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি বহুদিন-অবধি দহনের ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন, কিন্তু বহ্নি নিতান্ত অপ্রমত্ত বলিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দক্ষতনয়া এক্ষণে অতি কামার্ত্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছেন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সপ্তর্ষিপত্নীগণের রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির নিকট গমন করি, তাহা হইলে তাঁহার পরিতোষলাভ ও আমারও মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

২২৪তম অধ্যায়

কার্ত্তিকেয় উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে রাজন! দক্ষদুহিতা স্বাহা দেবী প্রথমে অঙ্গিরার সহধর্ম্মিণী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবক-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা, আমার নাম শিবা, আমি কামশরে সাতিশয় কাতর হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, আমার কামনা পরিপূর্ণ কর, নতুবা প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অবশিষ্ট সপ্তর্ষিপত্নীগণ মন্ত্রণা করিয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।"

"অগ্নি কহিলেন, "আমি যে সাতিশয় কামসন্তপ্ত হইয়াছি, তাহা তুমি কি প্রকারে অবগত হইয়াছ? যে-সকল ঋষিপত্নীগণের কথা উল্লেখ করিলে, তাহারাই বা কি প্রকারে অবগত হইলেন?" "স্বাহা কহিলেন, "তুমি চিরকাল আমাদের অনুরাগভাজন ছিলে, কিন্তু আমরা তোমার নিকটে ভীত হইয়া থাকিতাম। সম্প্রতি ইঙ্গিতদ্বারা তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আগমন করিয়াছি, তুমি শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ কর। আমার ভগিনীগণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; আমি ত্বরায় প্রস্থান করিব।"

"তখন হুতাশন হর্ষাতিশয়সহকারে প্রীতিপ্রফুল্লমূর্ত্তি স্বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। স্বাহা দেবী পরমপ্রীতিসহকারে পাণিকমলে আগ্নেয় তেজ গ্রহণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদ্যপি কাননস্থ লোকেরা আমার এতাদৃশ রূপ সন্দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ব্রাহ্মণীদিগের দোষ পাবকের কর্ণগোচর করিবে; অতএব এ স্থানে আর অবস্থান করা উচিত হয় না; এক্ষণে তেজ রক্ষা করিয়া গরুড়ী হইয়া অবিলম্বে এই বন হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ।

"অনন্তর তিনি সুপর্ণীরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মহাবন হইতে প্রস্থান করিয়া পথিমধ্যে শরস্তম্বাচ্ছাদিত শ্বেতপর্ব্বত অবলোকন করলেন। সেই পর্ব্বত অসংখ্য দৃষ্টিবিষ [দৃষ্টিমাত্রে—বিনা দংশনে যাহাদের বিষের কার্য হয়] সপ্তশীর্ষ সর্পদ্বারা পরিরক্ষিত, ভয়ঙ্কর রাক্ষস, রাক্ষসী, পিশাচ এবং ভূতগণে পরিবৃত ও নানাবিধ মৃগপক্ষিগণে সমাকুল ছিল। সুপর্ণরূপিণী স্বাহা সহসা দুর্গম শ্বেত-ভূধরে উপনীত হইয়া সেই আগ্নেয় তেজ কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মহাতেজাঃ সপ্তর্ষিগণের পত্নীদিগের রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির মনোরথ সফল করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অরুন্ধতীর অসামান্য তপঃপ্রভাব ও অকৃত্রিম স্বামীশুশ্রূষা নিবন্ধন তদীয় দিব্যরূপধারণে অসমর্থ হইলেন। এইরূপে তিনি ছয়জন মহর্ষির পত্নীর রূপধারণ করিয়া প্রতিপদ তিথিতে সেই অগ্নিরেতঃ কাঞ্চনকুণ্ডে ছয়বার নিক্ষেপ

করেন; সেই তেজোময় স্কন্ন [ক্ষরিত]-রেতঃ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম স্কন্ধ হইল এবং তিনি ঋষিগণকর্ত্তৃক পূজিত ও বিখ্যাত হইলেন।

"তাঁহার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীবা ও এক জঠর। তিনি দ্বিতীয়াতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুব্যক্ত, তৃতীয়াতে সুস্পষ্ট শিশুর ন্যায় প্রতীত এবং চতুর্থীতে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। লোহিতবর্ণ মেঘমালায় আচ্ছাদিত গগনমণ্ডলে নবোদিত সূর্য্যের যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ সুকুমার কুমার অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ত্রিপুরাসুরনিহন্তা মহাদেব দানবকুলবিনাশন যে শরাশন রক্ষা করিয়াছিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত কুমার সেই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিনাদ করিলে সচরাচর ত্রৈলোক্য যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল।

"চিত্র ও ঐরাবতনামে নাগেন্দ্রযুগল সেই জলদগম্ভীর কুমারনিনাদ কর্ণগোচর করিবামাত্র তদাভিমুখে ধাবমান হইল। সূর্য্যসমপ্রভ কুমার তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া দুই হস্তদ্বারা শক্তি, অপর এক হস্ত দ্বারা তাম্রচূড় ও ভুজান্তরদ্বারা প্রকাণ্ড কুক্কুটাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীমনিনাদ করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি অপর হস্তযুগল দ্বারা সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন এবং ভুজদ্বয়দ্বারা আকাশের নানা স্থানে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি যুগপৎ ত্রিলোকী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অপ্রমেয়াত্মা ষড়ানন। সেই ভূধরশিখরে এইরূপে ক্রীড়া করিয়া উদয়াচলসন্নিবিষ্ট সহস্ররশ্মির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

"তিনি শৈলশিখরে সমাসীন হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্তসকল সন্দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার নিনাদ করিলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া নানাজাতীয়লোকসকল ভীত ও উদ্বিগ্নমনাঃ হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাহার শরণাগত হইল। যে-সকল বর্ণ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা পারিষদ ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"সেই মহাবাহু স্কন্দ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শরণাগত ব্যক্তিসকলকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক ধনুরাকর্ষণ করিয়া শ্বেত-পর্ব্বতে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন; পরে শরাঘাতে হিমাচলসূত ক্রৌঞ্চ মহীধর বিদারিত করিলেন; তদবধি হংস ও গৃধ্রগণ সেই পথদ্বারা মেরুতে গমনাগমন করিয়া থাকে। ক্রৌঞ্চ-ভূধর শরাঘাতে বিশীর্ণ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে নিপতিত হইল। ক্রৌঞ্চের নিপাত-সন্দর্শনে অন্যান্য শৈলগণ সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত ষড়ানন তাহাদের কারুণ্য-বিলাপ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হইলেন না।

"অনন্তর তিনি সিংহনাদপূর্ব্বক শক্তি-বিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বেতাচলের শিখরদেশ বিদীর্ণ করিলেন। ভূধর ভীত ও শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য অচলগণসমভিব্যাহারে উৎপতিত হইল। বসুন্ধরা পর্ব্বতগণের উৎপতনে সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বেদনায় নিতান্ত অধীরা হইয়া স্কন্দের নিকট গমন করিলেন এবং তঁহার প্রসাদে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী হইয়া উঠিলেন। পর্ব্বতেরাও স্কন্দকে নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে গমন করিল। অনন্তর সকল লোক শুক্ল পঞ্চমীতে অবিচলিত ভক্তিসহকারে স্কন্দের উপাসনা করিতে লাগিল।"

২২৫তম অধ্যায়

ঋষিপত্নীগণকর্ত্তৃক কার্ত্তিকেয়-রক্ষাবিধান

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর্য্য কীর্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিলে ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষের বৈরভাব, শীত-গ্রীষ্মের একান্ত প্রাদুর্ভাব ও দিঙ্মণ্ডল, নভঃস্থল এবং গ্রহসকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী ভীষণরূপে শব্দায়মান হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে এইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাত সন্দর্শনে উদ্বিগ্নমনে সকলের শান্তি বিধান করিতে লাগিলেন। চৈত্ররথ-কাননে যাহারা নিয়ত বাস করিতেছিল, তাহারা ভগবানপাবক সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর সহিত সমাগত হইয়া এই অনর্থপরম্পরা ঘটাইতেছেন, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিল। কেহ কেহ সুপর্ণীকে গমন করিতে দেখিয়া কহিল, "তোমা হইতেই এই অনর্থপতি হইতেছে।" কিন্তু স্বাহা যে এরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কেহই ইহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিল না। অনন্তর সুপর্ণী 'এইটি আমারই পুত্র' এই বলিয়া সে কার্ত্তিকেয়-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, "হে বৎস! আমি তোমার জননী।"

"বনবাসীরা কহিল, "এই ছয় ঋষিপত্নীই ষড়াননের প্রসূতি।" এইরূপে সপ্তর্ষিগণ সন্তানোৎপত্তিসংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে ছয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন স্বাহা সপ্তর্ষিগণকে কহিলেন, এইটি আমারই পুত্র। সুপর্ণী যাহা কহিয়াছে, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ। বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে কামানলদগ্ধ পাবকের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি এই বিষয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত আছেন। তিনি প্রথমতঃ কুমারের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করেন; পরে ত্রয়োদশ প্রকার মাঙ্গলিক কৌমারকার্য্য সম্পাদন ও জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াসকল সমাধান করিয়াছেন এবং লোকহিতার্থে ষড়াননের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, কুক্কুট-অস্ত্রের সাধন এবং শক্তি-দেবী ও পারিষদবর্গের আরাধনা করেন; এই কারণে তিনি কুমারের অতি পীতিভাজন হইয়াছেন।

"মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র স্বাহার মুনিপত্নীরূপ-ধারণ অবগত হইয়া সপ্তর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহর্ষিগণ! আপনাদিগের সহধর্ম্মিণীরা কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই।" সপ্তর্ষিগণ বিশ্বামিত্রমুখে আদ্যোপান্ত এই কথা শ্রবণ করিয়াও সন্দিগ্ধমনে স্ব স্ব পত্নী দিগকে পরিত্যাগ করিলেন।

"অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, "হে ত্রিদশনাথ! আপনি শীঘ্রই কার্ত্তিকেয়কে সংহার করুন, তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে; অতএব বিলম্ব করা উচিত নহে। যদি আপনি তাহাকে বিনাশ না করেন, তাহা হইলে সে আপনাকে ও আমাদিগকে ত্রৈলোক্যের সহিত পরাভব করিয়া নিশ্চয়ই ইন্দ্রত্ব অধিকার করিবো।" তখন দেবরাজ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দেবগণকে কহিলেন, "দেবগণ! সেই মহাবলপরাক্রান্ত বালক স্ববিক্রমপ্রভাবে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাকেও বিনাশ করিতে পারে, অতএব আমি তাহাকে কিরূপে সংহার করিব?"

"দেবগণ কহিলেন, "হে ইন্দ্র! এক্ষণে বুঝিলাম, আপনার বলবীর্য্য সমুদয় হ্রাস হইয়া গিয়াছে; নতুবা কি নিমিত্ত আপনি এরূপ কহিতেছেন? যাহা হউক, আদ্য অসাধারণক্ষমতাপন্ন লোকমাতা-সকল স্কন্দ-সন্নিধানে গমন করুন, ইঁজারাই তাহাকে বিনাশ করিবেন।" মাতৃগণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

"অনন্তর মাতৃগণ সেই অতুলবল বালককে অবলোকন করিয়া বিষণ্ণবদনে মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'আমরা কোনরূপেই ইহাকে বিনাশ করিতে পারিব না।" পরে তাঁহারা কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, "হে বৎস! তুমি আমাদিগের পুত্রস্বরূপ, আমরা কোন অংশেই নিন্দনীয় নহি, এবং পুত্রবাৎসল্যও নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে মাতৃভাবে অভিনন্দন কর।" কার্ত্তিকেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকমাতৃগণের স্তন্যপান-বাসনায় যথোচিত উপচারে অর্চনা ও তাঁহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। এই অবসরে মহাবল অগ্নি তথায় উপস্থিত হইলে কুমার তাঁহার অর্চনা করিলেন। অগ্নি তৎকৃত সৎকারগ্রহণপূর্ব্বক মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মাতৃগণের ক্রোধপ্রভাবে এক নারী সমুৎপন্ন হইল। যেমন জননী স্বীয় সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঐ নারী শূলধারণপূর্ব্বক এবং ক্রুরদর্শনা রুধিরপ্রিয়া লোহিতসাগর দুহিতার ন্যায় কার্ত্তিকেয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। আগমনপ্রসিদ্ধ অগ্নি ছাগরূপী ও বহুসন্তানসম্পন্ন হইয়া সতত ক্রীড়নকদ্বারা অচলস্থ কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রীতিসম্পাদনা করিতেন।"

২২৬তম অধ্যায়

স্বপদাধিকারভয়ে স্কন্দবধার্থ ইন্দ্রের বজ্রক্ষেপ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! গ্রহ, উপগ্রহ, মহর্ষি, মাতৃগণ, অন্যান্য বহুতর ঘোরদর্শন স্বর্গবাসীগণ ও হুতাশনপ্রমুখ গর্ব্বিত পারিষদবর্গ মহাভাগ কার্ত্তিকেয়কে বেষ্টন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিজয়লাভে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া দেবগণের সহিত ঐরাবতে আরোহণ ও বজ্রধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় তখন সেই উৎকৃষ্ট অম্বর সংবীত ধ্বজপাটাবগুণ্ঠিত দেবসেনা নিরীক্ষণ করিয়া বিনাশার্থী ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবর্ষিপূজিত দেবরাজও কার্ত্তিকেয়াকে সংহার করিবার নিমিত্ত সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবসেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর তিনি কার্ত্তিকেয়ের সন্নিহিত হইয়া সুরগণসমভিব্যাহারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে কার্ত্তিকেয়ও মহাসাগরের ন্যায় অতিমাত্র সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দেবসেনা-সকল সেই মহাসিংহনাদে বিচেতন্যপ্রায় হইয়া সেই স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদবলোকনে ক্রোধাবিষ্ট কুমারের মুখ হইতে প্রজ্বলিত অনলরাশি উদগীর্ণ হইয়া কম্পিতকলেবর দেবসৈন্যসকলকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন কাহার মস্তক, কাহার বা অস্ত্র, কাহার বা বাহন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

“অনন্তর দেবসেনা-সকল দগ্ধদেহ হইয়া পাবকানন্দনস্কন্দের শরণাপন্ন হইলে, দেবতারাও দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্কন্দের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলে তাহার দক্ষিণপার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন সেই বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে দিব্যসুবর্ণ-কুণ্ডল ও শক্তিধারী এক যুবা-পুরুষ নির্গত হইলেন। বজ্রপ্রহারদ্বারা সঞ্জাত হইয়াছেন বলিয়া তাহার নাম বিশাখ হইল। সুররাজ ইন্দ্র সেই কালানলসমকান্তিসম্পন্ন অন্য এক যুব-পুরুষ সমুৎপন্ন হইলেন দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত কৃতাঞ্জলিপুটে স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন। স্কন্দ তাহাকে ও তাঁহার সৈন্যগণকে অভয়প্রদান করিলে দেবগণ প্রহৃষ্টমনে বাদিত্রবাদন করিতে লাগিলেন।”

২২৭তম অধ্যায়

বিশাখাপ্রমুখ কুমার-কুমারীগণের উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “মহারাজ! এক্ষণে কুমারের অদ্ভুতদর্শন পরিষদগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের পার্শ্বদেশ হইতে কুমার-সকল সঞ্জাত হইল। সেই সমস্ত দারুণ কুমারগণ গর্ভস্থ শিশুসন্তানকে হরণ করিয়া থাকে। পরে ঐ পার্শ্বদেশ হইতেই মহাবলসম্পন্ন কুমারীগণ জন্মগ্রহণ করিল। কুমার-সকল বিশাখাকে পিতৃতুল্য বোধ করিত। ছাগমুখ বিশাখ ও ভদ্রশাখ কন্যা, পুত্র ও মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সমরসময়ে সকলকে রক্ষা করিতেন। লোকে কুমার স্কন্দকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিত। সন্তানার্থী ও পুত্রবান ব্যক্তি-সকল প্রদোষসময়ে অগ্নিরূপ রুদ্র ও স্বাহারূপ উমাকে অর্চনা করিয়া থাকে।

“তপোনামা বহ্নি হইতে যে-সকল কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্কন্দ-সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, “ভগবান! এক্ষণে আমরা আপনার প্রসাদে সকলের মাতা ও পূজনীয় হইতে অভিলাষ করিয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগের এই চিরাভিলষিত প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন।” স্বন্দ কহিলেন, “হে কুমারীগণ! তোমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, এক্ষণে তোমরা শিব ও অশিবা এই দুই ভাগে বিভক্ত হও।”

“অনন্তর লোকমতা-সকল স্কন্দকে পুত্রস্থানীয় করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। স্কন্দদেবের প্রসাদ বলে মাতৃগণের গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত অতিভয়ঙ্কর লোহিতনেত্র আটটি শিশু জন্মগ্রহণ করেন। তাহারাই বীরাষ্টক এবং ছাগবক্ত তাহাদিগের নবম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। স্কন্দের ছয়টি বক্রের মধ্যে ছাগবক্ত্রই প্রধান ও মধ্যবর্ত্তী। মাতৃগণ র্ত্তাহার অর্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দিব্যশক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নাম ভদ্রশাখা। হে মহারাজ! শুক্ল পঞ্চমীতে বিবিধাকার সমুৎপাদন ও ষষ্ঠীতে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।”

২২৮তম অধ্যায়

কার্ত্তিকেয়ের ইন্দ্রপদ প্রত্যাখ্যান

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে রাজন! হিরন্ময়ালোচন স্কন্দ দেব হিরন্ময় কবচ, হিরন্ময় মালা, হিরন্ময় চূড়া ও হিরন্ময় মুকুট পরিধান করিয়া উপবেশন করিলে স্বয়ং কমলারূপা শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন ষড়ানন লক্ষ্মীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী-সমুদ্ভাসিত শশীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, “হে হিরণ্যগর্ভ! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সর্ব্বলোকে কল্যাণকর হও; তুমি ছয় রাত্রিমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছি; ইতিমধ্যে সমুদয় লোক তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছে, অতএব হে সুরোত্তম! তুমি এই সমস্ত লোককে অভয় প্রদান করিয়া ইন্দ্রতুত্বপদে অধিরোহণ কর।”

“স্কন্দ কহিলেন, “হে তপোধনগণ! ইন্দ্র সমুদয় লোকের কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং কি প্রকারে বা দেবগণকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন?”

“ঋষিগণ কহিলেন, ‘সুররাজ ইন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে প্রজাগণকে বল, তেজ, সুখ প্রভৃতি সমুদয় অভিলষণীয় বস্তু প্রদান, দুষ্টের দমন, শিষ্টের প্রতিপালন ও সমুদয় চরাচর জগৎকে স্ব স্ব কার্য্যে অনুশাসন করেন। যে স্থানে সূর্য্য নাই, সে স্থানে তিনিই সূর্য এবং যে স্থানে চন্দ্র নাই, সে স্থানে তিনিই চন্দ্রমা হয়েন। তিনি কারণবশতঃ অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী ও জল হইয়া থাকেন। হে বীর! বিপুল-বলশালী ইন্দ্রের এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তুমিও বীরশ্রেষ্ঠ; অতএব আমাদের ইন্দ্রত্বপদে অধিষ্ঠিত হও।”

“ইন্দ্র কহিলেন, “হে মহাবাহো! তুমি আজি ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদিগের সুখসৌভাগ্যবিধান কর।” স্কন্দ কহিলেন, “হে শত্রু! তুমি বিজয়ী হইয়া অনাকুলিত চিত্তে ত্রৈলোক্যশাসন করা; আমি তোমার কিঙ্কর হইয়া থাকিব; ইন্দ্রত্বপদ আমার অভীপ্সিত নহে।”

ইন্দ্রের অনুরোধে কার্ত্তিকেয়ের দেব-সৈনাপত্য গ্রহণ

“ইন্দ্র কহিলেন, “হে বীর! তুমি অতি অদ্ভুত বল ধারণ করিয়াছ, অতএব দেবগণের অরাতিকুল নির্ম্মূল কর। লোকে তোমার তেজোদর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছে। আমি দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পরাজিত হইয়াছি, অতএব ইন্দ্রত্বপদে অধিরূঢ় হইলে সকলে আমাকে অবজ্ঞা করিবে। তাহাতে আমাদিগের সুহৃদ্ভেদ হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের প্রণয়ভঙ্গ হইলে উদ্যোগী সাবধান শাত্রবগণ অবিলম্বেই তাহা অবগত হইবে, পরে প্রজাগণও পরস্পর অন্যতর পক্ষে পক্ষপাতনিবন্ধন দুই দলে বিভক্ত হইবে। এইরূপ ভূতভেদকালে আমাদিগের পরস্পরের বিগ্রহঘটনারও অসম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তখন তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে আমাকে পরাজয় করিবে। অতএব হে মহাবল! তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রত্বপদে আরোহণ কর।”

“স্কন্দ কহিলেন, “হে শত্রু! তুমিই ত্রৈলোক্যের অধীশ্বরী; আমি তোমার আজ্ঞাবহ ও অনুগত; এক্ষণে কি করিব, অনুমতি কর।”

“ইন্দ্র কহিলেন, “হে মহাবল! আমি তোমার বাক্যে ইন্দ্রত্বপদে অধিরোহণ করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি যথার্থই আমার শাসনরক্ষা করিতে উৎসুক হইয়া থাক, তাহা হইলে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হও।”

“স্কন্দ কহিলেন, “হে সুররাজ! দেবগণের অর্থসিদ্ধি, গো-ব্রাহ্মাণের হিতসাধন ও দানবগণের উৎসাদন করিবার নিমিত্ত আমাকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত কর।”

“তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্কন্দদেবকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলে মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে কাঞ্চনময় ছত্র সুসমৃদ্ধ বহ্নিমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যশস্বী ত্রিপুরারি দেবি-সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাহার গলদেশে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান করিয়া অর্চনা করিলেন।

“ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, এই রুদ্ররূপে অনলকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট শুক্রে শ্বেতপর্ব্বতে মৃত্তিকাগণের প্রযত্নে স্কন্দদেব জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ইনি রুদ্রপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। দেবগণ রুদ্রকে তাহার অভিনন্দন করিতে দেখিয়া তাহাকে রুদ্রসূনু [রুদ্রসূত] বলিয়া থাকেন। ফলতঃ তিনি রুদ্ররূপ বহ্নির ঔরসে ঋষিপত্নীরূপধারিণী স্বাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।

“শ্রীমান পাবকানন্দন অজীর্ণ [অম্লান]-রক্তাম্বরপরিবেষ্টিত কলেবর হইয়া লোহিত-বসনদ্বয়সংবলিত অংশুমানের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রথে অগ্নিপ্রদত্ত কুকুট কেতুভূত [পতাকাস্বরূপ] হইয়া কালানলের ন্যায় শোভা ধারণা করিল। যে শক্তি দেবগণের জয়বদ্ধিনী এবং সর্ব্বভূতের চেষ্ট, বল, প্রভা ও শান্তি, তিনি তাহাতে সমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহজাত কবচ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলেই উহা আবির্ভূত হইত। শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রাহ্মনত্ব, অসম্মোহ, ভক্তগণের পরিরক্ষণ, অরাতিগণের নির্দ্দলন ও লোকাভিরক্ষণ এই সমস্ত গুণ র্তাহার জন্মকালেই সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

কার্ত্তিকেয়ের দেবসেনা-পাণিগ্রহণ

“এবংবিধ গুণসম্পন্ন স্কন্দ দেবগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়ধ্বনি, দেবগণের বাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব্বগণের গীতধ্বনি সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। দেবগণ, অপ্সরীগণ, পিশাচগণ ও অন্যান্য প্রাণীসকল অলঙ্কৃত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন; তিনিও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পরমানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া তমোরাশিবিনাশী চন্দ্ররশ্মির ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন।

“অনন্তর ‘তুমি আমাদের সেনাপতি হইলে’, এই কথা বলিতে বলিতে দেবসৈন্যগণ ষড়াননের চতুর্দ্দিকে আগমনপূর্ব্বক স্তব ও পূজা করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

“দেবরাজ ইতিপূর্ব্বে দেবসেনা নামী যে রমণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং যাঁহাকে ‘রুদ্রসূতের প্রণয়িণী হইবে’ বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, এক্ষণে কার্ত্তিকেয় সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে তিনি সেই কন্যাকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, “হে সুরোত্তম! ভগবান ব্রহ্মা তোমার জন্মিবার অগ্রে ইহাকে তোমার পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট

করিয়াছেন; অতএব তুমি দেববিহিত বিধিপূর্ব্বক করকমলদ্বারা ইহার পাণিকমল পরিগ্রহ কর।”

“স্কন্দ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধি তাহার পাণিপীড়ন করিলে মন্ত্রবেত্তা বৃহস্পতি জপ ও হোমক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে ষষ্ঠী, সুখপ্রদা লক্ষ্মী, সিনীবালী, অপরাজিতা ও কুহু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই দেবসেনা স্কন্দের মহিষী হইলেন। যখন দেবসেনা সনাতন স্কন্দদেবের প্রণয়িনী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। ভগবান কার্ত্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এই জন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন-সকল সুসম্পন্ন হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।”

২২৯তম অধ্যায়

কুমারীগণের বালমাতৃকত্ব গ্রহণ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “হে ধর্ম্মানন্দন! এদিকে সেই ছয়জন মহর্ষিপত্নী স্ব স্ব পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “বৎস! আমাদিগের স্বামীগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিনাপরাধে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি আমাদিগকে ভর্ত্তৃগণকে কহিয়াছে, আমরা তোমাকে সমুৎপাদন করিয়াছি; তাঁহারা এই কথা-শ্রবণে বিচার না করিয়াই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে মহাভাগ! তোমার প্রসাদে আমাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে; আমরা তন্নিমিত্তই তোমাকে পুত্র করিতে বাসনা করি। তুমি আমাদের পুত্র হইয়া মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হও।”

“স্কন্দ কহিলেন, “হে মহর্ষিপত্নীগণ! আপনারা আমার মাতা, আমি আপনাদের পুত্র, এতদ্ভিন্ন আপনারা আর যাহা অভিলাষ করেন, তৎসমুদয়ও সম্পূর্ণ হইবে।” অনন্তর কার্ত্তিকেয় দেবরাজকে বিবক্ষু [কহিতে ইচ্ছুক] দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘সুরাজ! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।’ ইন্দ্র কহিলেন, “হে মহাত্মন! রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠ হইবার বাসনায় তপানুষ্ঠান করিতে বনে গমন করিয়াছে; তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্রসংখ্যাপূরণে অসমর্থ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভিজিতের পরিবর্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর।” স্কন্ধ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন। সেইকালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছিল। এদিকে কৃত্তিকাগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্রসংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তাহারা ছয়জন গারুড়ীর সহিত মিলিত হইয়া সপ্তশীষাভ নক্ষত্ররূপ অদ্যাপি দীপ্তি পাইতেছেন।

“অনন্তর বিনতা স্কন্দকে কহিলেন, “হে মহাভাগ! তুমিই আমার পিণ্ডদ পুত্র, আমি তোমার সহিত সতত একত্র বাস করিতে বাসনা করি।”

“স্কন্দ কহিলেন, “জননী! আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিলাম, আপনাকে নমস্কার। আপনি পুত্রস্নেহসহকারে আমাকে প্রতিপালন ও আপনার স্নষার সহিত সুখস্বচ্ছন্দে বাস করুন।”

“অনন্তর মাতৃগণ একত্র হইয়া স্কন্দকে কহিলেন, “হে কুমার! পণ্ডিতগণ আমাদিগকে সর্ব্বলোকমাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমরা তোমার মাতা হইতে বাসনা কর; তুমি আমাদিগকে পূজা কর।”

“স্কন্দ কহিলেন, “আপনারা আমার মাতা, আমি আপনাদের পুত্র, আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের কি অভিলাষ সম্পাদন করিব।”

“বিনতাদি মাতৃগণ কহিলেন, ‘ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি যাহারা পূর্ব্বে মাতৃত্বপদে পরিকল্পিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের সেই পদ আর না থাকে; আমরা যেন তাহাদের স্থানীয় হইয়া লোকের পূজনীয় হই; কেহ যেন তাহাদিগকে পূজা না করে। আর তোমার নিমিত্ত তাহারা আমাদের ভর্ত্তৃগণকে প্রকোপিত করিয়া যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি বিনষ্ট করিয়াছে, তৎসমুদয় আমাদিগকে প্রদান কর।”

“স্কন্দ কহিলেন, “হে মাতৃগণ! আমি আগ্রহাতিশয়সহকারে প্রার্থনা করিলেও মহর্ষিগণ আপনাদের গ্রহণে সম্মত হইবেন না; অতএব এক্ষণে অন্য কোন প্রকার প্রজা আপনাদের অভিলষণীয়, বলুন।”

“মাতৃগণ কহিলেন, “আমরা তোমার সহিত একত্র মিলিত হইয়া সেই সমুদয় পূর্বোক্ত মাতৃগণের প্রজা ও পিত্রাদিকে ভক্ষণ করিতে বাসনা করি।”

“স্কন্দ কহিলেন, “হে মাতৃগণ! আমি আপনাদিগকে প্রজা প্রদান করিতেছি; কিন্তু আপনারা অতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব প্রণতিপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ঐ প্রজাগণকে রক্ষা করুন।”

“মাতৃগণ কহিলেন, “হে মহাত্মন! আমরা তোমার ইচ্ছানুসারে ঐ সন্তানগণকে রক্ষা করিব; কিন্তু তোমার সহিত চিরকাল একত্র বাস করিতে বাসনা করি।”

“স্কন্দ কহিলেন, “মানবসন্ততিগণের যতদিন ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ না হইবে, তাবৎকাল আপনারা নানাবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করুন। আর আমি আপনাদিগকে এক রৌদ্র অব্যয়পুরুষ প্রদান করিতেছি, আপনারা তাহার সহিত বাস করিবেন।”

“ভগবান স্কন্দ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহার শরীর হইতে অগ্নিতুল্য এক বীরপুরুষ বিনির্গত হইল; মনুষ্যগণের সন্তানসন্ততি ভক্ষণ করাই উহার উদ্দেশ্য; ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া সহসা ধরাতলে নিপতিত হইল এবং তৎপরে স্কন্দের অনুজ্ঞানুসারে ঘোররূপ গ্রহ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ ঐ গ্রহকে স্কন্দাপস্মার, মহারৌদ্র, বিনতাকে শকুনিগ্রহ, রাক্ষসী পূতনাকে পূতনাগ্রহ ও কষ্টদায়িনী ঘোররূপ নিশাচরী পিশাচীকে শীতপূতনা কহিয়া থাকেন। শীতপূতনা মানুষীগণের গর্ভ-সমুদয় হরণ করে। অদিতি রেবতী বলিয়া বিখ্যাত; উহার গ্রহের নাম রৈবত। ঐ মহাঘোর গ্রহও বালকগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। দৈত্যগণের মাতা দিতিকে মুখমণ্ডিকা কহে। দুরাসদা মুখমণ্ডিকা সাতিশয় শিশুমাংসলোলুপ।

“হে পাণ্ডবনাথ! যে যে কুমার-কুমারীগণ স্কন্দ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহারা সকলেই মহাগ্রহ ও গর্ভভোজী। ঐ সমুদয় কুমারগণ উক্ত কুমারীগণের পতি, উহারা সকলেই অজ্ঞাতসারে বালকগণকে হরণ করিয়া থাকে।

“প্রাজ্ঞ লোক-সমুদয় গোমাতাকে সুরভি কহিয়া থাকেন। শকুনিগ্রহ তাঁহার উপর আরোহণপূর্ব্বক বালকগণকে ভোজন করে। কুক্কুরমাতা সরমা সর্ব্বদা মানুষীগণের গর্ভ হরণ করিয়া থাকে। পাদপসমূদয়ের মাতাকে করঞ্জনিলয়া কহে। তিনি সাতিশয় অনুকম্পপরতন্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি ও বরপ্রদা; এই নিমিত্ত পুত্রার্থী ব্যক্তিগণ করঞ্জপাদপ অবলোকন করিলেই তাহাকে নমস্কার করে। এই অষ্টাদশ ও অন্যান্য গ্রহসমুদয় মাংসভক্ষণ ও মধুপানে নিতান্ত অভিলাষী, উহারা দশ দিবস অনবরত সূতিকাগৃহে বাস করে।

“হে মহারাজ! নাগমাতা কদ্রু সূক্ষ্মকলেবর পরিগ্রহ করিয়া গর্ভিণীর শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভ ভক্ষণ করে। গন্ধর্ব্বগণের মাতা গর্ভিণীর গর্ভ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে; এই নিমিত্ত লোকে কোন কোন নারীর গর্ভ বিলীন হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপ্সরাদিগের জননী গর্ভিণীগণের গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে কহেন। লোহিত সমুদ্রের কন্যা স্কন্দের ধাত্রী, উহার নাম লোহিতযোনি; কদম্ববৃক্ষে উহাকে পূজা করে। পুরুষগণের মধ্যে রুদ্র যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণের মধ্যে আর্য্যাও তদ্রূপা॥ আর্য্যা কুমারের মাতা, লোকে অভিলাষসিদ্ধির নিমিত্ত উহাকে পৃথক পূজা করিয়া থাকে।

বালকগণের মহাগ্রহাবেশ-প্রতিকার

“হে রাজন! যে সমুদয় মহাগ্রহের বিষয় কীর্ত্তিত হইল, তাহারা বালকগণের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অমঙ্গলবিধান করে। আর যে সমুদয় পুরুষগ্রহ ও মাতৃগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, উহারা স্কন্দগ্রহ বলিয়া বিখ্যাত। স্নান, ধূপ, অঞ্জন, বলি ও উপহার-প্রদানদ্বারা উহাদিগের শান্তি হয়। উহারা উক্ত প্রকারে সম্যকরূপে অভ্যর্চিত হইলে মনুষ্যগণকে আয়ু, বীর্য্য প্রভৃতি শুভ ফল প্রদান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে মনুষ্যগণের ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে যে-সকল গ্রহ দ্বারা তাহাদের অপকার হয়, আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎসমুদয় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“হে পাণ্ডবনাথ! মনুষ্যগণ নিদ্রা বা জাগরণাবস্থায় দেবগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহাকে দেবগ্রহ কহে। মানবজাতি আসীন বা শয়ান হইয়া পিতৃগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মাদগ্রস্ত হয়, উহাকে পিতৃগ্রহ কহে। সিদ্ধগণকে অবমাননা করিয়া বা তাঁহাদিগের ক্রোধপ্রযুক্ত অভিশপ্ত হইয়া যে হঠাৎ উন্মত্ত হয়, উহার নাম সিদ্ধগ্রহ। বিবিধ প্রকার গন্ধ বা রস আঘ্রাণ করিবামাত্র যে সহসা উন্মত্ত হয়, উহাকে রাক্ষসগ্রহ কহে; গন্ধর্বের আবেশবশতঃ যে সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহার নাম গন্ধর্ব্বগ্রহ। নিত্য নিত্য পিশাচের আরোহণবশতঃ যে ক্ষিপ্ত হয়, উহাকে পৈশাচ গ্রহ কহে এবং যক্ষের আবেশবশতঃ যে হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠে, উহাকে যক্ষগ্রহ কহে। দোষবশতঃ চিত্ত প্রকুপিত হওয়াতে যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, শাস্ত্রমতে অতিশীঘ্র তাহার চিকিৎসা করা বিধেয়।

যে ব্যক্তি বৈক্লব্য, ভয় বা ঘোরদর্শনদ্বারা হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠে, সান্ত্ববাদই তাহার রোগোপশমের উত্তম উপায়।.

"হে রাজন! গ্রহ তিন প্রকার; কোন কোন গ্রহ ক্রীড়াভিলাষী, কোন কোন গ্রহ ভোগাভিলাষী ও কেহ কেহ কামক্রীড়াভিলাষী। এই সকল গ্রহ মনুষ্যগণের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অহিতাচরণ করিয়া থাকে, তৎপরে গ্রহসদৃশ জ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করে। হে রাজন! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, শুচি, অতীন্দ্রিত, আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান এবং মহেশ্বরের প্রতি যাহার অবিচলিত ভক্তি, গ্রহগণ কদাচ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।"

২৩০তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে রাজন! স্কন্দ সমুদয় মাতৃগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিলে পর স্বাহা কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার পুত্র, অতএব তোমাকর্ত্তৃক আমার প্রীতিকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই নিতান্ত বাসনা।" স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবতি! আপনি কীদৃশী প্রীতির অভিলাষিণী?"

"তিনি কহিলেন, "আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয়তমা কন্যা, আমার নাম স্বাহা, বাল্যাবধি হুতাশনের প্রতি আমার সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা সম্যক অবগত নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে অভিলাষ যে, নিরন্তর হুতাশনের সহিত বাস করিয়া কালযাপন করি।"

"স্কন্দ কহিলেন, "দেবি! অদ্যাবধি সৎপথস্থিত ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত হব্য-কব্য প্রভৃতি দ্রব্যজাত 'স্বাহা' বলিয়া হুতাশনে প্রদান করিবেন, তাহা হইলে সর্ব্বদাই আপনার অনল-সহবাস হইবে, সন্দেহ নাই। স্বাহা স্কন্দের এতাদৃশ বাক্য-শ্রবণে পরমপ্রীতি ও যথাবিধি পূজিত হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া চিরপ্রার্থিত ভর্ত্তা পাবকের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

"অনন্তর ভগবান প্রজাপতি স্কন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ত্রৈলোক্যবিজয়িন! তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরনিসূদন মহাদেবের নিকট গমন কর। মহাদেব অগ্নিতে এবং উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া লোকহিতার্থে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন; তুমি সকলের অজেয়। মহাত্মা রুদ্র উমাযোনিতে শুক্র নিক্ষেপ করেন; সেই শুক্র পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া পঞ্চ স্থানে নিপতিত হয়। প্রথমতঃ তাহা হইতে মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুন উৎপন্ন হইয়া এই পর্ব্বতে পতিত হয় এবং লোহিত-সাগরে তাহার এক ভাগ, সূর্য্যরশ্মিতে কিঞ্চিৎ ভূলোকে কিঞ্চিৎ ও বৃক্ষে তাহার কিয়দংশ পতিত হইয়াছিল। এইরূপে স্থানে স্থানে তোমার নানা প্রকার পরিষদগণ সঞ্জাত হইয়াছে; তাহারা সকলেই অতি ভীষণ ও পিশিতাশন [মাংসভোজী]। তখন পিতৃবৎসল স্কন্দ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতা মহাদেবের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

"ধনার্থী ও ব্যাধিপ্রশমনার্থী লোকে অর্ক [আকন্দফুল]-পুষ্পদ্বারা সেই পঞ্চগণের পূজা করিবে। বালকহিতার্থে রুদ্রসম্ভব মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুনকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবে। যে শুক্রাংশ বৃক্ষে নিপতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে মানুষমাংসাদত [নরমাংসভোজী] কতিপয়

দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহারা বৃদ্ধিকানামে প্রসিদ্ধ, প্রজার্থী লোকে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। হে রাজন! এইরূপে অসংখ্য পিশাচগণ সঞ্জাত হইয়াছে।

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সামরিক সজ্জা

"সম্প্রতি কার্ত্তিকেয়ের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তিবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরাবতের বৈজয়ন্তীনামে দুইটি লোহিতবর্ণ ঘণ্টা ছিল; দেবরাজ স্বয়ং উহা আনয়নপূর্ব্বক একটি বিশাখকে, অপরটি স্কন্দকে প্রদান করিলেন। তিনি দেবপ্রদত্ত সমস্ত ক্রীড়নকদ্বারা ক্রীড়া করিয়া পিশাচ ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনশৈলে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার সন্নিধানবশতঃ কুসুমকানন-সুশোভিত সেই নগপতিও পরামরমণীয় শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল। যেমন সূর্য্যসন্নিধানে সুচারুকন্দর মন্দরের শোভা হয়, তদ্রূপ স্কন্দের সন্নিধানে শ্বেতপর্ব্বত অতীব প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তথায় কানন-সকল করবীর, পারিজাত, জবা, অশোক ও কদম্ব প্রভৃতি প্রফুল্ল কুসুমসমূহে বিরাজিত, জবা, অশোক ও কদম্ব প্রভৃতি প্রফুল্ল কুসুমসমূহে বিরাজিত রহিয়াছে, নানাজাতীয় দিব্যমৃগ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে, অতি গভীরনিঃস্বন দেবতা ও দেবর্ষিগণ নিয়ত বাস করিতেছেন, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বনিবহ নিরন্তর নৃত্য করিতেছে এবং সর্ব্বদাই প্রাণীগণের আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ফলতঃ দেবরাজাধিষ্ঠিত সমস্ত জগৎ সেই শ্বেতাচলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

"মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সমস্ত জগতের আধারভূত সেই পর্ব্বতে প্রত্যহ অভিনব বস্তু-সন্দর্শনদ্বারা নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর দর্শননিবন্ধন ক্লেশের লেশও অনুভব করেন নাই।

"অনন্তর ভগবান পাবকি [অগ্নির পুত্র কীর্ত্তিকেয়] সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইলে ভূতভাবন ভবানীপতি আহ্লাদিত হইয়া পার্ব্বতী-সমভিব্যাহারে সহস্রসিংহ-সংযোজিত লোহিতবর্ণ সমুজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্ব্বক ভদ্রবটে গমন করিলেন। মৃগেন্দ্রগণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া গভীর-গর্জ্জনে চরাচর ত্রাসিত করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, তাহারা আকাশমণ্ডল গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সৌদামিনী-সমভিব্যাহারে সূর্য্য যেমন শক্রশরাসনসনাথ জলধরপটলে শোভমান হয়েন, তদ্রূপ পশুপতি পার্ব্বতীসমভিব্যাহারী সেই রথে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

"ধনপতি কুবের গুহ্যকগণ-পরিবৃত হইয়া সুরুচির পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক মহাদেবের অগ্রে অগ্রে চলিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ-সমভিব্যাহারে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যুদ্ধবিশারদ বহুসংখ্যক দেবতা বসু ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন, মাল্যভরণবিভূষিত যক্ষ, রক্ষ ও গ্রহগণপরিবৃত মহাযক্ষও সেই পক্ষ আশ্রয় করিয়া চলিলেন।

"ঘোররূপ যম ভয়ঙ্করব্যাধিশত-পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। অতি ভীষণ, সুতীক্ষ্ণ, ত্রিশিখর, বিজয়াখ্য রুদ্রশূল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উগ্রপাশ সলিলাধিপতি ভগবান বরুণদেব বিবিধ প্রকার জলজন্তুগণ-পরিবৃত হইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। রুদ্রের পট্টিশ-অস্ত্র, গদা, মুষল, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সমভিব্যাহারে বিজয়ের অনুগমন করিল।

পট্টিশের পশ্চাৎ রুদ্রের ছত্র, তাহার পশ্চাৎ কমণ্ডলু ও তাহার দক্ষিণপার্শ্বে দেবপূজিত পরামশোভমান দণ্ড গমন করিতে লাগিল। ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন।

"মহাতেজাঃ ভগবান রুদ্র বিমলস্যন্দনাধিষ্ঠিত হইয়া দেবগণের সন্তোষোৎপাদনপূর্ব্বক পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অনুগমন করিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, অপ্সরা, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবশিশু ও বরাঙ্গনাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে রুদ্রের অনুগামী হইলেন। মেঘ-সকল মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাহার অনুগমন করিল। নিশোকর মহাদেবের মস্তকে শুভ্র ছত্র ধারণ করিলেন, বায়ু ও অগ্নি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষিগণ বৃষধ্বজের স্তব করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী প্রভৃতি সকলে পার্ব্বতীর অনুগামিনী হইলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেনামুখে অবস্থিতি করিয়া তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

"যে রুদ্রসখা রাক্ষসগ্রহ সর্ব্বদা শ্মশানে ব্যাপৃত থাকে, সে পতাকা গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল এবং লোকনিন্দদায়ক পিঙ্গলাখ্য যক্ষেন্দ্রও তাঁহার অনুগমন করিল। এইরূপে মহাদেব পরমসুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার অগ্রে কি পশ্চাতে অপর কোন ব্যক্তির গমন করিবার ক্ষমতা ছিল না। যিনি শিব, ঈশ, রুদ্র, পিতামহ ও মহেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, মানবগণ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা বিবিধ ভাব-সহকারে তাহার অর্চনা করিয়া থাকে।

"এইরূপে কৃত্তিকানন্দন দেবসেনাপতি সুরসেনাপরিবৃত হইয়া দেবদেবের অনুগমন করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাবল! তুমি-নিরন্তর অতন্দ্রিত হইয়া সপ্তম দেববাহিনীকে রক্ষা করিবে।" কার্ত্তিকেয় বিনয়নম্রবাক্যে কহিলেন, "তাত! আমি সর্ব্বদাই প্রতিপালন করিব, সন্দেহ নাই, এক্ষণে যদি অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে, তাহাও শীঘ্র অনুমতি করুন।"

"রুদ্র কহিলেন, "হে বৎস! তুমি কোন কার্য্যোপলক্ষে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে সন্দর্শন করিলে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া মহেশ্বর রুদ্র স্কন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গমনে আদেশ প্রদান করিলেন।

মহিষাসুর-সৈন্যের সহিত দেবগণের সংঘর্ষ

"অনন্তর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত-সকল উপস্থিত হইল। দেবগণ সহসা মোহে আক্রান্ত ও অভিভূত হইলেন, নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত নভোমণ্ডল অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বিশ্বসংসার একেবারে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। মেদিনীমণ্ডল বিলক্ষণ শব্দায়মান, সহসা বিমোহিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। ভূতভাবন ভগবান শঙ্কর, দেবী পার্ব্বতী, দেবগণ ও মহর্ষিগণ ইঁহারা সকলে এই ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষুভিত হইলেন।

"অনন্তর পর্ব্বতাম্বুদসন্নিভ [পর্ব্বতপ্রমাণ বিশাল মেঘতুল্য] পয়োধরাকার বিবিধায়ুধধারী প্রচণ্ড সৈন্যমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অসংখ্য দানবদল তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবান শঙ্কর ও অমরগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাদের সৈন্যের প্রতি অনবরত শরজাল, প্রাস,

অসি, পরিঘ, শতঘ্নী, গদা ও পৰ্ব্বতসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন দেবসৈন্যেরা দানবশর-প্রহারে নিতান্ত পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শত শত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। যেমন হুতাশন সমস্ত কানন দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দানবেরা শরাগ্নিদ্বারা দেব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ তখন দানবদলের শরাঘাতে বিদীর্ণমণ্ডক, ক্ষতবিক্ষতিকায় ও নিঃসহায় হইয়া অনাথের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

"অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সৈন্যগণকে দানব-ভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, তোমরা ভয় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূৰ্ব্বক অক্লিষ্টচিত্তে পূৰ্ব্ববৎ বলবিক্রম প্রকাশ কর ও ভীষণদর্শন দুর্বৃত্ত দানবগণকে পরাজয় করিতে আমার সহিত অগ্রসর হও!" দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্তমনে ইন্দ্রের আশ্রয়লাভপূৰ্ব্বক দৈত্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা মহাবল বায়ু, মহাভাগ সাধ্য ও বসুগণের সহিত ক্রোধাভরে দৈত্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

"নিশিত শর-সকল দৈত্যকলেবরে নিপতিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রুধিরপান করিতে লাগিল। ভুজঙ্গ যেমন গিরিদরী [গিরিগুহা] হইতে বিনির্গত হয়, তদ্রূপ দেবশরনিকর দৈত্যদেহ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল; অসুরগণের শরীর শরনির্ভিন্ন হইয়া ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় তদ্দণ্ডেই ধরাতলশায়ী হইতে লাগিল। দৈত্যসেনা এই সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া একান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন দেবগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া প্রহৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিলেন, তূরী প্রভৃতি বহুবিধ সুমধুর বাদ্য-সকল অনবরত বাদিত হইতে লাগিল।

মহিষাসুরের সমরাঙ্গনে আগমন

"এইরূপে দেব ও দানবগণের শোণিত-পঙ্কিল তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ইত্যবসরে দেবতারা দেখিলেন, দানবেরা ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক সুরগণকে সংহার করিতেছে এবং তুরী, ভেরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে মহিষনামে মহাবলপরাক্রান্ত এক দৈত্য-বীর অতি প্রকাণ্ড পৰ্ব্বত হস্তে লইয়া সহসা অসুর-সৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দেবগণ ঘটনাবলী-পরিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সেই মহিষাসুরকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

"মহিষাসুর তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পৰ্ব্বত নিক্ষেপ করিলে অযুতসংখ্যক দেব-সৈন্য সেই পৰ্ব্বত-প্রহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহিষাসুর অন্যান্য দানবের সহিত দেবগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় উৎপাদন করিয়া ক্ষুদ্রমৃগানুসারী সিংহের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন দেবতারা তাহাকে অবলোকন করিয়া ভীতমনে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূৰ্ব্বক বাসবের সহিত পলায়ন করিলেন।

"অনন্তর মহিষাসুর রোষকলুষিত-মনে দ্রুতপদে রুদ্রের রথসন্নিধানে গমন করিয়া দূর গ্রহণ করিলে ভূলোক ও দ্যুলোক শব্দদায়মান হইয়া উঠিল, জলদজালতুল্য মহাকায়

দৈত্যসকল সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং মহর্ষিগণ বিমোহিত হইলেন। তখন অসুরেরা মনে করিল, এইবার আমরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিব।

কার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক মহিষাসুরসংহার

"রণস্থল এইরূপ তুমুল হইয়া উঠিলে ভগবান শঙ্কর মহিষাসুরকে সংহার করিবার নিমিত্ত তদীয় অন্তকস্বরূপ কার্ত্তিকেয়কে স্মরণ করিলেন। মহিষ তখন দেবগণের ভয় ও অসুরদিগের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লোহিতাম্বরসংবীত, রক্তমাল্যবিভূষিতসুবর্ণবর্ম্মধারী ভগবান স্কন্দ কনকসঙ্কাশ রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবসৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র সত্বর সমরাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবল মহাসেন প্রজ্বলিত শক্তি পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ মহহিষাসুরের মস্তকচ্ছেদন করিলে, সে তখন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার পর্ব্বতাকার মস্তক ভূতলে পতিত হইবামাত্র উত্তর-কুরুর ষোড়শ-যোজন-বিস্তীর্ণ দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তত্রত্য অন্যান্য সকলেরই গতিবিধি রোধ হইল; সেজন্য উত্তর কৌরবেরা অন্য পথ দিয়া অক্লেশে গমনাগমন করিতে লাগিল।

"তখন স্কন্দদেব বারংবার শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবেরা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। এইরূপে মহাসেন অনবরত শরবর্ষণ করিয়া শত্রুগণকে নিঃশেষপ্রায় করিলে পর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ তদীয় পরিষদবর্গ প্রহৃষ্ট মনে অবশিষ্ট অসুরগণকে সংহার করিয়া তাহাদিগের মাংসভক্ষণ ও শোণিতপান করিতে লাগিল। সূর্য্যদেব যেমন অন্ধকার ধ্বংস ও অনল যেমন মহীরুহগণকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কার্ত্তিকেয় স্বকীয় অদ্ভুত বল-বীর্য্যপ্রভাবে শত্রুগণকে সংহার করিলেন।

"এইরূপে ক্ষণকালমধ্যেই দানবকুল নির্ম্মূল হইলে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সন্নিধানে গমন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে উপনীত দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে স্কন্দ! যে মহিষদৈত্য ব্রহ্মদত্ত-বীরপ্রভাবে দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিত, তুমি সেই দেবকণ্টক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। পূর্ব্বে যাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে একান্ত পরিতাপিত করিয়াছিল শত মহিষাসুরতুল্য বলশালী সেই অসুরগণ আজি তোমা হইতেই বিনষ্ট হইয়াছে এবং তোমারই পরিষদবর্গ অবশিষ্ট অসুরদিগের রুধিরপান ও মাংসভক্ষণ করিয়াছে। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় শত্রুগণের অজেয়; তোমার এই প্রাথমিক অদ্ভুত কর্ম্ম ত্রিলোকে প্রখ্যাত এবং এই কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে, অধিক কি, অদ্যাবধি দেবগণ তোমার বশংবদ হইয়া রহিলেন।"

"এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান ত্র্যম্বকের অনুজ্ঞানুসারে দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলে দেবাদিদেব রুদ্র দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা স্কন্দকে আমার সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন জ্ঞান করিবে, এক্ষণে আমি ভদ্রবটে চলিলাম।" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি গমন করিলেন। হে মহারাজ! কৃত্তিকানন্দন স্কন্দ এইপ্রকারে অসুরদিগকে সংহার করিয়া মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক এক দিবসে ত্রৈলোক্য জয় করিলেন। যে

ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করেন, তাঁহার পুষ্টি ও স্কন্দের সলোকতা লাভ হয়।”

২৩১তম অধ্যায়

কার্ত্তিকেয়ের নামাবলী-কীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি স্কন্দদেবের ভুবনবিখ্যাত নাম-সকল কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন।'

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের নামাবলী বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্ত, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয় সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নকপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরজন্মা, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেব-প্রিয় ও প্রিয়কৃৎ। কার্ত্তিকেয়ের এই দিব্য নাম-সকল সংকীর্ত্তন করিলে ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গলাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কীর্ত্তিকেয়-স্তব

"হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে আমি দেবঋষিগণের সহিত একত্র হইয়া তাঁহার স্তব কীর্ত্তন করি; হে কুরুবরা! শ্রবণ কর। হে স্কন্দ! তুমি ব্রহ্মপ্রিয়, ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রাতধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের নেতা; তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরমপবিত্র, মন্ত্র-সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে। তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধমাস, অয়ন ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু, তুমি লোকসকলের পাতা, তুমি পরমপবিত্র হবিঃ, তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা, তুমি সেনাগণের অধিপতি, তুমি প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা, তুমিই সহস্রপ্রভু, তুমিই পৃথিবী, তুমিই সহস্র তুষ্টি, তুমিই সহস্রভুক ও সহস্রশীর্ষ, তুমিই অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরুশক্তিধারী।

"হে দেব! গঙ্গা, স্বাহা, মহী কৃত্তিকাগণ তোমার মাতা; কুক্কুট তোমার ক্রীড়নক, তুমি ইচ্ছামত বিবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ। তুমি দক্ষ, তুমি সোম, তুমি সমীরণ, তুমি ধর্ম্ম, গিরীন্দ্র ও সহস্রলোচন; তুমি সনাতনের সনাতন, তুমি প্রভুর প্রভু, তুমিই উগ্রধন্বা, তুমি সত্যের কর্ত্তা ও দানবগণের হর্ত্তা, তুমি রিপুগণের জেতা ও সুরগণের শ্রেষ্ঠ, তুমি পরমসূক্ষ্ম তপঃস্বরূপ, তুমিই পরাপরের অভিজ্ঞ এবং তুমি স্বয়ংই সেই পরাপর। হে সুরবীর! তোমারই ধর্ম্ম, কাম, শক্তি সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। আমি তোমাকে স্তব করিতেছি; হে লোকনাথ! তোমাকে নমস্কার! তুমি দ্বাদশ নেত্রবাহ, তোমার সূক্ষ্ম গতির আর কিছুই জানি না।

"যে বিপ্র সমাহিত হইয়া স্কন্দদেবের এই স্তোত্র পাঠ বা ব্রাহ্মণগণের শ্রবণগোচর করান অথবা ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করেন, তিনি ধন, আয়ু, যশ, পুত্র, শত্রুজয়, পুষ্টি ও তুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্কন্দলোকে বাস করেন।"

মার্কণ্ডেয়সমস্যাপার্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৩২তম অধ্যায়

দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদ পর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও বিপ্র-সমুদয় আশ্রমমধ্যে সুখে সমাসীন হইয়া আছেন, এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা, তথায় প্রবেশ করিলেন। পরস্পর প্রিয়বাদিনী সেই কামিনীদ্বয় বহু দিবসের পর পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমপ্রফুল্লচিত্তে উপবেশনপূর্ব্বক কুরু ও যদুবংশ-সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা একান্তে বসিয়া যজ্ঞসেনাকে কহিলেন, "হে দ্রৌপদী! তুমি লোকপালসদৃশ সুদৃঢ়-কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েন না, প্রত্যুত ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছেন যে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না, ইহার কারণ কি ? সোমবারাদি ব্রতচর্য্যা, উপবাসাদিরূপ তপ, সঙ্গমাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণবিদ্যা, অচ্যুত তারুণ্যাদি, জপ, হোম, বা অঞ্জনাদি ঔষধ, ইহার কোন উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃশ বশীভূত হইয়াছেন? হে পাঞ্চালি! এক্ষণে তুমি আমাকে এরূপ কোন যশস্য ও সৌভাগ্যজনক উপায় বল, যদ্দারা আমি কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত করিয়া রাখিতে পারি।"

সত্যভামার প্রতি দ্রৌপদীর পাতিব্রত্যকথন

যশস্বিনী সত্যভামা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে পর পতিব্রতা দ্রৌপদী তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে সত্যভামে! তুমি আমাকে যেরূপ ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, অসৎ স্ত্রীগণই ঐ রূপ আচার করিয়া থাকে; অতএব কিরূপে উহার উত্তর প্রদান করিব? তুমি বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ কৃষ্ণের মহিষী, ঈদৃশ বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত নহে। দেখ, স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে গৃহস্থিত-সর্পের ন্যায় তাহার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকে। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই, অশান্ত লোক কখনই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভদ্রে! স্বামী কদাচ মন্ত্রদ্বারা বশীভূত হয়েন না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায়দ্বারা শত্রুর রোগোৎপাদন বা তাহাকে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। লোকে জিহ্বা বা ত্বকদ্বারা যে-সমস্ত বস্তু সেবন করে, তৎসমুদয়ে চূর্ণবিশেষ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে অবশ্যই প্রাণসংহার হয়।

অনেক পাপপরায়ণ কামিনীগণ স্বামীদিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ জালোদরগ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত, কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে। হে বরবর্ণিনি! কামিনীগণের কদাপি স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য নহে।

"হে সত্যভামে! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ও দূরবেক্ষণে সতত

শঙ্কিত থাকি, কদাপি দ্রুতপদসঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিতরূপে উপবেশন করি না এবং সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরতিনিপাতন মহারাথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সতত সেবা করি। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরমসুন্দর অলঙ্কৃত যুবা-মানব, কাহাকেও মনে স্থান প্রদান করি না। ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদকপ্রদানদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি।

"আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহপরিষ্কার, গৃহোপকরণ-মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্টা স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কারবাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালব্যাপন করি। পরিহাসসময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করি না। অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি; তাঁহাদিগকে অবলোকন না করিয়া একমুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রোষিত [স্থানান্তরিত।] হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত্ন হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠানসাধন করিয়া থাকি।

"আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ববিষয়ে আমাকে যে-সমুদয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরকে আছে, আমি অতীন্দ্রিত-চিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদয় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয় সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিগণকে ক্রুদ্ধসর্প-সমূহের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।

"হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি; তজ্জন্য তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরুশুশ্রূষা-সন্দর্শনে স্বামীগণ আমার বশীভুত হইয়াছেন।

"হে সত্যভামো! আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্নপান ও আচ্ছাদন-প্রদানদ্বারা সেবা করি; কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন-ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্টসহস্র ব্রাহ্মণ রুক্মপাত্রে ভোজন করিতেন এবং যাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যাহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মচারী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, এমন অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেন। অপর দশসহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্রসমুদয় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক সমুচিত সৎকার করিলাম।

"মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীতবিশারদ শতসহস্র দাসী ছিল; তাহারা মহার্হ মাল্য ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর, নিষ্ক ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদের সকলেরই নাম, রূপ ও কৃতকৃত কর্ম্মসমুদয় জ্ঞাত ছিলাম এবং

তাহাদিগকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। সেই সকল দাসীরা পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থবাসকালে শতসহস্র অশ্ব ও দশ-অযুত হস্তী যুধিষ্ঠিরের অনুযাত্রী ছিল।

আমি তৎসমুদয় অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। হে ভদ্রে! আমি একাকিনী মহারাজের সমুদয় আয়ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন, আমি সমুদয় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম; দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত পাণ্ডবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য-ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না, তাহা করিতে অভিলাষও করি না।”

সত্যভামা ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালরাজতনয়ার এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, “হে যজ্ঞসেনি! আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর; সখীজনের পরিহাসবাক্য স্বভাবতঃ প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্রোধ বা দুঃখ করা উচিত নয়।”

২৩৩তম অধ্যায়

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য

দ্রৌপদী কহিলেন, “সখি! স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ করিবার যে অব্যর্থ উপায় বলিতেছি, তদনুরূপ কার্য্য করিলে তোমার স্বামী আর কখনও অন্য নারীর মুখাবলোকন করিবেন না। পতিই পরমদেবতা; পতির ন্যায় দেবতা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব তাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয়, কোপসমুদয় বিনষ্ট হয়, তাহা হইতেই অপত্য, বিবিধ বিষয়োপভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্যলোক ও মহতী কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। সুখের সময় সুখলাভ হয় না, সাধবী স্ত্রী প্রথমতঃ দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে সুখভাগিনী হয়।

“তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয়প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশভূষা, সুচারু ভোজন দ্রব্য, মনোহর গন্ধ-মাল্য প্রদানদ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি আপনাকে তোমার পরম প্রণয়াস্বদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে, অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীকে নিয়োগ করিলে তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করবে। তোমার এই প্রকার সদ্ব্যবহারসন্দর্শনে কৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই সাতিশয় পতিপরায়ণ জ্ঞান করিবেন। পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা

গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না, কারণ, তোমার সপত্নী যদি কখন সেই কথা কৃষ্ণকে বলে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন।

"যে-সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত, বিবিধ উপায়দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে এবং প্রযত্নাতিশয়-সহকারে স্বামীকে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিত্যাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে। অন্য পুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনাবলম্বী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। প্রদ্যুন্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিও না।

"সৎকুলজাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক [পেটুক], চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সদগন্ধচর্চ্চিতকলেবর [উত্তম গন্ধদ্রব্যদ্বারা লিপ্তদেহ] ও মহার্ঘ মাল্যাভরণবিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইবে। এইরূপ সদাচরণে কালহরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতচরণ করিতে পরিবে না, এবং তোমার মহতী কার্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হইবে।"

২৩৪তম অধ্যায়

দ্রৌপদীর প্রতি সত্যভামার বিদায়-সম্ভাষণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান জনার্দ্দন মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষি ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে নানাপ্রকার অনুকূল কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণসময়ে সত্যভামাকে আহ্বান করিলেন। সত্যভামা অবিচলিত প্রণয়ভাবে দ্রুপদাত্মাজাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "অয়ি প্রিয় সখি! উৎকণ্ঠিত হইও না; দুঃখ দূর কর। চিন্তিত হইয়া রজনী জাগরণ করিবার আবশ্যকতা নাই, তোমার স্বামীগণ নিজ ভুজবলে অনতিকালমধ্যেই পুনরায় এই বসুমতী অধিকার করিবেন। তোমার ন্যায় সুশীলা ও সুলক্ষণা কামিনীদিগকে কখনই চিরকাল ক্লেশভোগ করিতে হয় না; আমি শুনিয়াছি, অবশ্যই তুমি ভর্ত্তৃগণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করবে।

"হে দ্রুপদনন্দিনি! পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের বধসাধনারূপ বৈরানির্য্যাতন করিয়া রোজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে যে— সমস্ত দর্পবিমোহিত কুরুকামিনীগণ তোমাকে পদব্রজে পাণ্ডবদিগের সহিত বনে গমন করিতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, অচিরাৎ তাহাদিগের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব ও সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়াছে দেখিবে। যাহারা নিতান্ত দুঃখের সময় তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই শমন-সদনে গমন করিতে হইবে।

"প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুভসেন প্রভৃতি তোমার পুত্রেরা সকলেই ক্ষেমাস্পদ, মহাবীর ও কৃতাস্ত্র, ইহারা অভিমন্যুর ন্যায় দ্বারকা-নগরীতে সাতিশয় প্রীত ও অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং সুভদ্রাও তোমার ন্যায় সেই সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনি সন্তানশূন্য ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া তোমাদিগের সুখে সুখ ও

দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন। প্রদ্যুম্নজননীও ইহাদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণ ভানু প্রভৃতি পুত্রগণ অপেক্ষা ইহাদিগকে সমধিক স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর ইহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই যত্নবান রহিয়াছেন। বলরামপ্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা উহাদিগের সহিত বয়স্যভাবে কালব্যাপন করিতেছেন। হে ভাবিনি! প্রদ্যুম্ন ও তোমার পুত্রগণের পরস্পর চিরকাল সদভাব সমভাবে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সত্যভামা দ্রৌপদীকে এবংবিধ নানাবিধ প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৩৫তেম অধ্যায়

ঘোষযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শীতোষ্ণবাতাতপে একান্ত কর্শিতাঙ্গ পাণ্ডবগণ অরণ্যে বাস করিয়া সেই রমণীয় সরোবর ও পুণ্য বন প্রাপ্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন, আপনি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ সেই সরোবর সন্নিধানে উপনীত হইয়া এক গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগলেন; সময়ক্রমে তাঁহারা কমনয়ি কানন, উন্নত অচল ও সমস্ত নদীপ্রদেশে সঞ্চরণ করিতেন। কখন কখন তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বেদবেদাঙ্গপারগ স্বাধ্যায়সম্পন্ন প্রাচীন মহর্ষিগণ সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরাও তাঁহাদিগকে বিবিধ উপচারে অর্চনা করিতেন।

বিপ্রমুখে পাণ্ডব-দুঃখবার্ত্তা-শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ

অনন্তর একদা কথাকুশল [বাক্যরচনানিপুণ] এক ব্রাহ্মণ হস্তিনায় আগমনপূর্ব্বক কৌরবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ তথায় উপবিষ্ট ও পূজিত হইয়া রাজার নিকট পাণ্ডবদিগের বনবাসক্লেশবার্ত্তা বর্ণন করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এক্ষণে দুর্ব্বিষহ দুঃখে নিপতিত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতেছ এবং অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট দ্রুপদনন্দিনী বীরসনাথ হইয়াও অনাথার ন্যায় রহিয়াছ।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিবামাত্র একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; পরে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে আত্মপ্রভাব [স্বীয় বা বংশসম্ভব পুত্রতুল্য] বোধ করিয়া তদুদ্দেশে কহিলেন, "হে বৎসগণ! যে সত্যবাদী সচ্চরিত্র যুধিষ্ঠির রঙ্কুরোমময় [কোমল হরিণলোম] আস্তরণসংস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করিত এবং নিশাবসানে মাগধ-সমূহের স্তুতিবাদশব্দে প্রবোধিত হইত, এক্ষণে সে ধরাশায়ী হইয়া প্রভাতকালে পক্ষিকুলের কলরবে জাগরিত হয়। কোপপরীতচেতাঃ [রোষদগ্ধহৃদয়],

বাতাতপকার্শিত ও বন্য উপচারের নিতান্ত অযোগ্য বৃকোদর কিরূপে দ্রৌপদীসমক্ষে ক্ষিতিতলে শয়ন করিতেছে? এক্ষণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্মরাজের একান্ত বশংবদ সুকুমার অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, ভীম ও যুধিষ্ঠিরকে সুখপরিভ্রষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট-মনে সর্ব্বাঙ্গীন বেদনায় পরিদূন [তাপিত] ব্যক্তির ন্যায় যামিনীযোগে কদাচ নিদ্রিত হয় না; প্রত্যুত উগ্রতেজা অজগরের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।

"যমজ নকুল-সহদেব দেবতুল্য রূপসম্পন্ন এবং সুখোপচারসমুচিত হইয়াও ধর্ম্ম ও সত্যের অনুরোধে অপ্রশান্ত-মনে নিতান্ত দুঃখে রজনী জাগরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে অনিলতুল্য বলশালী অপ্রতিহত-প্রভাব ভীমসেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে সংযত হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধসংবরণ করিয়া আছে এবং স্বয়ং সত্য ও ধর্ম্মদ্বারা নিবারিত হইয়া আমার আত্মজদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

"দুঃশাসন ছলদ্বারা অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে পরাজিত করিয়া যে সকল পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা বৃকোদরের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের ন্যায় নরন্তর তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কদাচ মনোমধ্যে পাপচিন্তার উদয় হইতে দেয় না, মহাবীর অর্জ্জুন সেই যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু অরণ্যবাসক্লেশে কেবল ভীমেরই ক্রোধহুতাশন অনিলোদ্দীপিত [বায়ুসংসর্গে প্রদীপ্ত] অনলের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সেই ভীম ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইয়া করে কর নিষ্পেষণপূর্ব্বক মদীয় পুত্র-পৌত্রগণকে ভস্মাবশিষ্ট করিয়াই যেন অত্যুষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। কালকল্প ভীম অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া অশনিসঙ্কাশ নিশিত শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক বিপক্ষ সেনাদিগকে নিঃশেষিত করিবে।

"দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি ইহারা যখন কপট দ্যূত অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন তাহারা কেবল মঙ্গলের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবী অমঙ্গলের বিষয় এককালে বিস্মৃত হইয়াছে। মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। পরে সেই ফললাভ করিয়া তাহারা একান্ত বিমোহিত হয়; অতএব লোকের মোক্ষাপ্রাপ্তি হওয়া অতি দুরূহ। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্ষেত্র সুপ্রণালীক্রমে কর্ষিত, বীজ রোপিত এবং বর্ষাকালে দেবতা বারিবর্ষণ করিলে কৃষকের প্রচুর পরিমাণে ফললাভ হয় বটে, কিন্তু দৈববিড়ম্বনাবশতঃ ইহার অন্যথা ঘটিয়া থাকে।

"অক্ষপ্রিয় শকুনি দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় অশুভকার্য্য করিয়াছে, পাণ্ডবেরা তৎকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বিনাশ না করায়, নিতান্ত অপ্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আমিও কুপুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব এক্ষণে বোধ হয়, কুরুকুলের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। দেখ, সমীরণ প্রেরিত না হইলেও প্রবাহিত হইয়া থাকে, গর্ভবতী অবশ্যই সন্তান প্রসব করে; দিনপ্রারম্ভে রজনীর নাশ ও রজনীপ্রারম্ভে দিনের নাশ হয়, অতএব পাপকর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপৎকাল

উপস্থিত হইলে বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে, সুতরাং তখন হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, এই নিমিত্তই মনুষ্যেরা অন্যায়াচরণ দ্বারা বিত্তোপার্জ্জন করে, উহা কদাচ ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া কেবল অসদুপায় দ্বারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং ঐ অর্থ অনার্থের মূল হইয়া উঠে।

"ধনঞ্জয় অরণ্য হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া চতুর্ব্বিধ দিব্য অস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় ভূলোকে আগমন করিয়াছে; অতএব তাহার বলবীর্য্য অলোকসামান্য, কাহার সাধ্য তাহা সহ্য করে? দেখ, কোন ব্যক্তি স্বর্গে সশরীরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করে? ইহাতে বোধ হয়, অর্জ্জুন হইতেই কালোপহত কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, তাহার গাণ্ডীবের বেগ অতি ভয়ঙ্কর এবং সমস্ত অস্ত্রও দিব্য অস্ত্র; এক্ষণে কাহার সাধ্য ইহাদিগের দুর্ব্বিষহ তেজ সহ্য করে?" অনন্তর শকুনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণকে নির্জ্জনে আনয়নপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। তখন হীনমতি দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল।

২৩৬তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি কর্ণ, শকুনির আস্বস্তি আশংকা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুষ্টমতি শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া অবসরক্রমে কহিলেন, "মহারাজ! তুমি মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে প্রব্রাজিত করিয়াছি; এক্ষণে দেবরাজের ন্যায় একাকী এই সাম্রাজ্য ভোগ কর। এক্ষণে সকল ভূপালই তোমার নিকট করপ্রদ হইয়াছেন এবং তুমিও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপ্রণয়িনী লক্ষ্মীকে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্যকরূপে অধিকার করিয়াছ। আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ অবলোকন করিতেছি।

"তুমি স্বীয় বুদ্ধিবলে রাজা যুধিষ্ঠির হইতে রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়াছ, এক্ষণে অতি অল্প দিবস হইল, তোমার বিপক্ষেরা ক্লেশে সময় অতিবাহিত করিতেছে; সুতরাং তোমার সুখসম্ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বিলক্ষণ অবকাশ রহিয়াছে। আর অন্যান্য রাজারাও তোমার নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত নরিন্তর উন্মুখ হইয়া আছেন। গ্রাম, নগর ও আকারে পরিপূর্ণ, শৈলকাননোপশোভিত এই সসাগরা ধরাও তোমার সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছে।

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান ও ভূপালবর্গকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছ। যেমন রশ্মিমালী সূর্য্য স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে দীপ্তি পান, তদ্রূপ তুমি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে এই ধরাতলে দেদীপ্যমান হইতেছে। দ্বাদশ-রুদ্রপরিবেষ্টিত গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবগণপরিবৃত দেবরাজের ন্যায় তুমি কৌরববর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া সাতিশয় বিরাজমান হইতেছ। যাহারা তোমার আদেশপালনে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, আমরা সেই অরণ্যবাসী পাণ্ডবদিগকে শ্রীহীন দেখিব, সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই, এক্ষণে তাহারা

বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বৈতবনে এক সরোবর-সন্নিধানে বাস করিতেছে। অতএব তুমি প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগকে সমধিক সন্তপ্ত করিবার নিমিত্ত পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া তথায় গমন কর।

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ!' এক্ষণে তাহারা রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট ও অসমৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তুমি রাজ্যেশ্বর, শ্রীমান ও সুসমৃদ্ধ; সুতরাং এই অবসরেই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তাহারা মহাভিজাত্যসম্পন্ন সকলমঙ্গলাস্পদ নহুষতনয় রাজা যযাতির ন্যায় তোমাকে সন্দর্শন করিবে। সুহৎ ও শত্রুগণ [সুহৃদের হর্ষ-শত্রুর শোক] পুরুষের লক্ষ্মীকে প্রদীপ্ত দেখিলে তাহাদিগের হর্ষ ও শোকসাগর একেবারে উদ্বেল [বেলাভূমির অতিক্রমকারী] হইয়া উঠে। যেমন উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গারোহী ব্যক্তি জগতীস্থ সমস্ত বস্তুই অধীন ও নীচ বোধ করে, ক্ষেমাস্পদ ব্যক্তি একান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত শত্রুগণকে তদ্রূপ বোধ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?

"পুত্র, ধন ও রাজ্য লাভ করিলে যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, শত্রুদিগের দুঃখ-দর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। তুমি সফলকাম হইয়া বল্কলাজিনধারী ধনঞ্জয়কে আশ্রমস্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে এবং দিব্যাম্বরবিভূষিত তোমার প্রিয়তমা-সকল বল্কলাজিন-সংবৃতা একান্ত দুঃখিত দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে ইহাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া ধনহীন জীবন ও আপনার নিন্দা করিবে। অধিক কি, সে সভামধ্যে তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়া যেরূপ বিমনাঃ হইয়াছিল, তোমার প্রিয়তমাদিগকে অলঙ্কৃতা অবলোকন করিয়া অদপেক্ষা সমধিক বিমনাঃ হইবে, সন্দেহ নাই।" কর্ণ ও শকুনি রাজা দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

২৩৭তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনাদির দ্বৈতবন-সন্নিহিত ঘোষপল্লীযাত্রার মন্ত্রণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু পুনরায় দীনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, "হে অঙ্গরাজ! তুমি যে-সকল কথা কহিলে, তৎসমুদয় আমারও মনে জাগরকে আছে, কিন্তু পিতার নিকট হইতে পাণ্ডবগণের সন্নিধানে গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের নিমিত্ত পরিদেবন ও তাহাদিগকে সমধিক তপোবলসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন, অথবা তিনি আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও ভাবী অনিষ্টঘটনার সম্ভাবনায় আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি করেন না। আর পাণ্ডবগণের উৎসাদন ব্যতীত আমাদিগের দ্বৈতবনে গমন করিবারও অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

"হে কর্ণ মহামতি বিদুর দ্যূতক্রীড়ার সময় সমুপস্থিত হইলে তোমাকে, আমাকে ও শকুনিকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তোমার বিদিত আছে। আমিও সেই সকল কথা এবং অন্যান্য পরিদেবনবাক্য চিন্তা করিয়া দ্বৈতবনে গমন করিব কি না, ইহার কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণাসমবেত ভীম ও অর্জ্জুনকে অরণ্যানীমধ্যে ক্লেশভোগ করিতে নিরীক্ষণ করিব মনে করাতে আমার চিত্ত নিতান্ত প্রফুল্ল

হইতেছে। ফলতঃ পাণ্ডুনন্দনগণকে বল্কলাজিনধারিদর্শনে আমার যেরূপ সুখী হইবার সম্ভাবনা, বোধ করি, সমুদয় সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়াও তাদৃশ আনন্দ হয় নাই।

"হে কর্ণ। আমি অরণ্যমধ্যে দ্রৌপদীকে যে কাষায়বসনধারিণী অবলোকন করিব, ইহার পর আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন আমাকে অসামান্য সম্পত্তিসম্পন্ন অবলোকন করে, তাহা হইলে আমার জীবন প্রফুল্ল হইবে ও আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। এখন কি করি? কি উপায়ে দ্বৈতবনে গমন করিব? কিরূপেই বা মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইব? তুমি শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত পরামর্শ করিয়া তথায় যাইবার কোন উপায় স্থির কর। আমি তথায় গমন করিব কি না, ইহা অদ্যই স্থির করিয়া কল্য মহারাজের সমীপে গমন করিব; তোমরা যে উপায় স্থির করিবে, আমি এবং ভীষ্ম তথায় উপবিষ্ট থাকিলে পর তুমি শকুনি-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিবে। তৎপরে আমি মহারাজ ও পিতামহ ভীষ্মের বাক্যশ্রবণানন্তর পিতামহকেই অনুনয় করিয়া গমনে উদ্যত হইব।"

তাঁহারা দুর্য্যোধনের বাক্যে সম্মত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, "মহারাজ! উপায় স্থির হইয়াছে, শ্রবণ করা। দ্বৈতীবনে যে-সমস্ত আভীরপল্লী আছে, তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ; অতএব আইস, আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি। বল্লবপল্লীতে সতত গমন করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন।"

তাঁহারা দুইজনে এইরূপে ঘোষযাত্রাবিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় গান্ধাররাজ শকুনি তথায় আগমনপূর্ব্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, "হে রাজন! আমি দ্বৈতবনে হমন করিবার এক অত্যুৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি; মহারাজের সম্মুখে উহা কহিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গমনে অনুমতি প্রদান করিবেন। দ্বৈতবনে যে-সমুদয় আভীরপল্লী আছে, তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আইস, আমরা এক্ষণে ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি।"

শকুনির বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারা সকলেই পরমহ্লাদে হাস্য করিতে করিতে পরস্পরের করগ্রহণ করিলেন এবং ঐ উপায়ই স্থির করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

২৩৮তম অধ্যায়

ঘোষযাত্রায় ধৃতরাষ্ট্রের অনিচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা সকলে অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনিও তাঁহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর সমঙ্গ নামে একজন গোপ তাঁহাদিগের বিচনানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! ধেনুসকল সমীপে রহিয়াছে।" পরে রাধেয় ও শকুনি পার্থিব্যশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে

কহিলেন, "হে কৌরবরাজ! ঘোষপল্লী অতিরমনীয় স্থানে সন্নিবেশিত আছে, গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদি নিরূপক অঙ্ক প্রদান করিবারও উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনেরও সাতিশয় মৃগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে, অতএব গমনে অনুমতি প্রদান করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক; কিন্তু গোপগণের নিকট বিশ্বস্ত হইয়া গমন করা অনুচিত, কারণ, আমি শুনিয়াছি, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে, অতএব আমি তোমাদিগকে সে স্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি না। পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবলসম্পন্ন, সমর্থ ও মহারথী; তোমরা কেবল কপটতাচরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া অরণ্যমধ্যে অনেক কষ্ট দিয়াছ। যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক, তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু ভীমসেন মহাক্রুদ্ধস্বভাব এবং দ্রুপদরাজনন্দিনীও সাতিশয় তেজস্বিনী, কদাচি ক্ষমাপর নহেন। তোমরা হিতাহিতবিবেকবিমূঢ় ও অত্যন্ত গর্ব্বিত, তথায় গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ করিলেই তাঁহারা হয়ত তপঃপ্রভাবে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে, নতুবা অমর্ষপ্রধীপ্ত হইয়া অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথবা যদি তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া কোনক্রমে তাহাদিগকে পরাভব কর, তাহা হইলেও নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে। আর তাহাও সহজ ব্যাপার নহে; পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অতিশয় সুকঠিন।

"মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া সমুদয় দিব্যাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া বনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি যখন অস্ত্রশিক্ষায় সুনিপুণ হয়েন নাই, তখনই সাগরাম্বার পৃথিবী জয় করিয়াছেন, অধুনা কৃতাস্ত্র হইয়া কি তোমাদিগকে নিহত করিবেন না? অতএব আমার বাক্যানুসারে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, পাণ্ডবদিগকে বিশ্বাস করিলেই তোমাদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদ্যপি কোন সৈনিক পুরুষ যুধিষ্ঠিরের অপকার করে, তাহা হইলে সেই অবিবেকৃত কর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগেরই দোষ হইতে পারে। অতএব ধেনুগণের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রমাদিনিরূপক চিহ্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশ্বস্ত পুরুষদিগকে প্রেরণ কর, স্বয়ং তোমার তথায় গমন করা আমার অভিপ্রায়সিদ্ধ হয় না।"

কর্ণ, শকুনিবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের ঘোষযাত্রায় অনুমোদন

শকুনি কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক; তিনি সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন এবং তদীয় ধর্ম্মচারী অনুজেরাও তাঁহার নিতান্ত অনুগত, অতএব তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে আমাদিগের প্রতি কদাচ ক্রোধ করিবেন না। মৃগয়ায় আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং ধেনুগণকে অঙ্কন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা নাই। আমরা তাহাদিগের আশ্রমে গমন করিব না এবং তথায় কোনপ্রকার অত্যাচারও করিবার অভিলাষ নাই।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বাক্যশ্রবণানন্তর অনিচ্ছাপূর্ব্বক অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবনগমনে অনুজ্ঞা করিলেন। দুর্য্যোধন অনুমতিপ্রাপ্তিমাত্র কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ, সহস্র সহস্র মহিলা এবং মহতী সেনা-সমভিব্যাহারী হইয়া দ্বৈতবনে যাত্রা

করিলেন। পৌরগণ স্ব স্ব পত্নীসমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। অষ্টসহস্র রথ, তিন-অযুত হস্তী, নবতিশত অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। অসংখ্য শকট, আপণ, বেশ্যা, বণিক, বন্দী ও মৃগয়াশীল পুরুষ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে নরপতি দুর্য্যোধনের প্রয়াণসময়ে জনতার আধিক্য হওয়াতে বর্ষাকালীন সমুদ্ধত মহাবায়ুনিঃস্বনের ন্যায় ঘোরতর গভীর কোলাহলধ্বনি সমুত্থিত হইল। নরপতি সেই জনতাসমভিব্যাহারে গমন করিয়া দ্বৈতবনে সমুপস্থিত হইবার দুই ক্রোশ পথ অবশিষ্ট থাকিতে এক বাসোচিত স্থানে অবস্থিত করিলেন।

২৩৯তম অধ্যায়

মৃগয়ারত দুর্য্যোধনের প্রতি গন্ধর্ব্বরোষ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বহুতর অরণ্য অতিক্রম করিয়া পরিশেষে আভীরপল্লীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় পরিচারকদিগকে আদেশ করিবামাত্র তাহারা ছায়াবহুল মহীরুহ সম্পন্ন প্রসন্নসলিলযুক্ত ও সর্ব্বগুণোপেত প্রদেশে দুর্য্যোধনের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং তাঁহারই গৃহ-সন্নিধানে শকুনি, কর্ণ ও রাজসহোদরদিগের পৃথক পৃথক গৃহ প্রস্তুত করিল।

দুর্য্যোধন তথায় বাস করিয়া শতসহস্র গো সন্দর্শনপূর্ব্বক গণনা ও চিহ্নদ্বারা তাহাদিগকে সম্যক বিদিত হইলেন। পরে বৎসসকলকে যথাক্রমে অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদিগকে দমনক [বন্ধনাদিদ্বারা দমনযোগ্য] বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক বালবৎসা ধেনু-সকলকেও গণনা করিলেন। অনন্তর ত্রিবর্ষবয়স্ক বৃষদিগের সংখ্যা-নিরূপণ এবং তৎসমুদয় অঙ্কিত করিয়া গোপালগণের সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পৌরজন ও বহুসংখ্যক সৈন্যগণ অমরসমূহের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে লাগিল। তখন নৃত্যগীতবাদ্যানুরক্ত গোপ ও গোপাঙ্গনীগণ বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইল। দুর্য্যোধন অঙ্গ নাগণপরিবৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে বহুবিধ অন্ন ও পানীয় প্রদানপূর্ব্বক প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মৃগ, মহিষ, বরাহ, গবয় ও ভল্লুকদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক বন্য-মাতঙ্গগণকে নিশিত শরদ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রমণীয় প্রদেশে মৃগয়া করিতে লাগিলেন। পরে গোরস [দুগ্ধ] পান ও অন্যান্য মাংস উপযোগ করিয়া মত্ত-মধুকরসেবিত, ময়ূরগণের কেকারবিমুখরিত, পরমরমণীয় বন ও উপবন-সকল অবলোকনপূর্ব্বক সপ্তচ্ছদ, পুন্নাগ ও বকুলসমাকীর্ণ অতিপবিত্র দ্বৈতবণ-নামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সরোবরের চতুস্পার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরম-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর সহিত একদিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন ঐ সরোবরের একপার্শ্বে ক্রীড়ানিবাস পস্তুত করিবার নিমিত্ত শতসহস্র পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় সন্তানগণ, অপ্সরাগণ ও দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া অলকা হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় বিহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ সরোবর সমাবৃত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইলে দ্বারপালগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তখন ভৃত্যগণ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভূপালসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাজা দুর্য্যোধন ঐ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে অপসারিত কর', এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর সেনানায়কেরা রাজার নির্দ্দেশানুসারে সেই সরোবর-সন্নিধানে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে কহিল, "হে গন্ধর্ব্বগণ! মহাবলপরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন বিহার

করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিতেছেন, অতএব তোমরা সত্বর অপসৃত হও।” গন্ধর্ব্বেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, “রে মূঢ় সৈন্যগণ! তোদের রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অদ্যাপি তাহার চেতনা হয় নাই; কেন না, যেমন দেবগণ বৈশ্যদিগকে আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেও আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোদেরও মৃত্যু নিতান্ত সন্নিকট। কারণ, তোরা তাহারই নির্দ্দেশানুসারে আমাদিগকে এইরূপ কহিতেছিস। অতএব এ স্থান হইতে পলায়ন কর, নচেৎ অদ্যই শমন-সদনে গমন করিবি।” তখন সেনানায়কেরা গন্ধর্ব্বগণের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র বেগে ধার্ত্তরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিল।

২৪০তম অধ্যায়

গন্ধর্ব্বসহ দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ যাহা যাহা কহিয়াছিল, সেনানায়কেরা সকলে একত্র হইয়া দুর্য্যোধনসমীপে তৎসমুদয় নিবেদন করিল। প্রতাপবান দুর্য্যোধন, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার সেনাগণকে নিবারণ করিয়াছে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, “হে সৈন্যগণ! তোমরা সত্বর গমন করিয়া সেই অধার্ম্মিক বিপ্রকারী গন্ধর্ব্বগণকে শাসন কর। যদি সুররাজ শতক্রতু সমুদয় দেবগণসমভিব্যাহারে আসিয়া তাহাদের সাহায্য করেন, তথাপি তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করিবে না।” দুর্য্যোধনের এইরূপ বচন-শ্রবণানন্তর যাবতীয় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা বদ্ধপরিকর হইয়া সিংহনাদে দশদিক পরিপূর্ণ করিয়া বলপূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ সান্ত্বনাবাদপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাহাদের বাক্য অনাদর করিয়া বনে প্রবেশ করিল।

গন্ধর্ব্বগণ যখন দেখিল যে, দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কোনক্রমেই বাক্যে নিবারিত হইবার নহে, তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অত্যাচার নিবেদন করিল। তিনিও তখন ক্রোধে অধীর হইয়া সমাগত সেনাগণকে আদেশ করিলেন, “তোমরা শীঘ্র গিয়া সেই অনার্য্যগণকে শাসন কর।”

গন্ধর্ব্বগণ চিত্রসেনের অনুজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইল। কুরুসৈন্যেরা গন্ধর্ব্বগণকে বেগে ধাবমান দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর কর্ণ তাহাদিগকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়াও রণে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি ক্ষুরপ্রবিশিখ, ভল্ল, বৎসদণ্ড ও অন্যান্য অয়োময় নিশিত শরবর্ষণপূর্ব্বক শত শত গন্ধর্ব্বগণের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন; নিশিত সায়কনিক্ষেপদ্বারা এককালে অসংখ্য গন্ধর্ব্বগণের মস্তক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণকর্ত্তৃক আহত গন্ধর্ব্বগণ শতসহস্র সংখ্যায় একত্র হইয়া পুনরায় আগমন করিল; চিত্রসেনের সেনাসমাগমে পৃথিবীতল মুহূর্ত্তমধ্যেই গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও বিকর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গভীরনিঃস্বন রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে অগ্রসর করিয়া গন্ধর্ব্বসেনার উপর পুনরায় শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণও তাঁহাদিগের প্রতি শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগের শরে পীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ আনন্দিতচিত্তে গর্ব্বভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

চিত্রসেন গন্ধর্বের আগমন—যুদ্ধে কর্ণের পলায়ন

তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধকম্পিত্যকলেবরে কৌরবগণকে বধ করিবার মানসে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইলেন এবং মায়াস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কৌরবসেনাগণ চিত্রসেনের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হইল। তখন দশ দশ জন গন্ধর্ব্বসেনা এক এক জন কৌরবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা শত্রুগণের প্রহারে সাতিশয় পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে দুর্য্যোধনের সেনা-সমুদয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেও মহাবীর কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরতরভাবে দণ্ডায়মান ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সহায় করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অসি, পট্টিশ, শূল, গদা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ তাঁহার রথের যুগকাষ্ঠ কেহ কেহ বা ধ্বজ, কেহ কেহ ঈশা, কেহ কেহ বা অশ্বগণকে, কেহ কেহ সারথিকে, কেহ কেহ বা রথগুপ্তি, কেহ কেহ বা রথবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার রথ তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। তখন কর্ণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং আত্মত্রাণের নিমিত্ত সত্বর বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে অশ্বচালনপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

২৪১তম অধ্যায়

গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পরাজয়-সপরিবার বন্ধন— সেনাগণের পাণ্ডবশরণাগতি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক মহারথ কর্ণ পরাভূত হইলে কৌরবসেনা সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু দুর্য্যোধন সকলকে রণবিমুখ ও পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়াও স্বয়ং বিমুখ হইলেন না; তিনি কেবল একমাত্র সাহস সহায় হইয়া মহাবলপরাক্রান্ত দুর্জ্জয় গন্ধর্ব্ব-সৈন্যের উপর অনবরত শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বসেনা তদীয় অচিন্ত্য শর বর্ষণ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে রথের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল এবং রথের ধ্বজ, সারথি, যূপ, সৈন্য, অশ্ব, ত্রিবেণু ও তল্প প্রভৃতি সমুদয় বস্তু বাণদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

মহাবাহু চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে বিরথ ও ভূতলনিপতিত অবলোকন করিয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বসকল মিলিত হইয়া, রথস্থ দুঃশাসনকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিল এবং বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্র ও রাজপত্নী দিগকে লইয়া ইতস্ততঃ প্রস্থান করিল। এইরূপে মহীপতি দুর্য্যোধন অপহৃত হইলে তাঁহার সেনাগণ গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যানযুগ্ম, শকট, আপণ, বেশ্যা ও পূর্ব্বপলায়িত সেনাসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া কহিল, "হে পাণ্ডবগণ! গন্ধর্ব্বগণ মহারাজ দুর্য্যোধন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জন ও রাজপত্নী দিগকে বন্ধন করিয়া হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আপনারা তাঁহাদিগের অনুগমন করুন।" দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ এই কথা বলিয়া অতি দীনমনে বাষ্পকুললোচনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইল।

দুর্য্যোধন-নির্য্যাতনে ভীমের প্রসন্নভাব

ভীমসেন সেই সকল বৃদ্ধ, দীনভাবাপন্ন, যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহপ্রার্থী, অতি কাতর, দুর্য্যোধনের অমাত্যদিগকে কহিলেন, "আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া গজবাজী সংগ্রহপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়সহকারে যে কার্য্য করিতাম, আজি গন্ধর্ব্বরা তাহা সম্পন করিয়াছেন। মনুষ্যের মনোরথ-সকল সফল হয় না; তাহারা মনে মনে একপ্রকার চিন্তা করে, কিন্তু অন্য প্রকার ঘটিয়া উঠে; কপট দ্যূতবেদী ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণার ফল এই। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, যাহারা অক্ষম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করে, অবশ্যই তাহারা অন্যদ্বারা প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।

"অদ্য গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগের সমক্ষে এই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের হিতচিকীর্ষু [উপকার করায় ইচ্ছুক] ব্যক্তিও ভূমণ্ডলে আছে, আমরা স্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু অন্য লোকে আমাদিগের ভার অনায়াসে বহন করিল। যে দুর্ম্মতি মনে করিয়াছিল, আপনি পরমসুখে থাকিবেন, আর আমরা শীত, আতপ, বাতবর্ষার নিরতিশয় ক্লেশপরম্পরায় কালব্যাপন করিব, আদ্য সেই অধর্ম্মচারী দুরাত্মা কৌরবের স্বভাবানুবর্ত্তী লোকেরা পরাভব প্রত্যক্ষ করুক। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, কুন্তীতনয়েরা অনুশংস, কিন্তু যে ব্যক্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে এই কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, সেই অধার্ম্মিক।"

উগ্রস্বভাব ভীম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কৌরবদিগের প্রতি এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভীমসেন! এ সময় এরূপ ব্যবহার করা পুরুষের উচিত নহে।"

২৪২তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের আদেশ ভীমাদির যুদ্ধোদ্যম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে বৃকোদর! কৌরবগণ দুরবস্থাগ্রস্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া আমাদিগের আশ্রয় লইয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে কিরূপে এই সকল কথা কহিতেছ? দেখ, জ্ঞাতিবিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ নির্মূল হইবার

নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতিকার করেন।

"আমরা এই স্থলে বহুকাল বাস করিতেছি, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের অবমাননাপূর্ব্বক এই প্রকার অপ্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং গন্ধর্ব্বেরা দুর্য্যোধনকে অপহরণ ও বলপূর্ব্বক অবলাগণকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে কলঙ্কার্পণ করিতেছে; অতএব এক্ষণে আত্মকুলরক্ষা ও শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তোমরা শীঘ্র উত্থিত ও সজ্জিত হও। হে ভীম! তুমি অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া সুর্যোধনকে গন্ধর্ব্বহস্তে হইতে বিমোচন কর।

"ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিগ্রহপূর্ব্বক কাঞ্চনধ্বজশালী নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের রথ সকল সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; তোমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও এবং দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন কর। হে ভীম! একজন সামান্য ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিকে স্বশক্ত্যনুসারে রক্ষা করিয়া থাকে, অতএব তোমার কথা আর কি কহিব। যদি শত্রুগণ "আমাদিগকে রক্ষা কর" বলিয়া কোন আর্য ব্যক্তির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শত্রুকে রক্ষা করা বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রোৎপত্তির তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

"সুযোধন বিপদাপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবলে জীবনলাভের অভিলাষ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? হে বৃকোদর! যদি আমার যজ্ঞ আরব্ধ না হইত, তাহা হইলে আমি অসন্দিগ্ধ-মনে স্বয়ং ধাবমান হইতাম। এক্ষণে তুমি সন্ধিস্থাপন করিয়া সুযোধনকে গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে মুক্ত কর। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও, তাহা হইলে অল্পমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্যসাধন করিবে। ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারো, তবে সকল উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক শত্রুকে শাসন করিয়া সুযোধনকে পরিত্রাণ করিবে। এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি, অতএব এ সময় ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।"

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, "যদি গন্ধর্ব্বরাজ সন্ধিদ্বারা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আজি পৃথিবী তাহার শোণিত পান করিবে।" কৌরবগণ অর্জ্জুনের অঙ্গীকার-বাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত ও নির্ভীক হইল।

২৪৩তম অধ্যায়

ভীমাদির গন্ধর্ব্বযুদ্ধে যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ প্রহৃষ্টবদনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিচিত্র অভেদ্য কবচ ধারণ ও বিবিধ দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

তাঁহারা শীঘ্রগামী তুরঙ্গগণসংযুক্ত মহার্হ রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন। কৌরবসৈন্য মহারাথ পাণ্ডুনন্দনগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। জয়শীল মহারথ গন্ধর্ব্বগণ নির্ভয়চিত্তে ক্ষণকালমধ্যে সেই কাননে আগমনপূর্ব্বক রথস্থ পাণ্ডবচতুষ্টয়কে সন্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং গন্ধমাদনবাসীরা লোকপালগণের ন্যায় শোভমান সেই পাণ্ডব-চতুষ্টয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে তথায় দণ্ডায়মান রহিল,পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অল্পে অল্পে সংগ্রাম হইতে লাগিল।

যখন শত্রুনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় দেখিলেন যে মন্দমতি গন্ধর্ব্ব-সৈন্যগণ মৃদু যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নহে, তখন সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, “হে খেচরগণ! তোমরা আমার ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ কর।”

গন্ধর্ব্বগণ যশস্বী অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল, “হে তাত! আমরা অক্ষুব্ধচিত্তে একমাত্র গন্ধর্ব্বরাজের বাক্যানুসারে কার্য্য করি ও তাঁহারাই শাসন প্রতিপালন করিয়া থাকি; তিনি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই কার্য্য করিব; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আমাদের শাসনকর্ত্তা নাই।” কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, “বল প্রকাশপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করা ও মনুষ্যের সহিত একত্র মিলিত হওয়া গন্ধর্ব্বরাজের নিতান্ত অনুচিত, অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে এই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও উহাদের পত্নী দিগকে পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ইহাদিগকে সহজে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি বিক্রম প্রকাশ্যপূর্ব্বক তোমাদের হস্ত হইতে মোচন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

সব্যসাচী ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর শাণিত শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব্বেরাও পাণ্ডবগণের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

২৪৪তম অধ্যায়

অর্জ্জুনসহ গন্ধর্ব্বগণের তুমুল যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন হেমমাল্যধারী গন্ধর্ব্বেরা নিশিত শরবর্ষণদ্বারা চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। পাণ্ডব-চতুষ্টয় ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব সমবেত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বেরা শরবৃষ্টিদ্বারা কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের রথ যেমন বারংবার ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবচতুষ্টয়ের বর্ম্মও ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন; পাণ্ডবেরাও শত শত গন্ধর্ব্বদিগকে মুহুর্মুহু শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন গগনচারী গন্ধর্ব্বেরা ক্ষতবিক্ষতদেহ হইয়া কোনক্রমেই তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর বিলমদমত্ত ক্রোধাবিষ্ট অর্জ্জুন ক্রোধপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব যমভবনে গমন করিল। পরে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর-প্রহারে শত শত গন্ধর্ব্বকে সংহার

করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবও যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে উত্থিত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শরপ্রয়োগপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলে তাহারা পঞ্জরমধ্যগত শকুন্তের ন্যায় শরজালদ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্রোধাভরে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত গদা ও শক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই শরজাল নিবারণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা কাহার মস্তক, কাহার বা চরণ, কাহার বা বাহু শিলাবৃষ্টির ন্যায় নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। তখন তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলস্থ অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন তাহাদিগের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন।

পরে তিনি স্থূলকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। যাদৃশ্য দৈত্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তদ্রূপ গন্ধর্ব্বেরা অর্জ্জুন-বাণে একান্ত দহ্যমান হইয়া উঠিল। তাহারা যখন উদ্ধে উত্থিত হয়, তখন অর্জ্জুন বাণপ্রয়োগদ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, পরে তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল দেখিয়া ভল্লাস্ত্রদ্বারা তাহাদের গতিরোধ করিলেন।

যুদ্ধাবসানে অর্জ্জুনমিত্র চিত্রসেনের আত্মপ্রকাশ

অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে নিতান্ত ত্রাসিত ও ভীত দেখিয়া এক আয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই অবসরে অর্জ্জুন শরসমূহদ্বারা তদীয় হস্তস্থিত গদা সপ্তধা ছেদন করিলেন। তখন চিত্রসেন বিদ্যাপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন এবং দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন অস্ত্রদ্বারা তাহার অন্ত্র নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিত্রসেন মায়াবলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগসকল ব্যর্থ হইল।

মহাবীর অর্জ্জুন অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইল দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আকাশগামী দিব্যাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্হিত ব্যক্তির বন্ধসাধন করিবার নিমিত্ত শব্দভেদী বাণ প্রয়োগ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ পার্থ শরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রিয়সখা চিত্রসেন।” তখন অর্জ্জুন যুদ্ধকাতর প্রিয়সখা চিত্রসেনকে সন্দর্শন করিয়া অস্ত্রসংহার করিলেন। তদর্শনে অন্যান্য পাণ্ডবগণও বেগগামী স্বীয় তুরঙ্গম, শর ও ধনু সকল প্রতিসংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, রথারূঢ় হইলেন।

২৪৫তম অধ্যায়

চিত্রসেনের মুখে দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বসেনাগণমধ্যে চিত্রসেনকে কহিলেন, “হে বীর! আপনি কি নিমিত্ত কৌরবগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আর কি নিমিত্তই বা সভায় দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিলেন?”

চিত্রসেন কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়! আমি স্বস্থানে অবস্থিতি করিয়াই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই মন্দমতি মনে করিয়াছিল যে, পাণ্ডবগণ বনমধ্যে অনাথের ন্যায় বাস করিতেছে, এই সময় আমি বিবিধ দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তি-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিব। আর এই সমস্ত কৌরবগণ দ্রৌপদীকে উপহাস করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল। সুররাজ ইন্দ্র উহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমাকে আদেশ করিলেন যে “তুমি ত্বরায় গিয়া অমাত্য সমবেত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর; অর্জ্জুন ও তাহার ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। ধনঞ্জয় তোমার প্রিয়সখা ও শিষ্য।” হে পাণ্ডব! আমি সুররাজের বচনানুসারে এখানে আগমন করিয়া এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়াছি; এক্ষণে ইহাকে লইয়া সুরলোকে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিব।”

অর্জ্জুনের অনুরোধে সপরিবার দুর্য্যোধনের গন্ধর্ব্ব-পাশমুক্তি

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে চিত্রসেন! আপনি যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন, কারণ, দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা; উহাকে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের নিতান্ত অভিপ্রেত।”

চিত্রসেন কহিলেন, “এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করা কোনক্রমে উচিত নহে। এই মন্দমতি ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীকে বঞ্চনা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার দুষ্টভিপ্রায় জানিতে পারেন নাই। চল, তাহার নিকট গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করি; পরে তিনি যাহা কহিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে।”

অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর কৌরবগণ ও তাঁহাদিগের অঙ্গ নাগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যে সমর্থ হইয়াও এই দুর্ব্বত্ত দুর্য্যোধন এবং ইহার অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের কোন হিংসা কর নাই, ইহা পরমসৌভাগ্যের বিষয়; তোমরা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। এই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে মুক্ত করাতে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইল। তোমাদের দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, আজ্ঞা কর, কি অভিলাষ সম্পাদন করিব? তোমরা স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সত্বর গমন কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।”

চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ধীমান যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরাগণ-সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কৌরবগণ যে সমুদয় গন্ধর্ব্বকে সংগ্রামে নিহত

করিয়াছিল, দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতবর্ষণদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। পাণ্ডবগণ এইরূপে জ্ঞাতিগণ ও তাঁহাদের পত্নী-সমুদয়কে বিমুক্ত করিয়া পরামপ্রীত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ স্ত্রীপুত্রসমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পূজা করিলে তাহারা তখন যজ্ঞমধ্যস্থ অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে ভ্রাতৃগণ-সমবেত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! তুমি আর কখনও এরূপ সাহস করিও না, অসমসাহসিক ব্যক্তি কদাপি সুখী হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরমসুখে গৃহে গমন কর, অন্তঃকরণে কোনপ্রকার দুঃখচিন্তা করিও না।"

নরপতি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গমন করিলে ভ্রাতৃচতুষ্টয়সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত ও অমরমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় তপোধনগণে সমাবৃত হইয়া পরমহ্লাদে সেই দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন।

২৪৬তম অধ্যায়

যুদ্ধে পলায়মান কর্ণের পথিমধ্যে দুর্য্যোধন-সাক্ষাৎকার-তদীয় জয়সম্ভাবনায় আনন্দ

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! দুরাত্মা অভিমানী গর্ব্বিত পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন পুরুষকার ও উদারতা প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিত; কিন্তু সেই পাপিষ্ঠ শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত ও নিবদ্ধ হইলে মহাত্মা পাণ্ডবেরা তাহাকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিলেন; বোধ হয়, এই নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণ ঘৃণা ও লজ্জায় অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়াতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়াছিল। তখন সে কিরূপে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিল, তাহা সবিস্তর বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখে একান্ত কাতর ও শোকে হতবুদ্ধি হইয়া পরাভব চিন্তা করিতে করিতে চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে আজাবনতমুখে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যবপূর্ণ ও জলসনাথ পরমরমণীয় ক্ষেত্রে যানসকল বিমুক্ত এবং হস্ত্যশ্ব, রথাপদাতি প্রভৃতি সৈন্যচর যথানিয়মে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উজ্জ্বলতর সুচারু পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কর্ণ নিশাবসানসময়ে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিনবিদন শোকদুঃখ-পরিপ্লুত দুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! আমাদিগের পরমসৌভাগ্য যে, তোমার জীবন বিনষ্ট হয় নাই; তুমি কামরূপী গন্ধর্ব্বগণকে পরাভব করিয়াছ, ভাগ্যক্রমে অদ্য আমরা পুনরায় গান্ধার-নগরে মিলিত হইলাম এবং ভাগ্যক্রমে বিজিগীষু নির্জ্জিতশত্রু তোমার ভ্রাতৃগণকে নয়নগোচর করিলাম। তোমার সমক্ষে গন্ধর্ব্বেরা আমাকে আক্রমণ করিলে আমার সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, আমি তাহাদিগকে

কোনক্রমে নিবারণ করিতে না পারিয়া অরতিশরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমরা কিরূপে সেই অমানুষ যুদ্ধ হইতে স্ত্রী, সৈন্য ও বাহনগণসমভিব্যাহারে অক্ষত শরীরে নির্ব্বিঘ্নে বিমুক্ত হইলে? মহারাজ! অদ্য রণস্থলে ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে তুমি যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছ, তাহা নির্ব্বাহ করে, এমন লোক আর ইহলোকে দৃষ্টিগোচর হয় না।”

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন।

২৪৭তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের নিজ পরাজয় প্রকাশ

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে রাধেয়! তুমি আমাদের যুদ্ধের বিষয় কিছুই জান না, এই নিমিত্ত আমি তোমার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলাম না। তুমি বোধ করিয়াছ যে, আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়াছি, কিন্তু তাহা নহে। আমি সোদরগণসমভিব্যাহারে অনেকক্ষণ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই সৈন্য-ক্ষয় হইল। তৎপরে যখন মায়াবী গন্ধর্ব্বগণ গগনতলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন আমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহারা আমাদিগকে পরাজিত করিল এবং পুত্র, কলাত্র, অমাত্য, ভৃত্য, বল, বাহন-সমভিব্যাহারে বন্ধন করিয়া আকাশমার্গে লইয়া চলিল।

“ঐ অবসরে আমাদের কতকগুলি সৈনিক-পুরুষ ও অমাত্য একত্র হইয়া শরণাগতরক্ষক পাণ্ডবদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক দীনবচনে কহিল, “হে মহাবীরগণ! স্বর্গবাসী গন্ধর্ব্বেরা পত্নীসমূহসমবেত রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আপনারা ত্বরায় গিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করুন। কুরুকুলকামিনীগণের অবমাননা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়।”

“ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাদের মুখে এইরূপ সংবাদ শ্রবণমাত্র অন্যান্য পাণ্ডবগণকে সম্মত করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ গন্ধর্ব্বদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং পরাজয়ে সমর্থ হইলেও সান্ত্বনাবাদপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কহিলেন; কিন্তু গন্ধর্ব্বগণ তাহাতে সম্মত হইল না দেখিয়া মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব তাহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ধনঞ্জয় শরজালে বেষ্টিত হইয়া দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্জ্জুনের সখা গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণও চিত্রসেনকে অবলোকন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে তাঁহারা যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে পূজা করিলেন।”

২৪৮তম অধ্যায়

যুদ্ধে পরাজয়ে দুর্য্যোধনের মর্ম্মান্তিক খেদ

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে কর্ণ। তখন মহাবীর অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত সমাগত হইয়া সহাস্য-মুখে কহিলেন, সখে! তুমি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ কর; আমরা জীবিত থাকিতে উহাদিগের এইরূপ অবমাননা নিতান্ত অযোগ্য হইতেছে।" আমরা যে প্রকার অভিসন্ধি করিয়া নগর হইতে নির্গত আদ্যোপান্ত সমস্তই অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলেন। আমি তৎকালে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মনে করিলাম, ভগবতী বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইলে এখনই ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

"অনন্তর গন্ধর্ব্বেরা পাণ্ডবগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগের দুর্ম্মন্ত্রণা ও বন্ধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিল। হে কর্ণ। আমি প্রিয়াসমক্ষে বদ্ধ ও শত্রুবশংবদ হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের উপহারস্বরূপ হইলাম; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমি যাহাদিগকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছি এবং যাহারা আমার পরমশত্রু, এক্ষণে তাহারাই আমার বন্ধনমোচন ও জীবন প্রদান করিল। ফলতঃ এইরূপ অপমান সহ্য করিয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা যদি রণক্ষেত্রে বিপক্ষহস্তে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে মঙ্গলের বিষয় হইত। কারণ, গন্ধর্ব্বহস্তে মৃত্যু হইলে ভূমণ্ডলে আমার প্রভূত যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইত এবং আমিও ইন্দ্রসদনে অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ করিতাম। এক্ষণে আমি যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণা করিয়াছি, শ্রবণ কর।

দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগে সংকল্প

"অদ্য তোমরা আমার দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত নগরে প্রতিগমন কর। আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব। শত্রুকৃত অপমান সহ্য করিয়া আর পুরপ্রবেশ করিব না। পূর্ব্বে আমি শত্রুগণের মাননাশ ও সুহৃজ্জনের মানবর্দ্ধন করিতাম, আজি সুহৃদগণের শোক ও শত্রুপক্ষের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া বারণাবতনগর অভিগমনপূর্ব্বক মহারাজকে কি বলিব? আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, বাহ্লিক, সঞ্জয় ও সোমদত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বৃদ্ধ-সম্মত ব্যক্তি, প্রধান প্রধান শিল্পী, ব্রাহ্মণ এবং উদাসীনেরাই বা আমাকে কি বলিবেন এবং আমিই বা তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? আমি শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান ও বক্ষস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আত্মদোষে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছি, এই কথা এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট কিরূপে কহিব?

"দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বচ্ছন্দে নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে না। দেখ, বলগর্ব্বিত হইয়া আমার কি দশা ঘটিয়াছে। আমি মোহাবিষ্ট হইয়া এইরূপ অন্যায় গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এক্ষণে বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি; অতএব আমি প্রায়োপবেশন করিব, আমার জীবনধারণে আর প্রয়োজন নাই। আমি বিপৎকালে শত্রুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত, উপহাসিত ও যেরূপ অপমানিত হইয়াছি, তাহাতে ক্ষণমাত্রও জীবনধারণ করিতে অণুমাত্র অভিলাষ করি না।"

এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দুঃশাসন! আমি সুপ্রণালীক্রমে কর্ণসৌবলপালিতা পৃথিবী শাসন কর।

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ভ্রাতৃগণকে বিশ্বাস্তচিত্তে পালন কর। বন্ধুবর্গ তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করুক; তুমিই তাহাদিগের একমাত্র গতি। তুমি অপ্রমত্তচিত্তে বিপ্রগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। যাদৃশ ভগবান বিষ্ণু দেবগণকে প্রীত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি প্রতিভাব রাখিবে, গুরুলোকদিগকে পালন করিবে। এক্ষণে তুমি সুহৃদগণের মানবর্দ্ধন ও শত্রুদিগকে ভৎসনা করিয়া পৃথিবী পালন কর।” এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “তুমি অবিলম্বেই পরমসুখে স্বনগরাভিমুখে গমন কর।”

অনন্তর দুঃশাসন অতি দীনমনে, গলদশ্রুনয়নে ও গদগদ বচনে ‘মহারাজ! প্রসন্ন হউন” বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত করিলেন এবং একান্ত দুঃখিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত হইয়া দুর্য্যোধনের চরণযুগল অভিষিক্ত করিল। পরে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিতেছেন, ইহা কদাচ হইবে না। যদি সমুদয় ভূমি বিদীর্ণ ও নভোমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হয়, যদি দিবাকর প্রখর প্রভা, চন্দ্রমা শীতাংশুতা ও হুতাশন উত্তাপ পরিত্যাগ করেন, যদি সমীরণ শীঘ্রগামিতাবিরহিত, হিমাচল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত ও সাগরবারি-সমুদয় শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ রাজ্যশাসন করিব না। হে মহারাজ! আপনিই আমাদিগের বংশে শত বৎসর রাজ্যপালন করিবেন।” দুঃশাসন এই বলিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক, করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া ব্যথিত-মনে কহিলেন, “কৌরব! তোমরা অজ্ঞানবশতঃ প্রাকৃত লোকের ন্যায় কেন বিষন্ন হইতেছ? নিরন্তর শোকাভিভূত ব্যক্তির শোক কদাচ অপনীত হয় না। যখন শোক হইতেই ব্যাসন উপস্থিত হইতেছে, তখন তোমরা শোক করিয়া কি বিশেষ ফললাভ করিবে? অতএব এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন কর। শোকাকুল হইয়া শত্রুগণকে আনন্দিত করিও না। পাণ্ডবেরা যে তোমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে, বিবেচনা করিলে তাহা তাহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। কেন না, তাহারা তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া পরমসুখে বাস করিতেছে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, রাজ্যান্তর্ব্বাসী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়তই রাজার প্রিয়কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। অতএব তন্নিমিত্ত সামান্য লোকের ন্যায় বৃথা শোক করা নিতান্ত অবিধেয়। তুমি প্রয়োপবেশন করিবে বলিয়া তোমার সহোদরেরা একান্ত বিষন্ন হইতেছে। এক্ষণে তুমিই উহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া পুনরায় নগরে গমন কর।”

২৪৯তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি কর্ণের সান্ত্বনা

কর্ণ কহিলেন, “হে রাজন! আদ্য নিশ্চয় জানিলাম, তুমি অত্যন্ত লঘুচেতাঃ; পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে শত্রু হইতে বিমুক্ত করিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রাজ্যান্তর্ব্বাসী ব্যক্তি ও সৈনিক-পুরুষেরা সমক্ষেই হউক অথবা অসমক্ষেই হউক, প্রাণপণে অবশ্যই প্রভুর প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে। প্রধান পুরুষেরা শত্রুসেনাকর্ত্তৃক রণস্থলে নিগৃহীত হউন বা

পরিত্যক্তই হউন, তাহাদিগকে ক্ষোভিত করিতে কখনই ত্রুটি করবেন না। তাঁহারা জনপদবাসী যুদ্ধজীব মানবগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য্যসাধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্যান্তর্ব্বাসী, তাহারা যাদৃচ্ছাক্রমে তোমাকে যে মুক্ত করিয়াছে, তন্নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে।

"হে নৃপোত্তম! যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই তোমার ভৃত্য ও সহায়স্বরূপ হইয়াছে; অতএব তুমি যে সময়ে যুদ্ধযাত্রা কর, তৎকালে যে তাহারা স্বীয় সেনাসমভিব্যাহারে তোমার অনুগমন করে নাই, ইহা কি তাহাদিগের সাধু ব্যবহার হইয়াছে? তুমি অদ্যাপি পাণ্ডবগণের রত্ন-সমূহ উপভোগ করিতেছ; কিন্তু তন্নিমিত্ত তাহারা কিঞ্চিন্মাত্রও অসুখী হয় নাই এবং দুঃখে প্রায়োপবেশনও করে নাই; অতএব এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। তাহার প্রিয়কার্য্যসাধন করা রাজ্যান্তর্ব্বাসীদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য জানিয়া পাণ্ডবেরা আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে, তন্নিমিত্ত এরূপ চিন্তিত হইবার প্রয়োজন কি?

"হে রাজেন্দ্র! যদ্যপি আমার কথা রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি তোমার চরণ-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিব। আমি তোমা ব্যতিরেকে কখন জীবনধারণ করিতে পারিব না। আর তুমি প্রায়োপবেশন করিলে অবশ্যই রাজগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে।" প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না।

২৫০তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনকে শকুনির সান্ত্বনাদান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় হইলে সুবলনন্দন শকুনি তাহাকে কহিতে লাগিলেন "হে মহারাজ! কর্ণ যে-সকল কথা কহিয়াছেন, তুমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছ, উহার সমুদয় বাক্যই ন্যায়ানুগত। তুমি কি নিমিত্ত সদুপার্জ্জিত বিপুল ঐশ্বর্য্য অকারণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছ? তুমি নিতান্ত অবোধ অথবা বৃদ্ধগণের নিকট সুদপদেশ প্রাপ্ত হও নাই। দেখ, যে ব্যক্তি সহসা সমুপস্থিত হর্ষ বা দুঃখের বেগ সংবরণ করিতে সমর্থ না হয়, সে সম্পত্তিসম্পন্ন হইলেও উদকমধ্যগত আম-পাত্রের [অদগ্ধ কাঁচামাটির পাত্র] ন্যায়। শীঘ্র বিনষ্ট হয়। রাজা সাতিশয় ভীত, ক্ষমতাশূন্য, দীর্ঘসূত্রী, প্রমত্ত, ব্যসনী ও বিষয়াসক্ত হইলে প্রজাগণ কখন তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় না। পাণ্ডবগণ তোমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছে; তদ্বিষয়ে তোমার শোক করা অনুচিত; বরং তাহাদিগের প্রত্যুপকার করাই তোমার পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর। যে বিষয়ে তোমার হর্ষ প্রকাশ ও পাণ্ডবগণের সৎকার করা উচিত, তদ্বিষয়ে তুমি শোক করিয়া নিতান্ত বিপরীতচরণ করিতেছ। এক্ষণে প্রসন্ন হও; কদাচ প্রাণ পরিত্যাগ করিও না, সন্তুষ্ট-চিত্তে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছ স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য প্রদান কর; তাহা হইলে তোমার যশ ও ধর্ম্মলাভ হইবে। তুমি অবিলম্বে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সৌভ্রাত্র সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের পৈতৃক রাজ্য প্রদান কর; তাহা হইলে পরমসুখে চিরকাল যাপন করিবে।"

মহারাজ দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য-শ্রবণানন্তর চরণতলে পতিত বিপরীতচেতাঃ দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া - সোদরস্নেহবশতঃ বাহুযুগলদ্বারা তাহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য সুহৃদগণের সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণে তাঁহার মন স্থির হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত, সমধিক নির্ব্বেদ ও ব্রীড়ার [লজ্জা] উদয় হওয়ায় নৈরাশ্য অবলম্বন করিলেন এবং দানবাক্যে কহিলেন, "কি ধর্ম্ম, কি ধন, কি সুখ, কি ঐশ্বর্য্য, কি প্রভুত্ব, কি ভোগ, কিছুতেই আমার আবশ্যকতা নাই, আমি প্রয়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, তোমরা ইহার বিরুদ্ধে কোন পরামর্শ প্রদান করিও না। সকলে একত্র নগরে প্রতি গমনপূর্ব্বক আমার গুরুগণের সেবা কর।" তাহারা দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণারন্তর পুনরায় তাঁহাকে কহিল, "মহারাজ ! আমরা আর প্রতিগমন করিব না, আমরা তোমা ব্যতিরেকে কদাচ সেই নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমার যেরূপ গতি, আমাদিগেরও সেইরূপ হইবে।"

মহারাজ দুর্য্যোধন সুহৃৎ, অমাত্য, ভ্রাতা ও স্বজনগণকর্ত্তৃক এইরূপ বহুপ্রকার অভিহিত হইয়াও আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বর্গলাভবাসনায় জলস্পর্শপুর্ব্বক শুচি হইয়া ভূতলে কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। কুশ ও চীরবসন পরিধান, বাক্যসংযম ও মনের একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া বাহ্য-ক্রিয়াসকল পরিত্যাগ করিলেন।

দুর্য্যোধনের মঙ্গলার্থ তদীয় জন্মান্তরীয় দানব-বান্ধবগণকৃত স্বস্ত্যয়ন

এই অবসরে সুরগণকর্ত্তৃক পরাজিত পাতালতলবাসী দারুণ দৈত্যদল দুর্য্যোধনকে মরণে কৃতনিশ্চয় জানিয়া ও জ্ঞাতিগণের ক্ষয় বুঝিতে পারিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য-প্রোক্ত অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্রপাঠ্যপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিল। যে সকল মন্ত্রজপসমাযুক্ত ক্রিয়া উপনিষদে অভিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সুসমাহিতচিত্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

কর্ম্ম সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে পর অদ্ভূতরূপশালিনী আজ্ঞাকারিণী এক দেবতা জৃম্ভণ করিতে করিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দানবগণ! তোমাদিগের কি করিতে হইবে?" তখন দৈত্যগণ প্রফুল্লচিত্তে কহিল, "আপনি কৃতপ্রয়োপবেশন মহারাজ দুর্য্যোধনকে এই স্থানে আনয়ন করুন।" সেই দেবতা দৈত্যগণের বাক্যে সম্মত হইয়া, নিমেষমধ্যে সুযোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া, পাতালতলে প্রবেশ করিয়া দানবগণের নিকট প্রদান করিলেন। দানবগণ দুর্য্যোধনকে সমানীত দেখিয়া রজনীযোগে সকলে একত্র সমাসীন হইয়া হৃষ্টমনে উৎফুল্ললোচনে সম্মান প্রকাশ্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

২৫১তম অধ্যায়

দানব-বান্ধবগণকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের প্রতি সান্ত্বনা

দানবেরা কহিল, "হে রাজেন্দ্র ভরতকুলশ্রেষ্ঠ সুযোধন!! আপনি প্রতিদিন মহাবলপরাক্রান্ত শূরগণে পরিবৃত হইয়া অলৌকিক বল-বিক্রম ও সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রায়োপবেশন করিলেন? দেখুন, আত্মঘাতী ব্যক্তি নিরয়গামী হয় এবং সকলে তাহার মহতী অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করে। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান পুরুষেরা কুলবিনাশন আত্মহত্যারূপ মহাপাপে কদাচ লিপ্ত হয়েন না, অতএব আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, যশ, প্রতাপ ও বীর্য্যবিনাশিনী এবং অরাতিকুলের আনন্দবর্দ্ধিনী এই দুবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আপনি প্রকৃত মনুষ্য নহেন। আপনি স্বর্গীয় মহাপুরুষ, যেরূপে আপনার কলেবর নির্ম্মিত হইয়াছে, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহার যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করুন।

"মহারাজ! আমরা পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া মহেশ্বর-প্রসাদে আপনাকে লাভ করিয়াছি, আপনার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বীজসমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ অংশ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা অভেদ্য। পশ্চিমকায় দেবী কর্ত্তৃক পুষ্পদ্বারা বিনির্ম্মিত, উহা নয়নগোচর করিলে রমণীজনের মন মোহিত হয়। এইরূপে ভগবান ভবানীপতি ও পার্ব্বতীকর্ত্তৃক আপনি নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব আপনার শরীর মানবশরীর নহে।

"দিব্যাস্ত্রবিশারদ ভগদত্তপ্রমুখ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ আপনার অরাতিকুল নির্ম্মল করিবেন, অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন, আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই, কেবল ভবদীয় সহায়তা করিবার নিমিত্তই দানবেরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য অসুরগণ

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতির শরীরে প্রবেশ করিলে তাহারা দয়াশূন্য হইয়া আপনার শত্রুগণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবেন। তখন তাঁহারা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক ও বৃদ্ধ কাহাকেও ক্ষমা করিবেন না; দারুণ দানবাবেশবশতঃ বিমোহিত হইয়া এককালে চিরপরিচিত স্নেহে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সকলকেই যুদ্ধে প্রহার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিধিনির্ব্বন্ধ দৈবপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া “আমি তোমাকে জীবিত থাকিতে পরিত্যাগ করিব না”, এইরূপ পরস্পর বাগযুদ্ধ, অনবরত অস্ত্রবর্ষণ, স্ব স্ব পুরুষকারপ্রকাশ ও শ্লাঘা করিতে করিতে শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইবেন, তদর্শনে মহাত্মা পাণ্ডবেরাও যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না; তাহা হইলে ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবল পুরুষেরা দৈববলে পাণ্ডবগণের প্রাণসংহার করিবেন। দৈত্য ও রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারাই কার্য্যকালে গদা, মুষল, শূল ও নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া আপনার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করবে।

“হে রাজন! আপনার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে অর্জ্জুন-ভয় জাগরকে রহিয়াছে আমরা তাহার নিরাকরণের সদুপায়বিধান করিয়াছি। পূর্ব্বনিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক জন্মান্তরীণ বৈর স্মরণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুন ও অন্যান্য শত্রুদিগকে পরাজিত করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুন রক্ষা করিবার নিমিত্ত কমিত্ত মহাবীর কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ অপহরণ করবেন; তন্নিমিত্ত আমরাও সংসপ্তকনামে শতসহস্র দানব তথায় নিযুক্ত করিয়াছি, তাহারাই অর্জ্জুনকে নিহত করিবে, অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন; এক্ষণে বিষাদে প্রয়োজন নাই। হে রাজন! আপনার বিষাদ হইলে আমরাও বিনষ্ট হইব; পাণ্ডবেরা যেমন দেবগণের, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি, অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করুন; আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ অন্যদিকে প্রবর্ত্তিত না হয়।” এই বলিয়া দানবেরা নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আত্মজের ন্যায় প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত ও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্থিরীকৃত করিল। পরে প্রিয়বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ‘আপনার জয়লাভ হউক’ বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। তখন যে স্থানে তিনি প্রয়োপবেশন করিয়াছিলেন, সেই দেবতা পুনর্ব্বার তথায় তাহাকে আনয়ন করিলেন এবং যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চনা করিয়া গমনের অনুজ্ঞালাভপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব।” তৎকালে তাঁহার এইরূপ বোধ হইল, যেন মহাবীর কর্ণ ও সংসপ্তকগণ পার্থসংহারার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। বস্তুতঃ পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতিপরতন্ত্র দুর্য্যোধনের বলবতী আশা এইরূপে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল, মহাবীর কর্ণ মৃত নরকাসুরের আত্মকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুনসংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সংসপ্তকগণ রাক্ষসাবেশপ্রভাবে রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হইয়া অর্জ্জুন-বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ ইহাঁরা দানবাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধন এই কথা অতি গোপনে রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মহাবীর কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া সহাস্যমুখে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "মহারাজ! জীবন পরিত্যাগ করিলে জয়লাভ হয় না, জীবিত ব্যক্তি সকল মঙ্গলেরই ভাজন হইয়া থাকেন, অতএব তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপে জয় বা মঙ্গললাভ হইবে? এক্ষণে ভয়, বিষাদ বা মরণের অবসর নাই।" মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ! তুমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর, কি নিমিত্ত অকারণে শোক করিতেছ? স্ববীর্য্যপ্রভাবে শত্রুদিগকে একান্ত সন্তাপিত করিয়া এক্ষণে কেনই বা মরণাভিলাষী হইয়াছ? অথবা যদি অর্জ্জুনের বলবীর্য্যে তোমার শঙ্কা জন্মিয়া থাকে তবে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অবিলম্বেই তাহাকে বধ করিব।"

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ ও দৈত্যগণের প্রবোধবাক্যে এবং দুঃশাসনাদির অনবরত প্রণিপাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। পরে দানবদিগের বাক্যানুসারে বুদ্ধি স্থির করিয়া সৈন্যগণকে নগরগমনে আদেশ প্রদান করিলে রথ-অশ্ব-মাতঙ্গ পদাতিক-সঙ্কুল সৈন্যসকল গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অনবরত গমন করিতে লাগিল। তখন শ্বেতছত্র, শ্বেতপতাকা ও শ্বেত চামরে শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সৈন্যমণ্ডলী সুশোভিত হইয়া উঠিল। রাজা দুর্য্যোধন অধিরাজের ন্যায় পরমরাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া শকুনি, কর্ণ ও দূত্যরত পুরুষগণের সহিত সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণ জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, অধীনস্থ সমস্ত লোক তথায় আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। দুঃশাসন প্রভৃতি রাজ-মহোদরগণ ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সহিত নানাবিধ হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অল্পকালমধ্যেই স্বীয় নগরে সমুপস্থিত হইলেন।

২৫২তম অধ্যায়

পাণ্ডব-পরাভবার্থকর্ণের কূটমন্ত্রণা

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! মহাত্মা পাণ্ডুতনয়গণের বনবাসকালে ধনুর্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ, কর্ণ, শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা সুযোধন পাণ্ডুতনয়গণ কর্ত্তৃক বিনিম্মুক্ত হইয়া হস্তিনানগরে আগমন করিলে পর কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! আমি তোমার দ্বৈতবনাগমনকালে তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, দ্বৈতীবনে গমন করা আমার সম্মত নহে। তুমি আমার বাক্য অবহেলন করিয়া তথায় গমন করিলে, শত্রুগণ বলপূর্ব্বক তোমাকে আক্রমণ করিল, ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ অরাতিহস্ত হইতে তোমাকে বিমুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে কি তোমার লজ্জার লেশমাত্রও হয় নাই? সূতপুত্র কর্ণ তোমার ও তোমার সৈন্যসমূহ সমক্ষেই গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে ভীত হইয়ারণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। ইহাতে তুমি মহাত্মা পাণ্ডুতনয়গণ ও দুর্ম্মতি সূতপুত্রের পরাক্রম স্পষ্টই অবগত হইয়াছ।

দুরাত্মা সূতপুত্র কি ধনুর্ব্বেদ, কি শৌর্য্য, কি ধর্ম্ম কিছুতেই পাণ্ডবগণের চতুর্থাংশভাগী নহে। অতএব এই কুলের বৃদ্ধির নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করা আমার মতে শ্রেয়স্কর।'

করিতে করিতে শকুনি সমভিব্যাহারে তথা হইতে সহসা প্রস্থান করিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণ তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলাগ্রগণ্য ভীষ্ম তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম স্বস্থানে গমন করিলে পর নরপতি দুর্য্যোধন মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে পুনরায় তথায় আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "দেখ, কিরূপে আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে, কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, আর সেই কার্য্য কিরূপেই বা সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয়ক পরামর্শ করি।"

কর্ণ কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! আমি যাহা কহিতেছি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ভীষ্ম সতত আমাদের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তোমার দ্বেষ করিলেই আমার দ্বেষ করা হয়। তিনি সততই তোমার সমীপে আমার নিন্দা করেন। তিনি তোমার সমক্ষে যে পাণ্ডবগণের যশঃকীর্ত্তন ও তোমার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। হে রাজন! তুমি অনুমতি কর, আমি ভৃত্য, বল ও বাহন লইয়া শৈল-কাননসমবেত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিব, বলশালী পাণ্ডবেরা চারিজনে সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিল; আমি একাকী তাহা সম্পন্ন করিব। যে কুরুকুলাধম ভীষ্ম সতত অনিন্দ্যব্যক্তির নিন্দা ও অপ্রশংস্য ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া থাকে, সে অদ্য আমার বল-বিক্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে নিন্দা করুক। হে রাজন! তুমি অনুমতি কর, আমি আয়ুধ গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট সত্য করিতেছি, নিশ্চয় তোমার জয়লাভ হইবে।"

নরপতি দুর্য্যোধন কর্ণের বচন-শ্রবণানন্তর পরামপ্রীত হইয়া কহিলেন, "অঙ্গরাজ! তুমি আমার হিতকার্য্যে নিরত হওয়াতে আমি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম, অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল। যখন তুমি সমুদয় শত্রুনিধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তখন স্বচ্ছন্দে দিগ্বিজয়ে গমন করিতে প্রবৃত্ত হও, আর আমাকে সদুপদেশ প্রদান কর।"

মহাবীর কর্ণ ধীমান দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যাত্রিক-সমুদয়কে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন এবং শুভ তিথি, নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে স্নাতক ও ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ ও রথে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। তখন তাঁহার রথনির্ঘোষে সচরাচর ত্রৈলোক্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

২৫৩তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনপ্রিয়কামী কর্ণের দিগ্বিজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবীর কর্ণ সৈন্যমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া রমণীয় দ্রুপদ-নগরী রোধ ও দ্রুপদ রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট করস্বরূপ রজত ও বিবিধ রত্নজাত গ্রহণ করিলেন। পরে দ্রুপদরাজের অনুচর রাজগণকে বশংবদ ও করপ্রদ করিয়া

উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তত্রস্থ সমস্ত নৃপতিকে বশীভূত ও মহারাজ ভগদত্তকে পরাজিত করিলেন। পরে হিমাচলে আরোহণপূর্ব্বক তত্রস্থ পার্ব্বত্য রাজাদিগকে পরাজিত ও করপ্রদ করিয়া সত্বর তথা হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর পূর্ব্বদিগ্বিভাগে যাত্রা করিয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক মিথিল, মাগধ কর্কখণ্ড, আবশীর যোধ্য ও অহিচ্ছত্র এই কয়েকটি প্রদেশকে আপনার রাজ্যান্তর্গত করিলেন। পরে বৎসভূমি অধিকার করিয়া কেবলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরা ও কোশলবাসী ভূপালদিগের নিকট জয়লাভপূর্ব্বক কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাজ রুক্মীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত রুক্মী কর্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "হে রাজন! আপনার বলবিক্রমে পরমপ্রীতি ও প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনার আর বিঘ্নানুষ্ঠান করিব না। প্রতিজ্ঞা পালন করিলাম, এক্ষণে প্রীতিপূর্ব্বক আপনার ইচ্ছানুরূপ সুবর্ণ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন।" তখন মহাবীর কর্ণ করগ্রহণপূর্ব্বক রুক্মিসমভিব্যাহারে পাণ্ড্য ও শৈলদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে মহীপতি কেরল, নীল, বেণুদারিতনয় এবং অন্যান্য দক্ষিণাত্য রাজাদিগকে পরাজিত ও করপ্রদ করিলেন।

অনন্তর মহীপাল শিশুপালের পুত্র-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পার্শ্বস্থ ভূপালগণকে পরাজিত করিলেন। পরে সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক অবন্তিদেশীয়দিগকে বশীভূত করিলেন এবং বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া যবন, বর্ব্বর প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া করগ্রহণ করিলেন। অনন্তর ম্লেচ্ছ, ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, শশক, নগ্নজিৎ প্রভৃতি আটবিক [অরণ্যদেশনিবাসী] ও পার্ব্বত্যগণকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তিনি পর্ব্বত, বন ও সাগর-সমবেত দেশ, পত্তন, নগর, জলপ্রায় প্রদেশ ও দ্বীপসম্পন্ন পৃথিবী অল্পকালমধ্যেই অধিকৃত এবং ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া প্রভূত ধন গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলে রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া নগর মধ্যে তাঁহার দিগ্বিজয়ীসংবাদ প্রচারিত করিয়া দিলেন ও প্রীতমনে কহিলেন, "হে কর্ণ তোমার মঙ্গল হউক। বাহ্লিক, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে যে কার্য্য প্রাপ্ত হই নাই, অদ্য তাহা তোমা হইতেই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিলাম। অধিক কি, তুমি আছ বলিয়া আমি সনাথ হইয়াছি। পাণ্ডবেরা বা অন্য উন্নতিশালী রাজগণ তোমার ষোড়শী কলারও উপযুক্ত নহে। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র অদিতিকে ভক্তিভাবে নিরীক্ষণ করেন, তেমনি তুমি যশস্বিনী গান্ধারী ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিবে।"

অনন্তর হস্তিনা-নগরে মহাকোলাহল ও হাহাকার [কর্ণকৃত কার্য্যে পাণ্ডব-বৈর বদ্ধমূল হওয়ার সম্ভাবনা-হেতু হাহাকার রব] শব্দ উত্থিত হইল; কেহ কেহ কর্ণকে প্রশংসা, কেহ কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল; কোন কোন রাজা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এদিকে কর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া গান্ধারী ও তাঁহাকে সন্দর্শন এবং তাঁহাদিগের পদবন্দন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিপূর্ব্বক কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া

গমনের অনুমতি করিলেন। হে মহারাজ! শকুনি তদবধি মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিল যে, মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

২৫৪তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের রাজসূয়ানুকরণে দুর্য্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সূতপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "দুর্য্যোধন! এই ভূমণ্ডলমধ্যে তোমার শত্রু আর কেহই নাই। এক্ষণে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী পালন কর।"

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "অঙ্গরাজ! তুমি যাহার সহায়, যাহার প্রতি অনুরক্ত এবং যাহার কার্য্যসাধনে সতত সমুদ্যত তাহার কিছুই দুর্লভ নাই। এক্ষণে আমার এক অভিপ্রায় আছে, শ্রবণ কর। পাণ্ডুনন্দনের রাজসূয় যজ্ঞ-দর্শনাবধি উহার অনুষ্ঠানে আমারও স্পৃহা হইয়াছে; অধুনা তুমি আমার সেই অভিলাষ সম্পাদন কর।"

মহাবীর কর্ণ কহিলেন, "হে রাজন! এক্ষণে সমুদয় ভূপতিই তোমার বশীভূত হইয়াছেন, অতএব তুমি দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞোপকরণ-সমুদয় আহরণ কর। বেদপারগ ঋত্বিকগণ আসিয়া সুচারুরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। হে মহারাজ! তুমি বহুবিধ অন্ন, পান ও অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাযজ্ঞ আরম্ভ কর।"

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য-শ্রবণানন্তর স্বীয় পুরোহিতকে আনয়নপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! আপনি আমার নিমিত্ত বিপুলদক্ষিণ মহাক্রতু রাজসূয়ের যথাবিধি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।"

পুরোহিত দুর্য্যোধনকে শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে আপনাদের বংশে কেহই রাজসূয়ানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষতঃ আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিতে রাজসূয়ানুষ্ঠান করা আপনার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ। হে মহারাজ! রাজসূয়-যজ্ঞের সদৃশ আর এক মহাসত্র আছে, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। যে সমুদয় ভূপতি আপনার করপ্রদ হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা আপনাকে সুবর্ণ প্রদান করুন। আপনি সেই সুবর্ণসমূহদ্বারা লাঙ্গল প্রস্তুত করাইয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন এবং তথায় যথাশাস্ত্র প্রভূতান্নসম্পন্ন সুসংস্কৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। এই সৎপুরুষসম্পাদ্য যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব-যজ্ঞ। বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই পূর্ব্বে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। এই যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞের সমকক্ষ। ইহা আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর, ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। আপনার আশা সফল ও এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

মহীপতি দুর্য্যোধন পুরোহিতবাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ, শকুনি ও স্বীয় ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "দেখ, ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, উহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, তোমাদের মত কি?" তখন কর্ণ প্রভৃতি সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। পরে মহারাজ

দুর্য্যোধন শিল্পীগণকে সুবর্ণ লাঙ্গল প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিবামাত্র অনতিকাল মধ্যেই সমুদয় দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

২৫৫তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনযজ্ঞে পাণ্ডবগণের নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! তখন সমুদয় শিল্পী, অমাত্যগণ এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর দুর্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! মহামূল্য সুবর্ণময় লাঙ্গল ও যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্য-সমূহ প্রস্তুত এবং শুভ সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে।” মহারাজ দুর্য্যোধন ইহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিতে অনুমতি করিলে পরে সেই ক্রতু যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন স্বয়ং শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারী সাতিশয় প্রহৃষ্টমনে ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণসমূদয়ের নিমন্ত্রণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে শীঘ্রগামী দূতসকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দূতগণ তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় দুঃশাসন উহাদের মধ্যে একজনকে কহিলেন, “হে দূত! তুমি দ্বৈতবনে গমনপূর্ব্বক পাপাত্মা পাণ্ডব ও তত্রস্থ বিপ্রসমুদয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।”

দূত দুঃশাসনের আজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল, “হে মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন স্ববীর্য্যার্জ্জিত অর্থজাতদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, যাবতীয় ভূপতি ও ব্রাহ্মণসকল তথায় আগমন করিতেছেন। কৌরবকুলগ্রণী নরনাথ দুর্য্যোধন আপনাকে আমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তাহার মানস যে, আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন করেন।”

মহারাজ যুধিষ্ঠির দূতের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিলেন, “আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহারাজ দুর্য্যোধন যে অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা পরমসৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু আমরা এক্ষণে কোনমতেই তথায় যাইতে পারিব না। আমাদিগকে অবশ্যই ত্রয়োদশ বর্ষ নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে।”

ধর্ম্মরাজের বাক্যাবসান হইলে মহাবলপারাক্রান্ত ভীমসেন কহিলেন, “হে দূত! তুমি দুর্য্যোধনের সমীপে শীঘ্র গিয়া বল যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রাগ্নির মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিবেন, সেই সময় তাহার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎকার হইবে। আর যখন ইনি সমরানলদগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধহবিঃ নিক্ষেপ করিবেন, তৎকালে আমিও তথায় গমন করিব।” মহাবীর বৃকোদর এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন; অন্যান্য পাণ্ডবগণের কেহই কোন কটুক্তি করিলেন না। তখন দূত তথা হইতে দুর্য্যোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

অনন্তর নানা জনপদের অধিপতি ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ-সমুদয় হস্তিনানগরে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যথাবিধি পূজিত হইয়া পরামপ্রীত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া পরম পরিতুষ্ট-চিত্তে বিদুরকে কহিলেন, “হে ক্ষত্তঃ! যজ্ঞসদনে সমাগত সমুদয় লোক যাহাতে উত্তমরূপে ভোজন করিতে পায়, শীঘ্র

তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর।” মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যথাবিধি অন্ন, পান, গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ প্রকার বস্ত্রদ্বারা সর্ব্ববর্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সমাগত ভূপতিবর্গের অবস্থানের নিমিত্ত উত্তমোত্তম গৃহ-সমুদয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। পরিশেষে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর তাহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন প্রদান ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক বিদায় করিয়া ভ্রাতৃগণ, কর্ণ ও শকুনিসমভিব্যাহারে হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

২৫৬তম অধ্যায়

অর্জ্জুনবধে কর্ণের প্রতিজ্ঞা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর স্তুতিপাঠকেরা রাজা দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল; অভ্যাগত লোকে তাঁহার মস্তকোপরি মাঙ্গলিক লাজাঞ্জলি [মুঠো মুঠো খই] ও চন্দনচুর্ণ নিক্ষেপ করিয়া স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভূপালেরা কহিলেন, “মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।” উন্মত্তেরা কহিল, “আপনার যজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য হয় নাই; বলিতে কি, ইহা তাহার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে।” সুহৃজ্জনেরা কহিল, “ইহার সদৃশ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।”

ভ্রাতৃপরিবৃত দুর্য্যোধন এইরূপ প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পিতামাতার পদবন্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ প্রভৃতি নমস্যাদিগকে নমস্কার ও অনুজবর্গের প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর কর্ণ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে, কিন্তু যখন পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিয়া মহাসমারোহে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তৎকালে আমি তোমাকে সমুচিত সৎকার করিব, সন্দেহ নাই।” রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে বীর! তুমি কি সত্যই কহিতেছ, আমি দুরাত্মা পাণ্ডবদিগকে সংহার করিয়া মহাক্রতু রাজসূয় সম্পন্ন করিলে তুমি আমাকে সৎকার করিবে?

এই বলিয়া তিনি মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রাজসূয়যজ্ঞের কথা উত্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্বস্থ কৌরবদিগকে কহিলেন, “হে কৌরবগণ! আমি পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া কবে রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান করিব?”

তখন কর্ণ কহিলেন, “মহারাজ! আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া পাদধাবন বা জলগ্রহণ করিব না; আজি অবধি আসুরব্রত [সূরাপানত্যাগরূপ ব্রত] ধারণ করিব। কোন অর্থী আসিয়া আমার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে কদাচ পরাঙ্মুখ করিব না।”

কর্ণের অর্জ্জুনবধ-প্রতিজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ

তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা মহাবীর কর্ণের অর্জ্জুনবন্ধ-প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মনে করিল, যেন তাহারা পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে। অনন্তর

রাজা দুর্য্যোধন অন্যান্য মহীপালগণকে বিদায় করিয়া অনুজবর্গের সহিত স্ব স্ব বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা দূতমুখে দুর্য্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন, এই অবসরে এক দূত উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের অর্জ্জুনবধপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইল। ধর্ম্মরাজ তাহা শুনিবা মাত্র মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণের একান্ত দুর্ভেদ্য কবচের বিষয় চিন্তা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন আপনাদিগের দুর্ব্বিষহ ক্লেশপরম্পরা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে শান্তিরস এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি সেই দুরন্ত হিংস্র ও শ্বাপদসমাকীর্ণ দ্বৈতবন-পরিত্যাগের কল্পনা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন অনুজবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া এই সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি দান ও ভোগদ্বারা ধনের সার্থকতা সম্পাদন হইয়া থাকে বলিয়া প্রতিনিয়ত প্রাণপণে নৃপতিগণের প্রিয়সম্পাদন ও ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা বিপ্রদিগের তুষ্টিসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘোষযাত্রাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৫৭তম অধ্যায়

মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনগণ দুর্য্যোধনকে মোচন করিয়া পরিশেষে সেই বনমধ্যে কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা রজনীযোগে ধর্ম্মানন্দন যুধিষ্ঠির নিদ্রাবসানের পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কতকগুলি মৃগ বাষ্পকণ্ঠে কম্পান্বিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে? কি নিমিত্ত এ স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছ? যাহা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, বল।” মৃগের যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল, “হে মহারাজ! আমরা মৃগ; এই দ্বৈতবন আমাদের আবাসস্থান। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত আপনার ভ্রাতৃগণ অত্রত্য মৃগগণকে প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন; কেবল আমরা কয়েকটি অবশিষ্ট আছি। অতএব আপনি স্থানান্তরে গিয়া বাস করুন; আমাদিগকে এককালে সমূলে উৎসন্ন করিবেন না। এক্ষণে আমরা এই বনের মৃগ বৃদ্ধির বীজভূত হইয়াছি; যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে পুনরায় আমাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়।”

স্বপ্নদৃষ্ট মৃগবাক্যে যুধিষ্ঠিরের দ্বৈতবন-ত্যাগ

সর্ব্বভূতহিতকারী যুধিষ্ঠির সেই হতাবিশিষ্ট মৃগগণকে সাতিশয় বিত্রস্ত ও কম্পিত-কলেবর নিরীক্ষণপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, “হে মৃগগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিব।”

রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপ্ন দর্শনানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রতিবুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "আজি যামিনীযোগে আমি স্বপ্নে নিরীক্ষণ করিলাম, যেন অত্রত্য মৃগগণ আমার নিকটে আসিয়া কহিতেছে, "হে মহারাজ! আমরা অধুনা অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি; অতএব আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন।" হে ভ্রাতৃগণ! তাহারা যথার্থ কহিয়াছে; বনবাসিগণের প্রতি দয়া করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের বনবাসের আর এক বৎসর আট মাস অবশিষ্ট আছে; ঐ সময় আমাদিগকে মৃগমাংসও উপযোগ [ভক্ষণ] করিতে হইবে; অতএব আইস, আমরা মরুভূমির প্রান্তস্থিত তৃণবিন্দুসরোবর-সমীপবর্ত্তী সেই পরামরমণীয় কাম্যাকবনে গমনপূর্ব্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করি।"

ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য সমভিব্যাহারী লোক এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ ভৃত্যবর্গসমভিব্যাহারে বিবিধ অন্নপানীয়সম্পন্ন পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কাম্যাককানন নয়নগোচর করিলেন। যেমন সুকৃতি ব্যক্তিরা স্বর্গে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মৃগাস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৫৮তম অধ্যায়

রীহিদ্রোণিকপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহু ক্লেশে অরণ্যবাসে একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং অনির্দ্দিষ্টকাল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এইরূপ অনুধ্যান করিয়া অনায়াসলভ্য বন্য ফলমূল ভক্ষণপূর্ব্বক দিনপাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বকর্ম্মদোষজনিত ভ্রাতৃগণের দুঃখ, দূতসম্ভূত শত্রুগণের দৌরাত্ম্য ও কর্ণের অতি পরুষবাচন স্মরণ করিয়া শল্যাহত-হৃদয়ের ন্যায় সুখে রজনীতে নিদ্রিত হইতেন না। প্রত্যুত রোষাবেশপ্রভাবে ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী ইহারা বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এই ভাবিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সেই দুর্ব্বিষহ দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কলেবর উৎসাহ, চেষ্টা ও অমর্ষপ্রভাবে যেন অন্য প্রকার বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপ কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা সত্যবতীসূত ভগবান ব্যাস পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। মহাতপাঃ ব্যাস আসনে আসীন হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরও প্রণাম করিয়া তাহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন।

যুধিষ্ঠির সমীপে ব্যাসাগমন-বিবিধ উপদেশপ্রদান

অনন্তর সত্যবতীনন্দন ব্যাস স্বীয় পৌত্রগণকে বন্য ফলমূলাহারী ও নিতান্ত কৃশকায় নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পগদগদ বচনে কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! তপানুষ্ঠান না করিলে কদাচি সুখলাভ হয় না। মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু

অনন্ত সুখসম্ভোগে কেহই সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রজ্ঞ লোক উন্নতিলাভে হৃষ্ট ও হীনদশায় কোনক্রমে বিষণ্ণ হয়েন না; অতএব উপস্থিত সুখ দুঃখ সমভাবে বোধ করিবে। যাদৃশ কৃষক শস্যের সময়প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ সকলেরই অবসর প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

"হে যুধিষ্ঠির! তপস্যা অপেক্ষা সার পদার্থ আর নাই। তপস্যা হইতে পরম সুখলাভ হয়; তপস্যাপ্রভাবে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইতে পারে। সত্য, সরলতা, অক্রোধ, সংবিভাগ, দম, শম, অনসূয়া, অহিংসা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়সংযম এই কয়েকটি গুণ মনুষ্যের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। সৎপথাবরোধী অধর্ম্মরুচি মনুষ্যেরা কদাচি সুখলাভ করিতে পারে না। ইহলোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য তপস্যা ও নিয়মে নিরন্তর নিরত থাকিবে। প্রদানকাল উপস্থিত হইলে বিগত মৎসর হইয়া প্রফুল্ল-মনে অর্থীকে পূজা প্রণামপূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে দান করিবে।

"সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে দীর্ঘায়ু ও সরল হইয়া থাকে; অক্রোধী ও অসূয়াশূন্য মনুষ্য পরমনির্ব্বাণ লাভ করে। দান্ত ও শান্তিপর হইলে নিরন্তর সুখস্বচ্ছন্দতালাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দমনশীল ব্যক্তি সংবিভাগকর্ত্তা, দাতা, অহিংসক ও ভোগসম্পন্ন, সে পরম আরোগ্য লাভ করে। অন্যের সম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া সন্তপ্ত হন না। যে ব্যক্তি সম্মানার্হ মনুষ্যকে সম্মান করিয়া থাকে, মহৎকুলে তাহার জন্ম হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কদাচ ব্যসনী হয়েন না। যিনি সর্ব্বদা শুভবিষয়ের পক্ষপাতী, তিনি কালকৃত দেহাবসানে কল্যাণমতি হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়েন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবান! পরলোকে দান, ধর্ম্ম ও তপস্যার কি কি গুণ লাভ হয় এবং দুষ্কর কর্ম্মই বা কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।" ব্যাসদেব কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! পৃথিবীতে দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নাই। লোকের অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী, অর্থও অতিকষ্টে লাভ হইয়া থাকে। দেখ, মনুষ্য ধনলাভে লোলুপ হইয়া প্রিয়তর প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগর ও অরণ্যে প্রবেশ করে; কেহ কেহ কৃষি ও গোরক্ষণে নিযুক্ত হয়, কেহ বা দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ দুঃখোপার্জ্জিত ধন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। বিশেষতঃ ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রদান করা সাতিশয় সুকঠিন। যে ব্যক্তি অন্যায়তঃ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সম্পদান করে, সেই দান তাহাকে মহৎ পাপভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যথার্থ অবসরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অর্থীকে ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিলে তাহার অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে।"

২৫৯তম অধ্যায়

মহর্ষি মুদ্‌গলের উপাখ্যান

ব্যাস কহিলেন, "হে ধর্ম্মানন্দন! মহর্ষি মুদগল এক দ্রোণব্রীহি প্রদান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটি পুরাতন ইতিহাস আছে, শ্রবণ কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহর্ষে মহাত্মা মুদগল কিরূপে ব্রীহিদ্রোণ প্রদান করেন এবং কোন বিধান অবলম্বনপূর্ব্বক কাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, সকল-ধর্ম্মভিজ্ঞ ভগবান ঈশ্বর যে মহাত্মার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আমার মতে সার্থকজন্মা।

ব্যাস কহিলেন, "কুরুক্ষেত্রে সত্যবাদী অসূয়াশূন্য জিতেন্দ্রিয় মুদগলনামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন। তিনি শীল উঞ্ছ[কৃষকের কর্ত্তিতাবশিষ্ট কণামাত্র পরিত্যক্ত ধান্যের সংগ্রহ]-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ, অতিথি-সৎকার ও অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। ঐ মহর্ষি ইষ্টীকৃত ও দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিয়ত তৎপর থাকিতেন; তিনি কপোতবৃত্তি [অত্যল্প মাত্র সংগ্রহপ্রবৃত্তি] অবলম্বন করিয়া এক পক্ষে এক দ্রোণবীহি উপার্জ্জন করিতেন এবং পক্ষান্তে তদ্বারা দেবতা ও অতিথিগণের পূজা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, পুত্রকলাত্র-সমভিব্যাহারে তাঁহাই উপযোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ত্রিভুবনাধীশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত প্রতিপর্ব্বে মহর্ষি-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি মুদগল প্রতিপর্ব্বে প্রফুল্লান্তঃকরণে বিশুদ্ধ-ভাবে অতিথিগণকে অন্নদান করিতেন বলিয়া অতিথিগণ সমাগত হইবামাত্র তাঁহার ব্রীহিদ্রোণ বর্দ্ধিত হইত; সুতরাং তিনি অনায়াসেই শত শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন।

"মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরমধার্ম্মিক ব্রতপরায়ণ মুদগলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর ও কেশবিহীন হইয়া বিবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে মহর্ষি মুদগলের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! আমি অন্নার্থী হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।" মহর্ষি মুদগল অকপট ভক্তি-সহকারে সেই উন্মত্তবেশধারী ক্ষুধিত দুর্ব্বাসাকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। সাতিশয় ক্ষুধিত দুর্ব্বাসা ক্রমে ক্রমে মুদগলের গৃহস্থিত সমুদয় অন্ন ভক্ষণ করিলেন। ভোজনাবসানে উচ্ছিষ্ট অন্ন সমুদয় অঙ্গে লেপনপূর্ব্বক স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি তাহার পর-পর্ব্বাহেও তথায় আগমনপূর্ব্বক সমুদয় অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

দানপুণ্যে মুদগলের স্বর্গগমনবিধান

"মহর্ষি মুদগল নিরাহারে পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে পুনরায় উঞ্ছবৃত্তি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কি ক্ষুধা, কি ক্রোধ, কি মাৎসর্য্য, কি অবমাননা, কি সম্ভ্রম, কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষুণ্ন করিতে পারিল না। তিনি এইরূপে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিহারপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তির অনুশীলন করিতে লাগিলেন। মহাতপঃ দুর্ব্বাসাও পর্ব্বে পর্ব্বে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার সমুদয় অন্ন ভক্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্রমে ক্রমে ছয়বার মুদগলের সমস্ত অন্ন ভোজন করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ নিরীক্ষণ করিলেন না; প্রত্যুত সতত তাঁহাকে বিশুদ্ধমনাই দেখিতেন।

"তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরমপ্রীত হইয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন মুদগল! ইহলোকে তোমার সমান মাৎসর্য্যবিবর্জ্জিত দাতা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। হে মহর্ষে ক্ষুধা ধর্ম্ম জ্ঞান ও ধৈর্য্য নাশ করে; রসনা রসের দিকেই সতত ধাবমান হয়; প্রাণ আহার প্রভাবেই দেহে অবস্থান করে; মন অতিচঞ্চল, দুর্নিবার, তাহাকে বশীভূত করা অতি কঠিন। ইন্দ্রিয়গণ ও

মনের একাগ্রতাই তপস্যা; তাহা কেবল তোমাতেই বিদ্যমান দেখিতেছি। হে মহাত্মন! শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্য পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু তুমি অনায়াসেই তাহা করিতেছ। আমি তোমার সহিত একত্র মিলিত হইয়া পরমপ্রীতি ও অনুগৃহীত হইলাম। ইন্দ্রিয়সংযম, ধৈর্য্য, সংবিভাগ, দম, শম, দযা, সত্য ও ধর্ম্ম এই সমুদয়ই তোমাতে বর্ত্তমান আছে। তুমি কর্ম্মদ্বারা সমুদয় লোক জয় এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছ। স্বর্গবাসীরাও তোমার যশঃকীর্ত্তন করিতেছেন, তুমি অচিরাৎ সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে।"

স্বর্গগমনে মুদগলের অনিচ্ছা!

"মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই কথা কহিবামাত্র এক দেবদূত হংসসারসযুক্ত কিঙ্কিণীজালজড়িত কামচারী বিচিত্র বিমান লইয়া মহাতপাঃ মুদগলের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, "হে মহর্ষে। আপনার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, আপনি স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে এই বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইহাতে আরোহণ করুন।"

"মহর্ষি মুদগল দেবদূতের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিলেন, "হে দেবদূত! তুমি স্বর্গনিবাসিগণের গুণ, তপস্যা, নিয়ম, সুখ এবং দোষই বা কিরূপ, ইহা কীর্ত্তন কর। কুলোচিত সৎপুরুষগণ সাধুদিগের মিত্রকে সপ্তপদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি এ বিষয়ে কর্ত্তব্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর, আমি তোমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব তাহাতে সন্দেহ নাই।"

২৬০তম অধ্যায়

মুদগলসমীপে দেবদূতকর্ত্তৃক স্বর্গের গুণদোষ-বর্ণন

"দেবদূত কহিল, 'মহর্ষে আপনি বুদ্ধিমান হইয়াও অবোধের ন্যায় কি নিমিত্ত স্বর্গসুখ উত্তম বলিয়া তাহার বহুমান করিতেছেন না? স্বর্গলোক উপরিভাগে অবস্থিত, তথায় নিরন্তর দেবযান

সকল গমনাগমন করিতেছে; সে স্থানে তপোবলবিহীন যজ্ঞানুষ্ঠানবিবর্জ্জিত মিথ্যাভিরত নাস্তিকেরা গমন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধার্ম্মিক, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, নির্ম্মাৎসর, ধ্যান ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং সমরপ্রিয় মহাবীর, তাঁহারাই শমদমমূলক অনুত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সৎপুরুষগণ-নিষেবিত পবিত্র লোক প্রাপ্ত হয়েন।

'স্বর্গে দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ইঁহাদিগের কামফলপ্রদ অনেকানেক লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ-যোজনবিস্তৃত হিরন্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দন প্রভৃতি অনেকানেক পবিত্র পরমরমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে; সেই স্থান পুণ্যবান লোকদিগের বিহারভূমি; তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোনপ্রকার অশুভ অনুভূত হয় না। সর্ব্বদাই পরমরমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বেগে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। সে স্থানে শ্রুতিসুখাবহ শব্দ শ্রবণ ও মন মোহিত করিতেছে। তথায় শোক, তাপ, জরা ও আয়াসের লেশ নাই। হে মুনীন্দ্র! লোকে স্বোপার্জ্জিত সুকৃতফলে সেই সর্ব্বসুখাস্পদ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথায় গমন করিলে কর্ম্মজ তৈজস শরীর সমুদ্ভূত হয়; পিতৃ-মাতৃজ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না; তথায় স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, দুর্গন্ধ ও রজঃ প্রভৃতি বস্তুদ্বারা বস্ত্র অপবিত্র বা মলিন হয় না। তত্রত্য লোকদিগের দিব্যগন্ধযুক্ত মনোহর মাল্যদাম ম্লান হয় না; তাঁহারা সর্ব্বদা বিমানদ্বারা গমনাগমন করেন; ঈর্ষ্যা, শোক ও শ্রমজনিত ক্লেশের লেশও অনুভব করেন না এবং নির্ম্মৎসর ও মোহবিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন। হে মুনিপুঙ্গব! ঈদৃশ লোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লোক আছে; এইরূপে অশেষগুণসম্পন্ন অনেকানেক দিব্যলোক উপর্য্যুপরি অবস্থিতি করিতেছে।

"তথায় পূর্ব্বদিকে শুভাস্পদ তেজোময় ব্রহ্মলোক অবস্থিত। সেখানে পবিত্র স্বভাব ঋষিগণ স্ব স্ব শুভকর্ম্মফলে গমন করেন; তথায় ঋভুনামে দেবগণ আছেন, তাঁহাদিগের লোক সর্বোৎকৃষ্ট, দেবতারাও তাঁহাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রভা-সম্পন্ন; সকলের অভীষ্ট-ফলপ্রদ; তাঁহাদিগের স্ত্রীকৃত তাপ নাই, ঐশ্বর্য্যজনিত মাৎসর্য্যও নাই। তাঁহারা আহুতিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও অমৃতভোজন করেন না, তাঁহাদিগের শরীর দিব্য ও অনির্ব্বচনীয়, কোন প্রকার আকৃতি বা মূর্ত্তি নাই; তাহাঁরা দেবদেব ও সনাতন, তাঁহাদের সুখকামনা নাই, কল্প পরিবর্ত্তিত হইলে তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হয়েন না, নিরন্তর একভাবেই থাকেন। তাঁহাদিগের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোক, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ নাই; এই দুষ্প্রাপ্য পরমগতি দেবতাদিগেরও অভিলষণীয়; তাহা বিষয়বাসনানিরত জনগণের অগম্য। মনীষিগণ বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক দানাদিদ্বারা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোক প্রাপ্ত

হয়েন। আপনি লোকাতিশায়িনী বদান্যতাপ্রভাবে এই পরমসুখাবহ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া সুকৃতিলব্ধ সদগতি উপভোগ করুন।

'হে বিপ্রেন্দ্র! স্বর্গের সুখ ও নানাবিধ লোকের বর্ণন করিলাম এবং স্বর্গের গুণসমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

'লোকে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, কিন্তু অন্য কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না; সুতরাং পুণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় যে অধঃপতন হয়, ইহা আমার মতে মহাদোষ। কারণ, বহুদিবস সুখে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে দুর্গতিলাভ করিলে তাহা সাতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। অন্যের অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া অমরলোকস্থ জনগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, ইহা অপেক্ষা ক্লেশজনক আর কি আছে? কণ্ঠবিলম্বিত মাল্য ম্লান হইলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং পতনকালে তিনি রজোগুণাক্রান্ত ও তাঁহার বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া যায়। ব্রহ্মভবন পর্যন্ত এই সমস্ত দারুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুরলোকবাসে লক্ষ লক্ষবিধ গুণসমূহ লক্ষিত হয়, কিন্তু স্বর্গভ্রষ্ট মনুষ্যদিগের এই একমাত্র গুণ দৃষ্ট হয় যে, তাহারা অন্য কোন অধম গতি প্রাপ্ত না হইয়া অতীত শুভদৃষ্ট স্মরণ ও অনুতাপপূর্ব্বক কেবল মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহাভাগ সে স্থানেও সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন; কিন্তু যদি সম্যক বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য না করেন, তাহা হইলে পরিশেষে তিনি নীচতা প্রাপ্ত হয়েন; কারণ, পৃথিবী কর্ম্মভূমি, আর স্বর্গ ফলভূমি; ইহলোকে কর্ম্মকরিলে পরলোকে তাহার ফলভোগ হয়। হে মহর্ষে! আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর বিলম্ব করিতে পারি না, অতএব অনুমতি করুন, আমি স্বচ্ছন্দে গমন করি।"

"মুনিবার এই কথা শ্রবণানন্তর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন, "হে দেবদূত! তুমি যে মহাদোষ কীর্ত্তন করিলে, তাহাই আমার আবশ্যক; স্বর্গে বা সুখে প্রয়োজন নাই। স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পুনরায় নরলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় এবং দারুণ দুঃখ ও পরিতাপ সহ্য করিতে হয়; এই নিমিত্ত আমি স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা করি না। যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। এবং শোক, দুঃখ ও মনস্তাপ থাকে না, আমি প্রাণপণে সেই স্থানের অন্বেষণ করিব।"

মুদগলের মুক্তি

"দেবদূত কহিল, 'ব্রহ্মসদনের উর্দ্ধে পরমোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সনাতন জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুপদ আছে, লোকে উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন। হে বিপ্র! সে স্থানে দম্ভ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও বিষয়বাসনাপরায়ণ পুরুষেরা গমন করিতে পারে না। নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্ধন্দ্ব, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান ও যোগ-নিরত মানবেরাই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয়েন।'

"অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিবর দেবদূতকে বিদায় করিয়া উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অনুত্তম শমগুণ আশ্রয় করিলেন। তখন তাঁহারা নিন্দা ও স্তুতিবাদ এবং লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ সহকারে ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং তিনি ধ্যানযোগবলে পরমপুরুষার্থ শাশ্বত

মুক্তিপদ লাভ করিলেন। অতএব হে কৌন্তেয়! রাজ্যচ্যুত হইয়াছ বলিয়া তোমার শোক করা অনুচিত; তুমি তপোবলে পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হইবে, তন্নিমিত্ত চিন্তা কি? দেখ, সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের বিগমে সুখভোগ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পৈতৃক রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে; অতএব মনোদুঃখ দূর কর।" ভগবান মহামুনি ব্যাস এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

ব্রীহিদ্রোণিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৬১তম অধ্যায়

দ্রৌপদীহরণপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! মহাত্মা পাণ্ডবগণ অরণ্যমধ্যে মুনিগণ-সমভিব্যাহারে বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে চিত্তবিনোদনপূর্ব্বক দ্রুপদ-নন্দিনীর ভোজন পর্য্যন্ত আদিত্যপ্রদত্ত অক্ষয়ান্নে ও নানাবিধ আরণ্যক মৃগমাংসে অন্নার্থী ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সময়াতিপাতে প্রবৃত্ত হইলে কর্ণ, শকুনি ও দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

দূর্য্যোধনসমীপে দুর্ব্বাসার আতিথ্যস্বীকার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! বনবাসী পাণ্ডবগণ নগরনিবাসী মানবের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন এবং কপটাচারণপরায়ণ কর্ণ, দুরাত্মা দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে বিবিধ উপায়দ্বারা পাণ্ডবগণের অনিষ্টচিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে মহাযশাঃ দুর্ব্বাসা দশসহস্র শিষ্য-সমভিব্যাহারে যাদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীমান দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণ পরমকোপন তপস্বীকে অবলোকন করিয়া বিনয়, প্রশ্রয় ও দম অবলম্বনপূর্ব্বক আতিথ্যদ্বারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ এবং কিঙ্করবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন।

তিনি যে কয়েক দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, রাজা দুর্য্যোধন শাপভায়ে শঙ্কিত হইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। মহাতপঃ দুর্ব্বাসা ক্ষুধিত হইয়াছি, 'শীঘ্র অন্ন প্রদান কর' বলিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন; কিন্তু বহুক্ষণের পর প্রত্যাগত হইয়া 'আজি আহার করিব না, আজি আমার ক্ষুধা নাই' বলিয়া অদর্শন হইতেন; পুনরায় সহসা আগমনপূর্ব্বক কহিতেন, "ত্বরান্বিত হইয়া আমাকে ভোজন করাও।" নিকৃতিপরায়ণ [শঠতাশ্রয়ী] দুর্ব্বাসা কখন নিশীথসময়ে উত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ অন্ন প্রস্তুত করাইতেন; কিন্তু তাহা ভোজন করিতেন না; প্রত্যুত তিরস্কার করিতেন। যখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারও নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে ভারত! তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, আমি প্রীত হইলে তোমার কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।"

সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে যুধিষ্ঠিরের আতিথ্যগ্রহণে দুর্য্যোধনের প্রার্থনা

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ইতিপূর্ব্বে কর্ণ ও দুঃশাসনাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রার্থনীয় বিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে শুদ্ধাত্মা মহর্ষির বাক্যশ্রবণে আপনাকে পুনর্জাত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং অতিমাত্র হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ব্রহ্মন! রাজা যুধিষ্ঠির আমাদিগের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, গুণবান এবং শীলসম্পন্ন। তিনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বাস করিতেছেন, অতএব আপনি যেমন আমার নিকট সশিষ্যে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার নিকটও আতিথ্যগ্রহণ করুন। যে সময়ে সুকুমারী দ্রুপদকুমারী ব্রাহ্মণ ও স্বামীগণের ভোজনাবসানে স্বয়ং ভোজন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিবেন, তৎকালেই আপনাকে তথায় গমন করিতে হইবে, আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।"

বিপ্রশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা কহিলেন, "আমি তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ অবশ্যই তাহা করিব।" এই বলিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থম্মান্য হইয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে করদ্বারা কর্ণের করগ্রহণ করিলেন।

কর্ণ তাঁহার ভ্রাতৃগণের সমক্ষে কহিলেন, "হে কৌরব! সৌভাগ্যক্রমে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইল; তোমার শত্রুগণ দুস্তর ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইল এবং পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে পতিত হইল।" এইরূপে দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে পরমপ্রীতচিত্তে হাস্য করিতে করিতে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল।

২৬২তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরসমীপে সশিষ্য দুর্ব্বাসার আতিথ্যপ্রার্থনা

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে কৃতভোজন এবং সুখাসীন জানিয়া দশসহস্র শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের বসতি বনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া এবং যথাবিধি পূজা ও আতিথ্য-গ্রহণে নিমন্ত্রণ কিরয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "শীঘ্র আহ্নিক সমাধান করিয়া আগমন করুন।" মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই চিন্তা করিতে করিতে শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে স্নান করিতে গমন করিলেন যে, ইনি কি প্রকারে আমাকে ও আমার শিষ্যগণকে ভোজন করাইবেন?

অতিথিবৈমুখ্যভয়ে ভীতা দ্রৌপদীর স্তবে কৃষ্ণের আগমন

অনন্তর মহাযশাঃ দুর্ব্বাসা শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে সলিলে অবগাহন করিলেন। এদিকে রমণীরত্ন দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইয়াও যখন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে কংসনিসূদন মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দন! হে অব্যয়! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতার্ত্তিবিনাশন! হে বিশ্বাত্মন! হে বিশ্বজনক! হে বিশ্বসংহারকারিন! হে বিপন্নপাল! হে গোপাল! হে প্রজাপাল! হে পরাৎপর্য! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি গতিহীনের গতি। হে পুরাণপুরুষ! হে প্রাণ! হে সর্ব্বসাক্ষিন! হে

পরমারাধ্য! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; হে শরণাগতবৎসল! কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর। হে নীলোৎপলদলশ্যাম! হে পদ্মরুণেক্ষণ! হে পীতাম্বর! হে কৌস্তুভভূষণ! তুমি আদি ও অন্ত, তুমিই সকল ভূতের আশ্রয়, তুমিই পরতর জ্যোতি, তুমিই বিশ্বাত্মা, তুমিই সর্ব্বতোমুখ, তুমি সকলের বীজ ও সকল সম্পদের নিধান; তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহার পাপভয় সুদূরপরাহত হয়। তুমি পূর্ব্বে যেমন সভামধ্যে দুঃশাসন হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, এক্ষণে এইরূপ এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।"

অচিন্ত্যগতি ভক্তবৎসল বাসুদেব দ্রুপদনন্দিনীর স্তবে তাঁহার বিপদবৃত্তান্ত অবগত হইয়া পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বরিতগমনে সেই বনে আগমন করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমনবৃত্তান্ত-সকল নিবেদন করিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, "দ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, অগ্রে আমাকে ভোজন প্রদান কর; পশ্চাৎ অন্যান্য কর্ম্ম করিও।"

দ্রৌপদী তাঁহার বাক্য-শ্রবণে লজ্জাবনতমুখী হইয়া কহিলেন, "দেব! আমার ভোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থলী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজি আমি ভোজন করিয়াছি, এখন ত' আর তাহাতে কিছুই নাই।"

কমলায়তলোচন বাসুদেব কহিলেন, "দ্রৌপদি! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এক্ষণে কি পরিহাস করা উচিত? শীঘ্র যাও, সেই স্থালী আনিয়া আমাকে প্রদর্শন কর।"

ভগবৎ তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট—দুর্ব্বাসাদির ক্ষুধানিবৃত্তি

দ্রৌপদী তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় উল্লঙ্ঘ করিতে অসমর্থ হইয়া স্থলী আনিয়া প্রদর্শন করিলেন। সেই স্থালীর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল, বাসুদেব তাহা ভোজন করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন, "ইহাতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন" এবং ভীমসেনকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর।" দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণ স্নানার্থ দেবনদীতে গমন করিয়াছিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন ভোজনার্থ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে গমন করিলেন; তাঁহারা তৎকালে সলিলে অবতীর্ণ হইয়া অঘমর্ষণ করিতেছিলেন। পরে সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরস্পর সান্নরস উদগার অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং দুর্ব্বাসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হে বিপ্রর্ষে আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে কহিয়া স্নানার্থ আগমন করিয়াছি, কিন্তু আমরা অধুনা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন প্রকারেই আহার করিতে পারিব না; অতএব অকারণ পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, এক্ষণে কি করিব?"

দুর্ব্বাসা কহিলেন, "আমরা বৃথা পাক নিমিত্ত রাজর্ষির নিকটে অপরাধী হইলাম, এক্ষণে এই অপরাধে পাণ্ডবগণ কোপদৃষ্টিতে আমাদিগকে ভস্মসাৎ না করেন, এমন উপায় চিন্তা কর। হে বিপ্রগণ! ধীমান অম্বরীষ-রাজর্ষির প্রভাবে স্মৃতিপথারূঢ় হইলে হরিপদাশ্রিত ব্যক্তিমাত্র হইতেই ভীত হইতে হয়। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্ম, ধর্ম্মপরায়ণ, শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, ব্রাতধারী, তপস্বী, সদাচাররত এবং নারায়ণপরায়ণ; তাঁহাদের

ক্রোধানল উদ্দীপিত হইলে তুলারাশির ন্যায় আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিতে পারে; অতএব তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সকলে শীঘ্র পলায়ন কর।”

শিষ্যগণ দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে দশদিকে পলায়ন করিলেন।

ভীমসেন দেবনদীতে মুনিগণকে অবলোকন না করিয়া ইতস্ততঃ তীর্থে তীর্থে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তথায় তাপসাগণের মুখে তাঁহাদিগের পলায়ন-বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় কিয়াৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “দুর্ব্বাসা নিশীথসময়ে অকস্মাৎ আগমন করিয়া আমাদিগকে ছলনা করিবেন, তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে দৈবোপপাদিত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব?”

শ্রীমান্য বাসুদেব চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণকে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, “হে পাণ্ডবগণ! পাঞ্চালকুমারী কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা হইতে আপদ-ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন; আমি তন্নিমিত্ত সত্বর হইয়া আগমন করিয়াছি, অতএব দুর্ব্বাস হইতে আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি তোমাদিগের তেজে ভীত হইয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। যাহারা ধর্ম্মের অনুগত, তাহারা কখনই অবসন্ন হয়েন না। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, আমি এক্ষণে তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলাম।”

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন এবং কহিলেন, “হে গোবিন্দ! সিন্ধু-নিমগ্ন ব্যক্তির ভেলাপ্রাপ্তির ন্যায় আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম; তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর।”

বাসুদেব পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী প্রফুল্ল-চিত্তে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণপূর্ব্বক সুখে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। হে রাজন! দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এইরূপে পাণ্ডবগণের প্রতি যত অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল, সমুদয়ই ব্যর্থ হইয়াছিল।

২৬৩তম অধ্যায়

দ্রৌপদীদর্শনে জয়দ্রথের দুষ্টভিপ্রায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহুলমৃগযূথসংযুক্ত ফলপুষ্পোশোভিত ঋতুকাল-রমণীয় অরণ্যসকল নিরীক্ষণ করিয়া কাম্যাকবনে মৃগানুসরণপ্রসঙ্গে ইতস্ততঃ পর্য্যটনপূর্ব্বক অমরগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সেই অরণ্যে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া মহর্ষি তৃণবিন্দু ও পুরোহিত ধৌম্যের নির্দ্দেশানুসারে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনার্থ মৃগয়াপ্রসঙ্গে এককালে চতুর্দ্দিকে নির্গত হইলেন।

এই অবসরে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ বিবাহার্থী হইয়া সমুচিত পরিচ্ছেদ পরিধানপূর্ব্বক শাল্বেয়দিগের নিকট গমন করিলেন। তথা হইতে অনেকানেক ভূপালগণ-সমভিব্যাহারে কাম্যাকবনে উপস্থিত হইলেন।

যাদৃশ সৌদামিনী নীল জলাধরকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে, তথায় পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তদ্রূপ সেই বনবিভাগ আলোকময় করিয়া আশ্রমদ্বারে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তিনি রাজা জয়দ্রথের নয়নপথে পতিত হইলেন। তখন অন্যান্য ভূপালগণ 'ইনি অপ্সরা কি দেবকন্যা অথবা দৈবীমায়া' এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে সন্দর্শনপূর্ব্বক নিতান্ত বিস্মিত ও মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া দুষ্টমনে রাজা কোটিকাস্যকে কহিলেন, "হে সৌম্য! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভুবনমোহিনী কাহার রমণী? বোধ হয়, ইনি মানুষী নহেন। আমি বিবাহার্থ ইহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যাইব। এক্ষণে ইনি কাহার পরিগৃহীতা, কোথা হইতে আসিয়াছেন, এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে আগমন করিবার কারণ কি, আর ত্রিলোকললামভূতা ঐ ললনা আমাকে কি ভজনা করিবেন এবং আমি ইঁহাকে পাইয়া কি সফলকাম হইব? হে কোটিকা! তুমি সত্বর গমন করিয়া এই সকল কথা সবিশেষ অবগত হইয়া আইস।" তখন শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রীকে জিজ্ঞাসা করে, তদ্রূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন।

২৬৪তম অধ্যায়

কোটিককর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পরিচয় জিজ্ঞাসা

কোটিকাস্য কহিলেন, "হে সুলোচনে! তুমি কে? শর্ব্বরীসময়ে পবনবিকম্পিত প্রজ্বলিত হুতাশন-শিখার ন্যায় কদম্বশাখা অবনত করিয়া একাকী আশ্রমপদে অবস্থান করিতেছ; তথাচ তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তোমার রূপ-লাবণ্য অলোকসামান্য; বোধহয়, তুমি দেবনারী, যক্ষী, দানবী, অসুরপত্নী, অপ্সরা, মূর্ত্তিমতী উরগরাজ-দুহিতা, বনদেবী বা নিশাচরী হইবে; কিংবা তোমায় মহারাজ বরুণ, যম বা সোমের সহধর্ম্মিণী অথবা ধনাধিপতি কুবেরের ভার্য্যা বলিয়া বোধ হয়। তুমি যেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিধাতা

কশ্যপ, ভগবান রুদ্র অথবা ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুর আলয় হইতে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ। যাহা হউক আমি তোমার নিকট সম্যক অপরিচিত এবং তুমি যে কাহার আশ্রয় লইয়া এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাও সবিশেষ অবগত নাহি। এক্ষণে আমি তোমার সম্মানবর্দ্ধনার্থ পিতা ও পতির নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ কর এবং এই অরণ্যমধ্যে একাকিনী কি করিতেছি, তাহাও প্রকাশ করিয়া বল।

"আমি সুরথ-রাজের আত্মজ, আমার নাম কোটিকাস্য। যিনি হুতাহুতাশনের ন্যায়। এই কাঞ্চনবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন, যিনি ত্রিগর্ত্তক্ষত্রিয় কুলিন্দাধিপতির আত্মজ, যিনি আমাদিগের অপেক্ষা ধনুর্ব্বেদে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই পর্ব্বতবাসনিরত আয়তলোচন ক্ষেমঙ্কর নামা মহাবীর তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আর ঐ যে প্রিয়দর্শন যুবা পঙ্করিণীসন্নিধানে দণ্ডায়মান আছেন, উনি ইক্ষ্বাকুরাজ সুবলের তনয়, সৌবীরক-দেশীয় দ্বাদশ রাজকুমার লোহিতকায়-অশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দীপ্তিশালী যজ্ঞীয় অনলের ন্যায়। ইহার অনুগমন করিয়া থাকেন এবং অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সৃঞ্জয়, সুপ্রবৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর, ভ্রমর, বরি, শূর, প্রতাপ, কুহন প্রভৃতি ষট্‌সহস্র রথী ও হস্তাশ্বরথাপদাতি-সকল ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে। ইঁহার নাম সৌবীররাজ জয়দ্রথ; বোধহয়, তুমি লোকপরম্পরায় ইঁহার নাম অবশ্যই শ্রবণ করিয়া থাকিবে। বলাহক, অনীক, বিদারণ প্রভৃতি সৌবীরপ্রবীর যুবা ভ্রাতৃগণ রাজা জয়দ্রথের অনুগমন করিয়া থাকেন। ইনি দেবগণপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়। এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া গমন করেন। হে সুকেশি! তুমি কাহার ভার্য্যা ও কাহারই বা দুহিতা? আমরা এ বিষয়ে কিছুই বিদিত নহি, অতএব এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর।"

২৬৫তম অধ্যায়

আতিথ্যগ্রহণার্থ দ্রৌপদীর কোটিক সম্ভাষণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! দ্রুপদরাজনন্দিনী কৃষ্ণা শিবিবংশাবতংস। কোটিকাস্যের এইরূপ বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শাখা পরিত্যাগ ও কৌষেয় উত্তরায় গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে নরেন্দ্রনন্দন! তোমার সহিত কথোপকথন করা মাদৃশী মহিলার নিতান্ত অনুচিত; কিন্তু এখানে এমন কোন পুরুষ বা নারী নাই যে, তোমার বাক্যের উত্তর প্রদান করে, সুতরাং আমাকে স্বয়ংই উত্তর করিতে হইল। আমি স্বধর্ম্মনিরত, বিশেষতঃ একাকিনী রহিয়াছি, তুমিও একাকী এখানে আসিয়াছঃ তন্নিমিত্ত তোমার সহিত আলাপ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে, তবে তোমাকে সুরথের পুত্র কোটিকাস্য বলিয়া অবগত হইয়াছি; এই নিমিত্ত তোমার সমীপে আপনার বন্ধুগণ ও কুলের পরিচয় প্রদান করিব।

"হে শৈব্য! আমি দ্রুপদ-রাজের কন্যা, আমার নাম কৃষ্ণা। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চপাণ্ডবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; তাঁহারা আমাকে এখানে রাখিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত চারিদিকে গমন করিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণদিকে, অর্জ্জুন পশ্চিমদিকে এবং নকুল ও সহদেব উত্তরদিকে গমন করিয়াছেন।

তাঁহাদের আগমনসময় প্রায় সমুপস্থিত হইয়াছে। তোমরা বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর। তাঁহারা আসিয়া তোমাদের যথেষ্ট সম্মাননা করিবেন; তৎপরে তোমরা অভিলষিত স্থানে গমন করিও। হে মহাত্মন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একান্ত অতিথিপ্রিয়, তিনি তোমাদিগকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।" পতিপরায়ণা দ্রুপদতনায়া কোটিকাস্যকে এই কথা কহিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে অতিথির ন্যায় পূজা করিবার মানসে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

২৬৬তম অধ্যায়

জয়দ্রথের কুপ্রস্তাবে দ্রৌপদীকর্ত্তৃক তিরস্কার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! সমুদয় রাজগণ তথায় সমূপবিষ্ট হইলে পর কোটিকাস্য দ্রৌপদীসমক্ষে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহাদিগের নিকট কহিলেন। পাপাত্মা জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিল, "হে শৈব্য! ঐ সর্ব্বলোকলালামভূতা ললনার বাক্য শ্রবণমাত্র আমার মন উহাতে রত হইয়াছে; তুমি কিরূপে উহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আমি যে অবধি উহাকে অবলোকন করিয়াছি, তদবধি অন্যান্য কামিনীগণকে বানরী বলিয়া আমার বোধ হয়। ঐ কামিনী দর্শনাবধি আমার মনোহরণ করিয়াছে; অতএব সে মানুষী কি না, আমাকে বল।"

কোটিকাস্য কহিলেন, "ঐ কামিনী রাজতনয়া; উহার নাম দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী; তাঁহারা সকলেই উহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তুমি উহাকে লইয়া সৌবীরাভিমুখে প্রস্থান কর।"

বৃক যেমন সিংহগোষ্ঠে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দুষ্টমতি জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্য-শ্রবণানন্তর 'আমি দ্রৌপদীকে দেখিব' বলিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং কৃষ্ণাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে বরারোহে! তোমার মঙ্গল ত'? তুমি সতত যাঁহাদের কুশল কামনা কর, তাঁহারা সকলে ও তোমার ভর্ত্তৃগণ ত' কুশলে আছেন?"

দ্রৌপদী কহিলেন, "তোমার রাজ্য, কোষ ও বলের কুশল ত'? তুমি একাকী ধর্ম্মানুসারে সৌবীর ও সন্ধিদেশ ত' উত্তমরূপে শাসন করিতেছ? মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি আমরা সকলেই কুশলে আছি। তুমি আর যাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদের সকলেরই মঙ্গল। এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর। আমি তোমার প্রাতরাশ [প্রাতঃকালীন খাদ্যদ্রব্য]-সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং তোমাকে এণ, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন।"

জয়দ্রথ কহিলেন, "হে বরাননে! তুমি আমাকে যে-সমুদয় প্রাতরাশ প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ, উহা পরমোৎকৃষ্ট। এক্ষণে আমার রথে আরোহণ কর; সুখে কালযাপন করিবে। শ্রীহীন হৃতরাজ্য অরণ্যচারী পাণ্ডবগণের আর উপাসনা করিও না। প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিরা শ্রীহীন ভর্ত্তার উপাসনা করেন না। হে নিতম্বিনি! সাতিশয় কষ্টস্বীকার করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীবিহীন পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি ভক্তি করার কোন আবশ্যক নাই। উহাদিগকে পরিত্যাগ

করিয়া আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে আমার সহিত সমুদয় সিন্ধু ও সৌবীররাজ্য পরমসুখে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পরিবে।’

দ্রুপদতনায়া পাঞ্চালী জয়দ্রথ-মুখে এই হৃদয়কম্পন বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রূকুটিমুখে তাহার বাক্যে অনাস্থ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইয়া সিন্ধুরাজকে কহিলেন, “রে দুরাত্মন! তোমার লজ্জা হয় না? তুমি এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিও না।” জয়দ্রথ তাহাতেও ক্ষান্ত না হওয়াতে দ্রৌপদী স্বীয় পতিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া মিষ্টবাক্যদ্বারা সেই দুরাত্মাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন।

২৬৭তম অধ্যায়

জয়দ্রথকর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী ভ্রূকুটিবন্ধন ও ফুৎকার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধকম্পিত্যকলেবরে পুনরায় জয়দ্রথকে কহিতে লাগিলেন, “ওরে মূঢ়! তুমি স্বকর্ম্মনিরত, যশস্বী মহেন্দ্রতুল্য যক্ষরাক্ষসগণের অজেয়, মহারথ পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? সাধু ব্যক্তিরা কদাচ পরমপূজ্য কৃতবিদ্য বনবাসী বা গৃহস্থ তপস্বীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন না, পামরগণই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, ক্ষত্রিয় সমাজে এমন কোন ব্যক্তি তোমার সমভিব্যাহারে নাই যে, মহাগর্তে পতনোন্মুখ মানবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করে।

“যেমন অবিবেকী ব্যক্তি দণ্ডমাত্র গ্রহণ করিয়া হিমাচলের উপত্যকায় গিরিকূটপরিমিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে আক্রমণ করিবার মানস করে, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মরাজকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ। যখন তুমি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে অবলোকন করিবে, তখন মনে করিবে যে, অজ্ঞানতাবশতঃ সুখপ্রসুপ্ত মহাবলপরাক্রান্ত সিংহকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার মুখলোম উৎপাটনপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ। যখন অর্জ্জুনের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন তুমি মনে করিবে যে, পর্ব্বতকন্দরজাত মহাবলপরাক্রান্ত শয়ান সিংহকে পদাঘাত করিতেছ। রে দুরাত্মন! তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়া তীক্ষ্নবিষ অতি প্রমত্ত কৃষ্ণস্যপদ্বয়ের পুচ্ছদেশে পাদবিক্ষেপ করিবার অভিলাষ করিতেছ। রে মন্দাত্মন! যেমন বেণু, নল ও কদলী আপনার নাশের নিমিত্ত ফলিত হয়, যেমন কর্কট আত্মবিনাশের নিমিত্ত গর্ভধারণ করে, তদুপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিতেছ।”

জয়দ্রথ কহিলেন, “হে কৃষ্ণে! পাণ্ডুনন্দনগণের যেরূপ বলবিক্রম, তাহা আমার অবিদিত নাই। তুমি উক্তপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কখনই আমাকে ত্রাসিত করিতে পারিবে না। আমি পরমোৎকৃষ্ট সপ্তদশকুলে [কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, হস্তী, খনির আকর, করগ্রহণ এবং সৈন্যসংগ্রহ—এই অষ্টবিধ। কর্ম্ম, প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি, উৎসাহশক্তি প্রভুসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, উৎসাহসিদ্ধি, প্রভুদয়, মন্ত্রোদয় এবং উৎসাহোদয় এই নববিধ শক্তি—এবংবিধ সপ্তদশগুণোপেত বংশ।] জন্মগ্রহণ করিয়াছি, শৌর্য্য প্রভৃতি ছয় গুণ [শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, দক্ষিণ্য এবং ঐশ্বর্য্য] আমাতে বর্ত্তমান আছে, তন্নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অতি হীন জ্ঞান

করিয়া থাকি! অতএব হে নিতম্বিনি! তুমি শীঘ্র গজ বা রথে আরোহণ কর, বাকচাতুর্য্যদ্বারা আমাকে নিবৃত্ত করিতে পরিবে না, এক্ষণে সহজে আমার বশীভূত না হইলে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব, তখন অবশ্যই তোমাকে আমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “আমি মহাবলসম্পন্না হইয়া কি নিমিত্ত দুর্ব্বলার ন্যায় তোমার বশবর্ত্তিনী হইব? তুমি নিগ্রহ করিলেও কখন আমি তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিব না। দেখ, একরথস্থ মহাবলপরাক্রান্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যাহার সহায়, ক্ষুদ্র মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও তাঁহাকে হরণ করিতে পারেন না। অগ্নি যেমন গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অরতিনিপাতন অর্জ্জুন রথারোহণপূর্ব্বক শত্রুগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারপূর্ব্বক তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবেন।

“মহাবীর জনার্দ্দন অন্ধক, বৃষ্ণি ও কেকয়-বংশ-সভূত রাজপুত্রগণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া আমার সহায় হইবেন। তুমি জান না, মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভয়ঙ্কর শরনিকর গাণ্ডীব হইতে অতিবেগে বহির্গত হইয়া ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করে। তুমি যে সময় সেই অর্জ্জুনকে পতঙ্গপুঞ্জসদৃশ শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে নিরীক্ষণ করিবে, তখন অবশিষ্ট তোমাকে স্বীয় অসদভিপ্রায়ের নিন্দা করিতে হইবে। যখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি ও তরবারিনিঃস্বন করিতে করিতে তোমার বক্ষঃস্থলে বাণাঘাত করিবেন, তখন তোমার মন কিরূপ অবস্থাগ্রস্ত হইবে, বলিতে পারি না। অরে অধম! যখন তুমি গদাহস্ত বৃকোদর ও ক্রোধবিষপ্রদীপ্ত মাদ্রীসূতদ্বয়কে মহাবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিবে, তখন তোমার মনে অবশ্যই অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে কখন মনেও স্থান প্রদান করি নাই, অদ্য সেই সতীত্ববলে অচিরাৎ অবলোকন করিব যে, পাণ্ডুনন্দনগণ তোমাকে সমরাঙ্গনে আকর্ষণ করিতেছেন। তুমি আমাকে নিগ্রহ করিয়াও ভীত করিতে পরিবে না। আমি কুরুবংশাবতংস পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে কম্যাকবনে সমাগত হইয়াছি।”

বিশালনেত্রা যাজ্ঞসেনী পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার মানসে তাঁহাদেরই আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু একবারও তাঁহাদিগকে ভৎসনা করিলেন না। তিনি বারংবার জয়দ্রথকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং ধৌম্য পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিল। তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই দুরাত্মা ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রুপদনন্দিনী জয়দ্রথের আকর্ষণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অগত্যা সিন্ধুরাজের রথে আরোহণ করিলেন।

তখন মহামতি ধৌম্য জয়দ্রথকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “অরে পাপাত্মন! তুমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখনইহাকে হরণ করিতে পরিবে না। কেন এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে? একবার পুরাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণের নয়নপথে পতিত হইয়া এই পাপের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে,

তাহাতে সন্দেহ নাই।” ধৌম্য জয়দ্রথকে এই কথা বলিয়া তাহার পদাতিসৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর অনুগমন করিতে লাগিলেন।

২৬৮তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের জয়দ্রথ অনুসরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে পাণ্ডবেরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়া বরাহ, মৃগ মহিষ প্রভৃতি নানাবিধ পশুর প্রাণসংহার করিয়া পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মৃগপক্ষিসমাকুল কাম্যকবনমধ্যে মৃগগণের করুণালাপ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে কহিলেন, "এই বনস্থ সমস্ত মৃগপক্ষী পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হইয়া পরুষশব্দদ্বারা দুঃসহ ক্লেশ ব্যক্ত করিতেছে; বোধ হয়, শত্রুকর্ত্তৃক কাম্যাকবন অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া থাকিবে, অতএব তোমরা শীঘ্র নিবৃত্ত হও। আমাদিগের মৃগে প্রয়োজন নাই; আমার মন নিতান্ত বিষণ্ণ ও দগ্ধ হইতেছে, বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে এবং অন্তরাত্মা শোকাকুল হইয়া একান্ত উদভ্রান্ত হইতেছে। গরুড়কর্ত্তৃক ভুজঙ্গম-সকল অপহৃত হইলে সরোবরের যেরূপ অবস্থা হয়, হস্তিগণ নিঃশেষরূপে জলপান করিলে শূন্য কুম্ভের যেমন শোভা হয় এবং রাজলক্ষ্মী অপহৃত ও স্বামীবিহীন হইলে রাজ্য যেমন শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়, আদ্য কাম্যাকবনও সেইরূপ প্রতীত হইতেছে।"

অনন্তর সেই সমস্ত মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা উত্তমোত্তম রথ ও মারুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণপূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের বামপার্শ্বে গোমায়ুগণ চীৎকার-শব্দ করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির তদর্শনে সাতিশয় অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, "দেখ, বায়স ও শৃগাল প্রভৃতি অশুভসূচক জন্তুগণ অকস্মাৎ আমাদিগের পার্শ্বে আসিয়া যখন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা কৌরবেরা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক আমাদিগের অবমাননা বা গুরুতর অপকার করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

তাঁহারা অরণ্যানী ভ্রমণ ও মৃগয়া করিতে করিতে এইরূপ দুর্নিমিত্তসন্দর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পরিশেষে কাম্যকবনে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রিয়তমার দাসপত্নী ধাত্রেয়িকা [পরিচারিকা] রোদন করিতেছে। ইন্দ্রসেন ত্বরায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুত পদসঞ্চারে তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল, "ধাত্রেয়িকে! তুমি কি নিমিত্ত ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছ? কি নিমিত্তই বা তোমার মুখ বিবর্ণ ও পরিশুষ্ক হইয়াছে? নৃশংস পাপিষ্ঠেরা কি রাজপুত্রী দ্রৌপদীর অবমাননা করিয়াছে? যদি সেই অচিন্ত্যরূপবতী পাণ্ডুবশরীরসমা দেবী পৃথিবী, স্বর্গ কিংবা সমুদ্রে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মপুত্র যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, পাণ্ডবেরা সকলেই তাহার অনুগামী হইবেন। কোন মূঢ় ব্যক্তি অনুত্তম রত্নসদৃশ পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে হরণ করিবার মানস করিয়াছে? সে কি জানে না যে, দ্রৌপদী দুর্জ্জয় অরাতিবিমর্দ্দন পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রয়িতমা? তিনি অনাথা নহেন, তিনি পাণ্ডবদিগের হৃদয়স্বরূপ। অদ্য সুতীক্ষ অতি ভয়ঙ্কর পাণ্ডবশর কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মহীতলে প্রবিষ্ট হইবে, বলিতে পারি না।

“হে ভীরু! তুমি আর দ্রৌপদীর নিমিত্ত শোক করিও না; অতি শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পাণ্ডবেরা অচিরকালমধ্যেই সমগ্র শত্রু বিনষ্ট করিয়া যশস্বিনী যাজ্ঞসেনীর সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

ধাত্রেয়িকা ইন্দ্রসেনের এবংবিধ আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “সারথে! পাপবুদ্ধি জয়দ্রথ ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণকে হরণপূর্ব্বক এই নূতন পথ দিয়া গমন করিয়াছে, বোধ হয়, রাজপুত্রী এখনও অধিক দূর নীত হয়েন নাই, দেখ, এই অভিনব ভগ্ন বৃক্ষসকলের পল্লবনিচয় অদ্যাপি ম্লান হয় নাই। অতএব সত্বর তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তিত কর। ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবেরা শীঘ্র বর্ম্মধারণ ও সুমহৎ শরচাপ গ্রহণ করিয়া তাহার অনুগমন করুন।

“যদি পাণ।ডবেরা ত্বরায় দেবীর উদ্ধারসাধন না করেন, তাহা হইলে পাষণ্ডদিগের নির্ভৎসন ও দণ্ডভয়ে তাঁহার বদনসুধাকর মলিন হইয়া যাইবে এবং হতবুদ্ধি হইয়া হয়ত কোন অযোগ্য পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে অদ্য উৎকৃষ্ট আজ্যপূর্ণ স্রুক্ ভস্মে নিপতিত, তুষানলে আহুতি প্রদত্ত, শ্মশানে কুসুমমালা নিপতিত ও দ্বিজগণকে মোহিত করিয়া কুক্কুরকর্ত্তৃক যজীয় সোমরস পীত হইবে, এবং শৃগাল মহারণ্যে মৃগয়া করিয়া সরোবরে অবগাহন করিবে। অতএব আর কালক্ষেপ করিবেন না, শীঘ্র এই পথে তাঁহার অনুসরণ করুন। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় পুরোডাশ স্পর্শ করিয়া দূষিত করে, সেইরূপ কোন অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ পুরুষ যেন আপনাদিগের প্রিয়তমার সুপ্রসন্ন বদনসুধাকর স্পর্শ করিয়া দূষিত করিতে না পারে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভদ্রে! নিবৃত্ত হও, পরুষবাক্যদ্বারা আর আমাদিগকে দগ্ধ করিও না। রাজাই হউক অথবা রাজপুত্রই হউক, বলপ্রমত্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে, সে অবশ্যই স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা এই কথা বলিয়া বারংবার শরাসন হইতে জ্যানিক্ষেপ ও সাপের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া শীঘ্র সেই পথে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া শত্রুসৈন্যের বাজিখুরোত্থিত গগনগামী ধূলিপটল অবলোকন করিলেন এবং পদাতিমধ্যগত ধৌম্য ‘শীঘ্র গমন কর’ বলিয়া ভীম নিনাদ করিতেছেন শ্রবণ করিলেন। এ দিকে সেই সমস্ত রাজপুত্রেরা ধৌম্যকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “হে মহাশয়! এরূপ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে আগমন করুন।”

শ্যেনগণ যেমন আমিষ-দ্রব্যের প্রতি ধাবমান হয় তদ্রূপ জয়দ্রথ-সৈন্যেরা বেগে ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ক্রোধান্ধ শত্রুগণের অবমাননায় দ্রৌপদীর ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা জয়দ্রথ ও তাহার রথস্থ দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া সিন্ধুরাজের প্রতি এমন আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তদর্শনে শত্রুগণের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাহাদিগের দিগ্‌ভ্রম হইতে লাগিল।

২৬৯তম অধ্যায়

পাণ্ডবদিগের প্রচণ্ড ক্রোধদর্শনে জয়দ্রথসৈন্যের ত্রাস

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অমর্ষপরবশ ক্ষত্রিয়েরা ভীমার্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই অরণ্যমধ্যে ঘোরতর কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা জয়দ্রথ ধ্বজাগ্রভাগ অবলোকনপূর্ব্বক ভগ্নোৎসাহচিত্তে দ্রৌপদীকে কহিল, "হে যজ্ঞসেনি! ঐ দেখ, অদূরে পঞ্চরথ লক্ষিত হইতেছে; বোধ হয়, উহাতে তোমার ভর্ত্তৃগণ আগমন করিতেছেন; অতএব এক্ষণে তুমি অনুক্রমে উহাদিগের পরিচয় প্রদান কর।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "রে মূঢ়! অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে? উহারা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবিশিষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ধর্ম্মানুরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

"যাহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপনন্দনামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে, যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর, নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত, উনিই আমার পতি কুরুকলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মানুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করেন; অতএব যদি তুমি আপনাদের শ্রেয়ঃ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উহার শরণাপন্ন হও।

"যিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, আনন ভ্রূকুটিকুটিল, ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত, যিনি মুহুর্মুহুঃ ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন, উনি আমার পতি মহাবীর বৃকোদার। আয়নেয় [বেগগতিশীল অত্যুত্তম অশ্ব]-নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্লমনে উঁহাকে বহন করিয়া থাকে। উহার কর্ম্ম-সকল আলোকসামান্য এবং উঁহার 'ভীম' এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উহার নিকট অপরাধী হইলে অতিবলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হয়েন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না।

"ইঁহার নাম যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয়শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত নহেন। ইনি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্তের ত্রাতা, ইঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে, অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল, ইনি আমার পতি। ইনি খড়গযুদ্ধে অদ্বিতীয়, আজি দৈত্যসৈন্য-মধ্যবর্ত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইঁহার অদ্ভূত কর্ম্ম সমুদয় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবলপরাক্রান্ত, মতিমান ও মনস্বী, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহাকে সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ, উনি আমার পতি সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব, উহার তুল্য বুদ্ধিমান বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন, তথাপি অধর্ম্ম-ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না, উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রাণপ্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

"যেমন অর্ণবমধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকর পৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়, এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এইরূপ অবমাননা করিতেছ, সেই পাণ্ডবেরা তোমাকে অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন। কিন্তু অদ্য যদি তুমি তাঁহাদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমার পূনর্জ্জন্মলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।" অনন্তর ইন্দ্রকল্প পঞ্চপাণ্ডব নিতান্ত ভীত ও বদ্ধাঞ্জলি পদাতিকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ক্রোধভরে অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।"

২৭০তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক জয়দ্রথসৈন্য-বধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! তখন সিন্ধুদেশাধিপতি দুরাত্মা জয়দ্রথ 'থাক', 'প্রহার কর', 'ধাবমান হও' বলিয়া সেই সমুদয় ভূপতিগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রণস্থলে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পঞ্চপাণ্ডবকে দেখিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। শিবি, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় ভূপতিগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন সেই পঞ্চপুরুষব্যাঘ্রকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিষণ্নমনাঃ হইলেন।

তখন মহাবলপরাক্রান্ত ভীম সুবর্ণচিত্রিত অতিভীষণ লৌহময় গদা গ্রহণপূর্ব্বক জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলে নরপতি কোটিকাস্য তদর্শনে সত্বর বহুসংখ্যক রথদ্বারা ভীম ও জয়দ্রথের মধ্যবর্ত্তী পথ অবরোধ করিলেন এবং ভীমসেনের উপর শক্তি, তোমর, নারাচ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর কোটিকাস্যের অস্ত্রাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া প্রত্যুত গদাঘাতে গজ, গজারোহী ও চতুর্দ্দশ জন পদাতিককে সংহার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথকে আক্রমণ করিবার মানসে মহাবলপরাক্রান্ত মহারথী পঞ্চশত পার্ব্বতীয় সৈন্যকে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং নিমেষমধ্যে শতসংখ্যক সুবীরদেশীয় বীরপুরুষকে সংহার করিলেন। বলবীর্য্যসম্পন্ন নকুল খড়্গাধারণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদাতিগণের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক বীজের ন্যায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেমন লোকে বৃক্ষ হইতে পক্ষিসমূহ নিপাতিত করে তদ্রূপ সহদেব রথে আরোহণ করিয়া নারাচ্য নিক্ষেপপূর্ব্বক গজারোহিগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন।

তখন ধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাঘাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাহন-চতুষ্টয় সংহার করিলে ধর্ম্মরাজ কুন্তীনন্দন সেই সমীপগত পদচারী ত্রিগর্তের বক্ষঃস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ত্রিগর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসেন-সমভিব্যাহারে সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

বর্ষাকালীন মেঘ যেমন মুষলধারে বারিবর্ষণ করে, তদ্রয়প ক্ষেমঙ্কর ও মহামুখ-নামক বীরদ্বয় নকুলের উভয়পর্শ্বে থাকিয়া তাঁহার উপর অনবরত তোমর ও বিবিধ শরনিকর

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুরথ নকুলের রথের অগ্রভাগে আরোহণপূর্ব্বক গজদ্বারা ঐ রথ আক্রমণ করিলেন। তখন নকুল রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক খড়্গ ঘূর্ণিত করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরতরপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। নরপতি সুরথ তদর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের বধের নিমিত্ত এক মত্ত কুঞ্জর প্রেরণ করিলেন। করিবর শুণ্ড উত্তোলন করিয়া নকুলের সম্মুখে ভ্রমণ করিতে লাগিল। নকুল তদর্শনে সত্বর তাহার গণ্ডদেশে এরূপ বলপূর্ব্বক এক খড়্গাঘাত করিলেন যে, তাহাতেই তাহার দন্তদ্বয় ও শুণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল। সেই হস্তী তখন চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া বহুসংখ্যক হস্তিপকের প্রাণনাশ করিল। মহাবলপরাক্রান্ত মাদ্রীনন্দন সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর ভীমসেনের রথে আরোহণ করিয়া সুস্থ ও সুখী হইলেন।

বলবীর্য্যসম্পন্ন বৃকোদর ক্ষুরদ্বারা সমরাঙ্গনে সমাগত কোটিকাস্যের সারথির শিরচ্ছেদন করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সারথি নিহত হওয়াতে তাঁহার অশ্বগণ বিশৃঙ্খলা হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন প্রাসদ্বারা তাঁহাকে সংহার করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় নিশিত ভল্লদ্বারা দ্বাদশজন সৌবীরের শরাসন ও মস্তক ছেদন করিয়া বহুসংখ্যক শিবি, ইক্ষ্বাকু, ত্রিগর্ত্ত ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। অনেকানেক মাতঙ্গ ও মহারথ তাঁহার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শমনসদনে যাত্রা করিল। সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্র মস্তকশূন্য কলেবর ও কলেবর-শূন্য মস্তকদ্বারা একবারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কুকুর, গৃধ্র, কঙ্ক, কাকোল, ভাস, গোমায়ূ ও বায়সগণ নিহত বীরপুরুষসমূহের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

পাণ্ডবভীত জয়দ্রথের পলায়ন

ক্ষত্রিয়াকুলকলঙ্ক-দূরাত্মা জয়দ্রথ সেই সমুদয় বীরপুরুষগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্ত্রস্তচিত্তে দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিবার মানস করিল। পরে সেই নরাধম প্রাণভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সৈন্যসমুদয়সঙ্কুল সংগ্রামস্থলে কৃষ্ণাকে রথ হইতে অবতারণপূর্ব্বক স্বয়ং পলায়ন করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৌম্য-সমভিব্যাহারিণী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিয়া মাদ্রীসুতের সহিত তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন।

এইরূপে পাপাত্মা জয়দ্রথ সমরস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে পর তাহার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর নারাচদ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সব্যসাচী ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে জয়দ্রথের সৈন্য সংহার করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "দেখ, যে দুরাত্মার অত্যাচারনিবন্ধন আমাদিগকে এতাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে হইল, তাহাকেই এই সমরাঙ্গনে অবলোকন করিতেছি না; অতএব আইস, আমরা তাহারই অন্বেষণ করি; বৃথা সৈন্য বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই।"

বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য ভীমসেন ধীমান ধনঞ্জয়ের বাক্যশ্রবণানন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! রিপুগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; যাহারা

অবশিষ্ট আছে, তাহারাও ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে, অতএব আপনি নকুল, সহদেব ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করুন। দুরাত্মা জয়দ্রথ যদি পাতালতলে পলায়ন করে, আর সুররাজ ইন্দ্র উহার সারথি হয়েন, তথাপি আমি ঐ নরাধমকে নিধন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে মহাবীর! নরাধম জয়দ্রথ নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগিনী দুঃশলা ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া উহাকে সংহার না করাই কর্ত্তব্য।”

লজ্জানম্রমুখী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া কোপকম্পিত্যকলেবরে ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, “হে বীরদ্বয়! যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে অবশ্যই ঐ দুরাত্মাকে সংহার করিও; দেখ, যে ব্যক্তি ভার্য্যা বা রাজ্য অপহরণ করে, সে সংগ্রামে শরণাগত হইলেও তাহাকে নিধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।” ভীম ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্যশ্রবণানন্তর জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া সেই বহুবিধমঠসঙ্কুল আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ একত্র মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত সন্তাপ করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ ভার্য্যা, ভ্রাতৃদ্বয় ও পুরোহিতসমভিব্যাহারে সেই দ্বিজগণসম্মুখে সমুপস্থিত হইলে তাহাঁরা যুধিষ্ঠির শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছেন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন; বরবর্ণিনী কৃষ্ণা নকুল ও সহদেবসমভিব্যাহারে আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এ দিকে ভীমসেন ও অর্জ্জুন জয়দ্রথ তথা হইতে একক্রোশ পথ পলায়ন করিয়াছে জানিয়া বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর অর্জ্জুন সেই স্থান হইতে জয়দ্রথের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দিব্যাস্ত্রধারী সব্যসাচী বিপৎকালেও বিচলিত হৃদয় হইতেন না, তিনি মন্ত্রপূত শরনিকরদ্ধারা অনায়াসে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দুই জনে জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবমান হইলে ক্ষত্রিয়াপসদ জয়দ্রণ অশ্বগণ নিহত হইয়াছে ও ধনঞ্জয় অতিবিক্রমের কার্য্য করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইয়া পলায়নমানসে প্রাণপণে বনমধ্যে ধাবমান হইল।

মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া তাহার অনুগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ওহে রাজপুত্র! তুমি এই সাহসে বলপূর্ব্বক কামিবা হরণ করিতে বাসনা করিয়াছিলে? নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও, তোমার পলায়ন করা নিতান্ত অনুচিত। তুমি কি বলিয়া শত্রুমধ্যে অনুচরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ?” ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল অনুচরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ?” ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল দুরাত্মা জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও পলায়নে নিবৃত্ত হইল না। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর ‘থাক্ থাক্’ বলিয়া সহসা জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দয়াশীল অর্জ্জুন “উহার প্রাণসংহার করিও না” বলিয়া ভীমসেনকে নিষেধ করিলেন।

দ্রৌপদীহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

২৭১তম অধ্যায়

জয়দ্রথবিমোক্ষণপর্ব্বাধ্যায়—ভীমকর্ত্তৃক জয়দ্রথের কেশাকর্ষণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা জয়দ্রথ উদ্যতায়ুধ মহাবীর ভীমার্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বেগে ধাবমান হইল। ভীমও তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তদীয় কশাপাশ গ্রহণ করিলেন। পরে তাহাকে উত্তোলিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ ও জটাজুট গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে মহাবীর ভীম তাহার মস্তকে পদাঘাত ও বক্ষঃস্থলে জানুদ্বয় আরোপিত করিয়া বারংবার কূর্পর [কনুই]-প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন জয়দ্রথ তাঁহার প্রহারে পীড়িত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইল।

অনন্তর অর্জ্জুন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির দুঃশলার বিষয় উল্লেখ করিয়া যে কথা কহিলেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।" ভীম কহিলেন, "এই পাপাচার দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছে; আমি ইহাকে অবশ্যই বিনাশ করিতাম, কিন্তু ধর্ম্মরাজ একান্ত কৃপাপরতন্ত্র এবং তুমিও দুর্বুদ্ধিপ্রভাবে বারংবার আমাকে নিষেধ করিতেছ, সুতরাং এক্ষণে আমি তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম।" এই বলিয়া ভীমসেন অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা জয়দ্রথের মস্তকের পঞ্চস্থান মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচুড় [অপমানচিহ্নস্বরূপ বিকৃতাকার কেশকর্ত্তন] করিয়া দিলেন; কিন্তু সে বাঙনিস্পত্তিও করিতে পারিল না।

অনন্তর বৃকোদার তাহাকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, "রে মূঢ়! যদি তুই জীবিতলাভের অভিলাষ করিস, তাহা হইলে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করা। সভামধ্যে আমাদিগের দাস বলিয়া তোকে পরিচয় দিতে হইবে; ইহাতে সম্মত হইলে আমি তোর জীবন প্রদান করিব। যুদ্ধনির্জ্জিত শত্রুর প্রতি এইরূপই ব্যবহার করা চিরপ্রসিদ্ধ।" জয়দ্রথ অগত্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিল।

দ্রৌপদীর দয়ায় পাশাবদ্ধ জয়দ্রথের মোচন

অনন্তর মহাবল ভীমসেন ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান ধূল্যবলুণ্ঠিতকলেবর জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত আশ্রমস্থ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তদবস্থ শত্রুকে তাঁহার সমীপে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাহাকে দেখিবামাত্র সহাস্যমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! তুমি অবিলম্বে ইহাকে মুক্ত কর।" ভীম কহিলেন, "মহারাজ! এই নরাধম। আমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে; অতএব আপনি ইহার পরিত্যাগের বিষয় দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমকে কহিলেন, "যদি আমার বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে অচিরাৎ এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর।" অনন্তর দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহাবীর ভীমকে কহিলেন, "এই দুরাচার তোমাদিগের দাসত্বস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি ইহার মুণ্ড মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচুড়াসম্পন্ন করিয়াছ; অতএব ইহাকে শীঘ্রই মুক্ত কর।'

অনন্তর জয়দ্রথ বন্ধনবিমুক্ত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পাদবিন্দনপূর্ব্বক সম্মুখীন মুনিগণকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুন পরিগৃহীত জয়দ্রথকে নিরীক্ষণ করিয়া দয়াদ্রচিত্তে কহিলেন, "হে নরাধম! এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে; কিন্তু এরূপ গর্হিত কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রাশয়েরাই তোমার একমাত্র সহায়। তুমি পরস্ত্রীলোলুপ; তোমায় ধিক! তোমার ন্যায় নীচপ্রকৃতি না হইলে আমাদিগকে গতাসু বোধ করিয়া এইরূপ অন্যায় আচরণে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারে?" অনন্তর তিনি সদয়হৃদয়ে কহিলেন, "এক্ষণে তুমি হস্ত্যশ্ব-রথাপদাতি সমভিব্যাহারে স্বনগরাভিমুখে গমন কর; আর কদাচ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিও না, প্রার্থনা করি, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিই পরিবর্দ্ধিত হউক।"

পাণ্ডবপরাভবার্থ জয়দ্রথের শিবোপাসনা-বরলাভ

অনন্তর মহারাজ জয়দ্রথ নিতান্ত ক্ষুন্ন-মনে লজ্জাবনতমুখে গঙ্গাদ্বারভিমুখে যাত্রা করিয়া ভূতভাবন ভগবান শঙ্করের শরণাপন্ন হইল এবং অতি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক অনতিকালমধ্যেই তাঁহাকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলে দেবদেব ত্রিলোচন তথায় আবির্ভূত হইয়া পূজোপহার গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" জয়দ্রথ কহিল, "ভগবন! আমি পঞ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব।" শঙ্কর কহিলেন, "না, তুমি কেবল মহাবাহু অর্জ্জুন ব্যতিরেকে সেই অজেয় ও অবধ্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পরিবে। পূর্ব্বকালে নররূপী অর্জ্জুন ভগবান নারায়ণের সহিত বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোকের অজেয় ও দেবগণেরও দুরধিগম্য, তিনি আমা হইতে পাশুপত-অস্ত্র ও লোকপালদিগের নিকট বজ্র প্রভৃতি মহাস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে চরাচরগুরু ভগবান বিষ্ণু কলাগ্নিরূপ পরিগ্রহ করিয়া শৈলকাননসম্পন্ন সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ও পাতালতল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তৎকালে সৌদামিনী-জালমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া অতি গভীর গর্জ্জন ও রথাক্ষতুল্য স্থূলধারে অনবরত বারিবর্ষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। চারি সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইলে এ পৃথিবী এককালে সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পবন কিছুই লক্ষিত হয় না; কেবল একমাত্র অসীম সাগর নেত্রগোচর হইয়া থাকে।

"এই অবসরে সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ ও সহস্রামস্তক-সম্পন্ন ভগবান নারায়ণ সেই অগাধ জলধিজলে সহস্রসূর্য্যসন্নিভ সহস্রফণাধারী শশিমৃণালন্ধবল শেষসর্পে শয়ন করিয়া থাকেন। তৎকালে তিনি স্বীয় নিদ্রার নিমিত্ত রজনীকে নিরবচ্ছিন্ন গাঢ়তার তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, পরে সত্ত্বগণের উদ্রেকে প্রবুদ্ধ হইয়া ত্রিলোককে কেবল শূন্যময় অবলোকন করেন। জলের নাম নার, প্রলয়কালে ভগবান তাহাতেই শয়ন করিয়াছিলেন, এই কারণে তিনি নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত।

"অনন্তর ভগবান নারায়ণ প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার নাভিসরোবর হইতে এক পদ্ম সমুত্থিত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই নাভিপদ্মে সমুদ্ভূত ও উপবিষ্ট হইয়া নিখিল বিশ্ব লোকশূন্য অবলোকনপূর্ব্বক আপনার মন হইতে মরীচি প্রভৃতি

মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসকলকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মমূর্ত্তিদ্বারা সৃষ্টি, পৌরুষী মূর্ত্তিদ্বারা রক্ষা ও রৌদ্রীভাবে সকল সংহার করিয়া থাকেন।

"হে সিন্ধুপাতে! বোধ হয় তুমি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও মুনিগণমুখে ভগবান বিষ্ণুর অদ্ভুত কর্ম্মসমুদয় শ্রুত হইয়া থাকিবে। এই অবনীমণ্ডল জলপ্লাবিত হইলে তিনি বর্ষারজনীখদ্যোতের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চারণপূর্ব্বক পৃথিবী উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি কি প্রকার আকার পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিব?" অনন্তর দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে জলবিহারযোগ্য বরাহরূপ তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে তিনি শতযোজন-বিস্তৃত শতযোজন-আয়ত বেদোক্ত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দংষ্ট্রাসকল অতি তীক্ষ্ণ, শরীর পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত ও নবীন জলধরের ন্যায় নীলবর্ণ এবং তঁহার গভীর গর্জ্জন মেঘ-নির্ঘোষসদৃশ।

"ভগবান-বিষ্ণু এবংবিধ বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া সাগরসলিলে প্রবেশপূর্ব্বক একমাত্র দশনদ্বারা মেদিনীমণ্ডল উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি অপূর্ব্ব নরসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভামণ্ডপে গমন করিলেন। দানবরাজ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নরসিংহরূপ নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত-লোচনে এক সুতীক্ষ্ণ শূল উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভগবান নৃসিংহদেব ক্রোধাভরে খরনখরপ্রহারে তাহার উরুস্থল বিদীর্ণ করিলেন।

"তখন ভগবান নারায়ণ লোকের হিতসাধনার্থ মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। অদিতি সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে নবীননীরদশ্যামল, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী, জটামণ্ডিতমস্তক, শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষ, যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন বামনাকার এক পুত্র প্রসব করিলেন। বামনদেব বৃহস্পতি-সমভিব্যাহারে দানবরাজ বলির যজ্ঞদর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈত্যরাজ বলি সেই অদ্ভুত বামনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, "হে বিপ্র! আপনার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয়, প্রার্থনা করুন।"

"বামনদেব 'স্বস্তি' বলিয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক রাজাকে আশীর্বাদপূর্ব্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রদান করুন।" দানবরাজ তৎক্ষণাৎ প্রীতমনে বামনের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। তখন বিক্রমশালী বামনদেব দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিবিক্রমপ্রভাবে দানব-হস্ত হইতে পৃথিবী প্রত্যাহরণপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ঐ বামনের সহিত দেবতারাও ভূতলে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং তিনি পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, এ নিমিত্ত এ জগৎ বৈষ্ণব জগৎ বলিয়া অভিহিত হয়।

"হে বৎস! বামনাবতারের বিষয় সম্যকরূপ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভগবান বিষ্ণু সনাতন ধর্ম্মস্থাপন, আসতের নিগ্রহ ও যদুবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধুলোকেরা তাঁহাকে অনাদি, অনন্ত, অজ ও অজিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি পীতাম্বর ও শঙ্খচক্রগদাধারী, তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসভূষিত। সেই ভূতভাবন ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দেবগণেরও অজেয় হইয়াছেন; সুতরাং মনুষ্যেরা তাঁহাকে কিরূপে পরাজয় করিবে?

অতএব তুমি একদিন অর্জ্জুন ব্যতীত সসৈন্য পাণ্ডবচতুষ্টয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।”

এই বলিয়া ভগবান ত্রিলোচন দেবী পার্ব্বতীর সহিত নানা প্রহরণধারী, বিকট, বামন, কুব্জ ও বিকৃত নয়ন প্রভৃতি পরিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলে রাজা জয়দ্রথ স্বভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল এবং পাণ্ডবেরাও সেই কাম্যাকবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথবিমোক্ষণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৭২তম অধ্যায়
রামোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায় নির্ব্বিন্ন যুধিষ্ঠির-প্রশ্ন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন! দ্রৌপদী অপহৃত হইলে পাণ্ডবেরা নিরতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে কি করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে পরাজিত ও দ্রৌপদীকে বিমুক্ত করিয়া পরিশেষে কাম্যাকবনে মুনিগণ-সমভিব্যাহারে একত্র সমাসীন হইয়া নানা প্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, "ভগবন! আপনি দেবর্ষিগণের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত; ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অন্তঃকরণের সংশয় অপনোদন করুন। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কাল, দৈব ও ভবিতব্যতা অনতিক্রমণীয়; নতুবা অযোনিজ, বেদিমধ্যসম্ভূতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ ও আমাদিগের সহধর্ম্মিণী সেই ধর্ম্মচারিণী দ্রুপদরাজনন্দিনী কি নিমিত্ত এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন? তিনি কদাপি পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই, সর্ব্বদা দ্বিজসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণে তৎপর।

"পাপমতি জয়দ্রথ ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল বলিয়া সহায়সম্পন্ন হইলেও সে সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছে এবং তাঁহার মস্তকের কেশপাশ মুণ্ডিত হইয়াছে। আমরা সমুদয় সিন্ধুদেশীয় সৈন্য নিহত করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধারসাধন করিয়াছি। যাহা হউক, অতর্কিতচর ভার্য্যাহরণ, দীর্ঘকাল অরণ্যবাস, বনোচর নিরপরাধ মৃগগণের প্রাণহিংসাদ্বারা জীবিকা ও কপটাচারী জ্ঞাতিকর্ত্তৃক নির্ব্বাসন, এই সকল দুঃখে আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহর্ষে আপনি ত্রিকালজ্ঞ, অতএব আপনি কি কখন আমার ন্যায় হতভাগ্য মনুষ্যকে দর্শন বা নাম শ্রবণ করিয়াছেন?"

২৭৩তম অধ্যায়
শ্রীরামজন্ম-কথন

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবলপরাক্রান্ত দুর্দান্ত রাবণ মায়াপ্রভাবে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীকে হরণ ও পথিমধ্যে গৃধ্র জটায়ুর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর রামচন্দ্র সীতার অদর্শনে তোমা অপেক্ষা সমধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সুগ্রীবের সাহায্যে সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক দশাননপুরী লঙ্কা দগ্ধ করিয়া জানকীর উদ্ধার সাধন করেন।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন! রাম কোন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমই বা কিরূপ এবং রাবণই বা কাহার পুত্র? তাঁহার সহিত কোন

ব্যক্তির শত্রুতা হইয়াছিল? তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। অনুত্তম রামচরিত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।'

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "রাজন! পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত অজনামে এক সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম দশরথ; তিনি অতি পবিত্রস্বভাব ও নিরন্তর স্বাধ্যায়নিরত ছিলেন। দশরথের চারি পুত্র;—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন; তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তাবিশারদ। রামের জননী কৌশল্যা, ভারতের জননী কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা। বিদেহরাজ দুহিতা সীতা রামের প্রিয়তমা মহিষী হইবেন বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং তাঁহাকে নির্ম্মাণ করেন।

রাবণ জন্মবৃত্তান্ত

"হে ভূপাল! রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে রাবণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"সর্ব্বলোকপ্রভূ ভগবান প্রজাপতি রাবণের পিতামহ, তাঁহার পুলস্ত্যনামে এক মানস-পুত্র জন্মে, তিনি পিতার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। পুলাস্ত্যের পুত্র বৈশ্রবণ; বৈশ্রবণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা ক্রোধে তনুত্যাগ করিলেন; কিন্তু বৈশ্রাবণের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ ক্রোধ ছিল; অতএব তিনি তাঁহার প্রতিকার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং অর্দ্ধাংশে দ্বিজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিশ্রবানামে বিখ্যাত হইলেন।

"এ দিকে পিতামহ বৈশ্রাবণের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অমরত্ব, ধনেশত্ব, লোকপালত্ব ও নলকুবরনামে পুত্র প্রদান করিলেন এবং মহাদেবের সহিত তাঁহার সখ্যবিধান করিয়া তাঁহাকে পুষ্পকাখ্যা কামগ বিমান সমর্পণপূর্ব্বক রাক্ষসগণপরিপূর্ণ লঙ্কা তদীয় রাজধানী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বৈশ্রাবণ ভগবান কোমলযোনির কৃপাবলে যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজরাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।"

২৭৪তম অধ্যায়

রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণ-তপস্যা

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! মহর্ষি পুলস্ত্যের দেহার্দ্ধসমুৎপন্ন বিশ্রাবা বৈশ্রাবণকে সতত ক্রোধদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। রাক্ষসেশ্বর কুবের স্বীয় পিতাকে ক্রোধপরতন্ত্র জানিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। নরবাহন বৈশ্রাবণের আবাসস্থান লঙ্কা। পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনীনাম্নী তিনজন রাক্ষসীকে স্বীয় পিতা বিশ্রবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ রাক্ষসীত্রয় নৃত্য ও গীতে সাতিশয় সুনিপুণ। উহারা সকলেই স্ব স্ব শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে মহর্ষি বিশ্রবার সন্তোষ-সম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিল।

"মহর্ষি বিশ্রবা তাহাদের আস্থা-দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অভিলাষানুসারে তিনজনকেই লোকপালসদৃশ অপত্য প্রদান করিলেন। পুষ্পোৎকটার [রামায়ণমতে নিকষা] গর্ভে বারশ্রেষ্ঠ রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে মহাত্মা বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও

শূর্পণখা জন্ম পরিগ্রহ করেন। উহাদের মধ্যে বিভীষণ সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান, ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মনিরত, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ মহাবল পরাক্রান্ত ও উৎসাহশীল; কুম্ভকর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, মায়াবী, সংগ্রামনিপুণ ও প্রচণ্ড এবং খর ব্রহ্মদ্বেষী, মাংসলোলুপ ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। ঘোররূপা শূর্পণখা সতত সিদ্ধগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। রাবণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত, বেদবেত্তা ও ব্রতচারী ছিলেন। উঁহারা স্বীয় পিতার সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন-পর্ব্বতে বাস করিতেন।

"একদা দশাননাদি ভ্রাতৃগণ পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন নরবাহন বৈশ্রাবণকে পিতার সহিত একত্র সমাসীন অবলোকনপূর্ব্বক সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া তপানুষ্ঠানে যত্নবান হইলেন। তাঁহারা অতি কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। দশানন পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ ও বায়ুভূক, কুম্ভকর্ণ অধঃশিরা ও সংযতাহার এবং বিভীষণ শীর্ণপত্রমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক উপবাসনিরত ও জপপরায়ণ হইয়া সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিলেন। খরা ও শূর্পণখা রাবণাদির তপানুষ্ঠানকালে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে দুর্দ্ধর্ষ দশানন আপনার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন।

রাবণাদির বরলাভ

"তখন ভগবান ব্রহ্মা রাবণের সেই অলোকসামান্য কার্য্য সন্দর্শনে পরামপ্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সকলকে পৃথক পৃথক বরদানদ্বারা প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, "হে বৎসগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, আর তপস্যা করিতে হইবে না, এক্ষণে অমরত্ব ব্যতীত স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। বৎস রাবণ! তুমি মহত্ত্বলাভবাসনায় আপনার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, তন্নিমিত্ত তোমার যত ইচ্ছা ততই মস্তক হইবে, কিন্তু উহাদ্বারা তোমার দেহের কিছুমাত্র বৈরূপ্য জন্মিবে না; তুমি কামরূপী ও সংগ্রামে শত্রুগণের নিহন্তা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"রাবণ কহিলেন, "হে প্রভো! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ ইহাদের নিকট যেন আমার পরাভব না হয়।"

"ব্রহ্মা কহিলেন, "হে রাবণ! তুমি মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী ভিন্ন যাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে তাহাদের নিকট তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই; তুমি অনায়াসে জয়লাভ করিবে।' নরমাংসাশী রাবণ মনুষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, সুতরাং ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

"অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলে মোহাক্রান্তচিত্ত কুম্ভকর্ণ আমার 'দীর্ঘকাল নিদ্রা হউক' বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে বরপ্রদানপূর্ব্বক বিভীষণকে বর গ্রহণ করিতে কহিলেন। বিভীষণ কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! সুমহান আপৎকাল সমুপস্থিত হইলেও যেন আমার মতি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় এবং অশিক্ষিত [অনধীত—যাহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে] ব্রহ্মাস্ত্র যেন স্বতঃ

আমাতে প্রতিভাত থাকে।” ব্রহ্মা কহিলেন, “হে বৎস! তুমি যখন রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম।”

রাবণের প্রতি কুবেরের অভিশাপ

“মহাবীর দশানন ব্রহ্মার নিকট বরগ্রহণানন্তর কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় ও রাজ্যচ্যুত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন। ধনেশ্বর তখন লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও কিম্পুরুষ-সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন-পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত রাবণ তাঁহার পুষ্পনামক বিমান বলপূর্ব্বক হরণ করিলে তিনি তখন ক্রোধকম্পিত্যকলেবরে রাবণকে অভিসম্পাত করিলেন, ‘রে দুরাত্মন! এই পুষ্পক কখনই তোকে বহন করিবে না। যিনি সমরাঙ্গনে তোকে সংহার করিবেন, এই বিমান সেই মহাবীরকে বহন করিবে; আর আমি তোর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, গুরু, তুই যেমন আমার অপমান করিলি, এই অপরাধে তোকে ত্বরায় শমন-সদনে গমন করিতে হইবে।”

‘ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনাচরিত পথ স্মরণপূর্ব্বক কুবেরের অনুগমন করিলেন। ভগবান ধনেশ্বর স্বীয় ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যক্ষরাক্ষস-সৈন্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

“এ দিকে নরমাংসলোলুপ মহাবলপরাক্রান্ত পিশাচগণ একত্র হইয়া দশাননকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিল। আকাশগামী কামরূপী মহাবলপরাক্রান্ত দশগ্রীব দেবগণ ও দৈত্যগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমুদয় রত্ন হরণ করিলেন। তিনি দেবগণেরও মনে ভয় সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাবীর দশানন সমস্ত লোককে রাবিত অর্থাৎ তাহাদের হিংসা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রাবণ হইল।”

২৭৫তম অধ্যায়

দেবদ্বেষি-দ্রাবণবধার্থ দেবগণের মর্ত্যজন্ম

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “অনন্তর ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ হুতাশনকে পুরস্কৃত করিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। হুতাশন কমলযোনিকে কহিলেন, “ভগবন! বিশ্রাবার পুত্র মহাবল দশগ্রীব আপনার বরপ্রভাবে অবধ্য হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রজাগণের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব আপনি রক্ষা করুন; আপনা ব্যতীত ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই।”

“ব্রহ্মা কহিলেন, “হে হব্যবাহ! যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করা দেবাসুরের অসাধ্য, আমি তাহার নিগ্রহের উপায়বিধান করিয়াছি। চতুর্ভুজ বিষ্ণু আমার নিয়োগক্রমে অবতীর্ণ হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন। সম্প্রতি তুমি দেবগণ-সমভিব্যাহারে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া ঋক্ষী [ভল্লুকী] ও বানরীর গর্ভে মহাবল-পরাক্রান্ত কামরূপী পুত্রসকল উৎপাদন কর, তাহারা কার্য্যকালে বৈকুণ্ঠস্বামী বিষ্ণুর সহায় হইবে।”

“অনন্তর দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভগবান কমলযোনি তাহাদিগের সমক্ষে দুন্দুভিনামে গন্ধর্বীকে আদেশ

করিলেন, দুন্দুভি! তুমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মর্ত্যলোকে গমন কর।” দুন্দুভি পিতামহবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কুব্জা হইয়া মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় তাহার নাম মন্থরা হইল।

“এদিকে দেবরাজ প্রভৃতি দেবতারা প্রধান প্রধান বানরী ও ঋক্ষীর গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্যক পুত্রোৎপাদন করিলেন। সেই সকল পুত্রেরা যশ ও বলবিষয়ে পিতৃগণের অনুরূপ হইল; তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ, গিরিশৃঙ্গবিদারণক্ষম, অযুত নাগেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী, এবং শাল, তাল ও শিলা প্রভৃতি তাহাদিগের আয়ুধ হইল। তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। যাহার যে-স্থানে অভিলাষ হইত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিত।

“ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা এইরূপে সমুদয় বিধান করিয়া পরিশেষে যেরূপে যে কার্য্য করিতে হইবে, মন্থরাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মনোমারুতগামিনী মন্থরা ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণানন্তর বৈরসন্ধুক্ষণে [উদ্দীপনে] বিরত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক পিতামহের আদেশানুরূপ সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন।”

২৭৬তম অধ্যায়

রামের রাজ্যাভিষেক-মন্ত্রণা

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! আপনি রামচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে রাম, লক্ষণ ও জনকদুহিতা সীতা কি কারণে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাহারও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “মহারাজ! ধর্ম্মনিরত বৃদ্ধিজনমতাবলম্বী রাজা দশরথ অপত্যলাভ করিয়া পরামপ্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা বিমল শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমুদয় বেদ ও সরহস্য ধনুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত সাধন করিলে রাজা দশরথ তাঁহাদিগের বিবাহ-সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম রমণীয় গুণগ্রামে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

“মত্তমাতঙ্গগামী কমললোচন রামের বাহুযুগল আজানুলম্বিত; কেশ্যকলাপ নীল ও কুঞ্চিত; বক্ষঃস্থল অতি বিশাল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, অসতের নিয়ন্তা, ধার্ম্মিকের রক্ষক, বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান এবং শত্রুগণেরও প্রিয়দর্শন ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অধৃষ্য ও অপরাজিত রঘুনাথকে নিরীক্ষণ ও তাঁহার গুণসমূহ চিন্তা করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন।

“এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা দশরথ আপনাকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া রাজ্যাভিষেকের সমুচিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অবধারণ করিলেন।

"অনন্তর রাজা দশরথ প্রীতমনে পুরোহিতকে কহিলেন, "অদ্য পুষ্যানক্ষত্র ও পবিত্র যোগযুক্ত রজনী; অতএব আপনি রামকে এই বিষয় অবগত করিয়া অভিষেকোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করুন।" মন্থরা ভূপালমুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সত্বর কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "দেবি! তোমার নিতান্ত দূরদৃষ্ট; ভীষণ অজগর ক্রুদ্ধ হইয়া এখনই তোমাকে দংশন করুক। কৌশল্যার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে; তাহার পুত্র অনতিকালমধ্যেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। মহারাজ তোমার পুত্রকে কখন রাজ্যাধিকারী করিবেন না; সুতরাং তোমার সৌভাগ্য আর কোথায় রহিল? উহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।"

পিতৃসত্যপালনে রামের বনগমন

"কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া দ্রুতগমনে নির্জ্জনে ভূপাল-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং সহাস্যমুখে প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক মধুর-বাক্যে কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান করিয়া আমাকে মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।" রাজা দশরথ কহিলেন, 'হে সুন্দরি! আমি এক্ষণে বরপ্রদানে সম্মত আছি। তুমি অবিলম্বেই স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি পৃথিবীর রাজাধিরাজ এবং বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষক; বল, কোন অবধ্যকে বধ বা কোন বধ্যকে বিমুক্ত করিব? আমার যে কিছু ধন আছে, বল, কাহাকে প্রদান করিব অথবা ব্রহ্মস্ব ব্যতিরেকে কাহার ধন অপহরণ করিয়া লইব?"

"তখন কৈকেয়ী রাজার প্রসন্নভাব নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতানুসারে কহিলেন, "মহারাজ! তুমি রামের রাজ্যাভিষেকসাধনার্থ যে দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছ, তাহাদ্বারা আমার পুত্র ভরতের অভিষেক হউক আর রাম অরণ্যে প্রস্থান করুক।" রাজা কৈকেয়ীমুখে এই নিদারুণ দুর্ব্বিষহ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক একান্ত দুঃখিত হইয়া কিছুমাত্র বলিলেন না।

"অনন্তর মহানুভব রাম, পিতা এইরূপ বচনবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা সবিশেষ বিদিত হইয়া তাঁহার সত্যরক্ষার্থ বনপ্রস্থান করিলেন। ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতা তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দশরথ পুত্রবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

"অনন্তর কৈকেয়ী ভারতকে নন্দীগ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া কহিলেন, "বৎস! রাজা তনুত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন; রাম ও লক্ষ্মণ বনপ্রস্থান করিয়াছেন; এক্ষণে ভরত কহিলেন, 'কুলপাংসনে তুমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছ! ধনলাভ-লোভে ভর্ত্তৃবিনাশ ও সূর্য্যবংশ উৎসন্ন করিলে। লোকে এ বিষয়ে আমারই অযশ ঘোষণা করিবে; এক্ষণে তোমার বাসনাসকল সম্যক সফল হইল।" এই বলিয়া ভরত অবিরল বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন।

"পরে তিনি প্রজাদিগের নিকট আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে প্রত্যায়ন করিবার অভিলাষে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে সুসজ্জিত যানে অগ্রে প্রেরণ করিলেন; পশ্চাৎ বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি শতসহস্র ব্রাহ্মণ, পৌর ও জনপদবর্গপরিবৃত

হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন; চিত্রকূটপর্ব্বতে তাপস বেশধারী ধনুর্দ্ধর রঘুনাথকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যানয়নার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম পিতার আদেশে বনবাসই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ভ্রাতা ভরতকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

"অনন্তর ভরত নন্দিগ্রামে তদীয় পাদুকাযুগল পুরষ্কৃত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। রামও তথায় পৌরগণের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সৎকার করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন ও তথায় গোদাবরী নদী নিরীক্ষণ করিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় জনস্থান-নিবাসী রাক্ষস খরের সহিত রামের শূর্পণখামূলক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ধর্ম্মবৎসল রাম তাপসাগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার ও মহাবলপরাক্রান্ত খরদূষণকে বিনাশ করিয়া সেই ধর্ম্মরণ্য নিষ্কণ্টক করিলেন।

রামের দণ্ডকারণ্যবাস-শূর্পণখার নাসিকাকর্ত্তন

"অনন্তর শূর্পনখা ছিন্ননাসা ও ছিন্নোষ্ঠী হইয়া লঙ্কাধিনাথ রাবণের নিকট গমনপূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। বীর্যবর রাবণ ভগিনীকে তাদৃশ বিরূপীকৃত অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক সত্বর সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং অমাত্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে শূর্পণখাকে কহিলেন, "হে শূর্পনখে! আমাকে অবমাননা করিবার জন্য কে তোমাকে এরূপ বিরূপ করিল? কোন ব্যক্তি তীক্ষ্ণ শূলদ্বারা আপনার শরীর বিদ্ধ করিয়াছে? কোন ব্যক্তি মস্তকে বহ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বস্তমনে শয়ন করিয়া আছে? কোন ব্যক্তি মহাঘোর ভুজঙ্গকে চরণদ্বারা স্পর্শ করিতেছে? কোন ব্যক্তিই বা মহাবলপরাক্রান্ত কেসারীর দর্শন স্পর্শ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতেছে?"

"নিশাকালে বৃক্ষরন্ধ্র যাদৃশ তেজ নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সময়ে রাবণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে অনবরত অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। তখন শূর্পণখা খরদূষণবধ প্রভৃতি রাক্ষসগণের পরাভব পর্যন্ত আদ্যোপান্ত রামবিক্রমবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ কর্ত্তব্যাধারণপূর্ব্বক ভগিনীকে সান্ত্বনা ও মন্ত্রিহস্তে নগরের রক্ষাভার সমর্পণ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। পরে ত্রিকূট ও কালপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অতি গভীর তিমিমকরসঙ্কুল সাগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবান শূলপাণির প্রিয়তর গোকর্ণস্থানে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে তদীয় পূর্ব্বামাত্য মারীচ রামভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিতেছিল, রাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।"

২৭৭তম অধ্যায়

ভগিনীর অবমাননায় ক্রুদ্ধ রাবণের সীতাহরণ সঙ্কল্প

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! মারীচ রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিল। রাবণ তথায় সমাসীন হইয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলে মারীচ তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "হে রাক্ষসেন্দ্র! আপনার নগরী লঙ্কা ও প্রজাগণের কুশল ত'? প্রজাগণ ত' পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে ভক্তি করিয়া থাকে? কি মনে করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিবেন অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব।"

"রাবণ মারীচের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাহার সমীপে রামের সমুদয় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিলেন। মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, "হে মহারাজ! আপনি রামের সহিত বিরোধ করিবেন না। আমি তাঁহার পরাক্রম বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। এই ভূমণ্ডলে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, দাশরথির বাণবেগ সহ্য করিতে পারে। তিনি আমার এই প্রব্রজ্যার একমাত্র হেতু। কোন দুরাত্মা আপনাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছে?"

"দশানন মারীচের বাক্য-শ্রবণে একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে ভৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন, "যদি তুমি আমার আদেশানুসারে কার্য্য না কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সংহার করিব। তখন মারীচ মনে মনে চিন্তা করিল, "রামের হস্তে হউক বা রাবণের হস্তে হউক, আমার মরণ অবশ্যই হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরাত্মার হস্তে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা সাধুলোকের হস্তে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়ঃ, অতএব আমি দুরাত্মা রাবণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিব।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাবণকে কহিল, "হে রাক্ষসরাজ! আপনার কি অভিলাষ সম্পাদনা করিতে হইবে, বলুন, আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহা সম্পন্ন করিব।"

"রাবণ কহিলেন, "হে মারীচ! তুমি রত্নশৃঙ্গ ও রত্নরোমসম্পন্ন মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে প্রলোভিত কর। সীতা তোমাকে দেখিয়া অবশ্যই তোমার আনয়নার্থ রামকে প্রেরণ করবে। রাম দূরপ্রদেশে গমন করিলে আমি অনায়াসেই সীতাকে বশীভূত করিয়া আনয়ন করিতে পারিব। রাম সীতার বিয়োগে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। হে মারীচ! তুমি আমার এই অভিলাষ সম্পাদন কর।"

মারীচের স্বর্ণমৃগরূপধারণ—সীতার অনুরোধে রামের মৃগানুসরণ

"মারীচ রাবণের বাক্য-শ্রবণানন্তর স্বীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক রাবণের অনুগমন করিল। পরে তাঁহারা দুইজনে রামের আশ্রম-সমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত মন্ত্রণারূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাবণ কুণ্ডল ও ত্রিদণ্ডধারী মুণ্ডিতমুণ্ড যতির বেশ ধারণ করিলেন। মারীচ রাবণের আদেশানুরূপ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক বৈদেহী-সন্নিধানে গমন করিল। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়, সীতা সেই অপূর্ব্ব মৃগরূপ-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার

আনয়নার্থ রামকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভগবান রুদ্র যেমন তারামৃগের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম সীতার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া শর, শরাসন, তূণীর ও অঙ্গুলিত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরূপী মারীচ ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত ও ক্ষণে ক্ষণে রামের নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। "মহাবীর দাশরথি এইরূপে মায়ামৃগের অনুসরণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অতিদূরতর প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর তিনি ঐ মৃগকে নিশাচর বলিয়া বোধ করিয়া অমোঘ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঐ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণসংহার করিলেন। নিশাচর মারীচ মরণসময়ে রামের স্বরসদৃশ স্বরে উচ্চৈঃস্বরে 'হা সীতে! হা লক্ষণ!' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

"বৈদেহী রাক্ষসের করুণস্বর-শ্রবণে রামের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে সেই শব্দানুসারে ধাবমান হইলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, "ভীরু! কোন শঙ্কা করিও না; রামকে প্রহার করা কাহার সাধ্য? তুমি মুহূর্ত্তকালমধ্যে পুনরায় ভর্ত্তার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে।"

"সীতা লক্ষ্মণের বাক্য-শ্রবণানন্তর রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রী-স্বভাবসুলভ লঘুতাপ্রভাবে লক্ষ্মণের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া পরুষবাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'রে মূঢ়! তুই মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছিস, তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। আমি বরং অস্ত্রাঘাতে, কি গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনপূর্ব্বক অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিব, তথাপি জীবিতনাথকে পরিত্যাগ করিয়া তোর বশীভূত হইব না। অরে মূর্খ। ব্যাঘ্রী কি কখন শৃগালকে ভজনা করে?"

"পরমধার্ম্মিক রামপ্রিয় লক্ষ্মণ বৈদেহীর তাদৃশ্য অসদৃশ বাক্যশ্রবণে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক রামসন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। তিনি রামের চরণচিহ্ন অনুসারে গমন করিয়া ক্রমে ক্রমে জানকীর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন।

কপটসন্ন্যাসিরূপী রাবণের সীতাহরণ

"এদিকে যতিবেশধারী দশানন সময় বুঝিয়া সীতাকে হরণ করিবার মানসে ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণা বৈদেহী তাঁহাকে অৰলোকন করিয়া ফলমূলাদি ভক্ষণ করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। রাবণ তৎসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় রূপ গ্রহণ করিয়া সীতাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "অয়ি সীতে! আমি রাক্ষসকুলের অধিপতি, আমার নাম রাবণ; পয়োনিধিপারে লঙ্কানামী পরমরমণীয় পুরী আমার রাজধানী। তুমি তথায় গমন করিয়া নরনারীগণের মধ্যে আমার সহিত শোভিত হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি আমার প্রণয়িনী হও; তপস্বী রাঘবকে পরিত্যাগ কর।"

"পতিব্রতা জানকী রাবণের মুখে ঐ সমুদয় বাক্য-শ্রবণে কর্ণে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, যদি নক্ষত্রসমবেত স্বর্গ ভূতলে পতিত হয়, যদি পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। আর, যদি অগ্নি শীতল হয়, তথাপি আমি রঘুনন্দনকে পরিত্যাগ করিব না। করেণু মদস্রাবী হস্তীকে ভজনা করিয়া কি শূকরকে স্পর্শ করিতে পারে? যে কামিনী মাধ্বীকে মধুমাধ্বী পান করিয়া থাকে তাহার কি কখন কাঞ্জিকে শ্রদ্ধা হয়?"

"সীতা রাবণকে এই কথা বলিয়া ক্রোধাভরে স্ফুরিতাধর হইয়া করদ্বয় কম্পন করিতে করিতে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাবণ দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অতি রুক্ষবাক্যে ভৎসনা করিয়া তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণপূর্ব্বক উর্দ্ধমার্গে গমন করিলেন। সীতা রাক্ষসের হস্তে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া "রাম রাম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় গিরিনিবাসী গৃধ্ররাজ জটায়ু তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিলেন।"

২৭৮তম অধ্যায়

রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! অরুণাত্মজ গৃধ্ররাজ জটায়ু রাজা দশরথের সখা এবং মহাশূর সম্পাতির সহোদর ছিলেন। তিনি বধূ জানকীকে রাবণের অঙ্গে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধাভরে দ্রুতবেগে রাক্ষসেশ্বরসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, 'ওরে দুষ্ট নিশাচর! সীতা আমার স্নুষা, তুই আমার সমক্ষে কিরূপে ইহাকে হরণ করিবি? যদি তোর জীবনরক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে অবিলম্বে জানকীকে পরিত্যাগ কর।" গৃধ্ররাজ জটায়ু এই কথা বলিয়া প্রচণ্ড নখাঘাত ও পক্ষপ্রহারদ্বারা নিশাচরের শরীর জর্জ্জরীভূত করিথে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্র রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।

"রাবণ রামহিতৈষী জটায়ুকর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া খড়গ গ্রহণপূর্ব্বক পক্ষীন্দ্রের পক্ষযুগল ছেদন করিয়া তাঁহাকে মৃতকল্প করিলেন এবং সীতাকে লইয়া আকাশপথে উপস্থিত হইলেন। বৈদেহী পথিমধ্যে যে যে স্থানে আশ্রমমণ্ডল, সরোবর ও নদী অবলোকন করিলেন, তথায় স্বীয় অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে গিরিপ্রস্থে পাঁচটি বানর দর্শন করিয়া তথায় দিব্য উত্তরীয়বসান নিক্ষেপ করিলেন। যেমন বারিদমধ্যে বিদ্যুৎ বিরাজিত হয়, তদ্রূপ সেই পীতবর্ণ বসন বায়ুবেগে বানরগণের মধ্যে পতিত হইয়া শোভিত হইল। খেচর নিশাচর অচিরকালমধ্যে সীতাসমভিব্যাহারে বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত, পরমরমণীয়, প্রকারবেষ্টিত, বহুদ্বারোপশোভিত লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিলেন।

"এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচের প্রাণসংহার করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এই বলিয়া ভ্রাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, লক্ষ্মণ কিরূপে সেই রাক্ষস পূর্ণ জনশূন্য অরণ্যে সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিলেন? অনন্তর তিনি মৃগরূপী রাক্ষসদ্বারা আপনার আকর্ষণ ও লক্ষ্মণের আগমনে নিতান্ত শঙ্কিত ও একান্ত চিন্তাকুল হইয়া আপনাদিগকে নিন্দা করিয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লক্ষ্মণ! বৈদেহী ত' জীবিত আছেন?" তখন লক্ষ্মণ, সীতা তাহার প্রতি যে সকল অসদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন। তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

রামকর্ত্তৃক জটায়ুর সৎকার

"অনন্তর তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতপ্রতিম মৃতের ন্যায় নিপতিত গৃধ্ররাজকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসভ্রমে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। গৃধ্ররাজ রাম ও লক্ষ্মণকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি রাজা দশরথের সখা; আমার নাম জটায়ু।" ভ্রাতৃযুগল তাঁহার বাক্য-কর্ণগোচর করিয়া পরস্পর কহিলেন, 'ইনি কে, আমাদিগের পিতার নাম করিতেছেন? পরে তাঁহারা সেই ছিন্নপক্ষ পক্ষীর নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন, "অদ্য সীতার নিমিত্ত দুরাত্মা রাবণ হইতে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" তখন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাত! রাবণ কোন পথে প্রস্থান করিয়াছে?" পক্ষীন্দ্র বাঙ-নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া শিরশ্চালনীদ্বারা পথের নিরূপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। দাশরথি গৃধ্ররাজের ইঙ্গিত-দর্শনে রাবণ দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং স্বীয় পিতৃবন্ধু জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া তথা হইতে লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন; দেখিলেন, আশ্রম শূন্য হইয়া রহিয়াছে। তত্রত্য মঠ সমুদয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কলসসকল চূর্ণ হইয়াছে এবং শত শত গোমায়ুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

রাম-লক্ষ্মণকর্ত্তৃক কবন্ধবধ

"তখন তাঁহারা জানকীহরণ জন্য শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া ক্রমিক দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, ঐ ঘোর অরণ্যমধ্যে সহস্র সহস্র মৃগযূথ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য জন্তুগণ ক্রমবর্দ্ধমান দাবাগ্নির ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতেছে। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ঘোরদর্শন মহাভুজ কবন্ধ অবলোকন করিলেন। উহার আকার নিবিড় মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধাদেশ শালসদৃশ। উহার বিশাল নেত্রদ্বয় বক্ষঃস্থলে ও ভীষণ বদনমণ্ডল উদরে সন্নিহিত রহিয়াছে। কবন্ধ যাদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণের হস্তধারণ করাতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কবন্ধ তখন লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করিয়া রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন সুমিত্রানন্দন রামকে অবলোকন করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আমার দুরবস্থা দর্শন করুন। বৈদেহীর হরণ, আমার এই আকস্মিক বিপৎপাত, আপনার রাজ্যনাশ ও পিতার মরণ, এই সমুদয় অমঙ্গল এককালে উপস্থিত হইয়াছে। হায়! আমি কোশল-নগরে বৈদেহী সমভিব্যাহারে আপনাকে পিতৃপতামহ রাজ্য শাসন করিতে দেখিলাম না; আপনি যখন কুশ, লাজ ও শমীদ্বারা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তখন ধন্য ব্যক্তিরাই মেঘনিমুক্ত শশধরের ন্যায় আপনার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবেন।' লক্ষ্মণ এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

"সূর্য্যবংশাবতংস মহাবীর রাম সেই বিপৎকালেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কহিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না। আমি জীবিত থাকিতে উহার নিকট তোমার ভয়ের বিষয় কি? আমি এই দুরাত্মার বামবাহু ছেদন করিতেছি; তুমি শীঘ্র উহার দক্ষিণবাহু ছেদন কর।" মহাবীর রাম এই কথা বলিতে বলিতে তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে অনায়াসে কবন্ধের বামবাহু ছেদরপূর্ব্বক পাতিত করিলেন। লক্ষ্মণও তদর্শনে সাহসী হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার

দক্ষিণবাহু ছেদনপূর্ব্বক পার্শ্বদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিতে লাগিলেন। কবন্ধ দারুণ আঘাতে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

রামের প্রতি শাপমুক্ত বিশ্বাবসুর উপদেশ

"অনন্তর সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী দিব্যদর্শন এক পুরুষ কবন্ধের দেহ হইতে বহির্গত হইলেন; রাম তদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করুন, আমি আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।" দিব্যপুরুষ কহিলেন, "হে ভূপনন্দন! আমি গন্ধর্ব্ব, আমার নাম বিশ্বাবসু; ব্রহ্মশাপপ্রভাবে রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। হে মহাত্মন! লঙ্কাধিবাসী দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন; তিনি আপনার সহিত সখ্যস্থাপন করিবেন। এই যে পবিত্রতোয়া হংসকারণ্ডবসনাথা পম্পা পুষ্করিণী দেখিতেছেন, ইহার অনতিদূরে ঋষ্যমূক-পর্ব্বত। সুগ্রীব চারিজন সচিব-সমভিব্যাহারে ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। মহাবীর সুগ্রীব বানররাজ বালীর সহোদর। আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা জ্ঞাপন করুন। তিনিও আপনার ন্যায় ভার্য্যাবিয়োগী; অতএব অবশ্যই আপনার সাহায্য করিবেন। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আপনি নিঃসন্দেহ জানকীর সন্দর্শন পাইবেন; বানররাজ সুগ্রীব নিশ্চয়ই রাবণদিগকে জানেন।" মহাপ্রভাসম্পন্ন দিব্যপুরুষ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহাবীর রামলক্ষ্মণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন।"

২৭৯তম অধ্যায়

সীতবিরহে রামের বিলাপ—লক্ষ্মণের সান্ত্বনা

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর দাশরথি অনতিদূরবতী প্রফুল্লোৎপলশালী সুরম্য পম্পী-সরোবরে উপনীত হইলেন। তাহার সুশীতল সুখকর সমীরণ সেবন করিতে করিতে র্ত্তাহার অন্তঃকরণে জানকীবিরহ উদ্দীপিত হইল। তখন তিনি মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া অতীত বৃত্তান্তের অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ র্ত্তাহাকে জানকীবিরহে নিতান্ত কাতর দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কহিলেন, "আর্য্য! যেমন ব্যাধি বৃদ্ধমতানুযায়ী বিজ্ঞ মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে না, তদুপ এবংবিধ বিরূপ ভোব আপনাকে স্পর্শ করিতে কদাচি সমর্থ হয়। না; অতএব আপনার শোকাকুল হওয়া অনুচিত। আপনি জানকী ও রাবণের বার্ত্তা অবগত আছেন; এক্ষণে বুদ্ধি, বল ও পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক সীতাদেবীর উদ্ধারসাধনে যত্নবান হউন। আসুন, আমরা পর্ব্বতবাসী কপিবর সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি আপনার শিষ্য, ভূত্য ও সহায়, আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনার নিরাশ্বাস হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে।"

ঋষ্যমুকশৈলে সুগ্রীবসন্নিধানে রাম-লক্ষ্মণের গমন-তৎসহ মৈত্রী

"অনন্তর রাঘব প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত কর্ত্তব্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সেই সরোবরে অবগাহন ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ঋষ্যমূকাভিমুখে গমন

করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গিরিশিখরবাসী মহাবীর পঞ্চবানরকে নিরীক্ষণ করিলে কপিবর সুগ্রীব হিমাচলের ন্যায় উন্নত নিজ মন্ত্রী ধীমান হনুমানকে তাহাঁদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হনুমানকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রামের সহিত মৈত্রভাব সংস্থাপন করিলেন।

"অনন্তর রাম কপিগণের নিকট নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তাহারা সীতাদেবী হরণকালে পর্ব্বতোপরি যে বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহা তাহার নেত্রগোচর করিলেন। রাম প্রত্যয়কর সেই অভিজ্ঞান লাভ করিয়া সুগ্রীবকে পৃথিবীস্থ বানরগণের অধিপতি করিয়া দিলেন এবং "আমি মহাবল বালীকে বধ করিব।" এই বলিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন; সুগ্রীবও সীতাদেবীর উদ্ধারসাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন।

"তাঁহারা এইরূপ পরস্পর বচনবদ্ধ হইয়া বিশ্বস্তমনে যুদ্ধার্থ কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করিলে সুগ্রীব মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। বালী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধাভরে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতেছেন, ইত্যবসরে সুগ্রীবপত্নী তারা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া কহিল, "মহারাজ! যখন মহাবলপরাক্রান্ত সুগ্রীব সিংহনাদ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, সে অন্য কোন জীবের আশ্রয়লাভ করিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবে; অতএব এক্ষণে যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইও না।" তখন হেমমালী বালী প্রিয়তমা তারাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি ত' বুদ্ধিবলে সকল প্রাণীরই কণ্ঠস্বর অনুধাবন করিতে পার, অতএব আমার ভ্রাতা সুগ্রীব কাহার আশ্রয় লাভ করিয়াছে, বলিয়া দাও।"

"অনন্তর তারা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মহাবীর বালীকে কহিল, মহারাজ! হৃতদার দাশরথি সুগ্রীবের সহিত তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং সুগ্রীবের মিত্র তাঁহার মিত্র ও সুগ্রীবের শত্রু তাঁহার শত্রু। আর উঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান আছেন এবং মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান ইঁহারা সুগ্রীবের মন্ত্রি। ইঁহারা সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান; বিশেষতঃ রামবলবীর্য্যের আশ্রয় করিয়া তোমার বিনাশে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।" তখন বালী তারার হিতবাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ঈর্ষাবশে তাহাকে সুগ্রীবানুরাগিণী মনে করিয়া বারংবার ভৎসনাপূর্ব্বক সত্বর গুহা হইতে নির্গত হইলেন এবং মাল্যবান পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সুগ্রীবকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'রে দুরাচার! আমি পূর্ব্বে তোকে বারংবার পরাজয় করিয়া জ্ঞাতিবোধে পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে পুনর্ব্বার মৃত্যু ইচ্ছা হইয়াছে কেন?" তখন সুগ্রীব কহিলেন, "হে মহারাজ! তুমি আমার ভার্য্যা ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং আমার জীবনের আর গৌরব কি? এই জন্যই আমি পুনরায় আগমন করিয়াছি।"

বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ-বালিবধ

"এইরূপ কথোপকথনানন্তর বালী ও সুগ্রীব শাল, তাল ও শিলা গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর প্রহার, ভূতলে পাতিত ও মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বিচিত্র লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর নখ-দন্ত প্রহার দ্বারা রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকপাদপের ন্যায় শোভিত হইলেন। সেই ঘোরতর

যুদ্ধে যখন বালী ও সুগ্রীবের আকারগত কোন ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না, তখন হনুমান সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। যেমন মেঘমালাদ্বারা মহাশৈল মলয় শোভিত হয়, তদ্রূপ মহাবীর সুগ্রীব হনুমৎ-প্রদত্ত মাল্যদ্বারা শোভমান হইলেন।

"তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সেই মাল্যদ্বারা সুগ্রীবকে চিনিতে পারিয়া বালীকে লক্ষ্য করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বালী রামের দারুণ শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া রক্ত বমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণসমবেত রামকে আবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে ভৎসনা করিতে করিতে মুর্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন তারা তারাপতিসদৃশ ভূতলশায়ী স্বীয় পতিকে নিরীক্ষণ করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইল।

"এইরূপে বালী নিহত হইলে পর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য ও পূর্ণেন্দুমুখী তারাকে প্রাপ্ত হইলেন; রামও সুগ্রীবকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া চারি মাস মাল্যবান-পর্ব্বতের উপর অধিবাস করিলেন।

সীতার অশোকবনে বাস-বিবিধ বিলাপ

"এদিকে রাবণ লঙ্কাপুরীগমনপূর্ব্বক তাপসাশ্রমসদৃশ অশোকবনসমীপবর্ত্তী নন্দনোপম ভবনে জানকীকে নিবেশিত করিলেন। ভর্ত্তৃস্মরণকৃশাঙ্গী তাপসীবেশধারিণী পৃথুলোচনা জানকী সেই স্থানে ফলমূলাশনে জীবনধারণপূর্ব্বক অতিকষ্টে বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষসাধিপতি তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত প্রাস, অসি, শূল, পরশু, মুদগর ও অলাতধারিণী কতকগুলি রাক্ষসীকে নিযুক্ত করিলেন; তাহাদিগের মধ্যে কেহ দ্বিনেত্রা, কেহ ত্রিনেত্রা, কেহ বা ললাটনেত্রা; কাহারও বা দীর্ঘ জিহ্বা, কাহারও বা জিহ্বার চিহ্নমাত্র নাই, কাহারও বা তিন স্তন, কাহারও বা এক পদ, কাহারও বা তিনটিমাত্র জটা, কাহারও বা এক লোচন, কাহারও প্রজ্বলিত চক্ষু, কাহারও বা কেশকলাপ পিঙ্গলবর্ণ ও রুক্ষ; তাহারা দিবারাত্র অতন্দ্রিত হইয়া সীতাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং সর্ব্বদা পরুষবাক্যে "ভক্ষণ করিব, সংহার করিব, তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিব, এ আমাদের স্বামীকে অবমাননা করিয়াও জীবিত রহিয়াছে" এই বলিয়া তর্জ্জন ও ভৎসনা করিত।

"পতিশোকবিধুরা জানকী তাহাতে অতি ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্যাগণ! আমাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর, আমার জীবনে কিছুমাত্র যত্ন নাই, আমি সেই নীলকুঞ্চিতকেশরাজীবলোচন প্রাণবল্লভবিরহে তালগত সর্পীর ন্যায় নিরাহারে শরীর শোষণ করিব। তোমরা নিশ্চিতই জানিও, আমি সেই রাঘব ব্যতীত অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিব না। ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কর।"

ত্রিজটা-রাক্ষসীর সীতা-সান্ত্বনা

"রাক্ষসীগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষস পতিকে তৎসমুদয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিলে, ত্রিজয়ানামী প্রিয়বাদিনী এক রাক্ষসী তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিল, 'সখি জানকি! আমাকে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস কর, ভয় ত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। অবিন্ধ্যনামে একটি মেধাবী বৃদ্ধ রাক্ষস আছেন, তিনি রামের হিতান্বেষা, তিনি তোমার নিমিত্ত আমাকে কহিলেন, তুমি আমার বাক্যে সীতাকে আশ্বাসিত ও প্রসন্ন করিয়া কহিবে, তোমার ভর্ত্তা রাম এবং বলবান লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, তিনি তোমার

নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া শক্রসমতেজাঃ বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্যবন্ধন করিয়াছেন, হে ভীরু! লোকবিনিন্দিত রাবণ হইতে ভীত হইও না; তুমি নলকুবরশাপে সুরক্ষিত হইবে। পাপাত্মা রাবণ পূর্ব্বে রম্ভা-বধূকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাতে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়াছে যে, কোন অবশীভুত রমণীকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার ভর্ত্তা এবং সৌমিত্রি সুগ্রীবসহায় হইয়া শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক তোমার উদ্ধার করিবেন। অদ্য আমি দুরাত্মা রাবণের সংহারসূচক এই ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি যে, দুষ্টাত্মা নিশাচর দেবগণকর্ত্তৃক স্পর্দ্ধিত ও কালোপহতচেতন হইয়া গর্দ্দভযুক্ত রথে নৃত্য করিতেছে, কুম্ভকর্ণাদি-রাক্ষসগণ নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক, রক্তমাল্যবিভূষিত হইয়া দক্ষিণ অভিমুখে গমন করিতেছে; বিভীষণ একাকী শ্বেতাতপত্র-উষ্ণীষধারী ও শুক্ল-মাল্যানুরঞ্জিত হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে, তাঁহার চারিজন মন্ত্রি শুক্লমাল্যধারী, শুক্লানুলেপনে অনুলিপ্ত ও শ্বেতপর্ব্বতারূঢ় হইয়া এই মহাভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সসাগরা পৃথিবী রামের অস্ত্রে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তোমার স্বামীর যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে। লক্ষ্মণ দশদিক দাহ করিয়া অস্থিরাশিতে আরোহণপূর্ব্বক মধু ও পায়স ভোজন করিতেছেন এবং তোমার সমুদয় শরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়াছে ও একটি ব্যাঘ্র তোমাকে রক্ষা করিতেছে; অতএব হে মৃগশাবাক্ষি! তুমি অচিরকাল মধ্যে স্বামীর সহিত সমাগত হইয়া আনন্দিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

“ত্রিজটার বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার পুনরায় ভর্ত্তৃসমাগমের আশা বলবতী হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই সকল নিশাচরীগণ আগমনপূর্ব্বক দেখিল যে, সীতা ত্রিজটাসমভিব্যাহারে পূর্ব্বের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন।”

২৮০তম অধ্যায়

রাবণের কুপ্রস্তাবে তৎপ্রতি সীতার তিরস্কার

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “ভর্ত্তৃবিরহবিধুরা, অতি দীনা, মলিনবাসনা, মণিমাত্র-ভূষণা পতিপরায়ণা জনকনন্দিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছেন ও রাক্ষসাধিকৃত রক্ষোরমণীগণ সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এমন সময়ে রাজা দশানন দিব্যবসন, মনোহর মণিকুণ্ডল, বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায়, রত্নবিভূষিত কল্পপাদপের ন্যায় কন্দপশরে আহত হইয়া জনকনন্দিনীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও শ্মাশানারোপিত চৈত্যবৃক্ষের ন্যায়,রোহিণীসমীপবর্ত্তী শনৈশ্চর গ্রহের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল।

“অনন্তর রাবণ জনকনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি জনকনন্দিনি! শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রসন্ন হও, বেশবিন্যাস করিয়া দিতেছি। হে বরারোহে! আমাকে ভজনা কর, আমার রমণীগণের শিরোমণি হও। আমার গৃহে বহুসংখ্যক দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব ও দৈত্যকন্যা বাস করিতেছে। হে কল্যাণি! চতুর্দ্দশ কোটি পিশাচ, অষ্টবিংশতিকোটি ভীমকর্মী রাক্ষস এবং রাক্ষসের তিনগুণ যক্ষ আমার আজ্ঞাকারী। কত শত লোক আমার ধনাধ্যক্ষ ভ্রাতা কুবেরকে উপাসনা করিতেছে,

আমি আপানে [মদ্যপানস্থান-অনেকে একত্র হইয়া যে স্থানে মদ্যপান করে] উপবেশন করিলে কত শত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা আমার ভ্রাতার ন্যায় আমাকে সেবা করে। আমি বিপ্রর্ষি বিশ্রাবার পুত্র; কুবেরের ন্যায় আমার যশ সর্ব্বত্র প্রথিত। হে ভাবিনি! ত্রিদশালয়ে যেরূপ বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় বিদ্যমান আছে, আমার আলয়েও সেইরূপ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে নিতস্বিনি! এক্ষণে বনবাসজনিত দুষ্কৃত ক্ষয় কর; তুমি মন্দোদরীর ন্যায় আমার প্রণয়িনী হও।"

"পতিপরায়ণী জানকী রাবণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মুখমণ্ডল পরিবর্ত্তিত করিয়া তৃণরাশিমধ্যে অন্তরিত করিলেন; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দুরাশয় রাক্ষসরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাক্ষসরাজ! তুমি বারংবার বিষাদকর দুর্ব্বাক্য-সকল প্রয়োগ করিতেছ, এই অভাগিনীও উহা শ্রবণ করিতেছে; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর তোমার কল্যাণ হউক, তুমি এই দুরভিলাষ পরিত্যাগ কর। আমি পতিব্রতা, পরপত্নী, তোমার গ্রহণীয় নহি, কৃপাপাত্র মানুষী তোমার উপযুক্ত প্রেয়সী নহে। তুমি অবশীভূত কামিনীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? তুমি প্রজাপতিসম ব্রাহ্মণের সন্তান এবং স্বয়ং লোকপালসদৃশ হইয়া কি নিমিত্ত আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ না। তুমি মহেশ্বরের সখা ধনেশ্বরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াও কি লজ্জিত হইতেছে না?"

"জনকনন্দিনী রাবণকে উক্তপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া বসনদ্বারা গ্রীবা ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক হৃৎকম্পসহকারে রোদন করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার মস্তকশোভিনী সুসংযতা বেণী নিশ্বসিতা কলসর্পীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুবুদ্ধি দশানন তাঁহার নিষ্ঠুরবাক্য-শ্রবণে আপনার দুরাশা-পরিপূরণে হাতশ্বাস হইয়াও পুনরায় কহিল, 'হে জনকনন্দিনি, মকরধ্বজ [মদন] আমাকে যারপরনাই ব্যথিত করিতেছে, কিন্তু তুমি স্পৃহাবতী না হইলে কখনও আত্মস্পৃহা চরিতার্থ হইবে না, তুমি যখন অদ্যাপি আমাদের আহারস্বরূপ মনুষ্য রামচন্দ্রের অনুরোধ করিতেছ, তখন আর আমি তোমার কি করিতে পারি? রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া অভিমত দিকে প্রস্থান করিলে রাক্ষসীগণ-পরিবৃতা শোকাভিভূতা জনকদুহিতা বৈদেহী সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।"

২৮১তম অধ্যায়

রামকর্ত্তৃক সীতান্বেষণে সুগ্রীবকে ত্বরান্বিতকরণ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক পালিত হইয়া মাল্যবান-পর্ব্বতের উপর বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাম রজনীযোগে নির্ম্মল নভস্তলে চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে ও গ্রহনক্ষত্রাদি তাহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে অবলোকনপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলে প্রভাতকালীন কুমুদ, উৎপল, পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের পরিমলবাহী সুগন্ধ গন্ধবহের সুখস্পর্শে প্রতিবোধিত [জাগ্রত] হইলেন। তখন তিনি, সীতা রাক্ষসগারে বদ্ধ রহিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে

সৌমিত্রে! তুমি কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে সেই গ্রাম্যধর্ম্মনিরত [কামাদিভোগে আসক্ত] স্বার্থসাধনতৎপর কৃতঘ্ন বানররাজের নিকট গমন কর। যে কুলাধম মূঢ়কে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, গোপুচ্ছ প্রভৃতি নানাবিধ বানরনিবহ ও ঋক্ষগণ সতত যাহাকে ভজনা করিয়া থাকে, আমি যাহার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে বালীকে বধ করিয়াছি, এক্ষণে সেই বানরাপসদ সুগ্রীবকে নিতান্ত কৃতঘ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দুরাত্মা আমার এই দুর্দ্দশা একবার মনেও করে না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে মৎকৃত উপকার অল্পজ্ঞান করিয়া আমার অবমাননাপূর্ব্বক নিয়ম-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! তুমি তথায় গমন করিলেও যদি সেই দুরাত্মা নিশ্চেষ্ট ও কামবৃত্তিপরতন্ত্র হইয়া থাকে, তবে বালীর ন্যায় তাহাকেও যমালয়ে প্রেরণ করিও। আর যদি সে আমাদিগের কার্য্যসাধনে একান্তমনে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এখানে আনয়ন করিও; সত্বর হও, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।”

“গুরুজনহিতানুষ্ঠান-নিরত লক্ষ্মণ ভ্রাতার বচনানুসারে দিব্যাকামুক ও শর গ্রহণপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া নির্ভয়ে পুরপ্রবেশ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক সস্ত্রীক হইয়া পূজা করিলেন। তখন সুমিত্রানন্দন নির্ভীকচিত্তে সুগ্রীবসন্নিধানে সমুদয় রামবাক্য কহিলেন। বানররাজ লক্ষ্মণের মুখে রামের আদেশ শ্রবণানন্তর ভৃত্য ও পত্নী-সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলেন, “হে লক্ষ্মণ! আমি মেধাহীন, অকৃতজ্ঞ বা নির্দ্দয় নহি। আমি সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত যেরূপ প্রযত্ন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুশিক্ষিত বানরগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদিগকে একমাস পরে প্রত্যাগমন করিতে নিয়ম করিয়া দিয়াছি। ঐ সমুদয় বানর পর্ব্বতবনগ্রামনগর-সমবেত সমুদয় মেদিনীমণ্ডলে সীতার অন্বেষণ করবে। হে সৌমিত্রে! একমাস পূর্ণ হইবার আর পঞ্চরাত্রিমাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ পঞ্চরাত্র অতীত হইলে তুমি রাম-সমভিব্যাহারে শুভসংবাদ শ্রবণ করিবে।’ লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাক্যশ্রবণে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিপূজন করিলেন। অনন্তর তিনি বানররাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামসমীপে গমনপূর্ব্বক সুগ্রীবের কার্য্যারম্ভের বিষয় নিবেদন করিলেন।

“ক্রমে ক্রমে বানরসমূহ সমাগত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম এই তিনদিকে যে সমুদয় বানর গমন করিয়াছিল। সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু কেবল যাহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিল, তাহারাই প্রত্যাগত হইল না। সমাগত বানরগণ রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, “মহাশয়! আমরা সসাগরা সদ্বীপা সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু কোন স্থানেই সীতা বা রাবণের উদ্দেশ প্রাপ্ত হই নাই।” তখন বৈদেহীবিয়োগবিধুর রঘুনন্দন দক্ষিণদিকে উপস্থিত বানরগণের নিকট জানকীর বার্ত্তাশ্রবণের আশায় কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

“দুইমাস অতীত হইলে পর একদা কতকগুলি বানর সত্বর সুগ্রীবসন্নিধানে সমাগত হইয়া কহিল, “মহারাজ! হনুমান, অঙ্গদ ও অন্যান্য যে সমুদয় বানরগণকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা আসিয়া আজি আপনার চিররক্ষিত যত্নপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত মধুবনে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদয় ফলভক্ষণ করিতেছে।” কপিরাজ সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি

বানরগণের সেই প্রণয়সূচক কার্য্য-শ্রবণে তাঁহাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তখন তিনি রামসমীপে ঐ বৃত্তান্ত কহিলে রামও মৈথিলী দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আনুমান করিলেন।

হনুমানের মুখে সীতার সংবাদপ্রাপ্তি

"অনন্তর হনুমান প্রভৃতি বানরগণ বিশ্রান্ত হইয়া রামলক্ষ্মণসন্নিধানে বানররাজ সুগ্রীবের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রঘুবংশাবতংস রাম হনুমানের গতি ও মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সীতা দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রত্যয় করিলেন। তখন পূর্ণমানস হনুমান প্রভৃতি বানরগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে যথাবিধি প্রণাম করিলে রাম সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সেই সমুদয় বানরগণকে কহিতে লাগিলেন, 'তোমরা কি কৃতকার্য্য হইয়াছ? আমায় কি জীবিত রাখিবে? আমি কি যুদ্ধে শত্রুবিনাশ করিয়া জানকীকে আনয়সপূর্ব্বক পুনরায় আযোধ্যায় রাজ্য করিব? আমি সীতার উদ্ধারসাধন ও সংগ্রামে শত্রুগণকে বিনাশ না করিয়া কোনক্রমেই ক্ষান্ত হইব না। আমি হৃতদার ও অবমানিত হইয়া কদাচ জীবন ধারণ করিব না।'

"অনন্তর পবননন্দন হনুমান কহিলেন, "হে রাম! আমি আপনাকে একটি প্রিয়বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়াছি। আমরা বহুকাল অচলাকর [পর্ব্বতময়]-অরণ্যপরিপূর্ণ দক্ষিণদিক অনুসন্ধান করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া অতি গভীর এক গুহা অবলোকন করিলাম। ঐ গুহা বহুযোজন আয়ত, গাঢ় তিমিরে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন, কীটকূলসঙ্কুল ও নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় কাননে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

"আমরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহুদূর গমন করিয়া দিবাকরের আলোক ও ময়দানবের পূর্ব্বভবন সুরম্য এক হর্ম্য অবলোকন করিলাম, সেই স্থানে প্রভাবতীনামী এক বর্ষীয়সী তাপসী তপস্যা করিতেছেন। আমরা তদ্দত্ত পানভোজনে পরিতৃপ্ত ও লব্ধবল হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক গুহা হইতে বহির্গত হইলাম। পরে সহ্য, মলয় ও দদ্দুর-পর্ব্বত এবং অগাধ নীরনিধি নিরীক্ষণপূর্ব্বক মলয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ন, ব্যথিত ও জীবিতাশায় নিরাশ হইলাম। আমরা সেই বহুযোজনবিস্তীর্ণ তিমিমকরনক্রসার্থ-পরিপূর্ণ মহার্ণব কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব, ইহাই নিতান্ত দীনমনে বারংবার ভাবিতে লাগিলাম।

'অনন্তর আমরা সেই স্থানে প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প ও একত্র সমাসীন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে গৃধ্ররাজ জটায়ুর কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গসদৃশ ঘোররূপ অতি ভীষণ এক পক্ষী নিরীক্ষণ করিলাম। সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়া কহিল, 'অহে! কে আমার ভ্রাতা জটায়ুর কথা কীর্ত্তন করিতেছ? আমি তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পাতি। একদা আমরা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যসদনে উপস্থিত হইলে তাঁহার উত্তাপে আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু জটায়ুর পক্ষসকল তদ্রূপই রহিল। আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইলাম।"

'অনন্তর আমরা সম্পাতিকে জটায়ুর মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করিলে তিনি ঐ অপ্রিয় সমাচার কর্ণগোচর করিয়া বিষণ্নবদনে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কপীন্দ্রগণ!

রাম কে? সীতা কি নিমিত্ত অপহৃত হইয়াছেন ও জটায়ুরই বা কি নিমিত্ত মৃত্যুঘটনা হইল? আমি এই সমস্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।" তখন আমরা আপনার বিপদ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাদিগের প্রয়োপবেশনের বিষয় সকল নিবেদন করিলাম।

'অনন্তর সম্পাতি আমাদিগকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, "আমি রাবণকে সবিশেষ জ্ঞাত আছি, সাগরপারে ত্রিকূটকন্দরে তাহার রাজধানী লঙ্কাও দেখিয়াছি। তথায় সীতাদেবী অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সীতার প্রত্যভিজ্ঞানপ্রাপ্তিতে রামে আশ্বস্তি

"তখন আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া পরিশেষে আমিই পিতা পবনকে অবলম্বন করিয়া জলরাক্ষসী বিনাশপূর্ব্বক সেই শতযোজন বিস্তীর্ণ অতি ভীষণ সলিলরাশি অনায়াসেই অতিক্রম করিলাম এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অতি দীনা সতী সীতাকে নয়নগোচর করিলাম। তিনি স্বামী-সমাগমলালসায় মগ্ন হইয়া উপবাস ও তপস্যায় নিরন্তর মনোনিবেশ করিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গ মললিপ্ত ও নিতান্ত কৃশ। আমি সেই সকল পৃথক পৃথক লক্ষণে তাঁহাকে সীতা বোধ করিয়া সম্মুখীন হইয়া কহিলাম, "আর্য্যে! আমি পবনাত্মজ হনূমান, রামের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেবীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে রাজকুমার রামলক্ষণ কুশলে আছেন। কপিবর সুগ্রীব প্রভৃতি সকল বানর তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বীরবর সুগ্রীবও মিত্রভাবে আপনার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাম মহাবল কপিবল-সমভিব্যাহারে সত্বরই লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইবেন। হে দেবি! আমি প্রচ্ছন্নরূপী রাক্ষস নহি, আমাকে প্রকৃত বানর বলিয়াই বিশ্বাস করবেন।"

"তখন জনকদুহিতা সীতা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বৎস! একদা শিষ্টতম রাক্ষস অবিন্ধ্য আমাকে কহিয়াছিল যে, কপীশ্বর সুগ্রীব হনূমান প্রভৃতি মন্ত্রিসমূহে সতত পরিবৃত থাকেন, তদনুসারে তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর।" এই বলিয়া তিনি অভিজ্ঞান[প্রত্যয়জনক স্মারক চিহ্ন]স্বরূপ এই মণিটি আমাকে প্রদান করিয়া আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত কহিলেন, "রাম মহাগিরি চিত্রকূটে অবস্থানকালে এক কাককে লক্ষ্য করিয়া ইষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর আমি রাক্ষসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" এই বলিয়া মহাবীর হনূমান রামকে অর্চনা করিলেন।"

২৮২তম অধ্যায়

রামসমীপে সুগ্রীবের বানর সৈন্য-প্রেরণ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর সমুদয় বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের বিচনানুসারে পর্ব্বতোপরি বানরগণের সহিত সুখাসীন রামের সমীপে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। বালীর

শ্বশুর শ্রীমান। সুষেণ মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র-কোটি বানর লইয়া আগমন করিল। বানরেন্দ্র গয় ও গবয় শতকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইল। ভীমদর্শন গবাক্ষনামা গোলাঙ্গুল বানর ষষ্টিসহস্রকোটি বানর-সমভিব্যাহারে রাম-সন্নিধানে আগমন করিল। গন্ধমাদননিবাসী গন্ধমাদন-নামা বানর শতসহস্রকোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল। পনস নামে মেধাবী মহাবলপরাক্রান্ত বানর দ্বিপঞ্চাশাৎ কোটি বানর আনয়ন করিল। বলবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান দধিমুখনামে বৃদ্ধ বানর ভীমপরাক্রমশালী সুমহতী বানরসেনা লইয়া রাম-সন্নিধানে সমাগত হইল। জাম্বুবান কৃষ্ণবর্ণ পাণ্ডুবদন ভীমকর্ম্ম শতসহস্রকোটি ভল্লুক লইয়া আগমন করিল।

"এই সমুদয় ও অন্যান্য বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান বানরগণ রামের কার্য্যসাধন নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ সমস্ত গিরিকূটসন্নিভ বানরগণ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তুমুল-শব্দে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শৈলশৃঙ্গের ন্যায়, কেহ কেহ মহিষের তুল্য, কেহ কেহ বা শরদভ্রসন্নিভ [শরৎকালীন মেঘসম] ও হিঙ্গুলবর্ণমুখসম্পন্ন। কপিগণ উৎপতিত, পতিত ও প্লবমান হইয়া ধূলিপটল উদ্ধৃত করিয়া মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় বানরসৈন্য সুগ্রীবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়া রহিল।

"এইরূপে সেই সমুদয় প্রধান প্রধান বানরগণ একত্র মিলিত হইলে রাম প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে উত্তম মুহুর্তে তাহাদিগকে লইয়া সুগ্রীব-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন, বোধ হইল যেন, ভূলোক আলোড়িত হইতে লাগিল। পবননন্দন হনুমান সেই মহাসৈন্যের মুখস্বরূপ হইলেন এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ উহার জঘনদেশ পালন করিতে লাগিলেন। গোধাঙ্গুলিত্রধারী রাম ও লক্ষ্মণ কপিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণপরিবৃত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ঐ সুমহৎ বানরসৈন্য শাল, তাল ও শিলা ধারণ করিয়া উদয়াচলচূড়াবলম্বী দিনকরের অভিমুখস্থিত শালিকাননের[বনসন্নিবিষ্ট সংখ্যাতীত ষান্যতৃণশ্রেণীর] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সাগরতীরে রামের সৈন্যসমাবেশ-সেতুবন্ধন মন্ত্রণা

"সেই মহতী বানরচমূ নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদকর্ত্তৃক পালিত হইয়া রাঘবের কার্য্যসাধন করিতে গমন করিল। সৈন্যগণ প্রভূত মধু, মাংস ও জলসম্পন্ন, বিবিধ ফলমূল-সংকীর্ণ অরণ্য ও গিরিশিলাতলে বাস করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ক্ষীরোদসাগরসমীপে সমুপস্থিত হইল। দ্বিতীয়সাগরসন্নিভ বহুধ্বজশালী সেই বানরসৈন্য সমুদ্রের বেলাভূমিতে বাস করিতে লাগিল ।

"তখন শ্রীমান দাশরথি সুগ্রীব ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণকে কহিলেন, "তোমাদের মতে সাগরলঙ্ঘনের উপায় কি? কিরূপে এই মহতী সেনা ঈদৃশ দুস্তর সাগর পার হইবে?' তখন কোন কোন স্বাভিমানী বানর কহিল, "আমরা লম্ফপ্রদানদ্বারা সমুদ্র পার হইব।" কেহ কেহ নৌকাদ্বারা ও কেহ কেহ বা বিবিধ প্লব[উড়ুপ—জলের উপর ভাসমান ভেলা]দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে স্থির করিল। তখন রাম তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'ইহার মধ্যে কোন মতই যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ সাগর শত-যোজনবিস্তীর্ণ; সমুদয়

বানরগণ লম্ফপ্রদানদ্বারা উহা অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। এত অধিক নৌকাও নাই যে, এই মহতী চমূ তন্দ্বারা পার হইতে পারে। বিশেষতঃ বণিকদিগের প্রতি উপদ্রব করা মাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শত্রুগণ ছিদ্র পাইলেই আমাদের এই অসংখ্য সৈন্য অনায়াসে সংহার করিবে; অতএব প্লব বা উড়ুপদ্ধারা পার হওয়া আমার মতে কোনরূপেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব আমি ঐ সমস্ত উপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্নাকরের আরাধনা করি। আমি উপবাস করিয়া ইহার তীরে শয়ান থাকিলে ইনি অবশ্যই আমাকে পথ প্রদান করিবেন। যদি না করেন, অগ্নিতুল্য সমুজ্জ্বল অপ্রতিহত মহাস্ত্রদ্বারা ইহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।'

"এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত কুশাসন সংস্তীর্ণ করিয়া সাগরতীরে শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন রত্নাকর রাঘবের সম্মুখে জলজন্তুগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া মধুর-বাক্যে কহিলেন, "হে লোকনাথ! আমি কোন বিষয়ে আপনাকে সাহায্য প্রদান করিব আদেশ করুন।" রাম কহিলেন, "হে সমুদ্র! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তোমারই জ্ঞাতি; এক্ষণে রাক্ষস-কুলপাংশুল রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লঙ্কায় গমন করিব; অতএব তুমি আমার সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান কর। যদি এই বিষয়ে সম্মত না হও, তাহা হইলে এখনই মন্ত্রপূত শরদ্বারা তোমাকে শুষ্ক করিব।"

"এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নিম্নগা[নদী]পতি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে রাঘব! আপনি আমার শোষণ বিষয়ে বিরত হউন, আমি কদাচ আপনার বিঘ্ন-সম্পাদন করিব না; কিন্তু এক্ষণে আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। অদ্য যদি আপনার আদেশানুসারে সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান করি, তাহা হইলে অন্যেও কামুকবলে আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব বিশ্বকর্ম্মার আত্মজ সাতিশয় শিল্পী নলনামা মহাবল এক বানর আছেন; তিনি আমার উপর যে সমস্ত শিলা, কাষ্ঠ ও তৃণ নিক্ষেপ করিবেন, আমি তাহা ধারণ করিয়া আপনার সেতু প্রস্তুত করিয়া দিব।" এই বলিয়া সরিৎপতি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

নলকর্ত্তৃক সাগরে সেতুবন্ধন

"অনন্তর রাঘব নলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে নল তুমি সকল বিষয়েই সমর্থ এবং আমার একান্ত প্রিয়তম; এক্ষণে সমুদ্রে সেতুবন্ধন কর।' এই বলিয়া রঘুবংশাবতংস রাম সাগরনির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক নল-বানরদ্বারা দশ-যোজন বিস্তীর্ণ ও শত-যোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। অদ্যাপি উহা ভূমণ্ডলে নলসেতু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং সমুদ্র রামের আদেশক্রমে আজও ঐ পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড সেতু অনায়াসে ধারণ করিয়া আছেন।

বিভীষণ—সাহায্যে রামের লঙ্কাপ্রবেশ-শিবির সংস্থান

'অনন্তর একদা রাবণের ভ্রাতা পরমধার্ম্মিক বিভীষণ মন্ত্রিসমভিব্যাহারে সাগরতীরবর্ত্তী রাঘবের নিকট উপস্থিত হইলে রাম স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন বিভীষণকে রাবণের গুপ্তচর বলিয়া সুগ্রীবের অন্তঃকরণে শঙ্কা জন্মিল। রাম আকার [হৃদগত ভাব] ও ইঙ্গিতদ্বারা তাঁহাকে নির্দোষ বিবেচনা করিয়া যথোচিত উপচারে

অর্চনাপূর্ব্বক রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং মন্ত্রণাবিষয়ে লক্ষ্মণের পরম সুহৃৎ করিয়া দিলেন।

"অনন্তর রাম বিভীষণের মতানুসারে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে একমাসে সেই সেতুদ্বারা সমুদ্র পার হইলেন; পরে লঙ্কাপ্রবেশ করিয়া বানরগণদ্বারা রাবণের অতি বিস্তীর্ণ বহুবিধা রমণীয় উদ্যান ভগ্ন করিলেন। রাবণের মন্ত্রি শুক ও সারণ গুপ্তচর হইয়া বানরবেশে স্কন্ধাবারে[সৈন্য-শিবিরে] প্রবেশ করিয়াছিল; বিভীষণ জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিলেন। পরে যখন তাহারা পুনর্ব্বার রাক্ষস রূপ পরিগ্রহ করিল, তখন কৃপাবান রাম তাহাদিগকে কপিবল অবলোকন করাইয়া প্রতিগমনের আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সেই নগরীর সুরম্য উপবনে সেনানিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক মহাবীর অঙ্গদকে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।"

২৮৩তম অধ্যায়

রাবণকর্ত্তৃক পরিখাদিদ্বারা লঙ্কারক্ষা-বিধান

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে রাজন! এদিকে রাবণ যুদ্ধশাস্ত্রানুসারে লঙ্কাপুরীমধ্যে বিবিধ যুদ্ধোপকরণসামগ্রীসকল আহরণ করিতে লাগিলেন। সেই পুরী স্বভাবতঃই দুরাক্রমণীয়; তাহাতে আবার দৃঢ়তর প্রাকার ও তোরণে পরিরক্ষিত এবং মীনকুম্ভীরসমাকীর্ণ অগাধজলপরিপূর্ণ সাতটি পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম পরিখা সুদৃঢ় খতিরকাষ্ঠবিনির্ম্মিত শঙ্কসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত; দ্বিতীয় পরিখা কপাট-যন্ত্রে দৃঢ়ীকৃত; তৃতীয় পরিখা লগুড় ও প্রস্তরগোলকে ব্যাপ্ত; চতুর্থ পরিখা আশীবিষসমূহ ও যোদ্ধৃগণে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, পঞ্চম পরিখা সর্জ্জরস ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণ; ষষ্ঠ পরিখা মুষল, আলাত, নারাচ, তোমর, খড়্গ, পরশু ও শতঘ্নী সমাকীর্ণ, সপ্তম পরিখা মধুচ্ছিষ্ট [মোম] ও মুদগরসমূহে সমাকীর্ণ। সমুদয় পুরদ্বারে স্থাবর ও জঙ্গম বরুজ [গম্বুজ]-সকল গজবাজিনিবহে পরিপূর্ণ ও পদাতিসমূহে পরিরক্ষিত হইতে লাগিল।

অঙ্গদের দৌত্যকার্য্য

"অনন্তর রামচন্দ্রপ্রেরিত বীরবর অঙ্গদ রাক্ষসরাজের জ্ঞাতসারে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট ও কোটি কোটি রাক্ষসগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক মেঘমালার অভ্যন্তরস্থিত আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অমাত্যগণবেষ্টিত রাক্ষসাধিপতি রাবণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বাগ্মিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের আদেশসকল কহিতে আরম্ভ করিল, "হে রাজন! মহাযশাঃ অযোধ্যানাথ কহিয়াছেন যে, দেশ ও নগর সকল দুরাত্মা অন্যায়কারী শাসনপরতন্ত্র হইলে দুর্নীতিনিবন্ধন উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি বলপূর্ব্বক আমার সীতাকে অপহরণ করিয়া কেবল একাকী অপরাধী হইয়াছ, কিন্তু সেই একের অপরাধে কত শত নিরপরাধ প্রজার প্রাণদণ্ড হইবে, তাহা বলিতে পারি না। তুমি যে বলদর্পে দর্পিত হইয়া বনবাসী ঋষিগণের হিংসা ও দেবনিবহের অবমাননা করিয়াছ, তুমি রাজর্ষিদিগকে নিহত করিয়াছ এবং অবলাগণের নেত্রজল উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের

প্রাণসংহার করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে সেই সকল দুর্নীতের ফলভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি যুদ্ধই কর, আর আপনার পৌরুষই প্রকাশ কর, আমি তোমাকে অমাত্যসহ শমনসদনে প্রেরণ করিব। হে নিশাচর! তুমি আমার এই মানব-ধনুর বীর্য্য প্রত্যক্ষ কর। তুমি জানকীকে মুক্ত করিলেও আমার নিকট মুক্তি পাইবে না, আমি নিশিত শরসমূহে এই ভূমণ্ডল রাক্ষস শুন্য করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"তখন ক্রোধমূর্চ্ছিত রাবণ দূতের পরুষবাক্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চারিজন রজনীচরকে[রাক্ষস] ইঙ্গিত করিলেন। যেমন পক্ষিগণ শার্দূলকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ চারিজন রজনীচর অঙ্গদের চারি অঙ্গ ধারণ করিল। অঙ্গদ অঙ্গসংলগ্ন চারিজন নিশাচরকে গ্রহণ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইয়া প্রাসাদতলে আরোহণ করিল। উৎপতনকালে ঐ চারি নিশাচর আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতলে নিপতিত ও চূর্ণহৃদয় হইয়া গেল।

"অঙ্গদ তখন হর্ম্যশিখর হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ববলাসমীপে উপনীত হইল এবং রামচন্দ্রকে আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিল।

বানরসৈন্যের লঙ্কা আক্রমণ-রাক্ষসসহ যুদ্ধ

"অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মহাবেগবান্ বানরগণের সম্যক্ সাহায্যে লঙ্কার প্রাকার ভগ্ন করিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণ ও জাম্বুবানসমভিব্যাহারে দূরতিক্রম্য দক্ষিণদ্বার আক্রমণ করিলেন। তখন করভাকায় [হস্তিতুল্য দেহ] ও অরুণবর্ণ অতিমাত্র যোদ্ধা শতসহস্রকোটি বানর তাঁহার সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিল এবং লম্ববাহু, দীর্ঘকর, আয়তউরু ও মহাজঙ্ঘশালী ধূম্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক সেই নগর নিপীড়ন করিতে লাগিল। বানারগণের উৎপতন ও নিপতনে ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রভাকরের প্রভা তিরোহিত করিল। কোন বানর শালিপ্রসূনসদৃশ [ধাম্যকণিশসম—ধানের ফুলতুল্য], কেহ কেহ বা শিরীষ কুসুমতুল্য, কেহ কেহ বা তরুণ-অরুণসন্নিভ এবং কেহ বা শণের ন্যায় গৌরবর্ণ, ঈদৃশ বিচিত্রবর্ণ-বানরগণাধিষ্ঠিত পুরপ্রাচীর কপিলবর্ণ হইয়া উঠিল, আবালবৃদ্ধবনিতা রাক্ষসগণ বিস্ময়য়োৎফুল্ললোচনে দর্শন করিতে লাগিল।

"বানরগণ নগরের মণিস্তম্ভ ও কর্ণাটশিখরসকল ভগ্ন করিল; পরে শতঘ্নী, চক্র, লগুড় ও প্রস্তর গ্রহণ করিয়া মহাশব্দে মহাবেগে ভগ্ন ও উৎপাটিত করিয়া শৃঙ্গ এবং যন্ত্রসকল লঙ্কামধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। যে-সকল নিশাচর প্রাকারোপরি উপবিষ্ট ছিল, তাহারা কপিগণের উপদ্রবে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

"অনন্তর বিকৃতাকার কৃষ্ণকায় কামরূপী শতসহস্র বিক্রমশালী নিশাচর রাবণের আদেশানুসারে প্রাকারপৃষ্ঠে আরোহণ ও বানরগণকে আক্রমণপূর্ব্বক শস্ত্রজালবর্ষণে অপসারিত করিয়া সেই প্রাকার কপিশুন্য করিল। একদিকে বানরগণ শূলাঘাতে, অন্যদিকে রাক্ষসগণ স্তম্ভতোরণাঘাতে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন কোন স্থানে কেশাকেশি, কোন স্থানে নখানখি ও কোন স্থানে দন্তদন্তি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দলই তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, ভূতলে নিপতিত ও নিহত না হইলে কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করে না।

"এদিকে রামচন্দ্র পয়োধরের ধারা-বর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া অনেক-সংখ্যক নিশাচরকে ধরাশায়ী করিলেন। দৃঢ়ধন্বা শ্রমশূন্য সৌমিত্রও নারাচসমূহদ্বারা একে একে দুর্গস্থ অরাতিগণকে নিপতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে লঙ্কাপুরী বিমর্দ্দিত হইলে সেদিন সৈন্যগণ চরিতার্থ ও জয়প্রাপ্ত হইয়া রাঘবের আজ্ঞাক্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইল।"

২৮৪তম অধ্যায়

রাম-রাবণের যুদ্ধ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "তখন পর্ব্বণ, পতন, স্তম্ভ খর, ক্রোধবশ, হরি, প্রনুজ, আরুজ, প্রঘস প্রভৃতি বহু-সংখ্যক রাবণানুগত পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণ প্রচ্ছন্নরূপে রামচন্দ্রের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বিভীষণ ঐ দুরত্মাদিগকে অদৃশ্যভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্তর্দ্ধানশক্তি নিরোধ করিলেন। এইরূপে

বানরগণ তাহাদিগের সংহার করিয়া ধরাসাৎ করিল।

"তখন যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর রাবণ সৈন্যক্ষয় সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোররূপ রাক্ষস ও পিশাচসৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন এবং ঔশনস ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বানরগণকে পরিবেষ্টন করিলে রঘুবংশাবতস রাম তদর্শনে বার্হস্পত্য বিধানানুসারে ব্যূহ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রাম রাবণের সহিত, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত, সুগ্রীব বিরূপক্ষের সহিত, নিখর্ব্বট তারের সহিত, নল তুণ্ডের সহিত ও পটুশ পনসের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সৈন্যগণ স্ব স্ব বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক যে যাহাকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করিল, তাহারই সহিত সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

"পূর্ব্বকালে দেবাসুরের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। এই তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শনে ভীরুগণের ভয়বৃদ্ধি ও লোমহর্ষণ হইতে লাগিল। রাম ও রাবণ শক্তি, শূল, অসি প্রভৃতি বিবিধ শাণিত লৌহময় অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ বহুবিধ মর্ম্মভেদী শরনিকরদ্ধারা পরস্পর পীড়িত করিলেন এবং বিভীষণ ও প্রহস্ত পরস্পর খাগপত্রযুক্ত নিশিত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষগণ পরস্পরের প্রতি এরূপ শরসন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।"

২৮৫তম অধ্যায়

প্রহস্তাদি সেনাপতি নিধনে রাবণের বিলাপ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "তখন প্রহস্ত-রক্ষস সহসা বিভীষণসমীপে আগমন করিয়া গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক তাহাকে গদাঘাত করিল। মহাবল পরাক্রান্ত বিভীষণ সেই দারুণ গদাঘাতেও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত বা কম্পিত না হইয়া হিমাচলের ন্যায় স্থিরপদে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং সুবিপুল শত-ঘণ্টাযুক্ত শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রহস্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। শক্তি

অশনিবেগে নিপতিত হইয়া মস্তকচ্ছেদন করাতে সে বাতরুগ্ন বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রজনীচর প্রহস্ত রণে নিহত হইলে ধূম্রাক্ষ-রাক্ষস মহাবেগে কপিগণের প্রতি ধাবমান হইল। প্রধান ।

প্রধান বানরগণ মেঘসদৃশ ভীমদর্শন ধূম্রাক্ষের সেনাগণকে আগমন করিতে দেখিয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ।

“পবননন্দন মহাবীর হনুমান সহসা বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। বানরগণ মহাবল পরাক্রান্ত মারুততনয়কে সমরক্ষেত্রে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর চতুর্দ্দিক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে লোমহর্ষণ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; হতাহত সেনাগণের রুধিরধারায় রণক্ষেত্র পঙ্কিল হইয়া উঠিল। নিশাচর। ধূম্রাক্ষ ঐ সময় শরনিকর-নিক্ষেপদ্বারা কপিগণকে তাড়িত করিতে লাগিল। পবননন্দন তদর্শনে তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের সম্মুখীন হইলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও প্রহ্রাদের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে হনুমান ও ধূম্রাক্ষের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রাক্ষস গদা ও পরিঘদ্বারা হনুমানকে প্রহার করিলে হনুমানও শাখাপল্লবসমবেত বৃক্ষদ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পবননন্দন সাতিশয় ক্রোধাপরবশ হইয়া এককালে ধূম্রাক্ষ এবং তাহার অশ্বগণ, রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

“বানরগণ ধূম্রাক্ষকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অশঙ্কিতচিত্তে রাক্ষসসেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। হতাবিশিষ্ট রাক্ষসগণ বানরদিগের প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত ও ভগ্নসঙ্কল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কামধ্যে পলায়নপূর্ব্বক রাবণসমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষ সংগ্রামে বানরহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে সমুত্থিত হইয়া কহিলেন, “এইবার কুম্ভকর্ণের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইয়াছে।” এই কথা বলিয়া মহানিস্বন বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক অতিশয় নিদ্রালু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

যুদ্ধে প্রেরণার্থ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ “এইরূপে বহুপ্রযত্নে মহাবলপরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া অব্যগ্রচিত্তে সমুপবিষ্ট হইলে পর মহাবীর দশানন তাঁহাকে কহিলেন, “হে কুম্ভকর্ণ৷ তুমি ধন্য, তোমার নিদ্রাও আশ্চর্য্য, তুমি এরূপ অভিভূত হইয়াছিলে যে, এই দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, উহার অণুমাত্রও তোমার জ্ঞানগোচর হয় নাই। হে ভ্রাতঃ! আমি রামের ভার্য্যা জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি, সে তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বানর গণ-সমভিব্যাহারে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক পারাবার পার হইয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছে। ঐ দুরাত্মা প্রহস্ত প্রভৃতি আমাদিগের স্বজনগণকে নিহত করিয়াছে। হে অরতিনিপাতন! তোমা ব্যতীত আর কেহই ঐ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নিহন্তা নাই; অতএব তুমি মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে সমর-সাগরে অবতীর্ণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া শত্রুগণকে সংহার করা। বীজবেগ ও প্রমাখীনামে গমন করিবে।”

“রাক্ষসাধিপতি দশানন কুম্ভকর্ণকে এইরূপ আদেশ করিয়া বজবেগ ও প্রমাখীকে কর্ত্তব্যবিষয়ে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা ‘যে আজ্ঞা মহারাজ!” বলিয়া কুম্ভকর্ণকে অগ্রসর করিয়া সত্বরে পুরমধ্য হইতে বহির্গত হইল।”

২৮৬তম অধ্যায়

কুম্ভকর্ণ সংহার

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে নগর হইতে নির্গত হইয়া সম্মুখে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন। পরে রামদর্শনবাসনায় সেই সৈন্যমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কার্ম্মুকধারী লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তখন বানরগণ কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন করিয়া অতি বিশাল পাদব-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ নির্ভীক হইয়া খর-নখর-প্রহারে তাহার কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিল। এইরূপে তাহারা ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কুম্ভকর্ণকে বহুবিধ আয়ুধপ্রহার করিতে লাগিল।

“অনন্তর কুম্ভকর্ণ বানরগণকর্ত্তৃক এই প্রকার বারংবার তাড়িত হইয়া সহাস্যমুখে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; চণ্ডবল ও বজাবাহুনামে মহাবল পরাক্রান্ত বানরদ্বয়কে অনায়াসে গ্রাস করিলেন। তখন তার প্রভৃতি বানরেরা কুম্ভকর্ণের এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কিত ও কম্পিতহৃদয়ে চীৎকার করিতে লাগিল৷ ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া বলপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে এক বিশাল শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মহাবীর কুম্ভকর্ণের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

“বীরবর কুম্ভকর্ণ শালপ্রহারে প্রতিবোধিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বলপ্রকাশ্যপূর্ব্বক সুগ্রীবকে ভূজপঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া হরণ করিলেন। মিত্রবৎসল সৌমিত্র এই ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং শরাসনে শর সন্ধান করিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সকল নিশিত শর কুম্ভকর্ণের বর্ম্ম ও দেহ ভেদ করিয়া শোণিতাক্ত হইয়া পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

“অনন্তর কুম্ভকর্ণ কপীশ্বর সুগ্রীবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উদ্যত করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ সত্বর খরধার ক্ষুদ্র-প্রহারে তাঁহার উদ্যত ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন। তখন কুম্ভকর্ণের চারিমাত্র ভুজ রহিল। পরে লক্ষ্মণ সম্মুখীন হইযা তাঁহার গৃহীতাস্ত্র হস্তচতুষ্টয় ক্ষুরদ্বারা ছেদন করিলেন।

“তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ কলেবর বৃদ্ধি করিয়া বহুতর কর, চরণ ও শিরঃসম্পন্ন হইলেন। লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতকায় কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলে তিনি অশনি-নির্দ্দগ্ধ শাখাপল্লবশালী পাদপের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে ভূপতিত ও গতাসু দেখিয়া সচকিতচিত্তে আশু পলায়ন করিতে লাগিল।

“অনন্তর দূষণানুজ বজ্রবেগ ও প্রমাথী যোদ্ধৃবর্গকে প্রতিষেধ করিয়া ক্রোধাভরে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শর-প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষেরই ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, লক্ষ্মণ তাহাদিগের প্রতি অনবরত বাণ বর্ষণ করিলেন; তাহারাও ক্রোধাভরে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিল। এই অবসরে মহাবীর মারুতি এক অদ্রিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া বজ্রবেগের প্রাণসংহার

করিলেন। পরে মহাবল নীল এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত উদ্যত করিয়া দ্রুতবেগে আগমনপূর্ব্বক প্রমাথীকে বিনাশ করিল। তখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা পুনরায় পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে বানরেরাই অধিকাংশ রাক্ষসকে বিনাশ করিল; কিন্তু রাক্ষসেরা বানরদিগকে তদ্রূপ সংহার করিতে সমর্থ হইল না।"

২৮৭তম অধ্যায়

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর রাক্ষসপ্রবর রাবণ সানুচর কুম্ভকর্ণ ও মহাবল ধূম্রাক্ষ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া ভুমন্ডলে আমার যশোরাশি বিস্তার করিয়াছ; এক্ষণে প্রচ্ছন্ন বা সম্মুখীন হইয়া দিব্যবরপ্রাপ্ত শরদ্বারা শত্রুদিগকে সংহার কর। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব ইহারা তোমার বাণবেগ কদাচ সহ্য করিতে পরিবে না; সুতরাং তাহাদিগের অনুযায়িবর্গ যে তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত শত্রুগণের কিছুমাত্র অনিষ্টসাধন করিতে পারে নাই। অদ্য তোমা হইতেই তাহার সম্পূর্ণ আশা করিতেছি। যেমন পূর্ব্বে বাসবকে পরাজয় করিয়া আমার প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে সসৈন্য শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া আমাকে আনন্দিত কর।'

"অনন্তর ইন্দ্রজিৎ সত্বর সমরবেশ পরিধান করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইল। পরে উচ্চৈঃস্বরে আপনার নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে ঘন ঘন আহ্বান করিতে লাগিল। মৃগরাজ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগের যাদৃশ অনুসরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ লক্ষ্মণ সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত করতালি প্রদান করিয়া বিপক্ষ রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

"তখন ইন্দ্রজিৎ মহাবল লক্ষ্মণকে বাণবলে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া গুরুতর যত্নসহকারে এক তোমর-প্রহার করিলেন। লক্ষ্মণ শাণিত শরনিকরদ্বারা সেই তোমর ছিন্ন-ভিন্ন করিলে উহা তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। ঐ অবসরে অঙ্গদ এক পাপ উদ্যত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইয়া ইন্দ্রজিতের মস্তকে আঘাত করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অসঙ্কুচিত অঙ্গদের হৃদয়ে এক প্রাস-অস্ত্র প্রহার করিবার উপক্রম করিলে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"অনন্তর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে এক গদাঘাত করিলেন। অঙ্গদ সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বরং ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে ক্রোধাভরে এক শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শালতরু উৎসৃষ্ট হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের অশ্ব, রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবলে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। রাম তাহাকে অন্তর্হিত দেখিয়া সত্বর তথায় আগমনপূর্ব্বক কপিবল রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বাণবৃষ্টিদ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিলে তাঁহারা অন্তর্হিত ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে

লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া পুনরায় শরদ্বারা তাঁহাদিগের কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিল। কপিগণ নিরন্তর শরপ্রহারকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে অনুসন্ধান করিয়া এক এক শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্যরূপে বানর ও রামলক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ করিল। যেমন চন্দ্রসূর্য্য নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে নিপতিত হয়েন, তদ্রূপ রামলক্ষ্মণ শরপরিবৃত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইলেন।"

২৮৮তম অধ্যায়

সুষেণ চিকিৎসায় রাম-লক্ষ্মণের মোহাপনোদন

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া বরপ্রাপ্ত শরজালদ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে বন্ধন করিল। তাঁহারা শরবন্ধে বদ্ধ হইয়া পিঞ্জরস্থিত পক্ষীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতলানিপতিত এবং বাণবিদ্ধকলেবর অবলোকন করিয়া সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান, নীল, তার ও নল প্রভৃতি বানরগণদ্বারা তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন কৃতকর্ম্মা বিভীষণ তথায় আগমনপূর্ব্বক প্রজ্ঞাস্ত্রদ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রবোধিত করিলে বানররাজ সুষেণ দিব্যমন্ত্রপ্রযুক্ত মহৌষধি বিশল্যাদ্বারা অতি সত্বরে তাঁহাদিগকে শল্যনির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। মহারথ রামলক্ষ্মণ লব্ধসংজ্ঞ ও শল্যনির্ম্মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যেই গতক্লম হইলেন।

"অনন্তর রাক্ষসকুলতিলক বিভীষণ ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস রামকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে অরাতিনিপাতন! এক গুহ্যক [দূত] কুবেরের শাসনানুসারে এই জল লইয়া কৈলাসপর্ব্বত হইতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছে। যক্ষরাজ কুবের অন্তর্হিত প্রাণীগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনাকে এই বারি প্রদান করিয়াছেন। আপনি হউন, বা অন্য কোন ব্যক্তিই হউন, এই উদকদ্বারা নেত্রীক্ষালন করিলে অন্তর্হিত ভূতগণকে অনায়াসে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন।' রাম বিভীষণের বিচনানুসারে সেই সুসংস্কৃত সলিলদ্বারা নেত্রদ্ধয় প্রক্ষালন করিলেন। মহামনাঃ লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরীগণ ঐ জলদ্বারা নয়ন ক্ষালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের চক্ষু অতীন্দ্রিয় হইয়া উঠিল।

যুদ্ধার্থ ইন্দ্রজিতের পুনরাগমন—প্রাণসংহার

"এদিকে ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে পুনরায় সমাগত দেখিয়া বিভীষণের মতানুসারে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি বিভীষণের বাক্যানুসারে অকৃতাহ্নিক ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার মানসে ক্রোধান্বিতচিত্তে তাহার উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ও প্রহ্লাদের যেরূপ ঘোরতর সমর হইয়াছিল, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ মর্ম্মভেদী শরনিকরদ্ধারা লক্ষ্মণকে ও লক্ষ্মণ অনলসদৃশ শরসমূহদ্বারা ইন্দ্রজিৎকে প্রহার

করিতে লাগিলেন। রাবণানন্দন লক্ষ্মণের শরস্পর্শে সাতিশয় ক্রোধোদ্দীপিত হইয়া আশীবিষসদৃশ অষ্টবাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল।

"এক্ষণে মহাবীর লক্ষ্মণ যেরূপে তিনবাণদ্বারা ইন্দ্রজিতের প্রাণসংহার করিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দুই বাণে ইন্দ্রজিতের শরাসন ও নারাচোপশোভিত ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন। পরিশেষে তৃতীয় বাণদ্বারা তাহার কুণ্ডলমণ্ডিত মুণ্ড কর্ত্তনপূর্ব্বক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহার ভুজস্কন্ধবিহীন ভীমদর্শন কবন্ধকলেবর সংহারপূর্ব্বক সারথিকে নিধন করিলেন। তখন ঘোটকগণ রথ লইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ শূন্যরথ-সন্দর্শনে পুত্র নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া শোকমোহে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ক্রোধান্বিতচিত্তে অশোকবনস্থ রামদর্শনলালসা সীতাকে সংহার করিবার নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইলেন। অবিন্ধ্য রাবণের পাপসঙ্কল্প বুঝিয়া বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি এই দেদীপ্যমান মহারাজ্য শাসন করিতেছেন; অতএব স্ত্রীহত্যা করা আপনার নিতান্ত অনুচিত। সীতা একে নারী, তাহাতে আবার আপনার বশীভূত হইয়া বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে; তাহাই ত' তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আমার মতে উহার দেহনাশ করিলে উহাকে বধ করা হয় না; আপনি উহার ভর্ত্তাকে সংহার করুন, তাহা হইলেই উহাকে নিধন করা হইবে। স্বয়ং শতক্রতুও আপনার তুল্য বিক্রমশালী নহেন। আপনি অনেকবার ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত ও ত্রাসিত করিয়াছেন।"

"অবিন্ধ্য এইরূপ বহুবিধ সাত্ত্বনাবাক্যদ্বারা রোষপরবশ রাবণকে শান্ত করিলে তিনি অবিন্ধ্যের বাক্যে সম্মত ও সমরগমনে অভিলাষী হইয়া খড়্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন।"

২৮৯তম অধ্যায়

রাবণ-বধ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর দশগ্রীব ইন্দ্রজিতের বধবার্ত্তা-শ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া রত্নালঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। ঘোররূপ রাক্ষসগণ বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাবণ কপীন্দ্রকুলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অঙ্গদ, মৈন্দ, নীল, নল, হনুমান ও জাম্ববান ক্রোধাভরে তাঁহাকে নিবারণ করিল এবং রাবণের সমক্ষেই শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিল।

"অনন্তর রাবণ সৈন্যগণকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিলেন। তখন তাঁহার কলেবর হইতে শর, শক্তি ও ঋষ্টিধারী রাক্ষসগণ নির্গত হইতে লাগিল। রাঘব দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ পুনর্ব্বার মায়া সৃষ্টি করিলেন; কতকগুলি নিশাচর রামের রূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি এবং কতকগুলি রাক্ষস লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রামের প্রতি ধাবমান হইল। সেই রাক্ষসেরা শর-শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রামলক্ষ্মণকে অর্চনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। তখন

ইক্ষ্বাকুনন্দন লক্ষ্মণ রাবণের মায়া অবগত হইয়া অবিচলিতচিত্তে রামকে কহিলেন, 'আর্য্য! রাক্ষসেরা আমাদিগের প্রতিরূপ [মায়াকল্পিত নরতুল্য আকৃতি] পরিগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ করুন।' লক্ষ্মণ এই কথা বলিবামাত্র রামচন্দ্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া সেই সমস্ত মায়াবী রাক্ষসকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

"অনন্তর ইন্দ্রসারথি মাতলি সূর্য্যসঙ্কাশ-রথে হরিদ্বর্ণ অশ্ব যোজনা করিয়া রামসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, 'হে রাম! দেবরাজ ইন্দ্র এই রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে দৈত্যদানবদিগকে সংহার করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ইহার সারথ্য করিতেছি; আপনি ইহাতে আরূঢ় হইয়া অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করুন।' তখন মাতলির বাক্যে উহা রাক্ষসী মায়া বলিয়া রামের শঙ্কা জন্মিলে বিভীষণ কহিলেন, 'হে রাম! ইহা দুরাত্মা রাবণের মায়া নহে; অতএব আপনি এই ইন্দ্রপ্রেরিত স্যন্দনে [রথে] স্বচ্ছন্দে আরোহণ করুন।'

'রঘুকুলোদ্বহ [রঘুকুলশ্রেষ্ঠ] রাম বিভীষণ-বাক্য অনুমোদন করিয়া প্রহৃষ্টমনে রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধাভরে দশগ্রীবের প্রতি গমন করিলেন। তখন সকল ভূত হাহাকার করিতে লাগিল; দেবলোকে দেবতারা পটহ বাদনপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাম ও রাবণের এরূপ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল যে, উহার উপমা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রাবণ ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শূল উদ্যত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা সত্বর তাহা ছেদন করিলেন। ইহা দেখিয়া রাবণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল।

"অনন্তর দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইযা রামের প্রতি শূল, মুষল, পরশু, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, শক্তি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বানরেরা এইরূপ বিকৃত মায়া নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রাম সুবর্ণপুঙ্খাসম্পন্ন সুমুখ সুতীক্ষ্ণ একশর তূণীর হইতে উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সহিত যোগ করিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, রাবণের পরমায়ু অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, এইরূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন।

"পরে রাম সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় রাবণান্তকর অতি ভয়ঙ্কর সেই শর সত্বর পরিত্যাগ করিবামাত্র নিতান্ত ভীষণ হুতাশন প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সারথি, রথ ও অশ্বের সহিত রাবণকে ভস্মসাৎ করিল। গন্ধর্ব্ব, চারণ, কিন্নর ও দেবগণ রাবণকে বিনষ্ট বিলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইলেন। তখন পঞ্চভূত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনি সকল লোক হইতে অন্তরিত হইলেন। তাঁহার শরীর, ধাতু, মাংস ও রুধির—সকলই বিনষ্ট হইয়া গেল; আর কোন চিহ্নই রহিল না।"

২৯০তম অধ্যায়

রাক্ষস-গৃহবাস-দোষাশঙ্কায় রামের সীতাত্যাগ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! রঘুকুলতিলক রাম সুরদ্বেষী নিশাচর রাক্ষসরাজ দশাননকে সংহার করিয়া লক্ষ্মণ ও অন্যান্য সুহৃদগণ-সমভিব্যাহারে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ রাবণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া মহাবাহু রামকে আশীর্ব্বাদ ও স্তব

করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ রামকে পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করাতে নভোমণ্ডল একেবারে যেন মহোৎসবময় হইয়া উঠিল।

"মহাযশাঃ রাম এই দুর্জ্জয় দশাননের প্রাণসংহার করিয়া বিভীষণকে লঙ্কা প্রদান করিলেন। তখন মহাপ্রজ্ঞ অবিন্ধ্যনামা বৃদ্ধ মাত্য বিভীষণ-সমভিব্যাহারে সীতাকে লইয়া রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক অতি দীনস্বরে কহিল, "হে মহাত্মন! এই সচ্চরিত্রা জানকী-দেবীকে গ্রহণ করুন।' ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস দাশরথি রাক্ষসামাত্যের বাক্যশ্রবণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাস্পাভিষিক্তা, পতিবিরহে একান্ত কর্শিতা, মলিনকলেবরা, মলিনবাসনা, জটিলা, যানস্থা জানকীকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার সতীত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া কহিলেন, বৈদেহি! তুমি মুক্ত হইয়াছ, যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করিয়াছি। হে ভদ্রে! আমি থাকিতে রাক্ষসগৃহে বাস করিয়া জরাক্রান্ত হওয়া তোমার উচিত নহে; এই ভাবিয়া আমি দশাননকে সংহার করিয়াছি। হে শুভে! অস্মদ্বিধ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে পরহস্তগত নারীকে পুনরায় গ্রহণ করিবে? অতএব হে মৈথিলি! তুমি সচ্চরিত্রী হও বা অসচ্চরিত্রই হও, আমি কুকুরোচ্ছিষ্ট হবির ন্যায় তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম।'

"জনকনন্দিনী রামের সেই হৃদয়মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ধরাতালে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখচন্দ্র রামদর্শনজনিত হর্ষে বিকচকমলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার সেই মুখমণ্ডল পরুষবাক্য-শ্রবণে নিশ্বাসোপহত দর্পণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ মলিন হইয়া গেল। লক্ষ্মণ ও সমুদয় বানরগণ রামের নির্দ্দয়বাক্য-শ্রবণে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

"তখন জগৎস্রষ্টা বিশুদ্ধাত্মা পদ্মযোনি, সুররাজ শক্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, যক্ষাধিপতি কুবের, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দিব্যভাস্করকলেবর রাজা দশরথ দীপ্তিশালী, মহার্হ হংসযুক্ত-বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বামসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ দেব ও গন্ধর্ব্বকুলে সঙ্কুল হওয়াতে নক্ষত্রমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"তখন বৈদেহী উত্থিত হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে রামকে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজপুত্র! আমি ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ আশঙ্কা করি না। তুমি স্ত্রী ও পুরুষগণের রীতি বিশেষরূপে অবগত আছ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সদাগতি সমীরণ সর্ব্বভূতের শরীরে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন। যদি আমি কোন প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকি, তবে সেই বায়ু এবং অগ্নি, জল, আকাশ ও পৃথিবী আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমি তোমা বিনা আর কাহাকে স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। অতএব তুমি দেবগণের নির্দ্দেশানুসারে আমার পতি হও।'

রামকর্ত্তৃক দেবগণসাক্ষ্যে নির্দোষ সীতার পরিগ্রহ

"সীতার ব্যাক্যাবসানে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত ও বানরগণকে লোমাঞ্চিত করিয়া এক আকাশবাণী আবির্ভূত হইয়া উঠিল। বায়ু কহিলেন, "হে রাঘব! আমি সদাগতি বায়ু,

তোমাকে সত্য কহিতেছি, মৈথিলীর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি ইঁহার সহিত সঙ্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ কর।”

‘অগ্নি কহিলেন, “হে রঘুনন্দন! আমি সমুদয় ভূতের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করি, আমি জানি, মৈথিলী অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই।”

“বরুণ কহিলেন, “হে রাঘব! জননী পৃথিবী প্রাণীগণের শরীরে অবস্থিতি করেন; অতএব আমি কহিতেছি, তুমি জানকীকে গ্রহণ কর; ইনি কোনক্রমেই অপরাধী নহেন।”

“ব্রহ্মা কহিলেন, “হে পুত্র! তুমি রাজর্ষিধর্ম্ম ও সাধুশীল; অতএব বায়ু, অগ্নি ও বরুণ তোমার প্রণয়িনীর সতীত্ববিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহার অসম্ভাবনা কি? তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব, সর্প, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিয়াছ। সেই পাপাত্মা আমার প্রসাদে সকলের অবধ্য হইয়াছিল। সেই দুরাত্মা কোন কারণবশতঃ কিয়ৎকাল উপেক্ষিত ছিল, পরে আপনার বধের নিমিত্ত সীতাকে হরণ করিয়া আনে। পূর্ব্বে নরকূবর রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল যে, অকাম কামিনীকে বলাৎকার করিলে তোমার মস্তক শতধা হইয়া পড়িবে। আমি সেই নলকূবরশাপে নির্ভর করিয়া সীতাকে রক্ষা করিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া জানকীকে গ্রহণ কর। হে অমরপ্রভ! তুমি আমরগণের মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছ।”

“দশরথ কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ, তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, হে পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া রাজ্যশাসন কর।”

“রাম কহিলেন, “হে রাজেন্দ্র! যদ্যপি আপনি আমার পিতা, তবে আমি আপনাকে অভিবাদন করি। আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞানুসারে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিব।”

“দশরথ কমললোচন রামের বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, “হে মহাদ্যুতে! চতুর্দ্দশবর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে, অতএব ত্বরায় অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন কর।”

“তখন রাজীবলোচন রামচন্দ্র দেবগণকে নমস্কারপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া শচীসহায় সুররাজের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে অবিন্ধ্যাকে বর ও ত্রিজটা-রাক্ষসীকে অর্থ ও সম্মান প্রদান করিলেন।

“অনন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সমক্ষে রামকে কহিলেন, “হে কৌশল্যানন্দন! তুমি কি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর?’

ব্রহ্মার বরে রণমৃত বানারগণের পুনর্জীবন

“রাম কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার ধর্ম্মপরায়ণতা ও শত্রুগণের নিকট অপরাজয় এবং রাক্ষসনিহত বানরগণের পুনর্জীবন এই তিনটি বর প্রদান করুন।”

“ব্রহ্মা ‘তথাস্তু’ বলিয়া বরদান করিলে রাক্ষসনিহত বানরগণ সচেতন হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। তখন ভাগ্যবতী সীতা হনুমানকে এই বলিয়া বর

প্রদান করিলেন, "বৎস হনুমান! যতদিন শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে, তুমিও ততদিন জীবিত থাকিবে এবং আমার প্রসাদকৃত দিব্য উপভোগসকল চিরকাল তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইবে।"

"অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সকল অক্লিষ্টকর্মী বীরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। শক্রসারথি মাতলি রামচন্দ্রকে জানকীসমবেত নিরীক্ষণ করিয়া সুহৃদগণের সমক্ষে পরমপ্রীতচিত্তে কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর ও পন্নগগণের দুঃখ অপনীত করিলেন। অতএব পৃথিবী যতদিন তাঁহাদিগকে ধারণ করিবে, ততদিন তাঁহারা আপনার নামকীর্ত্তন করিবেন।" মাতলি রামকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পূজাপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সেই রথ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

রামের অযোধ্যাগমন—অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান

"অনন্তর রাম লঙ্কা-রক্ষার উপায়বিধান করিয়া সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ-সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক অমাত্যগণসংবৃত হইয়া সেই সেতুদ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া যথাকলে বানরগণকে পূজা ও বিবিধ রত্নপ্রদানদ্বারা সন্তুষ্টপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। গোপুচ্ছ বানর ও ভাল্লুকগণ প্রস্থান করিলে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণ সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে যাত্রা করিলেন। গমনকালে জানকীকে তত্রত্য কানন ও সমুদ্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যথাগত পথে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। রাজেশ্বর রাম অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া হনুমানকে বক্তব্যবিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ভারতসমীপে প্রেরণ করিলেন। পবননন্দন নন্দিগ্রামে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মলিন-কলেবর চীরবাসা ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় সম্মুখে রাখিয়া অধ্যাসীন আছেন।

"অনন্তর বীর্য্যবান রামলক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইয়া ও বৈদেহীকে অবলোকন করিয়া হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন মহাত্মা ভরত প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে সেই নিক্ষিপ্ত [পূর্ব্বে দশরথকর্ত্তৃক বরপ্রদত্ত] রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

"অনন্তর বশিষ্ঠ ও বামদেব একত্র হইয়া বৈষ্ণবনক্ষত্রে অভিমত দিনে শৌর্য্যশালী রামকে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি অভিষেকানন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও তাঁহাদিগের সুহৃদগণকে বিবিধ ভোগদ্বারা অর্চনা ও তৎকালোচিত শিষ্টাচারদ্বারা সৎকার করিয়া অতিদুঃখে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে পুষ্পকরথে পূজা করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যক্ষরাজকে প্রদান করিয়া দেবগণ-সমভিব্যাহারে গোমতী নদী-সমীপে নির্ব্বিঘ্নে ত্রিগুণদক্ষিণ দশ-অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।"

২৯১তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয়-মুনিকর্ত্তৃক পাণ্ডবপ্রশংসা

মার্কেণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বকালে রাম এইরূপে বনবাসজনিত নিতান্ত দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলেন। অতএব হে অরতিনিপাতন! তুমি আর শোক করিও না। তোমার কিছুমাত্র পাপ নাই; তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যক্ষ ফল বাহুবলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছ। হে রাজন! তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, ইন্দ্রাদি দেব এবং দানবগণও এই পথের পান্থ হইয়া থাকেন। দেবরাজ দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বৃত্র, নমুচি ও দীর্ঘজিহ্বা-রাক্ষসীকে সংহার করিয়াছেন। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তির সকল বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যাহার ভ্রাতা, তাঁহার কিছুই অজেয় নাই। তুমি এই সমুদয় সহায়সম্পন্ন অতএব কেন বিষণ্ন হইতেছ? এই মহাবীরগণ সমুদয় দেবতা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সেনাদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারেন। তুমি ইহাদিগের সাহায্যে সংগ্রামে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজয় করিবে। দেখ, এই অরণ্যমধ্যে সিন্ধুদেশাধিপতি দুরাত্মা জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছিল; কিন্তু এই সমস্ত মহাত্মারা সিন্ধুপতিকে অনায়াসে পরাজয় ও বশীভূত করিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যাহরণ করিয়াছেন। রাঘব অসহায় হইয়া সংগ্রামে দশগ্রীবকে সংহারপূর্ব্বক সীতাদেবীকে প্রত্যাহরণ করেন; কেবল ভল্লুক ও বানরেরাই তাঁহার মিত্র ছিল। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া শোকসন্তাপ পরিত্যাগ কর। তোমার সদৃশ মহাত্মারা কদাচ শোকের বশীভুত হয়েন না।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান মার্কণ্ডেয় এইরূপ আশ্বাস-প্রদান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোক পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

রামোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৯২তম অধ্যায়

পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বাধ্যায়

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহর্ষে। আমি এই দ্রুপদনন্দিনীর নিমিত্ত যে প্রকার শোকাকুল হইয়াছি, আপনার বা ভ্রাতৃগণের অথবা রাজ্যনাশের নিমিত্ত তাদৃশ পরিতপ্ত নই। যখন দুরাত্মারা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিগ্রহ করে, তৎকালে এই যাজ্ঞসেনী আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ বন হইতে ইঁহাকে যখন হরণ করে, ইনি সেই বিষম সময়েও মনে মনে আমাদিগকেই চিন্তা করিয়াছেন। মহর্ষে আপনি কি এই দ্রুপদনন্দিনীর তুল্য পতিব্রতা রমণী কুত্রাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর করিয়াছেন?"

সাবিত্রীর উপাখ্যান

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! কুলকামিনীগণের সৌভাগ্য যতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, রাজপুত্রী সাবিত্রী তৎসমুদয়ই যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

"মদ্রদেশে অশ্বপতিনামে এক পরমধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল নরপতি ছিলেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি কিছুই ছিল না। কালক্রমে বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে ভূপতি অনপত্যতা নিবন্ধন দুঃখে পরিতাপিত হইয়া অপত্যোৎপাদনার্থ মিতাহার, ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি তীব্রতর নিয়ম-সকল অবলম্বনপূর্ব্বক সাবিত্রীদেবীর উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্ষ আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠভাগে যৎকিঞ্চিৎ আহার গ্রহণ করিতেন।

"এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে সাবিত্রীদেবী সুপ্রীত হইলেন এবং দিব্যকলেবর ধারণ করিয়া অগ্নিহোত্র হইতে উত্থানপূর্ব্বক অশ্বপতির নেত্রপথে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, মদ্ররাজ! আমি তোমার ব্রহ্মচর্য্য, শুচি, দম, নিয়ম ও অকৃত্রিম ভক্তিতে অতীব প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমত্ত হইয়া অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।'

"অশ্বপতি কহিলেন, "দেবি! দ্বিজাতিগণ আমাকে কহিয়া থাকেন যে, সন্তানই পরমধর্ম্ম। আমি তাঁহাদের বাক্যে আস্থা করিয়া ধর্ম্মলাভকামনায় অপত্যলাভের নিমিত্ত আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বহুসংখ্যক সন্তান উৎপন্ন হউক।

"সাবিত্রী কহিলেন, "হে রাজন! আমি পূর্ব্বেই এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তোমার পুত্রের নিমিত্ত ভগবান পিতামহকে কহিয়াছিলাম; তাহার প্রসাদে অচিরকালমধ্যেই তোমার এক তেজস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হইবে। আমি পিতামহের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছি যে, তুমি ইহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিও না।"

"রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর বাক্য স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন; তৎপরে সাবিত্রীদেবী অন্তর্হিত হইলে স্বদেশে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল, অতীত হইলে ব্রতপরায়ণ রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী গর্ভবতী

হইলেন। রাজপুত্রীর গর্ভ সিতপক্ষোদিত [শুক্লপক্ষে উদিত] চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"অনন্তর রাজমহিষী সমুচিত সময়ে এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন। নৃপচূড়ামণি অশ্বপতি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কন্যার জাতকর্ম্ম সমাধান করিলেন। সাবিত্রীদেবীর উদ্দেশে হোম করাতে তিনি প্রীত হইয়া কন্যাটি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া রাজা ও বিপ্রগণ তাঁহার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। রাজপুত্রী সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে যৌবনসীমায় আরোহণ করিলেন। তৎকালে লোকে তাঁহাকে সুমধ্যমা, নিবিড়নিতম্বিনী ও কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া বোধ করিতে লাগিল যে, বুঝি দেবকন্যা মানবরূপ ধারণ করিয়া অবনীতালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পদ্মাপলাশলোচনা এরূপ তেজস্বিনী ছিলেন যে, সকল পুরুষই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে প্রতিহত হইয়াছিল; কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণে সাহস করিতে পারে নাই।

পিতা অশ্বপতিকর্ত্তৃক সাবিত্রীর বিবাহ-প্রস্তাব

"একদা পর্ব্বদিবসে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীসদৃশী সাবিত্রী উপবাস, স্নান, দেবার্চ্চন ও অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া শেষ গ্রহণপূর্ব্বক মহাত্মা পিতার সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন ও শেষ দ্রব্য নিবেদন করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাজ অশ্বাপতি দেবরূপিণী স্বীয় কন্যাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'হায়! কন্যাটির যৌবনাবস্থা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে না।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণচিত্তে সাবিত্রীকে কহিলেন, "বৎসে! তোমার সম্প্রদানসময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই তোমার নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করে না; অতএব তুমি স্বয়ং আত্মানুরূপ ভর্ত্তা অন্বেষণ কর। যে ব্যক্তি তোমার অভিলষিত হইবে, আমার নিকটে তাহার পরিচয় প্রদান করিবে; আমি বিবেচনা করিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিব। আমি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠসময়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করা। হে বৎসে! যে পিতা কন্যাকে সম্প্রদান না করে, যে পুরুষ বিবাহ না করে এবং যে ব্যক্তি ভর্ত্তৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, এই তিনজন নিন্দনীয় হয়। অতএব তুমি বরান্বেষণে সত্বর হও। আমি যাহাতে দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর।'

'রাজা অশ্বপতি কন্যাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া মন্ত্রিগণকে তাহার অনুযাত্র [অনুগামী] হইতে অনুমতি করিলেন। সাবিত্রী লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পিতার পদবন্দনপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিবগণসমভিব্যাহারে হৈম-রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; পিতার আজ্ঞায় কিঞ্চিন্মাত্রও বিচার করিলেন না। নৃপনিন্দিনী প্রথমতঃ রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ মান্যতম স্থবিরগণের পদাভিবান্দন করিলেন; তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমুদয় বনে গমনপূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে ধন প্রদান করিয়া তত্তদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।"

২৯৩তম অধ্যায়

সত্যবানকে পতিরূপে গ্রহণে সাবিত্রীর সংকল্প

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "অনন্তর একদা মহারাজ মদ্রাধিপতি নারদের সহিত সভামধ্যে সমুপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে সমুদয় তীর্থ ও আশ্রম পর্যটন করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রাজনন্দিনী স্বীয় পিতাকে নারদ-সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তকদ্বারা উভয়ের পাদবিন্দন করিলেন।

"তখন নারদ অশ্বপতিকে কহিলেন, "রাজন! তোমার এই দুহিতাটি কোথায় গিয়াছিল, কোথা হইতেই বা আগমন করিল? কন্যাটির যৌবনাবস্থা হইয়াছে, তথাপি কেন সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না?'

"অশ্বপতি কহিলেন, "হে দেবর্ষে। আমি উহাকে সৎপাত্রসাৎ করিবার মানসে পাঠাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনি উহার মুখে শ্রবণ করুন, কাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে।' দেবর্ষিকে এই কথা বলিয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, 'বৎসে! কাহাকে পতি করিতে মনস্থ করিয়াছ, বিশেষ করিয়া বল।'

"সাবিত্রী পিতার বাক্য-শ্রবণে উহা দেববাক্যতুল্য জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতঃ! পরমধার্ম্মিক দুমৎসেননামা ভূপতি শাল্ব-দেশের অধীশ্বর ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে দুর্ব্বিপাকবশতঃ তাঁহার নেত্রদ্বয় বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে তাঁর একমাত্র পুত্রের অতি শৈশবাবস্থা ছিল। রন্ধ্রান্বেষণকারী [ছিদ্রান্বেষী] বৈরিগণ তাঁহাকে অন্ধ ও তাঁহার পুত্রকে নিতান্ত বালক দেখিয়া তাহার রাজ্যাপহরণ করে। ভূপতি এইরূপে রাজ্যচ্যুত হইয়া সেই বালকপুত্র ও ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক তপানুষ্ঠানপরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার সেই পুত্রের নাম সত্যবান। সত্যবান নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া তপোবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তিনিই আমার অনুরূপ পতি। আমি মনে মনে তাহাকে বরণ করিয়াছি।'

"তখন নারদ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভূপতে! তোমার কন্যা বিশেষ না জানিয়া গুণবান। সত্যবানকে বরণ করিয়া কি অকার্য্য করিয়াছে! সত্যবানের পিতা-মাতা সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ উহার সত্যবান নাম রাখিয়াছেন। সত্যবান বালককালে সাতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিল এবং মৃন্ময় অশ্বনির্ম্মাণ ও চিত্রফলকে অশ্বের আকার অঙ্কিত করিত বলিয়া উহাকে চিত্রাশ্ব বলিয়াও আহ্বান করেন।"

"রাজা কহিলেন, 'হে দেবর্ষে রাজতনয় সত্যবান এক্ষণে তেজ, বুদ্ধি, ক্ষমা, পিতৃবাৎসল্য ও শৌর্য্যগুণে অলকৃত হইয়াছেন ত'?'

"নারদ কহিলেন, 'সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ও বসুধার ন্যায় ক্ষমাবান।'

"রাজা কহিলেন, 'রাজনন্দন সত্যবান দাতা, ব্রহ্মপরায়ণ, রূপবান, উদারস্বভাব ও প্রিয়দর্শন ত'?"

"নারদ কহিলেন, 'প্রিয়দর্শন সত্যবান সংস্কৃতিনন্দন রান্তিদেবের ন্যায় দানশীল; উশীনরতনয় শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী; যযাতির ন্যায় উদার এবং অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান। তপোবৃদ্ধ ও শীলবান ব্যক্তিরা সংক্ষেপে কহেন যে, মহাবলপরাক্রান্ত

সত্যবান দান্ত, মৃদু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বন্ধুজনপ্রিয়, অসূয়াশূন্য, লজ্জাশীল, ধৃতিমান, ঋজুস্বভাব ও মর্যাদাপালক।'

"অশ্বাপতি কহিলেন, 'হে তপোধন! আপনি সত্যবানের গুণের কথাই কহিলেন, এক্ষণে উহার যে সমুদয় দোষ আছে, তাহার উল্লেখ করুন।'

"নারদ কহিলেন, সত্যবানের একমাত্র দোষ আছে; ঐ দোষ তাহার উক্ত সমুদয় গুণের অন্তরায় হইয়াছে; উহা নিবারণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অশেষগুণসাগর সত্যবান অল্পায়ুঃ অদ্যাবধি সংবৎসর পরিপূর্ণ হইলে অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে।'

অল্পায়ু জানিয়াও তৎপ্রত্যাখ্যানে সাবিত্রীর অনিচ্ছা

"তখন ভূপতি স্বীয় কন্যাকে কহিলেন, "সাবিত্রি! তুমি অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। সত্যবানের এক মহাদোষ তাহার সমুদয় গুণকে গ্রাস করিয়াছে। ভগবান নারদ কহিতেছেন যে, অদ্যাবধি সংবৎসর পূর্ণ হইলেই সে শমনসদনে গমন করিবে।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "দ্রব্যের অংশ একবারমাত্র নিপতিত হয়; কন্যাকে একবারই প্রদান করে; "দিদামি" এই বাক্য একবারই বলে; হে পিতঃ! এই তিন কার্য্য এক একবারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন, সগুণই হউন বা নিগুণই হউন, আমি যখন একবার তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি; আমি কদাপি আর কাহাকেও বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথমতঃ মনোদ্বারা নিশ্চিত হয়, তৎপরে বাক্যদ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্যদ্বারা সম্পাদিত হয়; অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ।"

"তখন নারদ ভূপতিকে কহিলেন, "হে রাজন! তোমার কন্যার বুদ্ধি নিতান্ত স্থির, উহাকে কখনই এই ধর্ম্মপথ হইতে চালিত করিতে পরিবে না। সত্যবানের যে সমুদয় গুণ আছে, তাহা অন্য কোন পুরুষেই নাই; অতএব আমি কহিতেছি, তুমি সত্যবানকে কন্যা সম্প্রদান কর।"

"রাজা কহিলেন, "হে দেবর্ষে! আপনার বাক্য লঙঘন করে কাহার সাধ্য? আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ, আপনি আমার গুরু, আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই করিব।"

"নারদ কহিলেন, "হে রাজন! তুমি নির্ব্বিঘ্নে সাবিত্রী প্রদান কর, আমি চলিলাম। তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হউক।"

"দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া ঊর্দ্ধমাগে [আকাশপথে] গমন করিলেন। নরপতি অশ্বাপতিও দুহিতার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।"

২৯৪তম অধ্যায়

সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর মহারাজ অশ্বপতি কন্যা-সম্প্রদানবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবাহোপযোগী দ্রব্যসম্ভার, আহরণ করিলেন। পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক পুণ্যদিনে কন্যা-সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া পাদচারে সেই অরণ্যমধ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন এক বিশাল শালবৃক্ষমূলে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি যথোচিত উপচারে রাজর্ষিকে অর্চনা করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।

"রাজর্ষি দ্যুমৎসেন অশ্বপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরমসমাদরে তাঁহাকে অর্ঘ্য, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কি নিমিত্ত এ স্থলে আগমন করিয়াছেন?" তখন মদ্ররাজ অশ্বপতি সত্যবানকে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "হে রাজর্ষিসত্তম! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সাবিত্রী-নামী পরম-শোভনা কন্যাটিকে ধর্ম্মানুসারে স্নুষার্থে প্রতিগ্রহ করুন।"

"দ্যুমৎসেন কহিলেন, "মহারাজ! আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছি। আপনার কন্যা কিরূপে এই বনবাসজনিত দুঃখপরম্পরা সহ্য করিবেন?" অশ্বপতি কহিলেন, "হে রাজর্ষে। আমি ও আমার কন্যা, আমরা উভয়েই উৎপত্তি-বিনাশাত্মক সুখদুঃখ-সমুদয় জ্ঞাত আছি, অতএব আপনি আমাকে আর ও কথা কহিবেন না; আমি আদ্যোপান্ত সমুদয় নিশ্চয় করিয়াই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজন! আমি প্রণতিপরতন্ত্র হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার বলবতী আশালতা ছেদন করবেন না। বিশেষতঃ আমরা উভয়েই উভয়ের অনুরূপ। অতএব আপনি সুশীল সত্যবানের নিমিত্ত আমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন।"

"তখন রাজর্ষি দ্যুমৎসেন কহিলেন, "মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ আমার চিরপ্রার্থনীয়; কিন্তু এক্ষণে আমি রাজ্যচ্যুত হইয়াছি বলিয়া এই অবশ্যকর্ত্তব্যবিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিতেছিলাম। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বাবধি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, আপনি অদ্য আমার সেই মনোরথ পূর্ণ করুন। আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি।"

'অনন্তর তাহারা আশ্রমবাসী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্ব্বক বিধানানুসারে পুত্রকন্যার বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহারাজ অশ্বপতি সালঙ্কৃতা দুহিতাকে পাত্রসাৎ করিয়া পরমসুখে স্বভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজকুমারী সাবিত্রী ও সশীল সত্যবান ইঁহারারা পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিয়া পরমপ্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতার প্রস্থানানন্তর সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক অরণ্যসুলভ বল্কল ও কাষায়বসন পরিধান করিলেন এবং বিনয়, লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ সদগুণ, সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যদ্বারা আশ্রমবাসীদিগের তুষ্টিসম্পাদন করিতে লাগিলেন। শরীরসংস্কার ও আচ্ছাদনাদি প্রদানদ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজা ও বাকসংযমদ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়োক্তি, নৈপুণ্য, শান্তি ও নির্জ্জনে উপহার-প্রদানদ্বারা ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট

করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই আশ্রমে তপানুষ্ঠানদ্বারা তাহাদিগের কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইল। পতিপরায়ণা সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া দিন দিন নিতান্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।

২৯৫তম অধ্যায়

কাষ্ঠাহরণকারী পতির সহিত সাবিত্রীর নবগমন

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "তৎপরে কালক্রমে যে করাল কাল পতিপ্রাণা সাবিত্রীর প্রাণবল্লভের প্রাণ-সংহার করিবে, সেই কাল সমুপস্থিত হইল। সাবিত্রীর হৃদয়ে নারদের বাক্য নিরন্তর জাগরকে ছিল, তিনি উহা শ্রবণাবধি দিন দিন দিন-গণনা করিতেছিলেন, যখন দেখিলেন প্রাণেশ্বরের প্রাণপতনের আর চারি-দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি তাদৃশ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন সাতিশয় দুঃখিত-চিত্তে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'রাজপুত্রি! তুমি অতি তীব্রতর কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ, দিনত্রয় উপবাস করিয়া থাকা অতি দুষ্কর।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "তাত! পরিতাপ করিবেন না, আমি ব্রতসাধন করিতে সমর্থ হইব। অধ্যবসায়ই ইহার উপায়, আমি অধ্যবসায়সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি।" তখন পরমধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন মাদৃশ লোকে "ব্রতসংসাধন কর" ব্যতীত কখন "ব্রতভঙ্গ কর" বলিতে সমর্থ হয় না।" এইমাত্র কহিয়া বিরত হইলেন।

"এদিকে সাবিত্রী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কৃশা হইতে লাগিলেন। তিনি যেদিন জানিলেন যে, কল্য প্রাণনাথ জন্মের মত পলায়ন করিবেন, সেই রাত্রি তাঁহার অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে, "আজি সেইদিন উপস্থিত হইল"। মনে করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে হোমক্রিয়া সমাধান করিলেন এবং সূর্যদেব চারি'হস্ত মাত্র উত্থিত হইলেই পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়াকলাপ সাধন করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে যথাক্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তপোবনবাসী তপস্বিগণ 'তোমার অবৈধব্য হউক' বলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধ্যান্যপরায়ণা সাবিত্রী মনে মনে 'তাই হউক' বলিয়া তপস্বিগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং দুঃখিতচিত্তে নারদবাক্য স্মরণ করিয়া সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"তাঁহার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর তাঁহাকে একান্তে লইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, 'মাতঃ! যে প্রকারে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা করিয়াছ, এক্ষণে আহারসময় সমুপস্থিত, অতএব শীঘ্র গিয়া আহার কর।' সাবিত্রী কহিলেন, "আমি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি যে, দিবাকর অস্তগত হইলে ভোজন করিব।"

"সাবিত্রী এইরূপে শ্বশ্রূ ও শ্বশুর সমীপে আপনি সঙ্কল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবান স্কন্ধে পরশু গ্রহণপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, 'একাকী গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি অদ্য তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তোমার সহিত গমন করিব।'

‘সত্যবান কহিলেন, ‘ভাবিনি! তুমি কখন বনে গমন কর নাই, অতএব বনের পথ তোমার নিতান্ত ক্লেশকর হইবে, বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে ক্ষীণ হইয়াছ, কিরূপে পদব্রজে গমন করিবে?’

“সাবিত্রী কহিলেন, “উপবাসে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বা পরিশ্রম হয় নাই। আমি গমনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি, আমাকে নিষেধ করিও না।”

“সত্যবান কহিলেন, “যদি গমনের নিমিত্ত নিতান্তই উৎসুক হইয়া থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। কিন্তু তোমাকে আমার পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা আমিই ইহার দোষভাগী হইব।”

“সাবিত্রী সত্যবানের বাক্যানুসারে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ‘আর্য্যপুত্র ফলমাত্র আহার করিয়া অরণ্যানীমধ্যে গমন করিতেছেন, আজি আমি উঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না; ইচ্ছা করিয়াছি, উহার সমভিব্যাহারে গমন করিব; আপনারা অনুমতি করুন। উনি মাতা, পিতা ও অগ্নিহোত্রের প্রয়োজনসংসাধনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিতেছেন; অতএব উহাকে নিবারণ করা উচিত নহে। যদ্যপি ঈদৃশ গুরুতর প্রয়োজন না থাকিত, তবে উহাকে বনগমন করিতে নিষেধ করিলেও হানি হইত না। বিশেষতঃ কিঞ্চিদূন এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হই নাই; এই জন্য কুসুমিত কানন নিরীক্ষণ করিতে একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি।’

“দ্যুমৎসেন কহিলেন, ‘যে অবধি সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হইয়াছেন, তদবধি কখন আমার নিকটে কিঞ্চিম্মাত্রও প্রার্থনা করেন নাই; অতএব অদ্য ইনি স্বাভিলষিত ফললাভ করুন।’ পরে সাবিত্রীকে কহিলেন, ‘বৎসে! পথে সত্যবানের প্রতি অবহিত থাকিবে।’

“যশস্বিনী সাবিত্রী উভয়ের অনুমতি গ্রহণান্তর বর্ত্তৃ-সমভিব্যাহারে রমণীয় কাননে গমন করিলেন। নারদবাক্য-স্মরণে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, তথাপি স্বামীর সহিত অরণ্যাগমনকালে তাঁহার বদন সহাস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সত্যবান ‘প্রিয়ে! অবলোকন কর’ বলিয়া মধুরবাক্যে সাবিত্রীকে অনুরোধ করিলে তিনি রমণীয় বন, ময়ূর, পুণ্যবহা নদী ও পুষ্পিত পর্ব্বতসকল অবলোকন করিলেন; কিন্তু মুনিবাক্যস্মরণে স্বীয় জীবিতেশ্বরকে গতজীবিতই মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতে লাগিল। তিনি সেই বিষম সময়ের প্রতীক্ষাপূর্ব্বক ধীরগমনে ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।”

২৯৬তম অধ্যায়

সত্যবানের আকস্মিক শিরঃপীড়া—তদগ্রহণার্থ যমের আগমন

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “তখন বীর্য্যবান সত্যবান ভার্য্যাসমভিব্যাহারে বহুবিধ ফল আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্থালী পরিপূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ পাটন [ছেদন] করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাহার গাত্র হইতে স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘সাবিত্রী! প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। ফলতঃ

আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি, আমার মস্তব যেন শূলদ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রিয়ে! একবার নিদ্রা যাইতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আর একমুহূর্ত্তও দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না।'

"পতি প্রণা সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য-শ্রবণমাত্র তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রক্তবাসা, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, ভয়ানক পুরুষ পাশ হস্তে করিয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

"সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিবামাত্র শনৈঃ শনৈঃ স্বামীর মস্তক ভূতলে সংস্থাপন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কম্পিত-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে দেবেশ! আপনার অমানুষ আকৃতি দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে? কি অভিলাষেই বা এখানে আসিয়াছেন?"

"যম কহিলেন, "হে সাবিত্রী! তুমি পতিব্রতা ও তপানুষ্ঠানসম্পন্না, এই নিমিত্ত তোমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যম, অদ্য তোমার পতি সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, আমি উহাকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইব; এই আমার অভিলাষ।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "হে ভগবন! শ্রুত আছি যে, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইয়া যায়; তবে আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?"

"পিতৃরাজ সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তীহাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত আপনার আগমন-হেতু কহিতে লাগিলেন, "হে শুভে! এই সত্যবান পরমধার্ম্মিক, রূপবান ও গুণসাগর, আমার দূতেরা ইহাকে লইয়া যাইলে নিতান্ত অন্যায় হয়, এই বিবেচনায় স্বয়ং আগমন করিয়াছি।"

সত্যবানের প্রাণময় জীবাত্মার আকর্ষণকারী যমের সহিত সাবিত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি

"কৃতান্ত এই বলিয়া সত্যবানের দেহমধ্য হইতে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিষ্কাশিত করিলেন। প্রাণ সমুদ্ধৃত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ শ্বাসরহিত, প্রভাশূন্য, চেষ্টবিহীন ও নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইল। তখন যম সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে চলিলেন। ব্রতসিদ্ধা পতিপ্রাণা সাবিত্রী দুঃখার্ত্তচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

"পিতৃপতি সাবিত্রীকে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, "সাবিত্রী! প্রতিনিবৃত্ত হও, শীঘ্র গিয়া সত্যবানের ঔদ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান কর। তোমা হইতে তোমার ভর্ত্তা আনৃণ্য [ঋণমুক্তি-সম্যকরূপে গার্হস্থ্যপালনে পারত্রিক বন্ধনচ্ছেদ] লাভ করিয়াছেন। তুমি যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়াছ।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "আমার স্বামী যে স্থানে নীত হয়েন অথবা স্বয়ং গমন করেন, আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য, ইহাই নিত্যধর্ম্ম। হে মহাত্মন! তপস্যা, গুরুভক্তি,

ভর্ত্তৃস্নেহ, ব্রত ও তোমার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি মিত্রতাপূর্ব্বক তোমাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে আসিয়া গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য অথবা সন্ন্যাসধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মই বিজ্ঞান [শাস্ত্রজ্ঞান-জ্ঞানলাভের উপায়] প্রাপ্তির কারণ। সকল আশ্রমিকেরাই প্রথমতঃ ঐ ধর্ম্ম সম্যকরূপে অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন; এই নিমিত্ত মাদৃশ লোক পূর্বোক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় আশ্রম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করে না এবং পণ্ডিতগণ এই নিমিত্তই প্রথম আশ্রমকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।"

"যম কহিলেন, "হে অনিন্দিতে! নিবৃত্ত হও; আমি তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর; সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে যে বর প্রার্থনা করিবে, সমুদয়ই তোমাকে প্রদান করিব।"

যমরাজ হইতে সাবিত্রীর পঞ্চবরপ্রাপ্তি-পতির জীবনলাভ

"সাবিত্রী কহিলেন, "আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি তোমার প্রসাদে চক্ষুলাভ এবং অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় বল ধারণ করুন।"

"যম কহিলেন, "অনিন্দিতে! আমি ঐ বর প্রদান করিলাম। তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে। দেখিতেছি, তুমি পথশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে নিবৃত্ত হও, নতুবা আরও শ্রান্তি হইবে।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি যখন স্বামীর সমীপে রহিয়াছি, তখন আমার পরিশ্রমের বিষয় কি? স্বামীই আমার একমাত্র গতি। অতএব তুমি যে স্থানে স্বামীকে লইয়া যাইবে, আমিও তথায় গমন করিব; এক্ষণে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণের সহিত একবারমাত্র সমাগমে মিত্রতা জন্মে; সাধুসমাগম কদাপি নিস্ফল হয় না; এই নিমিত্ত সাধুসংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য।'

"যম কহিলেন, "হে ভাবিনি! তুমি যে বাক্যবিন্যাস করিলে, উহা হৃদয়রঞ্জন, হিতকর এবং বুধগণেরও বোধবর্দ্ধন। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী কহিলেন, "আমার শ্বশুর পূর্ব্বাপহৃত রাজ্য লাভ করুন এবং স্বধর্ম্ম হইতে অপরিচ্যুত থাকুন; আমি তোমার নিকট এই দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করি।"

"যম কহিলেন, "রাজা দ্যুমৎসেন অচিরে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; স্বধর্ম্ম হইতেও পরিচ্যুত হইবেন না। রাজপুত্র! তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিলাম, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, নতুবা পরিশ্রান্ত হইবে।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "হে দেব! প্রজাগণ তোমারই নিয়মে নিগৃহীত হইতেছে এবং তুমিই নিয়মপূর্ব্বক তাহাদিগকে কামনাসকল প্রদান করিতেছ। এই নিমিত্ত তোমার যমত্ব সুবিখ্যাত হইয়াছে। যমরাজ! এক্ষণে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। কায়মানোবক্য সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহদান করাই সাধুগণের সনাতনধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায় সমুদয় মনুষ্যগণই ভক্তিপ্রবণ; সজ্জনগণ শত্রুগণকেও দয়া করিয়া থাকেন।"

"যম কহিলেন, "হে শুভে! পিপাসু ব্যক্তির যেমন পানীয়, তদ্রূপ তোমার এই বাক্যও সকলের আদরণীয়; অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "আমার পিতার সন্তান-সন্ততি নাই, অতএব যেন তাহার বংশধর একশত ঔরসপুত্র জন্মে; আমি তোমার নিকটে এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতেছি।"

"যম কহিলেন, "হে ভদ্রে! তোমার পিতার বংশধর সুতেজাঃ শতপুত্র সমুৎপন্ন হউক। হে রাজপুত্র! এক্ষণে কৃতকামা হইলে, প্রতিনিবৃত্ত হও; দেখ, তুমি অতি দূরপথে আগমন করিয়াছ।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "হে ঈশ্বর! আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে রহিয়াছি, তখন ইহা আমার দূরপথ নহে। আমার মন ইহা অপেক্ষা দূরতর পথে ধাবমান হইতেছে। তুমি গমন করিতে করিতেই আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি ভগবান বিবস্বানের তনয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন। আর প্রজাগণ ইহ-সংসারে তোমার পক্ষপাত-রহিত ধর্ম্মশাসনে সঞ্চরণ করিতেছে, এই জন্য তুমি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে ধর্ম্মরাজ! সাধু ব্যক্তিকে যতদূর বিশ্বাস করা যায়, আপনার প্রতিও তত বিশ্বাস হয় না, এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়।"

"যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যেরূপ কহিলে, আর কাহারও নিকটে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই, আমি ইহাতে পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইলাম, অতএব সত্যবানের জীবন-বিনা চতুর্থ বর গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও।"

"সাবিত্রী কহিলেন, 'সত্যবোনের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী কুলবৰ্দ্ধন একশত পুত্র হইবে, আমি এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করি।"

"যম কহিলেন, "অবলে! তোমার বলবীর্য্যশালী আনন্দবৰ্দ্ধন শতানন্দন হইবে, এক্ষণে নিবৃত্ত হও; আর পরিশ্রম-স্বীকারে প্রয়োজন নাই; অনেকদূর আগমন করিয়াছ।"

সজ্জনেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হয়েন না, সজ্জনের সহিত সজ্জনের সমাগম কদাপি বিফল হয় না এবং সজ্জনেরা সজ্জনের সমীপে ভীত হয়েন না। সজ্জনেরাই সত্যদ্বারা সূর্য্যকে চালিত করিতেছেন, সজ্জনেরাই তপদ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সজ্জনেরাই ভূতভবিষ্যতের, গতি এবং সজ্জনেরা সজ্জনসমাজে কদাচ অবসন্ন হয়েন না। সাধুগণ পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া আর্য্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চিরকাল পরোপকার করিয়া থাকেন। সাধুগণের প্রসাদ কখন বিফল হয় না এবং তাঁহাদিগের নিকটে অর্থ বা মানেরও হানি হয় না; অর্থ ও মান এই তিনিই সাধুসমীপে অব্যাহত থাকে, অতএব সাধুগণ সকলের রক্ষাকর্ত্তা।"

"যম কহিলেন, "হে পতিব্রতে! আমি তোমার সুবিন্যস্ত। ধর্ম্মসংহিত বাক্য যত শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার ভক্তিবৃত্তি তোমার প্রতি উচ্ছলিত হইতেছে। অতএব তুমি পুনরায় অভিলষিত বর গ্রহণ কর।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "হে মানদ! স্বামীর ঔরস-পুত্র যেরূপ, ক্ষেত্রজাদি পুত্র তদ্রূপ নহে। বিশেষতঃ পতি ব্যতীত আমি জীবনধারণে সমর্থনহি, অতএব সত্যবান জীবিত হউক, এই বর প্রার্থনা করি। আমি স্বামিবিনাকৃত [পতি ব্যতীত] সুখ, স্বামিবিনাকৃত স্বর্গ অথবা

স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণী নহি এবং স্বামী ব্যতীত জীবনধারণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমিই আমাকে শতপুত্রতা বর প্রদান করিয়াছ এবং তুমিই আমার পতিকে অপহরণ করিতেছ। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! সত্যবান জীবিত হউন, এই বর প্রার্থনা করি, তাহা হইলেই তোমার বাক্য সত্য হইবে।"

"ধর্ম্মরাজ যম আনন্দিতচিত্তে 'তথাস্তু' বলিয়া সত্যবানকে পাশমুক্ত করিলেন এবং সাবিত্রীকে কহিলেন, "হে কুলনন্দিনি! এই তোমার ভর্ত্তাকে মুক্ত করিয়া দিলাম; ইনি রোগমুক্ত, কৃতার্থ ও তোমারই বশীভুত হইয়া তোমার সহিত চারিশত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ইনি যজ্ঞ ও ধর্ম্মদ্বারা খ্যাতিলাভ এবং তোমার গর্ভে শতপুত্র উৎপাদন করিবেন। তোমার নামে তোমার পুত্রগণের নামধেয় লইবে। তাহারাও রাজা, পুত্রপৌত্রশালী ও সুবিখ্যাত হইয়া পরমসুখে কালব্যাপন করিবে; তোমার পিতা ও তোমার মাতা মালবীর গর্ভে মালবনামে বংশধর ইন্দ্রসদৃশ শতপুত্র উৎপাদনা করিবেন।"

"প্রতাপবান ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এইরূপ বর প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও স্বামীকে প্রতিলাভ করিয়া, যে স্থানে তাঁহার মৃত-কলেবর পতিত রহিয়াছে, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় ভূমিনিপতিত ভর্ত্তাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপন উৎসঙ্গে [ক্রোড়ে] তাহার মস্তক আরোপিত করিয়া উপবেশন করিলেন। সত্যবান সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রবাসাগত ব্যক্তির ন্যায় প্রণয়িনীর প্রতি বারংবার সপ্রেমদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "কি কষ্ট! আমি এত অধিকক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম? প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত কর নাই? আর যিনি আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায়?"

"সাবিত্রী কহিলেন, "জীবিতনাথ! তুমি বহুক্ষণ আমারই উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলে। যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তিনি লোকসংহর্তা যম; কিয়ৎক্ষণ হইল স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। হে রাজপুত্র! তোমার নিদ্রাভঙ্গ ও বিশ্রামলাভ হইয়াছে; এক্ষণে যদি সামর্থ্য থাকে, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। দেখ, অন্ধকার-রজনী উপস্থিত হইতেছে।"

"তখন সত্যবান সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমুদয় দিক ও অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হে সুমধ্যমে! আমার এই মাত্র স্মরণ হইতেছে যে, আমি ফালমাত্র আহার করিয়া তোমার সহিত অরণ্যানীমধ্যে আগমন করিয়াছিলাম। পরে কাষ্ঠপাটন করিতে করিতে শিরঃপীড়ায় প্রচণ্ড পরিতাপিত, ও নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম এবং তৎপরে তোমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলাম। হে প্রিয়ে! তৎপরে যে ঘোর তিমিরবর্ণ [ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ] মহাতেজঃ পুরুষকে অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন কি সত্য, কিছুই জানি না। তুমি যদ্যপি তাহার বিষয় অবগত থাক, বিশেষ করিয়া বল।"

সাবিত্রী-সত্যবানের স্বীয় আশ্রমে যাত্রা

সাবিত্রী কহিলেন, "নাথ! এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে, অবিলম্বে পিতামাতার নিকটে গমন করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; কল্য সমুদয় বৃত্তান্ত

আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিব। ঐ দেখ, তামসী [অন্ধকার রাত্রি] উপস্থিত, দিবাকর অস্তমিত হইয়াছেন। নিশাচরগণের নিষ্ঠুরতর নিনাদ, মৃগগণের সঞ্চারিশব্দ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে শিবগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শ্রবণ করিয়া আমার হৎকম্প হইতেছে।"

"সত্যবান কহিলেন, "এই ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে [অন্ধকার] আচ্ছন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তুমি কোনক্রমেই ইহাতে পথ নিরীক্ষণ ও গমন করিতে সমর্থ হইবে না।"

"সাবিত্রী কহিলেন, "নাথ! তোমাকে পীড়ত দেখিতেছি। অতএব যদ্যপি তমসাবৃত পথে গমন করিতে অসমর্থ হও, তবে অদ্য এই স্থানেই অবস্থান কর। ঐ দেখ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরুসকল প্রজ্বলিত হইতেছে; আমি তাহা হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া এই সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করি; তুমি তদ্বারা শরীরগ্লানি অপনোদন কর। হে নাথ! অদ্য রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করা যাউক, কল্য প্রভাতে কাননসকল প্রকাশিত হইলে আশ্রমে গমন করিব।"

"সত্যবান কহিলেন, "আমার শীরঃপীড়া নিবৃত্ত এবং অঙ্গসকলও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। এক্ষণে মাতাপিতার সমীপে গমন করিতে বাসনা করি। আমি পূর্ব্বে কখন নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া আশ্রমে গমন করি নাই। মাতা সন্ধ্যা না হইতেই আমাকে রুদ্ধ করিতেন। আমি দিবাভাগে বহির্গত হইলেও আমার মাতাপিতা সন্তপ্ত হইতেন। পিতা আশ্রমবাসিগণের সমভিব্যাহারে আমাকে অন্বেষণ করিতেন। একবার তাঁহারা আমার বিলম্বে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন। আজি আমার নিমিত্ত তাঁহাদের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। নিশ্চয়ই আমার আদর্শনে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। একদা রাত্রিতে তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গলদশ্রুপ্লুলোচনে প্রীতিযুক্তবদনে আমাকে কহিয়াছিলেন, "বৎস! আমরা তোমা ব্যতীত মুহূর্ত্তমাত্র জীবনধারণ করিতে পারি না, তুমি আমাদিগকে ফলাদি আহরণ করিয়া না দিলে আমাদের জীবনধারণ করিবার উপায়ান্তর নাই, তুমি এই নয়নহীন স্থবিরদ্বয়ের যষ্টি; আমাদিগের বংশ, পিণ্ড, কীর্ত্তি ও সন্তান তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।" হে প্রিয়ে! আমার মাতাপিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের যষ্টিস্বরূপ। আহা! না জানি, আদ্য আমার আদর্শননিবন্ধন তাঁহাদের কি অবস্থই ঘটিবে! আঃ পাপীয়সী নিদ্রে! কেবল তোর নিমিত্তই আমার পিতামাতা আমার জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। আমিও বিপন্ন ও সংশয়াপন্ন হইলাম। ফলতঃ আমি মাতাপিতা ব্যতীত প্রাণধারণ করিতে সমর্থ নাহি। নিশ্চয়ই আমার সেই অন্ধ পিতা এই সময়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রিয়ে! পিতা ও তাঁহার আশ্রিতা অতি দুর্ব্বলা জননীর নিমিত্তই আমার শোক-সাগর উচ্ছসিত হইয়াছে; আপনার নিমিত্ত নহে। হায়! আজি তাঁহারা আমার নিমিত্ত কতই পরিতাপ করিতেছেন। তাঁহারা জীবিত থাকিলেই আমি জীবিত থাকি। আমি এইমাত্র জানি যে, তাহাদিগের ভরণপোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করাই আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।'

"গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা সত্যবান এইমাত্র বলিয়া বাহুযুগল উন্নত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী শোকবিহ্বল ভর্ত্তার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া কহিলেন, "আমি যদি তপানুষ্ঠান, দান ও আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে শর্ব্বরী আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তার পক্ষে কল্যাণকরী

হউক। আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখন মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করি নাই, আজি সেই সত্য আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অবলম্বন হউন।”

সত্যবান কহিলেন, “সাবিত্রি! আমি পিতামাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, চল, আর বিলম্ব করিও না। সত্য কহিতেছি, যদ্যপি অদ্য জনক বা জননীর কিছুমাত্র অমঙ্গল দেখি অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বরারোহে! যদি তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনুগামিনী হয়, যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর, যদি আমার প্রিয়াচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে চল, ত্বরায় আশ্রমে গমন করি।

“সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপনার কেশপাশ বন্ধন করিয়া বাহুযুগলদ্বারা সত্যবানকে উত্থাপিত করিলেন। সত্যবানও উত্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন ও চতুর্দ্দিক অবলোকনপূর্ব্বক স্থলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন সাবিত্রী কহিলেন, “হে নাথ! কল্য ফল আহরণ করিও। আমি তোমার যোগক্ষেমসাধন এই পরশু লইয়া যাইব ।” এই বলিয়া সাবিত্রী তরুশাখা হইতে স্থালী ও পরশু গ্রহণ করিয়া সত্যবানের সমীপে আগমন করিলেন এবং স্বীয় বামস্কন্ধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করিয়া দক্ষিণকরে তাঁহাকে আলিঙ্গন- পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

“সত্যবান কহিলেন, “ভীরু! অভ্যাসবশতঃ এই সমস্ত পথ আমার বিদিত আছে এবং তরুরাজির অভ্যন্তর দিয়া জ্যোৎস্নাপাত হওয়ায় দৃষ্টিগোচরও হইতেছে; অতএব যে পথে আগমন করিয়া ফলাবয়চন করিয়াছি, সেই পথে গমন কর। এই পলাশখণ্ডে [পলাশবৃক্ষবহুল স্থানে] দুইটি পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার উত্তরপথ অবলম্বন করিয়া গমন কর। প্রিয়ে! এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ ও বলবান হিইয়াছি, তুমি ত্বরান্বিত হও; মাতাপিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল [সাতিশয় ব্যগ্র] হইয়াছে।” সত্যবান সাবিত্রীকে এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্রুতপদসঞ্চারে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।”

২৯৭তম অধ্যায়

পুত্র-পুত্রবধূর অদর্শনে দ্যুমৎসেনের দুঃখ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “এদিকে মহাবল দ্যুমৎসেন সাবিত্রীগৃহীত বরপ্রভাবে পুনরায় চক্ষুষ্মান হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পুত্রের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ সেই রাত্রিকালে স্বীয় পত্নী শৈব্যা-সমভিব্যাহারে সমস্ত আশ্রম, দুর্গম কানন, নদী ও সরোবর প্রভৃতি নানা স্থান পর্যটন করিতে লাগিলেন। কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উন্মুখ হইয়া ‘ঐ সাবিত্রী ও সত্যবান আসিতেছেন’ ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে থাকেন। এইরূপে সেই নৃপদম্পতি পুত্রশোকে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চরণতল বিদীর্ণ এবং কুশ ও কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে গাত্র হইতে অনবরত শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল।

"অনন্তর আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধতম তপোধনেরা চতুর্দ্দিকে সমাসীন হইয়া পূর্ব্বরাজগণের কথাপ্রসঙ্গে বহুবিধ আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজা দুমৎসেন ও তাঁহার ভার্য্যা ঋষিগণের প্রবোধবাক্যে তৎকালে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্রমুখনিরীক্ষণবাসনা পুনরায় তাঁহোদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠল। পুত্রের বাল্যবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখার্ণব পুনরায় উচ্ছলিত হইল। তখন তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়া 'হা পুত্র সত্যবান! হা বৎসে পতিব্রতে সাবিত্রে! কোথায় রহিলে!' এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন।

দ্যুমৎসেন-দম্পতির প্রতি ঋষিগণের সান্ত্বনা

"অনন্তর সুবর্চানামে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, ধর্ম্মপরায়ণ সাবিত্রীর তপস্যা, দাম ও সদাচারবলে সত্যবান অবশ্য জীবিত আছেন, সন্দেহ নাই।"

"মহর্ষি গৌতম কহিলেন, "আমি সার্ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, দীর্ঘকাল তপানুষ্ঠান করিয়াছি; কৌমারব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইয়া গুরু ও অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়াছি এবং সমাহিত হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার ব্রতানুষ্ঠান, যথাবিধি উপবাসাদি করিয়াছি; এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা আমি অন্যের অভিপ্রায়ও জানিতে পারি; অতএব নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবান প্রাণত্যাগ করেন নাই।"

"শিষ্য কহিলেন, "আমার উপাধ্যায়ের মুখনিঃসৃত বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, অতএব সত্যবান যে জীবিত আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

"ঋষিগণ কহিলেন, "সাবিত্রী সমুদয় অবৈধব্যকর সুলক্ষণসম্পন্ন, অতএব তাঁহার স্বামী অবশ্যই জীবিত আছেন।"

"ভরদ্বাজ কহিলেন, "সাবিত্রী যেরূপ তপ, দাম ও সদাচারসম্পন্ন, তাহাতে কদাচি সত্যবানের প্রাণনাশ হইবে না।"

"দালভ্য কহিলেন, "যখন তুমি চক্ষুষ্মান হইয়াছ, যখন সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অনাহারে স্বামীর সহিত গমন করিয়াছেন, তখন সত্যবান অবশ্যই জীবিত আছেন।"

"আপস্তম্ব কহিলেন, "যখন দিকসকল প্রসন্ন রহিয়াছে, মৃগ ও পক্ষিগণ অনুকূল শব্দ করিতেছে, এবং তোমার প্রবৃত্তি রাজধর্ম্মের অনুরূপ হইয়াছে, তখন সত্যবান জীবিত আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

"ধৌম্য কহিলেন, "মহারাজ! তোমার পুত্র সত্যবান অশেষগুণসম্পন্ন, সকলের প্রিয় ও দীর্ঘজীবিলক্ষণসম্পন্ন, অতএব তিনি অবশ্যই জীবিত আছেন।"

"দ্যুমৎসেন সেই সকল সত্যবাদী তপস্বিগণকর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাব, মহিমা এবং অতীত ও অনাগতকালের অভিজ্ঞতাদি চিন্তা করিয়া সুস্থির হইলেন।

সাবিত্রী-সত্যবানের স্বীয় আশ্রমাগমন

"পরে অনতিবিলম্বে সাবিত্রী ও সত্যবান হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মাণেরা কহিলেন, "মহারাজ! আপনি পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত ও চক্ষুষ্মান হইলেন

দেখিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, অচিরাৎ আপনার সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। আজি আপনার পরমসৌভাগ্য বলিতে হইবে; কারণ, অদ্য আপনি প্রিয়তম নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ও পুত্রবধূর দর্শন পাইলেন এবং অমূল্যরত্ন চক্ষু পুনরায় লাভ করিলেন। আমরা যাহা যাহা কহিলাম, তৎসমুদয়ই সত্য, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় করিবেন না। অধুনা উত্তরোত্তর আপনার শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া তথায় অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক মহীপতি দ্যুমৎসেনের শরীরগ্লানি নির্য্যাকরণ করিলেন। শৈব্যা সত্যবান ও সাবিত্রীর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, ব্রাহ্মণেরা অনুমতি করিলে তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

"অনন্তর বনবাসী ঋষিগণ রাজার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক একান্ত কৌতুহলোক্রান্ত হইয়া সত্যবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নৃপানন্দন? তোমরা এতাবৎকাল কি নিমিত্ত আগমন করা নাই, আর কি নিমিত্তই বা রাত্রিশেষে আগমন করিলে, তোমাদের কি ঘটনা হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই; অতএব সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। অদ্য তোমাদিগের নিমিত্ত এই কাননস্থ সমস্ত লোক, বিশেষতঃ তোমার পিতামাতা যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।"

'সত্যবান কহিলেন, "অদ্য পিতার আদেশক্রমে কাষ্ঠাহরণ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় কাষ্ঠসঞ্চয় করিতে করিতে অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হওয়াতে আমি শয়ান ও নিদ্রিত হইলাম। আদ্য দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত ছিলাম; আমি পূর্ব্বে কখন এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাগত থাকি নাই। এই জন্যই আসিতে এত বিলম্ব হইল। আর আমাদিগকে না দেখিয়া আপনারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইবেন, এই ভাবিয়া রজনীশেষে প্রত্যাগমন করিলাম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই।

"গৌতম কহিলেন, "হে সত্যবান! তুমি তোমার পিতার অকস্মাৎ চক্ষুঃপ্রাপ্তির কারণ কিছুই জান না, সাবিত্রী ইহার পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন, অতএব উনি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন, আমরা শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। বৎসে সাবিত্রি! তুমি সাবিত্রীসদৃশ তেজস্বিনী, শ্বশুরের চক্ষুঃপ্রাপ্তির কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে, যদি রহস্য না হয়, তবে বর্ণন কর।"

ঋষিগণসমীপে সাবিত্রীকর্ত্তৃক বনবৃত্তান্তবর্ণন

"সাবিত্রী কহিলেন, "আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, উহা যথার্থ বটে; ইহাতে কিছুমাত্র রহস্য নাই। আমি যথার্থরূপে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলে আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে। অদ্য সেই দিবস উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া উঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া উঁহার সহিত বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, সত্যবান নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলে কৃতান্ত কিঙ্কর-সমভিব্যাহারে স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে লইয়া চলিলেন। তদর্শনে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনপূর্ব্বক সত্যবাক্যদ্বারা সেই দেবের স্তব করিতে লাগিলাম। ভগবান কৃতান্ত প্রসন্ন হইয়া আমার শ্বশুরের রাজ্য ও চক্ষুঃপ্রাপ্তি, পিতার একশত পুত্র, আপনার শত পুত্র এবং সত্যবানের

চারিশত বৎসর আয়ু এই পাঁচটি বর প্রদান করিলেন। আমি কেবল স্বামীর জীবনের নিমিত্তই ঈদৃশ কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছি। হে মহর্ষিগণ! আমি যে-পরিমাণ দুঃসহ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আপনাদের সমীপে সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিলাম।"

"ঋষিগণ কহিলেন, "হে সাধ্বি! তুমি অতি সৎকুলোদ্ভবা; স্বীয় সুশীলতা, ব্রত এবং পুণ্যপুঞ্জদ্বারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন ও বিনাশোন্মুখ রাজকুল পুনরুদ্ধৃত করিলে।"

'সমাগত মহর্ষিগণ এইরূপে বরবর্ণিনী সাবিত্রীর ভূয়সী। প্রশংসা করিয়া রাজা দুমৎসেন ও সত্যবানের নিকট বিদায় গ্রহণপূৰ্ব্বক আহ্লাদচিত্তে নির্ব্বিয়ে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।"

২৯৮তম অধ্যায়

দ্যুমৎসেনের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর সেই রাজনীপ্রভাতে দিবাকর সমুদিত হইলে তপস্বিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্ব্বক রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট বারংবার সাবিত্রীর অদ্ভুত সৌভাগ্যবৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুমৎসেনের প্রজাবর্গ শাল্বদেশ হইতে তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, "মহারাজ! রাজমন্ত্রি আপনার শত্রুকে সবান্ধবে সংহার করিয়াছেন; তাহার সৈন্যগণ তৎশ্রবণে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে, এক্ষণে সকলে একমত অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, রাজা দুমৎসেন চক্ষুষ্মান হউন বা না হউন, তিনিই পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে রাজন! তাঁহারা এই নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে এই চতুরঙ্গিণী সেনা ও যান-সমস্ত সমুপস্থিত আছে; আপনি ইহার অন্যতর যানে আরোহণপূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে প্রতিগমন করুন। নগরমধ্যে আপনার জয়ঘোষণা হইয়াছে; অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে চিরকালের নিমিত্ত পিতৃপরম্পরাগত পদে পুনর্ব্বার আরোহণ করুন।" এই বলিয়া তাঁহারা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহাকে চক্ষুষ্মান ও রমণীয় রূপসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল।

"রাজা দ্যুমৎসেন প্রজামুখে শত্রুবিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি আশ্রমবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন ও তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া পরমসুখে স্বনগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরোহিত প্রীতমনে মহারাজ দুমৎসেনকে রাজ্যে ও তাঁহার আত্মজ সত্যবানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

"বহুকাল অতীত হইলে সাবিত্রীর গর্ভে সত্যবানের একশত পুত্র উৎপন্ন হইল এবং মদ্রাধিপতি অশ্বপতির ঔরসে মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর একশত মহাবলপরাক্রান্ত সহোদর জন্মগ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতা, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, সমগ্র ভর্ত্তৃকুল ও আপনাকে কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই কল্যাণী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন, সন্দেহ নাই।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক অনুনীত ও শোকজ্বরবিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে কাম্যাকবনে বাস করিতে লাগিলেন। যে নর ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে পতিব্রতা সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার পরমসুখ ও সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়।

পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৯৯তম অধ্যায়

কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মান! মহর্ষি লোমশ রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেবরাজের এই বাক্য কহিয়াছিলেন যে, "হে ধর্ম্মরাজ! তোমার হৃদয়ে যাহার ভয় নিরন্তর জাগরকে রহিয়াছে ও তুমি যাহার বিষয় কুত্রাপি কীর্ত্তন কর নাই, ধনঞ্জয় এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমি তাহা অপহরণ করিব।" হে মহর্ষে। এক্ষণে তাহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

কর্ণের কুণ্ডলঘটিত দিবাকর প্রদত্ত স্বপ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অরণ্যমধ্যে পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে একদা সুররাজ ইন্দর তাঁহাদিগের হিতচিকীর্ষ হইয়া কর্ণসমীপে ভিক্ষার্থে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্ররশ্মি [সূর্য্য] ও সহস্রলোচনের [ইন্দ্র] অভিপ্রায় অবগত হইয়া অপত্যস্নেহবশতঃ করুণার্দ্রহৃদয়ে রজনীযোগে কর্ণের নিকট আগমন করিলেন। সত্যপরায়ণ মহাবীর কর্ণ তৎকালে বিশ্রব্ধচিত্তে [বিশ্বস্ত] মহামূল্য শয়নে শয়ান ও নিদ্রিত ছিলেন; দিবাকর বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণা করিয়া স্বপ্নযোগে তাঁহাকে সান্তনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস কর্ণ! আমি সৌহার্দ্দবশতঃ তোমার পরম হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ করা। দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে কুণ্ডলাপহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার সমীপে আগমন করিবেন। তিনি তোমার এই স্বভাব অবগত হইয়াছেন এবং সমস্ত জগতেও ইহা প্রচারিত হইয়াছে যে, তুমি কাহারও নিকটে প্রার্থনা কর না; কিন্তু সাধুগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করেন সাধ্যমতে অবশ্যই তাহা প্রদান করিয়া থাক, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান কর না। পাকশাসন তোমার এবংবিধ স্বভাব অবগত হইয়া তোমার নিকট কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিতে আসিবেন। তুমি যাচমান পুরন্দরকে কুণ্ডলযুগল প্রদান না করিয়া সাধ্যানুসারে অনুনয়-বিনয় করিবে, ইহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। তিনি কুণ্ডললাভের নিমিত্ত তোমাকে বহুবিধ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বাগজাল বিস্তার করিবেন; তুমি রত্ন, স্ত্রী, গো প্রভৃতি অন্যান্য নানা ধনদ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করবে। যদি তাহা না করিয়া সহজাত কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই গতায়ু হইয়া অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। হে মানদ! তুমি কবচ ও কুণ্ডলযুগল সম্পন্ন বলিয়াই সমরে অরাতিগণের অবধ্য হইয়াছ। তোমার রত্নময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত

হইতে সমুত্থিত হইয়াছে; অতএব যদি জীবিত থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে উহা রক্ষা করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য।"

কর্ণ কহিলেন, "ভগবন! আপনি কে ব্রাহ্মণবেশে প্রণয় প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, বলুন।"

সূর্য্য কহিলেন, "তাত! আমি সূর্য্য, সৌহার্দ্যনিবন্ধন তোমাকে দর্শন দিয়াছি। আমার কথা রক্ষা কর, তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়েলাভ হইবে।"

কর্ণ কহিলেন, "যখন দিবাকর আজি আমার হিতান্বেষী হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিব। কিন্তু হে বরদ! আমি প্রণয়পূর্ব্বক যাহা কহিতেছি, প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ করুন। হে বিভাবসো! যদ্যপি আমি আপনার প্রতিভাজন হইয়া থাকি, তবে আমাকে ব্রত হইতে পরাঙ্মুখ করিবেন না। লোকমধ্যে আমার এই ব্রত প্রচারিত হইয়াছে যে, আমি ব্রাহ্মণগণকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি; অতএব যদি দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিতকামনায় আমার নিকটে বর্ম্ম ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আগমন করেন, আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা সমর্পণ করিব। আমি আমার ত্রিভুবন-সঞ্চারিণী কীর্ত্তি বিনষ্ট করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তিকর প্রাণ প্রতিপালন অপেক্ষ যশস্কর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। অতএব যদ্যপি আখণ্ডল [ইন্দ্র] পাণ্ডবগণের হিতচিকীর্ষ হইয়া কুণ্ডলার্থে মৎসমীপে সমুপস্থিত হয়েন, আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব। তাহা হইলে সমস্ত জগতে আমার কীর্ত্তি ও তাঁহার অকীর্ত্তি দীপ্তি পাইতে থাকিবে।

"আমি প্রাণদান করিয়াও কীর্ত্তি লাভ করিতে বাসনা করি। কীর্ত্তিমান লোকেই স্বর্গলাভ করে এবং কীর্ত্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কীর্ত্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু কুকীর্ত্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে। বিধাতা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ কীর্ত্তি পরলোকে পুরুষের প্রধান আশ্রয় হয়েন এবং ইহলোকে আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন করেন। অতএব আমি শরীরজাত অচিরস্থায়ী কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব। ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি দান, দুষ্কর কর্ম্মের সংসাধন, সংগ্রামে অরাতিগণকে পরাজয় এবং পরিশেষে সমরানলে শরীরাহুতি প্রদান করিয়া কেবল কীর্ত্তি স্থাপন করিব। সংগ্রামে ভীত জীবিতার্থী ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান এবং বৃদ্ধ, বালক ও দ্বিজাতিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বাগলাভ করিব। ফলতঃ নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণদান করিয়াও কীর্ত্তি রক্ষা করাই আমার ব্রত। অতএব আমি দ্বিজবেশধারী পুরন্দরকে এই কীর্ত্তিকর ভিক্ষা প্রদান করিয়া চরমে দেবলোকে পরমপদে অধিরোহণ করিব।"

৩০০তম অধ্যায়

কর্ণের জীবনরূপ কুণ্ডলদানে সূর্য্যের নিষেধ

সূর্য্য কহিলেন, “হে কর্ণ! তুমি পুত্র, কলাত্র, পিতামাতা, বন্ধুবর্গ ও আপনার অপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিও না। প্রাণীগণ প্রাণ রক্ষা করিয়া অক্ষয় যশ ও অনন্ত কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি প্রাণের অপেক্ষা না করিয়া শাশ্বতী কীর্ত্তিলাভে লোলুপ হইয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সেই কীর্ত্তিই তোমার প্রাণ হরণ করিয়া পলায়ন করিবে। পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া থাকেন, অধিক কি, জীবিত লোকের পৌরুষবলে ভূপালেরাও তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানে উদ্যত হয়েন।

মনুষ্য জীবিতাবস্থাতেই মহীয়সী কীর্ত্তি-লাভে সমধিক সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃতব্যক্তির কীর্ত্তিকলাপ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, পরলোকগত ব্যক্তি আপনার কীর্ত্তির বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে না, কিন্তু জীবিত ব্যক্তি উহা ভোগ করে। হে বৎস! তুমি আমার নিতান্ত ভক্ত বলিয়াই তোমার হিতাভিলাষে আমি বারংবার এইরূপ কহিতেছি। যে ব্যক্তি পরমভক্তিসহকারে আমার আরাধনা করে, আমি তাহাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকি। হে বৎস! তোমার আস্থাদর্শনে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন কর ।

“হে কর্ণ! এই বিষয়ে দৈবকৃত একটি রহস্য আছে, তাহা দেবগণেরও অগোচর, সুতরাং তুমি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পার নাই। আমি সেই রহস্য এক্ষণে ব্যক্ত করিব না, সমুচিত অবসর উপস্থিত হইলে তুমি অবশ্যই জ্ঞাত হইবে। হে বৎস! আমি বারংবার তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করিলে তুমি কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না। নির্ম্মল নভোমণ্ডলে বিশাখানক্ষত্র দ্বারা মধ্যগত শশাঙ্কের ন্যায় তুমি এই রমণীয় কুণ্ডলযুগলদ্বারা অতিমাত্র শোভিত হইতেছ। অতএব তুমি কুণ্ডলার্থী সুররাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যুক্তিসঙ্গত বহুবিধ মধুরবাক্যদ্বারা অবশ্যই তাঁহার কুণ্ডলস্পৃহা অপনীত করিতে পরিবে। ফলতঃ যে-কোন রূপে হউক, তাঁহার এই বুদ্ধি অপনোদন করা তোমার অতি কর্ত্তব্য।

“মহাবীর সব্যসাচী অর্জ্জুন নিয়তই তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। সে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে কিন্তু তুমি কুণ্ডলসম্পন্ন থাকিলে ইন্দ্রের সাহায্যেও সে তোমাকে পরাজয় করিতে পরিবে না। অতএব তুমি যদি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে জয় করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে দেবরাজকে কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না।”

৩০১তম অধ্যায়

প্রাণাপেক্ষা দানের গৌরববোধে সূর্য্যপ্রস্তাবে কর্ণের অসম্মতি

কর্ণ কহিলেন, "ভগবন! আমি আপনার পরমভক্ত, আপনি তাহা সম্যক বিদিত আছেন। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আমি আপনার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, পুত্র, কলাত্র, আত্মা ও অভিলষিত মিত্রের প্রতিও তদ্রূপ নহি। মহাত্মারা যে অভীষ্ট ভক্তের উপর সততই অনুরক্ত থাকেন, আপনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। 'কর্ণ আমার নিতান্ত ভক্ত, তাহার অন্য উপাস্য দেবতা নাই' এই বিবেচনা করিয়াই আপনি আমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন; কিন্তু আমি বারংবার প্রণিপাতদ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন। "আমি মৃত্যু অপেক্ষা মিথ্যা হইতে সমধিক ভীত হইয়া থাকি, বিশেষতঃ সাধু ব্রাহ্মণগণের নিকট অনৃতাচারে [মিথ্যা ব্যবহারে] সাতিশয় শঙ্কিত হই। কেহ আমার প্রাণ প্রার্থনা করিলেও কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিতে পারি। আপনি অর্জ্জুনের কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে যেরূপ কহিলেন, সেই চিন্তা ও তন্নিবন্ধন সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব। আমি মহাত্মা জামদগ্ন্য ও দ্রোণ হইতে যে সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত আছেন। এক্ষণে হে সুরশ্রেষ্ঠ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আমার জীবন প্রার্থনা করিলেও আমি তাঁহাকে তাহা প্রদান করিব। আপনি আমার এই ব্রতসাধনবিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।"

সূর্য্য কহিলেন, "বৎস! তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়ের প্রভাবে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়াছ। দেবরাজ অর্জ্জুনদ্বারা তোমার বধ সাধন করিবার নিমিত্ত কুণ্ডল প্রার্থনা করিবেন। অতএব যদি তুমি নিতান্তই আখণ্ডলকে কুণ্ডল প্রদান কর, তাহা হইলে অগ্রে অর্জ্জুনবিজয়-মানসে প্রিয়োক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাহার নিকট প্রার্থনা করিবে, "হে সুররাজ! আমি আপনাকে কুণ্ডল প্রদান করিতেছি, কিন্তু একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে। আপনি অগ্রে আমাকে একশত্রুঘাতিনী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন, পশ্চাৎ আমি আপনাকে বর্ম্ম ও কুণ্ডল দান করিব।" তুমি দেবরাজকে এইরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রদান করিবে, তাহা হইলে সেই শক্তি দ্বারা অনায়াসে সমরে শত্রুসংহার করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রের সেই শক্তি শতসহস্র শত্রু বিনাশ না করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে না।" এই বলিয়া সূর্য্যদেব তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ নিশাবসানে সূর্য্যসন্নিধানে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া যেরূপ দর্শন ও উভয়ে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তখন ভগবান ভানু এই কথা শুনিয়া হাস্যমুখে স্বপ্নের বিষয় সমস্ত স্বীকার করিলেন। পরে কর্ণ আপনার স্বপ্নের যথার্থ্য জানিয়া শক্তিলাভালালসায় বাসবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

৩০২তম অধ্যায়

কর্ণের অবধ্যত্ববিধায়ক কুণ্ডলাদির বিবরণপ্রসঙ্গে কুন্তীর অতিথিসেবা বর্ণন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! ভগবান সূর্য্য কর্ণের নিকট যে গূঢ় বৃত্তান্ত গোপন করিলেন, তাহা কি? সেই কুণ্ডলদ্বয় ও কবচই বা কিরূপ এবং তিনি কোথা হইতেই বা ঐ কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রাপ্ত হইলেন? উহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাতেজাঃ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, দণ্ডধারী, প্রাংশু [উন্নত—দীর্ঘকায়] ও জটিল এক ব্রাহ্মণ রাজা কুন্তিভোজের নিকট উপনীত হন। তিনি পরমদর্শনীয়, মধুরভাষী ও তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন; দেখিলে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় বোধ হয়। সেই মহাতপাঃ কুন্তিভোজকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি ভিক্ষার্থী, আপনার গৃহে ভোজন করিতে অভিলাষ করি; কিন্তু আপনি বা আপনার অনুচরবর্গ আমার কোন প্রকার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পরিবেন না, আমার যখন যে স্থানে ইচ্ছা হইবে, গমন করিব এবং আমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাগত হইব। আমার শয়ন ও উপবেশনকালে কেহ কোন প্রকার অপ্রিয়াচরণ করিতে পরিবে না। যদি ইহাতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি আপনার গৃহে বাস করি।"

রাজা কুন্তিভোজ প্রীতমনে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যে অনুমোদন করিলেন; পরে বিনীতভাবে কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! পৃথানামে আমার এক যশস্বিনী কন্যা আছেন; তিনি অতি সচ্চরিত্রা, সাধবী ও ধর্ম্মপরায়ণা। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক আপনার পরিচর্য্যা করিবেন; আপনি তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সুশীলতায় পরম পরিতুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।"

রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক পৃথুলোচনা [আয়তনেত্রা] পৃথার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, "বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে অভিলাষী, আমিও উহার ইচ্ছাপূরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; অতএব তুমি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হও; দেখ, যেন আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা না হয়। ঐ মহাতেজঃ স্বাধ্যায়সম্পন্ন তপস্বী যখন যাহা বলিবেন, নির্ম্মৎসর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। বৎসে! ব্রাহ্মণই পরমতেজ ও ব্রাহ্মণই পরমতপঃস্বরূপ, ব্রাহ্মণের নমস্কারপ্রভাবে ভগবান উষ্ণরশ্মি অন্তরীক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন। মহাসুর বাতাপি ও তালজঙ্ঘ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের সম্মানরক্ষা না করিয়া ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ মহাভাগ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষার ভার তোমাতেই অর্পিত হইল; তুমি সর্ব্বদা সংযতচিত্তে উহার সেবা কর।

"ব্রাহ্মণ, গুরু ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি বাল্যাবধি তোমার যে বিশেষ ভক্তি আছে, তাহা আমি জানি; তুমি ভৃত্যবর্গ আত্মীয়স্বজন, মাতৃগণ ও আমাকে যথোচিত সমাদর করিয়া থাক। তোমার সদ্ব্যবহারে নগরস্থ ও অন্তঃপুরস্থ সমস্ত লোক এবং দাসদাসীগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহিয়াছে। বৎসে! তুমি বালিকা ও আমার কন্যা; এ নিমিত্ত তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, অতি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিবে; কারণ, ব্রাহ্মণজাতি সহজেই অতি কোপনস্বভাব। তুমি বৃষ্ণিকুলসম্ভূত রাজা সহজেই প্রিয়তমা কন্যা, বাসুদেবের ভগিনি, তোমার পিতা প্রীত হইয়া স্বয়ং বাল্যকালে তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন; তুমি আমার সন্তানসন্ততির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার দুহিতা হইয়াছ। তুমি বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছ, অতএব যেমন পদ্মিনী হ্রদ হইতে হ্রদন্তরে নীত হয়, সেইরূপ তুমিও সুখ হইতে সুখান্তর প্রাপ্ত হইয়াছ। দুষ্কুলজাত প্রমদারা

আবদ্ধ হইয়াও প্রায় বালস্বভাবসুলভ দোষাচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হে কল্যাণি! তুমি রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, অসাধারণ গুণসকল তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য, সম্প্রতি তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিহার করিয়া বরপ্রদ ঐ ব্রাহ্মণের আরাধনা কর, অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হইবে, কিন্তু ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে আমার বংশ ধবংস হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

৩০৩তম অধ্যায়

কুন্তিভোজকর্ত্তৃক অতিথিসেবার্থ কুন্তীর নিয়োগ

কুন্তী কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! সত্য বলিতেছি, আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সংযত হইয়া অবশ্যই সেইরূপে তাহাকে আরাধনা করিব। বিপ্রের সেবা করা আমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিশেষতঃ আপনার প্রিয়কার্য্য, অতএব উহা আমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যদি সায়াহ্নে, প্রাতে, রাত্রিকালে অথবা নিশীথসময়ে আগমন করেন, তথাপি আমাকে ক্রোধান্বিত করিতে পরিবেন না, আমি অবিরক্তভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিব। মহারাজ! একে ত' ব্রাহ্মণসেবা, তাহাতে আবার আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন ও হিতানুষ্ঠান, ইহার পর আমার আর শ্রেয়োলাভ কি আছে? আপনি বিশ্বস্ত হউন, আমি সত্য কহিতেছি, আপনার গৃহে বাস করিলে কোনক্রমেই সেই দ্বিজোত্তমের অপ্রিয়কার্য্য বা সেবার ক্রটি হইবে না। যাহা তাঁহার প্রিয় ও আপনার হিতকর, আমি তৎসাধনে সতত যত্ন করিব, আপনি কদাচ চিন্তিত হইবেন না।

"হে পৃথিবীনাথ! ব্রাহ্মণ পরমপূজনীয়, তাঁহার প্রসাদে অনায়াসে উদ্ধার হওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মাণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইলে রাজাদিগেরও নানাবিধ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। স্মরণ করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে সুকন্যার অপরাধে তপোধন চ্যবন ক্রোধান্বিত হইলে রাজা শর্য্যাতির কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি, অতএব যাহাতে দ্বিজোত্তমের সন্তোষ জন্মে, তাহাই করিব, আমার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইতে আপনার কোন প্রকার অপকার হইবে না। আপনি যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন, আমি বিশিষ্টরূপে নিয়মাবতী হইয়া তদনুসারে বিপ্রর্ষির সেবা করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রাজা কন্যার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে ইতিকর্ত্তব্যতার উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! যাহাতে আমার, তোমার ও বংশের হিত হয়, তাহাই করিবে।"

দ্বিজবৎসল কুন্তিভোজ এই কথা বলিয়া পৃথাকে ব্রাহ্মণসেবায় নিযুক্ত করিয়া সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! এই আমার কন্যা, ইনি অতি বালিকা, চিরকাল সুখে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, কদাপি এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, অতএব যদি ইহা হইতে কখন কোন অপরাধ হয়, তাহা হইলে আপনি কিছু মনে না করিয়া বরং ক্ষমা করিবেন। বাল, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণ অত্যন্ত অপরাধী হইলেও ভবাদৃশ মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের

প্রতি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন না। গুরুতর অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণের ক্ষমা করা উচিত এবং যথাশক্তি পূজা করিলে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।”

ব্রাহ্মণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া রাজবাক্যে সম্মত হইলে রাজা কুন্তিভোজ প্রীতমনে তাহাকে সুধাধবলিত এক প্রাসাদ প্রদান করিলেন এবং তত্রস্থ অগ্নিশরণে [অগ্নিহোত্র স্থানে—যেস্থানে যজ্ঞের অগ্নি স্থাপিত করা হয়] রুচির আসন ও আহারাদি দ্রব্য-সামগ্রী-সকল নিবেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজপুত্রী পৃথা শুচি হইয়া দ্বিজোত্তমের নিকট গমন করিলেন। তিনি আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়সহকারে দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়া পরম পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

৩০৪তম অধ্যায়

অতিথি বিপ্রের নিকট কুন্তীর মন্ত্রসহ বরলাভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রতপরায়ণা সেই কন্যা পরিশুদ্ধচিত্তে নিয়তীব্রত ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ‘প্রাতঃকালেই আগমন করিব’ বলিয়া কখন সায়ংকালে, কখন বা রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তথাপি ঐ কন্যা সকল সময়েই ভোজ্য, শয়ন, আসন প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি প্রতিদিন উত্তমোত্তম ভোজ্য ও ভোগ্যসামগ্রী ব্যতীত কদাপি তাঁহাকে অপকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিতেন না এবং তিরস্কার, অপবাদ বা অপ্রিয়বাক্যদ্বারা তাঁহার অপ্রিয়াচরণে কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না। ভোজকন্যা কুন্তী যে সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন, ব্রাহ্মণ সেই সময়েই তাঁহাকে নানাবিধ আদেশ এবং তাঁহার নিকট অতিদুর্লভ সামগ্রীসকল প্রার্থনা করিতেন। কুন্তী তৎক্ষণাৎ শিষ্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় অবহিত হইয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রাথিত সামগ্রীসকল প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ কন্যারত্ব কুন্তীর যত্ন, স্বভাব ও আচরণে প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুন্তিভোজ প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “পুত্রি! ব্রাহ্মণ কি তোমার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইতেছেন?” তিনি উত্তর করিতেন, “যারপরনাই আনন্দিত হইতেছেন।” মহানুভব কুন্তিভোজ তৎশ্রবণে আনন্দসাগরে প্লবমান হইতেন।

এইরূপে একবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে সৌহার্দ্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন, রাজকন্যার কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই, তখন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, “কল্যাণি! আমি তোমার পরিচারণায় [সেবায়] পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি অনন্যসূলভ বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, তুমি সেই বরপ্রাপ্তিনিবন্ধন যশোদ্বারা সমস্ত সীমন্তিনীর অগ্রণী হইবে।”

কুন্তী কহিলেন, “হে বিপ্র! আপনি ও আমার পিতা উভয়েই যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন তখন আমার বরলাভের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; অতএব অন্য বরে প্রয়োজন কি?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে চারুহাসিনি! তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ করিতে অনভিলাষিণী হইলেও আমি তোমাকে দেবগণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র প্রদান করিতেছি,

গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা অকামই হউন আর সকামই হউন, মন্ত্রপ্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্ত্তী হইবেন।"

অনিন্দিতা কুন্তী দ্বিজবরকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি তাঁহাকে অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্রসকল গ্রহণ করাইলেন। অনন্তর দ্বিজবর কুন্তিভোজকে কহিলেন, "রাজন! আমি তোমার কন্যাকর্ত্তৃক পরিতোষিত হইয়া তোমার গৃহে পরমসুখে বাস করিয়াছি এবং সর্ব্বদা যথাবিধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে ইষ্টসাধন করিতে চলিলাম।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা কুন্তিভোজ, তাঁহাকে সেই স্থানে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তদবধি পৃথাকে সাতিশয় সমাদরসহকারে সম্মান করিতে লাগিলেন।

৩০৫তেম অধ্যায়

কুন্তীকর্ত্তৃক দ্বিজদত্তবরপরীক্ষা—সূর্য্যাহ্বান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! একদা কুন্তিভোজকন্যা দ্বিজপ্রদত্ত মন্ত্র-সমূহের প্রতি সন্দিহান হইয়া চিন্তা করিলেন, "মহাত্মা ব্রাহ্মণ আমাকে যে সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখি।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা আপনার ঋতুলক্ষণ নিরীক্ষণপূর্ব্বক কন্যাবস্থায় রাজস্বলা হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

অনন্তর সুমধ্যমা কুন্তী প্রাসাদতলে রমণীয় শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক তরুণোদিত [সবোদিত] অরুণের প্রতি নেত্রপাত করিবামাত্র দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন, এই নিমিত্ত ভানুমানের রূপে সন্তাপিত না হইয়া তাঁহার কবচ ও কুণ্ডলযুগলমণ্ডিত দিব্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্র-সকলের বলাবলপরীক্ষার কৌতুহল আবির্ভূত হইল। তিনিও তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্ব্বক দিবাকরকে আহ্বান করিলেন।

মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কম্বুগ্রীবাবিশিষ্ট মহাবাহু দিবাকর তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে আত্মাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিদ্বয় ধারণ করিলেন, এক মূর্ত্তিদ্বারা পূর্ব্ববৎ তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গদ ও মুকুট-মণ্ডিত অন্যমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দিকসকল প্রজ্বলিত করিয়া সত্বরে পৃথাসমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, "কল্যাণি! আমি মন্ত্রপ্রভাবে তোমার নিতান্ত বশংবদ হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি করিব, বল।"

কুন্তী কহিলেন, "ভগবন! যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই প্রতিগমন করুন। আমি কৌতুহলপরতন্ত্র হইয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

সূর্য্য কহিলেন, "সুমধ্যমে! তুমি যে প্রকার কহিতেছ, তাহাতে আমি অবশ্যই গমন করিব; কিন্তু দেবতাকে বৃথা আহ্বান করিয়া প্রেরণ করা ন্যায়ানুগত নহে। হে গজগামিনি! আমি বুঝিয়াছি, আমা হইতে অপ্রতিম-শৌর্য্যশালী কবচকুণ্ডলধারী সন্তান উৎপাদন করা তোমার অভিসন্ধি; অতএব এক্ষণে আত্মদান কর; তোমার অভিলষিত পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে সস্মিতমুখি! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া গমন করিব। যদ্যপি তুমি অদ্য

আমার প্রিয়াচরণ না কর, তাহা হইলে তোমাকে, তোমার পিতাকে ও সেই ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া নিশ্চয়ই তোমার নিমিত্ত সকলকে ভস্মীভূত করিব। যখন তোমার পিতা তোমার দুর্নীর্ত্তিদোষ অবগত হইতেছেন না, এবং যখন সেই ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব ও চরিত্র পরীক্ষা না করিয়াই তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিব। হে ভাবিনি! তুমি আমার প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টিদ্বারা ঐ অন্তরীক্ষস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে অবলোকন কর, দেখ, তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় তোমার প্রতারণা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।" রাজদুহিতা কুন্তী ভাস্করের ন্যায় ভাস্করমূর্ত্তি দেবগণ আকাশে স্বস্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন। অবলোকনপূর্ব্বক লজ্জিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, "ভগবন! আপনি বিমানে আরোহণ করুন, আমি বালস্বভাবসুলভ অপরাধে আপনাকে দুঃখ প্রদান করিয়াছি। পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরাই আমার দেহদানে অধিকারী। অতএব আমি তাহার অন্যথা করিয়া ধর্ম্মলোপ করিতে অসমর্থ। লোকসমাজে স্ত্রীলোকের দেহরক্ষীরূপ ধর্ম্মই পূজনীয়। হে দিনকর! আমি বালিকা, কেবল মন্ত্রবলপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।"

সূর্য্য কহিলেন, "হে কুন্তি! আমি তোমাকে বালিকা মনে করিয়াই অনুনয় করিতেছি, অন্য রমণী আমার অনুনয়লাভে সমর্থ নহে, অতএব আমাকে আত্মপ্রদান কর, তোমার শান্তিলাভ হইবে। হে ভীরু! আমি তোমার মন্ত্রে আহূত হইয়া আগমন করিতেছি, অতএব অসম্পূর্ণ-মানসে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে, তাহা হইলে আমি লোকের উপহাসাস্পদ ও দেবগণের নিকট নিন্দনীয় হইব। হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! তুমি আমার ঔরসে মাদৃশ পুত্রলাভ কর; লোক-সমাজে বিশিষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

৩০৬তম অধ্যায়

সূর্য্যদেবকর্ত্তৃক কুন্তীর গর্ভাধান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! কন্যা কুন্তী বহুবিধ মধুরবাক্য বলিয়াও সূর্য্যদেবকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। যখন তিনি দেখিলেন, ভাস্করকে প্রত্যাখ্যান করা নিতান্ত অসাধ্য, তখন শাপভায়ে নিতান্ত ভীত হইয়া মনে মনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, "এখন কি করি, কি উপায়ে নিরপরাধ পিতা ও ব্রাহ্মণ সূর্য্যশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? বালক সদ্ব্যবহারসম্পন্ন হইলেও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া কোনক্রমে তেজস্বী বা তপস্বী ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হইবে না। যাহা হউক, আমি এক্ষণে বিপন্ন ও নিতান্ত ভীত হইয়াছি; কিরূপে স্বয়ং আত্মপ্রদানস্বরূপ অকার্য্যানুষ্ঠান করি?"

অভিসম্পাতভীতা কুন্তী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত মোহপরায়ণা হইয়া লজ্জানম্র মুখে বিনয়বচনে সূর্য্যদেবকে কহিতে লাগিলেন, "হে দেব দিবাকর! আমার পিতা, মাতা ও বন্ধুবান্ধব সমুদয় বর্ত্তমান থাকিতে এইরূপ বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখুন, যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সঙ্গম হয়, তাহা হইলে লোকমধ্যে আমাদের কুলের কীর্ত্তি নাশ হইবে, অথবা প্রাণীগণের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু আপনাতেই

প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব যদি আপনি এই কার্য্যকে ধর্ম্মানুগত কহেন, তাহা হইলে আমি বন্ধুবর্গের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং আপনাকে আত্মপ্রদান করিতে পারি।”

সূর্য্য কহিলেন, “হে চারুহাসিনি! তোমার পিতা, মাতা বা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন, অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। হে নিতস্বিনি! কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নহে, অতএব তুমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপি অধর্ম্মাচরণ হইবে না। আর আমি কি নিমিত্তই বা কামপরতন্ত্র হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিব? হে ভাবিনি! স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করাই স্বভাবসিদ্ধ, বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনামাত্র; অতএব তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে আমার সহিত সঙ্গত হও। আমি কহিতেছি, আমার সহযোগে তোমার গর্ভে এক মহাযশাঃ পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; কিন্তু তুমি পুনরায় স্বীয় কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

কুন্তী কহিলেন, “দেব! যদি আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করেন, তবে যেন ঐ পুত্র কুণ্ডলদ্বয় ও সহজাত অভেদ্য দিব্যবর্ম্মধারী হয়।”

সূর্য্য কহিলেন, “হে নিতস্বিনি! তোমার পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত এবং কুণ্ডল ও অভেদ্য সহজাত-বর্ম্মধারী হইবে।”

কুন্তী কহিলেন, “হে দেব! আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, ঐ পুত্র যদি কুণ্ডল ও সহজাতবর্ম্মধারী এবং আপনার ন্যায় তেজস্বী, রূপবান ও ধার্ম্মিক হয়, তাহা হইলে আপনি স্বীয় মনোরথ সম্পূর্ণ করুন।”

সূর্য্য কহিলেন, “হে বরারোহে! অদিতি আমাকে যে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এবং উৎকৃষ্ট বর্ম্ম তোমার পুত্রকে প্রদান করিব।”

কুন্তী কহিলেন, “হে দিবাকর! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমার পুত্র যদি তদ্রূপ হয়, তাহা হইলে আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইব।”

তখন সূর্য্যদেব ‘তাঁহাই হইবে’ বলিয়া কুন্তীর সহিত সহবাস-বাসনায় তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তদীয় তেজঃপ্রভাবে বিচেতনা হইয়া শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব কহিলেন, “হে সুশ্রোণি! তবে আমি এক্ষণে তোমার পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হই; সত্য কহিতেছি, তোমার সেই পুত্র সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রকোবিদ হইবে এবং তুমিও পুনরায় স্বীয় কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।”

কুন্তিভোজনন্দিনী সূর্য্যকে অভীষ্টসাধনে তৎপর দেখিয়া লজ্জানম্রমুখে তাঁহার বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয়নীয়ে শয়ান রহিলেন। তখন ভগবান সহস্রকিরণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কিন্তু কুন্তীর কুমারীত্ব অক্ষুন্ন রহিল। অনন্তর সূর্য্য তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর কুন্তী সচেতন হইলেন।

৩০৭তম অধ্যায়

কুন্তীর কবচকুণ্ডলধারী পুত্র প্রসব—মঞ্জুষা-নিবন্ধাবস্থায় নদীতে নিক্ষেপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নৃপদুহিতা কুন্তী নভোমণ্ডলবর্ত্তী প্রতিপাচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় গর্ভধারণ করিলেন, কিন্তু বান্ধবভয়ে সর্ব্বদাই তাহা সংবৃত করিয়া রাখিতেন। ফলতঃ - তৎকালে কেহই এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই; কেবল তাঁহার এক ধাত্রেয়িকা উহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছিল।

অনন্তর কুন্তী সমুচিত অবসর লাভ করিয়া সূর্য্যদেবের প্রসাদে কন্যাকাকালে কনকোজ্জ্বল কুণ্ডল ও বর্ম্মধারী, সিংহনেত্র ও বৃষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করিলেন; ঐ পুত্র তেজঃপ্রভাবে নিজ পিতা দিনমণির ন্যায় নিতান্ত দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে কুন্তী ধাত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মধুচ্ছিষ্টবিলিপ্ত [মোম দিয়া ঢাকা], অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদনসম্পন্ন এক মঞ্জুষা [পেটিকা-পেটরা] মধ্যে সেই পুত্রকে সংস্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করিলেন এবং কন্যাকাকালে গর্ভধারণ অতি গর্হিত কর্ম্ম জানিয়াও পুত্র-স্নেহে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিহ্বল হইয়া করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পরে মঞ্জুষানিহিত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বৎস! দিব্য, পার্থিব ও অন্তরীক্ষগত ভূত এবং জলচর প্রাণীসকল তোমার মঙ্গলবিধান করুন। পথিমধ্যে অন্য কেহ তোমার বিদ্রোহাচরণ করিবেন না, তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর। জলেশ্বর বরুণ সলিলমধ্যে এবং গগনচারী সমীরণ অন্তরীক্ষে তোমাকে রক্ষা করিবেন। যিনি তোমাকে দিব্য বিধানানুসারে আমার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছেন, সেই সূর্য্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, দেবরাজ, মরুৎ ও দিকপালসহ দিকসকল সম ও বিষম প্রদেশে তোমাকে রক্ষা করিবেন। আমি বিদেশেও সহজাত কবচদ্বারা তোমাকে অনায়াসে চিনিতে পারিব। তোমার পিতা সূর্যদেব ধন্য; তিনি দিব্যচক্ষুপ্রভাবে মঞ্জুষা মধ্যেও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এক্ষণে যে তোমাকে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিবে এবং তুমি পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ব্যগ্রতাসহকারে যাহার স্তন পান করিবে, সে নারীও ধন্য। না জানি, সে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে! আহা! কি সৌভাগ্য! সে এই কমললোচন, সুললাট ও সুকেশসম্পন্ন পুত্রকে লালন-পালন করিবে। তুমি যখন ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া জানু দ্বারা গমনপূর্ব্বক মধুর অস্ফুট বাক্য প্রয়োগ করিবে, তুমি যখন হিমাচলসম্ভূত কেশরিশাবকের ন্যায় যৌবনসম্পন্ন হইবে, না জানি, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সেই রমণীয় অন্তঃকরণে কতই আনন্দসঞ্চার হইবে।"

কুন্তী এইরূপ বহুতর বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক সাতিশয় রোদন করিয়া নিশীথসময়ে অশ্বনদীসলিলক্ষিপ্ত মঞ্জুষা পরিত্যাগ করিলেন; পরে পিতার আহ্বানভয়ে ভীত হইয়া শোকাকুলমনে ধাত্রীর সহিত পুনরায় নিজ নিকেতনে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে মঞ্জুষা অশ্বনদী-প্রবাহে নিক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হইবামাত্র তথা হইতে চর্ম্মণ্বতী স্রোতস্বতীতে উপস্থিত হইল; পরে সে স্থান হইতে যমুনা ও যমুনা হইতে ভাগীরথীতে গমন করিল। অনন্তর মঞ্জুষামধ্যগত দৈবনির্ম্মিত বর্ম্মধারী বালক প্রবাহবেগে বাহিত হইয়া সূতরাজ্যান্তর্বর্ত্তী চম্প-নগরীতে উপনীত হইল।

৩০৮তম অধ্যায়

চম্পানগরীস্থ অধিরথকর্ত্তৃক মঞ্জুষামধ্যস্থিত শিশুগ্রহণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরাথনামক সূত নিজ পত্নী রাধা-সমভিব্যাহারে ভাগীরথীর তীরে গমন করিয়াছিলেন। রাধা আলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ বহুতর যত্ন করিয়াও পুত্রলাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক মঞ্জুষা যাদৃচ্ছাক্রমে প্লবমান হইয়া তরঙ্গদ্বারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। ঐ মঞ্জুষা দূর্ব্বা, কুঙ্কুম প্রভৃতি রক্ষাদ্রব্যে বিভূষিত। বরবর্ণিনী রাধা তদ্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহা ধারণপূর্ব্বক স্বীয় ভর্ত্তৃসন্নিধানে নিবেদন করিলেন। অধিরথ পত্নীর বচন শ্রবণে জল হইতে মঞ্জুষা উদ্ধার করিয়া যন্ত্রদ্বারা অতি সাবধানে উদঘাটনপূর্ব্বক দেখিলেন, উহার মধ্যে তরুণারুণসন্নিভ হোম-বর্ম্মধারী কুণ্ডলবিভূষিত এক অচিরপ্রসূত [সদ্যোজাত] শিশু শয়ান রহিয়াছে। সূত তদর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বালককে ক্রোড়ে লইয়া ভার্য্যাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি এরূপ অদ্ভুত রূপ কদাপি নেত্রগোচর করি নাই; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই বালকটি দেবপুত্র; দেবগণ আমাকে অনপত্য দেখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুত্রটি প্রদান করিয়াছেন।" অধিরথ এই কথা বলিয়া স্বীয় ভার্য্যা রাধাকে সেই পুত্রটি প্রদান করিলেন। রাধা সেই কমলগর্ভ-সন্নিভ বালককে লইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক বিধিমতে ভরণপোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; শিশুও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাকে গৃহে আনয়ন করিলে পর অধিরথের আর কতকগুলি ঔরসপুত্র সমুৎপন্ন হইল।

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ সমানীত সেই বালককে বসুরূপ কবচ ও কুণ্ডলসমবেত দেখিয়া উহার নাম বসুসেন রাখিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ বালক বসুসেননামে বিখ্যাত সূতপুত্র হইলেন। উহার অপর নাম বৃষ, বসুসেন অঙ্গদেশে দিন দিন বর্দ্ধিত ও মহাবলপরাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। কুন্তী চরপ্রমুখাৎ স্বীয় পুত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

অধিরথকর্ত্তৃক বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কর্ণের অস্ত্রশিক্ষার্থ হস্তিনায় প্রেরণ

সূত অধিরথ পুত্র বসুসেনকে প্রাপ্তবয়স্ক নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। বসুসেন তথায় দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট চতুর্ব্বিধ অস্ত্র শিক্ষা করিয়া লোকমধ্যে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণের অহিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। তাঁহারা পরস্পর বলবীর্য্য ও অস্ত্র-বিদ্যাবিষয়ে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন। হে মহারাজ! কর্ণ যে দিনকরের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে সম্ভূত হইয়া সূতকুলে প্রতিপালিত হইয়াছেন, ইহা লোকমধ্যে অপ্রকাশিত ছিল; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির সূতকুলস্থিত কর্ণকে সহজ কবচ ও কুণ্ডলধারী নিরীক্ষণ করিয়া, সমরে অবধ্য বিবেচনাপূর্ব্বক মনে মনে নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন মহাবীর কর্ণ মধ্যাহ্নসময়ে সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া সবিতৃদেবের স্তব করিতেন, ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ ধনলাভার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিলে, যিনি যাহা যজ্ঞা

করিতেন, তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণে তাঁহাই প্রদান করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণকে কোন বস্তুই তাঁহার অদেয় ছিল না।

সুররাজ শতক্রতু ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন।

৩০৯তম অধ্যায়

দানব্রতধারী কর্ণের নিকট দ্বিজবেশী ইন্দ্রের কবচকুণ্ডল প্রার্থনা

কবচকুণ্ডল প্রার্থনা বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বীরবর কর্ণ ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রক্ষন! সুবর্ণাভরণবিভূষিতা প্রমদা অথবা গোসমূহপূর্ণ গ্রাম, ইহার মধ্যে কি প্রদান করিব, বলুন।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি সুবর্ণাভরণবিভূষিতা প্রমদা অথবা অন্য কোন প্রীতিজনক বস্তুর অভিলাষ করি না; যাহারা তাহা প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে প্রদান করুন। যদি আপনি যথার্থই সত্যব্রত হয়েন, তবে আপনার সহজাত বর্ম্ম ও কুণ্ডলদ্বয় উন্মোচনপূর্ব্বক প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি পরম লাভ জ্ঞান করিব।"

কর্ণ কহিলেন, "হে বিপ্র! আমি পৃথিবী, প্রমদা, ধেনু ও বহুবার্ষিক যাবজ্জীবনবৃত্তিস্বরূপ ধান্যাদি প্রদান করিতে পারি; কিন্তু কুণ্ডল ও বর্ম্ম প্রদান করিতে সমর্থ নাহি।" এই কথা বলিয়া কর্ণ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা ও অশেষপ্রকার সান্ত্বনা করিলেন এবং গো, সুবর্ণ ও রাজ্য প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যাদিদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি কবচ ও কুণ্ডল ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। এইরূপে কর্ণ যখন দেখিলেন যে বিপ্রেন্দ্র অন্য বস্তুর অভিলাষী নহেন, তখন তিনি সহাস্যবদনে পুনরায় কহিলেন, "হে বিপ্র! আমার বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগল সহজাত, ইহা দ্বারা আমি মানবগণের অবধ্য হইয়াছি; অতএব কোনক্রমেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি আপনাকে অতি বিশাল ক্ষেমাস্পদ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগলবিহীন হইলে শত্রুগণ আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিবে।"

এইরূপে ভগবান পাকশাসন অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিলে মহাবীর কর্ণ সহাস্যবদনে পুনরায় কহিলেন, "হে দেবদেবেশ! আমি আপনাকে পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি, এক্ষণে আপনাকে বৃথা বর প্রদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; অতএব আপনিই আমাকে বর প্রদান করুন। আমি যদি আপনাকে কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করি, তাহা হইলে লোকের বধ্য হইব এবং আপনিও সকলের হাস্যাস্পদ হইবেন, অতএব কবচ ও কুণ্ডলের বিনিময়ে আমাকে অন্য কোন অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে হইবে, নতুবা আমি আপনাকে বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদান করিব না।"

কবচকুণ্ডল-বিনিময়ে ইন্দ্রের নিকট কর্ণের শক্তি-অস্ত্র যাচঞা

ইন্দ্র কহিলেন, "কর্ণ! আমি তোমার নিকট আগমন করিব জানিয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বে স্বপ্নে তোমাকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তুমি তদনুসারে সেই সকল কথা বলিতেছ, তাহাতে সেন্দেহ নাই। যাহা হউক, তুমি বজ্র ভিন্ন আর যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব।"

অনন্তর কর্ণ হৃষ্টমনে বাসবকে কহিলেন, "হে সুরিনাথ! আপনি বর্ম্ম ও কুণ্ডলের বিনিময়ে শত্রুবিনাশিনী শক্তি প্রদান করুন।" সুররাজ কর্ণবাক্যশ্রবণে শক্তির নিমিত্ত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে সূতজ! তুমি সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এই নিয়মে গ্রহণ করিতে হইবে যে, আমি দানবকুল-সংহারে প্রবৃত্ত হইলে এই অমোঘ শক্তি আমার কারচ্যুত হইয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিয়া পুনরায় আমারই হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইবে; কিন্তু তোমার কারচ্যুত হইয়া কেবল একজন মাত্র মহাবলপরাক্রান্ত শত্রু সংহার করিয়া পরিশেষে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।"

কর্ণ কহিলেন, "হে দেবরাজ! যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইবে, আমি সেই শত্রুকে সমরে সংহার করিব।" ইন্দ্র কহিলেন, "হে কর্ণ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত একমাত্র শত্রুকে অবশ্যই বিনাশ করিতে পরিবে, কিন্তু যে শত্রুকে সংহার করিবার মানস করিতেছ, তাঁহাকে ভগবান নারায়ণ সতত রক্ষা করিতেছেন, তিনি সামান্য লোক নহেন; পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিজয়শালী অচিন্ত্যনীয় নররূপী নারায়ণস্বরূপ বলিয়া থাকেন।" কর্ণ কহিলেন, "ভগবান! কৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিলেও তাঁহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি মহাপ্রতাপশালী শত্রুসংহারে সমর্থ হইব। আমি এক্ষণে শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আপনাকে প্রদান করিতেছি, ইহাতে আমার চর্ম্মচ্ছেদন হইলেও অন্তঃকরণে কিছুমাত্র বীভৎসরসের [রৌদ্রাদি রসের অন্যতম রস-কোনরূপ অপ্রীতিকর কার্যসন্দর্শন বা শব্দ শ্রবণ করিয়া অন্তরে যে ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহাকে বীভৎস রস বলে] উদ্রেক হইবে না।"

ইন্দ্র কহিলেন, "হে কর্ণ! তুমি সত্য প্রতিপালনে উদ্যত হইয়াছ; অতএব কদাচ তোমার মনে বীভৎসরসের সঞ্চার বা শরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইবে না। যাদৃশ তোমার পিতা সূর্য্যদেবের বর্ণ ও তেজ, তুমিও সেইরূপ বর্ণ ও তেজ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যেস্থলে হইয়া এই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ কর, তাহা হইলে ইহা তোমারই গাত্রে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই।" কর্ণ কহিলেন, "ভগবন! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না, নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি প্রাণসংশয়কালেই এই শক্তি প্রয়োগ করিব।"

ইন্দ্র-কর্ণের পরস্পর শস্ত্রবিনিময়

অনন্তর কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক এক শাণিত অস্ত্রদ্বারা আপনার চর্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়া কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আদ্র থাকিতে থাকিতেই ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মুখবর্ণ কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না, প্রত্যুত তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। তদর্শনে দেব ও দানবেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দিব্যদুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ সহাস্য-বদনে কর্ণকে বন্দনা ও যশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ ও অহঙ্কারপরিশূন্য হইলেন; এদিকে পাণ্ডবেরা এই ব্যাপারসকল অবগত হইয়া কাননমধ্যে একান্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন। জনমেজয় কহিলেন, ভগবান! তৎকালে পাণ্ডবেরা কোন স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন ও কিরূপেই বা এই প্রিয়-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, আর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলেই বা কি করিয়াছিলেন? আপনি এই সমুদয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে লাভ ও জয়দ্রথকে বিদ্রাবিত করিয়া সমগ্রবনবাসকাল অতিক্রমণ ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে অতি বিস্তীর্ণ দেবর্ষিগণ-বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক রথ, অনুযাত্র, সূত ও পৌরবর্গ সমভিব্যাহারে পুনরায় কাম্যকবনে প্রতিগমন করিলেন।

কুণ্ডলাহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২১০তম অধ্যায়

আরণেয়পর্ব্বাধ্যায়-মৃগপহৃত অরণীসংগ্রহার্থ পাণ্ডবসমীপে তপস্বীর আগমন

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রুপদদুহিতা অপহৃত হইলে পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি ক্লেশসহকারে পুনরায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে অপহৃতা দ্রুপদসূতাকে অতিমাত্র ক্লেশে ফলমূলসনাথ বিচিত্র পাদপরাজি-বিরাজিত দ্বৈতবনে বাস করিতে আহার করিয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পরিণামে সুখস্কর অশেষ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতেন। হে রাজন! তাঁহারা তথায় বাস করিয়া যে-সকল ভাবিসুখপ্রসবিনী ক্লেশপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্ত্রদণ্ড বৃক্ষে বদ্ধ ছিল; এক মৃগ সহসা আসিয়া তথায় গাত্রঘর্ষণ করাতে উহার শৃঙ্গে সেই অরণীসনাথ মন্ত্রদণ্ড সংসক্ত হইবামাত্র মৃগ উহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র অপহৃত হইল দেখিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ত্বরিতপদে অজাতশত্রু সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজন! আমার অরণীসংযুক্ত মন্থনদণ্ড এক বনস্পতিতে বদ্ধ ছিল, কোন মৃগ আসিয়া তথায় গাত্রঘর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র সে তাহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা ত্বরায় তাহার পদচিহ্নানুসারে গমন করিয়া সেই অগ্নিহোত্র বিনষ্ট হইতে না হইতেই আনয়ন করুন।"

রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত ধনুগ্রহণপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নসহকারে মৃগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিদূরে সেই মৃগকে অবলোকন করিয়া কর্ণি, নালীক ও

নারাচ-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কোনমতে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মৃগ তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া গহনবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুশীতলচ্ছায়াসম্পন্ন এক ন্যগ্রোধ পাদপের মূলে উপবেশন করিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে নকুল দুঃখিত হইয়া অমর্ষভরে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে কহিলেন, "হে রাজন! আমাদিগের বংশে কখন আলস্যবশতঃ ধর্ম্ম বা অর্থলোপ হয় নাই; তবে কি নিমিত্ত আমরা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াও ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি?"

৩১১তম অধ্যায়

মৃগানুসারী পিপাসার্ত্ত পাণ্ডবগণের জলাশয় অন্বেষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! আপদের সীমা নাই, নিমিত্ত নাই এবং কারণ নাই, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই পুণ্য ও পাপের ফল বিভাগ করিয়া দেয়।"

ভীমসেন কহিলেন, "যৎকালে প্রাতিকামী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তখন যে আমি তাহাকে সংহার করি নাই, এই নিমিত্তই এইরূপ ক্লেশসমূহ সহ্য করিতেছি।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি সূতপুত্রের উচ্চারিত অতি তীব্র অস্থিভেদী বাক্য উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি।"

সহদেব কহিলেন, "হে ভারত! যৎকালে শকুনি অক্ষক্রীড়ায় আপনাকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন যে আমি তাহাকে বিনষ্ট করি নাই, এই নিমিত্তই এরূপ অসহ্য ক্লেশভোগ করিতেছি।"

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মাদ্রেয়! তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন; অতএব এক উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশদিক নিরীক্ষণ কর, দেখ, কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম জল ও জলাশ্রিত পাদপসকল বিদ্যমান আছে?"

নকুল জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র পাদপারোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক অভিবীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি দেখিতেছি, এক স্থানে সলিলমিশ্রিত পাদপসকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সারসকুল কলরব করিতেছে; অতএব ঐ স্থানেই জলাশয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "তবে শীঘ্র সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক এই সকল তূণদ্বারা পানীয় আনয়ন কর।"

জলাহরণার্থ প্রস্থিত ভীমাদির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি

নকুল জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক জলাশয়ের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সারসকুল-পরিবৃত বিমল সরোবর অবলোকনপূর্ব্বক জলপানকামনায় যেমন অবতীর্ণ হইলেন, অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল,

"বৎস মাদ্রেয়! ঈদৃশ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ সলিল পান বা গ্রহণ করিও।" নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন, এই নিমিত্ত যক্ষবাক্য উপেক্ষা করিয়া যেমন সুশীতল সলিল পান করিলেন, অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতালে নিপতিত হইলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া মহাবীর সহদেবকে কহিলেন, "সহদেব! তোমার অগ্রজ অতিশয় বিলম্ব করিতেছেন, তুমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়া সলিল আনয়ন কর।"

সহদেব "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই দিকে প্রস্থান করিলেন; তথায় জ্যেষ্ঠসহোদরকে ধরাশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সলিল পান করিবার মানসে সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, "বৎস! ঈদৃশ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ জল পান বা গ্রহণ করিও।" পিপাসাতুর সহদেব সেই বাক্যে অনাদর করিয়া জল পান করিবামাত্র পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! নকুল ও সহদেব বহুক্ষণ গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সলিল আহরণ করা। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি দুঃখভারাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের একমাত্র আশ্রয়।"

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন; সরোবর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সলিল আহরণে আগমন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। নরসিংহ শ্বেতবাহন তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা-দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসন উদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রাণীই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তিনি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, "হে কৌন্তেয়! বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না; যদি মদুক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, তাহা হইলেই সলিল পান ও গ্রহণ করিতে পরিবে।"

ধনঞ্জয় এইরূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, "তুমি অন্তর্হিত হইয়া নিবারণ করিতেছ, কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ বাণ-সমূহদ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিব, তাহা হইলে পুনরায় আর এরূপ বলিতে পরিবে না।" ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া শব্দভেদী বাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দশদিকে কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, "হে পার্থ বৃথা শরবর্ষণ করিতেছ, অগ্রে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জল পান কর, নতুবা বলপূর্ব্বক জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে।" ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক জল পান করিবামাত্র ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! নকুল, সহদেব ও ধনঞ্জয় জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি জল আহরণ ও তাঁহাদিগকে আনয়ন কর।"

ভীমসেন তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া যে স্থানে ভ্রাতৃগণ নিপতিত রহিয়াছেন, সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা-দর্শনে নিতান্ত শোকাবিষ্ট হিইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "ইহা কোন যক্ষ বা রক্ষসের কর্ম্ম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" পরিশেষে জনপানানন্তর যুদ্ধ করিবেন ইহা স্থির করিয়া সলিলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এমন সময় যক্ষ কহিলেন, "বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি অতএব আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ জল পান বা আহরণ করিও।" ভীমসেন যক্ষের বাক্য উপেক্ষা করিয়া জলপান করিবামাত্র প্রাণপরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ ও দগ্ধহৃদয় হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং যে স্থানে মনুষ্যের শব্দ নাই, কেবল রুরু, বরাহ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে, নীলভাস্বর পাদপসকল শোভমান হইতেছে ও ভ্রমরগণ মধুরস্বরে গান করিতেছে, ঈদৃশ এক মহাবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে সিন্ধুবার, বেতস, কেতক, করবীর ও পিপ্পল প্রভৃতি পাদপশ্রেণীতে সুসংবৃত নলিনীদলসনাথ এক সরোবর অবলোকন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

৩১২তম অধ্যায়

মৃত অনুজগণের জন্য যুধিষ্ঠিরের শোক

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! রাজা যুধিষ্ঠির সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিপতিত হইয়াছেন। ধনুর্ব্বাণসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; তিনি তাহা দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র শোকে সমাকুল হইয়া গলদশ্রলোচনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো বৃকোদর! তুমি যে 'গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আজি নিপতিত হইয়া সেই সমুদয় বিফল করিলে! হা মহাত্মন! হা মহাবাহো! হা কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন!! মনুষ্যের প্রতিশ্রুত বাক্যই বিফল হইয়া থাকে, কিন্তু তোমাদিগের দিব্য বাক্য কি নিমিত্ত মিথ্যা হইল, বলিতে পারি না।

"হা ধনঞ্জয়, তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেবগণ জননীকে কহিয়াছিলেন, "হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রাক্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবে না।" আর তৎকালে উত্তর-পরিপাত্র পর্ব্বতে সকলে এই বলিয়া গান করিয়াছিলেন যে, 'ইনি অপহৃত রাজলক্ষ্মীকে বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন, সমরে ইঁহার জেতা কেহই নাই এবং অজেয়ও কেহই নাই।' আজি সেই জয়শীল মহাবল ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন! আমরা যাহার শরণাপন্ন হইয়া ঈদৃশ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতেছি, আজি সেই পার্থ আমাদের সমুদয় আশা উন্মূলিত করিয়া ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

"যে বীরদ্বয়, ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সমরাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া শত্রুগণকে নির্দ্দলন করিতেন, যাঁহাদের বলবীর্য্যের ইয়ত্ত ছিল না, কোন অস্ত্রেই যাহাদিগকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইত না, যাঁহারা কুন্তীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, আমি তাঁহারা শত্রুবশতাপন্ন হইলেন। হা নকুল! হা সহদেব! তোমরা দুই সহোদরে ভূমি শয্যা গ্রহণ করিয়াছ দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তখন ইহা পাষাণের সারাংশদ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, দেশকালাভিজ্ঞ, তপশ্চর্য্যাপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশালী; অতএব তোমরা আপনাদের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া কি নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছ? তোমাদের শরীর অক্ষত ও শরাসন অপ্রমৃষ্ট [অব্যবহৃতপূর্ব্ব-যাহার ব্যবহার হয় নাই—যাহাতে যুদ্ধবাণযোজনা করা হয় নাই] দেখিতেছি, তবে কি নিমিত্ত তোমরা সংজ্ঞা শুন্য হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছ?"

মহামতি যুধিষ্ঠির সানুচতুষ্টয়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখপ্রসুপ্ত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর নানাবিধ বিলাপ করিয়া বহুক্ষণের পর আপনাকে সংস্তম্ভিত [ধৈর্য্যসম্পন্ন] করিয়া বুদ্ধিদ্বারা ঐ ব্যাপারের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইহাদের শরীরে শস্ত্রাঘাত বা এই স্থানে কোন ব্যক্তির পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; ইহাতে বোধ হয়, কোন দুষ্ট ভূত আমার এই ভ্রাতৃগণের প্রাণসংহার করিয়াছে। যাহা হউক, একাগ্রচিত্তে চিন্তা অথবা এই জল পরীক্ষা করিয়া দেখি।

“বোধ হয়, কার্য্যাকার্য্যবিবেকাশূন্য, বিশ্বাসঘাতক, কুটিলমতি, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে গান্ধাররাজ নির্জ্জনে এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সলিল কোন দ্রব্যে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে; অথবা ঐ দুরাত্মা গূঢ় চর প্রেরণ করিয়া এই জল বিষদূষিত করিয়াছে; এই নিমিত্ত আমার ভ্রাতৃগণের মৃত-শরীর কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই; মুখবর্ণ যেমন প্রসন্ন, সেইরূপই রহিয়াছে। আহা! ইহারা এক একজন প্রচুর বলশালী, কালান্তক যম ব্যতীত কে ইহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ!” এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই সরোবরে অবতরণ করিলেন। তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, “রাজপুত্র! আমি শৈবাল ও মাংসভোজী বক; আমিই তোমার অনুজগণকে শামন-সদনে প্রেরণ করিয়াছি; যদ্যপি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে তোমাকে ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে। বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, পরিশেষে ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও ।”

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে মহাবল! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই অবিচলিত পর্ব্বতচতুষ্টয়াকে কে পাতিত করিয়াছে? ইহা পরীক্ষা কর্ম্ম নহে, বোধ হয়, এই মহৎকর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুদগণের অধিপতি? কি আশ্চর্য্য! দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ যাঁহাদিগের ঘোরতর সমর সহ্য করিতে পারেন না, আপনি তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিলেন! ভগবন! আপনি যে কি করিবেন ও আপনার কি অভিলাষ, কিছুই জানি না, অধুনা উহা জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে কৌতুহল ও ভয় যুগপৎ [একই কালে] আবির্ভূত হইয়াছে, হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে?”

যক্ষ কহিলেন, “তোমার মঙ্গল হউক, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নহি, আমি তোমার মহাতেজাঃ ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি।”

বকরূপী যক্ষের সহিত ধর্ম্মরাজের পরিচয়

রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের মুখে এইরূপ পরুষাক্ষর অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, বিবূপাক্ষ, মহাকায়, তালসমুন্নত, সূর্য্যাগ্নিসদৃশ, পর্ব্বতোপম এক যক্ষ ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, “রাজন! আমি তোমার এই ভ্রাতৃগণকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা আমার বাক্য উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক জলগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহাদিগের প্রাণসংহার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকেও কহিতেছি, যদ্যপি প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তবে জলপান করিতে সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বেই ইহা অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পরিশেষে সলিল পান ও গ্রহণ করিও।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে যক্ষ! তোমার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল, আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না, কারণ

সাধুপুরুষেরা সতত আত্মশ্লাঘা নিন্দা করিয়া থাকেন, অতএব এইমাত্র কহিতেছি, নিজ বুদ্ধিসাধ্যানুসারে তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।"

যক্ষ যুধিষ্ঠিরের পরস্পর প্রশ্নোত্তর

যক্ষ কহিলেন, "কে আদিত্যকে উন্নত করেন, কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকেন, কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নমিত করেন, দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

যক্ষ কহিলেন, "কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়, কিসের দ্বারা মহত্তলাভ হয়, কিসের দ্বারা পুত্রবান হয়, এবং কিসের দ্বারাই বা বুদ্ধিমান হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "শ্রুতিদ্বারা শ্রোত্রিয়, তপস্যাদ্বারা মহত্ত্ব, যজ্ঞদ্বারা পুত্রবান এবং বৃদ্ধ সেবায় বুদ্ধিমান হয়।"

যক্ষ কহিলেন, "'ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি ও তাঁহাদিগের কোন ধর্ম্ম সাধুধর্ম্ম, তাঁহাদিগের মনুষ্যভাব কি এবং কি প্রকার ভাবই বা অসাধু ভাব?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বেদপাঠ তাঁহাদিগের দেবভাব, তপস্যা সাধুধর্ম্ম, মৃত্যু মনুষ্যভাব এবং পরীবাদ অসাধুভাব।"

যক্ষ কহিলেন, "ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব, মনুষ্যভাব এবং অসাধুভাবই বা কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্রশস্ত্র দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং পরিত্যাগ অসাধুভাব।"

যক্ষ কহিলেন, "যজ্ঞীয় সাম কি, যজ্ঞীয় যজুঃ, কি, যে যজ্ঞ বরণ করে এবং কাহাকে অতিবর্ত্তন করে না?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রাণ যজ্ঞীয় সাম, মন যজ্ঞীয় যজুঃ, ঋক যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ তাঁহাকে অতিক্রম করে না।"

যক্ষ কহিলেন, "আবপনকারী [দেবতর্পণকারী], নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান [পিতৃতর্পণকারী] এবং প্রসবকারী, ইহাদিগের কি কি শ্রেষ্ঠ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপবন কারীদের বৃষ্টি নিবপনকারীদিগের [প্রতিষ্ঠালিপ্স] বীজ, প্রতিষ্ঠমান দিগের ধেনু এবং প্রসূতিদিগের পুত্রই শ্রেষ্ঠ।"

যক্ষ কহিলেন, "কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখানুভবে সমর্থ বুদ্ধিমান, লোকপূজিত ও সর্ব্বপ্রাণীর সম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, ইহাদিগের নিমিত্ত নির্ব্বপণ [শ্রাদ্ধঅর্চনাদি] না করে, সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতেও জীবিত নহে।"

যক্ষ কহিলেন, "পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে, আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর কে, বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে, আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।'

যক্ষ কহিলেন, "কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদিত করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'মৎস্য নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদিত করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নাই, এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।"

যক্ষ কহিলেন, "প্রবাসীর মিত্র কে, গৃহবাসীর মিত্র কে, আতুরের মিত্র কে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসী ভার্য্যা, আতুরের চিকিৎসক এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।"

যক্ষ কহিলেন, "কে সর্ব্বভূতের অতিথি, সনাতনধর্ম্ম কি, অমৃত কি এবং সমুদয় জগৎ কি পদার্থ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেণ, "অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি, সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত, জ্ঞানযোগ সনাতনধর্ম্ম এবং বায়ু সমুদয় জগৎ।"

যক্ষ কহিলেন, "কে একাকী বিচরণ করেন, কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, হিমের ঔষধ কি এবং কে প্রধান বপনক্ষেত্র?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রমা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, অগ্নি হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী প্রধান বপনক্ষেত্র।"

যক্ষ কহিলেন, "ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি, যশের একমাত্র আশ্রয় কি, স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দাক্ষ্য ধর্ম্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের এবং শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।"

যক্ষ কহিলেন, "মনুষ্যের আত্মা কে, দৈবকৃত সখা কে, উপজীবিকা এবং প্রধান আশ্রয়ই বা কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দান প্রধান আশ্রয়।"

যক্ষ কহিলেন, "ধন্যের মধ্যে উত্তম কি, ধনের মধ্যে উত্তম কি, লাভের মধ্যে উত্তম কি এবং সুখের মধ্যে উত্তম কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ধন্যের মধ্যে দাক্ষ্য, ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম।"

যক্ষ কহিলেন, "প্রধান ধর্ম্ম কি, কোন ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান, কাহাকে সংযত করিলে শোক থাকে না, এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আনৃশংস্য প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান, মনকে সংযত করিলে শোক থাকে না, এবং সাধুর সহিত সন্ধি হইলে ভঙ্গ হয় না।"

যক্ষ কহিলেন, "কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক হয় না, কি ত্যাগ করিলে অর্থবান হয় এবং কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “অভিমান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলেই সুখী হয়।”

যক্ষ কহিলেন, “ব্রাহ্মণ, নট ও নর্ত্তক, ভৃত্য এবং রাজা ইহাদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে, যশের নিমিত্ত নট ও নর্ত্তককে, ভরণের নিমিত্ত ভৃত্যকে, এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজাকে দান করে।’

যক্ষ কহিলেন, “লোকসকল কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, কি জন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং কি জন্যই বা স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়?”

যক্ষ কহিলেন, “লোকসকল কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, কি জন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং কি জন্যই বা স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “লোকসকল অজ্ঞানে আবৃত থাকে, তমোদ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং সঙ্গ হেতু স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়।”

যক্ষ কহিলেন, “মৃত পুরুষ কে, মৃত রাষ্ট্র কি, মৃত শ্রাদ্ধ কি এবং মৃত যজ্ঞই বা কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “দরিদ্র পুরুষই মৃত, অরাজক রাষ্ট্রই মৃত রাষ্ট্র, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধই মৃত শ্রাদ্ধ এবং অদক্ষিণ যজ্ঞই মৃত যজ্ঞ।”

যক্ষ কহিলেন, “দিক কি, জল কি, অন্ন কি, বিষ কি এবং শ্রাদ্ধের কালই বা কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “সাধুগণই দিক, আকাশই জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল।”

যক্ষ কহিলেন, “তাপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিত্বই তপ, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা, অকার্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা।”

যক্ষ কহিলেন, “জ্ঞান, শম, দয়া এবং আর্জাব কাহাকে কহে?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখ ইচ্ছা করাই দয়া এবং সমচিত্ততাই আর্জ্জব।”

যক্ষ কহিলেন, “পুরুষের কোন শত্রু দুর্জ্জয়, কোন ব্যাধি অনন্ত, কীদৃশ লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তি সাধু এবং নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু।”

যক্ষ কহিলেন, “মোহ, মান, আলস্য ও শোকের লক্ষণ কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।”

যক্ষ কহিলেন, “ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি লক্ষণ করিয়াছেন?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “স্বধর্ম্মে স্থিরতাই স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য-পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণীগণকে রক্ষা করাই দান; এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।”

যক্ষ কহিলেন, “পণ্ডিত কে, নাস্তিক কে, মূর্খ কে, কাম কি এবং মৎসরই বা কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ, সংসারহেতুই কাম ও হৃত্তাপই মৎসর।”

যক্ষ কহিলেন, “অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব এবং পৈশুন্য কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “অজ্ঞানরাশিই অহঙ্কার, ধর্ম্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলেই দৈব, এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য।”

যক্ষ কহিলেন, ‘ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা পরস্পরবিরোধী তবে কি প্রকারে ইহাদিগের একত্র সমাবেশ হয়?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা এই উভয়ে পরস্পর বংশানুগ হয়, তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে।”

যক্ষ কহিলেন, “হে রাজন! তুমি শীঘ্র বল, কোন কর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরকে গরম করিতে হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে ‘নাই’ বলিয়া বিদায় করে, যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও “নাই” বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।”

যক্ষ কহিলেন; “হে রাজন! কুল, বৃত্ত, স্বাধ্যায় এবং শ্রুত ইহার মধ্যে কোনটি ব্রাহ্মণত্বের কারণ, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে যক্ষ! কুল, স্বাধ্যায় বা শ্রুত ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না; কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ; অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষরূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন। অক্ষীণবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হয়েন না; কিন্তু ক্ষীণবৃত্ত হইলে যথার্থই হীন হইতে হয়। ব্রাহ্মাণের কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শাস্ত্রচিন্তা করিলেই হইবে না, তিনি ক্রিয়াবানযোগনিষ্ঠ হইলে তবে যথার্থ পণ্ডিত হইবেন। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত হইলে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়েন না; কেবল শূদ্র হইতে ভিন্ন, এইমাত্র বিশেষ; কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ।”

যক্ষ কহিলেন, “প্রিয়বাক্য কহিলে কি লাভ হয়, বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে কি লাভ হয়, বহুমিত্র হইলে কি লাভ হয় এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলেই বা কি লাভ হইয়া থাকে?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয়, বিমৃষ্যকারী ব্যক্তি অধিকতর জয়লাভ করে, বহুমিত্রশালী ব্যক্তি সতত সুখে বাস করে এবং ধর্ম্মানুগত ব্যক্তি সদগতিলাভ করিয়া থাকে।”

যক্ষ কহিলেন, “সুখী কে, আশ্চর্য্য কি, পথ এবং বার্ত্তাই বা কি? এই চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তোমার ভ্রাতৃগণ জীবিত হইবেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন, তিনিই সুখী। প্রাণীগণ প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে যে চিরজীবন ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? তর্কের স্থিরতা নাই, বেদসকল ও স্মৃতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, মুনিও একজন নহেন, তাহাদের মতও বিভিন্ন [অথবা] মুনিও একজন নহেন যে, তাহার

মতই একমাত্র প্রামাণ্য। আর ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞানগুহায় বিলীন হইয়াছে; অতএব মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই পথ। কাল সূর্য্যরূপ অনলে রাত্রিন্দিবস্বরূপ [দিন ও রাত্রি] ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত করিয়া মহামোহরূপ কটাহে [কড়া] ঋতু ও মাসস্বরূপ দির্বী [হাতা]-পরিঘট্টনদ্বারা প্রাণীগণকে যে পাক করিতেছে, ইহাই বার্ত্তা।”

যক্ষ কহিলেন, “হে রাজন! তুমি যথার্থরূপে আমার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে পুরুষ কে ও সকলের মধ্যে ধনী কে ইহা নিরূপণ কর।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মানবের নাম পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যতদিন থাকে, ততদিন সেই পুণ্যকর্ম্ম ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ-দুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সকলের মধ্যে ধনী।”

যক্ষ কহিলেন, “তুমি পুরুষ ও সর্ব্বধনী শব্দের অর্থকরিলে এই জন্য এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনমাত্র জীবিত হইবে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে যক্ষ! এই শ্যামকলেবর লোহিতলোচন, বিশালবীক্ষাঃ, মহাবাহু নকুল জীবিত হইয়া শালশাখীর ন্যায় সমুত্থিত হউন।”

যক্ষ কহিলেন, “হে রাজন! তুমি দশসহস্র মাতঙ্গসম বলশালী অতিমাত্র প্রীতিপাত্র ভীমসেন অথবা সমস্ত পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণদান করিতে ব্যাকুল হইয়াছ?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন এবং তাহাকে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগের রক্ষা করিবেন; অতএব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না এবং ধর্ম্ম যেন আমাকে কখন পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ! আনৃশংসাই পরম ধর্ম্ম, আমি আনৃশংস্য অবলম্বন করিতে সতত অভিলাষ করি। সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন, অতএব আমি কোনক্রমেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। কুন্তী ও মাদ্রী ইহারা আমার জননী। উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন, এই আমার অভিলাষ। আমার পক্ষে উভয়েই সমান, অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কেই পুত্রবতী করুন।”

যক্ষ কহিলেন, “হে রাজন! আপনি অর্থতঃ ও কামতঃ আনৃশংস্যপরায়ণ, এই নিমিত্ত আপনার ভ্রাতৃগণ পুনর্জীবিত হউক।”

২১৩তম অধ্যায়

ধর্ম্মরাজসমীপে ধর্ম্মের পরিচয়-প্রদান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যক্ষ-বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন; তাহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা ক্ষণমাত্রেই অপনীত হইল। এদিকে অপরাজিত যক্ষ এক চরণে সরোবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনি কে? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হয় না, আপনি বসু, রুদ্র কিংবা মরুদগণের মধ্যে প্রধান একজন অথবা দেবরাজ হইবেন, সন্দেহ নাই; নতুবা এ প্রকার

ব্যাপার ঘটিত না। এই ভূমণ্ডলে এমন যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ঈদৃশ যুদ্ধকুশল ভ্রাতৃগণকে নিপতিত করে। ইহারা যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিবোধিত হইয়াছেন এবং ইহাদিগের ইন্দ্রিয়সকল যেরূপ অবিকল রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আপনি আমাদিগের সুহৃৎ বা পিতা হইবেন।"

যক্ষ কহিলেন, "তাত! আমি তোমার পিতা ভীমপরাক্রম ধর্ম্ম তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যশ, সত্য, দম, শৌচ, আৰ্জ্জব, হ্রী, আচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যা আমার শরীর; অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ ও অমৎসরতা আমার ইন্দ্রিয়। হে যুধিষ্ঠির! তুমি আমার সাতিশয় প্রীতিভাজন, তুমি পঞ্চযজ্ঞে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ এবং পাপকারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য পরাজয় করিয়াছ। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার আনৃশংস্যদ্বারা পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সে কখন দুর্গতি ভোগ করে না।'"

ধর্ম্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের বরলাভ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে ব্রাহ্মণের অরণী-সহিত মন্থদণ্ড মৃগকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাহার অগ্নিহোত্রসকল যেন বিলুপ্ত না হয়, ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা।"

ধর্ম্ম কহিলেন, "আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ব্রাহ্মণের অরণী-সহিত মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছি, তাহা প্রদান করিতেছি, তুমি এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি; ত্রিয়োদশ বর্ষ সমুপস্থিত; অতএব এক্ষণে আমরা যে স্থানে বাস করিব, কেহ যেন উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়, এই বর প্রদান করুন।"

ভগবান ধর্ম্ম 'প্রদান করিতেছি' বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তাত! যদ্যপি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ না করিয়া সমস্ত ধারামণ্ডল ভ্রমণ করা, তথাপি ত্রিলোকমধ্যে কোন লোকই তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর আমার প্রসাদে গূঢ়বেশে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিবে, তোমাদিগের মধ্যে যিনি যে রূপ ধারণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিবেন; আর এই অরণীসংযুক্ত মন্থনদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর; আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ইহা হরণ করিয়াছিলাম। হে প্রিয়দর্শন! তুমি আমার আত্মজ; বিদুর আমার অংশজ, আমি তোমাকে বর প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি। না; অতএব তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দেবদেব! আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। হে পিতঃ! এক্ষণে আপনি প্রীত হইয়া যে বর প্রদান করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব। হে তাত! আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই; আমার অন্তঃকরণ যেন তপ, দান ও সত্যে সতত অনুরক্ত থাকে।"

ধর্ম্ম কহিলেন, "হে পাণ্ডব! তুমি স্বভাবতঃই ঐ সকল গুণে বিভূষিত আছ, এক্ষণে পুনর্ব্বার যথোক্ত, ধর্ম্মভূষণে সমধিক শোভমান হইবে।" এই কথা বলিয়া ভূতভাবন ভগবান ধর্ম্ম সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবগণও আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসনাথ মন্থদণ্ড প্রদান করিলেন। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমুত্থান এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপুত্রের সমাগম অধ্যয়ন করেন, তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া শতবর্ষজীবিত থাকেন। এই আখ্যান অবগত হইলে মানবগণের অন্তঃকরণ কদাপি অধর্ম্ম, সুহৃদ্ভেদ, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও অন্যান্য কদর্য্য কর্ম্মে অনুরক্ত হয় না।

৩১৪তম অধ্যায়

অজ্ঞাতবাসের নির্ব্বিঘ্নার্থ ঋষিগণসমীপে যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেণ, হে রাজন! অনন্তর সত্যবিক্রম পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মের অনুজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতসারে বাস করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে বনবাস-সহচর অনুরক্ত তপস্বিগণের সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাগ্রহণাভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "হে মুনিগণ! ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা ছলপূর্ব্বক যে প্রকারে আমাদিগের রাজ্যপহরণ ও আমাদিগের সহিত বারংবার অসদব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই, আমরা সেই জন্যই অরণ্যে অতিকষ্টে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম; সম্প্রতি অজ্ঞাতবাসের সময় সমুপস্থিত; এক্ষণে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে হইবে; অতএব আপনারা অনুজ্ঞা করুন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি জানিতে পারিলে বিষম অনর্থপাত হইবে; আমাদিগের সহিত তাহাদের বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং পৌর ও আত্মীয়জন তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! আমরা সকলে কি পুনরায় স্বরাজ্যে অধিরোহণ করিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র বাস করিব?" এই কথা কহিতে কহিতে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণলোচনে শোকাভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের প্রতি ঋষিগণের আশ্বস্তিপ্রয়োগ

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ভ্রাতৃগণসহ রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। পুরোহিত ধৌম্য নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া মহার্থপরিপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে রাজন! আপনি বিদ্বান, দান্ত, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়; এবংবিধগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন কোন আপদে মুহ্যমান হয়েন না। দেখুন, দেবগণও শত্রুসমূহের নিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্নবেশে কত শতবার দুর্ব্বিপাকে নিপতিত হইয়াছেন। দেবরাজ অরাতি-বিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্নবেশে নিষধ-দেশে গিরিপ্রস্থাশ্রমে বাস করিয়া স্বকার্য্যসাধন করিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু দৈত্যগণকে বধ করিবার নিমিত্ত অশ্বশিরা হইয়া অদিতি-গর্ভে অজ্ঞাতসারে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। তিনি প্রচ্ছন্নরূপে বামন-আকার স্বীকার করিয়া যে প্রকার বিক্রমে বলির রাজ্যপহরণ করিয়াছেন, হুতাশন জলে প্রবিষ্ট হইয়া যে প্রকারে সুরগণের কার্য্যসাধন করিয়াছেন, নারায়ণশত্রুদমনার্থ প্রচ্ছন্নবেশে বজ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সুররাজের যে কার্য্যসাধন করিয়াছেন, ব্রহ্মর্ষি ঔর্ব্ব ঊরুতে প্রচ্ছন্নরূপে বাস

করিয়া দেবগণের নিমিত্ত যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তৎসমুদয় আপনার শ্রবণগোচর হইয়াছে। এইরূপে মহাতেজাঃ দিবাকর ছদ্মবেশে ভূতলে বাস করিয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, ভীমকর্ম্ম বিষ্ণু প্রচ্ছন্নভাবে দশরথ গৃহে বাস করিয়া দশাননকে সমরশায়ী করিয়াছেন এবং সকল মহাত্মাই এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ অরাতিকুল নির্ম্মূল করিবেন, সন্দেহ নাই।”

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ধৌম্যবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া শাস্ত্রবুদ্ধি ও স্ববুদ্ধিপ্রভাবে প্রকৃতিস্থ হইলে মহাবল ভীমসেন তাঁহার হর্ষোৎপাদনের নিমিত্ত কহিলেন, “মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আপনার ও ধর্ম্মের অনুরোধেই কিঞ্চিন্মাত্র সাহস প্রকাশ করেন নাই, শত্রুদলনসমর্থ ভীমবিক্রম নকুল ও সহদেবকে প্রতিদিন আমিই নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি। আপনি আমাদিগকে যে বিষয়ে নিয়োগ করবেন, আমরা তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিব না। অতএব আপনি উপায় বিধান করুন, শীঘ্রই আরাতিগণকে পরাজয় করিব।”

ভীমসেনের বাক্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবগণকে আশীর্বাদপ্রয়োগ ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বেদবেত্তা যদি ও মুনিগণ পাণ্ডবগণের পুনঃদর্শন-লালসায় ন্যায়ানুসারে বিহিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ, ধৌম্য ও পাঞ্চালীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কোন কারণবশতঃ সেইস্থান হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্ব্বক পরদিন অবধি অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে বলিয়া তাহার উদযোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক শাস্ত্রবেত্তা, মন্ত্রকুশল ও সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞ, অতএব মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত তথায় উপবেশন করিলেন।

আরণেয়পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ

বেদব্যাস বিরচিত
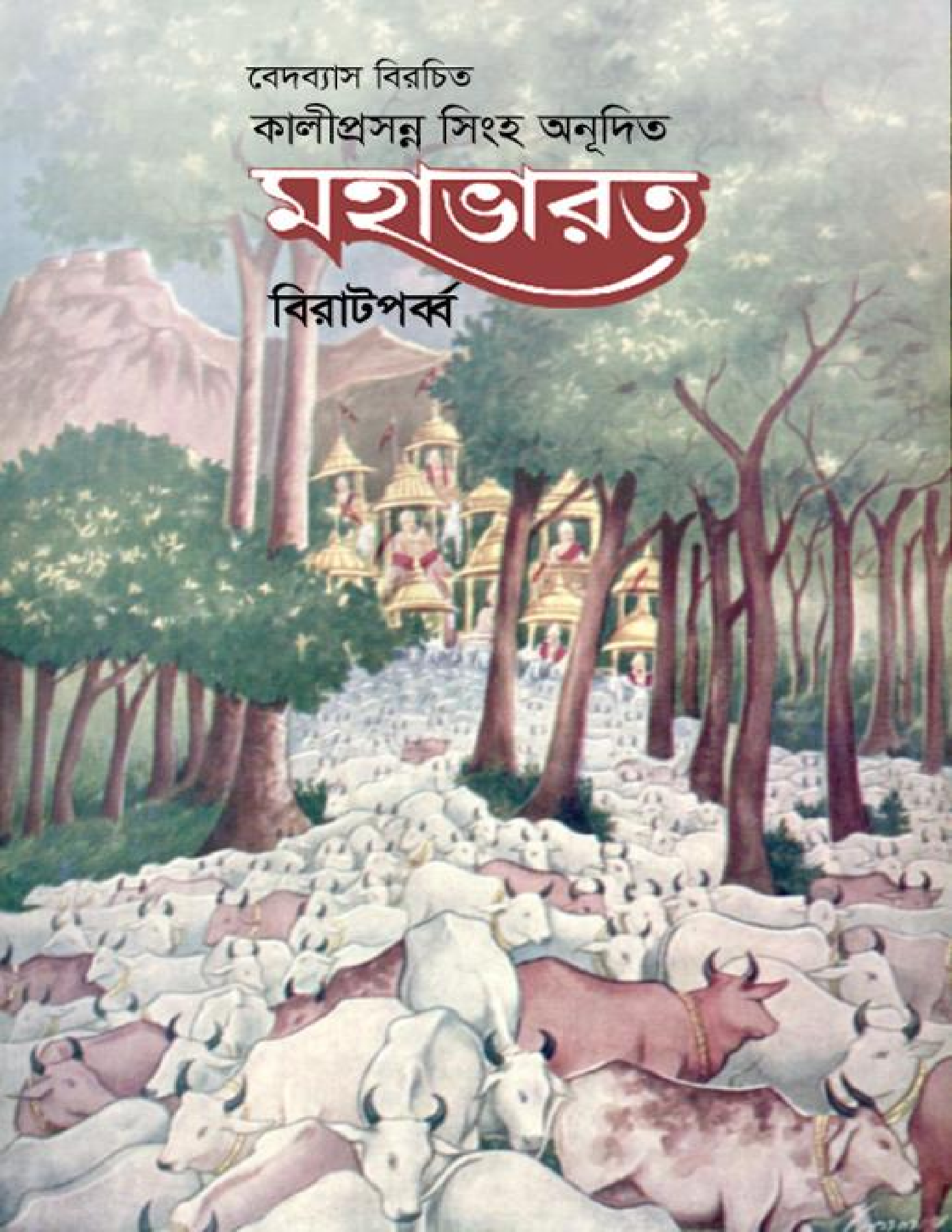
কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

বিরাটপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

বিরাটপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়

পাণ্ডবপ্রবেশপাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ দুর্য্যোধনভয়ে ব্যাকুল হইয়া কিরূপে বিরাট-নগরে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন এবং পতিপরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী দ্রুপদনন্দিনীই বা কি প্রকারে অজ্ঞাতবাসের ক্লেশ ভোগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ বিরাট-নগরে যে প্রকারে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নিকট সেই প্রকার বরলাভান্তর আশ্রমে প্রত্যারত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণসমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন এবং যে ব্রাহ্মণের অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড অপহৃত হইয়াছিল, তাঁহাকেও তাহা প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহামনাঃ যুধিষ্ঠির সমুদয় অনুজগণকে একত্র করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! আমরা রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত। অতএব এমন কোন উৎকৃষ্ট স্থান মনস্থ কর, যে স্থানে এই সংবৎসরকাল অরাতিগণের অজ্ঞাতসারে অতিপাত করিতে পারি।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে মহারাজ! আমরা ধর্ম্মপ্রদত্ত ও বরপ্রভাবে অবশ্যই নরগণের অজ্ঞাতসারে কালাতিপাত করিব, সন্দেহ নাই। এক্ষণে বাসোপযোগী কতকগুলি রমণীর গূঢ়তম স্থান উল্লেখ করি, আপনি তন্মধ্যে কোন স্থান মনোনীত করুন। কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিশাল, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী, এই সকল পরম-রমণীয় প্রচুর অন্নশালী জনপদ বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে বাস করিতে আপনার অভিরুচি হয়, বলুন, আমরাও তথায় এই বৎসর অতিবাহিত করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহাবাহো! সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ ধর্ম্ম যাহা কহিয়াছিলেন, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমরা অবশ্যই রমণীয় বাসস্থান অনুসন্ধানকরিয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিব। মৎস্যরাজ বিরাট বলবান, ধর্ম্মশীল, বদান্য, বৃদ্ধ ও সতত প্রীতিভাজন; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত। অতএব আমরা এই সংবৎসরকাল বিরাটনগরে বাস করত মৎস্যরাজের কার্য্য-সমুদয় সম্পাদন করিব। হে কুরুনন্দনগণ! বিরাট-নগরে গমন করিয়া ভূপতি-সন্নিধানে যে যে কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, এক্ষণে সকলে তাহা নির্দ্দিষ্ট কর।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে নরদেব! আপনি বিরাটনগরে কোন, কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন? আপনি ধীরস্বভাব, বদান্য, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব এই আপৎকালে কোন কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন? হায়! ধর্ম্মরাজ কখন কিঞ্চিন্মাত্রও

দুঃখভোগ করেন নাই। তিনি এই ঘোরতর বিপত্তিসাগর হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইবেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ভ্রাতৃগণ! আমি বিরাট ভূপতির নিকট গমন করিয়া যে কর্ম্ম করিব, তাহা শ্রবণ কর। আমি কঙ্কনামা অক্ষহৃদয়ও দ্যূতপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া মহাত্মা বিরাট-নৃপতির সভ্যপদে অধিরূঢ় হইব। বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময়, কক্ষ ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত, মনোহর অক্ষগুটিকা সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব। এই দপে আমি সহামাত্য সবান্ধব বিরাট-পতির সন্তোষ-সাধনে মতবান্ হইয়া কালাতিপাত করিলে কেহই আমাকে জানিতে পরিবে না। যদি মৎস্যরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, “পূর্ব্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা ছিলাম, এই কথা বলিব। আমি যেরূপে কালযাপন করিব, তাহা তোমাদিগকে কহিলাম। এক্ষণে বৃকোদর! তুমি কি প্রকারে বিরাট-নগরে বাস করিবে, বল।”

২য় অধ্যায়

ভীমার্জ্জুনের প্রচ্ছন্নভাব বিনির্ণয়

তখন ভীমসেন কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! আমি স্থির করিয়াছি যে, মহারাজ বিরাটের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আমি পৌরগব [পাচকশালার অধ্যক্ষ-পাচকদিগের সর্দ্দার], আমার নাম বল্লব’, এই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব। হে রাজন! আমি পাকাকার্য্যে সাতিশয় সুনিপুণ। বিরাট-রাজভবনে নানাবিধ সূপ প্রস্তুত করিব। পূর্ব্বে সুশিক্ষিত পাচকগণ রাজার নিমিত্ত যে সমুদয় উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যঞ্জনসকল প্রস্তুত ও অপরিমিত কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া মহারাজের প্রীতিসম্পাদন করিব। তদর্শনে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তথায় এরূপ অলৌকিক কার্য্য করিব যে, বিরাটরাজের অন্যান্য কিঙ্করগণ আমাকে রাজার ন্যায় সম্মান করিবে। আমি সকলের অন্ন-পান-প্রদানের কর্ত্তা হইব। মহাবলিষ্ঠ হস্তী বা বৃষভগণকে নিগ্রহ করিতে হইলে অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিব। সমাজে যাহারা আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, আমি রাজার প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রহার করিয়া ধরাতলে পতিত করিব; কিন্তু সংহার করিব না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, “আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্নসংস্কারক, পশুনিগৃহীতা, সূপকর্ত্তা ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম” বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব এবং সতত স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান হইব। হে মহারাজ! আমি এইরূপে অজ্ঞাতবাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।”

তৎপরে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, “অগ্নি খাণ্ডবকানন দগ্ধ করিবার মানসে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং যাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, যিনি কৃষ্ণসমভিব্যাহারে এক রথে আরোহণপূর্ব্বক পন্নগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া খাণ্ডবারণ্য দাহনপূর্ব্বক হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, যিনি সর্পরাজ বাসুকির ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য অর্জ্জুন কিরূপে অজ্ঞাতবাস

করিবেন? যেমন প্রতাপশালীদিগের মধ্যে সূর্য্য, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পের মধ্যে আশীবিষ, তেজস্বীদিগের মধ্যে অগ্নি, আয়ুধের মধ্যে বজ্র, গোসমূহের মধ্যে কুকুদ্মান [কাকুৎযুক্ত ষণ্ড—ঝুঁটিওয়ালা ষাঁড়], হ্রদের মধ্যে পর্জ্জন্য, নাগের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, প্রিয়তমের মধ্যে পুত্র ও সুহৃদের মধ্যে ভার্য্যা, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ইন্দ্র ও নারায়ণের তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন। ইনিই পঞ্চ বর্ষ ইন্দ্রভবনে বাস করিয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও দিব্যাস্ত্র সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাকে দ্বাদশ রুদ্র, ত্রয়োদশ আদিত্য, নবম বসু ও দশম গ্রহ বলিয়া জ্ঞান করা যায়। ইঁহার বাহুদ্বয় সম, দীর্ঘ ও জ্যাঘাতকঠিন [ছিলার ঘর্ষণে শক্ত]। ইনি উভয় হস্তেই সমানরূপে বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন। যেমন হিমালয় সমুদয় পর্ব্বত অপেক্ষা, সমুদ্র নদীগণ অপেক্ষা, ইন্দ্র দেবগণ অপেক্ষা, অগ্নি বসুগণ অপেক্ষা, শার্দ্দুল মৃগগণ অপেক্ষা ও গরুড় অন্যান্য পক্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই ধনঞ্জয় সমুদয় বীরগণ অপেক্ষা প্রধান। ইনি কিরূপে অজ্ঞাতবাস করিবেন?”

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! আমি বিরাটভবনে গমন করিয়া ‘আমি ক্লীব’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিব। আমার ভুজদ্বয়সংলগ্ন জ্যাঘাতচিহ্ন গোপন করা দুষ্কর। আমি বলয় দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিব। কর্ণে কুণ্ডল, করে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণপূর্ব্বক আমার নাম ‘বৃহন্নলা’ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব। পুনঃ পুনঃ স্ত্রীজনসুলভ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া রাজা ও তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের মনোরঞ্জন করিব। বিরাটরাজের পুরস্ত্রীগণকে বিবিধ গীত, নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করাইব। সতত লোকের আচার-ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়া মায়াপূর্ব্বক আত্মগোপন করিব। রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভবনে দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা করিতাম। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এইরূপে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় আত্মগোপনপূর্ব্বক বিরাটরাজভবনে সুখে বিহার করিব।”

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভুত হইলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অন্য ভ্রাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

৩য় অধ্যায়

নকুল-সহদেব-দ্রৌপদীর গুপ্তবেশধারণ বিনিশ্চয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে নকুল! তুমি সুখ-সম্ভোগসমুচিত, সুকুমার শূর ও প্রিয়দর্শন। এক্ষণে সেই বিরাটরাজের রাজ্যে কি কর্ম্ম করিবে, তাহা কীর্ত্তন কর।” নকুল কহিলেন, “মহারাজ! আমি অশ্ববিজ্ঞান ও অশ্বরক্ষণে সুনিপুণ এবং অশ্বশিক্ষা ও অশ্বচিকিৎসায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। এক্ষণে গ্রন্থিক নামে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিরাটরাজের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত হইব। এই কার্য্য আমার একান্ত প্রিয়তর। হে রাজন! আপনার ন্যায় আমিও অশ্বগণকে নিতান্ত প্রিয়বোধ করিয়া থাকি। হে মহারাজ! বিরাটনগরেনিবাসী কোনো ব্যক্তি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম। হে রাজন! আমি এইরূপে প্রচ্ছন্নবেশে বিরাটনগরে বাস করিতে বাসনা করিয়াছি।”

তখন যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, “সহদেব! তুমি বিরাটরাজ-সন্নিধানে কি প্রকারে পরিচিত হইবে এবং কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রচ্ছন্নবেশে কালাতিপাত করিবে?”

সহদেব কহিলেন, “আমি গোসমূহের প্রতিষেধ [বশে রাখা], দোহন ও সংখ্যান [গণনা-পরীক্ষাদি] বিষয়ে সম্যক পারদর্শী। বিরাটরাজসমীপে তন্ত্রীপাল নামে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার গোসংখ্যান-কার্য্যে নিযুক্ত হইব। আমি কৌশলে বিরাটরাজ্যে কালাতিপাত করিব। আপনি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। পূর্ব্বে আপনি নিরন্তর আমাকে গোচর্য্যায় নিয়োগ করিতেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে আমি অশেষবিধ কৌশল বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। গো-লক্ষণ, গো-চরিত এবং তাহাদের শুভ ও অশুভ সমুদয়ই আমার বিদিত আছে। যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, আমি এইরূপ শুভলক্ষণ-সম্পন্ন বৃষভ-সকলকে জ্ঞাত আছি। হে মহারাজ! গোচর্য্যায় আমার সবিশেষ প্রীতি আছে, অতএব আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছি। হে রাজন! আমি এইরূপে অজ্ঞাতবেশে বিরাটরাজের তুষ্টিসাধন করিব।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সহদেব! আমাদিগের প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী জননীর ন্যায় পালনীয়া ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয়া। ইনি কিরূপ কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় কালাতিপাত করিবেন? এই পতিপরায়ণা সুকুমারী রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী অন্যান্য নারীর ন্যায় কোনো প্রকার কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। ইনি আজন্মকাল কেবল মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্রের বিষয়ই সম্যক জ্ঞাত আছেন।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “মহারাজ! লোকে শিল্পকর্ম্মসম্পাদনার্থে কিঙ্করী নিযুক্ত করিয়া থাকে। সৎকুলসম্ভূত রমণীরা কদাচ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে; অতএব আমি কেশসংস্কারকুশল সৈরিন্ধ্রী বলিয়া তথায় আপনার পরিচয় প্রদান করিব এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, পূর্ব্বে আমি কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের আলয়ে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। হে রাজন! আমি এইরূপে আত্মগোপনপূর্ব্বক রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিব। আমি উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন। অতএব এক্ষণে আপনি আমার নিমিত্ত আর মনস্তাপ করিবেন না।”

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে কৃষ্ণে! তুমি উত্তমই কহিয়াছ। অতি মহন্দ্রবংশে তোমার জন্ম হইয়াছে এবং তুমি সতত সদাচারেই নিরত থাক, কদাচ পাপাচারে প্রবৃত্ত হও না; অতএব দেখিও যেন বিপক্ষগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইও না; যেন সেই পাপাচারপরায়ণ ধূর্ত্তেরা পুনরায় সুখী হয় না।”

৪র্থ অধ্যায়

পাণ্ডবগণের প্রতি ধৌম্যবর্ণিত রাজগৃহবাসের উপযোগী উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “তোমরা বিরাট-রাজ্যে যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, তাহা কহিলে; আমিও স্বয়ং যাহা করিব, তাহা কহিয়াছি। এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য দ্রৌপদীর পরিচারিকা, সূত ও পৌরোগবগণ সমভিব্যাহারে দ্রুপদরাজভবনে গমনপূর্ব্বক আমাদিগের অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সকলে রথ লইয়া অবিলম্বে দ্বারকা নগরীতে গমন

করুন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই কহিবেন যে, পাণ্ডবেরা আমাদিগকে দ্বৈতবনে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমরা তাহা বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহি।”

অনন্তর পাণ্ডবেরা পরস্পর এইরূপ অবধারিত করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য তাঁহাদিগকে সস্নেহসম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পাণ্ডবগণ! তোমরা ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, যান, প্রহরণ ও অগ্নিবিষয়ক কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিলে; এক্ষণে যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে সতত দ্রৌপদীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তোমরা লোকবৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছ, কিন্তু বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান করা সুহৃদ্বর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে ইহাকেই সনাতন ধর্ম্ম ও অর্থ-কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।

“হে পাণ্ডবগণ! তোমরা রাজকুলে বাস করিবে, অতএব আমি রাজকুলের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যে ব্যক্তি রাজকুলের সমস্ত অবগত হইয়াছে, তথায় তাহাকেও অতি ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়। তোমরা সম্মানিত হও বা অপমানিতই হও, যেরূপে হউক, ছদ্মবেশে তথায় এক বৎসর অতিক্রম করিবে। পরে চতুর্দ্দশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পরিবে। হে পাণ্ডুনন্দনগণ! রাজভবনস্থ ব্যক্তির কোন বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইলে, অগ্রে ভূপালের অনুমতি লইবে; রহস্য বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না এবং যথায় অন্যে পরাভব করিতে না পারে, এইরূপ স্থানে অবস্থান করিবে। যে ব্যক্তি ‘আমি মহারাজের প্রিয়’ এই মনে করিয়া তদীয় যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ বা রথে আরোহণ না করেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। যথায় উপবিষ্ট হইলে দুষ্ট লোকেরা আশঙ্কা করিবে, তথায় কদাচ উপবেশন করিবে না। ভূপাল জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসরক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয়। নৃপতিগণ অনৃতবাদী মনুষ্যের প্রতি সঙ্গতত ঈর্ষা প্রকাশ ও মিথ্যাভাষী মন্ত্রীকে নিয়ত অবমাননা করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ রাজমহিষী, অন্তঃপুরচারী, রাজার দ্বেষ্য ও তাঁহার অহিতকারী ব্যক্তিগুণের সহিত মৈত্রী করবেন না। রাজার সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এইরূপে রাজার পরিচর্য্যা করিলে কদাচ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। উন্নত-পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত ও নিয়োজিত না হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুরোধে জাত্যন্ধের [জন্মান্ধ] ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতাও মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে ভূপাল আর তাহাকে সমুচিত সমাদর করেন না। অগ্নি ও দেবতার ন্যায় রাজার উপাসনা করিবে। মিথ্যাবাদী মনুষ্যকে রাজা অবশ্যই বিনাশ করিয়া থাকেন। প্রমাদ, গর্ব্ব ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়-স্থলে যাহা স্বামীর হিত ও প্রিয়কর মনে হয়, তাহাই বর্ণনা করিবে। যে স্থলে হিতকর প্রিয়বাক্য নিতান্ত দুর্লভ, সে স্থলে প্রভুর প্রিয়বাক্য উপেক্ষা করিয়া হিতবাক্য বলাই কর্ত্তব্য। কদাচ স্বামীবাক্যের প্রতিকূলাচরণ করিবে না এবং অপ্রিয় ও অহিত কথা তাহার নিকট বর্ণনা করিবে: না। পণ্ডিত ব্যক্তি আপনাকে প্রভুর অপ্রিয়পাত্র মনে করিয়া তাহার সেবা করেন ও সর্ব্বদা অপ্রমত্ত-চিত্তে তাহার হিত ও

প্রিয়কার্য্যে তৎপর হয়েন। যে ব্যক্তি প্রভুর অনিষ্টচেষ্টা, তাঁহার অহিত্যাচারীদিগের সহবাস ও অনধিকারচর্চায় পরাঙ্মুখ হয়েন, তিনি রাজকুলে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্রে। পণ্ডিতেরা রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন, অস্ত্রশস্ত্রধারী রক্ষকগণ তাঁহার পশ্চাদভাগে থাকিবে এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ আসন বিন্যস্ত থাকিলে তথায় উপবেশন করা নিষিদ্ধ।

"কোন গূঢ় বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেও তাঁহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবে না। তাহা হইলে সামান্য ব্যক্তিদিগেরও অবিশ্বাসভাজন হইতে হয়। রাজারা যদি মিথ্যাকথা বলেন, তাহা অন্যের নিকট কদাচ প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা মিথ্যাবাদীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন এবং পণ্ডিতভিমানী লোকদিগকে ঘৃণা করেন। "আমি বীর বা বুদ্ধিমান এই বলিয়া কদাচ রাজার নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। যিনি অপ্রমত্তচিত্তে সতর্কতাপূর্ব্বক রাজার প্রিয় ও হিতকার্য্য করেন, তিনিই তাঁহার প্রণয়াস্পদ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নানাবিধ ভোগসুখে কালব্যাপন করিতে পারেন। দেখ, যাঁহার কোপে অশেষ ক্লেশ এবং প্রসাদে মহাফললাভ হয়, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার অনভিমত কার্য্যানুষ্ঠান করে?

"রাজসভায় স্থিরভাবে সমাসীন থাকিবে, হস্ত, পদ ও ওষ্ঠ প্রভৃতি সতত সঞ্চালন করিবে না; উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না এবং অতিগোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে। কোন কোন প্রকার হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে হৃষ্ট হইয়া অতি-হাস্য ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক হাস্যসংবরণ এই উভয়ই বিরুদ্ধ। অতিহাসে উন্মত্ততা ও হাস্যসংবরণে গাম্ভীর্য্যপ্রকাশ করা হয়, এই নিমিত্ত তৎকালে মৃদু হাস্য করা কর্ত্তব্য। যিনি লাভে হৃষ্ট ও অপমানে দুঃখিত হয়েন না এবং সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত থাকেন, তিনিই রাজভবনের উপযুক্ত পাত্র। যে পণ্ডিত অমাত্য সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের স্তব-স্তুতি করেন তিনি চিরকাল প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণবশতঃ নিগৃহীত হইয়াও রাজার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদলাভ করিতে পারেন। যিনি রাজার নিকট উপজীবিকা লাভ ও তাঁহার বিষয়ে বাস করেন, তিনি সতত ভূপতির সমক্ষে এবং পরোক্ষে তদীয় গুণানুবাদ করিবেন। যে অমাত্য বলপূর্ব্বক বিষয়ভোগ করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরকালমধ্যে পদচ্যুত হয়েন এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না এবং রাজাকে সর্ব্বদা শিক্ষা-প্রদানে সমুদ্যত হইবে না। যে ব্যক্তি বলবান, আন্নান, সত্যবাদী, মৃদু ও শান্ত হইয়া সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় ভূপতির অনুগত হইতে পারেন তিনিই রাজকুলের উপযুক্ত। প্রভু অন্য ব্যক্তিকে কোনো কার্য্যে নিয়োগ করিলে যিনি 'কি করিব' বলিয়া সেই কর্ম্মে অগ্রসর হয়েন, তিনিই রাজভবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র। যিনি ভূপতি-কর্ত্তৃক গূঢ় বা প্রকাশ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তৎসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবেন। যিনি প্রবাসিত হইয়া পরমপ্রণয়াস্পদ পুত্র, কলাত্র প্রভৃতি স্মরণ করেন না এবং সুখের নিমিত্ত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত। কদাচ রাজার সদৃশ বেশ-ভূষা করিবে না, তাহার সমীপে অতিহাস্য করিবে না এবং মন্ত্রণা বহু ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবে: না। অর্থস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করবে। কারণ, কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে বন্ধন অথবা প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রভু

যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোনো প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিবেন, তাহাই সতত ধারণ করিবে। এইরূপে সাবধানে কালাতিপাত করিতে পারিলে রাজার প্রিয়পাত্র হওয়া যায়।

"হে পাণ্ডবগণ! সম্প্রতি তোমরা প্রযত্নাতিশয় সহকারে এইরূপে চিত্ত সংযত করিয়া আপনাদিগের সুশীলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিরাট-নগরে সংবৎসরকাল অতিবাহিত কর। অনন্তর আপনাদিগের রাজ্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না। মাতা কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন আপনার ন্যায় সদুপদেষ্টা আর কেহই নাই। অতএব এক্ষণে আমরা কিরূপে এই দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইব, কিরূপে প্রস্থান করিব ও কিরূপেই বা আমাদিগের জয়লাভ হইবে, তাহার উপায়বিধান করুন।"

দ্বিজোত্তম ধৌম্য যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রস্থানোচিত সমুদয় আয়োজন করিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজ্যলাভ, সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সেই অগ্নি ও তপোধন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে অগ্রে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে পর ধৌম্য অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া পাঞ্চালনগরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পূর্বোক্ত লোকেরা যাদবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক সুসংবৃত হইয়া অশ্ব-রথ রক্ষা করিয়া পরম-সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

৫ম অধ্যায়

বৃক্ষশাখায় অস্ত্রসংস্থাপনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের বিরাটনগরে প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর স্বরাজ্যলিপ্সু শ্মশ্রুধারী পাণ্ডবগণ গোধূলিঙ্গুলিত্রাণবন্ধন এবং ধনু, খড়গ, অন্যান্য আয়ুধ ও তূণ গ্রহণপূর্ব্বক পদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ-তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কখনো বা গিরিদুর্গে, কখনো বা বনদুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক মৃগয়া করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে দশার্ণদেশের উত্তর, পাঞ্চালদেশের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূরসেনের মধ্য দিয়া মৎস্যদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দ্রুপদনন্দিনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! নানাবিধ ক্ষেত্র ও এই পথসমুদয়ের অবস্থা দৃষ্টিগোচর করিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মৎস্যরাজের রাজধানী অতি-দূরবর্তী হইবে আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি; অতএব এই রাত্রি এই স্থানে অবস্থান করুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! তুমি যত্নসহকারে পাঞ্চালীকে বহন কর। যখন অরণ্য অতিক্রম করিয়াছি, তখন একেবারে রাজধানীতে গিয়া অবস্থিতি করিব।" গজরাজতুল্য অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিয়া দ্রুত পদসঞ্চারে গমন করিয়া বিরাট-নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়া অবতারিত করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে পার্থ! এই আয়ুধ-সকল কোথায় রাখিয়া পুর প্রবেশ করিব? যদ্যপি আমরা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে সমুদয় লোক সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইবে। তোমার গাণ্ডীবধনু লোকমধ্যে কাহারও অবিদিত নাই;

ইহা গ্রহণ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে মনুষ্যমাত্রেই আমাদিগকে চিনিতে পরিবে। যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে অজ্ঞাতবাসসময়ে এক ব্যক্তি জানিতে পরিলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “মহারাজ! এই পর্ব্বতশৃঙ্গে এক দুরারোহ শমীবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহার শাখাসকল অতি ভয়ঙ্কর; বিশেষতঃ উহা শ্মশানের সমীপবর্ত্তী ও হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যে পরিবৃত। বোধ হয়, উহার সমীপে এমন কেহ নাই যে আমরা উহাতে অস্ত্রগুলি সংস্থাপিত করিবার সময় তাহার দর্শনপথে নিপতিত হইব। অতএব ঐ শমীবৃক্ষে আয়ুধ সমস্ত সংস্থাপন করিয়া নগরপ্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্যরূপে কালযাপন করিব।”

ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে এই প্রকার কহিয়া শস্ত্র-সংস্থাপন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি যাহা দ্বারা একরথে সমুদয় দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজিত এবং সুসমৃদ্ধ জনপদ সকল আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই গভীর-নিস্বন, অরাতিবলনিসূদন গাণ্ডীবশরাসন মৌর্ব্বীশূন্য [জ্যা-ছিলা] করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যে ধনু দ্বারা কুরুক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে অক্ষয় গুণ বিশ্লেষিত করিলেন। মহাবল ভীমসেন যদ্বারা পঞ্চাল-জনপদ পরাজিত ও দিগ্বিজয়কালে একাকী ভুরি ভুরি অরাতিগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন, বজ্রাহত পর্ব্বত-বিস্ফোটের ন্যায় যাহার বিস্ফারধ্বনি শ্রবণ করিয়া সপত্নগণ [শত্রু] রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিত, যাগার প্রভাবে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ পরাভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই শরাসন হইতে জ্যাপাশ অবতারিত করিলেন। যিনি কুলে, রূপে অনুপম বলিয়া নকুল নামে প্রসিদ্ধ, সেই ইন্দ্রসদৃশ, মিতভাষী, মাদ্রীনন্দন যে শরাসন দ্বারা পশ্চিমদিক পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও মৌর্বী অপাকৃষ্ট [খুলিয়া রাখা] হইল। দক্ষিণাচার-পরায়ণ সহদেব যে ধনু দ্বারা দক্ষিণদিক পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও তাহা হইতে গুণাপাশি বিযোজিত করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধনু এবং সুদীর্ঘ খড়গ, মহামূল্য তূণ ও ক্ষুরধার শর-সমুদয় একত্র সঙ্কলিত হইল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে কহিলেন, “বীর! তুমি এই শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র উহাতে সংস্থাপন কর।”

তখন নকুল সেই শমী-বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক উহার যে যে স্থানে বক্রভাবে বারিবর্ষণ হয়, সেই সেই স্থানে গাণ্ডীব প্রভৃতি পাঁচখানি ধনু ও অস্ত্র সুদৃঢ় পাশ দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

লোকে শবদুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দূর হইতে এই বৃক্ষ পরিহার করিবে, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবগণ সেই শমীবৃক্ষে একটি মৃতশারীর বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং গোপাল ও মেষপাল প্রভৃতি সকলের নিকটে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যে, আমরা পূর্ব্বাচরিত্র কুলধর্ম্মানুসারে অশীতিবর্ষবয়স্কা গতাসু প্রসূতিকে ইহাতে বন্ধন করিয়া রাখিলাম।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের পঞ্চজনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটি গূঢ় নাম রাখিয়া কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতসারে [প্রচ্ছন্নভাবে] অতিবাহন করিবার নিমিত্ত নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

৬ষ্ট অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রমণীয় বিরাটনগরে গমনপূর্ব্বক মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন। “হে যশোদানন্দিনী, নারায়ণপ্রণয়িনি, কুলবিবর্দ্ধিনি, কংসধ্বংসকারিণি, অসুরবিনাশিনি, ভগবতি, বরদে, কৃষ্ণে! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ, বাসুদেবের ভগিনী। দুর্দান্ত কংস বলপূর্ব্বক আপনাকে আকর্ষণ করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে আপনি অনায়াসে তাহার হস্ত হইতে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। হে ভুবনেশ্বরি! আপনি দিব্য বস্ত্র ও মাল্যে বিভূষিত হইয়াছেন। আপনার করতলে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও খেটক শোভা পাইতেছে। হে ত্রৈলোক্যতারিণি! যাঁহারা ভূভার অবতারণ জন্য কায়মনোবাক্যে আপনাকে স্মরণ করেন, আপনি দুস্তর পাপপঙ্ক হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দেবীকে সন্দর্শন করিবার মানসে পুনরায় বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন, “হে বালার্কসদৃশে, চতুর্ভুজে, চতুর্ব্বক্ত্রে, ময়ুরপিচ্ছবলয়ে, পীনপয়োধরে, পৃথুনিতস্বিনি, কেয়ূরাঙ্গধারিণি দেবি! আপনি লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। আপনার মুখমণ্ডল চন্দ্র-মণ্ডল বিস্পর্দ্ধী [চন্দ্রকান্তির ন্যায় স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল], শ্রবণযুগল সুবর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত, মুকুট অতি বিচিত্র এবং কেশপাশ পরম-রমণীয়। হে নানা-আয়ুধধারিণি! আপনার বিপুল বাহু শক্রধ্বজসদৃশ। আপনি ভুজঙ্গভোগরূপ মেখলাদামে বিভূষিত হইয়া বিষধরপরিদৃত মন্দগিরির শ্রী ধারণ করিয়াছেন। শিখিপিচ্ছবিনির্ম্মিত উন্নত ধ্বজদণ্ডে আপনার কি অনির্ব্বাচনীয় শোভা হইয়াছে। হে ত্রিদশেখরি! আপনি কৌমারব্রত ধারণপূর্ব্বক সুরলোক পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রিদশগণ নিরন্তর আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন। আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাসুর বরদা ও সংগ্রামে বিজয়প্রদা; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, কৃপা করিয়া আমাকে বিজয় দান করুন। হে সীধু [মদ্য] মাংসপশুপ্রিয়ে, কামচারিণি! নগেন্দ্র বিদ্যাচল আপনার শাশ্বত বাসস্থান, আপনি যাত্রা করিলে ভূতগণ আপনার অনুগমন করে [প্রলয়ে ব্রহ্মাদি সর্ব্ব-জীব আপনাতে লীন হয়]। হে কালি! হে মহাকালি। যাহারা ভারাবতরণমানসে প্রভাতে আপনার স্মরণ ও প্রণাম করেন, তাহাদিগের ধনপুত্রলাভ দুর্লভ হয় না। হে দুর্গে। আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দুর্গ বলিয়া থাকে। কান্তারে অবসন্ন, জলধিজলে নিমগ্ন ও দস্যুহস্তে নিপতিত জনের আপনিই একমাত্র গতি। হে দেবি! জলপ্রতরণে [জলযানে], কান্তারে ও অটবীতে বিপন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে স্মরণ করিলে আর অবসন্ন হইতে হয় না। হে সুরেশ্বরি! আপনি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, সন্ততি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না কান্তি, ক্ষমা ও দয়া। আপনার পূজা করিলে নরের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় কিছুই থাকে না। হে ভক্তবৎসল, শরণাগতপালিকে, দুর্গে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।’

যুধিষ্ঠিরের দেবীসাক্ষাৎকার-রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ বরলাভ

দেবী রাজার এবংবিধ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজন! আমার প্রসাদে অচিরকালমধ্যে তোমার সংগ্রামে বিজয়লাভ হইবে। তুমি নিখিল কৌরববাহিনী পরাজয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীতিমনে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবে এবং তোমার সৌখ্য ও আরোগ্য লাভ হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! যে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিরা আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রাজ্য, আয়ূ অপূর্ব্ব দেহ এবং পুত্র প্রদান করি। যাহারা প্রবাস, নগর, শত্রুসঙ্কট, সংগ্রাম, কান্তার, গহনকানন, পর্ব্বত ও সাগর প্রভৃতি দুর্গম স্থলে বিপন্ন হইয়া এইরূপে আমাকে স্মরণ করে তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের সমুদয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। হে পাণ্ডবগণ! আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তোমরা বিরাট-নগরে অবস্থিতি করিলে তত্রত্য লোক ও কৌরবেরা কেহই তোমাদিগকে জানিতে পরিবে না।'"

দেবী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।

৭ম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের দ্যূতকরবেশে বিরাটরাজ-সভাপ্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মহাবিষ, আশীবিষের ন্যায় দুরাসাদ, কুরুবংশাবতংস মহানুভব, রাজা যুধিষ্ঠির বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় অক্ষগুটিকাসকল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সভাস্থ বিরাটরাজের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অপূর্ব্ব রূপ ও বলপ্রভাবে সাক্ষাৎ অমরের ন্যায়, নিবিড় জলদজালজড়িত সূর্য্যের ন্যায় ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বিরাটরাজ আচিরকালমধ্যে অভ্রপটলসংবৃত সুধাংশু-সদৃশ সভাগত যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সূত, বৈশ্য ও অন্যান্য সভ্যদিগের জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সভাসদগণ! যিনি প্রথমে আগমন করিয়া রাজার ন্যায় সভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, উনি কে? উনি ব্রাহ্মণ নহেন, আমার বোধ হয়, কোন রাজা হইবেন; উহার সমভিব্যাহারে দাস, রথ ও হস্তী কিছুই নাই। তথাচ উনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যেমন মদমত্ত বারণ অকুতোভয়ে নলিনীর সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ ইনিও আমার নিকট অসঙ্কুচিতচিত্তে আগমন করিতেছেন। যাহা হউক, ইহার আকারপ্রকারদর্শনে উহাকে রাজা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।"

বিরাটরাজ এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ-জাতি, সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জীবিকালাভের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। মানস করিয়াছি, এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কার্য্যসংসাধন করিব।" তখন বিরাটরাজ সাতিশয় প্রহৃষ্টমনে স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, "তাত! তোমাকে নমস্কার! এক্ষণে তুমি কোন রাজার রাজধানী হইতে আগমন করিতেছ, তোমার

নাম ও গোত্র কি এবং তুমি কি কি শিল্পকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক, এই সমস্ত সত্য করিয়া বল।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহারাজ! আমি ব্যাঘ্রপদী গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ; আমার নাম কঙ্ক। পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়সখা ছিলাম, দ্যূতে আমার সবিশেষ নিপুণতা আছে।”

বিরাট কহিলেন, “আমি তোমার প্রার্থনা-পূরণে সম্মত আছি। তুমি মৎস্যদেশ শাসন কর। আমি তোমার একান্ত বশংবদ। দ্যূতানুরক্ত ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় পাত্র; অতএব তুমিও আমার প্রিয় ও রাজ্যলাভে সম্যক উপযুক্ত।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহারাজ! আমি নীচ লোকের সহিত কখনই দ্যূতক্রীড়া করিব না এবং আমি যাহাকে পরাজয় করিব, সে আমার ধনলাভে কদাচ অধিকারী হইবে না। আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার এই প্রার্থনায় সম্মত হইন।” বিরাট কহিলেণ, “আমি তোমার অহিতকারী ব্রাহ্মণকে বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব এবং অন্যে তোমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণনাশ করিব।”

“হে জনপদবর্গ। তোমরা সকলেই সমাগত হইয়াছ, এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করা। অদ্যাবধি প্রিয়-সখা কঙ্ক আমার ন্যায় সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।” অনন্তর ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষি।টপাত করিয়া কহিলেণ, “সখে! আমি তোমার সহিত একযানে আরোহণ করিব এবং আমার ন্যায় তোমারও প্রচুর বস্ত্র ও অপর্য্যাপ্ত পান-ভোজন লাভ হইবে। আমি গৃহের দ্বার-সকল উদঘাটন করিয়া দিতেছি। তুমি সর্ব্বদাই বাহ্যান্তর [বাস—বহির্দ্ধার, আন্তর—অন্তঃপুর] পর্য্যবেক্ষণ করিবে। যদি জীবিকালাভে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট কেহ কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহ তাহার মনোরথ পূর্ণ করিব। আমার সন্নিধানে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।”

হে মহারাজ! এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাটের সহিত সমাগত হইয়া পরম-সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, কেহই তাঁহার এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারিল না।

৮ম অধ্যায়

পাচকবেশে ভীমের প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন সকললোকবিকাশী প্রভাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া অসিতবসন [কৃষ্ণবস্ত্র] পরিধান এবং করে কোষনিষ্কাশিত অসিতাঙ্গ আসি [মাংস কর্ত্তনার্থ তীক্ষ্ণাসু অস্ত্র], মন্থদণ্ড ও দর্বী ধারণপূর্ব্বক সূপকারবেশে মৎস্যরাজ-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ ভূপতিসন্নিভ অন্তিকাগত কুন্তীকুমারকে অবলোকন করিয়া সমাগত জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, “ঐ যে সিংহসদৃশ উন্নতস্কন্ধ, সূর্য্যসদৃশ পরম রূপবান, অদৃষ্টপূর্ব্বক যুবা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, উনি কে? আমি সবিশেষ করিয়াও উহার অভিসন্ধি স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব তোমরা

অবিলম্বে উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। উনি গন্ধর্ব্বরাজ হউন, বা দেবরাজই হউন, আমি বিচার না করিয়া ইঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব।”

তাহারা মৎস্যরাজের আদেশানুসারে দ্রুত পদসঞ্চারে ভীমসেন-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সমুদয় রাজবাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা বৃকোদার তাহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর না করিয়া বিরাটের সন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক অসঙ্কুচিতবাক্যে কহিলেন, “মহারাজ! আমি সূপকার, আমার নাম বল্লব। আমি অতি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি। আমাকে গ্রহণ করুন।”

বিরাট কহিলেন, “হে বল্লব! তোমাকে সুররাজের ন্যায়, নররাজের ন্যায় রূপলাবণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন দেখিয়া সূপকার বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না।”

ভীম কহিলেন, “নরেন্দ্র! আমি সূপকার, আপনার পরিচারক। পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সুপাধিকারে [রন্ধনাগারে] নিযুক্ত ছিলাম। আমি কেবল সুপকার্য্যে পারদর্শী নহি, আমার তুল্য বাহুযোদ্ধা বলবানও অতিদুর্লভ। আমি সর্ব্বদা হস্তী ও সিংহের সহিত সংগ্রাম করিতাম; এক্ষণে নিরন্তর আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনা করিব।”

বিরাট কহিলেন, “বল্লব! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিলাম। তুমি মহানসে অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু এ প্রকার কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি সসাগরা ধরামণ্ডলের অধিকারযোগ্য। যাহা হউক, তুমি আত্মকামনানুসারে মহানসে নিযুক্ত হইলে। আমি তোমাকে তত্রস্থ সমস্ত অধিকৃতবর্গের উপরে আধিপত্য প্রদান করিলাম।”

ভীমসেন এইরূপে মহানসে নিযুক্ত হইয়া বিরাটনৃপতির সাতিশয় প্রতিভাজন হইলেন। তত্রস্থ পরিচারক বা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই।

৯ম অধ্যায়

পরিচারিকাবেশে দ্রৌপদীর প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অসিতালোচনা দ্রৌপদী নীল সূক্ষ্ম, সুকোমল ও সুদীর্ঘ কেশপাশ বেণীরূপে বন্ধন এবং অতিমাত্র মলিন একমাত্র বসন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীবেশে দীনভাবে গমন করিতে লাগিলেন। নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রী লোকেরা দ্রুতপদে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া ‘তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি?’ বারংবার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন দ্রৌপদী তাহাদিগকে কহিলেন, “আমি সৈরিন্ধ্রী, যদি কেহ আমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন, আমি তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিব, এই নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি।” কিন্তু তাহারা অসামান্য রূপলাবণ্য, বেশবিন্যাস ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী তাহাকে তাদৃশ রূপবতী, অনাথা ও একবসনা দেখিয়া নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্রে! তুমি কে ও তোমার অভিলাষই বা কি?” দ্রৌপদী কহিলেন, “আমি সৈরিন্ধ্রী; যিনি

আমাকে নিযুক্ত করিবেন, আমি সচারুরূপে তাঁহার কর্ম্মসম্পাদন করিব, এই কারণেই এ স্থানে আগমন করিয়াছি।”

সুদেষ্ণা কহিলেন, “হে ভাবিনি! তুমি যে প্রকার কহিতেছ, তোমার ন্যায় কামিনীগণের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভব হয় না। ফলতঃ তুমিই নানাবিধ দাসদাসীগণের নিয়োগ্যা। তোমার গুল্ফভাগ অনুচ্চ, উরুদ্বয় সংহত, নাভিপ্রদেশ অতি গভীর, নাসিক উন্নত, অপাঙ্গ, কর, চরণ, জিহ্বা ও অধর লোহিতবর্ণ বাক্য হংসের ন্যায় গদগদ, কেশীকলাপ অতি মনোহর, অঙ্গ শ্যামলবর্ণ, নিতম্ব ও পয়োধর নিবিড়তম, পক্ষ্ম[চক্ষুর পাতার লোম]রাজি কুটিল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, শিরা-সকল অদৃশ্য এবং মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রমণীয়। তুমি কাশ্মীর-তুরঙ্গীর ন্যায় এবং পদ্মাপলাশলোচনা কমলার ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ। হে ভদ্রে! তোমাকে পরিচারিণী বলিয়া কোন প্রকারেই বোধ হইতেছে না। তুমি যক্ষরমণী কি দেবকামিনী? গন্ধর্বী কি অপ্সরা? ভুজঙ্গবনিতা কি এই নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? বিদ্যাধরী বা কিন্নরী অথবা স্বয়ং রোহিণীঃ অলম্বুষা কি মিশ্রকেশী? পুণ্ডরীকা কি মালিনী? অথবা তুমি ইন্দ্রাণী, বারুণী, বিশ্বকর্ম্মর পত্নী, ব্রাহ্মাণী কি অন্যান্য দেবকন্যাগণের অন্যতমা হইবে? যাহা হউক, তুমি কে, বল।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “আমি দেবী, গন্ধর্বী, অসুরী বা রাক্ষসী নাহি। সত্য কহিতেছি, আমি সৈরিন্ধ্রী। আমি কেশসংস্কার বিলেপন, পেষণ এবং মল্লিকা, উৎপল, কমল ও চম্পক প্রভৃতি কুসুমকলাপের বিচিত্র মাল্য গ্রন্থন করিয়া থাকি। প্রথমে কৃষ্ণপ্রিয়তমা সত্যভামা, তৎপরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী দ্রুপদকুমারীর সেবা করিয়াছিলাম। সেই সেই স্থানে সমুচিত অশন-বসন সহকারে পরমসুখে কালযাপন করিতাম। স্বয়ং দেবী আমাকে মালিনী বলিয়া আহ্বান করিতেন। আজি আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি।”

সুদেষ্ণা কহিলেন, “হে কল্যাণি! আমি তোমাকে মস্তকে স্থান দান করিতে পারি; কিন্তু ভয় হয়, পাছে রাজা সর্ব্বান্তঃকরণে

তোমার নিমিত্ত চঞ্চল হয়েন। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, এই রাজকুল ও আমার গৃহবাসিনী রমণীগণ মোহিত হইয়া অনন্যমনে তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখ আমার আলয়জাত তরুজাত তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবনত হইতেছে। হে নিবিড়নিতস্বিনি! বিরাটরাজ তোমার অলৌকিক অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাতন্তঃকরণে তোমাতেই অনুরক্ত হইবেন। হে তরলায়তলোচনে! তুমি যে পুরুষের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিবে অথবা তুমি সতত যাহার নেত্রপথে নিপতিত হইবে, সে অবশ্যই অনঙ্গশরের বশবর্তী হইবে। মনুষ্য যেমন আত্মহত্যার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করে, তোমাকে রাজগৃহে স্থানদান করা আমার পক্ষে সেইরূপ। ফলতঃ তোমাকে স্থানদান করা কর্কটীর গর্ভধারণের ন্যায় আমার মৃত্যুস্বরূপ [কাঁকড়া—গর্ভধারণ করিলেই কাঁকড়ার মৃত্যু হয়—প্রসবের দ্বার না থাকায় প্রসবকালে পেট ফাটিয়া যায়।] হইবে।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে ভাবিনি! বিরাট বা অন্য কোন পুরুষ আমাকে লাভ করিতে সমর্থনহেন। পাঁচ জন যুবা গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী। তাঁহারা কোন মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বরাজের তনয়। ঐ পাঁচ জন সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান না করেন এবং পাদপ্রক্ষালন না করান, আমার পতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন

হয়েন। যে পুরুষ ইতরকামিনীর ন্যায় আমার প্রতি লোভপরবশ হয়, তাহাকে সেই রাত্রেই শমনসদনে গমন করিতে হয়। কোন পুরুষ আমাকে স্বধর্ম্ম হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থনহে। আমার প্রিয়তম গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।”

সুদেষ্ণা কহিলেন, “হে আনন্দবর্দ্ধিনি! তোমার অভিলাষানুরূপ বাস প্রদান করিব। তোমাকে কদাচ কাহারও চর্বিত বা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে হইবে না।”

হে জনমেজয়! পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনী এইরূপে বিরাটভার্য্যা কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়া বিরাটনগরে বাস করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাকে চিনিতে পারিলেন না।

১০ম অধ্যায়

গোপবেশধারী সহদেবের বিরাটরাজসভাপ্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেবও অনুত্তম গোপবেশ ধারণ ও তাহাদিগের ভাষা অভ্যাস করিয়া বিরাটের নিকট গমন করিলেন। তিনি রাজভবনসমীপবর্তী গোষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা তাঁহাকে নয়নগোচর করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজ সমাগত প্রদর্শনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাত! আমি পূর্ব্বে তোমাকে কখন দেখি নাই। তুমি কাহার পুত্র, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং তোমার অভিপ্রায়ই বা কি, সমুদয় যথার্থকরিয়া বল।”

তখন সহদেব জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, “মহারাজ! আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি কৌরবদিগের গোসংখ্যাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সম্প্রতি রাজসিংহ পাণ্ডবেরা কোথায় গিয়াছেন, কিছুই জানি না, আমিও বিষয়কর্ম্মশূন্য হইয়া জীবনধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ; অতএব আপনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, আপনার নিকট থাকিতে অভিলাষ করি; অন্য রাজার নিকট যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না।”

বিরাটরাজ কহিলেন, “হে অমিত্রকর্ষণ [অরিমর্দ্দন—শত্রুমর্দ্দনকারী]! তুমি যথার্থরূপ আত্মপরিচয় প্রদান কর; তোমার আকৃতিদর্শনে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণ অথবা আসমুদ্রক্ষিতীশক্ষত্রিয় হইবে। বৈশ্যের কর্ম্মকরা তোমার উচিত হয় না। তুমি কোন রাজার রাজ্য হইতে আসিয়াছ, কি কি শিল্পকর্ম্ম জান, সর্ব্বদা কিরূপে আমার নিকট বাস করিবে এবং কিরূপ বেতনই বা প্রার্থনা কর?”

সহদেব কহিলেন, “পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অষ্টশত সহস্র গো অন্যের দশ সহস্র ও অপরের বিংশতি সহস্র ধেনু ছিল। আমি সেই সকল ধেনুর সংখ্যা করিতাম, লোকে আমাকে তন্তিপাল বলিত। আমি দশ যোজনের মধ্যস্থিত গো-সমুদয়ের সংখ্যা করিতে পারি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবগত আছি। আমার মুণরাশি মাহাত্মা কুরুরাজের সুবিদিত ছিল, তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রীত ছিলেন। যে সকল উপায় দ্বারা শীঘ্র গোসংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদিগের কোন প্রকার রোগ না জন্মে, তাহা আমার বিদিত। আমি এই

সকল জানি। হে মহারাজ! যে সমুদয় ঋষভের [বৃষের] মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যারও গর্ভ হয়, আমি পূজিতলক্ষণ সেই সকল বৃষকেও চিনিতে পারি।”

বিরাটরাজ কহিলেণ, “আমার পশুশালায় নানাজাতীয় অসংখ্য পশু একত্র অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহার কি গুণ, তাহাও প্রকাশিত হয় নাই, আমি তোমার হস্তে সেই সকল পশু ও পশুগণের ভার সমর্পণ করিতেছি, এক্ষণে উহারা তোমার অধীন হইল।”

নরোত্তম সহদেব এইরূপে রাজার নিকট সুপরিচিত হইয়া পরমসুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহার অভিলাষানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন। অন্য লোকে তাহাকে কোনক্রমেই চিনিতে পারে নাই।

১১তম অধ্যায়

নারী-বেশধারী অর্জ্জুনের প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পরমসুন্দর উন্নতকায় অর্জ্জুন স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং সুদীর্ঘ কেশকলাপ উন্মোচনপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইতে লাগিল। রাজা সেই পরম-তেজঃসম্পন্ন প্রচ্ছন্নরূপী গজেন্দ্রবিক্রম মহেন্দ্র-তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি পূর্ব্বেত কখনই এই রূপ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।" সভ্যেরা কহিলেন, "মহারাজা! ইনি যে কে, আমরা ইহার কিছুই বলিতে পারি না।"

অনন্তর বিরাটরাজ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে মহানুভব! তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং কেশ-কলাপ উন্মোচন করিয়াছ, অথচ পুরুষের ন্যায় শর, শরাসন ও বর্ম্মধারণ করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতেছ; তোমার অমরসদৃশ রূপ ও মাতঙ্গসদৃশ বিক্রম দর্শনে তোমাকে ক্লীব বলিয়া কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না। অতএব তুমি যানে আরোহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ কর। অদ্যাবধি তুমি আমার পুত্র বা আমারই তুল্য হইলে। আমি নিতান্ত বৃদ্ধ, সমস্ত রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি; অতএব তুমিই এক্ষণে মৎস্যদেশ শাসন কর।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! আমি নৃত্য-গীত ও বাদ্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছি; অতএব দেবী উত্তরাকে নৃত্যশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত আমাকে নিয়োগ করুন। আমার নাম বৃহন্নলা। যে কারণে আমি এইরূপ হইয়াছি তাহা আপনাকে আর কি বলিব, উহা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে রাজন! আপনি আমাকে পিতৃ-মাতৃহীন পুত্র বা কন্যা বলিয়া জ্ঞাত হইবেন।" বিরাট কহিলেন, "হে বৃহন্নলে! আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতেছি, তুমি আমার কন্যা ও তদনুরূপ অন্যান্য নারীগণকে নৃত্যপ্রয়োগবিষয়ে সুনিপুণ কর। কিন্তু আমার মতে এই কার্য্য তোমার সমুচিত হয় নাই। তুমি এই সসাগরা ধরাসনের উপযুক্তপাত্র।"

তদনন্তর মৎস্যরাজ অর্জ্জুনের নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি কলাসমূদয়ে বিশেষ নৈপুণ্য সন্দর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া অবিলম্বে স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করাইলেন। পরে তাহাদিগের বাক্যে তাঁহাকে প্রকৃত ক্লাব স্থির করিয়া অন্তঃপুরগমনে অনুমতি করিলেন। তিনি তথায় নিরন্তর বাস করিয়া রাজকুমারী উত্তরা এবং তাঁহার সখী ও পরিচারিকাগণকে নৃত্য-গীত-বাদ্যে সম্যক শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক ক্রমশঃ তাঁহাদিগের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন নর্ত্তকের কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নারীগণের সহিত অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন; বাহ্যাভ্যন্তরচারী পুরুষেরা কেহই এই গুঢ় ব্যাপার অবগত হইতে পারিল না।

১২তম অধ্যায়

অশ্বপালকবেশে নকুলের প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নকুল দ্রুত পদসঞ্চারে মৎস্যরাজের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাকে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বাজিরাজি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মৎস্যরাজ অনুচরগণকে কহিলেন, "এই অমরোপম পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? ইনি যখন আমার অশ্বগণকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই একজন সুবিচক্ষণ হয়তত্ত্ববেত্তা হইবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সত্বর উহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর।"

এমন সময়ে নকুল রাজসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার জয় হউক, আমি নৃপতিগণের অভিপ্রেত হয়তত্ত্ববেত্তা; আপনার অশ্বপাল হইতে বাসনা করি।"

বিরাট কহিলেন, "আমি যান, ধন ও নিবেশন সমুদয় তোমাকে প্রদান করিতেছি; তুমি অশ্বপাল হইবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে আগমন করিতেছ, পূর্ব্বে কোথায় ছিলো, এবং কি কি শিল্পকর্ম্ম জান, তাহার পরিচয় প্রদান কর।"

নকুল কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে অশ্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি অশ্বগণের প্রকৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের শাসন সবিশেষ অবগত আছি। আমার নিকটে কোন বাহন কাতর হইতে পায় না। এবং অশ্বের কথা দূরে থাকুক, আমার নিকটে বড়বা [দুষ্টা ঘোটকী] গণেরও দুষ্টতা সুদূরপরাহত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ব্যক্তি আমাকে গ্রন্থিক বলিয়া আহ্বান করিতেন।"

বিরাট কহিলেন, "আমার যাবতীয় অশ্ব, অশ্বযোজক ও সারথিগণ অদ্যাবধি তোমার অধীন হউক। এক্ষণে যদি এই কার্যই তোমার অভিলষিত হইল, তবে তোমাকে কিরূপ বেতন করিতে হইবে, বল। কিন্তু অশ্ববন্ধন তোমার উপযুক্ত কার্য্য নয়; আমার মতে তুমি ভূপালের উপযুক্ত। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটেও যেরূপ ছিলে, আমার নিকটেও সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইয়া থাক। হায়! এক্ষণে রাজা ভৃত্যবিহীন হইয়া কিরূপে অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন!" গন্ধর্ব্বোপম নকুল এইরূপে বিরাটকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে বাস করিতে লাগিলেন।

হে রাজন! সসাগরা ধরাধীশ্বর পাণ্ডবগণ এইরূপে দুঃখিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা-পূরণের নিমিত্ত বিরাট-নগরে অজ্ঞাতবাস সমাধান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৩তম অধ্যায়

সময়পালনপর্ব্বাধ্যায়-পূর্ব্বসংকল্পিত বৃত্তিতে পাণ্ডবগণের বিরাটপুরে বাস

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহাবীর্য্য পাণ্ডবেরা এইরূপ প্রচ্ছন্নবেশে মৎস্য-নগরে থাকিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা মহাত্মা ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুপ্রসাদে বিরাট-নগরে মৎস্যরাজের পরিচর্যাপূর্ব্বক অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের সভাসদ হইলেন। তিনি রাজা, রাজপুত্র ও সমুদয় সভ্যগণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার অক্ষবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য থাকাতে, যেমন লোকে সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণকে লইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ তিনি প্রতিদিন তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া বিপুল ধনোপার্জনপূর্ব্বক গোপনে ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। ভীমসেন মৎস্যরাজ-প্রদত্ত মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরে যে সকল জীর্ণ-বস্ত্র পাইতেন, তাহা বিক্রয় করিতে আসিয়া অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিতেন। সহদেব গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিতেন। নকুল অশ্বগণের উত্তমরূপ পালন করিয়া রাজপ্রসাদে যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। তপস্বিনী দ্রৌপদী লোকের অজ্ঞাতসারে অতি সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণকে নিরীক্ষণ করিতেন।

এইরূপে মহারথ পাণ্ডবগণ পরস্পরের সাহায্য করিয়া পুর্ণগর্ভস্থিতের ন্যায় অতি কষ্টে বিরাট-নগরে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রের ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সর্ব্বদা দ্রৌপদীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

ব্রহ্মমহোৎসব—মল্লক্রীড়া—জীমূত-মল্লবধ

অনন্তর চতুর্থ মাসে মৎস্য-নগরে সুসমৃদ্ধ ব্রহ্মা-মহোৎসব সমারব্ধ হইল। ঐ মহোৎসবে চতুর্দ্দিক হইতে মহাবলপরাক্রান্ত, মহাকায়, অসুরসন্নিভ, রাজসৎকৃত মল্লগণ সমুপস্থিত হইল। তাহারা নৃসন্নিধানে বারংবার স্ব স্ব অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশপূর্ব্বক পরিচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান, সে সমুদয় মল্লগণকে রঙ্গে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। এইরূপে সমাগত সমস্ত মল্লগণ তদীয় বিক্রম-দর্শনে বিমোহিত হইলে মৎস্যরাজ স্বীয় সূদের [পাচক—ভীমসেন] সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে কহিলেন। ভীমসেন রাজার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কারণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ করিলে স্বীয় বাহুবল প্রকাশিত হইয়া যায়। যাহা হউক, অগত্যা তাঁহাকে যুদ্ধে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনি বিরাটের সৎকার করিয়া শার্দ্দুলের ন্যায় ধীরে ধীরে মহারাঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক কটিবন্ধন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইল। পরে তিনি বৃত্রাসুরসদৃশ বিখ্যাতবিক্রম

মহামল্ল জীমূতকে তথায় আহ্বান করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহোৎসাহ, রঙ্গভূমিগত সেই বীরযুগল ষষ্টিবর্ষীয় মহাকায় মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর উভয়ে প্রহৃষ্ট ও পরস্পর জয়েচ্ছা হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র ও পর্ব্বতপাতের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণতৎপর ও বিজিগীষু হইয়া কখন সাংঘাতিক বাহুপ্রহার, কখন মুষ্ট্যাঘাত, কখন নিদারুণ পদাঘাত, কখন শলাকার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ নখাঘাত, কখন চপেটাঘাত, কখন পাষাণসুদৃঢ় জঘন-প্রহার ও কখন বা মস্তকে মস্তকে সংঘট্টনপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেই বীরযুগল সংগ্রামে পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণপূর্ব্বক জানুপ্রহার করিতে লাগিলেন এবং গভীর-শব্দে পরস্পরকে ভৎসনা করিয়া সুদৃঢ় লৌহ-পরিঘের ন্যায় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, সিংহ যেমন হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ সেই তর্জনগর্জনকারী মল্লকে আকর্ষণপূর্ব্বক ভুজবলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। তদর্শনে সমস্ত মল্ল ও মৎস্যদেশবাসিগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে মহাবাহু বৃকোদার তাহাকে একশতবার ঘূর্ণিত ও বিচেতন করিয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও নিস্পিষ্ট করিলেন।

এইরূপে লোকবিশ্রুত জীমূত বিনিহত হইলে বিরাটরাজ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মৎসরাজ প্রসন্নমনে রঙ্গস্থলে ভীমসেনকে বিপুল বিত্ত প্রদান করিলেন। তৎপরে মহাবীর বৃকোদর ক্রমে ক্রমে সমস্ত মল্প ও বীরপুরুষদিগকে পরাভব করিয়া মৎস্যরাজের পরিমপ্রিয়পাত্র হইলেন। মৎস্যরাজ যখন দেখিলেন যে, তথায় ভীমের তুল্য বীর পুরুষ আর কেহই নাই, তখন তিনি তাঁহাকে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বিরদগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত করিয়া দিলেন।

অনন্তর বৃকোদর রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্ত্রীগণসমক্ষে সিংহ, শার্দ্দুল প্রভৃতি পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সঙ্গীত এবং নৃত্য দ্বারা বিরাটরাজ ও তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। নকুল অশ্বগণকে বিনীত ও গমনবিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া রাজার সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক তাহার নিকট বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। সহদেব কর্ত্তৃক বৃষভগণ অতি বিনীত হইয়াছে দেখিয়া রাজা আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহাকে বহু বিত্ত প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত ক্লিশ্যমান দেখিয়া বিষণ্নমানে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! পুরুষর্ষভ পাণ্ডবেরা এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাটভূপতির কার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সময়পালনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৪তম অধ্যায়

কীচকবধপর্ব্বাধ্যায়—দ্রৌপদীদর্শনে কীচকের কামমোহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্ন হইয়া মৎস্যনগরে বাস করিতে লাগিলেন। দ্রুপদনন্দিনী পরিচারভাজন [দাসীসেবাপ্রাপ্তির যোগ্য] হইয়াও বিরাটমহিষী ও অন্যান্য রমণীগণের পরিচর্য্যা ও সন্তোষসাধনপূর্ব্বক অতি দুঃখে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের দশ মাস অতিক্রান্ত হইল।

একদা বিরাট-ভূপতির সেনাপতি মহাবল কীচক দ্রুপদনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া কন্দপশরের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইল এবং কামাকুলিত-চিত্তে সুদেষ্ণাসমীপে গমন করিয়া সহাস্যবদনে কহিল, "আমি এরূপ সুরূপা কামিনীকে বিরাট-রাজের ভবনে নয়নগোচর করি নাই। যেমন মদিরা গন্ধ দ্বারা উন্মাদিত করে, সেই ভাবিনীর মনোহর রূপ তদ্রূপ আমাকে নিতান্ত মোহিত করিয়াছে। হে শোভনে! এই দেবরূপিণী হৃদয়-গ্রাহিণী কামিনী কে, কাহার কামিনী এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছে, বল। এই বালা আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়া আমাকে নিতান্ত বশংবাদ করিয়াছে। আহা এই অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী যুবতী তোমার পরিচারিকা হইয়া কি অসদৃশ কর্ম্ম করিতেছে! অতএব এ আমার উপর আধিপত্য এবং হস্ত্যশ্বরথসুসমৃদ্ধ প্রভূত পানভোজনসম্পন্ন ও কাঞ্চনময় বিভূষণশালী মদীয় ভবনের শোভাসম্পাদন করুক।"

কীচক সুদেষ্ণাকে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া, জম্বুক যেমন সিংহকন্যার সমীপে গমন করে, তদ্রূপ দ্রুপদাত্মজার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল, "হে কল্যাণি! তুমি কে, কাহার প্রিয়তমা এবং কি নিমিত্তই বা বিরাট-নগরে আগমন করিয়াছ, যথার্থকরিয়া বল। আহা! তোমার কি রূপমাধুরী! কি অনুপম কান্তি! কি মনোহর সুকুমারতা। তোমার মুখমণ্ডল শশাঙ্ক-সদৃশ সুনির্ম্মল, লোচন পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও বাক্য কোকিল-কূজিতের ন্যায় সুমধুর; ফলতঃ তোমার ন্যায় রূপবতী কামিনী কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি লক্ষ্মী কি ভূতি, হ্রী বা শ্রী, অথবা কীর্ত্তি কি কান্তি! সুন্দরি! এই জগতে এমন কে আছে যে, তোমার অনঙ্গবিলাসিনীর ন্যায় রূপ, চন্দ্রের ন্যায় মুখ ও চন্দ্রিকার ন্যায় ঈষৎ হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে? তোমার হারভুষণোচিত কমলকলিকাসদৃশ, কামদেবের কশার ন্যায় পীন পয়োধরযুগল আমাকে নিরন্তর নির্য্যাতন করিতেছে। বলীবিভঙ্গচতুর [বলীদ্বারা বিভক্ত-উপরিভাগে বিন্যস্ত নুদিদ্বারা কাটির ক্ষীণতা], স্তনভারাবনত করাগ্রসম্মিত [গোলাকারে সন্নিবেশিত উভয় করের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমদ্বারা পরিমিত] মধ্যভাগ ও নদীপুলিনসন্নিভ মনোহর জঘনস্থল নয়নগোচর করিয়া আমি দুর্নিবার্য্য কামজ্বরে একান্ত জর্জরিত হইয়াছি। অধিক কি বলিব, দুঃসহ দাবানলসদৃশ কামানল তোমার সমাগম-সংকল্পে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে। অতএব হে বরারোহে! আত্মপ্রদানরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া এই দুর্বিষহ মদনাগ্নি নির্ব্বাণ কর। হে অসিতাপাঙ্গি! তীব্রতর মন্মথশর আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়াছে এবং হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছে, তুমি আত্মপ্রদান করিয়া আমাকে পরিত্রণ কর। হে বিলাসিনি! তুমি বিচিত্র মাল্য ধারণ, বসন পরিধান এবং সমুদয় আভারণে বিভূষিত হইয়া আমার সহিত সমুদয় কাম্যবিষয় উপভোগ কর। তুমি সুখভাজন হইয়া কি নিমিত্ত ঈদৃশ অসুখে কালব্যাপন করিতেছ? এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমার নিকটে থাকিয়া সুস্বাদু পানভোজন প্রভৃতি সৌভাগ্যসুখসম্ভোগ কর। তোমার ঈদৃশ রূপ ও নবীন

বয়স অপরিহিত মালার ন্যায় মনোহর হইয়াও নিরর্থক হইতেছে। হে চারুহাসিনি! আমি তোমার নিমিত্ত সমুদয় পুরাতন প্রণয়িনীগণকে পরিত্যাগ করিব, তাহারা তোমার দাসী হইয়া থাকিবে এবং আমিও দাসের ন্যায় তোমার আজ্ঞাকারী হইব।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সূতপুত্র! আমি কেশসংস্কারিণী সৈরিন্ধ্রী, অতি হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাকে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিও না। বিশেষতঃ পরপত্নী দয়ার পাত্র, অতএব ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পরপত্নীতে অভিলাষ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্যপরিত্যাগই সৎপুরুষগণের প্রধান ব্রত। পাপাত্মা ব্যক্তি অন্যায্য বিষয়ে অভিলাষ করিয়া ঘোরতর অযশ ও মহাদাভয় প্রাপ্ত হয়।"

কীচক পরদারাভিমর্ষণ সর্ব্বলোকবিগাহিত বহুদোষের আকর জানিয়াও কন্দর্পশরের নিতান্ত বশীভূত হইয়া পুনরায় দ্রৌপদীকে কহিল, 'চারুহাসিনি!! আমি তোমার একান্ত বশংবদ ও প্রিয়বাদী, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; করিলে অবশ্যই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। হে সুভ্রু! আমি এই সমুদয় রাজ্যের অধীশ্বর ও অপ্রতিম শৌর্য্যশালী। রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও ভোগে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। হে কল্যাণি! এরূপ সমৃদ্ধ ভোগসকল বিদ্যমান থাকিতে তুমি কিজন্য দাস্যকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ? হে নিতস্বিনি! তুমি এক্ষণে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর, আমি সমুদয় রাজ্য তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগ কর।"

কীচকের কু-প্রস্তাবে দ্রৌপদীর তিরস্কার

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী কীচকের এবম্প্রকার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভৎসনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে সূতপুত্র! মোহাবিষ্ট হইও না, কেন বৃথা জীবন পরিত্যাগ করিবে? দুর্দান্ত পঞ্চ গন্ধর্ব্ব সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার স্বামী। তুমি কখনই আমাকে লাভ করিতে পরিবে না। গন্ধর্ব্বগণ কুপিত হইলে অবশ্যই তোমাকে নিহত করিবেন। সাবধান! মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইও না। তুমি পুরুষগণের অগম্য পথে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন অজ্ঞান বালক এক কূল হইতে অপর কুলে উত্তীর্ণ হইতে ব্যগ্র হয়, তুমি সেইরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ। তুমি যদ্যপি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বা উর্দ্ধপথে অথবা সমুদ্রপারে পলায়ন কর, তথাপি আমার স্বামীগণের সমীপে পরিত্রাণ পাইবে না। তাঁহারা গগনচারী দেবপুত্র। হে কীচক! তুমি কেন বৃথা নির্ব্বন্ধ সহকারে আমাকে প্রার্থনা করিয়া শমনসদনে গমন করিতে বাসনা করিতেছ? যেমন মাতৃক্রোড়স্থিত বালক চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে যায়, তদ্রুপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিতেছ। আমাকে প্রার্থনা করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ কিংবা অন্তরীক্ষে গমন করিলেও তোমার রক্ষা নাই। অতএব সৎপথে নেত্রনিয়োগ করিয়া জীবন রক্ষা কর।"

১৫তম অধ্যায়

দ্রৌপদীপ্রত্যাখ্যাত কীচকের সুদেষ্ণানুরোধ

বৈশম্পায়ন কহিলেণ, মহারাজ! অনন্তরর অনঙ্গশরজর্জরিত দুরাত্মা কীচক রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবী সুদেষ্ণাকে কহিল, 'হে কৈকেয়ি! গজগামিনী সৈরিন্ধ্রী যে উপায়ে আমাকে ভজনা করে, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। যদি নিতান্তই আমার সৈরিন্ধ্রী লাভ না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

তখন বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণা বারংবার কীচকের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন এবং ক্ষণকাল দ্রৌপদীর অধ্যবসায় অনুধাবন করিয়া কহিলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি পর্বোপলক্ষে সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করিও, আমি সূরা আহরণ করিবার নিমিত্ত সৈরিন্ধ্রীকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সুযোগে প্রতিবন্ধকশূন্য নির্জন প্রদেশে ইচ্ছানুরূপ সান্ত্বনা করিও, তাহা হইলে বোধ হয়, তোমার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে।"

কীচক স্বীয় ভগিনী সুদেষ্ণার আশ্বাসবাক্যে কথঞ্চিৎ পরিসান্ত্বিত হইয়া তথা হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল এবং অনতিবিলম্বে সুপটু পাচক দ্বারা বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও রাজসেবনোপযোগী পরিষ্কৃত সুরা আহরণ করাইয়া রাজমহিষীকে সংবাদ দিল। তখন সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রী! আমি বলবতী পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি কীচকের আলয়ে গমন করিয়া সত্বর পাণীয় আনয়ন কর।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে রাজমহিষী! আমি কীচকের গৃহে কদাচি গমন করিতে পারিব না; সে যেরূপ নির্লজ্জ, আপনি তাহা বিলক্ষণ জানেন। আমি আপনার আলয়ে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় বাস করিতে পারিব না। পূর্ব্বে আমি যে নিয়মে আপনার আবাসে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন! হে সুকেশি! সেই কামোন্মত্ত কীচক আমাকে দেখিবামাত্রই অবমানিত করিবে; অতএব আমি কোনক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিব না। আপনার অন্যান্য অনেক পরিচারিকা আছে, আপনি তাহাদিগের একজনকে প্রেরণ করুন।"

সুদেষ্ণা কহিলেন, "হে সৈরিন্ধ্রী! তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় গমন করিতেছ, কীচক কদাচ তোমার অবমাননা করিতে পরিবে না।" এই বলিয়া রাজমহিষী তাঁহার হস্তে আচ্ছাদনযুক্ত এক হিরন্ময় পাত্র প্রদান করিলেন।

তখন দ্রৌপদী বাস্পাকুলালোচনে ভীত-মনে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অগত্যা সূরা আহরণার্থ কীচকালয়ে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন; মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আমি ভর্ত্তৃগণ ভিন্ন স্বপ্নেও অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করি নাই, সেই পুণ্যাবলে কীচক যেন আমাকে বশীভূত করিতে না পারে।" এই বলিয়া দ্রৌপদী মুহূর্ত্তকাল সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলেন। সূর্য্যদেব দ্রৌপদীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া এক রাক্ষসকে প্রচ্ছন্নভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর পতিপরায়ণা দ্রুপদতনায়া চকিত মৃগীর ন্যায় বিত্রস্তচিত্তে ক্রমে ক্রমে কীচকভবনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুরাত্মা কীচক তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া, যেমন পারগামী নৌকা লাভ করিলে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

১৬তম অধ্যায়

দ্রৌপদী-তিরস্কারে কীচকের ক্রোধ

কীচক কহিল, "হে সুশ্রোণি! নির্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? আঃ! অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাত হইল! আইস, এক্ষণে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। আমার পরিচারকেরা তোমার নিমিত্ত নানা দেশ হইতে হেমহার, শঙ্খ, বলয়, কুণ্ডল, কৌষেয় বস্ত্র, উৎকৃষ্ট অজিন ও বিবিধ রত্নজাত আহরণ করবে। আমি তোমার নিমিত্ত এক পরম-রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি; চল, এক্ষণে আমরা তথায় গিয়া মধুপান করি।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "রাজমহিষী আমাকে সূরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রেরণা করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, "আমি বলবতী পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি সত্বর পানীয় আনয়ন কর'।" কীচক কহিল, "তুমি রাজমহিষীর নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছ, তাহা অন্যে লইয়া যাইবে।" এই বলিয়া দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীর দক্ষিণকর ধারণ করিল। তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "অরে পাপাত্মন! আমি গর্ব্বপূর্ব্বক মনেও কখন পতিদিগকে অনাদর করি নাই, অদ্য সেই পুণ্যবলে অবশ্যই তোকে পরাভূত দেখিব।"

দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীর এইরূপ তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা তদীয় উত্তরীয়বস্ত্র গ্রহণ করিল। তখন দ্রৌপদী নিতান্ত অসহমান হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কম্পিতকলেবরে ক্রোধাভরে বলপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। কীচক তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইল।

কীচককর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ-পদাঘাত

দ্রৌপদী কীচককে এইরূপে নিক্ষেপ করিয়া, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট আছেন, দ্রুত পদসঞ্চারে সেই সভামণ্ডপে সমুপস্থিত হইলেন। কীচকও দ্রুতপদসঞ্চারে তথায় গমনপূর্ব্বক সহসা দ্রৌপদীর কেশপাশ আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভূপালসমক্ষেই তাঁহাকে পাদপ্রহার করিল। তখন সূর্য্যপ্রেরিত রক্ষক রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কীচককে আঘাত করিল। দুরাত্মা কীচক রাক্ষসের আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট ও বিঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীম প্রত্যক্ষে প্রিয়তমা দ্রৌপদীর কীচককৃত পরাভব-দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন। মহামনাঃ ভীমসেন কীচকবধাখিলাষে রোষাবিষ্ট হইয়া দশনে দশন নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং উন্নত পক্ষ্মসকল ক্রোধানলের ধূমশিখাস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। ললাটদেশ স্বেদ ও ভ্রূকুটি দ্বারা নিতান্ত

কুটিল হইয়া উঠিল; তিনি করতল দ্বারা ললাট-মদন ও ক্রোধাভরে বারংবার উত্থিত হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বনস্পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আত্ম-প্রকাশভয়ে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমর্দ্দন করিয়া নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সূদ! তুমি কি কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ অবলোকন করিতেছ? যদি তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে বহির্দেশের বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণ কর।"

অনন্তর দ্রৌপদী আকার ও ধর্ম্মানুগত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া অবিরল-বিগলিত-বাষ্পাকুল-লোচনে দীনচেতাঃ ভর্ত্তৃগণকে অবলোকনপূর্ব্বক সমুপস্থিত হইয়া অতি কঠোর দৃষ্টিপাতে সমুদয় দগ্ধ করিয়াই যেন বিরাটকে কহিলেন, "হে মহারাজ! যাঁহাদিগের পার্ষ্ণিগ্রহণগণ [পাঁচখানা গ্রামের ব্যবধানে স্থিত বিপক্ষ] ও ভয়ে রাত্রিকালে সুখে নিদ্রিত হয় না, যে সমস্ত সত্যনিরত ও ব্রাহ্মণপ্রিয় ব্যক্তিরা অর্থাদিগকে অর্থদান করিয়া থাকেন, অন্যের নিকট কদাচ প্রার্থনা করেন না, যাঁহাদিগের দুন্দুভিধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ নিরন্তর কর্ণগোচর হইয়া থাকে, যাহারা অসাধারণ তেজস্বী, দান্ত, বলবান ও সম্ভ্রান্ত, যাহারা মনে করিলে সমুদয় লোক সংহার করিতে পারেন, দুরাত্মা কীচক তাঁহাদিগের মানিনী প্রণয়িনীকে পদাঘাত করিয়াছে। যাঁহারা শরণার্থীর একমাত্র শরণ, যাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছেন, আদ্য তাঁহারা কোথায় রহিলেন? সেই সকল মহাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রিয়তমাকে কীচককর্ত্তৃক পরাভূত দেখিয়া হীনবীর্য্যের ন্যায় কেনই বা উপেক্ষা করিতেছেন? এক্ষণে তাঁহাদিগের অমর্ষ ও বলবীর্য্য কোথায় রহিল? হায়! দুরাত্মা কীচক আমাকে পরাভব করিতেছে, এক্ষণে তাঁহারাও কিছুই প্রতীকার করিলেন না।

"অদ্য জানিলাম, বিরাটরাজ নিতান্ত অধার্মিক, যেহেতু, তিনি এই নিরপরাধিনী অবলার নিগ্রহ দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। হায়! যখন রাজা কিছুই বিবেচনা করিলেন না, আমি ইহার কি করিব> ইনি রাজা, কিন্তু দুরাত্মা কীচকের প্রতি রাজার ন্যায় কিছুই আচরণ করিতেছেন না। হে মহারাজ! আপনার দস্যুজনসদৃশ এই ধর্ম্মসভামধ্যে কিছুই শোভা পাইতেছে না। এই দুরাত্মা আপনার সমক্ষে আমাকে পরাভব করিল, ইহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। হে সভ্যগণ! আপনারা কীচকের এই ব্যতিক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কীচক অধার্মিক এবং বিরাটও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন, আর যাঁহারা ইঁহার উপাসনা করিতেছেন, সেই সমস্ত সভ্যেরাও ধার্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।"

দ্রৌপদী অশ্রুমুখী হইয়া এবম্প্রকার রাজাকে তিরস্কার করিলে তিনি কহিলেন, "আমি তোমাদিগের বিগ্রহের বিষয় আদ্যোপান্ত অবগত নহি, অতএব যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া কিরূপে বিচার করিব?"

অনন্তর সভ্যেরা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া কীচকের নিন্দা ও পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদীর সাধুবাদপূর্ব্বক কহিলেন, "এই বরবর্ণিনী যাঁহার ভার্য্যা, তিনি পরম ভাগ্যবান, কদাচ তাঁহার অন্তঃকরণে শোক-সন্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। ঈদৃশী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনুষ্যলোকে দুর্লভ, বোধ হয়, ইনি কোন দেবী হইবেন।" সভাসদগণ দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া এইরূপে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রেয়সীর দুর্দ্দশা-দর্শনে নিতান্ত ক্রোধসন্তপ্ত হইলেন, রোষভরে তাঁহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দুসমুদয় বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রী! আর এ স্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই, তুমি সত্বর সুদেষ্ণার আলয়ে গমন কর। বীরপত্নীগণ স্বামীর নিমিত্ত অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিয়া চরমে পতিলোক প্রাপ্ত হয়েন; বোধ হয় অদ্যপি তোমার পতিগণের ক্রোধের সময় উপস্থিত হয় নাই; তাহা হইলে অবশ্যই সেই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী গন্ধর্ব্বেরা তোমার নিকট আগমন করিতেন। হে সৈরিন্ধ্রী! তুমি নিতান্ত কালানভিজ্ঞ, কেন বৃথা রাজসভায় শৈলুষীর [নির্লজ্জা নটী] ন্যায় ক্রন্দনপূর্ব্বক ক্রীড়মান মৎস্যগণের [মৎস্যরাজপুরনিবাসীদিগের] বিয়োৎপাদন করিতেছ, এক্ষণে গমন কর; গন্ধর্ব্বেরা উপযুক্ত সময়ে তোমার অপ্রিয়কারীর প্রাণসংহার পূর্ব্বক তোমার প্রিয়কার্য্য করবেন, তাঁহারা অবশ্যই তোমার দুঃখাপনোদন করিবেন।"

যখন দ্রৌপদী কহিলেন, "যাহারা জ্যেষ্ঠের দূতক্রীড়ানিবন্ধন সাতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিমিত্ত দুরাত্মাদিগের সংহার করিবেন।"

কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া কেশপাশ বিমোচনপূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে সুদেষ্ণার নিকট গমন করিলেন। পরিশেষে রোদন নিরস্ত হইয়া নেত্রজল মার্জ্জিত করিলে তাঁহার মুখমণ্ডল জলধারবিনিমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সুদেষ্ণা কহিলেন, "হে শোভনে! কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে? তুমি কেন রোদন করিতেছ? অদ্য কাহার সুখ তিরোহিত হইল? কে তোমার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে?" দ্রৌপদী কহিলেন, "আমি আপনার নিমিত্ত সূরা আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিলাম, পাপাত্মা কীচক নির্জ্জন কাননের ন্যায় সভামধ্যে ভূপাল-সমক্ষে আমাকে প্রহার করিয়াছে।" সুদেষ্ণা কহিলেন, "দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া তোমাকে অবমাননা করিয়াছে, অতএব তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে বল, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করিব।" দ্রৌপদী কহিলেন, "সেই দুরাত্মা যাঁহাদিগের অপকার করিয়াছে, সেই মহাত্মারাই তাহাকে সংহার করিবেন, বোধ হয়, অদ্যই তাহাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে।"

১৭তম অধ্যায়

কীচককর্ত্তৃক অপমানিত দ্রৌপদীর ভীমসমীপে গমন

কীচকের মৃত্যুকামনা করিয়া স্বীয় আবাসে গমনপূর্ব্বক গাত্র ও বস্ত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন এবং আপনার শোকাবহ ঘটনা স্মরণ করিয়া, 'কি করি, কোথায় যাই' এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনে করিলেন, "ভীমসেনের শরণাপন্ন হই, তিনি ব্যতীত অন্য কে আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনা করিবে?"

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া রজনীযোগে শয্যাতল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ন চিত্তে ভীমসেনের ভবনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে বৃকোদর! আমার শত্রু সেই পাপাত্মা তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াও এখনও জীবিত রহিয়াছে, তুমি কি করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছ?" দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া ভীমসেনের গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর মৃগরাজের ন্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন সেই গৃহ দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপে ও ভীমসেনের অসাধারণ তেজে প্রজ্জ্বলিত প্রায় হইতে লাগিল।

যেমন লতা প্রকাণ্ড শালবৃক্ষকে, মৃগরাজবধু প্রসুপ্ত মৃগরাজকে ও হস্তিনী মহাগজকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ দ্রুপদনন্দিনী ভীমসেনকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া জাগরিত করিলেন এবং বীণাবিনিন্দিত গান্ধার স্বরের ন্যায় মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! গাত্রোত্থান কর। কি আশ্চর্য্য! এখনও নিদ্রা যাইতেছ? বোধ হয়, তুমি জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছ, নতুবা পাপাত্মা কীচক কি জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে অবমানিত করিয়া এখনও জীবিত থাকিতে পারে?"

ভামসেন দ্রৌপদীর বাক্যে জাগরিত হইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক মেঘগভীরস্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "দ্রৌপদি! তুমি কি নিমিত্ত এত ত্বরান্বিত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ? তোমার স্বাভাবিক বর্ণ নাই; তোমাকে কৃশা ও পাণ্ডুবর্ণ দেখিতেছি কেন? অতএব সমুদয় বিশেষ করিয়া বল। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, সমুদয় শ্রবণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব। আমি সমুদয় কার্য্যেই তোমার বিশ্বাসভাজন; আপৎকালে পুনঃ পুনঃ তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। অতএব শীঘ্র বিবক্ষিত [ঈঙ্গিসত—যাহা বলিতে ইচ্ছক হইয়া আসিয়াছ, তাহা] বিষয় প্রকাশ করিয়া, অন্য লোক জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই শয়নের নিমিত্ত গমন কর।"

১৮তম অধ্যায়

ভীমসমীপে দ্রৌপদীর সাপমান দুঃখ-নিবেদন

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির যাহার ভর্ত্তা, তাহার সুখস্বচ্ছন্দতা কোথায়? তুমি আমার সমুদয় দুঃখ সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও এক্ষণে কেন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ? তৎকালে [হস্তিনায় বস্ত্রহরণসময়ে]। প্রতিকামী আমাকে দাসী বলিয়া যে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নিরন্তর আমার হাদয় দগ্ধ করিতেছে। দেখ, দ্রৌপদী ব্যতিরেকে অন্য কোন রাজদুহিতা ঈদৃশ দুঃখ সহ্য করিয়া জীবিত থাকে? বনবাসকালে দুরাত্মা জয়দ্রথ বলপর্ব্বক আমার অবমাননা করিয়াছিল, আমা ব্যতিরেকে তাহাই বা আর কে সহ্য করিতে পারে? সম্প্রতি কীচক ধূর্ত্ত মৎস্যরাজসমক্ষে আমাকে পদাঘাত করিয়াছে। হে ভীম! আমি বারংবার এইরূপ ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি তুমি আমার দুঃখে কিছুই মনোযোগ করিতেছ না, অতএব আর আমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি?

"দুমর্ত্তি কীচক বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি; সে আমাকে সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া প্রতিদিনই আমাকে "আমার প্রেয়সী হও, আমার প্রেয়সী হও" এই কথা কহিয়া থাকে। সেই দুরাত্মার অবমাননায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে যাহার কর্ম্মফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমিই তোমার সেই দূতাসক্ত ভর্ত্তাকে তিরস্কার করা। ঐ দ্যূতাসক্ত ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি রাজ্য, সর্ব্বস্ব ও আপনাকে দুরোদমুখে [পাশক্রীড়া] বিসর্জন করিয়াও পুনরায় প্রব্রজ্যা অবলম্বনার্থে দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে? যদি ধর্ম্মরাজ নিষ্কসহস্র ও মহামূল্য রত্নজাত দ্বারা অনেক বৎসর সায়ং-প্রাতঃকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহা

হইলেও রজত, সুবর্ণ, বস্ত্র, যান, অশ্ব ও অশ্বতর-সকল কদাচ ক্ষয় হইত না। কিন্তু তিনি দ্যূতবিবাদের নিমিত্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে কেবল অতীত কর্ম্মের অনুশোচনা করিয়া নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

"পূর্ব্বে দশ সহস্র হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় যাহার অনুগমন করিত, এক্ষণে তিনি দ্যূতক্রীড়া অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। ইন্দ্রপ্রস্থে শত সহস্র ভূপালগণ যে যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেন, যাঁহার মহানসে [পাকশালায়] শত সহস্র দাসী পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথিভোজন করাইত, যিনি সহস্র সহস্র নিষ্ক [সুবর্ণমুদ্রা] দান করিতেন, তিনিই এখন দ্যূতক্রীড়া অবলম্বনপূর্ব্বক কালব্যাপন করিতেছেন। পূর্ব্বে মধুরস্বরসংযুক্ত মণিময়কুণ্ডলধারী সূত ও বৈতালিকগণ যাঁহাকে সায়ং ও প্রাতঃকালে উপাসনা করিত, তপস্যা ও শ্রুতসম্পন্ন সহস্রসংখ্যক ঋষি যাঁহার সভাসদ ছিলেন, যিনি অষ্টশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক ও তাঁহাদের দাসীগণ এবং দশ সহস্র অপ্রতিগ্রাহী [দানগ্রহণে বিরত] উর্দ্ধারেতা যতিগণকে ভরণ-পোষণ করিতেন, যাঁহাতে অনুশংসতা, অনুক্রোশ [দয়া] ও সংবিভাগ [প্রার্থী পাত্রে বিবেচনাপূর্ব্বক যথোচিত প্রয়োগ-পক্ষপাতরহিত দান] এই সকল সদগুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই এক্ষণে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কালব্যাপন করিতেছেন।

"যিনি রাষ্ট্রমধ্যে অন্ধ, অনাথ, বালক প্রভৃতি দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতেন, যিনি কোন বস্তু বিভাগ করিতে হইলে পক্ষপাতনিরপেক্ষ হইতেন, এক্ষণে তাঁহাকে সভামধ্যে সকলে বিরাট-পরিচারক দ্যূতক্রীড়ক কঙ্ক বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তাঁহার এই অবস্থা নরকপ্রাপ্তির তুল্যই বোধ হইতেছে। ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানকালে ভূপালগণ যাঁহার নিকট উপহার লইয়া সমুচিত অবসরে সমুপস্থিত হইতেন, তিনিই এক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহার্থে অন্যের নিকট বেতন গ্রহণ করিতেছেন। বহুসংখ্যক ভূপতিগণ সতত যাঁহার বশবর্তী ছিলেন, তিনি এক্ষণে স্বয়ং পরবশ হইয়াছেন। যিনি তেজঃ-প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিতাপিত করিতেন, তিনি এখন বিরাটরাজের সভাসদ হইয়াছেন। অনেকসংখ্যক ভূপতি ও ঋষিগণসমভিব্যাহারে সভামধ্যে যাঁহার উপাসনা করিতেন, তিনিই এক্ষণে অন্যের সভায় অধ্যাসীন হইয়া তাহার প্রিয়বাদী হইয়াছেন। উহাকে দর্শন করিয়া আমার ক্রোধানল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে! এই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজকে জীবিকানির্ব্বাহার্থে পরাধীন দেখিয়া কাহার না দুঃখের উদ্রেক হয়? হে ভীম! আমি অনাথার ন্যায় এবংবিধ বহুবিধ দুঃখভারে নিতান্ত কাতর হইতেছি, তুমি কেন আমার দুঃখমোচনে যত্ন করিতেছি না?"

১৯তম অধ্যায়

পূর্ব্বোক্ত পরিখেদে দ্রৌপদীর পুনঃ পরিতাপ

দ্রৌপদী কহিলেন, "নাথ! আমি অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না; যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতেছি বলিয়াই কহিতেছি। তুমি অতি হেয় সূপকারকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বল্লভ বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছ; ইহা দেখিয়া কাহার শোকসাগর উচ্ছলিত না হয়? লোকে তোমাকে বিরাটের সূপকার বল্লভ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে; তুমি দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে, যখন তুমি বিরাটের উপাসনা করিতে যাও, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! যখন সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে কুঞ্জরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করেন, তখন অন্তঃপুরস্থ সমুদয় নারীগণ হাস্য করিতে থাকে; তদর্শনে আমার অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়া উঠে। যখন তুমি অন্তঃপুরে সুদেষ্ণার সমক্ষে শার্দ্দুল, মহিষ ও সিংহগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলে, আমি তখন শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম। সুদেষ্ণা আমাকে মোহাভিভূতা নিরীক্ষণ করিয়া উত্থাপনপূর্ব্বক সমাগত রমণীগণের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "সূপকার প্রবলপরাক্রান্ত জন্তুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া চারুহাসিনী সৈরিন্ধ্রী সহবাসসুলভ স্নেহে শোকাভিভূত হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী অতিশয় রূপবতী, বল্লভ পরমসুন্দর এবং স্ত্রীলোকের চিত্তবৃত্তিও দুর্জ্ঞেয়; ইহারা উভয়েই এক সময়ে রাজকুলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। বিশেষতঃ সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বদাই প্রিয়-সহবাসের নিমিত্ত পরিতাপ করিয়া থাকে।" হে মহাবাহো! রাজমহিষী এই প্রকার স্বাভিপ্রেত বাক্যে সর্ব্বদাই আমাকে তর্জন করিয়া থাকেন; আমি তাহাতে রোষ-প্রদর্শন করিলে তিনি সমধিক সন্দিহান হয়েন। আমি তন্নিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তুমি তাদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও যখন ঈদৃশ নিরয়াভোগী হইয়াছ এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তখন আমি ইহা সন্দর্শন করিয়া আর জীবনধারণ করিতে পারি না।

"যে যুবা এক-রথে সমস্ত দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বিরাটরাজের কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়াছেন। যিনি স্বীয় প্রভাবে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কূপগত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরে সংবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। আরাতিগণ যাঁহার ভয়ে সতত ভীত হইয়া থাকে, তিনি এক্ষণে অতি ঘৃণিত বেশে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যাঁহার পরিঘসদৃশ বাহুদ্বয় মৌর্ব্বী-আস্ফালনে সাতিশয় কঠিন হইয়াছে, তিনি এক্ষণে সেই বাহুদ্বয় শঙ্খাবৃত করিয়া রাখিলেন, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার। আর কি হইতে পারে? শত্রুগণ যাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণমাত্রেই কম্পিত হইয়া উঠে, এক্ষণে স্ত্রীগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। যাঁহার মস্তক সূর্য্যসদৃশ কিরীটে সুশোভিত হইত, আজি তাহা বেণীদ্বারা বিকৃত হইয়া রহিল। হে নাথ! ধনঞ্জয়কে বিকৃতবেণী ও কন্যাগণে পরিবৃত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! যে মহাত্মা সমস্ত দিব্যাস্ত্রের ও সমুদয় বিদ্যার আধার, তিনি এক্ষণে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন। মহাবলপরাক্রান্ত সহস্র সহস্র রাজা সমরে যাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন

না, এক্ষণে তিনি ছদ্মবেশে বিরাটরাজের কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়া তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছেন। যাঁহার রথনির্ঘোষে সচরাচর ধরাতল বিকম্পিত হইত, যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিলে কুন্তীর সমুদয় শোকসন্তাপ অপনোদিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে কুণ্ডল ও শঙ্খাদি অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখিয়া একান্ত শোকাকুল হইয়াছি। ধরাতলে, যাঁহার সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর নাই, আজি তাঁহাকে কন্যাগণের নিকট গান করিয়া কালব্যাপন করিতে হইল! যিনি ধর্ম্ম, শৌর্য্য ও সত্যদ্বারা সমস্ত জীবলোকের প্রতিভাজন হইয়াছিলেন, আজি তাঁহাকে স্ত্রীবেশবিকৃত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছি। যখন আমি সেই দেবরূপী ধনঞ্জয়কে করেণুপরিবৃত মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় কন্যাগণ-পরিবৃত ও তুর্য্যমধ্যস্থ হইয়া বিরাটরাজের উপাসনা করিতে দেখি, তখন আমার দশদিক শূন্য হইয়া যায়। হায়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও দৃঢ়তাসক্ত অজাতশত্রু যে ঈদৃশ বিপত্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, আর্য্যা কুন্তী ইহার কিছুই জানিতেছেন না।

"হে বৃকোদর! আমি যবীয়ান সহদেবকে গোমধ্যে গোপালবেশে বিচরণ করিতে দেখিয়াই পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছি। আমি শান্তিলাভ করিব কি, পুনঃ পুনঃ সহদেবের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া একেবারে আমার নিদ্রাচ্ছেদ [অনিদ্রা--নিদ্র বন্ধ] হইয়াছে। আমি সত্যবিক্রম সহদেবের এমন কোন পাপই দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহাকে ঈদৃশ দুঃখভোগ করিতে হয়। আমি তোমার প্রিয়তম ভ্রাতাকে গোচারণে নিযুক্ত দেখিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি। বিরাট কুপিত হইলে যখন তিনি লোহিত পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গোপালগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া বিরাট-নৃপতিকে প্রসন্ন করেন, তখন আমার কলেবর জর্জরিত হয়। আর্য্যা কুন্তী আমার নিকট মহাবীর সহদেবের প্রশংসা করিতেন। যখন আমরা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হই, তৎকালে তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, 'বৎসে পঞ্চালি! সুকুমার সহদেব সাতিশয় সুশীল, লজ্জাশীল, যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুগত, তুমি অতি সাবধানে অরণ্যমধ্যে ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বয়ং পান-ভোজন প্রদান করিবে।" পুত্রবৎসলা আর্য্যা এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। হায়! এক্ষণে সেই সহদেবকে গোচরণ ও বৎসচার্ম্মে শয়ান হইয়া রাত্রিযাপন করিতে দেখিয়া আমি কিরূপে প্রাণধারণ করিতে পারি?

'কালের বৈপরীত্য দেখ। যিনি রূপ, অস্ত্র ও মেধাসম্পন্ন, সেই নকুল এক্ষণে অশ্ববন্ধ হইয়াছেন! তিনি যখন বিরাটরাজের সমক্ষে অশ্বগণকে বেগশিক্ষা দেন, তখন দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শ্রীমান নকুল এই প্রকারে বিরাটরাজকে অশ্ব-প্রদানপূর্ব্বক উপাসনা করেন।

"হে বৃকোদর! যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত আমার এই প্রকার কত শত দুঃখ বিদ্যমান থাকিতেও তুমি কি প্রকারে আমাকে সুখিনী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ? ইহা ভিন্ন আর যে-সকল দুঃখ বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহাও বলিব, শ্রবণ কর। তোমরা জীবিত থাকিতে দুঃখরাশি আমার শরীর শোষণ করিতেছে, উহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

২০তম অধ্যায়

দ্রৌপদী-দুঃখে ভীমের শোক বাষ্পবারি বর্ষণ

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভীম! আমি দ্যূতপ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তই রাজসংসারে সৈরিন্ধ্রীবেশে অবস্থান করিয়া সুদেষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়াছি। দেখ, আমার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এক্ষণে মনুষ্যের কোন দুঃখ প্রায় চিরস্থায়ী হয় না; অর্থসিদ্ধি ও জয়পরাজয় নিতান্ত অনিত্য, বিপদ ও সম্পদ সতত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে; যদ্দ্বারা জয় হয়, তাহাই পরাজয়ের কারণ হইয়া উঠে; আমি এই বিবেচনা করিয়া ভর্ত্তৃগণের উদয়কাল প্রতীক্ষা করিতেছি।

"হে ভীম! আমি যে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? লোকমুখে শুনিয়াছি, মনুষ্য অগ্রে দান করিয়া পশ্চাৎ প্রার্থনা করে এবং বিনাশ করিয়া বিনষ্ট ও পাতিত করিয়া পতিত হইয়া থাকে। এই সকলই দৈবমূলক। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই; দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি এই বুঝিয়া দৈবেরই প্রতীক্ষা করিতেছি। সলিল পূর্ব্বে যে স্থানে থাকে, পুনরায় তথায়ই প্রতিনিবৃত্ত হয়; ইহা বিবেচনা করিয়া আমি উদয়েরই প্রতীক্ষা করিতেছি। দৈব যাহার অর্থসিদ্ধির ব্যাঘাত করে, সে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হয়, অতএব দৈবেরই আগমে যত্ন করা কর্ত্তব্য। হে বৃকোদর! আমি এক্ষণে যে কারণে এই কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা শ্রবণ কর।

"দেখ, আমি দ্রুপদরাজের দুহিতা এবং পাণ্ডবগণের প্রিয়মহিষী হইয়াও এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম। হায়! আমা ব্যতিরেকে কোন নারী এইরূপ অবস্থায় জীবিত থাকিতে বাসনা করে? আমার এই ক্লেশ কৌরব, পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে অবশ্যই অবমানিত করিবে। কোন নারী পুত্র, শ্বশুর ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া এইরূপ ক্লেশে কালযাপন করিয়া থাকে? যে বিধাতার প্রভাবে আমাকে এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে, বোধ হয়, আমি বাল্যকালে তাঁহারই কোন অপকার করিয়া থাকিব। দেখ, এক্ষণে আমি কিরূপ বিবর্ণ হইয়াছি। তাদৃশ বিষম দুঃখের সময়ও এরূপ হই না। পূর্ব্বে আমার যে প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা তোমার অগোচর নাই, এক্ষণে সেই আমি দাসীভাব-প্রাপ্ত হইয়াছি, কিরূপে শান্তিলাভ করিব? যখন মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমি এই বিষয় দৈবায়ত্ত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করি। প্রাণীগণের গতি বোধগম্য হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। দেখ, তোমাদিগের যে এইরূপ দুরবস্থা হইবে, পূর্ব্বে কেহই ইহা বুঝিতে পারে নাই।

"হে মহাবীর! তোমরা ইন্দ্রতুল্য বলিয়া আমি তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ সুখ-প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট লোকদিগেরই সুখ-স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি দেখিতেছি। দেখ ভীম! তোমরা এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ বলিয়া আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! কালের কি বিপরীত গতি! পূর্ব্বে এই সসাগরা ধরা আমারই অধিকৃত ছিল; এক্ষণে আমাকে শঙ্কিত-মনে সুদেষ্ণার বশবর্ত্তিনী হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বে অনুচরেরা আমার অগ্র-পশ্চাৎ গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে আমি সুদেষ্ণার অগ্রপশ্চাৎ গমন করিতেছি। আর এই একটি দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি আর্য্যা কুন্তী ব্যতিরেকে

কদাচ কাহারও গাত্রবিলোপন [উদ্ধর্ত্তনদ্রব্য] পেষণ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমাকে সুদেষ্ণার চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে। দেখ, আমার পাণিতল আর পূর্ব্ববৎ কোমল নাই; এক্ষণে কিণাঙ্কিত হইয়াছে। আমি আর্য্যা কুন্তী ও তোমাদিগকে কখন ভয় করি নাই; কিন্তু এক্ষণে রাজভবনে কিঙ্করীরূপে অবস্থান করিয়া বিরাটের নিকট ভীত হইতেছি। অনুলেপন সুমৃষ্ট [উত্তমরূপে পিষ্ট] হইয়াছে কি না দেখিয়াই বা রাজা কি বলিবেন, সর্ব্বদা এই শঙ্কা করিয়া থাকি; কারণ, আমি ভিন্ন অন্য কেহ চন্দন পেষণ করিলে কদাচ রাজার মনোনীত হয় না।”

দ্রৌপদী এইরূপে আপনার দুঃখবৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া ভীমের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমের হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় করিয়া কহিলেন, “বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে আমি দেবগণের নিকট বিলক্ষণ অপরাধ করিয়া

থাকিব, নতুবা কেন কর্ম্মকরী [দাসী] হইয়া এত ক্লেশে জীবনধারণ করিতে হইবে?” তখন বৃকোদর দ্রৌপদীর কিণাঙ্কিত পাণিতল নিরীক্ষণ ও মুখমণ্ডলে দৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক অনিবার্য্যবেগে বাষ্পবারি বিসর্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

২১তম অধ্যায়

কীচকবধে দ্রৌপদীর ভীম- উদ্বোধন

ভীমসেন কহিলেন, “প্রিয়ে! যখন তোমার লোহিততল পাণিপল্লব কিণাঙ্কিত হইয়াছে, তখন আমার বাহুবলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক! কি বলিব, রাজা যুধিষ্ঠির সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, নতুবা বিরাটের সভামধ্যেই ঘোরতর সংগ্রামে অথবা আমি মহাগজের ন্যায় অবলীলাক্রমে গদাঘাতে ঐশ্বর্য্যমত্ত কীচকের মস্তক প্রোথিত করিতাম। যাজ্ঞসেনি! দুরাত্মা কীচক যখন তোমাকে পদাঘাত করিয়াছিল, তখনই আমি সমুদয় মৎস্যদেশ বিমন্দিত করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির কটাক্ষ-ভঙ্গীতে নিবারিত করিলেন বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইয়া আছি। আমরা যে রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়াছি এবং অদ্যাপি কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন প্রভৃতি দুরাত্মা কুরুগণের মস্তকচ্ছেদন করি নাই, এই দুইটি হৃদিন্যস্ত শল্যের ন্যায় আমার কলেবর নিপীড়ন করিতেছে। অয়ি নিতস্বিনি! ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। রাজা যুধিষ্ঠির তোমার এই প্রকার তিরস্কারবাক্য- শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণপরিত্যাগ করিবেন, তিনি প্রাণপরিত্যাগ করিলে ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব গতজীবিত হইবেন। ইঁহারা লোকান্তরে প্রস্থান করিলে আমি কদাচ জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

“পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশীয় চ্যবন বনে বল্মীকভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার পত্নী সুকন্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ভুবনবিখ্যাত রূপচন্দ্রসেনা সহস্রবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধতম স্বামীর অনুচারিণী হইয়াছিলেন। জনকদুহিতা সীতা অরণ্যচারী রামের সমভিব্যাহারিণী হইয়া রাক্ষসহস্তে কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন; তথাপি পতির অনুগমনে নিরস্ত হয়েন নাই। রূপযৌবনসম্পন্না লোপামুদ্রা অলৌকিক ভোগসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আগস্ত্যের

সহচরী হইয়াছিলেন। মনস্বিনী সাবিত্রী যমলোক পর্য্যন্ত সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন। হে কল্যাণি! তুমিও এই সকল পতিব্রতাগণের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না; অতএব আর অত্যল্পকাল অপেক্ষা কর, অর্দ্ধমাসমাত্র অবশিষ্ট আছে, ত্রয়োদশবর্ষ পরিপূর্ণ হইলেই তুমি রাজমহিষী হইবে।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "নাথ! আমি রাজাকে তিরস্কার করিতেছি না, দুর্বিষহ দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি বলিয়াই আমার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। এক্ষণে আর অতীত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কি হইবে? কর্তব্য-বিষয়ে চেষ্টাবান হও। রাজা বিরাট পাছে আমার নিমিত্ত চলচ্চিত্ত হয়েন, পাছে আমার সৌন্দর্য্যদর্শনে সুদেষ্ণার সৌন্দর্য্য অনাদৃত হয়, এই আশঙ্কায় রাজমহিষী কিরূপে আমাকে স্থানান্তরিত করিবেন, প্রতিনিয়তই সেই চিন্তা করেন। দুরাত্মা কীচক রাজমহিষীর এই প্রকার অভিপ্রায় জানিয়া সতত আমাকে প্রার্থনা করে, আমি তাহাতে প্রথমে ক্রোধান্বিত হই, পুনরায় ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া এই বলি, "কামান্ধ কীচক! আত্মরক্ষা কর, আমি পাঁচজন গন্ধর্ব্বের প্রিয়তমা মহিষী; তাঁহারা সকলেই শৌর্য্যশালী ও সাহসী, কুপিত হইলে অবশ্যই তোমার প্রাণসংহার করিবেন।" দুরাত্মা কীচক আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই উত্তর করে, সৈরিন্ধ্রী! আমি গন্ধর্ব্বগণকে ভয় করি না, শত লক্ষ গন্ধর্ব্ব সমাগত হইলেও তাহাদিগকে সমরশায়ী করিব।" আমি প্রত্যুত্তর করি, কীচক! তুমি যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের সমকক্ষ নও, আমি ধর্ম্মপরায়ণা কুলকামিনী, কাহারও প্রাণসংহার করা আমার অভিপ্রেত নহে, এই নিমিত্তই অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ।" কীচক এই কথা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে।

"একদা সুদেষ্ণা ভ্রাতার প্রীতিকামনায় তাহার আদেশানুসারে সুরানয়নের নিমিত্ত আমাকে কীচকের আলয়ে প্রেরণ করিয়াছিল। আমি তদনুসারে কীচকের ভবনে গমন করিলে সেই দুরাত্মা প্রথমতঃ আমাকে সান্ত্বনা করিতে প্রস্তুত হইল। তৎপরে বলপ্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইলে, আমি তাহার সঙ্কল্প অবগত হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে রাজার শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু দুরাত্মা সূতপুত্র রাজার সমক্ষেই আমাকে ভূমিসাৎ করিয়া পদাঘাত করিল। বিরাট, কঙ্ক, রথী, পীঠমর্দ্দ [প্রিয় পার্ষদ], গজারোহী ও নাগরিক প্রভৃতি ভূরি ভূরি লোক তাহা দর্শন করিতে লাগিল। আমি তৎকালে বিরাট ও কঙ্ককে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিলাম, তথাপি বিরাটরাজ তাহাকে নিবারণ বা শাসন করিলেন না।

"দুরাত্মা কীচক ধর্ম্মভ্রষ্ট, নৃশংস ও বীর্য্যাভিমানী। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্লিষ্ট রোরুদ্যমান জনগণের নিকটও ধন গ্রহণ করিয়া থাকে। আমি ঐ কামান্ধ দুর্বিনীত পাপাত্মাকে বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; এক্ষণে যদি সাক্ষাৎ হইলেই আমাকে আঘাত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব যদি তোমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার অনুরোধ রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পরিবে না; তন্নিবন্ধন তোমাদের মহান অধর্ম্ম হইবে। বিশেষতঃ ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ, আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ভার্যাকে জায়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; আর ভার্য্যা, ভর্তাঁ তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া সতত সাবধানে তাহাকে রক্ষা করে।

বর্ণধর্ম্মবর্ণনাকালে ব্রাহ্মণগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অরাতিগণের প্রাণসংহার ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণের অন্য ধর্ম্ম নাই।

"দেখ, কীচক তোমার ও ধর্ম্মরাজের সমক্ষে আমাকে পদাঘাত করিল। পূর্ব্বে তুমিই আমাকে ভয়ঙ্কর জটাসুর হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলে এবং তুমিই ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে আমার অবমন্তা [অপমানকারী] কীচককেও সংহার কর। ঐ দুরাত্মা রাজার আশ্রয় পাইয়া আমাকে শোকাকুল করিতেছে। ঐ পাপাত্মা আমার অনর্থপাতের হেতু। যদি ঐ দুরাত্মা সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা হইলে বিষপান করিয়া আমি প্রাণত্যাগ করিব। কীচকের বশীভূত হওয়া অপেক্ষা তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" দ্রুপদ-নন্দিনী এই কথা কহিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ভীমসেন প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মুখমণ্ডলের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া আশ্বাসবাক্য তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কীচককে লক্ষ্য করিয়া কোপপ্রদর্শনপূর্ব্বক সৃক্কদ্বয় পরিলেহন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

২২তম অধ্যায়

ভীমের কীচকবধ-সঙ্কল্প-সঙ্কেত নিরূপণ

ভীম কহিলেন, "হে যজ্ঞসেনি! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত আছি। অদ্য নিশ্চয় আমি কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। তুমি সমুদয় শোক-সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্য কীচকের সহিত সঙ্কেত করিবে। বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন, তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। সেই স্থানে রমণীয় এক শয্যা প্রস্তুত আছে, দুরাত্মা কীচক যেন প্রদোষসময়ে ঐ নৃত্যশালায় উপস্থিত হয়, আমি তথায় উহাকে সংহার করিব সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা যখন তোমার সহিত আলাপ করিবে, তৎকালে কেহ যেন তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে।"

তাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথনানন্তর একান্ত দুঃখিত মনে পরস্পর বাষ্পমোক্ষণপূর্ব্বক প্রভাতকালে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রুপদনন্দিনী স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র দুরাত্মা কীচক শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিয়া দৌপদীকে কহিল, "হে সুশ্রোণি! আমি ভূপালের সমক্ষেই তোমাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম, তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিরাটরাজ মৎস্যদেশের নামমাত্র রাজা, কিন্তু বস্তুত আমিই এ স্থানে নৃপতি ও সেনাপতি। হে ভীরু! তুমি আমার প্রণয়িনী হও, আমি যাবজ্জীবন তোমার দাস হইয়া থাকিব। আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে একশত নিষ্ক এবং তৎসংখ্যক দাসী, দাস ও অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রদান করিতেছি, আমাকে ভজনা কর।"

দ্রৌপদী-সঙ্কেতে কামাতুর কীচকের নৃত্যশালায় গমন

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে কীচক! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু তোমার ভ্রাতা বা অন্যান্য বন্ধুগণ কেহই যেন এই বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারে; কারণ, পাছে সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের অযশ হয়, এই ভয়ে আমি সাতিশয় ভীত হইতেছি। অতএব যদি তুমি গোপনে আমার সহিত সঙ্গত হও, তাহা হইলে আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি।"

কীচক কহিল, "সুন্দরি! আমি তোমার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত আছি। আমি তোমার সমাগমলাভের নিমিত্ত একাকীই ত্বদীয় নির্জন আলয়ে গমন করিব। সেই সূর্য্যসঙ্কাশ গন্ধর্ব্বগণ তোমার এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পরিবেন না।" তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন, তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। অন্ধকার হইলে তুমি তথায় গমন করিবে; তাহা হইলে আর কোন দোষেরই অপেক্ষা নাই।"

দ্রৌপদী কীচকের সহিত এইরূপ সঙ্কেত করিয়া সত্বর তথা হইতে গমন করিলেন। তৎকালে অর্দ্ধদিবসও তাঁহার মাসতুল্য বোধ হইতে লাগিল। দুরাত্মা কীচকও হর্ষোৎফুল্ললোচনে নিজ নিকেতনে প্রতিগমন করিল, কিন্তু সৈরিন্ধ্রী যে তাহার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে, তাহা কিছুতেই অবগত হইতে পারিল না। পরে অনঙ্গ শরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া অবিলম্বে গন্ধমাল্য প্রভৃতি বিহারযোগ্য বেশভুষাদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই আয়তলোচন দ্রৌপদীকে নিরন্তর অনুধ্যান করিতে করিতে তাহার মন এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, সেই বেশবিন্যাস-কালও অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেমন দশাদহনোন্মুখ [বর্ত্তি—সলতে] দীপশিখা নির্ব্বাণকালে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্রূপ কীচকও অচিরাৎ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভ্রষ্ট হইবে বলিয়া তৎকালে সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিল। ঐ দুরাত্মা দ্রৌপদীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তদীয় চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন হইয়াছিল যে, কিরূপে দিব্যাবসান হইল, কিছুই জানিতে পারিল না।

এ দিকে দ্রৌপদী মহানসে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে ভীম! আমি তোমার বচনানুসারে কীচককে নৃত্যশালায় আগমন করিতে সঙ্কেত করিয়াছি। সেই গৃহ লোকশূন্য, সে শীঘ্রই তথায় গমন করিবে। অতএব তুমি নিশাকালে একাকী তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ঐ পাপাত্মা অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া গন্ধর্ব্বগণের অবমাননা করিয়াছে; অতএব তুমি সত্বর নৃত্যশালায় প্রবেশপূর্ব্বক তাহার প্রাণসংহার করিয়া আমার অবিরল-বিগলিত নয়ন-জল মার্জ্জনা, কুলের মানরক্ষা ও আপনার শ্রেয় সাধন কর।"

ভীমসেন কহিলেন, "হে ভীরু! তুমি যখন আমাকে প্রিয়সংবাদ প্রদান করিতেছ, তখন অবশ্যই স্বচ্ছন্দে আগমন করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে হিড়িম্বকে বধ করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার মুখে এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম। আমি সত্য, ভ্রাতৃগণ ও ধর্ম্মের শপথ করিয়া কহিতেছি, যেমন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কীচককে নিহত ও প্রোথিত করিব। যদি অত্রত্য লোকে কীচকবধে জাতক্রোধ হইয়া আমার সহিত

যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের বন্ধসাধনেও পরাঙ্মুখ হইব না। তৎপরে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া এই সসাগরা বসুন্ধরা অধিকার করিব। আমি কদাচ ধর্ম্মরাজের অনুরোধ রক্ষা করিব না। তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বিরাটরাজের উপাসনা করুন।"

নৃত্যশালায় ভীমের প্রচ্ছন্ন অবস্থান— ভীম-কীচকের যুদ্ধ

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভীম! তুমি প্রচ্ছন্নভাবে দুরাত্মা কীচককে বিনাশ করিবে, দেখিও, যেন আমার নিমিত্ত তোমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে না হয়।" ভীমসেন কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে সম্মত আছি। আমি গাঢ়তিমিরে প্রচ্ছন্ন হইয়া অদ্যই কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। ঐ দুরাত্মা বারংবার তোমাকে প্রার্থনা ও তোমার অবমাননা করিয়াছে, অদ্য তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। গজরাজ যেমন নিম্বফল গ্রহণ করে, তদ্রূপ আমি তাহার মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রোথিত করিব।" ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া নিশাকালে নৃত্যশালায় গমনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে উপবেশন করিয়া সিংহ যেমন মৃগের আকাঙক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কীচকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্বুদ্ধি কীচক কামিজনোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া দ্রৌপদীলাভের প্রত্যাশায় সেই অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন সঙ্কেতস্থানে প্রবেশ করিল। ভীমসেন ইতিপূর্ব্বে তথায় আগমনপূর্ব্বক একান্তে শয়ান ছিলেন। দ্রৌপদী-পরাভবনিবন্ধন তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল। দুরাত্মা কীচক একান্ত কামমোহিত হইয়া হৃষ্ট-মনে দ্রৌপদী-বোধে বৃকোদরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিতে লাগিল, "প্রিয়ে! আমি তোমার নিমিত্ত অসংখ্য ধন প্রেরণ করিয়াছি এবং দাসীশত-পরিবৃত রূপলাবণ্য-সম্পন্ন যুবতীগণে অলঙ্কৃত অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তোমার নিকট আগমন করিতেছি। আমার অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সতত এই বলিয়া আমার প্রশংসা করে যে, তোমার তুল্য প্রিয়দর্শন পুরুষ এই ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।" তখন ভীমসেন কহিলেন, "হে কীচক! আমার পরমসৌভাগ্য যে, তুমি অসামান্য-রূপসম্পন্ন হইয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছ। ফলতঃ তোমা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রীতিকর পুরুষ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমিও ঈদৃশ স্পর্শীসুখ কদাচ অনুভব কর নাই। আহা! তোমার কি চমৎকার স্পর্শজ্ঞান! কি রসিকতা! কি কামশাস্ত্রে বিচক্ষণতা!"

ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই কথা বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, "রে দুরাত্মন! সিংহ যেমন পর্ব্বতপ্রতিম মহাগজকে অনায়াসে আক্রমণ করে, সেইরূপ আমি তোর ভগিনীর সমক্ষেই তোকে ভূতলে বিকর্ষণ করিব। তুই নিহত হইলে সৈরিন্ধ্রী নিরাপদ ও তাঁহার পতিগণ পরম সুখী হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবেন।" মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর এই কথা বলিয়া কীচকের কেশগ্রহণ করিলেন; কীচকও বাহুবলে অতিবেগে স্বীয় কেশ বিমুক্ত করিয়া তাহার বাহুযুগল আক্রমণ করিল। এইরূপে উভয়ে ক্রোধপরবশ হইয়া ভয়ানক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বসন্তকালে বলবিক্রান্ত

দ্বিরদযুগল [করী] করিণীর নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করে, যেমন কপিকুলসিংহ বালী ও সুগ্রীব পত্নীর নিমিত্ত একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া দুরন্ত সমরসাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আশীবিষোদ্ধত ভীম ও কীচক পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। উভয়ে পঞ্চশীর্ষ ভুজগসদৃশ ভীষণ ভুজদণ্ড সমুদ্যত করিয়া পরস্পর নখাঘাত ও দন্তাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কীচক ভীমকে অত্যন্ত আঘাত করিল, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ বৃকোদর এক পদও বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা পরস্পর আশ্লেষ [আঁকড়াইয়া ধরা], আকর্ষণ ও প্রকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় এবং নখ ও দন্তপ্রহার করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অমর্ষপ্রদীপ্ত কীচক, মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রুপ বেগে ধাবমান হইয়া বাহুদ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল; মহাবল ভীমসেনও তাঁহাকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। কীচক পুনরায় বলপূর্ব্বক তাহাকে নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সেই পুরুষদ্বয়ের ভুজনিস্পেষে বেণুবিস্ফোটসদৃশ [বাঁশফাটার শব্দ] ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবরী বৃকোদর কীচককে গৃহমধ্যে আকর্ষণপূর্ব্বক, প্রচণ্ড বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মহীরুহকে আন্দোলিত করে, তদ্রূপ তাহাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। কীচক ভীমের সঙঘর্ষণে নিতান্ত দুর্ব্বল ও কম্পিত্যকলেবর হইয়া প্রাণপণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম ক্রোধবশতঃ ঈষদবিচলিত হইবামাত্র কীচক জানুপ্রহারদ্বারা তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিল। ভীমসেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত না হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিত হইলেন।

বলদৃপ্ত ভীমসেন ও কীচক এইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ ও তর্জনগর্জনপূর্ব্বক নিশীথসময়ে সেই বিজনস্থলে পরিকর্ষণ করাতে সমুদয় গৃহ মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ভীমসেন ক্রোধাভরে কীচকের বক্ষঃস্থলে এমন চপেটাঘাত করিলেন যে, সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। ক্রোধানলে তাহার অন্তর্দ্দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু উঠিবার সামর্থ্য হইল না। ভীমসেন দুরাত্মা কীচককে দুঃসহ চপেটাঘাতে নিতান্ত হীনবল ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া তাহাকে নিকটে আনয়নপূর্ব্বক দৃঢ়তর মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া পিশতাকাঙ্ক্ষী [মাংসলোলপু] শার্দ্দুল যেমন মৃগ গ্রহণপূর্ব্বক চীৎকার করে, তদ্রূপ ভীষণ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ভীমকর্ত্তৃক কীচকের প্রাণসংহার

অনন্তর বৃকোদর কীচককে নিতান্ত শ্রান্ত দেখিয়া তাহাকে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক সাতিশয় ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ঘন ঘন নিশ্বাসত্যাগ করিতে লাগিল এবং বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িল। তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত সত্বর বাহুদ্বারা তাহার কণ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ়তর নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ দুরাত্মা ভগ্নসর্ব্বাঙ্গ ও বিদ্ধচক্ষু হইলে ভীম জানুদ্বারা তাহার কটিদেশ আক্রমণপূর্ব্বক বাহুদ্বারা তাহাকে নিপীড়িত করিয়া পশুর ন্যায় সংহার করিলেন।

কীচক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে ভীমসেন তাহার মৃতদেহ ভূতলে সংঘটনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে সৈরিন্ধ্রী! অদ্য আমি ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা কীচকের প্রাণসংহার করিয়া ভ্রাতার নিকট অঋণী হইলাম; অদ্য আমার পরম শান্তিলাভ হইল।” রোষারুণনেত্র ভীমসেন এই কথা বলিয়া স্বলিত-বস্ত্রাভরণ উদভ্রান্তনেত্র ও গতজীবিত কীচককে পরিত্যাগ করিলেন। তখনও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হয় নাই। তিনি পুনরায় হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠ দর্শনপূর্ব্বক তাহার হস্ত, পদ, গ্রীবা ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। পরে দ্রৌপদীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “পাঞ্চালি! দেখ, সেই কামুকের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।” এই কথা বলিয়া সেই মথিতসর্ব্বাঙ্গ মাংসপিণ্ডাকার কীচকের মৃতদেহে এক পদাঘাত করিলেন এবং অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক ঐ মৃত কলেবর দ্রৌপদীকে দর্শন করাইয়া কহিলেন, “হে ভীরু! যাহারা তোমাকে কামনা করিবে, তাহারা কীচকের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।” মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এইরূপে দ্রৌপদীর হিতসাধনার্থে কীচকবিনাশরূপ অতিদুষ্কর কর্ম্মসম্পাদনানন্তর শান্তচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর মহানসে আগমন করিলেন।

দ্রৌপদী এই প্রকারে কীচককে নিহত করাইয়া বিগতসন্তাপ ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া সভাপালদিগকে কহিলেন, “হে সভাসদগণ! আপনারা আগমন করিয়া দেখুন, পরস্ত্রী-কাম-কামবিমোহিত দুরাত্মা কীচক আমার পতিগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে।”

তখন নৃত্যশালারক্ষকগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র উল্কাগ্রহণপূর্ব্বক সহসা তথায় আগমন করিল এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক হস্তপদবিহীন, রক্তাক্তকলেবর, গতাসু কীচককে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, “কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহার গ্রীবা কোথায়, হস্ত, পদ ও মস্তকই বা কোথায় গেল?” তাহারা এই কথা বলিয়া কীচকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

২৩তম অধ্যায়

বান্ধবগণকর্ত্তৃক কীচকসহ দ্রৌপদীর বন্ধন— সৎকারার্থ শ্মশানগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইত্যবসরে কীচকের বন্ধুগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তাহারা স্থলে সমুদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় সম্ভিন্নকলেবর কীচককে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তদীয় মৃতদেহ বহির্দেশে নিষ্কাশিত করিবার উপক্রম করিতেছে, এই অবসরে উপকীচকেরা অনতিদূরে দ্রৌপদীকে অবলোকন করিল।

তখন তাহারা সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কহিল, “হে বান্ধবগণ! যাহার নিমিত্ত আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন, ঐ দেখ, সেই অসতী স্তম্ভ আলিঙ্গনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহাকে শীঘ্র বিনষ্ট কর অথবা এক্ষণে উহাকে সংহার করিবার আবশ্যক নাই, কামী কীচকের সহিত উহার কলেবর ভস্মসাৎ করা উচিত। কারণ, লোকান্তরেও কীচকের

প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তাহারা বিরাটের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! পাপীয়সী সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্তই আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব আমরা উহাকে তাঁহার সহিত দগ্ধ করিব; আপনি অনুমতি প্রদান করুন।" বিরাটরাজ উপকীচকগণের বলবিক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।

তখন উপকীচকেরা দ্রৌপদীর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও বন্ধন করিয়া কীচকের মৃতদেহোপরি আরোপিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দ্রৌপদী প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া শরণা লইবার নিমিত্ত করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, "জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল, ইহারা এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। রণস্থলে যাঁহাদিগের বীজনির্ঘোষসদৃশ ধনুষ্টঙ্কার, তরবারিধ্বনি ও ভয়ঙ্কর রথঘর্ঘরশব্দ শ্রুত হইত। সেই সকল গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।"

ভীমকর্ত্তৃক কীচক-বান্ধব বধ—দ্রৌপদী-মোচন

তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর এইরূপ করুণ-বিলাপ। শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সৈরিন্ধ্রী! তোমার বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে আর তোমার কোন শঙ্কা নাই।" এই বলিয়া ভীমসেন সমস্ত উপকীচক— সংহারার্থ প্রস্তুত হইয়া বেশপরিবর্ত্তন করিলেন। পরে নিগমদ্বার পরিহারপূর্ব্বক অন্যস্থান দিয়া বহিঃপ্রদেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সত্বর নগরপ্রাকার উল্লঙঘনপূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে শ্মশানভূমিসমীপে সূতপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তথায় দশব্যাম-আয়ত তালপ্রমাণ এক বনস্পতি নিরীক্ষণ করিয়া ভূজদণ্ডদ্বারা তাহা উৎপাটনপূর্ব্বক উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় সূতপুত্রদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার গমনবেগে ন্যাগ্রোধ, অশ্বথ ও কিংশুক প্রভৃতি বৃক্ষসকল অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন ভীমসেন ক্রমে সূতপুত্রগণের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। তাহারা কুপিত সিংহসদৃশ বৃকোদরকে গন্ধর্ব্ব জ্ঞান করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন ও প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব ক্রোধাভরে পাদপ উদ্যত করিয়া আগমন করিতেছেন; অতএব যাহার নিমিত্ত আমাদিগের এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই সৈরিন্ধ্রীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া তাহারা দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন পবন-তনয় ভীমসেন সূতপুত্রদিগকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধাভরে বৃক্ষপ্রহারপূর্ব্বক দেবরাজ যেমন অসুরগণকে নিপাত করেন, তদ্রূপ সেই একশত পঞ্চজন উপকীচককে সংহার করিলেন।

পরে ভীমসেন বাষ্পাকুললোচনা দীনা দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! যাহারা নিরপরাধে তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবে, আমি অবশ্যই

এইরূপে তাহাদিগকে সংহার করিব। এক্ষণে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই; তুমি পরমসুখে নগরাভিমুখে গমন কর; আমি অন্য পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিরাটরাজের মহানসে প্রবেশ করিব।”

হে মহারাজ! এইরূপে একশত ও পঞ্চ কীচক বিনষ্ট হইয়া ছিন্ন-পাদপের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। একশত পঞ্চ জন উপকীচক ও সেনাপতি কীচক এই ষড়ধিক শত মহাবীর ভীমসেনের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তত্রত্য সমুদয় নর ও নারীগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া রহিল; কাহারও আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না।

২৪তম অধ্যায়

গন্ধর্ব্বভীত বিরাটরাজের দ্রৌপদীবিদায়ে নির্ব্বন্ধ-দ্রৌপদীর সময়প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে সকল লোক সূতপুত্রগণকে নিহত হইতে দর্শন করিয়াছিল, তাহারা মৎস্যরাজের সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, “মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্রদিগকে সংহার করিয়াছে। যেমন প্রকাণ্ড পর্ব্বতশিখর বজ্রপাতে বিদীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সূতগণও ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনরায় মহারাজের গৃহে আগমন করিতেছে। হে মহারাজ! সৈরিন্ধ্রী যেরূপ রূপবতী, গন্ধর্ব্বগণ যেরূপ পরাক্রান্ত এবং কামিনীগণ পুরুষের যেরূপ অভিলষণীয় তাহাতে বোধ হয়, এবার আপনার সমুদয় নগর সংশয়াপন্ন হইবে। অতএব যাহাতে বিরাট-নগরের উচ্ছেদ না হয়, তাদৃশ নীতিবিধান করুন।”

মৎস্যরাজ তাহাদিগের বাক্যশ্রবণানন্তর কহিলেন, “তোমরা সত্বর সূতগণের চরমক্রিয়া সমাধান কর; একমাত্র সুসমিদ্ধ হুতাশনে সমুদয় কীচকগণকে সরত্ন ও সচন্দন করিয়া দাহ করিবে।” তৎপরে সাতিশয় সন্ত্রস্ত-চিত্তে সুদেষ্ণাকে কহিলেন, “প্রিয়ে! সৈরিন্ধ্রী আগমন করিবামাত্র তুমি আমার নির্দ্দেশক্রমে তাহাকে কহিবে, হে বরবর্ণিনি!! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; এমন কি, গন্ধর্ব্বগণও তোমাকে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমাকে এই কথা বলিতে সমর্থ হইবেন না। স্ত্রীলোকে তোমার সহিত কথোপকথন করিলে গন্ধর্ব্বগণের মনে কোন সংশয় হইবে না, এই জন্য আমি তোমাকে কহিতেছি।”

এদিকে দ্রৌপদী ভীমসেনের প্রতাপে সূতপুত্রগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গাত্র ও বসন প্রক্ষালনপূর্ব্বক শার্দ্দুলবিত্রাসিত হরিণীর ন্যায় নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পুরুষগণ তাঁহাকে নয়নগোচর করিবামাত্র গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ বা নেত্রদ্বয় নির্মীলিত করিয়া রহিল; দ্রৌপদী ক্রমেক্রমে মহানসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভীমসেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন অবলোকন করিয়া তাহার বিস্ময়োৎপাদনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সঙ্কেতবাক্যে কহিলেন, “যিনি আমাকে বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গন্ধর্ব্বকে নমস্কার করি।” ভীমও সঙ্কেতক্রমে উত্তর

করিলেন, “গন্ধর্ব্বগণ যাহার বশীভূত হইয়া পূর্ব্বাবধি এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋণমুক্ত হইলেন।”

তৎপরে দ্রৌপদী শয়নাগারের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বিরাটরাজের কন্যাগণ মহাবাহু ধনঞ্জয়ের নিকটে নৃত্যশিক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা নিরপরাধিনী সৈরিন্ধ্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, “সৈরিন্ধ্রী! তুমি সৌভাগ্যক্রমে সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া পুনরায় আগমন করিয়াছ এবং যাহারা তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও নিহত হইয়াছে।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “সৈরিন্ধ্রী! তুমি কিরূপে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং কি প্রকারে সেই পাপাত্মারা বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “কল্যাণি বৃহন্নলে! তুমি অন্তঃপুরে কন্যাগণের সহিত পরমসুখে বাস করিতেছ, বাস কর। সৈরিন্ধ্রীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? সৈরিন্ধ্রী যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা ত’ তোমাকে সহ্য করিতে হইতেছে না; এই নিমিত্তই আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিতেছ।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “সৈরিন্ধ্রী! বৃহন্নলা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতেছে; তুমি তাহাকে তির্য্যাগযোনি পশু-পক্ষী বিবেচনা করিও না। যাহারা সতত একত্র বাস করে, তাহাদের অন্যতম দুঃখিত হইলে সকলেই সেই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; অতএব তুমি দুঃখিত হইলে আমাদের কাহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয়? কেহ কদাপি কাহারও হৃদগত ভাব বুঝিতে পারে না; এই নিমিত্তই তুমি আমার মনের ভাব অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছ।”

দ্রৌপদী অর্জ্জুনের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া কন্যাগণ-সমভিব্যাহারে রাজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সুদেষ্ণার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। রাজপত্নী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিরাটের আদেশক্রমে কহিলেন, “সৈরিন্ধ্রী! এক্ষণে তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। তুমি অসামান্য রূপবতী যুবতী, পুরুষগণের অন্তঃকরণও নিতান্ত চঞ্চল এবং গন্ধর্ব্বগণও অতি কোপনস্বভাব; অতএব আর তোমার এ স্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে।”

দ্রৌপদী কহিলেন, “দেবি! মহারাজ আর ত্রয়োদশ দিবসমাত্র আমাকে ক্ষমা করুন; গন্ধর্ব্বগণ ইতিমধ্যেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই। তৎপরে তাহারা আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যাইবেন, তাহা হইলে মহারাজ ও আপনি সবান্ধবে শ্রেয়োলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।”

কীচকবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

২৫তম অধ্যায়

গোহরণপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কীচক ও উপকীচকগণ বিনষ্ট হইলে সমুদয় লোক অত্যাহিত শঙ্কায় শঙ্কিত ও যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। কি বিরাটনগরে, কি জনপদের অভ্যন্তরে, সর্ব্বত্রই এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল যে, প্রবল পরাক্রান্ত কীচক শৌর্য্য-প্রভাবে বিরাটরাজের নিতান্ত প্রিয়তম সৈন্যাধ্যক্ষ ও অরাতিগণের দারাভিমর্ষণ [পত্নীধর্ষণ] করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইল।

পাণ্ডবান্বেষণে নিযুক্ত দুর্য্যোধন-দূতগণের প্রত্যাবর্ত্তন

ইতিপূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ দেশে দেশে চরপ্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা নানা গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্রে পাণ্ডুতনয়গণকে অন্বেষণ করিয়া এই সময়ে হস্তিনানগরে দুর্য্যোধন-সমীপে সমুপস্থিত হইল। দেখিল, মহারাজ দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহাত্মা ভীষ্ম ও মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ এবং ভ্রাতৃসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে সমাসীন আছেন। তখন তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আমরা অপ্রতিহত যত্ন সহকারে সেই নানাবিধ লতা-গুল্ম-পাদপ-সমাবৃত বিবিধ মৃগসমাকীর্ণ দুরবগাহ [দুর্গম] অরণ্যানী, গিরিশিখর, দুর্গ, পাণ্ডবগণাধিষ্ঠিত মহারণ্য এবং অন্যান্য জনপদ, জনাকীর্ণ দেশ, অরাতিগণের রাজধানী সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু দৃঢ়বিক্রম পাণ্ডবগণ যে কোন পথে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলাম না। একদা পাণ্ডবদিগের সারথিগণকে শূন্য রথ লইয়া দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের অনুগামী হইলাম; কিন্তু তথায় কি পাঞ্চালী, কি পাণ্ডবগণ কাহারও অনুসন্ধান পাইলাম না। তাঁহারা যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাহারা বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব আপনিই অদ্যাবধি আমাদিগের শাসন করুন। আপনার মঙ্গল হউক অথবা অনুমতি করুন, পুনরায় পাণ্ডবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

২৬তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের পুনঃ অন্বেষণে দূতপ্রেরণ মন্ত্রণা

"মহারাজা! আর একটি প্রিয়সংবাদ প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যে মহাবীর ত্রিগর্ত্তগণকে ভূয়োভুয়ঃ পরাভূত ও নিহত করিয়াছিল, সেই বিরাটসারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ রজনীযোগে অপরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিপাতিত রহিয়াছে। এক্ষণে এই প্রিয়সংবাদ, শত্রুগণের পরাভব ও আমাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত পর্য্যালোচনা করিয়া অনন্তর কর্ত্তব্যকার্য্যে অভিনিবেশ করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দূতগণের বাক্য-শ্রবণানন্তর বহুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। বোধগম্য হয় না; অতএব পাণ্ডবগণ কোন স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখ। এই তাহাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর; এই বৎসরের অধিকাংশই অতিক্রান্ত হইয়াছে, অল্প ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সত্যব্রত

পাণ্ডবগণ এই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, আশীবিষসদৃশ রোষাবেগে কৌরবগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে সন্দেহ নাই। অতএব সত্বর এমন কোন অপ্রতিহত প্রতিবিধানের চেষ্টা কর, যাহাতে সেই কালজ্ঞ পাণ্ডবগণ পুনরায় দীনবেশে অরণ্যানী প্রবেশ করে এবং আমার রাজ্যও চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, অনাকুল ও নিঃসপত্ন [শত্রুহীন] হয়।"

তখন কর্ণ কহিলেন, "মহারাজা! আর কতকগুলি ধূর্ত্ত প্রিয়কারী কর্ম্মকুশল বিনীত লোক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সুসমৃদ্ধ জনপদ, গোষ্ঠী [জনতাপূর্ণ সভা] এবং সিদ্ধগণসেবিত জনসংকীর্ণ প্রত্যেক তীর্থ ও প্রত্যেক আকারে পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করুক, আর যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে বিশেষরূপে অবগত আছে, তাহারাও সুসংস্কৃত বেশে নদী, কুঞ্জ, তীর্থ গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম ও পর্ব্বতাদিতে ছদ্মচারী পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করুক।"

অনন্তর পাপানুরক্ত দুরাত্মা দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহারাজ! যে সমুদয় চরগণ আমাদিগের বিশ্বাসভাজন, তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করুক; আর মহামতি কর্ণ যাহা কহিলেন, উহা আমাদেরও অভিপ্রেত, অন্যান্য চরগণও তদনুসারে তত্তৎপ্রদেশে গমন করিয়া তাহাদিগের বাস ও কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হউক। হয়, তাহারা অত্যন্ত গুপ্তভাবে গতি, বাস ও অবস্থান করিতেছে, না হয়, সমুদ্রপারে গমন করিয়াছে অথবা মহারণ্যে হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে কিংবা অন্য কোন দুরবস্থায় পতিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব হে মহারাজ! আপনি অনাকুলিত-চিত্তে উৎসাহ সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করুন।"

২৭তম অধ্যায়

পুনঃ পাণ্ডবান্বেষণে দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি

অনন্তর যথার্থদর্শী দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "পাণ্ডব অসাধারণ শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ অতএব তাদৃশ মহাত্মাগণ কদাপি বিনাশ বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীতিতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতার ন্যায় তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে; অতএব ন্যায়পরায়ণ যুধিষ্ঠির অবশ্যই তাদৃশ বশংবাদ ভ্রাতৃগণের হিতানুষ্ঠান করিবেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হয়েন নাই, তাঁহারা কেবল সযত্ন হইয়া সমুচিত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় পরিপূর্ণ না হইতেই যাহা আপনাদের কর্ত্তব্য থাকে, তাহা সম্পাদন করুন; পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা রীতিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাঁহারা সকলেই ধীর, শৌর্য্যশালী, দুর্জেয়, দুর্দ্ধর্ষ ও তপস্বী, বিশেষতঃ তেজোরাশি, অজাতশত্রু, অতি বিশুদ্ধাত্মা, গুণবান ও সত্যপরায়ণ; অতএব তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করা সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ, চর ও সিদ্ধ ব্যক্তি. পাণ্ডবগণকে সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারাই পুনরায় তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে গমন করুন।

২৮তম অধ্যায়

পাণ্ডব-সংবাদ-সংগ্রহে ভীষ্মের মত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজা! আচার্য্য দ্রোণ মৌনাবলম্বন করিলে দেশকালকুশল কুরুকুলতিলক শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া সাধুসম্মত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন,"পাণ্ডবেরা সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যব্রতপরায়ণ ও বৃদ্ধিমতাবলম্বী। সেই ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুরত মহাবল-পরাক্রান্ত সমরাভিজ্ঞ বীর পুরুষেরা কৃষ্ণের অনুগত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা কদাচ অবসন্ন হইবেন না। ঐ মহাত্মারা সতত সৎপথে বিচরণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ও স্ববীর্য্যপ্রভাবে সতত পরিরক্ষিত হইতেছেন; অতএব বোধ হয়, কেহই তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধন করিতে পরিবে না। এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করা।

"নীতিজ্ঞের নীতিজাল নিতান্ত দুরবগাহ, তথাচ আমরা পাণ্ডবগণের অবস্থানবিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যে কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত, ঈর্ষামূলক নহে। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা মাদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু সত্যশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সভামধ্যে ন্যায়ানুগত যথার্থ উপদেশই প্রদান করিবে, এই নিমিত্তই আমি সদুপদেশ-প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"অন্যান্য ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নিবাস-নিরূপণ-বিষয়ে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করি না। আমার মত এই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পুর বা জনপদে এই ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিতেছেন, তথাকার ভূপতিগণ অন্যায়াচরণে পরাঙ্মুখ হইবেন এবং জনগণ বদান্য, দান্ত, হৃষ্ট-পুষ্ট, প্রিয়বাদী ও লজ্জাশীল হইবে। তথায় অসূয়া, ঈর্ষা, অভিমান ও মাৎসর্য্যের অধিকার থাকিবে না; অনবরত বেদধ্বনি শ্রুত, পূর্ণাহুতি প্রদত্ত, বহুদক্ষিণ যাগ-যজ্ঞ-সমুদয় সম্পাদিত হইবে; পর্জন্য প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিবে, পৃথিবী শস্যসম্পন্ন ও আতঙ্কশূন্য হইবেন, ধান্য বহু পরিমাণে জন্মিবে; ফলসমূদয় রসাল ও ধান্যসকল সুগন্ধ হইবে; সকলে সতত সদালাপ করিবে; সমীরণ সুখস্পর্শ হইবে; কোন বস্তুই অপ্রতিকূলদর্শন হইবে না; ভয়ের লেশমাত্র থাকিবে না; তথায় বহুসংখ্যক হৃষ্ট-পুষ্ট ধেনু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে; দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি গব্য এবং সমুদয় পানীয় ও ভোজনীয় দ্রব্যজাত সাতিশয় সুরস ও হিতজনক হইবে; রস, স্পর্শ, গন্ধ ও শব্দসকল মনোহর হইবে, সমুদয় দৃশ্য পদার্থই লোকের নেত্রপথ চরিতার্থকরিবে; দ্বিজাতিগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন এবং সকল লোকই সতত সন্তুপ্ত থাকিবে; দেবপূজা, অতিথিসৎকার, অর্থদান ও যাগ-যজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠানে সবিশেষ আদর প্রদর্শন করিবে, মহোৎসাহসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইবে, অশুভ বিষয়ে বিদ্বেষ ও শুভবিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিবে, কদাচ মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিবে না এবং সতত সৎপথেই ধাবমান হইবে।

কীর্ত্তি, লজ্জা, শ্রী, তেজ, অনুশংসতা ও সরলতা প্রভৃতি সদগুণের একমাত্র আধার। সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, দ্বিজাতিগণও তাঁহাকে সম্যক অবগত হইতে সমর্থ নহেন। হে রাজনী! আমি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রচ্ছন্ন-বাস-নিরূপণ-বিষয়ে এইমাত্র উপদেশ

প্রদান করিতে পারি। যদি আমার বাক্যে আস্থা হয়, তবে এই সমুদয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, তদবলম্বনে যত্নবান হও।”

২৯তম অধ্যায়

ভাবি যুদ্ধাশঙ্কায় কৃপাচার্যকর্ত্তৃক বলবৃদ্ধিমন্ত্রণা

“মহারাজ! ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত। আমিও ভীষ্মের অনুরূপ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

“হে মহারাজ! কার্য্যকুশল গূঢ়-চর দ্বারা পাণ্ডবগণের গতিবিধি এবং বাসস্থান-নিরূপণ ও আপনার হিতকর নীতি বিধান করুন। কারণ, যিনি জীবিত থাকিতে বাসনা করেন, সর্ব্বাস্ত্রকুশল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অতি সামান্য শত্রুকেও উপেক্ষা করা তাহার উচিত নহে। এক্ষণে মহাত্মা পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হইলে তাহাদিগের অভ্যুদয় হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব আপনি স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের বল সম্যকরূপে বিবেচনা করুন। মহাবল-পরাক্রান্ত অমিততেজঃ পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইবামাত্র মহীয়সী উৎসাহশীলতাসম্পন্ন হইয়া উঠিবেন, অতএব আপনি পূর্ব্বেই কোষশুদ্ধি, বলশুদ্ধি ও নীতিবিধান করুন। তাহাদিগের তাদৃশ অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়, সন্ধি করা যাইবে। হে রাজন্! কোন্ সময়ে কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তাহা আমি চিন্তা করিতেছি, আপনি আপনার বল, সমুদয় মিত্র ও সৈন্যসামন্তগণের সামর্থ্য বিবেচনা করুন। আপনার নানাবিধ সৈন্য আছে, তন্মধ্যে কে আপনার অনুরক্ত কেই বা অননুরক্ত, তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত হউন।

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও বলি [করগ্রহণ] কর্ম্ম প্রভৃতি উপায় দ্বারা বলবান শত্রুকে এবং বলপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে বশীভূত করুন। সান্ত্ববাদ দ্বারা মিত্রমণ্ডলী ও মিষ্টবাক্য দ্বারা সৈন্যগণকে পরিতুষ্ট করুন, তাহা হইলে আপনার কোষশুদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হইবে, আপনি অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পরিবেন এবং পাণ্ডবেরাই হউক অথবা অন্য কেহই হউক, বলবানই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, শত্রু সমুপস্থিত হইলেই তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবেন। হে মহারাজ! যথাযোগ্য সময়ে স্বীয় ধর্ম্মানুসারে ব্যবসায় [হিতাহিতবিষয়ক প্রযত্ন] বিনিশ্চয় করিয়া এইরূপে কার্য্য-সমাধান করিলে আপনি অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।”

৩০তম অধ্যায়

সেনাপতি কীচকবধ সুযোগে বিরাট রাজ্যাক্রমণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবলপরাক্রান্ত দুরাত্মা কীচক মৎস্য ও শাল্বেয়কগণ-সমভিব্যাহারে বলপূর্ব্বক বারংবার ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মাকে সবান্ধবে পরাজয় করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ব্যগ্রতা

সহকারে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, “হে রাজন! বিরাটরাজ বলবান্ কীচকের সাহায্যে ভূয়োভূয়ঃ আমার রাজ্য পরাজয় করিয়াছিল; ক্রূরাত্মা কীচক গন্ধর্ব্বগণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বিরাটরাজও তাহার মৃত্যুতে হতদর্প, নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই; অতএব যদ্যপি আপনার, মহাত্মা কর্ণের ও সমস্ত কৌরবগণের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে মৎস্যদেশে গমন করাই কর্ত্তব্য।

আমরা কৌরব ও ত্রিগর্ত্তগণ সমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধ বিরাটরাজ্যে গমন ও বিরাট-নগর নিপীড়নপূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্যক্ষয় করিয়া বিভাগক্রমে বিবিধ রত্ন, ধন, গ্রাম, রাজ্য ও গো-সমূহ হরণ করিয়া ন্যায়ানুসারে বিরাটরাজকে বশীভূত করিব, তাহা হইলে আপনারও বলবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই।”

কর্ণ সুশর্ম্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “মহারাজ, সুশর্ম্মা আমাদিগের সময়োচিত হিতবাক্যই কহিয়াছেন; অতএব বিভাগক্রমে সৈন্য লইয়া অবিলম্বে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। আপনি, প্রাজ্ঞতম, পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য, আপনারা যে প্রকার মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, তদনুসারেই যাত্রা করা যাইবে। হে মহারাজ! সত্বর বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করা কর্ত্তব্য। অর্থহীন, বলহীন, পৌরুষবিহীন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি, তাহারা চিরকালের মত পলায়িত বা কালকবলে কবলিত হইয়াছে; অতএব নিরুদ্বেগ চিত্তে বিরাট-নগরে গমনপূর্ব্বক গো-সমুদয় ও বিবিধ বসুজাত [দানসমূহ] গ্রহণ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।”

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যে অভিনন্দনপূর্ব্বক নিয়ত আজ্ঞাবহ স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে আজ্ঞা করিলেন, “তোমরা বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শীঘ্র বাহিনী যোজনা কর। মহাত্মা সুশর্ম্মা স্ববলবাহনসমভিব্যাহারে অগ্রেই বিরাট-রাজ্যে গমনপূর্ব্বক গোপগণকে দূরীকৃত করিয়া বিপুল ধনজাত ও গো-সমূহ হস্তগত করুন। পরদিবসে আমরা সমস্ত বরূথিনী [সৈন্যদল] দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গমন করিব।”

অনন্তর সুশর্ম্মা বদ্ধপরিকর হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গোধন অপহরণ ও বৈরানির্য্যাতনামানসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কৌরবগণও পরদিনে অষ্টমান্তে বিরাট-রাজ্যে গমনপূর্ব্বক গোসমূহ আক্রমণ করিলেন।

৩১তম অধ্যায়

সুশর্ম্মার সহিত বিরাটরাজের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বাস ও মৎস্যরাজ বিরাটের কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিলেন। দুরাত্মা কীচক নিহত হইলে তাহারাই বিরাটরাজের একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন।

এদিকে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা বলপূর্ব্বক বিরাটরাজ্যের বহুতর গোধন অপহরণ করিলেন। তখন গোপ সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক মহাবেগে পুরপ্রবেশ করিল এবং কুণ্ডলাঙ্গদধারী, মহাবলপরাক্রান্ত বহুতর যোধ, মন্ত্রী ও পাণ্ডবগণে পরিবৃত মহারাজ বিরাটকে সভামধ্যে আসীন দেখিয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! ত্রিগর্ত্তেরা আমাদিগকে সবান্ধবে সমরে পরাজয় করিয়া আপনার সহস্র সহস্র গোধন অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহার যথাবিধি প্রতিবিধান করিয়া আপনার গোধন রক্ষা করুন।'

বিরাটরাজ গোপের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রথমাতঙ্গ সঙ্কুল [রথহস্তিসমাকীর্ণ], অশ্বপদাতিগণ-সমাকীর্ণ, ধ্বজপট [পতাকা]-সুশোভিত। স্বীয় সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদয় রাজা ও রাজকুমারগণ বিরাটের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বীরপ্রিয় বিচিত্র কবচ ধারণ করিতে লাগিলেন। বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীক হীরকখণ্ডমণ্ডিত কাঞ্চনময় ও তৎকনিষ্ঠ মন্দিরাক্ষ কল্যাণকর লৌহময় অক্ষয় কবচ ধারণ করিলেন। পরে বিরাটরাজ স্বয়ং শতসূর্য্যসম আবর্ত্তশতসম্পন্ন নেত্রোপমিত ছিদ্রশতসংযুক্ত নিতান্ত দুর্ভেদ্য বর্ম্মে বিভূষিত হইলেন। রাজা সূর্য্যদত্ত সূর্য্যসঙ্কাশ নীলোৎপলালঙ্কৃত কবচ ধারণ করিলেন। তৎপরে বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর শঙ্খ রজতময় আয়তগর্ভ শতাক্ষিসংযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং নানাপ্রহরণধারী দেবরূপ মহারথীসকল সংগ্রামার্থ বিবিধ বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উপকরণসম্পন্ন শুভ্রবর্ণ রথে সুবর্ণময়-বর্ম্মসংযুক্ত অশ্বগণ যোজিত হইল। মহানুভব মৎস্যরাজ সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ হিরন্ময় দিব্য রথে ধ্বজ উত্থিত করিয়া দিলেন। পরে অন্যান্য মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়সকল স্ব স্ব রথে নানাপ্রকার ধ্বজ যোজনা করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতানীককে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! বোধ হইতেছে মহাবীর কঙ্ক, বল্লব, গোপাল ও দামগ্রন্থি [রজ্জুদ্বারা গোবন্ধনকারী] ইহারাও যুদ্ধ করিবেন, অতএব তুমি ইহাদিগকেও ধ্বজপতাকাসম্পন্ন রথ ও বিবিধ আয়ুধ প্রদান কর। ইহারা মৃদু সুদৃঢ় বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ করুন।"

গোগ্রহণজনিত যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সাহায্য

শতানীক রাজার এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর পাণ্ডবগণকে রথদানের আদেশ করিলেন। রাজভক্তিসম্পন্ন সারথি তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের নিমিত্ত রথ প্রস্তুত করিল। তখন সেই প্রচ্ছন্নরূপী অরতিনিপাতন যুদ্ধবিশারদ মহারথচতুষ্টয়

বিরাটনির্দ্দিষ্ট বিচিত্র কবচ ধারণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মৎস্যরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক যোধগণাধিষ্ঠিত মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গ-সকল জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যুদ্ধবিশারদ উৎসাহশীল প্রধান প্রধান মৎস্য [বিরাটরাজের সৈন্যসমূহ]-গণ বিরাটরাজের অনুগমন করিবার নিমিত্ত অষ্ট সহস্র রথী, সহস্র হস্তী ও ষ্যষ্টি সহস্র অশ্ব লইয়া নির্গত হইলেন। তখন সেই হস্ত্যশ্বরথ, সঙ্কুল যোদ্ধৃবর্গ-পরিবৃত গোস্থানগমানসমুদ্যত বিরাটসেনা-সমুদয় অলৌকিক শোভা ধারণ করিল।

৩২তম অধ্যায়

সুশর্ম্মার সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত মৎস্যগণ মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে অপরাহ্নকালে নগর হইতে নির্গত হইয়া গোধনাপহারী ত্রিগর্ত্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। রণদুর্ম্মদ ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যগণ গো-গ্রহণাভিলাষে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন। উভয়-পক্ষীয় যুদ্ধকুশল প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষেরা গজারোহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের সেই ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। রণনিহত জনসমূহ দ্বারা যমপুর পরিপূর্ণ হইল।

ক্রমে ভগবান ভাস্কর অস্তাচলচুড়া অবলম্বন করিলে উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অধিকতর বলবিক্রম প্রকাশ্যপূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সেই যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। সেনাগণের পাদবিক্ষুণ্ণ মহীতল হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিল; পক্ষিগণ ধূলিপটলসংবৃত ও বিলুপ্তদৃষ্টি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল; সুদূরপ্রস্থিত শরজালে সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত হইয়া গেল। তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন অন্তরীক্ষ খদ্যোতমালায় বিভূষিত হইয়াছে। সব্য-দক্ষিণ [বামদক্ষিণ] প্রধাবিত বলবান ধানুকগণের শরাসন-সকল পরস্পর সংঘটিত হইতে লাগিল। রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত ও গজারূঢ় গজারূঢ়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অসি, পট্টিশ, প্রাস, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র প্রহারপূর্ব্বক শত শত লোক নিহত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই তুল্যবল, কেহ কাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইল না। আহত সৈন্যগণের ওষ্ঠ, নাসিকা ও কেশবিহীন মস্তক-সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত ও ধূলিধূসরিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের শালস্কন্ধসন্নিভ শরীরসমুদয় নিশিত ইষু-প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। মহাকায় ক্ষত্রিয়গণের চন্দনচর্চ্চিত বিশাল বাহু ও কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক দ্বারা রণক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইতে লাগিল। নিহত প্রাণীগণের শোণিতপ্রবাহে ভূমণ্ডলস্থ ধূলিরাশি কর্দ্দমভাব প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমরসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিলে অনেকেই মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিল। গৃধ্র প্রভৃতি রুধিরমাংসলোলুপ পক্ষিগণ বীরগণের শরে উদ্বেজিত হইয়াও তথায় উপবেশন করিতে লাগিল। পরস্পর-নিহন্তা রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষদিগের সমরপ্রভাবে অন্তরীক্ষগামী প্রাণীগণেরও দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল। অনন্তর মহারথ শতানীক একশত ও মহাবল পরাক্রান্ত, বিশালাক্ষ চতুঃশত শত্রুসৈন্য সংহারপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় রথ ব্রজ লক্ষ্য করিয়া মহতী ত্রিগর্ত্তসেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বাহুবলে তাহাদিগের কেশাকর্ষণ ও রথাক্রমপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ সূর্য্যদত্তকে অগ্রে ও মদিরাক্ষকে পশ্চাতে লইয়া বিপক্ষপক্ষীয় পঞ্চশত রথী, পঞ্চ মহারথ ও অষ্টশত অশ্ব নিহত করিয়া রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সুবর্ণরথারূঢ় সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। এখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরযুগল পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তদনন্তর রণবিশারদ ত্রিগর্ত্তরাজ মৎস্যরাজকে আক্রমণ করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন জলদকালে ঘনঘটা গভীর গর্জনপূর্ব্বক অনবরত বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া পরস্পর তর্জন-গর্জনপূর্ব্বক অবিরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই কৃতাস্ত্র ও লঘুহস্ত; তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ বাণ, অসি, শক্তি ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগবিষয়ে স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিরাটরাজ, সুশর্ম্মাকে দশ বাণে ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সর্ব্বাস্ত্রকুশল রণবিশারদ সুশর্মাও বিরাটপতির প্রতি নিশিত পঞ্চশত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যপদোত্থিত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক সমাবৃত হইলে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ কে কোথায় রহিল, পরস্পর তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

৩৩তম অধ্যায়

যুদ্ধে সুশর্ম্মার পরাজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ভূলোক ধূলিজাল ও গাঢ়তিমির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে সৈন্যগণ মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে ভগবান কুমুদিনীনায়ক [চন্দ্র] অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নভোমণ্ডলে সুমদিত হইলেন, রজনী নির্ম্মল হইল ও ক্ষত্রিয়গণ আলোক-লাভে পুলকিত হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন আর কেহ কাহার নয়নগোচর হইল না। ইত্যবসরে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্মা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রথারোহণ করিয়া মৎস্যরাজ বিরাটের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধাভরে রথ-সকল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন বিরাটসেনা রোষাবিষ্ট হইয়া গদা, খড়্গ, পরশু ও সুতীক্ষ্ণ পাশ হস্তে লইয়া ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাবমান মহারাজ সুশর্মা স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে মৎস্যসেনাগণকে মন্থন ও পরাজয় করিয়া মহাবেগে বিরাটের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহার পার্ষ্ণি [পার্শ্বরক্ষক] ও সারথি সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে রথচ্যুত ও স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া মহাবেগে নিজনগরাভিমুখে

গমন করিতে লাগিলেন। মৎস্যসেনাগণ তদর্শনে নিতান্ত ভীত ও ত্রিগর্ত্তদিগের বলবীর্য্যে একান্ত পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "বৃকোদর! ঐ দেখ ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন। তুমি সত্বর উহাকে মোচন কর, উনি যেন কদাচ বিপক্ষের বশীভূত না হয়েন। আমরা উহার অধিকারে সর্ব্বকামসম্পন্ন হইয়া পরমসুখে বাস করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি উহাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সমুচিত নিষ্ক্রয় [প্রত্যুপকার] প্রদান কর।

ভীমসেন কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার নির্দেশানুসারে বিরাটকে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব। আমি একাকী স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করি; আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত একান্তে অবস্থিত হইয়া আমার অদ্ভূত কর্ম্মসমুদয় প্রত্যক্ষ করুন। আমি সম্মুখস্থিত মহাস্কন্ধ পাদপ উৎপাটনপূর্ব্বক ইহা দ্বারা শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিব।" ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! তুমি কদাচ এরূপ সাহস প্রকাশ করিও না। বৃক্ষ দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করিলে সকলেই তোমার ঐ অলৌকিক কার্য্য-দর্শনে তোমাকে জ্ঞাত হইবে; অতএব এক্ষণে পাদপোৎপাটনের প্রয়োজন নাই; ধনু, শক্তি খড়্গ, পরশু প্রভৃতি অন্য কোন মনুষ্য-গ্রহণোচিত অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অলক্ষিত রূপে অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । মহাবল নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক [চতুষ্পার্শ্বের রক্ষক] হইবেন। তুমি অনতিবিলম্বে মৎস্যরাজকে মোচন কর।"

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক বারিধারার ন্যায় অনবরত শরবর্ষণ করিয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া মহাবেগে সুশর্ম্মার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বিরাটরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা কালান্তক যমোপম ভীমসেনকে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীমসেন নিমেষমাত্র বিরাট-সন্নিধানে সহস্র সহস্র রথ, গজ, অশ্ব ও মহাবল-পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধরগণকে সংহার করিলেন এবং শত্রুগণের হস্ত হইতে গদা গ্রহণপূর্ব্বক পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ সুশর্ম্মা তাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ-সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে করিলেন, 'এ কে সহসা আমার সৈন্যমধ্যে আগমন করিল? দেখিতেছি, আমার সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক অনবরত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধাভরে ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া শরপ্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। বিরাটের পুত্র ও পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে উদ্যত উৎসাহ সহকারে ক্রোধাভরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির এক সহস্র, ভীমসেন সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্ত শত এবং সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবীর সহদেব যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে আয়ুধ উদ্যত

করিয়া সুশর্মার সম্মুখীন হইলেন; রাজা যুধিষ্ঠিরও সত্বর সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাকে নয়টি ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে চারিটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর সুশর্ম্মার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তদীয় অশ্বগণকে প্রোথিত ও পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বিনষ্ট করিয়া রথ হইতে সারথিকে পাতিত করিলেন। সুবিখ্যাত চক্ররক্ষক মদিরাক্ষ সুশর্ম্মাকে রথচ্যুত দেখিয়া প্রহার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিরাটরাজ সত্বর সুশর্মার রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই গদা গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে তদাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং বৃদ্ধ হইয়াও তরুণের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীমসেন সুশর্ম্মাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, “হে রাজকুমার! প্রতিনিবৃত্ত হও; রণস্থল হইতে পলায়ন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তোমাকে ধিক! তুমি এইরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া গোধন অপহরণ করিতে আগমন করিয়াছিলে! এখন অনুচরবর্গকে শত্রুগণমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিষণ্ন হইতেছ?” মহাবীর সুশর্মা ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুশর্ম্মার বিনাশসাধনার্থ মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ সুশর্ম্মার কেশপাশ গ্রহণপূর্ব্বক রোষাভরে তাঁহাকে শূন্যে উত্তোলিত ও মহীতলে নিস্পিষ্ট করিয়া তাঁহার মস্তকে পাদপ্রহার, অরত্নি দ্বারা জঙঘা—গ্রহণ ও বক্ষে জানুপ্রদান করিলেন। সুশর্মা প্রহারিবেগে নিতান্ত পীড়িত হইয়া মূর্ছাপন্ন হইলেন। ত্রিগর্তসেনাগণ তদর্শনে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল! এইরূপে মহারথ পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মাকে পরাজয় ও বিরাটের গোধন প্রত্যাহরণপূর্ব্বক সকলে একস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন ভীমসেন কহিলেন, “এই পাপাত্মাকে জীবিত রাখিতে আমার বাসনা নাই; কিন্তু রাজা নিতান্ত দয়াশীল, সুতরাং আমি এক্ষণে ইহার কি করিতে পারি?” এই বলিয়া তিনি ধূল্যবলুষ্ঠিতকলেবর বিচেতন সুশর্মার গলগ্রহণপূর্ব্বক সংযত রথে আরোপিত করিলেন এবং রণমধ্যস্থিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটস্থ হইয়া সন্দর্শন করাইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মাকে দেখিবামাত্র হাস্যমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, “হে ভীম! তুমি ইহাকে মুক্ত কর।” ভীম তদীয় আজ্ঞা শ্রবণানন্তর সুশর্ম্মাকে কহিলেন, “অরে মূঢ, যদি তোর্ জীবিত থাকিতে বাসনা থাকে, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আজি সভামধ্যে তোকে বিরাটরাজের দাস বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিব। কারণ, যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির প্রতি এইরূপই ব্যবহার করিতে হয়।” তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! যদি আমায় তোমার আস্থা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে ইহাকে পরিত্যাগ কর। এ এক্ষণে বিরাটরাজের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।” এই বলিয়া তিনি সুশর্ম্মাকে কহিলেন, “এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে; আর কদাচ এরূপ করিও না।”

৩৪তম অধ্যায়

বিরাটনগরে যুদ্ধজয় ঘোষণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুশর্মা যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে মুক্তি লাভ করিয়া লজ্জানম্র-মুখে বিরাটরাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন, বিরাটরাজ ও পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মাকে বিসর্জন করিয়া সেই রাত্রি সমরক্ষেত্রেই বাস করিতে লাগিলেন।

মৎস্যরাজ অমানুষিক বিক্রমশালী পাণ্ডবগণকে প্রভুত ধন প্রদান ও সম্মান করিয়া কহিলেন, "অদ্য আমি আপনাদিগের বিক্রমেই মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিলাম; অতএব আপনারাই এই মৎস্যরাজ্যের অধীশ্বর। আমার ন্যায় আপনারাও আমার রত্নজাত স্বচ্ছন্দে উপভোগ করুন। আমি স্বেচ্ছানুসারে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কন্যা ও বিবিধ ধন প্রদান করিব।"

তখন পাণ্ডবগণ পৃথক পৃথক কৃতাঞ্জলিপুটে মৎস্যরাজকে কহিলেন, "মহারাজা! আমরা আপনার সমুদয় বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি। আপনি যে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমাদের যৎপরোনাস্তি সন্তোষলাভ হইয়াছে।"

রাজসত্তম বিরাট পাণ্ডবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহাশয়! আসুন, আপনাকে মৎস্যরাজ্যে অভিষেক করি; আপনিই আমাদিগের অধিপতি। আমি আপনাকে মনোহর রত্ন, গো, সুবর্ণ ও মণি-মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ মহামূল্য-দ্রব্যজাত প্রদান করিব। আপনি আমাদের সমস্ত দ্রব্যেরই অধিকারী। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার; আদ্য আপনার প্রসাদেই রাজ্যলাভ ও সন্তানগণের মুখাবলোকন করিলাম। হে মহাবীর! আপনি আমাকে অরাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির পুনরায় উত্তর করিলেন—"মৎস্যরাজ! আমি আপনার বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি; অভিলাষ করি, আপনি অনুকম্পপরতন্ত্র হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখপরম্পরা পরিসম্ভোগ করুন। এক্ষণে দূতগণ নগরে গমন করিয়া সুহৃদগণকে প্রিয়সংবাদ প্রদান ও আপনার বিজয়-ঘোষণা করুক।"

বিরাটরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে দূতগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা নগরে গমন করিয়া আমার রণজয় ঘোষণা কর। কুমারীগণ, গণিকা-সমুদয় ও বাদ্যকর সকল নগর হইতে এখানে আসিয়া আমার প্রত্যুদগমন করুক।"

দূতগণ মৎস্যরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সেই রাত্রিতেই প্রস্থান করিল এবং পরদিন সূর্য্যোদয়কালে নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া বিরাটরাজের জয়-ঘোষণা করিতে লাগিল।

৩৫তম অধ্যায়

কৌরবগণের বিরাট গোধন আক্রমণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যখন মৎস্যরাজ গোধন প্রত্যাহারণমানমে ত্রিগর্ত্তদিগের সম্মুখীন হয়েন, সেই সময়েই রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় অমাত্য ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্মুখ প্রভৃতি মহারথিগণ-সমভিব্যাহারে মৎস্যদেশে উপনীত হইয়া রথসমূহ চতুর্দ্দিক পরিবৃত করিয়া ঘোষগণকে প্রহারপূর্ব্বক ষষ্টিসহস্র গো হস্তগত করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে কৌরবাহত গোপাল ও ঘোষগণ ঘোররব করিতে লাগিল।

তখন গোপাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নগরে উত্তীর্ণ হইল এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুত্র উত্তরকে নিবেদন করিল, "রাজপুত্র! কৌরবগণ বলপূর্ব্বক আপনার ষষ্টি সহস্র গো গ্রহণ করিয়াছে, অতএব আপনি অচিরাৎ তৎসমুদয় প্রত্যাহরণের উদযোগ করুন। আপনি হিতালিপ্সু হইয়া স্বয়ং গমন করুন, মহারাজ। আপনার উপরে সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সভাসদগণের সমক্ষে আপনার নামোল্লেখ করিয়া এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, আমার পুত্র, আমার অনুরূপ শৌর্য্যশালী বংশধর, অস্ত্রকুশল যোদ্ধা এবং বীর।" রাজপুত্র! এক্ষণে সেই রাজবাক্য অন্বর্থ [সার্থক] হউক। আপনি শরাসনবিনিষ্ক্রান্ত সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহে অরাতিগণের সৈন্য সংহার ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করুন; বিলম্বে প্রয়োজন নাই; সত্বর স্যন্দনে রাজতশ্বেত বাজিরাজি [অশ্বসমূহ] সংযোজিত ও সুবর্ণবর্ণ ধ্বজপাট সমুচ্ছ্রিত করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নৃপতিগণের পথ-নিরোধ ও দিনকরকে আচ্ছাদিত করুন এবং যেমন সুররাজ অসুরগণকে পরাভব করেন, তদ্রূপ কৌরবগণকে সমরে পরাজিত করিয়া বিমল যশোরাশি লাভপূর্ব্বক পুনরায় স্বনগরে প্রত্যাগত হউন। হে রাজপুত্র! অর্জ্জুন যেমন পাণ্ডবগণের আশ্রয়, আপনিও সেইরূপ মৎস্যদেশবাসী মনুষ্যগণের একমাত্র অবলম্বন, অতএব যাহাতে অদ্য রাজ্যরক্ষা ও প্রজাগণের পরিত্রাণ হয়, এবংবিধ উপায়বিধান করুন।"

উত্তর অন্তঃপুরে স্ত্রীসমাজমধ্যে এবম্প্রকার অভিহিত হইয়া আত্মশ্লাঘাসহকারে কহিতে লাগিলেন।

৩৬তম অধ্যায়

সারথ্যগ্রহণে দ্রৌপদীর প্রতি অর্জ্জুনের গুপ্ত ইঙ্গিত

উত্তর কহিলেন, "যদি আমি একজন তুরঙ্গনিয়োগবিশারদ সারথি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অবিলম্বেই সুদৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করি; কিন্তু আমার সারথ্যপদে অভিষিক্ত হইতে পারে, এমত লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অবিলম্বে একজন উপযুক্ত সারথির অন্বেষণ কর। অষ্টবিংশতি রাত্রি কি একমাস ব্যাপিয়া যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই আমার সারথি গতজীবিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি হয়যানবেত্তা কোন এক ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অচিরাৎ মহাধ্বজসমুচ্ছ্রিত [উচ্চে উত্থিত] গজবাজিরথসঙ্কুল পরবলে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সমাগত মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরাজিত করিয়া পশুযূথ প্রত্যানয়ন করিতে পারি। কৌরবগণ শূন্যদেশ

[অরক্ষিত স্থান] পাইয়া সমস্ত গোধন অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে। আমি তথায় বিদ্যমান থাকিলে তাহারা কি এই ব্যাপারে কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হইত? যাহা হউক, এক্ষণে সমাগত কৌরবগণ অদ্য আমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আমাদিগের প্রতিপক্ষে আগমন করিয়াছেন?"

ধনঞ্জয় রাজপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জনে দ্রৌপদীকে কহিলেন, "কল্যাণি! তুমি আমার বাক্যানুসারে শীঘ্র রাজপুত্র উত্তরকে বল যে, বৃহন্নলা পাণ্ডবগণের সারথ্যভার গ্রহণ করিয়া মহাযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অতএব উনিই আপনার সারথি হইবেন।"

বিরাটপুত্র অর্জ্জুনের নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক স্ত্রীগণমধ্যে বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছেন শ্রবণ করিয়া দ্রুপদতনায়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সলজভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, "রাজপুত্র! ঐ প্রিয়দর্শন বৃহদ্বারাণসন্নিভঙ্গ [বৃহৎ হস্তিতুল্য] বৃহন্নলা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন। উনি সেই মহাত্মারই শিষ্য, ধনুর্বিদ্যায় তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। আমি পাণ্ডবগৃহে বাসকালে উঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। যখন হুতাশন খাণ্ডববন দাহ করেন, তৎকালে উনিই ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে উহারই সারথ্য সহকারে সর্ব্বভূত পরাজয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ উহার সমান সারথি আর কেহই নাই।"

উত্তর কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রি!! ঐ নপুংসক যুবা যে প্রকার লোক, তাহা তুমি সবিশেষ অবগত আছ, যথার্থ বটে, কিন্তু আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে আমার সারথকার্য্য সম্পাদনে অনুরোধ করিতে পারি না।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "রাজপুত্র! বৃহন্নলা আপনার যবীয়সী [কনিষ্ঠা] ভগিনীর বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিবেন। যদ্যপি তিনি আপনার সারথ্যপদ পরিগ্রহ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি কৌরবগণকে পরাভব ও গোধনসমূদয় প্রত্যাহরণপূর্ব্বক পুনরাগমন করিবেন।"

উত্তর দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগিনীকে কহিলেন, "উত্তরে! যাও, শীঘ্র বৃহন্নলাকে আনয়ন কর।" উত্তরা ভ্রাতার আদেশক্রমে দ্রুতপদসঞ্চারে নর্ত্তনগৃহে ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিলেন।

৩৭তম অধ্যায়

সারথ্যগ্রহণে অর্জ্জুনের প্রতি উত্তরার অনুরোধ

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিরাটকুমারী কুন্তীকুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জলন্ধরসংলগ্না সৌদামিনীর ন্যায়, নগররাজ-সমীপবর্ত্তিনী করিণীর ন্যায় শো'র চাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন উত্তরাকে নয়নগোচর করিয়া সদস্য দিনে কহিলেন, "রাজপুত্র! এমন দ্রুত পদসঞ্চারে আগমন করিবার কারণ কি? আজি তোমার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন?"

উত্তরা সখীগণসমক্ষে প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের রাজ্যের সমুদয় গোধন অপহরণ করিয়াছে, আমার ভ্রাতা তাহাদিগের পরাজয় করিতে গমন করিবেন। কিছুদিন হইল, তাহার সারথি সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে উপযুক্ত সারথি আর কেহই নাই; তিনি সারথি অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী তাঁহাকে তোমার

হয়জ্ঞাতার পরিচয় প্রদান করিলেন। হে বৃহন্নলে! তুমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয়তম সারথি ছিলে; তিনি তোমারই সাহায্যে ধারামণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতার সারথ্যিকর্ম্ম সম্পাদন কর। কৌরবগণ এতক্ষণ গোধন লইয়া বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে! হে কল্যাণি! যদ্যপি তুমি আমার এই প্রণয়সহকৃত অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

মহাবীর অর্জ্জুন রাজপুত্রীর বাক্যশ্রবণানন্তর অমিততেজাঃ রাজকুমারের সমীপে গমন করিলেন। যেমন রাবণবধু মদমত্ত করভের অনুসরণ করে, সেইরূপ বিশালনয়না উত্তরা ত্বরিতগামী অর্জ্জুনের অনুগামিনী হইলেন। রাজপুত্র অর্জ্জুনকে দূর হইতে দৃষ্টিগোচর করিয়াই কহিতে লাগিলেন, "বৃহন্নলে! সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনিলাম, পূর্ব্বে তুমি কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের প্রিয় সারথি ছিলে। তিনি তোমার সাহায্যেই খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত ও সমস্ত ধরামণ্ডল পরাভূত করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি সেই প্রকার মদীয় সারথ্যভার গ্রহণ কর। আমি অপহৃত পশুযূথ প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।"

অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "রাজপুত্র! সংগ্রামমুখে সারথী-কর্ম্ম সম্পাদন করা কি আমার সাধ্য? যদি গান, বাদ্য বা নৃত্য করিতে বলেন, তাহা অনায়াসেই করিতে পারি; আমার সারথ্য-শক্তি কোথা?"

উত্তর কহিলেন, "বৃহন্নলে! তুমি পুনর্ব্বার গায়ক বা নর্ত্তক-পদে অধিষ্ঠিত হইবে; এক্ষণে আমার রথে আরোহণপূর্ব্বক অশ্বচালনা কর।'

ধনঞ্জয় রাজকুমারীর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন; তথাপি রাজকুমারের সহিত পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি পরিহাস-মানসে স্বীয় কবচ বিপর্য্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন; তদর্শনে কুমারীগণ হাস্য করিয়া উঠিল। তখন রাজপুত্র তাঁহাকে সন্নদ্ধ [যুদ্ধোপযোগী সজ্জিত] ও সারথিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং দিব্য কবচ পরিধান, রুচির ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও সিংহধ্বজ উন্নমনপূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "বৃহন্নলে! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ পরাজিত হইলে তুমি তাঁহাদিগের রুচির সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বসনসকল আনয়ন করিও! আমরা তদ্দ্বারা পুত্তলিকা সুসজ্জিত করিব।"

ধনঞ্জয় সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "যদি রাজপুত্র সংগ্রামে সেই মহারথগণকে পরাভব করেন তাহা হইলে তাহাদিগের দিব্যবসান-সকল আনয়ন করিব।"

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। তখন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ মহাভুজ উত্তরকে বৃহন্নলাসমভিব্যাহারে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন; রমণীগণও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বৃহন্নলে! পূর্ব্বে যেমন খাণ্ডবদাহসময়ে মহাবল অর্জ্জুনের মঙ্গললাভ হইয়াছিল, আদ্য তোমরাও কৌরবসমরে সেইরূপ মঙ্গললাভ কর।'

৩৮তম অধ্যায়

অর্জ্জুনসারথ্য উত্তরের যুদ্ধযাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন রাজকুমার অকুতোভয়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সারথিকে কহিলেন, "বৃহন্নলে! সত্বর কৌরবগণের সমীপে রথ উপনীত কর। আমি অবিলম্বে সেই দুরাত্মাদিগকে পরাজয় করিয়া গোধন গ্রহণপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিব।" অর্জ্জুন আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। সুবর্ণভূষিত মারুতগামী তুরঙ্গগণ অতিবেগে ধাবমান হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা আকাশমার্গেই গমন করিতেছে।

তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া সেই শ্মশানসমীপস্থ শমীবৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সাগরোপম মহাবল কৌরবদল তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্যগণের পাদাদ্ভূত পার্থিব রেণু নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, আকাশপথে একটি বহুলপাদপ মহারণ্য বিচরণ করিতেছে।

বিরাটতনয় কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরপুরুষগণে পরিরক্ষিত, গজশ্বরথসঙ্কুল সেই কৌরববাহিনী নিরীক্ষণ করিয়া রোমাঞ্চিত—কলেবর ও ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে পার্থিকে কহিলেন, "সারথে! কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার সাহস হয় না। এই দেখ, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বহুবীরপরিরক্ষিত ভয়ঙ্কর কুরুসৈন্য দেবগণেরও দুরভিগম্য। অতএব আমি কিরূপে এই ভীমকামুকশালিনী পত্তিধ্বজসমাকীর্ণ রথনাগাশ্বসঙ্কুলা ভারতী সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইব? দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ, বিবিংশতি, ভীষ্ম, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, বাহ্লীক ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষেরা ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধকরা দূরে থাকুক, দেখিবামাত্র আমার হৃদয় কম্পিত, অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও শরীর অবসন্ন হইতেছে।"

রাজপুত্র উত্তর সুচতুর অর্জ্জুনের বল-বিক্রম পরিজ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তিনি মূর্খতা প্রযুক্ত তাঁহার নিকট আক্ষেপ প্রকাশ্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৃহন্নলে! পিতা আমাকে শূন্যগৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন। আমি একাকী, বালক, বিশেষতঃ পরিশ্রমে অপটু; কৌরবেরা কৃতাস্ত্র ও বহুসংখ্যক; উহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে; অতএব তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।"

কৌরবদর্শনে ভীত উত্তরের প্রতি অর্জ্জুনের উৎসাহ প্রদান

বৃহন্নলা কহিলেন, "মহাশয়! এক্ষণে কাতর হইয়া শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছেন কেন? শত্রুগণ এমন কি কর্ম্ম করিয়াছে যে, আপনি এত ভীত হইলেন? আপনি পূর্ব্বে আমাকে কৌরবসেনামধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব আমি আপনাকে গোধনাপহারী আততায়ী কৌরবগণের সমীপে লইয়া যাইব। মহাশয়! যাত্রাকালে স্ত্রীপুরুষগণসমক্ষে তাদৃশ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি গোধন জয় না করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সমুদয় স্ত্রী-

পুরুষ, বিশেষতঃ বীরগণ একত্রিত হইয়া আপনাকে উপহাস করিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে আমার সারথ্যকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি ধেনু না লইয়া কোনক্রমেই গৃহে গমন করিতে পারিব না। আমি সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাদে, উত্তরার অনুরোধে ও আপনার আদেশক্রমে আগমন করিয়াছি। অতএব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত হইব?"

উত্তর কহিলেন, "বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করুক, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আমাকে উপহাস করুক, সমুদয় গোধন অপহৃত ও নগর শূন্য হউক বা পিতা আমাকে তিরস্কার করুন, আমি কোনক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।" বিরাটতনয় এই কথা বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া ধনুর্ব্বাণের সহিত মান ও দর্পে জলাঞ্জল দিয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "মহাশয়! যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে; ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর।" মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গতিবেগে তাহার সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত এবং বসনযুগল শিথিল ও ইতস্ততঃ বিধূয়মান [সঞ্চালিত] হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় কতিপয় সৈনিক পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিল।

ছদ্ম সারথিকে অর্জ্জুনজ্ঞানে কৌরববিমর্ষ

কৌরবেরা তথাবিধ অদ্ভূতরূপ দ্রুতপদগামী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ছদ্মবেশী এ ব্যক্তি কে? ইহার অবয়বের কিয়দংশ পুরুষের ন্যায় ও কিয়দংশ স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিতেছি। এ ক্লীবরূপী, কিন্তু ইহাতে অর্জ্জুর সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহার মস্তক, গ্রীবা, বিশাল বাহুযুগল ও বলবিক্রম অবিকল অর্জ্জুনের ন্যায়। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এ ধনঞ্জয়, অন্য কেহ নহে। যেমন সুররাজ সমস্ত অমরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অর্জ্জুন ও সমুদয় মানবের প্রধান। সে ব্যতীত একাকী আমাদিগের সম্মুখীন হয়, এমন বীর ধরাতলে আর কে আছে? বোধ হয়, বিরাট-তনয় একাকী পুরমধ্যে বাস করিতেছিল, সে বালস্বভাব-নিবন্ধন স্বীয় পুরুষকার বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্নবেশী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছে, এক্ষণে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে, অর্জ্জুন উহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে।"

কৌরবেরা ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া সকলেই এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

এ দিকে অর্জ্জুন শতপদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান উত্তরের কেশ ধারণ করিলেন। তখন বিরাটতনয় নিতান্ত কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৃহন্নলে! শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। জীবিত থাকিলে অনেক শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত একশত দীনার [১০৮ সুবর্ণমুদ্রা], মহাপ্রভাসম্পন্ন হেমবদ্ধ অষ্ট বৈদূর্য্যমণি,

সুশিক্ষিত-অশ্বসংযুক্ত, হেমদণ্ড-সুশোভিত রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ প্রদান করিব, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।”

উত্তর এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত প্রায় হইলে অর্জ্জুন সহাস্য-বদনে তাহাকে রথের নিকট আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে শত্রুকর্ষণ! যদি যুদ্ধ করিতে তোমার উৎসাহ না হয়, তবে তুমি আমার সারথি হইয়া অশ্বচালনা কর; আমি স্বয়ং মহারথ বীরপুরুষগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছি; তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে তোমাকে রক্ষা করিব। হে অরাতি-নিপাতন! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুসমক্ষে এত বিষণ্ন হইতেছ কেন? আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার ধেনুগণ প্রত্যানিয়ন করিব। এক্ষণে প্রস্তুত হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।”

জয়শীল অর্জন এইরূপ প্রবোধবাক্যে ভয়াপীড়িত উত্তরকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাকে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

৩৯তম অধ্যায়

দ্রোণাদির সমরসতর্কতা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, “মহারাজ! এদিকে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ মহারথগণ ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে উত্তরসমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া একান্ত শঙ্কিত হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলকে ভগ্নোৎসাহ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, “দেখ, সমীরণ অনবরত কর্কর [ক্ষুদ্র প্রস্তরকণা-কাঁকর] বর্ষণপূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছে; নভোমণ্ডল ভস্মাকার গাঢ়তর তিমিরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; শিবাগণ সূর্য্যাভিমুখে অতি কঠোরস্বরে চীৎকার করিতেছে; দিগদাহ উপস্থিত; অশ্বগণ অশ্রুমোচন করিতেছে, অকস্মাৎ কোষ হইতে বিবিধ শস্ত্রজাল স্বলিত হইতেছে এবং ধ্বজদণ্ড চালিত না হইয়াও কম্পিত হইতেছে।

“হে বীরগণ! এইরূপ অন্যান্য বহুতর ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সাবধান হইয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষার্থে ব্যূহরচনা কর এবং গোধন রক্ষা করিতে যত্নবান হও। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মহাবীর অর্জন ক্লীববেশে আগমন করিতেছে।”

দ্রোণাচার্য্য সমুদয় বীরপুরুষগণকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে শান্তনুতনয়! মহাবলপরাক্রান্ত পার্থ অদ্য আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিশ্চয়ই গোধন লইয়া যাইবে। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমুদয় দেবাসুরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। ঐ মহাবীর দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে। বিশেষতঃ অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও একান্ত অমর্ষপরবশ হইয়াছে, সুতরাং বিনা যুদ্ধে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এমন কোন বীরই নাই যে, উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। শুনিয়াছি, অর্জ্জুন হিমাচলে কিরাতবেশধারী ভগবান ত্রিলোচনকে স্বীয় যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছে।”

তখন কর্ণ কহিলেন, “হে আচার্য্য! আপনি সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের গুণকীর্ত্তন ও আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার ও মহারাজ দুর্য্যোধনের যেরূপ ক্ষমতা অর্জ্জুনের তাহার

ষোড়শাংশের একাংশও নাই।”

দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যানুসারে তাহাকে কহিলেন, “হে কর্ণ। যদি এই অঙ্গনাবেশধারী পুরুষ যথার্থই অর্জ্জুন হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে; কারণ, পাণ্ডবেরা এক বৎসর অজ্ঞাতসারে কালব্যাপন করিবে বলিয়া পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছে; এক্ষণে জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস স্বীকার করিতে হইবে, সেন্দহ নাই; আর যদি অন্য কেহ ক্লীববেশে আগমন করিয়া থাকে তাহা হইলে আমি নিশিত শরপ্রহারে এখনই উহার প্রাণসংহার করিব।”

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা মহারাজ দুর্য্যোধনের এইরূপ পৌরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৪০তম অধ্যায়

শমীবৃক্ষ হইতে অস্ত্রাবতরণার্থ অর্জ্জুনের নির্দ্দেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, “মহারাজ! এ দিকে মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন সেই সমীবৃক্ষের সন্নিকটস্থ হইয়া রাজকুমার উত্তরকে নিতান্ত সুকুমার ও যুদ্ধে একান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া কহিলেন, “হে উত্তর! তুমি আমার নিয়োগক্রমে অনতিবিলম্বে শমীবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন-সমুদয় আনয়ন কর। তোমার এই সমুদয় ধনু অতি আসার, সুতরাং আমি যখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া শক্রুজয় ও হস্ত্যশ্বদলী বিমর্দ্দন করিব, তৎকালে এই সকল শরাসন আমার বাহুবিক্ষেপ ও বলবীর্য্য সহ্য করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি সত্বর বিস্তীর্ণপল্লব এই শমীবৃক্ষে আরোহণ কর। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শর, কামুক ও দিব্য কবচ-সমুদয় নিহিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষেই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-শরাসন সংস্থাপিত আছে। ঐ একমাত্র ধনু সহস্র সহস্র কামুকের তুল্য; উহা নিতান্ত ব্যায়ামসমূহ [আকর্ষণ-সহনক্ষম], সর্ব্বায়ুধপ্রধান, সুবর্ণালীকৃত, আয়ত, ব্রণশূন্য [নির্ম্মল], দুর্ব্বহাভারসম্পন্ন ও চারুদর্শন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের কামুকও এইরূপ সুদৃঢ়।”

৪১তম অধ্যায়

উত্তর কর্ত্তৃক অস্ত্রাবতরণ

উত্তর কহিলেন, “হে বৃহন্নলে! শুনিয়াছি, এই বৃক্ষে একটা শবদেহ বদ্ধ রহিয়াছে; অতএব আমি রাজকুমার হইয়া কিরূপে উহা স্পর্শ করিব? ফলতঃ মন্ত্রব্রতবিৎ ক্ষত্রিয়সন্তানের পক্ষে এইরূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি এই মৃত কলেবর স্পর্শ করিলে নিঃসন্দেহ শববাহকের ন্যায় অশুচি হইব; তাহা হইলে তুমি কিরূপে আমাকে স্পর্শ করিবে?” অর্জ্জুন কহিলেন, “হে উত্তর! তোমাকে অশুচি হইতে হইবে না। উহা কামুক, মৃতদেহ নহে। হে মহাত্মন! তুমি মহদ্বংশসম্ভূত, বিশেষতঃ মৎস্যরাজ বিরাটের

আত্মজ; অতএব যদি উহা বস্তুতঃ শব হইত, তাহা হইলে আমি কখনই তোমাকে স্পর্শ করিতে অনুরোধ করিতাম না।”

তখন রাজকুমার উত্তর অগত্যা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন রথে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, “মহার্হ কার্মুক সকল অবরোপিত ও পরিবেষ্টন বিনিমুক্ত কর।” উত্তর অর্জ্জুনের আদেশক্রমে বৃক্ষ হইতে সমুদয় অস্ত্র<স্ত্র ভূতলে অবতারিত করিয়া পরিবেষ্টনপত্র বিমোচিত করিবামাত্র অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের শরাসন-সমুদয় তাঁহার নয়নগোচর হইল। যেমন উদয়কালে গ্রহগণের দিব্যপ্রভা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তৎকালে সেই সমুদয় শরাসনের বিচিত্র প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজকুমার উত্তর জৃম্ভণশীল ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায়। সেই কার্মুক সকল অবলোকনে ভীত ও রোমাঞ্চিত হইলেন এবং প্রত্যেক চাপ স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

৪২তম অধ্যায়

উত্তরের অস্ত্রপরিচয় জিজ্ঞাসা

উত্তর কহিলেন, “এই শতসহস্রকোটি সুবর্ণবিন্দু পরিশোভিত শরাসন কোন মহাত্মা ধারণ করিতেন? যাহার পৃষ্ঠভাগ সুবর্ণ আবরণে আবৃত, পার্শ্বদেশ অতি মনোহর এবং গ্রহণস্থান [যে স্থান মুষ্টিবদ্ধ হইতে গৃহীত হয়] অতি সুখকর, এই ধনুই বা কাহার হস্তে পরিশোভিত হইত? যাহার পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ-কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত ইন্দ্রগোপকীটের প্রতিমূর্ত্তি-সকল লাঞ্ছিত রহিয়াছে, উহা কাহার করপল্লবের শোভা সম্পাদন করিত? ঐ সুবর্ণময় সূর্য্যত্রয়ে উদ্ভাসিত শরাসন কাহার হস্তে শোভা পাইত? যাহাতে কাঞ্চনময় শলভ-সকল মণিময়ভূষণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহাই বা কাহার হস্তে বিন্যস্ত হইত?

এই কাঞ্চনময় নিষঙ্গে [কোষে—খাপে] কোন মহাত্মার কাঞ্চনফলক, লোমবাহী সহস্র নারাচ নিহিত রহিয়াছে? যে সকল বাণের সর্ব্বাঙ্গ স্থূল, লৌহনির্ম্মিত, পীতবর্ণেরঞ্জিত, গৃধ্র [শকুনি]পক্ষে শোভিত ও মসৃণ, ঐ সকল শর কাহার শরাসনে সংযোজিত হইত? এই যে বরাহকর্ণলাঞ্ছিত, পঞ্চ শার্দূলচিহ্নে চিহ্নিত দশটি সায়ক রহিয়াছে, ঐ শরগুলি কাহার? এই স্থূল, দীর্ঘ অর্দ্ধচন্দ্রাকার একশত সপ্ত নারাচ কাহার? যাহার পূর্ব্বার্দ্ধ শুকপক্ষের ন্যায়, পরার্দ্ধ লৌহময়, পুঙ্খ[পাখা]সকল কাঞ্চনময়, ফলভাগ নিশিত, ঐ সকল শরই বা কাহার এবং এই গুরুভারসহ, শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, সুদীর্ঘ শিলীমুখই বা কাহার?

যাহার মুষ্টি কাঞ্চনময়, যাহা ব্যাঘ্রচর্ম্মবিনির্ম্মিত কোষমধ্যে নিহিত, পৃথুল [স্থূল] কিঙ্কিণীশালী খড়্গখানি কাহার? এই গোচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে বিনিহিত, নির্ম্মল খড়গই বা কাহার? এই ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে নিহত হেমবিগ্রহ, নিষধদেশীয় অসিই বা কাহার? এই প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ হেমময় কোষে কোন বীরের নীলবর্ণ খড়গ নিহিত রহিয়াছে এবং এই হেমবিন্দুপরিবৃত আশীবিষ[সর্প]সমস্পর্শ ভয়ঙ্কর খড়গই বা কাহার? হে বৃহন্নালে! তুমি যথার্থক্রমে আমার নিকট এই সমুদয় অস্ত্রগুলির পরিচয় প্রদান কর। আমি এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।”

৪৩তম অধ্যায়

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক অস্ত্রপরিচয় প্রদান

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজপুত্র! আপনি প্রথমে যে শরাসনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা ভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব; ধনঞ্জয় এই একমাত্র কামুক লইয়া সমুদয় দেব ও মানবগণকে পরাভব করিয়াছেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বহুকাল ঐ স্নিগ্ধ, আয়ত, অক্ষত ও উচ্চাবচ শরনিকরশোভিত শরাসনের অর্চনা করিয়াছেন। প্রথমে ভগবান ব্রহ্মা ঐ ধনু সহস্র বর্ষ তৎপরে প্রজাপতি সার্দ্ধ-সহস্র বর্ষ, পুরন্দর পঞ্চাশীতি বর্ষ, চন্দ্রমা পঞ্চ শত বর্ষ এবং বরুণদেব শতবর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় বরুণদেবের নিকট এই দিব্য চাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার হস্তে পঞ্চষষ্টি বর্ষ ছিল। আর এই সুপার্শ্ব হেমবিগ্রহ শরাসন ভীমসেনের করে শোভা পাইত; তিনি ঐ ধনু দ্বারা সমুদয় পূর্ব্বদিক পরাজয় করিয়াছিলেন। এই যে ইন্দ্রগোপচিত্র দারুদর্শন শরাসন রহিয়াছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহা ধারণ করিতেন। যাহাতে কাঞ্চনময় সূর্য্যত্রয় প্রকাশিত আছে, উহা নকুলের ধনু। যাহাতে নানাবিধ হেমময় চিত্র ও সুবর্ণবিনির্ম্মিত শলাভ-সমূহ বিরাজিত হইতেছে, উহা সহদেবের শরাসন।

এই যে ক্ষুরধার সহস্র নারাচ দেখিতেছি, মহাবীর ধনঞ্জয় ইহা লইয়া সংগ্রাম করিতেন; উহা শীঘ্রগামী ও অক্ষয়; সমরসময়ে সতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া শত্রুগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত; আর ঐ সমুদয় স্থূল, দীর্ঘ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শরনিকর ভীমসেনের; যে সমুদয় বাণে পঞ্চ শার্দ্দুলের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে, ধীমান নকুল ঐ সমস্ত হরিদ্বর্ণ হেমপুঙ্খ নিশিত শর-সমূহ দ্বারা সমস্ত পশ্চিমদিক পরাজয় করিয়াছেন। এই সমুদয় সূর্য্যসদৃশ চিত্রিত লৌহময় শরসমূহ ধীমান্য সহদেবের। ঐ সকল নিশিত পীতবর্ণ হেমপুঙ্খ ত্রিপর্ব্ব শরগুলি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের; আর ঐ সুদীর্ঘ শিলী পৃষ্ঠ শিলীমুখ মহাবীর অর্জ্জুনের। ঐ ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে ভীমসেনের দিব্য খড়্গা রহিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই চিত্রকোষনিহিত হেমমুষ্টি-শোভিত তীক্ষ্ণধার নিস্ত্রিংশ ব্যবহার করিতেন। শার্দ্দুলচর্ম্ম বিনির্ম্মিত কোষে নকুলের দৃঢ়তর খড়্গা রহিয়াছে আর ঐ গোচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে সহদেবের অসিপত্র লক্ষিত হইতেছে।"

৪৪তম অধ্যায়

অস্ত্রস্বামীর সংবাদজিজ্ঞাসায় অর্জ্জুনের উত্তর

"পাণ্ডবগণের সুবর্ণনির্ম্মিত মনোহর আয়ুধ-সকল সমুজ্জ্বল রহিয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে যুধিষ্ঠির প্রমুখ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ কোথায়? তাঁহারা অক্ষে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, আমরা কিছুই শ্রবণ করি নাই। শুনিয়াছি, লোকবিশ্রুত স্ত্রীরত্ন পাঞ্চালীও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে বনপ্রয়াণ করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি তিনিই বা কোথায়?"

অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি পার্থ অর্জ্জুন; রাজা যুধিষ্ঠির তোমার পিতার সভাসদ; ভীমসেন বল্লব নামে পাচক; নকুল অশ্বপাল ও সহদেব গোপাল হইয়া রহিয়াছে; যাহার নিমিত্ত

দুরাত্মা কীচকের নিধন হইয়াছে তিনিই দৌপদী, সৈরিন্ধ্রীবেশে তোমার ভবনে কালযাপন করিতেছেন।”

উত্তর কহিলেন, “পার্থের যে দশটি নাম শ্রবণ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আপনার সমুদয় বাক্যে বিশ্বাস করি।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে বিরাটতনয়! আমি পার্থের দশ নাম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করা। অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।”

উত্তরবিশ্বস্তার জন্য অর্জ্জুনের দশনাম কথন

উত্তর কহিলেন, “মহাশয়! কি নিমিত্ত আপনার এই দশটি নাম হইল, যথার্থ করিয়া বলুন। আমরা শুনিয়াছি, মহাবীর পার্থের নাম অন্বর্থ; অতএব আপনি যদি ঐ সকল সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন তাহা হইলে আপনার বাক্যে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিবে না।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি; এই নিমিত্ত আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। আমি সমরাঙ্গনে রণবিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই না, এই কারণে লোকে আমাকে বিজয় বলিয়া থাকে। যুদ্ধ করিবার সময়ে আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয়, এই নিমিত্ত আমার নাম শ্বেতবাহন হইয়াছে! আমি হিমাচল-পৃষ্ঠে উত্তরফলগুনী-নক্ষত্রযুক্ত দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই নিমিত্ত সকলে আমাকে ফাল্গুণ বলিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে মহাবল দাবানলেল সহিত ঘোরতর সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া আমার মস্তকে সূর্য্যসমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন, এই নিমিত্ত আমার নাম করাটী হইয়াছে।

আমি যুদ্ধস্থলে কদাপি বীভৎস কর্ম্ম করি নাই, এই নিমিত্ত দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে আমার বীভৎসু নাম বিশ্রুত হইয়াছে। আমি বাম ও দক্ষিণ উভয়হস্তেই গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে পারি, এই নিমিত্ত আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে। আমি এই সাগাম্বারা বসুন্ধরায় নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে। যুদ্ধস্থলে সাহসপূর্ব্বক কেহ আমার সম্মুখে আগমন করিতে পারে না, আমি অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও জয় করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত আমার নাম জিষ্ণু হইয়াছে। আর বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বালক লোকের সাতিশয় প্রিয়, এই নিমিত্ত পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছেন।”

অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের এই সমস্ত বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে মহাবাহো! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আজি চরিতার্থ হইলাম। আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে সকল অযুক্ত কথা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনি পূর্ব্বে যে সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার না হইয়া বরং প্রীতিরই উদয় হইতেছে।”

৪৫তম অধ্যায়

পাণ্ডব-পরিচয়ে উত্তরের আশ্বস্তি

"আমি আপনার সারথ্যিকার্য্য স্বীকার করিতেছি, এক্ষণে আপনি এই সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কোন স্থানে গমন করিবেন, আজ্ঞা করুন, আমি সেনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই সহিত গমন করিব।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজকুমার! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আর ভয় নাই, আমি একাকী তোমার শত্রুসকল সংহার করিব। তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না; এই সকল তৃণীর শীঘ্র আমার রথে বন্ধনপূর্ব্বক সুবর্ণ-সমুজ্জ্বল এক খড়্গ আহরণ কর!"

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উত্তর সত্বর অর্জ্জুনের সমস্ত অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে উত্তর! আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বেই তোমার গোধন-সকল প্রত্যাহরণ করিব, আমার বাহুযুগল তোমার নগরের প্রাকারে ও তোরণস্বরূপ হইবে। ক্ষণকালমধ্যে তোমার নগর জ্যাঘোষ-নিনাদিত দুন্দুভিধ্বনিমুখরিত হইয়া উঠিবে। ভয় কি? রণস্থলে গাণ্ডীবাশরাসন ধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করিলে শত্রুগণ কদাচ তোমাকে পরাজয় করিতে পরিবেন।

উত্তর কহিলেন, "হে বীর! আমি এক্ষণে বিপক্ষ হইতে ভীত হইতেছি না, আপনার বল-বীর্য্য সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছি, আপনি যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ বা দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি এরূপ সুরূপ ও শুভলক্ষণসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারে কর্ম্মবিপাকবশতঃ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহা মনে মনে আন্দোলন করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। আমি নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, সুতরাং এক্ষণে কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না, বোধ হয়, আপনি কীববেশধারী ভগবান, শূলপাণি, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ অথবা ভীতাত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র হইবেন।"

অর্জ্জুন কহিলেণ, "হে রাজকুমার! তুমি আমাকে প্রকৃত ক্লীব বলিয়া বোধ করিও না। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া সংবৎসরকাল এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি, এক্ষণে ব্রতকাল অতীত হইয়াছে।" উত্তর কহিলেন, "আজি আপনি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। ফলতঃ ঈদৃশ আকার কদাচ ক্লীব হইতে পারে না। আমি পূর্ব্বে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে নিষ্ফল হইল না। আজি আমি সহায়সম্পন্ন হইলাম; বলিতে কি, দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেও আমার উৎসাহ হইতেছে। মনোমধ্যে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইতেছে না। আপনার কি কার্য্যসাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমি সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে সারথকার্য্য শিক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে আপনার অশ্বচালনা করিব। বাসুদেবের দারুক ও সুররাজ ইন্দ্রের মাতলির ন্যায় আমিও অশ্বচালনায় নিপুণতা লাভ করিয়াছি। যে অশ্ব রথের দক্ষিণ ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান বিষ্ণুর সুগ্রীব তুল্য এবং গমনকালে ভূতলে তাহার পাদক্ষেপ কদাচ অনুভূত হয় না। যে অশ্ব রথের বাম ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান বিষ্ণুর হেমপুষ্প অশ্বের ন্যায় গমন করিয়া থাকে, সে ভগবান বিষ্ণুর শৈব্য অশ্বের ন্যায় বলবান। আর যে অশ্ব দক্ষিণ-পার্ষ্ণিভাগ বহন করিতেছে, সে মেঘ অপেক্ষাও বীর্য্যবান। এই সকল অশ্ব রথে যোজনা করিয়াছি; সুতরাং ইহা আপনাকে

অনায়াসে বহন করিতে পরিবে; অতএব আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।”

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বাহুযুগল হইতে বলয় উন্মোচনপূর্ব্বক কাঞ্চন নির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ ও শুক্লবসন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশকলাপ বন্ধন করিলেন; পরে পবিত্র ও প্রাঙ্মুখ হইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক অস্ত্র-সমুদয় ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্রসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পার্থকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, “হে মহাভাগ! এই আজ্ঞাবহ কিঙ্করগণ সমুপস্থিত, এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়?” তখন অর্জ্জুন তাহাদিগকে নমস্কার ও প্রফুল্লবদনে হৃষ্টমনে প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, “হে অস্ত্রগণ! তোমরা রণস্থলে অবস্থান করিয়া আমার কার্য্য সম্পাদন কর।”

অনন্তর তিনি অনতিবিলম্বে গাণ্ডীবে-জ্যারোপণপূর্ব্বক টঙ্কার প্রদান করিলেন। যাদৃশ শৈলের উপর শৈল নিক্ষেপ করিলে ভীষণশব্দ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ গাণ্ডীবে প্রচণ্ড রব সকলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, পৃথিবী শব্দায়মান হইয়া উঠিল, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল, দিকসকল প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং নভোমণ্ডলে ধ্বজদণ্ড-সকল উদভ্রান্ত ও পাদপরাজি বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কৌরবগণ অশনিনির্ঘোষসদৃশ সেই ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ইহা যে মহাবীর অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধ্বনি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উত্তর কহিলেন, “হে কৌন্তেয়! আপনি একাকী, কিন্তু সর্ব্বাস্ত্রপারগ মহারথ কৌরবগণ বহুসংখ্যক, অতএব আপনি উহাদিগকে কিরূপে পরাজয় করিবেন? এই চিন্তা করিয়া নিতান্ত ভীত হইতেছি।” তখন অর্জ্জুন সহাস্যমুখে কহিলেন, “হে উত্তর! তুমি ভীত হইও না; দেখ, যখন আমি ঘোষযাত্রায় মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন সুরাসুর-পরিবৃত অতিভীষণ খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত মহাবল পৌলোম ও নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে বহুসংখ্যক ভূপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কে আমার সাহায্য করিয়াছিল? হে উত্তর! আমি এক্ষণে দ্রোণাচার্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, বহ্নি, কৃপকৃষ্ণ ও পিনাকপাণি মহাদেবের অনুগ্রহে অবশ্যই ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।”

৪৬তম অধ্যায়

রণভীত উত্তরকে অর্জ্জুনের অভয়দান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ও আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে সিংহধ্বজ অপনয়ন ও শমীবৃক্ষমূলে সংস্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন বিশ্বকর্ম্মবিহিত দৈবী মায়া অবলম্বন করিয়া সিংহলাঙ্গুললক্ষণ, বানরচিহ্নিত পাবক-প্রসাদলব্ধ কাঞ্চনধ্বজ আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান পাবক

তাঁহার সংকল্প অবগত হইয়া তদীয় রথপতাকায় ভূতসকলকে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর ঐ পতাকা সত্বর আকাশ হইতে অতি বিচিত্র তূণীরসম্পন্ন মনোরথগতি তদীয় রথে নিপতিত হইল। অর্জ্জুন সেই পতাকা প্রদক্ষিণ ও রথে আরোহণ করিয়া অঙ্গুলিত্রধারণ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। এবং মহাবেগে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, সেই-সকল বেগগামী তুরঙ্গম প্রবলবেগে গমন করিতে লাগিল। উত্তর তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া, রথগার্ভে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুন রশ্মি সংযত করিয়া উত্তরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজকুমার! তুমি ভীত হইও না। ক্ষত্রিয় হইয়া শক্রমধ্যে কি নিমিত্ত বিষণ্ন হইতেছ? তুমি নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গবৃংহিত [হস্তীর শব্দ] শ্রবণ করিয়াছ; তথাপি আজি আমার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রাকৃত [বালকতুল্য] লোকের ন্যায় কেন বিষণ্ন ও বিত্রস্ত হইতেছ?" উত্তর কহিলেন, "হে মহাভাগ! নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গাবৃংহতি শ্রবণ করিয়াছি বটে কিন্তু এতাদৃশ্য শঙ্খধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ কদাচ শ্রবণ করি নাই এবং ঈদৃশ ধ্বজদণ্ড কদাচি আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই সমস্ত অমানুষধ্বনি এবং রথঘর্ঘরশব্দে আমার মন নিতান্ত বিমোহিত ও ব্যথিত হইতেছে, দিক সকল আকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং ধ্বজপটে সমাচ্ছাদিত হইয়া আমার নেত্রপথ রোধ করিতেছে। গাণ্ডীবনির্ঘোষে কর্ণকুহর বিধির হইয়া গিয়াছে।" তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে উত্তর! তুমি দৃঢ়তররূপে রশ্মিসংযমপূর্ব্বক সাবধানে উপবেশন কর। আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।"

অনন্তর অর্জ্জুন শঙ্খধ্বনি করিলে এককালে তদীয় বন্ধু-বর্গের অপরিসীম আনন্দোময় ও শত্রুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; দিকসকল মুখরিত হইয়া উঠিল; গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত ও ভূধর সকল বিদারিত হইতে লাগিল! তাঁহার শঙ্খধ্বনি, রথচক্রের নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবের টঙ্কারশব্দে সচরাচর ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। উত্তর এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বিলীন [লুক্কায়িত—গা ঢাকা] ভাবে রথমধ্যে উপবেশন করিলে অর্জ্জুন অভয়প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন।

অমঙ্গলদর্শনে কৌরবপরাজয়শঙ্কা

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "হে কৌরবগণ! যখন ইহার জলদগম্ভীর রথনির্ঘোষে বসুমতী বিকম্পিত হইতেছে, তখন বোধ হয়, ইনি অবশ্যই অর্জ্জুন হইবেন। এই দেখ, আমাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র সকল নিম্প্রভ ও অশ্বগণ বিষন্ন হইতেছে, অগ্নির আর তাদৃশ প্রতিভা নাই এবং যে সকল বস্তু বাস্তবিক সমুজ্জ্বল, তাহাও এক্ষণে প্রভাহীন হইয়া যাইতেছে; মৃগগণ পূর্ব্বদিকে ঘোরতর রব করিতেছে; বায়সগণ ধ্বজোপরি লীন হইতেছে; রোরুদ্যমান শিবা-সকল অশিব শব্দ করিয়া সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে; কেহ তাহাদিগকে আঘাত না করিলেও আপনারা বহির্গত হইয়া ভাবী ভয় সূচনা করিতেছেন; তোমাদিগের রোমকূপ-সকল প্রহৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে; অতএব এই সমস্ত ভয়ানক ঔৎপাতিক চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, অদ্য যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষয় হইবে; আজি জ্যোতিষ্কমণ্ডল-সমুদয় অপ্রকাশিত ও মৃগপক্ষিগণ প্রতিকূল বোধ হইতেছে। অদ্য যুদ্ধে আমাদিগের বিনাশ যে

অবশ্যম্ভাবী, তাহার আর সংশয় নাই। দেখ, প্রদীপ্ত উল্কা-সকল সেনাগণের অত্যন্ত পীড়া জন্মাইতেছে, বাহন-সকল দুঃখিতচিত্তে যেন রোদন করিতেছে এবং গৃধ্রসকল আমাদিগের সৈন্যগণের চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইতেছে। হে মহারাজ! আজি অর্জ্জুনশরে সেনাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অতীব সন্তপ্ত হইবেন। ঐ দেখুন, আমাদিগের সৈন্যগণ পরাভূতপ্রায় লক্ষিত হইতেছে; কাহাকেও সমরোৎসাহী বোধ হইতেছে না। সকলেরই মুখ বিবর্ণ ও চিত্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব গোসকল প্রস্থাপিত করিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা আর নিস্তার নাই।"

৪৭তম অধ্যায়

পণভঙ্গে পুনঃ বনবাসালয়ে দুর্য্যোধনের প্রীতি

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন "আমি ও কর্ণ উভয়েই এই বিষয় বারংবার কহিয়াছি এবং পুনরায় কহিতেছি; দ্যূতক্রীড়া-সময়ে আমাদিগের এইরূপ পণ হইয়াছিল যে, যাঁহারা পরাজিত হইবেন, তাঁহাদিগের দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অদ্যাপি তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত হয় নাই; তথাপি অর্জ্জুন আজি আমাদিগের সহিত সমাগত হইল। নির্ব্বাসনকাল অতিক্রান্ত না হইতেই যদ্যপি ধনঞ্জয় আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডবেরা লোভাবশতঃ সময়ভঙ্গ করিল অথবা আমাদিগেরই ভ্রান্তি হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না; কোন বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হইলে প্রতিনিয়তই সংশয় হইয়া থাকে। কোন বিষয় একপ্রকার অবধারিত হইলেও তাহার অন্যথা হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তাসময়ে ভ্রমকূপে নিপতিত হয়েন। অতএব পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত সময় অবশিষ্ট আছে কিংবা অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি সন্দিহান হইতেছি; কিন্তু বোধ হয়, পিতামহ সবিশেষ অবগত আছেন।

"মৎস্যসেনাগণ যুদ্ধ করিবার মানসে উত্তর গোগৃহে গমন করিয়াছে, যদ্যপি ধনঞ্জয় তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের কোন অপরাধ নাই। মৎস্যগণ ত্রিগর্ত্তদিগের বহুবিধ অপকার করিয়াছে, তাহারা ভয়াভিকুলিত হইয়া সেই বিষয় আমাদিগের কীর্ত্তন করাতে আমরা তাহাদিগের সাহায্যার্থ এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, ত্রিগর্ত্তগণ সপ্তমীতে অপরাহ্নে মৎস্যগণের গোধনসকল গ্রহণ করিবে, পরে মৎস্যরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া গোষ্ঠে আগমন করিলেও আমরা অষ্টমীতে সূর্য্যোদয়সময়ে এই সমস্ত গোধন গ্রহণ করিব, এক্ষণে তদনুসারে মৎস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।

কর্ণকর্ত্তৃক যুদ্ধে উত্তেজনা-প্রদান

"বোধ হয়, ত্রিগর্ত্তগণ বিরাটরাজের গোধন-সকল আনয়ন করিবে, কিংবা যদি তাহারা পরাজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মৎস্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, অথবা মৎস্যগণ জনপদবাসী লোক ও সমুদয়

সেনা-সমভিব্যাহারে কেবল এই রাত্রি আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে কিংবা তাহাদিগের কোন বীরপুরুষ অগ্রসর হইয়া আগমন করিতেছে অথবা স্বয়ং বিরাটরাজ সমাগত হইতেছেন। মৎস্যরাজই আগমন করুন আর ধনঞ্জয়ই বা আসুক, আমাদিগকে অবশ্য যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণ এমন সময়ে কি নিমিত্ত উদভ্রান্তচিত্তে রথোপরি দণ্ডায়মান আছেন? বিনা যুদ্ধে কাহারও নিস্তার নাই, অতএব সকলেই সতর্ক হইয়া যত্ন করুন। যদ্যপি বজ্রধর [ইন্দ্র] বা দণ্ডধর [যম] বলপূর্ব্বক আমাদিগের গোধন হরণ করেন, তথাপি কোন ব্যক্তি বিনা যুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিবে? পদাতিক হউক বা অশ্বারোহী হউক, সমরে পরাঙ্মুখ হইলে কেহই আমার শরে জীবিত থাকিবে না, অতএব এক্ষণে আচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের নিয়ম-সকল নির্দ্ধারণ করুন; তিনি আমাদিগের সৈন্যগণের মত বিলক্ষণ অবগত আছেন, এই নিমিত্ত তাহাদিগের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে, অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অধিক প্রীতি আছে, ফলতঃ পাণ্ডবগণ চিরকালই আচার্য্যের প্রণয়ভাজন। দেখুন, ধনঞ্জয় নিকটে আগমন করিতেছে দেখিয়াই উনি তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, তাঁহার অশ্বের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রেই আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব সেনাগণ যাহাতে মহারণ্যপ্রবিষ্ট বৈদেশিক ব্যক্তির ন্যায় ভ্রান্ত বা বিপথ-প্রবিষ্ট না হয়, এইরূপ নীতি-বিধান করা কর্ত্তব্য।

'পাণ্ডবগণ আচার্য্যের সবিশেষ প্রীতিপাত্র, তাহা উনি স্বয়ংই কহিতেছেন; নতুবা অশ্বগণের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রেই কোন ব্যক্তি যোদ্ধার প্রশংসা করিয়া থাকে? অশ্বগণ স্বস্থানে অবস্থান করিবার বা গমন করিবার সময়ে স্বভাবতই হ্রেষারব করিয়া থাকে: সমীরণ সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয়, বাসব দেব সর্ব্বদাই বর্ষণ করেন, জলধরপটলের উদয় হইলেই অশনিনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, ইহাতে অর্জ্জুনের কি অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশিত হইতেছে? আর কি নিমিত্তই বা তিনি তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছেন? প্রজ্ঞতম আচার্য্যগণ আমাদের প্রতি কোন অভিলাষ, বিদ্বেষ বা রোষপরবশ না হইয়া কারুণ্যরসবশংবদ [মোহপরতন্ত্র] ও উপায়দর্শী হইয়া থাকেন; অতএব ভয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। তাঁহারা বিচিত্র প্রাসাদ, সভা বা উপবনে বিচিত্র কথা উত্থাপন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন এবং জনসমাজে নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়া, প্রদর্শন, যজ্ঞ অস্ত্রশিক্ষা অথবা সন্ধিসময়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পরছিদ্রানুসন্ধান, লোকচরিত্রবিজ্ঞান, গজ, অশ্ব ও রথচর্য্যা, গো, খর, উষ্ট্র, অজ, মেষকার্য্য, পরিজ্ঞান [জীবতত্ত্ববিদ্যা], রথ্যা [পথ], পুরদ্বার-নির্ম্মাণ এবং অন্নের সংস্কার ও দোষ বিষয়ে ইহারা কুশলী। যাঁহারা বিপক্ষের গুণকীর্ত্তন করেন তাদৃশ পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিয়া শত্রুসংহারোপযোগী নীতি প্রয়োগ করুন। চতুর্দ্দিকে এরূপ ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক মধ্যস্থানে গোসমূহ সংস্থাপিত করিয়া যত্নাতিশয় সহকারে রক্ষা করুন, যাহাতে আমরা অনায়াসে শত্রুগণ-সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।

৪৮তম অধ্যায়

সমরে কর্ণের উৎসাহ-প্রকাশ

কর্ণ কহিলেন, “কি আশ্চর্য্য! সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণকেই ভীত ও সমরপরাঙ্মুখ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ ব্যক্তি মৎস্যরাজই হউক বা অর্জ্জুন হউক, উহার নিকট ভয়ের বিষয় কি? যেমন বেলাভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্রূপ আমি উহাকে অনুরোধ করিব, সন্দেহ নাই। মদীয় শরসমূহ শরাসন হইতে মুক্ত হইলে গমনশালী আশীবিষের ন্যায় কখনই প্রত্যাবৃত্ত হইবার নহে। যেমন পতঙ্গকুল পাদপসমূহ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ আমার রুক্মপুঙ্খ [সুবর্ণপক্ষবিশিষ্ট] সুতীক্ষ্ণ শরনিকর পার্থকে সমাচ্ছন্ন করিবে। এক্ষণে শত্রুগণ আহত [আঘাত দ্বারা শব্দিত] ভেরীরবের ন্যায় আমাদিগের শরাসনজ্যানির্ঘোষ ও তলশব্দ শ্রবণ করুক। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল, অর্জ্জুন আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইয়াছে, অদ্য এই সংগ্রামে সাতিশয় উৎসাহ সহকারে অবশ্যই আমাকে প্রহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাবীর ধনঞ্জয় মদীয় নিশিত শরনিকর সহ্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধর ত্রিলোকবিশ্রুত। আমিও উহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি। অদ্য আকাশমণ্ডল কাঞ্চনময়-পক্ষাচ্ছাদিত মদীয় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পতঙ্গকুলসঙ্কুলের ন্যায় বোধ হইবে।

“আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিয়া দুর্য্যোধনসমীপে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করিব। আজি অর্দ্ধপথে বিচ্ছিন্ন শরসমূহে পুঙ্খ-সমুদয় আকাশচারী শলভ [পতঙ্গ]কুলের ন্যায় শোভমান হইবে। যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে, তদ্রূপ আজি আমি মহেন্দ্রসমতেজাঃ ধনঞ্জয়কে বাণ দ্বারা ব্যথিত করিব। গরুড় যেমন সর্পকে অনায়াসে গ্রহণ করে, তদ্রূপ আজি আমি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা অতিরথ পার্থকে আক্রমণ করিব। যেমন সৌদামিনীসনাথ [বিদ্যুৎযুক্ত] জলধর পটল বারি বর্ষণ করিয়া প্রবল হুতাশনকে নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ আজি আমি রথারোহণপূর্ব্বক শরজাল দ্বারা সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়কে সংহার করিব। যেমন পন্নগগণ বল্মীক [উইয়ের ঢিপি] মধ্যে বিলীন হয়, তদ্রূপ মদীয় শর-সমুদয় আজি অর্জ্জুনের শরীরে প্রবিষ্ট হইবে। পর্ব্বত যেমন কর্ণিকার-পুষ্পে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজ সুতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব মদীয় শরনিবহে পরিবৃত হইবে। আমি মহর্ষিসত্তম পরশুরামের নিকট অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, সেই সকল অস্ত্রবলে ও স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে আমি অমরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পারি। আজি অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রস্থিত বানর মদীয় ভল্লপ্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইবে এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রাণীগণও মদীয় তীক্ষ্ণ-শরপ্রহারে বিপন্ন হইয়া গগন-ব্যাপী ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। আজি আমি রথ হইতে অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া দুর্যোধনের চিরনিহিত হৃদয়শল্য সমূলে উন্মূলনা করিব। আজি কৌরবগণ পুরুষকারসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে হতাশ্ব ও বিরথ হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে অবলোকন করিবেন। এক্ষণে

তাঁহারা গোধন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান অথবা স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক আমার সংগ্রাম-নিপুণতা সন্দর্শন করুন।”

৪৯তম অধ্যায়

কর্ণের প্রতি কৃপাচার্য্যের কটাক্ষ

কৃপ কহিলেন, “হে কর্ণ! ক্রূর-যুদ্ধে তোমার নিপুণতা আছে এবং কিরূপে মন্ত্রণা করিতে হয়, তাহাও তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু উত্তরকালে যে কি ফল হইবে, তাহার কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ কর না। শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ সমুদয় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপযুক্ত দেশকাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে জয়লাভ হয়; কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করিলে কখন ফললাভ হয় না। হে রাধেয়! অনধিকারচর্চায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা রথকারের ভার বহনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। ইহা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। ঐ মহাবীর একাকী কুরুদেশ রক্ষা, অগ্নির তৃপ্তিসাধন ও পঞ্চ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়াছে; ঐ মহাবীর একাকী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্বৈরথযুদ্ধ করিবার মানসে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী কিরাতরূপী ভগবান মহাদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী বনমধ্যে জয়দ্রথকর্ত্তৃক অপহৃত কৃষ্ণকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী ইন্দ্রের নিকট পঞ্চ বৎসর অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী অরাতি পরাজয় করিয়া কুরুকুলের যশোরাশি দেদীপ্যমান করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী সংগ্রামে অরিনিসূদন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, নিবাতকবচগণ ও কালকঞ্জ দানবদলকে সংহার করিয়াছে। হে কর্ণ! ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় একাকী স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে এই সমুদয় অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তুমি একাকী কোনকালে কোন মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ?

“মহাবীর অর্জ্জুন দিগ্বিজয়সময়ে ভূপালগণকে বশবর্ত্তী করিয়া যে প্রকার অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্রও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহেন, অতএব হে সূতনন্দন! তুমি সেই মহাতেজঃ পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিয়া কি নিমিত্ত দক্ষিণকর প্রসারণপূর্ব্বক প্রদেশিনী [তর্জনী অঙ্গুলি] দ্বারা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের [সর্পের] দংশন আক্রমণ করিতে বাসনা করিতেছ? তুমি অঙ্কুশ না লইয়া মহাবনপ্রবিষ্ট মত্ত-মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক নগরে গমন করিতে বাসনা করিয়াছ; তুমি ঘৃতাক্ত হইয়া চীরবাস পরিধানপূর্ব্বক প্রজ্বলিত [ঘৃতপ্রক্ষেপে সমধিক উদ্দীপিত] হুত-হুতাশনের মধ্য দিয়া গমন করিতে বাসনা করিতেছ; কোন ব্যক্তি তলদেশে মহাশিলা বদ্ধ করিয়া বাহু দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ করিতে অভিলাষ করে? যে ব্যক্তি অকৃতাস্ত্র ও দুর্ব্বল হইয়া সেই বলবান কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে মানস করে সে নিতান্ত মূঢ়। ঐ মহাবীর আমাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে মুক্ত হইয়া অবশ্যই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুন যে

কূপমধ্যস্থিত হুতাশনের ন্যায়। এই স্থানে গোপনে অবস্থান করিতেছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কদাচ এরূপ কর্ম্ম করিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে মহাভয় সমুপস্থিত, অতএব দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, তুমি ও আমি, এই ছয় জন রথী প্রস্তুত হইয়া থাকি, সকলে একত্র হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। একাকী যুদ্ধ করিব বলিয়া বৃথা সাহস বা দর্প করিবার আবশ্যক নাই। সৈন্য সমুদয় ও প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধরগণ বর্ম্মধারণ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সাবধান হইয়া থাকুক। পূর্ব্বে দানবগণ বাসবের সহিত যেরূপ সমর করিয়াছিল, আদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগেরও সেই প্রকার সংগ্রাম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

৫০তম অধ্যায়

কর্ণের প্রতি অশ্বত্থামার আক্রোশ

অশ্বত্থামা কহিলেন, "হে কর্ণ! গোধন সকল এখনও পরাজিত ও বারণাবত-নগরে নীত হয় নাই, তাহারা স্বস্থানেই অবস্থান করিতেছে, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত এরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ? মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্যেরা বহুতর যুদ্ধে জয়লাভ ও প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াও কদাচ আস্ফালন করেন না। হুতাশন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিয়া থাকেন, দিবাকর মূক হইয়া স্বীয় প্রখর করজাল বিস্তার করনে, অবনী মমৌনাবলম্বন করিয়া এই সচরাচর লোক-সকল ধারণ করিয়া আছেন। বিধাতা চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিশেষ বিশেষ বৃত্তিবিধান করিয়া দিয়াছেন; ব্রাহ্মণের স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা যজন ও যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন; ক্ষত্রিয়েরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, কদাচ যাজনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না; বৈশ্যেরা অর্থলাভ করিয়া ব্রাহ্মণেরই কার্য্যসাধন করিবেন এবং শূদ্রেরা কপটতাশূন্য হইয়া বিনীতভাবে নিরন্তর বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষায় নিরত হইবেন; অতএব বিধিবিহিত স্ব স্ব ব্যবসায়সুলভ অর্থলাভ করিলে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। মহানুভব পুরুষেরা ধর্ম্মানুসারে এই সসাগরা পৃথিবী হস্তগত করিয়া গুণবিহীন গুরুজনেরও অবমাননা করেন না।

"এই নৃশংস ও নির্ঘৃণ্য দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন ক্ষত্রিয় কপটদ্যুত দ্বারা রাজ্যলাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে থাকেন এবং কোন ব্যক্তি বৈতংসিকের [জালিক—পক্ষীদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া যাহারা জালে আবদ্ধ করে] ন্যায় ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মশ্লাঘা করে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যাহাদিগের ধনাপহরণ করিয়াছিলে, সেই মহারথ পাণ্ডবগণকে কোন দ্বৈরথযুদ্ধে [অন্যের অপেক্ষা না করিয়া দুইজন রথীর পরস্পর যুদ্ধ] পরাজয় করিয়াছ? কোন যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছ এবং কোন যুদ্ধেই বা একবস্ত্রা রাজস্বলা পতিব্রতা দ্রৌপদীকে জয় করিয়া সভায় আনয়ন করিয়াছিলে? তোমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাই এই অনর্থের মূল, কিন্তু মহাত্মা বিদুর এ বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও তোমরা অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দভঙ্গ হইয়াছে। মনুষ্যদিগের শক্তি অনুসারে শান্তি অবলম্বন করাই বিধেয়।

‘অর্জ্জুন দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ কদাচ সহ্য করিবে না। সে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশসাধনের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি কারণে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছ? মহাবীর অর্জ্জুন আমাদিগকে সংহার করিয়া অবশ্যই বৈরানির্যাতন করবে। সে রণস্থলে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষসভয়ে কদাচ ভীত হয় না। খগরাজ গরুড় মহাবেগে পতিত হইবামাত্র যেমন মহীরুহ উন্মলিত হয়, তদ্রূপ সে ক্রোধাভরে সংগ্রামে যাহাকে আক্রমণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন বলবীর্য্যে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ধনুর্বিদ্যায় দেবরাজসদৃশ ও যুদ্ধে বাসুদেবতুল্য; অতএব কে তাঁহাকে প্রশংসা না করিবে? তাঁহার সমান বীরপুরুষ ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না, সে দৈববলে দেবগণের সহিত ও বাহুবলে মানবগণের সহিত সংগ্রাম করে এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র-সকল প্রতিহত করিতে পারে।

“শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের অপত্যস্নেহ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছে; তুমি যেরূপ দূতক্রীড়া করিয়াছিলে, যেরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছিলে ও যেরূপে দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে, এক্ষণে সেইরূপে তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তোমার মাতুল ক্ষাত্রধর্ম্মকোবিদ কপটদ্যুতবেদী গান্ধাররাজ শকুনি এখন যুদ্ধ করুন। অর্জ্জুনের গান্তীব-পাশক দিক্ [] বা চতুষ্ক [পাশা ক্ষেপণে যেমন পোয়া, দুয়া, ত্রি, চৌকা ফেলার চতুরতা, বাণিক্ষেপে তাহা নহে] নিক্ষেপ করে না, উহা কেবল অনবরত প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ বর্ষণ করিয়া থাকে। অর্জ্জুনের নিদারুণ শরজাল গাণ্ডীব-বিনির্মুক্ত হইয়া পর্ব্বত বিদারণপূর্ব্বক গমন করিতে পারে। পবন, অন্তক ও অগ্নি, ইঁহারা কদাচ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সকলেরই বিনাশসাধন করিতে পারেন। তুমি সভামধ্যে শকুনির সাহায্যলাভ করিয়া যেরূপে দূতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে শকুনি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেইরূপে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর। এই যুদ্ধে অন্য যোদ্ধাসকল গমন করুন। আমি কখনই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব না। যদি মৎস্যরাজ এই গোষ্ঠে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।”

৫১তম অধ্যায়

আত্মকলহনিরাসে ভীষ্মের নীতি

ভীষ্ম কহিলেন, “মহামতি কৃপ ও অশ্বত্থামা অতি উত্তম কহিয়াছেন। কর্ণ ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক কেবল যুদ্ধ করিবারই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন; আর আচার্য্য যাহা কহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দোষারোপ করা বিজ্ঞব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আমার মতে উত্তমরূপে দেশ-কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী পাঁচজন শত্রুকে অভ্যুদয়শালী অবলোকন করিয়া কোন ব্যক্তি বিমোহিত না হয়? ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তাসময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার যে মত, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধাদিগকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্তই সমরবাসনা প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ ও আচার্য্যপুত্রের এ বিষয়ে

ক্ষমা করা কর্ত্তব্য এবং তোমারও ইহাতে সবিশেষ বিবেচনা করা বিধেয়। এক্ষণে মহৎকার্য্য সমুপস্থিত; অর্জ্জুন আগতপ্রায়; অতএব আমাদের সকলেরই একত্র হইয়া যুদ্ধ করা উচিত। এক্ষণে পরস্পর বিরোধ করিবার সময় নহে। আপনাদিগের অস্ত্রবিদ্যা সূর্য্যপ্রভার ন্যায় এবং ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মাস্ত্র চন্দ্রমার স্থিরলক্ষ্মীর ন্যায় সতত অপ্রতিহত রহিয়াছে। ভরতকুলাচার্য্য দ্রোণ, কৃপ এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই চারি বেদ ও ক্ষত্র তেজ, এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। পুরুষোত্তম দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদ, এই তিনের সমানাধিকরণ্য [যুগপৎ স্থায়িত্ব—এক কালে এই সকলের একত্র স্থিতি] অবলোকন করি না। বেদান্ত, পুরাণ ও ইতিহাস, এই সমুদয় বিষয়ে পরশুরাম ব্যতীত দ্রোণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। পণ্ডিতেরা কাহেন, সৈন্যের যে সমুদয় ব্যসন আছে, তন্মধ্যে ভেদাই মুখ্য; অতএব হে আচার্য্যপুত্র! আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন; এখন আত্মীয় ভেদের সময় নহে।”

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, “আমাদিগের এই সময় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পিতা রোষপরবশ হইয়া যাহা কহিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা গুণবান। শত্রুর গুণ ও দোষী শত্রুর দোষ-কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হয়েন না এবং পুত্র ও শিষ্যকে সতত হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।”

দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্যশ্রবণান্তর দ্রোণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আপনি পরিতুষ্ট থাকিলেই আমাদিগের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা।” এই বলিয়া তিনি কর্ণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কৃপের সমভিব্যাহারে দ্রোণাচার্য্যকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

তখন দ্রোণ কহিলেন, “শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমি তাহাতেই প্রসন্ন হইয়াছি।” পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে গাঙ্গেয়! এক্ষণে পার্থ যাহাতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিতে না পারে, যাহাতে মহারাজ দুর্য্যোধন সাহস বা মোহবশতঃ শত্রুর বশীভূত না হয়েন, তদ্বিষয়িণী নীতি চিন্তা কর। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত না হইলে অর্জ্জুন কদাচ আত্মপ্রকাশ করিত না। ঐ মহাবীর এক্ষণে গোধন মোচন করিতে আসিয়াছে, কখনই ক্ষমা করিবে না; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধন ও এই সকল সৈন্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ না হয়, এ বিষয়ে নিয়ম নির্দ্ধারণ কর। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে এইরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।”

৫২তম অধ্যায়

ভীষ্মকর্ত্তৃক অজ্ঞাতবাসসময়গণনা

ভীষ্ম কহিলেন, “মহারাজ! কলা, কাষ্ঠ, মুহুর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু ও সংবৎসর লইয়া একটি কালচক্র হয়। উহাদিগের কালাতিরেক ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ব্যতিক্রমবশতঃ প্রতি পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া বৃদ্ধি হয়। এইরূপে তাহাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া পঞ্চম মাস ও ছয় দিবস অধিক হইয়াছে। তাহারা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎসমুদয় অবিকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া অর্জ্জুন সমাগত হইয়াছে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। মহাত্মা পাণ্ডবেরা পরমধার্ম্মিক, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের রাজা; অতএব তাঁহারা কি নিমিত্ত ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবে? পাণ্ডবেরা কৃতী ও লোভবিহীন। তাঁহারা অধর্মাচরণ দ্বারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করে না। তাঁহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ আছে বলিয়া ক্ষত্রিয়ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই; নতুবা সেই সময়েই আপনাদিগের অসাধারণ বলবীর্য্য প্রকাশ করিত। তাঁহারা অনায়াসে মৃত্যুমুখে গমন করিতে পারে, তথাপি কদাচ অনৃত [অসত্য-মিথ্যা] পথে পদার্পণ করে না। পাণ্ডবগণের স্বভাবই এইরূপ যে, ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হইলেও যথাযোগ্য সময়ে আপনাদিগের প্রাপ্য বিষয় পরিত্যাগ করে না।

এক্ষণে আমাদিগকে অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; অতএব শীঘ্র যুদ্ধোপযোগী সাধুগণাচরিত কল্যাণকর বিধির অনুষ্ঠান কর। হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধে সিদ্ধিলাভের অবশ্যম্ভাবিত্ব কদাপি নয়নগোচর হয় নাই। জয় বা পরাজয় অবশ্যই হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইবার বিষয় কি? ধনঞ্জয় আগতপ্রায়; এক্ষণে সত্বর যুদ্ধোচিত অথবা ধর্ম্মসম্মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।"

ভীষ্মের ব্যূহরচনা

দুর্য্যোধন কহিলেন, "পিতামহ! আমি কদাচ পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না; আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! যাহাতে তোমাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়, ঈদৃশ উপদেশ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ কর। তুমি এই সকল সৈন্যকে চতুর্থাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ সমভিব্যাহারে নগরে প্রস্থান কর; অপর এক ভাগ গোধন লইয়া গমন করুক; পরে কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ সমভিব্যাহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত বারিনিধিকে নিবারণ করে, তদ্রূপ যদি বিরাটরাজ অথবা স্বয়ং ইন্দ্র আগমন করেন, তথাপি আজি আমি তাহাদিগকে নিরারণ করিব সন্দেহ নাই।"

মহাত্মা ভীষ্মের বাক্য কাহারও অনভিমত হইল না। কুরুরাজ দুর্য্যোধন তন্নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ভীষ্ম প্রথমতঃ দুর্য্যোধন, তৎপরে গোধন-সকল প্রেরণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে ব্যবস্থাপিত পূর্ব্বক ব্যূহরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, "আচার্য্য! আপনি মধ্যস্থানে অবস্থিতি করুন; অশ্বত্থামা বামপার্শ্ব ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণ-পার্শ্ব রক্ষা করিবেন। সূতপুত্র কর্ণ অগ্রসর হইবেন এবং আমি সকলের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব।"

৫৩তম অধ্যায়

শরবর্ষণে অর্জ্জুনের দুর্য্যোধন-গতিরোধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন রথঘর্ঘরশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্যগণসমীপে সহসা সমুপস্থিত হইলেন। কৌরবেরা তাঁহার ধ্বজাগ্র সন্দর্শন, গাণ্ডীবধ্বনি ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ঐ দেখ, দূরে মহাবীর অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রভাগ শোভা পাইতেছে, রথের ঘর্ঘর রব শ্রবণগোচর হইতেছে, ধ্বজাগ্রাবর্ত্তী বানর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সেনাগণের ভয়োৎপাদন করিতেছে এবং ধনঞ্জয় সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ গাণ্ডীব-শরাসনে অশনিনির্ঘোষ [বজ্রধ্বনি] সদৃশ টঙ্কার [বাণধ্বনি] প্রদান করিতেছে। দেখ, এই দুইটি শর সমবেত হইয়া আমার চরণে নিপতিত হইল, অপর দুইটি মদীয় শ্রবণযুগল স্পর্শ করিয়া প্রবল-বেগে অতিক্রান্ত হইল। বোধ হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অরণ্যবাসকালে যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাহা আমার কর্ণগোচর করাইল। যাহা হউক, আমরা বহুকালের পর প্রিয়বান্ধব শ্রীমান অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলাম; এক্ষণে পার্থ শর, শরানন, তূণীর, শঙ্খ, কবচ, কিরীটি ও খড়্গ ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

অনন্তর অর্জ্জুন কৌরবগণকে রণস্থলে সমবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমার উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সারথে! সেনাদিগের প্রতি বাণপাতকালে তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিবে, আমি এই সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে সেই কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে একবার অনুসন্ধান করিব। এক্ষণে অন্যান্য কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। সেই অভিমানপরতন্ত্র দুর্য্যোধন পরাজিত হইলে সকলকেই পরাজয় করা হইবে। ঐ আচার্য্য দ্রোণ, উহার পশ্চাদ্ভাগে অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ অবস্থান করিতেছেন। এ স্থলে দুর্য্যোধনকে ত' দেখিতে পাইলাম না; এক্ষণে বোধ হয়, সে গোধন গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণভয়ে দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতেছে; নিরর্থক যুদ্ধ করা অনুচিত, অতএব প্রথমে আমরা কৌরবসেনা পরিত্যাগ করিয়া তাহারই অনুসরণ করি, তাহাকে পরাজয় করিলেই অনতিবিলম্বে গোসকল প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইব।

অনন্তর উত্তর পরমযত্ন সহকারে রশ্মি [অশ্ববল্গা] সংযত করিয়া, যে দিকে রাজা দুর্য্যোধন গমন করিতেছেন, সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হইয়া দ্রোণকে কহিলেন, "অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতেছে; অতএব আইস, আমরা দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণিগ্রহণ [পার্শ্বদেশরক্ষা] করি। অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবরাজ ইন্দ্র, দেবকীনন্দন মধুসূদন, অশ্বত্থামা ও দ্রোণ ব্যতিরেকে কেহই একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে গোধন বা প্রভূত ধন লইয়া আমাদিগের কি উপকার দর্শিবে? মহারাজ দুর্য্যোধন অনতিবিলম্বে নাবিকশূন্য নৌকার ন্যায় অর্জ্জুনজলে নিমগ্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

অনন্তর অর্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং কৌরবসেনাগণের প্রতি অনবরত শালভসমূহের ন্যায় শরজাল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন ভূমণ্ডল ও নভস্তল পার্থশারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কৌরবসেনাসকল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎকালে কেহই পলায়ন করিল না, প্রত্যুত মনে মনে মহাবীর অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল ।

ইত্যবসরে ধনঞ্জয় শঙ্খধ্বনি ও গাণ্ডীবটঙ্কার প্রদান করিয়া ধ্বজদণ্ডে ভূতসকল প্রেরণ করিলেন। শঙ্খধ্বনি, রথনির্ঘোষ, গাণ্ডীবাশব্দ ও ধ্বজসন্নিবিষ্ট ধাবমান উর্দ্ধপুচ্ছ অমানুষ ভূত সকলেল কলরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ধেনু-সকল দক্ষিণাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

৫৪তম অধ্যায়

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় স্বীয় অসাধারণ বলবিক্রমে শত্রুসেনাগণকে পরাজয়পূর্ব্বক গোধন মুক্ত করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন। কৌরবগণ গো-সমুদয়সহ বেগে মৎস্যাভিমুখে গমন করিতেছে ও মহাবীর ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতেছেন দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বহুলধ্বজপতাকাশালী প্রভূত কৌরবসৈন্য সন্দর্শন করিয়া উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক, কহিলেন, “রাজপুত্র! সত্বর এই রথ চালনা কর, তাহা হইলে অনায়াসে কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পরিবে। ঐ দেখ, সূতপুত্র কর্ণ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় আমার সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হইয়াছে! ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আশ্রয়বলে একান্ত দর্পিতা; তুমি সত্বর উহার নিকট আমাকে লইয়া চল।” বিরাটতনয় অর্জ্জুনের নির্দ্দেশানুসারে সত্বর সুবর্ণকক্ষ [সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্মস্থানীয় আচ্ছাদনে আবৃত] শ্বেতবর্ণ অশ্বসমুদয় চালনপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য বিনাশ করিয়া রণস্থলে ধনঞ্জয়কে উপনীত করিলেন।

তখন চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ কর্ণের সাহায্যবলে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরাসননির্ম্মুক্ত শরানল দ্বারা আরাতিকানন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর বিকর্ণরথারোহণপূর্ব্বক পার্থসমীপে সমাগত হইয়া তাহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন অরাতিনিসূদন পার্থ সুবর্ণালঙ্কৃত দৃঢ়মৌকর্ব্বীক [কঠিন ছিলাযুক্ত] শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বিকর্ণকে ভূতলে পাতিত ও তাহার ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। বিকর্ণ পতিত হইবামাত্র দ্রুতবেগে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

বিকর্ণ পলায়ন করিলে পর শত্রুন্তপ আরাতিনিপাতন অর্জ্জুনের অলৌকিক কার্য্য অবলোকনে অতিশয় অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুন্তপের শরাঘাতে সমধিক সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পাঁচ বাণ ও তাহার সারথিকে দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শত্রুন্তপ ঐ পঞ্চশরাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র

হইতে বিপতিত বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন অন্যান্য বীরপুরুষগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে জর্জরিত হইয়া বায়ুবেগে বিকম্পিত মহাবনের ন্যায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী হিমালয়জাত মহাগজতুল্য পরাক্রান্ত সুবেশধারী বীরগণ পার্থশরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথীতলে শয়ন রহিল।

যেমন দাবানল নিদাঘসময়ে [গ্রীষ্ম] কানন দগ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তদ্রূপ বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমরে শত্রুসঙঘ সংহারপূর্ব্বক রণস্থলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেমন সমীরণ বসন্তকালে পতিতপত্র ও মেঘ-সমুদয় ইতস্ততঃ বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন রণস্থলে অরাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সত্বর কর্ণের ভ্রাতার অশ্বগণ সংহারপূর্ব্বক এক বাণে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

কর্ণের পলায়ন

অনন্তর ব্যাঘ্র যেমন বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ভ্রাতাকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাভরে অর্জ্জুনের সমীপবর্তী হইয়া দ্বাদশ বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণ, সারথি ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। গরুড় যেমন সর্পের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় সহসা কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। তথায় আগমন করিলে পর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ক্রোধাভরে মুহূর্তমধ্যে শর বর্ষণ দ্বারা কর্ণ এবং তাঁহার অশ্ব, রথ ও সারথিকে অন্তর্হিত করিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ এবং তাঁহাদিগের রথ, অশ্ব ও গজ সমুদয়ও অর্জ্জুনের শরে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর কর্ণ বহুতর শর-নিক্ষেপ দ্বারা পার্থের সমুদয় বাণ নিরস্ত করিয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক স্ফুলিঙ্গবাণ হুতাশনের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ তদর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া করতালি প্রদান ও শঙ্খ, ভেরী [জয়ঢাক] পণব [মাদল-বাদ্যবিশেষ] প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যবাদনপূর্ব্বক কর্ণের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন; কর্ণ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলে তিনি তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, ও কৃপকে অবলোকনপূর্ব্বক কর্ণ এবং তাহার রথ, অশ্ব, ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও বিবিধ সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে সেই দুই বীরপুরুষকে মেঘমুক্ত রথারূঢ় চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তৎপরে লঘুহস্ত [ক্ষিপ্রহস্ত] কর্ণ সত্বর অর্জ্জুনের অশ্বগণকে বাণিবিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি তিন শর ও ধ্বজের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা এককালে জগৎ ব্যাপ্ত করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া শরনিকর দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তূণীর হইতে নিশিত ভল্ল নিষ্কাশিত করিয়া ত্বরায় তাঁহার গাত্র বিদ্ধ করিলেন। পরে সুশাণিত শরজাল দ্বারা সূতপুত্রের বাহু, শির, উরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে পর গজ যেমন অন্যগজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ তিনি তখন অশনিসন্নিভ শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

৫৫তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! রাধেয় [কর্ণ] প্রস্থান করিলে পর দুর্য্যোধন-প্রমুখ বীরপুরুষগণ স্ব স্ব সৈন্য-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবকে আক্রমণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নির্ভীক বীভৎসু সহাস্যবদনে বেলার ন্যায় সাগরসদৃশ কৌরবসেনার বেগধারণ করিয়া দিব্যাস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন মরীচিমালীর [সূর্য্যের] কিরণজালে মেদিনীমণ্ডল আচ্ছাদিত হয়, তদ্রূপ পার্থের গাণ্ডীবনিমুক্ত বিশিখ-সমূহে [বাণ] দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন নিশিত শর দ্বারা বিপক্ষপক্ষের অশ্ব, রথ ও গজের শরীর সকল এমন বিদ্ধ করিলেন যে, তাহাতে দুই অঙ্গুলি মাত্রও অনন্তর রহিল না। কৌরবেরা অশ্বগণের অলৌকিক গতি-বৈচিত্র্য, উত্তরের শিক্ষানৈপুণ্য, অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশল এবং পার্থের দিব্য শক্তি ও অপ্রতিহত প্রভাব নিরীক্ষণে বিস্মিত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের বোধ হইল যেন, প্রজ্বলিত কালাগ্নি প্রজা-সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলতঃ তৎকালে অর্জ্জুন এরূপ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন, যে, শত্রুগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হয় নাই।

সূর্য্যরশ্মি পর্ব্বতস্থ অভ্রপটলে [মেঘমণ্ডল] সংক্রান্ত হইলে যেমন চমৎকারিণী শোভা হয় এবং বিকশিত অশোককুসুমসুষমায় বনভূমি যেমন পরম দর্শনীয় হয়, তদ্রূপ কৌরববাহিনী অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিল। ছিন্নযুগ [যোয়াল—বর্ত্তমান কালের অশ্ববন্ধনের রথরজ্জু] অশ্বগণ ভীত হইয়া রথাঙ্গদেশ বহনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষত ও বিচেতন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। রণক্ষেত্রে সমরশায়ী গজযূথের শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাজন! যেমন যুগান্তসময়ে কালাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমুদয় স্থাবর-জঙ্গম নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর সমরানল উদ্দীপনপূর্ব্বক রিপুকুল ভস্মাবশেষ করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনসেনা মহাবল-পরাক্রান্ত কপিধ্বজের অস্ত্রপ্রভাব নিরীক্ষণ এবং গাণ্ডীবের নিস্বন ধ্বজাস্থিত ভূতগণের অলৌকিক শব্দ ও কপিবরের ভৈরব রব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। শত্রুগণের রথ্যাঙ্গ পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং শীঘ্র পলায়ন করিতে পারিল না। অর্জ্জুন সাহসপূর্ব্বক সহসা তাহাদিগের পশ্চাদভাগে উপস্থিত হইয়া অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনবাণ সূর্য্যকিরণের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ ও অসংখ্যেয়। ফলতঃ অর্জ্জুন যুগপৎ এত অধিক শর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে, শত্রুশরীরে তাহাদিগের স্থান পর্য্যাপ্ত হইল না এবং যুদ্ধাহত সৈনিকদিগের শরীর দ্বারা পথ রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার রথও শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। যেমন অনন্তভোগ ভূজগ মহার্ণবে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক সমরসাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভূতগণ অশ্রুতপূর্ব্ব গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া সব্যদক্ষিণপার্শ্বে অবিশ্রান্ত বাণনিক্ষেপ করাতে সতত সায়কের

আসনমণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল। যেমন চক্ষু রূপশূন্য পদার্থে কদাচ পতিত হয় না, সেইরূপ অর্জ্জুনশর কোনক্রমেই অলক্ষ্যে পতিত হইল না। সহস্র গজ এককালে বনমধ্যে গমন করিলে যেমন প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে, আজি রণক্ষেত্রে পার্থের রথমার্গও সেইরূপ হইল। শত্রুগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, বোধহয়, দেবরাজ পার্থকে জয়ী করিবার মানসে অমরগণ সমভিব্যাহারে সমর সাগরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের সংহার করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করিল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত অর্জ্জুনরূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রজা সকল সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কৌরবসেনার মধ্যে যাহারা পার্থ কর্ত্তৃক আহত হয় নাই, তাহারও অর্জ্জুনের প্রভাবে আহতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া রহিল।

এইরূপ অর্জ্জুনভয়ে কৌরবগণের বলবীর্য্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরজালে তাহাদিগের কলেবর ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; রুধিরধারায় ধরণী, আপ্লাবিত হইল; শোণিতলিপ্ত ধূলিপটল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হওয়াতে সূর্য্যদেবের রশ্মিজাল একান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনতল সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে।

অস্তকাল উপস্থিত হইলে দিবাকরও বিশ্রাম করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন কদাচ সমরে নিবৃত্ত হয়েন না। তিনি সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর কুরুপ্রবীরদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রনিক্ষেপ [ফলকাকৃতি ক্ষুরধার অস্ত্র—ক্ষুরপো] করিয়া দুঃসহকে দশ, অশ্বত্থামাকে অষ্ট, দুঃশাসনকে দ্বাদশ, কৃপাচার্য্যকে তিন, ভীষ্মকে ষষ্টি ও মহারাজ দুর্য্যোধনকে একশত শরাঘাত করিলেন। তৎপরে কর্ণি [কণিকাকুসুমসদৃশ বাণ] দ্বারা মহাবীর কর্ণের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে সংহারপূর্ব্বক রথ ও অশ্বসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে তদীয় সেনাগণ নিতান্ত ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

উত্তরসমীপে রণক্ষেত্রগত কৃপ প্রভৃতির পরিচয়

তখন বিরাটতনয় উত্তর মহাবীর পার্থের অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন! এক্ষণে কোন সৈন্যগণের সম্মুখীন হইতে বাসনা করেন, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাদের সমীপে রথ উপনীত করি।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজকুমার! যিনি লোহিত অশ্বসংযুক্ত নীলপতাকা-পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, উহার নাম কৃপাচার্য্য; তুমি উঁহারই সৈন্যসমক্ষে আমাকে লইয়া যাও ; আমি উহার সমীপে স্বীয় শরপ্রয়োগনৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিব। যাহার ধ্বজদণ্ডে সুবর্ণনির্ম্মিত কমণ্ডলু পরিশোভিত হইতেছে, উনিই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য। ঐ মহাবীর আমার ও অন্যান্য শস্ত্রধারীদিগের মান্য ও পূজনীয়। এক্ষণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিধানানুসারে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। যদি আচার্য্য অগ্রে আমাকে প্রহার করেন, তবে আমিও উঁহাকে প্রহার করিব; তাহা হইলে উনি আমার প্রতি রোষাবিষ্ট হইবেন না।

“যিনি দ্রোণাচার্য্যের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার ধ্বজদণ্ডে কোদণ্ড [ধনুঃ] লম্বমান রহিয়াছে উনি আচার্য্যপুত্র মহারথ অশ্বত্থামা। উনিও আমার এবং অন্যান্য শস্ত্রধারীদিগের মান্য ও পূজনীয়। তুমি উহার রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইবে। যিনি সুবর্ণবর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈন্যসমুদয়ে রক্ষিত হইয়া রথোপরি অধিরূঢ় রহিয়াছেন, যাঁহার ধ্বজাগ্রে হেমকেতনলাঞ্ছিত [সুবর্ণ-পতাকা-চিহ্নিত] মাতঙ্গ পরিশোভিত হইতেছে, উনি ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ শ্রীমান দুর্য্যোধন। উনি নিতান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং ক্ষিপ্রকারিতা-বিষয়ে দ্রোণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত। তুমি উহার সমক্ষে রথ লইয়া যাইবে, আমি উহার নিকট স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ করিব।

“যাঁহার ধ্বজাগ্রে রমণীয় নাগবন্ধন—রজ্জু [রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হস্তী] লম্বমান রহিয়াছে, উনি তোমার পূর্ব্বপরিচিত কর্ণ। উনি সততই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তুমি উহার রথসন্নিধানে গমন করিয়া সংগ্রামে সাবধান হইবে। যাহার রথে সূর্য্যতারালাঞ্ছিত [সূর্য্যমুখ নামক উজ্জ্বল তারা দ্বারা চিহ্নিত] ধ্বজ ও মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ সুনির্ম্মল আতপত্র পরিশোভিত হইতেছে, যিনি জলধর সন্নিহিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় সৈন্যগণ-সমক্ষে অবস্থান করিতেছেন, যিনি চন্দ্রার্কসঙ্কাশ সুবর্ণ-শিরস্ত্রাণ [স্বর্ণখচিত উষ্ণীষ-পাগড়ী] ধারণ করিয়াছেন, উনি আমাদিগের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। ঐ মহাবীর দুরাত্মা দুর্য্যোধনের একান্ত বশংবদ। আমরা সর্ব্বশেষে উহার নিকট গমন করিব। উনি আমার অনিষ্টসাধন করিতে পরিবেন না। আমি যখন উহার সহিত সংগ্রাম করিব, তৎকালে তুমি যত্নপূর্ব্বক অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিবে।” অনন্তর উত্তর যে স্থানে কৃপাচার্য্য যুদ্ধ করিবার মানসে অবস্থান করিতেছেন, অর্জ্জুনকে লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

৫৬তম অধ্যায়

যুদ্ধদর্শনার্থী দেবগণের অন্তরীক্ষে অবস্থান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাধনুর্দ্ধর কৌরবসেনাসকল তৎকালে বর্ষাকালীন মন্দমারুত-সঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাদিগের নিকটে অশ্বারোহিগণ ও তোমরাঙ্কুশ-নোদিত [অঙ্কুশ-তোমরাস্ত্-চিহ্নিত] মহামাত্র [হস্তিপক্ক-মাহুত] -পরিচালিত, বিচিত্রকবচবিভূষিত মাতঙ্গ-সমুদয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিল।

ঐ সময় ত্রিদিবনাথ শতক্রতু, কৃপ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামসন্দর্শনার্থ বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি সুরগণ-সমভিব্যাহারে বিচিত্র বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশপথে অবতীর্ণ হইলেন; দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের সহস্র সহস্র সুবর্ণস্তম্ভবিভূষিত, মণিরত্নখচিত বিমান সমুদয় মেঘবিনির্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যে দেবরাজের সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত কামচার বিমান সমধিক শোভিত হইল। বসু, রুদ্র প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ আমর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সর্প, মহর্ষি ও পিতৃগণের সমাগমে, নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা বসুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দ্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গায়, মনু, পুরু, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সাগর ও নল, ইঁহারাও তৎকালে গগনমার্গে সমাগত হইলেন। অগ্নি, ঈশ, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবেরা, যম, উগ্রসেন; অলম্বুষ ও

তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণের বিমান-সমুদয় যথাস্থানে সন্নিহিত রহিল। ফলতঃ তৎকালে সমুদয় অমর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের সংগ্রামসন্দর্শনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

দিব্য-মাল্যের পবিত্রগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। দেবগণের বসন, ছত্র, ধ্বজ, ব্যজন ও রত্নজাত ইতস্ততঃ শোভমান হইতে লাগিল; পার্থিব ধূলিপটল তিরোহিত এবং চতুর্দ্দিক মরীচিত [কিরণ] দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইল। সমীরণ দিব্যগন্ধ আরোহণপূর্ব্বক যোদ্ধাদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। সুরোত্তমগণের সমানীত নানা-রত্নসমুদ্ভাসিত বিবিধ বিমান দ্বারা গগনমার্গ অলঙ্কৃত হইয়া অতি বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। পদ্মোৎপলমাল্যধারী সুররাজ দেবগণে পরিবৃত হইয়া বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক রণস্থলস্থিত স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনকে বারংবার অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না।

৫৭তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-কৃপাচার্য্য যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্যগণ ব্যূহ রচনা করিয়াছে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, “রাজপুত্র! যাঁহার ধ্বজে ঐ সুবর্ণ-দেবী দৃষ্ট হইতেছে, উঁহার দক্ষিণদিক দিয়া রথচালনা কর, তাহা হইলে অনায়াসে কৃপের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পরিবে।” অশ্ববিদ্যা-বিশারদ উত্তর অর্জ্জুনের বিচনানুসারে মহাবেগে সেই রজতপুঞ্জসন্নিভ উদ্দীপ্ত বেগবান অশ্বগণ সঞ্চালনপূর্ব্বক কুরুসৈন্যগণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, পরে স্বীয় শিক্ষাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বামদিক দিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণকে সম্মোহিত করিলেন এবং অকুতোভয়ে সত্বর কৃপের সন্নিধানে গমন করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কৃপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক মহাবেগে দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতের বিদারণশব্দের ন্যায় ও অশনি-নির্ঘোষের [বজ্রধ্বনি] ন্যায় পার্থের সেই শঙ্খনিনাদে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কৌরবগণ, “কি আশ্চর্য্য! এই শঙ্খ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আষ্মাত [শব্দিত-ধ্বনিত] হইয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল না।” এই বলিয়া সেই শঙ্খের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের শঙ্খনাদশ্রবণে যৎপরোনাস্তি রোষপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে স্বীয় শঙ্খ আষ্মাত করিয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সেই বীরদ্বয় শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শোভা ধারণা করিলেন।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত কৃপ শাণিত মর্ম্মভেদী দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর পার্থও গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক কৃপের উপর মর্ম্মভেদী নারাচ-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৃপ নিশিত সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত নারাচসকল খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে সাতিশয় অমর্ষপরবশ হইয়া বিচিত্র শরনিকর দ্বারা সমুদয় দিগ্বিগিক্ আচ্ছাদনপূর্ব্বক কৃপের উপর শত শত শর

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য কৃপ সেই সমুদয় অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত নিশিত সায়ক দ্বারা সমাহত হইয়া রোষান্বিতচিত্তে পার্থের উপর দশ সহস্র শর বর্ষণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; পরে পুনর্ব্বার শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আর দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক চারিটি বাণ দ্বারা কৃপের অশ্বচতুষ্টয়াকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বগণ প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ অর্জ্জুনশরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া লম্ফপ্রদান করাতে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃপকে রথমৃত্যুত নিরীক্ষণ করিয়া সম্মানরক্ষার্থ তাঁহার প্রতি শরসন্ধান করিলেন না। পরে কৃপাচার্য্য পুনরায় সত্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন কৃপের বাণাঘাতে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রহারে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া মর্ম্মভেদী অপর এক শর দ্বারা তাঁহার বর্ম্মচ্ছেদ করিলেন; কিন্তু তাঁহার শরীরে কোন আঘাত করিলেন না। অর্জ্জুনের বাণে কবচ ছিন্ন হইয়া গাত্র হইতে বিগলিত হওয়াতে আচার্য্য কৃপ নির্মোক [ত্বক—খোলস]-নিমুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন তিনি অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যা আরোপণ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে উহা ছেদন করিলেন। এইরূপে মহাবীর কৃপ যত চাপ গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় লঘুহস্ততাপ্রযুক্ত তৎসমুদয় ছেদন করিলেন।

পরাজিত কৃপের পলায়ন

বারংবার কার্মুক ছিন্ন হওয়াতে কৃপাচার্য্য ক্রোধাভরে অর্জ্জুনের প্রতি অশনির ন্যায় প্রদীপ্ত এক স্বর্ণ-বিভূষিত শক্তি [চক্র-চাকা] নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত দশ সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই শক্তি দশখণ্ডে ছেদন করিলেন। মহাবীর কৃপ শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনুগ্রহণপূর্ব্বক নিশিত দশ সায়ক দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন, তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়, রোষাপরবশ হইয়া কৃপের উপর ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক এক বাণে তাঁহার যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, ছয় বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে তিন বেণু দুই বাণে অক্ষ ও দ্বাদশ ভল্ল দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিলেন; পরে সহাস্যবদনে বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ বাণে কৃপের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর কৃপাচার্য্য এইরূপে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ক্রোধাভরে অর্জ্জুনের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজঃ ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা সেই গদা প্রতিনিবৃত্ত করিলে অন্যান্য যোদ্ধগণ কৃপের সাহায্যার্থে চতুর্দ্দিক হইতে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বিরাটতনয় উত্তর বামদিক দিয়া যমকমণ্ডল [বিপক্ষের আক্রমণ নিরোধক চক্রাকারে ভ্রমণ] করিয়া সেই সমুদয় যোদ্ধাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরগণ তদ্দর্শনে ভীতচিত্তে কৃপকে লইয়া মহাবেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

৫৮তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-দ্রোণ যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! কৃপাচার্য্য অপসারিত হইলে লোহিতবাহন [রক্তবর্ণ-অশ্ববাহিত রথারূঢ়] আচার্য্য দ্রোণ শর ও শরাসন ধারণ করিয়া শ্বেতবাহনের [শ্বেতাশ্ববাহ্য অর্জ্জুনের] সম্মুখীন হইলেন। জয়শীল অর্জ্জুন কাঞ্চনরথারোহী আচার্য্যকে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, "উত্তর! যাহার প্রকাণ্ড দণ্ডমণ্ডিত ধ্বজে বহুপতাকালঙ্কৃত কাঞ্চনবেদী সমুচ্ছ্রিত [উচ্চে উত্তোলিত] রহিয়াছে, যাঁহার রথে স্নিগ্ধ প্রবালসদৃশ শোণিবর্ণ প্রকাণ্ড তুরঙ্গ-সকল সংযোজিত আছে, যিনি যোদ্ধৃগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, রূপবান, বলবান, প্রতাপবান, শুক্রেরন্যায় বুদ্ধিমান ও বৃহস্পতির ন্যায় নীতিমান; বেদচতুষ্টয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দম, সত্য, আর্জ্জব প্রভৃতি গুণসমূহে বিভূষিত এবং সংহারসমবেত সমুদয় দিব্যাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদের একমাত্র আধার, উনি ভরদ্বাজনন্দন আচার্য্য দ্রোণ। আমি উহার সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করি। অতএব শীঘ্র রথচালনা করিয়া আমাকে আচার্য্যসন্নিধানে লইয়া যাও।"

বিরাটনন্দন কুন্তীনন্দনের বাক্যানুসারে দ্রোণরথাভিমুখে হেমভূষণ অশ্বগণকে পরিচালনা করিলেন। যেমন কোন মত্তমাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গের অভিমুখীন হয়, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য সমীপগত মহারথ কৌন্তেয়ের প্রত্যুদগমন করিলেন। অনন্তর ভেরীশতনিনাদানুকারী শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল; সৈন্য উদ্ধৃত [উদ্বেলিত] সাগরের ন্যায় সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। শোণিতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ অশ্বসকল একত্র হইলে সকলে বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েই মহাবীর; উভয়েই মহাবলপরাক্রান্ত, উভয়েই কৃতবিদ্য, উভয়েই দুর্জ্জয় এবং উভয়েই মহানুভব। ঈদৃশ উভয় বীর সংগ্রামমুখে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছেন দেখিয়া অতি মহতী ভারতী সেনা কম্পমান হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় প্রীতিপ্রফুল্লবদনে দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া মধুরবাক্যে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, "হে সমরদুর্জয়! আমরা বনবাসী হইয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করিতে উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমাদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি প্রথমে প্রহার না করিলে আপনাকে কদাচ প্রহার করিব না; এক্ষণে আপনি তাহা করুন।"

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলে তিনি লঘুহস্ততানিবন্ধন দূর হইতে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ পার্থের কোপানল প্রজ্বলিত করিবার জন্যই যেন শরসহস্র দ্বারা তাঁহার রথ ও অশ্বগণ আচ্ছাদিত করিলেন। এইরূপে দ্রোণার্জ্জুনের সমকৃত্য সমারব্ধ হইল। তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্মী, উভয়েই দিব্যাস্ত্রবিশারদ; অতএব উভয়ে শরজাল বর্ষণ করিয়া তত্রস্থ সমস্ত ভূপতি ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে বিমোহিত করিলেন। তাহারা ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি ভয়ানক! ধনঞ্জয় আচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন!"

এদিকে বীরদ্বয় পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া রোষাবেশে মরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। জাতক্রোধ ভারদ্বাজ দুদ্ধর্ষ শরাসন বিস্ফারিত করিয়া ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত নিশিত শরজালে দিবাকরের প্রভা আচ্ছাদিত হইল। যেমন ধারাধর [মেঘ] বৃষ্টিধারায় ধরাধরকে [পর্ব্বত] আচ্ছন্ন করে সেইরূপ মহারথ পার্থ শাণিত শরসমূহে দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। তিনি প্রফুল্লচিত্তে গাণ্ডীব গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণখচিত বিচিত্র শরসমূহ নিক্ষেপ করিয়া ভারদ্বজের শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। তাঁহার চাপবিনির্মুক্ত শরজালে অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। তিনি রথারোহণপূর্ব্বক বিচরণপূর্ব্বক যুগপৎ চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডল যেন অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। দ্রোণাচার্য্য যেন নীহারপরিবৃত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইলেন। প্রজ্বলিত পাবকপরিবৃত পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়, ধনঞ্জয়ের শরসমূহে আচ্ছাদিত দ্রোণাচার্য্যের রূপও সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।

রণবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় রথ পার্থ-শরজালে। আচ্ছাদিত দেখিয়া শরাসন বিস্ফোরণ করিলেন; তখন তাঁহার আকৃতি অগ্নিচক্রের ন্যায় ও শব্দ মেঘধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যখন অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ প্রতিহত করেন, তখন তাহা হইতে দহ্যমান বংশের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তিনি স্বচাপবিনির্গত কাঞ্চনময় শর-সমূহে সমুদয় দিক ও সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার কাঞ্চনপুঙ্খ নতপর্ব্ব শরসমূহ সংহত হইয়া গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইলে একমাত্র দীর্ঘশর [বাণের পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত বাণী— এইরূপে বাণে বাণে মিলিত হইয়া দীর্ঘাকার] বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহাদিগের কাঞ্চনপুঙ্খ শরসমূহে গগনমণ্ডলে উল্কাপারবৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের কঙ্কপত্রবিভূষিত শরজাল আকাশবিহারী হংসপংক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বৃত্রাসুরের সহিত পুরন্দরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, দ্রোণ ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধও সেইরূপ হইতে লাগিল। যেমন করিযুগল বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রণবিশারদ বীরদ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।”

দ্রোণাচার্য্যের পরাজয়

জয়শীল অর্জ্জুন দর্শকগণের সমক্ষে শরজাল বর্ষণ করিয়া আচার্য্যসমুৎসৃষ্ট শিলাশিত [প্রস্তরে শাণিত] শরসমূহ নিবারণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। আচার্য্যপ্রধান ভরদ্বাজ উগ্রতেজাঃ অর্জ্জুনকে জিঘাংসাপরবশ নিরীক্ষণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা তাঁহার শর-সমুদয় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ দেবদানবযুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য, ঐন্দ্র, বায়ব্য ও আগ্নেয় অস্ত্র-সমুদয় নিক্ষেপ করিবামাত্র বীরবর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদয় সংহার করিলেন। পর্ব্বতোপরি অনবরত বজ্রপাত হইলে যেরূপ শ্রবণবিদারণ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হয়, অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরসমূহ সৈন্যগণের শরীরে নিপতিত হইয়া সেইরূপ শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় শোণিতাক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সৈন্যগণ

সংগ্রামে কেয়ূরবিভুষিত বাহু, বিচিত্র রথ, সুবর্ণময় কবচ ও ধ্বজসকল বিনিপাতিত এবং বীর-সকল নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া একান্ত উদভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সেই ঘোরতর যুদ্ধে শরাসন কম্পিত করিয়া শরজাল দ্বারা প্রাণপণে পরস্পরকে সমাবৃত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষে দ্রোণাচার্য্যের প্রশংসাসূচক শব্দ সমুত্থিত হইল এই যে, "ভরদ্বাজ অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন; যে অর্জ্জুন দেব ও দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইনি সেই সেই মহাবীর দৃঢ়মুষ্টি দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন!" পরে দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের অভ্রান্ততা, শিক্ষা, লঘুহস্ততা [শীঘ্রহস্তে বাণনিক্ষেপপটুতা] ও দূরদর্শিতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর কৌন্তেয় অমর্ষপরিপূরিত-চিত্তে গাণ্ডীবধনু সমুদ্যত করিয়া দুই হস্তে আকর্ষণ করিলেন। তখন সকলে শীলভশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার বাণবর্ষণ অবলোকনে বিস্মিত হইয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ অবিচ্ছিন্ন শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সমীরণও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি কোন সময়ে শর গ্রহণ করেন, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিল না। তাঁহার গাণ্ডীব হইতে যুগপৎ শত সহস্র বাণ বিনির্গত হইয়া, দ্রোণাচার্য্যের রথ-সামীপে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। সৈন্যগণ দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পুরন্দর এবং তত্রস্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার লঘুহস্ততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রথযূথাধ্যক্ষ অশ্বত্থামা মনে মনে মহাত্মা অর্জ্জুনের বলবীর্য্যের প্রশংসা করিয়া, ক্রোধাভরে সহসা রথসমূহ দ্বারা তাঁহার গতিরোধপূর্ব্বক বর্ষণশীল পর্জ্জন্যের ন্যায় শরসহস্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বত্থামার গতিরোধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রস্থান করিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। ছিন্নবর্ম্ম, ছিন্নধ্বজ, ক্ষতবিক্ষতকলেবর দ্রোণাচার্য্য বেগগামী তুরঙ্গের সাহায্যে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

৫৯তম অধ্যায়

অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

বৈশম্পয়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অশ্বত্থামা বাণবৃষ্টি করিতে করিতে মহাবীর অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন প্রচণ্ড বাত্যার [প্রবল বায়ু—ঝড়] ন্যায় অশ্বত্থামাকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বোধ হইল যেন, পুনরায় দেবাসুর-সংগ্রাম সমুপস্থিত। নভোমণ্ডল শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুসঞ্চার একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল; দহ্যমান বংশের ন্যায় অনবরত চটচটা-শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার অশ্বগণকে সাতিশয় প্রহার করিলে অশ্বসকল প্রহারবলে একান্ত বিমোহিত হইয়া কোন দিকে গমন করিবে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা সুযোগক্রমে ক্ষুরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা গাণ্ডীবের মৌর্ব্বী [ধনুকের ছিলা] ছেদন করিলেন। দেবগণ এই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য, ইঁহারাও বারংবার অশ্বত্থামার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। পরে অশ্বত্থামা রুচির [প্রদীপ্ত] শরাসন আকর্ষণ করিয়া পার্থের হৃদয়ে শরাঘাত করিলে পর, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলবীর্য্য সহকারে গাণ্ডীবে অভিনব জ্যা-রোপণ করিলেন এবং যাদৃশ যূথপতি হস্তী অপর মত্ত-মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর প্রজ্বলিত পন্নগের ন্যায় শরপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করাতে অতি শীঘ্রই তাঁহার শরীক্ষয় হইল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের তূণীরদ্বয় অক্ষয়, সুতরাং কোনক্রমেই তাঁহার শরক্ষয় হইল না। এই নিমিত্ত তিনি অশ্বত্থামা অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিলেন এবং রণস্থলে আচলের ন্যায় নির্ভীকচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যকুমার কর্ণ উৎকৃষ্ট কামুক আকর্ষণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রণস্থলে সহসা হাহাকারিশব্দ উত্থিত হইল। অর্জ্জুন তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কর্ণকে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জিঘাংসাপরবশ হইয়া আকেকর [ভ্রুকুটিকুটিল]-নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কৌরবাধিকৃত পুরুষেরা সত্বর অশ্বত্থামার বহুসংখ্যক শরআহরণ করিল। অর্জ্জুন রোষকষায়িতলোচনে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া দ্বৈরথ-যুদ্ধের অভিলাষে তাহাকে কহিলেন।

৬০তম অধ্যায়

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে কর্ণ ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ যোদ্ধা নাই বলিয়া তুমি পূর্ব্বে সভামধ্যে সাতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলে; এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত, একবার আমার সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তুমি আপনার পরাক্রম জানিতে পরিবে ও অন্যের অবমাননায় আর কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। তুমি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর কেবল পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুস্তর বোধ হইতেছে। তুমি আমার অসমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছিলে, আজি কৌরবগণ-সমক্ষে আমার নিকট তাহা সম্পন্ন কর। দুরাত্মারা পঞ্চালীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে যখন নিগ্রহ করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাতে বাঙনিস্পত্তি [উত্তর না দেওয়া—নির্ব্বাক থাকা] না করিয়া অনায়াসে তাঁহার সেই দুরবস্থা অবলোকন করিয়াছিলে, আজি তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া পূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছি, আজি সমরে সেই ক্রোধের প্রত্যক্ষ-ফল অবলোকন করিবে। রে দুরাত্মন! আমি বনে দ্বাদশ

বৎসর যে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি, তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হইবে। রে দুরাত্মন রাধেয়! তুই একবার আমার সহিত যুদ্ধ কর, কৌরব সৈনিকেরা প্রত্যক্ষ করুক।”

কর্ণ কহিলেন, “পার্থ! কথায় যাহা বলিলে, কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান কর; অনর্থক বাক্যব্যয় করিলে কি হইবে? তোমার বাগাড়ম্বরই সার, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; তোমার পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব্বে যে ক্ষমা করিয়াছিলে, তাহা অক্ষমতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া যেমন স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও নাই, এক্ষণে আমার নিকটেও সেইরূপ বদ্ধ আছে; কিন্তু কেবল অবিমৃষ্যকারিতা [হঠকারিতা-বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করা] প্রযুক্তই আপনাকে বিমুক্ত বোধ করিতেছ। তুমি প্রতিজ্ঞানুসারে বনে বাস করিয়া সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি এক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিতেছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আজি যদি তোমার সাহায্যার্থে স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেও আমার কিছুমাত্র হানি নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, সমরে অপরিমিত বল-বিক্রম প্রকাশ করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না। হে কৌন্তেয়! তোমার এই সমরাভিলাষ অচিরকাল-মধ্যেই নিবৃত্ত হইবে, তুমি যুদ্ধ করিলেই আমার বলবিক্রম অবগত হইতে পরিবে।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “রে রাধেয়! তুই এইমাত্র রণস্থল হইতে পলায়নপূর্ব্বক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিস, কিন্তু এ দিকে তোর অনুজ নিহত হইয়াছে; তথাপি তুই সাধুসমাজে আত্মশ্লাঘা করিতেছিস, অতএব তোর সমান নির্লজ্জ ও কাপুরুষ আর ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না।”

জয়শীল অর্জ্জুন এই কথা বলিতে বলিতে বর্ম্মভেদী বাণ বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলে তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রহৃষ্টমনে অর্জ্জুনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক ঘোরতর শরজালে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাঁর অশ্বগণ বিদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন অসহমান হইয়া আনতপর্ব্ব নিশিত শরাঘাতে কর্ণের তূণীররজ্জু ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য এক তূণীর হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের হস্ত বিদ্ধ করিবামাত্র তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইল। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন কর্ণের শরাসনচ্ছেদন করিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শক্তিনিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন বাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নির্য্যাকরণ করিলেন। পরে এককালে অসংখ্য কর্ণ-সৈন্য প্রচণ্ডবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে তিনি শরাঘাতে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন এবং আকর্ণ শরসন্ধানপূর্ব্বক কর্ণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে কর্ণের বক্ষঃস্থলে প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ এক শরাঘাত করিলেন। সেই বাণ বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি বিকলেন্দ্রিয় ও মূর্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু তখন কি হইল, কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর কর্ণ চৈতন্যলাভ করিয়া দুঃসহ বেদনায় অধীর হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরদিকে পলায়ন করিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন ও উত্তর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

৬১তম অধ্যায়

ভীষ্মসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

কর্ণকে পরাজয় করিয়া উত্তরকে কহিলেন, “হে রাজকুমার! যে স্থানে হিরন্ময় তালবৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে, যে স্থানে অমরদর্শন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে রথারোহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ স্থানে রথ লইয়া যাও।” তখন বিরাট-তনয় উত্তর অনবরত শরজালে জর্জরিত কলেবর ও হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল সৈন্যমণ্ডলী নিরীক্ষণে নিতান্ত ভীত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, “হে মহাভাগ! আমি আপনার অশ্বগণের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি; আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন ও মন একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি ও কৌরবগণ যে সমস্ত দিব্য শরজাল প্রয়োগ করিতেছেন, বোধ হয় যেন, তাহার প্রভাবে দশদিক দ্রবীভূত হইতেছে। আমি মেদ, রুধির ও বসাগন্ধে মূর্ছিতপ্রায় হইয়াছি; আজি এই সকল অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমার মন সাতিশয় অবসন্ন ও বিবেকাশূন্য হইতেছে।

আমি পূর্ব্বে এরূপ বীরসমাগম কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে সুমৎ গদাঘাত, শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, মাতঙ্গ বৃংহিত ও অশনিনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবরব দ্বারা আমার কর্ণকুহর বধির, স্মৃতিভ্রংশ ও চেতনা বিনষ্ট হইয়াছে। আপনাকে অলাতচক্রপ্রতিম গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে দেখিয়া আমার দৃষ্টি বিচলিত ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ক্রোধোদ্ধত ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় আপনার এই উগ্রমূর্ত্তি ও অর্গলতুল্য ভুজযুগল অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণে অপরিসীম ভয়সঞ্চার হইতেছে। আপনি কখন বাণ গ্রহণ করিতেছেন ও কখনই বা প্রয়োগ করিতেছেন, আমি তাহা কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না। ফলতঃ রণক্ষেত্রে আপনার ক্ষিপ্রকারিতা সন্দর্শনপূর্ব্বক আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়া উঠিয়াছি। বোধ হইতেছে যেন, ভূমণ্ডল নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আর কশাঘাত ও অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিতে একান্ত অসমর্থ হইলাম।”

সমরভীত উত্তরকে আশ্বাসন

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে উত্তর! তুমি ভীত হইও না; সুবিখ্যাত মৎস্যরাজকুলে উৎপন্ন হইয়া রণস্থলে আশ্চর্য্য কার্য্যসকল সংসাধন করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত অবসন্ন হইতেছ? ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় অশ্বসংযত কর, অবিলম্বে ভীষ্মদেবের সন্নিধানে যাইতে হইবে; আমি তাঁহার মৌর্বীচ্ছেদন করিব। যাদৃশ মেঘ হইতে সৌদামিনীদাম বিনির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আজি আমি রণস্থলে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিব। তখন কৌরবগণ আমার এই সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব নিরীক্ষণপূর্ব্বক উহার দক্ষিণ কি বাম পার্শ্ব হইতে শরনিকর নির্গত হইতেছে, ইহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিবে সন্দেহ নাই।

আজি আমি রথাবর্ত্তবতী [১] নাগনাক্রশালিনী [২] অরিনাশিনী শত্রুগণের শোণিততরঙ্গিণী [৩] [১-৩ আবর্ত্ত—ঘূণ্যমান জলমধ্যস্থ গর্ত্ত। হস্তী—কুম্ভীর জল—শত্রুশোণিত এবং বিধ নদীরূপ সমরস্রোত] আলোড়িত করিব এবং কর, চরণ, শির, পৃষ্ঠ ও বাহুশাখাসঙ্কুল কুরু-কানন অবলীলাক্রমে ছেদন করিব। যেমন অরণ্যমধ্যে দহনোন্মুখ

পাবকের গতি অপ্রতিহত হইয়া থাকে, তদ্রূপ যখন আমি একাকী কৌরবসেনা সকল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন কেহই আমার গতিরোধ করিতে পরিবে না। আমি বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি, আজি তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। এক্ষণে বন্ধুর [নতোন্নত—উঁচুনীচু স্থান] প্রদেশে রথ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সাবধানে অবস্থান কর। আজি আমি নভোমণ্ডলগামী অতি বিপুল পর্ব্বত বিদীর্ণ করিব। পূর্ব্বে আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে শত সহস্র পৌলোম ও কালঞ্জকদিগকে সংহার করিয়াছি; দেবরাজ হইতে দৃঢ়মুষ্টি ও ভগবান ব্রহ্মা হইতে ক্ষিপ্রহস্ততা শিক্ষা করিয়াছি; রুদ্রদেব হইতে রৌদ্রাস্ত্র, বরুণ হইতে বারুণাস্ত্র, অগ্নি হইতে আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ু হইতে বায়ব্যাস্ত্র এবং দেবরাজ ইন্দ্র হইতে ব্রজ প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি কদাচ ভীত হইও না; প্রবল বায়ু যেমন শীর্ণ কুলস্থ পাদপ-সমূহকে উন্মুলন করে, তদ্রূপ আজি তোমার সমক্ষে ষষ্টি সহস্র পয়োনিধিপরবর্তী [সমুদ্রের পরপরবাসী] হিরণ্যপুরবাসিগণকে পরাজয় করিয়া কুরুকুল নির্ম্মূল করিব এবং ধ্বক্ষবৃক্ষশালী, পত্তি [পদাতি] তৃণসম্পন্ন, রথিসিংহাসমাকীর্ণ কৌরববন অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব এবং অসহায় হইয়া আজি সমস্ত কৌরবসেনা সেই বাণসমূহ দ্বারা সংহার করিব।”

অনন্তর উত্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া ভীষ্মরক্ষিত সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রূরকর্ম্ম ভীষ্ম জিগীষাপরবশ অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পথরোধ করিলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি, ইঁহারা আসিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন ভল্লাস্ত্র দ্বারা উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন অর্জ্জুন নিশিতধার শর দ্বারা কামুক ছেদন করিয়া পঞ্চ সায়কে তাঁহার অতি বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে দুঃশাসন পার্থশরনিপীড়িত ও তৎক্ষণাৎ সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া সত্বর সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর বিকর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি আতি তীক্ষ্ণ শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন শাণিত সায়ক দ্বারা অবিলম্বে বিকর্ণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর দুঃসহ ও বিবিংশতি বিকর্ণের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগকে “একান্ত জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহাদিগের অশ্বসকল বিনাশ করিলেন। অধিকৃত লোকসকল তাঁহাদিগকে অন্য রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন অর্জ্জুন অপ্রতিহত প্রভাবে রণস্থলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

৬২তম অধ্যায়

অর্জ্জুনসহ কৌরবগণের তুমুল যুদ্ধ

বৈশম্পয়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন কৌরবপক্ষীয় সমুদয় মহারথগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন; মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরজাল দ্বারা তাঁহাদিগকে

আচ্ছাদিত করিলেন। অশ্বগণের হ্রেষা, করিকুলের বৃংহিত এবং ভেরী ও শঙ্খের নিনাদ একত্র হওয়াতে এক তুমুল শব্দ সমুপস্থিত হইল। অর্জ্জুন-নিমুক্ত শরনিকর অশ্ব ও করিসমুদয়ের দেহ এবং লৌহময় কবচ-সকল ভেদ করিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। যেমন শরৎকালীন দিবাকর মধ্যাহ্নসময়ে স্বীয় প্রখর কিরণজাল নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী ধনঞ্জয় রণস্থলে অনবরত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদর্শনে কৌরবপক্ষীয় রথিসকল রথ হইতে ও অশ্বারোহিগণ অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভয়চকিত-মনে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পদাতিগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অর্জ্জুনের সুশাণিত শরনিকরে বীরপুরুষগণের তাম্র, রজত ও লৌহময় বর্ম্ম সমুদয় ছিন্নভিন্ন হওয়াতে কঠোর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। গীতজীবিত গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথোপান্ত হইতে নিপতিত জন-সমুদয়ের কলরবে রণক্ষেত্র একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন বোধ হইতে লাগিল মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন হস্তে করিয়া যেন নৃত্য করিতেছেন। বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবনিনাদ শ্রবণে সমুদয় সৈন্য বিত্রস্ত হইয়ারণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। কুন্তল ও উষ্ণীশোভিত৷ দিব্যমাল্যবিভূষিত মস্তক-সকল রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল। বাণ দ্বারা ছিন্নকায়, দিব্যাভরণভূষিত, কামুকযুক্ত হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের মস্তক-সমুদয় নিশিত সায়কে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল হইতে শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োদশ বৎসর অবরুদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের উপর ক্রোধাগ্নি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধরগণ অর্জ্জুনের শরানলে সৈন্য সকল দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে মহারথগণকে ত্রাসিত ও বিদ্রাবিত করিয়া প্রভূত সৈন্যসংক্ষয় করিয়া রণক্ষেত্রমধ্যে কবচোষ্ণীসঙ্কুল, শ্বাপদগণনিনাদিত, ক্রব্যাদ [আমমাংসভোজী শৃগালাদি], নিষেবিত, অতি ভয়ঙ্কর শোণিত নদী প্রবাহিত করিলেন; দেখিলে বোধ হয় যেন, যুগান্তে কালকর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে অস্থিসকল শৈবালের ন্যায়, শরাসন-সকল ভেলার ন্যায়, মুক্তহারজাল উর্ম্মিমালার ন্যায়, কেশকলাপ শাদ্বলের [শ্যামল তৃণ] ন্যায়, অলঙ্কারনিকর বুদবুদের ন্যায়, মাতঙ্গগণ কুর্ম্মের ন্যায়, তীক্ষ্ণ শস্ত্র-সকল গ্রাহের [কুন্তীরের] ন্যায়, শরসমূহ আবর্তের [জলঘূর্ণি] ন্যায় ও বৃহৎ বৃহৎ রথসমূহ মহাদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয় যে কখন শর গ্রহণ করিতেছেন, কখন শর-সন্ধান করিতেছেন, কখন শর নিক্ষেপ করিতেছেন এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা কেহই অবগত হইতে পারিল না।

৬৩তম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধে পুনঃ কৌরব-পরাজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দ্রোম, অশ্বত্থামা ও মহারথ, কৃপাচার্য্য ইঁহারা ধনঞ্জয়কে বধ করিবার নিমিত্ত পুনরায় সুদৃঢ় শরাসন

বিস্ফারিত করিয়া গমন করিলেন; ধনঞ্জয়ও বিকীর্ণপতাকা [পতাকাযুক্ত] রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যুদগমন করিলেন। তখন মহারথ কর্ণও দ্রোণ অনতিদূর হইতে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায়। সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে এরূপ আচ্ছাদিত করিলেন যে, তাঁহার কলেবরে দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও অনাচ্ছন্ন লক্ষিত হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্য করিয়া গাণ্ডীবে সূর্য্যসঙ্কাশ ঐন্দ্র অস্ত্র সংযোজন করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে আদিত্যের ন্যায় অংশুমালা [কিরণজাল] বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি তখন তাহা দ্বারা সমুদয় কৌরবগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন; গাণ্ডীব-শরাসন মেঘমালাবিরাজিত সৌদামিনীর ন্যায়, পর্ব্বতবিকীর্ণ [আগ্নেয়গিরি সমুত্থিত] হুতাশনের ন্যায়, অতি বিস্তীর্ণ ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। যেমন বিদ্যুৎ বৃষ্টিসময়ে জলধরপটলে আবির্ভূত হইয়া সমুদয় দিক, সমস্ত ধরামণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিদ্যোতিত [প্রভাময়—আলোকিত] করে, সেইরূপ সমাকৃষ্ট গান্তীব-ধনুও দশদিক উদ্ভাসিত করিল। হস্তী ও রথিসকল মুগ্ধ হইলে, ত্যক্তায়ুধ যোদ্ধগণ বিহ্বল হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা অচেতন হইয়া সমরপরাঙ্মুখ হইল; এইরূপে সৈন্যগণ সমর পরিহার করিয়া স্ব স্ব জীবিত প্রত্যাশা [বাঁচিবার আশঙ্কা] পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

৬৪তম অধ্যায়

ভীষ্মসহ অর্জ্জন-যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! তখন কুরুকুলাগ্রগণ্য মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক যোদ্ধৃগণকে বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অতি পরিষ্কৃত মহাশরাসন ও মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শরসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইলেন। সূর্য্যোদয়ে পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়, তাঁহার মস্তকোপরি পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র থাকাতে সেইরূপ শোভা হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুনন্দন শঙ্খনিনাদে ধৃতরাষ্ট্রীতনয়গণকে হৃষ্ট করিয়া দক্ষিণদিক দিয়া গমনপূর্ব্বক পার্থকে আক্রমণ করিলেন। অরতিনিপাতন অর্জ্জুন ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের ধ্বজে শ্বাসমান [সরোষ শ্বাসত্যাগকারী] ভুজঙ্গের ন্যায় অষ্ট শর নিক্ষেপ করিলে তত্রস্থ কপি ও অন্যান্য জন্তু সকল বিদ্ধ হইল। ধনঞ্জয় তদর্শনে রোষপরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রহার করিয়া ভীষ্মের ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত এবং বাণাঘাতে তাঁহার অশ্বগণ, পার্ষ্ণি [পার্শ্বরক্ষক] ও সারথিকে সংহার করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি তৎকর্ত্তৃক স্বীয় ধ্বজছত্র প্রভৃতি বিনষ্ট হইল অবলোকন করিয়া রোষান্বিতচিত্তে তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও স্বীয় পিতামহের প্রতি শরসন্ধান করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জ্জুন ও ভীষ্মের সেইরূপ তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। যাবতীয় কৌরবগণ, যোদ্ধৃগণ ও সেনা সমুদয় বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে তাঁহাদিগের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই বীর পুরুষদ্বয় কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত ভল্লনিচয় অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া বর্ষাকালীন খদ্যোতমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

মহাবীর পার্থ শরনিক্ষেপসময়ে সত্বর একবার বাম ও একবার দক্ষিণহস্তে গাণ্ডীব গ্রহণ করাতে উহা অলাতচক্রের [ঘূর্ণ্যমান কুম্ভকারের চক্র] ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

মেঘ যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ শান্তনুতনয় মুহুর্ত্তকালমধ্যে অর্জ্জুনের শরজাল ছেদন করিয়া তাহার রন্থসমীপে পাতিত করিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ হইতে পুনরায় শলভরাজি [পতঙ্গশ্রেণী] সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর বিনিগত হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীস্ম, তৎক্ষণাৎ নিশিত শত সায়ক নিক্ষেপ করিয়া তৎসমুদয় নির্যাকরণ করিলেন। তখন সমুদয় কৌরবগণ ভীষ্মকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "মহাবলপরাক্রান্ত শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কি অসমসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন! মহাবীর ধনঞ্জয় বলবান যুবা, দক্ষ ও লঘুহস্ত। শান্তনুনন্দন, ভীষ্ম, দেবকীসূত কৃষ্ণ ও ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত ঐ মহাবীরের সহিত যুদ্ধ করা কাহার সাধ্য?"

অনন্তর সেই কুরুবংশাবতংস বীরপুরুষদ্বয় পরস্পর অস্ত্রনিয়োগপূর্ব্বক সমরক্রীড়া করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। তাঁহারা প্রাজাপত্য, ইন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, যাম্য ও বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্রসকল প্রয়োগপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে সমুদয় বীর বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ। "সাধু পার্থ", কেহ বা "সাধু ভীষ্ম" বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং কহিল, "আমরা মনুষ্যলোকে এতাদৃশ যুদ্ধ কদাচ নয়নগোচর করি নাই।" সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম ও অর্জ্জুন এইরূপে স্বস্ব পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক অস্ত্রযুদ্ধ করিলেন।

অনন্তর শরযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন ক্ষুরধার সায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলে তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য চাপ গ্রহণ ও তাঁহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি বহুসংখ্যক শরসন্ধান করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার উপর নিশিত শর-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ এরূপ সত্বর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিকতর লঘুহস্ত, তাঁহার কিছুমাত্র বিশেষ বোধগম্য হইল না। তাঁহারা পরস্পর অনবরত শরনিক্ষেপ করাতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তত্রস্থ সমুদয় লোক বিস্মিত ও চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের রথরক্ষকগণকে নিহত ও পাতিত করিলেন। তাঁহার গাণ্ডীবনির্মুক্ত কনকপুঙ্খবিভূষিত শরসমুদয় আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া হংসপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সংজ্ঞাহীন ভীষ্মসহ সারথির পলায়ন

বাসবপ্রমুখ দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ-সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন পার্থের বিক্রম-দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, "মহাশয়! ঐ দেখুন, পার্থ নির্মুক্ত দিব্যাস্ত্রসকল যেন সংহত হইয়াই ধাবমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! পার্থের কি শিক্ষানৈপুণ্য! মনুষ্যমধ্যে আর

কেহই ঐ সমুদয় পুরাতন মহাস্ত্রের প্রয়োগ পরিজ্ঞাত নহে। মহাবল-পরাক্রান্ত পার্থ যে কখন বাণ গ্রহণ করিতেছেন, কখন বাণসন্ধান করিতেছেন, কখন বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় অর্জ্জুন ও ভীষ্মকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছে না। উহারা উভয়ে সমান বিশ্রুতকর্ম্ম, তীব্রপরাক্রম ও দুর্জ্জয়।" সুররাজ ইন্দ্র চিত্রসেনের মুখে মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীষ্মের প্রশংসা শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া উহাদিগের মস্তকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অর্জ্জুনের বামপার্শ্বেবাণাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সহাস্যবিদনে তীক্ষ্ণধারাসায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসনচ্ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশবাণ বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, রথকূবর [রথের অংশবিশেষ —যে স্থানে যুগকাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে] ধারণপূর্ব্বক বহুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ভীষ্মসারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া উপদেশবাক্য [সারথির নীতি] স্মরণপূর্ব্বক রক্ষা করিবার অভিলাষে রথ লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

৬৫তম অধ্যায়

বৈশম্পয়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া সত্বরে পলায়ন করিলে রাজা দুর্য্যোধন কামুক গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রচণ্ড সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং ভল্লাস্ত্র আকর্ণ সন্ধান করিয়া সমরাঙ্গ নচারী ধনঞ্জয়ের ললাটদেশে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ভল্লবিদ্ধ হইয়া একশৃঙ্গসম্পন্ন নীল-পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার ললাটদেশ হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন সুবর্ণপুঙ্খশোভিত ভল্লাস্ত্র একান্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া গাণ্ডীব শরাসনে বিষাগ্নিসদৃশ শরসন্ধান করিয়া দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিকর্ণ উত্তুঙ্গ পর্ব্বতসন্নিভ এক মত্ত-মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন সেই মাতঙ্গের কুম্ভমণ্ডল [মগজের নিম্নস্থান] লক্ষ্য করিয়া আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক এক শর পরিত্যাগ করিলেন। যেমন দেবরাজ-বিসৃষ্ট বজ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনশর সেই করিবরের কুম্ভদেশ বিদারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তখন সেই নাগরাজ নিতান্ত ব্যথিত ও কম্পিত্যকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে বিকর্ণ নিতান্ত ভীত ও সহসা সেই কবিরাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুত পদসঞ্চারে একশত অষ্ট পদ গমন করিয়া বিবিংশতির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সেইরূপ আর একটি শর দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধৃগণের প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন যোদ্ধগণ অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন

এই অদ্ভুত ব্যাপার সকল অবলোকন ও শ্রবণ করিয়া সহসা অর্জ্জুনশূন্য প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অর্জ্জুন সেই ভীমরূপী বাণিবিদ্ধ রুধিরোক্ষিতকলেবর [রক্তরঞ্জিত দেহ] দুর্য্যোধনকে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি সমরভূমি হইতে পলায়ন করিয়া কি নিমিত্ত মহীয়সী কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিতেছ? দেখ, এখনও তুমি রাজ্যচ্যুত হও নাই এবং তন্নিমিত্ত তূর্য্যও সমাহত হয় নাই [রণবাদ্য বন্ধ হয় নাই]। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশবর্তী হইয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছি; অতএব এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার সম্মুখীন হও; সেই সকল পূর্ব্ব-কার্য্য একবার স্মরণ কর। যখন তুমি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ, তখন ভূমণ্ডলে তোমার দুর্য্যোধন নামটি নিতান্ত নিষ্ফল হইল; ঐ নামের আর গৌরব রহিল না। আজ তোমার অগ্র-পশ্চাৎ কোন রক্ষক নিরীক্ষণ করিতেছি না; অতএব তুমি সত্বর পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

৬৬তম অধ্যায়

কৌরবগণের সমরে সন্দেহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যেমন মত্ত-মাতঙ্গ অঙ্কুশাঘাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পলায়নোন্মুখ [পলায়নে উদ্যত] দুর্য্যোধন মহাত্মা অর্জ্জুনের বাক্যে আহূত হইয়া মহারথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ভুজঙ্গ যেমন পদাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুনের তিরস্কার তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। হেমমালী [সুবর্ণমাল্যধারী] কর্ণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া স্বীয় ক্ষত-বিক্ষত গাত্র সুস্থির করিয়া তাঁহারা উত্তরদিক দিয়া পার্থকে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু ভীষ্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুর্য্যোধনের পশ্চিমদিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রতিনিবৃত্ত দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক অতি শীঘ্র পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। হংস যেমন উদয়োন্মুখ মেঘরাজির সম্মুখীন হয়, সেইরূপ তপস্বী ধনঞ্জয় মহাপ্রবাহসদৃশ সেই সেনানিচয়কে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। যেমন ঘনঘটা পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ কৌরবসেনা অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় অস্ত্র দ্বারা কৌরব-অস্ত্র-সকল প্রতিহত করিয়া অনিবার্য্য সম্মোহন অস্ত্র আবির্ভূত ও শর-সমূহে দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবনির্ঘোষে কৌরবগণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন। পরে অতি ভীমরব মহাশঙ্খ আঘ্মাত করিলে দিক বিদিক, আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুরুবীরগণ অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শরাশন পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিল। তখন ধনঞ্জয় উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া উত্তরকে কহিলেন, "হে বীর! কৌরবগণ এখন সংজ্ঞা শুন্য হইয়াছে; অতএব তুমি সত্বর হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শুক্ল বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীত বস্ত্র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্রদ্বয় অপহরণ কর। ভীষ্ম এই অস্ত্রের [পূর্ব্ব ব্যবহৃত

সম্মোহন অস্ত্র] প্রতিঘাত-কৌশল অবগত আছেন; বোধ হয় উনি চেতনাশূন্য হয়েন নাই, অতএব উঁহার অশ্বগণকে বামদিকে রাখিয়া সতর্কতাপূর্ব্বক গমন করিতে হইবে।"

মহাত্মা বিরাটপুত্র রশ্মি [অশ্বরজ্জু] পরিত্যাগ ও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহারথিগণের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বরথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সেই শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালন করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবে, এমন সময়ে তপস্বী ভীষ্ম পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধনঞ্জয় তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহাকেও দশ বাণে আহত করিলেন; অর্জ্জুন এইরূপে ভীষ্মকে পরাজিত ও উত্তরকে আশ্বস্ত করিয়া, রথীবৃন্দ হইতে বিমুক্ত হইয়া মেঘমালানিঃসৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনশরে কৌরব-সম্ভাষণ—দুর্য্যোধনের মুকুটকর্তন

অনন্তর কুরুবীরগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, সুরেন্দ্রকল্প সব্যসাচী সমরকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান আছেন; তখন দুর্য্যোধন অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? উহাকে এরূপ আহত করুন যে, আর বিমুক্ত হইতে না পারে।"

তখন ভীষ্ম হাস্য করিয়া কহিলেন, 'দুর্য্যোধন!! এতক্ষণ তোমার বলবুদ্ধি কোথায় প্রস্থান করিয়াছিল? তোমরা যখন হতচেতন হইয়া সমুদয় বাণ ও বিচিত্র ধনু পরিত্যাগ করিয়াছিলে তখন মহাবীর পার্থ কদাচ পাপকর্ম্মে সংযুক্ত হয় না। ত্রৈলোক্য লাভ হইলেও ইনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; এই নিমিত্তই এই সংগ্রামে তোমরা সকলে নিহত হও নাই। এক্ষণে সত্বর হইয়া কুরুদেশে প্রস্থান কর; অর্জ্জুন গোধনসকল লইয়া গমন করুন। যাহাতে তোমার স্বার্থবিঘাত [স্বার্থহানি-নিজ উদ্দেশ্য নাশ] না হয়, এরূপ উপায় অনুসন্ধান কর।'

অমর্ষপরবশ দুর্য্যোধন পিতামহ-মুখে হিতকর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক স্বাভীষ্ট-বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য বীরগণ ভীষ্মবাক্যের হিতকারিতা অবগত হইয়া এবং ধনঞ্জয়রূপ হুতাশন বিবর্দ্ধমান দেখিয়া দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন।

তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় কুরুবীরগণকে প্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে মুহূর্ত্তকাল শর দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিচিত্র শর দ্বারা পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও মান্যতম কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া দুর্য্যোধনের বিচিত্র মুকুটচ্ছেদন করিলেন; অনন্তর অন্যান্য বীরগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক গাণ্ডীবঘোষে সমস্ত লোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন; পরে দেবদত্ত শঙ্খনিনাদে আরাতিগণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং সহেমজাল ধ্বজ দ্বারাসমুদয় শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া বিরাটপুত্রকে কহিলেন, "উত্তর! এক্ষণে অশ্বগণকে আবর্ত্তিত করা; তোমার পশুসকল প্রত্যাহৃত হইয়াছে, উহারা অগ্রে গমন করুক, পশ্চাৎ তুমি হৃষ্টচিত্তে গমন করিবে।"

অন্তরীক্ষে দেবগণ কুরুগণের সহিত অর্জ্জুনের অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিয়া মনে মনে তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

৬৭তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যুদ্ধজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষভলোচন ধনঞ্জয় সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বিরাটরাজের গোধন সমস্ত আনয়ন করিলেন। তখন ভয়বিহ্বলচিত্ত, মুক্তকেশ, ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর কতকগুলি বৈদেশিক কুরুসৈন্য অরণ্যানী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "আমরা আপনার কি করিব অনুমতি করুন।" অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে আশ্বাসিত করিতেছি, তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই; তোমরা পরমসুখে প্রস্থান কর, আমি কদাচ আর্ত্তব্যক্তির প্রাণহিংসা করি না।"

সৈনিকগণ অর্জ্জুনের অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিবর্দ্ধন ও আয়ুঃপ্রদ আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগে তাঁহাকে অভিনন্দন করিল। অনন্তর ধনঞ্জয় বিনিবৃত্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় নগারাভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন মেঘসঙ্কাশ কুরুসৈন্যগণকে অপসারিত করিয়া উত্তরকে কহিলেন, "তাত! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন, তাহা তুমিই কেবল অবগত হইলে; কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া উহা কদাচ প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে অতিমাত্র ভয়াবশতঃ তোমার পিতার প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তুমি তাঁহার নিকটে কৌরবগণের পরাজয় ও গোধন-প্রত্যাহরণ আত্মকৃত বলিয়া প্রকাশ করিবে।"

উত্তর কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, আমি যে তাহা সম্পাদন করি, ঈদৃশ সামর্থ্য আমার নাই; তবে এইমাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, আপনি যাবৎ অনুমতি প্রদান না করিবেন, তাবৎ আপনার কথা পিতার সকাশে প্রকাশ করিব না।

কৌরবপলায়ন-অর্জ্জুন-সারথি উত্তরের প্রত্যাবর্ত্তন

এইরূপ কথোপকথনের পর শরবিক্ষতশরীর [বাণ দ্বারা ছিন্ন] ধনঞ্জয় শ্মশানবর্ত্তী শমীতরুসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন বহ্নিপ্রতিম মহাকপি ভূতগণ ও দৈবী মায়াসমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন; স্যন্দনে পুনরায় সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল। রাজকুমার উত্তর পাণ্ডবগণের সমরবিবর্দ্ধন আয়ুধ, তূণ ও শরসমুদয় পূর্ব্ববৎ বিন্যস্ত করিলে মহাত্মা ধনঞ্জয় পূর্ব্বের ন্যায় বেণীবন্ধনপূর্ব্বক বৃহন্নলাররূপে রাজপুত্রের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিলেন। রাজপুত্র উত্তর পার্থ-সারথি-সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে ফালগুন [অর্জ্জুন] উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! অবলোকন কর, তোমার সমস্ত গোধন গোপালগণের সহিত সমানীত হইয়াছে। গোপালগণ তোমার অনুমতিক্রমে বাজিগণকে সলিল পান ও স্নান করাইয়া আশ্বস্তচিত্তে নগরে গমনপূর্ব্বক

প্রিয়সংবাদ ও তোমার বিজয়ঘোষণা করুক। আমরা অপরাহ্নে গমন করিব।” উত্তর অর্জ্জুনের বাক্যে ত্বরমাণ হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা করিলেন, “তোমরা নগরে গমনপূর্ব্বক শত্রুগণ পরাজিত ও গোধন প্রত্যাহত হইয়াছে, প্রচার কর।” অনন্তর বিজয়পরিতৃপ্ত উত্তর ও পার্থ পূর্বোৎকৃষ্ট [পূর্ব্বপরিত্যক্ত] স্ব স্ব অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং উত্তর রথী ও বৃহন্নলা সারথি হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পরাজিত কৌরবগণ অতি বিষন্নবদনে দীনমনে হস্তিনানগরে গমন করিলেন।

৬৮তম অধ্যায়

বৃহন্নলাসারথি উত্তরের যুদ্ধযাত্রায় বিরাটবিমর্ষ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বিরাটরাজ সংগ্রামে ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় করিয়া প্রভুত ধন ও সমস্ত গোধন অধিকারপূর্ব্বক পাণ্ডব চতুষ্টয়ের সহিত হৃষ্টমনে স্বনগরে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতিগণ [প্রজাপুঞ্জ] ব্রাক্ষ্মণদিগের সহিত তথায় আগমন করিয়া বিরাটরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিরাট তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন করিয়া বিদায় প্রদানপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর তিনি অন্তপুরচারিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রিয় পুত্র উত্তর কোথায় গমন করিয়াছে?" তখন তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য সকলে কহিল, "মহারাজ! ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবগণ আপনার উত্তম-গোগৃহের সমস্ত গোধন হরণ করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র রাজকুমার অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে কেবল সাহস সহকারে বিজয়লাভার্থ প্রস্থান করিয়াছেন। বিরাটরাজ এই কথা কর্ণগোচর করিয়া একান্ত সন্তপ্তমনে মন্ত্রিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মন্ত্রিগণ! আমার বোধ হয়, কৌরবগণ ত্রিগর্ত্তদিগের প্রস্থানসংবাদ শ্রবণ করিয়া সে স্থানে কদাচ অবস্থান করিবেন না। যাহা হউক, যাহারা আমার সহিত রণস্থল হইতে অক্ষতশরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছে, এক্ষণে সেই সকল যোদ্ধৃগণ উত্তরের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত বিপুল সৈন্যমণ্ডলীসমভিব্যাহারে যাত্রা করুক।"

এইরূপে মৎস্যরাজ চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে সৈন্যগণ! তোমরা ত্বরায় কুমার জীবিত আছে কি না, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার কর্ণগোচর কর; বোধ হইতেছে, যখন ক্লীব সারথি হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে, তখন সে কদাচ জীবিত নাই।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আজি বৃহন্নলা রাজকুমারের সারথ্য স্বীকার করিয়া গমন করিয়াছে, অতএব অন্য কেহ আপনার গোধন হরণ করিতে পরিবে না। আজি আপনার আত্মজ সেই একমাত্র সারথির সাহায্যেই দেব, দানব, যক্ষ, সিদ্ধ ও সমস্ত কৌরবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বিরাট নগরে বিজয়ঘোষণা

এই অবসরে দূত-সকল রাজসভায় সমুপস্থিত হইয়া রাজকুমার উত্তরের বিজয়-সংবাদ নিবেদন করিল। তখন মন্ত্রী বিরাটরাজকে বিজয় বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! রাজকুমার উত্তর কৌরবগণকে পরাজয় ও গোধন-সকল গ্রহণ করিয়া সারথির সহিত আগমন করিতেছেন।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! আজি ভাগ্যবলে কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন-সকল আনীত হইয়াছে। যাহা হউক, আপনার আত্মজ যে কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে; কারণ, বৃহন্নলা যাঁহার সারথি, নিশ্চয়ই তাঁহার জয়লাভ হইয়া থাকে।"

অনন্তর বিরাট নৃপবর হৃষ্টান্তঃকরণে দূতগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, “এক্ষণে রাজপথে পতাকাসকল উড্ডীন ও পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা কর। যোদ্ধা, অলঙ্কৃত গণিকা, বালক ও বাদকেরা উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করুক। অধিকৃত [অধীন বিশ্বস্ত লোক] লোকেরা মত্তবারণে আরোহণ করিয়া চতুষ্পথে জয়-ঘোষণা করুক; আর উত্তরা উজ্জ্বল বেশবিন্যাস করিয়া কুমারীগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে উত্তরকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করুক।”

তখন রাজার আদেশক্রমে ভেরী, তূরী ও শঙ্খ সকল বাদিত হইতে লাগিল; প্রমদারা উত্তম-বেশে উত্তরের প্রত্যুদগমন করিল; সূত ও মাগধ-সকল রাজকুমারকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বিনির্গত হইল। তখন মৎস্যরাজ প্রফুল্লমনে সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে সৈরিন্ধ্রি! এক্ষণে অক্ষ আনয়ন কর; আমি কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব।” অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! শুনিয়াছি, হৃষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা নিতান্ত অন্যায্য ও গর্হিত। আজ আপনাকে অতিশয় সন্তুষ্ট দেখিতেছি; অতএব আপনার সহিত কদাচ দ্যূতক্রীড়া করিব না। যদি অভিলাষ হয় বলুন, আমি অবশ্যই আপনার অন্য কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।”

বিরাট কহিলেন, “কঙ্ক! যদি আমার অভিলষিত দ্যূতক্রীড়াই না হইল, তবে অকিঞ্চিৎকর স্ত্রী, গো, হিরণ্য প্রভৃতি সমস্ত ধনসম্পত্তিরক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশবোধ হয় না; অতএব আইস, আমরা উভয়ে অক্ষক্রীড়া করি।” কঙ্ক কহিলেন, “মহারাজ! বহুদোষাকর দ্যূতক্রীড়া করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে? বরং উহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। বোধ হয়, আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য ও অমরোপম ভ্রাতৃগণকে হারাইয়াছেন; অতএব দূতক্রীড়া আমার নিতান্ত অপ্রীতিকর। অথবা যদি আপনার একান্ত অভিলাষ থাকে, বলুন, আমি এইক্ষণেই দ্যূতে প্রবৃত্ত হইব।”

বিরাট-যুধিষ্ঠির পাশবক্রীড়া

অনন্তর দ্যূতারম্ভ হইলে মৎস্যরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “কঙ্ক! আজি আমার আত্মজ মহাবীর কৌরবগণকে রণস্থলে অনায়াসে পরাজয় করিয়াছে।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহারাজ! বৃহন্নলা যাঁহার সারথি, সংগ্রামে অবশ্যই তাঁহার জয়লাভ হইবে।” মৎস্যরাজ বারংবার এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া কহিলেন, “কঙ্ক! আমার পুত্র উত্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে কি নিমিত্ত পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবে? তুমি আমার পুত্রকে আগ্রহ করিয়া ক্লীবের প্রশংসা করিলে, তোমার বাচ্যাবাচ্যজ্ঞান নাই; তুমি এক্ষণে আমারই অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। যাহা হউক, আজি বয়স্যভাবপ্রযুক্ত তোমার এই অপরাধ মার্জনা করিলাম; কিন্তু যদি জীবিতলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আর কদাচ এরূপ করিও না।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথ রাজগণ এবং সুরসমূহ পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রও যদি রণস্থলে উপস্থিত

হয়েন, তাহা হইলে বৃহন্নলা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহার তুল্য বাহুবলসম্পন্ন আর কেহ হয় নাই ও হইবে না; ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিলে তাঁহার মনোমধ্যে সাতিশয় হর্ষসঞ্চার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একত্র সমবেত দেব, দানব ও মানবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, তাঁহার সাহায্যে কোন ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ না করিবে?"

যুধিষ্ঠিরললাটে পাশকাঘাত

বিরাট কহিলেন, "কঙ্ক! আমি বারংবার তোমাকে নিষেধ করিতেছি, তথাপি তুমি বাক্যসংযম করিতেছ না। বোধ হইতেছে, নিয়ন্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হয় না। যাহা হউক, তুমি আর কদাচ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না।" মৎস্যরাজ এইরূপ ভৎসনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডলে অক্ষাঘাত [পাশা দ্বারা প্রহার] করিবামাত্র তাঁহার নাসিকা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু ঐ রুধিরধারা ধরাতল স্পর্শ করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারিপূর্ণ এক সুবর্ণপাত্রে সেই শোণিতধারা ধারণ করিলেন।

ইত্যবসরে রাজকুমার উত্তর বিবিধ পবিত্র গন্ধমাল্যে ভূষিত হইয়া স্বচ্ছন্দে নগরপ্রবেশ করিলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী স্ত্রীপুরুষগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজকুমার স্বীয় ভবনদ্বার সমুপস্থিত হইয়া পিতাকে সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বারবানকে আদেশ করিলেন। দ্বারী রাজপুত্রের আদেশানুসারে সত্বর মৎস্যরাজ-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছেন।"

মৎস্যরাজ পুত্রের আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, "দ্বারপাল! সত্বর উত্তর ও বৃহন্নলাকে আনয়ন কর; উহাদিগকে অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ। হইতেছে।" তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণকুহরে [গোপন—কানের নিকটে] কহিলেন, "তুমি একাকী উত্তরকে আনয়ন কর; বৃহন্নলা যেন এ স্থানে আগমন না করেন। মহাবাহু বৃহন্নলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আমার কলেবর হইতে শোণিত নিষ্কাশন বা আমার অঙ্গ ক্ষত করিবে, তিনি তাহাকে কদাচ জীবিত রাখিবেন না। অতএব বৃহন্নলা যদি এ স্থানে আসিয়া আমার অঙ্গে শোণিত সন্দর্শন করেন, তাহা হইলে অবশ্যই বিরাটকে অমাত্য ও বল-বাহনের সহিত সংহার করিবেন।"

অনন্তর উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার চরণবন্দনা করিয়া কঙ্ককে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি শোণিতসিক্ত-কলেবরে ব্যগ্রচিত্তে একান্তে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন; সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তখন তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সত্বর পিতাকে কহিলেন, "মহাশয়! কে ইহাকে প্রহার করিয়াছে? কোন ব্যক্তি এই প্রকার পাপানুষ্ঠান করিল?"

বিরাট কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার বিজয়বার্ত্তাশ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম; তখন কুটিলস্বভাব এই ব্রাহ্মণ তাহাতে অনুমোদন না করিয়া কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিল; আমি তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঁহাকে প্রহার করিয়াছি।”

উত্তর কহিলেন, “মহারাজ! আপনি ইহাকে প্রহার করিয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছেন; শীঘ্র প্রসন্ন করুন; নচেৎ দারুণ ব্রাহ্মবিষে [ব্রাহ্মণের রোষারূপ বিষে] সমূলে নির্মূল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিরাটের উত্তরবাক্যে যুধিষ্ঠির ক্ষমাপণ

মহারাজ বিরাট পুত্রের বাক্য-শ্রবণানন্তর ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনসদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, “মহারাজ! আমি অনেকক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি; আমার আর ক্রোধ নাই। যদি আমার রুধির ভূতলে নিপতিত হইত, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই বিনষ্ট হইতেন, আপনার রাজ্যও উৎসন্ন হইয়া যাইত; আপনি আমাকে নিরপরাধে প্রহার করিয়াছেন, বটে, কিন্তু আমি তন্নিমিত্ত আপনার অণুমাত্র অপরাধ গ্রহণ করি না। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, বলবান প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধাপরবশ হইয়া উঠেন।”

যুধিষ্ঠিরের নাসিকানিঃসৃত শোণিত অপনীত হইলে বৃহন্নলা তথায় প্রবেশপূর্ব্বক বিরাট ও তাঁহার অভিবাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বৃহন্নলাকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই সংগ্রামসমাগত উত্তরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, “হে বৎস! তোমা হইতেই আমি পুত্রবান হইয়াছি; তোমার সমান পুত্র আমার আর হয় নাই ও হইবে না। যিনি অহোরাত্র যুদ্ধ করিয়া কদাচ শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়েন না, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? এই মনুষ্যলোকে যাঁহার সমক্ষ যোদ্ধা বিদ্যমান নাই, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যিনি যাদব, কৌরব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দ্রোণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যিনি সমস্ত অস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে হৃতসর্ব্বস্ব বণিকের ন্যায় অবসন্ন হইতে হয়, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কৃপের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যিনি শর দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতে পারেন, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যাহা হউক, বলশালী কৌরবগণ আমার যে সমস্ত গোধন আত্মসাৎ করিয়াছিল, তুমি আমিষহর [মাংসাহারী-গো-মহিষাদি-গ্রহণকারী] ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া তৎসমুদয় প্রত্যাহৃত করিয়াছ; অতএব অরাতিগণ অবসন্ন হইয়াছে এবং সুখসেব্য অনুকূল সমীর প্রবাহিত হইতেছে, সন্দেহ নাই।”

৬৯তম অধ্যায়

পিতৃপ্রশ্নে উত্তরের দেবপুত্রকৃত সমর-কথন

উত্তর কহিলেন, “হে তাত! আমি স্বয়ং সেই সকল বিপক্ষকে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করি নাই; এক দেবপুত্র ঐ সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমি ভীত হইয়া

পলায়ন করিতেছিলাম, তিনি আমাকে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ং রথে অধিষ্ঠান করিয়া কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। তিনি একাকী শর-সমূহ নিক্ষেপ করিয়া কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ছয়জন রথীকে সমরপরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন। তদর্শনে দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, সেই দেবকুমার দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কুরুরাজ! কোথায় পলায়ন করিতেছ? হস্তিনানগরে গমন করিলেও তোমার নিস্তার নাই। এক্ষণে স্বীয় বলবীর্য্য প্রকাশ্যপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া জীবনরক্ষার চেষ্টা কর; তুমি পলায়ন করিলেও কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইবে না। অতএব আজি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও; যদি তাহাতে জয়লাভ কর, তবে সমুদয় মেদিনীমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিবে; আর যদি নিহত হও, তাহা হইলেও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পরিবে সন্দেহ নাই।"

মানধন [অতিমানী] দুর্য্যোধন দেবপুত্রের এইরূপ বাক্য-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া সচিবগণ-সমভিব্যাহারে অশনিসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ মূর্ত্তি-সন্দর্শনে আমার রোমহর্ষ ও উরুকম্প [অত্যন্ত কম্পন] হইতে লাগিল। কিন্তু সিংহসদৃশ দেবকুমার একাকী ছয় জন রথীকে পরাজয় করিলেন; পরিশেষে অসংখ্য শরনিকরপ্রহার দ্বারা সমুদয় কুরুগণ ও তাহাদিগের সৈন্যসমূহকে জয় করিয়া কৌরবগণের বসন অপহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিলেন। অধিক কি, যেমন রোষাভিভূত শার্দ্দুল অনায়াসে বনচর মৃগগণকে বশীভূত করে, তদ্রূপ সেই মহাবলপরাক্রান্ত দেবকুমার অতি অল্পকাল মধ্যেই সসৈন্য কৌরবগণকে পরাজয় করিলেন।"

বিরাট উত্তরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, "বৎস! যে দেবপুত্র কৌরবগণের নিকট হইতে আমার গোধন ও তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? আমি তাঁহাকে দর্শন ও অর্চনা করিতে অভিলাষী হইয়াছি।"

উত্তর কহিলেন, "হে তাত! তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কল্য হউক বা পরশ্বই হউক, পুনরায় আবির্ভূত হইবেন।" তখন মৎস্যরাজ প্রচ্ছন্নবেশী মহাবীর অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবীর অ্জুন বিরাটরাজের আদেশানুসারে স্বয়ং উত্তরার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই অপহৃত বস্ত্রসমুদয় প্রদান করিলেন। রাজপুত্রী মহামূল্য বিবিধ বসন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে ধনঞ্জয় বিরাটপুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমীপে নিবেদন করিলেন, পরিশেষে পঞ্চভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া উত্তরের সহিত হৃষ্ট-মনে মন্ত্রিত্ব বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

৭০তম অধ্যায়

বৈবাহিক-পর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্তর প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ তৃতীয় দিবসে স্নানানন্তর শুক্লবসন ও নানাবিধ আভরণ পরিধানপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভায় আগমন করিয়া রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন। যেমন মদমত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারদেশে সুশোভিত হয়, যেমন গৃহমধ্যে অগ্নিসকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, সেইরূপ মহাতেজঃ পাণ্ডবগণ তথায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিরাটরাজ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত সভায় আগমন করিয়া পাবকসন্নিভ পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া রোষাভিভূত হইলেন। পরে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দেবগণপরিবৃত দেবরাজ সদৃশ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে কঙ্ক! আমি তোমাকে দূতকারী সভ্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম; তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত অলঙ্কৃত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে?"

পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ

অর্জ্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে পরিহাসবাসনায় কহিলেন, "হে রাজন! এই মহাতেজা দেবরাজের অর্দ্ধাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত; ইনি অতি বদান্য, মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ও অলৌকিক বুদ্ধিশালী; এই ধারামণ্ডলে ইহার অপেক্ষা অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই। ইনি পৌর ও জনপদগণের প্রীতিপত্র, ধনসঞ্চয়ে যক্ষরাজের সমকক্ষ, মহাতেজা মনুর ন্যায় প্রজাগণের অনুগ্রাহক ও প্রতিপালক; ইনি কুরুবংশবংস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ইঁহার কীর্ত্তি সমুদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইনি যৎকালে কুরুমণ্ডলে অধিবাস করিতেন, তখন দশসহস্র মত্ত-মাতঙ্গ, ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বসংযোজিত ও সুবর্ণমণ্ডিত রথ ইঁহার অনুযাত্র [পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকারী] ছিল। যেমন ঋষিগণ পুরন্দরের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মণিকুণ্ডলমণ্ডিত অষ্টশত সূত মাগধগণের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহার স্তুতিবাদ করিত; যেমন অমরগণ সর্ব্বদা কিঙ্করের ন্যায় কুবেরের উপাসনা করেন, সেইরূপ কুরুরাজগণ ইঁহার উপাসনা করিত; ইনি স্বাধীন ও পরাধীন সমুদয় মহীপালকেই বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ করিয়াছিলেন; অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ইঁহার নিকটে জীবিকালাভ করিত; ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু, অন্ধ ও প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন; ইনি দান্ত ও জিতক্রোধ; ইঁহার শ্রী ও প্রতাপে দুর্য্যোধন, তাহার অনুচরগণ, কর্ণ ও শকুনি নিরন্তর পরিতাপিত হইতেছে। এইরূপ অসীমগুণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহাসনের যোগ্য হইবেন না?"

৭১তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের প্রত্যক্ষ পরিচয়

বিরাট কহিলেন, "যদি ইনিই রাজা যুদ্ধিষ্ঠীর তাহা হইলে ইঁহার ভ্রাতা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এবং সহধর্ম্মিণী যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? তাঁহার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, ইহা ত কেহই অবগত নহে।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে নরাধিপ! যিনি আপনার সূপকারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বল্লবনামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি এই ভীমপরাক্রম ভীম। ইনি দ্রৌপদীর নিমিত্ত গন্ধমাদন-পর্ব্বতে ক্রোধবশে যক্ষগণকে বধ করিয়া দিব্য সৌগন্ধিক কুসুম সকল আহরণ করিয়াছিলেন। যিনি দুরাত্মা কীচকগণকে সংহার করিয়াছিলেন, ইনি সেই গন্ধর্ব্ব। ইনি আপনার অন্তঃপুরের ব্যাঘ্র, ভালুক ও বরাহগণকে হনন করিয়াছিলেন। যিনি আপনার অশ্বপাল, তিনি এই নকুল এবং যিনি আপনার গোপালক, তিনি এই সহদেব। ইঁহারা পরম রূপবান ও প্রত্যেক সহস্র যোদ্ধার সমকক্ষ। এই অলোকসামান্য-রূপসম্পন্ন পতিপরায়ণা সৈরিন্ধ্রীই দ্রুপদনন্দিনী, কীচকগণ ইঁহার নিমিত্তই নিহত হইয়াছে। আর আমিই ভীমসেনের অনুজ ও নকুল-সহদেবের পূর্ব্বজ অর্জ্জুন, আপনি আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। হে রাজন! সন্তান যেমন জননীর গর্ভে অবস্থান করে, সেইরূপ আমরা আপনার আলয়ে পরমসুখে অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।"

অর্জ্জুনের পরিচয়প্রদান পরিসমাপ্ত হইলে বিরাটতনয় উত্তর পুনরায় তাঁহাদিগের পরিচয়প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন, "তাত! এই যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, সিংহের ন্যায় প্রবৃদ্ধ উন্নতনাসাসম্পন্ন লোহিতায়তনেত্রী [রক্তাভ বিস্তৃতলোচন] পুরুষকে দেখিতেছেন, ইনি রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্তমাতঙ্গগামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্থূলস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু পুরুষকে দেখিতেছেন, ইনি বৃকোদার। ইঁহার পার্শ্বে যে বারণযূথপতি-সদৃশ সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, গজরাজগামী, কমলায়তলোচন, শ্যামকলেবর যুবা দণ্ডায়মান আছেন, ইনিই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। ঐ যে উপেন্দ্র ও মহেন্দ্র সদৃশ দুইটি পুরুষ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া উপবিষ্ট আছেন, মনুষ্যলোকে যাঁহাদিগের রূপলাবণ্য, বলবিক্রম ও সুশীলতার তুলনা নাই, ইঁহারাই নকুলসহদেব। আর ঐ যে মূর্ত্তিমতী পার্ব্বতীর ন্যায় স্নিগ্ধদর্শনা, ইন্দীবারের [কৃষ্ণ-কুমুদ] ন্যায় মনোহারিণী, সুরকামিনীর ন্যায় বিগ্রহবতী [শরীরধারিণী] লক্ষ্মীর ন্যায় যে রমণী ইঁহাদিগের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া আছেন, ইনিই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা।"

এইরূপে রাজকুমার উত্তর সমক্ষে পরিচয়প্রদান করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনের বলবিক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন, "ইনিই মৃগকুলসংহারকারী কেশরীর ন্যায় অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়াছেন এবং রথ-সমূহ ভগ্ন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সমরে বিচরণ করিয়াছিলেন, প্রকাণ্ড-কলেবর মাতঙ্গগণ ইঁহার একমাত্র বাণে আহত হইয়া বিশাল দশনদ্বয় ধরাতলে প্রোথিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; ইনিই গো সমস্ত প্রত্যানীত ও কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন; ইঁহারই শঙ্খনাদে আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়াছিল।"

পাণ্ডবসৎকার--পার্থকে উত্তরা-প্রদানে-প্রস্তাব

মৎস্যরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তবে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি তোমার মত হয়, বল, আমি এক্ষণেই

ধনঞ্জয়কে উত্তরা প্রদান করি।

উত্তর কহিলেন, "আমার মতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পূজনীয় ও মাননীয় এবং প্রকৃত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব সৎকারোচিত মহাভাগ পাণ্ডবগণকে পূজা করুন।"

বিরাট কহিলেন, "আমিও শত্রুগণের হস্তগত হইয়া ছিলাম; ভীমসেন আমাকে মুক্ত করিয়া গোধন সকল প্রত্যানয়ন করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা ইঁহাদিগেরই বাহুবলে সংগ্রামে জয়ী হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমার অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুজগণের সৎকার করি। আমরা অজ্ঞাতসারে ইঁহাদিগকে যাহা কিছু কহিয়াছি, বোধ হয়, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তৎসমুদয় ক্ষমা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বিরাটরাজ এই কথা কহিয়া প্রফুল্লবদনে প্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে শিষ্টাচারসহকারে সৎকারপূর্ব্বক দণ্ড, কোষ ও নগর-সমেত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন এবং 'কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!' বলিয়া অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের মস্তক আঘ্রাণ, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও বারংবার দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাজা বিরাট প্রীতিপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহাভাগ! ভাগ্যক্রমে আপনারা নির্ব্বিঘ্নে অরণ্য হইতে আগমন এবং দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিয়াছেন। আমার রাজ্যাদি যাহা কিছু আছে, আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ করুন। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এক্ষণে ইনিই তাহার পাণিগ্রহণ করুন।"

রাজা যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি মৎস্যরাজকে কহিলেন, "হে রাজন! মৎস্য ও ভরতকুলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়া একান্ত সমুচিত, অতএব আজি আমি স্নুষার্থ [পুত্রবধু] আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম।"

৭২তম অধ্যায়

পুত্রবধূরূপে অর্জ্জুনের উত্তরা গ্রহণ

বিরাটরাজ কহিলেন, 'পাণ্ডবপ্রবর! আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রদত্ত উত্তরাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিতে অস্বীকার করিতেছেন?"

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহাশয়! আমি নিরন্তর অন্তঃপুরে আপনার কন্যার সহিত একত্র বাস করিতেছি; তিনি কি রহস্য, কি প্রকাশ্য, সকল বিষয়েই আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন; আমি তাঁহাকে পরম প্রযত্নসহকারে নৃত্যগীত শিক্ষা করাইতাম বলিয়া তিনিও আমাকে সম্মানভাজন আচার্য্যের ন্যায় বোধ করিতেন। আমি এইরূপে সেই যুবতীর সহিত এক বৎসর একত্র বাস করিয়াছি; এক্ষণে যদি তাঁহার পাণিগ্রহণ করি, তাহা হইলে আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সাতিশয় সন্দেহ জন্মিতে পারে। আমি নির্দোষ, জিতেন্দ্রিয় ও দান্ত হইয়া আপনার কন্যার বিশুদ্ধিসম্পাদন করিয়াছি। তিনি পুত্রবধু হইলে কেহ আপনার দুহিতার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি অথবা আমার প্রতি কোন সন্দেহ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অভিশাপ ও মিথ্যাপবাদকে অত্যন্ত ভয় করি, অতএব উত্তরাকে পুত্রবধুরূপে গ্রহণ করিতেছি। বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয়, সাক্ষাৎ দেবকুমারসদৃশ, অস্ত্রকোবিদ

[অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী], আমার পুত্র অভিমন্যু আপনার জামাতা ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র।”

বিরাটরাজ কহিলেন, “হে কৌন্তেয়! আপনি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ; উত্তরার পাণিগ্রহণ অস্বীকার করা আপনার পক্ষে সম্যক উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তাহাই করুন।

আমি যখন আপনার সহিত সম্বন্ধ করিলাম, তখন আমার সমুদয় কামনা সম্পন্ন হইল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ-বন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের নিকট চর প্রেরিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর এক চর দ্বারা বাসুদেবকে এই সংবাদ অবগত করিলেন।

অভিমনুহ-সহ যাদবানয়নে দূত প্রেরণ

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে অবস্থান করিতেছেন, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অর্জ্জুন জনার্দ্দন, অভিমন্যু ও যাদবগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কাশীরাজ ও শৈব যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে - অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। মহাবল দ্রুপদও অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন; দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন; ইঁহারা সকলেই অক্ষৌহিণীনায়ক [এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিনেতা], যাগশীল ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন। পরমধার্ম্মিক বিরাট নানাদিগদেশাগত ভূপতিগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারাদিগকে সমুচিত সম্মানপূর্ব্বক সৎকার করিলেন। অভিমান্যুকে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর অনার্ত্তদেশ হইতে বাসুদেব, বলদেব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, যুযুধান, সাত্যকি, অনাবৃষ্টি, অক্রূর, শাম্ব এবং বলদেবানন্দন, নিশঠ, ইঁহারা অভিমন্যু ও সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পাণ্ডবসারথিগণ এক বৎসরের পর তাঁহাদিগের সেই সমস্ত রথ লইয়া আগমন করিল। দশ সহস্র হস্তী, দশ অযুত অশ্ব, অর্বুদ রথ, নিখর্ব্ব পদাতি এবং বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় বহু ব্যক্তি বাসুদেব-সমভিব্যাহারে সমাগত হইলেন। বাসুদেব পাণ্ডবগণকে রাজোচিত অর্থ, স্ত্রীরত্ন ও পৃথক পৃথক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ

অনন্তর যথাবিধি বিবাহকার্য্য সমারম্ভ হইল। শঙ্খ, ভেরী, পনব প্রভৃতি বাদ্যসকল বাদিত হইতে লাগিল। উচ্চাবচ মৃগ, মৎস্য ও মৈরেয় প্রভৃতি সুরাসকল সমাহৃত হইল। গায়ক, আখ্যায়ক, নট, বৈতালিক, সূত ও মাগধগণ তাঁহাদিগের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মৎস্যনারীগণ মণিকুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ আভরণ ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রসূতার ন্যায় অলঙ্কৃত উত্তরাকে লইয়া সুদেষ্ণা-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন; কিন্তু পাঞ্চালনন্দিনীর অসীম রূপলাবণ্য ও উজ্জ্বল কান্তি দর্শনে সকলেই পরাভূত হইলেন।

ধনঞ্জয় নিজপুত্র অভিমনুর নিমিত্ত বিরাটকন্যা উত্তরাকে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির উত্তরাকে স্নুষার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া জনার্দ্দনকে পুরষ্কৃত করিয়া মাহাত্মা সৌভদ্রের [সুভদ্রানন্দন-অভিমন্যু] উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদনা করিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট প্রজ্বালিত হুতাশনে বিধিবৎ হোম দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করিয়া জামাতাকে প্রীতিপূর্ব্বক সপ্ত সহস্র অশ্ব, দ্বিশত হস্তী, ভূরি, ধন, রাজ্য, বল, কোষ ও আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন।

উদ্বাহক্রিয়া [বিবাহকার্য্য] পরিসমাপ্ত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে অচ্যুতপ্রদত্ত সমুদয় ধন, গোসহস্র রত্নজাত, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ, যান, শয়ন রমণীয় ভোজন ও নানাবিধ পানীয় প্রদান করিলেন। হৃষ্টজনাকীর্ণ [আহ্লাদিত—উল্লাস স্ফীত জনতাসঙ্কল] মৎস্যনগর মহোৎসবময় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

বৈবাহিক-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।
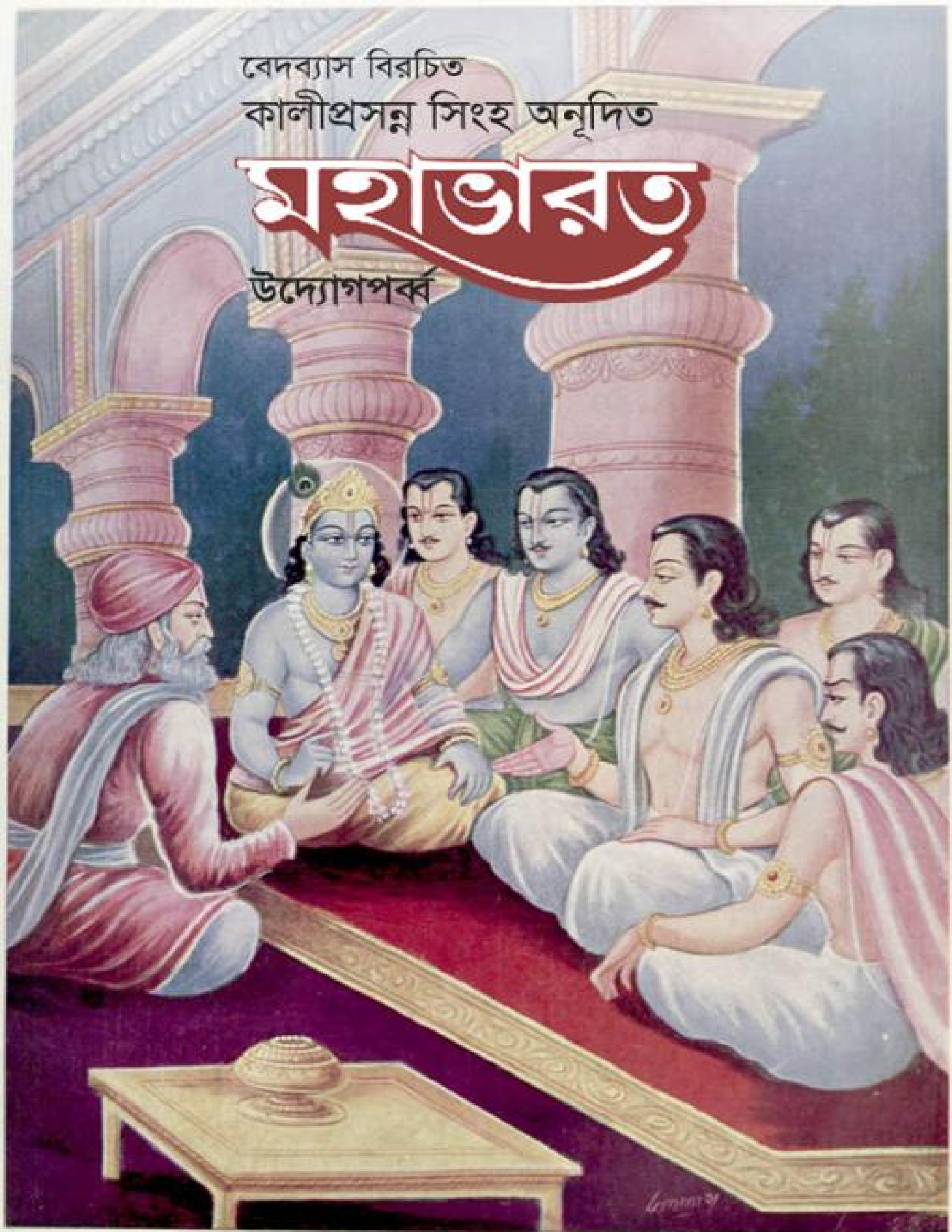
বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণ

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

উদ্যোগপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

উদ্যোগপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়
সেনোদ্যোগপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব ও তাঁহাদের আত্মীয়গণ অভিমনুর উদ্বাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া যামিনীযোগে বিশ্রামপূর্ব্বক প্রাতঃকালে প্রফুল্লমনে পুষ্পদামবিভূষিত [পুষ্পমাল্য], সুগন্ধসম্পন্ন, মণিরত্নখচিত, আসনসনাথ [সিংহাসনোপবিষ্ট] বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিলেন। বিরাটরাজ ও দ্রুপদরাজ প্রথমে আসন পরিগ্রহ করিলে বসুদেব প্রভৃতি মান্যতম বৃদ্ধগণ উপবেশন করিলেন। পরে সাত্যকি ও বলদেব পাঞ্চালরাজসমীপে এবং যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব বিরাটরাজসন্নিধানে সমাসীন হইলেন। তৎপরে দ্রুপদরাজের পুত্রগণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, দ্রৌপদেয়গণ [দ্রৌপদীর পুত্রগণ] সুবর্ণভূষিত আসনে অধিষ্ঠান করিলেন। উজ্জ্বলনেপথ্যমণ্ডিত [রাজকুলোচিত সাজসজ্জা] রাজমণ্ডল উপবেশন করিলে বিরাটরাজের সুসমৃদ্ধ সভামণ্ডপ বিমলগ্রহমণ্ডলবিভূষিত গগনতলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

কৃষ্ণকর্ত্তৃক পাণ্ডবকর্ত্তব্যবিষয়ক প্রশ্ন

অনন্তর ভাস্কর [উজ্জ্বল]-বেশভূষিত মহারথ নৃপগণ বিবিধ বিচিত্র কথোপকথনানন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন বাসুদেব অবসরপ্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া মহার্থসম্পন্ন ঔদার্য্যযুক্ত বাক্যসকল কহিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে রাজনবর্গ। এই রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সৌবলকর্ত্তৃক যেরূপ শঠতাপূর্ব্বক পরাজিত, হৃতরাজ্য ও বনবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডল বলপূর্ব্বক স্বায়ত্ত [স্বীয় অধীন] করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল সত্যপরায়ণতাপ্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর এই দুরনুষ্ঠেয় [কষ্টসাধ্য] ব্রত স্বীকার করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অজ্ঞাতবাসসময়ে আপনাদিগের নিবাসে দাসত্বপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃসহ ক্লেশরাশি সহ্য করিয়া দুস্তর ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও আপনাদের অগোচর নাই। এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য [ধর্ম্মযুক্ত], যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মগত সুরসাম্রাজ্য [দেবরাজ্য— স্বর্গ] ও কামনা করেন না; কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বলবীর্য্যে ইঁহাদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল শঠতাপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়া ইঁহাদিগকে অসহ্য ক্লেশানলে দগ্ধ করিয়াছেন, তথাপি ইঁহারা তাহাদিগের অনাময়ই [মঙ্গল] কামনা করিতেছেন। স্বয়ং ভূপতিগণকে নিপীড়িত করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা এরূপ অসাধু যে, রাজ্যপহরণমানসে বিবিধ উপায় দ্বারা ইহাদিগকে বাল্যাবস্থাতেই সংহার করিতে উদ্যত

হইয়াছিলেন; অতএব কৌরবগণের ঈদৃশ প্রবল লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধার্মিকতা ও ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আপনারা সমবেত ও পৃথগভূত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করুন।

"ইঁহারা প্রতিজ্ঞাত সময় প্রতিপালনপূর্ব্বক সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু কৌরবেরা ইঁহাদিগের প্রতি সতত অন্যথাচরণ [বিপরীত ব্যবহার] করিতেছেন। অতএব পাণ্ডবগণ সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে নিহত করুন কিংবা সুহৃদগণ অসদৃশ কার্য্যসকল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করুন। যদি কৌরবগণ ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ইঁহারা আহত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই। যদ্যপি আপনারা এরূপ অনুমান করেন যে, পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহা হইলে সকল সুহৃৎ মিলিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতে যত্নশীল হউন। কিন্তু দুর্য্যোধন এ এ বিষয়ে কি করিবেন, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারি নাই; পরের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কার্য্যারম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত? অতএব যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন, এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্মিক কুলীন প্রমাদশূন্য পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন।"

বলদেব জনার্দনের ধর্ম্মার্থযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমসমাদরপূর্ব্বক তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

২য় অধ্যায়
বলদেবকর্ত্তৃক সন্ধির সমর্থন

বলদেব কহিলেন, "আপনারা সকলেই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাসুদেববাক্য শ্রবণ করিলেন; উহা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেরূপ শ্রেয়স্কর, রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষেও সেইরূপ। পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হইতে সম্মত আছেন; অতএব মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত পরম সুখী হইয়া স্বচ্ছন্দে কালব্যাপন করুন। শত্রুগণ যথানিয়মে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে পাণ্ডবেরা অর্দ্ধরাজ্যলাভেও প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবেন, তাহা হইলে প্রজাগণের আর কোনপ্রকার অনিষ্টঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না। এক্ষণে আমার মতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি উভয়কুলের শান্তিসাধনার্থ দুর্য্যোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, তদ্বিষয়ে তাঁহার কি মত, ইহা অবগত হউন। অনন্তর তিনি মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র, কুরুকুলাগ্রগণ্য শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহামতি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপ, শকুনি, কর্ণ, সমুদয় ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও বহুদর্শী ধার্মিক পুরবাসী বৃদ্ধসমুদয়কে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সমবেত করিয়া সবিনয়ে যুধিষ্ঠিরের অর্থকর [হিতকর] বাক্য প্রয়োগ করুন। কৌরবগণ বলপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল অবস্থায় তাঁহাদিগকে কুপিত করা কর্ত্তব্য নহে।

"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমধিক সম্পত্তিশালী ছিলেন; কিন্তু দ্যূতে প্রমত্ত হইয়াই আপনার সমস্ত রাজ্য পরহস্তগত করিয়াছেন। ইনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ নহেন, সমুদয় সুহৃদগণ

তদ্বিষয়ে ইঁহাকে নিষেধও করিয়াছিলেন, তথাপি ইনি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের সভামধ্যে এরূপ সহস্র সহস্র অক্ষবেদী [পাশকক্রীড়াভিজ্ঞ—পাশাখেলায় পটু] ছিল, যাহাদিগকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিতেন, কিন্তু দৈবের কি দুর্ব্বিপাক! ইনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অক্ষপারদর্শী গান্ধাররাজ শকুনিকে দ্যূতে আহ্বান করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ইঁহার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া পরাজয়পূর্ব্বক ইঁহার সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিল, ইহাতে শকুনির কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অতএব একজন বাগ্মী পুরুষ ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক সন্ধিবিষয়ে প্রস্তাব করুন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই সন্ধিবিধানপক্ষে সম্মত হইবেন। কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম না করিয়া সন্ধি করাই কর্ত্তব্য; সন্ধিদ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম্যদ্বারা উপার্জিত, তাহা অর্থই নহে।”

সাত্যকির সন্ধিতে অশ্রদ্ধা-সদ্য যুদ্ধানুমোদন

বলভদ্র এই কথা বলিবামাত্র মহাবীর সাত্যকি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলদেবের বাক্যে দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপই কহিয়া থাকে; অতএব তোমার যেরূপ প্রকৃতি, তুমি তদ্রূপই কহিতেছ। দেখ, এই ভূমণ্ডলে শূর ও কাপুরুষ, এই উভয়বিধ লোক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেমন এক বৃক্ষে ফলবান ও ফলহীন শাখা সঞ্জাত হয়, তদ্রূপ এক বংশে ক্লীব ও শূর, এই দুইপ্রকার পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। হে হলধর! আমি তোমার বাক্যে অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা স্থিরচিত্তে তোমার এই বাক্য শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছি। কোন ব্যক্তি অকুতোভয়ে সভামধ্যে নির্দোষ ধর্মরাজের প্রতি অণুমাত্র দোষারোপ করিয়াও কি পুনরায় কথা কহিতে সমর্থ হয়? যখন অক্ষবিশারদগণ [পাশকক্রীড়াপটু] এই দূতানভিজ্ঞ [পাশাখেলায় অপটু] মহাত্মাকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া পরাজয় করিয়াছে, তখন তাঁহাদিগের জয় কিরূপে ধর্ম্মানুগত হইল? যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির আপনি গৃহে ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেন, আর দুর্য্যোধনাদি তথায় সমাগত হইয়া ইঁহাকে পরাজয় করিত, তাহা হইলে, ইনি ধর্ম্মতঃ পরাজিত হইতেন। ঐ দূরাত্মাগণ তাহা না করিয়া প্রত্যুত যখন ইঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কপটদ্যূতে পরাজয় করিয়াছে, তখন তাহাদের মঙ্গল কোথায়? এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রতিজ্ঞাশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইনি কি নিমিত্ত সেই দুরাত্মাদের নিকট অবনত হইবেন? ইনি বনবাস হইতে মুক্ত হইবামাত্র স্বীয় পৈতামহ [পৈতৃক] পদের অধিকারী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত স্বীয় পৈতৃকরাজ্য অধিকারার্থ প্রার্থনা করিবেন? যদি পরের ঐশ্বর্য্যগ্রহণেও ইঁহার অভিলাষ জন্মে, তাহাও যাচঞা করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর পাণ্ডবগণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসরূপ প্রতিজ্ঞা সম্যক প্রতিপালন করিয়াছেন, তথাপি পাপাত্মা কৌরবগণ সর্ব্বদা কহিয়া থাকে, পাণ্ডুনন্দন ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। অতএব কিরূপে দুরাত্মাদিগের রাজ্যপহরণবাসনা নাই বলা যাইবে এবং কি প্রকারেই বা উহাদিগকে ধার্মিক বলিয়া বোধ করিব?

"ঐ দুরাত্মারা মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণকর্ত্তৃক অনুনীত হইয়াও পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃকরাজ্যদানে সম্মত হইতেছে না। আমি স্বীয় নিশিত শরনিকরে সেই দুরাত্মাদিগকে বশীভূত করিয়া ধর্মীরাজের চরণে পাতিত করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি তাহারা ইহাতে সম্মত না হয়, তবে অবশ্যই তাহাদিগকে অমাত্যগণসমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। যেমন মহীধরগণ বজ্রের বেগ সহ্য করিতে পারে না, তদুপ সমরাঙ্গণচারী ক্রোধোদ্ধত যুযুধানের প্রতাপ সহ্য করিতে কাহারও শক্তি নাই। কোন ব্যক্তি মহাবীর অর্জ্জুন, গদাপাণি ভীমসেন ও আমাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? কোন যোদ্ধা স্বীয় জীবনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া অন্তকোপম নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবসম বলবীর্য্যশালী পঞ্চ দ্রৌপদীপুত্র, সুভদ্রতনয় অভিমনু, গদ, প্রদ্যুম্ন, অনলসঙ্কাশ শাম্বের সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমরা অনায়াসেই শকুনি, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। আততায়ী শত্রুগণকে বিনাশ করিলে অধর্মের লেশ নাই, প্রত্যুত তাহাদের নিকট যাচঞ্রাই অধর্ম্ম ও অযশস্কর। এক্ষণে তোমরা সতর্ক হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চিরপ্ররূঢ় [চিরপোষিত] মনোরথ পরিপূর্ণ করা। ইনি ধৃতরাষ্ট্রবিসৃষ্টি রাজ্য গ্রহণ করুন। হয় আজি কৌরবগণ সম্মানপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে র্ত্তাহার পৈতৃকরাজ্য প্রদান করুক, নতুবা তাহারা আমাদিগের শরজালে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া ধরাতলশায়ী হউক।"

৩য় অধ্যায়
দ্রুপদের যুদ্ধসমর্থন—সৈন্যসংগ্রহপ্রস্তাব

দ্রুপদ কহিলেন, "হে মহাবাহো! আপনি যেরূপ কহিলেন নিঃসন্দেহে তাঁহাই হইবে। দুর্য্যোধন স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না, পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিরন্তর তাহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া থাকেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতাবশতঃ এবং কর্ণ ও শকুনি মুর্খতাপ্রযুক্ত তাহার ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছেন; অতএব আমার মতেও বলদেবের বাক্য নিতান্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। যে ব্যক্তির শ্রেয়োলাভের অভিলাষ আছে, অগ্রে এইরূপ অনুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য।

"দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে সত্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়, মৃদুতা অবলম্বন করিলে সেই পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হইবে না। গর্দভের প্রতি মৃদুভাব ও গোসকলের প্রতি তীব্রভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহিত সান্ত্ব ব্যবহার করে, সে তাহাকে মৃদু ও অসার বিবেচনা করিয়া থাকে। আমরা মৃদু হইলে সে নিয়তই এইরূপ অনুমান করিবে যে, আমি অনায়াসেই কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হইব। অতএব আমাদিগের এইরূপ অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্নবিধান করুন। সৈন্যসংগ্রহ ও মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ করুন। দ্রুতগামী দূতসকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও সমুদয় কেকয়দিগের নিকট অবিলম্বে গমন করুক; দুর্য্যোধনও সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণে এইরূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, যিনি অগ্রে দূত

প্রেরণ করেন, সাধুলোকেরা তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন, অতএব আমরা অগ্রেই সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করি। কারণ, এক্ষণে আমাদিগকে নিতান্ত দুর্ভর [দায়িত্বপূর্ণ] কার্য্যভার বহন করিতে হইবে।

"মহারাজ শল্য ও তাঁহার অনুচর রাজগণের নিকট শীঘ্র চর প্রেরণ করুন; অনন্তর পূর্ব্বসাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, হার্দিক্য, আহুক, প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাবীর রোচমান, মহাবলপরাক্রান্ত বৃহন্ত, সেনাবিন্দ সেনজিৎ, প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্ম্মা, সুবাস্তুক, বাহ্লীক মুঞ্জকেশ, চেদিপতি, সুপার্শ্ব, সুবাহু, পৌরব, শকরাজ, পহ্লবরাজ, দরদরাজ, সুরারি, নন্দাজ, কর্ণবেষ্ট, নীল, বীরধর্ম্ম, দন্তবক্র, রুক্ম, জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, পূর্ব্বপালী, দেবক, সপুত্র একলব্য, করুষদেশীয় ভূপালগণ, ক্ষেমধূর্ত্তি, সমস্ত কাম্বোজ, ঋষিকগণ, জয়ৎসেন, পাশ্চাত্য সকল, কাস্য, অনুপকগণ, সমস্ত পাঞ্চনদ ভূপাল, ক্রাথপুত্র, পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ, জানকি, সুশর্ম্মা, মণিমান, পোতিমৎস্যক, পাংশুরাষ্ট্রাধিপতি, ধৃষ্টকেতু, তুণ্ড, দণ্ডধার, বৃহৎসেন, অপরাজিত নিষাদ, শ্রোণিমান, বসুমান, বৃহদ্বল, মহাতেজাঃ বাহু, সপুত্র সমুদ্রসেন, উদ্ভব, সমর্থ, সুধীর, মার্জ্জর, কন্যক, মহাবীর সুচক্র, নিশ্চক্র, তুমুল ক্রথ, ক্ষেমক, বাটধান, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, শাল্বপুত্র, কুমার ও কলিঙ্গেশ্বর—ইঁহাদিগের নিকট সত্বর দূত প্রেরণ করুন। হে রাজন! এই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আমার পুরোহিত, ইনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সন্নিধানে গমন করুন। তাঁহাদিগের নিকট যেসকল সংবাদ প্রদান করিতে হইবে, তাহা ইহাকে কহিয়া দিউন।"

৪র্থ অধ্যায়
সন্ধি সম্বন্ধে কৃষ্ণের যুক্তি

বাসুদেব কহিলেন, "দ্রুপদরাজ পাণ্ডবরাজের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত যে কথার উল্লেখ করিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কোনক্রমেই অসম্ভাবিত বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, অন্যথাচরণ করিলে অকিশয় মূর্খতা প্রকাশ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্যসম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমদিগের সহি অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন, এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব। আপনি বয়সে ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সখা, রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সর্ব্বদা আপনাকে বহুমান করিয়া থাকে। আমরা আপনার শিষ্যস্বরূপ; অতএব যেসকল বাক্য পাণ্ডবদিগের পক্ষে অর্থকর, আপনি তাহার উল্লেখ করুন; আপনার বাক্যে আমাদের সংশয় জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি দুর্য্যোধন ন্যায়তঃ সন্ধিসংস্থাপন করে, তাহা হইলে আর কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাত্র [ভ্রাতৃসৌহার্দ্য] নাশ বা কুলক্ষয় হয় না; কিন্তু যদি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দর্পান্বিত হইয়া মোহবশতঃ সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া

পাশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দুর্ব্বদ্ধিপরতন্ত্র দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বিরাট-দ্রুপদের যুদ্ধায়োজনে সাহায্য

অনন্তর বিরাটরাজ কৃষ্ণকে অর্চনা করিয়া আত্মীয়স্বজন-সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রেরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতিগণের সহিত সাংগ্রামিক [যুদ্ধবিষয়ক] আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে মহীপতি দ্রূপদ ও বিরাজরাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত একবাক্য হইয়া ভূপাল-সকলের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহীপালেরা পাণ্ডবগণ, মৎস্যরাজ ও পাঞ্চালমহীপতির আদেশে হৃষ্ঠচিত্তে সসৈন্যে বিরাটনগরে সমাগত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণও চতুর্দ্দিক হইতে ভূপালসকলকে আনয়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কুরুপাণ্ডব নিমিত্ত সমাগত রাজগণের প্রয়াণে [সর্ব্বদিক হইতে রাজগণের যাত্রা] ভুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল, চতুর্দ্দিক হইতে মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষসকল আগমন করিতে লাগিল, চতুরঙ্গিনী সেনায় বসুমতী সঙ্কুলা হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন, তাহাদিগের পদভরে এই প্রকাণ্ড মেদিনীমণ্ডল পর্ব্বতকাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর পাঞ্চালরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে প্রজ্ঞাশালী বয়োবৃদ্ধ স্বীয় পুরোহিতকে কৌরবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৫ম অধ্যায়

সন্ধিপ্রস্তাবের জন্য দ্রুপদপুরোহিতপ্রেরণ

দ্রুপদ কহিলেন, "হে দ্বিজেন্দ্র! নিখিল ভূতের মধ্যে প্রাণী, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে যাঁহারা বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; তন্মদ্ধে ব্রহ্মবেত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

"হে ব্রাহ্মন! আপনি বেদে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান অতিবিশিষ্টবংশোৎপন্ন, পরিণতবয়স্ক, শাস্ত্রে পারদর্শী এবং শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন; অতএবং আপনাকে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের কোন পরিচয় প্রদান করিতে হইবে না; আপনি তাহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন। শত্রুগণ ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে সরলহৃদয় পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিয়াছে। বিদুর বারংবার অনুনয় কলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অক্ষধূর্ত্ত [কপদ পাশক্রীয়ায় চতুর] শকুনি ধর্ম্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠিরকে ক্ষাত্রধর্মের একান্ত অনুগত ও অক্ষে নিতান্ত অনভিজ্ঞ জানিয়াও দ্যূতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যাহারা এরূপ কপটতাচরণে ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহারা কোনক্রমেই স্বয়ং রাজ্য প্রদান করিবে না; অতএব আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করিয়া তদীয় যোদ্ধবর্গের মন আবর্ত্তিত [গতিপরিবর্ত্তন] করিবেন। এ দিকে বিদুরও আপনার বাক্য শ্রবণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতির পরস্পর ভেদ [বৈমত্য-

মতভেদ] উপস্থিত করিলেন। আমাত্যবর্গের অন্তর্ভেদ [অভ্যন্তর বিচ্ছিন্ন] ও সৈনিকেরা বিমুখ হইলে পর তাহাদিগের একতাসম্পাদনের নিমিত্ত কৌরবগণকে সাতিশয় যত্নবান হইতে হইবে। সেই অবকাশে পাণ্ডবেরা একাগ্রচিত্তে সৈন্যসংগ্রহপ্রভৃতি সাংগ্রামিক কার্য্য ও দ্রব্যসকলের আয়োজন করিবেন। তাঁহাদিগের আত্মভেদ উপস্থিত হইলে আপনি তদ্বিষয়ে পোষকতা কিরবেন; তাহা হইলে বিপক্ষেরা আর তাদৃশ সেনাসংগ্রহ প্রভৃতি সামরিক কর্ম্ম করিবে না। এক্ষণে ইহাই প্রধান প্রয়োজন বোধ হইতেছে; অতএব আপনি যত্নপূর্ব্বক আমাদিগের এই উদ্দেশ্যসাধন করুন।

"রাজা ধৃতরাষ্ট্র একান্ত সঙ্গত ও ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া আপনার বাক্যে অনুমোদন করিবেন, আপনিও তখন কৌরবগণের সহিত ধর্ম্মব্যবহার করিয়া কৃপালু ব্যক্তিদিগের নিকট পাণ্ডবগণের দুঃসহ দুঃখপরম্পরা কীর্ত্তন ও বৃদ্ধদিগের নিকট পূর্ব্বপুরুষাচরিত কুলধর্মের উল্লেখপূর্ব্বক নিঃসংশয় উহাদের মনোভেদ করিবেন। তাহাতে আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই; আপনি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও দূতকর্মে নিযুক্ত, বিশেষতঃ স্থবির; অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত বিজয়প্রদ শুভসময়ে পাণ্ডবদিগের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অবিলম্বে কৌরবসকাশে গমন করুন।" নীতিশাস্ত্রবিশারদ পুরোহিত দ্রুপদরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অনুনীত [অনুরুদ্ধ—বিনয়নম্রতাসহকারে কথিত] হইয়া পাথেয় গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবহিতার্থ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে বারণাবতনগরে যাত্রা করিলেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনয়নের জন্য দুর্য্যোধন-অর্জ্জুনের তৎসমীপে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব প্রভৃতি মহীপালগণ হস্তিনানগরে দ্রুপদপুরোহিত প্রস্থাপিত করিয়া স্থানে স্থানে নরপতিগণের নিকট দূত প্রেরণা করিতে লাগিলেন; ধনঞ্জয় স্বয়ং কেবল দ্বারাবতীনগরে গমন করিলেন। এ দিকে বাসুদেব বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজগণ ও বলদেবের সহিত বিরাটনগর হইতে দ্বারাবতী প্রস্থান করিলে পর রাজা দুর্য্যোধনও গুপ্তচরদ্বারা পাণ্ডবগণের বিচেষ্টিতসকল অবগত হইয়া বায়ুবেগশালী তুরঙ্গ সমূহের সাহায্যে পরিমিতবলসমভিব্যাহারে দ্বারকানগরে গমন করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয় উভয় বীরই এক দিবসে আনর্ত্তদেশে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমাপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন; ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয়, পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্নসহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্যদান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহার্দ্য, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরাই পক্ষ অবলম্বন

করিয়া থাকেন, আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

কৃষ্ণের পাণ্ডবপক্ষগ্রহণ—কুরুপক্ষে সৈন্যপ্রদান

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে; অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।" এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্বুদ গোপী একপক্ষের সৈনিকপদ গ্রহণ করুক, আর অন্যপক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর [সমধিক অভিপ্রেত] হয়, তাহাই অবলম্বন কর।"

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন জনার্দন সমরপরাঙ্মুখ হইবেন শ্রবণ করিয়াও তাহাকেই বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন এক অর্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ বিবেচনা করিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ সমস্ত নারায়ণী সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক রৌহিণেয় [রোহিণীরপুত্র—বলদেব]-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার আগমনহেতু নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন, "হে নররাজ! আমি বিরাটরাজভবনে বৈবাহিক সভায় তোমার নিমিত্ত হৃষীকেশকে নিগ্রহপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম যে, আমাদিগের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের সম্বন্ধগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; তথাপি হৃষীকেশ আমার ঐ সকল বাক্য গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু হৃষীকেশ বিনা ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে আমার সামর্থ্য নাই। আমি তাহার অনুরোধে এই স্থির করিয়াছি যে, কি পাণ্ডবের কি তোমার—কাহারও সাহায্য করিব না। অতএব প্রস্থান কর; তুমি সকল পার্থিবপূজিত ভারতবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, অবশ্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে।"

বলদেবের বাক্যাবসান হইলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ ও ন্যস্তশস্ত্র [অস্ত্রত্যাগী] মনে করিয়া যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ হইবে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৃতবর্ম্মার সমীপে গমন করিলে সেই মহাত্মা তাঁহাকে অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিলেন। এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন ভীমবলবলসমূহপরিবৃত হইয়া সুহৃদগণের হর্ষোৎপাদনপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে পার্থ! তুমি আমাকে সমরে পরাঙ্মুখ জানিয়াও কি নিমিত্ত বরণ করিলে?"

অর্জ্জুন কহিলেন, "ভগবন! আপনি সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংসার করিতে সমর্থ ও আপনার কীর্ত্তিও ত্রিলোকবিখ্যাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশোলাভ করিব, এই বাসনায় আপনাকে সমরপরাঙ্মুখ জানিয়াও বরণ করিয়াছি। আমার অভিলাষ এই যে, আপনি আমার সারথকার্য্য স্বীকার করিয়া আমার এই চিরপ্ররূঢ় [চিরপোষিত—বহু আকাঙ্ক্ষিত] মনোরথ পূর্ণ করুন।"

বাসুদেব কহিলেন, "অর্জ্জুন! তুমি আমার সহিত যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, তাহা নিতান্ত উপযুক্ত। আমি তোমার সারথ্য গ্রহণ করিয়া কামনা পরিপূর্ণ করিব।" এই প্রকার কথোপকথনানন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব ভুরি ভুরি দশার্হবীর [যাদববংশীয়] সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির সমীপে উপনীত হইলেন।

৭ম অধ্যায়

দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক শল্যাকে সপক্ষে আনয়ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর শল্য দূতমুখে কুরুপাণ্ডবের সমরসংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রগণের সহিত বিপুলসৈন্যমণ্ডলীসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার সেনানিবেশ অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ হইল। মহাবলপরাক্রান্ত, বিচিত্রকবচালঙ্কৃত, ধ্বজকার্ম্মুকসম্পন্ন, কুসুমদাম [মাল্য]-বিভূষিত, স্বদেশপ্রচলিত বেশ ও আভরণধারী, শত সহস্র ক্ষত্রিয়বীর রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শল্যরাজ সেনাগণের শ্রমাপনোদন করিয়া মৃদুপদসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, পদভরে প্রাণীগণকে ব্যথিত ও মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া গমন করিতেছেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সত্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথোচিত উপচারে পূজা করিলেন। পরে তাঁহার প্রীতিসম্পাদনার্থ শিল্পীদ্বারা স্থানে স্থানে এক-এক সভা নির্ম্মাণ ও নানাপ্রকার ক্রীড়াদ্রব্য প্রস্তুত করাইলেন। তথায় নানাবিধ অন্ন, মাল্য, মাংস, সুসংস্কৃত ভক্ষ্য ও সুধাসোদর [অমৃততুল্য] পানীয় আহরণ, বিবিধ রমণীয় কূপ ও বাপী খনন এবং অনেকানেক রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। শল্যরাজ সেই সকল সভায় সমুপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের অমাত্যগণকর্ত্তৃক দেবতার ন্যায় পরমসমাদরে পূজিত হইলেন।

অনন্তর তিনি অমরাবতীর ন্যায় আর-এক সভায় গমন করিয়া অলৌকিক বিষয়সমুদয় অবলোকনপূর্ব্বক একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনাকে ইন্দ্রদেব অপেক্ষা সমধিক সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিতে লাগিলেন। পরে তত্রস্থ পরিচারিকাদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোন শিল্পীরা এই সমস্ত সভা নির্ম্মাণ করিয়াছে? এক্ষণে তোমরা তাহাদিগকে আনয়ন কর; তাহারা পারিতোষিকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত; আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাহাদিগকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিব।" তখন পরিচারকেরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া অতি সত্বর রাজা দুর্য্যোধনকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! শল্যরাজ সভাসন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার জীবন পর্য্যন্তও প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" তখন রাজা দুর্য্যোধন প্রচ্ছন্নবেশে মদ্ররাজসমক্ষে সমুপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপ অবগত হইয়া প্রীতমনে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে শিল্পীপ্রধান! এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ হয়, প্রার্থনা কর।" তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মাতুল! আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা

হইবে না; আপনাকে আমার সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। আপনি আমাকে এই একমাত্র অভীষ্টবর প্রদান করুন।”

তখন মদ্ররাজ কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার প্রার্থনাবাক্যে সম্মত হইলাম; এক্ষণে বল, আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে?” দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে মাতুল! আমার অভিলাষসকল সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই।” তখন মদ্ররাজ কহিলেন, “হে দুর্য্যোধন! তুমি এক্ষণে স্বনগরে প্রতিগমন কর; রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই অভিলাষে আমি মৎস্যদেশে গমন করিতেছি, তাঁহাকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব।” দুর্য্যোধন কহিলেন, “আপনি পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া অনতিবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিবেন, আমরা আপনারই অধীন, আপনি আমাদিগকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না।” শল্য কহিলেন, “আমি সত্বরেই আগমন করিব, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি নিজ রাজধানীতে প্রতিগমন কর।” এই বলিয়া তিনি দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিলে রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর শল্যরাজ পাণ্ডবগণকে এই ব্যাপার অবগত করিবার নিমিত্ত মৎস্যদেশে গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণবধে শল্যের যুধিষ্ঠির সাহায্যে প্রতিজ্ঞা

পরে মদ্ররাজ শল্য মৎস্যদেশে সমুপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে প্রবেশপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পাণ্ডবেরা বিধানানুসারে তাঁহাকে, পাদ্য, অর্ঘ্য ও গো প্রদান করিলে তিনি তাহা স্বীকার করিয়া পরমপ্রীতমনে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব আসনে আসীন হইলে তিনি তখন আসন গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আপনি ত' কুশলে আছেন? আপনি ভ্রাতৃগণ ও প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনীর সহিত দুঃসহ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে নিতান্ত দুষ্কর কর্ম্মসকল সংসাধন করিয়া এক্ষণে যে তাহা হইতে নির্ব্বিঘ্নে বির্নিমুক্ত হইয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তির কদাচ সুখসম্ভোগ হয় না, সে কেবল প্রতিনিয়তই দুঃখভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই দুঃখের সময় অতীত হইয়াছে, আপনি শত্রুসকল সংহার করিয়া পুনরায় সুখসম্ভোগ করুন।

“আপনি লোকতন্ত্রের বিষয়সকল বিলক্ষণ অবগত আছেন, আপনি কদাচ লোভের বশীভূত হন না; পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের অনুসরণ করিয়া দান, সত্য ও তপস্যায় মনোনিবেশ করুন। ক্ষমা, দম, অহিংসা ও লোকাতীত বিষয়সমুদয় আপনাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনি শান্তস্বভাব, বদান্য, ব্রহ্মপরায়ণ ও ধার্মিক; লোকসাক্ষিক ধর্মসকল আপনার অবিদিত নাই। আপনি এই জগতের ভাবসকল সম্যক অবগত আছেন। আজি সৌভাগ্যবশতঃ তাদৃশ দুর্ব্বিষহ ক্লেশপরম্পরা হইতে বির্নিমুক্ত হইয়াছেন; আর আমরাও ভাগ্যক্রমে পুনরায় আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম।” এই বলিয়া তিনি পথিমধ্যে দুর্য্যোধনসমাগম, তৎকৃত শুশ্রূষা ও আপনার বরদানবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন।

তখন ধর্মরাজ পাণ্ডুতনয় প্রফুল্লমনে কহিলেন, “হে মাতুল! আপনি দুর্য্যোধনের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আমার মুখাপেক্ষায় আপনাকে একটি

অকার্য্যসংসাধন করিতে হইবে; তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি যুদ্ধে বাসুদেবসদৃশ। যখন কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তৎকালে আপনি কর্ণের সারথ্যস্বীকার করিয়া আমাদিগের হিতোদেশে অর্জ্জুনকে রক্ষা ও কর্ণের তেজঃসংহার করিবেন। হে তাত! ইহা অকার্য্য হইলেও আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাকে অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে।"

মদ্ররাজ কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! আপনার মঙ্গল হউক; যুদ্ধে মহাবীর কর্ণের তেজঃসংহারার্থ যাহা কহিলেন আমি তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিয়া অবশ্যই উহা সম্পাদনা করিব। তিনি আমাকে সমরে বাসুদেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন; অতএব আমি সত্য কহিতেছি, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাঁহাকে অবশ্যই অহিত ও প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করিব। তিনি তাহাতে অবশ্যই হৃতদর্প ও হৃততেজঃ হইবেন; তখন আপনারা তাঁহাকে অনায়াসে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। সাধ্যানুসারে আমা হইতে আপনার যেসকল প্রিয়কার্য্যের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে আমি অণুমাত্রও ত্রুটি করিব না। আপনি দ্রৌপদীর সহিত দ্যূতে পরাজিত হইয়া কর্ণকৃত সমস্ত পরুষবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছেন এবং দ্রুপদনন্দিনী দময়ন্তীর ন্যায় দুষ্ট জটাসুর ও কীচক হইতে যে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল ক্লেশ সুখে পরিণত হইবে। আপনি কদাচ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না; এই সংসারে সকলই দৈবায়ত্ত। কি দুরাত্মা, কি মহাত্মা—সকলকেই দুঃখভোগ করিতে হয়; অধিক কি, দেবগণও সময়ক্রমে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্র শচীদেবীর সহিত সাতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন।"

৮ম অধ্যায়

সশচী-ইন্দ্রদুঃখশ্রবণে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে রাজন! দেবরাজ ইন্দ্র ভার্য্যাসমভিব্যাহারে কিরূপে দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

শল্য কহিলেন, "হে ধর্মরাজ! সুররাজ ইন্দ্র যেরূপে ভার্য্যাসমভিব্যাহারে দারুণ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, সেই পুরাণবৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে দেবশ্রেষ্ঠ মহাতপঃ ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্টসাধনের নিমিত্ত এক ত্রিশিরা পুত্র উৎপাদন করেন। ত্রিশিরা একবদনে বেদাধ্যয়ন ও অন্যবদনে সুরাপান করিতেন। তাঁহার আর একটি বদন অবলোকন করিলে বোধ হইত যেন, তিনি ঐ বদনে সমুদয় দিগবিদিক গ্রাস করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন। মহামতি ত্রিশিরা ইন্দ্রপদগ্রহণমানসে নিতান্ত শান্ত ও অতিশয় দান্ত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

"সুররাজ শতক্রতু ত্বষ্টৃতনয়ের ধর্ম্মপরতা, তপোনিষ্ঠা ও সত্যানুষ্ঠানসন্দর্শনে স্বীয় ইন্দ্রত্বপদের লোপাশঙ্কায় যৎপরোনাস্তি বিষন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে কিরূপে ত্রিশিরাকে তপানুষ্ঠান হইতে বিরত করিয়া ভোগে আসক্ত করিব? ঐ ব্যক্তি ক্রমে

ক্রমে তপঃপ্রভাবে অনায়াসে সমুদয় ভুবন গ্রাস করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

ইন্দ্রকর্ত্তৃক ত্বষ্টৃপুত্রী ত্রিশিরার তপোভঙ্গ প্রয়াস

“ধীমান্য পুরন্দর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে অপ্সরাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “হে বারাঙ্গনাগণ! তোমরা সত্বর শৃঙ্গারবেশ ধারণপূর্ব্বক ত্বষ্টৃনন্দনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া হাবভাব ও লাবণ্যদ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া ভোগে আসক্ত কর। আমি তাহার তপঃপ্রভাবে নিতান্ত ভীত হইয়াছি; আমার অন্তরাত্মা সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। তোমরা সত্বর আমার এই মহদভয় বিনাশ কর।”

“অপ্সরাগণ কহিল, “হে সুররাজ! আমরা যথাযোগ্য যত্নসহকারে তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া আপনার ভয় বিনাশ করিতে চেষ্টা করিব। ঐ তপোধন যুবা, স্বীয় নয়নদ্বারা সমুদয় জগৎ দগ্ধপ্রায় করিতেছেন; আমরা সকলে একত্র হইয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রলোভনদ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া আপনার ভয় নিবারণ করিব।”

“অনন্তর অপ্সরাগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে ত্রিশিরার নিকট গমনপূর্ব্বক প্রত্যহ হাবভাব ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মহানুভব তুষ্টনন্দন ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক পূর্ণসাগরের ন্যায় গভীরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন; সেই সমুদয় সুরবারাঙ্গনাকে [স্বর্গবেত্যা] অবলোকন করিয়াও অণুমাত্র প্রহৃষ্ট বা বিচলিত হইলেন না। অপ্সরাগণ যখন যথাসাধ্য যত্নসহকারেও তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে সমর্থ হইল। না, তখন পুনরায় শক্রসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ‘সুররাজ! সেই তপোধন যুবাকে ধৈর্য্যচ্যুত করা দুঃসাধ্য। আমরা অশেষ প্রকার কৌশলেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলাম না; এক্ষণে আপনি উপায়ান্তর অবলম্বন করুন।”

ত্রিশিরার বধার্থ নিক্ষিপ্ত বজ্রের বিফলতা

“সুররাজ অপ্সরাদিগের বাক্যশ্রবণানন্তর যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া ত্রিশিরার বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া স্থির করিলেন যে, “উহার উপরে বজ্র প্রহার করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে বলবান ব্যক্তিও দুর্ব্বল শক্রকে কদাচ উপেক্ষা করিবেন না।” দেবরাজ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ত্রিশিরার উপর অগ্নিসদৃশ ঘোরতর বজ্রপ্রহার করিলেন। তুষ্টনন্দন বজ্রাঘাতে নিহত হইয়া ভগ্নপর্ব্বতশিখরের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার তেজের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। অশনিপ্রহারে নিহত হইলেও তাঁহাকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডলসকল কিছুমাত্র মলিন হইল না। সুররাজ পুরন্দর তাঁহার তেজঃপ্রভাবসন্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও অস্বস্থ হইয়া মনে মনে ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন সূত্রধর পরশু স্কন্ধে করিয়া সেই বনে সমুপস্থিত হইল। সুররাজ তাহাকে দেখিবামাত্র অঙ্গুলিদ্বারা ত্রিশিরাকে প্রদর্শন করাইয়া কহিলেন, “সূত্রধর! সত্বর ইহার মস্তকচ্ছেদন কর।”

“সূত্রধর কহিল, “এই ব্যক্তির স্কন্ধাদেশ সাতিশয় বিপুল; আমার পরশুদ্বারা উহা ছেদন করা দুঃসাধ্য; বিশেষতঃ আমি এই সাধুবিগর্হিত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্ত অসম্মত।”

"ইন্দ্র কহিলেন, "তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি শীঘ্র আমার বচনানুরূপ কার্য্য কর; আমার প্রসাদে তোমার অস্ত্র বজ্রকল্প হইবে।"

"সূত্রধর কহিল, আপনি কে, কি নিমিত্তই বা এই নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যথার্থ করিয়া বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

"ইন্দ্র কহিলেন, "আমি দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সত্বর আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।"

"সূত্রধর কহিল, "হে সুররাজ! আপনি এই ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? আর এই ঋষিকুমারের নিধনজনিত ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে কি নিমিত্তই বা ভীত হন না?"

"ইন্দ্র কহিলেন, "আমি এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত পরে অতি কঠোর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব। এই মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুরুষ আমার পরম শত্রু; আমি বজ্রাঘাতে ইহাকে সংহার করিয়াছি, তথাপি আমার শঙ্কা দূর হয় নাই, ইহার তেজঃপ্রভাবে নিতান্তই ভীত হইতেছি, অতএব তুমি সত্বরে ইহার শিরশ্ছেদন করিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর। আমি বরপ্রদান করিতেছি যে, অদ্যাবধি মানবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে তোমাকে যজ্ঞভাগাস্বরূপ পশুমস্তক প্রদান করিবে।"

ইন্দ্রাদেশে সূত্রধরকর্ত্তৃক ত্রিশিরার শিরচ্ছেদ

"তখন সূত্রধর ইন্দ্রের বচনানুসারে কুঠারদ্বারা ত্রিশিরার মস্তকত্রয় ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ তন্মধ্য হইতে কপিঞ্জল, তিত্তির ও কলবিঙ্ক, এই তিন প্রকার পক্ষী নিষ্ক্রান্ত হইল। মহাতেজাঃ ত্রিশিরা যে মুখে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইতে কপিঞ্জলসকল বহির্গত হইতে লাগিল; তাঁহার যে মুখ দেখিলে বোধ হইত যে, যেন তিনি ঐ বদনদ্বারা সমুদয় দিগবিদিক গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই মুখ হইতে তিত্তিরসমুদয় বিনির্গত হইল এবং তিনি যে মুখে সুরা পান করিতেন, তাহা হইতে কলবিঙ্কসকল নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সুররাজ ইন্দ্র আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া হৃষ্টচিত্তে সুরলোকে গমন করিলেন, সূত্রধরও স্বগৃহে প্রতিগমন করিল।

"এ দিকে প্রজাপতি তুষ্ট ইন্দ্রকর্ত্তৃক স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রোষকষায়িতলোচনে কহিতে লাগিলেন, "আমার পুত্র ক্ষমাশীল, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যানুষ্ঠান করিতেছিল, দুরাত্মা পুরন্দর বিনা অপরাধে তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছে। আমি এই অপরাধে তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত বৃত্রকে উৎপাদন করিব। এক্ষণে সমুদয় লোক ও সেই দুরাত্মা শতক্রতু আমার তপঃপ্রভাব অবলোকন করুক।" ত্বষ্টা এই কথা বলিয়া ক্রোধাভরে আচমনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া বৃত্রকে উৎপাদন করিলেন এবং কহিলেন, "হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি আমার তপঃপ্রভাবে বর্দ্ধিত হও"। প্রজাপতি ত্বষ্টা এই কথা কহিবামাত্র সুয্যাগ্নিসন্নিভ বৃত্রের কলেবর আকাশ ভেদ করিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন সে প্রজাপতিকে কহিল, "মহাশয় আজ্ঞা করুন, কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে?" ত্বষ্টা কহিলেন, "তুমি সুরলোকে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে সংহার কর।"

ত্বষ্টার উৎপাদিত বৃত্রাসুরসহ ইন্দ্রের যুদ্ধ

"প্রলয়কালসমুদিতদিবাকরসন্নিভ মহাপ্রভাবশালী বৃত্র ত্বষ্টার আজ্ঞানুসারে সত্বর সুরপুরে গমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল; পরিশেষে ক্রোধাভরে সুররাজকে আক্রমণপূর্ব্বক স্বীয় বক্তমধ্যে নিক্ষেপ করিল দেখিয়া দেবগণ সসম্ভ্রমে বৃত্রবিনাশার্থ জৃম্ভিকাস্ত্র [যাহাদ্বারা প্রহৃত ব্যক্তি কেবল হাই তোলে] পরিত্যাগ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বৃত্র জৃম্ভিকাস্ত্র-প্রভাবে মুখবাদানপূর্ব্বক জৃম্ভণ [হাই ত্যাগ] করিবামাত্র দেবরাজ স্বীয় শরীরসঙ্কোচনপূর্ব্বক সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সুরগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। হে মহারাজ! জৃম্ভা সেই অবধি লোকের প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়া রহিল।

"অনন্তর বৃত্র ও বাসবের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়েই রোষাভরে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে মহাবলপরাক্রান্ত বৃত্র ত্বষ্টার তপঃপ্রভাবে সমরাঙ্গনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া সুররাজ সাতিশয় ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তখন দেবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ত্বষ্টার তেজে বিমোহিত হইয়া মুনিগণসমভিব্যাহারে মন্দরপর্ব্বতের শিখরদেশে ইন্দ্রের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বৃত্রের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিয়া মনে মনে মহাত্মা বিষ্ণুর শরণ গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইলেন।"

৯ম অধ্যায়

বৃত্রবধার্থ ইন্দ্রসহ দেবগণের বিষ্ণুস্তব

"ইন্দ্র কহিলেন, "হে দেবগণ! বৃত্রাসুরের দৌরাত্ম্যে এই জগতীতলস্থ সমস্ত লোক নিতান্ত পরিপীড়িত হইয়াছে; কিন্তু আমার এমন কিছুই নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হই। পূর্ব্বে আমার সামর্থ্য ছিল, সম্প্রতি অসমর্থ হইয়াছি; কি প্রকারে তোমাদিগের উপকার করিব? অতি দুর্দ্ধর্ষ, তেজস্বী ও সংগ্রামে অপরিমিত পরাক্রমশালী মহাত্মা বৃত্রাসুর সুরাসুর নরশালী [দেব, দানব ও মানুষ পরিপূর্ণ] ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; এই নিমিত্ত স্থির করিয়াছি যে, বিষ্ণুলোকে গমনপূর্ব্বক মহাত্মা বিষ্ণুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া ঐ দুরাত্মার বধোপায় অবধারণ করিব।"

"মেঘবানের [ইন্দ্র] বাক্যাবসানে বৃত্রাসুরভয়বিহ্বল দেব ও ঋষিগণ পরমশরণ্য বিষ্ণুদেবের শরণাপন্ন হইয়া সত্ব করিতে লাগিলেন, 'হে অমরোত্তম! তুমি পূর্ব্বে ত্রিবিক্রমপ্রভাবে লোকত্রয় আক্রমণ, অমৃত আহরণ ও অসুরগণ সংহার করিয়াছ; তুমি দৈত্যরাজ বলিকে বন্ধন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সুররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছ; তুমি সমস্ত দেবগণের প্রভু ও চরাচরের অধীশ্বর; দেব ও মহাদেব এবং সকল লোকের নমস্য; এক্ষণে আমাদিগকে বৃত্রভয় হইতে পরিত্রাণ কর। হে অসুরসূদন! সেই দুরাত্মা সমুদয় জগৎ আক্রমণ করিয়াছে।"

দেবগণস্তবে তুষ্ট বিষ্ণুকর্ত্তৃক বৃত্রবধোপায়নির্ণয়

"বিষ্ণু কহিলেন, "হে দেবগণ! তোমাদের হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব যে উপায়ে ঐ দুরাত্মা নিহত হইবে, শ্রবণ কর। তোমরা সকলে গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণসমভিব্যাহারে বিশ্বরূপী বৃত্রাসুরের আলয়ে গমন করিয়া সামোপায় প্রয়োগ কর। আমি অদৃশ্যরূপে আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্রে প্রবিষ্ট হইব। আমার তেজে দেবরাজের অবশ্যই জয়লাভ হইবে; অতএব তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া বৃত্রাসুরের সহিত সন্ধিসংস্থাপন কর।"

"ইন্দ্রাদি দেবগণ গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণের সহিত বিষ্ণুর বাক্যানুসারে বৃত্রাসুরের আলয়ে গমন করিয়া দেখিলেন মহাতেজঃ বৃত্রাসুর চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজে দশদিক সন্তাপিত ও লোকত্রয়কবলিত করিতেছে।

"অনন্তর ঋষিগণ তাহার সন্নিহিত হইয়া প্রিয়বাক্য কহিলেন, 'হে দুর্জয়! তোমার তেজে সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত ও সন্তপ্ত হইতেছে এবং বাসবের সহিত যুদ্ধ করিতে অতি দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; তথাপি তাঁহাকে পরাজিত করিতেও সমর্থ হও নাই; এক্ষণে কেবল দেবাসুর, মানুষপ্রকৃতি প্রজাগণ নির্ভর [নিরতিশয়] নিপীড়িত হইতেছে; অতএব সুররাজের সহিত চিরকালের নিমিত্ত সন্ধিবন্ধন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে তুমি পরমসুখে সনাতন শক্রলোক অধিকার করিতে পরিবে।"

"মহাবল বৃত্র ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "হে মহাভাগগণ! তেজস্বিদ্বয়ের পরস্পর সখ্যসংস্থাপন নিতান্ত অসম্ভব, আমরা উভয়েই তেজস্বী; সুতরাং কি প্রকারে আমার সহিত ইন্দ্রের সন্ধিসংস্থাপন হইবে?"

"ঋষিগণ কহিলেন, "সাধুগণের সহিত অন্ততঃ একবারও মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ যাহা ভবিতব্য, তাহাই হইবে; সাধুসমাগম পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। ধীর ব্যক্তি অর্থকৃচ্ছ্র-সময়ে সাধুসঙ্গকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ সৎপুরুষ-সহবাস মহামূল্য রত্নস্বরূপ, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সাধুগণের হিংসা করেন না। দেবরাজ ইন্দ্র মনীষিগণের মাননীয়, মহাত্মাদিগের আশ্রয়, সত্যবাদী, অনিন্দনীয়, ধর্মজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী; অতএব তাঁহার সহিত তোমার স্থিরতর সন্ধিসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য, তুমি এ বিষয়ে বিশ্বস্ত হও; তোমার বুদ্ধি যেন অন্যথাভূত না হয়।"

"মহাদ্যুতি বৃত্রাসুর মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, "হে দ্বিজগণ! আপনারা আমার মাননীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার নিকটে যদি এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে, তাহারা শুষ্ক বা আদ্র বস্তু, প্রস্তর বা কাষ্ঠ, অস্ত্র বা শস্ত্রদ্বারা দিবাভাগে কিংবা রাত্রিকালে আমাকে বধ করিবেন না, তাহা হইলে আমি আপনাদের বাক্য রক্ষা করি।" ঋষিরা "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন বৃত্রাসুর অসীমহর্ষসাগরে নিমগ্ন হইল।

ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুরবধ

"এ দিকে পুরন্দর সন্ধিসংঘটনে আহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্তে বৃত্রাসুরের বধোপায় চিন্তা ও তাহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা নিদারুণ মুহূর্ত্তসমন্বিত সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ঐ মহাসুরকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন, এই ভীষণ সন্ধ্যাকালে দিবাও নয়, রজনীও নয়, এই সময় আমার সর্ব্বস্বাপহারী বৃত্রাসুরকে

নিহত করিলে ঋষিগণদত্ত বরের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না; কিন্তু আজি উহাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক সংহার না করিলে কোনক্রমে আমার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" দেবরাজ এইরূপ মনে করিয়া ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সমুদ্র-সলিলোপরি পর্ব্বতোপম ফেনরাশি নয়নগোচর করিয়া বিবেচনা করিলেন, "এই ফেনরাশি শুষ্ক, আদ্র বা শস্ত্র নয়; ইহা নিক্ষেপ করিলে ক্ষণমাত্রেই ইহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" অনন্তর সবজ্র ফেনরাশি বৃত্রাসুরের উপর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ভগবান বিষ্ণু তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিলেন।

"বৃত্রাসুর বিনিষ্ট হইলে দিকসকল প্রসন্ন হইয়া উঠিল, সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রজাসকল পরম আহ্লাদিত হইল; দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, ভুজগ ও ঋষিগণ দেবরাজের নানাবিধ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ দেবরাজ এইরূপে সর্ব্বপ্রাণীকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া সকলকে সাত্ত্বনাপূর্ব্বক দেবগণসমভিব্যাহারে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে পূজা করিলেন।

ব্রহ্মহত্যা-পাপলিপ্ত ইন্দ্রের নিরুদ্দেশ

"দেবরাজ ইতিপূর্ব্বে ত্রিশিরাকে বিনিষ্ট করিয়া ব্রহ্মগত্যাজনিত পাতকে বিলিপ্ত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি আবার মিথ্যায় অভিভূত হইয়া নিতান্ত দুর্মনায়মান হইলেন। তিনি স্বকৃত পাপসমূহে হতচেতন হইয়া জগতের প্রান্তবর্ত্তী সলিল মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বিচেষ্টমান ভুজঙ্গের ন্যায় অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মহত্যাভয়াভিভূত দেবরাজ ইন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলে এই সমস্ত মেদিনীমণ্ডল বিনষ্টপ্রায় এবং কাননসকল শুষ্ক ও তরুবিহীন হইয়া উঠিল; স্রোতস্বতীর প্রবলপ্রবাহ একেবারে রুদ্ধ হইল; জলাশয়সকল সলিলশূন্য হইতে লাগিল; প্রাণীগণ অনাবৃষ্টিনিবন্ধন সংক্ষোভিত এবং সমুদয় জগৎ অরাজক ও উপদ্রবে পরিপূর্ণ হইল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও ঋষিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া, কোন ব্যক্তি রাজা হইবে, এই শঙ্কা করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজের অভাবে সেই দেবরাজ তাহাদিগের পক্ষে কোনক্রমেই সুখকর বোধ হইল না।"

১০ম অধ্যায়
ঋষিগণকর্ত্তৃক নহুষের ইন্দ্ররাজ্যে অভিষেক

"অনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃগণ অতি তেজস্বী, যশস্বী এবং পরমধার্মিক নহুষরাজকে দেবরাজ্যে অভিষেক করিবার পরামর্শ করিয়া সকলে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে নরনাথ! আপনি দেবরাজ্যের ভার গ্রহণ করুন।"

"নহুষ কহিলেন, "বলবান ব্যক্তিরই রাজ্যভার গ্রহণ করা উচিত; দেবরাজ ইন্দ্র মহাবলপরাক্রান্ত, আমি নিতান্ত দুর্ব্বল, আপনাদিগের প্রতিপালনে অসমর্থ।" তখন ঋষিপ্রমুখ দেবগণ কহিলেন, "মহারাজ! আমরা সাতিশয় ভীত হইয়াছি; আপনি আমাদিগের তপোবল আশ্রয় করিয়া সুরলোকের অধিরাজ হউন। আপনি দর্শনমাত্র দেব, দানব, যক্ষ, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য ভূতগণের তেজঃ হরণ করিয়া অপ্রতিহতবলসম্পন্ন

হইবেন; আপনি ধর্ম্মানুসারে সর্ব্বলোকের উপর আধিপত্য করুন এবং ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হউন।” অনন্তর রাজা নহুষ সুররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সকল লোকের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজা সুদুর্লভ বর ও অসুলভ ত্রিদিবরাজ্য [স্বর্গরাজ্য] অধিকার করিয়া স্বাভিলাষ চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন দেবোদ্যানে, কখন নন্দনবনে, কখন কৈলাসে, কখন হিমালয়ে, কখন শ্বেতাচলে, কখন মন্দরে, কখন মহেন্দ্রে, কখন সহ্যে, কখন মালয়ে, কখন সাগরে, কখন বা সরোবরে অপ্সরা ও দেবকন্যা সমভিব্যাহারে ক্রীড়া কৌতুকে কালব্যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন শ্রবণমনোরম বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত, কখন বা বাদিত্রসহকৃত [বাদ্য] বিশুদ্ধতানিলয়সংযুক্ত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন। বিশ্বাবসু, নারদ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এবং মূর্ত্তিমান ছয় ঋতু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। শীতল সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নহুষের শচীকে মহিষীরূপে পাইবার ইচ্ছা

“এইরূপে অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর একদা দুরাত্মা নহুষ ইন্দ্রমহিষী শচীদেবীকে নয়নগোচর করিয়া কহিল, “হে সভাসদগণ! আমি ইন্দ্র; দেবলোক ও নরলোকের অধীশ্বর হইয়াছি; অতএব শচী কি নিমিত্ত আমার সেবা করেন না? আজি অবিলম্বে আমার নিকট তাহাকে আগমন করিতে হইবে।” “ইন্দ্রমহিষী নহুষবাক্যশ্রবণে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! আমি আপনার শরণাগত; দুরাত্মা নহুষ আমার ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; এক্ষণে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, “তুমি দেবরাজের দয়িতা, অত্যন্ত সুখভাগিনী, একপতিক ও পতিব্রতা; তোমাকে কদাচ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; তুমি স্বামীর পূর্ব্বেই লোকান্তর গমন করিবে”, এক্ষণে আপনার এই সকল বাক্য যেন সত্য হয়।”

“বৃহস্পতি কহিলেন, “দেবি! আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; তুমি অচিরকালমধ্যেই দেবরাজের সাক্ষাৎকারলাভ করিবে; নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই।” ইন্দ্রাণী বৃহস্পতির শরণাগত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা নহুষ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।”

১১তম অধ্যায়
শচী আনয়নে নহুষের নির্ব্বন্ধ

"তখন দেবগণ ও ঋষিগণ নহুষকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, 'সুররাজ! ক্রোধ পরিহার করুন; আপনি ক্রোধান্বিত হওয়াতে সুরাসুর-গন্ধর্ব-কিন্নর-মহোরগ-সমবেত সমুদয় জগৎ ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছে। হে সুরেশ্বর! প্রসন্ন হইয়া রোষাবেগ সংবরণ করুন; ভবদ্বিধ [আপনাদের মত] সজনগণ কদাপি ক্রোধের বশীভূত হয়েন না। শচী পরপত্নী; অতএব আপনি পরদারাভিমর্ষণ [পরনারীগ্রহণ] হইতে নিবৃত্ত হউন, আপনি দেবগণের অধীশ্বর; ধর্ম্মানুসারে প্রজাপলনে মনোনিবেশ করুন।"

"সুররাজ নহুষ কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সুরগণের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "হে দেবগণ! তোমাদের পূর্ব্বাধিপতি পুরন্দর পূর্ব্বে ঋষিপত্নী অহল্যার পতি বর্ত্তমানেও সতীত্বভঙ্গপ্রভৃতি বহুবিধ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তোমরা তৎকালে কি নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত কর নাই? যাহা হউক, এক্ষণে যদি ইন্দ্রাণী আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদীয় মনোভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহা হইলেই তাহার ও তোমাদিগের শ্রেয়েলাভ হইবে।" দেবগণ নহুষের নির্ব্বদ্ধতিশয়সন্দর্শনে কহিলেন, 'সুররাজ! ক্রোধসংবরণপূর্ব্বক প্রসন্ন হউন। আমরা আপনার ইচ্ছানুসারে অবশ্যই ইন্দ্রাণীকে আনয়ন করিব।" অমরগণ নহুষকে এই কথা কহিয়া ঋষিগণসমভিব্যাহারে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রাণীকে এই অশুভ সংবাদ কহিবার নিমিত্ত গান করিলেন; অনন্তর বৃহস্পতিভবনে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে সুরাচার্য্য! ইন্দ্রাণী যে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং আপনিও যে তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া নহুষকে ইন্দ্রাণী প্রদান করুন; দেবরাজ নহুষ শক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব এই বরবর্ণিনী ইন্দ্রাণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করুন।"

"পতিপরায়ণা শচী দেবগণের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, 'হে দেবর্ষিসত্তম! আমি নহুষকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করি না; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি আমাকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।"

শচীর সতীত্বরক্ষণে বৃহস্পতির অভয়দান

"বৃহস্পতি কহিলেন, "হে সত্যশীলে! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন আমি নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা করিব। আমি ধর্ম্মভীরু, সত্যশীল ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে এই অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব?" মহাত্মা সুরাচার্য্য শচীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদানানন্তর সুরসমুদয়কে কহিলেন, "দেবগণ! তোমরা স্বস্ব স্থানে প্রস্থান কর; আমি ইন্দ্রাণীকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। পূর্ব্বকালে ভগবান ব্রহ্মা শরণাগতপরিত্যাগবিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ভীত ও শরণাপন্নকে শত্রুহস্তে প্রত্যার্পণ করে, তাহার

ভাগ্যে বীজ যথাকলে অঙ্কুরিত হয় না; পর্জ্জন্য তাহাকে যথাসময়ে বারিপ্রদান করে না; সে স্বয়ং শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলে কেহই তাহার শরণ্য হয় না; তাহার অন্নভোজন করা বৃথা; সে বিশেষ যত্ন করিলেও অচেতন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়; দেবগণ তদত্ত হাব্য গ্রহণ করেন না; তাহার প্রজাগণ অল্পকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও পিতৃগণ সতত বিবাদ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন। হে সুরগণ! আমি উক্ত বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়া কিরূপে লোকবিশ্রুতা শক্রমহিষী শচীকে পরিত্যাগ করিব? অতএব এক্ষণে যাহাতে ইহার ও আমার হিতসাধন হয়, তোমরা তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান হও।”

“তখন দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া কহিলেন, “হে সুরাচার্য্য! এক্ষণে কিরূপে সকলের শ্রেয়োলাভ হইবে, আপনি এই বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান করুন।”

শচীর নহুষসন্নিধানে গমন

“বৃহস্পতি কহিলেন, “হে সুরগণ! এক্ষণে ইন্দ্রাণী নহুষসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক “কিয়ৎকাল পরে আপনাকে বরণ করিব।” বলিয়া প্রার্থনা করুন; তাহা হইলেই আমাদিগের সকলেরই শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। কাল বহুবিঘ্নকর; অতএব কালক্রমে বরগর্ব্বিত দুরাত্মা নহুষেরও কোন বিঘ্ন হইতে পারে; তাহা হইলে আমরা এই দুরবস্থা হইতে অনায়াসে বিমুক্ত হইতে পারি।”

“দেবগণ বৃহস্পতিবাক্যশ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, ‘মহাশয়! উত্তম কহিয়াছেন; ইহাতে সমুদয় দেবগণেরই হিতলাভের সম্ভাবনা। এক্ষণে ইন্দ্রাণীকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য।’ এই স্থির করিয়া লোকহিতৈষী অগ্নিপ্রমুখ সুরগণ শচীকে কহিলেন, “হে দেবি! আপনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ ধারণ করিতেছেন; একবার অনুগ্রহ করিয়া নহুষের নিকট গমন করুন। আপনি পতিব্রতা; দুরাত্মা নহুষ যখন আপনাকে কামনা করিয়াছে, তখন সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে এবং শক্রও সত্বর সুররাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।”

“তখন পতিপরায়ণা ইন্দ্রাণী দেবগণের বাক্যে স্বকার্য্যসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া লজ্জানম্রমুখে ভীষণদর্শন নহুষের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। সেই রূপযৌবনবতী ইন্দ্রমহিষীকে অবলোকন করিয়া কামশরবিমোহিত দুরাত্মা নহুষের আনন্দের আর পরিসীমা রইল না।”

১২তম অধ্যায়
বৃহস্পতির উপদিষ্ট সময় প্রার্থনা

ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র; তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর।” পতিপরায়ণা দেবী নহুষের বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বলা হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ভীষণদর্শন সুররাজ নহুষকে কহিলেন, “হে সুররাজ! আমি আপনার নিকট কিঞ্চিৎকাল অবকাশ প্রার্থনা করি; কারণ, ইন্দ্র কোথায় গমন করিয়াছেন ও তাঁহার কি হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই; অতএব ঐ সময়মধ্যে

ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিব; যদি তাঁহার কোন সংবাদ না পাই, সত্য কহিতেছি, আমি অবশ্যই আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব।”

“রাজা নহুষ ইন্দ্রাণীর এইরূপ আপাতমনোরম বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগন হইলেন এবং কহিলেন, অয়ি নিতম্বিনি! হানি কি? তুমি যে কথা বলিলে, তাহাতে কোনক্রমেই আমার অসম্মতি নাই। আমি তোমার সত্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম, তুমি ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া আইস।”

বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্রের অশ্বমেধানুষ্ঠান

“যশস্বিনী ইন্দ্রাণী বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃহস্পতি ভবনে গমন করিলেন। অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া উদ্বিগ্নমনে দেবদেব বিষ্ণুর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে দেবেশ! আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জগতের প্রভু, আমাদিগের একমাত্র গতি এবং সর্ব্বভূতের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৃত্রাসুর আপনারই বীর্য্যে নিহত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন; অতএব, কিরূপে তাঁহার মুক্তি হইবে, তাহার উপায় বিধান করুন।”

“ভগবান বিষ্ণু দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে সুরগণ! পাকশাসন আমার উদ্দেশে পবিত্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরায় ইন্দ্রত্বলাভ করিতে পরিবেন এবং দুর্ম্মতি নহুষ স্বকৃত দুষ্কর্মের নিমিত্ত অচিরকালমধ্যেই বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা কিছু কালের নিমিত্ত সাবধান হইয়া অবস্থান কর।”

“দেবগণ অমৃতবর্ষিণী পরমহিতৈষিণী বিষ্ণুবাণী শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন পাকশাসন পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার মানসে অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞসমাপনপূর্ব্বক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পৃথিবী ও স্ত্রীজাতিতে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিভক্ত করিয়া রাখিলেন।

সতীত্বরক্ষার্থ শচীর ইন্দ্র উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

“সুররাজ এইরূপে পাপবিমুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ লাভ করিলেন, কিন্তু তেজোনিহন্তা [তেজের অপহর্ত্তা-তেজোহানিকর] বরদান-দুঃসহ নহুষকে স্বপদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন এবং সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া কালপ্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পতিপরায়ণা শচী স্বামীর আদর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া, “হা নাথ! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে?” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, “হে ধর্ম্ম! যদি আমি কখনও দান করিয়া থাকি, যদি কখনও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, যদি কখনও গুরুজনকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকি এবং যদি কখনও সত্যে আমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে যেন কদাচ আমার সতীত্ব বিনষ্ট না হয়। ভগবতি যামিনি! তুমি অতি পবিত্র ও উত্তরায়ণপ্রস্থিত; আমি তোমাকে নমস্কার করি, যেন আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।” এই বলিয়া নিশাদেবীর আরাধনা করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয়

অকপট পতিপরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা-প্রযুক্ত উপশ্রুতিত দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, ‘দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবরাজের নিকট লইয়া চল।’ ”

১৩তম অধ্যায়
শচীসমীপে সংবাদদাত্রী উপশ্রুতির উপস্থিতি

“অনন্তর উপশ্রুতি পতিব্রতা ইন্দ্রাণীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রাণী সেই রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেবী উপশ্রুতিকে সন্দর্শন করিয়া যথোচিত উপহারে অর্চ্চনাপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, “হে বরাননে! তুমি কে? তোমাকে জানিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।” উপশ্রুতি কহিলেন, “হে দেবি! আমি উপশ্রুতি, সত্যানুরাগবশতঃ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, তুমি একান্ত পতিপরায়ণা ও যমনিয়মসম্পন্না; তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর; আমি তোমাকে বৃত্রাসুরনিসূদন পুরন্দরকে প্রদর্শন করাইব।”

“অনন্তর ইন্দ্রমহিষী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ মহীধর ও রমণীয় দেবারণ্য অতিক্রম করিয়া হিমাচল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাহার উত্তরপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। পরে বহুযোজনাবিস্তীর্ণ অর্ণবসন্নিধানে উপনীত হইয়া পাদপরাজিবিরাজিত লতাজালমণ্ডিত মহাদ্বীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় চতুর্দ্দিকে শতযোজনবিস্তীর্ণ হংসসারসকুলমুখরিত এক রমণীয় সরোবর সন্দর্শন করিলেন। ঐ সরোবরে ষট্পদগণনিনাদিত পঞ্চবর্ণ সহস্র সহস্র দিব্যকমল বিকসিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে গৌরকান্তি উন্নতনাল এক নলিনী শোভা পাইতেছে।

উপশ্রুতিসাহায্যে শচীর ইন্দ্রদর্শন

“অনন্তর শচী উপশ্রুতিদেবীর সহিত পদ্মের মৃণালদণ্ড [পদ্মনাল] বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিসতন্তুর [মৃণালমধ্যগত সূত্র] অন্তর্গত সুররাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিলেন। তাঁহারা তথায় পুরন্দরকে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতে দেখিয়া আপনারাও তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন। পরে শচী ইন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বকর্ম্মের কথা উত্থাপন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “হে ইন্দ্রাণি! তুমি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, আর আমি যে এস্থানে অবস্থান করিতেছি, ইহাই বা কিরূপে অবগত হইলে?” শচী কহিলেন, “হে দেবরাজ! অহঙ্কারপরতন্ত্র মহাবলপরাক্রান্ত দুরাত্মা নহুষ ত্রিলোকের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া আমাকে কহিয়াছে, “তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর”; আমি তাহার সহিত এক সময় নিরূপণ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে সেই দুরাত্মা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। আমি এই নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব আপনি বিসতন্তু হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তেজঃপ্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ ও পুনরায় দেবরাজ্য শাসন করুন।’ ”

১৪তম অধ্যায়
শচী নির্দ্দেশে ঋষিবাহিত মানে নহুষের গমনাকাঙ্ক্ষা

"দেবরাজ ইন্দ্র শচীমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সত্যব্রতো! এক্ষণে বিক্রমপ্রকাশের অবসর নহে; রাজা নহুষ এক্ষণে আমা অপেক্ষা বলবান, ঋষিগণের হব্যাকব্যে [দেবতার উদ্দেশে দত্ত বস্তু হব, পিতৃগণের উদ্দেশে দত্ত দ্রব্য কাব্য] একান্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব আমি এই বিষয়ে এক সৎপরামর্শ প্রদান করিতেছি, তুমি অতি গোপনে তাহার অনুষ্ঠান কর, কদাচ কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। হে সুন্দরি! তুমি এক্ষণে নহুষসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিবে, 'হে মহারাজ! আপনি দিব্য ঋষিবাহ্য [ঋষিদ্বারা বাহিত] যানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাহা হইলেই আমি প্রীতমনে আপনার বশীভূত হইব।' "

"অনন্তর ইন্দ্রাণী জীবিতনাথের [স্বামী] আদেশানুসারে নহুষসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা নহুষ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্যমুখে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক কহিলেন, "অয়ি বরারোহে! বল, আমি তোমার কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে তুমি প্রীতমনে আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, কদাচ লজ্জাপরবশ হইও না, আমাকে বিশ্বাস কর, আমি সত্য কহিতেছি, তুমি যাহা কহিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদনা করিব।" ইন্দ্রাণী কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে আমার সহিত সময়-নির্দ্দেশ [সময় নির্দ্দেশে অনুমোদন] করিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব, কিন্তু আমি আপনার নিকট একটি মনোগত কথা ব্যক্ত করিতেছি, আপনি যদি তাহা সম্পাদন করেন, তাহা হইলে আমি আপনার মনোরথ সফল করিব।

" 'দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি নানাবিধ বাহন ছিল, কিন্তু আপনাকে এমন এক অপূর্ব্ব বাহন অবধারণ করিতে হইবে, যাহা ভগবান বিষ্ণু, রুদ্র, অসুর বা রাক্ষসগণ কেহই কখন অবলোকন করেন নাই; আপনি দর্শনমাত্র স্ববীর্য্যপ্রভাবে অন্যের তেজঃ অপহরণ করিতে পারেন; কেহই আপনার সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; অসুর ও দেবগণের অনুকরণ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য ; অতএব মহাভাগ মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া শিবিকাদ্বারা আপনাকে স্কন্ধে বহন করিলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

"তখন দেবরাজ নহুষ সাতিশয় হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে দেবি! আমি তোমারই অধীন; তুমি যাহা কহিলে, ইহা অপূর্ব্ব বাহন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণকে বাহন করা অল্পবলবীর্য্যশালী ব্যক্তির কার্য্য নহে; অতএব এ বিষয়ে আমারও বিলক্ষণ অভিলাষ আছে। আমি তপঃপরায়ণ ও ত্রিকালজ্ঞ; সমুদয় জগৎ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি রোষাপরবশ হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করিতে পারি; দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, উরাগ ও রাক্ষস কেহই আমার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না। আমি যাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করি, তাহারই তেজঃ সংহার করিয়া থাকি, অতএব তুমি যাহা কহিলে, আমি অবিলম্বেই তাহা সংসাধন করিব; সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ অবশ্যই আমাকে বহন করিবেন। হে দেবি! আজি তুমি আমার মাহাত্ম্য ও সমৃদ্ধি সন্দর্শন কর।"

ঋষিযানে কমমত্ত নহুষের শচীসমীপে যাত্রা

"এই বলিয়া বলমদমত্ত কামচারী দুরাত্মা নহুষ শচীকে বিদায় করিয়া নিয়মসম্পন্ন মহর্ষিগণকে বিমানে যোজন করিয়া আপনাকে বহন করাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ইন্দ্রাণী বৃহস্পতিসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "ভগবান! দেবরাজ নহুষ যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিল, তাহা আগতপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে আপনি অনতিবিলম্বে দেব পুরন্দরকে অনুসন্ধান করিয়া আমার প্রতি অনুকম্প প্রকাশ করুন।" তখন ভগবান বৃহস্পতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, "হে দেবি! দুরাত্মা নহুষ হইতে তোমার আর কোন আশঙ্কা নাই, যখন সেই অধার্মিক ঋষিগণদ্বারা আপনাকে বহন করাইতেছে, তখন তাঁহার বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে তাহার বধসাধনের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছি, তুমি ভীত হইও না; আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, তোমার মঙ্গল হউক।"

"অনন্তর বৃহস্পতি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি অগ্নিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে অনল! তুমি এক্ষণে সুররাজ ইন্দ্রকে অনুসন্ধান কর।" তখন হুতাশন অপূর্ব্ব স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন, এবং নিমেষমাত্রে দিক, বিদিক, পর্ব্বত, কানন, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক পুনরায় বৃহস্পতিসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! আমি দেবরাজকে কোন স্থানে অবলোকন করিলাম না; আমার সলিলপ্রবেশের ক্ষমতা নাই; এই নিমিত্ত কেবল তথায় তাহাকে অনুসন্ধান করিতে পারি নাই; এক্ষণে বলুন, আপনার আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে?" তখন দেবগুরু কহিলেন, "হে অনল! তোমাকে অবশ্যই সলিলপ্রবেশ করিতে হইবে।" অগ্নি কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! সলিল হইতে অনল, ব্রহ্ম হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ সমুদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অপ্রতিহত তেজঃ স্ব স্ব উদ্ভবক্ষেত্রেই প্রশান্ত হইয়া থাকে। অতএব আমি কদাচ সলিলমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না; তাহা হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইব। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।' "

১৫তম অধ্যায়
বৃহস্পতিকৃত যজ্ঞে অগ্নি-ইন্দ্র-সাক্ষাৎকার

"বৃহস্পতি কহিলেন, "হে অনল! তুমি সকল দেবতার মুখস্বরূপ তুমি হব্যবাহ [হাব্যবহনকারী-অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি হুতাশন বহন করিয়া লইয়া গিয়া দেবগণের মুখে পৌছাইয়া দেন]; তুমি সাক্ষীর ন্যায় সকল প্রাণীর অন্তরে গূঢ়রূপে বিচরণ কর। কবিগণ তোমাকেই একবিধ [বৈশ্বানর] ও ত্রিবিধ [গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়] বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হে হুতাশন! তোমা বিনা এই সমস্ত জগৎ ক্ষণমধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়; বিপ্রগণ তোমাকে নমস্কার করিয়া পুত্র-কলাত্রসমভিব্যাহারে স্বকর্মোপার্জিত শাশ্বত গতি লাভ করেন। তুমিই হব্যবাহ, তুমিই পরম হবিঃ, যজ্ঞিকেরা যজ্ঞদ্বারা তোমারই অর্চ্চনা করেন। হে হব্যবাহ! তুমি লোকত্রয় সৃষ্টি কর এবং কালক্রমে পুনরায় সমিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া থাক। হে পাবক! তুমিই নিখিল ভুবনের প্রসূতি এবং তোমাতেই সমুদয় জগৎ

বিলীন হয়। মনীষিগণ তোমাকেই জলধর ও বিদ্যুৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তোমা হইতে শিখাসকল বহির্গত হইয়া সমুদয় ভূতকে ধারণ করে। তোমাতেই সমুদয় জল ও সমুদয় জগৎ নিহিত হইয়া আছে। ত্রিলোকে কিছুই তোমার অবিদিত নাই। সকলেই স্বীয় জন্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে সলিলমধ্যে প্রবেশ কর; আমি তোমাকে সনাতন ব্রাহ্মমন্ত্রে পুনরায় বর্দ্ধিত করিব।" কবিপ্রধান হব্যবাহ বৃহস্পতিকর্ত্তৃক এইরূপ সংস্তুত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি সত্য কহিতেছি, পুরন্দরকে আপনার নয়নগোচর করিব।"

"অনন্তর যে স্থানে শতক্রতু প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ভগবান হুতাশন সলিলে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সমুদ্র ও পল্বল [অল্পজলযুক্ত জলাশয়] সকল অতিক্রম করিয়া সেই সরোবরে আগমন করিলেন; তথায় তিনি কমলদল অন্বেষণ করিয়া মৃণালতন্তুর অভ্যন্তরবর্ত্তী দেবরাজকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র বেগে প্রত্যাগত হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! দেবরাজ অণুমাত্র কলেবর ধারণ করিয়া বিসতন্তুর অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া আছেন।"

"তখন বৃহস্পতি দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণসমভিব্যাহারে ইন্দ্রসমীপে আগমন করিয়া, তৎকৃত পুরাতন কর্ম্মসকল উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, "হে শত্রু! তুমি নিদারুণ নমুচি, মহাবল বল ও শম্বর দৈত্যকে নিহত করিয়াছ, এক্ষণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আরাতিগণকে বিনষ্ট কর। হে ইন্দ্র! তুমি উত্থিত হইয়া অবলোকন কর, দেবতা ও ঋষিগণ তোমার নিকট সমাগত হইয়াছেন। তুমি দানবগণকে সংহার করিয়া সমস্ত লোক রক্ষা করিয়াছ। তুমি বিষ্ণুতেজঃপ্রজ্বলিত ফেন গ্রহণ করিয়া বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বভূতের শরণ্য ও স্তবনীয়; তোমার সমান আর কেহই নাই; তুমি সকল প্রাণীকে ধারণ ও দেবগণকে মহিমান্বিত করিয়াছ; এক্ষণে বলবান হইয়া সকল লোক রক্ষা কর।"

বৃহস্পতিকৃত স্তবে ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি

"দেবগুরু বৃহস্পতি এইপ্রকার স্তব করিলে পর ভগবান ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে স্বীয় কলেবর গ্রহণপূর্ব্বক বলবান হইয়া কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! আমি মহাসুর তুষ্টনন্দন ও লোকবিনাশী বৃত্রকে সংহার করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদের আর কি কার্য্য অবশিষ্ট আছে?"

"বৃহস্পতি কহিলেন, 'দেবরাজ! নহুষনামা একজন মানবরাজ দেবর্ষিগণের তেজে দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অত্যন্ত বিঘ্ন করিতেছেন।"

"ইন্দ্র কহিলেন, "মহাশয়! রাজা নহুষ কীদৃশ তপস্যা ও পরাক্রম-প্রভাবে অসুলভ দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন?"

"বৃহস্পতি কহিলেন, "হে মহেন্দ্র! তুমি ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিলে দেব, পিতৃগণ, ঋষি ও প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ ভীত হইয়া নহুষসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে নহুষ! আপনি আমাদিগের রাজা হইয়া সমুদয় ভুবন রক্ষা করুন।' নহুষ কহিলেন, 'আমি সামর্থ্যশূন্য হইয়াছি; তোমরা স্বস্ব তপস্যা ও তেজোদ্বারা আমার তেজস্বিতা সম্পাদন কর।" তখন তাঁহারা তাঁহাকে তেজস্বী করিলে সেই দুরাত্মা দেবরাজ্যে অধিরূঢ় হইয়া এক্ষণে

মহর্ষিগণকে বাহন করিয়া লোকলোকান্তরে গমন করিতেছে। তুমি সেই তেজোহর দৃষ্টিবিষ নহুষকে কদাপি দৃষ্টিগোচর কর নাই। নিতান্ত কাতর দেবগণ গূঢ়রূপে বিচরণ করিয়াও তাঁহাকে দর্শন করেন না।”

যজ্ঞ পুষ্ট লোকপালগণের নহুষনাশমন্ত্রণা

“বৃহস্পতি এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় কুবের, যম ও সোম প্রভৃতি লোকপালগণ তথায় আগমন করিয়া কহিলেন, “হে ইন্দ্র! ভাগ্যক্রমে আপনি ত্বষ্টৃনন্দন [ত্রিশিরা] ও বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন এবং আমরা ভাগ্যক্রমে আপনাকে অক্ষত ও কুশলী অবলোকন করিলাম।”

“মহেন্দ্র প্রীতি প্রফুল্ল হইয়া সমুচিতসম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, “হে লোকপালগণ! ভীষণস্বভাব নহুষের পরাজয়-বিষয়ে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে।”

“তাঁহারা কহিলেন, “হে ইন্দ্র। দৃষ্টিবিষ [যাহার দৃষ্টিপাতে দৃষ্ট ব্যক্তির শক্তি তিরোহিত হয়] নহুষ অতি ভয়ঙ্কর; এই নিমিত্ত অত্যন্ত ভীত হইতেছি। যদি আপনি তাহাকে পরাজয় করেন, তাহা হইলেই আমরা যজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হই।”

“ইন্দ্র কহিলেন, “সে যাহা হউক, আজি আমি বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি লোকপালগণকে স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত করিলাম। সকলে একত্র মিলিত হইয়া দৃষ্টিবিধ নহুষকে পরাজয় করিব।”

“তখন অগ্নি ইন্দ্রকে কহিলেন, “হে ইন্দ্র! আমাকে অংশ দান কর, আমিও তোমাদের সাহায্য করিব।”

“ইন্দ্র কহিলেন, “হে হুতাশন! তুমি মহাযজ্ঞে ঐন্দ্রাগ্ন [ইন্দ্রব্যবস্থাপিত অগ্নির যজ্ঞভাগ] নামে এক অংশ প্রাপ্ত হইবে।”

“অনন্তর বরদাতা মহেন্দ্র কুবেরকে যক্ষগণের ও সমুদয় ধনের, যমকে পিতৃগণের এবং বরুণকে জলের আধিপত্য প্রদান করিয়া নহুষের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।”

১৬তম অধ্যায়

অগস্ত্যমুখে ইন্দ্রের নহুষপতনবার্ত্তা শ্রবণ

“এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র লোকপালগণের সহিত নহুষের বধোপায় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে ভগবান অগস্ত্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইন্দ্রের সৎকার করিয়া কহিলেন, ‘হে পুরন্দর! ভাগ্যক্রমে বিশ্বরূপ ও বৃত্রাসুর নিহত এবং তোমার বিষম শত্রু নহুষও রাজ্যচ্যুত হইয়াছে; অতএব আজি সৌভাগ্যের আর পরিসীমা রহিল না।”

“ইন্দ্র স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক কহিলেন, “হে তপোধন! আপনার সন্দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম; এক্ষণে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক গ্রহণ করুন।” মুনিবার এইরূপে পূজিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলে পর দেবরাজ প্রহৃষ্টমনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে দ্বিজোত্তম! পাপাত্মা নহুষ কিরূপে স্বর্গভ্রষ্ট হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।”

"অগস্ত্য কহিলেন, "হে সুরিনাথ! একদা কতিপয় দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি বলদর্পিত দুরাচার নহুষকে স্কন্ধে বহন করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বাসব! শাস্ত্রে যেসকল গোপ্রোক্ষণের [জলাভিষেকে গাভীর শুদ্ধিসাধন] মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, আপনি কি তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন?" মূঢ়চেতাঃ নহুষ তমোগুণপ্রভাবে 'না' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। ঋষিগণ নহুষের এইরূপ গর্ব্বিতবাক্যশ্রবণে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ধর্মের প্রতি তোমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই; অধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার বুদ্ধি একেবারে কলুষিত হইয়া গিয়াছে। মহর্ষিগণ পূর্ব্বে যেসকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা প্রমাণ বলিয়া গণ্য ও মান্য করি।"

নহুষের প্রতি অগস্ত্যাশাপ

" 'পাপাত্মা নহুষ মুনিগণের সহিত এইরূপ বিবাদপূর্ব্বক অধর্মপ্রেরিত হইয়া আমার মস্তকে পদার্পণ করিবামাত্র তেজোহীন, শ্রীভ্রষ্ট ও নিতান্ত ভয়াপীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তখন আমি কহিলাম, রে মূঢ়! যে হেতু তুমি পূর্ব্বতন ব্রহ্মর্ষিগণের বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত পবিত্র কার্য্যসকল দূষিত করিতেছ, তুমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমার মস্তকে পদাঘাত করিলে এবং ব্রহ্মকল্প দুরাসদ [দুর্বোধ্যচরিত-যাঁহাদের চরিত্র সাধারণে বুঝিতে পারে না] ঋষিগণকে বাহন করিয়া দিগদিগন্তে ভ্রমণ করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার সমুদয় পুণ্য ক্ষয় হইল এবং তুমি স্বর্গভ্রষ্ট হইলে; অদ্যাবধি আর তোমার তাদৃশ প্রভাব থাকিবে না; এক্ষণে তুমি ধরাতলে গমন করিয়া স্বকৃত দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহাকায় সর্পরূপ ধারণপূর্ব্বক দশসহস্র বৎসর বিচরণ কর; পরে শাপকাল সম্পূর্ণ হইলে পুনরায় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে ত্রিদিবনাথ! এইরূপে সেই দুরাত্মার অধঃপতনে ত্রিভুবন নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈলোক্যের আধিপত্য করুন।"

"অনন্তর দেবতা, মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, দেবকন্যা, পিতৃগণ, অপ্সরা এবং সরিৎ, সাগর ও শৈলপ্রভৃতি ভূতসকল সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া বাসবসকাশে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুরেশ্বর! ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নহুষ আজি অগস্ত্যশাপে স্বর্গভ্রষ্ট ও সপরিদপপ্রাপ্ত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইয়াছে; অতএব আপনি এক্ষণে সুখস্বচ্ছন্দে নিষ্কণ্টকে সুররাজ্য প্রতিপালন করুন।" "

১৭তম অধ্যায়

ইন্দ্রের পুনঃ স্বর্গরাজ্যলাভ

"তখন বৃত্রনিসূদন পুরন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক অগ্নি, বৃহস্পতি, যম, বরুণ ও কুবের প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া পুনরায় ত্রিভুবনমধ্যে আগমন করিলেন এবং স্বীয় সহধর্মিণী শচীর সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমাহ্লাদে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান আঙ্গিরা শচীপতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অথর্ব্ববেদোক্ত-মন্ত্রপাঠ্যপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। সুররাজ তদ্দর্শনে

সাতিশয় সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন, "হে মহাত্মন! তোমার অথর্ব্বাঙ্গিরস নাম অথর্ব্ববেদে প্রসিদ্ধ হইবে এবং তুমি সর্ব্বত্র যজ্ঞভাগপ্রাপ্ত হইবে।" শতক্রতু এই বলিয়া অঙ্গিরাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন; অনন্তর দেবগণ ও তপোধনসমুদয়কে যথাবিধি পূজা করিয়া পরমহ্লাদে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র-শচী-দৃষ্টান্তে যুধিষ্ঠিরাদির সান্ত্বনা

"হে মহারাজ ধর্ম্মানন্দন! সুররাজ ইন্দ্র এইরূপে ভার্য্যাসমভিব্যাহারে দুঃখভোগ করিয়া শত্রুগণের বধাকাঙক্ষায় অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। অতএব আপনি মহাত্মা ভ্রাতৃগণ ও যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর সহিত মহাবনে ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া কোনক্রমে দুঃখিত হইবেন না। দেবরাজ যেমন বৃত্রকে সংহার করিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও শত্রুবিনাশ করিয়া অবশ্যই রাজ্যলাভ করিবেন। যেমন ব্রহ্মদ্বেষী পাপাত্মা নহুষ অগস্তের শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন, তদ্রুপ কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার অরাতিগণ অচিরকালমধ্যেই উৎসন্ন হইবে। অনন্তর আপনি স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও পতিপরায়ণা পাঞ্চালীসমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে সসাগরা ধরার একাধিপত্য করিবেন।

"হে মহারাজ! সৈন্যসকল মিলিত হইলে জয়াভিলাষী ভূপতির শত্রুবিজয়-উপাখ্যান শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যে মহাত্মাগণ এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাহারা বিজয়ী ও সমৃদ্ধিশালী হয়েন। হে ধর্ম্মানন্দন! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধে ও ভীম-অর্জ্জুনের পরাক্রমে অচিরাৎ মহাত্মাক্ষত্রিয়গণের বিনাশ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক এই ইন্দ্রবিজয় উপাখ্যান পাঠ করে, সে অরাতিভয়বিমুক্ত, অপত্যসম্পন্ন, নিরাপদ ও দীর্ঘায়ু হইয়া স্বচ্ছন্দে কালব্যাপনপূর্ব্বক পরকালে স্বর্গলাভ করিতে পারে এবং সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া থাকে, কুত্রাপি পরাভূত হয় না।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির শল্যের এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণানন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগ! আপনাকে অবশ্যই কর্ণের সারথ্যকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। আপনি সেই সময়ে কর্ণের তেজোনাশ ও অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবেন।"

শল্য কহিলেন, "আমি অবশ্যই আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিব। আর অন্য অন্য যেসকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব তাহার অনুষ্ঠানেও অণুমাত্র ত্রুটি করিব না।" মদ্রাধিপতি শল্য এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সসৈন্যে দুর্য্যোধনসমীপে গমন করিলেন।

১৮তম অধ্যায়
পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যসংগ্রহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সাত্বতবংশীয় মহারথ সাত্যকি চতুরঙ্গিণী [হস্তী, অশ্ব, রথ পদাতি—এই চারি অঙ্গে পরিপূর্ণ] সেনাসমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। নানা দেশ হইতে সমাগত মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষগণের পরশ্বধ,

ভিন্দিপাল, শূল, তোমর, মুদগর, পরিঘ, যষ্টি, পাশ, তরবারি, খড়গ ও ধনুর্ব্বাণপ্রভৃতি বিবিধ তৈলধৌত [পরিষ্কৃত-তৈলদ্বারা নির্ম্মলীকৃত] প্রহরণ-প্রভায় সাত্যকির সেনা পরমশোভাসম্পাদন করিয়াছিল। ঐ সৈন্যসমুদয় সুনির্ম্মল অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া জলধরপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই এক অক্ষৌহিণী [১ লক্ষ ৯ হাজার ৫০ পদাতি, ৬৫ হাজার ৬ শত দশ অশ্ব, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ হস্তী, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ রথী-মোট সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৪ শত] সেনা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্রপ্রবিষ্ট নদীর ন্যায় অন্তর্হিত হইল। তৎপরে চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু এক অক্ষৌহিণী, মহাবলপরাক্রান্ত মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধতনয় জয়ৎসেন এক অক্ষৌহিণী ও মহাবীর পাণ্ড্য সাগরানূপবাসী [সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী জলাভূমিবহুল স্থানে বাসকারী] বহুসংখ্যকসৈন্যসমভিব্যাহারে অমিততেজঃ পাণ্ডবগণের সমীপে সমাগত হইলেন। এইরূপে বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হইলে ধর্ম্মরাজের সেনানিবেশ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর দ্রুপদ নানাদেশসমাগত অসংখ্য বীরপুরুষ ও মহারথ স্বীয় পুত্রগণ এবং মৎস্যরাজ বিরাট পার্ব্বতীয় ভূপালগণসমভিব্যাহারে ধর্মরাজের নিকটে আগমন করিলেন। এইরূপে নানাদেশীয় ভূপালগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে বহুসংখ্যক সৈনিক-পুরুষ আনয়ন করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

কৌরবপক্ষীয় সৈন্যসংগ্রহ

এদিকে মহীপাল ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সুবর্ণালঙ্কৃত চীন ও কিরাতকুলসঙ্কুল ভগদত্তের সেনাগণ কণিকারবনের [কর্ণিকারপুষ্পশোভিত অরণ্যের তুল্য] ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল্য ইঁহারাও প্রত্যেকে এক-এক অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হার্দ্দিক্য এবং কৃতবর্ম্মা ভোজ, অন্ধক ও কুকুরগণসমভিব্যাহারে অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আগমন করিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সেইসমুদয় বনমালাধারী বীরপুরুষ ব্যাপ্ত হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গ কুলসঙ্কুল অরণ্যানীর ন্যায় শোভমান হইয়া উঠিল। অনন্তর জয়দ্রথপ্রভৃতি সিন্ধুসৌবীরদেশীয় ভূপালগণ বায়ুবেগবিধূত [সঞ্চালিত] বহুরূপ নারীদের ন্যায় এক অক্ষৌহিণী সৈন্যসমভিব্যাহারে ধরাতল কম্পিত করিয়া দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। কাম্বোজাধিপতি, সুদক্ষিণ এক অক্ষৌহিণী শক ও যবনসৈন্যসমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া কুরুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মাহিষ্মতীনিবাসী নীল মহাবলপরাক্রান্ত দক্ষিণাপথনিবাসী সেনাসমুদয় লইয়া কুরুরাজের নিকট আগমন করিলেন। অবন্তিদেশবাসী মহীপালদ্বয় এক-এক আক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে সমুপস্থিত হইলেন এবং মহাবলশালী কেকয়বংশীয় পঞ্চসহোদর এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য ভূপতিগণের নিকট হইতে তিন অক্ষৌহিণী সেনা সমুপস্থিত হইল। এইরূপে মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিলেন।

নানাবিধধ্বজপতাকাশালী সৈন্যগণের সমাগমে হস্তিনানগর একবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তাহারা তথা হইতে পঞ্চনদ, সমুদয় কুরুজঙ্গল, রোহিতকরণ্য, মরুভূমি, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাকুল, বারণ, বাটধান ও যামুনপর্ব্বত প্রভৃতি প্রভূতধনধান্যশালী সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। পাঞ্চালপতিপ্রেরিত পুরোহিত সেই প্রভূততর কুরুসৈন্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

সেনোদযোগপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৯তম অধ্যায়
সঞ্জয়যানপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! এ দিকে পাঞ্চালরাজের পুরোহিত কৌরবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

দ্রুপদপুরোহিতের সন্ধিপ্রস্তাব

অনন্তর তিনি কুশলসংবাদপ্রদান ও অনাময় [মঙ্গল সংবাদ] জিজ্ঞাসা করিয়া সেনানীগণের সমক্ষে কহিলেন, “হে সভাসদগণ! আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম্ম অবগত আছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে তাহার সবিশেষ উপযোগিতা আছে, এই নিমিত্ত পুনরায় কহিতেছি, হে কৌরবগণ! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই

একজনের সন্তান, পৈতৃক ধনে ইঁহাদিগের উভয়েরই সমান অধিকার; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ করিলেন আর পাণ্ডুনন্দনগণ তাহাতে বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ কি?

“আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের পৈতৃক দ্রব্য গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা প্রাণপণে তাঁহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পিতার অনুমতি অনুসারে শকুনির সাহায্যে ছলদ্বারা তাঁহাদিগের বলবর্দ্ধিত রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন; সভামধ্যে তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী দ্রুপদনন্দিনীকে নিগৃহীত ও ত্রয়োদশবর্ষ মহারণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা বনবাসসময়ে যেসমস্ত ক্লেশ ও বিরাটনগরে গর্ভস্থত জীবের ন্যায় যেসকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। তথাপি তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রকৃত সমুদয় নিগ্রহ বিস্মৃত হইয়া সন্ধিস্থাপনে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন।

“এই সকল সুহৃদগণ উভয় পক্ষেরই ব্যবহার অবগত হইলেন, এক্ষণে দুর্য্যোধনকে সত্ত্বনা করুন। পাণ্ডবগণ সমধিক বলবান হইয়াও কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, লোকহিংসা ব্যতিরেকে অংশলাভ করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন যে কি বিবেচনা করিয়া বিগ্রহ [যুদ্ধ] করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। দেখুন, সপ্তঅক্ষৌহিণী সেনা ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং কুরুগণের সহিত সমরোন্মুখ হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে। সত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব, ইহারা সহস্র অক্ষৌহিণীর সমকক্ষ; মহাবাহু ধনঞ্জয়ও আপনাদিগের এই একাদশ অক্ষৌহিণী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনবল নহেন। তিনি যেমন সমস্ত যোদ্ধার প্রধান, মহাদুর্গতি বাসুদেবও সেইরূপ। এই প্রকার সেনাসংখ্যার বহুলতা, কিরীটীর রণদক্ষতা ও বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তা অবগত হইয়া কোন ব্যক্তি সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে? অতএব আপনারা ধর্ম্ম ও নিয়মের অনুসারে দাতব্য [ন্যায়ধর্ম্মতঃ যাহা প্রদানের যোগ্য] বিষয় প্রদান করুন, অদ্যাপি ইহার কাল অতীত হয় নাই।”

২০তম অধ্যায়

সন্ধিপ্রস্তাবে ভীষ্মের সাগ্রহ উত্তর

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীষ্ম ব্রাহ্মণমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, “হে ভগবন! ভাগ্যবলে পাণ্ডবগণ ও মধুসূদন কুশলে কালযাপন করিতেছেন, ভাগ্যবলে তাঁহারা সহায়সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মপথে একান্ত নিরত রহিয়াছেন এবং ভাগ্যবলেই তাঁহারা বান্ধবগণের সহিত সংগ্রামাভিলাষ পরিহার করিয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিতেছেন। হে ব্রহ্মন! আপনি যাহা কহিলেন, তাহার যথার্থ্য-বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে আপাতত উহা অতি কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। পাণ্ডবেরা বনবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৈত্রিক ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহারথ কিরিটী অলৌকিকবলশালী, এই ত্রিলোকমধ্যে রণস্থলে কোন ব্যক্তি তাঁহার ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে পারে? অন্য ধনুর্দ্ধারীর কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজও তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়েন না।”

সন্ধি সম্বন্ধে কর্ণের সগর্বোক্তি

মহাবীর কর্ণ ক্রোধাভরে অহঙ্কারপূর্ব্বক ভীষ্মদেবের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিলেন, “হে ব্রহ্মন! পূর্ব্বে শকুনি রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে দ্যূতক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করেন; রাজা যুধিষ্ঠিরও প্রতিজ্ঞানুসারে বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ত্রিলোকে এ কথা কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং আমরা আর সে বিষয়ের উল্লেখ করিব না। এক্ষণে তিনি মুর্খের ন্যায় সেই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ও পাঞ্চলদিগের সাহায্যে সমস্ত পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শত্রুকে সমস্ত পৃথিবী দান করিতে পারেন; কিন্তু ভয়প্রদর্শন করিলে একপদ ভূমিও প্রদান করিবেন না; অতএব যদি তাঁহারা পুনরায় পৈতৃক রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞাকাল অতিবাহিত করুন; পরে মহারাজ দুর্য্যোধনের অঙ্কে নিঃশঙ্কে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। মূর্খতাবশতঃ যেন কদাচ অধার্মিকী বুদ্ধি অবলম্বন না করেন। আর তাঁহারা যদি ধর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্তই যুদ্ধের বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রণস্থলে কৌরবগণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া আমার বাক্য স্মরণপূর্ব্বক অনুতাপ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।”

ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণ-তিরস্কার

ভীষ্ম কহিলেন, “হে কর্ণ তুমি বাক্যে সাতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ বটে, কিন্তু অর্জ্জুন একাকী রণস্থলে ছয় রথীকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহা একবার তোমার স্মরণ করা উচিত। ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, যদি আমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে সমরাঙ্গণের পাংশুজাল [ধুলিরাশি] ভক্ষণ করিতে হইবে।” অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে প্রসন্ন ও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া

কর্ণকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, "হে কর্ণ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তাহা আমাদিগের শুভকর, পাণ্ডবগণের হিতকর, সমস্ত জগতের শ্রেয়স্কর হইতেছে বিবেচনা করিয়া আমি পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে প্রেরণ করিব। তিনি অদ্যই তাঁহাদিগের নিকট গমন করুন।" এই বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিরাটপুরোহিতকে সৎকারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং সভামধ্যে সঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন।

২১তম অধ্যায়
সন্ধির অনুকূল প্রস্তাবার্থ সঞ্জয়প্রেরণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! শুনিয়াছি, পাণ্ডুতনয়েরা বিরাটরাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমে তুমিও সন্নদ্ধ [যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত] হইয়া উপযুক্ত সময়ে আগমন করিয়াছ, অতএব এক্ষণে শীঘ্র বিরাটনগরে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক সকলকেই আমাদিগের কুশলবার্ত্তা কহিবে। পাণ্ডবেরা পরোপকারী, অকপট ও সাধু; তাঁহারা অজ্ঞাতবাসে দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াও আমাদিগের প্রতি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হন নাই। আমি কদাপি পাণ্ডবদিগের মিথ্যাব্যববহার অবলোকন করি নাই, তাঁহারা স্বীয়বীর্য্যার্জিত সমুদয় সম্পত্তি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদিগের কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই নাই; অতএব কি বলিয়া পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিব? তাঁহারা সর্ব্বদা ধমার্থের অবিরোধে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আপনাদিগের সুখ, প্রিয় বা অভীষ্ট সাধনের অনুরোধে করেন না। তাঁহারা ধৈর্য্য ও প্রজ্ঞাবলে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিন্দা, ক্রোধ, হর্ষ ও প্রমাদ এইসকল অভিভূত করিয়া ধর্ম্মার্থের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রয়োজনসময়ে মিত্রগণকে ধনদান করিয়া থাকেন এবং দীর্ঘকাল একত্র বাস করিলেও তাঁহাদিগের বন্ধুত্বের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না; সেই ধার্মিকেরা যিনি যেমন ব্যক্তি, তাঁহার তদনুরূপ সম্মান রক্ষা করেন এবং যথাযোগ্য অর্থচিন্তাও করিয়া থাকেন।

"পাপাত্মা মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন ও ক্ষুদ্রাশয় কর্ণ ব্যতিরেকে অস্মৎপক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণের বিদ্বেষ করেন না। কেবল ইহারা দুইজনে সেই সুখাভিলাষবিহীন মহাত্মাদিগের ক্রোধ বর্দ্ধিত করিতেছে। দুর্য্যোধন আরম্ভসময়ে বলবীর্য্য প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। সে অতিশয় সুখাভিলাষী ও বালক, স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা [হঠকারিতা-বিবেচনারাহিত্য]প্রযুক্ত পাণ্ডবগণের সমক্ষে তাহাদের অংশ অপহরণ করা অনায়াসসাধ্য মনে করিতেছে। অর্জ্জুন, কেশব, বৃকোদর, সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয় যাহার অনুগামী, যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাঁহাকে ভাগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। জয়শীল সব্যসাচী একাকী পৃথিবী পরিচালিত করিতে পারেন এবং কেশবও সকলের দুরধিগম্য [অচিন্ত্যচরিত-যাঁহার চরিত সাধারণের বোধগম্য নহে] ও ত্রৈলোক্যের অধিপতি। যিনি সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয়, কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে? মহাবীর অর্জ্জুন একরথে অধিরূঢ় হইয়া জলদগম্ভীরনির্ঘোস পতঙ্গসঙ্ঘের ন্যায় দ্রুতগামী শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক উত্তরদিক ও হিমালয়প্রদেশবাসী উত্তর-কুরুদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক

তাহাদের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়াছেন, দ্রাবিড়দেশীয় লোকদিগকে স্বীয় সৈনিকদলের অন্তর্গত করিয়াছেন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ নিখিল দেবগণকে পরাজিত করিয়া অখণ্ড খাণ্ডবারণ্য হুতাশনমুখে উপহারপ্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশোবিস্তার ও মানবর্দ্ধন করিয়াছেন।

"ভীম গদাযুদ্ধের ন্যায় হস্তী-অশ্ব-আরোহণেও অদ্বিতীয়। তিনি রথারোহণে অর্জ্জুন অপেক্ষা হীনবল নহেন এবং বাহুবলে অযুতনাগসদৃশ। মহাবলপরাক্রান্ত সুশিক্ষিত ভীমসেনের সহিত শত্রুতাচরণপূর্ব্বক তাহারা ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিলে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা [ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ] ভস্মীভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও অমর্ষপূর্ণ [ক্রোধ] ভীমসেনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। যেমন শ্যেন অন্য পক্ষিসমূহকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ সুশিক্ষিত লঘুহস্ত [ক্ষিপ্রহস্ত] মাদ্রীতনয়যুগল আরাতিকুল অনায়াসে নির্ম্মূল করিতে পারেন।

"ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবল বীরপুরুষেরা আমাদিগের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন যথার্থ বটে; কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে অতি সামান্য বোধ হয়। সোমকশ্রেষ্ঠ মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের পরম হিতৈষী। শুনিয়াছি, তিনি ভৃত্য, অমাত্য ও আত্মসমর্পণ করিয়াও পাণ্ডবগণের উপকার করিবেন। বিশেষতঃ বৃষ্ণিসিংহ [বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ] কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?

"মৎস্যাধিপতি বিরাট পাণ্ডবগণের সহিত একত্রবাসে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন; এ নিমিত্ত তাঁহারা পিতাপুত্রে যুধিষ্ঠিরকে সাতিশয় ভক্তি করিয়া থাকেন এবং কার্য্যকালে পাণ্ডবদিগের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাবলপরাক্রান্ত কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা পূর্ব্বে আমাদিগের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেকয়দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অবধি যুদ্ধদ্বারা রাজ্যপ্রাপ্তিকামনায় পাণ্ডবপক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন। পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ নানাদেশ হইতে মহাবীর ভূপতিগণ সমানীত হইয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি ও অকপট প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধসমূহ, পার্ব্বতীয় ও দুর্গনিবাসী যোদ্ধারা এবং নানায়ুধধারী বলবান ম্লেচ্ছগণ পাণ্ডবার্থ আনীত হইয়া সৈন্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আলোকসামান্য বীর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রকল্প মহাত্মা পাণ্ড্য পাণ্ডবগণের হিতার্থ সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে সমরে সমাগত হইয়াছেন। যিনি দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব, অর্জ্জুন ও ভীষ্মের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছেন, লোকে যাঁহাকে প্রদ্যুম্নসদৃশ বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, সেই সাত্যকি পাণ্ডবগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছেন।

"পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে চেদিরাজ ও করূষকপ্রভৃতি যেসমস্ত ভূপাল সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যকবীরপুরুষসমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান কৃষ্ণ ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভগ্ন করিয়াছেন এবং করুষরাজপ্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মানবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলে, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।

"সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষ রক্ষা করিতেছেন, কোন শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমার পুত্র দুর্বুদ্ধিপরতন্ত্র; এক্ষণে যদি সে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করে, তাহা হইলেই মঙ্গল; নতুবা যেমন ইন্দ্র ও বিষ্ণু সমুদয় দৈত্যসেনা নিহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহারাও কুরুকুল নির্ম্মূল করিবেন সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একমাত্র দুর্য্যোধনের অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যদি সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে প্রহার না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও দয়াস্বরূপ বোধ করিব।

"হে সঞ্জয়! রাজা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইলে আমার অন্তঃকরণে যেমন ভয়সঞ্চার হয়, বাসুদেব, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব হইতে তাদৃশ ভয় হয় না। যুধিষ্ঠির মহাতপাঃ ও ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, তাঁহার সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! তাঁহার এই ক্রোধ ন্যায়ানুগত বিবেচনা করিয়া আমি সাতিশয় ভীত হইতেছি। তুমি শীঘ্র রথারোহণপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ্যের সেনানিবেশে গমন করিয়া প্রীতিপ্রসন্ন বাক্যে পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক কহিবে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের শান্তি বাসনা করিতেছেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ও সতত তাঁহাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অতএব তিনি যাহা কহিবেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিবেন না। অনন্তর অন্যান্য পাণ্ডব, সৃঞ্জয়, বিরাট ও দ্রৌপদেয়দিগকে কহিবে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! যাহাতে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত না হয় এবং ভারতগণের হিতলাভ হইতে পারে, তুমি উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া রাজগণমধ্যে সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে।"

২২তম অধ্যায়
সঞ্জয়-যুধিষ্ঠিরের কুশলপ্রশ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিরাটরাজ্যে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রীতমনে কহিলেন, "মহারাজ! ভাগ্যবলে আমি আপনাকে অরোগ ও সহায়সম্পন্ন দেখিতেছি। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেব ত' কুশলে আছেন, এবং আপনি যাহা হইতে সকল মনোরথ সফল করিয়া থাকেন, সেই বীরসহধর্মিণী দ্রুপদনন্দিনী ও তাঁহার পুত্রগণের ত' সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল?"

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি ত' নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ? তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম; আমি অনুজগণের সহিত কুশলে আছি। বহুকালের পর কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুশলসমাচার অবগত হইলাম। এক্ষণে

তোমাকে দর্শন করিয়া আহ্লাদবশতঃ বোধ হইতেছে যেন, তাঁহাকেও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম ত' কুশলে আছেন? আমাদের উপর তাঁহার যে স্নেহ ও সদ্ভাব ছিল, তাহা ত' বিলুপ্ত হয় নাই? মহারাজ বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও শল্য, ইহাদের ত' মঙ্গল? আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ, ইহারা ত' সুস্থশরীরে কালযাপন করিতেছেন? ইহারা ত' কৌরবগণের প্রতি একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের নিকট ত' সমূচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেছেন? রাজকুমার যুযুৎসু ও অমাত্য কর্ণ, ইহারা ত' কুশলে আছেন?

"ভারতজননী বৃদ্ধ রমণীসকল, মহানসে নিযুক্ত দাসভার্য্যা, ব, পুত্র, ভাগিনেয়, ভগিনী ও দৌহিত্র সকলের ত'' মঙ্গল?

সন্ধির আকর্ষণ আনয়নার্থ যুধিষ্ঠির-প্রশ্ন

"রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মদত্ত গ্রামাদি ত' প্রত্যাহরণ করেন নাই? তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্মণদিগের অবমাননায় কি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন? তিনি স্বর্গের সোপানভূত মদত্ত বৃত্তিসমুদয় ত' বিলুপ্ত করেন নাই? হে সঞ্জয়! বিধাতা বৃত্তির প্রতিপালন পরলোকে শুভকর ও ইহলোকে যশস্বর বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা যদি লোভসংবরণ না করেন, তাহা হইলে সমস্ত কৌরবগণ বিনষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার আত্মজগণ অমাত্যদিগকে ত' যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন? তাঁহার শত্রুগণ সুহৃদ্বর্গের ন্যায় ঐকমত্য [মতদ্বৈধাহীনতা—মতের ঐক্য] অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগের ত' সুহৃদ্ভেদ [বন্ধুবিচ্ছেদ] উৎপাদনা করিতেছে না? কৌরবগণ ত' তাঁহাদিগকে অসৎ পরামর্শ প্রদান করেন না? দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ, ইহারা ত' আমাদিগের অনিষ্টসাধনের নিমিত্ত কোন সঙ্কল্প করিতেছেন না? তাঁহারা ত' সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনার্থ মন্ত্রণা প্রদান করেন? তাঁহারা যোদ্ধৃবর্গকে সমবেত দেখিয়া সংগ্রামনির্ব্বাহক অর্জ্জুনের কার্য্যসমুদয় ও তাঁহার জলধরনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি ত' স্মরণ করিয়া থাকেন?

"আমি মহাবীর অর্জ্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা আর দৃষ্টিগোচর করি নাই; তিনি একষষ্টি সুতীক্ষ পুঙ্খযুক্ত শর এককালে নিক্ষেপ করিতে পারেন। ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া মহারণ্যে মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সংগ্রামমধ্যে শত্রুগণকে ভীত ও কম্পিত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? মাদ্রীতনয় সহদেব বাম ও দক্ষিণ হস্তে অনবরত শরক্ষেপ করিয়া সমাগত কলিঙ্গদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? পূর্ব্বে আমি তোমার সমক্ষে শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত মহাবীর নকুলকে প্রেরণ করিলে তিনি সমস্ত পশ্চিমদিগ্বিভাগ বশীভূত করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? ঘোষযাত্রাপ্রস্থিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দুর্ম্মন্ত্রণাবশতঃ দ্বৈতবনে যে পরাভব হইয়াছিল এবং ভীম ও অর্জ্জুন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগকে যে মোচন করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? সেই স্থানে আমি অর্জ্জুনের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছিলাম ও ভীমসেন নকুলসহদেবের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছিলাম, ইহাও কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? আমরা

ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে দানাদি উপায়দ্বারা পরাজয় করিতে অসমর্থ এবং একমাত্র সামরূপ উপায়দ্বারাও তাঁহাকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিব না; অতএব এক্ষণে দণ্ডরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য।”

২৩তম অধ্যায়
সঞ্জয়ের সন্ধিপ্রস্তাব

সঞ্জয় কহিলেন, “হে পাণ্ডবরাজ! আপনি যেসকল কুরু ও কুরুশ্রেষ্ঠের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। সাধু অসাধু, উভয় প্রকার লোকই দুর্য্যোধনের পক্ষে আছে; কিন্তু যিনি শত্রুগণকেও দান করিয়া থাকেন, তিনি যে ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিলোপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। আপনারা সদাচারপরায়ণ হইলেও মিত্রদ্রোহী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ আপনাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আপনারা পূর্ব্বে যখন অপকৃত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অণুমাত্র অপকার করেন নাই, তখন তাঁহাদিগের প্রতি অপকৃত ব্যক্তির ন্যায় হিংস্র ব্যবহার করা আপনাদের কর্ত্তব্য নহে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধবিষয়ে অনুমোদন করেন নাই; প্রত্যুত ব্রাহ্মণগণের সমীপে মিত্রদ্রোহ সমুদয় পাতক অপেক্ষা গুরুতর, ইহা শ্রবণ করিয়া, সমাচারী যোধাগ্রণী [যোদ্ধাদিগের শ্রেষ্ঠ] জিষ্ণু [জয়শীল অর্জ্জুন], গদাপাণি ভীম, মহারথী নকুল-সহদেব ও আপনাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি শোক ও অনুতাপ করিতেছেন, আপনারা সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও যখন তাদৃশ ক্লেশরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন অনাগত ভবিষ্য ঘটনা পুরুষগণের নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কামার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতএব যাহাতে তাঁহারা সুখভাগী হয়েন, আপনারা, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, সৃঞ্জয়সকল ও অন্যান্য সন্নিহিত ভূপালবর্গ একত্র মিলিত হইয়া এইরূপ সন্ধিসংস্থাপনে যত্নশীল হউন এবং আপনার পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র গতযামিনীযোগে আমাকে যাহা কহিয়াছেন, আপনারা পুত্র ও অমাত্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন।”

২৪তম অধ্যায়
সঞ্জয়ের সন্ধিনির্ব্বন্ধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ, বাসুদেব, যুযুধান এবং বিরাট-সকলেই এ স্থানে সমাগত হইয়াছেন, অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি আদেশ করিয়াছেন বল।”

সঞ্জয় কহিলেন, “আমি কুরুগণের সমৃদ্ধিসংবর্দ্ধনের নিমিত্ত বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, শৌরি, যুযুধান, চেকিতান, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিতেছি, সকলে শ্রবণ করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্ধিবিষয়ে অভিনন্দনপূর্ব্বক ত্বরমাণ হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা সেই বিষয়ে অনুমোদন করুন। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা মৃদুতা, ঋজুতা প্রভৃতি সর্ব্বগুণসম্পন্ন, কুলীন, অনুশংস, বদন্য, লজ্জাপরায়ণ ও সকল কর্ম্মের নিশ্চয়জ্ঞ; অতএব ঈদৃশসত্ত্বশালী হইয়া হীনকর্ম্ম করা

আপনাদের কোনক্রমেই উপযুক্ত নহে। যদি সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে শুভ্রবস্ত্রলগ্ন অঞ্জন [কজ্জ্বল—কাজল] বিন্দুর ন্যায় আপনাদিগের অপযশ সাতিশয় প্রকাশমান হইয়া উঠিবে। যে কর্ম পাপ, নিরয়, বন্ধুক্ষয়ের কারণ এবং যাহাতে জয়পরাজয় উভয়ই সমান, কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়? যাঁহারা জ্ঞাতিগণের উপকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য। অতএব যাহাদের হইতে কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল পুত্র সুহৃৎ বান্ধবগণ সাধুবিগর্হিত কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে পদার্পণ করুন। যদি পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে শাসন ও শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া জ্ঞাতিবধ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন নিস্ফল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কেশব, চেকিতান, গদ ও সাত্যকি আপনাদিগের সহায় হইলে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদয় দেবগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াও আপনাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। অথবা দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ, রাধেয় ও অন্যান্য ভূপালগণ যদি কৌরবগণের সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকেই বা কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে, কোন ব্যক্তি স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনের তাদৃশ সৈন্যগণকে সংহার করিতে পারে? যাহা হউক, এক্ষণে জয়পরাজয় উভয় বিষয়েই কিছুমাত্র মঙ্গল দেখিতেছি না। পাণ্ডবগণ কি প্রকারে দুষ্কুলজাত নীচ ব্যক্তির ন্যায় ধর্ম্মার্থবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবেন? এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতির শরণাপন্ন হইলাম। যদি বাসুদেব ও অর্জ্জুন এইসকল বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে কি প্রকারে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের মঙ্গল হইবে? আমি কেবল সন্ধিকার্য্যসাধনার্থ কহিতেছি, অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক, যাচ্ঞা করিলে প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিতে হয়; ফলতঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতির অভিপ্রায় এই যে, আপনাদিগের সন্ধি হইলেই উত্তম হয়।”

২৫তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের সদুপদেশপূর্ণ সন্ধি স্বীকার

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি ত’ তোমার নিকট যুদ্ধাভিলাষ প্রকাশ করি নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত সংগ্রামবিষয়ে ভীত হইতেছ? হে বৎস! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা উহাকে উপেক্ষা করাই শ্রেয়স্কর; অতএব যদি সহজে অর্থ সিদ্ধ হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি সমরে প্রবৃত্ত হয়? দেখ, মনুষ্যের মনোরথসমুদয় যদি কর্ম্ম না করিয়াও সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে কখনই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যাহা হউক, আমার মতে যুদ্ধ না করিয়া যদি অতি অল্পমাত্র লাভ হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। কোন ব্যক্তি সহজে বা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যুদ্ধাভিলাষ করিয়া থাকে? পাণ্ডুতনয়গণ সুখাভিলাষে ধর্ম্মানুগত লোকহিতকর অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! যাহার স্বীয় সুখসাধন ও দুঃখনিবারণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য, সে নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। বিষয়বাসনা কেবল স্বীয় পরিতাপের হেতু, যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়। যেমন অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিলে তাহার তেজোবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের প্রাদুর্ভাবই হইয়া

থাকে। দেখ, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশতসমভিব্যাহারে প্রভূত ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছে না।

"ভাগ্যহীন ব্যক্তি কদাচ বিগ্রহের সমর্থ হয় না এবং গীত শ্রবণ বা মাল্য, গন্ধ ও অনুলেপন প্রভৃতি সামগ্রী উপভোগ কিংবা উত্তমোত্তম বসন পরিধান করিতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, নচেৎ কি নিমিত্ত কুরুদেশ হইতে দূরীকৃত হইব? অজ্ঞ ব্যক্তির অভিলাষ প্রায়ই তাহার হৃদয় ও দেহ দাহ করে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং অসমর্থ হইয়া যে পরের সামর্থে নির্ভর করেন, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক; কারণ, তিনি স্বয়ং যেরূপ অক্ষম, পরকেও তদ্রূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যেমন কোন ব্যক্তি আত্মবিনাশের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে বহুতৃণসম্পন্ন বনে অগ্নি দান করিয়া পরিশেষে সেই অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইতেছে অবলোকনপূর্ব্বক অনুতাপ করিয়া থাকে, সেইরূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও দুর্ম্মতি কুটিলস্বভাব হতভাগ্য পুত্রকে স্বাধীনতা প্রদানপূর্ব্বক অনুতাপ করিতেছেন। বিদুর কুরুকুলের পরম হিতকারী; কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন অহিতকারী বোধে। সতত তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের হিতবাসনায় জ্ঞাতসারেই অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, মেধাবী কুরুকুলহিতৈষী শ্রুতিশীল বাগ্মী বিদুরের বাক্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেছেন না। তিনি কেবল মাননাশক, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্রুদ্ধস্বভাব, ধর্ম্মার্থবর্জিত, কটুভাষী, কামুক, মিত্রদ্রোহী ও নিতান্ত পাপবুদ্ধি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধনমানসে ধর্ম্মকামে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। হে সঞ্জয়! যে সময়ে আমার দ্যূতে অভিলাষ হইয়াছিল, সেই সময়েই কুরুগণের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। তখন বুদ্ধিমান বিদুর হিতবাক্য বলিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রশংসাভাজন হয়েন নাই। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বিদুরের বুদ্ধির অনুবর্ত্তী না হইয়াই বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিয়াছিল, ততদিন তাঁহাদের রাজ্যবৃদ্ধি হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! অর্থলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কি দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে দেখ, সে বিমোহিত হইয়া পাপপরায়ণ দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছে; অতএব আমি তাঁহাদিগের শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। দূরদর্শী বিদুর প্রব্রজিত [দুর্য্যোধনের দূর্ব্যবহারে হস্তিনাত্যাগী] হইলে সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরের অতুল ঐশ্বর্য্য আত্মসাত করিয়া মহারাজ্য নিষ্কণ্টক বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু তিনি যখন মদীয় অর্থজাত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, তখন তাঁহার শান্তি কোথায়?

"সূতপুত্র কর্ণ সংগ্রামে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে যেসকল সুমহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সে একবারও জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই; বিশেষতঃ কর্ণ, দুর্য্যোধন, পিতামহ ও অন্যান্য কৌরবগণ-ইহারা সকলেই সেই সংগ্রামস্থলে উপস্থিত ছিলেন; অতএব বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। অরতিকুলনিপাতন [শত্রুসমূহবিনাশী] ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকিতেও আমাদের রাজ্য যেরূপে দুর্য্যোধনের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও কোনো ভূপতির অবিদিত নাই। এক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধন সেই মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া পাণ্ডবগণের বিভব হরণ করিতে বাসনা করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ না করিবে, তাবৎকাল জীবনধারণে সমর্থ হইবে এবং

যতদিন পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে অবলোকন না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অর্থসিদ্ধির অভিলাষ করিতে পরিবে। ফলতঃ মহাবীর ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় জীবিত থাকিতে ইন্দ্রও আমাদিগের রাজ্যহরণ করিতে পরিবেন না। যদ্যপি বৃদ্ধ রাজা সেই আত্মজের বুদ্ধির অনুগামী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রগণ অবশ্যই সমরে পাণ্ডবকোপানলে দগ্ধ হইবে। সঞ্জয়! আমরা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, পূর্ব্বে কৌরবদিগের সহিত আমাদের যে ঘটনা হইয়াছে এবং আমরা দুর্য্যোধনের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ত' তোমার কিছুই অবিদিত নাই। আমি তোমাকে সৎকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতেছি, এখনও যদি দুর্য্যোধন আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদান করে, তাহা হইলে আমি শান্তিপক্ষ অবলম্বন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

২৬তম অধ্যায়
সঞ্জয়ের সময়োচিত উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে ধর্মরাজ! আপনার সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মানুগত বলিয়া লোকমধ্যে বিশ্রুত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আপনি আপনার মহতী কীর্ত্তি ও জীবন অনিত্য বিবেচনা করিয়া ক্রোধাভরে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন না। হে অজাতশত্রো! কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে কখনই আপনাকে রাজ্য প্রদান করিবেন না। কিন্তু আমার মতে যুদ্ধে রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা অন্ধক ও বৃষ্ণিরাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা উদরপূর্ত্তি করাও শ্রেয়স্কর। বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যের জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখময়। বিশেষতঃ, আপনি যেরূপ যশস্বী, কুরুকুলের হিংসা করা কদাপি আপনার বিধেয় নহে; অতএব আপনি এই পাপানুষ্ঠানে নিরত হউন। হে নরেন্দ্র! ধর্ম্মবিনাশিনী বিষয়বাসনা সকল মনুষ্যকে আক্রমণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার পরতন্ত্র [অধীন] না হইয়া লোকে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী, তাহাতে অভিভূত হইলে অবশ্যই ধর্ম্মনাশ হয়। অতএব যে ব্যক্তি ধর্মে একান্ত অনুরক্ত, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান। কামপরতন্ত্র হইলে অর্থনুরোধে হীনপ্রবৃত্তি জন্মে। লোকে ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিলে সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া উঠে; কিন্তু ধর্ম্মবিহীন হইলে সমুদয় ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াও সতত বিষাদে কালব্যাপন করিতে হয়। আপনি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ধনপ্রদান ও পরলৌকিক সুখের নিমিত্ত বহুদিবস আত্মসমর্পণ [আত্মনিয়োগ-সর্ব্বপ্রাণে ধর্ম্মানুষ্ঠান] করিয়াছেন, এইক্ষণে আপনার ন্যায় ধার্মিক ও বুদ্ধিমান আর কে আছে? যে ব্যক্তি কেবল ভোগসুখে নিমগ্ন থাকিয়া যোগাভ্যাসে বিমুখ হয়, সে ধনক্ষয়ে দুঃখিত, সুখভোগে বঞ্চিত ও বাসনায় একান্ত অভিভূত হইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে থাকে। আর যে ব্যক্তি পরলোকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে দেহত্যাগানন্তর পরকালে অশেষ প্রকার অনুতাপ করিতে হয়।

"পরলোকে পুণ্য বা পাপের ক্ষয় হয় না, মনুষ্যকে জন্মান্তরে পূর্ব্বকৃত স্বকীয় কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ! আপনি যে বহুদক্ষিণ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সুগন্ধরস সম্পন্ন অন্ন প্রদান এবং সজনগণসমভিব্যাহারে অতি প্রশস্ত অন্যান্য পারলৌকিক কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। হে রাজন! মনুষ্যগণ ইহলোকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরলোক কর্মভূমি নহে, তথায় জরা, মৃত্যু, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা, অপ্রীতি প্রভৃতি কিছুই নাই এবং ইন্দ্রিয়প্রীতিসাধন ব্যতীত অন্য কোনো কর্ম্মও করিতে হয় না। যাহা হউক, আপনি কি ঐহিক, কি পারিত্রিক, কোনো সুখলাভবাসনায় কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন না; এরূপ কর্ম্ম করুন, যাহাতে স্বর্গ বা নরক-এ। উভয়ের কোনো স্থানেই গমন করিতে না হয়। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনারই জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মসমুদয় বিনষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এমন সময়ে সত্য, দম [বাহ্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ], আর্জব [সরলতা] ও অনুশংসতা [অক্রুরতা—

অরুক্ষ ব্যবহার] পরিত্যাগ করিবেন না, বরং কালব্যাপনের নিমিত্ত রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করুন, কিন্তু পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে কদাপি প্রবৃত্ত হইবেন না।

"হে পাণ্ডব! যদি আপনি পরিশেষে এই জ্ঞাতিবধরূপ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, তবে কি নিমিত্ত এতাবৎকাল দারুণ বনবাসক্লেশ সহ্য করিলেন? এই সমুদয় সৈন্য তখনও আপনার অধীন ছিল। মহাবীর জনার্দন ও সাত্যকি এবং সচিবগণ চিরকালই আপনার বশীভূত আছেন। মহারাজ মৎস্যরাজ ও তাঁহার মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ এবং আপনাদের পূর্ব্বনির্জিতভূপতিসমুদয় অবশ্যই আপনাদের পক্ষ হইতেন, তাহা হইলে আপনি মহাসহায়সম্পন্ন হইয়া বাসুদেব ও অর্জ্জুনের সাহায্যে অনায়াসে শত্রুপক্ষীয় মহারথগণকে সংহারপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তখন তাহা না করিয়া বহু বৎসর বনে বাসপূর্ব্বক শত্রুবর্গের বলবর্দ্ধন ও স্বীয় সহায়গণের বলহ্রাস করিয়া এখন কি নিমিত্ত এই অনুপযুক্ত সময়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছেন? অপ্রাজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ এই উভয়ই সমরে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও দৈববশতঃ কখন কখন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হয়েন।

"হে যুধিষ্ঠির! আপনি ত' কখনই ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপচিন্তা বা পাপাচরণ করেন নাই, তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে এই প্রজ্ঞাবিরুদ্ধ দুষ্ককর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন? যাহা হউক, এক্ষণে এই যশোনাশক পাপফলপ্রদ অসত্যের দুস্ত্যাজ্য [যাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায় না] ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হউন। আমার মতে, আপনার পক্ষে রাগ অপেক্ষা ক্ষমাই শ্রেয়ঃ। দেখুন, যুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে আপনার কি সুখলাভের সম্ভাবনা? আর দেখুন, আপনি সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও জরা, মৃত্যু এবং প্রিয়, অপ্রিয় ও সুখদুঃখ-ইহার কিছুই অতিক্রম করিতে পরিবেন না; অতএব যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করুন। আর যদি অমাত্যগণের ইচ্ছানুসারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের উপর সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং ঔদাসীন্য অবলম্বন করুন। হে ধর্মরাজ! আপনি জ্ঞাতিদ্রোহরূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কদাচ সজ্জনানুগত পথ পরিত্যাগ করিবেন না।"

২৭তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণনির্ভরতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ধর্মই শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি ধর্ম্ম কি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি, তুমি তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া আমাকে তিরস্কার কর। কোন স্থানে অধর্ম ধর্মরূপ ধারণ করে, কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্মরূপ ধারণ করে, আর কোন স্থানেই বা বাস্তবিক ধর্ম্ম ধর্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা অনায়াসে প্রজ্ঞাবলে তৎসমুদয় বুঝিতে পারেন। বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও আপৎকালে তাহারা পরস্পর, পরস্পরের ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্মে কদাচ

অন্যের অধিকার নাই। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আপদ্ধর্ম্ম [শাস্ত্রের অবিরোধে ধর্মের সঙ্কোচ] কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“যে ব্যক্তি বিপন্ন না হইয়াও লোভপ্রযুক্ত আপদ্ধর্মের অনুসরণ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয়। মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী মূলধন ক্ষয় হইলে সে নিত্যনৈমিত্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত অন্য বর্ণের ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। যে ব্যক্তি মূলধন ক্ষয় না হইলেও আপদ্ধর্মের অনুসরণ করে এবং যে বিপন্ন হইয়াও আপদ্ধর্ম্মানুসরণে পরাঙ্মুখ হয়, এই উভয়বিধ লোকই নিন্দনীয়। যেসকল ব্রাহ্মণ আপৎকালে অন্যধর্ম্মাবলম্বনানন্তর স্বীয় ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে বাসনা করেন, বিধাতা তাঁহাদের আপদুত্তরণানন্তর [বিপদের শেষ হইলে--বিপদ কাটিয়া গেলে] প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়াছেন; অতএব যাহারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকে, তাঁহারা প্রশংসনীয়, আর যাঁহারা আপৎকাল অতীত হইলেও কর্ত্তব্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাঁহারা সজ্জনগণের নিন্দাস্পদ হয় মনীষিগণের তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণার্থ সজ্জনসমীপে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ অথচ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী নহে, তাহাদের স্বস্ব জাতিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক কালাতিপাত করাই শ্রেয়ঃ। আমাদিগের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষসকল অন্যান্য প্রজ্ঞান্বেষী [জ্ঞানলিপ্সু] মহাত্মাগণ এবং কর্ম্মসন্ন্যাসি [কর্ম্মত্যাগী] সমুদয় পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমি অনাস্তিক, সুতরাং অন্যপথ অবলম্বন করিতে পারি না। হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় এবং প্রাজাপত্য [প্রজাপতিলোক-পিতৃলোক], স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক, এই সকলেও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম্মফলপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব-এই উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্মপরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্ত্তব্য? মহাপ্রভাব শিনির নাপ্তা [পৌত্র] এবং চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রুদমনপূর্ব্বক সুহৃদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবল পরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণকর্ত্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্ত্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বভ্রূ উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারি দান করে, তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বর সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্মনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশগুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুত্তম; আমি কদাচ ইহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।”

২৮তম অধ্যায়
কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত

বাসুদেব কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ সমৃদ্ধি ও হিত সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর সন্ধিসংস্থাপন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণসমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধিসংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী; পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধিসংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর; সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্মসাধনোদ্যত, উৎসাহসম্পন্ন, স্বজনপরিপালক, রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?

"শুচি ও কুটুম্বাপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র বেদজ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যাদ্ধারা কর্ম্মসংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোনো কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিস্ফল; অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসাশান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যেসকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কমই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন, সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন, দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলিপরিবৃত্ত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্মসংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। শ্রোতস্বতীসকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্মবলে দশদিক ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভৌগভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয়বস্তুসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্রনিকটে সঞ্জয়ের বক্তব্য নির্দ্দেশ

“হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন-মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা করিতেছ? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্তি-অশ্বরথচালনে সুনিপুণ। এক্ষণে পাণ্ডবেরা যদি কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া, ভীমসেনকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণা করিতে পারেন তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়; অথবা ইহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বকর্মসংসাধন করিয়া দূরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন, তাহাও প্রশস্ত। বোধহয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপন শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষা হয় কি যুদ্ধ না করিলে ধর্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাঁহারই অনুষ্ঠান করিব।

“তুমি বর্ণচতুষ্টয়ের বিভাগ, স্বীয় কর্ম্ম ও পাণ্ডবগণের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে নিন্দা বা প্রশংসা কর। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, পরিচিত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ ও তীর্থপর্য্যটন করিবেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ ও সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহে বাস করিবেন। বৈশ্য কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যদ্বারা বিত্তোপার্জ্জন এবং সাবধানে তাহার রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক গৃহে বাস করিবেন; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রিয়ানুষ্ঠান এবং পরিচর্য্যাই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। শূদ্র শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত আলস্যশূন্য ও নিত্য অভ্যুদয় [উন্নতি] সম্পন্ন হইবে, ইহাই তাহাদিগের পরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম।

“রাজা অপ্রমত্তচিত্তে ইহাদিগের প্রতিপালনপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্মে নিয়োগ করিবেন, প্রজাগণের প্রতি সমদর্শী হইবেন, এবং পাপসঙ্কল্পে কদাচ অনুরক্ত হইবেন না। এইরূপে রাজার নিকট হইতে জ্ঞানতঃ ও ধর্ম্মতঃ মঙ্গললাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রাজা যুধিষ্ঠির এই সমস্ত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত, তাহাতে অধর্মের লেশমাত্রও নাই; সুতরাং তিনিই ধর্ম্মতঃ রাজ্যের অধিকারী। নৃশংস ব্যক্তি দূরদৃষ্টবশতঃ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পরস্বগ্রহণে উদ্যত হইয়া থাকে, তাহাতেই যুদ্ধের সৃষ্টি ও অস্ত্রশস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

“দেবরাজ ইন্দ্র দস্যুদলসংহারার্থ ধনু ও বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছেন; অতএব তাহাতে দস্যুবধ করিলেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। অধর্মপরায়ণ কৌরবগণ যে দুরপনেয় [দুর্মোচ্য-যাহা সহজে লোপ করা যায় না] দোষানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত নিন্দনীয়; রাজা দুর্য্যোধনও চিরন্তন রাজধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অকস্মাৎ পাণ্ডবগণের পৈতৃকরাজ্য অপহরণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কৌরবগণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে পরস্ব অপহরণ করে, তাহার ঐ উভয় ভাবই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্য্যোধনের কার্য্যও একপ্রকার তস্করকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে; তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ইহা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু তাহা অন্যায়; পাণ্ডবগণের ন্যাস্ত সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি কি নিমিত্ত অন্যে গ্রহণ করিবে? এই বিষয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়; তথাপি পৈতৃক-রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে। হে সঞ্জয়! তুমি সভামধ্যে কৌরবদিগকে বারংবার এই প্রাচীন ধর্মের উপদেশ প্রদান করিবে। দেখ, কৌরবগণের কি

অত্যাচার! তাহারা কতকগুলি ভূপালকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছে এবং ভীষ্মপ্রভৃতি সকলেই রজঃস্বলা পাণ্ডবপ্রণয়িণী দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে বাস্পাকুলালোচনে রোদন করিতে দেখিয়াও তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অন্যায্য ও গর্হিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি আবালবৃদ্ধের সহিত সমবেত হইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে আমার ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের একান্ত প্রিয়ানুষ্ঠান হইত। দুরাত্মা দুঃশাসন যৎকালে সভামধ্যে শ্বশুরগণসমক্ষে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছিল, তখন তিনি বারংবার বিলাপ ও অশ্রু পরিত্যাগ করিলেও বিদুর ব্যতিরেকে আর কাহারও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন নাই। যখন দীনতাবশতঃ সভাস্থ ভূপালগণের বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না, তখন কেবল বিদুরই ধর্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া সেই দুর্মতি দুঃশাসনকে ধর্ম্ম ও অর্থের সবিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

"হে সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ; কিন্তু তৎকালে সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্মোপদেশ প্রদান কর নাই। কৃষ্ণা সমুপস্থিত হইয়া ধর্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আপনাকে ও পাণ্ডবগণকে দুস্তর দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সেই সভায় সূতপুত্র শ্বশুরগণসন্নিধানে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, "হে যাজ্ঞসেনি! তোমার গত্যন্তর নাই; তুমি এক্ষণে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভবনে দাসীভাব অবলম্বন কর। পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহারা আর তোমার ভর্ত্তা নহেন, তুমি এক্ষণে অন্য পতিকে বরণ কর।" মর্মোপঘাতী [হৃদয়বিদারক] অতি কঠোর কর্ণের বাঙ্ময় শর মহাবীর অর্জ্জুনের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া আপনি জাগরকে রহিয়াছে। যখন পাণ্ডবগণ বনে গমন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণাজিন পরিধান করেন, তখন দুঃশাসন কহিয়াছিল, "এই সকল ষণ্ডতিল [সারশূন্য তিল—তিলের খোসা] বিনষ্টপ্রায় হইয়া অতি দীর্ঘকালের নিমিত্ত নরকে গমন করিল।" গান্ধাররাজ শকুনি দূতক্রীড়াকালে ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিয়াছিল,"হে ধর্ম্মরাজ! নকুল পরাজিত হইয়াছে, তোমার আর কিছুই নাই; এখন দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর।" হে সঞ্জয়! দূতক্রীড়াকালে কৌরবগণ যেসকল গর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি এই বিপদ্বহ [বিপদ-আনয়নকর] কার্য্য করিবার নিমিত্ত হস্তিনানগরে গমন করিব, কিন্তু যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয় এবং কৌরবেরাও সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হয়েন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে সুমহৎ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয় এবং কৌরবগণ মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।

"আমি যখন নীতিসঙ্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ প্রদান করিব, তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে সমাদর ও অর্চ্চনা করিবেন, ইহার অন্যথা হইলে সেই সমস্ত উদ্ধত পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা স্ব স্ব কর্ম্মদোষে মহারথ অর্জ্জুন ও ভীমসেনের শরহুতাশনে নিঃসন্দেহ দগ্ধ হইবে। দুর্য্যোধন দূতাবসানে পাণ্ডবগণকে সম্পদবিহীন বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে অপ্রমত্ত গদাধারী সেই ভীমসেন তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইবেন;- দুর্য্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল এবং আমনীষী ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখাস্বরূপ, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব পুষ্প ও ফল, আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণ

তাহার মূল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার পুত্রগণ মহারণ্যস্বরূপ, পাণ্ডবেরা সেই মহারণ্যে ব্যাঘ্র, অতএব সেই মহারণ্যের উচ্ছেদ ও ব্যাঘ্রসকলকে বিনষ্ট করিও না, আশ্রয়ীভূত বন উচ্ছিন্ন হইলে ব্যাঘ্র নিহত হয় এবং ব্যাঘ্র না থাকিলে বনও উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; অতএব ব্যাঘ্র বনরক্ষা ও বন ব্যাঘ্রকে রক্ষা করিবে [১] । ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লতাতুল্য; পাণ্ডবগণ শালসদৃশ; সুতরাং

১। "দুর্য্যোধনো মনুমেয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে দুইটি বৃক্ষকে রূপক করিয়া সংক্ষেপে সারগর্ভ বাক্যে মহাভারতের তাৎপর্য্য সূত্রাকারে একবার আদিপর্ব্বে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই রূপকদ্বয়ের প্রথমটির প্রতিপাদ্য দুর্য্যোধন। দুর্য্যোধন ক্রোধরূপ মহাবৃক্ষ, ক্রোধের নিত্য সহচরী দ্বেষ-ঈর্ষা-অসূয়াদি দ্বারা উহা নিত্য পুষ্ট; এই ক্রোধারূপ মহাতরুর সহিত মিলিত হইয়াছে স্কন্ধরূপে কর্ণ, শাখাররূপে শকুনি, পুষ্প ও ফলরূপে দুঃশাসন; উহার মূল অমনীষী অর্থাৎ মনঃসংযমে অসমর্থ-অস্থিরমতি ধৃতরাষ্ট্র। তিনি পুত্রবৎসল্যে ক্রমশঃ অবসর দিয়া ঐ দুর্য্যোধনরূপ মহাবৃক্ষের মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। কেন না, জন্মকালীন দুর্লক্ষণাদি দেখিয়া বিদুর যে দুর্য্যোধনের বর্জ্জনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা পালিত হইলে ভীমের প্রাণনাশার্থ বিষদান, জতুগৃহে পাণ্ডবদিগের দাহচেষ্টা, দ্যূতে জিতিয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি কুকর্মেরও অনুষ্ঠান হইত না; দুর্য্যোধনরূপ বিষবৃক্ষের ছায়াস্থিত কুরুকুলও নির্মুল হইত না।

এই রূপকদ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে-ক্রোধলোভাদি যাহার স্কন্ধ, হিংসা চৌর্য্যাদি যাহার শাখা, বন্ধ-বন্ধন জন্য নরকাদি যাহার ফল ও পুষ্প; পুরুষার্থকামী পুরুষ এইরূপ দৃঢ় অজ্ঞানমূল দৈন্যতরু জ্ঞানদ্বারা ছেদন করবেন।

দ্বিতীয়টি—যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, এই পুণ্যতারু ধর্মের নিত্য পরিপোষক শম-দম-সত্য-অহিংসা-এই সকল সদগুণময়। তাঁহার একাত্মতুল্য অর্থাৎ শমদমাদি গুণবিশিষ্ট অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীনন্দন নকুলসহদেব যথাক্রমে পুষ্প, ফল; মূল শুদ্ধসত্ত্বময় পরমাত্মা কৃষ্ণ, বেদ, বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ; কৃষ্ণ মূল রূপে সহায় থাকায় পাণ্ডবগণ কামকলুষিত হন নাই, বেদ তাঁহাদের মূল, এজন্য যজ্ঞযোগাদি ভুক্তি মুক্তিসাধক সাধনার সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছিলেন, বেদেরও মূল ব্রাহ্মণ, সেই বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মূল রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায়—তাঁহাদের প্রবর্ত্তনায়--তাহাদের উপদেশপরম্পরায় বেদের প্রমাণ্যে তাঁহারা পরিনিষ্ঠিত হইয়াছিলেন-পরমাত্মার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের আরাধনায় অভিমুখ ব্যক্তিগণ এ হেন ধর্ম-বৃক্ষের কদাচ হিংসা করিবেন না।

পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণ এই ভারতীয় শ্লোকদ্বয়ের সমধিক সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া শ্রাদ্ধ-মন্ত্রমধ্যে পুণ্যাখ্যানরূপে ইহার পাঠ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে উদযোগপর্ব্বে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে রূপক করিয়া শান্তিসংস্থাপনের সন্ধিপ্রস্তাবে বাসুদেব বলিতেছেন-দুর্য্যোধন মহারণ্য, পাণ্ডবগণ সেই বনের ভীষণ ব্যাঘ্র; যে বনে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র বিচরণ করে, সেখানে কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটিতে যায় না, অতএব বন নিরাপদ-বনের হিংসা হয় না; আবার বনহীন স্থানে ব্যাঘ্রের বিচরণ নিরাপদ নহে, শিকারিরা সহজে দেখিতে পায়-অনায়াসে তাহাকে বধ করে; অতএব

রক্ষকরূপে বন-ব্যাঘ্র উভয়ই পরস্পর-সাপেক্ষ। সুতরাং বন-ব্যাঘ্রে উভয়ই রক্ষণীয়। সন্ধি ব্যতীত তাদৃশ উভয় রক্ষা হয় না।

এস্থলে যদি সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া উভয়পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে বনই বিনষ্ট হইবে, পরন্তু ব্যাঘ্র বাঁচিয়া যাইবে; কারণ বনের মূল ক্রোধাদি অধার্মিক বস্তু; আর ব্যাঘ্রের মূল কৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণ।

মহাবৃক্ষের আশ্রয় না পাইলে লতাসকল কদাচ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে সেবা অথবা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন; এক্ষণে নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা সমরকার্য্যে সুনিপুণ হইয়া অতি প্রশান্তভাবে রহিয়াছেন। হে সঞ্জয়! তুমি অবিকল এই সকল কথার উল্লেখ করিবে।”

২৯তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের সানুনয় সংবাদবার্ত্তা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরদেব! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করি; আপনি সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন। হে দেব! আমার অন্তঃকরণ অভিভূত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি যথাক্রমে যদি কোন দোষ উল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এক্ষণে ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, চেকিতান ও আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ননেত্রে দৃষ্টিপাত করুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে সুখে গমন কর। হে বিদ্বন! তুমি কদাপি আমাদিগের অপ্রীতিকর বিষয় স্মরণ করিও না; আমরা তোমাকে শুদ্ধাত্মা, মধ্যস্থ [উভয়পক্ষের পক্ষপাতশূন্য বিবাদমীমাংসক] ও সভ্য বলিয়া জানি। তুমি কল্যাণভাষী, সুশীল, সন্তুষ্টচিত্ত, আপ্তদূত [ভ্রমপ্রমদশূন্য—যাঁহার ভুল ভ্রান্তি নাই] ও অত্যন্ত প্রীতির আস্পদ। আমরা জানি, কখন তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, দুর্ব্বাক্য কহিলেও তুমি কুপিত হও না, কদাপি মর্ম্মভেদী, রুক্ষ, নীরস, অপ্রকৃত বার্ত্তা প্রকটিত কর না; প্রত্যুত ধর্ম্মার্থসঙ্গত কারুণ্যপূর্ণ বাক্যই ব্যবহার করিয়া থাক। অতএব তুমিই প্রিয়তম দূত অথবা দ্বিতীয় বিদুরস্বরূপ হইয়া আমাদের নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি ধনঞ্জয়ের আত্মসম সখা, পূর্ব্বে আমরা পুনঃ পুনঃ তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি।

"হে সঞ্জয়! এক্ষণে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া বিশুদ্ধবীর্য্য, কঠকৌথুম্যাদি চরণসম্পন্ন [ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক কঠকৌধুমাদি বেদশাখার অধ্যয়নশীল], কুলীন, সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ, উপাসনার্হ ব্রাহ্মণগণকে উপাসনা করিবে। আর স্বাধ্যায়ী [বেদাধ্যায়ী], ভিক্ষু, তপস্বী ও বনবাসী ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কুশলজিজ্ঞাসা করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিত, আচার্য্য ও ঋত্বিকগণের সহিত যথাযোগ্য কুশলে মিলিত হইবে। তথায় যে-সকল মহানুভব শীলবলসম্পন্ন বৃদ্ধ অশ্রোত্রিয়া [শূদ্রাদি] বাস করেন, যাঁহারা আমাদিগের বিষয় কথোপকথন ও আমাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা ধর্ম্মের লেশমাত্রও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা রাজ্যমধ্যে বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং যেসকল স্থানাধিকারী [স্ব স্ব রত্তিদ্বারা পুত্রাদির পালনকারী] রাজ্যমধ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে আমাদের কুশলসংবাদ প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগের অনাময়-জিজ্ঞাসা করিবে। নীতিপরায়ণ, বিনয়গ্রাহী, অভীষ্ট আচার্য্য দ্রোণ বেদলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রকে মন্ত্র, উপচার, প্রয়োগ ও সংহাররূপ পদচতুষ্টয়ে শোভিত করিয়াছেন। তুমি সেই প্রসন্নস্বভাব আচার্য্যকে অভিবাদন করিবে। যিনি অস্ত্রকে পুনর্ব্বার চতুস্পাদসম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই অধীতবিদ্যা কঠকৌথুমাদিচরণোৎপন্ন গন্ধর্ব্বকুমারসদৃশ তপস্বী অশ্বত্থামাকে কুশলজিজ্ঞাসা করিবে। মহারথ আত্মতত্ত্ববিৎ কৃপাচার্য্যের আলয়ে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। শৌর্য্য, দয়া, তপ, প্রজ্ঞা, শীল, শ্রুতি, সত্ত্ব ও ধৃতি-সম্পন্ন কুরুসত্তম ভীষ্মের পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া আমার বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।

প্রজ্ঞাচক্ষু [শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন] কুরুকুলের প্রণেতা, বহুশাস্ত্রবিৎ, বৃদ্ধসেবী, মনীষী, স্থবিররাজ [অতি বৃদ্ধ] ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদনপূৰ্ব্বক আমার অনাময়সংবাদ প্রদান করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, পাপিষ্ঠ, শঠ, মূর্খ, অখণ্ডভূমণ্ডলের অধিপতি দুর্য্যোধন ও তৎসদৃশ শীলাসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর কুরুকুলের শূরতম দুঃশাসনকে কুশলজিজ্ঞাসা করিবে। যিনি প্রতিনিয়ত ভরতকুলের সন্ধি কামনা করেন, সেই সাধুশীল মনীষী বাহ্লীকশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিবে। যিনি অনেকসদ্‌গুণসম্পন্ন, জ্ঞানবান, সদয়স্বভাব, যিনি স্নেহবশতঃ ক্রোধ সংবরণ করিয়া আছেন, আমার মতে সেই সোমদত্ত পূজনীয়। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কৌরবকুলের পূজনীয় সৌমদত্তি আমার ভ্রাতা ও সহায়, অতএব তাহাকে ও তাঁহার অমাত্যদিগকে কুশলজিজ্ঞাসা করিবে। তদ্ভিন্ন যেসকল কুরুপ্রধান যুবা, আমাদিগের পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতা, তাহাদিগকে যথাযোগ্য অনাময়জিজ্ঞাসা করিবে।

“বশাতি, শাল্লক, কেকয়, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত্ত, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পাৰ্ব্বতীয় প্রভৃতি যেসকল অনৃশংস, শীলবৃত্তসম্পন্ন ভূপতি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে কুশল-জিজ্ঞাসা করিবে। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী, পদাতি, অর্থসম্পন্ন অমাত্য দৌবারিক, সেনানায়ক, আয়ব্যয়দর্শী ও অর্থান্বেষীদিগকে আমার কুশলসংবাদ প্রদান করিয়া অনাময়জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি কুরুকুলের দেবতাস্বরূপ, প্রজ্ঞাবান ও পরমধার্মিক, যুদ্ধ যাহার নিতান্ত অনভিপ্রেত, সেই বৈশ্যাপুত্রকে অনাময়জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি শঠতা ও অক্ষক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ও সংগ্রামে দুর্জয়, যিনি গূঢ় রূপে অমাত্যদিগের পরীক্ষা করেন, সেই চিত্রসেনকে কুশলজিজ্ঞাসা করিবে।

“রাজা দুর্য্যোধনের সম্মানার্থ মিথ্যাবুদ্ধি, অক্ষদেবী, অদ্বিতীয় শঠ, পাৰ্ব্বতরাজ শকুনিকেও কুশলজিজ্ঞাসা করিবে। যে বীর একরথে দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবগণকে জয় করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছেন, যিনি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অদ্বিতীয় মোহয়িতা, সেই কর্ণকে কুশলজিজ্ঞাসা করিবে। আমাদিগের ভক্ত, গুরু, পিতা, মাতা, সুহৃৎ ও মন্ত্রিস্বরূপ অগাধবুদ্ধি দীর্ঘদর্শী বিদুরকে কুশলজিজ্ঞাসা করিবে।

“আমাদিগের মাতৃস্বরূপ তত্রস্থ গুণবতী বৃদ্ধবনিতাগণের সমীপে গমনপূৰ্ব্বক আমার প্রণাম জানাইবে এবং তাঁহাদিগের অনৃশংস পুত্র-পৌত্রগণ সম্যক জীবিকা লাভ করিতেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ কহিবে, রাজা যুধিষ্ঠির পুত্রসমভিব্যাহারে কুশলে আছেন। তদ্ভিন্ন যাঁহাদিগকে আমাদিগের পালনীয়া বোধ করিবে, সেই সকল অনবদ্য রমণীকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাঁহারা সুরক্ষিত সুরভিচর্চ্চিত [গন্ধদ্রব্যাদিদ্বারা সৎকৃত] ও অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থিতি এবং শ্বশুরগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছেন কি না। আর তাঁহাদিগের স্বামীরা যেরূপ অনুকুল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তদ্রূপ অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন কি না? যেসকল গুণবতী প্রজাবতী [সন্তানবতী] রমণীসম্পর্কে আমাদিগের স্নুষা ও যাঁহারা সৎকুল হইতে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং কন্যাগণকে অনাময়জিজ্ঞাসা করিয়া আলিঙ্গনপূৰ্ব্বক কহিবে, রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, তোমাদের কল্যাণ হউক; তোমাদিগের স্বামী অনুকূল হউন, তোমরাও অলঙ্কৃত, বস্ত্রাবতী,

গন্ধচর্চ্চিতা, অবীভৎসা, অনুকুলা হইয়া পরমসুখে কালব্যাপন কর। যেসকল বনিতা দৃষ্টিপথে আগমন বা সমক্ষে কথোপকথন করেন না, তাঁহাদিগকেও কুশলজিজ্ঞাসা করিবে।

"দাস ও দাসীগণকে আমাদিগের কুশলসংবাদ প্রদানপূর্ব্বক অনাময়জিজ্ঞাসা করিবে। তাঁহাদিগের আশ্রিত, কুব্জ, খঞ্জ, অঙ্গ হীন, অতি দীন, বামন, অন্ধ, স্থবির ও গজাজীব [গজের ব্যবসা দ্বারা জীবিকাকারী গজাজীব, যেমন অজাজীব ইত্যাদি; কিন্তু এখানে গজাদির পরিচালন ও গজের সেবাকারী এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।] প্রভৃতিকে আমাদিগের কুশলসংবাদ প্রদান করিয়া অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবে, দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পুরাতন বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন কি না?" পরে কহিবে যে, তোমরা পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, তন্নিমিত্ত ক্লেশকর কুৎসিত জীবিকায় কালযাপন করিতেছ; কিন্তু কদাচ ভীত হইও না; আমরা কালক্রমে অরাতিগণকে নিগৃহীত ও সুহৃদগণকে অনুগৃহীত করিয়া অন্নাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক তোমাদিগকে প্রতিপালন করিব। হে সঞ্জয়! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে যে, যুধিষ্ঠির যেসকল ব্রাহ্মণকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন, তুমি তাহা অব্যাহত রাখিয়াছ কি না, এই সংবাদ দূতদ্বারা তাহাকে শ্রবণ করাইবে। যেসকল অনাথ, দুর্ব্বল, মূঢ় ব্যক্তি আত্মপ্রতিপালনের নিমিত্ত সতত ব্যস্ত, তুমি সেই সকলকে কুশলজিজ্ঞাসা করিবে। যেসকল ব্যক্তি নানাদিগদেশ হইতে আগমন করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক কুশলজিজ্ঞাসা করিবে। এইরূপ চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত রাজদূতগণকে কুশলজিজ্ঞাসানন্তর আমাদিগের কুশলসংবাদ প্রদান করিবে।

"দুর্য্যোধন যেসকল যোদ্ধাকে হস্তগত করিয়াছে, তাদৃশ যোদ্ধা পৃথিবীতে আর দেখি না, আমাদিগের অন্য উপায় নাই, কেবল এক ধর্ম্মই শত্রুজয় করিবার অবিনশ্বর [অমোঘ] উপায়। সে যাহা হউক, পুনরায় এই কথা দুর্য্যোধনের কর্ণগোচর করিবে যে, হে বীর! 'কুরুরাজ্য শাসন করিব' বলিয়া যে অভিলাষ তোমার হৃদয় ব্যথিত করিতেছে, সেই তোমার শত্রু, আমরা এক্ষণে যেরূপে অবস্থান করিতেছি, ইহা তোমার অত্যন্ত প্রীতিজনক, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যে চিরকাল এই অবস্থায় থাকিব, তাহার কোনো প্রমাণ নাই; অতএব হয় আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থাপুরী প্রদান কর, না হয় যুদ্ধে অগ্রসর হও।"

৩০তম অধ্যায়
পাণ্ডবগণের পঞ্চগ্রামপ্রার্থনা-প্রস্তাব

"হে সঞ্জয়, কি সাধু, কি অসাধু, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বলবান, কি দুর্ব্বল—ধাতা সকলকেই বশীভূত করেন। তিনি পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে বালককে পাণ্ডিত্য ও পণ্ডিতকে বালত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, সকলই তাঁহার অধীন। হে সঞ্জয়! এক্ষণে তুমি কুরুরাজ্যে গমন কর; অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার অনাময়জিজ্ঞাসা করিবে। তিনি আমাদের বলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যাহা দেখিতেছি, ইহাই যথার্থরূপ বর্ণনা করিবে; আর তিনি কুরুকুলে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলে পর কহিবে যে, আপনার বীর্য্যপ্রভাবে পাণ্ডবগণ পরমসুখে কালব্যাপন করিতেছেন; তাঁহারা বালক, আপনার প্রসাদেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, অতএব অগ্রে তাঁহাদিগকে রাজ্য

সংস্থাপিত করিয়া এক্ষণে উপেক্ষা করিয়া বিনষ্ট করা অনুচিত। হে সঞ্জয়! এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড কখন একজনের অধিকৃত হইতে পারে না, আমরা পরস্পর সামঞ্জস্যসহকারে বাস করিতে বাসনা করি। তুমি এক্ষণে শত্রুদিগের বশীভূত হইও না।

"হে গবলগণনন্দন! তুমি ভরতকুলের পিতামহ শান্তনুতনয় ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে এবং কহিবে যে, আপনি ক্ষয়োন্মুখ শান্তনুর বংশ প্রত্যুদ্ধার করিয়াছেন, অতএব স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যাহাতে আপনার পৌত্রগণ জীবিত থাকিয়া পরস্পর সৌহার্দ অবলম্বন করে, তদ্বিষয়ে যত্ন করুন। পরে কুরুকুলের মন্ত্রি বিদুরের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিবে, হে ক্ষত্তঃ! তুমি যুধিষ্ঠিরের পরমহিতৈষী, অতএব যাহাতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ না হয়, এরূপ পরামর্শ প্রদান কর ।

"অনন্তর কৌরবগণমধ্যে সমাসীন অমর্ষপরায়ণ রাজপুত্র দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিয়া কহিবে, "হে রাজকুমার! তুমি যে নিরপরাধা দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া যথোচিত অবমাননা করিয়াছিলেন এবং তুমি যে পাণ্ডবগণকে অজিন পরিধান করাইয়া বনে নির্ব্বাসিত ও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখে পাতিত করিয়াছ, তাঁহারা তৎসমুদয় ক্ষমা করিয়াছেন; আর কুরুকুল নির্ম্মূল করেন নাই। আর দুষ্ট দুঃশাসন তোমার অনুমতিক্রমে কুন্তী দেবীর বাক্য অতিক্রম করিয়া যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও তাঁহারা সহ্য করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে তুমি পরদ্রব্যগ্রহণাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের যথার্থ ভাগ প্রদান কর। তাহা হইলেই পরস্পরের শান্তি ও প্রীতিলাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাঁহারা রাজ্যের একদেশমাত্র প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইবেন। অতএব তুমি কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকান্দী, বারণাবত ও অন্য এক গ্রাম-এই পঞ্চগ্রাম তাঁহাদের পঞ্চভ্রাতাকে প্রদান কর।

"হে সঞ্জয়! আমার অভিলাষ এই যে, জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদের শান্তিলাভ হয়; ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও পিতা পুত্রের সহিত মিলিত হয়েন, পাঞ্চালগণ হাসিতে হাসিতে কৌরবদিগের নিকট গমন করেন এবং আমি সমুদয় কৌরব ও পঞ্চালগণকে অক্ষত দর্শন করি। আমি সন্ধি ও বিগ্রহ উভয় কার্য্যেই সম্মত আছি; মৃদু ও দারুণ উভয়েই পরাঙ্মুখ নহি, এক্ষণে যেরূপ উপস্থিত হইবে, তাহাই করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

৩১তম অধ্যায়
সঞ্জয়ের হস্তিনায় গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুযায়ী কার্য্যজাত সম্পাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিলেন, "দৌবারিক! যদি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জাগরিত থাকেন, তবে তুমি নিবেদন কর, আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি, আমার অত্যন্ত আবশ্যক আছে। আমি তাঁহার জ্ঞাতসারে প্রবেশ করিব, অতএব তুমি বিলম্ব করিও না।" দ্বারপাল সঞ্জয়ের বাক্যানুসারে ধৃতরাষ্ট্রনিকটে গমনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! প্রণাম, আপনার দূত সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট হইতে

আগমন করিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, তিনি কি করিবেন, অনুমতি করুন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “দ্বারপাল! আমার কল্যাণসংবাদ প্রদানপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া সঞ্জয়কে প্রবেশিত কর। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে ত' নিবারণ করি নাই? তবে কি নিমিত্ত দ্বারদেশে রুদ্ধ হইয়াছে?”

অনন্তর দ্বাররক্ষক সঞ্জয়কে রাজনির্দ্দেশ অবগত করিলে তিনি তখন বিশালনিবেশনে [ধৃতরাষ্ট্রের বৃহৎ বাসগৃহ] প্রবেশপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সিংহাসনে সমাসীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “মহারাজ। আমি [ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব বিষয়ে 'আমি' উল্লেখ] সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম করি, আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি। মহানুভব যুধিষ্ঠির আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশলজিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং পুত্র, নপ্তা [পৌত্র], সুহৃৎ, মন্ত্রি ও উপজীবিগণ আপনার পুত্রদিগের প্রতি অনুরক্ত আছেন কি না, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি অজাতশত্রু কুন্তীকুমারকে সুখে অভিনন্দন করিয়া তোমাকে কহিতেছি, পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির, তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র ও অমাত্যগণ ত' কুশলে আছেন?”

পাণ্ডবসংবাদপ্রদান-ধৃতরাষ্ট্র তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অমাত্যের সহিত কুশলে আছেন। আপনি অনুদূতের পূর্ব্বে যাহা [পাশাখেলায়-সর্ব্বস্ব পরাজয়ের পর প্রদত্ত পঞ্চগ্রাম] তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন। তিনি নির্দোষ, ধর্ম্মার্থসম্পন্ন, উদারপ্রকৃতি, শাস্ত্রজ্ঞ ও সুশীল। দয়াই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম, ধনরাশি অপেক্ষা ধর্ম্ম তাঁহার অধিকতর প্রিয়, তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মানুগত অর্থসংযুক্ত সুখ ও প্রিয়বস্তুর অনুসরণ করে। আমি পাণ্ডবগণের ঈদৃশ নিগ্রহ এবং মহারাজের অনুষ্ঠিত অবক্তব্য পাপানুবন্ধী [অন্যায়কৃত] ভীষণ কর্ম্মদোষ অবলোকন করিয়া বোধ করিতেছি যে, পুরুষ ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া সূত্রগ্রথিত দারুময়ী যোষার [কাষ্ঠপুত্তলিকার] ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; মনুষ্য অপেক্ষা দৈবকর্ম্ম প্রধান, আর শত্রু যতকাল বিঘ্ন ইচ্ছা না করে, ততকাল পুরুষ প্রশংসা লাভ করিতে পারে। সর্প যেমন অকর্মণ্য নির্ম্মোক [ত্বক—খোলস] পরিত্যাগ করে, মহাবীর যুধিষ্ঠির সেইরূপ পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক আচারব্যবহার দ্বারা শোভা পাইতেছেন। আর দেখুন, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অর্থবিরুদ্ধ ও আর্য্যব্যবহারবিরুদ্ধ, তাহাই আপনার কর্ম্ম; অতএব আপনি যেমন ইহলোকে নিন্দাস্পদ হইয়াছেন, সেইরূপ পরলোকেও নিরায়গামী হইবেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যেসকল বিষয় পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে অন্য কেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, আপনি পুত্রের বশীভূত হইয়া সেই সকল বিষয় আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত কল্পনা করিতেছেন, ইহা আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। এরূপ করিলে পৃথিবীমণ্ডলে আপনার মহতী অপকীর্ত্তি হইবে। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন, দুষ্কুলজাত, নিষ্ঠুর, দীর্ঘবৈর [চিরশত্রুতাকারী], ক্ষত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, বীর্য্যহীন ও অশিষ্ট সেই ব্যক্তিই এই প্রকার আপদ্ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করুক। যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে শরীরধারণ করিয়া

আত্মনিষ্ঠ হয়, সে ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ কুলীনত্ব, বলবত্ত্ব, যশস্বিতা, শাস্ত্রজ্ঞতা, সুখজীবিত্ব, জিতাত্মত্ব [জিতেন্দ্রিয়তা], এই গুণষট্‌কের অধিকারী হইয়া উঠে। আপনি কুলজাত হইয়াও কেবল অনৃত [মিথ্যা]দোষবশতঃ অন্যান্য গুণে বঞ্চিত হইয়াছেন, নতুবা মন্ত্রণাকুশল ভীষ্মপ্রভৃতির আশ্রয়, আপৎকালে ধর্ম্মার্থের প্রণেতা, সর্ব্বমন্ত্রণাসম্পন্ন, অমূঢ় ও দ্যূতক্রীড়া হইতে ভীষ্মাদিকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কোন ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনারূপ নৃশংস কর্ম্ম করিতে পারে? হে মহারাজ! কর্ণ-প্রভৃতি মন্ত্রবেত্তাগণ মিলিত হইয়া প্রতিনিয়ত আপনার কর্মে ব্যাপৃত আছেন; তাঁহারা কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্ত ‘পাণ্ডবগণকে রাজ্যপ্রদান করিব না’ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। যদি কদাচিৎ যুধিষ্ঠির আপনার পাপকর্মে উত্তেজিত হইয়া আপনার প্রতি পাপ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কৌরবগণ অকস্মাৎ উন্মলিত হইবে। আর তিনি আপনার প্রতি পাপাচরণ পরিত্যাগ করিলে আপনার নিন্দায় এই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

“হে মহারাজ! সমুদয়ই দৈবাধীন; যে ধনঞ্জয় পরলোকদর্শনার্থ পৃথিবীলোক অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং তিনি উভয়লোকসঞ্চারণযোগ্যতানিবন্ধন সাধুগণসমীপে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারও যখন তাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তখন মনুষ্যকৃত কর্ম্ম কর্ম্মই নহে। বলিরাজা ধর্মজনিত শৌর্য্যাদি গুণ ও ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্য্য এবং অনৈশ্বর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণপরম্পরার পার প্রাপ্ত না হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে কাল ভিন্ন অন্য কারণ নাই; অতএব পুরুষ দ্বেষশূন্য ও দুঃখবিহীন হইয়া জ্ঞানায়তন [শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন] চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বাকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়লালসার সংযমদ্বারা তাহাদিগের প্রীতিসম্পাদনা করিবেন। কিন্তু অন্য কেহ এরূপ কহেন না; তাঁহারা কহেন, পুরুষকৃত কর্ম্ম সুন্দররূপে প্রযুক্ত হইলে সফল হয়, দেখুন, পুরুষ মাতাপিতার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াদ্বারা জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিধিবৎ ভোজন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়।

“হে রাজন! প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা মনুষ্যমাত্রেরই ঘটিয়া থাকে। দেখুন, এক ব্যক্তি যাহাকে অপরাধের নিমিত্ত নিন্দা করে, আবার তাহারই সদাচারের নিমিত্ত প্রশংসা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি এক্ষণে ভারতীকুলের বিরোধ-জন্য সমুদয় প্রজাক্ষয় হইবে বলিয়া আপনাকে নিন্দা করিতেছি। যদি পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে যেমন হুতাশন কক্ষরাশি [গৃহসমূহ] ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আপনার অপরাধে মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুকুল নিমূল করিবেন। আপনি একাকী স্বেচ্ছাচারী পুত্রের বশবর্ত্তী ও কৃতার্থম্মন্য হইয়া দূতকালে শান্তি অবলম্বন করেন নাই, এক্ষণে তাহারই পরিণাম অবলোকন করুন। আপনি অনাপ্ত[ভ্রমপ্রমাদযুক্ত]দিগের সংগ্রহ ও আপ্ত[ভ্রম প্রমাদশূন্য]দিগের নিগ্রহ জন্য দুর্ব্বল হইয়া এই বিস্তারিত পৃথিবী রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। হে রাজন! আমি রথবেগে অভিভূত [রথের দ্রুতগতিতে গাত্রবেদনাদিদ্বারা অবসন্ন] ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি; অতএব অনুজ্ঞা করুন, শয়নগৃহে গমন করি, প্রাতঃকালে সভামধ্যে কৌরবগণ সকলে একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিবেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সূতপুত্র! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহে গমনপূর্ব্বক সুখে শয়ন কর, প্রাতঃকালে কুরুগণ সভামধ্যে একত্র হইয়া অজাতশত্রুর [ব্যবহারগুণে শত্রুহীন

যুধিষ্ঠিরের] বাক্য শ্রবণ করিবেন।”

সঞ্জয়যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

৩২তম অধ্যায়
প্রজাগণপর্ব্বাধ্যায়—বিদুরাগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! পরে মহাপ্রজ্ঞ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দ্বারবান্কে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “দ্বারপাল! বিদুরকে দেখিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, তুমি সত্বর তাঁহাকে এ স্থানে আনয়ন কর।” দ্বারবান ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিদুরের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিল, “হে মহাপ্রজ্ঞা! মহারাজ আপনাকে দেখিতে বাসনা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বে তাঁহার সন্নিধানে গমন করুন।” বিদুর মহারাজের নির্দ্দেশ শ্রবণমাত্র দ্বারপালের সমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক কহিলেন, “দ্বারপাল! তুমি মহারাজসমীপে আমার আগমনবার্ত্তা নিবেদন কর।” দ্বারবান বিদুরের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, “মহারাজ! বিদুর আপনার আজ্ঞানুসারে আগমনপূর্ব্বক চরণদর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন, এক্ষণে আপনার কি অনুমতি হয়?” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “দ্বারপাল! দীর্ঘদশী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে সত্বর আমার নিকটে আনয়ন কর, আমি বিদুরকে দর্শন করিতে কদাপি পরাঙ্মুখ নহি ।” তখন দ্বারবান বিদুরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, “মহাশয়! আপনি অবিলম্বে মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কদাচ বিরত নহেন।”

তখন মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “মহারাজ! আমি বিদুর, আপনার আদেশানুসারে আগমন করিয়াছি, অনুমতি করুন, কি করিব?” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! অদ্য সঞ্জয় আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমাকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, সে প্রভাতে সভামধ্যে আসিয়া তৎসমুদয় কহিবে। যুধিষ্ঠির তাহাকে যে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই, তন্নিমিত্ত আমার চিত্ত অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, নিদ্রা কোনক্রমেই আমার নয়নাবলম্বিনী হইতেছে না, আমি জাগরিত থাকিয়া কেবল চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি। অধিক কি বলিব, যে অবধি সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছে, সেই অবধি আমার মন অপ্রশান্ত ও ইন্দ্রিয়গণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সঞ্জয় যে কি বলিবে, এই চিন্তাই আমার হৃদয় দাহ করিতেছে। অতএব যাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, এরূপ কথোপকথন কর।”

অনন্তর বিদুর কহিলেন, “মহারাজ। যে ব্যক্তি কামী বা চৌর এবং যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও হীনসাধন হইয়া বলবান শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত অথবা যাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, ইহাদিগেরই নিদ্রাচ্ছেদ হইয়া থাকে। আপনি ত’ এরূপ কোন মহাদোষে আক্রান্ত হয়েন নাই অথবা পরধনে লোভ করিয়া ত’ পরিতৃপ্ত হইতেছেন না?” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! আমি তোমার নিকট যুক্তিপ্রদান ধর্ম্মানুগত কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি,

তুমি উহা কীর্ত্তন কর। হে বিদ্বন! এই রাজর্ষিবংশমধ্যে তুমিই একজন প্রাজ্ঞজনসম্মত মনুষ্য আছ।”

বিদুরকর্ত্তৃক পণ্ডিতমুর্থ-লক্ষণ বর্ণন

বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইতে পারেন। আপনি সকলের প্রার্থনীয় সেই পুরুষকে বনে প্রবাসিত করিয়াছেন; কিন্তু আপনি ধর্মজ্ঞ হইয়াও নয়নহীনতাপ্রযুক্ত রাজলক্ষণবিহীন হইয়াছেন, সুতরাং রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অনুশংস, দয়ালু, সত্যপরায়ণ ও পরাক্রমশালী; তন্নিমিত্তই আপনাকে গুরু বলিয়া জ্ঞান করিয়া অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। যাহা হউক, আপনি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের উপর ঐশ্বর্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া কিরূপে শ্রেয়োলাভের বাসনা করিতেছেন? হে মহারাজ! আত্মজ্ঞান, কর্ম্ম, তিতিক্ষা [ভ্যাগে ইচ্ছা] ও ধর্ম্মনিত্যতা [স্বধর্ম্মনিষ্ঠভা] যে ব্যক্তিকে অর্থ হইতে বিচলিত করিতে না পারে, তিনিই পণ্ডিত যিনি অনাস্তিক ও শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রশান্ত কার্য্যানুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, অনম্রতা ও আত্মাভিমানপরতন্ত্র হইয়া অর্থ হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন, তিনিই পণ্ডিত। যাহার কার্য্য ও মন্ত্রণার ফল সমুদিত না হইলে শত্রুগণ উহা জানিতে পারে না, তিনিই পণ্ডিত। শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, অনুরাগ, সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধিতে যাঁহার কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন হয় - না, তিনিই পণ্ডিত। যাহার স্বাভাবিকী বুদ্ধি ধর্ম্মার্থের অনুগামিনী এবং যিনি উভয়লোকসুখাবহ অর্থের কামনা করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি স্বীয় শক্তি অনুসারে কার্য্যসাধনের ইচ্ছা বা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শীঘ্র বুঝিতে পারেন, অধিকক্ষণ শ্রবণ করেন, উত্তমরূপ বিবেচনা না করিয়া কেবল কামবশতঃ অর্থসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না এবং যথাবৎ জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরার্থে বাক্যব্যয় করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অপ্রাপ্যবিষয়লাভে অভিলাষী হয়েন না, বিনষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোকসন্তাপ করেন না, এবং আপৎকালেও কদাচ বিমুগ্ধ হয়েন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অগ্রে কার্য্যনিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবেন সম্পূর্ণরূপে কার্য্য শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না এবং একমুহূর্ত্তও বৃথা অতিবাহিত করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সজ্জনোচিত কার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন, ঐশ্বর্য্যপ্রদ কর্মের অনুষ্ঠান করেন ও হিতকর কার্য্যে কদাচ অসূয়া প্রদর্শন করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি আপনার সম্মানে হৃষ্ট ও অপমানে পরিতৃপ্ত হয়েন না এবং হ্রদের ন্যায় সতত অবিচলিত ও অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সর্ব্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্মের যোগজ্ঞ ও সকল মনুষ্যের উপায়জ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বাক্যপ্রয়োগ করেন, লোকবার্ত্তা পরিজ্ঞাত থাকেন, তর্কে বিশেষ প্রতিভা লাভ করেন ও আশু গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার অধ্যয়ন প্রজ্ঞানুযায়ী ও প্রজ্ঞা শাস্ত্রানুসারিণী, যিনি কদাচ আর্য্যব্যক্তির মর্যাদা ভঙ্গ করেন না এবং বিপুল অর্থ, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও অনুদ্ধতচিত্তে কালব্যাপন করেন, তিনিই পণ্ডিত।

"যে ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়াও পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ, দরিদ্র হইয়াও ধনগর্ব ও কুকার্য্যদ্বারা ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরার্থসাধন করিতে যত্নবান হয় ও মিত্রের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত মিথ্যাচরণ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন মানবকে অভিলাষ ও ভক্তব্যক্তিকে পরিত্যাগ এবং বলবানের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করে, মিত্রের দ্বেষ ও হিংসা করে এবং অসৎকর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি সাংসারিক কার্য্যে সতত সন্দিহান হয় ও আশুকর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলম্ব করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবার্চনে বিরত হয় এবং মিত্রের প্রতি অনুরক্ত হয় না, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আহূত না হইয়া গমন, জিজ্ঞাসিত না হইয়া বহু বাক্যব্যয় ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়াও পরের প্রতি দোষারোপ করে এবং অণুমাত্র ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও সতত ক্রুদ্ধ হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আত্মবল অবগত না হইয়া ধর্ম্মার্থপরিবর্জিত অলভ্য বস্তুর লাভে বাসনা করে, সেই মূঢ়। যে অদণ্ড ব্যক্তিকে দণ্ড করে ও অজ্ঞাতসারে ভূপালের উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি অদাতার প্রসাদনে [প্রসন্ন করিতে] প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেও মূঢ় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ধৃতরাষ্ট্রের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ

"হে মহারাজ! যে ব্যক্তি স্বীয় ভৃত্যগণকে যথোচিত ভাগ প্রদান না করিয়া একাকী সম্পত্তি সম্ভোগ ও সুন্দর বসন পরিধান করে, তাহা অপেক্ষা নৃশংস আর কে আছে? দেখুন, একজন পাপ করিলে অন্য ব্যক্তিকেও ভোগ করিতে হয়, কিন্তু ফলভোক্তা সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, পাপকর্ত্তা বিমুক্ত হইতে পারে না। ধনুর্দ্ধরবিনির্ম্মুক্ত সায়কদ্বারা একবারে এক ব্যক্তির প্রাণনাশ হওয়াও সন্দেহ, কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধিপ্রভাবে রাজা ও তাঁহার সমুদয় রাজ্য এককালে নষ্ট হইতে পারে। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্যনির্দ্ধারণপূর্ব্বক সামাদি উপায় চতুষ্টয়ের দ্বারা মিত্র, উদাসীন ও শত্রুগণকে বশীভূত, ইন্দ্রিয় পরাজয় সন্ধিবিগ্রহাদিতে বিশেষ জ্ঞানলাভ এবং স্ত্রী, অক্ষ [দ্যুতক্রীড়া], মৃগয়া, পান [মদ্যপান], বাকপারুষ্য [কর্কশভাষণ], দণ্ডপারুষ্য [অল্প অপরাধে কঠিন দণ্ডদান] ও অর্থপরুষ্য [নির্য্যাতনপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ] পরিত্যাগ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালব্যাপন করুন। দেখুন, বিষরস একজনকেই বিনাশ করিতে পারে ও শস্ত্রদ্বারাও একজন বিনষ্ট হয়, কিন্তু মন্ত্রবিপ্লব হইলে ভূপতি সমুদয় প্রজা ও রাজ্যসমভিব্যাহারে একবারে উৎসন্ন হয়েন। হে মহারাজ! একাকী মিষ্টদ্রব্যাভক্ষণ, অর্থচিন্তা, পথপর্য্যটন ও প্রসুপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাগরণ করা বিধেয় নহে। হে রাজন! যাহা স্বর্গের সোপান এবং সংসারসাগরের তরী, আপনি সেই একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু সত্য [ব্রহ্মপক্ষে সত্য শব্দের অর্থ পরমপুরুষ; কিন্তু তাহা প্রকরণের প্রসঙ্গ নহে; কারণ, ধৃতরাষ্ট্র এ প্রকরণে মোক্ষকামী নহেন] কে অবগত হইতে পারেন নাই। হে কুরুবংশাবতংস! ব্যক্তির [ক্ষমাবান ব্যক্তির] একমাত্র দোষ এই যে, তিনি সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে অসমর্থ জ্ঞান করে। কিন্তু তাঁহার ঐ দোষ গণনীয় নহে, কারণ, ক্ষমা মানুষ্যের পরমধর্ম্ম; ক্ষমা অসমর্থ ব্যক্তির গুণ ও সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ। এই জগতীতলে ক্ষমা অদ্বিতীয়

বশীকরণ, ক্ষমাদ্বারা সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যে ব্যক্তি ক্ষমারূপ খড়্গ ধারণ করিয়া থাকে, দুর্জ্জনগণ তাঁহার কি করিতে পারে? বহ্নি তৃণশূন্য স্থানে নিপতিত হইলে স্বয়ং প্রশমিত হইয়া থাকে; কিন্তু ক্ষমাহীন ব্যক্তি আপনিই সমুদয় দোষের ভাজন হইয়া উঠে। ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ, ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি ও অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান।

"সর্প যেমন গর্ত্তস্থ জন্তুগণকে ভক্ষণ করে, পৃথিবী তদ্রূপ যুদ্ধচেষ্টাপরাঙ্মুখ ভূপতি ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ-এই দ্বিবিধ লোককে উৎসাদিত করিয়া থাকে। মনুষ্য ইহলোকে পরুষবাক্য প্রয়োগ ও অসতের পূজা-এই দুই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যশস্বী হয়। যে স্ত্রী কান্তকেই কামনা করে ও যে পুরুষ পূজিত ব্যক্তিকেই পূজা করে-এই দুইজন লোকের বিশ্বাসভাজন হয়। নির্দ্ধনের অভিলাষ ও অনীশ্বরের ক্রোধ সুতীক্ষ্ণকণ্টকস্বরূপ হইয়া তাহাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে। নিশ্চেষ্ট গৃহস্থ ও ধর্ম্মতৎপর ভিক্ষুক-এই উভয়বিধ লোকই জনসমাজে শোভিত হয় না। ক্ষমাবান প্রভু ও বদান্য দরিদ্র-এই দুই প্রকার ব্যক্তিই স্বর্গে বাস করে, অপাত্রে গৌরব ও পাত্রে আগৌরব প্রদর্শন-এই উভয়বিধ কার্য্য করিলে ন্যায়ানুগত কর্মের বিপরীতানুষ্ঠান হয়। যে ব্যক্তি অপরিমিতধনসম্পন্ন হইয়াও আদাতা হয় এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও তপঃপরায়ণ না হয়-এই উভয়বিধ লোককেই গলদেশে শিলাবন্ধনপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। যে পরিব্রাজক যোগশীল এবং যে বীর সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া নিহত হয়-এই দুইপ্রকার লোকই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে পারে।

"হে ভারতবংশাবতংস। বেদজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা যায় যে, মনুষ্যগণের উপায় তিন প্রকার;—শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কানীয়ান। এই ভূমণ্ডলে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক আছে, উহাদিগকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার কর্মে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভার্য্যা, দাস ও পুত্র-এই তিনজনই অধম। ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তৎসমুদয়ই উহাদের ঈশ্বরের অধীন। পরদ্রব্যাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ এবং সুহৃৎপরিত্যাগ-এই ত্রিবিধ দোষই অতি ভয়ানক। কাম, ক্রোধ ও লোভ- এই তিন রিপু, নরকের ত্রিবিধ দ্বারস্বরূপ ও আত্মবিনাশের হেতু; এই নিমিত্ত এই রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ভক্ত, যে ব্যক্তি উপাসক এবং যে ব্যক্তি 'আমি তোমার' বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে-এই তিনপ্রকার শরণাপন্ন লোককে বিষম সঙ্কটেও পরিত্যাগ করিবে না। শত্রুকে কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত করা, বরপ্রদান, রাজ্যলাভ ও পুত্রের জন্ম—এই তিন কর্মের সদৃশ।

"হে মহারাজ! ভূপতিগণ অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্রী, অলস ও স্তাবক-এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করিবেন না। আপনার অশেষ সম্পত্তিশালী গার্হস্থ্যধর্ম্মযুক্ত ভবনে বৃদ্ধ জ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অপত্যহীন ভগিনী-এই চারিপ্রকার লোক বাস করুক। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, দেবগণের সঙ্কল্প, ধীমানদিগের অনুভাব, কৃতবিদ্যগণের বিনয় ও পাপকর্মের বিনাশ—এই চারিটি বিষয়ই সদ্য ফল প্রদান করে। মানাগ্নিহোত্র [হোম], মানমৌন [মৌন], মানাধীত [বেদধ্যয়ন] ও মানযজ্ঞ [যজ্ঞানুষ্ঠান]-এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য স্বভাবতঃ ভয়াবহ নহে, কিন্তু অযথাভূত অনুষ্ঠিত হইলে সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।]

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! লোকে সাতিশয় যত্নসহকারে পিতা, মাতা, হুতাশন, আত্মা ও গুরু--এই পঞ্চপ্রকার অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে। এই ভূমণ্ডলমধ্যে দেব, মনুষ্য, ভিক্ষুক, অতিথি ও পিতৃলোক-এই পাঁচের পূজা করিলে যশোলাভ হয়। আপনি যে যে স্থানে গমন করিবেন, মিত্র, অমিত্র, মধ্যস্থ, উপজীব্য ও উপজীবী-এই পঞ্চবিধ লোকও সেই সেই স্থানে যাইবে। যেমন জলপূর্ণ চর্মময় পাত্রের কোন স্থানে ছিদ্র থাকিলে তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদয় জল নিষ্কাশিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় স্খলিত হইলে তন্নিবন্ধন সমুদয় প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া যায়।

"হে মহারাজ! ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তির নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা-এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি অপ্রবক্তা আচার্য্য, অধ্যয়নশূন্য ঋত্বিক, অরক্ষক ভূপতি, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামনিবাসাভিলাষী গোপাল [আলস্যবশতঃ মাঠে গিয়া গোচারণে উদাসী-গৃহবাসে অনুরক্ত] ও বনবাসাভিলাষী [ক্ষৌরকার্য্যের শ্রমভয়ে গ্রামের বাহিরে বাসকারী] নাপিত—এই ছয়জনকে পরিত্যাগ করেন। সত্য, দান, অনালস্য, অনসূয়া [পরগুণে দোষারোপন], ক্ষমা ও ধৈর্য্য-এই ছয় গুণ পরিত্যাগ করা কদাপি পুরুষের বিধেয় নহে। গো, কৃষি, ভার্য্যা, সেবা, বিদ্যা ও শূদ্রসঙ্গতি—এই ছয় বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ছয় ব্যক্তি পূর্বোপকারীদিগকে অবজ্ঞা করে; শিক্ষিত ছাত্রগণ আচার্য্যের প্রতি, বিবাহিত ব্যক্তিগণ মাতার প্রতি, বিগতকাম পুরুষগণ নারীর প্রতি, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োজনের প্রতি, পারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই জীবলোকে আরোগ্য, আনৃণ্য, অপ্রবাস, সৎসংসর্গ, অনুকূল জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস—এই ছয়টি জীবলোকের সুখ। ঈর্ষী [ঈর্ষাপরায়ণ], ঘৃণী [নিন্দুক], অসন্তুষ্ট, ক্রোধপরায়ণ, নিত্যশঙ্কিত ও পরিভাগ্যোপজীবী—এই ষড়বিধ ব্যক্তি নিত্য দুঃখিত বলিয়া পরিগণিত। নিত্য অর্থের আগম, আরোগিতা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, বশ্য পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা ও প্রিয়বাদিনী বনিতা এই ছয়টি জীবলোকের সুখ। কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান-এই ছয়টি মনুষ্যের চিত্তে সতত অবস্থান করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি এই সমুদয় পরাজয় করিতে পারেন, তিনি কদাচ পাপ বা অনার্থের ভাজন হয়েন না। চৌর, চিকিৎসক, প্রমদা, যাজক, রাজা ও পণ্ডিত এই ছয়প্রকার লোক প্রমত্ত, ব্যাধিত, কামুক, যজমান, বিবাদী ও মূর্খ-এই ছয় প্রকার লোকের নিকট হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

"হে রাজন! স্ত্রী, অক্ষ, মৃগয়া, পান, বাকপারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ-এই সপ্ত দোষ পরিত্যাগ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, ঐ সমুদয় দোষে দূষিত হইলে বদ্ধমূল ভূপতিগণও উৎসন্ন হয়েন।

"হে ভারতবংশাবতংস! ব্রহ্মস্ব-হরণ, ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ, তাঁহাদিগের সহিত বিরোধ, তাঁহাদিগের নিন্দায় আনন্দ ও প্রশংসায় ঈর্ষা-প্রকাশ, কার্য্যকালে তাঁহাদিগকে আহ্বান না করা এবং তাঁহারা যাচঞা করিলে তাঁহাদের প্রতি অসূয়াপ্রদর্শন—এই আটটি মনুষ্যের বিনাশের পূর্ব্বনিমিত্ত; প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদয় দোষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহা পরিত্যাগ করিবেন। বন্ধুবর্গের সহিত সমাগম, বিপুল অর্থগম, পুত্রকে আলিঙ্গন, স্ত্রীসংসর্গ উপযুক্ত সময়ে প্রিয়ালাপ, স্বপক্ষের সমুন্নতি, অভিলষিত বস্তুলাভ ও জনসমাজে

পূজা-প্রাপ্তি, এই আটটি বর্ত্তমানে সাতিশয় সুখপ্রদ। প্রজ্ঞা, কুলীনত্ব, দম, শ্রুত, পরাক্রম, অবহুভাষিতা, সাধ্যানুসারে দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটি গুণ মনুষ্যকে প্রফুল্ল করে।

"হে মহারাজ! এই দেহরূপ গেহে। নব দ্বার [মুখ, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, গুহ্য ও লিঙ্গ], তিন স্তম্ভ [কাম, কর্ম্ম, অবিদ্যা], ও পঞ্চ সাক্ষী [রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ] বর্ত্তমান আছে এবং চিদাত্মা উহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন; যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত ।

"হে কুরুনন্দন! মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শান্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষিত, ত্বরান্বিত, লুব্ধ, ভীত ও কামী, এই দশবিধ ব্যক্তি ধর্ম্ম অবগত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত ইহাদের সহিত সংসর্গ করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে।

"পুত্রার্থী অসুরেন্দ্র সুধন্বা এই বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যে রাজা কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগ ও সৎপাত্রে ধন প্রদান করেন এবং সবিশেষ শ্রুতশালী [বেদজ্ঞানসম্পন্ন] ও ক্ষিপ্রকারী হয়েন, সমুদয় লোক তাঁহারই মতানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। যিনি মনুষ্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন, দোষী ব্যক্তিদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, দোষের তারতম্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়েন এবং ব্যক্তিবিশেষে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, তিনিই সমগ্র শ্রীর আধার হয়েন। যিনি অতিশয় দুর্ব্বল ব্যক্তিরও অবমাননা করেন না, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে অবহিত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার শুশ্রষা করেন, বলবানের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করেন না এবং উপযুক্ত সময়ে বিক্রম প্রকাশ করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। যে মহাত্মা আপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, অপ্রমত্ত হইয়া উদ্যোগ করেন এবং উপযুক্ত সময়ে দুঃখভার সহ্য করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধুরন্ধর [শ্রেষ্ঠ-রাজ্যভার-ধারণ-সমর্থ] ও সমুদয় শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারেন।

"যিনি অনর্থক প্রবাস, পাপাত্মাদিগের সহিত সন্ধি, পরদারাভিমর্ষণ [পরদারগমন], দম্ভ, চৌর্য্য, ক্রূরতা ও মদ্যপান পরিত্যাগ করেন, তিনিই সতত সুখভোগী। যিনি ক্রোধপরবশ হইয়া ত্রিবর্গসাধনে সমুদ্যত হয়েন না, যিনি জিজ্ঞাসিত হইলে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন, যিনি মিত্রের নিমিত্ত বিবাদ করেন না এবং পূজিত না হইলেও ক্রুদ্ধ হয়েন না, তিনিই জ্ঞানী। যিনি কাহারও অসূয়া করেন না; সতত দয়া প্রকাশ করেন, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া কাহারও সহিত বিরোধ করেন না, অতিবাদে [অত্যন্ত বিপদ] প্রবৃত্ত হয়েন না এবং বিবাদ সহ্য করেন, তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে পারেন। যিনি কদাপি উদ্ধতবেশ ধারণ করেন না, স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ্যপূর্ব্বক অন্যের নিন্দা করেন না এবং গর্ব্বিত হইয়া কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন না, সকলেই তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে। বৈর প্রশান্ত হইলে যিনি আর তাহা উদ্দীপিত করেন না, যিনি নিতান্ত দৃপ্ত বা নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার এবং আপনার দুর্গতি বিবেচনা করিয়াও অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, যিনি আপনার সুখে বা পরের দুঃখে প্রহৃষ্ট হয়েন না এবং যিনি দান করিয়া অনুতাপ করেন না, তিনিই যথার্থ সৎস্বভাবশালী। যিনি দেশাচার, ভাষাভেদ ও জাতিধর্মের আধিপত্য লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনিই উত্তম ও অধম বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ এবং সকল স্থানেই সাধুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ।

"যে মনস্বী দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকার্য্য, রাজদ্বেষ, খলতা, বহু ব্যক্তির সহিত শক্রতা এবং মত্ত, উন্মত্ত ও দুর্জ্জনগণের সহিত তর্কবিতর্ক করেন না, তিনি প্রধান প্রজ্ঞাশালী। যিনি দম, শৌচ, দেবার্চন, বিবিধ মঙ্গলকার্য্য ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, দেবগণ সতত তাহার অভ্যুদয়ে প্রবৃত্ত থাকেন। যিনি সমব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ, সখ্যসংস্থাপন, আলাপ ও ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিতদিগের অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনিই যথার্থনীতিজ্ঞ। যিনি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য ভাগ প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং পরিমিত ভোজন করেন, অপরিমিত কর্ম্ম করিয়া পরিমিতরূপে নিদ্রা যান এবং যাচঞা করিলে শক্রকেও ধনদান করেন, সেই মহাত্মা কদাচ অনর্থের ভাজন হয়েন না। যাহার ইচ্ছা, অপকার ও কর্ম্ম অন্যে জানিতে পারে না এবং যিনি গোপনে মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার অণুমাত্র অর্থও বিনষ্ট হয় না। যিনি সর্ব্বভূতের শান্তিতে রত, সত্যবাদী, মৃদু, মানকারী ও সদাশয়, তিনি উত্তম আকরসম্ভূত মণির ন্যায় জ্ঞাতিমধ্যে শোভমান হইয়া থাকেন। যিনি আপনার দোষ আপনিই জানিতে পারিয়া লজ্জিত হয়েন, তিনি সর্ব্বলোকের গুরু ও সেই মহাত্মা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া দীপ্ত হয়েন।

"হে মহারাজ! শাপগ্রস্ত মহারাজ পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র বনে জন্মগ্রহণ করে; উহারা মহাশয়ের অনুগ্রহে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়া আপনারই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; অতএব আপনি উহাদিগকে সমুচিত রাজ্যভাগ প্রদান করিয়া পুত্রগণের সহিত সুখে কালযাপন করুন, তাহা হইলে কি দেব, কি মনুষ্য কাহারও নিকট আপনার শঙ্কা থাকিবে না।"

৩৩তম অধ্যায়

কুরুপাণ্ডববিষয়ে শ্রেয়স্কর প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস বিদুর! তুমি ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে সুনিপুণ; অতএব যে ব্যক্তি জাগরিত হইলে যন্ত্রণানলে দগ্ধ হয়, তাহার কর্ত্তব্য কি, বল। আমাকে প্রজ্ঞাপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র উপদেশ প্রদান কর, যাহা যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন ও কৌরবগণের শ্রেয়স্কর তাহাই বর্ণন কর। ভাবী অনিষ্টপাতশঙ্কা ও অনুষ্ঠিত পাপাচরণ মনে করিয়া আমার আত্মা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে সর্ব্বজ্ঞ! হে অদীনসত্ত্ব [যাহার হৃদয়ে দৈন্য নাই]! তুমি যুধিষ্ঠিরের সমুদয় সঙ্কল্প যথার্থকরিয়া বল।"

বিদুরের উপদেশে লোভপরিত্যাগ

বিদুর কহিলেন, "হে রাজন! যাহার জয় ও শুভ অভিলাষ করিতে হয়, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে শুভ হউক বা অশুভ হউক, প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক, সমুদয় তাহার সমক্ষে বর্ণন করা কর্ত্তব্য; অতএব আমি কল্যাণকামনায় কুরুগণের শ্রেয়স্কর ও ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিব; শ্রবণ করুন। যেসকল কর্ম্ম অসত্যদোষে দূষিত, যাহা সম্পাদন করিতে হইলে অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা মনেও করিবেন না। যদি উপায়বিহিত কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনকে গ্লানিমুক্ত করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির একান্ত অকর্ত্তব্য। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম করিবে না, অগ্রে তাহার নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ অনুষ্ঠান করিবে,

অধীরতাসহকারে কোনো কর্ম্ম করিবে না। কর্মের পরিণাম ও প্রয়োজন এবং আপনার উদ্যোগ বিবেচনা করিয়া ধীর ব্যক্তি তদনুষ্ঠানে অগ্রসর বা পরাঙ্মুখ হইবেন। যিনি দুর্গপ্রভৃতি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, কোষ, জনপদ ও দণ্ডের প্রমাণজ্ঞ নহেন, তিনি রাজ্যলাভ করিতে পারেন না। যিনি উক্ত প্রমাণসকল ও ধর্ম্মার্থবিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়েনি। রাজ্যলাভ হয় নাই মনে করিয়া অযোগ্যরূপে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিবে না। জরা যেমন রমণীয় রূপ বিনষ্ট করে, অবিনয় হইতে সেইরূপ শ্রী বিনষ্ট হয়। লোভপরতন্ত্র মৎস্য পরিণামে বন্ধন আলোচনা না করিয়া ভোজ্যসামগ্রীসমাবৃত লৌহময় বড়িশ গ্রাস করে। যাহা ভোজন করিবার উপযুক্ত, যাহা ভোজন করিলে পরিপাক হইতে পারে এবং যাহা পরিপাকাবস্থায় হিতকর হয়, সম্পত্তিলিপ্সু ব্যক্তি তাহাই ভোজন করিবে।

"যিনি বনস্পতির অপরিপক্ক ফল চয়ন করেন, তিনি তাহা হইতে রস প্রাপ্ত হয়েন না; প্রত্যুত তাহার বীজ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু যিনি যথাকলে পরিণত ফল গ্রহণ করেন, তিনি ফল হইতে রস লাভ করেন এবং তাহার বীজ হইতেও পুনরায় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"হে মহারাজ! যেমন মধুকর কুসুমনিকর রক্ষা করিয়া তাহা হইতে রস গ্রহণ করে, সেইরূপ হিংসা না করিয়া মনুষ্যগণের নিকট অর্থ গ্রহণ করিবে। মালাকার উপবন হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করে, কিন্তু মূলাচ্ছেদ করে না; অতএব মালাকারের অনুকরণ করিবে, কদাচ অঙ্গারকারের অনুকরণ করিবে না। ইহার অনুষ্ঠান করিলে কি হয়, না করিলেই বা কি হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে অথবা তাহা হইতে বিরত হইবে। যিনি প্রয়োজন অপেক্ষা করেন না, যাঁহার পুরুষকার ফলহীন, যিনি অর্থগমশূন্য, যাঁহার প্রসাদ নিস্ফল ও ক্রোধ নিরর্থক, কেহই তাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না; দেখুন, কোন স্ত্রী ক্লীবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে? প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অল্পায়াসসাধ্য প্রচুর ফলপ্রদ কর্মের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়েন। যিনি সরলস্বভাব হইয়া প্রীতিনয়নে সকলকে অবলোকন করেন, তিনি মৌনভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিলেও প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

"সূপুষ্পিত হইয়াও ফলিত হইবে না, ফলিত হইয়াও দুরারোহ হইবে ও অপক্ক হইয়াও আপনাকে পক্কবৎ প্রদর্শন করিবে, তাহা হইলে কোনোকালেই বিশীর্ণ হইবে না। যে ব্যক্তি, চক্ষু, মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা সকলকে প্রসন্ন করেন, লোকে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে। যেমন মৃগগণ ব্যাধ হইতে ভীত হয়, সেইরূপ প্রাণীগণ যাহা হইতে ভয়প্রাপ্ত হয়, তিনি সসাগরা ধরা লাভ করিয়াও রক্ষা করিতে পারেন না। বায়ু যেমন জলধারকে বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ দুর্নীতিপর ব্যক্তি স্বতেজোলব্ধ পৈতৃক রাজ্য ভ্রংশিত করিয়া থাকে। যিনি প্রথমাবধি সাধুসমাচরিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, বসুধা সেই ভূপতির নিকট বাসুপূর্ণ ও সম্পত্তিবর্দ্ধিনী হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। যেমন চর্ম্মপত্র অগ্নির নিকট সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ এই পৃথিবীও ধর্ম্মত্যাগী ও অধর্মচারী নরপতির নিকট সঙ্কুচিত হইয়া অল্পফলশালিনী হইয়া থাকে। পররাজ্যবিমর্দ্দন যেরূপ যত্ন করিতে হয়, স্বরাজ্যসংরক্ষণেও সেই প্রকার যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুসারে রাজ্যলাভ ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিবে। ধর্ম্মানুগত রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া অপ্রমত্তচিত্তে রক্ষা করিলে তিনি কখন হীন বা ক্ষীণ হয়েন

না। যেমন প্রস্তর হইতে কাঞ্চনসকল সঙ্কলিত হয়, সেইরূপ উন্মত্তদিগের প্রলাপ ও বালকদিগের জল্পনা হইতে সার গ্রহণ করিবে। ধীর ব্যক্তি উঞ্ছাহারীদিগের উঞ্ছ-অন্বেষণের ন্যায় সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া সকল লোক হইতেই সদ্বাক্য ও সদাচার সঙ্কলন করিবেন। গোসকল গন্ধদ্বারা, ব্রাহ্মণেরা বেদদ্বারা, রাজারা চরদ্বারা এবং ইতর ব্যক্তিরা চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন।

“যে ধেনু অনায়াসে দোহন করিতে না দেয়, লোকে তাহাকে অধিক ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, আর সুখদোহা গোকে কেহই যন্ত্রণা প্রদান করে না। যে কাষ্ঠ পরিতপ্ত না হইলে নত হয় অথবা স্বতঃই নত হইয়া থাকে, কেহ তাহা উত্তাপিত করে না; এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধীর ব্যক্তি বলবানকে প্রণাম করিবেন। কারণ, বলবানকে প্রণাম করিলে সুরপতিকে প্রণাম করা হয়। পশুগণের বন্ধু পর্জ্জন্য [মেঘ], রাজার বন্ধু মন্ত্রী, স্ত্রী বন্ধু স্বামী, ব্রাহ্মণের বন্ধু বেদ। ধর্ম্ম সত্যদ্বারা, বিদ্যা অভ্যাসদ্বারা, রূপ অঙ্গমার্জ্জন দ্বারা, কুল ধনদ্বারা, ধান্য পরিমাণদ্বারা, অশ্ব ব্যায়ামশিক্ষাদিদ্বারা, ধেনু তত্ত্বাবধানদ্বারা এবং স্ত্রীলোক কুৎসিতবস্ত্রদ্বারা [বিলাস বর্জ্জনদ্বারা] রক্ষণীয় হয়।

“আমাদের মতে আচারভ্রষ্টদিগের কুল কদাচ কোনো কার্য্যে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; একমাত্র সদাচার অন্ত্যজ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও প্রধান প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। অন্যের ধন, রূপ, বীরত্ব, কুল, সুখ, সৌভাগ্য ও সৎকারে যে ব্যক্তির ঈর্ষা হয়, তাহার ব্যাধি অনন্ত। যিনি অকর্ত্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান, কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ ও আকালিক [যাহা কালোচিত নহে] মন্ত্রভেদে ভীত হয়েন, তিনি মাদকদ্রব্যসেবা পরিত্যাগ করিবেন। বিদ্যা, ধন, ও আভিজাত্য অসাধুগণের মদ এবং সাধুগণের দমগুণের কারণ। যদি সাধুগণ বিখ্যাত অসাধু ব্যক্তিকে কখন কোনো কার্য্যে আহ্বান করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সেই কার্য্যের অত্যঙ্গমাত্র সুসম্পন্ন না করিয়া আপনাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করে। সাধুগণ মহাত্মা সাধু ও অসাধুদিগের গতি; কিন্তু অসাধুগণ সাধুগণের গতি নহে। পরিচ্ছদসম্পন্ন ব্যক্তি সভা জয় করেন, গোধনসম্পন্ন ব্যক্তি মিষ্টভোজনাভিলাষ জয় করেন, যানসম্পন্ন ব্যক্তি পথ জয় করেন এবং শীলাসম্পন্ন ব্যক্তি সকলকেই জয় করেন। শীলই পুরুষের প্রধান গুণ; ইহলোকে যে ব্যক্তির উহা নষ্ট হইয়াছে, তাহার জীবন, ধন বা বন্ধুতে প্রয়োজন কি? আঢ্যগণের ভোজন মাংসপ্রধান, মধ্যবিত্তগণের ভোজন গব্যরসপ্রধান ও দরিদ্রগণের ভোজন তৈল প্রধান। দরিদ্রেরাই সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে; কেন না, যে ক্ষুধা খাদ্যবস্তুর স্বাদুতা সম্পাদন করে, তাহা উহাদিগেরই আছে, আঢ্যব্যক্তিদিগের উহা অতি দুর্লভ। সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি প্রায় থাকে না, কিন্তু দরিদ্রেরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। অধম ব্যক্তিরা জীবিকা না থাকিলেই ভীত হয়, মধ্যম লোকেরা মৃত্যু হইতে ভীত হয়েন এবং উত্তম পুরুষেরা অপমান হইতে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যমদ পানমদ অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়; কারণ ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তির পতন না হইলে চৈতন্যের উদয় হয় না। যেমন গ্রহগণ নক্ষত্রসকলকে তাপপ্রদান করে, সেইরূপ অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে আসক্ত হইলে ভূলোককে পরিতাপিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষয়লালসা প্রবর্ত্তক সহজাত শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তাহার আপদ। শুক্লপক্ষশশীর ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

“যিনি মনকে জয় না করিয়া অমাত্যকে অথবা অমাত্যকে জয় না করিয়া অমিত্রকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ব্যক্তি অবশ হইয়া অত্যন্ত হীন-অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েন। যিনি প্রথমে অমিত্ররূপে মনকে পরাজয় করেন, পরে অমাত্য ও অমিত্রগণের প্রতি তাঁহার জিগীষা [জয়ের ইচ্ছে] কদাচ বিফল হয় না। যিনি ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে পরাজয়, অন্যায়কারীর প্রতি দণ্ডবিধান ও পরীক্ষা করিয়া সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করেন, রাজলক্ষ্মী সেই বীরপুরুষকে নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন। শরীর রথ, আত্মা সারথি ও ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া ঐ সমস্ত বশীভূত অশ্বদ্বারা রথীর ন্যায় কুশলে ও পরমসুখে গমন করেন। যেমন অবশীভূত অশ্বগণ পথিমধ্যে কুসারথির প্রাণ নাশ করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত না হইলে পুরুষের প্রাণবিনাশের দৃঢ়তর কারণ হইয়া উঠে। বালকগণ অনর্থকে অর্থ, অর্থকে অনর্থ ও অপরাজিত ইন্দ্রিয়জনিত দূরপনেয় দুঃখকেও সুখবোধ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সে ব্যক্তি অবিলম্বে বিনষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, গতসর্ব্বস্ব ও বনিতাকর্ত্তৃক পরিতপ্ত হইয়া থাকে। যিনি অর্থরাশির অধীশ্বর হইয়াও ইন্দ্রিয়গণের অনীশ্বর [অধীন] হইয়া থাকেন, তিনি অবশ্যই ঐশ্বর্য্য হইতে পরিচ্যুত হয়েন। আত্মা, মন, বুদ্ধি ও নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিবে, কারণ, আত্মাই আমার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার বন্ধু। যে আত্মা আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার নিয়ত বন্ধু ও অবশীভূত আত্মাই নিয়ত রিপু। যেমন ক্ষুদ্র ছিদ্রজাল বৃহৎ মৎস্যদ্বয়কে আবৃত করে, সেইরূপ প্রজ্ঞান কাম ও ক্রোধ উভয়কেই বিলুপ্ত করে।

“যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থের অনুরোধে জয়সামগ্রী [জয়াবহ বস্তুসমূহ] সকল আহরণ করে, সেই সম্ভৃতাসম্ভার [দ্রব্যের আয়োজনকারী] ব্যক্তি নিরন্তর সুখলাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মনোময় শ্রবণাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়াকে পরাজিত না করিয়া অন্য শত্রুকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হয়, শত্রুগণ তাহাকেই পরাজয় করে। দেখুন, অনেক দুরাত্মা রাজা ঐশ্বর্য্যবিলাসের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া নিহত হইয়াছে। যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ শুষ্ককাষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয়, সেইরূপ পাপপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত পুণ্যবানকেও সমান দুঃখভোগ করিতে হয়; অতএব সর্ব্বপ্রকার পাপ ও পাপপরায়ণ মানবের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ উন্মার্গপ্রস্থিত স্ব স্ব বিষয়াসক্ত পঞ্চশত্রুকে [চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক] নিগৃহীত না করে, আপদ তাহাকে গ্রাস করে। অনসূয়া, আর্জব, শৌচ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য, অনায়াস-এই কয়েকটি গুণ দুরাত্মাদিগের নাই। আত্মজ্ঞান, অনায়াস, তিতিক্ষা, ধর্ম্মনিত্যতা, গুপ্তবাক্য ও দান-এই সকল গুণ অধম ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না। যে অজ্ঞ ব্যক্তি কটুবাক্য ও পরীবাদদ্বারা জ্ঞানবানের হিংসা করে, সেই পাপভাগী হয়; কিন্তু যিনি ক্ষমা করেন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। হিংসা অসাধুগণের বল, দণ্ডবিধান রাজার বল, শুশ্রুষা স্ত্রীর বল এবং ক্ষমা গুণবানের বল। বাকসংযম অতি দুষ্কর কর্ম্ম, অর্থযুক্ত বিচিত্র বহুবাক্যপ্রয়োগও ক্ষমতার অতীত। সুভাষিত বাক্য বিবিধ কল্যাণের আকর; কিন্তু উহাই আবার দুর্ভাষিত [দুরুক্ত] হইলে অনর্থরাশি উৎপাদন করে। সায়কবিদ্ধ বা পরশুচ্ছিন্ন অরণ্য পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্ব্বাক্যসায়কে বিক্ষত ব্যক্তি কিছুতেই আরোগ্যলাভ করিতে পারেন না। কর্ণী [অস্ত্রের নাম], নালীক [অস্ত্রের নাম] ও নারাচ [অস্ত্রের নাম] শরীর হইতে উৎখাত হইয়া

থাকে, কিন্তু হৃদিপ্রবিষ্ট বাকশল্য কোনক্রমেই উদ্ধৃত করা যায় না। যে বাকসায়ক [বাক্যবাণ] বদন হইতে বিনির্গত হয়, যদ্বারা লোকসকল আহত হইলে দিবারাত্র শোক করিয়া থাকে, যাহা মানবের মর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্থান স্পর্শ করে না, পণ্ডিতগণ অন্যের প্রতি কদাচ তাহা নিক্ষেপ করেন না। দেবতারা যে পুরুষকে পরাভব করেন, তাহার বুদ্ধি অপকৃষ্ট হয় এবং সে ব্যক্তি অর্ব্বাচীন [মহাজনগণের অনুমোদিত] কর্মেরই অনুসরণ করে। মৃত্যু আসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইলে নীতিবৎ প্রতীয়মান দুর্নীতিসকল কখনো হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধনিবন্ধন আপনার পুত্রদিগের বুদ্ধি সেই প্রকার কলুষিত হইয়াছে; এক্ষণে আনুধাবন করিতেছেন না। অতএব আপনার শিষ্য ত্রৈলোক্যরাজসমুচিত লক্ষণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির শাসনকর্ত্তা হউন; সকল পুত্রকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ভাগধেয় [ন্যায্যপ্রাপ্য অংশ] প্রদান করুন। তেজ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির কেবল অনুগ্রহ, দয়া ও আপনার গৌরবরক্ষার নিমিত্ত বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া আছেন।”

৩৪তম অধ্যায়

নীতিকথনচ্ছলে সুধন্ববিরোচনসংবাদ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে মতিমন! তুমি ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্যসকল বারংবার কীর্ত্তন করিতেছি, তথাপি আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না; তুমি যাহা কহিলে, উহা সাতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব পুনরায় ধর্ম্মযুক্ত বাক্যসকল কীর্ত্তন কর।” বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! সকল তীর্থে স্নান ও সর্ব্বভূতে সরল ব্যবহার উভয়ই তুল্য অথবা তাহার মধ্যে সরলতাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। অতএব আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সরল ব্যবহার করুন, তাহা হইলে ইহকালে মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গভোগ করিবেন। পৃথিবীতে যতকাল মনুষ্যের কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতে থাকে, তাবৎকাল সে স্বর্গে পূজিত হয়। এক্ষণে সুধন্ববিরোচনসংবাদ নামক যে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ব্রাহ্মণ-দানব-শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ক বিরোচনকেশনীর প্রশ্নোত্তর

“দিতিনন্দন বিরোচন কেশিনীলাভবাসনায় তাঁহার নিকট গমন করিলেন, কেশিনী জিজ্ঞাসা কিরলেন, “হে বিরোচন! ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ কি দানবেরা শ্রেষ্ঠ, আর সুধন্বা কি নিমিত্তই বা পর্য্যাঙ্কে [উত্তম আসনে-খাটে] আরোহণ করিবেন না?” বিরোচন কহিলেন, “হে কেশিনি! আমরাই শ্রেষ্ঠ, এই লোকসকল আমাদেরই অধিকৃত; সুতরাং দেবতা ও ব্রাহ্মণ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না।” কেশিনী কহিলেন, “হে দৈত্যেন্দ্র। আমরা এই স্থলেই পরীক্ষা করিব; সুধন্বা কল্য প্রাতঃকালে আমার উপাসনা করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, তাহা হইলে তোমাদের উভয়কেই সমবেত দেখিব।” বিরোচন কহিলেন, “হে ভদ্রে! তুমি যাহা কহিতেছ, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব, কল্য প্রাতে সুধন্বা ও আমাকে একত্র সমাগত দেখিবে।”

সুধন্বা দ্বিজের স্বপক্ষসমর্থন-কৌশল

"অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, যে স্থানে বিরোচন ও কেশিনী অবস্থান করিতেছেন, সুধন্বা তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশিনী ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ ও আসন প্রদান করিলেন। সুধন্বা কহিলেন, "হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার এই হিরন্ময় আসন স্পর্শ করিলাম, কিন্তু যদি তোমার সমান হই, তাহা হইলে এখনই প্রতি গমন করিব; তোমার সহিত কদাচ একাসনে উপবেশন করিব না।" বিরোচন কহিলেন, 'সুধন্বন! কাষ্ঠপীঠ, কুশাসন বা কুশমুষ্টি তোমার উপবেশন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; তুমি কোনক্রমে আমার সহিত একাসনে উপবেশন করিবার উপযুক্ত নও।" সুধন্বা কহিলেন, "হে বিরোচন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইঁহারা পিতাপুত্রে একাসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু ঐ চারিবর্ণের পরস্পর একাসনে উপবেশন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আমি উপবিষ্ট হইলে তোমার পিতা আমার আসনের অধঃপ্রদেশে উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতেন; তুমি বালক, গৃহমধ্যে বিবিধ সুখসেব্য দ্রব্যসামগ্রী উপভোগ করিতেছ; এখনও তোমার বিষয়বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই।"

পণরক্ষণে বিরোচন-সুধন্বার বিতর্ক

"বিরোচন কহিলেন, "হে সুধন্বন! আমরা হিরণ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি অসুরগণের সঞ্চিত বিত্তসমুদয় পণ রাখিয়া বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।" সুধন্বা কহিলেন, "হে দৈত্যরাজ! হিরণ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি পণ রাখিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আইস, আমরা পরস্পর প্রাণ পণ রাখিয়া বিজ্ঞব্যক্তিদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।" বিরোচন কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন! আমরা প্রিয়তম প্রাণকে পণ রাখিয়া এক্ষণে কোথায় গমন করিব, আমার ত' দেবতা বা মনুষ্যে কিছুমাত্র আস্থা নাই।" সুধন্বা কহিলেন, দৈত্যবর! আমরা এক্ষণে তোমার পিতা প্রহ্লাদের নিকট গমন করিব; বোধহয়, তিনি পুত্রের নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা কহিবেন না।"

"উভয়ে এইরূপ বচনবদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদসন্নিধানে গমন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া মনে করিলেন, "যাহারা কদাচ পরস্পর সংস্রব রাখেন না, তাহারা আজ কি নিমিত্ত কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় একপথে আগমন করিতেছেন?" অনন্তর তিনি বিরোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে তোমরা কখনই একত্র সঞ্চরণ করিতে না, এক্ষণে বল, সুধন্বার সহিত তোমার কিরূপে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছে?" বিরোচন কহিলেন, 'তাত! সুধন্বার সহিত আমার সৌহার্দ্য জন্মে নাই, আমরা প্রাণ পণ রাখিয়া আপনার নিকট একটি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; বোধকরি, আপনি কদাচ তাহার বৃথা সিদ্ধান্ত করিবেন না।"

প্রহ্লাদকর্ত্তৃক উত্তরপ্রদান

"অনন্তর প্রহ্লাদ সুধন্বাকে কহিলেন, "হে সুধন্বন! আপনি পূজনীয়; অতএব আপনার নিমিত্ত উদক, মধুপর্ক ও স্থূলকায় শ্বেতবর্ণ ধেনু আহরণ করুক।" সুধন্বা কহিলেন, "হে প্রহ্লাদ! আমি উদক ও মধুপর্ক পথিমধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ কি দৈত্যেরা

শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার মানসে আসিয়াছি, আপনি যথার্থ উত্তর প্রদান করুন।” প্রহ্লাদ কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! আমার একমাত্র পুত্র, তুমিও স্বয়ং আমার সন্নিধানে অবস্থান করিতেছ, অতএব আমি কি প্রকারে সেই বিবাদের সিদ্ধান্ত করিতে পারি?” সুধন্বা কহিলেন, “হে দৈত্যরাজ! যদি ঔরসপুত্রের প্রীতিসম্পাদন আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাকে ধেনু ও অন্যান্য প্রিয়তর সম্পত্তি প্রদান করুন, কিন্তু বিবাদীদিগের বিবাদভঙ্গ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব এক্ষণে আমাদিগের বিবাদের যথার্থ সিদ্ধান্ত করুন।”

“প্রহ্লাদ কহিলেন, “হে সুধন্বন! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি সত্য না বলিয়া মিথ্যা সিদ্ধান্ত করে, সেই অন্যায়বক্তা কিরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে?” সুধন্বা কহিলেন, “হে দৈত্যরাজ! অধিবিন্না [সপত্নী-সতীন] স্ত্রী, দ্যূতপরাজিত ও সুর্ব্বহাভারাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ যামিনীযোগে দুঃখভোগ করে, অন্যায়বক্তা সেইরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, সে নগরমধ্যে প্রতিরুদ্ধ, বুভুক্ষিত ও বহির্দ্বারে শত্রুগণপরিবেষ্টিত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখভোগ করিতে থাকে। পশুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে পঞ্চপুরুষ, গোর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে দশপুরুষ, অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে শতপুরুষ ও মানুষ্যের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্রপুরুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। সুবর্ণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে জাত [এখন যাহারা বর্ত্তমান আছে] ও অজাত [যাহারা পরে জন্মিবে] উভয়বিধ পুরুষই পতিত হয়; আর ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সমুদয় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।”

“প্রহ্লাদ কহিলেন, “হে বিরোচন! মহর্ষি অঙ্গিরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুধন্বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর সুধন্বজননী তোমার জননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি অদ্য দুধন্বাকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে; সুতরাং এক্ষণে সুধন্বা তোমার প্রাণেরও ঈশ্বর হইলেন।” অনন্তর সুধন্বাকে কহিলেন, “হে সুধন্বন! তুমি এক্ষণে আমার পুত্রকে পুনরায় প্রদান [প্রাণপণ-প্রত্যাহারে বিরোচনের প্রাণরক্ষা] কর।” সুধন্বা কহিলেন, ‘প্রহ্লাদ! আমি তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা ও সত্যবাদিতার নিমিত্ত তোমার পুত্র বিরোচনকে পুনরায় প্রদান করিলাম; বিরোচন আমার সমক্ষেই কুমারী কেশিনীর পাণিগ্রহণ করুক।’ ”

পুত্রপক্ষপাতিত্বত্যাগে বিদুরের উপদেশ

বিদুর কহিলেন, “হে মহারাজ! অতএব আপনি ভূমির নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা কহিবেন না; যদি ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলেন, তাহা হইলে পুত্র ও অমাত্যবর্গের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। দেবগণ সামান্য পশুপালকের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিয়া রক্ষা করেন না; কিন্তু যাহাকে রক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, তাহাকে বুদ্ধিদ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। পুরুষ যেরূপ কল্যাণকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে তাহার অর্থসকল সেইরূপে সিদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বেদসকল মায়াবী ব্যক্তিকে পাপ হইতে উদ্ধার করে না, প্রত্যুত যেমন শকুন্তশাবক [পাখীর ছানা] পক্ষ উদ্ভিন্ন [জাত-উদ্গত] হইলে নীড় [কুলায়-পাখীর বাসা] পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদসকল অল্পকালমধ্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মদ্যপান, কলহ, দম্পতিবিচ্ছেদ, দম্পতিকলহ, সাধারণ বৈর, জ্ঞাতিভেদ, রাজবিদ্বেষ-এই সমস্ত পরিত্যাগ করবে। সামুদ্রিক-বেত্তা [হস্তরেখাদিদৃষ্টে অদৃষ্টগণনায়

অভিজ্ঞ], চৌরপূর্ব্ব বণিক [পূর্ব্বে চৌর্য্যব্যবসায়ী, পরে বণিকবৃত্তিকারী; অথবা কম ওজনে বা কৃত্রিম দ্রব্যের বিক্রেতা], শলাকধূর্ত্ত [শলকাপাশদ্বারা পাখী ধরিয়া দিবার অঙ্গীকারে অর্থগ্রহণপূর্ব্বক পরবচনাকারী পাখী ধরিতেও পারে না—পাখী দেয় না], চিকিৎসক, অরি, মিত্র ও কুশীলব [কুচরিত্র অথবা নটীর চাকর বা লম্পট ও উন্মাদ]-এই সাত জনকে সাক্ষী করিবে না। মানাগ্নিহোত্র, মানমৌন, মানাধ্যয়ন ও মানযজ্ঞ এই চারিটি ভয়াবহ নহে; কিন্তু অযথারূপে অনুষ্ঠিত হইলেই নিতান্ত ভয়ানক হইয়া উঠে। গৃহদাহক, বিষপ্রযোক্তা, কুণ্ডাশী [স্বামী বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর ব্যভিচার-জাত পুত্র কুণ্ড; সেই কুণ্ডের জনক], সোমবিক্রয়ী, শরকর্ত্তা [প্রাণীবধার্থ বাণাদি আয়ুথনির্ম্মাতা], খল, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, ভ্রূণঘাতী, গুরুতল্পগামী, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ, দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখবিবর্দ্ধক, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, বেদদ্বেষী, গ্রামপুরোহিত [গ্রামযাজী-বহুলোকের যাজনকারী], নাস্তিক, পতিতসাবিত্রীক [যথাকালে অনুপনীত; ১৫ বৎসর তিন মাসের মধ্যে যাহার পৈতা না হয়], কর্ষক এবং যে ব্যক্তি বলসম্পন্ন হইয়াও অন্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক হিংসা করে-ইহারা ব্রহ্মঘাতীর তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

"তৃণাগ্নি [তৃণাদির মৃদু অগ্নি] দ্বারা সুবর্ণ, চরিত্রদ্বারা ভদ্র ও ব্যবহারদ্বারা সাধুকে অবগত হওয়া যায় এবং ভয় উপস্থিত হইলে শূর, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ধীর ও আপৎকালে সুহৃৎ ও শত্রুর পরীক্ষা হইয়া থাকে। জরা সৌন্দর্য্যনাশ, বলবতী আশা ধৈর্য্যনাশ, মৃত্যু প্রাণনাশ, অসূয়া ধর্মচর্য্যনাশ, ক্রোধ সম্পত্তিনাশ, অনার্য্যসেবা শীলনাশ, কাম লজ্জানাশ ও অভিমান সমুদয় নাশ করিয়া থাকে। সম্পত্তি মঙ্গল হইতে প্রাদুর্ভূত, প্রগলভতাদ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও ক্ষিপ্রকারিতাদ্বারা বদ্ধমূল হইয়া সংযমদ্বারা চিরস্থায়ী হয়। প্রজ্ঞা, সৎকুল, দম, শস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা—এই আটটি গুণ পুরুষকে প্রতিভাসম্পন্ন করে। আর একটি গুণ ঐ সমস্ত গুণকে সহসা আশ্রয় করিয়া থাকে; যদি রাজা কোন পুরুষকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ সকল গুণ তাঁহারই অনুসরণ করে।

"হে মহারাজ! ঐ আটটি গুণ স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু সৎপুরুষেরা নিত্যানুষ্ঠেয় যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা-এই চারিটির অনুসরণ করিয়া থাকেন। আর দম, সত্য, আর্জ্জব ও অনৃশংসতা—এই চারিটি অতি যত্নপূর্ব্বক উপার্জ্জন করিতে হয়। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, নীতি, সত্য, ক্ষমা, ঘৃণা ও লোভ-এই আটটি ধর্মের পথ। লোক দম্ভের নিমিত্ত পূর্ব্ব চারিটির সেবা করিয়া থাকে, আর অন্য চারিটি অনার্য্য ব্যক্তিকে কখনই আশ্রয় করে না। যে সভায় বৃদ্ধের সমাগম নাই, তাহা সভাই নয়; যে বৃদ্ধেরা ধর্মের উপদেশ প্রদান না করেন, তাহারা বৃদ্ধই নন, যে ধর্মে সত্য নাই, তাহা ধর্মই নয়, আর যে সত্য কপটতাদ্বারা নিতান্ত কুটিলভাব ধারণ করে, তাহা সত্যই নয়। রূপ, সত্য, শাস্ত্র, দেবোপাসনা, সৎকুল, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য-এই দশটি স্বর্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

"পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া পাপেরই ফলভোগ করে, কিন্তু পুণ্যাত্মা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যেরই ফলভোগ করিয়া থাকেন। আর প্রজ্ঞাহীন মনুষ্য প্রতিনিয়তই পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব কদাচ পাপাচরণ করিবে না। কারণ, বারংবার পাপানুষ্ঠান করিলে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া নিরন্তর পাপকর্মেই প্রবৃত্তি জন্মে। পুণ্য বারংবার আচরিত হইলে বুদ্ধি

পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে নিরন্তর পুণ্যসঞ্চয়েই পুরুষের অভিলাষ জন্মিয়া থাকে এবং পরিণামে পুণ্যস্থান লাভ হয়; অতএব মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যত্নবান হইবে।

"অসূয়াপরবশ, নিষ্ঠুর, মর্ম্মচ্ছেদী, শঠ ও বৈকারী ব্যক্তিরা পাপাচরণের অনতিকালবিলম্বেই সাতিশয় ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। আর অসূয়াশূন্য প্রজ্ঞাবান শুভাচারসম্পন্ন মনুষ্য নিরন্তর সুখসম্ভোগ করেন ও সকলেরই প্রতিভাজন হয়েন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন মনুষ্য হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থলাভ করিয়া সুখী হইয়া থাকেন।

"দিবাভাগে এইরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে রাত্রিকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে; আট মাস এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বর্ষাকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে: প্রথম-বয়সে এরূপ কর্ম্ম করিবে যাহাতে চরমকাল পরমসুখে অতিবাহিত হইতে পারে; যাবজ্জীবন এরূপ কর্ম্ম করিবে যাহাতে পরকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। পণ্ডিতেরা জীর্ণ অন্ন, গতিযৌবন ভার্য্যা, সমরবিজয়ী বীর ও পারদর্শী তপস্বীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

"অধর্ম্মলব্ধধনদ্বারা এক ছিদ্র সংবৃত করিতে হইলে তাহা সংবৃত না হইয়া প্রত্যুত তাহা হইতে অন্য ছিদ্র প্রকাশিত হইয়া উঠে। গুরু কৃতাত্মা দিগের ও রাজা দুরাত্মাদিগের শাস্তা আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে, অন্তক তাহাদিগকে শাসন করেন। ঋষি, নদী, মহাত্মাগণের কুল ও স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতার কারণ অবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-সেবানিরত, দাতা, সুশীল ও জ্ঞাতিগণের প্রতি সরল ব্যবহার করেন, তিনিই চিরকাল পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হয়েন। আর শূর, কৃতবিদ্য ও সেবানিরত-এই তিনপ্রকার পুরুষ পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। বুদ্ধিসাধ্য কর্মসকল প্রশস্ত, বাহুবলসাধ্য কর্ম্মসকল মধ্যম, কপটসাধ্য কর্ম্ম নীচ ও যে-সকল কর্মের ভার স্বীয় মস্তকে বহন [বিবেকবান ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত কার্যের ভারগ্রহণ ও বহন করিতে পারে, তাদৃশ ব্যক্তিকেই স্বাবলম্বী বলা হয়। বিবেকহীনের ভারবহন সর্ব্বথা অসম্ভব; অতএব নিন্দিত।] করিতে হয় তাহা নীচতর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের হস্তে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করিয়া কিরূপে কুশল অভিলাষ করিতেছেন? পাণ্ডবগণ সর্ব্বগুণালঙ্কত এবং আপনাকেও পিতার ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, অতএব আপনি র্তাহাদিগকে সূতনির্ব্বিশেষে স্নেহ করুন।"

৩৫তম অধ্যায়

সাধ্য-আত্রেয়সংবাদ

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! এই স্থলে সাধ্যাত্রেয়সংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে একদা মহর্ষি আত্রেয় পরিব্রাজকরূপে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সাধ্যগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তপোধন! আমরা সাধ্যগণ, আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম

না। কিন্তু বোধ হইতেছে, আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধীর; অতএব এক্ষণে সাতিশয় উদার ও রমণীয় কথাসকল কীর্ত্তন করুন।”

“পরিব্রাজক কহিলেন, “হে সাধ্যগণ! আমি উপদেশকালে গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়জয় ও সত্যধর্ম্মানুবৃত্তি দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করিয়া সুখ-দুঃখ সমান বোধ করিবে। কেহ শাপ প্রদান করিলে তাহার উপর কদাচ প্রতিশাপ প্রদান করিবেন না, বরং ক্রোধ সংবরণ করিবে; তাহা হইলে অভিশপ্তাকে দগ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত সুকৃত অপহরণ করিয়া থাকে। অন্যের অবমাননা, মিত্রদ্রোহ ও নীচ লোকের উপাসনা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অভিমানপরতন্ত্র ও নীচবৃত্তিপরায়ণ হওয়া একান্ত অবিধেয়। অতি কঠোরবাক্য পুরুষের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কদাচ অতি কর্কশ ও মর্ম্মচ্ছেদী বাক্য ব্যবহার করিবেন না। যে মর্মোপঘাতী অতি পরুষ-বাক্যস্বরূপ কণ্টকদ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখমণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে অনলসদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে দৃঢ়তর বিদ্ধ করেন, তাহা হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তির বিবেচনা করা উচিত যে, ইনি তাহার উপকার করিতেছেন। যেমন বস্তু নীলাদি বর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিলে সেই সকল বর্ণের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রুপ সাধু বা অসাধু, তপস্বী বা তস্করের সেবা করিলে তাহাদিগেরই সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়।

“কেহ কটূক্তি করিলে স্বয়ং বা অন্যদ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে না; আহত হইলে স্বয়ং বা অন্যদ্বারা আঘাত করিবে না। যিনি হন্তাকে সংহার করিবার অভিলাষ না করেন, তিনি দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ অসম্বন্ধ প্রলাপ অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, দ্বিতীয়তঃ সত্যবাক্য, তৃতীয়তঃ প্রিয়বাক্য, চতুর্থতঃ ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। পুরুষ যাদৃশ লোকের সহিত সহবাস ও যাদৃশ লোকের সেবা এবং যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হইতে অভিলাষ করে, সে সেইরূপ স্বভাবশালী হইয়া থাকে। মানব যেসকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, সে তজ্জনিত দুঃখসকল – হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে সকল বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহাকে অণুমাত্রও দুঃখভোগ করিতে হয় না। অন্যকর্ত্তৃক বিজিত বা জিগীষাপরবশ হইবে না, কাহারও প্রতি বৈরাচরণ বা বৈরানির্য্যাতন করিবে না; নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ে সমভাব প্রদর্শন করিবে; তাহা হইলে শোক বা হর্ষ কিছুই থাকে না। যিনি সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, কদাচ যিনি অন্যের অশুভ আশংকা করেন। না, যিনি সত্যবাদী, মৃদু ও দানশীল, তিনিই উত্তম। যিনি অন্যকে বৃথা সান্ত্বনা করেন না এবং অঙ্গীকার করিয়া দান ও পররন্ধ্রের অনুসন্ধান করেন, তিনি মধ্যম। আর যে ব্যক্তি মঙ্গলময় পদার্থে শ্রদ্ধা ও গুরুজনদিগকে বিশ্বাস করে না এবং মিত্রগণকে নির্যাকরণ করিয়া থাকে, যাহাকে শাসন করা নিতান্ত কঠিন, যে ব্যক্তি আহত ও শস্ত্রে বিদীর্ণ হইলেও ক্রোধা বেগবশতঃ কখনই সরলভাবে ধারণ করে না, আর সকলের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে ও যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, সেই অধম। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি উত্তম পুরুষের সেবা করিবেন, সময়ানুসারে মধ্যম পুরুষেরও সেবা করিতে পারেন, কিন্তু অধম পুরুষের সেবা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। পুরুষ স্বীয় বল, বীর্য্য, অভ্যুদয়, প্রজ্ঞা ও

পুরুষকার সহকারে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে; কিন্তু মহৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের চরিত্র ও কীর্ত্তি লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না।” ”

সদ্বংশের লক্ষণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! ধর্ম্মার্থনিরত বহুশাস্ত্রজ্ঞ শীলাসম্পন্ন দেবগণ সতত মহাকুলের অভিলাষ করিয়া থাকেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ কুলকে মহাকুল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে?” বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! যে কুলে তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বেদাধ্যয়ন, ধন, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্যবিবাহ ও সতত অন্নদান, এই সাতটি পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, তাহাই মহাকুল। পিত্রাদি যাঁহাদিগের চরিত্রদর্শনে ব্যথিত না হয়েন, যাহারা এককালে মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নমনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং স্বীয়বংশমধ্যে মহীয়সী। কীর্তিসংস্থাপনের অভিলাষ করেন, তাহারাই মহাকুলপ্রসূত। যত্নের অননুষ্ঠান, বিধিবিরুদ্ধ বিবাহ, বেদের উৎসাদ, সনাতন ধর্মের অতিক্রম, দেবীন্দ্রব্যের অপলাপ, ব্রহ্মস্বের অপহরণ ও ব্রাহ্মণাতিক্রমদ্বারা কুলসকল দুষ্কুলত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত কুল, বিদ্যা, অর্থ ও সৎপুরুষদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, সেইসমুদয় কুল কখনই কুলমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; আর যে সমস্ত কুল ধর্মদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, সেই সকল কুল অল্পধনসম্পন্ন হইলেও যশোলাভ করিয়া কুলমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন! পরমযত্নসহকারে ধনরক্ষা করাই বিধেয়। ধনের আগমন ও ক্ষয় নিরন্তরই হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষীণধন হইলে তাঁহাকে ক্ষীণ বলা যায় না, কিন্তু যাহার ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়াছে, সেই যথার্থ ক্ষীণ। যে কুলে ধর্ম্ম নাই, তাহা বিদ্যা, পশু, অশ্ব, কৃষি ও সমৃদ্ধি দ্বারা কখনই সমুজ্জ্বল হইতে পারে না।

“আমাদিগের বংশে বৈরকারী, পরস্বাপহারী, রাজ্যমাত্য, মিত্রদ্রোহী, কপটাচারপরায়ণ, অনৃতবাদী এবং পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগের পূর্ব্বভোজী [অতিথিগণের ভোজনের পূর্ব্বে আহারকারী] ব্যক্তি যেন জন্মপরিগ্রহ না করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে দ্বেষ বা বিনাশ করে এবং কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে না, কদাচ তাহার সভায় গমন করিবে না। পুণ্যকর্ম্মকারী সাধুলোকের নিকেতনে তৃণ, ভূমি, উদক ও সুনৃতা বাক্য—এই চারিটি কদাচ উচ্ছিন্ন হয় না। তাঁহারা তৃণাদিসকল পরমশ্রদ্ধাসহকারে অন্যের সৎকারার্থ আনয়ন করিয়া থাকেন। যেমন স্যন্দনবৃক্ষ সূক্ষ্ম হইলেও ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু অন্য মহীরুহসকল তদ্বিষয়ে কখনই সমর্থ হয় না, তদ্রূপ মহাকুলীনেরা একান্ত ভারসহ হইয়া থাকেন, কিন্তু সামান্যকুলপ্রসূত ব্যক্তিরা কদাচ তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে পারে না। যাঁহার ক্রোধে ভীত হইতে হয়, যাঁহাকে শঙ্কিতমনে সেবা করিতে হয়, তিনি কদাচ মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না; ফলতঃ পিতার ন্যায় বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই যথার্থ মিত্র, কিন্তু অন্যের সহিত মিত্রতা কেবল সম্বন্ধত্র মাত্র। যদি কোন ব্যক্তি অসম্বন্ধ [সম্পর্কহীন] হইয়াও মিত্রভাব অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত মিত্র, তিনিই একমাত্র গতি ও প্রধান আশ্রয়।

“চঞ্চলচিত্ত, স্থূলবুদ্ধি ও বৃদ্ধোপদেশপরাঙ্মুখ ব্যক্তির সহিত মিত্রভাব সংঘটন হয় না। যেমন হংসমণ্ডলী শুষ্ক সরোবর পরিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্থসকল অব্যবস্থিতচিত্ত

ইন্দ্রিয়বশবর্ত্তী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। অসাধু লোকের স্বভাব চপল জলদের ন্যায় অবস্থিত; তাহারা সহসা ক্রোধাপরবশ ও অকারণ প্রসন্ন হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি মিত্রগণকর্ত্তৃক সৎকৃত ও কৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহাদিগের উপকার করে না, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেই কৃতঘ্ন কলেবর পরিত্যাগ করিলে ক্রব্যাদেরা [শবমাংসভোজী] তাহার মৃতদেহ স্পর্শ করে না। ধনী হউন, বা নির্দ্ধনই হউন, মিত্রকে অর্চ্চনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রার্থনা না করিলে তাহাদিগের সারবত্তার পরীক্ষা হইতে পারে না। সন্তাপ হইতে রূপ নষ্ট হয়, সন্তাপ হইতে বল নষ্ট হয়, সন্তাপ হইতে জ্ঞান নষ্ট হয় ও সন্তাপ হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। শোক উপস্থিত হইলে অভিলষিত বস্তু-লাভ হয় না, শোকে শরীর পরিতপ্ত হয় এবং শোক হইলে শত্রুগণ নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব আপনি কদাচ শোক করিবেন না। মনুষ্যগণ বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে, বারংবার ক্ষয় হয়, বারংবার পরিবর্দ্ধিত হয়, বারংবার অন্যের নিকট প্রার্থনা করে, অন্য ব্যক্তিও বারংবার তাহার নিকট যাচঞা করে, আর বারংবার শোক করে এবং অন্যেও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, লাভ ও ক্ষতি- এই সকল পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিতে হয়; অতএব ধীর পুরুষ কদাচ হর্ষ ও শোকের বশীভূত হইবেন না। চক্ষুরাদি ছয় ইন্দ্রিয় নিতান্ত চঞ্চল। ইহারা যে যে বিষয়ে প্রবল বা অনুরক্ত হইয়া উঠে, বুদ্ধি সেই সকল বিষয় হইতে ভ্রংশ হয়।”

শান্তিসুখলাভের উপায়

যুধিষ্ঠিরের সহিত অনেক কপট ব্যবহার করিয়াছি, এ নিমিত্ত তিনি আমার মন্দমতি পুত্রগণকে রণস্থলে সংহার করিবেন, সন্দেহ নাই। সমস্ত বিষয়ই উদ্বেগের কারণ, এ নিমিত্ত মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে, অতএব যাহাতে শান্তিলাভ হয়, এরূপ উপদেশ প্রদান কর।” বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও লোভপরিত্যাগ ব্যতিরেকে আপনার শান্তিলাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারভয় নিবারণ হয়; তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মা, গুরুশুশ্রূষাদ্বারা জ্ঞান ও যোগবলে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। মোক্ষার্থীরা দান ও বেদজ্ঞানজনিত পুণ্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া রাগদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। অধ্যয়ন, ধর্ম্মযুদ্ধ, পুণ্যকর্ম্ম ও তপস্যায় পরিণামে সুখলাভ হয়। যাহারা আত্মাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ করেন, তাহারা বিস্তীর্ণ শয়নে [শয্যা-বিছানা] শয়ান হইয়া কদাচ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না; কি স্ত্রী, কি মাগধগণের স্তুতিবাদ, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হয় না; তাঁহারা ধর্ম্মাচরণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহাদের আর গৌরব থাকে না, তাঁহারা শান্তিলাভ ও প্রীতিসম্পাদনা করিতে সমর্থ হয়েন না; তাঁহাদের পক্ষে হিতোপদেশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে এবং অলব্ধ অর্থের লাভ ও লব্ধ অর্থের রক্ষা উভয়ই একান্ত অসম্ভবপর হইয়া উঠে। বিনাশ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের অন্য কোন আশ্রয় দৃষ্টিগোচর হয়।

“ধেনু হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণই তপানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, মহিলাগণেই চাপল্য জন্মে ও জ্ঞাতি হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, কখনই ইহার অন্যথা হইতে পারে না। আপনি বাল্যাবস্থায় পাণ্ডবগণকে লালন-পালন করিয়াছেন, পরে তাঁহারা বহুসংখ্যক বন্ধু ও

ঋষিগণসমভিব্যাহারে অনেক বৎসর অরণ্যে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়াছেন, এ নিমিত্ত তাঁহারা সাধুলোকের নিদর্শনস্থান হইয়াছেন। হে মহারাজ! যেমন অঙ্গারসকল পৃথক পৃথক হইলে ধূমায়িত হয় ও একত্র মিলিত হইলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আপনার জ্ঞাতিবর্গও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, গো ও জ্ঞাতিমধ্যে যে সমস্ত বীর জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও সুপক্ক ফলের ন্যায় নিপতিত হয়। দৃঢ়বদ্ধমূল অতিমহৎ একমাত্র মহীরুহ সমীরণভরে অনায়াসে মর্দিত ও পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু বহু বৃক্ষ একত্র মিলিত ও বদ্ধমূল হইলে অক্লেশে প্রবল বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারে; এইরূপ গুণসমন্বিত ব্যক্তিও একাকী হইলে শত্রুগণ তাহাকে পরাজয় করা অনায়াসসাধ্য মনে করিয়া থাকে। যেমন সরোবরমধ্যে উৎপলদলসকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ জাতিবর্গ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, গো, শিশু ও স্ত্রীলোকসকল অবধ্য, আর যাহাদিগের অন্ন ভোজন করিতে হয়, যাহারা শরণাপন্ন হইয়া থাকে, তাহারাও অবধ্য বলিয়া পরিগণিত। ধনী না হইলে মনুষ্যের গুণ থাকে না। রোগী ব্যক্তি মৃতকল্প হইয়া অবস্থান করে, অতএব আপনি আরোগী হউন। হে মহারাজ! অব্যাধিজ [তীব্র বেদনাদায়ক] কটু [ব্যাধি-ব্যতিরেকে-জাত], শিরোরোগের কারণ, পাপের প্রসূতি, সন্তাপজনক, সাধুগণের সংবরণীয় [সহনীয়] ও অসাধুগণের অপরিহার্য্য ক্রোধ সংবরণ করিয়া শান্তিলাভ করুন। পীড়িত ব্যক্তিরা ফলমূলের আদর করে না, কোন বিষয়ে যথার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং ধনভোগজনিত সুখস্বচ্ছন্দতাও অনুভব করিতে পারে না।

সন্ধিস্থাপনে বিদুরের অনুরোধ

"হে মহারাজ! পণ্ডিতেরা দ্যূতানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; এ নিমিত্ত আমি দ্যূতে দ্রৌপদীকে পরাজিতা দেখিয়া আপনাকে দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে কহিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তৎকালে তাহার অনুষ্ঠান করেন নাই। যে বল দুর্ব্বলকর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া থাকে, সে বল, বল বলিয়া পরিগণিত হয় না। যাহাতে অতি অল্প ধর্ম্মলাভ হইতে পারে, আগ্রহাতিশয়-সহকারে তাহারও অনুষ্ঠান করিবে। লক্ষ্মী ক্রূরের হস্তগত হইলে তাঁহারই বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন; কিন্তু শান্তব্যক্তিকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইলে তাহার পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরায় অনুগামিনী হয়েন।

"ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবদিগকে ও পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রদিগকে প্রতিপালন করুন; তাঁহারা একধর্ম্ম ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পরমসুখে জীবনযাপন করুন; তাঁহাদের অন্যতরের শত্রু ও মিত্র তাহাঁদের উভয়ের শত্রু ও মিত্র হউক। আপনি কৌরবগণের স্বেচ্ছাচারিনিরোধক; কুরুকুল আপনারই অধীন; অতএব আপনি বসবাসসন্তপ্ত অল্পবয়স্ক পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া আপনার যশোরক্ষা করুন। আপনি পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের সন্ধিসংস্থাপন করুন; শত্রুগণ কদাচ যেন আপনাদিগের পরস্পর ভেদ দর্শন না করে; পাণ্ডবেরা একমাত্র সত্যে নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন; অতএব এক্ষণে দুর্য্যোধনকেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করুন।'

৩৬তম অধ্যায়

বিদুরের মনুকথিত ধর্ম্মব্যাখ্যা

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, 'যে অশিষ্ট ব্যক্তিকে শাসন করে, যে অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয়, যে অতিমাত্র শত্রুসেবা করিয়া কল্যাণ লাভ করে, যে স্ত্রীগণকে রক্ষা করিয়া কল্যাণ লাভ করে, যে অযাচ্য বস্তু যাচঞ্ঞা করে, যে আত্মশ্লাঘা করে, যে অভিজাত হইয়া অকার্য্য করে, যে দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত নিরন্তর বিবাদ করে, যে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলে, যে অকাম্য কামনা করে, যে পুত্রবধূর সহিত পরিহাস করে, যে পুত্রবধুর সহিত সহবাস করিয়াও নির্ভয় ও মানার্থী হয়, যে পর্য্যক্ষেত্রে বীজবপন [পরপত্নীসহবাস] করে, যে স্ত্রীদিগকে অত্যন্ত পরিবাদিত [অপবাদযুক্ত] করে, যে প্রাপ্ত হইয়াও বিস্মৃতি হইয়াছি বলে, যে যাচককে দান করিয়া শ্লাঘা করে এবং যে অসাধুকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করে—এইসকল ব্যক্তিকে নিরয়গামী হইতে হয়। এই সপ্তদশ পুরুষের অসাধ্য কি আছে? ইহারা আকাশকে মুষ্ট্যাঘাতে নষ্ট করিতে পারে, অনাম্য [যাহা নোয়ান যায় না] ইন্দ্রধনু অবনমিত করিতে পারে এবং মরীচিমালীর অসংগ্রাহ্য [সংগ্রহের অযোগ্য] কিরণমালা সংগ্রহ করিতে পারে।' যে ব্যক্তি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার সহিত তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহাই ধর্ম্ম, যে ব্যক্তি কপট ব্যবহার করে, তাহার সহিত কপট ব্যবহার করিবে; যে ব্যক্তি সাধু ব্যবহার করে, তাহার সহিত সাধু ব্যবহার করিবে। জরা রূপ হরণ করে, আশা ধৈর্য্য হরণ করে, মৃত্যু প্রাণ হরণ করে, অসূয়া ধর্মচর্য্যা হরণ করে, কাম লজ্জা হরণ করে, অসাধুসেবা সদাচার হরণ করে, ক্রোধ শ্রী হরণ করে এবং অভিমান সমুদয়ই হরণ করে।" "

অল্পায়ুষ্কতার কারণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! সকল বেদেই পুরুষ শতায়ু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, অথচ সকল [পূর্বোক্ত শতবর্ষ] আয়ু প্রাপ্ত হইতেছে না, ইহার কারণ কি?"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! অতিমান, অতিবাদ, অতিঅপরাধ, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা ও মিত্রদ্রোহ-এই ছয়টি তীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ হইয়া পুরুষের আয়ুকৃন্তন [কর্ত্তন] ও প্রাণহরণ করে, আপনার কল্যাণ হউক। যে ব্যক্তি বিশ্বস্তের দারাপহরণ করে, যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, যে দ্বিজ শূদ্রার পাণিগ্রহণ অথবা মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে আদেশ কিংবা তাঁহাদের বৃত্তিনাশ অথবা তাঁহাদিগকে নিয়োগ করে, যে ব্যক্তি শরণাগতের প্রাণ সংহার করে, তাহারা সকলেই ব্রহ্মা[ব্রহ্মহত্যাকারী]র সমান, ইহাদিগের সহিত সংস্রব হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রকৃত বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, বদান্য, শেষান্নভোক্তা [দেব-পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত], অহিংসক, অনর্থকার্য্যে পরাঙ্মুখ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, মৃদুস্বভাব ও বিদ্বান, তিনি স্বর্গলাভ করেন। প্রিয়বাদী পুরুষ অতি সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় ও হিতকর বাক্যের বক্তা বা শ্রোতা অতি দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুরোধে প্রভুর প্রিয়াপ্রিয়বিচার পরিত্যাগ করিয়া অপ্রিয় হিতকর বাক্য বলে, রাজা তদ্দারাই সহায়বান হয়েন। কুলের নিমিত্ত একজনকে এবং গ্রামের নিমিত্ত কুল, জনপদের নিমিত্ত গ্রাম ও আত্মার নিমিত্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করবে। আপৎকালের নিমিত্ত ধনরক্ষা করিবে, ধনদ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে এবং স্ত্রী ও ধন উভয়দ্বারা সতত আত্মাকে রক্ষা করিবে।

দ্যূতানিন্দাচ্ছলে বিবিধ নীতিকথন

“হে মহারাজ! পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, দ্যূতক্রীড়া মনুষ্যগণের পরস্পর বৈরভাব উদ্ভাবন করে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমোদের নিমিত্তও দ্যূতক্রীড়া করিবে না। আমিও দ্যূতকালে উপযুক্ত কথাই কহিয়াছিলাম, কিন্তু আতুর ব্যক্তির ঔষধ ও পথ্যের ন্যায় আপনার নিকটে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কাকের সাহায্যে বিচিত্রকলাপ[পক্ষ]শোভিত ময়ুরগণকে পরাজয় করা আর দুর্য্যোধনাদির সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করা উভয়ই সমান; বলিতে কি, আপনি সিংহগণকে পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি শৃগালকে প্রতিপালন করিতেছেন; কালক্রমে আপনাকে অবশ্যই শোক করিতে হইবে।

“যিনি ভক্ত ও হিতার্থী ভৃত্যের প্রতি কদাপি জাতক্রোধ না হয়েন, সেই ভৃত্য ভর্ত্তাকে বিশ্বাস করে, আপৎকালে তাহাকে পরিত্যাগ করে না। ভৃত্যগণের জীবিকাবোধ করিয়া পরকীয় রাজ্য ও ধন সংগ্রহ করিবার অভিলাষী হইবে না, কেননা, স্নেহবান অমাত্যগণ প্রতারিত, বিরুদ্ধ বা ভোগবর্জিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। প্রথমে সমুদয় কার্য্য সাধ্য কি অসাধ্য, ইহা নিশ্চয় করিয়া দেয়, বৃত্তি আয়-ব্যয়ের অনুরূপ করিবে, পরে উপযুক্ত সহায়সংযুক্ত করিবে, কারণ সমুদয় কার্য্যই সহায়সাধ্য। “যে ব্যক্তি ভর্ত্তার অভিপ্রায় অবগত ও নিরালস্য হইয়া কার্য্য করে, যে ব্যক্তি হিতবাক্যের বক্তা, অনুরক্ত, আর্য্য ও শক্তিজ্ঞ, তাহাকে আপনার ন্যায় কৃপাভাজন বোধ করিবে। যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া প্রভুবাক্যে অনাদর করে, কোন কার্য্যে নিয়োগ কলে প্রত্যুত্তর করে, আপনাকে প্রজ্ঞাবান বলিয়া অভিমান করে ও প্রতিকূলভাষী হয়, তাদৃশ ভৃত্যকে অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে। যে ভৃত্য দর্পশুন্য, সামর্থ্যশালী, ক্ষিপ্রকারী, সদয়স্বভাব, সুদৃশ্য, অনন্যভেদ্য [অন্যকর্ত্তৃক যাহার ভেদবুদ্ধির উদয় হয় না], রোগসম্পর্কশূন্য ও উদারভাষী, তাহাকে অষ্টগুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সায়ংকালে অবিশ্বস্তের গৃহে বিশ্বাসপূর্ব্বক গমন, রাত্রিকালে লুক্কায়িত হইয়া প্রাঙ্গণে বাস ও রাজকাম্য কামিনীকে কামনা করিবে না। যে ব্যক্তি মন্ত্রগৃহে গমনপূর্ব্বক অনেক অসতের সহিত মন্ত্রণা করে, তাহার মন্ত্রণা অপহরণ [গ্রহণ] করিবে না, “তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি না”, ইহাও বলিবে না; কিন্তু কোন কার্য্যব্যাপদেশে তথা হইতে অপসৃত হইবে। লজ্জাশীল রাজা, পুংশ্চলী [বেশ্যা], রাজভৃত্য, বিধবা, বালপুত্রা [যাহার পুত্র শিশু] সেনাজীবী ও অধিকারচ্যুত ব্যক্তির সহিত ঋণদানাদি ব্যবহার করিবে না।

“ব’ল, রূপ, স্বরশুদ্ধি, মৃদুতা, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী, সুকুমারতা ও বরবর্ণিনীগণ, এই দশটি স্নানশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। পরিমিতভোজী ব্যক্তি আরোগ্য, আয়ু, বল ও সুখ লাভ করেন, তাহারই নির্দোষ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং কেহ তাহাকে অদ্মর [ঔদরিক-পেটুক] বলিয়া নিন্দা করে না। অকর্ম্মণ্য, বহুভোজী, লোকবিদ্বিষ্ট, কপট, নৃশংস, দেশকালানভিজ্ঞ ও ক্ষপণকাদি[বৌদ্ধভিক্ষুক] বেশধারী-ইহাদিগকে গৃহমধ্যে স্থানদান করিবে না। অত্যন্ত ক্লেশ হইলেও কৃপণ, শাপপ্রদ, মুর্খ, কৈবর্ত্ত, ধূর্ত্ত, মানীব্যক্তির অবমন্তা [অপমানকারী], নিষ্ঠুর, শত্রু ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিকট কদাপি প্রার্থনা করিবে না। আততায়ী, অতিপ্রমাদী, স্নেহশূন্য, নিয়তমিথ্যাবাদী, দৃঢ়ভক্তিশূন্য ও নিপুণম্মন্য [আপনাকে পটুজ্ঞানকারী]-এই ছয়জন

নরাধমকে সেবা করিবে না। অর্থ সহায়সাপেক্ষ ও সহায় অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং একটির অভাবে অন্যটি হস্তগত হয় না। অগ্রে অপত্যোৎপাদনপূর্ব্বক ঋণশূন্য হইয়া পুত্রদিগের কোন বৃত্তিসাধন ও কুমারীগণকে সৎপাত্রে প্রদান করিবে, পশ্চাৎ অরণ্যগমনপূর্ব্বক মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিবে। যাহা সকল প্রাণীর হিতকর ও আপনার সুখাবহ তাহাই করিবে; ঈশ্বরের নিকট এইরূপ কমই সর্ব্বার্থসিদ্ধির কারণ। বুদ্ধি, প্রভাব, তেজ, সত্ত্ব, উত্থান ও ব্যবসায়সম্পন্ন হইলে জীবিকার অভাব নিবন্ধনভীত হইতে হয়।

যুদ্ধের পরিণাম কথন

"মহারাজ! পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ যাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যথিত হয়েন, সেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধঘটনা হইলে এইসকল অনিষ্ট উৎপাদিত হইবে-প্রথমতঃ পুত্রগণের সহিত বৈরভাব, দ্বিতীয়তঃ নিরন্তর উদ্বেগ, তৃতীয়তঃ যশোনাশ, চতুর্থতঃ শত্রুগণের হর্ষোৎপাদন। যেমন ধূমকেতু আকাশ হইতে তির্য্যগতভাবে [বক্র] পতিত হইলে সমুদয় লোক নষ্ট হয়, সেইরূপ ভীষ্ম, ইন্দ্রকল্প দ্রোণাচার্য্য, রাজা যুধিষ্ঠির ও আপনার ক্রোধ প্রবৃদ্ধ হইলে এই লোক উৎসাদিত হইবে। অতএব আপনার শতপুত্র, কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব একত্র হইয়া এই সসাগরাম্বরা ধরা অনুশাসন করুন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বনস্বরূপ ও পাণ্ডবগণ ব্যাঘ্রস্বরূপ। আপনি ব্যাঘ্রের সহিত সমুদয় বন উৎসন্ন অথবা কেবল ব্যাঘ্রগণকে বিনষ্ট করিবেন না। ব্যাঘ্রগণ বন ও বন ব্যাঘ্রগণকে রক্ষা করে। অতএব ব্যাঘ্র ব্যতিরেকে বন থাকে না এবং বন না থাকিলেও ব্যাঘ্র থাকিতে পারে না। পাপচেতাঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণের নিগুর্ণতা অবগত হইবার নিমিত্ত যেরূপ উৎসুক হইয়াছে, তাঁহাদিগের গুণসমূহ বিদিত হইবার নিমিত্ত সেরূপ অভিলাষী নয়। যিনি অর্থসিদ্ধির অভিলাষ করেন, তিনি অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবেন; যেমন সুরলোক ব্যতীত অন্য স্থানে অমৃত নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যতীত অর্থলাভের অন্য উপায়ান্তর নাই। যাহার আত্মা পাপ হইতে বিরত ও কল্যাণকর্ম্মে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই কি প্রকৃতি ও কি বিকৃতি, উভয় অবগত হইয়াছেন। যিনি যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন, তিনি ইহকালে ও পরকালে উহাই লাভ করেন। যিনি ক্রোধ ও হর্ষের আবেগ সংবরণ করেন ও আপৎকালে মুগ্ধ না হয়েন, তিনিই ঐশ্বর্য্যলাভ করেন।

"মহারাজ! পুরুষের বল পঞ্চবিধ; --প্রথম বাহুবল, দ্বিতীয় অমাত্যবল, তৃতীয় ধনবল, চতুর্থ পুরুষপরম্পরাগত আভিজাত্যাবল, পঞ্চম প্রজ্ঞাবল; এই শেষোক্ত বলই সকল বলের শ্রেষ্ঠ; ইহাদ্বারা ঐ সমস্ত বল সংগৃহীত হইতে পারে। যে লোক অন্য লোকের অপকারের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে, তাহার সহিত বৈবভাব উৎপন্ন হইলে দূরস্থ হইয়াও কদাচ বিশ্বাস করিবে না। কোন প্রজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রীলোক, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর উপর বিশ্বাস করেন? যে জন্তু প্রজ্ঞারূপ সায়কে আহত হইয়াছে, তাহার চিকিৎসক নাই, ঔষধও নাই। অথর্ব্ববেদবিহিত হোম, মন্ত্র বা মঙ্গলকার্য্যদ্বারা তাহার আরোগ্যলাভ হয় না। সর্প, অগ্নি, সিংহ ও জ্ঞাতি-ইহারা অতিশয় তেজস্বী, মনুষ্য ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না। ইহলোকে অগ্নি এক মহৎ তেজ; অগ্নি কাষ্ঠের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করেন, যে পর্য্যন্ত অন্য লোক তাঁহাকে উদ্দীপিত না করে, তাবৎকালে তিনি সেই দারু উপযোগ করেন

না; যখন অন্য ব্যক্তি নির্মথিত করিয়া তাঁহাকে উদ্দীপিত করে, তখন সেই অগ্নি অচিরাৎ স্বীয় তেজে সেই দারু ও অন্যান্য বন দগ্ধ করেন। মহারাজ অগ্নি যেমন ক্ষমাবান ও নিরাকার হইয়া দারুমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, অতি তেজস্বী পাণ্ডবেরাও সেই প্রকার। আপনি ও আপনার পুত্রগণ লতাস্বরূপ; পাণ্ডবগণ শালবৃক্ষস্বরূপ; লতা কদাচ মহাদ্রুমের আশ্রয় ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতে পারে না। হে রাজন! আপনারা বনস্বরূপ ও পাণ্ডবগণ সিংহ স্বরূপ; সিংহ না থাকিলে বন বিনষ্ট হয় এবং বন, না থাকিলে সিংহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"

৩৭তম অধ্যায়
গার্হস্থ্য-নীতি

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! স্থবির ব্যক্তি যুবকের নিকট গমন করিলে যুবকের প্রাণ ঊর্দ্ধে উৎপতিত [বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাঁহার সমুচিত সৎকারের জন্য যে প্রাণের ব্যাকুলতা, তাহাই প্রাণের ঊর্দ্ধে উৎপতন] হয়; পরে যুবা ব্যক্তি স্থবিরকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিলে পুনর্ব্বার তাহা প্রাপ্ত হয়। সাধুগণ পীঠদান ও পানীয় আনয়ন করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তির পাদপ্রক্ষালন করিয়া কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক আত্মসংস্থান [নিজের অবস্থা--শুভাশুভ ইত্যাদি], নিবেদন, পরে অবহিত হইয়া অন্নদান করিবে। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি লোভ, ভয় ও কার্পণ্য দেখিয়া যাহার গৃহে জল, মধুপর্ক বা গো গ্রহণ না করেন, আর্য্যগণ তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চিকিৎসক, শরকর্ত্তী, নষ্টব্রহ্মচর্য্য, চৌর, মদ্যপায়ী, ভ্রূণহত্যা [গর্ভস্থ সন্তানের নাশকারী], সেনাজীবী [যুদ্ধকার্য্যে জীবিকাকারী] ও শ্রুতিবিক্রেতা [বেদবিক্রয়কারী] ব্রাহ্মণ উদকার্হ [যাহার জল আচরণীয় নহে] না হইলে যদি অতিথিরূপে আগত হয়, তবে তাহাকে অর্চ্চনা করিবে। লবণ, পক্ক, অন্ন, দধি, ক্ষীর, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, ফল, মূল, শাক, রক্তবস্ত্র, গন্ধদ্রব্যসকল ও গুড় বিক্রয় করিবে না। যাহার ক্রোধ নাই, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, শোক নাই, সন্ধি ও বিগ্রহ নাই, যিনি নিন্দা ও প্রশংসায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, যিনি উদাসীনের ন্যায় প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় পরিত্যাগ করেন, তিনিই ভিক্ষুক। নীবার [তৃণধান্য-ধান ঝাড়া হইয়া গেলে যে তৃণের গায়ে দুই একটা ধান থাকে; অথবা বপনাদি যত্ন ব্যতিরেকে যে ধানের গাছ হয়], মূল, ইঙ্গুদী-ফল ও শাক যাঁহার জীবিকা, যিনি সংযতাত্মা, অগ্নিকার্য্যে অবহিত, বনবাসা, সতত অতিথিসৎকারে অনুরক্ত, ধুরন্ধর ও পুণ্যকর্ম্ম, তিনিই তাপস। বুদ্ধিমানের অপকার করিয়া দূরস্থ হইয়াও বিশ্বস্ত [নিশ্চিন্ত] থাকিবে না, বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি দীর্ঘ [বুদ্ধিমান ব্যক্তির জ্ঞানই বাহুস্বরূপ-তদ্বারা দূরস্থ বস্তু আয়ত্ত করিতে পারে] তিনি হিংসিত হইলে তদ্বারা হিংসা করিয়া থাকেন। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে: না; বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে সে ভয় মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করে। ঈর্ষাশুন্য, স্ত্রীরক্ষক, সংবিভক্তা [নিরপেক্ষ বিভাগকর্ত্তা-বিভাগ বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য], প্রিয়বাদী, স্নেহবান, মধুরভাষী ব্যক্তি স্ত্রীলোকের বশীভুত হইবে না। পূজনীয় সচ্চরিত্র ভাগ্যবতী। রমণীসকল গৃহের শ্রী ও দীপ্তিস্বরূপ, অতএব তাহাদিগকে সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করিবে। পিতার হস্তে অন্তঃপুর, মাতার হস্তে মহানস [পাকশালা] ও আত্মসম ব্যক্তির

হস্তে গোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ এবং স্বয়ং কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবে। বণিকদিগকে ভৃত্যদ্বারা ও দ্বিজগণকে পুত্রদ্বারা সেবা করিবে। জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্র ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের সর্ব্বত্রগামী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তিস্থানেই শান্তভাব প্রাপ্ত হয়। সাতিশয় তেজস্বী কুলীন সৎপুরুষেরা কাষ্ঠাভ্যন্তরবিলীন নিরাকার অগ্নির ন্যায় ক্ষমা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন।

রাজনীতি

"হে মহারাজ! কি বহিঃশত্রু কি অন্তঃশত্রু কেহই যাহার মন্ত্রণা অবগত হইতে না পারে, সেই চতুরস্র [চারিদিকে সমানদৃষ্টি] রাজাই দীর্ঘকাল ঐশ্বর্য্যভোগ করেন। ধর্ম্মকার্য্য, কামকার্য্য ও অর্থকার্য্য অগ্রে প্রকাশ না করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে পর প্রকাশ করিবে। মন্ত্রণা কদাচ প্রকাশ করিবে না। গিরিপৃষ্ঠ, প্রাসাদ, তৃণাদিশূন্য অরণ্যপ্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে মন্ত্রণা করা বিধেয়। সুহৃৎ না হইলে রহস্য [মুপ্ত মন্ত্রণা]-মন্ত্রণা জানিবার যোগ্য হইতে পারেন না। সুহৃৎ বা পণ্ডিত হইলেই যে সচিবপদের যোগ্য হইলে, এমন নয়, সুহৃৎ মূর্খ হইতে পারেন, এবং পণ্ডিতও চপলবাক হইতে পারেন, অতএব পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও আপন সচিবপদ প্রদান করিবে না। আমাত্যের অর্থলিপ্সা ও মন্ত্রণারক্ষণ [যন্ত্রণাকার্পণ্য-হাতে রাখিয়া যন্ত্রণা দেওয়া] উভয়ই থাকিবার সম্ভাবনা।

"যে রাজার অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত কেবল পরিষদেরাই অবগত হইতে পারেন, সেই রাজাই ধর্ম্মার্থক্যামবিষয়ে প্রধান। সেই গূঢ়মতি নৃপতি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন, যে মোহবশতঃ অপ্রশস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি সেই কার্য্য ভ্রংশনিবন্ধন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠান সুখের নিদান ও তাহার অননুষ্ঠান অনুতাপের কারণ। যেমন ব্রাহ্মণ বেদপাঠ না করিলে শ্রাদ্ধের অধিকারী হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়ণ-রূপ ষাড়গুণ্য [ছয়গুণ সম্বন্ধে] বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে মন্ত্রণাশ্রবণের যোগ্য হইতে পারে না। যিনি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও ষাড়গুণ্যবিষয়ে অভিজ্ঞ, যাহার চরিত্র জনসমাজে সমাদৃত, যাহার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ, যিনি স্বয়ং কার্য্যজাত পর্য্যবেক্ষণ ও কোষ সকলের তত্ত্বাবধারণ করেন, পৃথিবী তাহার নিকট স্বাধীন হয়। মহীপতি ছত্র [রাজচ্ছত্র-রাজ্যাধিকার] ও নাম লাভ করিয়াই পরিতুষ্ট হইবেন, ভৃত্যগণকে অর্থদান করিবেন ও একাকী সর্ব্বগ্রাহী হইবেন না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ভর্ত্তা স্ত্রীকে এবং নৃপতি অমাত্য ও অমাত্য নৃপতিকে অবগত আছেন। বধ্য শত্রু বশীভুত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না; স্বয়ং হীনবল হইলেও শত্রুর উপাসনা করিবে; বলবান হইলে তাহাকে বধ করিবে। বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলে অচিরাৎ তাহা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। বৃদ্ধ, বালক ও আতুরের প্রতি ক্রোধ হইলে তাহা সংবরণ করিবে। যে প্রজ্ঞ ব্যক্তি অনর্থক কলহ পরিত্যাগ করেন, তিনি লোকে কীর্ত্তিলাভ করেন ও তাঁহার অনর্থপাত হয় না। যাহার প্রসাদ নিস্ফল ও ক্রোধ নিরর্থক, এরূপ প্রভু কাহারও অভিলষণীয় হয়েন না; কোন স্ত্রী নপুংসকের পত্নী হইতে অভিলাষ করে? বুদ্ধি থাকিলেই যে ধনলাভ হয়, এমন নয়, আর জাড্য[জড়তা-অকর্মণ্যতা] দোষ থাকিলেই যে দরিদ্র হয়, এমন নয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই লোকদ্বয়ের ক্রমবৃত্তান্ত অবগত আছেন, ইতর ব্যক্তি তাহা অবগত নয় ।

"মূঢ় ব্যক্তি বিদ্যা, শীল, বয়স, বুদ্ধি, ধন বা আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ লোককে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অসচ্চরিত্র, অপ্রজ্ঞ, অসূয়ক, অধার্মিক, দুষ্টবাক ও কোপনস্বভাব ব্যক্তি শীঘ্র বিপদগ্রস্ত হয়। প্রতারণা-পরিত্যাগ, দান, মর্য্যাদার অনুবর্ত্তন ও সম্যক উচ্চারিত বাক্য প্রাণীগণকে বশীভূত করে। অপ্রতারক, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সরল স্বভাব ব্যক্তি রিক্তকোষ [অর্ধশূন্য-নির্ধন] হইলেও মিত্রাদি পরিবারগণকে লাভ করিয়া থাকেন। ধৃতি, শম, দম, শৌচ, কারুণ্য, মৃদুবাক্য ও মিত্রগণের আদ্রোহ-এই সাতটি লক্ষ্মীরূপ অনলের ইন্ধনস্বরূপ। অসংবিভাগ্য, দুষ্টাত্মা, কৃতঘ্ন নির্লজ্জ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে; যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়া নির্দোষ অন্তরঙ্গ লোককে প্রকোপিত করে, তাহাকে সসর্প গৃহশায়ী ব্যক্তির ন্যায় অতিকষ্টে যামিনীযাপন করিতে হয়। যেসকল ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইলে যোগক্ষমের [স্ব স্ব আশ্রমোচিত ক্রিয়া নির্ব্বাহের আনুকূল্য] ব্যাঘাত জন্মে, দেবতাদিগের ন্যায় তাহাদিগকে সতত প্রসন্ন করিবে। যে সমস্ত অর্থসম্পত্তি স্ত্রী, প্রমাদী, পতিত ও অনার্য্য লোকের হস্তে নিহিত হয়, তাহা পুনরায় লাভ করা অনায়াসসাধ্য নহে। যেমন প্রস্তরময় ভেলা নদীতে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ স্ত্রী, ধূর্ত্ত বা বালক যে স্থানের শাসনকর্ত্তা, তত্রত্য লোকেও উৎসন্ন হইয়া যায়। যে ভূত্যেরা নিরন্তর প্রয়োজনে সংসাক্ত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তার্পণ করে না, তাহারাই বিজ্ঞ। ধূর্ত্ত, চর, অধরা বারবনিতা যাহাকে প্রশংসা করে, তাহার জীবনরক্ষা হওয়া সুকঠিন। আপনি তাদৃশ মহাধনুর্দ্ধর অমিততেজঃ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের হস্তে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু যেমন বলি লোকত্রয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ এই ঐশ্বর্য্যমদমুগ্ধ দুর্য্যোধনকে অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট অবলোকন করিবেন।"

৩৮তম অধ্যায়
অর্থাদি বিবিধ নীতি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! বিধাতা পুরুষকে দৈবের বশীভূত করিয়াছেন; যেমন সূত্রগ্রথিত দারুময়ী যোষা আত্মবশ নহে, তদ্রূপ স্বীয় ঐশ্বর্য্য বা অনৈশ্বর্য্যে পুরুষের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। অতএব তুমি পুনরায় এইসকল বিষয় কীর্ত্তন কর, আমি সাবধান হইয়া শ্রবণ করিতেছি।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! যদি সুরগুরু বৃহস্পতি অনুপযুক্ত সময়ে বাগ্বিন্যাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও অবজ্ঞা ও অবমানের ভাজন হইতে হয়। কেহ কেহ দান করিয়া প্রিয় হয়, কেহ কেহ বা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রিয় হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি মন্ত্রণা ও ধনপ্রদানদ্বারা প্রিয় হয়, সেই যথার্থ প্রিয়। লোকে দ্বেষ্য ব্যক্তিকে সাধ, মেধাবী বা পণ্ডিত জ্ঞান করে না। ফলতঃ লোকের স্বভাবই এই যে, তাহারা প্রিয় ব্যক্তিকে সমস্ত শুভকার্য্য ও দ্বেষ্য ব্যক্তিকে পাপকার্য্যের আধার জ্ঞান করিয়া থাকে। হে রাজন! দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্র আপনাকে কহিয়াছিলাম যে, মহারাজ! আপনি এই পুত্রকে পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলে অন্যান্য পুত্রগণের অভ্যুদয় হইবে, নচেৎ আপনার শতপুত্রই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভারতবংশাবতংস! যে বুদ্ধিদ্বারা উত্তরকালে ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান

করা কর্ত্তব্য নহে; আর যে ক্ষয়দ্বারা চরমে বৃদ্ধিলাভ হয়, সে ক্ষয়কেও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করা উচিত। কারণ, যে ক্ষয়দ্বারা বৃদ্ধি হয়, সে ক্ষয় নহে; কিন্তু যে অল্পলাভদ্বারা বহু বস্তু বিনষ্ট হয়, সেই লাভই ক্ষয়স্বরূপ। হে মহারাজ! কোনো কোনো ব্যক্তি ধনদ্বারা, কেহ কেহ বা গুণদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে; আমার মতে ধনাঢ্য গুণবিহীন ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করা আপনার কর্ত্তব্য।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই প্রজ্ঞসম্মত ও পরিণামে হিতকর; কিন্তু আমি পুত্রপরিত্যাগবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নই। দেখ, যে স্থানে ধর্ম্ম, সেইস্থানেই জয় নির্দ্ধারিত আছে।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! প্রভূত গুণসম্পন্ন বিনয়ী ব্যক্তি প্রাণীগণের অতি অল্পমাত্র ক্লেশও সহ্য করিতে পারেন না। যাহারা সতত পরের অপবাদে নিরত থাকে, পরের দুঃখ ও পরস্পরের বিরোধের নিমিত্ত যত্নবান হয়, যাহাদের দৃষ্টি সদোষ ও সহবাস ভয়াবহ যাহাদের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিলে মহৎ দোষ উৎপন্ন হয়, যাহাদিগকে ধন প্রদান করিলে মহাভয় জন্মে এবং যাহারা ভেদকারী, কামপরায়ণ, নির্লজ্জ, শঠ ও অন্যান্য মহাদোষে দূষিত, তাহারা পাপাত্মা বলিয়া বিখ্যাত; তাহাদের সহবাস কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। নীচ লোকেরা কোন কারণবশতঃ প্রণয় করিয়া থাকে। সেই কারণ বিলীন হইলেই তাহারা প্রণয়ভঙ্গ করে, সৌহার্দ্যের ফল ও সৌহার্দ্যজনিত সুখেরও সম্পর্ক থাকে না। প্রত্যুত তাহারা অপবাদ প্রদান ও ক্ষয়বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করে। অজ্ঞানবশতঃ উহাদের অণুমাত্র অপকার করিলেই উহারা আর শান্তিপথ অবলম্বন করে না। বিদ্বান ব্যক্তি নৈপুণ্যসহকারে বিবেচনা করিয়া দূর হইতে এতাদৃশ লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন।

জ্ঞাতির সহিত সদভাবে স্বার্থরক্ষা

"হে রাজন! যে ব্যক্তি দীন, দরিদ্র, আতুর ও জ্ঞাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তাহার পুত্র ও পশু বৃদ্ধি হয়; সে অনন্তকাল শ্রেয়োলাভ করে। আত্মশুভাকাঙক্ষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতি ও কুলবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আপনি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান হউন। জ্ঞাতিগণ সংক্রিয়া করিলে মহান শ্রেয়োলাভ হয়। হে রাজন! জ্ঞাতিগণ গুণহীন হইলে অতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেখুন, পাণ্ডবগণ অশেষগুণালঙ্কৃত ও আপনার প্রসাদাকাঙক্ষী; তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণকে কতিপয় গ্রাম প্রদান করুন, তাহা হইলে লোকমধ্যে যশোলাভ করিতে পরিবেন। হে মহাশয়! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে পুত্রগণকে শাসন করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি সতত আপনাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি; আপনি আমাকে হিতৈষী বলিয়া জ্ঞান করিবেন। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিবাদ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য, উহাদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সুখসম্ভোগ করা বিধেয়। জ্ঞাতিদিগের সহিত সতত ভোজন, মিষ্টালাপ ও প্রণয় করাই কর্ত্তব্য; বিরোধ করা কদাচি উচিত নহে। জ্ঞাতি সদ্যবৃত্ত হইলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করে আর দুর্বত্ত হইলে বিপদে নিমগ্ন করে। হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে সেই সমুদয়

বীরপুরুষ আপনার চতুর্দ্দিকে থাকিবে, তাহা হইলে শত্রুগণ কখনই আপনাকে পরাভব করিতে পরিবে না। যদি কোন ব্যক্তি সম্পত্তিশালী জ্ঞাতির আশ্রয়ে থাকিয়াও কষ্টভোগ করে, তাহা হইলে সেই সম্পন্ন ব্যক্তিকেই তন্নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয়। যাহা হউক, কিয়দ্দিবস পরে আপনাকে হয় পাণ্ডবগণ, না হয় স্বীয় পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অনুতাপ করিতে হইবে, অতএব এক্ষণে উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন। মনুষ্যের জীবিতকালের নিশ্চয় নাই, অতএব যে কর্ম্ম করিলে পশ্চাৎ চিন্তাসাগরে প্রবেশপূর্ব্বক পরিতাপ করিতে হয়, সে কর্ম্ম না করাই কর্ত্তব্য।

"হে মহারাজ! নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ব্যতীত আর সমুদয় লোকই নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মোহবশতঃ অনুষ্ঠিত অনীতির আশুপ্রতিবিধান করেন। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি যে পাপাচরণ করিয়াছে, আপনি এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। আপনি পাণ্ডুনন্দনগণকে রাজ্য প্রদান করিলে পাপবিমুক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে মনীষিগণের পরম পূজনীয় হইবেন। যে ব্যক্তি পণ্ডিতগণের হিতবাক্য বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া কার্য্যে অধ্যবসায় করে, তাহার যশোরাশি এই মেদিনীমণ্ডলে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে। সুকুশল ব্যক্তি অপাত্রে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে তাহাও বিফল হয়, কেন না, তাদৃশ ব্যক্তি প্রায়ই উপদেশ বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও তদনুসারে কার্য্য করে না। যে ব্যক্তি পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তাহার অভ্যুদয় হয়। যে দুর্ম্মতি পূর্ব্বকৃত পাপের প্রতিবিধান না করিয়া তাহার অনুসরণ করে, সে বিষম অগাধ নরকে নিপতিত হয়। চিত্তবৈক্লব্য, নিদ্রা, শত্রুগণের গূঢ় চরকে না জানা, রাজার ভাবভঙ্গী, দুষ্ট অমাত্যে বিশ্বাস ও কার্য্যক্ষণ দূত-এই ছয়টি মন্ত্রভেদের দ্বারস্বরূপ। অর্থবর্দ্ধনাভিলাষী প্রজ্ঞ ব্যক্তির এই সমুদয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। যে ভূপতি বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়া এই সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামাচরণে সতত নিযুক্ত থাকেন, তিনি অনায়াসে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারেন। বৃহস্পতিসদৃশ ব্যক্তিগণও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বৃদ্ধগণের সেবা না করিয়া কখনই ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। দ্রব্য সমুদ্রে পতিত হইলে বিনষ্ট হয়, অশ্রোতার নিকট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা বিনষ্ট হয়, মূঢ় ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাহা বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি ভিন্ন অন্য পদার্থে আহুতি প্রদান করিলে তাহা বিনষ্ট হয়। মেধাবী ব্যক্তি যুক্তিসহকারে প্রাজ্ঞগণের পরীক্ষা, বুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহাদের যোগ্যতানিশ্চয়, অন্যের নিকট তাঁহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং আকার-ইঙ্গিতদ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের প্রাজ্ঞতা নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা করিবে। বিনয় অকীর্ত্তি বিনাশ করে, পরাক্রম অনর্থ বিনাশ করে, ক্ষমা ক্রোধ বিনাশ করে এবং আচার অলক্ষণ বিনাশ করে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভোগ্যবস্তু, জন্মস্থান, বাসস্থান, আচার ও গ্রাসাচ্ছাদন লক্ষ্য করিয়া লোকের কুল পরীক্ষা করিবেন।

"হে মহারাজ! কামপর ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, জীবন্মুক্ত মহাত্মারাও কাম উপস্থিত হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। রাজপ্রিয়, বিদ্বান, ধার্মিক, প্রিয়দর্শন, মিত্রসম্পন্ন ও সুবক্তা সুহৃৎকে । প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অকুলীন ব্যক্তিও যদি মৃদু ও লজ্জাশীল হয় এবং মর্য্যাদা প্রতিপালন ও ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাকে শত কুলীন ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা উচিত। যে দুর্জ্জনের চিত্তবৃত্তি, গূঢ়াচার ও প্রজ্ঞা সমান, তাহাদের

উভয়ের মৈত্রী কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। দুর্ব্বুদ্ধি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়, তাহার সহিত সৌহৃদ্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না, অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি এবংবিধ লোককে পরিত্যাগ করিবেন। পণ্ডিতগণ গর্ব্বিত, মূখ, কোপনস্বভাব, সাহসিক ও ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তিদিগের সহিত কদাচ বন্ধুতা করিবেন না। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ, ধার্মিক, সত্যাচার, উদারচিত্ত, অতিশয় ভক্তিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মর্য্যাদাপালক এবং কদাপি স্বীয় পুত্রকে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার সহিতই বন্ধুতা করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু উহাদিগকে একান্ত বিষয়াসক্ত করিলে দেবগণকেও উৎসাদিত হইতে হয়। পণ্ডিতগণ মৃদুত্ব, অনসূয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও মিত্রগণের মাননা-এইসমুদয় আয়ুষ্কর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধ্যবসায় সহকারে অপনীত [বিনষ্ট] বিষয় প্রত্যুদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই সৎপুরুষের ধর্ম্ম। যিনি ভবিষ্যৎ দুঃখের প্রতীকার করিতে পারেন, অধ্যবসায়সহকারে বর্ত্তমান দুঃখ সহ্য করেন এবং 'ভোগ না করিলে দুঃখ বিনষ্ট হয় না' এই বিবেচনা করিয়া অতীত দুঃখের নিমিত্ত অনুতাপ করেন না, কদাপি তাঁহার অর্থবিনাশ হয় না। কায়মনোবাক্যে সতত যে কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই একান্ত অনুরক্ত হইতে হয়, অতএব নিরন্তর মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। মাঙ্গলিক দ্রব্য-স্পর্শ, সহায়সম্পত্তি, অধ্যয়ন, উদ্যম, সরলতা এবং সতত সজনসন্দর্শন-এইসকল ঐশ্বর্য্যের নিদান। উদযোগপরায়ণতালাভ সম্পত্তি ও মঙ্গলের মূল; উদযোগী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান হইয়া চিরকাল সুখ সম্ভোগ করেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষে সতত সকল বিষয়ে ক্ষমা-প্রদর্শন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও হিতজনক কার্য্য আর কিছুই নাই। অশক্ত ব্যক্তির সকলকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; শক্ত ব্যক্তির ধর্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত ক্ষমা করা উচিত; আর যাহার বিপদ সম্পদ উভয়ই সমান, তাহার পক্ষে ক্ষমার তুল্য আর কিছুই নাই। যে সুখ-সম্ভোগদ্বারা ধর্ম্মার্থ বিনষ্ট না হয়, সেই সুখই ভোগ করিবে; মূঢ় ব্যক্তিরাই ভোজনাদি সুখে একান্ত অনুরক্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মার্থের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। দুঃখার্ত্ত, লিপ্সাহীন, নাস্তিক, অলস, আদান্ত [অসংযমী] ও উৎসাহবিবর্জিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি কদাপি স্থায়ী হয় না। দুর্ম্মতি ব্যক্তিগণ বিনয়নম্র ও বিনয়লজ্জিত মানবদিগকে অশক্ত জ্ঞান করিয়া সতত পরাভব করে। লক্ষ্মী অতিসরল, অতিদাতা, অতিশূর, অতিব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানী ব্যক্তির নিকট ভয়ে গমন করেন না এবং অতি গুণবান ও নিতান্ত নিগুর্ণ-এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। ইনি সগুণ বা নিগুণের বশীভূত নহেন, উন্মত্তা ধেনুর ন্যায় একস্থানে বহুকাল বাস করিতে পারেন না।

"হে মহারাজ! বেদের ফল অগ্নিহোত্র, অধ্যয়নের ফল সৎস্বভাব ও সদাচরণ, নারীর ফল রতি ও পুত্র এবং ধনের ফল দান ও ভোজন। যে ব্যক্তি অধর্মোপার্জিত অর্থদ্বারা পরলোকহিতকর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহার পরলোকে স্বাভিলষিত ফললাভ হয় না। সত্ত্বশালী ব্যক্তিগণ কি কান্তার, কি বনদুর্গ কি আপদজনক স্থান, কি উদ্যত শস্ত্র, কিছুতেই ভীত হয়েন না। উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, অপ্রমাদ, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমীক্ষ্যকারিতা [সকল দিকে সম্যকপ্রকারে দৃষ্টি রাখিয়া করা]—এইসমুদয় ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত। তপস্যা তাপসাগণের বল, ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞদিগের বল, হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা গুণবানদিগের বল। জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ঔষধ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর আজ্ঞা-এই আটটি ব্রতবিনাশী

নহে। যাহা করিলে আপনার অনিষ্ট হয়, তাহা অন্যের প্রতিও করিবে না। উক্ত ধর্ম্ম সম্যক জ্ঞানদ্বারা ও অন্য ধর্ম্ম কামনাদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আক্রোধদ্বারা ক্রোধ পরাজয় করিবে, সৎকর্ম্মদ্বারা অসৎকর্ম্ম পরাজয় করিবে, দানদ্বারা কদর্য্য কার্য্য পরাজয় করিবে এবং সত্যদ্বারা মিথ্যা পরাজয় করিবে। স্ত্রী, ধূর্ত্ত, অলস, ভীরু, ক্রুদ্ধ, পুরুষাভিমাননী, চৌর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক—এই সমুদয় লোককে বিশ্বাস করিবে না। অভিবাদনশালী বৃদ্ধোপসেব ব্যক্তির কীর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল বৃদ্ধি হয়। যে অর্থ উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ক্লেশভোগ, ধর্ম্ম অতিক্রম বা শত্রুকে প্রণিপাত করিতে হয়, তাদৃশ অর্থোপার্জ্জনের কদাচ মনোনিবেশ করিবে না। বিদ্যাশূন্য পুরুষ, ভূপতিশূন্য রাজ্য, প্রজাশূন্য মৈথুন এবং আহারশূন্য প্রজা— ইহাদিগের নিমিত্ত সতত শোক করিতে হয়। পথ দেহিগণের, জল পর্ব্বতের, অসম্ভোগ স্ত্রীদিগের এবং দুর্ব্বাক্য মনের জরাস্বরূপ। বেদের মল অনভ্যাস, ব্রাহ্মণের মল অব্রত, পৃথিবীর মল বাহ্লীক [বহু নদনদীর সঙ্গমস্থল] দেশসকল, পুরুষের মল অমৃত, পতিব্রতার মল কৌতুহল, স্ত্রীলোকের মল প্রবাস [স্বগৃহ ভিন্ন অন্যত্র বাস], সুবর্ণের মল রৌপ্য, রৌপ্যের মল রঙ্গ, রঙ্গের মল সীস ও সীসের মল মল মাত্র, তাহাতে আর কিছুই নাই। কেহই শয়নদ্বারা নিদ্রা, কাষ্ঠীদ্বারা অগ্নি, পানদ্বারা সুরা ও কামদ্বারা স্ত্রীদিগকে পরাজয় করিতে পারে না। যিনি দানদ্বারা মিত্র, যুদ্ধে শত্রুগণ ও অন্নপান প্রদান করিয়া জায়াকে পরাজয় করিতে পারেন, তাহারই জন্ম সার্থক।

"হে মহারাজ! যিনি সহস্র মুদ্রার অধীশ্বর, তিনিও স্বীয় জীবিকানির্ব্বাহ করেন, আর যিনি শত মুদ্রার অধীশ্বর, তিনিও স্বীয় জীবিকানির্ব্বাহ করেন; ফলতঃ এই ভূমণ্ডলে আপনার জীবিকানির্ব্বাহ করিতে না পারে, এমন কেহই নাই। অতএব আপনি দুরাশা পরিত্যাগ করুন। যদি এক ব্যক্তি এই পৃথিবীস্থ সমুদয় ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না, সাধুগণ ইহা বিবেচনা করিয়াই মোহগর্তে নিপতিত হয়েন না। হে রাজন! যদি আপনি স্বীয় পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণকে তুল্যজ্ঞান করেন, তবে উভয় পক্ষের প্রতি সমান ব্যবহার করুন।"

৩৯তম অধ্যায়
ধর্ম্মনীতি

বিদুর কহিলেন, "হে মহারাজ! যিনি সজ্জনগণকর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া গর্ব্বপরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করেন, তিনি অতি শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠেন। সাধুগণ প্রসন্ন হইলে সাতিশয় সুখলাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা অধর্মলব্ধ বিপুল অর্থে আসক্ত না হইয়া উহা পরিত্যাগ করেন, তিনি ত্যক্তনির্মোক ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন। মিথ্যাচরণদ্বারা জয়লাভ, রাজার ক্রূদ্রতা ও গুরুর মিথ্যায় আগ্রহাতিশয়—এই তিনটি ব্রহ্মহত্যার সদৃশ। অসূয়া মৃত্যুতুল্য, অত্যুক্তি সম্পত্তিনাশের নিদান এবং অশুশ্রূষা [শুনিতে অনিচ্ছা], ত্বরা [অধীরতা] ও শ্লাঘা এই তিনটি বিদ্যার পরমশত্রু। আলস্য, মদ, মোহ, চপলতা, গোষ্ঠী [বহু লোকের সহিত মেলামেশা], ঔদ্ধত্য, দর্প ও লুব্ধতা এই কয়েকটি বিদ্যার্থিগণের দোষ। সুখার্থীর বিদ্যালাভ

হয় না এবং বিদ্যার্থীর সুখসম্ভোগের সম্ভাবনা থাকে না; অতএব সুখার্থীকে বিদ্যা এবং বিদ্যার্থীকে সুখ পরিত্যাগ [সুখার্থীর বিদ্যা ব্যর্থতায় পরিণত হয়] করিতে হইবে। রাশি রাশি কাষ্ঠ প্রদান করিলেও অগ্নির তৃপ্তিলাভ হয় না, শত শত নদী সমাগমেও সমুদ্রের তৃপ্তিলাভ হয় না, সমুদয় প্রাণী সংহার করিলেও অন্তকের [যম] তৃপ্তিলাভ হয় না। আশা ধৈর্য্য নাশ করে, অন্তক সমৃদ্ধি নাশ করেন, ক্রোধ শ্রী নাশ করে, যশ কদর্য্যতা বিনাশ করে, অপালন পশুসমুদয়কে বিনাশ করে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত রাজ্য উৎসাদিত হয়।

"হে রাজন! অজ, অশ্ব, কাংস্য, রজত, মধু, অক্ষ, সজ্জন, শ্রোত্রিয়, বৃদ্ধ, জ্ঞাতি ও অবসন্ন কুলীন—এই সমুদয় তোমার গৃহে সতত অবস্থান করুন। মনু কহিয়াছেন, আজ, বৃষ, চন্দন, বীণা, আদর্শ [আয়না], মধু, ঘৃত, লৌহ, তাম্রপাত্রসমূহ, শালগ্রাম, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, রোচনা [গোরোচনা] ও ধান্য-এই সমুদয় দ্রব্য সাতিশয় মঙ্গলাবহ; দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের পূজাসাধনার্থ এই সমুদয় দ্রব্য গৃহে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন! আমি সমুদয় পুণ্যোপদেশ অপেক্ষা গুরুতর আর এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। কাম, লোভ বা ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তও কদাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। ধর্ম্মনিত্যপদার্থ, সুখ ও দুঃখ অনিত্য, জীব নিত্য, কিন্তু উহার হেতু অবিদ্যা অনিত্য; অতএব আপনি অনিত্য বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সাতিশয় সন্তোষে কালব্যাপন করুন। সন্তোষই পরমলাভ। দেখুন, ধনধান্যপূর্ণ বসুন্ধরার শাসনকর্ত্তা মহাবলপরাক্রান্ত মহানুভব ভূপতিগণকেও পরিশেষে রাজ্য ও বিপুল বিষয়ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক শমনের বশীভূত হইতে হইয়াছে। মনুষ্যগণ বহুদুঃখজনক মৃতপুত্রকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়া মুক্তকেশে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় চিতাগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মৃতব্যক্তির ধনসম্পত্তি অন্যে সম্ভোগ করে, পক্ষিসকল তাহার শরীর ভক্ষণ করে এবং তাহার শরীরগত ধাতুসমুদয় অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সে কেবল পুণ্য ও পাপে পরিবৃত হইয়া পরলোকে গমন করে। যেমন পক্ষিগণ ফলপুষ্পবিহীন বৃক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করে, তদ্রূপ জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও পুত্রগণ মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেবল স্বকৃত কর্ম্মসমুদয় ভস্মীভূত ব্যক্তির সহগাত্র হয়; অতএব অতিশয় যত্ন সহকারে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে।

"হে মহারাজ! স্বর্গ ও পাতালে অতি ভয়ানক ইন্দ্রিয়গণের মহামোহজনক অন্ধতামিস্রাখ্যা নরক আছে; সাবধান, যেন সেই নরক আপনাকে স্পর্শ করিতে না পারে। হে রাজন! যদি আপনি মনোনিবেশপূর্ব্বক আমার এই সমুদয় বাক্যশ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহলোকে যশস্বী হইবেন ও পরলোকে নির্ভয়ে স্বর্গলাভ করিবেন। পরমপবিত্র লোভশূন্য আত্মা নদীস্বরূপ, পুণ্য তাহার তীর্থ, সত্য তাহার জল, ধৃতি তাহার কুল ও দয়া তাহার তরঙ্গস্বরূপ। লোভহীন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সেই নদীতে স্নান করিয়া পবিত্র হয়েন। হে মহারাজ! আপনি ধৃতিময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া জন্মরূপ দুর্গ ও কামক্রোধারূপ জাল-জন্তুযুক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলপরিপূর্ণ নদী পার হউন। যে ব্যক্তি কার্য্য কি অকার্য্য সকল বিষয়েই প্রজ্ঞাবৃদ্ধ,

জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে কদাপি মুগ্ধ হইতে হয় না। ধৈর্য্যসহকারে শিশ্ন ও উদর রক্ষা করিবে, চক্ষুদ্বারা হস্ত-পদ রক্ষা করিবে, মনোদ্বারা চক্ষু ও কর্ণ রক্ষা করিবে এবং কর্ম্মদ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিত্য উদককার্য্য [সন্ধ্যাতর্পণাদি] সম্পাদন, নিত্য যজ্ঞোপবীতধারণ, নিত্য বেদাধ্যয়ন, পতিতান্নপরিত্যাগ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ ও গুরুর কার্য্যসাধন করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মালোক হইতে চ্যুত হইতে হয় না। যে ক্ষত্রিয় বেদ-অধ্যয়ন, সংগ্রামে দেহত্যাগ, যথাস্থানে বহিঃস্থাপন, যজ্ঞসম্পাদন, প্রজা পালন ও গো-ব্রাহ্মণার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। যিনি বেদধ্যয়ন, যথাকলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আশ্রিতদিগকে ধন ভাগানুসারে প্রদান এবং ত্রেতাগ্নির [অগ্নিত্রয়-গার্হপত্য, আহবণীয়, দক্ষিণ] পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করেন, সেই বৈশ্য চরমে সুরলোকে গমনপূর্ব্বক দিব্যসুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। যে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে পূজাদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় পাপসকল দগ্ধ করিতে পারে, সে পরলোকে স্বর্গভোগ করে। হে মহারাজী! আমি যে নিমিত্ত আপনাকে এই চারিবর্ণের ধর্ম্মের বিষয় কহিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির প্রজাপালন না করিয়া ক্ষত্রিধর্ম্ম হইতে পরিচুত্যুত হইতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদূর! তুমি অনুক্ষণ আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাক, আমারও উহাতে বিলক্ষণ সম্মতি আছে। আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিতে সতত অভিলাষী, কিন্তু দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিলেই আমার বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে। যাহা হউক, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে, অতএব আমার মতে দৈবই প্রধান, পুরুষকার নিরর্থক।”

প্রজাগরপার্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৪০তম অধ্যায়

সনৎসুজাতপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! তুমি অতি বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছ; অতএব যদি আর কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে পুনরায় আরম্ভ কর, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।”

বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! সনাতন-কুমার সনৎসুজাত কহিয়া থাকেন, মৃত্যুনামে কোন একটি পদার্থ নাই। সেই ধীমান আপনার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সংশয়সকল নির্যাকরণ করিবেন সন্দেহ নাই।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! সনাতন-কুমার সনৎসুজাত আমাকে যাহা কহিবেন, তাহা কি তোমার অবিদিত আছে? যদি তাহা জ্ঞাত হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমিই এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর।’

শুদ্রগর্ভজাত বিদুরের বেদব্যাখ্যায় অনভিমত

বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, এই নিমিত্ত আপনার নিকট সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে অসমর্থ হইতেছি। কিন্তু সনাতন-কুমার সনৎসুজাতের জ্ঞানই শাশ্বত জ্ঞান। যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অতি গোপনীয় বিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করেন, তিনি দেবগণের নিকট কদাচ নিন্দাভাজন হয়েন না, অতএব আমি সনৎসুজাতের নিকট এই বিষয় শ্রবণ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! এই স্থানে সনাতন-কুমার সনৎসুজাতের সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে, ইহার উপায় বল।” অনন্তর মহাত্মা বিদুর মহর্ষি সনৎসুজাতকে চিন্তা করিতে লাগিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিদুর বিধি অনুসারে মধুপর্কাদিদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন, পরে সুখোপবিষ্ট ও গতক্লম দেখিয়া কহিলেন, “ভগবান! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোমধ্যে সাতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা নির্যাকরণ করিতে অসমর্থ অতএব যাহা শ্রবণ করিলে মহারাজ অনায়াসে দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং যাহাতে লাভ, অলাভ, শত্রু, মিত্র, জরা, মৃত্যু, ভয় অমর্ষ, ক্ষুৎ পিপাসা, তন্দ্রা, কাম, ক্রোধ, ক্ষয়, উদয় ও অপ্রীতি তাহার নিকট যাইতে না পারে, আপনি সেই বিষয় কীর্ত্তন করুন।”

৪১তম অধ্যায়

মৃত্যুর অলীকতা কীর্ত্তন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরবাক্যে সমাদর-প্রদর্শন করিয়া পরম জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত নির্জ্জনে মহর্ষি সনৎসুজাতকে কহিলেন, “ভগবন! আপনি কহিয়া থাকেন, মৃত্যু নাই, কিন্তু দেব ও অসুরগণ মৃত্যুভয়ে সতত ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া

থাকেন, অতএব ইহার মধ্যে কোন পক্ষ সত্য, আপনি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! মৃত্যু নাই ও মৃত্যু আছে, এই উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধাশঙ্কা করিবেন না। একমাত্র পুরুষেরই অবস্থাভেদে উভয় পক্ষ সত্য হইয়া থাকে। আমার মতে প্রমাদ মৃত্যু ও অপ্রমাদ অমৃত্যু। অতএব বিদ্বান ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, মোহবশতঃ মৃত্যু হয়। আর মোহহীন হইলেই অমর হয়। অসুরগণ প্রমদাবশতঃ মৃত্যুলাভ ও অপ্রমাদ্যবশতঃ অমৃতলাভ করে। মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তুগণকে ভক্ষণ করে না এবং মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করা নিতান্ত সুকঠিন। কেহ কেহ অন্তককে মৃত্যু ও আত্মনিহিত তত্ত্বজ্ঞানকেই অমৃত কহিয়া থাকেন। সেই অন্তক পিতৃলোকে রাজ্যশাসন করিতেছেন, তিনি মঙ্গলের মঙ্গল ও অমঙ্গলের অমঙ্গল। তাহার আদেশানুসারে ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভস্বরূপ মৃত্যু সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া কুপথে পদার্পণ করে, সে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, সে ক্রোধাদিরূপ মৃত্যুর বশীভূত ও ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়া বারংবার নরকে নিপতিত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও তাহার অনুসরণ করে। এই নিমিত্ত মৃত্যু মরণনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভোগপ্রদ কর্ম্মের ফলোদয় হইলে তদনুরাগসম্পন্ন মনুষ্যেরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, সুতরাং দেহনাশ হইতে উত্তীর্ণ হয় না। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগের অনবগম [অপ্রাপ্তিহেতু] প্রযুক্ত দেহী বিষয়বাসনার বশীভূত হয়, সেই পুরুষের স্বাভাবিক অনিত্য বিষয়ে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়গণকে মহামোহে বিমোহিত করে এবং সেই পুরুষ অলীক বিষয়সংসর্গে প্রতারিত হইয়া বিষয়স্মরণই বিষয়ের সেবা বলিয়া বোধ করে। অজিতচিত্ত ব্যক্তিরা প্রথমতঃ বিষয়-চিন্তা, পরে বিষয়প্রাপ্তির অভিলাষ এবং তৎপরে কোন কারণজনিত ক্রোধে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, কিন্তু পকৃত ধীর ব্যক্তিরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মৃত্যুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি আত্মচিন্তানিরত ও বিষয়বাসনায় সতত অনাদর প্রদর্শন করেন, তিনি কামসকল বিনষ্ট করিতে পারেন এবং মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।

"বিষয়ানুরাগী মনুষ্য বিষয়নাশের পর বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করিলে দুঃখসমুদয় বিনষ্ট হয়। বিবেকালোকশূন্য বিষয়ানুরাগ মনুষ্যদিগের তমঃস্বরূপ ও নরকের ন্যায় দুঃখপ্রদ। যেমন সুরাপানবিমোহিত ব্যক্তিগণ গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ বিষয়ানুরাগীরা সুখপ্রদ বিষয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিষয়ানুরাগে অভিভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণময় ব্যাঘের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অতএব বিষয়ানুরাগ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্য কোন কাম্য বিষয় কদাচ স্মরণ করিবে না। তোমার শরীরমধ্যে যে অন্তরাত্মা আছেন, তিনিই ক্রোধ, লোভ ও মৃত্যুস্বরূপ। জ্ঞানবান ব্যক্তি মৃত্যুকে জন্মশীল জানিয়া কদাচ ভয় করে না। দেহ যেমন যমের হস্তগত হইয়া বিনষ্ট হয়, মৃত্যুও জ্ঞানগোচর হইয়া তদ্রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্যকথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সনৎসুজাত! বেদে একমাত্র যজ্ঞদ্বারা পুণ্যতম সনাতন সত্যলোকসকল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাদিগেরই মোক্ষপ্রাপকতা প্রতিপন্ন হইতেছে,

অতএব মনুষ্য ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া কি নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিবে?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! আপনার মতে অবিদ্বান ব্যক্তিরা উক্তপ্রকারে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর বেদ বহুতর উদ্দেশ্যসংসাধনের উপদেশ প্রদান করিতেছে। কিন্তু জীবাত্মা নিষ্কাম হইলেই পরমাত্মার অভিমুখীন হয় এবং প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে ভগবান! যিনি এই সচরাচর বিশ্ব ক্রমে সৃষ্টি করিতেছেন, সেই জন্মমৃত্যুবিহীন পুরাণ আত্মাকে কে নিয়োগ করিয়া থাকে? তিনি কিরূপে কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কি প্রকার সুখভোগ করেন? আপনি ইহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে অভেদে একতা সম্পাদন করা অসম্ভব; তাহাতে মহদোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরমাত্মা জলচন্দ্রের [জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র-আকাশে একটি ও জলে একটি, এই দ্বিচন্দ্রভ্রম] ন্যায় কেবল অজ্ঞান-প্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় সংযোগে জীব বলিয়া খ্যাত হয়েন, ঔপাধিক ভেদদ্বারা তাঁহার মহত্ত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। সেই অবিকারী ভগবান পরমাত্মা মায়াযোগে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন, এই স্বপ্নবৎ বিশ্ব যে যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া তথকে, ইহা কেবল সেই পরমাত্মারই শক্তি, বেদবাক্যেও ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।"

পাপ-পুণ্যের ভোগ্যতা নির্দ্ধারণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবান! এই পৃথিবীতে কেহ বা ধর্ম্মানুষ্ঠান পরাঙ্মুখ, কেহ বা ধর্ম্মাচরণপরায়ণ; অতএব এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পাপদ্বারা ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় কি ধর্ম্মদ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! পাপ ও পুণ্য উভয়েরই ফলভোগ করিতে হয়। সন্ন্যাস ও উপাসনাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষপ্রাপ্তির অবিচলিত কারণ, কিন্তু সন্ন্যাসসহকৃত জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মত্ব ও উপাসনাপূর্ব্বক কর্মদ্বারা দেবত্বলাভ হইয়া থাকে। দেবত্বলাভ হইলে যেমন তাহা হইতে ব্রহ্মত্বলাভ হইতে পারে, সেইরূপ পুনরায় নরলোকে আবর্ত্তিত হইবারও সম্ভাবনা আছে; অতএব সন্ন্যাস-সহকৃত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু উভয় ফলই অনিত্য; তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্মজনিত ফলভোগের অবসানে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যিনি ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাপকে দূরীভূত করিতে পারেন এবং তদ্বারা কালক্রমে মোক্ষলাভ হইবারও সম্ভাবনা আছে, অতএব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন! পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ স্বধর্মবলে যে সমস্ত সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের তারতম্য ও অন্যান্য বিষয়সকল কীর্ত্তন করুন। আমি স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি না।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! যেমন বীরপুরুষ স্বীয় বল ও বীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, তদ্রূপ যাঁহারা ব্রতসাধনবিষয়ে স্পর্দ্ধা করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মালোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে একান্ত আগ্রহ আছে, তাঁহাদিগের যজ্ঞাদিই জ্ঞানের সাধন, তাঁহারা সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন।

বৈদিক অভিমানিগণ ধর্মের অনুষ্ঠানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞাত আছেন, এই নিমিত্ত সেই নিষ্কাম ও সকাম কর্মের অনুষ্ঠাতারা কিঞ্চিৎ সম্মানভাজন হয়েন।

সন্ন্যাসীর আচারব্যবহার

"যে গৃহ তৃণাদিপরিপূর্ণ বর্ষাকালীন ক্ষেত্রের ন্যায় অন্নপানে পরিপূর্ণ, সন্ন্যাসীব্রাহ্মণ তথায় বাস করিবেন, কিন্তু ক্ষীণবৃত্তি গৃহস্থকে কদাচ উৎপীড়িত করিবেন না। যে স্থানে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিলে অমঙ্গলজনক ভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থানেও যে ব্যক্তি স্বীয় উৎকর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি অন্যের উৎকর্ষ দর্শন করিয়া ঈর্ষাপরবশ না হয়েন এবং ব্রহ্মস্ব-গ্রহণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ, সাধুলোকে তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কুকুরগণের স্বীয় উদগীরিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও সন্ন্যাসীদিগের পাণ্ডিত্য প্রকটনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা উভয়ই তুল্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণমধ্যে বাস করিয়াও মনে করেন যে, জ্ঞাতিবর্গ আমার আচার-ব্যবহারাদি কিছুই অবগত না হউন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্বোক্ত আচার না করিয়া কোন ব্রাহ্মণ উপাধিশুন্য, বুদ্ধির অগম্য, সর্ব্বব্যাপী, নির্লেপ ও অদ্বিতীয় আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন? কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত আচারপরায়ণ ক্ষত্রিয়ের হৃদয়েও আবির্ভূত হয়েন। তখন সেই ক্ষত্রিয়ও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

"যে ব্যক্তি স্বয়ং একরূপ হইয়া অন্যরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই আত্মাপহারী চৌরকর্ত্তৃক কোন পাপ অনুষ্ঠিত না হয়? ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ অশ্রান্ত, প্রতিগ্রহশূন্য, সাধুসম্মত ও নিরুপদ্রব্য হইবেন এবং শিষ্ট হইয়াও কদাচ শিষ্টাচার [সামাজিক ব্যবহারে নির্লিপ্ত থাকিবেন] প্রদর্শন করিবেন না। যাহারা সামান্য মনুষ্যলব্ধ অর্থে দরিদ্র, কিন্তু পারলৌকিক ধর্ম্মাদি ও যজ্ঞপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের অধীশ্বর, একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও অচলচিত্ত, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে দেবগণ যজ্ঞে প্রীত হইয়া যজমানের নিমিত্ত দিব্যস্ত্রী, অন্ন ও পান প্রস্তুত করেন, সেই দেবগণকে যিনি জ্ঞাত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণের সদৃশ নহেন, যেহেতু তিনি সেই দিব্যস্ত্রী, অন্ন ও পানের অভিলাষ করিয়া থাকেন। দেবগণ যে সন্ন্যাসী ব্যক্তিকে সম্মান করেন, তিনিই সম্মানিত; এতএব স্বয়ং আত্মাকে কদাচ সম্মাননা বা অবমাননা করিবে না। লোকসকল স্বভাবতঃ মনে করিয়া থাকে যে, আমাকে সকলেই সম্মান করে; কিন্তু উহা নিতান্ত অনুচিত। ফলতঃ বিদ্বানেরা যাঁহাকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত মানী। মায়াবিশারদ অধর্মপরায়ণ মূর্খেরা মান্য ব্যক্তিদিগের সম্মান করে না, প্রত্যুত অবমাননা করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, মান ও মৌন কদাচ একত্র বাস করে না। কিন্তু ইহলোক সম্মানলাভের নিমিত্ত এবং পরলোক মৌনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। হে মহারাজ! ইহলোকে সম্পদই মান ও সুখের স্থান, কিন্তু উহা পরলোকবিনাশক ও সাতিশয় অনিষ্টকর। প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিরা কদাচি ব্রাহ্মণের শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হয় না। সাধুলোকেরা নিরূপণ করিয়াছেন, সত্য, আর্জব, হ্রী, দম, শৌচ ও বিদ্যা ব্রহ্মানন্দের দ্বারা; মোহ কদাচ তাহা রোধ করিতে পারে না।"

৪২তম অধ্যায়

‘মৌন’ শব্দের তাৎপয্য ব্যাখ্যা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ভগবান! কাহার নিমিত্ত মৌন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মৌন শব্দের অর্থ কি, মৌনের লক্ষণ কি; বিদ্বান ব্যক্তি মৌনদ্বারা কি প্রকারে নির্ব্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং কিরূপেই বা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আপনি এক্ষণে এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন।” সনৎসুজাত কহিলেন, “মহারাজ! সমস্ত বেদ ও মন যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং যাহা হইতে বেদ ও “অয়ং” শব্দ সমুত্থিত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্ম মৌন বলিয়া অভিহিত ও তিনিই মৌনময়।”

বেদের পাপনাশক রহস্য

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ভগবান! যিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি পাপানুষ্ঠান করিলে পাপে লিপ্ত হয়েন কি না?” সনৎসুজাত কহিলেন, “মহারাজ! আমি আপনাকে সত্য কহিতেছি, ঋক, সাম ও যজুঃ কপটাচারী পুরুষকে পাপ হইতে কদাচ পরিত্রাণ করে না, প্রত্যুত যেমন পক্ষিসকল পক্ষোদ্ভেদ হইলে কুলায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদসকল সেই ব্যক্তিকে চরমে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিচক্ষণ! যদি বেদসকল ধর্ম্ম ব্যতিরেকে উদ্ধার করিতে সমর্থ না হয়, তবে ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত বেদকে পাপনাশক বলেন?” সনৎসুজাত কহিলেন, “মহারাজ! এই বিশ্ব ব্রহ্মের উপাধিবিশেষ মাত্র; বেদেও ইহা নিরূপিত আছে যে, ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পৃথক। সেই ব্রহ্মলাভার্থ তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান অভিহিত হইয়াছে। বিদ্বান ব্যক্তি তদ্দ্বারা পুণ্যলাভ করেন এবং সেই পুণ্যাবলে তাহার পাপসকল দূরীভূত হইলে তাহার আত্মা জ্ঞানালোকে উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এইরূপে তিনি জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েনি; কিন্তু জ্ঞানোদয় না হইলে বিষয়লালসা ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইয়া উঠে। ইহলোকে যেসকল পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরকালে তাহার ফলভোগ করিয়া পুনরায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন করিতে হয়। ইহলোকে যেসকল তপানুষ্ঠান করা যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু এই সংসার কেবল অবশ্যকর্ত্তব্য তপানুষ্ঠাননিরত বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের ফলভোগের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।”

তপস্যার প্রশংসা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সনৎসুজাত! একমাত্র তপস্যা কি প্রকারে সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।” সনৎসুজাত কহিলেন, “মহারাজ! দোষ স্পর্শ শুন্য তপস্যা মোক্ষসাধন; এই নিমিত্ত উহা সমৃদ্ধ আর দম্ভপ্রদর্শক তপস্যা অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি যেসকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে সমস্তই তপোমূলক; বেদবেত্তারা কেবল তপস্যাদ্ধারা অমৃতলাভ করিয়া থাকেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ভগবন! ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন দোষস্পর্শশূন্য তপস্যা অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তপস্যার দোষ কি প্রকার, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।” সনৎসুজাত কহিলেন, “মহারাজ! ক্রোধপ্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মশ্লাঘাপ্রভৃতি ত্রয়োদশ নৃশংসাচার তপস্যার দোষ বলিয়া অভিহিত হয়। শাস্ত্রে দ্বিজাতিগণের যাহা গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ধর্ম্মাদি

দ্বাদশ পিতৃগণেরও গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিধিৎসা [অতৃপ্তি—উত্তরোত্তর বর্দমানা প্রাপ্তির ইচ্ছা], নির্দয়তা, অসূয়া, মান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষা ও জুগুপ্সা [নিন্দা]—এই দ্বাদশটি দোষ; অতএব যত্নসহকারে ইহা পরিত্যাগ করিবে। যেমন ব্যাধ মৃগদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত অবসর অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ। এইসকল দোষ প্রত্যেক মনুষ্যকেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সতত অবসর অনুসন্ধান করে। যাহারা মহাসঙ্কট সমুপস্থিত হইলেও কদাচ ভীত হয় না, সেই সমস্ত পাপস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা আত্মশ্লাঘা, পরদারাদিভোগেচ্ছা, অবমাননা, অকারণ ক্রোধ, চপলতা এবং সামর্থ্য সত্ত্বেও প্রতিপাল্যবর্গকে প্রতিপাল না করা-এই ছয়প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বনিতাসম্ভোগই পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া নিতান্ত দুর্ব্ববস্থিত হয়, যে ব্যক্তি অত্যন্ত অহঙ্কৃত, যে ব্যক্তি দান করিয়া অনুতাপ করে, যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও ধন ব্যয় করে না, যে ব্যক্তি পূর্ব্বতন রাজাদিগের অপেক্ষা প্রজাগণের নিকট অধিক কর গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি পরের পরাভব দেখিয়া সুখী হয় এবং যে ব্যক্তি ভার্য্যান্বেষী—এই সাত ব্যক্তি নৃশংসমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

"ধর্ম্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, আমাৎসর্য্য, হ্রীং [লাজ], তিতিক্ষী, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও বেদাধ্যয়ন—এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রত। যিনি এই দ্বাদশ ব্রতসাধনে সমর্থ হয়েন, তিনি সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন; অধিক কি, যিনি এই দ্বাদশটির মধ্যে তিনটি, দুইটি অথবা একটি ব্রতও সাধন করেন, তিনি অবশ্যই অলৌকিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠেন। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগ ও তত্ত্বানুসন্ধান মুক্তির আধার। মনীষী ব্রাহ্মণগণ এই তিনটি গুণকে সত্যপ্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দাম অষ্টাদশগুণসম্পন্না বৈদিক কার্য্য ও উপবাসপ্রভৃতি ব্রতাদির প্রতিকূলতাচরণ, অমৃত, অসূয়া, কাম, ধনোপার্জ্জনার্থ নিতান্ত যত্ন, স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পিশুনতা [খলতা], মাৎসর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, সৎকর্মে অনভিলাষ, কর্ত্তব্যবিস্মরণ, পর্যাক্রোশ ও আপনার প্রতি মহত্ববুদ্ধি—এই সকল দোষ হইতে যিনি বিমুক্ত হইয়াছেন, সুধালোক তাঁহাকে দমগুণসম্পন্ন বলিয়া থাকেন। মদ এই অষ্টাদশ দোষসম্পন্ন। মদের বিপরীতই দম।

"প্রথম, সম্পদলাভে হর্ষ প্রকাশ না করা, দ্বিতীয়, যজ্ঞহোমাদির অনুষ্ঠান ও তাড়াগ-খননাদি, তৃতীয়, বৈরাগ্যবশতঃ কামত্যাগ্ন, চতুর্থ নানাবিধ গুণ ও দ্রব্যসম্পন্ন হওয়া এবং অপ্রিয় উপস্থিত হইলে কদাচ ব্যথিত না হওয়া, পঞ্চম, অভিলষিত কলাত্র ও পুত্রগণকে কদাচ যাচঞা না করা এবং, ষষ্ঠ, যোগ্য ব্যক্তি যাচঞা করিলে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করা—এই ষড়্বিধ ত্যাগ শ্রেয়স্কর। ইহার মধ্যে তৃতীয় নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু তদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে দুঃখনাশ ও দ্বৈতভাগ বিদূরিত হয়। স্বেচ্ছানুসারে উপভোগসামগ্রী পরিত্যাগ করিলেই নিষ্কাম হইয়া থাকে; কিন্তু উপভোগ করিলে কদাচ কামের উপশম হয় না। কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলে দুঃখ বা গ্লানি প্রকাশ করা অনুচিত। যিনি উক্ত ষড়্বিধ ত্যাগদ্বারা প্রমাদী না হয়েন, তিনি সত্য, ধ্যান, সমাধান, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপ্রতিগ্রহ-এই আটটি গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপে ত্যাগী ও অপ্রমাদের আটটি গুণ আর প্রমাদের আটটি দোষ। সেই সমস্ত দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; মানব পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন এবং অতীত ও অনাগত প্রমাদ হইতে মুক্ত হইলে সুখী হয়। হে মহারাজ! আপনি

সত্যপরায়ণ হউন, লোকসকল সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং উহাদিগের সত্যপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং সত্যই মুক্তির আধার। দোষসমুদয় পরিহার করিয়া তপানুষ্ঠানব্রতে দীক্ষিত হইবে। বিধাতা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, সত্যই সাধুলোকের একমাত্র ব্রত। হে রাজন! এইসমস্ত দোষবিহীন ও এইসকল গুণসম্পন্ন তপস্যাই সমৃদ্ধ তপস্যা। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই জন্মমৃত্যুজরাপহারী পাপহর পবিত্র বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।"

বেদের প্রকারভেদ-বেদবেদ্য বিষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন! ইতিহাস-পুরাণাদি অন্তর্গত করিয়া বেদ পাঁচপ্রকার অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু কেহ চতুর্ব্বেদ, কেহ ত্রিবেদ, কেহ দ্বিবেদ, কেহ একবেদ, কেহ বা আপনাকে বেদশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারা যায়?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! একমাত্র সত্যস্বরূপ বেদ্যের অপরিজ্ঞানার্থ বেদ বহুবিধা উপকল্পিত হইয়াছে, ফলতঃ ব্রহ্মলাভ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। কেহ কেহ সত্যস্বরূপ বেদ্যকে সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং বাহ্য সুখভোগে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। যাহারা পরমানন্দলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াছে, তাহাদিগের সামান্য আনন্দলাভের অভিলাষ হয়, পরে তাহারা বেদবচনের মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যাগযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ মানস, কেহ বাক্য এবং কেহ বা কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; কিন্তু যিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন, তিনি ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চিত্তের একাগ্রতা না হইলে বাকসংযমাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, কিন্তু তাহার ফল নিত্য নহে, এই নিমিত্ত সাধুলোকেরা সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ, দেখুন যে ব্রাহ্মণ বহু অধ্যয়ন করেন, তাহাকে বহুপাঠী বলে। তপস্যার ফল লোকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! কেহ কেবল অধ্যয়নদ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, কিন্তু যিনি সত্য হইতে প্রচ্যুত না হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে মহামুনি অথর্ব্ব ও অন্য মহর্ষিগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম উপনিষদ ও তাঁহারাই উপনিষদ্বেত্তা। কিন্তু যাহারা বেদধ্যয়নে পরাঙ্মুখ, তাহারা বেদবেদ্য বস্তুর তত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। বেদ ব্রহ্মজ্ঞানের নিরপেক্ষ কারণ, বেদবেত্তারা সেই জ্ঞানদ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন। কেহ বেদার্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়, কেহ বা অসমর্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ, তিনি বেদবেদ্য বিষয় পরিজ্ঞাত নহেন, কিন্তু যিনি সত্যনারায়ণ, তিনিই সেই বেদবেদ্য পরামাত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন।

"যেমন কোন প্রসিদ্ধ মহীরুহের শাখা প্রতিপদচন্দ্রের কলার জ্ঞানবিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদ পরমপুরুষার্থস্বরূপ সত্যের জ্ঞানবিষয়ে সহায়তা করে।

"যিনি বাক্যার্থবর্ণনকুশল, বিচক্ষণ এবং ছিন্নসংশয় হইয়া অন্যের সংশয় অপনোদন করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ। কি উত্তর কি দক্ষিণ, কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম, কি উর্দ্ধ কি অধঃ, কি দিক কি বিদিক, কি প্রাণময়াদি পঞ্চকোষ [পঞ্চকোষ-অন্নময় প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়], কোন স্থানেই তাঁহার অনুসন্ধান করিবে না। তপস্বী বেদ অনুসন্ধান

না করিয়া সেই পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে, কিন্তু ব্যাপারযুক্ত মনদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিবে না। হে মহারাজ! আপনি বেদবিশ্রুত বাক্যের অগোচর সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হউন। মৌন অবলম্বন ও অরণ্যে বাস করিলে মুনি হইবেন, এমন নহে; ফলতঃ যিনি আপনার (নিজ) লক্ষণ অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুনিশ্রেষ্ঠ। যিনি অর্থসকল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি বৈয়াকরণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, অতএব যে শাস্ত্রে ঐরূপ অর্থসকল ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহা ব্যাকরণ বলিয়া বিখ্যাত। যে ব্যক্তি লোকসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদর্শী, কিন্তু যিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানবলে সর্ব্ববিৎ হইয়া থাকেন। এইরূপে যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও ধর্মদমাদিতে আনুপূর্ব্বিক অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মাসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। হে রাজন! আমি স্নেহপূর্ব্বক আপনার নিকট অনুভবসিদ্ধ [উপলব্ধ] বিষয়সকল কীর্ত্তন করিলাম।”

৪৩তম অধ্যায়
ব্রহ্মচর্য্য-বিধাননির্ণয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সনৎসুজাত আপনি অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মপ্রাপক ও বিশ্বপ্রকাশক কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এক্ষণে ১। শাখার উল্লেখে। যেমন বৃক্ষ বুঝাইতে হয়, কলার কথায় যেমন চন্দ্রের পরিচয় হয়-তদ্রূপ সমগ্র বেদের বিষয় বলিতে উপনিষদের বিবরণ বিষয়সম্পর্কশূন্য সুদুর্লভ বাক্য কীর্ত্তন করুন।” সনৎসুজাত কহিলেন, “মহারাজ! আপনি প্রফুল্লমনে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সত্বর সেই ব্রহ্মলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। আমি ব্রহ্ম’ এই নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিতে মন বিলীন হইলে পর

হইয়া থাকে।” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ভগবন! আপনি সামান্য কার্য্যের অসদৃশ ব্রহ্মচর্য্যব্রতসিদ্ধ যে সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা কার্য্যকালে আত্মাতেই অবস্থান করে, অতএব ব্রাহ্মণের যোগ্যমুক্তি কি প্রকারে লাভ হইতে পারে?”

সনৎসুজাত কহিলেন, “মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধ পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যা বুদ্ধিদ্বারা কীর্ত্তন করিব; সেই বিদ্যা বৃদ্ধ গুরুদিগকে নিত্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং তাহা লাভ করিলে মনুষ্য মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ভগবন! ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়; অতএব এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।” সনৎসুজাত কহিলেন, “মহারাজ! যিনি আচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক নিষ্কপটসেবাদ্বারা তাঁহার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়েন এবং কলেবরপরিত্যাগ করিয়াও পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইহলোকে জিতকাম হইয়া থাকেন। যে সমস্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইহলোকে জিতকাম হইয়া মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা করিয়া আছেন, যেমন মুঞ্জ [শরমূজা তৃণ] হইতে ঈষীকা [শরমূজা তৃণের ডাঁটা] পৃথককৃত হয়, তদ্রূপ তাঁহারা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা পিতামাতা হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে; পরে তাঁহারা গুণোপদেশপ্রাপ্ত হইলে পবিত্র, অজর ও অমর হয়। আচার্য্য সত্যদ্বারা

বাহ্যন্তর আবৃত এবং বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম আবিষ্কৃত ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাকেই পিতামাতাস্বরূপ বিবেচনা করিবে এবং তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহার অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। শিষ্য প্রতিনিয়ত গুরুকে অভিবাদন এবং শুচি ও অপ্রমত্ত হইয়া অধ্যয়ন করিবে। মান ও রোষ বিসর্জ্জন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ। প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা আচার্য্যের শুভানুধ্যাননিরত হইবে। এবং গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ। আচার্য্যের অনুগ্রহে দুঃখনিবৃত্তি, আনন্দবৃদ্ধি ও উন্নত অবস্থাপ্রাপ্তি হইয়াছে, এই কয়েকটি উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত সন্তুষ্ট থাকিবে। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের তৃতীয় পাদ। গুরুদক্ষিণা প্রদান না। করিয়া কদাচ আশ্রমান্তর প্রবেশ করিবে না ও 'আমি গুরুকে অর্থ প্রদান করিতেছি, ইহাও কখন মনে করিবে না বা বলিবে না। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ পাদ। শিষ্য বুদ্ধিপরিপাকদ্বারা এক পদে, গুরুলাভে দ্বিতীয় পাদ, বৃদ্ধিবৈভবদ্বারা তৃতীয় পাদ ও সহাধ্যায়ীদিগের সহিত বিচারদ্বারা চতুর্থ পাদ—এই চারিপাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাদি দ্বাদশটি ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ ও আসনপ্রাণায়ামাদি ধর্ম্মাঙ্গসকল তাহার বল; এই ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্যের সাহায্য বেদার্থপ্রতিপত্তিদ্বারা ফলিত হইয়া থাকে। এইরূপ গুরুপ্রয়োজনে প্রবৃত্ত শিষ্য যে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা আচার্য্যকে দান করিবে; গুরু এই বৃত্তি বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করেন এবং একপ্রকার বৃত্তি গুরুপুত্রের প্রতিও অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব

ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব

"যিনি এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বহু পুত্র ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন; নানাদিগদেশস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে অর্থদান করে ও অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে দেবগণ দেবত্ব ও মনীষী মহর্ষিগণ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সূর্য্যদেব ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবেই প্রতিনিয়ত উদিত হইতেছেন। যেমন লোকে চিন্তিতবস্তুপ্রদ চিন্তামণি লাভ করিয়া অভিলষিত অর্থ প্রদান করিতে পারে, তদ্রূপ দেবাদি ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিয়া অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি তপানুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার শরীর পবিত্র। তিনি রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ এবং অন্তকালে মৃত্যু জয় করিয়া থাকেন। তিনি দেহপরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে অভিলষিত লোক সমুদয় জয় করেন; কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের আর উপায় নাই।"

হৃদয়স্থ ব্রহ্মের স্বরূপ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন! বিদ্বান ব্যক্তি হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মকে শুক্লবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ, কি লোহিতবর্ণ কি পিঙ্গলবর্ণ অথবা আয়সবর্ণ [লৌহকান্তি-লোহর ন্যায় বর্ণ] সন্দর্শন করেন? আপনি এক্ষণে সেই অবিনাশী সর্ব্বব্যাপীর রূপ কি প্রকার তাহা কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! ব্রহ্মের রূপ শুক্ল, লোহিত, আয়স এবং সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। সেই রূপ ভূলোকে নাই, দ্যুলোকে নাই, সাগরে নাই, সলিলে নাই,

তারকাসমূহে নাই, সৌদামিনীমালায় নাই, জলদজালে নাই, বায়ুতে নাই, দেবনিবহে নাই, নিশাকরে নাই এবং সূর্য্যমণ্ডলেও নাই। ঋক্, যজুঃ, অথর্ব্ব, সাম, রথন্তর [সামের অংশ], বাহদ্রথ [সামের অংশ] এবং মহাযজ্ঞেও তাহা নয়নগোচর হয় না। সেই ব্রহ্ম অনতিক্রমণীয় [দুর্বোধ্য] ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত, প্রলয়কালে অন্তকও তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে; তিনি ক্ষুরধারের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর; তিনি প্রতিষ্ঠা, তিনি মুক্তি, তিনি সমুদয় লোক, তিনি যশঃ ও তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে প্রাণীগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে। তিনি অনাময়, মহৎ ও উদিত যশঃস্বরূপ। কবিগণ তাঁহাকে বিকারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন; কিন্তু তিনি বিকৃত নহেন; তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। যেসকল মাহাত্মারা তাঁহাকে বিদিত হয়েন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।”

৪৪তম অধ্যায়
ত্যাজাগ্রাহ্যবিষয়ক বিধি

“হে মহারাজ! শোক, ক্রোধ, সন্তাপ, লোভ, কাম, মান, নিদ্রাপরায়ণতা, ঈর্ষা, মোহ, বিধিৎসা, কৃপা, অসূয়া ও জুগুপ্সা—এই দ্বাদশটি মহাদোষ ও প্রাণনাশক। এইসকল দোষ প্রত্যেক মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে; মূঢ়মুব্ধি মনুষ্য ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পাপকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। স্পৃহারান, উগ্রস্বভাব, পুরুষবাক, বহুভাষী, ক্রোধাপরবশ ও আত্মশ্লাঘানিরত-এই ছয়জন নৃশংস; ইহারা অর্থলাভ করিয়া অন্যের অবমাননা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ পুরুষার্থ বোধ করিয়া দুর্ব্যবস্থিত হয়, যে ব্যক্তি অতি মানী, যে ব্যক্তি কৃপণ, যে ব্যক্তি হীনবীর্য্য, যে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসানিরত, যে ব্যক্তি বনিতাদ্বেষী এবং যে ব্যক্তি দান করিয়া আত্মশ্লাঘা করে-- এই সাতজনাপাপশীল ও নৃশংস। ধর্ম্ম, সত্য, তপঃ, দম, আমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শাস্ত্র, ধৈর্য্য ও ক্ষমা—এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের মহাব্রত বলিয়া অভিহিত হয়। যিনি এই দ্বাদশটি ব্রত পালন করেন, তিনি এই পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি এই দ্বাদশটি ব্রতের তিন, দুই অথবা একটিমাত্র ব্রত সাধন করেন, সামান্য ধনে তাঁহার আর আদর থাকে না। ত্যাগ, দম ও অপ্রমাদে মুক্তি অবস্থান করিতেছে। এই তিনটি মনীষী ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত শ্রেয়স্কর।

“ব্রাহ্মণের প্রকৃত বা আরোপিত দোষ কীর্ত্তন করা সাতিশয় অপ্রশস্ত; তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হয়। পরদারপরায়ণতা, ধর্মের বিঘ্নাচরণ, গুণে দোষারোপ, মিথ্যাবাক্য, কাম, ক্রোধ, পরদোষকীর্ত্তন, মদ্যাদির বশবর্ত্তিতা, ক্রুরতা, অর্থহানি, বিবাদ, মাৎসর্য্য, প্রাণীপীড়ন, ঈর্ষা, অহঙ্কারদ্যোতক হর্ষ, প্রতিবাদ, অজ্ঞানতা ও নিরন্তর পরানিষ্টচিন্তা এই অষ্টাদশ মদদোষ; ইহা নিতান্ত নিন্দিত; অতএব প্রাজ্ঞব্যক্তি পরমযত্নসহকারে এইসকল দোষ পরিত্যাগ করিবেন। সৌহৃদ্যে ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে;- প্রিয় উপস্থিত হইলে হর্ষ ও অপ্রিয় উপস্থিত হইলে দুঃখের উদ্রেক; কোন ব্যক্তি শুদ্ধভাবসম্পন্ন দাতার নিকট আচার্য্য, পুত্র, কলাত্র ও বিভবাদি প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা; যাহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিবে, আমি এ ব্যক্তির উপকার করিয়াছি মনে

করিয়া তাঁহার আবাসে কদাচ বাস না করা; সৎকর্ম্মর্জিত অর্থ উপভোগ এবং মিত্রের হিতসাধনার্থ আপনার মঙ্গলজনক কার্য্যেরও ব্যাঘাত করা।

"যিনি এইরূপ গুণবান, দ্রব্যবান [ধনবান-বিত্তশালী], দাতা ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়েন, তিনি শব্দাদি পঞ্চবিষয় [রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ], হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন; ইহাই সম্পূর্ণ তপঃ, ইহাতেই সদগতিলাভ হয়। ধৈর্য্যচ্যুত ব্যক্তিরা 'দিব্য সুখসম্ভোগ করিব', এই সঙ্কল্পে সমাহিত তপঃপ্রভাবে উত্তম গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্যের অবধারণপ্রযুক্ত সঙ্কল্প হইতে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ মনঃ, কেহ বাক্য, কেহ বা কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু পরমাত্মা সত্যসঙ্কল্প পুরুষের উপরও আধিপত্য করিয়া থাকেন।

"হে মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন, ইহা তাঁহাদিগের একান্ত যশস্কর; কবিগণ ইহা ভিন্ন অন্য অশাস্ত্র বাক্যকে বিকার বলিয়া থাকেন। সমুদয় বিষয়ই যোগের অধীন; যাঁহারা ঐ যোগ সম্যক জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন। উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত কর্ম্মপ্রভাবে ব্রহ্মলাভ হয় না। অবিদ্বান পুরুষ যাগ ও হোমাত্মক কর্মদ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারে না এবং অন্তকালে আনন্দলাভ করিতেও সমর্থ হয় না। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবে; মন [বিধয়াসক্ত মন] দ্বারা তাঁহার অনুসন্ধান করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণ স্তুতিবাদে প্রীতি ও নিন্দায় ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন। বেদচতুষ্টয় আনুপূর্ব্বিক অনুশীলন করিলে ইহলোকেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ও তাদাত্ম্যলাভ হইয়া থাকে।"

৪৫তম অধ্যায়
শুক্ররূপী ব্রহ্মার বিবরণ

সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! জ্যোতিস্মাত্র দীপ্তিশীল মহাযশনামক যে শুক্র [রবি আদি গ্রহগণের অন্যতম জ্যোতিষ্ক পদার্থ অর্থে এবং শরীরবিষয়ক মজ্জাদি ধারার অন্যতম ধাতু-অর্থে শুক্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থূলাভিমানী ব্যক্তিগণ শুক্রের এইরূপই স্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। যোগীগণ যোগবলে তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহারা দেখেন—(গ্রহপক্ষে) মূল কারণ শুক্র হইতে উদ্ভূত মায়াকর্ত্তৃক উপাধিপ্রাপ্ত সূর্য্য জগৎ প্রসব করেন। (ধাতৃপক্ষে) আনন্দস্বরূপ শুক্রই বীজরূপে জগৎ বিস্তার করেন। দেবাদি অখিল লোক শুক্রের যোগীপ্রত্যক্ষীভূত রূপেরই দর্শন ও স্তুতি করিয়া থাকেন; যোগীগণ প্রত্যক্ষ করেন যোগচক্ষু প্রভাবে; আর সেই যোগচক্ষুর জনক ব্রহ্মচর্য্য। তাই ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে ব্রহ্মচর্য্যের বিবরণ কহিতে কহিতে সনৎসুজাত ব্রহ্মরূপী শুক্রের কথা অবতারণা করিয়াছেন।] আছেন, দেবগণ তাঁহার উপাসনা করেন এবং তাঁহা হইতে সূর্য্য বিরাজিত হইতেছেন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান শুক্রকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা শুক্র হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহা দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয়েন। সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থেরও ভয়প্রদ, অন্য দ্বারা অপ্রকাশিত সেই শুক্র গ্রহমণ্ডলীমধ্যে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই হৃদয়াকাশে অবস্থান

করিতেছেন; তন্মধ্যে একজন নির্ম্মায় [অমায়িক-কার্য্যকারণ গুণহীন] ও সূর্য্যের সূর্য্য [প্রকাশক]। তিনি ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবান শুক্র পৃথিবী, আকাশ, দিক-সমুদয়, ভুবন ও সেই দেবদ্বয়কে ধারণ করিতেছেন। তাহা হইতে নদীসকল প্রবাহিত ও মহাসাগরসমুদয় বিহিত হইয়াছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়স্বরূপ অশ্বগণ কর্ম্মধান ও বিনাশী দেহরথে যোজিত হইয়া জীবকে সেই দিব্য অজর, অমর পরমাত্মাপদে প্রতিষ্ঠিত করে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার রূপের সাদৃশ নাই, কেহ তাঁহাকে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যাহারা মন, বুদ্ধি ও হৃদয়দ্বারা অবগত হয়েন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। জীবগণ চিত্ত, স্মরণ, শোত্র, বাক, বচন, শব্দ, বিপদ, প্রাণ, শ্বসন, সংস্কার, সুকৃতসম্পন্ন চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক দেবগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত অবিদ্যানদীর জল পান ও তাঁহাতে পুত্র, পত্নী প্রভৃতি মধুর ফল নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়া সেই শুক্র নামক অধিষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে; যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন; যে জীব পরলোকে কর্মের অর্দ্ধফল উপভোগ করিয়া ইহলোকে অবশিষ্ট ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং অন্তর্য্যামী হইয়া সর্ব্বভূতমধ্যে অবস্থান করে, সেই জীবনই যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। চিদাত্মরূপ পক্ষী স্ত্রীপুত্রস্বরূপ পত্রবিশিষ্ট অবিদ্যা-কৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পক্ষহীন নয়; অনন্তর তথায় পক্ষোদ্ভেদ হইলে স্বেচ্ছানুসারে নানাদিকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

"পূর্ণস্বরূপ পূর্ণকে উদ্ধার করেন, পূর্ণস্বরূপ পূর্ণস্বরূপকে নির্ম্মাণ করেন এবং পূর্ণস্বরূপ পূর্ণস্বরূপকে সংহার করেন, সুতরাং পরিশেষে একমাত্র পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করেন। বায়ু তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে; অগ্নি, সোম ও প্রাণ তাঁহা হইতেই সঞ্জাত হইতেছে; ফলতঃ সমস্ত বস্তুই সেই পূর্ণ হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে। হে মহারাজ! তিনি বাক্যের অগোচর। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সনদর্শন করিয়া থাকেন।

যোগীগণের পরমাত্মদর্শন প্রণালী

"অপান [*শরীরস্থ পঞ্চবায়ু-প্রাণ, অপান, সমান উদান, ব্যান। অপানবায়ুর অধিষ্ঠান গুহাদেশে, প্রাণবায়ুর অধিষ্ঠান হৃদয়ে। যোগীগণ এই পঞ্চবায়ু ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে উদগত করিয়া পরমাত্মায় লীন করিয়া থাকেন] প্রাণে [*], প্রাণ মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করেন। যেমন হংস সময়ানুসারে একচরণ গোপণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াখ্য [চতুর্থ] পদচতুষ্টয়সম্পন্ন পরমাত্মা তুরীয়খ্য পাদ প্রকাশ না করিয়া কেবল পদত্রয়ে বিচরণ করেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৃত ও অমৃত উভয়ই বিলুপ্ত হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ; তিনি লিঙ্গশরীরযোগে নিত্য হইয়া থাকেন; কিন্তু মূঢ়েরা সেই সর্বকার্য্যসমর্থ স্তবনীয়, মূলকরণ

চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা শমাদিবিহীন হউক বা তদযুক্তই হউক ঈশ্বরকে একরূপ দর্শন করিয়া থাকে; তাঁহার নিকট মৃত ও অমৃত উভয়েই তুল্য; কেবল মুক্ত ব্যক্তিরা মধুস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া উভয় লোকেই সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয়েন; তিনি তৎকালে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান না করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন! আপনি 'আমি দাস' এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবেন না; কারণ, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। বাক্যমনের অগোচর, যোগিকগম্য, নির্ব্বিকার পরমাত্মা জীবকে আপনাতে নীল করেন; যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া থাকেন, যিনি অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া গমন করেন, যাহার বেগ মনোবেগ তুল্য, তিনিই হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

"সেই পরমাত্মার রূপ নয়নগোচর হয় না; কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্না শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি জগতের মিত্র ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল হইয়া এবং পুত্রাদি-বিনাশেও শোকাকুল না হইয়া প্রব্রাজিত হয়েন, সেই মহাপুরুষই মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগীরা সেই মুক্তিদাতা সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা স্বীয় শিক্ষা ও চরিত্রদ্বারা আপনার পাপকর্ম্মসমুদয় গোপন করে; আর বিমূঢ় ব্যক্তিরা আপাতরমণীয় বিষয়ে বিমোহিত হয় এবং অন্যকেও সেই সমস্ত পাপকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু যোগীরা সর্ব্বদা সৎসংসর্গলাভের নিমিত্ত সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আমি কোন কালে সুখদুঃখজরামরণাদিসম্পন্ন নহি। অতএব আমার জন্মমরণও নাই; সুতরাং মোক্ষলাভের অভিলাষ করি না। কারণ, সত্য, মিথ্যা, সৎ ও অসৎ সকলই একমাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইতেছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যমণ্ডলীমধ্যে সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মদ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নয়নগোচর হয়, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মে তাহা কিছুই নাই; তিনি সেরূপ নহেন। অমৃতের সমান সর্ব্বদা সমভাবসম্পন্ন; পুণ্যপাপ কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। হে মহারাজ! আপনি পূর্বোক্তরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিলাষ করুন। যোগীরা এই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। নিন্দা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় পরিতপ্ত করিতে সমর্থ হয় না, অধ্যয়নে অমনোযোগ ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান তাঁহার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত করিতে পারে না। তিনি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে অতি শীঘ্র ধ্যান্যপরায়ণ পুরুষলভ্য প্রজ্ঞা লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বভূতমধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি অন্যকে বিষয়াসক্ত নিরীক্ষণ করিয়া কদাচ শোকাকুল হয়েন না; কিন্তু সেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাই শোকাকুল হইয়া উঠে। যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলাশয়ে ইষ্টসিদ্ধি হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত বেদমধ্যে ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদ স্থিত আত্মা কাহারও

দৃষ্টিগোচর হয়েন না; তিনি জন্মাদিশূন্য, অতীন্দ্রিত ও জগন্নিয়ন্তা। বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া নির্ম্মল হয়েন।

"আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সকলেরই আত্মা এবং আমিও বৃদ্ধ পিতামহ। তোমরা আমার আত্মাতে অবস্থান করিতেছ; কিন্তু আমার নও, আমিও তোমাদের নই। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান এবং আত্মাই আমার জন্মস্থান। আমিও তপঃপ্রভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছি; আমি অজর, আমি দিবারাত্র আলস্যশূন্য; পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমাকে সন্দর্শন করিয়া, নির্ম্মল হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সর্ব্বদর্শী, সকলের অন্তর্যামী, পিতা ও হৃৎপদ্মে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞাত হয়েন।"

সনৎসুজাতপার্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

৪৬তম অধ্যায়

যানসন্ধিপর্ব্বাধ্যায়

সনৎসুজাত ও ধীমান বিদুরের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সেই বিভাবরী অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি পাণ্ডবগণের ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিবার অভিলাষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, মহাপ্রজ্ঞ বিদুর, মহারথ যুযুৎসু ও অন্যান্য শৌর্য্যশালী পার্থিবগণসমভিব্যাহারে এবং কোপনস্বভাব কুরুরাজ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, চিত্রসেন, শকুনি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলুক ও বিবিংশতিসমভিব্যাহারে সুধাবদাতা [জ্যোৎস্নাপুলকিত], বিস্তীর্ণ কনকচত্বরশোভিত, চন্দ্রপ্রভ, চন্দরসাভিষিক্ত, পরিচ্ছদ-পরিচ্ছন্ন, কাঞ্চনময়, দারুময়, প্রস্তরসারময় ও দন্তময় আসনসমূহে সমাকীর্ণ, রুচির সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। শৌর্য্যশালী মহাবাহু সূর্য্যসম তেজস্বী রাজগণ বিচিত্র আসনসকল পরিগ্রহ করিলে সেই সভা সুরমণ্ডলীমণ্ডিত ইন্দ্রপুরীর ন্যায়, সিংহসমূহ সনাথ গিরিগুহার ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে সঞ্জয়ের প্রত্যাবর্ত্তন

অনন্তর দ্বারবান নিবেদন করিল, "মহারাজ! পাণ্ডবগণের সমীপে যে রথ প্রেরিত হইয়াছিল, ঐ সেই রথ আসিতেছে। আমাদের দূত সূতপুত্র সঞ্জয় শীঘ্রগামী তুরঙ্গসমূহের সাহায্যে অতিশীঘ্র আগমন করিয়াছেন।"

অনন্তর কুণ্ডলধারী সঞ্জয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাত্মা মহীপালসমূহে পরিপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "হে কৌরবগণ! আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়াছি, এক্ষণে তত্রত্য সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ সমুদয় কৌরবগণকে বয়ঃক্রমানুসারে প্রত্যাভিনন্দন করিয়াছেন। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্যগণকে বয়স্যোচিত সম্ভাষণ এবং যুবাদিগকে প্রতিপূজা করিয়াছেন। আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যে প্রকার উপদিষ্ট হইয়াছিলাম, পাণ্ডবগণকে সেইরূপ অবগত করাইয়াছি।"

৪৭তম অধ্যায়
দূতকর্ত্তৃক অর্জ্জুন কথিত ভাবী দুর্য্যোধনদুর্ঘটনা প্রকাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! অদীনসত্ত্ব যোদ্ধৃগণের নেতা; দুরাত্মাগণের সংহর্ত্তা, মহাত্মা ধনঞ্জয় কি কহিয়াছেন? আমি রাজ, গণসমক্ষে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! যুদ্ধার্থী নিভীক অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে কেশবের সম্মুখে আমাকে কহিয়াছেন যে, “হে সঞ্জয়! যে দুর্ভাষী, দুরাত্মা, অতিমূঢ়, আসন্নমৃত্যু সূতপুত্র আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়াছেন এবং যে সকল রাজা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ও সমস্ত কুরুগণের সমক্ষে দুর্য্যোধন ও তাঁহার অমাত্যগণকে কহিবে যে, লোহিতলোচন [(উৎকর্ষ পক্ষে) রক্তাভ নেত্র; (ক্রোধ পক্ষে)। আরক্ত চক্ষু] গাণ্ডীবধন্বা যুদ্ধোন্মুখ ধনঞ্জয় সুরসমাজমধ্যবর্ত্তী বজ্রহস্ত সহস্রালোচনের ন্যায় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সমক্ষে কহিয়াছেন যে, যদি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অভুক্ত পূর্ব্বকর্মজনিত পাতক অবশ্যই বর্ত্তমান আছে; এই নিমিত্তই ভমিসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি, ধৃতশস্ত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখন্তীর সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধঘটনা হইবে এবং যে যুধিষ্ঠির অবলীলাক্রমে স্বর্গমর্ত্য ভস্মসাৎ করিতে পারেন, তিনিও সেই যুদ্ধে সম্মুখীন হইবেন। যদি দুর্য্যোধন ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সকল প্রয়োজনই সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহা যেন না করেন; আর যদি ইচ্ছা হয়, যুদ্ধ করুন।

“ধর্ম্মচারী রাজা যুধিষ্ঠির অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়া যে দুঃসহ দুঃখশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখদায়ক অন্তিমশয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করুক। অন্যায়াচারপরায়ণ দুরাত্মা দুর্য্যোধন হ্রী, জ্ঞান, তপস্যা, দম, শৌর্য্য, ধন ও বলদ্বারা কদাচ পাণ্ডবগণকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু আমাদিগের রাজা যুধিষ্ঠির সরলতা, তপশ্চর্য্যা, দম, শৌর্য্য, ধন ও বলসম্পন্ন এবং প্রণিপাতপরায়ণ হইয়াও কেবল সত্যের অনুরোধে দুঃশহ ক্লেশ সহ্য করিয়া আছেন। যখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির উদভ্রান্তচেতাঃ হইয়া কুরুগণের প্রতি চিরসঞ্চিত ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করিবেন এবং যেমন প্রজ্জ্বলিত হুতাশন কক্ষ দাহ করে, সেইরূপ যখন তিনি ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রের সেনাগণকে দগ্ধ করিবেন, তখন তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে অনুতাপ করিতে হইবে।

“যখন তিনি দেখিবেন, যমোপম ভীমসেন বর্ম্মাবৃতশরীরে গদাহস্তে রথারোহণপূর্ব্বক ভীমবেশে সেনাগণের সম্মুখীন হইয়া রোষবিষ উদগার করিতেছেন এবং বীর ও সেনাগণকে সংহার করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাদিগের বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। যখন দেখিবেন, ভীমসেন গিরিশৃঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গদল নিপতিত করিয়াছেন, তাহাদের কুম্ভসমূহ বিদীর্ণ হইয়াছে এবং তাহা হইতে রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন ভীমরূপ ভীমসেন গোসমূহ প্রবিষ্ট মহাসিংহের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবেন, তখন তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন ভয়শূন্য, কৃতাস্ত্র,

শৌর্য্যশালী ভীমসেন একমাত্র রথে গদাদ্বারা রথ ও পদাতিসমূহ সংহার করিবেন, শৈক্যদ্বারা বেগে মাতঙ্গগণকে নিগৃহীত করিবেন এবং পরশুছিন্ন অরণ্যের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রের সৈন্যগণকে উচ্ছিন্ন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন দেখিবেন, ভীমসেন শস্ত্রাগ্নিদ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তৃণবহুল গ্রামের ন্যায় দগ্ধ করিয়াছেন, সেনাগণকে বিদ্যুৎঅগ্নিদগ্ধ সুপক্ক শস্যরাশির ন্যায় অগ্নিসাৎ করিয়াছেন এবং প্রগলভ যোদ্ধৃগণকে ভয়ার্ত্ত, পরাঙ্মুখ ও সুদূরপরাহত করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

"যখন চিত্রযোধী নকুল দক্ষিণ তূণীর হইতে শতাধিক শর নিক্ষেপ করিয়া রথিগণকে ব্যথিত করিবেন, তখন দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন সুখোচিত নকুল বনমধ্যে দীর্ঘকাল দুঃখশয্যায় শয়ন নিবন্ধন রোষাপরবশ হইয়া আশীবিষের ন্যায় ক্রোধহলাহল বমন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। রাজা যুধিষ্ঠির যেসকল রাজাকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাকে আত্মপ্রদান করিয়াছেন, যখন সেই সকল রাজা শুভ্র রথসমূহে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবেন, তখন দুর্য্যোধনকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, যুবার ন্যায় শৌর্য্যশালী কৃতাস্ত্র পঞ্চশিশু [শ্রুতকীর্ত্তি আদি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র] জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া কৌরবগণকে আক্রমণ করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

"যখন সহদেব ধৃতাস্ত্র হইয়া দান্ত [সংযত-সুশিক্ষিত] তুরঙ্গমযুক্ত নিঃশব্দচক্র সুবর্ণতারাসনাথ রথে আরোহণপূর্ব্বক শরসমূহে নৃপতিগণের শিরচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন কৃতাস্ত্র রথিগণকে মহাভয়ে সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। লজ্জাশীল, নিপুণ, সত্যবাদী, মহাবল, সর্ব্বধর্ম্মসম্পন্ন, ক্ষিপ্রকারী ও তরস্বী সহদেব দুর্য্যোধনকে আক্রমণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে সংহার করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

"যখন দুর্য্যোধন দেখিবেন, শরশোভিত, সৌন্দর্য্যশালী, সমরকুশল দ্রৌপদেয়গণ ঘোর বিষ আশীবিষের ন্যায় আগমন করিতেছেন, তখন তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন পরবীরঘাতী কৃতাস্ত্র কৃষ্ণসম অভিমন্যু বারিধারাবর্ষী ধারাধরের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন দেখিবেন, যুবার ন্যায় শৌর্য্যশালী, ইন্দ্রপ্রতিম, কৃতাস্ত্র, বালক সৌভদ্র শত্রুসেনার মৃত্যুস্বরূপ হইয়া আগমন করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন ক্ষিপ্রকারী রণবিশারদ সিংহাসমান শৌর্য্যশালী যুবা প্রভদ্রকগণ সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করিবে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ পৃথক পৃথক সেনাসমভিব্যাহারে সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন তাঁহাকে, যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। "যখন অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দ্রুপদমহীপতি রথারোহণপূর্ব্বক রোশাবেশে শরসমূহে যুবাদিগের সমস্ত মস্তকছেদন করিবেন, তখন দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন সপুত্র বিরাটরাজ মৎস্যগণসমভিব্যাহারে শত্রুসেনার অভ্যন্তরে প্রবেশ

করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন দুর্য্যোধন সম্মুখে আর্য্যসদৃশ বিরাটপুত্র উত্তরকে রথারূঢ় ও বদ্ধপরিকর অবলোকন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তনুত্রসনাথ [বর্মদ্বারা আবৃত] শিখণ্ডী দিব্য তুরঙ্গযোজিত রথদ্বারা রথসমূহ অবমর্দন ও সমুদয় রথিগণকে অন্বেষণপূর্ব্বক ভীষ্মকে আক্রমণ করিবে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। আমি সত্য কহিতেছি, কুরুসত্তম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলে আরাতিগণ অবশ্যই আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। যখন দেখিবেন, ধীমান দ্রোণ যাহাকে গুহ্য অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সৃঞ্জয়সৈন্যমধ্যে শোভা পাইতেছেন, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন সেই অপ্রনেয়শৌর্য্যশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনা-প্রতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই শরনিকরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ব্যথিত করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। মনীষী, ধীমান্, লক্ষ্মীবান্, বলবান্, মনস্বী, সোমকুলতিলক বাসুদেব যাঁহাদিগের প্রধাননেতা, আরাতিগণ কোনকালেই তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। দুর্য্যোধনকে ইহাও বলিবে যে, আমরা যখন অদ্বিতীয় যোদ্ধা, মহারথ, বীতভয়, বিপুলায়ুধধারী সাত্যকিকে বরণ করিয়াছি তখন তিনি যেন রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করেন। যখন সেই শিনিরাজ সত্যকি আমার বাক্যানুসারে বর্ষণশীল জলধরের ন্যায় শরজালে প্রধান যোদ্ধাদিগকে আচ্ছাদিত করিবেন, তখন তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যেমন গোসকল সিংহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, সেইরূপ দীর্ঘবাহু দৃঢ়ধন্বা মহাত্মা সাত্যকি যুদ্ধের নিমিত্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে শত্রুগণ সংগ্রাম হইতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান সেই সাত্যকি এরূপ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও ক্ষিপ্রহস্ত যে, তিনি অনায়াসে পর্ব্বতশ্রেণী বিদীর্ণ ও সর্ব্বলোককে বিনষ্ট করিতে পারেন। বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের অস্ত্রযোগ যে প্রকার বিস্ময়কর, রমণীয় ও সুশিক্ষিত এবং যাদৃশ অস্ত্রযোগ প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সাত্যকি তৎসমুদয় গুণেই অলঙ্কৃত হইয়াছেন। যখন অকৃতাত্মা মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন সেই সাত্যকিকে হিরন্ময় ও শ্বেততুরঙ্গ চতুষ্টয়যোজিত মাধবরথে অবলোকন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হইবে।

"যখন তিনি দেখিবেন, কেশব আমার সুবর্ণসদৃশ মণিপ্রভাবসমুজ্জ্বল শ্বেতাশ্বযুক্ত বানরকেতু রথে আরোহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন মহারণে আমার গাণ্ডীবাশরাসনের বজ্রনির্ঘোষসদৃশ কঠোরতর মৌর্বীশব্দ দুর্মতি দুর্য্যোধনের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবে, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, তাহার সৈন্যগণ বাণবর্ষণজনিত অন্ধকারসমাচ্ছন্ন সমরমুখে গোসমূহের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং যেমন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ মেঘ হইতে বির্নির্মুক্ত হয়, তদ্রূপ ভীমরূপ, সহস্রঘ্ন, অস্থিচ্ছেদী ও মর্মভেদী নিশিতফলক শরসমূহ গাণ্ডীবের জ্যামুখ হইতে বিনির্গত হইয়া তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও বস্মিতাঙ্গ [বর্ম্মাবৃত] যোদ্ধাদিগকে কবলিত করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, পরপ্রযুক্ত শরসমূহ আমার শরজালে প্রতিহত ও তির্য্যগভাবে বিদ্ধ হইয়া ছিন্নভিন্ন হইতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যেমন দ্বিজগণ তরুশিখর হইতে ফলচয়ন করেন, সেইরূপ যখন আমার বির্নির্মুক্ত শরসমূহ যুবাদিগকে উত্তমাঙ্গ [মস্তক] অবচয়ন [আহরণ,

কর্ত্তন, ছেদন, অধঃপতন] করিবে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ শরাঘাতে নিহত হইয়া, রথ, হস্তী ও অশ্ব হইতে রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ উহা দর্শনমাত্রেই যুদ্ধের সহিত জীবন পরিত্যাগ করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন আমি বিবৃতবদন কালস্বরূপ প্রজ্বলিত ও অবিচ্ছিন্ন শরপরম্পরায় পদাতি, রথ ও শত্রুগণকে পরাহত করিব, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, ইতস্ততসঞ্চারী রথবেগে নিবিড় ধূলিপটল সমুত্থিত ও গাণ্ডীবাস্ত্রে তাঁহার সৈন্যসকল ছিন্নভিন্ন হইতেছে, তখন তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে কেহ বা পলায়ন করিতেছে, কাহার বা কলেবর বিচ্ছিন্ন, কেহ বা সংজ্ঞা শুন্য হইয়াছে, কোথাও বা অশ্ব, মাতঙ্গ, বীরেন্দ্র ও নরেন্দ্রগণ নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে, কাহারও বা বাহন শ্রমার্ত্ত, কেহ তৃষ্ণার্ত্ত, কেহ বা ভয়ার্ত্ত হইয়াছে, কেহ আর্ত্তস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক প্রাণপরিত্যাগ করিতেছে, কেহ বা গতজীবিত হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছে, কাহার কেশ, অস্থি ও কপাল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে, রণভূমি যেন বাজপেয়[বহু পশুদ্বারা হুয়মান যজ্ঞ-যে যজ্ঞে অসংখ্য পশু আহুতি দেওয়া হয়; তদ্রূপ মৃতদেহে রণভূমি আকীর্ণ হইবে]যজ্ঞভূমি হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি আমার রথে গাণ্ডীব, বাসুদেব, দিব্যপাঞ্চজন্য শঙ্খ, তুরঙ্গসমূহ, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং দেবদত্ত শঙ্খ ও আমাকে দৃষ্টিগোচর করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যেমন যুগান্তকালীন হুতাশন দস্যুগণকে উন্মুলিত করিয়া যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করে, তদ্রূপ আমি যখন কৌরবগণকে দগ্ধ করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিব, তখন তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রগণকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন কোপনস্বভাব অল্পচেতাঃ দুর্য্যোধন, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও হৃতাদর্প হইয়া সৈন্যগণ এবং ভ্রাতাদিগের সহিত আহত ও কম্পিত্যকলেবর হইবেন, তখন তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে।

"একদা এক ব্রাহ্মণ আমার পৌর্ব্বাহ্নিক জপক্রিয়া ও তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিসমাপ্ত হইলে মধুরবাক্যে কহিলেন, "হে সব্যসাচিন! দেবরাজ উচ্চৈঃশ্রবায় আরোহণ ও বজ্র হস্তে করিয়া শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক তোমার সম্মুখে গমন করুন; আর কৃষ্ণই বা সুগ্রীব হয়যোজিত রথে তোমার পশ্চাৎ রক্ষা করুন; শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করা তোমার অনায়াসসাধ্য নহে।" আমি কহিলাম, হে ব্রহ্মন! বাসুদেব বজ্রধর অপেক্ষাও অধিক সাহায্য করিবেন, আমি দাস্যুগণকে বধ করিবার নিমিত্তই কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছি; বোধহয়, দেবতারাই এই ঘটনা করিয়াছেন। তেজস্বী শৌর্য্যশালী বাসুদেবকে পরাজয় করিবার অভিলাষ আর বাহুদ্বারা অপ্রমেয়-সলিলশালী মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ, উভয়েই সমান। যে ব্যক্তি অতিমাত্র বৃহৎ শ্বেতপর্ব্বত ভগ্ন করিবার অভিলাষে চপেটাঘাত করে, তাহারই পাণিতল বিশীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু পর্ব্বতের কিছুমাত্র হানি হয় না। সমরে পুরষোত্তম কেশবকে পরাজয় করিবার অভিলাষ করা আর হস্তদ্বারা প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করা ও চন্দ্র-সূর্য্যের গতিরোধ করা এবং সহসা সুরগণের সুধা অপহরণ করা, সকলই সমান। যিনি সমরে ভোজরাজদিগকে সহসা উৎসাদিত করিয়া মহাত্মা

রৌক্মিণেয়ের জননী যশস্বিনী রুক্মিনীয় পাণিপীড়ন করিয়াছেন, যিনি সহসা গান্ধারগণকে প্রমথিত ও নগ্নজিতের পুত্রগণকে পরাজিত করিয়া সুরলোকলালামভূত সুদর্শন রাজাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, যিনি কপটদ্বারা পাণ্ড্যরাজকে নিহত এবং কলিঙ্গদিগকে রণক্ষেত্রে বিমন্দিত করিয়াছেন, যৎকর্ত্তৃক বারাণসী নগরী দগ্ধ হইয়া বহু বর্ষ অনাথা হইয়াছিল, যিনি অন্যের অজেয় নিষাদরাজ একলব্যকে সমরে আহ্বান করিয়া অনায়াসে নিহত করিয়াছেন, যিনি বলদেবের সাহায্যে বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের সমক্ষে দুর্দান্ত কংসকে ধ্বংস করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, যিনি আকাশচর মায়াধর নির্ভীক শাম্বরাজ সৌভের সহিত যুদ্ধ করিয়া সৌভদ্বারে হস্তদ্বারা শতঘ্নী ধারণ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার সামর্থ সহ্য করিতে সমর্থ্য হয়?

"অতি দুর্গম প্রাগজ্যোতিষনগরনিবাসী মহাবলপরাক্রান্ত ভূমিপুত্র নরকাসুর অদিতির মণিময় কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়াছিল; দেবগণ অমর হইয়াও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; অনন্তর কেশবের প্রকৃতি, বিক্রম, বল ও অনিবার্য্য অস্ত্রসকল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকেই দস্যুবধে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কার্য্যসাধনসমর্থ বাসুদেব ঐ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন; পরে ষট্‌সহস্র অসুর, মুর ও ওঘ রাক্ষসকে বিনষ্ট ও লৌহময় পাশসকল ছিন্ন করিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় মহাবল নরক-দৈত্যের সহিত যুদ্ধঘটনা হইলে দৈত্যরাজ বাতমথিত কর্ণিকার-কুসুমের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাশায়ী হইল। অমিত প্রভাব বাসুদেব এইরূপে ভৌম নরক ও মুরকে সংহারপূর্ব্বক শ্রী ও কীর্ত্তিসকল হইয়া মণিময় কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন দেবগণ ইহার ভয়ানক রণকৃত্য নিরীক্ষণ করিয়া ইহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, "হে কেশব! অদ্যাবধি যুদ্ধসময়ে তোমার শ্রান্তিবোধ হইবে না; তোমার গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত হইবে এবং শত্রুপ্রহিত শস্ত্রসকল তোমার গাত্রে বিদ্ধ হইবে না।" ভগবান বসুদেবতনয় এইরূপ বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

" 'এবংবিধ মহাবলসম্পন্ন অপ্রমেয়বীর্য্য বাসুদেব সর্ব্বদাই গুণসম্পদ বিদ্যমান আছে। দুর্য্যোধন কি এই অনন্তবীর্য্য অনন্তদেবকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করে? সেই দুরাত্মা ইঁহাকে সংহার করিতে নিরন্তর যত্ন করিতেছে; কিন্তু ইনি কেবল আমাদিগের মুখাপেক্ষায় তাহা সহ্য করিয়া আছেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের ও আমার পরস্পর কলহ উৎপাদন করিতে অভিলাষ করে, সে ব্যক্তি যুদ্ধে গমন করিলে জানিতে পরিবে যে, কৃষ্ণের প্রতি পাণ্ডবগণের মমতা অপহরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

"আমি রাজ্যলাভার্থ ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা কৃপাচার্য্যকে নমস্কারপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। আমি দেখিতেছি যে, যে পাপবুদ্ধি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে কালের হস্তে নিহত হইতে হইবে। নৃশংস ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে রাজপুত্রদিগকে কপটদ্যুতে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে ও একবর্ষ অজ্ঞাতবাসে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, বলিতে পারি না তাহারা জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত ঐ দুরাত্মারা পদস্থ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কাল যাপন করিবে? যদি তাহারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যে যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মাচরণই গরীয়ান এবং সাধুকর্মের অনুষ্ঠান কেবল পণ্ডশ্রম, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি

পুরুষ কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত না হয় ও আমরা কৌরবগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হই, তাহা হইলে দুর্য্যোধনের জয়লাভ হইতে পারে। যদি আমাদিগকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করা এবং এক্ষণে রাজ্য প্রদান না করার ফল অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বাসুদেবের সাহায্যে দুর্য্যোধনকে সমূলে নির্ম্মূল করিব। উক্ত উভয়বিধ কর্মের ফলাফল আলোচনা করিয়া অবধারণ করিয়াছি যে, দুর্য্যোধনের পরাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

"আমি কুরুগণের সমক্ষে কহিতেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কেহই জীবিত থাকিবে না; অন্য স্থানে গমন করিলে তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইতে পারে। আমি কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিনষ্ট করিয়া সমগ্র কৌরবরাজ্য জয় করিব। তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য থাকে কর; এই সময় স্ব স্ব প্রেয়সীসমাগমসুখসম্ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ কর। আমাদিগের নিকট যে সকল বৃদ্ধ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, শীলকুলসম্পন্ন, বর্ষজ্ঞ [বৎসরের ফলাফলে অভিজ্ঞ] জ্যোতির্ষিক এবং নক্ষত্রযোগের নিশ্চয়জ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন তাহারা এবং নানাবিধ দৈবরহস্য ভাবী ঘটনার অর্থপ্রকাশক, শৈবগমপ্রসিদ্ধ [তন্ত্রবিনির্ণীত] মৃগচক্রসকল ও মুহূর্ত্তসমুদয় কৌরবগণের ক্ষয় ও পাণ্ডবগণের জয় নিবেদন করিতেছে। আমাদিগের অজ্ঞাতশত্রু শত্রুগণের নিগ্রহবিষয়ে যেমন স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সর্ব্বদর্শী জনার্দনও সেইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। আমিও স্বয়ং অপ্রমাদ, বুদ্ধি ও যোগপ্রভাববতী দৃষ্টিতে সেইরূপ ভবিষ্যৎ ঘটনা অবলোকন করিয়া অবগত হইতেছি যে, যুদ্ধকালে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। আমার গাণ্ডীবাশরাসন স্পর্শ করি নাই, তথাপি ইহা স্ফীত হইতেছে, অনাহত মৌর্বী কম্পিত হইতেছে, আমার শরসমুদয় তৃণমুখ হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত মুহুর্মুহুঃ উৎসুক হইতেছে; আমার নির্ম্মল খড়্গ নির্মোকমুক্ত বিষধরের ন্যায় কোষ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে। ধ্বজ হইতে এই নিদারুণ বাক্য উচ্চারিত হইতেছে যে, "হে কিরীটি! তোমার রথ কত দিনে সংযোজিত হইবে?" রাত্রি হইলে গোমায়ুগণ চিৎকার করিতে থাকে ও বায়সগণ অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হয় এবং মৃগ, শৃগাল, দাত্যূহ [ডাকপাখী], কাক, গৃধ্র, বক, তরক্ষু ও সুবর্ণপত্রগণ [স্বর্ণপক্ষযুক্ত শুকপক্ষী] শ্বেতাশ্বসংযুক্ত রথ অবলোকন করিয়া পশ্চাতে পতিত হয়। আমি একাকী শরজালবর্ষণ করিয়া সমুদয় যোদ্ধাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন নিদাঘসময়ে অরণ্যকে নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমি তাহাদিগের বিধার্থ সুসজ্জিত হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগের পৃথক পৃথক উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বেগশালী স্থূনাকর্ণ পাশুপত [সাড়ে তিন হাত লম্বা লৌহময় গ্রন্থিবহুল অস্ত্র], ব্রাহ্ম ও ইন্দ্রদত্ত অস্ত্রে সমস্ত প্রজা নিঃশেষিত করিয়া শান্তি লাভ করিবে। হে সঞ্জয়! তাঁহাদিগকে আমার এই স্থির সঙ্কল্প অবগত করিব। দেখ, দুর্য্যোধনের কি ভ্রান্তি! ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের সাহায্য লাভ করিয়াও যাহাদিগকে পরাজয় করা সাধ্য নয়, সহসা তাহাদিগের সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই প্রার্থনা যে, বৃদ্ধ পিতামহ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান বিদুর যে প্রকার কহিয়াছেন, তাহাই হউক, কৌরবগণও চিরজীবন লাভ করুন।' "

৪৮তম অধ্যায়

ভীষ্মকর্ত্তৃক অর্জ্জুনপ্রভাব বর্ণন-নরনারায়ণ উপাখ্যান

অনন্তর শান্তনুনন্দন ভষ্মি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন!! একদা বৃহস্পতি, শুক্র, ইন্দ্র, অগ্নি, সপ্তঋষি এবং বায়ু, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও অপ্সরাগণ এবং বিশ্বাবসু গন্ধর্ব ব্রহ্মার নিকটে গমন ও তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে পূর্ব্বদেব [আদি অবতার] নর ও নারায়ণ তথায় আবির্ভূত হইয়া যেন স্বীয় তেজোদ্বারা তাঁহাদিগের তেজ ও মন অভিভূত করিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিলেন। তখন বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পিতামহ! আপনাকে উপাসনা না করিয়া গমন করিলেন, ইহারা দুইজন কে?" ব্রহ্মা কহিলেন, 'সুরাচার্য্য! এই যে দুই মহাবল তপস্বী ভূলোক ও দ্যুলোক উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিলেন, ইঁহারা নর ও নারায়ণ; ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোকে আগমন করিয়াছেন। ইঁহারা তপস্যাপ্রভাবে মহাবলপরাক্রান্ত হইয়াছেন। ইঁহারাই ধর্ম্মদ্বারা লোকসকল আনন্দিত করিয়া থাকেন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ইঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন এবং ইঁহারাই অসুরবধের নিমিত্ত দ্বিধাভূত হইয়াছেন।"

"দেবগণ তখন অসুরগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন ভীত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত যে স্থানে নর ও নারায়ণ তপস্যা করিতেছেন, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা বর গ্রহণ কর।" ইন্দ্র কহিলেন, "হে নরনারায়ণ! আপনারা আমাদিগের সাহায্য করুন।" তাঁহারা কহিলেন, "হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, আমরা সেইরূপই করিব।' অনন্তর পুরুন্দর তাঁহাদিগের সাহায্যে দৈত্য ও দানবকে পরাজিত করিলেন। পরন্তপ নরও পুরন্দরের শত্রু শতসহস্র পৌলোম ও কালঞ্জকদিগকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছিলেন। জম্ভাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে তিনি তখন ভ্রমণশীল রথ উপবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। তিনিই সমুদ্রপারে ষষ্টিসহস্র নিবাতকবচকে পরাজিত করিয়া হিরণ্যপুর উৎসাদিত করিয়াছিলেন। সেই মহাবাহু ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া হুতাশনের তর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ নারায়ণও ভূরি ভুরি শত্রুগণকে সংহার করিয়াছেন। দেখ, সেই দুই মহাবীর নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"আমি বেদবিৎ নারদমুনির নিকট শ্রবণ করিয়াছি, মহারাথ অর্জ্জুন সেই পূর্ব্বদেব নর ও ভগবান বাসুদেব পূর্ব্বদেব নারায়ণ। একমাত্র আত্মা নর ও নারায়ণরূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, অসুরগণ অথবা মানবগণ ইহাদিগকে পরাজয় করিতে কদাচি সমর্থ হয় না। ইহার কর্ম্মদ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোকসমূহ লাভ করিয়াছেন। যেসকল স্থানে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হয়, ইহারা সেই সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধই ইহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সমরপরিণাম প্রসঙ্গে কর্ণের আক্রোশ

'হে দুর্য্যোধন!! যখন তুমি শঙ্খচক্রগদাহস্ত কেশব ও গাণ্ডীবসনাথ শস্ত্রপাণি মহাত্মা অর্জ্জুনকে একরথে অবলোকন করিবে, তখন তোমাকে আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। ফলতঃ যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে কুরুকুলের সংহারাদশা উপস্থিত

হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বহুবীর বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়াও যদি তুমি আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। সমুদয় কৌরব তোমার মতেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি একাকী পরশুরামকর্ত্তৃক অভিশপ্ত, হীনজাতি, সূতপুত্র কর্ণ, সুবলনন্দন শকুনি ও ক্ষুদ্রাশয় পাপাত্মা দুঃশাসন—এই তিনজনের মতের অনুবর্ত্তী হও।”

কর্ণ কহিলেন, “হে পিতামহ! আপনি আমাকে যাহা কহিলেন, তাহা পুনরায় কহিবেন না। আমি ক্ষত্রিধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি বটে, কিন্তু স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। আমাতে আর কি দুর্বৃত্ততা আছে যে, আপনি আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা জানেন, আমি কখন কিঞ্চিন্মাত্র পাপানুষ্ঠান করি নাই। আমি কদাপি দুর্য্যোধনের সহিত কিছুমাত্র অহিত্যচরণ করি নাই। আমি সংগ্রামে সমুদয় পাণ্ডবকেই সংহার করিব। পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে বিরোধী ছিল, এক্ষণে সাধু হইয়াছে বলিয়াই কি তাঁহাদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি হইতে পারে? সে যাহা হউক, এক্ষণে দুর্য্যোধন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। অতএব আমি তাঁহার ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব; তাহাতে সন্দেহ নাই।”

বৈর-পরিত্যাগে ভীষ্ম-দ্রোণের উপদেশ

ভীষ্ম কর্ণের বাক্য-শ্রবণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন! কর্ণ পাণ্ডবগণকে সংহার করিব বলিয়া সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাত্মা পাণ্ডবদিগের যেরূপ ক্ষমতা, ইহাতে তাহার ষোড়ষ ভাগের একভাগও নাই। তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের যে দুর্নীতি উপস্থিত হইবে, উহা দুর্মতি সূতপুত্র কর্ণের কর্ম্ম। তোমার পুত্র মুন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন ইহাকে আশ্রয় করিয়াই দেবপুত্র মহাবীর পাণ্ডবগণকে অবমানিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সেই পাণ্ডবগণ যে সকল দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, কর্ণ কি তাদৃশ কোন কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন? যখন ধনঞ্জয় বিরাটনগরে কর্ণের প্রিয়তম ভ্রাতাকে আক্রমণপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তখন ইনি কি করিয়াছিলেন? যখন ধনঞ্জয় সমস্ত কৌরবগণকে আক্রমণপূর্ব্বক অচেতন করিয়া তাহাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন, তখন কি ইনি সেখানে ছিলেন না? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু ঘোষযাত্রার সময়ে গন্ধর্ব্বগণ যখন তোমার পুত্রকে হরণ করিয়াছিল, তখন এই সূতপুত্র কোথায় ছিলেন? দেখ, সেই সময় মহাত্মা ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। হে রাজন! তোমার কল্যাণ হউক, ধর্ম্মার্থভ্রংশকর আত্মশ্লাঘানিরত ব্যক্তিরা এই প্রকার ভুরি ভুরি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।”

মহানুভব দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজমণ্ডলীমধ্যে সম্মানপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে আরম্ভ করিলেন, “মহারাজ! ভারতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যাহা কহিতেছেন, তাহাই করুন; অর্থলিপ্সুদিগের বাক্যানুসারে কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হওয়াই উচিত; কেন না, সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের যেসকল কথা কহিয়াছে, আমি তৎসমুদয় অবগত আছি; ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই করিবেন; তাহার সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর ত্রিভুবনে নাই।”

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের তাদৃশ অর্থসম্পন্ন বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত সম্ভাষণে পরাঙ্মুখ হইলেন, কৌরবগণ তখনই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন।

৪৯তম অধ্যায়

ভীষ্মদ্রোণবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের উপেক্ষা-সঞ্জয় প্রদত্ত সংবাদ শ্রবণে উৎসাহ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ভুরি ভুরি সেনা সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কি কহিলেন? তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত কিরূপ উদ্যোগ করিতেছেন? কাহারই বা অনুমতিলাভের নিমিত্ত তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন? কোন ব্যক্তিরাই বা কপটাচারকোপিত ধর্মরাজকে যুদ্ধ হইতে নিবারিত ও ক্ষান্ত করিতেছে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার শাসনের অনুগামী হইয়া চলিতেছেন। তিনি আগমন করিলে তাঁহাদিগের রথসমূহ পৃথক পৃথক হইয়া তাঁহার অভিনন্দন করে। বিশেষতঃ পঞ্চিলিগণ। সেই দীপ্ততেজাঃ যুধিষ্ঠিরকে গগনোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, তেজোরাশির ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। অন্যের কথা কি কহিব, পাঞ্চাল, কেকয় ও মৎস্যদেশের গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত তাহার অভিনন্দন করে। ব্রাহ্মণী, রাজপুত্রী ও বৈশ্যকুমারীও যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধপরিকর নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহার সমীপে আগমন করিয়া থাকে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কাহার সাহায্যে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন?"

পাণ্ডবাবলম্বরণে সঞ্জয়ের মূর্চ্ছা-মূর্চ্ছাপগমে পুনর্ব্বার বিবৃতি

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সঞ্জয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অকস্মাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! সঞ্জয় মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়াছেন; ইহার মুখ হইতে একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বিদুর! সঞ্জয় মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তাহারা ইহার মনকে নিতান্ত উত্তেজিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই।"

অনন্তর সঞ্জয় চেতনালাভপূর্ব্বক আশ্বস্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি মহারথ কুন্তীপুত্রদিগকে বিরাটগৃহনিরোধ নিবন্ধন অতিমাত্র কৃশ অবলোকন করিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহারা যাহাদিগের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন, শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যে আপনাদিগের

সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি রোষ, ভয়, লোভ, অর্থ বা কোন প্রকার হেতুবাদে কদাপি সত্য পরিত্যাগ করেন না, যিনি স্বয়ং ধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ, পাণ্ডবগণ সেই ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। বাহুবলে যাহার সমকক্ষ পৃথিবীতে নাই, যে ধনুর্দ্ধর সমুদয় মহীপালকে সজ্জীভূত এবং কাশী, বঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গদেশীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ সেই ভীমসেনের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। পাণ্ডবচতুষ্টয় যাহার বাহুবলে সহসা জতুগৃহ ও নরভিক্ষক হিড়িম্ব হইতে রক্ষিত হইয়াছিলেন, যিনি পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন, যিনি সিন্ধুরাজের হস্ত হইতে যজ্ঞসেনীকে পরিত্রাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পক্ষে বিপদসাগরের দ্বীপস্বরূপ হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই বৃকোদরের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি দ্রৌপদীর প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত অতি দুর্গম গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিয়া ক্রোধবশনামে রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছেন, যাহার বাহুবল অযুত নাগবলের সমান, পাণ্ডবগণ সেই ভীমসেনের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।

"যিনি হুতাশনের সন্তোষার্থ কৃষ্ণের সাহায্যে ও আপন বিক্রমে যুদ্ধে পুরন্দরকে পরাজয় করিয়াছেন, যিনি সাক্ষাৎ শূলপাণি দেবদেব মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত করিয়া সকল লোকপালকে বশীভূত করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ সেই ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়ের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।

"যিনি ম্লেচ্ছকুলসঙ্কুল প্রতীচীদিক বশীভূত করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ সেই চিত্রযোধী সৌম্যমূর্ত্তি মহাধনুর্দ্ধর বীরবর নকুলের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।

"যিনি কাশী, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গদেশীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন, পৃথিবীতে অশ্বত্থামা, ধৃষ্টকেতু, রুক্মী ও প্রদ্যুম্ন, এই বীরচতুষ্টয় বলবীর্য্যে যাহার সমকক্ষ, পাণ্ডবগণ সেই সহদেবের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। মহারাজ! সেই যবীয়ান [পাণ্ডবগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ] নববীর, জননীর আনন্দবর্দ্ধন সহদেবের সহিত আপনাদের যুদ্ধঘটনা কেবল বিনাশের কারণ।

"পূর্ব্বে যে সাধ্বী কাশিরাজকন্যা প্রাণত্যাগ করিয়াও ভীষ্মকে বধ করিবার অভিলাষে ঘোরতর তপস্যা করিয়া পাঞ্চালরাজের কন্যা হইয়াছিলেন, যিনি আবার যক্ষের অনুগ্রহ পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, যিনি স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন এবং যিনি কলিঙ্গদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ শিখণ্ডীর সাহায্যে আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। কেকায়েরা পঞ্চভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর, বর্মিতাঙ্গ [বর্ম্মাবৃত] ও শৌর্য্যশালী, পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি দীর্ঘবাহু, লঘুহস্ত [বাণবর্ষণে ক্ষিপ্তহস্ত], ধৈর্য্যশালী ও অমোঘবিক্রম, সেই বৃষ্ণিবীর যুযুধানের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধঘটনা হইবে। যিনি সমুচিত সময়ে মহাত্মা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিরাটরাজের সহিত আপনাদিগের সমাগম হইবে। যে কাশীশ্বর পাণ্ডবগণের যোদ্ধৃপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহারা সেই মহারথ কাশীপতির সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ

করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ আশীবিষের ন্যায় বিষস্পর্শ ও সমরে দুর্জয় দ্রুপদশিশুদিগের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি বীরত্বে বাসুদেবের তুল্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যুধিষ্ঠিরের সমান, পাণ্ডবগণ সেই অভিমনুর সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি চেদিরাজ্যের অধীশ্বর, বীরত্বে অপ্রতিম ও সমরে দুঃসহ, পাণ্ডবগণ সেই মহাযশাঃ শিশুপালনন্দন ধৃষ্টকেতুর সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি অক্ষৌহিণীপরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; যিনি দেবগণের আশ্রয় সহস্রলোচনের ন্যায় পাণ্ডবগণের সহায়, পাণ্ডবগণ সেই বাসুদেবের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন এবং তাঁহারা চেদিপতির ভ্রাতা শরভ ও করকর্ষের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।

"অদ্বিতীয় রথী জরাসন্ধানন্দন সহদেব ও জয়ৎসেন যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থিত আছেন। মহাবলপরিবৃত মহাবল দ্রুপদ পাণ্ডবগণকে আত্মপ্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধার্থী হইয়া আছেন। রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য প্রভৃতি শত শত ভূপতিকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধোন্মুখ হইয়া আছেন।"

৫০তম অধ্যায়
ভীমবিক্রমস্মরণে ধৃতরাষ্ট্রের ভয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলে, তাহারা সকলেই মহোৎসাহসম্পন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু একদিকে একাকী ভীমসেন ও অন্য দিকে ভূপতিসকল একত্র মিলিত হইলে তাঁহার তুল্যবল হইতে পারেন। যেমন পশুগণ ব্যাঘ্র ও সিংহ হইতে ভীত হয়, সেইরূপ আমি ক্ষমাগুণ পরাঙ্মুখ ক্রোধপর বৃকোদর হইতে অধিকতর ভীত হইয়াছি। আমি তাহার ভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরিত হইয়া থাকি। আমার সৈন্যের মধ্যে এমন একজনও নয়নগোচর হয় না যে, শত্রুসমতেজাঃ মহাবাহু ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। তাহার ক্ষমা নাই, বৈরভাবের শেষ নাই ও পরিহাস নাই। সে উন্মত্ত ও কুটিল দৃষ্টি; তাহার গর্জ্জন ও বেগ অতি ভয়ঙ্কর; তাহার উৎসাহ অতি দৃঢ় ও বল অতি প্রচণ্ড; সে অবশ্যই দণ্ডপাণি যমের ন্যায়। গদাধর হইয়া গুরুতর আগ্রহসহকারে আমার হতভাগ্য পুত্রগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। আমি দিব্যচক্ষে সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় তাহার অষ্টাস্র [আটটি কোণবিশিষ্ট] লৌহময় সুবর্ণমণ্ডিত ভয়ঙ্কর গদা অবলোকন করিতেছি। যেমন বলবান সিংহ মৃগযূথের মধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ ভীমসেন মদীয় সেনাগণের মধ্যে সঞ্চরণ করবে। সেই বহুভোজী ক্রুরবিক্রম বৃকোদার বাল্যকালেও বলপূর্ব্বক আমার পুত্রগণকে আক্রমণ করিত। তৎকালে আমার পুত্রগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মাতঙ্গমদিতের ন্যায় নিষ্পেষিত হইত। তাহার পরাক্রম স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, আমার পুত্রগণও তাহার বাহুবলে অতিমাত্র ভীত হইয়াছে। সেই ভীমবিক্রম ভীমসেনই এই সুহৃদ্ভেদের [কুরুপাণ্ডব বিচ্ছেদের] কারণ। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি যে ক্রোধোদ্দীপিত ভীমসেন

রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও সেনাগণকে গ্রাস করিতেছে। সে অস্ত্রশিক্ষায় দ্রোণ ও অর্জ্জুনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায় এবং ক্রোধে ত্রিলোচনের ন্যায়; কোন ব্যক্তি তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিতে সমর্থ হয়?

"হে সঞ্জয়! মনস্বী ভীমসেন যে বাল্যকালেই আমার পুত্রগণকে সংহার করে নাই, ইহাই আমার পরম লাভ। যে ভীম ভীমবল যক্ষ ও রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়াছিল। কোনো মনুষ্য কি তাহার রণবেগ সহ্য করিতে পারে? এক্ষণে আমার দুরাত্মা পুত্রগণ তাহাকে ক্লেশিত করিতেছে, অতএব এখনকার ত' কথাই নাই; সে বাল্যকালেও কদাপি আমার বশীভূত হয় নাই; সে এমন নিষ্ঠুর ও কোপনস্বভাব যে, ভগ্ন হইবে, তথাপি নত হইবে না। সেই অপ্রতিমশৌর্য্যশালী তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত অর্জ্জুন অপেক্ষাও প্রদেশপরিমাণ দীর্ঘ, তুরঙ্গ অপেক্ষাও বেগবান, মাতঙ্গ অপেক্ষাও বলবান এবং সেই অস্পষ্টভাষী ভীমসেনের কুটিল দৃষ্টি ও ভ্রূকুটিরচনা [ভ্রূভঙ্গী] অবলোকন করিলে বোধ হয় যে, সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে। বাল্যকালে ব্যাসদেবের নিকট উহার রূপ ও তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি যে, ক্ষমাহীন, নিত্যক্রোধপরায়ণ, যোধপ্রধান ভীমসেন যুদ্ধে লৌহময় দণ্ডে রথ, হস্তী, মনুষ্য ও অশ্বগণকে সংহার করিবে। আমি প্রথমে প্রতিকূলাচরণপূর্ব্বক তাহাকে অবমানিত করিয়াছি; এক্ষণে আমার পুত্রগণ কি প্রকারে তাহার লৌহময়, সরল, স্থূল, সুপার্শ্ব, সুবর্ণভূষিত, ঘোরনাদ শতঘ্নী গদার আঘাত সহ্য করিবে? আমার মন্দমতি পুত্রগণ অপার, অগাধ, শবের ন্যায় বেগসম্পন্ন, দুর্গম ও দুর্ব্বদগাহ ভীমরূপ সমুদ্র পার হইতে অভিলাষী হইয়াছে। আমি উচ্চস্বরে নিবারণ করি, তথাপি সেই পণ্ডিতম্মান্য বালকগণ তাহা শ্রবণ করে না। পশ্চাৎ যে কি বিপৎপাত হইবে, তাহারা অবগত হইতেছে না। যাহারা নবরূপ অনুকের [যমের] সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিবে, তাহারা বিধাতাকর্ত্তৃক মৃত্যুর মুখে প্রেরিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার পুত্রগণ কি প্রকারে ভীমনিক্ষিপ্ত চতুর্হস্ত ষড়স্র [ষট্কোণ] ওজস্বল [অত্যুজ্জ্বল] দুঃসহ শৈক্যের [শিকার ন্যায় পাশ-বন্ধনরজ্জু] বেগ সহ্য করিবে? সেই প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ ভীমসেন যখন ঘূর্ণ্যমান গদাঘাতে হস্তগণের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, সৃক্কদ্বয় [অধরওষ্ঠের প্রান্তদ্বয়] পুনঃ পুনঃ পরিলেহনপূর্ব্বক যখন উষ্মা ত্যাগ করবে, যখন ভীষণরবে বাণরগণকে [হস্তী] আক্রমণ করিবে: এবং সেই সকল প্রমত্ত মাতঙ্গ প্রতিগর্জ্জনপূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইলে সে যখন স্যান্দনপথে [রথ] দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবে, তখন কি আমার পুত্রগণ তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

"যখন মহাবাহু ভীমসেন আমার সেনাগণকে উন্মূলনপূর্ব্বক পথ প্রস্তুত করিয়া গদ্যহস্তে নৃত্য করিতে করিতে প্রলয়কাল উপস্থিত করিবে, যেমন মত্ত-মাতঙ্গ কুসুমিত দ্রুমরাজি বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ বৃকোদর সংগ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক যখন আমার পুত্রগণের সেনাগণকে সংহার করিবে, যখন রথসমুদয় রথিহীন, সারথিবিহীন, অশ্বহীন ও ধ্বজহীন এবং রথী ও গজারোহীদিগকে উৎপীড়িত করিবে, যেমন জাহ্নবীবেগ তীরজাত তরুগণকে ভগ্ন করে, সেইরূপ ভীমসেন যখন আমার পুত্রগণের সেনাসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিবে, তখন আমার পুত্র, ভৃত্য ও রাজগণকে ভীমভয়ে কাতর হইয়া দিগ্বিন্তে পলায়ন-কিরতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

“মগধদেশের অধীশ্বর ধীমান জরাসন্ধ বল ও প্রতাপে অখণ্ড ভূমণ্ডল বশীভূত করিয়াছিলেন; কুরুগণ ভীষ্মপ্রভাবে এবং অন্ধকবৃষ্ণিগণ নীতিপ্রভাবে যে তাঁহার বশবর্ত্তী হয়েন নাই, দৈবই তাহার কারণ। কিন্তু যে বীর রিক্তহস্তে ও বাসুদেবের সাহায্যে বলপূর্ব্বক সেই মহাবীর জরাসন্ধের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংহার করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক বলকার্য্য আর কি আছে? যেমন আশীবিষ দীর্ঘকালসঞ্চিত হলাহল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বৃকোদর আমার পুত্রগণের প্রতি বহুকালসঞ্চিত [উপচিত-সঞ্চিত] তেজ প্রদর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। যেমন বজ্রাধর বজ্রদ্ধারা দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছেন, সেইরূপ ভীমসেন গদাঘাতে আমার পুত্রগণকে উন্মুলিত করিবে। আমি যেন নিরীক্ষণ করিতেছি, দুর্ব্বিষহ, দুর্ব্বার, তীব্রবেগ, অতিতাম্রাক্ষ বৃকোদর আগমন করিতেছে। মহাবীর বৃকোদর যদি গদা, ধনু, রথ ও বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাহুযুদ্ধ করে, তাহা হইলেও কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখীন হয়? আমার ন্যায় ভীস্ম, দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্যও ধীমান ভীমসেনের বীরত্ব অবগত আছেন। তথাপি তাঁহারা আর্য্যব্রতবোধেই [ক্ষত্রিয়পালনীয় অবশ্যানুষ্ঠেয় জ্ঞানে] সমরে স্ব স্ব সংহারবিধানের নিমিত্ত আমার পুত্রগণের সেনামুখে অবস্থান করিবেন। আমি যখন পাণ্ডবগণের জয়লাভ হইবে অবগত হইয়াও পুত্রগণকে নিবারণ করিতেছি না, তখন পুরুষের ভাগই সর্ব্বতোভাবে প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ চিরপ্রথিত স্বর্গপথ আশ্রয় করিয়া পার্থিব যশ রক্ষাপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করবেন। আমার পুত্রগণের সহিত ইহাদিগের যেরূপ সম্পর্ক পাণ্ডবগণের সহিতও সেইরূপ। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র উভয়েই ভীষ্মের পৌত্র; উভয়েই দ্রোণ কৃপাচার্য্যের শিষ্য; তন্মধ্যে এই স্থবিরত্রয়কে [বিশেষবৃদ্ধ] যৎকিঞ্চিৎ অভীষ্ট আশ্রয় প্রদত্ত হইয়াছে; ইঁহারা অবশ্যই তাহার নিষ্ক্রয় [প্রতিদান] করিবেন। শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করা স্বধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের সাতিশয় শ্রেয়স্কর। যাঁহারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে গমন করিবেন, এক্ষণে আমি কেবল তাহাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইতেছি। বিদুর যে ভয়ের বিষয় উচ্চস্বরে ব্যক্তি করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

“আমার বোধ হয়, জ্ঞান দুঃখকে বিনাশ করিতে পারে না; প্রত্যুত অধিকতর দুঃখ হইলে জ্ঞানই বিনষ্ট হইয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তিরা যে দুঃখের দশায় অধীর হইয়া উঠে, তাহা বিচিত্র নহে, লোকসংগ্রহদর্শী জীবন্মুক্ত ঋষিগণও দুঃখের সময় সুখ ও দুঃখের সময়ে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব আমি কি এই অবশ্যম্ভাবী পুত্র, পৌত্র, কলাত্র, মিত্র ও রাজ্যের উন্মুলন সহ্য করিতে পারি? আমি নিপুণরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে কৌরবগণ কালগ্রাসে নিপতিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না, দূতক্রীড়া অবধি তাহাদিগেরই পাপাচরণ প্রকাশিত হইতেছে। ঐশ্বর্য্যলুব্ধ মন্দগতি দুর্য্যোধনের লোভে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে। এই দ্রুতগামী কাল চক্রনেমির ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে ক্রমে ক্রমে গমনাগমন করিতেছে; কেহই ইহার হস্ত হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না।

“হা! আমি কি করিব? কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? কোথায় বা গমন করিব? এই হতভাগ্য কৌরবগণ অবশ্যই কালকবলে কবলিত হইবে। শতপুত্র বিনাশ হইলে আমি অবশ হইয়া কি প্রকারে স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিব? অতএব মৃত্যু আমাকে গ্রহণ

করুন। যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন নিদাঘকালে বায়ুর সাহায্যে কক্ষরাশি দাহ করে, সেইরূপ গদাহস্ত ভীমসেন অর্জ্জুনের সহিত নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে সংহার করিবে।”

৫১তম অধ্যায়।
ধৃতরাষ্ট্রের অর্জ্জুনভীতি

"হে সঞ্জয়! যাহার যোদ্ধা ধনঞ্জয়, যাহার মিথ্যাবাক্য কখনও কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই, ত্রৈলোক্যও সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের হস্তগত হইবে। নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এমন লোক দেখিতেছি না, যে ব্যক্তি রথারোহণপূর্ব্বক গাণ্ডীবধন্বার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যখন ধনঞ্জয় কর্ণী, নালীক প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তখন কেহই তাহার অভিমুখীন হইবে না। যদি বহুসমরজয়ী দ্রোণ ও কর্ণ তাহার সহিত যুদ্ধে গমন করেন, তাহা হইলে অন্যান্য লোক জয়-পরাজয় বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারে; কিন্তু আমার মতে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই; কেন না, কর্ণ কারুণ্যর সবংশবদ ও প্রমাদী; দ্রোণাচার্য্য স্থবির ও উভয় পক্ষেরই আচার্য্য; ওদিকে পার্থ সমর্থ, বলবান, দৃঢ়ধন্বা ও অক্লান্তপরাক্রম। ইহারা সকলেই অপরাজিত, সকলেই অস্ত্রবেত্তা, সকলেই শৌর্য্যশালী ও সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং সকলেই দেবাধিপত্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি জয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না; অতএব তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইলে হয় দ্রোণ ও কর্ণের, না হয় ধনঞ্জয়ের বধ ব্যতিরেকে সে যুদ্ধের অবসান হইবে না; কিন্তু ধনঞ্জয়কে জয় বা বধ করিতে সমর্থ হয়, এমন কেহই নাই। আর যে ব্যক্তি মন্দকারীর বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, কি প্রকারেই বা তাহার ক্রোধ-শান্তি হইবে? অন্যান্য অস্ত্রবেত্তারা জয়লাভ করেন এবং পরাজিতও হইয়া থাকেন; কিন্তু ধনঞ্জয়ের কেবল জয়লাভই শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। তিনি খাণ্ডবারণ্যে ত্রয়স্ত্রিশং [তেত্রিশ] বৎসর হুতাশনের তৃপ্তিসাধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন ও তন্নিবন্ধন সমুদয় দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। ফলতঃ, আমরা কখনই অর্জ্জুনের পরাজয় শ্রবণ করি নাই। সমশীল ও সমাচারসম্পন্ন হৃষীকেশ সংগ্রামসময়ে যাঁহার সারথি, তাঁহার জয়লাভ দেবরাজের জয়লাভের ন্যায় অনিবার্য্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রবণ করিয়াছি, এক রথে দুই কৃষ্ণ [কৃষ্ণার্জ্জুন-অর্জ্জুনেরও নামান্তর কৃষ্ণ] ও অধিগুণ [গুণারোপিত] গাণ্ডীবধনু—এই তিন তেজ একত্র মিলিত হইয়াছে। তাদৃশ রথী, তাদৃশ সারথি ও তাদৃশ ধনু যে আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই, ইহা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী মন্দমতিরা অবগত নহে। প্রজ্বলিত বজ্র মস্তকে নিপতিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়া যায়, কিন্তু অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরীসকল কোনক্রমে নিঃশেষিত হয় না। হে সঞ্জয়! আমি যেন দেখিতেছি, মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিক্ষেপ, শরাঘাত ও শরবৃষ্টিদ্বারা সৈন্যগণের শরীর হইতে মস্তকগুলি পৃথক করিতেছে; তাহার গাণ্ডীবসমুখিত বাণময় প্রদীপ্ত তেজ আমার সেনাগণকে দগ্ধ করিতেছে এবং তাহারা সব্যসাচী[অর্জ্জুন]র রথনিনাদে ভয়বিহ্বল হইয়া ছিন্নভিন্ন হইতেছে। যেমন সমীরণ-সন্ধুক্ষিত [বায়ুদ্বারা উত্তেজিত] হুতাশন ইতস্ততঃ সঞ্চারণপূর্ব্বক প্রচুর কক্ষ [গৃহ] দাহ করে, সেইরূপ সেই তেজ আমার পুত্রগণকে ভস্মাবশেষ করিবে। যখন অস্ত্রবিশারদ কিরিটী [অর্জ্জুন] নিশিত শরসমূহ নিক্ষেপ করবেন, তখন তাহা বিধিসৃষ্ট সর্ব্বসংহর্তা অম্বুকের ন্যায় নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে। যখন গৃহে অবস্থিতি করিয়া বারংবার শ্রবণ করিব যে, কৌরবগণ

ছিন্নভিন্ন ও পলায়িত হইতেছে তখন নিশ্চয়ই বোধ হইবে, ভরতকুলের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে।”

৫২তম অধ্যায়
পুত্রদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সন্ধির উপদেশ

“হে সঞ্জয়! জয়লাভোৎসুক পাণ্ডবগণেরা যেরূপ পরাক্রান্ত, তাঁহাদের অগ্রসর যোদ্ধৃগণও সেইরূপ আত্মপ্রদানে কৃতনিশ্চয় ও সসৎসুক হইয়াছেন। তুমিই সেই পরাক্রম পাঞ্চাল, কেকয়, মগধ ও বৎসরাজগণের কথা নিবেদন করিয়াছ। যিনি ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রের সহিত এই সমুদয় ভুবন বশীভূত করিতে পারেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের জয়ের নিমিত্ত সমানীত হইয়াছেন। যে শিবিরাজ সত্যকি অর্জ্জুনের নিকট অচিরকালমধ্যে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি বীজ বপনের ন্যায় শরবর্ষণ করিয়া রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবেন। ক্রুরকর্ম্মা, মহারথ, পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদের সেনাগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন।

“হে বৎস! যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রম হইতে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। মানবেন্দ্র পাণ্ডবগণ অলৌকিক অস্ত্ররূপ জাল বিস্তীর্ণ করিয়াছে। বোধহয়, আমার সৈন্যগণ তাহাতে নিপতিত হইলে কদাচ উর্ত্তীর্ণ হইতে পরিবে না; এই নিমিত্তই আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছি, যুধিষ্ঠির দর্শনীয়, মনস্বী, শ্রীমান, ব্রহ্মতেজে তেজস্বী, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, ধর্ম্মাত্মা এবং সমরোদ্যত মহারথ মহাবীর মিত্র, অমাত্য, ভ্রাতা ও শ্বশুরগণে পরিবৃত, ধৈর্য্যশীল, গূঢ়মন্ত্র, দয়াশীল, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ অব্যর্থপরাক্রম, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, কৃতাত্মা, বৃদ্ধসেবী এবং জিতেন্দ্রিয়; সেই সর্বগুণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির প্রজ্বলিত হুতাশনস্বরূপ; কোন মুমূর্ষ অচেতন ব্যক্তি এই অনিবার্য্য হুতাশনে পতঙ্গাবৃত্তি অবলম্বন করিবে? আমি অগ্নিসমানধর্ম্ম ধর্ম্মরাজের সহিত কপট ব্যবহার করিয়াছি; এ নিমিত্ত তিনি যুদ্ধে অবশ্যই আমার হতভাগ্য পুত্রগণকে সংহার করিবেন।

“অতএব হে কুরুগণ! তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করাই শ্রেয়স্কর; যুদ্ধ করিলে সমস্ত কুল নির্ম্মূলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বুদ্ধির সীমা এই পর্য্যন্ত; এইরূপ করিলেই আমার অন্তঃকরণ নিরুদ্বেগ হয়; ইহা যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা সন্ধির নিমিত্ত যত্নশীল হই; নতুবা আমরা যৎপরোনাস্তি পরিক্লিষ্ট হইলেও যুধিষ্ঠির আমাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি স্বধর্ম্মানুসারে আমাকেই এই সমস্ত ঘটনার কারণ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।”

৫৩তম অধ্যায়
অপরিণামদর্শিতার জন্য সঞ্জয়ের তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যে প্রকার কহিতেছেন, তাহা যথার্থ, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে গাণ্ডীবদ্বারা মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে সব্যসাচীর বলবিক্রম অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত পুত্রগণের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাহা জানি না।

আপনিই প্রথমে পাণ্ডবগণকে প্রতারিত করিয়াছেন, তবে যে এক্ষণে আপনার এ প্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইতেছে, বোধহয় ইহা চিরকাল থাকিবে না। যিনি সুহৃৎ, সম্যক সাবধানচিত্ত ও হিতকারী, তিনিই যথার্থ পিতা; কিন্তু যিনি অনিষ্টাচরণপরায়ণ, তিনি পিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। মহারাজ! দূতকালে "এই জয় হইল, এই লাভ হইল, এই পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল"। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আপনি বালকের ন্যায় আহ্লাদিত হইতেন এবং পাণ্ডবগণ পরুষবাক্যে তিরস্কৃত হইলে আপনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ যে তাঁহারা সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিবেন, ইহা আপনি জানিতে পারিতেছেন না। কেবল কুরু ও জাঙ্গাল দেশ আপনার পৈতৃক রাজ্য, মহাবীর পাণ্ডবগণ তদ্ভিন্ন অখিল ভূমণ্ডল স্বভুজবীর্য্যে উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন, আপনি তৎসমুদয় রাজ্য স্বোপার্জিত বলিয়া ভোগ করিতেছেন। "মহারাজ! আপনার পুত্রগণ গন্ধর্ব্বরাজের হস্তে নিপতিত হইয়া অপার বিপদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন; পার্থই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। যখন পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া অরণ্যে গমন করিতেছিলেন, তখন আপনি বালকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবজন্তুর কথা দূরে থাকুক, ধনঞ্জয় নিশিত শরসমূহ বর্ষণ করিলে সমুদ্রও শুষ্ক হইয়া যায়। তিনি সমুদয় ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য, গাণ্ডীবসকল শরাসনের প্রধান, কৃষ্ণ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ, সুদর্শন সকল চক্রের উৎকৃষ্ট ও দীপ্যমান বানরকেতু [বানরধ্বজ-যাহার রথের ধ্বজা বানরচিহ্নিত] নিখিলকেতুর মধ্যে প্রসিদ্ধ। এইগুলি সেই শ্বেততুরঙ্গশালী স্যন্দনে একত্রিত হইলে উদ্যত কালচক্রের ন্যায় সেই রথ আপনার সমুদয়ই নিঃশেষিত করিবে। ভীম ও অর্জ্জুন যাঁহার যোদ্ধা, তিনি অদ্যই এই অখণ্ড ধরামণ্ডল অধিকার করিতে পারেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ আপনার সেনাগণকে ভীমকর্ত্তৃক নিহতপ্রায় অবলোকন করিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদিগের অনুগামী ভূপতিগণ ভীম ও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ জয়লাভ করিতে পারিবেন না। "হে রাজন! পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্বেয় ও শূরসেনগণ ধীমান পার্থের পরাক্রম অবগত হইয়া তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে; তাঁহারা এক্ষণে আর আপনাকে উপাসনা করিতেছে না, প্রত্যুত অবজ্ঞাই করিতেছে, আর তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের বিরোধী হইয়াছে। সে যাহা হউক এক্ষণে আপনার শোক করা উচিত নয়; আমি ও বিদুর দূতক্রীড়াসময়েই কহিয়াছিলাম যে, পাপাত্মা দুর্য্যোধন অবধ্য ধার্মিকবর পাণ্ডবগণকে অন্যায় কর্ম্মদ্বারা ক্লেশ প্রদান ও দ্বেষ করিতেছে; অতএব তাহাকে ও তাহার অনুগত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বপ্রকার উপায়দ্বারা শাসন করা উচিত; কিন্তু তখন তাহা না করিয়া এক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তির ন্যায় পাণ্ডবগণের নিমিত্ত বিলাপ করা নিরর্থক।"

৫৪তম অধ্যায়
আশ্বাসপ্রদানে দুর্য্যোধনের ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! ভীত হইবেন না এবং আমাদিগের নিমিত্ত শোক করিবেন না; আমরা শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব। হে পিতঃ! যখন শ্রবণ করিলেন, পররাষ্ট্রবিমর্দী সেনাগণসমভিব্যাহারে মধুসূদন এবং কেকয়, ধৃষ্টকেতু,

ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি রাজগণ ও অন্যান্য অনুযায়িবর্গ ইন্দ্রপ্রস্থের অনতিদূর হইতে বনবাসী পাণ্ডবগণের সমীপে সমাগত হইয়া কুরুগণের সহিত আপনার কুৎসা ও অজিনধারী যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেছে এবং আপনাকে সন্তান-সন্ততির সহিত উচ্ছিন্ন করিবার অভিলাষে রাজ্য প্রত্যাহরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে, তখন আমি জ্ঞাতিক্ষয়ভয়ে ভীত হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলাম যে, যখন বাসুদেব আমাদিগের সমুচ্ছেদে সমুৎসুক হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, পাণ্ডবগণ অবশ্যই সমরসময়ে অবস্থান করিবেন। কেবল বিদুর ও কুরুবৃদ্ধ ধর্মজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র ভিন্ন আপনাদের সকলকেই তাঁহার হস্তে বিধ্বস্ত হইতে হইবে। তিনি আমাদিগের সর্বোচ্ছেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে একাধিপত্য প্রদান করিবেন। অতএব প্রণিপাত, পলায়ন আর শত্রুদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়া প্রাণপরিত্যাগ, এক্ষণে ইহার মধ্যে কি করা কর্ত্তব্য? প্রতিযুদ্ধ করিলে আমাদিগেরই নিয়ত পরাজয় হইবে; কারণ, সমুদয় ভূপতিই যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী; কিন্তু আমার প্রতি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকই বিরক্ত ও সকল মিত্র কুপিত হইয়াছে এবং সকল ভূপতি ও আত্মীয়গণ আমাকে ধিকৃত করিতেছেন। প্রণিপাত করিলে দোষ নাই; চিরকালের নিমিত্ত সন্ধিও হইতে পারে। কিন্তু আমি কেবল আপনার নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি আমার নিমিত্ত দুঃসহ দুঃখ ও অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ শত্রুগণকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল; এক্ষণে সেই সকল মহারথ শত্রু পাণ্ডবগণ যে অমাত্যসহ ধৃতরাষ্ট্রের কুলোচ্ছেদনপূর্ব্বক বৈরানির্য্যাতন করিবে, ইহা আপনি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

"হে তাত! দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপও আমাকে এবংবিধ চিন্তাধিকতার [অত্যন্ত চিন্তাকাতর] অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন! অরাতিগণের অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া কদাচ ভীত হইবেন না। আমরা সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে তাহারা কোনক্রমেই জয়লাভে সমর্থ হইবে না। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি শত্রুপক্ষের সমুদয় পার্থিব্যকে পরাভূত করিতে পারেন। অতএব সকলে চল, নিশিত শরপ্রহারে তাহাদিগের দর্পচূর্ণ করি।" পূর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম পিতার নিধনে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী একরথে সমস্ত ভূপতিকে পরাজিত ও তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি ব্যক্তিকে নিহত করিলে অবশিষ্ট রাজারা ভীতিবশতঃ সেই দেবব্রতের [ভীষ্মের] শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; সেই সুসমর্থ মহাপুরুষ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন; অতএব শত্রুজয়ের নিমিত্ত ভয় পরিত্যাগ করুন। হে পিতঃ! এই অমিততেজাঃ বীরগণ তৎকাল অবধিই এই প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন।

"এই সমস্ত পৃথিবী পূর্ব্বে শত্রুগণের বশীভুত ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা সমরে আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; কেন না, শত্রুগণ নিস্তেজ ও তাহাদিগের সহায়গণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; এ দিকে পৃথিবী আমার হস্তগত আছে এবং আমি যেসকল ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছি, তাহারা আমার নিমিত্ত অগ্নি ও সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। আমার সুখই তাঁহাদিগের সুখ ও আমার দুঃখই তাহাদিগের দুঃখ। ইহারা আপনাকে দুঃখিত ও ভীত হইয়া শত্রুগণের প্রশংসাসহকারে বহুবিধ বিলাপ করিতে দেখিয়া হাস্য করিতেছেন। ইহাদিগের এক একজন পাণ্ডবগণের সমকক্ষ। মহারাজ!

সকলেই আপনি আপনাকে অবগত আছেন; অতএব আপনি উপস্থিত ভয় পরিত্যাগ করুন।

"মহারাজ! অন্যের কথা কি কহিব, দেবরাজও আমার সমগ্র সেনাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না; স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাও হনন করিতে পারে না। যুধিষ্ঠির আমার সৈন্য ও প্রভাব অবলোকন করিয়া এরূপ ভীত হইয়াছে যে, নগর পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছে। আপনি আমার সমুদয় প্রভাব অবগত হন নাই; এই নিমিত্ত বৃকোদরকে সমর্থ বলিয়া বোধ করিতেছেন; কিন্তু তাহা আপনার ভ্রান্তিমাত্র। পৃথিবীতে গদাযুদ্ধে আমার সমান এক্ষণে কেহই নাই; আর কেহ হয় নাই ও হইবেও না। আমি একাগ্রতা ও অতি দুঃখের সহিত গুরুকুলে বাস করিয়া বিদ্যার পরিপ্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আপনি এক্ষণে ভীম বা অন্যান্য ব্যক্তি হইতে ভীত হইবেন না। আমি যখন বলদেবের শিষ্য হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতাম, তখন তাঁহার এই নিশ্চয় হইয়াছিল যে, গদাতে দুর্য্যোধনের সমান কেহই নাই। তিনি সামান্য লোক নহেন; পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর বলবান আর নয়নগোচর হয় না। ভীমসেন কদাপি আমার গদাপ্রহার সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আমি ভীমসেনকে ক্রোধপূর্ব্বক একটি আঘাত করিব তাহাতেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ শমনসদনে গমন করিতে হইবে। আমার বহুদিনের মনোরথ এই যে, একবার বৃকোদরকে গদাধর [গদাধারণপূর্ব্বক আমার পক্ষে সমাগত] অবলোকন করিব। আমি বৃকোদরকে গদাঘাত করিলে সে বিশীর্ণগাত্র ও গীতজীবন হইয়া ধরাতালে নিপতিত হইবে। অন্যের কথা কি কহিব, আমার গদাধর এক আঘাতে হিমালয়পর্বতও শতধারা সহস্রধারা বিদীর্ণ হইয়া যায়। বৃকোদর, বাসুদেব ও অর্জ্জুনও ইহা অবগত আছে যে, গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের সদৃশ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অতএব আপনার ভীমভয় দূরীভূত হউক, আপনি বিমনাঃ হইবেন না; আমি তাহাকে ব্যাপাদিত করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ভীমসেনকে বিনষ্ট করিলে পর অন্যান্য তুল্যরূপ অথবা উৎকৃষ্ট রথিসমূহ ধনঞ্জয়কে দূরে নিক্ষেপ করবে। হে তাত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগজ্যোতিষাধীশ্বর শল্য ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—ইহাদের এক একজন পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে সমর্থ একত্র মিলিত হইলে তৎক্ষণমাত্রেই তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন। ভূপতিগণের সমগ্র সেনা যে একাকী ধনঞ্জয়কে জয় করিতে অসমর্থ হইবে, তাহাতে কোন কারণ নাই। সে ভীস্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের শরজালেই কালকবলে প্রবিষ্ট হইবে। ব্রহ্মর্ষিসদৃশ পিতামহ গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। দেবগণও ইহার পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ কেহ। ইহার সংহারকর্ত্তা নাই। ইহার পিতা প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বর প্রদান করিয়াছেন যে, ইচ্ছা না করিলে তোমার মৃত্যু হইবে না।" দ্রোণাচার্য্যও ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণীমধ্যে উৎপন্ন হইয়াছেন। পরমাস্ত্রবিৎ অশ্বত্থামা ইহারই পুত্র এবং আচার্য্য-প্রধান কৃপাচার্য্যও মহর্ষি গৌতম হইতে শরস্তম্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, অতএব বোধহয়, ইনিও অবধ্য। যাহার পিতা, মাতা ও মাতুল এই তিনজনই অযোনিজ, সেই শৌর্য্যশালী অশ্বত্থামা আমার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। এইসকল দেবকল্প মহারথীগণ সমরে দেবরাজকে ব্যথিত করিতে পারেন। ধনঞ্জয় ইঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ নয়। তাঁহারা একত্র হইয়া ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিবেন।

"কর্ণ একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের সমান; ইনি পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি তখন "তুমি আমার সমান হইয়াছ" বলিয়া ইহাকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। দেবরাজ শচীর নিমিত্ত এই মহাবীরের নিকট সহজাত রুচির কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইনি অতি ভীষণ অমোঘ শক্তিদ্বারা ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলে সে কি আর জীবিত থাকিতে পরিবে?

"হে রাজন্! করতলন্যস্ত ফলের ন্যায় বিজয় আমার হস্তগত ও শত্রুগণের পরাজয় অভিব্যক্ত আছে। কেন না, এই ভীষ্ম, একদিনে অযুত বারকে বিনষ্ট করেন; মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপও ইহার সমান এবং সংসপ্তক ক্ষত্রিয়গণ সামান্য বীর নয়। সব্যসাচীকে বধ করিবার নিমিত্ত যেসকল ভূপতি আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মনে একবার এমন সংশয় হয় না যে, হয় আমরা অর্জ্জুনকে সংহার করিব, না হয় অর্জ্জুন আমাদিগের সংহার করিবে। ফলতঃ তাঁহারা তাহাকে বধ করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন। তথাপি আপনি পাণ্ডবগণের ভয়ে কি নিমিত্ত ব্যথিত, হইতেছেন? ভীমসেন নিহত হইলে আর কে যুদ্ধ করিবে? যদি আপনি তাঁহাদের আর কাহাকেও অবগত থাকেন, বলুন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাহাদিগের সার যোদ্ধা; কিন্তু ঐ সকল যোদ্ধা অপেক্ষা আমাদিগের যোদ্ধা ভীস্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বৈকর্ত্তন, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, প্রাগজ্যোতিষাধিপতি শল্য, অবন্তীপতি জয়দ্রথ, দুঃশাসন, দুঃসহ দুর্ম্মুখ, শ্রুতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভূরিশ্রবা ও আপনার আত্মজ বিকর্ণ-ইঁহারা শ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন আমি একাদশ অক্ষৌহিণী আহরণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের সপ্ত অক্ষৌহিণী ভিন্ন আর কিছুই নাই, অতএব কি নিমিত্ত আমাদিগের পরাজয় হইবে? বৃহস্পতি কহিয়াছেন, আপনার বল শত্রুবল অপেক্ষা তিনগুণ অধিক হইলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে। আমার সেনাও শত্রুসেনা অপেক্ষা তিনগুণ অধিক এবং তাহাদিগের সেনার মধ্যে বহু ব্যক্তি নির্গুণ; কিন্তু আমার সেনা বহুগুণ [বহুসংখ্যক] ও বহুগুণসম্পন্ন। হে তাত! আপনি আমার এইপ্রকার বলাধিক্য ও পাণ্ডবগণের ন্যূনতা অবগত হইলেন; এক্ষণে মোহাবিষ্ট হওয়া কোনক্রমেই আপনার উচিত নয়।"

পরপুরঞ্জয় দুর্য্যোধন পিতাকে এই প্রকার কহিয়া ও পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত সমুচিত অবসর প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

৫৫তম অধ্যায়
সঞ্জয়কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের রথসজ্জাবর্ণন

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য রাজগণ সাত অক্ষৌহিণী মাত্র লাভ করিয়াই কি যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়াছে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবও ভয়প্রাপ্ত হয়েন নাই। ধনঞ্জয় অস্ত্রপ্রয়োজক মন্ত্রসকল পরীক্ষা করিবার অভিলাষে দিব্যরথ সংযোজনা করিয়া দশদিক উদ্ভাসিত করিতেছেন। আমি সেই বর্মিতাঙ্গ [বর্ম্মাচ্ছাদিত-বর্ম্মদ্বারা রক্ষিত] ধনঞ্জয়কে সৌদামিনী-

সমুদ্ভাসিত জলদের ন্যায় অবলোকন করিলাম। তিনি গাঢ়তর চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমরা যে জয়লাভ করিব, এই তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা।" তিনি যেরূপ কহিলেন, আমি তাহা বাস্তবিক বোধ করিলাম।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি ত' অপরাজিত পাণ্ডবগণের অভিনন্দনপূর্ব্বক প্রশংসাই করিয়া থাক; বল দেখি, অর্জ্জুনের রথের অশ্বগণ কি প্রকার? ধ্বজসকলই বা কিরূপ?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মা, পুরন্দর ও প্রজাপতি মহামূল্য ও লঘুতর বহুবিধ আকৃতি কল্পনা করিয়া সেই ধ্বজ চিত্রিত করিয়াছেন এবং মারুতসূত হনুমান ভীমসেনের অনুরোধে সেই ধ্বজে আত্মপ্রতিকৃতি আরোপিত করিবেন। সেই ধ্বজ তির্য্যক ও ঊর্দ্ধদিকে এক যোজন আবৃত করে এবং বিশ্বকর্ম্মা তাহাতে এরূপ মায়া প্রকটিত করিয়াছেন যে, তাহা বৃক্ষে নিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে সংসক্ত হয় না। আকাশে যেমন নানাবর্ণ ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহা কি পদার্থ, কিছুই জানি না, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ধ্বজেও সেইরূপ বহুবিধ বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেমন ধূম আকাশে উত্থিত ও রুদ্ধ হইলে তেজোদ্বারা বহুবিধ বর্ণে সুশোভিত হয়, বিশ্বকর্ম-বিনির্ম্মিত ধ্বজও সেইরূপ; কিন্তু ইহার ভারও নাই, অবরোধও নাই। চিত্ররথ তাহাকে যে দিব্যরথ ও বায়ুসদৃশ বেগবান শ্বেতবর্ণ তরঙ্গসকল প্রদান করিয়াছেন, কি পৃথিবী, কি অন্তরীক্ষ, কি স্বর্গ, কত্রাপি সেই রথ বা অশ্বসমূহের গতিরোধ হয় না। রাজা যুধিষ্ঠিরের রথে যে শুভ্রবর্ণ প্রকাণ্ডকলেবর স্ববীর্য্যের অনুরূপ শত অশ্ব সংযোজিত আছে, তাহাদের যত বিনষ্ট হউক, শতসংখ্যা পূর্ণ থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভীমসেনের রথে যেসকল অশ্ব সুশোভিত আছে, তাহারা সপ্তর্ষির ন্যায় তেজস্বী ও বায়ুতুল্য বেগবান; তাহাদের পৃষ্ঠদেশ তিত্তির পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ এবং অন্যান্য অবয়ব কৃষ্ণবর্ণ। ধনঞ্জয় প্রীত হইয়া ভীমসেনকে ঐ সকল অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ভ্রাতৃগণের অশ্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ও অম্লানস্বভাব অন্য অশ্বসকল সহদেবকে এবং ইন্দ্রদত্ত তুরঙ্গমগণ নকুলকে বহন করে। বয়স ও বিক্রমে বায়ুসমান বলবান ও বেগবান, ইন্দ্রাশ্বের তুল্য মহাজব [অত্যন্ত বেগবান] ও বিচিত্ররূপ, দেবদত্ত অশ্বগণ দ্রৌপদেয় [দ্রৌপদীপুত্রগণ] ও সৌভদ্র [অভিমন্যু] কুমারগণকে বহন করিয়া থাকে।"

৫৬তম অধ্যায়
পাণ্ডবগণের বলবর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের প্রতি প্রতিবশতঃ আমাদিগের সেনাগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত কোন কোন বীরগণ সমাগত হইয়াছে, অবলোকন করিলে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দেখিলাম, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের প্রধান বাসুদেব ও চেকিতান আগমন করিয়াছেন; সুবিখ্যাত মহারথ পুরুষমানী যুযুধান ও সাত্যকি উভয়ে পৃথক পৃথক অক্ষৌহিণীসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, সত্যজিৎ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পুত্রগণসহ অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া সমুদয় সৈন্যের শরীর আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের মানবর্দ্ধনপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন;

পৃথিবীপাল বিরাট, শঙ্খ ও উত্তরপ্রভৃতি পুত্র, ভ্রাতৃগণ এবং এক অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে অজাতশত্রুকে আশ্রয় করিয়াছেন; পৃথক পৃথক অক্ষৌহিণীপরিবৃত মগধরাজ জরাসন্ধানন্দন ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের অনুগত হইয়াছেন; লোহিতধ্বজ কেকায়েরা পঞ্চভ্রাতা অক্ষৌহিণী লইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

"মনুষ্য, দৈব, গন্ধর্ব্ব ও আসুর বৃহবেত্তা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাগণের অগ্রে অবস্থান করিবেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শিখণ্ডীর অংশে পরিকল্পিত হইয়াছেন; বিরাটরাজ মৎস্যদেশীয় যোদ্ধৃগণের সহিত সেই শিখণ্ডীর সাহায্য করিবেন। বলবান মাদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অংশে [*প্রতিযোদ্ধৃরূপে নির্ব্বাচিত—যুধিষ্ঠির-শল্যে যুদ্ধ হইবে] পরিকল্পিত [*] হইয়াছেন। কেহ কেহ এই ব্যবস্থা অসদৃশ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। দুর্য্যোধন, তাঁহার শতভ্রাতা ও প্রাচ্য ও দক্ষিণাত্য বীরগণ, ভীমসেনের অংশে কল্পিত হইয়াছেন। কর্ণ, অশ্বত্থামা বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রভৃতি যত শূরাভিমানী অজেয় বীরপুরুষ আছেন, ধনঞ্জয় তাঁহাদের সমুদয়কেই আপনার অংশে কল্পনা করিয়াছেন। মহাধনুর্দ্ধর কেকায়েরা পঞ্চভ্রাতা কৈকয়গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধ করিবেন; মালব ও শাম্বকগণ এবং সংসপ্তক বলিয়া বিখ্যাত ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরদ্বয় তাঁহাদের অংশে কল্পিত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পুত্রগণ এবং রাজা বৃহদ্বল সুভদ্রানন্দনের অংশে পতিত হইয়াছেন। সুবর্ণধ্বজ মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদেয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিবেন। চেকিতান সোমদত্তের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে সমুৎসুক হইয়াছেন। যুযুধান ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার সহিত সংগ্রাম করিবেন। ইন্দ্রসম যোদ্ধা সহদেব স্বয়ং আপনার শ্যালক শকুনির সহিত যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কৈতব্য উলুক ও সারস্বতগণ নকুলের ভাগে পরিকল্পিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর যেসকল রাজা যুদ্ধে গমন করিবেন, তাহাদিগের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্ব স্ব অংশে কল্পনা করিয়াছেন। ইহাদিগের সেনাগণ এবম্প্রপ্রকার ভাগানুসারে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনার ও যুবরাজদিগের যাহা কর্ত্তব্য,

পাণ্ডবভীত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দুর্য্যোধনসান্ত্বনা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার দ্যূতপরায়ণ ব্যসনাসক্ত মূঢ়মতি পুত্রগণ রণক্ষেত্রে বলবান ভীমসেনের সহিত যুদ্ধঘটনা হইলে কখনই জীবিত থাকিবে না। যেমন পতঙ্গগণ পাবকে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমুদয় ভূপালগণ কালধর্মকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া গাণ্ডীবাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে। আমার সেনাগণ কৃতবৈর পাণ্ডবগণের যুদ্ধে পলায়ন করিলে কে তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিবে? পাণ্ডবগণ সকলেই অতিরণ, শৌর্য্যশালী, কীর্ত্তিমান, প্রতাপবান, সূর্য্য ও পাবকের ন্যায় তেজস্বী এবং সমরবিজয়ী। যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগের নেতা, মধুসূদন রক্ষাকর্ত্তা এবং অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, সাত্যকি, দ্রুপদ, দুর্জয়, যুধামন্যু, শিখন্তী, ক্ষত্রদেব, বিরাটনন্দন উত্তর এবং বভ্রু, কাশী, চেদি, মৎস্য, সৃঞ্জয়, পাঞ্চল ও প্রভদ্রকগণ যাঁহাদিগের যোদ্ধা, দেবরাজও যাঁহাদিগের অধিকৃত পৃথিবী হরণ করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যাঁহারা অনায়াসে পর্ব্বতশ্রেণীও বিদীর্ণ করিতে পারেন, আমার দুরাত্মা পুত্রগণ সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন অলৌকিক প্রতাপশালী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, “তাত! পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষই একজাতীয় এবং উভয় পক্ষই মনুষ্য; তবে আপনি কি নিমিত্ত কেবল পাণ্ডবগণেরই জয়লাভ আশঙ্কা করিতেছেন? পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্জয়, কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত ও অশ্বত্থামা, এই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর মহাতেজাঃ বীরগণকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। শৌর্য্যশালী আর্য্য ভূমিপালগণ আমার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ করিলে অবশ্যই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে প্রতিবীক্ষণ [দর্শন] করিতে সমর্থ হইবে না। প্রত্যুত আমি স্বপ্রভাবে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার প্রিয়চিকীর্ষ পার্থিবগণই তাহাদিগকে রুদ্ধ করিবেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ আমার প্রকাণ্ড রথখণ্ড ও শরজালদ্বারা অভিভুত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার এই পুত্র উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, ইনি যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে পরিবেন না; পাণ্ডব ও তাঁহাদিগের পুত্রগণ যে প্রকার বলবান, ভীষ্ম তাহা অবগত আছেন; এই নিমিত্ত সেই মহাত্মাগণের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। সে যাহা হউক, পুনরায় তাঁহাদিগের বিচেষ্টিসকল [অধ্যাবসায়] কীর্ত্তন কর। কোন ব্যক্তি সেই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে সন্দীপিত করিতেছেন? কোন ব্যক্তি ঘৃতাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই প্রজ্বলিত পাবকরাশি সন্ধুক্ষিত [প্রজ্বালিত] করিতেছেন?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণকে এই বলিয়া সমুত্তেজিত করিতেছেন যে, “হে পাণ্ডবগণ! যুদ্ধ করুন, ভীত হইবেন না; যেমন তিমি উদকমধ্য হইতে মৎস্যগণকে গ্রহণ করে, সেইরূপ যে কোন বীর দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক সংবৃত হইয়া সেই শস্ত্রসঙ্কুল তুমুল যুদ্ধে আগমন করিবে, আমি একাকী তাহাদিগকে ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তীদিগকে আক্রমণ করিব। যেমন বেলাভূমি মকরালয়কে [সমুদ্র] নিরুদ্ধ করে, সেইরূপ আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দ্রোণি [অশ্বত্থামা], শল্য ও সুযোধনকে নিরুদ্ধ করিব।”

পাণ্ডবপক্ষের সমরে ঔৎসুক্য

“ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে বীর! পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সকলেই তোমার ধৈর্য্য ও বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আছে। তুমি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার কর, আমরা তোমাকে ক্ষাত্রধর্ম্মে দৃঢ়তর পক্ষপাতী বলিয়া অবগত আছি। সমরসমুৎসুক কৌরবগণ রণমুখে অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত একমাত্র তোমারই পরাক্রম পর্য্যাপ্ত হইবে। তুমি যাহা করিবে, তাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, যাহারা সমরে ভঙ্গ দিয়া শরণার্থী হইয়া পলায়ন করে, যে বীর তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিয়া অগ্রে পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয়েন, সহস্রগুণ মূল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিবে। তুমি সেইরূপ শৌর্য্যশালী, বীর্য্যবান ও পরাক্রান্ত; তুমিই সমরসময়ে ভয়ার্ত্তগণের পরিত্রাতা হইবে।”

‘ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিতেছেন এবং আমারও অন্তঃকরণ ভয়ে ব্যাকুল হইতেছে, এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে কহিলেন, “হে সূত! তুমি গমন করিয়া জনপদবাসী যোদ্ধা বাহ্লীক, কৌরব ও প্রতীপেয়গণ [বিপক্ষ-পক্ষাশ্রয়ী প্রতীপবংশধরগণ], কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, ভীষ্ম ও রাজা দুর্য্যোধনকে বল, তাঁহারা শীঘ্র আগমন করুন, কোন মতে বিলম্ব না করেন।”

“মহারাজ! দেবরক্ষিত ধনঞ্জয় যেন আপনাদিগকে বধ না করেন, এই নিমিত্ত কোন সাধু ব্যক্তি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করুন। আপনারা ধর্ম্মরাজের রাজ্য ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট শীঘ্র প্রার্থনা করুন। সত্যবিক্রম সব্যসাচীর ন্যায় যোদ্ধা পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই; তিনি ঈদৃশ পরাক্রান্ত যে, দেবগণ তাঁহার দিব্যরথ বরণ করিয়াছিলেন। কোন মনুষ্য তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আপনারা যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করুন।”

৫৭তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্র সন্ধিপ্রস্তাবে দুর্য্যোধনের উপেক্ষা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ করিতেছি, তথাপি আমার মন্দমতি পুত্রগণ ক্ষত্রতেজঃসম্পন্ন ও কুমারব্রহ্মচারী যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছে। হে বৎস দুর্য্যোধন! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও; কোনপ্রকার যুদ্ধই প্রশংসনীয় নয়। অর্দ্ধ-পৃথিবীতে তোমার প্রয়োজন কি? আপনার ও অমাত্যগণের জীবনরক্ষার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যথোচিত অংশ প্রদান কর। তুমি যে মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর, কুরুগণ সকলেই ইহা ধর্ম্মানুগত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে পুত্র! আপনার সেনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা; ইহারা তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; তুমি মোহবশতঃ তাহা অবগত হইতেছ না। যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমিই যে কেবল যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিতেছি, এমন নহে; বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, সোমদত্ত, শল্য, কৃপ, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় ও ভূরিশ্রবাপ্রভৃতি যেসকল বীর পরপীড়িত কৌরবগণের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহারা কেহই যুদ্ধকার্য্যে অভিলাষ বা অভিনন্দন করিতেছেন না; অতএব তুমিও তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হও। তুমি আপনি ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ না; কিন্তু কর্ণ, দুঃশাসন ও পাপাত্মা শকুনি তোমাকে তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।”

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে তাত! আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কাম্বোজ, কৃপ, বাহ্লীক, সত্যব্রত, পুরুমিত্র কিংবা ভূরিশ্রবা অথবা আপনার অন্য কোন বীরের উপর নির্ভর করিতেছি না। আমি ও কর্ণ এই উভয় বীর দীক্ষিত হইয়া রণযজ্ঞ বিস্তার করিব। যুধিষ্ঠির তাহার পশু, রথ, বেদী, খড়্গ, স্রুব, গদা, স্রুক, কবচ, যজ্ঞভূমি, ঘোটকচতুষ্টয় হোতা, শরীসকল, দর্ভ ও যশ তাহার ঘৃতস্বরূপ হইবে। আমরা দুইজন যমরাজের উদ্দেশে এইরূপ রণযজ্ঞ সমাপন করিয়া জয়লাভ করিব, আরাতিগণকে সংহার করিব এবং পরিশেষে রাজলক্ষ্মীর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিব। হে তাত! আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিনজন পাণ্ডবকে নিপাতিত করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"মহারাজ! হয় আমি পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলের আধিপত্য করিব; না হয় তাহারা আমাকে বিনষ্ট করিয়া এই পৃথিবী সম্ভোগ করবে। যদি জীবন, রাজ্য ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব; তথাপি পাণ্ডবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিব না। ভূমি যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে সংলগ্ন হইয়া থাকে, পাণ্ডবগণকে তৎপরিমিত ভূমিও প্রদান করিব না।"

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রপরিত্যাগে সঙ্কল্প

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে ভূপতিগণ! আমি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলাম; এক্ষণে কেবল ইহার নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছি না; ইনি শমনসদনে গমন করিলে যাহারা ইহার অনুগমন করিবে, তাহাদিগের জন্যই শোকাকুল হইতেছি। ব্যাঘ্রে যেমন মৃগযূথ বিনষ্ট করে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণকে সংহার করিবে। আমি যেন দেখিতেছি, দীর্ঘবাহু যুযুধান ভারতী সেনা আক্রমণপূর্ব্বক বিমন্দিত ও ব্যস্তসমস্ত করিয়াছে। বাসুদেব ধনঞ্জয়ের বিনষ্ট বল পরিপূর্ণ করিবেন; সাত্যকি বীজ বপনের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া সমরে দণ্ডায়মান হইবেন। উচ্চতর প্রাকার [প্রাচীর-দেওয়াল] সদৃশ ভীমসেন সেনাগণের সহিত অগ্রসর হইলে তাহারা সকলেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

"যখন দেখিবে, ভীমসেন পর্ব্বতপ্রতিম কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিয়াছে, তাহাদিগের দন্তসমুদয় বিশীর্ণ এবং কুম্ভ [হস্তীর ব্রহ্মরন্ধ্র—মস্তকের আধার] সকল বিদীর্ণ ও শোণিতাক্ত হইয়াছে, তাহারা বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় রণক্ষেত্রে শয়ান রহিয়াছে, তখন ভীমসেনের আক্রমনভয়ে ভীত হইয়া আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। যখন ভীমরূপ হুতাশনে হস্তী, রথ ও সৈন্যগণ দগ্ধ হইয়াছে অবলোকন করিবে, তখন আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ হইতে যে অনিষ্ট উপস্থিত হইবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে; কেননা, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিঃশেষিত হইতে হইবে। যখন কৌরবাবল উন্মুলিত মহাবনের ন্যায় ভীমহস্তে নিপাতিত হইয়াছে অবলোকন করিবে, তখন আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় ভূপতিগণকে এইরূপ কহিয়া পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

৫৮তম অধ্যায়

অব্যবস্থিতচিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ কৃষ্ণার্জ্জুন-প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব তাহাই কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে যে প্রকার অবলোকন করিলাম। আর তাহারা যাহা কহিয়াছেন, তৎসমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি নরদেব ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্ত সংযত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া পদাঙ্গুলির উপর দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। যে স্থানে অর্জ্জুন, বাসুদেব, দ্রৌপদী ও সত্যভামা অবস্থান করেন, তথায় কি অভিমন্যু, কি নকুল, কি সহদেব, কেহই গমন করেন

না। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাসুদেব ও অর্জ্জুন উভয়ে মধুপানে মত্ত, চন্দনচর্চ্চিত এবং উত্তম মাল্য, বস্ত্র ও দিব্য-আভরণে ভূষিত হইয়া অনেক রত্নশোভিত বিবিধ-আস্তরণমণ্ডিত কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া আছেন এবং কেশবের চরণযুগল অর্জ্জুনের উৎসঙ্গে এবং অর্জ্জুনের এক চরণ দ্রুপদনন্দিনীর অঙ্কে ও অন্য চরণ সত্যভামার অঙ্গে আরোপিত আছে। অনন্তর ধনঞ্জয় আমাকে অবলোকন করিয়া চরণদ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় পাদপীঠ প্রদান করিলেন, আমি তাহা করদ্বারা স্পর্শ করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলাম। তিনি যখন পাদপীঠ হইতে পাদদ্বয় উত্তোলিত করেন, তখন তাঁহার চরণতলে শুভসূচক উর্দ্ধরেখা অবলোকন করিলাম। মহারাজ! শ্যাম কলেবর তরুণবয়স্ক শালতারুসমুন্নত ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে একাসনে সমাসীন নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইলাম। মন্দাত্মা দুর্য্যোধন ভীষ্মদ্রোণের প্রশ্রয়ে এবং কর্ণের আত্মশ্লাঘায় ইন্দ্র ও বিষ্ণুসদৃশ ঐ উভয় বীরকে অবগত হইতে পারেন নাই। তৎকালে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, এই দুই বীর যখন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাকারী, তখন তাঁহার সঙ্কল্প অবশ্যই সম্পন্ন হইবে।

সঞ্জয়কর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুনমন্তব্য প্রকাশ

"আমি যথাবিধি সৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আবৃতকলেবর কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার আদেশ নিবেদন করিলাম। তখন ধনঞ্জয় গুণকিণাঙ্কিত পাণিদ্বারা বাসুদেবের চরণদ্বয় অবনমিত করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে কহিলেন। ইন্দ্রোপম সর্ব্বাভরণভূষিত বাসুদেব ইন্দ্রকেতুর [ইন্দ্রধ্বজ] ন্যায় উত্থিত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া আহ্লাদজনক অভিপ্রেতার্থ প্রকাশের উপযোগী, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের ভয়জনক, মৃদু অথচ নিদারুণ সদর্থসম্পন্ন এবং হৃদয়গ্রাহী বাক্য কহিতে লাগিলেন, "হে সঞ্জয়! আমাদের স্বাক্যানুসারে বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও যুবকগণকে কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া কুরুপ্রধান ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে মনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে এরূপ কহিবে যে, রাজা যুধিষ্ঠির জয়লাভের নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন; অতএব আপনি এই সময় ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদানপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পুত্র ও কলাত্রগণের সহবাসজনিত সুখ সম্ভোগ করুন। আপনাদিগের মহদভয়সমুপস্থিত হইয়াছে; আপনারা এক্ষণে সৎপাত্রে অর্থদান, অভিলষিত পুত্রলাভ ও প্রিয়জনের প্রতি প্রিয়াচরণ করুন। আমি দ্রৌপদীর নিগ্রহসময়ে অতি দূরে ছিলাম, তিনি যে সেই সময়ে

"হা গোবিন্দ!" বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সমুপস্থিত হইতে পারি নাই, সেই ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন যন্ত্রণাও আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না। তেজোময় দুরাধর্ষ গাণ্ডীব যাঁহার ধনু এবং আমি যাঁহার সহায়, সেই সব্যসাচীর সহিত তোমাদের শত্রুতা। আমি ধনঞ্জয়ের সাহায্য করিলে কালপ্রেরিত [আসন্নমৃত্যু-যাহার মরণ নিকটবর্ত্তী] বা সাক্ষাৎ পুরন্দর ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রার্থনা করে? যিনি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে বাহুদ্বারা ভূমণ্ডলকে বহন, সমুদয় প্রজাকে দহন ও দেবগণকেও স্বর্গভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন। দেব, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সর্পের মধ্যে এমন বীর বিদ্যমান নাই যে, সমরসময়ে সব্যসাচীর সম্মুখীন হইতে পারে, তোমরা বহুবীর বিরাটনগরে একমাত্র

ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন হইলে যে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিলে, তাহাই অর্জ্জুনের পরাক্রমের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত। একমাত্র ধনঞ্জয়ই বল, বীর্য্য তেজ, শীঘ্রতা, লঘুহস্ততা, অবিষাদ ও ধৈর্য্যের একমাত্র আধার।' মহারাজ! যেমন বর্ষাকালে সহস্রলোচন আকাশে গর্জ্জনপূর্ব্বক বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে উত্তেজিত করিয়া এইসকল বাক্য কহিলেন। অনন্তর মহাবীর কিরীটী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লোমহর্ষণ বচনসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।"

৫৭তম অধ্যায়
সঞ্জয়বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের জয়াশাপরিত্যাগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজ্ঞাচক্ষু [জ্ঞাননেত্র-অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন] রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রগণের জয়কামনায় যথাবুদ্ধি সূক্ষ্মরূপে সেই বাক্যের গুণদোষ বিচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথার্থরূপে বলাবল নিশ্চয় করিয়া উভয়পক্ষের শক্তিবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে পাণ্ডবগণকে দৈব ও মানুষ উভয় প্রকার তেজ ও শক্তিসম্পন্ন এবং কৌরবগণকে অপেক্ষাকৃত অল্পতর শক্তিশালী বিবেচনা করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "বৎস! আমি যে নিমিত্ত প্রতিনিয়ত চিন্তাকুল হইতেছি, তাহা কেবল অনুমানসিদ্ধ নহে, প্রত্যক্ষের ন্যায় সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সকল জীবই আত্মজের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন, তাহাদিগের প্রিয়াচরণ ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং ইহাও দেখিতেছি যে, উপকৃত সাধুগণ প্রায়ই উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না; অতএব পাণ্ডবগণের জন্মদাতা যমরাজপ্রভৃতি দেবগণ আহূত হইলেই তাহাদিগের সাহায্য করিবেন; হুতাশন খাণ্ডবারণ্যে অর্জ্জুনকৃত উপকার স্মরণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর কুরুপাণ্ডযুদ্ধে তাঁহার সহকারী হইবেন সন্দেহ নাই। বোধহয়, এইসকল দেবতা পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাদির ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অধিকতর ক্রোধাবিষ্টও হইবেন। পাণ্ডবগণ একে বীর্য্যবান ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, তাহাতে আবার দেবগণ তাহাদিগের সাহায্য করিলে কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁহার দিব্যগাণ্ডীবধনু অতিভয়ঙ্কর, বরুণদত্ত তূণীরদ্বয় সততই অক্ষয় ও পরিপূর্ণ, যাঁহার দিব্যরথের গতি ধূমের ন্যায় নির্লিপ্ত [অবাধ-সর্ব্বত্র গমনশীল], যাঁহার দিব্যধ্বজ বানরে অঙ্কিত, যিনি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়, যাঁহার সিংহনাদ জলদগর্জ্জনের ন্যায়-বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শত্রুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করে, সমুদয় লোক যাঁহাকে অলৌকিক বীর্য্যবান ও সমুদয় ভূপতি যাঁহাকে দেবগণেরও জেতা বলিয়া অবগত আছেন, যিনি একনিমেষের মধ্যে পঞ্চশত বাণ গ্রহণ, পরিত্যাগ ও অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মধ্যস্থ মানবগণ যাঁহাকে অলৌকিকপরাক্রমশালী, পার্থিবগণেরও অপরাজেয় ও কর্ত্তবীর্য্যের ন্যায় ভুজবীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি এই মহাযুদ্ধে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ধনঞ্জয়কে যেন সংহারে প্রবৃত্ত বোধ করিতেছি। হে পুত্র! আমি অহোরাত্র এইরূপ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া নিদ্রা ও সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। এই কলহে কুরুগণের বিনাশকালে উপস্থিত হইয়াছে, সন্ধি ব্যতিরেকে ইহার

অবসান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতেই সমুৎসুক হইতেছি। পাণ্ডবগণ কৌরব অপেক্ষা সমধিক বলবান; অতএব তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করা কোনক্রমেই আমার অভিপ্রেত নয়।"

৬০তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক নিজ জয়সম্ভাবনাবর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অতিকোপনস্বভাব দুর্য্যোধন পিতার বাক্য শ্রবণান্তর যৎপরোনাস্তি ক্রোধাপরবশ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে তাত! দেবতারা পাণ্ডবগণের সহায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে অজেয় বোধ করিয়া আপনার যে ভয় হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করুন। পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন ব্যাস, মহাতপাঃ নারদ ও জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম আমাদিগকে এই পৌরাণিক কথা কহিয়াছেন যে, দেবগণ কাম, দ্বেষ, লোভ ও দ্রোহ পরিত্যাগ এবং সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তাঁহারা মানুষ্যের ন্যায় কাম, ক্রোধ, লোভ বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া কোনো কার্য্য করেন না। যদি অগ্নি, বায়ু, ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার কামনার অনুগত হইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে দুঃখভোগ করিতে হইত না। ফলতঃ এইসকল দেবগণ সতত দৈববিষয়েই অনুরক্ত; অতএব আপনি চিন্তিত হইবেন না। যদি দেবগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া লোভ বা দ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দৈবশক্তি ও পরাক্রম প্রভৃতির হানি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"হে তাত! কেবল তাহারাই দেববলে যে বলীয়ান, এমন নয়, আমিও প্রতিনিয়ত হুতাশনকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকি; তিনি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সকল লোক ভস্মীভূত করিবার অভিলাষে প্রশান্ত হইয়া আছেন। দেবগণ যে প্রকার অনুপম তেজে তেজস্বী, তাঁহাদিগের প্রসাদে আমিও সেই প্রকার তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বিদীর্য্যমাণা বসুধা ও উন্নত গিরিশিখরসকল আহ্বান করিয়া দর্শকগণের সমক্ষে সংস্থাপিত করিতে পারি। চেতনাচেতন সমস্ত চরাচর বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত যে ভীষণ প্রস্তরবৃষ্টি ও যে সমীরণ ঘোরতর শব্দ করিয়া আবির্ভূত হয়, আমি প্রাণীগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া সকল লোকের সমক্ষে তাহা পুনঃ পুনঃ নিবারণ করি। আমি যে জলস্তম্ভ করি, রথী ও পদাতিগণ তাহার মধ্যে গমন করিয়া থাকে। আমি একাকী দেবাসুরপ্রভৃতি সকল জীবের প্রবর্ত্তক। আমি অক্ষৌহিণীসমভিব্যাহারে যেসকল দেশে গমন করিবার সঙ্কল্প করি, আমার অশ্বগণ আপনা হইতেই সেই সকল স্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমার রাজ্যের মধ্যে ভুজঙ্গপ্রভৃতি ভীষণ জন্তু সকল দৃষ্টিগোচর হয় না; হিংস্র জন্তুগণ অত্রত্য মন্ত্ররক্ষিত [সপবিষনাশক মন্ত্রে-সাপুড়ের মন্ত্রপ্রয়োগে] জীবগণের হিংসা করে না; ইন্দ্রদেব যথেষ্ট বারিবর্ষণ করেন; প্রজাগণ ধর্ম্মানুগত; ঈতি[অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল প্রভৃতি পতঙ্গ, মুষিক, পাখী, যুদ্ধার্থ স্বরাষ্ট্র সন্নিহিত স্থানে পররাষ্ট্রপতির উপস্থিতি—এই ছয়টি ঈতিভাব]ভয়ের লেশমাত্রও নাই, অতএব অশ্বিনীকুমারযুগল, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম সমস্ত সুরগণসমভিব্যাহারেও আমার বিপক্ষগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি তাঁহারা

উহাদিগকে বলপূৰ্ব্বক পরিত্রাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে ত্রয়োদশ বৎসর দুঃখভোগ করিতে হইত না। আমি সত্য কহিতেছি, কি দেব, কি গন্ধর্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস, কেহই আমার শত্রুগণকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি মিত্র বা অমিত্রের বিষয়ে যখন যাহা চিন্তা করি, তাহা শুভই হউক বা অশুভই হউক, কদাপি তাহাতে আমার অনিষ্টঘটনা হয় নাই। আমি যখন যাহা করিয়াছি, কখন তাহার অন্যথা হয় নাই, অতএব আমাকে সত্যবাদী বলিয়া অবধারণ করিবেন। সকল লোকই আমার এই সৰ্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যের সাক্ষী; আমি কেবল আপনাকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্তই এরূপ কহিতেছি, আত্মশ্লাঘা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি পূৰ্ব্বে কখন আত্মশ্লাঘা করি নাই; অসাধু লোকই আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকে।

"হে তাত! আপনি তৎকালে শ্রবণ করিবেন যে, আমি পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে এবং সাত্যকি ও বাসুদেবকে পরাজিত করিয়াছি। যেমন নদীসকল সাগরপ্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পাণ্ডবগণ আমার সহিত সমাগত হইলেই সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আমার বুদ্ধি, তেজ, বীৰ্য্য, বিদ্যা ও উপায় তাহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পিতামহ, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও শল যেসকল অস্ত্রকৌশল অবগত আছেন, আমিও তৎসমুদয় জ্ঞাত আছি।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুৰ্য্যোধনের কথিত সমস্ত বাক্য সঞ্জয়কে কহিয়া, যুদ্ধার্থী পাণ্ডবগণের সময়োচিত কাৰ্য্যজাত পরিজ্ঞাত হইয়া পুনৰ্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

৬১তম অধ্যায়
কৌরবগণের কর্ত্তব্যে কর্ণের উৎসাহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণ সভাসীন সমস্ত কৌরবগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া দুৰ্য্যোধনকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি পূৰ্ব্বে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা [নিজ জাতি গোপন] করিয়া পরশুরাম হইতে ব্রহ্মময় অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তখনই কহিলেন, "অন্তকালে এইসকল ব্রহ্ম-অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবে না।" মহর্ষি গুরুদেব আমার সেই মহাপরাধে এই শাপ প্রদান করিয়াছেন; সেই উগ্রতেজাঃ মহর্ষি সসাগরা ধরিত্রীকেও ভস্মসাৎ করিতে পারেন। অনন্তর আমি শুশ্রূষা [সেবা] ও পৌরুষদ্বারা তাঁহার মন প্রসাদিত করিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তকাল উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং সেই সকল অস্ত্র আমার স্মৃতিপথে সমুদিত আছে, অতএব আমিই অৰ্জ্জুনকে জয় করিবার ভার গ্রহণ করিলাম, আমি সেই মহর্ষির নিমেষমাত্রের প্রসাদে পাঞ্চাল, করূষ ও মৎস্যগণ এবং পুত্রপৌত্রের সহিত পাণ্ডবগণকে নিহত করিয়া শস্ত্রজিত লোকসকল হস্তগত করিব। পিতামহ, দ্রোম ও অন্যান্য নরেন্দ্রগণ আপনার সমীপে অবস্থান করুন, আমিই প্রধান প্রধান বলসমভিব্যাহারে সমরে গমনপূৰ্ব্বক পাণ্ডবগণকে নিহত করিব, এই ভার গ্রহণ করিলাম।"

ভীষ্মের প্রতিবাদ

কর্ণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কালহতবুদ্ধে [আসন্নকালে বিপর্য্যস্ত বুদ্ধি-মৃত্যুর সান্নিধ্যবশতঃ বিপরীত মতিযুক্ত] কর্ণ তুমি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তুমি কি জান না যে, প্রধান ব্যক্তিরা বিনষ্ট হইলে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকেও নিহত হইতে হইবে? ধনঞ্জয় বাসুদেবের সাহায্যে খাণ্ডবদহনসময়ে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তুমি বন্ধুগণের সহিত আত্মাকে সংযত কর। মহাত্মা মহেন্দ্র তোমাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা সমরসময়ে বাসুদেবের চক্রে প্রতিহত, বিশীর্ণ ও ভস্মীভূত অবলোকন করিবে। তোমার সে সর্পমুখ শার প্রদীপ্ত হইতেছে, তুমি মনোহরমাল্যদ্বারা সর্ব্বদা যাহার পূজা করিয়া থাক, সেই শর পাণ্ডুপুত্রের শরজালে প্রতিহত হইয়া তোমার সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। বাণ ও নরকাসুরের নিহন্তা বাসুদেব অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি সমরে তোমাদের ন্যায় প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে বিনাশ করিবেন।"

ক্রুদ্ধ কর্ণের সভাত্যাগ

কর্ণ কহিলেন, "হে পিতামহ ভীষ্ম! মহাত্মা বাসুদেবের কথা যে প্রকার কথিত হইল, তিনি তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে কিছু পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন। আমি এই শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম, আপনি আমাকে আর কদাপি যুদ্ধে বা সভামধ্যে দেখিতে পাইবেন না, আপনি মানবলীলা সংবরণ করিলে পর ভূমিপালগণ আমার প্রভাব অবলোকন করিবেন।"

মহাধনুর্দ্ধার কর্ণ এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন ভীষ্ম সহাস্যবদনে কৌরবগণের মধ্যে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে রাজন! সত্যপ্রতিজ্ঞ কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ভীষ্ম নিধনপ্রাপ্ত না হইলে তিনি শস্ত্রগ্রহণ করিবেন না; অতএব তিনি যুদ্ধ করিবেন না বলিয়াই কি ভীমসেন তোমাদিগের সমক্ষে ব্যূহরচনা করিয়া শিরশেছদনপূর্ব্বক লোকক্ষয় করিবেন? আমি অবন্তিরাজ কলিঙ্গেশ্বর, চেদিপতি জয়দ্রথ ও বাহ্লিকের সমক্ষে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র অযুত যোদ্ধাকে সংহার করিব। পুরুষাধ্যম কর্ণ যখন আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভগবান পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখনই উহার ধর্ম্ম ও তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে।"

পিতামহ ভীষ্ম এই কথা কহিলে এবং সূতপুত্র কর্ণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন।

৬২তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক ভীষ্মপ্রভৃতির উপেক্ষা

"হে পিতামহ! পাণ্ডবগণ ও মনুষ্য, আমরাও মনুষ্য; অতএব আপনি কি নিমিত্ত কেবল তাহাদিগেরই জয়লাভ আশঙ্কা করিতেছেন? আমরা ও তাহারা উভয় পক্ষই বীর্য্য, পরাক্রম, শম, বসয়, প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান, শূরগণের সম্পত্তি, অস্ত্র, শস্ত্র, শীঘ্রতা কৌশল ও জাতি-

সকল বিষয়েই সমান; তবে আপনি কি প্রকারে অবগত হইলেন যে, পাণ্ডবগণই বিজয় লাভ করিবে? হে পিতামহ! কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি বাহ্লিক, কি অন্যান্য নরপতিগণ, আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও উপর নির্ভর করিতেছি না; কেবল নিজ পরাক্রমে কার্য্যারম্ভ করিব। আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিনজনেই নিশিত শরসমূহে পঞ্চপাণ্ডবকে সংহার করিয়া পরিশেষে বহুদক্ষিণ বহুবিধ মহাযজ্ঞ, গো, অশ্ব ও ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিব। যেমন মৃগশাবকগণ তন্তুদ্বারা অনায়াসে আকৃষ্ট হয়, যেমন স্রোতদ্বারা কর্ণধারবিহীন নৌকা আবর্তে নিপতিত হয়, সেইরূপ পাণ্ডবগণ যখন আমার সৈন্যসমূহকর্ত্তৃক বাহুদ্বারা আক্রান্ত হইবে, তখন তাহারা ও বাসুদেব রথনাগসমাকুল শত্রুগণকে নয়নগোচর করিয়া গর্ব্ব পরিত্যাগ করবে।”

বিদুরের ক্ষমাধর্ম-ব্যাখ্যা

বিদূর কহিলেন, “হে রাজেন্দ্র! সিদ্ধান্তবিৎ বৃদ্ধগণ ইহলোকে ব্রাহ্মণগণের দমগুণকেই সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দমসম্পন্ন ব্যক্তিরই দান, ক্ষমা ও সিদ্ধি প্রকৃতরূপ উৎপন্ন হয়। সেই দমগুণ দান, তপ, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুসরণ করিয়া থাকে। দিম অতি পবিত্র গুণ, উহাদ্বারা তেজ বর্দ্ধিত হয়। তেজ বর্দ্ধিত হইলে পাপসকল বিনষ্ট হয়। পাপ বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। লোকে রাক্ষস হইতে যেরূপ ভীত হয়, আদান্ত ব্যক্তিদিগকে সেইরূপ ভয় করিয়া থাকে। বিধাতা উহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন। দমব্রত প্রতিপালন করা চতুর্ব্বিধ আশ্রমী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! এক্ষণে দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের লক্ষণ শ্রবণ করুন। ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়জয়, ধৈর্য্য, মৃদুতা, লজ্জা, স্থৈর্য্য, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধা-এইসকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই দান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। দান্ত ব্যক্তি কাম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, আত্মশ্লাঘা, অভিমান, ঈর্ষা ও শোকের সেবা করেন না। যিনি কুটিলতা ও শঠতা-পরিবর্জিত, শুদ্ধ, আলোলুপ ও কামনাপরাঙ্মুখ, তিনি সমুদ্রের ন্যায় দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন। যিনি সদাচার, সুশীল, প্রসন্নস্বভাব, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও পণ্ডিত, তিনি ইহলোকে সম্মানভাজন হইয়া পরলোকে সদগতি লাভ করেন। যিনি অন্য লোক হইতে ভীত হন এবং অন্য লোকও যাহার নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না, তিনি পরিণতবুদ্ধি ও প্রধানমনুষ্য বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সকল প্রাণীর হিতকারী ও মিত্র; তাঁহা হইতে কাহারও উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই; তিনি প্রজ্ঞাদ্বারা তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও শান্ত হইয়া থাকেন। দম-ও শমপরায়ণ পুরুষগণ সাধুদিগের আচারব্যবহারের অনুগামী হইয়া আনন্দিত হন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদয় কর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হয়েন। যেমন আকাশে শকুনিগণের সঞ্চারণমার্গ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ প্রজ্ঞানতৃপ্ত ঋষিগণের পথও উপলব্ধি করা যায় না; যিনি গৃহপরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপথ অবলম্বন করেন, তাহার নিমিত্ত স্বর্গে তেজোময় লোকসকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।”

৬৩তম অধ্যায়

জ্ঞাতিবিরোধে দোষদর্শন

বিদুর কহিলেন, “হে নরনাথ! আমি প্রাচীন লোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, কোন ব্যাধ পক্ষী ধরিবার নিমিত্ত ভূমির উপরে পাশ যোজনা করিয়াছিল; দুটি সহচর পক্ষী তাহাতে বদ্ধ হইবামাত্র তাহা গ্রহণ করিয়া আকাশে পলায়ন করিল; তদ্দর্শনে সেই শাকুনিক সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই পক্ষিদ্বয়ের অনুসরণক্রমে ধাবমান হইতেছে, এমন সময় আশ্রমাসীন কৃতাহ্নিক কোন তপস্বীর নেত্রপথে নিপতিত হইল। মহর্ষি ব্যাধকে দ্রুতবেগে আকাশগামী বিহগদ্বয়ের অনুসরণ করিতে দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে শাকুনিক! পক্ষীরা আকাশপথ অবলম্বন করিয়া পলায়ন করিতেছে, আর তুমি ভূমিপথ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের অনুধাবন করিতেছি, ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি।”

“শকুনিক কহিল, “হে তপোধন! এই পক্ষী দুটি এক্ষণে ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমার একমাত্র পাশ অপহরণ করিয়া গমন করিতেছে বটে, কিন্তু যখন উহারা পরস্পর বিবাদ করিবে, তখনই আমার বশবর্ত্তী হইবে।”

“অনন্তর সেই দুর্বুদ্ধি শকুন্তদ্বয় পরস্পর বিবাদ করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইবামাত্র শাকুনিক অজ্ঞাতসারে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল।

“এইরূপ যেসকল জ্ঞাতি অর্থের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে ঐ বিবদমান শকুন্তযুগলের ন্যায় অমিত্রগণের বশীভুত হইতে হয়। ভোজন, কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ ও সহবাস জ্ঞাতিগণের কর্ত্তব্য ; পরস্পর বিরোধ করা কদাচ বিধেয় নহে। যেসকল মনস্বী সমুচিত সময়ে বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সিংহসংরক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অন্যের অনভিভাবনীয় [অবশীভূত] হয়েন। যিনি নিরন্তর অর্থপ্রাপ্ত হইয়াও দীনের ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনি আপনার শ্রী শত্রুগণকে প্রদান করেন। জ্ঞাতিগণ উল্মুকের [জ্বলন্ত কাষ্ঠ] ন্যায়; যখন তাঁহারা পৃথক পৃথক অবস্থান করেন, তখন কেবল প্রধূমিত হয়েন এবং একত্র মিলিত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন।

অপরিণামদর্শী কিরাতরাজের উপাখ্যান

“মহারাজ! আমি গন্ধমাদনপর্ব্বতে যাহা অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয়, করুন। একদা আমরা কতকগুলি কিরাত ও দেবকল্প মন্ত্রযন্ত্রাদি এবং ঔষধ-প্রসাধনাদি [বেশবিন্যাসের উপকরণ] বৃত্তান্তের অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণসমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে লতাপরিবৃত দীপ্যমান-পর্ব্বতের ঔষধিসমূহে মণ্ডিত সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিতে করিতে তত্রত্য কোন বিশেষ প্রদেশে কুম্ভপরিমিত সুবর্ণমাক্ষিকনামে ধাতুবিশেষ অবলোকন করিলাম। আমাদের সমভিব্যাহারে সেই সকল ব্রাহ্মণ কহিলেন, “ঐ ধাতু রাজরাজ কুবেরের অত্যন্ত প্রীতিকর; আশীবিষগণ উহা রক্ষা করিয়া থাকে। উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য অমরত্ব, অন্ধ নয়ন ও বৃদ্ধ যৌবন লাভ করে।” কিরাতগণ সেই ধাতু সন্দর্শনে সাতিশয় লোলুপ হইয়া গমন করিবামাত্র সেই সসর্প গিরিগহ্বরে নিপতিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হইল। সেইরূপ আপনার পুত্র একাকী এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে যে পতন হইবে, তাহা মোহবশতঃ বিবেচনা করিতেছেন না। দুর্য্যোধন সব্যসাচীর সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক

হইয়াছে; কিন্তু ইহার তাদৃশ তেজ বা বিক্রম আছে বলিয়া বোধ হয় না। অর্জ্জুন যে একাকী রথারোহণপূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ যে বিরাটনগরের যুদ্ধে ভীত হইয়া ভঙ্গ দিয়াছিলেন। আপনি কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি কেবল সময়প্রতীক্ষায় আপনার বীক্ষণ সহ্য করিতেছেন। দ্রুপদ, মৎস্যরাজ ও ধনঞ্জয় বাতেরিত অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। অতএব আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে ক্রোড়ে করুন; যে পক্ষ পরাজিত হয় কেবল সেই পক্ষেরই যে অনিষ্ট ঘটে, এমন নয়; জয়শীল ব্যক্তিদিগকে অনেক অপকার ভোগ করিতে হয়।”

৬৪তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক সন্ধির অনুরোধ

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পুত্র! আমার বাক্যে অভিনিবেশ কর; অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথকে কুপথ মনে করিও না। তুমি চরাচর ধর পঞ্চমহাভূত [পঞ্চভূতমৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ; এতৎসদৃশ ধরাধারণক্ষম পঞ্চপাণ্ডব] সদৃশ পঞ্চপাণ্ডবেরা তেজ সংহার করিতে সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত তোমাকে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। বৎস! ভীমসেনের তুল্যবল ধীর নয়নগোচর হয় না। বৃক্ষ যেমন প্রবলোত্থিত পবনের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, তুমিও সেইরূপ সমরে শমনস্বরূপ ভীমসেনের উপর তর্জ্জন করিতেছ। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি শিখরি [পর্ব্বত] শ্রেষ্ঠ সুমেরুসদৃশ সমস্ত শস্ত্রধরের অগ্রগণ্য গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? যেমন ইন্দ্র বজ্রনিক্ষেপ করেন, সেইরূপ পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুমধ্যে শরজাল বিস্তার করিয়া কোন ব্যক্তিকে সংহার করিতে না পারে? পাণ্ডবহিতৈষী, অন্ধকারবৃষ্ণিগণের প্রিয়তম অতি দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকিই তোমার সেনাগণকে সংহার করিবে। ত্রিভুবনে যাহার তুলনা নাই, কোন বুদ্ধিমান সেই বাসুদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তিনি একদিকে স্ত্রী, জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মা ও পৃথিবী আর অন্যদিকে একমাত্র ধনঞ্জয় অবস্থান করিলে সমান বিবেচনা করেন। পাণ্ডবগণ যে স্থানে অবস্থান করেন, দুর্দ্ধর্ষ বাসুদেবও সেই স্থানে বর্ত্তমান থাকেন, অতএব কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, পৃথিবীও তাঁহাদিগের বল সহ্য করিতে সমর্থ হন না।

"বৎস! সাধ অর্থবাদী সুহৃদগণের বাক্যানুসারে অবস্থান কর, বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বাক্য গ্রহণ কর। আমি কুরুগণের অর্থদশী [প্রয়োজনকামী], আমার বাক্য শ্রবণ কর এবং আমার ন্যায় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লিকেরও সম্মান রক্ষা কর; ইহারা সকলেই ধর্মজ্ঞ ও সকলেই স্নেহবান। বিরাটনগরে তোমার সম্মুখে তোমার ভ্রাতা ও সেনাগণ ভীত হইয়া গোসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে পলায়ন করিয়াছিল, আর অন্য যেসকল অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি, এক ব্যক্তি যে বহু ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়, উহাই তাহার দৃষ্টান্ত। দেখ, ধনঞ্জয় একাকী সেই কার্য্য করিয়াছিল; সকল ভ্রাতা একত্র হইলে কি না করিতে পারে? অতএব পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত সৌভ্রাত্র সংস্থাপন কর।"

৬৫তম অধ্যায়
পাণ্ডববলপরিজ্ঞানার্থ ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাপ্রজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বাসুদেব বলিলে পর অর্জ্জুন যাহা কহিয়াছিলেন তাহার অবশিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কৌতুহল জন্মিয়াছে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষেই আমাকে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বাহ্লিক, বিকর্ণ, চিত্রসেন, জয়ৎসেন; অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, দুর্মুখ, সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জলসন্ধ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এবং কৌরবেরা অন্য যে সকল মুমূর্ষ রাজ্যকে প্রদীপ্ত পাণ্ডবাগ্নিতে হোম করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেন, আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগের সকলকে ন্যায়ানুগত কুশলজিজ্ঞাসা ও অভিবাদন করিয়া ভূপতিগণের সমক্ষে পাপকর্ম্মা, কোপনস্বভাব, দুর্ম্মতি, লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধনকে এবং তাঁহার অমাত্যদিগকে এই সমস্ত কথা কহিবে।"

"তিনি এই কথা কহিয়া নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ করিয়া বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি মহাত্মা মধুসূদনের নিকট যে প্রকার শ্রবণ করিলে এবং আমি তোমাকে যে প্রকার কহিলাম, তুমি সমস্ত ভূপালগণ একত্র সমাগত হইলে অবিকল ঐ সকল কহিবে; আর এই মহাযুদ্ধে রথারূপ সমীরণে সন্ধুক্ষিত [উদ্দীপ্ত] শরহুতাশনে শরাসনারূপ সুবদ্বারা যেন হোমক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, তোমরা তন্নিমিত্ত যত্নশীল হও অথবা শত্রুনিপাতন যুধিষ্ঠিরের অভিলষিত অংশ প্রদান কর। যদি ইহাতে সম্মত না হও, তাহা হইলে নিশিতশর প্রহারে তোমাদিগকে অশ্বপদাতিকুঞ্জার-সমভিব্যাহারে অতি ভীষণ প্রেতরাজভবনেই [যমালয়ে] প্রেরণ করিব।"

"অনন্তর আমি আপনাদিগকে সেইসকল বাক্য অবগত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আমন্ত্রণ ও বাসুদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকটে আগমন করিয়াছি।"

৬৬তম অধ্যায়
স্ব-পর-বিলাবিলনির্ণয়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন সঞ্জয়ের বাক্য অভিনন্দন না করিলে এবং অন্যান্য লোকও মৌনী হইয়া রহিলে তত্রস্ত সমস্ত ভূপতিগণ সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন পুত্রপরবশ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের জয়শঙ্কা করিয়া সেই নির্জ্জন স্থানে শত্রুগণ, অন্যান্য লোক ও আপনাদের চেষ্টাসকল সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "হে সঞ্জয়! আমাদিগের সেনামধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও কে অপকৃষ্ট বল এবং তুমি পাণ্ডবগণের বিষয়ও বিশিষ্টরূপ অবগত আছ, অতএব তাহাদিগের মধ্যেই বা কোন ব্যক্তি জ্যায়ান [*শ্রেষ্ঠ—অপকৃষ্ট] ও কোন ব্যক্তি কনীয়ান [*] তাহাও কীর্ত্তন কর। তুমি উভয় পক্ষেরই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদশী, ধর্ম্মার্থকুশল, নিশ্চয়জ্ঞ; এই নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি বল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে?" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি কদাপি নির্জ্জন স্থানে আপনাকে কহিব না; কেন না, তাহাতে আপনার মনে অসূয়ার উদয় হইতে পারে; অতএব মহাব্রত ব্যাসদেব ও দেবী গান্ধারীকে আনয়ন করুন। তাঁহারা উভয়েই ধর্মজ্ঞ, নিপুণ ও নিশ্চয়জ্ঞ; তাঁহারা আপনার অসূয়া খণ্ডন

করিতে পরিবেন। আমি তাঁহাদের সন্নিধানে আপনাকে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের সমস্ত মত নিবেদন করিব।”

বিদুর এই কথা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে গান্ধারী ও ব্যাসদেবকে আনয়ন করিলেন। ব্যাসদেব গান্ধারীর সহিত সভাপ্রবেশপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত এবং তাঁহার ও সঞ্জয়ের মত অবগত হইয়া কহিলেন, “হে সঞ্জয়! তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের সমস্ত বিষয় অবগত আছ; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তদ্বিষয়ে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহা কীর্ত্তন কর।”

৬৭তম অধ্যায়
সঞ্জয়কর্ত্তৃক পাণ্ডববলবিনির্ণয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! পরমপূজিত ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন ও বাসুদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন; ইঁহাদিগের প্রসাদেই ব্রহ্মত্বলাভ হইয়া থাকে; মহানুভব বাসুদেবের চক্রের অভ্যন্তরভাগ এক ব্যাম [পার্শ্বদেশে প্রসারিত বাহুদ্বয় পরিমাণ] বিস্তৃত, কিন্তু মায়াপ্রভাবে উহা যথাভিলাষই [আবশ্যকমত] পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ চক্র কৌরবগণের সংহারক, কিন্তু পাণ্ডবগণের প্রিয়তম; উহা সকলের সারাসার জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তেজঃপুঞ্জে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। মহাবল বাসুদেব অবলীলাক্রমে ঘোররূপ নরক, শম্বর, কংস ও চৈদ্যাসুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠরূপ সামর্থ্যবান পুরুষোত্তম কেশব সঙ্কল্পমাত্রেই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ আত্মবশে আনয়ন করিতে পারেন।

“মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের সারাসার অবগত হইবার নিমিত্ত যাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। জগতে যেসকল সারবান পুরুষ আছে, জনার্দন তাহাদিগের সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এমন কি, একদিকে সমস্ত জগৎ আর অন্যদিকে একাকী জনার্দন অবস্থান করিলে সমান বোধ হয়। বাসুদেব ইচ্ছামাত্রে এইসমস্ত জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু সমস্ত জগৎ একত্র মিলিত হইলেও তাঁহাকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয় না। যে স্থানে সত্য, ধর্ম্ম, হ্রী [লজ্জা] ও সরলতা থাকে, ভগবান গোবিন্দ সেই স্থানেই অবস্থান করেন এবং যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই জয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভূতাত্মা জনার্দন অবলীলাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ সঞ্চালিত করিতে পারেন। তিনি পাণ্ডবগণকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত লোক সম্মোহনপূর্ব্বক আপনার অধার্মিক মুখ পুত্রগণকে দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছেন। ভগবান কেশব আত্মযোগপ্রভাবে নিরন্তর কালচক্র, জগৎচক্র, ও যুগ[সত্যাদি]চক্র পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। আমি সত্য কহিতেছি, ভগবান জনার্দন একাকী কাল, মৃত্যু, জঙ্গম ও স্থাবরসমূহের অধীশ্বর। যেমন কৃষীবল [কৃষক] ধান্যাদি পরিবর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং ছেদন করে, সেইরূপ মহাযোগী হরি সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্যগণকে সংহার করেন। তিনি মহামায়াপ্রভাবে লোকসকলকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহাদিগকে কদাচ মুগ্ধ হইতে হয় না।”

৬৮তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি গান্ধারীর দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি সর্ব্বলোকাধিপতি মাধবকে কিরূপে অবগত হইলে, আমিই বা কি নিমিত্ত তাঁহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না? তুমি এক্ষণে ইহা কীর্ত্তন কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি বিদ্যাশূন্য বিষয়ান্ধকারে অন্ধপ্রায় হইয়া আছেন; এই নিমিত্ত কেশবকে অবগত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। আমি বিদ্যাসম্পন্ন; সেই বিদ্যাপ্রভাবে যুগত্রয়ের অধিষ্ঠান, বিশ্বের কর্ত্তা, স্বতঃসিদ্ধ প্রাণীগণের উৎপত্তি ও লয়স্থান, ভগবান জনার্দনকে বিদিত হইতেছি।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি যে ভক্তিপ্রভাবে ভগবান কেশবকে অবগত হইতেছ, তাহা কিরূপ?" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক। আমি মায়ার সেবা ও বৃথা ধর্মের অনুষ্ঠান করি নাই; কেবল ভক্তিবলে বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রে তাঁহাকে বিদিত হইতেছি।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "বৎস! সঞ্জয় আমাদের হিতকারী; অতএব তুমি কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "তাত! যদি কেশব অর্জ্জুনের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিয়া সমস্ত লোক সংহারার্থ সমুদ্যত হয়েন, তথাপি আমি এখন তাহার শরণাপন্ন হইব না।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন ঈর্ষাপরায়ণ, অভিমানী ও উপদেশগ্রহণ-পরাঙ্মুখ; অতএব উহাকে নরকে গমন করিতে হইবে।" গান্ধারী কহিলেন, "রে দুরাশয়! তুমি ঐশ্বর্য্য, জীবন ও পিতামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণের প্রীতিবর্দ্ধন এবং আমাকে শোকসাগরে বিসর্জ্জন করিয়া ভীমের হস্তে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতার বাক্য স্মরণ করিবে।"

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কৃষ্ণমাহাত্ম্যশ্রবণে সঞ্জয়ের উপদেশ

অনন্তর ব্যাসদেব কহিলেন, "মহারাজ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র, এক্ষণে আমি কৃষ্ণের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। তাহা হইলে তোমার মহদ্ভয় নিবারণ হইবে। সঞ্জয় তোমাকে শ্রেয়স্কর কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে; এ ব্যক্তি চিরন্তন হৃষীকেশকে সবিশেষ অবগত হইয়াছে। যেসকল ব্যক্তি ক্রোধ ও অমর্ষপরায়ণ; আপনার ধনে অসন্তুষ্ট ও কামপ্রভৃতি বিবিধ পাশে সংযত, তাহারা অন্ধকর্ত্তৃক নীয়নান অন্ধের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মবলে নীত হইয়া বারংবার যমের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই জ্ঞানমার্গ ব্রহ্মলোকের হেতুভূত; মনীষিগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মহৎলোক কদাচ তাহাতে সংযুক্ত হয়েন না।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক হষীকেশকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হই, সেই নির্ভর পথ কি প্রকার? তুমি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "নরনাথ! অর্জিতাত্মা ব্যক্তি সেই নিত্যসিদ্ধ জনার্দনকে কদাচ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করিয়া কেবল ক্রিয়াকলাপদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। অতি প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, অপ্রমাদ ও অহিংসা, এই কয়েকটি জ্ঞানের কারণ; অতএব আপনি আলস্যশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নবান হউন। আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ প্রচ্যুত না হয়। আপনি বুদ্ধিবৃত্তি বশীভুত করুন। ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়নিগ্রকেই

জ্ঞানশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মনীষিগণ এই জ্ঞানরূপ পথই অবলম্বন করেন। হে মহারাজা! ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচ কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র ও যোগবলে প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।”

৬৯তম অধ্যায়

কৃষ্ণপ্রসাদলাভার্থী ধৃতরাষ্ট্রের কৃষ্ণমাহাত্ম্যশ্রবণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! তুমি পুনরায় আমার নিকট কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন কর, তাঁহার নাম ও কর্ম্মের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইব।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয়, তথাপি আমি তাঁহার মহিমার বিষয় যাহা অবগত আছি, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি সর্ব্বভূতের বাসস্থান ও দেবযোনিসম্ভব বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব[স্থূলার্থ-বাসুদেবের পুত্র]; তিনি বৃহৎ [ব্যাপক] বলিয়া বিষ্ণুনামে বিখ্যাত হইয়াছেন; মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি তিনি মৌন, ধ্যান ও যোগদ্বারা আত্মার উপাধিভুত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম মাধব [মা (লক্ষ্মী), তাহার ধব (পতি)] এবং সর্ব্বতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ ও মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদন-নামে প্রথিত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কৃষি শব্দের অর্থ সত্তা ও ন-শব্দের অর্থ আনন্দ; মহাত্মা মধুসূদন সৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া কৃষ্ণ [কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, তিনি ভক্তগণের মন আকর্ষণ করেন বলিয়া কৃষ্ণ]-নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পুণ্ডরীকশব্দের অর্থ পরমস্থান ও অক্ষশব্দের অর্থ অব্যয়, বাসুদেব পরম স্থানে বাস করেন ও তাহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাহার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ [স্থূলার্থ-কমলনয়ন] হইয়াছে। তিনি দাস্যুগণকে বিত্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দন-নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ সত্যশালী পুরুষ কদাপি সত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হন না বলিয়া তাঁহার নাম সাত্ত্বত। বৃষভ শব্দের অর্থ বেদ ও ঈক্ষণ শব্দের অর্থ জ্ঞাপক, বেদ তাঁহার জ্ঞাপক বলিয়া তাঁহার নাম বৃষভেক্ষণ। তিনি কাহারও গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহার নাম অজ। তিনি সাতিশয় দন্ত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহার নাম দামোদর [অথবা-দাম রজ্জু তদ্বারা উদরে বন্ধন প্রাপ্ত, অথবা-শিশুকালের চাঞ্চল্যে যশোদা তাঁহার উদর ও কোটির মধ্যস্থলে কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন, কৃষ্ণ বন্ধনরজ্জু খুলিয়া উদরসাৎ করিয়াছিলেন।]। তিনি অতিশয় হৃষ্ট, সুখী ও ঐশ্বর্য্যবান বলিয়া হৃর্ষীকেশ [অথবা- হৃষীকবিষয়েন্দ্রিয়-রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এই সকল বিষয়ের ইন্দ্রিয় যথাক্রমে চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ঈশ কর্ত্তা এই সকল যাহার অধীন—এই সকল ইন্দ্রিয়ের যিনি অধীন নহেন।] নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বাহুদ্বয়দ্বারা রোদসী [অন্তরীক্ষ] ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবাহু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ও অধঃপ্রদেশে তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাহার নাম অধোক্ষজ [অথবা অতীন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত]। তিনি নরগণের আশ্রয় বলিয়া তাহার নাম নারায়ণ [জলের একটি নাম নার, সেই নার অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার অনন্তশয্যায় সাগরশায়ী]। তিনি সর্ব্বভূতের পুরাণকর্ত্তা ও সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবসন্ন

হয় বলিয়া তাহার নাম পুরুষোত্তম [স্থূলার্থ-পুরুষশ্রেষ্ঠ]। তিনি সমুদয় কার্য্যকারণের মূলীভূত ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার নাম সর্ব্ব এবং তিনি সত্যে ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্ত তাহার নাম সত্য। তিনি চরণদ্বারা আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণু, জয়শীল বলিয়া জিষ্ণু, নিত্য বলিয়া অনন্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া গোবিন্দ [বৃন্দাবনের গোপালক; অথবা সংযত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা লভ্য]-নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষ অসত্যকে সত্য ও প্রজাগণকে মোহিত করেন। হে মহারাজ! আমি আপনার আদেশক্রমে সেই ধর্ম্মনিত্য ভগবান মধুসূদনের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। সেই মহাত্মা কুরুগণের প্রতি কৃপা করিয়া সন্ধিসংস্থাপনের নিমিত্ত আগমন করিবেন।”

৭০তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের কৃষ্ণশরণাগতি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যিনি বপুদ্ধারা দিগবিদিক প্রকাশিত করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন, যাহারা সেই বাসুদেবকে সমীপে অবলোকন করিতেছেন, আমি সেই সফলনয়ন ভাগ্যবান মানবগণকে ধন্যবাদ প্রদান করি। যিনি ভারতগণের অর্চনীয়, সৃঞ্জয়গণের কল্যাণকর, সম্পত্তিলিঙ্গুদিগের গ্রহণীয়, মুমুর্ষগণের অগ্রাহ্য এবং সর্ব্বতোভাবে অনিন্দনীয় ভারতী [বাক্য] উচ্চারণ করেন, যিনি অদ্বিতীয় বীর, যাদবগণের নেতা, আরাতিকুলের নিহন্তা, ক্ষোভয়িতা এবং যশোনাশী, কৌরবগণ দেখিবেন, সেই বরণীয় মহাত্মা বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ আমার সৈন্যগণকে মোহিত করিয়া সদয়ভাবে কথা কহিতেছেন।

“আমি সেই সনাতন ঋষি, আত্মজ্ঞ, বাক্যের সমুদ্র যতিগণের সুলভ, অরিষ্টনেমি, গরুড়, সুপর্ণ প্রজাগণের সংহর্ত্তা, সহস্রশীর্ষ পুরাণপুরুষ, অনাদি, অমধ্য [মধ্যহীন-আদি, মধ্য, অন্তহীন], অনন্ত, অনন্তকীর্ত্তি, আদিবীজের বিধাতা, অজ, নিত্য, পরাৎপর, ত্রৈলোক্যের নির্ম্মাতা এবং দেব, অসুর, নাগ, রাক্ষস ও নরাধিপতিগণের জনয়িতা [জনক-পিতা], বিদ্বত্তম, ইন্দ্রানুজ কেশবের শরণাপন্ন হই।”

যানসন্ধিপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

৭১তম অধ্যায়
ভগবদ্যানপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! সঞ্জয় প্রতিনিবৃত্ত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বযাদবশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, “হে মিত্রবৎসল! এক্ষণে তোমার মিত্রগণের সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এ সময় তোমা ভিন্ন তাহাদিগকে আপদ হইতে উদ্ধার করে, এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। হে মাধব! আমরা কেবল তোমার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়চিত্তে বৃথা গর্ব্বিত দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে অমাত্যসমভিব্যাহারে পরাজয়পূর্ব্বক আপনাদের রাজ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছি। হে অরতিনিপাতন! তুমি আপৎকাল

উপস্থিত হইলে বৃষ্ণিদিগকে যেমন রক্ষা করিয়া থাক, পাণ্ডবগণকেও সেইরূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য; অতএব আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে মহাবাহো! এই আমি উপস্থিত রহিয়াছি; বলুন, এক্ষণে কি করিতে হইবে, আপনি যাহা কহিবেন, আমি তদ্বিষয় সম্পাদনে সম্মত আছি।"

কৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়াছ। সঞ্জয় আমার নিকট যাহা কহিয়াছে, উহাই ধৃতরাষ্ট্রের মত। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আত্মার স্বরূপ হইয়া তাঁহার সমুদয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছি। রাজার বাক্য যথার্থরূপে কীর্ত্তন করা দূতের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দূত তাহার অন্যথাচরণ করে, সে বধ্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভাবশতঃ আমাদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান না করিয়াই আমাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে বাসনা করিতেছেন। আমরা কেবল ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারেই দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছি; মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চতুর্দশ বর্ষে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করি নাই; ব্রাহ্মণগণ ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি এক্ষণে দুষ্ট পুত্রের একান্ত বশীভুত হইয়া স্বধর্মচিন্তায় বিরত ও তাঁহারই শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তিনি কেবল দুর্য্যোধনের মতানুসারে আমাদের সহিত মিথ্যাচরণ করিতেছেন। হে জনার্দন! আমি স্বীয় মাতা ও বান্ধবগণের দুঃখ নিবারণ করিতে পারিতেছি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে মধুসূদন! আমি কাশী, চেদি, পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশীয় ভূপতিগণ এবং তোমার দ্বারা তাহাঁর নিকট অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকান্দী, বারণাবত ও অন্য কোন গ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম অথবা পাঁচটি নগর যাজ্ঞা করিয়াছিলাম। আমার মানস ছিল যে, আমরা পঞ্চভ্রাতা একত্র হইয়া কৌরবগণের সহিত বিবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ সমুদয় স্থানে আধিপত্য করি; কিন্তু দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্র আপনার আধিপত্য বিবেচনা করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক আর কি আছে?

"মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সৎকুলে সম্ভূত, এক্ষণে বৃদ্ধও হইয়াছেন; কিন্তু পরাধনাপহরণে তাঁহার লোভ জন্মিয়াছে। হে ভগবান! লোভ প্রজ্ঞা বিনষ্ট করে; প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইলো লজ্জানাশ হয়; লজানাশ হইলে ধর্ম্মনিষ্ট হয়; ধর্ম্মনিষ্ট হইলে শ্রীর হানি হয়; শ্রী হত হইলেই পুরুষের নাশ হয়। ধনাভাবই পুরুষের মৃত্যুস্বরূপ; যেমন পক্ষিগণ ফলপুষ্পবিহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও দ্বিজগণ অধম ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হে মহাত্মন! যেমন মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হয় এবং লোকে যেমন পতিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিগণ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহা আমার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ। সম্বর কহিয়াছেন যে, প্রাতির্ভোজন-সম্পাদনের ধন না থাকা অপেক্ষা ক্লেশকর অবস্থা আর কিছুই নাই।

দরিদ্রের দুর্দশা-প্রদর্শন

"ধনই পরম ধর্ম্ম, ধনদ্বারা সকল কার্য্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ধন্যবান ব্যক্তিরাই জীবিত; নির্দ্ধন ব্যক্তির জীবন মরণের তুল্য। যাহারা স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে অন্য ব্যক্তিকে ধনভ্রষ্ট করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং সেই ব্যক্তিকে এককালে বিনষ্ট করে। নির্দ্ধনতানিবন্ধন অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; অনেক নাগরিক পুরুষ গ্রামে ও অনেক গ্রামবাসী ব্যক্তি অরণ্যে বাস করিতেছে; কেহ বা প্রাণবিনাশের অভিলাষে দেশান্তরে গমন করিয়াছে; কত শত লোক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে; কেহ কেহ। অরাতিকুলের বশীভূত হইতেছে এবং অনেকে পরের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে। ধর্ম্মকামের হেতুভূত সম্পত্তিবিনাশ আপদ। পুরুষের পক্ষে মরণ অপেক্ষাও গুরুতর; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ মৃত্যু কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

"হে মধুসূদন! যে ব্যক্তি অগ্রে প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া পশ্চাৎ সম্পত্তিবিহীন হয়, তাহার পক্ষে নির্দ্ধনতা যাদৃশ ক্লেশকর আজন্ম ধনহীন ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ কষ্টজনক হয় না। ধন্যবান ব্যক্তি আপনার দোষেই ব্যসনাপন্ন হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ও আত্মার নিন্দা করিয়া থাকে। ব্যসন শাস্ত্রপ্রভাবে বিনষ্ট হইবার নহে; ব্যসনী ব্যক্তি সতত ভৃত্যদিগের উপর ক্রোধ ও সুহৃজ্জনের প্রতি অসূয়া করে; সতত ক্রোধপরায়ণতাপ্রযুক্ত মুগ্ধ ও মোহবশতঃ পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। অনবরত পাপ করাতে পাপসঙ্কর [নানাপ্রকার মিশ্র পাপ] সমুপস্থিত হইয়া উঠে; উহা নরকের নিদান ও পাপের পরাকাষ্ঠা। মনুষ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহানরকে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রতিবুদ্ধ হইলে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইয়া তাহাকে পাপপঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ করে। প্রজ্ঞাচক্ষুদ্বারা শাস্ত্রে দৃষ্টি হইলে মানবগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, ধর্মের প্রধান অঙ্গ লজা। লজ্জাশীল ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। যে পুরুষ শ্রীমান, সেই যথার্থ পুরুষ।

'ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রশান্তাত্মা, কার্য্যকুশল ব্যক্তি কদাপি অধর্মচিন্তা বা অধর্ম্মাচরণ করে না। নির্লজ্জ অথবা মূঢ় ব্যক্তি স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যেই পরিগণিত নহে; শূদ্রের ন্যায় তাহার বেদে অধিকার নাই; হ্রীমানই [লজ্জাশীল-অধর্মবিমুখ] ব্যক্তি দেবগণ, পিতৃগণ ও আত্মার নিকট সতত প্রণত থাকেন এবং তান্নিবন্ধন মুক্তিলাভ করেন; মুক্তিলাভই পুণ্যের পরাকাষ্ঠা।

যুধিষ্ঠিরের অহিংস অর্থনীতিনিষ্ঠা

"হে মধুসূদন! তুমি ত' স্বচক্ষে আমার লজ্জাশীলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। আমি রাজ্যপরিভ্রষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনার্থ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছি। ন্যায়ানুসারে আমরা কখনই সম্পত্তির অনধিকারী নহি; অতএব রাজ্যলাভের নিমিত্ত যদি আমাদিগকে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। রাজ্যলাভবিষয়ে আমাদের প্রথম কল্প [পরিকল্পনা-নির্দ্ধারণ] এই যে, আমরা ও তাহারা সকলেই পরস্পর যুদ্ধচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে স্ব স্ব রাজ্যাংশ লাভ করি। আমরা কৌরবগণের সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিলে রৌদ্র [বীভৎস-ভীষণ] কর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। জ্ঞাতিবর্গের কথা দূরে থাকুক, যাহারা বান্ধব নহে, অথচ সতত অভদ্রতা ও শত্রুতা করে, তাহাদিগকেও বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। কুরুবংশীয়েরা আমাদিগের জ্ঞাতি ও সহায়;

তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমাদিগের গুরুলোক আছেন; অতএব যুদ্ধ করিয়া কৌরবদিগকে বধ করা নিতান্ত পাপকর। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পাপজনক; অতএব ধর্ম্মই হউক বা অধর্মই হউক, আমাদিগকে ক্ষাত্রধর্ম্মই অবলম্বন করিতে হইবে, অন্যবৃত্তি আমাদের পক্ষে একান্ত বিগর্হিত।

"শূদ্র শুশ্রূষা, বৈশ্য বাণিজ্য, ক্ষত্রিয় লোকবিনাশ ও ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করে, মৎস্য মৎস্যভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণধারণ করিয়া থাকে, কুকুর কুকুরকে বিনাশ করে। এইরূপ যাহার যে ধর্ম্ম, সে তদনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। কলি [কহল] নিয়তই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে; যুদ্ধে প্রাণনাশ হয়; যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে পাপজনক। বল ও নীতির তারতম্য অনুসারেই যুদ্ধে জয় ও পরাজয় হইয়া থাকে। জীবিত বা মরণ লোকের স্বেচ্ছানুসারে হয় না। কেহই অকালে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে না। একাকী অনেককে সংহার করে; কখন কখন অনেকে সমবেত হইয়াও একজনকে বধ করিয়া থাকে। অনেক সময়ে কাপুরুষ শূরকে ও অযশস্বী যশস্বীকে বিনাশ করে। এককালে উভয়েরই জয় বা পরাজয় কখনই হয় না। পরাজয়ভয়ে পলায়ন করিলে দীনতাপ্রকাশ হয় এবং সম্পত্তিনাশ ও মৃত্যু হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সমরে অন্যকে আঘাত করিলে প্রায়ই তৎকর্ত্তৃক আহত হইতে হয়। মৃত ব্যক্তির জয় ও পরাজয় উভয়ই সমান। আমার মতে পরাজয় মৃত্যু হইতে বিশেষ নহে।

"যুদ্ধে জয়লাভও পরাজয়ের তুল্য; কেন না, উহাতে অন্য কর্ত্তৃক অনেক দায়িত [প্রিয়] ব্যক্তির প্রাণসংহার হইয়া থাকে। এইরূপে বিজয়ী ব্যক্তির মান, জাতি, বল এবং পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশনিবন্ধন মহান নির্ব্বেদ সমুপস্থিত হয়। নিতান্ত ধীর, লজ্জাশীল, সজ্জন ও কারুণ্যরস সম্পন্ন ব্যক্তিরা যুদ্ধে নিহত হয়; কিন্তু নিকৃষ্ট লোকেরা প্রায়ই পরিত্রাণ পায়। সংগ্রামে অনাত্মীয় ব্যক্তিগণকে সংহার করিলেও অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শত্রুপক্ষীয় হতাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিজয়ী ব্যক্তির বল সংহার করিতে আরম্ভ করে এবং বৈরানির্য্যাতন করিবার মানসে একবারে তাহাকে সমূলে উন্মুলনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

"জিত ব্যক্তির মনে বৈরানিল চিরকাল প্রজ্বলিত থাকে। আর পরাজিত ব্যক্তি নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু জয় ও পরাজয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করিলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভূত হইয়া থাকে। জাতবৈর পুরুষ সর্পাধিষ্ঠিত [সর্পকর্ত্তৃক আধ্যুষিত-যেখানে সর্প বাস করে] গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তির ন্যায় অতিকষ্টে নিদ্রিত হয়। যে ব্যক্তি সকলকে উৎসাদিত করে, সে চিরকাল অযশ ও অকীর্ত্তিভাজন হয়। বহুকাল গত হইলেও বৈর উপশমিত হয় না; শত্রুকুলে এক ব্যক্তি জীবিত থাকিলেই পুরাতন বৈরের উল্লেখ হইতে থাকে। বৈর কদাচ বৈরিদ্বারা প্রশমিত হইবার নহে, প্রত্যুত ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় পুনঃ পুনঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। শত্রুগণকে বিনাশ না করিলে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এই বিবেচনা করিয়া যাহারা অরাতিকুলের ছিদ্রান্বেষণে যত্নবান হয়, তাহারা স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষকার হৃদয়ব্যথার প্রধান কারণ; অতএব পুরুষাভিমান পরিত্যাগ বা প্রাণত্যাগ ব্যতীত শান্তিলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। শত্রুগণকে সমূলে উন্মুলিত করিতে পারিলে শান্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু উহা নিতান্ত নৃশংসতার কার্য্য। রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভ

করা মৃত্যুর সদৃশ, কারণ, তাহা হইলে শত্রুগণ আমাদিগের ছিদ্র পাইয়া আমাদিগকে প্রহার বা উপেক্ষা করিবে, এই সংশয়ে এবং আত্মবিনাশসম্ভাবনায় নিরন্তর কালব্যাপন করিতে হয়। অতএব আমরা রাজ্য পরিত্যাগ বা কুলক্ষয়-এই উভয় কার্য্যেই পরাজুখি হইতেছি। এ স্থলে সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক আমাদের উভয় পক্ষেরই সমুচিত স্বস্ব অংশ প্রাপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করাই শ্রেয়ঃ।

"আমরা প্রথমে যুদ্ধচেষ্টা-পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যান্য উপায়দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে চেষ্টা করিব; যদি কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে না পারি, পরিশেষে অগত্যা আমাদিগকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; শান্তির চেষ্টা বিফল হইলে সুতরাং যুদ্ধ করিতে হয়। পণ্ডিতগণ যুদ্ধকারীদিগকে কুকুরগণের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুকুরগণ কোন আমিষের জন্য প্রথমে পরস্পর লাঙ্গুলচালন, চীৎকার, বিবর্ত্তন, দন্তপ্রদর্শন ও পুনরায় চীৎকার করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; পরিশেষে বলবান দুর্ব্বলকে পরাজয় করিয়া সেই আমিষ ভক্ষণ করে; মনুষ্যেরাও তদ্রূপ সংগ্রাম করিয়া স্বীয় অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিয়া থাকে। বলবান ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের প্রতি সতত অনাদরপ্রদর্শন ও তাহার সহিত বিরোধ করে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবানের নিকট সতত নত হয়।

"হে জনার্দন! পিতা, রাজা ও বৃদ্ধ সর্ব্বতোভাবে माननीয়; অতএব ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পরম পূজনীয় ও মান্য। কিন্তু তাঁহার পুত্রস্নেহ অতিশয় বলবান, তিনি পুত্রের বশীভূত হইয়া আমাদের প্রণিপাত অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্য প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবেন। তাহা হইলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? আর কিরূপেই বা আমাদের ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের রক্ষণ হইবে? হে মধুসূদন! এক্ষণে এই নিতান্ত দুরবগাহ বিষয়ে তোমা ব্যতীত আর তাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি? তুমি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও হিতৈষী, তুমি সর্ব্বকার্য্যজ্ঞ, আমাদের মধ্যে তোমার ন্যায় সমুদয় বিষয়ের নিশ্চয় তত্ত্ববেত্তা আর কে আছে?"

কৃষ্ণের দৌত্যগ্রহণসঙ্কল্প

মহাত্মা জনার্দন যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্মরাজ! আমি আপনাদের উভয় পক্ষের হিতার্থ কৌরবসভায় গমন করিব। যদি তথায় আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তিসংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে কৌরব, সৃঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পরিবেন; তন্নিবন্ধন আমারও মহাফলপ্রদ পুণ্যলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমার মতে কৌরবগণের নিকট তোমার গমন করা অকর্ত্তব্য; তুমি কুরুসভায় গমন করিয়া অতি হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিলেও দুর্য্যোধন তদনুসারে কার্য্য করিবে না। আর যে সমুদয় ভূপতিগণ তথায় আছেন, তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; অতএব তাঁহাদের নিকট তোমার গমন করা অভিপ্রেত নহে। হে মাধব! তোমার অনিষ্টঘটনাদ্বারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও সুখের কথা দূরে থাকুক, যদি দেবত্ব বা সমুদয় দেবগণের ঐশ্বর্য্যও লাভ হয়, তাহাতেও আমাদের সন্তোষ হয় না।

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্মরাজ! আমি দুর্য্যোধনের পাপভিনিবেশ-বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি; কিন্তু অগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাব করিলে লোকমধ্যে আমরা

অনিন্দনয়ি হইব, এই বিবেচনায় কুরুসভায় গমন করিতে বাসনা করিতেছি। যেমন ক্রোধান্বিত সিংহ অনায়াসে অন্যান্য পশুদিগকে সংহার করে, তদ্রূপ আমি ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদয় পার্থিবগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিনাশ করিতে পারি। যদি কৌরবগণ আমার উপর কোন অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমি এককালে তাহাদিগকে সংহার করিব। হে মহারাজ! কৌরবগণ-সমীপে আমার গমন করা কদাপি ব্যর্থ হইবে না, হয় তোমাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে সন্ধি স্থাপিত হইবে, না হয় লোকমধ্যে তোমরা অনিন্দনীয় হইবে।”

তদ্বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে কৌরবগণসমীপে গমন কর। যেন তোমাকে কৃতার্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় এখানে আগমন করিতে দেখি। হে মধুসূদন! তুমি কুরুকুলে গমন করিয়া এরূপ শান্তিস্থাপন করিবে যে, আমরা যেন সকলে প্রশান্তচিত্তে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর আমোদ-প্রমোদে কালব্যাপন করি। তুমি আমাদের ভ্রাতা, বিশেষতঃ অর্জ্জুনও তোমার প্রিয়সখা; পরম সৌহার্দপ্রযুক্ত তোমার প্রতি কখন আমাদের কোন আশঙ্কা হয় না; তোমার মঙ্গল হউক, মঙ্গলসম্পাদনের নিমিত্ত কৌরবসভায় গমন কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে ও আমাদের শত্রুদিগকে বিশেষরূপ অবগত আছ, অর্থতত্ত্বজ্ঞতা ও বাগ্মিতার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ অতএব যাহাতে আমাদিগের হিত হয়, দুর্য্যোধনকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিবে। হে কেশব! যে বাক্য ধর্ম্মনিপেত [ধর্মের অধিকারী-নীতিসম্মত] ও আমাদের হিতজনক, কৌরবসভায় তাহা কহিবে; ইহাতে সন্ধিসংস্থাপন হয় উত্তম, না হয় পরিশেষে যুদ্ধ করিব।”

৭২তম অধ্যায়

সন্ধির অসম্ভাবনায় ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ

বাসুদেব কহিলেন, “হে ধর্মরাজ! আমি সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার কথাও শুনিলাম এবং আপনার ও কৌরবগণের অভিপ্রায়ও সবিশেষ অবগত আছি। আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মানুগত ও কৌরবগণের বুদ্ধি বৈরাচরণে নিরত। বিনা যুদ্ধে যাহা লাভ হয়, আপনি তাহারই বহুমান [সমাদর-সমধিক লাভ বিবেচনা] করিয়া থাকেন।

“হে মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদয় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পরিবেন না; অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অতি লুব্ধ, তাহারা বহুকাল একত্র বাস করিতেছে; তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণ স্নেহ জন্মিয়াছে; বিশেষতঃ এক্ষণে তাহারা বহুতর সুহৃৎ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ স্বপক্ষে থাকাতে আপনার বলবত্তার [বীর্য্যের-ক্ষমতার] অভিমান করিয়া থাকে; সুতরাং তাহারা যে আপনাদের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিবে, এমন বোধ হয় না। আপনি মৃদুভাব অবলম্বন করিলে তাহারা আর

রাজ্য প্রদান করিবে না। আপনি কৃপা, দৈন্য, ধর্ম্ম অথবা অর্থই প্রদর্শন করুন, তাহারা কদাচ আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবে না।

"হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আপনি যখন কৌপীন পরিধান করিয়া বনে গমন করেন, তখন কৌরবগণ কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় নাই। তাহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, অন্যান্য কুরুপ্রধান ব্যক্তিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিক জনগণের সমক্ষে দূতক্রীড়ায় আপনাকে বঞ্চনা করিয়াও কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনার সহিত আত্মীয়তা করা তাহাদের অভিপ্রেত নহে। হে মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যেরূপ অসৎস্বভাবসম্পন্ন, তাহাতে তাহাদিগের সহিত প্রণয় করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে। আপনার কথা দূরে থাকুক, তাহারা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোকেরই বধ্য। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সভামধ্যে আপনার প্রতি বহুবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে প্রহৃষ্টচিত্তে আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিল যে, 'পাণ্ডবগণের ধনসম্পত্তি আর কিছুই নাই; উহারা কালক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া আমার নিকট পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে; তাহা হইলে উহাদের নাম ও গোত্র আর কিছুই থাকিবে না।"

"হে অজাতশত্রো! দ্যূতক্রীড়াসময়ে দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রুপদনন্দিনীকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করিয়া 'গরু গরু ["যেন সর্ব্বভোগ্য"-এই প্রকারের উপহাস]' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। তৎকালে আপনার ভ্রাতৃগণ কেবল ধর্ম্মপালন ও আপনার প্রতিষেধবাক্য রক্ষার নিমিত্তই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন আপনার বনবাসসময়ে উক্তপ্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া জাতিসমাজমধ্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল। তৎকালে ঐ সভাস্থ সমস্ত মহাত্মারা আপনাকে অপরাধ-শুন্য বিবেচনা করিয়া বাষ্পপূর্ণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণগণ দুঃশাসনের বাক্যে অভিনন্দন করিলেন না। সভাসদগণ সকলেই দুর্য্যোধনকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! নিন্দা অপেক্ষা সৎকলসম্ভূত ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপতিগণকর্ত্তৃক নিন্দিত ও জনসমাজে লজ্জিত হইয়া তৎকালেই নিহত প্রায় হইয়াছে। দুর্য্যোধনসদৃশ ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন জনগণকে ছিন্নমূল। তরুর ন্যায় বিনাশ করা অনায়াসসাধ্য।

"হে রাজন! অনার্য্য ব্যক্তি সর্পের ন্যায় সমুদয় লোকের বধ্য; অতএব আপনি নিঃসন্দেহচিত্তে দুর্য্যোধনকে সংহার করুন। আমার মতে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের নিকট পণিপাতপরতন্ত্র হওয়া আপনার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, যাহাদের দুর্য্যোধন সাধু কি অসাধু এই সন্দেহ আছে, আমি কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের সংশয়চ্ছেদ করিব। হে মহারাজ! আমি তথায় সমস্ত ভূপতিগণসমক্ষে আপনার পুরুষোচিত গুণ ও দুর্য্যোধনের দোষ কীর্ত্তন করিব। তত্রস্থ নানা জনপদেশ্বর ভূপতিগণ আমার সেই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী এবং দুর্য্যোধনকে লুব্ধ বলিয়া জানিতে পরিবেন। পুর ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ সমাগত হইলে আমি আবালবৃদ্ধ সকলের সমক্ষে দুর্য্যোধনের নিন্দা করিব। কৌরবগণের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিলে আমার কিছুই অধর্ম্ম হইবে না; প্রত্যুত সমুদয় ভূপতিগণ কৌরবদিগকে, বিশেষতঃ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিবে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সকল লোককর্ত্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইলে

মৃতপ্রায় হইবে; তখন তাহার পরাভাবের নিমিত্ত আপনাকে কোন প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে না; আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পরিবেন।

"হে ধর্মরাজ! আমি কুরুকূলে গমন করিয়া আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তিস্থাপন করিতে যত্ন করিব। কিন্তু নিশ্চয় বোধ হইতেছে কৌরবেরা তাহাতে সম্মত হইবে না; যুদ্ধপক্ষেই কৃতনিশ্চয় হইবে; তাহা হইলে আমিও আপনাদের জয়লাভার্থ পুনরায় এ স্থানে প্রত্যাগমন করিব। হে মহারাজ! যেরূপ দুর্নিমিত্ত অবলোকন করিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম হইলে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। সায়ংকালে মৃগ ও পক্ষিগণ হস্তী ও অশ্বগণের মধ্যে ঘোরতর নিনাদ করিতে থাকে; আমি ঘোরতর রূপ ও নানাবিধ বর্ণ ধারণ করি। বোধহয়, মনুষ্যলোকক্ষয়কারী যমরাজের সমাগম হইয়াছে; নচেৎ এরূপ হইত না। যাহা হউক, যোদ্ধৃগণ এক্ষণে হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের তত্ত্বাবধানে যত্ন করুক; শস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, রথ হস্তী ও অশ্বসমুদয় সুসজ্জিত করিয়া রাখুক। হে মহারাজ! সংগ্রামে যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, সত্বর তৎসমুদয় প্রস্তুত করিয়া রাখুন। দুর্য্যোধন যখন দ্যূতক্রীড়ায় আপনার সমৃদ্ধ রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, তখন জীবন থাকিতে কখনই আপনাকে উহা প্রদান করিবে না।"

৭৩তম অধ্যায়
ভীমের অভাবনীয় সান্ত্ববাদ

ভীমসেন কহিলেন, “হে মধুসূদন! তুমি কুরুসভায় গমন করিয়া যাহাতে আমাদের উভয় পক্ষের শান্তিলাভ হয়, এরূপ কথা কহিবে; যুদ্ধের কথা উত্থাপন করিয়া কদাচ কৌরবগণকে ভীত করিও না; দুর্য্যোধনের প্রতি কটূক্তি করিও না। সান্ত্ববাদদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিও, সে সাতিশয় ক্রুদ্ধস্বভাব, শেয়োদ্বেষী, পাপপরায়ণ, দস্যুতুল্যচেতাঃ, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত, অদীর্ঘদর্শী, নিষ্ঠুর, ক্রুরকর্ম্ম, পাপাত্মা ও শঠ। সে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে, তথাপি কাহারও নিকট নত হইবে না এবং আপনার মতও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না; বিশেষতঃ সে আমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে। ঐ দুরাত্মা সুহৃজনের মতের বিপরীত কার্য্য করে, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, মিথ্যা ব্যবহার সাতিশয় প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে ও সুহৃদ্বর্গের বাক্যে অবজ্ঞা-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের মনঃপীড়া উৎপাদন এবং ক্রোধবশতঃ দুষ্টস্বভাব অবলম্বন করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। অতএব তাহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন করা আমার মতে নিতান্ত দুষ্কর।

“হে মধুসূদন! দুর্য্যোধনের সৈন্যসংখ্যা, স্বভাব, বল ও পরাক্রমের বিষয় তোমার অবিদিত নাই। পূর্ব্বে সমুদয় কৌরবগণ ও আমরা জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ইন্দ্রতুল্য বোধ করিয়া পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণসমভিব্যাহারে আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে যেমন নিদাঘকালে হুতাশন বন্যসকল দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের ক্রোধানলে সমুদয় ভরতবংশ ধ্বংস হইবে।

“হে মহাত্মন! মহাতেজস্বী অসুরদিগের কলি, হৈহয়দিগের উদাবর্ত্ত, নীপদিগের জনমেজয়, তালজঙঘদিগের বহুল, ক্রমীদিগের উদ্ধতবসু, সুবীরদিগের অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রদিগের রুষর্দ্ধিত, বলীহাদিগের অর্কজ, চীনদিগের ধৌতমূলক, যা বিদেহদিগের হয়গ্রীব, মহৌজাদিগের বরয়ূ, সুন্দরবংশীয়দিগের বাহু, দীপ্তাক্ষদিগের পুরূরবা, চেদিমৎস্যদিগের সহজ, প্রবীরদিগের বৃষধ্বজ, চন্দ্রবংশদিগের ধারণ, মুকুটদিগের বিগাহন ও নন্দিবোগদিগের সম, এই অষ্টাদশ ভূপতিবংশের কলঙ্কস্বরূপ; ইহারা যুগান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমার বোধ হয়, পাপাত্মা কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনও সেইরূপ কুরুকুসংহারের নিমিত্ত যুগান্তে কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব তাহার সমীপে মৃদু, ধর্ম্মার্থযুক্ত ও তাহার স্বার্থের অবিরোধী বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য; কটু বাক্য কদাপি বক্তব্য নহে। যদি দুর্য্যোধনের নিকট আমাদের সকলকেই হীনভাবে কালযাপন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু ভরতবংশ বিনাশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বরং যাহাতে কৌরবগণের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকে, তুমি এরূপ কার্য্য করিও; কিন্তু যদ্দ্বারা কৌরবগণ কুলক্ষয় নিবন্ধন দারুণ দোষে দূষিত হয়, এরূপ চেষ্টা কখন করিও না। তুমি আমাদের পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সভাসদগণকে বলিবে যে, যাহাতে আমাদের পরস্পর সৌভ্রাত্র জন্মে ও দুর্য্যোধন প্রশান্ত

হয়, তাহারা এমন কোন উপায় নির্দ্ধারিত করুন। হে মধুসূদন! আমার এই মত; ধর্ম্মরাজও ইহাতে অভিনন্দন করিতেছেন; আর পরমদয়ালু অর্জ্জুনেরও যুদ্ধে অভিলাষ নাই।”

৭৪তম অধ্যায়

ভীমমুখে সান্তবাদে কৃষ্ণের বিস্ময়

বৈশম্পায়ন কহিরেন, মহারাজ! মহাবাহু শার্ঙ্গপাণি কেশব গিরির লঘুত্বের ন্যায়, পাবকের শীতলত্বের ন্যায়, ভীমসেনের মুখে অভূতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে ভীমসেন! আপনি অন্যান্য সময়ে বাধাকাঙক্ষী ক্রুরকর্ম্মা কৌরবগণকে সংহার করিবার মানসে যুদ্ধেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন, একবারও নিদ্রিত হয়েন না, ন্যুব্জভাবে [কুব্জভাবে-উপুড় হইয়া] শয়ন করিয়া জাগরিতাবস্থাতেই রজনী অতিবাহিত করেন, সতত দারুণ ও প্রশান্ত ক্রোধজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আপনি যখন স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তৎকালে আপনাকে সধুম হুতাশনের ন্যায় বোধ হয়। যখন ভয়ার্ত্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় একান্তে শয়ন করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন, তখন আপনার আন্তরিক ভাবানভিজ্ঞ [অবস্থায় অনভিজ্ঞ] ব্যক্তিগণ আপনাকে উন্মত্ত জ্ঞান করে। হে বৃকোদর! আপনি সততই মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বৃক্ষসমুদয় সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ক্ষিতিতলে পাতিত ও পদাঘাতপূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মহাবেগে ধাবমান হন, এই সমুদয় ব্রাহ্মণগণের সহবাসে আনন্দিত হন না, নির্জ্জনে কালব্যাপন করেন এবং কি দিবা, কি বিভাবরী, কোন সময়েই যুদ্ধচিন্তা ব্যতীত আর কিছুতেই মনোনিবেশ করেন না। আপনি অকস্মাৎ হাস্য ও রোদন করিয়া নির্জ্জনে জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে উপবেশন করেন [চিন্তাবিষ্টের লক্ষণ-যাহারা নিবিষ্টভাবে চিন্তা করে, তাহারা ঐরূপ করিয়া থাকে]। পুনরায় ভ্রূকুটীবন্ধন ও ওষ্ঠদংশনপূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেখুন, যেমন দিবাকর প্রত্যহ পূর্ব্বদিগবিভাগে উদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তরপূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিয়া পুনঃ পুনঃ মেরু প্রদক্ষিণ করেন, কদাপি ইহার ব্যতিক্রম হয় না, তদ্রূপ আপনিও ‘গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিব, কদাচ অন্যথা হইবে না’, ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই বলিয়া গদাস্পর্শ পূর্ব্বক সত্য করিতেন। কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে আপনার মতি শান্তিপথানুবর্ত্তী হইয়াছে। আজি আপনার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছে। এক্ষণে নিশ্চয় করিলাম, যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির বৈপরীত্য জন্মে।

“হে ভীমসেন! আপনি নিদ্রিত ও জাগরিতাবস্থায় দুর্নিমিত্তসমুদয় সন্দর্শন করিয়া থাকেন; তন্নিমিত্তই শান্তিপথাবলম্বনে কৃতযত্ন হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনি ক্লীবের ন্যায় আপনাকে পুরুষত্ববিহীন অনুভব করিতেছেন। আপনি মোহে একান্ত অভিভূত হইয়াছেন; তন্নিমিত্তই আপনার মন বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, মন বিষন্ন হইয়াছে এবং আপনি ঊরুস্তম্ভে [সঙ্কল্পমাত্রেই কার্য্যসম্পাদনে সদ্য উদ্যমীর জঙ্ঘাবল বিশেষ দরকার। উরুস্তম্ভে সেই জঙ্ঘাবলের অভাব সূচিত হয়] অভিভূত হইয়াছেন,

তন্নিমিত্তই শান্তিসংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন। মনুষ্যের চিত্ত বাতিবেগপ্রচলিত শাল্মলিবীজের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল। যেমন গোমুখে মানুষের বাক্য অশ্রদ্ধেয়, তদ্রূপ আপনার এই বুদ্ধি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। আপনার বাক্যশ্রবণে পাণ্ডবগণের মন একেবারে উৎসাহশূন্য হইয়াছে।

"হে ভীমসেন! আপনার এইরূপ অসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, পর্ব্বতও প্রচলিত হইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি আপনার কর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে মনোনিবেশ করুন, বিষাদ করিবেন না, স্থির হউন। হে অরতিনিপাতন! প্লানি আপনার পক্ষে সাতিশয় বিরুদ্ধ; স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাহা লাভ না হয়, ক্ষত্রিয়গণ তাহা কদাচ ভোগ করেন না।"

৭৫তম অধ্যায়
কৃষ্ণের ব্যঙ্গবাক্যে ভীমের উত্তেজনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! নিত্যক্রোধপরায়ণ মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় ধাবমান হইলেন; অনন্তর কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে অচ্যুত! আমি যে নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া শান্তিপক্ষ অবলম্বনে কৃতযত্ন হইয়াছি, তুমি তাহা সবিশেষ অবগত না হইয়াই আমাকে তিরস্কার করিতেছ। তুমি আমার সহিত বহুকাল একত্রবাসনিবন্ধন আমার হৃদগত ভাবসকল অবগত হইতে পার অথবা যেমন হ্রদমাত ব্যক্তিরা হ্রদমধ্যস্থ দ্রব্যজাতের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও আমার আন্তরিক অভিপ্রায় জানিতে পার নাই; তন্নিমিত্তই অনুচিত বাক্যদ্বারা আমাকে তিরস্কার করিতেছ। তুমি যেরূপ কটুক্তি করিলে, ভীমসেনের প্রতি এরূপ অপ্রতিরূপ [বিসদৃশ-অসম্ভব] বাক্য প্রয়োগ করা অন্য কাহারও সাধ্য নহে। যাহা হউক, এক্ষণে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

"সকলেই আপনার পৌরুষ ও পরাক্রম পরের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করে। হে জনার্দন! আত্মপ্রশংসা নিতান্ত নিন্দনীয় তথাপি আমি কেবল তোমাকর্ত্তৃক নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়া আপনার বলের বিষয় কহিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে বাসুদেবা এই যে স্বর্গ ও পৃথিবী দেখিতেছি, ইহা সমুদয় লোকের বাসস্থান, অচল, অনন্ত ও সকলের মাতৃস্বরূপ [মাতৃশক্তি স্বভাবতঃ চাঞ্চল্যহীনা]। যদি ঐ দুই পদার্থ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাদ্বয়ের ন্যায় ধাবমান হয়, তাহা হইলে আমি স্বীয় বাহুযুগলদ্বারা অনায়াসে উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি। দেখ, আমার বাহুযুগল লৌহময় পরিঘদ্বয়ের ন্যায়; ইহার মধ্যে নিপতিত হইয়া বিমুক্ত হইতে পারে, এমন লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। হিমাচল, সমুদ্র, বলনিসূদন ইন্দ্র, ইহারা তিনজনে আমার সহিত সসৈন্য সংগ্রাম করিলেও পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। যেসমুদয় যুদ্ধকুশল ক্ষত্রিয় পাণ্ডবগণের প্রতি আততায়িতা প্রকাশ করিতেছে, আমি তাহাদের সকলকে এককালে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পাদদ্বারা মর্দন করিতে পারি।

"হে মধুসূদন! আমি পূর্ব্বে যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ভূপতিগণকে বশীভুত করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি অবগত হও নাই? যদি না হইয়া থাক, তবে এই আগামী

তুমুল সংগ্রামসময়ে সমুদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় আমার অসীম পরাক্রম অবগত হইবে। হে জনার্দন! ব্রণের পূয উন্নয়ন করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, তোমার পরুষবাক্যে আমার তদ্রূপ কষ্ট হইয়াছে। তন্নিমিত্ত স্বীয় অনুভাবানুসারে আপনার পরাক্রমের বিষয় কহিলাম; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার বলবিক্রম অধিক জানিবে। তুমুল সংগ্রাম সমারম্ভ হইলে আমি যখন অসংখ্য মাতঙ্গ, রথী, গজারোহী ও যুদ্ধকুশল ক্ষত্রিয়গণকে সংহার এবং সচরাচর ভূমণ্ডল [স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ] আকর্ষণ করিব, তৎকালে তুমি ও অন্যান্য লোকসকল আমার পরাক্রম দৃষ্টিগোচর করিবে।

"হে মধুসূদন! আমার লজ্জা অবসন্ন হয় নাই, আমার মন কম্পিত হইতেছে না, সমুদয় লোক ক্রুদ্ধ হইলেও আমার ভয় জন্মে না। আমি কেবল কৌরবগণের সহিত সৌহার্দনিবন্ধন তাহাদের অবিনাশের নিমিত্ত আমাদের সমুদয় ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া শান্তিস্থাপনে যত্ন করিতেছি।"

৭৬তম অধ্যায়
কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভমের অভিনন্দন

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ভীমসেন! আমি আপনার অভিপ্রায় অবগত হইবার মানসে প্রণয়পূর্ব্বক আপনাকে ঐ সকল কথা কহিয়াছি; স্বীয় পাণ্ডিত্য বা ক্রোধবশতঃ 'আপনাকে কহি নাই এবং আপনাকে আত্মশ্লাঘাদোষে দূষিত করিতেও আমার অভিলাষ ছিল না। আমি আপনার মাহাত্ম্য, বল ও ধর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত আছি। আপনাকে পরিভব করিতে আমার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। আপনি আপনার প্রভাবের বিষয় যেরূপ অনুভব করেন, আমি উহা তদপেক্ষা সহস্রগুণ জ্ঞান করিয়া থাকি। আপনি যেরূপ সর্ব্বরাজাভিপূজিত [সমস্ত রাজমণ্ডলে সমাদৃত] কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রভাবও তদনুরূপ লক্ষিত হইতেছে এবং বন্ধুবান্ধবগণও তদনুসারে মিলিত হইয়াছেন।

"হে বৃকোদর! লোকে দৈব ও মানুষ ধর্মে সন্দেহ সমুপস্থিত হইলে তন্নিরাকরণার্থ বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কৃতনিশ্চয় হইতে পারে না। ধর্ম্ম পুরুষের অর্থসিদ্ধির হেতু, বিনাশেরও কারণ হইয়া উঠে, কিন্তু পুরুষকারের ফলের স্থিরতা নাই। দোষদর্শী পণ্ডিতগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্যপক্ষে নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাও বায়ুবেগের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মনুষ্য উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিয়া ন্যায়ানুসারে সম্যকপ্রকারে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেও দৈবপ্রভাবে উহা নিস্ফল হইয়া যায়। স্বভাবজাত শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি দৈবকার্য্যসমুদয়ও পুরুষকারদ্বারা নিবারিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মসমুদয়ের ফল পরলোকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তত্ত্বজ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা উক্ত কর্ম্মসমুদয় বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব পুরুষকার সর্ব্বতোভাবে প্রধান। তথাপি মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম্মসিদ্ধি না হইলে ব্যথিত বা কর্ম্মসিদ্ধি হইলে সন্তুষ্ট হয় না। অতএব আমার মতে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিশ্চয়ই জয়লাভ

করিব, এ কথা বক্তব্য নহে। কিন্তু শত্রুগণের নিকট নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় আচরণ করাও অকর্ত্তব্য; তাহা হইলে পরিণামে বিষণ্ণ ও গ্লানিযুক্ত হইতে হয়।

যাহা হউক, আমি কল্য প্রভাতসময়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিব। যদি কৌরবগণ তাহাতে সম্মত হয়, তাহা হইলে আমার অনন্ত যশোলাভ, আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি ও কৌরবগণের মঙ্গল হইবে। আর যদি তাহারা আমার কথায় উপেক্ষা করে, তবে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। হে ভীমসেন! সেই যুদ্ধে আপনি ও ধনঞ্জয় আপনারা উভয়ে ধুরন্ধর হইয়া অন্যান্য জনসমুদয়কে সংগ্রহ করিবেন। আমার যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ অভিলাষ আছে; কিন্তু অর্জ্জুনের অভিলাষানুসারে আমি উহার সারথি হইব। হে বৃকোদার! আমি কেবল আপনাকে নিস্তেজের ন্যায় বাক্যপ্রয়োগ করিতে দেখিয়া আপনার তেজ উদ্দীপিত করিবার নিমিত্তই আপনার প্রতি তাদৃশ বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছি।”

৭৭তম অধ্যায়

সন্ধির অসম্ভবতা-অর্জ্জুনের যুদ্ধসঙ্কল্প

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে জনার্দন! মহারাজ যুধিষ্ঠির উপযুক্ত কথা কহিয়াছেন; কিন্তু তোমার বাক্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। তুমি নিশ্চয় বুঝিয়াছ যে, ধৃতরাষ্ট্রের লোভ ও আমাদের দৈন্যপ্রযুক্ত কৌরবগণের সহিত আমাদিগের সন্ধি হওয়া অতি দুষ্কর। তুমি কহিলে যে, প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতীত কেবল পুরুষকারদ্বারা ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; তন্নিমিত্তই পুরুষের যত্ন অনেকবার নিস্ফল হয়। আরও কহিয়াছ যে, তোমার যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ অভিলাষ আছে; যদি উহা যথার্থ হয়, তবে যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হও; কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই শান্তিসংস্থাপন করিতে পার, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি যুদ্ধ সাতিশয় কষ্টদায়ক বলিয়া স্বীকার করিতেছ; আর উহাতে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েরই বিনাশ হইবার সম্ভাবনা বটে; কিন্তু যাহাদের নিকট কর্ম্মসকল সফল হয় না, তাহাদের পক্ষে সামাদি উপায়ও বিনাশকরা হইয়া উঠে। হে পুরুষোত্তম! কর্ম্ম সম্যকরূপে সম্পাদন করিলে প্রায়ই ফলোদয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি এইরূপ কার্য্য করিবে, যাহাতে শত্রুগণের নিকট আমাদের শ্রেয়োলাভ হইতে পারে।

“হে কৃষ্ণ! প্রজাপতি যেমন সুর ও অসুর—এই উভয় পক্ষের সুহৃৎ, তদ্রূপ তুমিও কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষেরই প্রথম মিত্র। অতএব তুমি আমাদের উভয় পক্ষের নিরাময় চিন্তা কর; আমাদের হিতানুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে দুষ্কর নহে। হে জনার্দন! তুমি কুরুসভায় গমন করিলেই শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে। আর যদি কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। ফলতঃ তুমি আমাদের উপদেষ্টা; উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত সংগ্রাম বা সন্ধি যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাতেই সম্মত হইব। হে মধুসূদন! যে দুরাত্মা ধর্ম্মানন্দনের উৎকৃষ্ট সম্পত্তি-দর্শনে অধৈর্য্য হইয়া দ্যূতক্রীড়ারূপ নৃশংস উপায়দ্বারা উহা অপহরণ করিয়াছে, তাহাদের সমূলে উন্মূলন করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? দূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের কিছুমাত্র অপরাধ নাই;

কোন ক্ষত্রিয় প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে আহূত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হয়? যাহা হউক, দুরাত্মা দুর্য্যোধন যখন আমাদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া বনে প্রেরণ করিয়াছে, তখনই সে আমাদের বধ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"হে কৃষ্ণ! তুমি যে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছ, তাহা অনুচিত নহে, কেননা, সন্ধি বা বিগ্রহ যে উপায়দ্বারা হউক, কার্য্যসিদ্ধি হইলেই শ্রেয়োলাভ হয়। অথবা যদি তুমি কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করাই উপযুক্ত বোধ কর, তবে শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, আর কালবিলম্বের আবশ্যকতা নাই। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল তাহা তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে সে দুরাত্মা যে আমাদের সহিত সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইবে, আমি কখনই এরূপ প্রত্যাশা করি না। দেখ, মরুভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করিলে কি তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে? অতএব যাহাতে আমাদের হিত হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া সত্বর কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হও।"

৭৮তম অধ্যায়
যুদ্ধের উদ্যোগে কৃষ্ণের উৎসাহ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ, কৌরব ও পাণ্ডবগণের যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, উহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধি ও বিগ্রহ এই উভয়ই আমার আয়ত্ত, কিন্তু এ স্থলে আমার কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। উর্ব্বরক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন ও বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না; পুরুষ যদি পুরুষকারসহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।

"দুরাত্মা দুর্য্যোধন কর্ম্ম ও লোকভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বজনবিগর্হিত দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও লজ্জিত বা সন্তাপিত হইতেছে না। শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি তাহার মন্ত্রিগণ ও ভ্রাতা দুঃশান নিয়ত উত্তেজনাদ্বারা ঐ দুরাত্মার পাপপ্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছে; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজ্য প্রদান করিয়া তোমাদের সহিত সন্ধি করিবে না। সুতরাং তাহাকে নিধন না করিলে তোমাদের রাজ্যলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধি করা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু আমরা যাচঞা করিলেও দুরাত্মা দুর্য্যোধন কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না। আমার মতে তাহার নিকট যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা অকর্ত্তব্য; ঐ দুরাত্মা কখনই উহাতে সম্মত হইবে না। তাহা হইলে পাপপরায়ণ কৌরবকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন আমার ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেরই বধ্য হইবে।

"ঐ দুরাত্মা বাল্যাবস্থায় সতত তোমাদিগকে বঞ্চিত করিত, পরিশেষে ধর্মরাজের অতুল সম্পত্তি দর্শনে সুস্থির হইতে না পারিয়া তোমাদের রাজ্য বিলুপ্ত করিয়াছিল। ঐ পাপাত্মা অনেকবার তোমাদের উপর আমার ভেদবুদ্ধি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহার সেই কুমন্ত্রণা গ্রহণ করি নাই। হে মহাবাহো! দুর্য্যোধনের যেরূপ অভিপ্রায় ও আমি

যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ বাসনা করি, তাহা তোমার অবিদিত নাই; তবে কি নিমিত্ত আজি অনভিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ? তুমি সামান্য লোক নও, ভূভারহরণ জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ।

"হে মহাত্মন! শত্রুগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন একান্ত দুষ্কর। যাহা হউক, আমি বাক্য ও কার্য্যদ্বারা সন্ধিসংস্থাপনে যথাসাধ্য যত্ন করিব; কিন্তু বোধ হয়, কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। গোহরণকালে তোমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর শেষ হইয়াছিল; সেই সময়ে মাহাত্মা ভীস্ম রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক তোমাদের সহিত সন্ধি করিতে দুর্য্যোধনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহাতে সম্মত হয় নাই। সে অতি অল্পমাত্র রাজ্যপ্রদানেও সম্মত নহে। হে অর্জ্জুন! তুমি যখন তাহাকে বধ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছ, তখন সে নিহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি সর্ব্বদা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পাপকর্মে দৃষ্টিপাত করিব।"

৭৯তম অধ্যায়
নকুলের কৃষ্ণনির্ভরতা

নকুল কহিলেন, "হে মাধব! ধর্ম্মপরায়ণ অতি বদান্য ধর্মরাজ যেসকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, মাহাত্মা ভমিসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর যেরূপ সন্ধিস্থাপনের উল্লেখ ও স্বীয় ভুজবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং মহাবীর অর্জ্জুন যাহা যাহা কহিয়াছেন, আপনি তৎসমুদয় শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে বারংবার স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু যদি শত্রুগণের মত আপনাদের মতের বিপরীত হয়, তবে আপনাদের এইসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। নিমিত্তের বিভিন্নমতানুসারে মতেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে; অতএব উপস্থিত মতে কার্য্য করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কার্য্য এক প্রকার চিন্তা করিলে প্রায়ই অন্য প্রকার হইয়া উঠে।

"লোকের বুদ্ধিবৃত্তির স্থিরতা নাই; দেখুন, আমরা যৎকালে বনে বাস করিতাম, তখন আমাদের এই প্রকার বুদ্ধি ছিল; যখন অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলাম, তখন আর এক প্রকার বুদ্ধি হইয়াছিল; এক্ষণে দৃশ্যভাবে রহিয়াছি, বুদ্ধিও অন্য প্রকার হইয়াছে। হে মধুসূদন! এক্ষণে রাজ্যগ্রহণে আমাদের যাদৃশ আস্থা হইয়াছে, বনবাসকালে তাদৃশ ছিল না। হে জনার্দন! আপনার প্রসাদে আমরা বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি, শ্রবণ করিয়া এই সপ্তঅক্ষৌহিণী আমাদের নিকট সমাগত হইয়াছে। এইসকল অচিন্ত্যবলবিক্রম পুরুষগণকে সমরে অস্ত্রধারণ করিতে দেখিয়া কাহার মন ব্যথিত না হয়?

"অতএব আপনি কুরুসভায় গমনপূর্ব্বক অগ্রে সন্ত্ববাদ, পশ্চাৎ ভয়জনক বাক্য প্রয়োগ করিবেন; এরূপ কথা কহিবেন, যেন দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ না হয়। হে মহাত্মন! কোন রক্তমাংসধারী পুরুষ যুধিষ্ঠির, ভমিসেন, অর্জ্জুন, সহদেব, বলরাম, সাত্যকি, বিরাট, উত্তর, অমাত্যসমভিব্যাহারে দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর এবং আপনার ও আমার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করিবে? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি কৌরবসভায় গমন করিলেই ধর্ম্মরাজের অভিপ্রেত অর্থসাধন করিতে পরিবেন। মহাত্মা

বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বাহ্লীক ইহারা আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্মতি দুর্য্যোধন ও তাহার অমাত্যগণকে বুঝাইবেন। হে জনার্দন! আপনি বক্তা ও বিদুর শ্রোতা হইলে কোন কার্য্য সুসম্পন্ন না হয়?"

৮০তম অধ্যায়

সহদেবের যুদ্ধবাদে সাত্যকির সমর্থন

সহদেব কহিলেন, "হে অরতিনিপাতন মধুসূদন! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতে সন্ধি করা কৰ্ত্তব্য, ইহা স্থির হইলেও, যাহাতে যুদ্ধ হয়, আপনি তদ্রূপ কার্য্য করিবেন। যদ্যপি কৌরবগণ আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে মত প্রকাশ করে, তাহা হইলেও আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধসংঘটন করিবেন। যখন সভামধ্যে পাঞ্চালীর তাদৃশ অপমান সন্দর্শন করিয়াছি, তখন দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্রোধসংবরণ করিব? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল ধর্ম্মানুরোধে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু আমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।"

অনন্তর সাত্যকি কহিলেন, "হে পুরুষোত্তম! মহামতি সহদেব যথার্থ কহিয়াছেন; দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে সংহার করিলেই আমার ক্রোধশান্তি হইবে। আপনি কি জানেন না, পাণ্ডবগণকে চীরাজিন [ছিন্নবাস-মৃগচর্ম্ম] পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিতে দেখিয়া আপনিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন? অতএব রণদুর্ম্মদ [সমরে উন্মত্ত—অপরিভবনীয়] মহাবীর মাদ্রীনন্দন যাহা কহিলেন, সমুদয় যোদ্ধগণ তাহাতেই সম্মত আছেন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহামতি সাত্যকি এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে যোদ্ধৃগণের তুমুল সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। যুদ্ধাভিলাষী বীরপুরুষগণ হৃষ্টচিত্তে সাত্যকির বাক্য অভিনন্দন করিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

৮১তম অধ্যায়

দ্রৌপদীর যুদ্ধে উত্তেজনা

অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে ও ভীমসেনের প্রশান্তভাব অবলোকনে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পূজাপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে মধুসূদন! ধৃতরাষ্ট্রতনয় যেরূপ শঠতাসহকারে পাণ্ডবগণকে সুখচ্যুত করিয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির গোপনে সঞ্জয়ের সহিত যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্ধি করিবার মানসে তোমার সমক্ষেই সঞ্জয়কে কহিয়াছিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে যে, সে আমাকে অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্য কোন জনপদ-এই পঞ্চগ্রাম যেন প্রদান করে।" সঞ্জয় তাঁহার আদেশানুসারে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল, কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহাতে সম্মত হয় নাই।

কৃষ্ণপ্রতি বিগ্রহাভিলাষিণী কৃষ্ণার অনুযোগ

“যাহা হউক, তুমি কৌরবসভায় গমন করিলে দুর্য্যোধন যদি তোমার নিকট রাজ্য প্রদান না করিয়া সন্ধিস্থাপনের বাসনা প্রকাশ করে, তাহাতে কদাচ সম্মত হইবে না। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ একত্র মিলিত হইলে অনায়াসেই দুর্য্যোধনের সৈন্যসামন্তগণকে পরাভব করিতে পারেন। সাম বা দানদ্বারা কৌরবগণের নিকট হইতে কার্য্যসিদ্ধি করা কাহারও সাধ্য নহে; অতএব তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা কদাপি তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে শত্রুগণ সাম বা দানদ্বারা প্রশান্ত না হয়, স্বীয় জীবনরক্ষার্থে তাহাদের প্রতি অবশ্যই দণ্ডবিধান করিতে হয়। অতএব কৌরবগণের উপর মহাদণ্ড নিক্ষেপ করা তোমার এবং পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের পক্ষে নিতান্ত বিধেয়। এই কর্ম্ম পাণ্ডবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, তোমার যশস্কর ও ক্ষত্রিয়ের সুখাবহ। স্বধর্মনিরত ক্ষত্রিয়গণের লুব্ধ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিগণকে সংহার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু ও পূজা; অতএব তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত হইলেও কদাপি কাহারও বধ্য নহেন।

“হে জনার্দন। ধর্ম্মসিং পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে। অতএব তুমি যাহাতে পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সৈনিক পুরুষগণসমভিব্যাহারে উক্ত পাপে লিপ্ত না হও, এরূপ কার্য্য করিবে।

“হে মাধব! এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার তুল্য কামিনী আর কে আছে? আমি দ্রুপদরাজের অযোনিসম্ভূতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, আজমীঢ়কুলসম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুষা ও ইন্দ্রসম তেজস্বী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী। ঐ পঞ্চভ্রাতার ঔরসে আমার গর্ভে পঞ্চ মহারথ সমুৎপন্ন হইয়াছে; তোমার পক্ষে অভিমন্যু যেরূপ, উহারাও তদ্রূপ। আমি এতাদৃশ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াও তুমি এবং পাঞ্চল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেষাকর্ষণক্লেশ অনুভব করিয়াছি। ঐ সময়ে আমি সেই পাপপরায়ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম, পাণ্ডবগণ অমর্ষশূন্য হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পরস্পর মুখাবলোকন করিতেছেন, তখন আমি ‘হে গোবিন্দ! আমাকে রক্ষা কর’ বলিয়া মনে মনে তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলাম। তার ফলেই আমার শ্বশুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে ‘পাণ্ডবগণ স্ব স্ব রথ ও আয়ুধ প্রাপ্ত হউন এবং উহাদের দাসত্বমোচন হউক’ বলিয়া বর গ্রহণ করিতে, তাঁহারা বনবাস হইতে মুক্ত হইলেন।

“হে জনার্দন! তুমি আমার সেই সমুদয় দুঃখ বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছ; অতএব এক্ষণে আমাকে এবং আমার ভর্তা, জ্ঞাতি ও পাণ্ডবগণকে পরিত্রাণ করা। দেখ, আমি ধর্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের স্নুষা, আমাকেও শত্রুগণের পরাক্রমপ্রভাবে দাসী হইতে হইল। কি আশ্চর্য্য! দুর্য্যোধন এখনও জীবিত আছে, পার্থের শরাসন ও ভীমসেনের বলে ধিক্! হে কৃষ্ণ! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ কর।”

অসিতাপাঙ্গী [যে নারীর চক্ষুর তারা কৃষ্ণাভ, প্রান্তদ্বয় রক্তাভ] দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র [যাহার প্রান্তভাগ কুঞ্চিত], পরমরমণীয়, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত [সৌগন্ধচর্চিত-সুবাসিত] সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীনবচনে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, “হে জনার্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার কেশ

আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণসমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুগুণ্ঠিত [ধূলি-ধূসরিত] না দেখিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধসংস্থাপনপূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।”

রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা

নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদগদস্বরে কম্পিত্যকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহাকে সাস্তনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্পদিনের মধ্যেই কৌরবমহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন ক্রন্দন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাঁহাদের জ্ঞাতিবান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জ্জুন, নকুল ও সহদেব-সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বন্ধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতালে শয়ন করিবে। যদি হিমবান প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাস্পসংবরণ কর; আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকালমধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রুসংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।”

৮২তম অধ্যায়

সন্ধির জন্য কৃষ্ণের হস্তিনাগমনোদ্যোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধী [কুটুম্ব] ও স্নেহভাজন; অতএব যাহাতে আমাদের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মঙ্গল হয়, এরূপ কার্য্য কর। তুমি মনে করিলে অনায়াসেই শান্তিস্থাপন করিতে পার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি এখান হইতে কুরুসভায় গমন করিয়া অতিক্রোধন দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধিস্থাপনের কথা উল্লেখ করিবে। যদি ঐ অল্পবুদ্ধি তোমার ধর্ম্মার্থযুক্ত মঙ্গলজনক বাক্যে সম্মত না হয়, তবে তাহার অদৃষ্ট যাহা আছে, তাহাই হইবে।”

কৃষ্ণ কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণের মঙ্গল করা আমার পক্ষে হিতকর ও ধর্ম্মজনক। অতএব আমি উহা সম্পাদনা করিবার নিমিত্ত অবিলম্বেই ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমন

করিব।”

এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল। বিনির্ম্মল প্রভাবশালী ভগবান মরীচিমালী মৃদুভাব স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। যদুবংশাবতংস বাসুদেব ঐ রেবতীনক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকমাসীয় দিনে মৈত্রমুহূর্তে [জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মিত্রতাকারক ক্ষণ] কৌরবসভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ [বেদধ্বনি মঙ্গলাবহ শব্দযুক্ত শাস্ত্রবাক্য] শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন এবং বৃষলাঙ্গুল স্পর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নিপ্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্যসকল সন্দর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্মরণ করিয়া সমীপে আসীন শিনির নপ্তা [পৌত্র]। সত্যকিকে কহিলেন, “ভদ্র! আমার রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি ও অন্যান্য আয়ুধসকল সংস্থাপন কর। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি নিতান্ত দুষ্টাত্মা, বলবান ব্যক্তির অতি দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।”

কৃষ্ণের রথসজ্জা-হস্তিনাযাত্রা

তখন কৃষ্ণের অগ্রগামিগণ [আদেশ পালনার্থ অগ্রে অগ্রে গমনকারী] তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া রথযোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ রথ ক্ষিপ্রগতি গগনচারী প্রদীপ্ত কালগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ চক্রদ্বয়ে বিভূষিত, কৃত্রিমচন্দ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, মৎস্য, মৃগ ও পক্ষিসমূদয়ে শোভিত এবং বিবিধ পুষ্প, মণি, রত্ন ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত, ধ্বজপতাকামণ্ডিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, শত্রুগণের যশোনাশক ও যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধন। অগ্রগামিগণ মুহূর্ত্তমধ্যে শৈব্য, সুগ্রীব প্রভৃতি অশ্বগণ রথে যোজিত করিল। ধ্বজের অগ্রভাগে পতগেন্দ্র গরুড় সন্নিবেশিত হইল; দেখিলে বোধ হয় যেন, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

যদুকুলপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ সেই কামগবিনাশসদৃশ, মেরুশিখরতুল্য মেঘগম্ভীরনিস্বন স্যন্দনে আরোহণ করিলেন। পরে সাত্যকিকে তথায় আরোপিত করিয়া রথনির্ঘোষে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে আকাশমণ্ডল বিগতভ্র [মেঘহীন] হইয়া উঠিল, বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, পার্থিব ধূলিপটল একবারে প্রশান্ত হইল, মাঙ্গল্য মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল এবং সারস, শতপত্র, হংস প্রভৃতি পক্ষিগণ সুমধুর শব্দ করিয়া মধুসূদনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। মন্ত্রাহুত হুতাশনে নিধুম হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; তাহার শিখাসমুদয় দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া উঠিল। বশিষ্ঠ, বামদেব, ভূরিদ্যুম্ন গায়, ক্রথ, শুক্র, নারদ, বাল্মীক, মরুত, কুশিক, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

ভগবান মধুসূদন এইরূপে সেই সমুদয় মহাভাগগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কৌরবসভায় গমন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, মহাবলপরাক্রান্ত চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সপুত্র বিরাট, কেকয়গণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়সমুদয় তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাদির মাতৃপ্রণামজ্ঞাপন

যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্থের বশীভূত হইয়া কদাচ অন্যায়াচরণ করেন নাই, যিনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি, ধৃতিমান ও প্রাজ্ঞ, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ভূপতিগণসমক্ষে সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন, শ্রীবৎসলক্ষণ [দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলীদ্বারা শোভিত বক্ষ] সনাতন দেবগণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মাধব! যিনি আমাদিগকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছেন, যিনি উপবাস, তপস্যা, স্বস্ত্যয়ন, দেবতা ও অতিথির পূজা এবং গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত ও নিতান্ত পুত্রবৎসল, যিনি দুর্য্যোধনের ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, যিনি আমাদের নিমিত্ত সতত দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তুমি কৌরবীভবনে গমন করিয়া আমাদের সেই দুঃখিনী জননীর অনাময়জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আমাদের কুশল প্রদান করিবে। সেই পুত্রবৎসলা বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরকুলের দুঃখ ও অবমাননা দর্শনে নিতান্ত দুঃখভোগ করিতেছেন। হে অরতিনিপাতন! আমার কি এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, আমি সেই চিরদুঃখিনী জননীর দুঃখ মোচন করিতে পারিব? হায়! আমরা যখন বনে গমন করি, তৎকালে তিনি রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বোধ হইতেছে, তিনি পরলোক প্রাপ্ত হয়েন নাই; পুত্রবিরহাদুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া জীবিত আছেন। তুমি তাঁহাকে এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও মহারাজ বাহ্লীক এবং সোমদত্ত প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণকে অভিবাদন করিয়া কুরুকুলের প্রধানমন্ত্রী, অগাধবুদ্ধি, ধর্ম্মপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আলিঙ্গন করিবে।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণমধ্যে কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহানুভব অর্জ্জুন স্বীয় সখা শত্রুবলনিসূদন মধুসূদনকে কহিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! আমরা মন্ত্রবিনিশ্চয় [সন্ধি-বিগ্রহাদিবিষয়ক নীতি-রাজনৈতিক মন্ত্রণা] সময়ে যে রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধিসংস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, তাহা ভূপতিগণ বিদিত হইয়াছেন। কৌরবগণ যদি আমাদিগকে সৎকারপুরঃসর উহা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোন শঙ্কা থাকিবে না; নচেৎ আমি নিশ্চয় সমুদয় ক্ষত্রিয়কে সংহার করি।" ধনঞ্জয় এই কথা কহিবামাত্র মহাবীর বৃকোদার সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং ক্রোধকম্পিত্যকলেবরে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি শ্রবণে ধনুর্দ্ধরগণ কম্পিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে ঐ কথা বলিয়া তাহার অনুমতি গ্রহণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমনেচ্ছু ঋষিগণের সাক্ষাৎকার

অনন্তর সমুদয় ক্ষত্রিয়গণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে জনার্দন সত্বরে কৌরবনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; অশ্বগণ দারুককর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা পথ ও আকাশমণ্ডল গ্রাস করিতেছে। মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয়পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহর্ষিগণ! সমুদয় লোকের কুশল?

ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমাকে আপনাদের কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধারণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন?”

তখন মহাভাগ জমদগ্ন্য [জমদগ্নির পুত্র-পরশুরাম] কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদয় ক্ষত্রিয়, সভাসদ, ভূপতি ও আপনাকে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরব সভামধ্যে আপনার মুখবিনির্গত ধর্ম্মর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল বাক্যশ্রবণবাসনায় নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি সত্বর কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনাকে সভামণ্ডপে দিব্য-আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।”

৮৩তম অধ্যায়
পথিমধ্যে অশুভসঙঘটন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! দেবকীনন্দনের গমনকালে দশজন শত্রুসৈন্যনাশক শাস্ত্রপাণি মহাবলপরাক্রান্ত মহারথী, সহস্র পদাতি, সহস্র অশ্বারোহী ও বিপুল ভক্ষ্যদ্রব্য সহিত শত শত কিঙ্কর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাত্মা মধুসূদন কিরূপে গমন করিয়াছিলেন? আর তাঁহার গমনকালে কি কি নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাত্মা বাসুদেবের প্রয়াণসময়ে যেসকল দৈব ও ঔৎপাতিক নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নদীসমুদয় প্রতিকূলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; সপ্ত সমুদ্র পূর্ব্বদিকে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ লোকের মনে দিগভ্রম জন্মিল; অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল; কূপ ও কুম্ভ হইতে জল উচ্ছলিত হইতে লাগিল; সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; সমুত্থিত পার্থিব ধূলিপটল-প্রভাবে দিগবিদিক-সকল বিলুপ্তপ্রায় হইল; আকাশমণ্ডলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া উঠিল; কিন্তু কে শব্দ করিতেছে, তাহার নির্ণয় হইল না এবং বজ্রনিস্বন নৈর্ঋত বায়ু অসংখ্য পাদপ ভগ্ন করিয়া হস্তিনানগর মথিত করিল। কিন্তু এই সমুদয় উপদ্রব। ভগবান বাসুদেবকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি যে যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে বায়ু সুখস্পর্শ হইল; পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল; পথসকল সমতল ও কুশকণ্টকরহিত হইল; সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বেদবাক্যে কৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন; ব্রাহ্মণগণ

মধুপর্ক ও ধনদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। কামিনীগণ পথিমধ্যে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ বন্যপুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল।

দেবকীনন্দন সর্ব্বশিষ্যপরিপূর্ণ অতিরম্য, সুখাস্পদ, পরমপবিত্র শালিভবন [ধান্যক্ষেত্র] এবং অতিমনোহর ও হৃদয়তোষণ [চিত্তরঞ্জন] বহুবিধ গ্রাম্য পশু সন্দর্শন করিয়া বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত, নিত্যপ্রহৃষ্ট, অনুদ্বিগ্ন, ব্যাসনরহিত [আলস্যাদি দোষশূন্য] পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

গ্রাম্য প্রধানগণের আতিথ্যগ্রহণ

এ দিকে ভগবান মরীচিমালী [সূর্য্য] স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরতিনিপাতন মধুসূদন বৃক[ক্ষত্রিয়বাসবহুল গ্রামপ্রান্ত]স্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধি শৌচসমাপন্যান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদয় যোক্ত্রাদি [বন্ধনরজ্জু] মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যাসমাপনন্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, "হে পরিচারিকবর্গ। আদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে।" তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পাটমণ্ডপ [বস্ত্রনির্মিত গৃহ-তাম্বু] নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণসমুদয় অরাতিকুলকালান্তক [শত্রুসংহর্তা] মহাত্মা হৃষীকেশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদয় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমষ্টি দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরমসুখে যামিনী-যাপন করিলেন।

৮৪তম অধ্যায়
কৃষ্ণ-অভ্যর্থনার্থ দুর্য্যোধনের সভানির্ম্মাণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! এদিকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দূতমুখে মধুসূদনের আগমনবার্তা শ্রবণে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া মহাভুজ ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয় ও মহামতি বিদুরের সমক্ষে অমাত্যসমবেত দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, "হে বৎস! অতি আশ্চর্য্য কথা শ্রবণগোচর হইল; দশার্হাধিপতি [যাদুপতি] বাসুদেব পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনার্থ আমাদিগের নিকট আগমন করিবেন। প্রতি গৃহে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই এই কথা শ্রুত হইতেছে, কি চত্বর [অঙ্গন], কি সভা সমুদয় স্থানেই এই কথার আলোচনা হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন আমাদের মান্য ও পূজনীয়; তাঁহার প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছে; তিনি সমুদয় ভূতের ঈশ্বর; তাঁহাতে ধৈর্য্য, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও তেজ বর্ত্তমান আছে এবং তিনিই সাধুলোকের মাননীয় ও সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ। তাঁহার পূজা করিলে সুখোদয় হয়, না করিলে দুঃখের পরিসীমা থাকে না। যদি আমরা যথাবিধি পূজাদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমুদয় অভিলাষ সফল হইবে। অতএব, হে অরতিনিপাতন! আদ্যই তাঁহার পূজার উদ্যোগ কর। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সমুদয় ভোগ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ সভাসমুদয় প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হও এবং যাহাতে তিনি তোমার প্রতি প্রীত হয়েন, এরূপ কার্য্য অবিলম্বে সম্পাদন কর। এ বিষয়ে আমার এই মত। দেখ, ভরতবংশাবতংস ভীষ্ম আবার ইহাতে কি বলেন।"

ভীষ্মপ্রভৃতি সকলেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার প্রশংসা করিয়া তাহাকে অনুমোদন করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের সকলের অভিপ্রায়নুসারে পরামরমণীয় সভাসম্পাদনোপযোগী দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিয়া রমণীয় প্রদেশসমুদয়ে নানা রত্নসঙ্কীর্ণ বিবিধ সভা নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ সমুদয় সভাতে বিবিধ বিচিত্র আসন, স্ত্রী, গন্ধ, অলঙ্কার, সূক্ষ্ম বসন, সুমিষ্ট অন্নপান ও সুগন্ধ মাল্যসকল সংস্থাপিত হইল। বিশেষতঃ কৃষ্ণের বাসের নিমিত্ত বৃকস্থলে যে সভা প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা অন্যান্য সমুদয় সভা অপেক্ষা প্রচুর রত্নসম্পন্ন ও মনোহর।
।

দুর্য্যোধন সেই দেবোচিত অতিমানুষ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করিলেন। কিন্তু মহাত্মা কেশব সেইসকল সভা ও রত্নরাজের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া কুরুসভায় গমন করিতে লাগিলেন।

৮৫তম অধ্যায়
কৃষ্ণপ্রদেয় উপঢৌকন আয়োজন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! মহাবলপরাক্রান্ত মাহাত্মা জনার্দন উপপ্লব্যনগর হইতে আমাদিগের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন; অদ্য বৃকস্থলে অবস্থান করিতেছেন; কল্য

প্রাতঃকালে এখানে আগমন করিবেন। তিনি আহুকদিগের অধিপতি সমুদয় সাত্বত[যাদবগণের] গণের অগ্রগণ্য, অতি বিস্তীর্ণ বৃষ্ণিরাজ্যের ভর্তা ও রক্ষয়িতা এবং লোকত্রয়ের প্রপিতামহ। যেমন আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণ বৃহস্পতির বুদ্ধির অনুগামী হয়েন, তদ্রূপ যাবতীয় বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি তোমার সমক্ষেই সেই মহাত্মাকে যেসকল দ্রব্য প্রদান করিয়া পূজা করিব, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

"একবর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাহ্লীক দেশীয় চারি চারি অশ্বে সংযোজিত সুবর্ণনির্ম্মিত ষোড়শ রথ, নিত্যমদস্রাবী বিশালদর্শন অষ্ট অষ্ট অনুচরে অনুগত অষ্ট মাতঙ্গ, সুবর্ণবর্ণ অজাতপত্য [পার্ব্বত্য প্রজাগণের প্রদত্ত] শত দাসী, তৎসংখ্যক দাস, পার্ব্বতীয়গণোপহৃত [যে নারীর সন্তান হয় নাই] সুখস্পর্শ অষ্টাদশ সহস্র মেষ এবং চীনদেশসম্ভূত সহস্র অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করিব। যে প্রভূততেজঃসম্পন্ন নির্ম্মল মণি দিবারাত্র প্রজ্বলিত থাকে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিব এবং যে অশ্বতরী যানে সংযোজিত হইলে একদিনে চতুর্দ্দশ যোজন গমন করিতে পারে, তাহাও তাঁহাকে প্রদান করিব। মহাবাহু কেশবের বাহন ও তাঁহার সমভিব্যাহারী পুরুষসমুদয় যে পরিমাণে ভোজন করিতে পারে, আমি তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক ভোজদ্রব্য প্রদান করিব। দুর্য্যোধন ব্যতীত আমার যাবতীয় পুত্র ও পৌত্রগণ দিব্য-অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক সুসংস্কৃত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার প্রত্যুদগমন [সম্মানপূর্ব্বক আনয়ন] করিবে। সহস্র সহস্র বারবিলাসিনী [বেশ্যা] উত্তমোত্তম বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিতে পদব্রজে গমন করিবে। যেসকল মহিলা নগর হইতে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে যাইবে, তাহাদিগকে প্রকাশ্যরূপে গমন করিতে হইবে। প্রজাগণ যেমন সূর্য্য দর্শন করে, তদ্রূপ নগরস্থ আবালবৃদ্ধ সমুদয় লোক এক্ষণে মহাত্মা মধুসূদনকে অবলোকন করুক। চতুর্দ্দিকে উচ্চতর ধ্বজ ও পতাকাসকল উত্থাপিত এবং রাজমার্গ জলসিক্ত হউক। দুঃশাসনের ভবন দুর্য্যোধনের ভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; সেই ভবন ত্বরায় সুমার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করুক। ঐ ভবন রুচিরাকার [মনোজ্ঞ গঠন] ও প্রাসাদসমুদয়ে সুশোভিত, পরমরমণীয় এবং সমুদয় ঋতুতেই সুখাবহ। আমার ও দুর্য্যোধনের রত্নরাশির মধ্যে যেসকল রত্ন কৃষ্ণকে প্রদান করিবার উপযুক্ত, তৎসমুদয় ঐ গৃহমধ্যে স্থাপিত করুক।"

৮৬তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ

বিদুর কহিলেন, "হে রাজন! আপনি যে কথা কহিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি সমুদয় লোকের মান্য, আদরণীয় ও প্রিয়। আপনি শাস্ত্র ও তর্কদ্বারা স্থিরবুদ্ধি হইয়াছেন। প্রজাগণ আপনার ধর্ম্ম প্রস্তরফলকস্থিত লেখার ন্যায়, সূর্য্যকিরণের ন্যায়, সাগরতরঙ্গের ন্যায় অবিনশ্বর বলিয়া স্থির করিয়াছে। আপনার গুণগ্রামে সমুদয় লোকই সন্তুষ্ট রহিয়াছে; অতএব আপনি বান্ধবগণসমভিব্যাহারে গুণরক্ষণে নিয়ত যত্নবান হউন;

সরলতা অবলম্বন করুন; অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত বহুসংখ্যক পুত্র, পৌত্র ও প্রিয় সুহৃদগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিবেন না।

"হে মহারাজ! আপনি কৃষ্ণকে যেসমুদয় দ্রব্য প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছেন এবং যাহা প্রদান করিলে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, মহাত্মা দেবকীনন্দন তৎসমুদয় ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যজাতের উপযুক্ত পাত্র, বলিতে কি, তিনি সমুদয় পৃথিবী-লাভের ভাজন। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আপনি ধর্ম্মানুষ্ঠান বা কৃষ্ণের প্রীতিসাধনের উদ্দেশে তাঁহাকে ঐ সমুদয় দ্রব্য প্রদান করিতে বাসনা করেন নাই; কেবল কপটতাসহকারে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার অভিলাষ করিতেছেন। আমি আপনার বাহ্য কর্ম্মদ্বারা আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারি। পঞ্চপাণ্ডব আপনার নিকট পঞ্চগ্রাম যাচঞা করিতেছেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিতে অসম্মত; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনার সন্ধি করিতে বাসনা নাই।

"আপনি অর্থপ্রদানদ্বারা কৃষ্ণকে প্রলোভিত করিয়া পাণ্ডবগণ হইতে পৃথক করিতে বাসনা করিতেছেন; কিন্তু আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কি অর্থ, কি উদ্যম, কি নিন্দা, কোন উপায়েই তাহাকে অর্জ্জুন হইতে পৃথক করিতে পরিবেন না। আমি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও অর্জ্জুনের দৃঢ়ভক্তি জানি এবং বাসুদেব যে অর্জ্জুনকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন ও তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পরিবেন না, তাহাও বিলক্ষণ অবগত আছি। ভগবান জনার্দন পূর্ণকুম্ভ [মঙ্গল-কলস], পাদ্য ও কুশলপ্রশ্ন ব্যতীত আপনাদের নিকট আর কিছুই অভিলাষ করবেন না। অতএব যেরূপ সৎকার করিলে মাননীয় মধুসূদন প্রীত হয়েন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা কেশব মঙ্গলকামনায় এখানে আগমন করিতেছেন; অতএব তাঁহার যাহা অভিপ্রায়, তাহা সম্পাদন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণ ও আপনার শান্তিবিধান করাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। অতএব তাঁহার বচনানুসারে কার্য্য করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন! পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রস্বরূপ, আপনি তাঁহাদের পিতাস্বরূপ; তাঁহারা বালক, আপনি বৃদ্ধ; তাঁহারা আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করেন, আপনিও তাঁহাদিগকে সন্তানসদৃশ জ্ঞান করুন।"

৮৭তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের কৃষ্ণকে বন্দী করার বাসনা

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! বিদুর কৃষ্ণের বিষয় যাহা কহিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য। তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, কখনই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পরিবেন না। আপনি সৎকারার্থ তাঁহাকে যেসমুদয় ধন-সম্পত্তি প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় কখনই প্রদেয় নহে। কেশব আমাদের অবশ্য পূজনীয়; কিন্তু এ সময়ে ঐ সকল সামগ্রীদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি মনে করিবেন, ইঁহারা ভীত হইয়া আমার অর্চ্চনা করিতেছে। অতএব যে কর্ম্ম করিলে স্বয়ং অবমানিত হইতে হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বিশাললোচন কৃষ্ণ যে ত্রিভুবনের পূজ্য, তাহা আমার অবিদিত নাই;

কিন্তু যখন তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে উপস্থিত যুদ্ধ শান্ত হইবে, তখন তাঁহাকে পূজা করা আমার মতে রীতিবহির্ভূত কার্য্য।”

অনন্তর কুরুকুলপিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “হে মহাবাহো! কৃষ্ণকে সৎকারই কর অথবা অসৎকারই কর, তিনি কদাচ ক্রুদ্ধ হয়েন না; তথাপি তাঁহার অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে, তিনি অবজ্ঞার পাত্র নহেন; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিলেও কেহ তাহা অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। সেই মহাবাহু মধুসূদন যাহা কহিবেন, অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সেই মহাত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন কর। ধর্ম্মাত্মা জনার্দন নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য বলিবেন; অতএব আপনারও বন্ধুগণসমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।”

দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টায় ক্রুদ্ধ ভীষ্মের সভাত্যাগ

তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে পিতামহ! আমি পাণ্ডবগণকে আপনার বশীভুত করিয়া যে স্বয়ং সমুদয় রাজ্য ভোগ করিতে পারিব, এমন কোন উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু মনে মনে একটি উপায় স্থির করিয়াছি, শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণের একমাত্র অবলম্বন ভগবান যদুনন্দন কল্য প্রাতঃকালে যখন এখানে আগমন করিবেন, আমি তাঁহাকে তখন বদ্ধ করিয়া রাখিব; তাহা হইলে বৃষ্ণিগণ, পাণ্ডবগণ ও সমুদয় পৃথিবী আমার বশীভূত হইবে। অতএব যাহাতে জনার্দন আমার এই অভিসন্ধি বুঝিতে না পারেন এবং যাহাতে আমার কোন অপকার না হয়, আপনি এক্ষণে আমাকে এমন কোন উপায় বলুন।”

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমাত্যসমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের এই সকল নিষ্ঠুর বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিলেন, “বৎস! ওরূপ কথা আর কদাচ কহিও না; উহা ধর্মসঙ্গত নহে। দেখ, হৃষীকেশ দূত হইয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি আমাদের আত্মীয় ও প্রিয়, তিনি কদাচ কুরুকুলের অনিষ্টাচরণ করেন নাই; অতএব তাঁহাকে বদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে।”

তখন ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এই সন্তান সাতিশয় দুবুর্দ্ধি; এ সততই অনর্থচিন্তা করিয়া থাকে, সুহৃজ্জনের অনুরোধেও অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হয় না। তুমিও বান্ধবগণের বাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক এই কুপথগামী পাপাত্মার অনুবর্ত্তন কর। এই দুরাত্মা অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের ক্রোধে অমাত্যগণসমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিবে। আমি আর এই ত্যক্তবর্ম্মা পাপাত্মা দুর্মতির অনর্থজনক বাক্য শ্রবণ করিতে বাসনা করি না।”

সত্যপরাক্রম ভরতবংশাবতংস ভীষ্ম এই বলিয়া ক্রোধাভরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

৮৮তম অধ্যায়

হস্তিনানগর-প্রবিষ্ট কৃষ্ণের অভ্যর্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! এ দিকে ভগবান দেবকীনন্দন প্রভাতসময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আহ্নিককার্য্যসকল সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; বৃকস্থলনিবাসী ব্যক্তিগণ সেই মহাবাহুর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল তাহার প্রত্যুদগমন নিমিত্ত গমন করিলেন, পুরবাসিগণ কৃষ্ণদর্শনমানসে কেহ কেহ বহুবিধ যানে আরোহণ করিয়া ও কেহ কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অক্লিষ্টকর্ম্মী ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণে পরিবৃত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণের সম্মান নিমিত্ত নগর অলঙ্কৃত ও রাজমার্গ [রাজপথ-রাজা ও রাজপুরুষেরা সাধারণতঃ যে পথে যাতায়াত করেন-বড় বড় রাস্তা] বহুবিধ রত্নে সমাচিত [সাজান] হইয়াছিল; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কৃষ্ণদর্শনমানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। কৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তত্রস্থ সমুদয় লোকেই রাজমার্গে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। সেই সময় বরস্ত্রীগণসমধিষ্ঠিত [উত্তম স্ত্রীজনাধ্যুষিত-প্রধান প্রধান নারীরা যে স্থানে থাকেন] লতাগৃহসকল প্রচলিতের [কম্পিতের ন্যায়] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বাসুদেবের অশ্বসমুদয় বায়ুবেগগামী; কিন্তু রাজমার্গ জনতায় আবৃত হওয়াতে তাদের গতি নষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণের কৌরবসম্ভাষণ-সভাপ্রবেশ-সৎকার

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব বহুপ্রাসাদশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ধৃতরাষ্ট্রভবনে প্রবেশ করিলেন; ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা [প্রকোষ্ঠ-মহাল] অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাযশাঃ প্রজ্ঞাচক্ষু [অন্ধ বলিয়া দেখিতে না পাইলেও জ্ঞানচক্ষে কৃষ্ণগমন প্রত্যক্ষ হইয়াছিল] ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লীক, ইহারা সকলে তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে বিনীতবাক্যে পূজা করিয়া বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইলেন; পরে বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, কৃপ ও সোমদত্তের সহিত একত্র সমাসীন যশস্বী দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করিলেন। ঐ স্থানে অতি মহৎ পরিশুদ্ধ কাঞ্চনময় আসন পতিত ছিল; মহাত্মা অচ্যুত ধৃতরাষ্ট্রের নির্দ্দেশানুসারে তাহাতে উপবেশন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিতগণ ন্যায়ানুসারে কৃষ্ণকে গো, মধুপর্ক ও উদক প্রদান করিলেন। মহাত্মা গোবিন্দ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কুরুবংশীয়গণের সহিত সম্বন্ধোচিত পরিহাস ও কথোপকথনাদি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাত্মা মধুসূদন ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, পরে কুরুসভায় উপস্থিত ও যথানিয়মে কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া বিদূরীভবনে গমন করিলেন। মাহাত্মা বিদুর অতিথি-সৎকারোপযোগী দ্রব্যজাতদ্বারা কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার দর্শনে আমি যেরূপ প্রীত হইয়াছি, তাহা তোমাকে আর কি বলিব। তুমি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা, তোমার কিছুই অবিদিত নাই।" মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর এইরূপে মহাত্মা মধুসূদনের আতিথ্য করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডবগণের

কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস মধুসূদন পরমসুহৃৎ, ধর্ম্মার্থতৎপর, ক্রোধবিবর্জিত, হৃষ্টচিত্ত, ধীমান বিদুরের নিকট পাণ্ডবগণের সমুদয় বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিলেন।

৮৯তম অধ্যায়
কৃষ্ণদর্শনে কুন্তীর পুত্রদিগের দুঃখস্মৃতি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা জনার্দন বিদুরকে সম্ভাষণ করিয়া অপরাহ্ণে পিতৃষ্বসা [পিতার ভগিনী-পিসি] কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা পৃথা [কুন্তী] বহুদিনের পর স্বীয় তনয়গণের সহায় যদুকলতিলক বাসুদেবকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহার কণ্ঠধারণপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নাম পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণের যথাবিধি আতিথ্য সমাপন করিয়া বাষ্পগদগদ-বচনে ম্লানবিদনে কহিতে লাগিলেন, "হে কেশব! যাহারা বাল্যাবধি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত, যাহাদের পরস্পর সৌহার্দ কদাপি বিনষ্ট হয় না, যাহাদিগের চিত্তবৃত্তি বিভিন্ন নহে, যাহারা শত্রুগণের শঠতায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নির্জ্জনে গমন করিয়াছিল, ক্রোধ ও হর্ষ যাহাদের বশীভূত, আমি রোদন করিলেও যাহারা আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিয়া আমার হৃদয় সাতিশয় উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল, সেই দেবপরায়ণ সত্যবাদী পাণ্ডবগণ কিরূপ সিংহব্যাঘ্র সমাকুল মহারণ্যে বাস করিয়াছিল? আহা! তাহারা বাল্যকালেই পিতৃবিহীন হইয়াছে; কেবল আমিই তাহাদিগকে লালন-পালন করিয়াছি; তাহারা পিতামাতা উভয়কে অবলোকন না করিয়া কিরূপে মহাবনে বাস করিয়াছিল? তাহারা বাল্যাবধি শঙ্খ, দুন্দুভি [ঢাক্কা-ঢাকা], মৃদঙ্গ ও বেণুর [বাঁশীর] নিনাদ, করিবৃংহিত [গজের গর্জ্জন] অশ্বহ্রেষিত [অশ্বের শব্দ-হ্রেষারব] এবং রথনেমিনির্ঘোষে [রথচক্র শব্দে] প্রতিবোধিত হইত। ব্রাহ্মণগণ শঙ্খ, ভেরী [ঢাক], বেণু ও বীণার নিনাদের সহিত পুণ্যাহাঘোষ [পবিত্র মাঙ্গ লিক শব্দ] মিশ্রিত করিয়া তাহাদিগের স্তব করিতেন। তাহারা বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্নদ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিত। হা বিধাতঃ! যাহারা পূর্ব্বে প্রাসাদে রাঙ্কব-অজিনে [মৃগাচর্মে] শয়ন করিয়া নিদ্রিত ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের স্তুতি-গীতি-শ্রবণে জাগরিত হইত, তাহারা বনমধ্যে ক্রুর শ্বাপদ [হিংস্র জন্তু] গণের অতি ভীষণ শব্দশ্রবণে কদাচ নিদ্রিত হইতে পারিত না। হে কৃষ্ণ! যাহারা পূর্ব্বে ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণা ও শঙ্খধ্বনি, বিলাসিনীগণের মধুর গীতি এবং বন্দি[স্তুতিপাঠক]গণের স্তবশ্রবণে প্রতিবোধিত হইয়াছে, সেই মহাত্মারা মহারণ্যমধ্যে হিংস্র ও শ্বাপদগণের চীৎকার-শ্রবণে কিরূপে জাগরিত হইত?

"যে মহাত্মা একান্ত সত্যপরায়ণ, লজ্জাশীল, দয়াপার, কাম ও দ্বেষ যাহার বশীভুত, যে ধর্ম্মাত্মা সতত সাধুলোকের পদবীতেই পদার্পণ করিয়া থাকেন এবং অম্বরীষ, মান্ধাতা, যযাতি, নহুষ, ভরত, দিলীপ ও শিভি প্রভৃতি পূর্ব্বতন ভূপতিগণের ভারগ্রহণ ও বহন করিয়া আসিতেছে, যে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্র প্রভাবে সমুদয় কৌরব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্যলাভের উপযুক্ত পাত্র, সেই বিশুদ্ধ কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এক্ষণে

কেমন আছেন? যে বীর অযুত-মাতঙ্গ-তুল্য বলশালী, যে ব্যক্তি সতত ভ্রাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে, যে বীর মহাবাহু কীচক, উপকীচকগণ, বক ও হিড়িম্বকে নিধন করিয়াছে, যাহার পরাক্রম ইন্দ্রের তুল্য, বল বায়ুর তুল্য ও ক্রোধ মহেশ্বরের তুল্য, যে অরতিনিপাতন ক্রোধনস্বভাব হইয়াও ক্রোধ ও বল সংবরণপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাসনানুবর্ত্তী হইয়া থাকে, সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু তেজোরাশি ভীমদর্শন ভীমসেন এখন কেমন আছে? যে বীর দ্বিবাহু হইয়াও সহস্রবাহু অর্জ্জুনের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, যে বীর একবারে পঞ্চশত বাণ নিক্ষেপ করিতে পারে, যে মহাবাহু অস্ত্রশস্ত্রে কর্ত্তবীর্য্যের সদৃশ, তেজে আদিত্যসদৃশ, দমে [ইন্দ্রিয়সংযমে] মহর্ষিসদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবীসদৃশ ও বিক্রমে মহেন্দ্রসদৃশ, যে বীর সমুদয় ভূপতিগণের উপর কৌরবদিগের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে, পাণ্ডবগণ যাহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতেছে, যাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া কেহই জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না, যে বীর সর্ব্বভূতের জেতা ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়, সেই সর্বরধীশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রিয়সখা ও ভ্রাতা ধনঞ্জয় এখন এমন আছে? যে সুকুমারাঙ্গ [সুন্দর দেহ-প্রিয়দর্শন] যুবা সর্ব্বভূতে দয়াবান, লজ্জাশীল, অস্ত্রকোবিদ, ধার্মিক, সভ্য, ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষু [সেবাপরায়ণ] ও আমার একান্তপ্রিয় অন্যান্য পাণ্ডবগণ সতত যাহার চরিত্রের প্রশংসা করিয়া থাকে, যে যুবা সতত জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুসরণ করে, সেই মাদ্রীনন্দন সহদেব এখন কেমন আছে? যে প্রিয়দর্শন যুবা ভ্রাতৃগণের বহিশ্চর [ছায়ার মত অনুগামী], প্রাণস্বরূপ ও চিত্রযুদ্ধে [নানা প্রকার বৈচিত্র্যময় যুদ্ধ] সাতিশয় নিপুণ, আমি যাহাকে বাল্যাবধি সুখে বর্দ্ধিত করিয়াছি, সেই সুকুমার কলেবর নকুলের ত' কুশল? হায়! আর কি তাহাকে দেখিব? কি আশ্চর্য্য! যে নকুলকে পলকপতনকাল [চক্ষুর পাতা পড়িতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়] না দেখিয়া অধৈর্য্য হইতাম, বহুদিন হইল, তাহাকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি।

"হে জনার্দন! কুলীনা, অসামান্যরূপসম্পন্না দ্রুপদনন্দিনী আমার পুত্রগণ অপেক্ষা প্রিয়তর। সে পুত্রসহবাস অপেক্ষা পতিসহবাস শ্লাব্য জ্ঞান করে; তিন্নিমিত্তই সে প্রিয়তর পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পতিগণসমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছিল। সেই মহাবংশপ্রসূতা কল্যাণী দ্রুপদনন্দিনী এখন কেমন আছে? হায়! সেই পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয় অনলতুল্য প্রতাপশালী পঞ্চপতিসমভিব্যাহারে থাকিয়াও দুঃখ ভোগ করিতেছে। আমি সেই পুত্রশোকপরিক্লিষ্টা সত্যবাদিনীকে চতুর্দশ বৎসর অবলোকন করি নাই। যখন তাদৃশী পুণ্যশীলা দ্রুপদনন্দিনী চিরসুখসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

"হে কৃষ্ণ! যে দিন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সমাগত দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি কি তুমি, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীম, কি নকুল, কি সহদেব, কাহাকেও প্রিয় [দ্রৌপদীর দুঃখনিবারণে অক্ষমতার অশ্রদ্ধেয়] বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীধর্মিণী [ঋতুমতী রজঃস্বলা] দ্রৌপদীকে ক্রোধলোভপরতন্ত্র দুষ্টগণকর্ত্তৃক সভামধ্যে শ্বশুর গণ-সমীপে সমানীত অবলোকন করিয়া যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি, পূর্ব্বে আর কখন সেরূপ দুঃখভোগ করি নাই। সেই সভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ বাহ্লীক, কৃপ, সোমদত্ত ও সমুদয় কৌরবগণ নির্ব্বিঘ্নচিত্তে [বিষণ্নমনে] একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে অবলোকন করিতে লাগিলেন; আমার মতে সেই সভাস্থ

সমুদয় লোকের মধ্যে বিদুরই পূজ্যতম। লোকে সৎস্বভাবীদ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন বা বিদ্যাদ্ধারা তদ্রূপ হইতে পারে না। সেই অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন অতিগম্ভীর মাহাত্মা বিদুরের স্বভাব সমুদয় লোককে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে।”

এইরূপে কুন্তী কৃষ্ণসন্দর্শনে শোক ও হর্ষে যুগপৎ [এককালে] অভিভূত হইয়া নানাবিধ দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে অরাতিনিপাতন [শত্রুসংহারকারিন] জনার্দন! যে সমুদয় পূর্ব্বতন নিন্দনীয় নৃপতিগণ অক্ষক্রীড়া ও মৃগাবধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি তন্নিবন্ধন সুখভোগ হইয়াছিল? সভামধ্যে কুরুগণ সমক্ষে কৃষ্ণা অবমানিত হওয়াতে আমার হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হইতেছে, বোধহয়, মৃত্যুতেও সেইরূপ হয় না। আমি পুত্রগণের নির্ব্বাসন, প্রব্রজ্য [সন্ন্যাসিভাবে গৃহত্যাগ] অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্য্যোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দশ বৎসর অপমান করিতেছে, ইহা সহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে কিন্তু ইহা কথিত আছে যে দুঃখভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্যফলে সুখসম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখভোগ করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি, পশ্চাৎ সুখসম্ভোগ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে কদাপি স্বীয় পুত্রগণ হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করি নাই, সেই পুণ্যফলে তোমাকে পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে সমুদয় শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইতে দেখিব; শত্রুগণ কখনই তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পরিবে না।

“এক্ষণে আপনাকে বা দুর্য্যোধনকে নিন্দা না করিয়া পিতাকেই নিন্দা করা উচিত; কেন না, যেমন বদান্য ব্যক্তিগণ অনায়াসে ধন প্রদান করেন, তদ্রূপ তিনি অক্লেশেই আমাকে কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি যখন বাল্যাবস্থায় কন্দুক [ক্রীড়নক-পুতুল] লইয়া ক্রীড়া করিতাম, সেই সময় পিতা আমাকে কুন্তিভোজের হস্তে প্রদান করেন। আমার কি দূরদৃষ্ট! আমি তৎকালে জনককর্ত্তৃক ও এক্ষণে শ্বশুরকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া জীবনধারণ করিতেছি। আমার জীবনে কিছুমাত্রই ফল নাই। হে জনার্দন! অর্জ্জুনের জন্মদিনে রজনীযোগে আমি এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, “তোমার এই পুত্রটি সমুদয় পৃথিবী জয় করিবে, ইহার যশ আকাশ স্পর্শ করিবে এবং এই মহাত্মা মহাযুদ্ধে কৌরবগণকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে তিনটি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিবে।” আমি দেববাণীর নিন্দা করিতেছি না। বিশ্বকর্তা ধর্ম্ম ও মহাত্মা কৃষ্ণকে নমস্কার; ধর্ম্ম লোকসকল ধারণ করিতেছেন। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি দৈববাণী যথার্থ হয় এবং যদি তুমি সত্য হও, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই আমার সমুদয় অভিলাষ সম্পাদন করবে। "

যুদ্ধকরণে কুন্তীর ইঙ্গিত

“হে মাধব! আমি পুত্রগণের অদর্শনে যেরূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছি, বৈধব্য, অর্থনাশ ও জ্ঞাতিগণের সহিত শত্রুতায় তাদৃশ শোকাকুল হই নাই। আজি চতুর্দশ বৎসর হইল, আমি ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, সমস্ত অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে অবলোকন করি নাই; আমার শান্তি কোথায়? মানবগণ মৃত হইয়াছে

বলিয়া অনুর্দ্দিষ্ট [বার বৎসর যাহার সংবাদ পাওয়া না যায়] ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তদনুসারে পাণ্ডবগণ আমার পক্ষে ও আমি পাণ্ডবগণের পক্ষে মৃতই হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যুধিষ্ঠিরকে কহিবে যে, সে যেন তাহার বাক্য মিথ্যা না করে, কারণ, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মনাশ হইবে। যে নারী পরাধীন হইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাকে ধিক! দীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে মহতী অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। হে কেশব! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয়কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি তোমরা এই সময়ে তাহার বিপরীতচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব। সময়ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত মাদ্রীতনয়দ্বয়কে কহিবে যে, তোমরা বিক্রমার্জিত সম্পত্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর। বিক্রমাধিগত অর্থই ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদনা করিয়া থাকে।

"হে বাসুদেব! তুমি অর্জ্জুনকে দ্রৌপদীর মতানুসারে কার্য্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করিবে। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে, অন্তক[যমতুল্য] সদৃশ ভীমসেন ও অর্জ্জন ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণকেও সংহার করিতে পারে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন যে সভামধ্যে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছিল এবং দুঃশাসন ও কর্ণ যে পরুষ[কর্কশ]বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ভীমার্জ্জুনের পক্ষে নিতান্ত অপমানের বিষয় হইয়াছে। দুর্য্যোধন কৌরবমুখ্য [কৌরবপ্রধান] ব্যক্তিগণসমক্ষে মনস্বী ভীমসেনকে যে উপহাস করিয়াছিল, অচিরাৎ তাহার ফলপ্রাপ্ত হইবে। ভীমসেনের অন্তঃকরণে বৈরানিল একবার প্রজ্বলিত হইলে কখনই প্রশান্তভাব অবলম্বন করে না; ফলতঃ ভীমসেন যাবৎ শত্রুগণকে সংহার করিতে না পারে, তাবৎ তাহার ক্রোধ-হুতাশন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না।

"হে বাসুদেব! ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা দ্রুপদনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় রজঃস্বলাবস্থায় সভামধ্যে আনীত হইয়া বিবিধ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া আমি যদৃশ দুঃখিত হইয়াছি, দূতপরাজয়, রাজ্যহরণ ও পুত্রগণের নির্ব্বাসনের নিমিত্ত তাদৃশ দুঃখিত হই নাই। আমি পুত্রবতী; তুমি, বলদেব ও মহারথ প্রদ্যুম্ন আমার সহায়; ভীমার্জ্জুনও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে; হায়! তথাপি আমাকে এতাদৃশ দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইল!"

কৃষ্ণের বাক্যে কুন্তীর আশ্বস্তি

তখন অর্জ্জুনসখা কৃষ্ণ পুত্রশোকপরিক্লিষ্টা পিতৃষ্বসাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে পিতৃষ্বসা! আপনার তুল্য মহিলা লোকমধ্যে আর কে আছে? আপনি শূরসেনরাজার দুহিতা, এক্ষণে আজমীঢ়কুলে প্রদত্ত হইয়াছেন; আপনার ভর্তা সতত আপনার সম্মান করিতেন। আপনি বীরমাতা, বীরপত্নী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না; আবশ্যক [দৈবাৎ সঙঘটিত] হইলে আপনার সদৃশ কামিনীগণকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিহত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখসম্ভোগে সন্তুষ্ট

আছেন; সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না, বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয়, অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে, আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলোভ বা বনবাস সুখের নিদান।

"পাণ্ডবগণ সাতিশয় ধীর; তন্নিমিত্তই তাঁহারা মধ্যবিত্তাবস্থায় পরিতুষ্ট হয়েন নাই। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা কৃষ্ণসমভিব্যাহারে আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের কুশলবার্তা নিবেদন করিয়া অনাময়জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শত্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে দেখিবেন।"

তনয়শোকসন্তপ্তা কুন্তী কৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া অজ্ঞানজ তম সংবরণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে মধুসূদন! তুমি যাহা যাহা পাণ্ডবগণের হিতকর বোধ করিবে, ধর্ম্মের অব্যাঘাতে অকপটে তৎসমুদয় বিষয়ের অনুষ্ঠানে যত্নবান হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি ব্যবস্থা, মিত্র, বুদ্ধি ও বিক্রম বিষয়ে তোমার প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছি, তুমি আমাদের কুলে ধর্ম্মস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও তপঃস্বরূপ; তুমিই মহান; তুমি পাণ্ডবগণের ভ্রাতা; তুমিই ব্রহ্মা; তোমাতে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর মহাত্মা গোবিন্দ কুন্তীকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্য্যোধনভাবনাভিমুখে গমন করিলেন।

৯০তম অধ্যায়
কৃষ্ণের দুর্য্যোধনগৃহে গমন-আতিথ্যে প্রত্যাখ্যান

বৈশম্পয়ন কহিলেন, ভূপাল! মহাত্মা গোবিন্দ এইরূপে স্বীয় পিতৃষ্বসাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন, পুরন্দর [ইন্দ্র] গৃহসদৃশ, বিচিত্রাসনযুক্ত দুর্য্যোধনের গৃহে গমন করিলেন। তিনি দ্বারবানকর্ত্তৃক অনিবারিত [অনিষিদ্ধ] হইয়া ক্রমে ক্রমে কক্ষা [প্রকোষ্ঠ-মহল] অতিক্রমপূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত সুধাধবল [শুভ্র] পরমশোভাসম্পন্ন প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবাহু দুর্য্যোধন বহুল ভূপাল ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহার্হ [অতিমূল্যবান] আসনে উপবিষ্ট আছেন; দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি তাঁহার সমীপে অত্যুৎকৃষ্ট আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। মহাযশাঃ ধৃতরাষ্ট্রতনয় গোবিন্দকে অবলোকন করিবামাত্র অমাত্যগণসমভিব্যাহারে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব এইরূপে দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া পরিশেষে বয়ঃক্রমানুসারে ভূপতিগণের সহিত আলাপ করিয়া বিবিধ আস্তরণে আস্তীর্ণ [পাতঞ্চি দিয়া ঢাকা] জাম্বুনন্দময় [স্বর্ণ] পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে গো, মধুপর্ক, জল, গৃহ ও রাজ্য সমর্পণ করিলে অন্যান্য কৌরবগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের সমক্ষে শঠতাপূর্ণহৃদয়ে মৃদুবাক্যে বাসুদেবকে কহিলেন, "হে জনার্দন! এই সমুদয় অন্ন, পান, বসন ও শয়ন আপনার নিমিত্তই আনীত হইয়াছে;

আপনি কি নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি আমাদের উভয় পক্ষে সাহায্যকারী ও হিতানুষ্ঠানপরায়ণ এবং আমার পিতার আত্মীয় ও দায়িত [প্রিয়]। আপনি ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব যথার্থরূপে অবগত আছেন; অতএব আপনার নিকট উক্ত বিষয়ের কারণ অবগত হইতে ইচ্ছা করি।"

আতিথ্যপ্রত্যাখ্যানের কারণ প্রদর্শন

মহামতি গোবিন্দ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার বিপুল বাহু গ্রহণ করিয়া মেঘগম্ভীর নিস্বনে স্পষ্টাক্ষর অর্থপূর্ণ হেতুগর্ভ [যুক্তিপূর্ণ] বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে দুর্য্যোধন! দূতগণ কার্য্যসমাধান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রতি এরূপ অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি কৃতার্থ হউন অথবা অকৃতার্থই হউন, আমরা আপনাকে পূজা করিতে যত্ন করিব; কিন্তু আপনার পূজা করা আমাদের সাধ্য নহে। যাহা হউক, আমরা প্রীতিপূর্ব্বক পূজা করিলেও আপনি যে কি নিমিত্ত উহা গ্রহণ করেন না, ইহার যথার্থ কারণ কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত, আমাদের বৈরী [শত্রুতা] বা বিগ্রহ [কলহ] নাই; অতএব ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার একান্ত অনুচিত।"

তখন বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে কৌরব! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটতা বা লোভনিবন্ধন কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে; আপনি প্রীতিসহকারে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব? আপনি অকারণে প্রিয়ানুবর্ত্তী সর্ব্বগুণসম্পন্ন সোদরকল্প পাণ্ডবগণের দ্বেষ করিয়া থাকেন; উহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপথাবলম্বী; কাহার সাধ্য তাঁহাদিগকে কোন কথা কহে? যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের দ্বেষ করে, সে আমারও দ্বেষ্টা, আর যে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলতঃ আমি পাণ্ডবগণ হইতে ভিন্ন নাহি। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ বা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের সহিত বিরোধ করিতে বাসনা করে ও গুণবানের দ্বেষ করে, সে নরাধম। যে ব্যক্তি কল্যাণকর গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে অকারণে দুষ্ট [দুরভিপ্রায়সম্পন্ন] জ্ঞান ও তাহাদের ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই অজিতাত্মা দুরাচার কখনই চিরসঞ্চিতসম্পত্তি সম্ভোগ করিতে পারে না, আর গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার অপ্রিয় হইলেও যে তাহাকে প্রিয়াচরণদ্বারা বশীভূত করে, সে চিরকাল যশস্বী হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি কোন দুরভিসন্ধি করিয়া আমাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি কখনই আপনার এই সকল ভক্ষ্যসামগ্রী ভোজন করিব না; কেবল বিদুরের ভবনে ভোজন করাই আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে।"

বিদুরগৃহে কৃষ্ণের অন্নভোজন

মহাবাহু বাসুদেব অমর্ষসম্পন্ন [ঈর্ষাপরায়ণ] দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নিকেতন হইতে নির্গত হইয়া মাহাত্মা বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক ও অনেকানেক কৌরবগণ বিদুরভবনে তাহার সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের ভবনে গমন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কহিলেন, "হে মহাত্মাগণ! আপনারা স্ব স্ব নিকেতনে গমন করুন; আমি আপনাদের সমুদয় পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এইরূপে কৌরবগণ ভগবান বাসুদেবের নিয়োগানুসারে স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করিলে মাহাত্মা বিদুর পরম যত্নসহকারে সর্বোপকরণদ্বারা কৃষ্ণকে পূজা করিয়া অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সেই বিদূরপ্রদত্ত অন্নপানদ্বারা সর্ব্বাগ্রে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া বহুবিধ ধনসম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক পরিশেষে সুরগণসমবেত বাসবের ন্যায় অনুযায়ি[সহচর]গণসমভিব্যাহারে সেই ব্রাহ্মণগণের ভুক্তাবিশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন।

৯১তম অধ্যায়
সন্ধির ব্যর্থতাশঙ্কায় তৎপ্রস্তাবে বিদুরের নিষেধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণের ভোজন সমাধান হইলে পর মাহাত্মা বিদুর রজনযোগে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে মধুসূদন! আপনার কৌরবরাজ্যে আগমন করা অনুচিত হইয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মার্থবিবর্জিত, কামক্রোধপরায়ণ, মাননাশক, মানাভিলাষী, মূঢ়, বুদ্ধিহীন, অজিতেন্দ্রিয়, পাণ্ডিত্যাভিমানী, মিত্রদ্রোহী [বন্ধুগণের বিদ্রোহকারী], অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মহীন, মিথ্যাপ্রিয়, স্বেচ্ছাচারী ও কর্ত্তব্যবিষয়ে অকৃতনিশ্চয় [অব্যবস্থিতচিত্ত]। ঐ দুরাত্মা বৃদ্ধগণের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন পালন করে না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে আপনার বাক্য শ্রেয়স্কর হইলেও ঐ দুরাত্মা কখন উহাতে সম্মত হইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ-ইহারা দুর্য্যোধনের নিকট হইতে জীবিকা লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং শান্তিপক্ষে [সন্ধিতে] কদাপি সম্মত হইবে না। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও কর্ণ মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে কদাপি আক্রমণ করিতে পরিবেন না। অল্পবুদ্ধি অবিচক্ষণ দুর্য্যোধন কতকগুলি মানবসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ স্থির করিয়াছে। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে কর্ণ একাকী সমুদয় শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পরিবেন; অতএব দুর্য্যোধন কদাপি শান্তিপথ অবলম্বন করিবে না।-সমুদায় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ পাণ্ডবদিগকে যথোচিত অংশ প্রদান করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছেন; সুতরাং আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৌভ্রাত্র [ভ্রাতৃসৌহার্দ] সংস্থাপনবাসনায় যেসকল কথা কহিবেন, তৎসমুদয় বৃথা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"হে জনার্দন! যেমন গায়ক ব্যক্তি বধিরের [শ্রবণশক্তিহীন-কালা] নিকট গান করেন না, তদ্রূপ যাহার নিকট সদ্বাক্য ও অসদ্বাক্য উভয়ই সমান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোনক্রমে তাহার নিকট কোন কথা কহেন না। যেমন চণ্ডালকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের অকর্ত্তব্য, তদ্রূপ সেই মর্যাদাবিহীন অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিগণকে সদুপদেশ প্রদান করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন স্বভাবতঃ মূঢ়; বিশেষতঃ এক্ষণে বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, অতএব কখনই আপনার বাক্য শ্রবণ করিবে না। একত্র সমুপবিষ্ট পাপাত্মা দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনপ্রভৃতি অশিষ্টগণের মধ্যে আপনার গমন করা ও তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করা আমার মতে শ্রেয়স্কর নহে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন একে কখন বৃদ্ধগণের উপদেশ গ্রহণ করে নাই, তাহাতে আবার নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ, ধনমদে মত্ত ও নিতান্ত গর্ব্বিত, সে কখনই আপনার শ্রেয়স্কর বাক্য গ্রহণ করিবে না। সে প্রবল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, আপনার উপর তাহার মহতী শঙ্কা আছে; এ নিমিত্ত সে কখনই আপনার বাক্য রক্ষা করিবে না। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্থির করিয়াছে যে, সুররাজ ইন্দ্র সমুদয় অমরগণসমভিব্যাহারেও তাহাদের সৈন্যকে পরাজয় করিতে পরিবেন না। অতএব আপনার বাক্য সন্ধিস্থাপনে সমর্থ হইলেও সেই ক্রোধনস্বভাব কামপরবশ কৌরবগণের নিকট কার্য্যসাধনে অসমর্থ হইবে।

“হে জনার্দন! দুরাত্মা দুর্য্যোধনপ্রভৃতি হস্তি-অশ্বিরথ, সম্পন্ন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নির্ভয়চিত্তে সমুদয় পৃথিবী আপনার বশীভূত ও রাজ্য শত্রুসৈন্য হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতেছে, অতএব সে কখনই শান্তিসংস্থাপনে সম্মত হইবে না। এই পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়াছে [উপকৃত হইতে বসিয়াছে]; কালগ্রাসে পতনোন্মুখ ভূপতিগণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! যেসকল ভূপতি পূর্ব্বে আপনার সহিত কৃতবৈরী [শত্রুভাবাপন্ন] ও আপনার প্রভাবে হৃতসার [হৃতসর্ব্বস্বসর্ব্বস্বহারা] হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আপনার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যোদ্ধৃগণ দুর্য্যোধনসমভিব্যাহারে প্রাণপণে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ধিস্থাপনের কথা উত্থাপন করা আমার মত নয়। হে মধুসূদন! আমি আপনার প্রভাব, পৌরুষ [পুরুষত্ব-বল, বীর্য্য] ও বুদ্ধি বিলক্ষণ অবগত আছি এবং দেবগণও আপনার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না, যথার্থ বটে। তথাপি আপনি সেই দুষ্টচিত্ত শত্রুগণের সভায় প্রবেশ করিবেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। পাণ্ডবগণের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি, আপনার উপর তদপেক্ষা অধিক। হে পুরুষোত্তম! আপনার দর্শনে আমি যেরূপ প্রীত হইয়াছি, তাহা আপনাকে আর কি বলিব; আমি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।”

৯২তম অধ্যায়
কৃষ্ণের স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞাপন

কৃষ্ণ কহিলেন, “হে বিদুর! মহাপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বিচক্ষণেরা যেরূপ কহিয়া থাকেন এবং মৎসদৃশ সুহৃদের প্রতি ভবাদৃশ [আপনার মত] ব্যক্তির যেরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত সুহৃদের প্রয়োগ করা উচিত, আপনি তদনুরূপ কথা কহিয়াছেন। আপনি আমাকে যাহা যাহা কহিয়াছেন, তৎসমুদয়ই যথার্থ; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিয়াছি, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য ও ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই এখানে আগমন করিয়াছি। হে বিদুর! যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত [অশ্ব-গজ-রথসমন্বিত] বিপর্য্যস্ত সমুদয় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিযুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়। আমি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, মনুষ্য যথাসাধ্য ধর্ম্মকর্ম্মসাধনে সচেষ্ট হইয়া যদি তাহা সম্পাদন করিতে না পারে তথাপি তাহার সেই কার্য্যসাধনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু কেবল মনে মনে পাপকর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা করিয়া যদি তাহার অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলে সেই পাপানুষ্ঠানের ফলভোগ করিতে হয় না। দেখুন, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের অপরাধে কুরুকুলে ঘোরতর আপদ সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ [মরণে উদ্যত] কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের শান্তি হয়, তৎসম্পাদনে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব।

“হে বিদুর! যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধবকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান না হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ

করিয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইবেন; যদি সে তাহাতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কখনই লোকসমাজে নিন্দনীয় হইবেন না। আমি ধার্ত্তরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের হিতার্থ যেসমুদয় কথা কহিব, তৎসমুদয় গ্রহণ করা দুর্য্যোধনের অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি তিনি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা [সংশয়] করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়াকে সদুপদেশপ্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনৃণ্যলাভ [কর্ত্তব্য-উপদেশে স্বীয় দায়িত্বভার লাঘব] হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ [অনৈক্যবশতঃ বিবাদ] সময়ে মিত্রকে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি তখন আত্মীয় নহে। হে বিদুর! আমি কুরুপাণ্ডবগণের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও অধার্মিক মূঢ়গণ বা আত্মীয়গণ কখনই বলিতে পরিবে না যে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও ক্রোধবিমূঢ় [ক্রোধান্ধ] কুরুপাণ্ডবকে নিবারণ করিল না। আমি উভয় পক্ষের অর্থসাধন করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি; অতএব উভয় পক্ষের অর্থসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিয়া জনসমাজে অনিন্দনীয় হইব। যদি দুর্য্যোধন বালস্বভাবপ্রযুক্ত আমার ধর্ম্মার্থক্ত হিতকর বাক্য গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার অদৃষ্ট যাহা আছে, তাহাই হইবে।

"হে মহাত্মন! আমি যদি পাণ্ডবগণের অর্থের অবিঘাতে [যাহাতে স্বার্থহানি না হয় এইরূপভাবে] কৌরবগণের সহিত তাঁহাদের সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পুণ্যলাভ ও কৌরবগণের মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তি হয়। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কি আমার ধর্ম্মর্থযুক্ত নির্দোষ বাক্য শ্রবণ করিবে; আমি কুরুসভায় গমন করিলে কৌরবগণ কি আমার সম্মান করিবে? যাহা হউক, সিংহ যেমন অন্যান্য পশুগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারে, তদ্রূপ আমি সমুদয় কৌরবপক্ষীয় ভূপতিদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করিতে পারি।" যদুকুলপ্রদীপ বাসুদেব এইসকল কথা বলিয়া সুখস্পর্শশয্যাতলে শয়ন করিলেন।

৯২তম অধ্যায়
কৃষ্ণের কৌরবসভায় যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলে, মহারাজ! কৃষ্ণ ও বিদুরের এইরূপ ধর্ম্মর্থযুক্ত বিচিত্র কথোপকথন হইতে হইতে সেই মঙ্গলদায়িনী বিচিত্রনক্ষত্রসম্পন্ন বিভাবরী [রাত্রি] অতিবাহিত হইল। সুমধুরস্বরসম্পন্ন বৈতালিকগণ [যাহারা যথাকলে জগাইয়া দেয়] শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষ করিয়া কেশবকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিল, তখন মহাত্মা বাসুদেব গাত্রোত্থান করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য প্রাতঃকৃত্যসকল সম্পাদনপূর্ব্বক উদকক্রিয়া [সন্ধ্যাতর্পণাদি], জপ, হোম সমাপনান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া নবেদিত আদিত্যের উপাসনা ও উত্তরসন্ধ্যায় [মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা] আরাধনা করিতেছেন, এমন সময় দুর্য্যোধন ও শকুনি তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন, "হে মধুসূদন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য কৌরবগণ ও ভূপতিসমুদয় সভায় সমুপস্থিত হইয়া আপনার গমনপ্রতীক্ষা করিতেছেন।"

মহাত্মা বাসুদেব সুমধুর সান্ত্ববাদদ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য, বাস ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। ঐ সময় সারথি দারুক তাঁহার সমীপে

আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কিঙ্কিণীজালজড়িত [মাল্যাকারে গ্রথিত ক্ষুদ্র ঘণ্টাসমূহ] উৎকৃষ্ট অশ্বগণযোজিত বৃহৎ রথ আনয়ন করিল। মনস্বী বাসুদেব সেই নীরদনির্ঘোষ [মেঘগম্ভীর শব্দযুক্ত] সর্ব্বরত্নবিভূষিত স্যান্দন [রথ] সমুপস্থিত হইয়াছে জানিয়া অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ এবং কৌস্তুভমণিধারণপূর্ব্বক কৌরব ও বৃষ্ণিগণসমভিব্যাহারে গমন করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর তাঁহার পশ্চাৎ সেই রথে উঠিলেন। পরে দুর্য্যোধন ও শকুনি অপর এক রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের অনুগামী হইলেন। সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ বা অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের হেমোকরণ [সোণার সাজ] সম্পন্ন মেঘগম্ভীরনিস্বন স্যান্দনসমুদয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

মহাত্মা মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সংসিক্তরজ [জলদ্বারা অপসারিত ধূলি] রাজপথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্খ, দুন্দুভিপ্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। সিংহসদৃশ বিক্রমশালী অরতিনিপাতন বীরপুরুষগণ তাঁহার রথের চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত বিচিত্রবসনবিভূষিত, অসি, প্রাস [ক্ষেপণীয় অস্ত্র-বর্শা] প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রধারী, সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার অনুগামী হইল। সহস্র সহস্র গজ ও রথ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কৌরবপুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রাজপথস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইল। কামিনীগণ গৃহবেদিকার [রোয়াক] উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কৃষ্ণকে দর্শন করাতে বোধ হইল যে, ভুবনসমুদয় উহাদিগের ভরে প্রচলিত হইতেছে।

তখন মহাত্মা দেবকীনন্দন কৌরবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদের মধুরবাক্যশ্রবণ, তাঁহাদিগকে যথোচিত প্রতিসৎকার [সৎকার স্বীকারপূর্ব্বক সৎকারকারীর প্রতি সৎকারপ্রয়াগ] ও চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অনুযায়িগণ সভায় গমন করিয়া শঙ্খ ও বেণুর ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিল। সমুদয় সভা কৃষ্ণাগমনজনিত হর্ষে কম্পিত [চাঞ্চল্যযুক্ত] হইতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সভামণ্ডপের সমীপবর্ত্তী হইলে তত্রস্থ ভূপালগণ তাঁহার মেঘনির্ঘোষসদৃশ [মেঘধ্বনিতুল্য] রথশব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

কৃষ্ণের কুরুসভায় প্রবেশ

অনন্তর সাত্বতকুলতিলক কৃষ্ণ সভাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া সেই কৈলাসশিখরসদৃশ স্যান্দন হইতে অবতরণপূর্ব্বক বিদুর ও সাত্যকির হস্ত ধারণ করিয়া রূপপ্রভাবে কৌরবগণকে প্রচ্ছাদিত [হীনপ্রভ] করিয়া নবজলধরবর্ণ [নবমেঘসম বর্ণ] তেজঃপ্রজ্বলিত মহেন্দ্রসভাসদৃশ [ইন্দ্রসভাতুল্য] কৌরবসভায় প্রবেশ করিলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন তাঁহার অগ্রে এবং কৃতবর্ম্মা ও বৃষ্ণিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিলেন।

বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভষ্মিদ্রোণাদিসমভিব্যাহারে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গাত্রোত্থান করাতে তত্রস্থ সহস্র সহস্র ভূপতিগণ আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের

শাসনানুসারে ঐ সভামধ্যে কৃষ্ণের নিমিত্ত সুবর্ণময় অতি পরিষ্কৃত মহার্ঘ্য এক আসন সন্নিবেশিত ছিল। বাসুদেব হাস্যমুখে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে বয়ঃক্রমানুসারে অভ্যর্থনা করিলেন। সমস্ত ভূপতিগণ ও কৌরবসমুদয় সভাগত জনার্দনকে অর্চ্চনা করিলেন।

মহাত্মা মধুসূদন সেই ভূপতিগণমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অন্তরীক্ষস্থ নারদপ্রভৃতি ঋষিগণকে অবলোকন করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, "হে শান্তনুতনয়! দেখুন, ঐ নারদপ্রভৃতি মহর্ষিগণ সভা অবলোকন করিবার নিমিত্ত মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন। উহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদানপূর্ব্বক সৎকার করুন। উহারা আসন পরিগ্রহ না করিলে কেহই উপবেশন করিতে পরিবেন না; অতএব শীঘ্র উহাদিগের পূজা করুন।"

তখন কৌরববংশাবতংস শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ঋষিগণকে সভাদ্ধারে সমুপস্থিত দেখিয়া সত্বরে ভৃত্যগণকে আসন আনয়নে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ মণিকাঞ্চনখচিত [স্বর্ণরত্নসন্নিবেশিত] বিপুল আসনসকল সমানীত করিল। মহর্ষিগণ সেই সমুদয় আসনে উপবিষ্ট হইলে পর মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভূপতিরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকে ও বিবিংশতি কৃতবর্ম্মকে উৎকৃষ্ট কাঞ্চনময় আসন প্রদান করিলেন। অমর্ষপরায়ণ কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের অনতিদূরে একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গান্ধাররাজ শকুনি গান্ধীরগণকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত [চারিদিকে রক্ষিগণদ্বারা রক্ষিত] হইয়া পুত্রসমভিব্যাহারে একাসনে উপবেশন করিলেন। মহামতি বিদুর আসন স্পর্শ করিয়া শুক্লাজিনসংস্তীর্ণ [শ্বেতবর্ণের মৃগাচর্মে মণ্ডিত] মণিময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যেমন বারংবার অমৃত পান করিলে তৃপ্তিলাভ [তৃপ্তির শেষ] হয় না, তদ্রুপ ভূপতিগণ বহুক্ষণ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী [অতসীকুসুম দুই রকমের হয়-পীত ও কৃষ্ণ] কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসন জনার্দন সুবর্ণমণ্ডিত নীলকান্তমণির ন্যায় সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ সভার – সমুদয় সভ্যগণ একমনে অনিমিষনয়েনে নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না।

৯৪তম অধ্যায়
কৃষ্ণকর্ত্তৃক সন্ধিপ্রস্তাব উত্থাপন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সমুদয় সভ্যগণ তৃষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিলেন, মহাত্মা মধুসূদন বর্ষাকালীন সজল জলদগম্ভীর নিস্বনে [মেঘধবনির ন্যায় উচ্চ শব্দ] সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ভরতবংশাবতংস! আমার মানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়; বীরপুরুষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনাকে অন্য কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই; যাহা জ্ঞাতব্য, আপনি তৎসমুদয় অবগত হইয়াছেন। হে রাজন! আপনাদিগের কুল বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ও অন্যান্য সমুদয় ভূপতিগণের কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া,

অনৃশংসতা [নির্দয়তা], সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষরূপ বর্ত্তমান আছে। অতএব এই কুলে, বিশেষতঃ আপনা হইতে অযুক্ত [অশোভন— অবাঞ্ছিত] কার্য্য সমুৎপন্ন [আচরিত] হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকতা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃত [মিথ্যা]। ব্যবহার করিতেছে। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, মর্য্যদানাশক ও লোভপরতন্ত্র। উহারা ধর্ম্মার্থের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছে।

"দেখুন, এক্ষণে কুরুকুলে এই ঘোরতর আপদ সমুত্থিত হইয়াছে; যদি আপনি ইহাতে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ইহা পরিশেষে সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট করিবে। হে মহারাজ! আপনি মনে করিলেই এই আপদ বিনাশ করিতে পারেন; বোধহয়, উভয় পক্ষের শান্তি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর নহে। কুরুপাণ্ডবগণের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনার শাসনে থাকিলে তাহাদের যথেষ্ট শ্রেয়োলাভ হইবার সম্ভাবনা। আপনি শান্তিসংস্থাপন করিলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হইবে; অতএব বৈর নিস্ফল বিবেচনা করিয়া শান্তিসংস্থাপনে যত্নবান হউন; প্রাণপণে যত্ন করিলেও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অসাধ্য। হে রাজন! কৌরবগণ আপনার সহায় আছে, এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মার্থচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকুন। আপনি পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে ভূপতিগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণসমভিব্যাহারে আপনার প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না।

"দেখুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, সৈন্ধব, কলিঙ্গ, কম্বোজ, সুদক্ষিণ, যধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, সাতকি ও মহারথ যুযুৎসু, এই সমুদয় মহাবীরগণের সহিত কোন যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে অনায়াসে সমুদয় লোকের অধীশ্বরত্ব ও শত্রুগণের অজেয়ত্ব লাভ করিতে পরিবেন। কি সমকক্ষ, কি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকল ভূপতিই আপনার সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিবেন। তখন আপনি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, পিতা ও সুহৃদগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পরিবেন। আপনি স্বীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের প্রভাবে অনায়াসে অন্যান্য শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া পুত্র ও অমাত্যগণসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের উপার্জিত ভূমি ভোগ করিতে পরিবেন।

"হে মহারাজ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতু। দেখুন, কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলে আপনার যথেষ্ট হানি হইবে; পাণ্ডবগণ বা কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইলে আপনার কি সুখোদয় হইবে? পাণ্ডবগণ সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধাভিলাষী, তাঁহারাও আপনার আত্মীয়; অতএব আপনি তাহাঁদিগকে এই ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে যেন সমুদয় কৌরব ও পাণ্ডবগণকে সমরে ক্ষীণ ও রথিগণকে রথিগণকর্ত্তৃক নিহত দেখিতে না হয়। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত হইয়াছেন; তাঁহাদের ক্রোধে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন; উহারা যেন বিনষ্ট না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই ইহাদের

পরস্পর বিবাদভঞ্জন হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পবিত্রকুলসম্ভূত বদান্য অতি যশস্বী লজ্জাপরবশ মহামান্য পরস্পর মিত্রভাবসম্পন্ন কুরুপাণ্ডবগণকে এই মহাদজয় হইতে পরিত্রাণ করুন। এইসকল ভূপতিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রোধ ও বৈর পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ করিয়া একত্র পান ও ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত আপনার যেরূপ সৌহার্দ্য ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ হউক; আপনি সন্ধিস্থাপনে যত্ন করুন। পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনাকর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগের এবং স্বীয় পুত্রগণকে যথাবিধি প্রতিপালন করুন। পাণ্ডবগণ সকল সময়ে বিশেষতঃ আপৎকালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব আপনি তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থ নাশ করিবেন না।

"হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিয়াছেন যে, "আমরা আপনাকে পিতা জ্ঞান করিয়া আপনার আদেশানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, আমরা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমরা স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি, এরূপ করুন। আপনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ, আমরা আপনাকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া আছি; অতএব এক্ষণে মাতাপিতার ন্যায় আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন! শিষ্যের গুরুর প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত, আমরা আপনার প্রতি সেইরূপ করিতেছি, আপনি আমাদিগের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করুন। আমরা উৎপথগামী [অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত] হইলে আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আপনি ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সেই পথে আনীত করুন।"

"পাণ্ডবগণ সভাসদগণকেও কহিয়াছেন যে 'ধর্মজ্ঞ সভ্যগণ সে স্থানে থাকিতে অন্যায় কার্য্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যদি সভাসদগণের সমক্ষে অধর্মপ্রভাবে ধর্ম্ম ও অসত্যপ্রভাবে সত্য বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন সভামধ্যে ধর্ম্ম অধর্মস্বরূপ শল্যে বিদ্ধ হয়, আর তত্রস্থ সভ্য সেই শল্য ছেদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হয়েন। নদী যেমন তীরস্থ বৃক্ষসমুদয় ভগ্ন করে, তদ্রূপ। ধর্ম্ম উক্তরূপ সভ্যগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারাই সত্য, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায্য বাক্য কহিয়া থাকেন।"

"হে মহারাজ! আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আপনাকে অন্য কিছু বলিতে পারি না; অথবা অত্রস্থ পরিষদ [সভাসদ]গণ এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়, বলুন। হে মহীপাল! যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমুদয় ভূপতিগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এক্ষণে প্রশান্ত হউন, ক্রোধাপরবশ হইবেন না; পাণ্ডবগণকে তঁহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশপ্রদানপূর্ব্বক পুত্রগণসমভিব্যাহারে সুখস্বচ্ছন্দে বিবিধ ভোগ উপভোগ করুন। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। ঐ মহাপুরুষ আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই।

আপনি তাহাকে দাহিত [দুঃখানলে দগ্ধ] নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; তিনি তথাপি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই আপনার পুত্রগণের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদয় ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন; আপনার মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু সুবলনন্দন শকুনি আপনার মতানুসারে কপটযুদ্ধে তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তিসকল অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না।

"আমি এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষের মঙ্গলবাসনায় এই সকল কথা কহিতেছি, আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলতঃ পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন; আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।"

তত্রস্থ সমস্ত পারিষদ মনে মনে কৃষ্ণের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অগ্রে স্পষ্টভিধানে [স্পষ্টবাক্যে] কেহই কিছু কহিতে পারিলেন না।

৯৫তম অধ্যায়

জামদগ্ন্যবর্ণিত নরনারায়ণ-দম্ভোদ্ভবসংবাদ

বাক্যাবসান হইলে পর, সভ্যগণ স্তব্ধ হইয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কেহ কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সমস্ত ভূমিপাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে জামদগ্ন্য সকলের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন! অগ্রে আমার সদৃষ্টান্ত বাক্য শ্রবণ করুন, পশ্চাৎ যাহা কল্যাণকর বোধ হয়, তাহা সমাধান করিবেন। শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে দম্ভোদ্ভবনামে এক সম্রাট এই অখণ্ড ভূমণ্ডল অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কোন শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, কি ব্রাহ্মণ যুদ্ধে আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা আমার সমান যোদ্ধা বিদ্যমান আছে? রাজা দম্ভোদ্ভব দম্ভোন্মত্ত হইয়া অন্য কোন যোদ্ধার অনুসন্ধানার্থ ঐ কথা বলিতে বলিতে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। উদারস্বভাব বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ সেই শ্লাঘাপরায়ণ দম্ভকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন; তথাপি সেই গর্ব্বিত সৌভাগ্যমত্ত মহীপাল দ্বিজগণকে বারংবার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ জাতক্রোধ হইয়া সেই উদ্ধতস্বভাব রাজাকে কহিলেন, "হে রাজন! যে দুই মহাপুরুষ সমরে অনেক বীরকে পরাজিত করিয়াছেন, আপনি কদাপি তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবেন না।"

"রাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজগণ! সেই দুই বীর কোথায় অবস্থান করেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের কর্ম্মই বা কি প্রকার?"

"ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, নরনাথ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি, সেই দুই মহাপুরুষ নর ও নারায়ণ; তাঁহারা মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করুন।

এক্ষণে তাঁহারা গন্ধমাদনপর্ব্বতে কোন অনির্দ্দেশ্য [অনির্ব্বচনীয়-আবর্ণনীয়] তপস্যায় নিমগ্ন আছেন।”

দম্ভোদ্ভবসহ নরনারায়ণের যুদ্ধ

“অনন্তর সেই অপরাজিত নর ও নারায়ণ যে স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন, অসহিষ্ণুস্বভাব রাজা দম্ভোদ্ভব ষড়ঙ্গিণী [রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি, শকট ও উষ্ট্রযুক্ত] সেনা সংযোজনপূর্ব্বক সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই বিষম ঘোর গন্ধমাদনপর্ব্বতে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় অতিমাত্র কৃশ, বনবাসী, তপস্বী, শীর্ণকায় শীতবাতাতপে [শীত, বায়ু, রৌদ্র] একান্ত ক্লান্ত নর ও নারায়ণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া নমস্কার ও অনাময় [কুশল] জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ফল মূল, আসন ও উদক [জল] দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া কি কার্য্য সম্পাদনা করিতে হইবে বলিয়া আমন্ত্রণ করিলেন।

“রাজা দম্ভোদ্ভব কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছি এবং সমস্ত শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়াছি; এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে এই পর্ব্বত প্রদেশে আগমন করিয়াছি। আপনারা এই চিরাকাঙ্খিত [দীর্ঘকালের অভিলষিত] মনোরথ সফল করুন।”

“নরনারায়ণ কহিলেন, “হে রাজন! এই ক্রোধলোভাবিবর্জিত আশ্রমে শস্ত্রই বা কোথা, যুদ্ধই বা কোথা এবং কুটিলতাই বা কোথা? এই পৃথিবীতে অনেক ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই আকাঙক্ষা চরিতার্থ কর।”

“নর ও নারায়ণ রাজা দম্ভোদ্ভবকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ ঐরূপ কহিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ক্ষান্ত না হইয়া যুদ্ধাভিলাষে তাপসদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর নর এক মুষ্টি ইষিকা [শরতৃণ] গ্রহণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, “হে যুদ্ধকাম [যুদ্ধাভিলাষী]! যুদ্ধ কর, সমুদয় অস্ত্র গ্রহণ কর এবং সেনা সংযোজিত কর; আমি তোমার সমরানুরাগ অপনীত করিব।”

“দম্ভোদ্ভব কহিলেন, হে তাপস! যদি এইসকল অস্ত্রই আমাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করা উপযুক্ত বোধ করিয়া থাকেন, নিক্ষেপ করুন। আমিও ইহাদ্বারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, আমি যুদ্ধার্থী হইয়াই আগমন করিয়াছি।”

পরাজিত আশ্রয়প্রার্থী দম্ভের প্রতি অভয়দান

“রাজা দম্ভোদ্ভব এই কথা কহিয়া সেই তাপসকে সংহার করিবার নিমিত্তে সসৈন্যে তাঁহার চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন নিমিত্তবেধী [প্রতিপক্ষের লক্ষ্যে বাধাপ্রদানকারী] তপস্বী নির ইষিকাদ্বারা পরতনুচ্ছেদী [বিপক্ষদেহভেদকারী] দম্ভোদ্ভবনিক্ষিপ্ত অতি ভীষণ অস্ত্রসকল বিকল করিয়া তাঁহার প্রতি অপ্রতিসন্ধেয় [প্রতিকারের অযোগ্য] ঐষিক-অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত করিলেন। তিনি মায়াপ্রভাবে ইষিকাসমূহদ্বারা দম্ভোদ্ভবের সৈন্যগণের চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা বিকৃত করিলে

দম্ভোদ্ভব আকাশমণ্ডল ইষিকাকীর্ণ [ইষিকায় পরিব্যাপ্ত] ও শ্বেতবর্ণ অবলোকন করিয়া 'আমার মঙ্গল করুন' বলিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন।

"তখন শরণার্থিগণের শরণ্য ভগবান নর কহিলেন, "হে নৃপশার্দূল! অতঃপর ধর্ম্মাত্মা ও ব্রহ্মপরায়ণ হও; এমন কর্ম্ম পুনরায় করিও না। তোমার সদৃশ পুরুষ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কদাচ মনে মনেও ঈদৃশ ব্যবহারে সঙ্কল্প করে না। তুমি গর্ব্বিত হইয়া কি দুর্ব্বল, কি বলবান, কাহাকেও কখন আক্রমণ করিও না। এক্ষণে কৃতপ্রজ্ঞ [লব্ধ জ্ঞান], লোভহীন, নিরহঙ্কার, মহানুভব, দান্ত, ক্ষমাবান, মৃদু ও সৌম্য হইয়া প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। বলাবল অবগত না হইয়া আর কাহাকেও আক্রমণ করিও না। ফলতঃ, কদাপি এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, পরমসুখে গমন কর, আমাদিগের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও ।" অনন্তর রাজা দম্ভোদ্ভব নর ও নারায়ণের চরণবন্দনপূর্ব্বক স্ব-নগরে গমন করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন।

পুনঃ পুরশুরামের উপদেশ

"মহারাজ! ভগবান নর যে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সামান্য নয়; কিন্তু নারায়ণ নর অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; অতএব শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে অস্ত্রযোজনা না হইতেই আপনি সম্মানপ্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করুন। মানবগণ কাকুদীক [যে অস্ত্রের প্রভাবে সৈন্যগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া, রথ ও অশ্বগজাদির উপর ঘুমাইয়া পড়ে], শুক [যাহা দ্বারা ভয়প্রাপ্ত হইয়া, রথাদির মধ্যে লুক্কায়িত হয়], নাক [স্বর্গ দর্শনের অযোগ্য হইলেও যাহার প্রভাবে উন্মাদবৎ মিথ্যা স্বর্গ দর্শন করে], অক্ষিসন্তর্জ্জন [যাহার প্রহারে ভীত হইয়া প্রস্রাববাহ্য করিয়া ফেলে], সন্তান [অবিচ্ছিন্ন বর্ষণ], নর্ত্তক [যাহার আঘাতে পিশাচের ন্যায় বিকট নৃত্য করে] ঘোর [যাহা নির্দয়ারূপে বিনাশ করে] ও আস্যমোদক [যাহা দ্বারা অবশ্যমৃত্যু হয়—যম-বদনের আনন্দবর্দ্ধক] এই আটটি অস্ত্রে বিদ্ধ হইলেই প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই স্থলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মান, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার পূর্বোক্ত অস্ত্র বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। মনুষ্যগণ ঐসকল অস্ত্রে আহত হইলে উন্মত্ত হয়, কখন অচেতন হইয়া কার্য্য করে, কখন শয়ন, কখন লম্ফন, কখন বমন, কখন মূত্রত্যাগ, কখন রোদন, কখন বা হাস্য করিতে থাকে।

"সকল লোকের নির্ম্মাতা ও ঈশ্বর সর্ব্বকর্মবিৎ নারায়ণ যাঁহার বন্ধু, ত্রিলোকীর মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই রণদুঃসহ অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? মহাবীর অর্জ্জুন যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অশেষগুণসম্পন্ন; আপনিও ধনঞ্জয়ের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। জনার্দন আবার তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে রাজন! পূর্ব্বে যে নর ও নারায়ণের কথা কীর্ত্তিত হইল, অর্জ্জুন ও কেশব সেই দুই মহাপুরুষ। যদি আমার বাক্যে আপনার সংশয় না হয়, যদি আমার বাক্য আপনার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর্য্যবুদ্ধি [আস্তিক্যজ্ঞান-বিশ্বাস] অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। যদি সুহৃদ্ভেদ [বন্ধুবিচ্ছেদ] না করা কল্যাণকর বোধ হইয়া থাকে, তবে শান্ত হউন; যুদ্ধে অভিলাষ করিবেন না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনাদিগের কুল এই পৃথিবীমণ্ডলে সাতিশয় সম্মানিত, অতএব উহা সেইরূপই থাকুক, আপনার কল্যাণ হউক, এক্ষণে কেবল স্বার্থচিন্তায় মনোনিবেশ করুন।"

৯৬তম অধ্যায়

সন্ধিসম্বন্ধে কণ্বঋষির উক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! ভগবান কশ্ব জামদগ্ন্যের বাক্যশ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, ভগবান নর ও নারায়ণ অক্ষয় এবং অব্যয়। সমুদয় দেবগণের মধ্যে কেবল ভগবান বিষ্ণুই নিত্য ও অজেয়। চন্দ্র, সূর্য্য, মহী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও গ্রহনক্ষত্রপ্রভৃতি সমুদয়েরই বিনাশ আছে। ইহারা প্রলয়সময়ে লোকত্রয় পরিত্যাগ করিয়া বারংবার ক্ষয়প্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়া থাকে। আর মনুষ্য এবং মৃগ, পক্ষীপ্রভৃতি তির্য্যাগযোনিগত জীবজন্তুসকল ও অন্যান্য জীবলোকবাসী প্রাণীসমুদয় অতি অল্পকাল জীবিত থাকিয়াই পরলোকযাত্রা করে। ভূপতিগণ প্রায়ই তরুণবয়সে অসামান্য সম্পত্তি সম্ভোগ করিয়া সুকৃত ও দুস্কৃতের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত পরলোকগমন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করুন।

ইন্দ্রসারথি মাতলির উপাখ্যান

"হে দুর্য্যোধন! আপনাকে বলবান জ্ঞান করা নিতান্ত অনুচিত; কেন না, বলবান হইতেও বলবান দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেবতুল্য পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অসাধারণ বাহুবীর্য্যসম্পন্ন; বাহুবলশালী ব্যক্তিগণের নিকট সৈন্যবল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই বিষয়ে কন্যাপ্রদানভিলাষী মাতলির বর-অন্বেষণ-রূপ একটি পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

"ত্রিলোকনাথ পুরন্দরের অভিমত সারথি মাতলির কুলে অতি বিখ্যাতরূপসম্পন্না এক কন্যা জন্মিয়াছিল, উহার নাম গুণকেশী। ঐ কন্যা স্বীয় রূপলাবণ্যে অন্যান্য সমুদয় কামিনীগণকে অতিক্রম করিয়াছিল। মাতলি ঐ কন্যার সম্প্রদানসময় সমুপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া ভার্য্যাসমভিব্যাহারে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, লঘুবৃত্তি [ক্ষীণবৃত্তি-দরিদ্র], মৃদুস্বভাব অথচ যশস্বী ব্যক্তিদিগের কুলে কন্যার জন্মগ্রহণে ধিক। কন্যা হইতে মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল-এই তিন কুলই সংশয়িত [অপাত্রে প্রদানে কলঙ্কাশঙ্কা] হইয়া উঠে। আমি স্বয়ং দেব ও মানুষ এই উভয় লোক অনুসন্ধান করিলাম, কুত্রাপি আমার মনোনীত পাত্র নয়নগোচর হইল না।

"এইরূপে মাতলি দেব, দানব, গন্ধর্ব, মনুষ্য ও ঋষিগণের মধ্যে কন্যার উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত না হইয়া পরিশেষে স্বীয় ভার্য্যা সুধর্মর সহিত রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া নাগলোকগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। দেবলোক ও মনুষ্যলোকমধ্যে গুণকেশীর অনুরূপ রূপবান বর নেত্রগোচর হইল না। বোধহয়, নাগলোকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, ইহা মনে মনে স্থির করিয়া সুধর্ম্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ এবং কন্যার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন।"

৯৭তম অধ্যায়

নারদ কর্ত্তৃক মাতলির বরুণালয়দর্শন

“ঐ সময় মহর্ষি নারদ বরুণের সহিত সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত পাতালে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে মাতলিকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, “মাতলে! কোথায় গমন করিতেছ? তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে অথবা সুররাজের আজ্ঞানুসারে যাত্রা করিয়াছ?” মাতলি তাঁহার বাক্য শ্রবণান্তর সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন নারদ কহিলেন, “হে মাতলে! আমি বরুণসন্দর্শনার্থ সুরলোক হইতে আগমন করিতেছি; অতএব চল, উভয়ে মিলিত হইয়া গমন করি। আমি তোমাকে পাতালতল দর্শন করাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব এবং উভয়ে তত্রত্য একজন উপযুক্ত বর অন্বেষণ করিয়া মনোনীত করিতে পারিব।”

“এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা উভয়ে পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক লোকপাল বরুণকে সন্দর্শন করিলেন। তথায় নারদ দেবর্ষির উপযুক্ত ও মাতলি ইন্দ্রের সদৃশ পূজা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাহাঁরা উভয়ে বরুণের নিকট আপনাদের উদ্দেশ্য অবগত করাইয়া তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নাগলোক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

“মহর্ষি নারদ পাতালতলনিবাসী প্রাণীগণের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, এক্ষণে মাতলির নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, “হে সূত! তুমি পুত্রপৌত্রসমাবৃত বরুণদেবকে অবলোকন করিয়াছ; এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন অত্যুৎকৃষ্ট স্থানসমুদয় অবলোকন কর। এই দেখ, উদকপতি [জলাধিপ] বরুণের কমললোচন মহাপ্রাজ্ঞ পুষ্করনামা পুত্র; উনি রূপ, গুণ, সদাচার ও শৌচদ্বারা সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। লক্ষ্মীর ন্যায় রসসম্পন্না জ্যোৎস্নাকালীনামে সোমের কন্যা উহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ঐ অদিতির জ্যেষ্ঠপুত্র সুরশ্রেষ্ঠ দেবরাজের কাঞ্চনময় সুরাগৃহ শোভা পাইতেছে, দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া সুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন [সুরাগৃহে-বারুণীমদ্যের গৃহে আগমন করিয়া সুরগণের সুরত্ব সার্থক হইয়াছে]; ঐ দেখ হৃতরাজ্য দৈত্যগণের অস্ত্রশস্ত্রসমুদয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ঐসকল অক্ষয়প্রহরণ [অস্ত্রশস্ত্র] নিক্ষেপ করিলে কার্য্যসাধন করিয়া পুনরায় প্রহর্ত্তার [নিক্ষেপকর্ত্তার] নিকট সমাগত হয়; দেবগণ অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া ঐ সকল শস্ত্র আনয়ন করিয়াছেন। এই স্থানে দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন রাক্ষস ও দৈত্যগণ দেবগণকর্ত্তৃক বিনির্জিত হইয়াছে।

“ ‘এই বারুণ হ্রদে [বরুণালয়ে] প্রদীপ্তশিখাসম্পন্ন অনল [বাড়বাগ্নি] জাজ্বল্যমান রহিয়াছে এবং ধূমরহিত বহ্নি বৈষ্ণব-চক্ররুদ্ধ [পাহারা দিয়া রক্ষা] করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ যে লোকসংহারকারী, গণ্ডারপৃষ্টবংশসম্ভূত [গণ্ডারের চর্ম্মযুক্ত মেরুদণ্ডদ্বারা নির্মিত] নিরন্তর দেবগণকর্ত্তৃক রক্ষিত বিপুল শরাসন রহিয়াছে, উহার নাম গাণ্ডীব। ব্রহ্মবাদী ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে ঐ প্রচণ্ড শরাসন নির্ম্মাণ করেন। কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে উহার বল অন্য শরাসন অপেক্ষা শতসহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ কামুক রাক্ষস সদৃশ অশাস্য [শাসনের অযোগ্যদুর্দান্ত] রাজগণকে শাসন করে। ভগবান শুক্র ঐ শরাসন সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সলিলরাজ বরুণের পুত্রগণ উহা ধারণ করিয়া থাকেন।

"ঐ দেখ, সলিলরাজ বরুণের ছত্রগৃহে [যে গৃহে রাজচ্ছত্র থাকে] বিপুল ছত্র রহিয়াছে; উহা মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে সুশীতল বারি বর্ষণ করিতেছে। ঐ ছত্র হইতে পরিভ্রষ্ট নিশাকরের [চক্রের] ন্যায় নির্ম্মল সলিল অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। হে মাতলে! এই স্থানে অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে; কিন্তু তোমার কার্য্যানুরোধে তৎসমুদয় দর্শন না করিয়া অতিশীঘ্রই আমাদিগকে গমন করিতে হইবে।

৯৮তম অধ্যায়
নারদমাতলির পাতালভ্রমণ

"নারদ কহিলেন, "এই নাগলোকের মধ্যস্থলে যে দেবদানবসেবিত পুর দেখিতেছি, ইহার নাম পাতাল। যেসকল জঙ্গম [গতিশীল প্রাণী] জলবেগপ্রভাবে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা সেই সময় ভয়াপীড়িত হইয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে থাকে। এই স্থানে সলিলভোজী হুতাশন [জলমাত্রপায়ী বাড়বানল] অতিযত্নে আত্মসংবরণ [ধৈর্য্যধারণ করিয়া-মর্যাদা অতিক্রম না করিয়া] পূর্ব্বক দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। দেবগণ শত্রুবিনাশানন্তর অমৃত পান করিয়া এই স্থানে উহাকে রাখিয়াছেন; আর এই স্থান হইতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাত শব্দে পতন ও অলং শব্দে অত্যন্ত, এই স্থানে হয়গ্রীবরূপী [অশ্বের গ্রীবাযুক্ত] বিষ্ণু প্রতিপর্ব্বে [অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবষ্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি] বাক্যদ্বারা বেদাধ্যায়ীদিগের বেদধ্বনি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইলে চন্দ্রপ্রভৃতি জলমূর্ত্তিসকল চন্দ্রকান্তমণির [চন্দ্রকান্তমণি হইতে জল (অমৃত) ক্ষরিত হয়] ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া অলং অর্থাৎ পর্য্যাপ্তরূপে নিপতিত হয়; এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম পাতাল হইয়াছে।

" 'জগতের হিতকারী ঐরাবত গজ এই স্থান হইতে জলগ্রহণ করিয়া মেঘে প্রদান করে। ইন্দ্র সেই জল সর্ব্বত্র বর্ষণ করেন। এই স্থানে নানাবিধ তিমিনিকর [বৃহৎ তিমিমৎস্যসমূহ] চন্দ্রকিরণ পান করিয়া জলমধ্যে বাস করে। এই স্থানে প্রাণীগণ প্রত্যহ দিবাভাগে দিনকারকিরণে দগ্ধ হইয়া মৃত হয়, পরে রজনীযোগে চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া রশ্মিরূপ বাহুদ্বারা অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করেন। কালনিপীড়িত বাসব [ইন্দ্র] নিজিত অসুরগণ এই স্থানে বদ্ধ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া বাস করিতেছে। এই স্থানে সর্ব্বভূতেশ্বর মহাদেব সর্ব্বলোকের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানে বেদধ্যয়ন নিপুণ গোব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গজয় করিয়া বাস করিতেছেন। যাহারা যথাতথা শয়ন, অন্যপ্রদত্ত অন্নভোজন ও অন্যপ্রদত্ত বসন পরিধান করেন, তাঁহারাই গোব্রতাবলম্বী।

" 'হে মাতলে! এই স্থানে সুপ্রতীক[দিগ্গজ]বংশসম্ভূত ঐরাক পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ ও অঞ্জন—এইসমুদয় বারণপ্রধান আছেন [শ্রেষ্ঠ গজ]; এ স্থলে যদি কেহ তোমার মনোনীত পাত্র থাকে, বল, আমি তাঁহাকে অতিযত্নে তোমার কন্যার নিমিত্ত বরণ করিব। এই যে জলমধ্যে অণ্ডটি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এই প্রথমজাত জীবগণের জন্মাবধি এই স্থানে সমভাবেই আছে; অদ্যাপি স্ফুটিত [*ফোটে না বা চলিয়া অন্যত্র যায় না] বা চলিত [*]

হইল না। আমি কাহারও মুখে এরূপ জন্ম বা স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করি নাই; কেহই ইহার জনকজননীর বিষয় অবগত নহেন। প্রলয়কালে ইহা হইতে অতি বিপুল হুতাশন সমুত্থিত হইয়া সচরাচর ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিবে।”

“মাতলি নারদের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, “মহার্ষে। এখানে কেহই আমার মনোনীত হইলেন না, চলুন, অন্য কোন স্থানে গমন করি।’ ”

৯৯তম অধ্যায়
নারদসহ মাতলির হিরণ্যপুর প্রবেশ

দৈত্য ও দানবগণের নিমিত্ত অনল্প [বহুতর] যত্নসহকারে সঙ্কল্পদ্বারা পাতালতলে হিরণ্যপুরনামে এই বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মহাশূর, বিশালবদন, ভীমপরাক্রম, মারুতগামী [বায়ুতুল্য গতিশীল], বীর্য্যসম্পন্ন রাক্ষস ও বিষ্ণুপাদসম্ভূত কালকঞ্জ অসুরগণ এবং ব্রহ্মপাদসভূত যুদ্ধদুর্ম্মদ [রণপ্রমত্ত] নিবাতকবচগণ বরপ্রাপ্ত হইয়া সহস্র মায়া প্রকটপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান করিত। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের বা অন্যান্য দেবতা তাঁহাদিগকে বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তুমি ইহা অবগত আছ। তুমি, তোমার পুত্র গোমুখ, দেবরাজ ও তাঁহার পুত্র জয়ন্ত, তোমরা সকলেই অনেকবার তাহাদিগের সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছিলো।

“ ‘দেখ, এই হিরণ্যপুরের সুবর্ণময়, রজতময়, পদ্মরাগ [মণি]ময়, বৈদূর্য্যমণিময়, প্রবালের ন্যায় রুচির [মনোজ্ঞ], সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় শুভ্রবর্ণ, হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, বিধিবিহিতকর্ম্মসমুপেত [শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত], অত্যুন্নত, মণিজলমণ্ডিত নিবিড় গৃহসকল মৃন্ময়, শিলাময়, দারুময়, সূর্য্যকিরণময় ও অগ্নিময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার কি রূপ, কি গুণ, কি পরিমাণ, কি উপাদান [উপকরণ], কিছুই বর্ণনা করা যায় না। ঐ দেখ, দৈত্যগণের ক্রীড়াস্থান ও শয্যাসকল; ঐ দেখ, মহামূল্যরত্নশোভিত ভবন ও আসনসকল; ঐ দেখ, জলদশ্যামল [মেঘসদৃশ নীলাভ] শৈল ও প্রস্রবণ [ঝরণা]সকল এবং প্রচুর ফলপুষ্পশোভিত কামচারী পাদপরাজি শোভা পাইতেছে। মাতিলে! এ স্থানে কি তোমার অভিলষিত পাত্র থাকিবার সম্ভাবনা আছে?”

“মাতলি কহিলেন, ‘মহর্ষে। দেবগণের অপ্রিয় কর্ম্ম করা আমার কর্ত্তব্য নহে; দেব ও দানবগণের পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু ইহারা চিরকাল পরস্পর বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব পরপক্ষের সহিত সম্বন্ধবন্ধন করা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? আমি স্বীয় স্বভাব, আপনার প্রকৃতি ও হিংসাপরায়ণ অসুরগণের ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব চলুন, আমরা অন্যত্র গমন করি; অসুরগণকে দর্শন করা আমার উচিত নয়।”

১০০তম অধ্যায়
নারদ-মাতলির পক্ষিলোকপ্রবেশ

"নারদ কহিলেন, "হে মাতলে! এই লোক পন্নগভোজী [সর্পভক্ষক] গরুড়পক্ষীদিগের বাসস্থান; আকাশগমনে ও ভারবহনে ইহাদিগের কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না। বিনতার সুমুখ, সুনামা, সুনেত্রী, সুর্ব্বর্চা, সুরুক ও সুবর্ণনামে ছয়পুত্রদ্বারা কাশ্যপকুল বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন বিনতাকুলসম্ভূত প্রধান প্রধান বিহগগণ পক্ষিরাজের শতসহস্র কুল সত্বরে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই কুলসম্ভূত সকলেই শ্রী ও শ্রীবৎসলক্ষণসম্পন্ন [দক্ষিণাবর্ত্ত বক্ষস্থ রোমরাজি] শ্রীলাভে সমুৎসুক এবং বলবান। নির্দয় ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মদোষে পন্নগভোজী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞাতিক্ষয় করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এই কুল ভগবান বিষ্ণুর অনুগৃহীত; বিষ্ণুই ইহাদিগের দেবতা; বিষ্ণুই ইহাদিগের পরম আশ্রয়, বিষ্ণুই ইহাদিগের গতি; অতএব এই কুল অতি প্রশংসনীয়। এক্ষণে ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর-সুবর্ণচূড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডতুণ্ডক, অনিল, অনল, বিশালাক্ষ, কুণ্ডলী, পঙ্কজিৎ, বজ্রনিষ্কম্ভ, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, দিশাচক্ষু, নিমিষ, অনিমিষ, ত্রিবার, সপ্তবার, বাল্মীকি, দীপক, দৈত্যদ্বীপ, সারস, পদ্মকেতন, সুমুখ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্হ অনঘ, মেঘবৃৎ, কুমুদ, দক্ষ, সর্পান্ত, সোমভোজন, গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরান্তক, বিষ্ণুধর্ম্মা, কুমার, পরিবর্হ, হরি, সুস্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মলয়, মাতিরিশ্বা, নিশাকর, ও দিবাকর। আমি সংক্ষেপে গরুড়াত্মজদিগের মধ্যে কীর্ত্তিমান মহাপ্রাণ প্রধান প্রধান পক্ষিগণের নাম উল্লেখ করিলাম। যদি এ স্থানে তোমার অভিলষিত পাত্র না থাকে, তবে চল, যে স্থানে বর প্রাপ্ত হইবে, তথায় তোমাকে লইয়া গমন করি।' "

১০১তম অধ্যায়
নারদ-মাতলির রসাতল-বিচরণ

"নারদ কহিলেন, "হে মাতলে! এই রসাতলনামে সপ্তম পাতাল, অমৃতসম্ভবা গোমাতা সুরভি এই স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহা হইতে নিরন্তর পৃথিবীর সমস্ত সারসম্ভূত ষড়্বিধরসসম্পন্ন অনুপম রসাযুক্ত ক্ষীর নিঃসৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা অমৃতপনে পরিতৃপ্ত হইয়া যখন তাহার সার উদগিরণ করিয়াছিলেন, তখন অনিন্দিতা সুরভি তাহার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষীরধারা মহীতলে নিপততিত হইয়া পরমপবিত্র ক্ষীরনিধি [দুগ্ধসমুদ্র] সমুৎপন্ন করিয়াছে। ক্ষীরের ফেনদ্বারা ঐ সাগরের পর্য্যন্তপ্রদেশ [পরিধি-বেষ্টন] পরিবেষ্টিত হওয়াতে উহা পুষ্পিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি মুনি ফেনপানপূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া তথায় অবস্থান করেন; এই নিমিত্ত তাঁহারা ফেনপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; দেবগণও তাঁহাদিগের নিকট ভীত হইয়া থাকেন। সুরভির গর্ভসম্ভূত আর চারটি ধেনু চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক ঐ সকল দিক প্রতিপালন ও ধারণ করিয়া আছেন। তাহাদিগের মধ্যে সুরূপ পূর্ব্বদিক, হংসিকা দক্ষিণদিক, মহানুভবা বিশ্বরূপ সুভদ্রা পশ্চিমদিক এবং সর্ব্বকামপ্রসূতি [সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাত্রী] ঐলবিলানাম্নী ধেনু অতি পবিত্র উত্তরদিক পালন ও ধারণ করিতেছেন।

" 'দেব ও অসুরগণ মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া ঐসকল ধেনুর দুগ্ধমিশ্রিত সমুদ্রজল মন্থনপূর্ব্বক বারুণী [সুরা], লক্ষ্মী, অমৃত, অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রব এবং মণিশ্রেষ্ঠ

কৌস্তুভ সমুদ্ধৃত করিয়াছেন। এক সুরভি সুধাভোজীদিগকে [সর্পগণকে] সুধা, সুধাভোজীদিগকে [পিতৃগণকে] স্বধা ও অমৃতভোজীদিগকে [দেবগণকে] অমৃতদানের নিমিত্ত দুগ্ধ নিঃসরণ করেন। পূর্ব্বে রসাতলবাসীরা এই বিষয়ে এক গাথা গান করিতেন, অদ্যাপি তাহা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অদ্যাপি এই গাথা গান করিয়া থাকেন যে, রসাতলে যে প্রকার বাসসুখ, তাহা নাগলোকে নাই, স্বর্গলোকে নাই এবং বিমানে [অন্তরীক্ষলোকে]ও নাই।" "

১০২তম অধ্যায়
নারদ-মাতলির ভোগবতীভ্রমণ

অমরাবতীপুরী যেরূপ মনোহর ও অগ্রগণ্য, বাসুকিপরিপালিত এই ভোগবতীনগরীও সেইরূপ। শ্বেতাচল কলেবর [ধবলগিরিতুল্য শুভ্রদেহ], দিব্যাভরণভূষিত, জ্বালজিহ্ব [অগ্নির শিখারূপ জিহ্বার ন্যায় জিহ্বাবিশিষ্ট], মহাবল শেষনাগ এই স্থানে অবস্থান করিয়া তপঃপ্রভাবে সহস্র মস্তকদ্বারা প্রভাবতী পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্রসংখ্যক পুত্র গতিক্লেশ [অশ্রান্ত দেহ-বিশ্রামান্তে সুস্থশরীর] হইয়া এই লোকে বাস করে; তাহারা সকলেই স্বভাবতঃ বলবান ও ভয়ঙ্কর; তাহাদিগের আকার নানাপ্রকার ও ভূষণও নানাবিধ; তাহাদিগের শরীর মণি, স্বস্তিক [কুম্ভের মত মাঙ্গল্যচিহ্ন-২২ প্রকার অধিবাস দ্রব্যের মধ্যে স্বস্তিক একটি উহা পিটুলিদ্বারা নির্ম্মিত ও ত্রিকোণাকার], চক্র ও কমণ্ডলুচিহ্নে চিহ্নিত। সেইসকল পর্ব্বতাকার বিপুলভোগশালী ভুজঙ্গদিগের মধ্যে কতকগুলি সহস্র শিরাঃ, কতকগুলি পঞ্চশতশিরাঃ, কতকগুলি শতশিরাঃ, কতকগুলি দশশিরাঃ, কতকগুলি সপ্তশিরাঃ, এবং কেহ কেহ বা ত্রিশিরাঃ; এক্ষণে সেই একবংশীয় সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত অর্বুদ অবুর্দ আশীবিষ এই স্থানে বাস করিতেছে। জ্যেষ্ঠানুক্রমে তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর,-বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালয়, নহুষ, কম্বল, অশ্বতর, বাহ্যকুণ্ড, মণি, আপূরণ, খাগ, বামন, এলাপত্র, কুকুর, কুকুন, আর্য্যক, নন্দনক, কলস, পোতক, কৈলাসক, পিঞ্জীরক, ঐরাবত, সুমনোমুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দ, উপনন্দ, আপ্ত, কোটরাক, শিখী, নিষ্ঠুরিক, তিত্তিরি, হস্তিভদ্র, কুমুদ, মাল্যপিণ্ডক, পদ্মদ্বয়, পুণ্ডরীক, পুষ্প, মুহরপর্ণক, করবীর, পিঠরক, সংবৃত্ত, উদ্রব্বৃত্ত, পিণ্ডার, বিল্বপত্র, মূষিকাদ, শিরীষক, দিলীপ, শঙ্খশীর্ষ, জ্যোতিষ্ক, অপরাজিত, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, কুহক, কৃষক, বিরজা, ধারণ, সুবাহু, মুখর, জয়, বধিরান্ধ, বিশুণ্ডি, বিরস ও সুরস; ইহা ভিন্ন আরও ভুরি ভুরি ভুজঙ্গ বিদ্যমান আছে। হে মাতলে! অত্রত্য কোন ব্যক্তিকে কন্যা সম্পাদনা করিতে অভিরুচি হয়?"

"অনন্তর ধারস্বভাব মাতলি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক ভগবান নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষে। যিনি কৌরব্য ও আর্য্যকের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, ঐ কান্তিমান সৌম্যমূর্ত্তি কোন কুলের আনন্দোৎপাদন করেন? ইহার জনক-জননী কে? ইনিই বা কোন জাতীয় সর্পের অন্তর্গত এবং কোন বংশেরই বা কেতুভূত [বিখ্যাতির হেতুভূত চিহ্নস্বরূপ-পরিচয়স্থল] হইয়াছেন? ইনি একাগ্রতা, ধীরতা, রূপ ও বয়সে আমার মনোহরণ করিয়াছেন; অতএব ইনিই গুণকেশীর উপযুক্ত পতি।"

"দেবর্ষি নারদ মাতলিকে সুমুখ [পূর্বোক্ত নাগগণের মধ্যে সুমুখনামে কেহ। নাই। "সুমনোমুখ" আছে। ইহা হইতে সুমুখ অনুবাদ গ্রহণ করিতে হইল; 'সুমনাঃ' ও 'সুমুখ' দুইটি নাম কল্পনা করিতে হয়। দীপ-দেহলী ন্যায়ে 'সুমনা'র 'সুর' সহিত মুখের যোগ বিশেষণস্থলে হয়, কিন্তু নামে হওয়া সঙ্গত নয়। তবে সাধারণতঃ 'সঞ্জীবন' নামের মধ্যাংশ বাদ দিয়া সনু গ্রহণের মত মুসুখ হইতে পারে।]-দর্শনে প্রীতমনাঃ দেখিয়া সুমুখের জন্ম, কর্ম্ম ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, "হে মাতলে! এই নাগরাজ ঐরাবতকুলে

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার নাম সুমুখ, ইনি আর্য্যকের প্রিয় পৌত্র, বামনের দৌহিত্র ও চিকুর নাগের পুত্র। অতি অল্পদিন হইল, বিনতানন্দন ইহার পিতা চিকুর নাগকে বিনষ্ট করিয়াছেন।”

“তখন মাতলি প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া নারদকে কহিলেন, “হে দেবর্ষে। এই ভুজগরাজই আমার অভিলষিত জামাতা; আমি ইঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনি ইঁহাকে আমার প্রিয়তম দুহিতা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন।’ ”

১০৩তম অধ্যায়
মাতলিতনয়ার বিবাহসম্বন্ধ

“অনন্তর নারদ নাগরাজ আর্য্যকের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, “হে আর্য্যক! ইনি দেবরাজের প্রিয়তম সুহৃৎ; ইহার নাম মাতলি, ইনি শুচি, শীলগুণসম্পন্ন, তেজস্বী, বীর্য্যবান, বলবান, দেবরাজের সারথি ও মন্ত্রি। প্রত্যেক সমরেই বাসবপ্রভাবের সহিত ইঁহার প্রভাবের অত্যল্প অন্তর [ভেদ-বিভিন্নতা] দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইনি দেবাসুরের যুদ্ধে ইচ্ছামাত্রেই অশ্ব-সহস্র-সংযুক্ত জৈত্ররথ [জয়শীল] প্রদান করেন। দেবরাজ ইহার সাহায্যে, অশ্বের সাহায্যে ও নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন; আর ইহার সাহায্যেই বলাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। অসামান্য রূপলাবণ্য, সত্য, শীল ও নানাগুণসম্পন্ন গুণকেশীনামে ইহার এক কন্যা আছেন। ইনি প্রযত্ন সহকারে সমস্ত লোক পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে আপনার পৌত্র সুমুখকে সেই কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিতেছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, বিলম্ব করিবেন না; শীঘ্রই সেই কন্যা-পরিগ্রহে অনুমতি প্রদান করুন। যেমন লক্ষ্মী বিষ্ণুর কুলে, স্বাহা অগ্নির কুলে ও শচী বাসবের কুলে পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেইরূপ গুণকেশী আপনার কুলে পরিগৃহীত হউন, আপনি পৌত্রের নিমিত্ত গুণকেশীকে গ্রহণ করুন। আপনার পৌত্র পিতৃহীন হইলেও আমরা ইহার গুণ এবং আপনার ও ঐরাবতের বহুমানপ্রযুক্ত ইহাকে বরণ করিতেছি। মাতলি সুমুখের শীল, শৌচ ও দমাদি গুণসমূহ অবলোকন করিয়া স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক উহাকে কন্যারত্ন প্রদান করিতে সমুদ্যত [সমুদযুক্ত] আছেন; আপনি ইহার সম্মান রক্ষা করুন।”

“নাগরাজ আর্য্যকের পুত্র নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পৌত্র জীবিত আছেন, এই উভয় কারণে তিনি শোক ও হর্ষ উভয়ই প্রদর্শন করিয়া নারদকে কহিলেন, ‘মহর্ষে! দেবরাজের সখা মাতলির সহিত সম্বন্ধবন্ধন কোন্ ব্যক্তির স্পৃহণীয় নয়? কিন্তু আমি সামান্য কারণপ্রযুক্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছি; এই নিমিত্ত আপনার প্রস্তাবে সম্যক সম্মতি প্রদর্শন করিতেছি না; ইহার জন্মদাতা আমার পুত্র বিনতাতনয়ের কবলে নিপতিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমরা শোকার্ত্ত আছি; বিশেষতঃ, সে গমনকালে কহিয়াছিল, “এক মাসের মধ্যেই সুমুখকে ভক্ষণ করিব”। সে যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অবশ্যই তাহা ঘটিবে। আমি বিনতানন্দনের বচনে একবারে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।”

“তখন মাতলি আর্য্যককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘নাগরাজ! এ বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার পৌত্র সুমুখকে জামাতৃভাবে বরণ

করিলাম; ইনি আমাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া ত্রিলোকনাথ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করুন। আমি বিশেষ উপায়দ্বারা ইহাকে আয়ু প্রদান করিব এবং পক্ষিরাজ গরুড়কে বাধাপ্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করিব। এক্ষণে কার্য্যসাধনের নিমিত্ত সুমুখ আমার সহিত দেবরাজসমীপে আগমন করুক। হে ভুজঙ্গম! আপনার মঙ্গল হউক।”

সুমুখনাগের মাতলি-কন্যাপরিণয়

“অনন্তর সেই সকল মহাতেজঃ নারদপ্রমুখ ব্যক্তিগণ সুমুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাদুর্গতি দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; দৈবগত্যা সেই সময়ে ভগবান বিষ্ণু সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহর্ষি নারদ মাতলির আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন।

“ভগবান বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া সুররাজ ইন্দ্রকে কহিলেন, “দেবরাজ! আপনি অমৃত প্রদান করিয়া সুমুখকে অমরতুল্য করুন। মাতলি, নারদ ও সুমুখ আপনার ইচ্ছায় স্ব স্ব কামনা পরিপূর্ণ করুক।”

কহিলেন, “ভগবন! আপনিই ইহাকে অমৃত দান করুন।”

“বিষ্ণু কহিলেন, “দেবরাজ! আপনি সমস্ত চরাচরের অধীশ্বর; অতএব আপনার অদত্ত বিষয় দান করা কাহার সাধ্য?”

“অনন্তর দেবরাজ পন্নগরাজকে অমৃতপ্রদান না করিয়া পরমায়ু প্রদান করিলেন। সুমুখ বরলাভে প্রসন্নমুখ [প্রফুল্লবদন] হইয়া মাতলিকন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। নারদও আর্য্যক কৃতকার্য্য হওয়াতে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মহাদ্যুতি [অমিততেজাঃ] দেবরাজের অর্চ্চনাপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।”

১০৪তম অধ্যায়

ইন্দ্রের প্রতি গরুড়ের রোষ

“অনন্তর পন্নগরাজ গরুড় সুররাজ নাগকে আয়ু প্রদান করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া ক্রোধকম্পিত্যকলেবরে পক্ষপবনে [পাখীর পাখার বাতাস] ত্রিভুবন আকুলিত করিয়া বাসবের প্রতি ধাবমান হইলেন; তথায় সমুপস্থিত হইয়া পুরন্দরকে কহিলেন, ‘সুররাজ তুমি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমার বৃত্তিলোপ করিলে? তুমি পূর্ব্বে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত বিচলিত হইতেছ? সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতা সর্পকে আমার আহার নিরূপণ করিয়াছেন, তুমি কি নিমিত্ত তাহার অন্যথা করিলে? আমি মহানাগের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত নিয়ম সংস্থাপনপূর্ব্বক [কাহাকে কোন দিন ভক্ষণ করিব এইরূপ পালা নির্দ্দেশ] পরিবার ভরণপোষণ করিতেছি। অন্য কাহারও হিংসা করিতে পারিব না। কিন্তু তোমার কোন নিয়ম এক্ষণে পরিজন ও ভৃত্যবর্গের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুমি সুখে কালব্যাপন কর। যখন আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর হইয়াও পরের ভৃত্য হইয়াছি, তখন আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে সুরেশ্বর! তুমি অনন্তকাল রাজ্যভোগ করিবে; তুমি বর্ত্তমান থাকিতে বিষ্ণুও আমার প্রভু নহেন।

“ ‘হে বাসব! আমিও দক্ষসুতা বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার সমুদয় লোক বহন করিবার ক্ষমতা আছে; আমার বল সর্ব্বভূতের অসহ্য। দানবগণের সহিত সংগ্রামসময়ে আমিও মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান, রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কালকক্ষপ্রভৃতি দানবগণ আমারই হস্তে নিহত হইয়াছে। বোধহয়, আমি তোমার অনুজকে [কনিষ্ঠ উপেন্দ্র-বিষ্ণুকে] বহন ও তাঁহার ধ্বজাগ্রে উপবেশন করি বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, আমা অপেক্ষা বলবান ও ভারসহ আর কে আছে? আমি শ্রেষ্ঠ হইয়াও কৃষ্ণকে সবান্ধবে বহন করিয়া থাকি; আর তুমি অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমার আহারের ব্যাঘাত করিলে; অতএব তোমাদিগের উভয় হইতে আমার গৌরব নষ্ট হইল। হে পুরন্দর! অদিতির গর্ভে যেসমুদয় বলবিক্রমশালী পুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা বলবান। কিন্তু আমি স্বীয় পক্ষের একদেশে তোমাকে বহন করিতে পারি; অতএব বিবেচনা কর, আমা অপেক্ষা বলবান আর কে আছে?’ ”

গরুড়ের দর্পচূর্ণ

কণ্ব কহিলেন, “ভগবান চক্রপাণি অক্ষুব্ধ [অক্ষোভণীয়-প্রায় কখনও যাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, এইরূপ] গরুড়ের গর্ব্বিত বাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্ষোভিত করিয়া কহিলেন, ‘হে বলহীন অণ্ডজ! তুমি মনে মনে আপনাকে বলবান বলিয়া স্থির করিয়াছ; কিন্তু আমাদের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা [আত্মপ্রশংসা-নিজের গুণকীর্ত্তন] করা তোমার নিতান্ত অনুচিত। ত্রিভুবনও আমার দেহ ধারণ করিতে পারে না; আমি আপনিই আপনাকে ও তোমাকে ধারণ করিতেছি। যদি তুমি আমার এই দক্ষিণবাহুর ভার সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে তোমার আত্মশ্লাঘা সার্থক।” ভগবান নারায়ণ এই বলিয়া গরুড়ের স্কন্ধে দক্ষিণবাহু অর্পণ করিবামাত্র পক্ষিরাজ নিতান্ত বিকল হইয়া বিনষ্টচৈতন্যের [সংজ্ঞাহীনের-অচৈতন্যেরা] ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সপর্ব্বত সকানন মেদিনীমণ্ডলের ভার যে প্রকার গুরুতর, পতগেন্দ্র বিষ্ণুর এক বাহুতে তদনুরূপ ভার অনুভব করিলেন।

“ফলতঃ, ভগবান অচ্যুত স্বীয় বলদ্বারা গরুড়কে নিতান্ত নিপীড়িত করেন নাই বলিয়াই তাঁহার জীবনরক্ষা হইল। তিনি তখন গুরুতর বিষ্ণুবাহুভরে বিহ্বল, শিথিলকায় [অবশদেহ] ও বিচেতন্যপ্রায় হইয়া বমন এবং পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক তাহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, “ভগবন! আপনার গুরুভারযুক্ত দক্ষিণবাহু আমার উপর একবার নিক্ষিপ্ত হওয়াতে আমি নিস্পিষ্ট হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া এই অল্পচেতাঃ [ক্ষুদ্রমতি] বলদর্পহীন ধ্বজবাসী পক্ষীর অপরাধ মার্জ্জন করুন। আমি আপনার বলবিক্রম অবগত ছিলাম না বলিয়াই আপনাকে [নিজেকে] সর্ব্বাপেক্ষা বলবান স্থির করিয়াছিলাম।”

“অনন্তর ভগবান নারায়ণ গরুড়ের স্তব-শ্রবণে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্নেহসহকারে কহিলেন, ‘বিহগরাজ! কদাচ আর এমন কর্ম্ম করিও না।” এই বলিয়া সুমুখকে আনয়নপূর্ব্বক পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা গরুড়ের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি গরুড় সর্পের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

কণ্বের বাক্যে দুর্য্যোধনের অবজ্ঞা

"হে গান্ধারীনন্দন! মহাবল পরাক্রান্ত বিনতাতনয় এইরূপে বিষ্ণুর নিকট বিনষ্টদর্প হইয়াছিল। আপনিও যে পর্য্যন্ত সমরে পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন। মহাবলপরাক্রান্ত পবননন্দন ভীমসেন ও ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় সমরে কাহাকে সংহার করিতে সমর্থ না হয়েন? হে দুর্য্যোধন! আপনি কিরূপে বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়কে সংগ্রামে পরাভব করিবেন? অতএব আপনি সমরবাসনা পরিহারপূর্ব্বক বাসুদেবের দ্বারা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া কুল রক্ষা করুন। এই সেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্যদর্শী মহাতপাঃ দেবর্ষি নারদ এবং এই সেই চক্রগদাপাণি। ভগবান নারায়ণ উপস্থিত রহিয়াছেন।"

দুর্মতি দুর্য্যোধন মহর্ষি কণ্বের বাক্য-শ্রবণে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং মহর্ষির বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক উরুদ্দেশে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "হে তপোধন। পরমেশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যই করিতেছি; আমার অদৃষ্ট যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। আপনি কেন বৃথা প্রলাপ [অসম্বন্ধ বাক্য-বৃথা কথা] করেন?"

১০৫তম অধ্যায়

সন্ধিপ্রস্তাবে নারদের উপদেশ

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! ভগবান ব্যাসদেব ও পিতামহ ভীষ্ম অথবা অন্যান্য স্নেহবান সুহৃদগণ কি নিমিত্ত অনার্থে কৃতনিশ্চয়, পরার্থলুব্ধ, অনার্য্যকার্য্যে [সাধুজননিন্দিত] নিরত, মরণে কৃতসঙ্কল্প, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখনিদান, বন্ধুগণের শোকবর্দ্ধন, সুহৃজনের, ক্লেশদাতা, শত্রুপক্ষের হর্ষজনক বিপথগামী দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতেছেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান ব্যাসদেব ও ভীষ্ম অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি নারদও অনেক কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন।

নারদ কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! হিতকারী সুহৃৎ। যেমন দুর্লভ, সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করে, এরূপ ব্যক্তিও সেইরূপ দুর্লভ। সুহৃৎ ও বন্ধুতে অনেক অন্তর; সুহৃৎ প্রত্যুপকারপ্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া উপকার করেন, কিন্তু বন্ধু প্রত্যুপকারপ্রত্যাশায় উপকার করেন; আর সুহৃৎ সকল স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকেন; কিন্তু বন্ধু তাদৃশ্য নহেন; অতএব সুহৃদের বাক্য সর্ব্বতোভাবে শ্রোতব্য [শোনা উচিত]। কোন বিষয়ে নির্ব্বন্ধতিশয় [একান্ত আগ্রহ-অত্যন্ত জেদ] করা কর্ত্তব্য নহে; নির্ব্বন্ধ অতিশয় অনর্থকর। মহর্ষি গালব নির্ব্বন্ধতিশয়নিবন্ধন যেরূপ পরাভবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস আছে, শ্রবণ করুন।

বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্মবিশ্বামিত্র-সংবাদ

“একদা ভগবান ধর্ম্ম তপস্বী বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠের বেশ ধারণপূর্ব্বক সাতিশয় ক্ষুধিত হইয়া কৌশিকের [বিশ্বামিত্রের] আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সসম্ভ্রমে যত্নাতিশয়সহকারে পরমান্ন পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু বশিষ্ঠের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিতে পারিলেন না। এই অবসরে বিশিষ্ঠরূপধারী ধর্ম্ম অন্যান্য মুনিগণকর্ত্তৃক দত্ত অন্ন ভোজন করিলে পর মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরমান্ন লইয়া তাহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ‘মহর্ষে! আমার ভোজন সম্পূর্ণ হইয়াছে, আপনি ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকুন।’ ভগবান ধর্ম্ম ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র তদবধি সেই উষ্ণ পরমান্ন মস্তকে রাখিয়া বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক বায়ুভুক [বায়ুমাত্র ভোজী] হইয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন তাহার শিষ্য তপোধন গালিব গৌরব, বহুমান ও প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত পরমযত্নসহকারে তাহার শুশ্রীষা করিতে লাগিলেন।

“এইরূপে শত বৎসর পরিপূর্ণ হইলে ভগবান ধর্ম্ম বশিষ্ঠের বেশধারণপূর্ব্বক পুনরায় বিশ্বামিত্রের নিকট ভোজন করিতে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই অন্ন মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বায়ুভুক হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহার মস্তকস্থিত অন্নও সেইরূপ উষ্ণ ও নূতন রহিয়াছে। বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্ম সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া, ‘আমি পরম পরিতৃপ্ত হইলাম’ বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বরপ্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ধর্মের বাক্যানুসারে তদবধি ক্ষত্রিভাববিমুক্ত ও ব্রাহ্মাণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

গালবের গুরুদক্ষিণাদানে বিশ্বামিত্রের আদেশ

“অনন্তর তিনি স্বীয় শিষ্য গালবের ভক্তি ও শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “বৎস! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।” তখন গালিব মধুরবচনে কহিলেন, ‘মহাত্মন! আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আজ্ঞা করুন, কোন দ্রব্য প্রদান করিব? দক্ষিণা প্রদান করিলেই কর্ম্ম সিদ্ধ হয় ও দক্ষিণাদাতা চরমে মুক্তি, স্বর্গে যজ্ঞফল ও শান্তিলাভ করিতে পারে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, কি দক্ষিণা আহরণ করিব?”

“বিশ্বামিত্র গালবের শুশ্রূষায় নিতান্ত বাধিত [সাধ্য-অনুরক্ত] হইয়া বারংবার কহিলেন, “বৎস! আর দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে না, যথা ইচ্ছা! গমন কর।” গালব তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনঃ পুনঃ দক্ষিণা প্রদানে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, “গালব! তুমি যদি নিতান্তই দক্ষিণা প্রদান করিবে, তাহা হইলে অচিরাৎ আমাকে শশধরের ন্যায় শুক্লবর্ণ শ্যামৈককর্ণ [যাহার একটি কাণ শ্যামবর্ণ] অষ্টশত অশ্ব প্রদান কর।’ ”

১০৬তম অধ্যায়

গালবের বিলাপ-গরুড়সাক্ষাৎকার

নারদ কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তপোধন গালব বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা-শ্রবণে নিতান্ত চিন্তিত হইয়া শয়ন, উপবেশন ও আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে অস্থিচর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট [চর্ম্মমাত্রে আবৃত মাংসহীন শরীরের হাড় যাহার, তাদৃশ] হইয়া উঠিলেন। অনন্তর দুঃখদগ্ধান্তঃকরণে [দুঃখরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ চিত্তে] অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'হায়! আমার ধনবান মিত্র বা অর্থ কিছুই নাই; অষ্টশত শ্বেতাশ্ব কোথায় পাইব? আমার ভোজনপ্রবৃত্তি ও সুখাভিলাষ কিছুমাত্র নাই, আর জীবনেচ্ছাও [বাঁচিবার অভিলাষ] বিগত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সমুদ্রপারে বা পৃথিবীর অতিদূরপ্রদেশে গমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। আমি নির্দ্ধন, অকৃতার্থ [ব্যর্থমনোরথ-যাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয় অপূর্ণ থাকে, এইরূপ] ও বিবিধ ফলভোগে বঞ্চিত, বিশেষতঃ, ঋণগ্রস্ত হইলাম; আমার সুখ কোথায়? আমার জীবনে প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি প্রণয়পূর্ব্বক সুহৃদের ধনসম্ভোগ করিয়া তাহার প্রত্যুপকারে অসমর্থ হয়, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যবিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া তদনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়, তাহার পুণ্যকর্ম্ম ও ইষ্টপূর্ত্ত [জলাশয়াদি নির্ম্মাণ ও রাস্তাদি প্রস্তুতের পুণ্য] বিনষ্ট হয়। সত্যবিহীন ব্যক্তির সদগতিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, রূপ, সন্ততি ও আধিপত্য কিছুই থাকে না। কৃতঘ্নের [যে পরোপকার বিস্মৃত হয়] যশ, স্থান বা সুখ কোথায়? সে সকলের আশ্রদ্ধেয় [বিরাগভাজন]; তাহার নিষ্কৃতি নাই। ধনহীনের জীবন বৃথা, তাহার কুটুম্ব থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? পাপাত্মা উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে না। পারিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"আমি নিতান্ত পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, দীন ও সত্যবিহীন; আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎপ্রতিপালনে অসমর্থ হইলাম। অতএব বিষপান বা উদ্বন্ধন [গলায় দড়ি দেওয়া] প্রভৃতি উপায়দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কখন দেবগণের নিকট যাচঞা করি নাই; তাঁহারাও যজ্ঞকালে আমার বহুমান করিয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে দেবশ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর নিকট গমন করি। তিনি সর্ব্বভূতের গতি ও সকলকে উপভোগ প্রদান করেন। আমি প্রণতভাবে তাঁহাকে দর্শন করিব।"

"তপোধন গালিব এই কথা কহিবামাত্র তাঁহার প্রিয়সখা বিনতানন্দন গরুড় তাঁহার প্রিয়কামনায় তথায় সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে বান্ধব! তুমি আমার এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের অভিমত সুহৃদ; তোমার অভিলাষ সাধন ও তোমাকে বিভবশালী করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার বিভব ভগবান মধুসূদন, আমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তিনিও আমার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। অতএব চল, যে স্থানে তোমার ইচ্ছা হয়, তথায় আমরা দুইজনে শীঘ্র গমন করি।' "

১০৭তম অধ্যায়
গুরুদক্ষিণা সংগ্রহার্থ পূর্ব্বদিগগমন প্রসঙ্গ

"গরুড় কহিলেন, "হে গালিব! বুদ্ধিপ্রণেতা [জ্ঞানের সংযোগকারী] ভগবান বিষ্ণু আমাকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম বা উত্তর প্রথমে কোন দিকে গমন করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা হয় বল। সকল লোকপ্রকাশক ভগবান মরীচিমালী [সূর্য্য] যে দিকে সমুদিত হয়েন, সাধ্যগণ সন্ধ্যাকালে যে দিকে তপস্যা করেন, বিশ্বব্যাপিনী [সর্ব্বজীবে স্থিতা] বুদ্ধি প্রথমে যে দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যজ্ঞসকল নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত যে দিকে ধর্ম্মের দুই চক্ষু বিদ্যমান আছে, যে দিকে আহুতি প্রদান করিলে সেই আহুত হব্য সকল দিকেই গমন করে, সেই প্রাচী দিক দিবস ও স্বর্গপথের দ্বারস্বরূপ। এই দিকেই দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতিপ্রভৃতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে প্রজাসকল উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, এই দিকে দেবগণ শ্রীলাভ করিয়াছিলেন, এইদিকে ইন্দ্রের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল এবং এই দিকে দেবগণ তপস্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ প্রথম এই দিকে বাস করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহার নাম পূর্ব্বদিক হইয়াছে এবং ইহাই পূর্ব্বতনদিগের অধিকৃত বলিয়া বিখ্যাত। এই দিকে দেবগণ সুখার্থী হইয়া সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন; এই দিকে ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা সমস্ত বেদ গান করিয়াছিলেন; এই দিকে সাবিত্রীদেবী সবিতার মুখ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মবাদিগণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন; এই দিকে সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্ব্বেদসকল প্রদান করিয়াছিলেন; এই দিকে সোমরস বরলাভ করিয়া যজ্ঞে সুরগণের পেয় হইয়াছেন; এই দিকে হুতাশন পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাকে প্রসূতি সোমরস, ঘৃত ও দুগ্ধাদিস্বরূপ জল উপভোগ করেন; এই দিকে বরুণদেব পাতাল আশ্রয় করিয়া শ্রীলাভ করিয়াছেন; এই দিকে মিত্র ও বরুণের যজ্ঞকালে পুরাতন বশিষ্ঠের উৎপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও নিধন হইয়াছিল; এই দিকে ওঁকারের দশসহস্র পথ উৎপন্ন হইয়াছে; এই দিকে ধূমপায়ী মুনিগণ আজ্যধূম পান করিয়া থাকেন; এই দিকে বরাহপ্রভৃতি ভূরি ভূরি পশু প্রেক্ষিত [যজ্ঞে উৎসর্গার্থ স্নাত] হইয়াছিল; এই দিকে দেবরাজ দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ পরিকল্পিত করিয়াছেন এবং এই দিকে হুতাশন সমুদিত ও জাতক্রোধ হইয়া অহিতকারী কৃতঘ্ন মানব ও অসুরগণকে সংহার করেন। এই পূর্ব্বদিকই ত্রিলোকের দ্বার, স্বর্গের দ্বার ও সুখের দ্বার। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, চল, এই পূর্ব্বদিকেই [পূর্ব্বদিকের এত অধিক মাহাত্ম্য বলিয়াই দৈবকার্য্য পূর্ব্বদিকে করার প্রশস্ততা] গমন করি। আমি যাহার বাক্যের অধীন, তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব হে গালিব! তুমি বল, তাহা হইলেই আমি গমন করিব অথবা অন্যান্য দিকের বিষয় শ্রবণ করা।' "

১০৮তম অধ্যায়
দক্ষিণদিকে গমনের মাহাত্ম্য

“ ‘হে বান্ধব! পূর্ব্বে সূর্য্যদেব বিধিবিহিত যজ্ঞের দক্ষিণস্বরূপ এই দিক তাঁহার গুরু কশ্যপকে প্রদান করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত এই দিক দক্ষিণানামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রবণ করিয়াছি, সমস্ত লোকের পিতৃপক্ষ ও উষ্ণান্নভোজী দেবগণ এই দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন। এই দিকে ত্রয়োদশ বিশ্বদেব পিতৃগণের সহিত লৌকিক যজ্ঞের তুল্যভাগী হইয়াছেন; এই দিক ধর্মের দ্বিতীয় দ্বার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই দিকে ত্রুটি ও লবপ্রভৃতি কালের গণনা হইয়া থাকে। এই দিকে দেবর্ষি, পিতৃলোক ও রাজর্ষিগণ পরমসুখে বাস করেন। এই দিকে সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহাই আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের গতি ও কর্ম্মক্ষেত্র। এই দিকে সকল লোককেই গমন করিতে হয়; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ কখন সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই দিকেই প্রতিকূলচারী বহু সহস্র রাক্ষস সৃষ্ট হইয়াছে; অকৃতাত্মগণ তাহাদিগকে দর্শন করে। গন্ধর্ব্বগণ এই দিকের মন্দরকুঞ্জে [মন্দরগিরিকাননে] এবং ঋষিদিগের আশ্রমে ও ব্রাহ্মণগণের সদনে মনোহর গাথাসকল গান করিয়া থাকে। এইদিকে রৈবতক মনু গাথাসংকলিত সামগান শ্রবণ করিয়া স্ত্রী, অমাত্য ও রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিয়াছেন। এই দিকে সাবর্ণি ও যবক্রীততনয় এরূপ সীমা সংস্থাপিত করিয়াছেন যে, সূর্য্যদেব তাহা অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দিকে পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা রাবণ তপস্যা করিয়া অমরগণের নিকট অমরত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই দিকে বৃত্রাসুর ব্যবহারদোষে দেবরাজের দ্বেষভাজন হইয়াছিল। এই দিকে সমস্ত প্রাণ সমাগত ও পুনরায় পঞ্চধা হইয়া বিনির্গত হইয়া থাকে। এই দিকে দুরাচার মনুষ্যগণ স্বকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ করে। এই দিকে বৈতরণী নদী বৈতরণ [পারের-উদ্ধারের] দ্রব্যসমূহে পরিবৃত হইয়া আছে। এই দিকে গমন করিলেও সুখ দুঃখের অবসান হয়। এই দিকে দিনকর প্রত্যাবৃত্ত হইলে সুরস। জলসকল ক্ষয় হইতে থাকে এবং তিনি পুনরায় উত্তরদিকে গমন করিয়া হিমবর্ষণ করিতে থাকেন। আমি পূর্ব্বে ক্ষুধার্ত্ত ও চিন্তিত হইয়া এই দিকে গমনপূর্ব্বক পরস্পর যুধ্যমান [যুধ্যরত] অতিবৃহৎ গজ ও কচ্ছপ লাভ করিয়াছিলাম। এই দিকে চক্রধনুনামে মহর্ষি সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি সগরবংশধ্বংসকারী কপিলদেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এই দিকে শিবনামী ব্রাহ্মণী সকল বেদ অধ্যয়ন [স্ত্রীলোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ। সত্যাদি যুগে গার্গী, বাৎসী প্রভৃতি কতিপয় বিপ্রকন্যা উপনয়নসাংস্কার গ্রহণ করিয়া অবিবাহিত থাকিয়া চিরব্রহ্মচর্য্য ও গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক উপনিষদাদি বেদপাঠ ও স্বয়ং হোম করিতেন। একালের নারীগণের জন্য মন্বাদি ঋষি বৈদিক সংস্কার ব্যবস্থা করিয়াছেন—স্ত্রীলোকের বিবাহই উপনয়ন, পতিসেবা, গুরুগৃহে বাস এবং গার্হস্থ্যপালন হোমস্থানীয়। একালে সাক্ষাৎ উপনয়নসংস্কার, গুরুগৃহে বাস, ব্রহ্মচর্য্য, বেদপাঠ, অগ্নিতে আহুতি প্রভৃতি নাই। আলোচ্য শিবানম্নী ব্রাহ্মণী পূর্বোক্ত গার্গী, বাৎসীর মত একজন। ইঁহারা সাধারণের অনুকরণস্থানীয় নহেন।] করিয়া দুরপনেয় সন্দেহে নিপতিত হইয়াছিলেন। এই দিকে বাসুকি, তক্ষক ও ঐরাবতনাগকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ভোগবতী নগরী সন্নিবেশিত আছে। সেই নগরী হইতে বহির্গত হইবার সময় ঘোরতর তিমির [অন্ধকার] প্রতীয়মান হয়; স্বয়ং ভানু [সূর্য্য] বা কৃশানু [অগ্নি], তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না। হে গালিব! তুমি যদি প্রাচীর দিকে গমন কর, তাহা হইলে সেই দিকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।’ ”

১০৯তম অধ্যায়
পশ্চিমদিকের মাহাত্ম্য

"গরুড় কহিলেন, "হে গালব! এই দিক দিকপাল সলিলরাজ বরুণদেবের অতি প্রিয়তম ও আদিম বাসস্থান। এই দিকে সূর্য্যদেব দিবসের পশ্চাৎ কিরণসকল বিসর্জ্জন করেন; এই নিমিত্ত ইহা পশ্চিম দিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই দিকে ভগবান কশ্যপদেব সলিলসকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত বরুণকে যাদোরাজ্যে [মকরাদি জলজন্তু পূর্ণ স্থানে] নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দিকে তিমিরারি সুধাকর [চন্দ্র] শুক্লপক্ষের প্রথমে বরুণের নিকট ছয় রস [অন্ন, মধুর, তিক্ত কষায়, কটু (ঝাল), লবণ] পান করিয়া পুনর্ব্বার নবীকৃত [কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে চন্দ্রের ক্ষীণতা হইতে আরম্ভ হয়, অমাবস্যায় সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া যায়। আবার শুক্লা প্রতিপদ হইতে বৃদ্ধি; এই বৃদ্ধিই নবীকৃতত্ব] হয়েন। এই দিকে দৈত্যগণ বিমুখীকৃত [বাধাপ্রাপ্ত] ও মহাবাতে নিপীড়িত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিল। এই দিকে অস্ত [অস্তগিরি] প্রণয়প্রকাশপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন; অস্ত হইতেই পশ্চিমসন্ধ্যা [সায়ং সন্ধ্যা] আবির্ভূত হয়; রাত্রি ও নিদ্রা ইহা হইতেই নির্গত হইয়া যেন জীবলোকের অর্দ্ধ আয়ু হরণ করিবার নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়; এই দিকে পুরন্দর [ইন্দ্র] সুখসুপ্তা গর্ভবতী দিতিদেবীকে গর্ভবিহীন করিয়াছিলেন। দেবগণও এই দিকে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই দিকে হিমালয়পর্বতের মূল সাগরবিলীন মন্দারাভিমুখে নিরন্তর গমন করিতেছে; বর্ষসহস্রেও উহার অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দিকে সুরভি কাঞ্চনশৈলী ও সুবর্ণসরোজ[স্বর্ণপদ্ম] সম্পন্ন অতি বিস্তীর্ণ সরোবরতীরে আগমন করিয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করেন। এই দিকস্থ সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যকল্প সূর্য্যেন্দুজিঘাংসক[চন্দ্রসূর্য্যগ্রাসকারী] স্বর্ভানুর[রাহুর] কবন্ধ[মস্তকহীন দেহ] দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই দিকে অপরিমেয় পরাক্রমশালী অদৃশ্য চিরতরুণ[স্থিরযৌবন] সুবর্ণশিরঃনামক মুনির উন্নত[উচ্চ উচ্চারিত] বেদধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। এই দিকে হরিমেধানামক মুনির কন্যা ধ্বজবতী দিবাকরের শাসনে আকাশে অবস্থান করিয়া আছেন। এই দিকে বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ দৈনিক [দিবস সম্বন্ধীয়] ও আকাশ নৈশিকা [রাত্রি সম্বন্ধীয়] দুঃখদ স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করেন। এই দিক হইতেই সূর্য্যের তির্য্যগগতি [বক্রগতি] পরিবর্ত্তিত হয়। এই দিকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। অনন্তর অষ্টাবিংশতি রাত্র ভানুসহ সংক্রমণ করিয়া পুনরায় চন্দ্রসংযোগে তাহা হইতে নিপতিত হয়। এই দিকেই সাগরের চিরপূর্ণতার হেতুভূত নদীসকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দিকে লোকত্রয়ের প্রয়োজনোপযোগী সলিলসকল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিক পন্নগরাজ অনন্ত ও অনাদি অব্যয় ভগবান বিষ্ণুর বাসস্থান। এই দিকে অনলসহায় বায়ু, মহর্ষি কশ্যপ ও মারীচ অবস্থান করেন। হে গালাব! আমি তোমার নিকট পশ্চিমদিকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কোন দিকে গমন করিবে বল।' "

১১০তম অধ্যায়
উত্তরদিকের উৎকর্ষ কথন

“গরুড় কহিলেন, “হে সুহৃৎ! এই দিকের প্রভাবে লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিলাভ করে; এই নিমিত্ত ইহার নাম উত্তরদিক হইয়াছে। এই দিকে উত্তমোত্তম সুবর্ণখনির পথ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরদিকে কুৎসিত দর্শন, অজিতাত্মা বা অধার্মিক ব্যক্তি বাস করে না। নারায়ণ কৃষ্ণ, নরোত্তম বিষ্ণু ও সনাতন ব্রহ্মা এই দিকস্থ বদরিকানামে আশ্রমপদে বিদ্যমান আছেন। এই দিকে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন মহেশ্বর প্রকৃতির সহিত হিমালয়ের পশ্চাদ্ভাগে প্রতিনিয়ত বাস করেন; নর ও নারায়ণ ব্যতিরেকে ইন্দ্রাদি দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন না। এই দিকে অবিনাশী শ্রীমান বিষ্ণু একাকী সহস্রাক্ষ [হাজার চক্ষু], সহস্রপাৎ [হাজার পদ] ও সহস্রামস্তক হইয়া এই মায়াময় সমুদয় জগৎ অবলোকন করিতেছেন। এই দিকে চন্দ্রমা বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন [বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ায় চন্দ্রের এক নাম দ্বিজরাজ]। এই দিকে মহাদেব গগন হইতে নিপতিত গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া মর্ত্যলোকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই দিকে দেবী পাৰ্ব্বতী মহেশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। এই দিকে কাম, রোষ, শৈল ও উমা [হিমালয়ে উমার সহিত হরের বিবাহ বাসনায় তদীয় তপস্যাভঙ্গ করিতে তারকাসুর পীড়িত ইন্দ্রের ইঙ্গিতে গমন করে কাম, তাহাতে হরের হয় কোপ। ইহাই কাম, হরকোপ, হিমালয় ও উমার মিলন জন্য ঔজ্জ্বল্য] দীপ্তি পাইয়াছিলেন। এই দিকে কৈলাসপৰ্ব্বতে কুবের [রাবণের ভ্রাতা] রাক্ষস, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই দিকে চৈত্ররথ [দেবগণের উদ্যান-বাগান] উদ্যান, বৈখানসের [বনবাসী মুনির] আশ্রম, মন্দাকিনী ও পারিজাতবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিকে রাক্ষসগণ সৌগন্ধিক বন রক্ষা করিতেছে। এই দিকে হরিদ্বর্ণ কদলীস্কন্ধ [কলাগাছ] ও কল্পবৃক্ষসকল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিকে সংযত ও কামচারী সিদ্ধগণের কামভোগ্য অনুরূপ বিমানসকল বিদ্যমান আছে। বশিষ্ঠপ্রভৃতি সপ্তঋষি ও দেবী অরুন্ধতী এই দিকে অবস্থান করেন। এই দিকে স্বাতী নক্ষত্র অবস্থিতি করে এবং উদিত হয়; এই দিকে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অবস্থিতি করিয়াছেন। এই দিকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলসকল, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। এই দিকে মহাত্মা সত্যবাদী মুনিগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া গঙ্গা-দ্বার রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের মূর্ত্তি আকৃতি, তপশ্চর্য্যা, গমনাগমন, পরিবেশন পাত্র [আজ এটা কাল ওটা-এইরূপ ভোগ্য বস্তুর নানা রকমের পরিবর্ত্তম] ও কামভোগসকল অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্য এই উত্তরদিকে প্রবেশ করিবামাত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নারায়ণ ও নর ব্যতীত আর কেহই এ দিকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। এই দিকে কুবেরের অধিকৃত কৈলাসনামক স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে। এ দিকে সৌদামিনীর ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন দশটি অপ্সর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই দিকে ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোক-পরিভ্রমণ সময়ে আকাশে পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আকাশ বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই দিকে রাজা মরুত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এই দিকে উশীরবীজনামক স্থানে জাম্বুনদনামে সরোবর সিন্নবেশিত আছে। এই দিকে অতি পবিত্র নির্ম্মল হিমালয়ের সুবর্ণখনি ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা জীমূতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এ স্থানে যেসমুদয় ধন বিদ্যমান আছে, তাহা জৈমূত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। এই দিকে দিকপালগণ প্রতিদিন, প্রভাত ও সায়ংকালে সমুপস্থিত হইয়া কাহার কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

" 'হে ব্রাহ্মণ! এই দিক এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানাপ্রকার গুণে সর্বোত্তর [সর্ব্বশ্রেষ্ঠ] হইয়াছে; এই নিমিত্ত ইহা উত্তরদিক বলিয়া বিখ্যাত। আমি এই চতুর্দ্দিকের বৃত্তান্ত যথাক্রমে বর্ণনা করিলাম; এক্ষণে বল কোন দিকে গমন করা তোমার অভিপ্রেত? আমি তোমাকে সমুদয় দিক ও সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছি; অতএব কোন দিকে গমন করা তোমার অভিপ্রেত বল এবং আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর।' "

১১১তম অধ্যায়
গরুড়বাহিত গালবের পূর্ব্বদিক গমন

"গালব কহিলেন, "হে গরুত্মন [হে গরুড়]! পূর্ব্বদিকে ধর্মের চক্ষুদ্ধয়স্বরূপ চন্দ্র ও অগ্নি রহিয়াছেন; ঐ দিকে আমাকে লইয়া চল। তুমিই কহিয়াছ, ঐ স্থানে সমুদয় দেবগণের, বিশেষতঃ সত্য ও ধর্মের সান্নিধ্য আছে; অতএব সেই দেবগণকে দর্শন ও তাঁহাদের সহিত সমাগম করিতে পুনরায় আমার বাসনা জন্মিয়াছে।"

"তখন বিনতানন্দন তাঁহাকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। গালব গরুড়ের আদেশানুসারে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া কহিলেন, "হে পতগেন্দ্র [হে পক্ষিরাজ]! তোমার গমন সময়ে তোমাকে মধ্যাহ্নকালীন ভাস্করের ন্যায় বোধ হইতেছে। তোমার পক্ষপবনপ্রধুনিত [পাখার বাতাসে কম্পিত] পাদপসমুদয় যেন তোমার অনুগমন করিতেছে। তুমি স্বীয় পক্ষবাতে যেন শৈল, সাগর ও কানন সমুদয় বসুন্ধরা আকর্ষণ করিতেছ। তোমার পক্ষপবনবেগে মৎস্য ও ভুজঙ্গগণসমবেত জলরাশি যেন আকাশমার্গে সমুত্থিত হইতেছে। তিমিঙ্গিল ও অন্যান্য তুল্যাকার মৎস্যসকল এবং মনুষ্যের ন্যায় মুখবিশিষ্ট সর্পসমুদয় যেন উন্মথিত হইতেছে। হে পতগরাজ! মহার্ণবের গভীর শব্দে আমার শ্রোত্রদ্বয় বধির হইয়াছে; আমি কিছুই দর্শন বা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। এবং আপনার প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়াছি; অতএব তুমি মন্দ[অল্প]বেগে গমন কর। ব্রহ্মহত্যা করিও না। আমি সূর্য্য, আকাশ ও দিকসমুদয় কিছুই দেখিতেছি না; চতুর্দ্দিক কেবল অন্ধকারময় অবলোকন করিতেছি। তোমার ও আপনার শরীর আমার নেত্রগোচর হইতেছে না; কেবল সুজাত [উত্তম শ্রেণী] মণির ন্যায় তোমার নয়নযুগল নিরীক্ষণ করিতেছি। পদে পদে তোমার দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ [অগ্নিকণা] সকল বিনির্গত হইতেছে; অতএব উহা নির্ব্বাণ ও নয়নের জ্যোতিঃ প্রশমন করিয়া বেগ সংবরণ কর। গমনে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তুমি ক্ষান্ত হও; আমি তোমার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছি।

“ ‘হে বিনতানন্দন! আমি গুরুকে শ্যামৈককর্ণ নিশাকরীসদৃশ শ্বেতবর্ণ অষ্টশত অশ্ব প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছি। ঐসমুদয় অশ্বপ্রাপ্তির কোন উপায় দেখিতে পাই না; তন্নিমিত্তই স্বয়ং জীবনত্যাগের চেষ্টা করিতেছি। আমার ধন বা ধনবান বন্ধু নাই; আর অর্থদ্বারাও ঐসমুদয় অশ্ব লব্ধ হইবার নহে।’

“পতগরাজ গরুড় গালবের এইরূপ বহুবিধ দীনবচন শ্রবণে সহাস্যবদনে গমন করিতে করিতে কহিলেন, “হে বিপ্রর্ষে! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। মৃত্যু মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে; মৃত্যু পরমেশ্বরস্বরূপ [স্বাধীনতা]। তুমি পূর্ব্বে কি নিমিত্ত আমাকে ঐসকল অশ্বের নিমিত্ত অনুরোধ পরে নাই? ঐ সমুদয়-প্রাপ্তির বিলক্ষণ সদুপায় আছে, অতএব এই সাগরসমীপস্থিত ঋষভপর্ব্বতে বিশ্রাম ও আহারাদি সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হইব।’ ”

১১২তম অধ্যায়

শাণ্ডিলীর অবজ্ঞায় গরুড়ের পক্ষপতন

নারদ কহিলেন, “অনন্তর গালব ও গরুড় ঋষভপর্ব্বতের শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া তপানুষ্ঠানপরায়ণা শাণ্ডিলীনাম্নী ব্রাহ্মণীকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিমন্ত্রপূত [বলিবৈশ্বাদি অতিথি-পূজাবিধায়ক মন্ত্রে শুদ্ধ] সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে সেই অন্ন ভক্ষণপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া মোহিতের [গাঢ়ভাবে নিদ্রিতের] ন্যায় ভূতলে নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর গরুড় গমন করিবার অভিলাষে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রবোধিত [জাগরিত] হইয়া দেখিলে, তাঁহার পক্ষসমুদয় পতিত হইয়াছে ও তিনি স্বয়ং মুখচরণবিশিষ্ট মাংসপিণ্ডাকার হইয়া রহিয়াছেন। তখন মহর্ষি গালব তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বিহগরাজ! তুমি কি এই স্থানে আগমন করিয়া এই ফল প্রাপ্ত হইলে? আমাদিগকে কত কাল এই স্থানে বাস করিতে হইবে? তুমি কি মনে মনে কোন ধর্ম্মদূষণ [ধর্ম্মগর্হিত-অধর্মযুক্ত] অশুভ বিষয় চিন্তা করিয়াছ? বোধহয়, ইহা তোমার সামান্য ধর্ম্মাতিক্রম [ধর্মলঙ্ঘন] নহে।”

“তখন গরুড় কহিলেন, “হে বিপ্র! আমি এই সিদ্ধা ব্রাহ্মণীকে প্রজাপতিসন্নিধানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমার বাসনা হইয়াছিল যে, এই ব্রাহ্মণী ভগবান মহাদেব, সনাতন বিষ্ণু, ধর্ম্ম ও যজ্ঞের সন্নিধানে বাস করেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইঁহার নিকট প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া ইঁহাকে প্রীত করি।”

গরুড়ের পুনঃ পক্ষোদগম

“ ‘গরুড় ব্রাহ্মণীকে কহিতে লাগিলেন, “ভগবতি শাণ্ডিলি! আমি অজ্ঞানবশতঃ মনে মনে আপনার অনভিমত কার্য্যানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছিলাম; অতএব আপনি স্বীয় মাহাত্ম্যপ্রভাবে আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।’ শাণ্ডিলী শকুন্তের [গরুড়পক্ষীর] অনুনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, “হে সুপর্ণ! তোমার ভয় নাই; তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দরপক্ষযুক্ত

হইলে। হে বৎস! আমি নিন্দা সহ্য করিতে পারি না; তুমি আমার নিন্দা করিয়া এই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলে। যে পাপাত্মা আমার নিন্দা করে, সে পুণ্যলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। আমি সমুদয় অশুভলক্ষণবিহীন, অনিন্দিত ও সদাচারসম্পন্ন হইয়াই এই উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। সদাচারই ধর্ম্ম, ধন ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির এবং অশুভলক্ষণবিনাশের প্রধান কারণ। সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন করিতে পার। স্ত্রীলোক বস্তুতঃ নিন্দনীয় হইলেও কখন তাহার নিন্দা করিও না। আমার বাক্যানুসারে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন হইবে।' শাণ্ডিলীর বাক্যাবসানে বিনতানন্দন গরুড়ের পক্ষদ্বয় পূর্ব্ববৎ বলসম্পন্ন হইল। তখন তিনি শাণ্ডিলীর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বাভিলাষানুসারে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পূর্বোক্তরূপ অশ্ব অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

গালবের পুনঃ বিশ্বামিত্র-সাক্ষাৎকার

"অনন্তর বিশ্বামিত্র গরুড় ও গালবকে পথিমধ্যে সন্দর্শন করিয়া গরুড়ের সমক্ষে গালবকে কহিতে লাগিলেন, 'হে দ্বিজ! তুমি আমাকে যাহা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, আমার মতে তৎপ্রদানের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অথবা তুমি যাহা বিবেচনা কর। তোমার অঙ্গীকারদিবসাবধি যত দিন অতিবাহিত হইল, আমি আরও ততদিন প্রতীক্ষা করিতে সম্মত আছি। অতএব তুমি এক্ষণে স্বকার্য্যসংসাধনে যত্নবান হও।"

"তখন পতগরাজ গরুড় নিতান্ত দীনভাবাপন্ন একান্ত দুঃখিত গালবকে কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! বিশ্বামিত্র যাহা কহিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছি; অতএব চল, এক্ষণে উভয়ে অশ্বপ্রাপ্তির পরামর্শ করি, গুরুকে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমে তোমার বিধেয় নহে।' "

১১৩তম অধ্যায়

গালব-গরুড়ের যযাতির নিকট গমন

"গরুড় বলিলেন, "হে তপোধন! ভূমির অন্তর্গত পাংশু [ধূলি] সকল বায়ুদ্বারা পরিশোধিত ও বহ্নিদ্বারা সুসংস্কৃত হইয়া সুবর্ণাদি ধাতুরূপ ধারণ করে বলিয়া সমুদয় জগৎ হিরণ্যপ্রধান এবং লোকে সুবর্ণাদি হিরণ্যনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ হিরণ্যসমুদয় ব্রহ্মাণ্ডপোষণ ও সকলের জীবন ধারণ করে বলিয়া উহার নাম ধন। ঐ ধন পূর্ব্বভাদ্রপদ [*নক্ষত্র], উত্তরভাদ্রপদ [*], অগ্নি ও কুবেরের নিকট এবং ত্রিলোকমধ্যে সতত সন্নিবেশিত আছে। হিরণ্যরেতঃ অগ্নি আপনার রেতঃস্বরূপ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ ঐ ধন রক্ষা করে, ধনপতি কুবের তাহার অধ্যক্ষা; অতএব ধনলাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ধন ব্যতীত অশ্বপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব যে ভূপতি স্বীয় প্রজাগণকে পীড়ন না করিয়া আমাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে পারেন, তাহার নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তম! সোমবংশীয় নহুষতনয় যযাতিরাজা আমার পরমমিত্র। ঐ ভূপতি ধনপতির [কুবের] ন্যায় বিভবশালী; আমি স্বয়ং

তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন। তাহা হইলে তুমি অনায়াসে গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে পরিবে।”

“এইরূপ স্থির হইলে পর উভয়ে স্বার্থসম্পাদননিমগ্ন হইয়া যযাতির নিকট গমন করিলেন; মহাত্মা নহুষতনয় অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গরুড় কহিলেন, “হে রাজন! এই তপোনিধি গালব আমার প্রিয়সখা; ইনি বহু সহস্র বর্ষ বিশ্বামিত্রের শিষ্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি ইঁহাকে স্বাভিলষিত প্রদেশে গমনে অনুমতি করিলে ইনি তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তপোধন বিশ্বামিত্র বারংবার তাঁহাতে অস্বীকার করিলেও ইনি নির্ব্বন্ধতিশয় [অতীব আগ্রহ] প্রকাশ করিলেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার ঐশ্বর্য্য নাই জানিয়াও কহিলেন, “গালব! তুমি আমাকে শুভ্র শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্ব গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।” ইনি তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন; আপনার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন। হে রাজার্ষে। আপনি এই দ্বিজোত্তমকে ইঁহার অভিলষিত ভিক্ষা প্রদান করিলে ইনি স্বীয় তপস্যার বিভাগ [অংশ] প্রদানদ্বারা আপনার বহু যত্নোপার্জিত তপস্যা বর্দ্ধিত করিবেন। অশ্বের শরীরে যাবৎসংখ্যক লোম থাকে, অশ্বপ্রদাতার তাবৎসংখ্যক পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়। এই দ্বিজসত্তম গ্রহণের ও আপনি দানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব ইঁহাকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া আপনার অনুরূপ কার্য্য করুন।” ”

১১৪তম অধ্যায়
যযাতির নিকট গালবের মাধবীলাভ

নারদ বলিলেন, “যজ্ঞসহস্রের অনুষ্ঠাতা অসাধারণ দানশক্তিসম্পন্ন কাশীশ্বর মহারাজ যযাতি গরুড়ের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণানন্তর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, প্রিয়সখা বিনতানন্দন ও দ্বিজোত্তম গালব সমাগত হইয়া আমার নিকট যাচঞা করিতেছেন, ইহা পরমসৌভাগ্যের বিষয়; ভিক্ষাপ্রদান অপেক্ষা শ্লাঘনীয় [গৌরবের] আর কি আছে এবং ইহারাও সূর্য্যবংশসম্ভূত অন্যান্য ভূপতিগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন। এই সমুদয় চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, “হে বিহগরাজ! আমার জন্ম সফল এবং দেশ ও কুলের পরিত্রাণ হইল। হে মিত্র! এক্ষণে আমার পূর্ব্বের ন্যায় বিভব নাই; আমার সম্পত্তি হ্রাস হইয়াছে; তথাপি আর তোমার আগমন ও বিপ্রর্ষির [বিপ্র-ঋষি-বিপ্রর্ষি এই শব্দটিও দেবর্ষি মহর্ষির মত। ক্ষত্রিয় ঋষি হইলে হন রাজর্ষি] আশা ব্যর্থ করিতে পারিব না। এমন কোন বস্তু তোমাদিগকে প্রদান করিব, যদ্দ্বারা তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। অর্থী [প্রার্থী] যাচঞা করিয়া হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে কুল দগ্ধ হইয়া যায়। অর্থীকে প্রত্যাখ্যান করা [কিছু না দিয়া ফিরাইয়া দেওয়া] অপেক্ষা পাপীজনক কর্ম্ম আর কিছুই নাই। অর্থী ব্যক্তি হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে প্রত্যাখ্যানকারীর পুত্রপৌত্র বিনষ্ট হয়; অতএব তোমরা এই দেব, দানব ও মানুষগণের অভিলষণীয়া সুরসুতাসদৃশী [দেবকন্যাতুল্য] আমার কন্যাকে গ্রহণ কর। ইহার নাম মাধবী, ইহা হইতে চারটি বংশ

সমুৎপন্ন হইবে। ভূপতিগণ ইহাকে প্রাপ্ত হইলে শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্বের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় রাজ্য পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। ইহার গর্ভসমুৎপন্ন পুত্রদ্বারা দৌহিত্রবান হওয়া ব্যতীত আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই।"

"তখন তপোনিধি গালব মাধবীকে গ্রহণপূর্ব্বক যযাতিকে 'আমাদের পরস্পর পুনঃ সন্দর্শ্মন হইবে' বলিয়া গরুড়-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। বিনতাতনয় কিয়ৎক্ষণ পরে গালবকে 'এই অশ্বপ্রাপ্তির উপায় হইয়াছে' বলিয়া আপনার ভবনে গমন করিলেন। খগরাজ স্বস্থানে প্রস্থান করিলে তপোধন গালব কন্যা লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাকে কাহার হস্তে ন্যস্ত [প্রদান]। করিলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে? পরিশেষে মনে মনে স্থির করিলেন যে, অযোধ্যাপতি ইক্ষাকুবংশীয় হার্য্যশ্ব মহীপতি মহাবলপরাক্রান্ত, চতুরঙ্গবলসমন্বিত, ধনধান্যশালী, প্রজাবৎসল ও দ্বিজগণের প্রিয়। তিনি অপত্যকামনায় উৎকৃষ্ট তপানুস্থান করিতেছেন, তাঁহার নিকট গমন করিলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে।

"তপোনিধি গালব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া হার্য্যশ্বভূপতির সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজন! এই কন্যাটি পুত্রপ্রসবদ্বারা আপনার বংশবর্দ্ধন করিবে, আপনি শুল্ক [পণ] প্রদান করিয়া ইহাকে গ্রহণ করুন। ইহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আপনাকে যেরূপ শুল্কপ্রদান করিতে হইবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া নির্দ্ধারিত করুন।' "

১১৫তম অধ্যায়
কন্যাবিনিময়ে হার্য্যশ্ব হইতে দ্বিশত অশ্বসংগ্রহ

নারদ বলিলেন, "রাজা হর্য্যশ্ব অনপত্যতা [সন্তানাভাব] নিবন্ধন চিন্তাসহকারে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গালবকে কহিলেন, 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দেব, গন্ধর্বপ্রভৃতি সকলের লোকদর্শনীয়া এই বালার করপৃষ্ঠ, পাদপৃষ্ঠ, পয়োধর, নিতম্ব, গণ্ড [গলা] ও নয়নের উন্নতি; কেশ, দশন [দন্ত], করপদের অঙ্গুলি ও কটিদেশের সূক্ষ্মতা; স্বর, নাভি ও স্বভাবের গভীরতা এবং পাণিতল, অপাঙ্গ [চক্ষুঃপ্রান্ত], তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের রক্তিমাপ্রভৃতি বহু লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ইনি চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেতা [রাজচিহ্নযুক্ত]-পুত্রপ্রসবসমর্থ বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব আপনি আমার সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া ইহার শুল্কপরিমাণ বলুন।"

"গালব কহিলেন, "হে রাজন! যেসকল অশ্ব চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, গ্রাম্য ও সুন্দরাঙ্গ এবং যাহাদিগের এক কর্ণ শ্যামবর্ণ, এরূপ অষ্টশত তুরঙ্গ প্রদান করিতে হইবে; তাহা হইলে যেমন অরণীতে [শমীপ্রভৃতি কষ্ঠের মন্থনদণ্ড-দুইটি কাষ্ঠের দণ্ড পরস্পর ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে অগ্নি নির্গত হয়।] হুতাশন সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ ইহার গর্ভে আপনার বহু পুত্র সমুদ্ভূত হইবে।"

"কামমোহিত রাজা হর্য্যশ্ব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধন!! আপনার অভিলষিত দুইশত ও অন্যান্য শত শত অশ্ব আমার আলয়ে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি ঐ দুইশত অশ্ব প্রদান করিয়া এই রমণীতে একটিমাত্র অপত্য উৎপাদন করিব; আমার এই অভিলাষ সম্পাদন করুন।"

"অনন্তর সেই বালা হর্য্যশ্বের বাক্য শ্রবণ করিয়া গালবকে কহিলেন, "মহাশয়! কোন ব্রহ্মবাদী আমাকে এই বরপ্রদান করিয়াছিলেন যে, তুমি প্রতি প্রসবান্তেই কন্যাভাব [প্রসবের পূর্ব্বভাব-যাহার সন্তান হয় নাই, তাহার মত অবস্থা] প্রাপ্ত হইবে। অতএব আপনি ঐ দুইশত অশ্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করুন; আপনি এইরূপে চারিজন রাজার নিকট হইতে অষ্টশত অশ্ব গ্রহণ করিবেন, আর আমারও চারিপুত্র সমুৎপন্ন হইবে। হে তপোধন! এইরূপে আপনার গুরুদক্ষিণার সংখ্যা পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার এই পর্য্যন্ত বুদ্ধি, এক্ষণে আপনি যে প্রকার বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

"মহর্ষি গালব কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, 'মহারাজ! এই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া শুল্কের চতুর্থভাগ প্রদানপূর্ব্বক একটি অপত্য উৎপাদন করুন।"

"রাজা হর্য্যশ্ব মাধবীকে অভিনন্দনসহকারে গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে এক অভিলষিত পুত্র লাভ করিলেন; তাহার নাম বসুমনাঃ । কিয়দ্দিনানন্তর বসুপ্রভ [বসুর ন্যায় উজ্জ্বল] বসুপ্রদ [দাতা] বসুমনাঃ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

"অনন্তর ধীমান গালব হর্য্যশ্বের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি ভাস্করসন্নিভ [সূর্য্যতুল্য তেজঃশালী] পুত্রলাভ করিয়াছেন; এদিকে আমারও ভিক্ষা করিবার

নিমিত্ত অন্য নৃপতির নিকট গমন করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব মাধবীকে প্রদান করুন।”

“তখন পৌরুষশালী [বীর্য্যবান] রাজা হর্য্যশ্ব সত্যের অনুরোধে তাদৃশ অশ্বের অসুলভতা[দুষ্প্রাপ্যতা]বোধে মাধবীকে গালবের হস্তে প্রত্যপণ করিলেন। মাধবী স্বেচ্ছাক্রমে দীপ্যমান রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় কুমারী হইয়া গালবের অনুগমন করিলেন। মহর্ষি গালব রাজার নিকট তদত্ত তুরঙ্গসমুদয় ন্যস্ত করিয়া মাধবীসমভিব্যাহারে মহারাজ দিবোদাসের সমীপে যাত্রা করিলেন।”

১১৬তম অধ্যায়
দিবোদাসের নিকট দ্বিশত অশ্বসংগ্রহ

“মহর্ষি গালব পথিমধ্যে মাধবীকে কহিলেন, “ভদ্রে! মহাবীর ভীমসেনানন্দন দিবোদাস কাশীর অধীশ্বর; আমরা তাঁহারই নিকট গমন করিতেছি; অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া মন্দ মন্দ [ধীরে ধীরে] আগমন কর। রাজা দিবোদাস অতি ধার্মিক, সংযমী ও সত্যপরায়ণ।” দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব এই কহিয়া কাশীরাজ দিবোদাসসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় ন্যায়ানুসারে সৎকারলাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত মাধবীকে পরিগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

“দিবোদাস কহিলেন, “হে দ্বিজা! আপনার অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই; আমি ইহা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি এবং ইহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছি। আমার ইহা অত্যন্ত সম্মানের বিষয় যে, আপনি অন্যান্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে সমাগত হইয়াছেন, ইহা ভবিতব্যতার [অবশ্যম্ভবনীয়তার] কর্ম্ম সন্দেহ নাই। আমার আপনার অভিলষিত দুইশত অশ্বের সম্পত্তি আছে; অতএব আমিও ইহার গর্ভে একমাত্র অপত্য উৎপাদনা করিব।” দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহাকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন।

“রাজা দিবোদাসও বিধিপূর্ব্বক মাধবীকে পরিগ্রহ করিলেন। যেমন প্রভাকর প্রভাবতীর, হুতাশন স্বাহার, পুরন্দর ইন্দ্রণীর, চন্দ্র রোহিণীর, যমরাজ ঊর্মিলার, বরুণদেব গৌরীর, ধনেশ্বর ঋদ্ধির, নারায়ণ লক্ষ্মীর, সাগর জাহ্নবীর, রুদ্র রুদ্রাণীর, ব্রহ্মা ব্রহ্মাণীর, বশিষ্ট অদৃশ্যন্তীর, বশিষ্ট [ইনি স্বনামখ্যাত বশিষ্ঠ নহেন-অন্য বশিষ্ঠ] অক্ষমালার, চ্যবন সুকন্যার, পুলস্ত্য সন্ধ্যার, অগস্ত্য বৈদভীর, সত্যবান সাবিত্রীর, ভৃগু পুলোমার, কশ্যপ অদিতির, আর্চীক রেণুকার, কৌশিক হৈমবতীর, বৃহস্পতি তারার, শুক্র শতপর্ব্বর, ভূমিপতি ভূমির, পুরুরবা উর্ব্বশীর, ঋচীক সত্যবতীর, মনু সরস্বতীর, দুষ্মন্ত শকুন্তলার, সনাতন ধর্ম্মধৃতির, নল দময়ন্তীর, নারদ সত্যবতীর, জরৎকারু জরৎকারুর, পুলস্ত্য প্রতীচীর, ঊর্ণায়ু মেনকার, তুম্বুরু রম্ভার, বাসুকি শতশীর্ষকার, ধনঞ্জয় কুমারীর, রামচন্দ্র জানকীর ও জনার্দন রুক্মিণীর সহিত প্রণয়বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা দিবোদাস মাধবীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহার গর্ভে প্রতর্দননামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন।

"অনন্তর ভগবান গালব যথাসময়ে রাজা দিবোদাসের সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে মাধবীকে প্রত্যপণ করুন এবং যতদিন শুক্লার্থী হইয়া আমাকে অন্যত্র গমন করিতে হয়, ততদিন তুরঙ্গসকল আপনার নিকট ন্যস্ত থাকুক।"

"তখন সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস গালবের হস্তে মাধবীকে প্রত্যপণ করিলেন [মাধবী প্রত্যপণের কথা আছে, অশ্বদানের স্পষ্ট উক্তি নাই; কিন্তু অশ্বদানের প্রতিশ্রুতির পর সত্যবাদী বিশেষণ থাকায় বুঝিতে হইবে, অশ্ব দিয়াছিলেন]।"

১১৭তম অধ্যায়
উশীনরের নিকট দ্বিশত অশ্বসংগ্রহ

নারদ কহিলেন, "অনন্তর যশস্বিনী মাধবী স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পূর্ব্ববৎ রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক কন্যাভাব পরিগ্রহ করিয়া গালবঋষির অনুগামিনী হইলেন। মহর্ষি গালব কর্ত্তব্য বিচার করিয়া ভোজরাজ উশীনরের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! এই কন্যা আপনার ঔরসে রাজলক্ষণসম্পন্ন দুই অপত্য প্রসব করিবে। আপনি ইহার গর্ভে চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ দুইপুত্র উৎপাদিত করিলে ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থতা লাভ করিবেন। কিন্তু আমাকে ইহার শুল্কস্বরূপ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শ্যামৈককর্ণ চতুঃশত অশ্ব প্রদান করিতে হইবে। অশ্বে আমার কিছু প্রয়োজন নাই; কেবল গুরুর নিমিত্ত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মহারাজ! যদি আপনি সমর্থ হয়েন, তবে অবিচারিতচিত্তে [বিনা বিতর্কে] এই মাধবীকে পরিগ্রহ করুন। আপনি পুত্রহীন; এক্ষণে ইহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া পিতৃগণকে ও আত্মাকে পরিত্রাণ করুন। পুত্রবান ব্যক্তিকে অপুত্রের ন্যায় স্বর্গভ্রষ্ট বা নিরয়গামী [নরক] হইতে হয় না।" রাজা উশীনর মহর্ষি গালবের নিকট এইরূপ ও অন্যরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহর্ষে। আপনি যাহা কহিলেন, আমি তাহা সমুদয়ই শ্রবণ করিলাম; এইরূপ কার্য্য অত্যন্ত আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণও সমুৎসুক হইয়াছে এবং শ্যামৈককর্ণ দুইশত ও অন্যবিধ বহু সহস্র তুরঙ্গ আমার আলয়ে বিচরণ করে। কিন্তু আমিও ইহার গর্ভে একমাত্র পুত্র সমুৎপন্ন করিয়া সাধুগণের অনুসৃত পথে গমন করিব এবং আপনিও উহার সমুচিত শুল্কপ্রাপ্ত হইবেন। আমার সমুদয় অর্থ পৌর [অন্তঃপুরবাসী রাজপরিবার] ও জনপদগণের [প্রজাগণের] নিমিত্ত সঞ্চিত আছে; আত্মভোগের নিমিত্ত নয়। যে রাজা অন্যের প্রতিপালনার্থ সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছ ব্যয় করেন, তিনি ধর্ম্ম ও যশ লাভ করিতে পারেন না। অতএব আপনি একমাত্র পুত্রের নিমিত্ত এই দেবগর্ভা কুমারীকে প্রদান করুন, আমি ইহাকে পরিগ্রহ করিব।"

"রাজা উশীনর এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যা দান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। যেমন কৃতপণ্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করেন, সেইরূপ রাজা উশীনর অনিন্দনীয়া মাধবীসমভিব্যাহারে কখন শৈলকন্দরে [পর্ব্বতগুহায়], কখনো নদীনির্ঝরে [ঝরণায়], কখনো বাতায়নবিমানে [জানালাযুক্ত আকাশযানে], কখনো অভ্যন্তরগৃহে, কখনো বিচিত্র উদ্যানে [অন্তঃপুরে],

কখনো বনে, কখন মনোহর হর্ম্যতলে [প্রসাদতলে--নীচ তলায়], কখন বা প্রাসাদশিখরে [উপরতলায়] কালব্যাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার অভিনব রবিসঙ্কাশ [সূর্য্যকান্তি] এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল। ইনিই পার্থিবশ্রেষ্ঠ শিবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর মহর্ষি গালব রাজার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে মাধবীকে গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গরুড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।"

১১৮তম অধ্যায়

অবশিষ্ট অশ্বসংগ্রহে গরুড়ের যুক্তি

নারদ বলিলেন, "তখন বিনতানন্দন গরুড় সম্বোধন করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে গালব! আজি কি সৌভাগ্য! আমি তোমাকে কৃতকৃত্য অবলোকন করিলাম।"

"গালব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বৈনতেয়! যত অশ্ব আহরণ করিতে হইবে, অদ্যাপি তাহার চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট আছে; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি বল?"

"বাগ্মিশ্রেষ্ঠ [প্রধান বক্তা] বৈনতেয় কহিলেন, "হে গালব! অবশিষ্ট অশ্ব আহরণের নিমিত্ত আর যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই; আর তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ও দেখি না। পূর্ব্বে রাজা ঋচীক কান্যকুব্জদেশাধিপতি গাধিরাজের [বিশ্বামিত্রের] নিকট সত্যবতী নামী তাঁহার কন্যাকে পরিণয়ার্থ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবান! আপনি আমাকে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি আপনাকে সত্যবতী সম্প্রদান করিব।"

"ঋচীক 'তথাস্তু' বলিয়া বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য অশ্বতীর্থ হইতে গাধিরাজের অভিলষিত একসহস্র অশ্ব আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গাধিরাজ পুণ্ডরীক যজ্ঞ করিয়া সেই সমস্ত অশ্ব দ্বিজাতিগণকে প্রদান করিলেন। আপনি যে তিনজন রাজার নিকট হইতে ছয়শত অশ্ব আহরণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল দ্বিজাতির নিকট হইতে প্রত্যেকে দুইশত করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট চারিশত অশ্ব বিতস্তানদী পার হইবার সময় সলিলে নিমগ্ন হইয়াছিল। আপনি সেইসকল দুর্লভ অশ্ব কোনকালেই লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না; অতএব বিশ্বামিত্রকে অবশিষ্ট দুইশত অশ্বের পরিবর্তে এই কন্যা ও পূর্ব্বাহৃত [পূর্ব্বের সংগৃহীত] ছয়শত অশ্ব প্রদান করুন। তাহা হইলে আপনি গতসম্মোহ [বিগতমোহ-শান্ত] ও কৃতকৃত্য হইবেন।"

গালবের গুরুদক্ষিণাদানানন্তর অরণ্যে প্রবেশ

"মহর্ষি গালব বৈনতোয়ের এই বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে সেই অশ্বগণ ও সেই কন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বামিত্র সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন! আপনার আটশত অশ্বের মধ্যে এই ছয়শত অশ্ব ও অবশিষ্ট দুইশত অশ্বের পরিবর্তে এই কন্যাকে গ্রহণ করুন। তিনজন রাজর্ষি ইহার গর্ভে পরম ধার্মিক তিনটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন এক্ষণে আপনিও একটি পুত্র লাভ করুন।"

“বিশ্বামিত্র বৈনতেয়, গালব ও সেই বরবর্ণিনী মাধবীকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, “হে গালব! তুমি কি নিমিত্ত প্রথমেই আমাকে এই কন্যা প্রদান কর নাই? তাহা হইলে আমিই ইহার গর্ভে কুলপাবন চারিপুত্র লাভ করিতে পরিতাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে একমাত্র পুত্রলাভের নিমিত্ত ইহাকে গ্রহণ করিতেছি। আর ঐ অশ্বসকল আমার আশ্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করুক।” মহাদুর্গতি বিশ্বামিত্র এইরূপে মাধবীকে পরিগ্রহ [গ্রহণ] করিয়া কালক্রমে তাহার গর্ভে অষ্টকনামে এক পুত্র সমুৎপাদন করিলেন। পুত্র জন্মিবামাত্র মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সেইসমুদয় অশ্ব প্রদান এবং গালবের হস্তে মাধবীকে সমর্পণ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। তখন অষ্টক সোমপুরসদৃশ [চন্দ্রপুরীতুল্য] স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন।

“মহর্ষি গালব বিনতানন্দন গরুড়ের সহিত এইরূপে গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে মাধবীকে কহিলেন, “হে বরারোহে! তোমার একজন দানপরায়ণ, একজন শৌর্য্যশালী, একজন ধর্ম্ম ও সত্যপরায়ণ ও একজন যাগশীল-এই চারিপুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে; তুমি এই সমস্ত পুত্রদ্বারা পিতা, চারিজন রাজা ও আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ; এক্ষণে পিতার নিকট গমন কর।” এই বলিয়া তপোধন গালব সেই কন্যাকে তাহার পিতার হস্তে প্রত্যার্পণ ও বিনতানন্দনকে গমনে অনুমতি করিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।”

১১৯তম অধ্যায়
যযাতিতনয়া মাধবীর স্বয়ম্বর

“মহারাজ যযাতী স্বীয় কন্যার স্বয়ম্বর সম্পাদন করিবার মানসে। তাঁহাকে দিব্যমাল্যবিভূষিত ও রথে আরোপিত করিয়া গঙ্গাযমুনার সঙ্গমসমীপস্থ আশ্রমে আনীত করিলেন। পুরু ও যদু স্বীয় ভগিনীর অনুসরণক্রমে সেই আশ্রমে গমন করিলেন। বিবিধ দেশ, শৈল ও বন হইতে অসংখ্য মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব, মৃগ ও পক্ষীগণ ঐ আশ্রমে সমাগত হইলেন। বহুসংখ্যকভূপতি ও ব্রহ্মাকল্প মহর্ষিগণে সেই আশ্রমকানন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বরবর্ণিনী [নারীশ্রেষ্ঠা] মাধবী তথায় বহুসংখ্যক উপযুক্ত পাত্র সমুপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদিগকে পরিহারপূর্ব্বক অরণ্যকে [বনকে] বরণ করিলেন। অনন্তর তিনি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বন্ধুগণকে নমস্কার করিয়া বনমধ্যে তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বহুবিধ উপবাস, দীক্ষা ও নিয়ম দ্বারা আপনার মনকে রাগদ্বেষাদিবিবর্জিত করিলেন। বৈদূর্য্যাঙ্কুরসন্নিভ [বৈদূর্য্যমণির কণার মত কান্তিবিশিষ্ট], মৃদু, হরিত, তিক্ত ও মধুর শস্যভক্ষণ এবং প্রস্রবণশ্রুত [ঝরণা হইতে পতিত] পরমপবিত্র অতি নির্ম্মল সুশীতল জল পান করিয়া মৃগবহুল, ব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র জন্তু বিবর্জিত, দাবানলবিহীন, জনশূন্য কাননে হরিণসমভিব্যাহারে মৃগীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা [বেদবিহিত অনুষ্ঠান] বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

যযাতির পরলোকগমন

“মহারাজ যযাতিও পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহুসহস্র বর্ষ পরে পরলোকযাত্রা করিলেন। পুরু ও যদু হইতে মহারাজ যযাতির দুই বংশ বর্দ্ধিত হইয়া লোকসকলকে প্রতিষ্ঠিত করিল এবং মহর্ষিকল্পনরপতি যযাতি পরলোকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গের প্রধান ফল ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুসহস্র বর্ষ অতীত হইলে পর, তিনি একদা একত্র সমাসীন বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও মহর্ষিগণের সমক্ষে মূঢ়ের ন্যায় দেব, ঋষি ও নরগণের অবমাননা করিলেন। সুররাজ শত্রু তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সমুদয় রাজর্ষিগণ তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তত্রস্থ সকলেই যযাতিকে অবলোকন করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে, এ ব্যক্তি কে? কাহার পুত্র? কিরূপেই বা এ স্থানে আগমন করিল? এ কোন কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে? কোন স্থানে বা তপানুষ্ঠান করিয়াছে? স্বর্গমধ্যে ইহাকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে? আর কোন ব্যক্তিই বা ইহাকে জানে? স্বর্গবাসিগণ পরস্পর এইরূপ যযাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন এবং বিমানপাল [বিমানরক্ষক], স্বর্গদ্বাররক্ষক ও আসনপাল [ব্রহ্মাসন, ইন্দ্রাসনপ্রভৃতির প্রহরী]গণকে যযাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কহিলেন, “আমরা কিছুই জানি না।” এইরূপে স্বর্গবাসিগণ যযাতির বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না। কিন্তু এদিকে মহারাজ যযাতি মুহূর্ত্তমধ্যেই নিস্তেজ হইয়া উঠিলেন।”

১২০তম অধ্যায়
যযাতির স্বর্গচ্যুতি

“কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ যযাতি কম্পিতমনাঃ, শোকাভিভূত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া আসনভ্রষ্ট ও স্বস্থান হইতে প্রচলিত হইলেন। তাঁহার মাল্য ম্লান এবং বসন, মুকুট ও অঙ্গদপ্রভৃতি আভরণসমুদয় স্খলিত হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। দেবগণপ্রভৃতি [স্বর্গবাসী অন্যান্য গণদেবতা] সকলে কখন তাঁহার নয়নগোচর ও কখন বা নয়নের বহির্ভূত হইতে লাগিলেন। তিনি অদৃশ্য হইয়া শূন্যচিত্তে মহীতল নিরীক্ষণপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মনোমধ্যে এমন কি ধর্ম্মদূষণ [ধর্ম্মগর্হিত] অশুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি যে স্থানচ্যুত হইলাম? তখন তত্রস্থ ভূপতি, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ দেখিলেন, নহুষতনয় যযাতি স্বর্গচ্যুত হইতেছেন।

“ক্ষীণপুণ্য জনগণকে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত স্বর্গমধ্যে যেসকল দূত নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সময় তাহাদের মধ্যে একজন সুররাজের আদেশানুসারে যযাতির সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, “মহারাজ! তুমি সাতিশয় গর্ব্বিত, সকলেরই অবমাননা করিয়া থাক, তন্নিবন্ধন তোমার স্বর্গভোগ বিনষ্ট হইয়াছে; তুমি স্বর্গের অনুপযুক্ত; অতএব ত্বরায় স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত [পরিভ্রষ্ট] হইয়া ভূতলে পতিত হও।” পতনোন্মুখ নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতি, ‘আমি যেন সাধুগণের মধ্যে নিপতিত হই’ এই কথা তিনবার বলিয়া আপনার গতি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নৈমিষারণ্যে প্রতর্দন, বসুমনা, ঔশীনর [উশীনরের পুত্র], শিবি ও অষ্টক এই চারিজন প্রধান ভূপতিকে দেখিলেন। ঐ লোকপালসদৃশ ভূপতিচতুষ্টয়

বাজপেয়যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা সুররাজের প্রীতিসাধন করিতেছেন। যজ্ঞধূম স্বর্গদ্বারা পর্য্যন্ত সমুত্থিত হইয়া ধূমময়ী নদীর ন্যায়, স্বর্গ হইতে ভূতলে নিপতিত মন্দাকিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। মহারাজ নহুষতনয় সেই পরমপবিত্র যজ্ঞধূম আঘ্রাণ ও অবলম্বন করিয়া ঐ ভূপতিচতুষ্টয়ের মধ্যে নিপতিত হইলেন।

দৌহিত্রপ্রভাবে যযাতির পুনঃ স্বর্গাধিকার

"প্রতর্দ্দনপ্রমুখ ভূপতিচতুষ্টয় যযাতিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কে? কাহার বন্ধু? আপনি গ্রাম্য কি নাগরিক [নগরবাসী]? আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না; আপনি কি দেব, না যক্ষ, না গন্ধর্ব, না রাক্ষস, আপনার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি?"

"যযাতি কহিলেন, "মহাশয়! আমার নাম যযাতি। আমি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছি। আমি সাধুদিগের মধ্যে পতিত হইব মনে করিয়াছিলাম বলিয়া আপনাদের মধ্যে নিপতিত হইয়াছি।"

"তখন নৃপচতুষ্টয় কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যথার্থই কহিয়াছেন; যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের যজ্ঞফল ও ধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করুন।"

"যযাতি কহিলেন, "হে সাধুগণ! আমি প্রতিগ্রহজীবী [দানগ্রহণদ্বারা প্রাণধারণকারী] ব্রাহ্মণ নহি; আমি ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ পরপুণ্যনির্যাকরণে [অপরের পুণ্যগ্রহণদ্বারা তাহার পুণ্যক্ষয় করার] আমার প্রবৃত্তি নাই।"

"মহারাজ যযাতি ও প্রতর্দ্দনপ্রভৃতি ভূপতিচতুষ্টয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে যযাতিকন্যা মাধবী মৃগচর্য্যাক্রমে [বনভ্রমণ করিতে করিতে] তথায় সমুপস্থিত হইলেন। প্রতর্দ্দনাদি ভূপতিচতুষ্টয় তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "জননি! এই আপনার পুত্রগণ সমুপস্থিত আছে, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?" মাধবী তাঁহাদের বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় পিতা যযাতির সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক ও পুত্রগণের মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে তাত! এই চারিজন আমার পুত্র ও আপনার দৌহিত্র, ইহারা আপনাকে উদ্ধার করিবে, আর আমি আপনার কন্যা মাধবী, আমি যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছি, আপনি তাহার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করুন। মনুষ্যগণ অপত্যোপার্জিত [বংশধরগণের অর্জিত] ধর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। এবং সদগতিলাভের নিমিত্ত দৌহিত্র প্রার্থনা করে।"

"অনন্তর প্রতর্দ্দনপ্রমুখ ভূপতিগণ মাতা ও মাতামহকে অভিবাদন করিয়া অতি উচ্চ গভীরস্বরে মেদিনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া মাতামহকে উদ্ধার করিবার বাসনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তপোধন গালব তথায় সমুপস্থিত হইয়া যযাতিকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার তপস্যার অংশ গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করুন।' "

১২১তম অধ্যায়
যযাতির পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তি

"মহারাজ যযাতি সেই সমুদয় মহাত্মাগণকর্ত্তৃক প্রত্যভিজ্ঞাত [বিশ্বস্তভাব বিদিত] হইবামাত্র দিব্য-বসন পরিধান, দিব্য-আভরণ ধারণ, দিব্যগন্ধমাল্য গ্রহণ ও দিব্যস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে সমুত্থিত হইতে লাগিলেন। তখন লোকমধ্যে দানপতি [দানবীর-অত্যন্ত দাতা] নামে বিখ্যাত মহাযশাঃ বসুমনা সর্ব্বাগ্রে উচ্চস্বরে যযাতিকে কহিলেন, "হে মহাত্মন! আমি সর্ব্ববর্ণের অনিন্দনীয়তা [প্রশস্ততা-প্রশংসনীয়তা]-নিবন্ধন যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও অগ্ন্যাধান [যজ্ঞশীলতা]-নিবন্ধন যে ফললাভ করিয়াছি, তৎসমুদয় আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন।" তৎপরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রতর্দ্দন নহুষতনয়কে কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি ধর্ম্মাভিনিবেশ [ধর্মে একান্ত নিষ্ঠা], যুদ্ধপরায়ণতা ও বীরশব্দলাভ[বীরখ্যাতি]নিবন্ধন যেসকল ফললাভ করিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন।" অনন্তর উশীনিরানন্দন শিবি মধুরবচনে কহিলেন, "হে নহুষতনয়, আমি স্ত্রী, বালক ও শ্যালকাদির সমক্ষে [*স্ত্রী, বালক ও শ্যালক অনেকেরই মমতার পাত্র; তাঁহাদের তুষ্টির জন্য মিথ্যা অনেকেই বলিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে জয়াদি স্বার্থের জন্য মিথ্যা অনেকেই কহে। কাহারও মৃত্যুকালে "এ ব্যক্তি আমার এতটাকা ধারেআমাকে অমুক দ্রব্যদানে প্রতিশ্রুত"-কোন কোন অতিঘূর্ণিত স্বার্থন্ধকে ঐরূপ বলিতে শুনা যায়। বিপৎকালে বা বিপদে বিশেষভাবে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কামুক্তির জন্য মিথ্যা উক্তি অনেকের মুখে শুনা যায়; বসুমনার এ সব দোষ ছিল না।] যুদ্ধে [*], লোকের মৃত্যুসময়ে [*], আপৎকালে এবং ব্যসনসময়ে [*] মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করি নাই। আমার সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন। আমি বরং রাজ্য, প্রাণ, কর্ম্ম ও সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না; আমার সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন; আমি যে সত্যপ্রভাবে ধর্ম্ম, অগ্নি ও পুরন্দরকে পরিতুষ্ট করিয়াছি, আপনি আমার সেই সত্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করুন।" অনন্তর রাজর্ষি অষ্টক বহুশত যজ্ঞানুষ্ঠাতা নহুষনন্দনকে কহিলেন, "হে রাজন! আমি শত শত পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজপেয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি; আপনি তৎসমুদয়ের ফললাভ করুন। আমি সমুদয় রত্ন, ধন ও পরিচ্ছদ যজ্ঞে সমর্পণ করিয়াছি, আপনি সেই ফলে স্বর্গে গমন করুন।"

"এইরূপে মহারাজ যযাতি স্বীয় দৌহিত্র চতুষ্টয়ের বাক্যানুসারে পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার দৌহিত্রগণ সকলে সমবেত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমরা আপনার দৌহিত্র; আমরা সর্ব্বধর্মোপেত হইয়া বর্ত্তমান আছি; আপনি স্বর্গে গমন করুন।" এইরূপে সেই রাজবংশসম্ভূত কুলবর্দ্ধন ভূপতিচতুষ্টয় স্ব স্ব যজ্ঞদানাদিজনিত সুকৃতপ্রভাবে স্বর্গচ্যুত স্বীয় মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ যযাতিকে পুনরায় স্বর্গে সংস্থাপিত করিলেন।

১২২তম অধ্যায়
ব্রহ্মার যযাতি-অভিনন্দন

"এইরূপে মহারাজ যযাতি সজ্জনগণের অগ্রগণ্য স্বীয় দৌহিত্রগণের প্রভাবে সদগতিলাভ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে তাঁহার মস্তকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি ও গাত্রে পরমপবিত্র সুগন্ধ সমীরণ সংলগ্ন হইতে লাগিল। মহারাজ নহুষতনয় দৌহিত্রগণের তপঃপ্রভাবনিমজ্জিত অবিচল স্থানে [যে স্থান হইতে স্খলন নাই] সংস্থিত ও স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে পরমোৎকৃষ্ট শোভাসম্পন্ন হইয়া জাজ্বল্যমান হইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার সমীপে নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, বিবিধ দেবর্ষি, রাজর্ষি ও চারণগণ তাঁহার স্তব ও অর্চনা করিতে লাগিলেন এবং দেবগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন।

"এইরূপে মহারাজ যযাতি স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া শান্তমনাঃ [প্রসন্ন চিত্ত] হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান কমলযোনি [ব্রহ্মা] তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে নহুষতনয়! তুমি লৌকিক কর্ম্মদ্বারা চতুষ্পাদধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া এই লোক পরাজয় ও স্বর্গে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলে। তোমার স্বীয় কর্ম্মদোষেই তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়। স্বর্গবাসিগণের মন তমোবৃত [তমোগুণারিত] হওয়াতে তাঁহারা তোমাকে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই; সেই নিমিত্তই তুমি ভূতলে নিপতিত হইয়াছিলে। এক্ষণে স্বীয় দৌহিত্রগণের প্রীতিনিবন্ধন পুনরায় স্বকর্ম্মনির্মর্জিত পরমপবিত্র শ্বাশত অব্যয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছ।"

অভিমানের দোষ কথন

"তখন যযাতি কহিলেন, "হে ভগবন! আমার একটি সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা ছেদন করুন; আপনা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট সেই সংশয় প্রকাশ করিতে আমার শ্রদ্ধা হয় না। হে পিতামহ! আমি বহুসহস্র বৎসর প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দানদ্বারা যে মহাফল লাভ করিয়াছিলাম, তাহা কিরূপে অতি অল্পকালমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া আমাকে পতিত করিল? হে ভগবন! আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যে শাশ্বত লোক লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আপনার অবিদিত নাই; অতএব এক্ষণে বলুন, কি নিমিত্ত উহা বিনষ্ট হইল?"

"ব্রহ্মা কহিলেন, "হে নহুষতনয়! তুমি বহুসহস্র বৎসর প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দানদ্বারা যে ফললাভ করিয়াছিলে, তোমার অভিমাননিবন্ধন তাহা বিনষ্ট হওয়াতে তুমি স্বর্গচ্যুত হও। দেখ, যে ব্যক্তি অভিমান, বল, হিংসা, শঠতা বা মায়া প্রকাশ করে, এই লোক তাহার পক্ষে চিরস্থায়ী হয় না। কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, কাহাকেও অবমাননা করা তোমার বিধেয় নহে। অভিমানানলদগ্ধ [অভিমানরূপ অগ্নিতে দগ্ধ] ব্যক্তিগণের শান্তি কোথায়? হে যযাতি! যে ব্যক্তি তোমার এই পতনারোহণ[স্বর্গ হইতে পতন, পুনঃ স্বর্গে আরোহণ]বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, সে অতি বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইলেও অনায়াসে মুক্ত হইতে পরিবে।"

"পূর্ব্বে ভূপতি যযাতি অভিমানপ্রযুক্ত ও মহাতপঃ গালব নির্ব্বন্ধতিশয় নিবন্ধন এইরূপে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন হইয়াছিলেন। হে কৌরবরাজ! হিতাভিলাষী সুহৃজনের বাক্য শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; নির্ব্বন্ধতিশয় কদাপি বিধেয় নহে। অতএব আপনি অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। লোকে দান তপ ও হোম প্রভৃতি যে সমুদয় কার্য্য করে, তাহার হ্রাস বা বিনাশ হয় না, আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; অন্যে কদাচ তাহা করিতে সমর্থ হয় না; যে ব্যক্তি এই বহুশ্রুতিসম্পন্ন [বিজ্ঞজনসম্মত] রাগরোষাবিবর্জিত [কামনার অপূরণজনিত ক্রোধ] সজ্জনগণের নানা-শাস্ত্রবিনিশ্চিত যুক্তিযুক্ত আখ্যান শ্রবণপূর্ব্বক ত্রিবর্গে [ধর্ম্ম, অর্থ, কামে] দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।"

১২৩তম অধ্যায়

সন্ধি করিতে ধৃতরাষ্ট্রের অসামর্থপ্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাস্ট্র নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন! আপনি যে প্রকার কহিতেছেন, সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, উহা আমার অভিপ্রেত বটে, কিন্তু তাহা সম্পাদন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র নারদকে এইরূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, "হে কেশব! তোমার বাক্য সুখকর, লোকাচারসঙ্গত, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়োপেত [নীতিমুক্ত], তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বাধীন নই। সুতরাং আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না; অতএব তুমি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যত্ন কর। সে গান্ধারী, ধীমান বিদুর বা ভীষ্মপ্রভৃতি অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদগণের হিতকর বাক্য শ্রবণ করে না। তুমি স্বয়ং সেই ক্রূরাত্মাকে শাসন কর, তাহা হইলে তোমার বন্ধুজনোচিত কার্য্য করা হইবে।"

দুর্য্যোধনের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

অর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যশ্রবণে দুর্য্যোধনের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন, "দুর্য্যোধন!! তোমার ও তোমার বংশের সবিশেষ শান্তিকর বাক্য শ্রবণ কর। তুমি মহাপ্রাজ্ঞকূলে [অত্যন্ত বুদ্ধিমানদিগের বংশেঅত্যন্ত বুদ্ধিমানদিগের বংশে] সমুৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞতা ও সদাচারপ্রভৃতি সমুদয় সদগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছ; অতএব সন্ধিসংস্থাপন করাই তোমার সমুচিত কর্ম্ম। তোমার যেরূপ সঙ্কল্প, দুষ্কুলজাত, নৃশংস, নির্লজ্জ ব্যক্তিরাই তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি ধর্ম্মার্থের অনুগত, অসাধুরাই বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তোমাতে সেই বিপরীত ব্যবহার বারংবার নয়নগোচর হইতেছে; ঈদৃশ ব্যবহারে ঘোরতর ধর্ম্ম, প্রাণনাশের কারণ, অনিষ্ট ও অপ্রতিবিধেয় [প্রতীকারের অযোগ্য] দুর্নিমিত্ত [অনিষ্ট] সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই অনর্থ পরিহারপূর্ব্বক আপনার, ভ্রাতৃগণের, ভৃত্যগণের ও মিত্রগণের শ্রেয়ঃসাধন কর; তাহা হইলে তুমি অধর্মজনক, অযশস্কর কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে আর এক্ষণে প্রজ্ঞ, শূর, মহোৎসাহসম্পন্ন, মহানুভব, শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। তাহা হইলে

ধীমান ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি, জ্ঞাতিগণ ও জ্ঞানসম্পন্ন অন্যান্য মিত্রগণ সাতিশয় সুখী হইবেন। ফলতঃ সন্ধিসংস্থাপন হইলে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি লজ্জাশীল, সৎকুলজাত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদয়স্বভাব। অতএব পিতামাতার শাসনে অবস্থান কর। পিতার শাসনপরবশ [শাসনাধীন] হওয়া পুত্রের নিতান্ত শ্রেয়স্কর; দেখ, মনুষ্যেরা বিপন্ন হইলে পিতৃশাসন স্মরণ করিয়া থাকে।

'ভ্রাতঃ! পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা তোমার পিতার ও অমাত্যগণের নিতান্ত অভিপ্রেত; এক্ষণে তাহা তোমারও অনুমোদিত হউক। যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্য না করে, যেমন মহাকালফল [বিষফল] ভক্ষণ করিলে পরিণামে পরিতাপিত হইতে হয়, তদ্রূপ সেই ব্যক্তিকে পরিশেষে সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে দীর্ঘসূত্রী [সদ্য সম্পাদ্য কার্য্যের বহু বিলম্বে সম্পাদনকারী] মোহবশতঃ কল্যাণকর বাক্য পরিত্যাগ করে, তাহাকে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট ও পশ্চাত্তাপে পরিতাপিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অর্থকাম ব্যক্তিদিগের মতবিরোধী বাক্য সহ্য না করে, কিন্তু বাস্তবিক প্রতিকূল বাক্য গ্রহণ করে, সে অরাতিগণের বশবর্ত্তী হয়। যে ব্যক্তি সাধুগণের মত অতিক্রম করিয়া অসতের মতে অবস্থান করে, অচিরকালমধ্যে তাহার বিপদে মিত্রগণকে শোকাকুল হইতে হয়। যে ব্যক্তি প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া হীনস্বভাব [নীচপ্রকৃতি] দিগকে সেবা করে, সে এরূপ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হয় যে, তাহা হইতে আর উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অসাধুগণের সেবা, অনর্থকার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধু সুহৃদগণের বাক্যে উপেক্ষা, অনাত্মীয়ের সমাদর ও আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেস প্রকাশ করে, পৃথিবী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কি নিমিত্ত মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট অসমর্থ মূঢ়গণের সাহায্যে পরিত্রাণলাভের অভিলাষ করিতেছ? এই মেদিনীমণ্ডলে তোমা ভিন্ন কোন ব্যক্তি ইন্দ্রসদৃশ মহারথ [একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধারীদিগের সহিত যুদ্ধকারী অথবা যুদ্ধে নিজেকে, সারথিকে ও অশ্বসমূহকে রক্ষা করিতে সমর্থ।] ভূপতিগণকে অতিক্রম করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের প্রত্যাশা করে? পাণ্ডবগণ এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ যে তুমি তাঁহাদিগকে জন্মাবধি প্রতিনিয়ত নিগৃহীত [নির্য্যাতিত-পীড়িত] করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা কখন জাতক্রোধ [ক্রুদ্ধ] হয়েন নাই। তুমি জন্ম [শৈশব কাল হইতে] প্রভৃতি সেই বান্ধবগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা তোমার প্রতি সম্যক সন্তুষ্ট আছেন; তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হওয়া তোমারও কর্ত্তব্য। প্রকৃত বন্ধুগণের প্রতি কদাচ জাতক্রোধ হইও না। প্রাজ্ঞগণের কর্ম্ম ত্রিবর্গসংযুক্ত; অন্যান্য লোক ত্রিবর্গসাধনে অসমর্থ হইয়া কেবল ধর্ম্ম ও অর্থের অনুগামী হয়; কিন্তু ধীর ব্যক্তি পৃথক পৃথক কর্মলভ্য ত্রিবর্গের মধ্যে কেবল ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া চলেন। মধ্যম লোকে কলহের মূল অর্থের নিমিত্ত কর্ম্ম করে, আর বালকেরাই কেবল কামনার বশবর্ত্তী হয়। যে নীচ ব্যক্তি লোভপরতন্ত্র [লোভের বশীভূত] হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি প্রকৃত উপায়ের অভাবে কেবল কাম ও অর্থের অভিলাষী হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কেন না, কাম ও অর্থ কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে না; অতএব যিনি কাম ও অর্থ লাভের কামনা করেন, প্রথমে তাঁহার ধর্ম্মলাভ করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই

ত্রিবর্গলাভের উপায়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মস্বরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গলাভের অভিলাষ করেন, তিনি কক্ষগত [গৃহের প্রকোষ্ঠ (কুঠুরী) গত] পাবকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

"হে দুর্য্যোধন! তুমি হীন উপায় অবলম্বন করিয়া সকলরাজবিখ্যাত অতি বিস্তীর্ণ অধিরাজ্যলাভে [সকল দিকে বিস্তৃত রাজ্য] সমুৎসুক হইয়াছ। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণদিগের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে, সে পরশুদ্বারা [কুঠার] বনচ্ছেদনের ন্যায় আপনাকে ছেদন করে। যে ব্যক্তির জয় ইচ্ছা করিবে না, তাহার মতিভ্রংশ [বুদ্ধিভ্রম] করা একান্ত অবিধেয় [অনুচিত]। মানব মতিভ্রংশ না হইলে সতত কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পাণ্ডবগণের কথা কি, মহানুভব ব্যক্তি ত্রিলোকের ব্যক্তিরা কিছুই বুঝিতে পারে না; তাহারা অতি বিশদ [প্রাঞ্জল] সাধারণ প্রমাণসকলেও অস্বীকার করে। হে ভারত! অসাধুসংসর্গ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের সহিত সমাগম তোমার নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তাঁহারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিলে তোমার সকল কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তুমি যে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়াছ, তাহারা কি জ্ঞানে, কি ধর্মে, কি অর্থে, কি বিক্রমে, কিছুতেই পাণ্ডবগণের সমকক্ষ নহে। কেবল উহারা নয়, এই সমুদয় রাজা একত্র হইলেও যুদ্ধকালে কুপিত বৃকোদরের মুখসন্দর্শনে [ভয়ে মুখের দিকে তাকাইতো] সমর্থ হইবেন। না। এই সন্নিহিত [যুদ্ধার্থ উদযুক্ত] সেনাগণ এবং ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, সৌমদত্তি, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইবেন। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব, কেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারেন না; অতএব তুমি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ কর ।

"অথবা সমুদয় পার্থিব সেনার মধ্যে এমন এক বীরকে অনুসন্ধান কর, যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া সুমঙ্গলে গৃহে প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হয়েন। অনর্থক লোকক্ষয়ের প্রয়োজন নাই। যিনি জয়লাভ করিলে তোমার জয়লাভ হইবে, ঈদৃশ কোন পুরুষকে আনয়ন কর। কিন্তু যে ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও পন্নগগণকে পরাভূত করিয়াছেন, কে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবে; আর একজন যে বহুব্যক্তিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, বিরাটনগরে ইহার আশ্চর্য্য নিদর্শন অবলোকন করিয়াছ। যিনি সময়ে আদিদেব ভগবান মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তুমি কি সেই অজেয়, অধৃষ্য [অন্যের অধর্ষণীয়], বীরবর, অতি তেজস্বী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কর? আমি সাহায্য করিলে কে তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিবে? যদি ধনঞ্জয় যুদ্ধে আগমন করেন, সাক্ষাৎ দেবরাজ কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন? যে ব্যক্তি বাহুদ্বারা ধরাধারণে সমর্থ হয়, যে ব্যক্তি অমর্ষপরবশ হইয়া সমুদয় প্রজাকে দগ্ধ করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি দেবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারে। পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এইসকল ভরতশ্রেষ্ঠগণ যেন তোমার নিমিত্ত বিনাশপ্রাপ্ত না হয়; যেন কৌরবগণের শেষ [অবশিষ্ট] বিদ্যমান থাকে; সমুদয় কুল উচ্ছিন্ন করিও না। তুমি যেন নষ্টকীর্ত্তি ও কুলঘ্ন [বংশনাশী-সর্ব্বনাশী] বলিয়া বিখ্যাত না হও। মহারথ পাণ্ডবগণ তোমাকে যৌবরাজ্যে ও তোমার পিতাকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

"অতএব এই আগমনোন্মুখী [অঙ্কাগতপ্রায়া] রাজলক্ষ্মীকে অবমাননা করিও না। সুহৃদগণের বাক্যরক্ষা, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন ও তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া মহতী শ্রী লাভ কর এবং মিত্রগণের প্রতিভাজন হইয়া চিরকাল কুশলে অবস্থান কর।"

১২৪তম অধ্যায়

কৃষ্ণবাক্যসমর্থনসহকারে ভীষ্মের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অসহিষ্ণুস্বভাব [অধীরপ্রকৃতি] দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "দুর্য্যোধন! বাসুদেব সুহৃদগণের শান্তিবিধানে সমুৎসুক হইয়া তোমাকে যাহা কহিতেছেন, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও; কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইও না। মহাত্মা কেশবের বাক্যানুসারে না চলিলে কদাপি কল্যাণ বা সুখলাভ হইবে না। মহাবাহু কেশব তোমাকে ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্যই কহিতেছেন; তুমি তাঁহার অনুবর্ত্তী হও, প্রজাগণকে বিনষ্ট করিও না। তুমি কুলঘ্ন, কাপুরুষ, দুবুর্দ্ধি ও কুপথগামী; তুমি কেশব, ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান বিদুরের অর্থবৎ বাক্য অতিক্রম করিতেছ; সুতরাং তোমার দৌরাত্ম্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশাতেই ভারতকুলের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী দূরীকৃত হইবেন এবং তুমি অহঙ্কারবশতঃ আপনাকে অমাত্য, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত জীবিতভ্রষ্ট [প্রাণ হইতে বিচ্যুত] করিবে। হে বৎস! তুমি পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিও না।"

দ্রোণের উপদেশ

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধবশতঃ পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আচার্য্য দ্রোণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজন! কেশব ও ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যই কহিয়াছেন; তুমি তাহার অনুগামী হও। ইহারা প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, অর্থকাম ও শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ইঁহারা তোমায় হিতবাক্যই কহিয়াছেন, তুমি তাহা গ্রহণ করা। হে মহাপ্রাজ্ঞা! বাসুদেব ও ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর। মোহবশতঃ কৃষ্ণকে অবমাননা করিও না। এইসকল বীর তোমাকে উৎসাহিত করিতেছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা কিছুমাত্র কার্য্যসম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না; যুদ্ধকালে বীরভার [বীর্য্যৈশ্বর্য্য-রণচাতুর্য্য] অন্যের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব প্রজা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট করিও না। বাসুদেব ও অর্জ্জুন যে সেনাগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন, কেহই তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নয়। পরমসুহৃৎ কেশব ও ভীষ্ম যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা যথার্থ; যদি তাহা গ্রহণ না কর, তবে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইবে। পরশুরাম অর্জ্জুনের যে প্রকার তেজ বর্ণনা করিয়াছেন, অর্জ্জুন তদপেক্ষাও তেজস্বী এবং বাসুদেব দেবগণেরও অজেয়। মহারাজ! এক্ষণে তোমার নিকট হিত ও প্রিয় কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বক্তব্য, সমুদয়ই বলিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করা, তোমাকে আর অধিক বলিতে বাসনা করি না।"

বিদুরের উপদেশপ্রদান

দ্রোণাচার্য্যের বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে মহামতি বিদুর দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন!! আমি তোমার নিমিত্ত শোক করিতেছি না; তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই শোকাকুল হইতেছি; তোমার হৃদয় এমন জঘন্য ও তুমি এমন পাপাত্মা কুলনাশক যে, ইহারা তোমাকে উৎপাদনা করিয়া হতমিত্র [*বান্ধবসমূহের ও মন্ত্রিদিগের মৃত্যু] ও হতামাত্য [*] হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ হইবেন; আর পরিশেষে ইঁহাদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।"

বিদুরের বাক্যাবসানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "বৎসে! মহাত্মা বাসুদেবের বাক্য অত্যন্ত কল্যাণকর, যোগক্ষেমশালী [জীবনযাত্রা কুশলকর] ও অপরিবর্ত্তনীয়, তুমি ইহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। তাহা হইলে অন্যান্য রাজার প্রতি আমাদিগের যে অভিসন্ধি আছে, এই অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের সাহায্যে তাহাও সংসাধিত হইবে। এক্ষণে তুমি কেশবের সহিত একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন কর, ভরতকুলের কুশলের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্বস্ত্যয়ন [মঙ্গল আনয়ন] কর; এই বাসুদেবকে সহায় করিয়া শান্তিলাভ করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এ সময় অতিক্রম করিও না। মহাত্মা কেশব সন্ধিপ্রার্থনায় তোমার নিমিত্ত অনেক কথা কহিতেছেন; ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না; তাহা হইলে তোমার পরাজয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

১২৫তম অধ্যায়
সন্ধিবিষয়ে ভীষ্ম-দ্রোণের উপদেশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সমদুঃখসুখ [সুখেদুঃখে] ভীষ্ম ও দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশিষ্টস্বভাব [শাসনের অযোগ্য—অসাধু চরিত্র]। দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! এখনও অর্জ্জুন ও বাসুদেব কবচ পরিধান করেন নাই, এখনও গাণ্ডীবাশরাসনে জ্যা আরোপিত হয় নাই, এখনও পুরোহিত ধৌম্য শত্রুসেনাদিগকে যাজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন নাই, এখনও মহাধনুর্দ্ধর লজ্জাশীল যুধিষ্ঠির তোমার সেনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, এখনও কেহ বীরবার ধনঞ্জয় ও মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদরকে তাঁহাদের সেনাগণের মধ্যে নয়নগোচর করেন নাই, এখনও গদাপাণি ভীমসেন সেনাগণকে পরাভব করিয়া পথে পথে বিচরণ করেন নাই ও বনস্পতি [বৃক্ষপুস্পোদগম ব্যতিরেকে একবারেই যাহাদের ফল হয়, যেমন বট প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ] হইতে ফলপাতনের ন্যায় বীরঘাতিনী গদাদ্বারা গজযোধি[গজারোহণে যুদ্ধকারী]-গণের কালপরিণত [মরণকালপ্রাপ্ত, বৃক্ষফল পক্ষে-পক্ক] মস্তকসকল রণক্ষেত্রে নিপাতিত করেন নাই, এখনও কৃত্রাস্ত্র [অস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত] ক্ষিপ্রকারী নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, শিখণ্ডী ও শিশুপালনন্দন কবচমণ্ডিত হইয়া মহাসমুদ্রে কুম্ভীরের প্রবেশের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হন নাই, এখনও ভুমিপালগণের সুকুমার কলেবরে অত্যুগ্র শরনিকর নিপতিত হয় নাই এবং এখনও কৃতাস্ত্র

লঘুহস্ত দূরঘাতী [দুরস্থ প্রতিপক্ষহন্তা] বীরগণ তোমার যোদ্ধৃগণের চন্দনাগুরুচর্চ্চিত হারনিষ্কবিভূষিত বক্ষঃস্থলে লৌহময় মহাস্ত্রসকল প্রবেশিত করেন নাই; এই অবসরে সেই ভাবী অতি বিষম হত্যাকাণ্ড [বধব্যাপার] শান্ত হউক। তুমি মস্তকদ্বারা রাজকুঞ্জর [নৃপতিশ্রেষ্ঠ] যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন কর; তিনিও করদ্বারা তোমাকে প্রতিগ্রহ [স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ] করুন, শান্তির নিমিত্ত ধ্বজ, অঙ্কুশ ও পতাকাচিহ্নিত দক্ষিণবাহু তোমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করুন এবং তোমার উপবেশনান্তে রত্নৌষধিসমেত রক্তবর্ণ অঙ্গুলিতলসুশোভিত পাণিতলে তোমার পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জ্জিত করুন; উন্নতস্কন্ধ মহাবাহু বৃকোদরও শান্তির নিমিত্ত কুশলসম্ভাষণ করুন এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারাও তোমাকে অভিবাদন করুন। তুমি স্নেহসহকারে তাঁহাদিগের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাদিগের সহিত প্রণয়সম্ভাষণ কর। এই সমস্ত নরাধিপ তোমাকে স্বীয় ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত সম্মিলিত দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। তুমি সকল [বিভিন্ন] রাজধানীতে কুশলসংবাদ ঘোষণা কর এবং বিগতসন্তাপ হইয়া সৌভ্রাত্রসহকারে এই পৃথিবী ভোগ কর।”

১২৬তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের দম্ভোক্তি-কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কুরুসভামধ্যে অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান কেশবকে কহিতে লাগিলেন, “হে বাসুদেব! অগ্রে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য; তুমি তাহা না করিয়া বিশেষরূপে আমারই নিন্দা করিতেছ। তুমি অকস্মাৎ কি বলাবল অবেক্ষণ [বিচারদ্বারা নির্ণয়] করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে নিন্দা করিতেছ? তুমি, বিদুর, পিতা, আচার্য্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম, তোমরা এই কয়জন সতত আমারই নিন্দা করিয়া থাক; অন্য কোন ভূপালকে নিন্দা কর না। কিন্তু আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আপনার [নিজের] অনুমাত্রও অপরাধ ও অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই না; তথাপি তোমরা সকলে নিয়ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ। হে কেশব! পাণ্ডবগণ প্রীতিপূর্ব্বক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার অপরাধ কি? ঐ সময় পাণ্ডবগণের যেসমুদয় ধন পরাজিত [পরাজয়কৃত গ্রহণ] হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অসম্মতিক্রমে হয় নাই। অতএব অজেয় পাণ্ডবগণ যে দুরোদরমুখে [পাশাখেলা ব্যাপার] সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। এক্ষণে সেই নিতান্ত অসমর্থ পাণ্ডবগণ কি বলিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুর ন্যায় আমাদের সহিত বিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন? আমরা তাঁহাদের কি করিয়াছি? তাঁহারা কি অপরাধে সৃঞ্জয়গণসমভিব্যাহারে আমাদিগের অনিষ্টচিন্তা করিতেছেন? আমার উগ্র কর্ম্ম বা ভীষণবাচনে ভীত হইয়া সুররাজের সমীপেও নত হই না। হে কৃষ্ণ! আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে অবলোকন করি না, যে যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহযুক্ত হয়। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও সংগ্রামে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা স্বধর্ম্ম উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক যদি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা

হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিব। সংগ্রামের শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। যদি আমার শত্রুগণের নিকট অবনত না হইয়া সংগ্রামে বীরশয্যা [বীরবাঞ্ছিত মৃত্যুশয্যা] প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমাদের নিমিত্ত কেহই অনুতাপিত হইবে না। কোন সদ্বংশজাত ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভীত হইয়া শত্রুর নিকট অবনত হইতে সম্মত হয়? মতঙ্গমুনি কহিয়াছেন, "উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য; অতএব উদ্যম করা নিতান্ত আবশ্যক; নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে, বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোনক্রমে নত হইবে না।" হিতাভিলাষী ব্যক্তিগণ মতঙ্গের এই বচনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মহাত্মন! মদ্বিধ ব্যক্তিরা কেবল ধর্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রণত হইয়া থাকেন। অতএব অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া যাবজ্জীবন উক্তরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবে, ইহাই ক্ষত্রিয়ের যথার্থ ধর্ম্ম এবং আমারও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সম্মতি আছে।

"আমার পিতা যে পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি জীবিত থাকিতে কখনই তাহা হইবে না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন, তাবৎ আমরা বা তাহারা এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে। হে কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম, তৎকালে অজ্ঞানতাবশতঃই হউক বা ভয়প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল; এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগদ্বারা যে পরিমাণ ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায়, পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।"

১২৭তম অধ্যায়
কৃষ্ণের দুর্য্যোধন, তিরস্কার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! মহাত্মা জনার্দন দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে ক্রোধপর্য্যাকুলালোচনা [রোষচঞ্চল-ক্রোধে বিঘূর্ণিত] হইয়া হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি আমাত্যের সহিত বীরশয্যা লাভ করিতে বাসনা করিতেছ, তাহা তোমার অবশ্যই লাভ হইবে। স্থির হও, অচিরকালমধ্যেই মহৎসংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। হে মূঢ়! তুমি যে কহিলে, পাণ্ডবগণের প্রতি আমার কিছুমাত্র অত্যাচার নাই, অত্রস্থ ভূপতিগণ তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখুন। হে ভরতকুলকলঙ্ক! তুমি পাণ্ডবগণের সম্পত্তিদর্শনে নিতান্ত সন্তাপ্ত হইয়া শকুনির সহিত পরামর্শপূর্ব্বক কপটদ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। কপটাচারবিহীন অতিপ্রধান তোমার জ্ঞাতিবর্গ কিরূপে কুটিল ব্যক্তির সহিত অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? অক্ষক্রীড়ায় সাধুগণের বুদ্ধিলোপ এবং অসাধুদিগের ভেদ ও ব্যসন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি অসমীক্ষ্যকারিতা[অপরিণামদর্শিতা]- প্রযুক্ত সদাচারপরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত কপটদ্যূতক্রীড়া করিয়া এই ব্যসন সমুৎপাদন করিয়াছ। তুমি কুলশীলসম্পন্না পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়নপূর্ব্বক যেরূপ অপমান ও কটুক্তি করিয়াছ, আর কোন ব্যক্তি ভ্রাতৃভার্য্যার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে? পাণ্ডবগণের অরণ্যগমনসময়ে দুঃশাসন কুরুসভামধ্যে

তাঁহাদিগকে যাহা যাহা করিয়াছিল, কৌরবগণ তৎসমুদয় অবগত আছেন। ফলতঃ তোমরা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছ, অন্য কোন ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুগণের সহিত তাদৃশ অসদ্ব্যবহার করিতে পারে না। হে দুর্য্যোধন! তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, এই তিনজনে অনার্য্য ও নৃশংস পুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগকে বারংবার বহুবিধ কটুক্তি করিয়াছ।

"দেখ, তুমি পাণ্ডবগণের বাল্যাবস্থায় বারণাবতনগরমধ্যে তাঁহাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তাঁহারা সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃসমভিব্যাহারে একচক্রানগরে ব্রাহ্মণের নিকেতনে বহুদিবস প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিয়াছিলেন। তুমি বিষসর্পপ্রভৃতি বিবিধ উপায়দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তুমি উত্তমরূপে বারংবার মহাত্মা পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছ; অতএব পাণ্ডবগণের নিকট যে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা কিরূপে বলিতে পারি?

"পাণ্ডবগণ স্বীয় পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি তৎপ্রদানে সম্মত হইতেছে না, কিন্তু অচিরাৎ তোমাকে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও নিপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিতে হইবে। তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি নিতান্ত হীন ও নৃশংসের ন্যায় নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে বাসনা করিতেছ। তোমার পিতা, মাতা, ভীস্ম, দ্রোণ ও বিদুর তোমাকে শান্তিমার্গ অবলম্বন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু তুমি তাহাতে সম্মত হইতেছ না। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে সন্ধিস্থাপন হইলে তুমি ও যুধিষ্ঠির উভয়েরই যথেষ্ট লাভ হয়, কিন্তু তুমি অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইতেছ না! তুমি সুহৃজ্জনের বাক্য উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত অধর্ম্য ও অযশস্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না।"

দুঃশাসনের সন্ধি-স্থাপনেচ্ছা!

ভগবান কৃষ্ণের বাক্যাবসান হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুঃশাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ক্রোধনস্বভাব দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে রাজন! যদি আপনি স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন না করেন, তাহা হইলে কৌরবগণ আপনাকে বদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ করিবেন [পাণ্ডববলশ্রবণে ভীত দুঃশাসনের দুর্বুদ্ধি দূর হওয়ায় ভ্রাতার প্রতি সন্ধি করার কৌশলবিস্তার]। ভীষ্ম, দ্রোণ ও পিতা আপনাকে, আমাকে ও কর্ণকে পাণ্ডবগণের বশীভূত করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন।"

দুর্ম্মতি, নির্লজ্জ, মর্য্যাদাঘাতক, অহঙ্কারপরবশ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভ্রাতার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, কৃপ, সোমদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণ ও জনার্দনের প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীষ্মের ভবিষ্যদ্বাণী

শান্তনুতনয় ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সভাসদগণ! যে

দুরাত্মা ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়, সে অচিরাৎ ব্যসনাপন্ন হইয়া অরাতিকুলের হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। এই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন উপায়ানভিজ্ঞ বৃথা রাজ্যাভিমান ও ক্রোধলোভের একান্ত বশীভূত! যেসমুদয় ভূপতি মোহবশতঃ মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে এ স্থানে সমাগত হইয়াছেন, তাহাদের আয়ুঃশেষ হইয়াছে।"

কৃষ্ণকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের শাসনোপায়কীর্ত্তন

পুণ্ডরীকাক্ষ [কমলনয়ন] জনার্দ্দন ভীষ্মের বাক্যশ্রবণানন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাত্মগণ! কুরুবৃদ্ধসকল ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুরাচার দুর্য্যোধনকে শাসন না করিয়া নিতান্ত অন্যায়াচরণ করিতেছেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা একপ্রকার স্থির করিয়াছি। আপনারা তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদিগের সমক্ষে হিতকর বাক্য বলি। দেখুন, বৃদ্ধ ভোজরাজ উগ্রসেনের তনয় দুরাত্মা কংস পিতা জীবিত থাকিতেই তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল; তন্নিবন্ধন ঐ দুরাচার স্বীয় বন্ধুবান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। পরিশেষে আমি স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের হিতার্থে উহাকে সমরে সংহার করিয়া ঐসকল জ্ঞাতিগণসমভিব্যাহারে আহুকতনয় উগ্রসেনকে সৎকারপূর্ব্বক পুনরায় ভোজরাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। এইরূপে কুলরক্ষার্থ এক কংসকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় যাদব, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ যথেষ্ট সুখভোগে কালাতিপাত করিতেছেন। আর যৎকালে দেবাসুরগণ উদ্যতাস্ত্র [অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যত] হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সমুদয় লোক বিনষ্ট হইতে লাগিল, তৎকালে ভগবান লোকভাবন [লোকসকলের উৎপাদনকারী] কমলযোনি [ব্রহ্মা] বিবেচনা করিলেন যে, সমস্ত অসুর, দৈত্য ও দানবগণ নিশ্চয় পরাভবপ্রাপ্ত হইবে এবং আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ স্বর্গবাসী [স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত] হইবেন। এই সংগ্রামে সমুদয় দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণ করিবে। ভগবান প্রজাপতি মনে মনে এইরূপ বিবেচনায় একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সংহার করিয়া ধর্ম্মকে কহিলেন, "হে ধর্ম! তুমি এই সমস্ত দৈত্য ও দানবদিগকে বন্ধন করিয়া বিরুণের নিকট প্রদান কর।" ধর্ম্ম সর্ব্বলোকপিতামহ বিরিঞ্চির আদেশানুসারে সমুদয় দৈত্যদানবগণকে বন্ধন করিয়া বরুণের হস্তে সমর্পণ করলেন। জলাধিপতি বরুণ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপাশ ও স্বীয় পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া সমুদ্রমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক সতত রক্ষা করিতে লাগিলেন।

"হে মহাত্মাগণ! ধর্ম্ম যেমন দুর্দান্ত দানবগণকে বদ্ধ করিয়া বরুণের নিকট প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ। আপনারা দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও সুবলনন্দন শকুনিকে বদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রদান করুন। কুলরক্ষার নিমিত্ত একজনকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার নিত্তি কুল পরিত্যাগ করিরেব, জনপদরক্ষার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করবে। অতএব হে রাজন! আপনি দুর্য্যোধনকে - বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করুন, আপনার দোষে যেন সমুদয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট না হয়।"

১২৮তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের দুর্বুদ্ধি দূরীকররেণ গান্ধারীর বাক্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর সর্ব্বধর্মজ্ঞ বিদুরকে কহিলেন, "বৎস! দূরদর্শিনী গান্ধারীর সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এখানে আনয়ন করা; আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে অনুশাসন করিব। যদি গান্ধারী, সামবচনে [সান্ত্বনাবাক্যে] লোভাভিভূত দুর্বুদ্ধি দুঃসহায় [দুষ্টজনের সাহায্যপ্রাপ্ত] দুর্য্যোধনকে শান্ত ও সৎপথাবলম্বী করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে পরমসুহৃৎ বাসুদেবের বিচনানুসারে কার্য্য করিতে পারিব। হায়! আমাদের এই দুর্য্যোধনকৃত ঘোর ব্যাসন কি প্রশমিত হইবে?"

ধীমান বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ গান্ধারীকে তথায় আনয়ন করিলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাররাজতনয়াকে কহিলেন, "গান্ধারি! তোমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধন, ঐশ্বর্য্যলোভে সুহৃজ্জনের শাসন অতিক্রম করিয়াছে; অতএব সে ঐশ্বর্য্য ও জীবন উভয়েই বঞ্চিত হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা অদ্য সুহৃদ্বাক্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পাপাত্মাগণসমভিব্যাহারে অশিষ্টের ন্যায় সভা হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে।"

যশস্বিনী গান্ধারী স্বামীর বাক্য শ্রবণানন্তর কুরুকুলের শ্রেয়োলাভের আশায় কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! সত্বর সেই রাজ্যকামুক দুর্মতি পুত্রকে জ্ঞাত কর যে, ধর্ম্মার্থবিলোপী [ধর্ম্ম ও অর্থের বিলোপকারী-ধ্বংসকারক] অশিষ্ট অবিনীত ব্যক্তি কখনই রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন! এই যে ব্যসন সমুত্থিত হইয়াছে, ইহাতে তুমি নিন্দনীয় হইবে; তুমি দুর্য্যোধনের পাপপরায়ণতা অবগত হইয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাক। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা কাম, ক্রোধ ও লোভের নিতান্ত বশীভুত হইয়াছে; সুতরাং তুমি আজি বলদ্বারাও উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পরিবে না। মুখ, দুরাত্মা, দুঃসহায়, লুব্ধের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলে যে ফললাভ হয়, তুমি তাহা ভোগ করিতেছ। তুমি আত্মীয়জনের সহিত ভেদ কিরূপে উপেক্ষা করিতেছ? তোমাকে স্বজনের সহিত ভেদ করিতে দেখিয়া শত্রুগণ হাস্য করিবে। সাম ও দানদ্বারা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হয়?"

অনন্তর মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বিচনানুসারে অমর্য্যসম্পন্ন দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভায় আনয়ন করিলেন। দুর্য্যোধন মাতার বাক্যশ্রবণাভিলাষে ক্রোধারক্ত নয়নে কুপিত আশীবিষের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গান্ধাররাজতনয়া কুপথগামী দুর্য্যোধনকে সমুপস্থিত দেখিয়া ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে হিতকর ও ভবিষ্যতে সুখজনক বাক্য কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও তোমার পিতা যাহা কহিয়াছেন, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তুমি শান্তিমার্গ অবলম্বন করিলে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, আমি ও দ্রোণপ্রভৃতি সুহৃদগণ সকলেই সৎকৃত হইব। দেখ, রাজ্য স্বেচ্ছাক্রমে লাভ, রক্ষা বা ভোগ করিবার নহে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ বহুকাল রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয় না; জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী মহাত্মাই স্বচ্ছন্দে রাজ্যপালন করেন।

কাম ও ক্রোধ মনুষ্যকে অর্থ হইতে পরিচ্যুত করে; ঐ রিপুদ্ধয়কে পরাজয় করিতে পারিলেই অনায়াসে পৃথিবী জয় করা যায়। দুরাত্মা প্রভুত্ব, রাজ্য ও অভিলষিত স্থান কখনই রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মার্থভিলাষী ব্যক্তি মহত্ত্বকামনায় যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবে; যেমন ইন্ধন [কাষ্ঠ] দ্বারা হুতাশন [অগ্নি] প্রবৃদ্ধ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যেমন অবাধ্য অশান্ত অশ্বগণ অনভিজ্ঞ সারথিকে বিনিষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভুত না করিলে উহারা মনুষ্যকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাকে বশীভূত না করিয়া অমাত্যগণকে পরাজয় করিতে বাসনা করে এবং অমাত্যদিগকে পরাজয় না করিয়া শক্রুগণকে পরাভব করিতে অভিলাষ করে, সে স্বয়ং পরাজিত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে দ্বেষভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাকে পরাজয় করিরেত পরে, পরে অমাত্য ও শক্রগণকে পরাজয় করা তাহার পক্ষে কোনক্রমেই দুঃসাধ্য নহে। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া অমাত্যগণকে পরাজয় ও দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডধারণপূর্ব্বক বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করেন, লক্ষ্মী নিরন্তর তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

"হে বৎস! ক্ষুদ্র ছিদ্রসঙ্কুল জলজড়িত মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরস্থ কামক্রোধ প্রজ্ঞা বিলুপ্ত করে; কোন বীতরাগ ব্যক্তি স্বর্গগমনোন্মুখ হইলে দেবগণ ভয়নিবন্ধন তাঁহারা অন্তঃকররেণ কামক্রোধ বর্দ্ধিত করিয়া স্বর্গপথ রোধ করেন। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্প সম্যকরূপে পরাজয় করিতে পারে, পৃথিবী বিজয় করা তাহার পক্ষে অতি সামান্য কর্ম্ম। যে ভূপতি ধর্ম্ম, অর্থ ও অরাতিপরাজয় বাসনা করেন, সতত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নবান হওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কামক্রোধাভিভূত হইয়া কপটাচরণ করে, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয় কেহই তাহার সহায় হয় না। হে পুত্র! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ মহাবলপরাক্রান্ত অরতিনিপাতন পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে পরমসুখে পৃথিবী ভোগ করিবে। শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণ কহিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ অজেয়; উহা যথার্থ।

"হে দুর্য্যোধন! তুমি অক্লিষ্টকর্ম্মা [কার্য্যে অশ্রান্ত-অনায়াসে কর্ম্মসম্পাদনকারী] মধুসূদনের বাক্যরক্ষা কর; তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাদের উভয় পক্ষের সুখসমৃদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী কৃতবিদ্য সুহৃজ্জনের শাসনানুবর্ত্তী না হয়, সে কেবল শক্রগণের আনন্দবর্দ্ধন করে। সংগ্রামে ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ বা শ্রেয়েলাভ হয় না; যুদ্ধ করিলেই যে জয়লাভ হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই; অতএব যুদ্ধে অভিলাষ করিও না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বাহ্লীক ভেদভয়ে [কৌরব-পাণ্ডবের বিচ্ছিন্নতা-অনৈক্য] ভীত হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন। পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিলে এই প্রত্যক্ষ ফললাভ হইবে যে, তাহারা সমুদয় পৃথিবী নিষ্কণ্টক করিকে ; তুমি অনায়াসে উহা ভোগ করিতে পরিবে। অতএব হে পুত্র! যদি অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে যথোচিত অংশ প্রদান কর। রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তোমার পক্ষে যথেষ্ট, অতএব সুহৃদের বাক্য রক্ষা কর; জনসমাজে যশস্বী হইবে। হে বৎস! সেই শ্রীমান জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধিমান পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ করিলে নিশ্চয়ই সুখভ্রষ্ট হইবে। অতএব এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণকে তাহাদের সমুচিত অংশ প্রদান ও সুহৃদ্বর্গের ক্রোধ নিবারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন কর ।

"হে বৎস! তুমি কামক্রোধের বশীভূত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডবগণের যে অপকার করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দৃঢ়ক্রোধ [অটুট রোষ।] কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে পাণ্ডবগণের অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া তোমাদের সাধ্য নহে। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব তুমি আমর্ষপরায়ণ হইয়া কৌরবগণকে কালগ্রাসে পতিত করিও না। তোমার দোষে যেন সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট না হয়। তুমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ-প্রভৃতি বীরগণ তোমার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু তাহা কখনই হইবার নহে; কেন না, এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবগণের সমান অধিকার আছে এবং উক্ত মাহাত্মারা তোমাদের উভয় পক্ষের প্রতিই সমান প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাণ্ডবগণ তোমাদের অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মশীল। ঐ মহাত্মাগণ রাজার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন বলিয়া সমরে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিবেন তথাপি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনই প্রহার করিতে সমর্থ হইবে না। হে পুত্র! মনুষ্যগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া কদাপি অর্থলাভ করিতে পারে না; অতএব তুমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হও।"

১২৯তম অধ্যায়

কৃষ্ণকে বন্দী করার জন্য দুর্য্যোধনের দুরাগ্রহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন সদর্থসম্পন্ন মাতৃবাক্যশ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় দুরাত্মাদিগের সমীপে গমন করিয়া দ্যূতপ্রিয় শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন - ইঁহারা এইরূপ চেষ্টা এবং পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, ক্ষিপ্রকারী জনার্দন ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে আমাদিগের নিগ্রহ করিয়াছেন; এক্ষণে আমরাও তাঁহাকে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিগৃহীত বৈরোচনির [বলিরাজ] ন্যায় বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিব। বাসুদেব বদ্ধ হইয়াছে শ্রবণ করিলেই পাণ্ডবগণ ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় হতচেতন ও নিরুৎসাহ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহাবাহুই পাণ্ডবগণের সুখ ও ধর্ম্মস্বরূপ; ইঁহাকে বন্ধন করিলে অবশ্যই পাণ্ডব ও সোমকগণের উদ্যম ভঙ্গ হইবে। অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র আক্রোশ করিলেও আমরা এই স্থানেই ক্ষিপ্রকারী কেশবকে বন্ধন করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

ইঙ্গিতজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ সত্যকি পাপাত্মাদিগের পাপ অভিসন্ধি অবগত হইয়া অতি শীঘ্র হার্দ্দিক্যের সহিত বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, "কৃতবর্ম্মা! আমি যতক্ষণ অক্লিষ্টকর্ম্মা [অবিশ্রান্ত কার্য্যকারী-কোন কাজেই যাহার ক্লেশ না হয়] কৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত অবগত না করি, তাবৎ তুমি শীঘ্র সৈন্য যোজনা করিয়া কবচধারণপূর্ব্বক সভাদ্বারে উপস্থিত থাক।"

সাত্যকির সতর্কতা

সাত্যকি কৃতবর্ম্মকে এই কথা বলিয়া সিংহের গিরিগুহাপ্রবেশের ন্যায় সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক মহাত্মা বাসুদেবকে সেই অভিপ্রায় অবগত করাইলেন।

পরে সহাস্যবদনে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের নিকট দুর্য্যোধনাদির সেই অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "হে ধৃতরাষ্ট্র! হে বিদুর! পাপাত্মাগণ, অর্থ ও কাম-লোভের নিমিত্ত সাধুবিগর্হিত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু কোনপ্রকারে তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। যেমন জড় ও বালকগণ বস্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে বাসনা করে, সেইরূপ ঐসকল পাপাত্মা একত্র মিলিত এবং কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই বাসুদেবকে বন্ধন করিতে অভিলাষী হইয়াছে।"

দীর্ঘদর্শী বিদুর সাত্যকির বাক্যশ্রবণে সভামধ্যেই মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্রগণ কালপ্রেরিত হইয়া অসাধ্য ও অযশস্কর কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; এই পুরুষশ্রেষ্ঠ অনভিভাবনীয় ভগবান বাসুদেবকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিয়া নিগ্রহ করিতে অভিলাষ করিতেছে। যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদিগের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সিংহ যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তিগণকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ জনার্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে তাহাদিগের সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু পুরুষোত্তম বাসুদেব কদাপি নিন্দিত কর্ম্ম করবেন না ও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না।"

বিদুরের বাক্যাবসানে মাহাত্মা বাসুদেব সুহৃদগণের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন! শুনিতেছি, দুর্য্যোধনপ্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করবেন। কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি, অথবা ইহারাই আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইহাদিগের সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোনপ্রকারেই পাপজনক নিন্দিত কর্ম্ম করিব না; আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই কৃতকার্য্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইহাদিগকে ও ইহাদের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি; তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না; কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুক।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বিদুর! অমাত্য, মিত্র, সহোদর, সহচর ও অনুচরগণসমবেত রাজ্যলুব্ধ দুর্য্যোধনকে শীঘ্র আনয়ন কর; যদি তাহাকে সৎপথাবলম্বী করিতে পারি, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

কৃষ্ণের বলবীর্য্যবর্ণনে দুয্যোধনের নিবৃত্তিচেষ্টা

বিদুর তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা ও ভূপতিগণে পরিবৃত দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে প্রবেশিত করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন, "দুর্য্যোধন! তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচসহায় [নীচাশয় লোকের সাহায্যগ্রহণকারী]; এই নিমিত্তই অসাধ্য অযশস্কর সাধুগর্হিত পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল [কুলকলঙ্ক-কুলাঙ্গার] মূঢ়ের ন্যায়

দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ জনার্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমি ও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুরাক্রম্য [আক্রমণের অযোগ্য] কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব, অসুর ও উরগগণ [সর্প] যাহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, তুমি কি সেই কেশবের পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই? বৎস! হস্তদ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতলদ্বারা কখনও পাবক [অগ্নি] স্পর্শ করা যায় না; মস্তকদ্বারা কখনও মেদিনী ধারণ করা যায় না এবং বলদ্বারা কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।”

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসানে মহামতি বিদুর দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর। সৌভনগরদ্বারে দ্বিবিদনামা বানররাজ যাহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে প্রভূত শিলাবর্ষণপূর্ব্বক আচ্ছাদিত করিয়াও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। নির্মোচিননগরে ষট্‌সহস্র মহাসুর যাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে আপনারাই পাশবদ্ধ হইয়াছিল, তুমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। প্রাগজ্যোতিষনগরে নরকাসুর দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া যাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ।

“ইনি বাল্যকালে পূতনা এবং শকুনিকে নিহত করিয়াছিলেন। ইনি গোকুলরক্ষার্থ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি অরিষ্ট, ধেনুক, মহাবল চাণুর, অশ্বরাজ, কংস, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, বাণ ও অন্যান্য রাজাদিগকে সমরে সংহার করিয়াছেন। ইনি তেজোদ্বারা বরুণ, অগ্নি এবং পারিজাতহরণকালে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইনি সকলের কর্ত্তা; কিন্তু ইহার কেহ কর্ত্তা নাই; ইনি সকল পৌরুষের কারণ। ইনি যাহা ইচ্ছা করেন, তৎসমুদয় সংসাধন করিতে ইঁহার যত্নের আবশ্যকতা নাই; উহা আপনিই সিদ্ধ হইয়া উঠে। ইনি মহাপ্রলয়জলে শয়নকালে মধুকৈটভকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পরে ইনি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া হয়গ্রীবকে কালকবলে নিক্ষেপও করিয়াছিলেন। তুমি এই মহাবলপরাক্রান্ত অক্লিষ্টকর্ম্ম কৃষ্ণকে অবগত হইতে সমর্থ হও নাই। অতএব পতঙ্গ যেমন পাবকে পতিত হইয়া ভস্মাবশেষ হয়, তুমিও সেইরূপ এই কুপিত ভুজঙ্গসদৃশ অতি তেজস্বী মহাবাহু বাসুদেবকে আক্রমণ করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।”

অরাতিবিমর্দন জনার্দন বিদুরের বাক্যানুবসানে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে দুর্য্যোধন! তুমি যে আমাকে একাকী মনে করিয়া পরাভূত ও রুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছ, তাহা তোমার ভ্রান্তি। পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি, আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ এই স্থানে বিদ্যমান আছে।” তিনি এই কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপপ্রকাশ

তখন শৌরির শরীর হইতে বিদ্যুতের ন্যায় রূপবান, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত দেবগণ আবির্ভূত হইতে লাগিলেন;-তাহার ললাট হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃ হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে লোকপালগণ, মুখমণ্ডল হইতে অনল, আদিত্য, সাধ্য, বসু ও বায়ুগণ,

অশ্বিনীদ্বয়, ইন্দ্র ও ত্রয়োদশ বিশ্বদেব সমুৎপন্ন হইলেন। এইরূপ দক্ষিণবাহু হইতে ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়, বামবাহু হইতে হলধর বলরাম এবং পৃষ্ঠ হইতে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গ, লাঙ্গল ও নন্দক এইসকল মহাস্ত্র সমুদ্যত হইয়া তাঁহার নেত্র, নাসিকা ও শ্রোত্র হইতে ধূমসম্বলিত অতি ভীষণ হুতাশনশিখা আবির্ভূত হইল এবং লোমকূপ হইতে সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরণসকল নিঃসৃত হইতে লাগিল ।

দ্রোণাদির দিব্যচক্ষে বিশ্বরূপনিরীক্ষণ

ভগবান বাসুদেব দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহারা ভিন্ন তত্রস্থ সমস্ত ভূপাল মহাত্মা কেশবের সেই ভীষণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। সভাতলে বাসুদেবের এই সর্ব্বলোকাতীত অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেবদুন্দুভিসকল নিনাদিত ও পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল।

দিব্যচক্ষে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বরূপদর্শন

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে কহিলেন, “হে পুণ্ডরীকক্ষ! হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল জগতের হিতকারী; অতএব প্রসন্ন হইয়া আমাকে চক্ষু প্রদান কর; আমি তদ্দ্বারা কেবল তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষ করি; অন্যকে দেখিবার প্রবৃত্তি নাই, তোমাকে দর্শন করা হইলে তাহা যেন পুনরায় তিরোহিত হয়।”

মহাবাহু কৃষ্ণ কহিলেন, “হে কুরুনন্দন! আপনি অন্যকর্ত্তৃক অদৃশ্যমান নেত্রদ্বয় লাভ করুন।”

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিশ্বরূপসন্দর্শনের অভিলাষে বাসুদেব হইতে নয়নদ্বয় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা ও ঋষিগণ তাঁহাকে লব্ধ নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী বিচলিত ও সাগর সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। এবং ভূপতিগণ সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

অনন্তর বাসুদেব সেই স্বীয় মূর্ত্তি ও সেই অদ্ভুত বিচিত্র সমৃদ্ধি উপসংহার এবং ঋষিগণের নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সাত্যকি হার্দ্দিক্যের পাণিধারণপূর্ব্বক সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নারদাদি মহর্ষিগণ অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন এক অদ্ভুত কোলাহল উপস্থিত হইল।

কৃষ্ণের সভাত্যাগ

কৌরবগণ পুরুষোত্তমকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া ভূপতিগণ-সমভিব্যাহারে দেবরাজের অনুগামী দেবগণের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। আমেয়াত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে গণনা না করিয়া সাধূম হুতাশনের ন্যায় বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া শৈব্যসুগ্রীব [তল্লামক প্রসিদ্ধ অশ্বদ্ধয়]-যুক্ত অতি বৃহৎ শ্বেতবর্ণ রথসমেত সারথি দারুক, মহারথ কৃতবর্ম্মা ও বৃষ্ণিগণের প্রিয়তম হার্দ্দিক্যকে নয়নগোচর করিলেন।

অনন্তর তিনি রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কহিলেন, "হে কেশব! আমার পুত্রগণের বল তোমার অগোচর নাই; সমুদয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছ; আমার যেরূপ অবস্থা এবং আমি কৌরবগণের শান্তির নিমিত্ত যে প্রকার যত্ন করিতেছি, সেই সকল অবগত হইয়া শঙ্কা করা তোমার উচিত নয়। পাণ্ডবগণের প্রতি আমার পাপাভিসন্ধি নাই; আমি দুর্য্যোধনকে যাহা কহিয়াছি, তুমি তাহা অবগত হইয়াছ। আমি সন্ধিসংস্থাপনের নিমিত্ত যে কি প্রকার যত্ন করিতেছি, সমুদয় কৌরব ও পার্থিবগণ উহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।"

তখন বাসুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, "হে মহানুভবগণ! আজি কৌরবসভায় যে ঘটনা হইয়াছে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন রোষবশতঃ যে প্রকার অশিষ্টের ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছিল এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার [নিজের] কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া যে প্রকার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, আপনারা তৎসমুদয়ই প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। এক্ষণে সকলকে আমন্ত্রণ [সকলের নিকট বিদায় লইয়া] করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি।"

বাসুদেব এইরূপে তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, যুযুৎসুপ্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর কুরুবীরগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর বাসুদেব পিতৃষ্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। তখন অন্যান্য কৌরবগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।

১৩০তম অধ্যায়

কৃষ্ণের কুন্তীসমীপে কর্ত্তব্যজ্ঞাপন

অনন্তর বাসুদেব কুন্তীর আলয়ে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং কৌরব সভামধ্যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সংক্ষেপে সেই সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন, "হে দেবি! আমি ও ঋষিগণ আমরা সকলেই দুর্য্যোধনকে বহুবিধ হেতুযুক্ত বাক্য কহিয়াছিলাম; সে তাহা গ্রহণ করিল না। কালক্রমে দুর্য্যোধনের অনুগত সকলেরই শেষদশা সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া আমি পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিব। এক্ষণে যদি পাণ্ডবগণের প্রতি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, বলুন; আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

কুন্তীকর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ যুধিষ্ঠিরের উদবোধন

কুন্তী কহিলেন, "কেশব! ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিবে যে, হে পুত্র! তোমার পৃথিবীপালনজনিত প্রচুর ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে; অতএব আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না। যেমন বেদার্থজ্ঞানশূন্য বেদাধ্যায়ী ব্যক্তির বুদ্ধি নিরন্তর বেদাধ্যয়নে কলুষিত [নিষ্ফল] হয়, তদ্রূপ তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অভিভূত [আসক্ত] হইয়া কেবল ধর্ম্মের দিকেই ধাবমান হইতেছে। হে বৎস! ভগবান ব্রহ্মা যে প্রকারে ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তিনি ক্রূরকর্ম্মবিগ্রহদ্বারা প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত বাহু হইতে

বাহুবীর্য্যোপজীবী [বাহুবলে জীবিকাকারী] ক্ষত্রিয়গণকে উৎপাদন করিয়াছেন। আমি বৃদ্ধগণের নিকট এই বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর।"

"পূর্ব্বকালে কুবের প্রীত হইয়া রাজর্ষি মুচুকুন্দকে এই পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; মুচুকুন্দ নিজভুজবীর্য্যে অর্জিতরাজ্য ভোগ করিবার বাসনায় তাঁহার দান গ্রহণ করিলেন না। কুবের তদ্দর্শনে অধিকতর প্রীতি ও বিস্মিত হইলেন। অনন্তর রাজর্ষি মুচুকুন্দ ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে বাহুবলসমুপার্জিত বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন।

"হে পুত্র! রাজাকর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রজাগণ যত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা তাহার চতুর্থভাগ প্রাপ্ত হয়েন। রাজা যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, তাহা তাহার দেবত্বলাভের কারণ হয়; আর তিনি অধর্ম্ম আচরণ করিলে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। স্বামীকর্ত্তৃক সম্যক প্রযুক্ত দণ্ডনীতি চারিবর্ণকে স্ব স্ব ধর্মে নিয়োজিত ও আবদ্ধ করে। যখন রাজা অখণ্ড দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া স্বীকার্য্য সম্পাদন করেন, তখন সর্বোত্তম সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। হে বৎস! সময়ের গুণে বিশেষ বিশেষ রাজা সমুৎপন্ন হয়েন, কি রাজা হইতেই বিশেষ বিশেষ সময় প্রবর্ত্তিত হয়, এরূপ সংশয় করিও না; কেন না, রাজারাই বিশেষ বিশেষ কাল প্রবর্ত্তিত করেন। রাজাই সত্যযুগের স্রষ্টা; রাজাই ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক; রাজাই দ্বাপরযুগের নিদান এবং রাজাই কলিযুগের কারণ। যে রাজা সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই অখণ্ড স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন; ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক রাজা তদপেক্ষা কিঞ্চিদৃণ স্বর্গভোগে সমর্থ হয়েন, যিনি দ্বাপরযুগের সৃষ্টি করেন, তিনি স্বর্গফলের অর্দ্ধ ভোগ করিতে পারেন; কিন্তু কলিযুগের প্রবর্ত্তক রাজাকে সম্পূর্ণ পাপভোগ করিতে হয়। দুষ্কর্ম্ম রাজা চিরকাল নরকে বাস করেন। রাজদৌষে জগৎকে ও জগতের দোষে রাজাকে পাপভাগী হইতে হয়।

"অতএব তুমি পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাগত রাজধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তুমি যেরূপে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছ, তাহা রাজর্ষিদিগের ধর্ম্ম নয়। দুর্ব্বল ও দয়ালু রাজা কিছুমাত্র প্রজাপলিনসম্ভূত ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। তুমি এক্ষণে যেরূপ আচরণ করিতেছ, কি আমি, কি পাণ্ডু, কি পিতামহ, কি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ—আমরা কেহই তোমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করি নাই। আমি তোমাকে প্রতিনিয়ত এই কহিয়াছি যে, তুমি যজ্ঞ, দান, তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে এবং শৌর্য্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, মাহাত্ম্য, বল ও তেজঃ লাভ করিবে। মনুষ্য ও দেবতাগণ সম্যক আরাধিত হইলে ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু, ধন ও পুত্র এবং পরলোকসাধন স্বাহা [*যজ্ঞাদিদ্বারা অগ্নিসেবা এবং শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃপূজা করিবার সুযোগ] ও স্বধা [*] প্রদান [*] করেন। পিতা, মাতা ও দেবগণ পুত্রের নিকট হইতে নিরন্তর দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালন অভিলাষ করিয়া থাকেন। বৎস! আমি যাহা কহিলাম, উহা ধর্মোপেত বা অধর্মযুক্ত, তাহা জানি না; কিন্তু উহা আমার স্বভাবতঃ সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। দেখ, তোমরা বেদজ্ঞ ও সৎকুলজাত হইয়াও জীবিকার অভাবে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইতেছে।

"হে পুত্র! ক্ষুধিত মনুষ্যগণ বদন্যবর শৌর্য্যশালী ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া যে সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করে, ইহা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? দানদ্বারা একপ্রকার, বলদ্বারা একপ্রকার আর সুনৃত[সত্য]বাক্যদ্বারা একপ্রকার ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইয়া থাকে, কিন্তু

ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিলে সকলপ্রকার ধর্ম্মই লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন ও শূদ্র তাঁহাদিগকে সেবা করিবেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ; আর কৃষিকর্ম করাও তোমাদিগের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। তুমি ক্ষত্রিয়, আপদ হইতে পরিত্রাণ করাই তোমার কর্ত্তব্য এবং ভুজবীর্য্যই তোমার জীবিকা। অতএব সাম, দান, ভেদ, দণ্ড বা নীতিদ্বারা অপহৃত পৈতৃকাংশ পুনরায় উদ্ধার করা। আমি তোমাকে প্রসব করিয়া নিরাশ্রয় ও পরপিণ্ড[পরান্ন]প্রত্যাশী হইয়া রহিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? অতএব হে পুত্র! রাজধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ কর, পিতামহগণের নামলোপ করিও না এবং আপনিও ক্ষীণপুণ্য হইয়া অনুজগণের সহিত নিরয়[নরক]গামী হাইও না।”

১৩১তম অধ্যায়
কুন্তীকথিত বিদুলাসঞ্জয়সংবাদ

কুন্তী কহিলেন, “হে বৎস! এই স্থলে বিদুলাসঞ্জয়সংবাদ কহিতেছি, শ্রবণ কর, পরে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, করিবে। ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূতা, যমস্বিনী, সাতিশয় ক্ষাত্রধর্ম্মনিরতা, ক্রোধপরায়ণা, দীর্ঘদর্শিনী বিদুলানামে এক রমণী ছিলেন। ঐ রাজসমাজবিশ্রুত বহুশাস্ত্রভিজ্ঞ কামিনী একদা স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক পরাজিত ও দীনের ন্যায় শয়ান দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হা অরতিহর্ষবর্দ্ধন কুসন্তান। তুমি আমার গর্ভে বা তোমার পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ কর নাই [পিতার তুল্য বলবীর্য্য যুক্ত হও নাই], কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছ। তুমি ক্রোধ-শূন্য, অগণনীয়, নির্বীর্য্য পুরুষের ন্যায় যাবজ্জীবন নিরাশ হইয়া কালাতিপাত করিতেছ। তুমি এক্ষণে কল্যাণকর ভার গ্রহণ কর, আত্মাবমাননা করিও না, অল্পে সন্তুষ্ট হইও না, নির্ভয়চিত্তে শ্রেয়স্কর কার্য্যে মনোযোগ কর।

“ ‘হে কাপুরুষ! গাত্রোত্থান কর, পরাজিত হইয়া শত্রুগণের হর্ষ ও মিত্রগণের শোকবর্দ্ধনপূর্ব্বক শয়ান থাকিও না। কুনদী অল্পজলে পরিপূর্ণ হয়, মুষিকের অঞ্জলি অল্পদ্রব্যে পূর্ণ হয় এবং কাপুরুষ অল্পমাত্র লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হে অধম! যেমন সর্পদষ্ট কুকুর কদাচ নিধনপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ অরিপরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিও না অথবা জীবনে নিরপেক্ষ হইয়াও পরাক্রম প্রকাশ কর। তুমি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পরিভ্রমণপূর্ব্বক আক্রোশ বা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আশঙ্কিতচিত্তে শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হও। কি নিমিত্ত বজ্রাহত মৃতের ন্যায় শয়ান রহিয়াছ? গাত্রোত্থান কর, শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া নিদ্রিত হইও না। তুমি অস্তগত [যমের মুখে প্রবিষ্ট] না হইয়া স্বকর্ম্মদ্বারা বিখ্যাত হও, মধ্যম উপায় সন্ধি, অধম উপায় ভেদ ও নীচ উপায় দান, এইসকল উপায় অবলম্বন করিবার মানস করিও না; উত্তম উপায় দণ্ড, ইহা অবলম্বন করিবার চেষ্টা কর। তিন্দুককাষ্ঠের অলাতের [গাবকাষ্ঠের অঙ্গার] ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে প্রজ্বলিত হও, জীবনাভিলাষী হইয়া তুষাগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমায়িত হইও না। চিরকাল ধূমায়িত হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়ঃ। কোন ভূপতি-গৃহে যেন নিতান্ত প্রখর বা নিতান্ত মৃদু পুত্র জন্মগ্রহণ না করে। লোকে সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক মনুষ্যের উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মের অনৃণ্যত্ব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা লাভ হউক বা না হউক, কিছুতেই তাপিত হয়েন না। ফলতঃ তাঁহারা ধনতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া অবিচ্ছেদে বলসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে পুত্র! হয় স্বীয় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ কর; ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া [অপেক্ষা না রাখিয়া—উপেক্ষা করিয়া] জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। হে ক্লীব [দুর্ব্বল]! তোমার ইষ্টপূর্ত্ত বিনষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তিসকল বিলুপ্ত হইয়াছে ও ভোগমূল রাজ্যধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তবে আর কি নিমিত্ত বৃথা জীবনধারণ করিতেছ? বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার পতনসময়েও শত্রুর জঙ্ঘা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সহিত নিপতিত হয়, ছিন্নমূল হইলেও কদাপি ভগ্নোদ্যম হয় না এবং আজানেয়

[ছাগ] অশ্বের দৃষ্টান্তানুসারে উদ্যমসহকারে ভারবহন করে। হে পুত্র! স্বীয় পুরুষকার, সত্ত্ব ও মান অবলম্বন কর। এই কুল তোমার দোষেই নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে; অতএব তুমি ইহার উদ্ধার কর।

" 'লোকে যাহার অদ্ভুত মহৎ চরিত্রের বিষয় জল্পনা না করে, সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, তাহার জন্ম কেবল সংখ্যা-বর্দ্ধনের [একজন জন্মিল এইমাত্র সংখ্যাগণনার আধিক্যের জন্ম-নিষ্ফল] নিমিত্ত। দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা ও অর্থলাভ বিষয়ে যাহার যশ উচ্চারিত না হয়, সে কেবল মাতার মলস্বরূপ। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, তপস্যা, সম্পত্তি, বিক্রমপ্রভৃতি কর্মদ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়। সেই যথার্থ পুরুষ! হে পুত্র! মূর্খের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায় অযশস্কর দুঃখজনক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমার কদাপি বিধেয় নহে। শত্রুগণ যে ব্যক্তিকে অভিনন্দন করে এবং যে ব্যক্তি লোকে অবজ্ঞাত, গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন [ভোজন ও পরিধেয় বস্ত্র], হীনবীর্য্য ও নীচাশয় বন্ধুগণ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই সুখী হয় না।

"নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমাদিগকে রাজ্য হইতে প্রবাসিত, সর্ব্বকামে বঞ্চিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া জীবিকভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। হে পুত্র! তুমি অমঙ্গলকারী সৎকুলনাশক কলি, পুত্ররূপে আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। কোন কামিনী যেন ক্রোধ-শূন্য, নিরুৎসাহ, নিবীর্য্য, শত্রুকুলের আনন্দজনক পুত্র প্রসব না করে। হে বৎস! আর ধূমায়িত [ধূমিত—ধূমময়] হইও না, প্রজ্বলিত হইয়া শত্রু সংহার করে, অরাতিকুলের মস্তকোপরি মুহুর্ত্তকাল প্রজ্বলিত হওয়াও শ্রেয়ঃ, অমর্ষপরায়ণ ও ক্ষমাশূন্য ব্যক্তিই যথার্থ পুরুষ, ক্ষমাবান ও অমর্ষহীন লোক স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয় [বলবীর্য্য ব্যাখ্যা; অন্যত্র নহে]। সন্তোষ, দয়া শত্রুগণের প্রতি অনুত্থান [শত্রুর বিরুদ্ধে না দাঁড়ান] ও ভয় শ্রীনাশের প্রধান কারণ আর নিরীহ ব্যক্তি কদাচ মহত্ত্বলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি পরাভবরূপ দোষ হইতে আত্মাকে মুক্ত ও হৃদয় লৌহতুল্য করিয়া পুনরায় স্বার্থসাধনে তৎপর হও। পরের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে বলিয়া নরের নাম পুরুষ হইয়াছে, যে নর স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করে, তাহার পুরুষনামের কিছুই সার্থকতা থাকে না। অতিশূর সিংহবিক্রান্ত মহাশয় ব্যক্তি মৃত হইলেও তাঁহার বিষয়স্থ [অধিকারস্থিত] প্রজাগণ পরমসুখে কালাতিপাত করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রিয়কার্য্য ও সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পত্তিলাভের চেষ্টা করে, সে অচিরাৎ অমাত্যগণকে হৃষ্ট করিতে পারে।"

"তখন সঞ্জয় তাঁহাকে কহিলেন, "মাতঃ! যদি আমি তোমার নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হই, তাহা হইলে তোমার আভরণ, ভোগসমুদয়, পৃথিবী বা জীবনে প্রয়োজন কি?"

"বিদুল কহিলেন, "বৎস! আমার বাসনা এই যে, তোমার শত্রুগণ অনাদৃত ব্যক্তিগণের ও মিত্রগণ আদৃত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্যলোক প্রাপ্ত হউক। তুমি ভৃত্যবর্গকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পরপিণ্ডোপজীবী [পরান্নভোজনে জীবনধারণকারী] সত্ত্বশূন্য [তেজোবীর্য্যহীন] দীনগণের বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না। যেমন প্রাণীগণ মেঘের প্রভাবে ও দেবগণ সুররাজের প্রভাবে জীবিত থাকেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ও সুহৃদগণ তোমার অনুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহ করুন। প্রাণীগণ পক্কফলশালী পাদপের ন্যায়। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারই জীবন সার্থক। যে মহাবল পরাক্রান্ত বীরের বলবিক্রমে বান্ধবগণ সুখী হয়েন, তাহারই

জীবন ধন্য। যে ব্যক্তি স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ইহলোকে বিপুল কীর্ত্তি ও পরলোকে সদগতি লাভ করিতে পারে।' "

১৩২তম অধ্যায়
বিদুলার সঞ্জয়-উত্তেজিতকরণ

"বিদুলা বলিলেন, "বৎস! যদি তুমি এই অবস্থায় স্বীয় পৌরুষ পরিত্যাগ করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমাকে হীনজনের পদবীতে পদার্পণ করিতে হইবে। যে ক্ষত্রিয় স্বীয় জীবনরক্ষার্থী হইয়া বিক্রম ও তেজঃ প্রকাশ না করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে চৌর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে পুত্র! যেমন মুমূর্ষ ব্যক্তি ঔষধসেবনে অরুচি প্রকাশ করে, তদ্রূপ। আমার এই অর্থোপপন্ন [অর্থযুক্ত] গুণসংযুক্ত বাক্যে তোমার অরুচি হইতেছে। সিন্ধুরাজের প্রজাগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহে, কেবল আপনাদিগের দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত তাহার ব্যাসন [পতনরূপ বিপদ] প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যদি পৌরুষ প্রকাশ না কর, তাহা হইলে তোমার স্বপক্ষগণ সহায়সম্পন্ন। হইলেও শত্রুপক্ষ সমাশ্রয় করিবে। অতএব তুমি এক্ষণে আত্মপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া গিরিদুর্গে গমনপূর্ব্বক সিন্ধুরাজের ব্যাসন ও অবসর অনুসন্ধান কর, সিন্ধুরাজ অজর ও অমর নয় ।

" 'হে পুত্র! তোমার নাম সঞ্জয়, কিন্তু আমি তোমার নামের সার্থকতা দেখিতেছি না। এক্ষণে সেই সার্থকতা সম্পাদন কর [সঞ্জয়-নিঃশেষরূপে শত্রুজয়], ব্যর্থনামা হইও না। এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ বাল্যাবস্থায় তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিলেন, এই বালক প্রথমে মহৎ ক্লেশে নিপতিত হইয়া পরিশেষে পুনরায় সৌভাগ্যশালী হইবে। আমি তাঁহার বাক্য স্মরণ করিয়া তোমার জয় প্রত্যাশা করিতেছি এবং তন্নিমিত্তই তোমাকে বারংবার এইরূপ কহিতেছি। যাহার অর্থসিদ্ধি হইলে আত্মীয়গণ আপ্যায়িত হয়, সে ব্যক্তি অর্থের অনুসরণ করিলে ন্যায়ানুসারে অবশ্যই তাহার অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে পুত্র! তুমি লাভালাভে নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; ক্ষান্ত হইও না; শম্বর কহিয়াছেন, একদিনের বা প্রাতঃকালের ভোজনসামগ্রী না থাকা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশকর অবস্থা আর কিছুই নাই; দরিদ্রতা একপ্রকার মৃত্যু; উহা পতিপুত্রের নিধন অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখজনক। আমি মহাকুলপ্রসূতা [শ্রেষ্ঠ বংশজাত], এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমনের ন্যায় এই বংশে সমাগত হইয়াছি। আমি সকলের কর্ত্রী ছিলাম; ভর্ত্তা আমাকে পরম সমাদর করিতেন। পূর্ব্বে তুমি আমাকে মহার্হ [অত্যন্ত মূল্যবান] বসন, আভরণ ও মাল্যে বিভূষিত এবং সুহৃদগণে পরিবৃত দেখিয়াছ। এক্ষণে তুমি যখন আমাকে ও তোমার ভার্য্যাকে সাতিশয় দীনভাবাপন্ন দেখিবে, তখন তোমার জীবনধারণ ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইবে।

" 'হে সঞ্জয়! যদি দাস, কর্ম্মকার [দাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতশ্রেণীর কর্ম্মচারী], ভৃত্য [বেতনভোগী বিশিষ্ট কর্ম্মচারী], আচার্য্য, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ জীবিকাপ্রাপ্ত না হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তোমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? আমি যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় তোমার যশস্য [যশোযুক্ত] ও শ্লাঘনীয় [গৌরবান্বিত] কার্য্য না দেখিব, তদবধি কখনই আমার শান্তিলাভ হইবে না। ব্রাহ্মণের নিকট "না" এই কথা বলিতে

আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, আমি বা আমার ভর্ত্তা আমরা কেহই কখন ব্রাহ্মণের নিকট "না" বলি নাই। আমরা লোকের আশ্রয়; কখনো পরের আজ্ঞাকারী হই নাই; এক্ষণে যদি আমাকে অন্যের আশ্রয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বৎস! এই অপার অপ্লব [পোতহীন—আশ্রয়াশূন্য] দুঃখসাগরে তুমি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পারে নীত কর, স্বস্থানে স্থাপিত কর ও মৃতদেহে জীবন প্রদান কর। যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে, তবে শক্রগণকে উপেক্ষা কর। হে পুত্র! যদি তুমি শক্রগণের প্রতি তেজ প্রকাশ না করিয়া নিতান্ত ক্লীবের ন্যায় ব্যবহার করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ পাপ ক্ষত্রিয়বৃত্তি পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

" 'দেখ, বলবান ব্যক্তি একমাত্র শক্র সংহার করিলেও লোকমধ্যে বিখ্যাত হয়। পুরন্দর একমাত্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই মহেন্দ্রত্ব, লোকের নিয়ন্ত্রিত্ব [লোকপরিচালনার প্রভুত্ব] ও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে মহাবীর সংগ্রামে আপনার নাম প্রকাশ করিয়া বর্ম্মধারী শক্রগণকে আহ্বান, শক্রসৈন্যদিগকে বিদ্রাবণ [বিতাড়িত] অথবা রথীদিগকে সংহারপূর্ব্বক মহাদ্যশ লাভ করিতে পারেন, তাহার নিকট শক্রগণেরা ব্যথিত ও বিনত হইয়া থাকে। কাপুরুষেরাই অবশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রণদক্ষ শূর ব্যক্তিগণের সমুদয় বাসনা পরিপূর্ণ করে। সাধু ব্যক্তিরা সমূলে রাজ্য উন্মুলন ও জীবন পরিত্যাগ করেন না এবং শক্রর শেষ [অবশিষ্ট] রাখেন না। হে পুত্র! রাজ্যই স্বর্গ ও অমৃতের একমাত্র পথ, উহা রুদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান করিয়া অগ্নির ন্যায় তাহার অভিমুখে গমন কর। রণে শক্রগণকে পরাজয় করিয়া স্বধর্ম প্রতিপালন কর। তুমি শক্রগণের ভয়াবর্দ্ধন, কিন্তু আমি অদ্যাপি তোমাকে এতদৃশ দীনভাবাপন্ন হইতে দেখি নাই। হে পুত্র! আমাদিগকে যেন দীনচিত্তে শোক করিতে করিতে তোমাকে হৃষ্টচিত্তে শক্রগণে পরিবৃত দেখিতে না হয়। তুমি সৌবীরদেশীয় কন্যাগণের সহিত অবস্থান করিয়া আনন্দিত হও; এবং স্বার্থসাধন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শ্লাঘনীয় হও; সিন্ধুদেশীয় কন্যাগণের বশীভূত হইও না। তোমার তুল্য রূপ, যৌবন, বিদ্যা অভিজনসম্পন্ন [কুলমর্য্যাদাশালী] লোকবিশ্রুত, যশস্বী ব্যক্তি যদি ভারবহনকার্য্যে বৃষভের সমরে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে তাহার মরণই শ্রেয়ঃ।

"হে বৎস! তোমাকে পরের প্রিয়বাদী ও অনুগামী হইতে দেখিয়া কদাচ শান্তিলাভ করিতে পারিব না। এই কুলসম্ভূত কোন ব্যক্তিই কখন পরের অনুগমন করেন নাই; অতএব তোমারও পরের অনুগামী হইয়া জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমি প্রজাপতিকৃত এবং আমাদিগের বংশের ও অন্য বংশের বৃদ্ধগণপ্রোক্ত [৫। বৃদ্ধগণকথিত] শাশ্বত ক্ষত্রিধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছি। যে যে মহাত্মারা আমাদিগের এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা ভীত হইয়া কদাপি কাহারও নিকট নত হয়েন নাই। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উদ্যম নিতান্ত আবশ্যক, নত হওয়া কদাপি উচিত নহে, ক্ষত্রিয় বরং অকাণ্ড [বৃথা ভাবে—অন্যায়রূপে] ভগ্ন হইবে, তথাপি নত হইবে না। মহামনাঃ ক্ষত্রিয় মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পর্য্যটন করিবে ও ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট নত হইবে এবং সহায়সম্পন্ন হউক বা না হউক, লোকদিগকে নিয়মিত ও পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান করিয়া কালাতিপাত করিবে।"

১৩৩তম অধ্যায়
শিথিলোদ্যম সঞ্জয়ের উৎসাহদান

"তখন সঞ্জয় কহিলেন, "হে অকরুণে [দয়াহীনে] বীর্য্যাভিমানিনি জননি! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বিধাতা লৌহদ্বারা আপনার হৃদয়নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের আচার-ব্যবহার কি আশ্চর্য্যজনক! আপনি জননী হইয়া পরমাতার ন্যায় আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছেন। আমি আপনার একমাত্র পুত্র; তথাপি আপনি আমাকে ঈদৃশ ভীষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অণুমাত্র ব্যথিত হইতেছেন না; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার এই প্রিয় পুত্র নেত্রপথ হইতে অন্তহিত হইলে সমুদয় পৃথিবী ভোগ, আভরণ ও জীবনে আপনার প্রয়োজন কি?"

"বিদুলা কহিলেন, "বৎস! মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমি এই দুই বিষয়ের নিমিত্তই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। তুমি অসামান্য পরাক্রমসম্পন্ন, আর কালক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে। যদি এ সময় তুমি কর্ত্তব্যকার্য্যে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার নিতান্ত নৃশংসের [কাপুরুষের—আমাদের দুঃখ দেখা দিলে তোমার নৃশংসতার পরিচয় হইবে] ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। হে বৎস! যদি আমি তোমাকে অযশস্বী দেখিয়াও কিছু না বলি, তাহা হইলে গর্দভীর ন্যায় অকারণ ফলবিহীন বাৎসল্য প্রদর্শন করা হইবে। হে পুত্র! প্রায় সমুদয় লোকই মহতী অবিদ্যার প্রভাবে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া আছে, অতএব তুমি যেন সজ্জনবিগর্হিত মুখনিষেবিত পথ অবলম্বন করিও না। তুমি সদ্যবৃত্তসম্পন্ন হইলেই আমার প্রিয়পাত্র হইবে।

" 'হে বৎস! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও গুণসম্পন্ন সজ্জনাচরিতপথাবলম্বী, দৈব ও পুরুষকারযুক্ত পুত্রপৌত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে, তাহার জন্ম সার্থক। কিন্তু যে ব্যক্তি উদ্যোগশূন্য, অবিনীত, দুবুদ্ধি পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়, তাহার জন্ম বৃথা। যে পুরুষাধমগণ সৎকর্ম্মেবিরত ও নিন্দিত কর্ম্মেনিরত থাকে, তাহাদের কি ইহকাল, কি পরকাল কোন কালেই সুখ হয় না। যুদ্ধ ও জয়লাভ করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে জয়লাভ বা প্রাণত্যাগ করিলে অবশ্যই ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। ক্ষত্রিয় শত্রুগণকে বশীভূত করিতে পারিলে ইহলোকে যেরূপ সুখসম্ভোগ করে, শত্রুভয়ে ভীত হইলে স্বর্গেও সেইরূপ সুখভোগ করিতে পারে না। যশস্বী ব্যক্তি শত্রুগণকে পরাজয় করিবার আশায় ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, শত্রুগণকে সংহার, না হয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়, ফলতঃ উক্ত উভয়বিধ কার্য্যব্যতীত মনস্বী[উন্নতচেতা]র শান্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। প্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বল্পবিভব অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু যে মানব স্বল্প ঐশ্বর্য্য প্রিয় বোধ করে, তাহার পক্ষে উহা অচিরাৎ অনর্থকরা হইয়া উঠে। সুতরাং প্রিয়বস্তুবিরহে সে কদাপি মঙ্গলভাজন হয় না; প্রত্যুত সাগরগামিনী গঙ্গার ন্যায় অচিরকালমধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।"

"সঞ্জয় কহিলেন, 'জননি! পুত্রকে এরূপ কথা বলা কদাপি আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি জড় [অকর্ম্মণ্য] মূকের[বোবা]র ন্যায় হইয়া আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।"

“বিদুলা কহিলেন, “বৎস! তুমি যে আমাকে দয়া করিতে কহিলে, উহা শুনিয়া আমি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, তুমি আমাকে মাতার মত কর্ত্তব্যকর্মে নিয়োগ করিতেছি, আমিও তন্নিমিত্ত তোমাকে তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিতেছি। হে পুত্র! সমুদয় সৈন্ধবকে [সিন্ধুদেশবাসীকে] নিহত করিয়া যখন তোমাকে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে দেখিব, তখন তোমাকে সম্মান করিব।”

“সঞ্জয় কহিলেন, ‘জননি! আমি ধনহীন ও সহায়বিহীন হইয়া কিরূপে জয়লাভ করিব, এই মনে করিয়া রাজ্যপ্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি আপনি এক্ষণে আমার জয়লাভের কোন সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তবে বলুন, আমি আপনার আজ্ঞাপ্রতিপালনে একান্ত সম্মত আছি।”

“বিদুলা কহিলেন, “বৎস! পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির অভাবপ্রযুক্ত ক্ষুব্ধ হইও না; অর্থ না থাকিলে উহার সঞ্চয় করা যায় এবং সঞ্চিত অর্থও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতি মূখ ব্যক্তিরাও ক্রোধপরায়ণ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে না। সকল কর্মেরই ফল অনিত্য, পণ্ডিতেরা কর্ম্মফল অনিত্য বলিয়া জানেন; তথাপি কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়েন না; এই নিমিত্ত তাঁহারা কখন কর্ম্মফলপ্রাপ্ত, কখন বা উহাতে বঞ্চিত হয়েন। আর যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করে, তাহাদের কখনই ফললাভ হয় না, নিশ্চেষ্টতার ফল একমাত্র অভাব। চেষ্টার ফল দুই প্রকার;—প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে কর্ম্মফলের অনিত্যতা অবগত হইয়াছে, সেও আপনার ক্লেশ ও শত্রুর সমৃদ্ধি দূর করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি “কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়া অব্যথিতচিত্তে ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে অগ্রে করিয়া মঙ্গলদর্শনপূর্ব্বক সতত মুখথিত, জাগরিত শ্রেয়স্কর কর্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যে ভূপতি উক্তরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অচিরাৎ বৃদ্ধি হয়; যেমন দিবাকর কখনো পূর্ব্বদিক পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ লক্ষ্মী তাঁহাকে কদাপি পরিত্যাগ করেন না, তিনি সকলের দৃষ্টান্তস্থল এবং বহুবিধ উপায় ও উৎসাহ তাহার অনুগামী হয়। তুমি শোকবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ; এক্ষণে পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিপ্রেত পুরুষার্থ উপার্জ্জনে যত্নবান হও। হে বৎস! তুমি অগ্রে ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষীণ, গর্ব্বিত, অবমাননাকারী, স্পর্দ্ধাশীল ব্যক্তিগণকে বশীভুত কর; তাহা হইলে যেমন সমীরণ বলাহক[মেঘ]সমূহকে বিভিন্ন করে, তদ্রূপ তুমি শত্রুগণকে ভেদ করিতে পরিবে। তুমি অগ্রে ক্রুদ্ধ ও লুব্ধ ব্যক্তিগণকে অর্থ প্রদান কর, উহাদের হিতচেষ্টা কর এবং উহাদের প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই তোমার প্রিয়কার্য্য করিবে ও অগ্রসর হইবে।

“হে পুত্র! সংগ্রামে জীবিতনিরপেক্ষই [প্রাণে মমতাহীন] শত্রু গৃহস্থিত সপের ন্যায় উদ্বেগজনক। পরাক্রান্ত শত্রুকে যদি বশীভূত করিতে না পার, তাহা হইলে দূতদ্বারা তাহার নিকট সন্ধি বা দানের কথা উত্থাপন করিবে; ফলতঃ তাহাতেই তাহাকে বশীভূত করা হয়। এইরূপে দূতদ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিয়া লব্ধপ্রসর [অগ্রগমনে সমর্থ] হইলে অচিরকালমধ্যে ধন্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মিত্রগণ ধনবানের আশ্রয় গ্রহণ ও ধনহীনকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাহারা ধনহীনের নিকট কদাচ আশ্বস্ত হয় না এবং সতত তাহার

নিন্দা করে। যে ব্যক্তি শক্রকে সহায় করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করে, তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা।' ”

১৩৪তম অধ্যায়

বিদুলার পুনঃ পুনঃ সঞ্জয়প্রবোধন

“ 'হে বৎস! কোন প্রকার আপদেই রাজার ভীত হওয়া উচিত নহে। ভূপতি যদিও কখন মনে মনে ভীত হয়েন, তথাপি কদাচ ভীতের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না। রাজাকে ভীত দেখিলে রাজ্য, বল, অমাত্যপ্রভৃতি সকলে ভীত হইয়া সমুদয় প্রজাগণকে ভেদ [একতাবন্ধনহীন] করিবার চেষ্টা করে; কেহ কেহ শক্রর শরণাপন্ন হয়, কেহ কেহ। শক্রকে পরিত্যাগ করে; আর যাহারা পূর্ব্বে অবমানিত হইয়াছিল, তাহারা শক্রকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করে। লোকে অত্যন্ত সৌহার্দ্য [মিত্রতা] নিবন্ধন অন্যের উপাসনা করিয়া থাকে অথবা বদ্ধবৎসা ধেনুর ন্যায় শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত অন্যের কল্যাণকামনা করে এবং অন্যকে শোকাকুল দেখিলে শোক করিয়া থাকে। তোমার পূর্ব্বপূজিত সুহৃদগণ বর্ত্তমান আছে, উহারা তোমার রাজ্য স্বীয় রাজ্য বলিয়া জ্ঞান ও তোমাকে ব্যসন হইতে উদ্ধার করিতে নিতান্ত বাসনা করে। তুমি সেই সুহৃদগণের ভেদোৎপাদন করিও না ও সুহৃদ্বর্গ যেন তোমাকে ভীত দেখিয়া পরিত্যাগ করিতে বাসনা না করে।

“ 'হে পুত্র! আমি তোমার পুরুষকার ও বুদ্ধির পরীক্ষা, তেজোবৃদ্ধি এবং ধৈর্য্যবিধান করিবার নিমিত্তই এইসকল কথা কহিলাম; যদি আমার কথা তোমার হৃদগত ও যথার্থ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি স্থিরচিত্ত হইয়া জয়ার্থ সমুত্থিত হও। তোমার অবিদিত আমাদের কোষসমূহ আছে, আমি ভিন্ন আর কেহই উহা জানে না; আমি উহা তোমাকে প্রদান করিব। তোমার বহুসংখ্যক সুখদুঃখসহ হৃদয়ানুবর্ত্তী বান্ধবও বর্ত্তমান আছে। উক্তবিধ সুহৃদগণ ইষ্টসাধনতৎপর ঐশ্বর্য্যাভিশালী ব্যক্তির সহায় ও সচিবস্বরূপ।”

“বিদুলার পুত্র স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ছিলেন। তথাপি মাতার উক্তবিধ বিচিতার্থপরিপূর্ণ [মনোহর চাতুর্য্যপূর্ণ] বাক্যশ্রবণে তাঁহার অজ্ঞান দূর হইল। তখন তিনি মাতাকে কহিলেন, “জননী! আপনি আমাকে নিয়ত শ্রেয়স্কর পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন; অতএব আমি সলিলমগ্ন মেদিনীর ন্যায় পৈতৃক রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার, না হয় সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি আপনার নিকট উক্ত বাক্যসমুদয় শ্রবণ করিবার বাসনায় আপনার বাক্যের প্রতিকূলে কিঞ্চিৎ উত্তরপ্রদান করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলাম। আপনার অমৃতোপম বচন শ্রবণে আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না; আমি এক্ষণে শক্রগণকে নিগ্রহ ও পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইতেছি।' ”

যুধিষ্ঠিরসমীপে বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদদানে অনুরোধ

কুন্তী কহিলেন, “বৎস! বিদুলানন্দন সঞ্জয় জননীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাঁহার বাসনানুরূপ সমুদয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। হে কেশব! মন্ত্রী শক্রপীড়িত অবসন্ন ভূপতিকে এই তেজোবর্দ্ধন অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন।

বিজিগীষ ব্যক্তির এই জয়াখ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; ইহা শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পৃথিবী পরাজয় ও শত্রুমর্দন করিতে পারেন। গর্ভবতী রমণী এই পুত্রপ্রসবকর বীরজনন উপাখ্যান শ্রবণ করিলে অবশ্যই বীরপুত্র প্রসব করে আর ক্ষত্রিয়া এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই বিদ্যাবান, তপঃপরায়ণ, দাতা, ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন [জ্ঞানশালী] সাধুবাদোচিত মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ, ধৈর্য্যশালী, অজেয়, জেতা, অসাধুনিয়ন্তা, সজ্জনপরিপালক, সত্যপরাক্রম বীরপুত্র প্রসব করে।"

১৩৫তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের নিকট কুন্তীর বিশেষ বক্তব্য

"হে কেশব! তুমি ধনঞ্জয়কে এইরূপ কহিবে;—হে বৎস! তুমি জন্মপরিগ্রহ করিলে পর, আমি নারীগণে পরিবৃত হইয়া আশ্রমে উপবিষ্ট আছি, এমনসময়ে অন্তরীক্ষে এইরূপ মনোরম দৈববাণী হইল যে, "হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র! সহস্রাক্ষের [ইন্দ্রের] সমকক্ষ হইবেন; সংগ্রামে সমুদয় কৌরবগণকে পরাজিত করিবেন; ভীমসেনের সাহায্যে শত্রুগণকে আকুলিত করিবেন, অখণ্ডভূমণ্ডল পরাজয় করিবেন, বাসুদেবের সাহায্যে কুরুগণকে সংহার করিয়া বিনষ্ট পৈতৃক অংশ পুনরায় উদ্ধার করিবেন এবং পরিশেষে ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহার যশ নভোমণ্ডল স্পর্শ করিবে।" হে কেশব! সেই সত্যসন্ধ সব্যসাচী যে প্রকার বলবান ও দুর্দ্ধর্ষ, তাহা কেবল তুমিই অবগত আছ। তখন যে প্রকার দৈববাণী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ হউক। যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে সেই দৈববাণী অবশ্যই ফলবতী হইবে এবং তুমিই তৎসমুদয় সম্পাদন করিবে। আমি দৈববাণীর প্রতি অসূয়াপ্রদর্শন করিতেছি না। ধর্ম্মকে নমস্কার করি, কেন না, ধর্মই প্রজাগণকে ধারণ করিয়া আছেন।

ভীমাদির প্রতি কুন্তীর বক্তব্যজ্ঞাপন

"তুমি ধনঞ্জয় ও নিত্যোদ্যোগী বৃকোদরকে এই কথা কহিবে যে, ক্ষত্রিয়পত্নীরা যে নিমিত্ত সন্তান প্রসব করেন, তাহার সময় সমাগত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বৈরপ্রান্ত হইয়া অবসন্ন হয়েন না। হে কেশব! তুমি ইহাও অবগত আছ যে, শত্রুমর্দন ভীমসেন যে পর্য্যন্ত শত্রুগণকে সংহার না করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি কদাচ শান্ত হইবে না।

"হে মাধব! সর্ব্বধর্মের বিশেষজ্ঞ মহাত্মা পাণ্ডুর স্নুষা যশস্বিনী কল্যাণী কৃষ্ণকে কহিবে, হে মহাভাগে! হে কুলীনে! হে যশস্বিনী! তুমি যে আমার পুত্রগণের প্রতি যথোচিত আচরণ করিতেছ, তাহা তোমার উপযুক্ত কমই হইতেছে।

"মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে এই কহিবে যে, হে নকুল! হে সহদেব! তোমরা উভয়েই ক্ষত্রিধর্মের অনুগত; অতএব জীবন অপেক্ষাও বিক্রমার্জিত ভোগসকল শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম বোধ করা। বিক্রমার্জিত অর্থ ক্ষত্রধর্মেপজীবী [ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যুদ্ধাদি রাজ্যপালন দ্বারা জীবিকাকারী] মানবদিগের মনকে প্রীত করে। তোমরা পরম ধার্মিক; সকল ধর্মের উন্নতিসাধন করিয়া থাক; অতএব তোমাদিগের সমক্ষে দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি যে পরুষ[কর্কশ]বাক্য প্রয়োগ করা

হইয়াছে, কে তাহা ক্ষমা করিতে পারে? তোমাদিগের যে রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই; তোমরা যে দূতে পরাজিত হইয়াছ, তাহাতেও আমি দুঃখিত নই এবং তোমাদের বিবাসনেও [নির্ব্বাসনে-বনগমনে] আমার দুঃখ নাই; কিন্তু কেবল সেই শ্যামাঙ্গী দ্রুপদবালা যে সভামধ্যে রোদন করিতে করিতে পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই আমার অধিকতর দুঃখের কারণ। স্ত্রীধর্ম্মিণী[রজঃস্বলা] ক্ষত্রিধর্ম্মানুগামিনী দ্রৌপদী নাথবতী[পতিমতী-পতিযুক্তা] হইয়াও যে তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন, তাহাই আমার সমধিক দুঃখের বিষয়।

"হে মহাবাহো! তুমি সেইসকল ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে কহিবে, হে বীর! তুমি দ্রৌপদীর পদবীর [দ্রৌপদী-অভিপ্রেত পথের] অনুসরণ কর। হে কেশব! ইহা তোমার আগচোর নাই যে, যমোপম ভীমসেন ও অর্জ্জুন কুপিত হইলে দেবগণকেও সংহার করিতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের অধিক অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আগমন করিতে হইয়াছিল এবং সেই স্থানেই দুঃশাসন কুরুবীরগণের সমক্ষে ভীমসেনকে পুরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল।

"হে বৎস! তুমি আমার পুত্রদিগকে পুনরায় সেইসকল কথা স্মরণ করিয়া দিবে। পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও তাঁহার পুত্রগণকে কুশলজিজ্ঞাসা এবং তাঁহাদিগকে আমার কুশলসংবাদ প্রদান করিও। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; আমার পুত্রগণকে প্রতিপালন করিও।"

হস্তিনা হইতে কৃষ্ণের প্রস্থান

অনন্তর মৃগেন্দ্রগমন [সিংহতুল্য গমনশীল] মহাবাহু কেশব কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ভীষ্মপ্রভৃতি কুরুবীরগণকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ণকে স্বীয় রথে সমারূঢ় [এক রথে কৃষ্ণ-কর্ণের প্রস্থান] করিয়া সাত্যকিসমভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ একত্র হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "কেশবের কি অদ্ভুত ভাব! সমুদয় পৃথিবী মৃত্যুপাশের বশীভুত হইয়া তাহার শরীরে গুঢ় হইয়া রহিয়াছে। হা! দুর্য্যোধনের মুর্খতায় এই রাজ্যাদি কিছুই থাকিবে না।"

এদিকে পুরুষোত্তম নগর হইতে গমন করিয়া বহুক্ষণ কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। পরে কর্ণকে বিদায় করিয়া অশ্বগণকে মহাবেগে চালন করিতে অনুমতি করিলেন। মনের ন্যায় বেগবান মারুতগতি অশ্বগণ দারুকের নিয়োগানুসারে যেন নভোমণ্ডল গ্রাস করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল এবং আশুগামী শ্যেনের ন্যায় অনতিবিলম্বে অতিবিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইল।

১৩৬তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি পুনরায় ভীষ্মের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ কুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি অবাধ্য দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে রাজন! কুন্তী কেশবের সন্নিধানে যে উদারার্থযুক্ত বাক্য কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে তদ্বিষয়ে বাসুদেবেরও বিলক্ষণ সম্মতি আছে। পাণ্ডবগণ অবশ্যই তদনুসারে কর্ম্ম করিবেন। তাহারা রাজ্যব্যতিরেকে কখনই ক্ষান্ত হইবেন না। তুমি যে সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ও দ্রৌপদীকে ক্লেশিত করিয়াছিলে, তাহারা তৎকালে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তাহা সহ্য করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির যখন কৃতাস্ত্র [অস্ত্রবিদ্যায় সিদ্ধ] অর্জ্জুন, কৃতনিশ্চয়ই [দৃঢ়প্রতিজ্ঞ] ভীমসেন, গাণ্ডীব, তূণীরদ্বয়, রথ, ধ্বজ, বলবীর্য্যসমন্বিত নকুল ও সহদেব এবং বাসুদেবকে সহায়প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন না। ধীমান ধনঞ্জয় বিরাটনগরে আমাদিগের সকলকে যেরূপ পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তিনি অতি ভীষণাকর্ম্ম নিবাতকবচগণকে রৌদ্রাস্ত্রে দগ্ধ করিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি যে ঘোষযাত্রাসময়ে তোমাকে ও কর্ণপ্রভৃতি এইসকল যোদ্ধগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার সামর্থ্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত।

“হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবর্গণের সহিত সন্ধি করিয়া যমদণ্ডের অন্তর্গত [আসন্নমৃত্যু] এই পৃথিবীকে রক্ষা কর। তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক, স্নেহবান, মধুরবাক ও দূরদর্শী, তুমি মনোমালিন্য দূরীকৃত করিয়া সেই পুরোষোত্তমের সন্নিধানে গমন কর। তুমি শরাসন ও ভ্রূকুটিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নয়নপথের [স্নেহদৃষ্টির] আতিথ্য গ্রহণ কর; তাহা হইলেই আমাদিগের কুলের শান্তি হইবে। তুমি পূর্ব্বের ন্যায় অমাত্যসমভিব্যাহারে তাহার সমীপে গমন এবং তাহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন কর; তিনিও তোমাকে সৌহৃদ্যপূর্ব্বক পাণিদ্বারা প্রতিগ্রহণ করুন। সিংহস্কন্ধ, বৃত্তায়ত[স্থূল ও দীর্ঘ]বাহু, যোদ্ধপ্রধান ভীমসেনও বাহুযুগলদ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করুন। কম্বু[গাড়ু]সদৃশ গ্রীবাসম্পন্ন কমললোচন ধনঞ্জয় তোমাকে অভিবাদন করুন। অপ্রতিমরূপসম্পন্ন নকুল ও সহদেব গুরুর ন্যায় তোমাকে পূজা করুন এবং দাশার্হপ্রভৃতি ভূপতিগণ সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। হে রাজন! তুমি অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আধিপত্য কর। সমাগত পার্থিবগণ আনন্দ সহকারে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

“হে রাজেন্দ্র! সুহৃদগণের নিষেধবাক্য [যুদ্ধবিরতির উপদেশ] শ্রবণ কর; যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে কেবল ক্ষত্রিয়গণের বিনাশই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভাবী ক্ষত্রিয়বিনাশের চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ উৎপাত দৃষ্টিগোচর হইতেছে-গ্রহগণ প্রতিকূল এবং মৃগ ও পক্ষিগণ নিদারুণ হইয়াছে। বিশেষতঃ, আমাদিগের নিবেশনে [পুরে-আবাসে] নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত [অমঙ্গল] ঘটিতেছে; সেনাগণের মধ্যে প্রদীপ্ত উল্কাসকল নিপতিত হইতেছে। বাহনগণ অপ্রহৃষ্ট হইয়া যেন রোদন করিতেছে; গৃধ্রগণ সৈন্যদিগের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে; নগর ও রাজভবনের তাদৃশী শোভা নাই; দিক প্রজ্বলিত হইতেছে; শিবাগণ অশিব [অশুভকরী] নির্ঘোষ [শব্দ] করিয়া সেই দিকের অভিমুখেই গমন করিতেছে।

“অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পিতা, মাতা ও এইসকল হিতৈষীদিগের বাক্য শ্রবণ কর। যুদ্ধ ও সন্ধি উভয়ই তোমার আয়ত্ত; যদি তুমি সুহৃদগণের বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে

সেনাগণকে পার্থবাণে নিপীড়িত দেখিয়া তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যদি আমাদিগের এই বাক্য অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে হৃদয়শোষক [মর্ম্মঘাতী] ভীমসেনের মহানাদ ও গাণ্ডীবের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরিশেষে আমাদের বাক্য স্মরণ করিতে হইবে।”

১৩৭তম অধ্যায়
ভীষ্ম দ্রোণাদির উৎসাহ যুক্ত উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্যশ্রবণানন্তর বিমনাঃ, বক্রদৃষ্টি ও অধোবদন হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; কোন কথা কহিলেন না। তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁহাকে দুর্ম্মনায়মান দর্শন করিয়া পরস্পর মুখাবলোকনপূর্ব্বক পুনরায় কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি সেই শুশ্রূষাসম্পন্ন, অনসূয় [অসূয়ারহিত— নির্দোষে দোষাবিষ্কারশূন্য], ব্রহ্মপরায়ণ, সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব, তাহা হইলে তোমার আর দুঃখের বিষয় কি?”

দ্রোণ কহিলেন, “হে রাজন! যদিও আমি অশ্বত্থামার ন্যায় কপিধ্বজ ধনঞ্জয়ের প্রতি সবহুমান প্রীতি করিয়া থাকি, অধিক কি, সে আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর, তথাপি ক্ষত্রধর্ম্মানুরোধে সেই অর্জ্জুনের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব। ক্ষত্রজীবিকায় ধিক। সেই অলৌকিক ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমারই প্রসাদে সকল যোদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, অসরল ও শঠ ব্যক্তি সৎসমাজে সমাগত হইলে যজ্ঞে সমুপস্থিত মুখের ন্যায় পূজনীয় হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তি পাপকর্ম্মে নিয়োজিত হইলেও শুভ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তুমি প্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ; এই দোষেই তোমাকে পরাভূত হইতে হইবে। আমি, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও বাসুদেব, আমরা সকলে তোমার হিতকর কথাই কহিলাম; কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আপনাকে বলবান মনে করিয়া গঙ্গাবেগের ন্যায় গ্রাহ[কুম্ভীর]-নক্র[হাঙ্গর]মেকর সঙ্কুল মহাসাগর সহসা উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিতেছ।

“যেমন লোকে পরের পরিত্যক্ত বস্ত্র ও মাল্য পরিধান করিয়া আপনার বোধ করে, তদ্রূপ তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া লোভাবশতঃ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও সশস্ত্র ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া বনস্থ হইলেও কোন রাজ্যস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে পরাজয় করিবে? সকল রাজা

যুধিষ্ঠির অবিচলিতচিত্তে সেই কুবেরের সহিতও সংগ্রাম করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ কুবেরসদন হইতে রত্ন আহরণ করিয়া এক্ষণে তোমার সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন। আমরা দান করিয়াছি, হোম করিয়াছি, অধ্যয়ন করিয়াছি এবং ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছি; সুতরাং আমরা একপ্রকার কৃতকৃত্য হইয়াছি, আর আমাদের আয়ুও প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; মরিলেও কোন হানি নাই। কিন্তু তুমি যে

রাজ্যসুখ, মিত্র ও ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ব্যসনপ্রাপ্ত হইবে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আর তপস্যা ও ব্রতপরায়ণা সত্যবাদিনী দ্রৌপদী যাঁহার জয় আশঙ্কা করিতেছেন, তুমি সেই পাণ্ডবকে কিপ্রকারে পরাজয় করিবে? জনার্দন যাহার মন্ত্রী ও নিখিল ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয় যাহার ভ্রাতা, তুমি সেই পাণ্ডবকে কিপ্রকারে পরাজয় করিবে? ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যাঁহার সহায় এবং যিনি স্বয়ং উগ্রতপাঃ মহাবীর, তুমি সেই পাণ্ডবকে কিপ্রকারে পরাজয় করিবে? সুহৃদগণ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইবে। হিতৈষী সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা পুনরায় কহিতেছি। হে বীর! যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; কুরুগণের সমুন্নতির নিমিত্ত সন্ধিস্থাপন কর; পুত্র, অমাত্য ও সেনাগণের সহিত পরাভবপ্রাপ্ত হইও না।"

১৩৮তম অধ্যায়
একরথস্থ কৃষ্ণকর্ণ-কথোপকথন প্রকাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়। মহাত্মা বাসুদেব রাজপুত্র ও অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া কর্ণকে আপনার রথে আরোহণ করাইয়া যখন নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অতি গভীরস্বরে কর্ণকে যেসকল মৃদু বা তীক্ষ্ণ সাত্ত্বনাবাক্য কহিয়াছিলেন, তুমি তৎসমুদয় আমাকে বল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে ভারতশ্রেষ্ঠ! মহানুভব মধুসূদন কর্ণকে যেসকল তীক্ষ্ণ, মৃদু, প্রিয়, ধর্ম্মযুক্ত, সত্য, হিতকর ও হৃদয়গ্রাহী বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! বাসুদেব কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাধেয়! তুমি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সেবা এবং নিয়ত অসূয়াশূন্য হইয়া তত্ত্বার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ এবং অতিসূক্ষ্ম ধর্ম্মশাস্ত্রেও তোমার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞেরা কাহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার কানীন [কন্যাকালজাত] ও সহোঢ় [বিবাহের পূর্ব্বে পরজাত] পুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ; তন্নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মতঃ পাণ্ডুর পুত্র; অতএব চল, ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও [ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত না হইলেও] তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।

পাণ্ডবগণ তোমার পিতৃকুলজাত ও বৃষ্ণিগণ তোমার মাতৃকুলজাত; তুমি এই উভয়কুল অবগত হইয়া আজি আমার সহিত আগমন কর; পাণ্ডবগণও তোমাকে কৌন্তেয় ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া পরিজ্ঞাত হউন। তোমার ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদীর পঞ্চকুমার, জয়শীল অভিমন্যু এবং সমাগত রাজা, রাজপুত্র ও অন্ধকবৃষ্ণিগণ তোমার পদ গ্রহণ করিবে। রাজা ও রাজকন্যাগণ হিরন্ময় [সুবর্ণময়], রজতময় ও মৃন্ময় কুম্ভ [মাটীর-কলস], ওষধি, সর্ব্বপ্রকার বীজ, সমুদয় রত্ন ও লতাপ্রভৃতি অভিষেকসামগ্রীসকল আনয়ন করুন। দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠভাগে তোমার সমীপে আগমন করিবেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজোত্তম ধৌম্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও চেদিগণ, বৈদিক কর্ম্মপরায়ণ পুরোহিত ধৌম্য ও আমি—আমরা সকলেই তোমার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হইয়া

শ্বেতব্যজন গ্রহণপূর্ব্বক তোমার অনুপদে [অনুগামী] রথে আরোহণ করুন। তুমি অভিষিক্ত হইলে মহাবল ভীমসেন তোমার মস্তকে বিশাল শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করবেন; ধনঞ্জয় তোমার কিঙ্কিণীশতনিনাদিত [মাল্যাকারে গ্রথিত বহু ক্ষুদ্র ঘণ্টার শব্দে শাব্দিত] ব্যাঘ্রচর্ম্মসংছাদিত [বাঘছালে আচ্ছাদিত] শ্বেতবাহনসংবাহিত [শ্বেত অশ্ব পরিচালিত] রথ সঞ্চালন করিবেন; অভিমন্যু প্রতিনিয়ত তোমার সমীপবর্ত্তী থাকিবেন; নকুলসহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, পাঞ্চালগণ, মহারথ শিখণ্ডী ও আমি-আমরা সকলে তোমার অনুবর্ত্তী হইব এবং দাশার্হ ও দাশার্ণগণ তোমার পরিবার হইবে।

"অতএব, হে মহাবাহো! জপ, হোম ও পৃথক পৃথক মঙ্গলকার্মে ব্যাপৃত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত রাজ্যভোগ কর। দ্রাবিড়, কুন্তল, অন্ধক, তালচর, চুচুপ ও বেণুপগণ তোমার পুরোবতী হউক; বন্দিগণ বিবিধ স্তুতিদ্বারা তোমার স্তব করুক এবং পাণ্ডবগণ তোমার জয় ঘোষণা করুন।

" 'হে বসুসেন! তুমি নক্ষত্রগণপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যশাসন ও কুন্তীর আনন্দবর্দ্ধন কর। আজি মিত্রগণ আনন্দিত, শত্রুগণ ব্যথিত এবং পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সৌভ্রাত্র সমুৎপন্ন হউক।'"

১৩৯তম অধ্যায়
কর্ণের স্বীয় অধিকারত্যাগমাহাত্ম্য

"কর্ণ কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি সৌহৃদ্য, প্রণয়, সখ্য বা তাহা নিশ্চয় অবগত হইলাম এবং আমি যে ধর্ম্মানুসারে রাজা পাণ্ডুর পুত্র, তাহারও সন্দেহ নাই। আমার জননী কন্যাকাবস্থায় দিবাকরের ঔরসে আমাকে গর্ভে ধারণ এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে জাতমাত্র আমাকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমি যখন এইরূপে জন্মলাভ করিয়াছি, তখন ধর্মশাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুই আমার পিতা, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কুন্তী আমাকে আমার অমঙ্গল উদ্দেশেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর সারথি অধিরথ আমাকে দর্শন করিবামাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া সৌহার্দ্যসহকারে রাধার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমার প্রতি স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ রাধার স্তনে ক্ষীরসঞ্চার হইল। তিনি আমার মূত্র ও পুরীষ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। অতএব মাদৃশ ধর্মজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-শ্রবণাপরায়ণ ব্যক্তি কিপ্রকারে তাহার পিণ্ড লোপ করিবে? আর অধিরথও আমাকে পুত্র বলিয়া অবগত আছেন। এবং আমিও সৌহার্দ্যবশতঃ তাহাকেই পিতা বলিয়া জানি। তিনি অপত্যস্নেহানুসারে শাস্ত্রানুগত বিধিদ্বারা আমার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া আমার নাম বসুসেন রাখিয়াছেন। অনন্তর আমি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছি; তাহাদের হইতে আমার পুত্রপৌত্রসকল জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে এবং আমার হৃদয় সেইসকল ভার্য্যাতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে, হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

" 'এইপ্রকারে আমি ধৃতরাষ্ট্রকুলে দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর অকণ্টকে রাজ্যভোগ ও সূতগণের সহিত বারংবার বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সূতজাতির

সহিত আমার বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই উৎসাহসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। দ্বৈরথযুদ্ধে [দুইজন রথীর পরস্পর সম্মুখসমর] আমিই সব্যসাচীর [অর্জ্জুনের] প্রতিযোদ্ধা বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছি। বধ, বন্ধন, ভয় বা লোভাবশতঃ ধীমান দুর্য্যোধনের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারিব না। যদি আমি সব্যসাচীর সহিত দ্বৈরথযুদ্ধ না করি, আমার ও পার্থের অপকীর্ত্তি হইবে। তুমি যে হিতের নিমিত্তই কহিতেছ, তাহাতে কোন সংশয় নাই এবং পাণ্ডবগণ যখন তোমার বশীভূত হইয়া আছে, তখন তাহারা অবশ্যই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে। তুমি যে আমার জন্মবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছ, ইহা আমি হিতকর বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর প্রথমজাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে রাজ্যগ্রহণ করিবেন না। আর আমিই যদি সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যপ্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দুর্য্যোধনকেই প্রদান করিব; অতএব ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকুন। হৃষীকেশ যাহার নেতা এবং ধনঞ্জয়, মহারথ ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদেয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সত্যধর্ম্ম, সৌমকি, চেদিরাজ, চেকিতান, অপরাজিত শিখণ্ডী, ইন্দ্রগোপবর্ণ পঞ্চ কেকয়, ভীমসেনের মাতুল ইন্দ্রায়ুধবর্ণ মহানুভব কুন্তিভোজ, মহারথ শ্যেনজিৎ ও বিরাটপুত্র শঙ্খ যাঁহার যোদ্ধা, তাহারই পৃথিবী ও তাঁহারই রাজ্য। তিনি যখন ভূরি ভূরি ক্ষত্রিয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তখনই তিনি এই সকল রাজসমাজপ্রসিদ্ধ প্রদীপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

'হে বৃষ্ণিনন্দন! দুর্য্যোধনের যে শস্ত্রযজ্ঞ হইবে, তুমি তাহার উপদেষ্ট ও অধ্বর্য্য হইবে; বর্ম্মিত [বর্মদ্বারা আচ্ছাদিত] কলেবর কপিধ্বজ এই যজ্ঞে হোতৃপদ গ্রহণ করিবেন; গাণ্ডব, স্রুক ও পুরুষকার আজ্যস্থানীয় হইবে; সব্যসাচিপ্রযুক্ত ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণ [দৃঢ় এবং স্থূল বাস] প্রভৃতি অস্ত্রসকল যজ্ঞের মন্ত্র হইবে; অর্জ্জুনসদৃশ বা অর্জ্জুন অপেক্ষাও অধিকতর পরাক্রান্ত অভিমন্যু গীত ও স্তোত্র পাঠ করিবেন; শব্দায়মান ভীমসেন উদগাতা [প্রথম বেদ-গায়ক] ও স্তোতা [স্তবকারী] হইবেন; জপহোমপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ব্রহ্মা হইবেন; শঙ্খশব্দ, মুরজশব্দ, ভেরীশব্দ ও সিংহনাদ উৎকৃষ্ট মঙ্গলধ্বনি হইবে, যশস্বী নকুল ও সহদেব পশুবন্ধন করিবেন; ধ্বজদণ্ড ও রথশ্রেণী যূপস্থানীয় হইবে; কর্ণী [কোরাণীর মত কুটিলমুখ শর], নালীক [শল্যাস্ত্র এবং বাণ], নারাচ [শর] ও বৎসদন্ত[গোবৎসের দাঁতের মত ফলকযুক্ত]সকল চমসাধ্বর্য্য[সোমরসাহুতি নিক্ষেপকালের সহকারী], তোমরসমূহ সোমরসের কলস, শরাসনসকল পবিত্র [দুইটি কুশাগ্রদ্বারা নির্মিত যজ্ঞ-তৃণ], অসিসকল কপাল ও মস্তকসকল পুরোডাশের [যজ্ঞীয় পিষ্টকের] পাকপাত্র এবং রুধির হবিঃস্থানীয় হইবে; নির্ম্মল গদাসকল পরিধি [যে জ্বলন্ত কষ্ঠের উপর আহুতি প্রদত্ত হয়], ও শক্তিসকল এই যজ্ঞের সমিধ হইবে; দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্যগণ সদস্য হইবেন; অর্জ্জুন, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাপ্রভৃতি মহারথগণের হস্তবিনির্মুক্ত শরনিকর পরিস্তোম[সোম নিক্ষেপের পাত্র] হইবে; সত্যকি প্রাপ্তিপ্রস্থানিক [দ্বিতীয় বেদগায়ীর গোয় বেদগীত] কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন; দুর্য্যোধন এই যজ্ঞে দীক্ষিত [*যজ্ঞে সপত্নীক হইয়া দীক্ষিত হইতে হয়] হইবেন; এই মহতী সেনা তাঁহার পত্নী [*] হইবে; মহাবল ঘটোৎকচ এই বিস্তৃত অতিরাত্র [দীর্ঘরাত্রেও যুদ্ধ হইবে, যুদ্ধকে যজ্ঞরূপক করা হইয়াছে। ঘটোৎকচ নিশাচর, নিশীথ রাত্রে

শত্রু বন্দী করা ঘটোৎকচের সুখসাধ্য] যজ্ঞকর্ম্মে পশুবন্ধন করিবে এবং যিনি শৌত [বেদবিহিত] যজ্ঞে হুতাশন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই প্রতাপবান ধৃষ্টদ্যুম্ন এই যজ্ঞের দক্ষিণা হইবেন।

" 'হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অনেক কটুবাক্য কহিয়াছি; এক্ষণে সেই অপকর্ম্মনিবন্ধন অনুতাপ হইতেছে। যখন তুমি আমাকে ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইতে দেখিবে, তখন পুনরায় এই যজ্ঞের অগ্নিচয়ন [অগ্নির উদ্দীপনা] হইবে। যখন ভীমসেন সিংহনাদসহকারে দুঃশাসনের রুধির পান করিবেন, তখন সোমরসপ্যানসমাপন হইবে। যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণ এবং ভীষ্মকে নিপাতিত করিবেন, সেই সেই সময়ে এই যজ্ঞের বিশ্রাম হইবে। যখন মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে সংহার করিবেন, তখন তাঁহার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবে। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ ও পৌত্রপত্নীসকল একত্র মিলিত এবং স্বামীহীন, পুত্রবিহীন ও নাথাবিহীন হইয়া গান্ধারাসমভিব্যাহারে কুক্কুর, গৃধ্র ও কুকুর [উৎক্রোশপক্ষী-কুড়ল যা ঈগলপাখী] সঙ্কুল রণক্ষেত্রে রোদন করিবেন, তখন এই যজ্ঞের অবভৃথস্নান [যজ্ঞান্ত স্নান— যজ্ঞসমাপ্তির পর মন্ত্রপুত জলে অভিষেক—বর্ত্তমান কালে যজ্ঞান্ত শান্তি] সমাধান হইবে। হে কেশব! বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যেন তোমার নিমিত্ত বৃথা প্রাণত্যাগ না করেন। ত্রৈলোক্যের মধ্যে এই কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যতম স্থান; যাহাতে ক্ষত্রিয়গণ এই ক্ষেত্রে শস্ত্রদ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলে পর্ব্বত ও নদীসকল যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ তোমার কীর্ত্তি অবিনশ্বর [অক্ষয়] হইয়া রহিবে। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণসমাজে এই যশস্কর মহাভারতযুদ্ধ কীর্ত্তন করিবেন। অতএব মন্ত্রণা সংবরণ [গোপন] পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত আমার নিকট কৌন্তেয়কে আনয়ন কর।' "

১৪০তম অধ্যায়

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের সময়নিরূপণ

সঞ্জয় কহিলেন, "শত্রুনাশন কেশব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন, "হে কর্ণ। আমি তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিলাম; কিন্তু তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া শাসন করিতে অনিচ্ছুক হইলে; অতএব তুমি রাজ্যলাভের উপায়প্রাপ্ত হইবে না। পাণ্ডবেরাই যে জয়লাভ করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বিশ্বকর্ম্ম ইন্দ্রকেতুসদৃশ [ইন্দ্রধ্বজতুল্য] যে মায়াময় ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে ধ্বজে জয়াবহ ও ভয়াবহ ভূতগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, যে ধ্বজ চতুর্দ্দিকে যোজনপরিমিত হইয়াও পর্ব্বত বা ধনস্পতিতে সংলগ্ন হয় না, সেই হুতাশনসদৃশ বানরকেতুনামে ধনঞ্জয়ের অত্যুগ্র জয়ধ্বজ সমুত্থিত হইয়াছে। যখন দেখিবে, ধনঞ্জয় কৃষ্ণ-সারথিসমভিব্যাহারে সংগ্রামে আগমনপূর্ব্বক আগ্নেয়, বায়ব্য ও ঐন্দ্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন এবং বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে, তখন কি সত্য [*সত্যকালে সকলেই কৃতকৃত্য, ধর্ম্ম, অর্থ ও কর্মের কোন অপেক্ষা কাহারও থাকে না; সেকালের লোক ঐ ত্রিবর্গে স্বভাবতঃ পূর্ণ। ত্রেতায় ধর্মে সকলেই পূর্ণ, অর্থকামে কিঞ্চিৎ অপূর্ণ সুতরাং ধর্মের পূর্ণরূপেই অপেক্ষা থাকে। দ্বাপরে

অর্থকাম হয় প্রধান। কিন্তু ধর্ম্ম অপূর্ণ; সুতরাং ধর্মের পূর্ণরূপেই অপেক্ষা থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম কৃত না হওয়ায় হয় ধ্বংস। দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধকালে এই অবস্থা হইবে; সুতরাং ধর্মধ্বংসে তাহার অবশ্য বিনাশ।], কি ত্রেতা [*], কি দ্বাপর [*] কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, আদিত্যসদৃশ দুদ্ধর্ষ জপহোমপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সেনাগণকে রক্ষিত ও পরকীয় সেনাগণকে সন্তাপিত করিতেছেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, মহাবল ভীমসেন প্রতিমাতঙ্গাঘাতী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় [মত্তমাতঙ্গ যেমন একটি করিয়া প্রতিপক্ষ মত্ত হাতীকে নিহত করে, তদ্রূপ] দুঃশাসনের রুধির পান করিয়া রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ যুদ্ধার্থ আগমন করিবামাত্র সব্যসাচী[অর্জ্জুন-দক্ষিণ করে ও বাম করে তুল্যরূপে বাণনিক্ষেপে নিপুণ]কর্ত্তৃক প্রতিহত হইবেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোনযুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, মাতঙ্গসদৃশ মহাবলশালী মাদ্রীপুত্রেরা নিবিড় শরসম্পাতে আরাতিগণের সেনা, রথ ও বীরনিবাহকে নিপীড়িত করিতেছেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না।

"হে কর্ণ। এ স্থান হইতে গমন করিয়া দ্রোণ, ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে যে, হে বীরগণ! এই মাস অতি মনোহর; এক্ষণে তৃণ ও ইন্ধন অতি সুলভ; ওষধি ও বনসকল সতেজ, বৃক্ষসমুদয় ফলবান, মক্ষিকসকল বিনষ্ট এবং সলিলসকল বিনির্ম্মল ও সুস্বাদু হইয়াছে; এই মাস অতিমাত্র উষ্ণ বা অত্যন্ত শীতল নয়, ইহা কেবল সুখময়। আজি হইতে সপ্তদিবসের পর অমাবস্যা হইবে, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, পুরন্দর এই তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অতএব আপনারা সেইদিনে সংগ্রামসাধন সামগ্রীকলাপ [সমরোপকরণসমূহ] সংগ্রহ করুন। আর যেসকল রাজা যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছেন, তাহাদিগকেও কহিবে, হে রাজগণ! কেশব তোমাদিগের সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন; তোমরা যেসকল রাজা ও রাজপুত্র দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়াছ, সকলেই শস্ত্রদ্বারা নিহত পরমগতি লাভ করিবে।' "

১৪১তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনপক্ষের দুর্নিমিত্ত সূচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাবীর কর্ণ কেশবের হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মধুসূদন! তুমি আমাকে অবগত হইয়াও কি মুগ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ? এই যে পৃথিবীর প্রলয়াদশা [নাশের অবস্থা] সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি, শকুনি, দুঃশাসন ও রাজা দুর্য্যোধন, এই চারিজন ইহার কারণ, পাণ্ডব ও কৌরবগণের এই ঘোরতর সংগ্রামে পৃথিবী রুধিরদ্বারা কর্দমিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনের বশীভূত রাজা ও রাজপুত্রগণ এই সমরে শস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া শমনসদনে গমন করিবেন। ভুরি ভুরি দুঃস্বপ্ন, ঘোরতর দুর্নিমিত্ত ও নিদারুণ লোমহর্ষণ উৎপাতসকল যুধিষ্ঠিরের জয় ও দুর্য্যোধনের পরাজয় সূচনা করিতেছে। অতি তীক্ষ্ণ মহাদ্যুতি শনি[*প্রজাপতিদৈবত রোহিণীনক্ষত্র শনিদ্বারা বিদ্ধ হওয়ায় প্রজাপতি (প্রজাধিপতি রাজা) দুর্য্যোধনের বিধাশঙ্কা। মঙ্গলবিদ্ধ জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে জ্যেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধনের নাশশঙ্কা। মৈত্রদৈবত অনুরাধাবেধে রাজার মিত্রসমূদয়ের মৃত্যুসূচনা। রাকারাদি মহাগ্রহ রাহুবিদ্ধ চিত্রনক্ষত্রে রাজজাতির জীবনাশঙ্কা।] গ্রহ প্রাণীগণকে অধিকতর পীড়া প্রদান করিবার নিমিত্ত রোহিণীনক্ষত্র[*]কে নিপীড়িত করিতেছে, মঙ্গল[*]গ্রহ জ্যেষ্ঠা[*]নক্ষত্রের নিকট বক্র হইয়া মিত্রগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনুরাধাকে [*] প্রার্থনা করিতেছে, বিশেষতঃ, যখন মহাপাতনামে গ্রহ চিত্রা[*]নক্ষত্রকে পীড়া প্রদান করিতেছে, তখন কুরুগণের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্রমার কলঙ্ক ক্ষীণ হইয়াছে, রাহু সূর্য্যকে গ্রহণ করিতেছে, এই উল্কাসকল কম্পান্বিত হইয়া আকাশ হইতে নির্ঘাত[বজ্রতুল্য শব্দে]সহকারে নিপতিত হইতেছে, মাতঙ্গগণ ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে এবং অশ্বগণ পানীয় ও তৃণে অনাদর করিয়া অশ্রুমোচন করিতেছে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, এই সকল দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলে প্রাণীবিনাশকর মহাভয় উপস্থিত হয়। অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণ অত্যল্প আহার করিয়া প্রচুর পুরীষ [বিষ্ঠা—মল] পরিত্যাগ করিতেছে, পণ্ডিতগণ ইহাকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ও সৈন্যগণের পরাভবচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সমরসূচনায় অনিষ্টদর্শন

" 'পাণ্ডবগণের বাহনসকল হৃষ্ট ও মৃগগণ তাঁহাদিগের দক্ষিণদিকস্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিজয়লক্ষণ সূচিত করিতেছে, আর দুর্য্যোধনের বামদিকস্থ মৃগগণ ও দৈববাণী ইহার পরাভবলক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। পবিত্র পক্ষী ময়ুর, হংস, সারস, চাতক ও চকোরগণ পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে, আর গৃধ্র [শকুনি], কঙ্ক [হাড়গিলা], বক, শ্যেন [বাজ], রাক্ষস, বৃক [নেকড়েবাঘ] ও মক্ষিকাগণ কৌরবগণের অনুগামী হইতেছে। দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে ভেরীর শব্দ নাই; পাণ্ডবগণের পটহ [ঢাক] সকল আহত না হইয়াও শব্দ করিতেছে। কুরুসৈন্যমধ্যে কৃপপ্রভৃতি জলাশয়সকল বৃষভগণের ন্যায় শব্দ করিতেছে, দেবতা মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতেছেন। প্রাকার [প্রাচীর], পরিখা [গড়খাই], ব্যপ্র [মুক্তিকাস্তুপ-মাটির ঢিপি] ও চারু তোরণে সুশোভিত গন্ধর্ব্বনগর [আকাশে উদীয়মান

কল্পিত নগর] সূর্য্যসংযুক্ত হইয়া উদিত হইতেছে, তথায় কৃষ্ণবর্ণ পরিবেশ [সূর্য্যমণ্ডল] দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে; পূর্ব্ব [প্রাতঃ] ও পশ্চিম [সায়ং] উভয় সন্ধ্যাই কৌরবগণের বিপত্তি সূচনা করিতেছে। একপক্ষ, একনায়ন, একচরণ, ঘোরদর্শন পক্ষিগণ ও শিবা [শৃগাল] সকল ঘোর রব করিতেছে; কৃষ্ণগ্রীব, রক্তপদ ভয়ানক শকুনিগণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। পূর্ব্বদিক লোহিতবর্ণ, দক্ষিণদিক শস্ত্রবর্ণ ও পশ্চিমদিক। কাঁচামাটীর পাত্রের ন্যায় হইয়াছে। এই সকল কৌরবগণের পরাভাবের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। কৌরবগণ যে গুরু, ব্রাহ্মণ ও ভক্তিমান ভৃত্যগণকে দ্বেষ করিতেছে, ইহাও তাহাদের পরাভবলক্ষণ। এইরূপ উৎপাত দর্শন ও দিকসকল প্রদীপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনের মহাদাভয় উদ্ভাবন করিতেছে।

" 'আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সহস্রস্তম্ভোপরি সন্নিবেশিত প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন, তৎকালে তোমাদের সকলেরই শ্বেত উষ্ণীষ [পাগড়ী], শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত আসন লক্ষিত হইতেছে। পৃথিবী রুধিরে আবিল [কর্দমাক্ত] ও অন্ত্রে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির অস্থিরাশির উপরিভাগে আরোহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সুবর্ণপাত্রে ঘৃতপয়স ভোজন ও মেদিনীমণ্ডল গ্রাস করিতেছেন। অতএব যুধিষ্ঠিরই তোমার প্রদত্ত এই বসুন্ধরা ভোগ করিবেন।

" 'পুনরায় স্বপ্নে দেখিলাম যে, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর গদাহস্তে উচ্চপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যেন এই পৃথিবী গ্রাস করিতেছেন। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনিই মহারণে সমুদয়কে নিঃশেষিত করিবেন। হে হৃষীকেশ! আমি জানি, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। পুনরায় দেখিলাম, গাণ্ডীবী [গাণ্ডীবাবধনুর্দ্ধারী] ধনঞ্জয় তোমার সহিত পাণ্ডুবর্ণ গজে আরোহণ করিয়া যারপরনাই শোভা ধারণ করিয়াছেন। নকুল, সহদেব ও সাত্যকি—এই তিন মহারথ শুভ্র কেয়ুর, শুভ্র কণ্ঠত্রাণ [গলবন্ধ], শুভ্র মাল্য, শুভ্র অম্বর [বস্ত্র], শুভ্র ছত্র ও শুভ্র উষ্ণীষ। ধারণ করিয়া নরবাহনে আরোহণ করিয়া আছেন। অতএব তোমরাই দুর্য্যোধনপ্রভৃতি পার্থিবগণকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুনরায় দেখিলাম, ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্যগণমধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত ও অন্যান্য পার্থিবগণ রক্তবর্ণ উষ্ণীষ। ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; আমি, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য—আমরা সকলেই উষ্ট্রযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতেছি, অতএব আমি, অন্যান্য রাজমণ্ডল ও সমুদয় ক্ষত্রিয়, আমরা সকলেই গাণ্ডীবাগ্নিতে প্রবেশ ও যমসদনে গমন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"কৃষ্ণ কহিলেন, "হে কর্ণ! যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারাদশা সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রাণীগণের বিনাশকাল নিকটবতী হইলে ন্যায়বৎ [ন্যায্যের মত] প্রতীয়মান অন্যায়সকল তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না।"

"কর্ণ কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! হয় আমরা এই ক্ষত্রান্তকারী [ক্ষত্রিয়গণের নিঃশেষে নাশকারী] মহারণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, না হয় স্বর্গে গমন করিয়া তোমার সহিত সম্মিলিত হইব। সম্প্রতি আমরা সমরক্ষেত্রে পুনরায় তোমার সহিত মিলিত হইব।"

“হে মহারাজ! কর্ণ এই কথা কহিয়া কেশবকে গাঢ় আলিঙ্গন ও তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে বিষণ্নচিত্তে সুবর্ণবিভূষিত স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত আগমন করিলেন। বাসুদেবও সারথিকে ‘রথ চালাও, রথ চালাও’ বলিয়া সাত্যকিসমভিব্যাহারে অতি শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

১৪২তম অধ্যায়

বিদুরকর্ত্তৃক কুন্তীকে সন্ধিভঙ্গ-সংবাদদান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুবংশাবতংস মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া কুরুকুল হইতে পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিলে পর, মহামতি বিদুর কুন্তীর নিকট আগমনপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে [শোকে ব্যাকুলিতচিত্তে] শনৈঃ শনৈঃ কহিতে লাগিলেন, “হে কুন্তি! বিগ্রহ [যুদ্ধ] বিষয়ে আমার বিলক্ষণ অসম্মতি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি অনুক্ষণ দুর্য্যোধনকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি, তথাপি ঐ দুরাত্মা কোনমতেই আমার বাক্যে কর্ণপাত করে না। মহারাজ যুধিষ্ঠির উপপ্লব্যানগরে বাস করিতেছেন; চেদি, পাঞ্চাল ও কৈকেয়বংশীয়গণ এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপ্রভাব বীরগণ তাঁহার সহায়; তথাপি তিনি জ্ঞাতি, সৌহার্দ্য ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত বলবান হইয়াও দুর্ব্বলের ন্যায় সন্ধিসংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন। বয়োবৃদ্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শান্তিপথাবলম্বনে কিছুমাত্র বাসনা নাই, তিনি পুত্রমদে মত্ত হইয়া অধর্ম-পথের পথিক হইয়াছেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুবুদ্ধিপ্রভাবে অচিরাৎ পরস্পর ভেদ সমুপস্থিত হইবে। যাহারা ধার্মিকের প্রতি এইরূপ অধর্মব্যবহার করিয়া বৈরানিল প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, তাহারা অবশ্যই অচিরাৎ কর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হয়। কৌরবগণ বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম বিনষ্ট করিলে কাহার মন বিক্ষোভিত না হইবে? দেখুন, কেশব যখন সন্ধিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, তখন পাণ্ডবগণ অবশ্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা হইলেই কৌরবগণের অনয়নিবন্ধন [অন্যায়ের জন্য] অসংখ্য বীরপুরুষ অকালে কালকবলে [মৃত্যুমুখে] প্রবেশ করিবে। হে ভদ্রে! আমি এই চিন্তায় আকুল হইয়া দিবারাত্র নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছি।”

ভাবী জ্ঞাতি-বধে কুন্তীর চিন্তা

মনস্বিনী কুন্তী বিদুরের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অর্থে ধিক! ঐ অর্থের নিমিত্ত এই যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ ও সুহৃদ্বর্গের পরাভব হইবে। পাণ্ডব, চেদিবংশীয় ও যাদবগণ একত্র হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিবে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ধনহীনের সংগ্রাম দোষাবহ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, আর যুদ্ধ না করিলে পরাভব হইয়া থাকে; অতএব ধনহীনের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; জ্ঞাতিক্ষয় করিয়া জয়লাভ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। হায়! এই সমুদয় চিন্তায় আমার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, যোধাগ্রগণ্য [যোদ্ধশ্রেষ্ঠ] দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া আমার ভয়াবর্দ্ধন করিতেছেন। অথবা

আচার্য্য দ্রোণ স্বেচ্ছাক্রমে কখনই শিষ্যগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন না, ভীষ্মই বা কি বলিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি চিরপোষিত সুহৃদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন? কেবল বৃথাদৃষ্টি [মিথ্যাদর্শী] মোহানুবর্ত্তী অনর্থনরত বলবান দুরাত্মা কর্ণ পাপমতি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে বলিয়া আমার মন সতত দগ্ধ হইতেছে।

কুন্তীর কর্ণসন্নিধানে গমন

"অতএব আজি কর্ণের নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। আমি বাল্যকালে বিশ্বস্ত সখীগণে পরিবৃত হইয়া পিতা কুন্তীভোজের অন্তঃপুরে বাস করিতাম। ঐ সময় ভগবান দুর্ব্বাসা আমার ভক্তিভাবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে দেবাহানমন্ত্র প্রদান করেন। আমি ব্যাকুলচিত্তে স্ত্রীভাব ও বালস্বভাবপ্রযুক্ত বারংবার মন্ত্রের বলাবল ও ব্রাহ্মণের বাক্যবল চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং কিরূপে পিতার চরিত্রে দোষস্পর্শ না হয়, আর কিরূপেই বা আমি আপনি সুকৃতিশালিনী ও অনপরাধিনী হইব, এই বিবেচনা করিয়া নিতান্ত কৌতুহল ও অজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া সেই মন্ত্রপাঠ্যপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলাম। সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে আমার নিকট আগমন করিয়া কন্যাবস্থাতেই আমার গর্ভে কর্ণকে উৎপাদন করিলেন। কর্ণ আমার কানীনপুত্র, কি নিমিত্ত আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ না করিবো?"

মহানুভবা কুন্তী এইরূপে কার্য্য বিনিশ্চয় [কর্ত্তব্যনির্ণয়] করিয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বীয় আত্মজ সত্যপরায়ণ মহাতেজাঃ কর্ণ পূর্ব্বমুখে উর্দ্ধবাহু হইয়া বেদপাঠ করিতেছেন। পাণ্ডুপত্নী পৃথা আতপতাপে [রৌদ্রকিরণে] নিতান্ত তাপিত হইয়াছিলেন, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরীয়চ্ছায়ায় [উত্তরীয় বস্ত্রের ছায়ায়] দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জপাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহানুভব কর্ণ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে জপ করিয়া পরিশেষে পশ্চিমাভিমুখ হইবামাত্র কুন্তীকে অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

১৪৩তম অধ্যায়

কুন্তীর কর্ণকে স্বপক্ষে আনয়নচেষ্টা

কর্ণ কহিলেন, "ভদ্রে। রাধাগর্ভসম্ভূত অধিরথের ঔরসজাত কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে, আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন, রাধাগর্ভসম্ভূত নও, অধিরথও তোমার পিতা নহেন, সূতকূলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার কানীনপুত্র; আমি কন্যাবস্থায় সর্ব্বাগ্রে কুন্তীরাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি। ভুবনপ্রকাশক ভগবান দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। তুমি সহজাতকবচকুণ্ডলধারী দেবপুত্রসদৃশ ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া

জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বৎস! তুমি আমার গৃহে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ না করিয়া এক্ষণে যে দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য্য? মহাত্মাগণ ধর্ম্মবিনিশ্চয়বিষয়ে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; মহাবীর ধনঞ্জয় পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যে সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনপ্রভৃতি দুরাত্মাগণ ছলপূর্ব্বক তাহা অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট হইতে উহা গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আজি কৌরবসকল কর্ণার্জ্জুনসমাগম অবলোকন করুন ও দুরাত্মাগণ তোমাদের সৌভ্রাত্র সন্দর্শন করিয়া অবনত হউক। অর্জ্জুন ও তুমি তোমরা দুইজন বলদেব ও কৃষ্ণের সদৃশ, তোমরা একত্র হইলে কোন কার্য্য সম্পাদন না। করিতে পার? হে কর্ণ! তুমি স্বীয় পঞ্চভ্রাতার সহিত মিলিত হইলে মহাযজ্ঞে বেদীর উপরিস্থ দেবগণপরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইবে। তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অগ্রজ ও পৃথ্যসূত; অতএব তোমার সূতপুত্রসংজ্ঞা তিরোহিত হওয়াই উচিত।”

১৪৪তম অধ্যায়
সূর্য্যানুরোধ সত্ত্বেও কর্ণের কুন্তীবাক্যে উপেক্ষা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! কুন্তীর বাক্য অবসান হইলে ভগবান ভাস্কর গগন হইতে কর্ণকে কহিলেন, “বৎস কর্ণ! কুন্তী সত্য কহিয়াছেন, তুমি স্বীয় মাতার বচনানুরূপ সমুদয় কার্য্য কর, তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।”

সত্যপরায়ণ কর্ণ মাতা কুন্তী ও পিতা দিবাকরের বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি তখন কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্মহানি হইবে। দেখুন, আপনা হইতেই আমার জাতিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি তৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অযশস্য ও কীর্ত্তিলোপকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সৎকারপ্রাপ্ত হই নাই, অতএব আর কোন শত্রু আপনা অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিবে? আপনি ক্ষত্রসংস্কারপ্রাপ্তকালে আমার প্রতি তাদৃশ নির্দয় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে আমাকে আপনার কার্য্যসাধনে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। দেখুন, কৃষ্ণসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ভীত ও ব্যথিত না হয়? অতএব আজি যদি আমি পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিয়া তাহাদের পক্ষ হই, তাহা হইলে সকলেই আমাকে ভীত জ্ঞান করিবে। অদ্যাপি কেহই আমাকে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা বলিয়া জানে না; অতএব যদি আমি এই যুদ্ধকালে তাঁহাদের সমীপে গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন?

“হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ আমাকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য প্রদান ও সুখোচিত সৎকার করিয়া আসিতেছেন, আজি আমি কিরূপে উহা বিফল করিব? যাহারা শত্রুদিগের

সহিত বৈরভাব অবলম্বন করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা ও আমাকে নমস্কার করে, যাহারা আমার বাহুবলে নির্ভর করিয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিবার প্রত্যাশা করে, আমি কিরূপে তাহাদিগের আশালতা ছেদন করিব? যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া অপার সমরসাগরে পরপারপ্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? যাহারা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, এই সময় আমিও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিব। যাহারা স্বামীর নিকট কৃতকার্য্য হইয়া তাহার কার্য্যকলাপ উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে, সেইসকল ভর্ত্তৃপিণ্ডাপহারী [প্রভুর অন্নভোজী অথচ অকৃতজ্ঞ] পাতকিগণের ইহলোক বা পরলোকে সম্পত্তিলাভ হয় না।

"অতএব হে আর্য্যে! আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হিতার্থ স্বীয় সাধ্যানুসারে আপনার পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া সৎপুরুষোচিত অনৃশংস [অনির্দয়] কার্য্যানুষ্ঠান করিব, আপনার বচনানুরূপ কার্য্য অর্থকরা হইলেও তদনুষ্ঠানে কদাপি সম্মত হইব না। পাণ্ডবগণের উপর আমার যে ক্রোধ আছে, তাহা কদাপি বিফল হইবে না। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব-আপনার এই চারিপুত্রকে সংগ্রামে সংহার করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে। অতএব হয় অর্জ্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া স্বামীর উপকার করিব, না হয় তাহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যশোভাজন [কীর্ত্তিমান] হইব। হে পুত্রবৎসলে! আপনার পঞ্চপুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না; কারণ, অর্জ্জুন আমার হস্তে নিহত হইলে আমি জীবিত থাকিব, অথবা আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইলে অর্জ্জুন জীবিত থাকিবে; এইরূপে আপনি চিরকাল পঞ্চপুত্রের মাতা হইয়া স্বচ্ছন্দে কালব্যাপন করিবেন।"

যশস্বিনী কুন্তী অতি ধীর মহাবীর কর্ণের বাক্যশ্রবণে দুঃখে কম্পিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি যেরূপ কহিলে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৌরবগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে; কি করি, দৈবই বলবান। কিন্তু তুমি যে অর্জ্জুন ভিন্ন যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে অভয় প্রদান করিলে, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।" কুন্তী ও কর্ণ এইরূপে কথোপকথন সমাপন করিয়া পরস্পর অনাময় [কুশলবাক্য] ও স্বস্তিবাক্য [আশীর্ব্বাদবাক্য] প্রয়োগপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

১৪৫তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠির সমীপে কৃষ্ণের কৌরবাভিপ্রায় প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এ দিকে অরতিনিসূদন মধুসূদন হস্তিনা হইতে উপপ্লব্যনগরে আগমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন এবং তাঁহাদিগকে বারবার সম্ভাষণ ও তাঁহাদের সহিত বহুক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্রামার্থ স্বীয় আবাসভবনে গমন করিলেন। ভগবান প্রখরদীধিতি [উগ্রকিরণ-সূর্য্য] অস্তাচলে গমন করিলে পাণ্ডবগণ বিরাটপ্রভৃতি নৃপতিগণকে বিদায় করিয়া সায়ংকালীন সন্ধ্যাকৃত্য সমাধান করিলেন; কিন্তু তাবৎকাল তাঁহারা কেবল কৃষ্ণগতমানস [কৃষ্ণসমর্পিত চিত্ত] হইয়া তাঁহারই চিন্তা

করিতেছিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আবাসভবন হইতে আনয়ন করিয়া পুনরায় মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন "হে পুণ্ডরীকক্ষ! তুমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে কি কহিয়াছিলে, তাহা বল।"

কৃষ্ণ কহিলেন, 'ধর্মরাজ! আমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে যথার্থ হিতবাক্য কহিলাম; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহা গ্রহণ করিল না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে হৃষীকেশ! দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বিপথগামী দেখিয়া কুরুকুলবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা গান্ধারী ও আমাদের বিরহে নিতান্ত সন্তপ্ত খুল্লতাত বিদুর এবং তত্রস্থ অন্যান্য সভ্যগণ সেই দুরাত্মাকে কি কহিলেন, তৎসমুদয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। তুমি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ভূপতিগণ—তোমরা আমার নিমিত্ত কুরুসভায় যেসমুদয় বাক্য কহিয়াছিলে, তাহা সেই কামলোভাভিভূত [বিষয়বাসনায় লোভামোহিত] প্রজ্ঞাভিমানী [নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া দম্ভকারী] দুরাত্মা দুর্য্যোধনের হৃদয়মন্দিরে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের গতি, নাথ ও গুরু; অতএব যাহাতে আমরা কালকবলে [মৃত্যুমুখে] নিপতিত না হই, এক্ষণে এমন উপায় স্থির কর।"

পাণ্ডবসম্বন্ধে ভীষ্মের আশয়প্রকাশ

তখন বাসুদেব কহিলেন, "হে রাজন! ভীষ্মপ্রমুখ মহাত্মাগণ কুরুসভামধ্যে দুর্য্যোধনকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য কিরলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি কুলের হিতার্থ তোমাকে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তৎসাধনে যত্নবান হও। আমার পিতা শান্তনু লোকমধ্যে অতি বিশ্রুত ছিলেন; আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলাম। একদা তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতগণ কাহেন, এক পুত্র পুত্রমধ্যে পরিগণিত নহে; অতএব কিরূপে আমার অন্য পুত্র সমুৎপন্ন হইবে, কিরূপে কুলরক্ষা হইবে ও কিরূপেই বা যশ বিস্তীর্ণ হইবে? আমি পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কালীকে [সত্যবতীকে] আনয়নপূর্ব্বক তাহার সহিত পিতার বিবাহ দিলাম। "পিতা [*পিতার আদেশ পালন ও বংশের রক্ষার জন্য।] ও কুলের [*] নিমিত্ত [*] স্বয়ং রাজা হইব না, ঊর্দ্ধরেতা [শুক্রাধারণকারী] হইব' বলিয়া দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে অদ্যাপি কার্য্য করিলাম। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে অদ্যাপি কার্য্য করিতেছি। ইহা তোমার অবিদিত নাই। কিয়দ্দিন পরে কালীর গর্ভে আমার পিতার ঔরসে কুরুকুলতিলক মহাবাহু আমার কনীয়ান [কনিষ্ঠ] ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হইল। পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে আমি বিচিত্রবীর্য্যকে আমার প্রাপ্য রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহার অধীন হইয়া কালব্যাপন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দিনানন্তর আমি বহুসংখ্যক ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের নিমিত্ত কাশীরাজের কন্যাদিগকে আনয়ন করিলাম; উহা তোমার অবিদিত নাই। পরে পরশুরামের সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ [দুইজনের পরস্পর সম্মুখ সমর] সমুপস্থিত হইলে

নগরবাসিগণ পরশুরামের ভয়ে বিচিত্রবীর্য্যকে বিপ্রবাসিত [গুপ্তভাবে স্থানান্তরিত] করেন। ঐ সময়ে বিচিত্রবীর্য্য একান্ত বনিতাসক্ত হইয়া যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়।

" 'এইরূপে রাজ্য অরাজক হওয়াতে সুররাজ শতক্রতু [ইন্দ্র] বারিবর্ষণে বিরত হইলেন। প্রজাগণ ক্ষুধা ও ভয়ে পীড়িত হইয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে মহাত্মন! সমুদয় প্রজা ক্ষীণ [ক্ষয়প্রাপ্ত] হইয়াছে, অতএব আপনি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত রাজা হইয়া ঈতি [অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শস্যনাশক পঙ্গপালনামক পতঙ্গ ও ইন্দুরের আধিক্য, জননাশক পক্ষীর প্রাদুর্ভাব এবং পররাষ্ট্রকর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্রের আক্রমণ—এই ছয়টি ইতি ভাব] নিবারণ করুন। হে বীর! প্রজাগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; তাহারাও নিদারুণ ব্যাধিনিবহে [বিবিধ ব্যাধিতে] একাত্ত নিপীড়িত হইতেছে; আপনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আমাদের মনোব্যথা দূর করুন ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন। আপনি বর্ত্তমান থাকিতে এই রাজ্য যেন বিনষ্ট না হয়।"

" 'হে দুর্য্যোধন! প্রজাগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণেও আমার মন ক্ষুভিত হইল না; আমি সদাচার স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞারক্ষাতেই দৃঢ় হইয়া রহিলাম; তখন সমুদয় পৌরবর্গ, মাতা কালী এবং ভৃত্য, পুরোহিত ও বহুশ্রুত [শাস্ত্রজ্ঞ] ব্রাহ্মণগণ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া আমাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, "ভদ্র! তুমি আমাদের হিতার্থে রাজা হও, নচেৎ মহারাজ প্রতীপকর্ত্তৃক রক্ষিত রাজ্য তোমার সময়ে বিনষ্ট হইবে।"

" তখন আমি নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলাম, "আমি পিতার গৌরবরক্ষা ও কুলরক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং ঊর্দ্ধারেতা হইব, রাজা হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অতএব আমাকে রাজ্যগ্রহণে অনুরোধ করিবেন না।" পরে কৃতাঞ্জলিপুটে মাতাকে বারংবার কহিলাম, "জননি! কৌরববংশে শান্তনুর ঔরসে সমুৎপন্ন ব্যক্তির প্রতিজ্ঞ কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ, আপনার এই দাস আপনার নিমিত্তই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।"

" 'হে দুর্য্যোধন! আমি এইরূপে মাতাকে মন্ত্রণাপূর্ব্বক জনগণকে অনুনয় করিয়া মাতার সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক ভ্রাতৃজায়া[ভ্রাতৃপত্নী]দিগের গর্ব্ভে পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসকে আহ্বান করিয়া প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া তিনপুত্র উৎপাদন করিলেন, উঁহার মধ্যে তোমার পিতা জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন নাই, মহাত্মা লোকবিশ্রুত পাণ্ডু রাজা হয়েন। এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত; অতএব তুমি কলহ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর। আমি জীবিত থাকিতে রাজ্যশাসনে কাহার অধিকার আছে? হে বৎস! আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিও না; আমি তোমাদের শান্তি অভিলাষেই কহিতেছি; তোমাকে ও তাঁহাদিগকে অবিশেষে [তুল্যরূপে] স্নেহ করিয়া থাকি। আমি যাহা কহিলাম, এ বিষয়ে তোমার পিতা ও মাতার বিলক্ষণ মত আছে। হে বৎস! বৃদ্ধবাক্য গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য; অতএব তুমিও আশঙ্কিতচিত্তে আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর, আত্মা ও সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট করিও না।' "

১৪৬তম অধ্যায়
দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে কর্ত্তব্য উপদেশ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে রাজন! ভীষ্মের বাক্যাবসান হইলে আচার্য্য দ্রোণ ভূপতিগণের মধ্যে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! প্রতীপনন্দন শান্তনু ও তাঁহার পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম যেমন কুলের হিতসাধনে যত্নবান ছিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় কুরুনাথ পাণ্ডুমহীপতি তদপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও কনিষ্ঠভ্রাতা বিদুরের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভার্য্যাদ্বয়সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। মহামতি বিদুর বিনীতভাবে কিঙ্করের ন্যায় চামরব্যজসদ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের উপসানা করিতে লাগিলেন। সমুদয় প্রজাগণ নিরাধিপতি পাণ্ডুর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

" 'হে বৎস! মহারাজ পাণ্ডু এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদুর কোষবর্দ্ধন [ধন্যবৃদ্ধি], দান, ভৃত্যগণের পর্য্যবেক্ষণ [দেখাশুনা], ও সকলের ভরণপোষণে নিযুক্ত হইবেন। অরতিনিপাতন, ভীষ্ম সন্ধি, বিগ্রহ [যুদ্ধাদি] ও দানাদি কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে নিরত হইলেন এবং মহাবলপরাক্রান্ত নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনস্থ হইয়া মহামতি বিদুরের পরামর্শানুসারে অন্যান্য রাজকার্য্যসকল পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। হে বৎস! তুমি সেই সদ্বংশে সমুৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত কুলভেদ [বংশের ঐক্যবন্ধননাশ] অভিলাষ করিতেছ? ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ কর। আমি যুদ্ধভয় বা অর্থগ্রহণলালসায় [স্বার্থপরতার] এ কথা কহিতেছি না। আমি তোমার নিকট জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাসনা করি না; ভীষ্ম যাহা প্রদান করেন, তাহাই আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করি। যেখানে ভীষ্ম, সেইখানেই দ্রোণ, ইহা নিশ্চয় জানিবে। এক্ষণে ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তদনুসারে কার্য্য কর। পাণ্ডবগণকে রাজ্যাদ্ধপ্রদানে সম্মত হও; আমি পাণ্ডবগণের ও তোমাদের উভয় পক্ষেরই আচার্য্য; তোমাদের উভয় পক্ষেই আমার সমান স্নেহ আছে। আমি অশ্বথামা ও অর্জ্জুনকে তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। এক্ষণে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।'

দুর্য্যোধনের দৌর্জ্জন্যদলনে ভীষ্মের উত্তেজনা

"অমিততেজাঃ দ্রোণ এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে মহামতি বিদুর ভীষ্মের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে দেবব্রত! পূর্ব্বে আপনি বিনষ্টপ্রায় কৌরববংশের সমুদ্ধারণ [উদ্ধার-রক্ষা] করিয়াছেন; এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার বাক্য উপেক্ষা করিতেছেন? কুলপাংশুল [কুলকলঙ্ক—কুলাঙ্গার] দুরাত্মা দুর্য্যোধন কে যে, আপনি উহার মতের অনুবর্ত্তী হইতেছেন? ঐ অনার্য্য, অকৃতজ্ঞ, লোভাভিভূত, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মার্থদর্শী [ধর্ম্ম ও অর্থের গৌরব রক্ষাকারী] স্বীয় পিতার শাসন অতিক্রম করিতেছে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঐ দুরাত্মার দোষে সমুদয় কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে; অতএব যাহাতে সকলের

রক্ষা হয়, এরূপ উপায় করুন। যেমন চিত্রকর আলেখ্য [পাট-ছবি] রচনা করিয়া পুনরায় অনায়াসে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ। আপনি এই কৌরবকুল বিনাশ করিবেন না। যেমন প্রজাপতি প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে সংহার করেন, তদ্রূপ। আপনি এই কুলের সৃষ্টি করিয়া এক্ষণে সংহার করিবেন না এবং কুলক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া উপেক্ষা [ঔদাসীন্য] করিবেন না। বোধ হইতেছে, এই মহাবিনাশ সমুপস্থিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ [মতিভ্রম] হইয়াছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া হয় আমাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করুন, না হয় এই কপটাচার্য্যপরায়ণ [শঠতাপূর্ণ ব্যবহারে নিরত] দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণ-পরিরক্ষিত এই রাজ্য শাসন করুন।” মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিয়া দীনচিত্তে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গান্ধারীর দুর্য্যোধন, তিরস্কার

“সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুলনাশভয়ে একান্ত ভীত হইয়া ভূপতিগণের সমক্ষে পাপমতি দুরাচার দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, “হে পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন! এই সভামধ্যে যেসমুদয় পার্থিব [নৃপতি], ব্রহ্মর্ষি ও অন্যান্য জনগণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের সমক্ষে তোমার ও তোমার অমাত্যদিগের অপরাধ কহিতেছি, উহারা শ্রবণ করুন। হে পাপবুদ্ধে! কৌরবগণ পুরুষানুক্রমে কুরুরাজ্য ভোগ করিবে, এই আমাদের কুলধর্ম, তুমি সেই রাজ্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মূঢ়! মনীষী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজ দীর্ঘদর্শী [বহুজ্ঞ] বিদুর বর্ত্তমান থাকিতে তুমি কি বলিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক রাজ্য প্রার্থনা করিতেছ? দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর ইঁহারা উভয়েই পরাধীন হইবেন। এই ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শান্তনুনন্দন রাজ্যাভিলাষ করেন না। পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু এই রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই রাজ্যে পাণ্ডুতনয়গণ ও তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদিরই যথার্থ অধিকার আছে; অন্য কেহ ইহার অধিকারী নহে। এক্ষণে কুরুবংশাবতংস সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম যাহা কহিলেন এবং তাহার মতানুসারে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর যাহা আজ্ঞা করিবেন, আপনাদের [নিজ নিজ] ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার মতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের নির্দ্দেশানুসারে এই কৌরবরাজ্য শাসন করুন। সেই ধর্ম্মাত্মাই ইহার যথার্থ অধিকারী।’ ”

১৪৭তম অধ্যায়

বংশগৌরব প্রদর্শনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি

বাসুদেব কহিলেন, “হে নরনাথ! মহানুভব গান্ধারীর বাক্যাবসান হইলে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ভূপতিগণসমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, “হে পুত্র! যদি তোমার পিতৃগৌরব রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তবে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা অবধানপূর্ব্বক [মনোযোগের সহিত] শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে যত্নবান হও। প্রজাপতি সোম কুরুকুলের

পূর্ব্বপুরুষ। নহুষনন্দন যযাতি সেই সোমের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। সেই যযাতির পঞ্চপুত্র জন্মে; তন্মধ্যে মহাতেজা যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও পুরু সর্ব্বকনিষ্ঠ। মহাত্মা পুরু আমাদিগের কুলবর্দ্ধন করিয়াছেন; তিনি বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

" 'সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু অমিততেজঃ শুক্রের ন্যায় দেবযানীর গর্ভে সমুৎপন্ন হয়েন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীর হইতেই যাদবগণের বংশ বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবান ছিলেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত তিনি দর্পে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া পিতার শাসনে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে, ভ্রাতাদিগকে ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া হস্তিনানগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা যযাতি পুত্রের গর্ব্বদর্শনে নিতান্ত ক্রোধাভিভূত হইয়া তাহাকে অভিশপ্ত ও রাজ্যচ্যুত করিলেন। যদুর অপর যেসকল ভ্রাতারা তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহারাও ক্রোধান্ধ মহারাজ যযাতির শাপগ্রস্ত হইলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু পিতার বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে পুত্র! জ্যেষ্ঠ গর্ব্বিত হইলে কদাপি রাজ্যলাভ করিতে পারে না। আর পিতার বশবর্ত্তী ও সৎস্বভাবসম্পন্ন হইলে কনিষ্ঠও রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকে।

" 'আরও দেখ, আমার পিতার পিতামহ ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বধর্মজ্ঞ মহীপাল প্রতীপ। ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার দেবতুল্য তিনপুত্র জন্মে, তন্মধ্যে দেবাপি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, বাহ্লীক মধ্যম ও শান্তনু সর্ব্বকনিষ্ঠ। মহাত্মা শান্তনু আমার পিতামহ।

" 'মহাতেজাঃ দেবাপি সাতিশয় ধার্মিক, সত্যবাদী, পিতৃশুশ্রুষানিরত [পিতৃসেবায় অনুরক্ত], সজ্জনসৎকৃত [সাধুজনের সম্মান], বদান্য [দাতা], সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্বভূতহিতৈষী [সর্ব্বপ্রাণীর উপকারী], পিতার শাসনে স্থিত, ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী, পুর ও জনপদবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রিয় এবং চক্রাকার [চাকা চাকা দাগযুক্ত] কুণ্ঠরোগে দূষিত ছিলেন। দেবাপি, বাহ্লীক ও শান্তনু এই তিনজনের পরস্পর বিলক্ষণ সৌভ্রাত্র [ভ্রাতৃঅনুরাগ] ছিল।

" 'কিয়ৎকাল পরে বৃদ্ধ রাজা প্রতীপ জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাপির অভিষেকার্থ সমুদয় মঙ্গলদ্রব্যসম্ভার [মাঙ্গলিক। বস্তুসমূহ] আহরণ করিলেন। তখন সমুদয় ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণ পৌর ও জনপদদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভূপতির সমীপে গমনপূর্ব্বক দেবাপির অভিষেক নিবারণ করিয়া কহিলেন, "রাজন্! দেবাপি সাতিশয় বদান্য, ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাগণের নিতান্ত প্রিয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু উনি কুণ্ঠরোগে দূষিত বলিয়া রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না। হে রাজন্! দেবগণ হীনাঙ্গ ব্যক্তিকে কদাপি অভিনন্দন করেন না।" মহারাজ প্রতীপ এইরূপে সেই সমাগত মহাত্মাগণকর্ত্তৃক প্রিয় পুত্রের অভিষেকে নিবারিত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রুগদগদস্বরে [দুঃখে বিগলিতাশ্রু ও গদগদকণ্ঠে] বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবাপি রাজত্বলাভে বঞ্চিত হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মধ্যমভ্রাতা বাহ্লীক পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃরাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন মাতুলকুলে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে বৃদ্ধরাজা প্রতীপ পরলোকযাত্রা করিলে লোকবিশ্রুত শান্তনু বাহ্লীকের আজ্ঞানুসারে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

“ ‘হে পুত্র! হীনাঙ্গ হইলে রাজ্যলাভ করিতে পারে না বলিয়া মতিমান পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইয়াও আমার প্রাপ্য রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার অবর্ত্তমানে তাহার পুত্রগণই এই রাজ্যের যথার্থ অধিকারী। হে দুর্য্যোধন!! যখন আমি রাজ্যপ্রাপ্ত হই নাই, তখন তুমি কি বলিয়া রাজ্যগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছ? তুমি রাজপুত্র বা রাজা নও। এক্ষণে এই রাজ্যগ্রহণে অভিলাষী হইয়া পরস্ব [পরধন] হরণে প্রবৃত্ত হইতেছ। দেখ, মহাত্মা যুধিষ্ঠির রাজপুত্র, ন্যায়ানুসারে এই রাজ্যপ্রাপ্তি তাঁহারই হইতে পারে, সেই মহানুভবই এই কৌরবকুলের প্রভু ও পালনকর্ত্তা। ঐ মহাত্মা সত্যপ্রতিজ্ঞ, অপ্রমত্ত [প্রমাদ-দোষহীন], বন্ধুবর্গের শাসনানুবর্ত্তী, প্রজাগণের প্রিয়, দয়াবান, জিতেন্দ্রিয় ও সাধুগণের পালনকর্ত্তা। ঐ মহাত্মাতে ক্ষমা, তিতিক্ষা [ত্যাগশক্তি], আর্জব [সরলতা], সত্য, শ্রুত [বেদবিদ্যা], অপ্রমাদ [ভ্রমশূন্যতা], ভুতানুকম্পা [প্রাণীগণে দয়া] ও শাসন প্রভৃতি সমুদয় রাজগুণ বর্ত্তমান আছে। তুমি নিতান্ত অভদ্র, লুব্ধ ও পাপবুদ্ধি; তাহাতে আবার রাজপুত্র নও; অতএব কিরূপে এই পরের রাজ্যহরণ করিতে সমর্থ হইবে? যদি স্বীয় অনুজগণসমভিব্যাহারে জীবিত থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে অচিরাৎ সবাহন [গজঅশ্বাদি বাহনের সহিত]। সপরিচ্ছদ [রাজ্যোচিত-ভূষণাদিসহ] রাজ্যাদ্ধ প্রদান কর।’ ”

১৪৮তম অধ্যায়
কৃষ্ণের কৌশলবাক্য-দুর্য্যোধনের যুদ্ধোদ্যোগ

কৃষ্ণ কহিলেন, “হে ধর্ম্মানন্দন! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিলেও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন প্রতিবোধিত [জাগরিত—বিগতমোহ] হইল না। ঐ দুরাত্মা তত্রস্থ সমুদয় সভ্যগণের প্রতি অনাস্থ [১১] প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্রোধবক্তনয়নে গাত্রোত্থানাপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল; ক্ষীণায়ু [অবিশ্বাস] ভূপতিগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সেই ভূপতিগণকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, “হে ভূপালগণ! আদ্য পুষ্যানক্ষত্র! অতএব সকলে কুরুক্ষেত্রে গমন কর।” কালপ্রেরিত [যুদ্ধে সম্ভাবিতমৃত্যু]। ভূপালগণ দুর্য্যেধনের অনুজ্ঞাক্রমে ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া হৃষ্টচিত্তে সৈন্যগণসমভিব্যাহারে ত্বরায় গমন করিতে লাগিল। তালকেতু [যাহার রথধ্বজে তালতরু অঙ্কিত] ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

“হে নরনাথ! কুরুসভামধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও মনস্বিনী গান্ধারী আমার সমক্ষে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যেসমুদয় ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আপনাকে কহিলাম; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন। হে রাজন! আমি আপনাদের উভয় পক্ষের পরস্পর সৌভ্রাত্রসংস্থাপন, বংশের অভেদ ও প্রজাগণের বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে সমবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম দুর্য্যোধন সন্ধিস্থাপনে সম্মত নহে, তখন সমুদয় ভূপতিগণকে একত্র করিয়া দেবমানুষসম্পর্কীয় কার্য্যের কীর্ত্তন, অদ্ভুত অমানুষ, দারুণ কর্ম্মপ্রদর্শন, সেই সমুদয় ভূপতিগণকে ভৎসন, দুর্য্যোধনকে তৃণজ্ঞান, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে কপট দূতনিবন্ধন নিন্দা এবং কর্ণ ও শকুনিকে বারংবার ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ভেদোৎপাদন করিতে লাগিলাম।

“এইরূপে সেই সমুদয় ভূপতিদিগকে বাক্য ও মন্ত্রণাদ্বারা ভেদিত [মতদ্বৈধসমন্বিত] করিয়া পরিশেষে কুরুবংশীয়গণের অভেদ [* সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—শত্রু বশ করিতে এই চারিটি প্রধান উপায়। দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া যাহারা যুদ্ধ করিবে, কৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিলেন; কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের ভেদোৎপাদন অবাঞ্ছনীয়বোধে অভিমানপ্রিয় দুর্য্যোধন প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি ভেদনীতি প্রয়োগ না করিয়া দমননীতি প্রয়োগ করিলেন।] ও স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত দানপক্ষ [*] অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলাম, “হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়! মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ স্ব স্ব মান পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও ভীষ্মের আজ্ঞানুবর্ত্তী ও অধীন হইয়া কালাতিপাত করিবেন ও উহাদের বাক্যানুসারে তোমাকে সমুদয় রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক আপনারা অনীশ্বর [পরাধীন] হইয়া থাকিবেন। সমুদয় রাজ্য তোমারই হইবে, পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর ও তোমার বাক্যানুসারে তোমাকে কেবল র্ত্তাহাদের পঞ্চভ্রাতাকে পঞ্চগ্রাম প্রদান করিতে হইবে; পাণ্ডবগণ তোমার পিতার অবশ্য পোষ্য [প্রতিপাল্য]।

"হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমার এই বাক্যেও সম্মত হইল না; সুতরাং কৌরবগণের প্রতি চতুর্থ উপায় দণ্ডপ্রয়োগব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি না; দুর্য্যোধনের সংগৃহীত ভূপতিগণ কালপ্রেরিত হইয়া বিনাশের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। হে মহারাজ! কৌরবসভায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। লোকবিনাশের হেতুভূত, আসন্নমৃত্যু কৌরবগণ বিনাযুদ্ধে আপনাকে কদাপি রাজ্যপ্রদান করিবে না।"

ভগবদ্যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৪৯তম অধ্যায়

সৈন্যনির্য্যাণপর্ব্বাধ্যায়—পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধোদ্যোগ

বৈশম্পয়ন কহিলেন, মহারাজ!! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহারই সমক্ষে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! কৌরবসভায় যেরূপ কথোপকথন হইল এবং বাসুদেবের যে প্রকার অভিপ্রায়, তোমরা তাহা সম্যক অবধারণ করিলে; অতএব এক্ষণে আমার সেনাসমুদয় বিভাগ কর। এই সাত-আক্ষৌহিণী সেনা বিজয়ার্থ সমবেত হইয়াছে। মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, সাত্যকি ও ভীমসেন এই সাতজন সেই সাত-আক্ষৌহিণী সেনার নায়ক হইবেন; ইঁহারা সকলেই বেদপারগ, যুদ্ধবিশারদ, অস্ত্রবেত্তা, সচ্চরিত্র, লজ্জাশীল ও নীতিকুশল এবং রণস্থলে শরীরপাত করিতেও উদ্যত আছেন। হে সহদেব! যিনি এই সাতজন সেনাপতির নায়ক হইতে পারেন এবং সংগ্রামে মহাবলপরাক্রান্ত জ্বলন্ত অনলসঙ্কাশা [অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল] ভীষ্মের শরজালের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, এমন এক সেনাবিভাগনিপুণ ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া বল। হে পুরুষপ্রবর! কে আমাদিগের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে তুমি আত্মমত প্রকাশ কর।"

সেনাপতিনির্ব্বাচন-ব্যবস্থা

সহদেব কহিলেন, "মহারাজ! আমরা যাঁহার আশ্রয়লাভ করিয়া পৈতৃক রাজ্যাংশপ্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইতেছি, যিনি আমাদের সমদুঃখসুখ [সুখ-দুঃখে তুল্যজ্ঞানী] মিত্র, সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ [সমরোন্মুক্ত] মহাবীর বিরাটই রণস্থলে ভীষ্ম ও অন্যান্য মহারথগণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন।"

অনন্তর বাক্যবিশারদ নকুল কহিলেন, "মহারাজ! যিনি বয়স শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য্য, কুল ও আভিজাত্যসম্পন্ন [কুলমর্যাদাযুক্ত], যিনি মহর্ষি ভরদ্বাজ দুর্দ্ধর্ষ [দুর্দমনীয়—দুর্নিবার] ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, যিনি মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি শতশাখাসম্পন্ন বৃক্ষের ন্যায় পুত্রপৌত্রগণপরিণত ও পার্থিবগণের শ্লাঘনীয়, যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত রোষাপরবশ হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীসমভিব্যাহারে অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যিনি পিতার ন্যায় সতত আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন,

সেই দিব্যাস্ত্রবিৎ [প্রধান প্রধান অস্ত্রে অভিজ্ঞ] দ্রুপদরাজিই আমাদিগের সেনাপতি হইবেন, তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের বিক্রম অনায়াসে সহ্য করিতে পরিবেন।"

ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাপতিত্বে অর্জ্জুনের অনুমোদন

অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! যে অনলসঙ্কাশ দিব্যপুরুষ তপোবলে ও মহর্ষিগণের সন্তোষ প্রভাবে শরাসন, কবচ ও খড়্গ ধারণ এবং দিব্য-অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া মহামেঘের ন্যায় রথঘর্ঘরশব্দে [রথচক্রের ধ্বনি] দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন; যাঁহার স্কন্ধ, ভুজযুগল ও বক্ষঃস্থল সিংহের ন্যায়; যাঁহার ভ্রূ, দন্তপংক্তি, হনূ [চোয়াল], মুখমণ্ডল ও লোচনযুগল অতি রমণীয়; যাঁহার জত্রু [কণ্ঠের উভয় পার্শ্বের হাড়] গূঢ়া [অস্থূল—সরু] এবং চরণদ্বয় সুগঠিত; যিনি সর্ব্বশস্ত্রের অভেদ্য এবং যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সেই সিংহের ন্যায় গর্জ্জনশীল, বলবিক্রমশালী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মদেবের অশনিসংস্পর্শ [বজ্রাগ্নির ন্যায় দাহ্যগুণযুক্ত], প্রদীপ্তমুখ ভুজঙ্গতুল্য, বেগে যমদূতসম, নিপাতবিষয়ে পাবক[আশুধ্বংস বিষয়ে অগ্নি]-সদৃশ ও বজ্রের ন্যায় কঠিন শরজাল অনায়াসে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন। পূর্ব্বে ভগবান রাম [পরশুরাম] রণস্থলে ঐ সমস্ত শর সহ্য করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন-ব্যতিরেকে মহাব্রত ভীষ্মের পরাক্রম সহ্য করিতে কে সমর্থ হইবে! তিনি দুর্ভেদ্য কবচধারী ও ক্ষিপ্রহস্ত এবং যুথপতি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, আমার মতে তিনিই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র।"

ভীমের সমর্থন

ভীমসেন কহিলেন, "মহারাজ! সিদ্ধপুরুষ ও মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী ভীষ্মের বন্ধসাধনার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি যখন সমরমধ্যে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করেন, তৎকালে লোকে মহাত্মা রামের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। স্যান্দন[রথ]স্থিত বর্ম্মধারী শিখণ্ডীকে সমরে সংহার করিতে কে সমর্থ হইবে? তিনি ভিন্ন দ্বৈরথযুদ্ধে ভীষ্মকে বিনাশ করিতে কেহই সক্ষম হইবেন না। অতএব আমার মতে তিনিই সেনাপতি হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! বাসুদেব সমস্ত জগতের সারাৎসার [সারবান], বলাবল ও ইহাদের অভিপ্রায়ও সম্যক অবগত আছেন; এক্ষণে ইনি যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবেন, আমি তাঁহাকেই সেনাপতিপদে নিয়োগ করিব। কৃষ্ণ কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্রই হউন, বৃদ্ধ বা যুবাই হউন, ইনিই আমাদিগের জয়পরাজয়ের মূল কারণ। একমাত্র ভগবান বাসুদেব সমস্ত প্রাণ, রাজা, ভাব, অভাব, সুখ, অসুখ সকলই প্রতিষ্ঠিত আছে, ইনি ধাতা ও বিধাতা, ইঁহাতেই সমস্ত সিদ্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তি আমাদিগের সেনাপতি হইবেন, ইনি তাহা অবধারণ করুন। রজনী সমুপস্থিত হইল, এক্ষণে আমরা সেনাপতির বিষয় অবধারণা করিয়া প্রাতঃকালে অস্ত্রশস্ত্রাদির অধিবাসন [জয়াবহ সংস্কার] ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক কৃষ্ণের আদেশানুসারে সমরাঙ্গনে গমন করিব।"

কৃষ্ণানুমোদন ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈনাপত্যগ্রহণ

অনন্তর কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! ইহারা যেসকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিলেন, তাঁহারাই সেনাপতির উপযুক্ত, শত্রুজয়ে সুসমর্থ। তাঁহারা রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে লুব্ধপ্রকৃতি পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রের অন্তঃকরণেও ভয়সঞ্চার হয়। আমি আপনার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত সন্ধিসংস্থাপনবিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়াছি, অতএব এক্ষণে আমরা ধর্মের ঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলাম এবং লোকের নিকটেও নিন্দনীয় নহে। অবিচক্ষণ বালক দুর্য্যোধন আপনাকে [নিজেকে] অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ ও বলসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব আপনি সেনাসকল সুসজ্জিত করুন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর ধনঞ্জয়, ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন, যমোপম নকুলসহদেব, যুযুধান, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয় ও অন্যান্য মহাবলপরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীনায়কদিগকে নিরীক্ষণ করিলে রণস্থলে অবস্থান করিতে কদাচি সমর্থ হইবে না। আমাদিগের দুরাসদ [ভয়ঙ্কর] দুষ্প্রধর্ষ [দুর্দমনীয়] মহাবল সৈন্যসমুদয় সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সেনাদিগকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আমার মতে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি হউন।”

পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধসজ্জার সাড়া

বাসুদেব এইরূপ কহিলে তত্রস্থ ভূপালসকল একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাদিগের অতি গভীর আনন্দকোলাহল সমুত্থিত হইল। ইতস্ততঃ ধাবমান সৈন্যগণের ‘সাজ সাজ’ শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিনিনাদে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। দূতসকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; পাণ্ডবগণ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত বর্ম্মধারণ করিতে লাগিলেন; তখন রথমাতঙ্গ জনপদসমাকুল সেনাসমাগম ঊর্ম্মি[তরঙ্গ—ঢেউ]মালাসঙ্কুল মহাসাগরের ন্যায় একান্ত ক্ষুব্ধ ও পরিপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ [দুর্নিরীক্ষ্য] হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা প্রাচীর নির্ম্মাণ ও বীরপুরুষ নিয়োজন দ্বারা স্ত্রী ও সমস্ত ধনের রক্ষাবিধান এবং অর্থীদিগকে সুবর্ণ ও ধেনুদান করিয়া, রথারোহণপূর্ব্বক সেনাসমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের স্তুতিবাদে[জয়াশীর্ব্বাদসূচক প্রশংসা বাক্যোচ্চারণে] প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেন, মাদ্রীতনয় নকুলসহদেব, অভিমনু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রভদ্রক ও পাঞ্চালগণ সেনামুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সেনাগণের মধ্য হইতে সমুদ্রের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সেনাবিদারণপটু[বিপক্ষ সৈন্যের ভঙ্গীকারী] স্বীয় সৈন্যগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। শকট, আপণ[বাজার দোকান], বেশ্যাগণ[বিপক্ষ সৈন্যের মোহনার্থ বেশ্য সংগ্রহ], যান, বাহন, কোষ, যন্ত্র, আয়ুধ, অস্ত্রচিকিৎসক ও চিকিৎসকসকল তাঁহার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল। রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত পরিচারক এবং অকর্মণ্য ও দুর্ব্বল সৈনিক পুরুষদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন [যুদ্ধের অন্যত্র রাখিয়া দিলেন]। সত্যবাদিনী দ্রুপদনন্দিনী দাসী ও দাসগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া উপপ্লব্যনগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজপুত্র বিভু, শ্রোণিমান, বসুদান ও শিখণ্ডী— ইঁহারা বিবিধ অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্মধারণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে

লাগিলেন। বিরাট, যজ্ঞসেন, সৌমিক, সুশর্ম্মা, কুন্তীভোজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণ সৈন্যের পশ্চিমার্দ্ধে গমন করিলেন। অনাবৃষ্টি, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং সাত্যকি— ইহারা চারি-অযুত রথ, দুইলক্ষ অশ্ব, চারিলক্ষ পদাতি ও ছয়-অযুত হস্তী লইয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া বৃষভের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ, বাসুদেব ও অর্জ্জুন অধিকতর শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ বজনির্ঘোষিসদৃশ সেই পাঞ্চজন্যনিনাদ [পাঞ্চজন্যনামক প্রসিদ্ধ শঙ্খের ধ্বনি] শ্রবণগোচর করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। শঙ্খদুন্দুভিধ্বনিতসহকৃত বীরগণের সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও মহাসাগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

১৫০তম অধ্যায়
পাণ্ডবপক্ষীয় শিবির সন্নিবেশ

মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্মশানস্থান, দেবায়তন [দেব-মন্দির], যজ্ঞায়তন [যজ্ঞস্থান], মহর্ষিগণের আশ্রম ও তীর্থসকল পরিহার করিয়া সমতল, সুশীতল, প্রভূত তৃণ ও ইন্ধনসম্পন্ন, অতিপবিত্র রমণীয় প্রদেশে সেনানিবেশ [শিবির-সৈন্যগণের বাসস্থান] সংস্থাপন করিলেন, পরে ক্ষণকাল বাহকগণকে গতক্লম [বিগতশ্রম] করাইয়া পুনরায় তথা হইতে উত্থানপূর্ব্বক শতসহস্র মহীপালী [রাজ] গণসমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাসুদেব অর্জ্জুনের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত [সন্তাড়িত]। করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাতকি ও যুযুধান—ইঁহারা শিবিরের পরিমাণ স্থির করিলে পর ভগবান বাসুদেব তথায় উত্তম উপতীর্থশোভিত [সমীপবর্ত্তী তীর্থে পরিশোভিত] কর্কবপঙ্ক-বিবর্জিত [কাঁকার ও কর্দমারহিত], পবিত্রসলিলযুক্ত হিরন্বতীনামে এক স্রোতস্বতীপ্রাপ্ত হইয়া পরিখা খনন করাইলেন এবং আত্মরক্ষার্থ তথায় কতকগুলি সেনাকে অদৃশ্যভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যে প্রকার শিবির সন্নিবেশিত হইল, তদ্রূপ অন্যান্য ভূপালগণের নিমিত্ত প্রভুততর কণ্ঠসম্পন্ন অন্নপান-সহকৃত নিতান্ত দুর্ভেদ্য শত শত সহস্র সহস্র শিবির পৃথক পৃথক সন্নিবেশিত হইতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন বিমানসমূহ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

তথায় শত শত বেতনভুক্ সুনিপুণ শিল্পী ও সর্বোপকরণসম্পন্ন শাস্ত্রবিশারদ চিকিৎসকগণ নিযুক্ত হইল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শরাসন [ধনুক], জ্যা[গুণ-ছিল], বর্ম্ম ও অন্যান্য শস্ত্রসমূহ এবং পর্ব্বতোপম ধনুকচূর্ণ [ধূনার গুঁড়া], তৃণ, তৃষা ও অঙ্গাররাশি, অপরিমিত মধু, যষ্টি ও তূণ প্রত্যেক শিবিরমধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। তথায় শতসহস্র যোধী[যোদ্ধা] কণ্টকময় কবচযুক্ত মাতঙ্গসকল উত্তুঙ্গ[অত্যুচ্চ] পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। মিত্রগণ পাণ্ডবদিগকে তথায় সন্নিবিষ্ট শ্রবণ করিয়া যথাস্থানে আগমন করিলেন এবং সোমপায়ী [সোমরসাপানকারী] ব্রহ্মচর্য্যনিরত অন্যান্য মহীপালসকল বলবাহনসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বিজয়লাভার্থ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।

১৫১তম অধ্যায়
কৌরবগণের সেনাসন্নিবেশ

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন!! রাজা দুর্য্যোধন সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদ এবং কেকয়, বৃষ্ণি ও অন্যান্য শতসহস্র মহীপালগণে পরিবৃত, বাসুদেবকর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সসৈন্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে আদিত্যগণ [দ্বাদশ আদিত্য-আদিত্যাদি পৃথক পৃথক দ্বাদশ সূর্য্য] পরিবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই তুমুল সংগ্রামের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত শ্রবণ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন! এই বীরসমাগম ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকেও ব্যথিত করিতে সমর্থ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও যধামনু—এই সমস্ত মহাবীর দেবগণেরও দুরধিগম্য [সম্মুখে যাইতে শঙ্কাজনক]। অতএব সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের তৎকালীন বিচেষ্টিত [চেষ্টা-উদ্যম] ও কার্য্যসকল সবিস্তার কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব প্রতিগমন করিলে রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে কহিলেন, দেখ, বাসুদেব যে কার্য্য সংসাধনোদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা সফল না হওয়াতে তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণসন্নিধানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন; অতএব অবশ্যই কৌরবগণকে ভস্মাবশেষ করিবেন। পাণ্ডবগণের সহিত আমার সমরানল প্রজ্বলিত হয়, ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুমোদিত। ভীমসেন ও অর্জুন তাঁহারই ছন্দানুবর্ত্তী [অভিপ্রায়ের অনুসরণকারী]। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের বশংবদ। পূর্ব্বে আমি অনুজগণের সহিত তাঁহার অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছি, বিরাট ও দ্রুপদের সহিত আমার শত্রুভাব জন্মিয়াছে; তাঁহারাই এক্ষণে বাসুদেবের বশবর্ত্তী হইয়া সেনাপতিপদ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম অবিলম্বেই সমুপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা আলস্য পরিহার করিয়া সাংগ্রামিক [সমরসম্বন্ধীয়] কার্য্যের আয়োজন কর। এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের প্রশস্ত স্থানে শত্রুগণের দুরাক্রম্য, বিবিধায়ুধপূর্ণ, ধ্বজপতাকাশোভিত, উন্নত ও দৃঢ়তর আবরণে পরিবেষ্টিত, শতসহস্র শিবির সন্নিবেশিত কর। তথায় সমরোপযোগী সামগ্রীসকলের আহরণার্থ যে পথ প্রস্তুত করিবে, তাহা যেন শত্রুপক্ষ সহসা আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়। জল ও কাষ্ঠভার শিবিরমধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখিবে এবং তথায় গমনাগমন করিবার নিমিত্ত নগরের বহির্ভাগে অবন্ধুর [সমতল] পথ প্রস্তুত করিবে। হে বীরগণ! কল্যই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, অবিলম্বে সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা কর।" তখন তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পরদিন প্রভাতে স্থানে স্থানে উক্তরূপ ঘোষণা করিয়া মহীপালগণের নিবাসের নিমিত্ত শিবিরসমূহ সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনপক্ষীয় যুদ্ধসজ্জা

অনন্তর পার্থিবগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে স্ব স্ব মহার্হ। সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া কাঞ্চনাঙ্গদসমলঙ্কৃত, চন্দন অগুরুবিভূষিত [অগুরুচন্দনে অঙ্কিত], অর্গলতুল্য ভুজযুগল বারংবার মর্দন ও উত্তরীয় প্রভৃতি বসন এবং নানাবিধ ভূষণ পরিধান ও উষ্ণীষ বন্ধন করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথ, অশ্বকোবিদেরা [অশ্বের দোষগুণে অভিজ্ঞ] অশ্ব এবং

হস্তিশিক্ষায় নিযুক্ত পুরুষেরা হস্তিসকল সুসজ্জিত করিতে লাগিল। অধিকৃত [সমরবিভাগে নিয়োজিত] ভৃত্যেরা কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসকল আহরণ করিল। পদাতিক পুরুষেরা সুবর্ণচিত্রিত বহুবিধ আয়ুধসকল ধারণ করিতে লাগিল। তখন প্রহৃষ্ট-জনসমাকীর্ণ [হর্ষযুক্ত জনগণে সমাকুল] মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানী উৎসবময় হইয়া উঠিল। যোদ্ধৃগণসমাকীর্ণ কুরুরাজমণ্ডল [কৌরবপক্ষীয় রাজগণ] চন্দ্রোদয়কালীন মহার্ণবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; জনসমূহ আবর্তের [জলের ঘূর্ণী] ন্যায়, হস্তী, রথ ও তুরগসকল মীননিকারের [মৎস্যসমূহের] ন্যায়, বিচিত্র আভরণ বর্মসকল ঊর্মিমালার ন্যায়, কোষসমূহ রত্নজাতের ন্যায়, শঙ্খদুন্দিভিনিনাদ গভীর নির্ঘোষের ন্যায়, প্রাসাদপংক্তি পর্ব্বতরাজির ন্যায়, অস্ত্রশস্ত্রসকল ফেননিচয়ের ন্যায়, রথ্যা [পর্থ] ও আপণসকল সমুদ্রগামী হ্রদনিবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

১৫২তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধে অনুমতি

হে, মহারাজ! ধর্মরাজ! যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য অনুধ্যান [অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা] করিয়া পুনরায় কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন এ কথা কিরূপে কহিল আর এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্যই বা কি এবং কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা আমরা ধর্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই? তুমি দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, সৌবল ও আমার ভ্রাতৃগণের এবং আমার অভিপ্রায় সম্যক বিদিত হইয়াছ, মহাবীর বিদুর ও ভীষ্মের বাক্য কর্ণগোচর করিয়াছ এবং আর্য্যা কুন্তীর অভিলাষও সম্যক অবগত হইয়াছ; এক্ষণে এইসমস্ত বিষয় বারংবার বিবেচনা ও ইহা ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্ট বিষয়ও উদ্ভাবন করিয়া যাহাতে আমাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়, অবিলম্বে এইরূপ উপদেশ প্রদান কর।"

বাসুদেব অতি গভীরস্বরে কহিলেন, "হে ধর্মরাজ! আপনি যে ধর্ম্মার্থসঙ্গত হিতজনক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাহার অনুসরণে অভিলাষী নহে। সে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুরের এবং আমার কথায় কদাচ কর্ণপাত করে না; সে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছে। তাহার ধর্ম্মভয় নাই ও যশোলাভের অভিলাষ নাই। সে একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সকলকেই পরাজিত করিয়াছি বিবেচনা করিয়া থাকে। সেই পাপাত্মা আমাকে বন্ধন করিতে আদেশ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তৎকালে ভীষ্ম এবং দ্রোণ ইহারাও যুক্তিযুক্ত কথা কহেন নাই। বিদুর ব্যতিরেকে আর সকলেই তাহার মতানুসারী হইয়াছিল। শকুনি, সৌবল, কর্ণ ও দুঃশাসন আপনার প্রতি একান্ত অযুক্ত [অবক্তব্য] ও নিতান্ত দুঃসহ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। দুর্য্যোধন আপনাকে যেরূপ কহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিবার আর প্রয়োজন নাই; ফলতঃ সে আপনার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছে না। এই সমস্ত পার্থিব এবং সৈনিকগণের মধ্যে যে পাপ ও অকল্যাণ নাই, একমাত্র দুর্য্যোধনে তাহা বিদ্যমান আছে। এক্ষণে আমরা সমর পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কদাচ কৌরবগণের সহিত সন্ধি করিব না।"

অনন্তর ভূপালগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বাঙনিষ্পত্তি [বাক্যপ্রয়োগ] না। করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্মরাজ পাণ্ডুতনয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত মিলিত ও তাঁহাদের অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়া সমরের উদ্যোগ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আদেশপ্রাপ্ত হইবামাত্র সেনাগণের মধ্যে এক মহৎ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল; তাহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। ধর্ম্মরাজ অবধ্য জ্ঞাতিবর্গের বন্ধসাধন করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! আমরা যাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত অরণ্যবাসপ্রভৃতি বহুবিধ ক্লেশপরম্পরা স্বীকার করিলাম সেই কুলক্ষয় রূপ অনর্থ আজি অনিবার্য্যরূপে সমুপস্থিত হইতেছে। আমরা এই অনিষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত যে যত্ন করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিস্ফল হইল। যুদ্ধের উদ্যোগ করি নাই, তথাপি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়া

উঠিল, আমরা অবধ্য আর্য্যগণের সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং কিপ্রকারেই বা বয়োবৃদ্ধ গুরুলোকদিগকে সংহার করিয়া বিজয় লাভ করিব?”

অনন্তর অর্জ্জুন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে বাসুদেবের কথা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, “মহারাজ! আপনি মহামতি কৃষ্ণের মুখে আর্য্যা কুন্তী ও বিদুরের যেসমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন, তাহা সম্যক অবধারণ করিয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা ধর্ম্মানুগত কথাই কহিয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে সমরে পরাঙ্মুখ হওয়া আপনার নিতান্ত অন্যায়।” তখন বাসুদেব স্মিতমুখে [ঈষৎ হাস্যবদনে] অর্জ্জুনের বাক্য অনুমোদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ সৈন্যমণ্ডলীসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া পরমসুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

১৫৩তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের আদেশে কৌরবযুদ্ধসজ্জা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ‘রাজা দুর্য্যোধন রজনী প্রভাত হইবামাত্র একাদশ অক্ষৌহিণী-সন্নিধানে গমন করিয়া মনুষ্য, হস্তী, রথ ও অশ্বসকলকে তাহাদিগের পুরোভাগ[সম্মুখভাগ], মধ্যভাগ ও পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন। তখন বিচিত্র সৈন্যগণ অনুকর্ষ [যুদ্ধ করিতে করিতে রথের কোন কাঠ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা বদলাইবার কাঠ], মনোহর তূণীর [বাণাধার তূণ], বরূথ [রথ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম], তোমর [হস্তদ্বারা ক্ষেপণীয় লোহার ফলকমুখ দণ্ড], খড়্গ, ধ্বজ, পতাকা, শর, শরাসন [ধনুক], শক্তি [লৌহদণ্ড], নিষঙ্গ [পদাতিগণের ব্যবহার্য্য লৌহদণ্ড], বিচিত্র রজ্জু, আস্তরণ [যুদ্ধপরিচ্ছদ], কবচগ্রহবিক্ষেপ [দণ্ডের মাথায় বঁড়শীর মত বক্রাকার লৌহ লাগান —যাহা দূর হইতে বিপক্ষের বর্ম্মে লাগাইয়া টানিয়া আনা যায়], তৈল [* বিপক্ষ পক্ষে নিক্ষেপার্থ তপ্ত তৈল, গরম গুড়, জল, বালি ও সরিষা। হাঁড়ীর মধ্যে বিষধর সর্প-উহা বিপক্ষগণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।], গুড় [*], সলিল [*], ঘৃত, বালুকা [*], সর্ষপ [*], কুম্ভ [*], ধূনকর্পচূর্ণ [ধুনা], ঘণ্টিকাফলক-লৌহাস্ত্র [ঘুঙুর দেওয়া বর্শা], উপল [পাথরের নুড়ি], শূল, ভিন্দিপাল [লৌহফলক দণ্ড], মধুচ্ছিষ্ট [মোম], মুদগর, কাণ্ডদণ্ড [লৌহকণ্টক ফলক দণ্ড], লাঙ্গল [বিষমাখা লাঙ্গলবৎ ফলকযুক্ত দণ্ড], বিষ, শূর্প [তপ্ত বালুকা নিক্ষেপার্থ কুলা], পিটক [মঞ্জুষা-কুলা প্রভৃতির রক্ষার্থ পেটরা], দাত্র [দা], অঙ্কুশ [হাতী চালাইবার বক্রমুখ লৌহদণ্ড—ডাঙস], কণ্টকযুক্ত কবচ [বিপক্ষ মুষ্টি মারিতে না পারে, এই জন্য উপরে লৌহকণ্টকাবৃত বর্ম্ম], বাসী [কাষ্ঠছেদনার্থ কুঠারের মত অস্ত্র—বাইস বা বাস্যা], লৌহ-কণ্টক [লোহার কাঁটা], শৃঙ্গ [গদাঘাতে স্ফীত স্থানের দূষিত রক্ত বাহির করিবার জন্য ছুঁচাল শিং], ঋষ্টি [লৌহ-ফলকযুক্ত কাষ্ঠদণ্ড], ভল [বক্রাগ্র খড়্গ], কুঠার [কুড়োল], কুর্দ্দাল [কোদাল], তৈলাক্ত ক্ষৌমবস্ত্র [তৈলমাখা রেশমের বস্ত্র— উহার ভস্ম বেদনাস্থলে লাগাইলে উপশম হয়], অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ [অস্ত্র] গ্রহণ ও নানাপ্রকার মণি এবং সুবর্ণাভরণ ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত দ্বীপি [চিতাবাঘ] চর্ম্মপরিবেষ্টিত রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৎকুলসম্ভূত শস্ত্রবিশারদ অশ্বতত্ত্বজ্ঞ কবচধারী

মহাবল বীর সকল সারথিকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শর, শরাসন প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসহকৃত পতাকা পরিশোভিত৷ অসিচর্ম্মপট্টিশ [খড়গ, ঢাল ও তারোয়াল] সম্পন্ন, ঘণ্টাচামরাদিযুক্ত উৎকৃষ্ট তুরগ [অশ্ব] চতুষ্টয়যোজিত রথসকল পরিদৃশ্যমান [দৃষ্ট] হইতে লাগিল। যোদ্ধগণ ঐ সকল রথে অশুভহর যন্ত্র [অমঙ্গলনাশক ঔষধযুক্ত কবচ] ও ঔষধসকল বন্ধন করিলে পর ঐ সকল রথ সুরক্ষিত নিতান্ত দুরাক্রম্য নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। একজন হয়তত্ত্ববেত্তা [অশ্ববিজ্ঞানবিৎ] ধূরসন্নিহিত [অশ্বপার্শ্বস্থ বন্ধনকাষ্ঠ] ও অশ্বদ্বয়ের রক্ষক ও দুইজন রথিশ্রেষ্ঠ পার্ষ্ণি-সারথি [অশ্বের পার্শ্বরক্ষক] হইল।

বদ্ধকক্ষায় [হস্তিপৃষ্ঠস্থ কাঠের ক্ষুদ্র গৃহাকার উপবেশন স্থানে-- হাওদায়] পরিশোভিত অলঙ্কৃত হস্তিসকল রত্নসম্পন্ন পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। তাহাদিগের রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুইজন অঙ্কুশধারী, দুইজন ধনুর্দ্ধারী, দুইজন খড়গধারী এবং একজন শক্তি ও ত্রিশূলধারী নিযুক্ত হইল। তখন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ-কোষসম্পন্ন [কোষাবদ্ধ খড়গাদি শস্ত্রসমন্বিত] মত্তমাতঙ্গদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কবচধারী, পতাকাসম্পন্ন অলঙ্কৃত অশ্বারোহীসকল অশ্বে আরোহণ করিল। পুতগতিরহিত [এদিক-ওদিক না বেঁকিয়া সম্মুখভাগে সবলে দ্রুতগতিসম্পন্ন], সম্যক শিক্ষিত, সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত শতসহস্র অশ্ব আরোহীদের বশবর্ত্তী হইয়া রহিল। বহুবিধ রূপধারী, কবচশস্ত্রসম্পন্ন, সুবর্ণমাল্যপরিশোভিত পদাতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এক এক রথের দশ দশ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর দশ দশ অশ্ব ও প্রত্যেক অশ্বের দশ দশ পদাতি পাদরক্ষক হইল অথবা এক এক রথের পঞ্চাশৎ পঞ্চাশৎ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর শত শত অশ্ব ও প্রত্যেক অশ্বের সাত সাত পদাতি পাদরক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচশত হস্তী, পাঁচশত রথ, পাঁচশত অশ্ব ও পঞ্চবিংশতি শত পদাতিতে এক সেনা হয়, দশ সেনাতে এক পৃতনা ও দশ পৃতনাতে এক বাহিনী হইয়া থাকে। ইহাদিগের সাধারণ নাম সেনা, বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমু ও বরূথিনী।

এইরূপে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সঙ্কলিত হইল; তাহার মধ্যে মহারাজ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সংগ্রহ করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী সংগৃহীত হইল। পঞ্চপঞ্চাশৎ পদাতিতে এক পত্তি ও তিন পত্তিতে এক সেনামুখ হয়; ইহা গুল্ম শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। তিন গুল্মে এক গণ হয়; কুরুসৈন্যমধ্যে অযুত অযুত গণ নিযুক্ত ছিল। রাজা দুর্য্যোধন মহাবলপরাক্রান্ত বুদ্ধিমান্ মনুষ্যদিগকে পরীক্ষা করিয়া সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং পৃথক পৃথক সেনানায়ক পার্থিবগণকে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বেই সেনানায়কপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ভূরিশ্রবা, শকুনি, সৌবল ও মহাবল বাহ্লীক, ইঁহাদিগকে প্রতিদিন দুইবেলা সর্ব্বসমক্ষে বিধিবৎ অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং যাহারা ঐ সমস্ত মহাবীরগণের বশবর্ত্তী, তাহারাও দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সৈন্যগণের অন্তনিবিষ্ট হইল।

১৫৪তম অধ্যায়

কৌরবপক্ষে ভীষ্মের সেনাপতিপদ গ্রহণ

হে ভূপাল! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রীতনয় দুর্য্যোধন অন্যান্য মহীপালগণসমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাবীর ভীষ্মকে কহিলেন, "হে পুরুষপ্রবীর! আমাদিগের সৈন্যগণ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া উপযুক্ত সেনাপতিবিরহে পিপীলিকাপুটের [পিঁপড়ার সারির] ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইতেছে। দুই ব্যক্তির বুদ্ধি কদাচ সমভাবসম্পন্ন হয় না, এই নিমিত্ত সেনাপতিগণ পরস্পর স্বীয় বলবীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন।শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ কুশময় ধ্বজদণ্ড উন্নত করিয়া বৈশ্য ও শূদ্রসমভিব্যাহারে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। তখন একদিকে ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণত্রয় ও অন্যদিকে একমাত্র ক্ষত্রিয়জাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

"অনন্তর ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বারংবার পরাজিত হইতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণের তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন, "হে দ্বিজাতিগণ! আমরা সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মতানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু আপনারা স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন।" তখন ব্রাহ্মণগণ নীতিকুশল এক ব্রাহ্মণকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগের পরাজয় করিলেন!

"এইরূপ যাহারা হিতাভিলাষী নিষ্পাপ সুনিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি করেন, তাঁহারা যুদ্ধে শত্রুজয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে পিতামহ! আপনি অসুরগুরু শুক্রের তুল্য, আমার প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র [প্রিয়াচরণে একান্ত নিযুক্ত], অন্যের অসংহার্য্য [অবধ্য] ও ধর্ম্মপরায়ণ, অতএব এক্ষণে আমাদিগের সেনাপতি হউন। সুমেরু পর্ব্বতসকলের, গরুড় পক্ষিগণের, আদিত্য তেজঃপদার্থের, চন্দ্র পাদপসমূগের, কুবের যক্ষগণের, ইন্দ্র দেবগণের, কার্ত্তিকেয় ভূতগণের এবং হুতাশন যেমন বসুগণের রক্ষক, তাদৃশ আপনিও আমাদিগের রক্ষক হউন; আমরা আপনার বলবীর্য্যে সুরক্ষিত হইয়া দেবগণের দুর্দ্ধর্ষ হইব, সন্দেহ নাই। যেমন কার্ত্তিকেয় দেবগণের অগ্রবতী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে আপনি আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী হউন। যেমন গোসকল বৃষভের অনুসরণ করে, তদ্রূপ। আমরা আপনার অনুগমন করিব।"

যুদ্ধে ভীষ্মের নিয়মবন্ধন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদ্বিষয়ে সম্মত হইলাম, কিন্তু তোমাদের ন্যায় পাণ্ডবেরাও আমার প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান করাও আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। কিন্তু আমি এক্ষণে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। মহাবীর অর্জ্জুনব্যতিরেকে ভূমন্ডলে আমার প্রতিদ্বন্দী আর কেহই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তিনি বহুদিন দিব্যাস্ত্রসকল অবগত হইয়াছেন; তথাচ প্রকাশ্যে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে কদাচ সমর্থ হইবেন না। আমি অস্ত্রবলে ক্ষণকালমধ্যেই সুর, অসুর ও রাক্ষসগণ-পরিবৃত বিশ্বকে নির্ম্মানুষ্য [মনুষ্যশূন্য] করিতে পারি; কিন্তু পাণ্ডবগণকে উৎসাদিত [উৎসন্ন—নির্ম্মূল] করিতে কখনই সমর্থ নাহি। আমি কহিতেছি, যদি পাণ্ডবগণ আমাকে বিনষ্ট না করে, তাহা হইলে আমি তোমার নিয়োগানুসারে প্রতিদিন তাঁহাদিগের

এক এক অযুত সৈন্য সংহার করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে নিধন করিব। আর আমি তোমার সেনাপতিপদ গ্রহণ করিব; তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিতেছি, শ্রবণ কর; সূতপুত্র কর্ণ সতত আমার সহিত রণের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; এক্ষণে আমাদের উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে?" কর্ণ কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কদাচ অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। তিনি বিনষ্ট হইলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব।"

ভীষ্মের সৈনাপত্য-কৌরবপক্ষে বিঘ্নসূচনা

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বিধিপূর্ব্বক ভীষ্মদেবকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে তিনি তখন সমধিক শোভাসম্পন্ন হইলেন। বাদকেরা রাজার নির্দ্দেশানুসারে অব্যগ্রমনে শতসহস্র ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। বীরপুরুষেরা সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মেঘশূন্য নভোমণ্ডল হইতে অনবরত কর্দম ও রুধিরময় বৃষ্টি নিপতিত, বজ্রাঘাত ও ভূকম্প হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোদ্ধৃগণের মন নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল। আকাশবাণী ও নিরন্তর উল্কাপাত হইতে লাগিল। অনিষ্টসূচক শিবাগণ তারস্বরে চিৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভীষ্মদেব সেনাপতির কার্য্য পরিগ্রহ করিলে এইরূপ নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল ।

রাজা দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণকে ধেনু ও নিষ্ক [স্বর্ণালঙ্কার] প্রদানপূর্ব্বক সৈন্য ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মকে পুরস্কৃত [অগ্রে সংস্থাপন] করিয়া কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তৎকালে আশীর্ব্বাদকেরা তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কর্ণের সহিত পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রভূত তৃণ ও ইন্ধন [কাষ্ঠ] সম্পন্ন উর্ব্বর ও সমতল প্রদেশ পরিমাণ করিয়া শিবির সংস্থাপন করিলে উহা হস্তিনাপুরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

১৫৫তম অধ্যায়
পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতিনির্ব্বাচন

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন!! রাজা যুধিষ্ঠির বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান [অবিচলিত], সমুদ্রের ন্যায় গভীর, হিমাচলের ন্যায় সুধীর, প্রজাপতির ন্যায় উদারগুণসম্পন্ন [সর্ব্বত্র সমদর্শী], দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিদারণসমর্থ [শত্রুনাশসমর্থ], ভূপালগণের অগ্রগণ্য মহাবীর ভীষ্মকে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে দীর্ঘকালের নিমিত্ত দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া কি বলিলেন এবং ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও মহামতি কৃষ্ণই বা কি কহিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ভ্রাতৃগণ ও সনাতন বাসুদেবকে আহ্বান করিয়া শান্তবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করা এবং বর্ম্মধারণ [অঙ্গরক্ষক পরিচ্ছদ—পোষাক] করিয়া সাবধান হইয়া থাক। প্রথমতঃ পিতামহ ভীষ্মের সহিত তোমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; অতএব এক্ষণে সাত

অক্ষৌহিণীর সাতজন সেনাপতি অবধারণ কর।” বাসুদেব কহিলেন, “মহারাজ! আপনি সময়োচিত কর্ম্মই নির্দ্দেশ করিতেছেন; উহাতে আমারও সম্মতি আছে; অতএব অনতিবিলম্বে সাতটি সেনাপতি নিযুক্ত করুন।”

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধদেশাধিপতি সহদেব-এই সাতজনকে বিধিপূর্ব্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসেনাপতিপদে প্রাদুর্ভূত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে এই সমস্ত সেনাপতির আধিপত্য স্বীকার করিলেন এবং ধীমান জনার্দন অর্জ্জুনের সারথি হইলেন।

অনন্তর নীলাম্বরধারী কৈলাসগিরিসদৃশ মধুপানমত্ত আরক্তলোচন বলদেব এই কুলক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত দেখিয়া অক্রুর, গাদ, শাম্ব, উদ্ধব, রৌক্মিণেয় [রুক্মিণীতনয়] আহুক ও চারুদেষ্ণপ্রভৃতি বলদৃপ্ত [বিলোন্মত্ত] বৃষ্ণিবংশীয় মহাবীরগণসমভিব্যাহারে দেবগণসুরক্ষিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মন্দ মন্দ গমনে পাণ্ডবগণের আবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, পার্থ ও ভীমকর্ম্মা ভীমসেন তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন হইতে উত্থিত হইলেন। পরে অর্জ্জুন ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে বাসুদেবপ্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির করদ্বারা তাঁহার কর গ্রহণ করিলে পর তিনি বৃদ্ধরাজা বিরাট ও দ্রুপদকে নমস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

কৃষ্ণপ্রতি বলরামের উপদেশ-তীর্থযাত্রা

এইরূপে সকলেই আসন পরিগ্রহ করিলে রোহিণীনন্দন বলদেব কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! অবিলম্বে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইবে; আমি নিশ্চয় বোধ করিতেছি, এই দৈবঘটনা অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, তোমরা বান্ধবগণের সহিত আরোগ ও অক্ষত-শরীরে যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হও। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই একত্র সমবেত ভূপালগণের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; অতএব মাংসশোণিতময় মহৎ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। আমি তোমাকে বারংবার নির্জ্জনে কহিয়াছিলাম, হে মধুসূদন! তুমি আত্মীয়গণের সহিত একরূপ ব্যবহার কর, পাণ্ডবগণের ন্যায় দুর্য্যোধনও আমাদিগের প্রিয়পাত্র, তাঁহার সাহায্য ও অর্চনা করা তোমার কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহবশতঃ তদ্বিষয়ে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়াছ। যখন তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাতপ্রদর্শন করিতেছ, তখন তাঁহাদিগের জয়লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমা ব্যতিরেকে অন্য লোককে অবলোকন করিতে অভিলাষী নহি, এই নিমিত্ত তুমি যাহা অনুষ্ঠান কর, তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি। গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই আমার শিষ্য, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমান স্নেহ, আমি কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইলে কদাচ উপেক্ষা করিতে পারিব না, অতএব এক্ষণে সরস্বতীনদীর তীর্থসমুদয় পর্য্যটন করিতে যাত্রা করিলাম।” এই বলিয়া

বলদেব বাসুদেবকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পাণ্ডবগণের আদেশানুসারে তীর্থপর্য্যটনার্থ নির্গত হইলেন।

১৫৬তম অধ্যায়

পাণ্ডবসাহায্যার্থ সসৈন্য রুক্মীর আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এই অবসরে ইন্দ্রের প্রিয়সখা দক্ষিণাত্যপতি অতি যশস্বী ভোজরাজ হিরণ্যরোমা [স্বর্ণবর্ণরোমযুক্ত] ভীষ্মকের সত্যসঙ্কল্প [সংকল্পের সত্যতা, রক্ষক] ভুবনবিখ্যাত পুত্র রুক্মী গন্ধমাদনবাসী কিম্পপুরুষদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তির শিষ্য হইয়া চতুষ্পদ ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি গাণ্ডীব, বিজয় ও শার্ঙ্গ, এ তিন দিব্যশরাসনের মধ্যে গাণ্ডীব ও শার্ঙ্গ ধনুর তুল্য তেজস্বী দিব্যলক্ষণসম্পন্ন বিজয়নামক মাহেন্দ্রধনু লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গবাসিগণমধ্যে বরুণের গাণ্ডীব, মহেন্দ্রের বিজয় ও বিষ্ণুর শার্ঙ্গ—এই তিন ধনুই দিব্য ও অতি তেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত। ভগবান বাসুদেব অন্ত্রময় [নাড়ীনির্ম্মিত] পাশ সংছেদন করিয়া স্ববীর্য্যপ্রভাবে মুরনামক এক অসুরকে বিনাশ, ভৌম, নরককে পরাজয় এবং মণিকুণ্ডল হরণ করিয়া ষোড়শসহস্র মহিলা, বিবিধ রত্ন ও বিপক্ষের ভয়াবহ তেজোময় উত্তম শার্ঙ্গ-নামে শরাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর মহাবীর অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহে ভগবান হুতাশন হইতে গাণ্ডীব লাভ করেন। রুক্মী জলধরনির্ঘোষের [বজ্রধ্বনির] ন্যায় গভীরধ্বনিসম্পন্ন সেই মাহেন্দ্রধনু লাভ করেন। প্রভূতবলবীর্য্যশালী ভোজপতি রুক্মী বহু গজবাজি-পরিবৃত হইয়া সমস্ত জগৎ বিত্রাসিত করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন। বাহুবলগর্ব্বিত রুক্মী পূর্ব্বে ধীমান বাসুদেবের রুক্মিণীহরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, আমি কৃষ্ণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না', এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রবৃদ্ধ [বেগে পরিবর্দ্ধিত] ভাগীরথীর ন্যায় বেগবতী বিচিত্র আয়ুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনাসমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যেস্থানে বাসুদেবকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকটকনামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজি সম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুক্মী এক-অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে সত্বর পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদের জ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কবচ, ধনু, তরবার, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া আদিত্যসঙ্কাশ [সূর্য্যতুল্য প্রভাবশালী] ধ্বজের সহিত পাণ্ডবসৈন্যমণ্ডলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

কুরুপাণ্ডবপ্রত্যাখ্যাত রুক্মীর প্রস্থান

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রত্যুদগমন ও যথোচিত সৎকার করিলেন! ভোজরাজ রুক্মী পূজিত ও অভিসংস্তুত [সম্মানিত] হইয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ সসৈন্যে বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া বীরগণমধ্যে ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি এইরূপ সহায়সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে ভীত হইও না; আমি অসহ্য বিষয়ও সহ্য

করিব; আমার তুল্য বলবিক্রমশালী পুরুষ আর নাই। তুমি শত্রুসৈন্যের যে অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, আমি অনায়াসেই তাহা সংহার করিব। এক্ষণে মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, কর্ণ এবং সমাগত ভূপালগণ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন। আমি একাকী যুদ্ধে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিব।”

অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন রুক্মীকর্ত্তৃক পার্থিবগণসমক্ষে এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সখ্যভাব প্রকাশ করিয়া সহাস্যমুখে রুক্মীকে কহিতে লাগিলেন, “হে ভোজরাজ! আমি কৌরব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র, দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়তা করিয়া থাকেন ও গাণ্ডীব আমার শরাসন; সুতরাং এক্ষণে যুদ্ধে ভীত হইতেছি, এই কথা কিরূপে বলি? হে বীর! যখন আমি ঘোষযাত্রাকালে মহাবল গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় ও সখা হইয়াছিল? যখন আমি দেবদানবসঙ্কুল ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন আমি নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন আমি বিরাটনগরে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কে আমার সহায় হইয়াছিল? কোন ব্যক্তি যুদ্ধার্থে রুদ্র, শত্রু, কুবের, যম, বরুণ, পাবক, কৃপ, দ্রোণ ও মাধবের আরাধনা করিয়া, তেজোময় সুদৃঢ় দিব্যগাণ্ডীবধারণ, অক্ষয় শর ও দিব্যাস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া ‘ভীত হইতেছি’ এই অযশস্কর কথা কহিতে সমর্থ হয়? হে মহাবাহো! আমার সহায়সম্পত্তি কিছুই নাই, তথাপি আমি ভীত নাহি। এক্ষণে তুমি যথেচ্ছ গমন বা এইস্থানেই অবস্থান কর, তদ্বিষয়ে আমার কোনো আপত্তি নাই।”

অনন্তর রুক্মী সাগরসন্নিভ সেনাসকল প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাজা দুর্য্যোধনসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ এই কথা উল্লেখ করিলে বীরাভিমানী দুর্য্যোধন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দেবের ন্যায় সমরপরাঙ্মুখ হইয়া তীর্থপর্য্যটনার্থ বিনির্গত হইলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা মন্ত্রণানিমিত্ত পুনরায় উপবেশন করিলেন। তখন পার্থিবগণসমাকুল সেই পাণ্ডবসভা তারকানিকর [নক্ষত্ররাজি]-সুশোভিত চন্দ্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

১৫৭তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের কুরুপাণ্ডব-প্রশ্নে সঞ্জয়ের উক্তি

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন!! কৌরবগণ কালপ্রেরিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে ব্যূহিত [বৃহমধ্যে রক্ষিত] বিপুল সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে কি করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ যত্নবান হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে সঞ্জয়! কুরু ও পাণ্ডবগণের সেনানিবেশমধ্যে যেসকল বিষয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর। আমার মতে অদৃষ্টই বলবান ও পুরুষকার নিরর্থক; দেখ, আমি বিনাশফল [পরিণামবিনাশকর] যুদ্ধদোষসমুদয় অবগত হইলেও কপটপর দ্যূতবেদী [ছলনাপূর্ণ পাশাক্রীড়ারত] দুর্য্যোধনকে নিবারণ ও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে সমর্থ

হইলাম না। আমার বুদ্ধি সততই দোষানুদর্শনী [দোষদর্শনকারিণী] হয় বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়। এইরূপে বোধ হয়, যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। ফলতঃ রণস্থলে দেহত্যাগ এক প্রশংসনীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিতেছেন ও যেপ্রকার অভিলাষ করিতেছেন, ইহা আপনার সমুচিত হইয়াছে এবং এই দোষ রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি আরোপ করাও আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি যে কথার উল্লেখ করি, আপনি তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি আপনার দুশ্চরিতদ্বারা অশুভ লাভ করে, সে কাল বা দৈবকে তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সকল লোকেরই বধ্য হইয়া থাকে। পাণ্ডবগণ কেবল আপনার নিমিত্ত দূতক্রীড়াকালে অমাত্যগণের সহিত সেই সমস্ত কপটাচার সহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি স্থিরভাবে সর্ব্বলোকক্ষয় এবং অশ্ব, গজ ও রাজগণের বিনাশসংবাদ শ্রবণ করিয়া একমানাঃ হইয়া অবস্থিতি করুন। পুরুষ স্বয়ং শুভাশুভ কার্য্যে অনুষ্ঠান করে না; দারুযন্ত্রের [কাঠের যন্ত্রসদৃশ] ন্যায় অস্বতন্ত্র [অবশ] হইয়া কার্য্যে নিয়োজিত হয়। কেহ ঈশ্বরের নির্দ্দেশে, কেহ স্বেচ্ছানুসারে, কেহ বা পূর্ব্বকর্মফলে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই তিনপ্রকার ভিন্ন আর কিছু নয়নগোচর হয় না, অতএব আপনি এক্ষণে বিপদাপন্ন হইয়াও স্থিরচিত্তে সমরবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।’

সৈন্যনির্যাণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৫৮তম অধ্যায়
উলূকদূতগমনপর্ব্বাধ্যায়

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতীনদীর নিকট অবস্থান করিলে পর কৌরবেরাও তথায় প্রবেশ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন অভ্যাগত ভূপালগণকে সম্মান ও সেই স্থানে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়া রক্ষণীয় দ্রব্যাদিসকল স্থাপিত করিয়া কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিবগণকে আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শকুনির পরামর্শানুসারে উলূকদূতকে আহ্বান করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, ‘হে উলূক’! তুমি সোমক ও পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে বাসুদেবসমক্ষে তাঁহাদিগকে কহিবে, এক্ষণে বহুবর্ষচিন্তিত মহাভয়ঙ্কর কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইয়াছে। সঞ্জয় যে কৌরবদিগের মধ্যে কৃষ্ণের, আপনার ও আপনার ভ্রাতৃগণের আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনারা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার অনুষ্ঠান করুন। অনন্তর পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠিরকে কহিবে যে, আপনি ধার্মিক হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত কিরূপে অধর্মে মনোনিবেশ করিলেন? আমি বোধ করিতাম, আপনি সকলকেই অভয়প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু এক্ষণে কিরূপে নৃশংসের ন্যায় সমস্ত জগৎ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যখন দেবগণ প্রহ্লাদের রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া এই কথা কীর্ত্তন করেন, হে দেবগণ! যে ব্রতের দর্ভপাণিত্ব [কুশলহস্ততা-করে কুশধারণ] প্রভৃতি ধর্ম্মচিহ্ন লোকমধ্যে বিখ্যাত হয় এবং পাপসমুদয় প্রচ্ছন্ন [গুপ্ত] থাকে, তাহা বৈড়ালব্রত [ভণ্ডতপস্যা— বিড়ালের আমিষত্যাগতুল্য মিথ্যা ভাণ] বলিয়া অভিহিত হয়। এই বিষয়ে দেবর্ষি নারদ আমার পিতার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

বিড়ালতপস্বীর উপাখ্যান

" 'কোনো সময়ে এক দুরাত্মা মার্জার সকল কর্মে নিরপেক্ষ ও উর্দ্ধবাহু হইয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সকলের প্রত্যয়ের নিমিত্ত অহিংসাপরায়ণের ভাণ করিয়া "আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি", এই কথা সকলের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে বহুকাল গত হইলে ঐ মার্জার পক্ষিগণের বিশ্বাসভাজন [প্রত্যয়ের পাত্র] হইয়া উঠিল। তখন পক্ষীরা সমবেত হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। মার্জার পক্ষিসকলের আদরভাজন হইয়া মনে করিল, এতদিনে আমার ব্রতচর্য্যার [অভিসন্ধির] ফললাভ ও স্বীকার্য্য সংসাধিত হইল।

" "কিয়ৎকাল অতীত হইলে মূষিকেরা [ইন্দুরেরা] তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ ব্রতচারী, সাতিশয় দাম্ভিক [নিজগুণকীর্ত্তনকারী] মার্জারকে অবলোকন করিয়া মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল, আমাদের অনেক শত্রু, অতএব ইনি আমাদিগের মাতুল হইয়া আবালবৃদ্ধ সকলকেই রক্ষা করুন। অনন্তর তাহারা বিড়ালসন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, "হে মার্জার শ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, এক্ষণে আমরা আপনার অনুগ্রহে স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চরণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি ও পরম সুহৃৎ। আপনি নিরন্তর ধর্ম্মকর্মে দীক্ষিত হইয়া আছেন; অতএব যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা করুন।" তখন মুষিকান্তক [ইন্দরভক্ষক] মার্জ্জর কহিল, "হে মূষিকগণ! তপানুষ্ঠান ও রক্ষাবিধান—এই দুইটি বিষয়ের এককালীন অনুষ্ঠান নয়নগোচর হয় না; যাহা হউক, তোমাদের হিতানুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে; কিন্তু আমি যাহা বলিব, প্রতিদিন তোমাদিগকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি যখন নিয়মাবলম্বী হইয়া তপস্যায় নিতান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইব, যখন আমার চলৎশক্তি রহিত হইবে, তখন তোমরা আমাকে এই স্থান হইতে ভাগীরথীতীরে লইয়া যাইবে।" মুষিকেরা আবালবৃদ্ধসকলেই মার্জারের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহার হস্তে আপনাদিগকে সমপর্ণ [আত্মসমর্পণ] করিল।

ডিণ্ডকমূষিক-কথা

" 'অনন্তর পাপাত্মা মার্জার মূষিকদিগকে ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিয়া পীবর [স্থূল], দৃঢ়কায় [কঠিনদেহ] ও লাবণ্যসম্পন্ন [শ্রীযুক্ত] হইয়া উঠিল; কিন্তু মূষিকসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইতে লাগিল। তখন মুষিকসকল একত্র সমবেত হইয়া কহিল, "দেখ, আমাদিগের মাতুল মার্জার প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন; আমরা সংখ্যায় অল্প হইতেছি।" এই অবসরে প্রাজ্ঞতম [অতি জ্ঞানী] ডিণ্ডিকনামক এক মুষিক সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে মূষিকগণ! যখন তোমরা একত্র হইয়া নদীতীরে গমন করিবে, তৎকালে আমি একাকী

মাতুলের সহিত তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।” এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মুষিকগণ তাহাকে সাধুবাদ প্রদান ও যথোচিত সৎকার করিয়া তাহার বাক্যানুসারে গঙ্গাতীরে গমন করিল। ডিণ্ডিকও মাজারের সহিত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন মার্জার সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া ডিণ্ডিককে ভক্ষণ করিল। অনন্তর মুষিকেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত সমবেত হইলে বৃদ্ধতম কোকিলনামে এক মূষিক কহিল, “হে মূষিকগণ! আমাদের মাতুল ধর্ম্মার্থী [ধার্মিক সন্ন্যাসী] নহেন, ইনি কপট [ভণ্ড] শিখা ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার বিষ্ঠা লোমযুক্ত দেখিতেছি, কিন্তু ফলমূলভোজীর পুরীষ কদাচ লোমশ [লোমযুক্ত] হয় না।” আর ইঁহার সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে; বিশেষতঃ আজি সাত-আট দিন হইল, আমরা ডিণ্ডিককে আর দেখিতে পাই না।” এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মুষিকেরা তথা হইতে ধাবমান [পলায়িত] হইল; দুষ্ট বিড়ালও স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে উলূকের প্রমুখাৎ দুরুক্তি

“ ‘হে পাণ্ডব! তদ্রূপ আপনিও বিড়ালব্রত [ভণ্ডতপস্বিব্রত] অবলম্বন করিয়াছেন এবং মার্জার যেরূপ মুষিকদিগের প্রতি ব্যবহার করিয়াছিল, সেইরূপ আপনিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন। আপনার কথা একরূপ, কিন্তু কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি কেবল লোকদিগকে প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই বেদধ্যয়ন ও শান্তি অবলম্বন করিয়াছেন; এক্ষণে কপটাচার পরিহার ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। আপনি লোকের নিকট ধার্মিক বলিয়া পরিচিত আছেন, অতএব নিজ বাহুবলে পৃথিবী লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করুন। রণে জয়লাভ করিয়া চিরদুঃখিনী জননীর অশ্রুজলমার্জ্জন ও সর্ব্বত্র সম্মানলাভ করুন। আপনারা আগ্রহাতিশয় সহকারে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা প্রত্যার্পণ করি নাই। ইহা ব্যতীত আপনাদিগের যুদ্ধোদ্যোগ ও ক্রোধোদ্রেকের কোন কারণ সন্দর্শন করি না। আমি আপনার নিমিত্তই দুষ্টস্বভাব বিদুরকে পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি জতুগৃহদাহবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন। যখন কৃষ্ণ কৌরবসভায় আগমন করেন, তৎকালে আপনি আমাদিগের কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, আমি শান্তি অবলম্বন ও যুদ্ধোদ্যোগ উভয় বিষয়েই প্রস্তুত আছি; এক্ষণে সেই যুদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের পরমলাভ আর কিছুই নাই; এই বলিয়া আমি সংগ্রামিক দ্রব্য আহরণ করিয়াছি।

“ ‘আপনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ এবং কৃপ ও দ্রাণাচার্য্য হইতে অস্ত্রশিক্ষা করিয়া এক্ষণে তুল্যবল ও তুল্যবংশসমুৎপন্ন [নিজকুলজাত] ব্যক্তি থাকিতে কি নিমিত্ত বাসুদেবকে আশ্রয় করিলেন?

কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কটুক্তি

“ “হে উলূক! তুমি পাণ্ডবগণসমক্ষে বাসুদেবকে কহিবে, তুমি আপনার ও পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যত্নবান হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সভামধ্যে মায়াপ্রভাবে যেরূপ শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত আমার প্রতি ধাবমান

হও। ইন্দ্রজাল [যাদুবিদ্যা], মায়া বা অতি ভীষণ কুহক [ভ্রান্তিজনক মায়িক কার্য্য]—এই সকল যুদ্ধে গৃহীতাস্ত্র [অস্ত্রধারী] বীরপুরুষকে কদাচ বিভীষিকা৷ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আমরাও মায়াবলে নভোমণ্ডলে পর্য্যটন, রসাতলে প্রবেশ, ইন্দ্রনগরী আমরাবতীতে গমন করিতে পারি এবং সশরীরে বিবিধ রূপ প্রদর্শন করিতে পারি, কিন্তু ভয়প্রদর্শনাদিদ্বারা আপনার সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ঈশ্বরই মানুষকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু এইরূপ বিভীষিকা কখনই তাঁহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতে পারে না। হে কৃষ্ণ! তুমি কহিয়া থাক, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সমরে সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্যপ্রদান করিব; আমি যাহার সাহায্য করিয়া থাকি, সেই অর্জ্জুনের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শত্রুভাব জন্মিয়াছে; সুতরাং আর তাহাদের নিস্তার নাই; সঞ্জয় আমাকে এসকল কহিয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ [বাক্যরক্ষায় দৃঢ়—সত্যবাদী] ও পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনার্থ যত্নবান হইয়া পৌরুষপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যে ব্যক্তি পৌরুষবলে বিপক্ষগণের শোকবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক। হঠাৎ তোমার যশোরাশি লোকমধ্যে বিস্তীর্ণ হওয়াতে আজি জানিলাম, অনেক পুংচিহ্ন[পুরুষলক্ষণ]ধারী নপুংসক আছে। তুমি মহারাজ কংসের ভৃত্য; তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার সমকক্ষ ভূপালগণের কদাচ উচিত হয় না।

ভীম-নকুলাদি প্রতি উক্তি

“ ‘হে উলূক’! তুমি সেই বহুভোজী, তুবর [একশৃঙ্গ-গো], মূর্খ, বালক ভীমসেনকে বারংবার কহিবে, হে ভীম! তুমি পূর্ব্বে বিরাটনগরে বল্লভনামে বিখ্যাত হইয়া যে সূপকার[পাচক]বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলে তাহা আমারই পুরুষকার। পূর্ব্বে তুমি সভামধ্যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা যেন মিথ্যা না হয়। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও, দুঃশাসনের শোণিত পান কর। তুমি কহিয়া থাক, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সমরে বলপূর্ব্বক সংহার করিব। এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি পানভোজনে পুরুষকার লাভ করিতে পার; কিন্তু ভোজনই বা কোথায় ও যুদ্ধই বা কোথায়? যদি তুমি পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গদা আলিঙ্গনপূর্ব্বক ধরাশয্যায় শয়ন করিবে। হে বৃকোদর! এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুমি তৎকালে সভামধ্যে বৃথা আস্ফালন করিয়াছিলে। হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে নকুলকে কহিবে, হে নকুল! তুমি সুস্থির হইয়া যুদ্ধ করিলে আমরা তোমার পৌরুষ দর্শন করিব। তুমি এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরাগ, আমার প্রতি দ্বেষ ও দ্রৌপদীর ক্লেশপরম্পরা স্মরণ কর। হে দূত! ভূপালগণমধ্যে সহদেবকে কহিবে, হে সহদেব! তুমি সমুদয় ক্লেশ স্মরণ করিয়া যুদ্ধে যত্নবান হও। পরে বিরাট ও দ্রুপদকে কহিবে, হে বীরগণ! আমি তোমাদের গুণবান স্বামী, তথাপি তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলে না; অতএব তোমরা অতি মূঢ়। আর রাজা যুধিষ্ঠির যখন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন তিনিও মূঢ়। অতএব তোমরা একত্র সমবেত হইয়া আমাকেও বধ করিতে পার। এক্ষণে পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সমবেত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে উলূক! তুমি পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিবে, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এক্ষণে সমরে দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া আপনার হিতকর বিষয় সমস্ত জ্ঞাত

হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুষ্কর গুরুবধরূপ স্বীয় কার্য্যসংসাধনের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

রাজা দুর্য্যোধন তোমাকে স্ত্রীলোকের ন্যায় নিতান্ত হীনবীর্য্য মনে করিয়া বিনাশ করিবেন না। নির্ভীক মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মদেবই যুদ্ধ করিবেন; অতএব তুমি যত্নবান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; আমরা তোমার পৌরুষ প্রদর্শন করিব।”

পুনঃ অর্জ্জুনের প্রতি উক্তি

“এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন সহাস্যমুখে উলূককে কহিলেন, ‘হে দূত! তুমি বাসুদেবসমক্ষে পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিবে, হে অর্জ্জুন! আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তোমাকে এই পৃথিবী শাসন বা আমাদিগের শরজালে বিনষ্ট হইয়া রণস্থলে শয়ন করিতে হইবে। এক্ষণে নির্ব্বাসনক্লেশ, বনবাসদুঃখ ও দ্রৌপদীর পরাভববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। যে নিমিত্ত ক্ষত্রিয়রমণীরা সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন, তাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, অস্ত্র-লাঘব ও পৌরুষ প্রদর্শন করিয়া কোপ অপনীত [নিরসন—দূর] করা। বহুবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট, নিতান্ত দীন, দীর্ঘকাল প্রোষিত [প্রবাসিত—প্রবাসে স্থিত] ও ঐশ্বর্য্যপরিভ্রষ্ট [বিষয়চ্যুত] হইলে কোন ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? পুরুষপরম্পরাগত [পুর্ব্বপুরুষ হইতে ধারাবাহিকরূপে আগত] রাজ্য আক্রমণ করিলে কোন সৎকুলজাত মহাবীর পরস্বপহরণ-পরাঙ্মুখ [পরধনহরণে বিমুখ] ব্যক্তির ক্রোধের উদ্রেক না হয়? যে ব্যক্তি অকর্মণ্য হইয়া কেবল বাক্যদ্বারা আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। সে কাপুরুষ। অতএব তুমি পূর্ব্বে যেসকল কথা কহিয়াছিলে, কার্য্যে তাহা প্রদর্শন কর। বিপক্ষগণের হস্তগত স্থান ও রাজ্য পুনরায় উদ্ধার কর; যুদ্ধার্থী ব্যক্তির এই দুইটিই প্রয়োজন। এক্ষণে পৌরুষ প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ এবং তোমাদের প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনী সভায় আনীত হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে পুরুষাভিমানী ব্যক্তির অবশ্যই ক্রোধোদ্রেক [ক্রোধের উদয়] হইতে পারে। তুমি দ্বাদশ বৎসর বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলে এবং এক বৎসর বিরাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার ভবনে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি নির্ব্বাসনদুঃখ ও দ্রুপদনন্দিনীর ক্লেশ স্মরণ করিয়া পৌরুষ প্রদর্শন কর। যাহারা বারংবার তোমার প্রতি শত্রুসমুচিত কথা প্রয়োগ করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগের উপর রোষ প্রকাশ কর, রোষই পুরুষকার। তুমি পুরুষকারসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; লোকে রণস্থলে তোমার ক্রোধ, বল, বীর্য্য, জ্ঞানযোগ ও লঘুহস্ততা দর্শন করুক। তোমার অস্ত্রশস্ত্রের নীরাজনবিধি [অর্চ্চন ও আরতিদ্বারা সংস্কৃত] সমাহিত, কুরুক্ষেত্র কর্দমশূন্য, অশ্বসকল হৃষ্টপুষ্ট ও যোদ্ধৃগণ সুসজ্জিত হইয়াছে; অতএব কল্যই কেশবকে সহায় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি রণস্থলে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়া বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। যেমন মন্দগামী ব্যক্তি গন্ধমাদনপর্ব্বতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও আত্মশ্লাঘা করিতেছ; এক্ষণে অহঙ্কার পরিহার করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। তুমি নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্র, মহাবলপরাক্রান্ত শল্য ও দেবরাজতুল্য দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত না করিয়া কিরূপে রাজ্যাভিলাষ করিতেছ? যিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্য, যিনি বেদ ও শাস্ত্রবিদ্যায়

পারদর্শী, যিনি যুদ্ধে সকলের ধুরন্ধর এবং নিতান্ত অক্ষুব্ধ, সেই সেনানায়ক বিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিতে বৃথা ইচ্ছা করিয়াছ। বায়ুভরে সুমেরুগিরি উন্মুলিত হইয়াছে, এ কথা আমরা কখনই শ্রবণ করি নাই। তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে অনিল সুমেরু বহন করিবে, নভোমণ্ডল ভূতলে নিপতিত হইবে এবং যুগ পরিবর্ত্তিত হইবে।

" 'কোন ব্যক্তি ভীষ্ম বা দ্রোণের শরে আহত হইয়া জীবনাভিলাষী হইয়া থাকে? অর্জ্জুন হউক বা অন্য ব্যক্তিই হউক, দ্রোণ ও ভীষ্মের শরাঘাতপ্রাপ্ত হইলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা যাহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করেন, সে নিদারুণ শরজালে ভিন্নকলেবর [ছিন্নদেহ] হইয়া জীবিকাবস্থায় তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কদাচ গমন করিতে পারে না। রে মূঢ়মতে! তুমি কূপমণ্ডুকের [সর্ব্ববিষয়ে অবিদিত-ব্যাঙ কূপে থাকে, সে মনে করে—কুপ ভিন্ন সংসারে আর কোন স্থান নাই] ন্যায় নৃপতিরক্ষিত দেবসেনাসদৃশ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সেনাসমুদয় সমবেত হইয়াছে, ইহা কি অবগত হইতেছে না? আমি যখন হস্তিসৈন্যমধ্যে অবস্থিত হইব, তৎকালে কি তুমি আমার ও দুর্নিবার বেগবতী ভাগীরথীপ্রবাহের ন্যায় অনিবার্য্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদেশীয় ভূপাল, কাম্বোজ, শক, খগ, শাল্ব, মৎস্য, কুরুমধ্যদেশীয় ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, দ্রাবিড় ও অন্ধকসংস্কুল জনসমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করিতেছ? আমরা রণস্থলে তোমার অক্ষয় তূণীর, অগ্নিদত্ত রথ ও দিব্যকেতুর প্রভাব অবগত হইব। তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র না হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও, আত্মশ্লাঘা করিলে কি হইবে? রণস্থলে নানাপ্রকার অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেই শ্লাঘা সফল হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল বাক্যে কদাচ উহা সপ্রমাণ হইতে পারে না। শ্লাঘা প্রকাশ করিতে কেহই অশক্ত নহে; যদি কেবল শ্লাঘা প্রকাশ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত। আমি তোমার তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ও প্রধান সহায় বাসুদেবকে জ্ঞাত হইয়াছি; তোমার সদৃশ যোদ্ধা আর নাই, তাহাও সবিশেষ অবগত আছি; তথাপি তোমার সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি অপহরণ করিয়া ভোগ করিতেছি।

" 'মানবগণ কখন সঙ্কল্পদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না, বিধাতাই সঙ্কল্পদ্বারা অনুকূল কার্য্যসকল সংসাধন করিয়া থাকেন। দেখ, আমি তোমাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছি; এক্ষণে আবার বান্ধবগণের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া সেই রাজ্য শাসন করিব। যখন তুমি দাসত্বপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডীব এবং ভীমসেনের বলবীর্য্য ও গদা কোথায় ছিল? দ্রৌপদী ব্যতিরেকে তোমাদিগের মুক্তিলাভের আর প্রত্যাশা ছিল না। সেই দ্রৌপদীই তোমাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বিমোচন করিয়াছে। তোমরা বিরাটনগরে মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া দাসকর্মে নিযুক্ত ছিলে; সুতরাং আমি যে তৎকালে তোমাদিগকে ষণ্ডতিল [শাঁসশূন্য তিল—তিলের খোসা] কহিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। আমারই পৌরুষপ্রভাবে ভীম বিরাটরাজের মহানসে [রন্ধনশালায়] সূপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; তুমি ষণ্ডবেশ [নপুংসকবেশ—ক্লীবভাব] পরিগ্রহ ও বেণী ধারণ করিয়া বিরাটরাজদুহিতা উত্তরাকে নৃত্যশিক্ষা করাইয়াছিলে। দেখ, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি এইরূপই দণ্ডবিধান

করিয়া থাকেন। স্ত্রীবেশধারী পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা অধম; কারণ, কামিনীরা স্মরযুদ্ধ [কামযুদ্ধ] উপস্থিত হইলে পরাঙ্মুখ হয় না, কিন্তু স্ত্রীবেশধারী পুরুষ পলায়ন করে; অতএব আমি তোমার ও বাসুদেবের ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ রাজ্যপ্রদান করিব না, তুমি এক্ষণে কেশবসমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মায়া, ইন্দ্রজাল বা অতিভীষণ কুহকসকল সমরে অস্ত্রধারা বীরপুরুষকে কখনই বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সহস্র বাসুদেব বা শত শত অর্জ্জুন সমরে আমার সম্মুখীন হইলেও অবশ্যই তাঁহাদিগকে দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে। তুমি সংযুগে [যুদ্ধে] ভীষ্মের সহিত সমাগত হও বা মস্তকদ্বারা গিরি বিদীর্ণকর অথবা বাহুদ্বারা অগাধ [অসীম] ও সৈন্যসাগর [সৈন্যরূপ সমুদ্র—গভীর জল বলিয়া সাগরের যেমন তল নিরূপিত হয় না, সৈন্যও অগণিত বলিয়া তাহার সংখ্যা করা যায় না] উত্তীর্ণ হও, আমার সম্মুখীন হইলে দিগ্দিগন্তে [সর্ব্বদিকে] পলায়ন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ মহাসাগরে শারদ্বত মীন, বিবিংশতি উরগ, ভীষ্ম প্রবলবেগ, দ্রোণ দুরাসদ [দুর্দ্ধর্ষ মকর] গ্রাহ , কর্ণ আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, সোমদত্তি তিমিঙ্গিল, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, শ্রুতায়ু, হার্দ্দিক্য ও যুযুৎসু সলিল, ভগদত্ত প্রবল মারুত, দুঃশাসন মহাপ্রবাহ, জয়দ্রথ অভ্যন্তরগিরি [জলমধ্যস্থ পর্ব্বত], শকুনি কুল [তীর] সুগণ মাতঙ্গ [জলহস্তী], চিত্রায়ুধ নক্র [কুম্ভীর] এবং পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য। তুমি যখন মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া হতবান্ধব ও পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্তচিত্ত হইবে, তখন তোমার পরিতাপের আর পরিসীমা থাকবে না। যেমন অশুচি ব্যক্তির মন স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ তোমার মন পৃথিবীর শাসন হইতে বিনিবর্ত্তিত [নিবৃত্ত] হইবে। যেমন তপানুষ্ঠান পরাঙ্মুখ ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ তুমিও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্যলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।'
”

১৫৯তম অধ্যায়
উলূকের যুধিষ্ঠিরসমীপে দৌতকার্য্য

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর কৈতব্য [কিতবতনয়] উলূক পাণ্ডবগণের সেনানিবেশে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিল, “মহারাজ! আপনি দূতাবাক্যে অভিজ্ঞ; অতএব রাজা দুর্য্যোধন যেসমস্ত কথা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইবেন না।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে উলূক! তোমার কোন ভয় নাই; সেই অদূরদর্শীষ [ভবিষ্যৎ দর্শনে অসমর্থ] লুব্ধ দুর্য্যোধন যাহা কহিয়াছে, তুমি তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে কীর্ত্তন কর।”

“তখন উলূক পাণ্ডব, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও অনেকানেক নৃপতিগণ, মহাপতি [সর্ব্বপালক] কৃষ্ণ, সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদসন্নিধানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিল, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কৌরবগণসমক্ষে আপনাকে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন: “হে যুধিষ্ঠির! আপনি দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে আপনাদের প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনী সভামধ্যে আনীত হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে পুরুষাভিমানী ব্যক্তির অবশ্যই রোষোদ্রেক হইতে পারে। আপনারা দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস ও এক বৎসর বিরাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়া বিরাটভবনে অবস্থিতি

করিয়াছিলেন। এক্ষণে পূৰ্ব্ব অমর্ষ, রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর ক্লেশ স্মরণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন। ভীম অশক্ত হইয়াও "আমি দুঃশাসনের রুধির পান করিব।" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, এক্ষণে যদি সমর্থ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুক। অস্ত্রশস্ত্রের নীরাজনবিধি সমাহিত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র কর্দমশূন্য, পথ্যসকল সমতল ও আপনার অশ্বগণও হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে; অতএব কল্যই কেশবসমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। আপনি রণস্থলে ভীষ্মদেবের সহিত সমাগত না হইয়া কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছেন? যেমন মন্দগামী ব্যক্তি গন্ধমাদনপর্ব্বতে আরোহণ করিবার অভিলাষে শ্লাঘা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও আপনার শ্লাঘা করিতেছেন। এক্ষণে অহঙ্কার পরিহার করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন। আপনি একান্ত দুরাক্রম্য সূতপুত্র, মহাবলপরাক্রান্ত শল্য ও দেবরাজতুল্য প্রভাবসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় না করিয়া কিরূপে রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছেন? তিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যার আচার্য্য, যিনি বেদ ও শাস্ত্রবিদ্যায় পারগ, যিনি যুদ্ধের সমগ্র ধুরন্ধর [সকলের শ্রেষ্ঠ] এবং নিতান্ত অক্ষুব্ধ, সেই সেনানায়ক বিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিতে বৃথা ইচ্ছা করিয়াছেন। বায়ুবেগে সুমেরুগিরি উন্মলিত হইয়াছে, এ কথা আমরা কখনই শ্রবণ করি নাই। আপনি আমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনিল [বাতাস] সুমেরু [পৰ্ব্বত] বহন করিবে, নভোমণ্ডল ভূতলে নিপতিত হইবে এবং যুগ পরিবর্ত্তিত হইবে। কোন ব্যক্তি অরিনিসূদন দ্রোণকে প্রাপ্ত হইয়া জীবনাভিলাষ করিয়া থাকে? গজ, অশ্ব বা রথ, ইহারাও দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। দ্রোণ ও কর্ণ যাহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হয়েন, সে নিদারুণ শরজালে ভিন্নকলেবর হইয়া জীবিতাবস্থায় তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হইয়া কদাচি গমন করিতে পুরে না। আপান কূপমণ্ডুকের ন্যায়, নৃপতি রক্ষিত দেবসেনাসদৃশ নিতান্ত দুৰ্দ্ধৰ্ষ যে সেনাসমুদয় সমবেত হইয়াছে, ইহা কি অবগত হইতেছেন না? হে অল্পবুদ্ধে! আমি যখন নাগবল [গজারোহী সৈন্য] মধ্যে অবস্থিত হইব, তৎকালে কিরূপে আপনি আমার ও দুর্নিবার বেগবতী ভাগীরথী প্রবাহের ন্যায় অনিবার্য্য পূৰ্ব্ব পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদেশীয় ভূপাল, কাম্বোজ, শক, খগ, শাল্ব, মৎস্য, কুরুমধ্যদেশীয় ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, দ্রাবিড় ও অন্ধকগণসঙ্কুল সমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করিতেছেন?"

অর্জ্জুন সম্বন্ধে দৌত্যকাৰ্য্য

মহারাজ দুর্য্যোধন আপনাকে বলিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে নিবেদন করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন: "হে ধনঞ্জয়! তুমি এক্ষণে অহঙ্কারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? সমরে যুদ্ধের নানাপ্রকার রীতিপদ্ধতি প্রদর্শন করিলে শ্লাঘা সফল হইয়া থাকে। দেখ, শ্লাঘা প্রকাশে কেহই শত্রু নহে, যদি কেবল শ্লাঘা প্রকাশ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইত, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত। তোমার তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ও প্রধান সহায় বাসুদেবকে জ্ঞাত হইয়াছি। তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই, ইহাও সবিশেষ অবগত আছি; তথাপি তোমার সমুদয় রাজ্যসম্পত্তি অপহরণ করিয়া ভোগ করিতেছি। মানবগণ কখন সঙ্কল্পদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না; বিধাতাই

সঙ্কল্পদ্বারা অনুকূল কার্য্যসকল সংসাধন করিয়া থাকেন। দেখ, আমি তোমাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছি; এক্ষণে আবার বান্ধবের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী শাসন করিব। যখন তুমি দাসত্বপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তৎকালে তোমার গাণ্ডীবপ্রভাব এবং ভীমের বলবীর্য্য ও গদা কোথায় ছিল? দ্রৌপদী ব্যতিরেকে তোমাদের মুক্তিলাভের আর প্রত্যাশা ছিল না; সেই দ্রৌপদীই তোমাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বিমোচিত করিয়াছে। তোমরা বিরাটনগরে মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া দাসকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলে; সুতরাং আমি তোমাদিগকে যে ষণ্ডতিল বলিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। আমারই পৌরুষপ্রভাবে ভীম বিরাটের মহানসে সূপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। তুমি ষণ্ডবেশ পরিগ্রহ ও বেণীধারণ করিয়া বিরাটকন্যা উত্তরাকে নৃত্যশিক্ষা করাইয়াছিলে। দেখ, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়গণের প্রতি এইরূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আমি তোমার ও বাসুদেবের ভয়ে ভীত হইয়া কখনই রাজ্যপ্রদান করিব না, তুমি এক্ষণে কেশবসমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মায়া, ইন্দ্রজাল [যাদুবিদ্যা] বা অতি ভীষণ কুহক [মোহকারক মিথ্যা ঘটনা] সকল সমরে অস্ত্রধারী বীরপুরুষকে কদাচ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সহস্র বাসুদেব বা শত শত অর্জ্জুন সমরে আমার সম্মুখীন হইলেও অবশ্যই তাহাদিগকে দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে। তুমি যুদ্ধে ভীষ্মদেবের সহিত সমাগত হও বা মস্তকদ্বারা গিরি বিদীর্ণ করা অথবা বাহুদ্বারা অগাধ সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হও, আমার সম্মুখীন হইলে দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ মহাসাগরে শারদ্বত মীন, বিবিংশতি উরগ, ভীষ্ম প্রবলবেগ, দ্রোণ দুরাসদ গ্রাহ, কর্ণ আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, সোমুদত্তি তিমিঙ্গিল, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, শ্রুতায়ু, হার্দ্দিক্য ও যুযুৎসু সলিল, ভগদত্ত প্রবল মারুত, দুঃশাসন মহাপ্রবাহ, জয়দ্রথ অভ্যন্তরগিরি [প্রত্যন্ত পর্ব্বত—বড় বড় পাহাড়ের মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়], শকুনি কুল, সুষেণ মাতঙ্গ, চিত্রায়ুধ নক্র বেং পুরুমিত্র গাভীর্য্য। তুমি যখন ঐ মহাসাগরে অবগাহন [বীরগণরূপ সমুদ্রে অবতরণ] করিয়া হতবান্ধব ও পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্তচিত্ত হইবে, তখন তোমার পরিতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। যেমন অশুচি ব্যক্তির মন স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রুপ তোমার মন পৃথিবীর শাসন হইতে বিনিবর্ত্তিত হইবে [তুমি মরিয়া যাইবে]। যেমন তপানুষ্ঠানপরাভূখ ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে, সেইরূপ তুমিও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্যলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।' ”

১৬০তম অধ্যায়

উলূকবাক্যে পাণ্ডবগণের ক্রোধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক কপটদ্যূতে পরাভূত হইয়া পূর্ব্বাবধিই জাতক্রোধ হইয়া আছেন; এক্ষণে আবার উলূক ভুজঙ্গসদৃশ অর্জ্জুনকে বাক্যশালাকাদ্বারা আহত করিলে তাঁহারা সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া উঠিলেন। পরে তাঁহারা সহসা আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহুবিক্ষেপসহকারে ক্রোধাভরে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অধোমুখে অতি ভীষণ আশীবিষের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোষকষায়িতলোচনে [ক্রোধে আরক্তনেত্র] কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন মহামতি বাসুদেব ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত [মর্মবেদনাযুক্ত] ও একান্ত ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিয়া সহাস্যমুখে উলূককে কহিলেন, "হে উলূক! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিবে,-পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হইবে।" কৃষ্ণ এই বলিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলেন।

"অনন্তর উলূক সর্ব্বসমক্ষে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবপ্রমুখ সকলকে পুনর্ব্বার সেই সমস্ত কথা কহিল। মহাবীর অর্জ্জুন উলূকের নিদারুণ বাক্যশ্রবণে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া ললাট মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সমস্ত নৃপতি অর্জ্জুনকে তদাবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত বাসুদেবও অর্জ্জুনের প্রতি দুর্য্যোধনপ্রযুক্ত তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন ধৃষ্ট্যদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, কৈকেয়রা পঞ্চভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রুপদপুত্র, অভিমন্যু, ধৃষ্টকেতু ও যমজ নকুলসহদেব-ইঁহারা আরক্তলোচনে পরস্পরের কেয়ূর[বালা]বিভূষিত চন্দনচর্চিত রুচির [মনোজ্ঞ] কর গ্রহণ করিয়া দশনে দশনে [দাঁতে দাঁত] নিষ্পেষণ ও সৃক্কণী [অধর ও ওষ্ঠ] লেহন[জিহ্বা দিয়া চাটা]পূর্ব্বক সহসা আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন।

দুর্য্যোধনের উদ্দেশে উলূকপ্রমুখাৎ ভীমবাক্য

"অনন্তর বৃকোদর তাঁহাদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইলেন এবং নেত্রদ্বয় উন্নত করিয়া দন্তের কটকটা শব্দ ও হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ [করে করে মর্দন]। করিয়া উলূককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, —"হে উলূক! দুর্য্যোধন আমাদিগকে অশক্ত বোধ করিয়া যেসমস্ত উত্তেজনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা সূতপুত্র কর্ণ, দুরাত্মা শকুনি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে দুর্য্যোধনকে শ্রবণ করাইবে;—রে দুরাচার! আমরা জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের প্রীতিসাধনোদ্দেশে [প্রীতি-বিধানের জন্য] তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি কিন্তু তুমি তাহা আপনাকে সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছ না। ধর্ম্মরাজ পাণ্ডুনন্দন জ্ঞাতিকুলের মঙ্গলাভিলাষে বাসুদেবকে সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি কালপ্রেরিত বা কালগ্রাসে নিপতিত হইতে অভিলাষী হইয়া

আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; কল্য নিশ্চয়ই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আমি তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের বধসাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; তাহা অবশ্যই সফল হইবে, তদ্বিষয়ে বিচার করিবার আর অবশ্যকতা নাই। যদি মহাসাগর বেলাভূমি [তীর] অতিক্রম করে, পর্ব্বত যদি বিদীর্ণ হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে দুর্বুদ্ধে! যদি যম, কুবের বা রুদ্র তোমার সহায় হয়েন, তথাচ পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমি যখন স্বেচ্ছানুসারে দুঃশাসনের রুধির পান করিব, তৎকালে যদি কোন ক্ষত্রিয় ভীষ্মকেও পুরস্কৃত [অগ্রবর্ত্তী] করিয়া আমার নিকট আগমন করেন, আমি তাহাকে যমসদনে [যমালয়ে] প্রেরণ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি আত্মাকে [শরীর] স্পর্শ করিয়া শপথ [দিব্য কর্ত্তব্যের অবধারণ] করিতেছি, ক্ষত্রিয়সমক্ষে যাহা কহিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তাহার অনুষ্ঠান করিব।"

দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্যে সহদেবের প্রত্যুক্তি

"সহদেব ভীমসেনের বাক্য শ্রবণানন্তর উলূকের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধাভরে লোহিতনয়নে সেনাগণসমক্ষে বীরপুরুষোচিত কথা কহিতে লাগিলেন,—"রে পাপ! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে, যদি তোমার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে কৌরবগণের সহিত আমাদিগের কখনই ভেদ [অনৈক্য] হইত। না। তুমি অতি পাপিষ্ঠ; তুমি ধৃতরাষ্ট্রকুলের উন্মূলন ও লোকবিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছ। তোমার পাপাত্মা পিতা জন্মাবধি আমাদিগের সহিত প্রতিনিয়ত নৃশংসাচরণ [নির্দয় ব্যবহার] করিয়া থাকেন, সেই নৃশংসাচারমূলক চিরাগত বৈর [শত্রুতা] আজি তোমা হইতেই নির্ম্মূল হইবে। আমি শকুনিসমক্ষে অগ্রে তোমাকে সংহার করিয়া পরে সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে দুষ্ট শকুনিকে বিনষ্ট করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" মহাবল অর্জ্জুন ভীম ও সহদেব উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, "হে বৃকোদর! যাহাদের সহিত আপনার শত্রুভাব সঞ্জাত হইয়াছে, তাহারা এস্থানে নাই; এক্ষণে মৃত্যুর [আসন্ন মরণের] বশীভূত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে গৃহে অবস্থান করিতেছে। যথোক্তভাষী [অপরের সংবাদবাহী] দূতের অপরাধ কি? অতএব আপনি উলূকের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিবেন না।" অর্জ্জুন ভীমপরাক্রম ভীমকে এইরূপ কহিয়া মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ সুহৃদ্বর্গকে কহিলেন, "হে বান্ধবগণ! সেই পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন আমার ও বাসুদেবের বিশেষরূপে নিন্দা করিয়াছে; আপনারা তাহাই শ্রবণ করিয়া আমাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি বাসুদেবের প্রভাবে ও আপনাদিগের যত্নে ক্ষত্রিয়গণ ও ভূপালদিগকে গণনা [গণ্য-গ্রাহ্য] করি না। দুর্য্যোধন কহিয়াছে, কল্যই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; আমি সেনামুখে [সমরে] গাণ্ডীবদ্বারা ইহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিব, বাক্য প্রয়োজন নাই। ক্লীবেরাই বাগাড়ম্বর [বৃথা বাক্যবিস্তার] করিয়া থাকে।" তখন ভূপালগণ অর্জ্জুনের বচনভঙ্গীতে [বলার কায়দায়] বিস্মিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী [অত্যন্ত] প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুক্তি

"তখন ভারতসত্তম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উলূকমুখে দুর্য্যোধনবাক্য শ্রবণানন্তর ভূপালগণকে বয়ঃক্রমানুসারে যথাযোগ্য অনুনয় করিয়া কহিলেন, "হে উলূক! আমি তোমাকে অবমাননা করি না; অতএব দুর্য্যোধনের বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।" এই বলিয়া তিনি ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও উলূকের বিপুল ভুজযুগল গ্রহণ করিয়া জনার্দন ও ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং রোষাভরে সৃক্কণী লেহন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে উলূক! তুমি গমন করিয়া সেই কৃতঘ্ন কূলপাংশুল দুর্মতি দুর্য্যোধনকে কহিবে,-রে পাপা! তুমি প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের প্রতি কপটাচার করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতেছ। যে ব্যক্তি স্ববীর্য্যপ্রভাবে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে পরাজিত করে, যে ব্যক্তি নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, সেই ক্ষত্রিয়। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া আমাদিগকে সমরে আহ্বানপূর্ব্বক মান্য ও অমান্য ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত করিয়া যুদ্ধ করিও না। তুমি আপনার ও সৈন্যগণের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে সমরে আহ্বানপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হও। যে ব্যক্তি স্বয়ং অসমর্থ হইয়া অন্যের আশ্রয়লাভ করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে আহ্বান করে, সেই নপুংসক; তুমি অন্যের বলে আপনাকে বলশালী বিবেচনা করিয়া থাক; অতএব তুমি কি বলিয়া আমাদের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন করিতেছ?"

উলূকের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

"অনন্তর কৃষ্ণ কহিলেন, "হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে পুনরায় দুর্য্যোধনকে কহিবে,—হে দুর্মতে! তুমি পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া কল্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। আমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না, কিন্তু যেমন হুতাশন তৃণসকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমিও চরমকালে [শেষ সময়ে] ক্রোধাভরে সমস্ত পার্থিবগণকে দগ্ধ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে সমরে মহাত্মা অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিব। তুমি ত্রিলোকে [ভূলোকে, অন্তরীক্ষলোকে ও স্বর্গলোকে] গমন কর অথবা ভূতলে প্রবিষ্ট হও, সর্ব্বত্রই প্রভাত-সময়ে অর্জ্জুনের রথ নয়নগোচর করিবে। তুমি ভীমের বাক্য নিস্ফল বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আজি দুঃশাসনের শোণিত পীত হইয়াছে, এইরূপ অবধারণ করবে। তুমি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করিলেও কি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন, কি যমজ নকুলসহদেব ইহারা কেহই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।"

১৬১তম অধ্যায়

পুনরায় অর্জ্জুনের উক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উলুকের ভুজাবলম্বনপূর্ব্বক অতিমাত্র লোহিতনয়নে কহিলেন, "হে উলূক'! তুমি কৌরবগণসন্নিধানে উপনীত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিবে, যে ব্যক্তি স্বীয় বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া রণস্থলে নির্ভয়ে শত্রুগণকে আহ্বান করে, সেই পুরুষ। যে স্বয়ং অসমর্থ হইয়া অন্যের আশ্রয়

গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে শত্রুগণকে আহ্বান করে, সে ক্ষত্রিয়নামধারী কাপুরুষ। রে মূঢ়! তুমি অন্যের বল আশ্রয় করিয়া আপনাকে বলশালী বিবেচনা করিতেছ। স্বয়ং কাপুরুষ হইয়া কি নিমিত্ত শত্রুবিনাশের অভিলাষ করা? তুমি ভূপালগণমধ্যে বৃদ্ধতম হিতজ্ঞানসম্পন্ন [উপকারবুদ্ধিযুক্ত] জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মকে মৃত্যুমুখে নিপতিত করিতে দীক্ষিত [যুদ্ধে প্রবৃত্তিযুক্ত] করিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ। আমরা তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি; তুমি মনে করিয়াছ, পাণ্ডব দয়াপরতন্ত্র [দয়ার্দ্র] হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবেন না; কিন্তু তুমি যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার-পরতন্ত্র [অহঙ্কারবশ] হইয়াছ, আমি সকল ধনুর্দ্ধারদিগের সমক্ষে প্রথমেই সেই ভীষ্মকে বিনাশ করিব। তুমি বলিয়াছ, রজনী প্রভাত হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনেরও বিলক্ষণ সম্মতি আছে।

" 'সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম কৌরবগণের সন্তোষসম্পাদনা করিয়া কহিয়াছিলেন, "আমি সৃঞ্জয়গণের সৈন্য ও শাল্বেয়াদিগকে বিনাশ করিব; অধিক কি, দ্রোণ ব্যতিরেকে নিখিল লোক সংহার করিতে পারি। যাহা হউক, এক্ষণে এই কার্য্যের ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই। তুমি তাঁহাদিগকে বিপদসাগরে নিমগ্ন করিয়া এই রাজ্যলাভ করিয়াছ।" ভীষ্মের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তোমারও মনোগত ভাব ঐরূপ হইয়াছে। তুমি এই দর্পে পরিপূর্ণ হইয়া আপনার অনর্থপরম্পরা [ধারাবাহিক অনিষ্ট] নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না; এক্ষণে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সমক্ষে প্রথমেই দ্বীপ [মজ্জমান ব্যক্তির আশ্রয়]-স্বরূপ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে রথ হইতে নিপতিত্ব ও বিনষ্ট করিব। দিবাকর উদিত-হইলে তুমি ধ্বজ, রথ ও সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহাকে রক্ষা করিও। তিনি যখন আমার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইবেন, তুমি তখন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার এই সাহঙ্কার বাক্য নির্ম্মফল নয়, ইহা বিবেচনা করিবে, তাঁহাতে সন্দেহ নাই। ভীমসেন ক্রোধাপরবশ হইয়া সভামধ্যে অদূরদর্শী দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তুমি অবিলম্বেই তাহা সমাহিত দেখিবে।

" 'তুমি নৃশংসের ন্যায় নিতান্ত অধর্মপরায়ণ ও নিত্যবৈরসম্পন্ন। এক্ষণে অভিমান, দর্প, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, পারুষ্য [কর্কশতা], অবলোপ [গর্ব্ব], নৃশংসতা, তীক্ষ্ণতা, ধর্ম্মদ্বেষ, অপবাদ, বৃদ্ধতিক্রম [বৃদ্ধজনের অতিক্রম—বৃদ্ধবাক্যের অপালন], কর্ণপ্রমুখের উপর নির্ভর, সেনার আধিক্য ও আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করার ফল অবিলম্বেই নিরীক্ষণ করিবে। আমি ও বাসুদেব রোষপরবশ হইলে কিরূপে তোমার রাজ্য ও জীবনের প্রত্যাশা থাকিবে? মহাবীর শান্তস্বভাব ভীষ্ম, সূতপুত্র কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে তুমি রাজ্য, জীবিত [জীবন] ও পুত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইবে। তুমিও পুত্রভ্রাতৃগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভীমের হস্তে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার দুষ্কৃতিসমুদয় স্মরণ করিবে। আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি না; কিন্তু সত্য কহিতেছি, এ সমস্তই সত্য হইবে।"

উলূকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি

"অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উলূককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে উলূক! তুমি বাক্যানুসারে দুর্য্যোধনসন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে, তুমি আপনার চরিত্রের ন্যায় আমার

চরিত্র অনুমান করিও না, সত্য ও মিথ্যা উভয়ের অন্তর [পার্থক্য] অনুধাবন কর। জ্ঞাতিবর্গের বধ কামনা করা দূরে থাকুক, আমি কীট, পিপীলিকাপ্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবেরও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত নাহি। বলিতে কি, পাছে জ্ঞাতিবধ হয় বলিয়া আমি পূর্ব্বে পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া কেবল বিষয়বাসনা ও মুর্খতানিবন্ধন আত্মশ্লাঘা করিতেছ; মহামতি বাসুদেবের হিতকর বাক্য শ্রবণগোচর কর নাই। এক্ষণে আর অধিক কি কহিব, তুমি বান্ধবগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে উলূক! তুমি আমার অহিতকারী দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমি তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য হইবে।”

পুনর্ব্বার ভীমের উক্তি

“অনন্তর ভীমসেন কহিলেন, “হে দূত! তুমি সেই দুর্মতিপরায়ণ দুরাচার দুর্য্যোধনকে পুনরায় কহিবে, হয় আমি পশুপক্ষীর উদরে [যুদ্ধে মৃত হইয়া পশুপক্ষীকর্ত্তৃক ভক্ষিত], না হয় হস্তিনাপুরে বাস করিব। আমি সত্যই শপথ [দিব্য-প্রতিজ্ঞা] করিতেছি, সভামধ্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সংসাধন করিব। আমি তোমার উরুযুগল ভগ্ন ও তোমার দোসরগণকে [ভ্রাতাদিগকে] বিনাশ করিয়া রণস্থলে দুঃশাসনের শোণিত পান করিব। অভিমন্যু রাজপুত্রদিগের ও আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মৃত্যুস্বরূপ; হে দুর্য্যোধন!! আরও কহিতেছি, আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে সহোদরগণের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া তোমার মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক সকলকে সন্তুষ্ট করিব।”

নকুলসহদেবাদির উক্তি

“অনন্তর মহাবীর নকুল কহিলেন, “হে উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে, তুমি যাহা কহিয়াছ, আমি তাহা সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হইব।”

“সহদেব কহিলেন, “হে উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে,— হে দুর্য্যোধন! তোমার যেরূপ অভিলাষ তাহা অনুষ্ঠান কর। তুমি এক্ষণে আমাদের ক্লেশ দর্শনে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ, তাহার নিমিত্ত তোমাকে পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত অনুতাপ করিতে হইবে।” পরে বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ উলূককে কহিলেন, “হে উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমাদিগের অভিলাষ এই যে, আমরা সততই সাধুলোকের দাসত্ব প্রার্থনা করিয়া থাকি। আমরা দাস হই বা না হই, যাঁহার যেরূপ পৌরুষ, তাহা সন্দর্শন করিব।” শিখন্তী কহিলেন, “হে উলূক! তুমি সেই পাপনিরত রাজা দুর্য্যোধনকে কহিবে, তুমি আমাকে যুদ্ধে দারুণ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে নিরীক্ষণ করিবে। তুমি যাহার বলবীর্য্যের আশ্রয়লাভ করিয়া যুদ্ধে জয়প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতেছ, আমি সেই পিতামহ ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত ও সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে বিনাশ করিব; তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্তই বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।” ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, “হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমি বান্ধবগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ ও অন্যের অসাধ্য ভয়ঙ্কর কার্য্য সমস্ত সংসাধন করিব।”

যুধিষ্ঠিরের করুণাপ্রকাশক উক্তি

'অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির করুণা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "হে উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমার জ্ঞাতিবিনাশের অভিলাষ নাই; প্রত্যুত আমি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাদর প্রকাশ করিয়াছিলাম; হে দুর্মতে! তোমারই দোষবশতঃ এই সকল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সাধারণ লোকের ন্যায় আমিও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে উলূক! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তোমার ইচ্ছা হয়, অবিলম্বে প্রস্থান বা এই স্থানে অবস্থান কর। আমরা তোমার বান্ধব।"

তখন কৈতব্য উলূক ধর্ম্মানন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহার অনুজ্ঞালাভ ও যত্নপূর্ব্বক সমস্ত বাক্য হৃদয়মধ্যে ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনসন্নিধানে গমন করিল। পরে তথায় উপনীত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ, নিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর বাক্যসমুদয় নিবেদন করিল। রাজা দুর্য্যোধন উলূকমুখে সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহাবীর দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, রাজবল [দুর্য্যোধনের নিজ সৈন্য] ও মিত্রবল [কৌরবপক্ষাশ্রিত অন্যান্য নৃপতিগণের সৈন্য] দিগকে আজ্ঞা অবস্থান করিবে।" তখন দূতগণ কর্ণের আদেশানুসারে সত্বর রথ, উষ্ট্র, বামী [ঘোটকী] ও মহাজবশালী [অত্যন্ত বেগবান] অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেনাগণসন্নিধানে উপনীত হইয়া রাজগণকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিল।"

১৬২তম অধ্যায়
যোদ্ধা-প্রতিযোদ্ধা নির্ব্বাচন

"হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালী পদাতি, রথ, অশ্ব ও গজ, এই চতুরঙ্গসম্পন্ন সেনা বহির্গত করিলেন। ভীমপ্রমুখ মহাবীরগণ সেই স্থির সাগরসদৃশ বলসমুদয় রক্ষা করিতে লাগিলেন। অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেনার অগ্রণী হইয়া গমন করিলেন এবং সৈন্য ও উৎসাহ অনুসারে শত্রুগণের সহিত রথীদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনকে সূতপুত্রের সহিত, ভীমকে দুর্য্যোধনের সহিত, ধৃষ্টকেতুকে শল্যের সহিত, উত্তমৌজাকে গৌতমের [কৃপাচার্য্যের] সহিত, নকুলকে অশ্বত্থমার সহিত, শৈব্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত, বার্ষ্ণেয় যুযুধানকে জয়দ্রথের সহিত, শিখণ্ডিকে ভীষ্মের সহিত, সহদেবকে শকুনির সহিত, চেকিতানকে শল্যের সহিত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে ত্রিগর্ত্তাদিগের সহিত এবং অভিমন্যুকে বৃষসেন ও অন্যান্য মহীপালগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি অভিমন্যুকে অর্জ্জুন অপেক্ষাও সমধিক বলশালী জ্ঞান করিতেন। এইরূপে সেনাপতিগণের অধিপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধাবর্গকে সমবেত ও পৃথক পৃথক বিভক্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যকে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি সংগ্রামের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প [সঙ্কল্পবদ্ধ—কর্ত্তব্যে স্থির] হইয়া বিধি অনুসারে ব্যূহরচনা করিয়া পাণ্ডবগণের সেনাযোজনা

করিলেন এবং তাঁহাদিগের জয়লাভের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নসহকারে সমরাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।”

উলূকদূতগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৬৩তম অধ্যায়

রথাতিরথসংখ্যানপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! দৃঢ়ধন্বা [স্থিরযোদ্ধা] অর্জ্জুন ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় [কৃতপ্রতিজ্ঞ— কর্ত্তব্যবিষয়ে অটুট-সঙ্কল্প] হইলে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনপ্রমুখ আমার পুত্রগণ কি করিল? আমি দেখিতেছি [আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি] মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে সমরে ভীষ্মকে সংহার করিবে। সেই সমধিক ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্ম অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞ শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন এবং কৌরবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীস্ম, কৌরবগণের সেনাপতিপদ পরিগ্রহ [গ্রহণ] করিয়া দুর্য্যোধনের সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে কুরুরাজ! আজ আমি দেবসেনানী [দেবসেনাপতি] শক্তিধর কুমার কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিয়া তোমার সেনাপতি হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সেনানী কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, বিবিধ ব্যূহরচনায় আমার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে এবং আমি বেতনভুক [যাহারা মাহিনা লইয়া কার্য্য করে] ও অবৈতনিকদিগকে [যাহারা বিনা মাহিনায় কার্য্য করে—বর্ত্তমান ভলান্টিয়ার সৈন্য] কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে সম্পূর্ণ পারদর্শী [সখের সৈন্যের উপর আদেশ-নির্দ্দেশ যে বেতনভোগী সৈন্যের মত করা চলে না, সেনাপতি ভীস্ম সে যুদ্ধনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ।] হইয়াছি। আমি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় যান, যুদ্ধ ও পরপ্রযুক্ত [শত্রুনিক্ষিপ্ত] অস্ত্রের প্রতিকার সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং দৈব, গন্ধর্ব ও মানুষব্যূহ [দেব-বিষয়ক গন্ধর্ববিষয়ক ও মানুষবিষয়ক সেনাসন্নিবেশ—জটিল ব্যূহ।] রচনা করিতে একান্ত সমর্থ; আমি তদ্বারা পাণ্ডবগণকে বিমোহিত ও যথার্থ শাস্ত্রানুসারে তোমার সেনাগণকে রক্ষা করিয়া সংগ্রাম করিব; তুমি এখন হৃদয়সন্তাপ [মনস্তাপ] দূর কর।”

“দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে পিতামহ! আমি সত্য কহিতেছি, দেবাসুরের সহিত সংগ্রাম করিতেও আমি শঙ্কিত নহি; বিশেষত আপনি সেনাপতিপদ পরিগ্রহ ও পুরুষসিংহ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে অবস্থান করিলে আর শঙ্কার বিষয় কি? আপনাদের সাহায্যে আমার অবশ্যই বিজয়লাভ হইবে; অধিক কি, দেবরাজ্যও আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে না। আপনি শত্রুগণের ও আমাদের সমুদয় বিষয়ই অবগত আছেন; অতএব এক্ষণে আমি এইসকল ভূপালের সহিত উভয় পক্ষের রথী [রথারোহণে যুদ্ধকারী] ও অতিরথের [বহু বিপক্ষসৈন্যের সহিত যুদ্ধসমর্থ যোদ্ধার] সংখ্যা শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।”

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মের আশ্বাসবাণী

“ভীষ্ম কহিলেন, “হে দুর্য্যোধন! তোমার সেনাগণমধ্যে সহস্র সহস্র, প্রযুত [লক্ষের পরবর্ত্তী সংখ্যা নিযুত। ১০ লক্ষে এক নিযুত হয় প্রযুত নিযুতের পরবর্ত্তী সংখ্যা হওয়া উচিত। সুতরাং সংখ্যার সংজ্ঞায় নাম না থাকিলেও ১০ নিযুত। নিযুতের পরই খর্ব্ব হয়। এ হিসাবে ১০ প্রযুতে এক খর্ব্ব। বস্তুতঃ এই যে অযুত অধুত অবুদ-অবুদ শব্দের প্রয়োগ, ইহা আনন্তিবাচক-অসীম, অসংখ্য এই শব্দের বোধক।] প্রযুত ও অবুদ অবুদ রথী ও অতিরথ আছে, আমি তাঁহাদের প্রাধান্যানুসারে আনুপূর্ব্বিক সংখ্যাকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি দুঃশাসনপ্রমুখ একশত সোদর-সমভিব্যাহারে রথী হইয়া অগ্রে অবস্থান করিবে। ইহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে কৃপ ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য; ইঁহারা আসি, চর্ম্ম, গদা, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া তোমার রথপ্রান্তে [রথের সমীপে] ও হস্তিস্কন্ধে অবস্থান করিবেন। তাঁহারা শত্রুসৈন্যকে সংযুত [বন্দী], প্রহত [বিনাশ] ও ছিন্নভিন্ন করিতে একান্ত সমর্থ এবং যুদ্ধভার বহনে নিতান্ত পারগ [সমরপরিচালনায় সম্যক পারদর্শী]। পাণ্ডবগণের নিকট মনস্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অপরাধী হইলেও ইঁহারাই সমরভূমিতে যুদ্ধদুর্ম্মদ পঞ্চালগণকে বিনাশ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাণ্ডবগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অন্যান্য শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিব। তুমি আমার সমুদয় গুণ বিদিত হইয়াছ; এক্ষণে তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। অতিরথ ধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য [ধনুর্ব্বাণদ্বারা যুদ্ধকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ] ভোজরাজ। কৃতবর্ম্মা রণস্থলে তোমার সমস্ত কার্য্য সংসাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। যেমন দেবরাজ দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ অতিরথ মদ্ররাজ শল্য শত্রুগণের সেনাসকল বিনাশ করিবেন। তিনি স্বীয় ভাগিনেয় গণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত বাসুদেবের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব তিনিই সাগরতরঙ্গমালার ন্যায় শরজালদ্বারা শত্রুগণকে প্লাবিত [আচ্ছাদিত] করিয়া মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তোমার প্রিয়সুহৃৎ শিক্ষিতাস্ত্র ভূরিশ্রব ও অতিরিথ সোমদত্ত অবশ্যই তোমার বিপক্ষগণের বল ক্ষয় করিবেন। দ্বিরথ [দুইজন রথীর সমান] সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রৌপদীহরণকালে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইলে অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই শত্রুভাব ও ক্লেশপরম্পর স্মরণপূর্ব্বক প্রাণপরিত্যাগে [প্রাণপণ করিয়া] নিরপেক্ষ হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন।’ ”

১৬৪তম অধ্যায়
বিভিন্ন রাজগণের যুদ্ধসাহায্যসূচনা

“ ‘হে দুর্য্যোধন! কাম্বোজদেশীয় একরথ সুদক্ষিণ তোমার কার্য্যসংসাধনার্থ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তখন কৌরবগণ রণস্থলে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাহার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন। তাঁহার রথসমূহে শলভশ্রেণীর ন্যায় কাম্বোজদেশীয় অতিবেগবান বীরগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। মাহিষ্মতীর অধিবাসী নীলবর্ণবর্ম্মধারী মহারাজ নীল তোমারই রথী; তিনি রথসমূহসমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। সহদেবের সহিত তাঁহার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে; অতএব এক্ষণে তিনি তোমার

কার্য্যসংসাধনার্থ সমধিক যত্নবান হইবেন। যেমন ক্রীড়ানিরত যুথপতি মাতঙ্গযুগল যুথমধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে তদ্রুপ মহাবল পরাক্রান্ত অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ যুদ্ধার্থী হইয়া সমরভূমিতে বিচরণ করিয়া গদা, প্রাস, অসি, নারাচ ও তোমরদ্বারা তোমার শত্রুসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবেন। ত্রিগর্তেরা পঞ্চভ্রাতা বিরাটনগরে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, যেমন মকরগণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল ভাগীরথীকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারাও পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণকে বিচলিত করিবেন। সেই পঞ্চরথীর মধ্যে সত্যরথই প্রধান। ভীমার্জ্জুন দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের যেসমস্ত অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহারা তাহা স্মরণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন এবং পাণ্ডবগণের সহায় মহারথপ্রধান ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর মহাবীরদিগকে বিনাশ করিবেন।

" 'তরুণবয়স্ক [যুবা] সুকুমার তোমার আত্মজ লক্ষ্মণ ও দুঃশাসনের পুত্র মহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে; ইহারা সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ [অপশ্চাৎপদ—অনিবৃত্ত] যুদ্ধবিশারদ, অতিবেগবান, সকলের প্রণেতা [চালক] ও রথী। একরথ রাজা দণ্ডধার [তন্নামক নৃপতি] স্বীয় সৈন্যগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। অযোধ্যাধিপতি [* দুর্য্যোধনাদি বৃহদ্বলের বন্ধু অতএব বন্ধুসন্তোষার্থ বৃহদ্বল যুদ্ধ করিবেন] মহাবলপরাক্রান্ত রথী মহারাজ বৃহদ্বল স্বীয় বন্ধুগণকে সন্তুষ্ট করিয়া তোমার হিতের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন [*]। যিনি মহর্ষি গৌতম শরদ্বানের ঔরসে শরস্তম্বে অজেয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই কৃপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র [মনোমত কার্য্যসাধনে একান্ত নিযুক্ত] হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং হুতাশনের ন্যায় বিবিধায়ুধধারী [নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী] বহুল বল দগ্ধ করিয়া সমরে সঞ্চরণ করবেন।" "

১৬৫তম অধ্যায়

শকুনিপ্রভৃতির যুদ্ধে যোগদানের গৌরববর্ণন

" 'হে রাজন! তোমার মাতুল একরথ শকুনি পাণ্ডবগণের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সেনাসকল বেগে বায়ুর তুল্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, বিবিধায়ুধধারী ও সমরে অপরাঙ্মুখ। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ধনুর্দ্ধারপ্রধান চিত্রযোধী দৃঢ়াস্ত্র; মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহার শরজাল শরাসন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অবিচ্ছিন্নরূপে গমন করিয়া থাকে। তাঁহার বলবীর্য্যের সীমানির্দ্দেশ করা আমার সাধ্য নহে; তিনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি তপোবলে ক্রোধ ও তেজ জয় করিয়াছেন এবং আশ্রমবাসী দ্রোণের অনুগ্রহে দিব্য-অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ দোষ এই যে, তিনি অত্যন্ত জীবনপ্রিয় [নিজের প্রাণের প্রতি প্রবল মমতা সমন্বিত] আমি এই নিমিত্তই তাঁহাকে রথী বা অতিরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। উভয়পক্ষের সেনাগণমধ্যে তাঁহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই নাই। তিনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমুদয় দেবসেনা সংহার ও তলধ্বনি[করতল শব্দ]দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার গুণগ্রাম গণনা করা নিতান্ত দুষ্কর; তিনি রণস্থলে

সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় সঞ্চরণ করবেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকেন। তিনিই এই কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের পর্য্যবসান [পরিসমাপ্ত-শেষ] করিবেন। তাঁহার পিতা দ্রোণ বৃদ্ধ হইলেও যুবা অপেক্ষা সমধিক সামর্থ্যশালী; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তিনি রণস্থলে সুমহৎ কার্য্যসকল সংশোধন করিবেন। সৈন্যস্বরূপ ইন্ধনসমুত্থিত [কাষ্ঠ হইতে সমুত্থিত] হুতাশন অস্ত্রবেগরূপ প্রবল বায়ুদ্বারা সন্ধুক্ষিত [উদ্দীপিত] হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণকে ভস্মসাৎ করিবে। আচার্য্য দ্রোণ অতিরথ; তিনি রণস্থলে তোমার হিতজনক ভয়ানক কর্ম্মসমুদয় সম্পাদন করিবেন। তিনি ভূপালগণের আচার্য্য; তিনি সৃঞ্জয়গণকে বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় তাঁহার প্রিয় শিষ্য; সুতরাং তিনি অক্লিষ্টকর্ম্ম অর্জ্জুনের গুণসমূহ স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহাকে বিনাশ করিবেন না; তিনি তাঁহার গুণগ্রামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন এবং স্বপুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও তাঁহাকে সমধিক গুণসম্পন্ন বিবেচনা করেন। তিনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে একত্র সমবেত [মিলিত] দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণকে বিনাশ করিতে পারেন।

" 'রথী পৌরব স্বীয় সৈন্যদ্বারা বিপক্ষ সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া অনলের তৃণরাশি দহনের ন্যায় পাঞ্চালদিগকে দগ্ধ করিবেন। মহাবলপরাক্রান্ত একরথ সত্যশ্রাবা তোমার শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিবেন এবং তাঁহার যোদ্ধাগণ বিচিত্র কবচ ও আয়ুধধারণপূর্ব্বক তোমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিবে; মহারথ কর্ণাত্মজ বৃষসেন তোমার বিপক্ষবল দগ্ধ করিবেন। প্রধান রথী মহাতেজাঃ জলসন্ধ জীবিত-নিরপেক্ষ [প্রাণের প্রতি মমতাহীন] হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। মহাভুজ রণবিশারদ মাধব রথে আরোহণ করিয়া তোমার শত্রুসৈন্যদিগকে যুদ্ধে ক্ষয় করিবেন। ইনি তোমার কার্য্যসংসাধনার্থ সৈন্যগণের সহিত স্বয়ং প্রাণপরিত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। ইনি মহাবলপরাক্রান্ত ও চিত্রযোদ্ধা [নানা কৌশলে সমরকারী], এক্ষণে নির্ভয়ে তোমার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতিরথ বাহ্লীক রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া কখনো পরাঙ্মুখ হয়েন না, বরং করাল কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠেন। ইনি সমীরণের ন্যায় নিরন্তর রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়া তোমার শত্রুসৈন্য সংহার করিবেন। তোমার সেনাপতি মহারথ সত্যবান রণস্থলে অতি অদ্ভুত কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। তাহার যুদ্ধ দর্শন করিলে মনোমধ্যে কোনো পীড়া জন্মে না, তিনি অবলীলাক্রমে সম্মুখীন শত্রুগণকে উৎসাদিত করিয়া প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হয়েন। তিনি তোমার নিমিত্ত শত্রুগণমধ্যে সৎপুরুষোচিত কার্য্যসমুদয় অনুষ্ঠান করিবেন। ক্রূরকর্ম্মা মহারথ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ পূর্ব্বকৃতবৈর স্মরণ করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইবেন। ইনি সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের প্রধান রথী, মায়াবী ও দৃঢ়যোধী [অক্লান্ত যোদ্ধা]। মহাবলপরাক্রান্ত প্রতাপশালী প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত ও অর্জ্জুন ইঁহারা জিগীষা[জয়াশা]পরবশ হইয়া বহুদিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগদত্ত নিজসখা পাকশাসনের [ইন্দ্রের] সম্মানরক্ষার্থ অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করেন। এক্ষণে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।' "

১৬৬তম অধ্যায়

ভীষ্মের আশ্বাস-নৈরাশ্যমিশ্র বাণী

" 'হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহাবলপরাক্রান্ত গান্ধারপ্রধান রমণীয়দর্শন ক্রোধপরায়ণ যুবা অচল ও বৃষক নামে দুই ভ্রাতা তোমার শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবে। যে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সতত তোমাকে প্রোৎসাহিত [প্রকৃষ্টরূপে উৎসাদিত] করিতেছে, যে তোমার প্রিয়সখা, মন্ত্রী ও নেতা, সেই শ্লাঘাপরতন্ত্র [আত্মপ্রশংসাপরায়ণ] পরনিন্দক নীচপ্রকৃতি হীনজাতি অভিমানী কর্ণসহজাতকবচ ও দিব্যকুণ্ডলযুগলে বঞ্চিত [ইন্দ্রকর্ত্তৃক ছলনাদ্বারা গ্রহণে বিড়ম্বিত] এবং আপনাকে ব্রাহ্মণ পরিচয় প্রদান করাতে রাম[পরশুরাম]কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্ত আছে; এই নিমিত্ত রাখী বা অতিরথ হইতে পারে না। আমার মতে ইহাকে অর্দ্ধরথ [নিকৃষ্ট যোদ্ধা-প্রায় পদাতি তুল্য] বলিয়া জ্ঞান করা উচিত; এই কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কখনই জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগত হইবে না।"

"অনন্তর সর্ব্বধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য [সমস্ত ধনুর্দ্ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ] দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "হে ভীষ্ম! আপনি যাহা কহিলেন, তাহার অণুমাত্রও মিথ্যা নয়। কর্ণ সাতিশয় অভিমানী, অবধানশূন্য [অসাবধান] ও প্রত্যেক রণেই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; সুতরাং আমার মতেও ইহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।"

ভীষ্মের প্রতি কর্ণের ক্রোধ

"অন্যন্তর কর্ণ এই কথা শ্রবণগোচর করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধবিস্ফারিতনয়নে [ক্রোধে বিস্তারিতনেত্রে]। কঠোরবচনে কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! আমার কোনো অপরাধ নাই; তথাপি আপনি আমাকে স্বেচ্ছানুসারে বিদ্বেষবশতঃ পদে পদে বাক্যশরে বিদ্ধ করিতেছেন, আপনি আমাকে কাপুরুষের ন্যায় নিতান্ত মন্দ জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের অনুরোধেই আপনাকে ক্ষমা করিতেছি। আপনি যখন আমাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই এই কথা কখনো মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিবে না, কারণ, সকলে জানে, ভীষ্ম কদাচ মিথ্যা কহেন না। আপনি কৌরবগণের নিতান্ত অহিতকারী; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন ইহা অবগত হইতেছেন না। আপনি যেমন গুণবিদ্বেষবশতঃ [পরশ্রীকাতরতাহেতু] আমার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, তদ্রূপ কোন ব্যক্তি যুদ্ধে পরস্পরের ভেদ করিতে অভিলাষী হইয়া সমকক্ষ ভূপালগণের এইরূপ তেজোবধ [তেজের অপলাপ] করিয়া থাকেন? আপনি কি ধনসম্পত্তি, কি বন্ধু কি বয়ঃক্রম, কি বার্দ্ধক্য কিছুতেই মহারথীত্ব [মহারথের লক্ষণ] নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন না। ক্ষত্রিয়গণ বলে, দ্বিজাতিগণ মন্ত্রে, বৈশ্যেরা ধনে এবং শূদ্রেরা বয়সে জ্যেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন। আপনি কাম ও দ্বেষপরায়ণ হইয়া মোহপ্রযুক্ত স্বেচ্ছানুসারে রথী ও অতিরথদিগকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। হে দুর্য্যোধন! আপনি এই সকল বিষয় সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া এই দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ভীষ্মকে পরিত্যাগ করুন; ইনি আপনার অহিতকারী। পুরুষপরম্পরাগত সৈন্যসকল ভিন্ন [অনৈক্য-ভিন্নমত] হইলে যখন

তাহাদিগকে একত্র করা দুঃসাধ্য, তখন যাহারা নানা স্থান হইতে সমাগত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন হইলে যে একত্র করা দুষ্কর, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে এইসকল যোদ্ধৃদিগের দ্বৈধভাব [মতের অনৈক্য] সঞ্জাত হইয়াছে; তাহাতে আবার ভীষ্ম প্রত্যক্ষেই আমাদের তেজোবধ করিতেছেন। দেখুন, রথিবিজ্ঞানই বা কোথা আর অল্পমতি ভীস্মই বা কোথা [উভয় পদার্থের মধ্যে অনেক তফাৎ]?

" 'হে কুরুরাজ! আমি পাণ্ডবগণের সৈন্য আক্রমণ করিব; যেমন ব্যাঘ্রকে সন্দর্শন করিলে বৃষভগণ পলায়ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি সম্মুখীন হইলে পাণ্ডবেরা পঞ্চালগণসমভিব্যাহারে দশদিকে প্রস্থান করিবে। যুদ্ধ বা বিমর্দ [কর-চারণাদির প্রহরদ্বারা পীড়া প্রদান] এবং মন্ত্র ও ব্যাহৃতই [বাক্যপ্রয়োগের কৌশল] বা কোথা আর অতিবৃদ্ধ কালপ্রেরিত [যমমুখেগমনশীল] ভীষ্মই বা কোথা? ভীষ্ম একাকী প্রতিনিয়ত পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন এবং কাহাকেও গণনা করেন না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে, বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করা বিধেয়; কিন্তু অতিবৃদ্ধদিগের কথা কখনই শ্রবণ করিবে না; তাহাঁরা বালক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। আমি একাকীই পাণ্ডবগণের সৈন্য সংহার করিব। আপনি ভীষ্মকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সুতরাং আপনার যুদ্ধে ভীষ্মেরই যশোলাভ হইবে; কারণ, যুদ্ধে সেনাপতিরই যশোলাভ হইয়া থাকে, সেনাগণ তদ্বিষয়ে বঞ্চিত হয়। হে মহারাজ! ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না; তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর অন্যান্য মহারথগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিব।"

"ভীষ্ম কহিলেন, 'হে কর্ণ। এই যুদ্ধের সাগরসদৃশ গুরুভার [উত্তরণে উপায়নির্দ্দেশরূপ] আমাতেই সমাপিত হইবে, ইহা আমি বহুকাল অবধারণ করিয়াছি। সেই লোমহর্ষণ [রোমাঞ্চকর] সংগ্রামকাল উপস্থিত হইলে আমি কদাচ পরস্পরের ভেদ করিব না; অতএব তুমিও জীবিত থাকিবে। তুমি নিতান্ত বালক; আজি আমি বৃদ্ধ হইলেও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা [সমরপ্রিয়তা] ও জীবিতাভিলাষ [বাঁচিবার ইচ্ছা] নিরাশ করিব না। মহাবীর জমদগ্ন্য [পরশুরাম] মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও আমাকে কোনরূপ পীড়া প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন নাই; সুতরাং এক্ষণে তুমি আমার কি করিবে? হে হীনকুলপাংশুল [নীচ-কুলাঙ্গার]! সাধুলোকেরা কদাচ আপনার বলবীর্য্যের প্রশংসা করেন না, কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াই এই কথা উত্থাপন করিতেছি; কাশিরাজকন্যাদিগের স্বয়ংবর কালে আমি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমবেত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাদিগকে হরণ করিয়াছিলাম এবং আমি একাকীই সমরাঙ্গনে অতি বিখ্যাত সহস্র সহস্র সসৈন্য ভূপালগণকে নিরস্ত করিয়াছিলাম। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কৌরবগণের অনয় [অনীতি-মন্দবুদ্ধি] উপস্থিত হইয়াছে; তুমিও বিনাশলাভের নিমিত্ত আগত হইয়াছ। অতএব পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি যাহার সহিত সতত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, আজি সেই পার্থের সহিত যুদ্ধ কর। আমি সেই যুদ্ধ হইতে তোমাকে প্রত্যাগত [প্রাণ লইয়া ফিরিতে দেখিব না-উপহাস বাক্য] দেখিব।"

"তখন রাজা দুর্য্যোধন উভয়কে এইরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভীষ্মদেবকে কহিলেন, "হে পিতামহ! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; এক্ষণে মহৎকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; অতএব

যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি তাহা অবধারণ করুন। আপনারা উভয়েই আমার মহৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন। রজনী প্রভাত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এক্ষণে পুনরায় বিপক্ষগণের বলাবল এবং রথী ও অতিরাথ-সংখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।' "

১৬৭তম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষের রথিপরিচয়-যুধিষ্ঠিরাদির শৌর্য্য

"ভীষ্ম কহিলেন, 'দুর্য্যোধন। তোমার রথী, অতিরথ ও অর্দ্ধরথসংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে যদি পাণ্ডবগণের রথিসংখ্যা শ্রবণ করিতে কৌতুহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই সকল ভূপালগণের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং রথী, তিনি হুতাশনের ন্যায় সমরে সঞ্চরণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভীমসেন একাকী অষ্টরখীর সমান। অযুত নাগতুল্য বলশালী; তাঁহার সদৃশ গদা ও বাণযুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়েই রথী; তাহারা তেজ ও সৌন্দর্য্যে অশ্বিনীকুমারের তুল্য। তাঁহারা সেনামুখে উপস্থিত হইয়া ক্লেশপরম্পরা সংস্মরণপূর্ব্বক রুদ্রের ন্যায় সঞ্চরণ করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহারা সকলেই শালতরুর ন্যায় উন্নত এবং অন্যান্য পুরুষ অপেক্ষা প্রদেশ[বিস্তারিত অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে বিস্তারিত তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত]প্রমাণ উচ্চ। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্য ও তপানুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সকলেই বলসম্পন্ন; তাঁহারা দিগ্বিজয়কালে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বেগ, প্রহার ও যুদ্ধ বিষয়ে অলৌকিকতা [লোকাতীত ক্ষমতা] লাভ করিয়াছেন। কেহই তাঁহাদিগের শরাসনে জ্যারোপণ বা আয়ুধ, গদা ও শরজাল সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা বালক হইয়াও গরীয়সী [গুর্বী-গুরুভারযুক্তা] গদা উত্তোলন, শরনিক্ষেপ, লক্ষ্যভেদ, মর্ম্মপীড়ন, মুষ্টিযুদ্ধ ও বেগে তোমাদের অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা তোমাদের এই সকল সৈন্য সংহার করিবেন; অতএব তোমরা কদাচ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। রাজসূয় যজ্ঞে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণেও তদ্রূপ তাঁহারা তোমার সমক্ষেই সমরে সমস্ত ভূপালগণকে একে একে বিনাশ করবেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর ক্লেশ ও দ্যূতক্রীড়াকালীন অতি কঠোর বাক্যসমুদয় স্মরণ করিয়া রুদ্রের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চারণ করিবেন।

অর্জ্জুনের বলবীর্য্য

" 'উভয় পক্ষের সৈন্যগণমধ্যে লোহিতলোচন [রক্তনেত্র] অর্জ্জুনের তুল্য বীর ও রথী। আর নাই। অধিক কি, পূর্ব্বে দেবতা, উরগ, রাক্ষস এবং যক্ষগণমধ্যেও তাঁহার তুল্য রথী আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই, পরেও হইবে না; নরলোকে ত' কোন কথাই নাই। অর্জ্জুনের রথ সুসজ্জিত, বাসুদেব সারথি, অর্জ্জুন স্বয়ং রথী, গাণ্ডীব শরাসন, অশ্বসকল বায়ুবেগগামী, কবচ অভেদ্য, তুণীরদ্বয় অক্ষয়, গদাসকল অতি ভীষণ, মহেন্দ্র [ইন্দ্র], পাশুপত [পশুপতি], রৌদ্র [রুদ্র], কৌবের [কুবেরা], যাম্য [যম] ও বারুণ [বরুণপ্রদত্ত] অস্ত্র তাঁহার অধিকৃত

এবং বাজপ্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রসকল তাঁহার আয়ত্ত রহিয়াছে। তিনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবকে বিনষ্ট করেন; তাঁহার তুল্য রাখী আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি স্বীয় সৈন্যগণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া তোমার সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিবেন। হয় আমি, না হয় আচার্য্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ উভয় সৈন্যমধ্যে তাঁহার শরবর্ষণ সহ্য করে, এমন কেহই নাই। যেমন সমীরণ গ্রীষ্মাবসানে জলধরের সাহায্য করে, তদ্রূপ বাসুদেব অর্জ্জুনের সাহায্য করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন যুবা, আমরা উভয়েই বৃদ্ধ।"

"তখন সভাস্থ সমস্ত নৃপতি মহাবীর ভীষ্মের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বতন সামর্থ্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের স্থূল অঙ্গদযুক্ত চন্দনবিভূষিত ভুজদ্বয় একান্ত বিস্রস্ত [শিথিল] হইয়া পড়িল, দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা পাণ্ডবগণের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিতেছেন।"

১৬৮তম অধ্যায়
অভিমন্যুপ্রভৃতির পরাক্রম

" "হে মহারাজ! দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সকলেই মহারথ। বিরাটনন্দন উত্তর রথী। মহাবীর অভিমন্যু অর্জ্জুন ও বাসুদেবের তুল্য লঘুহস্ত [ক্ষিপ্রহস্ত—দ্রুত অস্ত্র-প্রয়োগে অভ্যস্ত] ও দৃঢ়ব্রত [যুদ্ধাদি কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃঢ়তা]; তিনি পিতা অর্জ্জুনের ক্লেশ স্মরণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিবেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে অমর্ষপরায়ণ ও নির্ভয়; আমি তাঁহাকে ও মহাবলপরাক্রান্ত যুধামন্যুকে রথী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। ইঁহাদিগের বহুসহস্র, হস্তী অশ্ব ও রথ আছে। ইঁহারা অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় পরস্পর আহ্বানপূর্ব্বক জীবিতনিরপেক্ষ [প্রাণের প্রতি উপেক্ষাহীন] হইয়া পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের প্রিয়সাধনার্থ তোমার সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবেন। মহাবীর, পুরুষশ্রেষ্ঠ, সমরে দুর্জ্জয় বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ, ইঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রধর্ম্মপরাঙ্মুখ [যুদ্ধাদি কার্য্যে পশ্চাৎপদ] নহেন; অন্যান্য বীরপুরুষ কারণবশতঃ কখন তেজস্বী, কখন বা নিস্তেজ হয়েন, কিন্তু ইঁহারা মৃত্যু পর্য্যন্তও দৃঢ়বিক্রম থাকেন; অতএব এই দুই মহাবীর সম্বন্ধ, বংশ, বীর্য্য, বল ও পাণ্ডবগণের বিশ্বাস অনুসারে পৃথক পৃথক অক্ষৌহিণীসমভিব্যাহারে বীরাচরিত পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে সমরে মহৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন।' "

১৬৯তম অধ্যায়
শিখণ্ডিপ্রমুখ বীরগণের বিক্রম

" হে দুর্য্যোধন! পাঞ্চালরাজতনয় শিখন্ডী রথীপ্রধান; তিনি বহুল [অনেক] পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার সেনাগণমধ্যে যশোবিস্তার ও পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক রথসমূহদ্বারা মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। দ্রোণশিষ্য মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেনানী; আমি তাঁহাকে অতিরথ বিবেচনা করিয়া থাকি। যেমন নিতান্ত ক্রুদ্ধ

ভগবান ব্যোমকেশ প্রলয়কালে প্রজাগণকে বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ তিনি যুদ্ধে শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবেন। সমরপ্রিয় মনুষ্যেরা কহিয়া থাকেন, ইঁহার রথ ও সৈন্য বহুসংখ্যাপ্রিযুক্ত সাগরের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। ইঁহার আত্মজ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ, বালকত্বপ্রযুক্ত সাতিশয় পরিশ্রমে সমর্থ নহেন; অতএব আমি তাঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। মহারাজ শিশুপালের পুত্র মহারথ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের সম্বন্ধী [কুটুম্ব], এক্ষণে তাঁহারা পিতাপুত্রে পাণ্ডবদিগের মহৎকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। মহারাজ ক্ষত্রদেব পাণ্ডবদিগের এক প্রধানীরথী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ। জয়ন্ত, অমিততেজঃ ও মহারথ সত্যজিৎপ্রভৃতি মহাত্মা পাঞ্চলগণ ক্রুদ্ধ কুঞ্জরের [হস্তীর] ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। মহাবলপরাক্রান্ত অজ ও ভোজ পাণ্ডবগণের হিতসংসাধনার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সামর্থ্য প্রদর্শন করিবেন। ইঁহারা লঘুহস্ত, চিত্রযোধী ও দৃঢ়বিক্রম। যুদ্ধদুর্ম্মদ কেকায়েরা পঞ্চভ্রাতা— কাশিক, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব—ইঁহারা সকলেই রথী, যুদ্ধলক্ষণযুক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা। মহারাজ বার্দ্ধক্ষেমি মহারথ, নৃপতি চিত্রায়ুধ [উত্তম অস্ত্রবিৎ] রথিশ্রেষ্ঠ, তিনি যুদ্ধবিশারদ ও অর্জ্জুনের একান্ত ভক্ত ছিলেন। চেকিতান ও সত্যধৃতি-ইঁহারা রাখী। ব্যাঘ্রদত্ত ও চন্দ্রসেনকে পাণ্ডবগণের প্রধানরথী বলিতে পারি। বাসুদেব বা ভীমসেন সম সেনাবিন্দু ও ক্রোধহস্তা বিক্রম প্রকাশ্যপূর্ব্বক তোমার সেনাগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যেমন দ্রোণ, কৃপ ও আমাকে সমরশ্লাঘী [সমরে প্রশংসার পাত্র] বিবেচনা করিয়া থাক, তদ্রুপ তাঁহাকেও বিবেচনা করিবে। মহারাজ কাণ্ব সাতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত, প্রশংসনীয় ও একরথ। সমরপ্রিয় দ্রুপদনন্দন সত্যজিৎ মহাবলপরাক্রান্ত, যুবা ও অষ্টরথীর সমান, তিনি এক্ষণে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ন্যায় অতিরথ হইয়াছেন; এক্ষণে পাণ্ডবগণতুল্য যশোলাভ করিবেন, এই বাসনায় মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাণ্ডবগণের অনুরাগভাজন মহাবীর্য্য পাণ্ড্যরাজ মহারথ । শ্রেণিমান ও বসুদান—ইহারা উভয়েই অতিরথ।' ”

১৭০তম অধ্যায়

শিখণ্ডীর সহিত ভীমের সমরে অনিচ্ছা!

“ 'হে দুর্য্যোধন! মহারথ রোচমান রণস্থলে অমরের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন। মহাবলপরাক্রান্ত, সুনিপুণ চিত্রযোধী, ভীমসেনের মাতুল কুন্তিভোজ পুরুজিৎ অতিরথ, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রুপ তিনিও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ভাগিনেয়দিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন। তাঁহার যুদ্ধবিশারদ সুবিখ্যাত বহুসংখ্যক যোদ্ধা আছে; তাহারাও রণস্থলে অতি অদ্ভূত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, সন্দেহ নাই। হিড়িম্বাতনয়, সমরপ্রিয়, অতিশয় মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার বশবর্ত্তী অন্যান্য মহাবীর রাক্ষসগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। হে মহারাজ! এইসকল ও অন্যান্য মহীপালগণ সমবেত হইয়া বাসুদেবকে পুরোবর্ত্তী [অগ্রগামী] করিয়া পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন।

“ 'এই সমস্ত প্রধান প্রধান রথী, অতিরথ ও অর্দ্ধারথ সমরক্ষেত্রে দেবরাজপ্রতিম অর্জ্জুনকর্ত্তৃক প্রতিপালিত অতি ভয়ঙ্কর যুধিষ্ঠিরসেনাসকল লইয়া যাইবেন। আমি সেইসমস্ত

জিগীষাপরবশ [একান্ত জয়াভিলাষী] মায়াবী ভূপালগণের সহিত সময় করিয়া জয় বা নিধন লাভ করিব। আমি সন্ধ্যাকালীন চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন ও চক্রধর বাসুদেব এবং পাণ্ডবদিগের অন্যান্য রথী বীরপুরুষগণকে রণস্থলে আক্রমণ করিব।

" 'পাণ্ডবদিগের যেসকল রথী, অতিরথ ও অৰ্দ্ধরথের বিষয় প্রাধান্যানুসারে [শ্রেষ্ঠতানুক্রমে] কীর্ত্তিত হইল, আমি তাঁহাদিগকে এবং অর্জ্জুন, বাসুদেব ও অন্যান্য পার্থিবগণকে সমরে অবলোকন করিবামাত্র অস্ত্রজাত [অস্ত্রসমূহ] দ্বারা নিবারণ করিব, কেবল পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডী প্রতিযোদ্ধা হইয়া শরনিক্ষেপ করিলেও তাহাকে কদাচ বিনাশ করিব না। লোকে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমি পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত লব্ধরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমি চিত্রাঙ্গদকে কৌরবদিগের আধিপত্যে স্থাপিত ও অল্পবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। আমি ভূমণ্ডলের সমস্ত ভূপালগণকে আমার ব্রহ্মচর্য্য অবগত করিয়া এক্ষণে স্ত্রী বা স্ত্রীপূর্ব্ব [পূর্ব্বকীয় স্ত্রীভাবযুক্ত] পুরুষকে সংহার করিতে পারি না। বোধ হয়, তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিল, পশ্চাৎপুরুষবিগ্রহ [পুরুষদেহ] পরিগ্রহ করিয়াছে; অতএব আমি তাহার সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না। কিন্তু পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে সমরে যাহাকে প্রাপ্ত হইব, তাহাকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।' "

রথতিরথসংখ্যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৭১তম অধ্যায়
অম্বোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়

"দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে পিতামহ! আপনি সোমক ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে শিখণ্ডীকে রণস্থলে শরক্ষেপ করিতে দৃষ্টিগোচর করিয়াও কি নিমিত্ত বিনাশ করিবেন না?"

"ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! আমি যে নিমিত্ত শিখণ্ডীকে বিনাশ করিব না, তুমি তাহা এইসকল ভূপালগণের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমার পিতা ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ শান্তনু সমুচিত অবসরে [যথাযোগ্যকালে] কলেবর পরিত্যাগ করিলে আমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। অনন্তর তিনিও লোকান্তরগত হইলে আমি সত্যবতীর অভিমতে বিচিত্রবীর্য্যকে নিয়মানুসারে অভিষিক্ত করিলাম। বিচিত্রবীর্য্য ধর্ম্মতঃ আমার কনীয়ান [কনিষ্ঠ ভ্রাতা] এই নিমিত্ত সকল বিষয়ে আমার মতানুসরণ করতেন। আমি তাঁহার দারক্রিয়া [বিবাহে পত্নীগ্রহণ] সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অনুরূপ কুল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনন্তর শুনিলাম, অলোকসামান্যরূপসম্পন্ন কাশিরাজের তিন দুহিতা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ংবরা হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অম্বা সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, অম্বিকা মধ্যম ও অম্বালিকা কনিষ্ঠা ছিলেন। স্বয়ংবরের নিমিত্ত অনেকানেক ভূমিপাল নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমি একমাত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক কাশিরাজের রাজধানীতে সমুপস্থিত হইয়া সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা কাশিরাজের দুহিতাদিগকে ও নিমন্ত্রিত নৃপতিগণকে নিরীক্ষণ করিলাম। পরে আমি সেই তিন কন্যাকে

বীর্য্যশুল্কা [বলপূর্ব্বক অপহরণের যোগ্য] অবগত হইয়া রথে আরোপিত করিলাম এবং সমাগত পার্থিবগণকে আহ্বান করিয়া বারংবার কহিলাম, "শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তোমাদের সমক্ষে বলপূর্ব্বক কন্যাগণকে হরণ করিতেছে; এক্ষণে তোমার শক্তি অনুসারে ইহাদিগকে মোচন করিবার নিমিত্ত যত্ন কর।"

" 'অনন্তর ভূপালগণ ক্রোধাভরে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া সারথিদিগকে 'সাজ সাজ' বলিয়া আদেশ করিলেন। তখন যোদ্ধৃগণ উদ্যতায়ুধ [উত্তোলিতাস্ত্র] হইয়া মাতঙ্গসদৃশ রথ, গজসমূহ এবং হৃষ্টপুষ্ট অশ্বের সহিত আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলে পর ভূপালসকল রথে আরোহণ করিয়া আমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। আমি তাঁহাদের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলাম; তাহারা যখন আমার সম্মুখীন হইলেন, তখন আমি অবলীলাক্রমে তাঁহাদিগের সুবর্ণালঙ্কৃত বিচিত্র ধ্বজ পাতিত করিলাম এবং অশ্ব, গজ ও সারথিদিগকে এক এক শরদ্বারা ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলাম।

" 'তখন সকলে আমার শরলাঘব [সত্বর শরনিক্ষেপ ক্ষমতা] দর্শনে সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলাম এবং ভ্রাতার পরিণয়কার্য্য সম্পাদনা করিবার নিমিত্ত তিন কন্যাকে আনয়ন করিয়াছি, এই সমস্ত ব্যাপার সত্যবতীকে নিবেদন করিলাম।" "

১৭২তম অধ্যায়
অম্বার প্রত্যাখ্যানে প্রার্থনা

" 'অনন্তর আমি জননী সত্যবতীসন্নিধানে গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলাম, "জননি! আমি একমাত্র বীর্য্যই এই তিন কন্যার শুল্ক [পণ] অবগত হইয়া পার্থিবগণকে পরাজয় করিয়া ইহাদিগকে বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত আহরণ করিয়াছি।" তখন সত্যবতী হৃষ্টমনে ও গলদশ্রুনয়নেই [বিগলিত অশ্রুযুক্ত নেত্রে] আমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি ভাগ্যবলে জয়লাভ করিয়াছ।" পরে তাঁহার অনুমোদিত বিবাহকাল সমুপস্থিত হইলে কাশিরাজের জ্যেষ্ঠাকন্যা অম্বা লজ্জাবনত বদনে [লজ্জানম্র] আমাকে কহিলেন, "হে ভীষ্ম। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, এক্ষণে আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি পূর্ব্বে শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তিনিও নির্জ্জনে পিতার অজ্ঞাতসারে আমাকে বরণ করিয়াছেন; আমি আর অন্যকে প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনি কুরুবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কিরূপে আমাকে স্বীয় আবাসে রাখিবেন? হে মহারাজ! আপনি ইহা বুদ্ধিবলে সম্যক অবধারণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন। শাল্বরাজ নিশ্চয়ই গমন করিতে অনুমতি করুন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, আপনি পৃথিবীমধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী; অতএব আমার প্রতি অনুকম্প [দয়া] প্রদর্শন করুন।" "

১৭৩তম অধ্যায়

অম্বা-প্রত্যাখ্যান

“ভীষ্ম কহিলেন, “মহারাজ। অনন্তর আমি জননী সত্যবতী, মন্ত্রী ও পুরোহিতের অনুমতিক্রমে কাশিরাজদুহিতা অম্বাকে গমন করিতে আদেশ করিলাম।” তখন অম্বা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণপরিরক্ষিত ধাত্রীকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া শাল্বপতির রাজধানীতে গমন করিলেন। পরে রাজধানী পথ অতিক্রম করিয়া ভূপালসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ। আমি আপনার উদ্দেশে আগমন করিয়াছি।” শাল্বপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “হে বরবর্ণিনি! তুমি অন্যপূর্ব্বা [একের উদ্দেশ্যে নিরূপিতা পাত্রী বিবাহের উদ্দেশ্যে অন্যকর্ত্তৃক গৃহীতা] হইয়াছ; আমি আর তোমার পাণিগ্রহণ করিব না; তুমি পুনরায় সেই ভীষ্মের সন্নিধানে গমন কর। তিনি অন্যান্য ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তোমার করগ্রহণ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি আর তোমাকে প্রার্থনা করি না।

তুমি তৎকালে ভীষ্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলে, সুতরাং আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ভূপতি অন্যের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া কিরূপে অন্যপূর্ব্বা নারীকে অভিলাষ করিবেন? অতএব, গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে; এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন কর।”

“তখন একান্ত অনঙ্গশরপীড়িতা [কামবাণব্যথিতা] অম্বা শাল্বপতিকে কহিলেন, “মহারাজ! আপনি এরূপ কহিবেন না; ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আমি ভীষ্মের প্রতি প্রীতিমতী নহি; এ নিমিত্ত আমি অবিরল বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতেছিলাম; তথাপি তিনি অন্যান্য মহীপালগণকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিলেন; আমি আপনার একান্ত ভক্ত, আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন; ধর্ম্মানুসারে নিরপরাধ ভক্তকে পরিত্যাগ করা প্রশস্ত নহে। এক্ষণে আমি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। শ্রবণ করিয়াছি, মহাবাহু ভীষ্ম আপনার ভ্রাতার নিমিত্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং আমাকে প্রার্থনা করেন না। বিবাহকাল উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে আমার কানীয়সী [কনিষ্ঠা] ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকাকে প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন। আমি মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনা ব্যতিরেকে অন্য বরকে ধ্যান করি না। আমি আত্মাকে স্পর্শ করিয়া [নিজ দেহে হাত দিয়া] সত্য কহিতেছি, আমি অন্যপূর্ব্বা নহি। এক্ষণে আমি স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়া আপনার প্রসন্নতালাভের অভিলাষ করিতেছি, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ।”

শাল্বপ্রত্যাখ্যাতা অম্বার ভীষ্মনিধন-সঙ্কল্প

“অনন্তর কাশিরাজ দুহিতা অম্বা বারংবার এইরূপ প্রার্থনা করিলেও শাল্বরাজ সর্পের নির্ম্মোক [পুরাতন ত্বক-খোলস] পরিত্যাগের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন; তাঁহার প্রতি কিছুতেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন না। : তখন অম্বা রোষাবিষ্ট হইয়া বাষ্পাকুললোচনে গদগদ বচনে কহিলেন, “মহারাজ। আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, এক্ষণে আমি যথা ইচ্ছা তথা প্রস্থান করি; সাধু ব্যক্তিরাই সত্যের ন্যায় আমার রক্ষক হইবেন।” শাল্বরাজ

অম্বার এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং বারংবার কহিতে লাগিলেন, "হে নিতম্বিনী! তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। মহাবীর ভীষ্ম তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার বলবীর্য্যে নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত হইতেছি।"

"অম্বা অদূরদর্শী শাল্বরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতি দীনমনে কুররীর [উৎক্রোশ পক্ষী] ন্যায় রোদন করিতে করিতে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন; মনে করিলেন, এই ভূমণ্ডলে আমার তুল্য দুঃখিনী রমণী আর নাই। আমি বান্ধবহীন হইয়াছি; শাল্বরাজও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ভীষ্ম আমাকে শাল্বরাজসন্নিধানে গমন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি পুনরায় হস্তিনানগরে গমন করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমি আপনার ভাগ্য কিংবা ভীষ্মকে নিন্দা করিব না। আর আমার স্বয়ংবরের অনুষ্ঠাতা সেই মূঢ় [কন্যাবিবাহ ব্যস্ততায় মোহাপন্ন] পিতাকেই বা কি নিমিত্ত নিন্দা করি? ইহা আমারই দোষ। প্রথমে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে আমি যে ভীষ্মের রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শাল্বরাজসন্নিধানে গমন করি নাই, তাহারই ফলভোগ করিতেছি। এক্ষণে সেই মূঢ়চেতাঃ পিতাকে ধিক! কারণ, তিনি আমাকে বীর্য্যশুল্কা করিয়াছেন বলিয়া আমি সকলের ত্যাজ্য হইয়াছি। আমাকে ধিক! ভীষ্মকে ধিক, শাল্বরাজকে ধিক এবং বিধাতাকেও ধিক! আমি তাঁহাদেরই দুষ্ট অভিপ্রায়ে এইরূপ কষ্টভোগ করিতেছি। এক্ষণে বোধ হইতেছে, মনুষ্যেরা স্ব স্ব ভাগ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। শান্তনুনন্দন ভীষ্মই আমার এই বিপদের নিদান। অতএব যুদ্ধদ্বারা হউক বা তপঃপ্রভাবেই হউক, ভীষ্মকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিতে হইবে, কোন্ রাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, এক্ষণে তাঁহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।'

অম্বার তপস্যা-ব্যবস্থা

"কাশিরাজদুহিতা অম্বা নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুণ্যাত্মা তপস্বিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহাদিগকে ভীষ্মকর্ত্তৃক হরণ, গৃহগমনে অনুমোদন ও শাল্বের প্রত্যাখ্যানপ্রভৃতি বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইলেন এবং তথায় তাপসগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সেই যামিনী যাপন করিলেন।

"ঐ আশ্রমে শ্রৌত [বেদ]-স্মার্ত্ত [স্মৃতিবিহিত]-ক্রিয়াকুশল, ব্রহ্মবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ ও তপোবৃদ্ধ এক তপস্বী বাস করেন। তিনি শোকদুঃখপরায়ণা অম্বাকে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, "বৎসে! তোমার ত' এইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে, এক্ষণে আশ্রমবাসী তপস্বিগণ তোমার নিমিত্ত কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন?"

'অম্বা কহিলেন, "হে তপোধনগণ! আপনারা আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আমি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তপানুষ্ঠান করিব। আমার বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্বজন্মে মোহবশতঃ যেসকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা তাহারই ফল। আমি শাল্বরাজকর্ত্তৃক নিরাকৃত [প্রত্যাখ্যান-দূরীকৃত] হইয়া নিরানন্দমনে স্বজনসন্নিধানে গমন করিতে আর অভিলাষ করি না। আপনারা দেবতুল্য, এক্ষণে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে তপানুষ্ঠানবিষয়ে [তপস্যাচরণবিষয়ে] উপদেশ প্রদান করুন।" তখন সেই ব্রাহ্মণ দৃষ্টান্ত,

শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।"

১৭৪তম অধ্যায়

অম্বার প্রতি মাতামহ হোত্রবাহনের উপদেশ

"ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন। ধর্ম্মপরায়ণ তাপসগণ কার্য্যনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রে এই বিষয়ে কিংকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিলেন, 'কন্যাকে পিত্রালয়ে লইয়া চল।" কেহ কেহ আমাদিগকে তিরস্কার করিতে অভিলাষ করিলেন; কেহ কেহ বিবেচনা করিলেন, শাল্বরাজসন্নিধানে গমন করিয়া ইহাকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য; কেহ কেহ বলিলেন, "শাল্বরাজ একবার ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় গমন করিয়া কি করিব?" অনন্তর তাঁহারা সকলে অম্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে। এক্ষণে তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আমাদের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি পুনরায় পিতৃভবনে গমন কর। পিতা যেরূপ উপায়বিধান করিয়া দিবেন, তুমি তাহাতেই সম্পূর্ণ সুখী হইবে। পিতার ন্যায় স্ত্রীলোকের আর অন্য আশ্রয় নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে, পিতা অথবা পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। তাহার মধ্যে উত্তম অবস্থায় ভর্ত্তা ও বিপদকালে একমাত্র পিতাই রমণীগণের আশ্রয় হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসাশ্রম নিতান্ত ক্লেশকর; বিশেষতঃ তুমি পরম সুকুমারী [কোমলদেহা-সুখলালিতা] রাজকুমারী; কোনরূপেই ঐ সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পরিবে না। আর ইহাতে বিস্তর দোষ; সুতরাং পিতৃগৃহে বাস করাই তোমার শ্রেয়স্কর হইতেছে।"

"অনন্তর অন্যান্য তাপসেরা কহিলেন, "বৎসে! ভূপাল তোমাকে নির্জ্জন অরণ্যে একাকী বাস করিতে দেখিয়া অবশ্যই প্রার্থনা [গ্রহণ করিতে অভিলাষ] করিবেন, অতএব তুমি কদাচ এরূপ অভিলাষ করিও না। অম্বা কহিলেন, "হে তপোধনগণ! আমি পিতৃগৃহে পুনর্ব্বার গমন করিতে সমর্থ হইতেছি না; বান্ধবগণ আমার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি বাল্যকালে সুখস্বচ্ছন্দে পরমসমাদরে পিত্রালয়ে বাস করিয়াছি; এক্ষণে আর তথায় অবস্থান করিতে আমার অভিরুচি হইতেছে না। আপনাদের মঙ্গল হউক, এক্ষণে তাপসগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া তপানুষ্ঠান করিতে বাসনা করি। তাহা হইলে আমাকে পরলোকে আর এইরূপ দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে না।"

"তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই আশ্রমপদে উপস্থিত হইলেন। তাপসেরা তাহাকে স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক [অনায়াসে আগমনের প্রশ্ন] পাদ্য, আসন ও উদক [জল] প্রদান করিয়া পূজা করিলেন। রাজর্ষি উপবেশন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তাপসেরা পুনরায় কন্যাকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজর্ষি তাপসমুখে অম্বার বিপদবৃত্তান্তশ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং কন্যাকে আপনার দুঃখবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে দেখিয়া একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বর সমুত্থিত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে অঙ্কে [ক্রোড়ে] আরোপিত

করিয়া আশ্বাসপ্রদানপূৰ্ব্বক দুঃখের কারণ নিবেদন করিলেন। তখন রাজর্ষি শোকদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূৰ্ব্বক কহিলেন, "হে বৎস! তোমার পিতৃগৃহে গমন করিবার আর আবশ্যকতা নাই; আমি তোমার মাতামহ; তুমি আমার ছন্দানুবর্ত্তিনী [অভিপ্রায়ানুসারে অনুষ্ঠানকারিণী] হইলে আমি অবশ্যই তোমার দুঃখ মোচন করিব। তুমি যে এইরূপ ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহাতে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে তপস্বী জামদগ্ন্যের নিকট গমন কর। ভীষ্ম যদি তোমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সেই কালাগ্নিসমতেজা [প্রলয়ানলতুল্য তেজস্বী] জমদগ্ন্য তাঁহাকে সংহার করিয়া তোমার দুঃখ ও শোক শান্তি করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"তখন অম্বা অবিরল বাষ্পাকুললোচনে মধুরবচনে মাতামহ হোত্রবাহনকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, "তাত! আমি মস্তকদ্বারা অভিবাদন করিয়া আপনার নির্দ্দেশানুসারে সেই লোকবিশ্রুত আর্য্য জমদগ্ন্যকে সন্দর্শন করিব। এক্ষণে কিরূপে তথায় গমন করিব এবং কিপ্রকারেই বা তিনি আমার দুঃখবিনাশে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।' "

১৭৫তম অধ্যায়
অম্বার পরশুরামদর্শনের উপায় কথন

"হোত্রবাহন কহিলেন, "বৎসে! তুমি মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান পরশুরামকে মহারণ্যে ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিতে সন্দর্শন করিবে। তিনি প্রতিদিন বেদবিৎ মহর্ষি, গন্ধৰ্ব্ব ও অপ্সরাগণসমভিব্যাহারে মহেন্দ্রপর্বতে বাস করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। তুমি সেই পৰ্ব্বতে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূৰ্ব্বক আমার নামকীর্ত্তন ও আপনার অভিলষিত কার্য্য নিবেদন করিলে তিনি তাহা সম্পাদনা করিবেন। সেই বীরশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিতনয় পরশুরাম আমার সখা ও প্রিয়সুহৃৎ।"

"রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বাকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে জমদগ্ন্যের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ তথায় প্রাদুর্ভূত [সহসা উপস্থিত] হইলেন। তখন শতসহস্র মহর্ষিগণ ও বৃদ্ধরাজ হোত্রবাহন আসন হইতে উত্থিত হইয়া যথোচিত সৎকারপূৰ্ব্বক তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন এবং প্রীতমনে দিব্যমনোরম কথাসকল কহিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা হোত্রবাহন অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাবাহো! এক্ষণে সেই প্রতাপান্বিত মহাবীর জামদগ্ন্য কোথায় অবস্থান করিতেছেন? এখন কি তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইব?"

"অকৃতব্রণ কহিলেন, "মহারাজ! ভগবান পরশুরাম সততই আপনার নামকীর্ত্তন করিয়া কহিয়া থাকেন,-রাজর্ষি সৃঞ্জয় হোত্রবাহন আমার প্রিয়সখা। বোধ হইতেছে, তিনি কল্য প্রভাতে আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিবেন। তাহা হইলে আপনিও তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কন্যাটি কে, কি নিমিত্ত অরণ্যে আগমন করিয়াছেন এবং কন্যাটি আপনারই বা কে?"

অকৃতব্রণের নিকট অম্বার স্বয়ংবরবিয় বর্ণন

"হোত্রবাহন কহিলেন, "হে অকৃতব্রণ! এই কন্যা কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা ও আমার দৌহিত্রী। ইহার নাম অম্বা। অম্বিকা ও অম্বালিকানামে ইহার দুইটি কনিষ্ঠ ভগিনী আছে। ইহাদিগের স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত কাশীনগরীতে অনেকানেক ভূপাল সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় কন্যার নিমিত্ত বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম নৃপতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক তিনকন্যাকে হরণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন এবং সত্যবতীকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অম্বা মন্ত্রিগণের সমক্ষে ভীষ্মকে কহিলেন, "হে বীর! আমি মনে মনে শাল্বভূপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব আপনার ভ্রাতাকে অন্যসংসক্তমনা [অন্য ব্যক্তিতে আসক্তচিত্তা] কন্যাদান করা উচিত হইতেছে না।"

"তখন ভীষ্ম মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জননী সত্যবতীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন অম্বা সৌভপতি শাল্বের নিকট গমন করিয়া অবসরক্রমে কহিল, 'মহারাজ! ভীষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন; আমি পূর্ব্বেই আপনাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি।" তখন শাল্বরাজ ইহার চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা ও তপানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহাকে প্রত্যাখ্যাত করিলেন। এক্ষণে অম্বা তপানুষ্ঠানবাসনায় তপোবনে আগমন করিয়াছে। আমি ইহার বংশপরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে বিদিত [চিনিতে পারিয়াছি] হইয়াছি। এক্ষণে এই কন্যা কহিতেছে, ভীষ্মই আমার এই দুঃখের মূল কারণ।"

"তখন অম্বা কহিল, "হে তপোধন!! রাজা হোত্রবাহন আমার মাতামহ, ইনি যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে আমি অপমান ও লজ্জাভয়ে স্বনগরে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইতেছি না। ভগবান পরশুরাম আমাকে যাহা কহিবেন, তাহাই আমি একমাত্র প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ করিব।" "

১৭৬তম অধ্যায়

অম্বা-অকৃতব্রণের কথোপকথন

"অকৃতব্রণ কহিলেন, "হে ভদ্রে! তোমার এই দুইটি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে বল, ইহার মধ্যে কোনটির প্রতীকার করিতে অভিলাষ করিয়াছ? যদি শাল্বরাজকে পাণিগ্রহণ করিতে নিয়োগ করা তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে ভগবান জামদগ্ন্য তোমার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাহাও সম্পাদন করিবেন। অথবা যদি ভীষ্মকে পরাজিত দেখিতে ইচ্ছা কর, ধীমান্ পরশুরাম তাহাও সম্পাদন করিবেন। এক্ষণে রাজা হোত্রবাহনের ও তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, আজই তাহা অবধারণ করা উচিত হইতেছে।"

'অম্বা কহিলেন, "ভগবন! আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি, ভীষ্ম ইহা সবিশেষে অবগত না হইয়া আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। আপনি মনে মনে ইহা বিচার করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম অথবা শাল্বরাজের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক দুঃখ-কারণ নিবেদন করিলাম; এক্ষণে আপনি যুক্তি অনুসারে তদ্বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা সংসাধন করুন।"

"অকৃতব্রণ কহিলেন, "হে বরবর্ণিনি! তুমি যে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য কহিলে, তাহা সম্যক উপপন্ন [যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধগম্য] হইতেছে, এক্ষণে আমি যাহা বলি, অবহিতমনে [স্থিরচিত্তে] শ্রবণ কর। যদি ভীষ্ম হস্তিনাপুরে তোমাকে লইয়া না যান, তাহা হইলে শাল্বরাজ ভগবান পরশুরামের নির্দ্দেশানুসারে তোমাকে গ্রহণ করিবেন। ভীষ্ম তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তোমার উপর শাল্বরাজের সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ভীষ্ম অতিশয় পুরুষাভিমানী ও বিজয়ী, অতএব তাঁহাকেই ইহার প্রতিফলন প্রদান করা কর্ত্তব্য।'

"অম্বা কহিলেন, "ভগবন! আমি ভীষ্মকেই সমরে সংহার করিব, সর্ব্বদা এইরূপ অভিলাষ করিতেছি। এক্ষণে ভীষ্মই হউন বা শাল্বরাজই হউন, আমি যাহার নিমিত্ত এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছি ও আপনি যাঁহাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাঁহাকেই সমুচিত শাসন করুন।"

পরশুরামের হোত্রবাহনসমীপে আগমন

"তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথনে দিবা ও বিভাবরী [রাত্রি] অতিবাহিত হইল। অনন্তর জটাভারমণ্ডিত [জটাজালশোভিত], চীরধারী [বিলাসভাবের অনুদ্দীপক সাধারণ বসনপরিহিত], রজোগুণবিরহিত, খড়গ, পরশু ও শরাসনসম্পন্ন ভগবান জামদগ্ন্য শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া সৃঞ্জয়রাজ হোত্রবাহনের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসগণ, হোত্রবাহন ও রাজকুমারী অম্বা তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মধুপর্কদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরশুরাম সৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে উপবেশনপূর্ব্বক রাজর্ষি হোত্রবাহনের সহিত অতীত বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে সৃঞ্জয়রাজ মধুরবচনে সমুচিত অবসরে তাঁহাকে কহিলেন,

"ভগবন! এই অম্বা কাশিরাজকন্যা ও আমার দৌহিত্রী; এক্ষণে আপনি ইহারই মুখে ইহার কার্য্য শ্রবণ করুন।"

"তখন প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পরশুরাম অম্বাকে স্বকার্য্যের উল্লেখ করিতে কহিলে অম্বা তাঁহার সন্নিধানে উপনীত এবং মস্তকদ্বারা পাদবন্দন ও কমলদলকোমল [পদ্মপত্রতুল্য স্নিগ্ধ] পাণিতলদ্বারা পাদস্পর্শপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অবিরল বাম্পজল [দুঃখে নির্গত নেত্রজল] বিসর্জ্জন করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাম কহিলেন, "হে রাজনন্দিনি! তুমি সৃঞ্জয়রাজের যেরূপ স্নেহভাজন, আমারও তদ্রূপ; এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনার মনোদুঃখ বর্ণনা কর; আমি তোমার অভিলষিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিব।" অম্বা কহিল, 'ভগবন! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে ঘোর শোকপঙ্কার্ণব [দুঃখরূপ কর্দমময় সমুদ্র] হইতে উদ্ধার করুন।"

অম্বার পরশুরামসমীপে দুঃখনিবেদন

"তখন জমদগ্ন্য তাহার অসামান্য রূপ, অভিনব যৌবন ও পরম সুকুমারতা [মৃদুতা] সন্দর্শন করিয়া একান্ত চিন্তিত হইলেন এবং অম্বা কি বলিবে, দয়ার্দ্রচিত্তে বহুক্ষণ ইহা বিবেচনা করিয়া পুনরায় কহিলেন, "বৎসে! তুমি এক্ষণে আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ কর।" তখন অম্বা তাঁহার সমক্ষে আনুপূর্ব্বিক আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। পরশুরাম তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস্যে! আমি ভীষ্মের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিব, তিনি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা সংসাধন করিবেন। যদি তিনি তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমি অস্ত্রতেজোদ্বারা অমাত্যগণের সহিত তাঁহাকে সমরাঙ্গনে [যুদ্ধক্ষেত্রে] দগ্ধ করিব। অথবা যদি ভীষ্মের প্রতি তোমার অভিরুচি না হয়, তা হইঁলে আমি শাল্বরাজকে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে নিয়োগ করিব।

ভীষ্মবিনাশার্থ অম্বার প্রার্থনা

"তখন অম্বা কহিল, 'ভগবন! শাল্বরাজের প্রতি পূর্ব্বাবধিই আমার অনুরাগসঞ্চার হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহাবীর ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে আমি সৌভরাজসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকের বক্তব্য কথা [নারীজনের যতটুকু বলা সম্ভব-স্ত্রীরূপে গ্রহণের উপযুক্ত বাক্য] কহিলাম, কিন্তু তিনি আমার চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন না। আপনি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই সকল অনুধাবন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করুন। মহাব্রত ভীষ্ম তৎকালে আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আপনার [তাঁহার নিজের] বশবর্ত্তী করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমার এই দুর্দশার মূল কারণ; আপনি তাঁহাকে সংহার করুন। আমি তাঁহার নিমিত্তই ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া অপ্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষ্ম অতিশয় লুব্ধ, নীচপ্রকৃতি ও সমরবিজয়ী; অতএব তাঁহাকেই ইহার প্রতীকার প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। তিনি যৎকালে আমার এই অপকার করেন, তখনই আমি তাঁহাকে সংহার করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার এই মনোরথ সফল করুন। যেমন পুরন্দর [ইন্দ্র] বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও তাহাকে বিনষ্ট করুন।' "

১৭৭তম অধ্যায়
পরশুরামের ভীষ্মসহ যুদ্ধার্থ যাত্রা

"ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! অনন্তর মহাবীর জমদগ্ন্য বারংবার এইরূপ অভিহিত হইয়া গলদশ্রুনয়না কন্যাকে [রোদনপরায়ণা অম্বাকে] কহিলেন, "হে বৎসে! আমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিয়োগ ব্যতিরেকে কদাচ অস্ত্রগ্রহণ করিব না; এক্ষণে বল, তোমার আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে? মহামতি ভীষ্ম ও শাল্বরাজ উভয়েই যাহাতে আমার বশবর্ত্তী হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্ন করিব। অতএব তুমি আর শোকাকুল হইও না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণের নিয়োগ ব্যতিরেকে কখনই শস্ত্রগ্রহণ করিব না।"

"অম্বা কহিল, 'ভগবন! আপনি আমার দুঃখ নিরাকরণ [নিবারণ] করিবেন কহিয়াছেন; ভীষ্মই আমার এই দুঃখের মূল, অতএব আপনি তাঁহাকেই বিনাশ করুন।' পরশুরাম কহিলেন, "হে রাজকন্যে! ভীষ্ম সৎকারযোগ্য হইলেও আমার নির্দ্দেশানুসারে মস্তকদ্বারা তোমার চরণদ্বয় গ্রহণ করিবেন।" অম্বা কহিল, 'ভগবন! আপনি যদি আমার হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করেন, তাঁহা হইলে সংগ্রামে আহত হইয়া গর্জনশীল অসুরের ন্যায় ভীষ্মকে বিনাশ করুন। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।'

"তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে পরমধর্ম্মপরায়ণ অকৃতব্রণ কহিলেন, "হে ভৃগুনন্দন! এই কন্যা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে, আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। যদি ভীষ্ম রণস্থলে সমাহূত হইয়া আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে এই কন্যার কার্য্য সমাহিত ও আপনার বাক্য সত্য হইবে। আপনি তৎকালে সকল ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণসন্নিধানে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মদ্বেষী [বেদবিদ্বেষী] হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিনাশ করিব। যদি কেহ ভীত হইয়া শরণাপন্ন হয়, আমি জীবন থাকিতে তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। আর যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া আপনাকে গর্ব্বিত মনে করিবে, আমি তাহাকে বিনাশ করিব। ভীষ্মও সেই ভাবের বিজয়ী, অতএব আপনি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।"

"পরশুরাম কহিলেন, "হে তপোধন! আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শাস্তির অব্যাঘাতে [অবিরোধে—শাস্তিরক্ষাপূর্ব্বক] এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিব। কাশিরাজকন্যার মনোগত কার্য্য অতি গুরুতর, অতএব যথায় ভীষ্ম অবস্থান করিতেছেন, আমি স্বয়ং এই কন্যাকে লইয়া তথায় গমন করিব। আপনি ক্ষত্রিয়সংগ্রামে [যুদ্ধে] ইহা বিদিতই আছেন যে, আমি যে সমস্ত শর প্রয়োগ করি, তাহা শরীরদিগের শরীর ভেদ করিয়া গমন করে; অতএব যদি সেই সমরশ্লাঘী ভীষ্ম আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বিনাশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"ভগবান্ জমদগ্ন্য মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ কহিয়া যুদ্ধযাত্রাভিলাষে উদ্যুক্ত হইলেন। তাপসেরাও হুতাশনে আহুতিপ্রদান ও জপ সমাপন করিয়া তথায় রজনীযাপনপূর্ব্বক

ভীষ্মকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর জামদগ্ন্য রাজকন্যা অম্বা ও তপোধনদিগের সহিত কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া সরস্বতীতীরে বাস করিতে লাগিলেন।”

১৭৮তম অধ্যায়

অম্বাগ্রহণে ভীষ্মের প্রতি পরশুরামের উপদেশ

“ভীষ্ম কহিলেন, “হে রাজন! মহাব্রত জমদগ্ন্য তৃতীয় দিবসে রাজধানীতে আগমন করিয়া আমার নিকট আমার “প্রিয়ানুষ্ঠান কর”—এই আদেশের সহিত আগমনসংবাদ প্রেরণ করিলে আমি উহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ, দেবতুল্য ঋত্বিক [হোতা আদি বহু ব্যক্তি-সাধ্য যজ্ঞের যাজনকারী পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান যাজক], ও পুরোহিতগণের সহিত এক ধেনু পুরস্কৃত [একটি গাভী অগ্রে চালিত] করিয়া অনতিবিলম্বে অতিতেজস্বী ভগবান জমদগ্ন্যের নিকট গমন করিলাম। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া মদ্দত্ত [আমার প্রদত্ত] পূজা গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, “হে ভীষ্ম! কাশিরাজনন্দিনী অম্বা তোমার প্রতি অনুরাগিণী ছিল না, তুমি কি বিবেচনায় ইহাকে হরণ করিয়া পুনরায় বিসর্জ্জন করিয়াছ? অম্বা তোমা হইতেই ধর্ম্মপরিভ্রষ্টা [নারী-ধর্মচ্যুত] হইয়াছে। বিশেষতঃ তুমি বলপূর্ব্বক ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলে, সুতরাং এক্ষণে আর কে ইহার পাণিগ্রহণ করিবে? তুমি হরণ করিয়াছিলে বলিয়া শাল্বরাজ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে ইহাকে গ্রহণ কর, তাহা হইলে এই রাজকন্যা আপনার ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে ভীষ্ম! ইহাকে এইরূপ অবমাননা করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।”

“অনন্তর আমি তাঁহাকে নিতান্ত বিমনায়মান [চঞ্চলচিত্ত] দেখিয়া কহিলাম, ভগবন! আমি এই কন্যাকে কদাচ বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সম্প্রদান করিব না। পূর্ব্বে এই কন্যা আমাকে কহিয়াছে, আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছি। পরে আমার অনুমতি লাভ করিয়া শাল্বরাজের নগরাভিমুখে গমন করিল। আমার এইরূপ - একটি ব্রত আছে যে, আমি ভয়, অনুকম্পা [দয়া], অর্থলোভ বা অন্য কোনো অভিলাষের বশীভূত হইয়া কখনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।

ভীষ্মের সহিত পরশুরামের যুদ্ধোগযোগ

“ ‘অনন্তর জামদগ্ন্য রোষকষায়িতলোচনে [ক্রোধ-কুটিল-নেত্রে] আমাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, “হে ভীষ্ম! তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে আজই অমাত্যগণের সহিত তোমাকে সংহার করিব।” আমি তখন প্রিয়বাক্যে পুনঃ পুনঃ তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। পরে আমি তাহার চরণে নিপতিত হইয়া পুনর্ব্বার অভিলাষ করিতেছেন, তাহার কারণ কি? আমি বালক ও আপনার শিষ্য; আপনি আমাকে চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।”

“ ‘তখন তিনি ক্রোধারাক্তনয়নে কহিলেন, “হে ভীষ্ম! তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিতেছ; তবে কি নিমিত্ত আমার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য কাশিরাজকন্যাকে গ্রহণ করিতেছ না?

এক্ষণে আমার বাক্য রক্ষা না করিলে আমি কখনই ক্ষান্ত হইব না। তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার কুলরক্ষা কর। এই রাজকন্যা তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়াছে।”

“ ‘আমি কহিলাম, “হে মহর্ষে। আপনার যত্ন ও পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে; আমি কখনই এ কার্য্য করিব না। আপনি আমার পূর্ব্বতন গুরু; আমি এই বিবেচনা করিয়াই আপনাকে প্রসন্ন [স্তবস্তুতিদ্বারা প্রসন্ন] করিতেছি; আমি পূর্ব্বেই এই রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের ক্ষয়মূলক [বিনাশসাধক] দোষসকল অবগত হইয়া ভুজঙ্গীর ন্যায় পরপ্রণয়িনী [অপরের প্রতি আসক্ত] রমণীকে স্বগৃহে বাস করাইবে? আমি ইন্দ্রের ভয়েও স্বধর্ম পরিত্যাগ করিব না। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন, অথবা অনতিবিলম্বেই স্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করুন। পুরাণে মহাত্মা মরুত্ত কহিয়াছেন, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য, নিতান্ত গর্ব্বিত, কুপথগামী গুরুকেও পরিত্যাগ করিবে। আপনি আমার গুরু, এই নিমিত্ত আমি প্রীতিপূর্ব্বক আপনাকে সবিশেষ সম্মান করিতাম, কিন্তু এক্ষণে আপনি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন না; অতএব আমি আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। গুরু, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যুদ্ধে বিনাশ করিব না, এই নিমিত্ত আপনাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। কিন্তু ধর্মে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সমরে অবস্থান, রোষপ্রকাশ ও শরবর্ষণ করিতে সন্দর্শন করে, সে তাহাকে বিনাশ করিলে ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হয় না। আমিও ক্ষত্রিয়; যে ব্যক্তি যে প্রকার ব্যবহার করে, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলে কখনই অধর্ম্ম ও অমঙ্গল হয় না। ধর্ম্ম ও অর্থের বিচারে সমর্থ দেশ ও কালের অবস্থাভিজ্ঞ পুরুষ যদি অর্থবিষয়ে অথবা ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়াপন্ন হন, তবে অর্থের অনুষ্ঠান না করিয়া ধর্মের অনুষ্ঠান করিলেই তাহার শ্রেয়োলাভ হইবে। কিন্তু আপনি সংশয়িত অর্থেও [সংশয়াপন্ন প্রয়োজনেও] অযথা ন্যায়ে প্রবৃত্ত [অন্যায়রূপে] হইতেছেন; অতএব আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধে আমার অলৌকিক বিক্রম ও অদ্ভুত ভুজবীর্য্য সন্দর্শন করিবেন। এক্ষণে আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন; আমিও কুরুক্ষেত্রে আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সামর্থ্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিব। আপনি আমার শরশতদ্বারা জর্জ্জরিত ও নিহত হইয়া নির্জিত লোকসমুদয় প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে সমরক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গমন করুন; আমি যুদ্ধার্থে সেই স্থানে আপনার সহিত সমাগত হইব। পূর্ব্বে আপনি যেস্থানে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক [পারলৌকিক—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি] ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমিও আপনাকে বিনাশ করিয়া তথায় ক্ষত্রিয়কুলের বৈরীশুদ্ধিকার্য্য [পিতৃহন্তা ক্ষত্রিয়ের রক্তে পরশুরাম পিতার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন, ভীষ্মও ক্ষত্রিয়হন্তা পরশুরামের রক্ত দিয়া ক্ষত্রিয়কুলের শ্রাদ্ধসম্পাদনে সমুৎসুক],সমাধান করিব। আপনি অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে গমন করুন; আমি আপনার পূরাকৃত [পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত] দর্প দূরীকৃত করিব। আপনি একাকী ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া চিরকাল অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তৎকালে আমার সদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই; পশ্চাৎ তেজসমুদয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; সুতরাং আপনি তৃণমধ্যে প্রজ্জলিত হইয়াছিলেন। যে

আপনার এই যুদ্ধময় দর্প অপনীত করিবে, সেই শত্রুবিজয়ী ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি রণস্থলে আপনার দর্পচূর্ণ করিব।"

" 'অনন্তর জমদগ্ন্য সহাস্যমুখে আমাকে কহিলেন, "হে ভীষ্ম! তুমি ভাগ্যবলে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছ; এক্ষণে আমি তোমার সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; তুমিও তথায় গমন কর। তোমার জননী জাহ্নবী [গঙ্গা] তোমাকে আমার শরজালে নিহত এবং গৃধ্র [শকুনি], কঙ্ক [হাড়গিলে] ও কাককর্ত্তৃক ভক্ষিতকলেবর নিরীক্ষণ করিবেন। সিদ্ধচারণসেবিত ভগবতী ভাগীরথী কখনো শোকাকুল হয়েন নাই, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে শোকাভিভূত হইতে হইবে; আজি তিনি তোমাকে আমার শরজালে নিহত দেখিয়া অবশ্যই রোদন করিবেন। তুমি নিতান্তই যুদ্ধকামুক [সমরাভিলাষী] ও একান্ত আতুর হইয়াছ; এক্ষণে যুদ্ধার্থ আমার সহিত সমবেত হও এবং রথপ্রভৃতি সমস্ত সামরিক দ্রব্য গ্রহণ করা।" তখন আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, "ভগবান! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই হইবে।"

প্রতিযুদ্ধে সমুদ্যত ভীষ্মের যুদ্ধযাত্রা

"ভীষ্ম কহিলেন, 'অনন্তর পরশুরাম সংগ্রামাভিলাষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে আমি পুনরায় নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জননী সত্যবতীকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক অনুমোদিত ও কৃতস্বস্ত্যয়ন [যুদ্ধজয়ার্থ অনুষ্ঠিত মঙ্গলকার্য্য] হইয়া পাণ্ডুরবর্ণ বর্ম্ম ও পাণ্ডুরবর্ণ কার্ম্মুক[ধনু]সহকারে অশ্বসংযুক্ত, সুন্দর অবয়বশোভিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠানসহকৃত [রথমধ্যস্থ কক্ষযুক্ত] শস্ত্রোপপন্ন [বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত] রজতময় রথে আরোহণ করিলাম। অশ্বশাস্ত্রবিশারদ, সুপরীক্ষিত, সুশীল, মহাবীর সারথি বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ আমার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল এবং আমাকে শ্বেতচামরদ্বারা বীজন করিতে লাগিল। শুক্ল বসন, শুক্ল উষ্ণীষ [পাগড়ী] ও শুক্ল অলঙ্কারপরিশোভিত সূত-মাগধেরা জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া আমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ পুণ্যাহধ্বনি [শুভসূচক ধ্বনি—শুভকার্য্যের আরম্ভে শাস্ত্রীয় 'পূণ্যাহ-স্বস্তিঋদ্ধি' অথবা 'স্বস্তি ঋদ্ধি-পুণ্যাহ' এই প্রকার স্বস্তিবাচনসূচক বচনত্রয়ের উচ্চারণ।] করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি হস্তিনানগর হইতে কুরুক্ষেত্রে উপনীত মহাবলপরাক্রান্ত রামের দর্শনপথে অবস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলাম। বনবাসী তপস্বী, ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যুদ্ধদর্শনার্থ আগমন করিলেন। তখন দিব্যমাল্যসকল নিপতিত, বাদিত্র [বাদ্য] বাদিত ও মেঘমণ্ডল ধ্বনিত [গর্জ্জনযুক্ত] হইতে লাগিল। জমদগ্নের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাপসগণ যুদ্ধদর্শনার্থ রণক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

গঙ্গার ভীষ্মভৎসনা

" 'ইত্যবসরে সর্ব্বভূতহিতৈষিণী [সকল প্রাণীর হিতকারিণী] জননী গঙ্গা স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাকে কহিলেন, "বৎস! তুমি কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আমি জমদগ্ন্যসন্নিধানে গমন করিয়া বারংবার প্রার্থনা করিব যে, ভীষ্ম তোমার শিষ্য, তুমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিও না। হে ভীষ্ম! তুমি ব্রাহ্মণ পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় [যত্নবান] হইও না। তুমি কি ব্যোমকেশ[মহাদেব]তুল্য ভীষণপরাক্রম ক্ষত্রিয়াঘাতী

জমদগ্ন্যকে বিদিত হও নাই? তবে কি নিমিত্ত তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ?" তিনি এই বলিয়া আমাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন।

" 'অনন্তর আমি কৃতাঞ্জলিপুটে জননী জাহ্নবীকে অভিবাদন করিয়া আদ্যোপান্ত স্বয়ংবরবৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক জামদগ্ন্যকে যেরূপ কহিয়াছিলাম এবং কাশিরাজদুহিতা অম্বা যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সমস্তই তাঁহার কর্ণগোচর করিলাম। তখন তিনি আমার নিমিত্ত পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার আশায় কহিলেন, "হে পরশুরাম! তুমি স্বশিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না।" পরশুরাম কহিলেন, "হে দেবি! তুমি ভীষ্মকে নিবৃত্ত কর; সে আমার মনোভিলাষ সফল করিতেছে না; এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছি।' "

"অনন্তর জাহ্নবী পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া পুনরায় ভীষ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ভীষ্ম ক্রোধাভরে তাঁহার বাক্যের অনুরূপ কার্য্য করিলেন না। তখন জমদগ্ন্য তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন।"

১৭৯তম অধ্যায়
ভীষ্ম-পরশুরামের প্রথম দিনের যুদ্ধ

"ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন! অনন্তর আমি সমরাভিলাষী পরশুরামকে সহাস্যমুখে কহিলাম, "ভগবন! আমি রথে আরূঢ় আছি; আপনি ভূতলে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং এক্ষণে আপনার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। আপনি যদি যুদ্ধে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে রথারোহণ ও কবচ ধারণ করুন।" তখন তিনি আমাকে সহাস্য-আস্যে [হাস্যযুক্ত মুখে] কহিলেন, "হে ভীষ্ম! মেদিনী আমার রথ, চারি বেদ আমার অশ্ব, বায়ু আমার সারথি ও বেদমাতা গায়ত্রী আমার বর্ম্ম; আমি তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।" এই কথা বলিয়া মহাতেজাঃ জামদগ্ন্য শরজালদ্বারা চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিলেন।

"অনন্তর দেখিলাম, তিনি অদ্ভুতদর্শন মনঃকল্পিত অতি বিস্তীর্ণ নগরোপম, দিব্যাশ্বযোজিত [উত্তম অশ্বে বাহিত], আয়ুধ ও কবচে পরিপূর্ণ, সুবর্ণালঙ্কৃত ও চন্দ্রসূর্য্যলাঞ্ছিত [চন্দ্রসূর্য্যাঙ্কিত চিহ্নে চিহ্নিত], দিব্যরথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়সখা অকৃতব্রণ ধনুর্ধারণ এবং অঙ্গুলিত্র [দস্তানা] ও তূণীর [বাণ রাখিবার চর্ম্মাদিনির্মিত তূণাধার] বন্ধন করিয়া তাহার সারথ্যে [সারথির কার্য্যে] নিযুক্ত আছেন। তখন জামদগ্ন্য 'এস' বলিয়া আমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া বারংবার আক্রোশ করিতে লাগিলেন। আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহাবলপরাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, দিবাকরতুল্য তেজস্বী পরশুরামের সন্নিধানে একাকী গমনপূর্ব্বক তিনটি বাণদ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে নিগৃহীত [নিপীড়িত] করিয়া, রথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত পদব্রজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলাম, "ভগবন! আপনি আমার তূল্য ও আমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইলেও আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমারই জয়লাভ [প্রবল প্রতিপক্ষ

পরশুরামের নিকট জয়াশীর্ব্বাদ প্রার্থনা তাঁহাকে পরাজিত করিবার এক প্রকৃষ্ট পথ। যুদ্ধে পরাজয় বা পশ্চাৎপদ ক্ষত্রিয়ের বিশেষতঃ ভীষ্মের পক্ষে অকীর্তিকর; ব্রাহ্মণ পরশুরামের নিকট জয়াশীর্ব্বাদ যাচঞ্ঞায় সে দোষ নাই; তাই তাঁহার এই অপূর্ব্ব কৌশল। মধুকৈটভবধে বিষ্ণুও এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মাণভক্ত ভীষ্ম বিপ্রদেহ বিশেষতঃ গুরুর গাত্রে বাণবিদ্ধ করিবেন না, বাণবধে ব্যতীত যুদ্ধজয়ই বা হয় কিরূপে? সুতরাং প্রতিপক্ষ পরশুরামের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার ইহাও অন্যতম কারণ।] হয়।”

‘পরশুরাম কহিলেন, “হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি সম্পত্তিলাভের অভিলাষ করে, তাহার এইরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যাহারা উৎকৃষ্ট লোকের সহিত সংগ্রাম করে, তাহাদিগের ইহাই ধর্ম। তুমি যদি এইরূপে আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে অবশ্যই শাপ প্রদান করিতাম। এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া যত্নপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার জয় প্রার্থনা করি না; প্রত্যুত আমি তোমাকে পরাজিত করিবার নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার আচরণে প্রীতি লাভ করিয়াছি।”

“তখন আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া সত্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিলাম। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ [জয়াভিলাষে একান্ত আগ্রহান্বিত] হইয়া বহু দিবস যুদ্ধ করিলাম। জমদগ্ন্য প্রথমতঃ আমাকে আনতপর্ব্ব [নতসন্ধিস্থল] ষষ্ট্যধিক নবশত [পক্ষযুক্ত ৯ শত ৬৩টি] শরদ্বারা প্রহার করিলেন; তদ্বারা আমার চারিটি অশ্ব ও সারথি প্রতিরুদ্ধ [গতিহীন] হইল; কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলাম। পরে আমি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সহাস্যমুখে তাহাকে কহিলাম, “ভগবন! আপনি মর্য্যাদাশূন্য [অভিমানশূন্য] হইলেও আমি আপনাকে গুরু স্বীকার করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করুন। আপনার শরীরমধ্যে যেসমস্ত বেদ ও ব্রহ্মতেজ আছে এবং আপনি যে সুমহৎ তপানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি তাহাতে আঘাত করিব না। শস্ত্র উদ্যত করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব আপনি যে ক্ষত্রিয়তেজ পরিগ্রহ করিয়াছেন, আমি তাহাকেই প্রহার করিব। এক্ষণে আপনি আমার শরাসনের বল ও বাহুবীর্য্য নিরীক্ষণ করুন। আমি এখন সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা আপনার কামুক ছেদন করিব।” আমি এই বলিয়া এক নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার কামুককোটি [ধনুকের ছিলা] ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলাম।

“অনন্তর আমি তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া সন্নতপর্ব্ব [ঈষৎ নতসন্ধি] শরশত [একশত বাণ] প্রয়োগ করিলে বায়ুপ্রেরিত [বায়ুবেগে চালিত] ঐ শরজাল ঐ শরজাল [বাণসমূহ] তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইয়া রুধিরাক্ষরণ [রক্তমোক্ষণ] করিয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় সঞ্চারণ করিতে লাগিল। তখন শোণিতলিপ্তকলেবর [রক্তমাখা দেহ] মহাতেজঃ পরশুরাম ধাতুস্রাবী [নির্গলিত ধাতু] মেরুর ন্যায়, হেমন্তের অবসানে রক্তস্তবকমণ্ডিত [লোহিতবর্ণ গুচ্ছশোভিত] অশোকের ন্যায় ও কুসুমশোভিত কিংশুকের [পলাশের] ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

“অনন্তর তিনি ক্রোধপরায়ণ হইয়া অন্য কামুক গ্রহণপূর্ব্বক হেমপুঙ্খ [সোণার পাখা] পরিশোভিত নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেইসকল সর্প, অনল ও বিষ তুল্য,

মহাবেগসম্পন্ন, মর্ম্মভেদী ভয়ঙ্কর শরজাল আমাকে কম্পিত করিল। অনন্তর আমি আপনাকে [নিজেকে] প্রকৃতিস্থ [সুস্থ] করিয়া ক্রোধাভরে শরশতদ্বারা পরশুরামকে প্রহার করিলে তিনি আশীবিষসদৃশ সূর্য্যাগ্নিসঙ্কাশ [সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী]। সেই শরশতদ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া হতবুদ্ধি [অচৈতন্য] হইলেন। আমি তখন রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃপাবশে [দয়ায় বাধ্য] ও শোকাবেগে একান্ত অধীর হইয়া কহিলাম, 'যুদ্ধে ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ধিক! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ গুরুকে শরপ্রহারে নিপীড়িত করিয়া সাতিশয় পাপানুষ্ঠান করিয়াছি।' তদবধি আমি তাহাকে আর প্রহার করিলাম না। অনন্তর ভগবান মরীচিমালী [সূর্য্য] পৃথিবী পরিতপ্ত করিয়া অস্তাচলচুড়াবলম্বী [অস্তমিত] হইলেন।"

১৮০তম অধ্যায়
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে রাজন! এ দিকে সারথি আপনার [তাহার নিজের দেহের], আমার ও অশ্বগণের শল্য [যুদ্ধকালে শরীরবিদ্ধ বাণের বেদনা] আপনীত করিল। অনন্তর ভগবান সূর্য্য সমুদিত হইলে এবং অশ্বগণ স্নান, জলপান ও বিশ্রামলাভ করিলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জমদগ্ন্য আমাকে রথারোহণ ও বর্ম্মধারণপূর্ব্বক সত্বর আগমন করিতে দেখিয়া আপনার রথ সুসজ্জিত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। আমি সমনাভিলাষী। পরশুরামকে আগমন করিতে দেখিয়া কামুক পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া পুনরায় রথারোহণপূর্ব্বক নির্ভয়ে যুদ্ধাভিলাষে তাহার সন্নিধানে গমন করিলাম।

“অনন্তর আমি তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও আমার প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জমদগ্ন্য নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অনবরত প্রদীপ্তমুখ [অগ্নিতুল্য জ্বলিতবদন] উরগের [সর্পের] ন্যায় সাতিশয় ভয়ানক শরজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; আমিও নিশিত শতসহস্র ভল্লাস্ত্রদ্বারা অন্তরীক্ষে পুনঃ পুনঃ তাহা ছেদন করিতে লাগিলাম। জমদগ্ন্য আমাকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্রসমুদয় [প্রধান প্রধান অস্ত্রসকল] প্রয়োগ করিলে আমিও অস্ত্রদ্বারা তাঁহার সেই সকল অস্ত্র নিবারণ করিলাম, তখন নভোমণ্ডলে এক সুগভীর শব্দ সমুত্থিত হইল।

“অনন্তর আমি জমদগ্ন্যের প্রতি বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তিনি গুহ্যকাস্ত্রদ্বারা তাহা প্রতিহত করিলেন। পরে আমি মন্ত্রপূত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। তিনি বরুণাস্ত্রদ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। এইরূপে আমরা পরস্পর অস্ত্রজাল নিবারণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর তিনি আমাকে বামপার্শ্বস্থ করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; আমি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া রথে নিপতিত হইলাম। সারথি আমাকে পরশুরামের শরে একান্ত নিপীড়িত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া সত্বর রণস্থল হইতে অপবাহিত [অপসারিত] করিল। তখন অকুতব্রণপ্রভৃতি তাঁহার অনুচরবর্গ ও কাশিরাজ কন্যা অম্বা আমাকে বাণিবিদ্ধ, বিচেতন ও তৎপরে রণস্থলে অনুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর আমি সংজ্ঞালাভ করিয়া সারথিকে কহিলাম, “হে সূত! আমার বেদনা অপনীত হওয়াতে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি পরশুরামসন্নিধানে আমাকে লইয়া চল।” তখন সারথি মারুতগামী [বায়ুতুল্য দ্রুতগামী] পরমশোভাসম্পন্ন অশ্বদ্বারাচালিত রথে আমাকে বহন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, অশ্বগণ নৃত্য করিতেছে। অনন্তর রথ অনতিবিলম্বে পরশুরামসন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। আমি তখন ক্রোধাবিষ্ট ও জিগীষাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তিনি সেই সরলগামী [সোজাভাবে গতিশীল] শরজাল উপস্থিত হইতে না হইতেই তিন তিন বাণদ্বারা তাহার এক একটি ছেদন করিলেন।

যুদ্ধদর্শনভীত অম্বা ও অকৃতব্রণের পলায়ন

"অনন্তর আমি তাঁহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অন্তকোপম [যমসদৃশ] অতি প্রদীপ্ত এক বাণ প্রয়োগ করিলাম। তিনি তদ্দ্বারা অভিহিত ও তাহার প্রবলবেগের বশবর্ত্তী হইয়া অন্তরীক্ষচ্যুত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও মুর্চ্ছিত হইলেন। তদ্দর্শনে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অনন্তর তপোধনগণ ও কাশিরাজের দুহিতা অম্বা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অবিলম্বে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তখন আমি পরশুরামকে আলিঙ্গন করিয়া সশ্রদ্ধ সান্ত্বনাপ্রয়োগপূর্ব্বক সুশীতল পাণিতলদ্বারা আশ্বাসিত করিতে লাগিলাম। তিনি উত্থিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক [ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া] অপরিস্ফুটবাক্যে [বাণব্যথাহেতু অস্পষ্ট বাক্যে] আমাকে কহিলেন, "হে ভীষ্ম! তুমি নিহত হইয়াছ মনে কর।" এই বলিয়া তিনি বাণ পরিত্যাগ করিলে উহা আমার বামভাগে নিপতিত হইল। আমি বৃক্ষের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলাম। অনন্তর জামদগ্ন্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া আমার প্রতি অনবরত শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন; আমিও সমরবারণ [প্রতিপক্ষবধে সমরের অবসানসাধক] অস্ত্রসকল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। ঐ সমস্ত শরজাল নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আমার ও তাঁহার অন্তরে [উভয়ের মধ্যস্থল] অবস্থান করিতে লাগিল। দিবাকর শরজালসংবৃত হইয়া আর উত্তরপ্রদানে সমর্থ হইলেন না। সমীরণ যেন জলধরদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

"অনন্তর বায়ুর প্রকম্প, সূর্য্যের কিরণ ও শরজালের অভিঘাতে অগ্নি সমুত্থিত হইতে লাগিল; তাহাতে নভোমণ্ডলস্থিত শরসমুদয় ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। পরে রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার প্রতি অনবরত লক্ষ-লক্ষ [*লক্ষ হইতে নিখর্ব পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি অসংখ্যেয়তাবাচক; পরশুরামপ্রযুক্ত অসংখ্য শরসমূহের সংখ্যায় সীমানির্দ্দেশ করা তৎকালে অসম্ভব হইয়াছিল], কোটিকোটি, অযুত-অযুত, অর্বুদ-অর্বুদ, নিখর্ব-নিখর্ব [*] শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; আমিও আশীবিষসদৃশ শরজালদ্বারা তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া শৈলের ন্যায়। ভূতলে নিপতিত করিতে লাগিলাম। হে রাজন! এইরূপে আমাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর নিশাকাল সমুপস্থিত হইলে ভগবান্ জামদগ্ন্য সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।"

১৮১তম অধ্যায়

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! পরদিন প্রভাতে মহাতেজাঃ জামদগ্ন্য রণস্থলে সমুপস্থিত হইলে পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দিব্যাস্ত্রবিৎ পরশুরাম প্রতিদিন বহুসংখ্যক দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আমি প্রিয়তর প্রাণরক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া [প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া] অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া ঘোররূপ কালপ্রযুক্ত [তৎকালোচিত মারণাস্ত্রতুল্য] প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় এক শক্তি প্রয়োগ করিলেন। উহা তেজঃপ্রভাবে লোকসমুদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া আগমন করিতে লাগিল। আমি শরদ্বারা প্রলয়কালীন ভাস্করের ন্যায় প্রদীপ্ত

সেই শক্তি তিনখণ্ডে ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলাম। তখন পবিত্রগন্ধসম্পন্ন সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

"অনন্তর রাম ক্রোধে অধীর হইয়া এককালে দ্বাদশটি শক্তি প্রয়োগ করিলে আমি তাহাদের তেজস্বিতা [তেজোময়তা] ও শীঘ্রগামিতা [দ্রুতগতিশীলতা] প্রযুক্ত স্বরূপ-বর্ণনে সমর্থ হইলাম না; কিন্তু লোকসংহারার্থ সমুদিত দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায় [প্রলয়কালীন সূর্য্যসদৃশ] প্রদীপ্ত নানারূপধারী উল্কাতুল্য সেই শক্তিসমুদয় চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিতেছে দেখিয়া নিতান্ত বিহ্বল হইলাম। অনন্তর বাণনিবাহ[শরসমূহ]দ্বারা তাঁহার অন্য শরজাল ভেদ করিয়া পশ্চাৎ দ্বাদশশর প্রয়োগপূর্ব্বক ঘোররূপ শক্তিসকল প্রতিহত করিলাম। তখন জামদগ্ন্য কাঞ্চনপট্টমণ্ডিত [সোনার পাতে মোড়া], সুবর্ণসম্পন্ন প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শক্তিসকল নিক্ষেপ করিলেন। আমি চর্ম্মদ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ ও খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিয়া জামদগ্ন্যেন সারথি ও অশ্বগণের প্রতি অনবরত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তিনি নির্ম্মোক[পুরাতন ত্বক—খোলস] মুক্ত পন্নগের [সর্পের] ন্যায় হেমচিত্রিত [স্বর্ণভূষিত] শক্তিসকল ছিন্ন দেখিয়া ক্রুদ্ধমনে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিলেন। তখন সেই শরশ্রেণী শলভাসমূহের [পতঙ্গগণের] ন্যায় সমুপস্থিত হইয়া আমার দেহ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে সমাচ্ছন্ন করিলে তদ্দ্বারা রথের যুগ [বোম] ও অক্ষা [চক্র] ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পরে আমি জামদগ্ন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার কলেবর শরজালদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া, অজস্র রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি বাণদ্বারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন; আমিও শরসমূহে সাতিশয় বিদ্ধ হইলাম। অনন্তর দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে আমাদিগের যুদ্ধ বিরত হইল।"

১৮২তম অধ্যায়
চতুর্থ দিনের যুদ্ধ

"পরদিন প্রভাতে অতি নির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, আমরা পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। পরশুরাম গিরিশিখরস্থিত জলধরের ন্যায় রথে আরোহণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার প্রিয়সুহৃৎ সারথি শরতাড়িত হইয়ারথ হইতে নিপতিত হইলে আমি সাতিশয় বিষণ্ন হইলাম। আমার সারথি মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই প্রাণপরিত্যাগ করিল। তখন আমি নিতান্ত ভীত হইলাম।

"অনন্তর জামদগ্ন্য অন্তকতুল্য এক শর যোজনা করিয়া বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া আমার প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর আমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ধরাতলে নিপতিত হইলাম।

"তিনি আমাকে বিনষ্ট বোধ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহার অনুচরেরাও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন আমার পার্শ্বস্থিত কৌরবগণ ও সন্দর্শনার্থী অন্যান্য মনুষ্যেরা আমাকে নিপতিত দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন।

অষ্টব্রাহ্মণসহ ভীষ্মের গঙ্গাদর্শন

"অনন্তর আমি হুতাশনকল্প আটটি ব্রাহ্মণকে সন্দর্শন করিলাম। তাঁহারা রণক্ষেত্রে আমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন ও আহার ভূজপঞ্জব [বাহুবেষ্টনী] দ্বারা গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আমি পরমসুহৃদের ন্যায় সেইসকল বিপ্রকর্ত্তৃক অন্তরীক্ষে গৃহীত, পরিরক্ষিত ও শীতলসলিলদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম; তৎকালে আমাকে ভূতল স্পর্শ করিতে হয় নাই। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, "হে ভীষ্ম! তোমার আর কোন শঙ্কা নাই; তুমি মঙ্গল লাভ করিবে।" আমি তাহাদিগের বাক্যে পরিতৃপ্ত ও সহসা উত্থিত হইয়া সরিদ্বরা গঙ্গাকে রথে অবস্থান করিতে সন্দর্শন করিলাম। তিনি আমার নিমিত্ত অশ্ব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পাদগ্রহণ করিয়া বিপ্ররূপী পিতৃগণের রথে আরোহণ করিলাম। ভাগীরথী অশ্ব, রথ ও অলঙ্কারাদির সহিত আমাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় তাহাকে বিদায় করিলাম।

"দিবাবসান হইলে আমি স্বয়ংবায়ুবেগগামী অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাজব [অত্যন্ত বেগশালী], মহাবল, হৃদয়চ্ছেদী [হৃদয়বিদারক], এক শর নিক্ষেপ করিলাম। তিনি সেই শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক জানুদ্বয়, আকুঞ্চিত করিয়া বিমোহিত ও ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন জলদজাল [মেঘমালা] প্রভূততর রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। উল্কাসকল নিপতিত, সৌদামিনী স্ফুরিত [বিদ্যুৎ চমকিত] ও প্রচণ্ড নির্ঘাত [বজ্রধ্বনি] সামুত্থিত হইতে লাগিল। রাহু সহসা প্রখর দিবাকরকে গ্রাস করিল। অনবরত ভূমিকম্প ও সমীরণ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৃধ্র, বক ও কঙ্কসমুদয় হৃষ্টান্তঃকরণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৃগালগণ দিগদাহ হইতেছে দেখিয়া বারংবার ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। দুন্দুভিসকল আহত না হইয়াও অতি কঠোরস্বরূপে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরশুরাম মূর্চ্ছিত ও পৃথিবীতে নিপতিত হইলে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর উৎপাত লক্ষিত হইতে লাগিল।

"অনন্তর তিনি সহসা উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধাভরে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন গন্ধরসধাতুময় [গন্ধকযুক্ত] শরাসর ও শরগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃপাপরায়ণ তপোধনগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; তিনিও তাঁহাদিগের বাক্যে তৎক্ষণাৎ ক্ষান্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান সহস্রদীধিতি [সূর্য্য] পাংশুপুঞ্জে [ধূলিজালে] সমাচ্ছন্ন হইয়া করনিকর সঙ্কোচিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন; সুখসম্পর্শ সুশীতল মারুতসম্পন্ন বিভাবরী সুপস্থিত হইল; আমরাও যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। হে রাজন, আমরা সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ হইতে বিরত ও প্রাতঃকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলাম। এইরূপে আমাদের ত্রয়োবিংশতি ঘোরতর যুদ্ধ হইল।"

১৮৩তম অধ্যায়
পঞ্চম দিনের যুদ্ধ-ভীষ্মের স্বপ্নে অস্ত্রপ্রাপ্তি

"অনন্তর আমি রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ, দেবতা, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও ভূতগণকে নমস্কার করিয়া নির্জ্জনে শয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'বহু দিবস অতীত হইল, জামদগ্ন্যের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেছি না! যদি তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বপ্ন প্রদর্শন [দুরারোগ্য ব্যাধি বা পুরুষকারপ্রযত্নসত্ত্বেও অপ্রতিবিধেয় বিপদ দেখা দিলে তৎপ্রতীকারের জন্য দৈব ঔষধি বা দৈবশক্তির সূক্ষ্ম ইঙ্গিতলাভের জন্য লোক অভিনিবেশসহকারে ধ্যান্যপরায়ণ হয়। বর্ত্তমানকালে তারকেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়া অনেকে তথাবিধ প্রতীকারপ্রদ স্বপ্নলব্ধ ঔষধ বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উপবাসাদিতে প্রাণশক্তি ক্ষয় করিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করা হয় বলিয়া উহার নাম হইয়াছে হত্যা। এই স্বপ্নপ্রদর্শনপ্রার্থনাও হত্যাজাতীয়।] করুন।' আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শায়িত ও নিদ্রিত হইলাম।

"অনন্তর আমি রথ হইতে নিপতিত হইলে যাঁহারা উত্থাপন, ধারণ ও অভয়প্রদানপূর্ব্বক সান্তনা দান করিয়াছিলেন, সেইসমস্ত ব্রাহ্মণেরা আমাকে স্বপ্নযোগে দর্শনপ্রদান ও চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া কহিলেন, "হে গাঙ্গেয়! গাত্রোত্থান কর। তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তুমি আমাদিগেরই দেহস্বরূপ, আমরা তোমাকে সতত রক্ষা করিতেছি। জামদগ্ন্য কোনরূপেই তোমাকে তোমাকে সমরে পরাজিত করিতে পরিবেন না; প্রত্যুত তুমিই তাঁহাকে পরাজিত করিবে। এক্ষণে প্রস্বীপ ['স্বাপ' শব্দের অর্থ নিদ্রা। প্র' উপসর্গ যোগে উহার অর্থ হইতেছে প্রকৃষ্টরূপে নিদ্রা। প্রস্বীপ-অস্ত্রের আঘাতে বিপক্ষ পক্ষ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। প্রত্যুত পরবর্ত্তী ঘটনায় দেখা যায়,-পরশুরামের তাহাই হইয়াছিল। রামায়ণের রামরাবণের যুদ্ধেও এইরূপ অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। এইরূপ অস্ত্রের আবিষ্কারে যে বর্ত্তমান যুরোপীয় বিজ্ঞানে বাহবা পড়িয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বাহবা পাওয়ার পাত্র প্রাচ্যবিজ্ঞান-পাশ্চাত্তাবিজ্ঞান নহে।] নামক এই বিশ্বকৃৎ [বিশ্বরক্ষক] প্রাজাপত্য অস্ত্র [ব্রহ্মাস্ত্র] তোমার প্রত্যভিজ্ঞাত [স্মরণ] হইবে। তুমি পূর্ব্বদেহে ইহা অবগত ছিলে। এই পৃথিবীতে রাম বা অন্য কেহই ইহা বিদিত নহেন। অতএব তুমি ঐ অস্ত্র স্মরণ ও সংযোজনা কর, উহা স্বয়ংই তোমার সন্নিধানে উপনীত হইবে। তুমি সেই অস্ত্রপ্রভাবে জামদগ্ন্যকে পরাজিত ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগকে শ্বাসিত করিতে সমর্থ হইবে। পাপাচার তোমাকে স্পর্শ করিতে পরিবে না। জামদগ্ন্য তোমার বাণবলে নিপীড়িত হইয়া রণস্থলে নিদ্রিত হইবেন। পরে তুমি এই প্রিয়তর সম্বোধননামক ['বোধ' শব্দের অর্থ জ্ঞান চৈতন্য; 'সং' উপসর্গযোগে সর্বাংশের অর্থ সমক্ জ্ঞান-নিখুঁতভাবে চৈতন্যপ্রাপ্তি। বাণাঘাতে অচৈতন্য অবস্থায় অধিক কাল থাকিলে প্রাণহানিও হইতে পারে অথবা শারীর ধাতু বিকৃত হইয়া দেহ বিকৃতও করিতে পারে, কিন্তু উক্ত অস্ত্র এমনই সুকৌশলে নির্মিত যে, সে আশঙ্কা তাহার থাকে না। 'সি' উপসর্গের ইহাও অপর অর্থ। প্রাণনাশ না করিয়া

শত্রুকে অভিভব করার পক্ষে পূর্ব্বের প্রস্বাপ এবং এ সম্বোধন অতীব উপযুক্ত। আর ভীষ্মের মনোগত অভিপ্রায়ও তাহাই। ব্রাহ্মণভক্ত ভীষ্মের বিপ্রদেহে বিশেষতঃ গুরুর গাত্রে অস্ত্রনিক্ষেপে পরাঙ্মুখতায় দৈবপ্রেরিত ব্রাহ্মণেরাই স্বপ্নের নায়ক হইয়া এই কার্য্যের যোগাযোগ করিয়া দেন। যাহা হউক, ইহাও আধুনিক বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত দেখা যায়। প্রস্বাপবাণে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিয়া— দস্যুতস্কর গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাদের চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক বিচারাদি করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাও নবাবিষ্কার নহে, বহু পূর্ব্বের বহু প্রাচীন আর্য্য-আবিষ্কার।] অস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে পুনরায় উত্থাপিত করিবে। অতএব আজিই প্রভাতে রথারোহণ করিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান কর। পরশুরাম কখনই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন না; আমরা তৎকালে তাঁহাকে সুষুপ্ত বা মৃতজ্ঞান করিব; অতএব এক্ষণে তুমি এই প্রস্বাপ-অস্ত্র যোজনা কর।” এই বলিয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরতুল্যরূপ সেই আটটি ব্রাহ্মণ তথায় অন্তর্হিত হইলেন।”

১৮৪তম অধ্যায়
ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ-পরস্পর ব্রহ্মাস্ত্রত্যাগ

“অনন্তর নিশাকাল অতীত হইলে আমি প্রতিবোধিত [জাগরিত—শয্যা হইতে উত্থিত] হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া একান্ত হৃষ্ট হইলাম। পরে আমাদিগের সর্ব্বভূতলোমহর্ষণ [সমস্ত প্রাণীর রোমাঞ্চকর] তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভার্গব আমার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; আমিও শরজালদ্বারা তৎসমুদয় নিবারণ করিতে লাগিলাম। তখন তিনি গতদিনের কোপে [পরাজয়জনিত ক্রোধে] অভিভূত হইয়া অশনিসমস্পর্শ [বজ্রসদৃশ দাহকারী শক্তিসম্পন্ন], যমদণ্ডোপম, হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত লেলিহান [লক লক জিহ্বা বাহির করিয়া ভক্ষণোদ্যত] এক শক্তিপ্রয়োগ করিলেন। উহা গগনচারী নক্ষত্রের ন্যায়। শীঘ্র আমার জত্রু [কণ্ঠের উভয়পার্শ্বস্থ অস্থি]দেশে নিপতিত হইল। তখন আমার ক্ষত হইতে গৈরিক ধাতুর ন্যায় অনবরত রুধিরক্ষরণ হইতে লাগিল। পরে আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাপবিষ তুল্য মৃত্যুসঙ্কাশ এক শর নিক্ষেপ করিলে দ্বিজসত্তম জামদগ্ন্য সেই শরদ্বারা ললাটদেশে অভিহিত হইয়া একশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। তিনি তাহা উৎপাটন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে [ক্রোধরক্তিমনেত্রে] বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া অন্তকোপম এক শর সন্ধান করিলেন। ঐ শর ভীষণ অজগরের [বৃহৎ কলেবর সর্প-ছাগ, মেষ গিলিতে পারে—সুতরাং মানুষও গিলিতে পারে, তত বড়] ন্যায় মহাবেগে আমার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইলে আমি শোণিতলিপ্তকলেবর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলাম। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রজ্বলিত অশনির[বজ্রের] ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলাম; উহা তাহার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইলে তিনি নিতান্ত বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়সখা অকৃতব্রণ তাঁহাকে মধুরবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

“মহাত্মা ভার্গব আশ্বস্ত হইয়া ক্রোধাভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলে আমি তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। ঐ ব্রহ্মাস্ত্র অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হইতে

লাগিল, তখন বোধ হইল, যেন প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ অস্ত্রদ্বয় আমাদিগের নিকট উপস্থিত না হইয়া নভোমণ্ডলে পরস্পর মিলিত হইলে তাহা হইতে সহসা এক তেজঃ প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে প্রাণীগণ একান্ত ভীত ও নিতান্ত শঙ্কিত হইতে লাগিল; মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ অস্ত্রতেজঃপ্রভাবে সাতিশয় পীড়িত হইয়া উঠিলেন, পর্ব্বতবনসম্পন্না অবনী কম্পিত হইতে লাগিল; প্রাণীগণ নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সাতিশয় বিষণ্ন হইল। গগনচারী প্রাণীগণ তথায় আর অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সর্ব্বত্র হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইলে আমি প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিচনানুসারে, সত্বর প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিলাম এবং ঐ অস্ত্র তৎক্ষণাৎ আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত [প্রতিফলিত-স্ফূরিত] হইল।”

১৮৫তম অধ্যায়

সপ্তমদিনের যুদ্ধ-ভীষ্মের প্রস্বাপাস্ত্রপ্রয়োগ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে রাজন! অনন্তর ‘হে ভীষ্ম! তুমি প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিও না’, এই বলিয়া নভোমণ্ডলে এক মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। কিন্তু আমি জামদগ্ন্যকে লক্ষ্য করিয়া সেই অস্ত্র যোজনা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন, “হে ভীষ্ম! দেবগণ আকাশে অবস্থান করিয়া তোমাকে প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন, অতএব এক্ষণে তুমি তাহা প্রয়োগ করিও না। জামদগ্ন্য তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ তোমার গুরু; তুমি কদাচ তাহার অবমাননা করিও না।” করিতে সন্দর্শন করিলাম। তাঁহারা সহাস্যবদনে আমাকে কহিলেন, “হে ভীষ্ম! দেবর্ষি নারদ যাহা কহিলেন, তুমি তাহা অনুষ্ঠান কর। ইঁহার বাক্য লোকের পরম হিতকর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তখন আমি প্রস্বাপাস্ত্র প্রতিসংহার [প্রত্যাহার—প্রত্যাহত] করিয়া বিধানানুসারে ব্রহ্মাস্ত্র উদ্দীপিত করিলাম। পরে জামদগ্ন্য প্রস্বাপাস্ত্র প্রতিসংহৃত [প্রত্যাহত—ফিরাইয়া লওয়া] দেখিয়া সহসা রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, “হে ভীষ্ম! আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম।”

পরাজিত পরশুরামের যুদ্ধত্যাগ

“অনন্তর তিনি তথায় তাহার পিতা ও মহামান্য পিতামহকে সন্দর্শন করিলেন। তাহারা জামদগ্ন্যকে বেষ্টন করিয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে বৎস! তুমি ক্ষত্রিয়ের, বিশেষতঃ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কদাচ সাহস প্রকাশ করিও না। পূর্ব্বে আমরা কহিয়াছিলাম, কোন কারণবশতঃ অস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত ভয়ঙ্কর। কিন্তু তুমি সেই অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছ; যুদ্ধবিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আর অধ্যয়ন ও ব্রতসাধনই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। তুমি ভীষ্মের সহিত যে ঘোরতর সংগ্রাম করিলে, ইহাই পর্য্যাপ্ত [যথেষ্ট-প্রয়োজনীতিরিক্ত] হইয়াছে, অতঃপর আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তোমার কামুকধারণ এই পর্য্যন্তই পর্য্যবসিত [ত্যাগে পরিণত] হইল; এক্ষণে তুমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া তপানুষ্ঠান কর।’ ” দেবগণ শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন—“হে ভীষ্ম!

তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। জামদগ্ন্য তোমার গুরু, অতএব তুমি তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইও না। তাঁহাকে রণস্থলে পরাজয় করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না, বরং তুমি তাঁহার সম্মান পরিবর্দ্ধিত করা। আমরা তোমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্তই তোমাকে নিবারণ করিতেছি।' পরশুরামকে কহিলেন, "হে জামদগ্ন্য! তুমি ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছ। ভীষ্ম বসুগণের অন্যতম; তুমি কিরূপে তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে; অতএব এক্ষণে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ভগবান স্বয়ম্ভ [ব্রহ্মা] মহাবলপরাক্রান্ত ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনকে যথাকলে ভীষ্মের অন্তকরূপে উৎপাদনা করিয়াছেন।"

"মহাতেজঃ জামদগ্ন্য এইরূপে পিতৃগণকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া কহিলেন, "হে পিতৃগণ! আমি পূর্ব্বে কখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই নাই। এক্ষণেও নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার একমাত্র ব্রত। আপনারা গাঙ্গেয়াকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করুন। আমি কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।" তখন ঋচীকপ্রমুখ মহর্ষিগণ দেবর্ষি নারদের সহিত সমাগত হইয়া আমাকে কহিলেন, "হে ভীষ্ম! তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ব্রাহ্মণের সম্মাননা কর।" আমি তখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে কহিলাম, "হে মহর্ষিগণ! আমার এইরূপ একটি ব্রত আছে যে, আমি সমর পরাস্তুখ [যুদ্ধে পশ্চাৎপদ] বা পৃষ্ঠভাগে শরদ্বারা তাড়িত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত [পৃষ্ঠপ্রদর্শন-প্রবৃত্ত] হইব না। আমার এই দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমি লোভ, কার্পণ্য, ভয় ও অমর্ষবশতঃ কদাচ শাশ্বত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।"

"তখন নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ ও জননী ভাগীরথী সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আমি গৃহীত্যাগ্র ও স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। পরে তাহারা পুনরায় জামদগ্ন্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "হে রাম! ব্রাহ্মণের হৃদয়, কখন অবিনীত হয় না; অতএব তুমি প্রশান্ত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ভীষ্ম তোমার অবধ্য এবং তুমিও ভীষ্মের বাধার্হ [বধ্য— বিনাশযোগ্য] নাও!" এই বলিয়া তাহারা রণক্ষেত্রে প্রতিরোধ [অনুরোধপূর্ব্বক যুদ্ধবিরত] করিয়া রামকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন।

"অনন্তর আমি পুনরায় উদিত আটটি গ্রহের ন্যায় দীপ্তিশীল আটটি ব্রাহ্মণের সন্দর্শনলাভ করিলে তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত জামদগ্ন্যের নিকট গমন কর। তিনি সুহৃদগণের অনুরোধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন।" তখন আমি লোকের হিতসাধনার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিয়া দুঃখিত মনে জামদগ্ন্যসন্নিধানে গমন ও তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম। রাম হাস্য করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, "হে ভীষ্ম! পৃথিবীতে তোমার তুল্য ক্ষত্রিয় আর নাই; এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি এই যুদ্ধে তোমার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।' "

১৮৬তম অধ্যায়
ভীষ্মনাশার্থ অম্বার কঠোর তপস্যা

"অনন্তর পরশুরাম সর্ব্বসমক্ষে কাশিরাজদুহিতা অম্বাকে আহ্বান করিয়া অতি দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, "হে বৎসে! আমি সর্ব্বসমক্ষে শক্ত্যনুসারে পৌরুষ প্রদর্শন ও দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই ভীষ্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম না।

এই আমার গরীয়সী সর্বোত্তম শক্তি ও এই আমার উৎকৃষ্ট বল; এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন কর। আমি তোমার গত্যন্তর দেখিতেছি না। ভীষ্ম মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমাকে পরাজয় করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে আর কি করিব? তুমি মহাবীর ভীষ্মের সন্নিধানে গমন কর।" এই বলিয়া পরশুরাম দীর্ঘনিশ্বাস পরির্ত্যাগপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। কাশিরাজদুহিতা অম্বা কহিলেন, "ভগবান! দেবগণও রণস্থলে ভীষ্মকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না; ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর আপনিও শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে আমার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভীষ্মের বীর্য্য ও নানাবিধ অস্ত্র অনিবার্য্য, এই নিমিত্ত আপনি তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক, আমি আর তাঁহার সন্নিধানে গমন করিব না। আমি যে স্থানে গমন করিলে স্বয়ং তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব, তথায় প্রস্থান করিব।" এই বলিয়া অম্বা রোষকলুষিতলোচনে [ক্রোধকষায়িতনেত্রে] আমার বধসাধনজন্য তপানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

"অনন্তর জামদগ্ন্য সেই সমস্ত মহর্ষিগণের সহিত আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া মহেন্দ্রপর্বতে যাত্রা করিলেন; আমিও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রথারোহণ ও নগর প্রবেশপূর্ব্বক জননী সত্যবতীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া আমাকে অভিনন্দন করিলেন। পরে আমি অম্বার কার্য্যসকল অবগত হইবার নিমিত্ত প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকে আদেশ করিলাম। তাঁহারা আমার হিতানুষ্ঠাননিরত [উপকারার্থ যত্নবান] হইয়া প্রতিদিন অম্বার জল্পনা [কথায় বার্ত্তায় মনোগত ভাবের অভিব্যক্তি] গতি ও কার্য্যসমুদয় [*] প্রত্যাহরণ [*অনুষ্ঠানসমূহের সংবাদ আনয়নপূর্ব্বক নিবেদন] করিতে লাগিলেন। অম্বা যদবধি বনে গমন করিয়া তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, আমি তদবধি নিতান্ত ব্যথিত, দীন ও হতবুদ্ধি হইতে লাগিলাম। হে রাজন! তপঃপরায়ণ কৃতব্রত [ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতানুষ্ঠায়ী] ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে কোন ক্ষত্রিয় আমাকে বলবীর্য্যে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। অনন্তর আমি দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাসকে এই বিষয় অবগত করাইলে তাঁহারা কহিলেন, "হে ভীষ্ম" তুমি কাশিরাজকন্যাকে তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিষণ্ন হইও না; কোন ব্যক্তি পুরুষকারদ্বারা দৈবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে?"

"এদিকে অম্বা আশ্রমপ্রবেশ ও যমুনাতীর আশ্রয় করিয়া লোকাতিগণ [লোকগীতিশায়ী-অলৌকিক] তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিরাহার, কৃশ, রুক্ষ, জটাভারমণ্ডিত [বহু জটাদ্ধারা শোভিত] ও মললিপ্ত [ধূলিজালপরিব্যাপ্তা] কলেবর হইয়া ছয়মাস বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক স্থাণুর [পত্রপল্লবহীনবৃক্ষের স্থূলাংশের মত নিশ্চল] ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এক বৎসর যমুনাজলে অবস্থিতি করিয়া উপবাস করিলেন, এক বৎসর একমাত্র শীর্ণপত্রদ্বারা পারণ করিলেন এবং একবৎসর তীব্র কোপপরবশ হইয়া পদাঙ্গুষ্ঠে [পায়ের আঙ্গুলে ভর করিয়া] দণ্ডায়মান রহিলেন। অম্বা এইরূপ ঘোরতর তপানুষ্ঠানদ্বারা দ্বাদশবৎসর ভূলোক ও দ্যুলোক [স্বর্গলোক] পরিতাপিত করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।

অম্বার প্রতি গঙ্গার শাপ

“কাশিরাজকন্যা অম্বা সিদ্ধচারণসেবিত পুণ্যশীল তাপসাগণের আশ্রমসমন্বিত বৎসভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন এবং পবিত্র তীর্থসমূদয়ে স্নান করিয়া দিবারাত্র স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে অতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক নন্দাশ্রম, উলুকাশ্রম, চ্যবনাশ্রম, ব্রহ্মস্থান, প্রয়াগ, দেবযজন, দেবারণ্য, কৌশিকাশ্রম, মাণ্ডব্যাশ্রম, দিলীপাশ্রম, রামহ্রদ ও শৈলগাশ্রমে স্নান করিলেন।

“আমার জননী ভাগীরথী সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া অম্বাকে কহিলেন, “হে ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছ। এবং ইহার কারণই বা কি?”

“অম্বা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “হে চারুলোচনে! মহাবীর পরশুরাম ভীষ্মকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন; ভীষ্মকে পরাজয় করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না; সুতরাং আমি স্বয়ং তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত অতি দারুণ তপানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া যে প্রকারে হউক, ভীষ্মকে বিনাশ করিব; ভীষ্মকে বিনাশ করাই আমার ব্রতফল।”

“ভাগীরথী কহিলেন, “হে ভদ্রে! তুমি অতি ক্রূরাচরণে [কুটিল ব্যবহারে] প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার এই অভিলাষ কদাচ সফল হইবে না। যদি তুমি ভীষ্মবিনাশার্থ ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হও, অথবা নিয়মস্থ হইয়া শরীরপাত কর, তাহা হইলে তুমি কুটিল [বক্রগতিশীল] কুতীর্থসম্পন্ন, ভীমগ্রাহসঙ্কুল [ভীষণ কুম্ভীরাকীর্ণ], ভয়ঙ্কর নদীরূপ ধারণ করিবে; কেবল বর্ষাকালেই তুমি জলপূর্ণ থাকিবে; অন্য সময়ে তোমার জল শুকাইয়া যাইবে। তুমি বার্ষিকী বা অষ্টমাসিকী [সমস্ত বৎসরের কেবল চারি মাস কাল তোমাকে নদী বলিয়া বুঝিতে পরিবে, অবশিষ্ট আট মাস নদী বলিয়া তোমাকে কেহ জানিতে পরিবে না], তাহা কেহই বুঝিতে পরিবে না।” এই বলিয়া জননী সহাস্যমুখে কাশিরাজকন্যাকে নিবৃত্ত করিলেন। তখন কাশিরাজকন্যা কখন অষ্ট-মাস, কখন দশম মাসেও জলগ্রহণ করিতেন না। অনন্তর তিনি তীর্থপর্য্যটনলোভে বৎসভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় তপঃপ্রভাবে দেহার্দ্ধ দ্বারা বার্ষিকী [কেবল বর্ষাকালপ্রবাহিতা], গ্রাহবহুলা দুস্তীর্ণা, কটিলা স্রোতস্বতীর রূপ ধারণ করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।”

১৮৭তম অধ্যায়
শিবসমীপে অম্বার বরলাভ-অগ্নিপ্রবেশ

"অনন্তর তপঃপরায়ণ মহর্ষিগণ সেই কন্যাকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, "হে ভদ্রে! আমরা তোমার কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিব?"

"অম্বা কহিলেন, "হে তপোধন! ভীষ্ম আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পতিরূপ ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাঁহার বধসাধনার্থ তপস্যায় দীক্ষিত হইয়াছি। অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি একমাত্র ভীষ্মকে সংহার করিয়া নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিব। আমি তাঁহা হইতেই পতিলোকবিহীন [ইহকালে পতিরূপ আশ্রয়াশূন্য—পরকালে পতিলোকহীন] হইয়া এইরূপ অবিচ্ছিন্ন দুঃখসমূহ প্রাপ্ত হইতেছি এবং না স্ত্রী না পুরুষ হইয়া ইহলোকে অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি ভীষ্মকে বিনাশ না করিয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার অভিলাষ। আমি পুরুষার্থ [ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ] সাধনে উদ্যত হইয়া কেবল স্ত্রীভাব প্রযুক্ত খিন্ন হইতেছি। তথাপি আমি ভীষ্মকে ইহার প্রতিফল প্রদর্শন করাইব, তাহাতে সন্দেহ নাই; আপনারা আমাকে নিবারণ করবেন না।"

"তখন ভগবান শূলপাণি [মহাদেব] স্বীয় আকার পরিগ্রহপূর্ব্বক সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণমধ্যে আবির্ভূত হইয়া কন্যার নেত্রপথে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন, "হে ভদ্রে! তুমি এক্ষণে বর গ্রহণ কর।" অম্বা কহিল, 'ভগবন! আমি ভীষ্মকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করি।" শূলপাণি কহিলেন, "বৎসে! তুমি ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে।" অম্বা পুনর্ব্বার কহিল, "হে দেব! আমি স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে জয়লাভে সমর্থ হইব? স্ত্রীভাবসুলভ শান্তরস আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে। কিন্তু আপনি ভীষ্মের বধসাধনার্থ বরপ্রদান করিলেন; অতএব এক্ষণে যেরূপে ইহা সত্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি যেন সময়ে তাঁহাকে বধ করিতে পারি।" রুদ্র কহিলেন, "হে ভদ্রে! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই সত্য হইবে। তুমি সংগ্রামে ভীষ্মকে বিনাশ ও পুরুষত্বলাভ করিবে এবং দেহান্তরলাভ হইলেও তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্তসমুদয় স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকিবে। তুমি দ্রুপদবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কালক্রমে ক্ষিপ্রাস্ত্র [দ্রুত অস্ত্রনিক্ষেপে সমর্থ] ও ক্ষিপ্রযোধী পুরুষ হইবে। আমি যাহা কহিলাম, তাহার কিছুই অন্যথা হইবে না।" দেবাদিদেব মহাদেব এই কথা বলিয়া বিপ্রগণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

"অনন্তর অম্বা অরণ্য হইতে কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া যমুনাদ্বীপে এক উন্নত চিতা প্রস্তুত করিল এবং ঐ চিতায় অগ্নি প্রদান করিয়া রোষাবিষ্টমানসে [ক্রোধদ্বারা অভিনিবিষ্টচিত্তে] ব্রাহ্মণগণসমক্ষে 'আমি ভীষ্মের বধের নিমিত্ত অগ্নিপ্রবেশ করিতেছি,' বলিয়া তাহতে প্রবিষ্ট হইল।"

১৮৮তম অধ্যায়
শিখণ্ডীর জন্মবৃত্তান্ত

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে পিতামহ! শিখণ্ডী প্রথমতঃ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে পুরুষত্বপ্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “হে রাজন! দ্রুপদরাজের প্রিয়মহিষী অপুত্রা ছিলেন। দ্রুপদরাজ পুত্রলাভ ও আমাদিগের বন্ধসাধনার্থ অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান ভবানীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, “ভগবন! ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমার এক পুত্র উৎপন্ন হউক।”

“শঙ্কর কহিলেন, “হে মহারাজ! তোমার এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুত্রত্বপ্রাপ্ত হইবে। তুমি এক্ষণে নিবৃত্ত হও; আমি যাহা কহিলাম, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।”

“তখন দ্রুপদরাজ নগর প্রবেশ করিয়া স্বীয় মহিষীকে কহিলেন, “প্রিয়ে! আমি পরম যত্নসহকারে ভগবান শঙ্করকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিলে তিনি কহিলেন-“হে দ্রুপদরাজ! তোমার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পুত্রত্বপ্রাপ্ত হইবে।” আমি পুনর্ব্বার তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন “আমি যাহা কহিলাম, কখনো তাহার অন্যথা হইবে না।”

“অনন্তর মহিষী ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পবিত্র হইয়া দ্রুপদরাজসন্নিধানে গমন ও বিধি অনুসারে গর্ভধারণ করিলেন। গর্ভ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া পরমসুখে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহিষী যখন যেরূপ অভিলাষ করিতেন, তিনি অবিলম্বেই তাহা সম্পাদনা করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর রাজমহিষী যথাকলে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়া সেই কন্যাকে পুত্র বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। অপুত্রক রাজা দ্রুপদ রুদ্রদেবের বাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া পুত্রের ন্যায় সেই প্রচ্ছন্ন [পুত্র বলিয়া প্রচারিত] কন্যার সমুদয় জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেন। রাজমহিষী কন্যাকে পুত্ররূপে প্রচার করিয়া এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত এরূপ গোপনে রক্ষা করিতে লাগিলেন যে দ্রুপদরাজ ব্যতিরেকে নগরে কোন ব্যক্তিই এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। ঐ কন্যার নাম শিখন্ডী। হে রাজন! আমি চরবাক্য, দেববাক্য ও অম্বার তপানুষ্ঠানের দ্বারা এই বিষয় বিদিত হইয়াছি।”

১৮৯তম অধ্যায়
শিখণ্ডীর বিবাহ

ভীষ্ম কহিলেন, “অনন্তর দ্রুপদরাজ আলেখ্যরচনা [ছবি আঁকা] ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণসন্নিধানে অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদমহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয়কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত দ্রুপদরাজকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দ্রুপদ ও মহিষী উভয়েই কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা অবলোকন করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ মহিষীকে কহিলেন, “প্রিয়ে! আমি ভগবান শূলপাণির বিচনানুসারে কন্যাকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে এই শোকবর্দ্ধিনী কন্যা যৌবনসম্পন্না হইয়াছে।”

“মহিষী কহিলেন, “মহারাজ! সেই ত্রিলোকীনাথ শূলপাণির বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তিনি নিষ্ফল কথা কহিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। এক্ষণে যদি অভিরুচি হয়, আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করুন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাহার বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবে না, অতএব এক্ষণে বিধানানুসারে কন্যার দারগ্রহণ [পুত্রবিবাহের মত বিবাহ] সম্পাদন করুন।”

“দ্রুপদরাজ ও রাজমহিষী এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভূপালগণের কুল পরিজ্ঞাত হইলেন। পরিশেষে নিতান্ত দুর্জয় দুর্দ্ধর্ষ দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্মীর কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। তিনিও শিখণ্ডীকে আপনি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। শিখণ্ডী দ্বারক্রিয়া [বিবাহকার্য্য] সম্পাদন করিয়া পুনরায় কাম্পিল্যনগরে আগমন করিলেন। কালক্রমে দশার্ণাধিপতির দুহিতার যৌবনকাল সমুপস্থিত হইল।

শিখণ্ডীর কন্যাভাব প্রকাশ

“কিয়াৎকাল অতীত হইলে দশার্ণাধিপতির কন্যা শিখণ্ডীকে প্রকৃত স্ত্রী জ্ঞাত হইয়া লজ্জিতমনে ধাত্রী ও সখীগণসন্নিধানে এই বলিয়া প্রচার করিল। ধাত্রীগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল এবং ইহা ভূপতির কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত দাসীদিগকে প্রেরণ করিল। দশর্ণাধিপতি দাসীমুখে আদ্যোপান্ত এই বিপ্রলম্ভ [প্রবঞ্চনা] বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত কুপিত হইলেন। শিখণ্ডী তৎকালে আপনার স্ত্রীত্ব তিরোহিত [গোপন] করিয়া পুরুষের ন্যায় পিতৃকুলে পরম কুতূহলে বাস করিতেছিলেন।

“কিয়দ্দিবস অতীত হইলে মহারাজ হিরণ্যবর্ম্মা এই বিষয় বিদিত ও রোষাবেশপ্রভাবে [ক্রোধবেগে] সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া দ্রুপদরাজভবনে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত দ্রুপদসন্নিধানে উপনীত হইয়া নির্জ্জনে কহিল, “মহারাজ! দশার্ণাধিপতি আপনাকে কহিয়াছেন, হে দ্রুপদ! দুষ্টমন্ত্রণাপরতন্ত্র [দুষ্ট পরামর্শে বাধ্য] হইয়া আমাকে অবমাননা ও প্রতারণা করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি একান্ত কুপিত হইয়াছি। তুমি যে আপনার কন্যার নিমিত্ত মোহবশতঃ আমার কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলে, আজি সেই প্রতারণার সমুচিত প্রতিফলপ্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে স্থির হও; আমি তোমাকে ও তোমার অমাত্যগণকে অবিলম্বেই বিনাশ করিব।’ ”

১৯০তম অধ্যায়
হিরণ্যবর্ম্মার নিকট দ্রুপদের দূতপ্রেরণ

ভীষ্ম কহিলেন, “দূতমুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া লোপ্তসহকারে [অপহৃত ধন] ধৃত চোরের ন্যায় দ্রুপদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মধুরভাষী দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে দূতগণ! তোমরা মহারাজ হিরণ্যবর্ম্মার নিকট গমন করিয়া কহিবে, মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার কিছুই যথার্থ নহে।” এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে সন্দিগ্ধচিত্ত বৈবাহিকের নিকট প্রেরণ করিলেন। দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মা পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া শিখণ্ডীকে কন্যা বলিয়া বিদিত হইলেন। পরে

ধাত্রীগণের বচনানুসারে দুহিতার [কন্যার] বিপ্রলম্ভবৃত্তান্ত মিত্রগণসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক দ্রুপদরাজের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিলাষ করিলেন।

"অনন্তর দ্রুপদরাজের প্রতি কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য ভূপালগণ কহিলেন, "মহারাজ! যদি শিখণ্ডী যথার্থই কন্যা হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিব এবং তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যা শিখণ্ডীকে সংহার করিয়া পাঞ্চালরাজ্যে অন্য এক রাজাকে অভিষিক্ত করিব।"

"তখন দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্ম দূতাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে দূতগণ! তোমরা দ্রুপদরাজকে বলিবো,-হে দ্রুপদরাজ! তুমি স্থির হও, আমি অনতিবিলম্বেই তোমাকে বিনাশ করিব।" দূতগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া পাঞ্চালদেশে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রুপদসন্নিধানে এই কথা নিবেদন করিল।

দ্রুপদনৃপতির শিখণ্ডিবিষয়ক তথ্যনির্ণয়

"মহীপাল দ্রুপদ স্বভাবতঃই ভীত ছিলেন, এক্ষণে এইরূপ পাপাচরণদ্বারা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি দূতগণকে দশার্ণাধিপতির সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া শোকাকুলিতমনে নির্জ্জনে প্রেয়সী মহিষীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! মহাবলপরাক্রান্ত হিরণ্যবর্ম্মা ক্রোধাভরে সৈন্যগণসমভিব্যাহারে আমার প্রতিপক্ষে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে আমরা নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়াছি; অতএব এই কন্যার নিমিত্ত কিরূপে অনুষ্ঠান করিব? সুবর্ণবর্ম্মা ['হিরণ্য' শব্দের অর্থ সুবর্ণ। নাম হিসাবে হিরণ্যবর্ম্মাই হওয়া উচিত, নামের অর্থবোধক অন্য শব্দ নামস্থলে ব্যবহারের রীতি নাই। ব্যবহার করিলে অর্থবোধে বা লক্ষ্য নিশ্চয়ে বিলম্ব ঘটে] তোমার পুত্র শিখণ্ডীকে কন্যা বলিয়াছেন এবং আপনাকে বঞ্চিত বিবেচনা করিয়া মিত্রবলসমভিব্যাহারে [স্ব স্ব সৈন্যসমন্বিত সামন্ত নৃপতিগণের সাহায্যে] আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। এক্ষণে তুমি এই বিষয়ের সত্যমিথ্যা অবধারণ করিয়া বল; আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব। আমি অতিশয় সংশয়দশায় নিপতিত হইয়াছি এবং তুমি ও এই বালা শিখণ্ডিনী উভয়েই অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছ। অতএব তুমি সকলের পরিত্রাণার্থ সদুপদেশ প্রদান কর; আমি অবিলম্বেই কর্ত্তব্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিব।' কণ্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে শিখণ্ডিনি! আমি পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তজ্জন্য তুমি ভীত হইও না; আমি তোমার ভরণপোষণ করিব। এক্ষণে দশার্ণাধিপতি আমা হইতেই প্রতারিত হইয়াছেন; অতএব এই বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর হয় বল, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব।"

"তখন রাজমহিষী সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ অভিহিত হইয়া মহারাজ দ্রুপদী সবিশেষ জানিলেও অন্যকে অবগত করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিতে লাগিলেন।"

১৯১তম অধ্যায়

যুদ্ধশঙ্কায় দ্রুপদের রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! অনন্তর শিখণ্ডীর জননী স্বীয় পতি দ্রুপদরাজকে যথাযথ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি সপত্নীগণের [সতীন] ভয়প্রযুক্ত জন্মগ্রহণকালে শিখণ্ডিনীকে পুরুষ বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম। আপনি প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিয়া ইহার পুত্রোচিত কার্য্যজাতের [কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহের] অনুষ্ঠান এবং দশার্ণাধিপতির কন্যার সহিত ইহার পরিণয়কার্য্য [শিবদত্ত বরানুসারে] সমাধান করিয়াছেন। দেববাক্যানুসারে তৎকালে আপনাকে কহিয়াছিলাম, শিখণ্ডিনী পরিণামে পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিবে, এইরূপে [এইরূপ ভরসায়] ইহার কন্যাভাব উপেক্ষিত হইয়াছিল।"

"অনন্তর রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রিদিগকে এই সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া প্রজাগণের রক্ষাবিধান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রতারণা করিয়া দশার্ণাধিপতির সহিত সম্বন্ধ সমর্থিত করিতেই অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বভাবতঃ সুরক্ষিত নগরকে বিপৎকালে সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দশার্ণাধিপতি সুবর্ণবর্ম্মার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মহিষীর সহিত সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন যাহাতে সুবর্ণবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ না হয়, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাজমহিষী তাঁহাকে দেবপূজায় নিরত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দুঃখের সময়ে ও সুখের সময়ে সতত দেবপূজা করা বিধেয়; আপনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা এবং দশার্ণাধিপতির প্রতিনিবৃত্তির নিমিত্ত প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে হুতাশনে আহুতিপ্রদান করুন। যাহাতে যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইতে পারে, তাহা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হইতেছে, দেবগণের প্রসাদে ইহা অবশ্যই সফল হইবে। দেবকার্য্য মানুষকার্য্যের সহিত মিলিত হইলে অবশ্যই সিদ্ধ হয়; কিন্তু পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইলে কদাচ সফল হয় না। অতএব আপনি মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক নগরের রক্ষাবিধান করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবগণের আরাধন করুন।"

লজ্জিত শিখণ্ডীর বনগমন—যক্ষানুগ্রহলাভ

"তখন শিখণ্ডিনী তাঁহাদিগকে শোকাকুলিতচিত্তে এইরূপ কথোপকথন করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং "আমার জনকজননী আমার নিমিত্তই এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছেন, এই ভাবিয়া প্রাণনাশ অভিলাষে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকসন্তপ্তমনে এক গহনবনে গমন করিলেন। স্থূণাকর্ণ নামে ঐশ্বর্য্যশালী এক যক্ষ ঐ বন রক্ষা করিত; তাহার ভয়ে কেহই তথায় গমন করিতে সমর্থ হইত না। সেই কাননে স্থূণাকর্ণের উন্নত প্রাকার [প্রাচীর] ও তোরণসম্পন্ন [দেউড়ী—ফটক] সুধাধবলিত [বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ] উশীরপরিমলযুক্ত [বেনামূলের খসখসের সুগন্ধসমন্বিত] ধূমসমাচ্ছন্ন [ধূপ-ধূমে সমাচ্ছাদিত—গুপ্তভাবে স্থিত] এক প্রাসাদ [অট্টালিকা] ছিল। দ্রুপদনন্দিনী শিখণ্ডিনী সেই অরণ্যানী [নিবিড় বন] প্রবেশ করিয়া বহুদিবস অনাহারে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

"একদা সেই যক্ষ শিখণ্ডিনীসিন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া মৃদুবচনে কহিলেন, "হে রাজকন্য! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অনুষ্ঠান করিতেছ, শীঘ্র বল, আমি তোমার বাসনা পরিপূর্ণ করিব।" শিখণ্ডিনী কহিলেন, "তুমি আমার কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না।" যক্ষ কহিল, "হে রাজপুত্র! আমি যক্ষরাজ কুবেরের অনুচর; তোমাকে বর প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমার সমক্ষে স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। আমি অদেয় বস্তুও তোমাকে প্রদান করিব, সন্দেহ নাই।"

"তখন শিখণ্ডিনী যক্ষপ্রধান স্থূণাকর্ণকে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন, "হে যক্ষ! মহাবল পরাক্রান্ত উৎসাহসম্পন্ন দশার্ণাধিপতি সুবর্ণবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার পিতার প্রতিকূলে আগমন করিতেছেন; আমার পিতা পুত্রহীন, তিনি যেন অবিলম্বেই বিনষ্ট না হয়েন, আপনি আমাকে ও আমার জনকজননীকে রক্ষা করুন। আমার দুঃখ শান্তি করিবার নিমিত্ত আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব আমি যেন আপনার প্রসাদে পুরুষত্ব লাভ করি। হে মহাযক্ষ। যে পর্য্যন্ত সেই রাজা আমার পুরপ্রবেশ না করেন, তৎকালমধ্যে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।' "

১৯২তম অধ্যায়
শিখণ্ডীর পুরুষত্বপ্রাপ্তি

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! দৈবাপহত [ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত—অদৃষ্টদোষে বিড়ম্বিত] যক্ষ শিখণ্ডীর বাক্যশ্রবণ ও মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল, "হে ভদ্রে! আমাকে দুঃখভোগের নিমিত্ত স্ত্রীবিগ্রহ পরিগ্রহ করিতে হইবে, অতএব এই অবকাশে আমি তোমার অভীষ্টসাধন করিব। কিন্তু আমার সহিত একটি সময় [প্রতিজ্ঞা-শপথ] নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত তোমাকে আমার পুরুষাকৃতি প্রদান করিব। কিন্তু তোমাকে কালক্রমে এই স্থানে আগমন করিয়া উহা প্রত্যার্পণ করিতে হইবে; অগ্রে এইটি সত্য করিয়া বল। আমি কামচারী [ইচ্ছানুরূপ গতিশীল] ও গগনবিহারী, তুমি আমার অনুগ্রহে স্বীয় নগর ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে পর আমি তোমার স্ত্রীরূপধারণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।"

"শিখণ্ডিনী কহিলেন, "হে নিশাচরণ [রাক্ষস—যক্ষ রাক্ষসজাতীয়]! আমি কিয়াৎ কালান্তর পুরুষাকৃতি আপনাকে প্রত্যপণ করিব। আপনি কিয়াৎকালের নিমিত্ত স্ত্রীরূপ ধারণ করুন। দশার্ণাধিপতি প্রতিনিবৃত্ত হইলে আমি পুনরায় স্বরূপপ্রাপ্ত হইব; আপনিও পুরুষত্বলাভ করিবেন।'

তাঁহারা এইরূপ পরস্পর শপথ করিয়া লিঙ্গপরিবর্ত্তন [স্ত্রী পুরুষচিহ্নের অদল-বদল] করিলে স্থূণাকর্ণ স্ত্রীরূপ ও শিখণ্ডিনী প্রদীপ্ত যক্ষরূপপ্রাপ্ত হইলেন।

"অনন্তর শিখণ্ডিনী হৃষ্টমনে নগরপ্রবেশ ও দ্রুপদসন্নিধানে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। দ্রুপদরাজ তাহা শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ভগবান শূলপাণির বাক্য তাঁহার ও তাঁহার মহিষীর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

পুনঃ পুত্রত্ব-প্রতিপাদক সংবাদ-পুনঃ অনুসন্ধান

"অনন্তর তিনি দশার্ণাধিপতি সুবর্ণবর্ম্মার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, মহারাজ! আমার পুত্র পুরুষ, আপনি এ কথায় কদাচ অবিশ্বাস করিবেন না।"

"অনন্তর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দুঃখশোকসমন্বিত হইয়া কম্পিল্যনগরে আগমনপূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার বাক্যানুসারে সেই নৃপাধম দ্রুপদকে বলিবেন,-হে দুর্মতে! তুমি যে আপনার কন্যার নিমিত্ত আমার কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলে, আজি সেই অহঙ্কারের প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।"

"তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ দ্রুপদভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রুপদরাজের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। দ্রুপদরাজ ও শিখণ্ডী তাঁহাকে গো ও অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণ তদ্দত্ত পূজা প্রতিগ্রহ না করিয়া, মহারাজ হিরণ্যবর্ম্মা যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহাই করিতে লাগিলেন,-"হে দুরাশয়! তুমি যে আমাকে প্রতারণা করিয়াছিলে, আজ সেই পাপের

প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমাকে, তোমার পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণকে বিনাশ করিব।"

প্রকৃতাবস্থা-পরিজ্ঞাত হিরণ্যবর্ম্মার রোষশান্তি

"মহারাজ দ্রুপদ মন্ত্রিগণমধ্যে পুরোহিতমুখে এইরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি মহারাজ সুবর্ণবর্ম্মার বচনানুসারে আমাকে যাহা কহিলেন, আমার এক দূত গমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে।" এই বলিয়া দ্রুপদ হিরণ্যবর্ম্মার নিকট বেদপারগ এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দশার্ণাধিপতির সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! শিখণ্ডী পুরুষ; আপনি বরং তাহা পরীক্ষা করুন। বোধহয়, কোন ব্যক্তি আপনার নিকট মিথ্যা কহিয়া থাকিবে; আপনি তাহাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন না।"

"তখন দশার্ণাধিপতি একান্ত চিন্তিত হইয়া শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ, ইহা সবিশেষ বিদিত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তত্ত্বার্থ [যথার্থ-যথাযথ ঘটনা] অবগত হইয়া দশার্ণাধিপতিকে কহিল, "মহারাজ! শিখণ্ডী পুরুষ, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীশ্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন এবং দ্রুপদরাজের ভবনে সমাগত হইয়া হৃষ্টমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শিখণ্ডীকে হস্তী, অশ্ব, গো, বহুসংখ্যক দাসী ও প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া স্বীয় দুহিতাকে ভৎসনা করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। দশার্ণাধিপতি রোষমুক্ত [বিগতক্রোধ] ও পরামপ্রীত হইয়া প্রস্থান করিলে শিখণ্ডীও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনুচর-গৃহাগত কুবেরের ক্রোধ

"কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা ধনাধিপতি কুবের লোকযাত্রা [এক লোক হইতে অন্যলোকে বিচরণ ব্যাপার] নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত স্থূণাকর্ণের গৃহাভিমুখে আগমন করিলেন এবং গৃহের উপরিভাগ হইতে সেই প্রাসাদ বিচিত্র মাল্যসমলঙ্কৃত, উশীরগন্ধামোদিত, ধূপধূপিতা [সুগন্ধ ধূপধুমে আমোদিত], বিতানধ্বজপতাকা-পরিশোভিত [চন্দ্রতাপধ্বজপতাকাশোভিত], অন্নপানমিষপরিপূর্ণ [মাংসাদি উপকরণসহ অন্ন ও পানীয় পূর্ণ] ও মণিরত্নসুবর্ণমণ্ডিত অবলোকন করিয়া তাঁহার অনুচরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'স্থূণাকর্ণের গৃহ পরম সুশোভিত দেখিতেছি; কিন্তু সেই মূঢ় কেন আজি আমার নিকট আগমন করিতেছে না? আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি, ইহা অবগত হইয়াও যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে না, তখন তাহাকে আমার অভিলাষানুসারে অতিতীক্ষ্ণ দণ্ড সহ্য করিতে হইবে।"

"যক্ষগণ কহিল, "হে যক্ষরাজ! স্থূণাকর্ণ বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ শিখণ্ডিনীনামে দ্রুপদরাজের এক কন্যাকে পুরুষলক্ষণ প্রদান এবং স্বয়ং স্ত্রীচিহ্ন ধারণ করিয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন; এই নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া আপনার সন্নিধানে আগমন করিতেছেন না। এক্ষণে আপনি বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য,

তাহার অনুষ্ঠান করুন।” “কুবের কহিলেন, “হে যক্ষগণ! তোমরা সেই স্থূলাকর্ণকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমি তাহার যথোচিত দণ্ডবিধান করিব।”

“তখন স্থূণাকর্ণ অনুচরমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর কুবের সন্নিধানে উপনীত হইয়া লজ্জাবনতমুখে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনুচরের প্রতি কুবেরের শাপ

“তখন কুবের নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, “হে স্থূণ! তুমি যক্ষগণের অবমাননা ও পাপাচরণ করিয়া শিখণ্ডিনীকে আপনার পুরুষলক্ষণ প্রদান ও তাহার স্ত্রীলক্ষণ গ্রহণ করিয়াছ। অতএব তোমার এই নারীরূপই থাকিবে। তুমি এতাদৃশ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি স্ত্রী ও শিখণ্ডিনী পুরুষ হইবে।”

‘অনন্তর যখন স্থূণাকর্ণের নিমিত্ত ধনাধিপতি কুবেরকে প্রসন্ন করিয়া বারংবার কহিতে লাগিল, “ভগবন! আপনি এই শাপের অবসান করুন।” তখন কুবের অনুচরদিগকে কহিলেন, “শিখণ্ডী নিহত হইলে স্থূণাকর্ণ পুনরায় স্বরূপপ্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে স্থূণাকর্ণ নিরুদ্বিগ্ন হউক।” এই বলিয়া কুবের শীঘ্রগামী যক্ষগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। স্থূণাকর্ণ এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

‘অনন্তর শিখণ্ডী সময়ানুসারে তথায় আগমন করিয়া স্থূণাকর্ণকে কহিলেন, “হে যক্ষরাজ! আমি আগমন করিলাম।”

স্থূণাকর্ণকর্ত্তৃক পূর্ণমনোরথ শিখণ্ডীর আনন্দ

“স্থূণ রাজকুমার শিখণ্ডীকে অকপটে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, “হে শিখণ্ডী! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীতি ও প্রসন্ন হইলাম।” পরে স্থূণ তাঁহার নিকট স্ববৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, “হে শিখণ্ডি! আমি তোমার নিমিত্তই কুবেরকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন ও পরমসুখে সমস্ত লোকে সঞ্চরণ কর। তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমি পৌলস্ত্যকে [পুলস্তানন্দন কুবেরকে] অবলোকন করিলাম; অতএব বোধ হইতেছে, ভাগ্যকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন।”

“শিখণ্ডী যক্ষকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুলকিতমনে নগরাভিমুখে আগমনপূর্ব্বক গন্ধমাল্যদ্বারা দ্বিজাতি, দেবতা, চৈত্য [দেবতাধিষ্ঠিত পূজ্য বৃক্ষ্য] ও চতুস্পথসকল পূজা করিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজও বান্ধবগণের সহিত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; পরে ধনুর্ব্বেদে শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দ্রোণহস্তে সমর্পণ করিলেন। হে মহারাজ! শিখণ্ডী তোমাদের সমভিব্যাহারে চতুষ্পাদপূর্ণ ধনুর্ব্বেদ সম্যক শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। আমি যেসকল অন্ধ, বধির ও জড়াকার চরদিগকে দ্রুপদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারাই আমাকে এই বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিয়াছে। অম্বানামে বিশ্রুতা কাশিরাজদুহিতা এই শিখণ্ডীরূপে দ্রুপদকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি এই শিখণ্ডীকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়াও মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ বা প্রহার করিব না। পৃথিবীতে আমার এইরূপ এক ব্রত প্রচারিত আছে যে, আমি স্ত্রী, স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ, স্ত্রীনামধারী ও স্ত্রীস্বরূপ পুরুষের প্রতি কদাচ শরপ্রয়োগ করি না। হে রাজন! আমি শিখণ্ডীর এইরূপ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; এই নিমিত্তই ইহাকে প্রহার করিব না। যদি আমি স্ত্রীরূপ শিখণ্ডীকে বিনাশ করি, তাহা

হইলে সকলে আমার অপযশ ঘোষণা করিবে। আমি ইহাকে সমরে অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়াও কদাচ সংহার করিব না।”

তখন রাজা দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মের মুখে এ কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা মহাবীর ভীষ্মের সমুচিতই হইয়াছে।

১৯৩তম অধ্যায়
ভীষ্মদ্রোণাদির নিকট দুর্য্যোধনের যুদ্ধপ্রশ্ন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন সর্ব্বসৈন্যের সমক্ষে পিতামহ ভীষ্মকে কহিলেন, ‘হে গাঙ্গেয় [গঙ্গাতনয়]! আচার্য্য দ্রোণ, মহাবল কৃপ, সমরশ্লাঘী [যুদ্ধের প্রতি সশ্রদ্ধ—সমরামোদী] কর্ণ ও দ্বিজসত্তম অশ্বত্থামা সকলেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা [উত্তম অস্ত্রবিৎ] ও সকলেই আমার পক্ষ; এক্ষণে বলুন, আপনারা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমার্জ্জুনপ্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত লোকপালতুল্য ব্যক্তিদ্বারা সুরক্ষিত, প্রভূততর নর, নাগ [হস্তী], অশ্বযুক্ত মহারথসমাকুল, অর্ধষ্য [দুর্দ্দম্য] অনিবার্য্য অদ্ভুত সাগরোপম, দেবগণেরও অক্ষোভ্য [অজেয়] বলসমুদয়কে কত কালে বিনাশ করিবেন, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছে।”

“ভীষ্ম কহিলেন, “হে রাজন! তুমি যে শত্রুগণের বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে যেরূপ পরমশক্তি, শস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য প্রদর্শন করিব, তাহা শ্রবণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, অকপট ব্যক্তির সহিত অকপট যুদ্ধ এবং মায়াবীর সহিত মায়াযুদ্ধ করিবে। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডবসৈন্যগণমধ্যে সহস্র রথী ও দশসহস্র যোদ্ধা বিনাশ করিব। আমি নিত্য উৎসাহসম্পন্ন হইয়া এইরূপ এক এক ভাগ কল্পনা করিয়া শতসহস্রঘাতী [অসংখ্য লোকের প্রতি আঘাতে সমর্থ] শরনিকরদ্ধারা একমাস মধ্যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহারে সমর্থ হইব।”

“অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হে আচার্য্য! আপনি কতদিনের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন?”

“তখন দ্রোণ হাস্যমুখে কহিলেন, “হে মহারাজ! আমি জরাজীর্ণ [জয়াদ্বারা গলিত দেহ-শুষ্ক শরীর] ও ক্ষীণপ্রাণ [দুর্ব্বল] হইয়াছি; অতএব বোধ হইতেছে, আমিও ভীষ্মের ন্যায় একমাস মধ্যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিব। এই আমার পরমশক্তি ও এই আমার পরমবল।”

“কৃপাচার্য্য কহিলেন, ‘মহারাজ! আমি দুইমাসে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যবিনাশে সমর্থ হইব।” অশ্বত্থামা কহিলেন, “মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দশ রাত্রির মধ্যে বিপক্ষগণের বলক্ষয় করিব।” তখন অঙ্গরাজ কর্ণ অঙ্গীকার করিলেন, “আমি পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদিগের সৈন্যবিনাশ করিতে সমর্থ হইব।” মহাবীর ভীষ্ম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, “হে রাধেয়! তুমি বাসুদেবসহায় অর্জ্জুনকে যতক্ষণ

রণস্থলে নিরীক্ষণ না কর, ততক্ষণ এইরূপ বিবেচনা করিতে পার। তুমি স্বেচ্ছানুসারে ইহা অপেক্ষা অধিকও বলিতে পার।' "

১৯৪তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের নিকট যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুগণের এইসমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে ভ্রাতৃগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! আমি যেসকল চরকে ধার্ত্তরাষ্ট্রসৈন্যগণমধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারা প্রাতঃকালে আসিয়া আমাকে কহিল, "মহারাজ! দুর্য্যোধন মহাব্রত ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কত দিনের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিবেন? ভীষ্ম কহিলেন, "আমি একমাসমধ্যে সমুদয় বিনাশ করিব।" পরে দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "আমি একমাসে সমস্ত সংহার করিব।" কৃপাচার্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, "আমি দুইমাসে পাণ্ডবসৈন্যসংহারে কৃতকার্য্য হইব।" অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি দশরাত্রিমধ্যে সমুদয় বিনাশ করিব।" তৎপরে দিব্যাস্ত্রবিৎ কর্ণ কুরুসভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছেন, "আমি পাঁচদিবসে পাণ্ডবসৈন্যসংহারে সমর্থ হইব।" হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কতদিনে কৌরবসৈন্য সংহার করিবে, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।"

অর্জ্জুনের আশ্বাসবাণী

তখন অর্জ্জুন বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! এইসমস্ত শিক্ষিতাস্ত্র চিত্রযোধী মহাত্মাগণ আমাদের সৈন্যসংহারে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না। আমি এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, বাসুদেবের সাহায্যে একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া আমি নিমেষমধ্যে [পক্ষ-প্রতিপক্ষের বীরেন্দ্রগণ যুদ্ধে স্পর্দ্ধাপ্রদর্শনের জন্য যেসকল উক্তিপ্রত্যুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে দম্ভপ্রকাশের অবকাশ আছে; এবং এই দম্ভপ্রকাশও অসম্ভব নহে। কিন্তু একান্ত ভক্তিভাজন অগ্রজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যের উত্তরে অর্জ্জুনের অযথা স্পদ্ধাপ্রকাশ কোন মতেই সম্ভব নহে। সমরসজ্জা পরিসমাপ্তির পর দুর্য্যোধন ভীষ্মাদি প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,-কে কত দিনের মধ্যে সমস্ত শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতে সমর্থ? তদুত্তরে ভীষ্ম এক মাস, দ্রোণাচার্য্য এক মাস, কৃপাচার্য্য দুই মাস, অশ্বত্থামা দশ দিন এবং কর্ণ পাঁচ দিন মেয়াদ দিলেন। চরমুখে সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকেও সমবেত শত্রুসৈন্যনাশের অনুরূপ প্রশ্ন করিলেন। অর্জ্জুন নিমেষমাত্র সময় নির্দ্ধারণ করিলেন। বলা বাহুল্য পাণ্ডবসৈন্য অপেক্ষা কৌরবসৈন্য অনেক বেশী—— শিক্ষানৈপুণ্যে তাঁহাদের শক্তি প্রায় তিনগুণ। অর্জ্জুন তাহার সেই বীরত্বের হেতু নির্দ্দেশ করিলেন-কেশবের সাহায্য ও শিবদত্ত পাশুপত-অস্ত্রের প্রভাব। সে কি ভীষণ অস্ত্র। বর্ত্তমান জার্ম্মান-যুদ্ধেও এরূপ ধ্বংসশক্তিসমন্বিত অতীব তীব্র আলোকরশ্মি আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাও

নাকি সর্ব্বসংহারী কিন্তু সে অস্ত্রও অন্তিম সময়ে প্রযুক্ত হইবার কথা। অর্জ্জুনের পাশুপত সম্বন্ধেও শিবের আদেশ ছিল,— "সহজ-সরল যুদ্ধে উহার প্রয়োগ হইবে না; উহাও সঙ্কটকালের সম্বল।" স্বয়ং শিবও সর্ব্বসংহারার্থ প্রলয়কালেই পাশুপাতের প্রয়োগ করিতেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে অর্জ্জুনের ঐ উক্তি বৃথা দম্ভপ্রকাশ নহে; সেই পাশুপত-অস্ত্র নিমেষমধ্যে সর্ব্বধ্বংসী সন্দেহ নাই। যুরোপের পূর্বোক্ত সংবাদ গুজব বা ধাপ্পাবাজী হইতে পারে সত্যও হইতে পারে। সত্য হইলেও বিস্ময়ের বিষয় নহে। কারণ, পাশুপতই তাহার আদর্শ-তাহার পথপ্রদর্শক।] স্থাবরজঙ্গমাত্মক [অচেতন চেতনময় বৃক্ষপর্ব্বতপ্রাণীসমাকীর্ণা] ত্রিলোক ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদয় বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। ভগবান শূলপাণি কৈরাতদ্বন্দ্বযুদ্ধে [কিরাতরূপী শিবের সহিত বাহুযুদ্ধে] আমাকে এক ভয়ানক অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি যুগান্তকালে সর্ব্বভূত সংহার করিতে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। কর্ণের কথা দূরে থাকুক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং অশ্বত্থামাও তাহা জ্ঞাত নহেন। হে মহারাজ! দিব্যাস্ত্রদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনাশ করা বিধেয় নহে; সুতরাং আর্জবযুদ্ধ[সহজ—সরল]দ্বারা শত্রুগণকে পরাজিত করিব। আর এই সমস্ত দিব্যাস্ত্রবেত্তা সমর্যাভিলাষী পার্থিবেরা আপনার সহায়। ইহারা সকলেই দারক্রিয়াকালে [বিবাহসময়ে] যোগানুষ্ঠান করিয়াছেন; শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, যমজ নকুলসহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, ভীম [উক্ত নামীয় অপর ভীম], দ্রোণতুল্য বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, মহাবল পরাক্রান্ত হৈড়িম্বেয় [হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ], তাহার আত্মজ অঞ্জনপর্ব্ব, পরমসহায় রণপণ্ডিত শৈলেয়, অভিমনুষ্ঠু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—ইঁহারা সকলে দেবসেনাগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ। আপনিও ত্রৈলোক্য উৎসন্ন করিতে পারেন এবং রোষকষায়িতলোচনে যাহাকে একবার নিরীক্ষণ করেন, আমার বোধ হয়, তাহাকে এককালে জীবিতাশা [বাঁচিবার ভরসা] বিসর্জ্জন করিতে হয়।"

১৯৫তম অধ্যায়
কৌরবগণের অভিযান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে শৌর্য্যশালী, সদাচারপরায়ণ, কামচারী [যথেচ্ছ গতিশক্তিশালী], আহবলক্ষণসম্পন্ন [সমরচিহ্নসমন্বিত], কৌরবপক্ষীয় ভূপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে স্নান, মাল্য ও শুভ্রবসন পরিধান, শস্ত্র ও ধ্বজ গ্রহণ, স্বস্তিবাচন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া পরবলপরাজয় প্রত্যাশায় [শত্রুসৈন্যজয়াশায়] পরস্পর প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতিপক্ষে [প্রতিকূলে— বিরুদ্ধপক্ষে] প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অবন্তী দেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেকয় ও বাহীকগণ দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন; অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, গান্ধাররাজ শকুনি এবং দক্ষিণাত্য [দক্ষিণদেশীয়], পাশ্চাত্য [পশ্চিমদেশীয়], প্রাচ্য [পূর্ব্বদেশীয়], উদীচ্য [উত্তরদেশীয়], পার্ব্বতীয় [পার্ব্বত্য] শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বসতিগণ স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দ্বিতীয় সৈন্যের অন্তর্নিবিষ্ট [দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট] হইলেন। সসৈন্য কৃতবর্ম্মা, ত্রিগর্ত্ত, শল, ভূরিশ্রবা, শল্য ও

কৌশলরাজ বৃহদ্রথ, ইঁহারা ভ্রাতৃপরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনের অনুগমন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এইরূপে সমাগত হইয়া ন্যায়ানুসারে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন দ্বিতীয় হস্তিনানগরের ন্যায় যে অলঙ্কৃত শিবির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, নিপুণতম নাগরিকেরাও তাহার ও নগরের বৈলক্ষণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ভূপতিগণের বাসোপযোগিতা-সম্পাদনার্থ [বাসযোগ্য করিবার জন্য] যে সমস্ত দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাও অবিকল নগরস্থিত দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পঞ্চযোজনবিস্তৃত মণ্ডলাকার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নানা দ্রব্যসম্পন্ন শিশির সকল সন্নিবেশিত হইল; ভূপালগণ উৎসাহসহকারে নিজ নিজ সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; রাজা দুর্য্যোধন সেইসকল মহাত্মা, তাহাদিগের সৈন্যগণ এবং বহিঃপ্রদেশবর্ত্তী [বাহিরের দিকে অবস্থিত] হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে ভক্ষ্য-ভোজ্যপ্রদানের আদেশ করিয়া শিল্পী, অনুচর, সূত, মাগধ, বন্দী, বণিক, বেশ্যা ও দর্শকগণের যথাবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

১৯৬তম অধ্যায়
পাণ্ডবগণের অভিযান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির চেদি, কাশী ও করুষগণের নেতা দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টকেতু, বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান, শিখণ্ডী, পাঞ্চালনন্দন, মহাধনুর্দ্ধর যুধামনুন্য ও উত্তমৌজা এবং ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি বীরগণকে আদেশ করিলে তাহারা বিচিত্র বর্ম্ম ও তপ্তকাঞ্চনময় [সমুজ্জ্বল স্বর্ণময়] কুণ্ডল ধারণ করিয়া যজ্ঞীয় হুতহুতাশনের [ঘৃতাহুতিনিক্ষিপ্ত বহ্নির] ন্যায় ও প্রজ্বলিত গ্রহের [উজ্জ্বলকান্তি গগনচারী গ্রহগণের] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্য, বাহ্য [যানবাহী], গজ, অশ্ব, পরিচারক ও শিল্পোপজীবিসমেত [শিল্পকার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারিগণসহ] সেইসকল মহাত্মাকে পূজা করিয়া ভোক্ষ্যভোজ্য প্রদান ও প্রস্থানের অনুমতি করিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যদলে বৃহৎকলেবর [স্থূলকায়] ধৃষ্টদ্যুম্নকে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের অগ্রগামী করিয়া এবং ভীম, যুযুধান ও ধনঞ্জয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বিতীয় সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করিলেন।

তখন যোদ্ধৃগণ অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ও প্রধাবনপূর্ব্বক [দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া] গগনস্পর্শী সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির বিরাট, দ্রুপদ ও অন্যান্য মহীপালগণসমভিব্যাহারে তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিলেন। এইরূপে ধনুর্দ্ধরপরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্নপরিপালিত [ধৃষ্টদ্যুম্নরক্ষিত] সেনা পয়ঃপরিপূর্ণা [জলপূর্ণা—জলে ভরা] প্রবাহবতী ভগবতী ভাগীরথীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বুদ্ধিবিলোপবাসনায় [মোহ উৎপাদনের জন্য], পুনরায় সৈন্যযোজনা করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, প্রভদ্রকগণ—ইহারা দশসহস্র অশ্ব, দুই সহস্র হস্তী, অযুত পদাতি ও পঞ্চশত রথসমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহকারী হইলেন; বিরাট ও জয়ৎসেন মধ্যমবলে [দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈন্যে] অবস্থান করিতে লাগিলেন। গদাকামুকধারী যুধামন্যু সৈন্যের পার্শ্ববর্ত্তী এবং বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাহার

মধ্যবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে সকলে অস্ত্রশস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া রোষাভরে গমন করিতে লাগিলেন। বিংশতিসহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চসহস্র রথগজারোহী, অনেক অনেক রথারূঢ় বীর এবং কামুক, অসি ও গদাধারী সহস্র সহস্র শৌর্য্যশালী পদাতি তাঁহাদিগের অগ্রপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যে সৈন্যসাগরে অবস্থান করিয়াছিলেন, অধিকসংখ্যক ভূমিপাল এবং সহস্র হস্তী, অযুত অশ্ব, সহস্র রথ, ও সহস্র পদাতি তাহার অন্তর্নিবেশিত [তাহাতে যোগ করিয়া দেওয়া] হইল। প্রচুর সৈন্যসমেত চেকিতান, চেদিনায়ক ধৃষ্টকেতু এবং শতসহস্র রথে পরিবৃত বৃষ্ণিবংশের প্রধানরহী মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রদেব ও ব্রহ্মদেব সৈন্যের পশ্চাদভাগ রক্ষা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে শকট [গাড়ী—গো-গাড়ী, অশ্ব ও গর্দতবাহিত গাড়ী], বণিক, বেশ্যা [পরপক্ষ বিমোহনার্থ সৈন্যমধ্যে বেশ্য রক্ষিত হয়; সুতরাং বেশ্য সৈন্যের এক অঙ্গ], যুদ্ধযোগ্য বাহন ও অন্যান্য বাহন ছিল, তথায় সহস্র হস্তী ও অযুত অশ্ব অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির সহস্র সহস্র গজ, অশ্ব, যাবতীয় বালক, স্ত্রী, দুর্ব্বল সৈন্য ও ধনসঞ্চয়বাহী [যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য সঞ্চিত মুদ্রাদির বহনকারী] অশ্বগণ ও শস্যাগার [সৈন্যগণের ভোজনার্থ সঞ্চিত খাদ্যশস্য] এইসকল গজগণদ্বারা রক্ষিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ [সমরোম্মত্ত—যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ] সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বসুদান ও কাশিরাজপুত্র বিভু এবং তাঁহাদিগের অনুযায়ী বিংশতিসহস্র রথ, কিঙ্কণীজালমণ্ডিত [ক্ষুদ্র ঘণ্টায় মালায় শোভিত] দশকোটি অশ্ব, বিশাল দশনসম্পন্ন [বৃহৎ দন্তশালী] উত্তম শ্রেণীস্থ জলদগমন [মেঘতুল্য দ্রুতগতিশীল] মদস্রাবী [যুদ্ধাদির উন্মাদনায় যাহাদের চোয়াল দিয়া সুগন্ধ মদ্য রক্ষিত হয় তাদৃশ] দশকোটি হস্তীসমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। ধর্মরাজের সপ্ত-অক্ষৌহিণী [১ লক্ষ ৯ হাজার ৩ শত ৫০ পদাতি, ৬৫ হাজার ৬ শত ১০ অশ্ব, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ হস্তী, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ রথ—মোট ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত সৈন্য এক অক্ষৌহিণী। সাত অক্ষৌহিণী উহার সাত গুণ।] সৈন্যের অন্তর্গত বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মদস্রাবী সপ্ততি সহস্র [সত্তর হাজার] রণমাতঙ্গ [পর্ব্বতাকার যুদ্ধের বড় বড় হাতী] সচল পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিল। তদনন্তর শত শত, সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত মনুষ্য আপনাদের [নিজ নিজ] সহস্র সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে ঘোরনাদসহকারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎগমন ও সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত ব্যক্তি প্রফুল্লচিত্তে সহস্র সহস্র ভেরী [শিঙা] ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ধীমান কুন্তীপুত্রের এবংপ্রকার [এইরূপ] ভীষণ বল [ভয়ঙ্কর সৈন্য] তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম [যুদ্ধ] করিয়াছিল।

অম্বোপাখ্যান-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

উদ্যোগপর্ব্ব সম্পূর্ণ

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত
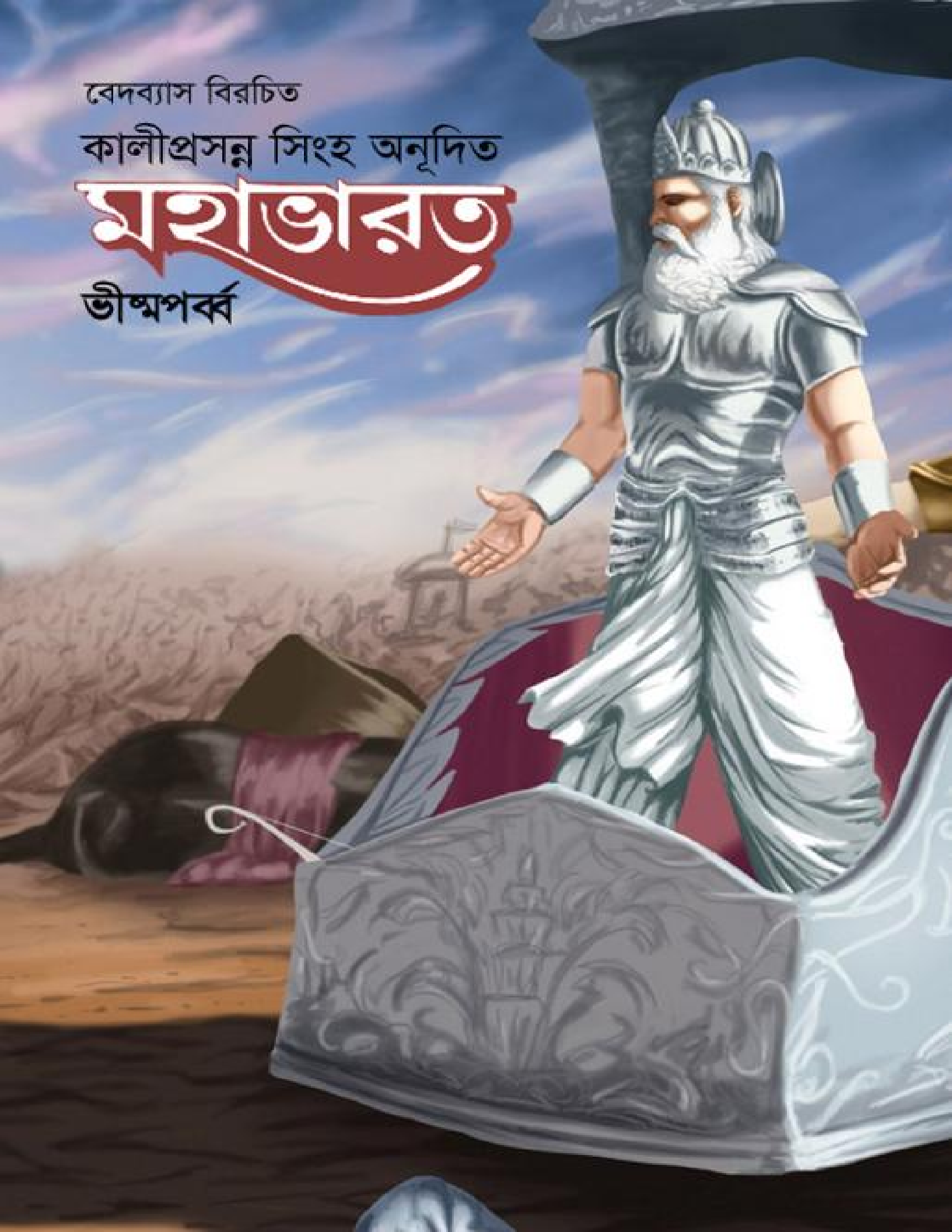
মহাভারত

ভীষ্মপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

ভীষ্মপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ
Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান
Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়
জম্মুখণ্ডনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায়

[সপ্তদ্বীপা পৃথিবী—সাতটি দ্বীপদ্বারা পৃথিবীর মানচিত্র আর্য্য ইতিহাসশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। জম্বুদ্বীপ ঐ সপ্তদ্বীপের অন্যতম। এই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ]

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কৌরব, পাণ্ডব ও সোমক [সোমবংশে—চন্দ্রবংশীয়—চন্দ্রবংশ যোজনায় প্রয়োজন হয় না। সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অসিদ্ধ বলিয়া চন্দ্রবংশীয়েরা সোমকনামে উল্লিখিত হইয়াছেন]-প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত ও নানাদেশ সমাগত পার্থিবগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা তপঃক্ষেত্র [তপস্যার একটি উত্তম স্থান। রাজর্ষি কুরু এই ক্ষেত্রে তপস্যা করেন। তিনি স্বয়ং কর্ষণ করিয়া তপস্যাস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এজন্য ইহা কুরুক্ষেত্র'— এবং তাঁহার তপস্যাস্থান বলিয়াও পরমপবিত্র। বেদের ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মাণে এই ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ আছে। শ্রাদ্ধদানাদি বা পুণ্যকার্য্যে তীর্থস্মরণে এই কুরুক্ষেত্রের নাম প্রথমেই স্মরণীয় হয়-'কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গাং' ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রহ্মার্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি তপস্যা করিয়াছেন, কাজেই ইহার পুণ্যবত্তার ইয়ত্ত হয় না] কুরুক্ষেত্রে যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়নসম্পন্ন সমরাভিলাষী পাণ্ডবগণ জিগীষাপরবশ [জয়াভিলাষে সবিশেষ আগ্রহান্বিত] হইয়া সোমকসমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক কৌরবদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং স্ববীর্য্যপ্রভাবে বিজয়লাভের অভিলাষে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ধার্ত্তরাষ্ট্র [ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন] সৈন্যগণের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক সসৈন্যে প্রাঙ্মুখীন [পূর্ব্বমুখ] হইয়া পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চক [পরশুরাম এই স্থানে পাঁচটি হ্রদ নির্ম্মাণ ও ক্ষত্রশোণিতে পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পঞ্চকও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত।] তীর্থের বহির্ভাগে [যুদ্ধ তমোমিশ্র রজোবহুল কার্য্য; তাহা তীর্থক্ষেত্রমধ্যে হওয়া অসঙ্গীতবোধে বিশেষতঃ সৈন্যসমাবেশে—সৈন্যগণের ব্যবহার ক্ষেত্র অপবিত্র না হয়, এজন্য যুধিষ্ঠির তীর্থক্ষেত্রের বাহিরে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। এখানে যে "তপঃক্ষেত্র' এবং শ্রীমদভগদগীতায় যে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বলা হইয়াছে, উহাও ক্ষেত্র-উপলক্ষিত তৎসন্নিহিত স্থানের বোধক।] বিধানানুসারে সহস্র-সহস্র শিবির সংস্থাপন করিলেন, সমস্ত ভূবলয় [পৃথিবীর বেষ্টনী—সীমারেখার পার্শ্বস্থ স্থান] হইতে সৈন্যগণ আগমন করিতে লাগিল, তখন বালবৃদ্ধবিশিষ্ট পুরুষবিহীন [বালক ও বৃদ্ধ বাদ দিয়া সমস্ত যুবা প্রৌঢ় পুরুষ এবং যুদ্ধোপযোগী সমস্ত গজ ও অশ্ব সমরে সংগৃহীত হইল] রথাশ্বকুঞ্জররহিত মেদিনীমণ্ডল যেন শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। সর্ব্বজাতীয় মানবগণ সেই সৈন্যের অন্তর্গত ছিল; তাহারা একত্র হইয়া শৈল, কানন, দেশ ও নদীসকল অধিকারপূর্ব্বক বহু যোজনাব্যাপী এক বিস্তৃত মণ্ডল [শ্রেণীবিভাগসমন্বিত বৃহৎ বাসস্থান] প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠির যানবাহনের সহিত সেইসকল লোকের অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য-ভোজ্য-প্রদানের আদেশ করিয়া বিশেষরূপে পাণ্ডবগণের সৈন্যকে অবগত হইবার নিমিত্ত বিবিধ আখ্যা [নাম ও চিহ্ন —এমন এক কৌশলীযুক্ত নাম ও চিহ্ন প্রদান করা হইল যে, সেই অবগতি সৈন্যের মধ্যেও তাহাদিগকে বিশ্বস্তভাবে চিনিয়া লওয়া যায়] প্রদান করিলেন। পরে সংগ্রামকাল সমুপস্থিত হইলে সকলকে অভিজ্ঞান ও অলঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্র সন্দর্শন করিয়া সকল ভূপালের সহিত চক্রব্যূহ [দুর্ভেদ্য সেনাসন্নিবেশ] রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্যেরা তাঁহার মস্তোকপরি পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র [শ্বেতবর্ণ রাজচ্ছত্র] ধারণ করিল। পাঞ্চলেরা ভ্রাতৃগণপরিবৃত দুর্য্যোধনকে নাগসহস্রের [বহু হস্তীর] মধ্যবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাস্বন [মহাশব্দ] শঙ্খ ও মুধুররবসম্পন্ন ভেরী[রামশিঙা]ধবনি করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব স্বীয় সৈন্যসমূহকে অবলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ হৃষ্টান্তঃকরণে রথে অবস্থান করিয়া দিব্যশঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। কৌরবদিগের যোদ্ধৃগণ কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের অতি গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া মূত্র-পুরীষ পরিত্যাগ [ভীতিবশতঃ মলমূত্রত্যাগ] করিতে লাগিল। যেমন মৃগগণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলে ভীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারাও সেই উভয় শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় বিষণ্ণ হইল।

এই অবসরে ভূতল হইতে ধূলিপটল [ধূলিজাল] সমুত্থিত হইয়া সকল বস্তুই সমাচ্ছাদিত করিল; কিছুই আর অনুভূত হইল না। সৈন্যগণ সেই ধূলায় আবৃত হইল, দিবাকর ধূলিসমাবৃত হইয়া অদৃশ্য হইলে মনে হইল, যেন তিনি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। জলধর [মেঘ] চতুর্দ্দিকে মাংসশোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। উহা সকলেরই নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সমীরণ প্রাদুর্ভুত হইয়া কর্কর [কাঁকর] বর্ষণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে আহত করিতে লাগিল। তখন ক্ষুভিত সাগরসদৃশ উভয় পক্ষীর সৈন্য হৃষ্টান্তঃকরণে [সানন্দচিত্তে] যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইল; ঐ অদ্ভুত সেনাসমাগম প্রলয়কালীন সাগরদ্বয় সমাগমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ সেই সেনাসমুদয় সংগ্রহ করিলে বালবৃদ্ধবিশিষ্ট পৃথিবী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল।

যুদ্ধের নিয়মবন্ধন

অনন্তর কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা সময় নির্দেশপূর্ব্বক যুদ্ধের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন; তুল্যবল—সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়যুদ্ধ করিবে, কোনরূপ প্রতারণা করা হইবে না, ইহাতে আরদ্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার পরস্পরের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে; বাগযুদ্ধ আরব্ধ হইলে বাক্যদ্বারাই যুদ্ধ হইবে; সেনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রহার করা হইবে না; রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বরূঢ় অশ্বারূঢ়ের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলোষানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে; অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে; বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে কোন এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণ-শস্ত্র [নিঃশেষিত অস্ত্র], বর্ম্মবিরহিত ও সমরপরাঙ্মুখ হইবে, কদাচ তাহাকে প্রহার করিবে না। সারথি, বাহন,

অস্ত্রশস্ত্রাদিবাহক, ভেরী ও শঙ্খবাদককে কদাচ আঘাত করা হইবে না; কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পরস্পর নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, পরে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন।

২য় অধ্যায়

ব্যাসকর্ত্তৃক সমর-পরিণামপ্রকাশ

হে রাজন! অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ [অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়বিৎ] সত্যবতীসূত ভগবান ব্যাস উভয়পক্ষের সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন, ভরতপিতামহ ভীষ্ম এই ঘোর সংগ্রামে নিশ্চয়ই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। পরে শোকাকুল পুত্রগণের অনয়াদর্শী [অন্যাষাদর্শী—অন্যায় পক্ষপাতী] মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নির্জ্জনে কহিলেন, “মহারাজ! তোমার পুত্র ও অন্যান্য পার্থিবগণের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা এই সংগ্রামে পরস্পর সমবেত হইয়া বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি কালের বৈপরীত্য [কলিপ্রভাব-বিপরীত ভাব-উল্টা গতি] পর্য্যালোচনা কর [মনে মনে বুঝিয়া দেখ], পুত্রগণের বিনাশদর্শনে শোকাকুল হইও না। এক্ষণে তুমি যদি রণস্থলে উহাদিগকে অবলোকন করিবার অভিলাষী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ কর।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে তপোধন! আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না; আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ শ্রবণ করিব।” তখন বেদব্যাস সঞ্জয়কে বর প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “মহারাজ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত অবিকল বর্ণনা করিবেন। ইনি কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই, কি প্রকাশ কি অপ্রকাশ সকল বিষয়ই জানিতে পরিবেন। এবং অন্যে যাহা মনে মনে কল্পনা করিবে, তাহাও অবগত হইবেন। ইঁহার শরীরে শস্ত্র-স্পর্শ হইবে না এবং ইনি পরিশ্রমেও কদাচ শ্রান্ত বা ক্লান্ত হইবেন না। সঞ্জয় এই যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবিত থাকিবেন। আমি কৌরব ও পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র বিখ্যাত করিয়া দিব। তুমি শোকাকুল হইও না, ইহাদিগের অদৃষ্টে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে; তুমি ইহা নিবারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়।”

অশুভসূচক উৎপাত

হে মহারাজ! ভগবান বেদব্যাস এই বলিয়া পুনরায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “হে রাজন! এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে; দেখ, এক্ষণে ভয়প্রদ দুর্নিমিত্তসমুদয় উপলক্ষিত হইতেছে। শ্যেন [বাজ], গৃধ্র [শকুন], কাক, কঙ্ক [হাড়গিলে] ও বক-ইহারা সমবেত হইয়া বৃক্ষাগ্রে নিপতিত হইতেছে [কোথায় মৃত মানবদেহ পতিত হইবে, তাহা লক্ষ্য করিতেছে]; পক্ষিসকল হৃষ্টমনে সংগ্রামসন্নিহিতস্থান অবলোকন করিতেছে; ক্রব্যাদগণ [শবমাংসভোজী শৃগালকুকুর] গজবাজীর [হস্তী ও অশ্বের] মাংস ভক্ষণ করিবে, প্রচণ্ড

কঙ্কসকল অতি কঠোর চীৎকার করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইতেছে; আমি প্রতিদিন পূর্ব্ব [প্রাতঃকালে] ও পশ্চিম সন্ধ্যা [সায়ং সময়ে] নিরীক্ষণ করিতেছি—সূর্য্যদেব উদয়াস্তকালে কবন্ধ[মস্তকহীন দেহ—ধড়মাত্র]পরিবৃত হইতেছেন এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণগ্রীব [১০], শ্বেতলোহিতপ্রান্ত [১১], বিদ্যুদ্দিমমণ্ডিত [১২] পরিধিমণ্ডলে বেষ্টিত [১০-১৩: মধ্যে কৃষ্ণ, উভয় প্রান্তভাগ শ্বেত ও রক্ত এইরূপ ত্রিবর্ণরঞ্জিত মেঘ এবং চমকিত বিদ্যুৎশ্রেণীদ্বারা বহির্ব্বেষ্টন মঙ্গল আবৃত] হইতেছেন; দিব্যরাত্র চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রসকল প্রজ্বলিত হইতেছেন; দিবা ও রাত্রির কিছুমাত্র বিশেষ নাই। হে মহারাজ! এই সমস্ত তোমারই ভয়ের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে। দেখ, কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে [১৪] পদ্মবর্ণাভ [১৫] নভোমণ্ডলে অলক্ষ্য [১৬] প্রভাহীন [১৭], অগ্নিবর্ণ [১৮] চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে [১৪-১৯: আকাশমণ্ডলে কার্ত্তিক পূর্ণিমার শরৎ-শুভ্র চন্দ্র কমলাকান্তি রক্তবর্ণ অথচ প্রভাহীন ও অস্পষ্ট অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছেন]; মহাবলপরাক্রান্ত পরিঘ [লম্বা মুষল]তুল্য ভুজযুগলসম্পন্ন রাজা ও রাজপুত্রগণ নিহত হইয়া ধরাতালে শয়ন করিবেন। প্রতিনিয়ত রজনীযোগে প্রজাক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষে সংগ্রামনিরত বরাহ [শূকর— শুয়োর] ও মার্জ্জরের [বিড়ালের] তুমুল নিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, দেবগণের প্রতিমূর্ত্তিসকল কখনো কম্পিত, কখনো স্বেদসিক্ত [ঘর্ম্মে আদ্র], কখনো বা ভূতলে নিপতিত হইতেছে; তাঁহারা কখনো হাস্য ও কখনো বা রুধির [রক্ত] বমন করিতেছেন; দুন্দুভি[নাগড়া]সকল আহত না হইয়াও বাদিত [আঘাত ব্যতীত আপনি আপনি বাজিয়া উঠিতেছে] এবং ক্ষত্রিয়দিগের রথসমুদয় অশ্বযোজিত না হইয়াও চালিত হইতেছে; কোকিল, শতপত্র [ময়ুরী], চাষ [সুবর্ণ চটক— সোনা-চায়— সোনাচড়ুই], ভাস [পানকৌড়ী], শুক [টিয়াজাতীয় মদীনা কি কাজলা পাখী], সারস [বেলে হাঁস] ও ময়ুরগণ অতি কঠোর চীৎকার করিতেছে; প্রভাতকালে শত সহস্র শলভ [ফড়িং] পরিদৃশ্যমান [দৃষ্ট] হইতেছে; লৌহতুণ্ড [লোহার তুল্য শক্ত ঠোঁট] কৃষ্ণবর্ণ শলভাসকল গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিতেছে; দিগদাহ উপস্থিত হওয়াতে উভয় সন্ধ্যা প্রকাশমান হইতেছে; পর্জ্জন্য [মেঘ] ধূলিরাশি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে; সাধুসম্মতা [সজ্জনমান্যা] ত্রিলোকবিখ্যাতা ভগবতী অরুন্ধতি [বশিষ্ঠপত্নী] বশিষ্ঠদেবকে পশ্চাদ্বতীর্ণ করিয়াছেন; শনৈশ্চর রোহিণীকে নিপীড়িত করিতেছেন [শনিগ্রহ রোহিণী নক্ষত্র ভেদ করিলে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়]; চন্দ্রমার [চন্দ্রের] কলঙ্কচিহ্ন [চন্দ্রের মধ্যে মৃগমুণ্ডকার চিহ্ন] তিরোহিত হইয়াছে; মেঘশূন্য নভোমণ্ডলে মহাঘোর গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে; অশ্বসকল অনবরত বাষ্পবিন্দু [নয়নজল] বিসর্জ্জন করিতেছে; হে রাজন! মহদ্ভয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

৩য় অধ্যায়
উৎপাতকসূচক বিবিধ উপদ্রব

“হে মহারাজ! গর্দ্দভসকল গোগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতেছে; পুত্রেরা জননীর সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে; অরণ্যমধ্যে পাদপদল [বৃক্ষসমূহ] আকালিক [অকালজাত—যখন যাহার কাল নহে, এইরূপ] ফলকুসুম প্রসব করিতেছে; গর্ভিণীগণ অতি ভীষণ সন্তানসকল

উৎপাদন করিতেছে; শৃগাল ও কুকুরসকল পক্ষিগণের সহিত একত্র আহার করিতেছে; দ্রংষ্ট্র [দন্তায়ুধ-শূকরাদি], বিষাণ[শৃঙ্গ]শৈলী, অশিবসূচক [অমঙ্গলজ্ঞাপক] নানাবিধ পশুসকল উৎপন্ন হইয়া অমঙ্গলধ্বনি করিতেছে; তাহাদের মধ্যে কাহার তিন শৃঙ্গ, কাহার চারি নেত্র, কাহার পাঁচ চরণ, কাহার দুই মেড্র [পুংচিহ্ন], কাহার দুই মস্তক, কাহার দুই পুচ্ছ, কাহার তিন চরণ, কাহার চারি দন্ত, কাহার বা আস্য[মুখ]দেশ নিতান্ত বিবৃত[ব্যাদিত— হাঁ করা]পরিদৃশ্যমান হইতেছে; তার্ক্ষ্য [গরুড়পক্ষী] সকল শৃঙ্গবিশিষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ব্রহ্মবাদিগণের সহধর্ম্মিণীরা গরুড়পাখী ও ময়ূরসমূহ প্রসব করিতেছে দেখা যাইতেছে। তোমার রাজধানীতে বৈনতেয় [গরুড়] ময়ূরসকল প্রসব করিতেছে; বড়বা [ঘোটকী] হইতে গোবৎস, কুকুর হইতে শৃগাল ও মৃগবিশেষ হইতে কুকুর উৎপন্ন হইতেছে; শুকপক্ষিসকল অশুভবাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কোন স্ত্রী এককালে চারি-পাঁচ কন্যা প্রসব করিতেছে; তাহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, নীচবংশোদ্ভব কাণ [একচক্ষুহীন —কানা], কুব্জ [কুঁজো], প্রভৃতি বিকলাঙ্গ [বিকৃত দেহ] সকল মহদভয় প্রদর্শন করিয়া নৃত্যগীত ও হাস্য করিতেছে এবং কালপ্রেরিত [কালনিয়ন্ত্রিত] হইয়া সশস্ত্র প্রতিমাসকল চিত্রিত করিতেছে; শিশুসকল দণ্ড হস্তে করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতেছে ও যুদ্ধার্থী হইয়া কৃত্রিম নগরীসকল মদিত করিতেছে; পাদপসমূহে উৎপল [পদ্মফুল] ও কুমুদ [কুমুদপুষ্প-মুঁদী] সকল উৎপন্ন হইতেছে; সমতীরণ প্রবলবেগে গমন করিতেছে; ধূলিজাল নিবৃত্ত হইতেছে না, অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; রাহু সূর্য্যসন্নিধানে গমন করিতেছে; কেতু চিত্রনক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে; ইহাতে যে কুরুকুল ক্ষয় হইবে, তাহা সম্যক উপলক্ষিত হইতেছে; মহাঘোর ধূমকেতু পুষ্যানক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে; উহা-উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের অনিষ্ট সাধন করিবে।

"মঙ্গল বক্র হইয়া মঘানক্ষত্রে ও বৃহস্পতি শ্রবণানক্ষত্রে অবস্থিত আছেন; শনি উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র আক্রমণ করিয়া পীড়ন করিতেছে; শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে আরোহণ করিয়া শোভাপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া উপগ্রহের সহিত উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছে; দ্বিতীয় উপগ্রহ কেতু সধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রসম্বন্ধী তেজস্বী জ্যেষ্ঠানিক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে; ধ্রুবনক্ষত্র প্রজ্বলিত হইয়া বামপার্শ্বে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; চন্দ্রসূর্য্য রোহিণীকে পীড়ন করিতেছেন; ক্রূরগ্রহ, চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে; অনলসঙ্কাশ [অগ্নিতুল্য প্রভাবশালী] মঙ্গলগ্রহ বারংবার বক্রীভূত হইয়া বৃহস্পতিসমাক্রান্ত শ্রবণানক্ষত্রকে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন। সময়ানুসারে সর্ব্বশস্যপ্রসবিনী পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার শস্যদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশস্যের প্রধান যব পঞ্চশীর্ষশালী [এক-একটি যবের গাছে পাঁচটি শীষ] ও ধান্য শতশীর্ষসম্পন্ন [একটি ধানের গাছ একশত শীষ যুক্ত] দৃষ্ট হইতেছে; বৎসসকল দুগ্ধ পান করিলে পর আপীন [পালানের বাঁট] হইতে শোণিতাক্ষরণ হইতেছে; শরাসন [ধনুক] হইতে সহসা অগ্নিশিখা নির্গত ও খড়্গসমূহ অতিমাত্র প্রভাযুক্ত হইতেছে; শস্ত্রসমুদয় যেন সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই প্রদর্শন করিতেছে; শস্ত্র [শস্ত্র-খড়্গাদি-যাহা ক্ষেপণীয় নহে], সলিল, কবচ ও ধ্বজের অগ্নিবর্ণপ্রভা দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে বোধহয়, নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে।

"যখন পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে, তখন অবনীমণ্ডল শোণিতময় আবর্ত্তসম্পন্ন [জলঘূর্ণীর ন্যায়] ও ধ্বজস্বরূপ ভেলাসমাচ্ছন্ন [ধ্বজসমূহ সাগরের ভেলার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইবে] হইবে। প্রজ্বলিতাস্যবিবর [যাহাদের মুখমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এইরূপ] মৃগপক্ষিগণ মহৎ ভয় ও অনিষ্ট সূচনা করিয়া চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতেছে; একপক্ষ, একচক্ষু, একচরণসম্পন্ন শকুনিগণ রজনীতে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া ক্রোধভরে যেন রুধির বমন করিয়াই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর করিতেছে। শস্ত্রসমুদয় যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, উদারপ্রকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রভাপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন হইতেছে।

"বিশাখার সমীপস্থ সংবৎসরস্থায়ী বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর প্রজ্বলিত হইতেছে; ধূলিরাশিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; উৎপাতজনক ভয়ঙ্কর মেঘমণ্ডলী রজনীতে শোণিতবর্ষণ করিতেছে; সমীর ধূমকেতুকে আশ্রয় করিয়া অনবরত সঞ্চরণ ও বিষম ভাবী যুদ্ধের সূচনা করিতেছে; পাপগ্রহভয়োৎপাদন করিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রের মস্তকে নিপতিত হইতেছে। কখনো এক পক্ষের মধ্যে এক দিবস তিথিক্ষয়-ত্রহস্পর্শ হইলে প্রতিপদ হইতে গণনা করিলে চতুর্দ্দশ দিবসে, তাহা না হইলে পঞ্চদশ দিবসে এবং কখনো বা একদিন তিথি বৃদ্ধি হইলে ষোড়শ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু এক মাসের মধ্যে শুক্ল-কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই দুই দিবস করিয়া তিথিক্ষয় হইতেছে যে, প্রতিপদ হইতে ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ হয়, ইহা কখনো দেখা যায় না; কিন্তু সম্প্রতি তাহা হইতেছে; অতএব এই সকল অবলোকন করিয়া বোধ হয়, সমুদয় প্রজাক্ষয় হইবে।

"রাক্ষসেরা রুধিরে মুখবিবর পরিপূর্ণ করিয়াছে, তথাপি তৃপ্তি লাভ করিতেছে না; শোণিতোদকপূর্ণ [১] ফেনায়মান [২] মহানদীসকল প্রতিকূল [৩] প্রবাহিত হইতেছে [১-৪: রক্তমিশ্রিত জল—রক্তযোগে জাত লালবর্ণ জলে পূর্ণ বড় বড় নদীসকল বিপরীত গতিতে চলিতেছে। নদীজলের বেগ অপেক্ষা রক্তের বেগ বেশী বলিয়া তাহার প্রতিঘাতে ক্ষুভিত ও ফেনাযুক্ত হইয়া জল উল্টাদিকে গমন করে; দেশ ভাষায় ইহাকে "জোয়ার-ভাঁটা" বা "রায়ভাঁটা" বলে।]; কূপসকল বৃষভের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে [অতিবেগে প্রবাহিত বায়ু কূপমধ্যে প্রবেশ করিয়া গুম গুম শব্দ করায় বৃষভের ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতেছে] অশনিপ্রভাসম্পন্ন [বিদ্যুৎকান্তিযুক্ত] ঘোরতর নির্ঘোষসহকৃত [শব্দসমন্বিত] উল্কাসকল নিপতিত হইতেছে। অদ্য রজনী প্রভাত হইলে তোমার দুর্নীতির ফল প্রাপ্ত হইবে। মহর্ষিগণ পরস্পর কথোপকথন সময়ে কহিয়াছেন, মেদিনী সহস্র সহস্র মহীপালগণের শোণিত পান করিবে। নিবিড় [ঘন—গাঢ়] অন্ধকার উল্কার সহিত নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে; কৈলাস, মন্দর ও হিমালয়পর্ব্বত হইতে সহস্র সহস্র মহাশব্দ সমুত্থিত হইতেছে; আকাশচর প্রাণীসকল নিপতিত হইতেছে; ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে চারি মহাসাগর উচ্ছলিত হইয়া বসুন্ধরাকে বিচলিত করিয়া যেন বেলাভূমি [তটস্থল—তীর] অতিক্রম করিতেছে, সমীরণ মহীরুহগণ [বৃক্ষগণ] উন্মূলিত করিয়া কর্কর বর্ষণপূর্ব্বক প্রবলবেগে বাহিত [প্রবাহিত] হইতেছে; অশনিসমাহত [বর্জদ্বারা আহত], বায়ুভগ্ন বৃক্ষ ও চৈত্যসকল গ্রাম ও নগর মধ্যে নিপতিত হইতেছে; ব্রাহ্মণাহুত হুতাশন বামাবর্ত্ত হইয়া [ব্রাহ্মাণগণের প্রদত্ত আহুতিদ্বারা অগ্নি বামদিকে ফিরিয়া আহুতি গ্রহণে বিমুখ] নীল, লোহিত ও পীত বর্ণ ধারণ করিতেছে

এবং তাহা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে; স্পর্শ, গন্ধ ও রসসমুদয় বিপরীত হইয়াছে; ধ্বজসকল মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে; ভেরী [জয়ঢাক] ও পটহসকল অঙ্গার বর্ষণ করিতেছে, বায়স[কাক]সকল অত্যুন্নত বৃক্ষাগ্রভাগে আরোহণ ও মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়া অতিশয় অশিবসূচক [অমঙ্গল নির্দেশক] চীৎকার করিতেছে; তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি পাক্কা-পক্কা [কাকের অব্যক্ত শব্দ] বলিয়া বারংবার ধ্বনি করিয়া মহীপালগণের বিনাশার্থ ধ্বজাগ্রে বিলীন হইতেছে; দুষ্ট হস্তিসকল কম্পিত্যকলেবরে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছে; তুরঙ্গমগণ দীনভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; করিসকল অনবরত স্বেদজল বিসর্জ্জন করিতেছে। হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া এরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা [ইহাই কর্ত্তব্য', এইরূপ নিশ্চয়তা] অবধারণ কর, যাহাতে এই লোকসমুদয় বিনষ্ট না হয়।"

যুদ্ধনিবৃত্তির অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের অশ্রদ্ধা

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভগবন! লোকক্ষয় হইবে, ইহা অদৃষ্ট নির্দ্দিষ্টই আছে। ভূপালগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমনপূর্ব্বক সুখভোগ করবেন এবং ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি [অত্যুত্তম খ্যাতি] ও পরলোকে দীর্ঘকাল মহাসুখ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" তখন কবীন্দ্র [ত্রিকালদর্শী] ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে অনুমোদন করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! কাল বিশ্বসংহার করিয়াই পুনরায় লোকসমুদয় সৃষ্টি করিয়া থাকে; কোন বস্তুই নিত্য নহে। তুমি এই অনিষ্ট-নিবারণে সমর্থ; অতএব এক্ষণে, কৌরব, পাণ্ডব, সম্বন্ধী ও সুহৃদগণকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত কর। জ্ঞাতিবধ করা নিতান্ত নীচকার্য্য ; অতএব তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও না; বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাল তোমার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। যে ব্যক্তি স্বকীয় দেহস্বরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই ধর্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করিয়া থাকে। তুমি সমর্থ হইয়াও ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে অক্ষম, সুতরাং কুল ও অন্যান্য মহীপালগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কালদ্বারা কুপথে নীত হইতেছ; স্বয়ং [অমঙ্গল নিজেই তোমার রাজ্যরূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে] অনর্থ তোমার রাজ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । অন্যদ্বারা এককালে তোমার ধর্ম্মলোপ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি পুত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর। যে রাজ্যের নিমিত্ত পাপগ্রস্ত হইয়াছ, সেই রাজ্যদ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি স্থাপন কর; তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তোমার স্বর্গলাভ হইবে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ ও কৌরবেরা সুখ ভোগ করুক।"

তখন রাাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহর্ষে। আমি আপনার ন্যায় স্থিতি [রক্ষা] ও বিনাশ সম্যক বিদিত হইয়াছি। সমুদয় লোকই স্বার্থসাধনে বিমোহিত, আমিও সেই লোকমধ্যে পরিগণিত। আপনার প্রভাবের তুলনা নাই। আপনি আমাদের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা। এই নিমিত্ত আমরা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, হে মহার্ষে! পুত্রসকল আমার বশীভুত নয়; অতএব আমার মতে আপনিই

তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যশ ও ভরতবংশের মহতী কীর্ত্তিস্বরূপ; আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের মহামান্য ও পিতামহ।”

ব্যাসকর্ত্তৃক যুদ্ধজয়লক্ষণবর্ণন

ব্যাস কহিলেন, “হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি আপনার অভিলাষ প্রকাশ কর; আমি তোমার সমগ্র সংশয় নিবারণ করিব।” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ভগবান! যে সকল ব্যক্তি বিজয় লাভ করিবে, সংগ্রামকালে তাহাদিগের পক্ষে যেসমস্ত শুভলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ। হইতেছে।” ব্যাস কহিলেন, “হে ধৃতরাষ্ট্র! হুতাশন বিমলপ্রভাসম্পন্ন [উজ্জ্বল দীপ্তিযুক্তা], ধূমশূন্য ও দক্ষিণাবর্ত্ত [দক্ষিণদিকে প্রদীপ্ত হইয়া আহুতিভুক] হয়; শিখা উর্দ্ধে গমন করে; আহুতির অতি পবিত্র গন্ধ নির্গত হইতে থাকে, ইহাই ভাবী জয়ের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শঙ্খ ও মৃদঙ্গসকল অতি গভীর শব্দে বাদিত এবং চন্দ্রসূর্য্য বিশুদ্ধ রশ্মিসম্পন্ন হয়; ইহাই ভাবী জয়ের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যাহারা প্রস্থিত বা গমনে অভিলাষী হয়, তাহাদের পক্ষে বায়সমুখনিঃসৃত বাক্য একান্ত প্রিয়তর হইয়া থাকে। বায়সেরা পশ্চাদ্ভাগে শব্দ করিয়া গমনোন্মুখ ব্যক্তিদিগকে ত্বরান্বিত এবং সম্মুখে শব্দ করিয়া নিবারিত করে। ব্রাহ্মণেরা কহেন, যখন শকুনি [শকুন], রাজহংস [রাজহাঁস], শুক, ক্রৌঞ্চ [চক্রবাক] ও শতপত্র দক্ষিণাভিমুখ হয়, তখন রণস্থলে নিশ্চয়ই জললাভ হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, কবচ, কেতু [পতাকাদির চিহ্ন], সিংহনাদ ও অশ্বের হ্রেষারবদ্বারা পরম সুশোভিত ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারাই জয়লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদিগের যোদ্ধৃগণের বাক্য প্রহৃষ্ট [আনন্দযুক্ত] ও বলবীর্য্যে অক্ষীণ [অকাতর] আছে এবং মাল্যদান [মালাসমূহ] কদাচ ম্লান হয় না, তাহারাই সমরসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়।

যাহারা পরসৈন্য প্রবিষ্ট হইয়া ‘বিনষ্ট করিয়াছি, বিনষ্ট করিয়াছি।” এই বাক্যে বলিতে থাকে এবং যাহারা পরসৈন্যে প্রবেশাভিলাষী হইয়া ‘হত হইয়াছে, হত হইয়াছে’ এই বাক্য কহিতে থাকে, তাহাদিগের নিশ্চয় জয়লাভ হয়। যুদ্ধ করিও না, বিনষ্ট হইবে,” এই বাক্য অমঙ্গলজনক; এই দুর্য্যোধনাদি কৌরবদিগের মধ্যেই শ্রুত হইতেছে। শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ অবিকৃত থাকিলেই শুভ হয়; যোদ্ধৃগণ সতত প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করে, ইহাই জয়লক্ষণ। সমীরণ অনুকূল হইয়া সঞ্চরণ, মেঘসকল অনুকুল বর্ষণ ও পক্ষিকুল অনুকূল ধ্বনি করিলে এবং ইন্দ্রধনু অনুকূল হইয়া উদিত হইলে শুভ হয়। হে ধৃতরাষ্ট্র! এই সকল জয়লাভের লক্ষণ, ইহার বিপরীতই মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

“সেনা অল্প বা অধিক হউক, একমাত্র হর্ষই যোদ্ধৃগণের গুণ ও জয়লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। একজন সেনা শত্রুশিরে ভিন্নকলেবর হইলে হতাশাবশতঃ অতি বিপুল সৈন্যও নির্জ্জিত হয়; সমস্ত সৈন্য পরাজিত হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাসকলও বিজিত হইয়া থাকে। তখন পলায়মান সৈন্যগণ বেগগামী জলপ্রবাহ ও অতিশয় ভীত মৃগযুথের [পশুদলের] ন্যায় নিতান্ত অপ্রতিনিবার্য্য [অনিবার্য্য—ফিরাইয়া আনার অযোগ্য] হইয়া উঠে; এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে একত্র সমবেত করা অসাধ্য। সৈন্যগণকে ভীত ও পলায়িত দেখিলে অতিশয় ভয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেনাসকল ভগ্ন হইয়া দিগদিগন্তে

পলায়ন করিলে মহাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিও চতুরঙ্গবল[অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি, এই চারিপ্রকার অঙ্গে গঠিত সৈন্য]সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় না। শত্রুগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত সন্ধি বা ধনদানদ্বারা পরিতোষিত হইয়া জয়লাভ করা শ্রেষ্ঠ উপায়; ভেদদ্বারা জয়লাভ করা মধ্যম উপায় ও যুদ্ধদ্বারা জয়লাভ করা জঘন্য উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সৈন্যগণমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া মহৎ দোষ ও বিনাশের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; পরস্পরের প্রভাবজ্ঞ [সামর্থ্যবিৎ], হর্ষযুক্ত, স্ত্রীসম্ভোগপরাঙ্মুখ [স্ত্রীসহবাসে বিমুখ], কৃতনিশ্চয় [সত্যসঙ্কল্প কর্ত্তব্যে দৃঢ়] বীরপুরুষ পঞ্চাশৎসঙ্খ্যক [পঞ্চাশ জন] হইলেও মহতী সেনাকে পরাজয় করিতে পারে। বলিতে কি, ঈদৃশ গুণশালী সমরে দৃঢ়ব্রত [অটল উদ্যমী], ছয় বা সাতজন বীরপুরুষও বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেখ, বিনতাতনয় গরুড় মহতী সেনার বিনাশ এক ব্যক্তির সাধ্য বিবেচনা করিয়া সময়ে বহু সেনার সমবায় প্রশংসা করেন না। হে রাজন! বহুল বল [বহু সৈন্য] সংগ্রহ করিলেই যে নিশ্চয় জয়লাভ হয়, উহার নিশ্চয় কি? অতএব এ বিষয়ে দৈবই বলবান।”

৪র্থ অধ্যায়
পৃথিবীমাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতীসূত ভগবান্ বেদব্যাস ধীমান ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহুর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সংগ্রামানুরক্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহীপালগণ রাজ্যলাভার্থ জীবনে উপেক্ষা করিয়াও বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন; তাঁহারা লোকসংহার করিয়া কেবল যমালয় পরিপূর্ণ করিবেন; তথাচ কিছুতেই নিবৃত্ত হইবেন না। তাঁহারা পরস্পর পার্থিব ঐশ্বর্য্যলাভে অভিলাষী হইয়া কোনক্রমেই ক্ষান্ত হইতেছেন না; তন্নিমিত্ত ভূমিই [পৃথিবী রাজ্য] বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব তুমি তাহার গুণকীর্ত্তন কর। হে সঞ্জয়! তুমি অমিততেজ্যাঃ [অসীম তেজস্বী] ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্যবুদ্ধি [সদবুদ্ধি] ও জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছ; অতএব কুরুক্ষেত্রে সহস্র-সহস্র, কোটি-কোটি, অবুদ-অর্বুদ বীরপুরুষ যেসকল দেশ ও নগর হইতে আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারও পরিমাণ শ্রবণ করিতে বাসনা করি।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনি জ্ঞানচক্ষু, আমি আপনাকে নমস্কার করিয়া প্রজ্ঞানুসারে ভূমি সমুদয় গুণকীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভূত [প্রাণী] দুই প্রকারী—স্থাবর [স্থিতিশীল বৃক্ষাদি] ও জঙ্গম [গতিশীল পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি]। জঙ্গম তিন প্রকার—অণ্ডজ [ডিম হইতে জাত-পক্ষী], স্বেদজ [সর্প, সরীসৃপাদি; ঘর্ম্মাদি ক্লেদ হইতে জাত—ছারপোকাদি কীট] ও জরুয়ুজ [জরায়ুজ-জরায়ুনামক নারীগর্ভস্থ যন্ত্রমধ্যে জাত-পশু, মনুষ্য-প্রভৃতি]। এই ত্রিবিধ জঙ্গমের মধ্যে জরুয়ুজই শ্রেষ্ঠ; তাহার মধ্যে বিবিধ রূপধারী যজ্ঞের সাধন ও প্রবর্ত্তক পশুই প্রধান; তাহাদিগের মধ্যে সাতটি অরণ্যবাসী ও সাতটি গ্রামবাসী, এই চতুর্দ্দশ প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, বানর ও ভল্লুক, এই সাতটি অরণ্যবাসী; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর [গর্দ্দভ হইতে

ঘোটকীতে জাত-খচ্চর] ও গর্দ্দভ- এই সাতটি গ্রামবাসী বলিয়া পরিগণিত হয়। হে মহারাজ! এই চতুর্দ্দশ প্রকার ভেদ বেদে নির্দ্দিষ্ট ও ইহাতে যাগযজ্ঞসমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের মধ্যে মনুষ্য ও অরণ্যবাসীর মধ্যে সিংহই শ্রেষ্ঠ। এইসকল জীব পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সমুদয় স্থাবর উদ্ভিজ্জ [ভূমিভেদপূর্ব্বক জাত]; তন্মধ্যে বৃক্ষ, গুল্ম [ডালপালাশূন্য ছোট ছোট গাছের ঝাড়—কুশাদি], লতা [বৃক্ষের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত-গুড়ুচী প্রভৃতি], বল্লী [মৃত্তিকায় বিস্তৃত— কুমড়া, ফুটি প্রভৃতির লতা] ও ত্বকসার [বোম্বা-বেণা] তৃণজাতি, এই পাঁচ প্রকার প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে। এই ঊনবিংশতি প্রকার স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত পঞ্চ মহাভূত[ব্রাহ্মণগণের মোক্ষদায়ক যে ব্রহ্ম-গায়ত্রী, তাহার অক্ষর, অর্থাৎ বর্ণ ২৪টি। স্থূল দেহ সৃষ্টির উৎপাদনও ২৪টি ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু), আকাশ, এই পঞ্চভূত, ইহার গ্রাহ্য বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি, ইহার গ্রাহক নাসিকা, রসনা, চক্ষু, ত্বক ও কর্ণ, এই পাঁচ অক্ষর ইন্দ্রিয়; ইহাদের সহকারী হস্ত, পাদ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয়; ইহাতে যোগ হয় প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই চারিটি— সমষ্টিতে চতুর্ব্বিংশতি। ইহার নাম চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, ভূমি-জয় প্রসঙ্গে ইহার অবতারণা, অতএব ইহা ভোগিজনজপ্য গায়ত্রী। ইহারও তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি। তাহা অনুবাদে উক্ত। ছন্দোগ্য উপনিষদে এই গায়ত্রীর ইঙ্গিত আছে। অনুবাদে এই গায়ত্রীকে সর্ব্বত্রই চতুর্ব্বিংশতিবর্ণাত্মিকা বলা হইয়াছে, মূলে ও নীলকণ্ঠটীকায় বর্ণ বা অক্ষরের কথা নাই; হয় ত' বা ব্রহ্মগায়ন্ত্রীর ২৪টি অক্ষর দৃষ্টি ইহাকে চতুর্ব্বিংশতিবর্ণাত্মিকা বলা হইয়া থাকিবে। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মিকা বলিলে বোধহয় কোন গোল থাকে না।] সহ মিলিত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হইতেছে; লোকে ইহাকে চতুর্ব্বিংশতিবর্ণাত্মিকা গায়ন্ত্রী বলিয়া নির্দেশ করে। যিনি এই সর্ব্বগুণযুক্ত অতি পবিত্র গায়ত্রী সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তাঁহার আর ইহলোকে বিনাশ নাই। ভূমি হইতে সমস্ত উৎপন্ন ও ভূমিতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ভূমি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান ও ভূমিই নিত্য। যাহার ভূমি আছে তাহারই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বশীভূত। ভূপালগণ এই ভূমিলাভের নিমিত্তই একান্ত লোলুপ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইয়া থাকেন।"

৫ম অধ্যায়
জম্বুদ্বীপের অবতারণা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! নদী, পর্ব্বত, জনপদ, কানন প্রভৃতি যেসকল পদার্থ ভূতল আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের নাম ও সমস্ত পৃথিবীর প্রমাণ কীর্তন কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এই পঞ্চ মহাভূতদ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে; এই নিমিত্ত মনীষিগণ ঐসকল পদার্থকে তুল্যরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি, এই পঞ্চ মহাভূত উত্তরোত্তর সমধিক গুণসম্পন্ন, তত্ত্ববিৎ মহর্ষিগণ কহিয়াছেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি ভূমির গুণ; অতএব ভূমিই প্রধান। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই চারিটি সলিলের গুণ; তাহাতে কেবল গন্ধ নাই। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিনটি তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ এবং একমাত্র শব্দই

আকাশের গুণ। হে মহারাজ! পঞ্চভূতাত্মক লোকমধ্যে এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে। এই সকল গুণ সমভাব অবলম্বন করিলে পরস্পর প্রশান্তভাবে অবস্থান করে ও পরস্পর বিষমভাব ধারণ করিলে দেহী দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণ আনুপূর্ব্বিক উৎপন্ন হইয়া আনুপূর্ব্বিক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সকল গুণ ঈশ্বরতুল্য। অপরিমেয় তৎসমুদয়ের পরিমাণ করা নিতান্ত দুষ্কর। প্রত্যেক পদার্থেই পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; মনুষ্যগণ তর্কদ্বারা ঐ পঞ্চভূতময় পদার্থপুঞ্জের প্রমাণ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু যেসমস্ত পদার্থ অচিন্ত্যনীয়, তাহা তর্কদ্বারা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত কঠিন।

"হে মহারাজ। এক্ষণে জম্বুদ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। উহার অপর নাম সুদর্শনদ্বীপ; ঐ দ্বীপ চক্রাকার, নিতান্ত দুর্লক্ষ্য, নদী ও জলে সমাচ্ছন্ন; মেঘসন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধ নগর, সুরম্য জনপদ ও ফলপুষ্পে সুশোভিত পাদপনিবহে সমাকীর্ণ ও চতুর্দ্দিকে লবণসমূদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। যেমন মনুষ্য দর্পণতলে আপনার মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ জম্বুদ্বীপের প্রতিবিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে [১] পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। এই জম্বুদ্বীপের দুই অংশ পিপ্পলস্থান [২] ও দুই অংশ মহাশশস্থান [৩]; তাহার চতুর্দ্দিক সর্ব্বপ্রকার ওষধি এবং সলিলরাশিদ্বারা পরিবেষ্টিত। হে রাজন! এক্ষণে জম্বুদ্বীপের অবশিষ্ট বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

[১-৩। "পিপ্পল অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষদ্বারা এবং মহাশশ অর্থাৎ চন্দ্রের মধ্যস্থিত মৃগমুণ্ডাকৃতি শশীকচিহ্নদ্বারা জম্বুদ্বীপের চারিটি অংশ চিহ্নিত করা হইয়াছে।" উক্ত পিপ্পল ও মহাশশ এই পদার্থদ্বয়ের অন্তর্গূঢ় অপর অর্থও আছে। বিরাট পুরুষের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, সেই চন্দ্রমণ্ডলনামক মনের এক অংশ কার্য্যকারণরূপ—জীবাত্মস্বরূপ স্থূল সূক্ষ্ম-দুইটি অশ্বত্থবৃক্ষ। গীতায় এই অব্যয় অশ্বত্থবৃক্ষকে বিশ্বময় ব্রহ্মের রূপক করা হইয়াছে। সেই মনের অপর অংশে মহান পরমাত্মা শীঘ্রগতিবিশিষ্ট নিয়ম ও নিয়ামকরূপে দুইটি শশকের মত জীব ও ঈশ্বরভাবে অধিষ্ঠিত আছেন।]

৬ষ্ঠ অধ্যায়
পর্ব্বতাদিদ্বারা জম্বুদ্বীপের পরিচয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে উহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। তুমি সকল বিষয়েরই তত্ত্বজ্ঞ; অতএব শশস্থানে যেসমস্ত ভূভাগ পরিদৃশ্যমান হয়, তাহার পরিমাণ কীর্তন করিয়া পরিশেষে পিপ্পলস্থানের বিষয় বর্ণনা করিবে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, বৈদূর্য্যমণিময় নীল, শশিসঙ্কাশ [চন্দ্রতুল্য কান্তি] শ্বেত ও সর্ব্বধাতুসম্পন্ন শৃঙ্গবান [শৃঙ্গযুক্ত] এই ছয়টি পর্ব্বত একাকার; এই সকল পর্ব্বত পূর্ব্বসমূদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তথায় সিদ্ধ ও চারণগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। এই ছয় পর্ব্বত সহস্র-সহস্র যোজন [চারি ক্রোশে এক যোজন] অন্তরে অবস্থিত; তন্মধ্যে নানা জনপদ প্রতিষ্ঠিত ও সকলপ্রকার প্রাণী অধিষ্ঠিত আছে; ইহাই ভারতবর্ষ [সর্ব্বত্র বর্ষশব্দ স্থানবাচক]। হিমালয়ের উত্তরে হৈমবতবর্ষ ও

হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধগিরির উত্তরে মাল্যবানপর্ব্বত; উহা পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। তদ্রুপে গন্ধমাদনপর্ব্বতও নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ এবং নিষধপর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত হইয়া পূর্ব্বসমূদ্র হইতে পশ্চিমসমূদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল, ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন, সুবর্ণময় সহস্র-সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুমেরুগিরি নীল ও নিষধপর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত আছে। উহা ভূগর্ভে ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট ও ঊর্দ্ধে চতুরশীতি যোজন উন্নত; লোকসমুদয় উহার ঊর্দ্ধ, অধ্য ও পার্শ্বপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্মু ও উত্তরকুরু—এই চারিটি দ্বীপ ইহার পার্শ্বদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। পুণ্যশীল ব্যক্তিরা উত্তরকুরুদ্বীপে সুরম্য আশ্রয়সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একদা পক্ষিরাজ গরুড়ের আত্মজ সুমুখ সুমেরুপর্ব্বতে সুবর্ণময় পক্ষিসকল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিল, এই সুমেরুপর্ব্বতে পক্ষিগণের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই; উত্তম, মধ্যম ও অধম সকলেই একপ্রকার; অতএব ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনায় উহা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-কুরুতে গমন করিল। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রধান সূর্য্যদেব, চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণ ও দক্ষিণানিল নিরন্তর মেরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তথায় বৃক্ষসকল ফল-পুষ্পে সুশোভিত, প্রাসাদ সমুদয় সুবর্ণে অলঙ্কৃত, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, অপ্সরা ও রাক্ষসগণ সর্ব্বদা তথায় বিহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, রুদ্র ও সুররাজ ইন্দ্র-ইঁহারা তথায় সমবেত হইয়া বহুদক্ষিণ [প্রচুর দক্ষিণাসাধ্য] বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তৎকালে তুম্বুরু [২], নারদ, বিশ্বা[৪]বসু ও হাহা[২-৫: ইহারা গন্ধর্ব্বগণের প্রধান] হুহু—ইঁহারা তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া থাকেন। সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ প্রতিপর্ব্বে তথায় গমন করেন। তাহার শৃঙ্গে দৈত্যগুরু শুক্র সতত বিহার করিয়া থাকেন এবং রত্নপর্ব্বতসকল তাঁহারই অধিকৃত। যক্ষাধিপতি কুবের সেই শুক্র হইতে রত্নের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার ষোড়শাংশ মনষ্যদিগকে প্রদান করেন।

"সুমেরুপর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে প্রস্তর স্তূপ হইতে সমুত্থিত, পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত, পরামরমণীয় কর্ণিকার [সোঁদাল] বন বিরাজিত রহিয়াছে। তথায় ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি পার্ব্বতীসমভিব্যাহারে চরণাবিলম্বিনী [পদ পর্য্যন্ত বিলম্বিতা] কণিকারময়ী মালা ধারণপূর্ব্বক ভূতগণপরিবৃত হইয়া বিহার করিতে থাকেন; তাঁহার নেত্রত্রয় উদিত দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল। সত্যবাদী তপঃপরায়ণ সিদ্ধগণ সতত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করেন; দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা কদাচ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না। সেই সুমেরুর শিখর হইতে সাধুজনসেবিতা, বিশ্বরূপ, অতি, পবিত্র, শুভ্রসলিলসম্পন্না, ভগবতী ভাগীরথী অনবরত অতি গভীর, ভয়ঙ্কর ঝর্ঝর-শব্দে মহাবেগে চন্দ্রমা'হ্রদে নিপতিত হইতেছেন। তাহা হইতেই সাগরসদৃশ ঐ মহাহ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। পর্ব্বতগণও যাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, ভগবান শূলপাণি সেই গঙ্গাকে শতসহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। ;

"সুমেরুর পশ্চিমপার্থে কেতুমলনামে এক মহাজনপদ আছে। তত্রত্য পুরুষসকল সুবর্ণবর্ণ ও নারীগণ অপ্সরাসদৃশ; তাঁহাদিগের রোগ-শোকের সম্পর্ক নাই; তাহারা দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া নিরন্তর সন্তুষ্টমনে কালযাপন করে। যক্ষরাজ কুবের

রাক্ষসগণসমভিব্যাহারে অপ্সরাগণপরিবৃত হইয়া তৎসন্নিহিত গন্ধমাদনশৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের উত্তরপার্শ্বে বহুসংখ্যক গণ্ডশৈল [পর্ব্বতপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত] আছে; তত্রত্য পুরুষগণ কৃষ্ণবর্ণ, মহাবলপরাক্রান্ত ও তেজস্বী; মহিলাসকল পদ্মবর্ণ এবং প্রিয়দর্শন; একাদশসহস্র বৎসর তাহাদিগের পরমায়ু। হিমালয়পর্ব্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে হৈমবতবর্ষ, হেমকূটপর্ব্বতের উত্তরে হরিবর্ষ, নিষধপর্ব্বতের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ, নীলপর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, শ্বেতপর্ব্বতের উত্তরে হৈরণ্যকবর্ষ, তাহার পর ঐরাবতবর্ষ—এই সাতটি বর্ষ শরাসনাকার [ধনুকের আকৃতি] ধারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত বর্ষের গুণ এবং প্রাণীগণের আয়ুঃপরিমাণ, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট; তত্রত্য প্রাণীসকল সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। হে মহারাজ! এই পৃথিবী এইরূপ বহুদিন পর্ব্বতদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হেমকূটকৈলাসনামে রমণীয় অতিবিশাল এক পর্ব্বত আছে; তথায় যক্ষরাজ কুবের গুহ্যকদিগের সহিত বিহার করেন। হেমকূটকৈলাসের উত্তরে মৈনাকপর্ব্বতসন্নিহিত হিরণ্যশৃঙ্গনামে অতি বৃহৎ মণিময় এক পর্ব্বত আছে; তাহার পার্শ্বে কাঞ্চনময়বালুকপরিশোভিত অতিরমণীয় বিন্দুসরনামে সরোবর সন্নিবেশিত রহিয়াছে; তথায় মহারাজ ভগীরত ভগবতী গঙ্গার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন; সেই সরোবরতীরে মণিময় যূপ ও হিরন্ময় চৈত্য[যজ্ঞীয় যূপ—পশুবন্ধনের খোঁটা]সকল নিখাত [মৃত্তিকায় পোঁতা] আছে; দেবরাজ ইন্দ্র তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তথায় সর্ব্বলোকস্রষ্টা অমিততেজঃ [অতুলনীয়তেজোযুক্ত] ভগবান ভূতপতি রুদ্র অখিলালোককর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া থাকেন; সেই স্থানে নরনারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্থাণু, ইঁহারা বিরাজ করেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; পরে বস্বোকসারা, নলিনী, সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু—এই সাতটি ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হয়েন। এইসকল ধারা অচিন্ত্যনীয় ও দিব্যগুণসম্পন্না; যুগ-প্রলয়ের অবসানে এই স্থানে ঋষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। পূর্বোক্ত সাতটি দিব্যগঙ্গা ত্রিলোকে বিশ্রুত আছেন; তন্মধ্যে সরস্বতী কোন কোন স্থানে দৃশ্যা ও কোন কোন স্থানে অদৃশ্যা হইয়া থাকেন।

"হিমাচলে রাক্ষস, হেমকূট গুহ্যক, নিষধে সর্প ও নাগ, গোকর্ণে তপোধন, শ্বেতপর্ব্বতে সমস্ত দেবাসুর, নিষধে গন্ধর্ব্ব ও নীলপর্ব্বতে ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবানপর্ব্বত দেবগণের বিচরণ-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হে রাজন! যে সাতটি বর্ষ কীর্ত্তন করিলাম, তাহাতে স্থিতিশীল বৃক্ষাদি ও গতিশীল পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি প্রাণীসমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদিগের দৈবী ও মানুষী সমৃদ্ধি বিবিধ প্রকার; উহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু মঙ্গলার্থী ব্যক্তির তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা করা একান্ত বিধেয়। হে রাজন! আপনি যে শশস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শশস্থানের উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্বে দুইটি বর্ষ আছে; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ শশস্থানের কর্ণস্বরূপ; হে রাজন! তামার পাতের ন্যায় শিলাসংযুক্ত সুশোভিত যে মলয়পর্ব্বত আছে, তাহা জম্বুদ্বীপস্থ শশস্থানের দ্বিতীয় অবয়বস্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

৭ম অধ্যায়
উত্তরকুরু-বিবরণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি সুমেরুপর্ব্বতের অন্য পার্শ্ব এবং মাল্যবানপর্ব্বতের বিষয় সম্যক কীর্ত্তন কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সুমেরুর উত্তর ও নীলপর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে সিদ্ধগণনিষেবিত অতি পবিত্র উত্তরকুরু প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় বৃক্ষসকল প্রতিনিয়ত মধুরীরসসম্পন্ন সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি কুসুমনিচয় প্রসব করে; সেই স্থানে সর্ব্বপ্রকার কাম্যফলপ্রদ কতকগুলি বৃক্ষ আছে; তাহারা সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। অপর ক্ষীরিনামে কতকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহারা অমৃতোপবম ক্ষীরধারা বর্ষণ এবং ছয় প্রকার রস ক্ষরণ করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের ফল হইতে বস্ত্র ও আভরণসমূহ উৎপন্ন হয়। সেই স্থানের সমস্ত ভূভাগ মণিময় ও সূক্ষ্ম কাঞ্চন-বালুকাসম্পন্ন। কোন কোন ভূমিখণ্ড হীরক, বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগ,তুল্য অতিরমণীয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্রত্য পুষ্করিণীসকল পঙ্কশূন্য ও মনোরম; তাহার সলিল সমুদয় ঋতুতে সাতিশয় স্বাদু ও সুখস্পর্শ হইয়া থাকে। মনুষ্যসকল দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় জন্মগ্রহণ করে; তাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও বিশুদ্ধ বংশসমুদ্ভূত। স্ত্রীসকল অপ্সরাসদৃশ। সেই স্থানের সমুদয় লোক ক্ষীরিপাদপের অমৃতসদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। তথায় চক্রবাকযুগলের ন্যায় নরমিথুন [স্ত্রীপুরুষ] এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। তাহারা তুল্যরূপগুণসম্পন্ন, তুল্যবেশসূশোভিত, রোগশূন্য ও নিত্যসন্তুষ্ট। তাহারা একাদশসহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কেহ কাহাকেও কখনো পরিত্যাগ করে না। তাহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে তীক্ষ্মতুণ্ডসম্পন্ন [কঠিন ঠোঁটযুক্ত] অতি ভয়ঙ্কর মহাবল ভারুণ্ড [ভাড়ুইপাখী] নামক পক্ষিসকল তাহাদিগের মৃতদেহ হরণ করিয়া গিরিগুহায় নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

জম্বুদ্বীপের নামোৎপত্তির কারণ

"হে মহারাজ! আমি বিস্তৃতভঅবে উত্তরকুরুর বিষয়ে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে সুমেরুর পূর্ব্বপার্শ্বের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন;-তথায় ভদ্রাশ্বনামে এক প্রধান প্রদেশ আছে; সেই প্রদেশে ভদ্রশালবন ও এক যোজন উন্নত কালাম্রবৃক্ষ রহিয়াছে। কালাম্রবৃক্ষ প্রতিনিয়ত ফল-পুস্প প্রসব করে এবং সিদ্ধ ও চারণগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে। তথায় পুরুষসকল মহাবলপরাক্রান্ত, তেজস্বী ও শ্বেতবর্ণ, স্ত্রীলোকেরা কুমুদ বর্ণ ও প্রিয়দর্শন। তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও গাত্র অতি শীতল; তাহারা সকলেই নৃত্য-গীতে নিতান্ত অনুরক্ত। তথায় সকলেই স্থিরযৌবন ও দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কালাম্রফলের রস পান করে। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তরে সুদর্শননামে এক সনাতন জম্বুবৃক্ষ [জামগাছ] আছে; এই নিমিত্ত ইহা জম্বুদ্বীপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ জম্বুবৃক্ষ সকলকেই অভিলষিত ফল প্রদান করে এবং সিদ্ধচারণগণ নিরন্তর উহার সেবা করিয়া থাকেন; এই গগনস্পর্শী বৃক্ষ শতসহস্র যোজন উন্নত; উহার ফলের বিশাল আকার দুই সহস্রপাঁচশত অরত্নি [তিনপোয়া হাত—কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল পর্যন্ত]। ঐ জম্বুফল রসভরে বিদীর্ণ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ

ফল হইতে সুবর্ণসন্নিভ রস নির্গত ও নদীরূপে পরিণত হইয়া সুমেরুকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উত্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে; জম্বুফলের রস পান করিলে জম্বুদ্বীপবাসিগণের অন্তঃকরণে শান্তিসঞ্চার হয়; পিপাসা ও জরাজনিত ক্লেশের লেশও থাকে না। তথায় ইন্দ্রগোপসঙ্কাশ [ইন্দ্রগোপিকীটতুল্যকান্তি], অতি ভাস্বর দেবগণের ভূষণ জাম্বুনন্দনামক কনক উৎপন্ন হয়। সেই স্থানে মানবসকল তরুণ দিবাকরতুল্য দীপ্তিসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"মাল্যবানপর্ব্বতের শিখরদেশে সংবর্ত্তকনামে কালাগ্নি নিরন্তর পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে; তথায় গণ্ডশৈলসকল সুশোভিত আছে। মাল্যবানপর্ব্বত পঞ্চাশৎসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ; সেই স্থানে সুবর্ণবর্ণ মনুষ্যসকল জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতঃ [অস্থলিত ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন] হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই দেবালোকপরিভ্রষ্ট ও ব্রহ্মবাদী, তাহারা প্রাণীগণের রক্ষাবিধান করিবার নিমিত্ত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ষট্ষষ্টিসহস্র ব্যক্তি দিবাকরকে পরিবৃত করিয়া অরুণের অগ্রে গমন করেন এবং ষট্ষষ্টিসহস্র বৎসর সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন।"

৮ম অধ্যায়
বিবিধ বর্ষপ্রসঙ্গে শাণ্ডিলী-অধিষ্ঠানকথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি বর্ষ, পর্ব্বত ও পর্ব্বতবাসীদিগের নাম নির্দ্দেশ কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শ্বেতপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধগিরির উত্তরে রমণকনামে এক বর্ষ আছে; তথায় মনুষ্যসকল শুদ্ধবংশসমুৎপন্ন, প্রিয়দর্শন ও শত্রুবিহীন। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তরে হিরন্ময়নামে বর্ষ আছে; হৈরন্বতীনামে এক স্রোতস্বতী তথায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সর্পরাজ গরুড় অবস্থান করেন; তত্রত্য মনুষ্যসকল যক্ষের অনুগত, মহাবলপরাক্রান্ত প্রিদর্শন, সতত হৃষ্টচিত্ত ও বিপুলধনশালী। এইসকল বর্ষবাসী মানবেরা দুইসহস্রপাঁচশত বৎসর জীবিত থাকে।

"শৃঙ্গবানপর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ আছে; তন্মধ্যে একটি মণিময়, একটি রজাতময় এবং একটি সর্ব্বরত্নময় ও সুরম্য গৃহপরিশোভিত; তথায় অসামান্য প্রভাবশালিনী শাণ্ডিলীনামে এক দেবী বিরাজিতা আছেন। শৃঙ্গবানের উত্তরে সাগরপারে ঐরাবতবর্ষ; তথায় দিবাকর উত্তাপ প্রদান করেন না এবং মনুষ্যেরা কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না। চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডলসমভিব্যাহারে তাহার চতুর্দ্দিকে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন। তথায় পদ্মবর্ণ পদ্মনেত্র ও পদ্মগন্ধসম্পন্ন মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা দেবলোকচ্যুত ঘর্ম্মসম্পর্কশূন্য, গন্ধপ্রিয়, নিরাহার, জিতেন্দ্রিয় ও পাপশূন্য। তত্রত্য মানবেরা ত্রয়োদশসহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ভগবান নারায়ণ ক্ষীরসাগরের উত্তরে কনকময় অনলবর্ণ, দৈবপ্রভাবসম্পন্ন, মনের ন্যায় বেগবান, সুবর্ণভূষিত, অষ্টচক্রে চালিত রথে উপবিষ্ট থাকেন, তিনি সর্ব্বভূতের বিভু; তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, তিনি সমস্ত করেন ও করাইয়া থাকেন; তিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, তেজ ও যজ্ঞস্বরূপ এবং হুতাশন তাঁহার আনন।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুত্রদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কালই যে বিশ্ব বিনষ্ট ও পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার আর সংশয় নাই। এই পৃথিবীর কোন পদার্থই নিত্য নহে। ভগবান নর ও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতের সংহর্ত্তা। দেবগণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ ও মনুষ্যেরা বিষ্ণু বলিয়া থাকে।"

৯ম অধ্যায়
ভারতবর্ষবর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে ভারতবর্ষে এই সমুদয় সৈন্য একত্রিত হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুতনয়গণ যাহা গ্রহণে নিতান্ত লোলুপ হইয়াছে, এবং যাহার প্রতি আমার চিত্ত নিতান্ত অনুরক্ত আছে, তুমি সেই ভারতবর্ষের যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণন কর, আমি তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া জ্ঞান করি।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবগণ ভারতবর্ষ গ্রহণে একান্ত অভিলাষী নহেন; দুর্য্যোধন ও শকুনিই উহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত লোলুপ হইয়াছেন। অন্যান্য নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিবার মানসে কেহ কাহাকে ক্ষমা করেন না; এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মনু, বেণনন্দন পৃথু, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, মুচুকুন্দ, উশীনরতনয় শিবি, মহারাজ ঋষভ, ঐল, নৃগ, কুশিক, গাধি, সোমক ও দিলীপ প্রভৃতি অন্যান্য বলবান ক্ষত্রিয়বর্গের নিতান্ত প্রিয়।

"যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার প্রশ্নানুসারে এই ভারতবর্ষের বিষয় আমার জ্ঞানানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র—এই সাতটি কুলপর্ব্বত। ইহাদের সমীপবর্ত্তী সারবান বিচিত্রসানুযুক্ত সহস্র-সহস্র পর্ব্বত আছে; ঐসমুদয় জনসমাজে অবিজ্ঞাত। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক অপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে; ক্ষুদ্রলোকেরা ঐ সকল গিরিতে বাস করে।

ভারতীয় পবিত্র নদী

"হে রাজন! এই ভারতবর্ষ্যমধ্যে যেসমুদয় নদী আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন,- গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বহুদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, স্থূলবালুকাসসম্পন্ন বিপাশা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণা, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিতা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, বেদশিরা, ইক্ষুমালবী, করীষিণী, চিত্রসেনা, চিত্রবাহা, গোমতী, গণ্ডকী, পাপহারিণী, বন্দনা, কৌশিকী, ত্রিদিবা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, হস্তিসোমা, দিক, শরাবতী, বিপাশা, পরা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রাজনী, পুরোমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, মহেন্দ্রা, পটলাবতী, অসিক্লী, কুশচিরা, মাকরী, প্রবরা, মেলা, হেমা, ধৃতবতী, পুরাবতী, অনুষ্ণা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাক্রান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্তু, সুবাস্তু, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরঙ্করা,

পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুশচীরা, মধুবাহিনী, বিনদী, পিঙ্গলা, বেণা, তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেণা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিপ্রিয়া, মহোপামা, শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, কৌষিকী, শোণা, বহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গমন্ত্রশিলা, ব্রাহ্মবোধ্যা, বৃতস্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুনসা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণ, অসি, নালা, ধৃতিমতী, পূর্ণাশা, মহানদী, তামসী, বৃষভা ব্রহ্মমেধা, বৃহদ্বতী, কৃষ্ণা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্রোরথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোশা, মুক্তিমতী, মনিঙ্গা, পুষ্পবেণী, উৎপলাবতী, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা ও সর্ব্বসঙ্গা। এই সমুদয় মহাফলপ্রদ নদীসকল লোকের মাতৃস্বরূপ এবং নদীর জল পান করিয়া থাকে। এতডিন্ন সহস্র-সহস্র অপ্রকাশিত নদী আছে।

প্রসিদ্ধ রাজ্য

"হে মহারাজ। আমি স্বীয় স্মরণানুসারে নদীসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে জনপদসকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;- কুরুপাঞ্চাল, শাল্ব, মান্দ্রেয়জঙ্গল, শূরসেন, কলিঙ্গ, বোধ, মাল, মৎস্য, মুকুট, সৌবল্য, কুন্তল, কাশী, কৌশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, পুলিন্দ, উত্তম, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কৌশিক, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, সোধ, মদ্রভূজঙ্গ, অপরকাশী, জঠর, কুকুর, দশার্ণকুকুর, কুন্তি, অবন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মন্দক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিক, অশ্বক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুলাদ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারপাশ্য, অপবাহ, চক্র, বক্রাতপ, শক, বিদেহ, মাগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোম, মল্ল, মুদেল্ল, প্রহ্লাদ, মাহিক, সাষিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালযোজক, অপরান্ত, পরান্ত, পহ্নব, চর্ম্মমণ্ডল, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্টাপরান্ত, মাহেয়, কক্ষ, সামুদনিষ্কুট, অন্ধ, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, অঙ্গমলজ, মাগধ, মানবর্জ্জক, মুহ্যমর্ত্তব, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড, ভাগ্য, কিরাত, সুদেষ্ণ, যামুন, শাক, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত, নৈঋত, দুর্গল, পুতিমাস্য, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, সুরসেন, ঈজক, কন্যাকাগুণ, তিলভার, শমীর, মধুমত্ত, সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উতুল, শৈবাল, বাহ্লীক, দর্ব্বী, বানবাদূর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবাধ, কৌরব, সূদামা, সুমল্লিক, বধ্র, করাষক, কুলিন্দোপত্যকা, বাতায়ন, দশার্ণ, রোমা, কুশবিন্দু, কক্ষ, গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্ত, ঔড্র, পৌণ্ড্র, সৈসিকত ও পার্ব্বতীয়।

"হে মহারাজ! এই সমুদয় দেশ ব্যতীত দক্ষিণদিকস্থ কতিপয় জনপদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;-দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্য, মুষিক, জিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন, কৌকুটুক, চোল, কোঙ্কণ, মালবান্নক, সমঙ্গ, কর, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসবসঙ্কেত, ত্রিগর্ভ, শাল্বসেনি, বক, কোকারক, প্রোষ্ঠ, সোমবেগবশ, বিন্ধচুলক, পুলিন্দ, কঙ্কাল, মালব, মল্লব, অপরবল্লভ, কুলিন্দ, কালব, কুণ্টক, করাট, মুষক, তনবাল, সনীয়, আঘাট, সৃঞ্জয়, অলিন্দ, পাশিবাট, তনয়, সুনয়, দশীবিদর্ভ, কান্তিক, তঙ্গন, পরতঙ্গন, উত্তরম্লেচ্ছ, অপরম্লেচ্ছ, ক্রূর, যবন, চীন, কাম্বোজ, সকৃদ্‌গ্রাহ,

কুলখ, হূণ, পারসিক, রমণ, দশমালিক, যোনিবেশ, দরদ, কাশ্মীর, পত্তি, খশীর, অন্তচার, পহ্নব, গিরি-গহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনযোষিক, প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হংসমার্গ ও করভঞ্জক।

"হে মহারাজ। আমি আপনার নিকট যেসমুদয় দেশের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইহাতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গোপ ও ম্লেচ্ছপ্রভৃতি নানাবিধ জাতি আছে। ঐ সকল দেশ ভিন্ন পূর্ব্ব উত্তরে অন্যান্য বহুবিধ জনপদ আছে। হে রাজন! ভূমি সম্যক প্রতিপালিত হইলে কামধেনুর ন্যায় অর্থ প্রদান করে। এই নিমিত্ত ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণ ভূমিলাভার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। ভূমি দেব ও মানবগণের একমাত্র শরণ; কুক্কুর যেমন মাংসলোভে পরস্পর বিবাদ করে, তদ্রূপ ভূপতিগণ পৃথিবী-ভোগ-বাসনায় পরস্পর কলহ করিয়া থাকেন। অদ্যাপি কামোপভোগে কাহারও তৃপ্তিলাভ হয় নাই, তন্নিমিত্তই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা ভূমিপরিগ্রহে যত্নবান হইয়াছেন। হে মহারাজ! সম্যক অধিকৃত ভূমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বর্গস্বরূপ।"

১০ম অধ্যায়
সত্যাদি যুগের স্থিতিকাল-পরিমাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এই ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ষ ও হরিবর্ষস্থ সমস্ত লোকের আয়ু, বল এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শুভাশুভ বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এই ভারতবর্ষে প্রথমে সত্য, তৎপরে ত্রেতা, তদনন্তর দ্বাপর ও পরিশেষে কলি-এই চারি যুগ ক্রমান্বয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। সত্যযুগে আয়ুঃসংখ্যা চারিসহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে আয়ুঃসংখ্যা তিনসহস্র বৎসর, দ্বাপরযুগে আয়ুঃসংখ্যা দ্বিসহস্র বৎসর; কলিযুগের আয়ুঃসংখ্যার স্থিরতা নাই। এই যুগে প্রাণীগণ কেহ কেহ গর্ভাবস্থায়, কেহ কেহ বা জাতমাত্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে মানবগণ মহাবল পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান, সারবান, ধনবান, প্রিয়দর্শন হন। তাঁহাদের শতসহস্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা মহোৎসাহসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও তপোধন মুনি হইয়া থাকেন। ত্রেতায় প্রিয়দর্শন, দৃঢ়কায়, অসীম বীর্য্যসম্পন্ন, মহাধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ, চক্রবর্ত্তী মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সমুৎপন্ন হয়েন। দ্বাপরে সমুদয় বর্ণই বীর্য্যবান, মহোৎসাহসম্পন্ন ও সর্ব্বদা পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া থাকে, এই সমস্ত হইতে মনুষ্যগণের গুণ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কলিযুগের পুরুষগণ অল্পতেজঃ, ক্রোধনস্বভাব, লুব্ধপ্রকৃতি ও মিথ্যাপরায়ণ হইয়া থাকে, লোকের মনে ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, কপটতা, অসূয়া, বিষয়ভোগে আসক্তি ও লোভপ্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। হে রাজন! উৎকৃষ্ট গুণশালী হৈমবতবর্ষ এবং হরিবর্ষও এইরূপ।"

জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১১শ অধ্যায়

ভূমিপর্যাধ্যায়-স্বীপসমুদ্রাদির পরিমাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি জম্মুখণ্ডের বিষয়ে কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে ইহার বিস্তার, পরিমাণ, সমুদ্রের প্রকৃত প্রমাণ এবং শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিষয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বহুসংখ্যক দ্বীপ এই পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে সপ্তদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—জম্বুদ্বীপ অষ্টাদশসহস্রছয়শত যোজন বিস্তীর্ণ। লবণসমুদ্রের বিস্তার ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; ঐ সাগর নানা জনপদসমাকীর্ণ, রক্তপ্রবালাদি নানা মণিভূষিত, অনেক ধাতুসম্পন্ন, পর্ব্বতরাজি-পরিশোভিত, সিদ্ধচারণসঙ্কুল ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। এক্ষণে ন্যায়ানুসারে শাকদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন—জম্বুদ্বীপের যেরূপ বিস্তার কীর্ত্তিত হইল, শাকদ্বীপ। তদপেক্ষা দ্বিগুণ এবং ইহার সাগর জম্বুদ্বীপের সাগর অপেক্ষাও দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। এই শাকদ্বীপ ক্ষীরসাগরে পরিবেষ্টিত, তথায় কতিপয় পবিত্র জনপদসকল অধিষ্ঠিত আছে। তত্রত্য মনুষ্যগণ কদাচ অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয় না, তাহারা সকলেই তেজ ও ক্ষমাসম্পন্ন। ঐ স্থানে দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় না। হে মহারাজ! আমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, বলুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, এক্ষণে উহা বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর।"

শাকদ্বীপের বিস্তৃত-বৃত্তান্ত

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শাকদ্বীপে মণিবিভূষিত সাতটি পর্ব্বত ও নানারত্নের আকর [উৎপত্তিস্থান] নদীসকল প্রবাহিত আছে। তথায় সমস্ত বিষয়ই গুণসম্পন্ন ও অতি পবিত্র দেবর্ষিগণসেবিত মহাগিরি মেরুই সর্ব্বপ্রধান। উহার পশ্চিমে মলয় পর্ব্বত বিস্তীর্ণ আছে, সেই পর্ব্বত হইতে মেঘসকল সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বদিকে জলধারনামক এক বৃহৎ পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থান হইতেই সলিল গ্রহণপূর্ব্বক বর্ষাকালে বর্ষণ করেন। তাহার পর অতি উন্নত রৈবতকপর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে; ভগবান ব্রহ্মার আদেশানুসারে তথায় রেবতীনক্ষত্র নিত্য আকাশে উদিত হয়। সুমেরুর উত্তরে অতি উন্নত, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল-উজ্জ্বলকান্তিসম্পন্ন শ্যামগিরি প্রতিষ্ঠিত আছে; এই পর্ব্বতের শ্যামবর্ণহেতু তত্রত্য মনুষ্যগণ শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তত্রত্য মনুষ্যগণ কিরূপে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। সকল দ্বীপেই গৌর, কৃষ্ণ ও তদুভয়ের মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এই গিরি হইতে শ্যামবর্ণ মাত্র হইয়া থাকে; এই জন্যই এই গিরি শ্যামগিরি

বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্যামগিরির পর অতি উন্নত দুর্গ-শৈল, তথায় কেশরসম্পন্ন [জটাযুক্ত-সিংহের মাথায় দুই ধারা দিয়া যে জটার মত বিলম্বিত থাকে, তাহাকে কেশর কহে] সিংহ জন্মগ্রহণ করে ও কুঙ্কুমবাহী সমীরণ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইসকল পর্ব্বতের বিস্তার উত্তরোত্তর দ্বিগুণ [একটির দ্বিগুণ অপরটি, তৎপরবর্ত্তী পর্ব্বত— পূর্ব্ববতী পর্ব্বতের দ্বিগুণ এই প্রকার।], এইসকল পর্ব্বতের মহামেরু, মহাকাশ, জলদ, কুমুদ, উত্তর, জলধার ও সুকুমার, এই সাতটি বর্ষ [বর্ষ-সমীপস্থ বিখ্যাত পর্ব্বত, উহাকে বর্ষপর্ব্বতও বলা হয়] আছে। রৈবতকপর্ব্বতের কৌমার বর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চনবর্ষ। কেদারপর্ব্বতের মোদকীবর্ষ এবং দুর্গ-শৈলের মহাপুরুষবর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার পর মহাপুমাননামে এক পর্ব্বত আছে; তাহার পরিমাণ জম্মুদ্বীপের তুল্য; সেই গিরি শাকদ্বীপের বেষ্টনরূপে বিদ্যমান। শাকদ্বীপে শাকনামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের অনুরূপ। প্রজাসকল ঐ বৃক্ষের উপাসক। ঐ পর্ব্বতে অতিপবিত্র জনপদসকল সন্নিবেশিত আছে। তত্রত্য মানবগণ ভগবান শঙ্করের আরাধনা করিয়া থাকে; সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ তথায় সতত গমন করেন। প্রজাসকল চারিবর্ণে বিভক্ত, দীর্ঘজীবী, ও স্ব স্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত; তথায় চোর-ভয় নাই, জরামৃত্যুর অধিকার নাই। যেমন বর্ষাকালে নদীসকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রজারাও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তথায় বহুশাখায় বিভক্ত গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, সীতা, কাবেরকা, মহানদী, মণিজলা, বংক্ষু ও বর্দ্ধনিকা, এই সকল নদী প্রবাহিত হইতেছে; ইহা ভিন্ন শতসহস্র পবিত্রসলিলা নদীও বর্ত্তমান আছে। সুরপতি সেইসমুদয়ের সলিল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেইসমস্ত নদীর নাম ও পরিমাণ করা নিতান্ত সুকঠিন। সেই স্থানে মৃগ, মশক, মানস ও মন্দগ—এই চারিটি জনপদ আছে। মৃগদেশে স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, মশকদেশে সর্ব্বকামপ্রদ পরমধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়েরা বাস করিয়া থাকেন, মানসাদেশ স্বধর্ম্মপরায়ণ সর্ব্বকামসম্পন্ন মহাবীর বৈশ্যগণের বাসস্থান এবং মন্দগদেশে ধর্ম্মশীল শূদ্রেরা বাস করে। সেইসকল স্থানে রাজা নাই, রাজদণ্ডের ভয় নাই এবং দণ্ডধারী পুরুষও নাই। তত্রত্য মানবগণ স্বধর্ম্মদ্বারা পরস্পরকে রক্ষা করেন। হে মহারাজ! সমধিক দীপ্তিশালী শাকদ্বীপের বিষয় এই পর্যন্ত কীর্ত্তন করিতে পারা যায়, আর এইসকল বিষয়ই শ্রোতব্য।"

১২শ অধ্যায়
কুশদ্বীপাদি বহুবিধ দ্বীপ-বর্ণনা

"হে মহারাজ! উত্তরদিকস্থ দ্বীপসমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐসমুদয় দ্বীপে ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, সূরাসমূদ্র ও জলসমূদ্র সন্নিবেশিত আছে। উক্ত দ্বীপসকলের পরিমাণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ এবং উহারা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। মধ্যমদ্বীপে মনঃশিলাময় [মুনছাল] গৌরপর্ব্বত আছে; পশ্চিমদ্বীপে নারায়ণের সখা কৃষ্ণপর্ব্বত; ভগবান কেশব স্বয়ং উহাতে দিব্যরত্নসমুদয় সংস্থাপন করেন। তিনি ঐ স্থানে প্রসন্ন হইয়া প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। কুশদ্বীপের অধিবাসী জনগণ কুশস্তম্ভের [খোঁটার

মত দণ্ডায়মান মিলিত কুশরাশির] ও শাল্মলীদ্বীপস্থ ব্যক্তিরা শান্মলীর [শিমুলবৃক্ষের] অর্চনা করিয়া থাকে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসী চারিবর্ণ নিরন্তর রত্ননিকরপরিপূর্ণ মহাক্রৌঞ্চগিরির উপাসনা করিয়া থাকে।

"হে মহারাজ! কুশদ্বীপের প্রথম পর্ব্বত গোমন্ত, ঐ গিরি সর্ব্বধাতুতে রঞ্জিত ও বিদ্রুমে সমাকীর্ণ; ঐ পর্ব্বতে কমললোচন প্রভু নারায়ণ মুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গত হইয়া সতত বাস করেন। দ্বীপের দ্বিতীয় পর্ব্বত হেমময় হেমগিরি; তৃতীয় দ্যুতিমান কুমুদপর্ব্বত; চতুর্থ পুষ্পবান; পঞ্চম কুশেশয়; ষষ্ঠ হরিপর্ব্বত। এই ছয়টি পর্ব্বতোত্তম কুশদ্বীপে অধিষ্ঠিত আছে, উহাদের পরস্পরের দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। কুশদ্বীপের প্রথম বর্ষের নাম ঔদ্ভিদ; দ্বিতীয় বর্ষ বেণুমণ্ডল; তৃতীয় সুরথাকার; চতুর্থ কম্বল; পঞ্চম ধৃতিমৎ; ষষ্ঠ প্রভাকর; সপ্তম কাপিল। এই সাতটি বর্ষ প্রধান। এই সমুদয় বর্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ সতত আনন্দিতচিত্তে বিহার করিয়া থাকেন। এইসকল স্থানের অধিবাসী অল্পায়ু হয় না; এইসকল স্থানে দাসু বা ম্লেচ্ছজাতির সম্পর্ক নাই; ঐ বর্ষসমূদয়ের মানবগণ গৌরবর্ণ ও সুকুমারকলেবর।

"হে কুরুরাজ! এক্ষণে অন্যান্য দ্বীপের বৃত্তান্ত আমার জ্ঞানানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চনামে মহাপর্ব্বত আছে। ক্রৌঞ্চের পর বামন, তাহার পর অন্ধকারক, তৎপরে মৈনাক, তদনন্তর গোবিন্দ, গোবিন্দের পর নিবিড়পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। এইসমস্ত পর্ব্বতের পরস্পর দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ঐসকল পর্ব্বতে যে যে দেশ আছে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;-ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে কুশলদেশ ও বামনপর্ব্বতে মনোনুগদেশ, তাহার পর উষ্ণদেশ, তাহার পর প্রাবরকদেশ, তাহার পর অন্ধকারকদেশ, তাহার পর মুনিদেশ, মুনিদেশের পর দুন্দুভিস্বনদেশ প্রতিষ্ঠিত আছে। দুন্দুভিস্বনদেশ সিদ্ধ ও চারণগণে সমাকীর্ণ তত্রত্য সমুদয় অধিবাসিগণ প্রায় শুক্লবর্ণ। হে মহারাজ! যেসকল দেশের উল্লেখ করিলাম, তৎসমুদয় দেব ও গন্ধর্ব্বগণের নিবাসভূমি।

"পুষ্কর দ্বীপে প্রভূতমণিরত্নসম্পন্ন পুষ্করনামে এক পর্ব্বত আছে। ভগবান প্রজাপতি স্বয়ং তথায় বাস করেন; দেব ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাক্যদ্বারা নিত্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বিবিধ রত্নজাত সমুৎপন্ন হয়। হে ভূপাল! যে সকল দ্বীপের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ঐসমুদয় দ্বীপস্থ প্রজাগণের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও আরোগ্য প্রশংসনীয়; তাহাদের আয়ুপ্রমাণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ এবং কর্ম্মও এক প্রকার, কিছুমাত্র ভেদ নাই। এইসকল দ্বীপের মধ্যে এক জনপদ আছে। সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ডধারণ করিয়া উক্ত দ্বীপসমুদয় রক্ষা করিয়া তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি মঙ্গলদায়ক রাজা, তিনি পিতা ও পিতামহ; তিনি কি জড়, কি পণ্ডিত, সমুদয় প্রজাগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই জনপদে প্রজাগণের সমীপে সুসিদ্ধ ভোজনদ্রব্যজাত স্বয়ং সমুপস্থিত হয়; তাহারা তাঁহাই ভক্ষণ করিয়া কালব্যাপন করে।

"শ্বেতদ্বীপের পর সমনামে চতুরস্র [চতুষ্কোণ] ত্রয়স্ত্রিংশৎ [তেত্রিশ] মণ্ডল [রাজ্য] দৃষ্ট হয়; ঐ স্থানে বামন, ঐরাবত, সুপ্রতীক প্রভৃতি লোকবিখ্যাত দিগ্‌গজগণ [দিকরক্ষক হস্তী] অবস্থিতি করে। দিগগজগণের পরিমাণ স্থির করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে মহারাজ! ঐ স্থানে দশদিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে; দিগগজগণ প্রফুল্ল কমলসদৃশ স্বস্ব শুণ্ডদ্বারা সেই বায়ু

গ্রহণ করিয়া অনবরত নিক্ষেপ করিতেছে। সেই দিগগজমুক্ত বায়ু এ স্থানে আগমন করিয়া প্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপসমুদয়ের বিষয় বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর প্রমাণ কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দ্বীপ-সমুদ্রের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে রাহুর পরিমাণ শ্রবণ করুন। রাহুগ্রহ মণ্ডলাকার; তাহার ব্যাস [বৃত্তের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মধ্যস্থলের ব্যবধান] দ্বাদশসহস্র যোজন ও পরিধি [বৃত্তের বহির্ভাগের বেষ্টনীর পরিমাণ ষট্‌ত্রিংশৎ [ছত্রিশ] সহস্র যোজন। অন্যান্য পুরাণবেত্তারা কহেন, রাহুর পরিমাণ ষটুসহস্র যোজন। চন্দ্রের ব্যাস একাদশসহস্র যোজন ও পরিধি ত্রিয়স্ত্রিশৎসহস্র যোজন; মতান্তরে তাহার পরিমাণ একোনষষ্টি[উনষাট্]সহস্র যোজন। সূর্য্যের ব্যাস দশসহস্র ও পরিধি ত্রিংশৎ [ত্রিশ] সহস্র যোজন; মতান্তরে তাহার পরিমাণ অষ্টশত [আটশত] যোজন। শীঘ্রগামী ভগবান্ সূর্য্যের পরিমাণ এইরূপ স্থির হইয়াছে।

হে রাজন! রাহু যথাকলে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে; চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর এই বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম। আপনি জ্ঞানচক্ষু; আমি আপনার আদেশানুসারে জগতের নির্ম্মাণপ্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি স্বয়ং শান্তিপক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে আশ্বাস প্রদান করুন। যে ক্ষত্রিয় এই ভূমিপর্ব্ব শ্রবণ করে, তাহার শ্রীলাভ, অর্থসিদ্ধি এবং আয়ু, বল ও তেজের বৃদ্ধি হয়। যে মহীপাল পর্ব্বাহে [পূর্ণিমাদি পুণ্যদিনে] সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, তাহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রীতিলাভ হয়। আমরা ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ ইহাতে বাস করিয়া যে প্রকারে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় আপনি শ্রুত হইয়াছেন।"

ভূমিপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৩শ অধ্যায়

ভগবদগীতাপর্ব্বাধ্যায়-ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞ, সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত ও চিন্তাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সহসা সমুপস্থিত হইয়া দীনবচনে কহিলেন, "মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করি। ভরতগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন; * [* পৃথিবীবিবরণ বলিতে বলিতে যুদ্ধের পূর্ব্বঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সঞ্জয় একবারে ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গসঙ্গতি এই যে—ভীষ্মবধবার্ত্তায় বিস্মিত ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ বাসনায় গীতার প্রথমেই প্রশ্ন করিবেন— 'ধর্ম্মক্ষেত্রে...কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়" ইত্যাদি। সেইখানেই সঞ্জয় অর্জ্জুনের বিষাদান্তে শঙ্খশব্দে যুদ্ধ ঘোষণা হইতে সমস্ত বীরবধাদি বৃত্তান্ত বর্ণন করিবেন।] যিনি যোদ্ধাগণের অগ্রগণ্য ও ধনুর্দ্ধরগণের আশ্রয়, আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; আপনার পুত্র যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া

দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত ও সমরশায়ী হইয়াছেন; যিনি কাশীনগরীর মহাযুদ্ধে সমবেত সমস্ত পৃথিবীপালকে একরথে পরাজিত করিয়াছিলেন, পরশুরাম যাহাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আজি সেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে সংহারপ্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্রের ন্যায়, স্থৈর্য্যে গিরীন্দ্রর [হিমালয়ের] ন্যায়, সহিষ্ণুতায় [সহ্যগুণে] পৃথিবীর ন্যায় ও গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, আজি সেই ভীষ্ম বাণদন্ত [যাহার দন্ত সুতীক্ষ বাণতুল্য], ধনুর্ব্বক্ত্র [যাঁহার মুখের হাঁ ধনুকতুল্য প্রসারিত—ভয়াবহ], খড়্গজিহ্ [যাঁহার জিহ্বা তরবারীর মত লকলকে], দুরাসাদ [অন্যের অনাক্রমণীয়], নরসিংহ [পুরুষশ্রেষ্ঠ] পঞ্চালপুত্রের হস্তে নিপাতিত হইলেন। পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া সিংহভীত গোসমূহের ন্যায় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পমান হইয়াছিল, আজি সেই বীরঘাতী মহাবীর ভীষ্ম দশরাত্র আপনার সেনাগণকে রক্ষা ও দুষ্কর কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তপ্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধচিত্তে সহস্র-সহস্র শরবর্ষণ করিয়া দশদিকে দশকোটি যোদ্ধাকে নিঃশেষিত করিয়াছেন, আজি সেই ভীষ্ম দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায় [দুষ্ট পরামর্শে] অযোগ্য ব্যক্তির ন্যায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন [বায়ুদ্বারা ভগ্ন] তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।"

১৪শ অধ্যায়

ভীষ্মনিধনশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের ত্রাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! বাসবসদৃশ [ইন্দ্রতুল্য] কুরুচূড়ামণি [কুরুকুলের মুকুটস্বরূপ] ভীষ্ম কি প্রকারে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন? যে দেবকল্প বীর পিতার নিমিত্ত [অভিপ্রায়ে] ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণ সেই ভীষ্মের অভাবে কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সেই মহাপ্রাজ্ঞ, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাত্মা ভীষ্ম নিহত হওয়াতে তাহাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছে? সেই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীরকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত কাতর হইতেছে। হে সঞ্জয়! তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলে কাহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, কাহারা পুরোবর্ত্তী [অগ্রবর্ত্তী] ছিল, কাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, কোন সকল [কোন কোন] বীর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল এবং সেই মহারথ অরিসৈন্যে প্রবেশ করিলে কোন শৌর্য্যশালী পুরুষেরাই বা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়াছিল? যেমন দিবাকর তমোরাশি [অন্ধকার] বিনষ্ট করেন, সেইরূপ যে মহাবীর পরসৈন্য [বিপক্ষ সৈন্য—শত্রুসেনা] পর্য্যাহত [বিনাশ] করিয়াছিলেন ও শত্রুগণের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক দুস্তর [দুঃসাধ্য] কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছেন, কোন দুর্দ্ধর্ষ কৃতী [কার্য্যকুশল] আজ সেই ভীষ্মকে নিবারিত করিয়াছে? তুমি কি নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলে?

"হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কি প্রকারে শান্তনুনন্দনকে সমরে নিবারিত করিল? যুধিষ্ঠির কি প্রকারে সেই সেনান্তক [সেনাগণের যমস্বরূপ—সৈন্যবিনাশক], বাণদন্ত, তরস্বী বিস্তৃতানন, ভীষণমূর্ত্তি, শত্রুসৈন্যের গ্রাসকারী, খড়্গজিহ্ব, দুর্দ্ধর্ষ, অসামান্য পুরুষবর, হ্রীমান্ [লজ্জাশীল], অপরাজিত, উগ্রধন্বা [ভীষণ যোদ্ধা], প্রধান রথারোহী, পরমস্তকচ্ছেদী [শত্রুর

মস্তকচ্ছেদনকর্ত্তা] ভীষ্মকে নিবারিত করিল? পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত ও কালাগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ দেখিয়া মৃত্যুগ্রস্তের ন্যায় হস্ত-পদ বিক্ষেপ করিত; তিনি দশ রাত্র পরসৈন্যগণকে আক্রমণ ও দুষ্কর কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যে পুরুষ ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয় শরনিকর [বাণসমূহ] বর্ষণপূর্ব্বক দশ দিনের যুদ্ধে দশকোটি যোদ্ধা নিহত করিয়াছিলেন, তিনি আজি আমার দুষ্টমন্ত্রণায় অযোগ্যরূপে [অন্যায়ভাবে] নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।

"হে সঞ্জয়! পাঞ্চালাদিগের সেনাগণ কি প্রকারে ভীষণাপরাক্রম ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইল, পাণ্ডবগণ কি প্রকারে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিল, দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে, ভীষ্ম কি নিমিত্ত জয়ী হইতে পারিলেন না, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য সন্নিহিত [নিকটে বিদ্যমান] থাকিতে যোদ্ধৃপ্রধান ভীষ্ম কি নিমিত্ত নিধনপ্রাপ্ত হইলেন এবং পাঞ্চালপুত্র শিখণ্ডী কি প্রকারে দেবগণের দুরাক্রম্য সেই অতিরথ ভীষ্মকে সমরে সংহার করিল?

"যিনি সংগ্রামকালে প্রতিনিয়ত মহাবল পরশুরামের সমক্ষেও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেন, যিনি পরশুরামকর্ত্তৃক অপরাজিত ও ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, সেই ভীষ্ম কি প্রকারে নিহত হইলেন, বল; আমরা তাঁহার মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছি। আমাদের কোন সকল মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই? কোন সকল বীর দুর্য্যোধনের আদেশ অনুসারে ভীষ্মকে পরিবৃত [বেষ্টন] করিয়াছিলেন? শিখণ্ডীপ্রভৃতি সকলে যখন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিয়াছিল, তখন কৌরবগণ কি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? আমার হৃদয় প্রস্তরময় ও নিতান্ত কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই নিমিত্তই পুরুষোত্তম ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও তাহা বিদার্ণ হইতেছে না। যে দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ অপ্রমেয় সত্য, মেধা, অস্ত্র ও নীতির আশ্রয়, তিনি আজ কি প্রকারে নিহত হইলেন? ভীষ্মরূপ সমুন্নত মহামেঘ, মৌর্ব্বীগর্জ্জন, ধূনধ্বনিরূপ [ধনুকের টঙ্কারশব্দরূপ] পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের উপর বাণরূপ বারিধারা বর্ষণপূর্ব্বক দানবান্তকারী দেবরাজের ন্যায় অরাতিরথ [শত্রুর পক্ষে প্রধান যোদ্ধা] সমুদয় নিপাতিত করিয়াছেন। অস্ত্রসকল সাগর, শরনিকর জলজন্তু, কার্ম্মুকসকল উর্ম্মি, গদা ও খড়্গসকল মকর, গজ ও তুরঙ্গ আবর্ত্ত, পদাতিসকল মৎস্য, শঙ্খদুন্দুভধ্বনিসকল তরঙ্গশব্দ; এই সাগরের ক্ষয় নাই; ইহাতে দ্বীপ নাই ও ভেলাও নাই; যে পরবীরবিনাশী [শত্রুপক্ষীয় বীরগণের বধকারী] ভীষ্ম তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথসমুদয় এই দুষ্পার সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন, যাহার কোপ অনলের ন্যায় ও যাহার তেজে শত্রুগণ পরিতাপিত [পরিত্যাগ প্রাপ্ত] হয়, বেলাভূমির সাগররোধের [তীর অতিক্রম করিয়া উপরে জল উঠিতে বাধাদানের] ন্যায় কোন সকল বীর তাঁহাকে অবরুদ্ধ [রুদ্ধগতি — আটক] করিয়াছিল?

"শত্রুবিনাশন ভীষ্ম যখন দুর্য্যোধনের হিতার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কাহারা তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়াছিলে, কাহারা তাঁহার দক্ষিণ দিক্ রক্ষা কিরয়াছিল, কাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠভাগে শত্রুগণকে নিবারণ করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার অগ্রভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার উভয়চক্র [অগ্রভাগ] রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার বামচক্রে অবস্থান করিয়া সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিয়াছিল, কাহারা অতি দুর্গম

পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা অতি দুর্গতি ভোগ করিয়া পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সৈন্যদলে অবস্থান করিয়া পর-বীরগণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! বীরগণ ভীষ্মকে কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছিল এবং বীরগণই বা ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই? পাণ্ডবগণ কিরূপে হিরণ্যগর্ভসদৃশ [ব্রহ্মার তুল্য] ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

"কৌরবগণ যে দ্বীপের [দুর্গম সমুদ্ররূপ ভীষ্মের] আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তাহার নিমজ্জনসংবাদ [জলমগ্ন হওয়ার কথা] কহিতেছ; আমার প্রচুরবলসম্পন্ন পুত্র যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে গণনা করিত না, শত্রুগণ কি প্রকারে তাহার প্রাণসংহার করিল? পূর্ব্বে দেবগণ দানবসংহারসময়ে [দৈত্যবধকালে] যে মহারথ যুদ্ধদুর্ম্মদ ভীষ্মের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, যে পুত্রের জন্মগ্রহণে ভুবনবিখ্যাত শান্তনু শোক, দৈন্য ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি কি প্রকারে কহিতেছ, সেই ভুবনবিখ্যাত, প্রধান আশ্রয়, প্রাজ্ঞ, স্বধর্ম্মনিরত, শৌচাচারপরায়ণ [পবিত্র আচারনিষ্ঠ], বেদবেদাঙ্গের [ঋক্, যজু সাম ও অথর্ব্ববেদের এবং শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের] তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন? সর্ব্বাস্ত্রে সুশিক্ষিত, শান্ত, দান্ত, মনস্বী শান্তনুনন্দন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, অবশিষ্ট সমুদয় বলও নিহত হইয়াছে। যখন পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ গুরুকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছে, তখন বোধহয়, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মের বলই অধিক। পূর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিৎ [সমগ্র অস্ত্রে অভিজ্ঞ] পুরশুরাম অম্বার নিমিত্ত সমরোদ্যত হইয়া যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, পুরন্দরের সমকক্ষ ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য সেই ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ কহিতেছ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যিনি পরবীরঘাতী [শত্রুপক্ষীয় বীরনিহন্তা] ক্ষত্রিয়ান্তকারী [ক্ষত্রিয়গণের নিঃশেষে সংহারক] জমদগ্ন্যের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্ম আজি শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন। অতএব দ্রুপদানন্দন শিখণ্ডী তেজ, বীর্য্য ও বলে মহাবীর্য্য পরশুরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিখণ্ডী যখন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ভীষ্মকে সংহার করে, তখন কোন সকল বীর অনুগমন করিয়াছিল?

"হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের কি প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, কীর্ত্তন কর। আজি আমার পুত্রের সেনা অনাথা যোষার ন্যায়, গোপহীন গোকুলের [গোগণের] ন্যায় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেখ, সমরকালে সমুদয় লোকের পৌরুষ [পুরুষত্ব] যাঁহার উপর নির্ভর করে, সেই ভীষ্ম পরলোকগত হওয়াতে আমাদের মন কি প্রকার হইয়াছে! আর তিনি জীবিত থাকিতেই বা আমাদের কিরূপ সামর্থ্য ছিল! অগাধ সলিলে নৌকা মগ্ন হইলে যেরূপ দুঃখ হয়, বোধকরি আমার পুত্রগণ মহাবীর্য্য ভীষ্মকে নিহত দেখিয়া সেইরূপ শোকাকুল হইতেছে। পুরুষোত্তম ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন উহা পাষাণময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে অস্ত্র ও নীতি ও মেধা অপ্রমেয়, আজি সেই ভীষ্ম রণক্ষেত্রে কিরূপে বিনষ্ট হইলেন? যখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন, তখন কালই মহাবীর্য্যসম্পন্ন ও সকল লোকের

দুরতিক্রমণীয়। কেহই অস্ত্র, শৌর্য্য, তপ, মেধা, ধৃতি বা ত্যাগদ্বারা মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না; আমি পুত্রশোকে অভিভূত হইলেও দুঃখচিন্তা না করিয়া ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

"হে সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন ভীষ্মকে আদিত্যের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি কিরূপ হইয়াছিলেন? আমি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, আত্মীয় ও পরকীয় [পরপক্ষীয়] মহীপালগণের সৈন্য কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না। ঋষিগণ অতি নিদারুণ ক্ষত্রধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই [সেই জন্য] পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন; অথবা আমরাই তাঁহাকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভে ইচ্ছা করিতেছি। ক্ষত্রিধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ নাই; সাতিশয় কষ্টজনক আপৎকাল উপস্থিত হইলে আর্য্যগণের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

"হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কি প্রকারে সেই মহাবলপরাক্রান্ত অপরাজিত [অজেয়] ভীষ্মকে প্রতিরুদ্ধ [নিবারিত] করিয়াছিল, সেনাসকল কি প্রকারে সংযোজিত [বিন্যস্ত] হইয়াছিল, মহাত্মাগণ [প্রবীণ বীরগণ] কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কুরুকুলপিতামহ ভীষ্ম শত্রুহস্তে কি প্রকারে যুদ্ধ বিনাশিত হইলেন, তিনি নিহত হইলে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও শাঠ্যপরায়ণ [শঠতায় অভ্যস্ত] দুঃশাসন কি কহিয়াছিল, যুদ্ধবিশারদ দুরাত্মা ধূর্ত্তগণ নর, বাণর [হস্তী] ও বাজি [অশ্ব] গণের শরীরে আস্তীর্ণ [বাহনার্থ সজ্জিত], শর, শক্তি, মহাখড়্গ ও তোমরসঙ্কুল অতি ভীষণ সংগ্রামসভায় [যুদ্ধক্ষেত্রে] প্রবেশ করিলে ভীষ্ম ভিন্ন আর কোন যোদ্ধারা সেই যুদ্ধরূপ প্রাণদ্যূতে [প্রাণপণে—জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া] ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং শরাবদ্ধ, নিপাতিত ও পরাজিত হইয়াও জয়যুক্ত হয়, বল? সংগ্রামভূষণ [যুদ্ধপ্রিয়—যুদ্ধনিপুণ] ভীষণকর্ম্ম ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার আর শান্তি নাই। আমার হৃদয়ে পুত্রবিয়োগজনিত [পুত্রবিয়োগতুল্য] যে শোকানল সমুথিত হইয়াছে, তুমি যেন তাহা ঘৃতদ্বারা উদ্দীপিত করিতেছ। সকললোকবিখ্যাত [সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ] যে পুরুষ মহদ্‌ভার [গুরুভার] গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া যে প্রকার পরিতাপ করিতেছে, তাহা শ্রবণ করিব। অতএব সেই সংগ্রামে যাহা কিছু ঘটনা হইয়াছে, তৎসমুদয় বর্ণন কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বুদ্ধিতে নীতিযুক্ত বা নীতিবহির্ভূত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, জয়লাভসমুৎসুক [জয়লাভে উন্মুখ] কৃতাস্ত্র ভীষ্ম সকল তেজোযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের যে ব্যক্তি যে সমরে যাহার সহিত যে প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছে, তৎসমুদয় নিঃশেষে কীর্ত্তন কর।"

১৫শ অধ্যায়
সঞ্জয়কর্ত্তৃক যুদ্ধবৃত্তান্তবর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা আপনার উপযুক্ত বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনে দোষারোপ করা আপনার উচিত নয়; যে মনুষ্য আপনার দুশ্চরিত্রনিবন্ধন [দুষ্টস্বভাব জন্য] অশুভ ভোগ করে, অন্যর প্রতি সেই পাপের আশঙ্কা করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন! যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল লোকের

বধ্য হয়। পাণ্ডব ও তাঁহাদের অমাত্যগণ আপনাদিগের অনুষ্ঠিত শঠতা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াও কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় অরণ্যমধ্যে দীর্ঘকাল উহা সহ্য করিয়াছেন।

"মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগবলে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অমিততেজাঃ ভূপতিগণের যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন; শোকে মনোনিবেশ করিবেন না, এক্ষণে যেরূপ ঘটিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছি। অতএব যাহার প্রসাদে আমি দিব্যজ্ঞান [দৈবলব্ধ বোধশক্তি], অতীন্দ্রিয় [চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত] দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরিচিত্ত-বিজ্ঞান [অন্যের মনোগত বিষয়ের বোধ], উৎকৃষ্ট আকাশগতি, শাস্ত্রবহিষ্কৃত [শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনকারী] ব্যক্তিদিগের উৎপত্তির কারণজ্ঞান, অতীত ও অনাগত [ভবিষ্যৎ] বৃত্তান্তের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং যে মহাত্মার বরদানে অস্ত্রসমূহের অস্পৃশ্য [অবধ্য] হইয়াছি, এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান পরাশরনন্দনকে নমস্কার করিয়া ভরতগণের সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিস্তারে [সবিস্তার—বিস্তারপূর্ব্বক] কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

"সেই সমুদয় সেনা বিধানানুসারে ব্যূহিত্য [অযুদ্ধনীতি অনুযায়ী ব্যূহরচনায় রক্ষিত] ও সযত্ন [যুদ্ধার্থ যত্নবান] হইলে দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে কহিলেন, "হে দুঃশাসন! তুমি শীঘ্র ভীষ্মের রক্ষাকারী রথীসকল যোজনা করিতে ও সেনাগণকে সজ্জীভূত হইতে আদেশ কর। চিরাকাঙ্ক্ষিত সসৈন্য পাণ্ডব ও কৌরবগণের সমাগম [যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইবার সময়] সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করা ব্যতিরেকে আর কার্য্য নাই; তিনি রক্ষিত হইলে পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিবেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা কহিয়াছেন যে, "আমি শিখণ্ডীকে বধ করিব না; শুনিয়াছি, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল; অতএব সংগ্রামকালে আমি উহাকে পরিত্যাগ করিব।" সেই নিমিত্ত আমার মতে আমার পক্ষের সমুদয় বীর ভীষ্মকে বিশেষরূপে রক্ষা ও শিখণ্ডীর প্রাণসংহারে যত্নবান হউক এবং সর্ব্বাস্ত্রকুশল প্রাচ্য, প্রতীচ্য, দক্ষিণাত্য ও উদীচ্যগণও পিতামহকে রক্ষা করুক; অরক্ষিত হইলে মহাবল সিংহও শৃগালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়; আমরা যেন সিংহরূপ ভীষ্মকে শৃগালরূপ শিখণ্ডীর হস্তে নিপাতিত না করি। হে দুঃশাসন! যুধামন্যু বামচক্রে ও উত্তমৌজা দক্ষিণচক্রে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছে; আবার অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছে, এইরূপ সুরক্ষিত ও ভীষ্মের পরিহার্য্য শিখণ্ডী যাহাতে ভীষ্মকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ না হয়, তাহাই কর।' "

১৬শ অধ্যায়
উভয়পক্ষের যুদ্ধসজ্জা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে ভুপালগণের 'সাজ সাজ' শব্দে, শঙ্খ ও দুন্দুভির বাদ্যে, সেনাগণের সিংহনাদে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, রথনেমির ঘর্ঘরঘোষে, মাতঙ্গের বৃংহিতে ও যোদ্ধাগণের ব্যাহ্বাস্ফোটন[স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বাহুর উপর সশব্দ করতলের আঘাত] শব্দে দশদিক আকুলিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ানন্তর উভয়পক্ষের সৈন্যগণ, দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচসকল নয়নগোচর হইতে লাগিল। সুবর্ণমণ্ডিত হস্তিসকল চপলাসনাথ [সবিদ্যুৎ] জলধরের ন্যায়, সৈন্যগণপরিবৃত রথনিকর নানাবিধ নগরের ন্যায় ও পিতামহ ভীষ্ম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, দেখিলাম। অনন্তর শরাসন, ঋষ্টি, খড়্গ, গদা,

শক্তি, তোমর ও অন্যান্য শুভ্রবর্ণ প্রহরণসমূহে [অস্ত্রশস্ত্র] শোভিত যোদ্ধাসকল শতসহস্র গজ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ বাগুরাকারে [জালের মত— যেন বিপক্ষের সেই সৈন্যরূপ পাশে আবদ্ধ হয়-এইরূপ ভাবে] অবস্থান করিতেছে; উভয়পক্ষের নানাবিধ দীপ্তিমান ধ্বজদণ্ডসকল সমুত্থিত হইয়াছে; কাঞ্চন-মণিভূষিত সহস্র-সহস্র ধ্বজপটসকল জ্বলন্ত অনলের ন্যায়, অমরাবতীস্থ শুভ্রবর্ণ ইন্দ্রপতাকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; সমরাভিলাষী সন্নদ্ধ [উদ্যমের সহিত সজ্জিত] বীরপুরুষেরা সমুৎসুকচিত্তে ঐ সকল পতাকা নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঋষভাক্ষ [বৃষভনেত্র] প্রধানযোদ্ধারা বিচিত্র কবচ, আয়ুধ, তল [দস্তানা] ও তূণীর ধারণ করিয়া সেনামুখে [রণক্ষেত্রেসৈন্যগণের সম্মুখে] শোভা পাইতেছেন। সুবলনন্দন শকুনি, শল্য, অবন্তিরাজ, বিন্দ, অনুবিন্দ, কেকয়গণ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কলিঙ্গরাজ, শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, বৃহদ্বল, কৌরব, সাত্বত, কৃতবর্ম্মা ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্রগণ স্ব স্ব সৈন্যে অবস্থান করিতেছেন; এই সকল অক্ষৌহিণীপতি মহারথগণ কৃষ্ণাজিন পরিধানপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মলোকগমনে [ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গযাত্রায়] দীক্ষিত হইয়া দশ অক্ষৌহিণী পরিগ্রহ করিয়াছেন। সেনাপতি ভীষ্ম এক আক্ষৌহিণী মহাসেনাসমভিব্যাহারে সকলের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তিনি শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত ছত্র ও শ্বেত কবচ ধারণ করিয়া সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভামান হইলেন। কুরু ও পাণ্ডব রাজতময় [রৌপ্যনির্ম্মিত] রথে অবস্থিত হেমনির্ম্মিত তালধ্বজশোভিত [তালতরুপরিমাণ উচ্চ সুবর্ণধ্বজে শোভিত] ভীষ্মকে শ্বেতমেঘসমারূঢ় শীতাংশুর [শুভ্র মেঘমধ্যস্থ চন্দ্রের] ন্যায়। অবলোকন করিতে লাগিলেন; যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণ জৃম্ভমাণ [হাইতোলায় বিস্তৃত বদন] মহাসিংহকে সন্দর্শন করিয়া ভীত হয়, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আপনার এই শোভাশালী একাদশ ও পাণ্ডবগণের মহাপুরুষপালিত [রণনিপুণ বীরদ্বারা চালিত] সপ্ত অক্ষৌহিণী উন্মত্তমকরাবর্ত্তযুক্ত [মত্ত মকরাকীর্ণ জলঘূর্ণিযুক্ত], মহাগ্রাহ [ভীষণ কুম্ভীর] সমাকুল, যুগান্তকালীন সমবেত সাগরদ্বয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহারাজ! যেরূপ কৌরবগণের সৈন্যসকল একত্র সমবেত হইয়াছে, আমি ঈদৃশ সৈন্যসমবায় [সেনানিবেশ—সৈন্যসজ্জা] কখনো নয়ন বা শ্রবণগোচর করি নাই।”

১৭শ অধ্যায়
বিয়সূচনা-কর্ণের ভীষ্ম ঈর্ষা

“মহারাজ! ভগবান বেদব্যাস যে প্রকার কহিয়াছিলেন, ভূপালগণ সেই প্রকার একত্র হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। ঐ দিন চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে [মঘা নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ; মৃত পিতৃগণের বাসস্থান চন্দ্রলোকে। চন্দ্রের মঘামিলনদিনে যুদ্ধারম্ভে ইহাই সূচিত হয় যে বীরগণের পিতৃলোকে গতি হইবে—যুদ্ধে মৃত্যু ঘটিবে।] গমন করিয়াছিলেন। দীপ্যমান সপ্তমহাগ্রহ [গ্রহলোক হইতে অন্তরীক্ষে সাতটি মহাগ্রহ স্খলিত হইয়াছিল। রাহু ও কেতু দুইটি উপগ্রহ, মূল গ্রহ রবি-আদি সপ্ত, উক্ত দুইটি উপগ্রহ লইয়া নবগ্রহ সংজ্ঞা।] আকাশে পতিত হইয়াছিল এবং প্রজ্বলিত শিখাসমুপেত দিবাকর যেন দ্বিধাভূত [দুই ভাগে বিভক্ত—

দুইটি সূর্য্য] হইয়া সমুদিত হইয়াছিলেন। মাংসশোণিতপ্রিয় গোমায়ু ও বায়সগণ শরীরভিক্ষণে লোলুপ হইয়া প্রদীপ্ত দিগ্বিভাগে [চতুর্দ্দিকে] শব্দ করিতে লাগিল। কুরুপিতামহ ভীষ্ম ও অরিনিসূদন দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সংযত হইয়া 'পাণ্ডবগণের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, আপনার নিমিত্ত যে প্রকার প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, তদনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন।

"ভীষ্ম প্রথমে সমুদয় মহীপালগণকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, 'হে ক্ষত্রিষগণ! সংগ্রামই স্বর্গগমনের অনাবৃত [খোলা]দ্বারা; এই দ্বার আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন করা। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও মৃগ ঈদৃশ কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া পরমস্থানে গমন করিয়াছেন। ব্যাধিদ্বারা গৃহে প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম, শস্ত্রদ্বারা মৃত্যুই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।"

"মহীপালগণ৷ ভীষ্মের বাক্যাবসানে রথারোহণ করিয়া স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে গমন করিলেন। কিন্তু হে নৃপ! বিকর্ত্তননন্দন কর্ণ তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণকে ভীষ্মনিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন। কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভূপাল ও আপনার পুত্রগণ সিংহনাদে দশদিক মুখরিত [ধ্বনিত] করিতে লাগিলেন; সৈন্যসকল শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, গজ, বাজী, রথ ও পদাতিদ্বারা সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিল। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথনেমির নিনাদে মেদিনীমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল। মহারথগণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ ও কেয়ুরদ্বারা অগ্নিমান [আগ্নেয়-প্রজ্বলিত অগ্নিযুক্ত] পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বিমল আদিত্যসদৃশ কুরুচমূপতি [কুরুসেনাপতি] পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চতারামণ্ডিত [পাঁচটি তারকচিহ্নিত] তালকেতু [পতাকাযুক্ত তালপ্রমাণ তরুর ন্যায় উচ্চ ধ্বজ] দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার মহাধনুর্দ্ধর ভূপালগণ। ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে যথাস্থানে অবস্থান করিলেন। গোবাসনদেশীয় রাজা শৈব্য পতাকাশোভিত কবিরাজে আরোহণ করিয়া রাজগণসমভিব্যাহারে গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা সিংহলাঙ্গুলকেতু [সিংহপুচ্ছে চিহ্নিত পতাকাযুক্ত] রথে আরোহণপূর্ব্বক সকলের অগ্রসর হইয়া গমন করিলেন; শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ, এই সাত মহাধনুর্দ্ধর উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ ও রথে আরোহণ করিয়া অশ্বত্থামার অনুসরণক্রমে ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগের অত্যুন্নত সুবর্ণময় ধ্বজসকল রথসমূহ অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। আচার্য্যপ্রধান দ্রোণের ধ্বজ, সুবর্ণময় বেদী ও কমণ্ডলুভূষিত এবং শরাসনযুক্ত পরিদৃশ্যমান হইল। অনেক শতসহস্র সেনাসমবেত দুর্য্যোধনের মণিময় ধ্বজ নাগচিহ্নে [হস্তিচিহ্নে] শোভিত হইতে লাগিল। কলিঙ্গদেশবাসী, পৌরব, কাম্বোজ ও সুদক্ষিণগণ এবং ক্ষেমধন্বা ও শল্য দুর্য্যোধনের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মগধরাজ বৃষভধ্বজভূষিত মহামূল্য রথে আরোহণপূর্ব্বক শারদমেঘসদৃশ [শরৎকালের মেঘতুল্য] পূর্ব্বদেশীয় সেনাগণের অগ্রগ [অগ্রগামী] হইয়া শত্রুসমূহের অভিমুখে গমন করিলেন; অঙ্গপতি বৃষকেতু ও মহানুভব কৃপাচার্য্য সেই সৈন্যগণের রক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি যশস্বী জয়দ্রথ রাজতময় বরাহকেতু[শূকরচিহ্ন]দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন; শতসহস্র রথ, অষ্টসহস্র হস্তী ও ছয়-অযুত অশ্বারোহী তাঁহার বশবর্ত্তী ছিল; তিনি অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক অনন্তরথনাগাশ্বসঙ্কুল [অগণিত রথ, গজ ও অশ্বগণযুক্ত] মহৎ সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গরাজ

ষষ্টিসহস্র রথ এবং যন্ত্র, তোমার, তূণীর ও পতাকপরিশোভিত পর্ব্বতসঙ্কাশ অযুত নাগ, পাবকধ্বজ, শ্বেতচ্ছত্র, উরোভূষণ [বক্ষের অলঙ্কার], চামর ও ব্যজনে শোভমান হইয়া গমন করিলেন। মহাবীর কেতুমান বিচিত্র অঙ্কুশযুক্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মেঘারূঢ় ভানুমানের [সূর্য্যের] ন্যায় তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তেজস্বী ভগদত্তও দেবরাজের ন্যায়। সেই হস্তীতে আরোহণ করিলে তাঁহার সদৃশ ও কেতুমানের সমকক্ষ বিন্দ ও অনুবিন্দ গজস্কন্ধে সমারূঢ় হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, বাহ্লিক ও কৃপাচার্য্যকর্ত্তৃক বিরচিত ব্যূহ হস্তিরূপ অঙ্গ, ভূপালরূপ মস্তক ও অশ্বরূপ পক্ষে সুশোভিত হইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে গমন করিতে [পাখীর ন্যায় উর্দ্ধে উৎপতিত হইতে] লাগিল।”

১৮শ অধ্যায়
মুখ্যসেনাসজ্জা—ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষা

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল পরেই হৃদয়কম্পন [হৃৎকম্পকারী] তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; ক্ষণমাত্রেই শঙ্খ ও দুন্দুভির বাদ্য, মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের হ্রেষিত, যুদ্ধার্থিগণের গর্জ্জিত, রাথনেমির ঘর্ঘরঘোষে যেন ধারামণ্ডল বিদীর্ণ ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণ পরস্পর সমাগমে কম্পমান হইতে লাগিল। দেখিলাম, হিরণ্যভূষিত নাগ ও রথীসকল চপলাবিলাসিত [বিদ্যুৎযুক্ত] জলদজালের [মেঘের] ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্বীয় ও পরকীয়গণের কাঞ্চনময় অঙ্গদশোভিত জ্বলিতানলসদৃশ বহুবিধ ধ্বজ মহেন্দ্রগৃহনিবেশিত [ইন্দ্রপুরে প্রতিষ্ঠিত] শুভ্র মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভমান হইল, বীরগণ অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কবচে বিভূষিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইলেন। কুরুযোদ্ধাগণ বিচিত্র আয়ুধ, কার্ম্মুক ও মৌর্ব্বীত্রাণ [দস্তানা] ধারণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধার ঋষভক্ষগণ সেনামুখে গমন করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুর্বিষহ, দুঃশাসন, দুমুখ, দুঃসহ বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আর সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবা, শল ও তাঁহাদিগের অনুযায়ী বিংশতিসহস্র রথও ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষক হইল; অভীষাহ, শূর, সেন, শিবি, শাল্ব, বসতি, মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত্ত, কৈকেয়, সৌবীর, কৈতব এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই দ্বাদশ জনপদের বীরগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া রথপরম্পরায় পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; মাগধ ভূপতি দশসহস্র তরী কুঞ্জরসৈন্য লইয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন; সেই সৈন্যের মধ্যে ষষ্টিলক্ষ ব্যক্তি রন্থথমূহের চক্র ও হস্তিগণের পাদরক্ষা করিতে লাগিল এবং লক্ষ লক্ষ পদাতিক ধনু, চর্ম্ম, অসি, নখর [তীক্ষ্ণ নখাগ্রসদৃশ শর] ও প্রাস হস্তে করিয়া অগ্রে গমন করিল। হে রাজন! আপনার পুত্রের একাদশঅক্ষৌহিণী সেনা যমুনাসহ সঙ্গত জাহ্নবীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল।”

১৯তম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যসজ্জা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এই একাদশ অক্ষৌহিণী ব্যূহিত হইয়াছে দেখিয়াও মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহবেত্তা যুধিষ্ঠির কি প্রকারে অল্পসৈন্য লইয়া ভীষ্মের বিপক্ষে ব্যূহ রচনা করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! বৃহস্পতি কহিয়াছেন, শত্রুসৈন্য অপেক্ষা আপনার সৈন্য অল্প হইলে তাহাদিগকে বিস্তারিত ও অধিক হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া সংগ্রাম করিবে। অধিক সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে অল্প সৈন্যদিগকে সূচীমুখাকারে [ইহার নাম সূচীব্যূহ। যে স্থলে বিপক্ষ সৈন্য অধিক তথায় এইরূপ কর্ত্তব্য। এই ব্যূহে পিপীলিকাপংক্তির ন্যায় অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ সংহত, অর্থাৎ সমিলিত করিয়া সেনাসংস্থান করিতে হয়। সম্মুখভাগে বিপক্ষ সৈন্য প্রবল হইলে এইরূপ ব্যূহরচনা করা উচিত] সন্নিবেশিত করিবে। আমাদিগের সৈন্য শত্রু অপেক্ষাও অল্প; অতএব বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ব্যূহ রচনা কর।"

"ধনঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার নিমিত্ত বজ্রপাণিশিক্ষিত বজ্রাখ্য[ইহার নাম "বজ্র"ব্যূহ। কখনো সূচীব্যূহের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহত করিতে হয়, কখনো বিপক্ষের সমক্ষে যাহাতে বেশী বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভাবে ছড়াইয়া সাজাইতে হয় এবং প্রয়োজনবশে কখনো সূচীব্যূহের মত সৈন্য সাজাইতে হয়। বজ্রব্যূহে এই তিন প্রকার রচনারীতি অবলম্বনীয়।]নামে অচল [অটুট] ও দুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিতেছি। যিনি সমরে সমীরণের ন্যায় শত্রুগণের দুঃসহ, যুদ্ধোপায়বিচক্ষণ [যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ] যোদ্ধাদিগের অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আমাদের অগ্রযোদ্ধা [সমরের সম্মুখবর্ত্তী] হইয়া রিপুসৈন্যের তেজোরাশি বিনাশিত করিবেন। যেমন হীনবল মৃগসকল সিংহসন্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইবে। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ আমরা সেই প্রাকার [প্রাচীর—আবরণ] স্বরূপ যোধপ্রধান ভীমসেনকে আশ্রয় করিব। এই ভূমণ্ডলে এমন পুরুষ নাই যে, ভীমকর্ম্মী ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইলে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়।"

"মহাবাহু ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া সৈন্যগণকে যথোক্ত প্রকারে ব্যূহিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ স্তিমিত [চাঞ্চল্যরহিত—স্থির] ভাগীরথীর ন্যায় পাণ্ডবগণের মহতী সেনা কৌরবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে আরম্ভ করিল। যিনি বজ্রসারময়ী [বজ্রবৎ দৃঢ়] গদা গ্রহণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিলে সমুদ্রও শুষ্ক হইয়া যায়, সেই ভীমসেন সেনাপতিগণের অগ্রনেতা [অগ্রণী—প্রধান পরিচালক] হইলেন এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও রাজা ধৃষ্টকেতু ইহারাও অগ্রনেতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বিরাট এবং অক্ষৌহিণীপরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠির তাহার ভ্রাতা ও পুত্রগণসমভিব্যাহারে পৃষ্ঠগোপ্তা হইলেন। মহাদ্যুতি নকুল ও সহদেব ভীমসেনের চক্ররক্ষক [সৈন্যের চারিদিকের রক্ষক] হইলেন; অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভদ্রকগণসমীভব্যাহারে তাহাদিগের সকলকে রক্ষা

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রক্ষিত শিখণ্ডী ভীষ্মবধের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান হইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিলেন। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও মহাবীর চেকিতান অমাত্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহার চক্ররক্ষক হইলেন। ইঁহারা সকলেই আপনার সৈন্যগণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে রাজন! মহাবীর অর্জ্জুন, "ঐ সকল ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদ, উহারা আপনার অংশে রহিল।', ইহা ভীমসেনকে কহিলে পর পাণ্ডবসৈন্যসকল অনুকুল বাক্যে তাহাকে স্তব করিতে লাগিল।

"রাজা যুধিষ্ঠির সচল অচলের ন্যায় বৃহত্তর মত্তমাতঙ্গসমূহ সহকারে মধ্যম-সৈন্যে [মধ্যভাগস্থিত সৈন্যের রক্ষকরূপে] অবস্থান করিলেন। মহানুভব পাঞ্চালনন্দন যজ্ঞসেন অক্ষৌহিণীসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত পরাক্রান্ত বিরাটের অনুবর্ত্তী হইলেন; তাঁহাদিগের রথে আদিত্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সুবর্ণভূষিত, নানা চিহ্নশালী ধ্বজসকল শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগকে উৎসারিত করিয়া [সরাইয়া দিয়া] সভ্রাতৃক সপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের রথে একমাত্র কপিধ্বজ কৌরব ও পাণ্ডবগণের অন্যান্য সমুদয় ধ্বজ অতিক্রম করিয়া শোভমান হইল। বহু সহস্র পদাতিক ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অসি, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। মদস্রাবী, মহাবল, হেমজলজড়িত [স্বর্ণনির্ম্মিত পৃষ্ঠাবরণবস্ত্রে আবৃত], পদ্মগন্ধী [পদ্মতুল্য সুগন্ধ], দশ সহস্র বারণ [হস্তী] বর্ষণকারী মেঘ ও গমনশীল ভূধরের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুবর্ত্তী হইল।

"মনস্বী ভীমসেন পরিঘোপম [দীর্ঘ মুষলতুল্য] ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া মহাসৈন্য আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষসৈন্যের প্রতি গমনোন্মুখ হইলেন; তখন কোন যোদ্ধারই সাধ্য নাই যে, নিকটে গিয়া দিবাকরের ন্যায় দুষ্প্রেপ্রক্ষণীয় [দুর্দর্শ-অতি কষ্টে দর্শনযোগ্য] পরন্তপ ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। যে ব্যূহে ভয়ের লেশ নাই, সকল দিকেই যাহার মুখ, চাপরূপ বিদ্যুৎ যাহার ধ্বজ, যাহা অতি ভীষণ ও মানবগণের অজেয়, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ কৌরবসেনার বিপক্ষে সেই বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে সৈন্যগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিল। আকাশে মেঘের লেশ নাই; তথাপি গর্জ্জনশীল সমীকরণ জলবিন্দুসহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু কর্কর বর্ষণপূর্ব্বক ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত করিল। সমুদয় জগৎ অন্ধকারে সূর্য্যের প্রতি আস্ফালন করিয়া [স্পর্দ্ধা করিয়া—আপন তেজের আধিক্য দেখাইয়া] মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

"সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইলে দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন; পৃথিবী ঘোরশব্দে কম্পিত ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে ভুরি ভুরি নির্ঘাতশব্দ সমুৎপন্ন হইল এবং এরূপ দুর্বিষহ ধূলিপটল প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল যে, আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। কিঙ্কিণীজালজড়িত কাঞ্চনমালা, উৎকৃষ্ট বসন ও পতাকাপরিশোভিত আদিত্যের ন্যায় তেজোযুক্ত ধ্বজসকল সহসা জগৎ ঝনঝনায়মান [কান-ঝালাপালাকর কর্কশ শব্দ] হইয়া উঠিল। হে রাজন! পুরুষশ্রেষ্ঠ সমরপ্রিয় পাণ্ডবগণ গদাপাণি ভীমসেনকে অগ্রস্থিত দেখিয়া আপনাদের সৈন্যের

প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যেন তাহাদিগের মজ্জা গ্রাস করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

২০তম অধ্যায়
সৈন্যসজ্জায় সঞ্জয়ের মন্তব্য

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে সেনাপতি ভীষ্মের অধীন কৌরবসেনা অথবা ভীমপরিপালিত পাণ্ডবসেনাএই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ প্রথমে প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধার্থী হইয়াছিল? চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কাহাদিগের পশ্চাদবর্ত্তী হইয়াছিলেন? শ্বাপদগণ কাহার সেনাগণের প্রতি [প্রতিকূলে] গর্জ্জন [অনিষ্টসূচক লক্ষণ প্রকাশ] করিয়াছিল এবং কোন পক্ষের যুবকগণ প্রসন্নবদন হইয়াছিল? এই সমুদয় যথাবৎ বর্ণন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! উভয় পক্ষই তুল্যরূপে পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়াছে; উভয় পক্ষই হৃষ্টচিত্তে ব্যূহিত হইয়া বনরাজির ন্যায় বিচিত্র এবং হস্তী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ হইয়াছে; উভয় পক্ষের সেনাগণই অপরিমিত, ভীমরূপ ও দুর্বিষহ এবং উভয় পক্ষই সৎপুরুষসমবেত [প্রধান প্রধান পুরুষপরম্পরামিলিত] ও স্বর্গলাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কৌরবগণ পশ্চিমাভিমুখে ও পাণ্ডবগণ পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিতেছেন। কৌরবসেনা অসুরসেনার ন্যায় ও পাণ্ডবসেনা দেবসেনার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সমীরণ পাণ্ডবগণের পৃষ্ঠভাগে প্রবাহিত হইতেছে; শ্বাপদগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি গর্জ্জন করিতেছে। আপনার পুত্রের হস্তিগণ শত্রুপক্ষের গজেন্দ্রসমূহের তীব্রতর মদগন্ধ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুর্য্যোধন পদ্মবর্ণ, সুবর্ণীকক্ষ [স্বর্ণনির্ম্মিত সজায় শোভিতপার্শ্ব], জলমণ্ডিত, মদস্রাবী মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া কুরুগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; বন্দী ও মাগধগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে। চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতপ্রভ আতপত্র ও সুবর্ণমালা তাঁহার মস্তকে শোভা পাইতেছে। গান্ধাররাজ শকুনি পার্ব্বতীয় গান্ধারগণসমভিব্যাহারে [গান্ধারদেশজ সৈন্যগণসহ] তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ভীষ্ম শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেত ধনু, শ্বেত উষ্ণীষী, শ্বেত ধ্বজ, কৈলাসসদৃশ [শ্বেতপর্ব্বতসদৃশ] শ্বেত অশ্ব ও খড়েগ সুশোভিত হইয়া সকল সৈন্যের অগ্রগামী হইলেন। কতিপয় বাহ্লীক, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, সৈন্ধব, সৌবীর ও মহাশূল পাঞ্চনদগণ [পঞ্চনদদেশীয় সৈন্যসমূহ-বর্ত্তমান পাঞ্জাবী শিখ] এবং শল্য দুর্য্যোধনের সৈন্যদলের অন্তর্গত রহিলেন। অদীনসত্ত্ব মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রক্তবর্ণ তুরঙ্গসংযোজিত সুবর্ণময় রথে আরোহণ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক প্রায় সমুদয় ভূপালের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া রাজার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র ও জয়, ইঁহারা সকলে সৈন্যগণের মধ্যে এবং শাল্ব, মৎস্যদেশীয় ও কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া গজসৈন্যমধ্যে অবস্থান করিলেন। যাঁহার বাণের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট, সেই মহাধনুর্দ্ধর চিত্রযোধী কৃপাচার্য্য শক, কিরাত ও যবনগণসমভিব্যাহারে সেনার উত্তরভাগে গমন করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত মহারথ অস্ত্রশস্ত্রধারী বৃষ্ণি ও ভোজগণ এবং সুরাষ্ট্রদেশীয় যোধগণকর্ত্তৃক রক্ষিত যে বৃহৎ সৈন্যদল—যাহা কৃতবর্ম্মা রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ বৃহতীসেনা সৈন্যের দক্ষিণভাগে গমন করিল। যাহারা অর্জ্জুনের মৃত্যু বা তাহাকে জয়

করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সংশপ্তকগণের অযুতরাথী ও শৌর্য্যশালী ত্রিগর্ত্তগণও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যে স্থানে অর্জ্জুন অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানেই সৈন্যগণসমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

"মহারাজ! অত্যুৎকৃষ্ট একলক্ষ হস্তী; এক এক হস্তীর প্রতি, এক এক শত রথ; এক এক রথের প্রতি, এক এক শত অশ্ব; এক এক অশ্বের প্রতি, দশ দশ ধনুর্দ্ধার; এক এক ধনুর্দ্ধরের প্রতি, দশ দশ চর্মী [ঢালওয়ালা]; এইরূপে ব্যূহিত আপনার সেনাগণকে লইয়া সেনাপতি ভীষ্ম কোন দিন দৈব, কোন দিন গান্ধর্ব্ব ও কোন দিন আসুর ব্যূহ রচনা করেন। মহারথ-সঙ্কুল সাগরের ন্যায় গভীরধ্বনিযুক্ত এই ব্যূহ সমরে পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান করে। আপনার সেই সেনা যেরূপ অসংখ্য ও ভয়ানক, পাণ্ডবগণের সেনা সেরূপ নয়; কিন্তু কেশব ও ধনঞ্জয় যাহাদিগের নেতা, আমার মতে তাহারাই বৃহৎ ও দুর্জ্জয়।"

২১তম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষে সঞ্জয়ের জয়াশা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! দুর্য্যোধনের বৃহতী সেনা সমুদ্যত হইয়াছে এবং ভীষ্ম অভেদ্য ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বিষণ্ন ও বিবর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, "ধনঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম যখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের যোদ্ধা হইয়াছেন, তখন আমরা কি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? মহাতেজাঃ ভীষ্মের এই শাস্ত্রানুসারে বিরচিত অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যূহ অবলোকন করিয়া আমি সসৈন্য সংশয়াপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে এই মহাব্যূহ হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ ও জয়লাভ করিব?"

"হে রাজন! ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে আপনার অনীকিনী অবলোকনে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া কহিলেন, "মহারাজ! যে কারণে অল্পসংখ্যক লোকেও সমধিক প্রজ্ঞা, শৌর্য্য ও গুণশালী বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে পারে, তাহা শ্রবণ করুন। দেবাসুরযুদ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা মহেন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকে কহিয়াছিলেন যে, জিগীষুগণ সত্য, আনৃশংস্য, উদ্যম ও একমাত্র ধর্ম্মদ্বারা যে প্রকার জয়লাভ করিয়া থাকেন, বলবীর্য্যদ্বারা সে প্রকার হয় না; মহর্ষি নারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণও ইহা অবগত আছেন; অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভের বিষয় অবগত এবং নিরহঙ্কার হইয়া উদ্যমসহকারে যুদ্ধ করুন; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। নারদ কহিয়াছেন যে, যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়। অতএব আমাদিগের যে জয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে রাজন! যেমন অন্যান্য গুণগ্রাম বাসুদেবের বশংবদ, জয়ও তদ্রূপ; ইনি যে স্থানে গমন করেন, জয়ও সেই স্থানে ইহার অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব যে স্থানে অনন্ততেজঃ [অসীম শক্তিশালী], শত্রুগণের সমীপেও অব্যথিতচিত্ত [উদ্বেগশূন্য] সনাতন পুরুষ কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়। এই অপ্রতিহতসায়ক [অমোঘ শর-যাঁহার বাণ অব্যর্থ] জনার্দন পূর্ব্বে হরিরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক দেবাসুরগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, কে জয়লাভ করিবে জিজ্ঞাসা করিলে, দেবগণ কহিলেন, আমরা কৃষ্ণের অনুগত, আমরাই জয়ী হইব; বস্তুতঃ তাঁহারাই জয়লাভ করিলেন। শত্রুাদি সুরগণ তাঁহার প্রসাদে

ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ যখন কহিতেছেন, আপনার জয়লাভ হইবে, তখন আপনার আর কোন চিন্তা বা দুঃখের কারণ দেখিতেছি না।’ ”

২২তম অধ্যায়
ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধসজ্জা

সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কুরুকুলতিলক পাণ্ডবগণ আপনাদিগের সেনাসমূহের ভীষ্ম-সেনার প্রতিপক্ষে ব্যূহ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধদ্বারা স্বর্গলাভের কামনা করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় সকলের মধ্যস্থিত শিখণ্ডীর সেনাগণকে, ভীমসেন অগ্রচারী [অগ্রগামী] ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং ইন্দ্রের ন্যায় ধনুর্দ্ধর সাত্বতপ্রধান যুযুধান দক্ষিণ [দক্ষিণদিকের—ডাইনের] সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিগণের মধ্যে ইন্দ্ররথসদৃশ যুদ্ধোপকরণসম্পন্ন, হেমরত্নচিত্রিত, সুবর্ণময়ভাণ্ড [ক্ষুদ্র স্বর্ণকুম্ভ—সোণার কলসযুক্ত] রথে আরোহণ করিলেন; তাঁহার মস্তকে সমুন্নত দন্তনির্ম্মিত শলাকাশালী [শলাকাযুক্ত] শ্বেতবর্ণ আতপত্র শোভা পাইতে লাগিল। মহর্ষিগণ স্তুতিপাঠ্যপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, পুরোহিতসকল শত্রুবধ ঘোষণা এবং ব্রহ্মার্ষি ও সিদ্ধগণ জপ ও মহৌষধিদ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সহস্র গো, পুষ্প, ফল ও নিষ্কসমূহ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব ও বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, অগ্নির ন্যায় শিখাশালী, শত কিঙ্কিণীশোভিত সুবর্ণখচিত, শ্বেততুরঙ্গযুক্ত, সুছত্র, কপিধ্বজ ও কেশবাধিষ্ঠিত রথে আরোহণ করিলেন। যাঁহার সমান ধনুর্দ্ধর এই পৃথিবীতে হয় নাই ও হইবেও না, যে মহাভুজ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যক্ত ভুজযুগলেও নর ও নাগগণকে নিধন করেন, সেই অর্জ্জুন আপনার পুত্রের সেনাগণকে উচ্ছিন্ন [উৎসন্ন-বিনাশ] করিবার নিমিত্ত রৌদ্র [ভীষণ] রূপ ধারণ করিলেন। যিনি ক্রীড়ায় মৃগরাজের ন্যায়, বিক্রমে দেবরাজের ন্যায় ও দর্পে রাবণরাজের ন্যায়, সেই দুর্জয় ভীমসেন নকুল ও সহদেবের সহিত বীর রথের [মহাবীর যোদ্ধার] পরিরক্ষক হইলেন; আপনার যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে সেনাগ্রভাগে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় ব্যথিত হইতে লাগিল।

“অনন্তর ভগবান জনার্দন সেনামধ্যে অবস্থিত রণদুর্ম্মদ রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! যিনি সেনামধ্যে অবস্থান করিয়া রোষাবেগে সকলকে উত্তাপিত ও সিংহের ন্যায় আমাদের সেনাগণকে আকৃষ্ট করিতেছেন, ইনিই সেই ভীষ্ম, ইনি ত্রিশত অশ্বমেধ আহরণ [অনুষ্ঠান] করিয়াছেন। যেমন জলদজাল আদিত্যমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সেইরূপ এই সম্মুখবর্ত্তী সেনাগণ তাঁহাকে আবৃত করিয়া রক্ষা করিতেছে; ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর।' ”

২৩তম অধ্যায়
অর্জ্জুনকৃত দুর্গাস্তব

সঞ্জয় কহিলেন, “রাজন। ভগবান বাসুদেব দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, “হে মহাবাহো! শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত

পবিত্র ও সংগ্রামাভিমুখ হইয়া দুর্গার স্তব কর।”

“অর্জ্জুন ধীমান বাসুদেবের বাক্যানুসারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তোত্র আরম্ভ করিলেন।

“ ‘হে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কপাল! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! তোমাকে নমস্কার; হে ভদ্রকালি! তোমাকে নমস্কার; হে মহাকালি! তোমাকে নমস্কার; হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! তোমাকে নমস্কার; হে তারিণি! বরবর্ণিনি! কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে! শিখিপুচ্ছধ্বিবজধরে! নানাভরণভূষিতে! অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি! গোপেন্দ্রানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলসম্ভবে! মহিষরুধিরপ্রিয়ে! কৌশিকি! পীতবাসিনি! অট্টহাসে! কোকমুখে! রণপ্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার; হে উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি। হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! ধূম্রাক্ষি! তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদশ্রবণজনিত মহাপুণ্যস্বরূপ, ব্রহ্মণ্যস্বরূপ এবং হুতাশনস্বরূপ, তুমি জম্বুকটক [জম্বুদ্বীপের রাজধানী] ও চৈত্য [দেবালয়] সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান কর; তুমি সমুদয় বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা ও দেহিগণের মহানিদ্রা। হে স্কন্দজননি। ভগবাতি! দুর্গে। কান্তারবাসিনি! তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্ত। আমি বিশুদ্ধ অন্তরাত্মার সহিত তোমাকে স্তব করিতেছি; তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে যেন জয়লাভ করিতে সমর্থ হই। তুমি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত দুর্গম পথে, ভয়ে, দুর্গম স্থানে ও পাতালে নিত্য বাস এবং দানবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া থাক। তুমি জৃম্ভণী, মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, জননী, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্রসূর্য্যবিবর্দ্ধিনী, দীপ্তি ও সম্পন্নদিগের সম্পত্তি। সিদ্ধচারণগণ সমরভূমিতে তোমাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।”

দুর্গার বরদান

“মানববৎসলা [মানুষপ্রিয়া-মানবের প্রতি স্নেহযুক্তা] বরদা ভগবতী কৌন্তেয়ের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আগমন ও বাসুদেবের সম্মুখে অবস্থান করিয়া কহিলেন, “হে বীর! তুমি অল্পকাল মধ্যেই অরাতিগণকে পরাজিত করিবে; তুমি নর; নারায়ণ তোমার সহায়; অন্য শত্রুর কথা কি, স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না।” ইহা কহিয়া দেবী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

“পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় বরলাভপূর্ব্বক জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং বাসুদেবের শঙ্খধ্বনির সহিত নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

“যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, শত্রু, সর্পপ্রভৃতি এবং দংষ্ট্রী ও রাজকুল [রাজপুরুষগণ-সমরবিভাগীয় ফৌজদারগণ] হইতে তাঁহার ভয় থাকে না; তিনি বিবাদে ও সংগ্রামে জয়প্রাপ্ত, বন্ধন ও চৌর [চোর] হইতে বিমুক্ত, দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ, লক্ষ্মীবান এবং আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া শতবর্ষজীবিত থাকেন। আমি ধীমান ব্যাসের প্রসাদে ঐ সকল ঘটনা দর্শন করিয়াছি। আপনার কোপনস্বভাব দুরাত্মা পুত্রগণ কালপাশে অবগুণ্ঠিত [আবত-বদ্ধ] হইয়া মোহবশতঃ মহর্ষি নর ও নারায়ণকে জানিতে পারেন নাই। ব্যাস, নারদ, কণ্ব, পরশুরাম ও মহর্ষি নর দুর্য্যোধনকে বারণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদিগের সেই সময়োচিত বাক্য গ্রহণ করেন

নাই। কিন্তু যেস্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে দ্যুতি ও কান্তি; যেখানে হ্রী, সেই স্থানে শ্রী ও বুদ্ধি; যেস্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণ ও যেস্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়।”

২৪তম অধ্যায়
উভয়পক্ষীয় সৈন্যের অবস্থা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার পুত্র ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন পক্ষের যোদ্ধৃগণ এই রণক্ষেত্রে প্রথমে হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কোন পক্ষ প্রফুল্ল ও কোন পক্ষ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছিল এবং কাহারই বা প্রথমে হৃদয়কম্পন প্রহার করিয়াছিল, তাহা, আমাকে বল। কাহাদিগের সেনাসমূহে গন্ধের প্রাদুর্ভাব ও মাল্য অবিকৃত ছিল এবং কোন পক্ষের যোদ্ধৃগণের বাক্যসকল অনুকূল হইয়াছিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ। তৎকালে উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল; উভয় পক্ষেই গন্ধের প্রাদুর্ভাব ও মাল্য সমভাবসম্পন্ন ছিল। উভয় পক্ষের সমুদ্ধত ও ব্যূহিত সৈন্যগণের পরস্পর সংসর্গে সাতিশয় বিমর্দ্দ উপস্থিত হইল এবং উভয় পক্ষের পরস্পর দর্শনকালে শূর ও রাণশূর[যুদ্ধলিপ্ত বীর]গণের পরস্পর গর্জ্জন, আনন্দোৎফুল্ল সৈন্যগণের সিংহনাদ, কুঞ্জরগণের বৃংহিত, বাদিত্রশব্দ এবং শঙ্খ ও ভেরীধ্বনি একত্র হইয়া তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল।”

২৫তম অধ্যায়
শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা প্রথম অধ্যায় – সৈন্যদর্শন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! কৌরব ও পাণ্ডবগণ সংগ্রামভিলাষে ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহিত অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান ধৃষ্টদ্যুম্ন মহতী পাণ্ডবসেনা ব্যূহিত করিয়াছে। যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুন্তীভোজ, নরোত্তম শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, অভিমন্যু ও মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এই সকল শৌর্য্যশালী, মহারথ, ভীমার্জ্জুন সমকক্ষ, মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ ঐ ব্যূহিত সেনামধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে! আমাদিগের যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন, আপনাকে অবগত করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নামও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সমদত্তপুত্র ভুরিশ্রবা ও জয়দ্রথ এবং অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষগণ আমার নিমিত্ত প্রাণদানে অধ্যবসায়ারূঢ় [উদ্যত] হইয়াছেন। আমাদিগের এই ভীষ্মপালিত সৈন্য অপরিমিত [অধিক হইলেও অল্প কার্য্যক্ষম]; কিন্তু ভীমরক্ষিত পাণ্ডবসেনা পরিমিত [অপেক্ষাকৃত অল্প হলেও অধিক কার্য্যক্ষম]। এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমুদয় ব্যূহদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন।’

"তখন প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পরক্ষণেই শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখ [গোমুখাকৃতি শঙ্খসদৃশ বাদ্য] সকল আহত [বাদিত] এবং তাহা হইতে তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল।

"এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শ্বেতাঙ্গযুক্ত রথে সমারূঢ় হইলেন এবং বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ, সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ এবং কাশিরাজ শিখণ্ডী, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু–ইঁহারা সকলে পৃথক পৃথক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই তুমুল শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিল।

"হে রাজন! অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারব্ধ যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের যথাযোগ্যরূপে অবস্থিত দেখিয়া নিজে শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে অচ্যুত! উভয়ে সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর; দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়াচরণবাসনায় যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারা যুদ্ধ করিবেন, আমাকে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কে যোদ্ধুকাম [যুদ্ধাভিলাষী] হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিব'।" সঞ্জয় কহিলেন, "হে ভারত! অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত নৃপতিগণের সম্মুখে রথস্থাপন করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! ঐ সমস্ত কৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর।'

অর্জ্জুনবিষাদ

"ধনঞ্জয় উভয় সেনার মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য [পিতার সহোদয় বা জ্ঞাতি ভ্রাতা–জ্যাঠা-খুড়া], পিতামহ, আচার্য্য [গুরু–অস্ত্রগুরু], মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা [সহচর–মিত্র], শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন দেখিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বন্ধুগণকে অবলোকন করিবামাত্র কারুণ্যরসবশংবদ [করুণার বশবর্ত্তী] ও বিষণ্ণ হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে মধুসূদন! এই সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; মুখ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্রস্ত [স্খলিত] হইয়া পতিত হইতেছে; সমুদয় ত্বক দগ্ধ হইতেছে; আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ নাই; চিত্ত যেন উদভ্রান্ত [অত্যন্ত বিচলিত] হইতেছে; আমি কেবল দুর্নিমিত্তই নিরীক্ষণ করিতেছি। এই সমস্ত আত্নীয়গণকে নিহত করা শ্রেয়স্কর [মঙ্গলজনক] বোধ হইতেছে না। হে কৃষ্ণ! আমি আর জয়, রাজ্য ও সুখের আকাঙ্খা করি না। যাঁহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন; তবে আমাদিগের আর রাজ্য, ধন ও জীবনে প্রয়োজন কি? ইঁহারা আমাদিগকে বধ কইলেও আমি ইঁহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না; পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ হইলেও আমি ইঁহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিলে আমাদিগের কী প্রীতি

হইবে? এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকেই পাপভাগী হইতে হইবে; অতএব সবান্ধবে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোনক্রমেই আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া আমরা কী প্রকারে সুখী হইব? ইহাদিগের চিত্ত লোভ দ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়া ইহারাই যেন কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত [বান্ধবহিংসাজনিত] পাতক দেখিতেছে না; কিন্তু আমরা কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপবুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে সমস্ত কুল অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; কুল অধর্ম্মপূর্ণ হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচার দোষে দূষিত হয়; কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণশঙ্কর [নীচজাতি] সমুৎপন্ন হয়; এই বর্ণশঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়গামী [নরকগামী] করে; কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া [শ্রাদ্ধতর্পণাদি] বিলুপ্ত হয়; সুতরাং তাঁহারা পতিত হইয়া থাকেন। কুলনাশক ব্যক্তিদিগের বর্ণসঙ্করের হেতুভূত এই সমস্ত দোষে জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণকে চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়। হা! কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া রাজ্যসুখের লোভে আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি প্রতীকারপরাঙ্মুখ [প্রতিবিধানে পশ্চাৎপদ] ও শস্ত্রহীন হইলে যদি রাজ্যসুখলোভে স্বজনবিনাশসমুদ্যত শস্ত্রপাণি [শস্ত্রধারী] ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে যুদ্ধে বিনাশ করে, তাহাও আমার কল্যাণকর হইবে'।" সঞ্জয় কহিলেন, "ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে রথে উপবেশন করিলেন।"

২৬তম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায় – বিষাদনাশক সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় কহিলেন, "ভগবান্, বাসুদেব কৃপাবশংবদ, অশ্রুপূর্ণলোচন, বিষন্নবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'অর্জ্জুন! ঈদৃশ বিষম সময়ে কি নিমিত্ত তোমার এই অনার্য্যসেবিত, স্বর্গপ্রতিরোধক [স্বর্গগমনে বাধাজনক], অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? হে পার্থ! তুমি ক্লীবতা [কাপুরুষতা–দৌর্ব্বল্য] অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ! অতিতুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূরীভূত করিয়া উত্থিত হও।'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'ভগবন্! আমি কী প্রকারে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত শরজাল দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু ইহাদিগকে বধ করিলে ইহকালেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টির গৌরব অধিক, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না, কেন না, যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে উপস্থিত। কাতরতা ও অবশ্যম্ভাবী কূলক্ষয়জনিত দোষে আমার স্বাভাবিক শৌর্য্যাদি অভিভূত ও আমার চিত্ত ধর্ম্মান্ধ [ধর্ম্মানুরোধে বহির্দৃষ্টিরহিত] হইয়াছে। এই নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে

উপদেশ প্রদান কর। ভূমণ্ডলে অকণ্টক [বাধাবিহীন] সুসমৃদ্ধ রাজ্য ও সুরগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে পরিশুষ্ক হইবে। আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহাতে আমার শোকাপনোদ হইতে পারে'।" সঞ্জয় কহিলেন, "অতএব আমি যুদ্ধ করিব না" শত্রুতাপন গুড়াকেশ [ইন্দ্রিয়জয়ী] অর্জ্জুন হৃষীকেশ-সম্মুখে এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

"হে ভারত! তখন হৃষীকেশ সহাস্য-আস্যে উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তী বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্য সকল বিনির্গত হইতেছে, অথচ তুমি অশোচ্য বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিয়া মূর্খতা প্রদর্শন করিতেছ। পণ্ডিতগণ, কি জীবিত, কি মৃত কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা [শোকের অযোগ্য] করে না। আমি পূর্ব্বে যে কখনও ছিলাম না, এমন নহে; এই রাজগণও ছিলেন না, এমন নহে; অতঃপর আমরা সকলে থাকিব না, এমনও নহে। এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ধীরব্যক্তি তদ্বিষয়ে মুগ্ধ হয়েন না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত, উষ্ণ ও সুখ-দুঃখের কারণ; সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিনষ্ট হয়, অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধ-সকল সহ্য কর। এই সম্বন্ধ-সকল যাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, সেই সমদুঃখসুখ [সুখ-সুঃখে তুল্যজ্ঞানী] ধীর পুরুষ মোক্ষলাভের যোগ্য। যাহা কখন ছিল না, যাহা কখন হয় না এবং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহারও কখন অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব ও অভাবের এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যিনি এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই; কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভারত! তত্ত্বদর্শীপণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই সকল শরীর অনিত্য; কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী [বিনাশহীন] ও অপ্রেমেয়; অতএব তুমি যুদ্ধ কর। যিনি মনে করেন, এই জীবাত্মা অন্যকে বিনাশ করে এবং যিনি মনে করেন, অন্যে এই জীবাত্মাকে বিনাশ করে, তাঁহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ; কেন না, জীবাত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়েন না; ইনি অজ [জন্মরহিত], নিত্য, শাশ্বত [অক্ষয়] ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হয়েন না। যে পুরুষ ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য , অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি কাহাকে বধ করেন, না বধ করিতে আদেশ করেন? যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী [আত্মা] জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব [নূতন] দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইহা শস্ত্রে ছেদিত [ছিন্ন], অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্লেদিত [ক্লিণ্ণ–ক্লেদযুদ্ধ] বা বায়ুতে শোষিত [শুষ্ক] হন না। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরভাব, অচল ও অনাদি; অতএব অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি চক্ষুরাদির অগোচর, মনের অবিষয় [অনুভব] ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। অতএব তুমি এই জীবাত্মাকে এবম্প্রকার [এইরূপ] অবগত হইয়া অনুশোচনা পরিত্যাগ কর।

"হে মহাবাহো! যদি জীবাত্মা সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে জাত ও মৃত বোধ কর, তাহা হইলে ত ইহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্যই নহে; কেন না, জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য; অতএব

ঈদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নয়। ভূতসকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত [অপ্রকাশ] ছিল; ধ্বংসসময়েও অব্যক্ত হইয়া থাকে; কেবল জন্মমরণের অন্তরালসময়ে [মধ্যাবস্থায়–মধ্য সময়ে] প্রকাশিত হয়; অতএব তদ্বিষয়ে পরিবেদনা [শোক] কী? কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারে না। হে ভারত! জীবাত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নয়।

"তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকার বিকম্পিত [বিচলিত] হইবে না; ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয়স্কর কর্ম্ম নাই। হে পার্থ! যে সকল ক্ষত্রিয় যদৃচ্ছাক্রমে [স্বেচ্ছায়] উপস্থিত অনাবৃত[মুক্ত] স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করে, তাহারাই সুখী। যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ [ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ] না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে; লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে; সম্ভাবিত [প্রথিতযশা–সম্মানিত] ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ। যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমান [যথেষ্ট সম্মান] করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না; তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত সংগ্রাম-পরাঙ্মুখ হইয়াছ। তাঁহারা তোমার কত অবক্তব্য কথা কহিবেন এবং তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন; ইহা অপেক্ষা অধিকরত দুঃখ আর কী আছে? সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় [কর্ত্তব্য-বিষয়ে] হইয়া উত্থান [উদ্যম] কর; সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে পাপভাগী হইবে না।

কর্ম্মযোগ প্রশংসা

"হে পার্থ! যে জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কর্ম্মযোগবিষয়িণী [কর্ম্মযোগসম্পর্কিত] বুদ্ধি অবগত হও; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিফল হয় না। তাহাতে প্রত্যাবায়ও [পাপ] নাই, ধর্ম্মের অত্যল্প অংশও মহদ্‌ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। হে কুরুনন্দন! কর্ম্মযোগবিষয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি একমাত্র [একাগ্র–একরূপ] হইয়া থাকে; কিন্তু প্রমাণজনিত [বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বিধিনিষেধের অধীন] বিবেকরহিত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখাবিশিষ্ট। যাহারা আপাত-মনোহর [বর্ত্তমান রম্য–উপস্থিত উপাদেয়] শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত, বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদিগের প্রীতিকর, যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না, যাহারা কামপরায়ণ, স্বর্গই যাহাদিগের পরমপুরুষার্থ, জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত [অত্যন্ত আসক্ত], সেই বিবেকবিহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না। হে অর্জ্জুন! বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল-প্রতিপাদক; অতএব তুমি শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু [রাগ-বিরাগ সহনশীল] ধৈর্য্যশালী, যোগক্ষেমরহিত

ও অপ্রমাদী নইয়া নিষ্কাম হও। যেমন কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যেমন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, একমাত্র মহাহ্রদে সেই সকল প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় বেদে সে সকল কর্ম্মফল বর্ণিত আছে, সংশয়রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কামনা না হয়; কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্মপরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হউক। হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ [ঈশ্বরনিষ্ঠ] হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর, পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের তুল্যজ্ঞানই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ; কাম্যকর্ম্মসমুদয় সাতিশয় অপকৃষ্ট [হীন], অতএব তুমি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর; সকাম ব্যক্তিরা অতি দীন। যাঁহার কর্ম্মযোগ বিষয়িণী বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি ইহজন্মেই পরমেশ্বরপ্রসাদে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয় পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা বন্ধনহেতু কর্ম্মসকলের মোক্ষসাধনতাসম্পাদক [মুক্তি-সাধনশক্তি সংসাধক] চাতুর্য্যই [নিপূনতাই] যোগ। কর্ম্মযোগবিশিষ্ট মনীষিগণ [বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ] কর্ম্মজনিত ফল পরিত্যাগ করেন; সুতরাং জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময়পদ [দুঃখাদিরহিতপদ] প্রাপ্ত হয়েন। যখন তোমার বুদ্ধি অতি গহণ [দুস্ত্যজ্য] মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য [শ্রবণযোগ্য] ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে; তৎসম্বন্ধে তোমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য থাকিবে না। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয়শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আছে; যখন উহা বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! সমাধিস্থ [পরমেশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত] স্থিতপ্রজ্ঞ [স্থিরবুদ্ধি] ব্যক্তির লক্ষণ কী? তাঁহার বাক্য, অবস্থান ও গতি কী প্রকার?'

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! যিনি সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন, যাঁহার আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, সেই মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি পুত্র, মিত্র প্রভৃতি সকলের প্রতি স্নেহশূন্য, যিনি অনুকূল বিষয়ে অভিনন্দন [অনুরাগ] ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ করে না, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কূর্ম্ম [কচ্ছপ] যেমন আপন অঙ্গসকল সঙ্কোচন করে [ভিতরের দিকে গুটাইয়া লয়], সেইরূপ যিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ [প্রত্যানয়ন] করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করেন, বিষয়সকল তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে; বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বিষয়বাসনা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! ক্ষোভজনক ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে; এই নিমিত্ত যোগশীল ব্যক্তি তাহাদিগকে সংযমপূর্ব্বক মৎপরায়ণ [ভগবানে একান্ত নিষ্ঠ] হইয়া থাকিবেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহারই প্রগা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রথমে বিষয়চিন্তা, চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ

হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগদ্বেষবর্জ্জিত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, আত্মপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। প্রসন্নাত্মার বুদ্ধিই আশু নিশ্চল হইয়া উঠে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; সুতরাং সে চিন্তা করিতেও পারে না; চিন্তা করিতে না পারিলে শান্তি হয় না; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সেই চিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ-বিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিগৃহীত [সংযমবলে বিমুখ] হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। অজ্ঞান-তিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগরিত থাকেন এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি। [রাত্রিতে নিদ্রা ও দিনে জাগরণ, ইহা লোকের স্বাভাবিক। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে যাহাদের বুদ্ধি আবৃত, ব্রহ্মনিষ্ঠা তাহাদের পক্ষে রাত্রি, তাহাতে তাহারা নিদ্রিত, সুতরাং দেখিতে পায় না। যোগিগণের তথাবিধ রাত্রি দিবাস্বরূপ হয়, তাহাতে তাঁহারা জাগরিত; সুতরাং দর্শনে সমর্থ। প্রাণিগণ বিষয় নিষ্ঠারূপ দিবাতে জাগরিত–বিষয়ভোগে ব্যাপৃত থাকে; আর আত্মদর্শীরা তাহাতে নিদ্রিত, ভোগবিরত থাকেন।] যেমন নদী-সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ [চাঞ্চল্য রহিত] সমুদ্রে প্রবেশ করে, ভোগ সকল সেইরূপে যাহাকে আশ্রয় করিয়া লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ লাভ করেন; ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যিনি কামনা-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্য বস্তুসমুদয় উপভোগ করেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার; ইহা প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি চরমসময়েও এই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায় অবস্থান করেন, তিনিও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়েন।'"

২৭তম অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায় – কর্ম্মযোগ

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই মারাত্মক কর্ম্মে কী নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছ? তুমি কখন জ্ঞানের, কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার বুদ্ধিকে মুগ্ধপ্রায় করিতেছ; এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, এমন এক পক্ষ নিশ্চয় করিয়া বল।'

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, ইহলোকে নিষ্ঠা দুই প্রকার;– এক, শুদ্ধচেতাদিগের [নির্ম্মল হৃদয়] জ্ঞানযোগ; দ্বিতীয়, কর্ম্মযোগীদিগের কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কেহ যখন কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক [স্বাভাবিক] গুণসমুদয়ই তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ়াত্মা কপটচারী বলিয়া কথিত হয়। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনোদ্বারা

জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; কর্ম্মত্যাগ করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। যে কর্ম্ম বিষ্ণুর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, লোকে তদ্দ্বারাই বন্ধ হইয়া থাকে; অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন,–হে প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও; যজ্ঞ তোমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ করুক। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুক; এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্যসকল প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবগণপ্রদত্ত ভোগ্যসকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া উপভোগ করে, সে চোর। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়েন; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, সেই পাপাত্মগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন পর্জ্জন্য [বারিবর্ষণকারী মেঘ–বৃষ্টি] হইতে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, তাহার আয়ু পাপময় ও জীবন বৃথা।

"আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি। আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ এবং আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহাকে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না; কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহার পুণ্য হয় না, কর্ম্ম না কইরলেও তাঁহার পাপ হয় না এবং তাঁহাকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্যন্ত কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করল জনক প্রভৃতি মহাত্মগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং মান্য [কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও কর্ম্মনিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ] করেন, তাহারা তাহারই অনুবর্ত্তী হয়, অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই; সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমদুদয় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে; অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং আমিই বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব। অতএব মূর্খেরা যেমন ফলপ্রত্যাশী হইয়া কর্ম্ম করে, তদ্রূপ বিদ্বানেরা আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বিদ্বান ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন না করিয়া স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন। সকল প্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ়মতি [অহঙ্কারে মোহাপন্ন] ব্যক্তি আপনাকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়া গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যিক্তি বিষয়ে আসক্ত হয়েন না। যাহারা প্রকৃতির সত্ত্ব প্রভৃতি গুণে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না।

"তুমি আমাতে সমুদয় কর্ম্ম সম্পর্পণ করিয়া, আমি অন্তর্যামী পুরুষের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, এই রূপ ভাবিয়া, কামনা, মমতা ও শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাহারা শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হইয়া নিরন্তর আমার মতের অনুসরণ করে, তাহারা সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। যাহারা অসূয়াপরশব হইয়া অনুষ্ঠান না করে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তি সমুদয় কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম কইয়া থাকেন; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে; ঐ উভয়ই মূমূক্ষুর [মুক্তিকামীর] প্রতিবন্ধক [বাধাসৃষ্টিকারক]; অতএব উহাদের বশবর্ত্তী হইবে না। সম্যক্ অনুষ্ঠান পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ; পরধর্ম্ম অতি ভয়ানক; অতএব স্বধর্ম্মে মরণও শ্রেয়স্কর।'

"অর্জ্জুন কহিনে, 'হে বাসুদেব! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কে কাহাকে বলপূর্ব্বক পালাচরণে নিয়োজিত করে?'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন দুষ্পুরণীয় [অনায়াসে যাহার পূরণ হয় না–পর পর আশা আকাঙ্খা বাড়িতেই থাকে। অতি অধিক আহারী ব্যক্তির যেমন পেট কিছুতেই ভরে না] ও অতিশয় উগ্র; ইহাকেই মুক্তপথের বৈরী বলিয়া জানিবে। যেমন ধূম হইতে অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ [আয়না] ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত তাহকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণের চির-বৈরী, দুষ্পূরণীয়, অনলস্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার আবির্ভাবস্থান [উৎপত্তিস্থান]; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে; হে অর্জ্জুন! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর; দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা সংশহরহিত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা। হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইরূপ অবগত হইয়া এবং মনকে সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া কামরূপ দুরাসদ [দুর্জ্জয়] শত্রুকে বিনাশ কর।'"

২৮তম অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায় – জ্ঞানযোগ

"ভগবান বলিলেন, 'আমি পূর্ব্বে আদিত্যকে এই অব্যয়যোগ কহিয়াছিলাম; তৎপরে আদিত্য মনুকে ও মনু ঈক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন এবং নিমিপ্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরাগত [পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকরূপে আগত] এই যোগবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, অনন্তর কালক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল, আজি আমি তোমার নিকটে সেই পুরাতন যোগবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তন্নিমিত্ত আমি তোমাকে এই রহস্য কহিলাম।'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! আদিত্য জন্মগ্রহণ করিলে পর তোমার জন্ম হইয়াছিল; অতএব আমি কী প্রকারে অবগত হইব যে, তুমি অগ্রে তাঁহাকে এই যোগবৃত্তান্ত কহিয়াছিলে?'

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি অনেকবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি; তোমরাও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; তুমি তাহার কিছুই জান না; কিন্তু আমি তৎসমুদয়ই অবগত আছি। আমি জন্মরহিত, অনশ্বর [বিনাশরহিত] স্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব [বিরুদ্ধ ভাবের উদ্ভব] ও ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করি। হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম যথাযথ অবগত হইতে পারেন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন; তাঁহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অনেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্ত, একাগ্র আশ্রিত এবং জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য [সংযোগ–সাম্য] লাভ করিয়াছে। হে পার্থ! যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। যে যাহা করুক, সকলেই আমার সেবাপথে আগমন করিতেছি। মনুষ্যলোকে অচিরকালেই কর্ম্মসকল সফল হয়; এই নিমিত্ত কর্ম্মফলাকাঙ্খী মনুষ্যেরা প্রায়ই ইহলোকে দেবতার অর্চনা করিয়া থাকে। আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে [ব্রাহ্মণগণের সত্ত্বগুণ অধিক, তাঁহাদের কার্য্য ইন্দ্রিয়দমনপূর্ব্বক যোগতপস্যাদি। রজোবহুল ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য যুদ্ধাদি দ্বারা রাজ্যশাসন-পালন। বৈশ্যগণ রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান, তাঁহাদের কার্য্য বানিজ্য ও কৃষি-গোরক্ষাদি। শূদ্র কেবল তমঃপ্রধান, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবা দ্বারা সাহায্যই তাহাদের কার্য্য। জাতি দেখিয়া গুণকর্ম্মের এইরূপ কল্যাণকর বিভাগ–গুণ দেখিয়া জাতিবিভাগ নহে] ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি; তথাপি আমি সংসারবিহীন; আমাকে কর্ত্তা মনে করিও না। কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নেই। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ অবগত হইতে পারে, তাহাকে কর্ম্মবন্ধনে বন্ধ হইতে হয় না। পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ আমাকে এই প্রকারে অবগত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন; অতএব তুম প্রথমে পূর্ব্বতনদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।

"ইহলোকে বিবেকিগণও কর্ম্ম ও অকর্ম্ম-বিষয়ে মোহিত হইয়া আছেন; অতএব তুমি যাহা অবগত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে, আমি তোমাকে সেই কর্ম্মের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মের গতি অতি দুরবগাহ, অতএব বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ এই তিনের তত্ত্ব অবগত হইতে হয়; যিনি কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতেও আপনার কর্ম্মশূন্য এবং কর্ম্মত্যাগ হইলেও কর্ম্মযুক্ত বলিয়া বোধ করেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী এবং সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্কাম, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন; তাঁহার কর্ম্মসমুদয় জ্ঞানাবলে [জ্ঞানরূপ অগ্নিতে] দগ্ধ হইয়া যায়। যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না। যিনি কামনা ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মন ও আত্মা বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পাপভাগী হয়েন না। যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, শীত, উষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈরবিহীন এবং যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ হয়েন না। যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি

হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মসকল বিলয় হইয়া যায়। স্রুক্‌স্রুবাদি পাত্রসকল ব্রহ্ম; হবনীয় [আহুরিত নিমিত্ত প্রদত্ত] ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম ও যিনি হোম করেন, তিনিও ব্রহ্ম; এই প্রকার কর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার সমাধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। কতকগুলি যোগী সম্যক্‌রূপে দেবযজ্ঞই [দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞই] অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যোগী পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল [কর্ম্মত্যাগরূপ] আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন; কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে, আর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দিয়া থাকেন। কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয় [পদার্থ] দ্বারা উদ্দীপিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও প্রাণবায়ুর কর্ম্মসকল আহুতি প্রদান করেন। দৃঢ়ব্রত যতিগণ দ্রব্যদান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, সমাধি, বেদপাঠ ও বেদজ্ঞান, এই কয়েকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে অপানবৃত্তিকে আহুদি প্রদান করিয়া পূরক [নাসিকাপথে অভ্যন্তরে], অপানবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া রেচক [অভ্যন্তরে পূরিত বায়ুর নিঃসরণ] এবং প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া কুম্ভকরূপ [অভ্যন্তরে বায়ু রোধক] প্রাণায়াম করেন; আর কেহ কেহ নিয়তাহার [সংযত-আহার] হইয়া প্রাণবৃত্তি সমুদয়কে প্রাণবৃত্তিতেই হোম করিয়া থাকেন। এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষরূপ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন, কিন্তু যজ্ঞহীন ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকও নাই। এবংবিধ ভূরি ভূরি [বহু বহু] যজ্ঞ বেদ দ্বারা বিস্তারিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; তুমি ইহা অবগত হইয়া মুক্তিলাভ কর। ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে, অতএব দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

"হে ধনঞ্জয়! তুমি প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন। জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধাদিজনিত মোহে অভিভূত হইবে না, তুমি আপনাকে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন করিয়া পরিশেষে পরমাত্মাকে আত্মায় অভিন্ন দেখিবে। যদ্যপি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠ-সমুদয় ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই, মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশ শ্রদ্ধাবান, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ [১] মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সংশয়াত্মার এই লোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং সুখও নাই। হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগ দ্বারা কর্ম্মসকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করিয়াছেন, কর্ম্মসকল এই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব হে ভারত! আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়নিহিত, অজ্ঞানসম্ভূত! সংশয় ছেদ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং উত্থিত হও।'"

২৯তম অধ্যায়
পঞ্চম অধ্যায় – সন্ন্যাসযোগ

“অর্জ্জুন কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মসন্ন্যাস [কর্ম্মত্যাগ] ও কর্ম্মযোগ [ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ] উভয়ের কথাই কহিতেছ, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা অবধারিত করিয়া বল।’

“কৃষ্ণ কহিলেন, ‘হে অর্জ্জুন! কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্খা নাই, তিনিই নিত্য-সন্ন্যাসী, কারণ, তদৃশ নির্দ্বন্ধ পুরুষেরাই অনায়াসে সংসারবন্ধন হইএ মুক্তিলাভ করেন।

মূর্খেরাই সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল কহে; কিন্তু পণ্ডিতেরা এরূপ কহেন না; বাস্তবিকও যিনি সন্ন্যাস ও যোগ এই উভয়ের একটিমাত্র সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই ফলপ্রাপ্ত হয়েন। সন্ন্যাসীরা মোক্ষনামক যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন; যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী কিন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হয়েন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, যাঁহার আশা সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ, যিনি লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয়েন না। পরমার্থদর্শী [ব্রহ্মদর্শনকারী] কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, অশন [ভোজন] গমন, শয়ন, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ [চক্ষুর পাতা খোলান] ও নিমেষ [চক্ষুর পাতা বোজান] করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। যিনি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ কইয়া কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না। কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি ও মমত্ববুদ্ধি [‘আমি’ ‘আমার’ জ্ঞান]-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য [কেবল—একরূপতা] প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমুখ [ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন] ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফলপ্রত্যাশী [ফলাকাঙ্খী] হইয়া বদ্ধ হয়। জিতেন্দ্রিয় দেহী [জীবাত্মা] মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুর সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না ও অন্যকেও প্রবৃত্ত করেন না। বিশ্বকর্ত্তা [বিশ্বের বিধাতা] ঈশ্বর জীবলোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মসকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহাকেও কর্ম্মফলভোগী করেন না, স্বভাবই তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তক। ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, জ্ঞান অজ্ঞান আবৃত হয় বলিয়া জীবসকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানদ্বারা আত্মার অজ্ঞানকে বিনাশিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরে যাঁহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের আত্মা, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞানদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষলাভ করেন।

“ ‘পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপে রেখেন। এইরূপ যাঁহাদিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারাই জীবনাবস্থাতেই সংসার জয় করেন এবং নির্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে আছেন, সুতরাং

সমদর্শী [তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন] ব্যক্তিরাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হয়েন না; কেননা, তিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন, পরিশেষে ব্রহ্মে সমাধিলাভ করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়েন। যেসকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর; পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হয়েন না। যিনি ইহলোকে শরীর পরিত্যাগের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী ও তিনিই সুখী। আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আরাম ও আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা পাপকে বিনাশ করিয়াছেন, সংশয়কে ছেদন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন এবং সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন সেই তত্ত্বদর্শিগণই মোক্ষলাভ করেন। যেসকল সন্নাসী কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে আয়ত্ত্ব করিয়াছেন এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষলাভ করেন। যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে বাহ্যবিষয়সকল বহিষ্কৃত, নয়নদ্বয় ভ্রুযুগলের মধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানবৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূরপরাহত [একান্ত ত্যাগ] করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সকল লোকের মহেশ্বর ও সুবৃহৎ জানিয়া শান্তি লাভ করেন।' "

৩০তম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায় – ধ্যানযোগ

" 'হে অর্জ্জুন! যিনি ফলে বিতৃষ্ণ [আকাঙ্খারহিত] হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্ট [যজ্ঞ] ও অনগ্নি পূর্ত্ত প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন যোগীও নহেন। পণ্ডিতেরা যাহা সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই যোগ, অতএব কর্ম্মফল পরিত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। যে মুনি জ্ঞানযোগে আহরণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়, আর যিনি তাহাতে আরোহন করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়। যিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ও ভোগসাধন কর্ম্মে আসক্ত না হয়েন, তিনিই তখন যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখহিত হইয়া থাকেন। আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, তাহাকে অবসন্ন করিবে না, কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধ এবং আত্মাই আত্মার রিপু। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু, আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সে আত্মাই শত্রুর ন্যায় আত্মার অপকারে প্রবৃত্ত হয়। শীত, উষ্ণ, সুখ, সুঃখ, মান ও অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি লোষ্ট্র [মাটির ডেলা], প্রস্তর ও কাঞ্চন

সমজ্ঞান করেন, সেই যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত। যিনি সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু, সকলকেই সমজ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"যোগী ব্যক্তি নির্জ্জনে নিরন্তন অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া চিত্তকে সমাধান [সমতাযুক্ত] করিবেন। জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রমণে পবিত্র স্থানে ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত, অনতি-উচ্চ, অনতি-নীচ, স্থিরতর আসন সংস্থাপন করিয়া তাহাতে উপবেশন; শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সম ও সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাবে সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। যোগী ব্যক্তি প্রশান্তত্মা [স্থির], নির্ভয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিলে আমার সারূপ্যরূপ [সারূপ্য = রূপতা?–রূপসাম্য] মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করে। হে অর্জ্জুন! অতিভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতিনিদ্রালু [অত্যন্ত নিদ্রাসেবী] বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না। যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখ-বিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন। যখন বশীভূত চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্যবিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত [সমাধিস্থ] বলিয়া উল্লিখিত হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্টানকালে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প [বায়ুবিহীন স্থান-স্থিত কম্পনরহিত] দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ; যাহাতে দুঃখের সম্পর্কও নাই, তাহাই বিশেষরূপে অবগত হইবে এবং অধ্যবসায়সহকারে ও নির্ব্বেদশূন্যচিতে অভ্যাস করিবে। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থির বুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বুষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে। প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন [মলশূন্য], নিষ্পাপ, জীবন্মুক্ত [জীবিতাবস্থায় মুক্ত–কামনা-বাসনাবিহীন জীবিতাবস্থা] যোগী নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত সর্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী, সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না; সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় না। যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত [এক] হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতস্থ [সকল প্রাণীতে বিদ্যমান] মনে করিয়া ভজনা করে, সে যে কোন প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখ-দুঃখের ন্যায় সকলের সুখ-দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা উল্লেখ করিলে, মনের চঞ্চলতানিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতেছি না; মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজেয় ও দুর্ভেদ্য; যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে!'

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! চঞ্চলস্বভাব মন যে দুর্নিগ্রহ [বশে আনা দুঃসাধ্য], তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে হয়। যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগ লাভ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট। যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগলাভ করিতে সমর্থ।'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু যত্নহীন ও যোগভ্রষ্টচেতাঃ [যোগ হইতে স্খলিত চিত্ত], সে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? হে মহাবাহো! সে কি যোগ ও কর্ম্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মলাভের উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়া ছিন্ন-মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় ছেদন কর; তোমা ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না।'

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ইহলোকে, কি পরলোকে কুত্রাপি বিনষ্ট হয় না; কোন শুভকর্ম্মকারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূণ্যকারীদিগের প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধনসম্পন্নদিগের গৃহে অথবা বুদ্ধিমান যোগীদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে; যোগীদিগের কুলে জন্ম অতি দুর্লভ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পৌর্ব্বদেহিক [পূর্ব্বজন্মলব্ধ] বুদ্ধি লাভ করে এবং মুক্তিলাভবিষয়ে পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায়বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজম্মকৃত অভ্যাসই তাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। তখন তিনি যোগজিজ্ঞাসু হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করেন। নিষ্পাপ যোগী অধিকতর যত্নসহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও। হে পার্থ! যে ব্যক্তি আমাতে অন্তকরণ সম্পর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।' "

৩১তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায় – জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

"ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাসপূর্ব্বক যে প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। আমি যে অনুভবসহকৃত [অনুভবের সহিত আচরিত] জ্ঞান সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা বিদিত হইলে, শ্রেয়োবিষয়ে [মুক্তিরূপ মঙ্গল সম্বন্ধ] আর কিছুই জ্ঞাত হইতে অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র সহস্র মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান হয়; আর যত্মশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,

এই আট প্রকারে বিভক্ত এতদ্ভিন্ন আমার একটি জীবস্বরূপ পরা [সর্ব্বশ্রেষ্ঠ] প্রকৃতি আছে, উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হে পার্থ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমুদয় এই ক্ষেত্র [প্রকৃতি] ও ক্ষেত্রজ্ঞ[জীবাত্মা]স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা [লয়কারক]; হে ধনঞ্জয়! আমা ভিন্ন ইহার সৃষ্টি-সংহারের [উৎপত্তির উপসংহারের–প্রবাহনিবৃতির] আর শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র কারণ নাই। যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভাবরূপে, সমুদয় বেদে ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বিগণে তপস্যারূপে অবস্থান করিতেছি। হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন [নিত্য–ক্ষয়রহিত] বীজ বলিয়া বিদিত হও। আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, বলবানের দুরাকাঙ্খাশূন্য বল ও সর্ব্বভূতের বল ও ধর্ম্মানুগত কাম। যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতে উৎপন্ন এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নহি। জগতীস্থ [ব্রহ্মাণ্ডস্থিত] সমুদয় লোক এই ত্রিগুণাত্মক [সত্ব, রজঃ ও তমঃ–এই ত্রিগুণগঠিত] ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে ইহাদের অতিরিক্ত অবিনাশী বলিয়া বিদিত হইতে সমর্থ হয় না।

"অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার এক মায়া আছে; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ঐ মায়া কর্ত্তৃক যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা অসুরভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মকারী নরাধম মূর্খ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। আর্ত্ত [পীড়িত–কাতর], আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী, হে অর্জ্জুন! এই চাই প্রকার পুণ্যবান লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে; তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানবানের এবং জ্ঞানবান্ আমার একান্ত প্রিয়। পূর্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মস্বরূপ; তিনি মদেকচিত্ত [একমাত্র ভগবানেই অর্পিতচিত্ত] হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তম গতি অবধারণ করিয়া আশ্রয় করিয়া থাকেন। বহুজন্ম অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাসুদেবই এই সচরাচর বিশ্ব, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ। অন্য উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও নানা প্রকার কামনা দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া প্রসিদ্ধ [গতানুগতিক–রুচিকর] নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ভূত, প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অর্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমিই তাঁহাদিগকে সেই অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি, তাঁহারা সেই শ্রদ্ধাসহকারে সেই সকল দেবতার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন; তৎপরে আমা হইতেই হিতকর অভিলষিতসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দেবতালব্ধ [দেবতা হইতে প্রাপ্ত] ফল-সমুদয় ক্ষয় হইয়া যায়। দেবযাজী ব্যক্তিরা দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি অব্যক্ত; কিন্তু নির্বোধ মনুষ্যেরা আমার অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য, মীন ও কূর্ম্মাদিভাবাপন্ন মনে করে। আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হই না; এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে

জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া অবগত নহে। হে অর্জ্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই তিন বিষয়ই বিদিত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নহে। হে অর্জ্জুন! জন্মগ্রহণ করিলে ভূতসকল ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থিত শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে; কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-নিমিত্ত মোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর-ব্রতপরায়ণ মহাত্মারাই আমার আরাধনা করেন। যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-মৃত্যু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই সমগ্র অধ্যাত্মবিষয়, নিখিল কর্ম্ম ও সনাতন ব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত মহাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হয়েন না।' "

৩২তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায় – অক্ষরব্রহ্মযোগ

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কাহাকে বলে? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কি? মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সংযতচিত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে বিদিত হয়েন?'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যিনি পরম, অক্ষয় ও জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীব, দেহ অধিকার করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। যাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা যজ্ঞকর্ম্ম। বিনশ্বর [বিনাশশীল] দেহাদি পদার্থ ভূত-সকলকে অধিকার করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত উহাকে অধিভূত বলা যায়। সূর্যমণ্ডলবর্ত্তী বৈরাজ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঁহকে অধিদৈবত বলা যায়। আর আমিই এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একান্তমনে অন্তকালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব তুমি সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর ও সমরে প্রবৃত্ত হও। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্যমনে সেই দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাতেই লীন হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে অবিচলিত-চিত্তে ভক্তি ও যোগবলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ু সমাবেশিত করিয়া পুরাতন, বিশ্বনিয়ন্তা [ব্রহ্মাণ্ডপরিচালক], সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্তরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানান্ধকারের উপর [অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত অবস্থা] বর্ত্তমান, দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। হে অর্জ্জুন! বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্তিশূন্য যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ও যাঁহাকে বিদিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের প্রবৃত্ত হয়েন, আমি সেই প্রাপ্য বস্তুলাভের উপায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর :–

"যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বার-সমুদয় সংযত, হৃদয়কমলে মনকে নিরুদ্ধ ও ভ্রুমধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবেশিত করিয়া যোগজনিত ধৈর্য অবলম্বন এবং ব্রহ্মের অভিধান [১] ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করিয়া কলেরব পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অনন্যমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন; মহাৎম্রারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া দুঃখের আলয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক হইতেই পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিয়ে হয় না। সহস্র দৈব যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি হয়। যাঁহারা ইহা বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা [দিবারাত্রির পরিমাণ বিষয়ে বিজ্ঞ]। ব্রহ্মার দিবস হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত-সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়। সেই ভূতসমূহ ব্রহ্মার দিবসাগমে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে বিলীন হয় এবং পুনরায় দিবসাগমে কর্ম্মাদিপরতন্ত্র ও সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় রাত্রিসমাগমে বিলীন হইয়া থাকে। সেই চরাচরের কারণরূপ অব্যক্তি অপেক্ষাও পরতর [নিগূঢ়] অতিশয় অব্যক্তি সনাতন আর একটি ভাব আছে; উহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না। অতীন্দ্রিয় ও অক্ষয় ভাবকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন; উহাই আমার স্বরূপ; উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের আর বিনিবর্ত্তন হয় না [ফিরিয়া আসে না–ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে]। হে অর্জ্জুন! সেই পরম-পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভূতসকল তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যোগীরা যে কালে গমন করিলে আবৃত্তি [জন্মবন্ধন] ও যে কালে গমন করিলে অনাবৃত্তি [সংসারনিবৃত্তি–মোক্ষ] প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর;–যে স্থানে দিবস শুক্লবর্ণ [সত্ত্বময়] ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ছয় মাছ উত্তরায়ণ [মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত], ব্রহ্মবেত্তারা তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যে স্থানে রাত্রি, ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ [রজঃ ও তমোময়] এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ণ [শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত]; কর্ম্মযোগীরা তথায় চন্দ্রপ্রভাশালী স্বর্গ-লাভ [পিতৃলোক] কইয়া নিবৃত্ত হয়েন। জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটা শাশ্বত গতি আছে; তন্মধ্যে একতর দ্বারা অনাবৃত্তি ও অন্যতর দ্বারা আবৃত্তি হইয়া থাকে। হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি এই দুইটি গতি অবগত হইয়া কদাচ বিমোহিত হয়েন না; অতএব তুমি সকল কালে যোগানুষ্ঠানপরায়ণ হও। শাস্ত্রে বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা সেই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূল বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' "

৩৩তম অধ্যায়

নবম অধ্যায় – রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ

"ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য; অতএব যাহা অবগত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গোপনীয় উপাসনাসহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিদ্যাশ্রেষ্ঠ, রাজগণেরও গোপনীয়, অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষফলদ, ধর্ম্মানুগত ও অব্যয়; ইহা অনায়াসেই অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। যাহারা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকুল সংসারপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি; আমাতে ভূত-সকল অবস্থান করিতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি, আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করিতেছে না; আমার এই ঐশিকী [ঐশী–নিয়তি বিষয়িণী] অঘটনঘটনাচাতুরী [অসম্ভব-সম্ভবকারিণী নিপুণতা] নিরীক্ষণ কর। আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে; কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়া রহিয়াছে জানিবে। হে অর্জ্জুন! কল্পক্ষয়কালে [ব্রহ্মার স্থিতিকালের অবসানে–মহাপ্রলয় সময়ে] ভূতগণ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয় এবং কল্পপ্রারম্ভে আমি পুনরায় উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ [পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের] কর্ম্মানুসারে প্রলয়কালবিলীন [প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত] কর্ম্মাদিপরবশ [স্ব স্ব ধর্ম্মের অধীন] ভূত-সমুদয় বারংবার সৃষ্টি করিতেছি; কিন্তু আমি সেই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মের আয়ত্ত [অধীন] নহি; আমি সকল কর্ম্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। মায়া আমার অধিষ্ঠান [আশ্রয়] মাত্র লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে এবং আমার অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। আমি সকল ভূতের ঈশ্বর; আমি মানুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া বিফল আশাসম্পন্ন, বিফল কর্ম্মপরায়ণ, বিফল জ্ঞানযুক্ত বিচেতন, মূঢ় ব্যক্তিরা আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; কারণ, তাহারা রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী [মোহকারিণী রাক্ষস ও অসুরসম্বন্ধীয়া] প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে। কিন্তু মহাত্মগণ দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে সকল ভূতের কারণ ও অব্যয়রূপ অবগত হইয়া অনন্যমনে আরাধনা করেন; সতত ভক্তিযুক্ত ও বহিত হইয়া আমার নাম কীর্ত্তন করেন, যত্নবান ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং প্রতিনিয়ত সাবধান হইয়া ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করেন। আর কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, হেক অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। দেখ, আমি যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম; আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতাল আমি জ্ঞেয়, পবিত্র, ওঁঙ্কার, ঋক্, সাম ও যজু; আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা [পালনকর্ত্তা], প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, আধার, লয়স্থান ও অব্যয় বীজ। হে অর্জ্জুন! আমি তাপপ্রদান এবং বৃষ্টিরোধ ও বৃষ্টি প্রদান করি। আমিই অমৃত, মৃত, সৎ ও অসৎ।

"ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর [কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত], সোমপায়ী বিগত পাপ মহাত্মগণ যজ্ঞ দ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোকলাভের অভিলাষ করেন, পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকীইষ্ট দেবভোগ্যসকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর পুণ্যক্ষয়

হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগবিলাষী হইয়া গমনাগমন [জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে আগমন–সংসার হইতে গমন] করিয়া থাকেন। যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেমপ্রদান করিয়া থাকি। যাহারা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না; এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতপরায়ণ [যজ্ঞাদিনিষ্ঠ] ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূতসেবকেরা ভূত-সকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যিনি ভক্তিসহকারে আমাকে ফল, পত্র, পুষ্প ও জল প্রদান করেন, আমি সেই মহাত্মা ব্যক্তির সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! তুমি যে কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান, যাহা ভক্ষণ, যাহা হোম, বে বস্তু দান ও যেরূপ তপঃসাধন করিয়া থাক, তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিও; তাহা হইলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্ম্মার্পণরূপ [কর্ম্মফলত্যাগরূপ] যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে। আমি সকল ভূতে একরূপ; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতেই অবস্থান করিয়া থাকে। যদি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যমনে আমার উপাসনা করে, সে সাধু; তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর; সে অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করে এবং তাহার বিনাশ নাই। অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে নিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়নবিরহিত শূদ্র, তাহারা এবং স্ত্রীলোকেরাও আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। হে অর্জ্জুন! তুমি এই অনিত্য অসুখকর লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে আরাধনা ও নমস্কার কর; আমাকে মন সমর্পণপূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও এবং সর্ব্বদা আমার পূজা কর। তুমি এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে লাভ করিবে।' "

৩৪তম অধ্যায়
দশম অধ্যায় – বিভূতিযোগ

"ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইতেছে; এক্ষণে আমি তোমার হিতবাসনায় পুনরায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভাব অবগত নহেন; আমি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের আদি। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও সকল লোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি জীবলোকে মোহবিরত ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। আমি বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ ও অযশ। আমা হইতেই প্রাণীগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বতন সনকাদি চারিজন ও ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি এবং মনুসকল [স্বায়ম্ভুবপ্রমুখ] আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা এই লোক ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আমার এই বিভূতি ও সর্ব্বজ্ঞতাদি ঐশ্বর্য্য [সমস্ত জানিবার শক্তি] সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তিনি সংশয়রহিত জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত জানিয়া প্রীতমনে আমার অর্চনা করেন। তাঁহারা আমাতে মনঃ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হয়েন এবং আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া একান্ত সন্তোষ ও পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। আমি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞানপ্রদীপদ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিরাকরণ [দূর] করিয়া থাক।'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব তোমাকে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত, পুরুষ, দিব্য, আদিদেব ও জন্মবিহীন বলিয়া থাকেন এবং তুমিও আপনাকে ঐরূপ নির্দেশ করিলে। এক্ষণে তুমি যেরূপ কহিতেছ, আমি তদ্বিষয় অনুমাত্রও [অতি অল্প পরিমাণও] সন্দেহ করি না। দেব ও দানবগণ তোমাকে সম্যক্ অবগত নহেন; তুমি আপনিই আপনাকে বিদিত হইতেছ। হে দেবদেব! হে ভূতভাবন [প্রাণীগণের উৎপাদন কারক]! তুমি যে সমস্ত বিভূতিদ্বারা এই লোকসমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, এক্ষণে সেইসকল দিব্যবিভূতি সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর, আমি কিরূপে তোমাকে সতত চিন্তা করিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইব এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা করিব? এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তার আপনার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি কীর্ত্তন কর; তোমার এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।'

"বাসুদেব বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই; অতএব প্রধান প্রধান বিভূতিসকল কীর্ত্তন করিতেছে, শ্রবণ কর। হে অর্জ্জুন! আত্মা ও সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি। আমি সকলের আদি, মধ্য, ও অন্ত; আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে মরীচি ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদের মধ্যে সাম, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র। ইন্দ্রিয়সমুদয়ের মধ্যে মন ও ভূতগণের

মধ্যে চৈতন্য। আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বৃহস্পতি, সেনানীদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয় জলাশয়সকলের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞসমুদয়ের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষসমূহের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ ও সিদ্ধসমুদয়ের মধ্যে মহামুনি কপিল। আমি অশ্বগণমধ্যে অমৃতমন্থনোদ্ভূত [অমৃতমন্থনকালে সমুদ্র হইতে উত্থিত] উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গমধ্যে ঐরাবত, মনুষ্যমধ্যে রাজা, আয়ুধমধ্যে বজ্র ও ধেনুগণমধ্যে কামধেনু। আমি উৎপত্তিহেতু কন্দর্প [কাম], সবিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে বাসুকি, নির্ব্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরসকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়ামকদিগের [শাসনদ্বারা সপথে প্রবর্ত্তক] মধ্যে যম ও দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ। আমি গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র [সিংহ] পক্ষিমধ্যে বৈনতেয়, বেগবানদিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্যগণমধ্যে মকর ও স্রোতস্বতীর [নদীর] মধ্যে জাহ্নবী। আমি সৃষ্টপদার্থ সকলের আদি, অন্ত ও মধ্য, বিদ্যাসকলের মধ্যে আত্মবিদ্যা, বাদিগণের বাদ, অক্ষরসকলের মধ্যে আকার, সমাসমধ্যে দ্বন্দ্ব। আমি অনন্ত কাল, সর্ব্বতোমুখ [সকল দিকেই মুখবিশিষ্ট—সর্ব্বত্র অস্তিত্বসম্পন্ন] বিধাতা, সর্ব্বসংহারক মৃত্যু ও অভ্যুদয়লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয় [মঙ্গল]। আমি নারীগণমধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ [বাক্য], স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ [অগ্রহায়ণ], ঋতুর মধ্যে বসন্ত, প্রভারকদিগের দ্যূত ও তেজস্বীদিগের তেজঃ। আমি জয়, ব্যবসায় ও সত্ত্ববানদিগের সত্ত্ব। আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবমধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে শুক্র। আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীদিগের নীতি, গোপ্য বিষয়ের মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানবান্দিগের জ্ঞান ও সকল ভূতের বীজ। হে অর্জ্জুন! এই চরাচর ভূত আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে; সুতরাং আমি দিব্যবিভূতির ইয়ত্তা নাই। হে পার্থ! আমি সংক্ষেপে এই বিভূতিবিস্তার [ঐশ্বর্য্যের বিস্তৃত বৃত্তান্ত] কীর্ত্তন করিলাম; বস্তুতঃ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাববলসম্পন্ন, সেই সমস্তই আমার প্রভাবের অংশদ্বারা সম্ভূত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি একাংশদ্বারা বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; অতএব এক্ষণে আমার বিভূতির বিষয় পৃথকরূপে জানিবার প্রয়োজন নাই।' "

৩৫তম অধ্যায়
একাদশ অধ্যায় – বিশ্বরূপদর্শন

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহ্য আত্মা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলে, তদ্দ্বারা আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। হে পদ্মপলাশলোচন! আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয়মাহাত্ম্য সবিস্তর শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি আপনার ঐশ্বররূপের [ঈশ্বরাত্মকরূপ–ঐশ্বর্য্যযুক্তরূপ] বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিলে, তাহা আমি দর্শন লাভ করিতে অভিলাষ করি;

হে যোগেশ্বর! এক্ষণে তুমি যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই অব্যয় রূপ প্রদর্শন কর।'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার নানাবর্ণ ও নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ কর। অদ্য আমার কলেরবে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বহুতর বস্তু-সকল দর্শন কর। হে অর্জ্জুন! সচরাচর বিশ্ব এবং অন্য যে কিছু অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর। কিন্তু তুমি এই চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না; এক্ষণে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর।' "

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে বহুমুখ ও বহুনয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত, দিব্যায়ূধধারী, দিব্য মাল্য ও অম্বরে পরিশোভিত, দিব্যগন্ধচর্চ্চিত [উত্তম গন্ধে অনুলিপ্ত], সর্ব্বতোমুখ, অদ্ভুতদর্শন, পরম ঐশ্বর রূপ প্রদর্শন করিলেন। যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে। ধনঞ্জয় তখন তাঁহার দেহে বহু প্রকারে বিভক্ত, একস্থানস্থিত, সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, 'হে দেব! আমি তোমার দেহমধ্যে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর! আমি তোমার বহুতর বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রসম্পন্ন অনন্ত রূপ নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রলাঞ্ছিত [গদা ও চক্রচিহ্নে চিহ্নিত], প্রদীপ হুতাশন ও সূর্যসঙ্কাশ, নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি অক্ষয়, পরব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন-ধর্ম্মপ্রতিপালক পরমপুরুষ। তোমার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই। তুমি অনন্তবীর্য ও অনন্তবাহু; হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে; চন্দ্র ও সূর্য তোমার নেত্র; তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ এবং একাকী হইয়াও অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিগ্বলয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার এই ভীষণ অত্যদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই লোকত্রয় ব্যথিত হইতেছে। সকল সুরগণ শঙ্কিতমনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন। কেহ কেহ বা 'আমাদিগকে রক্ষা কর' বলিয়া কৃতঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন; সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ 'স্বস্তি' বলিয়া তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মতুৎ পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। আমি এই সমস্ত লোক-সমভিব্যাহারে তোমার বহু নয়ন ও অনেক মুখসম্পন্ন, বহু বাহু, বহু ঊরু ও বহু চরণসংযুক্ত, অনেক উদরপরিশোভিত ও বহুদংষ্ট্রাকরাল [ভীষণ দন্তসমন্বিত] আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি; আমি তোমার নভোমণ্ডলস্পর্শী, বহু-বর্ণসম্পন্ন, বিবৃতানন, বিশাললোচন ও অতি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কোনক্রমেই ধৈর্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! তুমি প্রসন্ন হও,

তমার কালাগ্নিসন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে; আমি কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

"মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অন্যান্য মহীপালগণ ও আমাদিগের যোদ্ধৃবর্গ সমভিব্যাহারে সত্বর তোমার ভয়ঙ্কর আস্য বিবরে প্রবেশ করিতেছে; তন্মধ্যে কাহার উত্তমাঙ্গ চূর্ণীকৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল দশনসন্ধিতে [দাঁতের ফাঁকে] সংলগ্ন হইয়াছে। যেমন নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীরপুরুষেরা তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যেমন সমৃদ্ধ বেগশালী পতঙ্গসকল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকেরা বিনিষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তুমি প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার করিয়া এই সমুদয় লোককে গ্রাস করিতেছ এবং তোমার প্রখর তেজ বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া লোক-সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে। হে দেবাদিদেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার কোন বৃতান্তই অবগত নহি; এক্ষণে তুমি কে, তাহা কীর্ত্তন কর; আমি তোমাকে বিদিত হইতে অভিলাষী হইয়াছি।'

"বাসুদেব বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক-সকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্তি হয়াছি। এক্ষণে কেবল তোমা ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন; অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়া শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যশোলাভ ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বেই ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণে তুমি এই বিনাশের নিমিত্তমাত্র হও। হে অর্জ্জুন! আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি; তুমি ইহাদিগকে সংহার কর; ব্যথিত হইও না; অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; তুমি অবশ্যই শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।' " সঞ্জয় কহিলেন, "তখন অর্জ্জুন কম্পিতকলেরবে ও কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া ভীতমনে ও গদ্‌গদ্‌বচনে কহিলেন, "বাসুদেব! তোমার নাম কীর্ত্তন করিলে সকলে যে নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ যে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ণ করিয়া থাকে, তাহা যুক্তিযুক্ত। তুমি ভগবান্ ব্রহ্মা অপেক্ষা গুরুতর ও জগতের আদিকর্ত্তা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের মূলকারণ অবিনাশী ব্রহ্ম; এই নিমিত্তই সকলে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ ও বিশ্বের একমাত্র বিধান [আধার]; তুমি বেত্তা [সর্ব্বজ্ঞ], বেদ্য [জ্ঞেয়] ও পরম তেজ; হে অনন্তমূর্ত্তি! তুমি এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক [চন্দ্র], প্রজাপতি ও প্রপিতামহ [ব্রহ্মা]। হে সর্ব্বেশ্বর! আমি তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি; আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি; আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি; আমি তোমার চতুর্দ্দিকেই নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য ও অমিতপরাক্রমসম্পন্ন; তুমি সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ; এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা করিয়া 'হে কৃষ্ণ! এ যাদব! হে সখা!' বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক বা বন্ধুজনসমক্ষেই অবস্থান কর, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন সময়ে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা

কর; আমি তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয়পূর্ব্বক ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের পিতা, পূজ্য ও গুরু, ত্রিলোকমধ্যে তোমা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই; অতএব আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তোমায় প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি; যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের ও স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব [যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই, তদ্রূপ] রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ ও আমাকে প্রদর্শন কর, আমি তোমার কিরীটসমলঙ্কৃত গদা-চক্রলাঞ্ছিত সেই চতুর্ভূজ মূর্ত্তি অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়া-প্রভাবে তোমাকে তেজোময় অনন্ত বিশ্বরূপ পরম রূপ প্রদর্শন করিয়াছি; তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করেন নাই। তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন না। তুমি ইহা নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও বিমোহিত হইও না; এক্ষনে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনে পুনরায় আমার পূর্ব্বরূপ প্রত্যক্ষ কর।' " সঞ্জয় কহিলেন, "এই বলিয়া বাসুদেব নিতান্ত ভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় স্বকীয় সৌম্যমূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিলেন।

"তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে তোমার প্রশান্ত মানুষ-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম।'

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, দেবগণ উহা নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপঃ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার ঐ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না; অনন্যসাধারণ ভক্তিপ্রদর্শন করিলেই আমাতে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র-কলত্র প্রভৃতি পরিবারের সহিত আসক্তিরহিত, যাহার কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরমপুরুষার্থ, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'"

৩৬তম অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায় – ভক্তিযোগ

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! যাহারা ত্বদ্গতচিত্তে [অনন্যমনে–একমাত্র ভগবানে মন রাখিয়া] তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষয় ও অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়?'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! যাহারা ত্বদ্গতচিত্তে [অনন্যমনে–একমাত্র ভগবানে মন রাখিয়া] তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষয় ও অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়?'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে বাসুদেব! যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হইয়া পরম ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই আমার মতে প্রধান যোগী; আর যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে হিতানুষ্ঠাননিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য [নির্দ্দেশের অতীত–'ইহা এই' এই প্রকার পরিচয়ের বহির্ভূত], অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধিহীন, কূটস্থ [হৃদয়স্থ–হৃদয়ের অন্তঃস্তরস্থ] এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখভোগ করিয়া থাকে; যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে সমস্ত কার্য সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

"হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে স্থিরতর রূপে চিত্ত আহিত [সংন্যস্ত] ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর; তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে। যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর। যদি তদ্বিষয়েও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ ব্রত, পূজা প্রভৃতি কার্য-সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষলাভ সমর্থ হইবে। যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ কর; কারণ, বিবেকশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়স্কর; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেয়স্কর; ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলপরিত্যাগ শ্রেয়স্কর, কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিলে শান্তিলাভ হয়। যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, কৃপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সমদুঃখ-সুখ, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করেন, তিনিই আমার প্রিয়; লোক-সকল যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকদিগকে উদ্বিগ্ন করেন না এবং যিনি অনুচিত হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগশূন্য, তিনি আমার প্রিয়। যিনি নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত ও আধিশূন্য এবং যিনি সকাম কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্খা ও পূণ্য-পাপ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমান্ হয়েন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যৎকিঞ্চিত লাভে সন্তুষ্ট হয়েন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থিরভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত প্রকার ধর্ম্মরূপ অমৃত পান করেন, তিনিই আমার প্রিয়।'"

৩৭তম অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায় – ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগ

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই কয়েকটি বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! এই শরীরই ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়; যিনি ইহা বিদিত হইয়াছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ; আমি সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান [বিশেষ ধারণা], তাহাই আমার অভিপ্রেত যথার্থ জ্ঞান। এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত, যেরূপে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যেরূপে স্থাবরজঙ্গমাদিভেদে বিভিন্ন হয়, স্বরূপতঃ যেরূপ এবং যে প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণীতার্থ [যাহার অর্থ নির্ণীত হইয়াছে] বহুবিধ বেদ, তটস্থলক্ষণ [কল্পিত নিদর্শনে প্রকৃত নির্ণয়] ও স্বরূপলক্ষণ [সহজ পরিচয়] দ্বারা উহা নিরূপিত করিয়াছেন। পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ ইন্দ্রিয়বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য–এই কয়েকটি ক্ষেত্রধর্ম্ম। হে অর্জ্জুন! উক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদি বিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। অমানিতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, আর্জ্জব, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, বিষয়বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের বারংবার সমালোচনা, প্রীতিত্যাগ এবং পুত্র, কলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্ত এবং ইষ্ট ও অনিষ্টাপাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি অব্যভিচারিণী [অনন্যা], ভক্তি, নির্জ্জনে অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন [যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানে দৃষ্টি], ইহাই জ্ঞান; ইহার বিপরীত অজ্ঞান।

"এক্ষণে জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। উহা বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি ও নির্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়; তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; সর্ব্বত্রই তাহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে। তিনি সকলকে আবৃত করিয়া [সমস্ত ব্যাপিয়া] অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ সকল প্রকাশ করেন; তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আধার; তিনি নির্গুণ, কিন্তু সর্ব্বগুণপালক [সকল গুণের পোষক]; তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তরে ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়; তিনি অতি সন্নিকৃষ্ট ও দূরবর্ত্তী; তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভূতদিগের ভর্ত্তা [প্রভু–পালক], তিনি প্রলয়কালে সমুদয় গ্রাস করেন, সৃষ্টিকালে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতি ও অন্ধকারের অতীত; তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানপ্রাপ্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনটি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। আমার ভক্তগণ ইহা অবগত হইয়া আমার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হয়।

"প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখ-দুঃখাদি গুণ-সমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতি এবং

সুখ-দুঃখ-ভোগ -বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাঁহার সম্পর্কই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ তিনি এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন; কারণ, তিনি সাক্ষিস্বরূপ, অনুগ্রাহক, বিধানকর্ত্তা, প্রতিপালক, মহেশ্বর ও অন্তর্যামী। যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হয়েন, তিনি শাস্ত্রসম্মত পথ [বিধিনিষেধ] অতিক্রম করিলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ধ্যান ও মন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করে; কেহ কেহ বা প্রকৃতি-পুরুষের বৈলক্ষণ্যরূপ যোগ দ্বারা, কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ; কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত না হইয়া অন্যের নিকট উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হয়; সেই সমস্ত পদার্থ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হয়েন না; তিনি সকল ভূতে নির্বিশেষরূপে [তুল্যভাবে] অবস্থান করিতেছেন। যিনি পরমেশ্বরকে ঐরূপ দেখেন, তিনি যথার্থই দেখিয়া থাকেন। লোক-সকল সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করে না; এই নিমিত্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মসম্পাদন করেন, কিন্তু আত্মা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না; যিনি ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি সম্যগ্‌দর্শী। যখন লোকে একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূতসকলের ভিন্ন ভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পূর্ণব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অব্যয় পরমাত্মা দেহে অবস্থান করিলেও অনাদিত্ব নির্গুণত্বপ্রযুক্ত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং কোন প্রকার কর্ম্মফল দ্বারাও কদাচ লিপ্ত হয়েন না। যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও দৈহিক গুণ-দোষ দ্বারা কখনই লিপ্ত হয়েন না। হে অর্জ্জুন! যেমন সূর্য একমাত্র হইলেও সমস্ত বিশ্বকে সুপ্রকাশিত করেন, তদ্রূপ একমাত্র আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যাহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর [প্রভেদ] এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষোপায় বিদিত হয়েন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' "

৩৮তম অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায় – গুণত্রয়বিভাগযোগ

"ভগবান বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি পুনরায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষিগণ ইহা অবগত হইয়া দেহান্তে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন এবং ইহা আশ্রয় করিলে আমার সারূপ্য প্রাপ্য হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না ও প্রলয়কালেও ব্যথিত হয়েন না! হে অর্জ্জুন! মহাপ্রকৃতি আমার গর্ভাধানস্থান; আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি; তাহাতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়। সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্ত্তি-সমুদয়ের যোনি এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। প্রকৃতি-সম্ভূত স্বত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ দেহের অভ্যন্তরে অব্যয়

দেহীকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে সত্ত্ব-গুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্বর [উজ্জ্বল] ও নিরুপদ্রব; এই নিমিত্ত উহা দেবীকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত; উহা দেবীকে কর্ম্মে নিবন্ধ করিয়া রাখে। সত্ত্বগুণ প্রাণীগণকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে সংসক্ত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমকে, রজোগুন সত্ত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজঃ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন এই দেহে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃদ্ধি, কর্ম্মারম্ভ, স্পৃহা ও অশান্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ জন্মিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের [ব্রহ্মার উপাসকগণের] প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে; আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ; রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুত্থিত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক লোক ঊর্দ্ধে ও রাজসিক লোক মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘন্য-গুণসঞ্জাত [নিন্দিত গুণ হইতে জাত] প্রমাদ-মোহাদির বশীভূত তামসিক লোক অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। মানব বিবেকী হইয়া গুণসকলকে সমস্ত কার্যের কর্ত্তা বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহী দেহসমুদ্ভূত এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-জনিত দুঃখ-পরম্পরা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! মনুষ্য কোন্ সকল চিহ্ন ও কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না, যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন [স্থির] হইয়া সুখ-দুঃখাদি গুণকার্য দ্বারা বিচলিত হয়েন না, প্রত্যুত [বাস্তবিক] গুণসকল স্বকার্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদয়ের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, যিনি সমদুঃখসুখ, আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্, যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতেই দর্শন করেন, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই একরূপ, যিনি আত্মনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, মান ও অভিমান এবং শত্রু ও মিত্র তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন আর যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী [দৃষ্ট ও অদৃষ্টফলজনক কর্ম্মবিষয়ে উদ্যমপরিত্যাগী], তিনিই গুণাতীত। যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তিযোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি উক্ত সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। হে অর্জ্জুন! আমি ব্রহ্ম, নিত্য, মোক্ষ, শাশ্বত ধর্ম্ম ও অখণ্ড সুখের আস্পদ।'"

৩৯তম অধ্যায়
পঞ্চদশ অধ্যায় – পুরুষোত্তমযোগ

"ভগবান্ বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ [সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষে রূপক করা হইয়াছে। 'শ্ব' শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী প্রভাতকাল। ইহার সহিত স্থিতিবোধক 'ত্থ' শব্দযোগে সংসারের অল্পকালস্থায়িত্ব নির্ণীত হইয়াছে; তাহার সহিত আবার অভাবার্থ 'অ' যোগ হওয়ায় নিষ্কর্ষার্থ হইয়াছে–অতটুকু অল্পকালও যাহার স্থায়িত্ব নাই। বস্তুতঃ সংসার সেইরূপই ক্ষণভঙ্গুর।] বৃক্ষ আছে, ঊর্দ্ধে উহার মূল এবং অধোদিকে উহার শাখা; বেদসমুদয় উহার পত্র; যিনি এই অশ্বত্থবৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা। ঐ বৃক্ষের শাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, উহা সত্ত্বাদিগুণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মপ্রসূতি [কার্য্যপরম্পরা] সকল অধঃপ্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত [উপলব্ধ–জ্ঞানের বিষয়ীভূত] হয় না; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় না। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থবৃক্ষ সুদৃঢ় নির্ম্মমত্বরূপ [মমতাশূন্যরূপ] শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া উহার মূলীভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে। উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। 'যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী [অনন্তকালস্থায়ী] সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষের শরণাপন্ন হই,' এই বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়ে হইবে। যাঁহারা অভিমান, মোহ ও পুত্রকলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ, নিষ্কাম, অবিদ্যাশূন্য মহাত্মারা অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন যাঁহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয়েন না; তাহাই আমার পরম পদ। এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ, ইনি প্রকৃতিবিলীন [প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত] পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন। যেমন বায়ু কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন জীব শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে, তখন পূর্ব্বদেহ হইতে ইন্দ্রিয়সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। এই জীব শ্রোত্র [কর্ণ], চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয়সমুদয় উপভোগ করে। বিমূঢ় ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী, দেহাবস্থিত বা রূপাদি বিষয়ের উপভোগে লিপ্ত, ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না; জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন মহাত্মারাই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তিগণ যত্নবান হইয়া দেহে অবস্থিত জীবকে সন্দর্শন করিতে পারে না। চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী [বিশ্বের প্রকাশকর] সূর্য্য আমারই তেজে তেজস্বী। আমি ওজঃপ্রভাবে [তেজোযুক্ত শক্তি প্রভাবে] পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূতসকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধিসমুদয়ের [বৃক্ষলতাদি] পুষ্টিসাধন করি। আমি জঠরাগ্নি [উদরস্থ পাকাগ্নি] হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুসমভিব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্বিধ ভক্ষ্য পাক করিয়া থাকি।

" 'আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে। আমি চারিবেদদ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা; এই অব্যয় পরমাত্মা ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। আমি ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বপ্রকারে আমার আরাধনা করে। হে অর্জ্জুন! আমি এই পরম গুহ্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান ও কৃতকার্য্য হয়।' "

৪০তম অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায় – দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ

"ভগবান বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যাহারা দৈবসম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানোপায়ে [আত্মজ্ঞানসাধনে] পরনিষ্ঠা [ঐকান্তিকভাব], দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা [নির্লোভতা], মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা [অচাঞ্চল্য], তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা এই ষড়বিংশতি গুণপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভিভূত হয়। দৈবসম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না।

"'হে অর্জ্জুন! ইহলোকের দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্ট হইয়াছে; দৈব বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি; এক্ষণে আসুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আসুরভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে; তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্য নাই; তাহারা জগৎকে সত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাবর্জ্জিত, ঈশ্বরশূন্য, ধর্ম্মাধর্ম্মাবাসনাবশে অনুৎপন্ন কেবল কেমহেতুক স্ত্রী-পুরুষ সম্ভূত কহে। সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মিলনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত সমুদ্ভূত হয়; দম্ভ, অভিমান, মদ, অশুচিব্রত [অপবিত্র কার্য্য] ও দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন এবং মোহবশতঃ অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে; শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কামক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে; আজি আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি যাগ করিব, দান করিব ও আমোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত, অনেকবিধ চিত্তবিভ্রম ও মোহজালে আচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয়। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়া আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহে আমার দ্বেষ করে এবং আপনা আপনি সম্মানিত, অহঙ্কৃত ও ধন-মান-মদে প্রমত্ত হইয়া দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরবশ,

ক্রুর-স্বভাব, অশুভকারী নরাধমকে নিরন্তর সংসারে আসুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি। তাহারা আসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারে না, সুতরাং অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"'কাম, ক্রোধ ও লোব, নরকের এই ত্রিবিধি দ্বার। অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি নরকের এই ত্রিবিধি দ্বার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি আপনার কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎপরে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না ও পরম গতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থা-বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান কর।'"

৪১তম অধ্যায়
সপ্তদশ অধ্যায় – শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক কি রাজসিক অথবা তামসিক?'

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! দেহিগণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার;–সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাহাদের বিবরণ শুন। সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের অনুযায়িনী, পুরুষও সত্ত্বময়; তন্মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান ছিলেন, পরেও সেইরূপ শ্রদ্ধাবান হইবেন। সাত্ত্বিক লোক দেবগণের, রাজসিকেরা যক্ষ ও রক্ষোগণের এবং তামসিকগণ ভূত ও প্রেতসমূহের পূজা করিয়া থাকে।

"'যে সকল হীনচেতাঃ ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা আমাকেই ক্লেশিত করিয়া থাকে। তাহাদিগকে অতিশয় ক্রূরস্বভাব বলিয়া জানিবে। সকলের প্রীতিকর আহার তিন প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপ তিন প্রকার এবং দান তিন প্রকার; তাহাদের এই প্রভেদ শুন। আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধন, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী, মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রীতিকর। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবন, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি দাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসিকগণের অভিলষিত এবং বহুক্ষণে পক্ক, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ভোজ্য তামসদিগের প্রীতিকর।

"'ফলাকাঙ্খাশূন্য ব্যক্তিরা একাগ্রমনে কেবল কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে অবশ্য-কর্ত্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক। হে অর্জ্জুন! ফললাভ বা মহত্বপ্রকাশের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ম তাহাই রাজসিক। বিধি, অন্নদান, মন্ত্র, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ তামসিক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

"'দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপঃ; অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপ; চিত্তশুদ্ধি, অক্রুরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ [ইন্দ্রিয়সংযম] ও ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ। ফলকামনা পরিত্যগা করিয়া

পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক; সৎকার, মান, পূজা, লাভ ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক, এই তপস্যা অনিয়ত [নিয়মরহিত–বিধিনিষেধের অননুমোদিত] ও ক্ষণিক। যে তপস্যা দুরাগ্রহ [দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত] ও আত্মপীড়া দ্বারা অথবা অন্যের উৎসাদনার্থ [উচ্ছেদের জন্য] অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

"'কেবল দাতব্য জ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তির প্রতি যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক; প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশসহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক; অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে ও অনুপযুক্ত পাত্রে সৎকারবর্জ্জিত তিরস্কারসহকৃত যে দান, তাহাই তামসিক।

"'ব্রহ্মের নাম তিন প্রকার; ওঁ, তৎ ও সৎ; পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'তৎ' উচ্চারণপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! অস্তিত্ব, সাধুত্ব ও মঙ্গলকর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপ ও দান এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সৎ শব্দে অভিহিত হয়। অশ্রদ্ধাসহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎসমুদয় ইহলোকে বা পরলোকে সফল হয় না।'"

৪২তম অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায় – মোক্ষযোগ

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'মহাবাহো! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথকরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, ক্রিয়াকলাপ দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা বিধেয়। অন্যেরা কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই কএকটি কার্য্য কোনরূপেই পরিত্যগা করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে প্রকৃত ত্যাগ কিরূপ, তুমি তাহা শ্রবণ কর। তামসাদিভেদে ত্যাগ তিন প্রকার। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহার অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ। হে পার্থ! আমার নিশ্চিত মত এই যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ।

"'নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু মোহবশতঃ যে নিত্যকর্ম্মত্যাগ, তাহা তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। নিতান্ত দুঃখজনক বলিয়া কায়ক্লেশ ও ভয়প্রযুক্ত যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা, তাহা রাজস ত্যাগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাজসত্যাগী পুরুষ ত্যাগফললাভে সমর্থ হয় না। আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মেধাবী ও

সংশয়রহিত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। দেহী নিঃশেষে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে। কর্ম্মের ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট এই ত্রিবিধ ফল অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ত্যাগী নহেন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত হলে লাভ করেন। কিন্তু সন্যাসীরা উহা লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হয়েন না। হে অর্জ্জুন! সকল কর্ম্মের সিদ্ধি-বিষয়ে কর্ম্মবিধিশূন্য বেদান্তসিদ্ধান্তে শরীর, কর্ত্তা, পৃথকবিধকরণ [বিভিন্ন উপাদান–উপকরণ], পৃথক পৃথক চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। ন্যায্য বা অন্যায্যই, মনুষ্য কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, এই পাঁচটিই তাহার কারণ; এই কারণ অবধারিত হইলে যে অসংস্কৃত বুদ্ধি বশতঃ নিরুপাধি আত্মার ক্ররতৃত্ব নিরীক্ষণ করে, সেই দুর্ম্মতি কখন সাধুদর্শী নহে। যিনি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে আসক্ত হয় না, তিনি লোক-সমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াও বিনাশ করেন না এবং তাঁহাকে বিনাশজনিত ফলভোগও করিতে হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা [জ্ঞানের উদ্বোধক] কর্ম্মে প্রবৃত্তিসম্পাদনের হেতু; আর কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে। সাঙ্খ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম, ও কর্ত্তা প্রত্যেকে সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"'লোকে যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে অভিন্নরূপে অবস্থিত ও অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক পৃথক পদার্থ পৃথকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক জ্ঞান আর একমাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন, এইরূপ অবাস্তবিক [কাল্পনিক–অপ্রকৃত] অযৌক্তিক তুচ্ছ জ্ঞান তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

"'কর্ত্তৃত্বাভিমান বিরহিত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ম্মই সাত্ত্বিক; সকাম ও অহঙ্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল আয়াসকর কর্ম্ম রাজসিক। আর ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

"'অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহসম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিবিষয়ে বিকারবিরহিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক; অনুরাগপরায়ণ, কর্ম্মফলপ্রার্থী, লুব্ধপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষশোকসন্বিত কর্ত্তাই রাজসিক। আর অনবহিত [অনভিনিবিষ্ট–অসাবধান] বিবেকবিহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাবমানী [পরের অপমানকারী], অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী [চিরক্রিয়–আজ কাল করিয়া যে কার্য্যে বিলম্ব করে] কর্ত্তাই তামসিক।

"'হে অর্জ্জুন! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; আমি উহা সম্যকরূপে পৃথক পৃথক কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহা সাত্ত্বিকী; যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী; আর যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন [অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত] হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমস্ত পদার্থ বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, তাহা তামসী।

'''যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন জন্য বিষয় ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-সমুদয় ধারণ করে, তাহা সাত্ত্বিকী। যে ধৃতি প্রসঙ্গতঃ ফললাভের অভিসন্ধি করিয়া থাকে, তাহা রাজসী। আর অবিবেচক পুরুষ যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই তামসী ধৃতি।

'''হে অর্জ্জুন! যে সুখে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সুখের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং যদ্দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সাত্ত্বিক সুখ; বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ বশতঃ যাহা অগ্রে অমৃততুল্য, পরিবেশে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা রাজস সুখ; আর যে সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতে আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রামাদ হইতে সমুত্থিত হয়, তাহা তামসিক সুখ। পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয়-বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসমুদয় বিভক্ত হইয়াছে। শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বরভাব এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য্য এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কার্য্য। মানুষ স্ব স্ব কর্ম্মনিরত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এক্ষণে স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে সকলের প্রবৃতি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, যিনি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অরচনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সম্যক অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; কেন না, স্বভাববিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় না। হে অর্জ্জুন! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কার্য্যই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে; অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। আসক্তিবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে পার্থ; সিদ্ধ পুরুষ যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, এক্ষণে সেই জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধিসংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ-বিরহিত হইবে; বাক্য, কায় ও মনোবুদ্ধি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ [প্রতিগ্রহ–অর্থাদি গ্রহণ] পরিত্যাগপূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হয়েন না; সকল প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ়ভক্তি জন্মে। তিনি ভক্তিপ্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্যক অবগত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন। লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মসমুদয় অনুষ্ঠান করিয়া আমারই অনুকম্পায় অব্যয় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অবলম্বন করিয়া

সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর; তাহা হইএল তুমি আমার অনুগ্রহে দুস্তর দুঃখসকল উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে; কিন্তু যদি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি অহঙ্কারপ্রযুক্ত 'যুদ্ধ করিব না'। এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ, প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। হে অর্জ্জুন! তুমি মোহবশতঃ এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে ক্ষত্রিয়সুলভ শূরতার [শৌর্য্যের-বীরত্বের] বশীভূত হইয়া তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতসকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও; তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

"'হে অর্জ্জুন! আমি এই পরম গুহ্যজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ইহা সম্যক আলোচনা করিয়া যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার একান্ত প্রিয়; এই নিমিত্ত তোমাকে পুনরায় পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না।

"'আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য, ভক্তিবিহীন ও শুশ্রূষাবিরহিত ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যে লোক আমার প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইও না। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয়ে কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, এই নরলোকে তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী ও প্রিয়তম আর হইবে না। যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মানুগত সংবাদ অধ্যয়ন করিবে, তাহার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চনা করা হইবে। যে মনুষ্য অসূয়াপরবশ না হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের শুভলোকসকল প্রাপ্ত হইবে। হে ধনঞ্জয়! তুমি কি একাগ্রমনে এ সংবাদটি শ্রবণ করিলে? এবং ইহা দ্বারা কি তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ অবগত হইল?'

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরাকৃত [অপগত-দূরীকৃত] হওয়াতে আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমার সকল সন্দেহই দূর হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।'"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এইরূপ অদ্ভূত ও লোমহর্ষণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম। ব্যাসদেবের অনুগ্রহে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্যযোগ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভূত সংবাদ যতই স্মরণ করিতেছি, ততই পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইতেছি। আমি বাসুদেবের সেই অলৌকিক রূপ বারংবার স্মরণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিস্ময় ও হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি;

এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে বাসুদেব ও অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী জয়, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন,-পদ্মনাভ ভগবান বাসুদেবের নিজ মুখপদ্ম হইতে যাহা বিনিঃসৃত, একমাত্র সেই গীতাই উত্তমরূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য; অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের আর আবশ্যক কী? কারণ, গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, হরি, সর্ব্বদেবময়, গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী, মন্ত্র সমস্ত দেবতায় অধিষ্ঠিত। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ এই চারিটি গকারপূর্ব্ব পদার্থ যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। গীতায় ছয় শত কুড়ি শ্লোকে ভগবান কৃষ্ণের উত্তর উক্তি, সাতান্ন শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন প্রকটন, সাতষট্টি শ্লোকে সঞ্জয়ের সংসাব-বিবরণ এবং একটিমাত্র শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের গীতোক্ত বিষয়ে উপষ্টম্ভ সঙ্কলিত আছে। মহাভারতের সারসর্ব্বস্ব গীতারূপ অমৃত উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখে অর্পন করিয়াছেন।

ভগবদগীতাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৪৩তম অধ্যায়

ভীষ্মবধপর্ব্বাধ্যায়-রণবাদ্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহারথীগণ ধনঞ্জয়কে বাণ ও গাণ্ডীবধারী দেখিয়া পুনরায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং তাঁহাদের অনুযায়ী বীরসমুদয় সাগরসম্ভূত শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভেরী [বৃহৎ ঢাক], পেশী [বড় ঢোল], ক্রাকচ [জয়মঙ্গল—করাত দিয়া কাঠ। ফাড়ার শব্দের ন্যায় শব্দকারী], গোবিষাণিত [গোশৃঙ্গের বাঁশী—শিঙা] প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত হওয়াতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ সুররাজকে অগ্রে লইয়া সেই সংগ্রামসন্দর্শনার্থ আগমন করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাভিগমনে অর্জ্জুনাদির বিস্ময়

"তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সাগরোপম উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে সমুদ্যত দেখিয়া কবচ ও আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি, যতবাক্ ও পূর্ব্বমুখীন হইয়া রিপুসৈন্যমধ্যস্থ পিতামহ ভীষ্মের সমীপে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়া সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য ভূপতিগণও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রাধান্যানুসারে কৃষ্ণের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। "মহাবীর অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিযা রিপুসৈন্যাভিমুখে পদাচারে [পায়ে হাঁটিয়া] গমন করিতেছেন?'

"ভীমসেন কহিলেন, 'হে রাজন্! শত্রুসৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়াছে; এ সময়ে আপনি কবচ ও অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় চলিয়াছেন?'

“নকুল কহিলেন, “আপনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইয়া এইরূপ ব্যবহার করাতে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে; অতএব বলুন, কোথায় গমন করিতেছেন?’

“সহদেব কহিলেন, ‘হে মহারাজ! এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এ সময় আপনার যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য; আপনি তাহা না করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে কোথায় যাইতেছেন?”

“যতবাক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক উক্ত প্রকার অভিহিত হইয়াও কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না; কেবল তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতই করিতে লাগিলেন। তখন মনস্বী জনার্দন হাসিতে হাসিতে ভীমসেন প্রভৃতিকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে পাণ্ডবগণ! আমি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। উনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যপ্রভৃতি গুরুজনদিগকে সম্মানিত করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। পূর্ব্বপুরুষপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ, গুরু ও বান্ধবগণের সম্মান করিয়া শাস্ত্রানুসারে বলবান শত্রুবর্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অবশ্যই তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে।”

পাণ্ডবদৌর্ব্বল্য-ধারণায় কৌরবগণের হর্ষ

“মহাত্মা মধুসূদন কৌরবসৈন্যগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিবামাত্র মহান হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল এবং অনেকে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যস্থ বীরপুরুষগণ যুধিষ্ঠিরকে তৎবস্থ দেখিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন, “এই ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক কাপুরুষ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ভীত হইয়া সহোদরগণসমভিব্যাহারে শরণাগ্রহণার্থ [আশ্রয় লইবার জন্য।] ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। আহা! মহাবীর ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব সহায় থাকিতে নির্লজ্জ যুধিষ্ঠির কি প্রকারে ভীতের ন্যায় গমন করিতেছে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ঐ কাপুরুষ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই; নচেৎ কি নিমিত্ত সংগ্রামসময় সমুপস্থিত হওয়াতে উহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল?’

“বীরপুরুষগণের এই বাক্যশ্রবণে কৌরবপক্ষীয় সমুদয় সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে কৌরবগণের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং যুধিষ্ঠির, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও কেশবের নিন্দা করিয়া পতাকা কম্পিত করিতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। ঐ সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির কি বলেন, ভীষ্ম বা কি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন এবং সমরশ্লাঘী ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও বাসুদেবই বা কি কহেন, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাভিবাদন

“তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শরশক্তিসঙ্কুল শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত শান্তনুতনয়ের সমীপে গমন করিলেন এবং তাহার চরণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি; আপনার সহিত সংগ্রাম করিব; অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন।’

“ভীষ্ম কহিলেন, “হে রাজন্! যদি তুমি অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি ‘পরাভব হউক’ বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম, কিন্তু এক্ষণে আমি তোমার তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি, যুদ্ধ করিয়া

জয়লাভ কর। সংগ্রামে তোমার অন্যান্য যেসমুদয় অভিলাষ আছে, তাহাও সিদ্ধ হউক, তোমার কখনই পরাজয় হইবে না, এক্ষণে আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে রাজন! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থদ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে অতএব আমি এক্ষণে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি যে, কৌরবগণ আমাকে অর্থপ্রদান করিয়া বশীভূত করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়াই সংগ্রাম করিতে হইবে, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না; অতএব ইহা ব্যতীত আমার নিকট তুমি কি প্রার্থনা করা?''

''যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'পিতামহ! আপনি আমার হিতার্থী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি।''

''ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! তোমার বিপক্ষগণের পক্ষ হইয়া আমাকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে তোমার যাহা অভিলাষ থাকে, ব্যক্ত কর; আমি তাহা সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না।'

''যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে পিতামহ! আমি আপনাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অপরাজেয়, অতএব আমি কিরূপে আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিব? হে মহাত্মন! যদি আপনি আমার মঙ্গলাকাঙক্ষী হয়েন, তবে উক্ত বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান করুন।'

''ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পুরন্দরও আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারেন না।'

''যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে পিতামহ! আমি আপনাকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি সংগ্রামে আপনার বধোপায় বলুন।''

''ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস! আমাকে সমরে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই; এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।''

দ্রোণাভিবাদন

''তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহের বাক্য মস্তকে ধারণ ও কে অভিবাদনপূর্ব্বক সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে আচার্য্য দ্রোণের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ''হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; আপনার অনুজ্ঞাগ্রহণ ব্যতীত কিরূপে শক্রিসমুদয় পরাজিত করিব?''

''দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যদি আমার অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাজয় হউক' বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার পূজা করাতে তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; নির্ভয়ে যুদ্ধ করা। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার জয়লাভ হইবে। তুমি স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত কর, আমি তাহা সম্পাদন করিতে সম্মত আছি। হে রাজন! পুরুষ

অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয়; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থদ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে; সুতরাং নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি যে, আমি কৌরবগণের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না; অতএব ইহা ব্যতীত তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা করা?"

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! আমাকে জয়লাভের আশীর্ব্বাদ ও আমার হিতমন্ত্রণা এবং কৌরবগণের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করুন।"

"দ্রোণ কহিলেন, "হে রাজন্! যখন মহাত্মা মধুসূদন তোমার মন্ত্রী, তখন তোমার জয়লাভের সংশয় কি? আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তুমি সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিবে। হে ধর্ম্মরাজ! যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই কৃষ্ণ এবং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই জয়; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে আমাকে আর কি বলিতে হইবে বল? "যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'আর্য্য! আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি নিতান্ত অপরাজেয়, আমি আপনাকে কিরূপে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব?" দ্রোণ কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! আমি যতক্ষণ রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তোমার জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; অতএব ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে শীঘ্র আমাকে সংহার করিতে যত্নবান হও।"

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে আচার্য্য! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বধোপায় বলুন।"

"দ্রোণ কহিলেন, "বৎস! আমি সমরক্ষেত্রে ক্রুদ্ধচিত্তে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে আমাকে বধ করিতে পারে, এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু আমি সমরে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন অচেতনের ন্যায় অবস্থান করিব, সেই সময় আমাকে সংহার করিতে পারিলেই আমি নিহত হইব। সত্যবাদী ব্যক্তির মুখে মহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিলেই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিব, যথার্থ কহিলাম।"

কৃপাচার্য্য-অভিবাদন

"মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া কৃপের নিকট গমন কহিলেন এবং তাঁহার চরণবন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া করিলেন, 'আর্য্য! আমি আপনাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি, আজ্ঞা করুন, শত্রুগণকে পরাজয় করি।'

"কৃপ কহিলেন, 'হে রাজন্! যদি তুমি সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাজয় হউক' বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। হে মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয়, এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থদ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব না; অতএব বল, ইহা ব্যতীত আমার নিকট তোমার আর কি প্রার্থনা আছে?'

"তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির 'হে আচার্য্য! আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন, এইমাত্র বলিয়া ব্যথিত ও গতচেতন হইলেন।

"কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি অবধ্য; যাহা হউক, তুমি যুদ্ধ করা, তোমার জয়লাভ হইবে। আমি তোমার আগমনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; সত্য কহিতেছি, সতত জয়াশীর্ব্বাদ করিব।"

শল্য-অভিবাদন

"মহারাজ যুধিষ্ঠির আচার্য্য কৃপের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া মদ্ররাজ শল্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণবন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, 'মাতুল! আমি আপনাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি; আজ্ঞা করুন, শত্রুগণকে পরাজয় করি।'

"শল্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! যদি তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার অনুমতি গ্রহণ করিতে না আসিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাভব হউক' বলিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমাকে পূজা করাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম; তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হউক। আমি তোমাকে যুদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর; জয়লাভ হইবে। এক্ষণে তোমার কি ইচ্ছা বল; আমি তোমাকে কি প্রদান করিব? হে রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে; এ কথা যথার্থ।একৌরবগণ অর্থদ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়াছে; সুতরাং আমি তাহাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষ হইয়া। সংগ্রাম করিতে পারিব না; অতএব আমি তোমাকে ক্লীবের ন্যায় কহিতেছি, তুমি ইহা ব্যতীত যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই করিব।'

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনি আমার হিতার্থী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবগণের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করুন, আমার এই প্রার্থনা।"

'শল্য কহিলেন, 'ভাগিনেয়! কৌরবগণ অর্থদ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিব। সেই সংগ্রামে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে বল?'

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে মাতুল! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি সংগ্রামসময়ে সূতপুত্র কর্ণের তেজ হ্রাস করিবেন।'

'শল্য কহিলেন, 'হে কুন্তীনন্দন! তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমনপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমি কহিতেছি, তোমার জয়লাভ হইবে।'

কর্ণ কৃষ্ণ কথোপকথন-কর্ণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

"মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে স্বীয় মাতুল মদ্ররাজ শল্যকে সম্মানিত করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই মহাসৈন্য হইতে বিনির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব কর্ণের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কর্ণ। শ্রুত হইলাম, তুমি ভীষ্মদ্বেষী, সংগ্রামস্থলে ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে তুমি যুদ্ধ করিবে না। অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হয়েন, সেই পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম কর। ভীষ্ম নিহত হইলে পুনরায় দুর্য্যোধনের পক্ষ হইবে।' "কর্ণ কহিলেন, 'হে কেশব! আমি কদাপি দুর্য্যোধনের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারিব না। নিশ্চয় জানিও, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব।' মহাত্মা

বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন।

কৌরববীর যুযুৎসুর পাণ্ডবপক্ষে যোগদান

"অনন্তর পাণ্ডবাগ্রজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যগণমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'য়িনি আমার হিতসাধন করিতে বাসনা করেন, আগমন করুন; আমি তাঁহাকে বরণ করিব।" তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রীতমানসে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমার পক্ষ হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।"

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! চল, সকলে একত্রিত হইয়া তোমার মূঢ় সহোদরগণের সহিত সংগ্রাম করি। এ বিষয়ে বাসুদেব, আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ আমরা সকলে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ বরণ করিলাম। তুমি আমার নিমিত্ত যুদ্ধ কর। স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, তুমি একাকী ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও পিণ্ড [জলপিণ্ডদানের যোগ্য ব্যক্তি] রক্ষা করিবে। আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করা। অমর্ষপরায়ণ দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন অচিরাৎ নিহত হইবে।'

"হে মহারাজ! অনন্তর যুযুৎসু সহোদরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনাগণকে দুন্দুভি শ্রবণ করাইয়া পাণ্ডবপক্ষে গমন করিলেন। তখন মহাভুজ যুধিষ্ঠির সন্তুষ্টচিত্তে কনকোজ্জল দেদীপ্যমান কবচ ধারণ করিলেন; যোদ্ধৃগণ সকলে স্ব স্ব রথে অধিরোহণ ও বৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; শত শত দুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং বীরপুরুষগণ বিবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি পার্থিবগণ পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে রথস্থ দেখিয়া পুনরায় সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পাণ্ডবগণ মান্য ব্যক্তিদিগের মান রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া ভূপতিগণ আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদিগকে পূজা ও তাঁহাদের সৌহার্দ্দ, দয়া ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অনুগ্রহের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে পাণ্ডবগণের প্রতি সাধুবাদ ও স্তুতিবাদ হইতে লাগিল। কি ম্লেচ্ছ, কি আর্য্য, তত্রস্থ সমস্ত লোকই হৃষ্টচিত্তে সমুদয় দর্শন, শ্রবণ ও গদগদস্বরে পাণ্ডবগণের চরিত্রকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মনস্বিগণ মহাভেরী ও গোক্ষীরসদৃশ [দুগ্ধধবল—দুধের মত সাদা] শঙ্খের ধ্বনি করিতে লাগিলেন।"

৪৪তম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রের প্রথম-দিবসীয় যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অস্মাৎপক্ষীয় [আমাদের পক্ষের—দুর্য্যোধন পক্ষের] ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যসমুদয় এইরূপে ব্যূহিত হইলে পর কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে কাহারা অগ্রে প্রহার করিয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে পর আপনার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতার বাক্যানুসারে ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া সেনাগণসমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন; ভীমসেনাপ্রভৃতি পাণ্ডবগণও ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিবার

মানসে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সমরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণের সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ, ক্রাকচ, গোশৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও মুরজের ধ্বনি এবং হস্তিগণের বৃংহিত ও অশ্বগণের হ্রেষারবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ পরস্পর তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক ধাবমান হইল। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমাগম হইলে সেই বিপুল সৈন্যসমুদয় শঙ্খ ও মৃদঙ্গের[পাখোয়াজের] শব্দ শ্রবণে বায়ুবেগে বিকম্পিত বনরাজির ন্যায় প্রচলিত হইতে লাগিল। ঐ অশিব মুহূর্তে ভূপতি, হস্তী ও অশ্বে সমাকুল সৈন্যগণ বাতবেগে পরিচালিত সাগরের ন্যায় তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল।

ভীমের ভীষণ যুদ্ধে কৌরবভীতি

"সেই সাগরোপম সৈন্যসমুদয়ের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে মহাবল ভীমসেন বিপুল বলীবর্দের[বিশালদেহ বৃষ] ন্যায় গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের ভীমরবে শঙ্খ ও দুন্দুভির নির্ঘোষ, করিকুলের বৃংহিত ও সৈন্যগণের সিংহনাদ আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! বৃকোদরের সেই অশনিনির্ঘোষসদৃশ ভীষণ রব শ্রবণে আপনার সমুদয় সৈন্যগণ বিত্রাসিত[ভয়প্রাপ্ত—ভীতিগ্রস্ত] হইল। যেমন মৃগগণ সিংহের ভীষণরব শ্রবণে বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করে, তদুপ বাহনগণ ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইরূপ মহামেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আপনার পুত্রগণকে ভীত করিয়া সৈন্যমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন।

"কৌরবগণ সেই অসামান্য বলশালী বৃকোদরকে সৈন্যমধ্যে সমাগত দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বৃকোদার মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় শরজালে লুক্কায়িত রহিলেন। দুর্য্যোধন, দুমুখ, দুঃসহ দুঃশাসন, অতিরথ, দুর্ম্মষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ ও সৌমদত্তি ইহারা, সকলে মহাচাপ কম্পন এবং নির্মোকত্যক্ত আশীবিষের ন্যায় নারাচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পুরন্দর যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গসমুদয়ের উপর বাজপ্রহার করেন, তদ্রূপ অভিমন্য, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ দুর্য্যোধনাদির উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! সেই প্রথম সংগ্রামে ভীষণ জ্যানিস্বন ও তলধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি আপনার পক্ষীয়, কি শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ কেহই রণে পরাজ্মুখ হইল না। আমি স্বচক্ষে নিমিত্তবোধী [লক্ষ্যভেদী] দ্রোণশিষ্যগণের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিলাম। তৎকালে শরাসনের জ্যানিঘোষ মুহূর্ত্তমাত্রও নিবৃত্ত হইল না; প্রদীপ্ত শরনিকর আকাশ হইতে নিপতিত জ্যোতিষ্কসমূদয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য ভূপতিগণ প্রেক্ষকের[নিরপেক্ষ দর্শকের] ন্যায় সেই ভীষণ জ্ঞাতিযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

"অনন্তর সেই মহারথসকল ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তৎকালে সেই রণস্থলস্থিত হস্তী, অশ্ব, রথসমাকুল উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে চিত্রপটস্থ [ছবিতে আঁকা মূর্ত্তি]বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং ভগবান্ ভাস্কর সৈন্যসমুখিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইলেন। শরাসনধারী ভুপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের শাসনানুসারে সৈন্যগণসমভিব্যাহারে বিপক্ষপক্ষে নিপতিত হইলেন। সেই গজ, অশ্ব, ভেরী ও শরাসনসমাকুল সংগ্রামস্থলে ভূপতিগণ ধাবমান হওয়াতে ক্ষুব্ধ সমুদ্রনিস্বনাসদৃশ ঘোরতর

শব্দ সমুত্থিত হইল। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বহুসংখ্যক নরপতি যুধিষ্ঠিরের আদেশনুসারে সৈন্যসমূহসমভিব্যারে দুর্য্যোধনের সৈন্যসমুদয়ের উপর নিপতিত হইতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সৈন্যগণ কখনো যুদ্ধে প্রবৃত্ত, কখনো ভগ্ন ও কখনো প্রত্যাবৃত্ত হওয়াতে আত্মীয় ও পর এই উভয়ের কিছুই ইতরবিশেষ বোধ হইল না। হে মহারাজ! সেই মহাভয়াবহ তুমুল সংগ্রাম সময়ে মহাত্মা ভীষ্ম সমুদয় সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন।”

৪৫তম অধ্যায়
অধ্যায় উভয় পক্ষের মিলিত যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐদিন পূর্ব্বাহ্লে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাতে বহুসংখ্যক ভূপতিদেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া সিংহের ন্যায় ভীষণধ্বনি করিয়া সমুদয় পৃথী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ, তল ও শঙ্খের গভীর নিস্বন, পরস্পর স্পর্দ্ধশালী বীরগণের সিংহনাদ, তলত্রাভিহাত[দস্তানায় আবৃত হস্তদ্বারা আকর্ষিত] শরাসন-জ্যার ভীষণ ধ্বনি, পদাতিগণের ধ্বনি, আয়ুধসমূদয়ের নিস্বন, পরস্পর ধাবমান গজসমুদয়ের ঘণ্টানিনাদ এবং পর্জ্জন্যধ্বনিসদৃশ রথনির্ঘোষে এক অদ্ভূত তুমুল লোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

“তখন কৌরবগণ নিষ্ঠুরচিত্ত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম স্বয়ং কালদণ্ডসদৃশ ঘোরদর্শন শরাসন ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইলে অর্জ্জুনও লোকবিশ্রুত গান্তীবগ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পরস্পর বিধাভিলাষী ঐ দুই কুরুবীরের মধ্যে কেহই কাহাকে শরপ্রহারদ্বারা বিকম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন, তাহাদের উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি ও কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি স্পর্দ্ধা করিযা পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই পুরুষের কলেবর শরনিকরে সমাচিত[দস্তানায় আবৃত হস্তদ্বারা আকর্ষিত] হওয়াতে উহারা বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্য বৃহদ্বলের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল বৃহদ্বল অভিমনুর ধ্বজ ছিন্ন ও সারথিকে নিহত করিলেন। ধ্বজ ও সারথি বিনষ্ট হওয়াতে মহাবীর সুভদ্রাতনয় ক্রোধান্বিতচিত্তে নয়বাণদ্বারা বৃহদ্বলের গাত্র বিদ্ধ করিয়া দুই নিশিত ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক একটি দ্বারা ধ্বজ ও অপরটি দ্বারা তাহার পৃষ্ঠা-সারথিকে[পার্শ্বরক্ষক] নিপাতিত করিলেন; সেই বীরপুরুষদ্বয় তীক্ষ্ণ শরনিকরদ্বারা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

“মহাবীর ভীমসেন, মহামানী সমরবিশারদ জাতবৈরাট[শক্রতাপন্ন] মহারাথ দুর্য্যোধনসহ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত কুরুবংশীয় বীরপুরুষদ্বয় পরস্পরের

প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দুই মহাত্মার বিচিত্র সংগ্রামসন্দর্শনে সকল লোকের মনে বিস্ময় ভাবের আবির্ভাব হইল।

"মহাবীর দুঃশাসন মহারথী নকুলের সম্মুখীন হইয়া নিশিতসায়কসমুদয়দ্বারা তাঁহার কলেরব বিদ্ধ করিতে লাগিলেন তখন মহাবীর মাদ্রীনন্দন হাস্য করিতে করিতে নিশিতবাণদ্বারা দুঃশাসনের ধ্বজ ও সশর শরাসন ছেদন করিলেন। তদর্শনে আপনার পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক [বাণ] নিক্ষেপ এবং তাঁহার তুরঙ্গসমুদয় ও ধ্বজ ছেদন করিলেন।

"মহাবীর দুর্ম্মুখ মহাবলপরাক্রান্ত সমরে যত্নশীল সহদেবের সমীপবর্ত্তী হইয়া শরনিকরদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রভূত বলবীর্য্যশালী সহদেব এক তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করিয়া দুর্ম্মুখের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। ঐ রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষদ্বয় প্রহার ও প্রতিপ্রহারমানসে সায়কসমুদয় নিক্ষেপ করিয়া পরস্পর বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন।

"মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মদ্ররাজের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মদ্রপতি শরদ্বারা যুধিষ্ঠিরের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক সুদৃঢ় কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং সন্নতপর্ব্বশরসমুদ্বয়দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক 'থাক্ থক্' বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

"দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ ক্রোধাপরবশ হইয়া মহাত্মা দ্রুপদপুত্রের বিপুল শরাসন ছেদন করিলেন এবং মহাঘোর কালনদের ন্যায় এক শর তাঁহার শরীরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু ও চতুর্দশ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষদ্বয় ক্রোধান্বিত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

"মহাবীর শঙ্খ সৌমদত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাঁহার প্রতি তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর সৌমদত্তি বাণদ্বারা শঙ্খের দক্ষিণভুজ বিদ্ধ করিয়া তাহার জক্রদেশে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবের ন্যায় সেই বীরপুরুষদ্বয়ের সংগ্রাম অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। মহারথ ধৃষ্টকেতু ক্রোধনস্বভাব বাহ্লীকের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। মহাবল বাহ্লীক অমর্ষপরায়ণ খৃষ্টকেতুর প্রতি বাণবৃষ্টি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন চেন্দিরাজ ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্বিত হইয়া মাত্তমাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী বাহ্লীকের প্রতি নয়বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মঙ্গল[মঙ্গলগ্রহ জ্যোতিষশাস্ত্রমতে বুধগ্রহের শত্রু] ও বুধের তুল্য সেই বীরদ্বয় সংগ্রামস্থলে মুহুর্ম্মুহুঃ বীরনাদ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

"ভীমনন্দন ক্রুরকর্ম্ম ঘটোৎকচ অলক্ষ্মষ রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নবতি[নব্বই]" বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিল; মহাবল অলম্বুষও বারংবার শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ভীমতনয়ের শরীর বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বৃত্র ও বাসবতুল্য পরাক্রমশালী সেই বীরপুরুষদ্বয় শরবিদ্ধকলেবর হইয়া সংগ্রামস্থলে অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। বলবান্ শিখণ্ডী অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন।

মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ নারাচপ্রহারদ্বারা ক্রোধপরায়ণ শিখণ্ডীকে বিকম্পিত করিলেন; মহাবলপরাক্রান্ত শিখণ্ডীও নিশিত সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুইজনে পরস্পরের প্রতি বিবিধ শরপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

“বাহিনীপতি বিরাট ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহাদের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল; মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, মহাবীর বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের উপর তদুপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘনঘটা[মেঘসমূহ—মেঘাড়ম্বর] যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, মহারাজ ভগবত্ত তদুপ। শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক বিরাটকে আচ্ছাদিত করিলেন ; শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য কৈকেয়াধিপতি বৃহৎক্ষত্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক শরবর্ষণদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন; বৃহৎক্ষত্রও কৃপের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ের অশ্ব সংহার, ধনু ছেদন ও রথ ভগ্ন করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বীরপুরুষদ্বয়ের অসিযুদ্ধ ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

“অরাতিতাপন মহারাজ দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ তিনবাণদ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুরাজের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শুক্র[জ্যোতিষ মতে সমতুল্য বলশালী] ও মঙ্গলীসদৃশ[জ্যোতিষ মতে সমতুল্য বলশালী] সেই দুই বীরপুরুষের ঘোরতর যুদ্ধ দর্শন করিয়া দর্শকগণ পরমগ্রীত হইলেন। আপনার পুত্র মহাবীর বিকর্ণ মহাবলপরাক্রান্ত শ্রুতসোমের প্রতি ধাবমান হইলেন; তাহাদের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর বাণপ্রহার করিয়া কেহই কাহাকেও কম্পিত করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

‘মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের হিতার্থী হইয়া ক্রোধান্ধচিত্তে সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। সুশর্ম্মা বহুবিধ সায়কবর্ষণ করিয়া চেকিতানকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; মহাবীর চেকিতানও ক্রোধান্বিত হইয়া পর্ব্বতোপরি মহামেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় সুশর্ম্মার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন মত্তমাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনি মহাবলপরাক্রান্ত যুধিষ্ঠিরাত্মজ প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইন্দ্র যেমন দানবকে বিদারিত করিয়াছিলেন, তদুপ যুধিষ্ঠিরতনয় ক্রোধান্বিত হইয়া বাণবর্ষণদ্বারা শকুনির কলেবর বিদারণ করিতে লাগিলেন; শকুনিও শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের দেহ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

“মহাবীর সহদেবতনয় শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজদেশীয় মহারথ সুদক্ষিণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সুদক্ষিণ বিবিধ বাণিনিক্ষেপ করিয়াও মৈনাকচলসন্নিভ মহারথ শ্রুতকর্ম্মকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। শ্রুতকর্মী শরনিকরপ্রহারদ্বারা সুদক্ষিণের কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিলেন। অরতিনিপাতন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ইরাবান ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষপরায়ণ শতায়ার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শতায় ক্রুদ্ধ হইয়া গদাগ্রদ্বারা অর্জ্জুননন্দনের অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

“অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সসৈন্য সপুত্র কুন্তিভোজের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে আমরা বিন্দ ও অনুবিন্দের ঘোর পরাক্রম দেখিলেন। তাঁহারা স্থিরচিত্তে সেই মহতী সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অনুবিন্দ গদাদ্বারা কুন্তিভোজকে তাড়না করিতে লাগিলেন, কুন্তিভোজও তাঁহার উপর বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুন্তিভোজতনয় বিন্দের প্রতি শরপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন; বিন্দও কুন্তিভোজনন্দনকে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। কৈকেয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা স্বকীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সসৈন্য পাঁচজন গান্ধারের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

“আপনার পুত্র বীরবাহু রথিশ্রেষ্ঠ বিরাটতনয় উত্তরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নয়বাণদ্বারা তাহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন, মহাবীর উত্তরও তাহার গাত্রে নিশিতশর প্রোথিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর চেদিরাজ উলূকের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, উলুকও তাঁহার প্রতি সলোম [পক্ষযুক্ত] নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই বীরযুগল পরস্পরের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কেহ কহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না।

“হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র মধুরদর্শন হইয়াছিল; পরে নিতান্ত সঙ্কুল [ঘোরতর] হইয়া উঠিল, তখন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় গজ গজের সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর শূরগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দেবর্ষি সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ভয়ঙ্কর সমর সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন সহস্র রথ, সহস্র হস্তী, অশ্ব ও পুরুষগণ বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বহু সহস্র রথী: গজ ও আরোহিগণকে পরস্পর মুহুর্ম্মুহুঃ সংগ্রাম করিতে দৃষ্ট হইল।”

৪৬তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! ঐ যুদ্ধে বহু সহস্র পদাতি মর্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সময় পুত্র পিতাকে, পিতার ঔরস পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারে নাই। ফলতঃ পাণ্ডবগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক যুদ্ধবিশারদ বীর রথ লইয়া, রথীদিগকে আক্রমণ করিলে রথদ্বারা রথ, রথেষাদ্বারা রথেষা [রথের ঈষা—রথদণ্ড], রথকূবরদ্বারা রথকূবর [রথের চাকার খিল] ভগ্ন হইতে লাগিল। কোন কোন বীরপুরুষ পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কতকগুলি রথ রথসন্নিপাতে [ভগ্নরথস্তূপে] অচল হইয়া পড়িল। মদস্রাবী মহাকায় কুঞ্জরগণ তোরণপতাকাশোভিত বেগবান শত্রুপক্ষীয় মহাগজসমুদয়ের দন্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল

এবং পরস্পর পরস্পরের দন্তদ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিতান্ত ব্যথিতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। হস্তিবিদ্যবিশারদ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অপ্রভিন্ন [অক্ষত] মাতঙ্গগণ অঙ্কুশাহত হইয়া মদস্রাবী বারণগণের সম্মুখীন হইল। বহুসংখ্যক মহাগজ মাতঙ্গসমুদয়ের সম্মুখীন হইয়া বৃকের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। সমাক শিক্ষিত মদাক্তগণ্ড [মন্দসিক্ত-গণ্ডদেশ] মহাগজগণের ঋষ্টি, তোমর ও নারাচদ্বারা নিরুদ্ধ ও মর্ম্মস্থলে আহত হইয়া কতকগুলি প্রাণত্যাগ করিয়া নিপতিত ও কতকগুলি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

'বিশালবক্ষা গজের পাদরক্ষকগণ পরস্পর হননেচ্ছয় ঋষ্টি, শরাসন, পরশু, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, পরিঘ ও সুশাণিত খড়্গপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি ধাবমান শূরগণের নরশোণিতলিপ্ত খড়্গসমুদয় সমধিক শোভা ধারণ করিল। বীরবাহু-ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত নিশিত অসিমুদয় শত্রুগণের মর্মে নিপতিত হইবার সময়ে তাহা হইতে তুমুল শব্দ বহির্গত হইল। গদামুষলরুগ্ন [গদা ও মূষলের আঘাতে পীড়িত] খড়্গাহত হস্তিদন্তবিদীর্ণকলেবর [হাতীর দাঁতের আঘাতে ভিন্নদেহ] ও গজমর্দ্দিত মানবগণ প্রেতসমুদয়ের ন্যায় দারুণস্বরে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ চামরভূষিত, মহাবেগসম্পন্ন, হংস সদৃশ শোভমান অশ্বসমুদয় লইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। সেই সমুদয় মহাবীরকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণমণ্ডিত তীক্ষ্ণ শরসমুদয় সর্পসমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। কোন অশ্বারোহী অশ্বের সহিত লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বৃহৎ রথে উত্থান করিয়া রথিগণের শিরশ্ছেদন করিল; রথসমীপে সমুপস্থিত বহুসংখ্যক অশ্বারোহীকে নতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা সংহার করিল। নবমেঘসন্নিভ, কনকভূষণমণ্ডিত, মত্ত মাতঙ্গগণ স্ব স্ব কুম্ভ ও পার্শ্বদেশ পাটিত হইলেও অশ্বসকলকে নিপাতিত করিয়া পদদ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল। অনেকে প্রাসের আঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন বীরপুরুষ আরোহিসহিত অশ্বগণকে ও কেহ কেহ বারণগণকে উন্মথিত করিয়া সহসা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। করিগণ দন্তাগ্রদ্বারা আরোহীর সহিত তুরঙ্গমগণকে উৎক্ষিপ্ত ও রথসমুদয় মন্দিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। কোনো কোনো প্রভূতমদশালী মহাগজ শুণ্ড ও চরণদ্বারা আরোহিসহিত অশ্বগণকে নিহত করিল। ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ তীক্ষক্ষ্ণ শরসমুদয় হস্তিগণের দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ, গাত্র ও পার্শ্বদেশে নিপতিত হইতে লাগিল। বীরগণের বাহুবিনিমুক্ত মহোল্কাসদৃশ শক্তিসমুদয় নর ও অশ্বগণের গাত্র এবং লৌহময় কবচসকল ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। বীরগণ দ্বীপিচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে নিবদ্ধ কোষনিষ্কাশিত নির্ম্মল খড়্গসমুদয়দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। কোনো কোনো হস্তী শুণ্ডদ্বারা অশ্বের সহিত রথসমুদয় আকর্ষণ ও নিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে সহস্র সহস্র যোদ্ধৃগণ শক্তিবিদারিত, পরশুছিন্ন, হস্তিমর্দ্দিত, অশ্বাপদাহত ও রাথনেমিসংচ্ছিন্ন হইয়া কেহ। পুত্র, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল, কেহ ভাগিনেয় ও কেহ কেহ অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে স্মরণপূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনেকের নাড়ী বিকীর্ণ, ঊরু ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্ব বিদীর্ণ [ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত] হওয়াতে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতলালসায় [প্রাণের মমতায়] ঘোরতর চীৎকার

করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পিপাসায় নিতান্ত অধীর ও ভূতলে পতিত হইয়া জল যাঞ্চা করিতে লাগিল। অনেকে রক্তাক্তকলেবর ও একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে ও মহাশয়ের [ধৃতরাষ্ট্রের] পুত্রগণকে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সমোরোৎসাহী শূরাবর ক্ষত্রিয়গণ তৎকালে অস্ত্র পরিত্যাগ বা ক্রন্দন করিলেন না। তাহারা ক্রোধাভরে দশনদ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও ভ্রুকুটি বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর অবেক্ষণ [কুটিল নিরীক্ষণ] করিয়া হৃষ্টচিত্তে তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহাবলপরাক্রান্ত সত্ত্বশালী বীরগণ শরাঘাতে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া ও তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনেক বীরপুরুষ সংগ্রামে বিরত হইয়া অন্যের রথগ্রহণেচ্ছায় নিপতিত হইবামাত্র শত্রুপক্ষীয় হস্তিগণের দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরক্ষয়কারী মহাসংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিলে সৈন্যসমুদয়মধ্যে বহুতর ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে ও বান্ধব বান্ধবকে নিধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সেই নির্ম্মার্য্যাদ [রণনীতিলঙ্ঘনকারী] মহাভয়ঙ্কর সমরে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল। পাণ্ডব সৈন্যগণ এই দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের নিকট কম্পিত হইতে লাগিল; মহাবীর ভীষ্ম সমুচ্ছিত, রজতময়, পঞ্চতারাসুশোভিত, তালকেতুরথে আরোহণ করিয়া মেরুস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

৪৭তম অধ্যায়
অভিমন্যুর অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! এই দারুণ দিবসের পূর্ব্বাহ্ন গত প্রায় ও বহুসংখ্যক বীরপুরুষ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি আপনার পুত্রের অনুমতিক্রমে ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ শান্তনুতনয় উক্ত পঞ্চ-অতিরথকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যসাগরে অবগাহন করিলেন। চেদি, কাশী, পুরুষ ও পাঞ্চালাদেশীয় সৈন্যগণমধ্যে ভীষ্মের তালধ্বজ বহুধা প্রচলিত হইতে লাগিল। মহাবীর গাঙ্গেয় সমর্যাঙ্গনে বহু সৈন্যের মস্তক, রথ, বাহন ও ধ্বজসমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ মহাবীর ভীষ্মের রথমার্গস্থিত [রথের পথমধ্যবর্ত্তী—রথপথে পতিত] কুঞ্জরগণ মর্ম্মে তাড়িত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

"এইরূপে মহাবীর শান্তনুতনয় সমরক্ষেত্রে সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলে মহাবলপরাক্রান্ত অভিমন্যু একান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ তুরঙ্গসমুদয়ে যোজিত সুবর্ণমণ্ডিত কণিকারকেতুসুশোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীষ্ম ও তাঁহার রক্ষক রথীদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মের কৌতুকে তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ও তাঁহার অনুরথগণের [পশ্চাদগামী বীরদিগের] সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু কৃতবর্ম্মাকে একবাণ ও শল্যকে পাঁচবাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া স্বীয়

প্রপিতামহের উপর নয়বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং মহাবেগে এক তীক্ষ্ণশরনিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণভূষিত ধ্বজ ছেদন করিয়া

ফেলিলেন। পরে ক্রোধাভরে সর্ব্বাবরণভেদী সন্নতপর্ব্ব ভল্লপ্রহারে দুর্ম্মুখের সারথির মস্তক, অপর নিশিতভল্লদ্বারা কৃপের সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন এবং যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ শরপ্রয়োগপূর্ব্বক বিপক্ষনিক্ষিপ্ত শরসমুদয় ছেদন করিয়া গাণ্ডীবের ন্যায় শরাসনধ্বনি করিয়া চারিদিকে ধাবমান হইতে লাগলেন। তাঁহার হস্তলাঘব দর্শনে দেবগণ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর অভিমন্যুর লক্ষ্যের প্রতি শরনিক্ষেপ একবারও ব্যর্থ হয় না দেখিয়া ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের ন্যায় সত্ত্বসম্পন্ন ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাবশালী জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম-অভিমন্যুযুদ্ধ

“তখন মহাবীর ভীষ্ম মহাবেগে অভিমন্যুকে আক্রমণপূর্ব্বক নয়বাণদ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। পরে তিনভল্লদ্বারা উহার ধ্বজচ্ছেদনপূর্ব্বক তিনবাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং শল্যও অর্জ্জুনতনয়ের প্রতি বিবিধ শরপ্রহার করিলেন; কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু কিছুতেই কম্পিত হইলেন না। তিনি দুর্য্যোধনপক্ষীয় বীরগণে পরিবৃত হইয়া পূর্বোক্ত পঞ্চরথীর উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং শরবৃষ্টিদ্বারা মুহূর্তমধ্যে তাঁহাদের মহাস্ত্রসমুদয় নিরাকরণপূর্ব্বক ভীষ্মের উপর শরনিক্ষেপকরতঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সংগ্রামে ভীষ্মকে শরনিকরদ্বারা নিপীড়িত করায় মহাবীর অর্জ্জুনতনয়ের অসাধারণ বাহুবল সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল। মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনতনয়ের পরাক্রম সন্দর্শনে তাহার উপর বিবিধ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অনায়াসে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনতনয় নয়বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করিলেন। তদর্শনে সমুদয় লোক চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর ভীষ্মের রাজতন্ময় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সমরোৎসাহী ভীমসেন ভীষ্মের রথধ্বজ অর্জ্জুনতনয়ের শরে ছিন্ন ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

“তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সমরাঙ্গনে বিবিধ দিব্য মহাস্ত্রসমুদয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অভিমন্যুর প্রতি সহস্র শরনিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় দশজন মহাধনুর্দ্ধর সপুত্র বিরাট, দ্রুপদতনায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কৈকেয় ও সাত্যকি অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবেগে তাহার নিকট ধাবমান হইলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সত্বরে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তিন ও সাত্যকির উপর নয়বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাবেগে এক ক্ষুরধারনিশিতসায়কে ভীমের সুবর্ণময় সিংহধ্বজ ছেদন করিয়া উহা ভূতলে নিপাতিত করিলেন।

বিরাটতনয় উত্তরের পতন

“মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে তিন, কৃপকে এক ও কৃতবর্ব্বাকে আটবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর উত্তর মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক মদ্রাধিপতি শল্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয়ের মহাগজ মহাবেগে

রথ আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া মহাবলপরাক্রান্ত মদ্ররাজ বলপূর্ব্বক তাহার বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাগজ ক্রুদ্ধ হইয়া পদদ্বারা শল্যের রথের যুগকাষ্ঠ আক্রমণপূর্ব্বক অশ্বচতুষ্টয় সংহার করিল। মহাবীর মদ্রাধিপতি সেই বাহনবিহীন স্যন্দনে অবস্থানপূর্ব্বক ভুজঙ্গসদৃশ ভীষণ লৌহময় শক্তিগ্রহণ করিয়া উত্তরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত শক্তি বর্ম্ম ভেদ করিয়া কলেবরে প্রবেশ করাতে বিরাটতনয় চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় অবলোকন করিয়া উত্তরীয়বসন ও তোমর পরিত্যাগপূর্ব্বক গজস্কন্ধ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া, রথ হইতে সহসা অবতরণপূর্ব্বক সেই মহাগজের শুণ্ড ছেদন করিলেন। হস্তী ইতিপূর্ব্বে শরনিকরপ্রহারে ভিন্নবর্ম্মা ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, এক্ষণে ছিন্ন শুণ্ড হওয়াতে নিতান্ত কাতর ও চীৎকার করিয়া নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মদ্ররাজ এইরূপে স্বকার্য্যসাধন করিয়া সত্বর কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন।

ভ্রাতৃবধে ক্রুদ্ধ শ্বেতের সমরাভিযান

"তখন বিরাটতনয় শ্বেত সমরে স্বীয় ভ্রাতা উত্তর নিহত ও সমস্ত মহাবীরকে বর্ত্তমান দেখিয়া ক্রোধাভরে নতপর্ব্ব সায়কসমুদয় নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাদের শরাসনসকল ছেদন করিলেন। মহাবীরগণ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসনসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক সাতজনে এককালে শ্বেতের উপর সাতবাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্বেত সাতভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় তাহাদের ধনু ছেদন করিলেন। তখন মহাবীরগণ কোপে কম্পিত হইয়া শক্তিগ্রহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া শ্বেতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোল্কাসদৃশ অশনিনিস্বন শক্তিসমুদয় প্রজ্বলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর শ্বেত অর্দ্ধপথে তৎসমুদয় ছেদন করিলেন। পরে এক সর্ব্বকায়বিদারণ সায়ক শ্বেতগাত্রে নিক্ষিপ্ত হইল। মহাবীর শ্বেত শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে নিপতিত রহিলেন। সারথি তাঁহাকে তদাবস্থ দেখিয়া সত্বরে রথ লইয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

"মহাবলপরাক্রান্ত শ্বেত মুহূর্তমধ্যে পুনরায় লব্ধসংজ্ঞ হইলেন। তখন তিনি সুবর্ণবিভূষিত অন্যান্য অশ্বসমুদয় লইয়া রণস্থলে গমনপূর্ব্বক পূর্বোক্ত রথিগণের রথধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে প্রাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের উপর শরবৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক শল্যের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! সেনাপতি শ্বেত শল্যের রথের প্রতি গমন করিবামাত্র সৈন্যমধ্যে মহান হলহলা শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া বহুসংখ্যক শূরসমভিব্যাহারে শল্যের রথসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে মৃত্যুগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিলেন। অনন্তর তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। আপনার এবং শত্রুগণের রথী ও হস্তিসমুদয় পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় বৃদ্ধ কুরুপিতামহ ভীষ্ম অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদিসৈন্যগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

৪৮তম অধ্যায়

শ্বেত-কৌরব-দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর শ্বেত শল্যরথের প্রতি সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ, বিশেষতঃ শান্তনুতনয় ভীষ্ম করিয়াছিলেন, সবিস্তার কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহারথীগণ সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রসর করিয়া আপনার পুত্রকে বলবিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আত্মত্রাণার্থ শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া ভীষ্মকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার হেমভূষিত রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। হে রাজন! ঐ সময়ে আপনাদিগের ও শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া বহুসংখ্যক লোক সংহার করিল; আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

"মহাবীর শান্তনুতনয় শরাঘাতে বীরগণের মস্তকচ্ছেদন ও রথোপস্থসকল [রথস্থ দ্রব্যসমূহ] শূন্য করিতে লাগিলেন। ঐ সূর্য্যসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর অনবরত শরবর্ষণদ্বারা সূর্য্যকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। রবি যেমন সমুদিত হইয়া তমোরাশি বিনাশ করেন, তদ্রূপ শান্তনুতনয় সমরমধ্যে অসংখ্য বীরপুরুষকে সংহার করিতে লাগিলেন; ঐ মহাবীরকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয়ান্তক সহস্র সহস্র সায়ক মহাবেগে গমনপূর্ব্বক মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণের শিরচ্ছেছদন করিতে লাগিল। বলবিক্রমশালী রথিগণ তীক্ষ্ণশরে ছিন্নমস্তক হইয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে রথমধ্যে নিপতিত রহিলেন। রথ রথের উপর ও অশ্ব অশ্বের উপর নিপতিত হইল। কোন কোন অশ্ব পৃষ্ঠে লম্বমান রণনিহত স্বীয় আরোহীকে বহন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ-তূণীরধারী বদ্ধপরিকর [দৃঢ়সঙ্কল্প] শত শত বীরগণ ছিন্নকবচ ও নিহত হইয়া ধরাতলে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধকুশল বীরগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভূতলে পতিত, পুনরুত্থিত ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরস্পর পীড়িত হইয়া রণস্থলে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। মত্তগজ নিপাতিত হইল, শত শত রথীগণ শত্রুপক্ষীয় রথীদিগকে মর্দ্দন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ শরাঘাতে নিহত হইয়া রথোপরি নিপতিত হইল। সারথি নিহত হইবামাত্র উচ্চ রথসমুদয় নিপতিত হইতে লাগিল।

"হে মহারাজ। ঐ সময় ধূলিপটল মহাবেগে সমুত্থিত হওয়াতে সংগ্রামনিরস্ত [যুদ্ধনিবৃত্ত] ব্যক্তিগণ কেবল শরাসনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহারা শত্রুর গাত্র স্পর্শ করিয়াও তাঁহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিল না। সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ তুমুল সংগ্রামে কর্ণবিদারী পটহধ্বনি সমুত্থিত হওয়াতে বীরগণের বাণশব্দ এবং কোন বীর পৌরুষ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার নামও শ্রবণগোচর হইল না। ঐ সময় পিতা স্বীয় পুত্রকে চিনিতে না পারিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঋজুগামি বাণসমূহদ্বারা রথচক্র ও যুগভগ্ন, ভারবাহী অশ্ব নিহত ও যোদ্ধা সারথিসমভিব্যাহারে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। যোদ্ধগণ ভগ্নধূর [যাহার রথের ধুরা ভগ্ন হইয়াছে এইরূপ], ভিন্নচক্র রথমধ্যে দেখিল যে, স্বীয় বান্ধবগণ কেহ ছিন্নমস্তক,

কেহ বা মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ফলতঃ মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর শান্তনুতনয় শত্রু সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বিপক্ষপক্ষের প্রায় কেহই অনাহত রহিল না।

শ্বেত-কৌরবের তুমুল যুদ্ধ

"মহাবীর শ্বেতও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজপুত্রকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথিগণের মস্তক, অঙ্গদভূষিত বাহু, ধনু, ক্ষুদ্র ও বিশাল রথ, রথচক্র ও পাতাকাসমুদয় ছেদন করিলেন। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মানবগণ তাঁহার শরাঘাতে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলশায়ী হইল। হে মহারাজ। আমরা সেই সময় শ্বেতের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া রথপরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করলিাম। সমরার্থ সুসজ্জিত কৌরবগণ শ্বেতের শরপাত হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তনুতনয়ের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সংগ্রামসময়ে একমাত্র ভীষ্ম মেরুপর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে রহিলেন। যেমন মরীচিমালী ভাস্কর গ্রীষ্মকালে স্বীয় কিরণজালদ্বারা রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর শান্তনুতনয় শরনিকরদ্ধারা অরাতিকুলের প্রাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভগবান চক্রপাণি যেমন অসুরগণকে নিহত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভীষ্ম বাণবর্ষণপূর্ব্বক শত্রুগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অরাতিগণ ভীষ্মের শরে নিতান্ত কাতর হইয়া শ্বেতকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন প্রিয়চিকীর্ষু মহাবলপরাক্রান্ত শান্তনুতনয় জীবিতাশা ও ভয় এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

শ্বেতসহ ভীষ্মের ভীষণ সমর

"মহাবীর ভীষ্ম সেনাপতি শ্বেতকে কৌরবসৈন্য নিধন করিতে দেখিয়া এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিয়া মহাবেগে তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম তাঁহার প্রতি বহুসংখ্যক শর সন্ধান করিলেন; তাঁহারা উভয়েই বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পরস্পর বিধাভিলাষী হইয়া অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রনিবারণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবল্লাপরাক্রান্ত শ্বেত যদি পাণ্ডবগণকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে অসামান্য বলবীর্যসম্পন্ন মহাবীর ভীষ্ম একদিনেই তাঁহাদিগকে নিঃশেষিত করিতে পারিতেন।

"হে মহারাজ! বহুক্ষণ এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রাম হইলে, পরিশেষে মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও দুর্য্যোধনের বিষাদের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্বিতচিত্তে বহুসংখ্যক ভূপতি ও সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বায়ুবেগ যেমন বৃক্ষগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সৈন্যসমুদয় সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ক্রোধকম্পিত্যকলেবরে পুনরায় ভীষ্মসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই বীরপুরুষদ্বয় পরস্পর বিধাভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর

সাতবাণ নিক্ষেপ করিলেন; মত্তহস্তী যেমন মত্তহস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ পরাক্রমশালী ভীষ্ম বলপূৰ্ব্বক শ্বেতকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিলেন। তখন মহাবীর শ্বেত পুনরায় ভীষ্মকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাঁবিল পরাক্রান্ত ভীষ্ম শ্বেতের উপর দশবাণ নিক্ষেপ করিলেন। বলবান শ্বেত ভীষ্মের শার সহ্য করিয়া পৰ্ব্বতের ন্যায় অকম্পিত রহিলেন এবং ভীষ্মের উপর সন্নতপৰ্ব্ব পঞ্চবিংশতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন; তদর্শনে সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। পরে মহাবীর শ্বেত সহাস্যবদনে সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে দশবাণ নিক্ষেপপূৰ্ব্বক ভীষ্মের শরাসন দশধা খণ্ডন করিলেন। তদনন্তর লোমযুক্ত একবাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের তালকেতুর অগ্রভাগ ছেদন করিলেন। আপনার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্মের কেতু নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে শ্বেতের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিলেন এবং পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

শ্বেতসমরে দুর্য্যোধনের ভীষ্ম-সাহায্য

"তখন দুর্য্যোধন ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের রক্ষার্থ আপনার সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন; সৈন্যগণ অতি যত্নসহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। সমরোৎসাহী দুর্য্যোধন তাহাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধনার্থ কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! শ্বেত অবশ্য বিনষ্ট হইবে; শান্তনুতনয় ভীষ্ম মহাবলপরাক্রান্ত, তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।" মহারথগণ দুর্য্যোধনের এইরূপ উত্তেজনাবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া সত্বর চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বাহ্লীক, কৃতবৰ্ম্মা, কৃপাচাৰ্য্য, শল্য, জরাসন্ধতনয়, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি ইঁহারা সত্বরে চতুর্দ্দিক হইতে শ্বেতের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত শ্বেত স্বীয় হস্তলাঘবপ্রদর্শনপূৰ্ব্বক নিশিত সায়কসমুদয়দ্বারা সেই ক্রোধান্বিত বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন কুঞ্জারগণকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ক্রমে সেই সমুদয় বীরগণকে পরাজ্মুখ করিয়া বহুসংখ্যক শরবর্ষণপূৰ্ব্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। তখন শান্তনুনন্দন অন্য এক ধনুগ্রহণপূৰ্ব্বক শ্বেতের উপর কঙ্কপক্ষযুক্ত শরসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে সেনাপতি শ্বেত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সৰ্ব্বলোকসমক্ষে প্রভূত সায়কদ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন এইরূপে সৰ্ব্ববীরপ্রধান ভীষ্মকে শ্বেতকর্ত্তৃক নিরাকৃত দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বহুতর সৈন্যও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্মকে শ্বেতের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ অবলোকন করিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্বেতের বশীভূত ও তৎকর্ত্তৃক নিহত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

"তখন মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বীয় ধ্বজ উন্মথিত ও সৈন্যগণকে নিরাকৃত দেখিয়া একান্ত ক্রোধান্বিতচিত্তে শ্বেতের উপর বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের সেই সমুদয় বাণ নিবারণ করিয়া ভল্লদ্বারা পুনরায় তাহার বাণসমুদয় ছেদন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম তদর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য এক শরাসনগ্রহণপূৰ্ব্বক তাহাতে সুতীক্ষ্ণ সাতভল্লযোজনপূৰ্ব্বক চারিটি দ্বারা শ্বেতের চারি অশ্ব, দুইটি দ্বারা ধ্বজ ও একটি দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মহারথ শ্বেত সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূৰ্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া একান্ত

ক্রোধপরবশ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরত দেখিয়া নিশিতশারদ্বারা তাহাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। শ্বেত ভীষ্মের চাপচ্যুত শরনিকরে তাড়িত হইয়া স্বীয় রথে শরাসন সংস্থাপনপূর্ব্বক কালদণ্ডসদৃশ মহাভয়ঙ্কর কাঞ্চনবিনির্ম্মিত শক্তি গ্রহণ করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, "হে পুরুষোত্তম শান্তনুতনয়! ক্ষণকাল অবস্থানপূর্ব্বক আমার পরাক্রম অবলোকন কর।" হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের হিতার্থী ও আপনার অহিতচিকীর্ষু [অমঙ্গলাভিলাষী] মহাবীর শ্বেত এই বলিয়া ভীষ্মের প্রতি সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ শ্বেত-নিক্ষিপ্ত শক্তি সন্দর্শন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। শক্তি নভস্তল হইতে নিপতিত মহোল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিতে লাগিল। শান্তনুতনয় তদর্শনে একান্ত সংভ্রান্ত হইয়া আটবাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই উৎকৃষ্ট হেমনির্ম্মিত শক্তি নয়খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে আপনার পুত্রগণের সমুদয় সৈন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

"কালোপহতচিত্ত [কালপ্রেরিত—আসন্নমৃত্যু] বিরাটতনয় শ্বেত শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তিনি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে গদাগ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধসংরক্তলোচনে দ্বিতীয় যমের ন্যায় ধাবমান হইলেন। প্রতাপশালী ভীষ্ম সেই গদার বেগ অনিবার্য্য জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ সহসা রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্বেত নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সেই মহাগদা বিঘূর্ণনপূর্ব্বক ভীষ্মের রথোপরি নিক্ষেপ করিলে সেই ভীষণ গদাঘাতে ভীষ্মের রথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্ব ও যুগন্ধর চুর্ণীকৃত হইল।

"এদিকে শল্যপ্রভৃতি রথিগণ রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরথ দেখিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম অন্য এক রথে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন কম্পিত করিয়া মহারথ শ্বেতের সমীপে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্বীয় হিতকারী এই দৈববাণী তাহার কর্ণগোচর হইল, "হে মহাবাহো ভীষ্ম! শীঘ্র যত্ন কর, ভগবান বিশ্বযোনি শ্বেতের এই নিধনকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।" শান্তনুতনয় দেবদূতের এই বাক্যশ্রবণে নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্বেতবধে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

"মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু ও অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথসমুদয় রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে সমরাঙ্গনে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তাহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম উক্ত মহারথগণকে আগমন করিতে দেখিয়া দ্রোণ, শল্য ও কৃপের সাহায্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সন্নিরুদ্ধ দেখিয়া খড়্গ আকর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীষ্ম দেবদূতের বাক্যে শ্বেতবধে প্রোৎসাহিত [অতিশয় উৎসাহান্বিত] হইয়াছিলেন; সুতরাং শ্বেতকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বরে সেই ছিন্নধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ধনু গ্রহণ ও ক্ষণকালমধ্যে তাহাতে জ্যা-রোপণ করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি মহারথগণকর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত মহাবীর শ্বেতের প্রতি ধাবমান হইলেন; প্রতাপশালী ভীমসেন ভীষ্মকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার উপর ষষ্টিশর নিক্ষেপ করিলেন।

বিরাটতনয় শ্বেতের পতন

"তখন মহাবীর শান্তনুতনয় ঘোরতর শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অভিমন্যুকে ও তিনশরদ্বারা অন্যান্য মহারথগণকে নিবারিত করিয়া সাত্যকির প্রতি একশত, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি বিংশতি ও কৈকেয়ের প্রতি পাঁচবাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দেবব্রত ভীষ্ম এইরূপে শরনিকর দ্বারা সেই মহারথগণকে নিবারিত করিয়া শ্বেতের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সাক্ষাৎ কালান্তক যমোপম এক ভীষণ সায়ক তূণীর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া শ্বেতের প্রতি সন্ধান করিলেন। দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ সেই ব্রহ্মাস্ত্র-সুসঙ্গত লোকযুক্ত শর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অস্তাচলগমনোন্মুখ ভাস্করসদৃশ প্রভাশালী সেই ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শর মহাবীর শ্বেতের কবচ ভেদপূর্ব্বক প্রাণ লইয়া বহির্গত ও মহাশনির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকর্ত্তৃক এইরূপে নিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তদর্শনে পাণ্ডবগণ ও তৎপক্ষ ক্ষত্রিয়সমুদয় শোক করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন দুঃশাসন শ্বেতকে নিহত হইতে দেখিয়া বাদিত্রসহকারে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরবরাগ্রগণ্য বিরাটতনয় শ্বেত সংগ্রামে ভীষ্মশরে নিহত হইলে ধনুর্দ্ধর শিখণ্ডীপ্রভৃতি মহারথীগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সেনাপতি নিহত হইল দেখিয়া সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ গর্জ্জন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। পার্থিবগণ বিমনাঃ হইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে শ্বেতকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে করিতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন।"

৪৯তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ যুদ্ধসংবাদশ্রবণেচ্ছা!

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেনাপতি শ্বেত সংগ্রামে নিহত হইলে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কি করিয়াছিলেন?

সেনাপতি শ্বেত নিহত হইয়াছে, যাহারা তাহার রক্ষার্থে যত্ন করিয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিয়াছে এবং আমাদের পক্ষ জয়লাভ করিয়াছে শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে; প্রত্যবায় চিন্তা করিয়াও লজ্জিত হইতেছে না এবং সমরানুরাগী ক্রোধপরায়ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধন সর্ব্বথা হৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সে পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া তাঁহারই ভয়ে পুনরায় তাতাঁদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; পরে তাঁহাদিগেরই প্রতাপে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গম দেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সদাচারপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার নিতান্ত ভক্ত ও আশ্রয় বিরাটপুত্র শ্বেতকে কি নিমিত্ত বিনাশ করিলা? বোধহয়, হীনমতি দুর্য্যোধন, শকুনিপ্রভৃতি কতকগুলি পুরুষাধম কর্ত্তৃক অধঃপতিত হইয়াছে। দেখ, কুরুকুলচুড়ামণি ভীষ্ম, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও গান্ধারীর এবং আমার যুদ্ধপক্ষে অভিলাষ ছিল না।

এবং বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহারাও সংগ্রামাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি, গান্ধারী, বিদুর, পরশুরাম ও মহাত্মা ব্যাস—আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া এই ঘোরতর ব্যসন্যসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কৃষ্ণসমবেত অর্জ্জুন শ্বেতের বিনাশ ও ভীষ্মের জয়লাভ সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কি করিয়াছিলেন? অর্জ্জুন হইতে আমার নিতান্ত শঙ্কা হইতেছে, উহা কোনমতেই নিবারিত হয় না। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যন্ত লঘুহস্ত; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সে শরদ্বারা শত্রুগণকে প্রমথিত করিবে। যে বীর সংগ্রামে অরিগণের উপর বীজসদৃশ শরনিকর প্রয়োগ করিয়া থাকে, তৎকালে সেই অমোঘক্রোধ, বেদবেত্তা, সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রতাপশালী, ঐন্দ্রাস্ত্রজ্ঞ, লঘুহস্ত, উপেন্দ্রসদৃশ ইন্দ্রসূনু [ইন্দ্রতনয়] অর্জ্জুনকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমাদের মন কিরূপ হইল? মহাবীর শ্বেতকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া মহাবলপরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন? স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বতন অপরাধ ও সেনাপতি শ্বেতের বিনাশনিবন্ধন পাণ্ডবগণের মনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের অপরাধমূলক পাণ্ডুতনয়গণের ক্রোধচিন্তা করিয়া আমি কি দিবা, কি রজনী, কখনই শান্তিলাভ করিতে পারি না। যাহা হউক, কিরূপে সেই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

সঞ্জয়ের পুনঃ যুদ্ধবিবরণবর্ণন-শঙ্খ-শল্য-সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। এক্ষণে যে বিপদ সমুপস্থিত হইয়াছে, কেবল আপনারই দোষ ইহার মূল; এ বিষয়ে দুর্য্যোধনের দোষ, ইহা আপনার বক্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার যেরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, জল বহির্গত হইলে সেতুবন্ধন ও গৃহ প্রজ্বলিত হইলে কূপখননের অভিপ্রায়ের অনুরূপ। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। সেই দারুণ দিনের মধ্যাহ্নসময়ে সেনাপতি শ্বেত ভীষ্মকর্ত্তৃক নিহত হইলে অরাতিকুলনিপাতন সমরশ্লাঘী বিরাটতনয় শঙ্খ শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অবস্থান করিতে দেখিয়া ঘৃতাহুত হব্যবাহের [ঘৃতনিক্ষিপ্ত অগ্নির] ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি প্রভূত রথসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া শক্রচাপসদৃশ মহাশরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে করিতে শল্যকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় সপ্তমহারথ সেই মত্তবারণবিক্রান্ত বিরাটতনয়কে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া শল্যকে মৃত্যুদংষ্ট্রা [যমের দাঁত—কালের গ্রাস] হইতে বিমুক্ত করিবার মানসে চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।

"তখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম মেঘের ন্যায় সুগভীর গর্জ্জন করিয়া তালতরুসদৃশ শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক শঙ্খের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথকে সমরে সমুদ্যত দেখিয়া ভয়ে বাতবেগাহত নৌকার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শঙ্খকে ভীষ্ম হইতে রক্ষা করিবার মানসে সত্বর শঙ্খের দিকে অগ্রসর হইলেন। তদর্শনে সমুদয় যোদ্ধগণ হাহাকার করিতে লাগিল। এক তেজ অন্য তেজসম্পৃক্ত হইলে যেরূপ হয়, ভীষ্মার্জ্জুনসমাগমে তদ্রূপ হইয়াছে দেখিয়া সমুদয় লোক

বিস্ময়ান্বিত হইল। অনন্তর শল্য ও শঙ্খে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইলে, মহাবীর শল্য গদা-হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্খের চারি-অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। তখন বিরাটতনয় শঙ্খ খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে সেই হতাশ্ব রথ হইতে অর্জ্জুনের রথে গমন করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। ঐ সময় ভীষ্মের রথ হইতে শরনিকর বহির্গত হইয়া অন্তরীক্ষ, ভূমি ও পর্ব্বতসমুদয় সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সেনাপরিবৃত প্রিয়সম্বন্ধী দ্রুপদের সমীপে গমনপূর্ব্বক শরসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন বনরাজি দগ্ধ করে, ভীষ্মের শরনিকর দ্রুপদের সৈন্যগণকে তদ্রূপ দগ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম সমরে বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ন্যায় প্রতাপশালী ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইলে, পাণ্ডবগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন কিন্তু রক্ষা করিতে পারে, এমন কাহাকেও অবলোকন করিলেন না।

"এইরূপে সৈন্যগণ হত ও পলায়িত হওয়াতে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে মহান হাহাকার সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীষ্ম শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া আশীবিষসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সায়কদ্বারা চতুর্দ্দিক একাকার করিয়া একে একে পাণ্ডবপক্ষীয় রক্ষিগণকে সংহার করিলেন। এইরূপে সেই সৈন্যসমুদয় নিহত ও প্রমথিত হইলে, ভগবান মরীচিমালী অস্তগত হইলেন; তখন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে রণে নিতান্ত পরাক্রান্ত দেখিয়া সৈন্যগণকে অবহারার্থ [বিশ্রামের জন্য] আদেশ করিলেন।"

৫০তম অধ্যায়
ভীষ্মপরাক্রমদর্শনে যুধিষ্ঠিরের হতাশা

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ। সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের ক্রোধ ও ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া আপনার পরাজয়চিন্তায় নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া সমুদয় ভ্রাতা ও ভূপতিগণসমভিব্যাহারে সত্বর কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে বাসুদেব! দেখ, অনল যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভীষণাপরাক্রম ভীষ্ম আমার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন; আমরা কিরূপে উহার সম্মুখীন হইব? আমার সৈন্যগণ ধনুর্দ্ধর মহাবলপরাক্রান্ত শান্তনুনন্দনকে দেখিয়া ও তাঁহার বাণে আহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। বরং ক্রুদ্ধ যম, বীজপাণি পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ ও গদাধারী কুবেরকে সংগ্রামে পরাজিত করা যায়, তথাপি মহাতেজাঃ মহারথ ভীষ্মকে কদাপি পরাজিত করা যায় না। অতএব আমি স্বীয় হীনবুদ্ধিপ্রভাবে [অল্প জ্ঞানহেতু] ভীষ্মরূপ অগাধ জলধিজলে নিমগ্ন হইলাম। হে গোবিন্দ! এই সমুদয় ভূপালগণকে ভীষ্মরূপ মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা বনে গমনপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মহাবীর ভীষ্ম আমার সেনাসমুদয় সংহার করিবেন। যেমন পতঙ্গ কালপ্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমার সৈন্যগণ আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস। আমি এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলাম; আমার মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতারা বিপক্ষপক্ষের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। তাহারা অত্যন্ত সৌভ্রাত্রশালী; তন্নিমিত্তই আমার অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও সুখচ্যুত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! সকলেই জীবনকে বহুজ্ঞান করিয়া থাকে; জীবন অতি দুর্লভ। আমি জীবিত-নির্ব্বিশেষে [আজীবন] তপশ্চরণ করিব, তথাপি সমুদয় মিত্রবর্গের প্রাণবিনাশে কদাপি প্রবৃত্ত হইব না।

“ ‘মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম একাকী দিব্যাস্ত্রদ্বারা আমার বহুসহস্র রথীকে সংহার করিবেন। অতএব হে মাধব! এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, সত্বর তাহা স্থির করিয়া বল। মহাবীর অর্জ্জুনকে সমরে উদাসীনের ন্যায় বোধ হইতেছে। কেবল মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক একাকী বাহুবীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরঘাতিনী গদাদ্বারা গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতির মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতেছে। মহাবীর বৃকোদর অকপট যুদ্ধ করিয়া শতবৎসরে এই সমুদয় কৌরবসৈন্য নিঃশেষিত করিতে পারে। তোমার সখা ধনঞ্জয় অদ্বিতীয় অস্ত্রবেত্তা; কিন্তু সে আমাদিগকে ভীষ্ম ও দ্রোণের শরানলে দগ্ধ দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছে। বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণের দিব্যাস্ত্রসমুদয় বারংবার প্রযুক্ত হইয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিবে। ভীষ্মের যেরূপ পরাক্রম, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য ভূপতিসমভিব্যাহারে আমাদিগকে এককালে উৎসন্ন করিবেন। অতএব হে যোগেশ্বর জনার্দ্দন! মেঘ যেমন দাবাগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারে, এমন কোন মহারথের যদি অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা

হইলে তোমার প্রসাদে পাণ্ডবগণ হাতশত্রু ও স্বরাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণসমভিব্যাহারে পরমহ্লাদে কালাতিপাত করে।”

যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বস্তি

“মহামনাঃ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া শোকোপহতচিত্তের ন্যায় বহুক্ষণ অন্তর্ম্মনাঃ [বিমনা-উদ্বিগ্নচিত্ত] হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজকে নিতান্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখোপহতচিত্ত দেখিয়া আহ্লাদজনক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে ভরতকুলপ্রদীপ৷ আপনি শোক করিবেন না; শোক করা আপনার উপযুক্ত নয়। আপনার ভ্রাতারা মহাবলপরাক্রান্ত ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার প্রিয়কারী এবং সৈন্যসমেত অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপতিগণ আপনার প্রসাদাকাঙক্ষী ও ভক্ত। আপনার হিতচিকীর্ষু ও প্রিয়ানুষ্ঠাননিরত মহারথ ধৃষ্টদ্যুন্ন সৈনাপত্যকার্য্যে [সেনাপতিপদে] নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাবাহু শিখণ্ডী নিশ্চয়ই ভীষ্মকে সংহার করিবেন।”

ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎসাহদান-ব্যূহরচনা

“মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সমক্ষে সভামধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, “হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর, ক্রুদ্ধ হইও না। তুমি বাসুদেবসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন; আমাদের সেনাপতিপদ গ্রহণ করিয়াছ। পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনানায়ক হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণের সেনানী হইয়াছ। অতএব এক্ষণে বলবিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক কৌরবগণকে সংহার কর। আমি, মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর, কৃষ্ণ, মাদ্রীনন্দনদ্বয়, দ্রৌপদীতনয়গণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ভূপতিগণ, আমরা সকলেই তোমার অনুগমন করিব।”

“তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তত্রস্থ সমস্ত লোককে হর্ষিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ভগবান শম্ভু আমাকে দ্রোণান্তক করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমি আজি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সমুদয় সমরদুর্ম্মদ বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিব।” এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদ্যত হইলে পর, যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণ উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, “হে পার্ষত! [পার্ষদ-পারিষদ] ক্রৌঞ্চারণ [ক্রৌঞ্চ অর্থ-বক। বকেরা আকাশে যেরূপ পংক্তিবদ্ধ হইয়া গমন করে, তদ্রূপ সৈন্যসজ্জা। সৈন্যসংখ্যানুসারে যথাসম্ভব পংক্তির অল্পতা বা আধিক্য হইবে] নামক ব্যূহদ্বারা সমুদয় শত্রুকে নিবারণ করা যায়; পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধসময়ে মহামতি বৃহস্পতি পুরন্দরকে ঐ ব্যূহের কথা কহিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, কৌরবগণ ও অন্যান্য ভূপতিসমুদয় সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যূহসন্দর্শন করিবেন।”

“মহাবীর ধৃষ্টদ্যুন্ন যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া প্রভাতে ধনঞ্জয়াকে সর্ব্বসৈন্যের অগ্রে সন্নিবেশিত করিলেন। মহারথ অর্জ্জুনের কেতু ইন্দ্রের আদেশানুসারে বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ও ইন্দ্রায়ুধসদৃশ পতাকাসমুদয়ে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। উহা আকাশগামী গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন উহা নৃত্য করিতেছে। সূর্য্যসমীপে থাকিলে ব্রহ্মার যেরূপ শোভা হয়, সেই কেতুসমীপে থাকাতে

অর্জ্জুনের ও অর্জ্জুনসমীপে থাকাতে সেই কেতুর তদ্রূপ শোভা হইল। মহারাজ দ্রুপদ বহুতর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবসেনাগণের মস্তক এবং মহারাজ কুন্তিভোজ ও শৈব্য তাহার চক্ষু হইলেন। দশার্ণাধিপতি এবং প্রয়াগ, দাশেরক, অনূপক ও কিরাতগণ গ্রীবাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পটচ্চার, হুঞ্জ, পৌরবক ও নিষাদগণের সহিত পৃষ্ঠা হইলেন। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, সাত্যকি এবং পিশাচ, দরদ, পৌণ্ড্রী, কুণ্ডীবিষ, মড়ক, লড়ক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহিক, তিত্তির, পাণ্ড্র, ঔড্র, শবর, তুম্বুর, বৎস ও নাকুল [নকুলপুত্র] পক্ষদ্বয়ে এবং নকুল ও সহদেব বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ব্যূহের উভয় পক্ষে অযুত, মস্তকে নিযুত, পৃষ্ঠে এক-অর্বুত বিংশতিসহস্র এবং গ্রীবায় একনিযুত সপ্ততিসহস্র রথ সন্নিবেশিত হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে পক্ষে [পার্শ্বে] ও পক্ষান্তে জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ অবস্থান করিতে লাগিল। বিরাট কেকয়গণকে এবং কাশিরাজ ও শৈব্য তিন-অযুত রথ লইয়া সেই ব্যূহের জঘন [জঙ্ঘাদেশ] পালন করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে সেই মহাব্যূহ নির্ম্মাণান্তর সৈন্যসমুদয়কে বর্ম্মিত [বর্ম্মদ্বারা আবৃত] করিয়া যুদ্ধার্থ সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বারণ ও রন্থসমুদয়ের উপর আদিত্যসঙ্কাশ নির্ম্মল বিপুল শ্বেতচ্ছত্রসকল শোভা পাইতে লাগিল।"

৫১তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের প্রতিব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! আপনার তনয় দুর্য্যোধন সেই পাণ্ডবপক্ষীয় অভেদ্য ক্রৌঞ্চারুণব্যূহ। অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত অন্যান্য বহুসংখ্যক শূরগণকে সমবেত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! তোমরা নানাস্ত্রবেত্তা ও শাস্ত্রার্থজ্ঞ; তোমাদের একত্র হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা এক-একজন সৈন্য লইয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে পার। আমাদের ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্য অপর্য্যাপ্ত; পাণ্ডবগণের ভীমসেনাভিরক্ষিত সেনা পর্য্যাপ্ত। অতএব এক্ষণে সংস্থান, শূরসেন, বেত্রিক, কুক্কুর, বেচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবনগণ—ইহারা শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বিকর্ণ, সুবীর, নন্দোপনন্দনগণ, মণিভদ্রকগণ ও চিত্রসেনসমভিব্যাহারে ভীষ্মকেই রক্ষা করুক।"

"এইরূপ যুক্তি স্থির হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে ব্যূহরচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম অসংখ্য সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য, গান্ধার, সিন্ধুসৌবীর, শিবি, বসতি, কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেলক ও কর্ণপ্রাবরগণসমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনি সৈন্যসমুদয়সমভিব্যাহারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

উভয়পক্ষে সিংহনাদ রণবাদ্য

"তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সমুদয় সহোদর, অশ্বতক, বিকর্ণ, অমষ্ঠকোশল, দরদ, বৃক ও ক্ষুদ্রকমালবগণসমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে শকুনির সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, ভগদত্ত এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যগণের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি, সুশর্ম্মা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শতায়ু, শ্রুতায়ু দক্ষিণপক্ষে [দক্ষিণদিকে] অবস্থান করিলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্ম ও সাত্বত মহতী সেনাসমভিব্যাহারে সেনাপৃষ্ঠে [সৈন্যের পিঠের দিকে] রহিলেন। কেতুমান, বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভুপ্রভৃতি নানা জনপদেশ্বরগণ সৈন্যসমূহের পৃষ্ঠগোপ্তা [পৃষ্ঠরক্ষক] হইলেন। তখন আপনার পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম সৈন্যগণের হর্ষজ্ঞাপক শব্দ শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। "অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ শঙ্খ, ভেরী, পেশী ও আনক ধ্বনিত করাতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। মহাপ্রভাবসম্পন্ন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় শ্বেত হয়যোজিত মহারথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর বাসুদেব পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ ও সহদেব মণিপুষ্পকনামক মহাশঙ্খ নিনাদ করিলেন। পরে কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথ সাত্যকি, মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় বীরগণের সেই তুমুল নিনাদে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরকে সন্তাপিত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।"

৫২তম অধ্যায়
দ্বিতীয়-দিবসীয় যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ যোদ্ধৃগণ কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে সেনাগণ ব্যূহিত হইলে রুচির ধ্বজসমুদয় সমুচ্ছ্রিত হইলে সেই মহান সৈন্যসাগর অপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই অগাধ সৈন্যসমুদ্রমধ্য হইতে আপনার পক্ষীয় সেনাগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সৈন্যগণ ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রুরমনে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। রথিগণকর্ত্তৃক বিমুক্ত সুশাণিত শরনিকর অকুণ্ঠিতভাবে হস্তী ও অশ্বগণের উপর নিপতিত হইতে লাগিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোর-সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভীষণপরাক্রম ভীষ্ম বর্ম্মপরিধানপূর্ব্বক শরাসন সমুদ্যত করিয়া অভিমন্যু, ভীমসেন, মহারথ অর্জ্জুন, কৈকেয়, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাদিগের উপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের সমাগমে সেই মহাব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল ও সৈন্যগণের

ঘোরতর বিপদ সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য আরোহী, ধ্বজধারী ও উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয় নিহত হইতে লাগিল, রথিগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

"মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের অসাধারণ বিক্রমদর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে বাসুদেব! সত্বর পিতামহের সমীপে গমন কর। মহাবীর শান্তনুতনয় দুর্য্যোধনের হিতসাধনে একান্ত তৎপর! উনি ক্রোধাভরে আমার সমুদয় সৈন্য নিধন করিবেন। এই দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সমবেত হইয়া পাঞ্চলগণকে সংহার করিবে; অতএব আমি সৈন্যরক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মকে সংহার করি।"

"তখন বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! এই আমি ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ভীষ্মের রথাভিমুখে অর্জ্জুনের রথচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের লোকবিশ্রুত রথ বহুপতাকাশোভিত বলাকার ন্যায় মনোহর অশ্বসমুদয়ে যোজিত, ভীষণাকার বানরকেতুসংযুক্ত, মেঘের ন্যায় গভীরধ্বনিসম্পন্ন ও আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং সুহৃজ্জনের আনন্দবর্দ্ধন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহারথে অবস্থানপূর্ব্বক কৌরবসৈন্য ও শূরসেন্যগণকে সংহার করিয়া সত্বর সমরক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম অর্জ্জুনযুদ্ধ

"মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণকে বিত্রাসিত ও পাতিত করিয়া সমরে আগমন করিতেছেন দেখিয়া প্রাচ্য, সৌবীর, কেকয় ও সৈন্ধবপ্রভৃতি বীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত শান্তনুতনয় সহসা তাহার সম্মুখীন হইলেন। কুরুকুলপিতামহ ভীষণকর্ম্মা ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও মহাবীর কর্ণ ব্যতীত কাহার সাধ্য যে, সমরে ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হয়? মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি [সাতাত্তর] নারাচ্য নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণ পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চশত, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নয়, অশ্বত্থামা ষষ্টি ও বিকর্ণ তিনশর এবং আর্ত্তায়নি তিনভল্ল দ্বারা ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন সেইসকল মহাবীরগণের নিশিত শরনিকরে সমন্তাৎ বিদ্ধ হইয়াও ভিদ্যমান আচলের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন এবং ভীষ্মের উপর পঞ্চবিংশতি, কৃপের উপর নয়, দ্রোণের উপর ষষ্টি, বিকর্ণের উপর তিন, আর্ত্তায়নির উপর তিন ও দুর্য্যোধনের উপর পাঁচবাণ নিক্ষেপ করিলেন। "তখন সত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুন্ন সোমকগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের হিতসাধনতৎপর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সত্বর অর্জ্জুনের উপর অতি নিশিত অশীতি [আশী] বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তদর্শনে কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ পরম পরিতুষ্ট আহ্লাদসূচক ধ্বনি করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদের নিনাদ শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বীরগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া অবলীলাক্রমে অনবরত শার নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

"মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পার্থশরে জর্জ্জরিত দেখিয়া ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! আপনি স্বয়ং ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে এই পাণ্ডুতনয় কৃষ্ণসমভিব্যাহারে সমুদয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া আমাদিগের সমূলে উন্মূলনা

করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। এই কর্ণ আমার একান্ত হিতচিকীর্ষ হইয়াও কেবল আপনার নিমিত্তই অস্ত্রশস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে যাহাতে অর্জ্জুন শীঘ্র নিহত হয়, এমন উপায় স্থির করুন।”

“মহাবীর দেবব্রত দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ‘ক্ষত্রিধর্ম্মে ধিক!’ বলিয়া পার্থের রথসমীপে গমন করিলেন। পার্থিবগণ সেই উভয় বীরপুরুষকেই শ্বেতাশ্বযোজিত রথে সংস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণও কৌরবদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিবার মানসে অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের উপর নয়বাণ নিক্ষেপ করিলে বীরবর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী দশবাণদ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র শরনিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার চারিদিক অবরোধ করিলেন। শান্তনুতনয় শরজাল প্রয়োগ করিয়া অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে পরস্পর প্রতীকাররাভিলাষী সমরপ্রিয় সেই বীরপুরুষদ্বয় সমভাবে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মচাপবিমুক্ত শরজাল স্বীয় শরনিকরদ্ধারা নিরাকৃত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত শান্তনুতনয় অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরসমুদয় ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভীষ্মের উপর পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন; ভীষ্মও ধনঞ্জয়কে নয়বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

“হে মহারাজ! সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথেষা ও রথচক্র বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন-সারথি বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে তিনশর নিক্ষেপ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্মচাপচ্যুত সায়কে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; মহাবীর ধনঞ্জয় জনার্দনকে শরবিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে তিনবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মের সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের রথে শরসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই স্ব স্ব সারথির সামর্থ্যপ্রভাবে বিবিধ মণ্ডল ও গতিপ্রত্যাগতি [অগ্রগমন ও পশ্চাৎ অপসরণ] প্রদর্শন এবং পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ [ছিদ্রান্বেষণ—ত্রুটির অনুসন্ধান—দৌর্ব্বল্যের খোঁজ] ও বারংবার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও চাপনির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীরপুরুষের শঙ্খধ্বনি ও রথনেমিনির্ঘোষে মেদিনীমণ্ডল সহসা বিদীর্ণ, কম্পিত ও ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তৎকালে কেহই মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীষ্মের বৈলক্ষণ্য [পার্থক্য] বুঝিতে পারিলেন না। কৌরবগণ ভীষ্মের ও পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের চিহ্নমাত্র সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তত্রত্য সমুদয় লোকই সেই দুই বীরের পরাক্রম দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। ধার্মিক লোকের পাপের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সেই বীরদ্বয়ের অণুমাত্র ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা একবার পরস্পর শরজালে আবৃত ও পুনরায় তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

“হে মহারাজ! ঐ সময় দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাদের উভয়ের পরাক্রম দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণও সমরে এই দুই বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম হইতেছে;

এরূপ সমর আর কখনই হইবে না। মহাবীর পার্থ সধনু সরথ ভীষ্মকে কদাপি পরাজিত করিতে পরিবেন না। দুর্দ্ধর্ষ পার্থেরও ভীষ্মের নিকট পরাভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। এতাদৃশ্য সংগ্রাম আর কখনই হইবে না।"

"হে মহারাজ! ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের সংগ্রামসময়ে এইরূপ স্তবযুক্ত বাক্য বারংবার শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাগণ শিত[তীক্ষ্ণ]ধার খড়্গ, নির্ম্মল পরশু ও নিশিত সায়ক প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরাও তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

৫৩তম অধ্যায়
দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন? আমি অদৃষ্টকে পুরুষকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। দেখ, মহাবীর শান্তনুতনয়ও অর্জ্জুনকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে পারিলেন না। যে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে সমরে সমুদয় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন, তিনিই সংগ্রামে অর্জ্জুনের নিকট পরাভূত হইলেন। অদৃষ্ট ব্যাতীত ইহার অন্য কারণ কি আছে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অতি দারুণ সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। ইন্দ্রসমবেত সমুদয় দেবগণ একত্রিত হইলেও মহাবীর অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারেন না। যাহা হউক, এক্ষণে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংগ্রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বিবিধ শরদ্বারা ক্রোধপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া ক্রোধাভরে তাঁহার চারি অশ্বের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নবতিবাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া 'থাক থাক' বলিয়া দর্প করিতে লাগিলেন। অসামান্য বলবিক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনরায় শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিয়া সংহার করিবার মানসে ভীষণ অশনির ন্যায়, দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এক বাণ গ্রহণ করিলেন। অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যকে সেই শরসন্ধান করিতে দেখিয়া সমুদয় সেনাগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভূত পৌরুষ প্রকাশিত হইল, তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুসদৃশ দ্রোণবিমুক্ত বাণ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ভরদ্বাজের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই সুদুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবধাভিলাষে স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যে খচিত মহাবেগশালিনী শক্তি নিক্ষেপ করিলে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ হাসিতে হাসিতে তাহা অর্দ্ধপথেই তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ দ্রোণ ক্ষণকালমধ্যেই সেই শরনিকর নিবারণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাযশাঃ দ্রুপদতনয় কামুক ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধান্ধ হইয়া

দ্রোণের বধাভিলাষে তাঁহার উপর দৃঢ় গদা নিক্ষেপ করিলে বলবিক্রমশালী আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিয়া সুশাণিত ভল্লসকল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভল্লাসমুদয় দ্রুপদতনয়ের বর্ম্ম ভেদ করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল; তখন মহামনাঃ খৃষ্টদ্যুন্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক পাঁচবাণদ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই রুধিরাক্তকলেবর হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত কিংশুকতরুর ন্যায় শোভমান হইলেন।

"মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার উপর সন্নতপর্ব্ব শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে এক ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথিকে ও চারিবাণে চারি-অশ্ব সংহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া অন্য এক ভিন্নদ্বারা শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিয়া, রথ হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ দ্রুপদতনয় রথ হইতে অবরোহণ [অবতরণ—নীচে নামা] না করিতে করিতেই শরনিকদ্বারা তাঁহার গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তদর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমিষাভিলাষী [মাংসলোলুপ] সিংহ যেমন মত্তগজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবাহু দ্রুপদানন্দন শতচন্দ্রসংযুক্ত সুবিপুল চর্ম্ম ও দিব্যখড়্গ ধারণপূর্ব্বক দ্রোণবধের আকাঙক্ষায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের পুরুষকার, অস্ত্রপ্রয়োগলাঘব ও অসাধারণ বাহুবল প্রকাশিত হইল। ঐ মহাবীর একাকী বাণবৃষ্টি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদতনয় অসামান্য বলশালী হইয়াও কোনক্রমে দ্রোণের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না; কেবল চর্ম্মদ্বারা দ্রোণবিমুক্ত শরনিকর নিবারণ করিতে লাগিলেন।

"সেই সময় মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থে সহসা তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রোণের উপর সাতবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্য রথে আরোপিত করিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণের রক্ষার্থ প্রভুত সৈন্যসমবেত কলিঙ্গদেশাধিপতিকে প্রেরণ করিলেন। সেই সমুদয় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্য দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এককালে বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদী উভয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন। হে মহারাজ! কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণের সহিত ভীমসেন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল; ঐ যুদ্ধ জগতের ক্ষয়কর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।"

৫৪তম অধ্যায়
ভীম-কলিঙ্গরাজযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেনাপতি কলিঙ্গ আমার পুত্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে কিরূপে অদ্ভুতকর্ম্ম, মহাবলপরাক্রান্ত, গদাপাণি, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের সহিত সংগ্রাম করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, “নরনাথ! মহাবলপরাক্রান্ত কলিঙ্গ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সেনাগণসমভিব্যাহারে ভীমসেনের রথসমীপে ধাবমান হইলেন। অসাধারণ বলবিক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর প্রভূত রথ, অশ্ব ও নাগসম্পন্ন অস্ত্রশস্ত্রসমবেত কলিঙ্গসেনাসমূদয়ের সহিত নিষাদতনয় কেতুমানকে আগমন করিতে দেখিয়া চেদিগণের সহিত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। তখন ক্রোধপরায়ণ শ্রুতায়ু ব্যূহিত সেনাগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভূপতি কেতুমানের সহিত ভীমসেনের সম্মুখীন হইলেন। নরপতি কলিঙ্গ বহুসহস্র রথিদ্বারা এবং মহাবীর কেতুমান নিষাদগণসমভিব্যাহারে অযুত গজদ্বারা ভীমসেনকে পরিবৃত করিলেন। ঐ সময় ভীমসেনের অগ্রগামী চেদি, মৎস্য ও করূষগণ ভূপতিসমূহসমভিব্যাহারে সহসা নিষাদগণকে আক্রমণ করিল। এইরূপে যোদ্ধৃগণ পরস্পর নিধনেচ্ছায় পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

“হে মহারাজ! সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবসেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন অরাতিসৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে সেই প্রভূত সৈন্যের কোলাহলধ্বনি সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ পরস্পর ছেদন করাতে রণক্ষেত্র একেবারে মাংসশোণিতময় হইয়া উঠিল। জিঘাংসাবৃত্তি প্রবল হওয়াতে বীরগণ কে আত্মীয় কে পর, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইল না; অনেকে আত্মীয়গণকেই সংহার করিতে লাগিল। চেদিসৈন্যগণ অল্পসংখ্যক হইয়াও বহুসংখ্যক কলিঙ্গ ও নিষাদসৈন্যগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল এবং প্রাণপণে স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক পরিশেষে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে সমুদয় চেদিগণকে নিবৃত্ত দেখিয়াও আপনার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া কলিঙ্গদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিলেন; তিনি মুহূর্ত্তমাত্রও রথ হইতে বিচলিত হইলেন না; প্রত্যুত কলিঙ্গসৈন্যগণকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কলিঙ্গতনয় শক্রদেববধ

“এই সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত কলিঙ্গ ও তাহার পুত্র শক্রদেব উভয়ে ভীমসেনের উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর আপনার বাহুবলে নির্ভর করিয়া শরাসন বিধূনিত করিয়া কলিঙ্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কলিঙ্গের পুত্র শক্রদেব বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে বিরথ দেখিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মেঘ যেমন বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবল শক্রদেব ভীমের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অশ্ববিহীন রথে থাকিয়া শক্রদেবের উপর এক দৃঢ় গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কলিঙ্গতনয় ভীমসেনের সেই ভীষণ গদাঘাতে নিহত হইয়া ধ্বজ ও সারথির সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

“মহারথ কলিঙ্গ পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাভরে বহু সহস্র রথদ্বারা ভীমের চতুর্দ্দিক আবরণ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দারুণ কার্য্য করিবার নিমিত্ত গদা পরিত্যাগপূর্ব্বক খড়্গ এবং সুবর্ণময় নক্ষত্র ও অর্দ্ধচন্দ্রসমূহে সুশোভিত সুদৃঢ় বার্ষভ

[বৃষসম্বন্ধীয়] চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবল কলিঙ্গ বৃকোদরকে তদাবস্থ দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসনজ্যা মার্জ্জনপূর্ব্বক নিধন করিবার মানসে তাঁহার উপর আশীবিষসদৃশ একশর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে সমাগত কলিঙ্গনিক্ষিপ্ত সেই নিশিত শর খড়্গদ্বারা দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কৌরবসৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবল কলিঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের উপর সুশাণিত চতুর্দশ তোমর প্রয়োগ করিলেন। সেই সমুদয় তোমর শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইবামাত্র মহাবীর ভীমসেন অসম্ভ্রান্তচিত্তে অসিদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ভীমহস্তে ভানুমানের নিধন

"মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর এইরূপে সেই কলিঙ্গনিক্ষিপ্ত তোমরসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক ভানুমানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভানুমান ভীমসেনকে শরনিকরদ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া নভস্তল প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর সংগ্রামস্থলে ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর ধবনি করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ ধ্বনি-শ্রবণে অতিমাত্র বিত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে অমানুষ [অলৌকিক বীর] বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন গভীর গর্জ্জন ও অসিহস্তে মহাবেগে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভানুমানের মহাগজের দন্ত ধারণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মধ্যদেশে দণ্ডায়মান হওয়ায় গজরাজ সানুমান [সানুপ্রদেশ যুক্ত] পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে করিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া খড়্গদ্বারা ভানুমানকে ছেদনপূর্ব্বক সেই হস্তীর স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিলেন, কবিরাজ ভীমের খড়্গাঘাতে ছিন্ন স্কন্ধ হইয়া ঘোরতর নিনাদপূর্ব্বক ধরাতালে নিপতিত হইল। মহাবীর ভীমসেন হস্তী নিপতিত না হইতে হইতেই লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গহস্তে অদীনভাবে রণস্থলে অন্যান্য গজসমুদয় নিপাতিত করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাকে অগ্নিচক্রের [চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত চক্রাকার অগ্নির] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ কালান্তক যমোপম মহাবীর ভীম অশ্ব, গজ, রথসৈন্য ও পদাতিসমুদয়কে নিধন করিয়া তাহাদের মধ্যে শ্যেনের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীম বহুসংখ্যক গজারূঢ় যোদ্ধৃগণের মস্তক ছেদন করিলেন এবং একাকী ক্রোধাভরে পাদচারে ভ্রমণ করিয়া বীরপুরুষগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বীরগণ মূঢ় হইয়া ঘোরতর নিনাদপূর্ব্বক মহাবীর বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অরতিনিপাতন মহাবীর ভীমসেন রথিগণের রথেষা ও যুগসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া ভ্রান্ত [মণ্ডলাকৃতি], উদভ্রান্ত [ঊর্দ্ধে উৎপতন সহকৃত ভ্রান্ত], আবিদ্ধ [মণ্ডলাকারে দ্রুতধাবন], আপ্লুত [সর্ব্বদিকে কেবল উল্লম্ফন], প্রসৃত [সকল দিকে প্রসারণ], প্লুত [একটিমাত্র দিকে উল্লম্ফন], সম্পতি [বেগযুক্ত] ও সমুদীর্ণ [সকল সৈন্যের বিরুদ্ধে এককালীন যুদ্ধোদ্যম] প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

"কারিগণ ভীমসেনের ভীষণ খড়্গাঘাতে মর্ম্মভেদ হওয়াতে ঘোরতর চীৎকার করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী দন্ত, শুণ্ড ও কুম্ভ ছিন্ন হওয়াতে ভীষণ ধ্বনি করিয়া ভূতলে নিপতিত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করিল। অসংখ্য তোমর,

মহাপাত্র [মাহুত] মস্তক, চিত্রকম্বল, কনকভূষিত বন্ধনরজ্জু, গ্রীবাবন্ধনরজ্জু, শক্তি, পতাকা, তূণীর, যন্ত্র [পাশ—রজ্জুশিকল প্রভৃতি], ধনু, অগ্নিদণ্ড [বৃহৎ ও স্থূল মশাল], তোত্র [হস্তীর কর্ণপ্রদেশে ব্যাথাজনক অঙ্কুশাকার অস্ত্র], অঙ্কুশ, ঘণ্টা ও সুবর্ণমণ্ডিত সি ছিন্ন ও নিপতিত হইতে দেখিলাম। হস্তিসমুদয় ছিন্নকলেবর ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া পতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র যেন পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"মহাবীর বৃকোদর মহানাগসকল সংহার করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কৌরবসৈন্যগণের সহিত ভীমসেনের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। বলগা, যোক্ত, বন্ধনরজ্জু, চিত্রকম্বল, প্রাস, ঋষ্টি, কবচ, চর্ম্ম ও বিচিত্র আভরণসমুদয় ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল যেন কুমদাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রথিগণকে আক্রমণ করিয়া খড়্গাঘাতে তাহাদিগকে ধ্বজের সহিত পাতিত করিতে লাগিলেন, বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান ও উৎপতিত হইয়া তত্রত্য ব্যক্তিগণকে বিস্মিত করিলেন। কাহাকে পদাঘাতে নিহত, কাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রোথিত, কাহাকে খড়্গাঘাতে ছেদিত, কাহাকে সিংহনাদে ভীষিত [ভয়বিহ্বল], কাহাকে বা ঊরুবেগে [অত্যন্ত বেগে] পাতিত করিতে লাগিলেন। অনেকে সেই মহাবলপরাক্রান্ত ভীমমূর্ত্তি ভীমসেনকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

কলিঙ্গরাজ-সত্য-সত্যদেব-কেতুমানাদি নিধন

"অনন্তর সেই মহতী কলিঙ্গসেনা পুনরায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর কলিঙ্গসৈন্যের সম্মুখে কলিঙ্গাধিপতি শ্রুতায়ুকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কলিঙ্গ ভীমসেনকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলপাক্রান্ত বৃকোদর কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মহাগজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার ক্রোধাগ্নি আহুত হুতাশনের ন্যায় দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় রথিশ্রেষ্ঠ অশোক ভীমসেনের সমীপে হেমবিভূষিত রথ আনয়ন করিলেন। অরতিনিসূদন মহাবীর ভীমসেন সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক 'থাক থাক' বলিতে বলিতে কলিঙ্গের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমের প্রতি অসংখ্য শার নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর কলিঙ্গের কামুকনিঃসৃত শরের আঘাতে দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লৌহময় সাতবাণে কলিঙ্গাধিপতিকে, দুইশরে তাঁহার দুই চক্ররক্ষক সত্যদেব ও সত্যকে ও নিশিত নারাচসমূহে কেতুমানকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

"তখন কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়সমুদয় বহুসহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশু প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া গদাহস্তে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে সপ্তশত, তৎপরে দ্বিসহস্র কলিঙ্গসৈন্যকে কালকবলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সমুদয় লোক

বিস্ময়ান্বিত হইল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে পুনঃ পুনঃ কলিঙ্গসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অসংখ্য গজারোহী সৈন্য ভীমের হস্তে নিহত হইল। আরোহিবিহীন বাণাহত মাতঙ্গ গণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই বিনষ্ট করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রাহ যেমন বৃহৎ সরোবর আলোড়িত করিয়া কম্পিত করে তদ্রূপ কলিঙ্গসৈন্যসমুদয় ও বাহনগণ ভীমের ভীষণ শঙ্খনাদে কম্পান্বিত ও মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর মত্তবারণবিক্রম মহাবাহু বৃকোদরকে বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচরণ ও লম্ফপ্রদান করিতে দেখিয়া সমুদয় কলিঙ্গসৈন্য পুনরায় বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল।

"এইরূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের প্রভাবে সমুদয় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ ভীত ও ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইলে পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। শিখণ্ডী প্রমুখ যোদ্ধৃগণ সেনাপতির বাক্যানুসারে অসংখ্য রথিগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘবর্ণ বিপুল করিসৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সমুদয় সৈন্য সংগ্রামে প্রেরিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। ভীম ও সাত্যকি ভিন্ন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই। মহাবল পাঞ্চালতনয় অরাতিনিপাতন মহাবল বৃকোদরকে কলিঙ্গ সৈন্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথের রক্তকাঞ্চনধ্বজ অবলোকন করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কলিঙ্গসৈন্য ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া মহাবীর দ্রুপদতনয় তাঁহার পরিত্রাণের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি দূর হইতে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সত্বর তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের দুইজনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অসংখ্য কলিঙ্গসৈন্য সংহার করিয়া রুধিরময়ী নদী প্রবাহিত করিলে, কলিঙ্গদেশীয় ও পাণ্ডবসৈন্যগণ সেই নদীতে সন্তরণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল, 'ঐ সাক্ষাৎ কাল ভীমরূপে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।'

ভীমসহ ভীষ্মের যুদ্ধ

"ঐ সময় মহাবীর শান্তনুতনয় সংগ্রামস্থলে সৈন্যগণের নিনাদ শ্রবণ করিয়া সৈন্যসমুদয় ব্যূহিত করিয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের রথসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক প্রত্যেকে তাঁহার উপর তিন-তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম যত্নশীল বীরত্রয়কে তিন-তিন বাণদ্বারা বিদ্ধ ও সহস্রশরদ্বারা মহারথগণকে নিবারিত করিয়া তীক্ষ্ণবাণে ভীমের অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অশ্ব-বিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক মহাবেগে ভীষ্মের রথাভিমুখে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় সেই শক্তি দ্বিধা ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন ভীমসেন অয়োময় [লৌহময়], মহাগদা

গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে পাঞ্চলতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সর্ব্বসৈন্যগণসমক্ষে প্রস্থান করিলেন। ঐসময় মহাবীর সাত্যকি ভীমের প্রিয়ানুষ্ঠানবাসনায় তীক্ষ্ণ সায়কে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। ভীষ্মের সারথি নিহত হইবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে তাঁহাকে সংগ্রামস্থল হইতে অপনীত করিল।

"মহারথ ভীষ্ম রণস্থল হইতে অপসৃত হইলে মহাবীর ভীমসেন কক্ষদাহক [গৃহদাহী] বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সমুদয় কলিঙ্গসৈন্য সংহারপূর্ব্বক সেনামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তখন সেই মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় পাঞ্চল ও মৎস্যগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। যদুশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষে ভীমসেনকে হৃষ্ট করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে বৃকোদর! তুমি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কলিঙ্গরাজ, তাহার পুত্র কেতুমান, শক্রদেব এবং কলিঙ্গসৈন্যসমুদয় সংহার ও স্বীয় ভুজবলে কলিঙ্গদিগের নাগাশ্বরথসঙ্কুল মহাপুরুষভূয়িষ্ঠ ও বীরগণে অভিব্যাপ্ত মহাব্যূহ মর্দ্দন করিয়াছ।" মহাবীর সাত্যকি ভীমকে এই কথা বলিয়া দ্রুতবেগে আপনার রথ হইতে তাঁহার রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পুনরায় আপন রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমের সৈন্য লইয়া ক্রোধাভরে কৌরবসৈন্যকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

৫৫তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণসহ অভিমন্যুর যুদ্ধ

সঞ্জয় বলিলেন, "হে মহারাজ! ঐ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ বিগত হইতে হইতেই অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি ও আরোহিগণ বিনষ্ট হইল। পাঞ্চলতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃপ—এই তিন মহারথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সুশাণিত সায়কে দ্রোণপুত্রের লোকবিশ্রুত অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা অশ্বগণ নিহত হইবামাত্র সত্বর শল্যের রথে আরোহণপূর্ব্বক পাঞ্চালতনয়ের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া নিশিত সায়কসমূদয় নিক্ষেপ করিতে করিতে সত্বর তথায় আগমনপূর্ব্বক শল্যের উপর পঞ্চবিংশতি, কৃপের উপর নয় ও অশ্বত্থামার উপর আট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা এক, শল্য দ্বাদশ ও কৃপা তিন বাণদ্বারা এককালে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময়ে দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধাভরে সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ ক্রোধাভরে নিশিত শরনিকর দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তদর্শনে তত্রস্থ সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। মহাবীর অভিমন্যু লক্ষ্মণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পঞ্চশতবাণে সত্বর বিদ্ধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ নিশিতসায়কে অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সমুদয় লোক চীৎকার করিতে লাগিল। মহাবীর সুভদ্রানন্দন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক বিচিত্র ধনুগ্রহণ করিলেন। পরে সেই মহাবীরদ্বয় প্রহার ও প্রতিপ্রহারে অভিলাষী হইয়া পরস্পরের উপর তীক্ষ্ণ শরসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

"মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় পুত্রকে অভিমন্যুশরে পীড়িত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন তথায় সমুপস্থিত হইলে যোদ্ধগণ রথ লইয়া অভিমন্যুকে সমন্তাৎ [সর্ব্বদিকে] পরিবেষ্টন করিল। কৃষ্ণাতুল্য-পরাক্রমশালী মহাবীর অভিমন্যু সংগ্রামস্থলে সেইসমুদয় শূরগণে পরিবৃত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অর্জ্জুনের অভিমন্যুসাহায্য-ঘোর যুদ্ধ

"এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্রকে বহুসংখ্যক যোদ্ধগণে পরিবৃত দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবার মানসে তদাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণপ্রভৃতি বীরগণ রথ, অশ্ব ও হস্তী লইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পদাতি, অশ্ব ও রথসমুদয়ের গমনে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিল; সমুদয় নাগ ও নরপতিগণ অর্জ্জুনের শরসন্ধানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; তত্রস্থ সমুদয় লোকই চীৎকার করিয়া উঠিল; চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইল এবং কৌরবগণের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল। মহাবীর কিরাটীর [অর্জ্জুনের] শরসমূহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক, কি ভূমি, কি ভাস্কর, কিছুই দৃষ্ট হইল না। অতঃপর রণস্থল

পরিত্যাগপূর্ব্বক আরোহী, ধ্বজবাহী নাগ, অশ্ববিহীন, আয়ুধহস্ত রথী ও রথরক্ষকগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরে একান্ত আহত হইয়া কেহ কেহ রথ হইতে, কেহ কেহ গজ হইতে, কেহ কেহ বা অশ্ব হইতে নিপতিত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় গদা, খড়্গ, প্রাস, তূণীর, শর, শরাসন, অঙ্কুশ ও পতাকাযুক্ত অসংখ্য বাহু ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। সুবর্ণময় বর্ম্ম, ধ্বজ, চর্ম্ম, ব্যজন, হেমদণ্ড ছত্র, প্রতোদ, কশা ও যোক্ত্র অর্জ্জুনশরে ছিন্ন হইয়া রণস্থলে বিকীর্ণ রহিল। হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে পারে, আপনার পক্ষীয় এমন কোন যোদ্ধাই দৃষ্টিগোচর হইল না। ফলতঃ ঐ সময়ে যে যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইল, মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ সায়কে তাহাদের সকলকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন! সেই দারুণ সমরে আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন কিরতে আরম্ভ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন

"ঐ সময়ে কুরুবংশাবতংস মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যমধ্যে আপনার উপযুক্ত কার্য্য করিতেছে। উহার রূপ কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; অদ্য কখনই উহাকে পরাজয় করা যাইবে না; এই বিপুল সৈন্যগণকেও নিবারণ করা দুঃসাধ্য। আমাদের সৈন্যগণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। আরও দেখ, ভগবান ভাস্কর সর্ব্বলোকের চক্ষুষ্মত্তা [দৃষ্টিশক্তি] অপহরণ করিয়াই যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন। অতএব এক্ষণে আমার মতে সৈন্যগণকে অবহার করিতে অনুমতি করাই কর্ত্তব্য; যোদ্ধৃগণ শ্রান্ত ও ভীত হইয়াছে, কদাপি যুদ্ধ করিবে: না।" কুরুকুলপ্রদীপ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে এই বলিয়া সৈন্যগণকে অবহার করিতে আদেশ করিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই অবহার করিতে লাগিল। এ দিকে ভগবান কমলিনীনায়ক অস্তাচলে গমন করিলেন। সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল।"

৫৬তম অধ্যায়
তৃতীয়-দিবসীয় যুদ্ধ-ব্যূহ প্রতিব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইবামাত্র আপনার পুত্রগণের জয়াকাঙ্ক্ষী কুরুকুলপিতামহ ভীষ্ম সেনাগণকে সমরগমনে আদেশ করিয়া গারুড়ব্যূহ [এই ব্যূহে সারি দিয়া সাজান সৈন্যের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ সূক্ষ্ম এবং মধ্যভাগ অতিশয় স্থূল হইবে] রচনা করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বয়ং ঐ গারুড়ব্যূহের মুখে; মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা উহার চক্ষুর্দ্বয়ে; অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ত্রিগর্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বারধানগণসমভিব্যাহারে উহার মস্তকে; মহাবল ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, জয়দ্রথ এবং মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদগণ উহার গ্রীবাতে; মহারাজ দুর্য্যোধন সোদর ও অনুচরগণসমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে; অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজ, শক ও শূরসেনাগণ উহার পুচ্ছে; মাগধ ও কলিঙ্গগণ দানোরকগণসমভিব্যাহারে উহার দক্ষিণপক্ষে

এবং করূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কৌক্তিবৃষগণ বৃহদ্বলসমভিব্যাহারে উহার বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"এদিকে অরাতিনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নসমভিব্যাহারে স্বকীয় সৈন্যগণকে অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহে প্রতিব্যূহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যূহের দক্ষিণ শৃঙ্গে মহাবীর বৃকোদর নানাশস্ত্রসম্পন্ন নানাদেশীয়গণে পরিবৃত হইয়া রহিলেন। ভীমের পশ্চাৎ বিরাট ও দ্রুপদ, তৎপশ্চাৎ নীলায়ুধসমবেত নীল এবং তৎপশ্চাৎ চেদি, কাশী, করূষ ও পৌরবগণসমভিব্যাহারে মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চালগণ ও প্রভদ্রকগণ প্রভূত সৈন্য লইয়া ঐ ব্যূহের মধ্যভাগে অবস্থান করিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজও করিসৈন্য লইয়া সেই স্থানে রহিলেন; তাঁহার পশ্চাৎ সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, তৎপরে ইরাবান, তৎপরে ভীমসেনের পুত্র ও মহারথ কৈকেয়গণ এবং তৎপরে সেই ব্যূহের বামপার্শ্বে সর্ব্বজগতের রক্ষক জনার্দনকর্ত্তৃক রক্ষিত মানবশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাশয়ের পুত্র ও তৎপক্ষ বীরগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত এইরূপে প্রতিব্যূহ, রচনা করিলেন। পরে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষীয় সৈন্যগণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া পরস্পর সংহার করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় হস্তী ও রথিসমুদয় পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। হে রাজন! রথসমূদয়ের ঘর্ঘরধ্বনি ও পরস্পর সংহারকারী বীরগণের সিংহনাদ দুন্দুভিশব্দে বিমিশ্রিত হওয়াতে রণস্থলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করিল।"

৫৭তম অধ্যায়
উভয়পক্ষের বহু সৈন্যবিনাশ

সঞ্জয় বলিলেন, "হে রাজন! এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে কালান্তক যমোপম অতিরথ ধনঞ্জয় শরনিকরে কৌরবপক্ষীয় রথরক্ষকগণকে সংহার করিয়া রাথীদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তদর্শনে উৎকৃষ্ট যশোলাভাভিলাষে প্রাণপণে পাণ্ডবপক্ষীয়গণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া অনেকবার পাণ্ডবসৈন্যগণের শ্রেণীভঙ্গ করিলেন; পাণ্ডবগণও বারংবার কৌরবসৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদয় ইতস্ততঃ ধাবমান, ভগ্ন ও পরিবর্ত্তমান [ঘূর্ণ্যমান] হওয়াতে পরস্পরের ইতারবিশেষ বোধগম্য হইল না। রণসমুত্থিত ধূলিপটলে দিনকর ও সমুদয় দিগবিদিক সমাচ্ছন্ন হইল; কেবল অনুমান ও নামগোত্রোল্লেখদ্বারাই সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরবগণের মহাব্যূহ দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক রক্ষিত ও পাণ্ডবগণের মহাব্যূহ ভীম ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কেহই ঐ উভয় ব্যূহের অন্যতর ভেদ করিতে পারিলেন না। সৈন্যগণ সেনামুখ হইতে বহির্গত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় রথ ও হস্তীসমুদয় পরস্পর মিলিত হইল। হয়ারোহিগণ নিশিত ঋষ্টি, প্রাস, নারাচ, শর ও তোমরদ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় গজারোহীদিগকে, রথীরা কনকভূষণবাণদ্বারা রথীদিগকে, পদাতিগণ

ভিন্দিপাল ও পরশুদ্বারা পদাতিগণকে এবং রথী গজের সহিত গজারোহীকে, গজারোহী ও অশ্বারোহী রথীকে, রথী রথীকে, পদাতি রথীকে, রথী পদাতিকে, গজারোহী অশ্বারোহীকে, অশ্বারোহী গজারোহীকে, গজারোহীরা পদাতিদিগকে, পদাতিগণ গজারোহীগণকে প্রাস, তোমার, শরপ্রভৃতি বিবিধ শাণিত অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা নিপতিত করিতে লাগিল। রাশি রাশি ধ্বজ, কার্ম্মুক, তোমর, চিত্রকম্বল, মহার্ঘ কম্বল, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, কবচ, কণপ [মুদগর], অঙ্কুশ, নির্ম্মল খড়্গ ও সুবর্ণপুঙ্খ বাণসমুদয় ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র যেন মাল্যদামভূষিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নর, অশ্ব ও হস্তিগণের কলেবর, মাংস ও রুধিরধারায় সমরভূমি অগম্য ও কর্দমিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধক্ষেত্র নরশোণিতে সমুক্ষিত [সিক্ত] হওয়াতে রজোরাশি প্রশমিত ও চতুর্দ্দিক নির্ম্মল হইল। জগদ্বিনাশের চিহ্নস্বরূপ অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং রথিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

"তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ ও শকুনিপ্রভৃতি সিংহতুল্য পরাক্রমশালী, সমরদুর্দ্ধর্ষ, মহাবীরগণ সমরে পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ যেমন দানবগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য ভূপতিগণে সমবেত হইয়া আপনার তনয়গণকেও তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেইসমুদয় নৃপতিগণ পরস্পরের আঘাতে রক্তোক্ষিত [রক্তাক্ত] হইয়া কুসুমিত কিংশুকতরুর ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। শত্রুবিজয়ী উভয়পক্ষীয় বৃহৎ বৃহৎ হস্তিসকল নভোমণ্ডলস্থিত গৃহসমুদয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় দুর্য্যোধন সহস্র রথ লইয়া পাণ্ডবগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণও মহতী সেনাসমভিব্যাহারে অরাতিনিপাতন ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন; মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধান্বিতচিত্তে পার্থিব সমুদয়কে এবং অভিমন্যু ও সাত্যকি সুবলনন্দন শকুনির সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। হে রাজন! পরে আপনার ও পাণ্ডবগণের পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।"

৫৮তম অধ্যায়
ভীমতাড়িত দুর্য্যোধনের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন সেই ভূপতিসমুদয় মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে সংগ্রামক্ষেত্রে দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে বহুসহস্র রথ লইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাহার রথের উপর অসংখ্য শর, নিশিত শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মুদগর ও মুষলসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কনকভূষণ শরনিকরদ্ধারা মুহূর্তমধ্যে ভূপতিগণের সেই শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। সমরদর্শনার্থ সমাগত দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষসগণ অর্জ্জুনের অসাধারণ হস্তলাঘবদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এ দিকে গান্ধার ও সৌবলগণ মহতী সেনার সহিত সাত্যকি ও অভিমন্যুকে অবরোধ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত সৌবলগণ ক্রোধাভরে

নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্যকির রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলে মহাবীর সাত্যকি সত্বর অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষদ্বয় একরথে অবস্থানপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ শরনিকরদ্ধারা সুবলনন্দনের সৈন্যসমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভীষ্ম ও দ্রোণ কঙ্কপত্রবিভূষিত সুতীক্ষ্ণ সায়কসমুদয়দ্বারা পরমযত্নসহকারে ধর্ম্মরাজের সেনাগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, মহারাজ ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও ঘটোৎকচ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদের উভয়ের অভিমুখীন হইলে মহাবল পরাক্রান্ত হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ ভীমসেন অপেক্ষা অধিকতর সংগ্রাম করিয়া অদ্ভুত বলবিক্রম প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ক্রোধভরে হাসিতে হাসিতে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে নিশিত সায়ক বিদ্ধ করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন সেই শরাঘাতে একান্ত নিপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও রথে নিপতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশুন্য দেখিয়া সত্বর রথ লইয়া পলায়ন করিল।

"এইরূপে মহারাজ দুর্য্যোধন মুর্চ্ছাপন্ন ও সংগ্রাম হইতে অপনীত হইলে কৌরবসৈন্যগণ ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ভীমসেন তাহাদের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্ম্মানন্দন যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের সমক্ষেই সুতীক্ষ্ণ সায়কসমুদয়দ্বারা তাহাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হতাবিশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল; ভীষ্ম ও দ্রোণ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না, উঁহারা বারংবার তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সহস্র সহস্র রথী পলায়নপরায়ণ হইলে একরথস্থ মহাপ্রভাব সাত্যকি ও অভিমন্যু সুবলনন্দনের সেনাসমুদয় সংহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয়ের অমাবস্যাগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইল ।

"ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাভরে নীরদের [মেঘের] বারিবর্ষণের ন্যায় কৌরবসৈন্যগণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুর্য্যোধনহিতৈষী মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরব সৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনও লব্ধসংজ্ঞ হইয়া সেই সমন্তাৎ পলায়মান সৈন্যগণকে নিবৃত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে যে যে মহারথ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা সকলেই নিবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য লোকসমুদয় তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ পরস্পর স্পর্দ্ধা, কেহ কেহ বা লজ্জাবশতঃ পলায়নে পরাঙ্মুখ হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌরবসৈন্যগণ পুনরাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের বেগ চন্দ্রোদয়কালীন পারপূর্য্যমা [সহসা পরিপূর্ণ] সাগরবেগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

পরাজিত দুর্য্যোধনের ভীষ্মের প্রতি কটূক্তি

“মহারাজ দুর্য্যোধন সেইসমুদয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে পিতামহ! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি, সপুত্র সবান্ধব মহাস্ত্রবিৎ দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপ জীবিত থাকিতে যে কৌরব সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে, ইহা নিতান্ত বিষদৃশ বোধ হইতেছে; পাণ্ডবগণকে সামান্য প্রতিপক্ষ বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নয়। হে পিতামহ! আপনি, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ এই কৌরবসৈন্যগণকে নিহন্যমান দেখিয়াও যখন উপেক্ষা করিতেছেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণকে অনুগ্রহ করাই আপনার উদ্দেশ্য। যদি আপনার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে আপনি কি নিমিত্ত আমাকে পূর্ব্বে বলেন নাই? তাহা হইলে আমি কদাপি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম না। আমি কেবল আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের বাক্যানুসারে কর্ণসমভিব্যাহারে কার্য্যচিন্তা করিয়া সমরে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে যদি আমি সংগ্রামে আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনার স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন।”

“মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার হাস্য করিয়া ক্রোধভরে নয়নদ্বয় বিঘূর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, “হে রাজন! পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি সুরসমূদয়েরও অজেয়; এই হিতকর বাক্য আমি পূর্ব্বে তোমাকে বারংবার কহিয়াছি। যাহা হউক আমি বৃদ্ধ এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে সমরকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি; তুমি সবান্ধবে অবলোকন কর। আমি অদ্য সসৈন্য সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সর্ব্বলোকসমক্ষে নিবারণ করিব।” হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিলে আপনার পুত্র শঙ্খধ্বনি ও ভেরীবাদন করিতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডবগণও সেই সুমহৎ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শঙ্খ, ভেরী ও মুরজ বাদন করিতে লাগিলেন।”

৫৯তম অধ্যায়

পাণ্ডবজয়ার্থ ভীষ্মের অভিযান

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাত্মা শান্তনুতনয় আমার পুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ও পাঞ্চালগণই বা তাহার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! ঐ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ গতিপ্রায় ও দিনকর পশ্চিমদিকে কিঞ্চিৎ অবনত হইলে মহাত্মা পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাবীর দেবব্রত মহাবেগশালী অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মহতী সেনাসমভিব্যাহারে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ধনুঃকূজিত [ধনুকের টঙ্কার] ও তলাভিঘাতদ্বারা গিরিবিদারণ শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে কেবল ‘থাক, আমি রহিয়াছি, ইহাকে জান, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, প্রহার কর’, এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চনময় বর্ম্ম,

কিরীট ও ধ্বজে শরনিকর নিপতিত হওয়াতে শৈলনিপতিত শিলার ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইল। দিব্যাভরণভূষিত সহস্র সহস্র মস্তক ও বাহু ভূতলে নিপতিত ও বিলুণ্ঠিত হইল; কোন যোদ্ধা মস্তক ছিন্ন হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রহিল; নর, অশ্ব ও গজের শোণিতে মহাবেগশালিনী তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতে লাগিল; মাতঙ্গকলেবর উহার শিলা, মাংস ও মেদ কর্দ্দমস্বরূপ হইল। সেই শোণিতস্রোতস্বতী [রক্তের নদী] সন্দর্শনে গৃধ্র ও গোমায়ুগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

"হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেমন সংগ্রাম দেখিলাম, এরূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। নর ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ নীলগজসমুদয়ের কলেবরে রণস্থল আবৃত হওয়াতে তথায় রথচালনের পথ রহিল না। বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণসকল বিকীর্ণ হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। কোন কোন যোদ্ধা শ্রেণী [নিজ দল] হইতে বহির্গত ও দর্পসহকারে অদীনভাবে শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদের মনপীড়ন করিতে লাগিল। রণে নিপতিত ব্যক্তিগণ 'হা ভ্রাতঃ! হা বন্ধো! হা বয়স্য! হা মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না,' বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। 'আগমন কর, কেন ভীত হইয়াছ? কোথায় যাইতেছ? আমি যুদ্ধে রহিয়াছি, ভয় নাই', বলিয়া অন্যান্য যোদ্ধারা চীৎকার করিতে লাগিল।

ভীষ্মকর্ত্তৃক বহু পাণ্ডবসৈন্যবধ

"হে মহারাজ! সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলে মহাবীর শান্তনুতনয় শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া আশীবিষসদৃশ দীপ্তাগ্র [যাহার অগ্রভাগ উজ্জ্বল] শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শরদ্বারা দশদিক একাকার করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন এবং পাণিলাঘব [হস্তকৌশল] প্রদর্শন করিয়া, রথমার্গে ইতস্ততঃ অলাতচক্রের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ ঐ মহাবীরের অসাধারণ লাঘব্যবশতঃ সংগ্রামস্থলে সহস্র সহস্র ভীষ্মকে দেখিয়া তাঁহাকে মায়াবী বলিয়া বোধ করিলেন। সেই সমরাঙ্গনস্থ। ব্যক্তিগণ তাঁহাকে এই পূর্ব্বদিকে, তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে, পরে উত্তরদিকে এবং মুহূর্তমধ্যে দক্ষিণদিকে সন্দর্শন করিয়া বিষ্ময়াপন্ন হইল। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কেবল ভীষ্মের শরাসননির্ম্মুক্ত শরসমুদয়ই দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা শান্তনুতনয়কে অমানুষকর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিহত করিয়া সংগ্রামস্থলে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বহুবিধ চীৎকার করিতে লাগিলেন। শলভস্বরূপ ভূপতিগণ বিমোহিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মরূপ অগ্নিতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মের শর নর, হস্তী ও অশ্বের মধ্যে কাহারও গাত্রে নিপতিত হইয়া ব্যর্থ হইল না। যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ ভীষ্মের এক-এক বাণে এক-এক হস্তী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি এক-এক নারাচ নিক্ষেপ করিয়া দুই-তিন গজারোহীকে নিধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ যে যে ব্যক্তি সংগ্রামে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহাদের সকলকেই মুহূর্তমধ্যে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল।

"হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, হতাবিশিষ্ট সেনাসমুদয় ভীষ্মের শরে নিপীড়িত ও কম্পিত হইয়া প্রাণভয়ে

বাসুদেব ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মহারথীগণ সেই পলায়মান সৈন্যসমুদয়কে নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তাহারা ভীষ্মশরে নিতান্ত ব্যথিত ও এরূপ ভগ্ন হইয়া নানা দিকে ধাবমান হইল যে, দুইজনকে একত্র গমন করিতে দেখা গেল না। রথ, নাগ ও অশ্বসমুদয় বিদ্ধ হইল; রথাকুবর নিপতিত হইল ও যোধগণ হাহাকার করিয়া অচেতন হইতে লাগিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয়সখা সখীকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল, অনেকে কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশকলাপ বিকিরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যগণকে গোসমূদয়ের ন্যায় উদভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তস্বর করিতে দৃষ্ট হইল।

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহ

"যদুবংশাবতংস মহামতি বাসুদেব সেই পাণ্ডবসৈন্যকে ভগ্ন দেখিয়া রথ স্থগিত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, "হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমার অভিলষিত কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি মুগ্ধ না হইয়া থাক, ভীষ্মকে প্রহার কর। তুমি পূর্ব্বে ভূপতিগণের সমক্ষে কহিয়াছিলে যে, কৌরবপক্ষীয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণপ্রভৃতি যে কেহ আমার সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইবে, তাহাকে সমূলে উন্মূলন করিব; অতএব এক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ, তোমাদের সৈন্যগণ ভগ্ন হইতেছে, ভূপতিগণ পলায়ন করিতেছেন, ক্ষুদ্র মৃগেরা যেমন সিংহকে দেখিয়া বিদ্রুত হয়, তদ্রূপ বীরগণ ভীষ্মকে দেখিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে।"

"মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! সত্বর এই সৈন্যসাগরের মধ্য দিয়া রথচালনপূর্ব্বক ভীষ্মসমীপে গমন কর, আজি আমি রণদুর্ম্মদ বৃদ্ধ কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মকে সংহার করিব।" মহাত্মা মাধব অর্জ্জুনের বচনানুসারে সূর্য্যসদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্মের রথাভিমুখে রজতবর্ণ অশ্বসমুদয় চালনা করিলে পাণ্ডবসৈন্যগণ অর্জ্জুনকে ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত দেখিয়া পুনরায় সংগ্রামে সমাগত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনকে সম্মুখীন দেখিয়া বারংবার সিংহনাদ করিয়া সত্বর শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনের রথ সমাচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মের শরজালপ্রভাবে মুহুর্ত্তমধ্যে অর্জ্জুনের রথ, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য হইল। ঐ সময়ে মহাত্মা বাসুদেব ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তচিত্তে সেই ভীষ্ম-সায়ক-নিমগ্ন অশ্বসমুদয় চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জলদগম্ভীর নিঃস্বনী দিব্যচাপ গ্রহণপূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম স্বীয় শরাসন ছিন্ন অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন। ধনঞ্জয়ও নিমেষমধ্যে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সেই শরাসন ছেদন করিলে, মহাত্মা শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের হস্তলাঘবের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'সাধু পার্থ। সাধু! তুমি যে কার্য্য করিলে, ইহা তোমারই উপযুক্ত। আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ কর।"

"মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনকে এরূপে প্রশংসা করিয়া মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার রথে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাবসম্পন্ন বাসুদেব এই সময় সত্বর মণ্ডলচারে [মণ্ডলাকার গতিতে] রথচালনপূর্ব্বক অশ্বচালনে স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তখন মহাবীর্য্যসম্পন্ন ভীষ্ম কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সর্ব্বাঙ্গে নিশিত শরনিকর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; নরোত্তম কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীষ্মের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া বিষাণবিক্ষতদেহ [শৃঙ্গভিন্নকলেবর-শিঙের আঘাতে ছিন্নভিন্নদেহ] গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাত্মা ভীষ্ম পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের দশদিক্ আবৃত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমুদয়দ্বারা কৃষ্ণকে কম্পিত করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মসমরে অসহমান সৈন্যের পলায়ন

"মহাত্মা মধুসূদন সমরে অর্জ্জুনকে মৃদুভাব অবলম্বন ও ভীষণাপরাক্রম ভীষ্মকে সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবসেনাগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগের সংহার করিতে দেখিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে স্থির করিলেন এবং ভাবিলেন, "মহাবীর ভীষ্ম একদিনেই সসৈন্য সানুচর পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় দৈত্যদানবগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ ভগ্ন হইয়া সমরভূমি হইতে পলায়ন করিতেছে; কৌরবগণ সোমাকদিগকে ভগ্ন দেখিয়া ভীষ্মের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক রণস্থলে ধাবমান হইয়াছে। অতএব আমিই অদ্য পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ভীষ্মকে সমরে নিহত করিয়া উহাদের ভার লাঘব করিব। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণশরে একান্ত আহত হইয়াও ভীষ্মের গৌরবানুরোধে [মর্য্যাদাহেতু] আপনার কর্ত্তব্যবিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না।"

"মহাত্মা মধুসূদন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রোধাভরে পার্থের রথে শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তনুতনয়ের শরনিকরে দশদিক সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অন্তরীক্ষ, দিক, বিদিক, ভূমি বা ভাস্কর কিছুই লক্ষিত হইল না। সাধূম বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিকসমুদয় ক্ষুভিত হইল। মহাত্মা ভীষ্মের নির্দ্দেশানুসারে দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অম্বষ্ঠাপতি, শ্রুতায়ু, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ এবং প্রাচ্য, সৌবীর, বসতি, ক্ষুদ্রক ও মানবগণ সত্বর কিরাটীর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন বহুসহস্র অশ্ব, পদাতি ও রথে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন এবং অসংখ্য পদাতি, হস্তী, অশ্ব ও রথিসমুদয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইতেছে দেখিয়া সাত্যকি সত্বর সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বিষ্ণু যেমন ইন্দ্রের সহায়তা করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, ধ্বজ ও রথসমুদয় বিনষ্ট এবং যোদ্ধৃগণ বিত্রাসিত হইল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে নির্ভয়চিত্তে বীরসমুদয়কে কহিতে লাগিলেন, "হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় পলায়ন করিতেছ? ইহা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? হে বীরগণ! আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না; স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।"

"তখন মহাত্মা মধুসূদন ভূপতিগণের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ এবং সংগ্রামে অর্জ্জুনের মৃদুতা, ভীষ্মের পরাক্রমাধিক্য ও কৌরবগণের দর্পসহকারে সমাগমদর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকিকে কহিতে লাগিলেন, "হে শিনিবংশাবতংস! সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা পলাইয়াছে,

তাহাদের ত' কথাই নাই; যাহারা আছে, তাহারাও পলায়ন করুক; আমি একাকী ভীষ্ম ও দ্রোণকে তাহাদের অনুগামিগণের সহিত সংহার করিব। আমি সংগ্রামস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে কৌরবপক্ষীয় কাহারও নিস্তার নাই। এক্ষণে আমি চক্রগ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে ভীষ্মের প্রাণবিনাশ ও তৎপরে সসৈন্য দ্রোণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রীতিসাধন করিব। আমি অদ্যই সমুদয় ধৃতরাষ্ট্রনন্দন ও তৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান ভূপতিগণকে সংহার করিয়া হৃষ্টচিত্তে অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, সন্দেহ নাই।"

ভীষ্মবধার্থ চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের অভিযান

"ভগবান বাসুদেব এই বলিয়া সুনাভিসম্পন্ন [মধ্যভাগস্থ ছিদ্র], সূর্য্যসমপ্রভ, সহস্রবজ্রতুল্য, ক্ষুরধার চক্র উদভ্রামণপূর্ব্বক [ঘূর্ণন করিয়া—ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া] আশ্বসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদভরে ধরাতল কম্পিত করিয়া মদান্ধ বারাণসংহারে সমুদ্যত সিংহের ন্যায় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত সৈন্যমধ্যে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গাত্রে বিলম্বিত পীতাম্বরখণ্ড আকাশমণ্ডলে চিরসংলগ্ন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণের কোপরূপ সূর্য্যকিরণে প্রস্ফুটিত, ক্ষুরসদৃশ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগরূপ পত্রসম্পন্ন, বাসুদেবের দেহরূপ সরোবরে সঞ্জাত, বাহুরূপ নালে অধিষ্ঠিত, সুদর্শনরূপ পদ্ম, নারায়ণনাভিজাত, তরুণার্কবর্ণ আদিপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তত্রস্থ সমুদয় মানবগণ কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধচিত্তে চক্রগ্রহণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া কুরুকুল ধ্বংস হইল মনে করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। মহাপ্রভাব বাসুদেব সমুদয় জীবলোক ধ্বংস করিবার নিমিত্তই যেন সুদর্শনগ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়া জীবধ্বংসকারী ধূমকেতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

"মহাত্মা শান্তনুতনয় নরশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে চক্রগ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে অসম্ভ্রান্তচিত্তে কহিতে লাগিলেন, "হে জগন্নিবাসী! হে দেবেশ! আগমন কর। হে খড়্গাধারিন! হে শার্ঙ্গপাণে! হে গদাধর! তোমাকে নমস্কার। হে ভূতশরণ্য! হে লোকনাথ! আমাকে অবিলম্বে রথ হইতে পাতিত কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে সংহার করিলে আমার ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ ও ত্রিলোকমধ্যে প্রভাব প্রথিত হইবে।" মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্মের বাক্যশ্রবণানন্তর মহাবেগে তাহার অভিমুখে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ভীষ্ম! তুমিই এই মহাক্ষয়ের মূলীভূত; তোমার নিমিত্তই আজি দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। হে শান্তনুতনয়! দূতাসক্ত নৃপতিকে নিবারণ করাই ধর্ম্মপন্থাবলম্বী মন্ত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি রাজা কালবিপাকবশতঃ উপদেশে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মনিপেত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।" মহাত্মা ভীষ্ম যদুবংশাবতংস। বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে জনার্দন! দৈবই বলবান; যদুগণহিতার্থকংসকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমি এই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার বলিয়াছিলাম; তিনি দৈবদুর্বিপাকবশতঃ আমার সেই হিতবাক্যে প্রতিবোধিত হইলেন না।'

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কৃষ্ণের ক্রোধপ্রশমন

“ভীষ্ম ও বাসুদেবের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় মহাবাহু ধনঞ্জয় সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পাদচারে কৃষ্ণের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার লম্বমান পীনবাহুযুগল ধারণ করিলেন। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ লইয়া গমন করে, তদ্রূপ মহাত্মা বাসুদেব সমধিক ক্রোধান্বিতচিত্তে অর্জ্জুনকে লইয়া ভীষ্মাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অর্জ্জুন প্রাণপণে কৃষ্ণের চরণদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহার দশম পাদনিক্ষেপসময়ে গতিরোধ করিলেন এবং প্রণতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে কেশব! ক্রোধ পরিত্যাগ কর, তুমি পাণ্ডবদিগের একমাত্র গতি; আমি পুত্র ও ভ্রাতৃগণের শপথ করিয়া কহিতেছি, স্বীয় প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিব না; তোমার নির্দ্দেশানুসারে অবশ্যই কুরুকুল সমূলে উন্মূলন করিব।”

“মহাপ্রভাব জনার্দন অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞাশ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া চক্রহস্তে পুনরায় রথে আরোহণ ও অশ্বরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চজন্যনিনাদে আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিষ্ক, অঙ্গদ ও কুণ্ডলবিভূষিত, রজোবিকীর্ণপক্ষ্ম [ধূলিলিপ্ত অক্ষিপল্লব—ধূলিপূর্ণ চক্ষুর পাতা], বিশুদ্ধদন্ত, পাঞ্চজন্যধারী বাসুদেবকে অবলোকন করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কুরুসৈন্যমধ্যে মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ ও দুন্দুভির ধ্বনি এবং রথনেমির শব্দ বীরগণের সিংহনাদের সহিত মিলিত হওয়াতে তুমুল হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণসন্তোষার্থ অর্জ্জুনের অধিকতর যুদ্ধোদ্যম

“এদিকে অর্জ্জুনের ঘন-নির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবশব্দে দিকসকল ও গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল ও নির্ম্মল শরসমুদয় চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন কৌরবাধিরাজ দুর্য্যোধন ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবাসমভিব্যাহারে সৈন্যসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া কক্ষদহনোদ্যত পাবকের ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন। ভূরিশ্রবা সুবর্ণপুঙ্খ সাত ভল্ল, দুর্য্যোধন উগ্র তোমর, শল্য গদা ও ভীষ্ম ভীষণ শক্তি অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে সাতবাণদ্বারা ভূরিশ্রবার সাত ভল্ল ও শাণিত ক্ষুরাস্ত্রে দুর্য্যোধনের তোমর নিরাকৃত করিয়া, দুই বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মপ্রযুক্ত বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাসম্পন্ন শক্তি ও শল্যের গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

“অসামান্য বলবিক্রমশালী মহাবীর পার্থ এইরূপে সেই বীরগণের অস্ত্রসমুদয় ছেদন করিয়া বিচিত্র গাণ্ডীবশরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অদ্ভুত মহেন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত [ধনুকে যোজিত] করিলেন এবং সেই উত্তমাস্ত্র ও বিমলাগ্নিবর্ণ অন্যান্য বিবিধ শরনিকর দ্বারা সমুদয় কৌরবসৈন্যগণকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুনশরাসনবিমুক্ত শরসমুদয় রথ, ধ্বজাগ্র, ধনু ও বাহু ছেদন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গমগণের দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে নিশিত-ঘোর-শরনিকর দ্বারা সমুদয় দিগবিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবশব্দে বিপক্ষ সৈন্যগণের মন ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই তুমুল সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবাশব্দপ্রভাবে শঙ্খনিনাদ ও দুন্দুভি-নিঃস্বন অন্তর্হিত হইল। ঐ সময় অতি ভীষণ রথশব্দ হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ও বিরাটরাজপ্রমুখ বীরগণ গাণ্ডীবধন্বার গাণ্ডীবনিঃস্বন বুঝিতে পারিয়া অদীনচিত্তে সেইস্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

“হে মহারাজ! ঐ সময় যাবতীয় কৌরবসৈন্যগণ গাণ্ডীবশব্দানুসারে অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিল; কিন্তু সেই মহাশরাসনের ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। সেই নৃপতিকুলকালান্তক [কৌরবগণের ক্ষয়কর] ঘোরতর সংগ্রামে অসংখ্য বীর, রথী, সারথি, মহাপতাকাযুক্ত সুবর্ণরজ্জু-সুশোভিত গজ, অশ্ব ও পদাতিসমুদয় অর্জ্জনের ঐন্দ্র, নিশিত নারাচ, ভল্ল শরনিকরে দৃঢ়াহত ও ভিন্নদেহ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা ধরাতালে নিপতিত হইতে লাগিল। ভূপতিগণের ধ্বজসমুদয় মহাবীর ধনঞ্জয়বিমুক্ত ঐন্দ্র অস্ত্রে ছিন্নযন্ত্র [সমরসঙ্কেতজ্ঞাপক যন্ত্রাদি ছিন্ন] ও নিহতেন্দ্রজাল [মায়াজালবিযুক্ত—শত্রুসৈন্যের মোহ জন্মাইবার জন্য নিযুক্ত কুহক পরিত্যক্ত] হইয়া সেনামুখে পতিত হইল। মহাবীর কিরীটীর শরে যোদ্ধৃগণের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরধারা নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাবৈতরণীসদৃশ শোণিত নদী প্রবাহিত হইল; নরগণের মেদ উহার ফেনস্বরূপ, মৃত নাগ ও অশ্বগণের শরীর তীরস্বরূপ, নরদিগের মজা ও মাংস কর্দ্দমস্বরূপ, অসংখ্য রাক্ষসগণ তীরস্থ বৃক্ষস্বরূপ এবং মনুষ্যগণের কেশকলাপ শাদ্বলস্বরূপ, বিকীর্ণ কবচসমুদয় তরঙ্গস্বরূপ, নর, নাগ ও অশ্বসমুদয়ের অস্থিসকল কঙ্করণস্বরূপ [কাঁকর] হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নদীতে সহস্র সহস্র নরকলেবর প্লবমান হইতে এবং গোমায়ু, শালাবৃক, তরক্ষু ও ক্রব্যাদগণ ঐ নদীর কূলে অবস্থান করিতে লাগিল।

বহু কৌরবসৈন্য হতাহত—যুদ্ধের বিশ্রাম

“অর্জ্জুন-বাণপ্রভাবে মেদ, বসা ও রুধিরাবাহিনী নদী সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং আরাতিকুলভয়াবহ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যসমূদয়ের মধ্যে বীরপুরুষসকলকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ একত্র হইয়া জয়প্রগলভচিত্তে কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন মৃগগণকে ত্রাসিত করে, তদ্রূপ গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় ও মহাত্মা বাসুদেব কৌরবসেনাগণকে বিত্রাসিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় শস্ত্রবিক্ষতাঙ্গ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লীকপ্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সূর্য্যকে সংবৃতরশ্মি [অস্তগমনোন্মুখ] সন্ধ্যা সমাগত ও অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ঐন্দ্রাস্ত্র বিতত [সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত] দেখিয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও অরাতিকুল বিমর্দনপূর্ব্বক অসাধারণ যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে শিবিরে গমন করিলেন।

“ঐ সময় কৌরবগণের শিবিরে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। “হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামে অযুত রথ ও সপ্তশত গজ এবং প্রাচ্য, সৌবীর ও ক্ষুদ্রক মানবগণকে সংহার করিয়াছেন, উনি যেরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, উহা অন্যের অসাধ্য। ঐ মহারথ স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে অম্বষ্ঠপতি, শ্রুতায়ু, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, সৈন্ধব, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভীষ্মপ্রভৃতি অন্যান্য সহস্র সহস্র বীরপুরুষগণকে পরাজিত করিয়াছেন।” কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ এই বলিতে বলিতে রণস্থল হইতে সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রদীপে সমুজ্জ্বল শিবির মধ্যে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।”

৬০তম অধ্যায়
চতুর্থ দিবসীয় যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহাবলপরাক্রান্ত শান্তনুতনয় কৌরবসৈন্যের অগ্রগামী হইয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ, দুর্য্যোধন, বাহ্লীক, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন ও মহাবলপরাক্রান্ত জয়দ্রথ এবং অন্যান্য ভূপতিগণ প্রভূত সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শান্তনুনন্দন সেইসমুদয় মহাবল, তেজস্বী, বীর্য্যবান, মহারথ ভূপতিগণে পরিবৃত হইয়া সুরমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেনামুখে মহাগজের স্কন্ধে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর প্রভৃতি নানাবর্ণের পতাকাসমুদয় দোধূয়মান [পুনঃ পুনঃ কম্পমান] হইতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ মহাবীর ভীষ্ম, অন্যান্য মহারথীগণ ও প্রভূত গজবাজিদ্বারা বর্ষাকালীন সবিদ্যুৎ-সজল-জলদপটল-পরিশোভিত। গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। সেই ভীষ্মাভিরক্ষিত প্রভূত কৌরবসৈন্য ভীষণ নদীবেগের ন্যায় অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল।

"কপিকেতন মহাবীর ধনঞ্জয় বহুসংখ্যক প্রধানযোদ্ধা, গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিতে পরিপূর্ণ, মহামেঘসদৃশ কৌরবব্যূহ দূর হইতে অবলোকন করিয়া শ্বেত হয়যুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্র ও অন্যান্য কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং অদ্বিতীয় মহারথী, উদ্যতায়ুধ, মহাবীর ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবব্যূহ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ ব্যূহে সহস্র হস্তী চারি-চারিটিতে দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বদিনে যে অদৃষ্টচর [গুপ্তপথবিশিষ্ট] অভূতপূর্ব্ব ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যও সেইরূপ ব্যূহ রচনা করিলেন।

উভয়পক্ষের ভীষণ সংঘর্ষ-সৈন্যহতাহত

"হে মহারাজ! তৎপরে সংগ্রামস্থলে সহস্র সহস্র ভেরীনাদ, শঙ্খনিনাদ, তুর্য্যধ্বনি, সিংহনাদ ও বীরগণকর্ত্তৃক বিস্ফার্য্যমাণ [আকর্ণ আকর্ষিত] সবাণ শরাসনের নিঃস্বন সমুত্থিত হইল। ক্ষণমধ্যেই সুগভীর শঙ্খনির্ঘোষে ভেরী ও পণবের ধ্বনি অন্তর্হিত ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অন্তরীক্ষে ধূলিপটল সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডলে মহাবিতান লম্বমান রহিয়াছে। বীরগণ সেই বিতানাকার ভূরেণুনিচয় [ধুলিসমূহ] সন্দর্শন ও শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া সহসা নিপতিত হইতে লাগিলেন। রথী রথীকর্ত্তৃক আহত হইয়া সারথি, অশ্ব, রথ ও কেতুর সহিত নিপতিত হইল এবং গজারোহী গজারোহীকর্ত্তৃক ও পদাতি পদাতিকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অদ্ভুতাকার ঘোরদর্শন অশ্বারোহিগণ বিপক্ষ অশ্বারোহিদিগের খড়্গা ও প্রাসপ্রহারে নিহত হইল। সুবর্ণময় তারাপুঞ্জে বিভূষিত, সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন তূণীরসমুদয় খড়্গা, প্রাস ও পরশুর আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন রথী গজের

দন্তাঘাতে ও কেহ কেহ শুণ্ডাঘাতে অশ্ব, রথ ও কেতুর সহিত ধরাশায়ী হইল। অনেক রথী রথিগণের বাণে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য মানবগণ গজসমূহের বেগে আহত, নিপতিত, দন্ত ও গাত্রাবরণে তাড়িত অশ্বারোহী ও পদাতিদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণে ধরাতলে পতিত হইল।

ভীষ্মের অর্জ্জনসমীপে গমন—দ্বৈরথযুদ্ধ

"হে মহারাজ! এইরূপে গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ উদ্‌ভ্রান্ত এবং পদাতি ও অন্যান্য বীরগণ নিহত হইতেছে, এমন সময়ে মহারথগণে পরিবৃত পঞ্চতালকেতু মহাবীর ভীষ্ম মহাস্ত্রবেগপ্রভাবে সন্দীপ্ত কপিরাজকেতু অর্জ্জুনকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা ও দ্রোণপ্রভৃতি মহারথগণও সেই ইন্দ্রসদৃশ তেজস্বী ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশস্ত্রকোবিদ, বিচিত্র কাঞ্চনবর্ম্মধারী, অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেইসমুদয় বীরদিগকে পিতার অভিমুখীন অবলোকন করিয়া ক্রোধাভরে মহাবেগে সেনামুখ হইতে তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের মহাস্ত্রসমুদয় ছেদন করিয়া জ্বালাকরাল [ভীষণ অনলযুক্ত] মহামন্ত্রাহুত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম রণস্থলে রিপুগণের রুধিরনদী প্রবাহিত করিয়া অভিমন্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক অদীনচিত্তে মহারথ পার্থের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর কিরীটী গাণ্ডীবধ্বনি করিয়া অদ্ভুতদর্শন অস্ত্রজালে আরাতিগণের অস্ত্রসমুদয় নিবারণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সর্ব্বধনুর্দ্ধারাগ্রগণ্য শান্তনুতনয়ের প্রতি নিশিত শরকিরণ ও বিমল ভল্লনিচয় নিক্ষেপ করিলে, মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম তৎসমুদয় মুহূর্তমধ্যে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় পরস্পর শরাসনধ্বনি করিয়া অদীনচিত্তে ঘোরতর দ্বৈরথসংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। কুরু ও সৃঞ্জয়প্রভৃতি সমুদয় লোক বিস্মিতচিত্তে তাঁহাদের সেই সব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

৬১তম অধ্যায়

দমনকসহ শল্যপুত্র সাংযমনিবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমনির পুত্র অভিমন্যুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অর্জ্জুনতনয় সেই অতিতেজস্বী পঞ্চযোদ্ধার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চগজের সহিত যুধ্যমান সিংহশিশুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ পাঁচজনের মধ্যে কেহই কি লক্ষ্যবিষয়ে, কি শৌর্য্যে, কি পরাক্রমে, কি অস্ত্রসন্ধানে, কি হস্তলাঘবে কিছুতেই অভিমন্যুর সদৃশ হইতে পারিলেন না। মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় তনয়কে সংগ্রামে তাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিতচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

"হে রাজন! আপনার পক্ষীয় বীরগণ সৈন্যগণকে অভিমন্যুকর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুননন্দন

অদীনচিত্তে সেইসমুদয় যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরাসন সূর্য্যসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর অভিমন্যু অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া আট বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সাংযমনির ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। অনন্তর সৌমদত্তি তাঁহার উপর সুবর্ণদণ্ড ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অভিমন্যু নিশিতবাণদ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহার উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তিনিও অনায়াসে তৎসমুদয় নিবারণ ও তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। ফলতঃ তৎকালে ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, সাংযমনি ও শল্য—ইঁহারা কেহই অভিমন্যুর বাহুবল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না।

"তখন শত্রুগণের অজেয় ধনুর্ব্বেদবিৎ ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কৈকয় দেশীয় পঞ্চবিংশতি সহস্রসৈন্য দুর্য্যোধনের নির্দ্দেশানুসারে সপুত্র অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিলেন। পাণ্ডবগণের সেনাপতি অরতিনিপাতন ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ সৈন্যগণকর্ত্তৃক অর্জ্জুন ও তাঁহার তনয়ের রথ পরিবেষ্টিত দেখিয়া, বহুসহস্র বারণ, রথ, অশ্ব ও পদাতিসমভিব্যাহারে ক্রুদ্ধচিত্তে ধনুর্বিস্ফারণ ও সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক মদ্র ও কৈকেয়সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন। কীর্ত্তিমান দৃঢ়ধন্বা মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক রক্ষিত প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্বশালী পাণ্ডবসৈন্য যুদ্ধের নিমিত্ত অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর পাঞ্চালনন্দন ক্রমে অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তিনবাণে কৃপের জত্রুদেশ বিদ্ধ, পরে দশবাণে মদ্রকগণের শরীরভেদ, অনন্তর শাণিতভল্লদ্বারা কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে বিনাশ করিয়া বিপুল নারাচে মহাত্মা পৌরবের পুত্র দমনককে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

"তখন সাংযমনির পুত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রুপদতনয় ও তাঁহার সারথিকে দশ-দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে বাণবিদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে সাংযমনিতনয়ের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সত্বর পঞ্চবিংশতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্বসমুদয়, পার্ষ্ণি ও সারথিকে সংহার করিলেন। সাংযমনিনন্দন সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক রথস্থ যশস্বী পাঞ্চালনন্দনকে অবলোকন করিয়া অবিলম্বে মহাঘোর আয়োময় খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও মহাবীর দ্রুপদতনয় সেই খড়্গধারী মত্তবারণবিক্রম সাংযমনিতনয়কে সাগরতরঙ্গের ন্যায়, আকাশ হইতে নিপতিত আশীবিষের ন্যায়, কালপ্রেরিত অন্তকের ন্যায়, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তূণীরধারী মহাবলপরাক্রান্ত সাংযমনিতনয় অসামান্য ক্ষমতাপ্রভাবে পাণ্ডবসৈন্যগণের বাণবেগ নিবারণ করিয়া শাণিত কৃপাণহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসমীপে সমুপস্থিত হইবামাত্র পাঞ্চলতনয় ক্রুদ্ধচিত্তে গদাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাংযমনিতনয় গদাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে পতনোন্মুখ হইবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে প্রভাবশালী খড়্গ ও শরাসন নিপতিত হইল। ভীমবিক্রম মহাত্মা পাঞ্চালতনয় এইরূপে গদাঘাতে সাংযমনিতনয়কে সংহার করিয়া অসামান্য যশোলাভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই রাজপুত্র নিহত হইবামাত্র আপনার সৈন্যমধ্যে মহান হাহাকার সমুত্থিত হইল।

“মহাবীর সাংযমনি পুত্রকে নিহত দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে মহাবেগে রণদুর্ম্মদ পঞ্চালরাজতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় ভূপতি পরস্পর মিলিত সেই বীরদ্বয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাংযমনি ক্রুদ্ধচিত্তে মহাহস্তীর উপর অঙ্কুশাঘাতের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তিনবাণ নিক্ষেপ করিলেন। সমররসপারায়ণ [বীররসে অনুরাগী], শল্যও দ্রুপদতনয়ের বক্ষঃস্থলে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাসংগ্রাম সমুত্থিত হইল।”

৬২তম অধ্যায়
ধৃষ্টদ্যুম্ন-শল্যযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা প্রধান বলিয়া গণনা করি, কেননা, পাণ্ডুনন্দনদিগের সৈন্যেরা আমার পুত্রের সৈন্যগণকে অনায়াসেই সংহার করিতেছে। তুমি সততই আমাদিগের সেনাগণের বিনাশ এবং পাণ্ডবসৈন্যগণের অবিনাশ ও হর্ষের বিষয় কীর্ত্তন কর। আমাদের সৈন্যগণ জয়প্রত্যাশায় পুরুষকারসহকারে যথাশক্তি সংগ্রাম করিয়া থাকে। কিন্তু পাণ্ডবেরা অনায়াসে তাঁহাদিগকে পরাভব করে। আমি দুর্য্যোধনের নিমিত্ত সত্যত তীব্রতর দুঃসহ দুঃখজনক বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করি। এক্ষণে এমন কোন উপায় দেখিতেছি না, যদ্দ্বারা সমরে পাণ্ডবগণের পরাজয় ও আমাদের জয়লাভ হয়।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! এক্ষণে আপনার পক্ষীয় অসংখ্য মনুষ্য, গজ, অশ্ব ও রথের ক্ষয়াবার্ত্তা শ্রবণ করুন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের নয়বাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে তাঁহার উপর লৌহময় শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সমরদুর্ম্মদ শল্যকে নিবারণ করিয়া আমাদিগকে স্বীয় অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। যুদ্ধকালে ঐ দুই বীরপুরুষের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সেই ঘোরতর যুদ্ধমুহূর্ত্তমাত্র হইলে মহারাজ শল্য নিশিতভল্লদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া বর্ষাকালীন সজল জলধরের পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরসমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

“এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু ক্রুদ্ধচিত্তে শল্যের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিশিত তিনশরে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ অভিমন্যুকে পরাজিত করিবার মানসে সত্বর গমনপূর্ব্বক মদ্রাধিপতির রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল! দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্রও শল্যের রক্ষার্থে ব্যাপৃত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, অভিমন্যু ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় পাণ্ডবপক্ষীয় এই দশ রথী নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পূর্বোক্ত কৌরবপক্ষীয় দশজন রথীকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন পূর্বোক্ত উভয়পক্ষীয় রথিগণ পরস্পরের নিধনমানসে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য সমুদয় রথীরা যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া তাঁহাদের সমর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

"উক্ত বিংশতি মহাবীর ক্রুদ্ধচিত্তে পরস্পরকে নিধন করিবার মানসে পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সিংহনাদ ও নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিশিত চারিবাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবলপরাক্রান্ত দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ, দুর্ম্মুখ নয়, দুঃসহ সাত, বিবিংশতি পাঁচ ও দুঃশাসন তিন বাণদ্বারা দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঁচিশ-পাঁচিশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রের উপর দশ-দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয়দ্বয় স্বীয় মাতুল মদ্রাধিপতিকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ শল্যও রথিশ্রেষ্ঠ প্রতীকারেচ্ছু স্বস্রীয়[ভাগিনেয়]দ্বয়কে তীক্ষ্ণ শরনিকরে সমাচ্ছিাদিত করিলেন। মহাবীর মাদ্রীনন্দনদ্বয় শল্যের শরপ্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া বিবাদ শেষ [যুদ্ধের মূলীভুত দুর্য্যোধনবধে যুদ্ধ সমাপ্তি] করিবার বাসনায় গদা গ্রহণ করিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে গদা সমুদ্যত করিয়া কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মহাবীর দুর্য্যোধন ক্রোধাভরে দশসহস্র গজারোহী সৈন্যসমভিব্যাহারে মগধরাজকে অগ্রসর করিয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর বৃকোদর সেইসমুদয় করিসৈন্য সমাগত দেখিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া সেই অয়োময় মহাগদা লইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ব্যাদিতবদন [লোকগ্রাসার্থ সদা উন্মুক্তমুখ] যমরাজের ন্যায় তাহাদের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে বাসব যেমন দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর গদাদ্বারা সেই করিসৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ গর্জনে মন ও হৃদয় কম্পিত হওয়াতে ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিল।

"তখন দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর পাণ্ডবগণ নিশিত ক্ষুর ও ক্ষুরপ্রসমূহে গজসৈন্যগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণের মস্তক, কর ও অঙ্কুশসমবেত বাহুসমুদয় নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে সংগ্রামস্থলে যেন প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। গজারোহিগণ ছিন্নমস্তক হইয়া গজের উপর অবস্থানপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্রস্থিত ছিন্নাগ্র বৃক্ষসমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই সময় অসংখ্য মহাগজ সংহার করিয়া পাতিত করিয়াছিলেন।

"মগধরাজ অভিমন্যুর রথাভিমুখে ঐরাবতসদৃশ স্বীয় গজ সঞ্চালিত করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু মগধরাজের হস্তীকে আগমন করিতে দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে তাহাকে সংহার করিয়া রজতপুঙ্খ ভল্লনিক্ষেপে মগধেশ্বরের শিরশেছদন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেনও সেই বিপুল গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইন্দ্রের গিরিবিমর্দ্দনের [পর্ব্বত-দলিত-মথিত করিবার] ন্যায় করিসমুদয় সংহারপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক-এক গদাঘাতে এক-এক হস্তীকে নিহত করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। পর্ব্বতাকার

হস্তিগণ ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে ভগ্নদন্ত, ভগ্নগণ্ড, ভগ্নোরু, ভগ্নপৃষ্ঠ ও ভগ্নকুম্ভ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রণস্থলে পতিত হইল; কতকগুলি রুধির বামনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল, কতকগুলি বিহ্বল হইয়া মহাশৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত রহিল। মহাবীর বৃকোদর করিকুলের মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে লিপ্তকলেবর হইয়া গজরুধিরচর্চ্চিত গদা ধারণপূর্ব্বক দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, পিনাক[বীজ]পাণি পিনাকীর [মহাদেব] ন্যায় সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিলেন।

"হে মহারাজ! হতাবিশিষ্ট করিগণ বৃকোদরের গদাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও সহসা ধাবমান হইয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকেই সংহার করিতে আরম্ভ করিল। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ অভিমন্যুপ্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর রথিগণ সেই যুধ্যমান মহাবীর বৃকোদরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন গজশোণিতলিপ্ত গদা ঘূর্ণনপূর্ব্বক কৃতান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, বোধ হইল যেন ভগবান শূলপাণি নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার করস্থিত যমদণ্ডসদৃশ, ইন্দ্রের অশনিতুল্য, কেশমজ্জারুধিরচর্চ্চিত ভীষণ গদা জীবসংহারকর্ত্তা ক্রুদ্ধ রুদ্রের পিনাকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পশুপালক যেমন যষ্টিদ্বারা পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ভীমসেন গদাদ্বারা গজসমূহকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কুঞ্জারগণ বাণ ও গদাঘাতে তাড়িত হইয়া আত্মপক্ষীয় স্যন্দনসমুদয় বিমর্দনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। মহাবায়ু যেমন মেঘমণ্ডল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন গজসমুদয়কে সংগ্রাম হইতে দূরীকৃত করিয়া শ্মশানবাসী মাহদেবের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

৬৩তম অধ্যায়
ভীমভয়ে কৌরবসৈন্যের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে করিসৈন্য নিহত হইলে দুর্য্যোধন 'ভীমসেনকে সংহার কর' বলিয়া সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন তখন সংগ্রামস্থলে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছিলেন; কৌরবসৈন্যগণ দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যেমন বেলাভূমি পর্ব্বকালে [অমাবস্যা পূর্ণিমাতে] দুষ্পার পয়োনিধিকে নিবারিত করে, তদ্রূপ মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর সেই রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল, অসংখ্য পদাতিসংযুক্ত, তৎকালসমুত্থিত ধূলিপটলে সংবৃত, দেবগণেরও দুঃসহ, প্রভূত কৌরবসৈন্য অনায়াসে নিবারিত করিলেন। আমরা এই সংগ্রামে মহাত্মা বৃকোদরের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কর্ম্মসকল অবলোকন করিলাম। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর সেই সমুদয় ভূপতি, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণকে অবলীলাক্রমে গদাদ্বারা নিপাতিত করিয়া মেরুর ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন। সেই ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রামসময়ে ভীমসেনের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ, পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, শিখণ্ডীও ভীমকে পরিত্যাগ করিলেন না।

"তখন মহাবীর বৃকোদর আয়োময় মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় কৌরবসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং যুগান্তকালীন পাবকের ন্যায় বিচরণ করিয়া রথ ও বাজিসমুদয় প্রোথিত করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, নলবনপ্রমার্থী [নলতৃণযুক্ত বনের

বিমর্দনকারী] কুঞ্জরের ন্যায় যোদ্ধৃদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঊরুবেগে রথসকল বিঘট্টিত হইল। বায়ু যেমন বৃক্ষসমুদয়কে বলপূর্ব্বক পাতিত করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেন গদাঘাতে রথ হইতে রথিগণকে, গজ হইতে গজারোহিগণকে, অশ্ব হইতে অশ্বারোহিগণকে ও ভূপৃষ্ঠে পদাতিগণকে পাতিত করিয়া সংহার করিলেন। তখন তাঁহার সেই নাগাশ্বঘাতিনী মহতী গদা মেদ, মজ, বসা ও মাংসে লিপ্ত হইয়া সাতিশর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে নিহত মনুষ্য ও গজসমুদয় নিপতিত থাকতে সেই রণস্থল যমালয়সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তত্রত্য সমুদয় লোকই ভীমসেনের সেই জীবসংহারিণী মহতী গদাকে জীবঘাতী পিনাকীর পিনাকের ন্যায়, যমদণ্ডের ন্যায়, পুরন্দরের অশনির ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর সেই বিশাল গদা ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া প্রলয়কালীন কালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রভুত সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া রণস্থলস্থিত সমুদয় লোকই বিমনা [উদ্বিগ্ন] হইল; ঐ মহাবীর গদা সমুদ্যত করিয়া যে যে দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিকের সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ভীম ভীষ্মযুদ্ধ-সাত্যকির ভীমসাহায্য

"এইরূপে সৈন্যগ্রাসকারী, বিবৃতানন [লোকগ্রাসকারী ব্যাদিত মুখ] কৃতান্তসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেন গদাদ্বারা সমুদয় সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর ভীষ্ম মেঘগম্ভীরনিঃস্বন আদিত্যসম তেজঃসম্পন্ন রথে আরোহণপূর্ব্বক বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন ভীষ্মকে ব্যাদিতবদন [বিবৃতানন] শমনের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধাভরে সহসা তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ঐ সময় সত্যপ্রতিজ্ঞ শিনিবংশাবতংস মহাবীর সাত্যকি দৃঢ়শরাসন ধারণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সেনাগণকে বিনষ্ট ও কম্পিত করিয়া শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই সেই রজতসদৃশ-অশ্বসংযোজিত স্যন্দনে সমারূঢ় নিশিতশরনিকর বর্ষ শিনিপ্রবীরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল নিশাচর অলম্বুষ তাঁহার উপর দশবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহাবীর সাত্যকি তাহাকে চারিবাণে বিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সেই বৃষ্ণিকুলপ্রবীর সাত্যকিকে বিপক্ষপক্ষে বিচরণপূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া পর্ব্বতোপরি বর্ষণশীল জলধরপটলের ন্যায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোন মতেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না। তখন সোমদত্তের তনয় মহাবীর ভূরিশ্রবা ব্যতীত আর সকলেই বিষণ্ন হইয়াছিলেন; ঐ মহাবীরই আপনার পক্ষীয় রথিগণকে সাত্যকিকর্ত্তৃক তড়িত দেখিয়া সংগ্রাম করিবার বাসনায় উগ্রবেগ [অত্যন্ত বেগশালী] শরাসন ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন।"

৬৪তম অধ্যায়
ভীম-দুর্য্যোধনযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! হস্তিপক যেমন অঙ্কুশদ্বারা মহাগজকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নয়শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত সাত্যকিও সমুদয় লোকের সমক্ষে সন্নতপর্ব্ব শরনিকরদ্ধারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সোদরগণসমভিব্যাহারে সমরে যত্নশীল মহাবীর সোমদত্ততনয়ের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন; মহাতেজা পাণ্ডবগণও সাত্যকিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর ক্রোধভরে দগা সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনপ্রভৃতিকে তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার পুত্র নন্দক ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সহস্র রথসমভিব্যাহারে মহাবল ভীমসেন শিলাশিত কঙ্কপত্রসমন্বিত শরনিকরদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ দুর্য্যোধনও ভীমের বক্ষঃস্থলে নয়বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

"তখন মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় মহারথে আরোহণপূর্ব্বক সারথি বিশোককে কহিলেন, 'হে সারথে! এই সমুদয় মহাবলপরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেই নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই তোমার সমক্ষে উহাদিগকে সংহার করিব; অতএব তুমি অশ্বগণকে স্থগিত কর।' মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া কনকভূষণ সুতীক্ষ্ণ দশবাণদ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া নন্দকের বক্ষঃস্থলে তিনবাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ষষ্টিবাণদ্বারা ভীমকে ও তিনবাণদ্বারা সারথি বিশোককে বিদ্ধ করিয়া সহাস্যবদনে তীক্ষ্ণ তিনশরে ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় সারথি বিশোককে দুর্য্যোধনের তীক্ষ্ণশরে নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে দিব্যশরাশন গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধাভরে ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া দুর্য্যোধনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পুত্র ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিহারপূর্ব্বক সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে কালতুল্য ঘোর শরসন্ধান করিয়া ভীমের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের সেই ভীষণ শরে গাঢ়বিদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও রথমধ্যে নিপতিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় জলসন্ধাদিবধ

"তখন অভিমন্যুপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনকে তাদৃশ ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধাভরে অব্যগ্রচিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে দুর্য্যোধনের মস্তকে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে প্রথমে তিন, পরে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চবিংশতি বাণদ্বারা শল্যকে বিদ্ধ করিলে মহাবল শল্য ভীমের শরাঘাতে কাতর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তখন সেনানী, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোপুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম—আপনার এই চতুর্দশ পুত্র ভীমসেনের অভিমুখীন হইয়া সকলে এককালে তাঁহার উপর

শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া পশুগণমাধ্যস্থিত বৃকের ন্যায় ক্রোধে সৃক্কণী লেহন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন এবং ক্ষুরপ্রদ্বারা সেনানীর শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে নিশিত তিনবাণে জলসন্ধকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। পরে সুষেণকে সংহার করিয়া ভল্লদ্বারা উগ্রের শিরস্ত্রাণমণ্ডিত, কুণ্ডলবিভূষিত, চন্দ্রসদৃশ মস্তক ছেদন এবং সপ্ততি বাণদ্বারা অশ্ব, কেতু ও সারথিসমবেত বীরবাহুকে পরলোকে প্রেরণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ভীম ও ভীমরথকে শমনসদনে নীত করিয়া সর্ব্বসৈন্যগণসমক্ষে ক্ষুরপ্রদ্বারা সুলোচনকে সংহার করিলেন। হে মহারাজ! আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ সেই মহাবল ভীমসেনের ভীমপরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ভীম- ভগদত্তযুদ্ধ

"তখন মহাত্মা শান্তনুতনয় কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহারথগণ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলপরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগকে অপ্রজ্ঞা [বুদ্ধিহীন] ও শৌর্য্যবীর্য্যবিহীন জ্ঞান করিয়া এককালে সংহার করিতেছে; তোমরা অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ কর।" কৌরবসেনাগণ ভীষ্মের এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ভগদত্ত মদস্রাবী কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক ভীমের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক শিলানিশিত [তীক্ষ্ণীকৃত—শাণ দেওয়া] শরনিকরদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহারথ অভিমন্যুপ্রভৃতি বীরগণ মহাবল ভীমসেনকে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া একান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার ও তাঁহার গজের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগদত্তের মহাগজ সেই মহারথগণের শরনিকরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধিরার্দ্রকলেবর হইয়া সূর্য্যকিরণরঞ্জিত জলধরপটলের ন্যায় শোভমান হইল।

"তখন মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধাভরে সেই মহাগজকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। করিবর পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণবেগে ধরণীতল কম্পিত করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহারথীগণ সেই মহাগজের ভীষণ রূপ নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্নমনাঃ হইলে ভূপতি ভগদত্ত শরাসনে আনতপর্ব্ব সায়ক সন্ধান করিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ভগদত্তের শরাঘাতে ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী ভগদত্ত ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত ও অন্যান্য মহারথগণকে ভীত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তখন রাক্ষসগ্রগণ্য ঘটোৎকচ ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া ক্রোধাভরে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল এবং মুহূর্তমধ্যে ভয়বর্দ্ধিনী দারুণ মায়াপ্রভাবে ঘোররূপ ধারণপূর্ব্বক মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে আগমন করিল। উহার মায়াপ্রভাবে অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন চতুর্দন্ত দিগ্‌গজ সৃষ্ট হইয়াছিল; উহারা ঐরাবতের অনুগামী হইল। ঐ মহাকায়, মদস্রাবী, বলবীর্য্যসমন্বিত, মহাবেগশালী দিগ্‌গজত্রয়ে রাক্ষসগণ অধিষ্ঠিত ছিল। মহাবীর ঘটোৎকচ গজদ্বারা ভগদত্তকে বিনাশ করিবার অভিলাষে তাঁহার

অভিমুখে আপনার গজ সঞ্চালিত করিতে লাগিল; অন্য তিন গজও সেইসমুদয় রাক্ষসগণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া দন্তদ্বারা ভগদত্তের হস্তীকে ক্ষতবিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল। ভগদত্তের হস্তী সেইসমুদয় দিগ্‌গজকর্ত্তৃক একান্ত পীড়িত ও বেদনার্ত্ত [বেদনাপীড়িত—ব্যথিত] হইয়া ব্যজনির্ঘোষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! মহাবলপরাক্রান্ত মহাত্মা শান্তনুতনয় সেই মহাগজের ঘোরতর চীৎকার শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ও দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! ঘটোৎকচ মহাবীর এবং ভূপতি ভগদত্তও অতি কোপনস্বভাব; সংগ্রামে প্রবৃত্ত এই মহাবীরদ্ধয় পরস্পরের মৃত্যুস্বরূপ হইবেন; বোধহয় মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত দুরাত্মা হিড়িম্বাতনয়ের সংগ্রামে সাতিশয় বিপন্ন হইয়া থাকিবেন। ঐ দেখ, পরমাহ্লাদিত পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি ও প্রাগজ্যোতিষেশ্বরের ভীত হস্তীর ভীষণ চীৎকার শ্রুত হইতেছে। এক্ষণে মহারাজ ভগদত্তের রক্ষার্থ সমরে গমন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; নচেৎ তিনি অবিলম্বেই রাক্ষসহস্তে নিহত হইবেন। অতএব হে মহাবীর্য্যসম্পন্ন বীরপুরুষগণ! সত্বর হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; ভগদত্ত ও ঘটোৎকচের লোমহর্ষণ মহাসংগ্রাম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; ভগদত্ত আমাদের ভক্ত, কুলীন, শৌর্য্যশালী ও সেনাপতি, তাঁহার পরিত্রা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

পরাজিত কৌরবসৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন

"তখন মহাবীর দ্রোণ ও তত্রত্য ভূপতিগণ ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর একত্র হইয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। এদিকে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেইসমুদয় বীরগণকে সংগ্রামে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেইসমুদয় সৈন্য সন্দর্শন করিয়া অশনিবিস্ফোটের [বীজ্রপতন শব্দে] ন্যায় ঘোরতর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ ও দিগ্‌গজগণের যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে ভরদ্বাজ! আমার মতে দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য নয়। ঐ দুরাত্মা মহাবলপরাক্রান্ত; বিশেষতঃ সহায়সম্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে স্বয়ং ইন্দ্রও উহাকে পরাজিত করিতে পারেন না। হিড়িম্বাতনয় লক্ষ্যেশর [তদীয় লক্ষ্য ব্যক্তিতে] প্রহার করিতেছে, আমরা শ্রান্তবাহন [পরিশ্রান্ত গজাশ্বাদি] এবং পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। অতএব আমার মতে জয়শীল পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা নিতান্ত অনুচিত। আজি অবহার করাই কর্ত্তব্য। কালি শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করা যাইবে।" ঘটোৎকচ-ভয়ার্দ্দিত বীরগণ ভীষ্মের বাক্যশ্রবণানন্তর তদুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌরবপক্ষীয়েরা রণে নিবৃত্ত হইলে জয়শীল পাণ্ডবগণ শঙ্খবেণুনিঃস্বন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ দিবস পাণ্ডবগণ মহাবীর ঘটোৎকচের সাহায্যে কৌরবদিগের সহিত এইরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কৌরবগণ পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্রীড়ান্বিত[লজ্জিত]চিত্তে নিশাকালে স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। শরবিক্ষতকলেবর মহারথ পাণ্ডুতনয়গণ জয়লাভজনিত হর্ষে হৃষ্ট হইয়া মহাবীর ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে প্রশংসা করিয়া তুর্য্যধ্বনি, শঙ্খনিঃস্বন ও বিবিধ সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও দুর্য্যোধনের

মর্ম্ম বিঘট্টিত [আলোড়িত—উদ্বেলিত] করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আকুল হইয়া বাষ্পজল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর বিধানানুসারে শিবিরের ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় ভ্রাতৃনিধনাশোকে অভিভূত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।”

৬৫তেম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যুদ্ধপ্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! দেবদুষ্করকর্ম্মা [দেবগণেরও দুঃসাধ্য কর্ম্মসাধনক্ষম] পাণ্ডবদিগের কার্য্য শ্রবণগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণে মহাভয় ও বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছে এবং পুত্রগণের পরাভব সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিরূপ অবস্থা হইবে, এই বলবতী চিন্তা আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরকে রহিয়াছে। মহাত্মা বিদুরের বাক্য স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইতেছে; তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দৈবযোগে তৎসমুদয়ই সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। পাণ্ডুতনয়েরা সৈন্যসমভিব্যাহারে ভীষ্মপ্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত প্রহরণধারী [অস্ত্রশস্ত্রধারী] বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া নভোমণ্ডলে তারাগণের ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। জানি না, তাহারা কিরূপ তপস্যা করিয়াছে এবং কিরূপ বর ও কি প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে; পাণ্ডবেরা যে বারংবার আমাদের সৈন্য সংহার করিতেছে, আমি তাহা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। পাণ্ডবেরা যেরূপ বাধার্হ [মরণশীল], আমার পুত্রেরাও সেইরূপ; কিন্তু দৈববশতঃ আমাতেই সেই নিদারুণ দণ্ড নিপতিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! তুমি এই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন কর। যেমন মনুষ্য ভুজবলে সন্তরণ করিয়া মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি এই দুঃখের সীমা অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, পুত্রগণের অতি দারুণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; মহাবীর ভীম তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে বিনাশ করিবে; এক্ষণে আমার পুত্রগণকে রক্ষা করে, এমন কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতেছি না। তাহারা নিশ্চয়ই রণস্থলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; অতএব তুমি ইহার উপযুক্ত কারণ কীর্তন কর। দুর্য্যোধন স্বপক্ষদিগকে রণপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সুবলনন্দন শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ আমার পুত্রগণ সমরপরাঙ্মুখ হইলে কিরূপ কর্ত্তব্যাবধারণ করিলেন, তাহাও আনুপূর্বিক বর্ণন কর।”

পাণ্ডববদিগের জয়কারণকথন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ কোন মন্ত্রকৃত [অভিচার] বিষয়ের অনুষ্ঠান, মায়াজাল বিস্তার বা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা পরাক্রম প্রকাশ্যপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতেছেন এবং যশোবাসনাপরবশ [একান্ত যশোলিপ্সু] হইয়া জীবিকা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেও ধর্ম্মানুসারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীসম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ সমর হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। হে রাজন! যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়; অতএব কেহই তাঁহাদিগকে বধ

[অনিবার্য্য মৃত্যু] করিতে পরিবে না, প্রত্যুত তাঁহারাই জয়যুক্ত হইবেন। আপনার পুত্রেরা সতত পাপকর্ম্মনিরত, দুরাত্মা, নিষ্ঠুর ও নীচকর্মী; এই নিমিত্তই তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আপনার পুত্রেরা নিতান্ত নীচের ন্যায় বারংবার পাণ্ডবগণকে পরাভব ও তাঁহাদিগের প্রতি ক্রূরাচরণ করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রগণের সেইসকল পাপানুষ্ঠানবিষয়ে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সহ্য করিয়াছিলেন; তথাচ আপনার পুত্রেরা তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করেন নাই। হে মহারাজ! সেই সতত অনুষ্ঠিত পাপের মহাকালফল সদৃশ ভয়ানক ফল সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত উহা ভোগ করুন। বিদুর, ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণপ্রভৃতি বান্ধবগণ এবং আমি—আমরা আপনাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছি, তথাপি মন্দ ব্যক্তি যেমন হিতকর ঔষধ অগ্রাহ্য করে, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না, প্রত্যুত আপনি পুত্রগণের তন্দানুবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগকে জিতপ্রায় [প্রায় পরাজিত] বিবেচনা করিতেছেন।

"হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ যে কারণে জয়লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। একদিন মহারাজ দুর্য্যোধন মহারথ ভ্রাতৃগণকে রণস্থলে পরাজিত দেখিয়া নিশাকালে শোকাকুলিতমানে পিতামহসন্নিধানে গমন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "হে পিতামহ! আপনি, দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, ভগদত্ত এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত জীবিতনিরপেক্ষ কুলতনয়েরা ত্রিলোকসংহার করিতে সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না, এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে এবং পাণ্ডবগণ কাহাকে আশ্রয় করিয়া পদে পদে আমাদিগকে পরাজিত করিতেছে, এইসকল বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

"ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি তোমাকে বারংবার বলিয়াছি, তথাপি তুমি তাহা কর নাই; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা উচিত হইতেছে। তাহা হইলেই তোমার ও পৃথিবীর মঙ্গললাভ হইবে এবং তুমিও সুহৃদগণকে পরিতৃপ্ত ও বন্ধু দিগকে আনন্দিত করিয়া ভ্রাতৃবর্গসমভিব্যাহারে পরমসুখে পৃথিবী ভোগ করিতে পরিবে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ না করিয়া পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়াছ, এক্ষণে তাহারই প্রতিফল সমুপস্থিত হইয়াছে। আর তাহারা কি নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান বাসুদেব সতত পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাদিগকে পরাজয় করে, এমন লোক ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না, হইবে না ও হয় নাই। মহর্ষিগণ আমার নিকট একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর।

পাণ্ডবসহায় কৃষ্ণের বিভূতিবর্ণন

" 'পূর্ব্বকালে মহর্ষি ও সুরগণ সমবেত হইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের মধ্যে পরমসুখে উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে অতি ভাস্বর রমণীয় এক বিমান নিরীক্ষণ করিলেন এবং ধ্যানদ্বারা সমস্ত বিদিত হইয়া হৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলিপুটে পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলে মহর্ষি এবং সুরগণও গগনমণ্ডলে সমুত্থিত বিমান অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া

সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুকে বিধানানুসারে অর্চনা করিয়া স্তব করিলেন—হে বাসুদেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি ও বিশ্বকসেন; আমি তোমাকে পরমদেবতা বলিয়া স্বীকার করি। হে মহাদেব! তুমি বিশ্ব, তুমি লোকের হিতানুষ্ঠানে নিরত, তুমি যোগেশ্বর, তুমি সকলের প্রভু, তুমি যোগপরায়ণ; হে অনঘ! হে পদ্মনাভ! হে বিশ্বলোচন! তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর, তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু; হে প্রিয়দর্শন! তুমি আত্মজের আত্মজ, তুমি অসংখ্য গুণের আধার, তুমি লোকসকলের পরমগতি। হে নারায়ণ! হে শার্ঙ্গধর! তোমার মহিমার পরিসীমা নাই, তুমি নিরাময়, তুমি লোকের কার্য্যসাধনে তৎপর, তুমি মহোরগ ও মহাবরাহের আদি; হে পিঙ্গলকেশ! হে পীতাম্বর! তুমি দিকসকলের ঈশ্বর, তুমি বিশ্বনিকেতন [বিশ্বের আধার], তুমি অমিত ও অব্যয়, তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি অসংখ্যেয় [অসীম], তুমি আত্মভাবজ্ঞ, তুমি গভীর, তুমি কামদ, তুমি সতত সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাক; হে অনন্ত! তুমি ব্রহ্মবিৎ, তুমি ভূতভাবন [প্রাণীপ্রসবকর্ত্তা], তুমি কৃতকর্ম্মা [সত্যসঙ্কল্প], তুমি প্রজ্ঞাবান, ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি বিজয়, তুমি গূঢ়াত্মা [দুর্জ্ঞেয়], তুমি সর্ব্বযোগাত্মা; হে লোকেশ! তুমি জগতের কারণ, তুমি সকলভূতস্বরূপ, তুমি আত্মতত্ত্ব [আপনি আপনার বিদিত], তুমি স্বয়ম্ভু [স্বপ্রকাশ]; হে মহাভাগ! তুমি প্রলয়কর্ত্তা, উৎপত্তির কারণ, মনোভাব ও ব্রাহ্মণের প্রিয়, তুমি সৃষ্টিসংহারনিরত; হে কালেশ [কালনিয়ন্তা-মহাবল]! তুমি অমৃতসম্ভূত, তুমি সৎস্বভাবসম্পন্ন, তুমি সর্ব্বদাতা, তুমি জয়যুক্ত হও। ভগবতী বসুন্ধরা তোমার চরণদ্বয়, দিকসমুদয় বাহু, গগনমণ্ডল মস্তক, আমি [ব্রহ্মা] মূর্ত্তি, দেবগণ দেহ, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষু; তপ, সত্য, বল, ধর্ম্মকর্ম্ম আত্মজ, অগ্নি তেজ এবং সমীরণ নিশ্বাস। সলিলরাশি তোমার স্বেদ হইতে সম্ভূত হইয়াছে; অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার শ্রবণযুগল, দেবী সরস্বতী জিহ্বা এবং বেদসকল তোমারই সংস্কারনিষ্ঠ। তুমি জগতের আশ্রয়, তোমার কি পরিমাণ, কি তেজ, কি পরাক্রম, কি বল, কিছুরই ইয়ত্তা নাই; আমরা তোমার জন্ম অবগত নহি, আমরা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ম দ্বারা তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। তুমি পরমেশ্বর ও মহেশ্বর। আমরা তোমাকে সতত অর্চনা করি। আমি তোমারই প্রসাদে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপপ্রভৃতি সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি দুঃখের অবসান করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বভূতের গতি, তুমি সকলের নেতা এবং তুমিই জগতের আদি, দেবগণ তোমারই অনুগ্রহে সতত সুখে অবস্থান করিতেছেন। তোমারই অনুগ্রহে পৃথিবী নির্ভয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মসংস্থাপন, দানবদলন ও পৃথিবীধারণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হও। হে বিভো! আমি যাহা নিবেদন করিলাম, তাহার অনুষ্ঠান কর; আমি তোমারই অনুগ্রহে পরম গুহ্যবিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিই আত্মার সাক্ষী, তুমি আত্মস্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আত্মজস্বরূপ প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছ; সকলে এই অনিরুদ্ধকে অব্যয় বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া অবগত আছেন; এই অনিরুদ্ধই আমাকে লোকধারী ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব আমিও তোমার বিনির্ম্মিত বাসুদেবস্বরূপ; এক্ষণে তুমি আপনাকে ঐ রূপ ভাগে বিভক্ত করিয়া মানুষকলেবর পরিগ্রহ কর। তুমি মনুষ্যলোকে সকলের সুখ সম্পাদনার্থ অসুর বধ, ধর্ম্ম ও যশোলাভ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিবে। হে

অমিতবিক্রম! দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ পৃথক পৃথক হইয়া তোমার সেই সকল নাম দ্বারা তোমাকেই পরমাদ্ভুত বলিয়া গান করিয়া থাকেন। ভূত সকল তোমাতে অবস্থান করিতেছেন; ব্রাহ্মণগণ তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া তোমাকেই অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অসীম ও সংসারের সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৬৬তম অধ্যায়
ভীষ্মের কৃষ্ণভক্তি

মহারাজ! অনন্তর ত্রিলোকপতি ভগবান্ বিষ্ণু স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে তাত! আমি যোগবলে তোমার অভিলাষিত সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছি; তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; এই বলিয়া তিনি তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও একান্ত কৌতুহলপরতন্ত্র হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি যাঁহাকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বাক্য স্তব করিলেনম উনি কে? আমরা উহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

তভন ভগবান্ ব্রহ্মা মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবর্ষি গন্ধর্ব্বগণ! যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; যিনি সকলের পর, যিনি প্রভু, ব্রহ্ম ও পরমপদ; তিনি প্রসন্ন হিইয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছিলেন; আমি জগতের হিতার্থ তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, হে বিশ্বেশ! তুমি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ কর এবং অসুর সংহার করিবার নিমিত্ত অবনীতলে অবতীর্ণ হও। যে সমস্ত ঘোররূপ মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষস সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, তাহারাই মিনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত নরের সহিত মানব বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে সঞ্চরণ করিবে। অমরগণও পুরাতন ঋষি নর নারায়ণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না; তাঁহারা একত্র হইয়া নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু মূঢ় লোকেরা তাঁহাদিগকে অবগত নয়। আমি তাঁহারই আত্মজ ও জগতের পতি। সেই সর্ব্বলোকেশ্বর বাসুদেব তোমাদিগের অনুমেয়; তোমরা শঙ্খ চক্র গদাধর বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিও না। আমি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম ও পরম যশঃ। তিনি অক্ষয়, অব্যক্ত ও শ্বাশ্বত; লোকে তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে কিন্তু কেহ জ্ঞাত নয়। বিশ্বকর্ম্মা ইঁহাকে পরম তেজঃ পরম সুখ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব কি ইন্দ্রাদি দেবতা কি অসুরগণ তাহারই বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য হয়। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া হৃষীকেশকে মনুষ্য বলে, সেই মূঢ়মতি পুরুষাধম। যে ব্যক্তি সেই পরম কারণ পরমাত্মাকে, মনুষ্যকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অবজ্ঞা করে, মানবগণ তাহাকে তামস পুরুষ বলিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি সেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বাসুদেবকে বিদিত নয়, লোকে তাহাকেও তামষ পুরুষ বলিয়া থাকে। সিই কিরীটকৌস্তুভধারী মিত্রগণের অভয়প্রদ মাহাত্মা বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর অন্ধকারে

নিমগ্ন হইতে হয়। সকল লোকই এই রূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া সকল লোকের ঈশ্বরের ঈশ্বর কৃষ্ণকে নমস্কার করিবে।

ভগবান্ কোমলযোনি দেবর্ষিদিগকে এই রূপ কহিয়া সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি ও অপ্সরাসকল ব্রহ্মার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে সুরলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া এই রূপে বাসুদেবের গুণমান করিতেছিলেন; আমি তাঁহাদিগেরই মুখে এঁই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদও আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন। সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা তাঁহার আত্মজ সিই ত্রিলোকীনাথ অব্যয় বাসুদেবের গুণগ্রাম অবগত হইয়া এবং তাঁহার বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সৎকার না করিবে। হে বৎস! মাহাত্মা মহর্ষিগণ তোমাকে ধন্বী বাসুদেব ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না বলিয়া বারংবার নিবারণ করিয়াছেন; কিন্তু তুমি মোহপরতন্ত্র হইয়া উহা অনুধাবন করিতেছ না; এক্ষণে তোমাকে ক্রূর রাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অজ্ঞানান্ধকারে একান্তই সমাচ্ছন্ন হইয়া আছ বলিযা বাসুদেব ও অর্জ্জনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ। দেখ, কোন মনুষ্য নর ও নারায়ণের দ্বেষী হইতে সমর্থ হয়। তিনি নিত্য, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, শাস্তা, বিধাতা, লোকপাল ও নিশ্চল। সেই চরাচর পুরুষ হরি এই ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন; তিনি যোদ্ধা, জয়, জেতা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। তিনি যোদ্ধা, জয়, জেতা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিবর্জ্জিত; অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ সেই স্থানেই ধর্ম্ম; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও আত্মযোগ দ্বারা পাণ্ডবেরা রক্ষিত হইতেছেন; সুতরাং তাঁহাদিগেরই জয় লাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি পাণ্ডবগণকে সৎ পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করেন, তিনি সতত নির্ভয়ে কালযাপন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তুমি যাঁহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শাশ্বত সর্ব্বভূতময় দেবতাই বাসুদেবনামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। স্ব স্ব লক্ষণোপেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত স্বস্ব কর্ম্মদ্বারা তাঁহারই সেবা ও সৎকার করিয়া থাকেন। ভগবান বলদেব দ্বাপরের অন্তে ও কলিযুগের আদিতে সাত্বতবিধি [ভক্তিমার্গ] অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহাকে গান করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা প্রতিযুগে সমস্ত সুরলোক, সত্যলোক, সমুদ্রগর্ভস্থিত পুরী এবং মুনষ্যের আবাসস্থান বারংবার সৃষ্টি করিতেছেন।”

৬৭তম অধ্যায়
কৃষ্ণমাহাত্ম্য

“দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে পিতামহ! সকল লোকে যাঁহাকে মহাভূত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই বাসুদেব কোন স্থান হইতে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং কোথায় বা অবস্থান করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।”

"ভীষ্ম কহিলেন, "রাজন! বাসুদেব মহাভূত ও সকল দেবতার দেবতা; তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তিনি সমুদয় ভূত, ভূতাত্মা, মহাত্মা ও পুরুষোত্তম। সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ এইসকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বতেজোময় পুরুষ যোগবলে সলিলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদসমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অগ্রে দেবতা, ঋষি ও লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের উৎপত্তি, প্রলয় ও সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞ, বরদ ও সর্ব্বকামদাতা, তিনি কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি প্রথমত জগতের স্রষ্টাকে সৃষ্টি করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই কালত্রয় কল্পনা করিয়াছেন; তিনি সকল ভূতের অগ্রজ সঙ্কর্ষণ ও শেষনাগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সকলে এই শেষনাগকে অনন্ত বলিয়া বিদিত আছেন, উনিই পর্ব্বত ও প্রাণীগণসমাকীর্ণ ধরা ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানিগণ ধ্যানযোগে ইঁহাকে অবগত হইয়া মহাতেজঃ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাসুদেব ও ব্রহ্মাকে [অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমালজাত মধু ও কৈটভতদীয় নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মার বধে উদ্যত হইলে তিনি উহাদিগকে বিনাশ করেন।] বিনাশ করিতে উদ্যত, স্বীয় কর্ণেন্দ্রিয় সমুদ্ভব, ভয়ঙ্কর, ভীমকর্ম্মা, উগ্রযুদ্ধিসম্পন্ন, মধু[৫]নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। দেব, দানব ও মনুষ্যেরা মধুনামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বাসুদেবকে মধুসূদন ও মহর্ষিরা তাঁহাকে জনার্দ্দন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। তিনি বরাহ, নৃসিংহ ও বামন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি প্রাণীগণের পিতা, মাতা ও দুঃখহর; তাঁহা ভিন্ন সর্ব্বদুঃখসংহারক আর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং চরণযুগল হইতে শূদ্র উৎপাদন করিয়াছেন। তপানুষ্ঠানে নিরত হইয়া সকল দেহীর বিধাতা, ব্রহ্ম ও যোগস্বরূপ কেশবকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অর্চনা করিলে অবশ্যই মহৎফল প্রাপ্ত হয়। মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরমতেজ ও সর্ব্বলোকপিতামহ বলিয়া নির্দেশ করেন; তাঁহাকে আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া অবগত হইবে। কৃষ্ণ যাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তিনি অক্ষয় লোকসকল জয় করিয়া থাকেন। যিনি শঙ্কা উপস্থিত হইলে কেশবের শরণাপন্ন হয়েন এবং যিনি এই বিষয় পাঠ করেন, তাঁহার মঙ্গল ও সুখলাভ হয়। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে মানবগণ কদাচ মুগ্ধ হয় না। হে মহারাজ! কেশব ভীত ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।" "

৬৮তম অধ্যায়

ব্রহ্মাকৃত বাসুদেবস্তব

"ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন! এক্ষণে ভগবান কমলযোনি যেরূপে বাসুদেবের স্তব করিয়াছিলেন এবং যাহা ভূমণ্ডলে ব্রহ্ম ও দেবগণকর্ত্তৃক পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান নারদ বাসুদেবকে সাধ্য ও দেবগণের প্রভু, দেবদেবেশ্বর, লোকভাবন [অন্তর্য্যামী] ও ভাবজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ,

বর্ত্তমান, যজ্ঞের যজ্ঞ [পূজ্য—যজ্ঞেশ্বর] ও নারায়ণের চক্র বলিয়া নির্দ্দেশ কলিয়াছেন। মহামুনি বাদরায়ণি কহিয়াছেন, হে ভগবান! তুমি ভূতগণের দেবদেব। পূর্ব্বপণ্ডিতেরা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে তোমাকে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহাকে সর্ব্বভুতস্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষি দেবল কহিয়াছেন, হে দেব! অব্যক্ত বিষয় [ত্রিগুণান্বিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব] তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; ব্যক্ত বিষয় [গুণাতীত নারায়ণ] তোমার মনে অবস্থান করিতেছে। দেবগণ তোমার বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে নাথ! তোমার মস্তকদ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; বাহুযুগল ধরাতল ধারণ করিতেছে এবং জঠরমধ্যে ভুবনত্রয় অবস্থিত আছে। তুমি সনাতন পুরুষ; মানুষ্যেরা তপঃপ্রভাবে তোমাকে দেবতা বলিয়া বিদিত হইয়া থাকে। তুমি আত্মদর্শনতৃপ্ত মহর্ষি ও উদার প্রকৃতিসম্পন্ন সমরে অপরাঙ্মুখ রাজর্ষিগণের একমাত্র গতি। এই বলিয়া সনৎকুমারপ্রভৃতি যোগীরা প্রতিনিয়ত তোমার অর্চনা ও স্তব করিয়া থাকেন।

" 'হে বৎস! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তর ভগবান বাসুদেবের বিষয় স্বরূপতঃ কীর্ত্তন করিলাম; তুমি এক্ষণে তাঁহার প্রতি প্রীত [অনুরাগযুক্ত হও] হও।

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মনে মনে কেশব ও পাণ্ডবদিগকে বহুমান [বহু সম্মান—মনে মনে পূজা] করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অর্জ্জুন ও কেশবের সেই মাহাত্ম্য এবং যে নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যে কারণে কেহ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; আর মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করিলে। হে মহারাজ! বাসুদেব পাণ্ডবগণের প্রতি একান্ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব আমি তোমাকে বারংবার কহিতেছি, তুমি এক্ষণে তাঁহাদের সহিত শান্তিসংস্থাপন করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে রাজ্যভোগ কর। তুমি নর ও নারায়ণকে অবজ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।"

"এই বলিয়া ভীষ্ম তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বিদায় করিলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ ও দুগ্ধফেননিভ ধবল শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।"

৬৯তম অধ্যায়
পঞ্চম-দিবসীয় যুদ্ধ-ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত ও দিবাকর উদিত হইলে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সমবেত, নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও জিগীষাপরবশ হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার কুমন্ত্রণানুসারে মকরব্যূহ [মকরব্যূহে সৈন্যগণের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ বিপুল এবং মধ্যভাগ সূক্ষ্মীরূপে রচনা করিবে। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ রচনা করিতে হয়।] রচনা করিয়া প্রর্হষ্টমনে নানাপ্রকার অস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই মকরব্যূহের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবেরাও নিয়মানুসারে ব্যূহরচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধ্বজসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলে রথী, পদাতি, হস্তী ও হস্তীপকসকল যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে সংগ্রামে উদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত দুর্ভেদ্য শ্যেনব্যূহ [শ্যেন অর্থাৎ বাজপাখীর যেরূপ আকৃতি, তদনুসারে এই ব্যূহের সম্মুখভাগ সূক্ষ্ম, শেষভাগ অপেক্ষাকৃত কিছু স্থূল এবং দুই পার্শ্বদেশ বিস্তীর্ণ হইবে] রচনা করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই ব্যূহের মুখে, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নেত্রদ্বয়ে, সত্যবিক্রম সাত্যকি শিরোভাগে এবং পার্থ গভীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া গ্রীবাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দ্রুপদ আত্মজের সহিত এবং অক্ষৌহিণীসেনাসমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষ, কৈকেয় তাহার দক্ষিণপক্ষ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু ও স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল এবং সহদেবের সহিত, উহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাবীর ভীম সম্মুখ দ্বার দিয়া মকরব্যূহে প্রবেশপূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শরজালে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবগণের ব্যূহিত সৈন্য বিমোহিত করিয়া মহাস্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে বিমোহিত দেখিয়া সত্বর শরদ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভীষ্মপ্রযুক্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় সৈন্যগণের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর সৈন্যসংহার ও ভ্রাতৃবধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, "হে আচার্য্য! আপনি নিরন্তর আমার হিতাভিলাষ করিয়া থাকেন। হীনবল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, আমরা পিতামহ ভীষ্ম ও আপনাকে আশ্রয় করিয়া অমরগণকে পরাজয় করিতে বাসনা করি; এক্ষণে যাহাতে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করুন; আপনার মঙ্গল হইবে।" তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির সমক্ষে পাণ্ডবগণের সৈন্যসংহার করিতে লাগিলেন; সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণ দশটি বাণদ্বারা সাত্যকির জত্রুদেশ অনায়াসে বিদ্ধ করিলেন। ইত্যবসরে ভীমসেন ক্রোধভরে তাঁহার হস্ত হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিয়া শরনিকরদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য নিতান্ত

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালদ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর আত্মজগণ নিশিতশরনিকরদ্ধারা ঐ সমস্ত উদ্যতায়ুধ বীরদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডী মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রোষকষায়িতলোচনে আগমন করিতে দেখিয়া প্রত্যুদগমন করিলেন এবং জলধরের ন্যায় গভীরনিঃস্বন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতপিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্ত্রীত্ব স্মরণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে দ্রোণাচার্য্য মহারাজ দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর প্রতি ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডী যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া ভীতমনে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যশোলাভবাসনায় বিপুল বলসমূদয়ের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবগণও জয়লাভার্থ একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া ধনঞ্জয়কে পুরস্কৃত করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। যেমন দানবদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ অসীম যশ ও জয়লাভার্থী কৌরব এবং পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।”

৭০তম অধ্যায়
উভয়পক্ষে বহুসৈন্য হতাহত

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ভীমসেন হইতে দুর্য্যোধনপ্রভৃতি আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রণস্থল হইতে গগনতলস্পর্শী তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব এবং ভেরী ও শঙ্খের শব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। মহাবলপরাক্রান্ত সমরাভিলাষী বীরপুরুষেরা বিজযলাভার্থী হইয়া গোষ্ঠে বৃষভের ন্যায় পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিশিতশরপ্রহারে বীরগণের মস্তকসকল অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে প্রস্তরবৃষ্টি হইতেছে। পরে কনকোজ্জল-কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষধারী মস্তকসকল রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিয়াছে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল এবং কাহার উত্তমাঙ্গ ছিন্ন, কাহার কবচমণ্ডিত দেহ, কাহার কুণ্ডলবিভূষিত মস্তক, কাহার অলঙ্কৃত বাহুদণ্ড এবং কাহারও বা রক্তপ্রান্তলোচনসনাথ [নয়নপ্রীত রক্তবর্ণসমন্বিত] শশিসঙ্কাশ মুখমণ্ডলদ্বারা ক্ষণকালমধ্যে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইল। বহুসংখ্যক গজবাজীর ছিন্নভিন্ন কলেবরে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন উভয়পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ সুরাসুর যুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; ধূলিজাল ঘনমণ্ডলীর ন্যায় সমুত্থিত হইল, শস্ত্রসকল বিদ্যুতের ন্যায় স্ফূরিত হইতে লাগিল, আয়ুধধ্বনি মেঘনির্ঘোষের ন্যায় অনুভূত হইল এবং রুধিরপ্রবাহ বারিধারার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

“যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামকালে অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় কুঞ্জরগণ বাণবৃষ্টিদ্বারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া চীৎকার

করিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইল। অতি তেজস্বী রোষাবিষ্ট ধীরপ্রকৃতিসম্পন্ন বীরগণের তলধ্বনিপ্রভাবে কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না; চতুৰ্দ্দিক শোণিতসমাচ্ছন্ন ও কবন্ধসকল সমুত্থিত হইলে অন্যান্য ভূপালগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। অর্গলতুল্য ভুজযুগলসম্পন্ন বীরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গপ্রহারে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর সকল শরবিদ্ধ ও নিরঙ্কুশ হইয়া ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় অশ্বগণ আরোহী বিনষ্ট হইলে দশদিকে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কোন কোন অশ্ব এক-একবার উত্থিত ও পরীক্ষণেই শরাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! ভীষ্মের সহিত ভীমের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিকে মস্তক, বাহু, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, ঊরু, চরণ ও কেয়ুর প্রভৃতি ভূষণের রাশি পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। কোন কোন স্থলে ধাবমান অশ্ব ও বিনিবৃত্ত [পলায়মান] মাতঙ্গসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া গদা, অসি, প্রাস ও সন্নতপৰ্ব্ব শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। কোন কোন সমরনিপুণ বীর লৌহময় অর্গলসদৃশ বাহুযুগলদ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মুষ্টি, জানু, তল ও কফোণি[কনুই]দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কখনো পতিত, কখনো পীড়িত, কখনো ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান [হস্তপদসঞ্চালন—ছট্‌ফট্‌ করা] হইতে লাগিলেন। এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে রথিসকল রথচ্যুত হইয়া খড়্গধারণপূর্ব্বক পরস্পরকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক কলিঙ্গদেশীয় বীরপুরুষে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মকে পুরস্কৃত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও বেগগামী যানে আরূঢ় হইয়া মাহবীর বৃকোদরকে বেষ্টন করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভীষ্মের প্রতি বিমনা হইলেন।”

৭১তম অধ্যায়
ভীষ্ম-অৰ্জ্জুন যুদ্ধ—বহুসন্যৈ হত

সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইলেন। তাঁহার পাঞ্চজন্যের [শঙ্খের] নির্ঘোষ ও তাঁহার গাণ্ডীবের টঙ্কার শ্রবণ এবং ধ্বজদণ্ড সনদর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। আমরা সিংহলাঙ্গুলভূষিত, বহুবর্ণচিত্রিত, বানরলাঞ্ছিত, আকাশে প্রজ্বলিত পৰ্ব্বতের ন্যায় উত্থিত ধূমকেতুর সদৃশ তাঁহার দিব্যধ্বজ নিরীক্ষণ করিলাম, উহা কদাচ বৃক্ষে সংলগ্ন হয় না। যোদ্ধৃগণ নভোমণ্ডলে মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীবশরাসন সন্দর্শন করিতে লাগিল। তিনি কৌরবসৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অতি গভীর গৰ্জ্জন ও ঘোরতর তলশব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। যেমন প্রচণ্ড বায়ুপ্রেরিত ঘোরগর্জ্জনশীল সৌদামিনীমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী চারিদিকে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন চারিদিকে শরবর্ষণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু তিনি পূৰ্ব্ব কি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন, তাহা আমরা অস্ত্রবিমোহিত [বহু অস্ত্রপাতে বিমূঢ়] হইয়া কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম

না। শ্রান্তবাহন, হতাশ্ব, হতচেতন যোদ্ধৃগণ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া দুর্য্যোধনাদির সহিত পলায়ন করিয়া ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথিসকল ভীত হইয়া, রথ হইতে ও অশ্বারোহীসকল অশ্ব হইতে নিপতিত হইতে লাগিল এবং পদাতিগণ ভূতলে পতিত হইল। সৈন্যসকল অশনিনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবাশব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কলিঙ্গ অধিপতি শীঘ্রগামী কাম্বোজদেশীয় অশ্বগণে, রক্ষাকুশল বহুসহস্র গোপবলে [গোপসৈন্যে] এবং মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গদেশীয় ব্যক্তিসমূহে পরিবৃত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ বহুসংখ্যক মনুষ্য ও ভূপালগণের সহিত সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অগ্রে করিয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্দশসহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সৌবলকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

"হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া, রথ ও বাহনসকল বিভাগপূর্ব্বক আপনার পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই রণস্থলে রথ, বারণ, অশ্ব ও পদাতিদ্বারা ভুলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া মহামেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইল। মহাবীর ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথভূয়িষ্ঠ [রথবহুল] বলসমূদয়ে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ ভীমসেনের সহিত, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র ও অমাত্যগণসমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতি শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত ও চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলেন। মৎস্যগণ মহারাজ দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রতি গমন করিল। দ্রুপদ, চেকিতান ও সাতকি দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সহিত সমাগত হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রথ, অশ্ব ও হস্তিসকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। মেঘশূন্য নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎ ও সুগভীর নির্ঘোষসহকারে উল্কাসকল প্রাদুর্ভূত হইল। দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত ও অনবরত কর্কর বর্ষিত হইতে লাগিল। দিবাকর সৈন্যসমুত্থিত রেণুদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে অন্তর্দ্ধান হইলেন। সমরোত্থিত ধূলিজালদ্বারা প্রাণীসকল বিমোহিত হইল। বীরবাহু-বিসৃষ্ট [বীরগণের হস্তক্ষিপ্ত] বর্ম্মভেদী শরসমূহের শব্দ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় শস্ত্রসকল বিমল-প্রভাসম্পন্ন বীরগণের বাহুদণ্ডদ্বারা উত্তোলিত হইয়া গগনতল সুপ্রকাশিত করিল। সুবর্ণজাল সমালস্কৃত বিচিত্র গোচর্ম্মসকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। শরীর ও মস্তকসকল দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য, খড়্গদ্বারা নিকৃত্ত [ছিন্ন] ও চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইল। রথের চক্র ভগ্ন, হস্তসমুদয় ছিন্ন ও অশ্বসকল বিনষ্ট হইলে মহারথীসকল ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; কোন স্থলে রথিসকল বিনষ্ট হইলে রথসমুদয় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন স্থলে বদ্ধযোক্ত্র [রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ] অশ্বগণ শরাহত ও ভিন্নদেহ হইয়া যুগকাষ্ঠসকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে মহাবেগসম্পন্ন একমাত্র শরদ্বারা রথী, সারথি ও অশ্ব বিনষ্ট হইল। উভয় সৈন্য পরস্পর মিলিত হইলে করিগণ অন্য হস্তীদিগের মদগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নাসিকদ্বারা সমীরণ গ্রহণ করিতে লাগিল; নারাচ-নিহত গজসমুদয় তোরণ ও মহামাত্রের

সহিত নিপতিত হইয়া রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিল, হস্তিপকদ্বারা পরিচালিত কতকগুলি হস্তী অন্য উৎকৃষ্ট হস্তীদ্বারা পরাজিত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইল। কোন স্থলে করিগণ নাগরাজসদৃশ শুণ্ডদ্বারা রথের যুগন্ধরসকল ভগ্ন করিল এবং রথীদিগকে বৃক্ষশাখার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। করিযূথ পরস্পর-সংযুক্ত রথসমূহ আকর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যেমন অন্যান্য করিকুল সরোবরে পরস্পর সংযুক্ত নলিনাজাল আকর্ষণ করিয়া শোভা পায়, তখন সেইসকল করিবার তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে ঐ সংগ্রামভূমি সাদী, পদাতি ও সমুন্নতধ্বজ মহারথগণদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।' ”

৭২তম অধ্যায়
ভীষ্মযুদ্ধে পাণ্ডবাপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর শিখণ্ডী মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত সমবেত হইয়া দুর্জ্জয় ভীষ্মের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহাবলপরাক্রান্ত অন্যান্য ভূপালগণের অভিমুখে গমন করিলেন। ভীমসেন অমাত্য ও বন্ধুবর্গসমবেত সৈন্ধব [জয়দ্রথ], মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, দুঃসহ ও অন্যান্য প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য ভূপালগণের সন্নিহিত হইলেন। দুর্জ্জয় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলুকের নিকট গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া নাগবলে [গজারোহী সৈন্যমধ্যে] গমন করিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য মাদ্রীতনয় নকুল ত্রিগর্ত্তগণের মহারথদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও অভিমন্যু শাল্ব ও কৈকয়দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনপ্রভৃতি আপনার পুত্রগণের রথসৈন্যসন্নিধানে উপনীত হইলেন। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতিশয় তাপিত করিলে কৌরব ও পাণ্ডবেরা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। হেমচিত্রিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, পতাকাসম্পন্ন রথীসকল রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, জিগীষাপরবশ সমবেত বীরপুরুষেরা গর্জ্জনশীল সিংহের ন্যায় তুমুল ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আমরা সেই নিদারুণ কুরু-সৃঞ্জয়গণের সমর সন্দর্শন করিতে লাগিলাম; চতুর্দ্দিক শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে দিক, কি বিদিক, কি আকাশ, কি সূর্য্য, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বিমলাগ্রভাগ [তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ] শক্তির, নিক্ষিপ্ত তোমারের ও নিশিত খড়্গের নীলোৎপলতুল্য প্রভায় এবং বিচিত্র কবচের ও ভূষণের কান্তিতে আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। ভূপালগণের চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভাসম্পন্ন দেহে রণস্থল সুশোভিত হইয়া উঠিল। রথারূঢ় প্রধান প্রধান বীর সকল রণস্থলে উপস্থিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ গ্রহের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

"মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৈন্যসমক্ষে ভীমসেকে নিবারণপূর্ব্বক রুক্মপুঙ্খ, শিলাশিত [তীক্ষ্ণীকৃত-শাণ দেওয়া], তৈলধৌত, সুতীক্ষ্ণ শরজাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে

বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম ক্রুদ্ধ আশীবিষসঙ্কাশ মহাবেগসম্পন্ন এক শক্তি ভীষ্মের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্বশরনিকরে সেই সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত নিতান্ত দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিশিতভল্লদ্বারা ভীমসেনের কামুক দুই খণ্ড করিলেন। তখন সাত্যকি ভীষ্মের সন্নিহিত হইয়া আকর্ণসমকৃষ্ট, সুতীক্ষ্ণ, অতিবেগশালী বহুসংখ্যক শরদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম পরম দারুণ সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান করিয়া সাত্যকির রথ হইতে সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি নিহত হইলে মনোমারুতগামী তুরঙ্গসমূহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; তখন সৈন্যেরা কোলাহল করিতে লাগিল; পাণ্ডবেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। "তোমরা ধাবমান হও, অশ্বদিগকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর, যুযুধানের রথের প্রতি এইরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এই অবসরে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডবসেনা সংহার করিলেন; সোমক ও পঞ্চালসেনাসকল দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভূপালবর্গের সহিত দুর্য্যোধন-সেনা বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণপ্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরেরাও তাঁহাদিগের প্রতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

৭৩তম অধ্যায়
অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! অনন্তর বিরাট তিনটি বাণদ্বারা ভীষ্মকে এবং আর তিনটি বাণদ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে ক্ষিপ্রহস্ত মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন দশশরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন। দৃঢ়হস্ত অশ্বত্থামা দশবাণে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে অর্জ্জুন তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ পাঁচবাণে তাঁহাকে আহত করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকৃত কার্ম্মুকচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নবতিশরে অর্জ্জুনকে ও সপ্ততিশরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন ক্রোধে রক্তলোচনা হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাসসহকারে বারংবার চিন্তা করিয়া বামকরদ্বারা গাণ্ডীবশরাসন ধারণপূর্ব্বক শাণিত জীবান্তঃকর অতি ভয়ঙ্কর শরসমূহে অশ্বত্থামাকে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শরজাল অশ্বত্থামার বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিহ্বল না হইয়াই অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগ ও ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কৌরবগণ তাঁহার এই মহৎকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্য হইতে প্রয়োগ-সংহারের সহিত দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 'ইনি আমার আচার্য্যের প্রিয়পুত্র ও আমার পূজনীয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ', শত্রুতাপন অর্জ্জন এইরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্বত্থামাকে কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া সত্বর কৌরবসেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীম-দুর্য্যোধনযুদ্ধ

“মহারাজ দুর্য্যোধন সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত দশশরে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। ভীমও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রাণান্তকর বিচিত্র কামুক ও নিশিত শরসকল গ্রহণ করিলেন এবং অবিচলিতচিত্তে মহাবেগশালী ও তেজঃসম্পন্ন শরনিকরে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার বক্ষঃস্থলে কাঞ্চনসূত্রগ্রথিত [সরু সোণার হার] মণি শরজালে পরিবৃত হইয়া গ্রহগণপরিবেষ্টিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেমন মাতঙ্গ তলশব্দ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ দুর্য্যোধন মাতঙ্গের ন্যায় ভীমসেনের তলশব্দ সহ্য করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত শিলাশিত শরজালদ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই দেবতুল্য বীরদ্বয় পরস্পর ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন।

“অনন্তর দেবরাজতুল্য অভিমন্যু নিশিতশরজালে চিত্রসেনকে, সাতশরে পুরুমিত্রকে এবং অন্য সাতশরে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদর্শনে আমাদের মনে সাতিশয় ক্লেশসঞ্চার হইল। পরে চিত্রসেন দশশরে, সত্যব্রত নয়শরে এবং পুরুমিত্র সাতশরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে তাঁহার কলবর হইতে রুধিরাক্ষরণ হইতে লাগিল। তখন তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ বিচিত্র শরাসন ছেদন এবং তাঁহার বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীর ও মহারথ রাজকুমারসকল রোষাবিষ্ট ও সমবেত হইয়া শাণিত শরনিকরদ্ধারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রবেত্তা অভিমন্যুও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অভিমন্যু-লক্ষ্মণযুদ্ধ

“অনন্তর দুর্য্যোধনপ্রভৃতি মহাবীর সকল অভিমন্যুর এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে প্রবল হুতাশন তৃণসকল দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু কৌরবসেনা বিনাশ করিয়া শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর এইরূপ কার্য্য নয়নগোচর করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; অভিমন্যু নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছয়বাণে শুভলক্ষণসম্পন্ন তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন; লক্ষ্মণও শাণিত শরনিকরদ্ধারা সৌভদ্রকে [অভিমন্যুকে] বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অভিমন্যু লক্ষ্মণের চারি অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ সেই হতাশ্বরথে [বিনষ্ট অশ্ব] অবস্থান করিয়াই অভিমন্যু-রথোপরি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তীক্ষ্ণ শরদ্বারা সেই ঘোররূপ অজগরসদৃশ দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে লক্ষ্মণকে স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। এইরূপে সেই সমর ভীষণ হইয়া উঠিলে বীরপুরুষেরা পরস্পর সংহারে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় মহারথীসকল জীবিতাশা বিসর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ বিমুক্তকেশপাশা [আলুলায়িত কেশ], শূন্যকবচ, ছিন্নকার্ম্মুক [ছিন্নধনু] ও বিরথ হইয়া কৌরবদিগের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইল। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া ক্রোধভরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তখন নিহত আরোহী, গজ, অশ্ব, মনুষ্য, রথী ও সাদিসকল নিপতিত হইলে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।”

৭৪তম অধ্যায়
সাত্যকি-ভূরিশ্রবার যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর সমরপ্রিয় সাত্যকি ভারসহ [আকর্ষণসহিষ্ণু-পূর্ণ আকর্ষণেও যাহা ভগ্ন হয় না] শরাসন আকর্ষণ করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক পুঙ্খসংযুক্ত আশীবিষসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি কখনো কামুক আস্ফালন, কখনো শরপ্রয়োগ, কখনো অন্য শরগ্রহণ ও সন্ধান, কখনো বা উহা নিক্ষেপ করিয়া শত্রুবিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার রূপ বর্ষণশীল জলধরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকিকে স্বীয় সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে দশসহস্র রথী প্রেরণ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দারুণ কার্য্য সমাধান করিয়া ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে কৌরবসেনাগণ নিহত করিতে দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে ক্রোধাভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রায়ুধসদৃশ কর্ম্মক আস্ফালন করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক আশীবিষসদৃশ বজ্রসঙ্কাশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকির অনুযায়ী বীর সকল সেই মৃত্যুসংস্পর্শ [যমসদৃশ], শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্তাৎ ধাবমান হইল।

“অনন্তর সাত্যকির মহারথ দশপুত্র বিচিত্র বর্ম্ম, ধ্বজ ও আয়ুধে শোভিত হইয়া মহারথ ভূরিশ্রবার নিকট গমনপূর্ব্বক ক্রোধাভরে কহিলেন, “হে কৌরবদায়াদ! এস, তুমি আমাদের এক এক জন বা এককালে সকলের সহিত যুদ্ধ কর। হয় তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া যশস্বী হইবে, না হয় আমরা তোমাকে পরাজিত করিয়া প্রীতিলাভ করিব।” তখন ভূরিশ্রবা কহিলেন, “হে বীরগণ! তোমরা আস্ফালন করিয়া যে কথা কহিতেছ, তাহা উত্তম; এক্ষণে তোমরা সমবেত হইয়া পরমযত্নসহকারে যুদ্ধ কর, আমি তোমাদিগকে বিনাশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।” অনন্তর বীরগণ ভূরিশ্রবার প্রতি অনবরত শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা একাকী হইয়াও সমবেত বহু বীরের সহিত অপরাহ্লে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যেমন বর্ষাকালীন জলদজাল মহাশৈলের উপর বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বীরগণ সেই একমাত্র ভূরিশ্রবার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা যমদণ্ডতুল্য অশনিনির্ঘোষসদৃশ শব্দায়মান শর সকল উপস্থিত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীরগণ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া বিনাশ করিবার উপক্রম করিবামাত্র ভূরিশ্রবা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহুবিধ শরদ্বারা শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। তখন তাঁহারা বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। বীরবর সাত্যকি পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূরিশ্রবার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয়ে রথদ্বারা উভয়ের রথ নিপীড়িত, ভগ্ন ও অশ্বসকল

বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, পরে বিরথ হইয়া খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সমুদ্ভূত হইল। এই অবসরে ভীমসেন সত্বর তথায় আগমন করিয়া নিস্ত্রিংশধারী সাত্যকিকে স্বরথে আরোপিত করিলেন। এদিকে মহারাজ দুর্য্যোধনও সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে ভূরিশ্রবাকে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন।

"অনন্তর পাণ্ডবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগবান মরীচিমালী লোহিতবর্ণ ধারণ করিলেও অর্জ্জুন সত্বর হইয়া পঞ্চবিংশতিসহস্র মহারথকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন পতঙ্গেরা অনলশয্যায় নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত মহারথীগণ অর্জ্জুনবিনাশার্থ রাজা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনসন্নিধানে গমন করিবামাত্র বিনষ্ট হইলেন। তখন মৎস্য ও কেকয়গণ সপুত্র মহারথ পার্থকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। এ দিকে দিবাকর তিরোহিত হইলেন; সৈন্যসকল অন্ধকারে আবৃত হইয়া ভ্রান্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্ম অবহার করিলেন। বাহনসকল ক্লান্ত ও ভীত হইয়া স্বস্ব আবাসে গমন করিল। পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।"

৭৫তম অধ্যায়
ষষ্ঠ-দিবসীয় যুদ্ধ-ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ রজনী প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। রথসমুদয় যোজিত, হস্তিসকল সুসজ্জিত এবং পদাতি ও অশ্বসমুদয় বর্ম্মিত ও উভয়পক্ষে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! অবিলম্বে অরাতিকুল-হৃদয়-তাপন মকরব্যূহ প্রস্তুত কর।"

"মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় রথিগণকে উক্ত ব্যূহের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে আদেশ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ ও ধনঞ্জয় ঐ ব্যূহের মস্তক, নকুল ও সহদেব উহার চক্ষু ও মহাবল ভীমসেন উহার মুখ হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ ঐ ব্যূহের গ্রীবায়, বাহিনীপতি বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বহুসংখ্যক সৈন্যসমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে, কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা উহার বামপার্শ্বে, নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু ও চেকিতান উহার দক্ষিণপার্শ্বে, মহারথ কুন্তিরাজ শতানীক অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে উহার পাদদ্বয়ে এবং সোমকসমবেত শিখণ্ডী ও ইরাবান উহার পুচ্ছে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! যুদ্ধার্থ বর্ম্মিতকলেবর পাণ্ডবগণ সূর্য্যোদয়সময়ে সেই মহাব্যূহ ব্যূহিত এবং ধ্বজ, ছত্র ও নির্ম্মল নিশিত শস্ত্রসমুদয় উন্নত করিয়া প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় পাণ্ডবসৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কৌরবসৈন্যগণকে ক্রৌঞ্চব্যূহে ব্যূহিত করিতে লাগিলেন।

মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই ব্যূহের তুণ্ডে, অশ্বত্থামা উহার নয়নদ্বয়ে, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কৃতবর্ম্মা কাম্বোজ ও বাহ্লীকগণসমভিব্যাহারে উহার মস্তকে, মহাবীর শূরসেন ও দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক ভূপতিসমভিব্যাহারে উহার গ্রীবায়, প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত মদ্র, সৌবীর ও কেকয়দেশীয় অসংখ্য সেনাসমভিব্যাহারে উহার বক্ষঃস্থলে, প্রস্থলাধিপতি সুষেণ স্বীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষে, তুষার, যবন, শক ও চুলিকগণ উহার দক্ষিণপক্ষে এবং শ্রুতায়ু ও সৌমদত্তি পরস্পরকে রক্ষা করিয়া উহার জঘনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"পরে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; উভয়পক্ষে ঘোরতর সমর হইতে লাগিল। নাগসমুদয় রথীদিগের প্রতি, রথীগণ নাগসকলের প্রতি ও গজারোহীদিগের প্রতি, অশ্বগণ অশ্বারোহিগণের প্রতি, অশ্বারোহিগণ রথিসকলের, অশ্বসকলের ও হস্তিসকলের প্রতি এবং গজারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবমান হইল। পদাতিগণসমবেত রথী ও অশ্বারোহিগণ পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবসেনা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলবিভূষিত যামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কৌরবসেনাও ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য এবং দুর্যোধনপ্রভৃতি বীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গ্রহমণ্ডলাবৃত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দ্রোণ-ভীমযুদ্ধ

"তখন পরাক্রমশালী বৃকোদার দ্রোণাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া মহাবেগগামী আশ্বসংযুক্তরথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার সেনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের মর্ম্মস্থল লক্ষ্য করিয়া নয়বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল ভীমসেন নিতান্ত নিপীড়িত হইযা ক্রোধভরে তাঁহার সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং অশ্বগণকে ধারণ করিয়া পাবকের তুলারাশিদহনের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ দ্রোণ ও ভীষ্মকর্ত্তৃক দৃঢ়তর আহত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরবসৈন্যগণও ভীমার্জ্জুনবাণে পরিক্ষীণ হইয়া মদমত্ত বারাঙ্গনার ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকেই একস্থানে অবস্থান করিয়া সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্রসন্ধানপূর্ব্বক ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন।"

৭৬তম অধ্যায়

স্বপক্ষসৈন্যনাশে ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষোভ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমাদের সৈন্য বহুসংখ্যক, বহুগুণান্বিত ও উৎকৃষ্ট ব্যূহও যথাশাস্ত্র বিনির্ম্মিত ও অভেদ্য। আমাদিগের সৈন্যগণ প্রগল্ভ, আমাদের প্রতি অনুরক্ত, ব্যসন-শূন্য ও দৃঢ়বিক্রম। উহাদের মধ্যে কেহই অতিবৃদ্ধ বা বালক, অতিকৃশ ও অতিপীবর [অতিস্থূল] নহে; সকলেই দৃঢ়গাত্র, বর্ম্মিত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, অসিযুদ্ধে ও গদাযুদ্ধে পারদশী;

প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি ও মুষলে সুশিক্ষিত; সমুদয় শস্ত্রগ্রহণবিদ্যায় সুনিপুণ এবং আরোহণ [হস্তী অশ্বাদিতে উঠা ও তাহা হইতে নামা], সরণ [নিঃসরণ—বাহির হইয়া আসা], বিরল [সৈন্যমধ্যে গা-ঢাকা দেওয়া], প্লুত, সম্যক প্রহার, যান ও ব্যাপযানে [যানের বিপরীত গতি সম্পাদনে] বিশেষ পারগ। আমরা উহাদের নাগ, অশ্ব ও রথগমনে পরীক্ষা করিয়াই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছি; তাহারা গোষ্ঠী [সামাজিক সম্পর্ক], উপকার, সম্বন্ধ, সৌহার্দ্য বা কুলমর্য্যাদানিবন্ধন নিযুক্ত হয় নাই। উহারা আর্য্যবংশোদ্ভব ও সমৃদ্ধ; উহারা সতত পরিতোষিত ও সৎকৃত হইয়া থাকে। উহারা সকলেই সাতিশয় উপকারী, যশস্বী, মুখ্য কর্ম্মা, সজীব, লোকপালসদৃশ, লোকবিশ্রুত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পালিত, লোকসম্মত, স্বেচ্ছানুসারে আমাদের সমীপে সমাগত এবং সানুচর সকল ক্ষত্রিয়গণকর্ত্তৃক সংরক্ষিত। ঐ পরিপূর্ণ মহোদধিতুল্য প্রভূত সৈন্য রথ, রাজমাতঙ্গসদৃশ মাতঙ্গগণে সংবৃত; গদা, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ধাবমান বাহনগণে সমাকুল; বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্নে সুশোভিত; সাগরসদৃশ গর্জমান এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, বাহ্লীকপ্রভৃতি মহাত্মা বলবান বীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত।

"হে সঞ্জয়! আমাদের পক্ষীয় সৈন্যগণ ঈদৃশ হইয়াও পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক নিহত হইল, ইহা কেবল জন্মান্তরীণ অদৃষ্টের ফল। কি মহাভাগ পুরাতন ঋষিগণ, কি মানবগণ, কেহই ঈদৃশ উদ্‌যোগ দর্শন করেন নাই। আমাদের এতাদৃশ বলসমুদয় যে সংগ্রামে অনায়াসে নিহত হইতেছে, কেবল অদৃষ্টই তাহার কারণ। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমার সমুদয় বিষয় বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে এই বিপদের কথা বলিয়াছিলেন; দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাঁহার বাক্য গ্রহণ করে নাই। সেই সর্ব্বজ্ঞ ক্ষত্তা পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয়ই ঘটিতেছে; অথবা বিধাতা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, কদাপি তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

৭৭তম অধ্যায়
ভীমের কৌরব-আক্রমণ-বহুবীরবিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আপনার দোষেই এই মহাবিপদে নিপতিত হইয়াছেন। আপনি যেসমুদয় ধর্ম্মসঙ্কট [ধর্ম্মসম্পর্কিত বিপদ] বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। হে ভূপাল! পূর্ব্বে আপনার দোষে দূতক্রীড়া হইয়াছিল; এক্ষণেও আপনার দোষে এই সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনিই অধুনা স্বীয় পাপানুষ্ঠানের ফলভোগ করুন। লোকে স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে হউক আর পরলোকেই হউক, স্বয়ংই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি এই ব্যসনসময়ে স্থিরচিত্ত হইয়া যুদ্ধের বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন।

"মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিতশরনিকরদ্বারা ভীষ্মরক্ষিত মহাসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃশাসন, দুর্বিসহ, দুঃসহ দুর্ম্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণও কর্ণপ্রভৃতি মহারথ দুর্য্যোধনানুজগণকে অবলোকন করিয়া

তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে ইহার জীবন সংহার করিব।' দুর্য্যোধনের অনুজগণ এইরূপ স্থির করিয়া ভীমসেনকে পরিবৃত করিলে মহাবীর বৃকোদর ক্রূর মহাগ্রহসমুদযে পরিবৃত প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ মহাবীর ব্যূহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেবাসুরযুদ্ধে দানবদলসম্মুখীন পুরন্দরের ন্যায় নির্ভীকচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"তখন সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত সহস্র রথী ঘোরতর শরনিকর সমুদ্যত করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক আবৃত করিল। মহাবীর ভীমসেন মহারাজের পুত্রগণকে লক্ষ্য না করিয়া কৌরবদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তত্রত্য সমস্ত যোদ্ধৃগণকে সংহার করিবার বাসনায় গদাহস্তে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৌরবসৈন্যকে নিধন করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীম-সাহায্য

"এইরূপে মহাবীর বৃকোদার কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দ্রপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে এবং মহতী কৌরবসেনা নিবারণপূর্ব্বক ভীমসেনের শূন্যরথসমীপে গমন করিয়া তাঁহার সারথি বিশোককে অবলোকন করিয়া দুঃখিতচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদবচনে কহিলেন, "সূত!! আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ভীমসেন কোথায়?" তখন ভীমসারথি বিশোক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। গমনকালে আমাকে কহিয়া গিয়াছেন, "হে বিশোক! তুমি অশ্বগণকে স্থগিত করিয়া ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আমার আগমন প্রতীক্ষা কর; কৌরবগণ আমাকে নিধন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; অতএব আমি মুহূর্তমধ্যেই উহাদিগকে সংহার করিয়া আসিতেছি।" হে মহাশয়! ভীমসেন এই কথা বলিয়া গদাহস্তে কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই কৌরবগণের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।"

"দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোকের বাক্যশ্রবণানন্তর তাহাকে বলিলেন, "হে সূত! রণস্থলে ভীমসেনকে পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের সহিত স্নেহভাব পরিহার করিয়া আমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? ভীম ও আমি একত্র কৌরবগণসমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিতেছিলাম; এক্ষণে যদি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন? দেখ, যে ব্যক্তি আপনার সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন আমার সখা, আত্মীয় ও ভক্ত; আমিও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিয়া থাকি; অতএব মহাবীর বৃকোদার যে স্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া, সুররাজ পুরন্দর। যেমন দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব।"

"হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া গদাপ্রমথিত [গদাদ্বারা বিমর্দ্দিত] গজযূথে চিহ্নিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদার শত্রুসৈন্যগণকে নিধনপূর্ব্বক ভূপগণকে বৃক্ষসমুদয়ের ন্যায় ভগ্ন করিতেছেন। এদিকে রথী, অশ্বারোহী, পদাতি ও হস্তিগণ বিচিত্রযোধী ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; এইরূপে কৌরবসৈন্যমধ্যে হাহাকার সমুত্থিত হইল। তখন অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ বীরগণ নির্ভয়চিত্তে ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"ভয়ঙ্কর সৈন্যসমুদয় একত্র হইয়া অস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সেই শরবিক্ষতাঙ্গ [বাণদ্বারা ক্ষতিকলেবর] পদাতি, ক্রোধবিষোদ্‌গারী [রোষবিষউদ্‌গিরণকারী] পাণ্ডুতনয়কে সমাশ্বাসিত করিয়া তাঁহার মধ্যবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপণপূর্ব্বক নিঃশল্য [অস্ত্রাঘাত-বেদনাশূন্য] করিয়া শত্রুগণ সমক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সহসা সেই সংগ্রামস্থলে স্বীয় ভ্রাতৃগণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে কৌরবগণ! এই দুরাত্মা দ্রুপদতনয় ভীমসেনের সহিত সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছে; চল, আমরা সকলে একত্র গমন করিয়া উহাকে সংহার করি।"

দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

"হে মহারাজ! তখন আপনার তনয়গণ জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া দ্রুপদতনায়কে সংহার করিবার মানসে বিচিত্র শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যানির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত করিয়া যুগক্ষয়কালীন কেতুগণের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়ের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন চিত্রযোধী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুন্ন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরে সমন্তাৎ আহত হইয়াও তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বরং ক্রোধান্বিতচিত্তে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর সম্মোহনবাণ নিক্ষেপ করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর দ্রুপদতনয়ের সম্মোহনশরপ্রভাবে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন। অন্যান্য কৌরবগণ তাঁহাদিগকে কালপ্রাপ্তের ন্যায় বিসংজ্ঞ [অচেতন] ও বিমোহিত দেখিয়া রথ, অশ্ব ও নাগসমুদয়সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণযুদ্ধ

"হে মহারাজ! ঐ সময় অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য দ্রোণ দ্রুপদের সম্মুখীন হইয়া অতি দারুণ তিনশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ দ্রোণের শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পূর্ব্বতন বৈর স্মরণপূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ তাঁহার শঙ্খধ্বনিশ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। এমন সময় মহাবীর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মোহনাস্ত্র প্রভাবে বিমোহিত হইয়াছেন শ্রবণ করিবামাত্র দ্রোণাচার্য্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন

অবলীলাক্রমে সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতেছেন, আর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র [চৈতন্যসম্পাদক] নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রুপদতনয়নিক্ষিপ্ত প্রমোহনাস্ত্র বিনাশ করিলেন। অস্ত্র বিনষ্ট হইবামাত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনরায় ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

"তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে গমন কর; সৌভদ্রপ্রভৃতি দ্বাদশ বীর উহাদের সমাচার আনয়ন করুন; ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদ অবগত না হইলে আমার মনস্থির হইতেছে না।" তখন সেই পৌরুষাভিমানী বিক্রমশালী বীরগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া মধ্যাহ্নসময়ে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন। মহতী সেনাসমবেত কৈকেয়সমুদয়, দ্রৌপদীতনয়গণ ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু অভিমন্যুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূচীমুখব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কৌরবদিগের রথসৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। ভীমভয়াবিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নশরবিমোহিত কৌরবসৈন্যগণ সেই অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধরগণের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পথিস্থিত প্রমদার ন্যায় [অসহায়া নারীর ন্যায়] মূর্চ্ছাপন্ন হইল।

ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমন্যু সাহায্য

"অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধরগণ সুবর্ণবিনির্ম্মিত ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনের সমীপে ধাবমান হইলেন; তৎকালে তাঁহারা শত্রুসৈন্য ক্ষয় করিতেছিলেন; অভিমন্যুপ্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চালতনয় সহসা দ্রোণাচার্য্যকে আগমন করিতে দেখিয়া ধার্তরাষ্ট্রগণের বিনাশে ক্ষান্ত হইলেন এবং সত্বর ভীমসেনকে কেকয়রাজের রথে সমারোপিত করিয়া স্বয়ং ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনহিতার্থী কৃতজ্ঞ প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদতনয়কে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে ভল্লদ্বারা তদীয় শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শত শার নিক্ষেপ করিলেন। অরাতিকুলনিপাতন মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষণকালমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে [বাণে] দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পুনরায় দ্রপদতনয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক চারিশরে তাঁহার চারি অশ্ব ও নিশিতভল্লদ্বারা সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে সত্বর অবরোহণ [অবদ্ধরণ] করিয়া অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণের শরে আহত হইয়া ভীম ও দ্রুপদতনয়ের সমক্ষেই কম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় মহারথীগণ সেই অমিততেজাঃ দ্রোণকর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে কোনক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। উহারা দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে তদবস্থ ও দ্রোণাচার্য্যকে ক্রুদ্ধচিত্তে শত্রুসৈন্যবিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরমহ্লাদিত হইল; যোদ্ধৃগণ সাধু সাধু বলিয়া দ্রোণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

৭৮তম অধ্যায়
ভীমযুদ্ধে কৌরবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন মোহবিমুক্ত হইয়া পুনরায় সংগ্রামস্থলে আগমনপূর্ব্বক ভীমের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় ধার্তরাষ্ট্রগণ একত্র হইয়া ভীমের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন আপনার রথ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পরে নরান্তকারী [লোকক্ষয়কারক] বিচিত্র শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিশিতশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সুতীক্ষ্ণ নারাচদ্বারা ভীমসেনের মর্ম্মে আঘাত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন এইরূপে দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক দৃঢ় আহত হইয়া ক্রোধসংরক্তনয়নে মহাবেগে স্বীয় কামুক আকর্ষণপূর্ব্বক তিনবাণে দুর্য্যোধনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের শরে তাদৃশ আহত হইয়াও গিরিরাজের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"দুর্য্যোধনের অনুজগণ ভীম ও দুর্য্যোধনকে পরস্পর প্রহার করিতে দেখিয়া আপনাদের পূর্ব্বমন্ত্রণা স্মরণ করিয়া ভীমসেনকে নিগ্রহ করিবার মানসে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোধ করিতে উপক্রম করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই সমুদয় বীরকে সমাগত দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গজকুলের প্রতি ধাবমান মহাগজের ন্যায় তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধাভরে নারাচদ্বারা চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ মহাবেগগামী বহুবিধ শরে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। "ঐ সময় যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত ভীমসেনের অনুগামী অভিমন্যুপ্রমুখ দ্বাদশ মহারথ আপনাদিগের সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিয়া মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই সূর্য্যাগ্নিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, সুবর্ণসদৃশ সমুজ্জ্বল রথস্থ শূরগণকে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, ইহাও ভীমসেনের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।"

৭৯তম অধ্যায়
অভিমন্যুসহ দুর্য্যোধনপ্রমুখ বিকর্ণাদির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাবীর অভিমন্যু, ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নসমভিব্যাহারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনপ্রমুখ মহারথগণ আপনাদের সৈন্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া শরাসন গ্রহণ ও বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদয়ে সংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! ঐদিন অপরাহ্ণে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ মহাসমর আরম্ভ করিল। মহাবীর অভিমন্যু বিকর্ণের সমুদয় অশ্ব বিনষ্ট করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ সেই হতাশ্বরথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ

করিলেন। এইরূপে তাঁহার দুই ভ্রাতা একরথস্থ হইলে মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদের উভয়কেই শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ অয়োময় পাঁচবাণদ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু সুমেরুসদৃশ মহাবীর অর্জ্জুনকুমার তাহাতে কিছুমাত্র বিকম্পিত হইলেন না।

"এদিকে মহাবল দুঃশাসন কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীতনয়গণ ক্রোধান্বিতচিত্তে দুর্য্যোধনের উপর তিন-তিন বাণ নিক্ষেপ করিলে দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রত্যেককে নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণের শরে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরসিক্ত কলেবর হইয়া গৈরিকধাতুবিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত গিরির ন্যায় শোভমান হইলেন।

"এদিকে পশুপালক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণদিকের সৈন্য হইতে শত্রুনিধনপ্রবৃত্ত পার্থের গাণ্ডীবনির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সংগ্রামে কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে সহস্র-সহস্র কবন্ধ সমুত্থিত হইল। যোধগণ রথারূপ-নৌকায় আরোহণ করিয়া রণনিহত নর, হস্তী ও অশ্বগণের রুধিরজলে পরিপূর্ণ, শরনিকররূপ-আবর্তে আকুল, গজদ্বীপে আকীর্ণ ও অশ্বরূপ-উর্মিসমূহে তরঙ্গিত, দুস্তর সেনাসাগর পার হইতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে সহস্র-সহস্র বীরপুরুষ ছিন্নহস্ত, হীনকবচ ও ছিন্নগাত্র হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন নয়নগোচর হইতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লুত নিহত মত্তমাতঙ্গসমুদয় নিপতিত হওয়াতে রণস্থল পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অসংখ্য বীরবিনাশকারী ঘোর সমরে কি কৌরব কি পাণ্ডব কোন পক্ষের কোন যোদ্ধাই পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরপুরুষেরা যুদ্ধে জয়-মহাদযশোলাভের প্রত্যাশায় পাণ্ডবদিগের বীরগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন।"

৮০তম অধ্যায়
ভীম-দুর্য্যোধনযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান ভাস্কর লোহিতবর্ণ ধারণ করিলে রণদুর্ম্মদ মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রধান শত্রু দুর্য্যোধনকে সমাগত দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কহিতে লাগিলেন, "হে গান্ধারীতনয়! আমি বহুদিন অবধি যে সময় প্রতীক্ষা করিয়া আছি, অদ্য সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; যদি তুমি রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন না কর, তবে নিশ্চয়ই আজি তোমাকে সংহার করিয়া কুন্তীর দুঃখ, আমাদের বনবাসক্লেশ ও দ্রৌপদীর দুঃসহ যন্ত্রণা প্রশমিত করিব। তুমি পূর্ব্বে দর্পসহকারে পাণ্ডবগণের যে অবমাননা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই পাপের ফলভোগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে কর্ণ ও শকুনির মতানুসারে পাণ্ডবগণের বলবিক্রম চিন্তা না করিয়া যে যথেচ্ছাচার করিয়াছিলে, বাসুদেব সন্ধি প্রার্থনা করিলে তাঁহার যে অপমান করিয়াছিলে এবং হৃষ্টচিত্তে উলুক-দূতদ্বারা আমাদিগের নিকট যে সংগ্রামাভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই অপরাধে

আজি তোমাকে সবান্ধবে সংহার করিব; আর তুমি পূর্ব্বে অন্যান্য যেসকল অনিষ্ট করিয়াছ, তাহারও প্রতিবিধান করিব।”

“মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া শরাসন আকর্ষণ এবং মহাশনি ও প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য আজিহ্মগ [ঋজুগামী] ঘোরতর ষট্‌ত্রিংশৎ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন; পরে দুইশরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া, দুইশরে তাঁহার সারথিকে ও চারিশরে অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক অন্য শরদ্বয়ে তাঁহার ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নিশিতশরত্রয় নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজচ্ছেদন করিয়া তাঁহার সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের নানাররত্নভূষিত ধ্বজ ভীমশরে ছিন্ন হইয়া বারিদবিনিঃসৃত [মেঘ হইতে নির্গত] বিদ্যুতের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল; সমুদয় ভূপতিগণ সেই সূর্য্যসদৃশ প্রজ্বলিত, ছিন্ন, মণিময় নাগধ্বজ [গজচিহ্নিত ধ্বজ] অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কুরুরাজের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার উপর দশবাণ নিক্ষেপ করিলেন।

জয়দ্রথের দুর্য্যোধনসাহায্য

“তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবলপরাক্রান্ত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বহুসংখ্যক বীরসমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণিগ্রহণে [পার্শ্বরক্ষায়] প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাবীর কৃপাচার্য্য অমর্ষপরায়ণ অমিততেজাঃ দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ভীমসেনের ভীষণশরে সাতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া, রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর জয়দ্রথ ভীমসেনকে নিধন করিবার বাসনায় অনেক সহস্ররথদ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু এবং কৈকেয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল অভিমন্যু বজ্রসদৃশ সাক্ষাৎ কালতুল্য সন্নতপর্ব্ব বিচিত্র পাঁচ-পাঁচ বাণে প্রত্যেক ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার অভিমন্যুর শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘের মেরুগিরির উপর বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রণদুর্ম্মদ, শিক্ষিতাস্ত্র, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ধার্তরাষ্ট্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া, দেবাসুরযুদ্ধে বীজপাণি বাসব যেমন মহাসুরগণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবসেনাসমুদয়কে বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর বিকর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বসমুদয়কে নিপতিত করিয়া তাঁহার উপর শাণিত অকুণ্ঠিতাগ্র [অক্ষুণ্ণাগ্র—যাহার অগ্রভাগ ক্ষয় হয় নাই] অজিহ্মগতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। সেই কঙ্কপত্রযুক্ত সায়কনিচয় নিশ্বসন্ত [গর্জ্জমান—ক্রোধে দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ] ভুজঙ্গের ন্যায় বিকর্ণের দেহ ভেদাপূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন উহারা রক্তবমন করিতেছে।

বিকর্ণাদির সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ

“তখন বিকর্ণের অন্যান্য সহোদরগণ তাঁহাকে শরনির্ভিন্নগাত্র [বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ] দেখিয়া সত্বর অভিমন্যুপ্রভৃতি বীরগণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্ম্মুখ পাঁচবাণে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া একবাণে তাঁহার ধ্বজচ্ছেদন, সাতবাণে

সারথিকে নিধন ও ছয়বাণে সুবর্ণজালসমাচ্ছাদিত বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহারথ শ্রুতকর্ম্মা সেই হতাশ্বরথে অবস্থান করিয়া ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের উপর জ্বলিত মহোল্কার ন্যায় একশক্তি নিক্ষেপ করিলেন, শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বর্ম্মভেদ ও গাত্র বিদারণপূর্ব্বক ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সুতসোমও শ্রুতকীর্ত্তিকে বিরথ দেখিয়া সর্ব্বসৈন্যগণসমক্ষে তাঁহাকে স্বরথে আরোপিত করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়য দুষ্কর্ণের পতন

"মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি যশস্বী জয়ৎসেনকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। মহাবীর জয়ৎসেন শ্রুতকীর্ত্তির শরনিক্ষেপসময়ে তীক্ষ্ণক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তেজস্বী শতানীক স্বীয় সোদরকে শরাসনবিহীন দেখিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক দশবাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া মদ্যশ্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর পুনরায় এক সর্ব্ববরণভেদী সায়ক গ্রহণ করিয়া জয়ৎসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে নকুলতনয় শতানীক জয়ৎসেনকে দৃঢ় প্রহার করিলে দুষ্কর্ণ ক্রোধাভরে জয়ৎসেনের সমক্ষে নকুলনন্দনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শতানীক অন্য দৃঢ়শরাসন ও শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক থাক' বলিয়া দুষ্কর্ণকে তাঁহার ভ্রাতার সমক্ষে তর্জ্জন করিয়া প্রজ্বলিত পন্নগসদৃশ নিশিতসায়কসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর একবাণে জয়ৎসেনের ধনু ও দুইবাণে তাঁহার সারথিকে ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ ও তীক্ষ্ণ দ্বাদশশরে তাঁহার সমুদয় অশ্ব নিহত করিয়া ক্রোধভরে শাণিতভল্লদ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুষ্কর্ণ শতানীকের ভল্লে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ধরাতালে নিপতিত হইলেন।

শতানীকের সহিত দুর্ম্মুখাদির দারুণ যুদ্ধ

"হে মহারাজ! দুমুখ, দুর্জয়, দুর্ম্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ, আপনার এই মহারথ পাঁচপুত্র দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া শতানীককে সংহার করিবার বাসনায় শরনিকর নিক্ষেপ কবিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা সেই পঞ্চমহারথের প্রতি ধাবমান হইলেন; তদ্দর্শনে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র কবচ ও শরাসন ধারণ এবং বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হয়সমুদয়যোজিত, নানাবর্ণ ধ্বজপতাকায় শোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাগজসমূদয়ের মহাগজ আক্রমণের ন্যায় কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া সিংহের বনপ্রবেশের ন্যায় শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন [অধিক মৃত্যুসমন্বিত—অনেক লোক মরিলে যমরাজের প্রজাবৃদ্ধি হওয়ায় যমপুরী ভরিয়া যায়] সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন এবং রথে রথে ও গজে গজে দারুণ সংঘর্ষ হইয়া উঠিল। এমন সময় ভগবান ভাস্কর অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলেন। রথী ও অশ্বারোহীগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম ক্রোধান্বিত হইয়া সগ্নতপর্ব্ব শরনিকরে কেকয় ও পাঞ্চালসৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক স্বীয় সেনাগণের অবহার করিয়া

শিবিরে গমন করিলেন। এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে দেখিয়া তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন।”

৮১তম অধ্যায়
যুদ্ধভীত দুর্য্যোধনের ভীষ্মসহ গুপ্তমন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত পরস্পর কৃতাপরাধ বীরপুরুষেরা শোণিতলিপ্তকলেবরে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পর বিধানানুসারে সৎকার করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিলাষে পুনরায় কবচ ধারণ করিলেন। শোণিতসিক্তকলেবরে মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত চিন্তিত হইয়া বিশ্বস্তমনে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে পিতামহ! পাণ্ডবপক্ষীয় রথিসকল সত্বর আমাদিগের ধ্বজদণ্ডধারী ভয়ঙ্কর বিপুল বলসমুদয়কে বিদারিত, নিপীড়িত, নিহত এবং বিমোহিত করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। আমি বজ্রের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভেদ্য মকরব্যূহে প্রবেশ করিয়াও ভীমসেনকর্ত্তৃক যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর শরজালে তাড়িত এবং তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম; এজন্য শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না; কিন্তু কেবল আপনার অনুকম্পায় জয়লাভ ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিতেছি।”

“তখন মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে জাতক্রোধ [পূর্ব্ববৈরস্মরণে উদ্দীপ্তরোষ] বিবেচনা করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, “মহারাজ! আমি পরম যত্নসহকারে সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে বিজয় ও সুখ প্রদান করিবার অভিলাষ করি; তোমার কার্য্যসংসাধনার্থ কোন বিষয়েই অধ্যবসায়শূন্য হই না। যে সমস্ত মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ বীরপুরুষেরা রণস্থলে পাণ্ডবগণের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা গতক্লম হইয়া রোষাবিষ উদগার করিতেছেন; তুমি তাঁহাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত সমধিকবীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সহসা পরাজিত করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। অতএব আমি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে মহানুভব! পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণপণে তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন করিব। বিপক্ষের কথা দূরে থাকুক, তোমার নিমিত্ত দেব, দৈত্য ও লোকসমুদয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।’

“মহারাজ দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া সমস্ত সৈন্য ও মহীপালগণকে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে আদেশ করিলেন। তখন রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিসঙ্কুল নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী বলসমুদয় পরমকুতূহলে নির্গত হইল এবং রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ ও প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সৈন্যসকল অস্ত্রশস্ত্রবিৎ ভূপালগণসমভিব্যাহারে সুশোভিত হইতে লাগিল। বালার্কসঙ্কাশ [প্রভাতরৌদ্রের আভাষ লোহিত]; ধূলিজাল নিয়মানুসারে পরিচালিত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিসমূহদ্বারা উদ্ধৃত হইয়া সূর্য্যকিরণ সমাচ্ছন্ন করিল। যেমন নীরদমধ্যগত ও বায়ুপ্রেরিত বিদ্যুৎ নভোমণ্ডলে

শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ নানাবর্ণসম্পন্ন রথ, হস্তী ও পদাতিসকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া শোভাপ্রাপ্ত হইল। যেমন সত্যযুগে মন্থনকালে সমুদ্রের অতি গভীর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, মহীপালগণের শরাসন আকর্ষণসময়ে তদ্রূপ ঘোরতর ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুসৈন্যসংহারকারী, নানাবর্ণসম্পন্ন, অত্যুগ্রনিনাদসংযুক্ত সৈন্যগণ প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।"

৮২তম অধ্যায়

সপ্তম-দিবসীয় যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম চিন্তাপরায়ণ রাজা দুর্য্যোদনকে পুনরায় আহ্লাদজনক বাক্য কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন! আমার বোধ হইতেছে যে, আমি, দ্রোণ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৈন্ধবগণসহ সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ-অনুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় সৈন্যসসহিত মহারাজ বাহ্লীক, ত্রিগর্ত্তরাজ, দুর্জয়, মাগধ, কৌশল্য, বৃহদ্বল, চিত্রসেন ও বিবিংশতি—আমরা সকলেই তোমার নিমিত্ত জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে সমুদ্যত হইয়া অমরগণকেও পরাজয় করিতে পারি। অধিক কি, ধ্বজপাটমণ্ডিত [পতাকাযুক্ত ধ্বজশোভিত] সহস্র-সহস্র রথ, আরোহিসনাথ দেশজাত অশ্ব, মদমত্ত প্রভিন্নগণ্ড [মদস্রাবী—মদস্রাবের পূর্ব্বে গলার একদেশ সহসা ভগ্ন হয়।] গজেন্দ্র, নানাদেশসমূৎপন্ন বিবিধ আয়ুধধারী, মহাবলপরাক্রান্ত রথী, পদাতি ও অন্যান্য বহুসংখ্যক লোক, ইহারাও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া অমরগণকে জয় করিতে পারে। হে মহারাজ! তোমাকে হিতকর বাক্য বলা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইন্দ্রাদি দেবগণও বাসুদেবসহায় মহেন্দ্রসম-বিক্রম পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। তথাপি আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব; হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয় করিবে, না হয় আমি তাহাদিগকে পরাজিত করিব।" এই বলিয়া পিতামহ ভীষ্ম তাঁহাকে অতি তেজস্বিনী বিশল্যকরণী [বেদনানাশক] ওষধি প্রদান করিলেন; তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের শল্য আপনীত হইল।

কৌরবপক্ষে ব্যূহরচনা

'অনন্তর ব্যূহবিশারদ [ব্যূহরচনানিপুণ] ভীষ্ম বিমল প্রভাতকাল সমুপস্থিত হইলে অনেক সহস্র রথপরিবারিত [রথপরিবৃত], করি।-পদাতিসম্যাকুলযোদ্ধৃগণ পরিবৃত ঋষ্টি-তোমরধারি-পুরুষরক্ষিত, তুরগগণ-পরিপূর্ণ, অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন মণ্ডলীব্যূহ, রচনা করিলেন। প্রত্যেক হস্তীর প্রতি সাত-সাত রথী, প্রত্যেক রথের প্রতি সাত-সাত অশ্ব, প্রত্যেক রথের প্রতি দশ-দশ ধনুর্দ্ধারী, প্রত্যেক ধনুর্দ্ধারীর প্রতি সাত-সাত পদাতি নিযুক্ত হইল। বীরবর ভীষ্ম এইরূপে মহাব্যূহরচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশসহস্র অশ্ব, দশসহস্র হস্তী, দশসহস্র রথ ও চিত্রসেনপ্রভৃতি বীরগণ বর্ম্ম ধারণ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; ভীষ্মও তাঁহাদিগের রক্ষাবিধানার্থ নিযুক্ত রহিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভূপালগণ বর্ম্ম ধারণ করিলে রাজা দুর্য্যোধন বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ করিয়া দেবলোকস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের

ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা তুমুলধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রথের বিপুল ঘর্ঘর-রব ও অনবরত বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। পরে শত্রুগণের একান্ত দুরধিগম্য, নিতান্ত দুর্ভেদ্য, মণ্ডলাকার ভীষ্মবিরচিত ধার্তরাষ্ট্রগণের মহাব্যূহ পরামশোভাসম্পন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পাণ্ডবপক্ষীয় ব্যূহরচনা

"মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই পরম দারুণ মণ্ডলব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রব্যূহ রচনা করিলেন। তখন রথী ও নিষাদিসকল [গজারোহী সৈন্য] স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় বীর সকল নানাপ্রকার অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সমরাভিলাষী ও ব্যূহভেদার্থী হইয়া নির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য মৎস্যের প্রতি, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর প্রতি, রাজা দুর্য্যোধন দ্রুপদের প্রতি, নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যের প্রতি, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। আর অন্যান্য সমস্ত ভূপাল অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যত্নসহকারে হার্দ্দিক্যকে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মত্তমাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাবেগে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন

সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরবপরাজয়

"অনন্তর রাক্ষস অলম্বুষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্য যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল। ভূরিশ্রবা যত্নবান হইয়া ধৃষ্টকেতুর সহিত, ধর্ম্মানন্দন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সহিত এবং চেকিতান কৃপের সাহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশিষ্ট বীর সকল যত্নসহকারে ভীমসেনের প্রতি গমন করিলে সহস্র-সহস্র ভূপাল শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘহস্তে অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর অর্র্জুন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরাভিলাষী অসংখ্য মহাবীর; ঐ দেখ, ত্রিগর্ত্তরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যাহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছে, আজি তাহাদিগকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব।" এই বলিয়া বীরবর অর্জ্জুন শরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক ভূপালগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেমন বর্ষাকালে জলধারাদ্বারা তাড়াগাদি পরিপূর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সমস্ত ভূপালগণ শরবৃষ্টিদ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরাচ্ছন্ন দেখিয়া সাতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

"অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐন্দ্র-অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিতে লাগিলাম। তিনি অস্ত্রজালদ্বারা শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সহস্র ভূপাল, হস্তী ও অন্যান্য লোকদিগকে দুই-তিনশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, সকলেই তাঁহার শরজালে ভিন্নকলেবর হইয়া ভীষ্মসন্নিধানে গমন করিল। তিনি তাহাদিগকে অগাধ বিপদসাগরে নিমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর

পাণ্ডবেরা আপনার বলমধ্যে নিপতিত হইলে তাহারা অনিলক্ষুভিত [বায়ুচালিত] মহার্ণবের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া উঠিল।”

৮৩তম অধ্যায়

ভীষ্মের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! সংগ্রামপ্রবৃত্ত সুশর্ম্মা বিনিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা ছিন্নভিন্ন হইলে সাগরসদৃশ সৈন্যসমুদয় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভীষ্ম অবিলম্বে অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিবার উপক্রম করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ভূপালগণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সৈন্যসমক্ষে মহাবলপরাক্রান্ত সুশর্ম্মাকে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, “হে মহাভাগ! পিতামহ ভীষ্ম জীবিতনিরপেক্ষ ও পার্থের সহিত সংগ্রামপ্রার্থী হইয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; এক্ষণে আপনারা যত্নবান হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন।” তখন ভূপালদিগের সৈন্যগণ ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া মহাবীর ভীষ্মের নিকট সমুপস্থিত হইল।

“পিতামহ ভীষ্ম রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার সহিত সমাগত হইলেন। সৈন্যগণ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত বানরকেতুসম্পন্ন পরম সুশোভিত রথে ধনঞ্জয়কে মেঘের ন্যায় ঘর্ঘরশব্দে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং বাসুদেবকে মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ন্যায় প্রগ্রহ[কশা-চাবুক]হস্তে রণস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইল। পাণ্ডবেরাও সেই শ্বেতাশ্বশোভিত, শ্বেতকার্ম্মুকধারী, নভোমণ্ডলে সমুদিত শ্বেতগ্রহের [শ্বেতবর্ণগ্রহ-শুক্রাদি] ন্যায় ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে ত্রিগর্তের পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য মহারথগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়াছিলেন।

দ্রোণ বিরাটযুদ্ধ-বিরাটপুত্র শঙ্খসংহার

“দ্রোণাচার্য্য একশরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কামুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। বিরাট সেই ছিন্ন কর্ম্মক পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সুদৃঢ় ভারসহ [আকর্ষণসহিষ্ণু-পূর্ণরূপে আকর্ষণেও যাহা ভাঙিয়া যায় না] অন্য এক শরাসন ও প্রজ্বলিতমুখ ভুজঙ্গের ন্যায় শরনিকরগ্রহণপূর্ব্বক তিনশরে দ্রোণাচার্য্যকে, চারিশরে তাঁহার অশ্বগণকে, একশরে তাঁহার ধ্বজ ও পাঁচশরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া একবাণে তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আটবাণে বিরাটের অশ্বগণকে ও তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিলেন। বিরাট অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ ও শঙ্খের রথে আরূঢ় হইয়া পিতাপুত্রে অনবরত শর বর্ষণদ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শঙ্খের প্রতি আশীবিষসদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলে তাঁহার হৃদয় ভেদ ও রুধির পান করিয়া শোণিতসিক্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। শঙ্খ দ্রোণ-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে রথ

হইতে পিতার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন বিরাট আপনার পুত্র শঙ্খকে বিনষ্ট দেখিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তসদৃশ দ্রোণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীতমনে পলায়ন করিলেন।

অশ্বত্থামার সহিত শিখণ্ডীর যুদ্ধ

"অনন্তর দ্রোণাচার্য্য শত-শত ও সহস্র-সহস্র পাণ্ডবসৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডী অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রগামী তিনবাণে তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। দ্রোণপুত্র ললাটদেশস্থিত তিনশরে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গত্রয়বিভূষিত কাঞ্চনময় সুমেরুর ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ ও বেগগামী তুরঙ্গসকল লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধনিমেষমধ্যে শরজালদ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। শিখণ্ডী রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিশিত অসি ও বিমল চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রোষপূরিতমানে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহাকে প্রহার করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন উহা অতি অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর প্রতি বহুসহস্র শর প্রয়োগ করিলে মহাবলপরাক্রান্ত শিখণ্ডী সুতীক্ষ্ণ-অসিদ্বারা সেই নিদারুণ শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বত্থামা শরদ্বারা তাঁহার সুনির্ম্মল, মনোরম, শতচন্দ্র-সুশোভিত চর্ম্ম ও অসি ছেদন করিয়া বারংবার তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী বিষোদগরী জ্বলন্ত পন্নগের ন্যায় সেই খণ্ডিত খড়্গ অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলে অশ্বত্থামা পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রলয়কালীন অনলপ্রভাসদৃশ দীপ্তিসম্পন্ন সেই খড়্গ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী িনিশিতশরজালে তাাড়িত হইয়া আবিলম্বে মহাত্মা সাত্যকির রথে আরূঢ় হইলেন।

সাত্যকি অলম্বুষযুদ্ধে কৌরবসৈন্যপলায়ন

"সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রূরস্বভাব অলম্বুষকে ঘোরতর শরনিকরদ্ধারা সমাচ্ছন্ন করিলে রাক্ষসরাজ অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সাত্যকির কার্ম্মুকছেদন করিয়া তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসী মায়াবিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করিলাম; তিনি নিশিতশরপ্রহারে বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন হইতে লব্ধ ঐন্দ্রাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া অপনীত করিয়া, যেমন বর্ষাকালে ধারাধর [মেঘ] বারিধারাদ্দারা পর্ব্বতকে অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ সাত্যকি শরনিকরে অলঙ্গুষকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অলম্বুষ শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে ধাবমান [পলায়নপর] হইল। সাত্যকি ইন্দ্রের অজেয় সেই রাক্ষসেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া প্রতিপক্ষদিগের সমক্ষে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কৌরববীরগণের প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলে তাঁহারাও নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুর্য্যোধনযুদ্ধ-কৌরবপরাজয়

"ইত্যবসরে মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারাজ দুর্য্যোধনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কোনরূপেই ব্যথিত বা ভীত না হইয়া অতি সত্বর নবতিশরে

ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া দুর্য্যোধনের কার্ম্মুকচ্ছেদন ও চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া শাণিত সাতশরে সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ উদ্যত করিয়া পাদচারে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। এমন সময় রাজহিতৈষী শকুনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর যেমন নিবিড় জলধর দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মা মহারথ ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন ক্রোধভরে হাস্য করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কৃতবর্ম্মা কিছুতেই বিচলিত না হইয়া ভীমের প্রতি নিশিতশরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন তাহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া সুপরিচ্ছন্ন ধ্বজ ও সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বহুবিধ শরদ্বারা তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইলে কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার শ্যালক বৃষভের রথে আরোহণ করিলেন। ভীমসেনও ক্রোধাবেশে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

৮৪তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের সখেদ সমরপ্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে আমার পক্ষীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের বহুবিধ বিচিত্র দ্বৈরথযুদ্ধ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তুমি আমার পক্ষীয়দিগকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিতেছ না; কেবল পাণ্ডবদিগকেই প্রতিনিয়ত হৃষ্ট ও অপরাজিত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ। যাহা হউক, এক্ষণে পরাজিত, হীনতেজঃ ও বিমনায়মান আত্মজগণের বিষয় কীর্ত্তন কর। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, এ সকল অদৃষ্টের কর্ম্ম।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ অদ্ভুত পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু যেমন সুরনদী ভাগীরথীর সুস্বাদু সলিল মহাসাগর সংসর্গে লবণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের পৌরুষ পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে। আপনি সেই সমস্ত দুষ্করকর্ম্ম যত্নশীল বীরগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার ও আপনার পুত্রগণের অপরাধেই যমরাজ্যবিবর্দ্ধন ও এই বসুন্ধরার ঘোরতর ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। যখন আপনার অপরাধে ইহা উৎপন্ন হইতেছে, তখন এ বিষয়ে শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এই সংগ্রামে ভূপালগণ কোনক্রমেই প্রাণ রক্ষা করিতে পরিবেন না। তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মদিগের সলোকতা[সালোক্য-সমানলোক]লাভে লোলুপ হইয়া প্রতিনিয়ত সৈন্যসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বাহ্ণে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আপনি একমনা হইয়া সেই দেবাসুরসদৃশ সংগ্রামের বিষয় শ্রবণ করুন।

পাণ্ডবসৈন্যকর্ত্তৃক কৌরবসৈন্যনিধন

"যুদ্ধদুর্ম্মদ অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইরাবান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই দেবরূপী

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই শক্রবিনাশে উদ্যত ও প্রতীকারনিরত, তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না। অনন্তর ইরাবান চারিশরে অনুবিন্দের চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া সুতীক্ষ্ণভল্লদ্বারা তাহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন; তখন উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনুবিন্দ স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিন্দের রথে আরোহণ করিয়া সুদৃঢ় ভারসহ এক শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে সমবেত হইয়া ইরাবানের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত কাঞ্চনভূষিত মহাবেগশালী শরনিকর আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। তখন ইরাবান রোষাবিষ্ট হইয়া বিন্দ ও অনুবিন্দের প্রতি শরবৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে অশ্বসকল রথ লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে ইরাবান বিন্দ ও অনুবিন্দকে পরাজয় করিয়া আপনার পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যেমন বিষপান করিয়া নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া থাকে, কৌরবসেনাসকল অস্ত্রশস্ত্রপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তাদৃশ অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঘটোৎকচ ভগদত্ত যুদ্ধ—ঘটোৎকচের পলায়ন

"অনন্তর হিড়িম্বাতনয় ধ্বজপাটমণ্ডিত আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া নৃপতি ভগদত্তের প্রতিগমন করিলেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে নাগরাজোপরি অবস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নাগরাজোপরি অবস্থান করিতেছিলেন। সমাগত দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ উভয়ের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না। যেমন সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া দানবদিগকে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগদত্ত পাণ্ডবসেনাগণকে চারিদিকে বিদ্রাবিত করিলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে কাহারও আশ্রয় লাভ করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল ভীমতনয় ঘটোৎকচকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিলাম। কৌরবসেনাসকল পাণ্ডবসৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগদত্তকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে বোধ হইল যেন, জলধারায় সুমেরুগিরিকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে। ভূপতি ভগদত্ত সেই সমস্ত শরনিকর অপসারিত করিয়া অবিলম্বে ঘটোৎকচের মর্ম্মস্থলে প্রহার করিলেন। ঘটোৎকচ ভিদ্যমান আচলের ন্যায় শরতাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে ঘটোৎকচ নিশিতশরদ্বারা তদ্দণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অশনিসঙ্কাশ সপ্ততিশরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভগদত্ত তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেও তিনি সেই রথে অবস্থান করিয়া তাহার হস্তীর প্রতি মহাবেগে হেমদণ্ডমণ্ডিত ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন।

প্রাগজ্যোতিষেশ্বর তৎক্ষণাৎ উহা তিন খণ্ড করিয়া ভূতলে নিপতিত করিলেন। যেমন দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঘটোৎকচ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর কুঞ্জরাধিষ্ঠিত ভূপতি ভগদত্ত যমরাজ ও বিরুণের অজেয়, প্রখ্যাত মহাবলপরাক্রান্ত, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে এইরূপে পরাজয় করিয়া পাণ্ডবসেনা সংহার করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, অরণ্যাহস্তী পদ্মিনীকে বিমর্দ্দিত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

নকুলসহদেবসহ শল্যযুদ্ধ—শল্যপরাজয়

"অনন্তর মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় যমজ নকুলসহদেবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে শরজালসমাচ্ছন্ন করিলেন। মেঘ যেমন দিবাকরকে আবরণ করে, তদ্রূপ সহদেব মাতুল শল্যকে সমুপস্থিত দেখিয়া শরসমূহে তাঁহাকে আবৃত করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদেরও জননী মাদ্রীর সম্পর্কনিবন্ধন মাতুলের প্রতি অতুল প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। শল্য সহাস্যমুখে চারিশরে নকুলের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলে নকুল সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে অধিরূঢ় হইলেন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া ক্রোধাভরে সুদৃঢ়শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শল্যের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মদ্ররাজ অচলের ন্যায় কিছুতেই বিচলিত না হইয়া অবলীলাক্রমে বাণসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর সহদেব রোষকলুষিতমনে শল্যকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে ধাবমান হইয়া মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ন ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে নিপতিত ও বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মদ্ররাজ শল্যের রথ প্রতিনিবৃত্ত অবলোকন করিয়া বিমনায়মান হইয়া তাঁহার বিনাশ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এদিকে নকুল ও সহদেব মদ্ররাজকে পরাজয় করিয়া প্রফুল্লাননে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দৈত্যসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইঁহারাও কৌরব সেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।"

৮৫তম অধ্যায়
শ্রুতায়ু যুধিষ্ঠির যুদ্ধ-শ্রুতায়ুর পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর দিবাকর নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে লক্ষ্য করিয়া অশ্বসকল চালনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। শ্রুতায়ু ঐ সমস্ত শর নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি সাতবাণ প্রয়োগ করিলে শরীসকল রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ অনুসন্ধান করিতেছে। রাজা শ্রুতায়ুর শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ অস্ত্রে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কেতু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে শ্রুতায়ু নিশিতসপ্তসায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। যেমন যুগান্তকালীন হুতাশন লোকসকলকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং সমস্ত জগৎ আকুল হইয়া উঠিল। তখন সকলেই মনে করিলেন, অদ্য রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিবেন। তাহাতে সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ লোকদিগের শান্তিলাভার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ রোষকষায়িতলোচনে বারংবার সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরবসেনাসকল এককালে জীবিতাশা পরিত্যাগ করিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যসহকারে ক্রোধসংবরণপূর্ব্বক শ্রুতায়ুর মুষ্টিদেশে কামুক ছেদন ও সকল সৈন্যসমক্ষে নারাচদ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া সত্বর তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের পুরুষকার অবলোকন করিয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ শ্রুতায়ুকে পরাজিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সত্বর পরাঙ্মুখ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় কৌরবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

চেকিতান-কৃপাচার্য্যযুদ্ধ

"অনন্তর বৃষ্ণিবংশীয় চেকিতান সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে কৃপাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৃপাচার্য্য সেই সমস্ত শরনিকর নিবারণ করিয়া সমরপ্রিয় চেকিতানকে সায়কসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; পরে এক ভল্লাস্ত্রে তাহার কার্ম্মুক ছেদন ও অন্য ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে ভূতলে নিপতিত করিয়া অশ্বসকল ও দুইটি পার্ষ্ণি-সারথিকে [সারথির পার্শ্বরক্ষককে] বিনাশ করিলে চেকিতান সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বীরঘাতিনী গদা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ ও সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য ভূতলে অবস্থান করিয়া যোড়শ শর নিক্ষেপ করিলে উহা চেকিতানের দেহ ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। যেমন পুরন্দর বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ চেকিতান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার

নিমিত্ত পুনর্ব্বার গদা নিক্ষেপ করিলে কৃপাচার্য্য সেই পাষাণগর্ভ [প্রস্তরতুল্য সারবান-কঠিন] বিপুল মহাগদা বহুসহস্রশরে নিবারণ করিলেন। অনন্তর চেকিতান লঘুহস্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া কৃপের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও কামুক পরিত্যাগপূর্ব্বক সুসংস্কৃত [সুশাণিত] অসি গ্রহণ করিয়া চেকিতানের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে সুতীক্ষ্ণ অসিদ্ধারা পরস্পর আঘাত করিলেন। তাঁহারা ব্যায়ামে পরিশ্রান্ত, নিস্ত্রিংশবেগে অভিহিত ও মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া ভূতধাত্রী [প্রাণীদিগের আশ্রয়স্থল] ধরিত্রীতে নিপতিত হইলেন। এই অবসরে চেকিতানের প্রিয়সুহৃৎ, করকর্ষ মহাবেগে ধাবমান আরোহণ করাইলেন। এদিকে শকুনিও কৃপাচার্য্যকে সত্বর রথে আরোপিত করিলেন।

"অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নবতিসায়কে সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। যেমন মার্ত্তণ্ডমণ্ডল মধ্যাহ্নকালে রশ্মিজলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ সৌমদত্তি শরনিকরে অলঙ্কৃত হইয়া সায়কসমূহে ধৃষ্টকেতুর রথ, সারথি ও অশ্বকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকেও সমাচ্ছন্ন করিলেন। ধৃষ্টকেতু রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শতানীকের রথে আরূঢ় হইলেন। সুবর্ণকবচে অলঙ্কৃত রথী চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিলে যেমন বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অভিমন্যু, তাঁহাদিগকে রথচ্যুত করিলেন, কেবল ভীমের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণনাশ করিলেন না।

ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

"ইত্যবসরে দেবগণেরও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্ম দুর্য্যোধনপ্রভৃতি বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একমাত্র বালক অভিমন্যুকে লক্ষ করিয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, "হে বাসুদেব! যে স্থানে ঐ বহুসংখ্যক রথ রহিয়াছে, সেই দিকে শীঘ্র অশ্ব চালনা কর। ঐ দেখ, যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণ আমাদের সেনাসকল বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" তখন বাসুদেব, শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ ঘর্ঘরশব্দে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরবদিগের প্রতি গমন করিতেছেন দেখিয়া কৌরব সৈন্যগণ অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মরক্ষক [ভীষ্মের পৃষ্ঠপোষক] ক্ষিতিপালগণসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সুশর্ম্মাকে কহিলেন, "হে সুশর্ম্মন! তুমি আমার পূর্ব্ববৈরী এবং যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছ দেখিতেছি; কিন্তু আজি তোমাকে দুর্নীতির অতি দারুণ ফল প্রাপ্ত হইতে হইবে; আমি এক্ষণেই তোমাকে মৃত পিতামহদিগকে দর্শন করাইব।"

সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। পরে যেমন ঘনমণ্ডলী দিবাকরকে পরিবৃত করে, তদ্রূপ সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনপ্রভৃতি বহুসংখ্যক ভূপালগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টনপূর্ব্বক চারিদিক হইতে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের শোণিতময় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

৮৬তম অধ্যায়
সুশর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষক বীরগণের বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণে বাণে মহারথগণের কামুক ছেদন করিলেন এবং তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়া এককালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, বর্ম্মসকল ছিন্নভিন্ন ও মস্তকসকল ছেদিত হইল; তাঁহারা শোণিতলিপ্তকলেবরে এককালে ভূতলশায়ী হইলেন। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তাঁহাদিগকে গতাসু দেখিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের পৃষ্ঠরক্ষক দ্বাত্রিংশৎ মহাবীর অর্জ্জুনসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তৈলমার্জিত [তৈলদ্বারা বিদুরিত মল-চকচকে] ষষ্টিশরে পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বিনাশ করিলেন। তিনি এইরূপে ষষ্টিসংখ্যক রথীদিগকে পরাজয় করিয়া ভূপালগণের বলসমুদয় বিনাশ করিয়া ভীষ্মবধার্থ প্রীতমনে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্তরাজ স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে নিহত দর্শন করিয়া অন্যান্য ভূপালগণকে পুরষ্কৃত করিয়া অর্জ্জুনবধার্থ ধাবমান হইলেন। তখন শিখণ্ডীপ্রভৃতি বীর সকল অর্জ্জুনকে সত্বর গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার রথ রক্ষা করিবার নিমিত্ত শাণিত শস্ত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মার সহিত ভূপালগণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া গাণ্ডীবমুক্ত নিশিতসায়কদ্বারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি নৃপতিগণকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বিদারণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শল্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত ও দারুণ শরসমূহে বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত হইলেন না।

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শিখণ্ডীর উত্তেজনা

"অনন্তর সত্যসন্ধ জয়দ্রথ তথায় আগমন করিয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক সহসা পাণ্ডবগণের কামুক ছেদন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনলসঙ্কাশ শরনিকরে তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন দেবগণ সমবেত অসুরগণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবেরা কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেনের বিচিত্র সায়কে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মশরে শিখণ্ডীর কামুক খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাভরে কহিলেন, "হে বীর! তুমি তোমার পিতার অগ্রে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, বিমল সূর্য্যসঙ্কাশ শরনিকরে মহাব্রত ভীষ্মকে সংহার করিব; তুমি কি নিমিত্ত আপনার প্রতিজ্ঞা সফল করিতেছ না? এক্ষণে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন এবং ধর্ম্ম, কুল ও

যশ রক্ষা কর। দেখ, যেমন কৃতান্ত ক্ষণকালমধ্যে জগৎ সন্তপ্ত করে, তদ্রূপ ভীষ্ম সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহে আমার সৈন্যগণকে নিরন্তর পরিতপ্ত করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ছিন্নধনু, সমরপরাঙ্মুখ ও ভীষ্মের নিকট পরাজিত হইয়া সহোদর ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিবে? ইহা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য বোধহয়, তুমি অনন্তবীর্য্য ভীষ্ম এবং ছিন্নভিন্ন পলায়নপর সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার মুখমণ্ডলের প্রফুল্লতা নাই। তুমি আজি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত ও পৃথিবীতে প্রখ্যাত হইয়া কি নিমিত্ত ভীষ্ম হইতে ভয়প্রাপ্ত হইতেছ?”

শিখণ্ডী-ভীমসেনসমরে কৌরবপলায়ন

“তখন শিখণ্ডী পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরের অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া তিরস্কারবোধে ভীষ্মবধে যত্নবান হইলেন। মহাবীর শল্য তাঁহাকে ভীষ্মবিনাশার্থ ধাবমান দেখিয়া অনিবার্য্য-অস্ত্রে নিবারণ করিলেন। দেবরাজসদৃশ প্রভাবশালী শিখণ্ডী সেই যুগান্তানলকল্প [প্রলয়বহ্নিতুল্য] শল্যাপ্রেরিত অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিমোহিত হইলেন না, প্রত্যুত শরনিকরে তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত পুনরায় এক বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পার্থিবগণ ও দেবলোকস্থিত দেবতাসকল অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রনিবারণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধ্বজ ও কামুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে ভয়ে একান্ত অভিভূত দেখিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ এবং গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর জয়দ্রথ গদাধারী ভীমকে মহাবেগে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ভীষণ যমদণ্ডসদৃশ শাণিত পঞ্চশতশরে তাঁহার চারিপার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর সেইসকল শরজাল লক্ষ্য না করিয়াই রোষকষায়িতলোচনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অশ্বগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুররাজসদৃশ রাজকুমার চিত্রসেন ভীমসেনকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র উদ্যত করিয়া তথায় আগমন করিলেন; ভীমও সহসা সিংহনাদ পরিত্যাগ ও গদা প্রদর্শনপূর্ব্বক তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণ সেই যমদণ্ডকল্প ভীষণ গদা উদ্যত অবলোকন করিয়া চিত্রসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গদাপাতপরিহার [গদা হইতে গাত্ররক্ষা] বাসনায় পলায়ন করিলেন। চিত্রসেন সেই গদাপাতের পূর্ব্বেই বিমল অসি ও চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আচলশিখর [পর্ব্বতচূড়া] হইতে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমতল ভূতলে গমন করিলেন; দুর্য্যোধনপ্রভৃতি সকলেই চিত্রসেনের সেই বিচিত্র ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। ভীমনিমুক্ত গদা চিত্রসেনের রথ, অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।”

৮৭তম অধ্যায়

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরসমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিকর্ণ ভগ্নরথ মনস্বী চিত্রসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। তুমুল সঙ্কুল সংগ্রামে শান্তনুতনয় ভীষ্ম সত্বর যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলে বহুলনাগাশ্বরথসমবেত [বহু অশ্বগজরথযুক্ত] সৃঞ্জয়গণ তদর্শনে কম্পিত হইয়া উঠল এবং মনে মনে স্থির করিল। যে, 'ধর্ম্মরাজ কৃতান্তের মুখে নিপতিত হইয়াছেন।' এদিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির মাদ্রীনন্দনদ্বয়সমভিব্যাহারে মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুতনয়ের অভিমুখীন হইলেন এবং মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ শরনিকরদ্ধারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই যুধিষ্ঠির প্রমুক্ত সহস্র-সহস্র শর অনায়াসে সহ্য করিয়া অসংখ্য শরসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শরনিকর আকাশমণ্ডলে পক্ষিকুলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুতনয় নিমেষমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য করিলেন [বাণে বাণে ঢাকিয়া ফেলিলেন]।

"তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধাভরে ভীষ্মের প্রতি আশীবিষসদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহারথ শান্তনুতনয় সেই যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত কালসদৃশ নারাচ অর্দ্ধপথে ছেদনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের কাঞ্চনভূষণবিভূষিত অশ্বসমুদয় নিহত করিলেন। ধর্ম্মনন্দন সেই হতাশ্বরথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর মহাত্মা নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অরাতিকুলনিপাতন শান্তনুতনয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মাদ্রীনন্দনদ্বয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে ভীষ্মের শরে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া তাঁহাকে নিধন করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন; পরে স্বীয় সুহৃৎ ভূপতিগণকে শান্তনুতনয়ের নিধনার্থ আদেশ করিলেন।

ভীষ্মের বিরুদ্ধে বহু ভূপতির অভিযান

"ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র রথসমুদয় লইয়া ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় এইরূপে সেই ভূপতিগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে শরাসন সঞ্চালনপূর্ব্বক সেই মহারথগণকে নিপাতিত করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ অরণ্যে মৃগকুলমধ্যস্থ [হরিণদলমধ্যস্থিত] মৃগরাজশিশুর [সিংহশাবক] ন্যায় তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং মৃগযূথ যেমন মৃগপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম সমরে শূরগণকে তর্জ্জিত [বীরদর্পে দুর্ব্বল] ও সায়কদ্বারা সংত্রাসিত করিতেছেন দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। ক্ষত্রিয়গণ কক্ষদহনাভিলাষী পবনসহায় হুতাশনের গতির ন্যায় শান্তনুতনয়ের গতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। যেমন সুনিপুণ ব্যক্তি তালতরু হইতে পরিপকক্ক ফলসমুদয় পাতিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম রথিগণের মস্তক নিপাতিত করিলেন। বীরগণের মস্তক ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তরপতনশব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

"হে মহারাজ! সেই দারুণ সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিলে সমুদয় সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইল, সেনাগণের পরস্পর মিলনে ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইলে ক্ষত্রিয়গণ এক-এক জন এক-এক জনকে আহ্বানপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দ্রুপদতনয় শিখণ্ডী

ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া ‘থাক্ থাক্’ বলিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবীর শান্তনুতনয় শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব চিন্তা করিয়া তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সৃঞ্জয়গণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভগবান ভাস্কর পশ্চিমদিক অবলম্বন করিলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

“মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি অসংখ্য শক্তি, তোমর ও সায়কদ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও বীরজনোচিত বুদ্ধিপ্রভাবে সমর পরিত্যাগ না করিয়া উৎসাহসহকারে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইল।

কৌরব-পাণ্ডব পরস্পর যুদ্ধ-কৌরবপলায়ন

“অনন্তর তাহারা মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে একান্ত আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। তখন অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সেই সৈন্যগণের চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখীন হইলেন এবং অবিলম্বে অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন মহাবীর পাঞ্চালরাজতনয় অবিলম্বে সেই অশ্বশূন্যরথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাত্মা সাত্যকির রথে সমারূঢ় হইলেন। ধর্ম্মানন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধাভরে মহতী সেনাসমভিব্যাহারে বিন্দ ও অনুবিন্দের সমীপে গমন করিলেন। তদর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধন সসৈন্যে বিন্দ ও অনুবিন্দের রক্ষার্থে তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

“এদিকে মহাবীর ধনঞ্জয় দানবদলনসমুদ্যত পুরন্দরের ন্যায় ক্রোধাভরে ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু দ্রোণাচার্য্যও ক্রোধান্বিতচিত্তে অনলের তুলারাশি-দহনের ন্যায় পাঞ্চলগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

“মরীচিমালী ভগবান ভাস্কর ক্রমে ক্রমে লোহিতবর্ণ হইয়া অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন কৌরবসৈন্যগণকে সত্বর হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ তদনুসারে সংগ্রামস্থলে অসাধারণ বলবিক্রম প্রকাশ্যপূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অতি ভীষণ তরঙ্গসমাকুল রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; অশিব শিবাকুল [অমঙ্গলসূচক শৃগালদল] ভৈরব রব করিয়া উহার তীরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস, পিশাচপ্রভৃতি বিবিধ অসংখ্য পিশতাশন [মাংসাশী] ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে ভূতসমূহসমাকুল সেই সমর অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

“অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সুশর্ম্মাপ্রভৃতি সসৈন্য ভূপতিগণকে এবং ভীমসেন দুর্য্যোধনপ্রভৃতি রথিগণকে পরাজয় করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। কুরুকুলচূড়ামণি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া এবং সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া স্কন্ধাবারে [শিবিরে] গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা দুর্য্যোধন শান্তনুতনয় এবং দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য ও কৃতবর্ম্মা সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ নিশাকালে প্রথমে একত্র মিলিত হইয়া পরে স্ব স্ব শিবিরে প্রতি গমনপূর্ব্বক পরস্পর যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শন, শূরগণের

রক্ষা, যথাবিধি গুল্ম[সৈন্যগণের ঘাঁটি বা থানা]সংস্থাপন, গাত্রের শল্য অপনয়ন ও বিভিন্ন জলে স্নান করিয়া গীতবিদ্যাদিদ্বারা আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণের শিবির স্বর্গসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। বীরপুরুষগণ কেহ যুদ্ধবিষয়ক কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। যোদ্ধৃগণ এইরূপে ক্ষণকাল আমোদপ্রমোদ করিয়া নিদ্রিত এবং হস্তী ও অশ্বসকল প্রসুপ্ত হইলে সেই সমরশ্রান্ত উভয় সৈন্য অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।"

৮৮তম অধ্যায়

অষ্টম-দিবসীয় যুদ্ধ-কৌরবব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় বীরপুরুষগণ নিদ্রাসুখ অনুভব ও রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রাকালে সাগরধ্বনিসদৃশ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও মহাবলরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য একত্র মিলিত হইয়া ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ শান্তনুতনয় সাগরসদৃশ মহাব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বয়ং মালব, আবন্ত্য ও দাক্ষিণাত্যগণসমভিব্যাহারে সর্ব্বসৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গমন করিলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ ও ক্ষুদ্রক মালবগণসমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ প্রবল ভগদত্ত মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচগণসমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল মেনক, ত্রৈপুর ও চিচ্ছিলগণসমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রৈগর্ত্ত বহুতর কাম্বোজ ও যবনসমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করিয়া; তৎপশ্চাৎ মহারাজ দুর্য্যোধন সর্ব্বসৈন্য ও সোদরগণে পরিবৃত হইয়া এবং তৎপশ্চাৎ কৃপ গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সাগরসদৃশ মহাব্যূহ গমন করিতে আরম্ভ করিলে, তন্মধ্যে সমুদয় পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, বিচিত্র অঙ্গদ ও মহার্হ শরাসন শোভা পাইতে লাগিল।

পাণ্ডবব্যূহরচনা

"হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই কৌরবপক্ষীয় মহাব্যূহ অবলোকন করিয়া সত্বর স্বীয় পৃতনাপতি [সেনাপতি], ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, "হে মহাধনুর্দ্ধর! ঐ দেখ, কৌরবেরা সাগরসদৃশ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; অতএব তুমিও অচিরাৎ প্রতিব্যূহ প্রস্তুত কর।" পাঞ্চালতনয় যুধিষ্ঠিরের নির্দ্দেশানুসারে পরব্যূহবিনাশন মহান শৃঙ্গাটক[চতুষ্পথাকার-চারিটি পথসমন্বিত]-ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের শৃঙ্গদ্বারে অনেক সহস্র রথ, অশ্ব ও পদাতিসমবেত মহারথ ভীম ও সাত্যকি, নাভিদেশে শ্বেতাশ্ব বানরকেতু ধনঞ্জয় এবং মধ্যস্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন; ব্যূহশাস্ত্রবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর অন্যান্য ভূপতিগণ সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সেই ব্যূহ পরিপূরিত করিলেন। ব্যূহের পশ্চাদভাগে মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদীতনয়গণ ও হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণ এইরূপে মহাব্যূহ, রচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া

রহিলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল ভেরীশব্দ, শঙ্খনিঃস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোটন [বীরদর্পসহকারে স্বশরীরে করতলাঘাতে শব্দকরণ] ও উৎক্রোশ [উচ্চ চীৎকার] হইতে লাগিল।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের পরস্পর সংঘর্ষ

"তখন মহাবীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি অনিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে মনে মনে যুদ্ধকল্পনা করিয়া পশ্চাৎ পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ব্যাদিতবদন [মুখ হাঁ করা] অতি ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ নিশিত নারাচ নিকর, ঘনঘটাবিনিঃসৃত [মেঘগর্জ্জন হইতে নির্গত] দেদীপ্যমান বিদ্যুৎসদৃশ তৈলধৌত সুশাণিত শক্তিসমুদয় ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ বিমল পট[বস্ত্রনির্ম্মিত আবেষ্টন]সমাচ্ছাদিত স্বর্ণভূষিত গদাসকল চতুর্দ্দিক হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল নভোমণ্ডলসন্নিভ নিস্ত্রিংশসমুদয় ও ঋষভচর্ম্মবিনিন্দিত [বৃষচর্ম্ম হইতেও শক্ত] শতচন্দ্র, শোভিত চর্ম্ম[ঢাল]সকল ইতস্ততঃ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেবাসুর সৈন্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রথি ভূপতিগণ যুগদ্বারা বিপক্ষ রথিগণের যুগ আক্রমণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধ্যমান দন্তিগণের দন্তসংঘর্ষসঞ্জাত সধূম হুতাশন চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন গজারোহী প্রাসদ্বারা অভিহিত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃক্ষনিচয়ের ন্যায় শোভিত হইল। বিচিত্ররূপধারী পদাতিগণ নখর [নখের মত তীক্ষ্ণশর] ও প্রাসদ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া নানাবিধ শরে পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

"তখন মহাবীর শান্তনুতনয় রথঘোষে [রথশব্দে] রণস্থল প্রতিধ্বনিত ও শরাসনশব্দে পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণও ভীষণ ধ্বনি করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। পরে উভয়পক্ষীয় নর, অশ্ব ও হস্তিসমুদয় পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।"

৮৯তম অধ্যায়

ভীম-ভীষ্মযুদ্ধ-ধৃতরাষ্ট্রতনয় সুনাভবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! প্রতাপশালী ভাস্করসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, মহাবীর শান্তনুতনয় সমরে সমাগত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণকাল পরে পাণ্ডবসৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীষ্মের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া সংগ্রামে ধাবমান হইল। তখন সমরশ্লাঘী শান্তনুনন্দন অসংখ্য সায়ক বর্ষণ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন। রণোৎসাহী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্মের শরে দৃঢ়তর সমাহত হইয়াও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় তাঁহাদের কাহার হস্ত ও কাহার মস্তকচ্ছেদন এবং রথিগণের রথ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মের

ভীষণ শরপ্রভাবে সমরক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে অশ্ব হইতে নিপতিত অশ্বারোহিগণের মস্তক ও আরোহিশূন্য, ভূতলে শয়ন, পর্ব্বতোপম গজসমুদয় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

"হে মহারাজ। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষে রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ব্যতীত, আর কেহই সমরে বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ মহাবীর ভীষ্মকে আক্রমণপূর্ব্বক তাড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভীষ্ম ও ভীমসেনের সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সোন্দরগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলে অশ্বগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ভীষ্মের রথ লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ঐ অবসরে সুতীক্ষ্ণক্ষুরপ্রদ্বারা সুনাভের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। হে রাজন! এইরূপে আপনার পুত্র সুনাভ নিহত হইলে মহাবীর আদিত্যকেতু, বহ্বশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ-আপনার এই সাতপুত্র সোদর বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া বিচিত্র কবচ ও আয়ুধসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর মহোদর বজ্রসদৃশ নয়বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সাত, পণ্ডিত তিন ও মহারথ অপরাজিত অসংখ্য সায়কদ্বারা ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অপরাজিতপ্রমুখ সপ্তপুত্রবধ

"মহাবীর বৃকোদর সমরে শত্রুগণের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্তদ্বারা শরাসন নিপীড়ন করিয়া অনাতপর্ব্ব শরপ্রহারে অপরাজিতের মস্তকচ্ছেদন করিলেন; পরে ভল্লদ্বারা সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে মহারথ কুণ্ডধারকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক রণপণ্ডিত পণ্ডিতের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ সায়ক কালপ্রেরিত ভুজঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতকে বিনষ্ট করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতনক্লেশ স্মরণপূর্ব্বক তিনশরে বিশালাক্ষের মস্তকচ্ছেদন করিয়া মহোদরের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর ভীমের ভীতপ্রহারে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে মহাবীর ভীমসেন তীক্ষ্ণবাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ও নিশিতভল্লপ্রহারে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শরদ্বারা বহ্বশীকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন! সেই মহাবীর সমুদয় বিনষ্ট হইলে আপনার অন্যান্য তনয়গণ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞ সত্য বোধ করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে কহিলেন, "হে সৈন্যগণ! এই দুরাত্মা ভীমকে তোমরা সত্বর সংহার কর।"

দীনতাপন্ন দুর্য্যোধনপ্রতি ভীষ্মের তিরস্কার

"হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ এইরূপে সৌন্দরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমসেনের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন! সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সত্য হইল। আপনি লোভ, মোহ ও পুত্রপ্রীতিনিবন্ধন পূর্ব্বে

বিদুরের হিতবাক্য বুঝিতে পারেন নাই। মহাবাহু বৃকোদর মহাশয়ের পুত্রগণকে বিনষ্ট করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

"মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধে কাতর হইয়া ভীষ্মের সমীপে গমনপূর্ব্বক বাষ্পগদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! ভীমসেন সংগ্রামে আমার ভ্রাতাদিগকে সংহার করিয়াছে। আমরা বহু যত্নসহকারে সংগ্রাম করিতেছি, তথাপি আমাদের সৈন্যগণ নিহত হইতেছে। আপনি উদাসীন হইয়া সতত আমাদিগের উপেক্ষা করিতেছেন। আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি।"

"মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! আমি, দ্রোণ, বিদুর ও যশস্বিনী গান্ধারী, আমরা পূর্ব্বে তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলাম, তুমি তৎকালে আমাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সমর পরিত্যাগ করিব না; দ্রোণাচার্য্যও রণে ক্ষান্ত হইবেন না; কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, মহাবীর ভীমসেন সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে দেখিবে, তাহাকে তাহাকে অবশ্যই সংহার করিবে। অতএব তুমি স্থির হইয়া দৃঢ়বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ কর। পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুঃসাধ্য।' "

৯০তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সখেদোক্তি-সঞ্জয়ের কটাক্ষ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ আমার এইসকল পুত্রকে একমাত্র ভীমসেনের হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? আমারই পুত্রগণ প্রতিদিন পরাজিত ও বিনষ্ট হইতেছে, এক্ষণে বোধহয়, দৈব তাহাদের প্রতিকূল হইয়াছে। দেখ, আমার পুত্রেরা সকলেই পরাজিত হইতেছে, কোন প্রকারেই তাহাদের জয় হইতেছে না; বিশেষতঃ যখন তাহারা মহাবীর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মহাবীরগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও বিনষ্ট হইতেছে, তখন দূরদৃষ্ট ভিন্ন আর অন্য কারণ কিছুই নাই। পূর্ব্বে আমি, ভীষ্ম, বিদুর ও গান্ধারী—আমরা সকলেই হিতবাসনাপরবশ হইয়া মূঢ়মতি দুর্য্যোধনকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে অজ্ঞানতাপ্রভাবে তখন কিছুই অবধারণ করে নাই। এক্ষণে তাহারই ফলভোগ করিতেছে; ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া প্রতিদিনই আমার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া থাকে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বিদুর আপনাকে কহিয়াছিলেন, আপনি পুত্রগণকে দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবারণ করুন; পাণ্ডবগণের কদাচ অপকার করিবেন না; কিন্তু তৎকালে আপনি সেই হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। যেমন মনুষ্য হিতজনক ঔষধে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও প্রিয়কারী বন্ধুবান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে সেইসমস্ত হিতজনক বাক্য আপনার পক্ষে ঘটিতেছে। কৌরবগণ বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের বাক্য শ্রবণ না করিয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে যেরূপে যুদ্ধ হইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন।

সঙ্কুলযুদ্ধে উভয়পক্ষীয় বহুসৈন্যসংহার

"মধ্যাহ্নকালে লোকক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সৈন্যগণ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ভীষ্মবিনাশার্থ ক্রোধভরে ধাবমান হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সৈন্যগণসমভিব্যাহারে; বিরাট ও দ্রুপদ সোমকদিগের সহিত এবং কুন্তিভোজ, ধৃষ্টকেতু ও কৈকেয়গণ ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুন, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পার্থিবদিগের প্রতি এবং অভিমন্যু, হৈড়ম্ব ও ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরবদিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন; এইরূপে পাণ্ডবেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কৌরবগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবেরাও তাঁহাদিগকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ দ্রোণ রোষপরবশ হইয়া সৃঞ্জয়দিগের সহিত সোমাকদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। কৌরবেরা 'মার মার' বলিয়া সৃঞ্জয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের মধ্যে সাতিশয় কোলাহল সমুপস্থিত হইল। অনন্তর দ্রোণশরনিহত বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ব্যাধিনিপীড়িত ব্যক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ বিচেষ্টমান দৃষ্ট হইল। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল ।

"এদিকে মহাবলপরাক্রান্ত ভীম দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া কৌরবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর নিহত সৈন্যগণের রুধিরবাহিনী ভীষণদর্শনা নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণের যমরাজ্যবিবর্দ্ধন সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে গজসৈন্য আক্রমণ করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের নারাচদ্বারা অভিহিত করিনিকর ভূতলে নিপতিত, বিষণ্ন ও চারিদিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ছিন্নশুণ্ড ও ছিন্নকলেবর হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ধরাতালে শয়ন করিল। মহাবীর নকুল এবং সহদেবও করিসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কাঞ্চনশিরোভূষণসম্পন্ন কাঞ্চন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শতসহস্র মাতঙ্গ নিহত করিতে লাগিলেন। কতকগুলির জিহ্বা ছিন্ন হইয়াছে; কতকগুলির নিশ্বাস অতিকষ্টে নির্গত হইতেছে; কতকগুলি এককালে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কতকগুলি আর্ত্তনাদ করিতেছে। সমরভূমি এইরূপে নানা রূপধারী করিনিকরে ও অর্জ্জুনশরে নিহত ভূপালগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরামশোভা ধারণ করিল। বসন্তকালীন কুসুমের ন্যায় ভগ্নরথ, ভিন্ন ধ্বজদণ্ড, ছিন্ন চামর, মহাপ্রভা ছত্র, খণ্ড খণ্ড আয়ুধ, হার, নিষ্ক, কেয়ুর কুণ্ডলাকৃত মুণ্ড, স্বলিত উষ্ণীষ, পতাকা, অনুকর্ষ [রথচক্রের উপরিস্থিত কাঠ] ও রশ্মিসহকৃত যোক্ত্র[জোয়াল]দ্বারা সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় শোভমান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য বীরপুরুষেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণেরও এইরূপ ক্ষয় হইতে লাগিল।"

৯১তম অধ্যায়

অর্জ্জুনতনয় ইরাবানের সমরাভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন! এইরূপ ভয়ঙ্কর বীরক্ষয়কর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য বায়ুবেগগামী বহুসংখ্যক কাম্বোজদেশীয়, দেশজ, নদীজ, আরট্টজ [অরট্টদেশীয়], মহীজ, সিন্ধুজ, বনায়ুজ [বনায়ু দেশজ] ও তিত্তিরজ [তিত্তির দেশজাত], গিরিজ অশ্বদ্বারা পাণ্ডবসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুনাত্মজ শ্রীমান ইরাবান সুবর্ণালীঙ্কৃত বর্ম্মাচ্ছন্ন, প্রণালীক্রমে অবস্থাপিত, বেগগামী তুরঙ্গ মগণের সহিত হৃষ্টমনে হার্দ্দিক্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

‘ইনি পার্থের ঔরসে নাগরাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নাগরাজ ঐরাবত পক্ষিরাজ বৈনতেয়কর্ত্তৃক জামাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে অর্জ্জুনকে সন্তানবিহীনা দীনমনা স্বীয়কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনও কামবশবর্ত্তিনী সেই কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনতনয় ইরাবান পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্য অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি জননীকর্ত্তৃক নাগলোকেই পরিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ সুরলোকে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রূপবান গুণসম্পন্ন সত্যপরাক্রম ইরাবান অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, ‘হে তাত! আমি আপনার পুত্র; আমার নাম ইরাবান।’ এই বলিয়া তিনি পার্থের সহিত তাঁহার জননীর যেরূপে সমাগম হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন অর্জ্জুন পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আপনার অনুরূপ গুণসম্পন্ন পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং প্রসন্নমনে তাহাকে আদেশ করিলেন, “বৎস! তুমি সংগ্রামকালে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবে।” ইরাবান ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্বের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

গজগবাক্ষাদি শকুনিভ্রাতৃগণবধ

“অনন্তর তাঁহার অশ্বসকল মহাসাগরে হংসের ন্যায় সহসা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌরবদিগের মহাবেগসম্পন্ন অশ্বগণকে আক্রমণ করিল এবং পরস্পর অতিবেগে বক্ষদ্বারা বক্ষে ও নাসিকাদ্বারা নাসিকায় আঘাত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। যেমন বিহঙ্গরাজ গরুড়ের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হয়, তদ্রূপ উহাদিগের পতনসময়ে অতি দারুণ শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল। পরে অশ্বারোহিগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তখন এইরূপ তুমুল সঙ্কুলযুদ্ধ উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষীয় অশ্বসকল সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বীরগণ অশ্ব বিনষ্ট ও সায়কসকল নিঃশেষিত হইলে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে অশ্বসৈন্যসকল বিনষ্ট ও অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান, আর্জব ও শুক, শকুনির এই ছয়টি অনুজ বায়ুবেগগামী বয়স্থ সৎস্বভাব অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই মহৎবল হইতে নির্গত হইলেন। তখন শকুনি ও অন্যান্য মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই সমস্ত ভীষণাকার সমরনিপুণ গান্ধারগণ স্বর্গ বা জয়াভিলাষী হইয়া হৃষ্টমনে সৈন্যগণসমভিব্যাহারে নিতান্ত দুর্জয় ইরাবানের সৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ

করিলেন। ইরাবান তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট দেখিয়া স্বীয় যোদ্ধৃগণকে কহিলেন, "হে যোদ্ধৃগণ! এইসকল ধার্তরাষ্ট্রদিগের বীরপুরুষেরা যেরূপে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায়বিধান কর।" তখন তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই সমস্ত নিতান্ত দুর্জয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অনন্তর সুবলাত্মজগণ স্বীয় সৈন্যদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পরস্পর ত্বরা প্রদর্শনপূর্ব্বক রণস্থল একান্ত ব্যাকুল ও দ্রুতগমনে ইরাবানকে বেষ্টন করিয়া প্রাসপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইরাবান প্রাসবিদ্ধ হইয়া তোদানদণ্ডাহত [করিকুম্ভভেদী অঙ্কুশাকার বেদনাদায়ক লৌহযন্ত্র] মাতঙ্গের ন্যায় নিরন্তর নিপতিত রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন; বহুসংখ্যক বীরগণকর্ত্তৃক বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও উভয়পার্শ্বে সাতিশয় আহত হইয়াও ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিতশরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও বিমোহিত করিলেন এবং আপনার শরীর হইতে প্রাসসমুদয় উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলনন্দনদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বর নিশিত আসি নিষ্কাসিত ও চর্ম্মগ্রহণ করিয়া পাদচারে ধাবমান হইলেন। সৌবলেরা পূর্ব্ববৎ বললাভ করিয়া ক্রোধাভরে ইরাবানের প্রতি গমন করিলেন। বলদৃপ্ত মহাবীর ইরাবানও খড়্গদ্বারা পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইলেন। অশ্বারূঢ় সুবলনন্দনগণ মহাবেগে সঞ্চরণ করিয়াও লাঘবচারী [দ্রুত বিচরণশীল] ইরাবানকে আহত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহাকে অনেকবার লক্ষ্য করিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক গ্রহণ [বন্দী] করিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহারা সন্নিহিত হইলে ইরাবান অসিপ্রহারে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন বহুবিধ ভূষণে বিভূষিত আয়ুধধারী করনিকর [ছিন্নহস্তসকল] অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল এবং সৌবলেরাও অবিলম্বে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। কেবল শকুনি বারংবার পরিরক্ষিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর বীরবিনাশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

কৌরবপক্ষীয় আর্য্যশৃঙ্গসহ ইরাবানের যুদ্ধ

"অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন রোষপরবশ হইয়া বকবধনিবন্ধন ভীমসেনের সহিত জাতবৈর ঘোররূপ মায়াবী রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে বীর! দেখ অর্জ্জুনের আত্মজ মহাবলপরাক্রান্ত মায়াবী ইরাবান আমার বলক্ষয় রূপ ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। তুমিও কামচারী ও মায়াস্ত্রবিশারদ, ভীমসেনের সহিত তোমার শত্রুভাব বদ্ধমূল রহিয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে ইহার সংহার করা।" তখন আর্য্যশৃঙ্গ যে আজ্ঞা' বলিয়া সমরনিপুণ প্রহরণধারী সৈন্যগণ ও অবশিষ্ট দুই সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া ইরাবানকে বিনাশ করিবার অভিলাষে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিল। ইরাবানও রোষপরবশ হইয়া রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। রাক্ষস তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর মায়াপ্রকাশের উপক্রম করিতে লাগিল এবং শূলপট্টিশধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসে অধিষ্ঠিত [রাক্ষস অশ্বারোহিসহ]দুই সহস্র মায়াময় অশ্ব সৃষ্টি করিল। সেই মায়াসৈন্য রোষাবিষ্ট ও শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া অচিরে পরস্পর বিনষ্ট হইল। তখন আর্য্যশৃঙ্গ ও ইরাবান উভয়ে রণস্থলে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আর্য্যশৃঙ্গকর্ত্তৃক ইরাবানবধ

"অনন্তর ইরাবান যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসকে ধাবমান দেখিয়া রোষকষায়িতলোচনে নিবারণ করিলেন এবং তাহাকে সন্নিহিত নিরীক্ষণ করিয়া খড়্গদ্বারা তাহার কার্ম্মুকচ্ছেদ ও শরসকল পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস মায়াবলে ইরাবানকে বিমোহিত করিয়া মহাবেগে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। কামরূপী ইরাবানও অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া মায়াপ্রভাবে রাক্ষসকে বিমুগ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদিগের মায়া স্বাভাবিক এবং বয়ঃক্রম ও রূপ স্বেচ্ছাধীন। এই কারণে ছিন্নভিন্নাঙ্গ আর্য্যশৃঙ্গ পুনরায় যৌবনসম্পন্ন হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহাবীর ইরাবান রোষপরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ পরশুদ্বারা তাহাকে বারংবার ছেদন করিতে লাগিলেন। আর্য্যশৃঙ্গ ছিদ্যমান [ছিন্ন] বৃক্ষের ন্যায় ঘোরতর শব্দ ও পরশুক্ষত [কুঠারদ্বারা আহত] হইয়া অনবরত রুধিরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; পরে শত্রুর বৃদ্ধি নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতিশয় বেগপ্রদর্শন ও ভয়ঙ্কর আকার স্বীকার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ইরাবানকে ধারণ করিবার উপক্রম করিল। ইরাবানও রোষাভিভূত সমরানুরাগী রাক্ষসকে মায়াপরিগ্রহ করিতে দেখিয়া রোষভরে মায়া সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিলে, তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তখন বহুসংখ্যক নাগে পরিবৃত হইয়া বেগবান অনন্তের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর বহুবিধ নাগে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষস কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সৌপর্ণ[গরুড়]রূপ পরিগ্রহ করিয়া পন্নগদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইরাবান মোহাবিষ্ট হইলেন। রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ অসিদ্বারা তাঁহার কুণ্ডলযুগলালঙ্কৃত, কিরীট-পরিশোভিত, পদ্মেন্দু সুন্দর [কমল ও চন্দ্রতুল্য] বদনমণ্ডল ভূতলে নিপতিত করিল। তখন ধার্তরাষ্ট্র ও ভূপালগণ একান্ত হৃষ্টি ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

কৌরবপরাক্রমে পাণ্ডবগণের ভয়সঞ্চার

"অনন্তর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গেল। এই সঙ্কুলযুদ্ধে গজ, অশ্ব ও পদাতিগণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গজগণ অশ্ব, হস্তী ও পদাতিসকলকে, পদাতিসকল রথ, অশ্ব ও হস্তীদিগকে এবং রথিগণ পদাতি, রথ ও অশ্বদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন আত্মজের বিনাশসংবাদ অবগত না হইয়াই ভীষ্মরক্ষক [ভীষ্মের পৃষ্ঠপোষক] ক্ষিতিপালগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ পরস্পর বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া সমরানলে জীবনকে আহুতিপ্রদান করিলেন। ছিন্নবাহু, ছিন্নখড়্গ, ছিন্নকামুক ও মুক্তকেশ রথিসকল পরস্পর সমবেত হইয়া মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডবসেনা বিকম্পিত করিয়া মর্ম্মভেদী শরনিকরে মহারথগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের বহুসংখ্যক মনুষ্য, রথী, হস্তী ও গজারোহী বিনষ্ট হইল। মহাবীর ভীষ্ম, ভীমসেন, দ্রুপদ ও সাত্বতের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল।

"দ্রোণের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের অন্তঃকরণ ভয়বিহ্বল হইল এবং তাঁহারা দ্রোণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ!

দ্রোণাচার্য্য মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্যক বীরগণে পরিবৃত না হইয়াও একাকীই সসৈন্যে আমাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন।” হে মহারাজ! এইরূপে অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধাভরে রাক্ষসাবিষ্ট ও ভূতাবিষ্টের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই দৈত্যসমরসঙ্কাশ [দৈত্যসমরসদৃশ] বীরক্ষয়কর সংগ্রামে প্রাণরক্ষা করিতে কাহাকেও নিরীক্ষণ করিলাম না।”

৯২তম অধ্যায়
দুর্য্যোধন ঘটোৎকচযুদ্ধ-কৌরবহতাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সংগ্রামে ইরাবানকে নিহত দেখিয়া কি করিলেন?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! ভীমসেনাতনয় ঘটোৎকচ ইরাবানকে রণে নিহত দেখিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমতনয়ের ভীষণনাদে পর্ব্বতসনাথ সকাননা মেদিনী, অন্তরীক্ষ ও সমুদয় দিগবিদিক বিচলিত হইতে লাগিল; সৈন্যগণের ঊরুস্তম্ভ [ভীতিবশতঃ ঊরুর গতিশক্তিরোধ], স্বেদ ও বেপথু হইল এবং বীরগণ দীনচিত্ত সিংহভীত গজের ন্যায় ভীত হইয়া সঙ্কুচিত ও কুণ্ডলিত [জড়সড় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া একত্র অবস্থিত] হইতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ এইরূপে নির্ঘাতসদৃশ মহানাদ করিয়া ভীষণরূপধারণপূর্ব্বক জ্বলিত শূল সমুদ্যত করিয়া নানা প্রহরণধারী রাক্ষসসমূহে পরিবৃত হইয়া কালান্তক-যমের ন্যায় ক্রোধান্বিতচিত্তে আগমন করিতে লাগিলেন। সেই ভীমদর্শন ভীমতনয়কে ক্রুদ্ধচিত্তে সমাগত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় সেনারা ভীত ও সমরে বিমুখপ্রায় হইয়া উঠিল।

“তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সশরশরাসনগ্রহণপূর্ব্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি মদস্রাবী পর্ব্বতসদৃশ দশসহস্র কুঞ্জারসমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে গজসৈন্য পরিবৃত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রাক্ষসগণ ও দুর্য্যোধনসৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। শস্ত্রপাণি নিশাচরগণ সেই মেঘবৃন্দসদৃশ গজসৈন্য সন্দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ করিয়া ধাবমান হইয়া শর, শক্তি, নারাচ, ভিন্দিপাল, শূল, মুদগর ও পরশুদ্বারা গজযোধিগণকে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষসমুদয়দ্বারা মহাগজদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থলে নিশাচরগণকর্ত্তৃক নিহন্যমান [নিহত], ভিন্নকুম্ভ [বিদীর্ণ ব্রহ্মরন্ধ্র—ভগ্ন তালুদেশ], ভিন্নগাত্র, রক্তাক্তকলেবর অসংখ্য মাতঙ্গ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

পাণ্ডবপক্ষীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব বধ

“এইরূপে সেই গজযোধিগণ ভগ্ন হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধাভরে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন; ঐ মহাবীর নিশিত

চারিবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাবেগগামী বিদ্যুজ্জিহ্বনামক রাক্ষসকে সংহার করিয়া পুনরায় রাক্ষসসৈন্যমধ্যে শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

"মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের সেই মহৎ কার্য্য সন্দর্শনে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া বজ্রসদৃশ শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই ভীমপ্রতাপ ভীমতনয়কে কালোৎসৃষ্ট [কাল প্রেরিত] অন্তকের ন্যায় ধাবমান দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্ব্বক ক্রোধসংরক্তলোচনে কহিতে লাগিলেন, "হে নৃশংস দুর্য্যোধন! তুমি দূতক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া বহুদিন আমার মাতা ও পিতা এবং তাঁহার ভ্রাতাদিগকে প্রবাসিত [রাজ্যভ্রষ্ট-রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনপ্রবাসী] করিয়াছিলে, আমি তোমায় নিধন করিয়া তাঁহাদের নিকট আনৃণ্য [ঋণমুক্তি] লাভ করিব। তুমি যে পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজয় ও একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রুপদতনায়াকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছ, তোমার প্রিয়চিকীর্ষায় দুরাত্মা সিন্ধুরাজ যে পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া দ্রৌপদীকে বনমধ্যে ক্লেশিত করিয়াছিল, আজি সেই সমুদয় অপমানের পরিশোধ করিব, তুমি রণস্থল পরিত্যাগ করিও না।" মহাবীর হিড়িম্বানন্দন এই বলিয়া মহাশরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্কণী লেহন করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় দুর্য্যোধনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।"

৯৩তম অধ্যায়

ঘটোৎকচের সহিত দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই ঘটোৎকচনিক্ষিপ্ত, দানবগণেরও দুঃসহ শরজাল অনায়াসে সহ্য করিয়া ক্রোধকম্পিত্যকলেবর সাপের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরে সুতীক্ষ্ণ পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ক্রুদ্ধ আশীবিষগণ গন্ধমাদনপর্ব্বতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধননিক্ষিপ্ত নারাচনিচয় ঘটোৎকচের উপর নিপতিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের নারাচে দৃঢ়বিদ্ধ হইয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় রক্তমোক্ষণ করিয়া ক্রোধাভরে দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে প্রজ্বলিত উল্কাসদৃশ, মহাশনির ন্যায়, পর্ব্বতবিদারণক্ষম মহাশক্তি সমুদ্যত করিলেন।

"মহাবীর বঙ্গাধিপতি সেই মহাশক্তি সমুদ্যত দেখিয়া সত্বর শীঘ্রগামী পর্ব্বতসদৃশ কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক ঘটোৎকচের অভিমুখে দুর্য্যোধনের রথপথে উপস্থিত হইয়া, রথ আবরণ করিলেন। মহাবল ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমুদ্যতশক্তি বঙ্গাধিপতির গজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। করিবর ঘটোৎকচের শক্তিপ্রহারে আহত ও রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। বঙ্গাধিপতি সত্বর গজ হইতে ধরণীতলে অবতরণ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই মহাবারণকে নিপতিত ও কৌরব সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও স্বীয় অসাধারণ অভিমানিতা স্মরণ করিয়া সেই পলায়নযোগ্য সময়েও পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিয়া এক কালাগ্নিসদৃশ সুশাণিত শর শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক ঘটোৎকচের উপর

নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই ইন্দ্রের অশনিসদৃশ শর সমাগত দেখিয়া স্বীয় লাঘবপ্রভাবে অনায়াসে উহা অতিক্রম করিলেন এবং পুনরায় ক্রোধসংরক্তলোচনে সমুদয় সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া যুগান্তকালীন জলধরের ন্যায় গভীরস্বনে ঘোর নিনাদ করিতে লাগিলেন।

"শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই ভীমপরাক্রম ভীমতনয়ের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে দ্রোণের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে আচার্য্য! আজি ঘোরতর রাক্ষসসিংহনাদ শ্রুত হইতেছে; বোধহয়, মহাবীর ঘটোৎকচ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে; মহাবলপরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে পরাজয় করা কোন প্রাণীরই সাধ্য নহে; মহারাজ দুর্য্যোধন মহাবল রাক্ষসকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন; অতএব সত্বর গমন করিয়া নিশাচরহস্ত হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

দ্রোণপ্রমুখ মহারথগণের দুর্য্যোধনসাহায্য

"তখন মহাবীর দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অবন্তিরাজ, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি তাঁহাদের অনুযায়ী বহুসহস্র রথসমভিব্যাহারে ভীষ্মের বাক্যশ্রবণে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। সেই মহারথগণসংরক্ষিত অপরিভবনীয় মহাসৈন্য তাঁহাকে নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, রাক্ষসসত্তম ঘটোৎকচ মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; প্রত্যুত শূল, মুদগর প্রভৃতি নানাপ্রহরণধারী জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া বিপুল শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

"অনন্তর দুর্য্যোধনসৈন্যগণের সহিত রাক্ষসদিগের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে বীরগণের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার দহ্যমান বংশধ্বনির ন্যায় ও বর্ম্মে নিপতিত শরসমুদয়ের শব্দ ভিদ্যমান পর্ব্বতধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। বীরগণবিসৃষ্ট আকাশগামী তোমারসমুদয় ভুজঙ্গকুলের ন্যায় বোধ হইল। রাক্ষসেন্দ্র মহাবাহু ঘটোৎকচ ক্রোধাভরে ভীষণ ধ্বনি করিয়া মহাশরাসন বিস্ফোরণপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রবাণে দ্রোণের কার্ম্মুক ও সুনিশিত ভল্লে সোমদত্তের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। পরে বাহ্লীকের বক্ষঃস্থলে তিনবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃপকে একবাণে ও চিত্রসেনকে তিনবাণে বিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিকর্ণের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। মহাবীর বিকর্ণ ঘটোৎকচের শরাঘাতে রুধিরক্তকলেবর হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন।

"অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ ক্রোধাভরে ভূরিশ্রবার উপর পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলে সেই নিক্ষিপ্ত নারাচসকল ভূরিশ্রবার বর্ম্মভেদপূর্ব্বক ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাত্মা বৃকোদরতনয় বিবিংশতির ও অশ্বত্থামার সারথিকে বাণবিদ্ধ করিলেন, সারথিদ্বয় শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইল। পরে মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সিন্ধুরাজের সুবর্ণবিভূষিত বরাহধ্বজ ও অপর বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ক্রোধসংরক্তনয়নে নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক অবন্তিরাজের চারি অশ্ব সংহার ও আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনে সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান করিয়া রাজপুত্র বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল বৃহদ্বল ঘটোৎকচের বাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তখন

রথস্থ রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্বাতনয় ক্রোধকম্পিতকলেবরে আশবিষিসমৃশ নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যের কলেবর ভেদ করিলেন।”

৯৪তম অধ্যায়
ভীমপ্রমুখ বীরগণের ঘটোৎকচসাহায্য

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ এইরূপে কৌরবসৈন্যকে সমরে বিমুখ করিয়া দুর্য্যোধনকে নিধন করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই দুর্জয় হিড়িম্বাতনয়কে মহাবেগে দুর্য্যোধনাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তালপ্রমাণ শরাসনসমুদয় আকর্ষণ ও সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক শরৎকালে মেঘবৃন্দের পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমতনয় সৈন্যগণের শরনিকরে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ব্যথিত হইয়া গরুড়ের ন্যায় ঝটিতি আকাশমার্গে সমুত্থিত হইলেন এবং শরৎকালীন জীমুতের ন্যায় দিগ্বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করেলন।

“মহারাজ যুধিষ্ঠির হিড়িম্বানন্দনের চীৎকার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে বৃকোদর! ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই ঐ বীর মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অতিভারে আক্রান্ত হইয়াছে; এদিকে পিতামহ ভীষ্ম ক্রোধাভরে পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে গমন করিয়াছেন। হে ভীম! এক্ষণে এই কার্য্যদ্বয় সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণের রক্ষার্থ অরতিকুলের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, তুমি সত্বর গমন করিয়া সংশয়াপন্ন হিড়িম্বাতনয়কে রক্ষা কর।”

“মহাবীর বৃকোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সিংহনাদে সমুদয় ভূপতিগণকে বিত্রাসিত করিয়া পার্ব্বণ[পূর্ণিমা-অমাবস্যাকালীন]-সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রণদুর্ম্মদ সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণীমান, বসুদান, কাশীরাজের পুত্র বিভু, দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, বিক্রমশালী ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্ম ও অনুপাধিপতি নীল ষট্‌সহস্র মাতঙ্গ ও অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে ভীমসেনের অনুসরণক্রমে ঘটোৎকচের সমীপে গমন করিয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথনেমিনির্ঘোষ ও বীরগণের সিংহনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। কৌরবসৈন্যগণ সেই সমাগত পাণ্ডবসৈন্যের কোলাহল শ্রবণে এবং ভীমসেনের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণমুখ হইয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইল।

“অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ ভীরুজনভয়াবহ [স্বাভাবিক ভীতজনের ভয়জনক] সমরে মহারথীগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়পক্ষীয় অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতিগণ পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময়ে রথনেমি এবং পদাতি, গজ ও অশ্বসমুদয়ের পদের সংঘর্ষণে ধূমসদৃশ ধূলিপটল সমুত্থিত হইল। কে আত্মীয়, কে পর, কিছুই বোধগম্য হইল না; পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতাকে অবগত হইতে পারিলেন না। মনুষ্য ও অস্ত্রসমুদয়ের ভীষণ গর্জ্জন প্রেতশব্দের ন্যায় বোধ

হইতে লাগিল। অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের শোণিতে নদী প্রবাহিত হইল; মৃত মনুষ্যগণের কেশকলাপ উহার শৈবাল ও শাদ্বলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; মনুষ্যগণের মস্তকসমুদয় দেহ হইতে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তরপতনশব্দের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইল, ফলত তৎকালে বসুন্ধরা কেবল মস্তকবিহীন নরকলেবর, ছিন্নগাত্র মাতঙ্গ ও ভিন্নদেহ অশ্বসমুদয়ে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল।

কৌরব সৈন্যগণের পশ্চাৎ অপসরণ

"অশ্বগণ অশ্বারোহীকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিপক্ষপক্ষীয় হয়ের সহিত মিলিত হইল এবং পরিশেষে উভয়েই পরস্পরের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। নরগণ পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক ক্রোধসংরক্তলোচনে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। মহামাত্রপ্রেরিত মাতঙ্গগণ, বিপক্ষপক্ষীয় পতাকাসুশোভিত মাতঙ্গ সমূহের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগের উপর দন্তাঘাত করিতে লাগিল। আহত মাতঙ্গগণ রুধিরচর্চিত হইয়া সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন বারণ বিপক্ষপক্ষীয় বারণের দন্তাগ্রে ভিন্নগাত্র ও তোমরঘাতে ভিন্নকুম্ভ হইয়া মেঘের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। কোন কোন ছিন্ন শুণ্ড ও ভিন্নদেহ, গজ ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন বিদারিতাপার্শ্ব [বিদীর্ণ পার্শ্বযুগল] মত্তমাতঙ্গ ধাতুস্রাবী ধরাধারের [পর্ব্বতের] ন্যায় রুধিরমোক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন হস্তী নারাচাহত ও কোন কোন হস্তী তোমরবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গ যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ধাবমান হইল। কোন কোন মন্দান্ধ মাতঙ্গ ক্রোধভরে রথ, অশ্ব, ও পদাতিগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। অশ্বগণ বিপক্ষপক্ষীয় অশ্বারোহীদিগের প্রাস ও তোমরনিচয়ে তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়নপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক ব্যাকুলিত করিল। মহাকুলপ্রসূত রথিগণ জীবিতবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করিয়া ভয়বিহীনের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। যেমন রাজগণ স্বয়ংবরে পরস্পর প্রহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমররসপারায়ণ বীরগণ স্বর্গ বা যশোলাভ প্রত্যাশায় পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে কৌরবসৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সমরবিমুখ হইল।"

৯৫তম অধ্যায়

স্বস্ব সৈন্যের উৎসাহার্থ উভয়পক্ষের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশনিসমপ্রভ কামুক গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে লোমভূষিত সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ সন্ধানপূর্ব্বক ভীমের কার্ম্মকচ্ছেদন করিয়া পর্ব্বতবিদারণ [পর্ব্বতবিদারণে সমর্থ] অতি তীক্ষ্ণশরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর গাঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সৃক্কণী লেহন করিয়া হেমচিত্রিত বিচিত্রধ্বজ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচ ভীমকে

নিতান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

"অনন্তর অভিমন্যুপ্রভৃতি মহারথগণ সত্বর চীৎকার করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ তাঁহাদিগকে ক্রোধাভরে আগমন করিতে দেখিয়া মহারথগণকে কহিলেন, "হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর; ইনি বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংশয়াদশা [জীবনমরণাবস্থা] প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীসকল নানাবিধ শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বিত্রাসিত ও প্রচণ্ড সিংহনাদ করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি আগমন করিতেছে।" তখন কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ধাবমান হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন।

"অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবেরা বিংশতিপদ গমনপূর্ব্বক পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কার্ম্মুক আস্ফালনপূর্ব্বক ষড়বিংশতিশরে ভীমকে প্রহার করিয়া, বার্ষাকালীন বলাহকের জলধারাদ্বারা পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরনিকরে পুনরায় তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সত্বর দশশরে তাঁহার বামপার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ দ্রোণ ভীমশরে সাতিশয় বিদ্ধ ও হতচেতন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই কালান্তক সমোপম উভয় বীরকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া, সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কালদণ্ডসদৃশী গরীয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক আচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা গদাধারী ভীমকে উত্তুঙ্গশৃঙ্গধারী গিরিবার কৈলাসের ন্যায় অবলোকন করিয়া সত্বর ধাবমান হইলেন; মহাবলপরাক্রান্ত ভীমও মহাবেগে তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বর ধাবমান হইয়া তাঁহাকে একান্ত নিপীড়িত করিয়া বক্ষঃস্থলে নানাবিধ শস্ত্রপ্রহার করিলেন।

"পাণ্ডবদিগের অভিমন্যুপ্রভৃতি মহারথগণ ভীমসেনকে নিতান্ত পীড়িত ও সংশয়াপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয়সখা অনুপাধিপতি নীরদনিভ নীল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিলেন। মহারাজ নীল অশ্বত্থামার সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের দুষ্প্রধর্ষ, তেজস্বী, লোকত্রয়বিত্রাসী [স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবাসীর ভয়োৎপাদক] অতি ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তিকে [স্বনাম প্রসিদ্ধ অসুর] বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীরবর নীল শরাসন আকর্ষণ করিয়া অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা নীলশরে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ক্রোধাভরে নীলবিনাশে অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন এবং অশনিসম নির্ঘোষ, বিচিত্র কার্ম্মুক আস্ফালন ও কর্ম্মার[কামরাঙ্গা ফলের গাছ]চিত্রিত সাতভল্লাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক ছয়ভল্লে নীলের চারি অশ্ব বিনষ্ট এবং ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিয়া সপ্তম ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন নীল সাতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে ঘটোৎকচ নীলকে বিমোহিত দেখিয়া ক্রোধাভরে জ্ঞাতিবর্গসমভিব্যাহারে মহাবেগে অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য

রাক্ষসেরাও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ধাবমান হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ভীমরূপী [ভয়ঙ্কর আকার-বিশিষ্ট] রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাকায় ঘটোৎকচ অগ্রবর্ত্তী বীরদিগকে অশ্বত্থামার শরে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অশ্বত্থামাকে বিমোহিত করিয়া ভয়ঙ্কর মায়াপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কৌরবপরাজয়—প্রত্যাবর্ত্তন

"কৌরবগণ রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে যুদ্ধে একান্ত পরাঙ্মুখ হইলেন এবং তাহার শরনিকরে ছিন্নভিন্ন, শোণিতক্ত ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীনভাবে পরস্পরকে সন্দর্শন করিতে লাগিল। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য ও অশ্বত্থামাপ্রভৃতি প্রধান প্রধান কৌরবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, রথিসকল নিহত ও ভূপালগণ নিপতিত হইলেন; শতশহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ নিকৃত্ত [কর্ত্তিত—ছিন্ন] হইল। অনন্তর আমি ও ভীষ্ম আমরা উভয়ে সেনাগণকে শিবিরাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ্যপূর্ব্বক কহিলাম, "হে সৈন্যগণ! তোমরা যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না; রাক্ষস ঘটোৎকচ এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে।" কিন্তু সকলেই এরূপ বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহই তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না এবং আমাদের বাক্যে সমুচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শনও করিল না। তখন পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; শঙ্খ ও দুন্দুভিশব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সূর্য্যাস্তকালে দুরাত্মা ঘটোৎকচকর্ত্তৃক আপনার সেনাগণ এইরূপে ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।"

৯৬তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের ঘটোৎকচবিনাশের প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মসন্নিধানে সমুপস্থিত ও বিনয়াবনত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঘটোৎকচের বিজয় ও আপনার পরাজয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! যেমন পাণ্ডবেরা বাসুদেবের আশ্রয় লইয়াছে, তদ্রূপ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার একাদশ-অক্ষৌহিণী সেনা আমার সহিত আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; তথাচ ভীমসেনাপ্রমুখ পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া আমাকে সমরে পরাজয় করিল। যেমন নীরস বৃক্ষ অনলসংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। আমি আপনার প্রসাদে ও আশ্রয়ে সেই রাক্ষসাধমকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করি; অতএব আপনি তাঁহার উপায়বিধান করুন।"

"তখন মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন! আমি তোমাকে যাহা যাহা কহিব এবং তুমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিবে, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সকল অবস্থায় আত্মরক্ষায় সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। রাজধর্ম্মানুসারে রাজার রাজার সহিতই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আমি, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও

দুঃশাসন প্রভৃতি তোমার ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে তোমারই কার্য্যসাধনোদ্দেশে রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা যদি রাক্ষস ঘটোৎকচ একান্তই তোমার হৃদয়তাপস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংগ্রামে পুরন্দরতুল্য ভূপতি ভগদত্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রণস্থলে গমন করুন।" এই বলিয়া ভীষ্ম সর্ব্বসমক্ষে মহাবীর ভগদত্তকে কহিলেন, "হে মহারাজ! পূর্ব্বে যেমন দেবরাজ তারকাসুরকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি শীঘ্র গমন করিয়া সকল ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে যত্নসহকারে সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসাধমকে নিবারণ করা। তোমার অস্ত্রজাল দিব্য ও তোমার পরাক্রম অতি অদ্ভুত এবং পূর্ব্বে তুমি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে; সুতরাং রাক্ষস ঘটোৎকচ তোমারই প্রতিযোদ্ধা। এক্ষণে তুমি সেই বলদৃপ্ত রাক্ষসকে অবিলম্বে বিনাশ কর।"

ভীষ্মাদেশে ঘটোৎকচসহ যুদ্ধার্থ ভগদত্তের যাত্রা

"মহারাজ ভগদত্ত পৃতিন[সেনা]পতি ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুপ্রতীকনামে এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীম, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি বসুদান ও দশার্ণাধিপতি গভীরনিঃস্বন ঘনমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষাভরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত ভগদত্তের যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথিগণমুক্ত শরনিকর মহাবেগে হস্তী ও রথের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহীদিগের প্রযত্নে সুশিক্ষিত করিকুল ভিন্নগাত্র হইয়াও নির্ভীকের ন্যায় পরস্পরের উপর নিপতিত হইল এবং মদান্ধি ও ক্রোধসন্ধুক্ষিত হইয়া বিশাল দশনাগ্রদ্বারা পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। চামরে অলঙ্কৃত প্রাসধারী পুরুষে সমারূঢ় অশ্বসকল আরোহীকর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্ভীকের ন্যায় সত্বর সমুপস্থিত হইল; শত-শত সহস্র-সহস্র পদাতিসৈন্যকর্ত্তৃক শক্তি ও তোমরসমূহে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রথিসকল কর্ণি, নালীক, সায়ক ও রথ দ্বারা বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

ভীমাদি-বীরসহায় ঘটোৎকচের ভগদত্তসহ যুদ্ধ

"তখন ভগদত্ত প্রস্রবণশালী [ঝরণাযুক্ত] পর্ব্বতসদৃশ মদস্রাবী কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে করিতে ঐরাবতসমারারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া শরধারাদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, বর্ষাকালে জলদজাল পর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। ভীমসেন রোষাপরবশ হইয়া তাঁহার শতাধিক পাদরক্ষককে সায়কদ্বারা বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের রথাভিমুখে হস্তী চালন করিলেন। করিবর ভগদত্তকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জ্যাবিনির্ম্মুক্ত সায়কের ন্যায় মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ, ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, দশার্ণাধিপতি ক্ষত্রদেব, চেদিপতি চিত্রকেতু ও কেকয়গণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই একমাত্র কুঞ্জরকে বেষ্টন করিলেন। তখন সেই হস্তী

শরবিদ্ধ হইয়া রুধিরধারা বর্ষণ করিয়া গৈরিকচিত্রিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

"অনন্তর দশার্ণাধিপতি পর্ব্বতসদৃশ এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলেন। যেমন তীরভূমি মহাসাগরকে [সাগরের উচ্ছলিত জলবেগ] নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক [দিগ্‌গজ] সেই প্রতিহস্তীকে [বিপক্ষ হস্তীকে] নিবারণ করিলে দশার্ণাধিপতির হস্তীও সুপ্রতীককে নিবারণ করিল; তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের সৈন্যসকল সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ নাগের প্রতি চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে উহা তাহার সুবর্ণখচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া, বল্মীকিমধ্যে ভুজঙ্গের প্রবেশের ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিল। দশার্ণাধিপতির হস্তী গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মদরক্ষরণ ও প্রচণ্ড রব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল; বোধ হইল যেন, বায়ু বেগবলে পাদপদল বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ভগদত্তচালিত গজভয়ে পাণ্ডববিমর্ষ

"দশার্ণাধিপতির হস্তী পরাজিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ভগদত্ত সেইসকল রোষাপরবশ বীরগণের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া অমর্ষভরে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সুপ্রতীককে প্রেরণ করিলেন। করিবর অঙ্কুশে আহত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় রোষাভরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং রথ, হস্তী, অশ্ব, আরোহী ও শতসহস্র। পদাতিসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইল। তখন হুতাশনসন্তপ্ত । চর্ম্মের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

ঘটোৎকচের যুদ্ধদর্শনে পাণ্ডবহর্ষ

"ইত্যবসরে দীপ্তান্য [নির্গত শিখাসমন্বিত মুখ-নয়ন], দীপ্তলোচন, মহাবীর ঘটোৎকচ আতি বিকট আকার পরিগ্রহ করিয়া রোষাভরে প্রজ্বলিত পর্ব্বত বিদারণ স্ফুলিঙ্গমালাকরাল [অগ্নিকণা বিনির্গত হওয়ার ভীষণ দৃশ্য] এক শূল গ্রহণপূর্ব্বক ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার হস্তীকে সংহার করিবার নিমিত্ত শূল নিক্ষেপ করিলে ভগদত্ত অতি দারুণ সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করিয়া উহা ছেদন করিলেন। শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইবামাত্র দেবরাজবিনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে তিনি অনলশিখাসদৃশ সুবর্ণদণ্ড শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক থাক' বলিয়া রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎকচ নভোমণ্ডলগত বজ্রেরর ন্যায় শক্তি নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া উহা গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এবং ভগদত্তের সমক্ষেই জানুদ্বারা উহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। উহা নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেবলোকে দেবতা ও মহর্ষিগণ রাক্ষসের এই অদ্ভূত কার্য্য অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ভীমসেনপুরঃসর পাণ্ডবগণ সাধুবাদপ্রদানপূর্ব্বক সিংহনাদে রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত একান্ত হৃষ্ট পাণ্ডবদিগের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া

নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন এবং অশনিসমপ্রভ শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের মহারথদিগের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া অনলসঙ্কাশ। সুতীক্ষ শরজাল বর্ষণ করিয়া একবাণে ভীম, নয়শরে ঘটোৎকচ, তিনবাণে অভিমন্যু ও পাঁচশরে কেকয়গণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে আকর্ণকৃষ্ট শরাসনবিনির্ম্মুক্ত শরে ক্ষত্রদেবের দক্ষিণবাহু ভেদ করিলে তাঁহার হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ শর ও কামুক নিপতিত হইল। পরিশেষে ভগদত্ত পঞ্চশরে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে প্রহার করিয়া ক্রোধাভরে ভীমের অশ্বগণকে বিনাশপূর্ব্বক তিনবাণে তাঁহার সিংহলাঞ্ছিত ধ্বজ ছেদন ও অন্য বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি বিশোক গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিল।

অর্জ্জুনের ভীমমুখে ইরাবানের মৃত্যুশ্রবণ

"অনন্তর মহাবীর ভীমসেন গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণ সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যে স্থানে পিতাপুত্র ভীমসেন ও ঘটোৎকচ প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের সহিত সমর করিতেছেন, মহাবীর অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন সত্বর রথমাতঙ্গ সমাকীর্ণ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেইসকল কৌরবসৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। মহারাজ ভগদত্ত স্বীয় হস্তীদ্বারা পাণ্ডবসৈন্যকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন উদ্যতায়ুধ পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণের সহিত ভগদত্তের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনসন্নিধানে ইরাবানের বধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।"

৯৭তম অধ্যায়

ইরাবানের বধে পার্থের খেদ-সক্রোধ যুদ্ধযাত্রা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্র ইরাবানের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, "হে মধুসূদন! মহামতি বিদুর পূর্ব্বেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই মহাভয়ের বিষয় অবগত হইয়া আমাদিগকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। দেখ, কৌরবগণ আমাদের পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরকে ও আমরা কৌরবদিগকে সংহার করিয়াছি; সংসারে অর্থের নিমিত্তই লোকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে; আমরাও সেই অর্থের নিমিত্ত এই জ্ঞাতিবধরূপ অতি কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অর্থে ধিক্! ধনহীন ব্যক্তির জ্ঞাতিবধদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। হে কৃষ্ণ! এই সমাগত জ্ঞাতিসমুদয়কে সংহার করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও শকুনির অপরাধে এবং কর্ণের কুমন্ত্রণায় ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইতেছেন। এক্ষেত্রে বুঝিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্যার্দ্ধ বা পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু

দুরাত্মা দুর্য্যোধন তৎকালে যুধিষ্ঠিরের সেই প্রার্থনায় সম্মত হয় নাই। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়গণকে ধরণীতলে নিপতিত দেখিয়া আপনাকে সাতিশয় নিন্দা করিতেছি; ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে ধিক! আমার জ্ঞাতিবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই; কিন্তু আমি যুদ্ধে নিরস্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিবেন, এইহেতু অগত্যা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি সত্বর ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যাভিমুখে অশ্বসঞ্চালন কর; আমি ভুজদ্বারা সমরসাগর উত্তীর্ণ হইব। আর ক্লীবের ন্যায় বৃথা কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।"

"অরতিনিপাতন মহাত্মা মধুসূদন অর্জ্জুনের বাক্যশ্রবণ করিয়া বায়ুবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবসৈন্যমধ্যে বায়ুবেগোদ্ধূত পার্ব্বণ-পয়োনিধির [সমুদ্রের] শব্দের ন্যায় মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। অপরাহ্নে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বসুগণ যেমন বাসবকে পরিবেষ্টন করেন, তদ্রূপ ধার্তরাষ্ট্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের অভিমুখে, হার্দ্দিক্য ও বাহ্লীক সাত্যকির অভিমুখে, ভূপতি অম্বষ্ঠক অভিমন্যুর অভিমুখে এবং অন্যান্য মহারথীগণ অন্যান্য মহারথগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ভীমকর্ত্তৃক ব্যূঢ়োরস্কাদি ধৃতরাষ্ট্রীতনয়বধ

"অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে হুত-হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বর্ষাকালীন মেঘমণ্ডল যেমন বারিধারায় পর্ব্বত আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ ধার্তরাষ্ট্রগণ শরনিকরে, ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শার্দূলের ন্যায় বেগবান মহাবীর বৃকোদর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হইয়া সৃক্কণী লেহন করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র নিক্ষেপপূর্ব্বক ব্যূঢ়োরস্ককে নিপাতিত করিবামাত্র তিনি গতজীবিত হইলেন। পরে এক কৃতপান [পুনঃ পুনঃ অগ্নি ও জলসংযোগে সুদৃঢ়] সুশাণিত ভল্লদ্বারা কুণ্ডলীকে সংহার করিয়া সত্বর অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উপর সুশাণিত কৃতপান শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; ভীমসেনপ্রেরিত ভীষণ সায়কনিচয় আপনার পুত্র অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজকে রথ হইতে নিপতিত করিল। উহারা ভীমের শরে ভূতলশায়ী হইয়া ধরানিপতিত পুষ্পিত সহকার[মুকুলিত আম্রবৃক্ষের]তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রগণ ভীমসেনকে সাক্ষাৎ কৃতান্ত জ্ঞান করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

উভয়পক্ষের ভীষণ সমরে বহুলোকবিনাশ

"ভীমসেন ধার্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দ্রোণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ধার্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিয়া অদ্ভূত পৌরুষ প্রকাশ করিলেন। বৃষ যেমন গগন হইতে নিপতিত বারিধারা অনায়াসে সহ্য করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন অক্লেশে দ্রোণবিমুক্ত শরনিকর সহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এককালে দ্রোণকে নিবারণ ও ধার্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল। মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর

মৃগমধ্যচারী ব্যাঘ্রর ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং পশুগণমধ্যস্থ বৃক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ধার্তরাষ্ট্রগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। মহারথ ভীষ্ম, ভগদত্ত ও কৃপ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন বাণদ্বারা উক্ত বীরগণের বাণ নিরাকৃত করিয়া কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"মহাবলপরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিয়া লোকবিশ্রুত অম্বষ্ঠকের রথ ভগ্ন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠক মহাত্মা অভিন্যুর শরে ভগ্নারথ ও নিতান্ত আহত হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক সব্রীড়চিত্তে [লজ্জিত-হৃদয়ে] অর্জ্জুনতনয়ের উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া হার্দ্দিক্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। অরাতিকুলনিপাতন সমরকুশল মহাবীর অভিমন্যু অনায়াসে সেই অম্বষ্ঠকাবিমুক্ত খড়্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সৈন্যগণ তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ · কৌরবসৈন্যগণকে ও কৌরবপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে দৃঢ়তর প্রহার করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ এবং নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, তল, নিস্ত্রিংশ ও বাহুপ্রহারে পরস্পর যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণমদে মত্ত হইয়া পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিলেন। বিপক্ষ-পক্ষের শরনিকরে যোদ্ধৃগণের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। রণনিহত ব্যক্তিদিগের ভূতলে নিপতিত হেমপৃষ্ঠ [সোণা দিয়া মোড়া] শরাসন, মহার্হ তূণীর ও তৈলমার্জ্জিত রজতপুঙ্খ সায়কনিচয় নির্ম্মোকনিমুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে অসংখ্য হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত মুষ্টি[বাঁট]দ্বারা বিভূষিত সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গ, সুবর্ণচিত্রিত চর্ম্ম, সুবর্ণময় প্রাস, সুবর্ণবিভূষিত পট্টিশ, সুবর্ণময় যষ্টি, সুবর্ণসমুজ্জ্বল শক্তি, অত্যুৎকৃষ্ট বর্ম্ম, গুরুতর মুষল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, হেমপরিষ্কৃত বিবিধ চাপ, বহুবিধ বিচিত্র কম্বল, চামর ও ব্যজনসমুদয় নিপতিত হইল। সমরনিহত মহারথগণ নানাবিধ শস্ত্রহস্তে [অস্ত্রযুক্ত হস্তে] ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়াও জীবিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য গদামথিতগাত্র [গদাদ্বারা ভগ্নদেহ], মুষলনির্ভিন্ন-মস্তক [মুষলদ্বারা ভগ্নমস্তক] এবং গজ, বাজী ও রথের সংঘর্ষণে নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অসংখ্য অশ্ব, মনুষ্য ও গজ নিপতিত থাকাতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় রাশি রাশি শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, শর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহময় কুণ্ড, পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী ও শস্ত্রনিহত নরকলেবরে ভূতল সমাচ্ছন্ন হইল। নিঃশব্দ, অল্পশব্দ ও শোণিতপরিপ্লুত, গতাসু প্রাণীগণের সকেয়ুর চন্দন সমুক্ষিত বাহুসকল, হস্তি-হস্তোপম [হস্তিশুণ্ডতুল্য] ঊরুসমুদয় এবং চূড়ামণিবিভূষিত কুণ্ডলসুশোভিত মস্তকসকল নিপতিত থাকাতে সমরক্ষেত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। শোণিতলিপ্ত কাঞ্চনময় কবচসকল ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন হুতাশনসমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুবর্ণপুঙ্খ শর, শরাসন, তূণীর, কিঙ্কিণীজলজড়িত ভগ্নরথ, সশোণিত স্রস্তজিহ্ব [বহিষ্কৃতজিহ্ব—জিভ বাহির হইয়া পড়া] নিহত অশ্ব, অনুকর্ষ পতাকা, পাণ্ডুরবর্ণ ধ্বজ ও স্রস্তহস্ত[শুণ্ডহীন]শয়ান মাতঙ্গসমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণভূমি নানালঙ্কারভূষিত প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণা করিল। প্রাসবিদ্ধ মাতঙ্গগণ গাঢ়বেদনাভিভূত হইয়া চীৎকার ও

শুণ্ডাস্ফালন করাতে সংগ্রামস্থল স্যন্দমান [স্পন্দিত—নড়াচড়াযুক্ত] পর্ব্বতে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নানাবর্ণকম্বল, কারিগণের চিত্রকম্বল, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত, দণ্ড, অঙ্কুশ, গজঘণ্টা, রাঙ্কব, বিপাটিত চিত্রকম্বল, বিচিত্র গ্রৈবেয় [কণ্ঠভূষণ—গলার লম্বমান অলঙ্কার], সুবর্ণনির্ম্মিত কক্ষ, বহুধা বিচ্ছিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, অশ্বখুরোত্থিত ধূলি-সরিৎ [নদীস্রোতের মত ধূলিপ্রবাহ], বৃহৎ ছত্র, বর্ম্ম, সাদিগণের অঙ্গদসনাথ ছিন্নভুজ [অশ্বারোহিগণের অঙ্গদযুক্ত ছিন্নহস্ত], বিমল সুতীক্ষক্ষ প্রাস, যষ্টি, বিচিত্র উষ্ণীষী, সুবর্ণময় অর্দ্ধচন্দ্র, অশ্বগণের মন্দিত চিত্রকম্বল ও রাঙ্কব, ভূপতিগণের বিচিত্র চূড়ামণি, চামর ও বীরগণের চারুচন্দ্রদ্যুতি, দিব্যকুণ্ডলবিভূষিত, শ্মশ্রুসমবেত মস্তকসমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল গ্রহনক্ষত্রসুশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

"হে মহারাজ! সেই উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর সংগ্রাম করিয়া এইরূপে নিহত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ শ্রান্ত ও ভগ্ন হইতে লাগিল। ঘোরতর রজনী সমুপস্থিত হইল; রণস্থল অদৃশ্য হইয়া উঠিল; তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ অবহার করিয়া স্বস্ব শিবিরে গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।"

৯৮তম অধ্যায়
পাণ্ডবাবধার্থ কর্ণ শকুনিপ্রভৃতির কুমন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! অনন্তর শিবির মধ্যে মহারাজ দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া কিরূপে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন, তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বীরগণ! দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম, কৃপ ও শল্য সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে সমর্থ হইতেছেন না; ইহার কারণ কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিয়া অনায়াসে আমাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে। আমি বলহীন, শস্ত্রবিহীন ও পরাভূত হইতেছি। বোধহয়, পাণ্ডবগণ দেবগণেরও অবধ্য; অতএব তাহাদিগকে কিরূপে সংগ্রামে পরাজয় করিব, আমার এই মহাসংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে।"

"মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিলেন, "হে ভারতবংশাবতংস! শোক করিবেন না, আমি আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। শান্তনুতনয় ভীষ্ম সত্বর এই মহাসমর হইতে অপসৃত হউন। আমি শপথ করিতেছি যে, শান্তনুতনয় শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইলে আমি তাঁহার সমক্ষে সমুদয় পাণ্ডব ও সোমকগণকে সংহার করিব। ভীষ্ম সতত পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন; তিনি ঐ মহারথগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। শান্তনুতনয় কেবল রণাভিমানী ও রণপ্রিয়; তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা নাই; সুতরাং তিনি কিরূপে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন? অতএব আপনি সত্বর ভীষ্মের শিবিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি অতি শীঘ্রই সুহৃদ্বান্ধবগণসমবেত পাণ্ডুপুত্রদিগকে মৎকর্ত্তৃক নিহত দেখিবেন।"

"হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিভূত হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! সত্বর অনুগামিগণকে সুসজ্জীভূত হইতে আদেশ কর; যেন বিলম্ব না হয়।" পরে কর্ণকে কহিলেন, "হে অরতিনিপাতন!! আমি শীঘ্রই ভীষ্মকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া তোমার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছি। ভীষ্ম সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলে তুমি অনায়াসে সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে সংহার করবে।"

ভীষ্মকে অস্ত্রত্যাগে অনুরোধ

"মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে এই বলিয়া দেবগণপরিবৃত শতক্রতুর ন্যায় ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর বহির্গত হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন অবিলম্বে তাঁহাকে অশ্বে আরোপিত করিলেন। তখন সিংহগামী মহাবীর দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও ভাণ্ডীর পুষ্প[ভাঁটিফুল]বর্ণ হস্তাভারণে ভূষিত ও সুবর্ণপ্রভ সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্তও নির্ম্মলবসনে সংবীত হইয়া বিমলকিরণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক ভীষ্মের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বলোকধনুর্দ্ধর মহাবীরগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। দেবগণ যেমন বাসবের চতুর্দ্দিকে গমন করেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। সুহৃদগণ রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

"মহাবীর দুর্য্যোধন কৌরবগণকর্ত্তৃক পূজিত, সৌন্দরগণে পরিবৃত এবং মাগধ ও সূতগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া হস্তিহস্তোপম, সর্ব্বশত্রুনিবহণ পীন দক্ষিণবাহু সংবরণ, অনুগতগণের অঞ্জলিগ্রহণ, নানা দেশবাসী লোকদিগের বাক্যশ্রবণ ও স্তাবকদিগের [তোষামোদকারীদিগের] পুরস্কার করিয়া শান্তনুতনয়ের শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ গন্ধতৈল পরিপূরিত প্রজ্বলিত কাঞ্চনময় প্রদীপসকল লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সেইসমুদয় কাঞ্চনময় প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহপরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষভূষিত [সোণার পাগড়ীতে ভূষিত মস্তক] বেত্রধারী পুরুষগণ হস্তস্থিত ঝর্ঝরশব্দে জনতা নিবারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

"মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রমে ক্রমে ভীষ্মের শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র [নীচে পাতিত মহামূল্য আস্তরণের উপর বিন্যস্ত প্রসিদ্ধ সর্ব্বশুভাবহ স্বর্ণের 'সর্ব্বতোভদ্র" নামক আসনে] মহার্হ আস্তরণসমাস্তীর্ণ, কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুলোচনে বাষ্পগদগদ-স্বরে কহিতে লাগিলেন, 'হে অরতিনিপাতন! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, সবান্ধব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেব ও দানবগণকেও সমরে পরাজয় করিতে সাহস করি। অতএব হে গাঙ্গেয়! মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কৃপা করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাভব করুন। আমি সমুদয় সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও করুষগণকে সংহার করিব। আপনি সমরে পাণ্ডব ও সোমকগণকে নিধন করিয়া আপনার সত্য প্রতিপালন করুন। হে মহাত্মন! যদি আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া বা আমার প্রতি দ্বেষভাব্যবশতঃ অথবা আমার

মন্দভাগ্যপ্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাঙ্মুখ হন, তবে সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন; তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন।” কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীষণাপরাক্রম ভীষ্মকে এইমাত্র বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।”

৯৯তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনবাক্যে দুঃখিত ভীষ্মের ক্রোধ

সঞ্জয় কহিলেন, “এইরূপে মহাত্মা ভীষ্ম মন্ত্রশিলাকাবিদ্ধ [সর্পবিষস্তম্ভনকারী মন্ত্ররূপ শলাকায় বিদ্ধ] নিশ্বসন্ত অজগরের ন্যায় রাজা দুর্যোধনকর্ত্তৃক বাক্যশলাকাদ্বারা সাতিশয় বিদ্ধ ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দুর্য্যোধনকে কিছুমাত্র প্রিয়কথা কহিলেন না; কিন্তু রোষাবেশ প্রভাবে নিমীলিতনেত্রে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুরাসুরগন্ধর্ব্বসহকৃত [সুর-অসুর-গন্ধর্ব্ব লোকসহ] দেবলোককে কোপানলে দগ্ধ করিয়াই যেন লোচনদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক শান্তভাবে কহিতে লাগিলেন, “হে দুর্য্যোধন! আমি যথাশক্তি যত্নবান ও প্রাণরক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তোমারই প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাচ তুমি আমার প্রতি কি নিমিত্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? পাণ্ডবগণ খাণ্ডবদাহে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক তোমাকে হরণ এবং সূতপুত্র কর্ণও তোমার সহোদরগণ পলায়ন করিলে যখন কেবল ভীমসেন তোমাকে মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন বিরাটনগরে মহাবীর অর্জ্জুন একাকী আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণ ও আমাকে পরাজয় করিয়া বস্ত্র[উত্তরপ্রার্থিত বসন]গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি গোধন-অপহরণসময়ে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে পরাজয় করিয়াছেন এবং পুরুষাভিমানী কর্ণকে জয় করিয়া উত্তরাকে বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। তিনি যখন দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুর্জয় নিবাতকবচগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। শঙ্খচক্রগদাধারী বিশ্বগোপ্তা [বিশ্বপালক] বাসুদেব যাহার রক্ষক, কে সেই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়? নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ বারংবার কহিয়াছেন, বাসুদেব অনন্তশক্তি, সৃষ্টিসংহারকারী, সর্বেশ্বর, দেবদেব, পরমাত্মা ও সনাতন।

ভীষ্মের নিঃশেষে শত্রুসৈন্যবধে সঙ্কল্প

“ ‘হে রাজন! মোহপ্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্যজ্ঞানরহিত [‘কি বলা উচিত’ ‘কি বলা অনুচিত’ তাদৃশ জ্ঞানশূন্য] হইয়া গিয়াছ। যেমন মুমূর্ষ ব্যক্তিসকল বৃক্ষকে সুবর্ণময় নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমিও সমস্ত বিপরীত দেখিতেছ। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মহাশত্রুতা সমূৎপাদন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন করি। আমি শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত সমস্ত পাঞ্চাল ও সোমাকদিগকে বিনাশ করিব। হয় আমি তাহাদিগের শরনিকরে নিহত হইয়া

শমনসদনে গমন করিব, না হয় তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার প্রতিবৰ্দ্ধন করিব। শিখণ্ডী প্রথমে রাজগৃহে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল; পরে বরপ্রভাবে পুরুষত্বলাভ করিয়াছে। বিধাতা যখন তাহাকে সৰ্ব্বপ্রথমে স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহাকে স্ত্রী বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে; অতএব আমি প্রাণান্তেও তাহাকে বধ করিব না। এক্ষণে তুমি সুখে নিদ্রা যাও ; আমি কল্য মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে মহারাজ! যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, ততদিন লোকে আমার এই মহাযুদ্ধ কীৰ্ত্তন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

“অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অভিবাদন ও বিদায় গ্রহণপূৰ্ব্বক স্বশিবিরে প্রবেশ করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূৰ্ব্বক ভূপালগণকে সেনা সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, ‘ভূপালগণ! আজি মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদয় সোমদিগকে বিনষ্ট করিবেন।’

ভীষ্মপৃষ্ঠরক্ষায় কৌরবমন্ত্রণা

“ভীষ্ম দুর্য্যোধনের নিশাকালীন বহুবিধ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া উহা আপনার ভৎসনাস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পরাধীনতার বিবিধ নিন্দা করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম যাহা চিন্তা করিতেছেন, তাহা ইঙ্গিতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, “হে দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মরক্ষক রথসকল অবিলম্বে সুসজ্জিত এবং দ্বাবিংশতি অনীক [প্রধান সৈনিক] প্রেরণ কর। আমরা যে সসৈন্য পাণ্ডবগণের বধ ও রাজ্যপ্রাপ্তি এই দুইটি বিষয় বহু বৎসরাবধি চিন্তা করিতেছি, তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে মহাবীর ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাৰ্য্য, ইনি সুরক্ষিত হইয়া আমাদিগের সাহায্য ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন। ইনি কহিয়াছেন, আমি শিখণ্ডীকে কদাচ বধ করিব না। সে প্রথমে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল; এই নিমিত্ত আমি সমরক্ষেত্রে উহাকে পরিত্যাগ করিব। ইহা প্রসিদ্ধিই আছে যে, আমি পূৰ্ব্বে পিতার প্রিয়কাৰ্য্য অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় প্রবৃদ্ধ [অতি বিস্তৃত] রাজ্য ও মহিলাসকল [বিবাহার্থ প্রস্তাবিত কন্যা] পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি স্ত্রী বা স্ত্রীপূৰ্ব্ব পুরুষকে কদাচ বিনাশ করিব না। আমি তোমাকে উদযোগসময়ে [যুদ্ধ আয়োজনের আরম্ভে] কহিয়াছি, শিখণ্ডী স্ত্রীপূৰ্ব্ব পুরুষ; সে অগ্রে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ পুরুষতা লাভ করিয়াছে। এক্ষণে সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহার সম্মুখে কখনই শরনিক্ষেপ করিব না; কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে দুঃশাসন! মহাবীর ভীষ্ম আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন; অতএব সৰ্ব্বপ্রকারে ইহাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য। বৃকও অরণ্যানীমধ্যে অরক্ষিত সিংহকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অতএব এক্ষণে বৃকস্বরূপ শিখণ্ডী যেন পিতামহকে সংহার করিতে না পারে। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি, ইহারা সাবধানে ভীষ্মকে রক্ষা করুন; ইনি সুরক্ষিত হইলে আমাদের জয়লাভ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

“অন্তর সকলে রন্থসমূহে ভীষ্মের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভূলোক ও দু'লোক বিকম্পিত এবং পাণ্ডবগণকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে বেষ্টনপূৰ্ব্বক

গমন করিতে লাগিলেন। রথিসকল সুনিয়মে পরিচালিত করিসৈন্যের সহিত ভীষ্মকে পরিবৃত্ত করিয়া অবস্থান করিলেন। যেমন সুরাসুর সংগ্রামকালে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় দুঃশাসনকে কহিলেন, "হে দুঃশাসন! যুধামন্যু অর্জ্জুনের বামচক্র ও উত্তমৌজা দক্ষিণচক্র রক্ষা করিতেছেন, ইহারা অর্জ্জুনের রক্ষক; অর্জ্জুন শিখণ্ডীর রক্ষক। এক্ষণে শিখণ্ডী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমাদের অবস্থানকালে ভীষ্মকে যাহাতে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর।" তখন দুঃশাসন ভীষ্মকে অগ্রে লইয়া সেনাগণসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডবকর্ত্তৃক ভীষ্মসম্মুখে শিখণ্ডিস্থাপন

"অনন্তর অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথিগণে পরিবেষ্টিত নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, "হে পাঞ্চলতনয়! তুমি আজি শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে স্থাপন কর; আমি স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিব।' "

১০০তম অধ্যায়
স্বয়ং ভীষ্মকর্ত্তৃক ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর শান্তনুতনয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া স্বয়ং সর্ব্বতোভদ্র[নানাবর্ণরঞ্জিত সুরক্ষিত বহুদ্বারবিশিষ্ট সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলবৎ দুষ্প্রবেশ্য]ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কৃপ, কৃতবর্ম্মা, শৈব, শকুনি, সিন্ধুরাজ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ভীষ্ম ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ঐ ব্যূহের মুখে, মহাবীর দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য ও ভগদত্ত কবচ ধারণপূর্ব্বক ঐ ব্যূহের দক্ষিণপক্ষে, মহারথ অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহতী সেনাসমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষে, মহারাজ দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তগণসমভিব্যাহারে উহার মধ্যভাগে এবং রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু কবচ পরিধানপূর্ব্বক ঐ বৃহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বর্ম্মধারী বীরগণ এইরূপে সেই মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া তপনশীল হুতাশনের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

"এদিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আপনাদের মহাব্যূহস্থ সর্ব্বসৈন্যের অগ্রভাগে এবং মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান, বীর্য্যবান কুন্তিভোজ, মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা যুদ্ধার্থ বর্ম্মপরিধানপূর্ব্বক ঐ ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ দুর্জয় মহাব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

"তখন সমরোৎসাহী কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুদ্ধাভিলাষী। ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরাও বিজয়াভিলাষে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ, কিলকিলা শব্দ, করিকুলের চীৎকার এবং ক্রকচ, গোভিষাণিক, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের ধ্বনি আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ সিংহনাদ, বীরনাদ এবং ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি করিয়া যুদ্ধার্থ কৌরবগণের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন; কৌরবগণও ক্রুদ্ধচিত্তে প্রতিদান করিয়া সহসা পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমবেত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

অমঙ্গলসূচক বিবিধ উৎপাত

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাশব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইল; পক্ষিগণ ঘোর নিনাদ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল; বিমলোদিত [মেঘাদি আবরণহীন নির্ম্মল আকাশে উদিত উজ্জ্বল] সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইতে লাগিল; মহাভয়সূচক তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; আশিবসূচক শিবগণ ঘোররবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; পাংশুবৃষ্টি ও রুধিরমিশ্রিত অস্থি বৃষ্টি হইতে লাগিল; বাহনগণ চিন্তান্বিত মনে বাষ্পমোক্ষণ ও বারংবার মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল; অকস্মাৎ অন্তর্হিত পুরুষাদ [নরভোজী] রাক্ষসগণের ভীষণ ধ্বনিশ্রুত হইতে লাগিল; গোমায়ু ও

কাকসকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল; কুকুরগণ বিবিধ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাভয়সূচক প্রজ্বলিত মহোল্কাসকল সূর্য্যের সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর অশিবসময়ে নরেন্দ্র-নাগ-অশ্ব-সমাকুল কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যগণ বায়ুবেগে কম্পিত বনরাজির ন্যায় শঙ্খ ও মৃদঙ্গশব্দে কম্পিত হইয়া বাতোদ্ধূত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্ঘোষ করিতে আরম্ভ করিল।”

১০১তম অধ্যায়
নবম-দিবসীয় যুদ্ধ-অভিমন্যুর কৌরবাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন! তখন মহাবলপরাক্রান্ত অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারিধারাবর্ষী বারিদপটলের ন্যায়। শরনিকর বর্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সেই অক্ষয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অরতিনিসূদন, অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে কোনক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। অভিমন্যুবিমুক্ত শত্রুবিনাশন শরসমুদয় কৌরবপক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। সমরবিশারদ অর্জ্জুননন্দন ক্রোধাভরে যমদণ্ডোপম প্রজ্বলিত আশীবিষসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথসমবেত রথী, হয়সমবেত হয়ারোহী ও গজসমেত গজারোহিগণকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহীপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। বায়ু যেমন আকাশে তুলারাশি পরিচালিত করে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয়। তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই মহাপঙ্কে নিমগ্ন [গভীর কর্দমে নিমজ্জিত] করিকুলসদৃশ অভিমন্যুবিদ্রাবিত কৌরবসৈন্যগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে সেইসমুদয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া প্রজ্বলিত বিধূম হুতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালপ্রেরিত পতঙ্গকুল যেমন অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণ অভিমন্যুর প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। মহারথ অর্জ্জুনতনয় শত্রুগণকে প্রহার করিয়া সবজ্র বাসবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার হেমপৃষ্ঠ শরাসন বারিদপটলে বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। নিশিত কৃতপান শরসমুদয় প্রফুল্ল পাদপরাজি হইতে নিপতিত ভ্রমরপংক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর সুভদ্রানন্দন কাঞ্চনময় রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে কেহই তাঁহার গতিবিচ্ছেদ [বিরাম] রোধ করিতে পারিল না। ঐ মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও সিন্ধুরাজকে বিমোহিত করিয়া দ্রুতবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন তাঁহার মণ্ডলাকার শরাসন সূর্য্যমণ্ডল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

“বীরগণ মহাবীর অভিমন্যুর অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া, এই সংসারে দুইজন অর্জ্জুন আছেন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ। সেই মহতী কৌরবসেনা মহাবীর অভিমন্যুর শরে নিপীড়িত হইয়া মদমত্ত কামিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুনপুত্র সেই সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও মহারথদিগকে বিকম্পিত করয়িা ময়বিজয়ী

যুবরাজ পরন্দরের ন্যায় সুহৃদগণকে আনন্দিত করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ অর্জ্জুনতনয়কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পর্জ্জন্যনিনাদসম গম্ভীর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

"কুরুরাজ দুর্য্যোধন বায়ুবেগে পরিচালিত সাগরগর্জ্জনাসদৃশ কৌরবসৈন্যনির্ঘোষ শ্রবণে ঋষ্যশৃঙ্গতনয় রাক্ষস অলম্বুষকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ রাক্ষসসত্তম! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায়, দেবসৈন্যবিদ্রাবী [দেবসৈন্যতাড়নকারী] বৃত্রাসুরের ন্যায় একাকী কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। তুমি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিবার উপায়ান্তর নাই; অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া অর্জ্জুনতনয়কে পরাজিত কর। আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সমবেত হইয়া অর্জ্জুনকে সংহার করিব।"

অভিমন্যু অলম্বুষসমর

"রাক্ষসরাজ অলম্বুষ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিতে করিতে অভিমন্যুর অভিমুখে ধাবমান হইল। পাণ্ডবসৈন্যগণ অলম্বুষের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া বাতোদ্ধৃত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচলিত হইতে লাগিল। অনেকে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরণীতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় রথস্থ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

"মহাবীর অলম্বুষ অর্জ্জুনতনয়কে সন্দর্শনপূর্ব্বক ক্রোধান্বিতচিত্তে তাঁহার অনতিদূরস্থিত সৈন্যগণকে দ্রাবিত করিয়া, বলাসুর যেমন দেবসেনার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এইরূপে সেই ঘোররূপী রাক্ষস পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক সহস্র-সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। সৈন্যগণ তাঁহার শরে নিতান্ত আহত হইয়া ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসাগ্য [রাক্ষসশ্রেষ্ঠ] অলম্বুষ পদ্মবন্যপ্রমাথী [পদ্মবনভঙ্গকারী] কুঞ্জরের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়দিগের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রৌপদেয়গণ রাক্ষমসন্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধচিত্তে সূর্য্যের প্রতি ধাবমান পঞ্চগ্রহের ন্যায় অলম্বুষের প্রতি ধাবমান হইয়া, যুগক্ষয়সময়ে পাঁচগ্রহ যেমন চন্দ্রকে নিপীড়িত করে, তদ্রূপ তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য অলম্বুষের উপর অকুণ্ঠিতাগ্র লৌহময় শস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিলেন। অলম্বুষ সেই সমুদয় তীক্ষ্ণশস্ত্রে ছিন্নকবচ হইয়া সূর্য্যকিরণরঞ্জিত জলধরপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দ্রৌপদীনন্দননির্মুক্ত সুবর্ণবিভূষিত শরজাল গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে অলম্বুষ দীপ্তশৃঙ্গ আচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

"অনন্তর দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র সমবেত হইয়া সুবর্ণবিভূষিত সায়কসমুদয়দ্বারা অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলম্বুষ ক্রুদ্ধ আশীবিষসদৃশ সেইসমুদয় ঘোরসায়কে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ও অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইল। পরে ক্ষণকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের বাণ, ধ্বজ ও

শরাসনসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক যেন রথমধ্যে নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ-পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিল এবং তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিদিগকে সংহার করিয়া বহুবিধ নিশিতশরে পুনরায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত নিশাচর এইরূপে দ্রৌপদীতনয় গণকে বিরথ করিয়া তাঁহাদিগের নিধনেচ্ছায় মহাবেগে ধাবমান হইল।

"ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু দুরাত্মা রাক্ষস দ্রৌপদীতনয়গণকে নিপীড়িত করিতেছে দেখিয়া সত্বর তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর অভিমন্যুর সহিত অলম্বুষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীগণ বৃত্র-বাসবসদৃশ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ কালানলসদৃশ মহাবীরদ্বয় ক্রোধসংরক্তলোচনে পরস্পর আবেক্ষণ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামে শক্র ও সম্বরের যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, এই দুই মহাবীরের সমরও সেইরূপ হইয়া উঠিল।"

১০২তম অধ্যায়

অলম্বুষপরাজয়-পলায়ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়। মহাবীর অভিমন্যু মহারথীসকলকে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া অলম্বুষ কিরূপ যুদ্ধ করিল? অভিমন্যু অলম্বুষের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিলেন? ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনই বা আমার সৈন্যগণের কি করিলেন? তুমি তাহা আনুপূর্বিক কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অলম্বুষ ও অভিমন্যুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রভৃতি আপনার পক্ষীয় মহাবীরগণ নির্ভীকের ন্যায় যেরূপ অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবলপরাক্রান্ত অলম্বুষ সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বারংবার তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক 'থাক থাক' বলিয়া মহাবেগে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইল; অভিমন্যুও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃবৈরী রাক্ষস অলম্বুষের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে দিব্যাস্ত্রবেত্তা রথিশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ও মায়াবী রথিপ্রধান রাক্ষস উভয়ে দেবদানবের ন্যায় সত্বর সমাগত হইলেন। অনন্তর অভিমন্যু শাণিত তিনসায়কে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচশরে বিদ্ধ করিলেন। যেমন তোদনদণ্ডে মাতঙ্গকে প্রহার করে, তদ্রূপ ক্ষিপ্রকারী অলম্বুষও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয়শরে অভিমন্যুর হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিয়া সহস্রশরে তাহাকে নিপীড়িত করিল। অভিমন্যু রোষপরবশ হইয়া শাণিত নয়শরে রাক্ষসের হৃদয় বিদ্ধ করিলে ঐ সমস্ত শর মর্ম্মভেদ করিয়া

কুসুমসুশোভিত কিংশুকবৃক্ষসংস্তীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অধিকতর শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই সুবর্ণপুঙ্খ শরসমুদয় ধারণ করিয়া জ্বালাসনাথ [কিরণযুক্ত], শৈলের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

"অনন্তর অলম্বুষ রোষাবিষ্ট হইয়া মহেন্দ্রপ্রতিম অভিমন্যুকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসনিক্ষিপ্ত যমদণ্ডসদৃশ বাণসকল অভিমন্যুর দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট

হইল এবং অভিমন্যুবিনির্ম্মুক্ত কনকভূষিত শরনিকরও অলম্বুষের শরীর ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যেমন দেবরাজ ময়দানবকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অভিমন্যু শরজালে রাক্ষসকে বিমুখ করিলেন। অনন্তর রাক্ষস মহীয়সী তামসী মায়া আবিষ্কৃত করিলে সকলেই ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেন; কি অভিমন্যু, কি আত্মীয়, কি পর, কেহই কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবীর অভিমন্যু সেই ঘোরতর অন্ধকার অবলোকন করিয়া অতিভাস্বর সৌর-অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন রাক্ষসের মায়া তিরোহিত ও সমুদয় জগৎ পুনরায় প্রকাশিত হইল। পরে অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া শরনিকরে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ মায়া নিবারণ করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ মায়াশূন্য ও শরজালে একান্ত আহত হইয়া ভয়ে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কূটযোধী অলম্বুষ পরাজিত হইলে অভিমন্যু কৌরবসেনাগিগকে বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বোধ হইল যেন, মদান্ধ বন্য মাতঙ্গ কমলদল মর্দ্দন করিতেছে।

কৌরব-পাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ

"অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শরনিকরে অভিমন্যুকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একমাত্র অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া চারিদিক হইতে শর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পরাক্রমে অর্জ্জুনতুল্য, বীর্য্যে বাসুদেবসদৃশ, মহাবীর অভিমন্যু পিতা ও মাতুলের অনুরূপ বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন কৌরবসেনা বিনাশ করিতে অভিমন্যুর নিকট গমন করিলেন। তখন রাহু যেমন দিবাকরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার আত্মজগণ রথ, হস্তী ও অশ্বগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মকে বেষ্টন করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন; এদিকে পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে পরিবৃত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

"অনন্তর কৃপাচার্য্য ভীষ্মের সম্মুখবর্ত্তী পার্থকে পঞ্চবিংশতি সায়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন শার্দুল কুঞ্জরের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ সাত্যকি পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ কৃপের প্রতি গমন করিয়া নিশিতশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কোপপরতন্ত্র হইয়া সত্বর নয়শরে সত্যকির হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক গৌতমান্তকর [কৃপাচার্য্য-বিনাশকর] এক ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা সেই শক্রশনিসম শরকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধাভরে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"তখন যেমন নভোমণ্ডলের রাহু শশাঙ্কের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহার কার্মুকচ্ছেদন করিয়া শর প্রহার করিতে লাগিলেন। সাতকি শত্রুনিপাতন ভারসহ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ষষ্টিশরে অশ্বত্থামার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা গাঢ়তর শরবিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মুহুর্ত্তকাল বিমোহিত হইয়া গজদণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধাভরে পুনরায় সাত্যকিকে শরদ্বারা

বিদ্ধ করিলেন। যেমন বসন্তকালে বলবান সর্পশিশু বিলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ শর সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং যেমন বর্ষাকালে জলদাবলি দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন; সাত্যকিও শরজাল নিরাকরণ করিয়া শরনিকরদ্বারা অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিযা মেঘমণ্ডলীবিনির্ম্মুক্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় উদ্যত হইয়া শরসহস্রে অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া সাত্যকির প্রতি মহাবেগে গমন করিলেন এবং শরনিপীড়িত আত্মজ অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণসায়কে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; সাত্যকিও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় শরজালে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর শত্রুতাপন অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্র গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

১০৩তম অধ্যায়
দ্রোণ-অর্জ্জনযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন কি প্রকারে যত্নসহকারে রণস্থলে সমাগত হইলেন? অর্জ্জুন ধীমান দ্রোণের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং দ্রোণও অর্জ্জুনের নিতান্ত প্রীতিভাজন; অতএব মদোৎকট [ক্রোধমত্ত] সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঐ দুই মহাবীর কি প্রকারে পরস্পর সমাগত হইলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অর্জ্জুনকে প্রীতিভাজন বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করেন না; ক্ষত্রিয়গণ কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করেন না; প্রত্যুত মর্য্যাদাশূন্য [সম্বন্ধবন্ধন বিবেচনায় উদাসীন] হইয়া পিতা ও ভ্রাতাদিগের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের তিনশরে বিদ্ধ হইলেন; কিন্তু তাহা অর্জ্জুন-শরাসনবিনির্ম্মুক্ত বলিয়া পরিগণিত না করিয়া গহনবনে অতিপ্রবৃদ্ধ হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুশর্ম্মাকে প্রেরণ করিলেন। সপুত্র ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সায়কসমূহে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরনিকর শরৎকালে গগনচারী হংসনিচয়ের ন্যায় নভোমণ্ডলে শোভমান হইতে লাগিল। যেমন বিহঙ্গমগণ সুস্বাদু ফলভারাবনত পাদপে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সকল শরজাল পার্থশরীরে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সপুত্র ত্রিগর্তরাজকে বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয়কালীন অন্তকসদৃশ অর্জ্জুনের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রাণপণে অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যেমন আচলসকল সলিলবর্ষণ গ্রহণ করিয়া

থাকে, তদ্রূপ পার্থ শরসমূহদ্বারা শরবর্ষণ গ্রহণ [বাণে বাণে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিরোধ] করিলেন। তখন আমরা তাঁহার হস্তলাঘব অবলোকন করিতে লাগিলাম। যেমন সমীরণ মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি একাকী হইয়াও বহুযোধ্যবিনির্ম্মুক্ত দুর্নিবার শরবৃষ্টি অনায়াসে নিবারণ করিলেন। তখন দেবদানবগণ তাঁহার এই অদ্ভূত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

ভীম-সুশর্ম্মাদির যুদ্ধ-কৌরবপলায়ন

"অনন্তর অর্জ্জুন রোষপরবশ হইয়া সেনামুখে বায়ব্য-অস্ত্র প্রয়োগ করিলে প্রবল সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া অন্তরীক্ষ ক্ষুভিত, পাদপদল নিপাতিত ও সৈন্যগণ বিনষ্ট করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য নিদারুণ বায়ব্য-অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর শৈলাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, তখন বায়ু প্রশান্ত ও দশদিক প্রসন্ন হইলে। পরে অর্জ্জুন ত্রিগর্তরাজের রথীদিগকে নিরুৎসাহ, সমরপরাঙ্মুখ ও হীনবীর্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লীকদিগের সহিত মহারাজ বাহ্লীক রথসমূহে পার্থের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলেন। ভীমসেন ভগদত্ত ও শ্রুতায়ুকর্ত্তৃক গজসৈন্য দ্বারা চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল ও সৌবল শরজালে নকুল ও সহদেবকে নিবারণ করিলেন। ভীষ্ম সসৈন্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন।

"মহাবীর ভীমসেন গজসৈন্য আগমন করিতে দেখিয়া গদা গ্রহণ ও বনমধ্যস্থ মৃগরাজ সিংহের ন্যায় সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই সেনাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। তখন গজারোহিসকল তাহাকে গদাহস্ত নিরীক্ষণ করিয়া সাবধানে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। ভীমসেন মেঘমণ্ডল-মধ্যগত সূর্য্যের ন্যায়। সেই গজসৈন্যে শোভমান হইলেন। অনন্তর যেমন সমীরণ জলদজাল চালিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি গদাদ্বারা গজসৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন করিকুল গজমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন মাতঙ্গগণের দশনদ্বারা বিদারিত হইয়া পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের দশন ভগ্ন করিয়া সেই সমস্ত দশনদ্বারা দণ্ডধারী সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় করিকুলের কুম্ভমণ্ডলে প্রহারপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন এবং শোণিতচর্চিত ও মেদিমজ্জায় অবলিপ্তকলেবর হইয়া রুধিররঞ্জিত গদা ধারণপূর্ব্বক রুদ্রদেবের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। অনন্তর হতাবিশিষ্ট করিসৈন্যগণ স্বীয় বলসমুদয়কে বিমর্দ্দিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে কৌরবসেনাসকল পরাঙ্মুখ হইল।"

১০৪তম অধ্যায়

ভীষণ সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মধ্যাহ্নকালে সোমকদিগের সহিত ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভীষ্ম শতসহস্র নিশিতশরে পাণ্ডবসৈন্যগণকে

তাড়িত করিলেন এবং যেমন গোগণ ছিন্ন ধান্যসমূহ বিমদিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও দ্রুপদ শরনিকরে ভীষ্মকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া তিনশরে বিরাটকে প্রহার করিয়া দ্রুপদের প্রতি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা পাদপৃষ্ট [পাদদ্বারা মর্দ্দিত] ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রহার করিলে ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীরূপ মনে করিয়া শরাঘাত করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন হুতাশনের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া ভীষ্মের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ পঞ্চবিংশতি, বিরাট দশ ও শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম রুধিরধারায় অবলিপ্ত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পস্তবকমণ্ডিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি তিনবাণে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে দ্রুপদের কামুকচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিনবাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে ভীম, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নপুরঃসর পাঞ্চলসৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এদিকে কৌরবগণ ভীষ্মরক্ষার্থ যত্নবান হইয়া সসৈন্যে পাণ্ডবসেনাগণের প্রতি গমন করিলে উভয়পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সঙ্কুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী রথীদিগকে, গজারোহী গজারোহীদিগকে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। রথসকল রথী ও সারথিশূন্য হইয়া মনুষ্য ও অশ্বদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া বায়ুপ্রেরিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। কুণ্ডলোষ্ণীষধারী, নিষ্কাঙ্গদসুশোভিত, শৌর্য্যে দেবকুমারসদৃশ, যুদ্ধে দেবরাজতুল্য, ধনে ধনপতিসদৃশ ও নীতিবিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য, মহাবলপরাক্রান্ত রথিসকল সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ধাবমান হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। করিকুল আরোহিশূন্য হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া নিপতিত হইল। কতকগুলি নবীন জলদের ন্যায় গভীরনিস্বন হস্তী চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। উহাদের চর্ম্ম বিচিত্র হেমদণ্ডমণ্ডিত চামর, পতাকা ও শ্বেতচ্ছত্রসকল ইতস্ততঃ স্খলিত হইতে লাগিল। আরোহিসকলই গজপরিভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। নানাদেশসম্ভূত সুবর্ণালঙ্কৃত বায়ুগামী শতসহস্র তুরঙ্গম ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। খড়্গহস্ত আরোহীসকল আহত অশ্বের সহিত তাড়িত ও পলায়িত হইল; করি সকল পলায়মান গজের সহিত মিলিত হইয়া বেগে অশ্ব ও পদাতিসকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট করি সকল অশ্ব, রথ ও মানবসকলকে মর্দ্দিত করিল। এইরূপে উহারা পরস্পর বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল।

"তখন যমরাজ্যবিবর্দ্ধন, মর্ত্যকুলবিনাশন [১], কঙ্কালসঙ্কুলসম্বাধ [২], শরাবর্ত্তসম্পন্ন [৩], নিতান্ত দূরবগাহ শোণিতান্ত্রতরঙ্গিণী [৪] প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহা শীর্ষোপল[৫]সমাকীর্ণ হস্তিগ্রাহ[৬]সঙ্কুল, কেশ, শৈবাল ও শাদ্বলবহুল [৭], রথহ্রদ[৮]পরিশোভিত, অশ্বমীনপরিপ্লুত [৮], কবচোষ্ণীষ-ফেন [১০] সমাচ্ছন্ন, কার্ম্মুকস্রোতোবিশিষ্ট [১১], অসি-কচ্ছপ [১২]-ভূয়িষ্ঠ, পতাকাধ্বজ-বৃক্ষ [১৬]-সন্ধীর্ণ ও ক্রব্যাদহংস[১৪]সমলঙ্কৃত। ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গরূপ ভেলা অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ভয়ানক শোণিতনদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেমন বৈতরণী মৃত

ব্যক্তিদিগকে যমালয়ে নীত করে, তদ্রূপ ঐ শোণিত নদী নিতান্ত ভীত ও বিমোহিত ব্যক্তিদিগকে বহন করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই ভয়ানক বদব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের অপরাধেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভপরতন্ত্র হইয়া গুণবান পাণ্ডবদিগের প্রতি কি নিমিত্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন?

হে মহারাজ! এইরূপ পাণ্ডবগণের প্রশংসাসহকৃত, আপনার পুত্রদিগের পক্ষে নিদারুণ, বহুবিধ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্যকে কহিলেন, "হে বীরগণ! আপনারা কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছেন? অহঙ্কারশূন্য হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।" তখন উভয়পক্ষই অক্ষদ্যূতিজনিত অতি ভয়ঙ্কর নরবিনাশসহকৃত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! মহাত্মাগণ আপনাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, এক্ষণে তাহারই নিদারুণ ফলভোগ করিতেছেন। সসৈন্য পাণ্ডবগণ ও কৌরবেরা কেহই কাহারও প্রাণরক্ষা করিতেছেন না। এই নিমিত্ত এবং আপনার দুর্নীতি ও দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ এক্ষণে এই ঘোরতর স্বজনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে।"

[১-১৪। নিহত লোকগণের স্তূপাকার অস্থি সৈন্যরূপ মহানদীর বেলাভূমি, বাণিনিবাহ আবর্ত্ত, রক্ত ও নাড়ীনিচয় তরঙ্গ, মস্তকসমস্ত পাথরের নুড়ি, করিনিকর কুম্ভীর, কেশসমূহ শেওলা ও ঘাস, রথসমূহ হ্রদ, অশ্বসকল মৎস্য, কবচ ও উষ্ণরীষ্যসমূহ ফেন, ধনুকসকল স্রোত, অস্ত্রসমস্ত কচ্ছপ, ধ্বজ-পতাকাসমূহ তীরস্থ বৃক্ষ, মাংসাশী শৃগালগণ হংস]

১০৫তম অধ্যায়
কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমুদয় সুশর্ম্মার অনুচর ভূপতিগণকে নিশিতসায়কদ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সুশর্ম্মা বাসুদেবকে সপ্ততি ও অর্জ্জুনকে নয়বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন শরনিকরদ্বারা সুশর্ম্মার শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার সহচর যোদ্ধৃগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃগণ যুগান্তকালীন কৃতান্তসদৃশ প্রভাবশালী পার্থের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে কেহ অশ্ব, কেহ রথ ও কেহ গজ পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে রথ, অশ্ব ও গজসমুদয় লইয়া সত্বর প্রস্থান করিতে লাগিল। পদাতিগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিরপেক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

"এইরূপে কৌরবসৈন্যগণ ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য ভূপতিকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে কুররাজ দুর্য্যোধন ত্রিগর্তের জীবনরক্ষার্থ মহারথ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে কেবল মহাবীর দুর্য্যোধনই ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বহুবিধ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন; আর সকলেই পলায়ন করিল। এদিকে পাণ্ডবগণও সর্বোদ্যোগসহকারে বর্ম্ম ও বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রভাব অবগত ও

শত্রুগণের হাহাকারে উত্তেজিত হইয়া শান্তনুতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্বশরনিকরদ্ধারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে মধ্যাহ্নসময়ে কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি পাঁচবাণে কৃতবর্ম্মকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র-সহস্র শরবর্ষণপূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দ্রুপদ প্রথমতঃ দ্রোণকে বহুসংখ্যক সুশাণিতশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সপ্ততি ও তাঁহার সারথিকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মহারাজ বাহ্লীককে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দুলের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অভিমন্যু চিত্রসেনের বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে তিনবাণ বিদ্ধ করিলেন। এই ধনুর্দ্ধরদ্বয় সংগ্রামে সমাগত হইয়া আকাশমণ্ডলস্থ বুধ ও শনৈশ্চরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অরতিনিপাতন অর্জ্জুনতনয় নয়বাণে চিত্রসেনের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ চিত্রসেন সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সত্বর দুর্ম্মুখের রথে সমারূঢ় হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্বশরনিকরে দ্রূপদের দেহ ভেদ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে দ্রোণকর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক সমরস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে মুহূর্তমধ্যে বাহ্লীকের অশ্বসমুদয় ও সারথিকে বিনষ্ট করিলে পুরুষোত্তম বাহ্লীক যৎপরোনাস্তি সম্ভ্রান্ত ও সংশয়াপন্ন হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সত্বর লক্ষ্মণের রথে সমারূঢ় হইলেন।

"এদিকে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে সমরে নিরাকৃত করিয়া শরজালবর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিশিত লোমসনাথ ষষ্টিশরে বিদ্ধ করিয়া শরাসন বিধূননপূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে রথোপস্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শান্তনুতনয় সাত্যকির উপর সুবর্ণচিত্রিতা মহাবেগশালিনী নাগকন্যাসদৃশী মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশাঃ সাত্যকি এই মৃত্যুসদৃশ দুর্জ্জয় শক্তি অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহা তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভাৎসম্পন্ন মহোল্কার ন্যায় ধরাতালে নিপতিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ভীষ্মের শক্তিচ্ছেদন করিয়া কনকসমুজ্জ্বল স্বীয় শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক শান্তনুতনয়ের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকিনির্ম্মুক্ত মহাশক্তি কালরাত্রির ন্যায় মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া, শান্তনুতনয় নিশিত ক্ষুরপ্রদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া সেই ভীষণ শক্তিকে সহসা দুইখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় এইরূপে সত্যকির শক্তি ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয়বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহারথ পাণ্ডুতনয়গণ সাত্যকির পরিত্রাণ নিমিত্ত অসংখ্য রথ, নাগ ও অশ্ব লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। পরে পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।"

১০৬তম অধ্যায়

কৌরবকর্ত্তৃক ভীষ্মের পার্শ্বরক্ষা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দুর্য্যোধন ক্রোধপরায়ণ শান্তনুতনয়কে বর্ষাকালীন জলধরপটলে সংবৃত সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'ভ্রাতঃ। ঐ দেখ, অরিনিসূদন পিতামহ মহাবীর পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক সমন্তাৎ পরিবৃত হইয়াছেন। উঁহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতামহ আমাদের রক্ষক; তিনি রক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই সমরে সমুদয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিবেন। ঐ মহাবীর সংগ্রামে লোকদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন; অতএব তুমি অবিলম্বে সমুদয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে পিতামহকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা কর।

"হে রাজন। আপনার তনয় দুঃশাসন দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তখন সুবলনন্দন শকুনি বিমল, প্রাস, ঋষ্টি ও তোমরধারী, সুশিক্ষিত, যুদ্ধকুশল বীরগণকর্ত্তৃক সমারূঢ়, বেগসম্পন্ন, পতাকাসুশোভিত শতসহস্র অশ্ব লইয়া নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের নিবারণার্থ অযুত আশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অশ্বগণ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে রণস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র ধরাতল তাহাদের খুরে আহত হইয়া কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশবনের ধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। তাহাদের খুরসমুদ্ভূত ধূলিপটল গগনতলে সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিল। যেমন মহাবেগশালী হংসকুল পতিত হইলে মহাসরোবর ক্ষোভিত হয়, তদ্রূপ সেই অশ্বগণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে সেনাগণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তুরঙ্গমগণের হ্রেষারবে আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না।

কৌরবপরাজয়ে শল্যের সক্রোধ সমর

"বেলা যেমন বর্ষাকালীন পৌর্ণমাসীতে অতি পরিপূরিত সমুদ্ধত [উচ্ছলিত] সাগরের বেগ রোধ করে, তদ্রূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় সেই অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর ও প্রাসসমূহ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিগণ পাণ্ডবদিগের শরে নিহত হইয়া গিরিগহ্বরস্থিত নাগনিহত মহানাগের ন্যায় নিপতিত হইল; তাহাদের মস্তক বৃক্ষ হইতে তালফলের ন্যায় ধরাতালে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক অশ্ব আরোহিসমভিব্যাহারে নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছে দৃষ্ট হইল। অশ্বগণ পাণ্ডবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সিংহাসমাক্রান্ত মৃগযুথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবগণ সমরে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ভেরীধবনি ও শঙ্খনিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া দীনচিত্তে মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবসমভিব্যাহারে আমাদের সমক্ষে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। আপনি স্বীয় অসাধারণ বলবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করুন।" প্রতাপশালী শল্য দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণ করিয়া সত্বর অসংখ্য রথসমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত

মদ্ররাজের সৈন্যগণকে অনায়াসে নিবারণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশবাণ নিক্ষেপ করিলেন; মাদ্রীনন্দনদ্বয়ও শল্যাকে সাতবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি তিন-তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে ষষ্টি ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রত্যেককে দুইশরে বিদ্ধ করিলেন।

"হে মহারাজ! অরাতিকুলনিসূদন মহাবাহু ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে মদ্রাধিপতির রথের সমীপবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহাকে কৃতান্তের করালকবলস্থ জ্ঞান করিয়া সত্বর তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভগবান ভাস্কর পশ্চিমদিক অবলম্বন করিয়া তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন; কৌরব এবং পাণ্ডবগণেরও তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

১০৭তম অধ্যায়
ভীষ্মের ভীষণ সমরে পাণ্ডববিমর্ষ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর মহাবাহু ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিতসায়কনিকরে পাণ্ডব ও তাঁহাদিগের সেনাগণকে আহত করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশশরে ভীমসেনকে, নয়শরে সাত্যকিকে, তিনশরে নকুলকে, সাতশরে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাহুযুগলে ও বক্ষঃস্থলে দ্বাদশশর নিক্ষেপ করিলেন; পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশশরে ভীষ্মকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য দ্রোণ যমদণ্ডোপম নিশিত পাঁচশরে সাত্যকি ও ভীমসেনকে আহত করিলেন। যেমন মহাগজ তোদানদণ্ডে বিদ্ধ হয়, সেইরূপ দ্রোণও উঁহাদের তিন-তিন শরে প্রতিবিদ্ধ হইলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসতিগণ নিশিতশরনিকরাহত ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই। নানাদেশসমাগত অন্যান্য মহীপালগণ বিবিধ আয়ুধহস্তে পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবগণ পিতামহকে বেষ্টন করিলেন।

"চতুর্দ্দিকে রথসমূহে পরিবৃত অপরাজিত ভীষ্ম দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; রথ সেই অগ্নির গৃহ, শরাসন শিখা, অসি, শক্তি ও গদা ইন্ধন এবং শরজাল স্ফুলিঙ্গস্বরূপ হইল। তিনি গৃধ্রপক্ষশোভিত, সুবর্ণপুঙ্খ, সুতীক্ষ ইষু, কর্ণী, নালীক ও নারাচসমূহে পাণ্ডবসৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিশিতশরনিকরে রথের ধ্বজাসকল পাতিত করিয়া রথসমুদয় মুণ্ডিত তালফলের ন্যায় করিলেন এবং রথ, গজ ও অশ্বগণকে আরোহিবিহীন করিয়া ফেলিলেন। বজ্রনির্ঘোষতুল্য তাঁহার জ্যাতলধ্বনি-শ্রবণে সমুদয় প্রাণী কম্পিত হইয়া উঠিল। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ভীষ্মের শরনিকর ব্যর্থ হইবার নহে; যেসকল শর তাঁহার শরাসন হইতে বির্নিগত হয়, তাহা বিপক্ষের তনুত্রাণে [বর্ম্মে] প্রতিহত হয় না। অনন্তর বেগবান তুরঙ্গমেরা রথিশূন্য রাথসকল আকর্ষণ করিতেছে অবলোকন করিলাম। বিখ্যাত মহারথী, তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয়, সমরে অপরাঙ্মুখ, সুবর্ণধ্বজ-শোভিত, চতুর্দ্দশসহস্র চেদি, কাশী ও করূষেরা ব্যাদিতবদন কৃতান্তসদৃশ ভীষ্মের সহিত সমাগত হইবামাত্র অশ্বগজসমভিব্যাহারে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। এমন শত-শত ও সহস্র-সহস্র

ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম, যাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির রথের যূপকাষ্ঠ ও উপকরণ এবং কোন কোন ব্যক্তির চক্রসকল ভগ্ন হইয়াছে। ভগ্ন রথ ও বরুথ, ছিন্ন শর, কবচ, পট্টিশ, গদা ও ভিন্দিপাল, ভগ্ন তূণীর, চক্র ও খড়্গ, সকুণ্ডল মুখ, তলত্রাণ, অঙ্গুলিত্রাণ এবং নিপাতিত ধ্বজসমূহে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শত-শত ও সহস্র-সহস্র গজ ও অশ্ব আরোহীর সহিত নিহত হইল। মহারথগণ ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণ বহু যত্নসহকারেও তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহেন্দ্রসদৃশ মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য এরূপ ভগ্ন হইয়া উঠিল যে, দুইজন একত্রে পলায়ন করিতে পারিল না। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও ধ্বজসমাকুল পাণ্ডবসেনা অচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈবদুর্বিপাকবশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও সখা প্রিয়সখাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য সেনা কবচ পরিত্যাগ করিয়া আলুলায়িতকেশে ধাবমান হইতেছে; রথের যুগন্ধরসকল অযথারূপ সংযুক্ত হইয়াছে এবং রণভূমির সৈন্যগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে, নয়নগোচর হইল।

"বাসুদেব সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া, রথ স্থগিত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'পার্থ! এই তোমার অভিলষিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, মোহাবিষ্ট হইও না। হে বীর! সেই বিরাটনগরে রাজসমাজে সঞ্জয়ের নিকট কহিয়াছিলে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রের সৈনিকগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিব; এক্ষণে সেই বাক্য সার্থক কর; ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।

"ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্যগ্‌দৃষ্টি [ঘুরপাক খাইয়া] ও অধোমুখ হইয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে হৃষীকেশ!! অবধ্যদিগকে বধ করিয়া যদি সেই নরকহেতু রাজ্যগ্রহণ করিতে হইল, তাহা হইলে বনবাসে দুঃখভোগ করার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা হউক, অশ্ব চালনা কর; তোমার বাক্য রক্ষা করিতে হইবে; কুরুপিতামহ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।"

"তখন বাসুদেব সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য ভীষ্মের সমীপে রজতপ্রভ অশ্বগণকে চালনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ ধনঞ্জয়কে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। অনন্তর ভীষ্ম মূহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদ করিয়া শরজালে ধনঞ্জয়ের রথ আচ্ছাদিত করিলেন। ক্ষণমাত্রেই রথ, অশ্ব ও সারথি শরজালে এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, আর কিছুই অবগত হইতে পারা গেল না। নির্ভয়স্বভাব বাসুদেব সত্বর হইয়া ধৈর্য্যসহকারে ভীষ্মশরাহত অশ্বগণকে চালনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ জলদনিস্বন দিব্যশরাসন গ্রহণ করিয়া নিশিতশরনিকরে ভীষ্মের ধনুচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পিতামহ ভীষ্ম নিমেষমধ্যেই অন্য এক বৃহৎ কামুকে গুণযোজনা করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদন করিলেন। ভীষ্ম সাধু মহাবাহো ধনঞ্জয়! সাধু সাধু! বলিয়া তাঁহার লাঘবের প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার রথের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীষ্মের শরজাল বিফল করিয়া অশ্বপরিচালনে যৎপরোনাস্তি বল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বিষাণবিক্ষত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবপরাজয়ে কৃষ্ণের যুদ্ধার্থ অবতরণ

"ধনঞ্জয় মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতেছেন আর ভীষ্ম নিরন্তর শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক উভয় সেনার মধ্যস্থলে আগমন করিয়া আদিত্যের ন্যায় সন্তাপিত করিতেছেন এবং প্রধান-প্রধান বীরগণকে সংহার করিয়া যেন প্রলয়কাল উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া, মহাবাহু বাসুদেব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থের রজতসন্নিভ অশ্বগণকে পরিত্যাগ ও মহারথ হইতে অবতারণাপূর্ব্বক কশাহস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই রোষকষায়িতলোচন অমিতদ্যুতি, মহাযোগী জগদীশ্বরের পদভরে জগতীতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং আপনার সৈন্যগণের হৃদয়ে যেন সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইয়া উঠিল। বাসুদেব ভীষ্মের প্রতি সমরোদ্যত হইলে কেবল ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন" এই বাক্যই শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পীতকৌষেয়বসন মরকতকান্তি [মরকতমণিসমুজ্জ্বল] বাসুদেব সিংহনাদসহকারে মাতঙ্গের অভিমুখীন সিংহের ন্যায় ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া বিদ্যুন্মালাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

"বীরবির ভীষ্ম বাসুদেবকে যুদ্ধে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে বৃহৎ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অভ্রান্তচিত্তে কহিলেন, "হে পুণ্ডরীকক্ষ! হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার; এস, আজি এই মহাযুদ্ধে আমাকে নিপাতিত কর, আমি তোমার হস্তে নিহত হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিব। আমি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইয়াছি; অদ্য যুদ্ধে তুমি আমাকে যথেচ্ছ প্রহার কর; আমি তোমার দাস।"

অর্জ্জুন অনুরোধে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন

"এদিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন। রাজীবলোচন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলেও তাঁহাকে লইয়াই বেগে গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু দশপদ গমন করিলে পর মহাবল অর্জ্জুন হস্তদ্বারা চরণদ্বয় আবেষ্টনপূর্ব্বক অতিকষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় রোষে আকুলিত হইয়াছে; তিনি আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন। তখন অর্জ্জুন প্রণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! নিবৃত্ত হও; তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করা উচিত নহে; তাহা হইলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী কহিবে। আমার উপরেই সকল ভার সমর্পিত আছে; আমিই পিতামহকে বিনাশ করিব; শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত্যদ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব; দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মকে অদ্যই প্রলয়কালীন অসম্পূর্ণ শশধরের ন্যায় নিপাতিত করিব, তুমি তাহা অবলোকন করিবে।"

"মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর কোন কথা না কহিয়া সক্রোধচিত্তে পুনরায় রথারোহণ করিলেন। এইরূপে কেশব ও অর্জ্জুন রথারূঢ় হইলে, যেমন জলধর বারিধারায় ধরাধারকে আচ্ছন্ন করে, ভীষ্মও সেইরূপ পুনর্ব্বার শরনিকরে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন আদিত্য বসন্তকালে কিরণজালদ্বারা তেজহরণ করেন, সেইরূপ তিনি যোধগণের প্রাণহরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যেমন কুরুসৈন্যগণকে ভগ্ন

করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পলায়িত, নিরুৎসাহ, দুর্ম্মনায়মান শত-শত ও সহস্র-সহস্র পাণ্ডবসেনা ভীষ্মকর্ত্তৃক আহত হইয়া নভোমণ্ডলমধ্যগত মরীচিমালীর ন্যায় স্বতেজে সমুজ্জ্বলিত, অপ্রতিম, অলৌকিকবিক্রম, দুষ্কর্যকর্ম্মা ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের পলায়মান সৈন্যগণ পঙ্ক পতিত গোসমূহের ন্যায়, উৎপীড়িত পিপীলিকার ন্যায়, বলবানের সংগ্রামে দুর্ব্বলের ন্যায় অশরণ হইয়া উঠিল; দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। তিনি শররূপ ময়ূখদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় নরেন্দ্রগণকে উত্তাপিত করিতে লাগিলেন। পিতামহ ভীষ্ম এইরূপে পাণ্ডবসেনা বিমর্দ্দিত করিতেছেন, এমন সময় সহস্ররশ্মি অস্তমিত হইলেন। সৈন্যগণ সাতিশয় শ্রমকাতর হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগের মন অবহারের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল।"

১০৮তম অধ্যায়
ভীষ্মবর্ধার্থ মন্ত্রণা—যুধিষ্ঠিরবিষাদ

সঞ্জয় কহিলেন, "দিবাকর অস্তগত ও ঘোর সন্ধ্যা প্রাদুর্ভূত হইলে যুদ্ধ আর নয়নগোচর হইল না। সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে, সেনাগণ ভীষ্মের হস্তে আহত হইয়া ভয়বিহ্বলতায় অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে, মহারথ ভীষ্ম রোষসহকারে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন এবং মহারথ সোমকগণ পরাজিত ও নিরুৎসাহ হইয়াছেন। অবলোকন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিন্তাপূর্ব্বক অবহার করিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তাঁহার ও আপনার সৈন্যগণের অবহার হইল। সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মহারথীগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া সেনানিবেশে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্মবাণপীড়িত পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সমরকৃত্য চিন্তা করিয়া নিতান্ত আকুলিত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মও পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে কুরুগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। আপনার পুত্রগণ তাঁহার পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর সর্ব্বজীবসম্মোহিনী [নিদ্রাপ্রয়োগে মোহকারিণী] শর্ব্বরী সমুপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও সৃঞ্জয়গণ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন, মন্ত্রণায় নিশ্চয়জ্ঞ মহাবলগণ সকলেই আপনি আপন মঙ্গলকর মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বাসুদেব! দেখ, উগ্রপরাক্রম মহাত্মা ভীষ্ম মাতঙ্গের নলবনদলনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত ও প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সন্তাপিত করিতেছেন। আমাদিগের এমন সামর্থ্য নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। তীক্ষ্ণশস্ত্র প্রতাপবান ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে মহানাগের ন্যায়, বিষপূর্ণ তক্ষকের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠেন। যদি যমরাজ শরাসন ধারণপূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করেন, যদি দেবরাজ বজ্রহস্তে, বরুণ পাশহস্তে বা ধনেশ্বর গদাহস্তে যুদ্ধে আগমন করেন, তাঁহাদিগকেও পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু ভীষ্ম মহাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইব না; এক্ষণে আমি বুদ্ধির দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ভীষ্মের যুদ্ধে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভীষ্ম

প্রতিদিনই আমাদিগের সৈন্য নিহত করিতেছেন; অতএব যুদ্ধে আমার আর স্পৃহা নাই; অরণ্যে গমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্বলিত পাবকের প্রতি ধাবমান হইয়া একেবারে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পরাক্রম সত্ত্বেও আমি ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি এবং শৌর্য্যশালী ভ্রাতৃগণও নিতান্ত শরপীড়িত হইতেছেন। সৌভ্রাত্রশালী ভ্রাতৃগণ আমার নিমিত্তই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। দ্রুপদনন্দিনী আমার নিমিত্তই পরিক্লেশিত হইয়াছেন। আজি জীবনকে সর্বোৎকৃষ্ট ও দুর্লভ বোধ হইতেছে; অতএব অদ্য জীবন থাকিতে থাকিতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। আমি যদি তোমার ও ভ্রাতৃগণের অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহা হইলে স্বধর্ম্মের অবিরোধী হিতকর উপদেশ প্রদান কর।"

কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরসান্ত্বনা

"বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের করুণ-রসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা বায়ু ও অগ্নিসম তেজস্বী দুর্জয় ভীমার্জ্জুন এবং ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রান্ত নকুল-সহদেব থাকিতে বিষাদ করিবেন না। আমাকে আদেশ করুন, আমিও সেই সৌহার্দ্যনিবন্ধন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি নিয়োগ করিলে আমি মহাযুদ্ধে কি না করিতে সমর্থ হই? যদি অর্জ্জুনের যুদ্ধে ইচ্ছা না হয়, তবে আমিই ধার্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে পুরুষবর ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া সংহার করিব। যদি মনে করেন, ভষ্মি হত হইলেই জয়লাভ হইবে, তাহা হইলে আমি একরথে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের প্রাণনাশ করিব। আপনি এই যুদ্ধে মহেন্দ্রের বিক্রমতুল্য আমার বিক্রম অবলোকন করুন, আমি মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। আপনাদিগের শত্রুই আমার শত্রু, আপনাদিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন, আর আমার প্রয়োজনই আপনাদিগের প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার ভ্রাতা ধনঞ্জয় আমার সখা, সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি তাঁহার নিমিত্ত নিজ মাংস কর্ত্তন করিয়া প্রদান করিব; ইনিও আমার নিমিত্ত প্রাণ দান করিবেন; এইরূপে আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। অতএব আপনি আমাকে যোদ্ধৃপদে নিযুক্ত করুন। পূর্ব্বে পার্থ উপপ্লব্যনগরে লোকসমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি গাঙ্গেয়কে নিহত করিব, এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা দূরে নিক্ষেপ করুন; আমিই পার্থের প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্যসম্পন্ন করিব; অথবা এই ভার পার্থের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হইবে; অতএব ধনঞ্জয়ই পরপুরঞ্জয় ভীষ্মকে সংহার করিবেন; ইনি সমুদ্যত হইলে অশক্য [অসাধ্য] কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারেন। ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ, দৈত্য ও দানবদলের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে ইনি তাঁহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে পারেন। মহাবীর ভীষ্ম ত' বিপরীতমতি [বুদ্ধিভ্রংশ], সত্ত্বহীন ও অল্পচেতন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন।"

ভীষ্মবধোপায় পরিজ্ঞানার্থ তৎসমীপে গমন

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি যথার্থই কহিতেছ; কৌরবেরা সকলে একত্র হইয়াও তোমার বেগধারণে সমর্থ হয় না। তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থান করিতেছ, তখন প্রতিনিয়তই আমার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি

রক্ষা করিলে মহারথ ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে আমার উৎসাহ হয় না; তুমি অযোধ্যমান [যুদ্ধে নির্লিপ্ত] থাকিয়াই ঐ রূপে সাহায্য কর। পিতামহ ভীষ্ম আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না; দুর্য্যোধনের নিমিত্তই যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু আমার হিতার্থ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে রাজ্য ও মন্ত্রণা প্রদান করিবেন; অতএব চল, সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত তাঁহারই নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি, তিনি অবশ্যই সত্য ও হিতবাক্য কহিবেন, আমরা যুদ্ধকালে তাঁহার বাক্যানুসারেই কার্য্য করিব। সেই দৃঢ়ব্রত আমাদিগকে জয় ও মন্ত্রণা প্রদান করিবেন। ক্ষাত্র [ক্ষত্রিয়োচিত] জীবিকায় ধিক! আমরা বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া যাঁহার হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, এক্ষণে সেই পিতামহকে সংহার করিবার অভিলাষ করিতেছি!”

“বাসুদেব কহিলেন, “মহারাজ! আপনার বাক্য আমার মনোমত হইয়াছে; দেবব্রত কৃতী ভীষ্ম দর্শনমাত্র সকলকে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করিবার ও তাঁহার নিকটই গমন করুন; বিশেষতঃ আপনি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হিতবাক্য কহিতে পারেন। এক্ষণে চলুন, শান্তনবের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করি; তিনি আমাদিগকে যেরূপ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, আমরা অদনুসারে অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

“বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পিতামহের নিকট গমন করিলেন এবং অস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ ও পূজাসহকারে প্রণাম করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, “হে কেশব! ধনঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ! ভীমসেন! নকুল! সহদেব! তোমাদের স্বাগত। তোমাদের প্রীতিবর্দ্ধানের জন্য কি কার্য্য করিতে হইবে? যদি তাহা অত্যন্ত দুষ্কর হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদনা করিব।”

“কুরুপিতামহ ভীষ্ম প্রীতিসহকারে পুনঃ পুনঃ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দীনাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়পূর্ব্বক কহিলেন, “পিতামহ! আমরা কি প্রকারে জয় বা রাজ্যলাভ করি এবং কি প্রকারেই বা প্রজাগণের রক্ষা হয়? অতএব আপনি আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলুন। আমরা কোন প্রকারে আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহি; সংগ্রামসময়ে আপনার বিন্দুমাত্র ছিদ্রও নয়নগোচর হয় না; আমরা যুদ্ধকালে দেখি, আপনি প্রতিনিয়ত মণ্ডলাকার শরাসন ধারণ করিয়া আছেন। আপনি কখন শর গ্রহণ করেন, কখন সন্ধান করেন, আর কখনই বা ধনু আকর্ষণ করেন, কিছুই দৃষ্ট হয় না। আপনি রথারূঢ় হইলে আপনাকে অপর সূর্য্য এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিগণের সংহারকর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। কোন পুরুষ আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হয়? আপনি শরজাল বর্ষণ করিয়া নিয়তই শত্রু বধ করিতেছেন; আমার বিপুলতর সৈন্য ক্ষীণ করিয়াছেন। অতএব যাহাতে আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হই, যাহাতে আমার রাজ্যলাভ হয়, যাহাতে মদীয় সৈন্যগণ কল্যাণ লাভ করিতে পারে, তাহাই বলুন।”

“তখন ভীষ্ম কহিলেন, “হে পাণ্ডবগণ! সত্য কহিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে কোন প্রকারে তোমাদিগের জয়লাভ হইবে না; আমি পরাজিত হইলে পর তোমরা জয়লাভ করিবে। অতএব যদি জয়লাভের ইচ্ছা থাকে, আমি অনুমতি করিতেছি, পরমসুখে আমাকে

প্রহার কর; তোমরা যে আমাকে বিদিত হইয়াছ, ইহাই সুকৃত বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। আমি নিহত হইলে সকলেই নিহত হইবে; অতএব ইহাই কর।"

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ। আপনি সমরে ক্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন যমরাজ দণ্ডহস্তে আগমন করিয়াছেন; অতএব কি উপায়ে আপনাকে পরাজিত করিতে পারি, তাই বলুন। দেবরাজ, যমরাজ ও বরুণকেও পরাজয় করিতে পারা যায়, তথাপি আপনাকে পরাজয় করিতে পারি না, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ এবং অসুরগণও আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না।"

ভীষ্মের স্বকীয় বধোপায় কথন

"ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমি কার্মুক ও অস্ত্র গ্রহণ করিলে ইন্দ্রপ্রভৃতি সুর ও অসুরগণ যে আমাকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা অযথার্থ নহে; আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহারা আমাকে বধ করিতে পারেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ বা ধ্বজহীন, পতিত, পলায়মান, ভীত, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, বিকলাঙ্গ, পিতার একমাত্র পুত্র, অপ্রশস্ত বা 'আমি তোমার' বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অভিরুচি হয় না। আর পূর্ব্বে এরূপ সঙ্কল্পও করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গল লক্ষণযুক্ত ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব না। তোমার সৈন্যের মধ্যে শিখণ্ডীনামে যে মহারথ দ্রুপদতনয় আছেন, উনি যেরূপ স্ত্রীরূপ হইতে পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ; বার্ম্মিতাঙ্গ ধনঞ্জয় তাঁহাকে অগ্রে করিয়া নিশিত বিশিখজালে আমাকে প্রহার করুন। শিখণ্ডী অমঙ্গলযুক্ত-ধ্বজ বিশেষতঃ স্ত্রীপূর্ব্ব, অতএব উহাকে শস্ত্রদ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না। ধনঞ্জয় এইরূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শরদ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করুন। আমি সংগ্রামে সমুদ্যত হইলে মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কেহই আমাকে বধ করিতে পরিবে না; অতএব ধনঞ্জয় যত্নসহকারে শর-শরাসন ধারণপূর্ব্বক শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া আমাকে পাতিত করুন; তাহা হইলেই তোমার জয় হইবে সন্দেহ নাই। হে সুব্রত! আমি যেরূপ কহিলাম, তদনুসারে কার্য্য করিয়া সংগ্রামে সমাগত সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার কর।"

ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের অনভিপ্রায়

"কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ এইরূপ উপায় অবগত হইয়া কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বশিবিরে আগমন করিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় প্রাণপরিত্যাগে সমুদ্যত পিতামহের বাক্যশ্রবণে দুঃখসন্তপ্ত ও লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "মাধব! বাল্যকালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলিধূসরিতকলেবরে যাঁহাকে ধূলিধূসরিত করিতাম, অঙ্কে আরোহণ করিয়া পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে যিনি কহিতেন, "আমি তোমার পিতা নহি, তোমার পিতার পিতা', সেই বৃদ্ধ পিতামহের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিব, কি প্রকারেই বা তাঁহাকে বধ করিব! অতএব তিনি আমার সৈন্যগণকেই বধ করুন। আর আমার জয় কিংবা নিধনই হউক, মহাত্মা ভীষ্মের সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না; অথবা তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?"

"বাসুদেব কহিলেন, "ধনঞ্জয়! তুমি ভীষ্মকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; ক্ষত্রিয় হইয়া এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা করিবে? অতএব এই যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কে রথ হইতে পতিত কর; ভীষ্মকে বধ না করিলে তোমার জয়লাভ হইবে না। দেবগণ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন, ভীষ্ম মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইবেন। এক্ষণে তাঁহাই সফল হউক, তুমি তাহার অন্যথা করিও না। তোমা ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না; অধিক কি, স্বয়ং বজ্রধরও ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে সংহার করিতে পরিবেন না, অতএব স্থির হইয়া ভীষ্মকে বধ কর। পূর্ব্বে মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজকে কহিয়াছেন যে, হে দেবরাজ! জ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ অথবা গুণবান ব্যক্তি আততায়ী হইলে, তাহাকে সম্মুখীন দেখিবামাত্র বধ করিবে। হে ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন ধর্ম্ম যে, অসূয়াশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিবে, রক্ষা করিবে ও সকল বিষয় জানিতে অভিলাষ করিবে।"

"ধনঞ্জয় কহিলেন, "হে বাসুদেব! ভীষ্ম শিখণ্ডীকে অবলোকন করিলেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইবেন; অতএব শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যু, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাকে অগ্রে করিয়া গাঙ্গেয়াকে নিপাতিত করিব, এই উপায়ই আমার মনোমত। আমি শরশরাসনদ্বারা অন্যান্য সকলকে নিবারণ করিব। আর শিখণ্ডী কেবল যোদ্ধৃপ্রধান ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আমি ভীষ্মের মুখে শুনিয়াছি, শিখণ্ডী অগ্রে কামিনী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন; এই নিমিত্ত পিতামহ তাহার সহিত সমর করিবেন না।" বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হইলেন।"

১০৭তম অধ্যায়

দশম-দিবসীয় যুদ্ধ—উভয়পক্ষের সৈন্যসমাবেশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত ও ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সূর্য্যোদয় হইলে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও দধিকর্ণ শঙ্খসকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া বহির্গত হইলেন। শিখণ্ডী অতি দুর্ভেদ্য বূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সকল সৈন্যের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তাঁহার চক্ররক্ষক এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও বীর্য্যবান অভিমন্যু তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন; সাত্যকি, চেকিতান ও পাঞ্চলরক্ষিত মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন। বিরাট স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ এবং দ্রুপদ বিরাটের পশ্চাৎ গমন করিলেন। কেকায়েরা পঞ্চভ্রাতা ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবব্যূহের জঘনীভাগ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ সৈন্যগণকে এইরূপে ব্যূহিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

"এ দিকে কৌরবগণও মহারথ ভীষ্মকে সকল সৈন্যের অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনার মহাবল পুত্রগণ তাঁহার রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, মহাবল অশ্বত্থামা, গজসৈন্যপরিবৃত ভগদত্ত, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ক্রমান্বয়ে

তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কাম্বোজরাজ বলবান সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, বৃহদ্বল, শকুনি এবং সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ কৌরবসৈন্যের জঘনরক্ষক হলেন। ভীষ্ম প্রতিদিন এইরূপ আসুর, পৈশাচ অথবা রাক্ষস ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতেন।

কৌরব-পাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ

" অনন্তর পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে যমরাজ্যবিবর্দ্ধন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুনপ্রভৃতি কৌন্তেয়গণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া নানাবিধ শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে আপনার সৈন্যগণ ভীমসেনের সায়কজালে তাড়িত ও রুধিরপ্রবাহে ক্লেদিত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকিও কুরুসৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক আহন্যমান কৌরবসেনা পাণ্ডবসেনাকে প্রতিহত করিতে অসমর্থ ও আশ্রয়প্রাপ্ত না হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ আমাদিগের সৈন্যগণকে নিতান্ত পীড়ন করিতেছে দেখিয়া মহাবলপরাক্রান্ত শান্তনুতনয় জাতক্রোধ হইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সোমকগণকে আঘাত করিতে করিতে কি প্রকারে পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইলেন, বল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "নরনাথ! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কুরুসৈন্যগণকে নিগৃহীত করিলে ভীষ্ম যাহা করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে কৌরবসেনা নিহত করিতে করিতে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দুষ্পরাজেয় ভীষ্ম শত্রুহস্তে মানুষ, হস্তী ও অশ্বগণের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিকদ্বারা পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে আঘাত করিতে লাগিলেন, শরজালদ্বারা পাণ্ডবগণের পাঁচজন প্রধান মহারথকে নিবারিত করিলেন; বীর্য্য ও রোষসহকারে নানা অস্ত্র বর্ষণপূর্ব্বক অপরিমিত হস্তী ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন। এই ভয়ঙ্কররূপে অরাতিগণের রথে রথিগণকে, অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহীদিগকে, ভূমিতে পদাতিসকলকে ও গজে গজারোহীদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন অসুরগণ দেবরাজের সম্মুখীন হয়, পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে সমরে ত্বরান্বিত দেখিয়া সেইরূপ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। ভীষ্মও বজ্রসদৃশ। শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সকল দিকেই তাঁহার ভীষণমূর্ত্তি ও ইন্দ্রধনুসদৃশ বৃহৎ শরাসন প্রতিনিয়ত মণ্ডলীভূতই নয়নগোচর হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ ভীষ্মের তাদৃশ কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। অমরগণ যেমন বিপ্রচিত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ বিমনায়মান হইয়া ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অগ্নি যেমন কাননকে দগ্ধ করে, দশম দিবসের যুদ্ধে সেইরূপ ভীষ্ম নিশিতশরজালে শিখণ্ডীর রথসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মের প্রতি শিখণ্ডীর বাণনিক্ষেপ

"তখন শিখণ্ডী তিনটি শরদ্বারা জাতরোষ, আশীবিষ ও কালসৃষ্ট অন্তকসম ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে ভীষ্ম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে শিখণ্ডী! তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর বা না কর, আমি তোমার সহিত কোনক্রমেই যুদ্ধ করিব না। বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনীই আছ।"

"শিখণ্ডী ভীষ্মের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণীদ্বয় পরিলেহনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভীষ্ম! হে ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারিন! আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি; তুমিও যে পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার এই দিব্যপ্রভাবও আমার অবিদিত নাই। তথাপি আমি আপনার ও পাণ্ডারগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করিব এবং সত্য কহিতেছি যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণসংহার করিব। হে ভীষ্ম! আমার বাক্য শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর তুমি আমার প্রতি শরনিক্ষেপ কর বা না কর, তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না; অতএব এই লোকসকলকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ কর।"

"শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রথমে বাক্যবাণে ব্যথিত করিয়া পশ্চাৎ সন্নতপর্ব্ব পাঁচশরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় শিখণ্ডীর বাক্যশ্রবণে প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া শিখণ্ডীকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে শিখণ্ডী! আমি তোমায় সাহায্য করিব; তুমি শরনিকরে শূরগণকে উৎসাহিত করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে ভীষণ পরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। কেহই তোমাকে পীড়ন করিতে পরিবে না, তুমি অবহিত হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ কর। যদি ভীষ্মকে সংহার না করিয়া প্রত্যাগমন কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত এই সমস্ত লোকের উপহাসাস্পদ হইবে। অতএব যাহাতে আমরা উপহাসাস্পদ না হই, সেইরূপ যত্ন কর এবং পিতামহকে সংহার কর। আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, ভগদত্ত, মগধরাজ, সৌমদত্তি, রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ, সুশর্ম্মা এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবগণকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব; তুমি পিতামহকে সংহার কর।" "

১১০তম অধ্যায়
ভীষ্ম-অর্জনযুদ্ধ—কৌরবীপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী কি প্রকারে মহাত্মা ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, কোন সকল মহারথ জয়াভিলাষে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক সেই সময়ে ত্বরান্বিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিল এবং মহাবীর ভীষ্ম সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সোমকগণের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? শিখণ্ডী যে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। ভীষ্মের কি রথ ভগ্ন হইয়াছিল অথবা শরক্ষেপসময়ে তাঁহার শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ভীষ্ম যখন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে অরাতিগণকে সংহার করেন, তখন তাহার ধনুও বিশীর্ণ হয় নাই, রথও ভগ্ন হয় নাই। অনেক সহস্র মহারথ, গজারোহী ও অশ্বরোহী যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ভীষ্মও স্বকৃত প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। তিনি শরজালে শত্রুদলকে দলন করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম বাণসমূহে শত-শত ও সহস্র-সহস্র রিপুসেনা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ পাশহস্ত কৃতান্তসদৃশ ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

"অনন্তর অপরাজিত অর্জ্জুন সিংহের ন্যায় উচ্চস্বরে গর্জ্জন, মুহুর্ম্মুহুঃ জ্যাবিক্ষেপ ও শরপরম্পরা বর্ষণ করিতে করিতে সমুদয় রথিগণকে ত্রাসিত করিয়া কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিলেন; যেমন মৃগগণ সিংহনাদ শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ কৌরবসৈন্যগণ অর্জ্জুনের শব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়শীল ও আপন সৈন্যগণকে নিপীড়িত দেখিয়া ভীত হইয়া ভীষ্মকে কহিলেন, "হে পিতামহ! যেমন হুতাশন অরণ্যকে দগ্ধ করে, সেইরূপ এই শ্বেতাশ্ব [শ্বেতবর্ণ-অশ্বযুক্ত রথে আরূঢ়] কৃষ্ণসারথি পাণ্ডব আমার সমুদয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছে। দেখুন, আমার সৈন্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। যেমন পশুপাল অরণ্যে পশুগণকে তাড়না করে, সেইরূপ ধনঞ্জয় ইহাদিগকে তাড়িত করিতেছে। একে উহারা ধনঞ্জয়ের শরে ছিন্নভিন্ন ও পলায়মান হইতেছে, তাহাতে আবার দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন, সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচ উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এইসকল বীরের সহিত যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ নহে। আপনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী; এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পীড়িত সৈন্যগণের আশ্রয় হউন।"

ভীষ্মের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা—বহু পাণ্ডবসৈন্যবধ

"দেবব্রত ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের দশসহস্র ব্যক্তিকে নিহত

করিয়া সমর হইতে নিবৃত্ত হইব। আমি সেই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি, অদ্য আরও এক মহৎ কর্ম্ম করিব; হয় আপনি নিহত হইয়া শয়ন করিব, না হয় পাণ্ডবগণকে নিহত করিব। আজি সেনামুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বামিপ্রদত্ত অন্নের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।"

"মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে পাণ্ডবসৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পাণ্ডবগণ সেনামধ্যে অবস্থিত ক্রোধপর বিষধরসদৃশ ভীষ্মকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশম দিবসের যুদ্ধে ভষ্মি আত্মশক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক শতসহস্র বীরকে ধরাশায়ী করিলেন। সূর্য্য যেমন করজাল[কিরণসমূহ]দ্বারা জল গ্রহণ করেন, তিনি সেইরূপ পাঞ্চালদিগের প্রধান প্রধান মহারথগণের তেজগ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দশসহস্র বেগগামী কুঞ্জর, আরোহিসমেত দশসহস্র অশ্ব ও একলক্ষ পদাতি সংহার করিয়া ধূমশূন্য হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবগণের কেহই উত্তরায়ণপ্রস্থিত দিবাকরের ন্যায় তাপপ্রদ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ভীষ্মকর্ত্তৃক নির্ভরনিপীড়িত [একান্ত ব্যথিত] পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুধ্যমান ভীষ্ম সেই বীরগণে পরিবৃত হইয়া মেঘাবৃত সুমেরুশিখরীর [পর্ব্বতের] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন মহতী সেনাসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

১১১তম অধ্যায়
পাণ্ডবপক্ষের সমবেত ভীষ্মাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, "শিখণ্ডী! পিতামহকে আক্রমণ কর; উহা হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহে উহাকে রথ হইতে নিপতিত করিব।" শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব ও মহাবীর যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য মহারথীগণ সৈন্যসমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সমস্ত মহারথ সমাগত হইলে কৌরবপক্ষেরা শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। যেমন ব্যাঘ্রশিশু বৃষের অভিমুখীন হয়, সেইরূপ চিত্রসেন চেকিতানের অভিমুখীন হইলেন এবং কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সৌমদত্তি ত্বরান্বিত হইয়া রোষাবিষ্ট ভীমসেনকে, বিকর্ণ বিশিখজাল [শরসমূহ] বর্ষণ করিতে করিতে শৌর্য্যশালী নকুলকে, জাতক্রোধ কৃপাচার্য্য সহদেবকে, মহাবল দুমুখ ক্রুরকর্ম্ম ঘটোৎকচকে, দুর্য্যোধন সাত্যকিকে, সুদক্ষিণ অভিমন্যুকে, অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে, দ্রোণাচার্য্য যত্নসহকারে যুধিষ্ঠিরকে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন শিখণ্ডী ও তাঁহার অনুগামী অমিততেজাঃ ধনঞ্জয়কে এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধগণ ভীষ্মের জীবনরক্ষার্থ পাণ্ডবগণের অন্যান্য মহারথদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিতচিত্তে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! এই অর্জ্জুন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন; তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর; ভীষ্ম তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে সমর্থ

হইবেন না; সত্ত্বহীন অল্পপ্রাণ ভীষ্মের কথা কি, দেবরাজও ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না।” পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীগণ সেনাপতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রবল প্রবাহের ন্যায় সম্মুখাগত অরাতিগণকে প্রফুল্লহৃদয়ে নিবারণ করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণও ভীষ্মের রথসমীপে দুর্য্যোধপ্রভৃতি আপনার পুত্রগণকে আক্রমণ করিলেন।

ভীষ্মপার্শ্বরক্ষক দুঃশাসনসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

“মহারথ দুঃশাসন পিতামহ ভীষ্মের জীবনরক্ষার্থী হইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মহাবীর ধনঞ্জয় দুঃশাসনের রথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত, যেমন তীরভূমি ক্ষোভিতসলিল [উদ্বেলিত—স্ফীত বারি] মহার্ণবকে নিরুদ্ধ করে, সেইরূপ তিনি ধনঞ্জয়কে নিবারিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই রথিশ্রেষ্ঠ, উভয়েই দুর্জ্জয়, উভয়েই চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়েই উভয়ের বধ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া ময় ও শক্রুর ন্যায় পরস্পর আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন তিনবাণে অর্জ্জুনকে ও বিংশতিবাণে বাসুদেবকে আহত করিলে বাসুদেবকে পীড়িত অবলোকনপূর্ব্বক কুপিত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি একশত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত নারাচ কবচ ভেদ করিয়া দুঃশাসনের শোণিত পান করিল। দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচবাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে অতি তীক্ষ্ণ তিনশরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় সেই ললাটনিখাত [কপালে প্রোথিত] শরত্রয়ে উচ্ছ্রিত[উন্নত]শৃঙ্গ মেরুর ন্যায়, কুসুমিত কিংশুকের ন্যায় সুশোভিত হইলেন এবং যেমন রাহু ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বণ[পূর্ণিমার]-চন্দ্রকে নিগ্রহ করে, তদ্রূপ কুপিতচিত্তে দুঃশাসনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অর্জ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া কঙ্কপত্রশোভিত [হাড়গিলার পাখার ন্যায় পাখাযুক্ত] শিলাশিত শরজালে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তিনবাণে তাঁহার রথ ও শরাসন ছেদন করিয়া যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর ভুরি ভুরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত বাণ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া মহারথ দুঃশাসন যত্নশীল ধনঞ্জয়কে বিস্ময়াবিষ্ট ও নিশিত বিশিখজালে নিতান্ত বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ধানপূর্ব্বক শিলাশিত স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; সেইশকল শর তড়াগ[দীঘি]গত হংসগণের ন্যায় মহাত্মা দুঃশাসনের কলেবরে নিমগ্ন হইল। দুঃশাসন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পার্থকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মের রথে গমন করিলেন; ভীষ্ম সেই অগাধজলনিমগ্ন দুঃশাসনের দ্বীপস্বরূপ [আশ্রয়] হইলেন। যেমন পুরন্দর বৃত্রাসুরকে প্রতিহত করিয়াছিলেন, শৌর্য্য ও পরাক্রমশালী দুঃশাসন চেতনা লাভ করিয়া সেইরূপ নিশিতশরজালে পুনরায় পার্থকে নিবারিত করিতে লাগিলেন কিন্তু ধনঞ্জয় ব্যথিত বা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না।”

১১২তম অধ্যায়

ভীষ্মের অঙ্গরক্ষক অলম্বুষসহ সাত্যকির সমর

সঞ্জয় কহিলেন, “মহাধনুর্দ্ধার ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীষ্মের সহিত সমরোদ্যত সাত্যকির পথ রোধ করিল। সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্যবদনে নয়বাণে অলম্বুষকে আহত করিলেন, অলম্বুষও নয়বাণে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিল; সাত্যকিও অলম্বুষের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিলেন। অলম্বুষ তীক্ষ্ণ শরসমূহে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। তেজস্বী সাত্যকি বিদ্ধ হইয়াও বীর্য্যসহকারে হাস্য ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর যেমন তোদানদণ্ডদ্বারা মহাগজকে তাড়না করে, প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সেইরূপ নিশিত শরসমূহে সাত্যকিকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া ভগদত্তের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। লঘুহস্ত ভগদত্ত শিতধারা ভল্লদ্বারা সাত্যকির বৃহৎ ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সাত্যকি অন্য দৃঢ়তর ধনু ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ শরসমূহে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সৃক্কণীদ্বয় পরিলেহনপূর্ব্বক কনক ও বৈদূর্য্যশোভিত, অলঙ্কৃত, লৌহনির্ম্মিত যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি অমনি সায়কসমূহে তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; সেই দ্বিধাচ্ছিন্ন শক্তি প্রভাশূন্য মহোল্কার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল।

“শক্তি বিফল হইল দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন। রথপরম্পরায় সাত্যকিকে বেষ্টিত করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, “হে ভ্রাতৃগণ! সাত্যকি যেন এই রথবেষ্টন হইতে প্রাণ লইয়া বহির্গত হইতে না পারে; সাত্যকি বিনষ্ট হইলে বোধ হয়, পাণ্ডবগণের মহৎ বল বিনষ্ট হইবে।” মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্য্যোধনের বাক্য গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মবধার্থী অভিমন্যুপ্রভৃতির অগ্রগতিরোধ

“কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের অভিমুখে গমনে সমুদ্যত অভিমন্যুকে নিবারিত করিতে লাগিলেন, অভিমন্যু প্রথমে সন্নতপর্ব্বশরসমূহে, পরে চতুঃষষ্টিবাণে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন; সুদক্ষিণও ভীষ্মের জীবনরক্ষার্থ অভিমন্যুকে পাঁচবাণ ও তাঁহার সারথিকে নয়বাণে আঘাত করিলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

“মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ রোষাবেশে কৌরবগণের মহাসৈন্য প্রতিহত করিতে করিতে ভষ্মের প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন, এমন সময় অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অশ্বত্থামার প্রতি বিরাট দশ ভল্ল ও দ্রুপদ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা ভুরি ভুরি শরে বিরাট ও দ্রুপদকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দুই বৃদ্ধ যে অশ্বত্থামার দারুণ শরজাল প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হইল।

“যেমন প্রমত্ত আরণ্য গজ অন্য আরণ্য মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেইরূপ শৌর্য্যশালী কৃপাচার্য্য মহারথ সহদেবের সম্মুখীন হইয়া সুবর্ণভূষণ সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। সহদেব শরসমূহে কৃপাচার্য্যের ধনু দ্বিধাছিন্ন করিয়া নয়বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী কৃপাচার্য্য ভারসহ শরাসনান্তর গ্রহণ করিয়া দশবাণে সহদেবের এবং

ভীষ্মবধার্থী সহদেবও শরজালে কৃপাচার্য্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

"শক্রিতাপন বিকর্ণ ষষ্টিসায়কে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন; নকুল অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সপ্তসপ্ততিবাণে বিকর্ণকে আহত করিলেন। এইরূপে দুই নরসিংহ ভীষ্মের নিমিত্ত গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন।

"ঘটোৎকচ। কুরুসৈন্যগণকে আঘাত করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন; পরাক্রমী দুর্ম্মুখ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্বশরে দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল ও দুর্ম্মুখ শাণিত ষষ্টিশরে ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিলেন।

"রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মবধার্থ গমন করিতেছিলেন; মহারথ হার্দ্দিক্য তাঁহার গতিরোধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন লৌহময় পঞ্চবাণে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চাশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; হার্দ্দিক্যও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কঙ্কপত্রভূষিত নয়বাণে আহত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব উৎকর্ষ অনুসারে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীষ্মের নিমিত্ত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

"মহাবল ভীমসেন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবা 'থাক থাক' বলিয়া শীঘ্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অতি তীক্ষ্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান ভীমসেন সেই নারাচে বিদ্ধ হইয়া শক্তিবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ-অসুরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রোষাবেগ সহকারে কর্ম্মকারপরিমার্জ্জিত [বাণিনির্ম্মাতাকর্ত্তৃক শাণিত] সূর্য্যসদৃশ শরজালে ভীষ্মের বধ্যপ্রার্থী ভীমসেন ভূরিশ্রবাকে এবং ভীষ্মের জয়ার্থী ভূরিশ্রবা ভীমসেনকে আহত করিলেন। যুদ্ধে ও প্রতিযুদ্ধে যত্নবান বীরদ্বয় এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

"রাজা যুধিষ্ঠীর মহতী সেনাপরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গতি রোধ করিলেন। প্রভদ্রগণ দ্রোণাচার্য্যের ঘনগর্জ্জনাসদৃশ রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই মহতী সেনা দ্রোণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া একপদও গমন করিতে সমর্থ হইল না।

"মহারাজ! আপনার পুত্র মহারথ পরাক্রান্ত চিত্রসেন চেকিতানের পথ রোধ করিলেন। অনন্তর উভয়েই স্ব স্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! এ দিকে দুঃশাসন কি প্রকারে ভীষ্মের জীবনরক্ষা হইবে, এই চিন্তায় সাধ্যানুসারে অর্জ্জুনের পথ রোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন বারংবার নিবারিত হইয়াও পরিশেষে দুঃশাসনকে নিরস্ত করিয়া কুরুসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইতে লাগিল।"

১১৩তম অধ্যায়
উৎপাতদর্শনে দ্রোণাচার্য্যের পরাজয়শঙ্কা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাধনুর্দ্ধার, মত্তবারণবিক্রম, মহাবল, নিমিত্তজ্ঞ [কার্যকারণজাত ভাবী ফলে অভিজ্ঞ] দ্রোণাচার্য্য মত্তমাতঙ্গবারণ মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সেনাসাগরে

অবগাহন করিয়া শত্রুগণকে নির্ভরনিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, "বৎস! মহাবল ধনঞ্জয় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত যে দিনে যত্নের পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করিবেন, আজি সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমার বাণীসকল উৎপতিত হইতেছে; শরাসন স্পন্দিত হইতেছে; অস্ত্রসকল বিশ্লিষ্ট [স্খলিত] হইতেছে; অন্তঃকরণ ক্রুরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে অশান্ত ও ঘোরতর চীৎকার করিতেছে; গৃধ্রগণ কৌরবসৈন্যের উপর নিপতিত হইতেছে; আদিত্য প্রভাশূন্য হইয়াছে; দিকসকল লোহিতবর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন শব্দিত, ব্যথিত ও সাতিশয় কম্পিত হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র, বলাকা ও শিবাগণ মুহুর্ম্মুহুঃ মহৎ ভয়সূচক অশিব চীৎকার করিতেছে; আদিত্যমণ্ডলের মধ্য হইতে উল্কাপাত হইতেছে; দিবাকর কবন্ধ [কিবাট] ও অর্গলে আবৃত হইয়াছে, রাজগণের বিনাশসূচক চন্দ্রসূর্য্যের ভয়ানয় পরিবেশ [মণ্ডলাকারে চতুর্দ্দিকের পরিবেষ্টন] হইয়াছে; কৌরবরাজের দেবমন্দিরস্থ দেবতাগণ কখন কম্পিত হইতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখনও নৃত্য করিতেছেন ও কখন রোদন করিতেছেন; গ্রহগণ দিবাকরকে প্রতিকূল করিয়া অলক্ষণ্য [অলক্ষণযুক্ত] করিয়াছে; ভগবান চন্দ্রমা অবাকশিরাঃ [অধঃশিরা-কাটদ্বয়কে অধোদিক্ করিয়া উল্টা রকমে] হইয়া উদিত হইতেছেন; নরেন্দ্রগণের কলেবর প্রভাশূন্য দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা সৈন্যে পরিবৃত হইয়াও সমুচিত শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং উভয় সৈন্যের চতুর্দ্দিক হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীবের নিনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। অতএব ধনঞ্জয় নিঃসংশয় উত্তমাস্ত্রসমূহে যোদ্ধৃগণকে পরাস্ত করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিবেন।"

অর্জ্জুনাদির গতিরোধার্থ অশ্বত্থামাদির নিয়োগ

"দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "ভীমার্জ্জুন-সমাগত চিন্তা করিয়া আমার লোমসকল পুলকিত ও অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। ধনঞ্জয় সেই নিকৃতিজ্ঞ [ধূর্ত্ত] পাপচেতাঃ শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। ভীষ্ম পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে, আমি অমঙ্গল্যধ্বজ [অশুভচিহ্নযুক্ত] শিখণ্ডীকে বধ করিব না; বিধাতা উহাকে স্ত্রীরূপ করিয়াছিলেন, দৈববশতঃ পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তিনি তাহাকে কদাচ প্রহার করিবেন না; কিন্তু শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছে; এই চিন্তায় আমার অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীমার্জ্জুন সমাগম ও আমার সমরোদ্যোগ প্রজাগণের অমঙ্গলের হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মহানুভব ধনঞ্জয় বলবান, শৌর্য্যশালী, কৃতাস্ত্র, লঘুবিক্রম, দূরঘাতী [দূরে স্থির লক্ষ্য], নিমিত্তজ্ঞ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান, ক্লেশসহিষ্ণু ও নিত্যবিজয়ী; তুমি তাঁহার পথরোধের নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। দেখ, আজি এই ঘোর যুদ্ধে মহামারী উপস্থিত হইবে। কিরীটী ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে শূরগণের হেমচিত্রিত কবচ, ধ্বজাগ্র, তোমর, শরাসন, প্রাস, কনকোজ্জ্বল শক্তি ও হস্তিগণের পতাকাসকল ছেদন করিবেন। হে পুত্র! ইহা উপজীবিগণের [আশ্রিতসমূহের] প্রাণরক্ষার কাল নয়; স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত অগ্রসর হও। ধনঞ্জয় রথদ্বারা রথ, হস্তী ও অশ্বরূপ আবর্ত্তশালী মহাঘোর সাতিশয় দুর্গম সংগ্রামনদী উত্তীর্ণ হইতেছেন; ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যাঁহার

ভ্রাতা এবং কৃষ্ণ যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ, দম, দান ও তপ ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই তপোদগ্ধকলেবর [বনবাসাদি ক্লেশদ্বারা উত্তাপিত দেহ] যুধিষ্ঠিরের শোকপ্রভাব কোপোনল দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সেনাগণকে দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখ, বাসুদেবসহায় ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে প্রতিহত করিতেছেন; সৈন্যগণ তিমিকুম্ভীরভীষণ মহোর্ম্মিসঙ্কুল সাগরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া হাহাকার ও কিলকিলা শব্দ করিতেছে। তুমি পাঞ্চালতনয়ের সম্মুখীন হও, আমি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করি। রাজা যুধিষ্ঠিরের ব্যূহের অভ্যন্তরভাগ চতুর্দ্দিকস্থ অতিরথগণে সাগরকুক্ষির [সমুদ্রগর্ভের] ন্যায় নিতান্ত দুর্গম হইয়াছে। সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণসদৃশ, সমুন্নত মহাশালসম, শ্যাম কলেবর ঐ মহাবীর অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় সেনাগণের অগ্রভাগে আগমন করিতেছেন। তুমি সত্বর উত্তম অস্ত্র ও শরাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর ও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়পুত্র চিরকাল জীবিত থাকে, ইহা কাহার অভিলষণীয় নয়? কিন্তু আমি কেবল ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। দেখ, এই ভীষ্ম যম ও বিরুণের ন্যায় মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন।' ”

১১৪তম অধ্যায়
ভীমার্জ্জুনের অশ্বত্থামাদি অতিক্রমণ-ঘোর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহাত্মা দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মির্ষণ, এই দশ মহারথ ভীষ্মের সমরে যশোলাভের বাসনায় নানাদেশীয় সেনাগণসমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপ নয়-নয় বাণে, কৃতবর্ম্মা ও জয়দ্রথ তিন-তিন বাণে, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত দশ-দশ বাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দ পাঁচ-পাঁচ বাণে এবং দুর্ম্মির্ষণ বিংশতিবাণে ভীমসেনকে আহত করিলেন। ভীমসেন শল্যাকে সাতবাণে, কৃতবর্ম্মকে আটবাণে, কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাহাকে সাতবাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দকে পাঁচ-পাঁচ বাণে, দুর্ম্মির্ষণকে বিংশতিবাণে, চিত্রসেনকে পাঁচবাণে, বিকর্ণকে দশবাণে এবং জয়দ্রথকে প্রথমে পাঁচবাণে, পরিশেষে তিনবাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ছিন্নধনু কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত দশবাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তোদানদণ্ডবেধিত মহাগজের ন্যায় বাণবিদ্ধ হইয়া সরোষচিত্তে কৃপাচার্য্যকে আহত করিয়া তিনশরে জয়দ্রথের সারথি ও অশ্বগণের প্রাণসংহার করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া ভীমসেনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন দুই ভল্লে মহাত্মা জয়দ্রথের শরাসনের মধ্যভাগ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; জয়দ্রথ এইরূপে বিরথ হইলেন, তাঁহার শরাসন ছেদিত এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল; সুতরাং তিনি সত্বর হইয়া চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে মহারাজ! ভীমসেন একাকী এইরূপে শরজালে মহারথীগণকে

নিবারিত করিয়া সকল লোকের সমক্ষে সিন্ধুরাজকে বিরথ করিলেন; ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"শল্য ভীমসেনের পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মকার-পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ শর সন্ধানপূর্ব্বক 'থাক থাক' বলিয়া ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত, বিন্দ, অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ ও জয়দ্রথ শল্যের নিমিত্ত ভীমসেনকে অতি শীর্ঘ আহত করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই মহারথদিগকে পাঁচ-পাঁচ বাণে ও শল্যকে প্রথমে সপ্ততিবাণে, পরে দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্যও ভীমসেনকে অগ্রে নয়-বাণে আহত করিয়া ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথির মর্ম্মদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। প্রতাপবান ভীমসেন নিজ সারথি বিশোককে বাণবিদ্ধ দেখিয়া শল্যের বাহুযুগলে ও বক্ষে তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তিন-তিন বাণে অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে আহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেইসকল মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের মর্ম্মস্থলে অকুণ্ঠিতাগ্র তিন-তিন বাণ আঘাত করিলেন। ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিতলিপ্তকলেবরে বারিধারাভিষিক্ত পর্ব্বতের ন্যায় অব্যথিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়া শল্যকে তিনবাণে, ভগদত্তকে শত ও কৃপকে বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুতীব্র ক্ষুরপ্র-অস্ত্রে মহাত্মা কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা অন্য ধনুগ্রহণ করিয়া নারাচদ্বারা ভীমসেনের ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে লৌহময় নয়শরে, ভগদত্তকে তিনশরে, কৃতবর্ম্মাকে আটশরে ও কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি রথিগণকে দুই-দুই শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও নিশিতশরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেইসকল সর্ব্বাস্ত্রসম্পন্ন মহারথের বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাদিগকে তৃণ,তুল্য বিবেচনা করিয়া অব্যথিত-চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও ভীমের প্রতি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল ভগদত্ত মহাবেগসম্পন্ন স্বর্ণদণ্ড শক্তি, মহাভুজ জয়দ্রথ তোমর ও পট্টিশ, কৃপাচার্য্য শতঘ্নী, শল্য এক শর ও অন্য মহাধনুর্দ্ধরগণ পাঁচ-পাঁচ বাণ ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন ক্ষুরপ্র-অস্ত্রে তোমর, তিন-তিন বাণে পট্টিশ ও কঙ্কপত্রবিশিষ্ট নয়বাণে শতঘ্নী তিলবৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধারকে তিন-তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন।

"মহারথ ভীমসেন সমরে সায়কসমূহে শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন দেখিয়া ধনঞ্জয় রথারোহণপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা সেই দুই মহাত্মাকে সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন যে দশ মহারথের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, ধনঞ্জয় ভীষ্মের নিধন ও ভীমের হিতসাধনকামনায় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীমের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সুশর্ম্মাকে ভীম ও অর্জ্জুনবধে নিয়োগ করিয়া কহিলেন, "হে সুশর্ম্মন! শীঘ্র বলসমূহে পরিবৃত হইয়া গমনপূর্ব্বক ভীম ও অর্জ্জুনকে বধ কর।" প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনের বাক্যে সত্বর অনেক সহস্ররথে পরিবৃত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধারম্ভ হইল।"

১১৫তম অধ্যায়
কৌরব-পাণ্ডবের ঘোর সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অতিরথ ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যগণকে নিপীড়নপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরজালে মহারথ শল্যকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং সুশর্ম্মা, কৃপ, ভগদত্ত, চিত্রসেন, বিকর্ণ কৃতবর্ম্মা, দুর্ম্মর্ষণ, বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন-তিন বাণে আহত করিলেন। চিত্রসেন-রথারূঢ় জয়দ্রথ অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপাচার্য্য ভুরি ভুরি মর্ম্মভেদী শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেনপ্রভৃতি আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকেই ভীম-অর্জ্জুনকে পাঁচ-পাঁচ শর আঘাত করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সুশর্ম্মা নয়বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া সৈন্যগণের ভয়জনক সিংহনাদ করিলেন। অন্যান্য রথিগণও সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে ভীম ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন আমিষলিপ্সু মদমত্ত সিংহযুগল গোসমূহের মধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ মহারথ ভীম ও অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় রথিগণের মধ্যে বিচিত্রবেশে ক্রীড়া করিতেছেন, নয়নগোচর হইল। তাঁহারা শূরগণের কামুক, শার ও শত শত মানুষ্যের মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শত শত অশ্ব আহত ও নিহত হইল, শত শত গজ ও গজারোহী ধরাশয্যা গ্রহণ করিল, শত শত রথী ও অশ্বারোহী স্থানে স্থানে ব্যাপাদিত হইল ও কত শত ব্যক্তি কম্পিত হইতে লাগিল, অবলোকন করিলাম। কালকবলিত অশ্ব, গজ, পদাতি ও ভগ্ন রথসমূহে ধরাতল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। আমি এই যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম; তিনি শরনিকরে। সেই সমস্ত বীরগণকে নিবারিত ও আহত করিতে লাগিলেন।

কৌরবসহ অর্জ্জুনের-পাণ্ডবসহ ভীমের যুদ্ধ

"মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের ঈদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভীষ্মের রথসমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তখনও সমর পরিত্যাগ করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যগণকে নির্ভর নিপীড়িত করিলে কৌরবপক্ষীয় ভূমিপালগণ ত্বরান্বিত হইয়া ধনঞ্জয়ের রথে অযুত অযুত ও অর্বুদ অর্বুদ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় শরজালে সেই সমস্ত মহারথকে নিবারণপূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে সন্নতপর্ব্ব ভল্লসমূহে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ধনঞ্জয় পাঁচবাণে শল্যের শরাসন ও হস্তাবাপ [হস্তাচ্ছাদন-দস্তানা] ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ সায়কসমূহে তাঁহার মর্ম্মে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। শল্য রোষাবিষ্ট হইয়া অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন, বাসুদেবের পাঁচ এবং ভীমসেনের বাহুযুগলে ও বক্ষঃস্থলে নয় বাণ আঘাত করিলেন। অনন্তর যে স্থানে মহারথ ধনঞ্জয় ও ভীমসেন কৌরবগণের মহাসেনা সংহার করিতেছিলেন, দ্রোণাচার্য্য ও মগধরাজ জয়ৎসেন দুর্য্যোধনের ইঙ্গিত অনুসারে তথায় আগমন করিলেন। জয়ৎসেন ভীমায়ুধ [ভীষণ অস্ত্রসম্পন্ন] ভীমসেনকে নিশিত আটসায়কে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন প্রথমে দশ, পরে

পাঁচবাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথনীড় [রথ প্রকোষ্ঠসারথির বসিবার স্থান] হইতে নিপাতিত করিলেন; জয়ৎসেনের অশ্বগণ উদভ্রান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে তাহাকে তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য রন্ধ প্রাপ্ত হইয়া আটবাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন পঞ্চষষ্টিভল্লে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। এদিকে সমীরণ যেমন মহামেঘসকলকে ছিন্নভিন্ন করে, ধনঞ্জয় ভুরি ভুরি আয়স[লৌহনির্ম্মিত]বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধন ও কোশলরাজ বৃহদ্বল রোষাবিষ্ট হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। এদিকে পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডী মহারথ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ শিখণ্ডীকে এবং কৌরবগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের জয়লাভ বাসনায় পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমরূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিয়া জয়লাভের নিমিত্ত ভীষ্মকে পণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, "হে মহারথগণ! নির্ভয় হইয়া শান্তনুতনয়কে আক্রমণ কর।" সৈন্যগণ সেনাপতির বাক্যে সত্বর হইয়া প্রাণপণে ভীষ্মকে আক্রমণ করিল। মহাসাগর যেমন নিপতিত তীরভূমি গ্রাস করে, মহারথ ভীষ্ম সেইরূপ আগচ্ছমান [সম্মুখে আগত] পাণ্ডবসৈন্যগণকে গ্রাস [নিহত] করিলেন।"

১১৬তম অধ্যায়
বহু লোকবধে নির্বিণ্ন ভীষ্মের মরণোচ্ছা!

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কৌরবগণই বা কিরূপে পাণ্ডবদিগকে নিবারিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের অদ্ভুত যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রোষাবিষ্ট কৌরবপক্ষীয় মহারথীগণ প্রতিদিন কিরীটীর অস্ত্রজালে প্রাণত্যাগ এবং ভীষ্ম স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের বলক্ষয় করিতেন। কোন পক্ষেই জয়পরাজয় অবধারিত হয় নাই। কিন্তু দশম দিবসে ভীষ্ম ও অর্জ্জুন একত্র হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম এই দিনে অজ্ঞাতনামগোত্র শত শত মহাযোদ্ধার প্রাণ সংহার করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা দশ দিন পাণ্ডবসৈন্যগণকে সন্তাপিত করিলে পর স্বীয় জীবনের উপর তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; সুতরাং আত্মজীবন-বিনাশে সমুৎসুক হইয়া আর অধিক মনুষ্য বধ করিবেন না ভাবিয়া সমীপবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে যুধিষ্ঠির! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ; এক্ষণে আমার ধর্ম্য [ধর্ম্মময়-হিতকর] ও স্বর্গ [দিব্য —স্বর্গজনক] বাক্য শ্রবণ কর; ভুরি ভুরি প্রাণীবধ করাতে এই দেহের উপর আমার নির্ব্বেদ [ঔদাসীন্য] উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি আমার প্রিয়াচরণ তোমার অভিলষিত

হয়, তাহা হইলে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণসমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া আমার প্রাণসংহারে যত্নবান হও।” সত্যদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সৃঞ্জয়গণসমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং সৈন্যগণকে এই বলিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, “হে সৈন্যগণ! ধাবমান হও এবং ভীষ্মের সহিত সমর করিয়া জয়লাভ কর; সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়, সেনাপতি পাঞ্চালনন্দন ও ভীমসেন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন; হে সৃঞ্জয়গণ! ভীষ্ম হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরাজিত করিব।” ব্রহ্মলোকপরায়ণ পাণ্ডবগণ ক্রোধসহকারে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্নের পরাকাষ্ঠ অবলম্বনপূর্ব্বক শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া গমন করিলেন।

“সেই সময় সৈন্যসমবেত নানাদেশীয় মহাবল ভূপালগণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসনপ্রভৃতি সকল সহোদরগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে মধ্যগত ভীষ্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া শিখণ্ডী ও পাণ্ডবপ্রভৃতি সকলকে আক্রমণ করিলেন; ধনঞ্জয়ও শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া চেদি ও পাঞ্চলগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের, সাত্যকি অশ্বত্থামার, ধৃষ্টকেতু পৌরবের, যুধামন্যু অমাত্যসমবেত দুর্য্যোধনের, বিরাট সেনাসমভিব্যাহারে সসৈন্য জয়দ্রথের, যুধিষ্ঠির সসৈন্য শল্যের, ভীমসেন গজসৈন্যের এবং পাঞ্চালনন্দনগণ দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজপুত্র বৃহদ্বল কর্ণিকারধ্বজ সিংহকেতু অভিমন্যুর প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া ভূপতিগণসমভিব্যাহারে শিখণ্ডিসমেত ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলেন।

“উভয়পক্ষ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া ভীষণ পরাক্রমপূর্ব্বক এইরূপে পরস্পর ধাবমান হইলে ধরামণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের মহাশব্দ সিংহনাদে, শঙ্খ-দুন্দুভির নিস্বনে ও বাণরগণের বৃংহণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। নরেন্দ্রগণের সেই চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ প্রভা বীরগণের অঙ্গদ ও কিরীটের প্রভায় মলিন হইয়া উঠিল। ধূলিপটল জলদাপটলের ন্যায়, শস্ত্রসকল বিদ্যুতের ন্যায় এবং শরাসনশব্দ মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। উভয়দলেই বাণ, শঙ্খ ও ভেরীর মহাশব্দ আরম্ভ হইল। প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও শরসমূহে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের রথী, তুরঙ্গ পদাতিগণ পরস্পর সংহার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষই পরস্পরকে বধ ও জয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়া ছিলেন, সুতরাং দুই শ্যেনপক্ষী যেমন আমিষের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ কৌরব ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।”

১১৭তম অধ্যায়
দুর্য্যোধন-অভিমন্যুসমর

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! পরাক্রান্ত অভিমন্যু ভীষ্মের নিমিত্ত মহতী সেনাপরিবৃত দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে প্রথমে আনতপর্ব্ব নয় শর, পরে তিন শর বিদ্ধ করিলেন; অভিমন্যুও কুপিত হইয়া

দুর্য্যোধনের রথের প্রতি মৃত্যুর সহোদরার ন্যায় ঘোররূপ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দুর্য্যোধন ক্ষুরপ্র-অস্ত্রে সেই ঘোরতর শক্তি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অভিমন্যু ভীষ্মকে নিধন করিবার নিমিত্ত ও দুর্য্যোধন পাণ্ডবকে জয় করিবার নিমিত্ত অতি বিচিত্র ইন্দ্রিয়প্রীতিজনক [নয়ন-মনের আনন্দবর্দ্ধক], পার্থিবগণের প্রশংসিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

"অশ্বত্থামা রোষাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে নারাচ নিক্ষেপ করিলে অমিতবিক্রম সাত্যকি কঙ্কপত্রবিশিষ্ট নয়বাণে অশ্বত্থামার সমুদয় মর্ম্মস্থান আহত করিলেন। অশ্বত্থামা পুনরায় সাত্যকির বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রথমে নয়, পরে ত্রিশ বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াও তিনবাণে অশ্বত্থমাকে আহত করিলেন।

পৌরব-ধৃষ্টকেতুর পরস্পর যুদ্ধ

"মহারথ পৌরব মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিলে ধৃষ্টকেতুও অতি শীঘ্র ত্রিশবাণে পৌরবকে বিদ্ধ করিলেন। পৌরব ধৃষ্টকেতুর শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদসহকারে নিশিতশরনিকরে তাঁহাকে আহত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টকেতু অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ত্রিসপ্ততিশরে পৌরবকে আহত করিলেন। এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর মহারথ বীরদ্বয় প্রভূত শরবর্ষণে উভয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; উভয়েরই শরাসন ছেদিত হইল, উভয়েরই অশ্বগণ নিহত হইল; পরিশেষে উভয়েই বিরথ হইলেন; যেমন মহাবনে সিংহদ্বয় সিংহীর নিমিত্ত যত্নশীল হয়, সেইরূপ তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া গোচমনির্ম্মিত, শতচন্দ্রশোভিত, শততারাচিত্রিত চর্ম্ম এবং মহাপ্রভাসম্পন্ন খড়্গ গ্রহণ করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচিত্র মণ্ডল ও বিচিত্র গতিপ্রত্যাগতি [সামনে আসা ও পেছিয়ে যাওয়া] প্রদর্শন করিয়া পরস্পর আহ্বানপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। পৌরব 'থাক থাক' বলিয়া ধৃষ্টকেতুর ললাটদেশে ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পৌরবের জত্রুদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। এই রূপে সেই উভয় বীরই পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া নিপতিত হইলেন। অনন্তর আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বরথে আরোপিত করিয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবলপরাক্রান্ত সহদেব ধৃষ্টকেতুকে লইয়া অপসৃত হইলেন।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ যুদ্ধ

"চিত্রসেন প্রথমে লৌহময় শরজালে, অনন্তর ষষ্টিশরে, পরিশেষে নয়শরে সুশর্ম্মাকে আহত করিলেন। সুশর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে নিশিত শতসায়কে, তৎপরে আনতপর্ব্ব ত্রিশশরে চিত্রসেনকে আঘাত করিলেন; তিনিও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু ভীষ্মের সমরে যশ ও মানবর্দ্ধনের অভিলাষে পার্থের নিমিত্ত কোশলরাজ বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃহদ্বল প্রথমে পাঁচ, তৎপরে সন্নতপর্ব্ব বিংশতিশরে অভিমন্যুকে আঘাত করিলে, অভিমন্যু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বৃহদ্বলকে প্রথমে আট বাণ এবং শরাসন ছেদনপূর্ব্বক কঙ্কপত্রশোভিত ত্রিংশৎ বাণ আঘাত করিলেন। বৃহদ্বল অন্য কার্ম্মুক পরিগ্রহ করিয়া অভিমন্যুর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বলি ও

বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ভীষ্মের নিমিত্ত চিত্রযোধী। জাতক্রোধ বৃহদ্বল ও অভিমন্যুর সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

"যেমন বজ্রধর ধরাধরগণকে বিদারিত করেন, সেইরূপ ভীমসেন গজসৈন্যগণকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিলেন, পর্ব্বত-পরিমিত মাতঙ্গগণ নিহত হইয়া নিপতিত হইবামাত্র ধরাতল হইতে ঘোরতর শব্দ বহির্গত হইল। সেই ধরাপতিত আলোড়িত অঞ্জনরাশিসদৃশ [ঘন কজ্জলপুঞ্জতুল্য] মাতঙ্গসমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ পর্ব্বতসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

"মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠীর মহতি সেনয় সুরক্ষিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে ও শল্য ভীষ্মের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

"জয়দ্রথ বিরাটের প্রতি প্রথমে নয় বাণ, অনন্তর ত্রিংশৎ বাণ এবং বিরাট জয়দ্রথের বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিরাট ও জয়দ্রথ উভয়েরই বিচিত্র কামুক, বিচিত্র খড়্গ, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ, সুতরাং তাঁহারা রণক্ষেত্রে বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন।

"দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টম্যুম্নের সম্মুখীন হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের বৃহৎ শরাসন ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি সুবর্ণমণ্ডিত যমদণ্ডোপম গদা নিক্ষেপ করিলেন; দ্রোণাচার্য্য পঞ্চাশৎবাণে সেই গদা প্রতিহত করিলে তাহা চুর্ণীকৃত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা ব্যর্থ হইল দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রতি লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য নয়বাণে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীষ্মের পরাক্রম অবলোকন করিয়া লোকে বোধ করিতে লাগিল দ্রোণাচার্য্যের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ-পাণ্ডবপরাজয়

"এদিকে ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে করিতে ধাবমান হইলেন; বোধ হইল যেন, এক আরণ্য মত্ত গজ আর এক আরণ্য মত্ত গজের প্রতি ধাবমান হইতেছে। প্রতাপবান ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিয়া শর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিলেন। অর্জ্জুন রজতসদৃশ নির্ম্মল তীক্ষ্ণ শরজালে ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন এবং 'চল চল, ভীষ্মকে বধ কর' বলিয়া শিখণ্ডীকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া তরান্বিত হইয়া দ্রুপদের রথের প্রতি গমন করিলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া শীঘ্র ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবপক্ষীয় শৌর্য্যশালী যোদ্ধৃগণ চীৎকার করিতে করিতে অতিবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অর্জ্জুন সমুচিত সময়ে সেই কৌরবপক্ষীয় নানাবিধ সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, সমীরণ গগনোদিত মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে। শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অব্যগ্রচিত্তে সত্বর ভুরি ভুরি শরে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মরূপ অনল রথারূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, চাপরূপ শিখায় শোভিত,

অসি-শক্তিগদারূপ ইন্ধনে সমুজ্জ্বলিত ও শরজালরূপ মহাজ্বালাবিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন সমীরণসহকারে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ ভীষ্ম দিব্যসায়কসমূহে প্রজ্বলিত হইয়া পাণ্ডবগণের অনুগত সোমাকদিগকে নিহত, তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে প্রতিহত, দিক ও বিদিক সকল প্রতিধ্বনিত, রথি, অশ্ব ও অশ্বারোহিগণকে নিপাতিত, রথসমুদয়কে মুণ্ডিত তালবন সদৃশ এবং কত শত রথ, অশ্ব ও হস্তীকে নির্ম্মানুষ্য করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ বজ্রনির্ঘোষসদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শরাসন-নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শরজাল শত্রুগণের দেহ ভেদ করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। বেগশীল তুরঙ্গমগণ মনুষ্যহীন রথসমুদয়কে বায়ুবেগে আকর্ষণ করিতেছে, অবলোকন করিলাম। তনুত্যাগে সমুদ্যত, সমরে অপরাঙ্মুখ, সুবর্ণধ্বজ, বিখ্যাত মহারথ, অশ্ব, কুঞ্জর ও রথে সমারূঢ় চতুর্দ্দশসহস্র সদ্বংশ, চেদি, কাশী ও করূষ সংগ্রামে ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সোমকগণের মধ্যে এমন একজন মহারথও ছিলেন না যে, জীবিত অবস্থায় ভীষ্মের সংগ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত হয়েন। ফলতঃ ভীষ্মের পরাক্রম অবলোকন করিয়া লোকে বোধ করিতে লাগিল যে, সোমবংশীয় সকল যোদ্ধাই প্রেতরাজভবনে গমন করিয়াছেন। অধিক কি, কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ও মহাতেজঃ শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই ভীষ্মের প্রতিগমনে সমর্থ হইলেন না।”

১১৮তম অধ্যায়

শিখণ্ডীকর্ত্তৃক ভীষ্ম-আক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, “শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত দশ বাণ আঘাত করিলেন। ভীষ্ম কোপোদ্দীপিত-নয়নে শিখণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছে, তিনি তাঁহার স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলেন না; কিন্তু শিখণ্ডী তাহা বোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে কহিলেন, ‘হে শিখণ্ডী! ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হও, আর কোন কথার প্রয়োজন নাই; ভীষ্মকে বধ কর। আমি সত্য কহিতেছি, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে তোমা ব্যতিরেকে এমন এক ব্যক্তিও নাই যে, ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।” শিখণ্ডী অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধ শরে পিতামহকে আকীর্ণ করিলেন। ভীষ্ম সেইসকল বাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শরজালে জাতক্রোধ [বহু বাণাঘাতবেদনায় উৎপন্ন ক্রোধ] নিবারণ ও সৈন্যগণকে পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যেমন মেঘসমূহ সূর্য্যকে আবৃত করে, সেইরূপ ভুরি ভুরি সেনাপরিবৃত পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টিত করিলেন। সমন্তাৎ পরিবৃত ভীষ্ম প্রজ্বলিত দাবদহনের [দাবানলের] ন্যায় শূর [বীর]গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মরক্ষক দুঃশাসনসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

“এই যুদ্ধে মহাত্মা দুঃশাসনের অতি অদ্ভুত পৌরুষ অবলোকন করিলাম। তিনি একাকী সংগ্রাম করিয়া অর্জ্জুনপ্রভৃতি সমুদয় পাণ্ডবদিগকে নিবারণপূর্ব্বক পিতামহকে রক্ষা করিতে

লাগিলেন; পাণ্ডবগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। দুঃশাসনের এই দুষ্কর কর্ম্মে সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। দুঃশাসনের সংগ্রামে পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণ বিরথ হইল এবং মহাধনুর্দ্ধর অশ্বারোহী ও মহাবল মাতঙ্গগণ তীক্ষ্ণশরে বিদীর্ণ হইয়া ধরাতালে শয়ন করিল। শত শত হস্তী শরাঘাতে কাতর হইয়া দিগদিগন্তে পলায়ন করিল। যেমন হুতাশন ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে দীপ্তশিখ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ দুঃশাসন পাণ্ডবসেনাগণকে প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডবগণের কোন মহারথই তাঁহাকে জয় করিতে বা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না। কেবল জয়শীল অর্জ্জুন সকল লোকের সমক্ষে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলাম। ভীষ্মবাহুবল রক্ষিত সদমত্ত অপরাজিত দুঃশাসন পুনঃ পুনঃ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে করিতে যারপরনাই শোভা ধারণা করিলেন।

"শিখণ্ডী বজ্রসদৃশ আশীবি তুল্য শরজালে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীষ্ম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্য করিতে করিতে তাপিত ব্যক্তি যেমন বারিধারা গ্রহণ করে, তদ্রূপ শিখণ্ডীর শরধারা গ্রহণ করিলেন এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে সৈন্যগণ! ধনঞ্জয়কে আক্রমণ কর; ধর্ম্মবিৎ ভীষ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে ভূপতিগণ! সমুন্নত সুবর্ণময় কালকেতু-সুশোভিত পিতামহ ভীষ্ম ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সুখ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন; বিনশ্বর-স্বভাব [মনুষ্যধর্ম্মে মরণশীল] পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও মহাবল মহাত্মা ভীষ্মকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না; অতএব অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিবেন না; আমি আজি আপনাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়া যত্নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।"

অর্জ্জুন যুদ্ধে বিদেহাদি বহু বীরের পতন

"দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে সৈন্যগণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পতঙ্গগণ যেমন হুতাশনের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবল বিদেহ, কলিঙ্গ, দাশেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়রাজ রোষাবেশে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল ধনঞ্জয় ধ্যানপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রসমুদয় সন্ধান করিয়া হুতাশনের পতঙ্গগণ-দহনের ন্যায় মহাবেগশালী অস্ত্রে ও অস্ত্রসমূহের প্রতাপে সেই সমস্ত মহারথকে দগ্ধ করিলেন। বাণসহস্র-বর্ষণ-সময়ে তাঁহার গাণ্ডীব যেন অন্তরীক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরবপক্ষীয় মহারথীগণ তাঁহার শরে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের প্রকাণ্ড ধ্বজসকল বিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; তাঁহারা আর অর্জ্জুনের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ধনঞ্জয়ের শরনিকরে তাড়িত হইয়া রথিগণ রথের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বের সহিত ও গজারোহিগণ গজের সহিত ধরাশায়ী হইল। অর্জ্জুনভুজবিমুক্ত নারাচাভিহত, দিগদিগন্তে পলায়মান কৌরবসৈন্যগণে বসুন্ধরা আবৃত হইয়া উঠিল।

দুঃশাসন-পরাজয়—কৃপপ্রভৃতির পলায়ন

“ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যগণকে ভগ্ন করিয়া দুঃশাসনের উপর ভুরি ভুরি শর নিক্ষেপ করিলেন; যেমন ভুজঙ্গশ্রেণী বল্মীকে বিলীন হয়, সেইসমুদয় শর। দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিয়া সেইরূপ ধরাগর্ভে প্রবেশ করিল। এই সময়ে দুঃশাসনের অশ্বগণ ও সারথি অর্জ্জুনের হস্তে নিপাতিত হইল। অনন্তর ধনঞ্জয় বিংশতি বাণে বিবিংশতিকে বিরথ করিয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচবাণে বিদ্ধ করিলেন এবং কৃপ, বিকর্ণ ও শল্যকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া বিরথ করিলেন। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি পূর্ব্বাহ্ণে এইরূপে বিরথ ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে ধনঞ্জয় দিবাকরের রশ্মিবর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবগণকে নিহত করিয়া শোণিতময়ী মহানদী প্রবাহিত করিলেন এবং ধূমসম্পর্কশূন্য মহাহুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষেই কোন স্থানে রথিগণ গজ, অশ্ব ও রথিগণকে, কোন স্থানে হস্তিগণ রথসমুদয়কে, কোন স্থানে পদাতিগণ অশ্বগণকে নিহত করিয়াছে; গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথযোদ্ধৃগণের শরীর ও মস্তক মধ্যভাগে ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; পতিত, পাতিত, রথনেমিনিকৃত্ত [রথচক্রে কর্ত্তিত-রথের চাকায় কাটা] ও মাতঙ্গপ্রোথিত [হস্তীর পায়ের চাপে মৃত্তিকামধ্যে প্রবিষ্ট] কুণ্ডলাদিশোভিত মহারথ রাজপুত্রসমূহে রণক্ষেত্র আচ্ছাদিত হইয়াছে। পদাতি, অশ্ব, অশ্বারোহী, গজ ও রথিগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে; ভগ্নচক্র, ভগ্নযুগ ও ভগ্নধ্বজ রথসমুদয় বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; রণস্থল গজ, অশ্ব ও যোদ্ধৃগণের রুধিরে শারদ রক্তাজ্জের [শরৎকালীন রক্তপদ্মের] ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে; কুকুর, কাক, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য বিকৃত [উন্মত্ত] পশু-পক্ষগণ ভক্ষ্য লাভ করিয়া শব্দ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বিকৃত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; রাক্ষস ও ভূতগণ নয়নপথে আবির্ভূত হইয়া চীৎকার করিতেছে। কাঞ্চনদাম ও মহামূল্য পতাকাসকল সহসা বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, শত শত শ্বেতচ্ছত্র ও ধ্বজের সহিত মহারথগণ ভূমিতলে পতিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, অবলোকন করিলাম।

“অনন্তর ভীষ্ম দিব্য-অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইবামাত্র বর্ম্মিতকলেবর শিখণ্ডী তাহাকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর ভীষ্মও তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিসদৃশ অস্ত্র উপসংহার [প্রত্যাহার—সংবরণ] করিলেন। ধনঞ্জয় সেই অবকাশে কৌরব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

১১৯তম অধ্যায়

ভীষ্মকর্ত্তৃক বহু বীরসহ শতানীক বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন! সেই মহতী সেনা ব্যূহিত হইলে সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ সকলেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন; সুতরাং কেবল যে সৈন্যগণ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এমন নহে; রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও গজ গজযোধীর সহিত মিশ্রিত হইয়া উঠিল। এইরূপে মনুষ্য ও হস্তিগণ পরস্পর মিলিত হইলে, কে কোন পক্ষ, তাহার কিছুই বিশেষ

রহিল না; ফলতঃ উভয় সেনার সমাগম এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে, সকলেই উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

"অনন্তর শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবসেনাকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নির্ভর-নিপীড়িত বায়ুঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল।

"এদিকে যেমন শিশিরসময় [শীতকালে] গোসকলের মর্ম্মচ্ছেদ করে, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডবগণের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও নবমেঘসঙ্কাশ মাতঙ্গগণকে নিপাতিত এবং নারাচ ও শরজালে বীরগণকে বিমর্দ্দিত ও তাড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় বীরক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাগজগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বরে নিপতিত হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র নিহত মহাত্মাগণের আভরণভূষিত কলেবরে ও কুণ্ডলালকৃত মস্তকে আকীর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ধার্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মের পরাক্রম সন্দর্শনে জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া স্বর্গকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া সেনাগণসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বে আপনি ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণকে যেসকল ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহারা তাহা স্মরণ করিয়া, ব্রহ্মলোকলাভে সমুৎসুক হইয়া নির্ভয়ে আহ্বাদিতচিত্তে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের মহারথ সেনাপতি সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, "হে সোমক ও সৃঞ্জয়গণ! ভীষ্মকে আক্রমণ কর।" সোমক ও সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মসায়কে আহত হইয়াও সেনাপতির বাক্যশ্রবণে শরজালদ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ভীষ্ম শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ভীষ্ম পূর্ব্বে পরশুরামের নিকট যে পরসৈন্যবিনাশিনী অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া প্রতিদিন দশসহস্র সৈন্য সংহার করিতেন।

"দশম দিবসের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, তিনি একাকী মৎস্য ও পাঞ্চালগণের দশসহস্র গজারোহী, সাতজন মহারথী, চর্তুদশসহস্র পদাতি, সহস্র হস্তী, দশসহস্র অশ্ব, বিরাটের প্রিয়তম ভ্রাতা শতানীক ও অন্য সহস্র সহস্র রাজাকে ভল্লাস্ত্রে নিপাতিত করিলেন; ফলতঃ পাণ্ডবপক্ষীয় যে সমুদয় রাজা ধনঞ্জয়ের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ভীষ্মের সংগ্রামে তাঁহারা সকলেই শমনভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্মের শরজালে পাণ্ডবসেনার দশদিক আচ্ছন্ন হইল। প্রতাপবান ভীষ্ম এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনা করিয়া শরাসনহস্তে উভয় সেনার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে দিবাকর গগনমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়া তাপপ্রদান করিলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না, সেইরূপ কোন রাজাই ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না। যেমন পুরন্দর দৈত্যসেনাকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডবসেনাকে পরিতাপিত করিলেন।

অর্জ্জুনের কৃষ্ণকথিত ভীষ্মজয়-কৌশল অবলম্বন

"বাসুদেব ভীষ্মকে তাদৃশ পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, "ধনঞ্জয়! এই শান্তনুতনয় ভীষ্ম উভয় সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; উঁহাকে বলপূর্ব্বক নিহত করিলেই তোমার জয়লাভ হইবে; অতএব ঐ যে স্থানে সেনাগণ ছিন্নভিন্ন

হইতেছে, সেই স্থানেই উহাকে সংস্তম্ভিত [রুদ্ধ—আটক] কর; তোমা ভিন্ন কেহই ভীষ্ম-শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।” ধনঞ্জয় কৃষ্ণের নিয়োগানুসারে শরজালে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন; ভীষ্ম শরজালে অর্জ্জুনপ্রমুক্ত শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা, সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী, কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলগণ তাঁহার শরজালে নিপীড়িত ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

“অনন্তর শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট আয়ুধ গ্রহণ করিয়া অতিবেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। রণবিভাগবিৎ [সমরসমাবেশে অভিজ্ঞ—যথাস্থানে সেনাসংস্থাপণে নিপুণ] ধনঞ্জয় ভীষ্মের অনুচরগণকে সংহার করিয়া শিখণ্ডীর রক্ষণার্থ ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মহাযুদ্ধসমূহ সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহে ভীষ্মকে আহত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম সেইসমুদয় শর নিরাকৃত করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যেন ক্রীড়া করিতে করিতে শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি একটিও শর নিক্ষেপ না করিয়া দ্রুপদসৈন্যের সাতজন রথীর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ক্ষণকালমধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলে একমাত্র ভীষ্মের দিকে ধাবমান হইলে তাঁহাদিগের কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। যেমন জলদজাল দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ তাঁহারা অশ্ব, রথ ও শরসমূহে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিল। এই দেবাসুরসদৃশ যুদ্ধে ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

১২০তম অধ্যায়
সমবেত পাণ্ডবাক্রমণে ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! এইরূপে সমুদয় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ একত্র হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শতঘ্নী, পরিঘ, পরশু, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয় [যাহা ক্ষেপণ করা যায়-ছুড়িয়া মারা যায়], শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভুশুণ্ডী [বাহুদ্বয় পরিমাণ দীর্ঘ বড় বড় গ্রন্থিযুক্ত মোটা লাঠি]সমূহ তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ হইলে তিনি মর্মে আহত হইয়াও অধীর হইলেন না; প্রত্যুত বীরক্ষয় রূপ ইন্ধনে উদ্দীপিত, বিচিত্র শরাসনরূপ মহাশিখাশালী, নেমিনির্ঘোষরূপ সন্তাপসনাথ [অতি তাপযুক্ত], তাঁহার প্রদীপ্ত মহাস্ত্র-পাবক [ভীষণ অস্ত্ররূপ অনল] অরাতিগণের পক্ষে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় হইয়া উঠিল। পিতামহ ভীষ্ম সেই রথমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া শত্রুগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুকে গণনা না করিয়া পাণ্ডব-সেনার অভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন, পরিশেষে সাত্যকি, ভীম, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্ট্যদুম্নের প্রতি ভীমঘোষ

[ভয়ঙ্কর শব্দযুক্ত] মহাবেগগামী, বর্ম্মাবরণভেদী [বর্ম্মরূপ আবরণভেদকারী], নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি প্রভৃতি ছয়জন মহারথ ভীষ্মের সমুদয় শর নিরাকৃত করিয়া দশ-দশ বাণে তাঁহাকে বিমর্দ্দিত করিলেন। শিখণ্ডী যেসকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাসিত সায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি শীঘ্র ভীষ্মের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর অর্জ্জুন কুপিতচিত্তে শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত, এই সাত মহারথ ভীষ্মের শরাসনচ্ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া দিব্যঅস্ত্রসমূহে অর্জ্জুনকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক অতি দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু, এই সাত মহাবীর দ্রোণ প্রভৃতির দ্রুতগমনজনিত তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ক্রোধমূর্চ্ছিতচিত্তে [অত্যন্ত ক্রোধসহকারে] বিচিত্র কামুক-হস্তে সত্বর ভ্রমণ করিলেন। দানবগণের সহিত দেবগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, কৌরবপক্ষীয় সাত বীরের সহিত পাণ্ডবপক্ষের সাত বীরের সেইরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

"এদিকে শিখণ্ডী ছিন্নকার্ম্মুক ভীষ্মকে দশবাণে ও তাঁহার সারথিকে সাতবাণে বিদ্ধ করিয়া একবাণে রথের ধবজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তিনশরে তাহাও ছেদন করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যতবার শরাসন গ্রহণ করেন, অর্জ্জুন ততবারই তাহা ছেদন করিয়া ফেলেন। পরিশেষে তিনি ধনঞ্জয়ের প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের ন্যায় পর্ব্বতবিদারণ শক্তি নিক্ষেপ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া অতি তীক্ষ্ণ পাঁচভল্লে তাহা পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যখন সেই ছিন্ন শক্তি রথ হইতে নিপতিত হইল, তখন বোধ হইল যেন বিদ্যুৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া মেঘবৃন্দ হইতে পতিত হইতেছে।

ঋষিবাক্যানুসারে ভীষ্মের সমরাবসানে ইচ্ছা!

"শক্তি ছেদিত হইল দেখিয়া জাতক্রোধ ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করিলেন, "যদি মহাবল মধুসূদন পাণ্ডবগণের রক্ষক না হইতেন, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে একমাত্র শরাসনেই নিহত করিতে পরিতাম; কিন্তু পাণ্ডবগণ অবধ্য ও শিখণ্ডী স্ত্রীলোক; এই দুই কারণে উহাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম; পিতা কালীর [সত্যবতীর] পাণিগ্রহণসময়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে স্বেচ্ছামরণ ও রণে অবধ্যত্ব বর প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে মৃত্যুর এই প্রকৃত সময় বোধ হইতেছে।" তখন আকাশস্থ ঋষি ও বসুগণ অমিততেজঃ ভীষ্মের এইরূপ অধ্যবসায় অবগত হইয়া কহিলেন, "হে ভীষ্ম! তোমার যেরূপ অধ্যবসায় হইয়াছে, তাহা আমাদিগেরও প্রীতিকর; অতএব রণবুদ্ধি নিবৃত্ত করিয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কর।" ঋষিগণের বাক্যাবসানে শুভসূচক সুগন্ধ অনুকুল সমীরণ প্রবাহিত, মহাস্বন দেবদুন্দুভিসকল নিনাদিত ও ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সকল ঋষি ও বসুগণের বাক্য ভীষ্ম ব্যতীত আর কাহারও শ্রবণগোচর হয় নাই, মহর্ষি ব্যাসদেবের তেজঃপ্রভাবে আমিও শ্রবণ করিয়াছিলাম। মহারাজ! সর্ব্বলোকপ্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণের মহাসম্ভ্রম [মনের চাঞ্চল্য] সমুপস্থিত হইল।

"মহাতপঃ ভীষ্ম দেবর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্ববরণভেদী নিশিত শরনিক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে অতি তীক্ষ্ণ নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ভূমিকম্প উপস্থিত হইলেও পর্ব্বত কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীষ্ম শিখণ্ডীর শরে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্য করিয়া গান্ডীব-শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোধাভরে প্রথমে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে, তৎপরে একশত শরে ভীষ্মের গাত্র ও সমুদয় মর্ম্মস্থান আহত করিলেন। মহারথ ভীষ্ম অন্যান্য যেসকল বীরগণের শরনিকরে নির্ভর-নিপীড়িত হইতেছিলেন, এক্ষণে সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তার করিয়া সেই সকল বীরকে বিদ্ধ ও তাঁহাদের শর সমুদয় নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যেসকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত শর পরিত্যাগ করিলেন, ভীষ্ম তদ্দারা কিছুমাত্র পীড়িত হইলেন না।

অর্জ্জুন যুদ্ধে ভীষ্মের উত্তেজনা—পুনঃ যুদ্ধ

"অনন্তর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন এবং তাহার শরাসন ছেদন, দশবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ, একবাণে ধ্বজচ্ছেদ ও দশবাণে তাঁহার সারথিকে বিকম্পিত করিলেন। ভীষ্ম কার্মুকান্তর পরিগ্রহ করিলে ধনঞ্জয় তাহাও তিনভল্লে খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত ধনু গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় এক-এক নিমিষে তৎসমুদয়ই ছেদন করিলেন। পিতামহ ভীষ্ম অতঃপর আর অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন না, কিন্তু অর্জ্জুন পুনরায় তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকদ্বারা আঘাত করিলেন।

"মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, "হে দুঃশাসন! বজ্রপাণি পুরন্দর যাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে, সেই মহারথ অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অনেক সহস্র শর নিক্ষেপ করিতেছে, সন্দেহ নাই; নতুবা মহারথ মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, বীর্য্যশালী দেব, দানব ও রাক্ষসগণও একত্র হইয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারে না।" ভীষ্ম ও দুঃশাসন এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম অর্জ্জুন-শরের নির্ভর-নিপীড়নে অধিকতর বিস্মিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, "হে দুঃশাসন! এই যে বজ্রসমস্পর্শ অবিচ্ছিন্ন শরধারা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহা কখনো শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে মুষলসদৃশ বাণসকল দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া আমার মর্ম্মস্থান ভেদ করিতেছে, ইহা কখনো শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে ব্রহ্মদণ্ডসমস্পর্শ বজ্রবেগের ন্যায় দুর্বিষহ শরনিকর আমার জীবনকে রুগ্ন করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে গদা ও পরিঘসদৃশ কঠোর তর সায়কসমুদয় যমদূতের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে, ইহা কখনো শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে জাতক্রোধ লেলিহান বিষবিষম আশীবিষের ন্যায় বিশিখজাল আমার মর্ম্মস্থানে প্রবেশিত হইতেছে, ইহা কখনো শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে বাণসকল আমার সমুদয় গাত্র ভেদ করিতেছে, ইহা কখনো শিখণ্ডীর বাণ নহে, অর্জ্জনেরই বাণ, তাহার সন্দেহ নাই। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোনো রাজা আমাকে ক্লেশিত করিতে পারে না।"

“প্রতাপবান ভীষ্ম এই কথা কহিতে কহিতে যেন পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ কুরুবীরগণের সমক্ষে তিনশরে তাহা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শান্তনুতনয় জয় বা মৃত্যুর অন্যতম প্রাপ্ত হইবার বাসনায় সুবর্ণ-বিচিত্র চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীষ্ম রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই ধনঞ্জয় শরনিকরে সেই চর্ম্ম শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

“অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, কহিলেন, “হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তোমাদিগের অণুমাত্রও ভয় নাই।” ইহা কহিয়া তিনি তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমর, প্রাস, বাণ, পট্টিশ, খড়্গ, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভল্লসমূহ লইয়া চতুর্দ্দিক হইতে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণ ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এদিকে ধার্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে জয়ী করিবার অভিলাষে একমাত্র ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন।

“অনন্তর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধক্ষেত্র মুহূর্ত্তকালমধ্যে গঙ্গাপাতজনিত সাগরাবর্তের [গঙ্গাসাগর-সঙ্গমস্থ জলঘূর্ণীর] ন্যায় হইয়া উঠিল। পৃথিবী শোণিতলিপ্ত হইয়া অতিভীষণ রূপ ধারণ করিল এবং সম ও বিষম স্থল কিছুই লক্ষিত হইল না। ভীষ্ম মর্ম্মাহত হইয়াও দশসহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেনামুখে অবস্থান করিয়া কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ভয়ে খীত ও তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসতি, শাল্য, শল, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়দেশীয় মহাত্মগণ শরার্ত্ত ও ব্রণপীড়িত [বাণাঘাতে বেদনাযুক্ত] হইয়াও অর্জ্জুনসহ যুধ্যমান ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিলেন না।

“এদিকে পাণ্ডবগণ একমাত্র ভীষ্মকে পরিবেষ্টন ও সমুদয় কৌরবসৈন্যকে পরাজিত করিয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণসংহার করিলেন। ‘নিপাতিত কর, গ্রহণ করা, যুদ্ধ কর, ছেদন কর’, ভীষ্মের রথের দিকে এইরূপে শব্দ সমুত্থিত হইল।

ভীষ্মের শরশয্যা

“হে মহারাজ! ভীষ্মের কলেবর ধনঞ্জয়ের নিশিত শরনিকরে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, দুই অঙ্গুলি স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। এইরূপে ক্ষতবিক্ষত কলেবর ভীষ্ম সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপনার পুত্রগণের সমক্ষে পূর্ব্বশিরাঃ হইয়া, রথ হইতে নিপতিত হইলেন। স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্যলোকে ভূপতিগণ উচ্চস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন; ভীষ্ম নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও তাঁহার সহিত নিপতিত হইল। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজস্বরূপ [অতুলনীয় উচ্চ কীর্ত্তিতুল্য] ভীষ্ম সমুত্থিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি এরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন যে, পতিত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ করিলেন না; শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। দিব্যভাবসকল তাহাতে প্রবেশ করিল, জলধর বর্ষণ করিতে লাগিল, মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল।

ভীষ্মের প্রাণপরিত্যাগে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা

"মহাবীর ভীষ্ম পতনসময়ে দিবাকরের দক্ষিণদিকে অবলোকন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় অবলোকন সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষ হইতে এই দিব্য বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইল যে, 'নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন?" ভীষ্ম এই দিব্যাবাক্য শ্রবণ করিয়া "আমি জীবিত আছি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপে কুরুপিতামহ ভীষ্ম ধরাতালে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ-প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন। "হিমালয়নন্দিনী গঙ্গা ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহর্ষিগণকে হংস রূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসনিবাসী হংস রূপ ঋষিগণ সত্বর গমন করিয়া দেখিলেন, কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন?" এই বলিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবুদ্ধি ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শনপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে হংসগণ! আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, দিবাকর যতদিন দক্ষিণায়নে অবস্থান করিবেন, ততদিন আমি গমন করিব না; সত্য কহিতেছি, আদিত্য উত্তরায়ণস্থ হইলে আমি সেই পুরাতন স্থানে [পূর্ব্বজন্মক্ষেত্রে-বসুলোকে] উপস্থিত হইব; এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিতেছি। মহাত্মা পিতা আমাকে স্বেচ্ছামরণ বর দিয়াছিলেন, আজি তাহা সফল হউক; সেই বরপ্রভাবে মরণের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে, তন্নিমিত্ত আমি জীবিত রহিয়াছি, নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন

"ভীষ্ম হংসগণকে এই কথা বলিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন।

"হে মহারাজ! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ অবধ্য ভীষ্ম নিপতিত হইলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; আপনার পুত্রগণ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কৌরবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন, কৃপ ও দুর্য্যোধনপ্রভৃতি বীরগণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোদন ও বিষাদে বহুক্ষণ স্তব্ধেন্দ্রিয় [সমস্ত চেষ্টারহিত] হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াও পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন না। ফলতঃ কুরুগণ সহসা অবিতর্কিত ব্যসনে [অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপদে] নিমগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিক শূন্যপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। তাহারা শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিল; আবার মহাবীর ভীষ্মও নিহত হইলেন; সুতরাং ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

"পাণ্ডবগণ ইহলোকে জয়লাভ করিলেন ও পরলোকে পরম গতি লাভ করিবেন বলিয়া মহাশঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চলগণ পুলকিত হইলেন। তুর্য্য সহস্র [হাজার হাজার ঢাক] নিনাদিত হইলে মহাবল ভীমসেন বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। উভয় সেনার মধ্যেই কোন কোন বীর অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ। চীৎকারপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইলেন,

কেহ কেহ ক্ষত্রধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ভীষ্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভারতদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্ম মহোপনিষদ বিহিত [মুক্তিবিধায়ক] যোগাশ্রয়পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময়-প্রতীক্ষায় অবস্থান-করিতে লাগিলেন।"

১২১তম অধ্যায়
ভীষ্ম-পরাজয়ে পাণ্ডব-হর্ষ-কৌরব-বিমর্ষ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যিনি পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন, সেই মহাবল, দেবকল্প, ভীষ্ম নিহত হইলে যোদ্ধৃগণ কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি যখন ঘৃণাবশতঃ শিখণ্ডীকে প্রহার করেন নাই, তখনই কৌরবগণ পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা দুঃখতর আর কি আছে যে, এই পাপাত্মাকে পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিতে হইল। আমার হৃদয় প্রস্তরের সারাংশে নির্ম্মিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; যে হেতু, ভীষ্মের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও তাহা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। যাহা হউক, জয়াভিলাষী ভীষ্ম আহত হইয়া কি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর; তিনি পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াছিলেন, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। পূর্ব্বে পরশুরাম যাঁহাকে দিব্যাস্ত্রনিকরে বিনাশ করিতে পারেন নাই, আজি তিনি দ্রুপদানন্দন শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন!"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম সায়াহ্নসময়ে [সন্ধ্যাকালে] ধরাতলে নিপতিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন ও পাঞ্চালগণকে আহ্লাদনীরে অভিষিক্ত করিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন; তাঁহাকে ভূমি-স্পর্শ করিতে হয় নাই। কুরুগণের সীমাবৃক্ষ [সীমারক্ষক বৃক্ষের ন্যায় আশ্রয়স্বরূপ] ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে সকল ভূতের মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল; উভয়পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণই ভয়াবিষ্ট হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে বিশীর্ণ-কবচ [ছিন্নবর্ম্মা—বর্ম্ম ছিঁড়িয়া যাওয়া] ও স্রস্তধ্বজ [স্খলিতধ্বজ—ধ্বজ খুলিয়া পড়া] নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিবাকর প্রভাশূন্য ও ধরাতল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। 'ইনি ব্রহ্মাবেত্তা[ব্রহ্মবিদ]গণের শ্রেষ্ঠ, ইনি বেদবেত্তা[বেদজ্ঞ]গণের প্রধান', এই কথা বলিয়া লোকে ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ শরতল্পগত [শর-শয্যা শয়ান] ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ইনি পূর্ব্বে পিতাকে কামাকুলিত দেখিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধারেতা [অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য—অকৃতদারহেতু শুক্রাধারণক্ষম] হইয়াছিলেন।" আপনার পুত্রগণ, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্নবদন, শ্রীভ্রষ্ট এবং লজ্জায় নম্রমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া রণমস্তকে [রণক্ষেত্রের অগ্রভাগে] অবস্থানপূর্ব্বক হেমজলি-চিত্রিত মহাশঙ্খের বাদ্য আরম্ভ করিলেন। হর্ষনিবন্ধন তূর্য্যসহস্র বাদিত হইতে আরম্ভ হইলে দেখিলাম, মহাবল ভীমসেন বেগপ্রভাবে মহাবল শত্রুকে সংহার করিয়া আহ্লাদে ক্রীড়া করিতেছেন। কৌরবগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন। কর্ণ

ও দুর্য্যোধন মুহুর্ম্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সকলেই মর্য্যাদাবিহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে।

যুদ্ধনিবৃত্ত- পক্ষদ্বয়ের ভীষ্মসমীপে গমন

"হে রাজন! দেবব্রত ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবামাত্র দুঃশাসন দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে সসৈন্যে বর্ম্মিত হইয়া তাহাদিগকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্বরিত-গমনে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; কুরুগণ তদ্দর্শনে তিনি কি কহিবেন ভাবিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর তিনি দ্রোণাচার্য্যকে ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা কহিলে দ্রোণাচার্য্য সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র সহসা রথ হইতে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরূঢ় দূতগণদ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।

"সৈন্যগণ পরম্পর্য্যক্রমে নিবৃত্ত হইলে ভূপতিগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং যোদ্ধৃগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া যেমন অমরগণ প্রজাপতির সমীপে গমন করেন, সেইরূপ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ শরশয্যায় শয়ন ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে মহারথীগণ! তোমাদিগের স্বাগত! আমি তোমাদিগের দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছি।' লম্বমানমস্তক [অবলম্বনের অভাবে দোদুল্যমান মস্তক-ঝুলে পড়া] কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "হে ভূপতিগণ! আমার মস্তক অতিশয় লম্বমান হইতেছে, অতএব আমাকে উপাধান প্রদান কর।" ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম, কোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধান সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে পার্থিবগণ! এ সকল উপাধান এই বীরশয্যার উপযুক্ত নয়।" অনন্তর পুরুষপ্রধান শান্তনুনন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! হে মহাবাহো! হে বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।' "

১২২তম অধ্যায়

অর্জ্জুনশরে শরশয্যায় ভীমের উপাধান-বিধান

সঞ্জয় কহিলেন, "ধনঞ্জয় গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, "হে পিতামহ! আমি আপনার ভৃত্য, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

"ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে; তুমি সমর্থ ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিধর্ম্মে অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, অতএব উপযুক্ত উপাধান [শিয়রের বালিশ] প্রদান কর।"

"ধনঞ্জয় 'তথাস্তু' বলিয়া কর্তব্য অবধারণপূর্ব্বক গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণ, সন্নতপর্ব্বশরসমুদয় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগ সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিলে শরত্রয় তাঁহার মস্তকে লগ্ন হইয়া উপধানস্বরূপ হইল। সুহৃদগণের প্রীতিবর্দ্ধন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন দেখিয়া, তত্ত্ববিৎ ভীষ্ম পরিতুষ্টচিত্তে উপাধানদানের নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে সভাজন [প্রশংসা] করিলেন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তুমিই শয্যার অনুরূপ উপাধান আহরণ করিয়াছ, যদি এরূপ না করিতে, ক্রুদ্ধ হইয়া আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যুদ্ধে এইরূপ শরশয্যাতে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য।' ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পার্শ্বস্থিত রাজা ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, "হে ভূপতিগণ! দেখ, ধনঞ্জয় আমার উপাধান আহরণ করিয়াছে; সূর্য্যের উত্তরায়ণ আবর্ত্তন [আগমন] পর্য্যন্ত আমি শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। যখন দিবাকর সপ্ততুরঙ্গমযুক্ত [সপ্তাশ্ববাহনসমন্বিত] তেজঃপ্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া উত্তরায়ণে আবর্ত্তিত হইবেন, সেই সময়ে যাঁহারা আমার নিকট আগমন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, আমি পরমসুহৃদ প্রিয়তম প্রাণকে বিসর্জ্জন করিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কর; আমি দিবাকরকে উপাসনা করিব। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও।"

"অনন্তর শিল্যোদ্ধারণকুশল [বেদনানিবারণনিপুণ] সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব্বপ্রকার উপকরণসমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "দুর্য্যোধন! সৎকারপূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছি; চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? হে ভূপালগণ! শরশয্যাগত ভীষ্মের এইরূপ ধর্ম্ম নয়, যথাকলে আমাকে এই সমুদয় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে।"

ভীষ্মসম্ভাষণান্তে সকলের স্বস্ব শিবিরে গমন

"দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য সৎকারসহকারে বৈদ্যগণকে বিসর্জ্জন করিলেন। নানা জনপদের রাজগণ অমিততেজঃ ভীষ্মের ধর্ম্মানুগত অবস্থান অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

"অনন্তর সেই সমুদয় রাজা, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্বস্ব শিবিরগমন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্ভর-নিপীড়িত রুধিরার্দ্রকলেবর বীরগণ সায়াহ্নসময়ে স্ব স্ব স্কন্ধাবারে সমুপস্থিত হইলেন।

"মহারথ পাণ্ডবগণ ভীষ্মের পতনে পুলকিত ও প্রীত হইয়া উপবেশন করিলে পর বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। মহারথী, সত্যসন্ধ, সর্ব্বশস্ত্রপারদর্শী ভীষ্ম কি দেবগণ, কি মানবগণ, সকলেরই অবধ্য; কিন্তু হে রাজন! আপনি যাহার প্রতি কোপ-নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তাহার আর নিস্তার নাই; মহাবীর ভীষ্ম আপনার বিষম সাংঘাতিক দৃষ্টিতেই পতিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।"

"যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "হে বাসুদেব! আমরা তোমারই প্রসাদে জয়লাভ করিয়াছি এবং কৌরবেরা তোমারই ক্রোধে পরাজিত হইয়াছে। তুমি আমাদিগের শরণ, ভক্তগণের অভয়দাতা; তুমি যাহাদিগের রক্ষক ও হিতকারী, তাহাদিগের জয় বিস্ময়কর নহে। আমার মতে তোমাকে প্রাপ্ত হইলে কিছুই বিস্ময়কর হয় না।"

জনার্দ্দন হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, 'মহারাজ! ঈদৃশ বাক্য আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে।' "

১২৩তম অধ্যায়

প্রভাতে দর্শকসমাগম-ভীষ্মের পানীয় প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে পাণ্ডব, কৌরব ও অন্যান্য পার্থিবগণ বীরশয্যায় শয়ান ক্ষত্রিয়োত্তম ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। সহস্র সহস্র কন্যাগণ তথায় আগমন করিয়া ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ ও মাল্যসমূহ বিকীর্ণ করিলেন। যেমন প্রাণীসকল সূর্য্যের উপাসনা করিতে উপস্থিত হয়, সেইরূপ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও অন্যান্য দর্শকগণ পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। বাদক, গণিকা, বারাঙ্গনা, নট, নর্ত্তক এবং শিল্পীগণও ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ, কবচ ও আয়ুধসকল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বয়ঃক্রম অনুসারে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান হইয়া দুরাধর্ষ ভীষ্মের নিকট উপবেশন করিলেন। পার্থিবগণে আকীর্ণ, ভীষ্মশোভিত সেই ভারতী সভা নভোমণ্ডলস্থ আদিত্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে উপাসনা করেন, তদ্রূপ রাজগণ ভীষ্মকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম শস্ত্রসন্তাপে সন্তাপিত হইয়াও ধৈর্য্যগুণে সমুদয় বেদনা সংবরণপূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূপতিগণকে নয়নগোচর করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও শীতল জলপূর্ণ কুম্ভসকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম সেই উপনীত [সমীপে আনীত] পানীয় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হে ভূপালগণ! আমি শরশয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্যলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি কেবল চন্দ্রসূর্য্যের পরিবর্ত্তনকাল [চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষগতিত্যাগপূর্ব্বক শুক্লপক্ষগতি; সূর্য্যের দক্ষিণায়নগতিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরায়ণগতি] প্রতীক্ষায় জীবিত আছিঃ অদ্য মনুষোচিত ভোগসকল গ্রহণ করিতে পারি না।" ভীষ্ম এই কহিয়া ভূপালগণকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, ভূপালগণ! আমি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।"

বাণপ্রভাবে অর্জ্জুনের পবিত্রবারি প্রদান

"ভীষ্ম এই কথা কহিবামাত্র মহাবাহু ধনঞ্জয় নিকটবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, "পিতামহ! কি করিতে হইবে?"

"ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রণতভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তোমার শরজালে আবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে; মর্ম্মস্থানসকল ব্যথিত

হইতেছে; মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে; আমি নিতান্ত আকুল হইয়াছি, তুমিই সমর্থ; অতএব আমাকে পানীয় প্রদান কর।”

“অর্জ্জুন ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া রথে আরোহণ ও জ্যারোপণপূর্ব্বক গাণ্ডীব আকর্ষণ করিলেন। সমুদয় সৈন্য ও পার্থিবগণ বজ্রের ন্যায় তাঁহার জ্যাতিলনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত শরসন্ধান আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র [বারি আকর্ষণক্ষম শর—অর্জ্জুনের এই অস্ত্রটির নাম পার্জ্জন্য অস্ত্র। পার্জ্জন্য অর্থ মেঘবারি। ইহা আকাশের মেঘবারি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারে। আজকাল নলকূপের জলে যাঁহাদের আশ্চর্য্যবোধ হয় তাঁহাদের এই পাতালজলের আকর্ষণে আরও অধিক আশ্চর্য্যমন্বিত হওয়া উচিত।] সংযোজনপূর্ব্বক সকল লোকের সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য, দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্বাদু, অতিশীতল বিমল বারিধারা সমুত্থিত হইল। ধনঞ্জয় তদ্দ্বারা দিব্যকর্ম্মা [পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠাতা] ও দিব্যপরাক্রম [দেবতুল্য শ্রৌর্য্যশালী] ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ভূপতিগণ অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে অবলোকন করিয়া যারপরনাই বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন এবং এরূপ উদভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের উত্তরীয়-বসন সকল স্রস্ত হইয়া পড়িল। কৌরবগণ অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া শীতার্ত্ত [শীতকাতর] গোসমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খদুন্দুভির বাদ্য হইতে লাগিল।

“ভীষ্ম পরিতৃপ্ত হইয়া পার্থিবগণের সমক্ষে যেন অর্জ্জুনকে পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, “হে মহাবাহো! এ কার্য্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; নারদ তোমাকে পূর্ব্বতন ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত একত্র হইয়া যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন না, তুমি বাসুদেবের সাহায্যে তাহাও সম্পাদন করিবে। ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদগণ তোমাকে সকল ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। যেমন জগতের মধ্যে মনুষ্য, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, জলের মধ্যে সাগর, চতুস্পদের মধ্যে গো, তেজের মধ্যে আদিত্য, গিরির মধ্যে হিমালয়, জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমিই প্রধান। আমি দুর্য্যোধনকে বারংবার কহিতেছি এবং বিদুর, দ্রোণ, বলদেব, বাসুদেব ও সঞ্জয়ও পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলেন, কিন্তু বিপরীতবুদ্ধি, অজ্ঞান, শাস্ত্রত্যাগী দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করেন নাই এবং তাঁহাতে শ্রদ্ধাও করেন নাই; অতএব তিনি অচিরকালমধ্যে ভীমসেনের বলে অভিভূত ও নিহত হইয়া শয়ন করিবেন।

ভীষ্মের পার্থপ্রশংসায় কুপিত দুর্য্যোধনের সান্ত্বনা

“রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভীষ্ম তদ্দর্শনে তাহাকে কহিলেন, ‘দুর্য্যোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ধনঞ্জয় এই শীতল অমৃতগন্ধী [অমৃততুল্য গন্ধযুক্ত] জলধারা সমুৎপাদন করিয়াছেন, অবলোকন করিলে। এই ধারামণ্ডলে আর কেহই এ কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। এই মনুষ্যলোকে অর্জ্জুন বা কৃষ্ণ ব্যতীত কেহই আগ্নেয় [অগ্নি], বারুণ [বরুণ], সৌম্য [চন্দ্র], বায়ব্য [বায়ু], বৈষ্ণব [বিষ্ণু], ঐন্দ্র [ইন্দ্র], পাশুপাত [শিব], পারমেষ্ঠ্য [ব্রহ্মা], প্রাজাপত্য [প্রজাপতি], ধাত্র [ধাতা], ত্বাষ্ট্র [বিশ্বকর্ম্মা], সাবিত্র [সূর্য্য] ও বৈবস্বত [যম] অস্ত্র অবগত নহেন। অধিক কি, সুরাসুরগণও ধনঞ্জয়কে

জয় করিতে পারেন না; অতএব অচিরাৎ এই অমানুষকর্ম্ম [অলৌকিক কার্য্যকারী], সত্যবান, শৌর্য্যশালী সব্যসাচীর সহিত তোমার সন্ধি হউক। হে বৎস! মহাবাহু কৃষ্ণ স্বাধীন [শ্রদ্ধা-আয়ত্ত] থাকিতে থাকিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। তোমার হতাবিশিষ্ট সহোদর ও ভূপালগণ নিহত না হইতে হইতে এবং কোপোদ্দীপিতলোচন যুধিষ্ঠির তোমার সৈন্যগণকে দগ্ধ না করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। আমার ইচ্ছা এই যে, তোমার সৈন্যগণ নকুল, সহদেব ও ভীমসেনের হস্তে বিনষ্ট না হইতে হইতে তুমি মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দ কর। আমার নিধনেই যুদ্ধের অবসান হউক; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। হে ধার্ম্মিক! আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হউক; আমি তোমার ও বংশের পক্ষে ইহাই ক্ষেমঙ্কর [শুভাপ্রদ] বোধ করিতেছি। ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে; অনন্তর ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। ভীষ্মের নিধনের পর তোমাদের মিত্রত হউক, অবশিষ্ট সুহৃদগণও জীবিত থাকুন; ইহাই উত্তম। হে রাজন! প্রসন্ন হও; পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন; তুমি মিত্রদ্রোহী ও পার্থিবগণের জঘন্য [হীন] হইয়া পাপীয়সী কীর্ত্তি ভোগ করিও না। আমার মৃত্যুর পর প্রজাগণের শান্তিস্থাপন হউক, পার্থিবগণ প্রীতিমান হইয়া পরস্পর মিলিত হউক; পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হউন। যদি মোহাবেশ বা নির্ব্বুদ্ধিতানিবন্ধন আমার এই সময়োচিত বাক্য গ্রহণ না কর, সত্য কহিতেছি, তুমি পরিণামে পরিতাপিত হইবে ও সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

"হে মহারাজ! শল্যসন্তপ্তমর্ম্মা [বেদনায় হৃদয়ের অন্তস্থলে তাপপ্রাপ্ত] ভীষ্ম ভূপালগণের সমক্ষে সৌহৃদ্য-সহকারে দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া বেদনা সংবরণপূর্ব্বক আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। যেমন মুমূর্ষ ব্যক্তির ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত, হিতকর ও অনাময় বাক্যে আপনার পুত্রের অভিরুচি হইল না।"

১২৪তম অধ্যায়
সমীপগত কর্ণের প্রতি ভীষ্ম-উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "পিতামহ ভীষ্ম তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে পার্থিবগণ পুনরায় স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ভীষ্মের মৃত্যুতে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মুদিতলোচন ভীষ্ম জন্মশয্যাগত [ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্ত্তীকালের উপযুক্ত শয্যাপ্রাপ্ত] শরজন্মার [কার্ত্তিকেয়ের] ন্যায় শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। মহাদুর্গতি কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার পদতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথের অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার উপর দ্বেষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।"

"ভীষ্ম এই বাক্য-শ্রবণে বলপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দৃষ্টিপাত করিলেন; তথায় আর কোন ব্যক্তি নাই দেখিয়া রক্ষীগণকে অপসারিত করিলেন এবং পিতা

যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ একহস্তে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহবচনে কহিলেন, "হে কর্ণ! তুমি আমার বিরোধী হইয়া সর্ব্বদা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু এ সময় যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার মঙ্গললাভ হইত না। আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি কুন্তীর নন্দন; রাধেয় নও; অধিরথ তোমার পিতা নহেন; ইহা যথার্থ কথা, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সত্য কহিতেছি, কদাপি তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই; তুমি অকারণে পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে বলিয়া, আমি তোমার তেজোবধের [তেজোনাশের] নিমিত্ত তোমাকে পরুষবাক্য কহিতাম। নীচ আশ্রয়, মাৎসর্য্য ও ধর্ম্মলোপে তোমার প্রবৃত্তিবশতঃ তোমার এই গুণিজন-দ্বেষিণী [গুণিজনে দ্বেষকারিণী] বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; সেই নিমিত্ত আমি কুরুসভায় বারংবার তোমাকে রুক্ষবাক্য শ্রবণ করাইয়াছিলাম। আমি তোমার দুর্বিষহ বীরত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও দানশৌণ্ডতা [দানশক্তিতে অনন্যসাধারণতা] অবগত আছি। এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই; কেবল কুলভেদভয়ে আমি তোমাকে পরুষবাক্য কহিতাম। তুমি শর, অস্ত্র, অস্ত্রসন্ধান, অস্ত্রবল ও লঘুতায় অর্জ্জুন ও মহাত্মা বাসুদেবের সমান; তুমি একাকী কুরুরাজের নিমিত্ত কন্যা আনয়ন করিতে কাশিপুরে গমন করিয়া সমুদয় রাজাকে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলে। অতুলনীয় বলশালী, সমরশ্লাঘী, দুরাসাদ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বল ও তেজে দেবতুল্য, যুদ্ধে সকল মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জরাসন্ধও তোমার সদৃশ নহে। আমি পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছিলাম, আজি তাহা অপনীত হইল। হে আদিত্যনন্দন! পুরুষকারদ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। এক্ষণে যদি আমার প্রিয়াচরণ অভিলাষ কর, তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হও; আমার অবসানে যেন বৈরভাব না থাকে; ভূপিতগণও আজি নিরাময় হউন।"

কর্ণের কর্ত্তব্যতাজ্ঞাপনে ভীষ্মসম্মান রক্ষা

"কর্ণ কহিলেন, "হে মহাবাহো! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; আমি যথার্থই কৌন্তেয়; সূতপুত্র নাহি। কিন্তু কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে সূতের হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; পরে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছি; ইহা কদাপি মিথ্যা কহিতে পারিব না। যেমন দৃঢ়ব্রত বাসুদেব পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, দারা ও যশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পুত্র, দারাপ্রভৃতি সমুদয় উৎসর্গ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণের ব্যাধিমরণ বাঞ্ছনীয় নহে। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের প্রতি নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন, অতএব এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার কোন ক্রমেই নিবারণ করা যায় না, কোন ব্যক্তি দৈবকে পুরুষকারদ্বারা নিবারণ করিতে পারে? আপনিও পৃথিবীক্ষয়সূচক নিমিত্তসকল উপলব্ধি করিয়া সভামধ্যে ইহা কহিয়াছিলেন। আমিও অবগত আছি যে, কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে; তথাপি আমি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও জয়লাভ করিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এই নিদারুণ বৈরভাব কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না; অতএব আমি স্বধর্ম্মপ্রীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি অনুজ্ঞা করুন, ক্ষত্রিধর্ম্ম সমুচিত আপনার

অনুজ্ঞাত হইয়া যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধাবেগে ও বীরতা অবলম্বন করিয়া চপলতানিবন্ধন আপনাকে যাহা কিছু মন্দ ও বিরুদ্ধ বাক্য কহিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা ক্ষমা করুন।”

“ভীষ্ম কহিলেন, “হে কর্ণ! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর; দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচার হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনের কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা লাভ হউক, ক্ষাত্রধর্ম্ম সমুচিত লোকসকল লাভ কর। নিরহঙ্কার হইয়া বল ও বীরতা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কর, ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীয় ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে আর শুভকর্ম্ম কিছুই নাই। কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনেক দিন সাতিশয় যত্ন করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ভীষ্ম এইরূপ কহিলে পর রাধেয় তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন।”

ভীষ্মবধপর্ব্বাধায় সমাপ্ত

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

দ্রোণপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

দ্রোণপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ
Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান
Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়
দ্রোণাভিষেকপর্ব্বাধ্যায় - কৌরব কর্ত্তব্যপ্রশ্ন

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্! সত্ব, ওজস্বিতা, বল, বীরত্ব ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথিগণের সাহায্যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য ভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্দ্ধরগণের কেতু স্বরূপ সেই ভীষ্ম নিহত হইলে তিনিই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণে চিন্তা ও শোকে এরূপ আকুল হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া অনবরত সেই দুঃখই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রজনী সমুপস্থিত হইল। সঞ্জয়ও শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন করিলেন। পুত্রগণের জয়ার্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ অবধি বিষণ্নহৃদয় হইয়া বিলাপ করিতে ছিলেন, সঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! কালপ্রেরিত কৌরবগণ ভীষণপরাক্রম মহাত্মা ভীষ্মের নিধনে শোকসাগরে মগ্ন হইয়া কি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভূপালগণই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাত্মা পাণ্ডবগণের সমুদ্ধত সেনা সকল ভুবনয়েরও ভয় উৎপাদন করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্যমনে শ্রবণ করুন সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কৌরবগণ বিস্ময় ও পাণ্ডবগণ হর্ষ সহকারে ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে পিতামহকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরজালে তাঁহার উপধান সমেত শয্যা প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং পরস্পর সম্ভাষণ ও ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারে প্রদক্ষিণ করিয়া কালপ্রেরিত হইয়া কোপলোহিতলোচনে পরস্পর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ তূর্য্য ও ভেরী নিনাদ সহকারে বহির্গত হইল। পর দিন প্রভাতে কৌরবগণ অমর্ষপরবশ ও কালোপহত মানস হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের হিতকর বাক্যে অনাদর করিয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মৃত্যু কর্ত্তৃক আহুত কৌরব ও ভূপালগণ আপনার ও দুর্য্যোধনের অজ্ঞানতায় এবং ভীষ্মের বধে শ্বাপদ সঙ্কুল বনে অশরণ অজ ও মেষ সমূহের ন্যায় নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া উঠিলেন। যেমন মহার্ণবে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীর্ণ নৌকারে আহত করে, সেই রূপ মহাবীর পাণ্ডবগণ, নক্ষত্রবিহীন দ্যুলোকের ন্যায়, বায়ু হীন আকাশের ন্যায়, শস্যশূন্য পৃথিবীর ন্যায়, সংস্কারহীন বাক্যের ন্যায়, বলিহীন অসুর সেনার ন্যায়, বিধবা বরবর্ণিনীর ন্যায়, শুষ্কতোয়া তরঙ্গিণীর ন্যায়, বৃকগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ ও হতযূথপ মৃগীর ন্যায়, শরভ কর্ত্তৃক হতসিংহ গিরিকরের ন্যায়, ভীষ্ম হীন সেই ভারতী সেনাকে নির্ভর

নিপীড়িত করিয়াছিলেন। সেই সেনার অন্তর্গত অশ্ব, রথ ও গজ সকল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপন্ন, এবং সকলেই দীন ও ভীত হইয়াছিল; এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন ভূপাল ও সৈনিকগণ ভীষ্ম ব্যতিরেকে যেন পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণের কর্ণ-স্মরণ

অনন্তর কৌরবগণ ভীষ্ম সদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু অতিথির প্রতি ও আপদগ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতিই ধাবমান হইল। তখন পার্থিবগণ সূতপুত্র কর্ণকে আপনাদের হিতকারী মনে করিয়া কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, মহাযশা কর্ণ, তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই; অতএব অবিলম্বে তাঁহারেই আহ্বান কর। মহাবাহু কর্ণ দুই রথীর তুল্য, রথাতিরথগণের অগ্রগণ্য, শূরগণের সম্মত এবং যম, কুবের বরুণ ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ; তথাপি ভীষ্ম বলবিক্রমশালী রথিগণের গণনা সময়ে তাঁহারে অর্দ্ধরথ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। তিনি সেই ক্রোধে ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না। মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণ তোমার হস্তে নিহত হইলে, আমি দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞা লইয়া অরণ্যে গমন করিব, অথবা তুমি পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে আমি এক রথে তোমার অভিমত রথিগণকে সংহার করিব। এই কথা বলিয়া মহাযশা কর্ণ, দুর্য্যোধনের সম্মতিক্রমে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। অমিত বিক্রম ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি নিহত হইলে যেমন তিতীর্ষু ব্যক্তি ভেলককে স্মরণ করে, সেইরূপ আপনার পুত্রগণ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। আপনার পুত্র, সৈন্য ও ভূপালগণ, হা কর্ণ! এই সমুচিত সময়, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, কর্ণ অস্ত্রে পরশুরামের শিক্ষিত ও দুর্নিবার্য্য পরাক্রম; এই নিমিত্ত যেমন বিপদকালে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ আমাদিগের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। যেমন গোবিন্দ দেবগণকে নিরন্তর মহাভয় হইতে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

সঞ্জয় এইরূপ পুনঃ পুনঃ কর্ণের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় ধৃতরাষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমরা সকলে নিতান্ত কাতর ও একান্ত ত্রস্ত হইয়া যে কর্ণকে স্মরণ এবং তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তাহা ত তিনি মিথ্যা করেন নাই? কৌরবগণের আশ্রয় ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, শরীরত্যাগশীল, সত্যবিক্রম, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কর্ণ ত তাহা পূরণ করিয়া ছিলেন? তিনি শত্রুগণকে ভীত ও আমার পুত্রগণের জয়াশা সফল করিতে ত পরাঙ্মুখ হন নাই?

২য় অধ্যায়

ভীষ্মনিধন শ্রবণে কর্ণের বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহাবীর কর্ণ অগাধ সলিলনিমগ্ন নৌকা সদৃশ কৌরব সৈন্যগণকে সহোদরের ন্যায় উদ্ধার করিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ তিনি বিপদগ্রস্ত কৌরব সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া তাঁহা দিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! চন্দ্রমা যেমন নিরন্তর শশচিহ্নে অঙ্কিত, সেইরূপ যিনি ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, ওজস্বিতা, সত্য, দম, সমুদায় বীরগুণ, দিব্য অস্ত্র নম্রতা, হ্রী, প্রিয়বাদিতা ও কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলংকৃত এবং দ্বিজগণের শত্রু নিপাতন সেই ভীষ্ম যদি বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তবে এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সমুদয় যোদ্ধাই নিহত হইয়াছেন। যখন মহাব্রত ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, তখন কালি যে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; অতএব কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধনিবন্ধন ইহলোকে কোন বস্তুই অবিনাশী নয়। বসুর ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন, ও বস্তুতেজে সমুৎপন্ন ভীষ্ম বসুগণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ ও এই সকল সৈন্যের নিমিত্ত শোক কর। মহাপ্রভাব ভীষ্ম নিপাতিত ও কৌরবগণ পরাজিত হইলে, কর্ণ দুর্ম্মনা হইয়া গলদশ্রুলোচনে সাতিশয় আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদিগের নয়ন হইতে চীৎকারের অনুরূপ শোকজল বিগলিত হইতে লাগিল।

পুনর্ব্বার মহাযুদ্ধ আরব্ধ হইলে সৈন্যগণ পার্থিবগণের নিয়োগানুসারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহারথ শ্রেষ্ঠ কর্ণ আহ্লাদকর বাক্যে রথিগণকে কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এই অনিত্য জগতে সকলই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে চিন্তা করিয়া আমি সকলকেই অস্থায়ী দেখিতেছি; দেখুন! আপনারা বিদ্যমান থাকিতেও গিরি সদৃশ কুরুপ্রধান ভীষ্ম কি প্রকারে নিপতিত হইলেন! মহাবীর ভীষ্ম ভূতলে পাতিত হইয়া গগনপতিত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন; সৈন্যগণ নির্ভর নিপীড়িত হইয়াছে; শত্রুগণ তাহাদিগের উৎসাহ বিনষ্ট করিয়াছে; তাহারা একবারে অনাথ হইয়া রহিয়াছে; এসময়ে অন্য পার্থিবগণ ধনঞ্জয়কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; বৃক্ষগণ কি পর্ব্বতবাহি সমীরণের বেগ সহ্য করিতে পারে? অতএব আমি মহাত্মা ভীষ্মের ন্যায় সমরে এই কুরু সৈন্যকে পরিপালন করিব। এক্ষণে আমার প্রতি ঈদৃশ ভার সমর্পিত হইল এই জগৎ অনিত্য বোধ হইতেছে এবং রণবীর ভীষ্ম নিপাতিত হইয়াছেন; অতএব কি নিমিত্তই বা আমার ভয় না হইবে। সে যাহা হউক, আমি এই মহাযুদ্ধে বিচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া জগতে যশই পরমধন এই ভাবিয়া অবস্থান করিব অথবা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও উৎসাহ সম্পন্ন; বৃকোদর শত মাতঙ্গ তুল্য বিক্রমশালী; অর্জ্জুন দেবরাজের আত্মজ ও যুবা; অতএব পাণ্ডব সৈন্যগণকে জয় করা অমরগণেরও অনায়াসসাধ্য নয়। যমোপম যমজ নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকি সমেত দেবকীসুত যে সৈন্যে আছেন, তাহা কৃতান্তের মুখ স্বরূপ; কোন কাপুরুষই তাহার সম্মুখীন হইলে বিনিবৃত্ত হইতে পারিবে না; মনস্বিগণ তপস্যা দ্বারাই অত্যুগ্র তপস্যা নিবারিত করেন এবং বল দ্বারাই বলকে প্রতিহত করিয়া থাকেন।

সূত! আমার মন শত্রু নিবারণে ও স্বপক্ষ সংরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। আজি আমি শত্রুগণের প্রভাব প্রতিহত করিয়া গমন মাত্র তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মিত্রদ্রোহ আমার সহ্য হয় না, সৈন্য ভগ্ন হইলে যিনি মিলিত হইবেন, তিনিই আমার মিত্র। হয়, আমি এই সৎপুরুষোচিত আর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইব-হয়, সমুদায় শত্রু বিনাশ করিব, না হয় শত্রু হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইব। আমি জানি যে, স্ত্রী ও কুমারগণ ক্রন্দন ও মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিলে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রের পৌরুষ পরাহত হইলে ঐরূপ কার্য্যই আমার কর্ত্তব্য; অতএব আজি রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুগণকে পরাজিত করিব এই সুঘোর সমরে প্রাণপণে কৌরবগণের রক্ষা পূর্ব্বক সমুদয় শত্রু নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রদান করিব। এক্ষণে সুবর্ণময় মণিরত্নবিভূষিত বিচিত্র কবচ, সূর্য্যপ্রভ শিরস্ত্রাণ, অগ্নি, বিষ, ভুজঙ্গতুল্য ধনু ও শরাসন এবং ষোড়শ তূণীর বন্ধন করিয়া দাও; দিব্য ধনু, শর, মহতী গদা ও স্বর্ণখচিত শঙ্খ আহরণ কর; এই সুবর্ণময়ী নাগকক্ষা ও ইন্দীবরপ্রভা সম্পন্ন দিব্য ধ্বজ সূক্ষ্ম বস্ত্রে মার্জিত করিয়া জালসমবেত বিচিত্র মালার সহিত আনয়ন কর; আরও কতক গুলি শ্বেতাভ্রসঙ্কাশ হৃষ্ট পুষ্ট অশ্ব মন্ত্রপূত জলে স্নান করাইয়া তপ্ত কাঞ্চন ভূষণে ভূষিত করিয়া অনতিবিলম্বে আনয়ন কর; হেমমালা ও চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ রত্ন সমুহে বিভূষিত, সমরোচিত উপকরণ সম্পন্ন, বাহন সংযোজিত রথ শীঘ্র আবর্ত্তিত কর; বেগসহ বিচিত্র চাপ, শত্রুসংহারোপযোগী উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড তূণীর ও গাত্রাবরণ সকল সজ্জিত কর; প্রস্থানকালোচিত কাংস্য ও হেমঘট দধিপূর্ণ করিয়া আনয়ন কর; মালা আনয়ন করিয়া অঙ্গে বন্ধন কর এবং জয়ভেরী সকল বাদ্য কর।

হে সূত! যে স্থানে অর্জ্জুন, বৃকোদর, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব আছে, শীঘ্র তথায় গমন কর, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইয়া ভীষ্মের সহিত মিলিত হইব। যে সৈন্যে সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, সাত্যকি, বাসুদেব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তাহা জয় করা ভূপালগণের সাধ্যায়ত্ত নয়। যদি সর্ব্বসংহার কর্তা কৃতান্ত অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি তাহারে বিনাশ করিব, অথবা ভীষ্মের পথ দিয়া যমসমীপে উপস্থিত হইব। এক্ষণে আমি সেই সৈন্যগণের মধ্যে অবশ্যই গমন করিব; আমার এই সকল সহায় মিত্রদ্রোহী, ভক্তিবিহীন বা পাপাত্মা নন।

অনন্তর সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্ন খচিত রথ সুসজ্জিত এবং পতাকা ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ অশ্ব সকল সংযোজিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে পূজা করিয়া থাকেন সেইরূপ কুরুগণ মহাত্মা কর্ণকে সৎকার করিলেন। হুতাশনপ্রভ কর্ণ অনল সদৃশ মেঘস্বন রথে আরোহণ করিয়া বিমানারূঢ় বাসবের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্থানে ভরত শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

৩য় অধ্যায়
কৌরবপক্ষ গ্রহণে কর্ণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা

মহারাজ! অগাধজলনিমগ্নদিগের দ্বীপ স্বরূপ, সৈন্য ও ধনুর্দ্ধরগণের চিহ্ন স্বরূপ, শত্রু সৈন্যগণের মোহনস্বরূপ, মহাবীর ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভীষ্ম মহাবাত সমুহে শোভিত সমুদ্রের ন্যায়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত দুঃসহ মৈনাকের ন্যায়, আকাশচ্যুত আদিত্যের ন্যায়, বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত ইন্দ্রের ন্যায়, সব্যসাচীর দিব্যাস্ত্র জালে নিপাতিত, যমুনাপ্রবাহ তুল্য শরসমূহে সমাচ্ছন্ন ও শর শয্যাগত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রগণের সুখ ও জয়াশা বর্ম্মের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাষ্পকুললোচন হইয়া তাহার নিকট পদব্রজে গমন করিলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ। আপনার মঙ্গল হউক; আমি কর্ণ, পবিত্র বাক্যে সম্ভাষণ ও নয়ন উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন। আপনি ধর্ম্ম পরায়ণ বৃদ্ধ, তথাপি যখন আহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ ইহলোকে পুণ্যের ফলভোগ করিতে পায় না। কুরুগণের মধ্যে কোষ বর্দ্ধন, মন্ত্রণা, ব্যুহ রচনা ও অস্ত্র প্রয়োগ কুশল আর কেহই নাই। যে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ভীষ্ম বহুবিধ যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া কৌরবদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেন, তিনি পিতৃলোকে গমন করিবেন, অতএব যেমন ব্যাঘ্রগণ মৃগক্ষয় করে, আজি অবধি পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ কৌরব ক্ষয় করিবেন; আজি গাণ্ডীবঘোষের বীর্য্যজ্ঞ কৌরবগণ বজ্রপাণি হইতে অসুরগণের ন্যায় অর্জ্জুন হইতে ভয়বিহ্বল হইবেন; আজি অশনিধ্বনি সদৃশ, গাণ্ডীব বিনির্মুক্ত শরনিকরের শব্দ কৌরব ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে বিত্রাসিত করিবে, যেমন প্রজ্বলিত মহাজ্বাল হুতাশন দ্রুমরাজি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ কিরীটীর শর সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবে। ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ও বাসুদেব বায়ুর ন্যায়; বায়ু ও অগ্নি যে যে স্থানে গমন করে তত্রত্য সমুদয় তৃণ, গুল্ম ও দ্রুম দগ্ধ হইয়া যায়।

হে বীর! সমুদায় সৈন্য পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীবের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি না থাকিলে পার্থিবগণ উৎপতিত ও অমিত্রকর্ষী কপিধ্বজ রথের শব্দ সহ্য করিতে পারিবেন না। মনীষীগণ যাঁহার দিব্য কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি মহাত্মা ত্র্যম্বকের সহিত অমানুষ সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিকট অকৃতাত্মাগণের দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন, বাসুদেব যাঁহারে রক্ষা করেন, আপনি ব্যতীত কোন্ রাজা সেই সমরশ্লাঘী ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ বা তাঁহারে পুরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন? আপনি ক্ষত্রিয়ান্তকারী, দেব-দানব পূজিত ভীষণ পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া অস্ত্রবলে আশীবিষ সদৃশ দৃষ্টিহর রণদক্ষ পাণ্ডবকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব।

৪র্থ অধ্যায়
দুর্য্যোধন সাহায্যার্থ কর্ণের প্রতি ভীষ্মের অনুজ্ঞা

পিতামহ ভীষ্ম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে দেশকালোচিত বাক্যে কহিলেন, হে কর্ণ! যেমন সমুদ্র সমুদয় নদীর, দিবাকর সমুদয় জ্যোতির, সাধুগণ সত্যের উর্ব্বরা ভূমি সমুদয় বীজের ও পর্জ্জন্য সমুদয় প্রাণিগুণের অবলম্বন, সেইরূপ তুমি

সুহৃদগণের আশ্রয়; অমরগণ যেমন পুরন্দরের অনুজীবী, বান্ধবগণ সেই রূপ তোমার অনুজীবী হউন। তুমি শত্রুগণের মনোহরণ কর এবং বিষ্ণু যেমন দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তুমি সেইরূপ মিত্রগণের ও কৌরবগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর। তুমি দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষে নিজ বাহুবলে রাজপুরে গমন করিয়া কাম্বোজগণ, গিরিব্রজগত নগ্নজিৎ প্রভৃতি ভূপালগণ, অম্বষ্ঠ, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাল্মীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয়দুর্গস্থ রণনিষ্ঠুর কিরাতগণকে দুর্য্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে সবান্ধব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও কৌরবগণের আশ্রয় হও। আমি কল্যাণ বাক্যে কহিতেছি, তুমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর, কৌরবপণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া দুর্য্যোধনকে জয়শীল কর। দুর্যোধনের ন্যায় তুমি আমাদিগের পৌত্র সদৃশ, আমরা অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় দুর্য্যোধনের অধিকৃত। মনীষিগণ সাধুদিগের পরস্পর সহবাসকে যোনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। তোমার সহিত কৌরবগণের সেই রূপ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে; অতএব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও মমতা সহকারে কৌরব সৈন্যগণকে পরিপালন কর।

কর্ণ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের সমীপে গমন এবং অতি প্রশস্ত সেনা স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ত্র শস্ত্রে ও উরস্রাণে সুশোভিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ মহাবাহু কর্ণকে সেনাগণের অগ্রসর ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও বিবিধ শরাসন শব্দে তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন।

৫ম অধ্যায়
কৌরবগণের সেনাপতি-মনোনয়ন

দুর্য্যোধন কর্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি সৈন্যগণকে রক্ষা করাতে তাহাদিগকে সনাথবোধ হইতেছে, কিন্তু যাহা ক্ষমতার আয়ত্ত ও হিতকর, তাহা অবধারণ কর।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি প্রাজ্ঞতম রাজা, অতএব কি করিতে হইবে, আপনিই বলুন; রাজা স্বয়ং যেরূপ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, অন্য ব্যক্তি সে রূপ করিতে সমর্থ হয় না। ভূপালগণ আপনার বাক্য শ্রবণ করিবার নির্মিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; বোধ হইতেছে, আপনি অন্যায্য বাক্য কহিবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম ও শাস্ত্র সম্পন্ন এবং যোদ্ধাগণ পরিবৃত ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া আমার শত্রুগণকে বিনাশ করত দশ দিন রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুরলোক আশ্রয় করিয়াছেন; এক্ষণে সেনাপতি মনোনীত কর। যেমন কর্ণহীন নৌকা সলিলে ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ নায়কহীন সেনা যুদ্ধে মুহূর্ত্ত মাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। সেনাপতি না থাকিলে সেনাগণ কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায়, সারথিহীন রথের ন্যায় যথেচ্ছ গমন করিয়া থাকে। যেমন দেশানভিজ্ঞ সার্থ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে, সেইরূপ নায়ক হীন সেনা সর্ব্ব প্রকার

দোষ প্রাপ্ত হয়; অতএব মদীয় মহাত্মাগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভীষ্মের পর সেনাপতি হইতে পারেন, তুমি পরীক্ষা কর। তুমি যাহারে সেনাপতি পদের উপযুক্ত বোধ করিবে, আমরা সকলে তাহারেই সেনাপতি করিব।

দ্রোণাযার্য্যের সৈনাপত্যে নির্ব্বাচন

কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! এই মহাত্মাগণ কুলজ্ঞ, সমরজ্ঞ, মহাবল পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান, উপযুক্ত, কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ; অতএব ইঁহারা সকলেই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেই এক কালে সেনাপতি হইতে পারেন না; অতএব যিনি বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত,তাহারেই সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহারা সকলেই পরস্পর স্পর্ধা করিয়া থাকেন; ইঁহাদের মধ্যে এক জনকে সৎকার করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষুন্ন হইবেন, হিতৈষী হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। এই নিমিত্ত সকল যোদ্ধার আচার্য্য, স্থবির, ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভারদ্বাজকেই সেনাপতি করা উচিত। শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ শস্ত্রধারিগণে অগ্রগণ্য দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে আর কে সেনাপতি হইবে? আপামর ভূপালগণের মধ্যে এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, দ্রোণাচার্য্য সমরে গমন করিলে তাঁহার অনুগমন না করিবেন। দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠ, শস্ত্রধরগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ ও আপনার গুরু, অতএব অমরগণ যেমন অসুর জয়ের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া ছিলেন, আপনিও সেইরূপ শীঘ্র দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করুন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাপত্যে রাজগণের অনুমোদন

সঞ্জয় কহিলেন, "রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনামধ্যগত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অধৃষ্যতা, অর্থজ্ঞান, নীতি, জয়, তপস্যা ও কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন আপনি সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ; ভূপালগণের মধ্যে আর কেহই আপনার সমান উপযুক্ত রক্ষক নাই; অতএব ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ আমাদিগকে করুন। আমরা আপনাকে সেনাপতি করিয়া অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

যেমন কাপালী রুদ্রগণের, হুতাশন বসুগণের, কুবের যক্ষগণের, বাসব দেবগণের, বশিষ্ঠ বিপ্রগণের, দিবাকর তেজসমুহের, যম পিতৃগণের, বরুণ জলজন্তুগণের, চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের ও শুক্র দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সেইরূপ সেনাপতিগণের প্রধান; অতএব আপনি সেনাপতি হউন। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার অধীন হউক; আপনি ইহাদিগকে প্রতিব্যূহিত করিয়া দানবদল সংহারের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার করুন। আপনি দেবগণের অগ্রগামী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে গমন করুন; আমরা বৃষভের অনুগামী বৃষগণের ন্যায় আপনার অনুগমন করিব। আপনি অগ্রে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিলে অর্জ্জুন প্রহার করিবে না। আপনি যদি সেনাপতি হয়েন, তাহা হইলে আমি যুধিষ্ঠিরকে সবংশে ও সবান্ধবে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে ভূপালগণ সিংহনাদে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিয়া দ্রোণকে জয়বাদ প্রদান করিলেন; সৈনিকগণও মহৎ যশ প্রার্থনায় দুর্য্যোধনকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণাচার্যের সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন।

৭ম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের সেনাপতিপদে অভিষেক

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি ষড়ঙ্গ বেদ, মানবী অর্থবিদ্যা, শৈব অস্ত্র ও বাণ এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র অবগত আছি; তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাতে যে সকল গুণ আরোপ করিলে, এক্ষণে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু কদাচ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারি না; সে আমার বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদয় সোমগণকে বিনাশ ও অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিব; কিন্তু পাণ্ডবগণ হর্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না।

অনন্তর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্যের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেনাপতি করিলেন; যেমন কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভূপতিগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। কৌরবগণ বাদিত্র ও শঙ্খনাদে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে পুণ্যাহ শব্দে স্বস্তিবাদে সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিগানে, দ্বিজগণের জয় শব্দে এবং সূতগণের নৃত্যে দ্রোণকে সমুচিত সৎকার করিয়া পাণ্ডবগণ পরাজিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধযাত্রা

মহারথ দ্রোণ সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করত সমরাভিলাষে আপনার পুত্রগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ, কলিঙ্গ ও আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহার দক্ষিণপক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শকুনি প্রধান প্রধান অশ্বারোহী ও প্রাসযোধী গান্ধারগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পক্ষ হইলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধানে দ্রোণের বামপক্ষ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কাম্বোজগণ সুদক্ষিণকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শক ও যবন গণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রপক্ষ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবি, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য এবং দাক্ষিণাত্যগণ দুর্য্যোধন ও কর্ণকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে হর্ষিত করত গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ সেনাসমূহের বলবর্দ্ধন করিয়া সকল ধনুর্দ্ধরের অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহার অতি বৃহৎ প্রদীপ্ত সিংহলাঞ্ছিত সূর্য্যসংকাশ মহাকেতু সৈন্যগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে অবলোকন করিয়া কেহই ভীষ্মের বিপদ গণনা করিলেন না; কৌরব ও অন্যান্য রাজাগণ সকলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনেক যোদ্ধা একত্র হইয়া হৃষ্ট চিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিল যে, পাণ্ডবগণ কর্ণকে অবলোকন করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিবে না; হীনবীর্য্য হীনপরাক্রম পাণ্ডবগণের কথা কি, কর্ণ সবাসব দেবগণকেও পরাজয়

করিতে পারেন। মহাবাহু ভীষ্ম সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কর্ণ তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ শনিকরে বিনষ্ট করিবেন। যোদ্ধাগণ কর্ণের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য আমাদিগের যে বূ্যহ প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম শকটবূ্যহ।

যুধিষ্ঠির প্রীতচিত্তে ক্রৌঞ্চবূ্যহ নির্ম্মাণ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বানরধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া সেই বূ্যহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমুদায় সৈন্যগণের অগ্রগণ্য, ধনুর্দ্ধরগণের তেজ স্বরূপ, অমিততেজা ধনঞ্জয়ের কেতু সৈন্যগণকে সমুজ্জ্বলিত করিল; তাহা দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন প্রলয়কালীন সূর্য্য প্রজ্বলিত হইয়া বসুন্ধরা দগ্ধ করিতেছে। অর্জ্জুন সমুদায় যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, গাণ্ডীব সমুদায় শরাসনের শ্রেষ্ঠ, বাসুদেব সমুদায় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও সুদর্শন সমুদায় চক্রের শ্রেষ্ঠ; শ্বেতহয়সংযুক্ত রথ এই চারি তেজ বহন করিয়া শত্রুগণের সম্মুখে সমুদ্যত কালচক্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। কৌরবগণের অগ্রসর কর্ণ ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর অর্জ্জুন, ইহারা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধপ্রার্থী হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ দ্রোণাচার্য্য সহসা যুদ্ধার্থ গমন করিলে ঘোরতর আর্ত্তনাদে ধরাতল কম্পিত হইয়া উঠিল; কৌশেয় নিকর সদৃশ অবিরল ধূলিপটল বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া দিনকরের সহিত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; অন্তরীক্ষ মেঘশূন্য হইয়াও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র গৃধ্র, শ্যেন, কাক ও কঙ্ক সৈন্যের উপর মুহুর্ম্মুহু পতিত হইতে লাগিল; গোমায়ু অতি ভীষণ নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং মাংস ভক্ষণ ও শোণিতপানাভিলাষে বারংবার কোরব সৈন্যের দক্ষিণ দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল; অতি চঞ্চল দীপ্যমান উল্কাসকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদায় আবৃত করিয়া নির্ঘাত সহকারে সন্তাপিত করিতে লাগিল; বিদ্যুৎ ও মেঘসহকৃত পরিবেশ দিবাকরকে পরিবেষ্টন করিল; কৌরবগণের সেনাপতি গমন করিলে এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নিদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্য-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

অনন্তর পরস্পর-বধার্থী কৌরব ও পাণ্ডবসেনা শরশব্দে সমুদায় জগৎ পরিপূরিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কৌরব ও পাণ্ডবগণও জয় প্রত্যাশায় পরস্পর নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য শত শত নিশিতসায়কে সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাবগুগণের মহাসৈন্য ও পাঞ্চালগণকে সংক্ষোভিত ও ছিন্নভিন্ন এবং ক্ষণ মধ্যে ভূরি ভূরি দিব্য অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগত পাঞ্চালগণ বাসবতাড়িত দানবগণের ন্যায় দ্রোণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। দিব্যাস্ত্রবিৎ শৌর্য্যশালী মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণকে বহুধা ছিন্ন ভিন্ন ও তাঁহার শরজাল নিবারিত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দ্রোণ আপনার ভগ্ন সৈন্য একত্র করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিলেন; যেমন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণের

উপর শর বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শরজাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পশুগণ যেমন সিংহের নিকট ছিন্ন ভিন্ন হয় সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে কম্পমান পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্রানুসারে সুসজ্জিত দ্রোণাচার্য্যের রথ আকাশচর নগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, স্ফটিক সদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল; পতাকা অনিলভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; রথনির্ঘোষ বিনির্গত হইতে লাগিল; অশ্ব সকল পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল; তিনি তখন সেই রথে আরোহণ করিয়া শত্রু সৈন্যগণকে ত্রাসিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।

৮ম অধ্যায়
পাণ্ডবসৈন্যগণের পলায়ন

সঞ্জয় কহিরেন, "দ্রোণাচার্য্য সেই রূপে অশ্ব, সারথি ও হস্তিগণকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবগণ ব্যথিত না হইয়া উহারে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! হে অর্জ্জুন! তোমরা সকলে সতর্ক হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তখন অর্জ্জুন, অনুযায়িবর্গসমেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। কৈকেয়গণ, ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেব, মৎস্য, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, দ্রোপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু ও পাণ্ডবগণের অনুযায়ী অন্যান্য পার্থিবগণ স্ব স্ব কুল-বীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমরদুর্ম্মদ দ্রোণ সক্রোধে নেত্রদ্বয় বিবর্ত্তিত করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ পাণ্ডব সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের প্রতি মত্তের ন্যায় ধাবমান হইয়া বৃদ্ধ হইলেও যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগগামী, শ্রান্তিহীন তাঁহার আজানেয় অশ্বগণ স্বভাবতই শোণিতবর্ণ, তাহাতে আবার শোণিতাক্ত হইয়া অধিকতর কান্তি ধারণ করিল।

দ্রোণাচার্য্য অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পুনরায় আবর্ত্তিত হইল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এক একবার দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; শূরগণের হর্ষজনন ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন তাহাদিগের নিদারুণ শব্দে সমস্ত রোদসী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য পুনর্ব্বার আপন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শত শত শরে শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিয়া আপনারে নিতান্ত ভয়ঙ্কর করিলেন বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায়, কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু সকল ছেদিত ও রথ সকল নির্ম্মনুষ্য করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই হর্ষ শব্দে ও বাণবেগে যোদ্ধৃগণ শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার রথঘোষে, মৌর্ব্বী নিষ্পেষণে ও শরাসন শব্দে আকাশে এক মহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল এবং

তাহার শরাসন হইতে শরনিকর বিনিঃসৃত হইয়া সমুদায় দিক আচ্ছন্ন করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই মহাবেগ কার্মুক সনাথ, অস্ত্র সমূহে প্রজ্বলিত হুতাশন দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্তী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের কুঞ্জর, পদাতি ও অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে শোণিত দ্বারা কর্দ্দমিত করিলেন এবং অনবরত এরূপ দিব্যাস্ত্র ও শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, সমুদায় দিকে এবং পদাতি, অশ্ব ও রথে শরজাল ভিন্ন আর কিছুই নয়ন গোচর হইল না, কেবল তাঁহারই কেতু মেঘরাজি বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, নিরীক্ষণ করিলাম।

অনন্তর অদীনসত্ত্ব দ্রোণাচার্য্য কৈকেয়গণের প্রধান পাঁচ বীরকে ও দ্রুপদকে শরজালে নিপীড়িত করিয়া কার্মুক বাণ হস্তে যুধিষ্ঠির সৈন্যের সমীপবর্তী হইলেন। ভীমসেন, ধনঞ্জয়, সাত্যকি, দ্রুপদপুত্রগণ, শৈব্যনন্দন কাশিরাজ ও শিবি হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে শরনিকরে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের শরাসন বিমুক্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর গজ ও অশ্বযুবাদিগের কলেবর ভেদ করিয়া শোণিতলিপ্ত পক্ষে মহীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্র যোদ্ধা সমূহে, রথ সমূহে ও শরনিভিন্ন গজবাজি সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শ্যামল মেঘসমূহে সমাবৃত আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের উন্নতি কামনায় সাত্যকি, ভীম, অর্জ্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রুপদ ও কাশিরাজ প্রভৃতি বীরগণকে বিমর্দ্দন ও অন্যান্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন পূর্ব্বক প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া ইহলোক হইতে সুরলোকে গমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বহু সহস্র যোদ্ধা সংহার করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের দুই অক্ষৌহিণীর অধিক সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পাণ্ডব ও ক্রয়কর্ম্মা অমঙ্গল্য পাঞ্চালগণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সৈন্য ও অন্যান্য লোকের ঘোর নাদ আকাশে সমুত্থিত হইল। ভূতগণের 'অহো ধিক!' শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, দিক্ ও বিদিক সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ দ্রোণাচার্য্যের বান্ধবগণ তাঁহাকে জীবনশূন্য অবলোকন করিলেন। পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের সিংহনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।

৯ম অধ্যায়

দ্রোণবধবৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছু ধৃতরাষ্ট্রের সখদোক্তি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাদৃশ অস্ত্রনিপুণ দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিলেন, তাঁহার কি রথ ভগ্ন বা শাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল? অথবা তিনি অনবধান হইয়াছিলেন যে, সেই নিমিত্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন? যিনি ভূরি ভূরি স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল বিকীর্ণ করিতেছিলেন, যিনি অবহিত হইয়া দুষ্কর কর্ম্মকলাপ সম্পাদন করিতে ছিলেন, যিনি অতি দূরে শরক্ষেপ করিতে পারিতেন, যিনি শস্ত্রযুদ্ধে পারীণ হইয়াছিলেন, যিনি দিব্যাস্ত্রধারণ করিতেন, যিনি শত্রুগণের দুরভিভবনীয়, ক্ষিপ্রহস্ত, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কৃতী,

চিত্রযোধী, দান্ত, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অক্ষয় দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? পৌরুষ অপেক্ষা দৈবের বলই অধিক, এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্য মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। যাঁহাতে চতুর্বিধ অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন কহিতেছ! যিনি ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিবৃত স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিতেন, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আজি আর শোকের শান্তি হইতেছে না। ইহা যথার্থ যে, পরের দুঃখে কাহার প্রাণ বহির্গত হয় না, এই মন্দভাগ্য ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও জীবিত আছে। এক্ষণে দৈবই প্রধান; পুরুষকার নিরধক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্যের মৃত্যু শ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। গুণার্থীব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম ও দৈবশাস্ত্রের নিমিত্ত যাহার উপাসনা করিতেন, মৃত্যু তাঁহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিল? আমি সাগরের শোষণ, মেরুর উৎসারণ ও দিবাকরের নিপাতনের ন্যায় দ্রোণাচার্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যিনি দুষ্টগণকে নিবারণ ও ধার্মিকগণকে রক্ষা করিতেন, যিনি দীন দুর্য্যোধনের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন মূঢ়মতি আমার পুত্রগণের জয়াশা যাঁহার বিক্রমের উপর নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ ছিলেন, তিনি কি প্রকারে নিহত হইলেন? যাঁহার অশ্বগণ হিরন্ময় জালে আচ্ছন্ন থাকিত, সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রপাত অতিক্রম করিত, সংগ্রামকালে দৃঢ় হইয়া অবস্থান করিত, শঙ্খ দুন্দুভি শ্রবণজনিত করিবৃংহিত, জ্যাক্ষেপ, শর ও শস্ত্র সহ্য করিত, পরিশ্রম করিলেও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিত না, কদাচ ব্যথিত হইত না এবং শত্রুগণের পরাজয় কীর্তন করিত, দ্রোণের সেই শোণবর্ণ, বৃহৎ কলেবর, বায়ুসম বেগশীল, বলবান, শান্ত, অবিহ্বল সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ অতি শীঘ্র কি পরাজিত হইয়াছিল? দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত অশ্বকে সুবর্ণভূষিত রথে যোজিত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সেনা হইতে উত্তীর্ণ হন নাই?

যে সত্যসন্ধ শূরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের বিদ্যা সকল ধনুর্দ্ধরের উপজীবিকা, তিনি কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কোন্ সকল রথী ইন্দ্রসদৃশ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, উগ্রকর্ম্মা দ্রোণাচার্য্যকে প্রত্যুদগমন করিয়াছিল? পাণ্ডবগণ সেই মহাবলকে অবলোকন করিয়া কি পলায়ন করিয়াছিল, কিম্বা সমুদায় সৈন্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল? অথবা ধনঞ্জয় শরনিকরে অন্যান্য পার্থিবগণকে নিবারণ করিলে পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ভীষণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ দ্রোণকে বধ করিয়াছে, এমন বোধ হয়না। বোধ হয়, যেমন পিপীলিকাগণ বিষধরকে আকুলিত করে, সেইরূপ কৈকেয়, চেদি ও কারূষগণ এবং অন্যান্য ভূমিপাল সকল অসুকর কর্মে ব্যাপৃত দোণাচার্য্যকে আকুলিত করিলে পাঞ্চালাধম ধৃষ্টদ্যুম্ন শূরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিল। যেমন সাগর সমুদায় তরঙ্গিণীর আধার, সেইরূপ যিনি ষড়ঙ্গ সমবেত চারি বেদ ও আখ্যান অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয়রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি প্রকারে শস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন? ক্রোধনস্বভাব দ্রোণাচার্য্য আমার নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পার্থকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত ফল লাভ করিয়াছেন। যাহার কর্ম্ম ধনুর্দ্ধরগণের

উপজীবিকা, যিনি সত্যসন্ধ ও পুণ্যবান্, সম্পত্তি-লোলুপেরা তাঁহাকে কি প্রকারে সংহার করিল? পাণ্ডবগণ পুরন্দরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, মহাসত্ত্ব, ক্ষিপ্রহস্ত, দৃঢ়ধন্বা মহাবল দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে বধ করিল? ক্ষুদ্র মৎস্যেরা কি তিমি সংহার করিতে পারে? জয়ার্থী ব্যক্তি যাঁহার গোচরে উপস্থিত হইলে জীবিত থাকিতে পারিত না, বেদার্থিগণের বেদশব্দ ও ধনুর্দ্ধরগণের জ্যানির্ঘোষ যাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করে নাই, যিনি অদীন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্রীমান্, অপরাজিত এবং সিংহ ও দ্বিরদের ন্যায় বিক্রমশালী, সেই দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যাঁহার যশ বল কেহই পরাভব করিতে পারে না, ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরুষেগণের সমক্ষে সেই দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? কাহারা দ্রোণাচার্যের অগ্রে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করত নিকট হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা দুর্লভ গতি লাভ করিয়া পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিয়াছিল? কাহারা দক্ষিণ চক্র ও কাহারাই বা বাম চক্র রক্ষা করিয়াছিল? দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ সময়ে কাহারা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সেই যুদ্ধে প্রতিকুল মৃত্যু ও কাহারাই বা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে? দ্রোণের রক্ষক মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? শত্রুগণ কি তাঁহাকে নির্জ্জনে বধ করিয়াছে? তিনি ত নিতান্ত বিপন্ন হইলেও ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না, তবে শত্রুগণ তাঁহাকে কি প্রকারে বধ করিল? আর্য্য ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, ঘোরতর আপদ উপস্থিত হইলে যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তিনি তাহাও করিয়াছেন! হে সঞ্জয়! আমার মন মোহাবিষ্ট হইতেছে, এক্ষণে কথা নিবর্তিত কর; পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

১০ম অধ্যায়
শোককাতর ধৃতরাষ্ট্রের শুশ্রূষা

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই রূপ জিজ্ঞাসা করিয়া আন্তরিক শোকে সাতিশয় কাতর, পুত্রগণের জয়লাভে হতাশ ও হতচেতন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পরিচারকগণ তাঁহাকে বীজন ও পবিত্রগন্ধ অতিমাত্র শীতল জলে অভিষেক করিতে লাগিল। ভরতকুলের কামিনীগণ মহারাজকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া বেষ্টন পূর্ব্বক করতল দ্বারা তাঁহার কলেবর স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং বাষ্পকুলকণ্ঠ হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উত্থিত করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। তথাপি তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল না। তখন চতুর্দ্দিক হইতে বীজন আরম্ভ হইল।

ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ সমর-সংবাদ প্রশ্ন

অনন্তর তিনি অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কম্পিত কলেবরে পুনরায় সঞ্জয়কে যথাযথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘হে সঞ্জয়! যেমন প্রতিহস্তীর অজেয় প্রমত্ত মাতঙ্গ অন্য হস্তীকে করিণীসমাগমে প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত গমন করে, জ্যোতিঃ দ্বারা

অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া যেমন আদিত্য উদিত হন, সেইরূপ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিকট আগমন করিতেতছিলেন; যে বীর পুরুষ আমাদের বহু বীরকে নিহত করিয়াছেন, যে মহাবাহু একাকী ঘোর চক্ষু দ্বারা দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন, আমাদিগের কোন্ সকল বীর পুরুষ সেই দুর্দ্ধর্ষ অজাতশত্রুরে নিবারণ ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? যিনি মহাবল, মহাকায়, মহোৎসাহ ও বলে অযুত মাতঙ্গ তুল্য; যিনি অতি বেগে আগমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়ন করিয়াছিলেন, যিনি শত্রুগণের সমক্ষে মহৎ, কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিলেন কোন্ কোন্ বীর পুরুষ তাঁহার গতি রোধ করিয়াছিলেন?

যিনি জলদের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও মহাবীর; যিনি পর্জ্জন্যের অশনিবর্ষণের ন্যায়, দেবরাজের বারি বর্ষণের ন্যায় শরজালবর্ষণ করিতেছিলেন; যাঁহার তল শব্দে ও নেমি-নির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইতেছিল; যাঁহার ধনু বিদ্যুৎ সদৃশ, রথগুল্ম মেঘ তুল্য ও নেমি-নির্ঘোষ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায়; যিনি শর শব্দে অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন; যিনি রোষরূপ মেঘ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যিনি মন ও অভিপ্রায়ের ন্যায় গমন করিতে পারেন এবং মর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েন; যিনি অন্তকের ন্যায় মানবগণের শোণিতজলে দশদিক্ পাবিত করিয়া গৃধ্রুপত্র শিলাশিত শরজালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিরে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেই অর্জ্জুন যখন শরসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব হস্তে আগমন করিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি কি গাণ্ডীব শব্দে সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে করিতে তোমাদের অভিমুখীন হইয়াছিলেন? বায়ু যেমন মেঘ রাশি ও শরবন ছিন্ন ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় কি সেইরূপ তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ করেন নাই? যিনি সেনাগ্রে অবস্থান করিতেছেন শ্রবণ করিলেই লোকে বিহবল হইয়া উঠে, কোন মানব সেই গাণ্ডীব ধন্বাকে সহ্য করিতে পারে? যে যুদ্ধে সেনাগণ কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল, সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কে কে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করেন নাই ও কোন্ সকল দুর্ব্বল ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল? কাহারাই বা দেহত্যাগ করিয়াও প্রতিকুল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে? আমার সৈন্যগণ দেবগণেরও জেতা ধনঞ্জয়ের তেজ তাঁহার শ্বেতশ্বের বেগ ও বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গাণ্ডীবধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। ফলত বাসুদেব যে রথে সারথি, ও অর্জ্জুন যে রথে রথী, দেবাসুরগণও তাহা পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। সুকুমার, যুবা, শৌর্য্যশালী, দর্শনীয়, মেধাবী, সত্যপরাক্রম নকুল যখন বিপুল নিনাদ সহকারে সমুদায় সৈন্য ব্যথিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্তী হইলেন, তখন কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলে? শ্বেতাশ্ব, আর্য্যব্রত, অমোঘাস্ত্র শ্রীমান্ অপরাজিত সহদেব আশীবিষের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইয়া শত্রুগণকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি সৌবীর রাজের মহতী সেনা প্রমথিত করিয়া তাঁহার মহিষী সর্বাঙ্গসুন্দরী ভোজকন্যারে গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার সত্য, ধৃতি, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিনিয়ত অব্যাহত আছে; যিনি বলবান্, সত্যকর্ম্মা, অদীন, অপরাজিত, সমরে বাসুদেবের সমান ও বাসুদেবের অনন্তরজাত, যিনি ধনঞ্জয়ের উপদেশে শর ও অস্ত্র প্রয়োগে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও ধনঞ্জয়ের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন, কোন্ বীর সেই যুযুধানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন; যিনি বৃষ্ণিবংশের ও ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, অস্ত্র প্রয়োগ, যশ ও বিক্রমে পরশুরামের সমান এবং কেশব যেমন

ত্রৈলোকের আশ্রয়, সেইরূপ যাহাতে সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ সকল বীর সেই মহাধনুৰ্দ্ধর সাত্বতকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কুলীনগণের প্রীতিভাজন; উত্তমকর্ম্মা; ধনঞ্জয়ের হিতকার্য্যে ব্যাপৃত; আমার অনর্থের নিমিত্ত উৎপন্ন; যম, কুবের, আদিত্য, ইন্দ্র ও বরুণের সমান এবং মহারথ বলিয়া বিখ্যাত; সেই উত্তমৌজা প্রাণপণে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর একাকী চেদিগণ হইতে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন করিলে কে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন যে বীর গিরিদ্বারে পলায়িত দুৰ্জ্জয় রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি সেই কেতুমানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

যে নরব্যাঘ্র স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন; যিনি মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতুস্বরূপ; সেই অম্লানচেতা শিখণ্ডী দ্রোণের অভিমুখীন হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি ধনঞ্জয় অপেক্ষা অধিক গুণবান; যাহাতে অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত আছে; যিনি বীরত্বে বাসুদেবের ন্যায়, বলে ধনঞ্জয়ের ন্যায়, তেজে আদিত্যের ন্যায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়; ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় সেই অভিমন্যু দ্রোণাভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? সেই তরুণ প্রজ্ঞ যুবা যখন দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? যেমন নদ সমূহ সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ দ্রোণাচার্যের প্রতি ধাবমান হইলে কোন্ সকল বীরগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাঁহারা বাল্য কালে দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রত ধারণ পূৰ্ব্বক অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মের নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সেই ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও মানদ, এই চারি বালককে কোন্ সকল বীর নিবারণ করিয়াছিলেন? বৃষ্ণিগণ যাঁহারে এক শত বীর অপেক্ষাও অধিকতর বলবান্ বিবেচনা করেন, সেই মহাধনুর্ধর চেকিতানকে দ্রোণের নিকট হইতে কে নিবারণ করিয়াছিলেম? ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবিক্রম, রক্ত ধ্বজ, রক্ত আয়ুধ ও রক্ত বর্ম্মে সুশোভিত, ইন্দ্রগোপসদৃশ, পাণ্ডবগণের মাতৃস্বীয় এবং তাঁহাদিগের জয়ার্থী কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণ বিনাশে আগমন করিলে কাহারা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? রাজগণ বারণাবত নগরে জাতক্রোধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ছয় মাস যুদ্ধ করিয়াও যাহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই; যিনি বারাণসী নগরে স্ত্রীলোলুপ মহারথ কাশিরাজ পুত্রকে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্ সকল বীর সেই ধনুৰ্দ্ধৰ্দ্ধর সত্যসন্ধ যুযুৎসুকে দোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়া ছিলেন? যে মহাধনুৰ্দ্ধর পাণ্ডবগণের মন্ত্রধারী, দুর্য্যোধনের অহিতকারী; যিনি দ্রোণবধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন; সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধাগণকে দগ্ধ ও বিদীর্ণ করিতে করিতে দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে অস্ত্রবেত্তা প্রায় দ্রুপদের উৎসঙ্গেই পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছিলেন; কাহারা সেই অরক্ষিত শিখণ্ডীকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! যিনি চর্ম্মবৎ পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন; যে শত্রু নিপাতন মহারথের রথ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বহির্গত হইত; যিনি সুস্বাদু অন্ন, পান ও সুন্দর দক্ষিণা সহকারে নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্ব যজ্ঞ স্বরূপ দশ অশ্বমেধ নির্বাহ করিয়াছিলেন; যিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন; গঙ্গাস্রোতে যতগুলি সৈকত আছে, যিনি যজ্ঞে তৎসংখ্যক ধেনু দান করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে বা পরে যাহার ন্যায় কোন মনুষ্য এরূপ গোদানে সমর্থ হন নাই, এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে দেবগণ যাহার নাম উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "চরাচর ত্রিভুবনে উশীনর তনয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং বর্ত্তমানও নাই"। কে সেই ঔশীনরের নপ্তা শৈব্যকে নিবারণ করিয়াছিলেন? বিরাটরাজের রথ-সৈন্য দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন হইলে কাহারা তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষস বৃকোদরের ঔরসে হিড়িম্বা গর্ভ হইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল' যাহাকে আমি যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া থাকি; পাণ্ডবগণের জয়ার্থী, আমার পুত্রগণের কণ্টক সেই মহাকায় ঘটোৎকচকে দ্রোণের নিকট হইতে কাহারা নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! এই সকল ও অন্যান্য বীরগণ যাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং পুরুষোত্তম বাসুদেব যাঁহাদিগের আশ্রয় ও হিতার্থী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরাজয় হইবে। বাসুদেব লোকগুরু, লোকনাথ, সনাতন, যুদ্ধে নরগণের শরণ্য, দিব্যাত্মা ও প্রভু; মনীষিগণ ইঁহার দিব্য কর্ম্ম সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন; আমিও আত্মস্থৈর্য্যের নিমিত্ত ভক্তি পূর্ব্বক তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিব।

১১শ অধ্যায়
কৃষ্ণের প্রভাবচিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের হতাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বাসুদেব যে সকল অনন্য পুরুষ সাধারণ দিব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মহাত্মা বাসুদেব বাল্যকালে যখন গোপকুলে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, তৎকালেই তাঁহার বাহুবল ভুবনয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য বল ও সমীরণের ন্যায় বেগশালী যমুনা বনবাসী অশ্বরাজকে বধ করিয়াছেন; তিনি গোসমূহের যম স্বরূপ ঘোরকর্ম্মা বৃষরূপধর দানবকে বাল্যকালে ভুজযুগলে সংহার করিয়াছেন; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাসুর, পীঠ ও সুরতুল্য মুরকে বিনাশ করিয়াছেন; তিনি বিক্রম পূর্ব্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহাতেজা কংসকে স্বদলের সহিত সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন; সেই অমিত্রঘাতী বাসুদেব বলদেবকে সহায় করিয়া বলবিক্রমশালী, সমগ্র অক্ষৌহিণীর ঈশ্বর, ভোজরাজের মধ্যস্থ, কংসের ভ্রাতা, সুনামা নামক শূরসেনের রাজাকে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন; একদা কোপনস্বভাব বিপ্রর্ষি দুর্ব্বাসা পত্নী সমভিব্যাহারে তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন; বাসুদেব গান্ধাররাজকন্যার স্বয়ম্বরে ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; অমর্ষপরবশ নরপতিগণ তাঁহার বৈবাহিক রথে যোজিত হইয়া তোদনদণ্ডে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হন; সেই জনার্দ্দন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্য দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সময়ে রাজসেনাপতি পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘ

বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে পশুবৎ ছেদন করিলেন; সেই মাধব দৈত্যদিগের আকাশস্থ, শাল্বরক্ষিত, দুরাসদ সৌভনগর সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশি, কৌশল, বাৎস্য, গার্গ্য, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত, দশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ, মুগল, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য ত্রিগর্ত্ত, মালব, দরদ, নানা দিক্ হইতে সমাগত খস ও শকগণ এবং সানুচর যবনগণকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি জলজন্তু সমাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজিত করিয়াছেন; সেই হৃষীকেশ যুদ্ধে পাতালতলবাসী পঞ্চজনকে সংহার করিয়া পাঞ্চজন্য দিব্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছেন; সেই মহাবল বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সহিত খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে সন্তুষ্ট করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ও দুর্দ্ধর্ষ চক্র লাভ করিয়াছেন; সেই বীর গরুড়ের উপর আরোহণ পূর্ব্বক অমরাবতী ত্রাসিত করিয়া মহেন্দ্রভবন হইতে পারিজাত পুষ্প আনয়ন করিয়াছেন; দেবরাজ তাঁহার পরাক্রম অবগত আছেন: বলিয়াই তখন উহা সহ্য করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয়! ইহা কখন শ্রবণগোচর হয় নাই যে, রাজাদিগের মধ্যে এক জনও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন নাই। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কৌরব সভামধ্যে যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কে সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? আমি ভক্তিলাভে নির্ম্মল হইয়া সেই ঈশ্বরকে অবলোকন ও তাঁহার অনুষ্ঠান সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়াছিলাম। বিক্রম ও বুদ্ধিশালী হৃষীকেশের কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, সেই বাসুদেব আহ্বান করিলে গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, সারণ, উল্মুখ, নিশঠ, ঝিল্লীবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, শমীক, ও অরিমেজয় প্রভৃতি মহাবল বৃষ্ণিগণও যে কোন রূপে হউক, যুদ্ধকালে পাণ্ডব সৈন্যকেই আশ্রয় করিবেন; তাহা হইলে আমার সকলই সংশয়াপন্ন হইবে। যে স্থানে জনার্দ্দন অবস্থান করিবেন, অযুত নাগের তুল্য বল, কৈলাস শিখর সদৃশ, কুলমালী বলরামও সেই স্থানে গমন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

হে সঞ্জয়! দ্বিজগণ যাঁহাকে সকলের পিতা বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই বাসুদেব কি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন? তিনি যখন পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সন্নদ্ধ হইবেন, তখন কেহই তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবেন না। যদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলে মহাবাহু বাসুদেব তাঁহাদিগের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদায় নরপতি ও কৌরবকে সংহার করিয়া কুন্তীকে মেদিনী প্রদান করিবেন। যে রথে কৃষ্ণ সারথি ও অর্জ্জুন রথী, কোন রথ সমরে সেই রথের প্রতিপক্ষ হইবে? অতএব কোন ক্রমেই কুরুগণের জয় লাভ দেখিতেছি না। এক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, সমুদায় বল।

অর্জ্জুন কেশবের ও কেশব অর্জ্জুনের আত্মা; অর্জ্জুন নিত্য বিজয়ী, কেশব সনাতন কীর্ত্তিমান; ধনঞ্জয় সকল লোকের অজেয়; বাসুদেব অপরিমিত প্রধান গুণের আকর; দুর্য্যোধন দৈবদুর্ব্বিপাকে মোহিত ও আসন্নমৃত্যু হইয়া সেই অর্জ্জুনকে ও সেই বাসুদেবকে অবগত হইতেছে না। এই দুই মহাত্মা পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ; ইহারা উভয়ে একাত্মা, দ্বিধাভূত হইয়া মানবগণের নয়নগোচর হইতেছেন; ইহাদিগের পরাভব একবার মনেও উদয় হয় না। এই দুই যশস্বী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত সেনা বিনাশ করিতে

পারেন; মানুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই সেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন না। যুগবিপর্য্যয় যেমন মনুষ্যের মোহ উৎপাদন করে, মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যুও সেইরূপ মোহ উৎপাদন করিতেছে। কি ব্রহ্মচর্য্য কি বেদাধ্যয়ন, কি শস্ত্র, কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না।

হে সঞ্জয়! লোকপূজিত, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কি নিমিত্ত জীবিত রহিলাম? আমরা পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের যে রাজলক্ষী নিরীক্ষণ করিয়া অসূয়াপরবশ হইয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বিনাশে আজি তাহারই অনুজীবী হইতে হইল। আমার নিমিত্তই কুরুগণের এই মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; কালপরিণত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তৃণ সকলও বজ্রের ন্যায় কার্য্য করে। যাহার কোপে মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন, সেই যুধিষ্ঠিরই পৃথিবীর এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছেন; অতএব ধর্ম্ম আমার আত্মজগণের প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া স্বভাবত যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই ক্রূর কাল সর্ব্বনাশ না করিয়া অতীত হইবে না। আর দেখ, মনস্বিগণ বিষয় সকল যেরূপ মনে করেন, দৈব বশত উহা অন্য প্রকার হইয়া থাকে; সে যাহা হউক, এই যে দুশ্চিন্ত্য বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পরিহার করিবার সাধ্য নাই; এক্ষণে যথার্থ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন কর।

১২শ অধ্যায়

দ্রোণ-বধ-বৃত্তান্ত - দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টা

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব আচার্য্য দ্রোণ যে রূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বিনাশিত ও নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিব।

মহারথ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি যে আজি কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পরই সেনাপতিপদ প্রদান করিয়া আমারে পূজা করিলে, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ফল লাভ করিবে; আজি তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে, প্রার্থনা কর।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া দুদ্ধর্ষ, জয়িপ্রধান আচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! যদি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই বর প্রার্থনা করি যে, রথিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আমার নিকট আনয়ন করুন।

কৌরবগণের আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সেনাগণকে হর্ষযুক্ত করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; কারণ, তুমি তাঁহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের বধ কামনা করিতেছ না এবং মন্ত্রণাকুশল হইয়া কি নিমিত্তই বা এ বিষয়ের উল্লেখ করিলে না? কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মরাজের দ্বেষ্টা নাই। তুমি তাঁহাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার কুল রক্ষা করিতেছ, অথবা পাণ্ডগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরিশেষে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক সৌভ্রাত্র করিবার অভিলাষী হইতেছ। যাহা হউক, রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য;

শুভক্ষণে সেই ধীমানের জন্ম হইয়াছিল; তাহার অজাতশত্রু নামও অযথার্থ নয়; কেননা তুমি তাহার প্রতি স্নেহবান্ হইতেছ।

বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তিও হৃদগত ভাব গোপন করিতে পারেন না; এই নিমিত্ত দুর্য্যোধনের চিরপোষিত হৃদয়গত অভিপ্রায় সহসা বহির্গত হইল; প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! যুধিষ্ঠিরের সংহারে আমার জয় লাভ হইবে না; তাঁহাকে বিনাশ করিলে ধনঞ্জয় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের সকলকে সংহার করা সুরগণেরও অসাধ্য; সুতরাং যে অবশিষ্ট থাকিবে, সেই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিলে তাঁহাকে পুনরায় দূতক্রীড়ায় পরাজিত করিব; তাহা হইলে তাঁহার অনুগত পাণ্ডবগণ পুনরায় বনে গমন করিবে এবং ঈদৃশ জয়ও ব্যক্ত রূপে দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে; এই নিমিত্ত আমি কখন যুধিষ্ঠিরের বধ ইচ্ছা করি না।

দ্রোণাচার্য্যের বুদ্ধিনৈপুণ্যে দুর্য্যোধনের বিফলতা

অর্থতত্ত্ববিৎ বুদ্ধিমা দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বর এইরূপ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রদান করিলেন; হে দুর্য্যোধন! যদি বীর্য্যশালী অর্জ্জুন যুদ্ধ স্থলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে। তাহা হইলে তুমি মনে করিবে, যুধিষ্ঠির স্ববশে সমানীত হইয়াছে; ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও অসুরগণও অর্জ্জুনের প্রত্যুদগমন করিতে পারেন না; এই নিমিত্ত আমি ইহা করিতে সাহসী হইতেছি না। অর্জ্জুন একাগ্র ও আমার শিষ্য এবং আমি তাহার অস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে প্রথম আচার্য্য, যথার্থ বটে; কিন্তু সেই তরুণ বয়স্ক পুণ্যবান্ অর্জ্জুন আবার ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে বহুবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত এবং তোমা কর্ত্তৃক ক্রোধিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব যে উপায়ে পার, যুদ্ধ হইতে ধনঞ্জয়কে অপসারিত কর; তাহা হইলেই যুধিষ্ঠির তোমার নিকট পরাজিত হইবেন। হে পুরুষোত্তম! তাঁহাকে সংহার না করিয়া গ্রহণ করিলেই জয় লাভ হইবে আর তিনিও এই উপায়ে পরিগৃহীত হইবেন; নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অপনীত হইলে সত্যধর্ম্ম পরায়ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে যদি মুহর্ত্ত কালও আমার অগ্রে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি অদ্য তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তোমার বশীভূত করিব; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের সমক্ষে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না।

দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ বিষয়ে এই রূপ সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে অতি মূর্খ আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে গৃহীত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন দ্রোণচার্য্যকে পাণ্ডবগণের পক্ষপাতী জানিতেন, এই জন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ সমুদায় সৈন্য মধ্যে ঘোষণা করিলেন।

১৩শ অধ্যায়

দুর্য্যোধন দুরভিসন্ধি প্রকাশে অর্জ্জুন সতর্কতা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ বিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর আপনার সৈনিকগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণধ্বনি ও শঙ্খশব্দের সহিত

সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপ্ত লোক দ্বারা ন্যায়ানুসারে দ্রোণাচার্য্য চিকীর্ষিত সমুদায় বৃতান্ত শীঘ্র অবগত হইয়া অন্যান্য লোক ও ভাতৃগণকে আনয়ন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! অদ্য দ্রোণাচার্য্যের চিকীর্ষিত সকল তোমার শ্রবণগোচর হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তাহা সফল না হয়, এরূপ নীতি বিধান কর। হে মহাধনুর্দ্ধর! শত্রুনিপাতন দ্রোণ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই সীমা তোমাতেই নিহিত হইয়াছে; অতএব তুমি আজি আমার নিকটে থাকিয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ কর; দুর্য্যোধন যেন দ্রোণের সাহায্যে পূর্ণকাম না হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যেমন কোন কালেই আচার্য্যের প্রাণসংহার আমার কর্ত্তব্য নয়, সেইরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করাও আমার অভিলষিত নয়; যদি আমাকে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি কোন ক্রমেই আচার্য্যের বিপক্ষ হইব না; কিন্তু দুর্য্যোধন যে আপনাকে গ্রহণ করিয়া রাজ্য কামনা করিতেছে, তাহা এই জীবলোকে কখনই পরিপূর্ণ হইবে না। যদি বজ্রধর স্বয়ং বা দেবগণ সমবেত বিষ্ণু সমরে তাহার সাহায্য করেন, তথাপি সে আপনাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। হে রাজেন্দ্র দ্রোণাচার্য্য নিখিল অস্ত্র শস্ত্রধরের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি জীবিত থাকিতে আপনি তাঁহাকে ভয় করিবেন না। আমি আপনাকে আরও কহিতেছি যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ ভঙ্গ হয় না; আমি কখন মিথ্যা বাক্য কহিয়াছি কি পরাজিত হইয়াছি অথবা প্রতিশ্রুত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না।

একাদশ দিবসীয় যুদ্ধ - দ্রোণ-পাণ্ডব সমর

অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিবেশনে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাদিত হইতে লাগিল; গগনস্পর্শী, অতি ভীষণ সিংহনাদ এবং ধনু, জ্যা ও তলধ্বনি সমুত্থিত হইল। মহা বীর পাণ্ডবদিগের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যেও বাদিসকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর আপনার ও পাণ্ডবগণের সংব্যূহিত যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রমশ পরস্পর নিকটবর্তী হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণের এবং দ্রোণ ও পাঞ্চালদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সৃঞ্জয়গণ দ্রোণপালিত সৈন্য বিনাশে প্রযত্ন সহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুর্য্যোধনের মহারথ যোদ্ধাগণও অর্জ্জুন পালিত পাণ্ডব সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং দ্রোণার্জ্জুন পালিত উভয় সেনাই রাত্রিকালীন দুই কুসুমিত বনরাজির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর দীপ্যমান দিবাকর সদৃশ, সুবর্ণরথ দ্রোণ পাণ্ডব সেনাগণকে নিষ্পেষণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই রথারোহী ক্ষিপ্রকারী একমাত্র দ্রোণাচার্য্যকে বহুবিধ বিভীষিকা স্বরূপ বলিয়া বোধ করিলেন। দ্রোণবিমুক্ত ভীষণ শরনিকর পাণ্ডব সৈন্যগণকে ত্রাসিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আচার্য্য দ্রোণ মধ্যাহ্নকালীন, কিরণশত সংবৃত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। দানবগণ যেমন সমরক্রুদ্ধ দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই রূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে

কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিল না। অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শীঘ্র শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাগণকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে স্থানে ধৃষ্টদ্যুম্ন অবস্থান করিতে ছিলেন, সমস্ত দিক্ ও আকাশমণ্ডল শরনিকরে আবৃত করিয়া সেই স্থানেই পাণ্ডব সেনাগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

১৪শ অধ্যায়
কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যের সহিত তুমুল রণ করত, হুতাশন যেমন বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া বিচরণ করে, সেই রূপ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুবর্ণরথ দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। আকর্ণ আকৃষ্যমান আশুকারী দ্রোণশরাসনের প্রবল জ্যানির্ঘোষ অশনিশব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। লঘুহস্ত দ্রোণ কর্ত্তৃক বিনির্মুক্ত অতি ভীষণ সায়কসমূহ রথী, সাদী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। যেমন বায়ুসহায় গর্জ্জমান পর্য্যন্য বর্ষাকালে শিলাবর্ষণ করে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য বাণ বর্ষণ করত শত্রুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন এবং বিচরণ পূর্ব্বক সেনাগণকে সংক্ষোভিত করিয়া শত্রুগণের অলৌকিক ভয় বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাম্যমান রথে হেমপরিষ্কৃত চাপ পুনঃপুন জলদ বিলগ্ন বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সত্যবান, প্রাজ্ঞ, নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ সেই বীর অমর্য্যবেগ সম্ভূত, ক্রব্যাদ্‌গণ সংকুল, সৈন্যস্রোতে পরিপূর্ণ, বীরবৃক্ষাপহারী, শোণিতোদক, গজাশ্বকৃতপুলিম, কবচোৎপল, মাংসপঙ্ক, মেদমজ্জাস্থিসৈকত, উষ্ণীষফেন, যুদ্ধমেঘাকীর্ণ, নরনাগাশ্বগহন, সরবেগপ্রবাহ দেহদারুসংকীর্ণ, রথকচ্ছপসমাকুল, মস্তকশিলাতটশোভিত, রথনাগহ্রদোপেত, নানাভরণভূষিত, মহারথ শতাবর্ত্ত, ধূলি তরঙ্গ, মহাবীরগণের সুতর, ভীরুগণের দুস্তর, শরীরশতপুর্ণ, কঙ্ক গৃধ্র পরিচারিত, শূরসর্পসমাকীর্ণ, জীববৃন্দ সেবিত, ছিন্ন চ্ছত্রমহাহংস, মুকুটবিহগ, চক্রকূর্ম্ম, গদাকুম্ভীর, খড়্গপ্রাসমৎস্য, ভয়ানক কাক গৃধ্র ও শৃগাল সমূহে অধিষ্ঠিত, কেশ শৈবাল শাদ্বল, ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই নদী বলবান্ দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত সহস্র সহস্র মহারথ ও অন্যান্য শত শত প্রাণীকে যম সদনে বহন করিতে লাগিল।

এই রূপে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণের প্রতি তর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। দৃঢ়বিক্রম কৌরবপক্ষ শূরগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। উহা লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল।

শতমায় শকুনি সম্মুখীন হইয়া নিশিত শর সমূহে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। সহদেবও ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে তাঁহার কেতু, ধনু, সারথি ও তুরঙ্গমগণকে ছেদিত করিয়া যষ্টিসায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তদ্বারা সহদেবের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর দুই মহাবলই বিরথ ও গদাহস্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় সংগ্রামে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্য দশ বাণে দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলে তিনি বহু বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য পুনরায় তাঁহাকে ততোধিক সায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন নিশিত বিংশতি শৰে বিবিংশতিরে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না। ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। বিবিংশতি ভীমসেনকে সহসা অশ্ব শূন্য, কেতু শূন্য ও শরাসন শূন্য করিলে ভীমসেন অরাতির তাদৃশ বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া গদা দ্বারা তাঁহার সমুদায় বশীভূত অশ্বকে নিপাতিত করিলেন। যেমন মত্ত গজ মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেই রূপ মহাবল বিবিংশতি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হতাশ্ব রথ হইতে ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন।

বীর্য্যশালী শল্য প্রীতিভাজন ভাগিনেয় নকুলকে, যেন কোপিত করিবার নিমিত্ত হাস্য সহকারে লালন করিতে করিতে শরজাল আঘাত করিলেন। প্রতাপবান্ নকুল তাঁহার সমুদায় অশ্ব, আতপত্র, ধ্বজ, সারথি ও শরাসন বিনষ্ট করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টকেতু কৃপনিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া সপ্ততি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ ও তিন শরে তাঁহার ধ্বজচিহ্ন বিনষ্ট করিলেন। কৃপাচার্য্য প্রচুর শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থলে প্রথমে নারাচ পরে সপ্ততি শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অন্য শরসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন দ্রুতগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেই রূপ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা সুনিশিত সপ্তসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না।

সেনানী, সুশর্ম্মার সমুদায় মর্ম্মস্থান অতিমাত্র আহত করিলে তিনিও তোমর দ্বারা সেনানীর জক্রদেশে আঘাত করিলেন। বিরাট মহাবীর মৎস্যগণের সহিত কর্ণকে নিবারিত করিলেন, ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। ইহাই পুত্রের পৌরুষ যে, তিনি সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে সেই দারুণ সৈন্য নিরস্ত করিলেন। রাজা দ্রুপদ স্বয়ংভগদত্তের সহিত সমরে মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অদ্ভুতবৎ যুদ্ধ হইয়া ছিল। ভগদত্ত নতপর্ব্ব শরসমূহে রাজা দ্রুপদকে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা মহারথ ভগদত্তের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। যোদ্ধাবর অস্ত্রবিশারদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্ডী ভূতগণের ত্রাসজনন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা সায়ক সমূহে মহারথ শিখণ্ডীকে আচ্ছন্ন করিলে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি সায়কে ভূরিশ্রবাকে কম্পিত করিলেন। ভীষণকর্ম্মা, মায়াবী, গর্বিত, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ পরস্পর জয়ার্থী হইয়া মায়া প্রকটন পূর্ব্বক অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করত সাতিশয় বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। যেমন দেবাসুর যুদ্ধে মহাবল বল ও ইন্দ্র পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ চেকিতান অনুবিন্দের সহিত অতিভৈরব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন পূর্ব্বে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ লক্ষণ ক্ষত্রদেবের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল হার্দ্দিক্য ত্বরান্বিত ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথাবিধি কল্পিত, প্রচলিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অরিন্দম অভিমন্যু তাঁহার সহিত অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হার্দ্দিক্য শরনিকরে অভিমন্যুকে আচ্ছন্ন করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। হার্দ্দিক্য অন্য সাত শরে অভিমন্যুকে ও পাঁচ শরে তাঁহার অশ্বগণকে ও

সারথিকে বিদ্ধ করিয়া কৌরব সেনাগণের হর্ষবর্দ্ধন করত সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহু শব্দ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু হার্দ্দিক্যের প্রাণহর শর গ্রহণ করিবামাত্র হার্দ্দিক্য সেই ঘোরদর্শন শর সন্ধিত হইয়াছে জানিয়া দুই শরে তাহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরহা অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া চর্ম্ম ও নিশিত খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সেই খড়্গ ঘূর্ণায়মান করিয়া অনেক তারাশোভিত সেই চর্ম্ম দ্বারা কৃতহস্তের ন্যায় আত্মবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একবার ঘূর্ণায়মান, এক বার ঊর্দ্ধ ভ্রাম্যমান, এক বার কম্পিত ও এক বার উত্থিত করাতে অসিচর্মের প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর তিনি সিংহনাদ সহকারে হার্দ্দিক্যের রথেষায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথে আরোহণ ও তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণ করিয়া পদাঘাতে সারথিকে নিহত করিলেন, খড়্গাঘাতে ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং গরুড় যেমন সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিয়া সর্পকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, সেইরূপ অভিমন্যু তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তখন পার্থিবগণ বিগলিত কেশ পৌরবকে সিংহ কর্ত্তৃক পাত্যমান অচেতন বৃষভের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পৌরবকে অভিমন্যুর বশবর্তী, অনাথবৎ আকৃষ্যমান ও নিপতিত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদসহ, ময়ূরাঙ্কিত কিঙ্কিণীশত শোভিত, জাল পরিবেষ্টিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অভিমন্যু জয়দ্রথকেদর্শন করিয়া পৌরবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তূর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্যেনবৎ নিপতিত হইলেন। শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত প্রাস, পট্টিশ ও নিস্ত্রিংশ সকল খড়্গ দ্বারা ছেদিত ও চর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং স্বপক্ষ সৈন্যগণকে স্বভুজবীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই মহাখড়্গ ও চর্ম্ম উদ্যত করিয়া, শার্দ্দল যেমন কুঞ্জরের প্রতিগমন করে, তদ্রপ পিতার অত্যন্ত বৈরী, বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন জয়দ্রথের অভিমুখে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। যেমন ব্যাঘ্র ও সিংহ নখদন্ত দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে খড়্গ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তি অসিচর্ম্মের সম্পাতে, অভিঘাতে ও নিপাতে সেই নরসিংহদ্বয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিল না। উভয়ের অবক্ষেপ, শস্ত্রান্তর নিদর্শন এবং বাহ্যান্তর নিপাতও নির্বিশেষ লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই দুই মহাত্মা যখন বাহ্য ও অভ্যন্তর পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা সপক্ষ পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যশস্বী অভিমন্যু খড়্গ বিক্ষেপ করিবামাত্র জয়দ্রথ তাঁহার চর্ম্মে খড়গাঘাত করিলেন। সেই মহাখড়্গ অভিমন্যুর চর্ম্মস্থিত স্বর্ণপত্রের অভ্যন্তরে সংলগ্ন ও জয়দ্রথ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক কম্পিত হওয়াতে ভগ্ন হইল। দেখিলাম, জয়দ্রথ স্বীয় খড়্গ ভগ্ন হইয়াছে জানিয়া প্লুত গতিতে ছয় পদ গমন করিয়া নিমেষ মাত্রেই পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন। এ দিকে অভিমন্যু সমরযুক্ত হইয়া উত্তম রথে অবস্থান করিলে সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। মহাবল অর্জ্জুন নন্দন চর্ম্ম ও খড়্গ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হার্দ্দিক্য জয়দ্রথ প্রমুখ কৌরব-পরাজয়

ভাস্কর যেমন ভুবন সন্তাপিত করেন, পরবীরহা অভিমন্যু সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ পরিতাপিত করিতে লাগিলেন। শল্য তাঁহার উপর লৌহময়, কনকভূষণ, অতি ভীষণ, অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। গরুড় যেমন পতন্ত পতঙ্গকে গ্রহণ করে, অভিমন্যু সেইরূপ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অসিকোষ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া ফেলিলেন। রাজগণ সেই অমিততেজার ক্ষিপ্রকারিতা ও বলবত্তা অবগত হইয়া সকলে এক কালে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর পরবীরহা অভিমন্যু শল্যের প্রতি সেই বৈদুর্য্য খচিত শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শক্তি শল্যের রথে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সারথিকে নিহত ও রথ হইতে নিপাতিত করিল। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কৈকেয়, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাণ শব্দ ও বিপুল সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল; উহা শ্রবণ করিয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যু সাতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, আপনার পুত্রগণ শত্রুর ঈদৃশ বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা চতুর্দ্দিক হইতে শরনিকরে সেই রূপ আকীর্ণ করিলেন। শত্রুনিপাতন শল্য সারথির পরাভবে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের প্রিয়াচরণ বাসনায় সুভদ্রানন্দনকে আক্রমণ করিলেন।

১৫শ অধ্যায়
ভীম-শল্যের গদাযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তোমার কথিত বহুবিধ বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ শ্রবণ করিয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণকে ধন্য বোধ করিতেছি। মানবগণ কুরু ও পাণ্ডবগণের দেবাসুরোপম যুদ্ধ আশ্চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন। আমি এই উৎকৃষ্ট যুদ্ধ শ্রবণ করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব আমার নিকটে শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শল্য সারথিকে ব্যাপাদিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহময় গদা উৎক্ষিপ্ত করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভীমসেন তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালানলের ন্যায়, দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া বৃহৎ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিবেগে গমন করিলেন। অভিমন্যুও বজ্রতুল্য মহাগদা ধারণ করিয়া আইস, আইস, বলিয়া শল্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন যত্ন পূর্ব্বক অভিমন্যুকে নিবারণ করিলেন এবং শল্যের নিকট গমন করিয়া অঞ্চলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই রূপ মহাবল মদ্ররাজও ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কুঞ্জরের অভিমুখগামী শর্দুলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর তুর্য্য নিনাদ, সহস্র সহস্র শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ ও ভেরীসমূহের মহাশব্দ হইতে লাগিল এবং পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান পাণ্ডব ও কৌরবগণের শত শত সাধু সাধু শব্দ সমুৎপন্ন হইল। সমরে শল্য ভিন্ন কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ ভীম ভিন্ন কোন ব্যক্তিই মহাত্মা মদ্রাধিপের

গদাবেগ সহ্য করিতে পারে না। স্বর্ণপট্টসংযুক্ত সকল লোকের হর্ষজনন বৃহৎ গদা ভীমকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল এবং শল্য বিভাগ ক্রমে মণ্ডলাকার পথে বিচরণ করাতে তাঁহার গদাও মহাবিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দুই বীরই বৃষভদ্বয়ের ন্যায় বিঘূর্ণিত গদারূপ শৃঙ্গে সুশোভিত হইয়া গর্জ্জন সহকারে মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডলগতিতে ও গদাপ্রহারে উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মদ্ররাজের মহতী গদা ভীম কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে অগ্নিশিখা সহকারে অতি ভীষণ হইয়া আশুবিশীর্ণ হইল এবং ভীমসেনের গদাও শল্য কর্ত্তৃক আহত হইয়া বর্ষা প্রদোষে খদ্যোত পরিবৃত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মদ্ররাজ নিক্ষিপ্ত গদা আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মুহুর্মুহু হুতাশন উৎপাদন করিতে লাগিল এবং ভীমসেনের গদা শক্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া পতন্তী মহোল্কার ন্যায় শল্যের সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিল। সেই উভয় গদাই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নিশ্বসন্তী নাগকন্যার ন্যায় অনল বিসর্জন করিতে লাগিল। যেমন দুই মহাব্যাঘ্র নখদ্বারা এবং দুই মহাগজ দশনদ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে, সেই রূপ শল্য ও বৃকোদর উভয় গদাদ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুই মহাত্মা ক্ষণমাত্রে মহাগদার আঘাতে রুধির সিক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় দৃষ্টি গোচর হইলেন। সেই নরসিংহদ্বয়ের গদাঘাত জনিত মহাশব্দ, সকল দিকে বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রবণপোচর হইতে লাগিল। পর্ব্বত যেমন বিদীর্ণ হইলেও কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীমসেন শল্যকর্ত্তৃক গদা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে আহত হইয়াও কম্পমান হইলেন না এবং মহাবল শল্যও ভীম সেনের গদাবেগে তাড্যমান হইয়াও ধৈর্য্যবশত, বজ্রসমূহে আহত পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবেগশালী মাতঙ্গ সদৃশ উভয় বীরই গদা উন্নমিত করিয়া উভয়ের প্রতি পতিত হইলেন, পুনরায় অন্তর মর্গে অবস্থান পূর্ব্বক মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অষ্ট পদ গমন করিয়া সেই লৌহদণ্ড দ্বারা পরস্পরের আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় বীর পরস্পরের বেগে ও গদাঘাতে নির্ভরনিপীড়িত হইয়া ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় ক্ষিতিতলে যুগপৎ নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহারথ কৃতবর্ম্মা বিহ্বল ও পুনঃপুন নিশ্বসন্ত শল্যের নিকট অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে গদা দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেষ্ট বিষধরের ন্যায় মুর্চ্ছাভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া শীঘ্র স্বরথে আরোহিত করত সংগ্রাম হইতে অপবাহিত করিলেন। অনন্তর মত্তবৎ বিহ্বল, বীর্য্যশালী, মহাবাহু, গদাহস্ত ভীমসেন নিমেষমাত্রে পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন, অবলোকন করিলাম। আপনার পুত্রগণ মদ্রাধিপতিরে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, পদাতি, অশ্ব ও বুথের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। জয়শালী পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান কৌরব সৈন্যগণ ভীত হইয়া বাতনোদিত জলদজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। মহারথ পাণ্ডবগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাজিত করিয়া দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, হর্ষিত হইয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন।”

১৬শ অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় বৃষসেনসহ পাণ্ডব-যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ বৃষসেন আপনার সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া একাকী অস্ত্রমায়া প্রকটন পূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃষসেন-বিনির্মুক্ত শরনিকর মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে বিদীর্ণ করিয়া দশদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার সহস্র সহস্র মহাবাণ গ্রীষ্মকালীন দিবাকরকিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ পূর্ব্বক রথী ও সাদিগণকে নিপীড়িত করিয়া বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূমিতলে নিপাতিত করিল। মহারথ বৃষসেন শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বদল, রথশ্রেণী ও গজযূথকেও নিপাতিত করিলেন।

বৃষসেনপ্রমুখ কৌরব পলায়ন

ভূপতিগণ বৃষসেনকে একাকী অভীতবৎ সংগ্রামে বিচরণ করিতে দেখিয়া, সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। নকুলনন্দন শতানীক বৃষসেনের সম্মুখীন হইয়া মর্ম্মভেদী দশ নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেন শতানীকের শরাসন ও কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ শতানীকের নিকটবর্ত্তী হইবার বাসনায় গমন করিয়া শীঘ্র শর সমূহে বৃষসেনকে অদৃশ্য করিলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আবৃত করে, সেইরূপ অশ্বত্থামা প্রভৃতি রথিগণ নানাবিধ শরে মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করিয়া ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল কৈকেয়, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ ত্বরান্বিত ও উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধের ন্যায় কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর কৃতাপরাধ বীর্য্যশালী পাণ্ডব ও কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর অবলোকন করত এই রূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেই সকল অমিততেজার শরীর রোষ বশত আকাশে যুদ্ধার্থী পক্ষী ও সর্পের শরীরের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দ্বারা প্রলয়কালীন সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইল। দেবগণের সহিত দানবগণের সমরের ন্যায় পরস্পর প্রহারী মহাবলগণের সহিত মহাবলগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরবপক্ষ মহারথগণ পলায়ন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্য কৌরব সৈন্যগণকে ভগ্ন ও শত্রুগণ কর্ত্তৃক অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে শূরগণ! পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর শোণাশ্ব দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দন্ত হস্তীর ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির কঙ্কপত্রশোভিত শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সত্বরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি অবমান হইলেন। বেলা যেমন সমুদ্রকে ধারণ করে, পাঞ্চালগণের যশস্কর, চক্ররক্ষক কুমার সেই রূপ আগচ্ছমান দ্রোণকে ধারণ করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে কুমার কর্ত্তৃক নিবারিত দেখিয়া সকলে সিংহনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিল। মহাবল কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক দ্বারা দ্রোণাচার্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন

এবং কৃতহস্ত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে অনেক সহস্র শরে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

পাঞ্চাল রাজকুমার বধ

আপনার সৈন্যগণের রক্ষাকর্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য শোর্য্যশালী, আর্য্যব্রত, মন্ত্রে ও অস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, চক্ররক্ষক কুমারকে বিনষ্ট করিলেন, সৈন্যগণের মধ্যস্থলে আগমন করিয়া সকল দিকে বিচরণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বাণে শিখণ্ডীকে, বিংশতি বাণে উত্তমৌজাকে, পাঁচ বাণে নকুলকে, সাত বাণে সহদেবকে, দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন বাণে দ্রৌপদেয়দিগকে, পাঁচ বাণে সাত্যকিকে ও দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া প্রাধান্যানুসারে অন্যান্য যোদ্ধাগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিক্ষোভিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। যুগন্ধর মহারথ, জাত ক্রোধ, বাতোদ্ধৃত সাগর সদৃশ ভারদ্বাজকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লদ্বারা যুগন্ধরকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন।

দ্রোণ-অর্জ্জুন যুদ্ধ - দ্রোণ কর্ত্তৃক ব্যাঘ্রদত্ত বধ

অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চল্য ব্যাঘ্রদত্ত, বীর্য্যবান্ সিংহসেন ও অন্যান্য বহু বীর যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার বাসনায় ভূরি ভূরি সায়ক নিক্ষেপ করত দ্রোণাচার্য্যের পথ রোধ করিলেন। পাঞ্চাল ব্যাঘ্রদত্ত পঞ্চাশৎ নিশিতসায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলে লোক সকল চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহসেনও হৃষ্ট হইয়া সহসা অন্যান্য মহারথগণকে বিত্রাসিত করত দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান দ্রোণাচার্য্য নয়নযুগল বিস্ফারিত ও শরাসনজ্যা মার্জিত করিয়া সিংহনাদ সহকারে তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক দুই ভল্ল দ্বারা তাঁহার ও ব্যাঘ্রদত্তের কুণ্ডলসনাথ মস্তক ছেদন করিলেন এবং শরসমূহে পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের রথ সমীপে অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যতব্রত দ্রোণাচার্য্য সন্নিহিত হইলে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে, রাজা নিহত হইলেন, এই মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার সৈনিকগণ দ্রোণের বিক্রম অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল, আজি যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থ হইবেন; দ্রোণ চার্য্য এই মুহূর্ত্তেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে আমা দিগের ও দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

কৌরব সৈন্যগণ এই রূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন সময় মহারথ অর্জ্জুন শোণিত জল, রথাবর্ত্ত, শূরগণের অস্থি ও শরীরে আকীর্ণ প্রেতকূলাপহারী, শরজাল ফেনময় মহানদী প্রবর্ত্তিত ও রথঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করত সেই ভয়ঙ্কর নদী উত্তীর্ণ হইয়া কৌরবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণসৈন্যগণকে যেন মোহিত করিয়া শরজালে আচ্ছন্ন করত সহসা আক্রমণ করিলেন। যশস্বী ধনঞ্জয় এরূপ সত্বরে শর ক্ষেপ ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অবকাশ কাহারও নয়নগোচর হইল না। অনন্তর ধনঞ্জয়কৃত শরান্ধকারে না দিক্ না অন্তরিক্ষ, না স্বর্গ না মেদিনী, কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না; বোধ হইল, যেন সমুদায়ই বাণময় হইয়া গিয়াছে। এই সময়

দিবাকর ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন ও অস্তমিত হইলেন; সুতরাং কে সুহৃৎ, কে মিত্র ইহা অবগত হইবার আর সামর্থ্য রহিল না।

অনন্তর দ্রোণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার করিলে অর্জ্জুন শত্রুগণকে ভীত ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ জানিয়া স্বসৈন্যগণকে ক্রমে ক্রমে অবহার করিলেন। ঋষিগণ যেমন সূর্যের স্তব করেন, পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ হৃষ্ট হইয়া সেইরূপ মনোজ্ঞ বাক্যে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। এই রূপে ধনঞ্জয় বাসুদেবের সহিত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্ট চিত্তে সৈন্যগণের পশ্চাতে সারযুক্ত ইন্দ্রনীলমণী, সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিকে খচিত রথে, নক্ষত্রখচিত আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভমান হইয়া স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

দ্রোণাভিষেকপর্ব্ব সমাপ্ত

১৭শ অধ্যায়
সংশপ্তকবধপর্ব্বাধ্যায় - দ্রোণের দুর্য্যোধনাশ্বাস

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ভাগে ও স্ব স্ব গুল্মে ন্যায়ানুসারে বাস করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন পূর্ব্বক লজ্জিত মনে কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অর্জ্জুন থাকিতে দেবগণও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমরা দৃঢ়তর যত্ন করিয়াছিলে; তথাপি ধনঞ্জয় সেই কার্য্য সমাপন করিয়াছেন; অতএব আমার বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই অজেয়। অতএব কোন রূপে অর্জ্জুনকে অপসারিত করিতে পারিলে আজি যুধিষ্ঠির তোমার বশবর্তী হইবেন। এক্ষণে অন্য কোন বীরকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করুন; তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ স্থানান্তরিত করিলে যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাজয় না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; আমি সেই অবসরে পাণ্ডবসেনা ভেদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব। যদি যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের অবস্থান কালে আমাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহীত বিবেচনা করিবে। হে মহারাজ! আজি এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুচরগণকে তোমার বশম্বদ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

অর্জ্জুন-বধে সুশর্ম্মাদির প্রতিজ্ঞা

ত্রিগর্ভাধিপতি দ্রোণবাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন বারংবার আমাদিগকে পরাভব করিয়াছে; আমরা নিরপরাধী কিন্তু সে আমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকে। আমরা সেই সকল নানা প্রকার পরাভব স্মরণ করিয়া রোষানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকি; রজনী যোগে কিছুতেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সে অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া ভাগ্যবশত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; আমরা আজি অভিলাষানুরূপ আপনার হিতকর ও আমাদের যশস্কর কার্যানুষ্ঠান করিব; আমরা রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে গমন করিয়া তাঁহাকে সংহার করিব। আজি পৃথিবী অর্জ্জুনশূন্য বা ত্রিগর্তশূন্য হইবে; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না।

প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত সুশর্ম্মা সত্যরথ, সত্যধর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেযু ও সত্যকর্ম্মা এই পাঁচ ভ্রাতা এবং অযুত রথ সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিত্থ ও মদ্রকগণের সহিত নানা জনপদ হইতে সমাগত উৎকৃষ্ট অযুত রথ সমভিব্যাহারে এবং মালব ও তুণ্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া শপথ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন আনয়ন ও পৃথক পৃথক স্থাপিত করিয়া কুশচীর ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিলেন; পরে সেই মহাত্মারা ঘৃতাক্ত, মৌর্ব্বী মেখলালঙ্কৃত, সহস্র শত দক্ষিণাসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, পুত্রসমবেত, পুণ্য লোকলাভের যোগ্য, কৃতকৃত্য, জীবিত নিরপেক্ষ, যশ ও বিজয়লাভার্থী এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রমুখ, শ্রুতিবিহিত, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদায় লাভে সমুৎসুক হইয়া সংগ্রামে

তনুত্যাগ পূর্ব্বক তথায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ নিস্ক, ধেনু ও বস্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন, পরস্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। পরে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে সেই হুতাশন স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা করত উচ্চ স্বরে কহিলেন, হে ভূপালগণ! যদি আমরা অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক মদ্যপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মস্ব ও রাজপিণ্ডাপহারী, শরণাগত পরিত্যাগী, অর্থিঘাতী, গৃহদাহী, গোহন্তা, অপকারী, ব্রহ্মদ্বেষী, ন্যস্ত ধনাপহারী, শাস্ত্র বিহিত পথ পরিত্যাগী, দীনানুসারী, নাস্তিক এবং অগ্নি ও মাতৃ পরিত্যাগীদিগের যে লোক, আর যে ব্যক্তি মোহ পরতন্ত্র হইয়া ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন না করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করে ও যে ব্যক্তি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক এবং অন্যান্য পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের যে লোক, আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্তু যদি রণস্থলে অতি দুষ্কর কার্যানুষ্ঠানে সমর্থ হই, তাহা হইলে আজি নিঃসন্দেহ অভীষ্ট লোক সকল প্রাপ্ত হইব।

দ্বাদশ দিন যুদ্ধ - অর্জ্জুন-সুশর্ম্মাভিযান

সুশর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ শপথ করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে করিতে সমরে সমুপস্থিত হইলেন।

তখন অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, মহারাজ! আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হই না; এই রূপ ব্রত ধারণ করিয়াছি। এ ক্ষণে সংশপ্তকগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে, অতএব আপনি অনুচরগণের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। আমি উহাদিগের এই রূপ আহ্বান কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি উহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যে রূপ অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাও তুমি সম্যক্ কর্ণগোচর করিয়াছ; এক্ষণে যাহাতে ইহা মিথ্যা হয় তাহার অনুষ্ঠান কর। দ্রোণ মহাবল, পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও জিতশ্রম; তিনি আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! সত্যজিৎ আজি আপনার রক্ষক হইবেন; ইনি জীবিত থাকিতে দ্রোণাচার্য্য স্বীয় অভিলাষ পূরণে কদাচ সমর্থ হইবেন না। সত্যজিৎ বিনষ্ট হইলে আপনারা কেহই রণস্থলে অবস্থান করিবেন না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে অর্জ্জুনকে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আশীর্ব্বাদ করত গমনে অনুমতি করিলেন। তখন যেমন ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত মৃগগণের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ তিনি ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ রোষাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনবিহীন রাজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ বর্ষাকালে

প্রবৃদ্ধসলিলা অতি বেগবতী ভগবতী ভাগীরথী যেমন সরিৎ দ্বারা সরযুর সহিত মহাবেগে মিলিত হয় তদ্রূপ মহাবেগে মিলিত হইল।

১৮শ অধ্যায়
সংশপ্তকগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর সংশপ্তকগণ সমতল ভূতলে অবস্থান করিয়া হৃষ্ট মনে রথ দ্বারা চন্দ্রাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষ্যভরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঐ চীৎকার শব্দ চতুর্দ্দিক ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল, কিন্তু চারিদিক, লোকে সমাবৃত ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল না। তখন ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য মুখে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি ঐ সমস্ত মুমূর্ষ ত্রিগর্ত্তদিগকে অবলোকন কর; উহারা রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে অথবা উহারা কাপুরুষ দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবে বলিয়া এ সময় হর্ষ প্রকাশ করিতেছে; তাহার সন্দেহ নাই। এই বলিয়া অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্ত দিগের বিপুল বল সমুদায়ের সম্মুখীন হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করত মহাবেগে সুবর্ণালঙ্কৃত দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকদিগের বাহিনী সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি শ্রবণে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া প্রস্তরময়ী মুক্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তাঁহাদের অশ্ব সকল বিবৃতচক্ষু, স্তব্ধক, স্তব্ধগ্রীব ও স্তব্ধপাদ হইয়া রুধির বমন ও প্রস্রাব করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ সংজ্ঞা লাভ করত সেনাগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি এককালে বাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চদশ শরে সংশপ্তকবিনির্মুক্ত সহস্র শর আগত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিলেন। পরে তাঁহারা দশ দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন তিন তিন শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ পাঁচ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন দুই দুই শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সংশপ্তকগণ পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেমন বৃষ্টি দ্বারা তড়াগ সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ শরনিকরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন যেমন কানন মধ্যে ভ্রমর পংক্তি কুসুমসুশোভিত পাদপে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শর অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুবাহু অদ্রিসারময় ত্রিশ শরে অর্জ্জুনের কিরীট বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন কিরীটস্থ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতের ন্যায় ও উত্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে সুবাহুর হস্তাবাপ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা, সুরথ সুধর্ম্মা, সুধনু ও সুবাহু ইঁহারা দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেককেই শরজালে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পরে সুধন্বার শরাসন ছেদন ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার শিরস্ত্রাণ-সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। তখন তাঁহার অনুচরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া যে স্থানে দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল অবস্থান করিতেছে, তথায় ধাবমান হইল। যেমন দিবাকর করজালে অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন রোষভরে অবিচ্ছিন্ন শরনিকরে কৌরব সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন সেনাগণ ত্রস্ত

ভীত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। ত্রিগর্তেরা অর্জ্জুনকে ক্রোধে নিতান্ত অধীর নিরীক্ষণ করত সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং পার্থ শরে আহত হইয়া ভয়ার্ত্ত মৃগযুথের ন্যায় সেই সেই স্থানেই মোহে অভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ত্রিগর্ত্তদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! ভীত হইও না; পলায়ন করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে না। তোমরা কৌরব সৈন্য সমক্ষে সেইরূপ ভয়ানক শপথ করিয়া এক্ষণে তাহাদের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রধান প্রধানদিগকে কি বলিবে? পলায়ন করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব তোমরা একত্র মিলিত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা তুমুল কোলাহল সহকারে পরস্পরকে হৃস্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনারা মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল।

১৯তম অধ্যায়

অর্জ্জুন সংশপ্তকের পরস্পর মায়াযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হে কেশব! বোধ হইতেছে, সংশপ্তকগণ জীবন সত্ত্বে রণস্থল পরিত্যাগ করিবে না; অতএব এক্ষণে উহাদের দিকে অশ্বচালনা কর। আজি তুমি আমার ভুজবল ও গাণ্ডীববল অবলোকন করিবে। যেমন রুদ্রদেব পশুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও ইহাদিগকে বধ করিব। তখন বাসুদেব সহাস্য মুখে শুভাকাঙ্ক্ষা দ্বারা অর্জ্জুনকে অভিনন্দন করিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে রথ চালন করিতে লাগিলেন। সমরে পাণ্ডুবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক সেই রথ পরিচালিত হইলে আকাশগামী বিমানের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে সুররাজ রথের ন্যায় মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিবিধ আয়ুধধারী নারায়ণী সেনা সকল ক্রোধভরে শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নেত্রের অগোচর করিল। তখন অর্জ্জুন ক্রোধভরে দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সত্বরে গাণ্ডীব শরাসন পরিমার্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ললাট দেশে ক্রোধচিহ্ন ভীষণ ভ্রুকুটি করিয়া দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন তাষ্ট্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন সেনাগণ আপনার প্রতিরূপ সেই নানা রূপে বিমোহিত হইয়া পরস্পরকে অর্জ্জুন বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা এই অর্জ্জুন এই বাসুদেব বলিয়া মোহ প্রভাবে পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সকলে তা অস্ত্র প্রভাবে বিমোহিত হইয়া এক কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে রণস্থল পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই তা অস্ত্র শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্রজাল ভস্মসাৎ করিয়া বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মালবকাদি ত্রিগর্ত্ত বধ

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সহাস্য মুখে ললিত্থ, মালব, মাবেল্লক, ত্রিগর্ত্ত ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বিবিধ আয়ুধজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ভয়ানক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুন, রথ ও কেশব আর নয়নগোচর হইলেন না। ইত্যবসরে সংশপ্তকগণ লব্ধলক্ষ্য হইয়া পরস্পর কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রীত মনে বসন বিকম্পিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র বীরগণ ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব একান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কোথায়; আমি তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না; তুমি ত জীবিত আছ? তাঁহার বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন সত্বর হইয়া বায়ব্যাস্ত্রে সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিলেন। তখন ভগবান প্রভঞ্জন শুষ্ক পত্র রাশির ন্যায় হস্তী, অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত সংশপ্তকগণকে বহন করিতে লাগিলেন। যেমন বিহঙ্গগণ যথা সময়ে বৃক্ষ হইতে উড্ডীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন সত্বরে তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া শত শত সহস্র সহস্র শরে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লাস্ত্রে তাঁহাদের মস্তক ও সশস্ত্র হস্ত ছেদ করিয়া শর দ্বারা করিশুণ্ডোপম উরুদণ্ড পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড খণ্ড, কাহার চরণযুগল ছিন্ন ভিন্ন কাহারও বা বাহু নিকৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন শত্রুগণকে এইরূপ ক্ষত বিক্ষত করত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল শরজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া হস্তী ও অশ্বগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে ছিন্নধ্বজ রথ সকল মুণ্ডিত তালবনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। উৎকৃষ্ট আয়ুধসনাথ পতাকা পরিশোভিত, ধ্বজ দণ্ডমণ্ডিত অঙ্কুশসম্পন্ন মাতঙ্গগণ তরুরাজি সমাকীর্ণ বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। চামরপীড় কবচাবৃত তুরঙ্গম সকল পার্থ বাণে অস্ত্র, নেত্র ও জীবন বিনির্গত হওয়ায় আরোহী সহিত ধরাসনে শয়ন করিল। অসি ও নখরবিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্মা ছিন্নাস্থিসন্ধি, ছিন্নমর্ম্মা পদাতিগণ নিহত হইয়া অতি দীন ভাবে শয়ন করিয়া রহিল। তখন কেহ নিহত, কেহ হন্যমান, কেহ নিপতিত, কেহ পাত্যমান, কেহ অবস্থিত, কেহ বা বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। এইরূপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজাল রুধিরধারাবর্ষণে প্রশান্ত হইয়া গেল; কবন্ধশতসঙ্কুল রণস্থল নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন কালাত্যয়ে পশুসংহারে প্রবৃত্ত ভগবান্ রুদ্রের আক্রীড়ের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণ। সমবেত অর্জ্জুনাভিমুখীন সৈন্যগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রপুরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন সেই রণক্ষেত্র নিহত মহারথগণে আস্তীর্ণ হইয়া সাতিশয় সুশোভিত হইল। অর্জ্জুন এই রূপে সমরমদে মত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। আয়ুধধারী বিপুল বল সমুদায় যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে সত্বরে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি তুমুল হইয়া উঠিল।”

২০তম অধ্যায়

রয়োদশ দিন যুদ্ধ - ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারথ দ্রোণাচার্য্য রজনী অতিবাহিত করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমারই বংশদ। আমি অর্জ্জুনের সহিত সংশপ্তকগণের সমর উদ্ভাবিত করিআছি। অনন্তর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলে দ্রোণ ব্যূহরচনা করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে পাণ্ডব সেনাভিমুখে নির্গত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভারদ্বাজ বিরচিত সুপর্ণ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুপর্ণ ব্যূহের মুখ, সানুচর সহোদরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন তাহার মস্তক, কৃতবর্ম্মা ও তেজস্বী গৌতম চক্ষু দ্বয়, ভূতশর্ম্মা, ক্ষেমশর্ম্মা করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, শূদ্র, আভীর, দাশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, হংসপদ, শূরসেন, দরদ, মদ্রও কেকয়গণ আর শত শত সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি উহার গ্রীবা, ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিক অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিল ও কাম্বোজ সুদক্ষিণ, ইঁহারা বাম পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া অশ্বত্থামার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উহার পৃষ্ঠ ভাগে অম্বষ্ঠ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌণ্ড, মদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ব্বতীয় ও বসাতিগণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবীর কর্ণ পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধবগণ এবং নানা দেশ সমাগত বহুল বল সমভিব্যাহারে অবস্থান করিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, যাজ, ভোজ, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল পরাক্রান্ত নৈষধ, ইঁহারা বহুসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ব্যূহের বক্ষস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক হত্যশ্বরথপদাতি পরিকল্পিত সুপর্ণ ব্যূহ যেন বায়ুক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় নৃত্য করিতেছে বোধ হইল। যোদ্ধা সকল সমরাভিলাষে উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে জলদকালীন বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত গর্জ্জমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যূহের মধ্যে প্রাগেজ্যাতিষেশ্বর ভগদত্ত সুসজ্জিত মাতঙ্গে আরোহণ করিলে এবং ভৃত্যেরা পূর্ণিমা রজনীতে কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমাসদৃশ মাল্যদাম বিভূষিত, শ্বেতছত্র তাহার মস্তকে ধারণ করিলে তিনি উদয়কালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গ বারিধারাভিষিক্ত উভঙ্গ শৈলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিবিধায়ুধধারী বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

যুধিষ্ঠিরের সতর্কতা - ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্ম্মুখ যুদ্ধ

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভেদ্য অমানুষ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর! আজি আমি যাহাতে ব্রাহ্মণের বশবর্তী না হই, তাহার উপায় বিধান কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য বহু যত্নেও আপনাকে বশবর্তী করিতে সমর্থ হইবেন না; আমি তাঁহাকে ও তাহার অনুচরগণকে সমরে নিবারণ করিব। আমি

জীবিত থাকিতে আপনি কদাচ উদ্বিগ্ন হইবেন না; দ্রোণাচার্য্য আমারে পরাজয় করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।

এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলে দ্রোণাচার্য্য সেই অশুভদর্শন ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া ক্ষণমধ্যেই সাতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ দ্রোণাচার্য্যকে একান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিলেন। তখন উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্ম্মুখকে সত্বরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। দুর্ম্মুখ দ্রোণকে নিবারিত দেখিয়া সত্বরে আগমন পূর্ব্বক নানা লক্ষণলাঞ্ছিত শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত করিলেন। তাঁহারা এই রূপে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনাগণকে শর প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ুবেগ বশত মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কোন কোন স্থলে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধ মুহুর্তকাল মধুরদর্শন হইয়াছিল; পরিণামে উন্মত্তের ন্যায় নিতান্ত মর্যাদা শূন্য হইয়া প্রবর্ত্তিত হইল। তখন উভয় পক্ষে আত্মপর বিবেচনা কিছুই রহিল না; কেবল অনুমান ও সংজ্ঞা দ্বারা লোক সকল উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের চূড়ামণি, নিষ্ক, অন্যান্য ভূষণ ও বর্ম্ম সমুদায়ে আদিত্যসঙ্কাশ প্রভাজাল উদ্ভাসিত হইল। পতাকামণ্ডিত হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল বলাকাসনাথ জলপটলের ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মনুষ্য মনুষ্যকে, অশ্ব অশ্বকে, রথী রথীকে ও হস্তী হস্তীকে বিনাশ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সমস্ত মদস্রাবী দ্বিরদগণের গাত্র ঘর্ষণ ও দশনাঘাতে সধূম পাবক সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন স্খলিতপতাক বিষাণজ্বলিত হুতাশন করিনিকর নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন শরৎকালে গগনতল জলদজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মাতঙ্গ সকল রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ইতস্তত বিকীর্ণ হইল, কেহ কেহ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তথায় নিপতিত হইল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা আহত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ভীত হইল। কতকগুলি হস্তী বিষাণ সমাহত হইয়া প্রলয়কালীন জলদের ন্যায় ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতক গুলি হস্তী অন্য হস্তী দ্বারা প্রতিকূলগামী হইলে অঙ্কুশাহত হইয়া পুনরায় উন্মথিত করত শত্রুগণকে আঘাত করিল।

মহামাত্র সকল মহামাত্র কর্ত্তৃক শর তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রহরণ ও অঙ্কুশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহামাত্র শূন্য মাতঙ্গ সকল নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। কতক গুলি হস্তী নিহত, পাতিত ও পতিতায়ুধ ব্যক্তিদিগকে বহন করিয়া গণ্ডারের ন্যায় চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী তোমর, ঋষ্টি ও পরশু দ্বারা আহত ও আহন্যমান হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। উহাদিগের অচলোপম বৃহৎ কলেবরে পৃথিবী আহত হইয়া সহসা কম্পিত ও শব্দায়মান হইতে লাগিল। বিনষ্ট আরোহীযুক্ত, পতাকা সমলঙ্কৃত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত

দ্বারা পরিকীর্ণের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। করিসমারূঢ় মহামাত্র সকল রথী দ্বারা ভল্লাস্ত্রে নির্ভিন্নহৃদয় হইয়া অঙ্কুশ ও তোমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। কোন কোন হস্তী নারাচে আহত হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া উভয় পক্ষীয় বীরগণকে বিমর্দ্দিত করত দশদিকে গমন করিল। তখন বসুন্ধরা হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এবং মাংস, শোণিত ও কর্দ্দমে নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। বারণগণ সচক্র, বিচক্র, অতি বৃহৎ রথ সকল দশনে মথিত করিয়া রথীর সহিত উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। রথ সকল রথী শূন্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ আরোহী শূন্য ও নিতান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তথায় পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিতে লাগিল। এই রূপে অতি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তৎকালে কিছুই অনুভূত হইল না। লোহিতবর্ণ কর্দ্দমে মনুষ্য সকলের গুল্‌ফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পাদপ সকল প্রদীপ্ত দাবানলে প্রোথিত হইয়াছে। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে সমস্ত শোণিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিপাতিত অশ্ব, রথ ও নর সমুদায় রথনেমির প্রত্যাবর্ত্তনে বহুধা ছিন্ন হইল। সেই সৈন্যসাগর গজসমূহ রূপ মহাবেগশালী, বিনষ্ট মনুষ্য রূপ শৈবাল শোভিত, রথসমূহ রূপ তুমুল আবর্ত্তযুক্ত হইয়া উঠিল। জয়াভিলাষী বীর পুরুষেরা বাহনরূপ বৃহৎ নৌকা দ্বারা তাহাতে অবগাহন করত নিমগ্ন না হইয়া বিপক্ষগণকে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিলেন। চিহ্নসম্পন্ন যোদ্ধাগণ শর জালে সমাচ্ছন্ন হইলে কোন ব্যক্তিই চিহ্নবিহীন হইয়াছে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর দ্রোণ সেই ভয়ঙ্কর ঘোরতর সমরে শত্রুগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

২১তম অধ্যায়

দ্রোণের সহিত সত্যজিতের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে সমীপে সমাগত দেখিয়া তাহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাসিংহ গজযুথপতিকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে করিগণ যে রূপ শব্দ করে, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেই রূপ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ দ্রোণকে অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দ্রোণ ও সত্যজিৎ সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিতাস্ত্র সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির উপরে সর্পবিষসদৃশ সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সারথি সত্যজিতের বাণাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। অনন্তর মহাবীর সত্যজিৎ দ্রোণের অশ্বগণকে দশ ও উভয় পার্ষ্ণি সারথিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাকার গমনে বিচরণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ চিত্তে আচার্য্যের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণকর্ত্তৃক সত্যজিতের প্রাণ-সংহার

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমরে সত্যজিতের কার্য্য সন্দর্শনে তাঁহাকে কালপ্রাপ্ত বোধ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দশ শরে তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী সত্যজিৎ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণের উপর কঙ্কপত্রযুক্ত ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যকে সত্যজিৎ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে বীরনাদ ও বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃক ক্রোধভরে দ্রোণের বক্ষস্থলে ষষ্টিবাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এই রূপে মহারথ দ্রোণ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধে নেত্রদ্বয় উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক মহাবেগে সত্যজিৎ ও বৃকের শরাসন ছেদন করিয়া ছয় বাণে সারথি ও অশ্ব সমুদায় সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর সত্যজিৎ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের এবং তাঁহার অশ্ব সমুদায়, সারথি ও ধ্বজের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ সমরে সত্যজিতের প্রহার সহ করিতে না পারিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত সত্বরে অশ্ব, ধ্বজ, শরাসনমুষ্টি এবং পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়ের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য বারংবার শরাসন ছেদন করাতে মহাবীর সত্যজিৎ ক্রোধভরে দ্রোণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বীর বরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সত্যজিৎকে তাদৃশ প্রভাব সম্পন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন।

শতানীক বধ - যুধিষ্ঠির পলায়ন

এই রূপে মহারথ সত্যজিৎ নিহত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের ভয়ে ভীত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, চেদি, করূষ ও কোশলগণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হুতাশন যেমন তুলারাশি দহন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার বাসনায় সেই সমাগত সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর শতানীক দ্রোণকে বারংবার সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনের বাসনায় কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত, সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ ছয় বাণে তাঁহাকে, তাঁহার সারথিকে ও অশ্বসমুদায়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করত পুনরায় দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সত্বরে ক্ষুর নিক্ষেপ করিয়া সতানিকের কুণ্ডল সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। মৎস্যগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মৎস্যগণকে পরাজয় করিয়া চেদী, কারূষ, কৈকয় পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার পরাজয় করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ ক্রোধান্বিত মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে হুতাশনের বনদহনের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতে দেখিয়া সত্বরে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অমিত্র নিহন্তা মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের শরাসন নিস্বন চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইল। তাঁহার হস্ত বিনিক্ষিপ্ত সায়ক সমুদায় অসংখ্য অশ্ব, হস্তি, রথ ও পদাতিগণকে সংহার করিল। গ্রীষ্ম কালে প্রবল বায়ুবেগ সঞ্চালিত জলধর পটল যেমন শিলা বৃষ্টি করে তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধর, মহাবাহু, মিত্রগণের অভয়প্রদ, মহাবীর দ্রোণ শর বর্ষণ

পূর্ব্বক ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হেমমণ্ডিত শরাসন অভ্রমধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ধ্বজস্থিত বেদী হিমবানের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সুরাসুর নমস্কৃত মহা প্রভাবশালী বিষ্ণু যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যপরাক্রম দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র প্রভাবে রণস্থলে অসংখ্য শৃগাল, কুক্কুর, ক্রব্যাদ ও পিশিতাশনগণে সংঙ্কীর্ণা, মানব-কূলাপহারিণী, ভীরুজন

ভয়প্রদা শমন সদন গামিনী নদী প্রবাহিত হইল; কবচ সমুদায় তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ সমুদায় আবর্ত্ত স্বরূপ, গজ ও বাজি সমুদায় গ্রাহস্বরূপ, অসি সকল মীন স্বরূপ, বীরগণের অস্থি সকল কর্কর স্বরূপ ভেরী ও মুরজ সমুদায় কচ্ছপ স্বরূপ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবাল ও সাদ্বল স্বরূপ, শর সমুদায় বেগ স্বরূপ, শরাশন সকল স্রোত স্বরূপ, বাহু সমুদায় পল্লব স্বরূপ, নিহত নরগণের মস্তক সকল শিলা স্বরূপ, উরু সকল মীন স্বরূপ, গদা সকল উড়ুপ স্বরূপ, উষ্ণীষ নিচয় ফেন স্বরূপ, অস্ত্র সমুদায় সরীসৃপ স্বরূপ, মাংস ও শোণিতরাশি কর্দ্দম স্বরূপ, কেতু সকল বৃক্ষ স্বরূপ ও সাদিগণ তাহার নক্র স্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

তখন পাণ্ডুনন্দনগণ অন্যান্য বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন নিরীক্ষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাহার অভিমুখীন হইয়া সেই ভুবন তপন দিনকর সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষ রাজা ও রাজপুত্রগণ তদ্দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া দ্রোণের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শিখণ্ডী পাঁচ, ক্ষত্রবর্ম্মা বিংশতি, বসুদান পাঁচ, উত্তমৌজা তিন, ক্ষত্রদেব পাঁচ সাত্যকি শত, যুধামন্যু আট, যুধিষ্ঠির, দ্বাদশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ ও চেকিতান তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।

দ্রোণকর্ত্তৃক দৃঢ়সেন প্রমুখ বীরগণের বিনাশ

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বীরগণের বাণাঘাতে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ সৈন্য অতিক্রমন পূর্ব্বক দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন। পরে সহসা ভূপতি ক্ষেমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়া রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন অন্যের অরক্ষণীয় মহাবীর দ্রোণ চতুর্দ্দিক বিচরণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত অন্যান্য বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর শিখণ্ডীকে দ্বাদশ, উত্তমৌজাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বদানকে সংহার করিলেন অনন্তর অশীতিশরে ক্ষেমবর্ম্মাকে ও ষড়বিংশতি শরে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ এবং ভল্ল দ্বারা ক্ষত্রদেবকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া যুধামন্যুর উপর চতুঃষষ্টি ও সাত্যকির উপর ত্রিশ বাণ নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন সত্বরে বেগবান্ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্রোণের সমীপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চাল তনয় দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণ তাঁহাকে শরাসন, অশ্বগণ ও সারথির সহিত অবিলম্বে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর

পাঞ্চালনন্দন দ্রোণের শরে নিহত হইয়া আকাশ মণ্ডল হইতে পতিত জ্যোতির ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এই রূপে সেই পাঞ্চালতনয় নিহত হইলে চতুর্দ্দিকে দ্রোণকে সংহার কর, দ্রোণকে সংহার কর বলিয়া শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য কৈকয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বার্দ্ধক্ষেমি চৈত্রসেনি, সেনাবিন্দু ও সুবর্চ্চা এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক বীরগণ কৌরবগণ সমবেত দ্রোণের নিকট পরাজিত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ জয় লাভ করিয়া পলায়মান পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল। যেমন দানবগণ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চাল মৎস্য ও কৈকয়গণ দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া কম্পিত হইল।

২২তম অধ্যায়
পাণ্ডব-পরাজয়ে দুর্য্যোধনের হর্ষ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিলে কে তাহার অভিমুখীন হইয়াছিল? কি আশ্চর্য্য! তৎকালে কৃতজ্ঞ, সত্যনিরত, দুর্য্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহাধনুর্দ্ধর, শত্রু কুলের ভয়বর্দ্ধন, জৃম্ভমান ব্যাঘ্র সদৃশ, মদস্রাবী মাতঙ্গসম দ্রোণাচার্য্য জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন বীরই ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, কাপুরুষবর্গের অসেবিত, শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের সেবিত সমরাভিলাষে সমুত্তেজিত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না! বল কোন্ কোন বীর সমরে সমুদ্যত হইয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, সৃঞ্জয়, চেদি ও কৈকয়গণ সমুদ্রবেগে পরিচালিত প্লবসমুদায়ের ন্যায় দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদ্য বাদন করত বিপক্ষ পক্ষের রথ, হস্তী ও নরগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণ মধ্যস্থিত স্বজন পরিবৃত মহারাজ দুর্য্যোধন বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে হাস্য করত কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, দ্রোণ সায়কাভিহত পাঞ্চালগণ সিংহ সন্ত্রাসিত মৃগযুথের ন্যায় একান্ত বিত্রাসিত হইয়াছে। বৃক্ষসমূহ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হয়, তদ্রূপ উহারা দ্রোণশরে ভগ্ন হইয়াছে; বোধ হয়, আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না। ঐ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহাত্মা দ্রোণের রুক্মপুঙ্খ শরের আঘাতে পলায়নে অসমর্থ হইয়া ইতস্তত ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তীযুথ যেমন হুতাশন দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হয়, তদ্রূপ বহু সংখ্যক সৈন্য মহাবীর দ্রোণ ও কৌরবপক্ষ অন্যান্য বীরগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দ্রোণের ভ্রমর সদৃশ নিশিত সায়কে বিদ্ধ ও পলায়নপর হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ক্রোধ পরায়ণ ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও কৌরব যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিতেছে। ঐ দুরাত্মা আজি সমুদায় লোক দ্রোণময় দেখিতেছে এবং জীবন ও রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে।

কর্ণের কালোচিত উপদেশ

কর্ণ কহিলেন, হে কুরুরাজ! মহাবাহু ভীমসেন জীবন থাকিতে কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। এই সমুদয় সিংহনাদও তাঁহার সহ্য হইবে না, আর বলবীর্য্য সম্পন্ন, রণদুর্ম্মদ, শিক্ষিতাস্ত্র পাণ্ডবগণ যে সহসা সংগ্রামে পরাজিত হইবেন, ইহাও সম্ভবপর নয় উহারা বিষ অগ্নি, দূত ও বনবাসের ক্লেশ স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। অমিততেজা মহাবাহু বৃকোদর সংগ্রামে প্রত্যাগত হইতেছেন, অবশ্যই প্রধান প্রধান রথিগণকে সংহার করিবেন। উহাঁর অসি, শরাসন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও লৌহদণ্ড প্রভাবে এক এক বারে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইবে। মহাবীর সাত্যকিপ্রমুখ রথী সমুদায় এবং পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ ভীমসেনের অনুবর্তী হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মহাবীর, মহাবল পরক্রান্ত ও মহারথ; বিশেষত অমর্ষপরায়ণ মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে উহাঁদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন। মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে পরিবৃত করে, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। যেমন মুমূর্ষ, পতঙ্গগণ দীপের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ একাগ্র মনে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া অরক্ষিত দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়িত করিবেন। উহারা সকলেই কৃতাস্ত্র; সুতরাং দ্রোণকে নিবারণ করা উহাঁদের দুঃসাধ্য হইবে না। আমার মতে আজি দ্রোণের উপর অতি ভার পতিত হইয়াছে; অতএব তাঁহার সমীপে ত্বরায় গমন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন বৃকগণ মহাগজকে সংহার করে, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাগণ সমবেত হইয়া যেন মহাবীর দ্রোণকে বিনাশ করিতে না পারে।

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় একমাত্র দ্রোণ বধাভিলাষী, নানা বর্ণের অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে সমারূঢ় পাণ্ডবগণের ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল।

২৩তম অধ্যায়

বিবিধবর্ণ অশ্বযোজিত রথে সসৈন্য পাণ্ডবনির্য্যাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন প্রভৃতি যে যে মহাবীর ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের রথচিহ্ন সমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর ঋষ্যবর্ণ অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলে মহাবীর সাত্যকি রজত বর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তখন দুষ্প্রধর্ষ যুধামন্যু ক্রোধভরে সারঙ্গ বর্ণ অশ্ব যোজিত রথে ও পাঞ্চালরাজতনয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবেগশালী, সুবর্ণমণ্ডিত, পারাবত বর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা স্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত রক্তবর্ণ হয় যোজিত রথে আরূঢ় হইয়া ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডিনন্দন মহাবাহু ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্মপত্র সন্নিভ, মল্লিকাসদৃশাক্ষ অশ্ব সমুদায় চালন পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। শুকপক্ষ বিভূষিত কাম্বোজ দেশীয়, দর্শনীয় অশ্বগণ নকুলকে বহন করত কৌরব সমুদায়ের প্রতি

ধাবমান হইল। মেঘ সদৃশ হয়গণ উত্তমৌজাকে বহন করত তুমুল সংগ্রামে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিববর্ণ বায়ুবেগগামী অশ্বগণ উদ্যতায়ুধ মহাবীর সহদেবকে তুমুল সংগ্রামে সমুপস্থিত করিল। দন্তসবর্ণ, কৃষ্ণকেশরযুক্ত, মহাবেগ অশ্বগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ সুবর্ণ ভূষণ বিভূষিত বায়ুবেগগামী হয় সমুদায়ে সমারূঢ় হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিল। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সুবর্ণমণ্ডিত ও যুধিষ্ঠিরের অনুগামী সৈন্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সান্তভী সর্ব্ব শব্দসহ, দিব্যাভরণ ভূষিত অশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত রথে অধিরূঢ় হইয়া ভূপতিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট মহারথগণ সমভিব্যাহারে সান্তভীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৈকেয়গণ, মহাবীর শিখণ্ডী ও ধৃষ্টকেতু স্ব স্ব সৈন্য লইয়া বিরাটের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পাটলপুষ্প বর্ণ অশ্বগণ অরাতি নিপাতন মহারাজ মৎস্যরাজকে বহন করত নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। হরিদ্রা বর্ণ, হেমমালা বিভূষিত, বেগশালী অশ্বগণ বিরাটরাজের পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণ বর্ণ, হেমমালা বিভূষিত, যুদ্ধবিশারদ, লোহিত ধ্বজ সম্পন্ন, বর্ম্মিতদেহ, কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রগোপ সবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বারিবর্ষণকারী জীমূতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্র বর্ণ, তুম্বুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত দিব্য অশ্বগণ অমিততেজা দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীরে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল দেশীয় দ্বাদশ সহস্র মহারথ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ষট্সহস্র শিখণ্ডীর অনুগমন করিলেন। সারঙ্গ বর্ণ অশ্ব সমুদায় শিশুপালের তনয়কে বহন করিতে লাগিল। চেদীশ্বর মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলাল ধূম সদৃশ, সুকুমার, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ কৈকেয় বৃহৎ ক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা সদৃশাক্ষ, পদ্ম বর্ণ, দিব্যাভরণ ভূষিত বাহ্লিজ অশ্বগণ শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কার সম্পন্ন, কৌশেয় সবর্ণ, ধীর প্রভাব অশ্বগণ অরাতিনিপাতন সেনাবিন্দুকে বহন করিল। ক্রৌঞ্চবর্ণ উৎকৃষ্ট হয়গণ সুকুমার, মহারথ, কাশিরাজ তনয়ের বাহন হইল। সারথির প্রীতিকর শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণগ্রীব বায়ুবেগগামী অশ্বগণ প্রতিবিন্ধ্যকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন সোমের নিকট যে পুত্রটীকে যাচঞা করিয়া ছিলেন, সেই সুতসোম মাসপুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের ঐ পুত্রটী কৌরবদিগের উদয়েন্দু নামক পুরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সহস্র সোম সদৃশ প্রভা সম্পন্ন ও সোমক সভা মধ্যে, খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া উহার নাম সুতসোম হইয়াছে।

হে মহারাজ! তরুণাদিত্য সঙ্কাশ, শালপুষ্প সন্নিভ অশ্বগণ শতানীককে, কাঞ্চন সদৃশ যোক্ত্রসম্পন্ন ময়ুর গ্রীবা সবর্ণ, অশ্বগণ শ্রুতকর্ম্মাকে ও স্বর্ণ চাতকপক্ষ সন্নিত হয় সমুদায় পার্থতুল্য শ্রুতনিধি শ্রুতকীর্তিকে সংগ্রামে বহন করিতে লাগিল। সংগ্রামে যাহার প্রভাব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রভাব অপেক্ষা সার্দ্ধেকগুণ অধিক, সেই মহাবীর অভিমন্যু পিঙ্গল বর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইলেন। আপনার শত পুত্রের মধ্যে যিনি একাকী সোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই মহাবীর যুযুৎসু মহাকায় অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলালকাণ্ড সবর্ণ দিব্যাভরণ ভূষিত

বেগবান্ অশ্বগণ বার্দ্ধক্ষেমিকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণ পত্রযুক্ত বর্ম্ম ভূষিত, সারথির আজ্ঞাবহ, কৃষ্ণপাদ অশ্বগণ কুমার সৌচিতিকে বহন করিল। সুবর্ণমণ্ডিতপৃষ্ঠ, সুবর্ণমালা বিভূষিত, শান্ত প্রকৃতি কৌশেয় সদৃশ অশ্বগণ শ্রেণিমানের বাহন হইল। অরুণবর্ণ অশ্বগণ ধনুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্ম বেদ পারগ সত্যধৃতিকে বহন করিতে লাগিল। যিনি সংগ্রাম স্থলে দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই পাঞ্চাল সেনানী ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবত সবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভু বেগশালী, কাম্বোজ দেশীয়, হেমমাল বিভূষিত অশ্ব সমুদায় লইয়া শত্রু সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগমন করিতে লাগিলেন। হেমমণ্ডিত নানা বর্ণের অশ্ব ও ধ্বজ সম্পন্ন, বিতত কার্ম্মুক কাম্বোজ দেশীয় প্রভদ্রকগণ শরজালে অরাতি সৈন্যগণকে বিকম্পিত করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। পিঙ্গল কৌশেয় বর্ণ, সুবর্ণ মালাধারী, অম্লানচিত্ত অশ্বগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। সব্যসাচীর মাতুল, কুন্তিভোজ পুরজিৎ ইন্দ্রায়ুধ সবর্ণ হয়োত্তম যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। তারকাপুঞ্জ বিচিত্রিত নভোমণ্ডল সদৃশ অশ্বগণ মহারাজ রোচমানকে বহন করিতে লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ। গোপতির পুত্র পাঞ্চাল দেশীয় সিংহসেনকে বহন করিল। পাঞ্চালগণের মধ্যে যিনি জনমেজয় নামে বিখ্যাত, সেই মহাত্মা সর্ষপপুষ্প সবর্ণ অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবেগশালী, হেমমালা বিভূষিত, মাষবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ, চন্দ্রমুখ অশ্ব সমুদায় পাঞ্চালকে বহন করিতে লাগিল। শরস্তম্ব সদৃশ, পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত অশ্ব সমুদায় দণ্ডধারকে বহন করিল। অরুণবর্ণ, মূষিকসবর্ণপৃষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাঘ্রদত্তের বাহন হইল। বিচিত্র কৃষ্ণবর্ণ, চিত্রমাল্য বিভূষিত অশ্বগণ পাঞ্চাল দেশীয় সুধন্বারে বহন করিতে লাগিল। অশনিসমস্পর্শ, ইন্দ্রগোপ সন্নিভ, বিচিত্রগতি, চিত্র অশ্বগণ চিত্রায়ুধের বাহন হইল। চক্রবাক সদৃশোদর, হেমমালাধারী অশ্বগণ কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্রবর্ণ, সুবর্ণ মালা মণ্ডিত, অত্যুচ্চ অশ্বগণ সমর নিপুণ, সত্যধৃতি ক্ষেমিকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর শুক্ল শুক্লবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। সমুদ্রসম্ভূত, শশাঙ্ক সদৃশ অশ্বগণ সমুদ্রসেনের পুত্র মহাতেজা চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল। নীলোৎপল সন্নিভ, সুবর্ণ বিভূষিত, চিত্রমাল্যধারী অশ্বগণ চিত্ররথের বাহন হইল। কলায়পুষ্প সবর্ণ, শ্বেত ও লোহিত রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ রণদুর্ম্মদ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল। লোকে যাহাকে সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শৌর্য্য সম্পন্ন বলিয়া থাকে সেই পটচ্চর নিহন্তা মহাবীর, শুক্লবর্ণ হয় সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। কিংশুক সবর্ণ অশ্বগণ চিত্র মাল্য, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ সম্পন্ন চিত্রায়ুধকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর নীল নীলবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর চিত্র বিচিত্র রত্নচিহ্নসম্পন্ন বরূথ, রথ ধ্বজ ও শরাসন এবং বিচিত্র অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা লইয়া সমরে গমনোম্মুখ হইলেন। পুষ্করবর্ণ অশ্বগণ রোচমানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল। সমর কুশল, শীঘ্রগামী, কুক্কুটাণ্ড সবর্ণ, শ্বেতাণ্ডযুক্ত, শোভন অশ্বগণ দণ্ডকেতুকে বহন করিতে আরম্ভ করিল।

পিতা কৃষ্ণের হস্তে নিহত, পাণ্ড্যগণের কপাট ভিন্ন ও বন্ধুগণ পলায়িত হইলে যিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় রুক্মি, কর্ণ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সমান হইয়া দ্বারকাপুরী উচ্ছিন্ন ও সমুদায় ভূমণ্ডল পরাজিত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অনন্তর যিনি হিতচিকীর্ষু, প্রাজ্ঞ সুহৃদগণের নিবারণে বৈরনির্যাতন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্ড্যাধিপতি সারঙ্গধ্বজ বৈদূর্য্যজাল সংছন্ন, চন্দ্ররশ্মি সন্নিভ অশ্ব সমুদায় লইয়া স্বীয় বাহুবল প্রভাবে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসক পুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ পাণ্ড্যের অনুযায়ী চতুর্দ্দশ অযুত রথীকে বহন করিতে লাগিল। নানাবর্ণযুক্ত, নানাবিধমুখ অশ্বগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বহন করিল। যিনি সমুদায় কৌরবগণের মত ও স্বীয় অভিলষিত দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি সহকারে একাকী যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবহু লোহিতনয়ন বৃহন্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায়, অশ্বগণ সংযোজিত সুবর্ণময় স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক সমরে গমন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বগণ চতুর্দ্দিক হইতে রথিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। দেবরূপী প্রভদ্রকগণ নানাবর্ণের অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমুদায় বীরগণ ভীমসেনের সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্র সমবেত সুরগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উহারা পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সবিশেষ মনোনীত হইয়াছিল।

সসৈন্য পাণ্ডবগণের যুদ্ধার্থ আয়ুধধারণ

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদায় সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্বজদণ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্ণাজিন ও সুবর্ণময় কমণ্ডলু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেনের বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত লোচন সম্পন্ন মহাসিংহধ্বজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণ নির্মিত, গ্রহগণ পরিবৃত চন্দ্রধ্বজ সাতিশয় শোভমান হইল। উহার ধ্বজে নন্দ ও উপনন্দ নামে দুই বিপুল মৃদঙ্গ যন্ত্র সহকারে সুমধুর স্বরে বাদিত হইয়া হর্ষ বর্দ্ধন করিতে ছিল। মহাবীর নকুলের ধ্বজে অতিভীষণ অত্যুগ্র সুবর্ণপৃষ্ঠ সরভ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু সহদেবের ধ্বজে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন, ঘণ্টা ও পতাকা যুক্ত, দুর্দ্ধর্ষ হংস সাতিশয় শোভমান হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চ ধ্বজে ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতে লাগিল। কুমার অভিমন্যুর রথে তপ্ত কাঞ্চন বিনির্মিত শার্ঙ্গপক্ষী সনাথ ধ্বজ দৃষ্ট হইল, মহাবীর ঘটোৎকচের ধ্বজে গৃধ্র শোভা পাইতে লাগিল। এবং পূর্ব্বে যেমন রাবণের অশ্বগণ কামচারী ছিল, ঘটোৎকচের অশ্বগণ সেই রূপ কামচারী বোধ হইল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দিব্য মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন বায়ব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই দিব্য অজয় গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন শরাসন, ঘটোৎকচ অতিভীষণ পৌলস্ত শরাসন এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রৌদ্র, আগ্নেয়, কৌবের্য্য, যাম্য ও গিরিশ ধনু গ্রহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন।

রোহিণীতনয় বলভদ্র যে রৌদ্র ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া সেই ধনু অভিমন্যুকে প্রদান করেন। অর্জ্জুনতনয় সেই শরাসন লইয়া সংগ্রামে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! যে সমুদায় ধ্বজের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, তদ্ভিন্ন মহাবীরগণের অন্যান্য অসংখ্য হেমমণ্ডিত, অরাতিগণের ভয়াবহ ধ্বজ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সুরগণ পরিবৃত, ধ্বজসঙ্কুল কাপুরুষ শূন্য দ্রোণ সৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইল। স্বয়ম্বর স্থল সদৃশ সেই সমরাঙ্গনে দ্রোণের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নাম গোত্র শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

২৪তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের খেদ - পুনঃ যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংগ্রাম স্থলস্থিত বৃকোদর সমবেত উক্ত ভূপতিগণ দেবতাদিগের সৈন্যগণকেও ব্যথিত করিতে পারেন। পুরুষ অদৃষ্ট সংযুক্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অভিলষিত বিষয় সকল অন্যপ্রকার দৃষ্ট হয়। দেখ পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির দীর্ঘ কাল অরণ্যে বাস ও লোকের অজ্ঞাত বিচরণ করিয়া এক্ষণে সংগ্রামের নিমিত্ত এই মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে; আমার পুত্রের দুরদৃষ্ট ব্যতীত ইহার আর কারণ কি? নিশ্চয় বোধ হইতেছে মনুষ্য অদৃষ্ট যুক্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং তাহার অদৃষ্টের অধীন হইয়া চলিতে হয়; তন্নিমিত্তই সে আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। যুধিষ্ঠির দূতব্যসন প্রভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশিত হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার অদৃষ্টবলে সহায় সম্পন্ন হইয়াছে। কেকয়, কৌশিক, কোশল, চেদি ও বঙ্গদেশীয়গণ এক্ষণে আমাদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিল যে, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধীন; যুধিষ্ঠিরের অতি অল্প মাত্র। কিন্তু দুরদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব মহাবীর দ্রোণ চর্য্য আমাদের অসংখ্য সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। সতত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী, সর্বাস্ত্র পারগ মহাবীর দ্রোণ ভূপতিগণের মধ্যে কিরূপে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন বার্তা শ্রবণে আমার মহৎ কৃচ্ছ্র ও মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে; ক্ষণ মাত্রও জীবিত থাকিতে বাসনা নাই। পূর্ব্বে মহামতি বিদুর আমাকে পুত্রলোলুপ দেখিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবে তৎসমুদায় ঘটিয়াছে। এক্ষণে যদি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করি তাহা হইলে কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার হয় না এবং সকলকেও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় না। যে ভুপতি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থপর হন, তাঁহাকে অবশ্যই ইহলোকে হীন ও ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্জয়! যখন বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন এই হতোৎসাহ রাজ্যের আর নিস্তার নাই। আমরা যে পুরুষোত্তমদ্বয়ের প্রভাবে জীবন ধারণ করিতেছিলাম, সেই ধুরন্ধরদ্বয় যখন নিহত হইয়াছেন তখন আর কি রূপে আমাদের পরিত্রাণ হইবে?

যাহা হউক, এক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে আক্রমণ করিয়াছিল? আর কোন্ কোন্ ক্ষুদ্রাশয়েরা বা

পলায়ন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় যাহা করিয়া ছিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। ঐ মহাবীর ও বৃকোদরই আমার মহাভয়ের কারণ। পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের সৈন্যগণ কিরূপে দারুণ সংগ্রাম করিয়াছিল? পাণ্ডবেরা সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তোমাদের মন কি রূপ হইয়াছিল? এবং আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল?”

২৫তম অধ্যায়

ভীম-দুম্মর্ষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ সমর ক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিলে আমাদের পক্ষে মহা শঙ্কট সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডব সৈন্য সমুত্থিত ধুলিপটল প্রভাবে কৌরব পক্ষগণ আবৃত হওয়াতে আমরা দ্রোণকে অবলোকন না করিয়া মৃত বলিয়া স্থির করিলাম। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে দুষ্কর ক্রূর কর্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে সংগ্রামে প্রেরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে সেনাগণ! তোমরা মহোৎসাহ সহকারে সাধ্যানুসারে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারিত কর। তখন আপনার তনয় মহাবীর দুর্শর্ষণ দূর হইতে ভীমসেনকে দেখিয়া দ্রোণের জীবন রক্ষা মানসে ভীমের উপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যু তুল্য ক্রোধান্বিত মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ যেমন ভীমের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর বৃকোদরও তদ্রূপ দুর্ম্মর্ষণের উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের দুই জনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের তুমুল যুদ্ধ

এ দিকে অন্যান্য রণপ্রাজ্ঞ মহাবীরগণ আপনাদের প্রভুকর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সমরোন্মোত্ত মহাবীর কৃতবর্ম্মা মত্ত বারণ বিক্রান্ত সাত্যকিকে, সিন্ধুরাজ ক্ষত্রবর্ম্মাকে ও উগ্রপন্বা মহেশ্বাসকে শরনিকর দ্বারা দ্রোণাভিমুখ হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষত্রবর্ম্মা সিন্ধুপতির ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদ করিয়া ক্রোধভরে দশ নারাচ দ্বারা তাহার সমুদায় মর্ম্ম স্থান তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সিন্ধুরাজ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া লৌহময় শর দ্বারা ক্ষত্র বর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুবাহু, পাণ্ডবগণের হিতার্থ সংগ্রামে যতমান স্বীয় ভ্রাতা মহারথ যুযুৎসুকে দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুযুৎসু সুশাণিত ক্ষুরপ্রদ্বয়ে সুবাহুর ধনুর্ব্বাণ সুশোভিত বাহুযুগল ছেদন করিলেন। বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ প্রতিরোধ করে, তদ্রূপ মদ্ররাজ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের উপর অসংখ্য মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মদ্রাধিপতি ধর্ম্মরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের চীৎকার শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ বাহ্লিক অসংখ্য সেনা সমবেত

হইয়া মহতী সেনা পরিবৃত মহারাজ দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদস্রাবী মহাযূথাধিপতি মাতঙ্গ যুগলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত উক্ত বৃদ্ধ ভূপতি দ্বয়ের ঘোরর সংগ্রাম হইল। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও অগ্নি যেমন বলিকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অবিন্দ মৎস্যাধিপতি বিরাটকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৎস্য ও কৈকয়গণের যুদ্ধ সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

নকুল কর্ত্তৃক ভূতকর্ম্মার প্রাণসংহার

নকুলনন্দন শতানীক শরনিকর নিক্ষেপ করত দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সভাপতি ভূতকর্ম্মা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন নকুলনন্দন ক্রোধভরে তিন সুশাণিত ভল্ল পরিত্যাগ করিয়া ভূতকর্ম্মার বাহু যুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিবিংশতি দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বল বিক্রমশালী সুতসোমকে নিবারণ করিলেন। তখন সুতসোম ক্রোধভরে অজিহ্মগ শরনিকর দ্বারা স্বীয় পিতৃব্য বিবিংশতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমরথ সুনিশিত লৌহময় শর নিকর বর্ষণ করিয়া শাল্ব এবং তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন মহাবীর চিত্রসেনের পুত্র, ময়ূর সদৃশ অশ্ব সংযুক্ত রথারূঢ় সমরাঙ্গণে ধাবমান মহাবাহু শ্রুতকর্ম্মাকে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার উক্ত পৌত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃকুলের হিত সাধনার্থ পরস্পর নিধন বাসনায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সিংহলাঙ্গূলধ্বজ মহাবাহু অশ্বত্থামা পিতার নাম রক্ষার্থ বিবিধ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনস্থ প্রতিবিন্ধ্যকে নিবারণ করিলে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধভরে তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন, কৃষক যেমন বীজকালে ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীতনয়গণ অশ্বত্থামার উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনকুমার শ্রুতকীর্ত্তি যুদ্ধার্থ দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন দেখিয়া দুঃশাসনতনয় তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সদৃশ বলবিক্রমশালী অর্জ্জুন তনয় সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা দুঃশাসননন্দনের শরাসন, ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই যাহাকে বীর প্রধান বলিয়া গণনা করে, মহাবীর লক্ষ্মণ সেই পটচ্চরনিহন্তাকে নিবারণ করিলেন। পটচ্চরনিহন্তা ক্রোধভরে লক্ষণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেনতনয় শিখণ্ডীকে নিবারণ করিলে তিনি বিকর্ণের উপর, বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর বিকর্ণ অনায়াসে শিখণ্ডী নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় নিরাকৃত করিলেন। মহাবাহু উত্তমৌজা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন; মহাবীর অঙ্গদ শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। উক্ত বীর দ্বয়ের সংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিল; তদ্দর্শনে সমুদায় সৈন্যগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

কর্ণপ্রমুখ কুরুবীরগণের দ্রোণ সাহায্য

মহাধনুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান মহাবীর পুরুজিৎকে বৎসদন্ত দ্বারা নিবারণ করিলেন। মহাবাহু পুরুজিৎ ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে নারাচ নিক্ষেপ করিলে দুর্ম্মুখের মুখমণ্ডল সুনালপঙ্কজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ দ্রোণাভিমুখে

ধাবমান লোহিত ধ্বজ কৈকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতাকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন। তাঁহারা কর্ণের শরাঘাতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাঁহাদিগকে বারংবার শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পরের শরজালে পরস্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য হইলেন। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র দুর্জ্জয়, জয় ও বিজয়, নীল, কাশ্য ও জয়সেন এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষুর সহিত ভল্লুক, মহিষ ও বৃষভের যেমন সংগ্রাম হয়, তদ্রূপ আপনার তিন পুত্রের সহিত উক্ত বীরত্রয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া দর্শকগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্ষেমধূর্ত্তি ও বৃহন্ত দুই ভ্রাতা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। অরণ্যে সিংহের সহিত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হয়, সাত্বতের সহিত উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের তদ্রূপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধপরায়ণ চেদিরাজ অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধাভিনন্দী অম্বষ্ঠরাজকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ অম্বষ্ঠ অস্থিভেদিনী শলকা দ্বারা চেদিরাজকে বিদ্ধ করিলে চেদিরাজ অম্বষ্ঠের দারুণ প্রহারে একান্ত ব্যথিত হইয়া সশর শাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক সমুদায় দ্বারা ক্রোধ পরবশ বার্দ্ধক্ষেমিকে নিবারিত করিলেন। হে মহারাজ! চিত্রযোধী রণমদমত্ত কৃপ ও বার্দ্ধক্ষেমিকে যে যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধাসক্তচিত্ত ও অনন্যমতি হইয়া কার্যান্তরবিমূঢ় হইয়া উঠিল। মহাবীর সোমদত্তি দ্রোণের যশোবর্দ্ধন পূর্ব্বক মহারাজ মণিমানকে নিবারিত করত সত্বরে তাঁহার শরাসন, ধ্বজ, পতকা, ছত্র ও সারথিকে রথ হইতে পাতিত করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন যূপকেতু মণিমান্ সত্বরে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া খড়্গ দ্বারা সোমদত্তির অশ্ব, ধ্বজ, রথ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বরে আপনার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অশ্ব চালন করত পাণ্ডবপক্ষ সেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃষসেন অসুর বধার্থ ধাবমান সুররাজ পুরন্দর সদৃশ পাণ্ড্যকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ গদা, পরিঘ, খড়্গ, পট্টিস, আয়োধন, প্লব, মুষল, মুগ্দার, চক্র, ভিন্দিপাল, পরশু, পাংশু, বায়ু, অগ্নি, সলিল, ভস্ম, লোষ্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষ সমুদায় দ্বারা সেনাগণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্তও ভীষিত করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য অলম্বুষ ক্রুদ্ধ চিত্তে নানা অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ ও নানাবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া হিড়িম্বাতনয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সম্বর ও ইন্দ্রের যে রূপ সংগ্রাম হইয়াছিল; এক্ষণে উক্ত রাক্ষসদ্বয়ের তোপ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে শত শত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। ফলত দ্রোণবধের নিমিত্ত তৎকালে যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, সে রূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে কেবল নানাবিধ ঘোরতর বিচিত্র অতিভীষণ সংগ্রাম দৃষ্ট হইতে লাগিল।

২৬তম অধ্যায়
ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে সৈন্যগণ সমরক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক অংশ ক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে পর পাণ্ডব পক্ষ ও অস্মৎপক্ষ বীরগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে কি রূপে আক্রমণ করিলেন? সংশপ্তকেরাই বা তাহার সহিত কি রূপ সংগ্রাম করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ উক্ত প্রকারে সংগ্রামাসক্ত হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বয়ং গজ সৈন্য লইয়া মহাবীর বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, বৃষ যেমন বৃষকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে সংগ্রামনিপুণ অসাধারণ বাহু বীর্য্যশালী মহাবীর পবনতনয় ক্রোধভরে গজ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরাৎ কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ ভীমসেনের নারাচ প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মদক্ষরণ করত ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রবল বায়ুবেগে জলধর পটল যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ গজানীক সকল ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। সূর্য্য সমুদিত হইয়া যেমন ভূমণ্ডলে কিরণজাল বিকীর্ণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন করিকুলের উপর শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। করিগণ ভীমসেনের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সূর্য্য কিরণ সংপৃক্ত নভোমণ্ডলস্থ ধারাধরপুঞ্জের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই রূপে ভীমসেনকে করিকুল সংহার করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধে লোহিত নেত্র হইয়া অচিরাৎ দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার শরীরে নিশিত সায়ক সমুদায় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধন ভীমশরে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সূর্য্যকিরণ সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিত লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সত্বরে দুই ভল্ল দ্বারা দুর্য্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় রত্নখচিত নাগ ও তাঁহার হস্তস্থিত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ভীমহস্তে দুর্য্যোধনসাহায্যকারী অঙ্গনৃপতি বধ

ঐ সময় ম্লেচ্ছ অঙ্গাধিপতি দুর্য্যোধনকে ভীম কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া গজারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন অঙ্গাধিপতির মাতঙ্গকে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আগমন করিতে দেখিয়া তাহার কুম্ভান্তরে নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ নারাচ কুঞ্জরের কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল; হস্তীও বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তী নিপতিত হইবামাত্র অঙ্গরাজ ভূতলে পতিত হইতেছিলেন ইত্যবসরে লঘুহস্ত বৃকোদর ভল্ল দ্বারা

তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঙ্গরাজ নিহত হইলে সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে প্রলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্ব, হস্তী ও রথী সকল সসম্ভ্রমে ইতস্তত ধাবমান হইয়া অসংখ্য পদাতির প্রাণ সংহার করিতে লাগিল।

ভীম-ভগদত্ত যুদ্ধ

এই রূপে সৈন্যগণ রণে ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত কুঞ্জর লইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধে ব্যাবৃত্তলোচন সেই গজরাজ চরণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত ও শুণ্ড সংহত করিয়া ভীমকে দগ্ধ করতই যেন তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক এক কালে রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ভীমসেন অঞ্জলিকা বেধ বিদ্যা জানিতেন, এই নিমিত্ত পলায়ন না করিয়া পাদচারে ধাবমান হইয়া সেই কবিরাজের গাত্রে বিলীন হইলেন। এই রূপে ভীমসেন গজের গাত্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। নাগ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন অযুত নাগ তুল্য বলশালী মহাবীর বৃকোদর হস্তীর কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। নাগ রাজ অবসর পাইয়া শুণ্ড দ্বারা ভীমের গ্রীবা আক্রমণ ও জানু দ্বারা তাঁহাকে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে সমুদ্যত হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর অবিলম্বে মোটনদ্বারা করিবরের কর বেষ্টন মোচন পূর্ব্বক পুনরায় তাহার গাত্রে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষ হস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তাহার গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে গমন করিলেন। এ দিকে সমুদায় সৈন্য গণ, হাধিক্! ভীমসেন কুঞ্জর কর্ত্তৃক হত হইলেন, বলিয়া ঘোতর চীৎকার করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যগণ হস্তীর ভয়ে ভীতহইয়া বৃকোদরের সমীপে ধাবমান হইল।

যুধিষ্ঠির-ভগদত্ত যুদ্ধ

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে নিহত জ্ঞান করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে ভগদত্তের সমীপে সমাগত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অঙ্কুশ দ্বারা বিপক্ষ বিনিমুর্ক্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। আমরা বৃদ্ধ ভগদত্তকে রণস্থলে অসঙ্কুচিত চিত্তে কুঞ্জর চালন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তখন মহারাজ দশাণাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী মদস্রাবী মাতঙ্গ লইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে সবৃক্ষ পর্ব্বতদ্বয়ের যে রূপ সংগ্রাম হইত, এ ক্ষণে উক্ত বীরদ্বয়ের কুঞ্জর যুগল তদ্রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগদত্তের হস্তী মহাবেগে অপাবৃত্ত হইয়া দশার্ণাধিপতির হস্তীর পার্শ্বভেদ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। তখন মহাবীর ভগদত্ত অবসর পাইয়া সূর্য্যরশ্মি সঙ্কাশ সাত তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বীয় শত্রু দশার্ণাধিপতিকে হস্তীর উপরেই সংহার করিলেন।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য রথ সৈন্য দ্বারা ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুঞ্জরস্থিত মহাবীর ভগদত্ত রথিগণ কর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বতোপরি বনমধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথিগণ চতুর্দ্দিকে

মণ্ডলাকারে অবস্থান করিয়া শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ভগদত্ত গজ লইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি ভগদত্ত যুদ্ধ - পাণ্ডব পলায়ন

অনন্তর সমরবিশারদ প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সাত্যকির রথাভিমুখে সেই মহাগজ প্রেরণ করিলেন। করিবর সাত্যকির রথ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিবামাত্র সাত্যকি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথিও বৃহৎকায় সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইল। ঐ অবসরে হস্তী রথমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদায় ভূপতিগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভূপতিগণ সেই আশুগামী নাগ কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া তাহাকে শত শত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এই রূপে গজারোহী মহাবাহু ভগদত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে গজ ও তুরঙ্গমগণের ঘোরতর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনরায় ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলে ভগদত্তের হস্তী শুণ্ড বিনির্ম্মুক্তবারি দ্বারা ভীমের বাহনগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। বাহনসকল মহাবীর ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ভগদত্ত সাহায্যকারী রুচিপর্ব্বার প্রাণসংহার

তখন কৃতীর পুত্র রুচিপর্বা রথে আরোহণ করিয়া শর বর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পর্ব্বতপতি সুবর্চ্চা আনতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর রুচিপর্বা রণে নিপতিত হইলে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুযুৎসু হস্তীকে নিহত করিবার বাসনায় ভীষণ ধ্বনি করত বৃষ্টিধারার ন্যায় শরজাল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন সমর কুশল মহাবীর ভগবত্ত পাৰ্ষ্ণি, অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হস্তীকে সঞ্চালিত করিলেন। করিবর প্রাগজ্যোতিষাধিপতি কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া শুণ্ড প্রসারণ এবং কর্ণ ও নেত্র স্তব্ধ করিয়া সত্বরে গমন পূর্ব্বক যুযুৎসুর বাহনগণকে আক্রমণ ও সারথিকে সংহার করিল। মহাবীর যুযুৎসু সত্বরে রথ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ভীষণ নিনাদ করিয়া শরনিকরদ্বারা সত্বরে নাগরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র সসম্ভ্রমে অভিমন্যুর রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ভগদত্ত ঐ সময় কুঞ্জরপৃষ্ঠ হইতে অরাতিকুলের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রসৃতকর দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অভিমন্যু দ্বাদশ, যুযুৎসু দশ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টকেতু তিন তিন শরে ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন। করিবর বীরগণ কর্ত্তৃক অতি প্রযত্ন সহকারে শরবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণ সংপৃক্ত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর নিয়ন্তা কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া স্বীয় সব্যাপদব্যস্থিত সৈন্যগণকে ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোপাল বন মধ্যে দণ্ড দ্বারা যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার

তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ শ্যেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত বায়সগণের ন্যায় চীৎকার করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ভগদত্তের মহাগজ অঙ্কুশাহত। হইয়া সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ আপনাদের উভয় পার্শ্বে সমুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া যেরূপ ভীত হয়, অরাতিপক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজ সন্দর্শনে তদ্রূপ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। মহাভয়ে পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পার্থিবগণের চীৎকারে ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও সমুদায় দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে দানবরাজ বিরোচন যেমন সুরক্ষিত দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত সেই মহানাগ লইয়া শত্রু সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পার্থিব ধূলিপটল বায়ুবেগে গগন মণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিল। তত্রস্থ মনুষ্যগণ সেই এক গজকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান অসংখ্য গজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।"

২৭তম অধ্যায়
ভগদত্তের হস্তিপ্রভাব বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে অর্জ্জুনের সমরদক্ষতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব মহাবাহু ধনঞ্জয় যাহা যাহা করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাবীর ভগদত্ত সংগ্রাম স্থলে ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদ্ধূত ধুলিপটল দর্শন ও মানবগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মধুসূদন! মহারাজ ভগদত্ত গজ লইয়া সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হওয়াতেই এই ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইতেছে। মহাবীর ভগদত্ত গজনবিশারদ ও পুরন্দর সদৃশ; উনি এই ভূমণ্ডলে গজবোধীদিগের প্রধান; উহাঁর গজের প্রতিগজ নাই। ঐ গজ কৃতকর্ম্মা, জিতক্লম এবং অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শ সহিষ্ণু অস্ত্র দ্বারা উহাকে বধ করা দুঃসাধ্য। অদ্য ঐ হস্তী একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিবে। আমরা দুই জন ব্যতীত আর কেহই উহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব সত্বরে ভগদত্তের সমীপে গমন কর। আমি আজি হস্তিবলে গর্বিত বয়ঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ভগদত্তকে পুরন্দরপুরে আতিথ্য গ্রহণ করাইব। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বচনানুসারে ভগদত্তাভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন; এমন সময় ত্রিগর্ত্তদেশীয় দশ সহস্র ও কৃষ্ণের পূর্ব্বানুচর চারি সহস্র মহারথ, এই চতুর্দ্দশ সহস্র সংশপ্তক তাঁহাকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। এ দিকে ভগদত্ত সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে; ওদিকে সংশপ্তকগণ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে; এই উভয় সঙ্কট সমুপস্থিত হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চিত্ত দোলার ন্যায় দুই দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কি করি! এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি, এই চিন্তা করিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া একাকী বহু সহস্র সংশপ্তকগণকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ও কর্ণ অর্জ্জুনের বধসাধনার্থই দুই দিকে

সংগ্রাম সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তক বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাদের সে আশা বিফল করিলেন।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বহু সংসপ্তক সংহার

তখন মহারথ সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সংশপ্তকগণের শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অর্জ্জুন কি কৃষ্ণ কি অশ্বগণ কি রথ, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। জনার্দ্দন সংশপ্তকগণের পরাক্রম দর্শনে বিমুগ্ধ ও স্বেদাক্তকলেবর হইবামাত্র অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক সংশপ্তকগণকে প্রায় সংহার করিলেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথ হস্ত এবং শত শত কেতু, অশ্ব, সারথি ও রথিগণ ছিন্নকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। দ্রুম, অচল ও অম্বুধরতুল্য কলেবর, সুসজ্জিত, আরোহী বিহীন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিগণ পার্থশরে নিহত হইয়া ধরাতলশায়ী হইল। আরোহী সমেত কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে ছিন্নকুথ, ছিন্নভরণ ও গতজীবন হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। বীরগণ ঋষ্টি, প্রাস, অসি, মুগর ও পরশু সমবেত বাহুসকল ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বালাদিত্য, অম্বুজ ও চন্দ্র সদৃশ নরমস্তক সকল অর্জ্জুন-শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রু নিপাতে প্রবৃত হইলে সেনাগণ প্রাণনাশক শরনিকরে সন্তাপিত হইয়া উঠিল। হস্তী যেমন পদ্মবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় হেন সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনকে ইন্দ্রসদৃশ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! অদ্য তুমি সংগ্রামস্থলে যেরূপ কার্য্য করিলে, বোধ হয়, তাহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দুষ্কর। তুমি এক কালে শত শত সহস্র সহস্র মহারথ সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়াছ।

মহাবীরধনঞ্জয় এইরূপে বহুসংখ্যক সংশপ্তককে সংহার করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তাভিমুখে রথচালন করিতে আদেশ করিলেন।

২৮তম অধ্যায়

অর্জ্জুনশরে সুশর্ম্মার ভাতৃগণ বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে সুবর্ণভূষণমণ্ডিত, বায়ুবেগগামি অশ্বগণকে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণ-শরাভিতাপিত স্বীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, হে শত্রুসূদন! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছে, আবার উত্তরদিকে সৈন্যগণ দ্রোণ-শরে বিদীর্ণ হইতেছে। এইরূপে সংশপ্তকগণ আমার চিত্তকে দোলায়মান করিয়াছে। এক্ষণে সংশপ্তকগণকে সংহার

করি অথবা অরাতিশরার্দিত আত্মীয়গণকে রক্ষা করি, এই উভয়ের কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বল।'

মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রণবিশারদ ধনঞ্জয় সাত বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ছয় বাণে তাঁহার ভ্রাতৃগণকে অশ্বগণ ও সারথি সমভিব্যাহারে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অর্জ্জুনের উপর ভীষণ ভুজঙ্গাকার অয়োময় শক্তি ও বাসুদেবের উপর তোমর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তিন শরে সুশর্ম্মার শক্তি ও তিন শরে তোমর ছেদন পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিমোহিত করিয়া শরজাল বর্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্য মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারিত করিতে পারিল না।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা মহারথগণকে সংহার করত কক্ষরাশিদাহনদহনের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অগ্নিস্পর্শ সদৃশ দারুণ অর্জ্জুনের বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে সমর বিজয়ী অর্জ্জুন দ্যূতদেবী দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধ জনিত ক্ষত্রিয়বিনাশের নিমিত্ত নিষ্পাপ পাণ্ডবগণের ক্ষেমঙ্কর, শত্রুগণের অশ্রুবর্দ্ধন গাণ্ডীবশরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। কৌরব সেনাগণ পার্থ-শরে বিক্ষোভিত হইয়া পর্ব্বত সংলগ্ন নৌকার ন্যায় বিপন্ন হইল।

অর্জ্জুন-ভগদত্ত যুদ্ধ

তখন ক্রূরমতি দশ সহস্র কৌরব সৈন্য জয় ও পরাজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অক্ষুব্ধচিত্তে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল। সর্ব্বভারসহনক্ষম মহাবীর ধনঞ্জয় পদ্মবনপ্রবিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায়-সেই সৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুন-শরে প্রমথিত হইলে মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই হস্তী লইয়া ধনঞ্জয়াভিমুখে ধাবমান হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় রথ দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রথ ও নাগে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর ভগদত্ত ও ধনঞ্জয় সুসজ্জিত গজ ও রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত মেঘসঙ্কাশ হস্তীর উপর হইতে ইন্দ্রের ন্যায় ধনঞ্জয়ের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সমর বিশারদ অর্জ্জুন শরজাল দ্বারা অর্দ্ধ পথে ভগদত্তের শরনিকর নিবারণ করিয়া তাহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু প্রাজ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে অর্জ্জুনের শরনিকর নিরাকৃত এবং তাঁহাকে ও কৃষ্ণকে অসংখ্য শরসমূহে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার মানসে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহামতি জনার্দ্দন ভগদত্তের হস্তীকে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় ঐ সুযোগে সেই হস্তী ও তাহার আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে বিনষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না। তখন সেই মহাগজ অসংখ্য হস্তী রথ ও অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তৎসমুদায় বিনষ্ট করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না।

২৯তম অধ্যায়
ভগদত্ত-শরে অর্জ্জুনের কীরিট স্খলন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত হইয়া ভগদত্তের কি করিলেন, আর ভগদত্তই বা তাঁহার কি করিয়াছিলেন? যথার্থ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব ভগদত্তের সমীপে গমন করিলে তত্রত্য সমুদায় লোকই তাহা দিগকে যমের দশন সন্নিহিত বলিয়া বোধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া হেমপুঙ্খ শিলানিশিত কৃষ্ণায়স বিনির্ম্মিত শরনিকরে দেবকীনন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। ভগদত্তনিক্ষিপ্ত অগ্নিস্পর্শ শরনিকর দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভগদত্তের শরাসন ছেদন ও রথ রক্ষককে বিনাশ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করতই যেন সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি চতুর্দ্দশ সুতীক্ষ্ণ তোমর নিক্ষেপ করিলে লঘুহস্ত সব্যসাচী ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহার হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাগজ অর্জ্জুনের সায়ক জালে ছিন্নবর্ম্মা ও একান্ত ব্যথিত হইয়া বারিধারাসিক্ত মেঘবিহীন পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর প্রাগেজ্যোতিষেশ্বর কৃষ্ণের উপর লৌহময় হেমদণ্ড মণ্ডিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সমরবিশারদ অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত নিশিত শরনিকরে দৃঢ় বিদ্ধ হইয়া একান্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে তাঁহার মস্তকে অসংখ্য তোমর নিক্ষেপ করত উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে অর্জ্জুনের কিরীট পরিবর্ত্তিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন সেই পরিবর্ত্তিত কিরীট যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ভগদত্তকে কহিলেন, প্রাগেজ্যাতিষেশ্বর! এই সময় সকলকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লও।

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভগদত্তনিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্র সংবরণ

মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের বাক্যে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার ও কৃষ্ণের উপর অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ ধনঞ্জয় সত্বরে ভগদত্তের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহার সমুদায় মর্ম্ম স্থানে আঘাত করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে বৈষ্ণব অঙ্কুশ অস্ত্র অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পার্থকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সেই ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত সর্ব্বঘাতী বৈষ্ণবাস্ত্র বক্ষস্থলে গ্রহণ করিলেন অস্ত্র কৃষ্ণের বক্ষস্থলে বৈজয়ন্তী মালা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্লিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যুদ্ধ করিবে না; কেবল আমার অশ্ব সংযমন করিবে; এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। যদি আমি ব্যসনাপন্ন বা অরাতি নিবারণে অশক্ত

হই, তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য। আমি বর্ত্তমান থাকিতে সমর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নয়। আমি যে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সুর, অসুর ও মানবগণ সমবেত সমুদায় লোক পরাজয় করিতে পারি, তাহা তোমার অবিদিত নাই।

কৃষ্ণের গুপ্ত আত্ম-পরিচয়

তখন মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! আমি অতি গুহ্য পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি লোকের হিতসাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার মূর্ত্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমার এক মূর্ত্তি ভূমণ্ডলে তপশ্চরণ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম্ম অবলোকন, তৃতীয় মূর্ত্তি মর্ত্তলোক আশ্রয় পূর্ব্বক মানুষ কর্ম্ম সাধন ও চতুর্থ মূর্ত্তি শয়ন করিয়া সহস্র বর্ষব্যাপী নিদ্রা সুখ অনুভব করিতেছে। ঐ চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বৎসরের পর সমুত্থিত হইয়া বরার্হ ব্যক্তিগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বর প্রদান করে। ঐ সময় পৃথিবী আমার বর প্রদান কাল জানিয়া স্বীয় পুত্র নরকের নিমিত্ত আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, শ্রবণ কর; পৃথিবী কহিল, হে নারায়ণ! তোমার বরে আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অসুরগণের অবধ্য হউক। আমি কহিলাম, হে বসুন্ধরে! এই বৈষ্ণবাস্ত্র নরকের রক্ষার্থ অমোঘ হউক; ইহার প্রভাবে নরককে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পুত্র এই অস্ত্র কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া সর্ব্বলোকের দুধর্ষ ও পরবল মর্দ্দনক্ষম হইবে। পৃথিবী এইরূপে আমার নিকট কৃতকার্য্য হইয়া তথাস্তু বলিয়া গমন করিলেন। নরকারও তদবধি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রাগেজ্যাতিষেশ্বর নরকের নিকট হইতে সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হন। ত্রিলোকমধ্যে ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি কেহই ঐ অস্ত্রের অবধ্য নন। এই নিমিত্ত আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিয়া স্বয়ং অস্ত্র বেগ ধারণ করিলাম। দেবদ্বেষী মহাসুর ভগদত্ত এক্ষণে সেই পরমাস্ত্র বিহীন হইয়াছে; অতএব যেমন আমি লোক হিতার্থ নরকাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলাম, তদ্রূপ তুমি ঐ দুর্দ্ধর্ষ বৈরীরে বিনষ্ট কর।

হস্তিবাহনসহ ভগদত্ত বধ

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা ভগদত্তের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভগদত্তের হস্তীর কুম্ভান্তরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সর্প যেমন বল্মীকের মধ্যে গমন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বজ্রসম সেই নারাচ করিকুম্ভ মধ্যে প্রবেশ করিল। ভগদত্ত বারংবার হস্তীকে চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ভার্য্যা যেমন স্বামীর বাক্যে কর্ণ পাত করে না, তদ্রূপ গজরাজ প্রাগজ্যোতিষেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিল না। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই করিবর স্তব্ধগাত্র ও দন্ত দ্বারা অবনিতলগত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করত প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুন শরে ভিন্নহৃদয় হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সন্তাড়িত পদ্মনাল হইতে পত্র নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভগদত্তের মস্তক হইতে মহার্ঘ বস্ত্র ধরাতলে নিপতিত হইল। যেমন সুপুষ্পিত কণিকার বৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ হেমমালা ভূষিত ভগদত্ত স্বর্ণ ভূষণ ভূষিত হস্তী হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম ইন্দ্রের সখা মহাবাহু ভগদত্তকে নিহত করিয়া, বলবান্ বায়ু যেমন বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করে, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় বীরগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।”

৩০তম অধ্যায়

সুবলনন্দন বৃষক ও অচল বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় সখা প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তকে বিনাশ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষক ও অচল নামে গান্ধাররাজের তনয়দ্বয় অর্জ্জুনকে একান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ সম্মুখে কেহ বা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে মহাবেগ শাণিতসায়কে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শাণিত শরনিকরে সুবলনন্দন বৃষকের অশ্ব, সারথি, ধনু, ছত্র, ধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা সৌবল প্রমুখ গান্ধারগণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্যতাস্ত্র পঞ্চ শত গান্ধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বৃষক সত্বরে হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন এক রথারূঢ় বৃষক ও অচলকে বারংবার শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বৃত্র ও বলাসুর সুররাজ ইন্দ্রকে আঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহারা অর্জ্জুনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যেমন নিদাঘ ও বর্ষাকালীন মাসদ্বয় গ্রীষ্ম ও জলধারা দ্বারা লোককে একান্ত কাতর করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা আহত না হইয়া অনেকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন এক রথারূঢ় সংশ্লিষ্ট কলেবর বৃষক ও অচলকে এক শরে বিনাশ করিলেন। তখন সেই সিংহ সঙ্কাশ লোহিতলোচন একলক্ষণাক্রান্ত বীরদ্বয় গতা হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের মৃত কলেবর দশদিকে অতি পবিত্র যশ বিস্তার করিয়া ভূতল প্রাপ্ত হইল।

অর্জ্জুনসহ শকুনির মায়াযুদ্ধ - শকুনি পলায়ন

অনন্তর আপনার আত্মজগণ সমরে অপরাঙ্মুখ বন্ধুজন প্রিয় দুই মাতুলকে ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মায়াবিশারদ শকুনি উভয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিমোহিত করিয়া মায়াজাল বিস্তার করিলেন; তখন লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, মুদগর, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস ও অন্যান্য নানাবিধ আয়ুধ সকল দিক্ ও বিদিক্ হইতে অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, সৃমর, চিল্লক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র, কপি, সরীসৃপ ও বিবিধ রাক্ষসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন দিব্যাস্ত্রবেত্তা অর্জ্জুন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা শরতাড়িত হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনের রথ সমাচ্ছন্ন করিলে সেই অন্ধকার হইতে অতি কঠোর বাক্য অর্জ্জুনকে ভৎসনা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়প্রদ গাঢ়ান্ধকার নিরাশ করিলেন। পরে ভয়ঙ্কর জল প্রবাহ প্রাদুর্ভূত হইল। অর্জ্জুন জলশোষণা করিবার নিমিত্ত আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উহা প্রযুক্ত হইবামাত্র প্রায় সমস্ত জলই শুদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্র বলে সৌবল বিহিত বিবিধ মায়া বিনাশ করিলেন। তখন শকুনি অর্জ্জুন শরতাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া অতি বেগগামী তুরঙ্গমে আরো হণ পূর্ব্বক নীচ লোকের ন্যায় পলায়ন করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন আপনার হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের প্রতি শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথী প্রবাহ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই সমস্ত সৈন্য অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল; এবং কতকগুলি দ্রোণের নিকট ও কতকগুলি দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল। পরে সৈন্য সকল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে আমরা আর অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল দক্ষিণ দিকে অনবরত গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ঐ গাণ্ডীব নির্ঘোষ শঙ্খ, দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি অভিভূত করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

অনন্তর দক্ষিণদিকে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি দ্রোণাচার্য্যের অনুসরণ করিলাম। রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। যেমন বর্ষাকালে বায়ু মেঘ সকল অপৰাহিত করিয়া থাকে তদ্রূপ, অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই ভূরিবর্ষণশীল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় শরনিকরবর্ষা অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া নিরাপণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কৌরবগণ পার্থশরাহত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিবার সময় স্বপক্ষদিগকে বিনাশ করিলেন। অর্জ্জুন বিনির্মুক্ত কঙ্কপত্রবিভূষিত তনুচ্ছেদী শর সকল শলভের ন্যায় দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন পন্নগগণ বাল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত শর তুরঙ্গম, নাগ, পদাতি ও রথিগণকে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন হস্তী ও মনুষ্যের প্রতি দ্বিতীয় শর পরিত্যাগ করেন নাই; তাহারা প্রত্যেকেই এক মাত্র শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও গতাসু হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল; শৃগাল ও কুকুরেরা কোলাহল করিতে লাগিল; এইরূপে রণক্ষেত্র সাতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও সুহৃৎ সুহৃৎকে পরিত্যাগ করিয়া আত্ম রক্ষায় যত্নবান্ হইলেন; অধিক কি, তৎকালে অনেকেই পার্থশরতাড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহনদিগকেও পরিত্যাগ করিতে লাগিল।"

৩১তম অধ্যায়
দ্রোণাচার্য্যের অভিযান - ভীষণ যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন কৌরবসেনা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তোমরা দ্রুতপদসঞ্চারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তৎকালে তোমাদের মন কি রূপ হইল? ছিন্ন ভিন্ন

ও আশ্রয়লাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল সৈন্যগণকে একত্র করা নিতান্ত দুষ্কর; তাহাই বা কিরূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার সমক্ষে এই সমস্ত কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সৈন্যসকল এই রূপ বিশৃঙ্খল হইলেও রাজা দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষী বীরপুরুষেরা যশোরক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন এবং অস্ত্র সমুদায় সমুদ্যত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্ভ্রান্ত ও রণস্থল নিতান্ত ভীষণ হইলে নির্ভীকের ন্যায় সাধুসম্মত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহাবীর ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখে নিপতিত হইলে ক্রুরস্বভাব পাঞ্চালগণ, দ্রোণকে আক্রমণ কর, দ্রোণকে আক্রমণ কর, বলিয়া সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার পুত্রগণ, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, এই বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কহিতে লাগিলেন, দ্রোণকে বিনাশ কর; কৌরবগণ কহিতে লাগিল, ‘দ্রোণকে যেন বিনষ্ট করে না।’ এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকে লইয়া যেন দ্যূত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চালগণের যে যে রথীকে মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই রথীর নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে, নির্দ্দিষ্ট ভাগের বিপর্য্যয় ও রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল; বীরগণ ভৈরব রব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপক্ষ বীরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ শত্রুপক্ষদিগের নিতান্ত দুরাক্রম্য হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগের ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক শত্রুদিগের সৈন্য বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার রোষপরবশ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যুদ্ধ লৌহশিলা-সম্পাতের ন্যায় একান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। এরূপ যুদ্ধ বৃদ্ধদিগেরও স্মৃতিপথে উদিত হয় না এবং কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণও করে নাই। সেই বীর বিনাশন সংগ্রামে পৃথিবী বলভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল। ইতস্তত ঘূর্ণায়মান কৌরব সেনাগণের অতি ভীষণ কলরব নভোমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল তখন দ্রোণাচার্য্য সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া শাণিত শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বয়ং দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। আমরা দ্রোণ ও পাঞ্চাল রাজের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম যে, এই সংগ্রামের উপমা নাই।

অশ্বত্থামার হস্তে নীল নিহত

অনন্তর অনলসঙ্কাশ, শরস্ফুলিঙ্গসম্পন্ন, কার্ম্মুকজ্বালাকরাল, মহাবীর নীল হুতাশনের তৃণরাশি দহনের ন্যায় কৌরব সেনাগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা সর্ব্বাগ্রে সহাস্য মুখে কহিলেন, হে নীল! যোদ্ধাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিলে তোমার কি হইবে? তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং রোষপরবশ হইয়া শীঘ্র আমাকে প্রহার কর।

তখন মহাবীর নীল পদ্মনিকরাকার, পদ্মপলাশলোচন, প্রফুল্লকমলানন অশ্বত্থামাকে শরজালে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা শাণিত তিন ভল্লাস্ত্রে নীলের ধনু, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নীল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিহঙ্গমের ন্যায় অশ্বত্থামার

কলেবর হইতে মস্তক উৎপাটনের অভিলাষ করিলে অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতে নীলের সুন্দর নাসা-সুশোভিত, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভল্লাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন, কমললোচন নীল ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র পাণ্ডব সেনাগণ নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ-সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ ও নারায়নী সেনার সহিত দক্ষিণ দিকে যুদ্ধ করিতেছেন; সুতরাং তিনি এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

৩২তম অধ্যায়
ভীমসহ দ্রোণ-দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর বৃকোদর স্বীয় সৈন্য বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া যষ্টি শরে বাহ্লিক ও দশ শরে কর্ণকে আঘাত করিলেন। দ্রোণ ভীমের প্রাণ নাশের অভিলাষে তীক্ষ্ণধার শরে মর্ম্মে প্রহার করিয়া উপর্য্যুপরি ষড়্‌বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বত্থামা সাত ও মহারাজ দুর্য্যোধন ছয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, দশ শরে কর্ণকে, দ্বাদশ শরে দুর্য্যোধনকে ও আট শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সুলভমৃত্যু তুমুল রণস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যোদ্ধাদিগকে প্রেরণ করিলেন। নকুল সহদেব ও যুযুধান প্রভৃতি বীরেরা ভীমসেনের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন প্রভৃতি মহারথগণ সমবেত হইয়া রোষভরে সুরক্ষিত দ্রোণ সৈন্যদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় গমন করিলে মহাবীর দ্রোণ সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত মহারথদিগকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন । তখন কৌরবগণ রাজ্যস্পৃহা ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিকট উপনীত হইলে গজারোহী গজারোহীকে ও রথী রথীরে বিনাশ করিতে লাগিল; বীরগণ শক্তি, অসি ও পরশু-প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর করি-সৈন্য সকল ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। কেহ করিপৃষ্ঠ হইতে কেহ বা অশ্ব হইতে অধঃশিরা হইয়া কেহবা রথ হইতে শরবিদ্ধ হইয়া ধরাতলে পতিত হইল; কোন ব্যক্তি বিমর্দকালে বর্ম্ম শূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে একটী হস্তী তাহার বক্ষঃস্থল অক্রিমণ পূর্ব্বক মস্তক চুর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য হস্তীরা নিপতিত বহুসংখ্য লোককে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ধরণীতলে নিপতিত হইয়া বিশাল দশনদ্বারা অনেকানেক রথীকে ভেদ করিল। কতকগুলি হস্তী দশন সংলগ্ন নারাচ দ্বারা শত শত মনুষ্যকে বিমর্দ্দিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। কুঞ্জর সকল নিপতিত অশ্ব, রথ, হস্তী ও পিহিত লৌহতনুত্র মানবদিগকে স্থূল নলের ন্যায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল। লজ্জা শালী ভূপালগণ কালবশত গৃধ্রপক্ষাস্তীর্ণ নিতান্ত ক্লেশকর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং পুত্র মোহপরতন্ত্র হইয়া পিতার মর্যাদা অতিক্রম করিতে লাগিল। চারিদিকে রথের অক্ষ ভয়, ধ্বজ ছিন্ন ও ছত্র নিপতিত হইতে লাগিল। কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্দ্ধ লইয়া ধাবমান হইল। অসিদগুমণ্ডিত বাহুনিপতিত ও

কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গগণ রথসমস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কোথাও অশ্ব হস্তী কর্ত্তৃক সাতিশয় আহত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মর্য্যাদাশূন্য ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হা তাত! হা পুত্র! হা সখে! তুমি কোথায় রহিয়াছ; ঐ স্থানে অবস্থান কর; ধাবমান হইও না; ইহাকে প্রহার কর, উহারে আনয়ন কর; ঐ ব্যক্তিরে বিনাশ কর, এই রূপ ও অন্যান্য রূপ বাক্য, হাস্য, সিংহনাদ ও গর্জ্জন সহকারে সমুত্থিত হইতেছে শ্রুতিগোচর হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল; পার্থিব ধূলিজাল উপশমিত হইল; ভীরুস্বভাব মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া উঠিল। কোন বীরের রথ চক্র অন্য বীরের রথ চক্রে সংলগ্ন হওয়াতে অস্ত্র প্রয়োগাবসর অতীত হইলে তিনি গদা দ্বারা তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিলেন। নিরাশ্রয় সময়ে আশ্রয় লাভার্থী বীর পুরুষেরা নিদারুণ কেশাকর্ষণ, মুষ্টি যুদ্ধ এবং নখ ও দন্ত প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন বীরের খড়্গাসনাথ উদ্যত বাহুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; কাহারও বা শর, শরাসন ও অঙ্কুশ সমলঙ্কৃত হস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইল। কোন ব্যক্তি কাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল; কেহ সময়ে পরাঙ্মুখ হইল; কোন ব্যক্তি সমকক্ষ ব্যক্তির শিরচ্ছেদন করিল, কেহ চীৎকার পূর্ব্বক ধাবমান হইল; কেহ সাতিশয় ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কেহ শাণিত করে স্বপক্ষকে কেহ বা পর পক্ষকে কিনাশ করিতে লাগিল। গিরিশৃঙ্গ সদৃশ কোন মাতঙ্গ নারাচ অস্ত্রে আহত হইয়া বর্ষাকালীন নদী তটের ন্যায় নিপতিত হইল। প্রস্রবণশালী পর্ব্বত সদৃশ-মদস্রাবী অন্য এক মাতঙ্গ রথী অশ্ব ও সারথীকে নিপীড়ন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। ভীরুভাব, দুর্ব্বলহৃদয় মনুষ্যেরা শোণিতসিক্ত মহাবীরদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল। কিছুই পরিজ্ঞাত হইল না। সৈন্য পদোদ্ধূত ধূলিজালে সমস্ত সমাচ্ছন্ন হইলে সমর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

দ্রোণকর্ত্তৃক পাণ্ডব বিমর্দ্দন

অনন্তর পাণ্ডব সেনাপতি নিত্যোৎসাহী পাণ্ডবগণকে, এই সমুচিত অবসর, এই বলিয়া ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। বাহুবলশালী পাণ্ডবেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সৈন্য সংহার পূর্ব্বক, হংসগণ যেমন সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণ রথাভিমুখে গমন করিলেন। উহারে গ্রহণ কর; ধাবমান হইও না; শঙ্কা পরিত্যাগ কর; উহাকে বিনাশ কর; দ্রোণাচার্য্যের রথের অভিমুখে এই রূপ তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং শল্য তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। পরে জাতক্রোধ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, দুর্নিবার পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়াও আর্য্য ধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর দ্রোণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত শর পরিত্যাগ করিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশনশব্দসঙ্কাশ মানবগণের ত্রাসজনন মৌর্ব্বী ও তল ধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণকে বিমার্দত করিতেছেন; ইতব্যসরে মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্য সংশপ্তককে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া

শোণিতোদক সম্পন্ন, শরৌঘ মাহবর্ত্ত মহাহ্রদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন, অবলোকন করিলাম এবং সেই কীর্ত্তি সম্পন্ন, সূর্য্য সঙ্কাশ অর্জ্জুনের প্রদীপ্ত কপিধ্বজও নয়নগোচর হইল। পাণ্ডব মধ্যবর্ত্তী, যুগান্তকালীন সূর্য্য স্বরূপ মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর রূপ কর জালে সংশপ্তক সমুদ্র শুষ্ক করিয়া কৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয়কালে ধূমকেতু উত্থিত হইয়া সমস্ত প্রাণী দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি অস্ত্রতেজে কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণ সহস্র সহস্র শরে তাড়িত হইয়া-আলুলিত কেশে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্তনাদ, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি লোক পার্থ শরে আহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। বীরবর অর্জ্জুন যোদ্ধাদিগের নিয়ম স্মরণ করিয়া উত্থিত, নিপতিত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিলেন না।

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক শত্রুঞ্জয়াদি কর্ণভ্রাতৃবধ

কৌরবগণ প্রায় সকলেই বিস্মিত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া হাহাকার ও কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; মহারথ কর্ণ তৎকালে, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন না; এক্ষণে শরণার্থী কৌরবগণের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হইও না বলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ কবিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় প্রদীপ্ত শাসন ধারী, শাণিত শরনিকর সম্পন্ন কর্ণের শর জাল শর সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন। কর্ণও তাঁহার শর সকল শর নিকরে নিবারণ ও শরবর্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি তিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের শর নিবারণ করিয়া তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তিন বীরের কার্ম্মক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নায়ুধ সেই সকল বীর নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই আশীবিষ সদৃশ মহাবের্গসম্পন্ন শক্তি সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া মহাবেগে কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিল। কর্ণ তিন তিন শরে সেই সমস্ত শক্তি ছেদন করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিলেন। পরে ছয় শরে শত্রুঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া ভল্লাস্ত্রে বিপাটের মস্তক ছেদন করিলেন। এই রূপে কর্ণের তিন ভ্রাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে ও কর্ণের সম্মুখে একমাত্র অর্জ্জুনের হস্তেই বিনষ্ট হইলেন।

উভয়পক্ষের ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ

অনন্তর ভীমসেন পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ দ্বারা কর্ণপক্ষ পঞ্চদশ বীরকে বিনাশ করিলেন; পরে পুনরায় রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মক গ্রহণ করিয়া দশ শরে কর্ণকে এবং পঞ্চ শরে সারথী ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ ও ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রবর্ম্মা ও নিষধ দেশীয় বৃহৎক্ষত্রকে আহত এবং রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মক গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টিশরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; পরে ভল্লাস্ত্রে উঁহার কার্ম্মক ছেদন করিয়া পুনরায় তিন বাণে তাঁহার

ভুজযুগল ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও জয়দ্রথ সাত্যকিরূপ মহাসাগরে নিমজ্জমান কর্ণকে উদ্ধার করিলেন; তাহার শত শত পদাতি অশ্ব ও হস্তী নিতান্ত ভীত হইয়া তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষ বীরগণের বিনাশার্থ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই জীবন নিরপেক্ষ হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

পদাতি, রথী, হস্তী ও অশ্বগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোথাও হস্তী সকল রথী ও পদাতির সহিত রথী সকল হস্তী পদাতি ও অশ্বের সহিত এবং রথী ও পদাতিগণ রথী ও হস্তীর সহিত, কোথাও বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত হস্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদাতিগণ মাংসাশী পশুগণের হর্ষসূচক যমরাজ্য বিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী কর্ত্তৃক বহুসংখ্য হস্তী, রথ, পদাতি ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইল; কোথাও হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, রথী কর্ত্তৃক রথী, অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি, কোথাও বা রথী কর্ত্তৃক হস্তী, হস্তী কর্ত্তৃক অশ্ব ও অশ্ব কর্ত্তৃক মনুষ্য ছিন্নজিহ, ভয়দশন গলিতনয়ন, মথিতকবচ ও বিগতভূষণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীষণদর্শন মাতঙ্গগণ বহু শস্ত্র সম্পন্ন শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহত, অশ্ব ও গজচরণে তাড়িত, রথনেমি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত, ক্ষিতি তলে প্রোথিত ও সাতিশয় সমাকুল হইয়া বিনষ্ট হইল। এইরূপে পক্ষী, শ্বাপদ ও রাক্ষসদিগের আহ্লাদকর, অতি ভয়ঙ্কয় জনক্ষয় উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ একান্ত কুপিত হইয়া বলপূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করত সমরক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং শোণিতসিক্ত ও সাতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ বীর পুরুষেরা মৃদু পদ সঞ্চারে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

সংশপ্তকবধ পর্ব্ব সমাপ্ত

৩৩তম অধ্যায়

অভিমন্যুবধপর্ব্বাধ্যায় - দুর্য্যোধন খোদক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অমিতবলশালী অর্জ্জুনের প্রভাবে আমাদিগের সৈন্য সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, দ্রোণের অভিলাষ নিষ্ফল ও যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত হইলে যুদ্ধনির্জ্জিত, বর্মশূন্য ধূলিধূষরিত সমরজয়ী বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সাতিশয় হাস্যাস্পদ কৌরবগণ উদ্বিগ্নমনে দশদিক্ অবলোকন করত দ্রোণের অনুমতিক্রমে সমর অবহার করিয়া অর্জ্জুনের অসংখ্য গুণগ্রামের প্রশংসা ও তাঁহার সহিত কৃষ্ণের সাখ্যভাব শ্রবণে চিন্তা ও মৌন ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অভিশপ্তের ন্যায় অব স্থন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রভাতকালে শত্রুর উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনায়মান ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রণয় ও অভিমান সহকারে যোদ্ধাদিগের সমক্ষে দ্রোণকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আমরা আপনার বধ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছি; কেন না আপনি যুধিষ্ঠিরকে সমীপস্থ দেখিয়া আজিও গ্রহণ করিলেন না। আপনি যাহাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিবেন, সে আপনার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, যদি দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাঁহাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও সে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আপনি অগ্রে প্রসন্ন মনে আমাকে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছেন; কিন্তু আর্য্য ব্যক্তিরা কদাচ ভক্তজনের আশা ভঙ্গ করেন না।

দ্রোণের আশ্বাসবাণী - চক্রব্যূহ রচনা

তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিরন্তর যত্নবান্ রহিয়াছি; আমাকে কদাচ ঐরূপ জ্ঞান করিও না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণও অর্জ্জুন রক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যে স্থানে বিশ্বস্রষ্টা জনার্দ্দন বিরাজমান আছেন এবং অর্জ্জুন সেনাপতি হইয়াছেন, সে স্থলে ভগবান শূলপাণি ব্যতিরেকে আর কাহার বল ফলোপধায়ক হইতে পারে? আজি আমি সত্যই কহিতেছি, পাণ্ডবদিগের মধ্যে বীর প্রবর এক মহারথকে নিপাতিত এবং দেবগণেরও দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ প্রস্তুত করিব; কখনই ইহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে কোন উপায় দ্বারা অর্জ্জুনকে ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে অপনীত কর। যুদ্ধে তাহার অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই; সে নানা স্থান হইতে সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছে।

আচার্য্য দ্রোণ এইরূপ আদেশ করিলে সংশপ্তকগণ পুনরায় অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে লাগিল। সুতরাং সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাদৃশ যুদ্ধ কখন কাহার শ্রবণ বা নয়নগোচর হয় নাই। এ দিকে আচার্য্য দ্রোণ চক্র ব্যূহ রচনা করিলেন। উহা তপনশীল মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অভিমন্যু জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ বারংবার ভেদ করিলেন। পরে তিনি অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন ও সহস্র সহস্র বীর নিপাতন পূর্ব্বক ছয় বীরের সহিত সমরে ব্যাপৃত ও

দুঃশাসনপুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পাণ্ডবগণ শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর অবহার করিলাম।

অভিমন্যু বধ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখপ্রকাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পুরুষসিংহ অর্জ্জুনের আত্মজ অপ্রাপ্তযৌবন অভিমন্যু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য লোলুপ বীরেরা বালকের উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, ধর্ম্ম কর্তারা সেই ক্ষত্র ধর্ম্ম কি নিদারুণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার পক্ষীয় বীরেরা নিতান্ত সুখী, নির্ভীকের ন্যায় বিচরণশীল, বালক অভিমন্যুকে কি প্রকারে বিনাশ করিল? আর অভিমন্যু রথ সৈন্য সংহার করিবার বাসনায় যেরূপ রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কুমার অভিমন্যু সৈন্য সংহারার্থ যেরূপে রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন, জয়লাভাভিলাষী দুর্নিবার বীর সমুদায় যে রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিলেন এবং তৃণ, গুল্ম ও পাদপ সমাচ্ছন্ন অরণ্যমধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত বনবাসীদিগের ন্যায় আপনার পক্ষীয় বীরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন।

৩৪তম অধ্যায়
বিস্তৃতরূপে অভিমন্যু-বধ বৃত্তান্ত বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ যুদ্ধে সাতিশয় ভীমকর্ম্মা ও দেবগণেরও দুরধিগম্য এবং তাঁহারা যে একান্ত শ্রমশীল, তাহাও তাঁহাদিগের কর্ম্ম দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির সত্ত্ব, কর্ম্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশ ও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সতত সত্যধর্ম্ম নিরত ও দান্ত। তিনি ব্রাহ্মণপূজা প্রভৃতি গুণসমুহে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বর্গ-ভোগ করিতেছেন। যুগান্তকালীন অন্তক, জামদগ্ন্য ও রথস্থ ভীমসেন এই তিনজন সমকক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুনের উপমা পৃথিবীতে নাই। গুরুভক্তি, মন্ত্র রক্ষণ, নিপুণতা, বিনয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অনুকৃতি ও শূরতা এই ছয় গুণ নকুলে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সহদেব শ্রুত, গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য, সত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের সদৃশ। কৃষ্ণে ও পঞ্চপাণ্ডবে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সকল গুণ একমাত্র অভিমন্যুতে লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, কৃষ্ণের চরিত্র, ভীমসেনের কার্য্য, অর্জ্জুনের রূপ, বিক্রম ও শাস্ত্র জ্ঞান এবং সহদেব ও নকুলের বিনয়ের উপমা নাই।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্জ্জয় অভিমন্যু কিরূপে রণস্থলে বিনষ্ট হইল, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধ - পাণ্ড কৌরব সময়

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি দুঃসহ শোক সম্বরণ করিয়া সুস্থির হউন; আমি আপনার বন্ধু বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া তন্মধ্যে দেবরাজ তুল্য মহীপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন। উহার দ্বারদেশে সূর্য্যসঙ্কাশ রাজকুমারগণ সন্নিবেশিত হইলেন। তৎকালে সমুদয় রাজতনয় একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই রক্ত পতাকা পরিশোভিত, হেমহার বিভূষিত, চন্দন ও অগুরুচর্চিত, রক্তবিভূষণ সম্পন্ন, সূক্ষরক্তাম্বরধারী, মাল্যদামমণ্ডিত, সুবর্ণ খচিত ধ্বজদণ্ডে শোভিত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ। সেই দশ সহস্র রাজপুত্র একত্র সমবেত হইয়া সমরাভিলাষে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পরস্পর সমদুঃখ-সুখ, সমসাহস ও হিতানুষ্ঠান নিরত হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষণকে অগ্রসর করত পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেতচ্ছত্রে ও চামরে উদয়মান দিবাকরের ন্যায়, পুরন্দর সদৃশ শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্রোণাধিকৃত সেনামুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সৈন্যমধ্যে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থান করিলেন। অমর সদৃশ আপনার ত্রিংশৎ তনয় অশ্বত্থামাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সিন্ধুরাজের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্যূতবেদী গান্ধাররাজ শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা সিন্ধুরাজের পার্শ্বে শোভমান হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষ বীরগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।”

৩৫তম অধ্যায়
দ্রোণাক্রমণে ভীমসেনাদির অকৃতকার্য্যতা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! অনন্তর ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, চেকিতন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিশুপাল নন্দন, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ ও যুধামন্যু, মহাবীর্য্য কৈকেয়গণ, শত সহস্র সৃঞ্জয় এবং অন্যান্য যুদ্ধর্ম্মদ সানুচর বীরবর্গ যুদ্ধার্থী হইয়া সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সন্নিহিত বীরগণকে শরবর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। যেমন প্রবল জলপ্রবাহ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, যেমন সাগর সকল বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষ বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ফলত পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণচাপ-বিনিঃসৃত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দ্রোণাচার্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেন। আমরা তখন দ্রোণের অদ্ভুত ভুজবল অবলোকন করিতে লাগিলাম।

চক্রব্যূহ ভেদার্থ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্রোণকে নিবারণ করা অন্যের অসাধ্য বিবেচনা করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবসম অমিততেজাঃ অভিমন্যুর উপর দুর্ব্বহ ভার

সমর্পণ করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমরা কিরূপে চক্রব্যূহ ভেদ করিব, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না; এক্ষণে অর্জ্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি এইরূপ অনুষ্ঠান কর। তুমি, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন তোমরা চারি জনই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ, এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি আর নয়নগোচর হইতেছে না। এক্ষণে পিতৃগণ, মাতুলগণ, সৈন্যগণ তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইহাদিগকে বর প্রদান কর। তুমি অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণসৈন্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হও; নতুবা ধনঞ্জয় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে।

যুদ্ধার্থ দ্রোণানুসরণে অভিমন্যুর আগ্রহ

অভিমন্যু কহিলেন, আর্য্য! আমি পিতৃগণের জয়লাভার্থী হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্যের সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর সৈন্যসাগরে অবগাহন করিব। আপনি আমাকে দ্রোণ সৈন্য বিনাশে আদেশ করিলেন; কিন্তু আমি কোন বিপদাবহ কার্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহ করি না। রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি সৈন্য ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশ দ্বার প্রস্তুত কর; তুমি তথায় গমন করিলে আমরা তোমার অনুগমন করিব। তুমি যুদ্ধে অর্জ্জুনতুল্য, তোমাকে সমরে প্রেরণ করিয়া আমরা চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করত তোমারই অনুগমন করিব। ভীম কহিলেন, বৎস! তুমি এক বার যে ব্যূহ ভেদ করিবে, আমরা তথায় সমুপস্থিত হইয়া বারংবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরদিগকে বিনষ্ট করিব।

অভিমন্যু কহিলেন, আর্য্য! যেমন পতঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমি নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিব। আজি আমি মাতৃ-পিতৃ-কুলের হিতকর কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব; মাতুল ও পিতার প্রিয়কার্য্য অবশ্যই সংসাধন করিব। এক্ষণে সমস্ত প্রাণী এক মাত্র শিশুর হস্তে শত্রু সৈন্য সকল বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিবেন। যদি কেহ আজি আমার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও অর্জ্জুনের ঔরসে সঞ্জাত নই। যদি আমি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় মণ্ডলকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনাকে অর্জ্জুনের আত্মজ বলিয়া স্বীকার করিব না।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি আজি সাধ্য, রুদ্র ও দেবকল্প, মহাবল পরাক্রান্ত, বস, হুতাশন ও আদিত্য সম বিক্রমশালী, মহাবীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণসৈন্য বিনাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি; অতএব তোমার বল বর্দ্ধিত হউক। মহাবীর অভিমন্যু রাজা যুধিষ্ঠিরের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুমিত্র! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালন কর।

৩৬তম অধ্যায়

অভিমন্যুর দ্রোণাভিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! অভিমন্যু চালাও চালাও বলিয়া সারথিকে বারংবার আদেশ করিলে সারথি সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ

আপনার উপর গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। দ্রোণাচার্য্য কার্য্যকুশল ও দিব্যাস্ত্রে সুনিপুণ; আপনি নিরন্তর সুখসম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তখন অভিমন্যু হাস্য করিয়া কহিলেন, হে সারথি! ক্ষত্রিয়গণ ও দ্রোণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ পরিবৃত, ঐরাবত সমারূঢ়, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিব; আজি ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার কিছু মাত্র বিস্ময় নাই। এই সমস্ত শত্রুসৈন্য আমার ষোড়শভাগের উপযুক্ত হইতেছে না; অধিক কি, বিশ্ব বিজয়ী মাতুল ও পিতার সহিত সমর করিতেও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয় না। অভিমন্যু এই রূপে সারথির বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, সূত! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে গমন কর ।

অনন্তর সারথি অতিশয় অসন্তুষ্ট মনে ত্রিবর্ষবয়স্ক সুবর্ণমণ্ডিত অশ্বগণকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে চালন করিল। মহাবেগ পরাক্রমশালী অশ্বসকল সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইল। কৌরবগণ অভিমন্যুকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; এ দিকে পাণ্ডবেরাও অভিমন্যুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন সিংহশাবক হস্তিযূথ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ণিকারলাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ডশালী, সুবর্ণ বর্ম্মসমলঙ্কৃত অভিমন্যু যুদ্ধার্থী হইয়া নির্ভীকের ন্যায় দ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন।

অভিমন্যুর চক্রব্যূহপ্রবেশ - শত্রুসংহার

তখন কৌরবগণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া অভিমন্যুকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীর আবর্ত্ত সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল তুমুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরস্পর প্রহরণশীল বীরগণের অতি ভীষণ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণের সমক্ষে ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি সকল মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যুকে শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট ও বীর বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। বীরগণ নানা প্রকার বাক্যধ্বনি, সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোটন, গভীর গর্জ্জন, হুঙ্কার, থাক থাক শব্দ, ঘোরতর হলাহল রব, ‘গমন করিও না, আমার নিকট অবস্থান কর, আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি’, এই রূপ কোলাহল, করিবৃংহিত, ভূষণ-শিঞ্জিত, হাস্য ও অশ্বের খুরধ্বনি দ্বারা ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অভিম তাঁহাদিগকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ম্মভেদী শরনিকরে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা বিবিধ লক্ষণ-লাঞ্ছিত শরজালে বিনষ্ট হইয়া শলভের হুতাশনপ্রবেশের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন রণস্থল তাঁহাদিগের অবয়বে কুশ সংস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীরন্যায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অভিমন্যু গোধাচর্ম্মবিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, শর, শরাসন, অসি, চর্ম্ম, অঙ্কুশ, অভীষু, তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশঙ্খ, কুন্ত, কচগ্রহ, মুগদর, ক্ষেপণীয়, পাশ, উপল, কেয়ুর ও অঙ্গদে সুশোভিত মনোহর গন্ধানুলিপ্ত সহস্র সহস্র করযুগল ছেদন করিলেন। বিহগরাজচ্ছিন্ন, পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় শোণিতলিপ্ত করনিকরে সমর ভূমি সুশোভিত হইতে লাগিল। যে

সকল মস্তক মনোহর নাসা, আনন ও কেশ কলাপে সুশোভিত, সুচারু কুণ্ডল, মাল্য, মুকুট, উষ্ণীষ, মণি ও রত্নে বিরাজিত, বিনাল-নলিনের ন্যায় আকার ও চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ব্রণশুন্য যাহা রোষবশত ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া রহিয়াছে; যাহা হইতে রুধির ধারা বিনিঃসৃত হইতেছে; জীবনকালে যাহা হিতকর ও প্রীতিকর বাক্য কহিত, অভিমন্যু অরাতিগণের সেই সুগন্ধময় মস্তকসমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধর্ব্ব নগরাকার যে সকল রথ ঈষামুখ, বিচিত্রবেণু ও দণ্ডে যথাবিধি সুসজ্জিত ছিল, অভিমন্যুর শরনিকরে তাহার রথী সকল বিনষ্ট, জঙ্ঘা, অজ্ঘি, নাসা, দর্শন, চক্র, উপস্কর ও উপস্থ-সকল ছেদিত, উপকরণ সকল ভগ্ন, আস্তরণ সকল নিক্ষিপ্ত, পরিশেষে রথ সকলও খণ্ড খণ্ড হইল। অনন্তর তিনি পতাকা, অঙ্কুশ ও ধ্বজ সম্পন্ন, তৃণ বর্মধারী শত্রুপক্ষ গজারোহী, গজ ও পাদরক্ষকদিগকে গ্রীবা বন্ধন রঞ্জু, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দশনাগ্রভাগের সহিত নিশিত শরনিকরে ছেদন করিলেন। বনায়ুজ কাম্বোজ, বাহ্লীক ও পার্ব্বতীয়, স্থির পুচ্ছ, স্থির কর্ণ, স্থির নেত্র, বেগশালী যে সকল অশ্ব শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসযোধী সুশিক্ষিত যোদ্ধৃগণে সমারূঢ় ছিল, তাহাদিগের মুকুট ও চামর বিনষ্ট, জিহ্বা ও নয়ন ছিন্ন, অস্ত্র ও যকৃৎ নিষ্কাশিত, আরোহিগণ নিহত এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম নিকর্ত্তিত হইল। তাহারা মল, মূত্র ও রুধিরাধারায় পরিপ্লুত ও গতজীবন হইয়া ক্রব্যাদগণের প্রমোদবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

যেমন ভগবান্ শূলপাণি ঘোরতর অসুর বল সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর সদৃশ অচিন্ত্যপ্রভাব একাকী অভিমন্যু ঈদৃশ অতি দুষ্কর কার্য্য সমাধান করিয়া অঙ্গত্রয়সম্পন্ন আপনার সৈন্য সমুদায় বিমর্দ্দিত ও পদাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কার্ত্তিকেয় যেমন আসুরী সেনা নিহত করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ একমাত্র অভিমন্যু কৌরব সৈন্যগণকে নিহত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পক্ষীয় বীরগণ ও আপনার পুত্রগণ দশদিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; নয়ন যুগল নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; কলেবর কণ্টকিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। তখন তাঁহার শত্রু পরাজয়ে একান্ত উৎসাহশূন্য ও পলায়নে সমুৎসুক হইয়া জীবিতাভিলাষে গোত্র ও নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান, নিহত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও সম্বন্ধীদিগকে পরিত্যাগ এবং করী ও তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া সত্বরে প্রস্থান করিলেন।

৩৭তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনাদির সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন অভিমন্যুর শরে স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান দেখিয়া যোদ্ধাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে দুর্য্যোধনের অনুসরণ কর; অভিমন্যু আমাদিগের সমক্ষে বীরগণকে বিনাশ করিতেছে; এক্ষণে তোমরা ভয় পবিত্যাগ পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হও এবং কৌরবগণকে পরিত্রাণ কর। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সমরবিজয়ী সুহৃদগণ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভীত মনে দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন। পরে

দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল ও পৌরব বৃষসেন অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুকে নিবারিত ও বিমোহিত করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিলেন। অভিমন্যু আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন গ্রাসের ন্যায় এই ব্যাপার সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং শরজালে অশ্ব, সারথী ও মহারথদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ আমিষলোলুপ সিংহ সদৃশ অভিমন্যুর সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া রথসমূহে তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক বিবিধ লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত শর জাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে অন্তরীক্ষেই সেই সমস্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। তখন এই ব্যাপার নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ রোষপরবশ হইয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুকে বিনাশ করিবার মানসে আশীবিষ সদৃশ শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। অভিমন্যু একাকী বেলার ন্যায় বিক্ষোভিত সমুদ্র সদৃশ সেই বল সমুদায় ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত উভয় পক্ষের কেহই রণস্থল হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তখন দুঃসহ নয়, দুশাসন দ্বাদশ, কৃপাচার্য্য তিন, দ্রোণ সপ্তদশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্ম্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ ছয়, শকুনি দুই ও রাজা দুর্য্যোধন তিন শরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে মহাপ্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন।

অভিমন্যু-রনে কর্ণ-শল্যাদির ত্রাস

দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ অভিমন্যুকে এইরূপ ভরপ্রদর্শন করিলেও তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভ্যাসকৃত বল প্রদর্শনপূর্ব্বক বিনতানন্দন গরুড় ও অনিলতুল্যবেগশালী, সারথির আদেশানুবর্ত্তী অশ্ব দ্বারা ত্বরমাণ অশ্মকেশ্বরকে নিবারণ করিলেন। শ্রীমান অশ্মকেশ্বর অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া থাক থাক বলিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে মহাবীর অভিমন্যু সহাস্যমুখে দশ শরে তাঁহার সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, বাহুযুগল, ধনু ও মস্তক পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন অশ্মকেশ্বরের সৈন্য সমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, গান্ধাররাজ শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদি, প্রতর্দন, বৃন্দারক, ললিথ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুর্য্যোধন ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু শরনিকরে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া কর্ণের প্রতি বর্ম্ম ও কায়ভেদী এক শর সন্ধান করিলেন। সেই শর কর্ণের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে পন্নগ-প্রবেশের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সেই নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূকম্পকালীন অচলের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অভিমন্যু একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য নিশিত শরত্রয়ে দীর্ঘলোচন, সুষেণ ও কুণ্ডভেদিকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহার প্রতি পঞ্চ বিংশতি নারাচ, অশ্বত্থামা বিংশতি শর ও কৃতবর্ম্মা সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যগণ শরাচিতকলেবর, নিতান্ত ক্রুদ্ধ, অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যু পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিল। মহাবীর অভিমন্যু সন্নিহিত শল্যকে

শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক আক্রোশ করিতে লাগিলেন। শল্য মর্ম্ম ভেদী শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে নিশণ্ন ও বিমোহিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ, শল্যকে শরবিদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া সিংহপীড়িত মৃগের ন্যায় দ্রোণাচার্যের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দেবতা, চারণ, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং অবনিতল গত ভূত সমুদায় সামরিক যশে অভিমন্যুকে অর্চনা করিতে আরম্ভ করিলে তিনি হুতহুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

৩৮তম অধ্যায়

অভিমন্যুরণে শল্য ভ্রাতৃ বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এইরূপে মহাধনুর্দ্ধরগণকে বিমর্দ্দন করিতেছে দেখিয়া আমাদের কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে নিবারণ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনকুমার যেরূপে দ্রোণ সংরক্ষিত রথ সৈন্য ভেদ করিবার মানসে সমর ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন্। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমন্যুর শরে নিত্যন্ত ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে বাণ নিক্ষেপ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লঘুহস্ত মহাবীর অর্জ্জুনতনয় নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া এককালে তাঁহার মস্তক, হস্ত, পাদ, চারি অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, ত্রিবেণু, তল্প, চক্র, যুগ, ঈষা, তূণীর, অনুকর্ষ, পতাকা ও অন্যান্য রথোপকরণ এবং দুই জন চক্রগোপ্তা ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে নয়ন গোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর শল্যানুজ এইরূপে অর্জ্জুনতুনয়ের শরেনিহত হইয়া প্রবল বায়ুবেগ সংরুগ্ন মহা শৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তত্রস্থ সমস্ত লোক অর্জ্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া উচ্চস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অভিমন্যু আক্রমণকারী শল্যসৈন্য পরাজয়

এইরূপে শল্যের অনুজ নিহত হইলে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্যগণ অর্জ্জুনতনকে স্ব স্ব কুল, অধিবাস ও নাম শ্রবণ করাইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। উহারা কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা পাদচারে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর বাণ শব্দ, রথনেমি-নিস্বন, হুঙ্কার, সিংহনাদ, জ্যা নিস্বন, তলধ্বনি ও গর্জ্জন করত অদ্য জীবিতাবস্থায় আমাদের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না বলিয়া অভিমন্যুকে তজ্জন করিতে লাগিল। মহা বীর অভিমন্যু তাহাদের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন ও তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অগ্রে প্রহার করিল, তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বিচিত্র অস্ত্র লাঘব প্রদর্শন করিবার মানসে মৃদুতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র সমুদায় অবিকল তাঁহাদের উভয়ের ন্যায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমরকালে তাঁহার বাণ সন্ধান ও বাণ নিক্ষেপের কিছু মাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না। ঐ মহাবীরের চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত চাপমণ্ডল শরৎকালীন সুদীপ্ত

সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। উহার জ্যা-নির্ঘোষ ও তলশব্দ বর্ষাকালীন পয়োধর বিনির্ম্মুক্ত অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইল। খ্রীমান্, অমর্ষী, মানকৃৎ, প্রিয়দর্শন অভিমন্যু বীরগণের মানরক্ষার্থ বাণ ও অস্ত্র দ্বারা মৃদুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন ভগবান্ ভাস্কর বর্ষাকাল অতীত হইলে প্রখর হইয়া উঠেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় প্রথমে মৃদু হইয়া ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণতা অবলম্বন পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, রুক্মপুঙ্খ, বিচিত্র শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সহস্র সহস্র ক্ষুর, বৎসদণ্ড, বিপাঠ, অর্দ্ধচন্দ্র সন্নিভ নারাচ, ভল্ল ও অঞ্জলিক দ্বারা দ্রোণের সমক্ষে রথসৈন্যকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনতনয়ের ভীষণ শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমরে বিমুখ হইতে লাগিলেন।

৩৯তম অধ্যায়

অভিমন্যু-মুঃশাসন যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে আমার পুত্রের সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছে শুনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে। এক্ষণে অসুরগণের সহিত কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রামের ন্যায় কৌরবগণের সহিত অভিমন্যুর সংগ্রাম সবিস্তারে কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অভিমন্যু একাকী যে বহুসংখ্য বীরগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় সবিস্তারে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রথারূঢ় মহাবীর অভিমন্যু উৎসাহ সহকারে সমরোৎসাহী অরাতি নিপাতন কৌরব পক্ষ রথিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমরাঙ্গনে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করত দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজ, বৃহদ্বল দুর্য্যোধন, সৌমদত্তি, শকুনি, অন্যান্য বহু সংখ্যক নৃপতি ও নৃপতি তনয় এবং সৈন্যগণকে সরে শরবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার লঘুচারিত্ব প্রযুক্ত তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষ সৈন্যগণ অমিততেজা অভিমন্যুর এইরূপ অসামান্য সমরদক্ষতা সন্দর্শন করিয়া একান্ত বিত্রাসিতও প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

তখন প্রতাপশালী মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর অসাধারণ পরাক্রম সন্দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল লোচন হইয়া দুর্য্যোধনের মর্ম্ম বিঘট্টিত করিয়াই যেন কৃপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভদ্র! ঐ দেখ, মহাবীর সুভদ্রাতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও অন্যান্য বান্ধব সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগণকে সন্তোষিত করত পাণ্ডবগণের অগ্রে গমন করিতেছে। আমার মতে, উহার সমান সমরবিশারদ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সমুদায় কৌরবসৈন্য সংহার করিতে পারে কিন্তু কি নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে না, বলিতে পারি না।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণ, বাহ্লিক, দুঃশাসন, শল্য ও অন্যান্য ভূপতিগণকে কহিতে লাগিলেন; হে ভূপগণ! দেখ, সমুদায় ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণ মোহবশত অর্জ্জুনতনয়কে নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে,

আচার্য্য বধোদ্যত হইয়া সংগ্রাম করিলে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, উহার নিকট যমেরও নিস্তার নাই কিন্তু অর্জ্জুন উহার শিষ্য; শিষ্য, পুত্র ও তাহাদের ধার্মিক অপত্য, নিতান্ত স্নেহের ভাজন হয় বলিয়াই আচার্য্য অভিমন্যুকে রক্ষা করিতেছেন। অর্জ্জুননন্দন দ্রোণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনাকে বীর্য্যবান্ বোধ করিতেছে; অতএব সেই পৌরুষাভিমানী মূঢ়কে শীঘ্র সংহার কর।

বীরগণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধচিত্তে অভিমন্যুকে নিধন করিবার বাসনায় সত্বরে দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দুঃশাসন দর্পসহকারে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! যেমন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করে, তদ্রূপ আজি আমি সমুদায় পাঞ্চাল ও পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষে অভিমন্যুকে সংহার করিব। তখন মহাভিমানী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আমার হস্তে অভিমন্যুর নিধন বার্তা শ্রবণ করিলে অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে; পরে পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রগণও কৃষ্ণা অর্জ্জুনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে জড়ের ন্যায় অসমর্থ হইয়া এক দিনে কৃতান্তের করাল কবলে, নিপতিত হইবে; সন্দেহ নাই। হে কুরুরাজ! এইরূপে এক অভিমন্যু নিহত হইলে তোমার সমুদায় শত্রু নিহত হইবে; অতএব আমার মঙ্গল চিন্তা কর; আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিতেছি।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুঃশাসন এই বলিয়া উচ্চস্বরে ধ্বনি করত ক্রোধভরে অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যুও তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে সেই রথশিক্ষা বিশারদ বীরদ্বয় রথ দ্বারা সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মণ্ডলালাকারে বিচরণ পূর্ব্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে তুমুল পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রচক, মহানক, ঝর্ঝর ও ভেরী ধ্বনি এবং সাগর- নিনাদসদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

৪০তম অধ্যায়
দুঃশাসন পরাজয়

হে মহারাজ। শরবিক্ষতগাত্র মহাবীর অভিমন্যু গর্বিত বচনে স্বীয় অমিত্র মহাবীর দুঃশাসনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৃথাক্রোধপরায়ণ, অধর্ম্মনিরত, বীরাভিমানী পুরুষ! অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সংগ্রামে তোমাকে নয়নগোচর করিতেছি; তুমি যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভা মধ্যে কটুক্তিদ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কোপিত করিয়াছিলে এবং কপটদূত আশ্রয় পূর্ব্বক বলমদে মত্ত হইয়া মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য বলিয়াছিলে, আজি তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। অরে দুর্ম্মতি! আজি অবিলম্বেই পরবিত্তাপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, অজ্ঞানতা, দ্রোহ, অত্যাহিত এবং আমার গুরুগণের রাজ্য হরণ প্রভৃতি অধর্ম্মের ফল লাভ করিবে। আমি সমরে সৈন্যগণ সমক্ষে শরনিকর দ্বারা অতি সত্বরে তোমাকে শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধপরায়ণ দ্রুপদত্মজা ও অমর্ষ পরবশ মহাবীর বৃকোদরের নিকট আত্মণ্য লাভ

করিব। যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর; তবে আমার নিকট কখনই তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এইরূপে তর্জ্জন করিয়া দুঃশাসনের বিনাশের নিমিত্ত কাল, অগ্নি ও অনিলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত সায়ক দুঃশাসনের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া সর্পের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় পুঙ্খের সহিত ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় দুঃশাসনকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু দুঃশাসন অভিমন্যুর শরে গাঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে শয়ান ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন সারথি তাঁহাকে অচেতন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে সংগ্রাম স্থল হইতে অপসৃত করিলে সমুদায় পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ এবং বিরাট দুঃশাসনকে দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষ সৈন্যগণ সমর-পরিতুষ্ট হইয়া নানাবিধ বাদ্যবাদন করত বিস্মিত-চিত্তে প্রধান শত্রু দুঃশাসনের পরাজয়কারী মহাবীর অভিমন্যুর বিক্রম দেখিতে লাগিল। ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি লক্ষিত ধ্বজ-বিভূষিত স্যন্দনে সমারূঢ় মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণ, মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কৈকয়, ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার মানসে সত্বরে ধাবমান হইলেন। তখন সমরে অপরাঙ্মুখ জয়াভিলাষী উভয়পক্ষ বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

কর্ণের সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ

এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হইলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন, অঙ্গরাজ! ঐ দেখ, আদিত্য তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর দুঃশাসন সমরে শত্রু সৈন্যগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণ মহাবল সিংহের ন্যায় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনতনয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে।

হে মহারাজ। তখন আপনার পুত্রের পরম হিতকারী মহাবীর কর্ণ ক্রোধান্বিত চিত্তে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমুদায় দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুচরগণের উপর তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণসমীপে গমনাভিলাষী মহামতি অর্জ্জুনতনয় সত্বরে ত্রিসপ্ততিশরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষ রথিশ্রেষ্ঠদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই মহাবীর পুরন্দর-পৌত্রকে দ্রোণসমীপগমনে বিরত করিতে পারিলেন না। তখন সমুদায় ধনুর্দ্ধর অপেক্ষা অভিমানী জয়াভিলাষী পরশুরামের শিষ্য মহাবীর কর্ণ শত শত উত্তম অস্ত্রে অভিমন্যুকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত অমর সদৃশ অর্জ্জুনতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি শিলাশিত আনতপর্ব্ব বহুসংখ্য ভল্ল দ্বারা শূরগণের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন এবং শরাসন বিনির্মুক্ত আশীবিসন্নিভ শরনিকরে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব সমুদায় ও সারথিকে ছেদন করিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুর উপর সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে সেই সকল শর সহ্য করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক

ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় কার্ম্মক সমুদ্যত করিয়া সত্বরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও তাহাদের অনুচরবর্গ কর্ণের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার, বাদিত্রবাদন ও অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৪১তম অধ্যায়
অভিমন্যুরণে কর্ণ পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! কর্ণের ভ্রাতা বারংবার গর্জ্জন ও শরাসনজ্যা বিকর্ষণপূর্ব্বক সত্বর অভিমন্যু ও কর্ণের রথের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দশবাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যুকে ও তাহার সারথিকে ছত্র, ধ্বজ ও অশ্বের সহিত বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু স্বীয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় অমানুষ কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে পীড়িত হইলেন দেখিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাবীর অভিমন্যু দর্পসহকারে এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুশর-নিহত ভ্রাতাকে বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে নিপতিত কণিকারের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণকে সমরবিমুখ করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত শরনিকরনিক্ষেপ করত অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ চতুরঙ্গ কৌরব সৈন্যগণকে ক্রোধভরে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ অভিমন্যুর শরনিকরে সমাহত ও ব্যথিত হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন; সৈন্যগণ তদ্দর্শনে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বারিধারা ও শলভনিকর সদৃশ মহাবীর অভিমন্যুর শরসমূহে গগন মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কৌরবপক্ষ সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল। কেবল মহাবীর সিন্ধুরাজ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শঙ্খবাদনপূর্ব্বক কৌরবসৈন্য মধ্যে নিপতিত হইয়া কক্ষদহী দহনের ন্যায় বাণানলে শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে সংহার করিয়া ভূতল কবন্ধময় করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবন রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া স্বপক্ষগণকেই সংহার করিতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয় বিক্ষিপ্ত বিষম বিপাঠ সকল রথ, নাগ ও অশ্ব সমুদায় নিধন করিয়া ধরাতলে পতিত হইল। আয়ুধ, অঙ্গুলিত্রাণ, গদা ও অঙ্গ সমবেত, হেমাভরণভূষিত সহস্র সহস্র ছিন্ন বাহু এবং অসংখ্য সায়ক, শরাসন, খড়্গ, নরকলেবর ও মাল্য কুণ্ডল সনাথ নরমস্তক সকল ধরা তলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্যভূষণভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম্ম ও শর সমুদায় এবং অসংখ্য মৃত ক্ষত্রিয়, মৃত গজ ও মৃত তুরঙ্গ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল ক্ষণকাল মধ্যে অগম্য ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। বধ্যমান রাজপুত্র সকল পরস্পর ক্রন্দন

করিতে আরম্ভ করিলে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভয়াবহ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অসংখ্য শত্রু সৈন্য এবং রথ, অশ্ব ও গজ সমুদায় সংহার করত কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের কক্ষদহনের ন্যায় অরাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগমনসম্ভূত প্রভূত পার্থিব ধুলি সমুত্থিত হওয়াতে আমরা তৎকালে সেই অসংখ্য গজ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ নাশক মহবীর অভিমন্যুকে নয়নগোচর করিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর অর্জ্জুনতনয় মধ্যাহ্ন কালীন ভাস্করের ন্যায় অরাতিগণকে তাপিত করত সৈন্য মধ্যে দৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।"

৪২তম অধ্যায়

জয়দ্রথকর্ত্তৃক চক্রব্যূহ রক্ষা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পরম-সুখোচিত, বাহুবলদর্পিত সমর কুশল বালক অর্জ্জুনতনয় ত্রিহায়ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিবার বাসনায় সমর সাগরে অবগাহন করিলে পাণ্ডব সৈন্যগণের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাবীর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন নকুল, সহদেব, মৎস্যদেশীয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কৈকয় ও ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি অভিমন্যুর আত্মীয়গণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুসরণ ক্রমে সমরে ধাবমান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষ বীরগণকে সমরে ধাবমান অবলোকন করিয়া রণে পরাঙ্মুখ হইল। তখন আপনার জামাতা উগ্রধন্বা মহাতেজস্বী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার মানসে দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ পূর্ব্বক পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে নিবারণ করিয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় সমর স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথের শিববরপ্রাপ্তি প্রসঙ্গ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবাহু জয়দ্রথ একাকী পুত্ররক্ষাভিলাষী, অতিক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিয়া সমরে অতিভার বহন করিয়াছেন; আমি জয়দ্রথের বলবীর্য্য অদ্ভূত জ্ঞান করিতেছি তুমি সবিস্তরে তাঁহার সমর-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। মহাবীর সিন্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, একাকী রোষপরবশ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যৎকালে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকে পরাজয় করেন; মহাবীর জয়দ্রথ সেই অভিমানে নিতান্ত দুঃখিতমনে প্রিয় ভোগ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত এবং ক্ষুৎ-পিপাসা ও আতপ-ক্লেশ সহ্য করিয়া নিতান্ত কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত কলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান এবং বেদোচ্চারণপূর্ব্বক বর লাভার্থ দেবাধিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথ জয়দ্রথের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় কহিতে

লাগিলেন, হে জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সিন্ধুরাজ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবদেব! আমি যেন আপনার বর প্রভাবে একাকী রথারূঢ় হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পাণ্ডবকে নিবারিত করিতে পারি। প্রমথনাথ কহিলেন, হে সিন্ধু রাজ! আমি বর প্রদান করিতেছি, তুমি অর্জ্জুন ব্যতীত আর চারিজন পাণ্ডবকে নিবারণ করিতে পারিবে। জয়দ্রথ মহাদেবের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া জাগরিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সিন্ধুরাজ মহাদেবের সেই বরপ্রভাবে ও দিব্যাস্ত্রবলে একাকী পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারিত করিলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি-শ্রবণে শত্রুপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কৌরব-সৈন্যগণ আহ্লাদিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ জয়দ্রথের উপর সমরের সমুদয় ভার সমর্পিত দেখিয়া সাহসপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।”

৪৩তম অধ্যায়

জয়দ্রথসহ যুদ্ধে পাণ্ডব পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনি আমাকে সিন্ধুরাজের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব তিনি যেরূপে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি গন্ধর্ব্ব নগর সদৃশ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, বায়ুবেগগামী সারথির বশংবদ প্রকাণ্ড সিন্ধুদেশীয় অশ্ব সমুদয়ে যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রথের উপরিভাগে রজতময় বরাহকেতু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ শ্বেত ছত্র, পতাকা ও ব্যজনাদি রাজচিহ্ন দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ তারাপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার লৌহময় বরূথ মুক্তা, হীরা, মণি ও স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর জয়দ্রথ মহাচাপ বিস্ফারণপূর্ব্বক অসংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া অভিমন্যু-বিদারিত ব্যূহ পূরিত করিলেন এবং সাত্যকিকে তিন, ভীমকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে যষ্টি, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে দশ, যুধিষ্ঠিরকে সপ্ততি, কৈকয়গণকে পঞ্চবিংশতি ও দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য বীগণকে অসংখ্য শর হইতে লাগিল। প্রতাপশালী মহাবীর ধর্ম্মনন্দন হাসিতে হাসিতে নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক জয়দ্রথের শরাসন ছেদন করিলে সমর বিশারদ সিন্ধুরাজ নিমেষ মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দশ ও অন্যান্য বীরগণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর জয়দ্রথের সমর লাঘব অবগত হইয়া সত্বরে তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধুপতি অবিলম্বে অন্য শাসনে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমের কেতু, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে মহাবাহু বৃকোদর সেই হতাশ্ব রথ হইতে সত্বরে অবতরণ পূর্ব্বক, সিংহ যেমন পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করে তদ্রূপ সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ জয়দ্রথের সেই কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া উচ্চ স্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ একাকী ক্রোধপরবশ পাণ্ডব সমুদায়কে অস্ত্র প্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর অভিমন্যু যোদ্ধাদিগের সহিত কৌরবপক্ষ অসংখ্য হস্তী সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, এক্ষণে মহাবীর সিন্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে সেই পথনিরোধ করিলেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কৈকয় ও পাণ্ডবগণ বহু যত্ন সহকারে জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে বিপক্ষ পক্ষ যে যে বীর দ্রোণের সৈন্যগণকে ভেদ করিতে চেষ্টা করিল, মহাবাহু জয়দ্রথ বর প্রভাবে তৎসমুদায়কেই নিবারণ করিলেন।

৪৪তম অধ্যায়
অভিমন্যুশরে বসাতীয় বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! জয়লাভার্থী পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কর্ত্তৃক এইরূপে নিরুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজস্বী অভিমন্যু সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া মকর বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে কৌরবপক্ষ বীরগণ প্রাধান্যক্রমে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের দারুণ সম্মর্দ্দ হইতে লাগিল। কুরুবীরগণ নিরবচ্ছিন্ন শরনিকর বর্ষণ করিয়া রথসমূহ দ্বারা অভিমন্যুকে রুদ্ধ করিলে অভিমন্যু বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ ও কার্ম্মকচ্ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। বায়ুবেগগামী অশ্বগণ সহসা বৃষসেনকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে অভিমন্যুর সারথিও রথ লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। মহা রথগণ হৃষ্ট চিত্তে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর বসাতীয় রোষাবিস্ট সিংহসদৃশ অভিমন্যুকে শরনিকরে শত্রু বিমর্দ্দনপূর্ব্বক নিকটে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া ষষ্টিশরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং কহিলেন, 'হে বীর! আমি জীবিত থাকিতে কদাচ তুমি জীবিতাবস্থায় আমার হস্ত গহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তখন সুভদ্রা নন্দন অভিমন্যু শরসমূহে সেই লৌহময় বর্ম্মধারী বসাতীয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। বসাতীয়কে গতাসু দেখিয়া নানা প্রকার কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত কৌরব পক্ষ ক্ষত্রিয়গণ অভিমন্যুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। এই যুদ্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শর, শরাসন, শরীর ও মাল্যদামমণ্ডিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ছেদন করিলেন। খড়্গ, অঙ্গুলিত্রাণ, পট্টিশ ও পরশু সম্পন্ন, সুবর্ণাভরণভূষিত, ছিন্ন, হস্ত সকল ইতস্তত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মাল্যদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধ্বজদণ্ড, বর্ম্ম, চর্ম্ম, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড, বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন চক্র, ভগ্ন যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্নরথ ও হস্তী দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। রণস্থল মহাবল পরাক্রান্ত নানা জনপদের অধীশ্বর জয়াভিলাষী নিহত ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ও অতি ভীষণ

হইয়া উঠিল। যখন অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে দিক বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার রূপ আর কাহারও নয়নগোচর হইল না; কেবল কাঞ্চন বর্ম্ম, আভরণ, কার্ম্মক ও শরনিকর নেত্রগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অভিমন্যু যখন দিবাকরের ন্যায় সমর মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক শরজালে যোদ্ধাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না।

৪৫তম অধ্যায়
অভিমন্যু কর্ত্তৃক শল্যপুত্র রুক্মরথ বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! যেমন প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কৃতান্ত সমস্ত ভূতের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সুররাজ সমবিক্রম অভিমন্যু বীরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য সকল আলোড়িত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। পরে যেমন সমুদ্ধত শার্দ্দল মৃগকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যশ্রবাকে গ্রহণ করিলেন; অনন্তর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথগণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান

হইলেন এবং আমিই সর্ব্বাগ্রে, আমিই সর্ব্বাগ্রে এই বলিয়া স্পর্ধা পূর্ব্বক অভিমন্যু বিনাশের অভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন সাগর মধ্যে তিমি ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু ধাবমান ক্ষত্রিয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নদী সকল সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুর সন্নিহিত সৈন্যগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। তখন কৌরব সেনা মহাগ্রাহ গৃহীতের ন্যায়, বায়ুবেগ ক্ষুভিত ঘূর্ণায়মান সাগরস্থিত নৌকার ন্যায় নিতান্ত ভয়বিহবল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নির্ভীক মদ্রেশ্বরতনয় রুক্মরথ, সন্ত্রস্ত সৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি জীবিত থাকিতে অভিমন্যু কি করিবে? আমি উহাকে জীবন্ত গ্রহণ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি এই বলিয়া সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তিন বাণে তাঁহার বক্ষ স্থল, তিন বাণে দক্ষিণ বাহু ও তিন বাণে বাম বাহু বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরাসন, বাহু যুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ভ্রূসুশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ক্ষিতিতলে নিপাতিত করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ শল্যতনয় রুক্মরথের প্রিয়বয়স্য সুবর্ণখচিত ধ্বজশালী রাজকুমারগণ তাঁহাকে বিনষ্ট দেখিয়া তালপ্রমাণ কার্ম্মুক আকর্ষণ ও শর-বর্ষণপূর্ব্বক অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। শিক্ষাবলসম্পন্ন তরুণবয়স্ক একান্ত অমর্ষণস্বভাব বীরগণ শরনিকরে অভিমন্যুকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অভিমন্যু শমনসদনে গমন করিয়াছেন বোধ করিলেন। রাজকুমারগণ নানা লক্ষ্মণ লাঞ্ছিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে নিমেষমধ্যে অভিমন্যুকে দৃষ্টিপথের অতীত করিলেন। আমরা রথ, ধ্বজদণ্ড, তাঁহার সারথি ও তাঁহারে শলভসমাচ্ছন্নের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন অভিমন্যু তোদনদণ্ডপীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মায়াজাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্ব হইতে ঐ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র বিপক্ষেরা বিমোহিত হইল। অভিমন্যু ক্ষিপ্র হস্তে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলাতচক্রের ন্যায় কখন এক, কখন শত, কখন বা সহস্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথ চালন ও অস্ত্র মায়া দ্বারা মহীপালগণকে

বিমোহিত করিয়া তাঁহাদের কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। জীবগণের জীবন নিশিত শরনিকরে নির্গত হইয়া পরলোকে গমন করিল এবং দেহ পৃথিবীতে নিপতিত রহিল। অনন্তর অভিমন্যু নিশিত ভল্লে কতকগুলি রাজপুত্রের কার্ম্মুক, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদ সমলঙ্কৃত বাহু ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন। যেমন পঞ্চবর্ষীয়, ফলসম্পন্ন, আম্র কানন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ এক শত রাজপুত্র অভিমন্যু শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ আশীবিষ সঙ্কাশ, সুখোচিত, রাজকুমারগণকে এক মাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল এবং তাঁহাকে রথী, কুঞ্জর, অশ্ব ও পদাতি সকল বিমর্দ্দিত করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। উভয়ের অসম্পূর্ণ সংগ্রাম ক্ষণকালের নিমিত্ত তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন।”

৪৬তম অধ্যায়
অভিমন্যুরণে দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! তুমি অনেক ব্যক্তির সহিত একের তুমুল সংগ্রাম ও জয়লাভ কীর্ত্তন করিতেছ। এক্ষণে তাহার বিক্রম বিশ্বাসের অযোগ্য ও নিতান্ত অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতেছে; কিন্তু যাঁহাদিগের ধর্ম্মই আশ্রয়, তাঁহাদের এইরূপ বিক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে এক শত রাজপুত্র নিহত ও দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে আমার পক্ষ বীরগণ অভিমন্যুর সহিত কিরূপ আচরণ করিলেন।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনার পক্ষ বীরগণের মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়নযুগল চঞ্চল, গাত্র কন্টকিত ও অনবরত স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা বিজয় লাভে নিতান্ত উৎসাহশূন্য হইয়া পলায়নে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তী ও অশ্বদিগকে ত্বরান্বিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও সৌবল তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিমুখ প্রায় করিলে সুখভোগ প্রবৃদ্ধ, বালকতা ও দর্পবশতঃ নির্ভয়, মহাতেজা লক্ষ্মণ একাকী অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল রাজা দুর্য্যোধন লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণ দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যেমন বারিধারা পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা অভিমন্যুর উপর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে অভিমন্যু সমীরণের অম্বুদ মন্থনের ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মত্ত মাতঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু পিতৃসমীপবর্ত্তী, উদ্যতকার্ম্মুক, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কুবেরপুত্রসদৃশ, প্রিয়দর্শন মহাবীর লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মণ নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর বক্ষস্থল ও বাহু দ্বয়ে প্রহার করিলে অভিমন্যু দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ!

তোমারে পরলোক গমন করিতে হইবে; এই সময় সুন্দর রূপে ইহলোক সন্দর্শন কর; আমি তোমার বান্ধবগণ সমক্ষেই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করির। এই বলিয়া তিনি নির্ম্মোকমুক্ত উরগসদৃশ এক ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের নাসাবংশ সুশোভিত, ভ্রূযুগলোপেত, কেশকসাপ ও কুণ্ডলসমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিল।

ক্রাথপুত্র বধ - কৌরব পলায়ন

সকলে লক্ষ্মণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; রাজা দুর্য্যোধন উচ্চস্বরে ক্ষত্রিয়গণকে কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা অভিমন্যু সংহার কর। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় জন রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন। অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাঙ্মুখ করিয়া মহাবেগে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষাদগণ এবং মহাবল পরাক্রান্ত ক্রাথপুত্র গজসৈন্য দ্বারা তাঁহার পথ রোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্যু দুর্দ্ধর্ষ করিবল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, সমীরণ নভোমণ্ডলে জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। পরে ক্রাথপুত্র শরনিকরে অভিমন্যুরে নিবারণ করিলে দ্রোণ প্রভৃতি রথী সকল পুনরায় আগমন করিয়া দিব্যাস্ত্র জাল বিস্তার পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু শরজালে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শরে তাহার ছত্র ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে কুল, শীল, শ্রুত, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবলসম্পন্ন ক্রাথপুত্রকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বীরগণ সমরে পরাঙ্মুখপ্রায় হইলেন।

৪৭তম অধ্যায়

বীরবর বৃক্ষারক বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুলানুরূপ কার্য্যকারী ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট তরুণ অপলায়ী অভিমন্যু ত্রিহায়ণ, বলবান, কুলীন অশ্বগণকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যেন নভোমণ্ডলে সন্তরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার পক্ষ ক্ষিতিপালগণকে নিশিত শরনিকরে পরাঙ্মুখ করিলে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন। সৈন্যগণ জয়দ্রথের প্রতি গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অন্যান্য বীরগণ তালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অভিমন্যুর উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু সেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বীরগণকে শরনিকরে স্তম্ভিত করিয়া পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, বিংশতি শরে বৃহদ্বলকে, অশীতিশরে কৃতবর্ম্মাকে, যষ্টি শরে কৃপকে এবং আকর্ণাকৃষ্ট রুক্মপুঙ্খ মহাবেগগামী দশ শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর বিপক্ষগণ মধ্যে পীত,

নিশিত, কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন; পরে কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণি-সারথিদ্বয় ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দশ শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন।

অশ্বত্থামার সহিত অভিমন্যুযুদ্ধ - বৃহদ্বল বধ

অনন্তর তিনি আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কৌরবকুলের কীর্ত্তিবর্ধন বৃক্ষারক নামে মহাবীরকে বধ করিলেন। অভিমন্যু নির্ভীকের ন্যায় প্রধান প্রধান কৌরব বীরকে নিপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তিনিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে অবিলম্বে শাণিত শরনিকরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ যষ্টি শরে মৈনাক পর্ব্বতোপম অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সুবর্ণপুঙ্খ দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল দ্রোণাচার্য্য এক শত শর, পিতৃ রক্ষার্থী অশ্বত্থামা ষষ্টিশর, কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ ভল্ল, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ভল্ল এবং শারদ্বত দশ ভল্ল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দশ দশ শরে প্রহার করিলেন। কোশলরাজ কর্ণি অস্ত্রে তাঁহার হৃদয় দেশে আঘাত করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, কার্ম্মুক, সারথি ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলরাজ বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিবার অভিলাষ করিলেন। অভিমন্যু শর দ্বারা কোশলাধি পতি বৃহদ্বলের হৃদয় বিদ্ধ করিবামাত্র তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন অশুভবাক্যপ্রযোক্তা খড়্গকার্ম্মুকধারী দশ সহস্র ভূপাল রণে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলকে নিহত ও শরনিকরে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৪৮তম অধ্যায়
অশ্বকেতুপ্রমুখ মাগধগণের বধসাধন

সঞ্জয় বললেন, "হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণের কর্ণ দেশে সুশাণিত কণিক নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার গাত্রে পঞ্চাশত শর নিক্ষেপ করিলেন মহাবাহু কর্ণ অভিমন্যুর শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ কিরতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন কর্ণের শরে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর বিষম শরনিকরে কর্ণের ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হওয়াতে তাঁহারও অপূর্ব্ব শোভা হইল। ঐ দুই মহাবীরই পরস্পরের শরে বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্যু কর্ণের ছয় জন মহাবল পরাক্রান্ত সচিবের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ছয় বাণে মাগধের পুত্রকে সংহার করিয়া যুবা অশ্বকেতুকে অশ্বগণ ও সারথির সহিত শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষুর দ্বারা কুঞ্জরকেতু মাত্তিকাবতদেশীয় ভোজকে সংহার

করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু দুঃশাসনতনয় চারি বাণে অভিমন্যুর চারি অশ্ব ও এক বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসনতনয়ের শরাঘাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া রোষাক্ত নয়নে উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দুঃশাসনতনয়! তোমার পিতা নিতান্ত কাপুরুষ; তিনি সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই যুদ্ধে আমার হস্তে কদাপি পরিত্রাণ পাইবে না।

অভিমন্যু কর্ত্তৃক চন্দ্রকেতুপ্রমুখ বীরগণ বধ

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসন পুত্রকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মকার-পরিমার্জিত নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহাবাহু অশ্বত্থামা সত্বরে তিন তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অশ্বত্থামাকে প্রহার না করিয়া শল্যের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ সত্বরে অভিমন্যুর বক্ষস্থলে গৃধ্রপক্ষযুক্ত নয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সমর বিশারদ অর্জ্জুন নন্দন সত্বরে শল্যের শরাসন ছেদন এবং উভয় পার্ষ্ণি সারথিকে সংহার করিয়া তাঁহাকে ছয় অয়োময় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রথে আরূঢ় হইলেন। সমর নিপুণ অর্জ্জুনতনয় শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সুর্য্যভাম এই পাঁচ বীরকে সংহার করিয়া শকুনিকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবলনন্দন অভিমন্যুকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে সকলে একত্র হইয়াই অর্জ্জুনতনয়কে সংহার করা কর্ত্তব্য; নচেৎ অভিমন্যু এক এক করিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে; অতএব দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতির সহিত উহার বধোপায় চিন্তা কর।

অভিমন্যু-বধমন্ত্রণা

অনন্তর মহাপ্রতাপশালী কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! অবিলম্বে অভিমন্যুর বধোপায় বলুন; নচেৎ অর্জ্জুনতনয় আমাদের সকলকেই সংহার করিবে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সমুদায় কৌরব পক্ষ বীরগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কি এপর্য্যন্ত অর্জ্জুনতনয়ের অণুমাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? অর্জ্জুনতনয়ের লঘুচারিত্ব অবলোকন কর; অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু চারি দিক্ ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি উহার কিছু মাত্র অবকাশ লক্ষিত হইতেছে না। ঐ মহাবীর এত শীঘ্র শর সন্ধান ও পরিত্যাগ করিতেছে যে, রথোপরি কেবল উহার চাপ মণ্ডল লক্ষিত হইতেছে। অরাতি নিপাতন মহাবীর সুভদ্রাতনয় শরজালে আমাকে একান্ত ব্যথিত ও মোহিত করিয়াও সন্তুষ্ট করিতেছে। কৌরব পক্ষ মহারথগণ ক্রোধ পরবশ হইয়াও উহার যে অণুমাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহাতে আমার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ক্ষিপ্রহস্তে শর দ্বারা দশ দিক্ সমাবৃত করাতে গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন হইতে উহার কিছু মাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে না।

তখন মহাবাহু কর্ণ অর্জ্জুনতনয়ের শরে আহত হইয়া পুনরায় দ্রোণকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন! বীরগণের সমর পরিত্যাগ করা উচিত নয় বলিয়া আমি অভিমন্যুর শরে নিতান্ত

নিপীড়িত হইয়াও এ স্থানে অবস্থান করিতেছি। ঐ মহাতেজা অর্জ্জুনকুমারের পাবক সদৃশ পরম দারুণ শরনিকরে আমার হৃদয় বিদলিত হইতেছে।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে রাধেয়! মহাবীর অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। আমি উহার পিতাকে কবচ ধারণে সুশিক্ষিত করিয়াছি; ঐ বীরও তাঁহার নিকট তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতিশয় যত্ন সহকারে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া উহার ধনু, জ্যা, অশ্ব, সারথি ও উভয় পার্ষ্ণিসারথিকে অনায়াসে ছেদন করা যাইতে পারে; অতএব যদি সমর্থ হও, তবে উহার শরাসন প্রভৃতি ছেদন করিয়া উহাকে সমরবিমুখ কর; পশ্চাৎ সংগ্রাম করিও। যতক্ষণ উহার করে শরাসন থাকিবে, ততক্ষণ উহাকে পরাজয় করা সমুদায় দেব ও অসুরগণেরও সাধ্য নহে। অতএব যদি উহাকে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে উহাকে বিরথ ও শরাসনশূন্য কর।

ছয় মহারথী কর্ত্তৃক অভিমন্যু আক্রমণ

মহাবীর কর্ণ দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর সত্বরে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ভোজ তাঁহার অশ্ব সমুদায় ও কৃপ তাঁহার পার্ষ্ণিসারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন। অন্যান্য বীরগণ তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই করুণরসশূন্য ছয় মহা রথ সত্বরে এক কালে একাকী বালক অভিমন্যুকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ছিন্নশরাসন রথবিহীন অর্জ্জুন তনয় স্বীয় বীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করত খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক আকাশ মার্গে সমুত্থিত হইয়া মহাবেগে কৌশিকাদি গতি দ্বারা গরুড়ের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রন্ধ্রদর্শনতৎপর মহাধনুর্দ্ধরগণ এই অভিমন্যু অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে মনে করিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া তাঁহাকে বাণ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; অরাতি নিপাতন মহাবীর দ্রোণ সত্বরে তাঁহার খড়্গের মণিময় মুষ্টিদেশে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদন করিলেন এবং কর্ণ শাণিত শরনিকরে তাঁহার চর্ম্ম ছেদন করিলেন। এইরূপে অসি, চর্ম্ম ও বাণ সমুদায় ছিন্ন হইলে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররেণু সমুজ্জ্বল কলেবর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে বাসুদেবের অনুকরণ করত সাতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিলেন। তৎকালে অমিততেজা, সিংহনাদকারী, বীরগণ মধ্যস্থিত মহাবীর অভিমন্যুর দেহ হইতে শোণিত বিনির্গত হইয়া বস্ত্র রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি দ্বারা ললাট ফলক কুটিল হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা হইল।”

৪৯তম অধ্যায়

কালিকেয়প্রমুখ সৌবল বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সুভদ্রানন্দকর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ করিয়া সমরে দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তাঁহার কেশকলাপ বায়ুবেগে উদ্ধত হইতে

লাগিল এবং আয়ুধপ্রধান চক্র উদ্যত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; তখন তিনি দুঃসমীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। ভূপতিগণ তাঁহার সেই অলৌকিক রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণনন্দন প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় সেই অভিমন্যুর গদা অবলোকন করিয়া রথোপস্থ হইতে তিন লম্ফে পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় গদা দ্বারা তাঁহার অশ্ব সমুদায় এবং পার্ষ্ণি-সারথিদ্বয়কে সংহার করিয়া বীরগণের শরনিকরে বিদ্ধগাত্র হইয়া শল্লকীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিলেন। পরে সুবলনন্দন কালিকেয়কে নিহত করিয়া তাঁহার অনুচর সপ্তসপ্ততি গান্ধারকে নিহত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবসাতীয় দশ রথী এবং কৈকয়দিগের সাত রথী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া গদা দ্বারা দুঃশাসনতনয়ের রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দুঃশাসনতনয় ক্রোধভরে ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে মহাদেব ও অন্ধক যেমন পরস্পরের উপর গদাঘাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অভিমন্যু ও দুঃশাসনতনয় পরস্পরকে সংহার করিবার বাসনায় পরস্পরের প্রতি গদাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় গদাযুদ্ধ করত পরস্পর গদাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া নিপতিত ইন্দ্রধ্বজ দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন কুরুকুল কীর্ত্তিবর্ধন মহাবীর দুঃশাসনতনয় সত্বরে অগ্রে সমুত্থিত হইয়া উত্তিষ্ঠমান মহাবাহু অর্জ্জুনতনয়ের মস্তকে গদাঘাত করিলেন। অরাতিকুলনিপাতন মহাবীর অভিমন্যু দুঃশাসননন্দনের দারুণ গদাঘাত ও সমরপরিশ্রমে মোহিত এবং অচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় একাকী অরাতিপক্ষ সমুদায় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পরিশেষে বহুসংখ্য শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পদ্মবনপ্রমাথী ব্যাধগণের হস্তে নিহত বনগজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন আপনার পক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ সমরাঙ্গনে নিপতিত মহাবীর অর্জ্জুনতনয়কে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং দাবদহনানন্তর নিদাঘকালীন প্রশান্ত পাবকের ন্যায়, অস্তগত আদিত্যের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, শুষ্কসাগরের ন্যায়, তরুশৃঙ্গ মর্দ্দনানন্তর নিবৃত্ত সমীরণের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রনিভানন, কাকপক্ষে আবৃতনেত্র সেই অভিমন্যুকে ভূতলে পতিত দেখিয়া পরমাহ্লাদসহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষ বীরগণের নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় গগনচর ভূতগণ অভিমন্যুকে আকাশচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল যে, মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ ছয় জন মহারথ এই বালককে সংহার করিয়াছেন, ইহা আমাদের মতে নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত এবং রুধিরসংপ্লুত রুক্মপুঙ্খ শরনিকর, বীরগণের কুণ্ডল শোভিত মস্তক, বিচিত্র উষ্ণীষ, পতাকা, চামর, চিত্র কম্বল, উত্তম আয়ুধ, রথ, অশ্ব ও গজগণের অলঙ্কার, নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ নিশিত খড়্গ, শরাসন, ছিন্ন শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন ও অন্যান্য আয়ুধ সমুদায় ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ভূমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অর্জ্জুনতনয়ের শরে ভূতলে নিপতিত শোণিতদিগ্ধাঙ্গ আরোহী সমবেত নির্জীব ও শ্বাসাবশিষ্ট অশ্ব সমুদায়ে রণস্থল বন্ধুর হইয়া উঠিল। মহামাত্র, অঙ্কুশ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও কেতু সমবেত শরনিহত পর্ব্বতাকার গজ সকল, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধা সমবেত প্রক্ষুভিত হ্রদ সদৃশ রথ সমুদায় এবং বিবিধায়ুধধারী পদাতি সমুদায়ে রণস্থল ভীরুজনভয়াবহ ঘোররূপ ধারণ করিল।

হে মহারাজ। এইরূপে অপ্রাপ্তবয়স্ক মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সমরভূতলে নিপতিত হইলে কৌরব পক্ষ বীরগণের আনন্দ ও পাণ্ডব পক্ষদিগের বিষাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডব সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনতনয়ের নিধন-নিবন্ধন বীরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ! সমর বিশারদ মহাবাহু অভিমন্যু সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া শত্রু হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে; তোমরা স্থির হও; ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; আমরা অবিলম্বে শত্রুগণকে পরাজয় করিব। কৃষ্ণার্জ্জুনসমপ্রভাব মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সমরে আশীবিষ সদৃশ রাজপুত্রগণ, দশ সহস্র সৈন্য, মহারথ কৌশল্য বৃহদ্বল এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই। ঐ মহাবীর অগ্রে ঐ সমুদায় শত্রু পক্ষদিগকে নিধন করিয়া পশ্চাৎ শত্রুহস্তে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই ইন্দ্র ভবনে বা অন্য কোন পুণ্যনির্জ্জিত পবিত্র সনাতন স্থানে গমন করিয়াছে। সেই পুণ্যাত্মার নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নয়। মহাতেজা মহারাজ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সেই সমুদায় দুঃখিত সৈন্যগণের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন।

৫০তম অধ্যায়
উভয়পক্ষের সমরবিশ্রাম

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন! আমরা এই রূপে শত্রু পক্ষ বীরশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধিরোক্ষিত কলেবরে সায়ংকালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্ মরীচিমালী রক্তোৎপল তুল্য কলেবর ধারণপূর্ব্বক অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনীরসন্ধি সমুপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে অশিব শিবানিনাদ হইতে লাগিল। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর উৎকৃষ্ট অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, চর্ম্ম ও অলঙ্কার সমুদায়ের প্রভা হরণপূর্ব্বক আকাশ ও ভূমণ্ডল যেন একাকার করিয়াই স্বীয় প্রিয় কলেবর পাবক-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় আমরা ও আমাদের বিপক্ষগণ, আমরা উভয় পক্ষই সমর ব্যায়ামে বিমোহিত প্রায় হইয়া সংগ্রাম স্থল অবলোকন করত মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, রণভূমি বজ্রাহত অভ্রংলিহাগ্র অচল শৃঙ্গ সদৃশ, পতাকা অঙ্কুশ বর্ম্ম ও সাদি-সমবেত নিপতিত মাতঙ্গনিকরে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং রথী, যন্ত্রী, বিভূষণ, অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতুবিহীন চূর্ণিত প্রকাণ্ড রথ সমূহে শোভা পাইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, শত্রুগণ শরনিকরে সেই সকল রথের প্রাণ নাশ করিয়াছে। বীরগণের শর নিকরে সাদি-সমভিব্যাহারে নিহত, মহার্হ ভূষণ বিভূষিত, বিবিধ রথাশ্বসমুদায় বিস্ফারিতলোচন, বিনির্গতন্ত্র ও বহিস্কৃত জিহ্বাদর্শন হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকাতে রণভূমি ঘোররূপ

ধারণ করিয়াছে। মহামূল্য চর্ম্ম, আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শস্ত্রে বিভূষিত, মহার্ঘ শয়নোচিত মহাবীরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরবর্গের সহিত অনাথের ন্যায় ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। বিকটাকার শৃগাল, কুকুর, কাক, বক, সুপর্ণ, বৃক, তরক্ষু, রক্তপায়ী পক্ষি, রাক্ষস ও পিশাচগণ হৃষ্টচিত্তে রণনিহত প্রাণিগণের চর্ম্মভেদ করিয়া রুধির, বসা, মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষসগণ শবসমুদায় আকর্ষণ কয়িয়া হাস্য করিতেছে।

হে মহারাজ! সমর ক্ষেত্রে বীরগণ কর্ত্তৃক দুস্তর বৈতরণীর ন্যায় অতি ভীষণ শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। রথ সকল উহার উড়ুপস্বরূপ, হস্তিগণ পর্ব্বত স্বরূপ, মনুষ্যগণের মস্তক সমুদায় উৎপল স্বরূপ, মাংস কর্দ্দমস্বরূপ ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র মালা স্বরূপ শোভা পাইল। উহাতে অসংখ্য প্রাণিগণের শরীর ভাসিতে লাগিল। বিকট দর্শন ভয়াবহ পিশাচ, শৃগাল, কুকুর ও পিশিতাশন পক্ষিগণ পরমানন্দে ঐ নদীতে পান ভোজনপূর্ব্বক ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ সায়ংকালে বিধ্বস্তভূষণ শক্রসদৃশ রণনিহত মহাবীর অভিমন্যুকে হব্যবিহীন যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া যমরাজ্যবর্দ্ধন, নৃত্য পরায়ণ কবন্ধকুলসঙ্কুল, ভীম দর্শন সমরভূমি ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

৫১তম অধ্যায়
অভিমন্যুবধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে রথযুথপতি মহাবীর অভিমন্যু সমরে নিপতিত হইলে পাণ্ডব পক্ষ বীর সমুদায় রথ, কবচ ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে অভিমন্যুকে চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃপুত্র নিধনে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হায়! মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রিয়চিকীর্ষায় ব্যূহ ভেদপূর্ব্বক সিংহ যেমন গোগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার প্রভাবে মহাধনুর্দ্ধর, সমর দুর্ম্মদ, অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ, বিপক্ষ পক্ষ বীরগণ রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে, যে মহাবীর আমাদের প্রধান শত্রু দুঃশাসনকে সংগ্রামে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিসংজ্ঞ ও বিমুখ করিয়াছে এবং অনায়াসে দ্রোণসৈন্যরূপ মহাসাগর পার হইয়াছে, সেই সমর বিশারদ অভিমন্যু দুঃশাসনতনয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া শমন সদনে গমন করিল! আজি আমি কি রূপে পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় ও পুত্রের অদর্শনে একান্ত কাতরা সুভদ্রাকে অবলোকন করিব! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এ স্থানে আগমন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব! আমিই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয়লাভ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার মানসে এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি! লুব্ধ ব্যক্তি কদাপি দোষ জানিতে পারে না; লোভ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়া এই মহৎ অনিষ্টপাত অবলোকন করিতে সমর্থ হই নাই। যে সুকুমার কুমারকে ভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ প্রদান করা উচিত, আমরা তাহার উপরেই সংগ্রামের প্রধান ভার সমর্পণ করিয়াছিলাম। সৎ স্বভাব সম্পন্ন অশ্ব যেমন বিষম

সঙ্কটে পতিত হইলে তাহার মঙ্গল হয় না, তদ্রূপ সমরানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুর এই বিষম সঙ্কটে কি রূপে মঙ্গল হইবে?

যাহা হউক, অদ্য আমরা ক্রোধ প্রদীপ্ত অর্জ্জুনের দীন নয়নানলে দগ্ধ হইয়া অভিমন্যুর সহিত ভূতলে শয়ন করিব। যে অর্জ্জুন নিতান্ত অলুব্ধ, মতিমান, লজ্জাশীল, ক্ষমাশালী, রূপবান্, মানপ্রদ, সত্যপন্নয়ণ, ধীরপ্রকৃতি ও মহাবল পরাক্রান্ত; পণ্ডিতগণ যাঁহার উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করেন; যে মহাবীর হিরণ্যপুরবাসী, ইন্দ্রশত্রু নিবাতকবচ ও কালকেয়গণকে নিহত করিয়াছেন; যিনি চক্ষুর নিমেষমাত্রে পুলোমনন্দনগণকে সগণে নিধন করিয়াছেন এবং যিনি শরণাগত শত্রুগণকেও অভয় প্রদান করেন, আজি আমরা সেই অর্জ্জুনের পুত্রকে নিদারুণ কৌরব সৈন্যের ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না! মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রবধে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই কৌরবগণকে সংহার করিবেন এবং ক্ষুদ্রসহায় ক্ষুদ্রাশয় স্বপক্ষ ক্ষয়কারী দুরাত্মা দুর্য্যোধনও আত্মীয়গণের নিধন দর্শনে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন অর্জ্জুনতনয়কে সংগ্রামস্থলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আজি, আমাদের জয় লাভ, রাজ্য লাভ বা সুরলোক প্রাপ্তি কিছুই প্রীতিজনক বলিয়া বোধ হইতেছে না।

৫২তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরসমীপে ব্যাসের আগমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিলপমান ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভ্রাতৃপুত্র বধজনিত শোকাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন বালক অভিমন্যু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল; ইত্যবসরে বহুসংখ্য অধার্মিক মহারথ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিয়াছে। আমি অতি মনুকে কহিয়াছিলাম, তুমি আমাদিগের সমর প্রবেশের দ্বার প্রস্তুত কর। অভিমন্যু আমার বাক্যে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম; কিন্তু জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল। যুদ্ধজীবী পুরুষেরা তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু বিপক্ষেরা যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছে, উহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই। আমি তন্নিমিত্ত সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকবাষ্পে নিতান্ত সমাকুল হইতেছি; এই বিষয় বারংবার চিন্তা করিয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

ভগবান্ ব্যাস শোকবেগসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ! তোমার সদৃশ মহাত্মারা বিপদে কদাচ বিমোহিত হন না। অভিমন্যু বালকের অসদৃশ কার্য্যানুষ্ঠান ও বহুসংখ্য শত্রু হনন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে; মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।"

ব্যাসকর্ত্তৃক মৃত্যুৎপত্তি-কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে মহাত্মন্! এই সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়া ধরাতলে সৈন্য মধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী এবং কেহ কেহ বায়ুবেগ তুল্য বলবান্। ইঁহারা পরস্পর সংগ্রাম করিয়াই নিহত হইয়াছেন। সংগ্রাম স্থলে ইঁহাদিগকে সংহার করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই। পরস্পরকে পরাজয় করিবার বাসনাই ইঁহাদের হৃদয়ে সতত জাগরূক ছিল। এক্ষণে ইঁহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সমুদায় ভীমবিক্রম ভূপতিগণ নিহত হওয়াতে অদ্য মৃত্যু এই শব্দের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। ইঁহারা এক্ষণে নিশ্চেষ্ট নিরভিমান ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়াছেন। হে মহর্ষে! এই নিহত ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া আমার এই সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা প্রজাগণকে সংহার করে? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

অনন্তর ভগবান্ ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে রাজা অকম্পনের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন; আমি জানি রাজা অকম্পনও নিতান্ত দুর্বিষহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি মৃত্যুর উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি স্নেহবন্ধনজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। হে বৎস! এই পুরাবৃত্ত বেদা ধ্যয়নের ন্যায় ফলপ্রদ, পবিত্র, অরি বিনাশক, মঙ্গলেরও মঙ্গল, বন্য, আয়ুষ্কর, শোক নাশক ও পুষ্টিবর্দ্ধন; আপনি ইহা শ্রবণ করুন। আয়ুষ্মন্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ লাভার্থী দ্বিজগণ এই উপাখ্যান প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালে শ্রবণ করিবেন।

অকম্পন নৃপতির পুত্রশোককথা

পুর্ব্বকালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রণস্থলে শত্রুগণের বশবর্তী হইলেন এবং নারায়ণ তুল্য বলবান, শ্রীমান, শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী, দেবরাজ সদৃশ হরি নামে তাহার এক পুত্রও রণস্থলে শত্রুগণে পরিবৃত হইয়া হস্তী ও বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ এবং অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া সৈন্য মধ্যে নিহত হইলেন। রাজা অকম্পন পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে দিবা রাত্রি শোক একান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাহার পুত্র বিনাশজনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন। রাজা অকম্পন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে অর্চনাপূর্ব্বক শত্রুগণের জয়লাভ ও আপনার পুত্রের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শত্রুগণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার বল, বীর্য্য ও পৌরুষই বা কি রূপ? আমি ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

অকম্পন-নারদ সংবাদ

বরদ নারদ তাঁহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোক বিনাশন এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যে রূপ শ্রবণ করিয়াছি,

আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান কমলযোনি প্রথমে প্রজা সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর এই বিশ্ব বিনষ্ট হইতেছে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সৃষ্টি সংহার বিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহার রোষপ্রভাবে আকাশ হইতে এক অগ্নি সমুত্থিত হইল। উহা সংসারস্থ দেশ সমস্ত ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এই রূপে ক্রোধভরে সকলকে বিত্রাসিত করত ভগবান্ ব্রহ্মা জ্বালা সমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ডল ভস্মসাৎ করিলেন; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনষ্ট হইল।

অনন্তর জটাজূটমণ্ডিত ভূপতি ভগবান্ ভবানীপতি পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা লোকের হিতকামনায় সমাগত ভূতপতিকে দেখিয়া তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে বল, তোমার কি রূপ মনোরথ সফল করিতে হইবে; আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিব।

৫৩তম অধ্যায়

সৃষ্টিসংহারবিষয়ে রুদ্রব্রহ্মার কথোপকথন

রুদ্র কহিলেন, "হে প্রভু! প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিরাছ। এক্ষণে সেই সকল প্রজা তোমার রোষানলে দগ্ধ হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্ন হও।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! সৃষ্টি সংহার বিষয়ে আমার অভিলাষ ছিলনা; কিন্তু পৃথিবীর হিত কামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। এই দেবী বসুন্ধরা দুর্ভর ভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূত সংহারার্থ আমাকে অনুরোধ করেন কিন্তু আমি এই অনন্ত জগতের সংহার কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলাম না; এই নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল।

রুদ্র কহিলেন, হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হও, বিশ্ব সংহারের নিমিত্ত সমুৎপন্ন ক্রোধ পরিত্যাগ কর; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনাশ করিও না। তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ জগৎ বিদ্যমান থাকুক। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, উহা নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, পল, তৃণ ও উলপ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ভস্মসাৎ করিতেছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের উপশম হয়, ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে দেব! সৃষ্ট পদার্থ সকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি তেজ সংহার কর; উহা তোমাতেই বিলীন হউক; হিতাভিলাষ পরতন্ত্র হইয়া প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, উৎপন্ন প্রজাসকল যেন নির্ম্মূল না হয়। তুমি আমাকে লোক মধ্যে অধিদেব পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে ত্রিলোকানাথ! এই চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিও না; তুমি প্রসাদোন্মুখ হইয়াছ বলিয়া তোমাকে এইরূপ কহিতেছি।

নারীরূপিণী মৃত্যু-মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব

অনন্তর লোক পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টি হেতু প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও মোক্ষ হেতু নিবৃত্তিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধ জনিত হুতাশন সংহার করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ রক্তজিহ্ব, রক্তাস্য ও রক্তলোচন, বিমল-কুণ্ডলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী প্রাদুভূত হইলেন। ঐ নারী নির্গত হইবা মাত্র ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'তুমি আমার সংহার-বুদ্ধি প্রভাবে ক্রোধ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার নিয়োগ বশত কি জড় কি পণ্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজাগণকে সংহার কর; তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। কমললোচনা মৃত্যু ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত মধুর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা লোকের হিতসাধনার্থ তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিপুটে তাঁহার নেত্রজল গ্রহণ করিয়া ঐ নারীকে নানা প্রকারে অনুনয় করিলেন।

৫৪তম অধ্যায়
প্রাণিসংহারার্থ নারীমূর্ত্তির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু দুঃখ অপনীত করিয়া সন্নমিত লতার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কেন এই পাপীয়সীকে সৃষ্টি করিলেন। এক্ষণে আমি এই অহিত ক্রুরকর্ম্ম নিতান্ত অধর্ম্ মূলক জানিয়াও কি রূপে ইহার অনুষ্ঠান করিব। আমি অধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিশয় ভীত হইতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদের একান্ত প্রিয়তর পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই নিমিত্ত আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। আমি প্রিয়বিয়োগে দীনভাবে রোরুদ্যমান প্রজাগণের অনর্গল নিপতিত নেত্রজল হইতে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি; আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাচ যমালয়ে গমন করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ সফল করুন। ধেনুকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তদ্বিষয়ে আদেশ করুন; আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি। আমি কদাচ বিলপমান প্রাণিগণের প্রিয়তম প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। হে পিতামহ! আপনি আমাকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি প্রজা সংহারার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার নিয়োগানুসারে কোন বিচার না করিয়া লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। লোকক্ষয় অবশ্যই হইবে; ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর; এই বিষয়ে কেহই তোমাকে নিন্দা করিবে না। মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। লোকের হিত সাধনোদ্দেশে লোক বিনাশে কোন মতেই তাঁহার অভিলাষ হইল না। পিতামহ ব্রহ্মা তৎকালে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং অবিলম্বেই হাস্য মুখে লোক রক্ষার্থে প্রসন্ন হইলেন।

কন্যারূপিনী মৃত্যুর তীব্র তপস্যা

এই রূপে সর্ব্বলোক পিতামহ কমলযোনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় লোক অপমৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই কন্যা প্রজা সংহার বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন এবং অবিলম্বে ধেনুকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া অতি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়সেব্য প্রিয়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ এক বিংশতি পদ্ম বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে পুনরায় এক বিংশতি পদ্ম বৎসর একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর অযুত পদ্ম বৎসর মৃগগণের সহিত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় সুশীতল নির্ম্মল জল সম্পন্ন পবিত্র নন্দাতীর্থে গমন করিয়া - নিয়মপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র বৎসর সলিলে কালাতিপাত করিলেন। এইরূপে নানাতীর্থে বিগতপাপ হইয়া প্রথমতঃ অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় বায়ু ভক্ষণ ও জল পান করিয়া পুনরায় নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগঙ্গ ও বেতস-তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ করিলেন। অনন্তর গঙ্গা ও প্রধান মহামেরু-তীর্থে গমন পূর্ব্বক প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে হিমালয়ের শিখরদেশে গমনপূর্ব্বক অঙ্গুলির উপর নির্ভর কবিয়া নিখর্ব্ব বৎসর অবস্থান করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয় তীর্থে অভিলষিত নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহ পরিশুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি অনন্যমনে একমাত্র ব্রহ্মাকে প্রতি নিয়ত ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলেন।

মৃত্যুর প্রতি ব্রহ্মার বরদান-ব্যবস্থা

তখন অব্যয় ভূতভাব ভগবান ব্রহ্মা শান্ত ও প্রীত মনে তাঁহাকে কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছ? তখন মৃত্যু পুনরায় ব্রহ্মাকে কহিলেন। হে ভগবন্! প্রজারা সুস্থ হইয়া কালযাপন করিতেছে; তাহারা বাক্যেও অন্যের অপকার করে না; আমি তাহাদিগকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিব না। এক্ষণে আপনার নিকট এই বরই প্রার্থনা করি। আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। আমি একান্ত কাতর ও নিরপরাধি; প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশ্রয় হউন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে! এই সমস্ত প্রজা সংহার করিলে তোমার কিছু মাত্র অধর্ম্ম হইবে না, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নয়। অতএব তুমি অশঙ্কিত চিত্তে চতুর্ব্বিধ প্রজা সংহার কর; তোমার সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইবে। লোকপাল যম, ব্যাধি সকল ও দেবগণ তোমার সহায় হইবেন এবং আমিও তোমার সহায়তা সম্পাদন করিব। আর তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত ও রজোগুণ রহিত হইয়া যে রূপে খ্যাতি লাভে সমর্থ হইবে, পুনরায় এমন একটি বরও তোমাকে প্রদান করিব।

অনন্তর মৃত্যু প্রণত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আমা ব্যতিরেকে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবে অগত্যা আপনার এই আজ্ঞা আমাকে

শিরোধার্য্য করিতে হইল; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা এই সকল পরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণিগণের দেহভেদ করিবে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি যাহা কহিলে তাহাই হইবে, এক্ষণে তুমি লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তোমার অধর্ম্ম হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিব না। আমার করতলে তোমার যে সমুদায় অশ্রু বিন্দু নিপতিত রহিয়াছে, উহা প্রাণিগণের আত্মসম্ভূত ব্যাধি রূপে প্রাদুভূত হইয়া প্রাণ সংহার করিবে; তাহা হইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। তুমি এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাণিগণের-ধর্ম্ম, ধর্মের অধীশ্বর, ধর্ম্ম পরায়ণ ও ধর্মের কারণ; এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও রোষ বিসর্জন করিয়া জীবগণের জীবন সংহার কর; তাহা হইলে তোমার অক্ষয় ধর্মলাভ হইবে। অধর্ম্ম দুরাচারদিগকে নিমূল করিবে; তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া আপনাকে পবিত্র কর; তুমি অসাধু জীবগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে।

মৃত্যুর লোকগ্রাসে অঙ্গীকার

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই কন্যা আপনার, মৃত্যু, এই নাম হইল দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও অভিশাপ ভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অসংসক্ত রূপে অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণিদিগেরই মৃত্যু হয়; রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে, তদ্বারা তাহারা সাতিশয় নিপীড়িত হয়। অতএব আপনি জীবনান্তে জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকেগমন ও স্বস্ব কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, এই রূপ দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। ভীমরূপ, ভীমনাদ, সর্ব্বগামী, উগ্র, অনন্ততেজা প্রাণ বায়ু কেবল দেহই ভেদ করিয়া থাকে; উহার যাতায়াত নাই। সকল দেবতারাও মর্ত্যসংজ্ঞাধারী; হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না। তিনি স্বর্গে সুরম্য বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ ও সাধুসমাগম লাভ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আনন্দিত হইতেছেন। প্রজাদিগের মৃত্যু দেবনির্দ্দিষ্ট; মৃত্যু, কাল উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট হয়; মৃত্যু দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে হিংসা করেন না; এই ব্রহ্মসৃষ্ট সত্যটি পণ্ডিতেরা সম্যক অবগত হইয়া মৃতব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কদাচ শোক করেন না। হে মহারাজ! আপনি দৈববিহিত এইরূপ সৃষ্টি অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ অকম্পন প্রিয় সখা নারদের নিকট এইরূপ অর্থবহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিগত শোক, প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে আপনাকে অভিবাদন করি। এইরূপে ভূপতি অকম্পন বিগত শোক হইলে দেবর্ষি নারদ অবিলম্বে নন্দন কাননে প্রস্থান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই ইতিহাস শ্রবণ ও অন্যের নিকট কীর্ত্তন করা উভয়ই ধন্য, পুণ্যজনক, যশস্কর, আয়ুস্কর স্বর্গলাভের হেতুভূত;

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি এই অর্থ-ভূয়িষ্ঠ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্ম ও বীরগণের উৎকৃষ্ট গতি অবগত হইয়া ধৈর্য্যালম্বন কর। চন্দ্রাংশসম্ভূত মহারথ অভিমন্যু অসংখ্য ধনুর্ধারীদিগের সমক্ষে শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া অসি, গদা, শক্তি ও কার্ম্মুক দ্বারা বিনষ্ট ও রজোগুণবিরহিত হইয়া পুনরায় চন্দ্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

৫৫তম অধ্যায়
পুনঃ মৃত্যুবিষয়ক প্রশ্ন - সৃঞ্জয় উপাখ্যান

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত কার্য্য সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যাসকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী, পুণ্যকর্ম্মা, সত্যবাদী ও পাপশূন্য ছিলেন; আপনি তাঁহাদের কার্য্য ও শোকাপনোদনবাক্যে আমাকে আশ্বাসিত করুন এবং কোন্ রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মহারাজ শ্বিত্যের সৃঞ্জয় নামে এক আত্মজ ছিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদের সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। একদা তাঁহারা সৃঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাত করিবার নিমিত্ত তাঁহার আবাসে প্রবেশ করিলেন। সৃঞ্জয় তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিলে তাহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া পরম সুখে তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা রাজা সৃঞ্জয় তাঁহাদিগের সহিত সুখ সচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার একটি অবিবাহিতা দুহিতা তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সৃঞ্জয় পার্শ্বস্থ কন্যাকে অভিলাষানুরূপ আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ঐ কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই সর্ব্ব লক্ষ্মণ সম্পন্ন কন্যা কাহার? ইনি সূর্যের প্রভা বা অনলের শিখা; অথবা শশধরের কান্তি কিম্বা শ্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির অন্যতম হইবেন। নৃপতি সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সখে! এইটি আমার কন্যা, 'এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে।' তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি যদি মঙ্গল লাভের অভিলাষী হও তাহা হইলে এই কন্যাটি ভার্যার্থে আমাকে প্রদান কর। রাজা সৃঞ্জয় পরম প্রীতি সহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই ইহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, পশ্চাৎ তুমি ইহাকে বরণ করিলে; অতএব তুমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না। নারদ কহিলেন, ইনি আমারই ভার্য্যা এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ বাক্য ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং উদক প্রক্ষেপপূর্ব্বক দান আর পাণিগ্রহণ মন্ত্র এই কয়েকটি পরিণয়ের লক্ষ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইলেই যে ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমত নহে; সপ্তপদীগমনই ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; এই কন্যা তোমার ভার্য্যা না হইতেই তুমি যখন আমাকে অভিশম্পাত করিলে তখন তুমিও

আমা ব্যতিরেকে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না। এইরূপে সেই দেবর্ষিদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।।

সৃঞ্জয়ের সুবর্ণবর্ষী পুত্রলাভ

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্র প্রার্থনায় বিশুদ্ধ মনে পরম যত্ন সহকারে অন্ন পান ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা বেদ বেদাঙ্গ পারগ স্বাধ্যায় নিরত ব্রাহ্মণগণ সৃঞ্জয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিবার অভিলাষে মহর্ষি নারদের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহারাজকে একটি অভিলষিত পুত্র প্রদান করুন। নারদ ব্রাহ্মণগণের বাক্যে স্বীকার করিয়া সৃঞ্জয়কে কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমার একটি পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ পুত্র লাভের ইচ্ছা থাকে, প্রার্থনা কর; তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাজা সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাত্মন! আপনার বর প্রভাবে আমার যেন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কীর্ত্তিমান, যশস্বী ও অসাধারণ তেজঃ সম্পন্ন এক পুত্র জন্মে এবং তাহার মূত্র, পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ যেন কাঞ্চনময় হয়। নারদ সৃঞ্জয়ের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলে অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র ক্ষিতিলে সুবর্ণষ্ঠীবী নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র মহর্ষির বর প্রভাবে ক্রমে অপরিমিত ধন পরিবর্দ্ধিত করিলে রাজা সৃঞ্জয় সমস্ত অভীষ্ট বস্তু সুবর্ণময় করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার গৃহ, প্রাকার, দুর্গম, ব্রাহ্মণালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থালী সমস্ত কাঞ্চনময় হইয়া কালসহকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সুবর্ণলোভী দৈত্যগণহস্তে সৃঞ্জয়পুত্র বধ

কিয়দ্দিন পরে দস্যুগণ নৃপতনয়ের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ভূপতির অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিল আমরা স্বয়ং গিয়া রাজার পুত্রকে গ্রহণ করিব। ঐ পুত্রই সুবর্ণের আকর; অতএব উহাকে হস্তগত করিতে যত্ন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর লুব্ধস্বভাব দস্যুগণ ঐ রূপ পরামর্শ করিয়া নৃপসদনে প্রবেশ-পুরঃসর বলপূর্ব্বক রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল। তথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল কিন্তু কিছুই অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইল না। রাজকুমারের প্রাণনাশ হইলে সেই বরসঞ্জাত ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন মূর্খ দস্যুগণ জ্ঞান শূন্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা সেই অভূতপূর্ব্ব রাজকুমারকে সংহার পূর্ব্বক পরস্পর বিনষ্ট হইয়া ঘোর নরকে গমন করিল।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় সেই বর প্রদত্ত পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে করুণ বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজাকে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আমরা সততই তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তোমাকেও বিষয় বাসনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে।

মরুত্তের মরণসংবাদে সৃঞ্জয়ের শোকশান্তি

আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্ত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া সম্বর্ত্ত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান্ শূলপাণী উহাকে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমাচলের সুবর্ণময় এক প্রত্যন্ত পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উহার নিকট উপনীত হইতেন। উহার যজ্ঞ ভূমির পরিচ্ছদ সকল সুবর্ণময় ছিল। অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উহার যজ্ঞকালে অভিলাষানুরূপ পবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং বেদপারগ প্রহৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। দেবগণ রাজা মরুত্তের গৃহে দ্রব্য সামগ্রী পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার সভাসদ ছিলেন। অমরগণ হবি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণপূর্ব্বক সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজার শস্য সকল পরিবর্দ্ধিত করিতেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা নিরন্তর ঋষি, দেবতা ও পিতৃ লোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শয়ন, আসন, যান ও দুস্ত্যজ সুবর্ণরাশি অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিরন্তর তাঁহার শুভ চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে জিত অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যৌবনাবস্থায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, অমাত্য ও প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা তপ, সত্য, দয়া ও দান সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই মরুত্তরাজও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অনুধ্যায়ী পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

৫৬তম অধ্যায়

পুণ্যাত্মা সুহোত্রের মৃত্যুসংবাদ

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অদ্বিতীয় বীর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজা সুহোত্রও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অমরগণ তাঁহার সাক্ষাতকার লাভার্থী হইয়া প্রতিনিয়ত উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়া ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে আপনার হিতজনক বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করত তাহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজাপালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রু জয় ইহা সবিশেষ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধনাগমের ইচ্ছা করিতেন। তিনি দেবগণকে ধর্ম্মানুসারে আরাধনা ও ভুজবলে শত্রু জয় করিয়া ম্লেচ্ছ ও তস্কর শূন্য অবনী উপভোগ করিয়া নিজ গুণে প্রজা রঞ্জণ করিয়াছিলেন। পর্জ্জন্য তাঁহার নিমিত্ত সংবৎসর হিরণ্য বর্ষণ করিতেন। তন্নিবন্ধন পূর্ব্বকালে তাহার রাজ্যে হিরন্ময়ী স্রোতস্বতী সকল সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইত। ঐ সমুদায় নদীতে রাজ্যস্থ সমুদায় প্রজারই অধিকার ছিল। কুব্জ ও বামনগণ ঐ সমুদায় নদী হইতে অনায়াসে প্রতিপালিত হইত। পন্য সুবর্ণময় গ্রাহ, কর্কট, বহুবিধ মৎস্য ও অন্যান্য অসংখ্য জল-জন্তু বর্ষণ করিতেন। ঐ রাজ্যে সুবর্ণময়ী বাপী-সকল ক্রোশপরিমিত ছিল। রাজা সুহোত্র সুবর্ণময়

সহস্র সহস্র নক্র, মকর ও কচ্ছপ সকল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে বিস্তীর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত দক্ষিণ দান সহকারে শত সহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান সেই সুহোত্র ভূপতিও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

৫৭তম অধ্যায়
অঙ্গরাজ পৌরবের পরলোকবার্তা বর্ণন

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহাবীর রাজা পৌরবও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি দশলক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্বদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশ সমাগত, অধ্যয়নরীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠান কুশল অসংখ্য পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। ঐ সকল বেদস্নাত, বিদ্যাস্নাত ও ব্রতস্নাত, বদান্য, প্রিয় দর্শন পণ্ডিতগণ পৌরবের নিকট উৎকৃষ্ট ভিক্ষা, আচ্ছাদন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। নিয়ত উদ্যোগবিশিষ্ট, ক্রীড়ানিরত, নট, নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব এবং সুবর্ণচূড় পক্ষী ও বর্দ্ধমানক গৃহ সতত তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিত। মহারাজ পৌরব প্রতি যজ্ঞে মদস্রাবী সুবর্ণবর্ণ দশ সহস্র হস্তী, ধ্বজ পতাকা পরিশোভিত রথ, সহস্র সহস্র সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, রথযুক্ত সুপ্র সিদ্ধ অশ্ব ও গজ এবং গৃহ, গোশত, কাঞ্চনমালালঙ্কৃত দেহ সহস্র ধেনু ও ভৃত্য সকল দান করিতেন। পুরাণবেত্তা মহাত্মার এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, রাজা পৌরব সেই সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞে হেমশৃঙ্গ রৌপ্যখুর, কাংস্যদোহনপাত্র সমবেত সবৎসা ধেনু, দাস, দাসী, খর, উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, বিবিধ রত্ন ও অন্নপর্ব্বত সকল দক্ষিণ প্রদান করিয়া ছিলেন। সেই যাজ্ঞিক অঙ্গরাজ পৌরব ক্রমে স্বধর্ম্মানুগত সর্ব্বকামপ্রদ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমাপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান সেই পৌরব রাজও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়া ছিলেন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

৫৮তম অধ্যায়
মহাপুণ্যশালী শিবিরাজের মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, মহারাজ! উশীনরতনয় শিবি রাজাও কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি প্রতিনিয়ত প্রধান প্রধান শত্রু সকল বিনাশ করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, অর্ণব ও অরণ্য সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী রথঘর্ঘরশব্দে নিনাদিত ও আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থ অধিকার করিয়া ভূরি দক্ষিণাদান সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদায় ভূপালগণই তাঁহাওক সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাত্মা শিবি রাজা বাহু

বলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া হস্তী, অশ্ব, পশু, ধান্য, মৃগ, গো, ছাগ ও মেষ প্রদান পূর্ব্বক বহু ফলশালী অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পাদন পূর্ব্বক সহস্র কোটি নিষ্ক ও বহুসংখ্যক ভূমি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরে যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু আছে, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান কালে ততগুলি গো দান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবি রাজার কার্য্যভার বহন করে এমন নৃপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান কোন কালেই লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শিবি রাজা সর্ব্বকার্য্য সমন্বিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ সমস্ত যজ্ঞে অসংখ্য সুবর্ণময় যূপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্মিত এবং পবিত্র সুস্বাদু অন্নপান প্রস্তুত হইত। প্রিয়বাদী অযুত প্রযুত ব্রাহ্মণগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞস্থানে দধি দুগ্ধের হ্রদ ও নদী এবং ধবল অন্ন পর্ব্বত প্রস্তুত হইত। তৎকালে কেবল, স্নান কর এবং স্বেচ্ছানুসারে পান ও ভক্ষণ কর এইরূপ শব্দ সর্ব্বদা সমুত্থিত হইত। রুদ্রদেব এই দানশীল রাজার পবিত্র কার্য্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, ভূতগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক, এই বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা শিবি এই সমস্ত অভিলষিত বর লাভ করিয়া যথাকালে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দান সম্পন্ন তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান সেই শিবি রাজাকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

৫৯তম অধ্যায়
নৃপতি দশরথের পুত্রশোককথা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দশরথাত্মজ মহারাজ রামকেও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। প্রজাগণ ঐ মহাত্মাকে স্ব স্ব ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত। ঐ অসংখ্য গুণ সম্পন্ন, অমিত তেজা মহানুভব রাম পিতার নির্দেশানুসারে বনিতা সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ মহাবীর জনস্থানে অবস্থান করত তত্রত্য তপস্বিগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থানে তাঁহাকে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিমোহিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা জানকীকে অপহরণ করেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর রাম রাবণের এই অপরাধে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরাতিগণের অনির্জ্জিত, সুরাসুরের অবধ্য, দেব ব্রাহ্মণ কণ্টক পাপাত্মাকে সগণে বিনাশ করিয়াছিলেন। প্রজানুগ্রহকারী, দেবগণাভিপূজিত সুরর্ষিগণসেবিত মহাত্মা দাশরথির কীর্ত্তি অদ্যাপি ধরাতলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ সর্ব্বভূতানুকম্পী মহাত্মা বিবিধ রাজ্যলাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত মহাযজ্ঞ ও ত্রিগুণ দক্ষিণ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবির্দ্বারা পুরন্দরের প্রীতি সাধন এবং অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা পরাজয় পূর্ব্বক দেহিগণের সমুদায় রোগ নিবারণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ গুণ সম্পন্ন সতত স্বতেজে দেদীপ্যমান দশরথতনয় রাম তৎকালে সমুদায় জীবগণকে অতিক্রমণ করিয়া

শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমণ্ডলে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণের একত্র সহবাস হইয়াছিল; প্রাণিগণের বল এবং প্রাণ, অপান, উদান ও সমান বায়ুর হ্রাস হয় নাই; তেজ পদার্থ সকল দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনর্থ ঘটনা হইত না; সমুদায় প্রজা দীর্ঘায়ু হইয়াছিল; কেহই যৌবনাবস্থায় কাল গ্রাসে পতিত হয় নাই; দেবগণ প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে চতুর্ব্বেদ বিধানানুসারে বিবিধ হব্য, কব্য নিপূর্ত্ত ও হুত প্রাপ্ত হইতেন; দেশ মধ্যে দংশ, মশক ও হিংস্র সরী সপ সমুদায়ের সম্পর্ক ছিল না; সলিল মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইত না; দহন অকালে দগ্ধ করিতেন না; কেহই অধর্ম্ম পরায়ণ, লুব্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্ব্ব বর্ণের সমুদায় প্রজা সজ্জনোচিত ইষ্ট কার্যে তৎপর থাকিত।

ঐ সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধা ও পূজা বিনষ্ট করিয়া ছিল, মহাত্মা দশরথতনয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে স্বধা ও পূজা প্রদান করেন। ঐ মহাত্মার রাজ্য সময়ে পুরুষগণ সহস্র পুত্র সম্পন্ন হইত ও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণ দ্বারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিত না। যুবা, শ্যাম, লোহিতাক্ষ, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, আজানুলম্বিতবাহু, সিংহস্কন্ধ, সর্ব্বজন প্রিয়, মহাবল পরাক্রান্ত দাশরথি একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে প্রজাগণের রাম, রাম ব্যতীত প্রায় অন্য কোন কথা ছিল না এবং জগৎ নিতান্ত অভিরাম হইয়া ছিল। মহাত্মা রাম পরিশেষে আপনার দুই পুত্র ও ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ এই চতুর্বিধ প্রজা লইয়া স্বর্গে গমন করেন।

হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা দাশরথিকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

৬০তম অধ্যায়
ভগীরথের মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ ভগীরথও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা ভাগীরথী-তীর কাঞ্চনযূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজা ও রাজপুত্রগণকে পরাভব করিয়া হেমালঙ্কারভূষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ সমুদায় কন্যা রথারূঢ়; রথ সমুদায় চারি চারি অশ্বে যুক্ত; প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালী শত মাতঙ্গ; প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব,

প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ শত গো এবং গোগণের পশ্চাৎ অসংখ্য অজ ও ছাগ ছিল। মহারাজ ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণাপ্রদান সময়ে গঙ্গা জনৌঘ আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। জাহ্নবী সেই দিন হইতে ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হন এবং পুত্রের ন্যায় ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। ভগবতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের উরুদেশে উপবেশন করেন, ঐ স্থান উর্ব্বশী তীর্থ

বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! সূর্য্য সদৃশ তেজ সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ মধুরভাষী দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

হে শ্বিত্যনন্দন! এইরূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষাকুবংশাবতংশ ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা ভগীরথকে পিতৃত্বে বরণ করেন। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞ বিঘ্ন নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে থাকিয়া যে যে প্রিয় বস্তু প্রার্থনা করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই স্থানে সেই সেই অর্থ সমুদায় প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। পরিশেষে ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। মরীচিপায়ী মহর্ষিগণ মোক্ষ ও স্বর্গ লাভের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় ব্রহ্ম বিদ্যা ও কর্ম্ম বিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা ভগীরথকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

৬১তম অধ্যায়
বিখ্যাত দিলীপনৃপতি কথা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ইলবিলতনয় মহাত্মা দিলীপও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানার্থ সম্পন্ন পুত্র পৌত্রশালী অযুত অযুত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ ভূপাল বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই বসুপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করেন। উহার যজ্ঞে পথ সমুদায় সুবর্ণময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে ক্রীড়া করতই যেন চষাল, প্রচষাল ও হিরন্ময় যূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অপরিমিত রাগখাণ্ডবভোজনে মত্ত হইয়া পথিমধ্যে শয়ান থাকিত। মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন কিন্তু তাঁহার রথ চক্রদ্বয় কদাপি সলিল মধ্যে নিমগ্ন হইত না। এই অদ্ভুত ক্ষমতা মহাত্মা দিলীপ ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। যাহারা দৃঢ়ধন্বা, সত্যবাদী, দাক্ষিণ্য শালী মহারাজ দিলীপকে দেখিয়াছিলেন, তাহাদেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। মহারাজ দিলীপের আলয়ে স্বাধ্যায়ঘোষ, জ্যানির্ঘোষ এবং ‘পান কর, ভোজন কর ও আহার কর’ এই সকল শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান, সেই মহাত্মা দিলীপকেও কাল গ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

৬২তম অধ্যায়
মহনীয় কীর্ত্তি মান্ধাতার মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! যুবনাশ্বের পুত্র সুর, অসুর ও মনুষ্যগণের বিজেতা মহারাজ মান্ধাতাকেও করাল কাল কবলে পতিত হইতে হইয়াছে। স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয় মান্ধাতাকে তাঁহার পিতার গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত করেন। একদা মান্ধাতার পিতা মহারাজ যুবনাশ্ব মৃগয়ায় গমন করিয়া নিতান্ত তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্তবাহন হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি যজ্ঞধূম লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ স্থলে গমন পূর্ব্বক পৃষদাজ্য ভক্ষণ করেন। ঐ পৃষদাজ্যের প্রভাবে মহারাজ যুবনাশ্বের গর্ভ হইল। ভিষক্‌গণের অগ্রগণ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয় যুবনাশ্বকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার গর্ভ হইতে সুকুমার নবকুমার নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। দেবগণ সেই দেব সদৃশ তেজসম্পন্ন বালককে পিতার অঙ্কে শয়ান দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে? তখন সুররাজ পুরন্দর কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক। সুররাজ এই কথা কহিবা মাত্র তাঁহার অঙ্গুলি সমুদায় হইতে অমৃতময় দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সুররাজ অনুগ্রহ করিয়া ‘এই বালক মান্ধাতা অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি পান করুক’ বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সুরগণ যুবনাশ্বতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। তখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধের ধারা নিঃসৃত হইয়া যুবনাশ্বতনয়ের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। মান্ধাতা এইরূপে সুররাজের অঙ্গুলি পান করিয়া দিন দিন সমধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্ত পরিমিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

হে সৃঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা, ধৃতিমান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবলশালী, যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা এক দিনে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করেন। মহারাজ জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, শূল, বৃহদ্রথ, অমিত ও মৃগ মান্ধাতার কার্ম্মুকবলে পরাজিত হন। সূর্যের উদয়স্থান অবধি অস্তগমন স্থান পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ আছে, তৎসমুদায় অদ্যাপি মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে। মহাত্মা মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিয়া পদ্মরাগ খনি সম্পন্ন সুবর্ণা কর যুক্ত দশযোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত মৎস্য সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে দর্শনার্থী সমাগত জনগণ ব্রাহ্মণ ভোজনাবশিষ্ট বহু প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অন্ন ভোজন করিয়া সমধিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। যজ্ঞস্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ও পান এবং অন্ন-পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সূপরূপ পঙ্ক, দধিরূপ ফেন ও গুড়-রূপ সলিলশালিনী মধুক্ষীরবাহিনী নদী সকল ধৃত হ্রদে গমন করত অন্নপর্ব্বত সকল অবরোধ করিত। অসংখ্য বেদ, অসুর, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী এবং বহু সংখ্যক দেব বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ ঐ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়া ছিলেন। তথায় কোন ব্যক্তিই মূর্খ ছিল না। মহাবীর মান্ধাতা অর্ণব-মেখলা বসুপূর্ণা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া স্বীয় যশ প্রভাবে দশ দিক্ আবরণ পূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর

পরিত্যাগ করত পুণ্যাজ্জিত লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা মান্ধাতাকেও কাল গ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

৬৩তম অধ্যায়
যযাতির মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নহুষ তনয় যযাতিরেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক, শত বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চতুর্ম্মাস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণদ্বেষী ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা দেবাসুরের যুদ্ধ সময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া এই অবনী মণ্ডল চতুর্দ্ধা বিভাগপূর্ব্বক চারি জন ঋত্বিক্‌কে প্রদান, নানাবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মানুসারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করেন। ঐ অমরোপম মহীপাল দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় দেবারণ্যে বিহার করিতেন।

পরিশেষে তিনি অশেষ ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও বিষয়বাসনার শান্তি হইল না দেখিয়া, স্বীয় পুত্র পুরুরে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বন গমনকালে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাবতীয় ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে, তৎসমুদায়ই যদি এক জনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার বিষয় বাসনা বিলুপ্ত হয় না; লোকে এই বিবেচনা করিয়া শান্তি পথ অবলম্বন করিবে। মহারাজ যযাতি এই রূপে সমুদায় বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যযাতিকেও কাল গ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না ।

৬৪তম অধ্যায়
অম্বরীষের মৃত্যুবার্ত্তা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নাভাগতনয় মহাত্মা অম্বরীষকেও শমন সদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা একাকী দশলক্ষ ভূপতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অস্ত্র যুদ্ধ বিশারদ, ঘোরদর্শন অরাতিগণ জিগীষা পরবশ হইয়া অশিব বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছিল; তিনি স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অনায়াসে তাহাদের ছত্র, ধ্বজ, অস্ত্র ও রথ ছেদন এবং অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। হতাবশিষ্ট শত্রুগণ জীবন রক্ষার্থ বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম এই বলিয়া অম্বরীষের শরণাগত হইল।

এইরূপে মহাবীর অম্বরীষ সেই সমুদায় ভূপতিগণকে বশীভূত ও সমুদায় বসুন্ধরা অধিকৃত করিয়া বিধানানুসারে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিগণ অতি সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যথাবিধ পূজা গ্রহণানন্তর সুস্বাদু মোদক, পূরিক, পূপ, শষ্কুলী, করম্ভ, পৃথুমৃদ্বীক, সুপক্ক সূপ, অন্ন, নৈমেয়ক,

রাগখাণ্ডবপারক, বিবিধ সুরভি মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, তোয়, দধি, এবং সুস্বাদু ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া ছিলেন। অনেক লোক মদ্য পান পাপজনক জানিয়াও সুখ লাভ বাসনার যথাকালে সুরা পান করিয়া গীত বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে মত্ত হইয়া অম্বরীষের স্তুতি সংযুক্ত গাথা গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা ধরাতলে নিপতিত হইল।

ঐ সমুদায় যজ্ঞে মহারাজ অম্বরীষ দশ প্রযুত যাজককে শত সহস্র ভূপতির রাজ্য এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণ স্বরূপ হিরণ্য কবচ যুক্ত, শ্বেত ছত্র পরিশোভিত, হিরণ্যস্যন্দনসমারূঢ় অনুত্র, পরিচ্ছদ সম্পন্ন কোষদণ্ড সমবেত অসংখ্য ভূপতি ও রাজ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞ দর্শনে প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, মহাত্মা নাভাগনন্দন যেরূপ অমিতদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন, এমন যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহই করিতে পারে নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবে না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা অম্বরীষকেও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা শোক করিও না।

৬৫তম অধ্যায়
নৃপতি শশবিন্দুর মরণবার্ত্তা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দুও কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন। ঐ সত্যপরাক্রম শ্রীমন্ মহাত্মা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ ভার্য্যা ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের গর্ব্ভে ভূপতির এক এক সহস্র তনয় উৎপন্ন হয়। রাজ কুমারেরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, বেদপারগ, হিরণ্য কবচধারী ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বহুসংখ্যক অশ্বমেধ ও নিযুত সংখ্যক অন্যান্য প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সমুদায় তনয় ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। ঐ সকল প্রত্যেক রাজপুত্রের পশ্চাৎ অসংখ্য রথ, গজ ও সুবর্ণালঙ্কৃত রাজকন্যা গমন করিয়াছিল। প্রত্যেক কন্যার সহিত শত গজ, প্রত্যেক গজের সহিত শত রথ, প্রত্যেক রথের সহিত শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের সহিত সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর সহিত পঞ্চাশৎ ছাগ গমন করে।

হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু এইরূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে ব্রাহ্মণগণকে অপর্যাপ্ত ধন সম্প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে অশ্বমেধে যতগুলি বৃক্ষের যুপ প্রস্তুত করিয়া থাকে, মহারাজ শশবিন্দুর যজ্ঞে ততগুলি বৃক্ষের যুপ এবং আর ততগুলি সুবর্ণময় যুপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ অসংখ্য অন্নপর্ব্বত ও পানীয় হ্রদ প্রস্তুত হয়। অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে মহারাজ শশবিন্দুর এয়োদশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। ঐ মহাত্মা বহু দিন রাজ্য ভোগ ও প্রজা পালন করিয়া পরিশেষে অমর লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক

পুণ্যবান মহাত্মা শশবিন্দুকেও কাল কবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।

৬৬তম অধ্যায়

গয় নৃপতির গুণগানসহ মৃত্যুসংবাদ

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয়ও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহীপাল শত বৎসর কেবল হুতাবশিষ্ট ভক্ষণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হুতাশন গয়ের উৎকট নিয়ম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে আগমন করিলে তিনি কহিলেন, হে হুতভুক্! আমার অভিলাষ এই যে, আমি যেন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুর প্রসাদ প্রভাবে বেদজ্ঞ হই; যেন স্ব ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক অন্যের হিংসা না করিয়া অক্ষয় ধন লাভ ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন দান করিতে পারি; বিপ্রগণকে প্রত্যহ ধন প্রদান করিতে যেন আমার শ্রদ্ধা থাকে; কেবল সবর্ণা ভার্যার গর্ভেই যেন আমার পুত্রোৎপত্তি হয়; আমার মন যেন ধর্মে নিরত হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে যেন কোন বিঘ্ন না জন্মে। ভগবান্ অগ্নি গয়ের বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে মহারাজ গয় অগ্নির বরে সমুদায় অভিলমিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক এক শত বৎসর কেবল দর্শপৌর্ণমাস, নবশস্যেষ্টি, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরম শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ, ছয় অযুত গো, দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ নিষ্ক প্রদান করিলেন এবং সমুদায় নক্ষত্রে নক্ষত্র দক্ষিণ প্রদান ও সোম ও অঙ্গিরার ন্যায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধের, অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মণিরূপ কর্করসমবেত সুবর্ণময়ী পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে নানারত্নবিভূষিত সর্ব্বভূতমনোহর বহুমূল্য সুবর্ণ-যূপ সকল নির্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় তৎসমুদায় প্রহৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রদান করিলেন। সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও আকাশে যে যে প্রাণী বাস করে, তাহারা সকলেই গয়ের যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিয়াছিল যে মহারাজ গয় যেমন যজ্ঞ করিলেন, এরূপ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ঐ যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, ষড়বিংশ যোজন আয়ত, চতুর্বিংশ যোজন উচ্চ এবং মণি মুক্তা ও হীরকে খচিত সুবর্ণময় বেদী নির্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় ব্রাহ্মণগণকে সেই বেদী, বিবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে পঞ্চবিংশতি অন্নপর্ব্বত, অসংখ্য রসনদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহারাজ গয়ের কীর্ত্তি স্বরূপ অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহ্মসরঃ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ কীর্ত্তিদ্বয়ের প্রভাবেই মহাত্মা গয় ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও জ্ঞানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা গয়কেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদি রহিত, স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।

৬৭তম অধ্যায়

রন্তিদেবের জীবনান্তবার্তা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতি-তনয় মহাত্মা রন্তিদেবকেও শমন সদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার ভবনে দুই লক্ষ পাচক সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণগণকে দিবারাত্র পক্ক ও অপক্ক খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিত। মহাত্মা রন্তিদেব ন্যায়োপার্জিত অপর্য্যাপ্ত ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে বশীভূত করেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে পশুগণ স্বর্গলাভেচ্ছায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে আগমন করিত। তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে এত পশু বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহাদের চর্ম্মরস মহানস হইতে বিনির্গত হইয়া এক মহানদী প্রস্তুত হইল। ঐ নদী চর্ম্মণ্বতী নামে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা রন্তিদেব, 'তোমার নিষ্ক প্রদান করিতেছি তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি' বলিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে অনবরত নিষ্ক প্রদান করিতেন। তিনি এক দিনে এক কোটি নিষ্ক দান করিয়াও, 'অদ্য অতি অল্প দান করা হইল' বলিয়া পুনরায় নিষ্ক-প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন। ফলত তাঁহার ন্যায় দাতা আর কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দন এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্মণের হস্তে ধন প্রদান না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে চিরস্থায়ী মহাদুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বৎসর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে গোশত-সমবেত সুবর্ণ বৃষভ ও অষ্ট শত সুবর্ণ নিষ্ক প্রদান করিতেন। ঐ মহাত্মা সমুদায় অগ্নিহোয়ত্রাপকরণ, যজ্ঞোপকরণ, করক, কুম্ভ, স্থালী, পিঠর, শয়ন, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, বিবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন ঋষিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রন্তিদেবের সমুদয় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল।

পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ রন্তিদেবের অলৌকিক সমৃদ্ধিসন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া এই কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, মহাত্মা রন্তিদেবের যেরূপ সম্পত্তি, এরূপ সম্পত্তি, অন্য কোন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কুবেরের ভবনেও দৃষ্ট হয় না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, রন্তিদেবের ভবন অমরাবতী। মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অতিথি সমাগত হইত যে, মণিকুণ্ডলধারী সূদগণ এক বিংশতি সহস্র বলীবর্দ্দের মাংস পাক করিয়াও অতিথিগণকে কহিত, অদ্য তোমরা অধিক পরিমাণে সূপ ভক্ষণ কর, আজি অন্য দিনের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহানুভব রন্তিদেব তৎসমুদায় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। ঐ মহাত্মার প্রত্যক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং ব্রাহ্মণগণ যথাকালে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য ভোগ করিতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা রন্তিদেবকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।"

৬৮তম অধ্যায়

দুষ্মন্ততনয় ভরতকথা

নারদ কহিলেন, “হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ততনয় ভরতকে কাল কবলে কবলিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শৈশবাবস্থায় অরণ্যে অন্যের দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি হিমসবর্ণ, নখদংষ্ট্রায়ুধ মহাবল পরাক্রান্ত সিংহ সমুদায়কে স্বীয় বাহুবলে নির্বীর্য্য করিয়া আকর্ষণ ও বন্ধন করিতেন; ক্রূরস্বভাব উগ্রতর ব্যাঘ্রগণকে দমনপূর্ব্বক বশীভূত করিতেন; মনঃশিলাসংযুক্ত ধাতুরাশিবিলিপ্ত বিবিধ ব্যাল ও হস্তীসমুদায়ের দংষ্ট্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমুখ ও শুষ্কাস্য করিয়া বশীভূত করিতেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত মহিষগণকে আকর্ষণ, শত শত গর্বিত সিংহগণকে বলপূর্ব্বক দমন ও সৃমর, গণ্ডার এবং অন্যান্য জন্তুদিগকে বন্ধন ও দমন পূর্ব্বক প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া বিমুক্ত করিতেন। তপোবনস্থ ব্রাহ্মণগণ দুষ্মন্ত তনয়ের সেই ভয়ানক কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া আহ্বান করিতেন। ভরতের জননী শকুন্তলা তাঁহাকে সতত পশুগণকে কষ্ট প্রদান করিতে দেখিয়া পশু হিংসা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরস্বতীতীরে তিন শত ও গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় সুসম্পন্ন করিয়া ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্‌থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এইরূপে শকুন্তলা নন্দন ভরত নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনদানে পরিতৃপ্ত করিলেন। ঐ সময় তিনি মহর্ষি কণ্বকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ বিনির্মিত সহস্র পদ্ম মুদ্রা প্রদান করেন। ভরতের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া শতব্যামপরিমিত সুবর্ণময় যূপ সমুচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। অদীনচিত্ত অরাতি নিপাতন, অপরাজিত, মহারাজ চক্রবর্তী মহাত্মা ভরত, মনোহর রত্ন সমুদায়ে বিভূষিত বহু সংখ্যক অশ্ব, হস্তী, রথ উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এবং অসংখ্য দাস, দাসী, ধন, ধান্য সবৎসা পয়স্বিনীধেনু, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও প্রচুর পরিমিত সুবর্ণ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবান সেই মহাত্মা ভরতকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

৬৯তম অধ্যায়

প্রখ্যাত নৃপ পৃথুর পুণ্যকথা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বেণরাজতনয় পৃথুও কাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভাবশালী বেণতনয় স্বীয় বাহু বল প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদায় বীরগণকে পরাজয় করেন। তাহা দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল প্রোথিত হইয়াছিল এই নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণিগণকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সার্থক করিয়াছেন। প্রজা সকল পৃথুকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিল, আমরা সকলেই ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি; এই

নিমিত্ত তিনি প্রজাগণের অনুরাগ ভাজন হইয়া রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমি সকল কৃষ্ট না হইয়াও অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিত। ধেনু সকল কামদুঘা হইয়াছিল। কমল সকল মধু পরিপূর্ণ থাকিত। কুশা সমুদায় সুবর্ণময় ও সুখাবহ ছিল। প্রজাগণ সেই সমস্ত কুশের চীর পরিধান ও কুশাস্তরণে শয়ন করিত। তাহার কেহই নিরাহার থাকিত না; সকলেই অমৃত কল্প স্বাদু ও মৃদু ফল সকল আহার করিত এবং সকলেই রোগ শূন্য, সফল কাম ও নির্ভয়চিত্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বৃক্ষ ও গিরিগুহায় বাস করিত।

তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ ছিল না। প্রজাগণ হৃষ্টমনে সুখ স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ কাল যাপন করিত। যখন পৃথুরাজা সমুদ্র যাত্রা করিতেন, তৎকালে সলিল রাশি স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। পর্ব্বত সকল তাহার গমন কালে পথ প্রদান করিত। তোরণাদি দ্বারা তাঁহার রথধ্বজ ভগ্ন হইত না।

একদা সমুদায় শৈল, বনস্পতি, দেবতা, অসুর, নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সপ্তর্ষি ও পিতৃগণ সুখাসীন পৃথু রাজার সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমাদের সম্রাট, ক্ষত্রিয়, রাজা, রক্ষক, প্রভু ও পিতা; এক্ষণে আমরা যদ্দারা নিরন্তর তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদিগকে এইরূপ অভিলষিত বর প্রদান কর।

তখন মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া আজগর শরাসন ও ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, হে বসুন্ধরে! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত অভিলষিত দুগ্ধ ক্ষরণ কর, তাহা হইলে আমি ইহাদিগকে অভিলাষানুসারে অন্ন প্রদান করিব। পৃথিবী কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে দুহিতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পৃথুরাজ তথাস্তু বলিয়া দোহনের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। তখন ভূত সমুদায় তাঁহাকে দোহন করিতে লাগিল।

বনস্পতিগণ দোহনের অভিলাষে সর্ব্বাগ্রে সমুত্থিত হইল। বৎসলা বসুন্ধরা বৎস, দোগ্ধা ও পাত্র লাভের অভিলাষে উত্থিত হইলেন। তখন পুষ্পিত শাল বৃক্ষ বৎস, বট বৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন অঙ্কুর দুগ্ধ ও উদুম্বর পবিত্র পাত্র হইল। পর্ব্বতগণের দোহন সময়ে উদয় পর্ব্বত বৎস, মহাগিরি সুমেরু দোগ্ধা, রত্ন ও ওষধি সকল দুগ্ধ ও পাত্র প্রস্তরময় হইয়াছিল। তৎপরে দেবগণ দোগ্ধা ও তেজস্কর প্রিয়বস্তু সকল দুগ্ধ হইল। তদনন্তর অসুরগণ আম পাত্রে মদ্য দোহন করিলেন, ঐ সময় দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা ও বিরোচন বৎস হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন। ঐ সময়ে স্বায়ম্ভুব মুনি বৎস ও পৃথু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। নাগগণ অলাবুপাত্রে বিষ দোহন করিলেন; তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা ও তক্ষক বৎস হইয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণ বেদদোহন করিলেন। তৎকালে বৃহস্পতি দোগ্ধা, ছন্দ পাত্র ও সোমরাজ বংস হইয়াছিলেন। যক্ষের আমপাত্রে অন্তর্ধান দোহন করিল; তৎকালে কুবের দোগ্ধাও বৃষধ্বজ বৎস হইয়াছিলেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তৎকালে চিত্ররথ বৎস ও বিশ্বরুচি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পিতৃগণ রজত পাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তৎকালে বৈবস্বত বৎস ও অন্তক দোগ্ধা হইয়াছিলেন। হে শ্বিত্যনন্দন! বনস্পতি প্রভৃতি দোগ্ধারা যে সমস্ত পাত্র ও বৎস দ্বারা অভিলষিত দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, ঐ সকল পাত্র ও বৎস অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় প্রাণিগণকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিপ্রসাৎ করেন। তিনি ষষ্টি সহস্র ও যষ্টি শত সুবর্ণময় হস্তী এবং মণিরত্নে সমলঙ্কৃত সুবর্ণময়, পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজাতিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! রাজা পৃথু তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল, এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান; সেই পৃথু নৃপতিও কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

৭০তম অধ্যায়
পরশুরামকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুল-ধ্বংস কথা

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বীরবর্গ পরিপূজিত মহাবল পরাক্রান্ত, যশস্বী মহাতপা পরশুরামও অতৃপ্ত হইয়া মৃত্যু মুখে নিপতিত হইবেন। তিনি এই পৃথিবীকে সুখময় ও উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হন নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র চিরকালই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার পিতাকে পরাভব ও বৎসহরণ করিলে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই নিতান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করেন। তিনি স্বীয় শরাসন প্রভাবে একাদিক্রমে চতুঃষষ্টি অযুত, কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া পুনরায় অন্য চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ ও সংহার করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর মুষল দ্বারা সহস্র, অসি দ্বারা সহস্র ও উদ্বন্ধনে সহস্র হৈহয়কে সমরে বিনাশ করেন। ঐ সংগ্রামে পিতৃবধ জনিত ক্রোধে প্রদীপ্ত জামদগ্ন্য কর্ত্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং অশ্ব গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। তৎকালে জামদগ্ন্য পরশু দ্বারা দশ সহস্র বীরকে সমরে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবামাত্র তিনি একান্ত ক্রোধ সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশ-সম্ভুত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার হস্তে শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়।

অনন্তর জামদগ্ন্য ইন্দ্রগোপ-সবর্ণ, বন্ধুজীবসন্নিভ রুধিরপ্রবাহে সরোবর সকল পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ দ্বীপ আপনার বশীভূত করিয়া প্রভূত দক্ষিণদান সহকারে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহর্ষি কশ্যপ জামদগ্ন্যের নিকট অষ্টনল পরিমাণে সমুন্নত, বিধানানুসারে সর্ব্বরত্নে পরিপূর্ণ, পতাকা শত পরিশোভিত, সুবর্ণময় বেদী এবং গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুগণে পরিপূরিত এই অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই পৃথিবী দস্যুশূন্য ও শিষ্ট জন সঙ্কুল করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে মহর্ষি কশ্যপকে সুবর্ণালঙ্কার বিভূষিত শত সহস্র মাতঙ্গও প্রদত্ত হইয়াছিল।

হে শ্বিত্যনন্দন! মহাবীর পরশুরাম এক বিংশতিবার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া শত শত যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান পূৰ্ব্বক সমুদায় ভূমণ্ডল বিপ্রসাৎ করেন। মহাতপা কশ্যপ রামের নিকট এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে রাম! তুমি আমার আদেশানুসারে এই পৃথিবী হইতে নির্গত হও।' তখন মহাবীর রাম ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শর নিক্ষেপপূর্ব্বক রত্নাকরকে উৎসারিত করত মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়াও দান সম্পন্ন, তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ভৃগুকুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহা যশস্বী রামও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন; অতএব তুমি সেই অধ্যয়নাদিশূন্য অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। হে মহারাজ! এই সমস্ত অসংখ্য গুণসম্পন্ন ভূপালগণ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন এবং আরও কত শত রাজা কালকবলে নিপতিত হইবেন।

৭১তম অধ্যায়
সৃঞ্জয়ের মৃতপুত্রপ্রাপ্তি - শোকশান্তি

ব্যাসদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! রাজা সৃঞ্জয় পুণ্য জনক, আয়ুষ্কর এই ষোড়শরাজিক উপাখ্যান শ্রবণ পূৰ্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যে সমস্ত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ত তৎসমুদায় শ্রবণ ও তৎ সমুদায়ের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছ? অথবা ঐ সকল উপাখ্যান শূদ্রাপতির শ্রাদ্ধের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গেল।

তখন সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপোধন! পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বতন যাজ্ঞিক রাজর্ষিগণের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিস্ময় বশত আমার সমুদায় শোক দিনকরকরাপসারিত অন্ধকারের ন্যায় অপনীত হইয়াছে; আমি বিগতপাপ ও ব্যথা শূন্য হইয়াছি; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভাগ্য বলে বিগতশোক হইয়াছ; এক্ষণে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইবে; আমরা মিথ্যাবাদী নহি। সৃঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ ও পরমাহ্লাদিত হইয়াছি; আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার কোন বিষয়ই অসুলভ হয় না। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ তোমার পুত্রকে বৃথা নিহত করিয়াছে; আমি তাঁহাকে প্রোক্ষিত পশুর ন্যায় ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি।

অনন্তর প্রসন্ন চিত্ত দেবর্ষি নারদ প্রভাবে রাজা সৃঞ্জয়ের সেই কুবেরতনয় সদৃশ অদ্ভুত পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। সৃঞ্জয় পুত্রলাভে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে বহুবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সেই সুবর্ণষ্ঠীবী অকৃতকার্য্য নিতান্ত ভীত, অযাজ্ঞিক ও অপত্য বিহীন ছিলেন এবং যুদ্ধেও বিনষ্ট হন নাই; এই নিমিত্তই পুনরায় তিনি জীবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু সৈন্যগণের অভিমুখীন হইয়া সহস্র সহস্র শত্রুগণকে সন্তপ্ত করত কৃতার্থতা লাভ করিয়া রণে নিহত হইয়াছেন। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় লোক লাভ

করিয়া থাকে, মহাবীর অভিমন্যুরও সেই সমুদায় লোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বিদ্বান্ লোকেরা পুণ্য কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বর্গ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসীরা কদাচ এই পৃথিবীতে অধিবাস করিবার প্রার্থনা করেন না অতএব সেই স্বর্গস্থ অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যুকে অত্যল্প অপ্রাপ্য পার্থিব সুখ উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আনয়ন করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে। যোগীরা সমাধি বলে পবিত্র দর্শন হইয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও কঠোর তপস্বীদিগের যে গতি হইয়া থাকে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেই অক্ষয় গতি লাভ করিয়াছেন। মহাবীর অভিমন্যু দেহান্তে দেহান্তর লাভ করিয়া অমৃতময় স্বীয় রশ্মি প্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। ঐ মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমসী তনু লাভ করিয়াছেন; অতএব তাহার নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠিরের শোকশান্তি

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সমস্ত অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হও। বরং জীবিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা আমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্ত মহাত্মাদের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি বিধেয় নহে। শোক করিলে তাহার পাপ পরিবর্দ্ধিত হয়; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঙ্গল লাভার্থ যত্নবান হইবে। হর্ষ, অভিমান ও সুখ প্রাপ্তির অভিলাষ করা বিধেয়; বুধগণ এই রূপ অবধারণ করিয়া কদাচ শোকাকুল হন না। ফলত শোক শোকান্তরের উৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সম্যক অবগত হইয়া উত্থিত ও যত্নবান হও; আর বৃথা শোকাকুল হইও না। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপ ও সর্ব্বভূত সমতা এবং সম্পত্তির অস্থৈর্য্য ও সৃঞ্জয়ের মৃত পুত্রের পুনরায় জীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আর শোক করিও না; আমি চলিলাম।' এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

নির্ম্মল নভোমণ্ডল সদৃশ শ্যামকলেবর ভগবান্ ব্যাস এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র প্রতিম তেজস্বী, ন্যায়োপার্জিত বিত্ত পূর্ব্বতন নৃপতিদিগের যজ্ঞ সম্পত্তির বিষয় শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে উহার সবিশেষ প্রশংসা করত শোক পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনকে কি বলিব এই মনে করিয়া পুনরায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অভিমন্যুবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

৭২তম অধ্যায়

প্রতিজ্ঞাপর্ব্বাধ্যায় - অর্জ্জুনের অন্তর শোকাকুল

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রাণিগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ানক দিবা অবসান হইলে দিনকর অস্তগমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল এবং সৈন্যগণ স্কন্ধাবারে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কপিকেতন ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র জালে সংশপ্তকগণকে সংহার পূর্ব্বক সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে সাশ্রুকণ্ঠে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশব? কেন অদ্য আমার হৃদয় ভীত, বাক্য

স্খলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও গাত্র অবসন্ন হইতেছে? ক্লেশজনক অমঙ্গল চিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না, আমি চারিদিকে উৎপাত ও বহুবিধ অনিষ্টসূচক লক্ষ্মণ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিত্রাসিত হইয়াছি। হে মধুসূদন! এই সমুদায় অমঙ্গলসূচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।

কৃষ্ণের অর্জ্জুন-সান্ত্বনা

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন; তুমি দুর্ভবনা পরিত্যাগ কর; তোমাদের অতি অল্পমাত্র অনিষ্ট হইবে।

অনন্তর মহাবীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শিবির আনন্দ শূন্য, দীপ্তি শূন্য ও নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তখন অরাতি নিপাতন ধনঞ্জয় আকুল হৃদয় হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আজি মঙ্গল তুর্য্যনিঃস্বন এবং দুন্দুভিনাদ সহকৃত শঙ্খ ও পটহের শব্দ হইতেছে না; করতালসমবেত বীণা বাদন রহিত হইয়াছে এবং বন্দিগণ আমার নিকটে স্তুতি যুক্ত, মনোহর, মঙ্গল গীত সকল গান ও পাঠ করিতেছে না। যোদ্ধাগণ আমাকে দেখিয়াই অধোমুখে পলায়ন করিতেছে; উহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হে মাধব! আজি আমার ভ্রাতৃগণ কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে। হে মানদ! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোদ্ধৃগণ সকলে কি কুশলে আছে? আমি সংগ্রাম হইতে আগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু ভ্রাতৃগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে কেন আমার প্রত্যুদগমন করিল না?

অভিমন্যু-অদর্শনে অর্জ্জুনের সশোক আশঙ্কা

কৃষ্ণ ও বাসুদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ নিতান্ত অসুস্থ ও বিচেতন-প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। দুর্ম্মনায়মান ধনঞ্জয় শিবির মধ্যে সমুদয় ভ্রাতা ও পুত্রগণকে অবলোকন করিলেন কিন্তু অভিমন্যুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত বিষ হইয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমাদের সকলেরই মুখবর্ণ অপ্রসন্ন হইয়াছে; এবং তোমরা কেহই আমাকে অভিনন্দন করিতেছ না। বৎস অভিমন্যু কোথায়? আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অল্প বয়স্ক অভিমন্যু বিনা তোমাদের মধ্যে এমন আর কেহই নাই যে, তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমি তাঁহাকে ব্যূহ হইতে বিনির্গম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই বালককে ব্যূহে প্রবেশিত করিয়াছিলে? পরবীরহা, মহাধনুর্দ্ধর, সুভদ্রানন্দন কি শত্রুগণের বহুসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? বল; লোহিতাক্ষ, মহাবাহু, পর্ব্বতজাত সিংহ সদৃশ, উপেন্দ্রোপম, মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল। কোন্ ব্যক্তি কালমোহিত হইয়া দ্রৌপদী, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয় পুত্রকে বিনাশ করিল? বিক্রম, শ্রুতি ও মাহাত্মে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা কেশবের সমকক্ষ মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? সুভদ্রার দয়াভাজন, আমার নিরন্তর লালিত শৌর্য্যশালী পুত্রকে যদি

দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই যম লোক অবলোকন করিব। মৃদুকুঞ্চিত কেশান্ত, মৃগ শাবকাক্ষ, মত্তবারণবিক্রান্ত, শালপোত সদৃশ সমুন্নত, মহাবীর অভিমন্যু সতত সস্মিত, প্রিয়ভাষী, শান্ত, গুরু বাক্যের অনুগত, অমৎসর, মহোৎসাহ, ভক্তানুকম্পী, দান্ত, অনীচানুসারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধাভিনন্দী, অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতাচরণে নিযুক্ত, পিতৃগণের জয়াভিলাষী, অভূতপূর্ব্ব যোদ্ধা ও সংগ্রামে নির্ভয় ছিল এবং বালক হইয়াও যুবজনের ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যদি সেই প্রিয় পুত্রের সন্দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি প্রদ্যুম্ন, কেশব ও আমার নিরন্তর প্রীতিভাজন, রথীগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক তরুণ বয়স্ক, মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় তনয়ের সেই সুন্দর নাসা, সুন্দর ললাট, সুন্দর চক্ষু, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠ সমন্বিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ, সেই তন্ত্রী শব্দের ন্যায়, পুংস্কোকিলরবের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবগণ দুর্লভ, অপ্রতিম রূপ অবলোকন না করিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? অভিবাদন দক্ষ, পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুকে না দেখিলে আমার হৃদয় কোন মতেই সুস্থির হইবে না।

সুকুমার, মহার্হ শয়নোচিত, মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য সহায় সম্পন্ন হইয়াও আজি অনাথের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। যে বীর শয়ন করিয়া অমরাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইত, আজি অশিব শিবাগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বাণবিদ্ধ কলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মধুরস্বরে স্তুতি পাঠ করিয়া যে মহাবীরকে প্রবোধিত করিত, আজি শ্বাপদগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতেছে। যে মুখচন্দ্র পূর্ব্বে ছত্রচ্ছায়ায় সমাবৃত থাকিত, আজি ধূলিপটল নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন করিবে। হা পুত্র! আমি তোমায় বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও অবিতৃপ্ত থাকিতাম; এক্ষণে কাল এই ভাগ্য হীনের নিকট হইতে তোমাকে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিল। আজি পুণ্যবানগণের আশ্রয়, স্বীয় প্রভায় প্রদীপ্ত, মনোহর যমপুরী তোমা দ্বারা অধিকতর শোভমান হইতেছে এবং যম, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথি লাভ করিয়া অর্চনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক যেমন বিলাপ করে, ধনঞ্জয় সেইরূপ বিলাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! অভিমন্যু কি শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক মহাবীরগণের সহিত সংগ্রাম করত স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? অসহায় অভিমন্যু যত্নাতিশয় সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহায্য লাভার্থী হইয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার বালক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি নৃশংসগণ কর্ত্তৃক নানা চিহ্নে চিহ্নিত, সুধৌতাগ্র, তীক্ষ্ণ সায়নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, 'হা তাত! এক্ষণে আমাকে পরিত্রাণ কর', এই বলিয়া বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপাতিত হইয়াছে। অথবা মহাবীর অভিমন্যু আমার ঔরস, সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও বাসুদেবের ভাগিনেয়; সে এরূপ আর্ত্তনাদ করিবার পাত্র নয়।

আমার হৃদয় বজ্রসারময় ও নিতান্ত কঠিন, সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই সেই দীর্ঘবাহু আরক্তলোচন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। নৃশংসগণ মহাধনুর্দ্ধর হইয়া কি প্রকারে বাসুদেবের ভাগিনেয়, আমার পুত্র সেই বা কের উপর মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিল! অদীনাত্মা অভিমন্যু প্রতিদিন প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক আমাকে অভিনন্দন করিত। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু সে কেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না? নিশ্চয়ই সে রুধিরাক্ত কলেবরে সমরাঙ্গনে শয়ান হইয়া নি তিত আদিত্যের ন্যায় স্বীয় দেহ প্রভায় ধরাতল শোভমান করিতেছে। সুভদ্রার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি সন্তাপ জন্মিতেছে; সে সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণ পূর্ব্বক শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হায়! অদ্য সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুকে না দেখিয়া আমাকে কি বলিবে এবং তাহারা দুঃখার্ত্ত হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিব। যদি বন্ধুকে শোককর্ষিত চিত্তে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বজ্রসারময় সন্দেহ নাই।

আমি গর্বিত ধার্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াছি। বাসুদেবও বৈশ্যানন্দন যুযুৎসুকে বীরগণের প্রতি এইরূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছেন যে, হে অধার্মিক মহারথগণ! তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক বৃথা আনন্দিত হইতেছ! অচিরাৎ পাণ্ডবগণের বল দেখিতে পাইবে। তোমরা যখন সংগ্রামে কেশব ও অর্জ্জুনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ, তখন তোমাদের শোক সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন বৃথা প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছ? তোমরা অবিলম্বে এই পাপ কর্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। অধর্মের ফল অতি সত্বরেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মহামতি যুযুৎসু কোপাবিষ্ট ও দুঃখান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে, অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমাকে কি নিমিত্ত জ্ঞাত কর নাই? আমি ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৃশংস মহারথগণের সকলকেই শরানলে দগ্ধ করিতাম।

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিমন্যুনিধনবার্ত্তা জ্ঞাপন

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া সাশ্রুনয়নে চিন্তা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এরূপ হইও না; অপলায়ী শূরগণের, বিশেষত যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞেরা অপরাঙ্মুখ, যুধ্যমান শূরগণের এইরূপ গতিই বিধান করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমন্যু পুণ্য কর্ম্মাদিগের লোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদায় বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, মহাবীর অভিমন্যু মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্রগণকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বীরজন-কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি শোক করিও না। পূর্ব্বতন ধর্ম্ম সংস্থাপকগণ যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। তুমি শোক সমাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়া তোমার এই ভ্রাতৃগণ, সুহৃৎগণ ও ভূপতিগণ সকলেই দী

মনা হইয়াছেন, তুমি শান্ত বাক্যে ইহাদিগকে আশ্বাসিত কর। বেদিতব্য বিষয় তোমার বিদিত হইয়াছে, অতএব তোমার শোক করা নিতান্ত অনুচিত হইতেছে।

অর্জ্জুনের অভিমন্যু-সমরক্রম শ্রবণেচ্ছা

মহাবীর ধনঞ্জয় অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া শোককর্ষিত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সেই দীর্ঘবাহু কমলায়তলোচন অভিমন্যু যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে স্বীয় পুত্রের বৈরীগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পরিবারগণের সহিত সংহার করিব। তোমরা সকলে কৃতাস্ত্র ও শস্ত্রপাণি; তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি সুররাজও কি অভিমন্যুকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারে? হায়! যদি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাঁহাকে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রুগণ কি প্রকারে অন্যায় সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিল। কি আশ্চর্য্য! এখন জানিলাম, তোমাদের কিছুমাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই, এই জন্য অভিমন্যু তোমাদের সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ; কেন না, তোমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এ স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে তোমাদের বর্ম্ম, শস্ত্র ও আয়ুধ সকল কি ভুষণের নিমিত্ত এবং বাক্য কি সভা মধ্যে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত?

পুত্রশোকসন্তপ্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া অপূর্ণ মুখে ধনু ও খড়্গহস্তে অবস্থান করত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব ব্যতীত আর কোন সুহৃদই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ দুইজন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করিতেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা তৎকালে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যুধিষ্ঠির, পুত্রশোকাধিকাতর রাজীবনোচন ক্রোধসন্তপ্তচিত্ত অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন।

৭৩তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠীর কর্ত্তৃক অভিমন্যুর নিধনবৃত্তান্ত বর্ণন

“হে মহাবাহু! তুমি সংশপ্তক সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে সংব্যূহিত করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন আমরা রথ সৈন্য প্রতিব্যূহিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমুদ্যত হইলাম। বহু সংখ্যক বীরপুরুষ আমাকে রক্ষা করত দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে নিশিত শরনিকরে নিতান্ত উৎপীড়ন করিয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দ্রোণকর্ত্তৃক এরূপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাঁহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলাম না। তখন অপ্রতিমবীর্য্য-সম্পন্ন সুভদ্রাকুমারকে কহিলাম, বৎস! দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য ভেদ কর।

বীর্য্যবান অভিমন্যু আমাদের নিয়োগানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় সেই অসহ্য ভার বহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেমন সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই বালক দ্রোণসৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা তাঁহার অনুগমন করিলাম এবং সে যেরূপ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই রূপে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ রুদ্রের বরদান প্রভাবে আমাদিগের সকলকেই নিবারণ করিল। তখন মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই ছয় জন রথী সেই অসহায় বালককে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও তাঁহাদের শরে বিরথ হইল। তখন দুঃশাসনের পুত্র অবিলম্বে তাহার সমীপে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। পরম ধার্মিক মহাবীর অভিমন্যু প্রথমত সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ, এবং তৎপরে পুনরায় আট সহস্র রথ, নয় শত হস্তী, দুই সহস্র রাজপুত্র এবং অলক্ষিত বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! আমাদিগের এই শোক জনক ব্যাপার এইরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

জয়দ্রথ-বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা

তখন পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হা পুত্র! বলিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সকলে বিষণ্ন বদন হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন পূর্ব্বক অনিমিষ নয়নে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ধনঞ্জয় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জ্বরগ্রস্তের ন্যায় কম্পিত হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ না করে, যদি আমাদিগের পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বা আপনার শরণাপন্ন না হয়, নিশ্চয়ই কল্য আমার শরে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্মা আমার সৌহৃদ্য বিস্মৃত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্যুবধের হেতু হইয়াছে। অতএব কালি তাঁহাকে সংহার করিব। দ্রোণই হউন, আর কৃপই হউন, যে কেহ তাঁহার রক্ষার্থে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার শরনিকরে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ গণ! আমি যাহা কহিলাম, যদি সংগ্রামে সেই প্রকার কার্য্য করি, তাহা হইলে যেন আমার পুণ্যলব্ধ লোক সকল লাভ না হয়। যদি জয়দ্রথ বধ না করি, তাহা হইলে মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গুরুদাররত, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাঁহাদিগের পরিবাদদাতা, গচ্ছিত ধনের অপহরক, বিশ্বাসঘাতী, ভুক্তপূর্ব্বা স্ত্রীর নিন্দক, অযশস্বী, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা-যবান্ন-ভোজী, বৃথা-শাকভোজী, বৃথা-তিলান্ন-ভোজী, বৃথা-পিষ্টক-ভোজী, বৃথা-মাংস-ভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রশংসিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গুরুর অবমন্তা যে লোকে গমন করে, আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্ম, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করে, আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না

করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করে এবং যে নীচাশয় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতগণকে প্রদান না করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, আমি যেন তাহাদিগের ভয়ানক গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দা করে, যে পূজনীয় প্রতিবেশ্যকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, যে মর্যাদা ভেদ করে, যে বৃষলী গমন করে, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং ভ্রাতৃ নিন্দক, আমি অবিলম্বে যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। যদি কল্য জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে এ স্থলে যে সকল অধার্মিকের নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং যে সকল অধার্মিকের নাম কীর্তিত হইল না আমি যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই।

আমি পুনরায় অন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ করুন। যদি কল্য পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তগত হন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। অসুর, সুর, মনুষ্য, পক্ষী, সর্প, পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক অন্যান্য প্রাণিগণ কেহই আমার শত্রুকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অভিমন্যুর শত্রু যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর, দৈত্যপুর বা রসাতলে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি শর শত দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিব।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব-শরাসন নিক্ষেপ করিলেন। শরাসনের শব্দ ধনঞ্জয়ের শব্দ অতিক্রম করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ কেশবের মুখ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিঃসৃত হইয়া জগতীতল পাতাল আকাশ ও দিপালগণকে বিকম্পিত করিল। তখন পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র বাদ্য ধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

৭৪তম অধ্যায়
জয়দ্রথের ভীতি - দ্রোণাচার্য্যের অভয়দান

চরগণ জয়লোলুপ পাণ্ডবগণের সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ উত্থান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত, বিমুগ্ধচিত্ত ও শোকসাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া অনেক বিবেচনা করত ভূপালগণের সভায় গমন করিলেন এবং অর্জ্জুনের ভয়ে নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে ভূপালগণ! পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামপরবশ ইন্দ্রের ঔরসে সমুৎপন্ন দুর্বুদ্ধি ধনঞ্জয় আমাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করি, অথবা আপনারা সকল বীর অস্ত্রবলে আমাকে রক্ষা করুন। পার্থ আমাকে নিধন

করিতে বাসনা করিয়াছে, আপনারা আমাকে অভয় প্রদান করুন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ যম-নিপীড়িত ব্যক্তিকেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, অতএব অর্জ্জুন একাকী আমাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে যথার্থ বটে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনারা সমস্ত ভূপাল একত্র হইয়াও আমাকে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি; মুমুর্ষূর ন্যায় আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে। নিশ্চয়ই গাণ্ডীবধন্বা আমাকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সেই নিমিত্ত পাণ্ডবগণ শোক কালেও হৃষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে। ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব হে ভূপতিগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমি পলায়নপূর্ব্বক লুকায়িত হইয়া থাকি; তাহা হইলে পাণ্ডবগণ আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবে না।

জয়দ্রথ ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মকার্য্য-সাধন-তৎপর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে কহিলেন, সিন্ধুরাজ! ভীত হইও না; তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, দুর্দ্ধর্ষ বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ, সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপাল, আমরা সকলে সসৈন্যে তোমার চতুর্দ্দিকে গমন করিব; তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। তুমি স্বয়ংও রথীশ্রেষ্ঠ এবং শোর্য্যশালী; তবে পাণ্ডবগণকে ভয় করিতেছ কেন? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে। অতএব তুমি ভীত হইও না; তোমার ভয় দূরীভূত হউক।"

হে রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া সেই রাত্রিতে ততাঁহার সহিত দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য! দূরস্থ লক্ষ্যে শরনিপাতন, লঘুত্ব ও দৃঢ়বেধনে অর্জ্জুনের সহিত আমার প্রভেদ কি বলুন। আমি আপনার নিকট অর্জ্জুন ও আমার যুদ্ধ বিদ্যার তারতম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের ও আমার যথার্থ বিদ্যা ব্যাখ্যা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! তোমার ও অর্জ্জুনের গুরূপদেশ সমান; কিন্তু অর্জ্জুন যোগ ও দুঃখাবস্থান নিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না; আমি তোমাকে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। মদ্ভুজরক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অমরগণও প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন ব্যূহ ব্যূহিত করিব যে, পার্থ তাহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না; স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতৃ পৈতামহ পথে অনুগমন কর। তুমি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন, হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব মৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যদি তুমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে নিহত হও, তাহা হইলে মূঢ় মনুষ্যগণের দুর্লভ মহাভাগ্য লাভ করিয়া স্বীয় ভুজবীর্য্যার্জ্জিত যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট দিব্য লোক সকল লাভ করিবে।

কৌরব, পাণ্ডব ও বৃষ্ণি এবং আমি অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মনুষ্যগণ সকলেই অচিরস্থায়ী। আমরা সকলেই বলবান, কাল কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে নিহত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম লইয়া পরলোকে গমন করিব। হে সিন্ধুরাজ! তপস্বিগণ তপস্যা করিয়া যে সকল লোক প্রাপ্ত হন; ক্ষত্রিয় বীরগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সেই সমস্ত লোক লাভ করেন।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া অর্জ্জুনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন সমুদায় কৌরবসৈন্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিল।

৭৫তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের প্রকিজ্ঞাশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া ভাতৃগণের সম্মতি ক্রমে জয়দ্রথকে বধ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহা অত্যন্ত সাহসের কর্ম্ম হইয়াছে। এই যে বিষভার উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কি প্রকারে আমরা সকল লোকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ পাইব? আমি দুর্য্যোধনের শিবিরে চরগণকে প্রেরণ করিয়া ছিলাম; এই তাহারা ত্বরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই বার্তা নিবেদন করিতেছে যে, তুমি জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে অস্মৎপক্ষীয় বাদিত্রনাদসহকৃত সুমহান্ সিংহনাদ কৌরবগণের শ্রবণগোচর হইয়াছিল। সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সেই শব্দে নিতান্ত ভীত হইলেন এবং এই সিংহনাদ অকারণ নয়; মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বধ শ্রবণে কাতর হইয়া রোষবশতঃ রাত্রিতেই যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইবেন সন্দেহ নাই, এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৌরবগণের হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহের ভীষণধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। হে রাজীবনোচন! সত্যব্রত কৌরবগণ এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, এমন সময় তোমার জয়দ্রথ বধের সত্যপ্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রবণগোচর হইল। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ তোমার দারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভীত ও দুর্ম্মনায়মান হইতে লাগিল।

তখন সিন্ধু সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত আপনার শিবিরে আগমন পূর্ব্বক সমুদায় কল্যাণকর কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া রাজ- সমাজে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ধনঞ্জয় আমাকে তাহার পুত্র হন্তা বলিয়া কালি আক্রমণ করিবে, সে সেনাগণের মধ্যে আমার প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, সর্প বা রাক্ষসগণ সব্যসাচীর সেই প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব আপনারা সংগ্রামে আমাকে রক্ষা করুন; ধনঞ্জয় যেন আপনাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে। যদি আপনারা সংগ্রামে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুজ্ঞা করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাক্‌শিরাঃ ও বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা জয়দ্রথ দুর্য্যোধনকে কাতর দেখিয়া মৃদুস্বরে আপনার হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! মহাযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে, আমাদের মধ্যে এমন ধনুর্দ্ধর বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে গাণ্ডীব ধনু কম্পন করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দর হইলেও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না, শুনিয়াছি, ধনঞ্জয় পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে পাদচারে মহাবীর প্রভু মহেশ্বরের সহিত সংগ্রাম এবং দেবরাজের নিদের্শানুসারে এক রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবের প্রাণ সংহার করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় ধীমান্ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইলে অমরগণের সহিত ভুবনত্রয়কে বিনষ্ট করিতে

পারে। এই জন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, হয় আপনারা আমাকে পলায়নে অনুজ্ঞা করুন, না হয়, বীর্য্যশালী মহাত্মা দ্রোণ পুত্রের সহিত আমাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন।

হে অর্জ্জুন! রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুসারে তাহার রক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। সদুপায় সকল বিহিত এবং অশ্ব ও রথ সকল সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জ্জয় বৃষসেন, কৃপ, শল্য, এই ছয় জন সমরে অগ্রসর হইবেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিবেন, উহার পূর্বার্দ্ধ শকুট ও পশ্চাদর্দ্ধ পদ্মের ন্যায় হইবে। পদ্মের মধ্য স্থলে সূচী নামে গূঢ় ব্যূহ নির্মিত হইবে এবং জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণে রক্ষিত হইয়া সেই সূচী ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। হে পার্থ! উল্লিখিত ছয় রথী ধনু, অস্ত্র, বল, বীর্য্য ও ঔরস প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়। এই ছয়জনকে পরাজয় না করিলে জয় দ্রথকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। হে ধনঞ্জয়! ঐ ছয় জনের প্রত্যেকের বীরত্বের বিষয় চিন্তা কর; তাঁহারা মিলিত হইলে শীঘ্র তাহাদিগকে পরাজয় করা সাধ্যায় নয়। অতএব আত্মহিত ও কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রণাভিজ্ঞ সচিব ও সুহৃদগণের সহিত পুনরায় নীতি মন্ত্রণা করা আমাদের কর্ত্তব্য।”

৭৬তম অধ্যায়
জয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞাবিষয়ে অর্জ্জুনের দৃঢ়তা

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসুদন! তুমি দুর্য্যোধনের যে ছয় জন রথীকে অধিকতর বলবান্ বলিয়া বোধ করিতেছ, আমার বোধ হয়, তাহাদিগের বীরত্ব আমার বীরত্বের অর্দ্ধ ভাগেরও সমান নহে। তুমি দেখিবে আমি জয়দ্রথবধার্থে সংগ্রামে গমন করিয়া অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত বীরগণের অস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন ও সিন্ধু রাজের মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিব; দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে স্বগণ সমভিব্যাহারে বিলাপ করিবেন। যদি সুররাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গরুড়, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমুদায় সাধ্য, রুদ্র, বসু, দেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সাগর, পর্ব্বত, দিক্, দিক্পতি, গ্রাম্য ও আরণ্য, প্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমগণ সিন্ধুরাজের পরিত্রাতা হন, তথাপি কালি তুমি তাঁহাকে আমার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিবে। আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি জয়দ্রথের রক্ষক, অতএব অগ্রে তাঁহাকেই আক্রমণ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্যের উপরেই এই সংগ্রামের জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে; অতএব আমি দ্রোণেরই সেনাগ্রভাগ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট গমন করিব। কালি তুমি দেখিবে যে, মহা ধনুর্দ্ধরগণ বজ্র বিদারিত পর্ব্বত শৃঙ্গসমূহের ন্যায় আমার সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিয়ে বিদীর্য্যমান হইতেছে এবং মনুষ্য মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সমুদায় নিশিত শরসম্পাতে বিদীর্ণ কলেবর ও নিপতিত হইয়া শোণিত ধারা মোক্ষণ করিতেছে। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত মনোমারুতগামী শরনিকর সহস্র সহস্র নর, বারণ ও অশ্বের প্রাণ সংহার করিবে। আমি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, নরপতিগণ এই যুদ্ধে তৎসমুদায় নয়নগোচর করিবেন। কালি তুমি দেখিবে যে, যাঁহারা সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র সমুদায় আমার ব্রক্ষ-অস্ত্রে বিনাশিত এবং

শরবেগচ্ছেদিত নরপতিগণের মস্তক সমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছাদিত হইতেছে। আমি রাক্ষসগণকে পরিতৃপ্ত, শত্রুগণকে দ্রাবিত, সুহৃদগণকে আনন্দিত ও সিন্ধুরাজকে নিহত করিব। অশেষাপরাধী অনাত্মীয়, পাপদেশ সমুৎপন্ন সিন্ধুরাজ আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া আত্মীয়গণকে শোকাকুল করিবে। কালি পাপাচারপরায়ণ জয়দ্রথকে সমুদায় রাজার সহিত শরনিকরে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে। কালি প্রভাতে আমি এরূপ কার্য্য করিব যে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই ভূমণ্ডলে আমার সদৃশ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই বলিয়া নিশ্চয় করিবে। গাণ্ডীব দিব্য ধনু, আমি যোদ্ধা ও তুমি সারথি; তবে আমার অজেয় আর কি আছে? হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে যুদ্ধে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত নাই; তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য জানিয়াও কেন আমাকে তিরস্কার করিতেছ? চন্দ্রের শোভা ও সমুদ্রের জল যেমন স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও সেই রূপ অচল জানিবে। হে মধুসূদন! আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় ধনু ও বাহু বলের অবমাননা করিও না। আমি এরূপে সংগ্রামে গমন করিব যে, আমার অবশ্যই জয় লাভ হইবে; আমি কখনও পরাজিত হইব না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তুমি মনে স্থির কর যে, জয়দ্রথ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজ্ঞে শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতি নিয়তই বিরাজমান থাকে।”

ইন্দ্রনন্দন ধনঞ্জয় মহাত্মা হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আদেশ করিলেন যে, “হে কেশব! যাহাতে রজনী প্রভাত হইবামাত্র আমার রথ সুসজ্জিত হয়, সাতিশয় উদ্যম সহকারে তাহার চেষ্টা করিও।”

৭৭তম অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুভদ্রাকে সান্ত্বনাপ্রদান

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! শোকদুঃখাকুল বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সেই রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাতক্রোধ জানিয়া, না জানি কি দুর্ঘটনা ঘটিবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিদারুণ, রুক্ষ, অমঙ্গল সূচক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দিবাকরে কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট হইল; বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নির্ঘাত ও বিদ্যুৎপাত

হইতে লাগিল; পৃথিবী শৈল ও কাননের সহিত বিকম্পিত এবং সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল, নদী সকল প্রতিকূলস্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের প্রমোদ ও যম রাজ্য সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত রথী, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বাহন সকল মলমূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ এই সমস্ত লোমহর্ষণ নিদারুণ উৎপাত দর্শন ও মহাবল সব্যসাচীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় বাসুদেবকে কহিলেন, “কেশব! তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রাকে এবং আমার পুত্রবধু ও তাহার বয়স্যাগণকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের শোকাপনোদন কর।”

তখন নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্রশোকাকুলা ভগিনীকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, সুভদ্রে! কুমারের নিমিত্ত স্নুষার সহিত আর শোক করিও না; কাল সকল প্রাণীকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। সৎ কুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যে রূপে প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেই রূপেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; অতএব আর শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহারথ ধীর, পিতৃ তুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্বকামপ্রদ, অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীর জননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীর বান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে তোমার পুত্র পরম গতি লাভ করিয়াছে। হে বরারোহে! পাপাত্মা শিশু ঘাতক সিন্ধুরাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত এই গর্ব্বের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ঐ পাপকারী রজনী প্রভাত হইলে অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেও ধনঞ্জয়ের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। কালি অবশ্যই তোমার শ্রবণগোচর হইবে যে, সিন্ধু রাজের মস্তক সমন্তপঞ্চকের বহিঃপ্রদেশে সমানীত হইয়াছে; অতএব শোক পরিত্যাগ কর, রোদন করিও না। শস্ত্রজীবিগণ যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকেন, শৌর্য্যশালী অভিমন্যু ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশালবক্ষাঃ, মহাবাহু, সমরে অপরাঙ্মুখ, রথিগণের নিহন্তা, পিতা ও মাতৃ পক্ষের অনুগত, বীর্য্যবান, শৌর্য্যশালী, মহারথ অভিমন্যু সহস্র সহস্র শত্রুকে সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে ভদ্রে! পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহা অবশ্যই সফল হইবে; কদাচ অন্যথা হইবে না। তোমার স্বামীর চিকীর্ষিত বিষয় কখনই নিষ্ফল হয় নাই। যদি সমুদায় মনুষ্য, সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, পতঙ্গ, সুর ও অসুরগণ রণক্ষেত্রগত সিন্ধুরাজের সহিত মিলিত হন, তথাপি সিন্ধুরাজ তাঁহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে।”

৭৮তম অধ্যায়
সুভদ্রার বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকাধিকাতরা সুভদ্রা মহাত্মা কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হে বৎস! হতভাগিনীর পুত্র! তুমি পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে কি প্রকারে নিধন প্রাপ্ত হইলে! আমি কি করিয়া তোমা, ইন্দীবরশ্যাম, সুদর্শন, চারুলোচন মুখমণ্ডল রণরেণু সমাচ্ছন্ন অবলোকন করিব! হে সমরাপরাঙ্মুখ মহাবীর। আজি তুমি সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে মনুষ্যগণ তোমাকে ভূতলে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হায়! পূর্ব্বে যাহার শয্যা মনোহর আস্তরণে সমাচ্ছন্ন থাকিত, আজি সেই সুখলালিত অভিমন্যু বাণবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছে! যে মহাভুজ বীর পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণের সহবাসে কালযাপন করিত, আজি সে যুদ্ধে নিপতিত হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহবাসী হইয়া আছে! সূত, মাগধ ও বন্দীগণ হৃষ্ট হইয়া যাহাকে স্তব করিত, আজি রাক্ষসগণ তাহার নিকট ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছে! হা বৎস! পাণ্ডব,

বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতে কে তোমাকে অনাথের ন্যায় সংহার করিল! হে পুত্র! তোমাকে দর্শন করিয়া এই মন্দ ভাগিনীর নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত হয় নাই; অতএব আজি আমি তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবশ্যই শমন ভবনে গমন করিব। বিশাললোচনশালী মনোহর কেশকলাপ-সম্পন্ন চারু-বাক্যযুক্ত সুগন্ধ ও ব্রণশুন্য তোমার সেই মুখমণ্ডল আবার কবে আমার নয়নগোচর হইবে। ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের বীরত্বে ধিক, বৃষ্ণিবীরগণের বীরত্বে ধিক্, পাঞ্চালগণের সামর্থ্যে ধিক্ এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকেও ধিক্; তুমি সংগ্রামে গমন করিলে ইহারা তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। আমার শোকব্যাকুল লোচন অভিমন্যুর অদর্শনে সমুদায় পৃথিবী শূন্যের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হে বীর! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়; গাণ্ডীবধস্বার পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ; তুমি আজি সমরে নিপতিত হইয়াছ, ইহা আমি কি প্রকারে অবলোকন করিব! হে বীর! তুমি স্বপ্নগত ধনের ন্যায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলে। হায়! এখন জানিলাম মনুষ্যগণের সমুদায় দ্রব্যই জলবুদের ন্যায় অনিত্য। হা বৎস! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছে; আমি কি প্রকারে ইহাকে সান্ত্বনা করিব। বৎস! আমি তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎসুক, কিন্তু তুমি আমাকে ফলকালে পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে। যখন তুমি কেশবসনাথ হইয়াও সংগ্রামে অনাথের ন্যায় নিহত হইয়াছ, তখন কৃতান্তের গতি প্রাঙ্গণেরও নিতান্ত দুর্জ্জেয়, সন্দেহ নাই। হে বৎস! যাগশীল, দানশীল, ব্রাহ্মণ, কৃতাত্মা ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্য, গুরু শুক্রযানরিত ও সহস্র দক্ষিণাপ্রদ ব্যক্তির যে গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। অপরাঙ্মুখ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অরাতিগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। যাঁহারা সহস্র গোদান, যজ্ঞার্থে দান, উপকরণ-সম্পন্ন অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাহ্মণগণকে রত্ন দান এবং দণ্ডার্হকে দণ্ড প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যে পবিত্র গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। শংসিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ এক মাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হয়েন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারি বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সতত সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত ব্রতানুষ্ঠান ধর্ম্মানুশীলন ও গুরু শুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা মাতাপিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যে মনীষিগণ পরদারপরাঙ্মুখ হইয়া ঋতু কালে স্বীয় ভার্য্যা গমন করেন, যাহারা গত মৎসর হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, যাঁহারা অন্যের মর্ম্মপীড়া প্রদানে বিরত থাকেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল হন এবং যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য, দম্ভ, মিথ্যা ও পরপীড়ন পরিত্যাগ করেন, তুমি কাঁহাদিগের গতি লাভ কর। হ্রীমান, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমারও সেই গতি হউক।

সুভদ্রা দীন ও শোকাকুলা হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুপদনন্দিনী উত্তরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই নিতান্ত

দুঃখিত চিত্তে সাতিশয় রোদন ও বিলাপ করত উন্মতার ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অচেতনপ্রায়, রোদনশীল, মর্ম্মবিদ্ধা, কম্পিত কলেবর ভগিনীর গাত্রে জলসেচন ও তাঁহাকে সমুচিত হিতবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, সুভদ্রে! পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না; পাঞ্চালি! উত্তরাকে আশ্বাস প্রদান কর; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে। হে বরাননে! আমার এই মানস যে, যশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগের কুলজাত পুরুষগণ সকলেই সেই গতি প্রাপ্ত হউন। তোমার মহারথ পুত্র একাকী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, আমরা ও আমাদের সুহৃগণ সকলে একত্র হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি।”

মহাবাহু বাসুদেব ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরারে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া পার্থের নিকট গমন পূর্ব্বক ভূপালগণ, বন্ধুগণ ও অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারাও স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

৭৯তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের উপাবিধান

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! তখন বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অপ্রতিম ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উদকস্পর্শপূর্ব্বক সুলক্ষণসম্পন্ন স্থণ্ডিলে বৈদুর্য্যসন্নিভ কুশ সমূহে প্রস্তুত মঙ্গল শয্যা বিস্তৃত করিয়া সমুচিত বিধান অনুসারে মঙ্গল মাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তম উত্তম আয়ুধে পরিবৃত করিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ বিনীত ভাবে রাত্রি কর্ত্তব্য ও ত্রৈয়ম্বক বলি সম্পাদন করিল। তখন ধনঞ্জয় উদকস্পর্শ করিয়া প্রীতিচিত্তে গন্ধ মাল্য দ্বারা বাসুদেবকে অলঙ্কৃত করিয়া রাত্রির সমুচিত উপহার প্রদান করিলেন। বাসুদেৰ ঈষৎ হাস্য করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জু! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি শয়ন কর; আমি চলিলাম।

অর্জ্জুনের প্রিয়ঙ্কর ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দ্বারদেশে গৃহীতাস্ত্র রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া দারুকসমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূরি ভূরি কর্ত্তব্য চিন্তা করত শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া পার্থের হিতের নিমিত্ত যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তেজোদ্যুতিবিবর্দ্ধন শোক দুঃখাপহ উপায়বিধান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে কেহই নিদ্রিত হন নাই; সকলেই জাগরিত থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা গাণ্ডীবধন্বা পুত্রশোকে সন্তাপিত হইয়া সহসা সিন্ধুরাজকে বধ করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহা কি প্রকারে সফল করিবেন। তিনি অতি দুষ্কর বিষয়ে অধ্যবসায় করিয়াছেন। রাজা জয়দ্রথ সামান্য বীর নন। বিশেষত দুর্য্যোধন তাঁহাকে অসংখ্য সৈন্য ও মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুন পুত্রশোকাধিকাতর হইয়া যে দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সিন্ধুরাজ ও অন্যান্য অরাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরাগমন করুন। তিনি যদি কালি জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবেন; কদাচ আপনার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে পারিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত অর্জ্জুনের উপর নির্ভর করিয়া আছেন; যদি ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে। যদি আমরা কোন সৎকর্মের অনুষ্ঠান বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকলের ফলে সব্যসাচী অরাতিগণকে পরাজয় করুন। পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এইরূপ জয় বিষয়ক কথোপকথনে অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব সেই রজনী মধ্যেই জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দারুককে কহিলেন, দারুক! অর্জ্জুন পুত্র বিয়োগে কাতর হইয়া, 'কালি জয়দ্রথকে সংহার করিব' বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুর্য্যোধন পার্থের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে যাহাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। দুর্য্যোধনের সেই অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্বাস্ত্রবেত্তা সপুত্র দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত হইবেন। দ্রোণাচার্য্য যাহাকে রক্ষা করেন, দৈত্য ও দানবগণের দর্পহারী অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্রও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নন; কিন্তু ধনঞ্জয় যাহাতে সূর্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারেন, আমি অবশ্যই কালি তাহার উপায় করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধবগণ, অর্জ্জুন অপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়তর নয়। আমি মুহূর্ত্ত মাত্রও অর্জ্জুন শূন্য পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না। ফলত ধনঞ্জয় অবশ্যই কালি সংগ্রামে জয় লাভ করিবেন। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের হিতার্থে অসংখ্য নাগাশ্বসমবেত বীরগণকে, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজয় ও সংহার করিব। ত্রিলোকের লোক কালি মহাযুদ্ধে আমার বল বিক্রম নিরীক্ষণ করুক। কালি সহস্র সহস্র ভূপাল, শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি তোমার সমক্ষে পাণ্ডবগণের হিতার্থে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত কৌরব সৈন্যচক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। কালি দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত হইবেন যে, আমি সব্যসাচীর কি রূপ সুহৃৎ। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা এবং যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের বশী ভূত হয়, সে আমারও বশীভূত। ফলত তুমি অর্জ্জুনকে আমার শরীরার্দ্ধ বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

হে দারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আমার উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত করিয়া আমার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে হইবে। তুমি রথ মধ্যে ছত্র, দিব্য কৌমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনু, শর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উপকরণ সংস্থাপিত এবং রথোপস্থে রথশোভী, বীর্য্যশালী গরুড়ের ধ্বজস্থান পরিকল্পিত করিয়া সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন বিশ্বকর্ম্মবিরচিত দিব্য কাঞ্চন জালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সংযোজনপূর্ব্বক স্বয়ং কবচধারী হইয়া অবস্থান করিও। ঋষভ রাগ পরিপূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভৈরব রব শ্রবণ মাত্র সত্বরে আমার নিকট আগমন করিবে। আমি এক দিনেই পৈতৃস্বস্রেয়ের ক্রোধ ও দুঃখ সমুদায় দূরীকৃত করিব। ধনঞ্জয় যাহাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন, আমি সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব। হে সারথে! আমি কহিতেছি, ধনঞ্জয় যে যে

ব্যক্তিকে সংহার করিতে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইবে।

দারুক কহিলেন, হে পুরুষোতম! আপনি যাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব। আজি অর্জ্জুনের জয় লাভের নিমিত্তই বিভাবরী সুপ্রভাত হইল।

৮০তম অধ্যায়
অর্জ্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণের মহাদেবের নিকট গমন

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অচিন্ত্যবিক্রম ধনঞ্জয় আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের চিন্তা ও ব্যাস দত্ত মন্ত্র স্মরণ করত নিদ্রাগত হইলে মহাতেজা বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম বশত কোন কালে কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; সুতরাং এক্ষণেও প্রত্যুত্থান করিয়া বাসুদেবকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তৎকালে উপবেশনের অভিলাষ করিলেন না।

মহাতেজা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন; এক্ষণে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পার্থ কাল অতি দুর্জ্জয়; কাল সকল ভূতকেই অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিষণ্ন হইও না। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে পণ্ডিতবর! তোমার শোক করা উচিত নয়; শোকে কার্য্য নাশ হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টা হীন ব্যক্তির শত্রু। শোককারী ব্যক্তি শত্রুগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অপরাজিত অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুরাত্মা জয়দ্রথকে কালি সংহার করিব; কিন্তু মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই সেই প্রতিজ্ঞাবিঘাতার্থ সিন্ধুরাজকে পৃষ্ঠভাগে সংস্থাপিত করিয়া রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দুর্জ্জয় সৈন্য ও মহারথগণে পরিবৃত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার অতি দুঃসাধ্য হইবে। বিশেষত এক্ষণে দক্ষিণায়ন; দিবাকর অতি শীঘ্র অস্তে গমন করেন, অতএব বোধ হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে? এক্ষণে আমার দুঃখ প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

বাসুদেব ধনঞ্জয়ের শোক-হেতু শ্রবণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও জয়দ্রথের বধ সাধনার্থ জলস্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমুদায় দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন পাশুপত অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, তাহা হইলে কালি নিশ্চয় তাহা দ্বারা জয়দ্রথকে বধ করিতে

পারিবে। আর যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে মনে মনে সাবধানে মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাহার ভক্ত, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদে সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে ।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর জলস্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ লক্ষ্মণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সন্নিহিত হইলে ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, আপনি কেশবের সহিত গগণমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় কেশব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলে তিনি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণ সেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান্ পর্ব্বতে বায়ু বেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তর দিকে শ্বেত পর্ব্বত; কুবেরের বিহার প্রদেশস্থিত প্রফুল্ল সরসিজসম্পন্ন সবোবর এবং পুষ্প ফল সঙ্কীর্ণ, দ্রুমরাজিবিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ, পবিত্র আশ্রম সম্পন্ন, মনোহর বিহগসমূহে উপশোভিত, স্ফটিক সদৃশ অগাধ জল পরিপূর্ণ, নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নর গীত ধ্বনিত হেমরৌপ্যময় শৃঙ্গে সুশোভিত কুসুমিত মন্দার বৃক্ষে সুবাসিত নানাবিধ ওষধিতে সন্দীপিত মন্দর পর্ব্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুত দর্শন পদার্থ সকল অবলোকন করত সুচিক্কণ অঞ্জনরাশি সন্নিভ কাল পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শর্যাতিবন, পবিত্র অশ্বশিরস্থান, অথর্ব্বগণের স্থান, বৃষদংশ পর্ব্বত, অপ্সরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর শৈল এবং মনোহর প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও নগর সমূহেশোভিত, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভা সম্পন্ন পৃথিবী ও বহুরত্নের আকর অদ্ভুতাকার সমুদ্র সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই রূপে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্য্যটন করত বিস্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মহাত্মা বৃষভধ্বজ তথায় তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এরূপ তেজ যে, বোধ হয় সহস্র সূর্য্য একত্র দেদীপ্যমান হইতেছে। তাঁহার হস্তে শূল, মস্তকে জটা; পরিধান বল্কল ও অজিন এবং শরীর শ্বেতবর্ণ ও সহস্র লোচনে সুশোভিত। তাঁহার সঙ্গে পার্ব্বতী ও ভাস্বর ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাদ্য, কখন শব্দ, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন হস্ত পদাদির আস্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার গাত্র পবিত্র গন্ধে সুবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ ভবানীপতিকে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মস্তকাবনমন করিলেন। যে মহাত্মা সকল লোকের আদি, অজন্মা, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পর প্রকৃতি, দেব দানব যক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়, যোগের আধার, পর ব্রহ্ম, ব্রহ্মাদিগের আশ্রয়, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা এবং ধীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয় স্থান; সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম পদলাভার্থী জ্ঞানিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হন এবং সংহারকালে যাঁহার কোপের উদয় হয়; বাসুদেব বাক্য, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

অৰ্জ্জুনও তাঁহাকে সকল ভূতের আদি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কারণ জানিয়া ভূয়োভূয়ঃ অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে সেই কারণ স্বরূপ, আত্ম স্বরূপ, মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া প্রসন্নমনে সহাস্য বদনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তম বীরদ্বয়! তোমরা গাত্রোত্থান কর; তোমাদের ক্লেশ দূর হউক। তোমাদের মনের অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর; যে কার্যের অনুরোধে আগমন করিয়াছি, আমি তাহা সম্পাদন করিব। তোমরা আপনাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদান করিতেছি।

মহাদেবের স্তব

মহামতি বাসুদেব ও অৰ্জ্জুন মহাত্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্থান ও অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক দিব্য বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন, ‘হে দেব! তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্ত, ঈশান ও মখঘ্ন; তুমি অন্ধকঘাতী, কার্ত্তিকেয়ের পিতা, নীলগ্রীব ও মেধা; তুমি পিণাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলোহিত, ধুম্র, ব্যাধ ও অপরাজিত; তুমি নিত্য নীল শিখণ্ড, শূলধারী, দিব্য চক্ষু, হর্ত্তা, পিতা, ত্রিনেত্র ও বসুরেতাঃ; তুমি অচিন্ত্য, অম্বিকানাথ, সর্ব্ব দেবস্তুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিল ও ব্রহ্মচারী; তুমি সলিল মধ্যস্থ তপস্বী, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, ও বিশ্বব্যাপী, তুমি ভূতগণের সেবনীয়, প্রভু, ও বেদমুখ, তুমি সর্ব্ব, শঙ্কর ও শিব, তুমি বাক্যের পতি, প্রজা পতি, বিশ্বপতি ও মহতের পতি; তুমি সহস্রশিরা, সহস্র ভুজ, সহস্রনেত্র, সহপাদ ও অসংখ্যেয়কর্ম্মা, তুমি সংহর্তা হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্য কবচ, ও ভক্তানুকম্পী; তোমারে নমস্কার; হে প্রভো! আমাদিগের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

হে মহারাজ! বাসুদেব ও অৰ্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত এইরূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।”

৮১তম অধ্যায়
অৰ্জ্জুনের অস্ত্রলাভ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন মনে উৎফুল্ল নয়নে সমস্ত তেজোনিধান বৃষধ্বজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বাসুদেব নিবেদিত স্বকৃত নিশাহ নিত্য উপহার অবলোকন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেব ও বাসুদেবকে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন, হে দেব! আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে অভিলাষ করি।

মহাদেব ধনঞ্জয়ের অভিলাষ অবগত হইয়া সস্মিতবদনে তাঁহাকে ও বাসুদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তমদ্বয়! আমি তোমাদিগের মনের অভিলাষ অবগত হইয়াছি; তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি অবিলম্বে তাহা প্রদান করিতেছি। এই স্থানের অতি সন্নিকটে এক অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে, সেই সরসীতে দিব্য ধনু ও

শর নিহিত রহিয়াছে, ঐ শর ও শরাসন দ্বারা আমি সংগ্রামে সুরারিগণকে সংহার করিয়াছিলাম। তোমরা সেই ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর।”

তখন নর ও নারায়ণ তথাস্তু বলিয়া মহাদেবের পারিষদগণ সমভিব্যাহারে শত শত বিস্ময়কর দিব্য পদার্থ সমাকুল, পরম পবিত্র, সর্বার্থ-সাধক, সূর্য্যমণ্ডল সন্নিত সেই বৃষভধ্বজ নির্দ্দিষ্ট সরোবরে গমন করিলেন। তথায় সলিলের অভ্যন্তরে দুইটি ভুজঙ্গ তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল; একটি নিতান্ত ভীষণ এবং দ্বিতীয়টি সহস্রশীর্ষ ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, উহার সহস্র মুখ হইতে বিপুল অনল শিখা বিনির্গত হইতেছে। তখন বেদজ্ঞ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব জল স্পর্শ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে পরম যত্ন সহকারে মহাদেবকে স্মরণ ও অসংখ্য প্রণাম এবং শত রুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়া সেই নাগদ্বয়কে নমস্কার করিয়া আরাধনা করিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাভুজঙ্গদ্বয় ভগবান্ রুদ্রের মাহাত্মে নাগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুনাশন শর ও শরাসনের রূপ ধারণ করিল। মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই প্রভা সম্পন্ন ধনু ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আনয়ন ও মহাদেবকে প্রদান করিলেন। তখন পিঙ্গলাক্ষ ধূমলবর্ণ, তপস্যার আধার এক মহাবল পরাক্রান্ত ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া সেই ধনু গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণজঙ্ঘা প্রসারণ ও বামপদ সঙ্কোচপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শরসমেত সেই শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্য বিক্রম ধনঞ্জয় তাঁহার মৌর্ব্বী আকর্ষণ, ধনুর্ধারণ ও পাদসংস্থান অবলোকন এবং ভবমুখ নিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন বলবান্ প্রভাবশালী ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই সেই শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। স্মৃতিমান অর্জ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্ব্বে অরণ্যানী মধ্যে মহেশ্বরের নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম সেই বর এবং উহার সন্দর্শন সফল হউক। মহাদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীত মনে তাঁহাকে ভীষণ পাশুপত অস্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক ‘প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার হও’ বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় পুনরায় ঈশ্বর হইতে দিব্য পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে হৃষ্ট চিত্তে মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জম্ভাসুবধার্থী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহাসুরনিপাতী মহেশ্বরের অনুমতি অনুসারে প্রীত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই রূপ তাঁহার অনুমতি লইয়া পরমানন্দে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

৮২তম অধ্যায়
যধিষ্ঠিরের প্রসাধনক্রিয়া

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর কৃষ্ণ ও দারুকের পর স্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন। পাণিস্বনিক, মাগধ, মধুপর্কিক, বৈতালিক ও সূতগণ স্তবপাঠ, নর্ত্তকগণ নৃত্য, সুস্বর গায়কগণ কুরুবংশের স্তুতি যুক্ত মধুর

সংগীত এবং সুনিপুণ সুশিক্ষিত হৃষ্টস্বভাব বাদ্যকরগণ মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। মহামূল্য শয্যায় শয়ান মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই মেঘনির্ঘোষ সদৃশ গগনস্পর্শী মহাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্নানগৃহে গমন করিলেন। তখন স্নাত শ্বেতাম্বরধারী তরুণ বয়স্ক অষ্টাধিকশত স্নাপক পরিপূর্ণ কাঞ্চন কুম্ভ সমুদায় লইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লঘুবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নৃপাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপূত চন্দন জলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত বলবান্ ভৃত্যগণ কষায়দ্রব্যে তাঁহার গাত্র মার্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত সুগন্ধি জলে ধৌত করিয়া দিল। তিনি জলশোষণের নিমিত্ত মস্তকে রাজহংসসন্নিভ শুভ উষ্ণীষ বেষ্টন করিলেন। তৎপরে অঙ্গে মনোহর চন্দন লেপন, মাল্য ধারণ ও বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পূর্বাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত সাধুগণের পদ্ধতি অনুসারে জপ সমাপন করিয়া বিনীতভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পবিত্রসমেত সমিধ ও মন্ত্রপূত আহুতি দ্বারা অগ্নির অর্চনা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদজ্ঞ, বেদব্রত, স্নাত, দীক্ষান্ত স্নাত, অনুচরসহস্র সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও আট সহস্র গৌরী গর্ব্বজাত তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া মধু, ঘৃত, ফল, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক কাঞ্চন নিষ্ক, অলঙ্কৃত এক শত অশ্ব, বস্ত্র, অভিলষিত দক্ষিণ ও দোহনশীল সবৎস হেমশৃঙ্গ রৌপ্যখুর কপিলা ধেনু প্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বস্তিক, বর্দ্ধমান ও কাঞ্চনময় নন্দ্যাবর্ত্ত গৃহ, মাল্য, জলকুম্ভ, প্রজ্বলিত হুতাশন, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, মঙ্গল্য দ্রব্য, রোচনা, অলঙ্কৃত সুলক্ষ্মণ কামিনীগণ, দধি, ঘৃত, মধু, জল ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি পূজিত দ্রব্য সকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহ্য কক্ষায় আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার পরিচারকগণ সুবর্ণময়, মুক্তা ও বৈদূর্য্য মণি মণ্ডিত, মনোহর আস্তরণে আস্তীর্ণ, উত্তরচ্ছদসমেত, বিশ্বকর্ম্ম নির্মিত, সর্ব্বতোভদ্র অসিন আনয়ন করিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই আসনে উপবেশন করিলে তাঁহার শুভ্র বর্ণ মহামূল্য ভূষণ সমুদায় সমানীত হইল। তিনি মুক্তাভরণে সুসজ্জিত হইলে তাঁহার রূপ শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। ভৃত্যগণ শশধরের ন্যায় পাণ্ডুর সুবর্ণ দণ্ডমণ্ডিত চামর গ্রহণপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি চপলাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে স্তাবকগণ স্তব, বন্দিগণ বন্দনা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিল। ঐসময় বন্দিগণের ঘোরতর শব্দ, রথসমূহের নেমি শব্দ ও অশ্বগণের খুর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং গজঘণ্টা নিনাদ, শঙ্খ-নিস্বন ও মানবগণের পদ শব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় শব্দ তিরোহিত হইলে কুণ্ডলধারী বদ্ধখড়্গা সন্নদ্ধকবচ তরুণবয়স্ক দ্বারবান্ অভ্যন্তরে আগমন পূর্ব্বক জানু দ্বারা ভূতলে অবস্থান ও মস্তকদ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া হৃষীকেশের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম পূজিত মাধবের নিমিত্ত আসন ও অর্ঘ্য আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবেশিত ও বরাসনে উপবেশিত করিয়া স্বাগতপ্রশ্ন ও বিধিবৎ পূজা করিতে লাগিলেন।”

৮৩তম অধ্যায়
কৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে প্রত্যভিনন্দনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকল প্রসন্ন হইয়াছে?" মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহাকে সেইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর দৌবারিক যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক করপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! বীরগণ সমুপস্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরগণের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়গণ দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নির্ম্মল আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা মহাদ্যুতি মহাবল বীর্য্যশালী কৃষ্ণ ও সাত্যকি একাসনে সমাসীন হইলেন।।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই সকল ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে কমললোচন কৃষ্ণকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ একমাত্র তোমাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগের রাজ্যনাশ, শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ও নানাবিধ ক্লেশ, সকলই অবগত আছ। হে সর্ব্বেশ! হে ভক্তবৎসল! হে মধুসূদন! আমাদের সকলেরই সুখ ও যুদ্ধে গমন তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার মন যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার প্রসাদে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়। হে বার্ষ্ণেয়! আজি তুমি তরণীস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখ ও ক্রোধরূপ মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর। সারথি যত্ন করিলে যুদ্ধে যেরূপ কার্য্য করিতে পারে, রিপুবধোদ্যত রথী কদাচ সেরূপ করিতে পারেন না। অতএব হে শঙ্খচক্র গদাধর! এই অতলস্পর্শ কুরুসাগরে নিমগ্ন তরণীহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি আপৎকালে বৃষ্ণিগণকে যেরূপ পরিত্রাণ করিয়া থাক, সেইরূপ আমাদিগকেও এক্ষণে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! হে সনাতন! হে ক্ষেমঙ্কর! হে বিষ্ণু! হে জিষ্ণু! হে হরি! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ। হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। নারদ তোমাকে পুরাতন ঋষি, বরদ, শার্ঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বাক্য সার্থক কর।"

ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে এই কথা কহিলে বাগ্মী বাসুদেব মেঘ গম্ভীর শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যে প্রকার ধনুর্দ্ধর, বীর্য্যবান্, অস্ত্রসম্পন্ন, রণবিখ্যাত, অমর্ষী ও তেজস্বী, অমর লোকেও কেহ সেরূপ নাই। সেই তরুণবয়স্ক বৃষস্কন্ধ দীর্ঘবাহু সিংহগতি মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার শত্রুগণকে সংহার করিবেন। আমিও অর্জ্জুনের ন্যায় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবল অর্জ্জুন সেই পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রস্বভাব সৌভদ্রঘাতী জয়দ্রথকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ধরাতল হইতে অপসারিত করিবেন। গৃধ্র, শ্যেন ও প্রচণ্ড গোমায়ু প্রভৃতি নরমাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র

প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি সঙ্কুল যুদ্ধে তাঁহাকে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যমরাজের রাজধানী গমন করিতে হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! আজি ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন, আপনি বিশোক, বিজ্বরও ঐশ্বর্য্যশালী হউন'।"

৮৪তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তাঁহারা এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃগণকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তাঁহাদের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অর্থে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রীতি প্রফুল্লচিতে আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সস্মিতবদনে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার যেরূপ কান্তি এবং জনার্দ্দন আমাদের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধে তোমারই জয় লাভ হইবে। তখন ধনঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে অতি আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সুহৃদগণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত স্বপ্নে শিব সমাগমের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মস্তক দ্বারা ধরাতল স্পর্শ পূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমুদয় সুহৃদগণকে সংগ্রামে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে ত্বরমান, সুসম্বদ্ধ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি বাসুদেব ও ধনঞ্জয় রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুধর্ষ সাত্যকি ও বাসুদেব এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুননিবেশনে উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেব সারথির ন্যায় ধনঞ্জয়ের বানরধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘ গম্ভীরনির্ঘোষ তপ্ত কাঞ্চন প্রভা সম্পন্ন সেই উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের আহ্নিকার্য্যসমাপ্ত হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।' তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কিরীট, হেমবর্ম্ম, শরাসন ও শর ধারণপূর্ব্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তপঃপরায়ণ, বিদ্যাসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ, ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুমেরু শৃঙ্গে দিবাকরের যেরূপ শোভা হয়, কাঞ্চনমণ্ডিত রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় সেই জৈত্রেয় ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যেমন অশ্বিনীকুমার যুগল শর্যাতির যজ্ঞে আগমনকালে ইন্দ্রের সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুযুধান ও জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। বৃত্রাসুর বধার্থ গমন কালে মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়া ছিলেন, সেইরূপ সারথিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ ধনঞ্জয়ের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। শশধর যেমন তিমিরনাশের

নিমিত্ত বুধ ও শুক্রের সহিত গমন করেন, ইন্দ্র যেমন তারা নিমিত্তক যুদ্ধে বরুণ ও সূর্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন; সেইরূপ ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজাকে বধ করিবার নিমিত্ত সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদকগণ বাদিত্রশব্দ এবং সূত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়াশীর্বাদ, পুণ্যাহ ধ্বনি এবং সূত ও মাগধগণের স্তুতি নিনাদ বাদ্য ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল, ঐ সময় পুণ্যগন্ধবাহী শুভসমীরণ পাণ্ডবগণকে হর্ষিত ও তাঁহাদের অরাতিগণকে শোষিত করিয়া অর্জ্জুনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং জয়সূচক বিবিধ শুভ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল।

ধনঞ্জয় জয়লাভের লক্ষণ-সকল নিরীক্ষণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে কহিলেন, হে যুযুধান! আজি যেরূপ নিমিত্ত সকল অবলোকন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার জয় লাভ হইবে। অতএব জয়দ্রথ আমার বীর্য্য প্রভাবে যমলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যেস্থানে অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব কিন্তু জয়দ্রথকে বধ করা যেমন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম রাজকে রক্ষা করাও সেইরূপ নিতান্ত আবশ্যক, অতএব আজি রাজার রক্ষার্থে তোমায় নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহাকে যে প্রকার রক্ষা করিয়া থাকি, তুমিও সেই প্রকার রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই। তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে, এমন লোক নয়নগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান; ইন্দ্রও তোমাকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি বা মহারথ প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। যেস্থানে আমি বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, সেখানে কখনই বিপদ হয় না। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া সাধ্যানুসারে রাজাকে রক্ষা করিও, অরাতি নিপাতন সাত্যকি অর্জ্জুনের বাক্যে স্বীকার করিয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।”

প্রতিজ্ঞাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

৮৫তম অধ্যায়
জয়দ্রথবধপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ অভিমন্যুশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পরদিন কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কৌরবগণ অরাতি নিপাতন সব্যসাচীর অসাধারণ কার্য্যসকল অবগত থাকিয়াও কিরূপে তাদৃশ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন? পুত্রশোকসন্তপ্ত কালান্তক যমোপম কপিধ্বজ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসন বিধূনন করিয়া সংগ্রাম স্থলে আগমন করিলে অস্মাৎপক্ষীয় বীরগণ কি প্রকার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই বা কি করিলেন? আর সংগ্রাম স্থলে দুর্যোনেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয়! এই সমুদায় বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

আজি আর আনন্দ ধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আজি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সূত মাগধগণের স্তুতিপাঠ এবং নর্ত্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণকুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত, আজি তাহারা দীনভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে সত্যধৃতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম; কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। হে সঞ্জয়! এই সমুদায়ই আমার পরিবেদনের কারণ। হায়! আমি কি পুণ্যহীন! আজি পুত্রগণের নিবেশন নিরুৎসাহ ও আর্ত্তস্বরে নিনাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি। বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাঁহার উপাসনা করেন, যে মহাধনুর্দ্ধর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলম্বন, যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বিবিধ মনোহর গীত বাদ্য দ্বারা দিবারাত্র কাল যাপন করিতেন এবং কৌরব, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ সতত যাঁহার উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বত্থামার গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্ত্তক মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামাকে নিরন্তর উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ং সময়ে যে মহাধ্বনি হইত এবং কৈকয়গণের শিবিরে আনন্দিত স্বভাব সৈন্যগণ নৃত্যকালে যে মহান্ তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল যাজক যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতেন, আজি তাহাদিগের শব্দ শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের গৃহে অবিরত মৌর্ব্বীধ্বনি, বেদ ধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রথ ধ্বনি হইত, আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। নানা দেশীয় গীত ও বাদিত্রধ্বনিও আজি অন্তর্হিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! মহাত্মা জনার্দ্দন যে সময়ে সকল লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ সন্ধি স্থাপনের অভিলাষে বিরাট নগর হইতে আগমন করিলেন। আমি তখন মূর্খ দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, দুর্য্যোধন! এই সময় কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর।

আমার মতে সন্ধি সংস্থাপন সময়োচিতই হইতেছে; অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। মহাত্মা বাসুদেব তোমার হিতার্থেই সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন; যদি তুমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে সংগ্রামে কদাচ তোমার জয়লাভ হইবে না। হে সঞ্জয়! আমি এইরূপে বারংবার দুর্য্যোধনকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু ঐ কুলাঙ্গার কালপরিপাক বশত আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক কর্ণ ও দুঃশাসনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কেশবকে প্রত্যাখ্যান করিল। আর দেখ দ্যূতক্রীড়ায় আমার বা মহাত্মা বিদুর, জয়দ্রথ, ভীম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ ও দ্রোণের আমাদের কাহারও সম্মতি ছিল না। আমার পুত্র যদি তৎকালে আমাদের মতের অনুবর্তন করিত, তাহা হইলে চিরজীবী হইয়া জ্ঞাতি ও মিত্রের সহিত নিরাপদে পরম সুখে কালযাপন করিত।

আমি তাহাকে আরও কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ স্নিগ্ধ স্বভাব, মধুরভাষী, প্রিয়ংবদ, কুলীন, মান্য ও প্রাজ্ঞ, তাহারা অবশ্যই সুখ লাভ করিবে। ধর্মের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি ইহলোকে সকল সময়ে সর্ব্বত্র সুখ সম্ভোগ এবং পরকালে কল্যাণ ও সমতা লাভ করেন। সামর্থ্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণ পৃথিবীর অর্থভাগ ভোগ করিবার উপযুক্ত। এই কুরুকুলোপভুক্ত সমুদ্রবেষ্টিত ভূমণ্ডলে তোমাদের ন্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা রাজ্যলাভানন্তর ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ তোমাদিগকে অভিভব করিবে না; ধর্মের অনুগত হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার জ্ঞাতিগণ, শল্য, সোম দত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপ ও অন্যান্য মহাত্মা ভরতবংশীয়গণ তোমার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে সকল হিতকর কথা কহিবেন, তাহারা অবশ্যই তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে আচরণ করিবে। কেহই পাণ্ডবগণকে তোমার বিপক্ষতাচরণে অনুরোধ করিবে না। যদিও করে তাহাও কোন কার্য্যকারক হইবে না; কারণ কৃষ্ণ কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাণ্ডবগণ তাঁহার অনুগত, আর আমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিলে তাহারা তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।”

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ সহকারে অনেকবার দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূঢ় কাল প্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না! অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমাদের আর নিস্তার নাই। দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর বৃকোদর, অর্জ্জুন, বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপতি উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু, দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, সোমকতনয় ক্ষত্রধর্ম্মা, কেকয়দেশীয় ভূপতিগণ, চৈদ্য, চেকিতান, কাশ্যের পুত্র বিভূ, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ এবং পুরুষ প্রধান নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং মহামতি মধুসূদন মন্ত্রী, কোন্ জীবিতার্থী ব্যক্তি সে সমরে সম্মুখীন হইতে সাহস করিতে পারে? ফলত দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন আমাদের পক্ষীয় আর কোন বীরই সংগ্রামে অরাতিগণ নিক্ষিপ্ত নিশিত শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ নহে। হে সঞ্জয়! ভগবান মধুসূদন যাহাদের অশ্বরশ্মি ধারণ করেন, বর্মধারী অর্জ্জুন যাহাদের যোদ্ধা, কখনই তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার মুখে ভীষ্মের ও দ্রোণের নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি যে, এক্ষণে আমার পুত্রগণ দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুরের পূর্বোক্ত বাক্য সফল হইতেছে দেখিয়া এবং নির্বোধ দুর্য্যোধন আমার সেই বিলাপ স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি

অনুতাপ করিতেছে। শৈনেয় ও অর্জ্জুনের শরে সৈন্যগণকে অভিভূত ও রথ সকল বীরশূন্য সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রের বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। হিমাত্যয়ে সমীরণসহায় হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ সকল দগ্ধ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে।

হে সঞ্জয়! অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু রণে নিহত হইলে তোমাদিগের অন্তঃকরণ কি রূপ হইয়াছিল? মহাবীর গাণ্ডীবধম্বার অপকার করিয়া তাহার ক্রোধবেগ সহ্য করে আমাদের পক্ষে এমন কেহই নাই। হায়! লোভপরতন্ত্র, দুর্বুদ্ধি, ক্রোধ বিকৃতাত্মা, রাজ্যলোলুপ দুর্য্যোধনের দুর্নীতি নিবন্ধনই আমার সমুদায় পুত্রেরা এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে অভিমন্যু বধানন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, সৌবল ও কর্ণ ইহারা এই বিষম বিপত্তি সময়ে কি রূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিল এবং দুর্ব্বদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে সুনীতি বা দুর্নীতির অনুবর্ত্তী হইল; তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

৮৬তম অধ্যায়
সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার

সঞ্জয় কহিল, "মহারাজ! যুদ্ধ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আমি তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন! বিগত-সলিল প্রদেশে সেতুবন্ধন যেমন কোন ফলোপধায়ক হয় না, আপনকার অনুতাপও এক্ষণে সেইরূপ নিতান্ত নিস্ফল হইতেছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। কৃতান্তের অদ্ভুত নিয়ম অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পূর্ব্বে কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে দূত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ কুরু পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি পূর্ব্বে কৌরবগণকে অবাধ্য দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সংহারে আদেশ করিতেন, অথবা যদি ঐ দুরাত্মাকে সৎপথে সংস্থাপন পূর্ব্বক পিতার উচিত কার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাহাহইলে কখনই আপনাকে এই দারুণ ব্যসনে নিমগ্ন হইতে হইত না; এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য ভূপালগণও আপনার বুদ্ধি ব্যভিচার জানিতে পারিতেন না। হে রাজন! আপনি ইহলোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রথিত আছেন, তবে কি নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন? অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত বিষয়াসক্ত, এক্ষণে আপনার এই বিলাপ বাক্য বিষমিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন পূর্ব্বে আপনাকে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক সম্মান করিতেন কিন্তু যে অবধি আপনাকে অধার্মিক বলিয়া জানিয়াছেন, সেই অবধি আর তাদৃশ সম্মান করেন না। হে মহারাজ! আপনার কুসন্তানগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যার পর নাই কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও আপনি তৎকালে পুত্রগণের রাজ্য কামনায় সে সমুদায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আপনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা করিয়া পৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিজ্জিত সমুদায়

ভূমণ্ডল উপভোগ করুন। পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু কৌরবগণের বিপক্ষাপহৃত রাজ্য ও যশ প্রত্যুদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণ তাহা অপেক্ষা সমধিক যশোলাভ করিয়া রাজ্য করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্যলোভবশত তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাদের যশ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধকালে পুত্রদিগকে তিরস্কার ও তাহাদের দোষকীর্ত্তন করা আপনার কর্ত্তব্য নয়। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ জীবন নিরপেক্ষ হইয়া অগাধ পাণ্ডব সৈন্য সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও বৃকোদর যে সকল সৈন্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কৌরবগণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে? অর্জ্জুন যাঁহাদিগের যোদ্ধা, জনার্দ্দন যাঁহাদিগের মন্ত্রী এবং সাত্যকি ও বৃকোদর যাঁহাদিগের রক্ষিতা; কৌরবগণ বা তাঁহাদের বশবর্ত্তী বীরগণ ব্যতীত আর কোন্ ধনুর্ধারী ব্যক্তি সেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়? ফলতঃ ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা করিতে পারে, কৌরব পক্ষীয় বীরগণ প্রাণপণে তাহাই করিতেছে, কোন অংশে ত্রুটি করিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত কুরুদিগের যে রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

৮৭তম অধ্যায়
চতুর্দ্দশদিন যুদ্ধ - সূচীব্যূহে জয়দ্রথসংস্থাপন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সৈন্য সমুদায় লইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপূর্ণ সৈন্যগণের নানা প্রকার কোলাহল শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে অনেকে শরাসন বিস্ফারণ এবং কেহ কেহ জ্যা পরিমার্জ্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধনঞ্জয় কোথায় বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ কোষ নিষ্কাশিত সুনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট মুষ্টি সম্পন্ন আকাশ- সন্নিভ, নিশিত অসি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র বীর সংগ্রাম করিবার মানসে অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ পূর্ব্বক শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ চন্দন দিগ্ধ স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ঘণ্টাসংযুক্ত গদা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্র ধ্বজ সদৃশ পরিঘদ্বারা আকাশমার্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং অনেকে সংগ্রাম মানসে বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত হইয়া নানা প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক 'অর্জ্জুন কোথায়, মানী ভীমসেন কোথায়?', কৃষ্ণ কোথায়, এবং তাঁহাদের সুহৃদর্গই বা কোথায় বলিয়া মহা অস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শঙ্খনিনাদ ও স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালনপূর্ব্বক প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করত ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরোৎসাহী দ্রোণ, সৈন্যগণ যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলে জয়দ্রথকে কহিলেন, 'হে সিন্ধুরাজ! তুমি সৌমদত্তি, মহারথ কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, ষড়যুত রথ, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত হস্তি ও একবিংশতি সহস্র বর্মধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায়

পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না অতএব তুমি আশ্বাসিত হও। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রোণের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গান্ধার দেশীয় মহারথ ও বর্মধারি প্রাসপাণি অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত সুবর্ণ বিভূষিত ত্রিসহস্র সিন্ধুদেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অন্যবিধ অশ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সুনিপুণ আরোহি-সমারূঢ় বর্মধারী ভীষণাকার সার্দ্ধ-সহস্র মত্তমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদায় সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে রহিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য ভূপতি এবং বহুসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের পূর্বার্দ্ধ শকটাকার ও পশ্চার্দ্ধ চক্রাকার। উহার দৈর্ঘ্য চতুর্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চার্দ্ধের বিস্তৃতি দশ ক্রোশ। মহাবীর দ্রোণ ঐ ব্যূহের পশ্চার্দ্ধস্থিত পদ্মকৃতি ব্যূহমধ্যে সূচী নামে দুর্ভেদ্য গূঢ় এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ধনুর্ধারী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সূচীমুখে সমবস্থিত হইলেন, কৃতবর্ম্মার পশ্চাৎ কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতসহস্র যুদ্ধ বিশারদ বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ অসংখ্য সৈন্যের সহিত তাহাদের সকলের পশ্চাৎ সেই সূচীনামক গূঢ় ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিলেন । মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য শ্বেতবর্ম ও উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ ধারণপূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় শকটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভোজ ভূপতি দ্রোণের পশ্চাৎ সমবস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের রক্তাশ্বযুক্ত রথ এবং বেদী ও কৃষ্ণাজিনসম্পন্ন ধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই দ্রোণ নির্ম্মিত ক্ষুব্ধার্ণবসদৃশ অদ্ভুত ব্যূহ অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সমুদায় প্রাণিগণের বোধ হইল যে, এই ব্যূহ, শৈল সাগর ও অরণ্য সমাকুল বিবিধ জনপদ পূর্ণ এই পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য রথী, পদাতি, অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, অরাতিগণের হৃদয়ভভেদকারী অদ্ভুত শকটব্যূহ অবলোকন করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

৮৮তম অধ্যায়

উভয়পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধোদ্যোগ

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্য সমুদায় যথা স্থানে সংস্থাপিত হইলে সংগ্রাম স্থলে ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সেনাগণের গভীর গর্জ্জন বাদিত্রের নিস্বন ও শঙ্খের ভীষণ শব্দে সমরক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল এবং ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরস্থল আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীষণ সমরে সব্যসাচী অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমাদের সেনাগণের দক্ষিণপার্শ্বে অশিবদর্শন শিবা ও ঘোর দর্শন অন্যান্য

পশুগণ ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়াবহ সময়ে সহস্র সহস্র নির্ঘাত ধ্বনিও উত্থিত হইতে লাগিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইল, সনির্ঘাত রুক্ষ বায়ু মহাবেগে কর্কর সমুদায় সঞ্চালন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন নকুল পুত্র সুবিজ্ঞ শতানীক ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সৈন্যের ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সহস্র রথ, শত হস্তী, ত্রিসহস্র অশ্ব ও দশসহস্র পদাতি দ্বারা সার্দ্ধ সহস্র ধনু পরিমিত ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনি গর্বিত বাক্যে কহিলেন, হে বীরগণ! বেলা যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, সেইরূপ অদ্য আমি গাণ্ডীবধারী যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রতাপশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ করিব। আজি তোমরা সংগ্রামে অমর্ষশীল ধনঞ্জয়কে প্রস্তরে সংলগ্ন পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় অবলোকন করিবে। হে যুদ্ধাভিলাষী রথিগণ! তোমাদের কাহারও যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি একাকী পাণ্ডব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বীয় যশ ও মান বর্দ্ধন করিব। ধনুর্ধারী মহামতি দুর্ম্মর্ষণ এই বলিয়া ধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র কবচ সুবর্ণময় কিরীট, শুভ্র মাল্য, শুভ্র বসন, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, খড়্গধারী, উত্তম রথারূঢ় নারায়ণ-সহায় নিবাত-কবচনিহন্তা মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্ম্মর্ষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীব বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে অমর্ষণ অন্তকের ন্যায়, বজ্রধারী বাসবের ন্যায়, কালপ্রেরিত দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, অক্ষোভ্য শূলপাণির ন্যায়, পাশধারী বরুণের ন্যায়, প্রজাসংজিহীর্ষু যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ও সমুদিত দিনকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৌরব সৈন্যের সম্মুখে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদনও অশঙ্কিত চিত্তে শঙ্খপ্রধান পাঞ্চজন্য প্রাধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদে সেনাগণ রোমাঞ্চিতগাত্র, কম্পিত কলেবর ও বিচেতন প্রায় হইল। যেমন অশনি নিস্বনে সমুদায় প্রাণ শঙ্কিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সমস্ত সৈন্য ভীত হইয়া উঠিল।.বাহন সকল মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই দারুণ শঙ্খনাদে সমুদায় বাহন ও সৈন্যগণ উদ্বিগ্ন হইল। কেহ কেহ ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইল এবং অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন! তখন অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত কপি তত্রত্য অন্যান্য জন্তুগণের সহিত মুখব্যাদানপূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে পুনরায় শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক প্রভৃতি নানা প্রকার হর্ষজনক বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। বাদিত্রনিস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোট ও মহারথগণের চীৎকারে সংগ্রামস্থল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজন! ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন সেই ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন তুমুল শব্দ শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।

৮৯তম অধ্যায়

কৌরবসৈন্যগণের পরাজয়

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যে স্থানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থলে শীঘ্র রথ লইয়া গমন কর। আমি এই গজ সৈন্য ভেদ করিয়া অরিবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিব।

তখন মহাবাহু কেশব অর্জ্জুনের আদেশানুসারে দুর্ম্মর্ষণের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য রথী, নর ও মাতঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে সেই রূপ মহাবীর পার্থ অরাতিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় রথিগণও সত্বরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া শরদ্বারা রথিগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। দংশিতাধর উদ্ভ্রান্তনয়ন কুলালঙ্কৃত উষ্ণিষসুশোভিত নরমস্তকে ধরাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত যোদ্ধৃগণের মস্তক সমুদায় পুণ্ডরীক বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ নির্ম্মিত বর্ম্মসকল রুধিরাক্ত হইয়া সৌদামিনী-মণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিপক্ক তালফল সকল ধরাতলে নিপতিত হইলে যে রূপ শব্দ হয়, সৈন্যগণের মস্তক সমুদায়, রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে সেই রূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। কবন্ধগণ কেহ কেহ শরাসন অবলম্বন ও কেহ কেহ খড়্গ নিষ্কাশনপূর্ব্বক প্রহারোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; বীর পুরুষেরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব শিরঃপতন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। তুরঙ্গমগণের মস্তক, গজযূথের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহু ও মস্তক সমুদায় রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার সৈন্যগণ সমুদায় জগৎ অর্জ্জুনময় অবলোকন করিয়া কেহ কেহ 'এই পার্থ' কেহ কেহ 'পার্থ কোথায় গমন করিতেছে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এই রূপে সেই যোদ্ধৃগণ কালপ্রভাবে সকলকেই অর্জ্জুন জ্ঞান করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত- করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্বয়ং স্বশরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। রক্তাক্ত কলেবর, সংজ্ঞাহীন বীরগণ রণশয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বান্ধবগণের নাম কীর্ত্তন করত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, নির্ব্যূহ, খড়্গ, শরাসন, তোমর, বাণ, বর্ম্ম, আভরণ, গদা ও অঙ্গদযুক্ত ভীষণ ভুজগাকার অর্গলপ্রতিম বাহুসকল বাণনিকৃত্ত হইয়া কখন সমুত্থিত কখন বা মহাবেগে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে যে যে ব্যক্তি পার্থের সহিত সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পার্থের শরনিকর তাহাদের সকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কখন যে, রথোপরি নৃত্য করিতেছেন, আর কখনই বা শরাসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হইল না। তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক অতি সত্বরে শরবিক্ষেপ করিয়া রণভূমিস্থ সমুদায় বীরগণকেই বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তা, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও সারথি অর্জ্জুনের নিশিতশরে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডুতনয় সেই রণস্থলে কি ভ্রমণকারী, কি যুধ্যমান, কি সম্মুখে সমুপস্থিত সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচিমালী গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া যেমন গাঢ়ান্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন কঙ্কপত্রবিভূষিত শরনিকর দ্বারা সমস্ত গজসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পার্থশর-নির্ভিন্ন করি সমুদায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, পৃথিবী প্রলয়কালে ভূধরে সমাকীর্ণ হইয়াছে।

হে মহারাজ! ঐ সময় রোষাবিষ্ট মহাবীর ধনঞ্জয় মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শঙ্কিতচিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বেগবান্ বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেই রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্য বিমর্দ্দিত করিলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ অর্জ্জুনশরে নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ, চাপকোটি, হুঙ্কার, কশাঘাত, পার্ষ্ণিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা অশ্বসঞ্চালন করত সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল; গজারোহিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ প্রহার দ্বারা মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করত দ্রুতবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে অর্জ্জুনের শরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ হতোৎসাহ ও বিমনায়মান হইতে লাগিল।

৯০তম অধ্যায়
দুঃশাসনের পলায়ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবীর কিরীটা অশ্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর সেই সমরে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল? তৎকালে কোন মহাবীর কি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অথবা সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত ও হতাশ্বাস হইয়া অকুতোভয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকর দ্বারা সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলে অস্মৎপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই হতোৎসাহ ও পলায়ন

পরায়ণ হইল; কেহই অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন আপনার পুত্র মহাবীর দুঃশাসন সৈন্যগণের তদ্রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সুবর্ণ কবচ সমাবৃত, সুবর্ণশিরস্ত্রাণধারী, অমিত পরাক্রম মহাবীর অসংখ্য নাগসৈন্য দ্বারা সব্যসাচীকে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। গজঘণ্টার শব্দ, শঙ্খের ধ্বনি, জ্যাস্ফালন নিনাদ ও করিবৃংহিত দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! ঐ মুহূর্ত্ত অতিভীষণ হইয়া উঠিল। দুঃশাসনের করি সৈন্য যেন পৃথিবীমণ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল।

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অঙ্কুশচালিত লম্বিতশুণ্ড গজগণকে পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মকর যেমন উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল, বাতাহত মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই করি সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমরাঙ্গণস্থ সকলেই তাঁহাকে প্রলয় কালীন মার্কণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ, রথসমুদায়ের চক্রনির্ঘোষ, জনসমূহের চীৎকার, কার্ম্মুকের জ্যানির্ঘোষ, নানাবিধ বাদিত্রের শব্দ, গাণ্ডীব নিনাদ এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বনে নর ও নাগগণ মন্দবেগ ও

অচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সায়ক দ্বারা তাহাদের কলেরব ভেদ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত শত শত তীক্ষ্ণ বিশিখ-প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত ছিন্নপক্ষ অদ্রির ন্যায় অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী দন্ত ও শুণ্ডের সন্ধি, কুম্ভ, এবং গণ্ড দেশে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় বারংবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর কিরীটী সন্নতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা গজারূঢ় পুরুষগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইল যেন মহাত্মা পার্থ পদ্ম-নিচয় দ্বারা দেবার্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মনুষ্যগণ যন্ত্রবদ্ধ, ব্রণার্ত্ত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া করিগণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে অনেকবার অর্জ্জুনের এক সুশাণিত শরে দুই তিন জন মনুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তিগণ নারাচ দ্বারা গাঢ় - বিদ্ধ হইয়া রুধির বমন করত আরোহীর সহিত দ্রুমবান পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা রথিগণের মৌর্ব্বী, ধ্বজ, ধনু, যুগ ও ঈষা ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন শর গ্রহণ কখন শর সন্ধান, কখন শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শরমোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। কেবল এই মাত্র বোধ হইতে লাগিল যে, যেন মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। ঐ সময় অনেক মাতঙ্গ অর্জ্জুনের নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রক্তোদগার করত ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই রণস্থলে চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। কার্ম্মুক, অঙ্গুলিত্র, খড়্গ, কেয়ূর ও কনকালঙ্কার ভূষিত ছিন্ন বাহু সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। দিব্যভূষণ ভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, চক্রবিমথিত অক্ষ, ভগ্ন যুগ, নিপতিত মহাধ্বজ, রাশি রাশি মালা, আভরণ ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও চর্ম্ম-চাপধারী ক্ষত্রিয়গণ ইতস্তত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রণভূমি অতি ঘোর দর্শন হইয়া উঠিল। হে রাজন! এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্যগণ অর্জ্জুন শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দুঃশাসনও পার্থশরে জর্জ্জরিতাঙ্গ - হইয়া শঙ্কিত চিত্তে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের আশ্রয় গ্রহণার্থে শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন।

৯১তম অধ্যায়
দ্রোণার্জ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সব্যসাচী মহারথ অর্জ্জুন এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্য বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ব্যূহসম্মুখে দ্রোণাচার্য্যকে অবস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও কল্যাণ করুন। আমি আপনার প্রসাদে এই দুর্ভেদ্য চমূমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্য বলিতেছি, আমি আপনাকে পিতার সমান, কৃষ্ণের সমান ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজের সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। হে

তাত! আপনি অশ্বত্থামাকে যেরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, আমাকেও সর্ব্বদা সেইরূপে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুগ্রহে রণস্থলে নরোত্তম সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি অগ্রে আমাকে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না।' দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা অর্জ্জুন ও তাঁহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে স্বীয় সায়ক দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক ভীষণাকার বাণ সকল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ ছেদন পূর্ব্বক বিষাগ্নি সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয়, কিরূপে আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিবেন এই চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বীর্য্যবান দ্রোণ সত্বরে তাঁহার চাপজ্যা ছেদনপূর্ব্বক শরদ্বারা রথধ্বজ, ঘোটক ও সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে অর্জ্জুনকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর পার্থ সত্বর কার্ম্মুকে অপর জ্যা আরোপণ করিয়া আচার্য্যকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এক বারে ছয়শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে কখন সপ্তশত, কখন সহস্র ও কখন অযুত সংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। রথিগণ ধনঞ্জয়ের শর প্রভাবে অস্ত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ববিহীন এবং নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

মাতঙ্গ সকল বজ্রচূর্ণ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, বাতাহত মেঘের ন্যায়, হুতাশন দগ্ধ গৃহের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। সহস্র সহস্র অশ্ব হিমালয় প্রস্থে বারিবেগাহত হংসকুলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। যুগান্তকালীন সূর্য্য যেমন কিরণজাল দ্বারা অগাধ জল রাশি ক্ষয় করেন, তদ্রপ মহাবীর পার্থ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট করিলেন।

তখন মেঘ যেমন বিকিরণ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়ের শরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে এক অরাতি ঘাতক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আচার্য্যের নারাচ প্রহারে ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় ব্যাকুলিত হইলেন এবং অবিলম্বে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ বাণে বাসুদেবকে ও ত্রিসপ্ততি বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিন শরপ্রহারে তাঁহার রথধ্বজ বিপাটিত করিলেন এবং হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, দ্রোণাচার্য্যের সায়ক সকল অনবরত নিপতিত হইতেছে এবং তাঁহার ভীষণ শরাসন মণ্ডলাকারই রহিয়াছে। হে মহারাজ! দ্রোণ বিসৃষ্ট কঙ্কপত্রভূষিত শর সকল কেবল বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতিই ধাবমান হইল।

তখন মহামতি বাসুদেব দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই ভয়ানক যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া প্রকৃত কার্য্য সাধন চিন্তা করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো ধনঞ্জয়! আমাদের আর কালক্ষেপ করা কর্তব্য নয়। দ্রোণের সহিত অনেকক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে; অতএব উহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনত্র গমন করি ।' মহাবীর অর্জ্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে 'তোমার যাহা অভিরুচি' এই কথা বলিয়া দ্রোণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করিয়া বিবৃত্তমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সমরে শত্রু পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত হওনা? তখন অর্জ্জুন বলিলেন, 'হে আচার্য্য! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্র সমান শিষ্য। বিশেষত আপনাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে এমন কেহই নাই।'

জয়দ্রথবধোৎসুক বিভৎসু দ্রোণকে এই কথা বলিয়া সত্বরে কৌরব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্ররক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে পুত্রশোকে সন্তপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কৌরব পক্ষীয় জয়, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কাম্বোজ ও শ্রুতায়ু তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বীরগণের অনুগামী দশ সহস্র রথী এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, মাবেল্লক, ললিখ, কৈকয়, মদ্রক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্ব্বে কর্ণকর্তৃক পরাজিত কাম্বোজ দেশীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে পুনরাবর্ত্তী করিয়া প্রাণ পণে বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে পরস্পর স্পর্ধাশীল যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ করিয়া ঔষধাদি যেমন ব্যাধি নিবারণ করে, তদ্রূপ জয়দ্রথ বধোৎসুক ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল।

৯২তম অধ্যায়
অর্জ্জুন ও কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে প্রতিরোধ ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে রথীশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্তপার্থ ব্যাধিগণ যেমন দেহ সন্তাপিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যরশ্মিসন্নিভ নিশিত শরনিকর দ্বারা শত্রু সৈন্যগণকে নিতান্ত তাপিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী পাণ্ডু তনয়ের বিষম বিশিখ প্রভাবে কৌরবপক্ষীয় অশ্ব সকল গাঢ়বিদ্ধ, রথ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, আরোহিসমবেত কুঞ্জরগণ ধরাতলে নিপতিত, ছত্রসকল নিকৃত্ত ও রথ-সকল চক্র বিহীন হইল। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাঁহার শরজাল প্রভাবে সংগ্রামস্থলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে অজিহ্মগামী বাণ দ্বারা সেই কৌরব বাহিনী কম্পিত করিয়া মহারথ

দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বশিষ্য অর্জ্জুনের উপর মর্ম্মভেদী অজিহ্মগামী পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনঞ্জয় শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রোণের শরবেগ নিবারণ করত ধাবমান হইলেন এবং সন্নতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা আচার্য্যের ভল্লাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে রণস্থলে দ্রোণাচার্য্যের এই এক আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিলাম যে, যুবা অর্জ্জুন যুদ্ধে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও কোন ক্রমে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মহামেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি অনবরত বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ পার্থের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের সায়ক সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পঞ্চবিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে ও ভুক্তদ্বয়ে সপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মতিমান ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া শাণিতসায়কবর্ষী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন কল্পান্তকালীন অগ্নিসদৃশ দ্রোণের শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোজরাজের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে দ্রোণের শরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া ভোজসৈন্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করত কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা অনাকুলিত চিত্তে কঙ্কপত্রভূষিত দশ শর দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুনও শরপীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রত্যেকের উপর পঞ্চবিংশতি শর প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার কামুক ছেদন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ অগ্নি শিখাকার এক বিংশতি শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষস্থল ভেদ ও পুনরায় তাঁহার উপর শাণিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থলে নয়বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মহামতি কেশব অর্জ্জুনকে কৃতবর্ম্মার সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। তখন তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে পার্থ! কৃতবর্ম্মার প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই, সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বরে উহারে সংহার কর।' মহাবীর অর্জ্জুন কেশব বাক্যে অবিলম্বে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে মূর্চ্ছিত করিয়া মহাবেগে কাম্বোজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধনঞ্জয়কে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সশর শরাসন কম্পিত করত তাঁহার চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধামন্যুর উপর তিন ও উত্তমৌজার উপর চারিবাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্ম্মাকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের ধনু ছেদন করিয়া

তাঁহাদের উপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারাও অন্য কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

শ্রুতায়ুধ বধ

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবর্ম্মার শরে নিবারিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অরিনিসূদন ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কৃতবর্ম্মাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও বিনাশ করিলেন না। মহাবীর রাজা শ্রুতায়ুধ পার্থকে কৌরব সৈন্য মধ্যে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসন কম্পিত করিয়া সত্বরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর তিন ও জনার্দ্দনের উপর সপ্ততি সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অর্জ্জুনের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন মহাহস্তীর উপর অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ শ্রুতায়ুধের উপর নতপর্ব্ব নবতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শ্রুতায়ুধের ধনুঃ ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাত বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ পাণ্ডবের পরাক্রম দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক নয় বাণে অর্জ্জুনের বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ ধনঞ্জয় শ্রুতায়ুধের উপর সপ্ততি নারাচ ও সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্য সম্পন্ন মহারাজ শ্রুতায়ুধ এই রূপে পার্থের শরে অশ্বহীন ও সারথি বিহীন হইয়া ক্রোধভরে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা হস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ শ্রুতায়ুধ মহীপতি বরুণের পুত্র। শীততোয়া মহানদী পর্ণাশা উহার জননী। মহানদী পর্ণাশা 'এই পুত্র অরাতিগণের অবধ্য হউক' বলিয়া বরুণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে তিনি প্রীত হইয়া কহিলেন, 'সরিদ্বরে! আমি এই দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহার প্রভাবেই তোমার পুত্র অবধ্যতা লাভ করিবে। হে ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অমর হইতে পারে না। এই ভূমণ্ডলে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাঁহাকে অবশ্যই কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার এই পুত্র এই অস্ত্রের প্রভাবে রণস্থলে শত্রুদিগের অজেয় হইবে; তুমি মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর!' বরুণ দেব এই বলিয়া শ্রুতায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদা প্রদান করিলেন। শ্রুতায়ুধ গদা গ্রহণ করিলে ভগবান জলাধিপতি কহিলেন, বৎস শ্রুতায়ুধ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবে তাহার উপর এই গদা কদাচ প্রয়োগ করিও না; যদি কর তাহা হইলে ইহা প্রতীপগামিনী হইয়া তোমাকেই বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সেই বরুণদত্ত গদাপ্রভাবেই ত্রিলোক মধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠেন। তিনি সেই গদা সমুদ্যত করিয়া অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্তু দৈব

দুর্ব্বিপাক বশত জলাধিপতির বাক্য রক্ষা না করিয়া তদ্দারা জনার্দ্দনকে প্রহার করিলেন। মহাবীর বাসুদেব অনায়াসে স্বীয় পীন স্কন্ধদেশে সেই গদাঘাত সহ্য করিলেন। প্রবল বায়ু যেমন বিন্ধ্য গিরিকে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সেই গদা মধুসূদনকে কম্পিত করিতে পারিল না; প্রত্যুত বরুণের বাক্যানুসারে উহা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অমর্ষণ মহাবীর শ্রুতায়ুধকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও অরাতিনিপাতন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সমর পরাঙ্মুখ কেশবকে গদা প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই জলধিরাজের বাক্যানুসারে স্বীয় গদাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে বায়ুবেগ ভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণ শত্রুতাপন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুদক্ষিণ বধ

তখন কাম্বোজ রাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগশালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্থ সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে শরসকল বর্ম্মভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর সুদক্ষিণ গাণ্ডীব প্রেরিত তীক্ষ্ণ শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে প্রথমতঃ অর্জ্জুনকে দশ ও বাসুদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তৎপরে পুনরায় অর্জ্জুনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধনু ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দুই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ অর্জ্জুনের ভল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় মহারথ অর্জ্জুনের উপর নিপতিত হইয়া কলেবর বিদারণপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহাতেজা অর্জ্জুন শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ভূরি ভূরি অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিষম শর প্রভাবে কাম্বোজরাজ তনয় সুদক্ষিণের বর্ম্ম ছিন্ন, গাত্র শিথিল এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। বসন্তাগমে পর্ব্বত শিখরজাত শাখাবৃত কর্ণিকার যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কাম্বোজরাজ তনয় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন। সেই মহার্হাভরণভূষিত তপ্তকাঞ্চন মালালঙ্কৃত প্রিয় দর্শন, তাম্রলোচন, মহাবীর অর্জ্জুনের শরে প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে বোধ হইতে লাগিল, সানুমান পর্ব্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ ও কাম্বোজ রাজতনয় সুদক্ষিণ নিহত হইলে দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্যগণ মহাবেগে ধাবমান হইল।

৯৩তম অধ্যায়
শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধের নিধন দর্শনে কৌরব পক্ষীয় সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা ক্রোধভরে মহাবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতিদেশীয় বীরগণ সকলেই ধনঞ্জয়ের উপর সত্বরে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে তাঁহাদিগের ষষ্টিশত সেনাকে শরনিপীড়িত করিলেন।

যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ব্যাঘ্রভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সত্বরে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমর বিজয়ী শত্রুনাশক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অরাতি সৈন্যগণের বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নরমস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণভূমি মধ্যে মস্তক শূন্য স্থান নয়নগোচর হইল না। সহস্র সহস্র কাক ও গৃধ্র উড্ডীয়মান হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের শরে সমুদায় কৌরব সৈন্য উৎসন্ন হইতে আরম্ভ হইলে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিপুল পরাক্রম স্পর্দ্ধাশালী সংকুলোদ্ভব বীরদ্বয় আপনার পুত্রের হিতসাধন ও স্বীয় মহীয়সী কীর্ত্তি লাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে অতি সত্বরে উভয় পার্শ্ব হইতে শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মেঘ যেমন বারি বর্ষণ দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ নতপর্ব্ব সহস্র বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহারথ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে ধনঞ্জয়ের উপর নিশিত তোমরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুকর্ষণ অর্জ্জুন দারুণ অস্ত্রাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিত প্রায় করত স্বয়ং মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মহাবীর অর্জ্জুন অচ্যুতায়ুর শূল প্রহারে সেইরূপ কষ্ট অনুভব করত ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের সেইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে তাঁহাকে নিহত বোধ করিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থকে বিচেতন দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য হইয়া মহারথ শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বাণ বৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর, অশ্ব, ধ্বজ, ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আপনার রথ ও কেশবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শত্রুদ্বয়কে অচলের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব বাণ সমুৎপন্ন হইয়া শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে

ঐ বীরদ্বয় অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বায়ুবেগভগ্ন পাদপদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের শর সকলও পার্থবাণে বিদারিত হইয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল । এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ঐ বীরদ্বয়কে ও তাঁহাদের শর সকল সংহার করিয়া মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! শুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন সমুদ্র শোষণের ন্যায় একান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন মহাত্মা পার্থ ঐ বীরদ্বয়ের পাদানুগ পঞ্চশত রথ নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিয়া কৌরব সেনাগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর পুত্র নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার নিধন দর্শনে শোকে নিতান্ত কর্ষিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে বিবিধ শর নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই সন্নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং মত্তমাতঙ্গ যেমন পদ্মসমবেত সরোবর আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। কোন ক্ষত্রিয়ই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। তখন অঙ্গ দেশীয় সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ক্রোধনস্বভাব গজারোহীরা এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন ভূপালগণ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে পর্ব্বত-প্রমাণ কুঞ্জর সমুদায় দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধন্বা তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সত্বরে তাঁহাদের মস্তক ও ভূষণালঙ্কৃত বাহু সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমর ভূমি সেই সমুদায় মস্তক ও বাহু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া ভুজগবেষ্টিত কনক শিলার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সায়কোম্মথিত মস্তক ও বাহু সকল বীরগণের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতনোম্মুখ পক্ষি সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শর বিদ্ধ শোণিতস্রাবী কুঞ্জর সকল বর্ষাকালীন গৈরিক ধাতু যুক্ত জলস্রাবী পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় দৃষ্ট হইল। গজপৃষ্ঠগত, বিকৃত দর্শন, বিবিধবেশধারী ম্লেচ্ছগণ বিচিত্র নিশিত শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। আরোহী ও পাদরক্ষক সমবেত নারাচ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র সম্পন্ন, তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে গাঢ়বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি শোণিত বমন, কতকগুলি উপক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি ভ্রমণ এবং অধিকাংশ অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগকেই মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন বিকট বেশ, বিকট চক্ষু, আসুরিক মায়াভিজ্ঞ যবন, পারদ, শক, বাহ্লীক ও প্রাগজ্যোতিষ দেশ-সম্ভূত নানা যুদ্ধ বিশারদ কালান্তক যম সদৃশ ম্লেচ্ছগণ এবং দার্বাতিসার দরদ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশেসঞ্জাত অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভ শ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়া বিস্তার করিয়া সুশাণিত অস্ত্র দ্বারা মুণ্ডিত, অর্দ্ধ মুণ্ডিত, অপবিত্র, জটিলবক্ত্র, একত্র সমবেত সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকে সংহার করিলেন। গিরি গহ্বর নিবাসী গিরিচারিগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কাক, কঙ্ক, বৃক প্রভৃতি শোর্ণিত লোলুপ প্রাণিগণ আনন্দ সহকারে

অর্জ্জুনের শাণিত শরে নিপাতিত গজ ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছদিগের রুধির পান করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ শর প্রভাবে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমারূঢ় অসংখ্য রাজপুত্রগণের দেহ হইতে অনবরত শোণিত ধারা বিনির্গত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে রক্ততরঙ্গ সম্পন্ন নিহত করিকুল সমাকীর্ণ সাক্ষাৎ যুগান্তকালীন কাল সদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইল। নিহত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণ উহা সংক্রমস্বরূপ, শরনিকর প্লবস্বরূপ, কেশ কলাপ শৈবাল ও শাদ্বলস্বরূপ এবং ছিন্ন অঙ্গুলি সমুদায় ক্ষুদ্র মৎস্য স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যেরূপ কি উন্নত কি অবনত সমুদায় প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণের গাত্র নিঃসৃত শোণিত প্রবাহে রণস্থল একাকার হইল। হে রাজন্! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে ষট্ সহস্র অশ্ব ও দশ শত ক্ষত্রিয় বীরগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। শর বিক্ষতাঙ্গ সুসজ্জিত হস্তি সমুদায় বজ্রতাড়িত শৈলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। যেমন মত্ত মাতঙ্গ নলবন মর্দ্দন করিয়া ভ্রমণ করে, সেই রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য গজ, বাজী ও রথ বিনাশ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনল যেমন সমীরণ সাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের সাহায্যে নিশিত শর দ্বারা অসংখ্য কৌরব সৈন্য সংহার পূর্ব্বক রথ সমুদায় শূন্য ও নরদেহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চাপ-হস্তে রণস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অম্বষ্ঠরাজ-শ্রুতায়ু বধ

এই রূপে মহারথ ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য শর প্রভাবে রণস্থল শোণিতময় করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠাধিপতি শ্রুতায়ু তাঁহাকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন অবিলম্বে কঙ্কপত্র-ভূষিত তীক্ষ্ণ শর সমুদায় দ্বারা অম্বষ্ঠরাজের অশ্ব সমুদায় সংহার ও কামুক ছেদন করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠরাজ অর্জ্জুনের কার্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া গদা হস্তে মহারথ কেশব ও পার্থের নিকটে গমন পূর্ব্বক গদা দ্বারা রথের গতি নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। অরাতিনাশন অর্জ্জুন কেশবকে গদা তাড়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মেঘ যেমন উদয়োম্মুখ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা গদাপাণি মহারথ অম্বষ্ঠকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অপর শরনিকরে তাঁহার গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর অম্বষ্ঠ সেই গদা ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বে অন্য মহা গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ অর্জ্জুন দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার গদাযুক্ত ইন্দ্রধ্বজাকার ভুজ দ্বয় ছেদন পূর্ব্বক অন্য এক বাণে তাঁহার শিরচ্ছেদন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ

অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বসুন্ধরা অনুনাদিত করত যন্ত্র মুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন অসংখ্য রথ, গজ ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘনঘটাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।”

৯৪তম অধ্যায়
দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের অভিযোগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথবধার্থ দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য ও ভোজ সৈন্য ভেদ করিয়া তম্মধ্যে প্রবিষ্ট, কাম্বোজ রাজতনয় সুদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ুধ বিনষ্ট এবং সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অর্জ্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিয়াছে। এক্ষণে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর কালে অর্জ্জুন বিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যাবধারণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব অর্জ্জুন যাহাতে জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। হুতাশন যেমন সমীরণের সাহায্যে

শুষ্ক তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে আমার সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বে জয়দ্রথের রক্ষক ভূপালগণের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ধনঞ্জয় প্রাণসত্ত্বে কদাচ দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিবে না; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা তাঁহাকে সৈন্য ভেদ পূর্ব্বক আপনাকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। হে মহাত্মন্! আমি পার্থকে আপনার সমক্ষে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অস্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আপনাকে সৈন্য শূন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি আপনাকে পাণ্ডবগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত জানিয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছি। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আপনাকে প্রীত করি, কিন্তু তৎসমুদায় আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা আপনার একান্ত ভক্ত; তথাচ আপনি আমাদিগের হিতাভিলাষ করেন না; প্রত্যুত আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবদিগকে নিরন্তর প্রীতি করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুরসদৃশ, তাহা আমি এতকাল অবগত ছিলাম না। যদি আপনি পূর্ব্বে অর্জ্জুন নিগ্রহে স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি গৃহগমনোম্মুখ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে কদাচ নিবারণ করিতাম না। আমি দুর্ব্বদ্ধি প্রভাবে আপনার অস্ত্রবলে পরিত্রাণেচ্ছা করিয়া মোহবশত সিন্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। বরং মনুষ্য কৃতান্তের করাল দংষ্ট্রান্তরে নিপতিত হইয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বশবর্তী হইলে কদাচ পরিত্রাণ পাইবেন না। অতএব হে মহাত্মন্! সিন্ধুরাজ যাহাতে অর্জ্জুন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, এরূপ উপায় করুন। আমার এই আর্ত্তপ্রলাপে রোষ পরবশ হইবেন না।"

দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার আত্মজ অশ্বত্থামার তুল্য; আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। এক্ষণে আমি যাহা নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। কৃষ্ণ সারথি শ্রেষ্ঠ; তাঁহার অশ্ব সকল অতিশয় বেগগামী এবং মহাবীর অর্জ্জুন অত্যল্প মাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হন। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অর্জ্জুনের গমন কালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত

শরনিকর তাঁহার রথের এক ক্রোশ পশ্চাৎ নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! আমি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং শীঘ্র গমনে সমর্থ নহি। বিশেষত পাণ্ডবদিগের সেনাগণ আমাদের সেনা মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে। আরও আমি সকল ধনুর্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব বলিয়া ক্ষত্রিয় মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় ব্যূহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। তুমি এই জগতের পতি, মহাবল পরাক্রান্ত ও জয়লাভে সুনিপুণ; অতএব যে স্থানে পার্থ অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায়সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়ে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই তুল্যাভিজন তুল্যকর্ম্মা একমাত্র পাণ্ডুতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।" তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে আচার্য্য! আপনি সমুদায় শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য; ধনঞ্জয় আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব আমি কি রূপে তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আমি কুলিশধারী পুরন্দরকেও সমরে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে কোন মতেই সমর্থ হইব না। যে মহাবীর অস্ত্রবলে ভোজরাজ, হার্দ্দিক্য ও আপনাকে পরাজয় এবং সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, অচ্যুতায়ু, অম্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়াছে, আমি কি রূপে সেই দহনোম্মুখ হুতাশন সদৃশ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র বিশারদ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। আজি আপনিই বা কি রূপে অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিলেন। হে আচার্য্য! আমি ভৃত্যের ন্যায় আপনার অধীন, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার যশোরক্ষা করুন।"

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "হে মহারাজ! ধনঞ্জয় যথার্থই দুর্দ্ধর্ষ কিন্তু তুমি যে রূপে তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি এক্ষণে তাঁহার উপায় বিধান করিতেছি। আজি ধনুর্দ্ধরগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করুন, যে মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেছে। হে মহারাজ! আমি তোমার শরীরে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে মানুষস্ত্র তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমুদায় সুর, অসুর, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্যগণ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই। কি কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন কি অন্য কোন শস্ত্রধারী বীর কেহই তোমার এই কবচে শরক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, অতএব তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সত্বরে অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হও; সে কদাচ তোমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।"

দুর্য্যোধনের অভেদ্য কবচ লাভ

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া স্বীয় বিদ্যাবলে সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলস্থিত বীরগণের বিস্ময়োৎপাদন ও দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সত্বরে উদকস্পর্শ করিয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ করত দুর্য্যোধনের গাত্রে এক তেজ প্রজ্বলিত অদ্ভুত কবচ আসঞ্জিত করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে রাজন! যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর সরীসৃপ এবং এক চরণ, বহু চরণ ও চরণ হীন প্রাণিগণের নিকট তুমি নিরন্তর মঙ্গল লাভ কর। ভগবান ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী, অরুন্ধতী, অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ,

লোকপাল, ধাত, বিধাতা, দিক্‌সকল, দিক্‌পালগণ, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, ভগবান্ ভাস্কর, দিগ্‌গজ চতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ এবং যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার ও ভগীরথ প্রভৃতি সমস্ত রাজর্ষিরা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। যিনি রসাতলে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর ধরা ধারণ করিতেছেন, সেই পন্নগশ্রেষ্ঠ অনন্ত তোমার মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

হে গান্ধারীতনয়! পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও বলবীর্য্যবিহীন হইয়া ভয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে কমলযোনিকে কহিলেন, হে দেবসম! আপনি বৃত্রমর্দ্দিত সুরগণের একমাত্র গতি হইয়া ইঁহাদিগকে এই মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করুন। তখন ভগবান্ পদ্মযোনি স্বীয় পার্শ্বস্থিত বিষ্ণু ও শক্রাদি সুরগণকে বিষন্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু এক্ষণে আমি বৃত্রাসুরকে সংহার করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বকর্ম্মার অতি দুঃসহ তেজ প্রভাবে বৃত্রাসুরের জন্ম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্মা দশলক্ষ বৎসর তপশ্চরণপূর্ব্বক মহেশ্বর নিকটে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সেই অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দুরাত্মা বৃত্রাসুর দেবাদি দেব মহাদেবের প্রসাদে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিলে তপশ্চরণনিদান, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, সর্ব্বভূতপতি, ভগনেত্রনিপাতন, ভগবান্ পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অতএব তোমরা অবিলম্বে তথায় গমন কর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিতে পারিবে। তখন সুরগণ ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে তাঁহার সহিত মন্দর-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় কোটি সূর্য্যসঙ্কাশ তেজো রাশি ভগবান্ পিনাকপাণি বিরাজিত হইতেছেন। তিনি দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমাকে তোমাদিগের কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আমার দর্শন অমোঘ। অতএব অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুরগণ মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! দুরাত্মা বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজক্ষয় করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের কলেবর তাহার প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।” তখন মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! মহাবল পরাক্রান্ত প্রাকৃত জনের দুর্নিবার্য্য বৃত্রাসুর যে বিশ্বকর্ম্মার তেজ প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তোমাদের অবিদিত নাই; যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অত এব হে ইন্দ্র! তুমি আমার গাত্রস্থিত এই ভাস্বর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ধারণ কর।”

বরদাতা মহাদেব এই বলিয়া ইন্দ্রকে বর্ম্ম ও বর্ম্মধারণ মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ সেই বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বৃত্র সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রাসুর তাঁহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার সন্ধিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবরাজ অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হে দুর্য্যোধন! সুররাজ পুরন্দর বৃত্রাসুর-নিধনান্তর সেই হরদত্ত বর্ম্ম ও মন্ত্র অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। তৎপরে অঙ্গিরা স্বীয় মন্ত্রবেত্তা পুত্র বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি ধীমান অগ্নিবেশ্যকে ঐ মন্ত্র সমবেত বর্ম প্রদান করিয়াছিলেন; মহাত্মা অগ্নিবেশ্য

উহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। হে নৃপসম! অদ্য তোমার দেহ রক্ষার্থ সেই বর্ম্ম মন্ত্রপূত করিয়া তোমার গাত্রে বন্ধন করিতেছি।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আচার্য্যপুঙ্গব দ্রোণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিলেন, হে পার্থিব? পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা সংগ্রাম সময়ে বিষ্ণুর শরীরে এবং তারকাময় যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্য কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই রূপ আজি আমি তোমার গাত্রে ব্রহ্মসূত্র দ্বারা কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি।” মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া যথাবিধমন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে সেই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন! মহাবাহু দুর্য্যোধন এইরূপে আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধ কবচ হইয়া ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সহস্র রথ, বিপুল বলশালী সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব ও অন্যান্য মহারথগণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ বাদিত্র বাদনপূর্ব্বক বিরোচন তনয় বলির ন্যায় মহাড়ম্বরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপ দুর্য্যোধন অগাধ সমুদ্রের ন্যায় ধাবমান হইলে কৌরব সৈন্য মধ্যে মহা শব্দ সমুস্থিত হইল।

৯৫তম অধ্যায়
দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন সমর প্রবিষ্ট কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে পাণ্ডবেরা সোমকগণ-সমভিব্যাহারে ঘোরতর গভীর নিনাদ করিয়া প্রবল বেগে মহাবীর, দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! তৎকালে ভগবান্ মরীচিমালী গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় ব্যূহের অগ্রভাগে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, তদ্রূপ সমর পূর্ব্বে আর কখন আমরা দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অসংখ্য সৈন্য সমবেত পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণ সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৌরবগণও দ্রোণাচার্য্যকে পুরস্কৃত করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়কনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ গ্রীষ্মকালীন বায়ুতাড়িত উদ্ধত মহামেঘদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া বর্ষাকালীন সলিল পরিপূর্ণ জাহ্নবী ও যমুনার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইল। বায়ুবেগ সঞ্চালিত মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ সেই সংগ্রামে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরবর্ষণ দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে প্রবল সমীরণ সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন জলরাশি ক্ষুব্ধ করে, তদ্রূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ যেমন সলিলরাশি প্রবল বেগে মহাসেতু ভেদ করিতে ধাবমান হয়, তদ্রূপ, দ্রোণাচার্য্যকে ভেদ করিবার নিমিত্ত পরম যত্ন সহকারে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও অচল যেমন জলবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ সংক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল কেকয়দিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। প্রবল-প্রতাপ নরপতিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে পাঞ্চালগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন

শত্রুসৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে পাণ্ডবদিগের সাহায্যে মহাবীর দ্রোণকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর যেরূপ শর নিক্ষেপ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁহার উপর তদ্রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! শক্তি, প্রাস ও ঋষ্টিসম্পন্ন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎকালে সংগ্রামক্ষেত্রে মহামেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার তরবারি পুরোবর্ত্তী বায়ুর ন্যায়, মৌর্ব্বী বিদ্যুতের ন্যায় শাণিত শরনিকরস্বন অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ মহাবীর উপলখণ্ডের ন্যায় শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া দশদিক্ সমাচ্ছন্ন, অসংখ্য রথী ও অশ্ব-সমুদয় ছেদন করিয়া সেনাগণকে প্লাবিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বাণবর্ষণ করিয়া পাণ।ডবদিগের যে যে রথমার্গে গমন করিতে লাগিলেন, মহাতেজাঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরপ্রভাবে সেই সেই স্থান হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অসাধারণ যত্ন করিলেও তাঁহার সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। কতকগুলি সৈন্য ভোজরাজের নিকট গমন করিল, কতকগুলি জলসন্ধের শরণাপন্ন হইল এবং অবশিষ্ট দ্রোণের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যতবার সৈন্যগণকে সংযোজিত করিলেন, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ততবারই তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অরণ্যে রক্ষকবিহীন পশুসকল যেমন ক্রুদ্ধ শপদগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে সকলেরই মনে এইরূপ উদয় হইল যে, সেই তুমুল সংগ্রামে সাক্ষাৎ কাল ধৃষ্টদ্যুম্ন শরবিমোহিত যোদ্ধৃবর্গকে গ্রাস করিতেছে। হে মহারাজ! কুনৃপের রাজ্য যেমন দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও তস্কর দ্বারা উৎসন্ন হয়, সেইরুপ আপনার সেনাগণ পাণ্ডবগণের শরপ্রভাবে ধ্বংস হইতে লাগিল। ঐ সময় অর্ককিরণমিশ্রিত অস্ত্র ও বর্ম্ম সমুদয় এবং সেনাগণের চরণসমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা রণভূমিস্থ ব্যক্তিগণের চক্ষুপীড়া সমুৎপন্ন হইতেছিল।

এইরূপে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও নিপাতিত করিয়া সমরক্ষেত্রে দেদীপ্যমান কালাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে এক এক বাণে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দ্রোণ-শরাসন-বিমুক্ত শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ হয়, পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দৃষ্টিগোচর হইল না। পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণসায়ক ও সূর্য্যকিরণে করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন শুষ্ক বন উৎসন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ এইরূপে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র মহারথ বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ কুন্তী পুত্র ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বীর্য্যবান ক্ষেমধুর্ত্তি এই তিনজন আপনার তিন পুত্রের অনুগমন করিলেন। সৎকুল সম্ভূত মহাতেজস্বী মহারথ বাহ্লীক নৃপতি অমাত্য ও সেনাগণ

সমভিব্যাহারে দ্রৌপদী তনয়দিগের অবরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শৈল্য সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কাশিরাজের মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে আক্রমণ করিলেন। মদ্র দেশাধিপতি শল্য জ্বলন্ত পাবক সদৃশ অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। অমর্ষ পরায়ণ কবচাবৃত মহাবীর দুঃশাসন স্বসৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক মহারথ সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হই লেন এবং চারিশত মহাধনুর্ধর সৈন্য লইয়া চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি চাপ, শক্তি ও খড়্‌গধারী সপ্তশত গান্ধার দেশীয় সৈন্য লইয়া মাদ্রী পুত্র নকুলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অবিন্দ বান্ধবের বিজয় বাসনায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রাণ পণে বিরাট রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহ্লীক নৃপতি সমরে অপরাজিত মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদ তনয় শিখণ্ডীকে পরাভূত করিতে সমুদ্যত হইলেন। অবন্তি নগরাধিপতি সৌবীর সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্রোধ পরিপূর্ণ প্রভদ্রকগণ সমবেত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলায়ুধ, ক্রুরকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে সংগ্রাম ক্ষেত্রে ধাবমান হইলেন। মহারথ কুন্তিভোজ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীষণ প্রকৃতি রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৃপ প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সেনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে ও সূত পুত্র কর্ণ বাম ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধ বিশারদ, নীতিজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর কৃপ, বৃষসেন, শল ও শল্য প্রভৃতি বীরগণ এই রূপে সিন্ধুরাজের রক্ষার উপায় বিধান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।”

৯৬তম অধ্যায়
বীরগণের পরস্পর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহা বাহু পাণ্ডবগণ ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যও যশোলাভের আশরে আপনার ব্যূহ রক্ষা করিয়া স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের হিতৈষী অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ক্রোধান্বিতচিত্তে দশ বাণে বিরাটরাজকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বিরাটরাজও সেই অনুচর বেষ্টিত মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের বাণে আহত হইয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরণ্য মধ্যে মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের সহিত কেশরীর যেরূপ যুদ্ধ হয়, উক্ত বীরদ্বয়ের সহিত বিরাট রাজের সেইরূপ অতি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী, মর্ম্মাস্থিভেদ্য তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্লীক ভূপতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাহ্লীকও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর হেমপুঙ্খ শিলানিশিত নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের সংগ্রাম

ভীরুগণের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন হইল। তাঁহাদিগের শরজালে এককালে সমুদায় দিক্ ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যেমন মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ শিবিরাজ গোবাসন মহারথ কাশিরাজের পুত্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যেমন জীবের মন পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হয়, সেইরূপ বাহ্লীকরাজ কোপান্বিত হইয়া মহারথ দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ সকল শরীরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ শরবর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্লীক রাজের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুঃশাসন নতপর্ব্ব নয় তীক্ষ্ণ বাণে বৃষ্ণিবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে তিনি ঈষৎ মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কঙ্কপত্র যুক্ত দশ বাণে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ঐ বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সংগ্রাম স্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধপূর্ণ মহাবীর অলম্বুষ মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিভোজের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে তাঁহাকে বিবিধ বাণে বিদ্ধ করিয়া কৌরব বাহিনী মুখে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ পূর্ব্বকালীন জম্ভাসুর ও ইন্দ্রের সমরের ন্যায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্বুষের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব কোপান্বিত হইয়া কৃতবৈর বলবান শকুনির উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহীপাল! এইরূপে সমর ক্ষেত্রে তুমুল জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণের ক্রোধাগ্নি আপনার দুর্নীতিপ্রভাবে সমুৎপন্ন, কর্ণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ও আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এক্ষণে এই সসাগরা ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি পাণ্ডুপুত্র নকুল ও সহদেবের শর প্রহারে রণবিমুখ হইয়া পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। মহারথ মাদ্রীতনয়দ্বয় শকুনিকে সমর বিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার উপর বারিধারার ন্যায় অসংখ্য বাণ-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন সেই মহাবীরদ্বয়ের সাতপর্ব্ব বিবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া মহা বেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ মহাবেগে অলায়ুধ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ বিষম সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদ্বয়ের সেই রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে প্রথমত পঞ্চশত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরের সহিত অমররাজ ইন্দ্রের যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মদ্ররাজের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই রূপ অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইহারা অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

৯৭তম অধ্যায়

দ্রোণসহ যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এই রূপে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধকে ও অসংখ্য সৈন্য সমবেত রাজা যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মাকে এবং সূর্য্যসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। তখন যুদ্ধ তৎপর ধনুর্ধারী ক্রোধপরায়ণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য জনসংক্ষয় সময়ে সেনাগণ নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে বলবীর্য্য সম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রান্ত পাঞ্চাল পুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর দ্রোণ ও মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যে, সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পুণ্ডরীক বন সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময় সংগ্রাম স্থলে চতুর্দ্দিকে বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও আয়ুধ সকল বিকীর্ণ হইল। শূরগণের শোণিতাক্ত সুবর্ণ নির্ম্মিত তনুত্রাণ সকল সৌদামিনী সম্বলিত জলপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন অন্যান্য মহারথগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য বীরগণের মস্তক অসি, চর্ম্ম, চাপ ও কবচসকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরক্ষেত্রে বহুসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। মাংস লোলুপ গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, বায়স ও শৃগাল সমুদায় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের মাংস ভোজন, শোণিত পান, কেশচ্ছেদন, মজ্জা ভক্ষণ এবং শরীর ও মস্তক সমুদায় আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সংগ্রাম নিপুণ, কৃতাস্ত্র, রণদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা নির্ভয়ে অসিমার্গে বিচরণ এবং ক্রোধভরে ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, প্রাস, শূল গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং ভুজ দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। রথিগণ রথিদিগের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য মত্তমাতঙ্গ উম্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পরস্পরকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের অশ্বগণের সহিত আপনার অশ্ব সমুদায় মিলিত করিলেন। বায়ুবেগশালী পারাবতসবর্ণ ও রক্তবর্ণ অশ্বগণ একত্র মিলিত হইয়া বিদ্যুৎ সম্বলিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অরাতি নিপাতন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণাচার্য্যকে সমীপস্থ দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম নির্বাহ করিবার মানসে কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং রথ দণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণের রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্বগণের পশ্চাদ্ভাগে ও কখন যুগমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গহস্তে দ্রোণের রক্তবর্ণ অশ্বগণের উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে আচার্য্য তাঁহার কিছুমাত্র রন্ধ্র অবলোকনে সমর্থ

হইলেন না। শ্যেনপক্ষী আমিষ গ্রহণার্থ অরণ্যে যেরূপ ভ্রমণ করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে সেইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য শত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের চর্ম্ম, দশ শরে অসি, চতুঃষষ্টি শরে অশ্ব সমুদায় এবং দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে ছেদন পূর্ব্বক শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর অশনি সদৃশ জীবিতান্তক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সাত্যকি তদ্দর্শনে অবিলম্বে চতুর্দ্দশ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দ্রোণ বিমুক্ত শরছেদন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সিংহ মুখে নিপতিত মৃগের ন্যায় দ্রোণ হইতে রক্ষা করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই মহারণে সাত্যকিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহার উপর ষড়্বিংশতি শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রোণের বক্ষস্থলে ষড়্বিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণ সাত্যকিকে দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন দেখিয়া সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমর হইতে অপসারিত করিলেন।

৯৮তম অধ্যায়

দ্রোণ-সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি দ্রোণনির্ম্মুক্ত শর ছেদনপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কি রূপে সংগ্রাম করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ শর ও নারাচ-সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া ব্যাদিতাস্য বিকটিতদন্ত, তাম্রাক্ষ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার লোহিতবর্ণ অশ্বগণ এরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দর্শন মাত্র বোধ হয় উহারা আকাশ মার্গে গমন বা পর্ব্বতোপরি সমুত্থান করিতেছে। তখন শত্রুজেতা মহাশূর সাত্যকি শক্তি খড়্গধারী অমর্ষ পরায়ণ দ্রোণাচার্য্যকে বেগশালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক কার্ম্মুক আকর্ষণ এবং অসংখ্য শর ও নারাচ নিক্ষেপ করত অশনিনির্ঘোষশালী বারিধারাবর্ষী বায়ুবেগচালিত বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মহামেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত সারথিকে কহিলেন, হে সূত! তুমি অবিলম্বে এই স্বধর্ম্ম বিবর্জিত দুর্য্যোধনের আশ্রিত রাজপুত্রদিগের আচার্য্য শূরাভিমানী ব্রাহ্মণের অভিমুখে অশ্ব পরিচালন কর। সারথি সাত্যকির বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ রজতশুভ্র বায়ুবেগসম শীঘ্রগামী অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমানীত করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য ও শিনিবংশাবতংস সাত্যকি উভয়ে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি বারিধারার ন্যায় বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীরদ্বয়ের শরজালে আকাশমার্গ ও দশদিক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রভাকরের প্রভাবিনাশ ও সমীরণের গতি রোধ হইল। এইরূপে উভয়ের বাণ-বর্ষণে রণস্থল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে অন্যান্য বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবার্য্য বোধ

করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও সাত্যকি অবিশেষে পরস্পরের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধারাভিঘাতজ তাঁহাদের শরসন্নিপাতের গভীর শব্দ দেবরাজ প্রেরিত অশনিনিস্বনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নারাচবিদ্ধ বীরগণের কলেবর আশীবিষবিদষ্ট সর্পের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধোন্মত্ত মহাবীর দ্রোণ ও সাত্যকির নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ বজ্রাহত শৈল শৃঙ্গের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। উভয়ের রথ, সারথি ও অশ্ব সমুদায় স্বর্ণপুংজ্খ শরে বিদ্ধ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। অকুটিল নির্ম্মল নারাচ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক মদস্রাবী বারণদ্বয়ের ন্যায় শোণিতাক্তকলেবর হইয়া বিজয় বাসনায় পরস্পরের প্রতি জীবিতান্তকর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্রোণ কর্ত্তৃক সাত্যকির সমর প্রশংসা

হে মহারাজ! ঐ সময় সেনাগণের গর্জ্জন ও উৎক্রোশ এবং শঙ্খদুন্দুভির নিস্বন এককালে তিরোহিত হইল। সৈন্যসকল তুষ্ণীম্ভূত ও যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে দ্রোণ ও সাত্যকির দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। যাবতীয় রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ তাঁহাদের উভয়ের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মুক্তাবিদ্রুম শোভিত মণিকাঞ্চন বিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরন্ময় কবচ, পতাকা, চিত্রকম্বল, নির্ম্মল শাণিত শস্ত্র, বাজিগণের চামর এবং গজ সমুদায়ের সুবর্ণ ও রজতনির্মিত কুম্ভমালা ও দন্তবেষ্টনের প্রভা প্রভাবে সেনা নিচয় বকপংক্তিবিরাজিত খদ্যোতসমুদ্যোতিত সৌদামিনী-সম্বলিত বর্ষাকালীন জলপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সেনাগণ মহাত্মা সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং সমুদায় সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের বিচিত্র গমন প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্ব স্ব লঘু হস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি সুদৃঢ় সায়কনিকরে দ্রোণাচার্য্যের শর সমুদায় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরাতি নিপাতন দ্রোণ অবিলম্বে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাহাও তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শিনিবংশাবতংস সাত্যকি ষোড়শবার দ্রোণাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিলে আচার্য্য

তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রের ন্যায় হস্তলাঘব দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহাবীর পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্য ও পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের যেরূপ অস্ত্রবল মহাত্মা সাত্যকিরও সেই রূপ অস্ত্রবল দৃষ্ট হইতেছে। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মনে মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ দ্রোণাচার্য্যের হস্তলাঘব অবগত ছিলেন কিন্তু সাত্যকির লঘুহস্ততা অবগত ছিলেন না এক্ষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সাত্যকিও অবিলম্বে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। সমরকৌশলাভিজ্ঞ কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির সংগ্রাম কৌশল ও অসাধারণ অতিমানুষ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকিও সেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং পরিশেষে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকির বিনাশ বাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে রিপু ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বরুণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে খেচর প্রাণিগণও আকাশ বিচরণ পরিত্যাগ করিল। ঐ মহাবীরদ্বয়ের শরাসন সমাহিত দিব্যাস্ত্রদ্বয় পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্তগমনোন্মুখ হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ ও কেকয় নরপতি এবং মৎস্য ও শাল্বদেশীয় বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সহস্র সহস্র রাজপুত্রগণ দুঃশাসনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অরাতিপরিবেষ্টিত দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পার্থিব-রেণু ও বীরগণের শরজালে সমরস্থল পরিব্যাপ্ত হইলে সকলেই ভয় বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সংগ্রামকার্য্য অতি অনিয়মে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

৯৯তম অধ্যায়
বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় দিনমণি অস্তাচল শিখরাভিমুখী হইলে দিবস ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল এবং দিনকরের প্রচণ্ড কিরণ মন্দীভূত হইল, তখন যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত, কেহ কেহ পুনর্ব্বার সমাগত হইল এবং কেহ কেহ রণস্থলেই অবস্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই দিনাবসান সময়ে জয়াভিলাষী সেনাগণ পরস্পর সংগ্রামে সংশক্ত হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা জনার্দ্দন যে যে স্থলে রথ চালন করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে সৈন্যগণকে অপসারিত করত সেই সেই স্থানে রথ গমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই স্থানে কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শাণিত শরে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বলবীর্য্য সম্পন্ন বাসুদেব উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় রথ শিক্ষা নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাগ্নি তুল্য, স্নায়ুনদ্ধ, নামাঙ্কিত, বায়ুবেগগামী বৈণব ও আয়স শরসমুদায় পক্ষিগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। মহাত্মা

মধুসূদন এরূপ বেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথারূঢ় অর্জ্জুনের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতিগণের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি এক ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইলেন । বাসুদেব সঞ্চালিত অশ্বগণকে গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে দেখিয়া সমুদায় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। মহাবীর অর্জ্জুনের মনোমারুতগামী রথ সংগ্রামস্থলে যেরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল; সূর্য্য, ইন্দ্র রুদ্র ও কুবেরের রথও সেরূপ বেগে গমন করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে শত্রু নিপাতন কেশব সমরাঙ্গনে রথ সমানীত করিয়া সেনা, মধ্যে অশ্বগণকে পরিচালিত করিলেন। অশ্বগণ সমরবিশারদ বীরগণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল, সুতরাং রণভূমিস্থ রথ সমুদায়ের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে স্যন্দন আকর্ষণ করিয়া বিচিত্র মণ্ডলে বিচরণ এবং নিহত মনুষ্য, নাগ অশ্ব ও রথ সমূহের উপরিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর অর্জ্জুনকে ক্লান্তবাহন দেখিয়া সেনাগণসমভিব্যাহারে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে চতুঃষষ্টি, বাসুদেবকে সপ্ততি এবং তাঁহাদের অশ্বগণকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কোপান্বিত হইয়া তাঁহাদের উপর মর্ম্মভেদী নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ও কেশবকে শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীব অর্জ্জুন দুই ভল্ল দ্বারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিচিত্র শরাসন হয় ও কনকোজ্জ্বল ধ্বজ যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অসুবিন্দ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন তদ্দর্শনে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া পুনরায় দুই শরে তাঁহাদের দুই জনের শরাসন ছেদন করিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিশিখজালে তাঁহাদিগের সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব সকল সংহার করত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা বিন্দের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিন্দ অর্জ্জুনের শরে, গতাসু হইয়া বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রথিপ্রধান মহাবল-পরাক্রান্ত অনুবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিন্দের নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা হস্তে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিয়া মধুসূদনের ললাটে গদাঘাত করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব অনুবিন্দের গদাঘাতে অণুমাত্রও কম্পিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সব্যসাচী ধনঞ্জয় ক্রোধভরে ছয় বাণে অনুবিন্দের ভুজদ্বয়, পদদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে তাঁহাদের অনুগামিগণ ক্রোধভরে শরবর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে তীক্ষ্ণ শরে তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া নিদাঘকালীন অরণ্যদহন হুতাশনের ন্যায়, মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া প্রথমত নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে শ্রান্ত ও জয়দ্রথকে দূরস্থ অবধারিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে পার্থকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরুষর্ষভ অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে মৃদুবচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মাধব! আমাদিগের অশ্ব

সকল শরার্দ্দিত ও ক্লান্ত হইয়াছে; জয়দ্রথও অতি দূরে অবস্থান করিতেছে। অতএব এক্ষণে তোমার মতে কি করা কর্ত্তব্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও পাণ্ডবগণের নেত্রস্বরূপ; পাণ্ডবেরা তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মতে অশ্বগণকে বন্ধন করিয়া বিশল্য করা কর্ত্তব্য।" জনার্দ্দন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভ্রাত! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।" তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে সখে! তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর; আমি সমুদায় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।"

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক জলাশয় নির্ম্মাণ

মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গাণ্ডীবশরাসন ধারণ করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিজয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণ ধনঞ্জয়কে ধরণীতলস্থ দেখিয়া এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়, এইরূপ বিবেচনা করত অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে শরাসন আকর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গগণ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন ও তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়গণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে অরাতি নিপাতন পার্থের অদ্ভুত ভুজবল লক্ষিত হইল। তিনি স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে বিপক্ষাস্ত্র নিরাকৃত ও সমুদায় যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বাণের প্রগাঢ় সঙ্ঘর্ষণে আকাশমার্গে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব হইল। অসংখ্য বীরগণ জয়াভিলাষী হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বহুসংখ্যক শোণিতক্ষিত মদস্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে একমাত্র অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ সমুদায় সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইল। শরনিকর উহার তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, হস্তী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ, কমঠ এবং ছত্র ও পতাকা সমুদায় ফেনের ন্যায় শোভ পাইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অক্ষোভ্য রথসাগর নিবারণ করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব অশঙ্কিত চিত্তে পুরুষ প্রধান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখে! অশ্বগণ জলপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে; ইহাদিগের জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক, অবগাহনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সমর ক্ষেত্রে একটিও কূপ দেখিতে পাই না, ইহারা কোথায় জলপান করিবে?"

মহা বীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে এই জলাশয় রহিয়াছে বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপান নিমিত্ত অস্ত্র দ্বারা অবনি বিদারণ পূর্ব্বক হংস-কারণ্ডবচক্রবাক-সুশোভিত মৎস্য-কূর্ম্ম-সমাকীর্ণ ঋষিগণ সেবিত নির্ম্মল সলিল সম্পন্ন বিকশিত কমল দলোপশোভিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই তৎক্ষণ বিনির্মিত সরোবর সন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা সদৃশ অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুন তথায় শরবংশ, শরস্তম্ভ ও শরাচ্ছাদন সম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের এই আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া হাস্য করিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধু বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

১০০তম অধ্যায়
কৃষ্ণের অশ্বপরিচর্য্যা - জয়দ্রথাভিমুখে রথচালনা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এই রূপে মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রভাবে সমরস্থলে সলিল সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্ম্মিত ও শত্রু সৈন্যগণ নিরাকৃত হইলে মহাদ্যুতি বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কপত্রযুক্ত বাণে নির্ভিন্ন তুরঙ্গমগণকে মুক্ত করিলেন। যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমুদায় সৈনিক পুরুষ মহাবীর অর্জ্জুনের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারথগণ কোন ক্রমেই অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় প্রভূত গজ বাজি ও অসংখ্য রথের আক্রমণেও অশঙ্কিত হইয়া সমুদায় পুরুষকে অতিক্রম পূর্ব্বক আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহীপালগণ অর্জ্জুনের উপর অসংখ্য শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । কিন্তু মহাত্মা বাসব-নন্দন তাহাতে কিছু মাত্র ব্যথিত হইলেন না। সাগর যেমন নদীগণকে অনায়াসে ধারণ করে, সেইরূপ বীর্য্যবান পার্থ বীরগণ নির্ম্মুক্ত শত শত শর, গদা ও প্রাস সমুদায় অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রবেগ ও নিজ বাহুবলে নরেন্দ্রগণের উত্তম উত্তম বাণ সকল বিফল হইয়া গেল। এক লোভ যেমন সমুদায় সদগুণ নিবারণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন একাকী ভূমিস্থ হইয়াও রথারূঢ় অসংখ্য ভূপতিগণকে নিবারণ করিলেন। তখন কৌরবেরাও পার্থ ও বাসুদেবের অদ্ভুত পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভাব অর্জ্জুন ও বাসুদেব রণক্ষেত্রে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। ঐ সমরস্থলে অসাধারণ তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় বিহ্বল করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় অশ্ববিদ্যা-সুনিপুণ মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যগণসমক্ষে সেই অর্জ্জুন-নির্মিত শরগৃহে অশ্বগণকে সমানীত করিয়া তাহাদের শ্রম, গ্লানি ও বেপথু নিবারণ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বগণের উদক পান, স্নান, ভক্ষণ ও ক্লমবিনোদন সমাধান হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে পুনরায় উত্তম রথে সংযোজন করিলেন এবং অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা মহাবীর অর্জ্জুনের রথে বিগততৃষ্ণ অশ্বগণ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া পুনর্বার বিমনায়মান হইলেন। তাহারা ভগ্ন দশন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হায়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গমন করিয়াছে; আমাদিগকে ধিক্!” ঐ সময় এক রথারূঢ়, বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহ, অরাতিঘাতন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ক্রীড়া করিয়াই যেন কৌরব সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক যত্নবান ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য সেনাগণ তাঁহাদিগকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে কহিল, “হে কৌরবগণ! ঐ দেখ কেশব ধনুর্ধারিগণের সমক্ষে রথযোজন করিয়া আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে অশ্ব চালন করিতেছেন। অতএব তোমরা অবিলম্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে যত্নবান হও।”

হে মহারাজ! সেই সময় কোন কোন ভূপতি সমরক্ষেত্রে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত সৈন্য, ক্ষত্রিয়গণ ও সমুদায় পৃথিবী এককালে উৎসন্ন হইল। উপায়ানভিজ্ঞ দুর্য্যোধন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না।" কেহ কেহ কহিলেন, "সিন্ধুরাজের আর নিস্তার নাই; তিনি অবশ্যই শমন সদনে গমন করিবেন; এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত যাহা কর্তব্য থাকে, কুরুরাজ তাঁহার অনুষ্ঠান করুন। হে রাজন্!" হে রাজন! "ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন অক্লান্ত তুরঙ্গম যুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কালান্তক যমোপম মহাবাহু অর্জ্জুনকে কোন ক্রমে নিবারণ করিতে পারিলেন না। শত্রুতাপন পাণ্ডব জয়দ্রথের অভিমুখে গমনার্থে মৃগকুলনিহন্তা মৃগরাজের ন্যায় কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবণ ও বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সৈন্য সাগর মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বচালন ও পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের শ্বগণ এরূপ প্রবলবেগে গমন করিল যে, তদ্বিসৃষ্ট শরনিকর তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমুদায় নরপতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জয়দ্রথ বধাভিলাষী ধনঞ্জয়কে পুনরায় চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সৈন্য সকল অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের পবনোদ্ধুত ও পতাকান্ত, জলদ গম্ভীর নিস্বন, কপিধ্বজ রথ দর্শন করিয়া বিষণ্ন হইতে লাগিল। ঐ সময় পার্থিব রজোরাশি সমুচ্ছিত হইয়া দিনকরকে সমাচ্ছন্ন করিলে বাণার্দিত বীরগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন।"

১০১তম অধ্যায়
যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দ্রথের দর্শনলাভ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় ভূপতিগণ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া প্রথমত ভয়ে পলায়নোম্মুখ হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা সত্বসন্ধুক্ষিত হইয়া ক্রোধভরে স্থিরচিতে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ক্রোধোত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, তাঁহারা সাগরে পতিত তরঙ্গিনীর ন্যায় আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে অনেক অসাধু ক্ষত্রিয় বেদ বিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নরক গমনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন পুরুষ শ্রেষ্ঠ কেশব ও অর্জ্জুন দ্রোণের সেনাসমূহ বিদারণ ও রথিগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া রাহুবদন বিনিঃসৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় মহাজাল বিমুক্ত, মকরমুখবিনির্গত মৎস্য দ্বয়ের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং মকর যেমন সমুদ্র সংক্ষোভিত করে, সেইরূপ শস্ত্র দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! যখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধা সকল মনে মনে স্থির

করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কদাপি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না; অতএব সিন্ধুরাজের আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্রথের জীবিত রক্ষা বিষয়ে কৌরব পক্ষীয়গণের মনে এই বলবর্ত্তী আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলে তাঁহাদের সে আশা একেবারে উম্মূলিত হইল। তাঁহারা প্রজ্বলিত পাবক তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া এককালে জয়দ্রথের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন অরাতিকুল ভয়বর্দ্ধন, নির্ভীকচেতা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পরস্পর জয়দ্রথবধবিষয়িনী মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, "কৌরব পক্ষীয় ছয় জন মহারথী জয়দ্রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক উহাকে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা একবার আমাদের নয়ন গোচর হইলে কদাচ বিমুক্ত হইতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, যদি দেবগণের সহিত দেবরাজ স্বয়ং সমরে উহাকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি উহার নিস্তার নাই।" হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে অন্বেষণ করিয়া পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সকল কথা আপনার পুত্রগণের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মরুভূমি অতিক্রমণানন্তর বারি পানে পরিতৃপ্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বণিকেরা ব্যাঘ্র, সিংহ ও গজ সমাকীর্ণ ভূধর অতিক্রম করিয়া যেরূপ প্রফুল্ল হয়, জরা মৃত্যু বিহীন অরিনিসূদন মধুসূদন ও অর্জ্জুনকে সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রজ্বলিত জ্বলন তুল্য, আশীবিষ সদৃশ দ্রোণ, হার্দ্দিক্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের শরজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়, দ্যুতিমান ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিলেন! লোকে সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, উক্ত বীরদ্বয় অর্ণব সদৃশ দ্রোণ সৈন্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা ভারদ্বাজের শাণিত শর প্রহারে রুধিরাক্ত

হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পর্ব্বতদ্বয় মধ্যে কর্ণিকারপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই মহাবীরদ্বয় শক্তিরূপ আশীবিষ, নারাচরূপ মকর ও ক্ষত্রিয় রূপ সলিলশালী দ্রোণরূপ হ্রদ এবং জ্যাঘোষরূপ অশনি নিস্বন, গদা ও খড়্গ রূপ বিদ্যুৎ সম্বলিত, দ্রোণাস্ত্র রূপ মেঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্র সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণের অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইলে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যেন, ঐ বীরদ্বয় বাহু দ্বারা বর্ষাকালীন সলিল্রাশিসমন্বিতযাদোগণসমাকুল সমুদ্রগামী নদী সমুদায় হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! যেমন ব্যাঘ্রদ্বয় মৃগজিঘাংসায় দণ্ডায়মান থাকে, সেই রূপ সেই বীরদ্বয় সমীপস্থ জয় দ্রথের বিনাশেচ্ছায় তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় সমুদায় যোধগণ জয়দ্রথকে বিনষ্ট বলিয়া অবধারিত করিলেন।

তখন লোহিত লোচন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মুহুর্ম্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অভীষু-হস্ত শৌরি ও ধনুষ্মান্ ধনঞ্জয় সূর্য্য ও পাবকের সমান প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে অরাতিনিসূদন মধুসূদন ও ধনঞ্জয় দ্রোণ সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া জয়দ্রথকে সমীপে অবলোকন করিয়া

যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষির ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রোধভরে সিন্ধুরাজের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ সন্নদ্ধ দুর্ভেদ্য কবচধারী অশ্ব সংস্কারবিৎ বিপুল পরাক্রম রাজা দুর্য্যোধন সেই বীরদ্বয়কে সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ এক রথে কৃষ্ণ ও পার্থকে অতিক্রম পূর্ব্বক কৃষ্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরব সৈন্য মধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত ও শঙ্খধ্বনির সহিত সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনল তুল্য তেজস্বী যে যে বীরগণ সিন্ধুরাজের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহাত্মা কেশব অনুচর পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনকে অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে তৎকালোচিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।"

১০২তম অধ্যায়
জয়দ্রথরক্ষক দুর্য্যোধনসহ যুদ্ধে কৃষ্ণের ইঙ্গিত

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্য্যোধন অতি অদ্ভুত পরাক্রমশালী; আমার মতে ইহার তুল্য রথী আর কেহই নাই। ঐ মহাধনুর্দ্ধর অতিশয় অস্ত্র কুশল ও যুদ্ধ দুর্ম্মদ। উহার অস্ত্র সকল অত্যন্ত দৃঢ়। সকল মহারথেরাই উহার বহুমান করে। ঐ কৃতী রাজপুত্র চিরকাল সুখে লালিত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা নিরন্তর তোমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাকে। অতএব হে অনঘ! এক্ষণে উহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় তোমারই আয়ত্ত। হে অর্জ্জুন! তুমি অবিলম্বে দুর্য্যোধনের উপর সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধবিষ নিক্ষেপ কর। যে দুরাত্মা পাণ্ডবদিগের অনর্থপাতের নিদান, সেই আজি তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইতে চেষ্টা কর। রাজা দুর্য্যোধন রাজ্যার্থী হইয়া কেন তোমার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইল? যাহা হউক, ঐ পাপাত্মা ভাগ্যক্রমেই এক্ষণে তোমার বাণগোচর হইয়াছে; অতএব যাহাতে অচিরাৎ জীবন পরিত্যাগ করে, শীঘ্র তাহার উপায় কর। ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুর্য্যোধন দুঃখের লেশ মাত্রও ভোগ করে নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার সংগ্রামিক পরাক্রম কিছুমাত্র অবগত নহে। হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় সুর অসুর ও মানবগণ একত্র হইলেও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভাগ্যক্রমে আজি তোমার রথ সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও ইহারে বিনাশ কর। ঐ পাপাত্মা নিরন্তর তোমার

অনিষ্ট চেষ্টা, শঠতাপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা এবং সতত তোমাদিগের প্রতি ভূরি ভূরি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া ঐ পাপপরায়ণ নৃশংসকে সংহার কর। হে অর্জ্জুন! শঠতা সহকারে রাজ্যপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ স্মরণ করিয়া সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সৌভাগ্যক্রমে তোমার কার্য্য ব্যাঘাত করিবার চেষ্টায় তোমার সহিত

যুদ্ধ করিতে বাসনা করিয়া তোমার বাণপথের পথবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিতেছে। আজি দৈবক্রমে তোমাদিগের মনোরথ সকল সফল হইল। অতএব হে পার্থ! পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি তুমি কুরুকুল কলঙ্কভূত ধৃতরাষ্ট্র তনয়কে নিপাত করিয়া দুরাত্মাদিগের মূল ছেদন ও শত্রুতার শেষ কর। ঐ দুরাত্মার নিধনে উহার সৈন্য সকল অনাথ হইলে তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে।"

অর্জ্জুনের দুর্য্যোধনাভিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি যাহা কহিলে ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেস্থানে দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছে, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। হে মাধব! যে দুরাত্মা এত দীর্ঘকাল অকণ্টকে আমাদিগের রাজ্য ভোগ করিয়াছে, আজি কি রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই দুঃখভোগে অযোগ্য দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইব?"

হে মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার মানসে পরমানন্দে সংগ্রাম স্থলে শ্বেতাশ্ব সমুদায় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দারুণ ভয়াবহ সময়ে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুন ও হৃষীকেশকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে সকল ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যে সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কুন্তিনন্দন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভীষণরূপধারী ভূপতিগণ চতুর্দ্দিক হইতে সেই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য করত যুদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেশব ও ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের আহবানে একান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই বীরদ্বয়কে আহ্লাদিত দেখিয়া এককালে দুর্য্যোধনের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্নিমুখে আহুত স্থির করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ ভয়ে কাতর হইয়া 'রাজা হত হইলেন, রাজা হত হইলেন', এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।" কুরুরাজ সৈনিক পুরুষদিগকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি পাণ্ডুরাজের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য পার্থিব প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ তৎসমুদায় আমাকে প্রদর্শন কর, কেশবের যতদুর

ক্ষমতা আছে, উনি তাহা প্রকাশ করুন। হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার পরোক্ষে যে যে কার্য্য করিয়াছ, আজি আমার প্রত্যক্ষে সেই সমুদায় প্রকাশ কর”।”

১০৩তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের অভেদ্য কবচ প্রশংসা

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া মর্ম্মভেদী তিন শরে তাঁহাকে, চারিশরে তাঁহার চারি তুরঙ্গকে ও দশবাণে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রতোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের উপর বিচিত্র পুঙ্খ শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকর দুর্য্যোধনের বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় চতুর্দ্দশ শরনিক্ষেপ করিলেন। তৎসমুদায়ও দুর্য্যোধনের বর্ম্ম সংস্পর্শে ব্যর্থ হইল। তখন শত্রুতাপন কৃষ্ণ পার্থ নিক্ষিপ্ত অষ্টাবিংশতি বাণ বিফল হইল দেখিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আজি যে ভূধরের গতি সদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সকল ব্যর্থ হইল। আজি কি পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার গাণ্ডীবের, মুষ্টির বা ভুজদ্বয়ের বলহানি হইয়াছে। আজি কি তোমার সহিত দুর্য্যোধনের শেষ সন্দর্শন হইবে? হে অর্জ্জুন! আজি আমি তোমার শরনিকর ব্যর্থ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তোমার অতিকলেবর দারক অশনি সদৃশ শর সকল কোন কার্য্যকারকই হইল না! এ কি বিড়ম্বনা! অর্জ্জুন কহিলেন হে মাধব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন শরীরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য দারুণ কবচ নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল মহাত্মা আচার্য্য ঐ কবচ অবগত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট উহা অবগত হইয়াছি; এতদ্ভিন্ন ত্রিলোক মধ্যে আর কেহই এই কবচ বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন। হে গোবিন্দ! মনুষ্য নিক্ষিপ্ত বাণের কথা দূরে থাকুক; ইন্দ্রের অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে কেশব! তুমি ত্রিলোকের ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি এবিষয়টি যেরূপ অবগত আছ এমন আর কেহই নাই; তবে কি নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ। হে কেশব! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আচার্য্য দত্ত কবচ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এই কবচ ধারণ করিয়া কি করা কর্তব্য তাহার কিছুই অবগত নহে; কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় গাত্রে ধারণ করিয়া আছে। অতএব তুমি আজি আমার ধনু ও বাহুদ্বয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা দুরাত্মা দুর্য্যোধন কবচ রক্ষিত হইলেও আজি উহাকে পরাজিত করিব। আমার গাত্রে যে কবচ রহিয়াছে, ইহা প্রথমত দেবাদিদেব মহাদেব অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে অঙ্গিরা বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি পুরন্দরকে সমর্পণ করেন। সুরপতি উপহারের সহিত ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক যদি দুর্য্যোধনের কবচ দেবসম্ভূত হয়, অথবা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তথাপি আজি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন উহা দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিবে না।”

অর্জ্জুনবাণে কৌরবগণের নিপীড়ন

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া শর সমুদায় মন্ত্রপূত করিয়া আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা দূর হইতে সর্বাস্ত্রনাশক অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন হে জনার্দ্দন! আমি পুনর্ব্বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহি। এই অস্ত্র আমা কর্ত্তৃক দুই বার প্রযুক্ত হইলে ইহা আমাকে বা আমার সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের বাণ ছিন্ন হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন আশীবিষসদৃশ নয় বাণে কৃষ্ণকে, নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়েরা তদ্দর্শনে যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিপুল বীর্য্যশালী মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আপাদ মস্তক বর্ম্মরক্ষিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে অন্তক সদৃশ শরনিকরে দুর্য্যোধনের শরমুষ্টি, শরাসন, অশ্ব সমুদায় পাঞ্চি ও সারথিকে ছেদন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বাণদ্বয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্ততলদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরেরা পার্থ শরপীড়িত দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ সহস্র সহস্র রথ, গজ, বাজী ও রোষাবিষ্ট পদাতি সমূহ সমভিব্যাহারে আগমন ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহা বীর অর্জ্জুন ও গোবিন্দ সেই মহাবীরগণের অস্ত্রজালে ও জনসমূহে পরিবৃত হইলে কেহই আর তাঁহাদের রথ বা তাঁহাদিগকে অবলোকনে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত অস্ত্র দ্বারা সেই সৈন্য সমুদায় আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত রথী ও মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হইয়া সমর ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট অর্জ্জুন শর তাড়িত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিয়া তাঁহার রথের গতি রোধ করিল। তখন বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! তুমি ধনু বিস্ফারিত কর, আমি শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করি। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারিত করিয়া শরাঘাতে রিপুগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূসরিত পক্ষপটল কেশব ঘর্ম্মাক্ত বদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের শঙ্খনাদ ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নিস্বনে কৌরব পক্ষীয় কি বলবান কি দুর্ব্বল সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই সেনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া বায়ু প্রেরিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ঐ সময় সিন্ধুরাজের রক্ষক মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষেরা সহসা পার্থকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে বাণ শব্দ, শঙ্খনিস্বন ও ভীষণ সিংহনাদ করিয়া বসুন্ধরা কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কৌরবগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শঙ্খ শব্দে ভূধর, অর্ণব ও দ্বীপসমবেতে সমুদায় ভূতল পাতালতল এবং দশদি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কুরু পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমত অতিশয় ভীত হইলেন কিন্তু তৎপরেই ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

১০৪তম অধ্যায়
কর্ণপ্রমুখ অষ্ট মহারথসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ সুবর্ণ চিত্রিত, শব্দায়মান, জ্বলন্ত অনল সদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ দ্বারা দশদিক্ সন্দীপন এবং রুগ্মপৃষ্ঠ দুর্নিরীক্ষ্য ক্রুদ্ধ ভূজগসদৃশ শব্দায়মান কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। সন্নদ্ধকবচ মহাবীর ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও রথি শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এই আট জন মহারথ বায়ুবেগগামী অশ্ব সংযোজিত, ব্যাঘ্র চর্ম্মাচ্ছাদিত, ঘনঘটা গভীর নিস্বন, হেম বিভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সৎকুলম্ভূত দ্রুতগামী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহারথগণকে বহনপূর্ব্বক দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অসাধারণ শোভা ধারণ করিল। কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোধগণ পর্ব্বত, নদী ও অর্ণবসম্ভূত সদ্বংশজ, বেগগামী, অত্যুত্তম তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক হইতে সত্বরে ধনঞ্জয়ের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া শঙ্খনাদে সসাগরা ধরিত্রী ও স্বর্গ পরিপুরিত করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বদেবপ্রবর মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই শঙ্খ শব্দে সমুদায় শব্দ অন্তর্হিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হে মহারাজ! সেই ভীরু জনের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, নিদারুণ শঙ্খ নিনাদ সময়ে ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্রসকল বাদিত হইলে দুর্য্যোধন হিতৈষী, সসৈন্যে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত মহাধনুর্ধর নানা দিদেশীয় নর পতিরা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভয়ে স্ব স্ব শঙ্খ প্রথাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই নির্ঘাত শব্দ সদৃশ শঙ্খনিস্বনে সমুদায় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রথী, গজ সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও সেই আট জন মহারথ জয়দ্রথের রক্ষার্থ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন এবং তাঁহার ধ্বজ ও অশ্ব সমুদায়ের উপর পাঁচ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবকে শরাহত দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে অশ্বত্থামাকে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শল্য তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভূরিশ্রবা সুবর্ণ পুঙ্খ শিলাশিত তিন বাণে, কর্ণ দ্বাত্রিংশৎ বাণে, বৃষসেন সাত বাণে, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি বাণে, কৃপ দশ বাণে এবং মদ্ররাজ পুনরায় দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা প্রথমতঃ পার্থের উপর ষষ্টি সংখ্যক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে পাঁচ ও বাসুদেবকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বীয় হস্তলাঘবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সকল বীরগণকে শর নিকরে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কর্ণকে দ্বাদশ, বৃষসেনকে তিন, সৌমদত্তিকে তিন, শল্যকে দশ,

গোতমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া সত্বরে শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামাকে প্রথমত অগ্নিশিখাকার আট বাণ প্রহার করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া হৃষীকেশের করস্থিত অশ্বরশ্মি ছেদন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই কৌরব পক্ষীয় বীরগণকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।"

১০৫তম অধ্যায়
উভয়পক্ষীয় বীরগণের ধ্বজচিহ্ন বর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎপক্ষীয় সেই বিবিধাকার অসামান্য শোভা সম্পন্ন ধ্বজ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহারথগণের রথস্থিত নানা প্রকার ধ্বজ সমূহের নাম ও আকার ও বর্ণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। সংগ্রামস্থলে মহারথদিগের রথোপরি সুবর্ণভরণভূষিত, সুবর্ণমাল্যমণ্ডিত, সুবর্ণময় বিবিধ প্রকার ধ্বজ-সমুদয় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ও অত্যুচ্চ সুমেরু-পর্ব্বতের কাঞ্চনশৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় ধ্বজের উপরিস্থিত নানারাগ-রঞ্জিত, ইন্দ্রায়ুধ প্রতিম, বিচিত্র পতাকা সকল বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নর্ত্তকীরা রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত পতাকা সমলঙ্কৃত, সিংহ লাঙ্গলধারী, বিকটাস্য, ভীষণাকার কপিবর সংগ্রামস্থলে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামার শক্রধ্বজ সদৃশ, পবনকম্পিত, বালসূর্য্যপ্রতিম, অত্যুচ্ছ্রিত, কাঞ্চনময় ধ্বজাগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিল। মহাবীর কর্ণের মাল্য ও পতাকা যুক্ত সুবর্ণময় হস্তিকক্ষাধ্বজ বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা আকাশমার্গ ভেদ করিয়া নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডবগণের আচার্য্য তপঃসম্পন্ন গোতমতনয়ের রথে বৃষধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। ত্রিপুরবিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব বৃষদ্বারা যেরূপ শোভমান হন, গোতমপুত্র মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই রথস্থ বৃষভধ্বজ দ্বারা তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। সেইরূপ মহাত্মা বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্নাদি মণ্ডিত ময়ূর সেনাগ্রভাগ শোভিত করিয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ ময়ূর হঠাৎ নেত্রপথে পতিত হইলে বোধ হয়, যেন উহা কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন সেই ময়ুর দ্বারা সমরাঙ্গনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্রভাগে সর্ব্ববীজ প্রসবিনী শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অগ্নিশিখাকার সুবর্ণময় লাঙ্গল শোভা পাইতে লাগিল। সিন্ধু রাজ জয়দ্রথের ধ্বজোপরি বালার্কসদৃশ হেমাভরণ ভূষিত বরাহ নয়নগোচর হইল। পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধ সময়ে সূর্য্য যেমন শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর জয়দ্রথ সেই বরাহ দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান সৌমদত্তির কনকময় যূপধ্বজ মখশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় বিরাজমান হইতে লাগিল। ঐরাবত যেমন দেবরাজের সৈন্যগণকে শোভিত

করে, তদ্রূপ মহাবীর শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র সুবর্ণময় ময়ূর সমুদায়ে পরিশোভিত মাতঙ্গধ্বজ আপনার সৈন্যগণের শোভা সম্পাদন করিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রথস্থ সুবর্ণ মণ্ডিত শব্দায়মান কিঙ্কিণী শত সমাযুক্ত মণিময় নাগধ্বজ দ্বারা অতীব শোভমান হইলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় এই নয় মহাধ্বজ যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় আপনার বাহিনী মণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। তন্মধ্যে মহাবীর অর্জ্জুনের এক মাত্র বানরধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। হুতাশন দ্বারা হিমাচল যেরূপ দেদীপ্যমান হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় ধ্বজস্থিত কপি দ্বারা তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইলেন।

কৌরবাক্রমণে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে কোলাহল

অনন্তর শত্রুতাপন মহারথগণ অর্জ্জুনকে পরাভব করিবার নিমিত্ত বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন সমুদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুনও স্বীয় শত্রু বিনাশন গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শর প্রভাবে, আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা নিবন্ধন নানা দিগ্‌দেশ হইতে অভ্যাগত প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথসম্পন্ন বহুতর নরপতিরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ ও মহাবীর অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি গর্জ্জন করত পরস্পরকে ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! ঐ সময় কৃষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথিগণকে পরাজয় ও জয়দ্রথকে সংহার করিবার মানসে একাকী তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব বিধুনন ও শরজাল বিস্তার করত কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে অদৃশ্য করিলেন; তাঁহারাও চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিয়া শত্রুতাপন অর্জ্জুনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অরাতি শরনিকরে অদৃশ্য হইলে সৈন্য মধ্যে কোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।”

১০৬তম অধ্যায়

দ্রোণবধার্থ পাণ্ডবপক্ষের সমবেত সমর

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারীর অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপে সমুপস্থিত হইলে দ্রোণ সমাক্রান্ত পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয়দিগের সহিত কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সেই অপরাহ্ণকালীন লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে পাঞ্চালগণ দ্রোণকে সংহার ও কৌরবগণ তাঁহাকে তাঁহাদের হস্ত হইতে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের নিধন কামনায় গর্জ্জন করিয়া তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে পাঞ্চাল ও কুরুবীরগণের সেইরূপ অদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথ সন্নিধানে আপনাদিগের রথ অবস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে তাঁহাদের উপর অসংখ্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আচার্য্যের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৈকয় দেশীয় মহারথ বৃহৎক্ষত্র অশনি সন্নিভ

শাণিত শর পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কীর্ত্তিমান ক্ষেমধূর্ত্তি অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করিয়া বৃহৎক্ষত্রের সম্মুখে গমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শম্বরাসুরের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষেমধূর্ত্তির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বীরধন্বা তাঁহাকে ব্যাদিস্য কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন।

দ্রোণ-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ - যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

তখন মহাবীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র বলবান বিকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধ নিপুণ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। শত্রুকর্ষণ দুর্ম্মুখ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিয়া সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত শাণিত তীক্ষ্ণ শরে নরব্যাঘ্র সাত্যকিকে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবল সৌমদত্তি সায়কবর্ষী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদীতনয়দিগের নিবারণে যত্নবান হইলেন। মহারথ ঋষ্যশৃঙ্গতনয় অমর্ষপরায়ণ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে রাম রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এই বীরদ্বয়ে তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইল।

তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব নবতি বাণে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের সমুদায় মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্ধারিগণের সমক্ষে তাঁহার দেহ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বিংশতি বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা দ্রোণ নির্মুক্ত শরসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের ধনু ছেদনপূর্ব্বক অসংখ্য শরে তাঁহার সর্ব্ব শরীর আবৃত করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ দ্রোণের সায়কে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে রণভূমিস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে নিহত বলিয়া স্থির করিল। কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির দ্রোণের শরাঘাতে সমর বিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন দ্রোণ শরে বিপন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণ প্রেরিত শর সমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন দ্রোণের সমুদায় শর ছেদন করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে স্বর্ণদণ্ডালঙ্কৃত অষ্ট ঘণ্টা বিশিষ্ট গিরিবিদারণে সমর্থ ভীষণ শক্তি সমুৎক্ষেপণ করিয়া প্রফুল্ল মনে গভীর নিনাদ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ ও ভীষণ শক্তি সন্দর্শনে সকল প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল ও দিগ্বিদিক প্রজ্বলিত করিয়া দ্রোণ সমীপে সমুপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সহসা সেই শক্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার নিবাবণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যুধিষ্ঠির নির্মুক্ত শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া তাহার স্যন্দনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন বিজ্ঞতম যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তৎক্ষণাৎ

সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সহসা ধর্ম্মপুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই দ্রোণ নির্ম্মুক্ত গদা অবলোকন করিয়া তাঁহার নিবারণার্থ সত্বরে স্বীয় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই উভয় বীরনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদাদ্বয় পরস্পর সঙ্ঘষিত হইয়া উৎপাদনপূর্ব্বক মহীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় এক ভল্লাস্ত্রে শরাসন ও এক বাণে ইন্দ্রধ্বজোপম কেতু ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে রথহীন ও শস্ত্র বিহীন অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার সেনাগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ সিংহ যেমন মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণ কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইলে সমুদায় পাণ্ডব পক্ষীয়েরা 'রাজা দ্রোণ কর্ত্তৃক হৃত হইলেন' বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল । তখন কুন্তিপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অশ্ব চালন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

১০৭তম অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমধূর্ত্তি বধ

হে মহারাজ! মহাবীর মেমধূর্ত্তি সমরক্ষেত্রে সমাগত কেকয়দেশীয় দৃঢ়বিক্রম বৃহৎক্ষত্রের বক্ষস্থলে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ করিলেন। রাজা বৃহৎক্ষত্রও দ্রোণসৈন্য ভেদ করিবার নিমিত্ত সত্বরে তাঁহাকে নতপর্ব্ব নবতি বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেমধূর্ত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা বৃহৎক্ষত্রের শরাসন ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শরনিকরে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃহৎ ক্ষত্র সহাস্য মুখে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদন পূর্ব্বক শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার জ্বলিত কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্চিত কেশবিরাজিত কিরীটমণ্ডিত ছিন্ন মস্তক সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া অম্বরচ্যুত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র ক্ষেমধূর্ত্তির প্রাণ সংহার করিয়া প্রসন্ন মনে পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ সহসা কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

কৌরবপক্ষীয় বীরধন্বার নিধন

মহাবীর ধৃষ্টকেতু দ্রোণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরধন্বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবীর্য্য সম্পন্ন বীরদ্বয় বহু সহস্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া নিবিড়ারণ্যচারী মদোন্মত্ত যুথপতি মাতঙ্গদ্বয়েৰ ন্যায়, গিরিগহ্বরস্থ ক্রুদ্ধ শার্দুলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর জিঘাংসায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ বিস্ময়ৎফুল্ল লোচনে তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বীরধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া অম্লান মুখে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া

ফেলিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণ দণ্ড মণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বীরধন্বার রথ লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। মহাবীর বীরধন্বা সেই বীরঘাতিনী শক্তির আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথ বীরধন্বার মৃত্যু হইলে পাণ্ডব পক্ষীয়গণ আপনার সৈন্য-সংক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সহদেব কর্ত্তৃক নিরমিত্র বধ

তখন মহাবীর দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি যষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করত বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মাদ্রিনন্দন তাঁহার তর্জ্জনে কোপপূর্ণ হইয়া শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্মুখকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এবং পরিশেষে নয় বাণে তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কেতু, চারি বাণে চারি অশ্ব, শাণিত ভল্লে সারথির মস্তক ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্মুখ সেই অশ্ববর্জিত স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন শত্রুহন্তা সহদেব নিরমিত্রের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সংহার করিলেন। ত্রিগর্তরাজপুত্র নিরমিত্র সহদেবের শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দশরথাত্মজ রাম নিশাচর খরের প্রাণ সংহার করিয়া যেরূপ শোভমান হইয়াছিলেন, সহদেবও ত্রিগর্তরাজ পুত্র নিরমিত্রের জীবন নাশ করিয়া তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। ত্রিগর্তের রাজপুত্রের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত আর্তনাদ ও হাহাকার করিতে লাগিল।

সাত্যকিসহ যুদ্ধে কৌরবগণের পরাজয়

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল আপনার পুত্র পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহুর্ত্ত মধ্যে পরাজিত করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত নতপর্ব্ব শরবর্ষণ করিয়া সেনা মধ্যগত সাত্যকিকে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শরদ্বারা ব্যাঘ্রদত্তের শর সমুদায় নিবারণ এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে মগধরাজপুত্র বিনষ্ট হইলে মগধদেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুষল, মুদগর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি সহাস্য মুখে অনায়াসে সেই সকল বীরগণকে পরাজিত করিলেন। হতবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে সংগ্রাম বিমুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আপনার সেনাগণও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মধুবংশাবতংস সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া শরাসন বিধুননপূর্ব্বক সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কোপাবিষ্ট হইয়া নেত্র বিঘূর্ণনপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন।”

১০৮তম অধ্যায়
সৌমদত্তি বধ-কৌরব পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! যশস্বী সোমদত্তপুত্র ধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদেয়দিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদেয়গণ সৌমদত্তির শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেতন প্রায় হইয়া সংগ্রামে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অনন্তর নকুলপুত্র শতানীক নরর্ষভ সোমদত্তপুত্রকে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শতানীকের অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় অকুটিল তিন তিন বাণে সৌমদত্তিকে আহত করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তিও তাঁহাদিগের পাঁচ জনের বক্ষস্থলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই পাঁচ ভ্রাতা সৌমদত্তির বাণে পীড়িত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক সায়ক বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোপপূর্ণ অর্জ্জুননন্দন চারিটি শাণিত শরে সোমদত্ত নন্দনের অশ্ব সমুদায় শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনতনয় তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরে আহত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় তাঁহার ধ্বজছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং নকুল পুত্র তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন সহদেবনন্দন সৌমদত্তিকে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত অবগত হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার শিরচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বালসূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত সৌমদত্তির মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া রণস্থল আলোকময় করিল। তখন আপনার সেনাগণ সোমদত্ত পুত্রের বিনাশ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল।

রাক্ষস অলম্বুষসহ ভীমের ভীষণ যুদ্ধ

হে মহারাজ! রাবণপুত্র ইন্দ্রজিত লক্ষণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত সেইরূপ ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ভীমসেনের সহিত রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন হাস্য করিয়া নয়টি নিশিত শরে রোষপরবশ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ বাণ বিদ্ধ হইয়া গভীর নিনাদ করিয়া ভীমসেনের ও তাঁহার অনুগামিগণের সম্মুখীন হইয়া প্রথমত তাঁহাকে নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ ও তাঁহার ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিল। পরে পুনরায় তাঁহার চতুঃশত রথ বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শরপ্রহারে ব্যথিত হৃদয় হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে ঘোর শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। নীলকজ্জ্বলসদৃশ নিশাচর ভীমের বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্ল কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় অলম্বুষের ভ্রাতৃবধ বৃত্তান্ত স্মৃতি পথে সমুদিত হইল। তখন সে ঘোর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, ‘রে মূঢ়! আজি সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ্! তুই পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা মহাবীর বক রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ভাগ্য ক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিস্। আমি তথায় তৎকালে

উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম।’ মহাবীর অলম্বুষ ভীমকে এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন নিশাচরকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ভীমবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক কখন ভূতলে ও কখন আকাশ মণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং কখন সূক্ষ্ম, কখন বৃহৎ, ও কখন স্থূল আকার ধারণ পূর্ব্বক অলম্বুদের ন্যায় গর্জ্জন ও নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিবিধ শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস বিসৃষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পট্টিশ, তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, গুড়, ঋষ্টি, বজ্র প্রভৃতি শস্ত্র সকল সংগ্রাম মধ্যে বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া পাণ্ডুনন্দনের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া গেল। রথিগণ রথ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন।

ভীমসমরে অলম্বুষ পরাজয়

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অলম্বুষ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে রাক্ষসগণ-সমাকুল শোণিত নদী প্রবাহিত করিল। রথসকল উহার আবর্ত্ত, হস্তিসকল গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও বাহু সকল পন্নগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে ভাসিতে লাগিল। সেই ঘোররণে পাণ্ডবগণ রাক্ষসের নিঃশঙ্কচিতে পরিভ্রমণ ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কৌরব সেনাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিল। করতালি শব্দ ভুজঙ্গের যেমন অসহ্য হয়, কৌরবগণের বাদিত্র নিস্বন ভীমসেনের তদ্রূপ অসহ্য হইল। তখন তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষ কষায়িত লোচনে ত্বাষ্ট্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হওয়াতে অসংখ্য কৌরবসৈন্য সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেই ভীমসেন প্রেরিত ত্বাষ্ট্র অস্ত্র সমরে নিশাচরের মহামায়া বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস শরার্দিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ দ্রোণাচার্য্যের বাহিনীমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে নিশাচর ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশ দিক পরিপূরিত করিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা ভীমসেনকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।”

১০৯তম অধ্যায়

ঘটোৎকচ-অলম্বুষ যুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে অলক্ষুষ ভীমের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সংগ্রাম স্থলে অশঙ্কিত চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বা নন্দন ঘটোৎকচ মহাবেগে ধাবমান

হইয়া তাঁহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অলম্বুষও কোপাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিতে লাগিল । এইরূপে সেই রাক্ষস দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া বিবিধ মায়া ধারণ পূর্ব্বক সুরেন্দ্র ও শম্বরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভীষণ রাক্ষসদ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ বিংশতি নারাচাস্ত্রে অলম্বুষের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ গভীর নিনাদ করিতে লাগিল। অলম্বুষও যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বানন্দনকে পুনঃ পুনঃ বাণ বিদ্ধ করিয়া বীরনাদে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মায়া যুদ্ধবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত নিশাচরদ্বয় রোষিত হইয়া শত শত মায়া বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করিল, অলম্বুষের মায়া প্রভাবে তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মায়া যুদ্ধ কুশল অলম্বুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহাকে অবরোধ করিয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাচর বীরগণের শরাহত হইয়া উল্কাহত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অচিরাৎ অস্ত্র মায়া প্রভাবে বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া দগ্ধ বন হইতে নির্গত দন্তীর ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ রথসমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হইল এবং দেবরাজের অশনি সদৃশ শব্দায়মান ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ করত ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সাত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি, প্রত্যেক দ্রৌপদেয়কে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর গভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন নয়, সহদেব পাঁচ, যুধিষ্ঠির শত, নকুল চতুঃষষ্টি ও দ্রৌপদেয়েরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। বলবান ঘটোৎকচও ঐ সময় তাহাকে প্রথমত পঞ্চাশত শরে আহত করিয়া পুনরায় সপ্ততি শরে নিপীড়িত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বা তনয়ের ভীষণ নাদে গিরি, কানন ও জলাশয়াদি সম্বলিত সমুদায় বসুন্ধরা এককালে কম্পিত হইল।

ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক অলম্বুষ বধ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অলম্বুষ রথিগণের শরনিকরে সমাহত হইয়া তাঁহাদের সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অলম্বুষকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষও শরার্দিত হইয়া হিড়িম্বা তনয়ের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়কসমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন রোষাবিষ্ট মহাবল পন্নগসমূহ পর্ব্বত শৃঙ্গে প্রবেশ করে, সেইরূপ নতপর্ব্ব শরসমূহ ঘটোৎকচের কলেবরে প্রবিষ্ট হইল। তখন ঘটোৎকচ সমবেত পাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিক হইতে অলম্বুষের উপর নিশিত, শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ জয়শীল পাণ্ডবগণের বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় হীনবীর্য্য ও কর্ত্তব্যাবধারণে অক্ষম হইল। সমর নিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন পুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুষকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার বিনাশ বাসনায় স্বীয় রথ হইতে তাহার ভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভ দগ্ধ গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রথে গমন করিল এবং গরুড় যেমন সর্পকে উত্তোলন করে, তদ্রূপ অলম্বুষকে রথ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে বারংবার নিক্ষেপ

করিয়া প্রস্তর বিক্ষিপ্ত পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেনাগণ তাঁহার এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎকচের প্রহারে বিস্ফুটিতাঙ্গ ও চূর্ণিতাস্থি হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন পাণ্ডবগণ সেই নিশাচরের বিনাশ দর্শনে পুলকিত হইয়া পতাকা বিধুনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কুরুপক্ষীয় সেনা ও বীরগণ ভীমরূপ মহাবল অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই সমরাঙ্গনে নিপতিত রাক্ষসকে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে পতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ঘটোৎকচ অমিতপরাক্রম অলম্বুষকে পক্ক অলম্বুষ ফলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বলনিপাতন বাসবের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতা ও পিতৃব্যের বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সেই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে শঙ্খনাদ ও নানাবিধ বাণ নিস্বন আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।”

১১০তম অধ্যায়
দ্রোণ-সাত্যকি-সমরে যুধিষ্ঠির সাহায্য

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে কি রূপে নিবারণ করিলেন, তুমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর; উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতুহল হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের যে রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুরপ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণও হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। সেই সমস্ত অরাতি বিনাশন শর সাত্যকির সুদৃঢ় বর্ম্মভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন সাত্যকি অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনল সংকাশ পঞ্চাশত নারাচাস্ত্রে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত তাঁহাকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার উপর নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও অতিশয় বিসর্গ হইলেন। তখন আপনার আত্মজ ও সৈন্যগণ সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিকে একান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া

সৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! যেরূপ রাহু সূর্য্যকে পীড়ন করে তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; অতএব যে স্থানে তিনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তোমরা সত্বরে তথায় ধাবমান হও। ধর্ম্মনন্দন সৈন্যগণকে এই কথা বলিয়া পাঞ্চালরাজ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, "হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি কেন এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ, অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হও। দ্রোণাচার্য্য হইতে আমাদের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? যেমন বালক সূত্র সংযত পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সত্বরে

ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হও। আমি সৈন্যগণের সহিত তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চাল! আজি তুমি যমদংষ্ট্রান্তর্গত সাত্যকিকে পরিত্রাণ কর।"

দ্রোণ কর্ত্তৃক বহু পাঞ্চাল-কৈকয় বীর বধ

রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ একমাত্র দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে সমরক্ষেত্রে মহান্ কোলাহল সমুপস্থিত হইল। বীরগণ একত্র সমবেত হইয়া দ্রোণের প্রতি কঙ্কপত্র ও ময়ূরপুচ্ছ সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোকে অভ্যাগত অতিথিদিগকে সলিল ও আসন প্রদান পূর্ব্বক যেমন প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য সহাস্যমুখে সেই বীরগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তৎকালে সেই মধ্যাকালীন দিনকর সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে রূপ দিবাকর প্রখর করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তদ্রূপ ধনুর্দ্ধর প্রধান দ্রোণ শরনিকরে সেই বীরগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ পঙ্ক নিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারই আশ্রয় লাভে সমর্থ হইলেন না। সূর্যের করজাল সদৃশ দ্রোণাচার্য্যের শরজাল পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রিয় পাঞ্চাল দেশীয় সুবিখ্যাত পঞ্চবিংশতি মহারথ দ্রোণশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ মধ্যে প্রধান প্রধান বীর বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তিনি এক শত কৈকেয়কে বিনষ্ট ও অন্যান্য সকলকে ইতস্তত বিদ্রাবিত করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সঞ্জয়, মৎস্য ও কৈকয় দেশীয় অসংখ্য বীরগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও পরাজিত হইয়া অরণ্য মধ্যে হুতাশন পরিবেষ্টিত বনবাসিগণের ন্যায় আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সৈন্য মণ্ডলী সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছেন।

অর্জ্জুনসাহায্যার্থ যুধিষ্ঠিরের সাত্যকি আমন্ত্রণ

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে বা তাঁহাকে শর বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্রোণের সহিত

পাণ্ডবগণের এই রূপ বীরক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময় পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ সহসা যুধিষ্ঠিরের শ্রবণগোচর হইল। ঐ শঙ্খ বাসুদেবের মুখমারুতে পুরিত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ সময় জয়দ্রথ রক্ষক বীর সকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অর্জ্জুনের রথাভিমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের শঙ্খনিস্বন ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণে বিষন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যখন পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং কৌরবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ধর্ম্মরাজ আকুলিত চিত্তে এই রূপ চিন্তা করিয়া মুহুর্মুহু মোহে অভিভূত হইয়াও তৎকাল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত বাষ্পগদ্গদ বচনে সাত্যকিকে কহিলেন, হে শৈনেয়! পূর্ব্বে সাধু ব্যক্তিরা যুদ্ধ সময়ে সুহৃৎগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্য্য অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগের মধ্যে তোমার তুল্য প্রিয়সুহৃৎ আর কাহারেও দেখিতে পাই না। হে শিনিপুঙ্গব! যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রসন্ন চিত্ত ও অনুগত থাকে, আমার বিবেচনায় তাঁহকেই যুদ্ধে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তুমি কৃষ্ণের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন এবং তাঁহারই ন্যায় নিরন্তর আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার প্রতি যে ভারার্পণ করিতেছি, তুমি তাহা বহন কর; আমার অভিলাষ নিস্ফল করিও না। মহাবীর অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু; অতএব তুমি বিপকালে তাঁহার সাহায্য কর! তুমি সত্যব্রত, মহাবল পরাক্রান্ত ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন এবং স্বীয় কার্য্য প্রভাবে লোক মধ্যে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতংস! যে ব্যক্তি মিত্রার্থ যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, আর যিনি ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করেন, তাঁহাদের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অনেকানেক মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সংগ্রামে সুহৃদের সাহায্য করিয়া পৃথিবী দান তুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ কর। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে সাত্যকে! কেবল মহাবাহু বাসুদেব ও তুমি তোমরা দুই জনে মিত্রগণের অভয়প্রদ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাক। আর দেখ, বীরপুরুষই মহাবল পরাক্রান্ত সংগ্রামে যশোলাভার্থী বীরপুরুষের সহায় হইয়া থাকেন, প্রাকৃত ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই বিপদ সময়ে তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও অর্জ্জুনের রক্ষক দেখিতেছি না।

হে বীর! ধনঞ্জয় আমার হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক বারংবার তোমার কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। একদা তিনি দ্বৈতবনে সজ্জনসমাজে তোমার পরোক্ষে তোমার প্রকৃত গুণকীর্ত্তন করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন। মহারাজ! সাত্যকি লঘুহস্ত, অসাধারণ পরাক্রমশালী, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্বাস্ত্রবেত্তা ও মহাবীর; তিনি যুদ্ধে কদাচ বিমোহিত হন না। ঐ বিশালবক্ষ বৃষস্কন্ধ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ আমার শিষ্য ও সখা। আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং তিনিও আমার নিতান্ত প্রিয়তম। তিনি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে প্রমথিত করিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ ও সাম্ব এবং সমুদায়

বৃষ্ণিবংশীয়গণ রণস্থলে আমার সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সাহায্যার্থ নিয়োগ করিব। তাঁহার সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই। হে সাত্যকি! ধনঞ্জয় এইরূপ তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি সেই অর্জ্জুনের, ভীমের ও আমার এই মনোরথ নিস্ফল করিও না। আমি তীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষত এক্ষণে আমাদের এই বিপদকালে তুমি যেরূপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি অন্য কাহাতেও সেরূপ অবলোকন করি না। তুমি সদ্বংশস্ভূত, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবল পরাক্রান্ত; অতএব এক্ষণে স্বীয় সখা বিশেষত আচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দুর্য্যোধন দ্রোণ প্রদত্ত কবচ ধারণ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়াছে এবং কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথ সকল পূর্ব্বেই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের রথাভিমুখে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে; অতএব সত্বরে তথায় গমন করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি মহাবীর দ্রোণ তোমাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আমরা ভীমসেন ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিবারণ করিব।

হে শৈনেয়! ঐ দেখ, কৌরবসৈন্যগণ সমর পরিহারপূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পলায়ন করিতেছে। উহারা পূর্ব্বকালীন বায়ুবেগ বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও রথ ধাবমান হওয়াতে ধূলি পটল উড্ডীন হইয়া চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিতেছে। মহাবীর অর্জ্জুন তোমর ও প্রাসধারী মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধু সৌবীরবৃন্দে পরিবৃত হইয়াছেন। উহাদিগকে নিবারণ না করিয়া জয়দ্রথকে পরাজয় করা অসাধ্য হইবে; উহারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবে। ঐ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজ সম্পন্ন, অশ্ব নাগ সমাকুল নিতান্ত দুরভিগম্য কৌরবসৈন্য রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। দুন্দুভিনির্ঘোষ, গভীর শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, রথ চক্রের ঘর্ঘর শব্দ, করিবৃংহিত ও শতসহস্র পদাতিগণের পদ শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিপকেরা ধরাতল বিকম্পিত করিয়া ধামান হইয়াছে। ঐ অগ্রে সৈন্ধবসৈন্য, পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণ সৈন্য অবস্থান করিতেছে। উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে অসমর্থ নহে। মহাবীর অর্জ্জুন এই অসীম সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণ বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে আমি কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি জীবিত থাকিতেও আমাকে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইল। প্রিয় দর্শন অর্জ্জুন সূর্য্যোদয়কালে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে দিবাও প্রায় অতিবাহিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন এখন জীবিত আছেন কি না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৌরব বল সাগর তুল্য, উহা দেবগণেরও দুরধিগম্য। অর্জ্জুন একাকী তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এক্ষণে এই যুদ্ধবিষয়ে কিছুতেই আমার বুদ্ধি ঘূর্ত্তি হইতেছে না। ঐ দেখ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া তোমার সমক্ষে আমার সৈন্য পীড়ন করিতেছেন। হে শৈনেয়! তুমি দুর্বোধকার্য্য সমুদায় অবধারণ করিতে বিলক্ষণ সমর্থ; এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু আমার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অর্জ্জুনকে পরিত্রাণ

করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি লোকপালক জগৎপতি বাসুদেবের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না। আমি নিশ্চয় কহিতেছি তিনি এই দুর্ব্বল ধার্তরাষ্ট্র বলের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ একত্র সমবেত হইলেও তাহা পরাজয় করিতে পারেন। মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পাছে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে একান্ত অভিভূত হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের অনুসরণ কর। তোমার সদৃশ মহাবীরগণেরই অর্জ্জুনের রক্ষার্থ গমন করা কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! বৃষ্ণিবংশীয় দিগের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন ও তুমি তোমরা উভয়েই অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অস্ত্রবলে নারায়ণ তুল্য, বাহুবলে বলদেব সদৃশ ও পরাক্রম প্রকাশে অর্জ্জুনের সমান। সাধুলোকেরা, সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও প্রভাবসম্পন্ন; এই বলিয়া তোমার প্রশংসা করেন অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। জনগণের অর্জ্জুনের ও আমার অভিলাষ নিষ্ফল করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে প্রিয়তর প্রাণ রক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ কর। হে শৈনেয়! যাদবগণ কদাচ সমরে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন না। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। ঐ সমুদায় ভীরু স্বভাব অসৎ লোকেরই কার্য্য। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় তোমার গুরু এবং বাসুদেব তোমার ও অর্জ্জুনের গুরু; আমি এই নিমিত্তই তোমাকে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু; অতএব আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। হে শৈনেয়! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম, ইহা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অনুমোদিত; অতএব এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় করিও না। এক্ষণে তুমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে মহারথগণের সহিত সমাগত হইয়া যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও'।”

১১১তম অধ্যায়

সাত্যকি কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ

হে মহারাজ! শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতিযুক্ত, তৎকালোচিত, ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি মহাবীর অর্জ্জুনের নিমিত্ত যে সকল নীতিগর্ভ যশস্কর বাক্য বলিলেন, তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এইরূপ সময়ে পার্থের ন্যায় আমাকে অনুরোধ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত আছি; বিশেষত আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন, তখন রণস্থলে যে কোন কার্য্য হউক না কেন, সকলই অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুমতিক্রমে দেবতা, অসুর ও মনুষ্য পরিপূর্ণ এই ত্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি; অতএব আজি এই দুর্ব্বল দুর্য্যোধন বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; তাহার আর বিচিত্র কি? আমি নিশ্চিয়ই রণস্থলে ইহাদিগকে পরাজয় করিব। হে মহারাজ! আমি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিব এবং দুরাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইলে পুনরায় আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইব। কিন্তু হে মহারাজ! বাসুদেব ও ধীমান অর্জ্জুন যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপনাকে জ্ঞাপিত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদায় সৈন্য ও বাসুদেব সমক্ষে বারংবার আমাকে কহিয়াছেন, 'হে শৈনেয়! আমি যতক্ষণ জয়দ্রথকে বিনাশ না করিতেছি, তদবধি তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা মহারথ প্রদ্যুম্নের হস্তে ধর্ম্মরাজকে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরব পক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে সম্যক বিদিত ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রুত হইয়াছ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিতেছেন তদ্বিষয় সম্পাদনেও অসমর্থ নহেন, অতএব এক্ষণে আমি নরোত্তম ধর্ম্মরাজকে তোমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া জয়দ্রথ বধার্থ প্রস্থান করিতেছি; তাঁহাকে সংহার করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইব। দেখিও দ্রোণাচার্য্য যেন ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হন। ধর্ম্মরাজ গৃহীত হইলে আমি সিন্ধুরাজ বধে অকৃতকার্য্য ও অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সমরে গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, সুতরাং আমাদিগের এই জয়লাভও কোন ফলোপধায়ক হইবে না। অতএব হে শৈনেয়! আজি তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান, জয়লাভ ও যশোলাভার্থ ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর।'

হে ধর্ম্মরাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের আশঙ্কায় আপনাকে আমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ব্যতিরেকে সেই দ্রোণাচার্য্যের প্রতিযোদ্ধা আর কাহাকেও নিরীক্ষণ করি না। কেহ কেহ আমাকেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমি এই আত্মোৎকর্ষ ও আচার্য্য অর্জ্জুনের আদেশ বিফল করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না। আর আপনাকেই বা কিরূপে পরিত্যাগ করিব। দুর্ভেদ্য কবচধারী মহাবীর দ্রোণ ক্ষিপ্র হস্ততা প্রযুক্ত রণস্থলে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া শিশু যেমন পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার সহিত ক্রীড়া করিবেন। যদি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এই স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আপনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম, তিনি মহা বীর অর্জ্জুনের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করিতেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে মহাবীর দ্রোণের অভিমুখীন হইতে পারে আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা

নিতান্ত কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ভার গ্রহণ করিয়া কদাচ অবসন্ন হন না; অতএব আজি আপনি তাঁহার নিমিত্ত কোন শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, সৈন্ধব, পৌরব, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধৃগণ এবং কর্ণ প্রমুখ মহারথগণ মহাবীর অর্জ্জুনের ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, অসুর, মানব, রাক্ষস, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় রণস্থলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যথায় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় কার্য্যের বিঘ্ন-সম্ভাবনা কোথায়? আপনি আচার্য্য অর্জ্জুনের দৈববল, কৃতাস্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা ও দয়ার বিষয় চিন্তা করুন এবং আমি অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অস্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন। মহাবীর দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত আপনাকে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে সাতিশয় যত্ন করিতেছেন। অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাহাকে বিশ্বাস করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে পারি, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? আমি সত্যই কহিতেছি, আপনাকে কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কদাচ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব না। অতএব ইহা বারংবার বিচার করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, তাহা অবধারণ পূর্ব্বক আমাকে আজ্ঞা করুন।

অর্জ্জুন-সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের একান্ত আগ্রহ

ধর্ম্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তুমি যাহা কহিলে তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্জ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কা সতত আমার মনে সমুদিত হইতেছে। অতএব আমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্ন করিব। তুমি আমার আদেশানুসারে অর্জ্জুন সমীপে প্রস্থান কর। আমি আত্মরক্ষণ ও অর্জ্জুনের রক্ষার্থে তোমাকে প্রেরণ এই দুইটি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তোমাকে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম, দ্রুপদ, তাঁহার সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কেকয় দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য ভূপালগণ সাবধান হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন; সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা আমাকে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। বেলাভূমি যেরূপ মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট দ্রোণকে নিবারণ করিবেন। যথায় তিনি অবস্থান করিবেন, তথায় দ্রোণাচার্য্য মহাবল বল সমুদায়কে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বিনাশার্থই হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত মনে গমন কর। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই রোষপরবশ দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

১১২তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-সাহায্যার্থ সাত্যকির গমনেচ্ছা

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অর্জ্জুনের নিকট অপরাধী হইব এবং লোকেও আমাকে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তিনি মনে মনে বারংবার এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আপনি আপনার রক্ষা বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আপনার মঙ্গল হউক; আমি আপনার আজ্ঞানুসারে মহাবীর ধনঞ্জয়ের অনুগমন করি। এই ত্রিলোক মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর আর কেহই নাই। অতএব আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আদেশক্রমে প্রিয়তম পার্থের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অকর্ত্তব্য নাই। গুরুজনের বাক্য রক্ষার ন্যায় আপনার বাক্য বক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনার ভ্রাতা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ নিরত, আমিও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর। অতএব হে প্রভো? আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অর্জ্জুনের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ মৎস্য যেরূপ অগাধ জলধি জলভেদ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ এই দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য ভেদ করিয়া যে স্থানে দুরাত্মা জয়দ্রথ ধনঞ্জয় ভয়ে ভীত হইয়া অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণে সংরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধের নিমিত্ত যে স্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধকরি এখান হইতে সে স্থান তিন যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু আমি দৃঢ়ান্তঃকরণে বলিতেছি যে, ধনঞ্জয় যোজনত্রয় দূরবর্ত্তী হইলেও আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সিন্ধুরাজ বধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হে মহারাজ! গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন্ বীরপুরুষ যুদ্ধে গমন করিয়া থাকেন? আর তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধ বিমুখ হয়?

হে রাজন্! যে স্থানে আমাকে গমন করিতে হইবে, সে স্থান আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি। আজি আমি হল, শক্তি, গদা, প্রাস, চর্ম্ম, খড়্গ, ঋষ্টি, তোমর ও শর সমুদায়ে সংকীর্ণ এই অগাধ জলধি সদৃশ সেনাসমূহ বিক্ষোভিত করিব। এই যে, রণশৌণ্ড বহুতর ম্লেচ্ছাধিষ্ঠিত অঞ্জনকুলসম্ভূত বারি বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র মাতঙ্গ সাদিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, উহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না; উহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না। আর এই যে, সুবর্ণ মণ্ডিত রথারূঢ় মহারথ রাজপুত্রগণকে দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই ধনুর্ব্বেদ পারদর্শী এবং রথযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, নাগযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ও মুষ্টি যুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। এই সকল কৃতবিদ্য বীর পুরুষেরা কর্ণ ও দুঃশাসনের নিতান্ত অনুগত। ইহারা প্রতিনিয়ত সমরস্থলে জয়লাভেচ্ছা করেন। মহাত্মা বাসুদেবও ইঁহাদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ শ্রমক্লমবিহীন বীরবরেরা সতত কর্ণের হিতাভিলাষ করেন এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে পার্থ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুদৃঢ় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে আমার নিবারণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে কুরুকুলোদ্ভব! আমি আজি আপনার হিতসাধনার্থ এই

বীরগণকে রণস্থলে প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের পদবীতে পদ বিক্ষেপ করিব। এই যে, কিরাতাধিষ্ঠিত দিব্য ভূষণ ভূষিত, বর্ম্মসংচ্ছন্ন অন্য সপ্ত শত হস্তী অবলোকন করিতেছেন, পূর্ব্বে কিরাতরাজ স্বীয় জীবন রক্ষার্থ মহাবীর অর্জ্জুনকে ঐ সমুদায় প্রদান করেন। পূর্ব্বে ইহারা আপনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল; কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এক্ষণে ইহারা আপনার বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মহামাত্র ম্লেচ্ছ কিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধ বিশারদ ও সমর দুর্ম্মদ। উহারা পূর্ব্বে সব্যসাচীর নিকট পরাভূত হইয়াছিল কিন্তু আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার বিপক্ষে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতেছে। আজি আমি ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাতগণকে শরনিকরে নিপাতিত করিয়া সিন্ধুরাজ বধার্থী ধনঞ্জয়ের অনুগমন করিব।

হে মহারাজ! এই যে, সুবর্ণময় বর্ম্মবিভূষিত অঞ্জন কুলোদ্ভব সুশিক্ষিত কর্কশগাত্র ঐরাবত সদৃশ মত্ত মাতঙ্গ সকল অবলোকন করিতেছেন, এই সকল গজে অতি কর্কশ স্বভাব লৌহ বর্মধারী দস্যুগণ আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বত হইতে সমাগত হইয়াছে। ঐ দস্যুদলে গোযোনি, বানরযোনি, মানুষযোনি প্রভৃতি অনেক যোনিসম্ভূত লোক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল হিমদুর্গ নিবাসী পাপকর্ম্মা ম্লেচ্ছদল সমবেত থাকাতে সমস্ত সৈন্য ধূম্রবর্ণ বোধ হইতেছে। হে মহারাজ! কালপ্রেরিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সকল রাজমণ্ডল এবং কৃপ, সৌমদত্তি, রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ ও পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিতেছে; কিন্তু ঐ সকল বীর যদি মনের ন্যায় বেগগামী হয়, তথাপি আজি আমার নারাচ মুখে নিপতিত হইলে আর পলায়ন করিতে সমর্থ হইবেন না। পরবীর্য্যোপজীবী দুর্য্যোধন সতত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু আজি তাঁহারা আমার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আর এই যে, সুবর্ণধ্বজ মহারথিগণকে অবলোকন করিতেছেন, উহারা কাম্বোজ দেশীয় মহারথ; উহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও ধনুর্ব্বেদ পারগ; এক্ষণে উহা দিগকে নিবারণ করা নিতান্ত সুকঠিন; আপনি উহাঁদের বল বিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। উহারা পরস্পরের হিতার্থ সমবেত হইয়াছেন। ঐ সকল মহাবীর এবং কৌরবগণ রক্ষিত দুর্য্যোধনের অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ক্রুদ্ধ ও অপ্রমত্তচিত্তে আমাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু হুতাশন যেরূপ তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমি উহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব রথসজ্জাকারিগণ অবিলম্বে বাণপূর্ণ তূণীর ও অন্যান্য উপকরণ সকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত করুক। এই সংগ্রামে বহুবিধ অস্ত্র গ্রহণ করাই বিধেয়। আচার্য্য রথসজ্জায় যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সুসজ্জিত করা আবশ্যক। কারণ অত্যুগ্র আশীবিষ সদৃশ কাম্বোজগণ, নানাস্ত্রধারী বিষকল্প কিরাতগণ, সতত দুর্য্যোধন প্রতিপালিত ও তাঁহার হিতৈষী। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম শকগণ এবং দীপ্ত পাবক সদৃশ, দুর্জ্জেয়, কালপ্রতিম, যুদ্ধদুর্ম্মদ অন্যান্য বহুবিধ যোধগণের সহিত আজি সমরস্থলে সম্মিলিত হইতে হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিখ্যাত অশ্বগণকে বারিপান ও ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় আমার রথে সংযোজিত করুক।'

সাত্যকির সামরিক রথসজ্জা - অভিযান

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি এই কথা বলিলে রাজা যুধিষ্ঠির তূণীর, নানাবিধ অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল তাঁহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন, পরিচারকগণ তাঁহার রথযোজিত সদশ্বচতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া মত্তকর মদ্যপান এবং স্নান ভক্ষণ ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের শল্যোদ্ধার করিল। তখন সাত্যকির প্রিয়সখা সারথি দারুকানুজ সেই সংহৃষ্টমনা, স্বর্ণবর্ণাভ, হেমমাল্যবিভূষিত দ্রুতগামী তুরগগণকে মণি, মুক্তা, প্রবাল বিভূষিত, পাণ্ডুর বর্ণ পতাকায় সমলঙ্কৃত, উচ্ছিত ছত্র দণ্ড সমাযুক্ত, সিংহধ্বজ সম্পন্ন, হেমভূষণ ভূষিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিকে নিবেদন করিল, 'মহাশয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।' তখন শ্রীমান সাত্যকি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া সহস্র স্নাতককে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর যুযুধান কিরাতদেশোদ্ভব মদ্যপানে বিহ্বলিত ও লোহিত লোচন হইয়া দর্পণ স্পর্শপূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত ও প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর সাত্যকি সন্নদ্ধকবচ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দন পূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ বায়ুবেগগামী সিন্ধুদেশোদ্ভব ঘোটক সকল তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! তখন দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয়েরা সেই শত্রুতাপন বীরদ্বয়কে সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠির রক্ষার ভারার্পণ

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি বর্ম্মধারী ভীমসেনকে আপনার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে বৃকোদর! আমার মতে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং কৌরবসৈন্য ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমার বল বিক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি; তোমার বল বিক্রমও আমার নিকট অবিদিত নাই। অতএব যদি আমার হিত কামনা কর, তাহা হইলে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজার রক্ষায় নিযুক্ত হও, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার প্রধানতম কার্য্য। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তম! তুমি যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব। তুমি শীঘ্র গমন কর, তোমার কার্য্য সিদ্ধি হউক।' তখন সাত্যকি পুনর্ব্বার বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীমসেন! তুমি যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ শীঘ্র গমন কর। আজি যখন তুমি আমার বশবর্ত্তী হইয়াছ এবং সুলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্যই আমার সমরে জয়লাভ হইবে। হে বৃকোদর! আজি দুরাত্মা সিন্ধুরাজ নিহত হইলেই মহাবীর পার্থের সহিত আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিব। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় করিরা ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরবসৈন্যগণ সাত্যকিকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পুনরায় হতজ্ঞান ও কম্পিত হইতে লাগিল। তখন

ধর্ম্মরাজের নির্দ্দেশানুবর্ত্তী সাত্যকি অর্জ্জুন দর্শন মানসে অবিলম্বে সেই সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

১১৩তম অধ্যায়
সাত্যকি কর্ত্তৃক বহু কৌরব-বীর বধ

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সাত্যকি আপনার সৈন্যের প্রতি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেনাপরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চাল রাজতনয় এবং রাজা বসুদান ইঁহারা দুই জনে ‘শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও; সমরদুর্ম্মদ সাত্যকি যেন অক্লেশে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন’, এই বলিয়া পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথগণ, আজি সমুদায় বীরের সাত্যকির জয়লাভ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন, এই বলিতে বলিতে মহাবেগে কৌরবসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ ও তদ্দর্শনে জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সাত্যকির রথ সমীপে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল চতুর্দ্দিক হইতে যুযুধানের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহারথ সাত্যকি সেই সৈন্যদিগকে শতধা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অগ্নিসন্নিভ শরদ্বারা পুনরাবর্ত্তী ধনুর্দ্ধারী সাত জন মহাবীর ও নানা জন পদস্থ অন্যান্য ভূপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি কখন এক বাণে শত ব্যক্তিকে, কখন বা এক শত বাণে এক ব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারুদ্র যেরূপ প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, সেই রূপ তিনি হস্তী ও হস্তারোহী অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথীদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন সৈনিক পুরুষই সেই শরনিকরবর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক তন্ময় অবলোকন করিয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভগ্ননীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধ্বজ, অনুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, করিকর সদৃশ অঙ্গদ যুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, ভুজগাকার উরু ও শশধর সদৃশ কুণ্ডলালঙ্কৃত বদন মণ্ডল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ব্বতাকার গজ সমুদায় ভূতলশায়ী হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমর ভূমি ভূধর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মুক্তাবলি বিভূষিত সুবর্ণযোক্ত্র ও বিচিত্রাকার বর্ম্ম বিভূষিত অশ্বগণ মহাবাহু সাত্যকি শরে প্রমথিত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

ব্যূহপ্রবিষ্ট সপাণ্ডব সাত্যকিসহ দ্রোণযুদ্ধ

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবাহু সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যে পথে ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণ দর্শনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহা বীর দ্রোণাচার্য্য

মর্ম্মভেদী শাণিত পাঁচ শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধানও কঙ্কপত্র ভূষিত শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য ছয় বাণ দ্বারা তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমত ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দশ, ছয় ও আট বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, এক শরে ধ্বজ ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ একবারে পতঙ্গকুল সদৃশ শরজালে তাঁহাকে এবং তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকিও তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে শৈনেয়! তোমার আচার্য্য অর্জ্জুন যেরূপ আজি কাপুরুষের মত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে, যদি তুমি সেই রূপ পলায়ন না কর, তাহা হইলে আজি তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না।' সাত্যকি দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক; আমি আর কাল বিলম্ব করিতে পারি না। আমাকে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে হইবে। শিষ্যেরা সর্ব্বদা আচার্য্যের পদবীতেই পদ নিক্ষেপ করিয়া থাকে; অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আমার গুরু অবস্থান করিতেছেন, সত্বরে সেই স্থানে গমন করিব।'

কৌরবসৈন্য পলায়নে কৃতবর্ম্মার অভিযান

হে মহারাজ! মহাবীর শৈনেয় এই বলিয়া সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন এবং সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! দ্রোণ আমার নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন; অতএব তুমি সাবধানে রণস্থলে গমন কর। এই যে, অবন্তিদেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্য অবলোকন করিতেছ, উহার পরেই সূতপুত্র প্রমুখ বহুতর দাক্ষিণাত্য সৈন্য, তাহার পরেই উদ্যতাস্ত্র বাহ্লিকদিগের মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য এবং উহার নিকটেই মহাবীর কর্ণের বল সমুদায় অবস্থান করিতেছে। উহারা পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু রণস্থলে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অনতি দ্রুতবেগে উহাদিগের মধ্যে অশ্বসঞ্চালন কর।' মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতে বলিতে সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কর্ণের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে তাঁহার উপর বহুতর বিশিখ প্রহার করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর যুযুধান শাণিত শরনিপাতে কর্ণের সেনাগণকে আহত করিয়া অসীম ভারত সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ করিবামাত্র কৌরব পক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে রোষাকুলিত মনে সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে নতপর্ব্ব ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ ভুজগসন্নিভ বায়ুবেগগামী বৎসদন্ত বাণ শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলে উহা সাত্যকির বর্ম্ম ও দেহ

ভেদপূর্ব্বক রুধিলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ কৃতবর্ম্মা স্বীয় শরনিকরে সাত্যকির সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষস্থলে সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ছিন্ন কার্ম্মুক হইয়া কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ করে শক্তি প্রহার করিলেন এবং অবিলম্বে অন্য সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য শরে তাঁহাকে রথের সহিত সমাচ্ছাদিত করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন ভোজরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক শরাসন হস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভোজসৈন্যেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মুহুর্ত্তকালের মধ্যে শ্রমাপনোদন করিয়া স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক শত্রুগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম্বোজ সৈন্য সমীপে গমন করিলে কৃতবর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর যুযুধান ভোজবল হইতে বিনির্গত হইয়া সত্বর কাম্বোজ রাজের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ তাঁহাকে অবরোধ করিল। তখন তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির অনুসন্ধান পাইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি স্বীয় সৈন্য রক্ষণের ভারার্পণপূর্ব্বক যুদ্ধ কামনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ সাত্যকির পশ্চাগামী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন পরিক্ষিত পাঞ্চাল সৈন্যগণ রথী শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিবারিত ও হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সমরাভিলাষী বীরদিগকে শরনিকরে তাপিত ও তাঁহাদের বাহনগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন; কিন্তু সেই মহাবীরগণ কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক এই রূপে দৃঢ় সমাহত হইয়াও যশোলাভাভিলাষে সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ভোজ সৈন্যগণকে পরাজয় করিবার মানসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

১১৪তম অধ্যায়
অর্জ্জুন-সাত্যকি ভীত ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ মহাবল পরাক্রান্ত, লঘু, বৃত্ত ও আয়ত কলেবর, ব্যাধিশূন্য, বর্ম্মসমাচ্ছন্ন, বহুশস্ত্র ও পরিচ্ছদ সম্পন্ন, শস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং ন্যায়ানুসারে ব্যূহিত। তাহারা অতিশয় বৃদ্ধ নয়, বালকও নয় এবং কৃশ নয় ও স্থূলও নয়। তাহারা আমাদিগের নিকট সৎকৃত হইয়া আমাদেরই অভিলাষানুসারে সতত কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ, অধিরোহণ, প্রসরণ, প্লুতগমন, সম্যক্ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে সুদক্ষ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত। তাহারা পরস্পর বিদ্যাশিক্ষাভিলাষ, সৎকার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারা অনাহতও নহে। আমরা যথাবিধ পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সৈন্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাঁহারা কুলীন, তুষ্ট, পুষ্ট ও অনুদ্ধত এবং সকলেই যশস্বী ও মনস্বী। লোকপালসম পুণ্যকর্ম্মা অনেকানেক প্রধান প্রধান

সচিবেরা নিরন্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য ভূপালগণ স্বেচ্ছানুসারে আমাদের নিতান্ত অনুগত হইয়া তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন। আমার সৈন্যগণ, সমন্তাৎ সমাগত নদী সমূহে পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায়, পক্ষশূন্য পক্ষিসঙ্কাশ রথ, অশ্ব, মদাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমুদায় সৈন্য যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যোদ্ধৃবর্গ ঐ সৈন্য সাগরের অক্ষয় সলিল; বাহন-সকল তরঙ্গ; অসি ক্ষেপণী; গদা, শক্তি, শর ও প্রাস সমুদায় মৎস্য; ধ্বজ ও ভূষণ সকল রত্ন ও উৎপল; দ্রোণ উহার গভীর পাতাল, কৃতবর্ম্মা মহাহ্রদ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাহস্বরূপ। উহা কর্ণরূপ চন্দ্রের উদয়ে উচ্ছলিত ও ধাবমান এবং বাহন রূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুযুধান আমার সেই সৈন্যসাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিয়াছে, তখন বোধ হইতেছে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কৌরবগণ ঐ দুই বীর পুরুষকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গাণ্ডীবমুক্ত বাণের সমীপবর্তী হইতে দেখিয়া সেই ভয়ানক বিপৎকালে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া অবধারিত করিয়াছি। তাঁহাদের বল, বিক্রম, আর পূর্ব্ববৎ অবলোকিত হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় অক্ষত কলেবরে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে এমন আর কেহই নাই। হে সঞ্জয়! আমি বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান ও কতকগুলিকে কেবল প্রিয়বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সৈন্য মধ্যে কেহই অসৎকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ অন্ন ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ যুদ্ধে অপটু, অল্প বেতনে নিযুক্ত অথবা অবৈতনিক নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বারা যথাসাধ্য সৎকার করিয়া থাকি; কিন্তু তাহারা সাত্যকির বাহুবলে বিমর্দ্দিত ও মহাবীর অর্জ্জুনের দর্শন মাত্রেই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহার সন্দেহ নাই। আমি সংগ্রামস্থলে রক্ষ্য [সৈন্য] ও রক্ষক [সেনাপতি] এই উভয়ের গতি একই প্রকার দেখিতেছি।

হে সঞ্জয়! আমার মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থান ও সাত্যকিকে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল এবং আমার পক্ষীয় বীরগণই বা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমস্ত অস্ত্র জাল নিবারণপূর্ব্বক সেনা মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ হয়, আমার পুত্রেরা কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ উদ্যত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইতেছে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুনকে সেনা সকল অতিক্রমণ ও কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহারা অস্মৎপক্ষীয় রথীদিগকে শত্রুজয়ে উৎসাহ শুন্য ও পলায়নে সমুদ্যত, সাত্যকি ও ধনঞ্জয়ের শরে রথোপস্থ সমুদায় সারথি শূন্য ও যোদ্ধাদিগকে নিহত এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বীরগণকে ব্যগ্রমনে ধাবমান দেখিয়া যারপর নাই শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহারা কতকগুলি মাতঙ্গকে অর্জ্জুনশরে পলায়িত ও কতকগুলিকে ভূতলে নিপতিত এবং সাত্যকি ও পার্থের শরে অশ্ব সকলকে আরোহিশুন্য ও মনুষ্যগণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপ

করিতেছে। পদাতিগণকে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান দেখিয়া বিজয়লাভপ্রত্যাশা তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত এবং একান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে ক্ষণমধ্যে দ্রোণসৈন্যগণকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাহাদের শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সাত্যকি সমভিব্যাহারে আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। যাহা হউক, মহাবীর শৈনেয় ভোজ সৈন্য ভেদ করিয়া পৃতনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৌরবগণ কি রূপ কার্য্য করিলেন এবং পাণ্ডবেরা দ্রোণশরে নিতান্ত নিগৃহীত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বলবান্দিগের অগ্রগণ্য, কৃতাস্ত্র ও সমরবিশারদ, পাঞ্চালগণ কিরূপে তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিল? তাঁহারা অর্জ্জুনেরই জয়লাভার্থী, সুতরাং দ্রোণের সহিত তাঁহাদের শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মহারথ দ্রোণও তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছ। এক্ষণে এই সমুদায় বৃত্তান্ত এবং মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ বধার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয়ের সতিরস্কার যুদ্ধবৃত্তান্তবর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনার অপরাধ বশতই এই দারুণ ব্যসন প্রাপ্ত হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে প্রাজ্ঞতম বিদুর প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্গণ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে আপনাকে নিষেধ করিয়াছিলেন; যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী সুহৃদগণের বাক্য শ্রবণ না করে তাঁহাকে অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিতে হয়। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক তত্বজ্ঞ বাসুদেব সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নির্গুণত্ব, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্ম্মের দ্বৈধভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি মৎসরতা ও কুটিল অভিপ্রায় এবং আর্ত্ত প্রলাপ এই সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবগণের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে দোষী করা আপনার উচিত হইতেছে না। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে আপনার কোন সৎকার্য্যই নিরীক্ষিত হয় না। ফলত আপনিই এই পরাজয়ের মূল কারণ। অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা অবগত হইয়া এই দেবাসুরোপম ঘোরতর যুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন।

পাণ্ডবগণসহ কৃতবর্ম্মার তুমুল যুদ্ধ

সত্যবিক্রম সাত্যকি সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ম্মা ক্রোধ পরবশ অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত অর্ণবকে অবরোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর কৃতবর্ম্মা পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়াও হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত

হইলাম। অনন্তর ভীমসেন তিন শরে কৃতবর্ম্মানে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণকে পুলকিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, নকুল এক শত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সাত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্ম্মাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। তৎপরে বিরাট ও দ্রুপদ তিন তিন শরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিলে শিখণ্ডী তাঁহাকে প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের উপর পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক ভীমের বক্ষস্থলে সপ্ততি নিশিত শর প্রহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হার্দ্দিক্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ভূমিকম্প কালীন অচলের ন্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাবীর সকল ভীমকে তদবস্থ অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতবর্ম্মাকে রথসমূহে অবরুদ্ধ করিয়া শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া হেমদণ্ড মণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোক মুক্ত উরগসদৃশ ভীমভুজ-নির্মুক্ত অতিভীষণ শক্তি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মহাবীর হার্দ্দিক্য সেই যুগান্তানল সঙ্কাশ কনক ভূষণ শক্তি দুই শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই কৃতবর্ম্ম বিশিখ-বিচ্ছিন্ন শক্তি নভোমণ্ডল পরিভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীম পরাক্রম ভীমসেন শক্তি নিস্ফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে অন্য মহাস্বন শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হার্দ্দিক্যকে নিবারণ করিয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ভীমশরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া বিকসিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্য মুখে ভীমকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত যত্নবান্ মহারথগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাত সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা রোষপরবশ হইয়া হাস্য মুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা শিখণ্ডীর কার্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অসি ও সুবর্ণ-সমলঙ্কৃত ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সত্বরে চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করিয়া কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে অসি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক অঙ্গুরতল পরিভ্রষ্ট জ্যোতির ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহারথগণ সায়ক দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শিখণ্ডিপ্রমুখ-পাণ্ডবগণের পরাজয়

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা সেই বিশীর্ণ কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া তিন তিন শরে পাণ্ডবগণকে ও আট বাণে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার শরে বিদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক কূর্ম্মনখ শর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শার্দ্দূল যেমন

কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর নিদান মহাবীর শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন সেই দিগ্‌গজ সঙ্কাশ প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কখন শরাসন আস্ফালন, কখন সায়ক সন্ধান এবং কখন বা সূর্য্যকিরণ সন্নিভ বহুসংখ্যক শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই যুগান্তকাল প্রতিম বীরদ্বয় পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ শরে সন্তাপিত করিয়া ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা মহারথ শিখণ্ডীকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হার্দ্দিকের বাণে গাঢ়বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অভিভূত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীকে বিষণ্ন দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে যথোচিত সৎকার করিয়া পতাকা সকল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডীর সারথি তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া অবিলম্বে রথ সমুদায়দ্বারা কৃতবর্ম্মারে অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহারথ কৃতবর্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত বল প্রকাশপূর্ব্বক সানুচর পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া চেদী, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কৈকেয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃতবর্ম্মার শরে একান্ত তাড়িত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন; কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া বিধূম-পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবেরা হার্দ্দিক্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

১১৫তম অধ্যায়

সাত্যকিসহ সমরে কৃতবর্ম্মার পরাজয়

হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা অনন্য মনে শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য কৃতবর্ম্মার শরপ্রহারে বিদ্রাবিত ও লজ্জায় একান্ত অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরেরা অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি অগাধ সৈন্য সাগর মধ্যে আশ্রয় লাভার্থী পাণ্ডবগণের দ্বীপস্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শব্দ শ্রবণ করিয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া চারিশরে কৃতবর্ম্মার চারিঅশ্ব ও শাণিত ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে রথশূন্য করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরদ্বারা তাঁহার সেনাগণকে মর্দ্দন করিতে প্রবৃত হইলেন। সেনাগণ শৈনেয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সত্যবিক্রম সাত্যকিও সত্বরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি তৎপরে যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি এইরূপে দ্রোণানীক অতিক্রম ও কৃতবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া হৃষ্টমনে সারথিকে কহিলেন, ‘হে সূত! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দবেগে রথ চালন কর।’ মহাবীর সাত্যকি সারথিকে প্রথমত এই কথা বলিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণসঙ্কুল কৌরব সৈন্য অবলোকনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ‘হে সারথি! ঐ যে দ্রোণসৈন্যের বামভাগে সুবর্ণধ্বজ পরিশোভিত, মহামেঘ-সন্নিভ-মাতঙ্গারোহী বিপুল সৈন্য সমুদায় অবলোকন করিতেছ, উহারা ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজপুত্র। উহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, বিচিত্র যোদ্ধা ও মহারথ; উহাদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য। ঐ রাজপুত্রগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া রুক্মরথকে অগ্রবর্তী করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে উহাদের নিকট আমার অশ্বচালন কর। আমি দ্রোণ সমক্ষে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

সাত্যকিশরে ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজগণের পরাজয়

অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দবেগে অশ্বচালন করিতে আরম্ভ করিল। কুন্দেন্দু-রজতপ্রভ বায়ুবেগগামী সারথির বশীভূত বক্ষমান তুরঙ্গমগণ সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। তখন বিপক্ষ পক্ষীয় লঘুবেধী মহাবীর সকল তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ বিবিধ সায়ক বর্ষণপূর্ব্বক করিসৈন্য দ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করিল। তখন মহাবীর সাত্যকি, যেমন গ্রীষ্মবসানে জলদজাল পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ করিসৈন্যের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শিনিবীর-সমীরিত অশনিসমস্পর্শ শরনিকর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত, শীর্ণদন্ত, ভগ্নকুম্ভ, রুধিরাক্তকলেবর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কাহার কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, কাহার মুখ ও শুণ্ড নিকৃত্ত, কাহার নিয়ন্তা নিহত, কাহার পতাকা নিপতিত, কাহার চর্ম্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা চূর্ণ, কাহার ধ্বজ দণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং কাহারও বা আরোহী বিনষ্ট ও কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে সেই সমস্ত জলদোপম নিস্বন মাতঙ্গগণ, সাত্যকির নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদারিত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার, মল মূত্র পরিত্যাগ ও শোণিত ধারা বর্ষণপূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কতকগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কতকগুলি স্থলিত, কতকগুলি নিপতিত ও কতকগুলি নিতান্ত ম্লান হইয়া গেল।

এইরূপে সেই করিসৈন্য নিহত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধ পরম যত্ন সহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। ঐ সুবর্ণ বর্মধারী কনকাঙ্গদ সুশোভিত, কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত, রক্তচন্দনচর্চিত, মহাবীর, মস্তকে কাঞ্চনময়ী মালা এবং বক্ষস্থলে নিজ ও কণ্ঠসূত্র ধারণপূর্ব্বক মাতঙ্গের উপর উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণময় শাসন বিধুনিত করিয়া বিদ্যুদ্দামসম্বলিত অঙ্গুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই জলসন্ধের মাতঙ্গকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া যেমন বেলাভূমি মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ সেই কবিবরকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ সাত্যকির শরনিকরে স্বীয় কুঞ্জরকে নিবারিত দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ

শরনিকরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ ও নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছিন্ন করিয়া হাস্য মুখে তাঁহাকে নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধের বহুসংখ্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত না হইয়া তৎকালে কোন্ শর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক জলসন্ধকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং হাস্য মুখে তাঁহার বক্ষ স্থলে ষষ্টিশর নিক্ষেপ ও সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্ঠিদেশ ছেদনপূর্ব্বক তিন শরে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

সাত্যকি কর্ত্তৃক জলসন্ধ বধ

মহাবীর জলসন্ধ সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে সাত্যকির প্রতি এক তোমর প্রয়োগ করিলেন। জলসন্ধ নিক্ষিপ্ত তোমর সাত্যকির বাম ভুজ ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত ঘোর উরগের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি জলসন্ধের শরে নির্ভিন্নবাহু হইয়াও তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ ত্রিংশৎ শরে সমাহত করিলেন। তখন মহাবল জলসন্ধ খড়্গা ও শত চন্দ্রক সঙ্কুল আর্ষভচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক খড়্গা বিঘূর্ণিত করিয়া সাত্যকির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গা পরিত্যক্ত হইবামাত্র সাত্যকির শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে শালস্কন্ধ সঙ্কাশ, অশনি সমনিস্বন অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শরদ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার বিচিত্র ভূষণ বিভূষিত বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের অর্গলসদৃশ ভুজযুগল ভূধর হইতে পরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ উরগদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবীর সাত্যকি অন্য ক্ষুর দ্বারা জলসন্ধের মনোহর কুণ্ডল যুগল মণ্ডিত দশনরাজি বিরাজিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই জলসন্ধের ভীমদর্শন কবন্ধ রুধির ধারায় তাঁহার মাতঙ্গকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সত্বরে গজস্কন্ধ হইতে মহামাত্রকে নিপাতিত করিলেন। তখন সেই রুধির লিপ্তাঙ্গ মাতঙ্গ সাত্যকির শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বমান আসন বহন ও স্বীয় সৈন্যগণকে মর্দ্দনপূর্ব্বক ধাবমান হইল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ তদ্দর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। যোদ্ধা সকল মহাবীর জলসন্ধকে নিহত দেখিয়া জয় লাভে উৎসাহশূন্য ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে মহাবীর দ্রোণ মহাবেগে অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণও সাত্যকিকে নিতান্ত, উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের সহিত ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা দ্রোণ ও কৌরবগণের সহিত সাত্যকির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

১১৬তম অধ্যায়

সমবেত কৌরবসহ সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে যুদ্ধনিপুণ বীরগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ দশ, বিকর্ণ ত্রিংশৎ দুর্মুখ দশ, দুঃশাসন আট ও চিত্রসেন দুই বাণে তাঁহার বামপার্শ্ব ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ও অন্যান্য শূরগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই বীরগণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে তিন, দুঃসহকে নয়, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে আট, সত্যব্রতকে নয় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে কলিঙ্গাধিপতি রুক্মাঙ্গদকে কম্পিত করিয়া অবিলম্বে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করিয়া পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরাঘাতে রুধিরাপ্লুত হইয়া রসস্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলের। আপনার পুত্রও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া সুবর্ণময় শিরোভূষণভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় শোভমান হইলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে কুরুরাজের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বিপক্ষাস্ত্র নিপীড়িত ও তাঁহার বিজয় লক্ষ্মণ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অন্য হেমপৃষ্ঠ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শত বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধান দুর্য্যোধনের শর প্রহারে ব্যথিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার অন্যান্য পুত্রগণ নৃপতিকে পীড়িত দেখিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহা বীর সাত্যকি শরজালে সমাবৃত হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রথম পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত সাত শরে আহত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সত্বরে আট বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান মুখে তাঁহার ভীষণ শরাসন ও মণিময় নাগধ্বজ ছেদন, চারি শরে চারি অশ্বের প্রাণ সংহার ও ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সারথিকে নিধনপূর্ব্বক মর্ম্মভেদী শর দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে শৈনেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ধনুর্ধারী চিত্র সেনের রথে সমারূঢ় হইলেন। দুর্য্যোধনকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া সকল লোকেই হাহাকার করিতে লাগিল।

সাত্যকিসহ রণে কৃতবর্ম্মার পরাজয়

তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা ঐরূপ আর্তনাদ শ্রবণ কবিয়া ধনুঃ কম্পন ও অশ্বচালনপূর্ব্বক সারখিকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, 'হে সূত! সত্বরে অগ্রসর হও।' অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, 'সারথে! ঐ দেখ, কৃতবর্ম্মা রথারোহণপূর্ব্বক অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে; তুমি শীঘ্র উহার অভিমুখে রথ চালন কর।' সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সুসজ্জিত অশ্ব সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ দুই মহাবীর বলবান্ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় এক মিলিত হইলেন। সুবর্ণধ্বজশালী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বিধূননপূর্ব্বক শৈনেয়কে ষড়িংশতি,

তাঁহার সারথিকে পাঁচ এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শিনিপৌত্র সাত্যকি ধনঞ্জয়ের দর্শন কামনায় ত্বরাযুক্ত হইয়া কৃতবর্ম্মার উপর শাণিত অশীতিশর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বলবান্ অরাতির শরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূমিকম্পকালীন ভূধরের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি ঐ অবসরে ত্রিষষ্টি শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সংক্রুদ্ধ পন্নগসদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ বিশিখ পরিত্যাগ করিলেন। সেই কালদণ্ড সদৃশ শর কৃতবর্ম্মার জাম্বুদময় বিচিত্র বর্ম ছেদন ও কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধিরাপ্লুত হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হার্দ্দিক্যও সেই বিষম শরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সত্যবিক্রম সাত্যকি সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, অক্ষোভ্য সাগরতুল্য কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ করিয়া ইন্দ্র যেরূপ অসুর সেনা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সসৈন্য সমক্ষে সেই খড়্গ শক্তি শরাসন বিকীর্ণ, গজাশ্ব-রথ-সঙ্কুল, রুধিরাভিষিক্ত কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে বলবান্ হার্দ্দিক্য সংজ্ঞালাভ করিয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।”

১১৭তম অধ্যায়
সাত্যকি-দ্রোণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব সেনাগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাচার্য্য শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে বলিরাজার সহিত বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সর্ব্বসৈন্যের সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকিরও সেই রূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দ্রোণ যুযুধানের ললাটে সর্পাকৃতি লৌহময় বিচিত্র বাণত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শরত্রয় ললাট বিদ্ধ হওয়াতে সাত্যকি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভারদ্বাজ ঐ অবসরে তাঁহার উপর অশনিসম শব্দায়মান বাণসমূহ পরিত্যাগ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তৎ প্রেরিত প্রত্যেক বাণের উপর দুই দুই শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমুদায় বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির এইরূপ হস্তলাঘব দর্শনে হাস্য করিয়া স্বীয় লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রথমত বিংশতি ও তৎপশ্চাৎ শাণিত পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। রোষিত সর্প-সকল যেরূপ বল্মীক হইতে বিনির্গত হয়, সেইরূপ সেই নিশিত শরসমূহ আচার্য্যের রথ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। সাত্যকি-বিসৃষ্ট রুধিরপায়ী শরনিকরও দ্রোণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই সমান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তলাঘব বিষয়ে কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাঁহার সারথির উপর শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির হস্তলাঘব অবলোকন পূর্ব্বক সপ্ততি শরে তাঁহার সারথিকে ও তিন তিন শরে অশ্বগণকে

বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও হেমপুঙ্খ ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বিবিধ শরবৃষ্টি দ্বারা সহসা সমাগত পট্টবদ্ধ লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শিলানিশিত অসংখ্য শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথাভিমুখে সুবর্ণ দণ্ডান্বিত লৌহ নির্ম্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসন্নিভ শক্তি শৈনেয়ের শরীর স্পর্শ না করিয়া রথ ভেদপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর নিস্বন করিয়া অবনিগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সাত্যকি তীক্ষ্ণশরে দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ সমাহত করিলেন। মহাবীর দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণদ্বারা মাধবের শাসন ছেদন ও রথশক্তি দ্বারা সারথিকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভীষণ রথশক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্মি ধারণ করিয়া সারথ্য কার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্ন মনে তাঁহাকে শতবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর সকল সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। সাত্যকি দ্রোণের শরে নিপীড়িত হইয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক এক শরে তাঁহার সারথিকে সংহার করিয়া অন্য শরসমূহ দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এইরূপে অশ্বগণ বাণ পীড়িত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে দ্রোণাচার্য্যের সেই রজত নির্ম্মিত রথ রণক্ষেত্রে দীপ্যপান সূর্যের ন্যায় সহস্র সহস্র মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রাজা ও রাজপুত্রগণ 'শীঘ্র গমন কর, দ্রোণের পলায়মান অশ্বগণকে ধারণ কর', বলিতে বলিতে সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ মহারথগণকে সাত্যকির শরে সমাহত ও পলায়মান অবলোকন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিতচিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যও সেই সাত্যকি শরার্পিত বায়ুসম বেগবান অশ্ব সমুদায় সঞ্চালনপূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই ব্যূহ ভগ্ন করিয়াছেন দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত্ন না করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণপূর্ব্বক ব্যূহ রক্ষা করিয়া উদ্যত কালসূর্য্যের, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

১১৮তম অধ্যায়
সাত্যকি-করে সুদর্শন সংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! শিনিবংশাবতংস পুরুষপ্রধান সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া সহাস্য মুখে সারথিকে কহিলেন, হে সূত! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পূর্ব্বেই আমাদের অরাতিগণকে সংহার করিয়াছেন; আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই অর্জ্জুন নিহত সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছি। অরাতিহন্তা সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিয়া বাণ বর্ষণপূর্ব্বক আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কৌরবগণ সেই সুরেন্দ্রসম প্রভাব, প্রভূতপরাক্রম, পুরুষপ্রবীর সাত্যকিকে শশিশঙ্খসন্নিভ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্যের ন্যায় সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বিচিত্র যুদ্ধবিশারদ কাঞ্চন বর্ম্মধারী মহাবীর সুদর্শন ক্রোধপূর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পূর্ব্বকালে দেবগণ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ দর্শনে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধারা সাত্যকি ও সুদর্শনের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির উপর বারংবার সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই সামুদয় বাণ অঙ্গ স্পর্শ না করিতে করিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র তুল্য প্রভাবশালী সাত্যকিও সুদর্শনের প্রতি যে যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, উত্তম রথারূঢ় সুদর্শন উত্তম শরে তৎসমুদার খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির বাণবেগে স্বীয়শর সমুদায় নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সুবর্ণময় বিচিত্র বাণ বর্ষণপূর্ব্বক শাসন আকর্ষণ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি অগ্নি সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন নিক্ষিপ্ত সায়কত্রয় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজনন্দন সুদর্শন প্রজ্বলিত বাণ চতুষ্টয় নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকির রজত সঙ্কাশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিলেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকি এইরূপে সুদর্শন শরে তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লালিলেন এবং তৎপরে শক্রাশনিসন্নিভ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির শিরচ্ছেদন পূর্ব্বক কালানল-সন্নিভ ক্ষুর দ্বারা সুদর্শনের কুণ্ডলমণ্ডিত পূর্ণশশি-সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পুর্ব্বে বজ্রধর ইন্দ্র যেরূপ অতিবল বলদানবের শিরচ্ছেদন করিয়া শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, যদুকুলোদ্ভব মহাত্মা সাত্যকি সুদর্শনের মস্তক ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই সদযুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা কৌরব সেনাগণকে নিবারণ ও নিধনপূর্ব্বক সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া অর্জ্জুন সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন যোধগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।”

১১৯তম অধ্যায়
সমরজয়ী সাত্যকির অর্জ্জুনাভিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! বৃষ্ণিপুঙ্গব মহামতি, সাত্যকি, এইরূপে সংগ্রামে সুদর্শনকে নিহত করিয়া পুনরায় সারথিকে কহিলেন, ‘সারথে! যখন শর শক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়্গারূপ মৎস্য ও গদা রূপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ রথনাগাশ্ব সঙ্কীর্ণ, বিবিধ আয়ুধের নিস্বন ও বাদিত্রের নিনাদসম্পন্ন, যোধগণের অসুখস্পর্শ, জিগীষুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, রাক্ষস সদৃশ জলসন্ধ সৈন্যে সমাবৃত দ্রোণানীকরূপ মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সেনা, অল্পসলিল সম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র অশ্বচালন কর।

আমি অবিলম্বে উহা অতিক্রম করিব। যখন দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যকে পরাজয় করিয়াছি, তখন অর্জ্জুনকে সম্মুখস্থিত বোধ হইতেছে। এই সমুদায় সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার কিছুমাত্র ত্রাস হইতেছে না। উহারা প্রদীপ্ত পাবক দগ্ধ শুষ্ক তৃণের ন্যায় আমার শরে দগ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তথায় অংসখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। ঐ কৌরব সেনাগণ অর্জ্জুনের শরে নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। তুরঙ্গম মাতঙ্গ ও রথ সমুদায় মহাবেগে গমন করাতে কৌশেয়ারুণ রজোরাশি উদ্ধূত হইয়াছে এবং মহাতেজ সম্পন্ন গাণ্ডীবের গভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ করি, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। হে সারথে! এক্ষণে যেরূপ নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয়, দিনমণি অস্তাচলগত না হইতে হইতেই অর্জন সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে যে স্থানে অরাতি সৈন্যগণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রুরকর্ম্মা বর্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী যবনগণ এবং বিবিধাস্ত্রধারী শক, কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ আমার সহিত সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই স্থানে অশ্ব চালন কর। তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখ যে, আমি ঐ সমুদায় বীরগণকে রথ, নাগ ও অশ্বের সহিত সংহার করিয়া এই বিষম শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।'

সারথি সাত্যকি বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! যদ্যপি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহারথী দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য বা মদ্রেশ্বর শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার অভিমুখে আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও শঙ্কা হয় না। অদ্য আপনি সংগ্রামে যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রুরকর্ম্মা বর্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী প্রহার নিপুণ যবনগণ এবং নানাস্ত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে পরাভূত করিয়াছেন, সুতরাং আমার ভয় সঞ্চারের বিষয় কি? পূর্ব্বে আমি কোন সংগ্রামেই কখন ভীত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আজি এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার ভয়ের উদয় হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনাকে কোন্ পথ দিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে সমানীত করিব। হে আয়ুষ্মন্! আপনি কাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহারা শমন ভবনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে! কাহারা আপনাকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, তাহাদের অভিমুখে রথচালনা করি।'

সাত্যকি কহিলেন, 'হে সূত! তুমি শীঘ্র রথ চালন কর। বাসব যেরূপে দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপ অদ্য আমি এই মুণ্ডিত মুণ্ড কম্বোজগণকে বিনাশপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া একান্ত প্রিয় অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ এই সমুদায় সৈন্যকে নিহত দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম অনুভব করিবেন। অদ্য শরবিক্ষত কৌরব সেনার করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে অবশ্যই অনুতাপিত হইতে হইবে। অদ্য আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতাশ্ব মহাত্মা অর্জ্জুনকে তদুপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। অদ্য রাজা দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র বীর পুরুষকে আমার বাণে বিগতাসু অবলোকন করিয়া অবশ্যই অনুতাপিত হইবেন। অদ্য কৌরবগণ আমার বাণবর্ষণে লঘুহস্ততা ও

শরাসনের অলাতচক্র সদৃশ আকার দর্শন করিবেন। অদ্য দুর্য্যোধন আমার বাণবিদ্ধ রুধিরস্রাবী সৈনিকগণের বিনাশ দর্শনে বিষন্ন হইয়া সমরে আমার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনপূর্ব্বক অবশ্যই মনে করিবেন যে, দ্বিতীয় অর্জ্জুন অবনিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদ্য আমি কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপের প্রাণ সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে অনুতাপিত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। অদ্য কৌরবগণ আমার বলবীর্য্য ও কৃতজ্ঞতা সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।'

সাত্যকি-শরে দুর্য্যোধনপক্ষীয় যবনসৈন্য বধ

হে মহারাজ! সাত্যকির সারথি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ সাধুবাহী শিক্ষিত অশ্বগণকে চালন করিতে লাগিল। অশ্বগণ, আকাশ পান করিবার নিমিত্তই যেন, বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তখন যুযুধান অবিলম্বেই যবনগণ সমীপে উপনীত হইলেন। তাহারা অনেকে মিলিত হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেনাগ্রবর্তী সাত্যকির উপর অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শৈনেয় নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা অৰ্দ্ধপথে সেই শত্রুপক্ষীয় শরজাল ছেদন পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ নিশিত শরনিকরে যবনগণের ভুজ ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিলেন। সাত্যকির শরনিকর তাহাদের লৌহময় ও কাংস্যময় বৰ্ম্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে শত শত যবন সাত্যকির শরাঘাতে গতাসু হইয়া বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্ব্বর সাত্যকির শরে জীবন পরিত্যগ পূর্ব্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে সমরস্থল তাঁহাদিগের মাংস ও শোণিতে কৰ্দ্দমময় হইয়া গেল। দস্যুগণের ছিন্নকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু সম্পন্ন, বিবর্হ বিহঙ্গম সদৃশ মস্তক-সমুদায়ে রণস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। রুধিরাভিষিক্ত সর্বাঙ্গ অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র শোণ মেঘসমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবীরগণ সাত্যকি অশনিসমস্পর্শ অপূর্ব্ব অজিহ্মগামী শরনিকরে নিহত ও নিপতিত হইয়া বসুন্ধরা সমাবৃত করিল। হতাবশিষ্ট বৰ্ম্মধারী যোধগণ সম্ভগ্ন ও বিচেতনপ্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পার্ষ্ণি ও কশাঘাতপূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে পুরুষব্যাঘ্র সত্যবিক্রম সাত্যকি দুর্জ্জয় কাম্বোজ, শক ও যবনগণকে বিদ্রাবণপূর্ব্বক বিজয় লাভ করিয়া সারথিকে রথ চালনের অনুমতি করিলেন। তখন সংগ্রাম দর্শনার্থী গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সেই অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ গমনোদ্যত যুযুধানের অলৌকিক কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়েরাও বারংবার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১২০তম অধ্যায়

ব্যূহপথে সাত্যকিসহ দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সাত্যকি যুদ্ধে যবন ও কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া কৌরবসৈন্য অতিক্রমপূর্ব্বক অর্জ্জুননিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ মৃগঘাতী শার্দুলসদৃশ, বিচিত্র কবচধ্বজশোভিত, নরশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবীরকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সুবর্ণাঙ্গদ, সুবর্ণশিরস্ত্রাণ ও সুবর্ণধ্বজে সুশোভিত মহাবীর সাত্যকি রথোপরি সুবর্ণশরাসন সঞ্চালিত করিয়া মেরুশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুর্ম্মণ্ডল [বাণযোজনায় আকৃষ্ট হওয়ায় কথঞ্চিৎ গোলাকার] শরৎকালীন উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান হইল। মত্তদ্বিরদগামী, বৃষস্কন্ধ, বৃষভাক্ষ, নরর্ষভ সাত্যকি গোগণমধ্যস্থ বৃষভের ন্যায়, যূথমধ্যস্থ প্রভিন্ন মাতঙ্গের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সেনাগণমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

"এইরূপে মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য, ভোজভূপতি, জলসন্ধ ও কাম্বোজগণের দুস্তর সৈন্য এবং মহাবীর হার্দ্দিক্যকে অতিক্রমপূর্ব্বক দুস্তর কৌরবসৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইলে দুর্য্যোধন,চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ ও ক্রথপ্রমুখ কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য বীরঘণ অস্ত্রশস্ত্রধারণপূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর পর্ব্বকালীন পবনোদ্ধূত অর্ণবের ন্যায় কৌরবগণের ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই বীরগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিকে মন্দবেগে অশ্বচালনের অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, "হে সূত! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গিণীসেনা রথঘোষে দশদিক প্রতিধ্বনিত এবং সাগরসমবেত সমুদয় ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। বেলা যেমন পূর্ণিমাতেও সংক্ষুব্ধ সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, আমিও তদ্রূপ সেই সৈন্যসাগর নিবারিত করিব। আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম অবলোকন কর; আমি এক্ষণে নিশিতশরনিকিরে শত্রুসৈন্য বিদারণপূর্ব্বক তোমাকে স্বীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে আমার হুতাশনকল্প শরজালে নিহত অবলোকন করিবে।' মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যুযুৎসু সৈনিকপুরুষেরা 'ধাবিত হও, জয়লাভ কর, অবধানপূর্ব্বক অবলোকন কর,' ইত্যাকার নানাপ্রকার শব্দ কিরতে করিতে তেজস্বী সাত্যকির সম্মুখে সমাগত হইল। তখন বিষ্ণিবীর শাণিতশরজালে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত কুঞ্জরকে আহত করিলেন। এইরূপে সাত্যকির সহিত কৌরবগণের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন, দেবাসুরযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর সাত্যকি সেই মেঘজালসদৃশ দুর্য্যোধনসৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া শরজালে অনেকের প্রাণসংহার করিলেন। ঐ সময় সাত্যকির সহিত একটি বাণও ব্যর্থ হইল না; তদ্দর্শনে সকলেই চমকৎকৃত হইল।

কৌরবপরাজয়-পলায়ন

"এইরূপে মহাবীর সাত্যকি বেলস্বরূপ হইয়া সেই অসংখ্য রথনাগাশ্বসঙ্কুল, পদাতিরূপ তরঙ্গে সমাকীর্ণ কৌরবসৈন্যরূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। সেই চতুরঙ্গিণী কৌরবসেনা সাত্যকির শরনিকরে ব্যথিত ও ভীত হইয়া গোসমূহের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

তৎকালে মহাবীর সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই এমন কোন পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী নয়নগোচর হইল না। নির্ভয়চিত্ত সাত্যকি হস্তলাঘব ও অসাধারণ সৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যেরূপ সৈন্য সংহার করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেইরূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।।

"অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমতঃ তিন ও তৎপরে আটবাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া তিনশরে তাঁহার সারথি ও চারিশরে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ ও দুঃসহ পঞ্চদশবাণে তাঁহার বক্ষ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিশার্দূল সাত্যকি শরাহত হইয়া গর্বিতচিত্তে তিন তিন সুতীক্ষবাণে সমুদয় বিপক্ষকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শকুনির শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে একশত, দুঃসহকে দশ ও দুঃশাসনকে বিংশতিবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শকুনি অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক একবার আট ও পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আহত করিলে দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন ও দুর্মুখ দ্বাদশবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও ঐ সময় ত্রিসপ্ততিশরে সাত্যকিকে ও নিশিত তিনশরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রথীশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই সমুদয় বীরগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধন-সারথির উপর ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সারথি অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া মহাবেগে সমরস্থল হইতে দুর্য্যোধনকে অপনীত করিল। তখন অন্যান্য বীরগণও তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত তীক্ষশরনিকরে তাহাদিগকে বিদারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তাহাকে লঘুহস্তে শরগ্রহণ, সারথিসংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

১২১তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যুদ্ধ-প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি কৌরবসেনা বিদারণ করিয়া অর্জ্জুনসমীপে গমনে প্রবৃত্ত হইলে আমার সেই নির্লজ্জ পুত্রেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল? সব্যসাচিসদৃশ সাত্যকি সমরে উপনীত হইলে তাহারা মুমূর্ষু হইয়া কিরূপে সেই দারুণ সমরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল? সেই সমুদয় রণপরাজিত ক্ষত্রিয়গণই বা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন? আমার পুত্রেরা জীবিত থাকিতে সাত্যকি কিরূপে সমরে অগ্রসর হইল? এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বৎস! সাত্যকি একাকী বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য মহারথের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, তোমার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, আমার পুত্রদিগের প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমার সৈন্যগণ সমুদয় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও কি হীনবল হইল? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সাত্যকি একাকীই যুদ্ধবিশারদ

কৃতী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিয়া পশুনাশক সিংহের ন্যায় আমার পুত্রদিগকে সংহার করিবে। যখন কৃতবর্ম্মাপ্রমুখ বীরগণ কোনক্রমেই সাত্যকিকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, মহাবীর সাত্যকি যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুনও ঈদৃশ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয় নাই।"

সঞ্জয়ের সতিরস্কার উত্তর-কৌরবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও দুর্য্যোধনের দুর্বুদ্ধিই এই তুমুল জনক্ষয়ের কারণ। এক্ষণে যাহা ঘটিয়াছে, সমুদয় কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সংশপ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় সমাগত হইল। তিন সহস্র শক, কাম্বোজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিঙ্গ, তুঙ্গণ, অম্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ব্বর ও পাষাণহস্ত পার্ব্বতীয়গণ এবং পঞ্চশত মহাবীর দুর্য্যোধনকে অগ্রবর্তী করিয়া পাবপতনোম্মুখ শলভের ন্যায় সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ সহস্র রথ, শত মহারথ, সহস্র হস্তী ও দ্বিসহস্র অশ্বসমভিব্যাহারে বিবিধ শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসনকর্ত্তৃক ঐ সকল বীর সাত্যকিকে বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিনিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি একাকী সেই বহুসংখ্যক বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও দস্যুদিগের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরবিমথিত চক্র, আয়ুধ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কুঞ্জর, ধ্বজ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন গ্রহগণসমাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশে সম্ভূত পর্ব্বতাকার কুঞ্জরগণ সমরে পতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি বাণপ্রয়োগানভিজ্ঞ অসংখ্য পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহকগণ, নানা দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং প্রধান প্রধান অশ্বগণের প্রাণসংহার করিলেন।

"এইরূপে সেই সেনাগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তাহাদিগকে ভগ্ন দেখিয়া দস্যুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধর্ম্মানভিজ্ঞগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন? নিবৃত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তাহারা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল না। তখন তিনি পাষাণবর্ষী পার্ব্বতীয়গণকে যুদ্ধার্থ প্রেরণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বীরগণ! তোমরা পাষাণযুদ্ধে সুনিপুণ, কিন্তু সাত্যকি ঐ যুদ্ধ কিছুমাত্র অবগত নহে; অতএব তোমরা অবিলম্বে উহাকে পাষাণদ্বারা নিহত কর। কৌরবগণ পাষাণযুদ্ধে অভিজ্ঞ নহেন, তাহারা ঐ যুদ্ধে পারদর্শী হইলে তোমাদের সাহায্য করিতেন। অতএব তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও। শৈলবাসিগণ দুঃশাসনকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই শৈনেয়ভীত সৈন্যগণকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইয়া মাতঙ্গমস্তকসদৃশ উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার মহা সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অন্যান্য সৈন্যগণ দুঃশাসনের আদেশক্রমে সাত্যকির বিনাশকামনায় ক্ষেপণীর [পাথরের বড় বড় খণ্ড] দ্বারা দিক্‌সকল আচ্ছাদন করিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি তাহাদিগকে

শিলাবর্ষণপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নাগসদৃশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষাণসমুদয় চূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রস্তরচুর্ণসকল খদ্যোতরাশির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কৌরবপক্ষীয় প্রভূত সেনার প্রাণসংহার করিলে রণক্ষেত্রে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় প্রথমতঃ পঞ্চশত শিলাবর্ষী বীরপুরুষ সাত্যকির শরে ছিন্নবাহু হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। তৎপরে একাধিক শতসহস্র বীর সাত্যকিকে আঘাত না করিয়াই তাহার শরে ছিন্নবাহু হইয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে বহু সহস্র পাষাণযুদ্ধবিশারদ বীরের প্রাণসংহার করিয়া সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিলেন।

"তখন শূলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গণ, খশ, লম্পক ও পুলিন্দগণ মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল; মহাবীর সাত্যকিও নারাচাস্ত্রে সেই প্রস্তরসকল ভেদ করিতে লাগিলেন। নিশিতশরে নির্ভিদ্যমান [নিরতিশয় ভগ্ন] পাষাণের শব্দ নভোমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সংগ্রামস্থ রথী, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিমণ্ডলকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজসমূহ শিলাচূর্ণে সমাচ্ছন্ন ভ্রমরদংশিতের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট, রুধিরাপ্লুত ছিন্নমস্তক কুঞ্জরগণ সাত্যকির রথসমীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর্ব্বসময়ে সাগরের যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, সাত্যকিশরার্দ্দিত কৌরবসেনাগণের সেইরূপ মহাকোলাহল হইতে লাগিল।

পলায়মান দুর্য্যোধনসৈন্যের দ্রোণাশ্রয় গ্রহণ

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, "হে সূত! সাত্বতবংশীয় মহারথ সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া কৌরবসেনাগণকে বহুধা বিদারণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। যে স্থানে ঐ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, বোধ হয়, সাত্যকি সেই স্থানে পাষাণবর্ষী যোধগণের সহিত সমাগত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে তথায় রথসঞ্চালন কর। ঐ দেখ, পলায়মান অশ্বগণ অস্ত্রহীন, বর্ম্মবিহীন রথীগণকে সমরক্ষেত্র হইতে অপনীত করিতেছে; সারথিরা কোনক্রমেই উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না।' সারথি শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের বাক্যশ্রবণানন্তর কহিল, 'আয়ুষ্মন! ঐ দেখুন, কৌরবপক্ষীয় সেনা ও যোধগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। এদিকে বলবান পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিনাশকামনায় আগমন করিতেছে, সাত্যকিও অতি দূরদেশে গমন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান, এই উভয়ের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা স্থির করুন। তাহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রথীগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। রথীগণ সমরে সাত্যকির শরে পীড়িত হইয়া তাহার রথসম্মুখভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রোণসৈন্যমধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুঃশাসন যেসকল রথীসমভিব্যাহারে সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাহারাও শঙ্কিতচিত্তে দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল।"

১২২তম অধ্যায়
পলায়মান দুঃশাসন-প্রতি দ্রোণতিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনকে রথসম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপপূর্ব্বক কহিলেন, "ওহে দুঃশাসন। রথীসকল কি নিমিত্ত পালায়ন করিতেছে? মহারাজের মঙ্গল ত'? সিন্ধুরাজ ত' জীবিত আছেন? তুমি রাজপুত্র, রাজসহোদর ও একজন মহারথ; তবে কি নিমিত্তও পলায়ন করিতেছ? সিন্ধুরাজ অভিষিক্ত হও। তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলে, "রে দাসি! আমরা তোকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা দুর্য্যোধনের বস্ত্র বহন কর, তোর পতিগণ যণ্ডতিলসদৃশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; তাহারা আর জীবিত নাই।" হে যুবরাজ? পূর্ব্বে দ্রুপদতনয়াকে এইরূপ বলিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহারপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? তুমিই পাপ ও পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর বৈর উপস্থিত করিবার মূলীভূত; কিন্তু এখন রণস্থলে একমাত্র সাত্যকিকে অবলোকন করিয়া কি জন্য ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে দূতক্রীড়াকালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভূজাগাকার শরস্বরূপে পরিণত হইবে? তুমিই পুর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি অসংখ্য অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই দ্রুপদতনয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারথ! এখন তোমার সে মান কোথায়, সে দর্প কোথায় ও সেই বীর্য্যই বা কোথায়? তুমি সর্পসদৃশ পাণ্ডবগণকে রোষিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তুমি দুর্য্যোধনের সাহসী সহোদর হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করায় কুরুরাজের এবং কৌরপক্ষীয় সৈন্যগণের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইল। হে বীর! আজ স্বীয় বাহুবলে এই ভয়ার্ত্ত কৌরবসৈন্যগণকে রক্ষা করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি তাহা না করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল শক্রগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছ। হে শক্রনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীতচিত্তে রণ পরিত্যাগ। করিলে আর কে সমরভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? হে কৌরব! তুমি আজ একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া

পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ; কিন্তু গাণ্ডীবধ অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? সাত্যকির শরজাল মহাবীর অর্জ্জুনের সূর্য্যাগ্নিসদৃশ শরনিকরের তুল্য নহে; তুমি সেই শরজালের আঘাতেই ভীত হইয়া পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে নিতান্তই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবীর অর্জ্জুনের নিম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজগাকার নারাচ তোমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট না হইতে হইতে, মহাত্মা পাণ্ডবগণ তোমাদের শত ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ও সমরবিজয়ী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে এবং মহাবাহু ভীমসেন এই মহতী চমূমধ্যে অবগাহন করিয়া তোমার ভ্রাতৃগণকে শমনভবনে প্রেরণ না করিতে করিতে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান কর। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, রণস্থলে

পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা করে নাই। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক যত্নশীল হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সাত্যকি যেস্থানে অবস্থান করিতেছে, শীঘ্র তথায় গমন কর; নচেৎ সমুদয় সৈন্য পলায়ন করিবে।'

পাণ্ডবপক্ষীয় যোর্দ্ধৃসহ দ্রোণদুঃশাসনযুদ্ধ

"হে মহারাজ! আপনার পুত্র আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; দ্রোণের বচনসকল যেন তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এইরূপ ভাণ করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত ম্লেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া, যে পথে সাত্যকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তথায় সাত্যকির সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এদিকে মহারথ দ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া বেগে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অসংখ্য যোধগণকে বিদ্রাবিত ও স্বীয় নাম বিশ্রাবিত করিয়া পাণ্ডবসৈন্য, পাঞ্চাল ও মৎস্যসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান্ পাঞ্চালপুত্র বীরকেতু সৈন্যবিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বানপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্বপাঁচশরে বিদ্ধ করিয়া একবাণে তাঁহার ধ্বজ ও সাতবাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যত্নবান হইয়াও বীরকেতুকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমকৃত হইলাম।

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরেকতুপ্রমুখ পাঞ্চালবধ

"অনন্তর ধর্ম্মরাজের জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা সমরভূমিতে দ্রোণকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার উপর হুতাশনসদৃশ সুদৃঢ় শত শত তোমর ও বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শরজাল দ্রোণের শরনিকরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে পবনচালিত জলধরের ন্যায় শোভমান হইল। তখন শত্রুহন্তা দ্রোণ সূর্য্য ও অনলসদৃশ অতি ভীষণ শরসন্ধানপূর্ব্বক বীরকেতুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণনির্ম্মুক্ত শর বীরকেতুর দেহ বিদারণপূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া প্রজ্বলিতের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চালনন্দন বীরকেতুও বায়ুভ চম্পকতরু যেরূপ পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ধনুর্ধারী মহাবলপরাক্রান্ত রাজপুত্র বীরকেতু নিহত হইলে পাঞ্চালগণও সত্বর চতুর্দ্দিক হইতে দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুধ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ ভ্রাতৃব্যসনে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরবর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথ রাজপুত্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের নিধনবাসনায় কোপকম্পিতকলেবরে তাঁহাদিগের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। পাঞ্চালরাজকুমারেরা দ্রোণের আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনবিমুক্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। মহাযশস্বী আচার্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাহাদের অশ্ব, রথ ও সারথিকে সংহার করিয়া ভল্ল ও নিশিতশরনিপাতে তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কুমারগণ এইরূপে দ্রোণশরে বিগতাসু হইয়া দেবাসুরসংগ্রামস্থ

দানবগণের ন্যায় রথ হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া দুরাসদ হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন।

দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নযুদ্ধ—পাণ্ডবপরাজয়

“অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দেবকল্প মহারথ পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া অমোচনপূর্ব্বক ক্রোধভরে ভারদ্বাজের অভিমুখে। আগমনপূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সংগ্রামস্থলে সহসা হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। কিন্তু মহাবীর দ্রোণ সেই শরজালে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্যপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব নবতি বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুণলোচনে শাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তরবারি ধারণ করিয়া তাঁহার শিরচ্ছেদবাসনায় সত্বর স্বীয় রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ ঐ সময় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক জিঘাংসু ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমীপবর্তী দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনু গ্রহণপূর্ব্বক আসন্ন-যুদ্ধোপযোগী বিতস্তিপ্রমাণ শরদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া সত্বর লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক স্বীয় রথে আরোহণ ও নিপুণ কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন; ভারদ্বাজও তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রৈলোক্যাভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই রণপণ্ডিত মহাবীরদ্বয় বিচিত্র মণ্ডপ ও যমক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সায়নিকরে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে যোধগণকে মোহিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধরনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় শরসমুদয় বর্ষণপূর্ব্বক একেবারে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য সমুদয় ক্ষত্রিয় ও সৈনিকপুরুষেরা সেই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ যখন দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন উনি অবশ্যই আজ আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন’, এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সত্বর বৃক্ষের পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অরাতিপাতন প্রবলপ্রতাপ ভারদ্বাজ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় বব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।”

১২৩তম অধ্যায়
ত্রিগর্ত্তরক্ষিত দুঃশাসনসহ সাত্যকির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এদিকে দুঃশাসন বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক শৈনেয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে যোড়শশরে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন নানাদেশীয় মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া অসংখ্য সায়ক বর্ষণপূর্ব্বক মেঘনিঃস্বনসদৃশ গভীরগর্জ্জনে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া শরসন্নিপাতে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুঃশাসনের অগ্রগামী অন্যান্য বীরগণ সাত্যকির শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীতিচিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিল। তৎকালে একমাত্র দুঃশাসন নির্ভীকমনে রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্যকিকে শরনিপীড়িত করিয়া তাঁহার অশ্বগণের উপর চারি ও সারথির উপর তিন বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার শতশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন সাত্যকি ক্রোধজ্বলিত হইয়া শরসন্নিপাতে দুঃশাসনের সারথি ও ধ্বজ অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন এবং ঊর্ণনাভ যেমন সমাগত মশককে স্বীয় জালে জড়িত করে, তদ্রূপ তিনি দুঃশাসনকে শরজালে জড়িত করিলেন।

সাত্যকিকর্ত্তৃক পঞ্চশত ত্রিগর্ত্তবীরবধ

"হে মহারাজ! ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বাণসমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুদ্ধবিশারদ ত্রিসহস্র ক্রূরকর্ম্মা ত্রিগর্ত্তকে সাত্যকির সহিত যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে তথায় গমনপূর্ব্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে অপরাঙ্মুখ হইয়া অসংখ্য শরদ্বারা সাত্যকিকে অবরোধ করিতে লাগিল। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই শরবর্ষী ত্রিগর্ত্তগণের প্রধানতম পাঁচশত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। তাহারা মারুতবেগবিধ্বস্ত বিপুল বনস্পতিসমুদয়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। শৈনেয়ের শরে নিকৃত্ত, শোণিতলিপ্ত, অসংখ্য - হস্তী, ধ্বজ ও কনকাভরণভূষিত অশ্বসকল নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি বিকশিত কিংশুকসমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারও সহায়তালাভে সমর্থ হইল না। ভীষণ ভুজগগণ যেরূপ গরুড়ের ভয়ে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই কৌরবসৈন্যগণ সকলেই ভীত হইয়া দ্রোণের নিকট পলায়ন করিল। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আশীবিষসদৃশ তীক্ষ্ণশরনিকরে পাঁচশত যোদ্ধাকে নিপাতিত করিয়া মন্দবেগে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর সত্বর সন্নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহাকে রুক্মপুঙ্খ নিশিতপাঁচশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন সাত্যকিকে প্রথমতঃ তিন ও তৎপরে পাঁচশরে আঘাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর শৈনেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর

নিক্ষেপ ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহার নিধনবাসনায় লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলে বীরবর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ কঙ্কপত্রভূষিত নিশিত বাণদ্বারা দুঃশাসনের সেই শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরদ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসনপরাজয়-পলায়ন

"অনন্তর মহাবীর সাত্যকি তাঁহার সিংহনাদবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে অগ্নিশিখাকার শরসমুদয় নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ আটবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন বিংশতিসায়কে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমাস্ত্রবিৎ মহারথ সাত্যকি দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলে সন্নতপর্ব্ব তিন শর নিক্ষেপ করিয়া শাণিত শরসন্নিপাতে তাঁহার ঘোটক ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন এবং একভল্লে তাঁহার ধনু, পাঁচভল্লে শরমুষ্টি, দুইভল্লে ধ্বজ ও রথশক্তি ছেদন করিয়া অন্যান্য তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। ত্রিগর্তসেনাধিপতি দুঃশাসনকে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ ও হতসারথি অবলোকনপূর্ব্বক সত্বর স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনবিনাশার্থ কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। হে মহারাজ! এইরূপে সত্যপরাক্রম সাত্যকি দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া, যে পথে মহাবীর অর্জ্জুন গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন।"

১২৪তম অধ্যায়
ব্যূহমধ্যে অর্জ্জুনসহ সাত্যকির মিলন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার সেনামধ্যে কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই অর্জ্জুনসমীপগামী কৌরবসৈন্যসংহর্ত্তা সাত্যকিকে প্রহার বা নিবারণ করে? ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি দানবনিপাতন মহেন্দ্রের ন্যায় একাকী সমরস্থলে কিরূপে সেই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিল? অথবা সাত্যকি বহুল সেনা মর্দ্দনপূর্ব্বক পথশূন্য করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহাকে তথায় আক্রমণ করে, এমন কেহই ছিল না? যাহা হউক, সাত্যকি একাকী কিরূপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাত্মাগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার সৈন্যমধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতি বর্তমান ছিল। তাহাদের বিক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রবণে বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন আপনার সৈন্যগণের যেরূপ ব্যূহ হইত, বোধহয় সেরূপ ব্যূহ জগতীতলে আর কোথাও হয় নাই। সমরসন্দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ ও চারণগণ সেই সমুদয় ব্যূহদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছেন যে, এতাদৃশ ব্যূহ আর কখনই হইবে না। বিশেষতঃ, জয়দ্রথবধসময়ে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ব্যূহ আর কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ ব্যূহমধ্যে পরস্পর ধাবমান সৈন্যসমুদয়ের প্রচণ্ড বাতাহত সমুদ্রনিঃস্বনের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। আপনার ও পাণ্ডবদিগের বলমধ্যে অসংখ্য ভূপালগণ সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রোধান্বিতচিত্তে মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইঁহারা সকলেই সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকি অরিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র জয়দ্রথের রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর। আজ ধনঞ্জয় ও সাত্যকি নিধনপ্রাপ্ত হইলে কৌরবেরা কৃতার্থ হইবে এবং আমরা পরাজিত হইব। অতএব সত্বর মিলিত হইয়া বেগবান পবন যেরূপ সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ কৌরবসৈন্যগণকে বিক্ষোভিত কর। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ এইরূপ কহিলে মহাতেজাঃ সৈনিকগণ প্রাণপণে কৌরবগণকে শরসমূহদ্বারা অত্যন্ত আহত করিতে লাগিল। সুহৃদের হিতসাধনার্থ অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারাও যশঃপ্রার্থনা করিয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিল।

"হে মহারাজ! সেই ভয়বহ তুমুল সংগ্রামে মহাবীর সাত্যকি সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রভাসম্পন্ন কবচসমুদয়ে দিবাকরকরপ্রতিফলতি হওয়াতে সৈনিকগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন বহুত্নশালী পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

দুর্য্যোধনসহ যুধিষ্ঠিরাদির যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদ্গ্রস্ত হইয়া তোরণ পরিত্যাগ করেন নাই? একে অনেকের সহিত যুদ্ধ, তাহাতে আবার তিনি নরপতি, বিশেষতঃ চিরকাল সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন; অতএব বোধ হয়, তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র একাকী অনেকের সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। মত্তমাতঙ্গ যেরূপ নলিনীকুলকে আলোড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সেনাগণকে নিহত দেখিয়া সকলেই রণস্থলে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে তিন, ধর্ম্মরাজকে সাত, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি এবং দ্রুপদপুত্রদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য গজারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণশরাঘাতে প্রজান্তক [লোকসংহারকারী] অন্তকের ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তিনি কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরমোক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল এইমাত্র দৃষ্ট হইল যে, তিনি শিক্ষা ও অস্ত্রবলে রিপুগণকে বিনাশ ও মণ্ডলীকৃত-কার্ম্মুক [চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধনুকে বাণযোজন ও নিক্ষেপপরায়ণ] হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির দুইভল্লাস্ত্রে দুর্য্যোধনের সেই বৃহৎ কোদণ্ড ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শরসমুদয় দুর্য্যোধনের বর্ম্মস্পর্শমাত্র ভগ্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। দেবগণ বৃত্রবধকালে ইন্দ্রকে যেরূপ বেষ্টন করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর প্রবলপ্রতাপ দুর্য্যোধন অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া পাণ্ডবরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সেই সময়ে দ্রোণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ যেরূপ পর্ব্বত প্রচণ্ড বায়ুবেগে সঞ্চালিত মেঘাবলীকে নিবারণ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মৃতদেহে সমরভূমি শ্মশানসদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় যে দিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ষকর মহান শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবাহু অর্জ্জুন ও সাত্যকি কৌরবপক্ষীয়সৈন্যের সহিত এবং ব্যূহদ্বারস্থিত দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ক্রোধনিবন্ধন ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল।"

১২৫তম অধ্যায়
দ্রোণকর্ত্তৃক বৃহৎক্ষত্রবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর অপরাহ্ন সময়ে পুনরায় সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আপনার প্রিয়চিকীর্ষ মহাধনুর্দ্ধর বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ শোণাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক অনতিবেগে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিত্রপুঙ্খ শাণিতশরনিকরে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সমরদুর্ম্মদ মহারথ বৃহৎক্ষত্র মহামেঘ যেমন গন্ধমাদনে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ আচার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ বিশিখ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শরাঘাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ আশীবিষসদৃশ শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর বৃহৎক্ষেত্র সেই দ্রোণনির্মুক্ত বাণসমুদয়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজপুঙ্গব দ্রোণ তাঁহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া হাস্যপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব আট শর নিক্ষেপ করিলেন। বৃহৎক্ষত্র দ্রোণপরিত্যক্ত শরসমুদয় সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যেরা বৃহৎক্ষত্রের সেই দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রকে প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অতি দুর্দ্ধর্ষ দিব্য-ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বৃহৎক্ষত্র স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র ছেদনপূর্ব্বক ষষ্টিসংখ্যক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিতশরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রের উপর নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ বৃহৎক্ষত্রের দেহাবরণ ও গাত্র ভেদ করিয়া, কৃষ্ণসর্প যেরূপ বিলমধ্যে প্রবেশ করে তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কৈকয় দ্রোণসায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণনপূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত সপ্ততিশরে আচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া একবাণে তাঁহার সারথিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিয়া চারিশরাঘাতে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে একশরাঘাতে সারথিকে এবং দুইবাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক সুপ্রযুক্ত নারাচদ্বারা বৃহৎক্ষত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে ধরাতলে পাতিত করিলেন।

দ্রোণকর্ত্তৃক ধৃষ্টকেতুবধ

"এইরূপে কেকয়বংশোদ্ভব মহারথ বৃহৎক্ষত্র নিহত হইলে, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! বর্মধারী দ্রোণ সমস্ত কৈকয়গণ ও পাঞ্চালসৈন্যগণ নিপাতিত করিয়া যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রথসঞ্চালন কর।' সারথি ধৃষ্টকেতুর বচন শ্রবণ করিয়া কাম্বোজদেশীয় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালনপূর্ব্বক তাঁহাকে দ্রোণসমীপে সমানীত করিল। বলদর্পিত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাবকে পতনোম্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপরিত্যাগের নিমিত্ত দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে

এবং তাঁহার রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপ্ত ব্যাঘ্র প্রতিবোধিত হইলে যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টকেতুর শরাঘাতে তদ্রূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র-অস্ত্রে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শিশুপালপুত্র সত্বর অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্রভূষিত সায়কদ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ চারিবাণে ধৃষ্টকেতুর চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া হাস্যমুখে সারথির মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টকেতু সত্বর প্রস্তরদৃঢ় কনকবিভূষিত ভীষণ গদা গ্রহণ ও লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্রোণের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর ন্যায় ও কালরাত্রির ন্যায় সেই গদা সমাগত অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরসন্নিপাতে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গদা দ্রোণশরে ছিন্ন ও নিপাতিত হওয়াতে ধরাতল প্রতিধ্বনিত হইল। তখন অমর্ষপরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টকেতু গদা ছিন্ন হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর তোমর ও কনকভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও তোমর তার্ক্ষ্য-নিকৃত্ত ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় দ্রোণের পাঁচবাণে ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর প্রবলপ্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতুর বিনাশজন্য এক সুতীক্ষ্ণ বিশিখ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণনির্ম্মুক্ত বাণ অতিপরাক্রম শিশুপালপুত্রের বর্ম্মসংবৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া পদ্মসরোবরে বিচরণকারী হংসের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত্ত চাস যেরূপ পতঙ্গ বিনষ্ট করে, তদ্রূপ ধৃষ্টকেতুকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

"হে মহারাজ! চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নিহত হইলে তাঁহার আত্মা পিতৃলোকে প্রবেশ করিল। পিতৃবধে ক্রুদ্ধ তদীয় পুত্র দ্রোণের অভিমুখীন হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মৃগশাবকঘাতী বলবান ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাকেও হাসিতে হাসিতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

দ্রোণকর্ত্তৃক চেদিবীরগণ বধ

"হে কুরুরাজ! এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর জরাসন্ধপুত্র স্বয়ং দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলদাবলি যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন মহাবীর দ্রোণ রথস্থিত মহারথ জরাসন্ধপুত্রের হস্তলাঘব দর্শন করিয়া অতি সত্বর বাণবৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধরসমক্ষে তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তৎকালে সমরভূমিতে যে যে বীর সেই কালান্তকযমোপম দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমাগত হইলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় নামাঙ্কিত অসংখ্যশরে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই নামাঙ্কিত দ্রোণনিক্ষিপ্ত শাণিত শরসমুদয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে আহত করিল। আচার্য্যশরপীড়িত পাঞ্চালেরা ইন্দ্রনিপীড়িত অসুরগণের ন্যায় ও শীতার্দ্দিত গো-গণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

“হে ভরতকুলতিলক! এইরূপে সৈন্যসকল দ্রোণশরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদশব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময়ে পাঞ্চালবংশোদ্ভব মহারথেরা আতপতাপে উত্তপ্ত ও ভারদ্বাজের শরজালে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেকে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তখন চেদি, সৃঞ্জয়, কাশি ও কোশলদেশীয় বীরগণ শক্তিদ্বারা মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্যকে যমভবনে প্রেরণ করিবার বাসনায় সকলে হৃষ্টচিত্তে ‘আজ দ্রোণ বিনষ্ট হইয়াছেন’, এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর আচার্য্য সেই যত্নশীল বীরগণকে, বিশেষতঃ চেদিশ্রেষ্ঠগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে চেদিদেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা ক্ষীণবল ও দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও অবয়ব [ক্রোধে উদ্দীপ্ত দেহ] পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বানপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া কহিল, ‘এই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; তাহার প্রভাবেই সংগ্রামে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণকে দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের তপশ্চরণই প্রধান ধর্ম্ম। কৃতবিদ্য তপস্বী দর্শনমাত্রেই লোককে দগ্ধ করিতে পারেন। বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা আচার্য্যের ঘোরতর অস্ত্রানল প্রভাবে দগ্ধ হইতেছেন। মহামতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বল ও উৎসাহের অনুরূপ কার্য্য করিয়া সমস্ত প্রাণীগণকে মুগ্ধ করিয়া আমাদিগের বলক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় ক্ষত্রবর্ম্মার নিধন

“হে মহারাজ! তখন ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর ক্ষত্রবর্ম্মা তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ ও তাহাতে শত্রুনিপাতন, ভাস্বর, বেগবান বাণ সন্ধান করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক শর পরিত্যাগ করিলেন। দ্রোণনির্ম্মুক্ত বাণ ক্ষত্রবর্ম্মার হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র নিহত হইলে সমুদয় সৈন্য ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।

“অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত চেকিতান দ্রোণকে আক্রমণপূর্ব্বক দশবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার বক্ষঃস্থলে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে চারিবাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও চারিবাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ যোড়শশরে চেকিতানের দক্ষিণভুজ বিদ্ধ করিয়া ষোড়শশরে তাঁহার ধ্বজ ও সাতশরে সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে অশ্বগণ চেকিতানের রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ চেকিতানের রথ সারথিবিহীন অবলোকন করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ঐ সময়ে পঞ্চাশীতিবর্ষবয়স্ক আকর্ণপালিত [বার্দ্ধক্যের জরায় কর্ণ পর্য্যন্ত লোলিত-কাণ ভাঙ্গিয়া পড়া] বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিয়া যোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে বজ্রহস্ত বাসবের ন্যায় বোধ করিলেন। পরে মহাবাহু মতিমান দ্রুপদরাজ বলিতে

লাগিলেন, ‘ব্যাঘ্র যেরূপ লোভপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র মৃগসমুদয় বিনাশ করে, তদ্রূপ এই লুব্ধ দুরা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছেন। পরকালে অবশ্যই উহাকে নরকগামী হইতে হইবে। ঐ দুরাত্মার লোভেই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়েরা সমরে নিহত ও রুধিরলিপ্তগাত্রে নিকৃত্ত বৃষভের ন্যায় শৃগাল ও কুক্কুরকুলে ভক্ষ্য হইয়া রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন। হে মহারাজ! অক্ষৌহিণীপতি দ্রুপদরাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।”

১২৬তম অধ্যায়
অর্জ্জুনাদির অনুসন্ধানে যুধিষ্ঠিরের ভীমপ্রেরণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণের ব্যূহ আলোড়িত হইলে তাঁহারা পাঞ্চাল ও সোমকদিগের সহিত অতিদূরে গমন করিলেন। সেই যুগান্তকালতুল্য ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণ বারংবার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে এবং পাঞ্চালগণ হীনবীর্য্য ও পাণ্ডবেরা নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্রয়লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি কিরূপে সমস্ত রক্ষা হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আকুলচিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বা বাসুদেবকে কোনক্রমেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জ্জুনের বানরলাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন ও গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু তৎকালে নরোত্তম বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি লোকনিন্দাভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর সাত্যকিকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে আমার মন কেবল অর্জ্জুনের নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই উভয়ের জন্যই ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি সাত্যকিকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার পদানুসরণে কাহাকে প্রেরণ করিব? যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্নসহকারে ভ্রাতা অর্জ্জুনের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এক্ষণে আমি এই লোকাপবাদপরিহারের নিমিত্ত মহাবীর বৃকোদরকে সাত্যকির নিকট প্রেরণ করি। অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকির প্রতিও তদ্রূপ। আমি তাঁহাকে অতি গুরুতর ভারবহনে নিয়োগ করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক বা গৌরবলাভের অভিলাষেই হউক, সাগরমধ্যগামী মকরের ন্যায় কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ঐ সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত অপরাঙ্মুখ বীরগণের তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব এক্ষণে অবসরোচিত কার্য্য অবধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট ভীমসেনকে প্রেরণ করাই আমার কর্ত্তব্য। এই ভূলে ভীমের অসাধ্য কিছুই নাই। সে একাকী স্বীয় বাহুবলে পৃথিবীর সমুদয় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। আমরা তাহার ভুজবীর্য্যপ্রভাবে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সমরে অপরাজিত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট গমন করিলে তাহারা অবশ্যই সহায়সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি ও অর্জ্জুন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ; বিশেষতঃ বাসুদেব স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করা একান্ত অনুচিত; কিন্তু আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় উৎকণ্ঠা দূর করাও আমার

অবশ্যকর্ত্তব্য; অতএব আমি ভীমসেনকে সাত্যকির পদানুসরণে প্রেরণ করি; তাহা হইলে সাত্যকির প্রতীকারবিধান করা যাইবে।

"ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি আমাকে ভীমের রথাভিমুখে লইয়া চল।' অশ্ববিদ্যাকোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমের সমীপে তাঁহার সুবর্ণখচিত রথ সমানীত করিল। যুধিষ্ঠির ভীমের সন্নিকৃষ্ট হইয়া, প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া তাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভীম! যে স্ত্রীর একমাত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছি না।' ধর্ম্মরাজ ভীমকে এই কথা বলিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। মহাবীর ভীম ধর্ম্মরাজকে একান্ত মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ। আমি আপনার এরূপ মোহ কদাচ দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। পূর্ব্বে আমরা দুঃখে অতিশয় কাতর হইলে আপনিই আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হউন এবং আজ্ঞা করুন, আমি কি করে অনুষ্ঠান করিব? এই ভূমণ্ডলে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অপূর্ণলোচনে ম্লানবদনে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভীম! যখন রোষাবিষ্ট বাসুদেবের মুখমারতে পূরিত পাঞ্চজন্যশঙ্খের নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন আজ নিশ্চয়ই তোমার অনুজ অর্জ্জুন নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান করিয়াছে এবং বাসুদেব অর্জ্জুনকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে বৃকোদর! পাণ্ডবগণ যে মহাবীরের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, যে মহাবীর বিপদ্‌কালে আমাদের প্রধান অবলম্বন, সেই মহাবলপরাক্রান্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন জয়দ্রথবধার্থ অনেকক্ষণ কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হইতেছে না; এই আমার শোকের মূল কারণ। মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোক ঘৃতপরিবর্দ্ধিত হুতাশনের ন্যায় বারংবার উদ্দীপিত হইতেছে। আমি অর্জ্জুনের বানরলাঞ্ছিত ধ্বজ দর্শন করিতেছি না বলিয়া মোহে অভিভূত হইতেছি। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সমরবিশারদ বাসুদেব অর্জ্জুনকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। মহারথ সাত্যকি অর্জ্জুনের অনুগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহার অদর্শনেও বিমোহিত হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা; যদি আমার বাক্য প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যে স্থানে ধনঞ্জয় ও সাত্যকি রহিয়াছে, তুমি সেইস্থানে গমন কর। তুমি সাত্যকিকে অর্জ্জুন অপেক্ষাও স্নেহাস্পদ বিবেচনা করিবে। সেই মহাবীর আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত নিতান্ত দুর্গম, সামান্য লোকের অগম্য, একান্ত ভয়ঙ্কর স্থানে সব্যসাচীর নিকট গমন করিয়াছে। হে বীর! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন কর; কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে নিরাপদ দেখিলে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে সঙ্কেত করিও।' "

১২৭তম অধ্যায়
ভীমের অর্জ্জুন-অনুসরণযাত্রা

সঞ্জয় কহিলেন, "ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'মহারাজ। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বর যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের আর কিছুই ভয় নাই। যাহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিতেছি। আপনি আর শোক করিবেন না। আমি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াই আপনাকে সংবাদ প্রদান করিব।'

'হে কুরুরাজ! মহাবলপরাক্রান্ত ভীম এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদগণের হস্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সমর্পণ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহাবাহো! মহারথ দ্রোণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেরূপ উপায় করিতেছেন, তাহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করা আমার যেরূপ আবশ্যক, অর্জ্জুনসমীপে গমন তদ্রূপ নহে; কিন্তু ধর্ম্মনন্দন যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি তাঁহার প্রত্যুত্তরপ্রদানে সমর্থ নহি, নিঃশঙ্কমনে তাঁহার বাক্য রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য; এক্ষণে যে স্থানে আসন্নমৃত্যু সৈন্ধব অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকির অনুসরণক্রমে তথায় প্রস্থান করিব। তুমি সাবধানে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর; তাঁহাকে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য।' মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রস্থান কর। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না।' কুণ্ডলযুগলালঙ্কৃত, অঙ্গদপরিশোভিত, তরবারিধারী মহাবীর ভীম এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ ও ধর্ম্মরাজের পাদবন্দনপূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অর্চিত, সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টবিধ মাঙ্গল্যদ্রব্য স্পর্শপূর্ব্বক কৈরাতক মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনিল অনুকূলগামী হইয়া তাঁহার বিজয়লাভ সূচিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি মনে মনে জয়লাভজনিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণখচিত মহামূল্য লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলপটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং কণ্ঠত্রাণ ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধবিভূষিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

'ইত্যবসরে পুনরায় পাঞ্চজন্যশঙ্খ ধ্বনিত হইল। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সেই ত্রৈলোক্যত্রাসন [ত্রিলোকের ত্রাসজনক] ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া পুনর্ব্বার ভীমকে কহিলেন, 'হে ভীম! ঐ দেখ, শঙ্খোত্তম পাঞ্চজন্য বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনুনাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধ হয়, ধনঞ্জয় ঘোরতর বিপদে নিপতিত হওয়াতে চক্রগদাধর বাসুদেব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন। আজ নিশ্চয়ই আর্য্যা কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বন্ধুবান্ধবগণসমভিব্যাহারে অশুভ নিমিত্ত সন্দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি অবিলম্বে অর্জ্জুনের নিকট গমন কর। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে অবলোকন না করিয়া আমি দশদিক্ শূন্যময় দেখিতেছি।’

ব্যূহপথে ভীমসহ কৌরবগণের যুদ্ধ

“হে মহারাজ! প্রবলপ্রতাপশালী ভ্রাতৃহিতনিরত মহাবীর ভীম এইরূপে বারংবার জ্যেষ্ঠসহোদরকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিনাদ ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণকে ভয়প্রদর্শন করিয়া শরাসন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে বীরগণের অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোকসারথিকর্ত্তৃক সংযোজিত, মনোমারুতগামী অশ্বসকল তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর ধনুর্জ্যা আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় সেনাদিগকে অনুকর্ষণ [আলোড়িত] ও শস্ত্রদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ যেমন ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চালেরা সোমকদিগের সহিত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃশল, চিত্রসেন, কুম্ভভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, গল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন, আপনার এই সমুদয় পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিগণসমভিব্যাহারে পরমযত্নসহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত বীরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবমান সিংহের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন করিসৈন্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে শরজালে ক্ষতবিক্ষত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। মৃগকুল যেমন অরণ্যমধ্যে শরভগর্জ্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিরদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভৈরব রব পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। এইরূপে মহাবীর ভীম সেই করিসৈন্য অতিক্রম করিয়া মহাবেগে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহার ললাটদেশে নারাচ প্রহার করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের নারাচে বিদ্ধললাট হইয়া উর্দ্ধরশ্মি ভাস্করের ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্রোণভীমের সমরসম্ভাষণ

“অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের ন্যায় এই ভীমসেনও আমার সম্মান করিবেন, এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে ভীম! আমি তোমার বিপক্ষ; আজ আমাকে পরাজয় না করিয়া তুমি কোনক্রমেই শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদিও তোমার অনুজ অর্জ্জুন আমার আদেশানুসারে সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না। তখন নির্ভীক ভীমসেন গুরু

দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধমনে আরক্তলোচনে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, 'হে ব্রহ্মবন্ধো! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর অর্জ্জুন বলনিসূদন ইন্দ্রের বল'মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন; তিনি যে তোমার আদেশানুসারে সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি তোমাকে অর্চনা করিয়া সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু আমি কৃপাপরবশ অর্জ্জুন নহি; আমি তোমার পরমশত্রু ভীমসেন। হে আচার্য্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্র। আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তোমার নিকট প্রণতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, কিন্তু আজ তুমি আমাদিগের প্রতি বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনাকে আমাদের বিপক্ষ বোধ করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বেই তোমার শত্রুর ন্যায় কার্যানুষ্ঠান করিব।' মহাবীর ভীম এই বলিয়া অন্তক যেমন কালদণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদা বিঘূর্ণনপূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সমরবিশারদ দ্রোণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন ভীম তাঁহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপ্রোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং সমীরণ যেমন প্রবলবেগে মহীরুহসমুদয় বিমর্পিত করে, তদ্রূপ তাঁহার সৈন্যগণকে মন্থন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ পুনরায় ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ব্যূহমুখে সমুপস্থিত রহিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখীন রথ সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও জয়লাভাভিলাষে তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীমকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনভ্রাতা অভয়াদি বধ

"অনন্তর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুঃশাসনপ্রেরিত শক্তি সমাগত দেখিয়া দুইখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর ভীমসেন কুম্ভভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপর কুরুকুলকীর্ত্তিবর্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করিয়া যুদ্ধে উদ্যত মহাবলপরাক্রান্ত আপনার পুত্র অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্বিমোচন—এই তিনজনকে তিনশরে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার অন্যান্য আত্মজগণ ভীমশরে প্রহৃত হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেমন ধরণীধরের উপরিভাগে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীমের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে প্রস্তরবর্ষণ করিলে যেমন পর্ব্বতের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, তদ্রূপ সেই বীরগণের বাণবর্ষণে ভীমের কিছুমাত্র ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার আত্মজ বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুবর্ম্মার প্রতি শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। আপনার পুত্র সুদর্শনও ঐ সময় ভীমশরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাবীর ভীম ক্ষণকালমধ্যে সেই সমস্ত রথসৈন্যকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীমভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথনির্ঘোষসহকারে সহসা মৃগযুথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইলেন। ভীম তাঁহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনপূর্ব্বক কৌরবগণকে শরনিকরে

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া বাহ্বাস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলশব্দ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে রথসৈন্যগণকে ভীত ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া রথীদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।”

১২৮তম অধ্যায়
ব্যূহমধ্যে দ্রোণ ভীমযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে রথসৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিবার মানসে তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দ্রোণনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিয়া মায়াবলে বলসমুদয়কে বিমোহিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহীপালগণ আপনার আত্মজগণের আদেশানুসারে মহাবেগে গমন করিয়া ভীমকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাদের উপর মহাবেগে দেবরাজনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় এক শত্রুপক্ষবিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃপ্রজ্বলিত মহাগদা স্বীয় ভীষণ রবে ধরণীমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার আত্মজদিগকে নিতান্ত ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই তেজঃপুঞ্জবিরাজিত গদা মহাবেগে নিপাতিত হইতে দেখিয়া ভৈরবরব পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। রথীসকল সেই গদার দুঃসহ শব্দশ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বীরগণ ভীমের গদাঘাতে আহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ব্যাঘ্রদর্শনে ভীত মৃগযুথের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন দুর্জ্জয় শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পতগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রমপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।

“অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ভীমসেনকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি গমন ও শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনের সহিত দ্রোণের দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য সুতীক্ষ্ণ শরনিকরদ্বারা সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্যকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া মহাবেগে পাদচারে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন এবং বৃষভ যেমন অবলীলাক্রমে বারিবর্ষণ সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে দ্রোণের শরবৃষ্টি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের রথের ঈষামুখ গ্রহণ করিয়া রথের সহিত তাঁহাকে অতিদূরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে ভীমকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক বৃহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্বচালন করিতে আরম্ভ করিল; তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম মহাবেগে কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং যেমন উদ্ধত বায়ু পাদপদল বিমর্দ্দিত করে তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয়গণকে মর্দ্দন ও নদীবেগ যেরূপ বৃক্ষসকল নিবারিত করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে নিবারিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দ্দিক্যরক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনিদ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া শার্দুল যেমন বৃষভদিগকে পরাভব করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে পরাজয় করিলেন।

ব্যূহসমীপে ভীমাগমনে অর্জ্জুনের হর্ষ

“হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধবিশারদ বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক মহাবীর সাত্যকিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরমযত্নসহকারে অর্জ্জুনদর্শনাভিলাষে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথবধার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। বর্ষাকালে জলপটল যেমন অতি গভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব তেজস্বী ভীমের সেই ঘোরতর সিংহনাদশ্রবণে তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুনযুদ্ধক্ষেত্রে ভীমপ্রবেশে যুধিষ্ঠিরের হর্ষ

“এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের সিংহনাদবণে নিতান্ত প্রীত, প্রসন্ন ও শোকশূন্য হইয়া বারংবার অর্জ্জুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমত্ত ভীমকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্যমুখে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ‘হে ভীম! তুমি গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন ও অর্জ্জুনের কুশলসংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যাহাদের উপর বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাক, তাঁহাদিগের কদাচ জয়লাভ হয় না। এক্ষণে বুঝিলাম, মহাবীর অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও মঙ্গল। আমি ভাগ্যক্রমে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন এবং আমরা যাঁহার, বাহুবল অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি, সেই অরাতিবিজয়ী অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন। যিনি একমাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সুরগণকে ও দুর্দ্ধর্ষ নিবাতকবচগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহণার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাজয় করেন, সেই অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি নিজ ভুবলে চতুর্দ্দশসহস্র কালকেয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে অস্ত্রবলে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই কিরীটসমলঙ্কৃত শ্বেতবাহন কৃষ্ণসারথি প্রিয় ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া জয়দ্রথের বধরূপ অতি দুষ্কর কার্য্যসাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে? আজ কি দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতে হইতে বাসুদেবসুরক্ষিত অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন? দুর্য্যোধন হিতানুষ্ঠাননিরত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কি অর্জ্জুনের শরে নিপতিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে? মূঢ় রাজা দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজকে নিহত ও ভীমসেনশরে ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া কি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া কি অনুতপ্ত হইবেন? একমাত্র ভীষ্মের নিপাতে আমাদিগের কি বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে? রাজা দুর্য্যোধন কি অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত সন্ধি করিবেন? হে মহারাজ! এইরূপে কৃপাপরতন্ত্র

রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে কুরুপাণ্ডবের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল।”

১২৯তম অধ্যায়
কর্ণকর্ত্তৃক ভীমের পথরোধ কর্ণপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে অবরোধ করিল? ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করে, তখন রণস্থলে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ হয় না। ভীম রথদ্বারা রথ ও কুঞ্জরদ্বারা কুঞ্জর বিনাশ করিয়া থাকে, তাঁহার সম্মুখে কে অবস্থান করিবে? তাঁহার সম্মুখীন হইতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সাহস হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কালান্তক যমোপম মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধচিত্তে তৃণদহনপ্রবৃত্ত দাবদহনের ন্যায় আমার পুত্রগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন-হিতনিরত কোন্ কোন্ বীরপুরুষ তাঁহার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যাদৃশ শঙ্কা হয়, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত তাদৃশ শঙ্কা নাই। অতএব হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্রবিনাশে প্রবৃত্ত রোষপ্রদীপ্ত ভীমসেনের সন্নিহিত হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল করিয়া তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বলপ্রদর্শন করিবার বাসনায় মহীরুহ যেমন বায়ুর পথরোধ করে তদ্রূপ তাঁহার পথরোধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহার উপর শিলানিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও শরপ্রয়োগপূর্ব্বক তৎপ্রযুক্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি যেসকল যোধগণ ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন, সেই বীরদ্বয়ের তলধ্বনিশ্রবণে তাঁহাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ভূতল ও নভোমণ্ডল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতি ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহনাদপ্রভাবে সমুদয় যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন ভূতলে নিপতিত হইল। বাহনসকল সাতিশয় ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

“ঐ সময় বহুতর ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অন্তরীক্ষ গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়সে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বিংশতিশরে ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া সত্বর পাঁচশরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে সত্বর কর্ণের প্রতি চতুঃষষ্টি সায়ক প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ভীমের প্রতি চারি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব

সায়কনিকরে ঐ সকল শর উপস্থিত না হইতে হইতেই দূর হইতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরজালদ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণশরে বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার কার্ম্মকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাঁহাকে দশশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক ভীমকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আনতপর্ব্ব তিনশরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ শরত্রয়দ্বারা উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গত্রয়সম্পন্ন মহীধরের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে ধাতুধারাস্রাবী ভূধর হইতে যেমন গৈরিকধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমের শরহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের শরজালে সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহার ধনুর্জ্যা ছেদন ও সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া বৃষসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে প্রবলপ্রতাপশালী মহাবীর ভীম কর্ণকে পরাজয় করিয়া মেঘনির্ঘোষসদৃশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদশ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বোধ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

পাণ্ডবসৈন্যগণ চারিদিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষসৈন্যগণের সেই তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমের ভীষণ সিংহনাদ সেই সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুদয় সৈন্যদিগের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মৃদুভাবে ও ভীম দৃঢ়রূপে অজিহ্মগামী শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।"

১৩০তম অধ্যায়
দ্রোণসমীপে দুর্য্যোধনের জয়োপায় প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সেনা নিপাতিত এবং অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ভীমসেন সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তব্যবিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণনিকটে গমন করিতে লাগিলেন। তাহার রথ মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগে দ্রোণসমীপে উত্তীর্ণ হইল। তখন কুরুরাজ রোষে লোহিতলোচন হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে গুরো! মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি এবং পাণ্ডবপক্ষীয় অনেক মহারথ সংগ্রামে অপরাজিত হইয়া জয়দ্রথের সমীপে গমন করিয়াছে এবং তথায় আমাদিগের প্রভূত সেনা পরাভূত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। হে মহাত্মন্! আপনি কিরূপে সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকটি পরাভূত হইলেন? ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্রশোষণের ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে সাত্যকি, অর্জ্জুন ও ভীমের হস্তে আপনার পরাজয় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আপনাকে যথোচিত নিন্দা করিতেছে। ধনুর্ব্বেদপরায়ণ দ্রোণাচার্য্য কিরূপে সমরে পরাজিত হইলেন বলিয়া আপনার উপর অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি অতিশয় মন্দভাগ্য। যখন তিনজন মহারথ আপনাকে অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়াছে, তখন এই সমরে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ সময়োচিত উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করুন।'

দুর্য্যোধনের প্রতি সতিরস্কার উপায় কথন

"দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিমিত্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশে যেরূপ ভয় হইবার সম্ভাবনা, অন্যান্য যোধগণের নিমিত্ত অগ্রবর্তী প্রদেশেও তদ্রূপ ভয়ের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রহিয়াছেন, তথায় অধিক ভয়ের আশঙ্কা হইতেছে। যাহা হউক, অর্জ্জুনের হস্ত হইতে সিন্ধুরাজের রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সাত্যকি এবং বৃকোদর সিন্ধুরাজের প্রতি গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে শকুনির বুদ্ধি শুনিয়া যে দূতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে সেই সভায় জয় অথবা পরাজয় হয় নাই; এক্ষণে আমরা এই যুদ্ধরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার ত' জয় অথবা পরাজয় লাভ হইবে? শকুনি কুরুসভায় অসংখ্য কৌরবগণের সমক্ষে পূর্ব্বে যেসকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমস্ত অক্ষ এক্ষণে তোমাদিগের তনুচ্ছিদ দুরাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে সেনাগণকে দুরোদর, শরসমুদয়কে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণস্বরূপ জ্ঞান কর। অদ্য সিন্ধুরাজকে পণ রাখিয়া শত্রুগণের সহিত আমাদের দূতক্রীড়া হইতেছে; অতএব প্রাণপণে সর্ব্বতোভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে যত্ন করা তোমাদের নিতান্ত

আবশ্যক। সিন্ধুরাজের জীবনরক্ষা ও প্রাণনাশ আমাদের জয় ও পরাজয়ের কারণ। অতএব যেখানে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই রক্ষকগণকে রক্ষা কর। আমি এইস্থানে থাকিয়া অপরাপর সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণ্ডবসৃঞ্জয়সমবেত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।

ব্যূহপথে দুর্য্যোধনসহ যুধামন্যুপ্রমুখের যুদ্ধ

"অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের বাক্যানুসারে উগ্রকর্ম্মসম্পাদনে সমুদ্যত হইয়া পদানুগসমভিব্যাহারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় চক্ররক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ঐ চক্ররক্ষকদ্বয় তাঁহার অনুগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তৎকালে মহাবীর কৃতবর্ম্মা উহাদিগকে নিবারিত করেন। এক্ষণে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঐ দুইজনকে সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমনোদ্যত অবলোকন করিয়া সত্বর তাঁহার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়প্রধান প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরদ্বয়ও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুধামন কঙ্কপত্রালঙ্কৃত ত্রিংশৎশরে দুর্য্যোধনকে, বিংশতিশরে তাঁহার সারথিকে ও চারিশরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন যুধামন্যুর শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া একবাণে তাঁহার ধ্বজ ও একবাণে ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভল্লদ্বারা সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া নিশিতশরচতুষ্টয়ে অশ্বচতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু সরোষনয়নে দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সত্বর ত্রিংশৎ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; উত্তমৌজাও রোষিত হইয়া হেমবিভূষিত শরনিকরে কুরুরাজের সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন উত্তমৌজার পাষ্ণিসারথি ও অশ্বচতুষ্টয় সংহার করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজা এইরূপে হতাশ ও হতসারথি হইয়া অবিলম্বে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণপূর্ব্বক শরজালে দুর্য্যোধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ উত্তমৌজার শরে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ঐ সময় যুধামন্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগপূর্ব্বক কুরুরাজের তূণীর ও শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অশ্বসারথিবিবর্জিত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চালদেশীয় বীরদ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা অরাতিজেতা ক্রুদ্ধ কুরুরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দুর্য্যোধন গদাপ্রহারে তাঁহাদিগের সেই হেমমণ্ডিত রথ, অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত প্রোথিত করিয়া অবিলম্বে মদ্ররাজরথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্রদ্বয়ও অন্য দুই রথে আরূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।"

১৩১তম অধ্যায়
ভীমকর্ণসমর-কর্ণপলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এদিকে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে সমুদয় বীরগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে, অরণ্যে মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্তদ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপে মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থী ভীমসেনসমীপে সমুপস্থিত হইলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়। অর্জ্জুনরথের পাশে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ও কর্ণের কিরূপ সংগ্রাম হইল? রাধানন্দন ভীমসেনকর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াও কি কারণে পুনরায় তাহার নিকট যুদ্ধার্থ আগমন করিল? আর ভীমসেনই বা কি করিয়া সেই প্রসিদ্ধ মহারথ সূতপুত্রের অভিমুখগমনে প্রবৃত্ত হইল? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্দ্ধর কর্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করে না। কর্ণের ভয়ে তাহার শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৃকোদর কিরূপে সেই রথীশ্রেষ্ঠ সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিল; অর্জ্জুনের রথাভিমুখে কর্ণ ও ভীমের কিরূপ সংগ্রাম হইল? পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট ভীমসেনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়াছে এবং অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন পাণ্ডবকে বিনষ্ট করিব না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমের সহিত সংগ্রাম করিল? ভীমই বা কর্ণের পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মূঢ় দুর্য্যোধন নিরন্তর আশা করিয়া থাকে যে, কর্ণ সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজিত করিবে। ফলতঃ দুর্য্যোধন কেবল কর্ণের উপর নির্ভর করিয়াই জয়াশা করিয়া থাকে, সেই কর্ণ কিরূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আমার পুত্রগণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, যে বীর একরথে সসাগরা পৃথিবী পরাজিত করিয়াছে, যে ধনুর্দ্ধর সহজকবচ ও কুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভীমসেন সেই মহাবীর কর্ণকর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত অসংখ্য অপকার স্মরণ করিয়াও কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল? যাহা হউক, এক্ষণে বীরদ্বয়ের কিরূপ যুদ্ধ ও কাহারই বা জয়লাভ হইল, তৎসমুদয় আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নররাজ! ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক জলধর যেমন বৃষ্টিদ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে পাণ্ডুতনয়! তুমি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনদর্শনমানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুন্তীপুত্রের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছ? পলায়ন করিও না; এই স্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আমার প্রতি শরবর্ষণ কর।' মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই প্রকার আহ্বানশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধমণ্ডলাকারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বর্মধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথযুদ্ধে সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ভীমসেনের সরল শরজালে

সমাচ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদর প্রথমতঃ কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিয়া বিবাদ শেষ করিবার মানসে কর্ণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্রমায়াপ্রভাবে মত্তদ্বিরদগামী ভীমসেনের শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র রীতিমত যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি, সমরে আচার্য্যের ন্যায় পর্য্যটন ও হাস্যপূর্ব্বক ক্রোধপূর্ণ বৃকোদরকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্য সহ্য করিতে না পারিয়া, যুধ্যমান বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের উপরে যেমন অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে বৎসদন্তসমুদয় নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় সুপুঙ্খ সুশাণিত একবিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের কনকজালজড়িত পবনসদৃশ বেগবান্ অশ্বগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণজাল বর্ষণপূর্ব্বক নিমেষার্দ্ধমধ্যে বৃকোদরকে সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে চতুঃষষ্টিশরে ভীমের সুদৃঢ় কবচ ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী নারাচাস্ত্রে তাঁহাকে আহত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর সেই কর্ণকার্মুকনিঃসৃত শরসমুদয় লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার সহিত প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কর্ণের আশীবিষোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হয়েন নাই। পরিশেষে তিনি নিশিত সুতীক্ষ্ণ দ্বাত্রিংশৎ ভল্লদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; কর্ণও অবলীলাক্রমে শরবর্ষণ করিয়া জয়দ্রথবধাভিলাষী মহাবাহু ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপ্রেরিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল শব্দায়মান বিহঙ্গকুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। রথীপ্রধান রাধেয় এইরূপ শলভকুলসমাচ্ছন্নের ন্যায় ভীমসেনের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর বহুবিধ ভল্লদ্বারা তাঁহার সেই শরজাল অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ পুনরায় শরবর্ষণদ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরজালে সমাবৃত হইয়া শলভসমাচ্ছন্ন শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবাকর যেমন আপনার রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কর্ণনিক্ষিপ্ত শরনিকর অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণচাপচ্যুত হেমপুঙ্খ শিলাধৌত শরজালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হওয়াতে তিনি বসন্তকালীন বহুকুসুমশোভিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে নয়নদ্বয় উদ্বর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র ভীমের শরে বিদ্ধ হইয়া তীব্রবিষ আশীবিষসমাবৃত শ্বেতভূধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন চতুর্দ্দশবাণে কর্ণের বর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাঁহার চাপচ্ছেদন, অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ ও সারথিকে সংহার করিয়া অর্করশ্মিসমপ্রভ নারাচসমুদয়ে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূর্যের কিরণজাল যেমন জলধরপটল ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমনির্মুক্ত নারাচনিকর কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে পতিত হইল। হে মহারাজ! পুরুষাভিমানী কর্ণ এইরূপে ভীমসেনের শরাঘাতে ছিন্নচাপ বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বর অন্য রথে পলায়ন করিলেন।”

১৩২তম অধ্যায়
পুনর্ব্বার ভীমকর্ণের ভীষণ যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যে কর্ণের উপর আমার পুত্রগণের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন সেই কর্ণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া কি বলিল? মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ করিল এবং মহাবীর কর্ণই বা সমরাঙ্গনে ভীমসেনকে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবলোকন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণপূর্ব্বক বাতোচ্চূত মহার্ণবের ন্যায় ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্রেরা কর্ণকে রোষপরবশ অবলোকন করিয়া ভীমকে হুতাশনমুখে আহুত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রাধেয় অতি ভীষণ জ্যানিঃস্বন ও করতলশব্দ করিয়া ভীমের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পুনরায় সূতপুত্রের সহিত ভীমের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরস্পরবধার্থী ঐ বীরদ্বয় ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া কোপান্বিত ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায়, শীঘ্রগামী শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় এবং সংক্রুদ্ধ শরভদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

“হে মহারাজ! পূর্ব্বে দূতক্রীড়া, বনবাস, বিরাটনগরে অবস্থান ও বহুরত্নপূর্ণ রাজ্য অপহরণ জন্য পাণ্ডবগণের যে দুঃখ হইয়াছিল, আপনি পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সপত্রা তপস্বিনী কুন্তীকে যে দগ্ধ করিতে সঙ্কল্প ও নিরন্তর পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দুরাত্মা তনয়েরা সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দুঃশাসন দ্রুপদতনয়ার যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবেরা ‘কৃষ্ণে! তোমার ষণ্ডতিলসদৃশ স্বামীরা নিহত হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর’ বলিয়া যে আপনার সমক্ষেই দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা কৃষ্ণাকে যে দাসীভাবে উপভোগ করিতে বাসনা ও পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণাজিনধারী হইয়া যে বনে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্রোধভরে শূন্যহৃদয় বিপন্নপাণ্ডবগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, ঐ সময় সেই সমুদয় বৃত্তান্ত ভীমসেনের মনে উদিত হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল অবধি যে যে দুঃখ পাইয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ বৃহদ্ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক প্রাণপণে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং রাধেয়ের রথাভিমুখে ভাস্বর, শাণিত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক দিবাকরের করজাল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া অতি সত্বর স্বীয় শরনিকরদ্বারা ভীমসেনের শরজাল ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত নয়শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় রাধেয়শরে নিবারিত হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমরসমুৎসুক মত্তমাতঙ্গবিক্রম পাণ্ডুনন্দনকে বেগে সমাগত দেখিয়া তাহার প্রত্যুদগমন করিলেন এবং শতভেরীসমনিঃস্বন শঙ্খ প্রাধ্মাপিত করিয়া

পরমাহ্লাদে ভীমসেনের সৈন্যসমুদয় বিক্ষোভিত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমবেত স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরনিকরে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় হংসসন্নিভ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাঁহার ঋক্ষসবর্ণ [ভল্লুকের তুল্য বর্ণ] কৃষ্ণাশ্বগণকে সম্মিলিত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবসৈন্যমধ্যে মহা হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই বীরদ্বয়ের বায়ুবেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ একত্রিত হইয়া গগণমণ্ডলস্থ সিতাসিত [শুক্ল ও কৃষ্ণ] মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

"হে রাজন! ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় মহারথেরা কর্ণ ও বৃকোদরকে ক্রোধে অতিমাত্র আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সমরাঙ্গন যমরাজের রাজধানীর ন্যায় অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। মহারথীগণ সেই জনতামধ্যে ঐ বীরদ্বয়ের কাহারও জয়পরাজয় স্থির করিতে পারিলেন না; কেবল ঐ বীরদ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্রযুদ্ধ করিতেছেন, এইমাত্র অবলোকন করিলেন। তখন সেই অরাতিনিপাতন মহারথদ্বয় পরস্পরের বধার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি বাণবর্ষণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঙ্কপত্রবিভূষিতের [প্রদীপিতের] সুবর্ণময় শরনিকরদ্বারা গগনমণ্ডল উল্কাবিভাসিতের ন্যায় ও শরৎকালীন সরসমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ভীমসেনকে কর্ণের সহিত সমরে সম্মিলিত দেখিয়া তাঁহাকে অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া দৃঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য অশ্ব, নর ও হস্তিসমুদয় বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাঁহাদিগের নিপাতনে অসংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিসকল নিহত হইলে তাহাদিগের মৃতদেহে ক্ষণকালের মধ্যে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।"

১৩৩তম অধ্যায়
ভীমকর্ণযুদ্ধ-কর্ণপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীম লঘুবিক্রম কর্ণের সহিত যখন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। যে কর্ণ সর্ব্বশস্ত্রধারী, সমরে উদ্যত যক্ষ, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত অমরগণকে নিবারণ করিতে পারে, সে ভীমকে কেন পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না? যাহা হউক, ঐ বীরদ্বয়ের প্রাণসংশয়কর যুদ্ধ কিরূপ হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর। আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় তাহাদের উভয়েরই আয়ত্ত। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্য লাভ করিয়া সমরে সাত্যকি ও বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু আমি কর্ণকে ভীমশরে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া মোহে নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। এক্ষণে আমার পুত্রের দুর্নীতি প্রভাবেই কৌরবগণ কালকবলে নিপতিত

হইতেছেন। কর্ণ পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যতবার যুদ্ধ করিয়াছেন, ততবারই পরাজিত হইয়াছেন।

অমরগণসমবেত সুররাজ ইন্দ্রও যে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে না। মধুলাভার্থী যেমন বৃক্ষে আরোহণকালে আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না, তদ্রূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধর্ম্মরাজের ধন গ্রহণ করিয়া আত্মবিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ কৈতবপরতন্ত্র দুরাত্মা শঠতাপূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত বোধ করিয়া সতত তাহাদের অবমাননা করিয়া থাকে; আমিও পুত্রবাৎসল্যে একান্ত অভিভূত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছি। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির অনেকবার সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আমার আত্মজগণ তাহাকে যুদ্ধে অশক্ত বোধ করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়। তুমি কহিলে, মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বের সেই সমস্ত দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও ভীম পরস্পরের বধসাধনে সমুদ্যত হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অরণ্যমধ্যে কুঞ্জরযুগলের ন্যায় পরস্পরবধার্থী মহাবীর ভীম ও কর্ণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক রোষপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগসম্পন্ন, প্রসন্নমুখ, ত্রিংশৎশরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিনশরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথির প্রাণ সংহারপূর্ব্বক রথ হইতে তাঁহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কর্ণ তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত কনকবৈদূর্য্যসমলঙ্কৃত দণ্ডসম্পন্ন, কালশক্তির ন্যায় প্রাণান্তকর এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধানপূর্ব্বক বজ্রের ন্যায় ভীমের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনপ্রমুখ আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অনল ও সূর্য্যপ্রভ নির্মোকনির্মুক্ত ভীষণ ভুজগসদৃশ সেই কর্ণভুজনির্মুক্ত সুদারুণ শক্তি সাতশরে নভোমণ্ডলেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণের জীবনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ক্রোধভরে তাঁহার উপর স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত যমদণ্ডোপম শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন নতপর্ব্ব নয়বাণে সেই কর্ণাবমুক্ত শরসমুদয় ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

“হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা কখন গাভীলাভার্থী মত্ত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় চীৎকার, কখন আমিষলোলুপ শার্দুলযুগলের ন্যায় তর্জ্জনগর্জ্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে উদ্যত, কখন পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভদ্বয়ের ন্যায় সক্রোধনয়নে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন সমাগত হইয়া পরস্পরের উপর দশনপ্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষকষায়িতলোচনে পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হাস্য, কখন ভৎর্সনা ও কখন বা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের কার্মুকমুষ্টিদেশ ছেদন ও ধবলকায় অশ্বসকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া

সারথিকে রথোপস্থ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমশরে হতাশ্ব, হতসারথি ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

"হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে একান্ত বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া কম্পিতকলেবরে ক্রোধভরে দুর্জ্জয়কে কহিলেন, "হে দুর্জ্জয়! ঐ দেখ, অগ্রে ভীম কর্ণকে শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্যার্থ অবিলম্বে গমনপূর্ব্বক শ্মশ্রুশূন্য ভীমকে বিনাশ কর।' তখন আপনার আত্মজ দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমকে নয়, ভীমের অশ্বগণকে আট ও সারথিকে ছয়বাণে নিপীড়িত করিয়া তিনশরে তাহার কেতু বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন ভীম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শরনিকরদ্বারা দুর্জ্জয়ের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথির সহিত যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ দুঃখিতমনে অবিরল বাষ্পকুললোচনে সেই দিব্যাভরণভূষিত, ক্ষিতিতলে নিপতিত, ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুণ্ঠমান দুর্জ্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই প্রবল বৈরী কর্ণকে রথশূন্য করিয়া হাস্যমুখে শতঘ্নীতে যেমন শঙ্কু বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণের গাত্রে শনিকর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহারথ কর্ণ ভীমের সায়কসমূহে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়াও তৎকালে রোষপরবশ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিলেন না।"

১৩৪তম অধ্যায়
ভীমকর্ণের তুমুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ ভীমসেনের ভীষণ শরপ্রভাবে পুনরায় রথশূন্য ও পরাজিত হইয়া সত্বর অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন মিলিত হইয়া বিশাল দশনাগ্রদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় আকর্ণাকৃষ্ট শরনিকর। পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি শরনিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া পুনরায় শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহাকে প্রথমতঃ দশশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক এক শাণিতসায়কে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম যেমন অঙ্কুশদ্বারা হস্তীকে ও কশাঘারা অশ্বকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ত্রিষষ্টিসায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।

"এইরূপে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনশরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িতলোচনে সৃক্কণীলেহনপূর্ব্বক ভীমের সংহারার্থ ইন্দ্রনির্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সর্ব্বদেহবিদারণক্ষম একবাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিচিত্রপুঙ্খ শিলীমুখ কর্ণের কার্ম্মুক হইতে নির্মুক্ত হইয়া ভীমের দেহ ভেদপূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অবিচারিতমনে এক চতুর্হস্তপরিমিত, ষট্‌কোণসম্পন্ন, সুবর্ণমণ্ডিত, অশনিসদৃশ, গুরুতর

গদা গ্রহণপূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই গদাঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন; তৎপরে শরনিকরে তাঁহার সারথিকে সংহারপূর্ব্বক ক্ষুরদ্বারা ধ্বজছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্বহীন সারথিহীন ও ধ্বজশূন্য রথপরিত্যাগ করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে রথশূন্য হইয়াও শরনিবারণে উদ্যত দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

কর্ণসাহায্যকারী দুর্ম্মুখবধ-কর্ণপলায়ন

"ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ম্মুখকে কহিলেন, 'হে দুর্ম্মুখ! ভীমসেন কর্ণকে রথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে উহাকে রথে আরোপিত কর।' দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সত্বর কর্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক ভীমকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; তখন মহাবীর ভীম দুর্ম্মুখকে কর্ণের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে সৃক্কণীলেহন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শরপ্রয়োগপূর্ব্বক কর্ণকে নিবারণ করিয়া, অবিলম্বে দুর্ম্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব সুমুখ নয়বাণে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ বিনষ্ট হইলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় শোভামান হইলেন এবং দুর্ম্মুখকে শোণিতলিপ্তকলেবর, ভিন্নমর্ম্ম ও ধরাসনে শয়ান অবলোকনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া অপূর্ণলোচনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমনিক্ষিপ্ত রুধিরপায়ী হেমচিত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ নারাচসমুদয় দশদি উল্লসিত করিয়া তাঁহার কবচ ভেদ ও শোণিতপানপূর্ব্বক ভূতলে প্রবেশপূর্ব্বক, বিলমধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত উরগসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর কর্ণ অবিচারিতচিত্তে সুবর্ণখচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ নারাচদ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত নারাচ ভীমের দক্ষিণভুজ ভেদ করিয়া, পক্ষিগণ যেমন কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। দিনকর অস্তগত হইলে তাঁহার ভাস্বর অংশুজাল যেরূপ শোভাপ্রাপ্ত হয়, সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত নারাচনিকর ধরাতলে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ঐ সকল মর্ম্মভেদী নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া জলধারাস্রাবী অচলের ন্যায় অনবরত রুধিরক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পতগরাজ গরুড়ের তুল্য বেগশালী তিনশরে কর্ণকে এবং সাতশরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশাঃ কর্ণ ভীমের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া সমর পরিহারপূর্ব্বক বেগগামী তুরঙ্গসমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম সুবর্ণখচিত শরাসন বিস্ফারিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন।"

১৩৫তম অধ্যায়

ভীমহস্তে কর্ণপরাজয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ত্রাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! অকিঞ্চিত্বর পুরুষকারে ধিক! আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে ভীমের শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবীমধ্যে আর কেহই নাই, আমি এই কথা দুর্য্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। মন্দবুদ্ধিপরায়ণ দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিল, ‘কর্ণ মহাবলপরাক্রান্ত, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লমশূন্য; তিনি আমার সহায় হইলে হতবীর্য্য বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরগণও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি করিতেছে? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা দুর্য্যোধন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একান্ত অপটু একমাত্র দুর্মুখকে হুতাশনমুখে পতঙ্গের ন্যায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ ও কৃপ—ইহারা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়া ভীমের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন না। ইঁহারা সেই কালান্তকমসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ক্রুর ব্যবসায় অবগত হইয়া কি নিমিত্ত তাহার রোষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন? কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুরবিজয়ী সুররাজের ন্যায় ভীমসেন তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে। অতএব ভীমকে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্জয়কে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, বজ্রপ্রহারে উদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন অসুরের ন্যায় কে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? মনুষ্য কৃতান্তনিকেতনে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধপরায়ণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সমস্ত অল্পতেজঃসম্পন্ন মনুষ্যেরা বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণসমক্ষে সভামধ্যে আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃশাসন দুর্য্যোধনের সহিত তাহা স্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, ‘আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব।’ কিন্তু সে এক্ষণে ভীমের বাহুবলে কর্ণকে পরাজিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যানবিষয় স্মরণ করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে স্বদোষে ভ্রাতৃগণকে ভীমসেনশরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ জীবিতলাভার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে? বোধ হয়, মনুষ্য বাড়বানলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ রোষপরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণসংশয় হইয়া উঠিয়াছে।”

ভীমহস্তে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্ম্মর্ষণাদি বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য যেমন হিতকর ঔষধপানে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়, তদ্রূপ আপনিও সুহৃদগণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। হে নরোত্তম! আপনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্জ্জয় কালকূট পান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোদ্ধৃগণ সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আনুপূর্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

'অনন্তর আপনার আত্মজ দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয়—এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয়দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শলভশ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশদি সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেবরূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্ম্মর্ষণপ্রমুখ আপনার আত্মজগণকে ভীমের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত সুতীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বর কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক ভীমের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই দুর্ম্মর্ষণপ্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতাকে অশ্ব ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুসুমসুশোভিত পাদপদল যেমন সমীরণপ্রভাবে ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা সারথিদিগের সহিত গতাসু হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার আত্মজগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র কর্ণ ভীমের নিশিতশরে নিবারিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; ভীমও রোষারুণলোচনে শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

১৩৬তম অধ্যায়
ভীমকর্ণের পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ-কর্ণপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আত্মজগণকে ভীমশরে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ও আত্মরক্ষায় হতাশ হইলেন এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ নিহত হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে আপনাকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক রোষপরবশ হইয়া সসম্ভ্রমে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততিসায়কে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই কর্ণনির্ম্মুক্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহার উপর আনতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় সুতীক্ষ্ণ পাঁচবাণে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া একভল্লে তাঁহার

শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শরজালে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে কর্ণের সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার হাস্যমুখে তাঁহার স্বর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ কর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে গদাগ্রহণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই কর্ণনির্ম্মুক্ত গদা আগমন করিতে দেখিয়া সসৈন্যসমক্ষে শরনিকরে নিবারণপূর্ব্বক কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অজস্র সহস্র সহস্র শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ শতজালদ্বারা ভীমের শরনিকর নিরাশ করিয়া অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সৈন্যগণসমক্ষে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

কর্ণসাহায্যকারী চিত্রাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবধ

"তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্ণের প্রতি নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ শর কর্ণের কবচ ও দক্ষিণভুজ ভেদ করিয়া পন্নগগণ যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা যত্নবান্ হইয়া সত্বর কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হও। হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিয়ায়ুধ ও চিত্রবর্ম্মা—ইঁহারা জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শরবর্ষণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহারা উপস্থিত না হইতে হইতেই তাঁহাদিগকে এক এক শরে বিনাশ করিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বাতভগ্ন মহীরুহের ন্যায় সমরভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার মহারথ পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিদুরের সেই সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীরদ্বয় স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরজালে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিনকরকরজালসংবলিত জলধরযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া প্রভাভাস্বর নিশিত ষট্‌ত্রিংশৎ ভল্লদ্বারা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সূতপুত্র কর্ণও আনতপর্ব্ব পঞ্চাশৎশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রক্তচন্দনচর্চিত বীরদ্বয় শরব্রণাঙ্কিত [বাণাঘাতজনিত ক্ষতযুক্ত] ও শোণিতসিক্তকলেবর হইয়া উদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন ও দেহরুধিরোক্ষিত হওয়াতে তাঁহারা নির্ম্মোকমুক্ত উরগদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

"অনন্তর সেই বীরদ্বয় দশনপ্রহারে সমুদ্যত ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শস্ত্রপ্রহার ও জলধারাবর্ষী জলধরযুগলের ন্যায় পরস্পরের উপর অনবরত শরধারা বিসর্জিত করিতে লাগিলেন এবং মাতঙ্গদ্বয় যেমন বিশাল দশনদ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা সায়ক বর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা

কখন সিংহনাদ, কখন শরবর্ষণ, কখন ক্রীড়া, কখন রোষকষায়িতলোচনে পরস্পরকে অবলোকন ও কখন বা রথদ্বারা মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহসদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত বীরদ্বয় গাভীলাভার্থ সমুৎসুক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গভীর নিনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্র ও বৈরোচনের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিদ্যুদ্দামসম্বলিত অম্বুদের ন্যায় সমরাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বারিধারাসদৃশ সুপুঙ্খ শরনিকরদ্বারা পর্ব্বতসদৃশ কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কার্মুকনিঃস্বন অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ভীমের সেই অদ্ভুত বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম, অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্ররক্ষকদ্বয়কে আনন্দিত করিয়া কর্ণের সহিত অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমের অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীর্য্য ও ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন।”

১৩৭তম অধ্যায়

কর্ণ-ভীমযুদ্ধ শত্রুঞ্জয়াদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মত্তমাতঙ্গ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ মহারথ রাধেয় ভীমসেনের জ্যানিনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণকাল ভীমসেনের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া বৃকোদরশরে নিপাতিত আপনার পুত্রগণকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিমনায়মান ও দুঃখিত হইলে এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় ভীমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া ক্ষিপ্তরশ্মি ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দিবাকরের করজালের ন্যায় কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ময়ূরপুচ্ছবিভূষিত, রাধেয়বিসৃষ্ট শরসকল ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিল। তখন কর্ণচাপচ্যুত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংসসমুদয়ের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যে, বাণসকল চাপ, ধ্বজ, ছত্র, ঈষামুখ ও রথের ন্যায় উপকরণ হইতে বহির্গত হইতেছে। এইরূপে মহাবীর রাধেয় বেগবান্ সুবর্ণময় শরসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন; কিন্তু মহাবল বৃকোদর তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া নয়বাণে সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত অন্তসদৃশ শরজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া শাণিত বিংশতিশরে রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। প্রথমে কর্ণ শরজালে ভীমসেনকে যেরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীমসেন তাঁহাকে সেইরূপ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় বীরসকল ও চারণগণ ভীমসেনের বিক্রমদর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ, জয়দ্রথ ও উত্তমৌজা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও অর্জ্জুন—এই দশজন মহারথ ভীমকে

ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্নিবন্ধন সমরস্থলে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

"হে কুরুরাজ! তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন অতি সত্বর মহাধনুর্ধর সহোদরগণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা শীঘ্র কর্ণের রক্ষণে যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বৃকোদরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। নচেৎ ভীমনির্মুক্ত শরনিকর রাধানন্দনকে সংহার করিবে। তখন আপনার সাত পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে ক্রোধভরে ভীমাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মান্তে জলধর যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে আবৃত করে, তদ্রূপ তাঁহারা বৃকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন সুধাংশুকে পীড়িত করে, তদ্রূপ সেই সপ্ত মহারথ ভীমকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া দৃঢ়তর মুষ্টিসুশোভিত শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীরগণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের দেহ হইতে প্রাণ নিষ্কাষিত করিয়াই যেন সূর্য্যরশ্মিসদৃশ সাত শর সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত কনকমণ্ডিত শাণিত শরসকল তাঁহাদিগের হৃদয় বিদারণ ও শোণিতপানপূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত ও আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া ব্যোমচারী বহুসংখ্যক গরুড়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আপনার পুত্রেরাও ভিন্নহৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পতনসময়ে বোধ হইল যেন, গিরিসানুসমুৎপন্ন বনস্পতি গজভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! এইরূপে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ—আপনার এই সাত পুত্র নিপাতিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডবপ্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত বৃকোদর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বিকর্ণ! আমি তোমাদিগের শতভ্রাতাকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালননিবন্ধনই আজ তুমি নিহত হইলে। তুমি আমাদিগের, বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনে একান্ত তৎপর। হে ভ্রাতঃ! তুমি যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, এই মনে করিয়া ন্যায়ানুসারে রণস্থলে আগমন করিয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা ন্যায়ানুগত নহে।'

"হে কুরুরাজ! ভীমসেন এইরূপে রাধেয়সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্ধর ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনাকে জয়শালী বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সুমহান্ বাদিত্র শব্দ করিয়া ভ্রাতার সিংহনাদ সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির মহাবীর বৃকোদরের সঙ্কেতশ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া শস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এদিকে রাজা দুর্য্যোধন একত্রিংশৎ সহোদরকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সার্থক হইতেছে। মহারাজ দুর্য্যোধন এই প্রকার চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

"হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও দুরাত্মা কর্ণ দ্যূতক্রীড়াকালে সভামধ্যে পাঞ্চালীকে সমানীত করিয়া সমস্ত পাণ্ডুপুত্রের, কৌরবগণের ও আপনার সমক্ষে কৃষ্ণাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট ও চিরনরকগামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। এক্ষণে সেই পরুষবাক্যের ফলোদয়কাল সমুপস্থিত

হইয়াছে। আপনার পুত্রেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণকে ষণ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাক্য বলিয়া তাহাদের মনে যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেন ত্রয়োদশ বৎসরের পর সেই ক্রোধাগ্নি উদ্গিরণপূর্ব্বক আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতেছেন। মহাত্মা বিদুর অনেক বিলাপ করিয়াও আপনাকে শান্তিপক্ষ অবলম্বন করাইতে সমর্থ হয়েন নাই; এক্ষণে আপনি পুত্রের সহিত সেই ক্ষত্তার বাক্যলঙ্ঘনের ফলভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্ত্বার্থদর্শী হইয়াও দৈববিড়ম্বনাবশতঃ সুহৃদের হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে শোক সংবরণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনিই স্বীয় দুর্নীতিনিবন্ধন আপনার পুত্রগণের বিনাশহেতু হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবলপরাক্রান্ত বিকর্ণ ও চিত্রসেনপ্রমুখ আপনার যে যে মহারথ পুত্রেরা ভীমের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে গমন করিয়াছেন। আপনার নিমিত্তই আমাকে মহাবীর ভীমসেন ও কর্ণের শরে সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে নিপাতিত অবলোকন করিতে হইল।”

১৩৮তম অধ্যায়
পুনঃ পুনঃ ভীম কর্ণসমর-কৌরবপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! বোধ করি, এক্ষণে আমারই সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত চিন্তা করা নিতান্ত অনাবশ্যক, এই মনে করিয়া বিগত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি; তুমি আমার দুর্নীতিনিবন্ধন যে মহান্ বীরক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তব্‌ত্তান্ত বর্ণন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ ও ভীম উভয়ে বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমনামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরসমুদয় কর্ণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণনির্মুক্ত ময়ূরপুচ্ছলাঞ্ছিত অসংখ্য শরও বৃকোদরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ মহাবীরদ্বয়ের শরসমুদয় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধসমুদ্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় শরাসননির্মুক্ত আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকরে কৌরবসৈন্যসমুদয়কে বিনাশ, করিতে লাগিলেন। বায়ুভগ্ন বনস্পতিসমুদয়ের ন্যায় তীক্ষ্ণশরনিপাতিত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র কৌরবসৈন্য ভীমের শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া, ‘একি আশ্চর্য্য ব্যাপার!' এই বলিতে বলিতে সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণও ঐ সময় বিমোহিতপ্রায় হইয়া স্বপক্ষ অসংখ্য কৌরবসৈন্য সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট সিন্ধু, সৌবীর ও কৌরবসৈন্যসমুদয় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের শরে উৎসারিত ও অশ্বগজবিহীন হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল এবং কহিতে লাগিল, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবতারা পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন, নতুবা কর্ণ ও ভীমসেনের শরে আমাদিগেরই বলক্ষয় হইবে কেন? হে মহারাজ! আপনার সেই ভয়ার্ত্ত

সেনাসমুদয় এই বলিতে বলিতে সেই বীরদ্বয়ের শরনিপাতের পথ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক দূরে গমন করিয়া সমরদর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিল।

"ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রুধিরে সমরাঙ্গনে শূরগণের হর্ষবৰ্দ্ধন, ভীরুগণের ত্রাসজনক এক ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইল। নিহত অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও তাঁহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অনুকর্ষ, পতাকা, রথভূষণ, চক্র, অক্ষ ও কূবরবিহীন রথ, গভীরনিঃস্বন সুবর্ণচিত্রিত শরাসন, সুবর্ণপুঙ্খ বাণ, নির্ম্মোকমুক্ত পন্নগসদৃশ প্রাস, তোমর, খড়্গ ও পরশু, সুবর্ণময় গদা, মুষল ও পট্টিশ এবং বিবিধাকার হীরক, শক্তি, পরিঘ ও বিচিত্র শতঘ্নীতে সমরাঙ্গন পরিব্যাপ্ত হইল। শরনিকরসংছিন্ন রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুলিবেষ্টন, চূড়ামণি ও উষ্ণীষ, স্বর্ণালঙ্কার, তনুত্রাণ, তলত্র, গ্রৈবেয়, বস্ত্র, ছত্র, ব্যজন এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও নরগণের কলেবর ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে সমরভূমি গ্রহসমুদয়সমাকীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সংগ্রামদর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহাবীরদ্বয়ের অচিন্ত্যনীয় ও অমানুষিক কাৰ্য্যদর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হুতাশন যেমন বায়ুসহায় হইয়া কমধ্যে বিচরণপূৰ্ব্বক উহা অনায়াসে দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন কর্ণসমভিব্যাহারে সৈন্যমধ্যে বিচরণপূৰ্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। গজদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন নলবন বিমৰ্দ্দন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে মর্পিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীম ও কর্ণ অসংখ্য সৈন্য বিমৰ্পিত করিতে লাগিলেন।"

১৩৯তম অধ্যায়
ভীম-কর্ণের পুনঃ সমর – কর্ণনিপীড়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ তিনবাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভিদ্যমান অচলের ন্যায় কিঞ্চিৎমাত্রও ব্যথিত হইলেন না, তিনি তৈলধৌত নিশিত কর্ণিদ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ ভেদপূর্ব্বক অম্বরস্খলিত সূর্য্যজ্যোতির ন্যায় তাহার সুচারু কুণ্ডল ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অম্লানমুখে অন্য ভল্লদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ললাটদেশে আশীবিষোপম দশ নারাচ প্রয়োগ করিলেন। সর্পগণ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমনিক্ষিপ্ত নারাচনিকর সূতপুত্রের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্ব্বে মস্তকে নীলোৎপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পাইতেন, এক্ষণে ললাটবিদ্ধ নারাচদ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে ভীমের শরে গাঢ়বিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথকূবর অবলম্বনপূর্ব্বক নয়নদ্বয় নির্মীলিত করিয়া রহিলেন এবং অল্পকালমধ্যে পুনরায় চৈতন্যলাভপূর্ব্বক ক্রোধভরে মহাবেগে ভীমসেনের রথাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর গৃধ্রপক্ষবিশিষ্ট শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বলবীর্য্যের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে অনাদরপূর্ব্বক তাঁহার উপর উগ্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কর্ণও রোষপরবশ হইয়া নয়শরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

“এইরূপে সেই শালসদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীরদ্বয় প্রতিচিকীর্ষাপরতন্ত্র হইয়া বারিধারাবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় বিবিধ শরজাল বর্ষণ ও তলশব্দ প্রয়োগ করিয়া পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্রদ্বারা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ অবিলম্বে সেই ছিন্নচাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে কৌরব, সৌবীর ও সৈন্ধব সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম্ম, ধ্বজ ও শস্ত্রদ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দ্দিকে গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক সরোষনয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত ময়ূখমালী [কিরণশালী] দিনকরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ কলেবর ভীমের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাবৃত সূর্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি যে কোন সময় শরসমূহ গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জন করিতেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইত না। তিনি দুইহস্তে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার ভীষণ শরনিকর হুতাশনচক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার কার্মুকনিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া সমুদয় দিক, বিদিক ও সূর্য্যপ্রভা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অধিরথনন্দন কর্ণ পুনরায় সুবর্ণভূষিত শিলাধৌত, গৃধ্রপক্ষযুক্ত, বেগবান বাণ বর্ষণ

করিতে লাগিলেন। সেই সুবর্ণনির্ম্মিত শরজাল নিরন্তর ভীমসেনের রথে পতিত হইল। ঐ সমুদয় শর আকাশপথে গমনসময়ে শলভসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি এরূপ লঘূহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, ঐ শরসকল এক দীর্ঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সায়কবর্ষণে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ সৈন্য সামন্তসমভিব্যাহারে বৃকোদরের বলবীর্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর উদ্ধৃত সাগরসদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ মণ্ডলীকৃত ইন্দ্রায়ুধসদৃশ শরাসন হইতে সুবর্ণপুঞ্জ শরজাল বিনির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন নভোমণ্ডলে মালা লম্বমান রহিয়াছে।

"তখন মহাবীর কর্ণের আকাশে উত্থিত শরজাল ভীমসেনের শরে আহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীমসেন ও কর্ণের কনকপুঙ্খ, সরলগামী অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ শরজালে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল তখন প্রভাকরের প্রভানাশ ও সমীরণের গতিরোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ মহাত্মা বৃকোদরের বলবীর্য্য অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে অসংখ্যশরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন; ভীমসেনও তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীরদ্বয়বিসৃষ্ট শরনিকর সমীরণের ন্যায় পরস্পর সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল। সেই শরনিকরের সঙ্ঘর্ষণে নভোমণ্ডলে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম সমধিক পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শরদ্বারা অন্তরীক্ষে কর্ণনিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া, তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষপ্রদীপ্ত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের গোধানির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চটাচট শব্দ সমুত্থিত হইল। ভয়ঙ্কর তলশব্দ, সিংহনাদ, রথঘর্ঘর রব ও জ্যাশব্দে সমরভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্যান্য যোদ্ধারা পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শনমানসে সংগ্রামে বিরত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক কর্ণের অস্ত্রসমুদয় নিবারণ করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণও ভীমের শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি আশীবিষসদৃশ নয় নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন নয়বাণে নভোমণ্ডলে সেই নয় নারাচ ছেদনপূর্ব্বক কর্ণকে "থাক থাক' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্রোধভরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ডসদৃশ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ কর্ণ সেই ভীমবিসৃষ্ট শর উপস্থিত না হইতে হইতেই হাস্যমুখে তিনশরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশপূর্ব্বক

নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় ঐ সমস্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে ভীমের তূণীর, ধনুর্জ্যা এবং অশ্বগণের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া সারথিকে পাঁচশরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি কর্ণশরে সমাহত হইয়া সত্বর তথা হইতে মহাবীর যুধামন্যুর রথে গমন করিল।

"তখন কালানলসন্নিভ মহাবীর কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ভীমের ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া এক কনকসমলঙ্কৃত শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মিত্রার্থে সংগ্রামপ্রবৃত্ত সূতনন্দন সেই মহোল্কাসদৃশ মহাশক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশশরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মৃত্যু ও জয়ের অন্যতর লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এক সুবর্ণখচিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যকশরে সেই চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে সত্বর কর্ণের রথাভিমুখে ভয়ঙ্কর অসি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত অসি কর্ণের জ্যাসমবেত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অম্বরতলপরিভ্রষ্ট রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কর্ণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় হাস্য করিয়া এক সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন শত্রুবিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ রুক্মপুঙ্খ সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ভীমের বিশৃঙ্খল যুদ্ধে কর্ণের কটূক্তি

"মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী ভীমের অসাধারণ কার্য্য অবলোকনপূর্ব্বক রথে লীন হইয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। ভীম তাঁহাকে রথমধ্যে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ধ্বজ গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব ও চারণগণ ভীমকে পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গ সংহার করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে কর্ণকে বিনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ভীম আপনার রথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কর্ণসন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও রোষভরে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত ভীমের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরদ্বয় সমবেত হইয়া পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলপটলের ন্যায় তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শস্ত্রবিহীন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুননিপাতিত পর্ব্বতোপম করিসৈন্য অবলোকনপূর্ব্বক, কর্ণ রথ লইয়া কদাচ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না, এই ভাবিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রথদুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আর প্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় হনুমান যেমন মহৌষধিসম্পন্ন গন্ধমাদন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয়শরাহত এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ বিশিখজালে সেই হস্তী ছিন্নভিন্ন করিয়া

ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্র, অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু রণস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তৎসমুদয়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ নিশিতশরনিকরে ভীমনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"অনন্তর ভীম কর্ণকে সংহার করিবার বাসনায় বজ্রসার সুদারুণ মুষ্টি উদ্যত করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও অর্জ্জুনের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎকালে সূতপুত্রকে সংহার করিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণসংহার করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়া ধনুষ্কোটিদ্বারা ভীমের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ কর্ণের কার্ম্মুক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "হে তুবরক! তুমি মূঢ়, উদরপরায়ণ, সংগ্রামকাতর ও বালক। তুমি অস্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র অবগত নহ; রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যে স্থানে বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই যোগ্য। তুমি অরণ্যমধ্যে পুষ্প ও ফলমূল আহার করিয়া ব্রত ও নিয়মপ্রতিপালনে অভ্যস্ত; যুদ্ধ করা তোমার কার্য্য নহে। মুনিব্রত ও যুদ্ধ পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে বৃকোদর! তুমি বনবাসনিরত। অতএব রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করা তোমার বিধেয়। তুমি আহারের নিমিত্ত স্বীয় গৃহে সুদ, ভৃত্য ও দাসগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাড়না করিতে পার; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে। তুমি মুনিজনের ন্যায় বনে গমনপূর্ব্বক ফল আহরণ কর। ফলমূলাহার ও অতিথিসৎকারই তোমার উপযুক্ত কার্য্য; শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে।'

"হে মহারাজ! সূতপুত্র ভীমসেনকে এইরূপ উপহাস করিয়া, তিনি বাল্যাবস্থায় যে সকল অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সেই রণক্লান্ত বৃকোদরকে ধনুষ্কোটিদ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'ওহে ভীম! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা তোমার বিধেয় নহে। আমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এইরূপ এবং অন্যরূপ অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিদ্যমান আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক, তোমার যুদ্ধে প্রয়োজন কি? অবিলম্বে গৃহে গমন কর।'

"মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মূঢ় কর্ণ! আমি তোমাকে অনেকবার পরাজিত করিয়াছি। তবে কেন তুমি. বৃথা, আত্মশ্লাঘা করিতেছ? পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে দুষ্কুলোদ্ভব! তুমি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে আজই আমি সমস্ত রাজগণসমক্ষে মহাবলপরাক্রান্ত বৃহৎকায় কীচকের ন্যায় তোমাকে সংহার করিব।' তখন মতিমান্ কর্ণ ভীমের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধরসমক্ষে মল্লযুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইলেন।

ভীমনিন্দায় ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের কর্ণ-আক্রমণ

“হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে রথবিহীন করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা আরম্ভ করিলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন কেশবের বাক্যানুসারে কর্ণের উপর শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থবিসৃষ্ট, কনকসমলঙ্কৃত, গাণ্ডীববিনির্গত, ভুজঙ্গাকার শরসমুদয় ক্রৌঞ্চপর্ব্বতগামী হংসের ন্যায় কর্ণের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভীম ইতিপূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অর্জ্জুনশরে দৃঢ়তর আহত হইয়া রথারোহণে সত্বর ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন; মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে ভ্রাতা সব্যসাচীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধারুণলচনে অতি সত্বর কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলের। গাণ্ডীবনির্মুক্ত নারাচ ভুজগললালুপ গরুড়ের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উপর পতনোন্মুখ হইল। ঐ সময় মহারথ অশ্বত্থমা ধনঞ্জয়হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় মহাবীর শরদ্বারা আকাশমার্গেই সেই নারাচ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া চতুঃষষ্টিশরে দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “হে দ্রোণতনয়! পলায়ন না করিয়া ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর’, শরনিপীড়িত অশ্বত্থমা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ না করিয়া সত্বর মত্তমাতঙ্গসমাকীর্ণ রণসঙ্কুল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত কৌন্তেয় গাণ্ডীবনির্ঘোষে অন্যান্য সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্মুকের নিঃস্বন তিরোহিত করিয়া পশ্চাদ্ভাগে অনতিদূরে প্রস্থিত অশ্বত্থমাকে শরনকিরে ত্রাসিত করিয়া কঙ্কপত্রালঙ্কৃত নারাচসমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের দেহ বিদারণপূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।”

১৪০তম অধ্যায়
সাত্যকিকর্ত্তৃক অলম্বুষনৃপতিবধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত যশঃ ক্ষীণ এবং বহুসংখ্যক যোদ্ধা যোদ্ধা বিপক্ষশরে নিহত হইতেছে। অতএব বোধ হয়, দৈব আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা ও কর্ণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সুরগণেরও অপ্রবেশ্য কৌরবসৈন্যমধ্যে রোষভরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রভূতবলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনিপ্রবীর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকানল আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথপ্রমুখ মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে নিপতিত বোধ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার নেত্রগোচর হইয়া কিরূপে প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইবেন? আমার বোধ হইতেছে যেন, সিন্ধুরাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সাহায্যার্থ নলিনীদলপ্রমার্থী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরবসৈন্যসকল সংক্ষোভিত করিয়া ক্রোধভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি কিরূপে সংগ্রাম করিলেন?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর মহারথ সাত্যকি কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত পুরুষপ্রবীর বৃকোদরকে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক ক্রোধে শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে বিকম্পিত করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন রজতের ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বসমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অমর্ষপূর্ণ, সমরে অপরাঙ্মুখ, শরাসন ও সুবর্ণবর্মধারী মহারাজ অলম্বুষ সেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ সাত্যকিকে লক্ষ্য করিয়া দশ শর পরিত্যাগ করিলে তিনি তৎসময় উপস্থিত না হইতে হইতেই শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলম্বুষ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পুনরায় অগ্নিকল্প সুতীক্ষ্ণ সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। ঐ শরত্রয় সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে অলম্বুষ অগ্নি ও অনিলসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন অতিভাস্বর শরত্রয়ে সাত্যকির দেহ ভেদ করিয়া চারিবাণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধবলকায় চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

“অনন্তর চক্রধরসদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি মহাবেগসম্পন্ন চারিশরে অলম্বুষের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন; পরে কালানলসন্নিভ ভল্লদ্বারা অলম্বষের সারথির কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশিপ্রকাশ বদনমণ্ডল কলেবর হইতে পৃথক করিয়া

ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে যদুকুলতিলক সাত্যকি মহারাজ অলম্বষকে বিনাশ করিয়া কৌরবসৈন্যগণকে নিবারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনসন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোদুগ্ধ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ, সুবর্ণজালজড়িত, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাঁহার অভিলাষানুসারে তাঁহাকে ইতস্ততঃ বহন করিতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজগণ ও যোধসকল যোদ্ধৃপ্রধান দুঃশাসনকে সম্মুখীন করিয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সাত্যকিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন; মহাবীর সাত্যকিও অগ্নিকল্প শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সত্বর দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।”

১৪১তম অধ্যায়
যুদ্ধজয়ী সাত্যকির অর্জ্জুন-অভিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন সুবর্ণধ্বজসম্পন্ন ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ সেই শিনিবংশাবতংস সাত্যকিকে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে দুঃশাসনের রথাভিমুখে সমুদ্যত ও অসীম কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে রথসমুদয় দ্বারা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া নিবারণপূর্ব্বক শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী অসি, শক্তি ও গদাসঙ্কুল, তলনিঃস্বনপূর্ণ, অপার জলধিসদৃশ সেই মহাসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে ত্রিগর্ত্তদেশীয় পঞ্চাশৎ রাজপুত্রকে পরাজিত করিলেন। মহাবীর সাত্যকির এমনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতি দেখিলাম যে, তাঁহাকে পশ্চিমদিকে অবলোকন করিয়া পুর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পুনরায় তিনি নয়নপথে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই মহাবীর সাত্যকি একাকী শতরথীর ন্যায় মুহুর্তকাল মধ্যে নৃত্য করিয়াই যেন সমস্ত দিগ্বিদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্তসেনারা সিংহবিক্রান্ত সাত্যকির দ্রুতগতিদর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বজনসমীপে প্রস্থান করিল। তখন শূরসেনদেশীয় প্রধানতম বীরগণ অঙ্কুশদ্বারা যেমন মত্তমাতঙ্গকে নিবারণ করে, তদ্রূপ সাত্যকিকে শরনিপীড়িত করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম সাত্যকি মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুরতিক্রমণীয় কলিঙ্গদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। সন্তরণক্লান্ত ব্যক্তি স্থলভাগ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, সাত্যকি পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন।

“মহাত্মা কেশব সাত্যকিকে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, ‘পার্থ! ঐ তোমার পদানুসারী শৈনেয় আগমন করিতেছে। ঐ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণাধিক প্রিয়সখা। উনি পুরুষ সমস্ত যোদ্ধৃগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া পরাজিত করিয়াছেন। উনি কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণের প্রতি ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছেন, উহার শরপ্রভাবে দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পরাজিত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজের হিতসাধনে নিরত। উনি সৈন্যমধ্যে বহুতর যোধগণকে নিপাতিত করিয়া

অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক সৈন্যসমুদয় ভেদ করিয়া দ্রোণাচার্য্যপ্রমুখ বহুতর মহারথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কৌরবদলে উহার সদৃশ যোদ্ধা কেহই নাই। সিংহ যেমন গোযূথ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর অসংখ্য কুরুসৈন্য বিনাশ করিয়া তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ইঁহার প্রভাবেই অসংখ্য নরপতিদিগের পঙ্কজসদৃশ বদনমণ্ডলে বসুধা সমাকীর্ণ হইয়াছে। উনি জলসন্ধকে বিনষ্ট, দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে পরাজিত এবং কৌরবগণকে সংহারপূর্ব্বক শোণিতনদী প্রবাহিত করিয়া এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।'

"মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ সাত্যকিবিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না, সন্দেহ। সাত্যকির উপর ধর্ম্মরাজের রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল; তবে উনি কিরূপে আমার নিকট আগমন করিতেছেন? অতএব বোধ হয়, ধর্ম্মরাজ দ্রোণকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন এবং জয়দ্রথবধেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। হে কেশব! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্ম্মরাজের তত্ত্বাবধারণ ও সাত্যকিকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এদিকে দিবাকর প্রায় অস্তাচলশিখরে গমন করিতেছেন, জয়দ্রথকে শীঘ্র বিনাশ করিতে হইবে। হে মাধব! সম্প্রতি মহাবাহু সাত্যকির শরসকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বয়ং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে; কিন্তু সহায়সম্পন্ন ভূরিশ্রবা এখনও শ্রান্ত হয় নাই। সাত্যকি কি উহার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবেন? মহাতেজস্বী সত্যবিক্রম সাত্যকি কি সমুদ্রপার হইয়া গোষ্পদে অবসন্ন হইবেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজের এ কি বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিতেছি। তিনি দ্রোণাচার্য্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়া সাত্যকিকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষগ্রহণার্থী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সতত ধর্ম্মরাজের গ্রহণে অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কুশলবিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিতেছে।"

১৪২তম অধ্যায়
ভূরিশ্রবার সাত্যকি আক্রমণ-ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভূরিশ্রবা যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে শৈনেয়! আজ ভাগ্যক্রমে তুমি আমার নেত্রগোচর হইয়াছ। আমি এক্ষণে রণস্থলে চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিব, সন্দেহ নাই। যদি তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে প্রাণসত্ত্বে কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি সতত শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক; আজ আমি তোমার প্রাণসংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আনন্দিত করিব। আজ মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবেত হইয়া তোমাকে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিবেন। তুমি যাহার আদেশানুসারে সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজ তোমাকে আমার শরজালে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইবেন। আজ তুমি নিহত ও রুধিরোক্ষিকলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন আমার বিক্রমের সম্যক পরিচয় লাভ করিবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত সংগ্রামে সমাগম আমার চিরপ্রার্থনীয়। পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে দানবরাজ বলির সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল তদ্রূপ আজ তোমার সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, তুমি আমার বল, বীর্য্য ও পৌরুষ সম্যক অবগত হইবে। আজ তুমি রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিতের ন্যায় শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া যমরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলাপদর্শনে উৎসাহশূন্য হইয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। আজি আমি তোমাকে নিশিতসায়কে সংহার করিয়া তোমার শরনিহত বীরবর্গের রমণীগণকে আনন্দিত করিব। হে মাধব! তুমি সিংহের নয়নপথে নিপতিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় আমার নেত্রগোচর হইয়াছ; আর তোমার নিস্তার নাই।

“হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, “হে কৌরবেয়! আমি যুদ্ধে ভীত নহি। কেবল বাক্যদ্বারা আমাকে ভয় প্রদর্শন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কৌরব! যে আমাকে অস্ত্রশূন্য করিবে, সেই আমাকে সংহার করিতে পারিবে এবং যে আমাকে বিনাশ করিবে, সেই চিরকাল অপ্রতিহতগতি হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন কি? তুমি যাহা কহিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত কর। তোমার এই আস্ফালন শরৎকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল; উহা শ্রবণ করিয়া আমি হাস্যসংবরণে অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগের চিরপ্রার্থিত যুদ্ধ উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যগ্র হইতেছে। রে নরাধম! আজি আমি তোমাকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।’

“হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজস্বী স্পর্দ্ধাশীল বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি কটুক্তিপ্রয়োগপূর্ব্বক করিণীগ্রহণার্থ রোষাবিষ্ট মদোৎকটী মাতঙ্গযুগলের ন্যায় ক্রুদ্ধমনে পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ

করে, তদ্রূপ অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অনবরত শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরবর্ষণপূর্ব্বক সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক উপস্থিত না হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন শার্দুলদ্বয় নখদ্বারা ও কুঞ্জরদ্বয় দন্তদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও রথ, শক্তি ও বিশিখজালদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের কলেবর ছিন্নভিন্ন ও গাত্র হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন।

সাত্যকিরক্ষার্থ পার্থের প্রতি কৃষ্ণের ইঙ্গিত

"অনন্তর সেই ব্রহ্মলোকপুরস্কৃত [দেববন্দিত] বীরযুগল মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিবার বাসনায় যূথপতি মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণসমক্ষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমরদর্শী, মনুষ্যেরা করিণীগ্রহণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত যুথপতি কুঞ্জরযুগলের ন্যায় তাঁহাদের সেই ঘোরতর যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব বিনষ্ট ও কার্মুকচ্ছেদন করিয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসিযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একত্র সমবেত হইলেন এবং অতি বৃহৎ বিচিত্র ঋষভচর্ম্মনির্মিত চর্ম্ম গ্রহণ ও কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই বিচিত্র বর্ম্ম ও কনকাঙ্গদধারী বীরদ্বয় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উদভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ক্রোধভরে পরস্পরকে অসিপ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া আশ্চর্য্য বল্‌গন এবং শিক্ষালাঘব ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় সেনাগণসমক্ষে পরস্পরকে কিয়ৎক্ষণ প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই বিস্তীর্ণবক্ষা, দীর্ঘ ভুজযুগলসম্পন্ন, বাহুযুদ্ধকুশল বীরদ্বয় পরস্পরের অসি ও শতচন্দ্রক-সমলঙ্কৃত চর্ম্ম ছেদনপূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং লৌহময় অর্গতুল্য বাহুযুগলদ্বারা পরস্পরের বাহুবেষ্টন করিয়া ভুবন্ধন ও ভজমোক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহাদের শিক্ষাবলসন্দর্শনে পরমপরিতুষ্ট হইলেন। তখন সেই বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে যেমন মাতঙ্গদ্বয় বিষাণাগ্রদ্বারা এবং ঋষভদ্বয় শৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহারা কখন ভুবন্ধন, কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অঙ্কুশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদবেষ্টন, কখন ভূতলে উদ্ভ্রমণ, কখন গত প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পতন, উত্থান ও প্রদানপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎক্রিয়াবিশেষসম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুনশরে ভূরিশ্রবার বাহুকর্ত্তন

“ঐ সময় মহাবীর সাত্যকির আয়ুধসমুদয় অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি রথশূন্য হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। সাত্যকি তোমার পশ্চাদভাগে কৌরবসৈন্যগণকে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা উহাকে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ উঁহার সম্মুখীন হইয়াছেন; ইহা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।’ ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রোধাবিষ্ট ভূরিশ্রবা রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সাত্যকিকে আঘাত করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি অতি দুরূহ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য; উঁহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তোমার নিমিত্তই এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব উনি যাহাতে ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী না হয়েন, শীঘ্র তাহার চেষ্টা কর।’ তখন ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে বাসুদেবকে কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বনমধ্যে মত্তমাতঙ্গের সহিত যূথপতি পশুরাজের যেরূপ ক্রীড়া হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে।’

“হে ভরতকুলতিলক! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভূরিশ্রবা আঘাতদ্বারা সাত্যকিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সিংহ যেমন কুঞ্জরকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি দণ্ডদ্বারাচালিত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধারী ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, “হে মহাবাহো! ঐ দেখ অন্ধকশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার ধনুবশবর্ত্তী হইয়াছেন। উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্বিদ্যায় তোমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন; কিন্তু আজ ভূরিশ্রবা উঁহাকে পরাভব করাতে উঁহার সত্যবিক্রম নাম ব্যর্থ হইতেছে।’ মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভূরিশ্রবাকে ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক কহিলেন, ‘কুরুকুলকীর্ত্তিবর্ধন ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিকে বিনাশ না করিয়া, মৃগেন্দ্র যেমন অরণ্যমধ্যে মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম।’ মহাবীর অর্জ্জুন মনে মনে ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, ‘হে মাধব! আমি নিয়ত সিন্ধুরাজকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিমিত্ত ভূরিশ্রবা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়েন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি সাত্যকির রক্ষার্থ এই দুরূহ কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম।’ মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া গাণ্ডীবশরাসনে নিশিত ক্ষুর সংযোজনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই অর্জ্জুনবিসৃষ্ট দারুণ ক্ষুর আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় ভূরিশ্রবার অঙ্গদসুশোভিত খড়্গসমবেত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল।”

১৪৩তম অধ্যায়
ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার অর্জ্জুনতিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদমণ্ডিত সখড়্গ ভুজদণ্ড অদৃশ্য অর্জ্জুনের শরে নিকৃত্ত হইয়া জীবলোকের দুঃসহ দুঃখ উৎপাদনপূর্ব্বক পঞ্চাস্য উরগের ন্যায় মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভূরিশ্রবা আপনাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! আমি অনন্যমনে কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলাম, সেই অবস্থায় তুমি আমার বাহুচ্ছেদন করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার বধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি তাঁহাকে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবাকে সাত্যকিবধরূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সংহার করিয়াছি; হে ধনঞ্জয়! তুমি যে প্রকারে আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, ঐরূপে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান্ রুদ্র কিংবা মহাবীর দ্রোণ অথবা মহাত্মা কৃপাচার্য্য তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন? তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা অস্ত্রধর্ম্ম সমধিক অবগত আছ, তবে কি বুঝিয়া তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিলে? সাধুলোকেরা প্রমত্ত, ভীত, রথশূন্য, প্রার্থনাপরতন্ত্র ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করেন না; কিন্তু তুমি এই নীচাচরিত নিতান্ত দুষ্কর পাপকর্মে কিরূপে প্রবৃত্ত হইলে? আর্য্য ব্যক্তি অনায়াসেই সকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; কিন্তু অসৎকার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। হে মহাত্মন! মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যের সহবাসে কালযাপন করে, অবিলম্বে তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমাতেই সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে। দেখ, তুমি রাজবংশে, বিশেষতঃ কুরুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; তুমি অতি সুশীল ও ব্রতপরায়ণ; কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্মের বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে, কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত; এরূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে পার্থ! বাসুদেবের সহিত যাঁহার সখ্যভাব নাই, এমন কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে অর্জ্জুন! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতঃই নিন্দনীয়; তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্যানুষ্ঠান করে। তুমি কিরূপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও?'

"হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবাকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মনুষ্য জরাজীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে আমাকে যেসকল কথা কহিলে, তৎসমুদয়ই নিরর্থক। তুমি কৃষ্ণকে ও আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি সংগ্রামধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রানুশাসনলঙ্ঘনে পরাঙ্মুখ হইয়া কি নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিব? তুমি ইহা অবগত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদেরই বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। হে মহারাজ! রণস্থলে আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদিগকে কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে রাজা

সুরক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগেরই নিমিত্ত নিতান্ত দুষ্কর প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও দক্ষিণবাহুস্বরূপ। যদি তাঁহাকে নিহন্যমান দেখিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই কারণে সাত্যকিকে রক্ষা করিয়াছি; অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা রোষাবিষ্ট হইতেছ? হে রাজন! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার করচ্ছেদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ নিন্দনীয় নহি। আমি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমাকুল, সিংহনাদবহুল, অতি গভীর সৈন্যসাগরমধ্যে কখন কবচকম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্জা আকর্ষণ ও কখন বা শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভীষণ সমরসাগরে একমাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই মনে করিয়া তৎকালে আমি বিস্ময়বিচলিত হইয়াছিলাম। হে মহাবীর! সমরপারদর্শী সাত্যকি একাকী অসংখ্য মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক শ্রান্ত, শ্রান্তবাহন, শস্ত্রনিপীড়িত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তুমি কিরূপে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে? তুমি খড়্গদ্বারা সাত্যকির শিরচ্ছেদন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে; সুতরাং আমায় তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্তি আত্মীয়কে তদ্রূপ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে সমুদ্যত হইয়াছিলে; অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

বাহুচ্ছেদে নির্ব্বিণ্ণ ভূরিশ্রবার যোগাবলম্বন

"হে মহারাজ! মহাযশস্বী যূপকেতু [যূপদ্বারা চিহ্নিত রথ] ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোকগমনাভিলাষে সব্যহস্তে [বামকরে] শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম সমর্পণ, সূর্য্যে দৃষ্টিসন্নিবেশ ও চন্দ্রে মনঃসমাধানপূর্ব্বক মহোপনিষদ ধ্যান করিয়া যোগারূঢ় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন সমুদয় সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিন্দা এবং পুরুষভ ভূরিশ্রবাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিন্দাবাদশ্রবণে কিছুমাত্র কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন না; ভূরিশ্রবাও প্রশংসিত হইয়া অণুমাত্রও আহ্লাদিত হইলেন না। হে রাজ! ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অক্রুদ্ধমনে গর্বিতবচনে ভূরিশ্রবাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে যূপকেতো। আমাদের পক্ষীয় যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে কেহই রিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিব। আমার এই মহাব্রতের বিষয় সমুদয় ক্ষত্রিয়গণই অবগত আছেন। অতএব ইহা বিচার করিয়া আমাকে নিন্দা করা কর্ত্তব্য। যথার্থ ধর্ম্ম না জানিয়া অন্যকে নিন্দা করা কদাপি বিধেয় নহে; আমি যে তোমাকে প্রভূত অস্ত্রশস্ত্রসহকারে অস্ত্রহীন সাত্যকির

প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহা অধর্ম্মসঙ্গত নহে; কিন্তু বল দেখি, রথ, বর্ম ও শস্ত্রবিহীন বালক অভিমন্যুকে নিহত করা কি ধার্মিকজনের প্রশংসনীয় কার্য্য হইয়াছে? হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মস্তকদ্বারা ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক ধনঞ্জয় ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বাহুচ্ছেদন করিয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সব্যহস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণভূজ গ্রহণ ও তাঁহাকে প্রদান করিয়া অধোমুখে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণাদেশে ভূরিশ্রবার সদ্গতি

"তখন অর্জ্জুন ভূরিশ্রবাকে কহিলেন, "হে শল্যাগ্রজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেইরূপ প্রীতি আছে। অতএব আমি মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে কহিতেছি যে উশীনরতনয় শিবিরাজ যে পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই স্থানে গমন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ভূরিশ্রবা! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্রযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ আমার যেসকল স্থান প্রার্থনা করেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক আমার সমান হইয়া গরুড়কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত হও।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার কবল হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া অর্জ্জুনশরে ছিন্নহস্ত, ছিন্নশুণ্ড গজের ন্যায় উপবিষ্ট, নিরপরাধ মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন করিবার বাসনায় খড়্‌গ গ্রহণ করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য উচ্চস্বরে তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীমসেন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ বারংবার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু মহাবীর সাত্যকি কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া খড়্গাঘাতে সেই প্রায়োপবিষ্ট সংযমী ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনাহত ভূরিশ্রবাকে নিধন করিলেন বলিয়া কেহই তাঁহার প্রশংসা করিল না। তখন, দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ দেবরাজসদৃশ ভূরিশ্রবাকে যুদ্ধে প্রায়োপবেশনানন্তর নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিকপুরুষেরা কহিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই; ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; অতএব আমাদিগের রোষপরবশ হওয়া বিধেয় নহে। ক্রোধ মানবগণের দুঃখের প্রধান কারণ। ভগবান্ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার বিনাশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধ্য, এ বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।'

"তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধভরে কুরুবংশীয়দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে ধর্ম্মকঞ্চুকধারী অধার্মিক কৌরবগণ! তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমাকে ভূরিশ্রবার বিনাশে বারংবার নিষেধ করিয়া ধার্মিকতা প্রকাশ করিতেছিলে; কিন্তু অতিবালক অস্ত্রহীন সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে নিহত করিবার সময় তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল; আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে আমাকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিবে, সে মুনিব্রতাবলম্বী হইলেও আমি তাহাকে বিনাশ করিব। যাহা হউক, তোমরা আমাকে অচ্ছিন্নবাহু ও প্রতিঘাতে যত্নবান দেখিয়াও

মৃতজ্ঞান করিয়া আপনাদের নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরবপ্রধান যোদ্ধৃগণ! ভূরিশ্রবাকে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন আমার প্রতি স্নেহপ্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উহার খড়্গযুক্ত বাহুচ্ছেদন করিয়া কেবল আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাগ্যে যাহা থাকে, দৈবই তারা সংঘটন করিয়া দেন। এই সমরাঙ্গনে ভূরিশ্রবাকে নিধন করায় আমার কি অধর্ম্মাচরণ হইয়াছে? মহাকবি বাল্মীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোককে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সকল কালেই অসামান্য যত্নসহকারে অরাতিগণের ক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।'

"হে কুরুরাজ! মহাবীর সাত্যকি এইরূপ কহিলে পর সমস্ত পাণ্ডব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অধ্বর [যজ্ঞাচরণে পবিত্র] মহাযয়স্বী, অরণ্যগত তপোধনসদৃশ, ভূরিসুবর্ণপ্রদ [বহু স্বর্ণদাতা] মহা ভূরিশ্রবার বধে কেহই আহ্লাদিত হইলেন না। মহাবীর ভূরিশ্রবার সুনীল কেশকলাপসমলঙ্কৃত কপোতনেত্রসদৃশ লোহিতনয়নযুক্ত ছিন্নমস্তক সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া অশ্বমেধযজ্ঞভূমিস্থিত পবিত্র অশ্বের ছিন্নমস্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা এইরূপে সমরাঙ্গনে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া দেহপরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।"

১৪৪তম অধ্যায়
সাত্যকি-ভূরিশ্রবার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনায়াসে সৈন্যসাগর সমুত্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মা যাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রবা কিরূপে তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলে অনায়াসে আপনার সন্দেহভঞ্জন হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরন্দরসদৃশ পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ ও নহুষের পুত্র দেবতুল্য রাজর্ষি যযাতি। দেবযানীর গর্ভে যযাতিরাজের যদুনামে পুত্র সমুৎপন্ন হয়েন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার বংশে দেবমীঢ়নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ শূর। শুরের পুত্র মহাযশস্বী বসুদেব। মহাপরাক্রান্ত শূর ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী ও যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য ছিলেন। তাঁহারই বংশে শিনিনামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ংবরসময়ে মহাবীর শিনি সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া দেবকীনন্দিনীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর বসুদেবের সহিত দেবকীর পরিণয়সম্পাদনমানসে তাঁহাকে আপনার রথে আরোপিত করিয়া গৃহগমনে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী সোমদত্ত শিনির এই কার্য্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সেই বীরদ্বয়ের অতি

অদ্ভুত বাহুযুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখ্য ভূপালসমক্ষে বলপূর্ব্বক সোমদত্তকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তরবারি উদ্যত করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক 'তুমি জীবিত থাক' এই বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

"হে কুরুরাজ! মহাবধীর সোমদত্ত শিনির নিকট সেইরূপ আঘাতিত হইয়া অমর্ষিতচিত্তে ভগবান্ ভূতনাথের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাতা মহাদেব সোমদত্তের ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, 'হে ভগবন্! আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি, যে অসংখ্য মহীপালসমক্ষে সমরাঙ্গনে শিনির পুত্র বা পৌত্রকে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে।' ভগবান ভূতপতি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণান্তর 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সোমদত্ত সেই বরপ্রভাবে ঐ ভূরিশ্রবানামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ভূরিশ্রবা মহাদেবের বরপ্রভাবেই সমস্ত নরপতিগণসমক্ষে সমরক্ষেত্রে সাত্যকিকে পতিত ও পদাহত করিলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদয়ই আপনার কর্ণগোচর করিলাম।

বৃষ্ণিবংশের প্রশংসা

"হে কুরুকুলতিলক! সাত্যকিকে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। বৃষিবংশীয়েরা সমরাঙ্গনে লব্ধলক্ষ্য হইয়া নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। উঁহারা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের বিজেতা এবং কখন বিস্মিত হয়েন না। উঁহারা স্বীয় বাহুবলেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন, অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উঁহাদিগের তুল্য বলবান্ ব্যক্তি কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, হইবেও না এবং এক্ষণেও হইতেছে না। উঁহারা জ্ঞাতিদিগকে অবজ্ঞা করেন না এবং নিয়ত বৃদ্ধগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসেরাও বৃষ্ণিদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। উঁহারা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিদিগের দ্রব্যে অভিলাষী নহেন। আপদ উপস্থিত হইলে যে কেহ তাঁহাদিগকে রক্ষয়িতা হয় তাঁহারা কদাপি পরদ্রব্যে অভিলাষ করেন না। ঐ সত্যবাদী, ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠাননিরত [সন্ধ্যাবন্দনাদিতে প্রযত্ন] মহাত্মারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বিপদকালে সমর্থ ব্যক্তিদিগকেও দীনবোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবপরায়ণ, দাতা ও নিরহঙ্কার; তন্নিবন্ধন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের চক্র সতত অপ্রতিহত থাকে। হে রাজন! যদি কেহ ভূধরবহনে অথবা জলজন্তু পূর্ণ মহার্ণব সন্তরণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বৃষিবীরগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। হে প্রভো! আপনার যে বিষয়ে সংশয় ছিল, তদ্বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহা হউক, আপনার দুর্নীতিনিবন্ধই এইরূপ ঘটিতেছে।"

১৪৫তম অধ্যায়

জয়দ্রথবধে অর্জ্জুনের সত্বরতা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা তদবস্থ হইয়া নিহত হইলে পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্‌বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা পরলোকগমন করিলে পর মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, ‘হে হৃষীকেশ! তুমি অবিলম্বে জয়দ্রথসমীপে রথসঞ্চালন করিয়া আমাকে সফলপ্রতিজ্ঞ [প্রতিজ্ঞাপালক] কর। হে মহাবাহো! দিবাকর সত্বর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমাকে অবিলম্বে এই জয়দ্রথবধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও প্রাণপণে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব যাহাতে আমি দিবাকর অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে জয়দ্রথকে বিনাশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা করিয়া অসঞ্চালন কর ’ তখন অশ্বলক্ষণবিৎ মহাবাহু কেশব অবিলম্বে জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজতপ্রতিম তুরঙ্গমগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং সিন্ধুরাজ অমোঘাস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়কে শরসদৃশ বেগশীল অশ্বসমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে প্রদীপ্তনেত্রে তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনপ্রতিরোধে দুর্য্যোধনের অধ্যবসায়

“হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়দ্রথরথের প্রতি গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, “হে কর্ণ! এক্ষণে অর্জ্জুনের সেই যুদ্ধসময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট হয়, পরাক্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার চেষ্টা কর। দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; শরনিকরে অরাতির বিঘ্নবিধান করিতে আরম্ভ কর। দিনক্ষয় হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব। সূর্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে অর্জ্জুন বিফলপ্রতিজ্ঞ [প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট] হইয়া অবশ্যই অনলে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে উহার সহোদরেরা অনুগামিগণসমভিব্যাহারে এক মুহূর্ত্তও অর্জ্জুনশূন্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে আমরা এই সসাগরা ধরিত্রী নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিব। আজ কিরীটী দৈবপ্রভাবে বিপরীত বুদ্ধি হইয়া, কার্য্যাকার্য্যবিবেচনা না করিয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি জীবিত থাকিতে অর্জ্জুন কিরূপে সূর্যের অস্তগমনসময়মধ্যেই সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট করিবে? আমি, মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন, আমরা সকলে মহাবীর জয়দ্রথকে রক্ষা করিলে অর্জ্জুন কিরূপে উঁহার বিনাশে সমর্থ হইবে? একে বহুসংখ্যক বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আবার দিবাকর প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথের বধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। হে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমাকে এবং অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ ও অন্যান্য বীরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অসামান্য যত্নসহকারে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

“হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “হে রাজা মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন শরজালে বারংবার আমার কলেবর ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান করিতেছি। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

তাহার শরনিকরে একান্ত সন্তপ্ত ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার নিমিত্তই আমি প্রাণধারণ করিয়া আছি; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে সংহার করিতে না পারে, সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি সমরাঙ্গনে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। হে কুরুরাজ! হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র ভক্তিপরায়ণ লোকে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, আমিও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু জয়পরাজয় দৈবায়ত্ত। আজ আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যারপরনাই যত্ন করিব। আজ সৈন্যগণ আমার ও অর্জ্জুনের লোমহর্ষণ অতি দারুণ যুদ্ধ অবলোকন করুক।'

জয়দ্রথবধার্থী অর্জ্জুনের কৌরবাক্রমণ

"হে মহারাজ! তাহারা উভয়ে এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর অর্জ্জুন আপনার সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিশিতভল্লদ্বারা সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণের অর্গলতুল্য করিশুসদৃশ ভুজদণ্ড ও মস্তকসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বগ্রীবা, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষসকল ছেদন করিয়া রুধিরলিপ্তকলেবর, প্রাসতোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুরদ্বারা দুই-তিনখণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ তাঁহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর ও মস্তকসকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হুতাশন যেমন প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন শরানলে কৌরবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া অনতিকালমধ্যে ধরণীতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবলপরাক্রান্ত, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সত্যবিক্রম অর্জ্জুন এইরূপে আপনার পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে সংহার করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম ও সাত্যকিকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে তদবস্থায় অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ-ইঁহারা রোষাবিষ্ট হইয়া জয়দ্রথকে সমভিব্যাহারে লইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। সংগ্রামকোবিদ, ব্যাদিতানন অন্তকসদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর, মহাবীর ধনঞ্জয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করিয়া সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ নির্ভীকচিত্তে তাহাকে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপন করিয়া কৃষ্ণের সহিত উহাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর লোহিতবর্ণ ধারণ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্তগমন বাসনা করিয়া ভুজঙ্গাভোগসদৃশ ভুজদ্বারা কার্ম্মুক আনত করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি সূর্য্যরশ্মিসদৃশ শত শত সায়ক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সমরদুর্ম্মদ মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেক শর দ্বিধা, ত্রিধা ও অষ্টধা ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিংহলাঙ্গুলকেতু অশ্বত্থামা আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার বাসনায় অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দশশরে পার্থ ও সাতশরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথের রক্ষার্থ রথমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণও মহারাজ

দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে রথসমূহে অর্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সায়কনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে মহাবীর পার্থের বাহুবল, গাণ্ডীববল ও শরজালের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও কৃপের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া সেই সিন্ধুরাজের রক্ষায় সমুদ্যত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি, বৃষসেন সাত, দুর্য্যোধন বিংশতি, কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তর্জ্জনগর্জ্জন ও শরাসন বিধূননপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বারংবার শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ

"অনন্তর সেই মহাবীরগণ অবিলম্বে পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্তাচলগমনাভিলাষে ধনুঃকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া, জলধর যেমন পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দিব্যশনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। কর্ণ তদ্দর্শনে ভীমসেন ও সাত্যকির সমক্ষেই অর্জ্জুনকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সর্ব্বসৈন্যগণসমক্ষে তাঁহাকে দশশরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সাত্যকি তিন, ভীম তিন ও অর্জ্জুন সাতশরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ষষ্টিশরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে বহুবীরের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একমাত্র হইয়াও ক্রোধভরে ঐ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শতসায়কে কর্ণের মর্ম্মস্থল আহত করিলে তিনি রুধিরদিগ্ধদেহ হইয়া পঞ্চাশৎশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের হস্তলাঘবদর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক সত্বর নয়বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সংহার করিবার নিমিত্ত সত্বর এক সূর্য্যসঙ্কাশ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অর্জ্জুনবিসৃষ্ট শর মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সূতপুত্র সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র সায়কে পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমীরণ যেমন শলভশ্রেণী অপসারিত করে, তদ্রূপ প্রবলপ্রতাপ অর্জ্জুন কর্ণবিসৃষ্ট সেই সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ নিরাস করিয়া বীরগণসমক্ষে পাণিলাঘবপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; কর্ণও প্রতীকারপ্রদর্শন করিবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সায়কে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় বৃষের ন্যায় নিনাদ করিয়া অজিহ্মগ সায়কনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনারাও তিরোহিত হইলেন। পরে সেই দুই মহাবীর স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক পরস্পরকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অত্যাশ্চর্য্য ঘঘারতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সংগ্রামস্থলীতে সকলেই

তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য রূপ অবলোকন এবং বায়ুবেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীর। পরস্পরবধার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

“তখন মহারাজ দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় ধীরগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “হে বীরগণ! কর্ণ আমাকে কহিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না, অতএব এক্ষণে তোমরা সাবধানে সূতপুত্রকে রক্ষা কর। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বীরগণকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন কর্ণের বলবীর্য্যদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট চারিশরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্রে সারথিকে রথোপস্থ্ হইতে নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ ও হতসারথি হইয়া মোহাবেশপ্রভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মদ্ররাজ ত্রিংশৎশরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে কৃপাচার্য্য বিংশতিশরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সিন্ধুরাজ চারি ও বৃষসেন সাতশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামাকে চতুঃষষ্টি, মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ এবং বৃসেনকে তিন ও কৃপাচার্য্যকে বিংশতিশরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আপনার পক্ষীয় বীরগণ পার্থের প্রতিজ্ঞাপ্রতিঘাতের নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

“অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। কৌরবেরাও মহার্হরথারোহণপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহামোহকর অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কিরীটী কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরবগণকৃত দ্বাদশবর্ষসমুৎপন্ন ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক রাজ্যলাভার্থী হইয়া গাণ্ডীবনির্মুক্ত শরনিকরে চতুর্দ্দি সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডলে উল্কাসকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও বহুসংখ্যক বায়স নরকলেবরে নিপতিত হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ যেমন রোষপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণজ্যাসম্পন্ন পিনাকদ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবশরাসননির্মুক্ত শরনিকরদ্বারা অশ্ব ও গজসমুদয়ে সমারূঢ় কৌরবগণের শরজাল নিরাস করিয়া তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহীপালগণ গুর্ব্বী গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সহসা অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে হাস্যমুখে। যুগান্তকালীন মেঘগম্ভীরনিঃস্বন মহেন্দ্রচাপপ্রতিম গাণ্ডীবশরাসন আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে রথ, নাগ ও পদাতিগণের সহিত অস্ত্রবিহীন ও নিপাতিত করিয়া যমরাজ্য বর্দ্ধন করিলেন।”

১৪৬তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের ভীষণ কৌরবাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিলে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অন্তকের সুস্পষ্ট উৎক্রোশশব্দ [গ্রাসার্থ উচ্চরবে আহ্বান] সদৃশ, দেবরাজের অতি গভীর অশনিনির্ঘোষতুল্য টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুগান্তবাতাহত উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল, মীনমকরসমাকীর্ণ সমুদ্রজলের ন্যায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে দশদিকে বিচিত্র অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান, কখন শরাকর্ষণ আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহার হস্তলাঘবপ্রযুক্ত তাহা কিছুতেই লক্ষিত হইল না। অনন্তর তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরবসৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদনপূর্ব্বক দুরাসন [অনিবার্য্য] ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য অগ্নিমুখ সুপ্রদীপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় সূর্যাগ্নিসন্নিভ অস্ত্র অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল অসংখ্য মহোল্কাপরিবৃতের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! কৌরবেরা ইতিপূর্ব্বে বহু সহস্র সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক রণস্থলে যে গাঢ় অন্ধকার সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন, অন্যান্য বীরগণ মনেও উহা নিবারণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে স্বীয় করজালদ্বারা গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে সেই শরান্ধকার অনায়াসে দূরীভূত করিলেন এবং নিদাঘসূর্য্য যেমন করজালদ্বারা পল্বল-সলিল বিনাশ করেন, তদ্রূপ শরসকলদ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ যেমন ধরাতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুনবিসৃষ্ট শসমুদয় কৌরবপক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হইয়া প্রিয়সুহৃদের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ফলতঃ তৎকালে যে যে শরাভিমানী যোদ্ধা ধনঞ্জয়সমীপে গমন করিলেন, তৎসমুদয়কেই তাঁহার শরানলে পতঙ্গবৃত্তি লাভ করিতে হইল।

"হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও কিরীটমণ্ডিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদযুক্ত বিপুলভুজ এবং কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ ছেদন করিয়া সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিষাদিগণের তোমরযুক্ত, পদাতিগণের চর্ম্মযুক্ত, রথীগণের কার্ম্মুকযুক্ত ও সারথিগণের প্রতোদযুক্ত বাহুসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দীপ্ত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক স্ফুলিঙ্গযুক্ত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ দেবরাজপ্রতিম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর রথারোহণে একেবারে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া কখন মহাস্ত্রনিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ, বা তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিরা যত্নবান হইয়াও মধ্যাহ্নকালীন সুর্যের ন্যায় ঐ প্রতাপশালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সশর শরাসন ধারণ করিয়া বারিধারাবর্ষী ইন্দ্রায়ুধসমাযুক্ত বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

"এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত দুস্তর ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার বাহু নিকৃত্ত, কাহার ভুজদণ্ড পাণিশূন্য এবং কাহারও বা পাণিতল অঙ্গুলিবিযুক্ত হইয়া গেল; মদমত্ত মাতঙ্গগণের দন্ত ও শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল; অশ্বসকল ছিন্নগ্রীব ও রথসমূহ চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোদ্ধৃগণ কেহ ছিন্নাস্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে সমরভূমি মৃত্যুর আবাসস্থানের ন্যায় ও পশুঘাতে রুদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায় ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। মাতঙ্গগণের খণ্ডিত শুণ্ডসমুদয় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত থাকাতে রণস্থল ভুজগকুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, রণভূমি পদ্মমাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বিচিত্র উষ্ণীষ, মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, সুবর্ণবর্ম্ম, হস্তী ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট নিপতিত থাকাতে সমরভূমি নববধূর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

"হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে ভীষণ বৈতরণীনদীর ন্যায় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজপতাকাপরিশোভিত শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও মেদ উহার কম; কেশনিচয় শাদ্বল ও শৈবাল; মস্তক ও বাহুসকল তটস্থিত পাষাণখণ্ড; ছত্র এবং চাপসমূহ তরঙ্গ; রথসমুদয় ভেলা; অশ্বসকল তীরভূমি; কাক ও কঙ্কসমুদয় মহান; গোমায়ুসকল মকর এবং গৃধ্রকুল উহার গ্রাহসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ নদীর মধ্যে অসংখ্য নরকলেবর, গজদেহ, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, কূবর, ভুজগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও বিশিখসকল বিকীর্ণ থাকাতে উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয় কূলে শিবাগণ অতি ভীষণ রব এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গতাসু যোধগণের স্পন্দনহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

"মহারাজ! মূর্ত্তিমান্ অন্তকের ন্যায় অর্জ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত বিক্রমদর্শনে কৌরবগণের মনে অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্রদ্বারা বীরগণের অস্ত্রসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক অতি রৌদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে রৌদ্রকর্ম্মা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথীগণকে অতিক্রম করিলে কোন বীরই মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাহার গাণ্ডীব ধনু হইতে শরসমূহ নির্গত হইলে আকাশমণ্ডল বকপংক্তি পরিশোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সিন্ধুরাজবধার্থী কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক সমস্ত রথীদিগকে মুগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসনবিমুক্ত শরনিকর যেন অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় তিনি যে কখন কার্মুক গ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না।

অর্জ্জুনের জয়দ্রথ-অনুসন্ধান—যুদ্ধ

"মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সমস্ত রথীদিগকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে চতুঃষষ্টিশরে বিদ্ধ করিলেন।

কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ ধনঞ্জয়কে সৈন্ধবাভিমুখে সমুপস্থিত দেখিয়া জয়দ্রথের জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যেসমস্ত মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুননির্মুক্ত শরনিকর তাঁহাদের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণসংহার করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে অনলসঙ্কাশ শরজালদ্বারা আপনার সেই চতুরঙ্গ বল একান্ত ব্যাকুলিত ও সমরাঙ্গন কবন্ধসমাকুল করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বত্থামাকে পঞ্চাশৎ, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ, কৃপাচার্য্যকে নয়, শল্যকে ষোড়শ ও সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টিশরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ ধনঞ্জয়শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে আশীবিষসদৃশ কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত শরনিকর আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাসুদেবকে তিন ও ধনঞ্জয়কে ছয়নারাচে বিদ্ধ করিয়া আটশরে তাঁহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সৈন্ধবপ্রেরিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিরাস করিয়া শরযুগলদ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অগ্নিশিখাসদৃশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

সূর্য্যাবরণের জন্য কৃষ্ণের যোগমায়াবিস্তার

"ঐ সময় বাসুদেব দিবাকরকে অতি সত্বর অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবলপরাক্রান্ত ছয়জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যস্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন; জয়দ্রথও প্রাণরক্ষার্থ নিতান্ত ভীত হইয়াছে। তুমি ঐ ছয়রথীকে পরাজয় না করিয়া প্রাণপণে যত্ন করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আমি সূর্য্যকে আবরণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে দুরাত্মা সিন্ধু রাজ দিবাকরকে অস্তগত নিরীক্ষণপূর্ব্বক আপনার জীবনলাভ ও তোমার বধসাধন হইল বিবেচনা করিয়া হর্ষভরে কদাচ আত্মগোপন করিবে না। সেই সুযোগে তুমি উহাকে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন মনে করিয়া তুমি সৈন্ধবসংহারে কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না।' তখন অর্জ্জুন তাহাই হইবে বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করিলেন।

"অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়াপ্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনবিনাশার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্যের অদর্শনে সৈনিকপুরুষগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আনন উন্নমিত করিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, জয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, উহাকে সংহার করিবার এই উপযুক্ত অবসর। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর।

অর্জ্জুনের জয়দ্রথরক্ষক কৃপাদির আক্রমণ

"মহাত্মা কেশব এইরূপ কহিলে প্রবলপ্রতাপ অর্জ্জুন সূর্য্য ও অনলসদৃশ শরনিকরে কৌরবসৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া কৃপাচার্য্যকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশৎ, শল্যকে ছয়,

দুর্য্যোধনকে ছয়, বৃষসেনকে আট, সিন্ধুরাজকে ষষ্টি এবং অন্যান্য কৌরবসৈন্যদিগকে অসংখ্যশরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথরক্ষক বীরগণ প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ অর্জ্জুনকে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত সংশয়ারূঢ় হইলেন এবং জয়লাভার্থ তাহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুন অরাতিগণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রোষাবিষ্টমনে তাহাদের বিনাশবাসনায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যেরা অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; তৎকালে ভয়ে দুইজনে একত্র গমন করিতে সাহসী হইল না। মহারাজ! তখন আমরা সেই মহাযশস্বী অর্জ্জুনের কি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম! তিনি যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, সেরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হয় নাই, হইবেও না। রুদ্র যেমন প্রাণীগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং সারথিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্যকে অর্জ্জুনশরে অনাহত অবলোকন করিলাম না। ঐ সময় সকলেই রজোরাশি ও অন্ধকারপ্রভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া ঘোরতর মোহপ্রাপ্ত হইল। কেহ কাহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কালপ্রেরিত অসংখ্য সৈন্য অর্জ্জুনশরে মর্ম্মপীড়িত হইয়া কেহ ভ্রাম্যমাণ, কেহ স্খলিতপদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই প্রলয়কালসদৃশ মহাদুস্তর অতি ভীষণ সংগ্রামসময়ে ধরাতল রুধিরসিক্ত এবং বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে পার্থিব রজোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল। রথচক্রসকল নাভিদেশ পর্য্যন্ত রুধিরে নিমগ্ন হইলে আরোহিবিহীন বেগবান্ কুঞ্জর ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধিরনিমগ্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া স্বপক্ষীয় বল মর্দ্দনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সাদিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতিসমুদয় অনশরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ম্মবিহীন হইয়া ভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তকেশে, রুধিরাক্তগাত্রে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গাঢ় আঘাতে বিনষ্ট হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত রহিল এবং অনেকে নিহত হস্তীসমুদয়মধ্যে বিলীন হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

জয়দ্রথের শিরচ্ছেদে কৃষ্ণের সতর্কীকরণ

"হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া সিন্ধুরাজের রক্ষক কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন এবং দুর্য্যোধনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি লঘুহস্ততাযুক্ত যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার কার্ম্মুক ও সমন্তাৎ সমাকীর্ণ শরজালই আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ভল্লাস্ত্রদ্বারা শল্যের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অসংখ্য শরনিপাতে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া অনলসন্নিভ, অশনিসম, দিব্যমন্ত্রপূত, নিরন্তর গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, এক ভয়ঙ্কর শর তূণীর হইতে উদ্ধার করিয়া বিধিপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া

সত্বর গাণ্ডীবশাসনে সন্ধান করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রাণীগণ তদ্দর্শনে মহানাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব পুনরায় সত্বর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! দিবাকর অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিতেছেন; অতএব তুমি শীঘ্র দুরাত্মা সিন্ধুরাজের শিরচ্ছেদন কর; কিন্তু আমি সিন্ধুরাজবধবিষয়ে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।'

জয়দ্রথের প্রতি বৃদ্ধক্ষত্রের বরপ্রয়োগবৃত্তান্ত

জয়দ্রথের পিতা ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র বহুকালের পর জয়দ্রথকে লাভ করেন। জয়দ্রথের জন্মকালে এই দৈববাণী তাঁহার পিতার কর্ণগোচর হইয়াছিল, 'হে রাজন! তোমার আত্মজ এই জীবলোকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়দিগের ন্যায় কুল, শীল ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইবেন এবং সকল বীরপুরুষেরাই প্রতিনিয়ত ইহার সৎকার করিবে; কিন্তু কোন এক ক্ষত্রিয়প্রধান সুপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধকালে ইহার শিরচ্ছেদন করিবেন।' বৃদ্ধ সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রস্নেহে অতিমাত্র কাতর হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, 'যে ব্যক্তি ঘোরতর সংগ্রামকালে আমার এই একান্ত দুর্ভরভারবাহী পুত্রের মস্তক ধরণীতলে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই বলিয়া জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বনগমনপূর্ব্বক তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে অর্জ্জুন! তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে স্যমন্তপঞ্চকনামক তীর্থে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; অতএব তুমি ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অঙ্কে নিপাতিত কর। যদি তুমি স্বয়ং ইহার মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমারও মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। হে ধনঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে এরূপ অলক্ষিতভাবে জয়দ্রর মস্তক উহার পিতার অঙ্কে নিপাতিত করিবে, যেন তিনি কোনমতেই ঐ বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ না হয়েন। হে অর্জ্জুন! এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

জয়দ্রথশিরচ্ছেদ বৃদ্ধক্ষনিধন

"মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সৃক্কণীলেহনপূর্ব্বক সেই সৈন্ধববধার্থে কৃতসন্ধান ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্যেনপক্ষী যেমন বৃক্ষাগ্র হইতে শকুন্তকে হরণ করিয়া থাকে, তদ্রুপ সেই গাণ্ডীবনির্মুক্ত অশনিসদৃশ শর জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও মিত্রগণের হর্ষবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্নমস্তক ধরাতলে নিপতিত না হইতে হইতেই শরনিকরদ্বারা পুনর্ব্বার উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া স্যমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিলেন। ঐ সময় মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। ধনঞ্জয় জয়দ্রথের সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্নমুণ্ড অলক্ষিতরূপে তাঁহার অঙ্কদেশে নিপাতিত করিলেন। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র জপসমাপনান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র জয়দ্রথের সেই ছিন্নমস্তক ভূতলে নিপতিত হইল; তখন বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথবধান্তে সূর্যের পুনঃপ্রকাশে কৌরবক্রন্দন

"হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনশরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ অন্ধকার প্রতিসংহার করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ সেই বাসুদেবকৃত মায়াজালবিস্তারের বিষয় সম্যক অবগত হইলেন। হে রাজন্! আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই প্রকারে আট-অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনশরে কলেবর, পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণের নেত্রযুগল হইতে শোকাবেগপ্রভাবে অনর্গল অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্যশঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবোধিত করিয়াই যেন সিংহনাদদ্বারা রোদসী প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সিংহনাদবণে অর্জ্জুনশরে সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছেন অনুমান করিয়া বাদ্যধ্বনিদ্বারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে আনন্দিত করিয়া সংগ্রাম করিবার বাসনায় দ্রোণের সহিত সমাগত হইলেন। ঐ সময় দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সোমকেরা ভারদ্বাজকে বিনাশ করিবার বাসনায় পরমপ্রযত্নসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজবধজনিত জয়লাভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার পক্ষীয় মহারথগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।"

১৪৭তম অধ্যায়

কৃপাচার্য্য-অশ্বত্থামার যুগপৎ অর্জ্জুন-আক্রমণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ নিহত হইলে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর কৃপাচার্য্য জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ধনঞ্জয়ের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; অশ্বত্থামাও ঐ সময় রথারোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহারথ কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়ে দুই দিক হইতে অতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি গুরু কৃপাচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে বিনাশ করিবার বাসনায় আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্রদ্বারা কৃপ ও অশ্বত্থামার শরবেগ নিবারণ করিলেন; তৎপরে তাঁহাদের নিধনবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্দবেগে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুননির্মুক্ত শরসমুদয় অনবরত গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাঁহারা দুইজনে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্য্য পার্থশরপ্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি তাঁহাকে বিহ্বল দেখিয়া মৃতজ্ঞানে রথ লইয়া পলায়ন করিল; তদ্দর্শনে অশ্বত্থামাও ভীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

কৃপাচার্য্যপীড়নে অর্জ্জুনের সবিলাপ খেদ

"ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় শরপীড়িত কৃপাচার্য্যকে রথোপরি মুর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করিয়া অপূর্ণনয়নে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, 'বিজ্ঞবর বিদুর কুলান্তক পাপাত্মা দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যে, এই কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতেই কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে। এখন সত্যবাদী বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্তই আজ গুরুকে শরশয্যায় শয়ান দেখিতে হইল। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচার ও বলবীর্য্যে ধিক্। আমার সদৃশ কোন ব্যক্তি আচার্য্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়? মহাত্মা কৃপ ঋষিপুত্র, আমার আচার্য্য ও দ্রোণের প্রিয়সখা; আমি ইচ্ছা না করিয়াও উহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলাম। উনি আমার বাণে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। উনি আমায় অসংখ্যশরে নিপীড়িত করিলেও আমার উপেক্ষা করা উচিত; কিন্তু আমি বিপরীতাচরণ করিয়াছি। এক্ষণে উনি আমার শরে মূর্চ্ছিত হইয়া আমাকে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিকতর দুঃখগ্রস্ত করিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, কৃপাচার্য্য দীনভাবে রথোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, আর যে দুরাত্মারা কৃতবিদ্য হইয়া শিক্ষকদিগকে বিনাশ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। অতএব আজ আমি শরবর্ষণে আচার্য্যকে রথমধ্যে অবসন্ন করিয়া নরকগমনের কার্য্য করিলাম। কৃপাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষা সময়ে কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্ভব! তুমি কখনই গুরুকে প্রহার করিও না। কিন্তু আজ আমি তাঁহাকে শরাঘাত করিয়া তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলাম। এক্ষণে রণে পরাঙ্মুখ পূজ্যতম গৌতমপুত্রকে প্রণাম করি, আমি উহাকে প্রহার করিয়াছি; আমাকে ধিক!

কৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ণসহ যুদ্ধেচ্ছু অর্জ্জুনকে নিবারণ

"হে মহারাজ! অর্জ্জুন এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকি কর্ণকে অর্জ্জুনের সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় হাস্যবদনে কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ! ঐ দেখ, মহাবীর সূতপুত্র সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতেছে। ঐ মহাবীর কখনই ভূরিশ্রবার বিনাশ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব শীঘ্র কর্ণের সমীপে রথসঞ্চালন কর। কর্ণ যেন সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পদবীতে [ভূরিশ্রবার তুল্য অবস্থায় মৃত্যুপথে] প্রেরণ না করে।'

"মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহাবাহু কেশব তাঁহাকে তত্ত্বালোচিত কথা কহিতে লাগিলেন, "হে অর্জ্জুন। মহাবাহু সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ; তাহাতে আবার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা উহার সহায় রহিয়াছে। বিশেষতঃ এখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ্বলিত মহোল্কাসদৃশ বাসবদত্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মহাবীর তোমার সংহারার্থই যত্নপূর্ব্বক ঐ শক্তি

রাখিয়াছে। অতএব কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকট গমন করুক। হে অর্জ্জুন! তুমি যে সময় ঐ দুরাত্মাকে তীক্ষ্ণশরে ভূতলে নিপাতিত করিবে, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি।”

কর্ণ-সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ—কৌরবপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে কর্ণের সহিত সাত্যকির কিরূপ সংগ্রাম হইল? সাত্যকি রথবিহীন হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি কোন্ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিলেন? আর পাণ্ডবপক্ষীয় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাই বা কিরূপে সংগ্রাম করিলেন? এই সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট আপনারই দুরাচারজনিত সমরবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মহাত্মা বাসুদেব অতীত ও অনাগত বিষয় বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যূপকেতু ভূরিশ্রবা যে সাত্যকিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি তন্নিবন্ধন নিজ সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণের মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ ও সিদ্ধগণ ঐ দুই মহাত্মার অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক বিদিত আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

“মহামতি বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিকে রথশূন্য ও কর্ণকে যুদ্ধে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া ঋষভস্বরে [নিসাদ আদি সপ্তস্বরের অন্যতম] শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দারুক সেই শঙ্খধ্বনিশ্রবণে কৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে সাত্যকির নিকট গরুড়ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে কামগামী স্বর্ণালঙ্কারভূষিত শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহকনামক চারি অশ্বসংযোজিত সূর্য্যাগ্নিসঙ্কাশ বিমানপ্রতিম রথে আরোহণ করিয়া সায়কবর্ষণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও ধনঞ্জয়ের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ রোষভরে শরবর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, ঐরূপ যুদ্ধ ভূলোক বা দ্যুলোকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণমধ্যেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই। সেই উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গবল তকালে ঐ বীরদ্বয়ের মোহকর কার্য্য অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। তাঁহারা সেই বীরদ্বয়ের অলৌকিক সংগ্রাম এবং রথস্থ দারুকের গতপ্রত্যাগত, আবৃত্ত, মণ্ডল ও সন্নিবর্ত্তন প্রভৃতি গতি প্রদর্শনসহকারে সারথ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্যমনে ঐ উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

“তখন মিত্রার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমরসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণ ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকিকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি

শোকাবেগবশতঃ ভীষণ ভুজগের ন্যায় নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক রোষারুণনেত্রে সাত্যকিকে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে দন্তাঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই পরাক্রমশালী বীরদ্বয় ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শরজালদ্বারা বারংবার কর্ণের কলেবর ভেদ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং নিশিতশরনিকরে তাঁহার শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব বিনষ্ট ও শতশরে রথধ্বজদণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহাকে রথহীন করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় মদ্ররাজ শল্য, কর্ণাত্মজ বৃষসেন ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা চতুর্দ্দিক হইতে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য আকুল হইয়া উঠিল; কেহ কাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহার্দ্য স্মরণ ও তাঁহার নিকট রাজ্যপ্রাপ্তিহেতু পাণ্ডবপরাজয়বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়া সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও একান্ত বিহ্বল হইয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিলেন।

"মহাবীর সাত্যকি এইরূপে কর্ণকে রথশূন্য করিয়া দুঃশাসনপ্রমুখ শুরগণকে বিরথ ও বিহ্বল করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমের পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক কিছুতেই তাঁহাদের প্রাণনাশ করিলেন না। আর মহাবীর অর্জ্জুন পুনর্দ্যূতসময়ে কর্ণকে সংহার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন সাত্যকি তাঁহার বিনাশেও ক্ষান্ত হইলেন। কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ সাত্যকিকে বধ করিবার নিমিত্ত বারংবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ মহাবীর ধর্ম্মরাজের হিতানুষ্ঠানার্থে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া একমাত্র ধনুঃপ্রভাবে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য মহারথগণকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে বাসুদেব ও অর্জ্জুনসদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত সাত্যকি হাস্যমুখে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকি—এই তিনজনই মহাধনুর্দ্ধর, ইহাদের তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কাহাকেও উপলব্ধ হয় না।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বলবীর্য্যদর্পিত, দারুকসারথিসমবেত, বাসুদেবসদৃশ মহাবীর সাত্যকি কৃষ্ণের অজেয় রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে রথশূন্য করিয়া কি আর কোন রথে সমারূঢ় হইয়াছিলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আমার সমক্ষে উহা কীর্ত্তন কর। আমার মতে সাত্যকির পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কিয়ৎক্ষণ পরে দারুকের অনুজ যথাবিধি সুসজ্জিত, লৌহ ও কাঞ্চনময় পট্টে বিভূষিত, বিচিত্র কূবরযুক্ত, তারাসহস্রখচিত, সিংহধ্বজ ও পতাকাসম্পন্ন, সুবর্ণালঙ্কৃত, বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির নিকট আনয়ন করিল। মহাবীর সাত্যকি উহাতে আরোহণ করিয়া কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসারথি

দারুক স্বেচ্ছানুসারে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন কর্ণের এক সারথিও শঙ্খ ও গোক্ষীরের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ, কাঞ্চনবর্ম্মধারী, বেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, সুবর্ণকক্ষাযুক্ত ধ্বজদণ্ডে সুশোভিত, যন্ত্রবদ্ধ, পতাকায় সমলঙ্কৃত, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ রথ সমানীত করিল। মহাবীর কর্ণ তাহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদয় কহিলাম। এক্ষণে আপনার দুর্নীতিজনিত বিনাশবৃত্তান্তও শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধে বিচিত্রযোদ্ধা ভীমসেন আপনার দুর্মুখপ্রমুখ একত্রিংশৎ পুত্রকে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুন ভীষ্ম ও ভগদত্তপ্রমুখ শত শত বীরগণকে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণাপ্রভাবেই এইরূপ লোকক্ষয় হইতেছে।”

১৪৮তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের কর্ণতিরস্কার-বৃষসেনবধ-প্রতিজ্ঞা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার এবং পাণ্ডবপক্ষীয় বীরপুরুষগণ রণস্থলে তদবস্থাপন্ন হইলে মহাবীর ভীম কি করিল, তদ্‌বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! রথবিহীন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই আমাকে তুবরক, অদ্মর [ঔদরিক উদরসর্ব্বস্ব, পেটুক], অস্ত্রমূঢ় [অস্ত্রবিদ্যায় অনিপুণ] ও সংগ্রামকাতর বলিয়া বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। আমি পুর্ব্বে তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে দুরাত্মা আমাকে ঐ প্রকার কটূক্তি করিবে, সে আমার বধ্য। হে পার্থ! তুমিও কর্ণবধের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের সত্য প্রতিপালিত হয়, তাহার চেষ্টা কর।

“অমিতপরাক্রম মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে সূতপুত্র! তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদূরদর্শী ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ। যাহা হউক, আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়ই হইয়া থাকে। রণস্থলে ইন্দ্রকেও কখন জয়শালী ও কখন পরাজিত হইতে হয়। তুমি মহাবীর সাত্যকিকর্ত্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইলে তিনি তোমাকে আমার বধ্য স্মরণ করিয়া জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভীমসেনকে রথশূন্য করিয়া তাঁহার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত অধর্ম্ম করিতেছ। শত্রুকে পরাজয় করিয়া আত্মশ্লাঘা, পরগ্লানি বা অরাতির প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তুমি সূতপুত্র ও অল্পজ্ঞানসম্পন্ন; এই নিমিত্তই সততই সদ্‌ব্রতপরায়ণ মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি কটূক্তি করিয়াছ। মহাবীর ভীমসেন সমুদয় সৈন্যগণের, কেশবের ও আমার সমক্ষে তোমাকে অনেকবার রথবিহীন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র পুরুষবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি ভীমসেনের প্রতি বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ এবং আমার সমক্ষে অন্যান্য বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়া যে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ, অবিলম্বেই

তাহার ফলভোগ করিবে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে তোমার ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। হে রাধানন্দন! এক্ষণে তোমার মহাভয়াবহ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়েই অনুষ্ঠান কর। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র বৃষসেনকে সংহার করিব। আর যে সমুদয় ভূপতি মোহবশতঃ আমার সম্মুখে আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকেও আমার শরে শমনভবনে গমন করিতে হইবে। হে আত্মাভিমানী অজ্ঞান! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই তোমাকে রণে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিবে।

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহবাণী

"এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রথীগণ তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ ভয়াবহ সময়ে দিবাকর করনিকর সঙ্কোচ করিয়া অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি ভাগ্যবলে জয়দ্রথবধরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ; ভাগ্যবলে বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! এই ধার্তরাষ্ট্রসৈন্যমধ্যে মহাবীর কার্ত্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই জগতীতলে তোমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেই এই সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না। তোমার তুল্য বা তোমা হইতে সমধিক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাপ্রভাব মহীপালগণ মহাবাহু দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৌরবসৈন্যমধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকন ও তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াও তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তোমার বলবীর্য্য রুদ্র, শক্র ও অন্তকের সদৃশ; অদ্য তুমি যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলে, এইরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ নহে। হে মহাবীর! এক্ষণে তুমি জয়দ্রথকে সংহার করাতে আমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করিতেছি, দুরাত্মা কর্ণ অনুচরগণসমভিব্যাহারে তোমার শরনিকরে নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমাকে এইরূপ প্রশংসা করিব।'

তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মাধব! আমি তোমার অনুকম্পাতেই অদ্য এই অমরগণেরও দুস্তর প্রতিজ্ঞাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মধুসূদন! তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের জয়লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার প্রসাদেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে, কৃষ্ণ! আমাদের সমস্ত কার্য্যের ভার তোমাতেই সমর্পিত আছে; সুতরাং এক্ষণে এই জয়লাভ তোমারই হইল। আমরা তোমার কিঙ্কর, আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্ত্তব্যই হইতেছে।

"মহাবীর মধুসূদন অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্দভাবে অশ্বসঞ্চালন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবলপরাক্রান্ত পার্থিবগণ যুদ্ধে জয় ও বিপুল যশোলাভের অভিলাষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার শরনিকরে সমাহত ও সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। ঐ তাহাদিগের

শস্ত্র ও আভরণসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে; রথসকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ বিনষ্ট ও বর্ম্মসকল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভূপালের মধ্যে কাহারও প্রাণবিয়োগ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ সমস্ত অবনীপালগণ গতজীবিত হইয়াও স্ব স্ব প্রভাবে সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। ঐ দেখ, উহাদের অসংখ্য বাহন, সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং বর্ম্ম, মণিহার, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, নিষ্ক ও অন্যান্য নানাবিধ ভূষণদ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রাশি রাশি অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র, শর, শরাসন, চিত্রকম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশু, প্রাস, তোমর, কুন্ত, ষষ্টি, শতঘ্নী, ভূশুণ্ডী, খড়্গ, মুষল, মুদগর, গদা, কুণপ, সুবর্ণমণ্ডিত কশা, করীদিগের ঘণ্টা, বিবিধ অলঙ্কার এবং মহামূল্য নানাবিধ বসন-ভূষণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল শরৎকালীন গ্রহনক্ষত্রপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অবনীপালগণ পৃথিবীলাভার্থ নিহত হইয়া, নিদ্রিত পুরুষেরা যেমন মনোরমা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন পর্ব্বতসমুদয়ের গুহামুখ হইতে গৈরিকধাতুধারা প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ শরনিকরসমাহত, ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান, ঐরাবতসদৃশ মাতঙ্গগণের শস্ত্রক্ষত অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ হইতে শোণিত বিনির্গত হইতেছে। সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত অশ্বগণ নিহত এবং রথীসকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কূবর, যুগ ও ঈষাবিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। শরাসনচর্ম্মধারী সহস্র সহস্র পদাতি ধূলিধূসরিতকেশ হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে পৃথিবী আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, তোমার শরজালে নিপতিত কুঞ্জর, রথ ও অশ্বকুলসমাকুল দুর্নিরীক্ষ্য সমরভূমি মধ্যে অনবরত রুধির, বসা ও মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দ্দম সমুৎপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য নিশাচর, কুক্কুর, বৃক, পিশাচ উহাতে নিরন্তর আমোদপ্রমোদ করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এই সংগ্রামস্থলে যেরূপ যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা কেবল তোমার ও দৈত্যদানবসংহারকারী সুররাজ ইন্দ্রেরই সাধ্যায়ত্ত। ঐ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, হস্তী, রথ, বিচিত্র কম্বল, বলগা, কুথ [হস্তিপৃষ্ঠাবরণ চিত্রকম্বল] ও মহামূল্য বরূথসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল বিচিত্র বস্ত্রসমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র বীর সুসজ্জিত মাতঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন পর্ব্বতশিখর হইতে নিপতিত সিংহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, সাদিগণ অশ্বের সহিত ও পদাতিগণ কার্ম্মুকের সহিত নিপতিত হইয়া অনবরত রুধিরধারা ক্ষরণ করিতেছে। হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব হৃষ্ট অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে সমরস্থল প্রদর্শনপূর্ব্বক পাঞ্চজন্যশঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।”

১৪৯তম অধ্যায়
জয়দ্রথবধে পাণ্ডবপ্রীতি-কৃষ্ণাভিনন্দন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিয়া কহিতে লাগিলেন,

হে নরোত্তম! আজ আপনার পরম সৌভাগ্য। আজ ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুনও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অরাতিপাতন ধর্ম্মনন্দন কেশবের বাক্যশ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন; তৎপরে নেত্রজল অপনীত করিয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আজ ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নরাধম সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে; তোমার প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; আমি যারপরনাই প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং অরাতিগণও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোকগুরু, তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোকমধ্যে কোন কার্য্যই দুষ্কর হয় না। হে গোবিন্দ! পূর্ব্বকালে পাকশাসন [ইন্দ্র] যেরূপ তোমার প্রসাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও তোমারই প্রসাদে অরাতিগণকে পরাজিত করিয়াছি। হে বার্ষ্ণেয়! তুমি যাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট থাক, তাহাদের পক্ষে পৃথিবীপরাজয়ও অতি তুচ্ছ; ত্রিলোকবিজয়ও তাহাদিগের দুষ্কর হয় না। হে জনার্দ্দন! তুমি ত্রিদশেশ্বর, তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকে না এবং কদাচ সংগ্রামে পরাজয় হয় না। তোমার প্রসাদেই সুররাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলনপূর্ব্বক ত্রিলোকমধ্যে জয়লাভ করিয়া সুরগণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই সচরাচর পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্য জপহোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত একার্ণবময় [জলময়—একমাত্র সমুদ্রে পরিণত] হইয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যস্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, পরমাত্মা, অব্যয় পুরাণপুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরমপুরুষ; তোমার আদি নাই, নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্ত-জনগণকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। হে পরমাত্মন্! তুমি চারিবেদে গীত হইয়া থাক, আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যগণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে মাধব! তুমি জয়লাভে পরিবর্দ্ধিত হও। হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। তুমি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা তাহার হিতসাধনে রত আছ, ধনঞ্জয়ও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখলাভ করিয়া থাকে।'

"হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন! আপনার ক্রোধাগ্নিপ্রভাবেই পাপাত্মা সিন্ধুরাজ ও বিপুল কৌরবসৈন্য দগ্ধ হইয়াছে। আপনার কোপেই কৌরবগণ নিহত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে বীর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনাকে কোপান্বিত করিয়াই বন্ধুবান্ধবগণসমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম আপনার কোপপ্রভাবেই শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনি যাহাদিগের দ্বেষ্টা, তাহাদিগকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়, তাহারা কখনই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। আপনি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ

হয়েন, তাহাদিগের রাজ্য, প্রাণ, প্রিয় পুত্র ও বিবিধ সুখভোগ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজসধর্ম্মপরায়ন ভূপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন কৌরবগণ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে।'

শত্রুজয়ী ভীম-সাত্যকির অভিনন্দন

"হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় অরাতিশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেন ও মহাবীর সাত্যকি তথায় সমুপস্থিত হইয়া পরমগুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদনপুর্ব্বক পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিকে হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়। আজ তোমরা ভাগ্যক্রমে দ্রোণরূপ গ্রাহ ও হার্দ্দিক্য-মকরযুক্ত কৌরবসৈন্যরূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আজ ভাগ্যক্রমে পৃথিবীস্থ ভূপতিগণ এবং দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা তোমাদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভাগ্যবলে তোমরা বিকীর্ণ অস্ত্রদ্বারা কর্ণকে পরাভূত ও শল্যকে পরাঙ্মুখ করিয়াছ। হে যুদ্ধবিশারদ মহারথদ্বয়! আমি ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সমরাঙ্গন হইতে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সম্মান করিয়া থাক এবং কদাচ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হও না; তোমরা আমার প্রাণতুল্য।'

"হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিকে এইরূপ কহিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন, পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট দেখিয়া পরমাহ্লাদিতচিত্তে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিল।"

১৫০তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের সবিলাপ ত্রাস

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এদিকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজের নিধনদর্শনে শত্রুজয়ে উৎসাহশূন্য ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বাষ্পকুললোচনে দীনবদনে ভগ্নদন্ত [বিষদভগ্ন] ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকির শরনিকরপ্রভাবে আপনার সৈন্যগণের সংহার নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিবর্ণ, কৃশ ও একান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'এই পৃথিবীতে অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা আর নাই। সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি কর্ণ, কি অশ্বত্থামা, কেহই তাহার সর্ম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর পার্থ আমার পক্ষীয় সমুদয় মহারথকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক্ষণে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমার বিপুল বল বিনষ্ট করিবে; সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্রও উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই মহারথ কর্ণকে অর্জ্জুন সমরে পরাজিত করিয়া জয়দ্রথকে নিহত করিল। আমি যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া সন্ধিস্থাপনলালস বাসুদেবকে তৃণজ্ঞান করিয়াছিলাম সেই মহারাজ কর্ণ আজ সমরে পরাজিত হইয়াছেন।'

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কলুষিতচিত্ত হইয়া দ্রোণকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বিজয়বাসনাপরবশ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ ও পাণ্ডবগণের বিজয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "হে আচার্য্য! অস্মৎপক্ষীয় মহীপালগণের বিনাশ অবলোকন করুন। তাঁহারা যে মহাবীর ভীষ্মকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাঁহাকে সংহারপূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ ও বিজয়ান্তর লাভে একান্ত লোলুপ হইয়া পাঞ্চালগণসমভিব্যাহারে সেনামুখে অবস্থান করিতেছে। ধনঞ্জয় আপনার শিষ্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণীর সেনা-সংহর্ত্তা, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছে। হে আচার্য্য! এক্ষণে আমি কিরূপে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী উপকারনিরত, যমসদনে প্রস্থিত সুহৃদ্গণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব? যেসকল ভূপালগণ আমাকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ। করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, শরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ। আমি এইরূপে মিত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপ ধ্বংস হইবে না। আমি অতি লুব্ধস্বভাব ও পাপপরায়ণ; নৃপতিগণ আমারই নিমিত্ত যুদ্ধে জয়লাভার্থী হইয়া কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। এক্ষণে বসুন্ধরা কেন এই মিত্রদ্রোহী পাপাত্মাকে স্থানপ্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না? আরক্তলোচন নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম ভূপালগণমধ্যে আমাকে কি বলিবেন? হে মহারথ! সাত্যকি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্য্যসাধনার্থ সমুদ্যত মহাবলপরাক্রান্ত জলসন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! অদ্য কাম্বোজরাজ, অলম্বুষ ও অন্যান্য সুহৃদগণকে নিহত নিরীক্ষণ, করিতে হইল। আর আমার

প্রাণধারণের আবশ্যক কি? যাহা হউক, এক্ষণে যে সমস্ত বীরেরা আমার বিজয়লাভার্থ সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হইয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ আমি স্বীয় বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট ঋণশূন্য হইয়া যমুনায় গমন ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিব। আমি ইষ্টাপুর্ত্ত, বলবীর্য্য ও পুত্রের শপথ করিতেছি যে, আমি হয় পাণ্ডবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব, না হয় তাহাদের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য্যসাধনার্থ নিহত ভূপতিগণের সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্যদানে প্রবৃদ্ধ বীরপুরুষেরা যথোচিত রক্ষিত না হইয়া এক্ষণে আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অভিলাষ করেননা। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবগণের আশ্রয়গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে আচার্য্য! আপনি সংগ্রামে আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করুন। আমি ইষ্টাপুর্ত্ত, বলবীর্য্য আপনি অর্জ্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী বীরগণ বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদিগের জয়ার্থী বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ করিয়া স্বয়ং অবসন্ন হয়, আমার সুহৃদ্গণ আমার নিমিত্ত তদ্রূপ হইতেছেন। আমি অতি মূঢ়, পাপাশয়, কুটিল হৃদয় ও ধনলোভী। আমার নিমিত্তই মহাবীর সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিগণ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব আজ আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের অনুগমন করিব। যখন তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমার আর জীবনধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমি উক্ত মহাবীরগণের অনুগমনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

১৫১তম অধ্যায়
হতাশ দ্রোণের দুর্য্যোধন-পাপপরিণামকথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবাকে বিনষ্ট করিলে তোমাদের মন কি প্রকার হইল? দুর্য্যোধন কৌরবগণসমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সেইরূপ কহিলে তিনি তাহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে আপনার সৈন্যমধ্যে মহান্ আর্তনাদশব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার পুত্রের মন্ত্রণাতে শত শত প্রধান পুরুষেরা নিহত হইলেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার পরামর্শে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অতি দীনভাবে কহিলেন, 'দুর্য্যোধন! কেন বৃথা আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ? আমি ত তোমাকে সততই বলিয়া থাকি যে, অর্জ্জুন অজেয়; শিখণ্ডী অর্জ্জুন-সংরক্ষিত হইয়া, মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতেই ধনঞ্জয়ের অসাধারণ বলবীর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে। আমি দানবগণেরও অবধ্য মহাবীর ভীষ্মকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবসৈন্যগণের সমূলে উন্মুলন স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোকমধ্যে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবীর বলিয়া বোধ করিতাম, সেই ভীষ্মই সমরশায়ী হইয়াছেন, এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে? হে বৎস! শকুনি কৌরবসভায় যে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, উহা অক্ষ নহে; শত্রুবিনাশন সুতীক্ষ্ণ শর। ঐ সকল শর এক্ষণে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগের যোদ্ধৃগণকে সংহার করিতেছে। হে দুর্য্যোধন! ধীরপ্রকৃতি মহাত্মা বিদুর তোমার হিতসাধনার্থ তোমাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে কর্ণপাতও কর নাই; তন্নিবন্ধনই এক্ষণে এই ঘোরতর বিনাশব্যাপার সমুপস্থিত হইয়াছে। যে মূঢ় হিতকারী সুহৃদের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনার মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অবিলম্বে শোচনীয় হয়। হে মহারাজ! তুমি যে সকুলসম্ভূত, ধর্ম্মপরায়ণ, অসৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত দ্রৌপদীকে আমাদিগের সমক্ষে সভামণ্ডপে আনয়ন করাইয়াছিলে, এক্ষণে সেই অধর্মের ফলভোগ করিতেছ এবং পরলোকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ফলভোগ করিবে।

'তুমি কপটতাচরণপূর্ব্বক যে পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া রৌরবচর্ম্ম পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্রহ্মবাদী মনুষ্য সেই ধর্ম্মপরায়ণ আত্মজতুল্য পাণ্ডবগণের অনিষ্টাচরণ করিবে? তুমি শকুনির সাহায্যে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে পাণ্ডবগণের কোপ সংগ্রহ করিয়াছ, দুঃশাসন ও কর্ণ ঐ ক্রোধানল সন্ধুক্ষিত করিয়াছেন এবং তুমি বিদুরের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক বারংবার উহা উত্তেজিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাভূত হইয়াও জয়দ্রথের রক্ষার্থ যত্নসহকারে অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলে; তবে সিন্ধুরাজ তোমাদিগের মধ্যে কেন বিনষ্ট হইলেন? মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা ও তুমি—তোমরা সকলে জীবিত

থাকিতে জয়দ্রথ কেন কালসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন? ভূপালগণ জয়দ্রথকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত প্রখর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তবে তিনি কেন সংগ্রামে নিপাতিত হইলেন? হে দুর্য্যোধন! সিন্ধুরাজ তোমার, বিশেষতঃ আমার পরাক্রমপ্রভাবে ধনঞ্জয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে গমন করিলে জীবিত থাকিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি যে পর্য্যন্ত না ধনঞ্জয়কে পাঞ্চালগণের সহিত সংহার করিতেছি, তদবধি বোধ হইতেছে যেন, মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই। হে রাজন! সিন্ধুরাজরক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া আমাকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ? আর সেই সত্যসন্ধ মহাবীর ভীষ্মের সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ না করিয়া কিরূপে তোমার মনে জয়লাভের প্রত্যাশা হইতেছে? যে যুদ্ধে সৈন্ধব ও ভূরিশ্রবা মহারথগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও নিহত হইয়াছেন, তথায় তুমি আর কি বিবেচনা কর? কৃপাচার্য্য এখনও সিন্ধুরাজের পথে পদার্পণ করেন নাই, এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করি। হে দুর্য্যোধন! দেবগণসমবেত দেবরাজও যাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, সেই দুষ্করকর্ম্মকারী মহাবীর ভীষ্মকে যখন তোমার ও দুঃশাসনের সমক্ষে নিপতিত হইতে অবলোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বসুন্ধরা তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের পুনরায় যুদ্ধযাত্রা

'হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের সৈন্যসমুদয় আমার সম্মুখে আগমন করিতেছে। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানার্থ সমস্ত সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ না করিয়া কখনই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে রাজন! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে বল যে, তুমি জীবনরক্ষার্থ সোমকদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আর তোমায় পিতা যে যে বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদয় প্রতিপালনপূর্ব্বক আনৃশংস্য, দম, সত্য ও সরলতায় মন সমাহিত কর, ধর্ম্মার্থকামে নিরত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া সতত ধর্ম্মপ্রধান কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হও। মন ও নেত্রদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা কর। তাঁহারা অগ্নিশিখাসদৃশ; অতএব কদাচ তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান বিধেয় নহে। হে মহারাজ! তুমি অশ্বত্থামাকে আমার এই সকল উপদেশবাক্য কহিবে। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যশল্যে পীড়িত হইয়া সৈন্যমধ্যে সংগ্রাম করিতে চলিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, তবে সৈন্যসমুদয়কে রক্ষা কর। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা রজনীযোগেও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবে না।' হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া- পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া, দিবাকর যেমন নক্ষত্রগণের তেজ নাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়তেজ বিনাশ করিতে লাগিলেন।"

১৫২তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের দ্রোণনিন্দা—পুনঃ যুদ্ধার্থ উদ্বোধন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রোষাবিষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, “হে রাধেয়! দেখ, একাকী অর্জ্জুন একমাত্র কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তোমার, দ্রোণাচার্য্যের এবং অন্যান্য প্রধানতম যোদ্ধৃগণের সমক্ষেই দেবগণেরও দুর্ভেদ্য সেই আচার্য্যবিরচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজকে নিহত করিল। সিংহ যেমন অন্যান্য মৃগসমুদয় বিনষ্ট করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমার ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই প্রধান প্রধান নরপতিগণকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়া আমার সৈন্য নিঃশেষিতপ্রায় করিয়াছে। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যদি যত্নপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদপূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। অর্জ্জুন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় প্রিয়; সেই জন্যই আচার্য্য যুদ্ধ না করিয়া তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার কি দুর্ভাগ্য! শত্রুতাপন আচার্য্য পূর্ব্বে সিন্ধুরাজকে অভয় প্রদান করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুনকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পথ প্রদান করিলেন। যদি তিনি পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজকে গৃহগমনে অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আমিও নিতান্ত অনার্য্য সিন্ধুরাজ যখন জীবনরক্ষার্থ গৃহে গমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি অভয়প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। হায়! আজ আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রমুখ সহোদরেরা ভীমহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিল।’

দ্রোণবাক্যে অপক্ষপাত কর্ণোপদেশ-যুদ্ধারম্ভ

“কর্ণ কহিলেন, ‘হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বলবীর্য্য ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন; তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না। শ্বেতবাহন অর্জ্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও অপরাধ লক্ষিত হইতেছে না। দ্রোণাচার্য্য স্থবির, শীঘ্রগমনে নিতান্ত অক্ষম ও বাহুব্যায়ামে [দ্রুত ভুজচালনে] একান্ত অশক্ত; কিন্তু কৃষ্ণসারথি মহাবীর অর্জ্জুন কৃতকার্য্য, যুবা, শিক্ষিতাস্ত্র ও লঘুবিক্রম; সে দুর্ভেদ্যবর্ম্মসংবৃতকলেবর ও ভুজবলদর্পিত হইয়া দিব্যাস্ত্রযুক্ত বানরলাঞ্ছিত রথে আরোহণ, অজয় গাণ্ডীবশরাসন ধারণ ও সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক যে দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়াছে, উহা আশ্চর্যের বিষয় নহে, সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে দ্রোণের কিছুমাত্র দোষদর্শন করি না। যাহা হউক, যখন ধনঞ্জয় দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে মহারাজ! দৈবনির্দ্দিষ্ট বিষয় কদাচ অন্যথা হয় না। দেখ, আমরা সকলেই শক্তি অনুসারে সংগ্রাম করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই বলবান্, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া শঠতা ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পরমযত্নসহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকার নষ্ট করিলেন। দুর্দৈবগ্রস্ত মনুষ্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে বারংবার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। মনুষ্য সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার তাহা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সিদ্ধিলাভ দৈবায়ত্ত। আমরা শঠতা প্রকাশ ও বিষপ্রয়োগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা

এবং জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; তাহারা দ্যূতে পরাজিত ও রাজনীতি অনুসারে অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়াছিল, কিন্তু দৈব আমাদিগের যত্নসম্পাদিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের উভয়পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় যত্নশালী হইবে, দৈব তাহাদেরই অনুকূল হইবেন। পাণ্ডবগণের বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সকার্য্য বা তোমার দুর্বুদ্ধিকৃত অসৎকার্য্য কদাচ এ বিষয়ে কারণরূপে লক্ষিত হয় না; তবে যে তাহাদের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এই বিষয়ে দৈবই প্রমাণ। মনুষ্যগণ যখন নিদ্রায় অভিভূত হয়, অনন্যকর্ম্মা দৈব তখনও জাগরিত থাকে। হে মহারাজ! প্রথম যুদ্ধ আরম্ভের সময় তোমার পক্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য ও যোদ্ধা ছিল; কিন্তু পাণ্ডবগণের তাদৃশ ছিল না, তথাচ তাহারা তোমার পক্ষীয় বহু বীরকে সংহার করিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈবই আমাদিগের পুরুষকার বিনষ্ট করিতেছেন।'

"হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এইরূপে বহুবিধ কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদয় নিরীক্ষিত হইল। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্। কেবল আপনার দুর্ম্মমন্ত্রণাপ্রভাবেই এই মহান জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে।"

জয়দ্রথবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১৫৩তম অধ্যায়
ঘটোৎকচবধপর্ব্বাধ্যায়—উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার সেই প্রভূত গজসমাকীর্ণ মহাসৈন্য পাণ্ডবসেনাদিগকে অতিক্রম করিয়া চারিদিকে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ যমরাজ্যগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বীরগণ বীরগণের সহিত সমাগত হইয়া শর, শক্তি ও তোমরদ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রথীগণ রথীগণের সহিত মিলিত হইয়া শরনিকরদ্বারা পরস্পরের গাত্র হইতে রুধিরধারা স্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মদমত্ত মাতঙ্গগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিষাণদ্বারা [দন্ত] পরস্পরকে বিদারিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহীরা অশ্বারোহীগণের সহিত সমাগত হইয়া যশোলাভাভিলাষে প্রাস, শক্তি ও পরশুদ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল এবং পদাতিগণ শস্ত্রপাণি হইয়া পরমযত্নসহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন কেবল নাম, গোত্র ও কুল শ্রবণেই কৌরবগণের সহিত পাঞ্চালদিগের বৈলক্ষণ্য বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে যোদ্ধৃগণ পরস্পর পরস্পরকে শর, শক্তি ও পরশুদ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দিবাকরের অস্তগমননিবন্ধন সৈন্যগণকর্ত্তৃক দশদিকে পরিত্যক্ত শরনিকর পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল না।

দুর্য্যোধনের ভীষণ আক্রমণ—পাণ্ডবপরাজয়

"পাণ্ডবেরা এইরূপে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এমন সময়ে মহাবীর দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজধজনিত দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া রথনির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অরিবাহিনীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল। দিবাকর যেমন মধ্যাহ্নকালে করজালদ্বারা সমুদয় জগৎ তাপিত করেন, তদ্রূপ আপনার পুত্র শরনিকরদ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ ও বিজয়লাভে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নোন্মুখ হইলেন। পাঞ্চালগণ মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনের সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈনিক পুরুষেরা সুতীক্ষ্ণশরে নিপীড়িত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র তৎকালে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা কখনই তদ্রূপ কার্য্য করিতে, সমর্থ হয়েন নাই। দ্বিরদ যেরূপ নলিনীবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ তিনি পাণ্ডবসৈন্যগণকে প্রমথিত করিয়া ফেলিলেন। পদ্মবন যেমন সূর্য্য ও অনিলপ্রভাবে সলিলবিহীন হইয়া শোভাশূন্য হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধনপ্রভাবে পাণ্ডবসৈন্যসমুদয় শোভাহীন হইল।

"ঐ সময় পাঞ্চালগণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন

ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, সাত্যকিকে পাঁচ, দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন এবং কেকয় ও চেদিদিগকে অসংখ্য নিশিতশরে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরে ঘটোৎকচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোদ্ধৃগণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে হস্তী ও অশ্বগণের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

যুধিষ্ঠিরাক্রান্ত দুর্য্যোধনের দ্রোণসাহায্য লাভ

"তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে এইরূপে অরাতিসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্লদ্বারা তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক ত্রিধা ছেদন করিয়া তাঁহাকে শাণিত, দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণ শরনিকর দুর্য্যোধনের দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা বৃত্রাসুর বিনাশসময়ে দেবতারা যেরূপ পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় শর নিক্ষেপ করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন অতিমাত্র বিদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালসৈন্যগণ 'রাজা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইয়াছেন' বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। ঐ সময় অতি ভীষণ শরশব্দও শ্রুতিগোচর হইল। দ্রোণাচার্য্য সেই শব্দশ্রবণে সত্বর তথায় গমনপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন যে, মহাবীর দুর্য্যোধন পুনরায় হৃষ্টচিত্তে কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চালগণ জয়লাভার্থ দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন; মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও কুরুপ্রবীর দুর্য্যোধনের রক্ষণেচ্ছায় তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। হে মহারাজ! তৎপরে যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণের নাশজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

১৫৪তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের সমবেত দ্রোণাক্রমণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণ মূঢ় দুর্য্যোধনকে সেই কথা বলিয়া রোষভরে পাণ্ডবমধ্যে প্রবেশ করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপে নিবারণে প্রবৃত্ত হইল? যখন দ্রোণ শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণচক্র ও কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার বামচক্র রক্ষা করিল? কোন্ কোন্ রথী তাঁহার পৃষ্ঠবর্ত্তী ও কাহারাই বা তাঁহার সর্ম্মুখবর্ত্তী হইলেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সর্বাস্ত্রবিশারদ মহাবীর দ্রোণ রথমার্গে নৃত্য করিয়া পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা শিশিরসময়ে গোসমুদয় যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ মহাভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সর্ব্বশস্ত্রবেত্তা মহাবীর দ্রোণ হুতাশনসদৃশ স্বীয় প্রভাবে পাঞ্চালসৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া কিরূপে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সায়াহ্নে জয়দ্রথবিনাশানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সাত্যকি সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তখন অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, মহাবীর নকুল, ধীমান্ সহদেব, সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণসমবেত বিরাট, অসংখ্য সেনাপরিবৃত মৎস্য ও শাল্বগণ, পাঞ্চালগণপরিরক্ষিত মহারাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও সসৈন্য রাক্ষস ঘটোৎকচ, শিখণ্ডিপুরঃসর ষট্‌সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ এবং একত্র সমবেত অন্যান্য অসংখ্য মহারথ আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীরেরা যুদ্ধার্থ গমন করিলে ভীরুজনভয়বর্দ্ধিনী ঘোররজনী সমুপস্থিত হইল। ঐ রজনীতে বহুতর কুঞ্জর ও যোদ্ধাদিগের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

"হে মহারাজ! ঐ ভীষণ বিভাবরীতে শিবাগণ গ্রাসসম্পন্ন জ্বালাকরাল মুখব্যাদানপূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর উলুকসকল কৌরবসৈন্যগণকে শঙ্কিত, করিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সৈন্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভেরী ও মৃদঙ্গের বিপুল শব্দ, করিনিকরের বৃংহিতধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুরশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণের সহিত সৃঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের চরণসমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুধিরপ্রবাহে ধূলিপটল তিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ব্বতোপরি দহ্য বংশবনের ন্যায় প্রক্ষিপ্ত শস্ত্রসমুদয়ের ঘোরতর চটচটা শব্দ হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ, আনক, ঝল্লীর ও পটহশব্দ এবং অশ্বসকলের চীৎকারে সমুদয় রণস্থল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন আমরা মোহে অভিভূত হইলাম। কাহারও আত্মপর বিবেচনা রহিল না। সকলে উন্মত্তের ন্যায় হইল। অনন্তর ধূলিপটল শোণিতপ্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে সুবর্ণময় বর্ম্ম ও ভূষণপ্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত হইল। তখন সেই শক্তিধ্বজসমাকুল মণি ও সুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ভারতীসেনাসকল নিশাকালে নক্ষত্রসার্থসঙ্কুল নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সৈন্যমধ্যে গোমায়ু ও কাকগণ অনবরত কোলাহল, করিসমুদয় বৃংহিতধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহনাদ ও উৎক্রোশধ্বনি করিতে লাগিল।

"অনন্তর সমরাঙ্গনে মহেন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষসদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া এককালে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ! সেই অন্ধকারকালে অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অসংখ্য রথ ও হস্তিসম্পন্ন সেই কৌরবসৈন্য বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলপটলের ন্যায় লক্ষিত হইল। চতুর্দ্দিকে অসি, শক্তি, গদা, খড়, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রসকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার সেই সৈন্যমেঘের পুরোবর্ত্তী বায়ু, রথ ও নাগ উহার বকপংক্তি; বাদিধ্বনি নির্ঘোষ; দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডব পর্জ্জন্য; খড়্গ, শক্তি ও গদা অশনি; শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র উহার পবনস্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

'যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি ভয়াবহ ভারতীসেনামধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে সেই প্রদোষসময়ে মহাশব্দসঙ্কুল, ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন, শূরগণের হর্ষজনন, ঘোরর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমবেত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় যে যে বীর আচার্য্যের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন,

মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বিমুখ ও অনেককে নিহত করিলেন। সেই সময়ে তিনি একাকীই সহস্র হস্তী, অযুত রথ, অযুত পদাতি এবং অর্ব্বুদ অশ্বকে নারাচাস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।”

১৫৫তম অধ্যায়
দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক শিবিবধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর দ্রোণ আমার আত্মজ দুর্য্যোধনকে সেই কথা কহিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা কি মনে করিলে? ধনঞ্জয় অপরাজিত মহাবীর আচার্য্যকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কি বিবেচনা করিতে লাগিল এবং মূঢ় দুর্য্যোধনই বা কোন্ কার্য্য তত্ত্বালোচিত বলিয়া অবধারণ করিল? তৎকালে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল আর কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহাকে শত্রুসংহারে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ দ্রোণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শীতার্ত্ত কৃশ গোসমূহের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক সেই অরাতিনিপাতন মহাবীর পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন? হে মহৎ সঞ্জয়! সেই রাত্রিকালে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সমবেত হইয়া বিমর্পিত হইতে থাকিলে তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি কহিতেই, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ নিহত, পরাভূত ও রথশূন্য হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা গাঢ়ান্ধকারনিমগ্ন, পাণ্ডবগণের শরে নিপীড়িত ও মোহাবিষ্ট হইয়া কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন? তুমি কহিতেছ, পাণ্ডবগণ জয়লাভে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং অস্মপক্ষীয় বীরগণ অপ্রহৃষ্ট, ভীত ও বিমনস্ক হইতেছে; কিন্তু সেই ঘোর নিশাকালে পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিভিন্নতা কিরূপে তোমার অনুমান হইল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবগণ, সোমকদিগের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আচার্য্য দ্রুতগামী শরনিকরে কেকয়গণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে যে যে মহারথ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ শিবি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপ্রমার্থী মহারথ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া লৌহময় দশশরে বিদ্ধ করিলে তিনি কঙ্কপত্রভূষিত ত্রিংশত্বণে আচার্য্যকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা শিবির অশ্ব ও সারথিকে সংহারপূর্ব্বক তাঁহার উষ্ণীষযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বর দ্রোণের নিকট অন্য এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে দ্রোণের অসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা আচার্য্য অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ভীমকর্ত্তৃক ধ্রুবাদি কলিঙ্গরাজপুত্রসংহার

"এদিকে কলিঙ্গরাজের পুত্র পিতৃবধজনিত দুঃখে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশোদ্ভব সৈন্যগণসমভিব্যাহারে ভীমের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে সাতশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সারথি বিশোককে তিনশরে নিপীড়িত করিয়া একবাণে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে গমনপূর্ব্বক মুষ্টিপ্রহারে তাঁহাকে নিহত করিলেন। ভীমের ভীষণ মুষ্টিপ্রহারে কলিঙ্গরাজতনয়ের অস্থিসকল চূর্ণ হইয়া পৃথক পৃথক নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজতনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাতপ্রমুখ বীরগণ কলিঙ্গরাজপুত্রের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া আশীবিষসদৃশ নারাচদ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম অবিলম্বে ধ্রুবের রথে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া মুষ্টিপ্রহার করিলেন। ধ্রুব সেই মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনের মুষ্ট্যাঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীম এইরূপে ধ্রুবকে সংহার করিয়া জয়রাতের রথে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং কর্ণের সমক্ষে তাঁহাকে বামহস্তে আকর্ষণপূর্ব্বক তলপ্রহারে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি কাঞ্চনময়ী শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সুবলনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর সুতীক্ষশরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্ম্মদদুষ্কর্ণ সংহার

"হে মহারাজ! এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই সমুদয় মহাকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ ভীমকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় জিঘাংসাপরবশ হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে হাস্যমুখে শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক দুর্ম্মদের সারথি ও অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মদ সত্বর দুষ্কর্ণের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সেই ভ্রাতৃদ্বয় বরুণ ও সূর্য্য যেমন তারকাসুরের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমের অভিমুখীন হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃশ, সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সমক্ষে পাদপ্রহারে ঐ বীরদ্বয়ের রথ ধরাতলে প্রোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণমধ্যে হাহাকারশব্দ সমুত্থিত হইল। মহীপালগণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, ইনি ভীমরূপে এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহরাজ। ভূপতিগণ এই বলিয়া মোহাবিষ্টচিত্তে অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যেকে পৃথক পৃথক্ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

"এইরূপে লোহিতলোচন ভীমপরাক্রম ভীম সেই নিশাকালে ধার্তরাষ্ট্রসৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক ভূপতিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে গমন করিয়া তাহাকে পূজা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ ও কেকয়গণ ভীমকে

নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান শঙ্কর অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়া আগমন করিলে সুরগণ যেমন তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারাও ভীমের সৎকার করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! অনন্তর বরুণাত্মজসদৃশ আপনার আত্মজগণ দ্রোণসমবেত হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই জলদজালসদৃশ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, কাক ও গৃধ্রগণের আমোদজনক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

১৫৬তম অধ্যায়

সোমদত্তের সাত্যকিসংহার প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে মহারথ সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে প্রায়োপবিষ্ট স্বীয় পুত্র ভূরিবার নিধন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শৈনেয়কে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি দেবনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে তুমি কিরূপে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রণপরাঙ্মুখ, অস্ত্রশস্ত্রত্যাগী, অতি দীন ভূরিশ্রবাকে প্রহার করিলে? বৃষ্ণিবংশে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও তুমি, তোমরা এই দুইজন মহারথ ও মহাতেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত আছ; কিন্তু তুমি কিরূপে সেই অর্জ্জুনশরে ছিন্নবাহু, প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাহা হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমাকে সেই নিষ্ঠুরতাচরণের ফলভোগ করিতে হইবে। আজই শরদ্বারা তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব। হে দুরাত্ম বৃষ্ণিকুলাঙ্গার! আমি আমার পুত্রদ্বয়, যজ্ঞ ও সুকৃতদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যদি অর্জ্জুন তোমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাত্রিমধ্যেই তোমাকে এবং তোমার পুত্র ও অনুজগণকে বিনাশ করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল হয়, তাহা হইলে যেন আমি ঘোরতর নরকে নিপতিত হই। মহাবলপরাক্রান্ত সোমদত্ত এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকির সোমদত্তবধ-প্রতিজ্ঞা

"তখন মহাবলপরাক্রান্ত রক্তনেত্র সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে কহিলেন, 'হে কৌরবেয়! তোমার বা অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। তুমি সমস্ত সৈন্যপরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইব না। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী; তুমি সমরকালে অনর্থক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে আইস, উভয়েই নির্দ্দয়ভাবে নিশিতপ্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবলপুত্র ভূরিশ্রবাকে নিধন এবং শল ও বৃষসেনকে পরাভূত করিয়াছি; তুমিও একজন মহাবলশালী, অতএব ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর; আজ পুত্র ও বান্ধবগণসমভিব্যাহারে তোমাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, শৌচ, অহিংসা, স্ত্রী, ধৃতি

ও ক্ষমা প্রভৃতি অবিনশ্বর গুণসমূহে ভূষিত মৃদঙ্গকেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে নিহত প্রায় হইয়াছ। এক্ষণে কর্ণ ও সৌবলসমভিব্যাহারে তোমাকে অবশ্যই শমনসদনে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে মুক্ত হইতে পারিবে; নতুবা আমি কৃষ্ণের চরণ ও ইষ্টাপূর্ত্তদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আজ তোমাকে পুত্রের সহিত বিনষ্ট করিব।' হে মহারাজ! সেই পুরুষপ্রধান বীরদ্বয় পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শরসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাণ্ডবসহায় সাত্যকি-কৌরবসহায় সোমদত্তযুদ্ধ

"ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন অযুত হস্তী ও অশ্ব এবং সহস্র রথ লইয়া সোমদত্তকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা শকুনি ও ইন্দ্রসমবিক্রম ভ্রাতৃগণ ও পুত্র পৌত্রগণও একলক্ষ অশ্বে পরিবৃত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্তের চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সোমদত্ত এইরূপে সেই বীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সাত্যকিকে সন্নতপর্ব্বশরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে পরস্পর প্রহরণশীল সৈন্যগণমধ্যে বাতাহত সমুদ্রনিঃস্বনসদৃশ মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির প্রতি নয়বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবলপরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহাকে নয়শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিগতসংজ্ঞ হইয়া রথোপরি মোহপ্রাপ্ত হইলেন। সারথি তাঁহাকে বিহ্বল অবলোকন করিয়া সত্বর রথ লইয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সোমদত্তকে সাতকির শরাঘাতে অচৈতন্য অবলোকন করিয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভারদ্বাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যকির রক্ষার্থ তাহাকে পরিবেষ্টন করিলেন।

"মহারাজ! পূর্ব্বে সুরগণের সহিত ত্রৈলোক্যবিজয়াভিলাষী বলিরাজের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ সময় পাণ্ডবগণের সহিত আচার্য্যের সেইরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্রোণাচার্য্য শরজালে পাণ্ডবসৈন্য সমাচ্ছন্ন ও যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং সাত্যকিকে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীকে শত, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, দ্রুপদকে দশ, দ্রৌপদীতনয়দিগকে পাঁচ পাঁচ, যুধামন্যুকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয় এবং অন্যান্য সেনাপতিগণকে অসংখ্যশরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ এইরূপে দ্রোণশরে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

"তখন মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে দ্রোণশরে ছিন্নভিন্ন অবলোকন করিয়া ঈষৎ কোপান্বিতচিত্তে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবসৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের সহিত দ্রোণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হুতাশন যেমন তুলারশি দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহা মহাবীর দ্রোণ আপনার পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শরানলে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতুল্য প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ মহাবীর দ্রোণকে কার্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া প্রদীপ্ত

শরনিকরে বিপক্ষসৈন্যগণকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি দ্রোণের সম্মুখে নিপতিত হইল, তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিল। এইরূপে সেই পাণ্ডবসেনা দ্রোণের শরে সমাহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সমক্ষেই পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে গোবিন্দ। তুমি এক্ষণে আচার্য্যের রথাভিমুখে অশ্বচালন কর।’ বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে রজত, গোক্ষীর, কুন্দ ও চন্দ্রের সদৃশ ধবলকায় অশ্বগণকে দ্রোণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অর্জ্জুনকে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান দেখিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, ‘হে বিশোক! তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণসৈন্যমধ্যে লইয়া যাও।’ বিশোক তাঁহার আদেশ শ্রবণমাত্র অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, কারূষ, কোশল ও কেকয়গণ সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে পরমযত্নসহকারে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

“হে মহারাজ! ঐ সময় লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর, অর্জ্জুন দক্ষিণপার্শ্ব ও ভীমসেন উত্তরপার্শ্ব অবলম্বনপূর্ব্বক রথীগণের সহিত আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি যুদ্ধার্থ আপনার সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুর অভিঘাতে মহাসাগরের যেমন ঘোরতর শব্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা সাত্যকিকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভূরিশ্রবার বিনাশে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন, তদ্দর্শনে ভীমসেনতনয় মহাবীর ঘটোৎকচ লৌহনির্ম্মিত, ঋক্ষচর্ম্মসমাচ্ছন্ন, ত্রিংশৎনল্ব [নলদ্বারা পরিমিত—চারিশত হস্তে ১ নল্ব মতান্তরে শত হস্ত। আধুনিক যুরোপ যুদ্ধে হাজার হাজার মাইলব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে যে যান্ত্রিক অস্ত্রে যুদ্ধ হয় ঐরূপ যুদ্ধ মহাভারতের সময়ও হইত।] বিস্তীর্ণ, যন্ত্রসন্নাহযুক্ত [যান্ত্রিক যুদ্ধোপকরণসমন্বিত] অষ্টচক্রসমন্বিত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন, অস্ত্রমালাসমলঙ্কৃত, শোণিতা ধ্বজপটপরিশোভিত, বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণপূর্ব্বক শূল, মুগর, শেল ও পাদপধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী সেনাগণসমভিব্যাহারে দ্রোণপুত্রের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার রথে অশ্ব বা মাতঙ্গগণ সংযোজিত ছিল না; করিনিকরাকার পিশাচগণ উহা আকর্ষণ করিতেছিল এবং বিকট গুরাজ পক্ষ ও চরণ বিস্তীর্ণ করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক উহার উপরে সমুত্থিত ধ্বজদণ্ডে উপবিষ্ট রহিয়াছিল। মহীপালগণ তাঁহাকে যুগান্তকালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় শরাসন উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই গিরিশৃঙ্গসদৃশ, ভীমরূপ, ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরাল, বিকটমুখ, শঙ্কুকর্ণ [খোঁটার মত লম্বা কাণ], উর্দ্ধকেশ, সন্নতোদর [ক্ষুধিতের মত ঝোলা পেট], কিরীটালঙ্কৃতমস্তক; মহাগর্তের ন্যায় বিস্তীর্ণ গলদ্বারযুক্ত, প্রদীপ্তবক্ত্র, বিপক্ষগণের বিক্ষোভজনক, রাক্ষস ঘটোৎকচকে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় রোষভরে তথায় আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও বায়ুভরে ক্ষুভিত ভাগীরথীর ন্যায় বিচলিত হইল। মাতঙ্গগণ ঘটোৎকচের সিংহনাদশব্দে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

'অনন্তর রাক্ষসেরা রাত্রিকাল প্রভাবে অধিকতর বলশালী হইয়া সেই রণস্থলে চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভূশুণ্ডী, তোমর, শক্তি, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রসকল চতুর্দ্দিকে অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সমস্ত নরপতি ও আপনার তনয়গণ এবং মহাবীর কর্ণ সেই ভীষণ সংগ্রামদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কেবল অস্ত্রবলদীক্ষিত অশ্বত্থামা একাকী অনাকুলিতচিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক সেই ঘটোৎকচবিস্তৃত মায়াজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গসমুদয় যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই ঘটোৎকচনিক্ষিপ্ত শরসকল অশ্বত্থামার দেহ বিদারণপূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন প্রবল প্রতাপশালী লঘুহস্ত অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশশরে ভীমপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার শরে মর্ম্মনিপীড়িত হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় তাঁহার উপর এক বালার্কসদৃশ, মণিহীরকবিভূষিত, এক লক্ষ অরসমাযুক্ত, ক্ষুরধার চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ঘটোৎকচনিক্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে অশ্বত্থামার সমীপে সমাগত হইবামাত্র তিনি শরনিকরদ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই চক্র ভাগ্যহীনজনের বাসনার ন্যায় বিফল হইলে মহাবীর ভীমতনয়, রাহু যেমন ভাস্করকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ দ্রৌণিককে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

অশ্বত্থামার শরে অঞ্জনপর্বার সংহার

"ঐ সময় ভিন্নাঞ্জনসন্নিভ [গাঢ়কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ] কলেবর ঘটোৎকচতনয় অঞ্জনপর্বা অশ্বত্থামাকে আগমন করিতে দেখিয়া সুমেরু যেমন বায়ুর গতিরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার গতিরোধপূর্ব্বক মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একবাণে অঞ্জনপর্ব্বার ধ্বজ, তিনবাণে চিত্রবেণুক, একবাণে ধনু, চারিবাণে চারি অশ্ব এবং দুইবাণে সারথিদ্বয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঞ্জনপর্ব্বা এইরূপে রথবিহীন হইয়া অশ্বত্থামার উপর খড়্গপ্রহারে উদ্যত হইল। দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা তাহার হস্ত হইতে সেই স্বর্ণবিন্দুখচিত অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন ঘটোৎকচনন্দন ক্রোধভরে গদা বিঘূর্ণনপুর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর দ্রোণাত্মজ তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অঞ্জনপর্ব্বা সহসা আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া কালমেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তখন দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজালে মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরজালে অঞ্জনপর্বার কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোৎকচতনয় অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুবর্ণখচিত রথে অবস্থানপূর্ব্বক পৃথিবীস্থিত অত্যুচ্চ অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধচিত্তে মহেশ্বর যেমন অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই লৌহবর্ম্মধারী ভীমনপ্তা [ভীমপৌত্র] অঞ্জনপর্ব্বাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

ঘটোৎকচসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ

"হে মহারাজ! মহাবীর ঘটোৎকচ স্বীয় পুত্রকে এইরূপে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কোপজ্বলিতচিত্তে দবদহনপ্রবৃত্ত [বনদাহে উদ্যত] দাবানলসদৃশ পাণ্ডবসৈন্যসংহারকারী মহাবীর অশ্বত্থামার সমীপে আগমনপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'হে দ্রোণনন্দন! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেনা। পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য আমি তোমাকে বিদীর্ণ করিব।' অশ্বত্থামা ঘটোৎকচের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'হে বৎস! তুমি এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা পিতার কর্ত্তব্য নহে। হে হিড়িম্বানন্দন! তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই; কিন্তু মনুষ্য রোষপরবশ হইয়া আত্মনাশেও পরাঙ্মুখ হয় না। এই নিমিত্তই তোমাকে এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছি।' তখন পুত্রশোকসন্তপ্ত মহাবীর ঘটোৎকচ রোষকষায়িতলোচনে অশ্বত্থামাকে কহিলেন, 'হে দ্রোণাত্মজ! আমি নীচলোকের ন্যায় সংগ্রামকাতর নহি। তবে কেন নিরর্থক বাক্যব্যয় করিয়া আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছ? আমি এই সুবিস্তীর্ণ কৌরবকুলে মহাবীর ভীমের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি সমরে অপরাঙ্মুখ পাণ্ডবগণের পুত্র, রাক্ষসগণের অধিরাজ ও দশাননের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত। হে দ্রোণাত্মজ! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। প্রাণসত্ত্বে তুমি কদাপি অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। আজ আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ অপনীত করিব। মহাবীর ঘটোৎকচ এই বলিয়া কুঞ্জরাভিমুখীন কেশরীর ন্যায় ক্রোধভরে অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার প্রতি রথপরিমিত আয়ত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা হিড়িম্বাতনয়বিসৃষ্ট সেই শরসমুদয় উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে শরজালের একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধ হইতেছে। অস্ত্রসমুদয় সংঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ সকল সমুৎপন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনতল খদ্যোতপুঞ্জে সুশোভিত হইয়াছে।

"এইরূপে দ্রোণপুত্রকর্ত্তৃক ঘটোৎকচের অস্ত্রমায়া প্রতিহত হইলে ভীমতনয় প্রচ্ছন্নভাবে পুনর্ব্বার মায়াজাল বিস্তার করিবার বাসনায় উত্তুঙ্গশৃঙ্গসম্পন্ন, পাদপকুলসমাচ্ছন্ন, শূল, প্রাস, অসি ও মুষলরূপ প্রস্রবণযুক্ত এক পর্ব্বতের আকার পরিগ্রহ করিলেন। মহাবাহু অশ্বত্থামা সেই অঞ্জনস্তূপসদৃশ মহীধর ও তাহা হইতে অনবরত নিপতিত অস্ত্রজাল নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি হাস্যমুখে বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই শৈলেন্দ্রকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

"অনন্তর ঘটোৎকচ ইন্দ্রায়ুধবিভুষিত নীলনীরদরূপ ধারণ করিয়া পাষাণবর্ষণপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বায়ব্যাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক সেই সমুত্থিত নীলমেঘ অপসারিত করিয়া শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া লক্ষ রথীর প্রাণসংহার করিলেন।

"অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ সিংহশার্দূলসদৃশ মত্তদ্বিরদবিক্রম, বিকটাস্য, বিকৃতমস্তক, বিকৃতগ্রীব, নানাশস্ত্রধারী, কবচসমলঙ্কৃত, ভয়ঙ্কর, ক্রোধোদ্‌বৃত্তলোচন, দেবরাজসম মহাবলপরাক্রান্ত, সমরদুর্ম্মদ, রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া

পুনরায় অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ন হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ দুর্য্যোধনকে বিষণ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও ইন্দ্রসমবিক্রম পার্থিবগণের সহিত এই স্থানেই অবস্থান কর। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। তুমি কখনই পরাজিত হইবে না। এক্ষণে যত্নসহকারে স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বাসিত কর।' মহারাজ দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দ্রোণনন্দন! তোমার মনের এইরূপ ঔদার্য্য ও আমাদের প্রতি এইরূপ গাঢ়তর ভক্তি হওয়া নিতান্ত অদ্ভুত নহে।' রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয় শকুনিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুবলনন্দন! অর্জ্জুন লক্ষ রথীকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে; তুমি ষষ্টিসহস্র রথীসমভিব্যাহারে তাহার অভিমুখে গমন কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুণ্ডভেদী, পুরুদ্রুম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঞ্জক, শল্য, আরুণি, ইন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরক্রাথী, জয়ধর্ম্মা ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্রসমুদয়, উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত পদাতি তোমার অনুগমন করিবেন। হে মাতুল! দেবরাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। আমি এক্ষণে তোমার উপর জয়লাভ নির্ভর করিয়াছি। অতএব কার্ত্তিকেয় যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অশ্বত্থামার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণানন্তর আপনার পুত্রগণের সন্তোষ ও পাণ্ডবদিগের বিনাশসম্পাদনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ঘটোৎকচ-অশ্বত্থামার ভীষণ যুদ্ধ

"ঐ সময় ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া বিষাগ্নিসদৃশ সুদৃঢ় দশবাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণপুত্রের বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমসুতের শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পবনোদ্ধৃত পাদপের ন্যায় রথমধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমতনয় পুনর্ব্বার অবিলম্বে অঞ্জলিকবাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বত্থামার করস্থিত সুপ্রভাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া, জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাক্ষসের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ অরাতিনিপাতন শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; বিশালবক্ষঃ রাক্ষসগণ দ্রোণপুত্রের বাণে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মত্তমাতঙ্গযূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রলয়কালে ভগবান হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগণকে শরজালে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়া যেরূপ দীপ্তি পাইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণতনয় সেই অক্ষৌহিণী রাক্ষসসেনা ধ্বংস করিয়া সেইরূপ বিরাজিত হইতে লাগিলেন।

"তখন মহাবীর ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্রকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। দশনোদ্দীপ্তবদন, নানাস্ত্রধারী,

ঘোরতর নিশাচরগণ ঘটোৎকচের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র মুখব্যাদানপূর্ব্বক সিংহনাদে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্রোণপুত্রের সংহারার্থ ধাবমান হইয়া তাঁহার মস্তকে সহস্র সহস্র শাণিত শক্তি, শতঘ্নী, পরিঘ, অশনি, শুল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, অসি, তোমর, কুণপ, কম্পন, মূল, ভূশুণ্ডী, অশ্মগুড়, লৌহময় স্থান এবং শত্রুদারণ ঘোর মুদগরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ ভীষণ অস্ত্রসমুদয় অশ্বত্থামার মস্তকোপরি নিপতিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল; কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণতনয় অসম্ভ্রান্তচিত্তে শিলানিশিত বজ্রকল্প শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অনায়াসে সেই ঘোরতর শরজাল নিবারণ করিয়া সত্বর দিব্যমন্ত্রপূত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে বিপুলবক্ষাঃ রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিশাচরগণ অশ্বত্থামার ভীষণশরে সমাহত হইয়া সিংহবিদলিত গজযূথের ন্যায় একান্ত সমাকুল হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশবাসনায় ধাবমান হইল। তখন অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য মহাবীর অশ্বত্থামা অতি দুষ্কর আশ্চর্য্যজনক বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক একাকী ঘটোৎকচের সমক্ষে প্রজ্বলিত শরানলে সেই রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করিয়া যুগান্তকালীন সংবর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য নরপতিমধ্যে মহাবলপরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

"অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র ভীমতনয় ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন, করতালি প্রদান ও ওষ্ঠাধর দংশনপূর্ব্বক স্বীয় সারথিকে কহিলেন, "হে সারথে! তুমি সত্বর দ্রোণপুত্রসমীপে রথ সঞ্চালন কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র অশ্বত্থামার সমীপে রথ সমানীত করিল, ভীমবিক্রম অরাতিঘাতন ঘটোৎকচ পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়পতাকাসমাযুক্ত বিকটবেশধারী দ্রোণপুত্রের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অষ্টঘন্টাযুক্ত দেবনির্মিত অশনি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কার্মুক পরিত্যাগ ও লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রভাবসম্পন্ন সেই ঘোররূপ অশনি রাক্ষসেন্দ্রের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সকলেই দ্রোণপুত্রকে প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধসদৃশ অতি ভীষণ কার্মুক গ্রহণ করিয়া পুনরায় অশ্বত্থামার উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নির্ভীকচিত্তে আচার্য্যপুত্রের বক্ষঃস্থলে আশীবিষসদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শরসমুদয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদের দুইজনের উপর অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও হুতাশনসদৃশ শরনিকরে তাহার নারাচসকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে যোদ্ধৃগণের ও মহাবীর অশ্বত্থামার প্রীতিজনক অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন সহস্র রথ, তিনশত হস্তী এবং ছয় সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন বিক্রমশালী অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ ও অনুজসহায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, পৃথিবীমধ্যে আর কেহই সেরূপ পরাক্রমপ্রদর্শনে সমর্থ নহেন। তিনি নিমেষমাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব,

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশবের সমক্ষে সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথসমবেত এক-অক্ষৌহিণী রাক্ষসীসেনা নিপাতিত করিলেন। দ্বিরদগণ অশ্বত্থামার অবক্রনারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবিহীন পর্ব্বতসমুদয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। নিকৃত্ত করিশুণ্ডসকল সমরভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন ভীষণ ভুজগগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কাঞ্চনময় দণ্ড ও শ্বেতচ্ছত্রসকল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল যুগান্তকালে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় দ্রোণাত্মজের শরনিকরপ্রভাবে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে সমরাঙ্গনে এক ভীষণ তরঙ্গযুক্ত ভীরুজনের মোহজনক শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। বৃহদাকার ধ্বজসকল উহার মণ্ডূক [ভেক ব্যাঙ।]; ভেরীসকল বৃহদাকার কচ্ছপ; শ্বেতচ্ছত্রসমুদয় হংসাবলী; চামর, ফেন, কঙ্ক ও গৃধ্রসকল মহান; অসংখ্য আয়ুধ মৎস্য; বৃহদাকার হস্তিসমুদয় পাষাণ; অশ্বগণ মকর; রথসকল তীরভূমি; পতাকানিচয় তীরস্থ মনোহর বৃক্ষ, প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টিসকল ডুণ্ডুভ [ঢোঁড়াসাপ]; মজ্জা ও মাংস পঙ্ক, কবন্ধগণ ভেলক [ভেলা] এবং কেশকলাপ শৈবালস্বরূপ দৃষ্ট ও যোদ্ধৃগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দস্বরূপে শ্রুত হইতে লাগিল।

অশ্বত্থামার শরে দ্রুপদপুত্র সুরথাদিবধ

"মহাবীর অশ্বত্থামা, এইরূপে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ঘটোৎকচকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদ ও মহারথ পাণ্ডবগণকে শরজালে বিদ্ধ করিয়া দ্রুপদপুত্র সুরথকে সংহারপূর্ব্বক সুরথের অনুজ শত্রুঞ্জয়, বলানীক ও জয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণশরে পৃষধ্র ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া দশশরে কুন্তিভোজের দশপুত্রকে ও সুপুঙ্খ সুশাণিত তিনশরে শ্রুতায়ুধকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদপূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন; তদ্দর্শনে পাণ্ডবসৈন্যগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। এইরূপে মহারীর অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরভূমি শরনিকরে ভিন্নকলেবর, নিহত ও নিপতিত গিরিশৃঙ্গসদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে নিতান্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ, সুপর্ণ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, অপ্সরা ও দেবতাগণ অশ্বত্থামার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

১৫৭তম অধ্যায়

সাত্যকিকর্ত্তৃক সোমদত্তপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুযুধান ইহারা দ্রুপদতনয়গণ, কুন্তিভোজের পুত্রগণ এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসগণকে অশ্বত্থামার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া পরমযত্নসহকারে যুদ্ধে মননানিবেশ করিলেন। তখন উভয়পক্ষে অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সোমদত্ত সাত্যকিকে পুনরায় অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থ দশশরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলে সোমদত্তও তাঁহাকে শতশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত সাত্যকি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুত্রবিনাশে নিতান্ত সন্তপ্ত, স্থবিরোচিত গুণগ্রামে, সমলস্কৃত যযাতিরাজসদৃশ বৃদ্ধ সোমদত্তকে প্রথমতঃ বজ্রসঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ দশশর ও ভীষণ শক্তিদ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপর সাতশর প্রয়োগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থে সোমদত্তের মস্তকে এক সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন; সাত্যকিও সেই সময় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে অনলসঙ্কাশ শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ পরিঘ ও শর এককালে সোমদত্তের কলেবরে নিপতিত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ভীমকর্ত্তৃক বাহ্লীকবধ

"মহাবীর বাহ্লীক স্বীয় পুত্রের তদবস্থা দর্শনে বর্ষাকালীন নীরবর্ষী নীরদের ন্যায় অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ নয়শরে বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর প্রতীপতনয় বাহ্লীক তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরন্দরবিনির্মুক্ত অশনির ন্যায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক শক্তি প্রহার করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন সেই শক্তিদ্বারা আহত হইয়া একান্ত বিচলিত ও বিমোহিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া বাহ্লীকের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমসেনপ্রেরিত ভীষণ গদা বাহ্লীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

ভীমকরে নাগদত্তাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়বধ

"অনন্তর আপনার আত্মজ নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু, অয়োভুজ, দৃঢ়, সুহস্ত, বিজয়, প্রমাথ ও উগ্রযায়ী, দশরথীসদৃশ এই নয় মহাবীর বাহ্লীককে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যসাধনক্ষম নারাচসকল সন্ধানপূর্ব্বক প্রত্যেকের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীমের নারাচে বিদ্ধ হইয়া, মহীরুহগণ যেমন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ভীম নয়নারাচে সেই নয় বীরের প্রাণসংহার করিয়া কর্ণের প্রিয়পুত্র বৃষসেনের প্রতি শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ তাঁহাকে নারাচনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক আপনার সাতজন শ্যালককে বিনাশ করিয়া নারাচদ্বারা শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। তখন বীরগবাক্ষ, শরভ ও বিভু শকুনির ভ্রাতা শতচন্দ্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত

ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভীমসেনের প্রতি দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ নারাচনিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সেই জলধারাসদৃশ নারাচনিকরে তাড়িত হইয়া পাঁচশরে অলৌকিকবলশালী পাঁচ মহীপালকে বিনাশ করিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় বিচলিত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরশরে অজয়াদি বীরগণের বিনাশ

"হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই আপনার পক্ষীয় অম্বষ্ঠ, মালব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, অভীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক, বসাতি, যৌধেয়, মালব ও মদ্রগণকে অসংখ্যশরে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মাংস ও শোণিতে পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হইল। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের রথসমীপে 'বধ কর, আহরণ কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর' ইত্যাকার তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তখন দুর্য্যোধনপ্রেরিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার উপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন স্বীয় অস্ত্রদ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে অস্ত্র বিনষ্ট হইলে ভারদ্বাজ রোষপরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থ বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র-অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবাহু যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে স্বীয় অস্ত্রদ্বারা সেই দ্রোণনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনহিতৈষী দ্রোণাচার্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মরাজের বিনাশবাসনায় ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। গজসিংহগামী, বিশালবক্ষাঃ, পৃথুললাহিতাক্ষ, অমিততেজাঃ ধর্ম্মরাজও মহেন্দ্র-অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া দ্রোণাস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের বধকামনায় ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত করিলেন। ঐ সময় রণক্ষেত্র তিমিরাবৃত হওয়াতে আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। যোদ্ধৃগণ সেই ব্রাহ্ম-অস্ত্র দর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইল। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির স্বীয় ব্রাহ্ম-অস্ত্রদ্বারা সেই আচার্য্যনিক্ষিপ্ত ব্রাহ্ম-অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনিকগণ ধনুর্দ্ধর যুদ্ধবিশারদ দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া। সরোষনয়নে বায়ব্যাস্ত্রদ্বারা দ্রুপদসেনাগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুন ও ভীমসেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন ও ভীমসেন সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য রথদ্বারা অরিসৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন এবং অর্জ্জুন দক্ষিণপার্শ্বস্থ ও ভীমসেন উত্তরপার্শ্বস্থ সেনা আক্রমণপূর্ব্বক শরবর্ষণদ্বারা আচার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাতেজাঃ মৎস্য, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ সাত্বতদিগের সহিত অর্জ্জুন ও ভীমসেনের অনুগমন করিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অন্ধকারাবৃত, নিদ্রাক্রান্ত কৌরবসেনাগণ মহাবীর ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কোনক্রমেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।"

১৫৮তম অধ্যায়
কর্ণের আত্মশ্লাঘা-কৃপাচার্য্যের নিন্দাবাণী

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে অতিশয় উদ্দপ্ত অবলোকন ও তাহাদের বিক্রম নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে মিত্রবৎসল" এক্ষণে মিত্রকার্য্যের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধৃগণকে পরিত্রাণ কর। উহারা নিশ্বসন্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ মহারথ পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম, জয়শীল, মহারথ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে।'

"কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'হে মহারাজ। আজ আমি পুরন্দর স্বয়ং অর্জ্জুনের রক্ষার্থ সমাগত হইলেও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, তুমি আশ্বস্ত হও; আমি সত্য বলিতেছি যে আজ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমাগত পাঞ্চাল ও পাতনয়গণকে বিনষ্ট করিয়া, কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রকে যেরূপ বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমাকে জয় প্রদান করিব। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবান; অতএব তাহার প্রতি আজ সেই বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিব। মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয় তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় বনগমন করিবে। হে কুরুকুলতিলক! আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিষাদ করিবার প্রয়োজনই নাই। আমি আজ পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষিগণকে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিব।'

"হে মহারাজ! মহাবাহু কৃপাচার্য্য কর্ণের বাক্যশ্রবণে গর্বিতভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে সূতপুত্র! যদি তোমার বাক্যে কার্য্যসিদ্ধি হইত, তাহা হইলে তুমি থাকাতেই কুরুনাথ সনাথ হইতেন, সন্দেহ নাই। তুমি কুরুরাজসমীপে অনেকবার আত্মশ্লাঘা করিয়াছ; কিন্তু কখনই তোমার পরাক্রম বা বীর্য্যের ফল কিছুই লক্ষিত হয় নাই। তুমি কতবার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; কিন্তু কখনই জয়লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। গন্ধর্ব্বগণ যখন রাজা দুর্য্যোধনকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কেবল তুমি একাকী সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাটনগরে যুদ্ধসময়ে সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে। সূতনন্দন! তুমি একমাত্র মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; তবে কিরূপে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইতেছ? হে সূতপুত্র। আত্মশ্লাঘা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীরপুরুষের কর্ত্তব্য; অতএব তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জন করিয়া আপনার অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না। তুমি মহাবীর অর্জ্জুনকে দৃষ্টিগোচর না করিতে এবং তাঁহার বাণের সম্মুখবর্ত্তী না হইতেই মহাগর্জন করিয়া থাক; কিন্তু একবার ধনঞ্জয়ের শরে বিদ্ধ হইলে তোমার তর্জ্জনগর্জন অতি দুর্লভ হইয়া উঠে।

ক্ষত্রিয়েরা বাহুবল, ব্রাহ্মণগণ বাগজাল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কার্মুকদ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করেন; কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত মনোরথদ্বারাই সৌর্য্যে প্রদর্শন করিয়া থাক। যে মহাবীর শৌর্য্যে রুদ্রকে প্রীত করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহার সাধ্য?'

"হে মহারাজা বীরপ্রধান মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্যের সেই সমুদয় বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে কৃপাচার্য্য! যথার্থ বীরপুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় নিরন্তর গর্জ্জন এবং ক্ষিতিরোপিত বীজের ন্যায় আশু ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমধুরন্ধর বীরগণের সমরাঙ্গনে আত্মশ্লাঘা করা কিছুমাত্র দোষাবহ নহে। যে ব্যক্তি যে ভারবহনে মনে মনে দৃঢ় যত্ন করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য প্রদান করেন। আমি মনে যাহা কল্পনা করি, তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি যদি বৃষ্ণিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিয়া গর্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দূরদর্শী বীরগণ শারদ জলধরের ন্যায় কখনই বৃথা গর্জ্জন করেন না। তাঁহারা স্বীয় সামর্থ্যানুসারে গর্জন করিয়া থাকেন। হে গৌতম! আমি আজ রণে যত্নবান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব বলিয়াই গর্জন করিয়াছি। তুমি অবিলম্বেই আমার গর্জ্জনের ফল দর্শন করিবে। আমি আজ রণস্থলে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডুতনয়দিগকে বৃষিগণের সহিত নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রদান করিব।'

"কৃপাচার্য্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! আমি তোমার এই স্বেচ্ছাকৃত প্রলাপবাক্য গ্রাহ্য করিব না। তুমি সতত কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ করিয়া থাক; কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, উরগ ও পক্ষিগণেরও অজেয় অর্জ্জুন ও বাসুদেব যাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পাণ্ডবগণের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, বদান্য, সত্যধর্ম্মনিরত, শিক্ষিতাস্ত্র, বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ এবং পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনায় নিরত। উঁহার ভ্রাতৃগণও মহাবলপরাক্রান্ত, সর্বাস্তুবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী ও গুরুকার্য্য সাধনপরতন্ত্র। আর দেখ, ইন্দ্রসমবিক্রম, একান্ত অনুরক্ত, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দুর্ম্মুখপুত্র জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্ত্তিবর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র; সুতেজন, গজানীক, তানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়া, রথবাহন চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তাহার ভ্রাতৃসমুদয়, যমজ নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, রাক্ষ ঘটোৎকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য অনেক মহারথ সমরকার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। অতএব উঁহার কিছুতেই ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, ভুজগ ও কুঞ্জরপরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী নিঃশেষিত করিতেও অসমর্থ নহেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন। হে সূতনন্দন! অমিতপরাক্রম বাসুদেব যাঁহাদের যুদ্ধে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে কিরূপে সমরে পরাজিত করিবে? তুমি যে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত অন্যায়।

কৃপাচার্যের প্রতি কর্ণের কটূক্তি

"হে মহারাজ। মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্যকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন! তুমি পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত কথা কহিলে, সকলই সত্য। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বহুতর সদগুণ বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই। আর তাঁহারা যে দেবগণসমবেত দেবরাজ ইন্দ্র এবং সমুদয় দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণেরও অজেয়, তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র সংশয় করি না। কিন্তু দেবরাজ আমাকে এই যে অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি ইহার প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে পারি। এক্ষণে আমি তদ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিব। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কদাচ জয়লাভপূর্ব্বক এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহারা বিনষ্ট হইলে এই সসাগরা ধরণী অনায়াসে কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তিনী হইবে। হে আচার্য্য! সুনীতি বিস্তার করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি আস্ফালন করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও সংগ্রামকার্য্যে অনিপুণ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার সাতিশয় পক্ষপাত আছে; এই নিমিত্ত তুমি আমাকে অবমাননা করিতেছ। যাহা হউক, যদি তুমি পুনরায় আমার প্রতি ঐরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি খড়্গদ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদন করিব। হে নির্বোধ! তুমি কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের স্তুতি করিতে বাসনা করিতেছ। অতএব এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি, দুর্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি ও তুমি, তোমরা যে যুদ্ধে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তথায় বিপক্ষ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইলেও কি জয়লাভ করিতে পারে? ঐ সমুদয় কৃতাস্ত্র, স্বর্গলিপ্সু, ধর্ম্মপরায়ণ, যুদ্ধপারগ বীরগণ দেবগণকেও সমরে নিপাতিত করিতে পারেন; উঁহারা পাণ্ডবগণের নিধন ও কৌরবগণের বিজয়কামনায় বর্ম্মধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা হউক, বিক্রমসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জয়লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাবাহু ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলসম্পন্ন দেবগণেরও দুর্জ্জয় মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথীশ্রেষ্ঠ শল, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈবপ্রতিকূলতাই এই বিনাশের মূল কারণ। হে পুরুষাধম! তুমি যে নিরন্তর দুর্য্যোধনরিপু পাণ্ডবগণকে স্তব করিতেছ, তাহাদিগেরও ত' সহস্র সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরব এই উভয়পক্ষীয় সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। হে নরাধম! তুমি পাণ্ডবগণকে সতত বলবান্ বলিয়া জ্ঞান কর; কিন্তু আমি তাহাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব; কিন্তু জয়লাভ দৈবায়ত্ত।"

১৫৯তম অধ্যায়
কৃপনিন্দায় অশ্বত্থামার কর্ণবধোদ্যম

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সূতপুত্রকে মাতুল কৃপাচার্য্যের প্রতি এইরূপে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সিংহ যেমন

মত্তমাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই অসি নিষ্কাশনপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিলেন, ‘রে নরাধম! মহাত্মা কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণসকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তুমি বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রভাবে ইহার ভৎর্সনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। রে মূঢ়! তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে আপনার বলবীর্য্যের শ্লাঘা করিতেছ। যখন মহাবীর অর্জ্জুন তোমাকে পরাজিত করিয়া তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন, তৎকালে তোমার এই বীর্য্য ও অস্ত্রসমুদয় কোথায় ছিল? হে সূতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত কেন মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ? সুররাজসনাথ সমুদয় দেব ও অসুরগণ কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তুমি সেই অপরাজিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সমস্ত ভূপালগণের সহিত কিরূপে পরাজয় করিতে পারিবে? হে দুর্বুদ্ধে! এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার বলবীর্য্য অবলোকন কর, আমি অদ্য তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব। অশ্বত্থামা এই বলিয়া মহাবেগে তাঁহার শিরচ্ছেদনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনাদিকর্ত্তৃক অশ্বত্থামার সান্ত্বনা

“তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, ‘হে রাজন্! ঐ ব্রাহ্মণাধম নিতান্ত দুর্বুদ্ধিপরতন্ত্র ও সমরশ্লাঘী; তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। ঐ দুরাত্মা এক্ষণে আমার ভুজবীর্য্য দর্শন করুক। অশ্বত্থামা কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন।’ তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ‘হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন, সূতপুত্রের প্রতি ক্রোধপ্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনাকে এবং কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, মদ্ররাজ ও শকুনিকে অতি গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্পর্ধা প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের অভিমুখীন হইতেছে।’

“হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মনস্বী অশ্বত্থামাকে এইরূপে প্রসন্ন করিলে দ্রোণতনয় ক্রোধবেগ সংবরণ করিলেন। তখন শান্তস্বভাব কৃপাচার্য্য অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে সূতনন্দন! এক্ষণে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

কর্ণ-পাণ্ডবের তুমুল যুদ্ধ

“হে মহারাজ! অনন্তর সেই যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়া বারংবার তর্জ্জন করিয়া আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রথীপ্রধান তেজস্বী কর্ণও দেবগণপরিবৃত দেবরাজের ন্যায় কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত কর্ণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কেহ ‘এই কর্ণ’, কেহ কেহ ‘কর্ণ কোথায়’ এবং কেহ কেহ ‘ওরে দুরাত্মন্ সূতনন্দন! রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর’ এই বলিয়া উচ্চস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ

কর্ণকে অবলোকনপুর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে কহিতে লাগিলেন যে, যাবতীয় নৃপসত্তমগণ ঐ অল্পবুদ্ধি গর্বিতচিত্ত সূতপুত্রকে সংহার করুন। উহার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অত্যন্ত বিপক্ষ, দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও. সকল অনর্থের মূল; অতএব উহার প্রাণসংহার কর।' পাণ্ডবপ্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণবিনাশার্থ ধাবমান হইয়া অসংখ্যশরবর্ষণে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রামবিজয়ী লঘুহস্ত বলবান সূতনন্দন সেই কালান্তকযমোপম অদ্ভুত সৈন্যসাগর ও মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত শরবর্ষণপূর্ব্বক অরাতিসৈন্যগণকে নিবারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পনপূর্ব্বক পূর্ব্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক সেই ভূপালগণনির্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে বিপক্ষবর্গ সমরে যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

"এইরূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শরসমূহ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদের যুগকাষ্ঠ, ঈষা, ছত্র, ধ্বজ ও ঘোটকসমুদয়ের উপর স্বনামাঙ্কিত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণশরনিপীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুলচিত্তে শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য অশ্বসকল, গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ মস্তকসমুদয়ে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোধগণ ইতস্ততঃ নিহত, হন্যমান ও রোরুদ্যমান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতিভীষণ যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! ঐ দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ম্মধারণপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণ্ডবসেনাগণ কর্ণাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখুন, অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে কার্ত্তিকেয়নির্জিত অসুরসেনার ন্যায় কর্ণশরে নির্জিত দেখিয়া সূতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, আপনি এরূপ উপায় অবলম্বন করুন। দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হার্দ্দিক্য দৈত্যসেনাভিমুখীন দেবরাজের ন্যায় অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সূতপুত্রের রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া, পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রতি যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন।

কর্ণার্জ্জুনযুদ্ধ-কর্ণপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সুর্য্যতনয় মহারথ কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা ও তাহাকে পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই জাতবৈর কালান্তক যমসদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! গজ যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁর প্রতি গমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবেগে, সমাগত সূতপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ সরল শরসমুদয়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর তিনশরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ত্রিংশৎ শাণিত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রোধভরে এক নারাচে তাঁহার বামহস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভীষণ নারাচের আঘাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহসা কার্মুক নিপতিত হইল। মহাবলপরাক্রান্ত সূতপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই কোদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া নিমেষমধ্যে অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক কর্ণপরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতীকারপরায়ণ বীরদ্বয় শরজালে চতুর্দ্দি সমাচ্ছন্ন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, তৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুনের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

"অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সত্বর তাঁহার করস্থিত কার্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ভল্লাস্ত্রে চারি-অশ্বকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ অশ্ব, সারথি ও কার্মুকবিহীন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাকে চারিবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর [সজারুর-তাড়া পাইলেই সজারুর গায়ের কাঁটাগুলি খাড়া হইয়া উঠে] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং জীবিতরক্ষার্থ সত্বর সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণ! তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই; এই আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের বধার্থ সমরাঙ্গনে গমন করিতেছি। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনকে পাঞ্চালগণের সহিত বিনাশ করিব। আজ আমি গাণ্ডীবধম্বর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ যুগান্তকালের ন্যায় আমার বিক্রম দর্শন করিবে। আমার শরনিকর শলভশ্রেণীর ন্যায় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। আজ আমি শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আমার সৈনিকপুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরনির্মুক্ত জলধারার ন্যায় আমার শরধারা, সন্দর্শন করিবে। হে বীরগণ! তোমরা অর্জ্জুন হইতে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান কর। আমি আজই সন্নতপর্ব্ব সায়কনিচয়দ্বারা তাহাকে পরাজিত করিব। মকরাকুল মহার্ণব যেমন তীরভূমি অতিক্রমণে অসমর্থ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজ আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না।

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া, অসংখ্যসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রোষকষায়িতলোচনে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য মহাবাহু দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, 'হে দ্রোণনন্দন! ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের নিকট গমন

করিতেছেন। উঁহাকে শীঘ্র নিবারণ কর, নচেৎ উনি আমাদের সমক্ষে অর্জ্জুনের শরে বিনষ্ট হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনশরনিকরের পথবর্ত্তী না হইবেন, সেই অবধিই রণস্থলে জীবিত থাকিতে পারিবেন; অতএব উনি নির্মোকনির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ অর্জ্জুনশরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। হে মহাত্মন্! আমরা উপস্থিত থাকিতে দুর্য্যোধনের অসহায়ের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোনক্রমেই উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন শার্দুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হস্তীর ন্যায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উহার জীবনরক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইবে।'

"হে মহারাজ! অস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা মাতুলের বাক্যশ্রবণানন্তর সত্বর রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে গান্ধারীপুত্র! আমি সতত তোমার হিতানুষ্ঠানে যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমাকে অনাদর করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করা তোমার উচিত হইতেছে না। হে দুর্য্যোধন! অর্জ্জুনের পরাজয়নিমিত্ত তোমাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হইবে না, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, এক্ষণে আমিই ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতেছি।

সমপরাজয়ে ভীত দুর্য্যোধনের ধিক্কার

"দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য পাণ্ডবগণকে সুতনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও প্রতিনিয়ত তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমার দুরদৃষ্টবশতঃই হউক বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই হউক, রণস্থলে আপনার পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া থাকে।

আমি অতিশয় লুব্ধস্বভাব; আমাকে ধিক্! বান্ধবগণ আমার সুখলাভের নিমিত্তই পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্যতিরেকে মহেশ্বরসম মহাবলপরাক্রান্ত শস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য অন্য কোন্ বীর সমর্থ হইয়াও বিপক্ষগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? হে গুরুপুত্র! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হউন। দেবদানবগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব আপনি অনুচরবর্গের সহিত সোমক ও পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পশ্চাৎ আমরা আপনারই ভুবলে পরিরক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। ঐ দেখুন, সোমক ও পাঞ্চালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের ন্যায় আমার সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি উহাদিগকে এবং কেকয়গণকে নিবারণ করুন। নচেৎ উহারা ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আপনি অবিলম্বেই উহাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এক্ষণেই হউক বা পরেই হউক, আপনাকেই সাধন করিতে হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন; আপনার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী পাঞ্চালশূন্য হইবে। হে ব্রহ্ম! সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আপনি অনুচরগণসমবেত পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও আপনার অগোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক ও পাণ্ডবেরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি গমন করুন, আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে

একান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। হে আচার্য্যকুমার! আপনি স্বীয় দিব্যতেজঃপ্রভাবে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।”

১৬০তম অধ্যায়
অশ্বত্থামার অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবরাজ দৈত্যবধে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতিনিপাতনে যত্নবান হইলেন এবং আপনার পুত্র মহাবীর দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা যে আমার পিতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতাপুত্রও যে তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সংগ্রামসময়ে সেরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কৃপ ও হার্দ্দিক্যের সহিত মিলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নিমেষমধ্যে পাণ্ডবসেনাগণকে সংহার করিতে পারি। আর যদি আমরা সংগ্রামে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণও দ্রোণ নিমেষমধ্যে কৌরবসেনা নিঃশেষিত করিতে পারে; কিন্তু আমরা উভয়পক্ষেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজঃ প্রশমিত হইতেছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে বলপূর্ব্বক বিপক্ষসেনা পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বলবীর্য্যশালী পাণ্ডুপুত্রগণ আপনাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তাহারা কেন না তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবে? তুমি নিতান্ত লুব্ধ, নিকৃতিপরতন্ত্র, সর্ব্ববিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই সতত আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাক। যাহা হউক, আমি জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যত্নবান হইয়া তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে গমন করিতেছি। অদ্য আমি তোমার হিতসাধনার্থ পাঞ্চাল, সোমক, কেকয় ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক শত্রুর প্রাণসংহার করিব। অদ্য চেদি, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবে। অদ্য আমি সংগ্রামে এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও সোমকগণ ইহলোক দ্রোণপুত্রময় অবলোকন করিবে। ধর্ম্মনন্দন পাঞ্চাল ও সোমকগণকে আমার বাণে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া যারপরনাই বিষণ্ন হইবে। ফলতঃ অদ্য যে যে বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। তাহারা কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

ধৃষ্টদ্যুম্নসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ

“হে মহারাজ! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাহার হিতের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে বিদ্রাবণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিলেন এবং কৈকেয় ও পাঞ্চালগণকে কহিলেন, ‘হে মহারথগণ! তোমরা স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিয়া হস্তলাঘবপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে প্রহার কর। বীরগণ দ্রোণপুত্রকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সকলেই তাঁহার উপর অবিরল শরবৃষ্টি করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডুতনয়দিগের সমক্ষেই তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের দশজনকে ভূমিসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ অশ্বত্থামার শরে তাড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীরনিঃস্বন সুবর্ণলঙ্কারভূষিত সমরে অপরাঙ্মুখ একশত রথারোহীসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণপুত্রের প্রতি। গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে নির্বোধ আচার্য্যপুত্র! সামান্য যোধগণকে বিনাশ করিলে কি হইবে? যদি বীরপুরুষ হও, তবে আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার প্রাণসংহার করিব; তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর।' প্রবলপ্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মধুলোলুপ ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পিতবৃক্ষে গমন করে, তদ্রূপ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শরসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করিল। তখন শরপাণি মহাবীর দ্রোণপুত্র এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পদাহত পন্নগের ন্যায় ক্রোধভরে অসন্ত্রস্তচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি স্থির হইয়া মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর; আমি অবিলম্বেই নারাচদ্বারা তোমাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।'

"অরাতিনিপাতন অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে একেবারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালতনয়। দ্রোণপুত্রের শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "হে বিপ্রতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় অবগত নহ! আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত দ্রোণ জীবিত থাকিতে তোমাকে বিনাশ করিলাম না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী সুপ্রভাত হইলে অগ্রে তোমার পিতাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব; অতএব এই সময়ে স্থিরচিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতি শেষ বিদ্বেষবুদ্ধি ও কৌরবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কখনই আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাধম! যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হয়, তোমার ন্যায় সে ক্ষত্রিয়েরই বধ্য হইয়া থাকে।'

"হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে দ্বিজোত্তম অশ্বত্থামা তাঁহাকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনাপরিবৃত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের শরনিপাতে নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না; প্রত্যুত স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া অশ্বত্থামার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রোষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় প্রাণপণে পরস্পর শরসন্নিপাত নিবারণ ও চারিদিকে বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণ প্রভৃতি আকাশগামীগণ অশ্বত্থামা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পরবধার্থী বিকটবেশ বীরদ্বয় শরনিকরে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া অলক্ষিতরূপে অতি সুন্দর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা কার্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগকে অরণ্যমধ্যস্থ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে

প্রবৃত্ত মহা দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীরুজনের ভয়জনক তুমুল যুদ্ধকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে কিয়ৎক্ষণ কাহারও জয়পরাজয় লক্ষিত হইল না।

'অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের কোদণ্ড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অশ্বচতুষ্টয়, পার্শ্বরক্ষকদ্বয় ও সারথিকে ছেদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বিস্তারপূর্ব্বক সহস্র সহস্র পাঞ্চালসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বত্থামার সেই অদ্ভুতকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল। তখন অশ্বত্থামা এককালে এক এক শত শরে এক এক শত পাঞ্চালকে ও সুশাণিত তিন তিন শরে তিন তিন মহাবীরকে সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই বহুসংখ্যক পাঞ্চালকে বিনাশ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তাঁহাদিগের রথধ্বজসমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া বর্ষাকালীন নীরদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। হুতাশন যেমন যুগান্তকালে ভূতসমুদয়কে ভস্মসাৎ করিয়া সংহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণমুক্ত বহুসংখ্যক বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরবগণ সেই অরাতিনিপাতন সুররাজসদৃশ দ্রোণপুত্রকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

১৬১তম অধ্যায়

দ্রোণযুদ্ধে পাণ্ডবপরাজয়-ভীমার্জ্জুন অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীম অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সহিত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয়পক্ষে ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর ভীম যুদ্ধদুর্ম্মদ অভীষাহ ও শূরসেনদিগকে শরনিকরে ছেদন করিয়া রুধিরধারায় রণক্ষেত্র কর্দ্দমময় করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যৌধেয়, অদ্রিজ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দ্বিরদগণ বেগগামী নারাচনিকরে সমাহত হইয়া দ্বিশৃঙ্গপর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। করিশুণ্ডসকল খণ্ড খণ্ড ও ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠমান হওয়াতে সমরভূমি জঙ্গমভুজঙ্গসমুদয়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনকচিত্রিত ছত্রসকল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমরভূমি চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইল।

"ঐ সময় দ্রোণের রথাভিমুখে 'নির্ভয়ে সংহার কর, প্রহার কর, বিদ্ধ কর ও ছেদন কর' ইত্যাকার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ব্যাস্ত্রদ্বারা পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে

আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণের অস্ত্রপ্রভাবে সমাহত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্যসমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুন আচার্য্যের দক্ষিণপার্শ্ব ও ভীমসেন বামপার্শ্ব অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও সোমকগণ ভীম ও অর্জ্জুনের অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনপক্ষীয় মহারথগণ সৈন্যগণসহ দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং সৈন্যগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই সুযোগে সেই কৌরবসৈন্যদিগকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোন কোন মহীপালও স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ, রাজা দুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোধগণ কোনক্রমেও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।”

১৬২তম অধ্যায়
সাত্যকি-সোমদত্ত সমর

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এদিকে মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তকে অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধভরে সারথিকে কহিলেন, সূত! অবিলম্বে আমাকে সোমদত্তসমীপে সমানীত কর; আমি নিশ্চয় কহিতেছি, ঐ কৌরবাধমের প্রাণসংহার না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইব না। সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অস্ত্রাঘাতসহিষ্ণু সিন্ধুদেশীয় অসমুদয় পরিচালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে দৈত্যবধোদ্যত সুররাজের অশ্বগণ তাঁহাকে যেরূপ বহন করিয়াছিল, সাত্যকির অশ্বগণও তাঁহাকে তদ্রূপ বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবল সোমদত্ত সাত্যকিকে মহাবেগে সংগ্রামাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া বারিধারার ন্যায় শরবর্ষণপূর্ব্বক জলধর দিনকরকে যেরূপ আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন, সাত্যকিও অসম্ভ্রান্তচিত্তে কুরুশ্রেষ্ঠ সোমদত্তকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকিকে যষ্টিশরে বিদ্ধ করিলেন; সাত্যকিও তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে রোষকষায়িতলোচনে। পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন রথমার্গে মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্ব্বক বারিবর্ষী অম্বুদের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেন। ঐ বীরদ্বয় শরসম্ভিন্নকলেবর হইয়া শল্লকীদ্বয়ের ন্যায়, সুবর্ণপুঙ্খশরে আচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতাবৃত বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় এবং শরসন্দীপিত দেহ হইয়া উল্কাসমবেত কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

“অনন্তর মহারথ সোমদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদনপূর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে পঞ্চবিংশতিশরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি দশবাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বর সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সোমদত্তকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া সহাস্যবদনে ভল্লদ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সোমদত্ত স্বীয় ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিতক্ষুরপ্রদ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক নতপর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ শতবাণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ সোমদত্তও সত্বর অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে শরনিকরে আবৃত করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সোমদত্তও তাঁহাকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন সাত্যকির রক্ষার্থ সোমদত্তকে দশবাণে আহত করিলেন; সোমদত্ত তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্তচিত্তে ভীমসেনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সুদৃঢ় ভীষণ পরিঘাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। কুরুকুলোদ্ভব সোমদত্ত তদ্দর্শনে হাস্যমুখে সেই ঘোরদর্শন পরিঘাস্ত্র দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ পরিঘ দ্বিধা ছিন্ন হইয়া বজ্রবিদারিত ভূধরশিখরের ন্যায় পতিত হইল।

সাত্যকিশরে সোমদত্তসংহার

"অনন্তর মহারথ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এক ভল্লে সোমদত্তের শরাসন ও পাঁচশরে শরমুষ্টি ছেদন করিয়া চারিবাণে তুরঙ্গমগণকে যমরাজসদনে প্রেরণপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ অতি ভয়ানক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিক্ষেপ করিলেন। সেই শৈনেয়বিমুক্ত শর শ্যেনপক্ষীর ন্যায় মহাবেগে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। মহারথ সোমদত্ত সাত্যকির সেই শরহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সোমদত্তকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অসংখ্য রথসমভিব্যাহারে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল।

দ্রোণযুধিষ্ঠিরযুদ্ধ-কৃষ্ণের সামরিক উপদেশ

"এ দিকে পাণ্ডবগণ সমুদয় প্রভদ্রক ও মহতী সেনাসমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে দ্রোণসৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই তাঁহার সৈনিকপুরুষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ সাতবাণে বিদ্ধ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণকে পাঁচবাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠিরশরে অতিমাত্র বিদ্ধ দ্রোণ ক্রোধে সৃক্কণীলেহনপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ ও কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্রশরে দ্রোণকে তাঁহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমকৃত হইল। আচার্য্য এইরূপে যুধিষ্ঠিরশরে নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল রথোপরি অবসন্ন হইয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ভুজগের ন্যায় নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।

মহাবলপরাক্রান্ত যুধিষ্ঠির নির্ভীকচিত্তে স্বীয় অস্ত্রদ্বারা সেই বায়ব্যাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া আচার্য্যের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য সত্বর অন্য কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শাণিতভল্লে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, উনি সর্ব্বদা আপনাকে ধৃত করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন; অতএব উহার সহিত সংগ্রাম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ যিনি উহার বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি উহার বধসাধন করিবেন। অতএব আপনি আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করুন। নরপতিরা ভূপাল ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধাভিলাষ করেন না। অতএব যে স্থানে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন।'

"অরাতিনিপাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্যশ্রবণে মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া দ্রুতবেগে ভীমসেনসমীপে গমন করিলেন। এবং দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় কৌরবসৈন্য সংহার করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনসদৃশ রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অরাতিনিপাতন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন, এদিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সেই প্রদোষসময়ে পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।"

১৬৩তম অধ্যায়
দীপালোকে অতিমাত্র শোভাসম্পন্ন নৈশসমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভয়ানক যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত এবং অন্ধকার ধূলিপটলপ্রভাবে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত হইলে ক্ষত্রিয়প্রধান যোধগণ পরস্পরকে আর নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাহারা স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমান দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ এবং ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—ইঁহারা উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা চারিদিকে ধাবমান হইল এবং স্খলিতবুদ্ধি হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত বিমোহিত হইয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণীগণ সেই ঘোরতর তিমিরপরিপূর্ণ সমরস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সেই অন্ধকারপ্রভাবে তোমাদিগকে এইরূপে আলোড়িত করিলে তোমরা হীনতেজাঃ হইয়া কি মনে করিতে লাগিলে? আর কিরূপেই বা সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অস্মৎপক্ষীয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ দৃষ্টিগোচর হইল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময়ে সেনাপতিগণ দ্রোণের আদেশানুসারে হতাবশিষ্ট সৈন্যসকল সংগ্রহ করিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ উহার অগ্রে, শল্য

পশ্চাদ্ভাগে এবং অশ্বত্থামা ও শকুনি পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই সৈন্যগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত পদাতিদিগকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পদাতিগণ! তোমরা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রদীপসমুদয় গ্রহণ কর।' পদাতিগণ তাঁহার আদেশানুসারে হৃষ্টমনে প্রদীপ গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কুতূহলসহকারে নভোমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্‌দেবতারা এবং দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসৌকর্য্যের জন্য সুগন্ধিতৈলসংযুক্ত প্রদীপসকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্যসকল অগ্নিপ্রভা এবং মহার্হ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মার্জিত দিব্যশস্ত্রপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতি রথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন।। তখন সেই দীপমালা আপনার সৈন্যগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ প্রদীপহস্ত পদাতিগণকর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল।

"এইরূপে সেই সৈন্যগণ প্রকাশিত হইলে হুতাশনসদৃশ তেজস্বী দ্রোণ তাহাদের মধ্যে গমন করিয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। প্রদীপপ্রভায় সুবর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, বিশুদ্ধ তূণীর ও শস্ত্রসমুদয় প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং সৈক্য, গদা, শুভ্র পরিঘ ও শক্তিমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রশ্মিজালদ্বারা সমধিক আলোক বিস্তার করিল। তখন যোদ্ধাদিগের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীপ্ত মহোল্কা ও দোদুল্যমান সুবর্ণমালা সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সৈন্য শস্ত্র, দীপ ও আভরণপ্রভায় সাতিশয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শোণিতসিক্ত শাণিত শস্ত্রসমুদয় বীরগণকর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। শত্রুসংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান কম্পিতকলেবর মনুষ্যগণের মুখমণ্ডল সমীরণসঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পাদপদলসমাচ্ছন্ন অরণ্য অনলপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইলে দিবাকরের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্করকালে কৌরবসৈন্যগণের প্রভা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল।

"তখন পাণ্ডবগণও কৌরবপক্ষীয় বলসমুদয় দীপমালায় শাভিত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে পদাতিগণকে প্রতিবোধিত করিয়া সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতি গজে সাত সাত, প্রত্যেক রথে দশ দশ, প্রতি অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুই প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। ধ্বজ এবং সমস্ত সেনার পার্শ্ব, পশ্চাৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। হে রাজন! এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর এবং পতাদিগণের হস্তে অসংখ্য দীপ থাকাতে পাণ্ডবসেনা আলোকময় হইল। হে মহারাজ! সেই সমুদয় সৈন্য প্রদীপদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া দিবাকরাভিগুপ্ত [রৌদ্রতেজে বর্দ্ধিতরাগ] হুতাশনের ন্যায় সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষীয় প্রদীপপ্রভা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সমুদয়ে অভিব্যাপ্ত হইলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদয় সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর ও সিদ্ধগণ নভোমণ্ডলগত আলোকপ্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত

হইলেন। তখন সেই সংগ্রামস্থল দেব, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গর ও সিদ্ধগণ এবং রণনিহত দেবলোক-প্রস্থানোদ্যত যোধগণে একান্ত সমাকুল হইয়া সুরলোকসদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে সেই রথ, অশ্ব ও নাগগণে সমাকুল, দীপসমুদয়ে প্রদীপ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বকুলসঙ্কুল, সংবদ্ধ যোধগণে সমাকীর্ণ, অসংখ্য নর, নাগ ও অশ্বসম্পন্ন বলসমুদয় সুরাসুরব্যূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে শক্তিসকল প্রচণ্ড বায়ু, মেঘ, গজ ও অশ্বগণের গভীর গর্জ্জন মহা নির্ঘোষ ও রুধিরপ্রবাহ অম্বুধারাস্বরূপ [বৃষ্টিধারাসদৃশ] প্রতীয়মান হইল। হে মহারাজ! মধ্যাহ্নকালীন শারদ দিবাকর যেমন করজালে সকলকে সন্তপ্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অনলকল্প সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।”

১৬৪তম অধ্যায়
বহু রথীরক্ষিত দ্রোণের পাণ্ডবসহ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! এইরূপে সেই ধূলিজাল সমাচ্ছাদিত রণস্থল প্রদীপশিখায় সুপ্রকাশিত হইলে রথীসকল পরস্পর বিনাশমানসে শস্ত্র, প্রাস ও অসি ধারণপুর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্নখচিত স্বর্ণদণ্ড ও দেবগন্ধর্ব্বগৃহীত গন্ধতৈলসুবাসিত সমধিক উজ্জ্বল প্রদীপের প্রভায় রণভূমি গ্রহপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইল। মহোল্কাসকল লোকের অভাবে বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে প্রদোষসময়ে পাদপসমুদয় খদ্যোতপরিপূর্ণ হইয়া যেরূপ শোভমান হয়, দিঙ্মণ্ডল প্রদীপপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে গজারোহিগণ গজারোহিগণের সহিত, অশ্বরোহিগণ অশ্বরোহিগণের সহিত এবং রথীগণ রথীগণের সহিত কুতূলসহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গসেনা ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর। অর্জ্জুন সত্বর মহীপালগণকে বিনাশ করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ একান্ত অসহিষ্ণু মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধভরে আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমাদিগের মন কিরূপ হইল এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কি কর্তব্য অবধারণ করিল? আর কোন্ কোন্ বীর অর্জ্জুনের সম্মুখগমনে প্রবৃত্ত হইলেন? আর কোন্ কোন্ বীরই বা তৎকালে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন? হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণচক্র ও কোন্ কোন্ বীর বামচক্র এবং কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন? আর কাহারাই বা তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন? হে সঞ্জয়! যিনি রথমার্গে নৃত্য করিয়াই যেন পাঞ্চালসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ধূমকেতুর ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চাল মহারথদিগকে শরানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর দ্রোণ কিরূপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি বিপক্ষদিগকে অব্যগ্র, অপরাজিত ও হৃষ্ট এবং

মৎপক্ষীয় রথীগণকে রথশূন্য ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে নিহত, বিবর্ণ ও বিকীর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থী দ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই রজনীতে স্বীয় বশংবদ ভ্রাতা, মহাবলপরাক্রান্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুপার্শ্ব, দুর্দ্ধর্ষ ও দীর্ঘবাহু এবং তাঁহাদিগের পদানুগগণকে কহিলেন যে, 'তোমরা সযত্নে দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। হার্দ্দিক্য তাঁহার দক্ষিণচক্র, শল্য বামচক্র এবং মৃতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ তাঁহার পুরোভাগরক্ষণে নিযুক্ত হউন। আচার্য্য ক্ষমাশীল, বিশেষতঃ পাঞ্চালগণ সাতিশয় যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। আচার্য্যও বলবান্, ক্ষিপ্রহস্ত ও পরাক্রমশীল। সোমকগণসমবেত পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, তিনি একাকী দেবগণকেও পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষণে যত্নবান্ হও। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কোন বীরই আচার্য্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব প্রাণপণে তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনি অনায়াসে সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সবলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন। সেনামুখস্থিত সৃঞ্জয়গণ নিহত হইলে অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিবেন। অর্জ্জুন মহারথ কর্ণের নিকট পরাজিত হইবে এবং আমিও বর্ম্মধারী ভীমসেনপ্রমুখ অবশিষ্ট পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। তাহা হইলে অন্যান্য যোধগণ সহসা হীনবীর্য্য ও আমার অনন্তকালব্যাপী জয়লাভ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা কর।'

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই নিশাকালে সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিলে পর, বিজয়াভিলাষী উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যগণকে এবং কৌরবগণ অর্জ্জুনকে নানাবিধ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজকে এবং দ্রোণাচার্য্য সৃঞ্জয়গণকে সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই পরস্পরপ্রহারে প্রবৃত্ত পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও কৌরবসৈন্যগণের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ আমাদিগের বা পূর্ব্বতন লোকদিগের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

১৬৫তম অধ্যায়
সঙ্কুল যুদ্ধ যুধিষ্ঠিরপলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে সেই সর্ব্বভূতবিনাশন ভীষণ রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের বিনাশের নিমিত্ত পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণকে সম্মুখাভিবর্ত্তিত [সম্মুখাগত] ভারদ্বাজের বিনাশে আদেশ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অস্মৎপক্ষীয় বীরগণও রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে শক্তি, উৎসাহ ও পরাক্রমানুসারে তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর

কৃতবৰ্ম্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। সংগ্রামনিপুণ কুরুকুলোদ্ভব ভূরি সাত্যকিকে মত্তদ্বিপের ন্যায় দ্রোণাভিমুখে গমন ও চতুৰ্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ সহদেবকে দ্রোণাচার্য্যের গ্রহণে যত্নবান্ দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ব্যাদিত্যস্য শমনের ন্যায় সমাগত প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শকুনি সৰ্ব্বযুদ্ধবিশারদ যোধগণাগ্রগণ্য নকুলকে, কৃপাচার্য্য মহারথ শিখণ্ডীকে, দুঃশাসন ময়ূরসবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে সমারূঢ় প্রতিবিন্ধ্যকে, পিতৃতুল্য প্রভাবশালী অশ্বত্থামা মায়াবিশারদ সম্মুখাগত ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচকে, বৃষসেন অসংখ্য সৈন্য ও পদানুগগণে পরিবৃত দ্রোণ-গ্রহণার্থী দ্রুপদকে, ক্রুদ্ধচিত্ত মদ্ররাজ দ্রোণনিধনার্থ সমাগত বিরাটকে, নিশাচরপ্রধান অলম্বুষ যোধগণাগ্রগণ্য মহারথ অর্জ্জুনকে এবং আপনার পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন নকুলতনয় শতানীককে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূৰ্ব্বক তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অরাতিমৰ্দ্দন ধনুৰ্দ্ধর দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় গজারোহী যোধগণ বিপক্ষীয় গজারোহিগণের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মৰ্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। তুরঙ্গগণ পক্ষবান্ পৰ্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অশ্বারোহিগণ প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি গ্রহণপূৰ্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে অশ্বারোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ গদা, মুষল প্রভৃতি নানাস্ত্রদ্বারা সমরে পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! তীরভূমি যেমন উদ্ধত অর্ণবকে নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃতবৰ্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হাৰ্দ্দিক্যকে প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে বিংশতিশরে বিদ্ধ করিয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা ধৰ্ম্মরাজের আস্ফালনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে তাহার কার্ম্মুক ছেদনপূৰ্ব্বক তাঁহাকে সাতশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দশশরে হাৰ্দ্দিক্যের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হাৰ্দ্দিক্য ধৰ্ম্মনন্দনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে সাতশরে নিপীড়িত করিলে, ধৰ্ম্মরাজ তাঁহার কার্ম্মুক ও শরমুষ্টি ছেদনপূৰ্ব্বক তাঁহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্ল প্রয়োগপূৰ্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত ভল্ল কৃতবৰ্ম্মার মহামূল্য হেমপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে প্রবিষ্ট ভীষণ ভুজগের ন্যায় ভূগৰ্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর হাৰ্দ্দিক্য নিমেষমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে দশশরে বিদ্ধ করিলেন।

"অনন্তর ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কার্ম্মুক পরিত্যাগপূৰ্ব্বক কৃতবৰ্ম্মার প্রতি এক ভুজগসদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পাণ্ডবপ্রেরিত হেমচিত্রিত শক্তি হাৰ্দ্দিক্যের দক্ষিণ ভুজদণ্ড ভেদ করিয়া ভূগৰ্ভে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় কার্ম্মুক গ্রহণপূৰ্ব্বক শরনিকরে হাৰ্দ্দিক্যকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর হাৰ্দ্দিক্য তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নিমেষাৰ্দ্ধমধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির খড়্গ ও চৰ্ম্ম গ্রহণ করিলেন; হাৰ্দ্দিক্যও এক নিশিত ভল্ল

ধারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির এক সুবর্ণদণ্ড তোমর গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য যুধিষ্ঠিরপরিত্যক্ত তোমর সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ক্রোধাবিষ্টচিত্তে শরনিকরে ধর্ম্মনন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বর্মের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্ম হার্দ্দিক্যশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অম্বরতলপরিভ্রষ্ট তারকাস্তবকের ন্যায় ধরাতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃতবর্ম্মার শরে ছিন্নবর্ম্মা, রথশূন্য ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য ধর্ম্মপুত্রকে পরাজিত করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যসমুদয় রক্ষা করিতে লাগিলেন।”

১৬৬তম অধ্যায়
সাত্যকিসমরে ভূরির নিধন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এদিকে মহাবীর ভূরি সমাগত মত্তমাতঙ্গবিক্রম মহারথ সাত্যকিকে নিবারণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত পাঁচশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তাঁহার দেহে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলোদ্ভব ভূরিও যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশশর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রোধান্ধ অন্তকসদৃশ মহাবীরদ্বয় রোষরক্তনয়নে শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত এবং সুদারুণ শরবৃষ্টিদ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল তাঁহাদের সমানরূপ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি হাসিতে হাসিতে মহাত্মা ভূরির কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয়বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে ‘থাক্ থাক’ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরি শত্রুশরে ছিন্নশরাসন ও অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অন্য কার্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকিকে তিনবাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে সূতীক্ষ্ণভল্লে তাঁহার কার্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি শত্রুশরে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহাবেগে ভূরির বিপুল বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভূরি সেই সাত্যকিনিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে চূর্ণ কলেবর হইয়া আকাশভ্রষ্ট, দীপ্তরশ্মি মঙ্গলগ্রহের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

অশ্বত্থামার শরে ঘটোৎকচপরাজয়

“হে মহারাজ! মহারথ অশ্বত্থামা দ্রুতবেগে যুযুধানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে ‘থাক থাক’ বলিয়া তর্জ্জন করিয়া জলধর যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে সাত্যকির রথাভিমুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদপরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে দ্রোণনন্দন। তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর, প্রাণসত্ত্বে আমার নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। কার্ত্তিকেয় যেমন মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ

আমি তোমাকে বিনাশ করিব। হে ব্রহ্মন্! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনীত করিব, সন্দেহ নাই।' রোষতাম্রাক্ষ অরাতিঘাতন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট কেশরী যেমন করীন্দ্রকে আক্রমণ করিতে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের অভিমুখে ধাবমান। হইলেন এবং জলধর যেমন ধরাতলে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর রথাক্ষপরিমিত ইষুজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণপুত্র আশীবিষোপম শরনিকরদ্বারা সেই রাক্ষসনির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া তাঁহার উপর একশত মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঘটোৎকচ আচার্য্যপুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমরমধ্যে সলোম শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অশনিসম শব্দায়মান ভীষণ ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বরাহকর্ণ, নালীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শরসমূহে অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অনাকুলিতচিত্তে দিব্যমন্ত্রপূত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীরণ যেমন জলধরপটল ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসনির্ম্মুক্ত অশনিসন্নিভ সুদুঃসহ শরজাল নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, আকাশপথে শরসমুদয় পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। সেই বীরদ্বয়নির্ম্মুক্ত শরসমুদয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল সন্ধ্যাসময়ে খদ্যোতপুঞ্জে বিচিত্রিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে দ্রোণপুত্র শরজালদ্বারা দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার পুত্রগণের হিতার্থ ঘটোৎকচকে অসংখ্যশরে সমাকীর্ণ করিলেন।

'অনন্তর, সেই ঘোরতর রজনীযোগে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নিসদৃশ দশবাণে দ্রোণনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে মহাবলপরাক্রান্ত অশ্বত্থামা গাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পাদপের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ দ্রোণতনয়কে নিহত বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামাকে তদবস্থ দেখিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বামকরে কার্ম্মুক গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে এক যমদণ্ডোপম ভীষণশর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুপঙ্খ শর রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ঘটোৎকচ দ্রৌণীনির্ম্মুক্তশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। তখন সারথি তাঁহাকে বিমোহিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে অশ্বত্থামার নিকট হইতে অপবাহিত করিল। মহারথ অশ্বত্থামা এইরূপে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুর্য্যোধনপ্রমুখ পুত্রগণ ও যোধসমুদয়কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইলেন।

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধে দুর্য্যোধনপরাজয়

"অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেনকে নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নয়শরে বিদ্ধ করিলে তিনি তাঁহাকে

বিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে জলদজালসমাবৃত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন পাঁচবাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া ‘থাক থাক’ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম নিশিতশরে কুরুরাজের ধ্বজ ও কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে সন্নতপর্ব্ব নবতিশরে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে নিশিতশরনিকরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুর্য্যোধনবিমুক্ত শসমুদয় ছেদন করিয়া তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রদ্বারা ভীমের কার্মুক ছেদন করিয়া তাঁহার উপর দশবাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে নিশিতসাতশরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সত্বর হার সেই কার্মুকও ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পুত্র জয়শালী দুর্য্যোধন পাঁচবার ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন বারংবার শরাসন ছিন্ন হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক সর্ব্বলোহময় সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমভগিনীতুল্য হুতাশনসমপ্রভ ভীষণ শক্তি নভোমণ্ডল সীমন্তিত [মস্তকের কেশমধ্যগত রেখাপাতের ন্যায় দ্বিধাবিচ্ছিন্ন] করিয়াই যেন দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন যোধগণের সমক্ষে উহা অর্দ্ধপথে দুইখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে মহাবেগে দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া এক প্রভাবিশিষ্ট গুরুতর গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজের রথ ও অশ্বগণ সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন দুর্য্যোধন ভীমের পরাক্রমদর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক মহাত্মা নন্দকের রথে সমারূঢ় হইলেন; ভীমসেন সেই রজনীতে মহারথ দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া কৌরবগণকে তর্জ্জনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার সেনাগণও নরপতিকে মৃত বোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষীয় যোধগণের আর্ত্তনাদ ও মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদশ্রবণে দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া মহাবেগে বৃকোদরসমীপে আগমন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও চেদিগণ দ্রোণের বিনাশবাসনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর ঘোর তিমিরনিমগ্ন পরস্পর প্রহারনিরত যোধগণের সমক্ষে বিপক্ষদলের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।”

১৬৭তম অধ্যায়

কর্ণ-সহদেবসমর-সহদেবপলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সহদেবকে দ্রোণসন্নিধানে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহাকে প্রথমতঃ নয়শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নয়শরে বিদ্ধ করিলেন; মহারথ কর্ণও তাঁহাকে নতপর্ব্ব শতশরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার জ্যাসম্পন্ন কার্মুক ছেদন করিয়া

ফেলিলেন। তখন মাদ্রীপুত্র সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শরনিকরে সহদেবের অশ্বসকল বিনাশ করিয়া অবিলম্বে ভল্লাস্ত্রে সারথিকে সংহার করিলেন। তখন সহদেব রথশূন্য হইয়া খঙ্গ ও চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক সুবর্ণখচিত অতি গুরুতর ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই সহদেবপ্রেরিত গদা আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল নিক্ষেপপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব গদা নিষ্ফল হইল দেখিয়া সত্বর কর্ণের প্রতি একশর নিক্ষেপ করিলে সূতপুত্র শরনিকরে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"অনন্তর মহাবীর মাদ্রীতনয় সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক রথচক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূতনন্দন সেই কালচক্রসদৃশ রথচক্র আগমন করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপপূর্ব্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব তাঁহার প্রতি ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র, বিবিধ যুগ, হস্তীর পদাদি অঙ্গ এবং নিহত অশ্ব ও মনুষ্যসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কর্ণও শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীতনয় আপনাকে আয়ুধশূন্য ও কর্ণের শরনিকরে নিবারিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ক্ষণকাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হাস্যমুখে অতি নিষ্ঠুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে সহদেব! তুমি মহাবলপরাক্রান্ত রথীগণের সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে মাদ্রেয়! তুমি আমার বাক্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না।' মহাবীর কর্ণ সহদেবকে এই কথা বলিয়া কার্মুককোটিদ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে সহদেব! ঐ দেখ, ধনঞ্জয় পরমযত্নসহকারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে তাঁহার সন্নিধানে, না হয়, গৃহাভিমুখে গমন কর।'

"হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ সহদেবকে এইরূপ কহিয়া হাস্যমুখে পাঞ্চালসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়াই মৃতকল্প সহদেবকে বিনাশ করিলেন না। তখন সহদেব কর্ণশরে নিপীড়িত, বাক্শল্যে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বর পাঞ্চালদেশীয় মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।

১৬৮তম অধ্যায়
শল্যকর্ত্তৃক বিরাটভ্রাতা শতানীকসংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর মদ্ররাজ দ্রোণাচার্য্যের আক্রমণার্থ সসৈন্য সমাগত বিরাটনৃপতিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ দুই মহাধনুর্দ্ধরের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মদ্ররাজ সত্বর নতপর্ব্ব শতশরদ্বারা সেনাপতি বিরাটনৃপতিকে আঘাত করিলে, বিরাটরাজ

প্রথমতঃ শাণিতনয়শরে মদ্রারাজকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে শতশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য বিরাটরাজের চারি অশ্ব বিনাশপূর্ব্বক দুইবাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিরাটনৃপতি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক স্বীয় অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কার্ম্মুক বিস্ফারিত করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর বিরাটকে অশ্ববিহীন অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোকসমক্ষে রথারোহণে মদ্ররাজসমীপে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল শনিকরে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শতানীক নিহত হইলে, বাহিনীপতি বিরাট তাঁহার রথে আরোহণ করিয়া নয়ন বিস্ফারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শরনিকরে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য ক্রোধভরে সেনাপতি বিরাটরাজের বক্ষস্থলে নতপর্ব্ব শতশর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিরাটনৃপতি শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মূর্চ্ছাগত হইলেন। সারথি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সত্বর সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিল। তখন সেই বহুল পাণ্ডবসৈন্য শল্যশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব তদ্দর্শনে সত্বর শল্যসন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন রাক্ষসে অলম্বুষ তুরঙ্গবদন ঘোরদর্শন পিশাচগণে সংযুক্ত, রক্তাধ্বজপটপরিশোভিত, মাল্যবিভূষিত, ঋক্ষচর্ম্মসংবৃত, বিচিত্রপক্ষ, বিকটাক্ষ, অনবরত শব্দায়মান, গৃধ্ররাজকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উন্নতধ্বজদণ্ডসম্পন্ন, অষ্টচক্রবিশিষ্ট, লৌহময় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দুইজনের প্রতি ধাবমান হইল। শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতি রোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিদলিত অঞ্জনপুঞ্জসদৃশ রাক্ষসরাজ অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন অলম্বুষের সহিত অর্জ্জুনের কাক, গৃ, বক, উলূক, কঙ্ক ও গোমায়ুগণের হর্ষবর্দ্ধন, দর্শকগণের প্রীতিকর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন ছয়শরে রাক্ষস অলম্বুষকে নিপীড়িত ও শাণিত দশবাণে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তিনশরে তাহার সারথি, তিনশরে ত্রিবেণু, একশরে কার্ম্মুক ও চারশরে অশ্বচতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস অলম্বুষ পুনরায় জ্যাসম্পন্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া তাহাকে নিশিত চারিশরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষ অর্জ্জুনশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল।

"হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অলম্বুষকে পরাজয় করিয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অলিবম্বে দ্রোণসন্নিধানে ধাবমান হইলেন। দ্রোণসৈন্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমীরণোম্মূলিত মহীরুহসমুদয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত মৃগযূথের ন্যায় সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।"

১৬৯তম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ-পাণ্ডবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। এদিকে আপনার পুত্র চিত্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে সুতীক্ষ্ণশরনিকরে কৌরবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলনন্দন নারাচাস্ত্রদ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে চিত্রসেন তাঁহাকে প্রথমতঃ নিশিতদশশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয়বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুলকুমার নতপর্ব্বশরনিকরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্ম্মবিহীন হইয়া নির্ম্মোকনির্মুক্ত ভুজগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলতনয় সুনিশিতশরজালে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহারথ চিত্রসেন বর্ম্মহীন ও শরাসনবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অরাতিবিদারণ অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শতানীককে নতপর্ব্বশরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত শতানীক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। বলবান চিত্রসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক নকুলতনয়কে পঞ্চবিংশতিশরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাহার সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, রথ ও শরাসনবিহীন হইয়া মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণপুত্র বৃসেন মহারথ দ্রুপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন ষষ্টিশরে কর্ণপুত্রের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; বৃষসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া রথস্থ দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া সলোম শল্লকীদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব সরল শরনিকরের আঘাতে তাঁহাদের কলেবর শোণিতাক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ও বিকশিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

'অনন্তর মহাবীর বৃষসেন দ্রুপদকে প্রথমতঃ নয়শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি ও তৎপরে তিনশরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক একবারে সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিয়া বর্ষমান মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া। নিশিতভল্লদ্বারা বৃষসেনের শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে সুবর্ণবর্ণ নিশিতভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সংযোজনপূর্ব্বক সোমকগণকে ভীত করিয়া দ্রুপদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষসেননিক্ষিপ্ত ভল্ল দ্রুপদরাজের হৃদয় ভেদ করিয়া বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। সারথি আপনার কর্ত্তব্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ পাঞ্চালরাজ সমর পরিত্যাগ করিলে কৌরবসৈন্যরা সেই ভীষণ রজনীযোগে বহীন দ্রুপদসেনাগণের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে প্রদীপসকল ইতস্ততঃ প্রজ্বলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘশূন্য

আকাশমণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গদসকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি তখন বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত জলপটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তারকাসুরের সংগ্রামসময়ে দানবগণ যেমন ইন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ সোমকগণ বৃষসেনের শরনিকরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণতনয় তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র নরপতিমধ্যে একমাত্র বৃষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণনন্দন সোমমহারথদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

"হে মহারাজ! এদিকে আপনার পুত্র মহারথ দুঃশাসন প্রতিবিন্ধ্যকে অরাতিনিধনে নিতান্ত তৎপর দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয় সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্রাচার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর দুঃশাসন অতিভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিনশর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবান্‌পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং দুঃশাসনকে প্রথমতঃ নয় ও তৎপরে সাতশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র তীক্ষ্ণশরনিকরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া একভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার রথ, পতাকা, তূণীর, রথী ও যোক্ত্রসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা প্রতিবিন্ধ্য রথবিহীন হইয়াও শরাসনহস্তে অবস্থানপূর্ব্বক অসংখ্য শরনিক্ষেপপূর্ব্বক আপনার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে ক্ষুরপ্র-অত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহাকে দশশরে তাড়িত করিলেন। অনন্তর প্রতিবিন্ধ্যের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে রথবিহীন অবলোকন করিয়া বিপুল সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসোমের ভাস্বররথে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয়েরা দুঃশাসনের সাহায্যার্থ মহতী সেনাসমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রজনীযোগে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যমরাজ্যবর্দ্ধন তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

১৭০তম অধ্যায়
সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল সুবলনন্দন নকুলকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক 'থাক থাক' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই বদ্ধবৈর মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে সংহার করিবার মানসে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শরপ্রয়োগ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষাবল প্রদর্শনপূর্ব্বক তদ্রূপ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় শরনিকরে সমাচ্ছন্নকলেবর হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও শাল্মলী বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের বর্ম্ম শরনিকরে ছিন্নভিন্ন ও কলেবর রুধিরধারায় সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও বিকশিত কিংশুকপাদপদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা লোচনযুগল বিস্তারপূর্ব্বক রোষানলে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন কুটিলভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাবীর সুবলতনয় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে নিশিতকর্ণিদ্বারা নকুলের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল তন্নিক্ষিপ্ত কর্ণি-অস্ত্রে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথমধ্যে বিষন্ন ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল বৈরী নকুলকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় সংজ্ঞালাভপুর্ব্বক ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাকে ষষ্টিশরে বিদ্ধ করিয়া শতনারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন; তৎপরে তাঁহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ দুইখণ্ডে ছেদনপূর্ব্বক সত্বর ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর পীত নিশিত একমাত্র শরে তাঁহার উরুদ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষ শ্যেনের ন্যায় তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রথমধ্যে নিপাতিত করিলেন। তখন সুবলতনয় নকুলনিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া, নায়ক যেমন কামিনীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ ধ্বজযষ্ঠি আলিঙ্গণপূর্ব্বক রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সেনামুখ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণসমবেত পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! মহাবীর নকুল এইরূপে শকুনিকে পরাজিত করিয়া সারথিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সূত! তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে সমানীত কর।' সারথি তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রোণাভিমুখে অশ্বচালন করিতে লাগিল। এদিকে কৃপাচার্য্য মহাবল শিখণ্ডীকে দ্রোণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া পরমযত্নসহকারে মহাবেগে যুদ্ধার্থ তাহার সম্মুখীন হইলেন। শিখণ্ডী কৃপকে দ্রোণের সাহায্যার্থ-দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নয়বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে প্রথমতঃ পাঁচশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরাসুর ও সুররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল,

এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় নভোমণ্ডল শরবৃষ্টিদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই যুদ্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিল। যোদ্ধাদিগের সেই ভয়জনক ঘোররজনী কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

"অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্রবাণে কৃপাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া শণিত শর বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি রুদদণ্ড, অকুণ্ঠিতা, কর্ম্মারপরিমার্জিত এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই আচার্য্যনিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশশরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী সেই আচার্য্যনির্ম্মুক্ত শরজালপ্রভাবে অবসন্ন হইয়া রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাঁহাকে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রুপদতনয়কে একান্ত অবসন্ন ও সমরে বিমুখ অবলোকন করিয়া সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আপনার আত্মজগণও বহুল বলসমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরস্পর সম্মুখীন রথীগণের মেঘগর্জ্জনসদৃশ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ও গজারোহিগণ পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সংগ্রামস্থল অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে মেদিনী ভয়কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। যেমন বায়সেরা শলভসমুদয় আক্রমণ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী রথে সমারূঢ় রথীগণ রথীদিগকে, মত্তমাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, রোষিত অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিদিগকে ও পদাতিগণ পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই রাত্রিযোগে সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমননিবন্ধন সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপসকল অম্বরস্খলিত মহোল্কাসমুদয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধতমসাবৃত রজনী প্রদীপপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া দিবসের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন জগদ্ব্যাপ্ত গাঢ় তিমির বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই প্রজ্বলিত প্রদীপসকল সমরভূমির ঘোরান্ধকার নিরাকৃত করিয়া ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিল। সেই আলোকপ্রভাবে বীরগণের শস্ত্র, বর্ম ও মণিসমুদয়ের প্রভাজাল তিরোহিত হইল। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর যুদ্ধে যোধগণ আত্মপরিজ্ঞানবিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহবশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মিত্র মিত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং আত্মীয় আত্মীয়গণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম শৃঙ্খলাশূন্য ও ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।"

১৭১তম অধ্যায়
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক দ্রুমসেনবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক বারংবার জ্যা আকর্ষণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের

সুবর্ণবিভূষিত রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রেরাও পরম যত্নসহকারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রজনীযোগে উভয়পক্ষীয় সেনা সমবেত হইলে তাহাদিগকে বাতাহত, ক্ষুব্ধসত্ত্ব, অতি ভীষণ সমুদ্রদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে পাঁচশর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতিশরে দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিয়া একভল্লে তাঁহার ভাস্বর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণশরবিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে সেই ছিন্নকার্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া আচার্য্যের বিনাশবাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্রোণের প্রতি এক জীবিতান্তকারী শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নবিক্ষিপ্ত শর উদিত দিবাকরের ন্যায় সৈন্যসমুদয়কে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোরতর শর সন্দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ননির্মুক্ত শর আচার্য্যরথসমীপে না আসিতে আসিতেই দ্বাদশখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরচ্ছেদন করিয়া তাঁহাকে শাণিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পাঁচ, দ্রোণ পাঁচ, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও শকুনি পাঁচভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে দ্রোণের পরিত্রাণার্থী সাত মহারথীর শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর দ্রুমসেন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রুমরাজের প্রতি অতিতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ প্রাণনাশক তিনশর নিক্ষেপ করিয়া একভল্লে তাঁহার উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলালকৃত মস্তক ছেদন করিলেন। পরিপক্ক তালফল যেমন বাতাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্রুমসেনের দংশিতাধর মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় বীরগণকে নিশিতশরনিকরে নিপীড়িত করিয়া একভল্লে বিচিত্রযোদ্ধা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গুলচ্ছেদন সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ স্বীয় শরাসনচ্ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িতলোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ ও শরবর্ষণপূর্ব্বক মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় অন্য ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চালপুত্রের বিনাশবাসনায় তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবপক্ষীয় ছয়জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিত হইলে যোধগণ তাঁহাকে কালকবলে নিপতিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যার্থ শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। কর্ণ যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া দশবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শুরগণের সমক্ষে কর্ণকে দশশরে বিদ্ধ করিয়া 'পলায়ন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থান কর' বলিয়া আস্ফালন করিতে

লাগিলেন। অনন্তর বলি ও বাসবের ন্যায় বলবান্ সাত্যকি ও মহাত্মা কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয় প্রধান সাত্যকি রথনির্ঘোষে ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া রাজীবলোচন রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণও শরাসনশব্দে বসুধা কম্পিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাট, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্রদ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর যুযুধানও কর্ণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমভাব হইল। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নিশিতশরনিকরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি স্বীয় অস্ত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে ও কর্ণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবীর্য্যশালী বৃষসেন সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ তদ্দর্শনে বৃষসেনকে নিহত বোধ করিয়া পুত্রশোকাকুলিতচিত্তে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; মহারথ যুযুধানও কর্ণশরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বাণে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি দশবাণে কর্ণকে ও পাঁচবাণে বৃষসেনকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে উভয়ের শরমুষ্টি ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ও বৃষসেন সত্বর অতি ভীষণ অন্য শরাসনদ্বয় গ্রহণ ও জ্যারোপণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকিবধে কর্ণের কূটকল্পনা

"হে মহারাজ! সেই অসংখ্য বীরনিপাতন ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময়ে গাণ্ডীবের ভীষণ নিঃস্বন অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ রথনির্ঘোষ ও গাণ্ডীবনিঃস্বন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান বীর ও কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া গাণ্ডীবধ্বনি করিতেছে; অর্জ্জুনের পর্জ্জন্যনির্ঘোষসদৃশ রথনির্ঘোষও শ্রুতিগোচর হইতেছে; অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় স্বকার্য্যসাধনে সমুদ্যত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কৌরবসৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে বিদীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। উহারা কোনক্রমেই একস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। সমীরণ যেমন জলদজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে। এক্ষণে উহারা অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে। মহারাজ! ঐ দেখুন, যোদ্ধৃগণ গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে নিপাতিত এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে। উহাদিগের কোলাহল এবং অর্জ্জুনের রথসন্নিধানে নভোমণ্ডলে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভিনির্ঘোষ, হাহাকার শব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ দেখুন, সাত্যকি আমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। আর পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদরগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে যদি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সত্যকিকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। অতএব হে মহারাজ! আমরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে যেরূপে সংহার করিয়াছি, ঐ বীরদ্বয়কেও সেইরূপে সংহার করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখুন, ধনঞ্জয় সাত্যকিকে বহুসংখ্যক কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত জানিয়া দ্রোণসৈন্যাভিমুখে

আগমন করিতেছে। অতএব আপনি সাত্যকিসন্নিধানে বহুসংখ্যক রথীগণকে প্রেরণ করুন। সাত্যকি অসংখ্য মহারথপরিবৃত হইলে ধনঞ্জয় আর তাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনবরত শরনিকর বর্ণ করিতে আরম্ভ করুন।'

"হে মহারাজ। অনন্তর আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শকুনিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মাতুল! তুমি দশসহস্র হস্তী ও দশসহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয়সন্নিধানে গমন কর। দুঃশাসন, দুর্বিসহ, সুবাহু ও দুর্ম্মর্ষণ—ইঁহারা বহুসংখ্যক পদাতিসৈন্যপরিবৃত হইয়া তোমার অনুগমন করিবেন। তুমি এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও বাসুদেবকে সংহার কর। হে মাতুল! দেবগণ যেমন দেবরাজকে আশ্রয় করিয়া জয়াশা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমারই উপর নির্ভর করিয়া জয়াশা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে মহাবীর কার্ত্তিকেয় যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! মহাবল সুবলনন্দন রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য ও আপনার পুত্রগণের সমভিব্যাহারে পাণ্ডবসংহারার্থ যাত্রা করিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন; আপনার পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও সমবেত হইয়া সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিয়া তাঁহার ও পাঞ্চালগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।"

১৭২তম অধ্যায়
সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ কৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ সুবর্ণ ও রত্নে খচিত অসংখ্য রথ এবং বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বারোহীসমভিব্যাহারে ক্রোধভরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথগণ সত্যবিক্রম সাত্যকির চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক সিংহনাদ ও তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া তাহার বিনাশরাসনায় তীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর অরাতিনিপাতন সাত্যকি সেই বীরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া তাহাদের উপর বিবিধ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্নতপূর্ব্ব বিশিখনিকরদ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্রদ্বারা গজসমুদয়ের শুণ্ড, অশ্বগণের গ্রীবা ও বীরগণের কেয়ূরযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অসংখ্য শ্বেতচ্ছত্র ও চামরনিচয় নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি নক্ষত্রমালামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে প্রেতগণের চীৎকারের ন্যায় তাহাদিগের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দে রণভূমি পরিপূরিত হইলে সেই ঘোররূপা রজনী অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

"হে মহারাজ! তখন মহারথ রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকিশরে সৈন্যগণকে উন্মূলিত অবলোকন এবং লোমহর্ষণ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! যে প্রদেশে ঐ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, সেই স্থানে অবিলম্বে অশ্বসঞ্চালন কর। সারথিও তাঁহার আদেশানুসারে যুযুধানের অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। বিজিতক্রম বিচিত্রযোদ্ধা রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর সাত্যকি শোণিতলোলুপ শাণিত দ্বাদশশর আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন শৈনেয়ের শরে অগ্রে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষিতচিত্তে তাঁহাকে দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সমস্ত পাঞ্চালগণের সহিত কৌরবগণের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্টচিত্তে আপনার মহারথ পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে অশীতি সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া সারথিকে ভূতলে নিপতিত করিলেন। তখন মহাবাহু দুর্য্যোধন সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্যকির রথের প্রতি নিশিত পঞ্চাশৎ শর পরিত্যাগ করিলেন। সাত্যকি লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই দুর্য্যোধনপ্রেরিত শরনিকর নিবারণ করিয়া একভল্লে তাঁহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ ও কার্মুকবিহীন হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন সমরপরাঙ্মুখ হইলে সাত্যকি শরনিকরদ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন।

"এ দিকে মহাবীর শকুনি বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বারা অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানা শস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কালপ্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ অর্জ্জুনের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শকুনিকে সমরে পরাঙ্মুখ করিবার মানসে সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি রোষকষায়িতলোচনে বিংশতিশরে অরাতিঘাতন অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার রথের উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বিংশতিবাণে শকুনিকে ও তিন তিন বাণে অপরাপর ধনুর্ধারিগণকে বিদ্ধ করিয়া অরাতিনিক্ষিপ্ত শরনিকর নিবারণপূর্ব্বক বজ্রসম সায়কসমুদয়ে আপনাদের যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে, বসুধাতল যোধগণের সহস্র সহস্র ছিন্নভুজ ও কলেবরদ্বারা কুসুমে সমাবৃত, কিরীটকুণ্ডলমণ্ডিত, নিষ্কচূড়ামণিবিভূষিত উদ্‌বৃত্তলোচন ও দংশিতাধর মস্তকসমুদয়দ্বারা চম্পকবিন্যস্ত পর্ব্বতসমূহে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"তখন বিপুলবিক্রম অর্জ্জুন সেই দুরূহকর্ম্ম সম্পাদনান্তর নতপর্ব্ব পাঁচবাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহার পুত্র উলূকের দেহ বিদারণপূর্ব্বক সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সত্বর শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। সুবলনন্দন এইরূপে বীতৎসু-শরে অশ্ববিহীন হইয়া অবিলম্বে স্বীয় রথ হইতে অবতরণপুর্ব্বক উলূকের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সমুত্থিত মেঘদ্বয় যেমন পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ একরথে সমারূঢ় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূক অর্জ্জুনের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘাবলি যেরূপ সমীরণপ্রভাবে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার সেনাগণ অর্জ্জুনবাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া

শঙ্কিতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই গাঢ়তিমিরাবৃত রজনীতে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব অশ্ব পরিত্যাগ ও অনেকে স্বয়ং অশ্বচালনপূর্ব্বক সন্ত্রস্তচিত্তে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আপনার যোদ্ধৃবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রসন্নমনে শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তিনবাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত শরদ্বারা তাঁহার শরাসনমৌর্ব্বী ছেদন করিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নচাপ ধরাতলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সাতবাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচবাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকরদ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া, দেবরাজ যেমন অসুরসেনা সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবসেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে অসংখ্য কৌরবসৈন্য নিহত হইলে সমরাঙ্গনে উভয়পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে বৈতরণীসদৃশ ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। সহস্র সহস্র নর, অশ্ব ও হস্তী উহার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে সেই কৌরবসৈন্য বিদারণপুর্ব্বক দেবগণকর্ত্তৃক পরিবৃত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও বৃকোদরপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরগণও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতির প্রাণসংহারপূর্ব্বক জয়শালী হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সমক্ষে বারংবার সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।"

১৭৩তম অধ্যায়
দ্রোণ-কর্ণশরে নিপীড়িত পাণ্ডবসৈন্যপলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর বাক্যপ্রয়োগসুনিপুণ আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণমধ্যে কতকগুলিকে পাণ্ডবগণের শরে নিহত ও কতকগুলিকে পলায়মান দেখিয়া অবিলম্বে কর্ণ ও দ্রোণের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরদ্বয়! আপনারা অর্জ্জুনশরে জয়দ্রথকে নিহত নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবসৈন্যগণকর্ত্তৃক আমার সৈন্যসমুদয় বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া অরাতিবিনাশে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যদি আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনাদের অভিপ্রেত ছিল, তবে তৎকালে কি নিমিত্ত আপনারা পাণ্ডবগণকে সমরে পরাজিত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? আপনারা পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে স্বীকার না করিলে আমি কদাচ তাহাদের সহিত এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাম না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।'

"হে মহারাজ। মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে দণ্ডঘট্টিত [যষ্ঠিদ্বারা তাড়িত] ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার মানসে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় সাত্যকিপ্রমুখ বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন

পাণ্ডবেরাও স্বীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সেই মহাবীরদ্বয়ের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণ রোষপরবশ হইয়া সত্বর সাত্যকিকে দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাজা দুর্য্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি সাতশরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবসৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্ব্বক অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরজাল প্রয়োগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নিহন্যমান হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্য এবং কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ সত্বর পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইয়া দ্রোণ অভিমুখেই উপস্থিত হইলেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য শমনসদনে গমন করিল। হতাবশিষ্ট সেনাগণ দ্রোণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই পলায়নপর হইল। তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যগণ প্রদীপ পরিত্যাগ করিলে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কেহ কিছু বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের দীপালোকপ্রভাবে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের পলায়ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে পলায়মান দেখিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে পাঞ্চালগণ বিনষ্ট ও পলায়িত হইলে মহাত্মা জনার্দ্দন নিতান্ত দীনমনাঃ হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালসৈন্যগণসমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! এক্ষণে আমাদিগের সৈন্যগণ দ্রোণের শরনিকরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে; কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি।' তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পলায়মান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইতেছি।

"হে মহারাজ! ঐ সময় কেশব বৃকোদরকে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়ের হর্ষোৎপাদন করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন,—'হে সখে! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী মহাবীর ভীমসেন সোমক ও পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছেন। অতএব আজ তুমি পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ ও ভীমের সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার কর।' মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহার সহিত দ্রোণ-কর্ণসমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরাতিনিপাতনে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের নিকট আগমন করিল। অনন্তর সেই চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায় সমুত্তেজিত উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবসৈন্যগণ প্রদীপসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ সময় ধূলিপটল ও অন্ধকারপ্রভাবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোদ্ধারা স্ব স্ব

নামোল্লেখপূৰ্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ংবরসভার ন্যায় সেই সমরাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইল। ঐ সময় রণস্থল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনন্তর পুনরায় জয়শীল ও পরাজিত ব্যক্তিরা ক্রোধভরে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন যে যে স্থানে প্রদীপসকল পরিদৃশ্যমান হইল, বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিভাবরী অতি প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।”

১৭৪তম অধ্যায়

কর্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ—পাণ্ডবসৈন্যপলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে মর্ম্মভেদী দশশর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে ‘থাক থাক’ বলিয়া পাঁচবাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূৰ্ব্বক পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালপ্রধান ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণপূৰ্ব্বক নিশিতশনিকরে তাঁহার কার্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে অশ্ব, সারথি ও কার্মুকবিহীন হইয়া গদাগ্রহণপূৰ্ব্বক রথ হইতে কর্ণসমীপে গমন করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তৎপরে তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণপূৰ্ব্বক পুনরায় কর্ণসমীপে গমনোদ্যত হইলে ধর্ম্মসূনু যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী। কর্ণ সিংহনাদ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ প্রধ্মাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

“হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরাজিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূৰ্ব্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের অভিমুখীন হইল। তৎকালে কর্ণের সারথিও তাঁহার রথে শঙ্খবর্ণ, সিন্ধুদেশোদ্ভব বেগগামী অন্য অশ্বসমুদয় সংযোজিত করিল। তখন মেঘ যেমন পৰ্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ লব্ধলক্ষ্য মহাবীর রাধেয় পাঞ্চালবংশীয় মহারথদিগের প্রতি আয়ত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনাগণ কর্ণকর্ত্তৃক মর্পিত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ ধাবমান গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণের মধ্যে ক্ষুরপ্র-অস্ত্রে কাহারও বাহু, কাহারও ঊরু, কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে অন্যান্য মহারথগণ স্ব স্ব গাত্র ও বাহনসকল ছিন্নভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। এইরূপে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিল; তখন তৃণস্পন্দনেও তাহাদিগের মনে কর্ণভ্রম উপস্থিত হওয়ায় তাহারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকেও কর্ণজ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ চারিদিকে শরবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোধগণ কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যের শরপ্রহারে

বিচেতনপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; কেহই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

কর্ণপরাক্রমদর্শনে যুধিষ্ঠিরের ত্রাস

"হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও পলায়নপর অবলোকন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, মহাধনুর্ধর কর্ণ এই ভীষণ রজনীতে প্রখর ভাস্করের ন্যায় অবস্থান এবং তোমার আত্মীয়গণ কর্ণশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনাথের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। সূতপুত্র যে কখন শরসন্ধান এবং কখনই বা শর নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণকে আকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণপূর্ব্বক যাহাতে সূতপুত্রের বধসাধন হয়, তাহা সম্পাদন কর।

"হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন,—'হে কেশব! আজ ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের বিক্রমদর্শনে ভীত হইয়াছেন। দেখ, শত্রুসৈন্যগণ বারংবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; আমাদিগের সেনাসকল দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবীর কর্ণও নিশিতশরে প্রধান প্রধান রথীদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছে। হে বৃষ্ণিশার্দূল! ভুজঙ্গম যেমন কাহারও পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি এই সংগ্রামস্থলে সূতপুত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র কর্ণসমীপে রথসঞ্চালন কর। আজ হয় আমি উহার বিনাশ করিব, না হয় ঐ দুরাত্মাই আমার বধসাধন করিবে।

"বাসুদেব কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! আমি অলৌকিক বিক্রমশালী কর্ণকে সুররাজের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে দেখিতেছি। তুমি ও ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। সূতপুত্র তোমার বধসাধনার্থই দেদীপ্যমান মহোল্কাসদৃশ দেবরাজপ্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিয়া ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছে। অতএব তোমাদের সতত অনুরক্ত ও হিতৈষী মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের অভিমুখে গমন করুক। ঐ দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাক্ষস মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং দিব্য, আসুর ও রাক্ষস-অস্ত্রে উহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, অতএব ঘটোৎকচ অবশ্যই কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

কৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ণযুদ্ধে ঘটোৎকচের নিয়োগ

"হে মহারাজ! কমললোচন অর্জ্জুন বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র কবচমণ্ডিত ভীমসেনকুমার অর্জ্জুনের আহ্বান শ্রবণমাত্র খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে ও বাসুদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক সগর্ব্ববচনে কহিলেন,—'হে মহাত্মন! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা করুন, কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে?' তখন বাসুদেব হাস্যমুখে সেই দীপ্তলোচন,

মেঘসঙ্কাশ ভীমতনয়কে কহিলেন, ‘হে ঘটোৎকচ! আমি তোমাকে যে কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে তোমারই বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরাক্রমপ্রকাশে সমর্থ হইবে না। তোমার নিকট রাক্ষসী মায়া ও বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তুমি যুদ্ধসাগরনিমগ্ন পাণ্ডবগণের প্লবস্বরূপ হও। ঐ দেখ, পাণ্ডবসেনাগণ গোপাল [গোরক্ষক রাখাল]-তাড়িত গোসমূহের ন্যায় কর্ণশরে বিদ্রাবিত হইতেছে। দৃঢ়বিক্রম ধনুর্দ্ধারী সূতনন্দন পাণ্ডবসেনামধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছে। দৃঢ়চাপধারী যোধগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়াও কর্ণশরপ্রভাবে সমরে অবস্থান করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথসময়ে পাঞ্চালগণ কর্ণশরে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্পিত মৃগের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতেছে। হে ভীমবিক্রম ভীমতনয়! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করা আর কাহারও সাধ্য নহে। অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্রবলের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বাতনয়! মানবগণ পুত্রদ্বারা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার মানসেই পুত্র কামনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এক্ষণে পিতৃবান্ধবগণকে দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। হে ঘটোৎকচ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অস্ত্রবল অতি ভীষণ ও মায়া অতি দুস্তর হইয়া উঠে। তোমার সমান যুদ্ধনিপুণ আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে কর্ণসায়কভিন্ন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিতবলবিক্রমশালী, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রামে নিপুণ হইয়া উঠে। অতএব তুমি এই নিশীথসময়ে মায়াভাবে ধনুর্দ্ধারী কর্ণকে বিনাশ কর। পার্থগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণকে বিনাশ করিবেন।’

ঘটোৎকচের অভিযান-কর্ণসহ যুদ্ধ

“হে মহারাজ! অনন্তর কেশবের বাক্যাবসান হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় ঘটোৎকচকে কহিলেন, ‘বৎস! সমুদয়, পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে তুমি, মহাবাহু সাত্যকি ও মহাবীর ভীমসেন, তোমরা এই তিনজনই আমার মতে সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে তুমি এই রজনীযোগে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহারথ সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ যেমন কার্ত্তিকেয়ের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ কর।’

“ঘটোৎকচ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, “হে মহাত্ম! কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অস্ত্রবেত্তা ক্ষত্রিয়গণ, আমি সকলকেই পরাজিত করিতে পারি। অদ্য সূতপুত্রের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিব যে, যতদিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লোকে আমার সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। অদ্য কি শূর, কি শঙ্কিত, কি বদ্ধাঞ্জলি, বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিব না; রাক্ষসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিব।’

“হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া কৌরবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া কর্ণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতনন্দন হাস্যমুখে সেই দীপ্তাস্য [প্রদীপ্তবদন] ক্রুদ্ধ নিশাচরের অভিমুখীন হইলেন। তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।”

১৭৫তম অধ্যায়
ঘটোৎকচবধার্থ দুঃশাসনসহ অলম্বলনিয়োগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ঘটোৎকচকে সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় গমন করিতে দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া উহার প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ যে স্থলে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, তুমি সসৈন্য তথায় গমনপূর্ব্বক যত্নসহকারে তাঁহাকে রক্ষা কর। ভীমতনয় যেন কর্ণকে প্রমাদকালে [রাক্ষসীমায়ায় উদ্ভূত ভ্রান্তিসময়ে] সংহার করিতে সমর্থ না হয়।' হে মহারাজ! দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবলপরাক্রান্ত বীরাগ্রগণ্য জটাসুরতনয় অলম্বল তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিল, 'হে রাজন! আমি আপনার বিখ্যাত শত্রু যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবদিগকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রদান করুন। পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাশয় কুন্তীপুত্রেরা আমার পিতা রাক্ষসপ্রধান জটাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিল। অতএব আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আজ আমি শত্রুগণের শোণিত ও মাংসদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।'

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন জটাসুরতনয়ের বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার তাহাকে কহিতে লাগিলেন,—'হে রাক্ষসে! আমি দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণপ্রমুখ মহাবীরগণের সাহায্যে অনায়াসে পাণ্ডববিনাশে সমর্থ হইব। এক্ষণে তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি যে, তুমি শীঘ্র ঘটোৎকচকে বিনাশ কর। ঐ মানুষসম্ভূত দুরাত্মা রাক্ষস অতি ক্রূরকর্ম্মা এবং নিরন্তর পাণ্ডবগণের হিতসাধনে তৎপর। ঐ দুরাত্মা আকাশমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথসকল চূর্ণ করিতেছে; অতএব উহাকে যমরাজপুরে প্রেরণ কর।

"অনন্তর মহাকায় জটাসুরতনয় দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার উপর নানাপ্রকার শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বাতনয় একাকী প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অলম্বল, কর্ণ ও বহুসংখ্যক কুরুসৈন্যগণকে মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অলম্বল ঘটোৎকচের মায়াবল নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা লক্ষণসমাযুক্ত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ সমীরণসঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। এদিকে আপনার সৈন্যগণও ঘটোৎকচের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অন্ধকারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষপরবশ হইয়া, হস্তিপক যেমন অঙ্কুশদ্বারা মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ, সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া অট্ট অট্ট হাস্যপূর্ব্বক মেঘ যেমন সুমেরুপর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণ, অলম্বল ও কৌরবগণের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার চতুরঙ্গ বল হিড়িম্বাতনয়ের শরনিকরে নিপীড়িত ও সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন রথ

ও সারথিবিহীন জটামুরতনয় ক্রোধভরে ঘটোৎকচকে মুষ্টিপ্রহার করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই জটাসুরতনয়ের মুষ্টিপ্রহারে আহত হইয়া ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্মসমাযুক্ত অচুলের ন্যায় বিচলিত হইলেন এবং অর্গলপ্রতিম বাহু সমুদ্যত করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার উপর মুষ্টিপ্রহার করিলেন; পরে ভুজযুগলদ্বারা তাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অলম্বল ঘটোৎকচের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই বৃহদাকার বীরদ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ঘটোৎকচকর্ত্তৃক অলম্বলবধ

"অনন্তর তাহারা মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে অতিশয়িত করিয়া ইন্দ্র ও বলীর ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই বীরদ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া কখন পাবক ও অম্বুনিধি, কখন গরুড় ও তক্ষক, কখন মহামেঘ ও প্রবল বায়ু, কখন বজ্র ও ভূধর, কখন কুঞ্জর ও শার্দুল এবং কখন বা রাহু ও ভাস্করের রূপ ধারণপূর্ব্বক বিবিধ মায়া প্রদর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের উপর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদগর, পট্টিশ, মুষল ও পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ এবং কখন রথারোহণে, কখন বা পাচারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরস্পরের উপর অশ্ব ও গদা প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অলম্বলের বিনাশবাসনায় উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাকে ভূতলে নিপাতনপূর্ব্বক খড়্গপ্রহারে তাহার অতি ভীষণ রবসংযুক্ত বিকৃতদর্শন মস্তক ছেদন করিয়া ময়দানবনিপাতন মধুসূদনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীমতনয় এইরূপে অলম্বলকে বিনাশ করিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহার সেই রক্তাক্ত মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন এবং গর্বিতভাবে সেই বিকৃত মস্তক তাঁহার রথে নিক্ষেপপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিয়া কহিলেন, 'হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়! এই ত' তোমার বলবিক্রমশালী বন্ধুকে বিনাশ করিলাম। এইরূপে কর্ণকে এবং তোমাকেও শমনভবনে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি প্রীতমনে অবস্থান কর।' হে মহারাজ! মহাবীর ভীমনন্দন এই বলিয়াই কর্ণসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের বিস্ময়কর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেই নিশীথকালে মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের কিরূপ যুদ্ধ হইল? আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আকার, রথ, অশ্ব ও আয়ুধসকল কি প্রকার? অশ্ব, ধ্বজ ও কার্মুকের প্রমাণ কিরূপ এবং উহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কি প্রমাণ? হে সঞ্জয়! তুমি সমস্তই অবগত আছ, এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

১৭৬তম অধ্যায়

কর্ণ-ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবলপরাক্রান্ত ঘটোৎকচ লোহিতনেত্র মহাকায়, মহাবাহু, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নির্নতোদর [আঁটসাঁট পেট], নীলকলেবর ও বিকৃতাকার। উঁহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, শ্মশ্রুজাল হরিদ্‌বর্ণ, হনুদ্বয় সুপ্রশস্ত, বোমরাজি ঊর্দ্ধমুখ, আস্যদেশ আকর্ণবিদারিত[মুখের হাঁ কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ], দশনপংক্তি সুতীক্ষ্ণ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও সুদীর্ঘ, ভ্রূযুগল আয়ত, নাসিকা স্থূল, গ্রীবাদেশ লোহিতবর্ণ, কলেবর পর্ব্বতপ্রমাণ, কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্বদ্ধ, কটিদেশ স্থূল, নাভি গূঢ় এবং ললাট প্রান্ত শিখাকলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়াসম্পন্ন রাক্ষস ভুজদণ্ডে কটক ও অঙ্গদ, অচলসদৃশ বক্ষঃস্থলে হুতাশনতুল্য নিষ্ক, মস্তকে সুবর্ণময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণে নবোদিত দিবাকরপ্রতিম কুণ্ডলযুগল, গলদেশে সুবর্ণময়ী মালা ও গাত্রে বিপুল কাংস্যময় কবচ ধারণপূর্ব্বক কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষযুক্ত, রক্তবর্ণ ধ্বজপটমণ্ডিত, ঋক্ষচর্ম্মপরিবৃত, নল্ব-পরিমিত, বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, অষ্টচক্রবিশিষ্ট, মেঘ গম্ভীরনিঃস্বন মহারথে আরোহণ করিয়া সমস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। মত্তমাতঙ্গবিক্রম, লোহিতলোচন, নানাবর্ণ, জিতশ্রম বিপুলজটাজালমণ্ডিত, মহাবল, কামচারী অশ্বসকল মুহুর্মুহু হ্রেষারব পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে উঁহাকে বহন করিতে লাগিল। বিকটলোচন, প্রদীপ্তবদন, ভাস্করকুণ্ডল এক রাক্ষস সূর্য্যরশ্মিসদৃশ অশ্ববল্‌গা গ্রহণপূর্ব্বক উহার অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সেই সারথির সহিত সমবেত হইয়া অরুণসারথি দিবাকরের ন্যায় সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ডে সংযুক্ত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উঁহার রথোপরি সমুচ্ছ্রিত রক্তমস্তক ভীষণাকার গৃধ্রসংযুক্ত গগনস্পর্শ ধ্বজদণ্ড শোভমান হইল।

"হে মহারাজ! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ দ্বাদশ অরত্নি বিস্তৃত, চারিশত হস্ত দীর্ঘ, সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন বজ্রনির্ঘোষ শরাসন আকর্ষণ ও রথা পরিমিত শরনিকরদ্বারা চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিয়া সেই বীরবিনাশিনী রজনীযোগে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। উহার শাসনশব্দ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হওয়াতে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই বিকটলোচন অতি ভীষণ নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি গমন করে, যূথপতি বৃষ যেমন অন্য বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দুই মহাবীর ভীমনিঃস্বন শরাসনদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে পরস্পরের কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকর্ণপূর্ণ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর কাংস্যনির্মিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শার্দুলদ্বয় নখদ্বারা ও মাতঙ্গদ্বয় দন্তদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় রথ, শক্তি ও শরনিকরদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কখন পরস্পর কলেবরচ্ছেদন, কখন সায়কসন্ধান ও কখন বা পরস্পরকে শরানলে দহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ

করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা শরজালে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া গৈরিকধাতুধারাস্রাবী অঞ্চলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পরম যত্নসহকারে শরনিকরে পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়াও কিছুতেই পরস্পরকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই নিশাকালে উক্ত মহাবীরদ্বয় প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। রণস্থলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই ঘটোৎকচের কার্ম্মুকনির্ঘোষে সাতিশয় ভীত হইল। কর্ণ তাঁহাকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শৈল ও মুদ্গরধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসসেনায় পরিবৃত হইলেন। মহীপালগণ সেই দণ্ডধারী ভূতান্তক কৃতান্তের ন্যায় ঘটোৎকচকে শস্ত্র উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মাতঙ্গগণ উঁহার সিংহনাদে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্যসকল সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।

"অনন্তর সেই রাক্ষসগণ অর্দ্ধরাত্রিপ্রভাবে সমধিক বীর্য্যশালী হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভূশণ্ডী, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ সকল অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজ ও যোদ্ধৃগণ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। কেবল অস্ত্রবলশ্লাঘী একমাত্র কর্ণ তৎকালে ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে সেই রাক্ষসকৃত মায়া নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মায়া বিফল হইল দেখিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সূতপুত্রের সংহারার্থ শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসনিক্ষিপ্ত শরসমুদয় কর্ণের কলেবর ভেদপূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলবীর্য্যে ঘটোৎকচকে অতিক্রম করিয়া দশশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণপ্রহিত শরনিকরে মর্ম্মদেশে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিতমনে কর্ণসংহারার্থ এক সহস্র অরসম্পন্ন, নবোদিত দিবাকরসদৃশ, মণিরত্ন-বিভূষিত, ক্ষুরধার, দিব্যচক্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই রাক্ষসনিক্ষিপ্ত চক্র শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করাতে উহা হতভাগ্য পুরুষের মনোরথের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাহু যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রুদ্র, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী মহাবীর কর্ণও অসম্ভ্রান্ত হইয়া সত্বর শরনিকর বিস্তারপূর্ব্বক ঘটোৎকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক হেমাঙ্গদ বিভূষিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ উহা শরনিকরদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণমেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

"তখন মহাবীর কর্ণ সূর্য্যরশ্মি যেমন জলদজাল বিদ্ধ করে, তদ্রূপ নভঃস্থিত [আকাশস্থিত] মায়াবী ভীমসেনতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের গাত্রে কর্ণশরে অনির্ভিন্ন অঙ্গুলিত্রয় মাত্রও স্থান রহিল না। তাঁহাকে তৎকালে লোমযুক্ত শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ মহাবীর কর্ণের

শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, উহার কলেবর, অশ্ব, রথ বা ধ্বজ কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন মায়াবী ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্রদ্বারা কর্ণের দিব্যাস্ত্র দূরীকৃত করিয়া তাঁহার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আকাশমণ্ডল হইতে অলক্ষিতরূপে শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়াবলে স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে মুগ্ধ করিয়া বিচরণপূর্ব্বক প্রথমতঃ বিকটকার মুখব্যাদানপূর্ব্বক সূতপুত্রের দিব্যাস্ত্রনিকর গ্রাস করিলেন এবং তৎপরেই শতধা সম্ভিন্নদেহ [ভগ্নগাত্র] গতাসুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত কুরুপুঙ্গবেরা তাঁহাকে নিহত বোধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমতনয় অনতিবিলম্বেই আবার দিব্য নূতন দেহ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপূর্ব্বক কখন মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় শতশীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ ও কখন বা অঙ্গুলি প্রমাণ রূপ ধারণপূর্ব্বক উদ্ধৃত বীচিমালার ন্যায় বক্রভাবে উর্দ্ধে অবস্থান, কখন বসুধা বিদারণপূর্ব্বক সলিলপ্রবেশ, কখন অন্যস্থানে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিলেন।

"পরে বর্ম্মধারী হিড়িম্বাতনয় পুনরায় সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কর্ণসমীপে গমনপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! এই স্থানে অবস্থান কর। জীবিতাবস্থায় আমার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে না। আজই তোমার রণকুণ্ডু [রণলিপ্সা] নিরাকৃত করিব।' ক্রূরপরাক্রম রাক্ষসেন্দ্র এই বলিয়া রোষকষায়িতলোচনে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কেশরী যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণকে রথাক্ষসদৃশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ঘটোৎকচ কর্ণের উপর বারিধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর কর্ণ দূর হইতেই সেই শরনিকর ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"হিড়িম্বাতনয় সেই মায়া নিহত [নিষ্ফল] হইল দেখিয়া পুনরায় মায়াপ্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া অবিলম্বে উত্তুঙ্গশৃঙ্গ ও তরুনিচয়সমাযুক্ত উন্নতপর্ব্বতরূপ ধারণ করিলেন। অসংখ্য শূল, প্রাস, অসি ও মূষল উহার প্রস্রবণস্বরূপ হইল। মহাবীর কর্ণ সেই উগ্র আয়ুধপ্রপাতযুক্ত [অস্ত্রধারা] মহীধর দর্শনে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, প্রত্যুত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক সেই শৈলেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধসম্বলিত নীলমেঘরূপ ধারণ করিয়া সূতপুত্রের উপর প্রস্তরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্য-অস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপ নিশাচরকে আহত করিয়া শরনিকরে দশদি সমাচ্ছন্ন করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমুদয় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনকুমার হাস্য করিয়া মহারথ কর্ণের নিকট মহামায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়াভাবে মহাবীর কর্ণ সিংহশালসদৃশ, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বর্ম্মাস্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত ঘটোৎকচকে দেবগণপরিবৃত দেবরাজের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পাঁচবাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার অঞ্জলিকদ্বারা কর্ণের শরজাল ও করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রায়ুধসদৃশ অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক আকাশচর নিশাচরদিগের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শত্রুঘাতন শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ্ণসায়কে সিংহার্দ্দিত গজযূথের ন্যায় নিতান্ত নিপীড়িত হইল। যুগান্ত সময়ে হুতাশন। যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর সূতনন্দন অশ্ব, সারথি ও গজসমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহেশ্বর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়া যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, মহাবীর সূতনন্দন সেই রাক্ষসীসেনা সংহার করিয়া তদ্রূপ শোভমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপগণমধ্যে ভীমপরাক্রম, ক্রুদ্ধ, অন্তকসদৃশ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই কর্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। দুই মহোল্কা [বড় মশাল] হইতে যেমন অগ্নিযুক্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ ভীমতনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি করতলশব্দ ও অধরদংশনপূর্ব্বক গজসদৃশ গর্দ্দভসংযুক্ত, মায়ানির্মিত রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি শীঘ্র আমাকে কর্ণনিকটে লইয়া চল।'

"হে মহারাজ! ভীমকুমার এইরূপে ঘোররূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শিবনির্মিত অষ্টচক্র অশনি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথে শরাসনসন্ধানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া তাঁহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময়-অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসমবেত রথ ভস্মীকৃত করিয়া বসুধা ভেদপূর্ব্বক পাতালতলে প্রবেশ করিল। দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবীর কর্ণ দেবসৃষ্ট মহাশনি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সেই দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীমদর্শন সংগ্রামে তিনি যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, অন্য কোন ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ নহে।

"তখন সেই বিপুলকলেবর ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ণনিক্ষিপ্ত নারাচনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া মায়া ও লঘুহস্ততাপ্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহ সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে অস্ত্রসমুদয় বিনষ্ট হইলে কর্ণ অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবান্ ভীমতনয় তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া মহারথীগণকে ভীত করিয়া স্বয়ং অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। তখন নানা দিক হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নিজিহ্ব ভুজঙ্গম ও অয়োমুখ বিহঙ্গমগণ সমরাঙ্গনে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। হিমালয়সদৃশ নিশাচর কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ঐ সময় অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ, শালাবৃক [বিড়াল বানর-শৃগাল কুকুর প্রভৃতি] ও বিকৃত্যানন বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক উগ্ররবে তাঁহাকে ভীত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ শোণিতোক্ষিত বিবিধ আয়ুধদ্বারা তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্রে রাক্ষসীমায়া সংহারপূর্ব্বক নতপর্ব্বশরজালে ঘটোৎকচের অশ্বসমূহ সমাহত করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শরাঘাতে ভগ্ন, বিকৃতাঙ্গ ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই নিশাচর

এইরূপে সেই মায়া বিফল হইল দেখিয়া কর্ণকে ‘এই তোমার মৃত্যুবিধান করিতেছি’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।”

১৭৭তম অধ্যায়
কৌরবপক্ষীয় রাক্ষস অলায়ুধের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের এইরূপ মহাযুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক বিকটদর্শন অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনসমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি বিক্রমশালী ব্রাহ্মণঘাতী বক, মহাতেজাঃ কির্ম্মীর এবং উহার পরমবন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের এই বৈরাচরণ মহাবীর অলায়ুধের অন্তঃকরণে এতাবৎকাল জাগরূক্ ছিল। এক্ষণে সে নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় সমরাভিলাষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় এবং রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় সমাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিল, ‘হে মহারাজ! দুরাত্মা ভীমসেন যে আমার পরমবান্ধব হিড়িম্ব, বক ও কির্ম্মীরকে নিধন এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়া হিড়িম্বার ধর্ম্মলোপ করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন; অতএব আজ আমি কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে এবং সবান্ধব হিড়িম্বাতনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সংহারপূর্ব্বক অনুচরগণসমভিব্যাহারে ভক্ষণ করিব বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করুন; আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।’

“হে মহারাজ! ভ্রাতৃগণপরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে রাক্ষসেন্দ্র! আমার সৈনিকপুরুষেরা সকলেই বৈরনির্য্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে; ইহারা কখনই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আমরা তোমাকে তোমার সৈন্যগণের সহিত পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।'

“হে কুরুরাজ! রাক্ষসে অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের রথসদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক রাক্ষসগণসমভিব্যাহারে সত্বর ভীমতনয়ের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোৎকচের ন্যায় প্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও ঋক্ষচর্ম্মে পরিবৃত ছিল। ঐ রথে মাংসশোণিতভোজী মহাকায় একশত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর রাসভের ন্যায়। ঐ রথের নির্ঘোষ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর। ঘটোৎকচসদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু অলায়ুধের বৃহৎ কার্ম্মুকও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায় সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, বাণসকল সুবর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত ও অক্ষপ্রমাণ এবং সূর্য্য ও অনলসদৃশ রথকেতুও গোমায়ুকুলে পরিরক্ষিত ছিল। উঁহার রূপও ঘটোৎকচের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রাক্ষসে অলায়ুধ দীপ্ত অঙ্গদ, উষ্ণীষ, মাল্য, কিরীট, খড়্গ, গদা, ভূশণ্ডী, মুষল, হল, শরাসন এবং বারণচর্ম্মসদৃশ [হস্তিচর্ম্ম] বর্ম্মধারণপূর্ব্বক সেই অনলভাস্বর [অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত] রথে সমারূঢ় হইয়া পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করিয়া সমরাঙ্গনে চপলাযুক্ত জলদের

ন্যায় বিরাজিত হইল। ওদিকে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত বৰ্ম্ম ও চর্ম্মধারী নরপতিগণ হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।”

১৭৮তম অধ্যায়

অলায়ুধের ঘটোৎকচ-আক্রমণভীমসহ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! যেরূপ প্লবহীন ব্যক্তিগণ প্লবপ্রাপ্ত হইয়া সাগর পার হইবার মানসে আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধনপ্রমুখ আপনার পুত্রগণ ও সমস্ত কৌরবপক্ষীয় ব্যক্তি সেই ভীমকর্ম্মা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়াই যেন সেই স্ব স্ব গণপরিবৃত সমাগত রাক্ষসে অলায়ুধকে স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

“হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিক্রম দর্শন। করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামাপ্রমুখ বীরগণ সমরে ঘটোৎকচের অলৌকিক কার্য্য অবলোকনপূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তচিত্তে কৌরবসৈন্যসমুদয় বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন দুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়িত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে রাক্ষসে! কর্ণ ভীমতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। ভীমসেনকুমার তথাপি মহাবীর নৃপতিগণকে গজভগ্ন পাদপের ন্যায় বিবিধ শস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে; অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলাম যে, তুমি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ভীমপুত্রকে নিপাতিত কর। পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল অবলম্বনপূর্ব্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে।’

‘মহাবলপরাক্রান্ত অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ‘যে আজ্ঞা মহাশয়’ বলিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমকুমার কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকরদ্বারা সমাগত শত্রুকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন অরণ্যে করিণীর নিমিত্ত মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও ঐ অবসরে নিশাচর হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যসমপ্রভ স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন স্বীয় পুত্রকে সিংহার্পিত বৃষের ন্যায় অলায়ুধশরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া অসংখ্য শরনিক্ষেপপূর্ব্বক রাক্ষসের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষসান্তকারী বৃকোদর তদ্দর্শনে সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া শরবর্ষণদ্বারা সেই স্বগণপরিবেষ্টিত রাক্ষসকে আকীর্ণ করিলেন। তখন অলায়ুধ বারংবার তাঁহার উপর শিলাধৌত সরল শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার।রাক্ষসগণও জিগীষু হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন রাক্ষসগণকর্ত্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়া তাহাদিগের

প্রত্যেককে নিশিত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণ ভীমশরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমনপূর্ব্বক ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন তীক্ষ্ণশরনিকরদ্বারা তাহাকে আহত করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমনিক্ষিপ্ত শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল; তখন ভীমসেন ভীমপরাক্রম রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া এক অশনিসদৃশ গদা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর গদাদ্বারা সেই ভীমনিক্ষিপ্ত জ্বালাকুল গদা তাড়িত করিলে উহা ভীমের প্রতি ধাবধান হইল। তখন ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া নিশাচরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; রাক্ষসও নিশিতশরনিকরে সেই শরসমুদয় ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় ভীষণাকার নিশাচরগণ অলায়ুধের আজ্ঞানুসারে কুঞ্জরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এবং হস্তী ও অশ্বসমুদয় রাক্ষসশরে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিল।

"হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব সেই অতি ভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছেন; তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রোণপুরস্কৃত সৈন্যগণকে সংহার কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্য্যশালী নকুল, সহদেব ও যুযুধান তোমার শাসনে অন্যান্য রাক্ষসগণকে সংহার করুক। এক্ষণে অতি ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে মহারথগণ তাহার আজ্ঞাক্রমে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

'অনন্তর প্রবলপ্রতাপ অলায়ুধ আশীবিষোপম শরনিকরদ্বারা ভীমসেনের শবাসন ছেদন করিয়া নিশিতশরে তাঁহার অশ্বসমুদয় ও সারথিকে সংহার করিল। তখন বৃকোদর অশ্বহীন ও সারথিবিহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া অলায়ুধের প্রতি ভয়ঙ্কর গদা পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস গদাপ্রহারে সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণনির্ঘোষ মহাগদা চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেন অলায়ুধের সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে অন্য গদা নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদানিপাতশব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে তাঁহারা গদাপরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরের উপর বজ্রসম মুষ্টিপ্রহার এবং যদৃচ্ছা লব্ধ ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে উভয়ে, রুধিরমোক্ষণপূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবহিতৈষী হৃষীকেশ তদ্দর্শনে ভীমসেনের উদ্ধারার্থ ঘটোৎকচকে প্রেরণ করিলেন।"

১৮৯তম অধ্যায়
ঘটোৎকচকর্ত্তৃক অলায়ুধবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! ঐ দেখ, রাক্ষসে অলায়ুধ, তোমার এবং সমস্ত

সৈন্যগণের সমক্ষে বৃকোদরকে পরাভব করিতেছে; অতএব তুমি সত্বর কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অলায়ুধের নিকট গমনপূর্ব্বক অগ্রে তাহাকে বিনাশ কর; পরে সূতপুত্রের বধসাধন করিবে।'

"তখন মহাবীর ঘটোৎকচ বাসুদেবের বাক্যানুসারে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বকভ্রাতা রাক্ষসে অলায়ুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দুই রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিকটদর্শন অলায়ুধের যোধগণ শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিতশরনিকরে তাহাদিগের কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয়পুঙ্গবদিগকে শরনিকরে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীপ্রমুখ পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইলে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকি রাক্ষসদিগকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; পাঞ্চালগণও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

"হে মহারাজ! এদিকে রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ অরাতিনিপাতন ঘটোৎকচের মস্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমতনয় সেই পরিঘের আঘাতে মূর্হিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে রহিলেন এবং অনতিবিলম্বেই অলায়ুধের রথ লক্ষ্য করিয়া একশত ঘণ্টাসমলঙ্কৃত, দীপ্তাগ্নিসদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই গদার আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও মহাস্বনরথ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষবিহীন, বিশীর্ণধ্বজ, ভগ্নকূবর রথ হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া রাক্ষসীমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নভোমণ্ডল বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত নিবিড় জলধরপটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বজ্রনিপাতনির্ঘোষ ও ভীষণ চটাচট শব্দ হইতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই অলায়ুধবিহিত মায়া অবলোকনপূর্ব্বক উর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে তাহার মায়া ধ্বংস করিলেন। মায়াবী মহাবীর অলায়ুধ স্বীয় মায়া প্রতিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের উপর ঘোরতর প্রস্তরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমতনয় শরনিকরে সেই ভয়ানক প্রস্তর বৃষ্টি নিরাকৃত করলেন, তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের উপর লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুষল, মুদগর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, ভিন্দিপাল, গজসন্নাহ, গোশীর্ষ, উলুখল এবং মহাশাখাসমাকীর্ণ পুষ্পিত শমী, তাল, করীর [বাঁশের অঙ্কুর—অগ্রভাগ ছুঁচের মত বাঁশের ছাতা], চম্পক ইঙ্গুদী, বদরী, রক্তকাঞ্চন, অরিমেদ [খদিরবৃক্ষ-খয়ের গাছ], বট, অশ্বত্থ ও পিপ্পল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতুসমাযুক্ত নানাবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রের সংঘর্ষণে বজ্রনিষ্পেষণের ন্যায় মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে কপিরাজ বালী ও সুগ্রীবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় করে তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল। তখন তাহাদের গাত্র হইতে জলন্ধরের ন্যায়

স্বেদজল ও রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয় বলপূর্ব্বক অলায়ুধকে উদ্ভ্রামিত করিয়া তাহার কুণ্ডলবিভূষিত মস্তক ছেদনপূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই বকবন্ধু অলায়ুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত শঙ্খ বাদিত হইল। হে মহারাজ! দীপমালাবিভূষিত রজনী পাণ্ডবগণের অতীব বিজয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ভীমতনয় অলায়ুধের মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনসমীপে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন রাক্ষসেকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন। মহাবীর অলায়ুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিয়া ভীমসেনকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; দুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞাশ্রবণে ভীমকে অলায়ুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে অলায়ুধকে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত দেখিয়া ভীমসেনের দুঃশাসনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সংহাররূপ প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।”

১৮০তম অধ্যায়
কর্ণ-ঘটোৎকচযুদ্ধে কৌরবাত্রাস

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। এইরূপে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলায়ুধকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টমনে সেনামুখে অবস্থানপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ সেই ভয়ঙ্কর শব্দশ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই ভীমতনয়ের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর ঐ সময় মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, ও শিখণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া আকর্ণপূর্ণ নতপর্ব্ব দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং নারাচনিকর বিস্তারপূর্ব্বক যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকিকে বিকশিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও দক্ষিণ ও বামহস্তে শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কার্ম্মুকসকল কেবল মণ্ডলাকারে লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহাদের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় রণস্থল জলদের ন্যায় শোভমান হইল। জ্যা ও চক্রের ধ্বনি উহার গভীর নিঃস্বন, কার্ম্মুক বিদ্যুদ্দাম ও শরজাল বারিধারাতুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্রগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত মহাবীর কর্ণ সমরাঙ্গনে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ করিয়া অশনিসদৃশ তোমর ও শাণিতশরনিকরে শত্রুগণকে সমাহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাঘাতে কাহারও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহারও কলেবর ছিন্নভিন্ন, কেহ সারথিশূন্য, কেহ বা অশ্বশূন্য হইল। এইরূপে সেই বীরগণ সূতপুত্রের ভীষণশরে সমাহত ও নিতান্ত অসুস্থ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে ছিন্নভিন্ন ও সমরপরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সুবর্ণ ও রত্নখচিত রথারোহণে কর্ণসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বজ্রসঙ্কাশ

শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই দুই মহাবীর কর্ণি, নারাচ, নালীক, দণ্ড, অশনি, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাট, শৃঙ্গ ও ক্ষুরদ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই তির্য্যগ্‌গত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল গগনমণ্ডলে বিচিত্র কুসুমমালার ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপ্রতিমপ্রভাব বীরদ্বয় অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক সমভাবে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না। তখন রাহু ও ভাস্করের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের শরনিকরসঙ্কুল অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে না পারিয়া এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনাশপূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সেই কূটযোধী [অপরের অবোধ্য যুদ্ধকারী] নিশাচর অন্তর্হিত হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ তৎকালে কিরূপ বিবেচনা করিলেন, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! কৌরবগণ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, এইবার কূটযোধী ঘটোৎকচ নিঃসন্দেহে কর্ণকে সংহার করিবে। কৌরবগণ এই কথা কহিলে কর্ণ লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নভোমণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে পরিবৃত হইলে সকল জীবজন্তুই অদৃশ্য হইল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান ও কখন বা তূণীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ভয়ঙ্কর রাক্ষসীমায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়াপ্রভাবে নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখাসদৃশ লোহিত মেঘ সমুত্থিত হইল। সেই মেঘ হইতে সহস্র দুন্দুভিনিনাদসদৃশ নির্ঘোষসম্পন্ন অসংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্বলিত মহোল্কাসকল প্রাদুর্ভূত এবং নিশিত শর, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শূল, শতঘ্নী, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, সহস্র সহস্র অশনি, বজ্র, চক্র ও বহুসংখ্য ক্ষুর চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সেই শস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবপক্ষীয় অশ্বসকল শরাহত, মাতঙ্গগণ বজ্রাহত ও রথসমুদয় শস্ত্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সেই নানাবিধ আয়ুধের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং একান্ত বিষণ্ন ও মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু মহাবীরগণ আর্য্যস্বভাববশতঃ তৎকালে সমর পরিত্যাগ করিলেন না।

“হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ সেই রাক্ষসকৃত ঘোরতর শরবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যোদ্ধৃগণ হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্তজিহ্ শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই দীপ্তানন, দীপ্তজিহ্, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, শৈলসদৃশকলেবর, নিতান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ নভোমণ্ডলে আরোহণ ও শক্তিগ্রহণপূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষসগণের শর, শক্তি, শূল, গদা,

পরিঘ, বজ্র, পিনাক, অশনি, চক্র ও শতঘ্নীদ্বারা বিমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি অনবরত শূল, অংশু, শুণ্ড, অশ্ব, গুড়, শতঘ্নী এবং লৌহ ও পট্টসন্নদ্ধ স্থূণাসকল [কাপড়ে মোড়া খুটা] পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সকলেই মোহে একান্ত আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। বীরগণ বিশীর্ণ অস্ত্র, ঘূর্ণমস্তক ও চূর্ণকলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুঞ্জরগণ প্রমথিত ও রথসমুদয় শিলাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঘোররূপ নিশাচরগণ এইরূপে অনবরত অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভীত বা প্রাণরক্ষার্থ প্রার্থনাপরত ব্যক্তিগণও নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই কালকৃত কুরুকুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের অভাবকাল সমুপস্থিত হইলে কৌরবগণ ছিন্নভিন্ন ও পলায়নপরায়ণ হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, ‘হে কৌরবগণ! তোমরা এক্ষণে পলায়ন কর; আর নিস্তার নাই। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের উপকারসাধনার্থে আমাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।’ হে মহারাজ! কৌরবগণ এইরূপ ঘোরতর বিপদসাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কৌরবসৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে রণস্থলে কে কৌরবপক্ষীয় আর কে-ই বা পাণ্ডবপক্ষীয়, কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিক শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কেবল একমাত্র কর্ণ অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া দুষ্কর ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তৎকালে কিছুতেই বিমোহিত হইলেন না। তখন সৈন্ধব ও বাহ্লীকগণ ভীতচিত্তে কর্ণকে অবিমোহিত নিরীক্ষণ করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার প্রশংসাপূর্ব্বক রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের বিজয়ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

‘ইত্যবসরে মহাবীর ঘটোৎকচ একচক্রযুক্ত শতঘ্নী নিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন, অশ্বগণ গতাসু এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বাশূন্য হইয়া জানুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৌরবগণকে পলায়মান এবং ঘটোৎকচের মায়াপ্রভাবে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিষ্প্রভ নিরীক্ষণ করিয়াও অবিচলিতচিত্তে তত্ত্বালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমস্ত কৌরবগণ সেই ভয়ঙ্কর মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, ‘হে সূতনন্দন! এই সমস্ত কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি সত্বর এই নিশীথসময়ে সেই বাসবদত্ত শক্তিদ্বারা নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও অর্জ্জুন আমাদের কি করিবে? আজি বীরগণ এই ঘোর সংগ্রামে নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে অনায়াসে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তিদ্বারা এই দুরাশয় রাক্ষসের প্রাণসংহার কর। ইন্দ্রতুল্য কৌরবগণ যেন এই রাত্রিযুদ্ধে সৈন্যগণসমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হয়েন।’

কর্ণশরে ঘটোৎকচবধ

"হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথসময়ে সৈন্যগণকে শঙ্কিত দর্শন ও কৌরবগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের বিনাশার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক উঁহাকে ঐ শক্তি প্রদান করেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্নসহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঘটোৎকচের অমিতপরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় সেই পাশযুক্ত যমের ভগিনীর ন্যায়, অন্তকের জিহ্বার ন্যায়, প্রদীপ্ত ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। ভীমসেনকুমার সেই কর্ণবহুস্থিত অরাতিনিপাতন প্রজ্বলিত শক্তি সন্দর্শনে ভীত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদপসদৃশ কলেবর ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণীগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শন করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ঘাত অশনি নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সেই শত্রুঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা ঘটোৎকচের মায়া ভস্মীকৃত করিয়া তাঁহার হৃদয় ভেদপূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে নক্ষত্রমালার অন্তর্গত হইল।

"এইরূপে ভীমসেনকুমার মহাবীর ঘটোৎকচ বিচিত্র বিবিধাস্ত্রদ্বারা মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষস ও মনুষ্যগণের সহিত সংগ্রাম ও অন্যান্য বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অসংখ্য শত্রু সংহারপূর্ব্বক পরিশেষে বাসবদত্ত শক্তির আঘাতে অতি ভীষণ চীৎকারপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। ভীমকর্ম্মা ভীমতনয় সূতপুত্রের ভীষণ শক্তির আঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া যে স্থানে নিপতিত হইলেন, তত্রত্য এক-অক্ষৌহিণী কৌরবসৈন্য তাঁহার দেহভরে বিপ্রোথিত হইয়া গেল। হে মহারাজ: নিশাচর এইরূপে হতজীবিত হইয়াও স্বীয় প্রকাণ্ড শরীরদ্বারা আপনার বহুসংখ্যক সৈন্য সংহার করিয়া পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিলেন। অনন্তর কৌরবগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে নিহত ও তাঁহার মায়া বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পরমাত্মাদে সিংহনাদ, শঙ্খনিঃস্বন এবং ভেরী, মুরজ ও আনকের নিনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া সুরগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণ ঘটোৎকচের প্রাণসংহারপূর্ব্বক কৌরবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।"

১৮১তম অধ্যায়
ঘটোৎকচবধঘটিত রহস্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়কে নিহত ও পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকে বাষ্পকুলনেত্র হইলেন; কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া পাণ্ডবগণকে নির্ব্যথিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি রথরশ্মি সংযত করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বাতোদ্ধূত বনস্পতির ন্যায় রথোপরি নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই পুনর্বার

অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আস্ফোটনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কেশবকে সাতিশয় হৃষ্ট সন্দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে কহিলেন, 'হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রধানতম সৈন্যগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি; কিন্তু তুমি সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ। তোমার এই অনুপযুক্ত সময়ে আহ্লাদ প্রকাশ সমুদ্রশোষের [সাগর শুকাইবার] ন্যায় ও মেরুসঞ্চালনের [পর্ব্বতের বিচলিত হইবার] ন্যায় নিতান্ত আশ্চর্য্যবোধ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার এই আহ্লাদের অবশ্যই কোন মহৎ কারণ আছে। যদি উহা গোপনীয় হয়, তাহা হইলে যথাবৎ কীর্ত্তন কর, উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! আমি যে জন্য সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজ ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এখন কর্ণকে সমরভূমিতে নিপাতিত বলিয়া বোধ কর। এই পৃথিবীমধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কার্ত্তিকেয়সদৃশ শক্তিধারী সূতপুত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অদ্য উহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপসৃত হইল। সুতপুত্রের কবচ এবং কুণ্ডল থাকিলে ঐ বীর একাকীই সুরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ, কি কুবের, কি বরুণ, কি যম—কেহই কর্ণসমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শনচক্র উদ্যত করিয়াও উহাকে পরাজিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতসাধনার্থ কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডলবিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্ব্বে কবচকুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করায় বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আজ কর্ণকে মন্ত্রবলে শিথিলিত ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়, স্নিগ্ধজ্বাল অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে। মহারথ কর্ণ যেদিন ইন্দ্রের নিকট কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইদিন অবধি ঐ মহাবীর উহাদ্বারা তোমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ বীর শক্তিশূন্য হইয়াছে। উহা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।

কৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ণবধোপায়নির্ধারণ

'যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ এক্ষণে শক্তিশূন্য হইলেও তুমি ভিন্ন অন্য কেহই উহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কর্ণ নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও প্রতি দয়াবান্ বলিয়া বৃষনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্যত করিয়া কেশরী যেমন বনমধ্যে মত্তমাতঙ্গগণকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথগণকে মদহীন করিয়া মধ্যাহ্নকালীন শারদ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যোধগণের দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরনিকরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে

ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার করিয়া উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। উহার শরপ্রভাবে তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস, শোণিত বিগলিত হইতে থাকে; কিন্তু এক্ষণে সূতপুত্র কবচ, কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তিবিহীন হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে কর্ণের বধোপায় অবধারণ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। সূতপুত্রের রথচক্র ভূতলে নিমগ্ন হইলে সেই ছিদ্রে আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সাবধানে উহাকে বিনাশ করিবে। কর্ণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিলে বজ্রায়ুধ বাসবও উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমিই তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য এবং হিড়িম্ব, কির্মীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা, ঘটোৎকচপ্রমুখ রাক্ষসের বধসাধন করিয়াছি।' "

১৮২তম অধ্যায়
জরাসন্ধাদির বিনাশকৌশলপ্রকাশ

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধপ্রমুখ ভূপালগণকে নিপাতিত করিলে, তাহা কীর্ত্তন কর।'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ পূর্ব্বে নিহত না হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। সেই মহারথগণ জীবিত থাকিলে দুর্য্যোধন অবশ্যই তাহাদিগকে সমরকার্য্যে বরণ করিত। সেই সমুদয় অমরোপম কৃতার্থ যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর আমাদের চিরবিদ্বেষ্টা ছিল; তাহারা অবশ্যই কৌরবপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। সূতপুত্র, জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ—ইহারা সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলে, এই সমুদয় পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে পার্থ! আমি যেরূপ উপায় করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত সুরগণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপালরক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ বলদেবকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে আমাদিগের বিনাশার্থ এক পাবকতুল্য প্রভাসম্পন্ন, সর্ব্বসংহারক্ষম, অশনিসদৃশ গদা ক্ষেপণ করিয়াছিল। জরাসন্ধনির্ম্মুক্ত গদা আকাশমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর বলদেব সেই গদা দর্শন করিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ স্থূণাকর্ণনামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গদা বলদেবের অস্ত্রে প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, অবনী বিদীর্ণ ও ভূধরসকল কম্পিত হইয়া উঠিল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ দুই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার কলেবরে এক এক অৰ্দ্ধ প্রসব করিয়াছিল। জরানামে এক রাক্ষসী উহার সেই অৰ্দ্ধ কলেবরদ্বয় যযাজিত করে। এই নিমিত্তই ঐ বীর জরাসন্ধনামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই নিশাচরী জরা সেই গদা ও স্থূণাকর্ণনামক অস্ত্রের আঘাতে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত হতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ এইরূপে গদাবিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর ভীমসেন তোমার সমক্ষেই তাঁহাকে

নিপাতিত করিয়াছেন। যদি সেই প্রবলপ্রতাপশালী জরাসন্ধ গদাহস্তে অবস্থান করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইতেন।

'হে ধনঞ্জয়! মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য তোমার হিতের নিমিত্তই ছদ্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। অভিমানী দৃঢ়বিক্রমশালী নিষাদাধিপতি অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শোভা পাইতেন। একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে সমুদয় উরগ, রাক্ষস, দেব ও দানবগণও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না, মনুষ্যগণও তাঁহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইত; কিন্তু সেই দৃঢ়মুষ্টিসম্পন্ন, দিবারাত্র বাণনিক্ষেপসমর্থ, কৃতী নিষাদরাজ অঙ্গুষ্ঠবিহীন হইলে আমি তোমার হিতসাধনার্থ সমরে তাহাকে নিপাতিত করিয়াছি। হে পার্থ! আমি তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে সংহার করিয়াছি। ঐ বীরও সমরে সমস্ত সুরাসুরের অপরাজিত ছিল। আমি তোমার সাহায্যে চেদিরাজ ও অন্যান্য অসুরের বিনাশসাধন এবং অখিললোকের হিতবর্দ্ধনের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ভীমসেন দশাননসদৃশ বলশালী, ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘাতক, নিশাচর হিড়িম্ব, বক ও কির্ম্মীরকে বিনাশ করিয়াছে। মহাবীর ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে উপায়প্রভাবে কর্ণের শক্তিদ্বারা ঘটোৎকচেরও প্রাণবিয়োগ হইল। যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তিদ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে আমাকেই বৃকোদরের পুত্রকে বধ করিতে হইত। আমি কেবল তোমাদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই পূর্ব্বে উহার জীবননাশ করি নাই। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক, ধর্ম্মলোপ্তা ও পাপাত্ম; এই নিমিত্তই, কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল। ঐ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্দ্রদত্তশক্তিও নিঃশেষিত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহারা ধর্মনাশক, তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেই স্থানেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকি। হে পার্থ! তুমি কর্ণসংহারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। মহাবীর বৃকোদর যেরূপ সমরে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়া দিব। যাহা হউক, এক্ষণে শত্রুসৈন্যগণ তুমুল শব্দ করিতেছে; তোমার সেনাগণও দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণ ও সংগ্রামবিশারদ দ্রোণাচার্য্য অস্মৎপক্ষীয় সেনাসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

১৮৩তম অধ্যায়
পার্থপ্রতি শক্তিপ্রয়োগে কর্ণের ঔদাসীন্যকারণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সূতপুত্র কর্ণ কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অর্জ্জুনের প্রতি সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল না? ধনঞ্জয় নিহত হইলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ বিনষ্ট ও জয়শ্রী আমাদেরই হস্তগত হইত। পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহাকে

সমরে আহ্বান করা কর্ণের অতি কর্ত্তব্য ছিল। মহাবীর কর্ণ কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া বাসবদত্ত শক্তিদ্বারা সংহার করিল না? আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত নির্বোধ ও সহায়শূন্য এবং বিপক্ষেরা তাহাকে একান্ত নিরুপায় করিয়াছে; সুতরাং সেই নরাধম কিরূপে শত্রুসংহার করিবে? সে যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিজয়লাভে অভিলাষ করিত, বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই দিব্যশক্তি রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া উহা একান্ত নিষ্ফল করিয়াছেন; যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতরের মৃত্যু হইলে চণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচ এই দুইজনের মধ্যে অন্যতম বীর বিনষ্ট হইলে বাসুদেবেরই পরমলাভ সন্দেহ নাই। যদি ঘটোৎকচ কর্ণকে বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের অতিশয় উপকার হয়, অথবা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার একপুরুষঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাণ্ডবগণের হিতকর কার্য্য সাধন করা হয়, বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ অবধারণ করিয়া পাণ্ডবগণের হিতসাধনের নিমিত্তই সূতপুত্রদ্বারা ঘটোৎকচের বিনাশসাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শক্তিদ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। মহাবুদ্ধিসম্পন্ন জনার্দ্দন কর্ণের এই অভিলাষ অবগত হইয়া সেই অমোঘশক্তি প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মহাবলপরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে তাঁহার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তৎকালে কর্ণের হস্ত হইতে মহারথ অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে কৃতকার্য্য হইতাম। হে কুরুরাজ! সেই যোগিগণের ঈশ্বর বাসুদেব ঐরূপ কৌশল না করিলে ধনঞ্জয় অশ্ব, ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপায়বলেই রক্ষিত হইয়া সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া থাকেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেবই সেই অব্যর্থ শক্তি হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন, নচেৎ উহা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহাকে নিপতিত করিত।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিরোধী [বিবাদপ্রিয়], কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র ও প্রজ্ঞাভিমানী [স্বয়ং বুদ্ধিমান বলিয়া অহঙ্কারী], তাহার নিমিত্তই এই অর্জ্জুনের বধোপায় নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক, মহাবীর কর্ণ সকল শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য ও মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, সে কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমোঘশক্তি প্রয়োগ করিল না? হে সঞ্জয়! তুমিও কি এই বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলে? তুমি কেন ইহা তৎকালে কর্ণকে স্মরণ করাইয়া দিলে না?”

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি, আমরা প্রতি রাত্রিতেই সূতপুত্রকে কহিতাম, হে কর্ণ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার কর; তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে কিঙ্করের ন্যায় নির্দ্দেশানুবর্ত্তী করিতে পারিব। অথবা অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অন্যতমকে সমরে দীক্ষিত করিবেন; অতএব তুমি অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়া কৃষ্ণকেই বিনাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মূলস্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পত্রস্বরূপ। পাণ্ডবদিগের কৃষ্ণই আশ্রয়, কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং কৃষ্ণই পরমগতি। অতএব হে

কর্ণ! তুমি পর্ণ, শাখা ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মূলস্বরূপ কৃষ্ণকে বিনাশ কর। যদি বাসুদেব নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করেন, তাহা হইলে শৈল, সাগর ও অরণ্যপরিশোভিত সমুদয় বসুন্ধরা তোমার বশবর্ত্তী হইবে, সন্দেহ নাই।’ হে মহারাজ! আমরা প্রতি রজনীতেই হৃষীকেশকে সংহার করিবার নিমিত্ত এইরূপ অবধারণ করিতাম, কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। মহাত্মা বাসুদেব সতত ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন; তিনি সূতপুত্রের সমক্ষে তাঁহাকে অবস্থাপিত করিতেন না। তিনি সেই অমোঘশক্তি নিষ্ফল করিবার নিমিত্ত অন্যান্য রথীদিগকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতেন। হে মহারাজ! যখন বাসুদেব এইরূপে কর্ণের হস্ত হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, তখন যে তিনি আত্মরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন, কদাচ ইহা সম্ভবপর নহে। ফলতঃ আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দ্দনকে পরাজিত করিতে সমর্থ, এমন কেহই এই ত্রিলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

“হে কুরুরাজ! ঘটোৎকচ বধের পর সত্যবিক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘হে বাসুদেব! কর্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই অমিতপরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল?’ বাসুদেব সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে শিনিপ্রবীর! দুঃশাসন, শকুনি ও জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সতত কর্ণকে কহিত, “হে সূতপুত্র! তুমি কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি এই শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনঞ্জয় দেবগণমধ্যে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবগণমধ্যে সাতিশয় যশস্বী; তাহাকে সংহার করিতে পারিলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ হুতাশনবিহীন সুরগণের ন্যায় বিনষ্টপ্রায় হইবে সন্দেহ নাই।” হে সাত্যকে! দুঃশাসনপ্রমুখ কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বারংবার এইরূপ কহিলে কর্ণও তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং এই শক্তিদ্বারা ধনঞ্জয়েরই বধসাধন করিতে মহা হইবে ইহা সততই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত; কিন্তু আমি তাহাকে বিমোহিত করিলাম বলিয়াই সে অর্জ্জুনের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয়! আমি যে পর্য্যন্ত না অর্জ্জুনের এই মৃত্যুর প্রতিকার করিয়াছিলাম, ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অমোঘশক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল-আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে। অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে, আমি অর্জ্জুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান! ধনঞ্জয়কে পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া আমার এইরূপ গুরুতর হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে কর্ণকে নিবারণ করিতে পারে, ঘটোৎকচ ভিন্ন এমন আর কেহই নাই; এই নিমিত্তই আমি ভীমতনয়কে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

“হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে তৎকালে এইরূপ কহিয়াছিলেন।”

১৮৪তম অধ্যায়
কৌরবগণকর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্যনিপীড়ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্য্যোধন ও শকুনিপ্রমুখ বীরগণের বিশেষতঃ তোমার অতিশয় নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য দেখিতেছি। তোমরা সকলে ত অবগত ছিলে যে, সেই বাসবদত্ত শক্তি একজনকে অবশ্যই সংহার করিতে পারে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও কেহ উহা সহ্য বা নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন; তবে কর্ণ কি নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দেবকীপুত্র বা অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আমরা প্রতিদিন সমরাঙ্গন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া কর্ণকে কহিতাম, হে কর্ণ! কল্য প্রভাতেই তুমি এই একপুরুষঘাতিনী শক্তি হয় কেশব, না হয় অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা, পরদিন প্রভাতেই কি কর্ণ, কি অন্যান্য যোধগণ সকলেই উহা বিস্মৃত হইত। হে মহারাজ! দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; তাহার প্রভাবে সূতনন্দন হতবুদ্ধি হইয়া দেবকীপুত্রের বা ইন্দ্রপরাক্রম অর্জ্জুনের প্রতি সেই কালরাত্রিস্বরূপিণী বাসবীশক্তি নিক্ষেপ করেন নাই।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, দৈব ও কেশবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে। বাসবদত্ত শক্তি তৃণতুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়া ব্যর্থ হইল। মহাবীর কর্ণ, আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য ভূপালসমুদয় এই নীতিবহির্ভূত কার্য্যনিবন্ধনই শমনভবনে গমন করিবেন। যাহা হউক, হিড়িম্বাতনয় নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কীর্ত্তন কর। যে যে পাঞ্চালেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল? মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা ও সিন্ধু রাজ জয়দ্রথের, বিনাশনিবন্ধন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া জৃম্ভমান শার্দুলের ন্যায় ও ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় প্রাণপণে অরাতিসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কিরূপে তাঁহার সম্মুখীন হইল? দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রমুখ যে যে বীরগণ আচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা সংগ্রামস্থলে কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যবধার্থী ধনঞ্জয় ও বৃকোদরের উপর কিরূপ বাণবৃষ্টি করিল? কৌরবগণ জয়দ্রথের ও পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? এই সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।"

ঘটোৎকচশোকে কৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরসান্ত্বনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই ঘোর রজনীতে মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পরমাহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বেগে আগমন করিয়া পাণ্ডবসৈন্যসমুদয় বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির অতি দীনভাবে ভীমসেনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! তুমি শীঘ্র কৌরবসৈন্যগণকে নিবারণ কর। আমি ঘটোৎকচের নিধনে বিমোহিতপ্রায় হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়াই অপূর্ণমুখে স্বীয় রথে

আসীন হইয়া কর্ণের বিক্রম সন্দর্শনপূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মহামোহে অভিভূত হইলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! প্রাকৃতজনের ন্যায় শোক প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনি শোকসংবরণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সমরভার বহন করুন। আপনি এরূপ শোকপরবশ হইলে বিজয়লাভে সংশয় উপস্থিত হইবে।'

"হে কুরুরাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর পাণিতলদ্বারা নেত্রদ্বয় পরিমার্জিত করিয়া কহিলেন, "হে মহাবাহো! ধর্ম্মপথ কিছুই আমার অবিদিত নাই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। দেখ, অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে মহাত্মা হিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ঐ মহাধনুর্দ্ধর কাম্যকবনে আমার শুশ্রুষা করিত এবং ধনঞ্জয়ের অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধাভিজ্ঞ মহাবীর গন্ধমাদনগমনকালে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও পরিশ্রান্তা পাঞ্চালীকে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। মহাবীর ভীমতনয় আমার নিমিত্ত এইরূপ অনেক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! সহদেবে আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। ভীমতনয় আমার অতিশয় ভক্ত ও প্রিয়ঙ্কর ছিল; তজ্জন্যই আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! ঐ দেখ, কৌরবেরা আমাদিগের সৈন্যসমুদয় বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরমযত্নসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন নলবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে মর্পিত করিতেছেন। কৌরবেরা ভীমসেনের ভুজবলে ও অর্জ্জুনের বিবিধ অস্ত্রশিক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন ঘটোৎকচের নিধননিবন্ধন আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে জনার্দ্দন! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে সর্ব্বসমক্ষে মহলাবলপরাক্রান্ত ভীমতনয়ের বিনাশ সাধন করিল? যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অভিমন্যুকে বিনাশ করে, সে সময়ে মহারথ ধনঞ্জয় রণস্থলে উপস্থিত ছিল না; আমরাও সকলে সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক রুদ্ধ ছিলাম। দ্রোণাচার্য্যই পুত্রসমভিব্যাহারে অভিমন্যুবিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বুধোপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, অশ্বত্থামা তাহার অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। নৃশংস কৃতবর্ম্মা বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পার্ষ্ণি ও সারথির সহিত নিহত করে এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধরেরা তাহার বিনাশসাধন করেন। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! অভিমন্যুবধ জয়দ্রথের অতি সামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিমিত্ত অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বিনাশ করাতে আমি অধিক আহ্লাদিত হই নাই। এক্ষণে যদি শত্রুবিনাশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ঐ দুইজনই আমাদিগের দুঃখের আদি কারণ; উঁহাদের সাহায্যেই দুর্য্যোধন আশ্বাসযুক্ত হইয়াছে। হে মাধব! যে সংগ্রামে দ্রোণ ও কর্ণকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করা কর্ত্তব্য, অর্জ্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সূতপুত্রকে নিগ্রহ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, অতএব আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চলিলাম। ঐ দেখ ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

শোকক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিরের অভিমান—ব্যাসসান্ত্বনা

"হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিনশত হস্তী, পাঁচশত অশ্ব ও তিনসহস্র প্রভদ্রকসৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় গমন করিতেছেন। অতএব উঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া সত্বর রথসঞ্চালনপূর্ব্বক দূরগত ধর্ম্মপুত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শোকবিমূঢ় সন্তপ্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় সহসা গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাজন! অর্জ্জুন সৌভাগ্যক্রমে সমরাঙ্গনে সূতপুত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের নিধনকামনায় বাসবদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অর্জ্জুন কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই ঐ বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে সূতপুত্র নিশ্চয়ই তাঁহার উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিতেন। তাহা হইলে তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত। ভাগ্যক্রমে সূতপুত্র তাহা না করিয়া সেই শক্তিদ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরতবংশাবতংস! দৈবই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে; পুরন্দরপ্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিত্তমাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক সংবরণ কর। জীবমাত্রেরই সংহার আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণসমভিব্যাহারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজ হইতে পঞ্চমদিবসে বসুন্ধরা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও; পরম প্রীতমনে অনৃশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়।' হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।"

ঘটোৎকচবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৮৫তম অধ্যায়

দ্রোণবধপর্ব্বাধ্যায়—উভয়পক্ষের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে স্বয়ং কর্ণবিনাশে নিবৃত্ত এবং ঘটোৎকচবধজনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি ভীমসেনকে অসংখ্য কৌরবসেনা বিদারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দ্রুপদতনয়! তুমি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত শর, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। হৃষ্টচিত্তে সমরে ধাবমান হও, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর, দৌর্ম্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত দ্রুপদ ও বিরাট, মহাবল সাত্যকি ও অর্জ্জুন এবং প্রভদ্রক, কেকয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ—ইহারাও সন্তুষ্টচিত্তে দ্রোণবধবাসনায় বেগে ধাবমান হউন। রথীগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া মহারথ দ্রোণকে নিপাতিত করুন।'

"হে মহারাজ! তখন সেই সমস্ত যোধগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে দ্রোণজিগীষু হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য অনায়াসে সেই সময়ে সহসা সমাগত বীরগণের অভিমুখীন হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্টচিত্তে দ্রোণের জীবনরক্ষার্থ সুসজ্জিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শ্রান্তবাহন পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর তর্জ্জনগর্জন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্টপ্রায় হইলেন। সেই প্রাণীগণের প্রাণনাশিনী ত্রিযামা রজনী তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্রযামা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই অর্দ্ধরাত্রিসময়ে সৈন্যগণ ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান হইলে উভয়পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ দীনচিত্তে, উৎসাহশূন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়াও লজ্জা ও স্বধর্ম্মপরিপালননিবন্ধন স্ব স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করিলেন না। সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে ও কেহ বা রথোপরি শয়ন করিতে লাগিল। সেই সুযোগে অন্য যোধগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে বিপক্ষদলকে অবলোকন করিয়া নানাপ্রকার বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক আপনাকে, আত্মীয়গণকে ও শত্রুগণকে সমরে সমাহত করিতে লাগিল। আমাদের পক্ষীয় অসংখ্য বীর শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে নিদ্রারক্তলোচনে অবস্থান করিতে লাগিল। কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীরপুরুষ সেই নিদারুণ অন্ধকারে গমনাগমনপূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এইরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, শত্রুহস্তে নিহত হইয়াও কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না।

সাময়িক যুদ্ধবিরতি-অর্জ্জুনের অভিনন্দন

"হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'হে সেনাগণ! তোমরা বাহনগণের সহিত অন্ধকার ও ধুলিপটলে সমাবৃত এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ; অতএব যদি তোমাদিগের মত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাও। অনন্তর নিশানাথ সমুদিত

হইলে তোমরা বিনিদ্র হইয়া স্বর্গলাভের নিমিত্ত পুনরায় পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইবে। তখন কৌরবপক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরগণ ধার্মিক ধনঞ্জয়ের সেই বাক্যশ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া 'হে কর্ণ। হে মহারাজ দুর্য্যোধন! পাণ্ডবসেনা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়াছে; অতএব তোমরাও নিবৃত্ত হও, পরস্পর উচ্চস্বরে বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন।' এইরূপে অর্জ্জুনের বাক্যশ্রবণে সমুদয় দেব ও মুনিগণ সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত সৈনিকপুরুষগণ অর্জ্জুনবাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। আপনার সৈন্যগণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, 'হে মহাবাহো! তোমাতে বেদ, অস্ত্রসমূহ, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও জীবের প্রতি অনুকম্পা বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব আমরা আশাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও।' মহারথগণ তাঁহাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া তৃষ্ণীভূত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ গজস্কন্ধে, কেহ কেহ ক্ষিতিতলে শয়ন করিলেন। অনেকে বাণ, গদা, খড়, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক পৃথক স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভূরেণুভূষিত [ধূলি] ভুজগভোগসদৃশ [সর্পদেহতুল্য] শুণ্ডদ্বারা নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীতল শীতল করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগপরিবৃত পর্ব্বতসমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুবর্ণ-যোক্তপরিশোভিত অশ্বগণ কেশরালম্বিত যুপকাষ্ঠ ও খুরাগ্রদ্বারা সমরভূমি বিষম করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই সংগ্রামস্থলে অশ্ব, হস্তী ও যোধগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও যুদ্ধে বিরত হইয়া নিদ্রিত হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সুনিপুণ চিত্রকরগণ ঐ সমস্ত বল চিত্রপটে বিচিত্রিত করিয়াছে। পরস্পরের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কুণ্ডলধারী তরুণবয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ গজকুম্ভের উপর শয়ান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহারা কামিনীগণের কুচকলস আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছেন।

"হে মহারাজ। অনন্তর নয়নপ্রীতিবর্ধন কামিনীর গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ভগবান্ কুমুদনায়ক চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী [পুর্ব্ব] দিক অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয়পর্ব্বতের সিংহের ন্যায় পূর্ব্বদিকরূপ দরী হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তিমিররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করিয়া সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষ সমপ্রভ, কন্দর্পচাপসদৃশ, নববধুর হাস্যের ন্যায় মনোহর কুমুদবান্ধব প্রথমতঃ আলোকমাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে, সুবর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকিরণ প্রভাদ্বারা তোমোরাশি উৎসারিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্তমধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইল। তিমিররাশি অবিলম্বেই বিনষ্ট হইয়া গেল। নিশাচর জন্তুগণ কেহ কেহ বিচরণে প্রবৃত্ত ও কেহ কেহ ক্ষান্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈন্যগণ সুর্য্যাংশুসন্নিভ পদ্মবনের ন্যায় প্রবোধিত হইতে লাগিল এবং তাহারা মহাসাগরের ন্যায় চন্দ্রোদয় দর্শনে উদ্ধৃত হইয়া উঠিল। তখন লোকবিনাশের নিমিত্ত পরমগতিলাভার্থী বীরপুরুষগণের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

১৮৬তম অধ্যায়
দ্রোণাচার্য্যের দুর্য্যোধনতিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষ ও তেজ সন্ধুক্ষিত [উদ্দীপিত] করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে আচার্য্য! দীনমনাঃ শ্রমাপনোদনপ্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা লব্ধলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, উহারা সেই অবসরে সমুদয় সমর-পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারংবার উহাদিগের অভ্যুদয়লাভ হইতেছে এবং আমরা ক্রমশঃ তেজ ও বলবীর্য্যপরিশূন্য হইতেছি। হে ব্রহ্মন! আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র সমস্ত সম্যক অবগত আছেন। আমি সত্যই কহিতেছি, কি পাণ্ডবগণ, কি কৌরবগণ, কি অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ, কেহই যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদয় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবগণ আপনার পরাক্রমদর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য, এই বলিয়াই হউক বা আমার ভাগ্যদোষেই হউক আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।'

"হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি; আমি অস্ত্রবেত্তা, কিন্তু এই সমস্ত বীর অস্ত্রবিদ্যায় তাদৃশ সুনিপুণ নহে। বিজয়াভিলাষে এই সকলকে সংহার করিতে হইলে আমাকে নিতান্ত ক্ষুদ্রজনের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করিব, সন্দেহ নাই। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব। হে রাজন! তুমি মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিশ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত বলবীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অর্জ্জুন রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণ তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। ঐ মহাবীর খাণ্ডবদাহসময়ে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিকরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত এবং বলদৃপ্ত যক্ষ, নাগ ও দানবদলকে দলিত করিয়াছিল, ইহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। ঐ মহাবীর তোমাদের ঘোষযাত্রাকালে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছিল। ঐ মহাবীর সুরগণেরও অজেয় নিবাতকবচ। ও হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছে। অতএব সামান্য মনুষ্য কিরূপে মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিবে? হে রাজন্! তোমার সৈন্যসকল আমাদের বহুপ্রযত্নে সুরক্ষিত হইলেও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে যেরূপে বিনাশ করিতেছে, তুমি তৎসমুদয় অবলোকন করিতেছ।

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আজ আমি, দুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি, আমরা সৈন্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব।' মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণানন্তর হাস্যমুখে তাহাতে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্ কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয়প্রধান অক্ষয় ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? ধনাধিপতি কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ ও লোকান্তকর কৃতান্ত এবং অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণও আয়ুধধারী অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। হে বৎস! তুমি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মূর্খেরাই ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রস্থান করা কাহারও সাধ্য নহে। হে রাজন! তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর ও পাপস্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি সৎকুলসম্ভূত ক্ষত্রিয় এবং সমরপ্রার্থী; অতএব এক্ষণে স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ অর্জ্জুনের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ কর। তুমি এই শত্রুতার মূল কারণ, অতএব এক্ষণে অর্জ্জুনের সন্নিধানে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি কি নিমিত্ত বিনা অপরাধে এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতেছ? হে গান্ধারীনন্দন! তোমার এই মাতুল শকুনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ, প্রতারণাপরতন্ত্র ও কুটিল হৃদয়; এক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমার বোধ হয়, এই মহাবীরই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন! তুমি কর্ণসমভিব্যাহারে মোহাবিষ্ট, শূন্যহৃদয়, শুশ্রুষাপরবশ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার গর্ব্বপ্রকাশপূর্ব্বক কহিয়াছ, 'হে মহারাজ! আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন আমরা সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিব।' আমি প্রতিসভায় তোমার মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও। ঐ দেখ, নিতান্ত দুর্বিসহ শত্রু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উহার অভিমুখীন হও। অর্জ্জুনের হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্লাঘনীয়। হে বৎস! তুমি অভিলষিত ঐশ্বর্য্যলাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ এবং কৃতকার্য্য ও ঋণশূন্য হইয়াছ। অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্কমনে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

"হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ রাজা দুর্য্যোধনকে এই বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কৌরবসৈন্যসকল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ দ্রোণকে ও অপর ভাগ দুর্য্যোধনাদিকে আশ্রয়পুর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।"

১৮৭তম অধ্যায়
দ্রোণকর্ত্তৃক বিরাট ও দ্রুপদসংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ত্রিযামার [রাত্রির] এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যসারথি অরুণ শশধরকে ক্ষীণকান্তি ও নভোমণ্ডল তাম্রবর্ণ করিয়া গগনে সমুদিত

হইলেন। সূর্য্যমণ্ডল অরুণকিরণে অরুণিত হইয়া তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত চক্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সকলে রথ, অশ্ব ও নরযানসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবাকরের অভিমুখীন হইয়া। সন্ধ্যোপাসনার জন্য করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

"হে মহারাজ! অনন্তর কৌরবসৈন্যসকল দ্বিধাবিভক্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে সব্যসাচিন! তুমি কৌরবগণকে বামভাগে ও দ্রোণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া সময়ে প্রবৃত্ত হও। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের নির্দ্দেশানুসারে দ্রোণ ও কর্ণের বামভাগে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন ভীমসেন হৃষীকেশের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমরাঙ্গনমধ্যবর্ত্তী অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়কামিনীরা যে কার্য্যসাধনের নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, এক্ষণে সেই কার্য্যসাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তুমি এ সময় আপনার বলবীর্য্যানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য করা হইবে। এক্ষণে তুমি দ্রোণসৈন্যগণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া শত্রু সংহারপূর্ব্বক সত্য, শ্রী, ধর্ম্ম ও যশের আনৃণ্য লাভ কর।

"হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন কেশব ও ভীমসেনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রমপূর্ব্বক চারিদিকে অরাতিসৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ সেই বর্দ্ধমান অনলসদৃশ ক্ষত্রদাহন মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি শরনিকরদ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত অস্ত্রবেত্তা জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমুদয় অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক সকলকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় ধূলিপটল সমুদ্ভূত, চতুর্দ্দিক হইতে শরজাল সমাগত, ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত ও ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন কি ভূমণ্ডল, কি দিঙ্মণ্ডল, কি আকাশমণ্ডল কিছুই বোধগম্য হইল না। ধূলিপটলপ্রভাবে সকলেই অন্ধ প্রায় হইল। আমাদের উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ পরস্পর কেহ কাহাকে অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন ভূপালগণ কেবল স্ব স্ব নাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথবিহীন রথীগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের কেশ, কবচ ও ভুজে সংলগ্ন হইতে লাগিলেন। রথীগণ অশ্বসারথিবর্জ্জিত নিচেষ্ট ও ভয়ার্দ্দিত হইয়া কেবল জীবনরক্ষা করিয়া সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ গতজীবিত হইয়া পর্ব্বতাকারে নিহত গজসমূহ আলিঙ্গন করিয়া রহিল।

"অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে উত্তরদিক গমনপূর্ব্বক প্রজ্বলিত বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসেনাগণ তেজঃপ্রজ্বলিত দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে একান্তে গমন করিতে দেখিয়া ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। দানবগণ যেমন বাসবকে পরাজিত করিতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ তাহারা সেই অরাতিনিপাতন মদমত্ত মাতঙ্গসদৃশ দ্রোণকে পরাভূত করিব বলিয়া কোনক্রমেই সাহস করিতে পারিল না। তখন কেহ কেহ বা নিরুৎসাহ, কেহ কেহ

কোপাবিষ্ট ও কেহ কেহ বা বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণমধ্যে কেহ কেহ করদ্বারা করা.নিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে ওষ্ঠদংশন, কেহ কেহ আয়ুধনিক্ষেপ ও কেহ কেহ ব ভুজমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তখন অনেক অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বীরপুরুষ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুপদরাজকে আশ্রয় করিল।

"তখন মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাট সেই সমরচারী দুর্জ্জর দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে দ্রুপদের তিন পৌত্র ও চেদিগণ দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ তিন নিশিতশরে দ্রুপদপৌত্রয়ের প্রাণসংহার করিলে তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎপরে মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে চেদি, কৈকয়, সৃঞ্জয় ও মৎস্যগণকে পরাজয় করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটরাজ তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের বাণবর্ষণ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটভূপতি দ্রোণশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণভল্লদ্বারা বিরাট ও দ্রুপদের কার্মুকদ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বিরাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রোণের বধসাধনার্থ দশ তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণবিশারদ দ্রুপদও ক্রোধভরে দ্রোণের রথাভিমুখে এক সুবর্ণখচিত ভুজগেন্দ্রোপম ভীষণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রয়োগপূর্ব্বক সেই বিরাটনিক্ষিপ্ত দশ তোমর ও নিশিত সায়কদ্বারা দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া সুশাণিতভল্লদ্বয়দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

"মনস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অস্ত্রবলে বিরাট, দ্রুপদ ও বিরাটের তিন পৌত্র এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও দুঃখভরে মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন, অদ্য দ্রোণ যদি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমাকে পরাভব করেন, তাহা হইলে যেন আমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়তেজ হইতে পরিভ্রষ্ট হই। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ শপথ করিয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন একদিকে পাঞ্চালগণ ও অন্যদিকে অর্জ্জুন অবস্থানপূর্ব্বক দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এবং দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভীমের উত্তেজনায় সমবেত দ্রোণ-আক্রমণ

"এইরূপে দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়সত্তম! কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াভিমানী দ্রুপদের কুলে উৎপন্ন হইয়া সম্মুখস্থ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে? কোন্ পুরুষ পিতৃবধ ও পুত্রবধ সহ্য এবং ভূপালগণসমক্ষে শপথ করিয়া শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? ঐ দেয়, মহাবীর দ্রোণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক

ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমগ্র পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি সংগ্রামার্থ দ্রোণসন্নিধানে চলিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ কর।

"মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আকর্ণপূর্ণ শরনিকরদ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন; মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! সেই সূর্য্যোদয়কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, আমি কদাচ তদ্রূপ যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় সৈনাসকল অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথসমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রাণীগণ নিহত ও ইতস্ততঃ বিশীর্ণ হইল। কোন কোন ব্যক্তি একস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া বিপক্ষগণকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমপরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, অরাতিগণ কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠভাগে, কেহ কেহ বা পার্শ্বদেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে অতি নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদিত হইলেন।"

১৮৮তম অধ্যায়

তুমুল সঙ্কুলযুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্যক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! বর্মধারী বীরগণ সমরাঙ্গনেই নবোদিত দিবাকরের উপাসনা করিলেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চনভাস্বর ভাস্কর সমুদিত হওয়াতে সমুদয় জগৎ প্রকাশিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যে সৈন্যগণ যাহাদিগের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহিগণ রথীদিগের সহিত, গজাবরাহিগণ অশ্বারোহিদিগের সহিত, পদাতিগণ গজারোহীদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথীগণ রথীদিগের সহিত এবং মাতঙ্গণ মাতঙ্গদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। হে মহারাজ! যোদ্ধৃগণ রজনীযোগে বহু যত্নসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আতপতাপে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অচেতনপ্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরীনিঃস্বন, মৃদঙ্গধ্বনি, বৃংহিতশব্দ, ধনুষ্টঙ্কার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, নিপতিত অস্ত্রসমুদয়ের নিঃস্বন, অশ্বের হ্রেষারব ও রথসমুদয়ের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মহাতুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর রণনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন সৈন্যগণ শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপক্ষীয়গণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণনিক্ষিপ্ত তরবারিসকল নিজ্যমান বসনরাশির ন্যায় নিরীক্ষিত ও সেই খড়্গসমুদয়ের শব্দ নিজ্যমান বসনশব্দের ন্যায় শ্রুত হইল। অনন্তর বীরগণ খড়্গ, তোমর ও পরশু নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত, করিলে সমরস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহসম্ভূত শোণিতদ্বারা এক অতি ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল। শস্ত্রসমুদয় উহার মৎস্য, মাংস, কর্ম্ম, পতাকা ও বস্ত্রসমুদয় ফেন

এবং সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দস্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অশ্ব ও গজসমুদয় রজনীতে শর ও শক্তিদ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। শুষ্কবদন বীরগণ চারুকুণ্ডলমণ্ডিতমস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণদ্বারা অসাধারণ শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় ক্রব্যাদগণ এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত সৈন্যসমুদয়দ্বারা রথসঞ্চালনের পথরোধ হইল। বারণসদৃশ বলবান সৎকুলসম্ভূত বাজিগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং রথচক্র নিমগ্ন হইলে কম্পিতকলেবরে বলপূর্ব্বক অতিকষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ই তৎকালে স্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় ও ভয়ত্রাতা হইয়াছিলেন। উহাদের প্রভাবে উভয়পক্ষীয় অনেক বীর শমনসদনে গমন করিলেন। কৌরবসৈন্যসমুদয় নিতান্ত ভীত হইল। পাঞ্চালসৈন্যেরা কোন্ স্থানে রহিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র স্থির হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন, শ্মশানভূমিসদৃশ সমরাঙ্গনে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কালে ধূলিপটল সমুত্থিত হইলে কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি দুঃশাসন, কি অশ্বত্থামা, কি দুর্য্যোধন, কি শকুনি, কি কৃপ, কি মদ্ররাজ, কি কৃতবর্ম্মা, কি অন্যান্য যোদ্ধৃগণ, কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তৎকালে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আত্মদেহ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই ধূলিপটলে সংবৃত হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, পুনরায় নিশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়ে কে কৌরব, কে পাঞ্চাল, কে পাণ্ডব, কিছুই অবধারিত হইল না। ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল এবং সম ও বিষম প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয়প্রার্থী নরগণ কি স্বকীয়, কি পরকীয়, যাহাকে প্রাপ্ত হইল, তাহাকেই নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিতনিষেকদ্বারা রজোরাশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী ও পদাতিগণ রুধিরোক্ষিত হইয়া পারিজাত বনাবলির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন, নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ বৃকোদরের সহিত ও অর্জ্জুন ভারদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদয় যোদ্ধৃগণ তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম অবক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের পরাজয়বাসনায় পরস্পরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্যসঙ্কাশ রথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহাদিগকে শারদ জীমূতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন কোপপূর্ণ মহাধনুর্দ্ধর অন্যান্য যোধগণও পরমযত্নসহকারে স্পর্দ্ধা করিয়া মত্ত মাতঙ্গসমুদয়ের ন্যায় পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, কেহ কাহারও দেহ ভেদ করিতেছেন না, মহারথগণ স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। ঐ সময় যোধগণের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক, কার্ম্মুক, বিশিখ, প্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, অন্যান্য বিবিধকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র বর্ম্ম, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধশূন্য ধ্বজবিহীন নগরাকার রথসমুদয়, আরোহিবিহীন শঙ্কিতচিত্ত বায়ুবেগে ধাবমান অশ্বগণ, অলঙ্কৃত নিহত বীরগণ এবং রাশি রাশি ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, হার, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিণীজাল, বক্ষঃস্থলার্পিত মণি,

নিষ্ক ও চূড়ামণিদ্বারা সংগ্রামস্থল নক্ষত্রকুলবিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

"অনন্তর অমর্ষিত [ক্রুদ্ধ] নকুলের সহিত ক্রোধোন্মত্ত দুর্য্যোধনের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মাদ্রীপুত্র দুর্য্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। ঐ সময় তুমুল কোলাহল সমত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়াই তাহার প্রতিকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বিচিত্রযুদ্ধমার্গাভিজ্ঞ [১] তেজস্বী নকুল পার্শ্বস্থ প্রতিচিকীর্ষ দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; দুর্য্যোধনও তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া শরজালে পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর নকুল আপনার কুপরামর্শজনিত বহু দুঃখ স্মরণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে 'থাক থাক' বলিয়া তর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

১৮৯তম অধ্যায়
সহদেবদুঃশাসন ও কর্ণভীমযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এদিকে মহাবীর দুঃশাসন রোষাবিষ্ট হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া ভল্লাস্ত্রদ্বারা তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণসমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র উহার শিরচ্ছেদন করিলেন যে, দুঃশাসন ও অন্যান্য সৈনিকপুরুষেরা উহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। তখন দুঃশাসনের অশ্বগণ যন্ত্রবিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া নির্ভয়ে স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ। করিলেন। তখন কি বিপক্ষ, কি স্বপক্ষ, সকলেই তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দুঃশাসনের অশ্বগণের উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ মাদ্রীতনয়ের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন দুঃশাসন একবার অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও শরাসন পরিত্যাগ এবং একবার কার্ম্মুক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেব এই সুযোগে তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

“অনন্তর মহাবীর কর্ণ দুঃশাসনের সাহায্যার্থ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে পরমযত্নসহকারে আকর্ণপূর্ণ তিনভল্লে কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। তখন সূতপুত্র দণ্ডঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে কর্ণ ও ভীমসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা নেত্র বিঘূর্ণনপূর্ব্বক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবীর পরস্পর অতিশয় সন্নিকৃষ্ট ছিলেন, সুতরাং শরপ্রয়োগবিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম গদাঘাতে কর্ণের রথকূবর চুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন মহারথ কর্ণ ভীমের রথাভিমুখে গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার গদা চুর্ণ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক গুর্ব্বী গদা নিক্ষেপ করিলে মহাবীর কর্ণ মহাবেগসম্পন্ন সুপুঙ্খ বহুসংখ্যক সায়কদ্বারা উহা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা কর্ণের শরপ্রভাবে মন্ত্রাভিহত ভূজঙ্গীর ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভীমসেনের বিপুল ধ্বজে নিপতিত হইয়া সারথিকে বিমোহিত। করিল। পরে বিপুলবিক্রম ভীমসেন ক্রোধমূর্হিত হইয়া কর্ণের প্রতি আটবাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্লানমুখে তাঁহার শরাসন, তূণীর ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; মহাবীর কর্ণও সত্বর অন্য এক সুবর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ শরাসন ধারণপূর্ব্বক শরনিকরদ্বারা বৃকোদরের অসমুদয় ও পার্ষ্ণিসারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন।

তখন অরাতিনিসূদন ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহ যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, তদ্রূপ নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন।

অর্জ্জুনদ্রোণাচার্য্যযুদ্ধে প্রশংসাবাদ

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুন উভয়ে লঘুসন্ধান ও রথের বিচিত্র গতিদ্বারা মানবগণের নয়ন ও মন বিমোহিত করিয়া বিচিত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; অন্যান্য যোধগণ সেই গুরুশিষ্যের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনে সমরে নিবৃত্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগের অসামান্য পরাক্রমদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মহারাজ। গগনমার্গে আমিষলোলুপ শ্যেনদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কৌশলপ্রভাবে তৎসমুদয় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অস্ত্রকোবিদ আচার্য্য অর্জ্জুনকে কৌশলক্রমে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ঐন্দ্র, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণ-অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও ঐ সমুদয় অস্ত্র দ্রোণের শরাসনমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অস্ত্রদ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে মহাবীর দ্রোণ দিব্যাস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুনও অনায়াসে তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনশরপ্রভাবে তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়া গেল। এইরূপে পার্থশরে দিব্যাস্ত্রসমুদয়ও ধ্বংস হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার শিষ্য, এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় অস্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক পরমপ্রীতিসহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, উহা পুনরায় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও দ্রোণের স্তুতিসংযুক্ত দৈববাণী বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরজাল প্রভাবে দশদিক আলোকময় হইলে সিদ্ধ ও মুনিগণ সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'ইহা মানুষ, আসুর, রাক্ষস, দৈব বা গান্ধর্ব্ব যুদ্ধ নহে; ইহা ব্রাহ্ম যুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই।' কখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতিক্রম করিতেছেন; ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে কাহারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এইরূপ বিচিত্র যুদ্ধ আর কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। যদি সাক্ষাৎ রুদ্র আপনার দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই এই যুদ্ধের উপমাস্থল হইতে পারে; নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণাচার্য্য জ্ঞান ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয়; অর্জ্জুনও উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিপক্ষগণ ইঁহাদিগকে কদাচ সংগ্রামে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে দেবগণের সহিত সমুদয়

জগৎকে বিনষ্ট করিতে, পারেন। হে মহারাজ! অন্তর্হিত ও প্রকাশিত প্রাণীগণ এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রমদর্শনে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহামতি দ্রোণাচার্য্য সমরে মহাবীর অর্জ্জুন ও অন্তর্হিত প্রাণীগণকে সন্তপ্ত করিয়া ব্রাহ্ম-অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পর্ব্বতপাদপসম্বলিত সমুদয় ভূমণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সাগরসকল সংক্ষুব্ধ এবং উভয়পক্ষীয় সেনা ও অন্যান্য জীবগণ নিতান্ত ভীত হইতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্তচিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্রদ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সমুদয়কে প্রশান্ত করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় কেহ কাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ না হইলে পরিশেষে সঙ্কুলযুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে পারিলাম না। আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল।"

১৯০তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে ঐ সময়ে অসংখ্য নর, অশ্ব ও গজ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সুবর্ণরথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষণকালমধ্যে দুঃশাসনের কি রথ, কি ধ্বজ, কি সারথি সকলই অদৃশ্য হইল। মহাবীর দুঃশাসন মহাত্মা পাঞ্চালনন্দনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না।

"এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকে পরাঙ্মুখ করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চালতনয়ের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পুরুষপ্রধান নকুল ও সহদেব সেই প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুগমন করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর এই চারিজন বীরের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাবীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধচরিত্র, বিশুদ্ধবংশসম্ভূত, অমর্ষপরায়ণ বীরগণ স্বর্গলাভার্থে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কর্ণী, নালীক এবং বিষলিপ্ত শৃঙ্গঘটিত বহু শল্য, তপ্ত গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত জীর্ণ ও কুটিলগতি সকল ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধদ্বারা স্বর্গ ও কীর্ত্তি বাসনা করিয়া অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তিনজন পাণ্ডবের সহিত কৌরবপক্ষীয় চারিজনের দোষবিহীন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরবপক্ষীয় চারি বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরচতুষ্টয় মাদ্রীতনদ্বয়কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাদ্রীনন্দনদ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরবপক্ষীয় দুই দুই

বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাবীর দ্রুপদতনয় নির্ভয়ে দ্রোণের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালনন্দনকে দ্রোণের সহিত ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে আপনাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম্মভেদী শরবর্ষণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এইরূপে নরশার্দুল মহাবীর দুর্য্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্যবৃত্তান্ত স্মরণ ও ঈক্ষণাবেক্ষণ [সসম্ভ্রমে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সম্পাত] করিতে করিতে বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন।

সাত্যকিকে দুর্য্যোধনের স্ববশে আনয়নকৌশল

"অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিকে সম্বোধনপূর্ব্বক আপনার চরিত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, "হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক্! আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে; আমিও তোমার তদ্রূপ ছিলাম; এক্ষণে আমাদিগের সে সকল বাল্যবৃত্তান্ত আমার স্মরণ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে সকলই একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও লোভপ্রভাবে অদ্য আমাকে তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

"হে মহারাজ। তখন অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ বিশিখ সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে রাজপুত্র! আমরা যে স্থানে সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, এ সে সভা বা আচার্য্যনিকেতন নহে।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে শিনিপুঙ্গব! কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা। আমাদিগের সেই বাল্যক্রীড়া অন্তর্হিত হইয়া এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ধনতৃষ্ণানিবন্ধন সকলে সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'

সাত্যকির শ্লেষোক্তি—পরস্পর যুদ্ধ

"অনন্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম যে, ইঁহারা আচার্য্যের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! যদি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই, তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র আমাকে বিনাশ কর, তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদূর পরাক্রম থাকে, তাহা প্রদর্শন কর, আর আমি আত্মীয়গণের ব্যসন নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করি না।' মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া নির্ভীকচিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সাত্যকিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দুর্য্যোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও সত্বর তাঁহাকে প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ, তৎপরে বিংশতি ও দশশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র হাসিতে হাসিতে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার শরাশন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যাদবপুঙ্গব অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সংহারার্থ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ তৎসমুদয় খণ্ড

খণ্ড করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্য্যোধন মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ যুযুধানের শরনিকরে গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সত্বর অন্য রথে পলায়ন করিলেন এবং সত্বরেই পরিমাপনোদনপূর্ব্বক সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও কুরুরাজের রথোপরি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়কসমুদয় সমন্তাৎ বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে সংগ্রামক্ষেত্রে কক্ষদহনপ্রবৃত্ত হুতাশনের শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ বীরদ্বয়ের শনিকরে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গ দুর্গম হইয়া উঠিল।

'তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে দুর্য্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতার্থ সেই মহারথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর কর্ণের সম্মুখীন হইয়া তাহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অবলীলাক্রমে ভীমসেনের শরসমুদয় নিবারণপূর্ব্বক শরনিকরে তাহার শর ও শাসন ছেদন এবং সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক সূতপুত্রের শরাসন, রথের একখানা চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই একচক্ররথে অবস্থিত হইয়াও হিমালয়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সূর্যের একচক্ররথ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণের অশ্বগণ তাঁহার সেই রুচির একচক্র রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বিবিধ শর ও শস্ত্র নিক্ষেপপুর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে সঙ্কুলযুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! যাঁহারা আমাদিগের প্রাণ ও মস্তকস্বরূপ, যে যোধগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই সকল পুরুষপ্রধান বীরগণ দুর্য্যোধনাদির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ? যে স্থানে-সোমকগণ যুদ্ধ করিতেছে, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে জয়লাভই হউক বা প্রাণনাশ হউক, উভয়পক্ষেই সঙ্গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, জয়লাভ করিলে ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে দেবস্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে।' হে মহারাজ! মহারথ বীরপুরুষেরা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দ্রুতপদে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ একদিক্ হইতে শরনিকরে দ্রোণকে আহত করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণ অন্য দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব উচ্চস্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি শীঘ্র ধাবমান হইয়া দ্রোণরক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাতিত কর। আচার্য্য সহায়বিহীন হইলে পাঞ্চালগণ উঁহাকে অনায়াসে বিনষ্ট করিবেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদের বাক্যশ্রবণে সহসা কৌরবগণের সম্মুখীন হইলেন; দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।"

১৯১তম অধ্যায়

'অশ্বত্থামা হত' বলাইতে কৃষ্ণের প্ররোচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। পূর্ব্বকালে দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যেমন সংগ্রামে দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত মহারথগণ দ্রোণের অস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন এবং পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তিদ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নিপীড়িত ও আচার্য্যের অস্ত্রসমুদয়ে ভীষণরূপে চতুর্দ্দিক সমাকীর্ণ হইলে পাণ্ডবেরা অশ্ব ও যোধবর্গের নিধনদর্শনে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, বসন্তসময়ে সমৃদ্ধ হুতাশন যেমন বন দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরমাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। সংগ্রামে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। ধর্ম্মপরায়ণ অর্জ্জুন কখনই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না।

"হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবহিতৈষী ধীমান্ বাসুদেব কুন্তীপুত্রদিগকে দ্রোণশরে নিপীড়িত ও নিতান্ত ভীত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উঁহাকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌশল করিয়া উঁহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর; নচেৎ আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না; এতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বলুন যে,—অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।'

পার্থের উপেক্ষা—যুধিষ্ঠিরাদির অঙ্গীকার

"হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না; অন্যান্য যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে উহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গদাঘাতে আত্মপক্ষীয় অবন্তীদেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অরাতিঘাতন অশ্বত্থামানামক মহাগজকে নিপাতিত করিয়া সলজ্জভাবে দ্রোণসমীপে আগমনপূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃকোদর 'অশ্বত্থামা' নামক গজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যাবাক্য, প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ নিতান্ত বিষণ্নমনাঃ হইলেন। পরিশেষে স্বীয় পুত্রকে অমিতপরাক্রমশালী ও অরাতিকুলের অসহনীয় মনে করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশবাসনায় তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্রভূষিত সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় বিংশতিসহস্র মহারথ সেই রণচারী দ্রোণাচার্য্যের উপর চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাদের শরনিকরে পরিবৃত হইয়া বর্ষাকালীন জলধরসমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলম্বে

পাঞ্চালগণের শরজাল নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশার্থ ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া সোমকদিগকে বিনাশ এবং পাঞ্চালগণের মস্তক ও পরিঘাকার কনকভূষিত বাহুসমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরপতিগণ ভারদ্বাজকর্ত্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। নিপতিত হস্তী ও অশ্বগণের মাংস ও শোণিতে গাঢ় কম সমুৎপন্ন হওয়াতে সমরভূমি অগম্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপে পাঞ্চালদেশীয় বিংশতিসহস্র মহারথের প্রাণবিনাশ করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একভল্লে বসুদানের শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক পঞ্চাশৎ মৎস্য, সহস্র সৃঞ্জয়, অযুত হস্তী ও অশ্বের প্রাণবিনাশ করিলেন।

দ্রোণান্তর্দ্ধানে বিশ্বামিত্রাদির মন্ত্রণাপ্রয়োগ

"হে মহারাজ! ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরাচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ ক্রূরকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শাশ্বতপথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্যলোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূরকার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।'

যুধিষ্ঠিরসমীপে দ্রোণের পুত্রনিধনপ্রশ্ন

"হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে ভীমসেনের মুখে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষয় হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া অধিকতর বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত ব্যথিতহৃদয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্যকালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেও কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই জিজ্ঞাসা করিলেন।

"অনন্তর হৃষীকেশ 'দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিবেন' স্থির করিয়া দুঃখিতচিত্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, 'হে রাজন্! যদি দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া আর অর্দ্ধদিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যাকথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ সত্য

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাণরক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহস্থলে এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।'

যুধিষ্ঠিরের সকৌশল মিথ্যা উক্তি

"হে কুরুরাজ! ঐ সময়ে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি দ্রোণাচার্য্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অবন্তীনাথ ইন্দ্রবর্ম্মার ঐরাবতসদৃশ 'অশ্বত্থামা'নামক হস্তী সংহারপূর্ব্বক আচার্য্যকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি যুদ্ধ করিতেছেন? হে মহারাজ! ভারদ্বাজ তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী গোবিন্দের বাক্যানুসারে আচার্য্যকে অশ্বত্থামার বিনাশবার্তা প্রদান করুন, তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি সত্যপরায়ণ বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত আছেন। আচার্য্য আপনার বাক্য অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।

"হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অনুল্লঙ্ঘনীয়তাবশতঃ মিথ্যা বাক্যপ্রয়োগে উদ্যত হইলেন। তিনি জয়াভিলাষ ও মিথ্যাকথনভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া দ্রোণসমক্ষে 'অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন' এই কথা স্পষ্টবিধানে বলিয়া অব্যক্তরূপে কুঞ্জরশব্দ [অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ।'-যাহাকে বলে 'হত গজঃ] উচ্চারণ করিলেন; হে মহারাজ! ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুলি ঊর্ধে অবস্থান করিত, কিন্তু তৎকালে তিনি এইরূপ মিথ্যাবাক্য কহিলে তাঁহার বাহনগণ ধরাতল স্পর্শ করিল। তখন মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্যশ্রবণে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঋষিগণের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধী জ্ঞান ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিচেতনয় হইয়া আর পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।"

১৯২তম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের আত্মজীবনে হতাশা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে বিচেতন প্রায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদরাজ দ্রোণবিনাশার্থ মহাযজ্ঞে প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয়, দ্রোণজিঘাংসু হইয়া সুদৃঢ় মৌর্ব্বীসম্পন্ন, জলদগভীরনিঃস্বন, জয়শীল, দিব্যশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় ও আশীবিষের ন্যায় শর সংযোজন করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসনমণ্ডলস্থ শর শরৎকালীন পরিবেষমধ্যস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিকগণ সেই প্রজ্বলিত শরাসন ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় প্রতাপশালী ভারদ্বাজও দ্রুপদপুত্রের শরসন্ধান সন্দর্শনপূর্ব্বক আপনার আসন্নকাল সমাগত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার

অস্ত্রজাল আর প্রাদুর্ভুত হইল না। ঐ বীরপুরুষ চারিদিন ও একরাত্রি ক্রমাগত বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শরক্ষয় হয় নাই। এক্ষণে ঐ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে তাঁহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল।

"তখন তেজঃপুঞ্জশরীর দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোক ও দিব্যাস্ত্রসমুদয়ের অবসন্নতাবশতঃ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিপ্রগণের বাক্যপ্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার বাসনায় আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্যশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদনন্দন তাঁহার শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষতবিক্ষত হইলেন। তখন ভারদ্বাজ পুনরায় নিশিতশরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রুপদতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও শরসমুদয় শতধা ছেদনপূর্ব্বক সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে সহাস্যমুখে পুনরায় অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিশিতশরদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্ধর দ্রোণ দ্রুপদতনয়ের শরে বিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া শিতধারভল্লদ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার গদা ও খড়্গ ব্যতীত অন্য সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র এবং শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ নয়বাণে বিদ্ধ করিলেন।

দ্রোণ পরাভবে ধৃষ্টদ্যুম্নের কৌশল

"অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্ম-অস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া স্বীয় অশ্বগণের সহিত দ্রোণের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দ্রোণের বায়ুবেগগামী পারাবতসবর্ণ অশ্বসকল ধৃষ্টদ্যুম্নের শোণবর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত গভীর গর্জ্জনশীল জলপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণশরে ছিন্নকার্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সেই ঘোরতর বিপদ্‌কালে তাঁহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিতশরনিকরে সেই ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় গদা নিষ্ফল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন এবং বিমল খড়্গ ও অতি ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করিয়া দ্রোণের রথে গমনপূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তিনি কখন যুগমধ্যে, কখন যুগসন্নহনে ও কখন বা শোণবর্ণ অশ্বসমুদয়ের নিতম্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য কোনক্রমেই তাঁহাকে প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমিষলোলুপ গৃধ্রদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

"অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথশক্তিদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতসবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত হইলে দ্রোণাচার্য্যের শোণবর্ণ অশ্বসমুদয় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপুর

সংহারকালে বিষ্ণু যেরূপ বিগ্রহ [শরীর] পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রোণসংহারে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নেরও সেইরূপ আকার হইয়া উঠিল। তখন তিনি খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া ভ্রান্ত, উদভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসূত, সৃত, পরিবৃত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদ্দীর্ণ, ভারত, কৈশিক ও সাত্যত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক দ্রোণকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদয় যোদ্ধা ও সমাগত দেবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র গতিসন্দর্শনে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দ্রোণাচার্য্য ঐ সময় সহস্রশরদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ ও শতচন্দ্রবিভূষিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণাচার্য্য এক্ষণে যেসকল বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসমুদয় বিতস্তিপ্রমাণ। সমীপবর্তী বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় ঐ সকল শরের বিশেষ আবশ্যক হয়। ঐরূপ বাণ কেবল দ্রোণ, কৃপ, অর্জ্জুন, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন ও যুযুধান ভিন্ন আর কাহারও নাই; অর্জ্জুনতনয় মহাবীর অভিমন্যুরও ঐরূপ শরসমুদয় ছিল। হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ এক বেগবান্ বিতস্তি প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি নিশিতদশশরে সেই শরাসন ছেদন করিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্যবিক্রম সাত্যকিকে দ্রোণ ও কৃপের সমীপে অবস্থানপুর্ব্বক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের দিব্যাস্ত্রসকল ধ্বংস করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কৃষ্ণসমভিব্যাহারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কেশব! ঐ দেখ, শত্রুনাশন সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যপ্রমুখ মহারথগণের সমক্ষে শিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে আনন্দিত করিতেছে। সমুদয় সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃষ্ণিকুলের কীর্ত্তিবর্ধন যুযুধানকে প্রশংসা করিতেছে।' হে মহারাজ! অনন্তর উভয়পক্ষীয় যোধগণ সমরে অপরাজিত সাত্যকির অলোকসামান্য কার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

১৯৩তম অধ্যায়
দ্রোণের প্রতি পাণ্ডবগণের সঙ্কুল আক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধনপ্রমুখ বীরগণ সাত্যকির তাদৃশ কর্ম্ম দর্শনে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণরূপ যত্ন ও পরাক্রমসহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণ সমরে সমাগত হইয়া যুযুধানকে নিশিতশরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব—ইঁহারা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুর্য্যোধনপ্রমুখ বীরগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সেই মহারথগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের ঘোররূপিণী শরবৃষ্টি নিবারণপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রদ্বারা তাঁহাদিগের দিব্যাস্ত্রসকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় পশুনিধন সমুদ্যত পশুপতির ন্যায় কোপাবিষ্ট

শত্রুসুদন সাত্যকি সমরে প্রবৃত্ত হইলে রণভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। সমরাঙ্গনে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কাক, ছত্র ও চামর ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগ্নচক্র রথ, নিপতিত ভুজদণ্ড, নিহত অশ্বারোহী ও বীরগণদ্বারা ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইল। দেবাসুরযুদ্ধসদৃশ ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন।

"তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা পরমযত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।'

দ্রোণের দুর্নিমিত্ত দর্শন—প্রাণত্যাগ ইচ্ছা

"হে কুরুরাজ। যুধিষ্ঠির এইরূপ আজ্ঞা করিলে মহারথ সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধবেশ ধারণপূর্ব্বক দ্রোণজিঘাংসায় ধাবমান হইলেন; মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোকপ্রকাশপূর্ব্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রসকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিঃস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বামনয়ন ও বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি দ্রুপদসৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া সংগ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ধনুরাগ্রগণ্য মহাবীর নিশিতশরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রথমতঃ বিংশতিসহস্র ও তৎপরে দশ-অযুত ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে নিঃশেষিত করিবার মানসে ব্রাহ্ম-অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রামস্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথহীন ও আয়ুধবিহীন অবলোকনপূর্ব্বক দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন এবং সত্বর তাঁহাকে আপনার রথে সংস্থাপনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সমীপে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে পাঞ্চালনন্দন। তুমি ভিন্ন আর কেহই ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তোমার উপরেই আচার্য্যের নিধনভার সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহার বধার্থ সত্বর হও।' মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বভারসহ প্রধান শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সমরদুর্নিবার দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমরবিশারদ বীরদ্বয় পরস্পরকে নিবারণপূর্ব্বক দিব্যব্রাহ্ম-অস্ত্রসমূহ মন্ত্রপূত করিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদনন্দন মহাদ্বারা দ্রোণের শরজাল নিরাকৃত ও তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহার রক্ষক বসাতি, শিবি, বাহ্লীক ও কৌরবগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দিনকর কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক যেরূপ শোভা

ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য শরনিকরে দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। দ্রুপদনন্দন আচার্য্যশরে গাঢ়াবদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

দ্রোণপুত্রনাশের প্রকৃষ্ট প্রমাণপ্রদর্শন

"তখন ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন ভারদ্বাজের রথ ধারণপুর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! যদি স্বকার্য্যে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণীগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনি ব্রাহ্মশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অনাবদ্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসানিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণীগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত অসংখ্য জীবের জীবননাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যাঁহার নিমিত্ত শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাঁহার অপেক্ষায় জীবিত রহিয়াছেন, অদ্য তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চাদ্ভাগে সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! যাঁহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে ইতিপূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন।'

দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রবর্জ্জন—যোগে তনুত্যাগ

"হে মহারাজ। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে পর দ্রোণাচার্য্য শরাসনপরিত্যাগপুর্ব্বক সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে কহিলেন, 'হে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ! হে কৃপাচার্য্য। হে দুর্য্যোধন! আমি বারংবার বলিতেছি, তোমরা সমরে যত্নবান হও, তোমাদিগের মঙ্গললাভ হউক; আমি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। মহাত্মা দ্রোণ এই বলিয়া অশ্বত্থামার নামোচ্চারণপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে রথোপরি সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সকল জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সমরে শরাসন অবস্থানপূর্ব্বক করবারি ধারণ করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহা হাহাকার শব্দ সমুচ্ছিত হইল। এদিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতপাঃ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করিয়া সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন জগতে দুই দিবাকর বিদ্যমান আছেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল তেজোরাশিতে পরিপূরিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল মার্ত্তণ্ডময় হইয়াছে। তৎকালে নিমেষমধ্যেই সেই জ্যোতিঃ তিরোহিত হইয়া

গেল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে মহান, কিলকিলা ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

“হে মহারাজ। তৎকালে মানবযোনির মধ্যে কেবল আমি, ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—এই পাঁচজনই সেই অস্ত্রত্যাগী যোগারূঢ় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে শরবিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবরে ঋষিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিতে অবলোকন করিলাম। আর কেহই তাঁহার মহিমা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময়ে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহবশতঃ সেই মৌনাবলম্বী গতাসু দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত জ্ঞান করিয়া অসিদণ্ডদ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং মহা আহ্লাদে তরবারি বিঘূর্ণিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই দ্রুপদতনয়কে ধিক্কার প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার নিমিত্তই সেই আকর্ণপলিত শ্যামাঙ্গ পঞ্চাশীতিবর্ষবয়স্ক আচার্য্য সোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক গতাসু দ্রোণের শিরচ্ছেদ

“হে কুরুরাজ। যে সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বধার্থ ধাবমান হয়েন, তৎকালে মহাবাহু ধনঞ্জয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে দ্রুপদত্মজ! আচার্য্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় এখানে আনয়ন কর। তৎপরে দ্রুপদতনয় দ্রোণসংহারে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন, অন্যান্য সেনাপতি ও সমস্ত ভূপালগণ ‘আচার্য্যকে বিনাশ করিও না’ বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিতান্ত অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রথোপরি ভারদ্বাজকে সংহারপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর দ্রোণের শোণিত লিপ্ত হওয়াতে মার্কণ্ডের ন্যায় লোহিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সৈনিকপুরুষেরা এইরূপে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদপুত্র ভারদ্বাজের সেই প্রকাণ্ড মস্তক লইয়া কৌরবগণের সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণাচার্য্যের সেই ছিন্নমস্তক দর্শনে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইল। হে রাজন! আমি সত্যবতীতনয় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহে দ্রোণাচার্য্যকে বিধূম প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় স্বর্গপথে নক্ষত্রলোকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

“এইরূপে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরব, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিরুৎসাহ হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সৈন্যসকল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে শাণিতশরনিকরে হত ও অনেকে নিহতপ্রায় হইল। অনন্তর কৌরবগণ তাৎকালিক পরাজয় ও ভাবী ভয়ের সম্ভাবনাবশতঃ আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া অধৈর্য্য হইলেন। নরপতিগণ সেই অসংখ্য কবন্ধসমাকীর্ণ সমরাঙ্গনে আচার্য্যের দেহ বারংবার অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই উহা প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে পাণ্ডবগণ জয়লাভ ও ভাবী কীর্ত্তিলাভসম্ভাবনায় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া বাণশব্দ, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভীমপরাক্রম ভীমসেন সৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ‘হে দ্রুপদত্মজ! দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমাকে সমররিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব।’ মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া মহাদে

বাস্ফোটনদ্বারা ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, পাণ্ডুতনয়েরাও জয়লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুক্ষয়জনিত সুখানুভব করিতে লাগিলেন।”

দ্রোণবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৯৪তম অধ্যায়

নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্ব্বাধ্যায়—কৌরবপলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত ও বহুসংখ্যক বীর নিপাতিত হইলে কৌরবগণ শস্ত্রনিপীড়িত ও শোকে একান্ত কাতর হইলেন এবং শত্রুগণের অভ্যুদয়দর্শনে দীনবদন ও অপূর্ণ লোচন হইয়া বারংবার বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চেতনা ও উৎসাহ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মোহাবেশপ্রভাবে তেজও প্রতিহত হইল। তখন তাহারা হিরণ্যাক্ষ বিনাশকাতর দৈত্যগণের ন্যায় ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে আর্ত্তস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টিত করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র মৃগসমূহের ন্যায় নিতান্ত ভীত সেই কৌরবগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আর তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে সমুদ্যত হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকরের করজালে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া যেন ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। কৌরবগণ সুর্য্যের পতনের ন্যায়, সমুদ্রশোষণের ন্যায়, সুমেরুপরিবর্ত্তনের ন্যায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি ভয়বিহ্বল রথীগণের সহিত এবং সূতপুত্র কর্ণ পলায়মান সেনাগণের সহিত ভীত হইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গকুল সঙ্কুল বহুল সৈন্যসমভিব্যাহারে ভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য হতভূয়িষ্ঠ হস্তী ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া বারংবার ‘কি কষ্ট! কি কষ্ট!’ বলিতে বলিতে রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বহুসংখ্যক বেগগামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গ, অরট্ট, বাহ্লীক ও ভোজসৈন্যদিগের সহিত, মহাবীর উলুক পদাতিগণের সহিত এবং মহাবলপরাক্রান্ত প্রিয়দর্শন দুঃশাসন গজসৈন্যের সহিত সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ধাবমান হইলেন। বৃষসেন অযুত রথ ও তিনসহস্র হস্তী, মহারাজ দুর্য্যোধন অসংখ্য গজ, অশ্ব ও পদাতি এবং সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে লইয়া অনতিবিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

“হে মহারাজ! এইরূপে সকলেই দ্রোণাচার্য্যকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণমধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও মাতুল, কেহ কেহ পুত্র ও বয়স্য, কেহ কেহ সম্বন্ধী এবং কেহ কেহ সৈন্যগণ ও স্বস্রীয়গণকে পলায়নে ত্বরান্বিত করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উহাদের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল। উহারা, কৌরবসৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া দুইজনে একদিকে

গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। কতকগুলি বীর কবচপরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। সৈনিকপুরুষেরা পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল; কিন্তু কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোধগণ সুসজ্জিত রথসকল পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ ও পদদ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামার অভিযান

এইরূপে সৈন্যগণ ভীতমনে ধাবমান হইলে একমাত্র দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা স্রোতের প্রতিকুলগামী গ্রাহের ন্যায় শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রভদ্রক, পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং শিখণ্ডীপ্রমুখ বীরবর্গের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণের বহুবিধ সেনা বিনষ্ট করিয়া অতিকষ্টে সেই সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধনসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ। এই সমস্ত সৈন্য কি নিমিত্ত ভীতমনে ধাবমান হইতেছ? তুমিই বা কেন ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না? আর আমিও তোমাকে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি না। এক্ষণে বল, কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে? কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ আর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন না। সৈন্যগণ অন্য কোন সংগ্রামে এইরূপ ধাবমান হয় নাই, এক্ষণে তোমার সৈন্যগণের কি কোন অনিষ্টঘটনা হইয়াছে?'

'অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃবিনাশরূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রথারূঢ় অশ্বত্থামাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বাষ্পকুল লোচনে ভগ্ননৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া লজ্জাবনতমুখে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে শারদ্বত! সৈন্যগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে, তুমিই অগ্রে তাহা গুরুপুত্রকে বিজ্ঞাপিত কর। তখন কৃপাচার্য্য অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাতিশয় দুঃখ অনুভবপূর্ব্বক পরিশেষে অশ্বত্থামার সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামার নিকট পিতৃবধবৃত্তান্তজ্ঞাপন

"হে আচার্য্যতনয়! আমরা অদ্বিতীয় রথী মহাবীর দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঐ সময় কৌরব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তোমার পিতা কৌরবপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্যের নিধনদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম-অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া ভল্লাস্ত্রে বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণসংহার করিলেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবসৈন্যগণ কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই পঞ্চাশীতিবর্ষবয়স্ক আকর্ণপলিত মহারথ দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে সহস্র মনুষ্য ও দ্বিসহস্র হস্তী বিনাশ করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও যোড়শবর্ষীয়ের ন্যায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিপক্ষ সৈন্যগণ একান্ত ক্লিষ্ট ও ভূপালগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র বিস্তারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে একান্ত সন্তপ্ত, হতবীর্য্য ও উৎসাহশূন্য হইয়া বিচেতন হইয়া রহিল।

“বিজয়াভিলাষী বাসুদেব তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দুরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক বিজয়লাভ কর। দ্রোণাচার্য্য যেন তোমাদিগকে সমূলে উন্মলন করিতে সমর্থ হয়েন। আমার বোধ হইতেছে, ইনি অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছেন জানিতে পারিলে আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, এই কথা আচার্য্যের কর্ণগোচর করুক।’ হে দ্রোণনন্দন! মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর কোনক্রমেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহাতে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে কৃষ্ণের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ভীমসেন লজ্জাবনতবদনে দ্রোণসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তোমার মিথ্যানিধনবৃত্তান্ত কহিল; কিন্তু তোমার পিতা তাঁহার বাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উহা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজয়বাসনা ও মিথ্যাভয়ে যুগপৎ অভিভূত হইলেন। তিনি পরিশেষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার এক অচলসদৃশকলেবর অশ্বত্থামা নামে করিবারকে ভীমশরে নিহত দেখিয়া দ্রোণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, ‘হে আচার্য্য! আপনি যাঁহার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিতেছেন এবং যাঁহার মুখাবলোকনপূর্ব্বক জীবিত রহিয়াছেন, আপনার সেই প্রিয়তম পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহশিশুর ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। হে আচার্য্যকুমার! ধর্ম্মরাজ মিথ্যাবাক্যের দোষ সম্যক অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাক্ষরে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা তোমাকে সংগ্রামে নিহত অবধারণ করিয়া শোকসন্তপ্তমনে দিব্যাসমুদয় উপসংহার করিয়া আর পূর্ব্ববৎ সংগ্রাম করিলেন না। ঐ সময় নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে একান্ত উদ্বিগ্ন ও শোকসন্তাপে অভিভূত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লোকতত্ত্ববিশারদ মহাবীর দ্রোণ তাঁহাকে আপনার মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিয়া দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়া শিরচ্ছেদনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চতুর্দ্দিক হইতে ‘সংহার করিও না, সংহার করিও না’ বলিয়া দ্রুপদতনয়কে নিবারণ করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুনও সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহুদ্বয় উদ্যত করিয়া ‘হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি আচার্য্যকে বধ করিও না, উহাকে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর, বারংবার এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবগণ ও অর্জ্জুনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার পিতার শিরচ্ছেদন করিল। হে বৎস! এই নিমিত্তই সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইতেছে এবং আমরাও এককালে উৎসাহশূন্য হইয়াছি।

“হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা পিতার নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া পাদাহত ভূজঙ্গের ন্যায় ও ইন্ধনসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে করনিষ্পেষণ ও দশনপীড়ন করিয়া আরক্তলোচন হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।”

১৯৫তম অধ্যায়
পিতৃবধে অশ্বত্থামার কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। যে মহাবীর অশ্বত্থামার নিকট মানব, বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, নারায়ণ ও ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় অস্ত্র নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি সেই মহাবীর দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অধর্ম্মযুদ্ধে বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পুত্রের সগুণাভিলাষে তাঁহাকে দিব্যাসকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই ভূমণ্ডলে মানবগণ পুত্র ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার অপেক্ষা গুণসম্পন্ন করিতে কামনা করে না। মনস্বী আচার্য্যগণেরও এইরূপ স্বভাব যে, তাঁহারা পুত্র বা অনুগত শিষ্যকেই আপনাদের রহস্যসকল প্রদান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র দ্রোণের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বিশেষরূপে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে দ্রোণের দ্বিতীয় এবং তিনি অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্দর, বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে ভূধর, তেজে অগ্নি, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র ও ক্রোধে সর্পবিসদৃশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই মহাবীর সমরে অপরিশ্রান্ত ধনুর্ব্বেদবিশারদ ও একজন অদ্বিতীয় মহারথ; তিনি ভীষণ সমরাঙ্গনে অব্যথিতচিত্তে বেগগামী অনিল ও ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই ধনুর্দ্ধর শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে বসুন্ধরা ব্যথিত হইয়া উঠেন। তিনি স্বয়ং বেদস্নাত [*বেদাধ্যয়নসহকৃত ব্রহ্মচর্য্যপালনান্তে গুরুগৃহে প্রত্যাগত], ব্রতস্নাত [*], ধনুর্ব্বেদবিশারদ ও দাশরথীর ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি। এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অধর্ম্মযুদ্ধে পিতাকে বিনাশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? হে সঞ্জয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ, অশ্বত্থামাও সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্তকস্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছেন।”

১৯৬তম অধ্যায়

অশ্বত্থামার সমস্ত পাঞ্চালবধে প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। পুরুষপ্রধান অশ্বত্থামা, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছলপূর্ব্বক পিতাকে নিহত করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া বাষ্পকুলনেত্রে ও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইলেন। তাঁহার কলেবর জীবক্ষয়প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন অন্তকের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার অপূর্ণ নেত্রদ্বয় পরিমার্জিত করিয়া উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে রাজন! পিতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে নীচাশয় পাণ্ডবগণ যেরূপে তাঁহাকে নিহত করিয়াছে এবং ধর্ম্মধ্বজধারী যুধিষ্ঠিরও যেরূপে অতি অনার্য্য ও নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জয় কিংবা পরাজয় হইয়া থাকে। সংগ্রামে বিনাশই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, ন্যায়যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়া দুঃখাবহ নহে। আমার পিতা ন্যায়যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সমস্ত সৈন্যসমক্ষে কেশাকর্ষণদুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে যখন আমার পিতা এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্থ হইলেন, তখন অন্য লোকে কি নিমিত্ত পুত্রকামনা করিবে? লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও বালকত্ব নিবন্ধনই অধর্ম্মাচরণ ও অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বিশেষ না জানিয়াই এই দারুণ অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা অবশ্যই স্বকার্য্যের ফল অনুভব করিবে। আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছলপূর্ব্বক আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছেন। আজ বসুন্ধরা অবশ্যই তাহার শোণিত পান করিবেন। হে রাজন! আমি সত্য ও ইটপূর্তৰ্দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চাল বিনষ্ট না করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিব না। আজ আমি মৃদু বা দারুণ যে কোনরূপে হউক না কেন, সমরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব। মানবগণ পুত্রদ্বারা ইহকাল ও পরকালে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়াই পুত্র কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু আমি আমার পিতার শৈলপ্রতিম পুত্র, বিশেষতঃ শিষ্য জীবিত থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের ন্যায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যাস্ত্রসকলে ধিক! যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে পরলোকগত পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।

অশ্বত্থামার নারায়ণস্ত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ

'হে ভরতসত্তম। স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন করা কদাপি সাধুজনের কর্তব্য নহে; কিন্তু আমি পিতৃবিনাশ সহ্য করতে না পারিয়াই আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। আজ জনার্দ্দনসহায় পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক। আমি যুগান্তকালের ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিব। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি উরগ, কি রাক্ষস, কেহই আজ আমাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ভূমণ্ডলে আমার ও

অর্জ্জনের সমান অবিশারদ আর কেহই নাই। আজ আমি প্রজ্বলিত ময়ূখমালা মধ্যবর্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সৈন্যগণের মধ্যগত হইয়া দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। আজ আমার শরজাল তূণীরবহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিদলিত করিয়া আমার পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আজ কৌরবপক্ষীয়েরা দেখিতে পাইবেন যে, দিকসকল আমার জলধরসদৃশ শরধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহাবাহু যেমন বৃক্ষসমুদয় পাতিত করে, তদ্রূপ আমি শরজালপ্রভাবে শত্রুগণকে নিপাতিত করিব।

'হে মহারাজ! আমার নিকট নিক্ষেপ ও উপসংহার [নিবৃত্তিকারক—ফিরাইয়া আনা] মন্ত্রসমবেত যে অস্ত্র আছে, কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি রাজা যুধিষ্ঠির, কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন, কি শিখণ্ডী, কি সাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে মহারাজ! পূর্ব্বে একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে যথাবিধি প্রণামপূর্ব্বক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই উপহার স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। তখন আমার পিতা তাঁহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা প্রদান করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্। রণস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি সহসা এ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। ইহা শত্রুর বিনাশসাধন না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হয় না। এই অস্ত্র সকলকেই বিনাশ করিতে পারে, ইহা অবধ্যের বধসাধনেও পরাঙ্মুখ হয় না; অতএব ইহা সহসা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরাঙ্গনে রথ ও অস্ত্রপরিত্যাগে অভিলাষী ও শরণাগত শত্রুগণের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অদ্বারা অবধ্যকে পীড়িত করে সে স্বয়ং ইহাদ্বারা নিপীড়িত হয়। হে মহারাজ! ভগবান নারায়ণ এই বলিয়া সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে পিতা উহা গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাত্মা আমাকে কহিলেন, 'হে অশ্বত্থামা! তুমি এই অস্ত্রপ্রভাবে তেজঃপুঞ্জকলেবর হইয়া নানাবিধ দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।' এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

'হে রাজন! আমি এইরূপে পিতার নিকট সেই নারায়ণাস্ত্র লাভ করিয়াছি; এক্ষণে তদ্দারা দানববিদ্রাবী শচীপতির ন্যায় আমি পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করিব। আমি যখন যেরূপ বাসনা করিব, আমার শরনিকর তৎক্ষণাৎ সেইরূপ হইয়া শত্রুমণ্ডলে নিপতিত হইবে। আমি রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক অনাকুলিতচিত্তে অয়োমুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়া মহারথগণকে বিভ্রাবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণাস্ত্রদ্বারা পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিয়া অরাতিগণকে বিনষ্ট করিব। আজ মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্রোহকারী পাষণ্ড পাঞ্চালাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কখনই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।'

"হে কুরুরাজ! মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথা কহিলে কৌরব সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খ, ভেরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ভূতল অশ্বখুর ও রথচক্রে পরিপীড়িত হইয়া শব্দায়মান হইল। সেই তুমুল শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ সেই মেঘগভীর তুমুল শব্দ শ্রবণে সকলে সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এদিকে আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামাও ঐ সময়ে সলিলস্পর্শপূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন।"

১৯৭তম অধ্যায়
অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগ—যুধিষ্ঠিরত্রাস

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বৃষ্টিপাত ও মহাবেগে বায়ুসঞ্চার হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ধরাতল কম্পিত, সাগরসকল সংক্ষুব্ধ, নদীসকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গসমুদয় বিদীর্ণ, দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন, দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ প্রাণীগণ প্রহৃষ্টচিত্ত, সমাগত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ শঙ্কিত ও কুরঙ্গগণ পাণ্ডবগণের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া ধাবমান হইল। সকলেই সেই তুমুল কাণ্ড দর্শনে পরস্পরকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং ভূপতিগণ অশ্বত্থামার সেই ভীষণাস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! শোকসন্তপ্ত দ্রোণনন্দন পিতৃবধ অসহ্য বোধ করিয়া সৈনিকগণকে নিবর্ত্তিত করিলে পাণ্ডবগণ কৌরবসৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষার্থ কিরূপ পরামর্শ নির্ধারিত করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়। দেবরাজ বজ্রধারণপূর্ব্বক যেরূপ বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলে কৌরবগণ আত্মপরিত্রাণার্থ জয়াশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় কিয়ৎসংখ্যক ভূপতি বিচেতন হইয়া হতপাঞ্জি, হতসারথি, পতাকা, ধ্বজ ও ছত্রবিহীন, ভগ্নকূবর, ভগ্ননীড় রথে আরোহণ, কেহ কেহ ভীত হইয়া স্বয়ং পদাঘাতে রথা পরিচালন, কেহ কেহ ভয়াতুর হইয়া ভগ্নাক্ষ, ভগ্নযুগ ও ভগ্নচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অর্দ্ধ, স্খলিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে অনেকে নারাচদ্বারা গজস্কন্ধের সহিত গ্রথিত হইয়া মাতঙ্গগণকর্ত্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচবিহীন হইয়া বাহন হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও রথচক্রদ্বারা নিষ্পেষিত এবং অনেকে মোহবশতঃ পরস্পরকে অবগত না । হইয়া 'হা ভ্রাতঃ! হা পুত্র।' বলিয়া চীৎকার করিয়া ভয়ে পলায়নপর হইয়াছে, আর অনেকে দৃঢ় বিক্ষত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও মিত্রদিগকে উত্তোলনপূর্ব্বক বর্ম্মনির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাদের গাত্রে জলসেক করিয়াছে। ধনঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরবসৈন্যগণ এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। যদি তুমি তাহাদিগের আভ্যাগমনের [অভিমুখে আসার] কারণ পরিজ্ঞাত থাক, তবে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। এক মিলিত তুরঙ্গের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি ও রথনেমির গভীরনিঃস্বনে বারংবার তুমুলশব্দ সমুত্থিত হওয়াতে আমার সেনাগণ কম্পিত হইয়াছে; এক্ষণে যেরূপ ললামহর্ষণ তুমুলশব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, বোধ হয়, উহা দেবেন্দ্রসমবেত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয় দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়াতে সুররাজ বাসব কৌরবগণের হিতার্থে ভীষণ নিনাদ করিয়া সমরাঙ্গনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মহারথগণ এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিতগাত্র ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছে। অতএব হে ধনঞ্জয়!

এক্ষণে কোন্ মহারথ সুররাজের ন্যায় সমরে অবস্থানপূর্ব্বক সেই পলায়মান কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন?

অশ্বত্থামার শৌবিষয়ে অর্জ্জুনের সখেদ উক্তি

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মহারাজ। কৌরবগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক উগ্রকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্খবাদন করিতেছেন এবং আপনি, দ্রোণাচার্য্য ন্যস্তশস্ত্র হইয়া দেহত্যাগ করিলে কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এই মনে করিয়া যাঁহার প্রতি সংশয়ারূঢ় হইয়াছেন, সেই মত্তমাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়প্রদ মহাত্মার বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! যে বীর জন্মগ্রহণ করিলে দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গোধন দান করিয়াছিলেন, যে বীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব পরিত্যাগ করিলে ত্রিলোক কম্পিত হওয়াতে 'ইহার নাম অশ্বত্থামা হইল' বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল, আজ সেই বীরপুরুষ সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজন্। অদ্য পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিনৃশংস কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক যাঁহাকে অনাথের ন্যায় নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা দ্রোণের নাথস্বরূপ অশ্বত্থামা সমরে অবস্থান করিতেছেন। দ্রুপদকুমার আমার গুরু দ্রোণাচার্য্যের কেশপাশ ধারণ করিয়াছিল; অতএব গুরুপুত্র কখনই তাহাকে ক্ষমা করিয়া পৌরুষপ্রকাশে ক্ষান্ত হইবেন না।

'হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্যলোভে গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া ঘোরতর অধর্মে পতিত হইলেন। বালিবধে শ্রীরামের যেরূপ অকীর্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে ত্রৈলোক্যমধ্যে আপনারও তদ্রূপ চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি হইল। দ্রোণাচার্য্য আপনাকে শিষ্য ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কখনই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কিন্তু আপনি অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে ও কুঞ্জরশব্দ অব্যক্তরূপে উচ্চারণ করিয়া গুরুর নিকট সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যাকথা কহিয়াছেন। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য আপনার বাক্যশ্রবণেই শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম ও গতচেতন হইয়া আপনার সমক্ষে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আপনি দ্রোণের শিষ্য হইয়া সত্যধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রশোকসন্তপ্ত করিয়া নিপাতিত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি তৎকালে অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক গুরুর বধসাধন করিয়াছেন, এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার হস্ত হইতে রক্ষা করুন। অদ্য আমরা সকলেই পিতৃনিধনে রোষিত গুরুপুত্র হইতে দ্রুপদনন্দনকে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম হইব। যিনি অলৌকিক ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সকল লোকের সহিত সৌহার্দ্য করিয়া থাকেন, অদ্য সেই মহাবীর পিতার কেশগ্রহণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব সংগ্রামে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন। হে মহারাজ! আমি আচার্য্যের জীবনরক্ষার্থ আপনাকে মিথ্যাকথা কহিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিলেন। আমাদিগের বয়ঃক্রম অধিকাংশই অতীত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে এই অধর্ম্মাচরণ হওয়াতে সেই অল্পাবশিষ্ট জীবিতকাল বিকৃত হইল। দ্রোণাচার্য্য সৌহার্দ্যবশতঃ ও ধর্ম্মানুসারে আমাদের পিতার তুল্য ছিলেন। আপনি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণনাশ করিলেন। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মদেব

ও দ্রোণাচার্য্যকে নিজের পুত্রগণের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আচার্য্য তাদৃশ বৃত্তিলাভ করিয়া এবং কৌরবগণকর্ত্তৃক তদ্রূপ সকৃত হইয়াও আমাকে সতত পুত্রাপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। হে রাজ! গুরু কেবল আপনার বাক্যেই ন্যস্তশস্ত্র হইয়া নিহত হইয়াছেন; তিনি যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিতেন না। হায়! আমরা রাজ্যলালসায় লঘুচিত্ত ও অনার্য্য হইয়া সেই নিত্যোপকারী বৃদ্ধ আচার্য্যের প্রাণসংহার করিলাম। তুচ্ছ রাজ্যলোভে গুরুহত্যা করিয়া মহৎপাপে লিপ্ত হইলাম! আচার্য্য নিশ্চয় জানিতেন যে, অর্জ্জুন আমার নিমিত্ত আপনার জীবন, পুত্র, কলত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমি সেই মহাত্মার নিধনসময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অতএব নিশ্চয়ই আমাকে পরলোকে অবাক্‌শিরাঃ হইয়া নরকভোগ করিতে হইবে। আজি যখন আমরা মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধব্রাহ্মণ আচার্য্যকে রাজ্যার্থে নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; মরণই শ্রেয়।”

১৯৮তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের করুণায় ভীমের কটূক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহারথগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভালমন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন মহাবাহু ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্মিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! অরণ্যগত মুনি ও জিতেন্দ্রিয় শংশিতব্রত ব্রাহ্মণ যেমন ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অন্যকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতত্রাণই যাঁহার জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, তিনিই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। তুমি সমগ্র ক্ষত্রিয়গুণে সমলঙ্কৃত আছ; অতএব এখন মূর্খের ন্যায় বাক্যপ্রয়োগ করা তোমার সমুচিত হইতেছে না। হে কৌন্তেয়! তুমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী। মহাসাগর যেমন বেলাভুমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না। তুমি যে এক্ষণে ত্রয়োদশবর্ষসঞ্চিত ক্রোধে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধর্মলাভের অভিলাষ করিতেছ, এই গুণে কে না তোমাকে প্রশংসা করিবে? এক্ষণে ভাগ্যক্রমে তোমার মন সততই ধর্ম্মপথে ধাবমান হইতেছে এবং তোমার বুদ্ধিও নিরন্তর অনৃশংসতার অনুসরণ করিতেছে; কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও বিপক্ষেরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তমা দৌপদীকে সভায় আনয়নপূর্ব্বক পরাভব করিয়াছিল। আমরা বনবাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও তাহাদের নিকৃতিপ্রভাবে বল্কল ও অজিন ধারণপূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! এই সকল স্থলে ক্রোধপ্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তৎসমুদয় সহ্য করিয়াছ। অদ্য আমি তোমার সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষগণকে সেই অধর্মের প্রতিফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী ক্ষুদ্রাশয় বিপক্ষগণকে বন্ধুবান্ধবের সহিত সংহার করিব।

‘পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছিলে, আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে জয়লাভের চেষ্টা করিব; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতেছ; সুতরাং তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে, উহা এক্ষণে আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমরা বিপক্ষদিগের গর্জ্জনে অতিশয় ভীত হইয়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষারপ্রদানের ন্যায় বাকশল্যদ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেছ। আমার হৃদয় তোমার বাকশল্যে পীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি ধার্মিক হইয়াও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতেছ না। হে অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ং প্রশংসার ভাজন এবং আমরা সকলেও প্রশংসনীয়; কিন্তু তুমি আপনাকে ও আমাদিগকে প্রশংসা করিয়া, যে তোমার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে, বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্বত্থামাকে প্রশংসা করিতেছ। তুমি স্বয়ং আত্মদোষ কীর্ত্তন করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? আমি ক্রোধভরে এই সুবর্ণমালিনী গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্ব্বতসকল বিক্ষিপ্ত ও অচলসদৃশ বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং শরনিকরে অসুর, রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও বিদ্রাবিত করিতে পারি। হে অমিতবিক্রম ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে এইরূপ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত অশ্বত্থামা হইতে ভীত হইতেছ? অথবা তুমি অবস্থান কর, আমি গদা গ্রহণপূর্ব্বক হরি যেমন ক্রোধাবিষ্ট গর্জ্জনশীল হিরণ্যকশিপুকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যান্য বীরবর্গের সহিত অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিব।

ধৃষ্টদ্যুম্নের নির্দোষিতা খ্যাপন

“অনন্তর পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য, কিন্তু দ্রোণ ইহার কিছুই অনুষ্ঠন করিতেন না। অতএব আমি তাঁহাকে সংহার করিয়াছি বলিয়া তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ? তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নীচকার্য্যপরতন্ত্র হইয়া অমানুষ অস্ত্রদ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। সেই মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী ও অতিশয় মায়াবী, তিনি মায়াবলেই আমাদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানই অনার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে যদি অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি বৃথা গর্জ্জনদ্বারা কৌরবপক্ষীয়গণকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া সংহারের কারণ হইবেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি ধার্মিক হইয়া আমাকে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি দ্রোণবিনাশার্থই হুতাশন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আর দেখ, সংগ্রামকালে যাঁহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই সমান জ্ঞান ছিল, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কিরূপে নির্দেশ করিব? যিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনাশ করেন, তাঁহাকে যেকোন উপায়দ্বারা হউক না কেন, বধ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

‘হে অর্জ্জুন! ধার্মিকেরা অধার্মিককে বিষতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ? আমি ক্রূরকর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যকে রথোপরি আক্রমণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার কোনরূপেই নিন্দার

কার্য্য করা হয় নাই, কিন্তু তুমি আমাকে কি নিমিত্ত অভিনন্দন করিতেছ না? আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই কালানল, অর্ক ও বিষসদৃশ ভীষণ মস্তক ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছি; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না? দ্রোণ আমারই বন্ধুবান্ধবগণের বধসাধন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার শিরচ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই। আমি যে জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় তাঁহার মস্তক চণ্ডালসমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্তই—আমার অতিশয় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি শুনিয়াছি, শত্রুবিনাশ না করিলে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হয়। হয় শত্রুকে বিনষ্ট করা, না হয় স্বয়ং তাহার হস্তে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন; অতএব তুমি যেমন পিতৃসখা মহাবীর ভগদত্তকে সংহার করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমি ধর্ম্মানুসারে দ্রোণকে সংহার করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে বিনাশ করিয়া আপনাকে ধার্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ, তখন আমি পাপস্বভাব শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া কেন আমাকে অধার্মিক বিবেচনা করিবে? হে পার্থ! আমি সম্বন্ধনিবন্ধন স্বগাত্রকৃত সোপাননিষণ্ণ [২] কুঞ্জরের ন্যায় তোমার নিকট অবনত হইয়া আছি; অতএব আমার প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এই সমস্ত বাক্যদোষ সহ্য করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। আচার্য্যের সহিত শত্রুতা যে আমাদিগের কুল পরম্পরাগত, ইহা সকলেই অবগত আছেন; তোমাদের কি ইহা বিদিত নহে? হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্মিক নহি। আচার্য্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন বলিয়া আমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জয়লাভ হইবে।' ”

১৯৯তম অধ্যায়
ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি সাত্যকি তিরস্কার

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয়, যাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবাব্রত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রধান পুরুষগণ যাঁহার অনুগ্রহে দেবগণেরও দুষ্কর অদ্ভুত কার্য্যসমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই মহর্ষিনন্দন দ্রোণ অশ্বত্থামার মিথ্যা বিনাশবার্তা শ্রবণে রোরুদ্যমান হইলে নীচপ্রকৃতি, ক্ষুদ্রমতি, নৃশংসাচারপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে সংহার করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এই বিষয়ে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না? অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও ক্রোধে ধিক্! হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধর ভূপালগণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! দ্রুপদতনয় অর্জ্জুনকে সেই কথা বলিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রূরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, ‘পরুষ

বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত নরাধম এই পাঞ্চালকুলাঙ্গারকে শীঘ্র বিনষ্ট করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাই? হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ তোমার এই পাপকর্ম্ম দর্শনে তোমার নিন্দা করিতেছেন। তুই এই সাধুলোকের নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে বাক্যব্যয় করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? তুমি আচার্য্যবধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার জিহ্বা ও মস্তক কি নিমিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইল না এবং কি নিমিত্তই বা তুমি অধর্ম্মপ্রভাবে অধঃপতিত হইলে না? তুমি এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজের শ্লাঘা প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি তাদৃশ অনার্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়া পুনরায় আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমাকে আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত রাখায় আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে নরাধম! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা সাধু আচার্য্যের কেশগ্রহণপূর্ব্বক বধসাধন করিতে অধ্যবসিত [১] হইয়া থাকে? তুমি পাঞ্চালকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশোভ্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অর্জ্জুনকে ভীষ্মঘাতী বলিতেছ, কিন্তু ভীষ্মদেব স্বয়ংই আপনার বিনাশসাধন করিয়াছেন। তোমার সহোদর শিখণ্ডীই সেই ভীষ্মের নিধনের মূল। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চালপুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীষ্মের সংহারার্থ শিখণ্ডীকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অর্জ্জুন ভীষ্মের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিখণ্ডীই প্রকৃত ভীষ্মঘাতী। তুমি ও তোমার ভ্রাতা তোমরা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়; পাঞ্চালগণ তোমাদের নিমিত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি যদি পুনরায় আমার সন্নিধানে পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে বজ্রকল্প গদাদ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাহ্মণহন্তা, মনুষ্যেরা তোমার মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সূর্য্যদর্শন করিয়া থাকে। রে দুর্বৃত্ত! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমার গুরুর গুরুকে বধ করিয়া পুনরায় তিরস্কার করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? এক্ষণে তুমি অবস্থানপূর্ব্বক আমার এক গদাঘাত সহ্য কর; আমিও তোমার গদাঘাত বারংবার সহ্য করিব।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সাত্যকি-প্রত্যুক্তি

"হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিকর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীচপ্রকৃতি হইয়া আমাকে নিরপরাধে তিরস্কার করিতেছ। আমি তোমার এই সকল তিরস্কারবাক্য শুনিয়াও তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ইহলোকে ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয়। পাপ কখন ক্ষমাগুণকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপাত্মারা কেবল ক্ষমাবাকে পরাজিত বোধ করিয়া থাকে। তুমি ক্ষুদ্রতম, নীচস্বভাব, পাপপরায়ণ এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় হইয়াও আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকি! তুমি যে নিবারিত হইয়াও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রাণসংহার করিয়াছ, তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্বে দিব্যাস্ত্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, ইহাতে আমার কি অধর্ম্ম হইবার

সম্ভাবনা? যে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্নবাহু, মুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সমরপরাঙ্মুখ ব্যক্তির প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়া অন্যের নিন্দা করে? হে যুযুধান! যখন বলবিক্রমশালী সোমদত্ততনয় তোমাকে পদাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি সেই সময় কেন তাঁহাকে সংহারপূর্ব্বক সৎপুরুষোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে না? প্রতাপশালী সোমদত্তপুত্র পার্থকর্ত্তৃক অগ্রে পরাজিত হইলে তুমি তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছ। দেখ, দ্রোণাচার্য্য যে যে স্থানে পাণ্ডবসেনা বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি শরসহস্র বর্ষণপূর্ব্বক সেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি অন্যনির্জ্জিত ব্যক্তির সংহাররূপ চণ্ডালসদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বয়ং নিন্দনীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বৃষ্ণিকুলাধম! তুমি পাপকর্ম্মের আবাস, আমি তোমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মকারী নহি; অতএব তুমি পুনরায় আমাকে নিষেধ করিও না, মৌনাবলম্বন কর। যদি তুমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পুনরায় আমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে শরনিকরদ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। রে মূর্খ! কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ যে যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবগণের অধর্ম্মপ্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও দ্রৌপদী পরিক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছে। উহারা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক মদ্ররাজকে আপনাদের পক্ষে আনয়ন করিয়া বালক সৌভদ্রকে নিধন করিয়াছে। এ দিকে পাণ্ডবগণের অধর্ম্মাচরণে কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা হইয়াও অধর্ম্মসহকারে ভূরিশ্রবার জীবননাশ করিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ কৌরব ও পাণ্ডবগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। হে শৈনেয়! পরমধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন না করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন-আক্রমণোদ্যত সাত্যকির সান্ত্বনা

"হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখে এইরূপ পরুষ ও ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় রোষানলে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রথে শরাসন সংস্থাপনপূর্ব্বক সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইয়া কহিলেন, 'হে দুরাত্ম। তুমি বধাহ, অতএব তোমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ না করিয়া তোমাকে নিপাতিত করিব।' তখন বাসুদেব সাত্যকিকে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ ও বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ সাত্যকিকে নিবারিত করিয়া তিনি ছয় পদ গমন করিবামাত্র তাঁহাকে ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি ভীমকর্ত্তৃক নিবারিত হইলে মহাত্মা সহদেব অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ যুযুধান! অন্ধক, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর অন্য বন্ধু নাই এবং আমরাও অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের, বিশেষতঃ কৃষ্ণের যেরূপ মিত্র, সেরূপ অপর কেহই নহে; অতএব তোমরা আমাদের যেরূপ মিত্র, আমরাও তোমাদের সেইরূপ সুহৃৎ। আর

পাঞ্চালগণ সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও পাণ্ডব ও বৃষ্ণিগণ অপেক্ষা প্রিয়সুহৃৎ কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশেষ সৌহার্দ্য থাকাই সঙ্গত, সন্দেহ নাই; অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে তুমি ধৃষ্টদ্যুম্নের মিত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কোপ সংহারপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর; ধৃষ্টদ্যুম্নও তোমাকে ক্ষমা করুন; আমরাও এক্ষণে ক্ষমাবান্ হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতকর আর কিছুই নাই।'

"হে মহারাজ! সহদেব সাত্যকিকে এইরূপ সান্ত্বনা করিলে দ্রুপদকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে ভীমসেন! তুমি এই যুদ্ধমদান্বিত সাত্যকিকে সত্বর পরিত্যাগ কর। সমীরণ যেমন ভূধরে মিলিত হয়, তদ্রূপ ঐ দুরাত্মা আমার সহিত মিলিত হউক। আমি অচিরাৎ নিশিতশরনিকরে ইহার ক্রোধ, যুদ্ধশ্রদ্ধা ও জীবন বিনষ্ট করিব। ঐ দেখ, কৌরবগণ পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইতেছে; আমি অচিরাৎ এই পাপাত্মাকে সংহারপূর্ব্বক উহাদিগকে পরাজিত করিয়া সুমহৎ কার্য্য সংসাধন করিব অথবা অর্জ্জুন কৌরবগণকে নিবারণ করুন। আমি সায়কনিকরে যুযুধানের মস্তকচ্ছেদন করিব। সাত্যকি আমাকে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার ন্যায় বোধ করিতেছে। অতএব আমি সংগ্রামে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে ইহাকে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমাকে সংহার করুক।' ভীমসেনের ভুজদ্বয়ান্তর্গত সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই বাক্যশ্রবণে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি বৃষভদ্রয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বৃদ্বয়সদৃশ বীরদ্বয়কে বহুযত্নে নিবারিত করিলেন। তৎপরে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণও সেই ক্রোধসংরক্তনেত্র ধনুর্দ্ধারী বীরদ্বয়কে নিবারিত করিয়া যুদ্ধার্থ অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

২০০তম অধ্যায়

সমবেত কুরুপাণ্ডব যুদ্ধারম্ভ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কল্পান্তকালীন অন্তকের ন্যায় শত্রু বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তঁহার ভল্লাস্ত্রের আঘাতে অসংখ্য অরাতি নিপাতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ধ্বজসকল উহার বৃক্ষ, অস্ত্রসমুদয় শৃঙ্গ, গতাসু গজনিচয় মহাশিলা, অশ্বগণ কিংপুরুষ, শরাসনসকল লতা, রাক্ষসগণ, পক্ষী ও ভূতসমুদয় যক্ষগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা মহাসিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় দুর্য্যোধনকে প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! আমি সত্য বলিতেছি, যখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধপ্রবৃত্ত আচার্য্যকে অস্ত্রপরিত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন, তখন আজ তাঁহার সমক্ষেই পাণ্ডবসৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিব। আর যদি পাণ্ডবপক্ষীয়েরা রণে পরাঙ্মুখ না হইয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই আমার হস্তে নিহত হইবে। তুমি আমাদিগের সেনাসমুদয় প্রতিনিবৃত্ত কর।'

"হে মহারাজ! আপনার পুত্র দ্রোণতনয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৈন্যগণকে ভয়শূন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ অর্ণবদ্বয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যের ভয়ানক সমাগম সমাহিত হইল। কৌরবগণ অশ্বত্থামার উত্তেজনায় স্থিরচিত্ত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আচার্য্যনিধনে নিতান্ত হৃষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় বীরগণ জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমরাঙ্গনে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্ব্বত পর্ব্বতে এবং সাগর সাগরে যেরূপ পরস্পর প্রতিঘাত হইয়া থাকে, কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যের তদ্রূপ প্রতিঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ হৃষ্টচিত্তে সহস্র শঙ্খ ও ভেরী নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিলে সমুদ্রমন্থনসময়ে যেরূপ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, সৈন্যমধ্যে তদ্রূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্রত্যাগে যুধিষ্ঠিরের ভয়

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডব ও পাঞ্চালসৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে দীপ্তাস্য পন্নগের ন্যায় অসংখ্য প্রজ্বলিত শরজাল বিনির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যাকুলিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই দিবাকরকিরণের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সেই সেনামণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। লৌহময় বজ্রমুষ্টিসকল গগনমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শতঘ্নী, বজ্রমুষ্টি, গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকার ক্ষুরধার চক্রসকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে অস্ত্রনিচয়ে গগনমণ্ডল সমাকীর্ণ হইলে, পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ যে যে স্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নারায়ণাস্ত্র সেই সেই স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেকে সেই অনলসদৃশ নারায়ণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন। শিশিরাপগমে হুতাশন যেরূপ শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নারায়ণাস্ত্র পাণ্ডবসেনাগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে স্বীয় সৈন্যমধ্যে কতকগুলিকে বিনষ্ট, কতকগুলিকে জ্ঞানশুন্য ও কতকগুলিকে ধাবমান এবং অর্জ্জুনকে সমরে উদাসীন অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে কহিলেন, 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি পাঞ্চালসেনাসমভিব্যাহারে পলায়ন কর; হে সাত্যকে! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব জনসমূহের উপদেষ্টা। উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। আমি নিশ্চয়ই সোদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায়! আমি ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে দ্রোণপুত্রস্বরূপ গোস্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম। আমি সচ্চরিত্র আচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনঞ্জয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। রণবিশারদ ক্রূরকর্ম্মা মহারথগণ যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করেন, তখন যে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই, দীনভাবাপন্ন সভাগত দ্রৌপদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যিনি

পুত্রসমভিব্যাহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্যান্য সমস্ত সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হইলে যিনি অর্জ্জুনজিঘাংসু দুর্য্যোধনকে কবচবদ্ধ ও সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা আমার জয়াভিলাষী সত্যজিৎপ্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন এবং কৌরবগণ অধর্ম্মপূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারিত করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পরমসুহৃৎ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন; এক্ষণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হইব।'

অস্ত্রপরিত্যাগে কৃষ্ণের পরামর্শ—ভীমের অনিচ্ছা

"হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর মহাত্মা বাসুদেব বাহুসঙ্কেতদ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে এ অস্ত্র আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার এইমাত্র উপায় আছে। যে যে স্থানে শনিবারণার্থ বা অস্ত্রবলনিরাকরণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌরবেরা অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকার্য্যে আহূত হওয়া দূরে থাক্, যাঁহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাঁহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবে।' হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয়েরা বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অস্ত্র ও যুদ্ধচিন্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল।

"তখন মহাবীর ভীমসেন যোধগণকে অস্ত্রপরিত্যাগে উদ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকরনিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্পিত করিয়া অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতসদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয়পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুত নাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকমধ্যে আমিও তদ্রূপ আজ আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। হে অর্জ্জুন! তুমি গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে। অর্জ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম। শরনিসূদন ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্যশ্রবণানন্তর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মেঘগম্ভীর নিঃস্বন স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিয়া নিমেষমধ্যে তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া প্রদীপ্তা মন্ত্রপূত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই কাঞ্চনস্ফুলিঙ্গসদৃশ দীপ্তাস্য

ভুজতুল্য প্রজ্বলিত মর্ম্মভেদী শরসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজনীযোগে খদ্যোতপরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বত্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়া অনিলোদ্ধূত [বায়ুযোগে পরিবর্দ্ধিত] অগ্নির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলে রথ ও অশ্ব হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে ন্যস্তায়ুধ [ত্যক্ত অস্ত্র] ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই বিপুলবীর্য্য ভীষণ অস্ত্র ভীমসেনের মস্তকে পতিত হইল। তখন প্রাণীগণ ও বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা ভীমসেনকে তেজোদ্বারা পরিবৃত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

২০১তম অধ্যায়
নারায়ণাস্ত্র ভীমরক্ষার্থে বিষ্ণুমায়াবিস্তার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। ঐ সময় অর্জ্জুন ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অস্ত্রের তেজ ধ্বংস করিবার মানসে বৃকোদরকে বারুণাস্ত্রে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের লঘুহস্ততাপ্রভাবে মুহূর্তমধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে পরিবৃত হইলে উহা কাহারও নেত্রগোচর হইল না। ক্ষণৈক পরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্রপ্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া পাবকমধ্যস্থিত জ্বালাব্যাপ্ত দুর্লক্ষ্য অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! নিশাবসানে জ্যোতিঃপদার্থসকল যেমন অস্তগিরিতে গমন করে, তদ্রূপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেনরথে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বৃকোদর অশ্বত্থামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ্ত অনলে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন হুতাশন যেমন এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিয়া বিশ্বস্রষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার ভীষণাস্ত্র ভীমশরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা কি সূর্য্যপ্রবিষ্ট অনলের ন্যায় বা অনলে প্রবিষ্ট সুর্য্যের ন্যায়, কাহারও তাহা বোধগম্য হইল না।

"তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বীবিবর্জিত, পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্তাস্ত্র ও যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ মহারথগণকে সমরবিমুখ অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীমসমীপে গমনপূর্ব্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবলসম্ভূত তেজোরাশিমধ্যে অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্রসম্ভূত হুতাশন সেই বীরদ্বয়ের অস্ত্রপরিত্যাগ, বীর্য্যবেত্তা ও বারুণাস্ত্রের প্রভাবনিবন্ধন তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শান্তির নিমিত্ত বলপূর্ব্বক ভীমসেনকে ও তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রসকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীরদ্বয়কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণনন্দনের সুদুর্জ্জয় অস্ত্রও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, 'হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধদ্বারা কৌরবগণকে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম এবং এই মহারথগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ঐ দেখ, তোমার পক্ষীয়

সমুদয় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ কর।' বাসুদেব ইহা কহিয়া বৃকোদরকে রথ হইতে ভূতলে আনয়ন করিলে, ভীমসেন সর্পের ন্যায় নিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া রোষে লোহিতনেত্র হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন; নারায়ণাস্ত্রও প্রশান্ত হইল।

পাণ্ডবাস্ত্রত্যাগে নারায়ণাস্ত্রবিফলতা

"হে মহারাজ! এইরূপে বিধিনির্ব্বন্ধের অনুল্লঙ্ঘনীয়তানিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের সুদুঃসহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদয় দিগবিদিক্ নির্ম্মল হইল; বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্তভাব অবলম্বন করিল; যোধ ও বাহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং ভীমসেন প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসেনাগণ সেই নারায়ণাস্ত্রের সংহার অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে দ্রোণপুত্রকে কহিলেন, 'হে অশ্বত্থাম! পাঞ্চালগণ বিজয়বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমিও পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর।' দ্রোণনন্দন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যাবর্ত্তিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণসংহার করে। বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত শত্রুসংহার হইল না। যাহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান। বরং পরাজয় অপেক্ষা প্রাণত্যাগই শ্রেয়স্কর। ঐ দেখ, শত্রুগণ শস্ত্রপ্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে আচার্য্যকুমার! যদি এক্ষণে পুনরায় সেই অস্ত্রপ্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য অস্ত্রদ্বারা গুরুহান্তা পাণ্ডবগণকে নিপাতিত কর। দিব্যাস্ত্রসকল তোমাতে ও অমিততেজাঃ মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাণ্ডবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কি কার্য্য করিলেন?"

যুদ্ধে অশ্বত্থামার পুনঃ অভ্যুত্থান—পাণ্ডবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সিংহলাঙ্গুলকেতন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবিনাশে ক্রোধান্বিত হইয়া ভয়পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ চতুঃষষ্টিশরে দ্রোণপুত্রকে, সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চবিংশতিশরে তাঁহার সারথিকে ও চারিবাণে তাহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া, সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া, তাঁহাকে বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অস্ত্রবিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি গমনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার মস্তকোপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধস্মরণে ক্রোধান্বিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশবাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার শর ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে পীড়িত করিয়া তাঁহার সারথি, রথ ও

অসমুদয় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুচরগণও অশ্বত্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চালসৈন্যগণ নিশিতশরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আট ও তৎপরে বিংশতিবাণে অশ্বত্থামা ও তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্রোণপুত্রের সুবর্ণমণ্ডিত ও অশ্বযুক্ত রথ চূর্ণিত করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এইরূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

"হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্য্যোধন আচার্য্যপুত্রকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃপ ও কর্ণপ্রমুখ বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কর্ণ পঞ্চাশৎ, দুঃশাসন একশত ও বৃষসেন সাতশরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহারথগণকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাদিগকে রথবিহীন ও সমরপরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বারংবার নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক শত শত শরবর্ষণ করিয়া সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ সাত্যকি অশ্বত্থামাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রথবিহীন ও সমরপরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ সাত্যকির পরাক্রমদর্শনে প্রীত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপে ভারদ্বাজতনয়কে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের অনুগামী ত্রিসহস্র মহারথ, কৃপাচায্যের সার্দ্ধ-অযুত হস্তী ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

"অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক রোষাবিষ্টচিত্তে সাত্যকির বিনাশবাসনায় ধাবমান হইলেন। অরাতিপাতন সাত্যকি পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপর্য্যুপরি নিশিতশরনিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন, 'হে সাত্যকে! আচার্য্যঘাতী দুষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যে তোমার পক্ষপাত আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই; কিন্তু তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে উহাকে পরিত্রাণ করিতে বা স্বয়ং পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। আমি সত্য ও তপস্যাদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ না করিয়া কখনই শান্তিলাভ করিব না। তুমি পাণ্ডবসৈন্য, বৃষ্ণিসৈন্য ও সোমকদিগকে একত্র করিলেও আমি তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিব।'

অশ্বত্থামার শরে সুদর্শনাদিসংহার

"হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ কহিয়া পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি এক সূর্য্যরশ্মিসদৃশ সুপর্ব্ব উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামার শরাসননিক্ষিপ্ত সায়ক সাত্যকির বর্ম্মসংবৃত দেহ ভেদ করিয়া ভুজঙ্গ যেমন নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক বিলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি সেই বাণের আঘাতেই অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিমাত্র কাতর ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সত্বর তাঁহাকে লইয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিল। তখন ভারদ্বাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে এক আনতপর্ব্ব সুপুঙ্খ শরনিক্ষেপ করিলেন। পাঞ্চালতনয় পূর্ব্বেই অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় শরপীড়িত হইয়া ধ্বজযষ্ঠি অবলম্বনপূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরের ন্যায় অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবপক্ষ হইতে মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, পুরুবংশোদ্ভব বৃহৎক্ষত্র, চেদিদেশীয় যুবরাজ ও অবন্তীনাথ সুদর্শন—এই পাঁচমহারথ শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে অশ্বত্থামার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই বিংশতি পদ গমনপূর্ব্বক যত্নসহকারে ক্রোধাবিষ্ট গুরুপুত্রের উপর যুগপৎ পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষসদৃশ পঞ্চবিংশতি শরদ্বারা একেবারে তাঁহাদিগের পঞ্চবিংশতি বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; পরে বৃহৎক্ষত্রকে সাত, অবন্তীনাথকে তিন, অর্জ্জুনকে এক ও বৃকোদরকে ছয়শরে নিপীড়িত করিলেন। মহারথগণ অশ্বত্থামার শরে বিদ্ধ হইয়া কখন সকলে যুগপৎ, কখন পৃথক পৃথক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিতশরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে যুবরাজ বিংশতি, অর্জ্জুন আট ও অন্য তিনজনে তিন তিন শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে ছয়, বাসুদেবকে দশ, ভীমসেনকে পাঁচ, যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরবকে দুই দুই বাণে আহত করিয়া ভীমসেনের সারথির উপর ছয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং দুইবাণে তাঁহার কার্ম্মক ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পার্থের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম উগ্রতেজাঃ দ্রোণতনয়ের অগ্র ও পশ্চাদভাগে নিক্ষিপ্ত সুনিশিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি সুনিশিত তিনশরে সন্নিহিত রথারূঢ় সুদর্শনের ইন্দ্রকেতুসদৃশ ভুজদ্বয় ও মস্তক যুগপৎ ছেদনপূর্ব্বক রথশক্তিদ্বারা পৌরবকে আহত এবং শরনিকরে তাঁহার হরিচন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় ও রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্লদ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় নীলোৎপলসমদ্যুতি চেদিদেশীয় যুবরাজ সারথি এবং অশ্বগণের সহিত অশ্বত্থামার প্রজ্বলিত অনলতুল্য শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভীম-অশ্বত্থামার যুদ্ধ—পাণ্ডবপরাজয়

"তখন মহাবাহু ভীমসেন মালব, পৌরব ও চেদিদেশীয় যুবরাজকে দ্রোণপুত্রের শরে নিহত দেখিয়া সরোষনয়নে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গসদৃশ সুনিশিত শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে

সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাতেজাঃ দ্রোণতনয় সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরজাল নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর ক্ষুরপ্রদ্বারা অশ্বত্থামার শাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহামনাঃ দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নচাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীমসেনকে শরজালে নিপীড়িত করিলেন। এইরূপে মহাবলপরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ও ভীমসেন জলধারাবর্ষী জলধরদ্বয়ের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিনকর মেঘজালে আবৃত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ দ্রোণকুমার ভীমনামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ সুনিশিতশরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন, ভীমসেনও দ্রোণপুত্রত্যক্ত নতপর্ব্বশরজালে আহত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় বৃকোদর দ্রোণপুত্রের অসংখ্যশরে আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় সুবর্ণবিভূষিত যমদণ্ডসদৃশ নিশিত দশ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। ভুজঙ্গমগণ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই নারাচসকল দ্রোণপুত্রের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বত্থামা এইরূপে মহাত্মা ভীমসেনকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযষ্ঠি অবলম্বনপূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া সরোষনয়নে ও শোণিতাক্তকলেবরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণপূর্ণ আশীবিষসদৃশ শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন; সমরশ্লাঘী ভীমসেনও তাঁহার বলবীর্য্য স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিশিতশরজালে ভীমসেনের কার্মুক ছেদন ও কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শাণিতপাঁচবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই রোষতাম্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ষাকালীন বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় শরজালবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ তলশব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শরকালীন মধ্যাহ্নগত দিনকরসদৃশ প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন সুবর্ণভূষিত শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক শরবর্ষী ভীমসেনের প্রতি সরোষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে কখন শরনিকর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার চাপমণ্ডল অলাতচক্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং শরাসনচ্যুত সহস্র সহস্র শর আকাশমার্গে শলভশ্রেণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন ভীমসেনের রথ দ্রোণপুত্রের সেই সুবর্ণালঙ্কৃত. শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত বলবীর্য্য ও কার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্বত্থামার সেই শরবৃষ্টি জলধারার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ভীষণ শরাসন সমাকৃষ্ট হইয়া, দ্বিতীয় ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভমান হইল এবং ঐ চাপ হইতে সহস্র সহস্র শর, বিনির্গত হইয়া রণবিশারদ দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় মহাবেগে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমীরণও সেই শরবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। তৎপরে দ্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশকামনায় কাঞ্চনমণ্ডিত তৈলধৌত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান্ ভীমসেন বিশিখদ্বারা অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদনপূর্ব্বক

দ্রোণপুত্রকে 'থাক থাক্' বলিয়া তাঁহার বিনাশার্থ পুনরায় ভীষণ শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা অস্ত্রদ্বারা সেই ভীমনির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিবারণপূর্ব্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে অসংখ্যশরে নিপীড়িত করিলেন। তখন বলবান্ বৃকোদর চাপবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অশ্বত্থামার রথের প্রতি সুদারুণ রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন; দ্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিশিতশরনিকরে মহোল্কাসদৃশ, সহসা সমাগত রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বিশিখজালে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় আনতপর্ব্বশরদ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করিলেন। সারথি অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত হইলে অশ্বগণ ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বত্থামা ভীমসেনকে পলায়মান ও অশ্বগণকর্ত্তৃক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভীমসেন পলায়নপরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দ্রোণতনয় সেই পলায়মান পাণ্ডবসেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া মহাবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।"

২০২তম অধ্যায়
অর্জ্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধকৌরবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমস্ত সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন দেখিয়া অশ্বত্থামাকে সংহার করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রযত্নে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনঞ্জয়, সোমক, যবন, মৎস্য ও অন্যান্য কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাঙ্গুলধ্বজ অশ্বত্থামার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে গুরুপুত্র! তুমি পুনরায় আমাকে তোমার সেই বল, বীর্য্য, জ্ঞান, পুরুষকার, দিব্যতেজ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোণসংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন; অতএব তুমি সেই কালানলতুল্য বিপক্ষগণের অন্তসদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং আমার ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দর্প চূর্ণ কর।' "

ধৃতরাষ্ট্র কহিলে, "হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহাবলপরাক্রান্ত ও সম্মানভাজন। অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সবিশেষ প্রীতি আছে এবং অর্জ্জুনও তাঁহার প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। অর্জ্জুন স্বীয় প্রিয়সখা অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বে কখনই এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে নাই; কিন্তু আজ কি নিমিত্ত তাঁহাকে এইরূপ কহিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের মর্ম্মদেশ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চেদিদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহৎক্ষত্র ও মালবদেশীয় সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে পূর্ব্বদুঃখসমুদয় স্মৃতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় সম্মানভাজন অশ্বত্থামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত, অশ্লীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় ক্রোধোপহতচিত্তে ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহার ও বিশেষতঃ বাসুদেবের উপর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমনপুরঃসর যত্নসহকারে দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বিধূম পাবকসদৃশ আগ্নেয়-অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশ্যে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমণ্ডলে জ্বালাকরাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিল। ঐ সময় গগনতল হইতে মহোল্কাসকল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকার সহসা সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষস ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলজনক সমীরণ প্রবাহিত হইল। সূর্য্যদেব আর উত্তাপপ্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়স চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কররবে চীৎকার করিতে লাগিল। জলদজাল রুধিরধারাবর্ষণপূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গো প্রভৃতি পশু, পক্ষী ও ব্রতপরায়ণ মুনিগণ শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূতসকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, সূর্যের সহিত সমুদয় বিশ্ব উদ্ভ্রান্ত ও জ্বরাবিষ্টের ন্যায় নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অস্ত্রতেজে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয়সকল সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীবজন্তুগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোনক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইল না। সময় দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও সমীরণের তুল্য বেগশালী নানাবিধ শরনিকর প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অরাতিগণ মহাবীর অশ্বত্থামার বজ্রবেগতুল্য সেই সমস্ত শরদ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া অনলদগ্ধ পাদপের ন্যায় নিপতিত হইল। উন্নতকায় মাতঙ্গগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া জলধরের ন্যায় গভীর গর্জন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি অরণ্যমধ্যে দাবানলপরিবেষ্টিত হইয়াই যেন ভীতচিত্তে অনবরত চীৎকার করিয়া ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথসকল কাননমধ্যে দাবানলদগ্ধ মহীরুহশিখরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক রথ ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ভগবান হুতাশন প্রলয়কালীন সংবর্ত্তক অনলের ন্যায় সেই পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অশ্বত্থামার শরপ্রভাবে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদপরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর অর্জ্জুন ও সমস্ত সৈন্যগণকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ঐ সময় ক্রোধভরে যেরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে আর কখনই সেরূপ অস্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

“এইরূপে অশ্বত্থামার শরজালপ্রভাবে সমুদয় সৈন্য নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় উহা প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুহূর্ত্তকালমধ্যে সেই গাঢ়তর অন্ধকার নিরাকৃত ও দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল; সুশীতল অনিল প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঐ সময়ে আমরা সেই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রতেজে দগ্ধ ও অনভিব্যক্তরূপে নিহত নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ঘোর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া অক্ষতশরীরে পতাকা, ধ্বজ, রথ, অশ্ব, অনুকর্ষ ও আয়ুধের সহিত সুশোভিত এবং নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্যের ন্যায় অবলোকিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শঙ্খ ও ভেরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে তেজঃসমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছিল, এক্ষণে ঐ বীরদ্বয়কে অক্ষত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তখন কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে প্রফুল্লচিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন।

“অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তেজঃপ্রতিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিতমনে মুহূর্ত্তকাল তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শোকাকুলচিত্তে বিষন্নমনে দীর্ঘ উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কার্ম্মক পরিহারপূর্ব্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ‘অহো ধিক! সমুদয়ই মিথ্যা’ এই কথা বারংবার উচ্চারণ করিয়া রণস্থল হইতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

অস্ত্রব্যর্থতার কারণ জিজ্ঞাসায় ব্যাসের উত্তর

“অনন্তর অশ্বত্থামার গমনকালে নীরদশ্যামল বেদবিভক্তা [বেদের বিভাগকর্তা] দেবী সরস্বতীর আবাসস্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দ্রোণতনয় মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক দীনভাবে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, ‘ভগবন্! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিষ্ফল হইল? কোন্ মায়াপ্রভাবে বা আমার কোন্ ব্যতিক্রম হওয়াতে এই শক্তির অনিয়ম ঘটিয়াছে, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। যাহা হউক, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি সর্প, কি পক্ষী, কি মানুষ, কেহই উহা নিষ্ফল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে সেই মৎপ্রযুক্ত মর্ম্মঘাতী অস্ত্র কেবল সেই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়াই প্রশান্ত হইল। মর্ত্যধর্ম্মপরায়ণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট হইলেন না? হে ভগবন্! আপনি ইহার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।’

কৃষ্ণ অর্জ্জুন-অশ্বত্থামার পূর্ব্ববৃত্তান্ত

“মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্রোণপুত্রকর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে ভারদ্বাজতনয়! তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমাকে যে গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বতন লোকদিগের পূর্ব্বজ বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ দেবকার্য্যসাধনার্থ ধর্মের পুত্র হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সেই সূর্য্য ও অনলপ্রতিম কমললোচন মহাতেজাঃ হিমালয় পর্ব্বতে প্রথমতঃ ষষ্টিলক্ষ ও ষষ্টিসহস্র বৎসর উর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে

পরিশুষ্ক করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণকাল অন্য কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তেজঃপ্রভাবে রোদসী [অন্তরীক্ষ] পরিপূরিত করিলেন এবং পরিশেষে সেই তপঃপ্রভাবে নিতান্ত নির্লেপ্ত [নির্ম্মল] হইয়া একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য দেবাদিদেব বিশ্বযোনি জগৎপতি পশুপতির সন্দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। মহাত্মা ত্রিপুরনিসূদন শম্ভু সর্ব্বদেবের প্রভু এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি রুদ্র, ঈশান, হর, জটাজুটধারী, চৈতন্যস্বরূপ এবং স্থাবর ও জঙ্গমের নিদানভূত। তিনি শুভ্র, দুনির্বার, তিগ্মমন্যু [উগ্রক্রোধী], সর্ব্বসংহর্তা, প্রচেতা, অনন্তবীর্য্য এবং দিব্যশরাসন, তূণীর, হিরণ্যবর্ম্ম, পিনাক, বজ্র, শূল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অসি ও মুষলধারী। অহি তাহার যজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাঘ্রাজিন, করে দণ্ড ও বাহুতে অঙ্গদ; তিনি সতত জীবসমূহে পরিবেষ্টিত, অদ্বিতীয় পুরুষ ও তপস্যার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্টবাক্যদ্বারা সতত তাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, অগ্নি ও এই জগতের পরিণাম। দুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাতাব্রহ্মবেদী, নিহন্তা আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশোক ও নিস্পাপ হইলে তাহার দর্শনলাভ করিতে পারেন।

'হে ভারদ্বাজতনয়! ভগবান্ নারায়ণ সেই তেজোনিধান, অক্ষমালাধারী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়মান, অন্ধকনিপাতক বিরূপাক্ষকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপুরঃসর ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, হে আদিদেব! হে বরেণ্য! দেবগণেরও পূর্ব্বজ, যে প্রজাপতিগণ এই বসুন্ধরা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার দেহসম্ভূত। তুমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বক্ষ, পিশাচ, নাগ, নর, সুপর্ণ প্রভৃতি বিবিধ জীবগণের সৃষ্টিকর্তা। তোমার নিমিত্ত ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, সোম ও পিতৃলোকেরা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ, আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উর্ব্বী, কাল, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, বেদ এবং চরাচর বিশ্ব তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; তোমার প্রভাবে সলিলরাশি পৃথক পৃথক্ অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত একাকার হয়। কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রাণীগণের এইরূপ উৎপত্তি ও সংহার অবগত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বপ্রকাশ, সত্যস্বরূপ মনোগম্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষী, চতুর্বিধ বাক্যরূপ শাখাসম্পন্ন পিপ্পলবৃক্ষ এবং পঞ্চমহাভূত, মন ও বুদ্ধি—এই সাত ও শরীর প্রতিপালক অন্য দশ ইন্দ্রিয়রূপ রক্ষকের সৃষ্টি করিয়াছ। কিন্তু তুমি ঐ সমুদয় হইতে স্বতন্ত্র। অনন্ততত্ত্বপ্রযুক্ত তুমি অনির্দেশ্য; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় তোমারই সৃষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্তভুবন ও বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। তুমি বিপক্ষেরও বিপক্ষ, এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর; বিপক্ষতাচরণ করিও না। তুমি বৃহৎ, প্রকাশস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও আত্মা; লোকে তোমার তত্ত্ব অবগত হইলেই তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

'হে দেবপ্রধান! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বধর্ম্মবেদ্য; আমি তোমাকে অর্চনা করিবার নিমিত্ত তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বিকৃত না হইয়া আমাকে আমার অভিলষিত নিতান্ত দুর্লভ বর প্রদান কর।

‘হে দ্রোণপুত্র! নারায়ণ অচিন্ত্যাত্মা পিনাকপাণি নীলকণ্ঠকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া কহিলেন,-হে নারায়ণ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, উরগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, নর, রাক্ষস বা সুপর্ণগণ বিশ্বমধ্যে কেহই তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাঙ্গনে আমা হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শস্ত্র, কি বজ্র, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আর্দ্র বস্তু, কি শুষ্ক পদার্থ, কি স্থাবর, কি জঙ্গম দ্রব্য, কিছুতেই তোমার ক্লেশোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভারদ্বাজতনয়! পূর্ব্বকালে হৃষীকেশ এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বাসুদেবরূপে মায়াপ্রভাবে সমুদয় জগন্মণ্ডল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মা অর্জ্জুন তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। উনি সেই নারায়ণের তপঃপ্রভাবসঞ্জাত নরনামা মহর্ষি। ঐ দুই মহাত্মা আদ্য দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। উঁহারা লোকযাত্রাবিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামতে! তুমিও সেই কর্ম্ম এবং তপোবলে তেজঃ ও ক্রোধমুক্ত হইয়া রুদ্রদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বজন্মে একজন দেবতুল্য বিজ্ঞ মুনি ছিলে। তুমি এই জগৎকে মহেশ্বরময় জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রিয়চিকীর্ষায় নিয়মদ্বারা আত্মাকে পরিক্লিষ্ট এবং পরমপবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদিদ্বারা সেই দেবাদিদেবকে অর্চ্চিত করিয়াছ। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পূজায় প্রীত হইয়া তোমাকেও অভিমত উৎকৃষ্ট বরসকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জন্ম, কর্ম্ম ও তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রূপ। তাঁহারা যেরূপ যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চনা করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে সর্ব্বরূপ অবগত হইয়া সতত শিবলিঙ্গ অর্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসম্ভূত ও রুদ্রভক্ত কেশব। উহাতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নিরন্তর বিদ্যমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থানলাভার্থ সতত তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন; ভগবান বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ জানিয়া সতত অর্চনা করেন; মহাত্মা বৃষধ্বজও কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।’

“হে মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় মহারথ দ্রোণপুত্র বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রুদ্রদেবকে নমস্কার ও কেশবকে মহান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাত্র পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদনপূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া অবহার করিলেন, তখন পাণ্ডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন মাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সেনা বিনাশপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে আচার্য্য নিহত হওয়াতে কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।”

২০৩তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের নিজ জয়কারণ জিজ্ঞাসায় ব্যাসোক্তি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অতিরথাগ্রগণ্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য নিপতিত ও কৌরবগণ রণপরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় স্বীয় বিজয়াবহ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ভগবন্! আমি যৎকালে সংগ্রামে সুনিশ্চিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তকালে পাবকসন্নিভ কোন পুরুষকে আমার অগ্রভাগে অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলনপূর্ব্বক যে যে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সকলে বোধ করিল যে, আমা হইতেই সমুদয় সৈন্য ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ আমি তৎকালে কেবল সেই হুতাশনসন্নিভ পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে পীড়িত করিয়াছি। হে মহর্ষে! সেই সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শুলপাণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পাদস্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল।

"ব্যাসদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নিদানস্বরূপ, সর্ব্বশরীরশায়ী [সর্ব্বদেহস্থিত] ত্রৈলোক্যশরীর [জগন্ময়], সর্ব্বলোকনিয়ন্তা তেজোময়, দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়াছ। যে মহাত্মা ভুবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদায়ক, ত্রিনেত্র, মহাভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসা, স্থাণু, বরদাতা, জগৎপ্রধান, জগদানন্দকর, জগদযোনি, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ্বর, কর্মের ঈশ্বর, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, ত্রিকালস্রষ্টা, যোগস্বরূপ, যোগেশ্বর, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, দুর্জ্ঞেয়, জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়বিধাতা, লোকত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃত্যু জরাবিহীন ও ভক্তগণের বাঞ্ছিতপ্রদ, তুমি সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। বামন, জটিল, মুণ্ডী হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহোৎসাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত বেশধারী বিকৃতানন, বিকৃতপাদ প্রাণীগণ তাঁহার পারিষদ। তিনি তাঁহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহাধনুর্দ্ধর মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের রক্ষিত সেনাগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করিতে পারে?

ব্যাসকর্ত্তৃক রুদ্রমাহাত্মকীর্ত্তন

যাহা হউক, মহাত্মা মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার সমান আর কেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট হইলে তাঁহার আগমনেই অসংখ্য সৈন্য নিহত, কম্পিত ও পতিত হইয়া থাকে। স্বর্গে সুরগণ নিরন্তর তাঁহাকে নমস্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গলাভোপযুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের অর্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহলোকে সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া পরলোকে সদ্গতিলাভ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সেই রুদ্র, নীলকণ্ঠ, সূক্ষ্ম, দীপ্ততম, কপর্দ্দ, করাল, পিঙ্গলা, বরদ, যাম্য, রক্তকেশ, সদাচারনিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর, হরিনেত্র, স্থাণু, হরিকেশ, কৃশ, ভাস্কর, সুতীর্থ,

দেবদেব, বেগবান বহুরূপ, প্রিয়, প্রিয়বাসা, উষ্ণীষধরা সুবক্তব, বৃষ্টিকর্ত্তা, গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, সুবর্ণালঙ্কৃতবাহু, উগ্র, দিক্পতি, পর্জন্যপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গোপতি, বৃক্ষাবৃতদেহ, সেনানী, অন্তর্য্যামী, স্রুবহস্ত, ধনুর্দ্ধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, মঞ্জুবাসা, সহস্রমস্তক, সহস্রনয়ন, সহস্রবাহু ও সহচরণ, ভূতভাবন ভগবানকে নিরন্তর নমস্কার কর। যিনি বরদ, ভুবনেশ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, প্রজাপতি, অনাকুল, ভূতপতি, নরগণের পতি, মাতৃগণের পতি, গণপতি, বৃষধ্বজ, ত্রৈলোক্যসংহারসমর্থ, ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মপ্রধান, ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক, ধার্মিকগণের বহুফলপ্রদ, সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, যোগধর্মৈকগম্য, শ্রেষ্ঠ প্রহরণধারী, ধর্ম্মাত্মা, মহেশ্বর, মহোদর, মহাকায়, দ্বীপিচর্ম্মবাসা, লোকেশ, বরদ, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণি, খড়্গচর্ম্মধারী, পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর, তুমি সেই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। আমি সেই চীরবাসা শরণ্য ঈশানদেবের শরণাপন্ন হইলাম। সেই বৈশ্রবণসখা, সুরেশ, সুবাসা, সুব্রত, সুধন্বা, প্রিয়ধন্বা, বাণস্বরূপ, মৌর্ব্বীস্বরূপ, ধনুস্বরূপ, ধনুর্ব্বেদগুরু, উগ্রায়ুধ, দেব, সুরাগ্রগণ্য, বহুরূপ, বহুধনুর্দ্ধর, স্থাণু, ত্রিপুরঘ্ন, ভগনেত্রঘ্ন, বনস্পতির পতি, নরগণের পতি, মাতৃগণের পতি, গণপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, দেবপতি, পূষার দন্তবিনাশন ত্র্যম্বক, বরদ, হর, নীলকণ্ঠ ও স্বর্ণকেশ ভগবাকে নমস্কার।

দক্ষযজ্ঞবিনাশ-বৃত্তান্ত

'হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে আমি আপনার জ্ঞাত ও শ্রবণানুসারে তাঁহার দিব্য কর্ম্মসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কোপাবিষ্ট হইলে সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ পাতালগত হইয়াও পরিত্রাণ পায় না। পূর্ব্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্ব্বত ও দিকসকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমুদয়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য্যপ্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিঃপদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ঋষিগণ ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া আপনাদিগের ও অন্যান্য প্রাণীগণের মঙ্গলার্থ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব যজ্ঞীয় পুরোডাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হাস্যমুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না। হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুনিশিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিশেষরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৈলাসনাথ কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই

যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন। হে অর্জ্জুন! সুরগণ সেই অবধি তাহার নিকট নিতান্ত ভীত হইয়া আছেন, অদ্যাপি তাহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই।

ত্রিপুরাসুরসংহার-সংবাদ

'পূর্ব্বকালে স্বর্গে মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণের সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্মিত তিনটি পুর ছিল। কমলাক্ষ সুবর্ণময়, তারকাক্ষ রজতময় ও বিদ্যুম্মালী লৌহময় পুর অধিকার করিত। দেবরাজ সমুদয় অদ্বারা ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাত্মা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাহাকে কহিলেন,-হে প্রভো! এই ত্রিপুরনিবাসী অসুরত্রয় ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া লোককে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। হে দেবদেবেশ! আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশসাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যে পশুগণ আপনার ভাগব্যবস্থায় নিয়োজিত হইবে।

শক্তিক্রোড়স্থ শিশুরূপী হরের ইন্দ্রবাহুস্তম্ভন

'হে অর্জ্জুন! দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাদিগের হিতার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুরনিপাতনার্থ গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে বংশধ্বজ, সসাগরা ধরিত্রীকে রথ, নাগেন্দ্র অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়াচলকে যূপ, তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত্র, চারিবেদকে চারি অশ্ব, উপবেদনিচয়কে কবিকা [লাগাম], সাবিত্রীকে প্রগ্রহ, ওঁকারকে প্রতোদ, ব্রহ্মাকে সারথি, মন্দরপর্ব্বতকে গাণ্ডীব, বাসুকিকে গুণ, বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিকে শল্য, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবশ্বত যমকে পুঙ্খ, চপলাকে শিঞ্জিত ও সুমেরুপর্ব্বতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্যরথে আরোহণপুরঃসর এক অপ্রতিম ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবগণ ও ঋষিগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সেই ব্যূহমধ্যে অচলের ন্যায় সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সেই পুরত্রয় অন্তরীক্ষে একত্রে মিলিত হইলে তিনি ত্রিপযুক্ত শল্যে উহা ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই ত্রিপুর বা ত্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় সেই কালাগ্নি, বিষ্ণু ও সোমসংযুক্ত শল্যদ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে পার্ব্বতী বালকরূপধারী মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়া সেই পথদর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অবগত হইবার মানসে কহিলেন, -হে দেবগণ! আমার ক্রোড়ে কে অবস্থান করিতেছে? তখন দেবরাজ ইন্দ্র দুর্দ্দৈবক্রমে সেই বালকের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক বজ্রনিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। ভগবান ভূতনাথ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিলেন। পুরন্দর এইরূপে সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়া সুরগণসমভিব্যাহারে সত্বর ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, -হে ব্রহ্মন্! আমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অভিবাদন করি নাই। বালক আমাদের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াই অবলীলাক্রমে আমাদিগকে পুরন্দরের

সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বালকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

"ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্ম দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যোগপ্রভাবে সেই অমিততেজাঃ বালককে ত্রিলোচন জানিতে পারিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, -হে সুরগণ! সেই বালক এই চরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। তোমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছ, তিনি সেই পার্ব্বতীর নিমিত্তই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন, অতএব চল, আমরা সকলে তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি সর্ব্বজনেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব। তোমরা সকলে সেই বালকসদৃশ ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হও নাই।

হরের কৃপায় ইন্দ্রের পূর্ব্বাবস্থায়

'লোকপিতামহ ব্রহ্ম দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরের নিকট গমন ও তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া বন্দনা করিয়া কহিলেন,—হে দেব। তুমি এই ভুবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তুমি ভব, তুমি মহাদেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরমপদ। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবন্! হে ভূতভবেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎপতে! তুমি ক্রোধার্দিত পুরন্দরের প্রতি কৃপাবলোকন কর।

'হে অর্জ্জুন! ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্যশ্রবণে প্রসন্নতাপ্রদর্শনে উন্মুখ হইয়া অট্টহাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সুরগণ ভগবতী পার্ব্বতী ও রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞবিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্ব্বতী দেবগণের স্তবে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন; দেবরাজ ইন্দ্রের বাহুও পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। সেই রুদ্রদেবই শিব, অগ্নি ও সর্ব্ববেত্তা। তিনি ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিদ্যুৎ। তিনি ভব, পর্জ্জন্য ও নিস্পাপ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ঈশান ও বরুণ। তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিবা। তিনি মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতুসমূহ সন্ধ্যায় ও সংবৎসর। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বকর্ম্মকারী। তিনি স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। তিনি একপ্রকার, বহুপ্রকার, শতপ্রকার, সহস্রপ্রকার ও শতসহস্রপ্রকার। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন যে, তাঁহার ঘোরা ও শিবা নামে দুই মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার বহু প্রকার হইয়া থাকে। অগ্নি, বিষ্ণু ও ভাস্করই তাঁহার ঘোরা মূর্ত্তি এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃপদার্থসমুদয়ই তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ ও অধ্যাত্মনিশ্চয় [মোক্ষশাস্ত্র] মধ্যে যাহা নিতান্ত গূঢ় আছে, তাহাই দেব মহেশ্বর। তিনি বহুল ও জন্মবিবর্জিত।

শিবমাহাত্ম্য শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা

'হে অর্জ্জুন! সেই ভূতভাবন ভগবান্ শিব এইরূপ। আমি সহস্র বৎসরেও তাঁহার সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাগতানুকম্পী [শরণাগতের প্রতি সদয়] দেবাদিদেবে শরণাগত ব্যক্তি সর্ব্বগ্রহগুহীত [নিন্দ্য-অনিন্দ্য সর্ব্বপ্রকার দানগ্রহণকারী] ও সমগ্র পাপসমন্বিত হইলেও তাহার উপর প্রীত হইয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি মনুষ্যদিগের আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও সমগ্র অভিলাষ প্রদান এবং পুনরায়

প্রত্যাহরণ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণমধ্যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তিনি মনুষ্যগণের শুভ ও অশুভবিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঈশ্বরত্বপ্রভাবে সমুদয় অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে পারেন। তিনি মহতের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি বহুতর রূপ, পরিগ্রহ করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার আস্যদেশ সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তোয়ময় হবিঃ পানপূর্ব্বক বড়বামুখনামে কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে বাস করেন। মনুষ্যেরা সেই বীরস্থানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। সেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে। মনুষ্যেরা ঐ সমস্ত রূপের উপাসনা ও বর্ণনা করিয়া থাকে। লোকে তাঁহার কার্য্যের মহত্ত্ব ও বিভূত্বপ্রযুক্ত বহুতর সার্থক নাম কীর্ত্তন করে। বেদে তাঁহার শতরুদ্রীয় স্তব, অনন্ত রুদ্রমন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দিব্য ও মানুষ অভিলাষসকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বিভু এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি দেবগণের আদি। তাহার আস্যদেশ হইতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পশুপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার লিঙ্গ নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং তিনি সতত লোকসকলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই নিমিত্তই লোকে তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঋষি, দেবতা, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার লিঙ্গের অর্চনা করিয়া থাকেন। সেই লিঙ্গ উন্নতভাবে অবস্থিত আছে। উহা পুজিত হইলে মহেশ্বর আনন্দিত হইয়া থাকেন। ত্রিলোকমধ্যে মহাত্মা মহেশ্বরের স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই তিনি, বহুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি একাক্ষিদ্বারা জাজ্জ্বল্যমান বা সর্ব্বতঃ অমিয় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লোকমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাতাঁকে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তিনি ধূম্ররূপ, এই নিমিত্ত ধুর্জ্জটি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপনামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বকায্যে অর্থসকল পরিবর্দ্ধিত ও মনুষ্যগণের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই নিমিত্ত শিবনামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্ব্বতঃ অক্ষিমৎ [শূন্যে বিকীর্ণ]। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ত্র্যম্বকনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধিদ্বারা সাক্ষিরূপ হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে স্থাণুনামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্যের আকাশাকীর্ণ তেজোরাশি তাঁহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি ব্যোমকেশনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া বৃষাকপিনামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরকে নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হরনামে কীর্ত্তন করে। তিনি উন্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্র্যম্বকনামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি পাপাত্মা, কি পুণ্যশীল সমুদয় শরীরীর শরীরে সমভাবে প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার [প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান চক্ষু] বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রহপূজা ও লিঙ্গার্চ্চনা

করেন, তাঁহার নিত্য লক্ষ্মীলাভ হয়। তাঁহার কেবল এক পদ অগ্নিময় ও অন্য পদ সোমময়, এমন নহে, সমুদয় শরীরই অর্ধাংশ অগ্নিময় ও অর্ধাংশ সোমময় বলিয়া কথিত আছে। তাহার অগ্নিময় দেহ দেবগণ ও মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান। মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গলদায়িনী মূর্ত্তি আছে, তিনি সেই মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং তাঁহার যে ঘোরতর মূর্ত্তি আছে, তাহা ধারণপূর্ব্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রতাপশালী এবং মাংস, শোণিত ও মজ্জাভোজী বলিয়া রুদ্রনামে উক্ত হইয়া থাকেন।

'হে অর্জ্জুন! তুমি সংগ্রামকালে যে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ এই তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সিন্ধুরাজবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকেই তোমায় স্বপ্নে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ ভগবানই সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। তুমি যাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার নিকট সেই দেবদেবের ধন্য, যশস্য, আয়ুস্য, পরমপবিত্র, বেদসম্মিত শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সর্বার্থসাধক, সর্ব্বপাপবিনাশন, ভয়দুঃখ নিবারণ, পবিত্র, চতুর্বিধ স্ত্রোত্র শ্রবণ করে, সে সমুদয় শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া শিবলোকে পূজিত হয়। যে মনুষ্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া মহাত্মা দেবদেবের মঙ্গলপ্রদ সাংগ্রামিক দিব্যরচিত ও শতরুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে গমনপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। জনার্দ্দন যাঁহার পার্শ্বস্থ, মন্ত্রী ও রক্ষয়িতা, তাহার পরাজয়সম্ভাবনা কখনই নাই।'

"হে মহারাজ! পরাশরতনয় ব্যাসদেব সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন! এইরূপে মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য, পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।"

বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণপর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফললাভ হয়। এই পর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফললাভ, ক্ষত্রিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয়লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধনপুত্রাদি অভিলষিত বিষয়লাভ হয়, সন্দেহ নাই।।

নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বাধ্যায় সমাপ্ত।

।। দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণ ।।

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

কর্ণপৰ্ব্ব
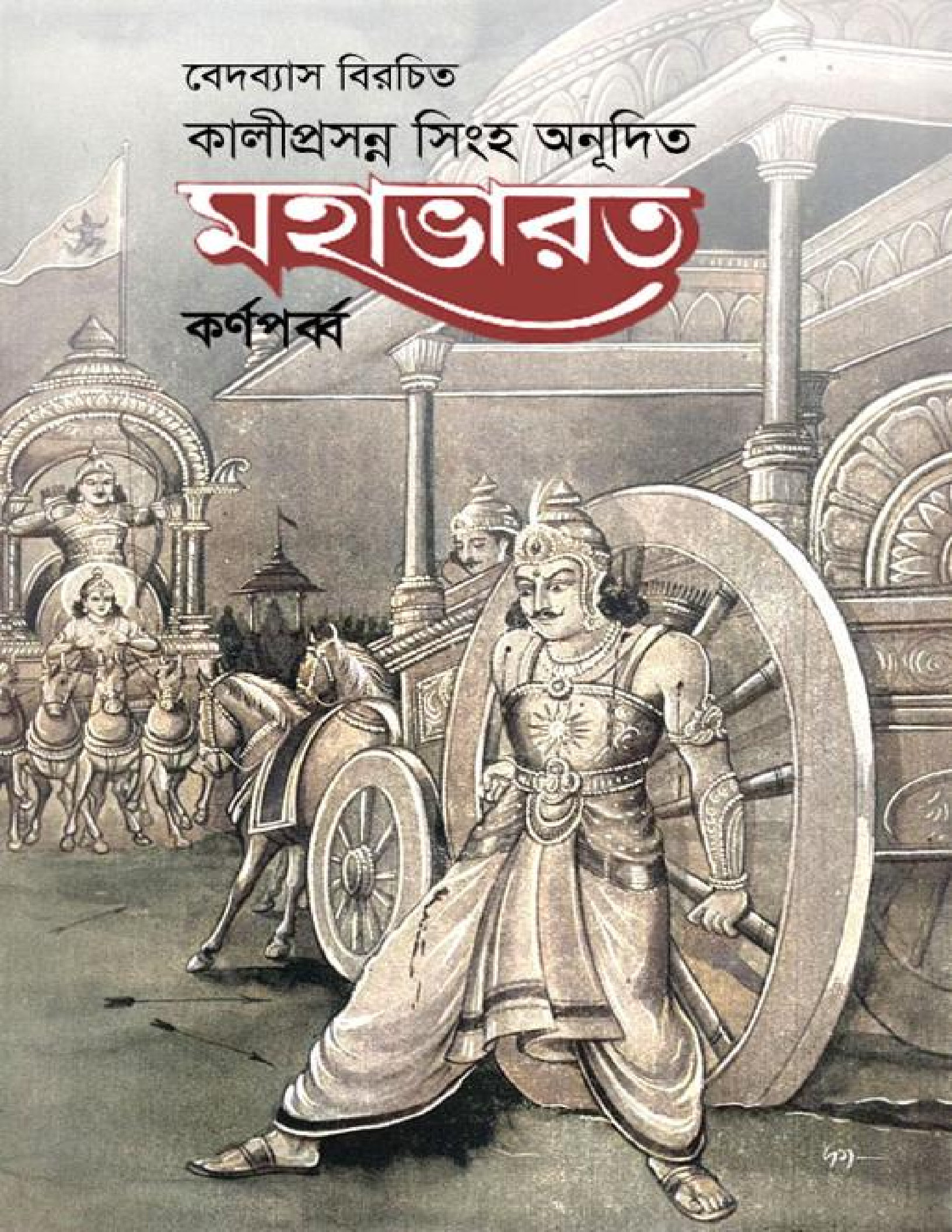
বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

কর্ণপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়

দ্রোণবিনাশে কৌরববিমর্ষ

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে, দুর্য্যোধনপ্রমুখ মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করিলেন। তৎকালে মোহপ্রভাবে তাঁহাদিগের তেজ প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্রবিহিত যুক্তি স্মরণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা ঘোরতর লোকক্ষয় স্মরণ করিয়া শোক ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ রজনীতে মহাবীর সূতপুত্র, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, মহাবল সুবলনন্দন ইঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের আবাসে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়াকালে দ্রৌপদীকে যে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবগণকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয় স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখ ও উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সেই রজনী তাঁহাদের শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কৌরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ অতিকষ্টে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

কর্ণের সেনাপতিত্ব—যুদ্ধে নিধন

অনন্তর প্রভাতকালে কৌরবগণ বিধিবিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আশ্বস্তচিত্তে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং কর্ণকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাঙ্গল্যসূত্রবন্ধন এবং দধিপাত্র, ঘৃত, অক্ষত [তণ্ডুল], নিষ্ক [স্বর্ণালঙ্কার], গো, হিরণ্য [সুবর্ণ] ও মহামূল্য বসনদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবীর কর্ণকে 'জয়লাভ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এ দিকে পাণ্ডবেরাও প্রভাতোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ কৌরব ও পাণ্ডবগণের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কর্ণ কৌরবগণের সেনাপতি হইলে দুই দিবস কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি আশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ ঐ দুই দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক শত্রু বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সমক্ষেই অর্জ্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমরসংবাদপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয়ের যুদ্ধবৃত্তান্ত সবিস্তর শ্রবণেচ্ছা

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠানপরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিলেন? তিনি যে কর্ণের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্রগণের বিজয়লাভের আশংসা [আশা] করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে কিরূপে জীবনধারণে সমর্থ হইলেন? তিনি এই একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছ্রদশায় [ক্লেশকর অবস্থায়] নিপতিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য অসংখ্য সুহৃৎ ও পুত্রপৌত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রাণপরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। পূর্বপুরুষগণের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

২য় অধ্যায়

বৈশম্পায়ন-প্রত্যুত্তর—সঞ্জয়ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় রজনীযোগে উদ্বিগ্নমনে বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক সত্বর হস্তিনানগরীতে গমন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই হততেজাঃ কুরুরাজকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পাদবন্দন ও ন্যায়ানুসারে সৎকার করিয়া অতি কষ্ট সহকারে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমি সঞ্জয়। কেমন, আপনি ত' সুখে আছেন? আপনি আপনার দোষে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া ত' বিমোহিত হয়েন নাই? বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কেশব, রাম [বলরাম] এবং নারদ ও কণ্বপ্রমুখ মহর্ষিগণ আপনাকে সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। এক্ষণে কি তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রমুখ আপনার সুহৃদগণ আপনার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শহস্তে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না?"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতিদিন দশসহস্র রথীর প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম পাণ্ডব সুরক্ষিত শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। ভৃগুনন্দন রাম [পরশুরাম] বাল্যকালে যাঁহাকে ধনুর্ব্বেদে উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহীপালগণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে যাঁহাদের তুল্য চতুর্ব্বিধ [বাণ, খড়্গ, গোলা, মুগর] অস্ত্রে

পারদর্শী আর কেহই নাই, সেই বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশপ্তকসৈন্যগণ বিনষ্ট, দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও অন্যান্য সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কৌরবেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? আমার বোধ হইতেছে, উহারা দ্রোণের নিধনানন্তর অর্ণবমধ্যস্থ নৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয়। সৈন্যগণ পলায়নপরায়ণ হইলে কর্ণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দুর্য্যোধনপ্রমুখ আমার অবশিষ্ট আত্মজগণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মপক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার অপরাধবশতঃ কৌরবগণের যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি দৈবদূর্ঘটনায় অনুতাপ করেন না। মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থলাভ দৈবায়ত্ত। অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্টপ্রাপ্তিনিবন্ধন শোক করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অশুভ ঘটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হই না। দৈবই আমার অনিষ্টের কারণ; অতএব তুমি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।"

৩য় অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণধবার্ত্তাশ্রবণ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিপতিত হইলে আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষণ্ন, ম্লানবদন ও বিচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্রধারণপূর্ব্বক শোকার্তচিত্তে অবাঙ্মুখে [অধোবদনে] পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া বিষণ্নমনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। দ্রোণবিনাশদর্শনে তাঁহাদিগের, হস্ত হইতে শোণিতাক্ত শস্ত্রসমুদয় ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! অস্ত্রসমুদয় সৈন্যগণের হস্তে লম্বমান থাকাতে উহা নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রজালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

"তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প দেখিয়া কহিলেন, "হে বীরগণ! আমি তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ভারদ্বাজ [দ্রোণ] নিহত হওয়াতে তোমাদিগকে নিতান্ত বিষণ্নের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। সমপ্রবৃত্ত বীরপুরুষের জয়লাভ বা মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা চতুর্দ্দিক হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ, মহাবল মহাত্মা কর্ণ শরাসন ও দিব্যাস্ত্রধারণপূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় যাঁহার ভয়ে মৃগেন্দ্রভীত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সতত প্রতিনিবৃত্ত হয়, যিনি মানুষযুদ্ধেই অযুত নাগতুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেনকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন এবং যিনি অমোঘশক্তিদ্বারা দিব্যাস্ত্রবেত্তা মায়াবী ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছেন, অদ্য সেই

দুর্ব্বারবীর্য্য [অপ্রতিহতবিক্রম] সত্যসন্ধ মহাবীরের অক্ষয্য [অক্ষয়—অফুরন্ত] বাহুবল সন্দর্শন কর। পাণ্ডবেরাও

বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় অশ্বত্থামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান ও কৃতাস্ত্র। তোমাদের মিলিত হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সসৈন্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিপাতিত করিতে পার।' হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে এই কথা কহিয়া, ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। রণদুর্ম্মদ মহারথ কর্ণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে ভ্রমর পংক্তির ন্যায় শত শত শরধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এইরূপে পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনহস্তে নিহত হইয়াছেন।

৪র্থ অধ্যায়
ভীমের দুঃশাসনসংহার-রক্তপান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিবামাত্র অপার শোকসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিহত বোধ করিয়া বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া বিসংজ্ঞ মাতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজা ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ভরতকুলকামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ রাজার নিকট আগমনপূর্ব্বক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমূর্চ্ছিত বাষ্পপরিপূর্ণ কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহিলাগণ সঞ্জয়ের বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া বায়ুচালিত কদলীর ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। মহাত্মা বিদুর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে জলসেচনপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক রমণীগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় তূষ্ণীম্ভূত [অতিশয়] হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তাপূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গবল্‌গণনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, সমুদয় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র রাজ্যকামুক দুর্য্যোধন ত' জয়লাভে নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থস্বরূপ কীর্ত্তন কর।"

মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! মহারথ কর্ণ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যশস্বী ভীমসেন সমরে

দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার শোণিত পান করিয়াছেন।”

৫মে অধ্যায়
কৌরবগণের আদ্যোপান্ত বধবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্যশ্রবণে সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতিবশতঃই কর্ণ নিহত হইয়াছে। সূতপুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণে শোকে আমার মর্ম্মভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের মধ্যে কাহারা জীবিত রহিয়াছে আর কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদ্‌বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ। প্রতাপবান্ দুরাধর্ষ শান্তনুনন্দন দশদিনে অর্ব্বুদসংখ্যক পাণ্ডবসৈন্য নিহত, মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগের রথীগণকে নিপাতিত, মহাবীর কর্ণ ভীষ্মদ্রোণহতাবশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্যের অর্ধাংশ ধ্বংস, মহাবলপরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি দ্বারকাবাসী শত শত যোধগণকে বিনষ্ট এবং অবন্তিদেশীয় রাজপুত্র মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ হতাশ্ব ও ক্ষীণায়ুধ হইয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইয়াছেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধন দুর্নীতিজনিত বিবিধ ক্লেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছেন। সিন্ধুরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের বশবর্তী ছিল, যে বীর সতত আপনার শাসনানুসারে কার্য্য করিতেন, অর্জ্জুন নিশিতশরনিকরে একাদশ-অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধনপুত্র সুভদ্রাতনয়ের, মহাবলপরাক্রান্ত সমর-নিপুণ দুঃশাসনতনয় দ্রৌপদীনন্দনের, কৌরববংশীয় শত্রুবিহীন ভূরিবিক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির, সমরবিশারদ কৃতাস্ত্র অমর্ষ [ক্রোধ]পূরিত দুঃশাসন ভীমসেনের এবং অর্ণবের অনূপবাসী [জলাভূমি] কিরাতগণের অধিপতি, দেবরাজের প্রিয়সখা, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত ভগদত্ত ও নির্ভীক্‌চিত্ত মহাধনুর্দ্ধর সংগ্রামনিরত অম্বষ্ঠরাজ শ্রুতায়ু ধনঞ্জয়ের হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন। যে বীরের বহু সহস্র অদ্ভুত গজসৈন্য ছিল, মহাবীর অর্জ্জুন সেই সুদক্ষিণকে সংহার করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহাবলপরাক্রান্ত বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া অভিমন্যুর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমের সহিত বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন। অসিচর্ম্মধারী শত্রুকুলের ভীষণ মদ্ররাজনন্দন অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্রপ্রয়োগকুশল, কর্ণতুল্য তেজস্বী বৃষসেনকে নিহত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বিষম বিপক্ষ রাজা শ্রুতায়ুও উহার হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃদ্ধরাজা ভগীরথ ও কেকয়দেশীয় বৃহৎক্ষত্র সমরাঙ্গনে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহদেব মহাবলপরাক্রান্ত মাতুলজ ভ্রাতা [মামাতো ভাই] শল্যপুত্র রুক্মরথকে, নকুল শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিয়া পরাক্রান্ত ভগদত্তপুত্রকে, বৃকোদর মহাবলপরাক্রান্ত স্বগণপরিবেষ্টিত আপনার পিতামহ

বাহ্লীককে এবং মহাত্মা অভিমন্যু মগধদেশীয় জরাসন্ধকুমার জয়সেনকে নিহত করিয়াছেন। আপনার পুত্র শূরাভিমানী মহারথ দুর্ম্মুখ ও দুঃসহ ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ, দুর্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষকনামে সমরদুর্ম্মদ ভ্রাতৃদ্বয় সংগ্রামে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক শমনসদনে গমন করিয়াছেন। আপনার সচিব বীর্য্যবান বৃষবর্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অর্জ্জুন অযুত নাগের তুল্য বলসম্পন্ন রাজা পৌরব এবং আপনার শ্যালক বৃষক ও অচলের প্রাণনাশ করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বসাতি, বহুসহস্র সংশপ্তক, শ্রেণিমান, মহাবলপরাক্রান্ত শূরসেন, বর্ম্মধারী সমরদুর্ম্মদ অভীষাহ, বলবীর্য্যসম্পন্ন শিবি, সংগ্রামনিপুণ কলিঙ্গ ও গোকুলসংবৃদ্ধ [গোগণের বৃদ্ধিকারী] কোপনস্বভাব অপবৃত্তক [সমরে অপরাঙ্মুখ] বীরগণও অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ওঘবান্ ও বৃহন্ত ইঁহারা দুইজন মিত্রের হিতসাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভীমসেন মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর শাল্বরাজ ও মহারাজ ক্ষেমধূর্ত্তিকে, সাত্যকি অরাতিনিসূদন মহাবল জলসন্ধকে এবং ঘটোৎকচ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিপাতিত করিয়াছেন। সূতপুত্র কর্ণ, তাঁহার মহারথ ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয় ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের সাবিত্রীপুত্র, প্রাচ্য [*পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণদেশীয়], উদীচ্য [*], প্রতীচ্য [*] ও দাক্ষিণাত্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, বর্ম্ম ও বসনভূষণসম্পন্ন সুখপরিবর্দ্ধিত বীরগণ ও পরস্পর বধাভিলাষী অমিতপরাক্রম যোধগণকে আক্রমণপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামে অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যেরূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরকে, শ্রীরাম রাবণকে, কৃষ্ণ নরক ও মুরকে, পরশুরাম জ্ঞাতিবন্ধুবান্ধবসমেত যুদ্ধদুর্ম্মদ কার্ত্তবীর্য্যকে, কার্ত্তিকেয় ত্রৈলোক্যমোহন মহাযুদ্ধে মহিষকে [মহিষাসুরকে] এবং রুদ্র অন্ধককে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন অমাত্যবান্ধবের সহিত কর্ণকে নিহত করিয়াছেন। যাঁহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়াশা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের মূল, পাণ্ডবগণ এক্ষণে সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হে মহারাজ! পূর্বে আপনি হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন নাই, সেই নিমিত্তই আপনার রাজ্যকামুক পুত্রগণের বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে হিতৈষী লোকের অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফলভোগর কাল সমুপস্থিত হইয়াছে।”

৬ষ্ঠ অধ্যায়
পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বধবৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যে সমস্ত যোধগণকে সংহার করিয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কৌরবগণকর্ত্তৃক পাণ্ডবপক্ষের যে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্মদেব অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণপরিবৃত মহাবলপরাক্রান্ত কুন্তিগণ এবং নারায়ণ, বলভদ্রপ্রমুখ শত শত শূরগণকে নিপাতিত

করিয়াছেন। অর্জ্জুনতুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন সত্যজিৎ, পুত্রসমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সমরে অর্জ্জুন, বাসুদেব ও বলভদ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মহাবলপরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শত্রুসংহারপূর্ব্বক পরিশেষে ছয়জন মহারথকর্ত্তৃক পরিবৃত ও বিরথীকৃত হইয়া দুঃশাসনতনয়ের হস্তে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন। অরাতিমর্দ্দন শ্রীমান অম্বষ্ঠতনয় মিত্রহিতার্থ অসংখ্য সেনাসমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষসৈন্য সংহারপূর্ব্বক দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবীর দুঃশাসন রণবিশারদ কৃতাস্ত্র মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে, দ্রোণাচার্য্য রণপণ্ডিত রাজা দণ্ডধার, মণিমান, ও মহাবলপরাক্রান্ত সসৈন্য, ভোজরাজ অংশুমানকে, সমুদ্রসেন সমুদ্রতীরবাসী চিত্রসেন ও তাঁহার পুত্রকে, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ অনূপবাসী নীল ও বীর্য্যবান ব্যাঘ্রদত্তকে, বিকর্ণ বিচিত্রযোধী চিত্রায়ুধকে, কেকয়রাজ কেকয়দেশীয় যোধগণে পরিবেষ্টিত, বৃকোদরসম পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতাকে এবং আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ পর্বতনিবাসী প্রতাপবান্ গদাযোধী জনমেজয়কে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রদীপ্ত গ্রহদ্বয়ের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত রোচমাননামক ভ্রাতৃদ্বয় দ্রোণসায়কপ্রভাবে সমরে নিপতিত হইয়াছেন।

"হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মাতুল পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ এবং পাঞ্চালদেশীয় মিত্রধর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্মা দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বসুদানপুত্র কাশিক যোধগণে পরিবৃত কাশিরাজ অভিভূকে নিপাতিত করিয়াছেন। বীর্য্যবান্ অমিতৌজা, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা শত শত অরাতি সংহারপূর্ব্বক পরিশেষে কৌরবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখণ্ডিতনয় ক্ষত্রদেবকে, কৌরবেন্দ্র বাহ্লীক শস্ত্রধারী সেনাবিন্দুতনয়কে এবং মহাবীর দ্রোণ মহারথ সুচিত্র ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্ম্মা এবং শিশুপালপুত্র সুকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, বীর্য্যবান মদিরা, পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্ত, অরাতিমদ্দন বসুদান ও অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। পরমাস্ত্রবিশারদ মহাবল মগধরাজ ভীষ্মের হাতে নিহত হইয়া সংগ্রামস্থলে শয়ান রহিয়াছে। পর্ব্বসময়ের সমুদ্রের ন্যায় উদ্ধত মহাবীর বার্দ্ধক্ষেমি বিগতায়ুধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুশ্রেষ্ঠ বিপক্ষদলন সেনাবিন্দু, পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ এবং বিরাটপুত্র মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাণ্ডবহিতার্থে সমরে দুরূহ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বীর দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।"

৭ম অধ্যায়
কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট বীরগণ-বৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যখন অস্মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন, তখন আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য আমার কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমার

আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? যে মহাবীর লক্ষ কুঞ্জরতুল্য বাহুবলশালী ছিল, সেই সমরশোভী সূতপুত্রও একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। হে সঞ্জয়! আমাদের যে সমস্ত প্রধান প্রধান বীর নিহত হইয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কে কে জীবিত আছে, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন কর। আজ তোমার মুখে অসাধারণ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন বীরগণের নিধনবার্তাশ্রবণে, যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকেও আমার মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য যাঁহাকে বিশুদ্ধ চতুৰ্ব্বিধ মহাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিয়াছেন, সেই ক্ষিপ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ বীৰ্য্যবান মহারথ অশ্বত্থামা এবং দ্বারকাবাসী হৃদিকাত্মজ ভোজরাজ কৃতবৰ্ম্মা আপনাদের হিতার্থ সমরে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি আপনার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে ‘কর্ণের তেজ নিরাশ করিব’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই শত্রুসমানবীৰ্য্য দুরাধর্ষ আৰ্ত্তায়ননন্দন শল্য আপনাদের হিতসাধনার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। মহাবীর গান্ধাররাজ আপনার হিতার্থ আজানেয়, সৈন্ধব, নদীজ, কম্বোজ, বনায়ুজ ও পার্বতীয়গণসমভিব্যাহারে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন। চিত্রযোধী মহাবাহু কৃপ বিচিত্র শরাসন সমুদ্যত করিয়া এবং মহারথ কেকয়রাজপুত্র সদশ্ব ও পতাকাযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া আপনার হিতকামনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার পুত্র পুরুমিত্র অনল ও সূৰ্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন রথে আরোহণপূৰ্ব্বক মেঘরহিত গগনমণ্ডলে বিরাজমান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পুরুষপ্রধান রাজা দুর্য্যোধন অসংখ্য মাতঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থানপূৰ্ব্বক মৃগেন্দ্রের ন্যায় এবং সুবর্ণবিচিত্র বৰ্ম্ম ধারণপূৰ্ব্বক হেমভূষিত রথে আরোহণ করিয়া অল্পধূম বহ্নির ন্যায় ও মেঘান্তরিত দিবাকরের ন্যায় রাজগণমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। আপনার পুত্র অসিচৰ্ম্মপাণি [ঢাল-তরবালধারী] সুষেণ ও সত্যসেন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া আদিতচিত্তে সমরবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর ক্ষণভোজী, সুদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, শ্রুতিবৰ্ম্মা, শল্য, সত্যব্রত ও দুঃশল- ইঁহারা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। শত্রুঘাতক শূরাভিমানী রাজপুত্রকৈতব্যাধিপতি অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিসমভিব্যাহারে সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর শ্রুতায়ু, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণের পুত্র সত্যসন্ধ- ইঁহারা সংগ্রামার্থ সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সমস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণের আর দুই পুত্র অল্পবীৰ্য্যসম্পন্ন সৈন্যগণসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের প্রভূত সৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিজয়কামনায় এই সমুদয় ও অন্যান্য অপরিমিত প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ যোধগণে সমবেত হইয়া প্রভূত মাতঙ্গসৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।”

ধৃতরাষ্ট্রের শোকজনিত মহামোহাবেশ

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, “হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় যে যে বীরগণ বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের নাম কীৰ্ত্তন করিলে। তুমি ইতিপূৰ্ব্বে মৃতব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই আমি কোন্ কোন্ ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশ ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষবার্ত্তাশ্রবণজনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ক্ষণকাল বিলম্ব কর, এই সুদারুণ অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অঙ্গসকল অবসন্ন হইয়াছে, আমি কোনক্রমেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না।" কুরুরাজ সঞ্জয়কে এই কথা কহিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইলেন।

৮ম অধ্যায়
কর্ণবধে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণ ও সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রগণকে নিহত শ্রবণে, আত্মীয়নাশ ও পুত্রবিয়োগজনিত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ভূতসংমোহন, সুমেরুসঞ্চারণের ন্যায়, মহামতি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধিবিভ্রমের ন্যায়, মহাবলপরাক্রান্ত ইন্দ্রের শক্তহস্তে পরাজয়ের ন্যায়, মহাতেজস্বী সূর্য্যের ভূতলপতনের ন্যায়, অনন্তের সলিলযুক্ত মহাসাগর শোষণের ন্যায়, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সলিলরাশির অত্যন্তাভাবের ন্যায় এবং পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত ও অশ্রদ্ধেয় কর্ণবিনাশবৃত্তান্ত একান্তমনে চিন্তা করিয়া, 'সর্ব্বনাশ হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণও বিনষ্ট হইবে' বলিয়া স্থির করিলেন, এবং শোকসন্তপ্তচিত্তে শিথিলকলেবরে দীনভাবে 'হা হতোস্মি' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বকবিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিলেন, "হায়! যাহার বলবিক্রম সিংহ ও মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্কন্ধ ও চক্ষু বৃষভের ন্যায়; যাহার জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও শরবর্ষণশব্দে রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইত; যে বীর বৃষভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃষভের ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইত না এবং জিগীষাপরবশ দুর্য্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে, সেই দুঃসহপরাক্রম পুরুষপ্রবর মহাবীর কর্ণ সহসা কিরূপে অর্জ্জুনশরে নিহত হইল? যে স্বীয় ভূজবীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া বাসুদেব, অর্জ্জুন এবং বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্যান্য ভূপালগণকে লক্ষ্যই করিত না, যে বীর 'আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব' বলিয়া রাজ্যলোলুপ লোভবিমোহিত ভয়ার্ত্ত দুর্য্যোধনকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিত, হে মহাবীর দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিশিত শরনিকরে কাম্বোজ, অবন্তি, কেকয়, গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, অঙ্গন, অশক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কৌশল, কাশি, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, তরল, অশ্বক ও ঋষিকদিগকে পরাজয় করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিল, সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা সেনাপতি কর্ণ কিরূপে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক নিহত হইল? দেবগণমধ্যে ইন্দ্র ও মনুষ্যগণমধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ; এই ত্রিলোক মধ্যে আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

নাই। অশ্বগণমধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ভূপালগণমধ্যে বৈশ্রবণ [কুবের], দেবগণমধ্যে মহেন্দ্র ও শস্ত্রবর্ষীদিগের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি দুর্য্যোধনের উন্নতির নিমিত্ত বলবীর্য্যশালী পার্থিবগণের সহিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ যাঁহাকে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাদব ও কৌরবগণ ব্যতিরেকে আর পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবীর কর্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুনহস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া সাগরমধ্যে বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় ও সমুদ্রমধ্যস্থ প্লবহীন [নৌকাদি আশ্রয়] মনুষ্যের ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। হে সঞ্জয়! যখন আমি ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট হইলাম না, তখন বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ও দুর্ভেদ্য। হায়! আমা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের এইরূপ পরাভব শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করে? আমি আর এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারি না; এক্ষণে বিষভক্ষণ, অগ্নিপ্রবেশ বা পর্ব্বতশিখর হইতে পতনদ্বারা প্রাণত্যাগ করিবার বাসনা করি।"

৯ম অধ্যায়
কর্ণনাশে ধৃতরাষ্ট্রের শেষ-আশা ভঙ্গ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! সাধুগণ আপনাকে কুল, যশ, শ্রী, তপস্যা ও বিদ্যাতে নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞানবিষয়ে মহর্ষিদিগের ন্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আর শোক করিবেন না, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যখন শালতরুসন্নিভ সূতনন্দন সমরে নিহত হইয়াছেন, তখন দৈবই বলবান্; পুরুষকারে ধিক! উহা কোন কার্য্যকারক নহে। মহারথ কর্ণ শরনিকরে অসংখ্য যুধিষ্ঠিরসৈন্য ও পাঞ্চালদেশীয় রথীগণকে নিপাতিত, দিক তাপিত এবং বজ্রহস্ত বাসব যেমন অসুরগণকে মোহিত করেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া কিরূপে বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল? সূতপুত্রের নিধন নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক। আমি কর্ণের নিধন ও অর্জ্জুনের জয়লাভ শ্রবণ করিয়া শোকসাগরের পারদর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। আমার চিন্তা অতিশয় পরিবর্ধিত হইতেছে, কোনওক্রমেই আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময় ও দুর্ভেদ্য; নতুবা পুরুষপ্রধান কর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে উহা কি নিমিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে না? নিশ্চয়ই দেবতারা আমার সুদীর্ঘ পরমায়ু কল্পনা করিয়াছেন; সেই নিমিত্ত সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে যারপরনাই দুঃখিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। হে সঞ্জয়! এই বন্ধুহীন হতভাগ্যের জীবনে ধিক। অদ্য আমার এই গর্হিত দশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত দীন ও সকলের শোচ্য [শোকাবহ] হইলাম। পূর্ব্বে সকল লোকেই আমাকে সৎকার করিত; এক্ষণে আমি শত্রুকর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করি? মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনে আমি যারপরনাই দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। যখন সূতপুত্র নিহত হইয়াছে, তখন আমার সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইল। যে মহাবীর কর্ণ আমার পুত্রগণকে সংগ্রামসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত, আজ সে অসংখ্য শর পরিত্যাগপুর্ব্বক সমরে নিহত হইয়াছে। সেই মহাবীর ব্যতীত

আমার জীবনে প্রয়োজন কি? হায়! আজ সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরার্দিত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গবিনিপাতিত কুঞ্জরের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া ভূমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে। যে মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের বল, পাণ্ডবগণের ভয়স্থান ও ধনুর্দ্ধরদিগের উপমাস্থল ছিল, সেই মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এক্ষণে দেবরাজবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের জলবিন্দুর ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হইল না। আমরা যেরূপ কার্য্য করিবার চিন্তা করি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান ও কাল নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়।

দারুণ দুঃশাসনশোকে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মগ্লানি

"হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা হীনপৌরুষের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইয়া নিহত হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে? মহামতি যুধিষ্ঠির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু মূঢ়াত্মা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধসদৃশ হিতকর বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করে নাই। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অর্জ্জুনের নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলে, পার্থ অবনী বিদারণপূর্ব্বক জলধারা উত্তোলিত করিয়াছিল। মহাবাহু শান্তনুনন্দন তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন, বৎস! আর সংগ্রাম করিও না; আমার নিধনেই তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এক্ষণে সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভ্রাতৃভাবে পৃথিবী ভোগ কর। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র তৎকালে শান্তনুতনয়ের সেই বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া এক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হায়! দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্ব্বনাশকর দুরোদর [পাশাখেলা] প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে; আমি নিতান্ত কৃচ্ছ্রে [কষ্টে] নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ বিহঙ্গমের পক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন পক্ষহীন ও গমনে অসমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতিবন্ধুহীন, অর্থহীন, নিতান্ত ক্ষীণ ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়া যারপরনাই কষ্টভোগ করিতেছি। হায়! এখন কোথায় গমন করিব?"

১০ম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সবিস্তার কর্ণবধবৃত্তান্তশ্রবণেচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকব্যাকুল ও বিষামদগ্ন হইয়া এইরূপ বহুতর বিলাপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, "বৎস! যে বীর দুর্য্যোধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদয় কম্বোজ, অম্বষ্ট, কৈকেয়, গান্ধার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া সমুদয় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবলশালী পাণ্ডবগণ শরনিকরদ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে। সেই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনশরে নিহত হইলে অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর

সমরাঙ্গনে অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সূতপুত্র পাণ্ডবশরে নিহত হইলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ ত' তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যেরূপে নিহত হইয়াছে, তুমি তাহা ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট বর্ণন করিয়াছ। দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রতিপ্রহারপরাঙ্মুখ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্ধর ন্যস্তশস্ত্র [অস্ত্রপরিত্যাগী] যোগান্বিত দ্রোণাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়্গাঘাতে নিহত করিয়াছে। ঐ বীরদ্বয়ের মৃত্যু ছিদ্রান্বেষণতৎপর অরাতিগণের ছলপ্রভাবেই হইয়াছে। ন্যায়যুদ্ধে বজ্রধর ইন্দ্রও উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে দিব্যাস্ত্রবর্ষী ইন্দোপম মহাবীর কর্ণ কিরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর। সুররাজ পুরন্দর যাহাকে কবচ ও কুণ্ডলযুগলের বিনিময়ে কনকভূষণ, অরাতিনিপাতন দিব্যশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার নিকট সুবর্ণভূষণ সর্পমুখ দিব্যশর বিদ্যমান ছিল, যে বীর ভীষ্ম, দ্রোণপ্রমুখ মহারথগণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ন্যের [পরশুরামের] নিকট ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল, যে বীর শরপীড়িত দ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া শরনিকরে সৌভদ্রের শরাসনচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, যে বীর অযুতনাগতুল্য পরাক্রান্ত ও বজ্রের ন্যায় বেগবান ভীমসেনকে সহসা বলহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল, যে বীর নতপর্ব্বশরনিকরে সহদেবকে নির্জ্জিত ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মানুরোধে নিহত করে নাই, যে বীর ইন্দ্রশক্তিদ্বারা অশেষমায়াবলম্বী, জয়লিপ্সু, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছে এবং মহাবীর ধনঞ্জয় ভীত হইয়া যাহার সহিত এতাবৎকাল দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, সেই মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ কিরূপে সংগ্রামে নিহত হইল? তাহার রথ ভগ্ন, শরাসন বিশীর্ণ বা অস্ত্র বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপাতিত হইত না। মহাবীর কর্ণ সমরে মহাচাপ বিঘূর্ণনপূর্ব্বক ভীষণ শর ও দিব্যাস্ত্রসমুদয় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে পরাজিত করা কাহার সাধ্য? হে সঞ্জয়! তোমার মুখে কর্ণের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তাহার শরাসন ছিন্ন বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্রসমুদয় বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমুদয়ের অন্যতর কারণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

"হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা 'আমি অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না' বলিয়া দৃঢ়ব্রত করিয়াছিল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার রণনৈপুণ্য স্মরণে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয় নাই, যে বীরের বলবীর্য্যপ্রভাবে আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রেয়সী পাঞ্চালীকে বলপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবগণসমক্ষে দাসভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়া সভামধ্যে দ্রৌপদীকে 'হে বরবর্ণিনি! তোমার ষণ্ডতিলসদৃশ পতিগণ আর বর্ত্তমান নাই; অতএব অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর' বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সূতনন্দন কিরূপে শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? ঐ মহাবীর পূর্ব্বে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল, হে মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যদি সমরনিপুণ ভীষ্ম ও যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাতপযুক্ত কৌন্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, তবে আমি উহাদের সকলকেই নিহত করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনদিগ্ধ শর সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলে গাণ্ডীবশরাসন ও অক্ষয়তূণীরদ্বয় কি করিতে পারিবে? যে

মহাধনুর্দ্ধর এইরূপে আস্ফালন করিয়া দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, সেই সূতপুত্র কিরূপে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? যে মহাবীর গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরের উগ্রতা অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীকে 'হে পাঞ্চালি! তুমি পতিহীনা হইয়াছ' বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, যে বীর বাহুবলপ্রভাবে মুহূর্ত্তকালও জনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে ভীত হয় নাই, আমার মতে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মৌর্ব্বী [ধনুকের গুণ] স্পর্শ বা বর্ম্ম ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারে? বরং ভূমণ্ডল চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির অংশুবিহীন হইতে পারে, কিন্তু সমরে অপরাঙ্মুখ কর্ণের বিনাশ কখনই সম্ভবপর নহে।

"'আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যে সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে সহায় করিয়া বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, সে এক্ষণে তাহাদের উভয়কে নিহত অবলোকন করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন দ্বৈরথযুদ্ধে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাণ্ডবগণকে জয়যুক্ত দর্শন করিয়া কি কহিল? বোধ করি, সে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে নিহত, সৈন্যসমুদয়কে মহারথগণকর্ত্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণকে পলায়নপরায়ণ এবং রথীগণকে বিদ্রুত অবলোকন করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্ব্বিনীত, অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে সুহৃদগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ সুমহান্ বৈরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। এক্ষণে সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ ও প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদয়কে নিহত দেখিয়া কি কহিল? গান্ধাররাজ শকুনি পূর্ব্বে সন্তুষ্টচিত্তে দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছিল; এক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া কি বলিল? সাত্বতবংশীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদশিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই রূপযৌবনসম্পন্ন মহাযশস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি বলিলেন? আর ধনুর্বেদবিশারদ রথীসত্তম কৃপ, কর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত রণদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য নৃপতিগণই বা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন?

"হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে কোন্ কোন বীর অংশক্রমে সেনামুখে অবস্থান করিয়াছিলেন? মহারথ মদ্ররাজ শল্য কি নিমিত্ত কর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? মহারথ সূতপুত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন কোন বীর তাঁহার দক্ষিণচক্র, কে বামচক্র এবং কাহারাই বা পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? তৎকালে কোন্ কোন্ মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কাহারাই বা ক্ষুদ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপ হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? এক সমবেত কৌরবগণসমক্ষে মহারথ কর্ণ কিরূপে নিহত হইল? মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ পাণ্ডবগণ সমরে সমাগত হইয়া কিরূপে জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিল এবং মহাবীর কর্ণের সেই সর্পমুখ দিব্যশর কি নিমিত্ত তকালে ব্যর্থ হইয়া গেল? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

"হে সঞ্জয়! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, তখন আমি হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্যগণকেও নিঃশেষিত বোধ করিতেছি। মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীষ্ম ও

দ্রোণ আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব? যাহার অযুত কুঞ্জরের তুল্য বাহুবল ছিল, এক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডবকর্ত্তৃক নিহত হইল। আমি বারংবার আর এরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। যাহা হউক, দ্রোণের নিধনানন্তর মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের হিতার্থে পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল, তাহা সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

১১দশ অধ্যায়
যুদ্ধার্থ অশ্বত্থামাদির মন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে কুরুরাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের নিধনদিবসে মহারথ দ্রোণপুত্রের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ও কৌরবসৈন্যগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় সৈন্যসমুদয় রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে রণস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং স্বীয় ভুজবলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জয়লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে সন্ধ্যাসময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সমরে বিরত হইলেন। তখন কৌরবগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া স্বীয় শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সকলে সমবেত ও অতিরমণীয় আস্তরণসমাবৃত মহার্হ পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া সুখশয্যাধিরূঢ় অমরগণের ন্যায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন সুমধুর প্রিয়বচনে সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধীমান নরপালগণ! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।'

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে সিংহাসনাধিরূঢ় যুদ্ধার্থী নরগতিগণ বিবিধ চেষ্টাদ্বারা সমরাভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বাক্যজ্ঞ মেধাবী আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা প্রাণত্যাগে উদ্যত নরপালগণের ইঙ্গিত অবগত হইয়াও রাজা দুর্য্যোধনের বালার্কসদৃশ [নবোদিত সূর্য্যতুল্য] মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, "হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা স্বামীভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি, রণপটুতা ও নীতি— এই কয়েকটি যুদ্ধের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে আমাদিগের যে সমস্ত দেবতুল্য লোকপ্রবীর মহারথগণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ও নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন; কিন্তু তন্নিবন্ধন জয়াশা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুনীতি প্রয়োগ করিলে দৈবকেও অনুকূল করা যাইতে পারে; অতএব আজ আমরা সর্ব্বগুণান্বিত নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিব। মহাবলপরাক্রান্ত সূতপুত্র অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও অন্তকের ন্যায় অসহ্য। উনি অনায়াসে সমরাঙ্গনে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন।'

কর্ণের সৈনাপত্যে অশ্বত্থামাদির অনুমোদন

“হে মহারাজ! আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন আচার্য্যতনয়ের মুখে সেই পরমপ্রিয় হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিধনের পর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে বলিয়া তাঁহার মনে মহতী আশা সঞ্জাত হইল। তখন তিনি আশ্বাসযুক্ত হইয়া বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থিরচিত্তে সূতপুত্রকে কহিলেন, ‘হে কর্ণ! আমি তোমার বলবীর্য্য ও আমার সহিত পরম সৌহার্দের বিষয়ে বিশেষরূপে অবগত আছি; তথাপি তোমাকে এই হিতকথা কহিতেছি, ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর। তুমি বিজ্ঞতম এবং আমারও তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। আমার সেনাপতি মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বলবান, অতএব তুমি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হও। সেই মহাধনুর্দ্ধরদ্বয় বৃদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের পক্ষে ছিলেন। আমি তোমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম। মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিবস পাণ্ডুতনয়গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে। পিতামহ শরশয্যায় শয়ান হইলে তোমার বাক্যানুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনি শিষ্য বলিয়াই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, আজ তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সদৃশ অমিত পরাক্রম যোদ্ধা আর কাহাকেও নয়নগোচর হয় না। তোমা হইতেই আমাদিগের জয়লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি পূর্ব্বাপর আমাদিগের হিতসাধন করিতেছ। অতএব তুমি রণধুরন্ধর [সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা] হইয়া আপনি আপনাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। কার্ত্তিকেয় যেমন সুরগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও কৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া দৈত্যনিসূদন মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রুনিপাতনে নিযুক্ত হও। দানবেরা পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া যেমন পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ মহারথ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ তোমাকে সমরে সমবস্থিত সন্দর্শন করিয়া অমাত্যসমভিব্যাহারে পলায়ন করিবে। অতএব দিবাকর যেমন অভ্যুদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গাঢ়ান্ধকার উচ্ছেদ করেন, তদ্রূপ তুমি মহতী সেনা লইয়া অরাতিগণকে নিপাতিত কর। অর্জ্জুন কখনই তোমার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে পারিবে না।’

কর্ণের সেনাপতিত্ব গ্রহণ

“মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণ ও জনার্দ্দনের সহিত পরাজিত করিব। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি প্রশান্তচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির কর।’ হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সুরপতি যেমন দেবগণের সহিত উত্থিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়াভিলাষী অন্যান্য ভূপালগণের সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুবর্ণময় ও মৃন্ময় পূর্ণকুম্ভ, হস্তী, গণ্ডার ও বৃষের বিষাণ, বিবিধ সুগন্ধি ঔষধ এবং সুসম্ভৃত অন্যান্য -উপকরণদ্বরা ক্ষৌমাচ্ছাদিত [পট্টবস্ত্রবেষ্টিত] তাম্রময় আসনে আসীন মহাবীর কর্ণকে

বিধিপূর্ব্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসনসমাসীন সূতপুত্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অরাতিঘাতন কর্ণ এইরূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া বিপ্রগণকে নিষ্ক, ধন ও গোসমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ কর্ণকে কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য যেমন সমুদিত হইয়া উগ্র কিরণজালে তমোরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি মহারণে অনুচরগণসমবেত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার কর। উলূকীগণ [পেচক—পেঁচা] যেমন সূর্য্যরশ্মি-সন্দর্শনে অসমর্থ, তদ্রূপ কেশবসমবেত পাণ্ডবগণ কর্ণনিক্ষিপ্ত শরনিকর অবলোকন করিতে কোন মতেই সমর্থ নহে। দানবগণ যেমন সংগ্রামে গৃহীতশস্ত্র পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে।' হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অমিততেজঃপ্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র কালপ্রেরিত দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সমবেত হইতে আজ্ঞাপ্রদানপূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরসংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

১২শ অধ্যায়
ষোড়শদিবসীয় যুদ্ধ-ব্যূহরচনা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন স্বয়ং সোদরের ন্যায় স্নিগ্ধবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সূতপুত্র সৈন্যগণকে সূর্য্যোদয়সময়ে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যবাদনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন রাত্রিশেষে আপনার সৈন্যমধ্যে 'সকলে সুসজ্জিত হও, সকলে সুসজ্জিত হও' সহসা এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, বরূথীযুক্ত [রথমধ্যস্থ গুপ্ত উপবেশনস্থান] রথ, সন্নদ্ধ [সমরোন্মত্ত] তুরঙ্গ ও পদাতি সুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ত্বরাবান [দ্রুতগমনশীল] যোধগণ চীৎকার করাতে গগনস্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শ্বেতপতাকা পরিশোভিত, নাগ-কক্ষ-কেতুসম্পন্ন, বলাকাবর্ণ [হাওদাযুক্ত হস্তিচিহ্ন] অশ্বসংযুক্ত, বিমল, আদিত্যসঙ্কাশ [সূর্য্যপ্রভ] রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণবিভূষিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত [ধ্বনিত] ও কনকমণ্ডিত কোদণ্ড [ধনু] বিধুনিত করিতে লাগিলেন। ঐ রথ হেমপৃষ্ঠ [সোনায় মোড়া] ধনু, তূণীর, অঙ্গদ [বলয়], শতঘ্নী [কামান], কিঙ্কিণী [ঘন্টা], শক্তি, শূল ও তোমরাদি অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কর্ণকে ধ্বান্তনাশক [অন্ধকার] উদয়োন্মুখ ভানুমানের [সূর্য্যের] ন্যায় রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের বিনাশদুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তখন বীরবর সূতপুত্র শঙ্খশব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত করিয়া বিপুল

কৌরবসৈন্যদ্বারা মকরব্যূহ [সৈন্যগণের অগ্র ও পশ্চাৎ বিপুল, মধ্যভাগ সূক্ষ্ম। অগ্র ও পশ্চাদভাগে শত্রুভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহরচনা করিতে হয়] নির্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পরাজয় বাসনায় তাঁহাদিগের প্রত্যুদগমন করিলেন। ঐ মকরব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণপরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় তাঁহার সোরগণ, বামপদে নারায়ণীসেনাপরিবৃত যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণপদে মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্যবিক্রম কৃপাচার্য্য, বামপদের পশ্চাদ্ভাগে বিপুলসেনাপরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণপদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিনশত হস্তিসমবেত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবলপরাক্রান্ত সসৈন্য রাজা চিত্র ও চিত্রসেননামে সহোদরদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে সমরে যাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! ঐ দেখ মহাবীর কর্ণ বীরগণাভিরক্ষিত কৌরবসৈন্য সমুদয়কে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যমধ্যে যেসকল প্রধান প্রধান বীরপুরুষ ছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে; এক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে; সুতরাং নিশ্চয়ই তোমার জয়লাভ হইবে। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশবর্ষসংস্থিত শল্য সমুদ্ভূত হয়; অতএব এক্ষণে তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যূহ নির্মাণ কর।' হে মহারাজ! শ্বেতবাহন অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈন্য লইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ নির্মাণ করিলেন। ঐ ব্যূহের বামপার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনপালিত চক্র'রক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামনা ও উত্তমৌজা ধনঞ্জয়ের সমীপে সমবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট বর্ম্মধারী ভূপালগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশক্রমে সেই বহমধ্যে অবস্থান করিলেন।

"হে মহারাজ। এইরূপে উভয়পক্ষের ব্যূহ নির্মাণ হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইলেন। বন্ধুবান্ধব সমবেত রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকৃত ব্যূহ দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যহিত দেখিয়া কর্ণসমবেত দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে শঙ্খ, ভেরী, আনক, দুন্দুভি, ডিণ্ডিম ও ঝর্ঝর, প্রভৃতি বাদিত্রসকল চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সময় জয়গৃধ্ন [জয়লাভার্থ একান্ত তৎপর] শূরগণের সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি ও রথনেমির ঘোর নিঃস্বন শ্রবণগোচর হইল। মহাধনুর্দ্ধর বর্ম্মধারী কর্ণকে ব্যূহমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই দ্রোণবধজনিত দুঃখ অনুভব করিল না। তখন সেই প্রহৃষ্ট নরসঙ্কুল [মানুষময়] উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর বিনশার্থ যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইল। ঐ সময় কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যসমুদয় নৃত্য করিতেছে। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধার্থী বীরগণ পক্ষ [সাহায্যকারী] ও প্রপক্ষসহ [সাহায্যকারীর সাহায্যকারী] ব্যূহ হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর-নিধনে প্রবৃত্ত হস্তী, অশ্ব ও রথীগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

৩শ অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ-কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমধূর্ত্তিবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তখন সেই প্রহৃষ্ট হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যে সঙ্কুল দেবাসুরসৈন্যসদৃশ কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপনাশার্থ পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান প্রধান যোধগণ অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরপ্র, অসি, পট্টিশ ও পরশু দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের সদৃশ কান্তি এবং পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত নরমস্তক ছেদনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীরগণের রক্তাঙ্গুলিযুক্ত আয়ুধ ও বাহুসমুদয় বিপক্ষ পক্ষের বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপাতিত হইয়া গরুড়বিধ্বস্ত পঞ্চাস্য [পঞ্চমুখ সাপ] ভুজঙ্গসমুদয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বীরগণ শত্রুগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও অশ্বসমুদয় হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেকে গুরুতর গদা, পরিঘ ও মুষলসমুদয়ের আঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কুলযুদ্ধে রথীগণ রথীগণকে, মত্তমাতঙ্গগণ মত্তমাতঙ্গদিগকে ও অশ্বারূঢ়গণ অশ্বারূঢ়দিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অনেকবার পদাতিগণ রথীদিগের, রথীগণ পদাতিদিগের এবং পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপতিত হইলেন। কখন বা নাগগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহীদিগকে, অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথীগণ পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। পদাতি, অশ্বারোহী ও রথীগণ এইরূপে বিপক্ষপক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথীগণের হস্ত, পাদ ও রথ বিবিধ অস্ত্রে ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর বৃকোদর দ্রাবিড়সৈন্যপরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর তনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ড্য, চোল ও কেরলগণসমভিব্যাহারে আমাদের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষাঃ দীর্ঘভুজ, উন্নত, পৃথুলোচন [স্থূলচক্ষু—বড় বড় চক্ষু], আপীড়[উষ্ণীষ—পাগড়ী]শোভিত, রক্তদন্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বিচিত্রবসনান্বিত, গন্ধচূর্ণাবৃত, বদ্ধখড়্গ, পাশহস্ত, উভয়পক্ষীয় গজারোহী ও যুদ্ধপ্রিয়, চাপতূণীরধারী, দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহিগণ মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চি ও মগধদেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান হইলে তাহাদিগের রথী, নাগ ও প্রধান প্রধান পদাতিসকল বিবিধ বাদ্যোদ্যমে হৃষ্ট হইয়া হাস্যবদনে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহামাত্রগণে পরিবেষ্টিত ও গজারূঢ় হইয়া সৈন্যমধ্য হইতে কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যথাবিধানে বিভূষিত তাঁহার উগ্রতর মাতঙ্গ উদিতভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গজবরের অপূর্ব্বরত্নবিভূষিত লৌহনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরকালীন নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তোমরহস্তে সেই মাতঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময় গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে গজবরকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট মনে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সেই দ্রুমবান্ [বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত] মহাপর্বতদ্বয়ের সদৃশ মহাকায় মাতঙ্গদ্বয়ের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঞ্জরদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহী বীরদ্বয়ও তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মিসদৃশ তোমরদ্বারা পরস্পরকে আহত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া শাসন গ্রহণপূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আস্ফোটন [আস্ফালন] ও শরশব্দে আহ্লাদিত হইল। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত বীরদ্বয় বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত উদ্যতশুণ্ড মাতঙ্গদ্বয়দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পরস্পর পরস্পরের শরাসনছেদনপূর্ব্বক বর্ষাকালীন বারিবর্ষী জলদদ্বয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর বর্ষণপূর্ব্বক গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে এক তোমরাঘাত করিয়া সিংহনাদপরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অতিবেগে ছয়তোমরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে ক্রোধপ্রদীপ্ত ভীমসেন সেই অঙ্গস্থিত সপ্ততোমরদ্বারা সপ্তাশ্বযুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং যত্নপূর্ব্বক অরাতির প্রতি এক ভাস্করবর্ণ লৌহময় তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্তি শরাসন আকর্ষণ করিয়া দশশরে সেই তোমর ছেদনপূর্ব্বক ছয়শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মেঘগভীরনিঃস্বন শরাসন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক শরনিকরনিপাতে অরাতির কুঞ্জরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। যন্তা [চালক-মাহুত] অশেষ প্রকার যত্ন করিয়া তাহাকে স্থির করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত পয়োধর [মেঘ] যেরূপ জলদের অনুগমন করে, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অনুগমন করিতে লাগিল। প্রবলপ্রতাপ ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে স্বীয় বারণকে নিবারণপূর্ব্বক অভিমুখাগত ভীমমাতঙ্গকে বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন আনতপর্ব্বক্ষুরদ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া মাতঙ্গের সহিত তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে রোষভরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নারাচদ্বারা তাঁহার মাতঙ্গের সমুদয় মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। গজরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির ভীষণশরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গজনিপতনের পূর্ব্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময় গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তীকে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সেই নিহত নাগ হইতে লক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক আয়ুধ উদ্যত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ বৃকোদর তাঁহার উপরেও গদাঘাত করিলেন। খড়্গধারী মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতাসু ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচলের সমীপস্থ বজ্রাহত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যসকল সেই কুলূত-কুলতিলক ক্ষেমধূর্ত্তিকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিতহৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।"

১৪শ অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ-কৌরবপক্ষীয় বিন্দ-অনুবিন্দ বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ নতপর্ব্বশরনিকরদ্বারা পাণ্ডবসেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূতপুত্র সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ কর্ম্মার [অস্ত্রনির্ম্মাণকারী কর্ম্মকার-কামার] পরিমার্জ্জিত নারাচাস্ত্রদ্বারা পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ কর্ণের নারাচপ্রহারে ম্লান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবসেনাগণ সূতপুত্রকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুষ্কর কার্য্যকারী অশ্বত্থামাকে ও সাত্যকি কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজা চিত্রসেন সমাগত শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্রধ্বজ শরাসনশোভিত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ও ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ সংশপ্তকগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত, অপরাজিত শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার সহিত, মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের সহিত এবং প্রতাপশালী মাদ্রীসূত সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিকে এবং সাত্যকিও ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। নাগদ্বয় যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের উপর দন্তাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয়দেশীয় ভ্রাতৃদ্বয় সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হাস্যপূর্ব্বক শরবর্ষণে দশদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। বীরদ্বয় সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রথ আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশস্বী শিনিপুঙ্গব তদ্দর্শনে সেই বীরদ্বয়ের শরাসন, ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহারা সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কঙ্কপত্রান্বিত [পাখাযুক্ত—কাকের পাখার ন্যায় পাখাওয়ালা] স্বর্ণমণ্ডিত শরজাল দশদিক আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরনিকরে কিয়ৎক্ষণমধ্যে সংগ্রামভূমি তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের ও তাঁহারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধান সত্বর অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রদ্বারা অনুবিন্দের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সমরনিহত শম্বরাসুরের মস্তক যেরূপ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কেয়গণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

"তখন মহারথ, বিন্দ ভ্রাতার নিধনদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত যষ্টিশরে বিদ্ধ করিয়া 'থাক থাক' বলিয়া তর্জন করিয়া পুনরায় তাঁহার বাহু ও ঊরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি বিন্দের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হাস্যপূর্ব্বক সত্বর পঞ্চবিংশতিবাণে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর

পরস্পরের উৎকৃষ্ট কোদণ্ড দ্বিখণ্ড এবং অশ্বগণ ও সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথপরিত্যাগপূর্ব্বক শতচন্দ্রভূষিত চর্ম্ম ও অসি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিয়া অবিলম্বে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের বিনাশে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। দেবাসুরসংগ্রামে খড়্গাধারী জম্ভাসুরও পুরন্দরের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি খড়্গাঘাতে কেকয়রাজের চর্ম্ম দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কেকয়রাজও যুযুধানের শত শত তারাসঙ্কুল চর্ম্ম ছেদন করিয়া কখন মণ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বর বক্রহস্তে সেই রণচারী তরবারিধারী কেকয়রাজকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বর্মধারী মহাধনুর্দ্ধর কৈকয় শস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

"হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এইরূপে কেকয়রাজ বিন্দকে নিহত করিয়া সত্বর যুধামনুর রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে কেকয়সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যুযুধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।"

১৫শ অধ্যায়
কৌরবপক্ষীয় চিত্র-চিত্রসেনাদি নিধন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎশরে মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসারাধিপতি চিত্রসেন নতপর্ব্বনয়বাণে শ্রতকর্ম্মাকে নিপীড়িত ও পাঁচবাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাচাস্ত্রদ্বারা সেনাগ্রবর্তী চিত্রসেনের মর্ম্ম ভেদ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মার হস্তনিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি নবতিশরে শ্রুতকর্ম্মাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ চিত্রসেন সংজ্ঞালাভ করিয়া ভল্লদ্বারা শ্রুতকর্ম্মার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে সাতবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রুতকর্ম্মা সুবর্ণভূষণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক চিত্রসেনের বিচিত্র রূপ বিনষ্ট করিয়া দিলেন। চিত্রমালাধর যুবা চিত্রসেনভূপতি শ্রুতকর্ম্মার শরে সমাহত হইয়া গোষ্ঠমধ্যস্থ মহাবৃষভের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি 'থাক থাক' বলিয়া নারাচদ্বারা শ্রুতকর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেন-নিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে গৈরিকবর্ণ রুধিরক্ষরণ করিয়া শোণিতাক্তকলেবর হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায়, কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্রিশতনারাচে সমাচ্ছন্ন ও শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক সুশাণিত ভল্লদ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন।

চিত্রসেনের মস্তক গগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে নিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সৈনিকগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট প্রেতরাজ যেমন প্রলয়কালে ভূতগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ রোষাবিষ্ট হইয়া শরনিকরনিপাতে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ গজযূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইল। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে শত্রুপরাজয়ে নিরুৎসাহ দেখিয়া তাহাদের উপর অনবরত সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময় মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া একবাণে তাঁহার ধ্বজ ও তিনবাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের বাহু ও ঊরুদেশে কঙ্কপত্রবিরাজিত, শাণিতাগ্র, সুবর্ণপুঙ্খ নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য শরনিপাতে চিত্রের শাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন। বীরবর চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণঘণ্টাসমাযুক্ত অগ্নিশিখাসদৃশ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য সেই মহোল্কাসন্নিভ শক্তি সমাগত সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রবিক্ষিপ্ত বিচিত্র শক্তি প্রতিবিন্ধ্যশরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া যুগান্তকালীন সর্ব্বভূতত্রাসজনক অশনির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত এক মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গদা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চুর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক কনকবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু চিত্র সহসা সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি তাঁহার দক্ষিণবাহু বিদারণপূর্ব্বক অশনির ন্যায় সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধাবিষ্টচিত্তে এক সুবর্ণভূষিত তোমর গ্রহণপূর্ব্বক চিত্রের বিনাশবাসনায় তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিল প্রবেশোদ্যত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের তোমরে সমাহত হইয়া পরিঘাকার পীন[সর্পের]বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক রণশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ চিত্ররাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কিঙ্কিণীসমাযুক্ত শতঘ্নী ও বিবিধ বাণ বিসর্জনপূর্ব্বক মেঘ যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য অসুরসৈন্য-নিসূদন বজ্রধরের ন্যায় সেই সৈন্যগণকে শরনিকরনিপাতে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ প্রতিবিন্ধ্যশরে বিদ্ধ হইয়া বায়ুবেগ-সঞ্চালিত ঘনঘটার ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা একাকী অবিলম্বে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন অভিমুখে গমন করিলেন। তখন দেবাসুরসংগ্রাম-সময় বৃত্তসুর ও পুরন্দরের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।"

১৬শ অধ্যায়
ভীম-অশ্বত্থামার যুদ্ধ—উভয়ের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। মহাবীর দ্রোণনন্দন-অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্রলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রথমতঃ নিশিতশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণ নবতিশর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণপুত্রের নিশিতশরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিমান সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণকুমারও শরনিকরে তাঁহার শরজাল সংহারপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বৃকোদরের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত সেই নারাচ ললাটদেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া যেন অশ্বত্থামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্যপুত্র সেই ললাটস্থ নারাচত্রয়দ্বারা বর্ষাভিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনক্রমে কম্পিত করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিতশরে অশ্বত্থামাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই রথারূঢ় মহারথদ্বয় শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া পরস্পর কিরণাভিতাপিত লোকক্ষয়কর দীপ্তিমান্ সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর প্রতীকারার্থ যত্নবান হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়াও দংষ্ট্রায়ুধ [দন্তাস্ত্র দাঁতই যাহার অস্ত্রস্বরূপ] ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় সেই মহারণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীরদ্বয় প্রথমতঃ পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং মুহূর্তমধ্যে পরস্পরের শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজালনির্ম্মুক্ত মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় শোভমান হইলেন।

"এইরূপে সেই সংগ্রাম অতি দারুণ হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা বৃকোদরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিয়া, মেঘ যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন; ভীমসেনও শত্রুর বিজয়লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতেই তাহার প্রতিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় বিবিধ মণ্ডল ও গতিপ্রত্যাগতি [অগ্রসর ও পশ্চাৎ অপসরণ] প্রদর্শনপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আকর্ণাকৃষ্ট [কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষিত ধনুকনির্ম্মুক্ত] শরাসনবিসৃষ্ট শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরস্পরের বিনাশবাসনায় পরস্পরকে বিরথ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্রসমুদয় প্রাদুর্ভূত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অস্ত্রদ্বারা সেই মহাস্ত্রসকল সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজাসংহারের নিমিত্ত যেমন গ্রহযুদ্ধ [প্রলয়কালীন গ্রহগণের সাঙ্ঘাতিক সংঘর্ষ] হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ অযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই বীরদ্বয়বিসৃষ্ট শরসমুদয় দিক্‌সকল দ্যোতিত করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল এককালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল প্রলয়কালীন উল্কাপাত

সমাবৃত হইয়াছে। সেই বীরদ্বয়ের পরস্পরের বাণঘর্ষণে, স্ফুলিঙ্গময় দীপ্তশিখ হুতাশন সমুত্থিত হইয়া উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! ঐ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, 'এই যুদ্ধ সমুদয় যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয় ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। এরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হইবে না। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়— ইহারা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্য্যসমাযুক্ত ও উগ্রপরাক্রম। মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং অশ্বত্থামা অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইহারা কি বীর্য্যশালী! এই বীরদ্বয় কালান্তক যমদ্বয়ের ন্যায়, রুদ্রদ্বয়ের ন্যায় ও ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ! সিদ্ধগণের বারংবার এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগল। ঐ সময় সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ সিংহনাদপরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত অচিন্ত্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ, মহর্ষিগণ অশ্বত্থামা ও ভীমসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

"তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট বীরদ্বয় নয়ন বিস্ফারণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রোষারুণনেত্রে ও স্ফুরিতাধর হইয়া অধরদংশনপূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শর ও অস্ত্রবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরকে অশ্ব, সারথি-ও ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি বিনাশ-বাসনায় ভীষণ বাণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বাণদ্বয় সেনামুখে দ্যোতমান হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য বীরদ্বয়কে আহত করিল। তখন তাহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। ঐ সময়ে দ্রোণতনয়ের সারথি তাঁহাকে অচেতন অবলোকন করিয়া সসৈন্যসমক্ষে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল; ভীমসারথি বিশোকও শত্রুতাপন বৃকোদরকে বারংবার বিল হইতে দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল।"

১৭শ অধ্যায়

অর্জ্জুনসংশপ্তকসমর - বহু সংশপ্তকক্ষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সংশপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের এবং অন্যান্য মহীপালগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শত্রুগণের সহিত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের যেরূপ দেহ ও পাপবিনাশন সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। প্রবল বাত্যা [ঝড়] উত্থিত হইয়া অর্ণবকে যেরূপ সংক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করিয়া নিশিতভল্লদ্বারা বীরগণের মনোহর নেত্র, ভ্রু ও দশনযুক্ত পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ, বিনাল নলিনীসদৃশ মস্তকসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে বিকীর্ণ করিলেন। তাঁহার সুশাণিতক্ষুরসমুদয়দ্বারা বীরগণের অগুরুচন্দনাক্ত আয়ুধ ও তলত্রাণসম্বলিত, পঞ্চাস্য ভুজগসদৃশ বিশাল বাহুসকল নিকৃত্ত [ছিন্ন], ভল্ল দ্বারা এককালে

অসংখ্য অশ্ব, আশ্বারূঢ় সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শর ও রত্নাভরণযুক্ত হস্ত ছিন্ন এবং নিশিতসায়কনিকরদ্বারা আরোহিসমবেত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণ একান্ত কোপাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বৃষভগণ যেমন গাভীলাভার্থ গর্জনপূর্ব্বক শৃঙ্গদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষভকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা সিংহনাদ করিয়া শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাহত করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্যবিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহিত তদ্রূপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বিবিধ অস্ত্রদ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া শরনিকরে তাহাদের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ যেমন মহামেঘ ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ যোধহীন সারথিবিহীন রথসমুদয়ের ত্রিবেণু [যে তিনটি স্তম্ভের উপর সারথির বসিবার স্থান], কক্ষ [রথমধ্যস্থ গৃহ-খোপ], আয়ুধ, তূণীর, কেতু [চিহ্ন], যোক্ত [খয়ের গাছের দড়ি], রশ্মি [দড়ি], বরূথ [রথমধ্যস্থ গুপ্ত স্থান], কূবর [রথমধ্যস্থ বসিবার স্থান], যুগ [জোয়াল], তল্প [উপবেশন শয্যাগদি] ও অক্ষাগ্রমণ্ডল [চক্রের বেষ্টনী]-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া একাকী সহস্র মহারথের কার্য্য সম্পাদন করিয়া অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন ও বিস্মিত বীরগণের প্রেক্ষণীয় [লক্ষ্য করিবার যোগ্য] হইলেন। সিদ্ধ, দেবর্ষি ও চারণগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে এই দৈববাণী হইল যে, এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অনিলের বল ও সুর্য্যের দ্যুতি ধারণ করিতেছেন। এই রথে আরূঢ় বীরদ্বয় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় সর্ব্বভূতের অপরাজেয়। ইঁহারা সর্ব্বভূত-শ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ।

অর্জ্জুনসহ যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়

"হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সেই সমুদয় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন এবং হাস্যমুখে শরসম্বলিত হস্তদ্বারা শরনিকরবর্ষী অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! যদি তুমি আমাকে তোমার যোগ্য অতিথি বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে বিশেষরূপে যুদ্ধরূপ আতিথ্য প্রদান কর।' অর্জ্জুন মহাবীর আচার্য্যপুত্রকর্ত্তৃক এইরূপে যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া জনার্দ্দনকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! আমাকে সংশপ্তকগণকে বধ করিতে হইবে; কিন্তু এক্ষণে অশ্বত্থামা আমাকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব তুমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া যদি আচার্য্যপুত্রকে আতিথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, তবে অগ্রে তাহাই কর।' হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, বায়ু যেমন ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে সমানীত করে, তদ্রূপ সমরে সমাহূত ধনঞ্জয়কে দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত করিয়া অশ্বত্থামাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে আচার্য্যপুত্র! তুমি এক্ষণে স্থির হইয়া প্রহার কর। উপজীবিগণের [প্রতিপাল্যগণের-পোষকদিগের] ভর্ত্তৃপিণ্ড [পরিপালক প্রভুর প্রতি তদীয় অন্নভোজনের প্রতিদানের] পরিশোধের সময় সমাগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বিবাদ সূক্ষ্ম কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয় ও পরাজয় স্থূল। তুমি মোহপ্রযুক্ত অর্জ্জুনের

নিকট যে অতিথিসৎকার প্রার্থনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্থিরচিত্তে যুদ্ধ কর।'

"মহাবীর অশ্বত্থামা ঋসুদেবের এই বাক্যশ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া কেশবকে ষষ্টি ও অর্জ্জুনকে তিননারাচে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কোপাবিষ্ট হইয়া তিনবাণে আচার্য্যপুত্রের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনশরে ছিন্নচাপ [ভগ্নধনুক] হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া নিমেষমধ্যে তিনশতবাণে বাসুদেবকে ও সহস্রবাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি চরণদ্বয় স্তম্ভিত করিয়া পরমযত্নসহকারে অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তাঁহার তূণীর, শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষঃস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ ও অন্যান্য অঙ্গ এবং রথধ্বজ হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কেশব ও অর্জ্জুন জড়িত হইলে আচার্য্যতনয় যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া মেঘগম্ভীরগর্জ্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে মাধব! গুরুপুত্রের অত্যাচার অবলোকন কর। আমরা শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহত বোধ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে আমি শিক্ষাবলে উহার অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি। এই বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় দিবাকর যেমন নীহাররাশি [কুয়াসা] বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদনপূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত সংশপ্তকগণকে উগ্রতর শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি যে যেরূপে সমরাঙ্গনে সমবস্থিত ছিল, সকলেই আপনাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই গাণ্ডীববিমুক্ত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশস্থিত, কি সম্মুখস্থিত, সমস্ত হস্তী ও নরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। মদবর্ষী মাতঙ্গগণের কর সমুদয় ভল্লপ্রহারে ছিন্ন হইয়া পরশুনিকৃত্ত মহাদ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্বতাকার কুঞ্জরসকল সাদিগণের [অশ্ব] সহিত বজ্রমথিত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণাধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গমযুক্ত গন্ধর্ব্বনগরাকার সুসজ্জিত রথসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতিপক্ষীয় সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন কিরণজালে অর্ণব পরিশুষ্ক করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণশরজালে সংশপ্তকগণকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় পুরন্দর যেমন বজ্রদ্বারা পর্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারাচদ্বারা সত্বর দ্রোণপুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের এবং তাঁহার অশ্ব ও সারথির উপর শরনিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে পাণ্ডুনন্দন সেই শরসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর আচার্য্যতনয় অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দাতা যেমন অপাংক্তেয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিপাবন অর্থিগণের অভিমুখে গমন করেন, তদ্রূপ সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করিলেন।"

১৮শ অধ্যায়

অর্জ্জুনসহযুদ্ধে অশ্বত্থামার পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন নভোমণ্ডলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় মহাবীর অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীরদ্বয় বিমার্গস্থ [বক্র অতিচারাদি গতিযুক্ত—উপদ্রবকারক] গ্রহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শরনিকরে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নারাচদ্বারা দ্রোণপুত্রের মধ্য বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা ঊর্দ্ধরশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন; কৃষ্ণ-সমবেত অর্জ্জুনও অশ্বত্থামার শত শত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রশ্মিজালজড়িত যুগান্তকালীন দিবাকরদ্বয়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অশ্বত্থামার শরে অভিভূত হইলে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে শতধারা সৃষ্টি করিয়া বজ্রাগ্নিসদৃশ প্রাণনাশক শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তেজস্বী রৌদ্রকর্ম্মা দ্রোণকুমার মৃত্যুরও ব্যথাজনক অতি তীব্রবেগসম্পন্ন সুমুক্ত শরজালে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর, দ্রোণপুত্র যতগুলি শর পরিত্যাগ করিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সায়কনিকর নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত আবৃত করিয়া সংশপ্তক-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সুমুক্ত শরজালে অপরাঙ্মুখ শত্রুগণের শর, শরাসন, তূণীর, মৌর্ব্বী, হস্ত, করস্থিত, শস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, মনোহর বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, চর্ম্ম, বর্ম্ম এবং মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুসজ্জিত রথ, নাগ ও অশ্বসমুদয়ে সমারূঢ় যোধগণ অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত অসংখ্যশরে বাহনগণের সহিত বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্য ও কমলের ন্যায় মনোহর কিরীট ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত মস্তকসকল ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্ষুরদ্বারা ছিন্ন হইয়া নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

“তখন অরাতিঘাতন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও নিষাদদেশীয় বীরগণ গজাসুরতুল্য মাতঙ্গসমুদয় লইয়া দৈত্যদর্পনিসূদন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই গজযুথের চর্ম্ম, বর্ম্ম, শুণ্ড, ধ্বজ, পতাকা ও নিষাদি সমুদয়কে ছেদন করিয়া বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। এইরূপে সেই গজসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় বায়ু যেমন মহামেঘ দ্বারা দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করিত সেইরূপ অশ্বত্থামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা স্বীয় শরনিকরে অর্জ্জুনের শরসমুদয় নিবারণপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন চন্দ্রসূর্য্যকে তিরোহিত করিয়া গভীর গর্জন করে, তদ্রূপ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া পুনরায় তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি শরপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহসা দ্রোণপুত্রের শরান্ধকার নিরাস করিয়া সুপুঙ্খসায়কদ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শরসন্ধান, কখন শরগ্রহণ আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না; কেবল তাঁহার বিপক্ষে যুধ্যমান রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণকে শরবিদ্ধকলেবর ও নিহত হইতে নয়নগোচর হইল। তখন মহাবীর দ্রোণতনয়

অতি সত্বর এককালে দশ নারাচ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে তন্মধ্যে পাঁচটি অর্জ্জুনের ও পাঁচটি কেশবের অঙ্গ বিদ্ধ করিল। কুবের ও ইন্দ্রের তুল্য মনুজপ্রধান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সেই সমুদয় নারাচে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই তাঁহাদিগকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। তখন দশার্হনাথ কেশব অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! আর কেন উপেক্ষা করিতেছ, অশ্বত্থামাকে অবিলম্বে বিনাশ কর। উঁহাকে উপেক্ষা করিলে উনি প্রতিকারশূন্য ব্যাধির ন্যায় নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবেন।' প্রমাদশূন্য অর্জ্জুন অচ্যুতের বাক্য স্বীকার করিয়া যত্নসহকারে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত মেষকর্ণতুল্যাগ্রে শরনিকরে দ্রোণতনয়ের চন্দনদিগ্ধ বাহু, বক্ষস্থল, মস্তক ও অনুপম উরুদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া রথরশ্মি ছেদনপূর্ব্বক অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ অর্জ্জুনশরনিপীড়িত হইয়া অশ্বত্থামাকে লইয়া অতি দূরে পলায়ন করিল। মতিমান দ্রোণতনয় ইতিপূর্বে অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত ও হীনাস্ত্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমগণকর্ত্তৃক দূরে সমানীত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় নিশ্চয় করিয়া আজ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন না। তিনি হতোৎসাহ হইয়া অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সূতপুত্রের রথাশ্বনরসঙ্কুল বলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণের প্রবল শত্রু অশ্বত্থামা মন্ত্রৌষধিনিরাকৃত ব্যাধির ন্যায় রণস্থল হইতে অপসারিত হইলে কেশব ও অর্জ্জুন বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত মেঘগভীরনিঃস্বন স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সংশপ্তকগণের অভিমুখে গমন করিলেন।'

১৯তম অধ্যায়
অর্জ্জুনযুদ্ধে মগধাধিপ দণ্ডধারবধ

ধনঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। ঐ সময় মহাবীর দণ্ডধার উত্তরদিকে পাণ্ডবসেনাগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহারা তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব রথ প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গরুড় ও অনিলতুল্য বেগশালী অশ্বগণের গতিরোধ না করিয়াই অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! প্রমাথী দ্বিরদবরে [শ্রেষ্ঠ হস্তীতে] সমারূঢ় মগধরাজ দণ্ডধার মহাবলপরাক্রান্ত এবং শিক্ষা ও বলপ্রদর্শনে মহারাজ ভগদত্ত অপেক্ষা অন্যূন। অতএব তুমি অগ্রে ইহাকে সংহার করিয়া পশ্চাৎ পুনরায় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিবে।' মহাত্মা মধুসুদন এই বলিয়া ধনঞ্জয়কে দণ্ডধারসন্নিধানে সমুপস্থিত করিলেন। ঐ সময় হস্তীযুদ্ধে সুনিপুণ রাহুর ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ মগধরাজ দণ্ডধার বিশ্বসংহর্তা ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় শত্রুসৈন্যদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গজাসুরসন্নিভ, মহামেঘের ন্যায় গভীরগর্জনসম্পন্ন সুসজ্জিত মাতঙ্গে অবস্থান করিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক রথসকল চুর্ণ এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাহার হস্তীও পদদ্বারা অশ্বসারথিসমবেত রথসমুদয় ও মনুষ্যগণকে, আক্রমণ ও মর্দ্দনপূর্ব্বক কালচক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড শুণ্ডদ্বারা অন্যান্য হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই তেজস্বী গজবরের প্রভাবে অসংখ্য বর্ম্মসংবৃতকলেবর [বর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ] অশ্বারোহী ও পদাতি ধরাতলে বিপ্রোথিত [মৃত্তিকামধ্যে নিমগ্ন] হইল।।

"অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা, তল ও নেমিনিঃস্বনসম্পন্ন [রথচক্রের শব্দ], মৃদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শঙ্খধ্বনিনিনাদিত, রথাশ্বমাতঙ্গকুলসঙ্কুল রণমধ্যে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন দণ্ডধার দ্বাদশশরে অর্জ্জুনকে, ষোড়শশরে জনার্দ্দনকে ও তিন তিনশরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্লদ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদরক্ষকগণের সহিত মহামাত্রকে [মাহুতকে] বিনাশ করিলেন। গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই অনিলতুল্য তেজস্বী মদোৎকট মাতঙ্গদ্বারা বাসুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর তোমর প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তিনক্ষুরদ্বারা তাঁহার করিশুণ্ডোপম ভুজদণ্ডদ্বয় ও পূর্ণশশাঙ্কসন্নিত মস্তক যুগপৎ ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন। সুবর্ণবর্ম্মধারী করিবর অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিশাকালে দাবানলপ্রভাবে প্রজ্বলিত ওষধিপরিপূর্ণ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং শরপ্রহারজনিত বেদনায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বা স্মৃতিপদে ধাবমান হইয়া মহামাত্রের সহিত বজ্রবিদারিত শিখরীর [পর্ব্বতের] ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

মগধরাজ দণ্ডবধ-কৌরবপলায়ন

"তখন মহাবীর দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্ডধারকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তুষারগৌর [বরফের মত ধবল], সুবর্ণদামসমলঙ্কৃত [মাল্য], হিমাচলশিখরসদৃশ, উত্তুঙ্গ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের বিনাশবাসনায় তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং সূর্য্যকরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দ্দনকে ও পাঁচ তোমরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও খরধার ক্ষুরদ্বারা তদ্দণ্ডে তাঁহার ভুজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত চন্দনচর্চিত ভুজদ্বয় ক্ষুরদ্বারা ছিন্ন হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির উরগদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা দণ্ডের মস্তকচ্ছেদন করিলে উহা শোণিতসিক্ত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া, অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার শ্বেতাভ্রসন্নিভ হস্তীকে দিবাকরের করজালসদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। করিবর অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুলিশাহত [বজ্রাহত] হিমাচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তিদ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে শত্রুসৈন্যসমুদয় পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাতপূর্ব্বক স্বলিত হইয়া কোলাহল সহকারে সমরাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে অর্জ্জুনের সৈনিকপুরুষেরা দেবগণ যেমন পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করে, সেইরূপ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, 'হে বীর! আমরা মৃত্যুর ন্যায় যে দণ্ডধারকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে তাহাকে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত শত্রুগণের ভুজবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলাম, যদি তুমি

তৎকালে আমাদিগকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এক্ষণে শত্রুগণের বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হইতেছি, তাহারাও তৎকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই।' হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সুহৃগণের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে সৎকারপূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।"

২০তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের যুদ্ধপ্রশংসা-রণভূমিপ্রদর্শন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে জয়শীল অর্জ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের নিধনানন্তর প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণপূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থশরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত [বাছুরের ছোট ছোট দাঁতের মত অস্ত্র] দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক ও সারথিসমুদয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃষভযূথ যেমন গাভীলাভার্থে অন্য বৃষভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্যবিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ, সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধতনয় দন্দশূক [পুনঃ পুনঃ—অতিশয় দংশনকারী] সর্পের ন্যায় তিনশরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাঁহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ষাকালীন বায়ুপ্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্রদ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্রনিকরে বিপক্ষপক্ষের অস্ত্রসমুদয় নিবারণপূর্ব্বক শরজালে বহুসংখ্যক বীরকে সংহার করিয়া রথীগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, তূণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোক্ত্র, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয়, বর্মসমুদয় এবং অসংখ্য অশ্ব, পার্ষ্ণি ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনবিধ্বস্ত রথসমুদয় ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিলপ্রভাবে বিনষ্ট গৃহসমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ অশনিসদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাগ্নিনির্ভিন্ন [বজ্রের অগ্নিতে ভগ্ন] পর্ব্বতাগ্রস্থিত গৃহসমুদয়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অর্জ্জুনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অন্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্দ্রকলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অর্জ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান ম্লান, বিঘূর্ণিত, স্থলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত অশনিসদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্ত্রধারী নানারূপ বীরগণ রথ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকর্ম্মা, সৎকুলোদ্ভব, জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট

কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাঁহাদের শরীর সমুদয় বসুধাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানা জনপদের অধ্যক্ষ জাতক্রোধ যোধগণ স্বগণসমভিব্যাহারে মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ়, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া বিবিধ শস্ত্রবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বায়ু যেমন মহামেঘনির্ম্মুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, সেইরূপ নিশিতশরনিকরে সেই যোধগণপরিমুক্ত আয়ুধবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব, পদাতি, হস্তী ও রথসমুদয়ের সহিত বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তখন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি কেন বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ? সত্বর এই সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করিয়া দানবহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্ব্বক অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের হস্তলাঘব-দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যগণমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

"এইরূপে সেই মহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইলে মহামতি কেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষয় ও পার্থিবগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনুর্দ্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক, শরমুষ্টি, তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর, নির্মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগ-সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনকপৃষ্ঠ চর্ম্ম, সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্রবেষ্টিত বিপুল গদা, সুবর্ণ যষ্ঠি, সুবর্ণমণ্ডিত পট্টিশ, সুবর্ণদণ্ডযুক্ত পরশু, ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভূশুণ্ডী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিপাতিত রহিয়াছে, জয়লোলুপ বীরগণ বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধা গদাবিমথিতকলেবর, মুষলচূর্ণিতমস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লগুড় প্রভৃতি অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন ও রুধিরপরিপ্লুত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের দেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র [দস্তানা] ও অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, অঙ্গুলিত্রাণযুক্ত [দস্তানা] অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, হস্তিশুণ্ডসদৃশ ঊরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মস্তকসমুদয়দ্বারা সমরভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেমকিঙ্কিণীযুক্ত রথসকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রকীর্ণক [চামর], নিস্তব্ধ রণশয়ান পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কম্বল, গজচুর্ণিত ঘন্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগশেখর, রত্নবিচিত্র বর্ম্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বন্ধ সুবর্ণমণ্ডিত চিত্রকম্বল, অশ্বগণের সুবর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাঙ্কব [মেষলোমনির্ম্মিত] আস্তরণ, ভূপালগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামরসকল নিপতিত রহিয়াছে। নরপতিদিগের কুণ্ডলালঙ্কৃত চন্দ্রনক্ষত্রপ্রভ, শ্মশ্রুলবদনমণ্ডল [দাড়িওয়ালা

মুখসকল] সমন্তাৎ নিপতিত থাকাতে রণভূমি বিকশিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায় ও শরৎকালীন চন্দ্রনক্ষত্র ভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! এই সমুদয় অবলোকনে বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরস্থলে আপনার অনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারও এরূপ করিবার সাধ্য নাই।'

"হে মহারাজ। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপে সমরভূমি প্রদর্শনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বলমধ্যে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী পণবের [মর্দ্দলের] ধ্বনি এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ুবেগগামী অসমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ড্যরাজকে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে শরপীড়িত করিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় অস্ত্রবিশারদ মহাবীর পাণ্ড্য অন্তকের ন্যায়, অসুরনিপাতী ইন্দ্রের ন্যায় নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা অরাতিগণের সায়ক-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহ বিদারণ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছিলেন।"

২১তম অধ্যায়
পাণ্ড্যরাজ প্রবীরসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বেই লোকবিশ্রুত পাণ্ড্যরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু তাঁহার সংগ্রামকার্য্য বর্ণন কর নাই; অতএব এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট সেই বীরের বিক্রম, শিক্ষাপ্রভাব, বীর্য্য ও দর্প কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! যে মহাবীর ধনুর্ব্বিদ্যাপারগ, আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পরাক্রমদ্বারা পরাভূত-করিতে পারেন, যিনি কাহাকেও কখন আত্মতুল্য বোধ করেন না, যিনি আপনাকে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন হইতে ন্যূন বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না, সেই শস্ত্রধারাগ্রগণ্য ভূপালশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য প্রকোপিত অন্তকের ন্যায় কর্ণের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিসঙ্কুল সেনাগণ পাণ্ড্যশরে নিপীড়িত হইয়া সমরে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ অরাতিঘাতন পাণ্ড্য শরনিকরে অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, মাতঙ্গ ও সারথিসমুদয়কে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। আরোহিসমবেত দ্বিরদগণ [হস্তী] পাণ্ড্যের ভীষণশরে ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধবিহীন হইয়া পারক্ষকদিগের সহিত প্রাণত্যাগপূর্ব্বক বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ মহাবীর সুতীক্ষ্ণশরনিকরে শক্তি, প্রাস ও তূণীরধারী, সংগ্রামনিপুণ, অশ্বারূঢ়, মহাবলপরাক্রান্ত পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধক, কুণ্ডল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে শস্ত্র ও বর্ম্ম বিবর্জ্জিত করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলেন।

"ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা অশঙ্কিত পাণ্ড্যকে শরনিকরে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত করিতে দেখিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হাস্যমুখে মধুরবাক্যে

তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে কমললোচন মহারাজ! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার বল ও পৌরুষ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তোমার পরাক্রম ইন্দ্রের সদৃশ। তুমি বিশাল বাহুযুগলদ্বারা বিস্তৃত মৌর্ব্বীসম্পন্ন শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক মহাজলদের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতেছ। এক্ষণে আমি এই সময়ে আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। অরণ্যে ভীমপরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীক চিত্তে মৃগগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণসংহার করিতেছ এবং ভীষণ রথনিঃস্বনে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া শস্যঘ্ন [শস্যনাশক] শব্দায়মান শরৎকালীন মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছ, অতএব তুমি এক্ষণে তূণীর হইতে সর্পসদৃশ সুনিশিত শরনিকর সমুদ্ধত করিয়া, অন্ধক যেরূপ ত্র্যম্বকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ কেবল আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

“মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য এইরূপে অশ্বত্থামার বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া ‘তথাস্তু’ বলিয়া কর্ণি দ্বারা দ্রোণতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র হাস্য করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ উগ্র মর্ম্মভেদী শরনিকরে পাণ্ড্যকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দশমী গতিসংযুক্ত মর্ম্মভেদী নারাচসকল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাণ্ড্য নিশিতনয়বাণে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি চারিবাণে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শরজালে তাঁহার শরনিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। অনন্তর অমিত্রঘাতন দ্রোণনন্দন স্বীয় শরাসনে অন্য জ্যারোপণপূর্ব্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ অচিরাৎ তাঁহার রথে অন্যান্য উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয় সংযোজিত করিয়াছে। তখন তিনি সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুরুষপ্রধান পাণ্ড্য অশ্বত্থামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে জানিয়াও তৎপ্রযুক্ত সায়কসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

“অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডের হস্তলাঘব নিরীক্ষণপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া জলধরনিক্ষিপ্ত জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দিবসের অষ্টপ্রহরমধ্যে আট আটটি বৃষভসংযোজিত অষ্ট শঙ্কটপূর্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। তৎকালে যে যে ব্যক্তি অন্তকেরও অন্তকসদৃশ রোষপরবশ অশ্বত্থামাকে নিরীক্ষণ করিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা মেঘ। যেমন গ্রীষ্মবসানে পর্বতপাদপপরিপূর্ণ পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ শত্রুসৈন্যের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ড্য হৃষ্টমনে বায়ব্যাস্ত্রদ্বারা সেই দ্রোণকুমারনির্ম্মুক্ত শরজাল নিরাকরণ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্যমহীপতির সিংহনাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার চন্দনাগুরুভূষিত মলয়প্রতিম ধ্বজ ও চারি অশ্ব নিপাতিত করিয়া একশরে সারথিকে সংহারপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রবাণে জলদনিঃস্বন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণতনয় পাণ্ড্যকে নিহত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত, সমর করিবার বাসনায় তাঁহাকে সংহার করিলেন না।

অশ্বত্থামার অস্ত্রে পাণ্ড্যরাজবধ

"ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণের নাগবল [গজারোহী সৈন্য] ও অন্যান্য সৈন্যসমুদয় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথীগণকে রথশূন্য করিয়া বহুসংখ্যক শরে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক সুসজ্জিত মহাবলপরাক্রান্ত মাতঙ্গ আবরাহিবিহীন ও অশ্বত্থামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি তর্জনগর্জনপূর্ব্বক মহাবেগে পাণ্ড্যের অভিমুখে গমন করিল। তখন হস্তিযুদ্ধসুনিপুণ মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য সত্বর সিংহনাদপরিত্যাগপূর্ব্বক কেশরী যেমন গিরিশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ সেই মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং অঙ্কুশাঘাতদ্বারা উহার ক্রোধোদ্দীপন করিয়া 'নিহত হইলি, নিহত হইলি' বলিয়া বারংবার অশ্বত্থামাকে তর্জন করিয়া ক্রোধভরে তাহার প্রতি এক সূর্য্যকরপ্রখর তোমর প্রয়োগপূর্ব্বক আনন্দসহকারে সিংহনাদপরিত্যাগপুরঃসর তাহার মণি, হীরক, সুবর্ণ, অংশুক [সূক্ষ্মবস্ত্র] ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবকের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন কিরীট পাণ্ডের শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত অদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় শব্দ করিয়া ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া যমদণ্ডসন্নিভি চতুর্দ্দশ শর গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচশরে হস্তীর পদচতুষ্টয় ও শুণ্ড, তিনশরে পাণ্ড্যর বাহুদ্বয় ও মস্তক এবং ছয়শরে তাঁহার ছয় অনুচরকে সমাহত ও নিপতিত করিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজের চন্দনচর্চ্চিত, সুবর্ণ মুক্তা মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত, সুদীর্ঘ, সুবৃত্ত [সুগোল] ভুজযুগল ধরাতলে নিপতিত হইয়া গরুড়নিহত উরগদ্বয়ের ন্যায় বিলুণ্ঠ্যমান হইতে লাগিল। তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশিসমপ্রভ রোষকষায়িতলোচনযুক্ত আননও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখানক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যগত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরনিপুণ মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে পাণ্ড্যরাজের দেহ তিনশরে চারি অংশে এবং তাঁহার হস্তীর কলেবর পাঁচশরে ছয় অংশে বিভক্ত করাতে ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা ছিন্ন সেই দেহদ্বয় দশধা বিভক্ত দশদৈবত হবির ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পাণ্ড্য বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নি যেমন মৃত কলেবরস্বরূপ স্বধা লাভ করিয়া সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের শরাঘাতে প্রশান্তভাব অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদর্গসমভিব্যাহারে সেই কৃতকার্য্য আচার্য্যপুত্রসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া, দেবরাজ যেমন বলাসুরবিজয়ী বিষ্ণুকে অর্চনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হৃষ্টমনে তাঁহাকে যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।

২২তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ—বহু সৈন্যক্ষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজকে নিহত ও মহাবীর কর্ণ একাকী শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিলে অর্জ্জুন কি করিল? ধনঞ্জয় মহাবলপরাক্রান্ত ও অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ভগবান মহাদেব তাহাকে সর্ব্বভূতের অজেয় হইবে বলিয়া বরপ্রদান করিয়াছেন;

অতএব সেই অর্জ্জুন হইতেই আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সে তৎকালে সংগ্রামস্থলে কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! পাণ্ড্য নিহত হইলে হৃষীকেশ সত্বর অর্জ্জুনের হিতার্থ তাঁহাকে কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আর দেখিতে পাইতেছি না; অন্যান্য পাণ্ডবগণও প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে বিপক্ষসৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিতেন। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থামার অভিলাষানুসারে সৃঞ্জয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসকল চূর্ণিত করিয়াছে। হে মহারাজ! বাসুদেব এই সমস্ত কথা অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, ‘হে মাধব! শীঘ্র রথসঞ্চালন কর।’ মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নির্ভীকচিত্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত পুনর্ব্বার মহাবীর কর্ণের যমরাষ্ট্রবিবর্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় ধনুর্দ্ধর বীরপুরুষেরা পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ বাণ, পরিঘ, অসি, পটিশ, তোমর, মুষল, ভূশুণ্ডী, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, গদা, প্রাস, কুন্ত [বর্শা], ভিন্দিপাল ও অঙ্কুশ প্রভৃতি অস্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বাণ, জ্যা, তল ও রথের নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পরস্পর অরাতির অভিমুখে গমন করিলেন। বীরগণ সেই শব্দে পরম আহ্লাদিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈনিকপুরুষেরা শরাসন, তলত্র ও জ্যাশব্দ, কুঞ্জরদিগের বৃংহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার এবং শূরগণের বিবিধ তলশব্দ ও তর্জনগর্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, ম্লান ও নিপতিত হইল।

“ঐ সময় মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান অস্ত্রবর্ষী বীরগণের মধ্যে অনেককেই সংহারপূর্ব্বক শরনিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে শরবর্ষণপূর্ব্বক যূথপতি হস্তী যেমন সারস কুলসমাকীর্ণ পদ্মবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রুসৈন্যসমুদয় ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুগণমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক নিশিতশরনিকরে তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্মসমুদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহাকেও তাঁহার দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কশার আঘাত করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিসৈন্যগণের বর্ম্ম, দেহ ও অস্ত্রসংহারক তুলত্রের উপর শসমুদয়ের আঘাত করিয়া সিংহ যেমন মৃগগণকে মর্দ্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বলপ্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে বিমর্পিত করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুযুধান এবং যমজ নকুল ও সহদেব ইঁহারা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সকল মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর-সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ,

সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উদ্যত কালদণ্ডসদৃশ গদা, মুষল ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহার মস্তিষ্ক বহির্গত, কাহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত এবং কাহারও আয়ুধসকল ইতস্ততঃ নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণকলেবর হইয়া রুধিরলিপ্ত দশনপংক্তি বিরাজিত, দাড়িমসন্নিভ বক্তৃদ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপক্ষগণকে পরশুদ্বারা তক্ষণ, পট্টিশ ও অসিদ্বারা ছেদন, শক্তিদ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপালদ্বারা নিক্ষেপ এবং নখর, প্রাস ও তোমরদ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর নিহত হইয়া রুধিরধারাবর্ষণপূর্ব্বক ছিন্ন রক্তচন্দনবৃক্ষের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। রথীকর্ত্তৃক রথী, হস্তীকর্ত্তৃক হস্তী, পদাতিকর্ত্তৃক পদাতি ও অশ্বকর্ত্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজদণ্ড, করিশুণ্ড এবং মনুষ্যগণের মস্তক, হস্ত, ছত্রসমুদয় ক্ষুর, ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী ও রথসমবেত অশ্বসকল বিমর্দ্দিত হইল। করিনিকর অশ্বারোহীকর্ত্তৃক ছিন্নশুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও ধ্বজের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল। হস্তী ও রথীসমুদয় পদাতিদিগের বাহুবলে নিহত ও নিপতিত হইল। অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতিদ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহীদ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃতমনুষ্যগণের বদনমণ্ডল ও কলেবর মুদিত পদ্ম ও ম্লান মাল্যদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের পরমরমণীয় রূপ পঙ্কাক্লিন্ন [কাদামাখা] বস্ত্রের ন্যায় সাতিশয় মলিন ও একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।”

২৩তম অধ্যায়

তুমুল সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধনের প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসাপরতন্ত্র [মারণেচ্ছায় বাধ্য] হইয়া করিসৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধবিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্ত, মেকল, কোশল, মদ্র, দশার্ণ, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণপূর্ব্বক পাঞ্চালসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পার্ষ্ণি, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশদ্বারা সঞ্চালিত পতাকার নাগগণকে নারাচ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন কোনটাকে দশ, কোন কোনটাকে ছয় ও কোন কোনটাকে আটবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালপক্ষীয় যোধগণ দ্রুপদতনয়কে মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় সেই করিসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল এবং নাগগণের উপর শরবর্ষণপূর্ব্বক জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বীর্য্যবান নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং প্রভদ্রকগণ মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে,

তদ্রূপ সেই করিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গগণ বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও রথীগণকে শুণ্ডদ্বারা উত্তোলন, পদদ্বারা মর্দ্দন ও দন্তাঘাতে বিদারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক বীর করিগণের দন্তলগ্ন হইয়া ভীষণবেগে নিপতিত হইল।

কৌরবপক্ষীয় পুণ্ড্র প্রমুখ নৃপতিনিধন

"ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি উগ্রবেগ নারাচদ্বারা সমীপস্থিত বঙ্গাধিপতির মাতঙ্গের মর্ম্ম ভেদ করিয়া নিপাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সাত্যকি তাঁহার বক্ষঃস্থলে নারাচনিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিননারাচে পুরে পতাকার হস্তীর পতাকা, বর্ম্ম, ধ্বজ ও মহামাত্রকে ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ডের ন্যায় তিননারাচদ্বারা অঙ্গরাজপুত্রকে ও শতনারাচে তাঁহার হস্তীকে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজপুত্র ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্যকিরণতুল্য আটশত তোমর নিক্ষেপ করিলে মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় এইরূপে নকুলের শরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের সহিত ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তিশিক্ষাবিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে বঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদসম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্বতাকার গজযূথ লইয়া তাহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্তদেশীয় বীরগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ নকুলকে মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় অস্বাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই হস্তিযূথের সহিত শর-তোমরবর্ষী রথীগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথীগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুম্ভ, মর্ম্ম ও দন্তসমুদয় বিদীর্ণ ও ভূষণসকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব সুতীক্ষ্ণশনিকরে আটটি মহাগজের প্রাণসংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতিনারাচনিকরে নাগগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র ও প্রভদ্রকগণ বৃহৎকায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পর্বতপ্রমাণ হস্তিগণ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণের জলধরনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শরধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় রথী ও গজাবরাহিগণ কৌরবপক্ষীয় নাগগণকে নিপাতিত করিয়া অন্যান্য বিপক্ষসেনাগণকে ভিন্নকূল নদীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

২৪তম অধ্যায়

সহদেবসহ সমরে দুঃশাসনপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন সহদেবকে রোষাবিষ্টচিত্তে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথগণ ঐ দুই মহাবীরকে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদপরিত্যাগপূৰ্ব্বক ধ্বজপট বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া তিনশরে সহদেবের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; পাণ্ডুপুত্র সহদেবও সপ্ততিনারাচে দুঃশাসনকে প্রহার করিয়া তিনশরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততিশরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণপূৰ্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার জ্যা ছেদন করিয়া অম্বরতলপরিভ্রষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি ধনু গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন সেই যমদণ্ডোপম বিশিখ সমাগত দেখিয়া খরধার খড়্গদ্বারা দুইখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গ নিক্ষেপপূৰ্ব্বক সত্বর শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। সহদেব সেই খড়্গ আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নিশিতশরনিকরে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শর প্রয়োগ করিলেন। আপনার আত্মজ দুঃশাসনও তিন তিন শরে সহদেবনিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরজালে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয়শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব ক্রোধভরে বলপূৰ্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি কালান্তকযমোপম ভয়ঙ্কর এক শর প্রয়োগ করিলে উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদপূৰ্ব্বক বল্মীক-মধ্যগামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিতশরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বর ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এইরূপে আপনার আত্মজ দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া, মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকাপুট বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যসমুদয় বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।"

২৫তম অধ্যায়

কর্ণ-কুলযুদ্ধ-নকুলপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এদিকে মহাবীর কর্ণ মাদ্রীতনয় নকুলকে কৌরবসৈন্যবিদ্রাবণে [উপদ্রুতকরণে] প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, "হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈবপ্রভাবে তোমার নেত্রগোচরে নিপতিত হইলাম। হে পাপাত্মন!

তুমিই এই অনর্থপরম্পরা বৈর [পরস্পর বিঘ্নকারক শক্রুতা] ও কলহের মূল। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজ আমি তোমাকে সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও বিগতজ্বর [তীব্রসর্পবিষতুল্য] হইব। মহাবীর সূতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুত্রের, বিশেষতঃ ধনুর্ধারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীর! তুমি আমাকে প্রহার কর; অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে যুদ্ধে বীরজনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করা তোমার কর্ত্তব্য। বীরগণ বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি আজ তোমার মস্তক চূর্ণ করিব।' মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বর ত্রিসপ্ততিশরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল সূতপুত্রশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া আশীবিষসদৃশ ভীষণ অশীতিশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ স্বর্ণপুঙ্খনিশিতশরনিকরে নকুলের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশৎবাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলে সেই সমুদয় শর ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার কবচ ভেদপূর্ব্বক শোণিত পান করিল।

"অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক বিংশতিশরে কর্ণকে ও তিনশরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার-ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার শরাসনচ্ছেদনপুরঃসর হাস্যমুখে তিনশত সায়কে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরনিকরে সূতপুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অন্য এক ধনু গ্রহণ করিয়া পাঁচবাণে নকুলের জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন [অখিললোক উজ্জ্বলকারী] ভগবান ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজালপ্রভাবে যেমন শোভমান হয়েন, মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত জত্রুদেশে বিদ্ধ শরসমুদয়দ্বারা সেইরূপ সুশোভিত হইলেন এবং অবিলম্বে সাতশরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুষ্কোটি [ধনুকের অগ্রভাগ] ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরজালে নকুলের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। নকুল কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরজাল প্রয়োগপূর্ব্বক অবিলম্বে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতসঙ্কুলের ন্যায়, শলভ সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই শ্রেণীভূত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না।

"হে মহারাজ! এইরূপে চতুর্দ্দিক শরনিকরে নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদিত কালসূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সোমকগণ কর্ণচাপচ্যুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণও নকুলশরে সমাহত হইয়া সমীরণসঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তখন উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাতপথ [বাণের গমনস্থান] অতিক্রমণপূর্ব্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে

লাগিল। এইরূপে সৈন্যসকল উৎসারিত হইলে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুলনির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্রযুক্ত শরসকল সূতপুত্রকে এবং সূতপুত্রনির্ম্মুক্ত শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজাল-সমাবৃত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

"অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন সূতপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমরাঙ্গন এককালে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরের মহাত্মা সূতপুত্র নকুলের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকরদ্বারা তাঁহার দিব্যরথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়্গ, শতচক্রযুক্তচর্ম্ম ও অন্যান্য উপকরণসকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উদ্যত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তীক্ষ্ণধারসায়কদ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদনপূর্ব্বক নকুলকে নিরস্ত্র করিয়া সন্নতপর্ব্বশরদ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রবিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে মহাত্মা নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিতচিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

কর্ণকর্ত্তৃক নকুলের উপহাস

"তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া মাদ্রীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কার্ম্মুক সমর্পণ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন কর্ণের শরাসনে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের ন্যায় কিংবা চক্রচাপশোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ মহাত্মা নকুলকে কহিলেন, 'হে মাদ্রীতনয়! তুমি ইতিপূর্ব্বে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর মহাবলপরাক্রান্ত কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। এখন হয় সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রতিগমন বা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমীপে গমন কর।' হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে এইমাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাদ্রীতনয়কে ঐ সময় অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এইরূপে পাণ্ডুতনয় নকুল কর্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত মনে কুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া লজ্জাবনত মুখে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ করিলেন; মহাবীর সূতপুত্রও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্বসংযুক্ত ও ভূরিপতাকাশোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া

পাণ্ডবগণের মধ্যে মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

কর্ণসমরে পাণ্ডবপলায়ন

"হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চালদেশীয় রথীগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জরসকল দাবানলে দগ্ধ হইয়া যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য করিগণ বিদীর্ণকুম্ভ, রুধিরাক্তকলেবর, বিরহিতশুণ্ড ও নিকৃত্তলাঙ্গুল হইয়া বিদলিত অভ্রখণ্ডের [মেঘ] ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহ্বল হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে গমন করিল, আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করিয়া জলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ ঊরুচ্ছদ গ্রথিতকেশর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংস্যময় আভরণ, কবিকা [লাগাম], চামর, চিত্রকম্বল, তূণীর এবং আরোহিবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ, প্রাস ও ঋষ্টিদ্বারা বিদ্ধ, কুঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী। অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন, কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহন্যমান [প্রহারিত] ও কেহ কেহ বা কম্পিত হইতে লাগিল। রথীগণ নিহত হওয়াতে বেগগামী অশ্বসংযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিত রথসকল অক্ষ, কূবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা ও ঈশাদণ্ডবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য রথী নিহত ও অনেকেই ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অস্ত্রহীন না হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল। তারকাজালসমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাযুক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতাকা পরিশোভিত বীরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য মস্তক, ঊরুদেশ, বাহু এবং অন্যান্য অবয়ব সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্রের সায়কপ্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। সৃঞ্জয়গণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চালমহারথগণ সেই যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় সেনানিপাতন মহারথ কর্ণের সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ তাঁহাদিগের অনুসরণ ও শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।"

২৬তম অধ্যায়
উলূকযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় যুযুৎসুর পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু অরাতিসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, মহাবীর উলূক 'থাক থাক' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্রসদৃশ শিতধার শরদ্বারা উলূককে তাড়িত করিতে লাগিলেন; মহাবীর উলূকও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিতক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ণিদ্বারা তাড়িত করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রোষকষায়িতনয়নে ষষ্টিবাণে উলূককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন উলূক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণভূষিত বিংশতিশরে যুযুৎসুকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসুও উলূকের শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচবাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলূক তৈলধৌত ভল্লদ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক অম্বরতলপরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর উলূক যুযুৎসুর চারি অশ্বকে নিহত করিয়া তাঁহাকে সাতবাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু উলুকের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন; উলূকও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধ-সুতসোমের অলৌকিক অসিযুদ্ধ

"এদিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নিশিতশরনিকরে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করিয়া অকুতোভয়ে নিমেষার্দ্ধমধ্যে শতানীকের অশ্বসমুদয় ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শুতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ঐ গদা শ্রুতকর্ম্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সংচূর্ণিত করিয়া অবনী বিদারণ করিয়াই যেন নিপতিত হইল। এইরূপে সেই কুরুকুলকীর্ত্তিবর্ধন বীরদ্বয় পরস্পরের আঘাতে বিরথ হইয়া পরস্পরের প্রতি নেত্রপাত করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা বিবিংশুর রথে ও শতানীক সত্বর প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরোহণ করিলেন।

"ঐ সময় সুবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতসোমকে নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বারিবেগ যেমন পর্ব্বতকে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। সুতসোম পিতার পরমশত্রু শকুনিকে অবলোকন করিয়া বহুসহস্র শরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন অস্ত্রপ্রয়োগদক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা শকুনি শরজালে সুতসোমের শরনিকর ছেদনপূর্ব্বক তিনবাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকল লোকই চীৎকার করিয়া উঠিল। ধনুর্দ্ধর সুতসোম এইরূপে হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া

সত্বর শরাসনহস্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিবিধ বিশিখদ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ শকুনি সেই রথসমীপে সমাগত শলভরাজিসন্নিভ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে তৎসমুদয় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় তত্রত্য সমুদয় যোদ্ধা ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ সুতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। তখন সুবলনন্দন নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ ভল্লদ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথবিহীন সুতসোম এইরূপে ছিন্নচাপ হইয়া বৈদূর্য্য ও উৎপলের ন্যায় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিদেশসম্পন্ন খড়্গ সমূদত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরও করিলেন। শকুনি সুতসোমের সেই বিমলাম্বরসন্নিভ সঞ্চালিত খড়্গাকে কালদণ্ডের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবলসম্পন্ন সুতসোম সেই অসি ধারণপূর্ব্বক সহসা ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবৃত, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক বারংবার সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বলবীর্য্যসম্পন্ন সুবলনন্দন সুতসোমের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুতসোমও অসিদ্বারা তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শকুনি তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি আশীবিষসদৃশ শরসমূহ পরিত্যাগ করিলেন। গরুড়তুল্য পরাক্রমশালী সুতসোম স্বীয় বল ও শিক্ষাপ্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎসমুদয়ও খড়গদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শকুনি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার প্রভাসম্পন্ন অসি ছেদন করিলেন। সেই মহাখড়গ ছিন্ন হইলে উহার অর্দ্ধভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দ্ধভাগ মাত্র সুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ সুতসোম স্বীয় খড়্গ ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমনপূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়্গার্দ্ধ নিক্ষেপ করিলেন। সুতসোমনিক্ষিপ্ত অর্দ্ধছিন্ন খড়গ মহাত্মা সৌবলের স্বর্ণহীরকবিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুতসোম সত্বর শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ করিলেন। শকুনি অন্য দুর্জয় কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়া পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইল। তখন মহাত্মা শকুনি সেই শস্ত্রধারী গর্ব্বিত পাণ্ডবপক্ষীয় সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করিয়া দেবরাজ যেমন দৈত্যসেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।”

২৭তম অধ্যায়
কৃপাচার্য্য-ধৃষ্টদ্যুম্নযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে শরভ যেমন বনমধ্যে সিংহকে দেখিয়া নিবারণ করে, সেইরূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবলপরাক্রান্ত কৃপকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া একপদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রাণীগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসন্নিধানে কৃপাচার্য্যের রথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুপদতনয়কে বিনষ্ট

বলিয়া অবধারণ করিল। তখন রথী ও সাদিগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, 'বোধ হয়, মহাত্মা কৃপ দ্রোণনিধনে জাতক্রোধ হইয়াছেন। ইনি মহাতেজস্বী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও উদারধীশক্তিসম্পন্ন। আজ কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? এই সমস্ত সৈন্য কি মহাভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ মহাবীর কি আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইহার রূপ কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত করাল। আজ ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী মহারথ লঘুহস্ত এবং মহাস্ত্র ও বলবীর্য্যসম্পন্ন। অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন নিঃসন্দেহেই উহার সহিত সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন।' হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

পলায়মান ধৃষ্টদ্যুম্নের পশ্চাদ্‌ধাবন

"অনন্তর মহারথ কৃপ ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকরদ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মদেশে আঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাবীর! আপনার মঙ্গল ত'? আমি যুদ্ধকালে আপনার এইরূপ বিপদ ত' কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে দুর্দৈববশতঃই আপনি মর্ম্মভেদী শরনিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ঐ বিপ্রবর আপনার মর্ম্মভেদ লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন, অতএব আমি অবিলম্বে অর্ণবমুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের ন্যায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করিব। এক্ষণে যিনি তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ অবধ্য।' মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, 'হে সূত! আমার চিত্ত বিমোহিত ও দেহ হইতে স্বেদজল [ঘর্ম্ম] নির্গত হইতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনসন্নিধানে রথ উপনীত কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন বা ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইলে অদ্য আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।' হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাতপূর্ব্বক যে স্থানে ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ ও মুহুর্ম্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কৃপাচার্য্য দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিলেন।

হার্দ্দিক-শিখণ্ডী-সমর—পাণ্ডবপলায়ন

"ঐ সময় মহাবীর হার্দ্দিক্য হাস্যমুখে ভীষ্মের সংহারহেতু একান্ত দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীকে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচভল্লে হার্দ্দিক্যের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। তখন হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ষষ্টিসায়কে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে একশরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে কৃতবর্ম্মাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নবতি শর নিক্ষেপ

করিলেন; কিন্তু ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর ব্যর্থ ও ক্ষিতিতলে নিপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রদ্বারা কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কৃতবর্ম্মা ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় প্রভাব-প্রকটনে অসমর্থ হইলে দ্রুপদতনয় রোষভরে অশীতিশরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হৃদিকাত্মজ শিখণ্ডিনিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর ও একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কুম্ভমুখ হইতে বিনির্গত সলিলের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারারঞ্জিত শৈলের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং তৎপরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে বহুসংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ স্কন্ধদেশবিদ্ধ শরসমূহদ্বারা শাখাপ্রশাখা শোভিত অতি বৃহৎ পাদপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরাঘাতে রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া পরস্পর শৃঙ্গাভিহত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে হারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক রথারোহণে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর কৃতবর্ম্মা সুশাণিত সপ্ততিশরে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক জীবিতান্তকর ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজনিক্ষিপ্ত শরে একান্ত অভিহত হইয়া ধ্বজযষ্ঠি অবলম্বনপূর্ব্বক মোহে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে হার্দ্দিক্যশরাঘাতে নিতান্ত কাতর ও বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবসৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।"

২৮তম অধ্যায়
অর্জ্জুনযুদ্ধে শত্রুঞ্জয়প্রমুখ বহু বীর বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময়ে শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বায়ু যেমন ইতস্ততঃ তুলারাশি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ তিনি আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারায়ণীসেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, শত্রুঞ্জয়, সৌতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্মা, সুশর্মা, বসুধর্ম্মা, সুবর্মা ও মহাধনুর্ধর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনের উপর শরধারা বর্ষণ করিয়া জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তার্ক্ষ্যদর্শনে পন্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া জড়ীভূত [ম্রিয়মান] হইতে লাগিল। তাহারা ধনঞ্জয়ের শরে নিয়ত নিহন্যমান হইয়াও হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি, সৌতি সাত, শত্রুঞ্জয় বিংশতি ও সুশর্মা নয়শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সেই বীরগণকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিকে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে শত, শ্রুতসেনকে তিন, মিত্রবর্ম্মাকে নয় ও সুশর্ম্মাকে

আটশরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে শত্রুঞ্জয়, সৌতি ও চন্দ্রবর্ম্মাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণপূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন রোষাবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তোমর নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ [চাবুক] ও অশ্বরশ্মি স্বলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সত্বর সত্যসেনের নিকট রথসঞ্চালন কর, আমি অবিলম্বেই উহাকে সংহার করিব।' মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্যশ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক সত্যসেনের নিকট রথসঞ্চালন করিলেন; মহারথ ধনঞ্জয়ও তীক্ষশরনিকরে সত্যসেনকে নিবারণ করিয়া শাণিতভল্লে তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি শাণিত বাণদ্বারা মিত্রবর্ম্মাকে ও বৎসদন্তদ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত দ্বারা অসংখ্য সংশপ্তককে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সেই রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্রদ্বারা মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তকচ্ছেদনপুর্ব্বক সুশর্মার জত্রুদেশে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ক্রোধভরে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া শরনিকরদ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ অর্জ্জুন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলে সেই অস্ত্র হইতে সজস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কাক, তূণীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোক্ত্র, রশ্মি, কূবর, বরূথ, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতঘ্নী, ভুজ, উরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুটসকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুন্দর নেত্রযুক্ত কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছিন্নমস্তকসকল অম্বরতলস্থিত তারকাজালের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিহত বীরগণের মাল্যাম্বরধারী চন্দনদিগ্ধ [চন্দনমাখা] দেহসকল ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎকালে সংগ্রামস্থল অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্বতাকীর্ণ ভূভাগের ন্যায় অতিশয় দুর্গম হইল। ঐ সময় শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের রথচক্রের গতিরোধ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যেন, মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথচক্র তাঁহাকে সেই শোণিতজাত কর্ম্মসমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলে বিচরণপূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু, হস্তী ও অশ্বসমুদয় সংহার করিতে দেখিয়া অবসন্ন হইয়াছে। তখন মহাবেগগামী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দ্দমমগ্ন চক্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে তাহারা প্রায় সকলেই রণবিমুখ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বহুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে পরাজিত - করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।"

২৯তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ - উভয়পক্ষের বহু সৈন্যক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবসৈন্যের উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ‘থাক থাক’ বলিয়া তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন, আপনার পুত্রও নিশ্চিত নয়বাণে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথির উপর এক ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের উপর সুবর্ণপুঙ্খ এয়োদশ শর নিক্ষেপ করিয়া চারিবাণে তাঁহার চারি অশ্ব এবং এক এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও খড়্গ ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে পাঁচবাণে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। আপনার পুত্র এইরূপে একান্ত বিষন্ন হইয়া সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যপ্রমুখ বীরগণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন; তখন পাণ্ডুতনয়েরাও যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তূর্য্য বাদিত হইতে লাগিল।

“হে মহারাজ! ঐ সময় যে স্থলে কৌরব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়াছিল, সে স্থানে মহান কোলাহল সমুত্থিত হইল। নরগণ নরদিগের সহিত, কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত, রথীগণ রথীদিগের সহিত এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ পরস্পর পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বীরজনের সমরব্রত অনুসারে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কোনওক্রমেই কেহ সমর পরিত্যাগ করিলেন না। এইরূপে ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল অতি মধুরদর্শন হইল; কিন্তু অবিলম্বেই একবারে সকলে উন্মত্ত হওয়াতে উহা নির্ম্মর্য্যাদ হইয়া উঠিল। তখন রথীগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক নিশিতশরনিকরে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আগমন ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল। মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত দ্বিরদগণ অশ্বসকলকে বিদ্রাবিত করিয়া দশনপ্রহারে বিনষ্ট ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী রোষভরে দশনদ্বারা অশ্বরোহিগণের সহিত অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ পদাতিসৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুযোগক্রমে সমাহত হইয়া ঘোরতর আর পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় পদাতিগণ আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইলে গজারোহিগণ জয়লক্ষণ অবগত হইয়া সত্বর তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে পরিবেষ্টন ও আহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর ভেদ ও আভরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবেগসম্পন্ন বলমদমত্ত পদাতিগণও গজারোহিদিগকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতকগুলি গজারোহী করিশুণ্ডদ্বারা আকাশমার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতনকালে মাতঙ্গগণের বিষাণাগ্রে বিদ্ধ হইল। কতকগুলি গজারোহী হস্তীর দন্তদ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কতকগুলি সেনামধ্যে মহাগজদ্বারা বিদীর্ণকলেবর ও পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইল এবং কতকগুলি হস্তীর পুরোবর্ত্তী বীর কুঞ্জরগণকর্ত্তৃক ব্যজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইল। এইরূপে গজারোহিদিগের

কলেবর ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। নাগগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টিদ্বারা দন্তান্তরাল [দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ] কুম্ভ ও দন্তবেষ্টনে [মাড়িতে] অতিমাত্র বিদ্ধ হইল।

"ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থ সুদারুণ বীরগণকর্ত্তৃক নিগৃহীত ও রথীগণ অশ্বারোহিগণকর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ তোমরদ্বারা চর্মধারী পদাতিগণকে ভূতলে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তিগণ কোন কোন রথীকে আক্রমণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবলপরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচদ্বারা নিহত হইয়া বজ্র-ভিন্ন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টিপ্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভুজযুগল উন্নত করিয়া প্রতিপক্ষকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পাদদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণপুর্ব্বক শিরচ্ছেদন করিল। কেহ কেহ অসিদ্বারা পতনোন্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

"অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতর্কিতসঞ্চারে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণসংহার করিল। এইরূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সঙ্কুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচসকল শোণিতলিপ্ত হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় সেনাগণের ভীষণ কলকলধ্বনি সমুত্থিত হইল।

"হে মহারাজ! এইরূপে শস্ত্রপাতসঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া আত্মপর অবধারণে অসমর্থ হইল। জিগীষাপরবশ ভূপালগণ যুদ্ধ করিতে হয় এই বোধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কি আত্মীয়, কি বিপক্ষপক্ষীয়, যাহাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাকেই বিনাশ করিলেন। ফলতঃ তৎকালে বীরগণের শরপ্রভাবে উভয়পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য নিপতিত হওয়াতে রণভূমি ক্ষণকালমধ্যে অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। মুহূর্তমধ্যে সমরাঙ্গনে শোণিততরঙ্গিণী প্রবাহিত হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত, কর্ণ, পাঞ্চাল এবং ভীমসেন কৌরব ও করিসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ। এইরূপে সেই অপরাহ্নকালে কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যেরা বিপুল যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।'

৩০তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধনযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ ও অন্যান্য দুর্ব্বিষহ বিষম দুঃখবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তুমি যেমন যুদ্ধের কথা কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগণের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। সূতনন্দন! তুমি বক্তৃতাবিশারদ; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, দুর্য্যোধনই বা কিরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই

অপরাহ্নসময়ে অন্যান্য বীরগণের কিরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল, তৎসমুদয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ সংবিভাগক্রমে সংগ্রামে মিলিত ও নিহন্যমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক বিষপূর্ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজকে লক্ষ্য করিয়া সারথিকে কহিলেন, ‘হে সূত! যে স্থানে বর্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয়মান আতপত্রদ্বারা বিরাজিত হইতেছেন, তুমি সত্বর তথায় আমাকে লইয়া চল। সারথি দুর্য্যোধনের আজ্ঞাশ্রবণে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে রথচালন করিতে লাগিল; তখন যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় প্রকোপিত হইয়া স্বীয় সারথিকে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

“অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন পরস্পর মিলিত হইয়া সরোষনয়নে পরস্পরের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শিলানিশিত ভল্লদ্বারা ধর্ম্মনন্দনের শরাসন ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িতলোচনে অবিলম্বে ছিন্নচাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধনও অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় রোষিত সিংহদ্বয়ের ন্যায়, নর্দ্দমান [গর্জ্জিত] বৃষদ্বয়ের ন্যায় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্রবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বিচরণপূর্ব্বক আকর্ণাকৃষ্ট শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বারংবার সিংহনাদ, তলধ্বনি, চাপনির্ঘোষ ও শঙ্খনিঃস্বনপূর্ব্বক পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্য্যোধনপরাজয়

“অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রতুল্য বেগশালী তিনবাণে আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনও সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচবাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ শক্তি মহোল্কার ন্যায় সমাগত দেখিয়া নিশিত তিনবাণে ছেদনপূর্ব্বক পাঁচবাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্বর্ণদণ্ডান্বিত হুতাশনসন্নিভ [অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল] শক্তি গগনভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় ভীষণ শব্দ করিয়া নিপতিত হইল। দুর্য্যোধন শক্তি বিনিহত দেখিয়া নিশিত নয়ভল্লে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। অরাতিঘাতন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঐ শর আপনার পুত্রকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্য্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে সরোষনয়নে গদা উদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ‘হে

মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে।' রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সেই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে হার্দ্দিক্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অপরাহ্ণ সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভলোপ কৌরবপক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইল।"

৩১ম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ—পাণ্ডবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুরযুদ্ধসদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করিবৃংহিত, নরকোলাহল, রথঘর্ঘরশব্দ ও শঙ্খনিঃস্বনদ্বারা অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ প্রয়োগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব রথীবীরপুরুষনিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ শরে নিহত হইয়া গেল। চন্দ্রসূর্য্য ও কমলতুল্য, ধবল দশনরাজিবিরাজিত, নাসাবংশ[দীর্ঘনাসিকা]-সুশোভিত, কমনীয় লোচন, রুচির, কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নরমস্তকসমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভূশুণ্ডী ও গদাদ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষতবিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাঙ্গন লোকক্ষয়কালীন যমরাজ্যের ন্যায়। শোভা ধারণ করিল।

"হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমারসদৃশ আত্মজ ও সৈনিকগণ বহুল বলসমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসম্পন্ন কৌরবসৈন্য গমনকালে সমুদ্রের ন্যায় গভীর শব্দ করিয়া সুররাজের সেনার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুররাজসম বিক্রমসম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকরকিরণের ন্যায় প্রখর শরনিকরদ্বারা উপেন্দ্রতুল্য সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন; সাত্যকিও সত্বর বিবিধ শরদ্বারা সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র পুরুষপ্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর আপনার সুহৃদ অতিরথগণ সাত্যকিনিক্ষিপ্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত সত্বর বসুষেণের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ণবসন্নিভ কৌরবসৈন্যসমুদয় সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইলে দ্রুপদতনয় প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বহুসংখ্যক বেহমনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল।

'ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সায়ংকালোচিত কার্য্য সমাধানানন্তর ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধি অর্চনা করিয়া কৌরবসৈন্যের অনুসরণে

প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের অম্বুদের ন্যায় গভীরনিঃস্বনযুক্ত, পবনবিকম্পিত, ধ্বজপটসম্পন্ন, শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত প্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক নৃত্য করিয়াই যেন শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ডসমন্বিত বিমানপ্রতিম রথসমুদয় সারথির সহিত শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শরপ্রয়োগপূর্ব্বক বৈজয়ন্তী আয়ুধ ও ধ্বজসম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"হে মহারাজ! তখন মহারাজ দুর্য্যোধন একাকীই সেই সংক্রুদ্ধ অন্তকসদৃশ দুর্নিবার অর্জ্জুনকে শরনিকরদ্বারা সমাহত করিয়া তথায় আগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সাতসায়কে তাঁহার কার্ম্মুক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদনপূর্ব্বক একশরে তাঁহার ছত্রদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণনাশক শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা উহা সাতখণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের ধনু ও অশ্বগণকে ছেদনপূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে হার্দ্দিক্যের শাসন, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শাসন ছেদন করিয়া সূতপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তিনশরে অর্জ্জুনকে ও বিংশতিশরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময় রোষপরবশ সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার ও অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

"অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমনপূর্ব্বক কর্ণকে প্রথমতঃ নিশিতনবতিশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিদিগের সহিত কর্ণবধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও কটুক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ শিতশরনিকরে [তীক্ষ্ণধার] ঐ শস্ত্র ছেদন করিয়া, বায়ু যেমন মহীরুহ [দুরে নিক্ষেপ] ভগ্ন করিয়া অপবাহিত করে, সেইরূপ তথা হইতে, তৎসমুদয় অপসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথী, মহামাত্রসমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অসুপ্রভাবে বিশস্ত্র, ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

রাত্রিযুদ্ধে ভীত কৌরবগণের পলায়ন

"তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণপূর্ব্বক সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমুদয় প্রতিহত করিয়া শরনিকরদ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায়, শতঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের

ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ অর্জ্জুনের অস্ত্রবলে নিহন্যমান হইয়া নিমীলিতলোচনে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভীত হইয়া ধাবমান হইল।

"হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ ভানুমান্ অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। গাঢ়তর অন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে আর কোন বস্তুই নিরীক্ষিত হইল না। তখন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিযুদ্ধে নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে ক্রোধভরে রণস্থল হইতে অপগমন করিলেন; পাণ্ডবেরাও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে অবহার [বিশ্রাম] করিলে ভূপালগণ, পৌণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া রুদ্রদেবের আক্রীড়সন্নিভ [সংহারক্রীড়াক্ষেত্রতুল্য] সেই ভীষণ রনস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।'

৩২ম অধ্যায়
শিবিরে বিশ্রামাবসরে কর্ণের সচাতুরী আশ্বাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দে আমাদের সমুদয় যোধগণকে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিলে যমও উহার নিকট পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যে বীরবর একাকী দিব্যশরাসন ধারণপূর্ব্বক সুভদ্রাহরণ, অগ্নির তৃপ্তিসম্পাদন, এই পৃথিবী পরাজয়পূর্ব্বক সমুদয় ভূপালের নিকট কর গ্রহণ, নিবাতকবচগণের বিনাশসাধন, ভরতগণের পরিত্রাণ এবং কিরাতরূপী দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুন পরাক্রমদ্বারা নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বর্ম্ম ও আয়ুধবিবর্জ্জিত, হত, আহত ও বিধ্বস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত মহামানী কৌরবগণ এইরূপে অরাতিশরে বর্ম্ম ও অস্ত্রবিবর্জ্জিত, বাহনবিহীন, হতসৈন্য, একান্ত সমাহত ও নির্জ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থানপূর্ব্বক ভগ্নদন্ত বিষবিহীন বিষধরের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ-আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাসপরিত্যাগ ও পরে করনিপীড়নপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! অর্জ্জুন দৃঢ়, কার্য্যদক্ষ ও ধৈর্য্যশালী, বিশেষতঃ বাসুদেব যথাসময়ে উহাকে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অদ্য সহসা শস্ত্র বর্ষণপূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাঁহার সমুদয় সঙ্কল্প ধ্বংস করিব।' দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক 'তথাস্তু' বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

“অনন্তর তাঁহারা সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যত্নপূর্ব্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত দুর্জয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন অরাতিঘাতন দুর্য্যোধন যুদ্ধে পুরন্দরের ন্যায়, বলে মরুদগণের ন্যায় ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায়, শত্রুনিসূদন, বৃষভস্কন্ধ সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমুদয় সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকেই প্রাণসঙ্কটকালীন বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিল।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সেনাগণ কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইলে দুর্য্যোধন কি করিল? সৈন্যগণের অবহারানন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইলে আমার পুত্র কি সূর্য্যদর্শনোৎসুক শীতার্ত্ত পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয়পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সূতপুত্র কিরূপে যুদ্ধ করিল? পাণ্ডবেরাই বা কিরূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? মহাবাহু কর্ণ একাকী সৃঞ্জয় ও পার্থগণকে নিহত করিতে পারে। ঐ মহাবীর সংগ্রামকালে ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য ভুজবল ধারণ করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে যত্নশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে পীড়িত ও পাণ্ডবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাসুদেবসমবেত সপুত্র, পাণ্ডবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে। হায়! - এক্ষণে দ্যূতক্রীড়ার চরম ফল উৎপন্ন হইয়াছে। আমি দুর্য্যোধনের দুর্নীতিজনিত শল্যভূত [শল্যাঘাতজনিত বেদনায় পরিণত] দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সূতনন্দন নীতিমান্, পরাক্রান্ত ও দুর্য্যোধনের অনুগত। তথাপি এই মহাযুদ্ধে আমার পুত্রগণকে নির্জ্জিত ও নিহত শ্রবণ করিতে হইল। হায়! পাণ্ডবগণকে নিবারণ করে, এমন আর কেহই নাই। তাহারা আমাদের সৈন্যগণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনায়াসে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; অতএব দৈবই বলবা।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত কার্য্যের অনুশোচন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত বিনষ্ট হয়। আপনি পূর্ব্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই; সুতরাং এক্ষণে আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বারংবার আপনাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি মোহবশতঃ তাঁহাদের হিতবাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষতঃ আপনি তাঁহাদের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে; তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে যেরূপে ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন।

অর্জ্জুনবধে কর্ণের সুদৃঢ় সংকল্প

“রজনী প্রভাত হইলে মহাবাহু কর্ণ দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আজ আমি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য হয় আমিই

তাহাকে সংহার করিব, না হয় সেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্যবাহুল্যপ্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাজ! এক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধিবিবেচনানুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শত্রুদত্ত শক্তিহীন হইয়াছি; এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলে ধনঞ্জয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে। তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যাস্ত্রসমুদয় দেখিতে পাইবে। সব্যসাচী অর্জ্জুন প্রতিযোদ্ধার কার্য্যবিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত, বল, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্তজ্ঞান ও বিক্রম বিষয়ে কখনই আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয় চকীর্ষু [হিতেচ্ছু] হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয়নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়াছেন, যাহার নির্ঘোষে দানবগণ দশদি শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল, সুররাজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন; ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্যচাপ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ কার্ম্মদ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপে জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। এই আমার পরশুরামদত্ত ভীষণ শরাসন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহাদ্বারা ভার্গব একবিংশতিবার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার দিব্যকার্য্যসমুদয় কীর্ত্তনপূর্ব্বক ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি এই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া তোমাকে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। অদ্য এই গিরিকানন সুশোভিতা সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী তোমার ও তোমার পুত্রপৌত্রাদির ভোগার্থে কল্পিত হইবে। ধর্ম্মানুরক্ত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধিলাভ যেমন অসাধ্য নহে, তদ্রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। পাদপের অগ্নিসংস্পর্শ যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, আমিও অর্জ্জুনের তদ্রূপ অসহ্য হইব সন্দেহ নাই।'

শল্যকে সারথি করিতে কর্ণের কামনা

"হে মহারাজ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, তৎসমুদয় আমার স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা দিব্য, তূণীরদ্বয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, কাঞ্চনভূষণ দিব্যরথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অশ্বসকল মনের তুল্য বেগশালী এবং ধ্বজ বিস্ময়কর ও দ্যুতিমান্ বানরে লাঞ্ছিত। আমার এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার কেবল একমাত্র বিজয়াশ্য দিব্যকার্ম্মুক ধনঞ্জয়ের অর্জ্জিত গাণ্ডীবশরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে কুরুরাজ। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমুদয় না থাকাতে আমি অর্জ্জুন অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। কিন্তু দুঃসহবীর্য্য মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ; উনি যদি আমার সারথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। অতএব দুঃসহবীর্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকটসমুদয় আমার নারাচনিকর বহন এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসংযোজিত রথসকল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ! এইরূপ হইলে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন হইব।

মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন এবং আমিও অর্জ্জুন অপেক্ষা সমধিক গুণবান্। কৃষ্ণ যেমন অশ্ববিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্যও সেইরূপ। বিশেষতঃ শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য আমার সারথি হইলে আমার রথ অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহেই ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিব। এক্ষণে অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজিত করিব। সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা দুরে থাকুক, তৎকালে দেবাসুরগণও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে না।'

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে অর্চনা করিয়া কহিলেন, 'হে রাধেয়! তুমি যেরূপ কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তূণীর ও অস্বসংযুক্ত রথসমুদয় তোমার অনুগমন করিবে। শকটসমুদয় তোমর, নারাচ ও শর সকল বহন করুক। আমরাও তোমার অনুগমন করিব।"

৩৩তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক শল্যের কর্ণসারথ্য প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দুর্য্যোধন কর্ণকে এই বলিয়া বিনয়পূর্ব্বক মহারথ মদ্ররাজের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণয়পুরস্কারে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ। আপনি সত্যব্রত, শত্রুপাতন ও অরাতিসৈন্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনাকে যেরূপে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি নতশিরাঃ ও বিনীত হইয়া শত্রুনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ানুরোধে পার্থবিনাশ ও আমার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্যকার্য্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে অভিষিক্ত হইলে সূতপুত্র অনায়াসে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন।

হে মহাত্মন্! আপনি বাসুদেবের সমান, সুতরাং আপনি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃষ্ণ যেমন বিপন্ন অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। হে মদ্ররাজ! পুর্ব্বে বীর্য্যবান্ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভোজরাজ, শকুনি, অশ্বত্থামা, আপনি ও আমি আমরা অরাতিসৈন্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত নয়ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মুলিত হইয়াছে। মহাবীর শান্তনুতনয় ও আচার্য্য স্ব স্ব হন্তব্য [বধযোগ্য] সৈন্যগণকে নিহত করিয়া অন্যান্য অসংখ্য অরাতির প্রাণসংহার করিয়া পরিশেষে কেবল বিপক্ষদিগের ছলপ্রভাবে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অস্মপক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি আমাদের হিতসাধন করিয়া সমরে অরাতিহস্তে নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন! হে রাজন্। পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে, অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এক্ষণে সেই সত্যবিক্রম পাণ্ডুপুত্রগণ

যাহাতে আমাদের অধিকাংশ সেনার হতাবশিষ্টগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করুন। হে মদ্ররাজ। মহাবাহু কর্ণ ও আপনি আপনারা দুইজনেই সর্ব্বলোকাতিগামী, মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান নিরত। অদ্য মহাবীর রাধেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উহার অশ্বরশ্মি গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাসুদেব সমরে যেরূপ পার্থের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সাহায্যে রক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধনঞ্জয় অন্যান্য বিপক্ষগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ শত্রুক্ষয় করিতে সমর্থ ছিল না; এক্ষণে কেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক বিক্রমসহকারে প্রতিদিন কৌরবসেনা বিদ্রাবিত করিতেছে। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার হন্তব্য অরাতিসৈন্যের অল্প অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব দিবাকর যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অংশদ্বয় বিনষ্ট করিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করুন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদিত বালসূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনাকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুক। যেরূপ সূর্য্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ আপনাদিগকে দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথীগণের অগ্রগণ্য, আপনিও সারথিশ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ সমরে আপনার তুল্য আর কাহাকেও দৃষ্ট হয় না। অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনিও সেইরূপে সমরে কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, আপনি সারথি হইলে পাণ্ডবগণের কথা দুরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।

কর্ণের সারথ্যপ্রস্তাবে শল্যের ক্রোধ

“হে মহারাজ! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মদ্ররাজ শল্য দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ললাটে ত্রিশিখ ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্ব্বক বারংবার করযুগল বিকম্পিত ও রোষারুণ নেত্রদ্বয় পরিবর্তিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে কুরুরাজ! তুমি আমাকে নিঃশঙ্কচিত্তে সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমাকে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা হইতে সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহাকে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গণনাই করি না। এক্ষণে তুমি আমাকে কর্ণ অপেক্ষা অধিক অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দাও। আমি উহা অনায়াসে পরাজিত করিয়া স্বস্থানে গমন করিব অথবা আমি এক্ষণে একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু সংহার করিতেছি; তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না; আর যুদ্ধে আমার অবমাননা করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থূল ও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভুজগের ন্যায় একান্ত ভয়ঙ্কর; রথ সুসজ্জিত ও বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্টসমলঙ্কৃত। আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমণ্ডল বিদীর্ণ, মহীধরসকল বিক্ষিপ্ত

এবং সমুদ্রসকল শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এইরূপ মহাবলপরাক্রান্ত ও শত্রুনিগ্রহে সুদক্ষ; তুমি তথাপি কি নিমিত্ত আমাকে নীচকুলোৎপন্ন কর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিয়োগ করিতেছ? আমাকে অকার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ, নীচব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত হয় না; প্রীতিপূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত মহব্যক্তিকে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্যকরণজনিত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু হইতে, বৈশ্যেরা উরুদ্বয় হইতে এবং শুদ্র পাদযুগল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই বর্ণচতুষ্টয়ের পরস্পর ভিন্নবর্ণসংযোগে অনুলোমজ [বিপরীত ব্যবহার—উল্টা করা] ও প্রতিলোমজ [অনুলোমের বিপরীত উচ্চজাতীয় নারীতে অপেক্ষাকৃত নীচজাতীয় পুরুষজাত] সঙ্করজাতিসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থসংগ্রহ, দান ও প্রজাপালন—এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও ধর্ম্মতঃ দান—এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক। অতএব সূতের শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজর্ষি কুলসম্ভূত, মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তুতিভাজন; সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্যস্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আজ আমি ত্বৎকৃত অপমান সহ্য করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না, অতএব এক্ষণে বিদায় দাও, স্বগৃহে প্রস্থান করি।' এই বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলম্বে ক্রোধভরে ভূপালগণমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনস্তবতুষ্ট শল্যের কর্ণসারথ্য স্বীকার

"তখন মহারাজ দুর্য্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহুমাননিবন্ধন তাঁহার করগ্রহণ করিয়া শান্তভাবে সর্ব্বার্থসাধন, মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে আপনাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই সমধিক বলশালী নহেন এবং আমিও আপনাকে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না। হে মাতুল! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার মতে আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা কদাচ অনৃতবাক্য [মিথ্যা] প্রয়োগ করিতেন না। এই নিমিত্ত আপনার নাম আর্ত্তায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্যনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন্! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা সমধিক গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অস্ত্রযুদ্ধে ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীর্য্যসম্পন্ন। আমি এই নিমিত্তই এক্ষণে আপনাকে উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয়ের যন্তৃপদে [পরিচালক-সারথি] ববণ করিতে অভিলাষ করি।'

"হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'কুরুরাজ! তুমি আমাকে সৈন্যগণমধ্যে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই, আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি, কিন্তু উহার সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব।' হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ও কর্ণ ইঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।"

৩৪তম অধ্যায়
শল্যসন্তোষার্থ ত্রিপুরাসুরপ্রসঙ্গে ত্রিপুর-উৎপত্তি

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনাকে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবিচারিত চিত্তে উহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবদানবগণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া। ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী—তারকাসুরের তিনপুত্র কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়া অতি সুকঠিন নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব দেহ পরিশুষ্ক করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে বরদাতা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধিদর্শনে পরমপ্রীত হইয়া তাহাদিগকে বরদান করিতে আগমন করিলেন। তখন তারকাপুত্রেরা সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল,-হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে অসুরগণ! কেহই সর্ব্বভূতের অবধ্য নহে, অতএব তোমরা উহা ভিন্ন অন্য যাহা অভিরুচি হয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অসুরত্রয় একতা অবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরনিশ্চয় করিয়া প্রণতিপুরঃসর পিতামহকে কহিল--হে দেব! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিনজনে পুরত্রয়ে অবস্থানপূর্ব্বক জনসমাজে পূজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব এবং সহস্র বৎসর অতীত হইলে পূনরায় পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি একবাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অসুরগণের বাক্যশ্রবণে তাহাদিগকে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

'তারকাসুরের পুত্রেরা এইরূপে বরলাভ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পুরত্রয়নির্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানবপূজিত, রোগবিহীন, স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত করিল। ধীমান্ ময়দানব স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরত্রয়ের এক একটি শতযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ, জনতাযুক্ত, রাজপথ ও বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। তারকাসুরের তিনপুত্র ঐ পুরত্রয়ের অধীশ্বর হইল। তারকাক্ষের সুবর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও

বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই অসুরত্রয় অস্ত্রবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাহারা আর প্রজাপতিকেও তৃণতুল্য বোধ করিল না। পূর্ব্বে যেসকল মাংসাশী সুদৃপ্ত দানবগণ সুরগণকর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্যপ্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, কোটি কোটি জন একত্র সমবেত হইয়া সেই অসুরত্রয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ত্রিপুরদুর্গে আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সমুদয় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব মায়াবলে তাহাকে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

'ঐ সময় তারকাক্ষের হরিনামে মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক লোকপিতামহ প্রজাপতিকে পরম পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন তারকাক্ষপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 'হে দেব! আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটি বাপী [জলাশয়-দীঘি] প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সমস্ত অস্ত্রনিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জীবিত ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের বাক্যশ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুত্র সেই বিধাতৃদত্ত বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনাদের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এইরূপে দৈত্যগণ সেই বাপীপ্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। দুষ্কর তপঃপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

ত্রিপুরনাশে ইন্দ্রের অসামর্থ্য-বজ্রের ব্যর্থতা

'হে মদ্ররাজ! নির্ল্লজ্জ দানবগণ এইরূপে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত ও লোভ-মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিদ্রাবণপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রম ও সুরম্য জনপদসমুদয়ে বিচরণ করিয়া সকলের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকর্ত্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার বরপ্রভাবে সেই অভেদ্য পুরসকল ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তৎসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈত্যগণের দৌরাত্ম্যজ্ঞাপনার্থ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগণ নতশিরাঃ হইয়া ভগবান্ পিতামহকে প্রণতিপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি কহিলেন, -হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়; অতএব দুরাত্মা অসুরগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীকে সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধার্ম্মিকগণের প্রাণসংহার করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে দেবগণ! অসুরগণের পুরত্রয় এক বাণেই ভেদ করিতে হইবে, সুতরাং ঐ কার্য্য

মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল যোদ্ধা মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন।

ব্রহ্মার বাক্যে দেবগণের মহাদেব-স্তুতি

"হে মদ্ররাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তপোনিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া রক্ষোঘ্ন [রাক্ষস-নাশক-পূর্ব্বকালে কোথাও তপস্যা আরব্ধ হইলেই রাক্ষসেরা আসিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিত] বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন যিনি সর্ব্বত্র আত্মা ও পরমাত্মারূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মতত্ত্ব ও সাংখ্যযোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সতত যাঁহার বশীভূত রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি, ভগবান ঊমাপতি সুরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহারা সেই অনন্যসদৃশ অকল্মষ [নিষ্কল-নির্ম্মল] ভগবান্ দেবদেবকে নানারূপে কল্পিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাকে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদয় ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। তখন ভগবান শঙ্কর তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া মঙ্গলসূচক বাক্যে সৎকার করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা কি কারণে আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, -হে ভগবান্! আপনি দেবাদিদেব, পিনাকধারী [বজ্র], বনমালাবিভূষিত দক্ষযজ্ঞবিনাশন, প্রজাপতিদিগের পূজ্য, সকলের স্তুত্য [স্তবযোগ্য, স্তুত হইতেছেন ও স্তুত হইয়া থাকেন] স্তূয়মান ও স্তুত। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলধারী, অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রবরায়ুধ, যোধী, অর্থ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রথন, দুর্ব্বারণ, ক্রাথ, বিপ্র, ব্রহ্মচারী, ঈশান, প্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, তোনিরত, পিঙ্গ, ব্রতাবলম্বী, গজচর্ম্মবাসা, কার্ত্তিকেয়পিতা, ত্রিনেত্র, শরণাপন্নের ক্লেশসংহর্ত্তা, অসুরঘাতন, বৃক্ষপতি, নারীপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, সসৈন্য ও অমিতৌজা; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।' তখন ভগবান্ দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগতপ্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, -হে দেবগণ! তোমাদের ভয় দূর হউক; এক্ষণে বল, আমাকে তোমাদের নিমিত্ত কি করিতে হইবে?

৩৫তম অধ্যায়

মহাদেবের অসুরবধস্বীকার

"দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি দেবর্ষিগণকে অভয় প্রদান করিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতকর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রাজাপত্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্য্যাদানাশক দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যাচমান [প্রার্থী]

দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজিত কর। তোমার অনুগ্রহে সমুদয় জগৎ সুখী হউক। হে লোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য বলিয়া আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি।

ত্রিপুরাসুরের বধকৌশল নিরূপণ

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন,—হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদর্পিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধবল গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ। দেবগণ কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীর্য্য আমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর কহিলেন,—সেই অপরাধী পাপাত্মাদিগকে যেরূপে হউক নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধতেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। সুরগণ কহিলেন, —হে ভূতভাবন! আমাদিগের তোমার অর্দ্ধতেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই; অতএব তুমিই আমাদিগের বলার্দ্ধ লইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর। তখন মহাদেব কহিলেন, —হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার বলার্দ্ধ ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

দেবগণকর্ত্তৃক মহাদেবের রথনির্মাণ

‘অনন্তর সেই দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, —হে সুরগণ! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণপূর্ব্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিব। তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন, —হে দেবেশ্বর! আমরা ত্রিলোক সমুদয় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া, বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ রথ নির্মাণ করিতে পারেন, তোমার জন্য তদ্রূপ এক দ্যুতিমান্ রথ প্রস্তুত করিব। সুরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণপরিবৃত বিশাল নগরসম্পন্ন বসুন্ধরাকে দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দরপর্ব্বত ও দানবালয় জলনিধি ঐ রথের অক্ষ, মহানদী ভাগীরথী জঙ্ঘা; দিগ্বিদিক ভূষণ; নক্ষত্রসকল ঈষা; সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ; ভুজগরাজ অনন্তদেব কুবর; হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধুর্ভাগ; জল ও নদীসকল বন্ধন সামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা কাষ্ঠা ছয় ঋতু ও দীপ্তগ্রহসমুদয় অনুকর্ষ, তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফলপুষ্পপরিশোভিত ওষধি ও লতাসকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা; মহোরথগণ যোক্ত্র; সংবর্ত্তক মেঘ যুগ, চর্ম্ম ও কালপৃষ্ঠ; নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশরবন্ধন; সমুদয় দিক্, প্রদিক এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহনক্ষত্রাদিদ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণামাসী, উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্ব যোক্ত্র পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ। যুগকীলক; মন রথোপস্থ;

সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ; চক্রচাপসম্বলিত বিদ্যুৎ পবনোচ্যুত পতাকা; বষট্কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহেশ্বরের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি সেই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণধারস্থ রূপ হইলেন। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সংবৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উহার শরাসনরূপ মহাস্বন সাবিত্রী ও মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্নভূষিত অভেদ্য দিব্যবর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল। মৈনাক ও মেরুপর্বত ধ্বজযষ্ঠি হইল এবং সৌদামিনীসম্বলিত মেঘমালা পতাকা হইয়া ঋতিক্গণমধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপুর্ব্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে দেবগণ সমুদয় তেজ একত্র সমবেত অবলোকনপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

'হে মদ্ররাজ! দেবগণ এইরূপে শত্রুমর্দ্দন শ্রেষ্ঠ রথ নির্ম্মাণ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে স্বকীয় প্রধান শরসমুদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজযষ্ঠি করিয়া উহার উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন; ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড, ও জ্বর রথের পার্শ্বরক্ষক, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক; ঋগ্বেদ, সামবেদ ও পুরাণসকল পুরঃসর, ইতিহাস ও যজুর্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক এবং সমুদয় স্তোত্রাদি, দিব্যবাক্য, বিদ্যা ও বষট্কার পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান দেবদেব ছয়ঋতুসম্পন্ন সংবৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎ কালস্বরূপ; সংবৎসর তাঁহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাহার তাঁছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসেনের মৌর্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইহারা তাঁহার বাণস্বরূপ হইলেন। সমুদয় জগৎ অগ্নিসোম ও বিষ্ণুময়; বিশেষতঃ, বিষ্ণুও অমিততেজাঃ ভগবান ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; সুতরাং সেই শর অমরগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার যজ্ঞসভৃত দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন।

মহাদেবের সারথিনিরূপণ

'হে মদ্ররাজ! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাঘ্রাজিনধারী ভবানীপতি অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের নিহন্তা, ধার্মিকগণের পরিত্রাতা ও অধার্ম্মিকগণের সংহর্ত্তা এবং যাঁহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুতদর্শন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই মহাত্মা ভীমবল, ভীমরূপ ও প্রমথনশীল আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুস্তৃত দিব্যশর গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া পূণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে তাঁহার অনুকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করিয়া সেই রথারোহণে সমুদ্যত হইলেন। মহর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে খড়্গ, বাণ ও শরাসনধারী ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! এক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্যকার্য্য করিবেন? সুরগণ কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি যাহাকে নিয়োগ করিবে, তিনিই

তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন,—হে দেবগণ! যিনি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনাপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহাকেই সারথি কর।

‘হে মদ্ররাজ! দেবগণ ভবানীপতির সেই বাক্যশ্রবণে পিতামহের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্ম! তুমি দৈত্যবিনাশের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষধ্বজ প্রসন্ন হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত রথও প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু সেই উত্তম রথে কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিকে সারথি বিধান করিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব, অতএব এক্ষণে তোমার তদনুরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে কমলাসন! দেবগণের মূর্ত্তির সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সপর্বত ধরিত্রী রথ হইয়াছেন। চারি বেদ উহার চারি অশ্ব ও নক্ষত্রমালা বরূথ হইয়াছে। দৈত্যনিসুদন ভগবান পিনাকপাণি উহার রথী হইয়াছেন, কিন্তু সারথি লক্ষিত হইতেছে না। যিনি সমুদয় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই সারথি করিতে হইবে। আমাদিগের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শস্ত্র ও কার্ম্মাক প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও এই রথের উপযুক্ত সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর।

ব্রহ্মার মহাদেবসারথ্যগ্রহণ

‘হে মদ্ররাজ! এইরূপে সুরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিয়া প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ কহিলেন, —হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। আমি যুদ্ধকালে মহাদেবের অশ্বসমুদয় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের সারথির পদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করিলে পবনের ন্যায় বেগবান্ অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তখন ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা ও প্রতোদ গ্রহণপূর্ব্বক মহাদেবকে কহিলেন, —হে ভগবন্! রথারোহণ কর। তখন ভগবান্ শূলপাণি সেই বিষ্ণুসোমাগ্নি সমুৎপন্ন শর গ্রহণপূর্ব্বক শরাসননিঃস্বনে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি শর, শরাসন ও অসি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় তেজে ত্রিভুবন। আলোকময় করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, —হে সুরগণ! আমি অসুরগণকে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না। আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর। তখন দেবগণ ‘তোমার বাক্য সত্য, অসুরগণ -নিহত হইয়াছে’ এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

মহাদেবের সমরযাত্রা

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অনুপম রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরস্পর তর্জমান [গর্জনপরায়ণ], চতুর্দ্দিকে ধাবমান, মাংসভোজী, নৃত্যানুরক্ত, দুরাসদ, স্বীয় পারিষদগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অভয়দাতা দেবাদিদেব যুদ্ধে নির্গত হইলে অমরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঋষিগণ তাঁহাকে নানাবিধ স্তব করিয়া বারংবার তাঁহার তেজ পরিবর্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্ব বিবিধ বাদ্যবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্ম অসুরগণের উদ্দেশে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেব! তুমি অতন্দ্রিতচিত্তে দৈত্যগণের অভিমুখে অশ্বচালন কর। আজ আমি শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক তোমাকে বাহুবল প্রদর্শন করিব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে দৈত্যদানবরক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে পবনতুল্য বেগবান্ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

'এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি সেই লোকপূজিত অশ্বসংযোজিত স্যন্দনে [রথে] সমারূঢ় হইয়া দানবজয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিনাদ করিয়া দশদি পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ নিনাদ-শ্রবণে অসংখ্য দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইল। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন সমুদয় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য বিকম্পিত ও ঘোর নিমিত্তসকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। ঐ সময় রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জমান হওয়াতে মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ দেবাদিদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি গোসমূহের খুর দুইখণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তনবিহীন হইয়াছে। হে মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য ও সেই শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজনপূর্ব্বক কার্ম্মুকে নিহিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই পুরত্রয় এক সমবেত হইল। তদ্দর্শনে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বরের স্তব করিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শিবশরে ত্রিপুরধ্বংস

'অনন্তর সেই পুরত্রয় অসুর-সংহারে প্রবৃত্ত, অসহ্যপরাক্রম, উগ্রমূর্ত্তি, ভগবান্ শঙ্করের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই দিব্যশরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর পরিত্যাগ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিমসাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

‘হে মহারাজ! এইরূপে সেই পুরত্রয় ও দানবগণ ত্রিলোকের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র ভগবান্ শঙ্করের রোষপ্রভাবে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি হাহাকার শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধসম্ভূত হুতাশনকে নিবারিত করিয়া কহিলেন, —হে হুতাশন! তুমি এই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিও না। অনন্তর রুদ্রদেবের প্রযত্নে পূর্ণমনোরথ প্রজাপতিপ্রমুখ দেব, মহর্ষি ও অন্যান্য লোকসমুদয় প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি উদারবাক্যে তাঁহার স্তব করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

‘হে মদ্ররাজ! এইরূপে সেই লোকস্রষ্টা দেবাসুরগণের অধ্যক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এই সূতপুত্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও নীতিপ্রয়োগে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি নিশ্চয়ই অসুরতুল্য এই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে আজ কর্ণ যাহাতে কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায়বিধান করুন। হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদিগের রাজ্যলাভপ্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্যনিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয়লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত; অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। হে মদ্ররাজ! আর এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুগর্ভ কার্য্যার্থযুক্ত অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধমনে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

পরশুরামশিষ্য কর্ণ-ইতিহাসে শল্যসন্তোষ

‘মহাযশাঃ মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ তেজোগুণসম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অস্ত্রলাভার্থ অতি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ মহাদেব তাঁহার ভক্তিভাব ও শান্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবনপুর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, —হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আপনাকে পবিত্র কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমাকে অস্ত্রসমুদয় প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। জমদগ্নিনন্দন রাম ভগবান্ শূলপাণিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, —হে ভগবন্! আমি নিয়তই আপনার শুশ্রুষা করিতেছি; আপনি যখন আমাকে অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়েই আমাকে উহা প্রদান করিবেন। এই বলিয়া জমদগ্নিনন্দন তপানুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোমদ্বারা বহু বৎসর শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সন্নিধানে কহিলেন,—প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রতপরায়ণ রাম আমার প্রতি

অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ উমাপতি পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণসমক্ষে বারংবার জামদগ্নের গুণগরিমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

'হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণ মোহ ও গর্ব্বপ্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরগণ মিলিত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অসামান্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, 'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন।' রুদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদের সমক্ষে বিপক্ষসংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, —হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত দেবতাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর। রাম কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি অশিক্ষিতাস্ত্র, সুতরাং শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন,—হে রাম! আমি কহিতেছি, তুমি সুরশত্রু অসুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিগকে পরাজিত করিলে অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্য স্বীকার করিয়া সংগ্রামার্থ বলমদমত্ত দানবগণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, —হে দৈত্যগণ! দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য শ্রবণমাত্র, সংগ্রাম আরম্ভ করিল; মহাবীর রামও অশনিসমস্পর্শ অস্ত্রদ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অসুরাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া রুদ্রদেবের সন্নিধানে গমন করিলে মহাদেব করস্পর্শদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ব্রণশূন্য করিয়া প্রীতমনে বহুবিধ বরপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, —হে রাম! তুমি অনবরত নিপতিত অসুরাস্ত্র সমুদয় সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাসমুদয় গ্রহণ কর।

'অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্রসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম প্রীতমনে কর্ণকে দিব্যধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের কিছুমাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি রাম তাঁহাকে কদাচ দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিতেন না। এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার এবং মহগোত্রসম্পন্ন। উনি কখনই সূতকুলসম্ভূত নহেন। যেমন মৃগীর গর্ভে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সামান্য নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত, কবচধারী, দীর্ঘবাহু, আদিত্যসঙ্কাশ, মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। হে মদ্ররাজ! কর্ণের ভুজযুগল করিকরসদৃশ নিতান্ত পীন ও বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, অতএব উনি কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবলপরাক্রান্ত রামের শিষ্য ও মহাত্মা।'

৩৬তম অধ্যায়
কর্ণপ্রভাবশ্রবণে শল্যের অবজ্ঞা-অপনয়ন

"দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে মহারাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তিকে সারথি করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি রণস্থলে সূতপুত্রের তুরঙ্গমগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতাকে শঙ্করের সারথি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনাকে সূতপুত্রের সারথ্যগ্রহণে নিয়োগ করিতেছি।

"মদ্ররাজ কহিলেন, 'হে মহারাজ! যেরূপে পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্যকার্য্য করিয়াছিলেন এবং যেরূপে ভগবান্ ভূতভাবন একবাণে অসুরগণ সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য-উপাখ্যান অনেকবার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ভূতভবিষ্যদবেত্তা মহাত্মা হৃষীকেশও এ বৃত্তান্ত আনুপুর্ব্বিক অবগত আছেন এবং ইহা অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি সূতপুত্র কোনক্রমে অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেশবস্বয়ং শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক তোমার সৈন্যগণকে উন্মূলিত করিবেন। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে কৌরবসৈন্যমধ্যে অবস্থান করে, কাহার সাধ্য?' "

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মদ্ররাজ এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র মহাবাহু দুর্য্যোধন অকাতরে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মাতুল! আপনি অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য সশস্ত্রবিশারদ কর্ণকে, অবজ্ঞা করিবেন না। যাঁহার ভীষণ জ্যানির্ঘোষশব্দ পাণ্ডবসৈন্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা, দশদিকে পলায়ন করে, মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনারই সমক্ষে রাত্রিকালে যাঁহার মায়াপ্রভাবে নিহত হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ভীত হইয়া এতদিন যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, যে মহারথ মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে কার্ম্মুককোটিদ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বারংবার মূঢ় ও ঔদরিক বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, যিনি মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে পরাজয় করিয়া কোন গূঢ় কারণবশতঃ বিনাশ করেন নাই, যিনি বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিকে বলপূর্ব্বক পরাজিত ও রথবিহীন করিয়াছিলেন, যিনি হাস্যমুখে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বারংবার পরাজিত করেন এবং যিনি সমরে রোষপরবশ হইয়া বজ্রধর পুরন্দরকেও সংহার করিতে পারেন, পাণ্ডবেরা কিরূপে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? হে মদ্ররাজ! আপনি সকল বিদ্যা ও অস্ত্রে পারদর্শী; এই পৃথিবীমধ্যে আপনার তুল্য ভুজবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ এবং আপনি শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্তই লোকে আপনাকে শল্য বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। সাত্বতগণ আপনার ভুজবলে পরাজিত হইয়াছিল। আপনার অপেক্ষা বাসুদেব কি বলশালী? হে মহাবীর! মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডবসৈন্য রক্ষা করিবে, তদ্রূপ কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনাকেই কৌরবসৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। বাসুদেব যে আমাদের সৈন্যসকল নিবারণ করিবে, আর আপনি যে উহাদের সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না, একথা নিতান্ত

অসম্ভব। হে মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিত্ত মৃতসহোদর ও মহীপালগণের পদবীতে পদার্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।

"তখন শল্য কহিলেন, মহারাজ! তুমি সৈন্যগণের সমক্ষে আমাকে যে বাসুদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীৰ্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমারই অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ সমুদ্যত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি. উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্যপ্রয়োগ করিব। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে শল্যের বাক্য স্বীকার করিলেন।

শল্যের সবিশেষ সন্তোষজন্য দুর্য্যোধনের স্তব

"হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে রাজা দুর্য্যোধন একান্ত আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্টমনে সূতপুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'হে মহাবীর! পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডববিনাশে প্রবৃত্ত হও। তখন মহাবীর কর্ণ পুলকিতমনে দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! মদ্ররাজ অনতিহৃষ্টমনে অশ্বের প্রগ্রহগ্রহণে অঙ্গীকার করিতেছেন, অতএব তুমি পুনরায় মধুরবাক্যে উহাকে প্রসন্ন কর।'

"রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যশ্রবণে মেঘগর্জনের ন্যায় স্নিগ্ধগম্ভীরবাক্যে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ অদ্য ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অধ্যবসায় করিয়াছেন; অতএব আপনি এক্ষণে তাহার, সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অন্যান্য বীরগণকে বিনাশপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সংহার করিবেন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। এক্ষণে বাসুদেব যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়া তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

"তখন মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি তোমার যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, প্রাণপণে সেই সমস্ত কার্য্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু আমি হিতবাসনাপরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা কিছু বলিব, তৎসমুদয় কর্ণকে ও তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। তখন কর্ণ কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের মঙ্গলচিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাসুদেব যেমন ধনঞ্জয়ের শুভানুষ্ঠান করেন, তদ্রূপ আপনিও নিরন্তর আমার শুভচিন্তা করুন। শল্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা ও পরের স্তুতিবাদ— এই চারিটি সাধুলোকের নিতান্ত অনভ্যস্ত। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত যাহা কিছু আত্মপ্রশংসা করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি অবধানতা, অশ্বচালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবেক্ষণ [দর্শন], দোষপরিহারজ্ঞান [দোষ প্রতিকারের উপায়-বোধ] ও পরিহারসামর্থ্য [দোষপ্রতিকার শক্তি] এই কয়েকটি গুণে মাতলির ন্যায় সুররাজ ইন্দ্রেরও

সারথ্যকার্য্যে সম্যক উপযুক্ত হইতে পারি; অতএব এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তোমার অশ্বসঞ্চালন করিব।"

৩৭ম অধ্যায়

শল্যসারথ্যে কর্ণের যুদ্ধযাত্রা

"দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য অর্জ্জুনসারথি কৃষ্ণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট; ইনি তোমার সারথ্যকার্য্য করিবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুক্ত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ অদ্য এই মহাত্মা শল্য তোমার রথসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ সারথি হইলে পার্থগণ সমরে পরাভূত হইবে সন্দেহ নাই।' "

সঞ্জয় কহিলেন, 'হে মহারাজ! অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে দুর্য্যোধন পুনরায় মহাবলপরাক্রান্ত শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্বসকলকে পরিচালিত করুন। আপনি রক্ষক হইলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন। তখন মদ্ররাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন।' শল্য সারথি হইলে কর্ণ সুস্থির চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর। তখন মদ্ররাজ 'জয় হউক' বলিয়া কর্ণের সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম শ্রেষ্ঠ রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রথ পূর্ব্বকালে বেদবিৎ পুরোহিতকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। মহারথ কর্ণ সেই রথকে যথাবিধি পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা সমাধানপূর্ব্বক সমীপস্থ মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। মহাতেজাঃ শল্য কর্ণের, আদেশানুসারে সিংহ যেমন পর্বতে আরোহণ করে, তদ্রূপ কর্ণের সেই প্রধান রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে রথারূঢ় দেখিয়া সত্বর স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক বিদ্যুৎসম্বলিতনীরদমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় একরথে অধিরূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে আকাশপথে মেঘসম্মিলিত সূর্য্য ও অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিগণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, তদ্রূপ বন্দিগণ সেই বীরদ্বয়ের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তখন শরনিরধারী পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ সেই মহারথে। আরোহণপূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করিয়া, মণ্ডলান্তর্গত মন্দরভূধরস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

কর্ণের প্রতি দুর্য্যোধনের জয়াশীর্ব্বাদ

"অনন্তর দুর্য্যোধন সেই সমরোদ্যত মহাবাহু সূতপুত্রকে কহিলেন, 'হে কর্ণ! মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য সমরে যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি মনে করিয়াছিলাম, ভীষ্ম দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিপাতিত করিবেন; কিন্তু তাহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এক্ষণে দ্বিতীয় বজ্রপাণির ন্যায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ অথবা ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে সূতনন্দন! তোমার জয় ও মঙ্গললাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনাগণকে ভস্মীভূত কর।'

"হে মহারাজ! অনন্তর মেঘনিঃস্বনের ন্যায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্য্যোধনবাক্যে অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! এক্ষণে অশ্বচালনা কর। আমি অচিরাৎ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব। আমি সহস্র সহস্র শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি; ধনঞ্জয় আমার বাহুবল দর্শন করুক। অদ্য আমি পাণ্ডববিনাশ ও দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিব।'

"শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ শতক্রতুও যাঁহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবে না। যখন শুনিবে, সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনিনির্ঘোষসদৃশ ভীষণ গাণ্ডীবনিঃস্ব হইতেছে এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত [ভগ্নদন্ত] ও নিহিত করিতেছেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নকুলসহদেবসমভিব্যাহারে নিশিতশরনিকরে নভোমণ্ডলকে ঘনঘটা সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়াছেন ও অন্যান্য লঘুহস্ত দুরাসদ [দুর্দ্ধর্ষ কূটযোধী] পার্থিবগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আসিবে না। হে মহারাজ! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে রথচালনা করিতে আদেশ করিলেন।"

৩৮তম অধ্যায়
দুর্নিমিত্তদর্শন—অশুভসূচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে চারিদিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি, নানাপ্রকার বাণশব্দ এবং অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জন হইতে আরম্ভ হইল। কৌরবসৈন্যগণ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে যাত্রা করিলে যোধগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সাত মহাগ্রহকে নির্গত হইতে লক্ষিত হইল। উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও প্রচণ্ডবেগে বায়ুবহন হইতে লাগিল। দুর্নিমিত্তদ্যোতক [অশুভসূচক] অসংখ্য মৃগ ও পক্ষিগণ সৈন্যগণের বামভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্বগণ গমনকালে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি বর্ষণ আরম্ভ হইল। অস্ত্রসকল প্রজ্বলিত, ধ্বজনিচয় কম্পিত এবং বাহনগণের অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরবসৈন্যগণের বিনাশের নিমিত্ত এবংবিধ ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভয়াবহ উৎপাতসকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ মুগ্ধ হইয়া কেহই সেই দুর্নিমিত্তসকল লক্ষ্য করিল না। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে 'জয় হউক' বলিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ মনে মনে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির করিলেন।

শল্যপ্রমুখ কৌরবগণের প্রতি কর্ণের আশ্বাস

"হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবকতুল্য সূর্য্যসদৃশ শত্রুতাপন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে বিগতবীর্য্য সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাতিশয় চিন্তা করিয়া একেবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীষ্ম প্রমুখ মহারথগণকে রণশয্যায় শয়ান দেখিয়া আমি কিছুমাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেন্দ্র ও বিষ্ণুর সদৃশ অমিতপরাক্রম, অনিন্দিত, রথ, অশ্ব ও করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্প [প্রায়-অবধ্য অনেকাংশে বধের অযোগ্য], মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে অরাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন অসংখ্য মহীপাল এবং সারথি, রথী কুঞ্জরদিগকে অরাতিগণকর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে সংহার করিলেন না? হে কৌরবগণ! আমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও সম্মানভাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য কোন বীরই করালকৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য ও নীতিসম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজ আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কর্ম্মসমুদয় দৈবায়ত্ত; তন্নিবন্ধন আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই পৃথিবীর কোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি জীবিত থাকিব, এ কথা নিঃসন্দেহরূপে কে বলিতে পারে? হে শল্য! অরাতিহস্তে আচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে। যে, নীতি, দিব্য-আয়ুধ, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ—এই সমস্ত মনুষ্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম ও ইন্দ্রের তুল্য, নীতিবিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ এবং ভেজে হুতাশন ও আদিত্যের সদৃশ, সেই নিতান্ত দুঃসহবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দ্বিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কোন উপায়দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রীপুত্রেরা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; এ সময় যুদ্ধ করা কেবল আমারই কার্য্য, অতএব তুমি অবিলম্বে বিপক্ষসৈন্যমধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজ আমি হয় তাহাদিগকে সংহার, না হয় স্বয়ং দ্রোণপ্রদর্শিত পদবী অবলম্বনপূর্ব্বক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! আমাকেও সেই ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু আমি রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোনক্রমেই মিত্রদ্রোহ করিতে সমর্থ হইব না। দেখ, বিদ্বানই হউক বা মূর্খই হউক, আয়ুঃক্ষয় হইলে মৃত্যুর হস্তে, কাহারও পরিত্রাণ নাই; আর অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণসন্নিধানে গমন করিব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়

মহারাজ দুর্য্যোধন নিরন্তর আমার শুভচিন্তা করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার কার্য্যসংসাধনার্থ প্রীতিকর ভোগ ও দুস্ত্যজ জীবন বিসর্জন করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। হে শল্য! ভগবান্ রাম আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, শব্দহীন, চক্রযুক্ত, সুবর্ণময় আসনসম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণুসমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট তুরগসংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভয়ঙ্কর সায়কনিকর, সমুজ্জ্বল অসি এবং ভীষণনিঃস্বনসম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্রপতাকা-সমলঙ্কৃত অশনিসমনিঃস্বন, শ্বেতাশ্বযুক্ত, তূণীরপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বলপ্রকাশপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বক্ষয়কর মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাঁহাকে সংহার না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় যমলোকে গমন করিব। অধিক কি, যদি অদ্য যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণসমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগের সহিত তাহাকে পরাজিত করিব।

শল্যকর্ত্তৃক কর্ণসমীপে অর্জ্জুনের শৌর্য্যপ্রশংসা

"হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামার্থ একান্ত হৃষ্ট সূতপুত্রের এইরূপ আত্মশ্লাঘা শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষেধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্মশ্লাঘা করিও না। তুমি যথার্থ মহাবলপরাক্রান্ত বটে; কিন্তু এক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করিতেছ। ধনঞ্জয় পুরুষপ্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাঁহার সহিত তোমার কোনরূপেই তুলনা হইতে পারে না। দেখ, দেবরাজের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি সুররাজরক্ষিত দেবলোকের ন্যায় বাসুদেব প্রতিপালিত দ্বারকাপুরী আলোড়িত করিয়া কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ এবং ত্রিভুবনবিভু ভূতভাবন ভগবান্ ভূতনাথকে মৃগবধকলহযুদ্ধে আহ্বান করিতে পারে? ঐ মহাবীর অগ্নির প্রতি বহুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক সুর, অসুর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত হবিঃ প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্বগণ কৌরবগণসমক্ষে কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে হরণ করিলে তুমি সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন যে সূর্য্যের করজালসদৃশ শরজালদ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্য্যোধনপ্রমুখ বীরবর্গকে মুক্ত করিয়াছিল, ইহা কি এক্ষণে তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয়? ঐ মহাবীর গোগ্রহ [বিরাটের গোহরণ] যুদ্ধে বলবাহনসম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণকে পরাজিত করিয়াছিল; তৎকালে তুমি কি তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? হে সূতপুত্র! এক্ষণে তোমার বধসাধনের নিমিত্ত এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি অদ্য শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া সমরে গমন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে।'

"মদ্ররাজ শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনের স্তুতিবাদসহকৃত অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে কৌরবসেনাপতি সূতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'হে শল্য! তুমি কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের শ্লাঘা করিতেছ? অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ উপস্থিত

হইয়াছে। যদি সে আমাকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে। মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তাহাই হউক' বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্বচালন করিতে কহিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণের সেই শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথ শল্যকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমুদিত হয়েন, তদ্রূপ শত্রুসংহার করিতে. ধাবমান হইল।"

৩৯ম অধ্যায়
যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের পুরস্কার ঘোষণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ পরমপ্রীত হইয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথে আরোহণ ও পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে গমন করিয়া আপনার সৈন্যগণকে আহ্লাদিত করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! আজ তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমাকে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিব। যদি তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তিনি তাহাতেও আহ্লাদিত না হয়েন, তাহা হইলে কাংস্যনির্ম্মিত দোহনপাত্রসমবেত একশত দুগ্ধবতী গাভী, একশত গ্রাম এবং অশ্বতরীযুক্ত, সুকেশী যুবতীগণ-সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয় মাতঙ্গ, সুবর্ণনির্ম্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ [স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত কণ্ঠ], গীতবাদ্যাদিনিপুণ, অজাতপুত্র [যাহাদের সন্তান হয় নাই —পূর্ণ যুবতী] একশত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে একশত কুঞ্জর, একশত গ্রাম, একশত সুবর্ণরথ গুণবৃদ্ধ সুশিক্ষিত দশসহস্র অশ্ব এবং সুবর্ণশৃঙ্গযুক্ত চারিশত সবৎসা ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণমণ্ডিত, মণিময়ভূষণধারী, শ্বেতবর্ণ, সুদন্তযুক্ত, অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্বযুক্ত ও সুন্দর ভূষণবিভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণভূষণবিভূষিত পশ্চিমদেশসম্ভূত সুশিক্ষিত ছয়শত হস্তী প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে মগধদেশসম্ভূত একশত নবযৌবনুসম্পন্ন নিষ্ককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শূন্য, নদী ও বনের সমীপবর্তী, রাজভোগ্য চতুর্দ্দশ বৈশ্যগ্রাম প্রদান করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র, কলত্র ও বিহারসামগ্রীসমুদয়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎসমুদয়ই তাঁহাকে প্রদান করিব।'

"হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বারংবার এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগরসম্ভূত সুস্বর শঙ্খ প্রাধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সূতপুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্যমধ্যে সিংহনাদমিশ্রিত বৃংহিতধ্বনি এবং দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের নিঃস্বন সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলে, মদ্ররাজ শল্য, রণচারী, আত্মশ্লাঘানিরত, মহারথ সুতপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন।"

৪০তম অধ্যায়

শল্যের কর্ণ-তিরস্কার

"শল্য কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! তোমাকে ছয় হস্তিসংযোজিত সুবর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই দান করিতে হইবে না। তুমি বালকত্বপ্রযুক্ত কুবেরের ন্যায় ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আজ অনায়াসেই ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি অজ্ঞানের ন্যায় প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত ধন বৃথা ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতাপ্রাপ্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব। শৃগাল সংগ্রামে সিংহদ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কদাপি আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই অভিলাষ করিয়াছ। তোমার কি এমন কোনও বন্ধু নাই যে, এ সময়ে তোমাকে হুতাশনে পতনোম্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। কোন জিজীবিষু [বাঁচিতে ইচ্ছুক] ব্যক্তি অসম্বদ্ধ [অর্থ ও যুক্তিবিহীন] অশ্রোতব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে? তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধনপূর্ব্বক বাহুদ্বয়দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ ও গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ন্যায় নিতান্ত অনর্থকর। এক্ষণে যদি তুমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ব্যহিত যোদ্ধা ও সেনাগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না, দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থই এইরূপ কহিতেছি। এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন কর।

"কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমি স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি মিত্রতাপূর্ব্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমাকে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অদ্য ইন্দ্রও আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।'

"অনন্তর মহাবীর মদ্রেশ্বর শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! যখন অর্জ্জুনের জ্যানিঃসৃত বেগবান্-নিশিতাগ্র শরজাল তোমার অনুগমন করিবে, যখন সব্যসাচী দিব্যশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক কৌরবসেনা তাপিত করিয়া নিশিতশরনিকরে তোমাকে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ তুমি মোহবশতঃ অদ্য দেদীপ্যমান রথস্থ অর্জ্জুনকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। হে মূঢ়! অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করাতে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষিত করা হইতেছে। ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র মৃগশাবক যেমন রোষাবিষ্ট বৃহৎ সিংহকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তদ্রূপ তুমি অদ্য অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছ। অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি মহাবলপরাক্রান্ত রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ! তুমি শোক হইয়া প্রভিন্নগণ্ড বিশালদশনশালী মহাগজস্বরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত

অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধকামনা করাতে তোমার কাষ্ঠদ্বারা বিলস্থ মহাবিষ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণসর্পকে বিদ্ধ করা হইতেছে। শৃগাল যেমন কেশরান্বিত ক্রুদ্ধ সিংহকে ও ভুজঙ্গ যেমন আবিনাশার্থ বলবান্ পতগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে আহ্বান করে, তুমি সেইরূপ ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ এবং প্লবহীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্ধিত অসংখ্য মীনসমাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন সুতীক্ষ্ণশৃঙ্গশালী, প্রহার সমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ভেক যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আত্মগৃহস্থিত কুকুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জন করে, তদ্রূপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উদ্দেশে গর্জন ও তাহাকে সমরে আহ্বান করিতেছ। হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শোকপরিবেষ্টিত শৃগাল যে পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন করে, তাবৎকাল আপনাকে সিংহের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে, তুমিও তদ্রূপ শত্রুসূদন নরসিহ ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহ বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত সূর্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন একরথাধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে না দেখিতেছ, তাবৎকাল তোমার আপনাকে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। যে পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীবনির্ঘোষ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎকাল তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কহিতে পারিবে; কিন্তু অর্জ্জুনের রথ ও শরাসনের গভীর নিঃস্বনে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইলে তোমাকে নর্দ্দমন শার্দূলদর্শী শৃগালের ন্যায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর ধনঞ্জয় সিংহের সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন; আর তুমি বীরজনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূক্তপুত্র! মূষিক ও বিড়ালের, কুকুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়েরও তদ্রূপ বিভিন্নতা, সন্দেহ নাই।”

৪১তম অধ্যায়
ক্রুদ্ধ কর্ণকর্ত্তৃক মদ্রবংশের নিন্দাবাদ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবলপরাক্রান্ত শল্য সূতপুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার বাকশল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! গুণগ্রাহী ভিন্ন গুণবান ব্যক্তির গুণাবধারণে সমর্থ হয় না। তুমি গুণবিহীন; কিরূপে গুণাগুণ পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে? মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বলবিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যেরূপ জ্ঞানগোচর আছে, তোমার তদ্রূপ নাই। আমি আপনার ও অর্জ্জুনের বীর্য্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াই গাণ্ডীবধারীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য! আমার নিকট একতূণীরশায়ী সুন্দর পুঙ্খযুক্ত শোণিতলোলুপ স্বর্ণময় শর বর্ত্তমান আছে। আমি বহুকাল উহাকে পূজা করিয়া চন্দনচূর্ণমধ্যে রাখিয়াছি। সেই বিষয়যুক্ত ভীষণ শর নর, হস্তী ও অশ্বসমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একেবারে বর্ম্ম ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্দারা সুমেরুপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্যের প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। হে মদ্ররাজ! আমি এই শরপ্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিক্রমানুরূপ

কার্য্য করিব। সমস্ত বৃষ্ণিবীরমধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণমধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজ সেই রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য সন্দর্শন কর। আজ আমি সেই পিতৃস্বস্রেয়ে [পিসতুত-মামাত ভাই কৃষ্ণার্জ্জুনকে] ও মাতুলজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করিয়া সূত্রগ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিব! হে মদ্ররাজ! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীরুজনের ভয়ঙ্কর বটে কিন্তু আমার হর্ষোৎপাদন করে। তুমি নিতান্ত মূঢ় ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং ভয়প্রযুক্ত বহুবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণবশতঃ তাহাদিগের স্তব করিতেছ। আমি আজ সমরে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তোমাকেও বন্ধুবান্ধবের সহিত নিপাতিত করিব। রে দুর্ব্বুদ্ধে! ক্ষুদ্রাশয়! ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! তুই সুহৃৎ হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস? যাহা হউক, আজ তাহারাই আমাকে বিনাশ করুক আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ করি, কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া কখনই তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি একাকী তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তোর কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

'রে মূঢ়! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাগত ব্যক্তিরা দুরাত্মা মদ্রকদিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করে এবং পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় যাহা কীর্ত্তন করিতেন, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। মদ্রকেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী। তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচাশয়, নরাধম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব, তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রকেরা জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা [পৌত্র], অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসীসকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত সুরতে [রতিক্রিয়ায়] প্রবৃত্ত হইয়া মদ্যপানপূর্ব্বক শক্তু [ছাতু], মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করিয়া কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। মদ্রকেরা বিরুদ্ধকর্ম্মা ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? মদ্রকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্দ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহই উহাদিগের সহিত মিলিত হয় না। উহারা মলস্বরূপ। গান্ধারকদিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সঙ্গতি নাই।

"হে মদ্রেশ্বর! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এইমাত্র বলিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকেন যে, 'রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক হইলে হবিঃ নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অপমানিত হয়েন এবং ব্রাহ্মণদ্বেষী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, তদ্রূপ। লোকে মদ্রকদিগের সহিত সৌহার্দ্য করিলে পতিত হইয়া থাকে; অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে বৃশ্চিক! তোমার বিষক্ষয় হইল, আমি অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা সমুদয় শান্তি করিলাম। হে শল্য! আমি এইরূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে

প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব তুমি ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

'হে মদ্ররাজ! যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধানবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নৃত্য, যাহারা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায় মূত্র পরিত্যাগ করে, তুমি সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট নির্ল্লজ্জ স্ত্রীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্মোপদেশপ্রদানে অভিলাষ করিতেছ? মদ্রদেশীয় কামিনীগণের নিকট কাঞ্জিক [কাঁজী—মাদক দ্রব্য] প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্বদ্বয়ে করাঘাতপূর্ব্বক কহিয়া থাকে যে, কাঞ্জিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাঞ্চা করিও না। আমরা পতি বা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ! আমরা আরও শুনিয়াছি যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা নির্ল্লজ্জ, কম্বলাবৃত, উদরপরায়ণ ও অশুচি। আমি হই অথবা অন্য ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্মশালী মদ্রকদিগের এইরূপ কীর্ত্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশসম্ভূত ম্লেচ্ছ ও নিতান্ত অধর্ম্মপরায়ণ। তাহারা কিরূপে ধর্ম্মকীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। হে শল্য! অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ আমি দুর্য্যোধনের প্রিয়সখা, অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপদেশজ ও ম্লেচ্ছ; এক্ষণে তুমি আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সদৃশ একশত ব্যক্তিও আমাকে সমর-পরাঙ্মুখ বা ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মৃগের ন্যায় বিলাপ কর বা শুষ্কহৃদয় হও, আমি অস্ত্রগুরু পরশুরামের বাক্যানুসারে রণে অপরাঙ্মুখ স্বর্গগত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং প্রধানতম পুরূরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশে উদ্যত হইয়াছি; কখনই নিবৃত্ত হইব না। এক্ষণে বোধ হয়, আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক ত্রিলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর; ভীত হইয়া যেন বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ; হে মদ্রকাধম! আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদগণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রকার্য্যসংসাধন, দুর্য্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা—এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিত্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্রকল্প গদাদ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। হে কুদেশজ শল্য! অদ্য বীরগণ আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিয়া নির্ভীচিত্তে পুনরায় বারংবার মদ্ররাজকে অসঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন।"

৪২তম অধ্যায়
শল্যের প্রত্যুত্তর-হংসবায়স ইতিহাস

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের বাক্য শ্রবণগগাচর করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ যাগযজ্ঞনিরত মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, অতএব আমি বন্ধুতানিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ! আমি যে এক্ষণে একটি কাকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাংশন [কুলাঙ্গার]! আমার অণুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বিনাপরাধে আমাকে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছ? আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র, সুতরাং তোমাকে হিত ও অহিত এই দুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত করিব। তোমার তৎসমুদয় বুঝিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি, সুতরাং সমবিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ, অশ্বদিগের শ্রম ও খেদ, মৃগধ্বনি, পক্ষীর বিরুত [ক্রন্দন], ভার [সহ্য], অতিভার [অসহ্য], শল্যের প্রতিকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও নিমিত্ত সমুদয় আমার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

‘সমুদ্রপারে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্যে এক প্রভূতধনসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, স্বধর্ম্মনিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্বভূতানুকম্পী [সকল প্রাণীতে সদয়] বৈশ্য নির্ভয়ে বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেকগুলি পুত্র ছিল। বৈশ্যপুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃতদ্বারা একটি কাককে ভরণপোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যপুত্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

‘একদা গরুড়ের ন্যায় বেগগামী হৃষ্টচিত্ত কতকগুলি হংস সেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্যকুমারগণ সেই হংসসমুদয়কে নিরীক্ষণ করিয়া কাককে কহিল,—অহে কাক! তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্টভোজনতৃপ্ত বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্যকুমারগণের সেই প্রতারণাবাক্যে আহ্লাদিত হইয়া মূর্খতা ও গর্ব্বনিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্য বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটি হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল, হে হংসবর! আইস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হই। তখন সেই সমাগত হংসগণ বহুভাষী কাকের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল,—রে দুর্ম্মতিপরতন্ত্র কাক! আমরা মানসসরোবরবাসী হংস। অনায়াসে এই সমুদয় ভূমণ্ডল সঞ্চরণ করিয়া থাকি। অন্যান্য বিহঙ্গমগণ আমাদিগকে দূরগামিত্বনিবন্ধন প্রতিনিয়ত সৎকার করিয়া থাকে; সুতরাং তুই কাক হইয়া কোন্ সাহসে মহাবল হংসকে উড্ডীন হইতে আহ্বান করিতেছিস্? যাহা হউক, বল্ দেখি, তুই কিরূপে আমাদের সহিত উড্ডীন হইবি?

পক্ষীদিগের বিবিধ বিচিত্র গতি

তখন জাতিসুলভ [৫] লাঘবতা [৬] নিবন্ধন আত্মশ্লাঘাপরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল,-হে হংসগণ! আমি শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উড্ডীন[উড়ন—ঊর্দ্ধগতি], অবডীন[অধোগতি—নীচে নামিয়া আসা], প্রডীন[সকল দিকে সমান গতি], ডীন[সাধারণ গতি], নিডীন[ধীর গতি], সংডীন[সুদৃশ্য গতি], তির্যগর্গডীন[বক্রগতি—এঁকে বেঁকে উড়া], বিডীন[দ্রুতবিলম্বিত গতি—কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত], পরিডীন[অতি অল্পক্ষণের মধ্যে একবার উপরে, একবার নীচে এই ভাবের সর্ব্বদেশ গতি], পরাডীন[পশ্চাদ্ গতি-পশ্চাদ্ দিকে পিছাইয়া যাওয়া], সুডীন[স্বর্গের দিকে অতি উর্দ্ধগতি-অদৃশ্য হওয়া], অতিডীন[অভিমুখে গতি], মহাডীন[অত্যন্ত উজ্জিত গতি—অতিবেগ গতি, অথচ চিত্তাকর্ষক], নির্ডীন [নিশ্চল গতি-উড়িবার সময় পক্ষাদির নড়াচড়া না থাকা], ডীনডীন [শোভনভাবে অত্যর্থ গতি], সম্পাত [শোভনভাবে অধঃপতন], সমুদীর্ণ [অনেকের সহিত পরস্পর ব্যতিক্রম হীন একভাবের গতি], ও অন্যান্য নানাপ্রকার গতাগতির এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল অবলোকন কর। এক্ষণে আমি ঐ সমুদয় গতি মধ্যে কোন্ প্রকার গতি অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইব, তোমরা তাহা আদেশ কর। আমি যে গতিদ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন, নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইতে হইবে; অতএব উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া বল, আমি কোন্ প্রকার গতি অবলম্বনপূর্ব্বক উড্ডীন হইব?

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটি হংস কাকের বাক্যশ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল,—হে কাক! তুমি শত প্রকার গতাগতি অবগত আছ; কিন্তু আমরা সমুদয় পক্ষিজাতির বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত গমন করিব; এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলাষানুরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক গমন কর।

হংসকাকের আকাশগতি

'হে কর্ণ। ঐ সময় ঐ স্থানে আরও কয়েকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্যশ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল,—এই হংস এক গতিদ্বারা কিরূপে শত প্রকার গতি পরাজয় করিবে?

'অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল এবং স্ব স্ব কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। বায়সেরা সেই কাকের বিবিধ বিচিত্র উড্ডয়ন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল; হংসেরাও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কাককে উপহাসপূর্বক কখন বৃক্ষাগ্র, কখন বা ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় হংস একমাত্র মৃদুগতি অবলম্বনপূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইবার উপক্রম করায় মুহূর্ত্তকাল কাক অপেক্ষা হীনগতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া কহিল, 'হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, এক্ষণে তাহাকে

হীনগতি লক্ষিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরীক্ষস্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিমদিকে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই অগাধ সমুদ্রমধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষসকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল এবং কোথায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিবে, বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে কর্ণ! মহাসাগর জলজন্তুগণের আকর ও দুঃসহ বেগসম্পন্ন; উহা অসংখ্য মহাসত্ত্বে সমুদ্ভাসিত হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গাম্ভীর্য্যে কেহই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূরবিস্তৃত। সুতরাং সামান্য কাক কিরূপে সেই বহু বিস্তীর্ণ অর্ণব পার হইতে সমর্থ হইবে? অনন্তর হংস বহুদূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক অতিশয়. পরিশ্রান্ত হইয়া হংসসন্নিধানে আগমন করিল। হংস কাককে হীনগতি ও নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া সৎপুরুষোচিত ব্রত স্মরণপূর্ব্বক তাহার উদ্ধার নিমিত্ত কহিল,-হে কাক! তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে যেরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চঞ্চুপুট ও দুই পক্ষদ্বারা বারংবার সলিল স্পর্শ করিতেছ, অতএব বল, এক্ষণে কোন্ গতি আশ্রয় করিয়াছ? হে কাক! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

'হে কর্ণ! তখন সেই দুষ্টস্বভাব বায়স সাগরের পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগে মথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ত্তস্বরে হংসকে কহিল,—হে হংস! আমরা কাক; কা কা শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করি। এক্ষণে আমি জীবন সমর্পণপূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাকে সমুদ্রপারে লইয়া যাও। বায়স এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ ও চপুটদ্বারা সাগরসলিল স্পর্শ করিয়া নীরমধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে সাগরসলিলে নিপতিত দীনমনাঃ ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া কহিল,—হে কাক! তুমি আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিলে যে আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব; এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত প্রকারে উড্ডয়নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাসম্পন্ন; তবে এক্ষণে এইরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে?

কাকের দর্পচূর্ণ-হংস হইতে তদীয় উদ্ধার

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া কহিল,—হে হংস! আমি উচ্ছিষ্টভোজনে দর্পিত হইয়া আপনাকে সুবর্ণের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রাণরক্ষার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহাকেও অপমানিত করিব না। তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান্ হংস মহার্ণবে নিপতিত বিচেতনবায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণাহইয়া পদদ্বারা তাহাকে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বে যে

দ্বীপ হইতে স্পর্দ্ধা সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বীয় অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

যুদ্ধদৌর্ব্বল্য উল্লেখে কর্ণের প্রতি শল্যকটূক্তি

'হে কর্ণ। এইরূপে সেই উচ্ছিষ্টান্নপরিপোষিত বায়স হংসকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় নিঃসন্দেহ দুর্য্যোধন-উচ্ছিষ্টান্নে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান, কি তুল্য, সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ। হে সূতপুত্র! বিরাটনগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজিত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। সে সময় তুমি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই? তৎকালে তোমার বলবিক্রম কোথায় ছিল? সব্যসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন করিয়াছিলে। সেই সময় অর্জ্জুন সংগ্রামে চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয়পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া ভার্য্যা-সমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজসভায় অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পূর্ব্বপ্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বদাই ভূপতিগণসমক্ষে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। হে সূতপুত্র! ব্রাহ্মণ যেমন সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় তোমা অপেক্ষা প্রধান। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই একরথারূঢ় বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইবে। অতএব সেই বায়স যেমন বুদ্ধিপূর্ব্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বীরদ্বয়কে আশ্রয় করিও।

'হে কর্ণ! যখন তুমি মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে একরথে অবলোকন করিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত বার তোমার দর্পচূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা অবগত হইবে; তুমি অবজ্ঞাপযুক্তই দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অশ্রদ্ধা করিতেছ। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি আপনাকে খদ্যোতস্বরূপ এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও। আর তাহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও না।"

৪৩তম অধ্যায়

কর্ণের ধৈর্য্যগুণগৌরব-পরশুরামশাপ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আমি অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সম্যক অবগত হইয়াছি। আমি বাসুদেবের রথচালন ও অর্জ্জুনের অস্ত্রবল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ নও; অতএব আমি নির্ভীকচিত্তে সেই অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাত্মা বীরদ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব;

কিন্তু দ্বিজোত্তম পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলাম। একদা গুরু আমার ঊরুদেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিঘ্নবিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার ঊরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। ঊরুদেশ বিদারিত হইলে তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত বিনির্গত হইতে লাগিল, তথাপি আমি আমার গুরুর নিদ্রাভঙ্গভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জমদগ্নিতনয় বিনিদ্র হইয়া সেই শোণিতদর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন, —বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব যথার্থরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপাঃ ভার্গব আমার বাক্যশ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে,—রে দুরাত্মম্! তুমি শঠতাচরণপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না; রে মূঢ়! অব্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে?

নির্ভীক কর্ণের অর্জ্জুনসহ যুদ্ধে দৃঢ়তা

"হে মদ্ররাজ! আজ এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুলতিলক ভীমপরাক্রম অর্জ্জুন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে সন্তপ্ত করিবে, এই নিমিত্তই আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমার সময় শর আছে, তদ্দ্বারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহ্যপরাক্রম সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মা, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব। মহাসমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহাকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাস্ত্রবলসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী অরাতিঘাতন শরনিকরে নরপালগণকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হইলে আমি বাণপাতে তাহাকে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরাঙ্গনে সুরাসুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ, আজি সেই বীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কর। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড [উগ্রতেজোযুক্ত সূর্য্য]সদৃশ মহাবীর অর্জ্জুন অলৌকিক মহাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেঘের ন্যায় শরজালে তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্রে তাহার অস্ত্রসকল ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেমন বারিবর্ষণে সর্ব্বলোকদহননানুখ প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রশমিত করে, তদ্রূপ আজ শরনিকরনিপাতে তাহাকে প্রশমিত করিব। সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র আশীবিষসদৃশ ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীনন্দন আজ আমার নিশিতভল্লপ্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন অনায়াসে অত্যুগ্র বায়ুবেগ সহ্য করে, দ্রূপ আমি রথমার্গ বিশারদ সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ্য করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই নাই, অদ্য আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীরপুরুষ খাণ্ডবদাহকালে দেবগণের সহিত অসংখ্য জীবজন্তু পরাজিত করিয়াছিলেন, আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সেই সব্যসাচীর সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হয়? হে শল্য! আজ আমি নিশিতশরনিকরদ্বারা সেই অভিমানসম্পন্ন, শিক্ষিতাস্ত্র, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, ক্ষিপ্রহস্ত,

মহাবীর ধনঞ্জয়ের শিরচ্ছেদন করিব। অন্য কোন মনুষ্যই অসহায় হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, আমার মৃত্যুই হউক বা জয়লাভই হউক, অদ্য সেই ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। রে মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অর্জ্জুনের পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ? আমি স্বয়ংই হৃষ্টমনে ভূপালগণসমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্ত্তন করিব।

কর্ণের শল্যভৎসনা

'হে শল্য! তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও একান্ত অসহিষ্ণু; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু এক্ষণে অসময় বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় আমার অবমাননা করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন করিতেছ, সুতরাং তুমি অতি মিত্রদ্রোহী ও পাষণ্ড। রে মূঢ়! এক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন, ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্যসংসাধনার্থ যত্ন করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য! যিনি স্নেহ প্রদর্শন, হর্ষবর্দ্ধন, প্রীতিসম্পাদন, রক্ষাবিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র। আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর যে ব্যক্তি বিনাশসাধন, হিংসা, শাসনহীনতা ও অবসাদ সম্পাদন এবং বলপ্রকাশ করে, সেই শত্রু। তোমাতে এই উক্ত দোষসমুদয়ের প্রায় সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎসমুদয় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি রাজা দুর্য্যোধনের হিতসাধন, তোমার প্রীতিসম্পাদন এবং আপনার জয়লাভ, যশোলাভ ও ধর্মলাভের নিমিত্ত পরমযত্নসহকারে অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তুমি এক্ষণে, আমার অদ্ভুত কার্য্য, ব্রাহ্ম-অস্ত্র, ঐন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দিব্য-অস্ত্র ও মানুষ-অস্ত্রসমুদয় নিরীক্ষণ কর। যদি অদ্য আমার রথচক্র বিষম প্রদেশে নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্তমাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে, তদ্রূপ মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভার্থ তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম-অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্র হইতে কেহ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী যম, পাশহস্ত বরুণ, গদাধারী ধনপতি কুবের ও সবজ্র বাসবপ্রমুখ কোন আততায়ী শত্রু হইতেই ভীত হই না। এই নিমিত্ত জনার্দ্দন ও ধনঞ্জয় হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। অতএব অদ্য আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

বিপ্রশাপবিড়ম্বিত কর্ণের দৈন্য

'হে মদ্ররাজ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রমত্তের ন্যায় অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অটবীতে [পক্ষিসমাকুল বহু বৃক্ষসমাকীর্ণ বনে] পর্যটন করিয়া অজ্ঞানতানিবন্ধন কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুসম্ভূত[যজ্ঞনির্ব্বাহক গাভী হইতে জাত] বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমাকে কহিলেন, তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই মহাধেনুর

বৎসকে বিনাশ করিয়াছ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময় একান্ত ভীত হইবে, তৎকালে তোমার রথচক্র বিলমধ্যে নিপতিত হইবে সন্দেহ নাই। হে শল্য! আমি কেবল সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপভয়ে ভীত হইতেছি। তিনি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে এই সময় সুখদুঃখের ঈশ্বর সোমবংশীয় ভূপালেরা তাহাকে সহস্র ধেনু ও ছয়শত বলিবর্দী প্রদান করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমিও সাতশত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাসদাসী প্রদান করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎপরে আমি তাহাকে শ্বেতবর্ণ বৎসসম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশসহস্র ধেনু প্রদান করিলাম, ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমি তাঁহার সৎকার করিয়া সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম; কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমাকে প্রযত্নসহকারে অপরাধ মার্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন,-হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। মিথ্যাবাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দারা আমাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না। হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না, মৎপ্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মত্ত অভিশাপের ফলভোগ কর। হে শল্য! আমি তোমাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতানিবন্ধন তোমাকে এই কথা কহিলাম। এক্ষণে তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আরও যাহা যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।”

৪৪তম অধ্যায়

শল্যের প্রতি কটাক্ষসহকৃত কর্ণের আত্মশ্লাঘা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অরাতিঘাতন কর্ণ মদ্ররাজকে এইরূপে নিবারণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, ‘হে শল্য! তুমি নিদর্শনপ্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহাতে কখনই সমরে ভীত হইব না। বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কথা দূরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয় সঞ্চার হয় না। তুমি বাক্যদ্বারা আমাকে কদাচ শঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার কটুক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুষবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণবর্ণনে অশক্ত হইয়া কেবল বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছে। হে শল্য! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্দ ও মিত্রের ইষ্টসাধন, এই তিন কারণবশতঃ জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর নিহিত করিয়াছেন; আর আমিও পূর্বে তোমার কটুক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; বিশেষতঃ মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক; সেই সমস্ত কারণবশতঃই তুমি এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মদ্ররাজ! আমি সহস্র শল্যসদৃশ; অতএব আমি সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারি।

৪৫তম অধ্যায়
কর্ণকর্ত্তৃক শল্যবংশগ্লানি প্রকাশ

“শল্য কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি অরাতিগণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলে, উহা প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে।

“মদ্ররাজ সূতপুত্রের প্রতি এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, কর্ণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি দ্বিগুণতর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্রসমীপে ব্রাহ্মণমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্রমন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্তবর্ণন করিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূরপ্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্ম্মবর্জ্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন, বট ও সুভদ্র নামে চত্বর বাল্যাবধি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্য্যানুরোধবশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। শাকলনামে নগর, অপগাননামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার যারপরনাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ী সুরাপান এবং লশুনের সহিত সৃষ্ট যব, অপূপ [পিষ্টক— পিঠা] ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দনরহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীরসমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষবিবেকবিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহারপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা একজন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থানপূর্ব্বক অপ্রফুল্লমনে কহিয়াছিল, আহা! সেই সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী গৌরী আমাদের স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কতদিনে রম্যা শতদ্রু ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমনপূর্ব্বক সেই কম্বলাজিনসংবীত স্থূলললাটাস্থিসম্পন্ন গৌরীগণের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপোল ও চিবুকে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্পলের নিঃস্বনসহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কতদিনে শমী, পীলু ও করীরের অরণ্যে তক্রসমবেত অপূপ ও শক্তুপিণ্ড ভোজন করিয়া সুখী হইব এবং মহাবেগে গমনপূর্ব্বক পথিমধ্যে পথিকদিগের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে তাড়ন করিব? হে মহারাজ! দুরাত্মা বাহীকদিগের এইরূপ দুশ্চরিত। তাহাদের দেশে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে?

‘হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্যপাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীকদেশে শাকলনামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রজনীতে দুন্দুভিধ্বনি করিয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কতদিনে পুনরায় এই শাকলনগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ী সুরাপান

এবং গোমাংস ও পলাযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেয়িক [বৃষবধকালীন কৌতুককর] সঙ্গীত করিব? যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! শালদেশের আবালবৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

'হে মদ্ররাজ! আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলুবন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্ম্মভ্রষ্ট, সংস্কারহীন, অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য-মূর্খেরা শক্ত ও মদ্যবিলিপ্ত কুকুরাবলীঢ় [কুকুরের আস্বাদিত-কুকুর চাটা] কাষ্ঠময় ও মৃন্ময়পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্নভক্ষণে বা ক্ষীরপানে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের কাহারও পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

'হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধরে উষ্ট্রাদির দুগ্ধপান, অচ্যুতস্থলে বাস ও ভূতিলয়ে [ব্রাহ্মণচণ্ডালের কূপাদি—একই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল ব্যবহার] স্নান করে, তাহার কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে? পঞ্চনদী পর্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম অরট্ট; সাধুলোকে তথায় কদাচ দুইদিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশানদীতে বাহ ও বাহীকনামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে? ধর্ম্মবিবর্জ্জিত কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে মদ্ররাজ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনানুরোধে সেই অরট্টদেশে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলূখলমেখলা [কোমরে ব্যবহার্য্য কাঞ্চীনামক অলঙ্কারের স্থলে উলূখল অর্থাৎ উখল বা উথলী বাঁধা] রাক্ষসী তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই অরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যেসকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। অরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীরদেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।

৪৬তম অধ্যায়
মদ্রাদিদেশের দুষ্টাচারের ইতিহাস

"কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমি পুনরায় তোমাকে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। কিছুদিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—আমি

বহুকাল একাকী হিমালয়শৃঙ্গে বাস,ও নানা ধৰ্ম্মসঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি সমুদয় প্রজাকে ধৰ্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই বেদোক্ত ধৰ্ম্মকে যথার্থ ধৰ্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি নানা জনপদ ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোকসকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়; অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়; গান্ধার, মদ্রক ও বাহীকেরা, সকলেই কামাচারী, লঘুচেতাঃ ও সঙ্কীর্ণমনাঃ। আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এইরূপ, ধৰ্ম্মসঙ্করকারক আচারবিপর্যয় শ্রবণ করিলাম।

'হে মদ্রাধিপ! আমি আর একজনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূৰ্ব্বে অরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীকে অপহরণপূৰ্ব্বক তাহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে,-হে নরাধমগণ! তোমরা অধৰ্ম্মাচরণপূৰ্ব্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই অরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধৰ্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ ভিন্ন আর সকল দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগেরও ধৰ্ম্মবিষয় বিদিত আছে।

'হে মদ্ররাজ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সকল লোকদিগের রক্ষাকৰ্ত্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের ষড়-ভাগহর্ত্তা অথবা প্রজা রক্ষা করিলেই রাজা তাহাদিগের পুণ্যভাগী হয়েন, তোমার ত' তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্ন নাই, অতএব তুমি তাহাদিগের পুণ্যভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতিরই অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক! পূৰ্ব্বে সত্যযুগে স্বর্গলোকপিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদয় দেশে সনাতন ধৰ্ম্ম পূজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধৰ্ম্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরমপরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চনদদেশীয় ধৰ্ম্ম নিতান্ত কুৎসিত দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। হে শল্য! ব্রহ্মা যখন বাহীকদিগকে সত্যযুগেও কুকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধৰ্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্যব্যয় করা নিতান্ত অনুচিত।

'হে মদ্ররাজ! আমি পুনরায় তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূৰ্ব্বে কল্মষপাদ নিশাচর "ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অব্রত [সংযম সদাচার ত্যাগ] মলস্বরূপ, বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীদিগের মলস্বরূপ", এই কথা বলিতে বলিতে সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ভূপতি তাহাকে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষসবিদ্রাবক মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, -হে মহারাজ! কোন ব্যক্তি রাক্ষসকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয় যে, ম্লেচ্ছগণ [সাধারণ মনুষ্যমধ্যে ম্লেচ্ছ ও ম্লেচ্ছমধ্যে শ্লেচ্ছকলু নিন্দিত। তৈলপ্রস্তুতকারী কলুদিগের ষাঁড় অকৰ্ম্মণ্য; কারণ মৃদুগতিতে তাহাদের ঘানিটানা ভাল হয়, ষাঁড়ের চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত তাহা হয় না, সুতরাং ষাঁড়, অকেজো। ক্ষত্রিয়গণের পৌরোহিত্য

নিন্দিত, ক্ষত্রিয়ের যাজনে অধিকার নাই। অতএব তথাকথিত ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছকুল ও কলুর ষাঁড় এবং ক্ষত্রিয় যাজক যাঁড়ের গোবর-অকেজো] মনুষ্যদিগের, তৈলিকগণ। ম্লেচ্ছদিগের, ষণ্ডগণ তৈলিকদিগের ও ঋত্বিক ভূপতিগণ ষণ্ডদিগের মলস্বরূপ। এক্ষণে তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋত্বিকভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে। পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম, কৌরবেরা সাত্যধর্ম্ম এবং মৎস্য ও শূরদেশবাসীরা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী, দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্মদ্রোহী, বাহীকেরা তস্কর ও সৌরাষ্ট্রীয়েরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরবিত্তাপহরণ, মদ্যপান, গুরুপত্নীগমন, বাক্‌পারুষ্য [বাক্যের কর্কশতা], গোবধ, পারদারিকতা [পরস্ত্রী উপভোগ] ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্টদিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদ দেশকে ধিক্! হে মদ্ররাজ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যদেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন; আর উত্তরদিক্‌স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্টজনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

'দেব অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ পূর্ব্বদিক্ আশ্রয় করিয়াছেন; পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা যমরাজকর্ত্তৃক সুরক্ষিত দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন; বরুণ পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া সুরগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ভগবান কুবের ও ঈশান ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তরদিক্ রক্ষা করিতেছেন; হিমাচল পিশাচ ও রাক্ষসগণকে এবং গন্ধমাদনপর্ব্বত গুহ্যকগণকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি কোন বিশেষ দেবতার অনুগ্রহ নাই। সর্ব্বভূতরক্ষক বিষ্ণুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আর দেখ, মাগধগণ ইঙ্গিতজ্ঞ ও কোশলদেশবাসীরা প্রেক্ষিতজ্ঞ। কৌরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ্ধ উচ্চারিত না হইলে ও শাল্বেরা সমগ্র বাক্য অভিহিত না হইলে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। পার্বতীয়গণ শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ। ম্লেচ্ছ ও যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও মহাবলপরাক্রান্ত হইলেও মনঃকল্পিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অন্যান্য জাতিরা হিতবাক্য উপদিষ্ট হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিতবাক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রদেশীয়েরা কোনক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়, অতএব আর আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিও না। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদয় দেশ আছে, মদ্রদেশ সেই সকলের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দেখ, মদ্যপান, গুরুতল্পগমন, ভ্রূণহত্যা ও পরবিত্তাপহরণ যাহাদের পরমধর্ম্ম, তাহাদের ত' কোন কার্য্যই অধর্ম্ম নহে, অতএব অরজ ও পাঞ্চনদদিগকে ধিক! হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তুমি ইহা অবগত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। আমার প্রতিকূলাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখিও, যেন পূর্ব্বে তোমাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে না হয়।

শল্যের কর্ণশাসিত অঙ্গদেশনিন্দা

"অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদয় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্রকলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি। মহাবীর ভীষ্ম রথাতিরথসংখ্যাকালে

তোমার যেসকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তৎসমুদয় অবগত হইয়া ক্রোধ সংবরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পতিপরায়ণা। রমণীগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন, সর্ব্বস্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও সর্ব্বত্র অবস্থান করে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু আত্মদোষে কাহারও দৃষ্টি নাই। লোকে আপনার দোষ জানিতে পারিয়াও বিস্মৃত হয়। স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপালগণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্টদল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক দেশের সকল লোকেই যে অধর্ম্মাচরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ ও সূতপুত্রকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আর প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং শল্য শত্রুসংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! এক্ষণে তুমি রথসঞ্চালন কর।'

৪৭তম অধ্যায়
সপ্তদশদিবসীয় যুদ্ধব্যূহব্যবস্থা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর সমরনিপুণ শত্রুসূদন মহাতেজাঃ কর্ণ পাণ্ডবগণের ধৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিত অরাতিপরাক্রম সহনক্ষম অপ্রতিম ব্যূহ নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধকম্পিতকলেবরে আপনার সৈন্যগণকে যথাবিধি ব্যূহিত করিয়া রথনির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্রের নিঃস্বনে মেদিনী কম্পিত করিয়া অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বামভাগে গমন করিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতপুত্র কিরূপে সেই ভীমসেনসংরক্ষিত, দেবগণেরও অপরাজেয়, ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের বিপক্ষে ব্যূহ নির্মাণ করিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যূহের পক্ষ ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ [বামপার্শ্ববর্তী] হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুগত বিভাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল? পাণ্ডুপুত্রগণ কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তকালে ধনঞ্জয় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জ্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য? পূর্ব্বে যে অর্জ্জুন খাণ্ডবে একাকী সকল প্রাণীকে পরাজিত করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! যেরূপে ব্যূহ রচনা হইল, মহাবীর অর্জ্জুন তৎকালে যেস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্ব স্ব পক্ষীয় ভূপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবান্

মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমলপাশধারী সাদিগণ শলভসমূহের ন্যায় ও বিকটাকার পিশাচগণের ন্যায় - অসম্ভ্রান্ত গান্ধারসৈন্যগণ ও দুর্জয় পার্বতীয়দিগের সহিত সমবেত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক কৌরবসৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমরমদমত্ত সংশপ্তকগণও চতুর্বিংশতি সহস্র রথসমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐ ব্যূহের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাম্বোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগের সহিত সূতপুত্রের আদেশানুসারে ধনঞ্জয় ও মহাবল বাসুদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া উহাদিগের পক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র বর্ম্মধারী, অঙ্গদভূষিত, মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যহুতাশনসঙ্কাশ, পিঙ্গললোচন, প্রিয়দর্শন দুঃশাসন মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন দেবগণপরিরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্য্য মদ্রক, কেকয় ও দ্রোণপুত্রপ্রমুখ কৌরবপক্ষীয় বীরগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া দুঃশাসনের অনুগমন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ম্লেচ্ছগণসমারূঢ় মত্তমাতঙ্গসকল জলবর্ষী জলধরের ন্যায় অনবরত জলধারা বর্ষণপূর্ব্বক রথীদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। উহারা ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধধারী মহামাত্রগণকর্ত্তৃক অধিরূঢ় হইয়া মহীরুহপরিশোভিত মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পট্টিশ ও অসিধারী, সমরে অপরাজুখ, অসংখ্য বীরগণ ঐ সমস্ত মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। এইরূপে সেই কর্ণের প্রযত্নে মহাব্যূহ অশ্বারোহী ও রথীসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া সুরাসুরব্যূহের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক অরাতিগণের ভয়সঞ্চার করিয়াই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠিরের স্বপক্ষীয়গণকে সমরোপদেশ

"তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেনাভিমুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া অমিত্রঘ্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ পক্ষপ্রপক্ষযুক্ত মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতএব এক্ষণে শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে, তুমি এইরূপ উপায় স্থির কর।' মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব সন্দেহ নাই। যাহাতে শত্রুপক্ষের বিনাশ হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাঁহাদিগকে সংহার করিলেই সকলের বিনাশ সাধন হইবে।' তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ কর; আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি; আর।ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার, পাণ্ড্য অশ্বত্থামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডীসমভিব্যাহারে অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করুন।

অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা-শল্যের কর্ণসতর্কতা

“হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের বাক্যশ্রবণে ‘যে আজ্ঞা মহাশয়’ বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং চমূমুখে অবস্থান করিয়া অরাতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখসম্ভূত বিশ্বনরের নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহা ব্রহ্মাকে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথাক্রমে বহন করিয়াছিল, এক্ষণে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই আদ্যরথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

“মদ্ররাজ শল্য সেই অদ্ভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ‘হে কর্ণ! তুমি যাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসম্পন্ন, বাসুদেবপরিচালিত, কর্ম্মবিপাকের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিবার্য্য মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়া আগমন করিতেছেন। হে কর্ণ! যখন মেঘনিঃস্বনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পার্থিব ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মেদিনীমণ্ডল চক্রনেমিদ্বারা আহত হইয়াই যেন কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুইদিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর চীৎকার ও কুরঙ্গগণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতুগ্রহ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মৃগযুথ ও বলবান শার্দূলগণ দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্রপক্ষীসকল একত্র সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। তোমার মহারথের রঞ্জিত চামরসকল প্রজ্বলিত এবং ধ্বজ ও গগনস্থ গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ মহাকায় তুরঙ্গমগণ কম্পিত হইতেছে। হে রাধেয়! যখন এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিবেন। ঐ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শঙ্খ, আনক ও মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ; মনুষ্য, অশ্ব ও গজসমুদয়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের বাণশব্দ, জ্যানিঃস্বন ও তলত্রধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথে সুবর্ণময় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকগণে সুশোভিত স্বর্ণরজতখচিত, শিল্পীনির্ম্মিত, কিঙ্কিণীমুখরিত নানাবর্ণের পতাকাসকল বায়ুবিকম্পিত হইয়া মেঘমালা-বিন্যস্ত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে; মহাত্মা পাঞ্চালগণের পতাকাশালী রথসমুদয়ের ধ্বজসকল বায়ুবেগে কণ কণ ধ্বনি করিয়া বিমানস্থ দেবতাগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। ঐ দেখ, অপরাজিত কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বিপক্ষবিনাশের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। তাঁহার ধ্বজাগ্রে অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে। মহাবলপরাক্রান্ত বাসুদেব অর্জ্জুনের পবনতুল্য বেগবান্ পাণ্ডুর অশ্বগণকে পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও কৌস্তুভমণি যারপরনাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্জয়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া, ঘোরতর নিঃস্বন ও নিশিতশরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণসংহার করিতেছে। এই বিশাল সমরভূমি অপলায়িত ভূপালগণের তাম্রাক্ষসম্পন্ন মস্তকদ্বারা সমাকীর্ণ হইতেছে। বীরগণের পবিত্র গন্ধানুলিপ্ত উদ্যতায়ুধ পরিঘাকার ভুজসমুদয় অনবরত নিপাতিত হইতেছে। অশ্বগণ আরোহীদিগের সহিত নিপতিত হইয়া নিস্পন্দনয়নে ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে।

পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের শরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। সমরনিহত নৃপগণের গন্ধর্ব্বনগরাকার রথসমুদয় ক্ষীণপুণ্য স্বর্গবাসীদিগের বিমানের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবসেনাগণকে সিংহনিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে ধাবমান হইয়া কৌরবপক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিদিগকে নিপীড়িত ও ভূপতিদিগকে নিহত করিতেছেন। হে কর্ণ! তুমি যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছ, সেই শত্রুসূদন শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল তাঁহার ধ্বজাগ্র লক্ষিত ও জ্যাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। তুমি অচিরাৎ কৃষ্ণের সহিত একরথে সমাসীন সেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে অবলোকন করিবে। হে সূতপুত্র! বাসুদেব যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন, তুমি যদি সেই অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাবল ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন।

"হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষনয়নে কহিলেন, 'হে শল্য! ঐ দেখ, সংশপ্তকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হওয়াতে অর্জ্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃপর তাহাকে ঐ যোধসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে।' শল্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্রপান, জলদ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইন্ধনদ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদি দেব ও অসুরগণও ঐ মহাবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি 'অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব' মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা হও; কিন্তু বস্তুতঃ কখনই তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অর্জ্জুন-পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যিনি বাহুদ্বারা পৃথিবীমণ্ডল উদ্ধৃত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ ও দেবগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারেন, তিনিই অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

'হে কর্ণ! ঐ দেখ, অক্লিষ্টকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ মহাবাহু ভীমসেন চিরবৈর স্মরণপূর্ব্বক বিজয়লাভবাসনায় সমরাঙ্গনে অপর সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতিকুলঘাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পুরুষব্যাঘ্র দুর্জয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। অর্জ্জুনতুল্য সংগ্রামনিপুণ দ্রৌপদীতনয়গণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পাঁচ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে. মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ দ্রুপদতনয়গণ সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়াছে এবং ইন্দ্রতুল্য অসহ্যপরাক্রমশালী সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সংগ্রামার্থী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় কৌরবসেনার প্রতি গমন করিতেছে। হে মহারাজ! সেই বীরদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় উভয়পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল।"

৪৮তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ-বহু সৈন্যক্ষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকদিগের প্রতি ও সূতপুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল? তুমি সমরবৃত্তান্তবর্ণনে সুনিপুণ; অতএব এক্ষণে উহা সবিস্তারে কীর্ত্তন কর। আমি বীরগণের পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষসৈন্যগণের ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যহিত করিলেন। চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন, মহাধনুর্দ্ধর, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ [পায়রার মত ধবল] অশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই সাদী, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথসমুদয়-সঙ্কুল মহাব্যূহের মুখে অবস্থানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শার্দুলের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দিব্য-আয়ুধ ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক অনুচরগণসমভিব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্দ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

"এইরূপে সৈন্যগণ ব্যহিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হতাশ্বরথভূয়িষ্ঠ সংশপ্তকগণও বিজয়লাভার্থী ও অর্জ্জুনবধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া প্রাণপণে তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের সহিত নিবাতকবচগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষগণের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত উদ্যত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মস্তকসমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত্তমধ্যে ধনঞ্জয়ের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশুসংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের ন্যায় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্মুখীন বীরগণকে সংহারপূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত অরাতিগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি— ইঁহারা সমরমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশী, মাৎস্য, কারূষ, কৈকেয় ও শূরসেনদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলসত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর, পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্মলাভের হেতুভূত।

"ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরববীরগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও নিশিতশরনিকরে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসংখ্য শত্রুগণের অস্ত্র ছেদন, রথ উন্মূলন ও প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তাহাদিগকে যশস্বী ও স্বর্গভাজন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব ও

সৃঞ্জয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের ক্ষয়কর দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।”

৪৯তম অধ্যায়
কর্ণকর্ত্তৃক ভানুদেবাদি বীরগণ বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কিরূপে লোকক্ষয় করিল? পাণ্ডবমধ্যে কোন বীর কর্ণকে নিবারণ করিল এবং সূতপুত্র কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইল? তুমি এক্ষণে আমার সমক্ষে তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া সত্বর পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হংসেরা যেমন মহাসাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর উভয়পক্ষে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং অনবরত শরনিপাতশব্দ, করিবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত, রথের ঘর্ঘর রব ও বীরগণের সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীব-জন্তুগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অদ্রিদ্রুম পরিপূর্ণ অবনীমণ্ডল, সমীরণসমীরিত অম্বুদপরিশোভিত আকাশ এবং চন্দ্রসূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রপরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিকশিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। অল্পসত্ত্ব প্রাণীগণ প্রায় সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিল।

"অনন্তর মহাবীর কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি প্রভদ্রককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চবিংশতিশরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া অরাতিদেহবিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচনিকরে সহস্র সহস্র চেদিদেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সংগ্রামে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন; মহাবীর কর্ণও সত্বর শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চালদেশীয় আর দশজন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে মহাবীর কর্ণ তাহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ করিলেন।

ভীষণ সঙ্কুলযুদ্ধ—ভীমকর্ত্তৃক ভানুসেন বধ

"ঐ সময় কর্ণের পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ ও সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন যত্নসহকারে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক, চেদি, কৈকয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ সূতপুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া, বর্ষাকালে জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

তখন কর্ণের পুত্রগণ ও তাঁহার পক্ষীয় অন্যান্য বীরসকল তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ ভল্লাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাতনারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষণ পরাক্রম ভীমসেন সত্বর এক সুদৃঢ় শরাশন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক সুষেণের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে দশশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত ত্রিসপ্ততিবাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎপরে দশশরে কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুহৃগণসমক্ষে ক্ষুরদ্বারা অশ্ব, সারথি, আয়ুধ ও ধ্বজসমভিব্যাহারে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভানুসেনের সেই শশধরসদৃশ রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুরদ্বারা ছিন্ন হইয়া মৃণালভ্রষ্ট কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

"অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিনশরে দুঃশাসনকে ও ছয়শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিকে রথবিহীন করিলেন। তৎপরে তিনি সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া 'হা সুষেণ! তুমি এইবারে নিহত হইলে এই বলিয়া এক সায়ক গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা সত্বর ছেদনপূর্ব্বক তিনশরে তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটি সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততিশরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাশন গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচবাণে নকুলের বাহু ও বৃক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাদ্রীতনয় বিংশতিশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশশরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুকক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নয়শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্যশরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক সুষেণের সারথিকে আহত ও তিনশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তিনভল্লে তাহার কার্ম্মুক তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ রোষভরে অন্য শরাশন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাতশরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা বিনাশমানসে সায়কনিকরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুদ্ধ সুরাসুরসংগ্রামের ন্যায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

সমরপীড়িত পাণ্ডবপলায়ন

"তখন মহাবীর সাত্যকি তিনশরে বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ, একভল্লে শরাসন ছেদন, সাতশরে অশ্ব সংহার ও একবাণে ধ্বজদণ্ডছেদন করিয়া নিশিততিনশরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমতঃ একান্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিকে সংহার করিবার মানসে খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে

মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর দশ বরাহকর্ণ অস্ত্রদ্বারা তাঁহার খড়্গ ও চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথশূন্য ও আয়ুধহীন নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া অবিলম্বে অন্য একখানি রথ আনয়ন করাইলেন। মহারথ বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ, শতানীককে সাত, শিখণ্ডীকে দশ, ধর্ম্মরাজকে একশত ও অন্যান্য বীরগণকে বহুসংখ্যক শরে নিপীড়িত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনকে নয়শরে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া তাহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সূতপুত্রের সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘঘারতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপধীতনয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্ম্মরাজ একশত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্যশরে সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ঐ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি যে ক্রোধভরে কখন অস্ত্র গ্রহণ, কখন সন্ধান আর কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে সকলে কেবল তাঁহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাঙ্গনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় কর্ণের নিশিতশরনিকরে দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অম্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রখণ্ডে সংবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতপুত্র শরাসনহস্তে নৃত্য করিয়াই যেন শত্রুগণ তাঁহাকে যাবৎসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিনগুণ শরে তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্বরথসমভিব্যাহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদানপূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

"অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করিসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চেদিদেশীয় ত্রিংশৎ রথীকে বিনাশ করিয়া নিশিতশরনিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরমযত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভীকচিত্তে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।"

৫০তম অধ্যায়
কর্ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ-কৌরবপলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্য ভেদপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শত্রুনিক্ষিপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতকগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঐ সময়ে দ্রাবিড় ও নিষাদদেশীয় পদাতিকগণ সাত্যকিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইল; মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্ন-উষ্ণীষ ও বিগতাসু করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশদিক পরিপূর্ণ হইল।

'অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ যেমন ব্যাধিকে অবরুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মন্ত্রৌষধপ্রমাথী উল্বণ ব্যাধির ন্যায় তাহাদিগকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরহিতার্থী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেত্তাও যেমন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষারুণিতলোচনে অদূরস্থিত অরাতিনিপাতন সূতপুত্রকে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সতত বলবান্ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্পর্ধা করিয়া থাক এবং দুর্য্যোধনের মতানুসারে নিয়ত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছ। এক্ষণে তোমার যতদূর বলবীর্য্য ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি আজ তোমার রণবাসনা নিঃশেষিত করিব।' হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রকে এই কথা বলিয়া সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন কর্ণ হাস্য করিয়া দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাহার কলেবর কল্পান্তকালীন বিশ্বদহনপ্রবৃত্ত, জ্বালাসমাকীর্ণ সংবর্ত্তাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই প্রদীপ্তায়ুধধারী সৈন্যগণ মাল্যাম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে ধাবমান হইল।

কর্ণকরে চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার বধ

"তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় অতি সত্বর সুবর্ণভূষিত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্বতবিদারণক্ষম সুশাণিত যমদণ্ডসদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রনিঃস্বন শর মহাবীর সূতপুত্রের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্যন্দনোপরি শাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখচ্ছবি বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া, কৌরবসৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন।

তখন ভীষণপরাক্রম কর্ণ অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চালবংশীয় চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার শশধরপার্শ্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসুর ন্যায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাবীর সুতপুত্র দুই ক্ষুরদ্বারা তাঁহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিশিতশরনিকরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সুষেণের উপর তিন, সত্যসেনের উপর তিন, শল্যের উপর নবতি এবং সূতপুত্রের উপর পুনরায় ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্রবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে কার্ম্মুক বিকম্পিত করিয়া একভল্লে ধর্ম্মরাজের দেহ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে যষ্টিশরে বিদ্ধ। করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিতচিত্তে যুধিষ্ঠিরের পরিরক্ষণার্থ সূতপুত্রের উপর শর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীতনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপালপুত্র এবং কারূষ, মৎস্য, কেকয়, কাশি ও কোশলদেশোদ্ভব বীরগণ সত্বর বসুষেণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চাল বংশোদ্ভব জনমেজয় শরনিকরনিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অসংখ্য রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যসমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ, নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুর ও চটকামুখ প্রভৃতি নানাপ্রকার শর নিক্ষেপ করিয়া সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল।

কর্ণযুদ্ধে নিপীড়িত যুধিষ্ঠিরপলায়ন

"হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখাদ্বারা পাণ্ডবসৈন্যরূপ বন দগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া ধর্ম্মরাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্ব্বর্ব্বনবতি বাণ সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার কনকমণ্ডিত কবচ ভেদ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই সুবর্ণচিত্রিত কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্যকিরণসংশ্লিষ্ট চপলাবিরাজিত বাতাহত জলধরের ন্যায় ও নিশাকালীন বিগতা নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। ধর্ম্মতনয় এইরূপে বর্ম্মবিহীন ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সূতপুত্রের প্রতি এক লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সাতশরে আকাশপথেই সেই প্রজ্বলিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলপূর্ব্বক সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করিয়া পরমাত্মাদে গর্জন করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির ক্ষরণ ও রোষাবিষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একভল্লে ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও তিনভল্লে তাঁহার দেহ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহার তূণীরদ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন অসিতপুচ্ছ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কোনক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর

রাধেয় বেগে গমনপূর্ব্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কুর্ম্ম ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ শরদ্বারা পাণ্ডুনন্দনের স্কন্ধদেশ স্পর্শপূর্ব্বক স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

কর্ণকর্ত্তৃক উপহসিত যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধাদেশ

"হে মহারাজ! ঐ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি এই প্রধানতম নরপতিকে গ্রহণ করিও না। উঁহাকে গ্রহণ করিলেই উনি তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন।' তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদপাঠ ও যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, আর বীরপুরুষদিগের নিকট গমন করিও না এবং তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না।' মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রহস্ত পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠিরও লজ্জিতভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত দেখিয়া সকলেই তাহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৌরবসৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কার্ম্মুক নিঃস্বন, সিংহনাদ এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্তির রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণকর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সত্বর বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর। তখন ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আপনার পুত্রগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্রসমূহের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ 'গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, অভিমুখীন হও' এইরূপ বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল জলদজালের ন্যায়। শরজালে আচ্ছাদিত হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহারপূর্ব্বক বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধবিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। আরোহিসমবেত মাতঙ্গগণ প্রভূত বলশালী বজ্রভিন্ন শৈলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বর্মধারী দিব্যভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরে ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ঐ সময় সমপরায়ণ বীরগণের বিশাল লোহিতনেত্রযুক্ত পূর্ণেন্দুসদৃশ মুখপদ্মে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অপ্সরাগণ অভিমুখাগত, সমরনিহত, অসংখ্য বীরগণকে গীতবাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় নভোমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

বীরগণ সেই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া স্বর্গবাসবাসনায় সত্বর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রথীগণ রথীদিগের, পদাতিগণ পদাতিদিগের, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বহু বীরক্ষয়-কৌরবপলায়ন

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য গজরাজী ও মনুষ্যের ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সেনাগণের পদাঘাতসমুত্থিত ধূলিপটলে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন, তাহাকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি, দন্তাদন্তি, মুষ্ট্যামুষ্টি, নখানখি ও বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহবিনির্গত শোণিতে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভীষণ ঘোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণমধ্যে কেহ কেহ সেই নদীপারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং সন্তরণপূর্ব্বক সেই শোণিতমধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হওয়াতে বর্ম্ম, অস্ত্র ও বস্ত্রের সহিত রুধিরাক্ত হইয়া সেই শোণিতে স্নান ও সেই শোণিত পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রায় সমুদয়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। রুধিরের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমনশব্দে সৈন্যগণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরসকল সেই নিহত প্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারংবার ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধবিহীন হইয়া সিংহার্পিত হস্তিযুথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।"

৫১তম অধ্যায়
কর্ণ ভীমমহাসমর-কর্ণপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া প্রযত্নসহকারে চীৎকারপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল কর্ণও কৌরবগণকে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে আমাকে ভীমের রথসন্নিধানে উপনীত কর। তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসধবল অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অবিলম্বে বৃকোদরের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়! তোমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুরাত্মা সূতপুত্র দুর্য্যোধনের প্রীতিপরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উহার পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি

দেখিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আজ আমাকে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। অদ্য হয় আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই আমাকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ! আজ আমি ধর্ম্মরাজকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা অনলস হইয়া সতত সাবধানে ইহাকে রক্ষা করিও।' মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া সিংহনাদ-শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

"ঐ সময় মদ্ররাজ ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! ঐ দেখ, ভীমসেন ক্রোধভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইনি অদ্য নিঃসন্দেহে তোমার উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে ইহার রূপ যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইহার ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।'

"হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে এইরূপে কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন। করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত সূতপুত্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! তুমি আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা কহিলো, সমুদয়ই সত্য। ভীম মহাবলপরাক্রান্ত, ক্রোধনস্বভাব ও দেহরক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ ঐ মহাবীর বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীর হিতাভিলাষপরবশ হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কীচককে স্বগণসমভিব্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অদ্য সে উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। হে শল্য! হয় অর্জ্জুন আমাকে সংহার করিবে, না হয় আমিই তাহাকে বিনাশ করিব। ইহা আমার চিরপ্রার্থনীয়। অদ্য কি ভীমের সহিত সমাগমলাভে আমার সেই মনোরথ সফল হইবে? ভীম নিহত বা বিরথ হইলে যদি ধনঞ্জয় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ কর।'

"মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজিত করিলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি চিরকাল যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, অদ্য তাহা পূর্ণ হইবে।' তখন সূতপুত্র পুনরায় তাহাকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! অদ্য হয় আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, না হয় অর্জ্জুন আমাকে বিনাশ করিবে। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধানপূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।'

"হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যে স্থানে ভীমসেন কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এইরূপে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে তূর্য্যনিনাদ ও ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া সুনিশিত নারাচনিকরে নিতান্ত দুরাসদ কৌরবসৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তমধ্যে সূতপুত্রের সম্মুখীন হইলেন; সূতপুত্রও

তাঁহাকে সমাগত নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধভরে নারাচদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সূতপুত্রনিক্ষিপ্ত সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সুনিশ্চিত নয়বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতপুত্র শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর বৃকোদরও সত্বর অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক নিশিতশরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া রোদসী বিকম্পিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল কর্ণ অরণ্যমধ্যে মদোৎকট গর্ব্বিত কুঞ্জরকে যেমন উল্কাদ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনকে সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের নারাচে ভিন্নকলেবর হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহারবাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এক পর্বতবিদারণক্ষম ভারসাধন সায়ক সন্ধানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনিনিঃস্বন ভীষণ বাণ সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহারথ সূতপুত্র সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ন হইলেন। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।”

৫২তম অধ্যায়
ভীমকরে বিবিৎসুপ্রমুখ ধৃতরাষ্ট্রতনয় বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বারংবার আমাকে কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদয় সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এক্ষণে সে বৃকোদরকর্ত্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! দুর্য্যোধন সূতনন্দনকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহোদরদিগকে কহিলেন, ‘হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া অগাধ ব্যসনার্ণবে [গভীর বিপদসাগরে] নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর।’ আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ সহোদরকর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া, পতঙ্গগণ যেমন পাবকের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ বৃকোদরের বিনাশবাসনায় সরোষনয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত, চাপতূণীরকবচধারী, শ্রুতবান্[ধনুর্বেদবিৎ], দুর্দ্ধর্ষ ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নন্দ, উপনন্দ, দুধ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চা, ধনুগ্রাহ, দুর্ম্মদ, জলসন্ধ, শল্য সহ—ইঁহারা অসংখ্যরথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন আপনার পুত্রগণকর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়া সত্বর তাহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া ভল্লদ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলমণ্ডিত শিরস্ত্রাণসম্বলিত পুর্ণচন্দ্রসন্নিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার

অন্যান্য পুত্রগণ মহাবীর বিবিৎসুকে নিহত দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অরাতিনিপাতন বৃকোদর অন্য দুই ভল্লদ্বারা বিকট ও সমনামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই দেবপুত্রসদৃশ বীরদ্বয় বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সত্বর সুতীক্ষ্ণ নারাচদ্বারা ক্রাথকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর পুনরায় নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

পুনঃ কর্ণ-ভীমসমর

"হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথচালন করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথসমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! আমি তাৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সংগ্রামে সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীরদ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; পরমাস্ত্রজ্ঞ কর্ণও কোপাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব নয় ভল্লদ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাতবাণে তাঁহাকে সমাহত করিলেন, কর্ণও ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া শরবর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বৃকোদর কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও বৃকোদরের প্রতি শিলানিশিত দশ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক নিশিতভল্লদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের নিধনবাসনায় এক হেমপট্টবিভূষিত, দ্বিতীয় যমদণ্ডসদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিষোপম শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান সমাগত পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শনিসূদন কর্ণকে বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

ভীমের ভীষণ প্রহারে কৌরবপলায়ন

"হে মহারাজ! অনন্তর পরস্পর বধেচ্ছু সিংহদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিনবাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ বৃকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে, উহা সূতপুত্রের

বর্ম্ম ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচে বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া একবাণে তাহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্লদ্বারা সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অবলীলাক্রমে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর গদা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ভগ্ন স্যন্দন হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ গদাপ্রহারে কৌরবসেনাগণকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং ঈষাদ সপ্তশত মাতঙ্গগণকে সহসা বিদ্রাবিত করিয়া তাহাদের দন্তাবেষ্টন, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ড ও মর্ম্মে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারা ভীমসেনের ভীষণপ্রহারে ভীত হইয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; কিন্তু মহামাত্রগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক মেঘমণ্ডল যেমন দিবাকরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ তাহাকে বেষ্টন করিল। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা অচল সংচূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদাঘাতে সেই সপ্তশত মাতঙ্গ নিহত করিলেন; তৎপরে পুনর্ব্বার শকুনির মহাবলপরাক্রান্ত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তী বিপ্রোথিত করিয়া কৌরবপক্ষীয় একশত রথ ও শত শত পদাতিকে সংহারপূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এইরূপে মহাত্মা ভীমসেনের প্রভাবে ও সূর্য্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত ও অনলার্পিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

"তখন অন্যান্য চর্ম্মবর্মধারী পঞ্চশত রথী শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন; মহাবীর বৃকোদর অসুরবিনাশন বিষ্ণুর ন্যায় গদাঘাতে সেই ধ্বজপতাকায়ুধসম্বলিত বীরগণকে বিপ্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ত্রিসহস্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশানুসারে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণপূর্ব্বক বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইল; অরাতিনিপাতন ভীমসেনও মহাবেগে তাহাদের অভিমুখীন হইয়া বিবিধমার্গে বিচরণপূর্ব্বক গদাপ্রহারে তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিলেন। তখন প্রস্তরনিপীড়িত গজযূথের ন্যায় তাহাদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোপাবিষ্ট পাণ্ডব এইরূপে সুবলপুত্রের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী বিনষ্ট করিয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

পলায়মান যুধিষ্ঠিরের ভীমসাহায্য-সঙ্কুলযুদ্ধ

"ঐ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন; সূতপুত্রও ধর্ম্মরাজের প্রতি অবক্র শরজালবর্ষণপূর্ব্বক শরনিকরে রোদসী সমাবৃত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে সূতপুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; শত্রুকর্ষণ কর্ণও তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাণিতশরজালে ভীমসেনকে সমাবৃত

করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ভীমের পার্ষ্ণিগ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে সমুদয় দিকবিদিক সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর আকাশমণ্ডলমধ্যগত হইলেও, তাঁহার প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত দেখিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবৃষ্টিসমুকৃত সাগরের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিতচিত্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হে রাজ! সেই মধ্যাহ্নসময় উভয়পক্ষে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর হয় নাই। বেগবান্ জলরাশি যেমন সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরবসেনাগণ পাণ্ডবসেনাগণের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সেনানদীদ্বয় একত্র সমবেত হইলে তাহাদের পরস্পরনিক্ষিপ্ত শরজালের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

"অনন্তর যশোলোলুপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক অবিশ্রান্ত বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ম্মগত বা স্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, প্রতিপক্ষেরা তাহাকে তৎসমুদয় শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আমি ঐ সময়ে সমরাঙ্গনে বীরগণকে পরস্পর তর্জন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে হতজীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম এবং সেই অমিততেজাঃ ক্রোধান্বিত বীরগণের শরীর সন্দর্শনপূর্ব্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম -না জানি, আজ কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে! অনন্তর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবগণ নিশিতশরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।"

৫৩তম অধ্যায়
সঙ্কুলযুদ্ধ-কৌরবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। তখন সেই পরস্পরজয়াভিলাষী কৃতবৈর [শত্রুভাবাপন্ন] ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পরস্পরবিক্ষিপ্ত গদা, পরিঘ, কুণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভূশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্রসকল পতঙ্গকুলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথীগণ রথীদিগকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে, রথীগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী কুঞ্জরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়কে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ চীৎকার করিয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রামস্থল পশুবিনাশস্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক রুধিরাক্ত হইলে বসুন্ধরা কুসুম্ভরাগরঞ্জিত বসনধারিণী যুবতী কামিনীর ন্যায় শোভাধারণ করিল। তখন উহা সুবর্ণময় বা বর্ষাকালীন ঈন্দ্রগোপ [একপ্রকার কীট] সমাকীর্ণ বলিয়া

বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, উরু, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং দেহসমুদয় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী গৈরিকপর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমরসমুদয়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমরসকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচাস্ত্রে ছিন্নবর্ম্ম হইয়া, হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত মহীধরের ন্যায় এবং সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উল্কাপ্রদীপ্ত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত, কোন কোনটা শল্যদ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দন্ত ও কুম্ভদ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। সুবর্ণভূষণবিভূষিত অশ্বগণও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতকগুলি অশ্বতর শর ও তোমরের আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নানাপ্রকার রঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। মানবগণ ভূতলে নিপাতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান অরাতিগণকে অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত ছিন্ন বাহুসমুদয় কখন উদ্ভ্রান্ত, কখন বিচেষ্টিত, কখন পতিত, কখন উত্থিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পঞ্চমুখ পন্নগের ন্যায় বেগে বিলুণ্ঠিত হইল। সেই চন্দনদিগ্ধ, ভুজঙ্গাকার ভুজসমুদয় রুধিরাক্ত হওয়াতে সুবর্ণধ্বজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

"হে মহারাজ। এইরূপে চারিদিকে সেই ঘোরতর সঙ্কুলসংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ পরস্পর পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুত্থিত ধূলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর আত্মপর বিবেচনা রহিল না। সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রামসময়ে বারংবার সুদীর্ঘ শোণিতনদীসকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তকসকল উহাদের পাষাণ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল [ঘাস], অস্থি, মীন, শর শরাসন ও গদাসকল ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্কস্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীরুজনবিত্রাসক [ভীতজনের ভয়কারক] ও শূরজনহর্ষবর্দ্ধন [বীরগণের আনন্দবর্দ্ধক] ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

"ঐ সময় ব্যাদগণ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থল যমালয়ের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ [মস্তকহীনদেহ-দেহ মস্তকহীন হইলেও তাহারা হাত তুলিয়া যুদ্ধ করিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কবন্ধকথা--"কবন্ধা যুযুধুদের্ব্যা" 'কবন্ধগণ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিত।' কবন্ধ সম্বন্ধে রামায়ণে উল্লিখিত আছে—যুদ্ধক্ষেত্রে এক অযুত গজ, দশ অযুত অশ্ব, ১ শত ৫০ খানা রথ এবং দশ কোটি পদাতিকসৈন্য বিনষ্ট হইলে একটি কবন্ধ উত্থিত হয়; "নাগান্যমযুত্যং তুরঙ্গনিযুতং সার্দ্ধাং রথানাং শতং পত্তীনাং দশকোটয়োনিপনিতা একঃ কবন্ধে রণে"] সমুত্থিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসাপানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ্র ও বকসমুদয় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংসভক্ষণে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।

শূরগণ সেই ভীষণ সময়েও যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দুষ্পরিহার্য্য ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তিসমাকুল ক্রব্যাদগণসঙ্কীর্ণ সমরাঙ্গনে স্বীয় স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোধ চতুর্দ্দিক হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্রনাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তোমর ও পট্টিশদ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৌরবসেনাসকল সমুদ্রস্থ ভগ্ন তরীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।”

৫৪ম অধ্যায়
অর্জ্জুনযুদ্ধে কৌরবপক্ষের বহু লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয়গণক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধসময়ে যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনাসমুদয়কে বিনাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দি হইতে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ। করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অনায়াসে সেই শরধারা নিবারণপূর্ব্বক মহারথগণকে নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলানিশিত কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিয়া উত্তম আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। তখন মহারথ সুশর্মা ও সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্মা দশবাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনের দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক একভল্লে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত বানরবর সুশর্মার শরে আহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাগর্জন করিতে লাগিল। আপনার সৈন্যগণ সেই বানরের ভীষণ রব শ্রবণে ভয়বিহ্বলিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্পসমাকীর্ণ চৈত্ররথবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

“অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞালাভ করিয়া, জলদাবলী যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিয়া তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণপুর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রোষাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে ধনঞ্জয়ের অশ্ব, রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে কেশবের ভুজদ্বয় এবং কেহ কেহ মহা আহ্লাদে রথস্থিত অর্জ্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া, দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেই মহারথগণকর্ত্তৃক আপনাকে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপত অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহার রথে সমারূঢ় বহুসংখ্যক পদাতিকে অধঃপাতিত ও সমীপবর্তী যোধগণকে আসন্ন যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, ‘হে যদুপুঙ্গব! ঐ দেখ, দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমা ভিন্ন এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ সহ্য করা আর কাহারও সাধ্য নহে।’

“হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া দেবদত্তশঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন; মহাত্মা কেশব রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্য নিঃস্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বারংবার নাগাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন; তাঁহারাও অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন পূর্ব্বে তারকাসুরবিনাশ সময়ে পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন ও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের নাগাস্ত্রপ্রভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অনায়াসে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি ঐ সময় যাহাদিগের উদ্দেশে নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সর্পসমুদয়ে পরিবেষ্টিত হইল।

“অনন্তর মহারথ সুশর্মা সেই সৈন্যসমুদয়কে নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গারুড়াস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে অসংখ্য সুপর্ণ সমুৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্পসমুদয় গরুড়দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যগণ মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথোপরি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই মহাস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ এক আনতপর্ব্বশরে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তিনবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ অর্জ্জুন নিহত হইয়াছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদিত্রের নিঃস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইল।

“অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংজ্ঞালাভ করিয়া সত্বর ঐন্দ্র অস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহস্র শর সমুৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব ও অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সংশপ্তক ও গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া কেহই ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন শূরগণসমক্ষেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ অস্পন্দ [১] হইয়া তাহাদিগের মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর পাতনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশসহস্র সৈন্য ও তিনসহস্র কুঞ্জরকে নিহত করিয়া ধূম-বিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ ‘হয় প্রাণত্যাগ, না হয় শাশ্বত জয়লাভ করিব’ এই স্থির করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুনের সহিত তাহাদের পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।”

৫৫তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ-কৃপকরে সুকেতুসংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, সৌবল ও ভ্রাতৃগণপরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ ভগ্ননৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাণ্ডবভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে ভীরুজনের ভয়জনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভসমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোষাবিষ্টচিত্তে সত্বর কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহাস্ত্রবিৎ কৃপাচার্য্যও সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষনয়নে শিখণ্ডীকে দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী রোষপরতন্ত্র হইয়া অজিহ্মগামী [অকুটিলগতি—সরলগামী] সাতবাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপ শিখণ্ডীর শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিতশরনিকরদ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া সত্বর কৃপাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন, কৃপাচার্য্যও নতপর্ব্বশরনিকরে সহসা সমাগত শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তত্রত্য জনগণকে চমৎকৃত করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আমরা শিখণ্ডীকে, নিশ্চেষ্ট হইয়া সমরে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্লাবনের [জলে পাথর ভাসার মত] ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীকে কৃপের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অবিলম্বে গোতমনন্দনের [কৃপাচার্য্যের] প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পুত্র ও সৈন্যগণসমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণদ্বারা নিবারণ করিয়া আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেন এবং করূষ, কৈকেয় ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার প্রতি সত্বর শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তলবারণ বিঘূর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অনতিবিলম্বে শরনিকরদ্বারা দ্রুপদপুত্রের শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্মচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এইরূপে চর্ম্মবিহীন হইয়া করে তরবারিধারণপূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত আতুরের ন্যায় কৃপের বশীভূত হইলেন।

"তখন মহাবলপরাক্রান্ত চিত্রকেতুপুত সুকেতু শিখণ্ডীকে কৃপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া সত্বর বিবিধ শরনিকরে কৃপাচার্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রথাভিমুখে আগমন করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর সুকেতু প্রথমতঃ নয়, তৎপরে সপ্ততি ও পুনরায় তিনবাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদনপূর্ব্বক একবাণে সারথির মর্ম্মভেদ করিলেন। কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন

গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিংশৎ শরে সুকেতুর সমুদয় মর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিকম্পকালীন পাদপের ন্যায় রথোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য সেই অবসরে ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও শিরস্ত্রাণসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনাহৃত আমিষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুকেতুর কলেবরও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ কৃপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

"এদিকে মহারথ কৃতবর্ম্মা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে 'থাক থাক্' বলিয়া তর্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমিষের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্যেনপক্ষিদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষ্ণিপ্রবর কৃতবর্ম্মা ও পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া হার্দ্দিক্যকে নিপীড়িত করিয়া নয়বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন; মহাবল কৃতবর্ম্মাও দ্রুপদতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদজালে সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে কনকভূষিত বিশিখজালে সেই বাণসকল দূরীকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সমরনিপুণ হার্দ্দিক্যও বহু সহস্র শরে সহসা সমাগত দুরাসদ শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারিত দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে নিবারণপূর্ব্বক ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে মহাবলপরাক্রান্ত অরাতিকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কৌরবগণও সিংহনাদপরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।"

৫৬তম অধ্যায়
অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে পাণ্ডবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকর্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরনিকর বর্ষণ ও বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্যমন্ত্রপূত অস্ত্রজালে পরিবৃত করিয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অনুভূত হইল না; সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইল। স্বর্ণজালজড়িত শরনিকর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরনিকরে পরিবৃত হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন অন্তরীক্ষচারী কোন প্রাণী আর উড্ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। ঐ সময় সমরলালস [যুদ্ধে একান্ত আগ্রহান্বিত] শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ দ্রোণপুত্রের হস্তলাঘবসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কোনক্রমেই পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না; মহারথ ভূপালগণও সেই প্রখর দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণাত্মজকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

“অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীর তনয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে স্বীয় সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতিশরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণখচিত সাতনারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিন্ধ্য সাত শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, সুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দ্দিক হইতে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র তাঁহাদের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিকে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতকর্ম্মকে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়নপূর্ব্বক নিশিতশরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রুতকীর্তি অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে প্রথমতঃ তিনশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিতশরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় শরবর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজের কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক তিনবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সপ্ততিশরে অশ্বত্থামার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ সত্বর শক্তিদ্বারা সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বেই অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকির অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য

দ্রোণাত্মজের উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; মহাবীর অশ্বত্থামাও সেই মহাবেগে সমাগত শরসমুদয় হাস্যমুখে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে হুতাশন যেমন তৃণরাশি, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিনি যেমন নদীমুখ ক্ষুভিত করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডবসৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য সকলেই দ্রোণপুত্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

অশ্বত্থামার প্রতি যুধিষ্ঠিরের কৃত্রিম বীরদর্প

"অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাত্মজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে গুরুপুত্র! আজ তুমি যখন আমাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই। দেখ—তপানুষ্ঠান, দান, অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কার্য্য, আর ধনুর্ধারণ করা ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়া ধনুর্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম! অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই কৌরবদিগকে পরাজিত করিব, তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

"হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজের বাক্যশ্রবণে হাস্যমুখে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবনপূর্ব্বক কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না।করিয়া, প্রজাসংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রোণপুত্রনির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বহুল বল পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে কৌরবসৈন্যসংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।"

৫৭তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনসহ নকুলসহদেবযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ, চেদি ও কেকয়পরিবৃত ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমের সমক্ষেই চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৃণদহনপ্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরবসৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন; মহাবীর সূতপুত্রও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সেই অনলসঙ্কাশ তিন মহারথকর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয়বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে তাঁহার চারিটি অশ্বকে নিপীড়িত করিলেন এবং খরধার ক্ষুরদ্বারা সহদেবের

কাঞ্চনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সাত ও সহদেব পাঁচশরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন; রাজা দুর্য্যোধনও পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া দুইভল্লে শাসন ও শর ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততিশরে বিদ্ধ করিলেন।। তখন দেবকুমারতুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্দ্রচাপসদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক মহাদেব যেমন পর্ব্বতের উপর বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত হইতেছে, ইহাই নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দিবাকরের করজালের ন্যায় শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রণস্থল শরময়, নভস্থল শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও সহদেবের রূপ কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া যমজ নকুল ও সহদেবকে যমরাজের সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্নযুদ্ধ—দুর্য্যোধন-পরাজয়

"তখন পাণ্ডবসেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রমপূর্ব্বক দুর্য্যোধনসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রোধনস্বভাব দুর্য্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমতঃ পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চযষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার সশর শরাসন ও হস্তাবাপ [দস্তানা] ছেদনপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রোষকষায়িতলোচনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ববীর্য্যপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারসহনক্ষম অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সংহারবাসনায় নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলানিশিত নারাচনিকর পরিত্যক্ত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের সুবর্ণখচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ, ছিন্নবর্ম ও জর্জ্জরীকৃতকলেবর হইয়া, বসন্তকালে কুসুমসমূহসুশোভিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক সত্বর দশসায়কে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত নারাচনিকর দ্রুপদতনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া প্রফুল্ল কমলমধ্যস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরপংক্তির। ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর অন্য এক ধনু ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাঁচভল্লে দুর্য্যোধনের অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া একবল্লে শরাসন ছেদনপূর্ব্বক দশভল্লে তাঁহার সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খ, গদা ও ধ্বজ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্থিবগণ দুর্য্যোধনের হেমাঙ্গদসমলঙ্কৃত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় কুরুরাজের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্নসমক্ষে অসম্ভ্রান্তমনে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধ-কর্ণকরে জিষ্ণুপ্রমুখ মহারথবধ

"এদিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনের হিতার্থে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন; সাত্যকিও কুঞ্জর যেমন প্রতিপক্ষ কুঞ্জরের জঘনদেশে দশনাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের পশ্চাদ্ভাগে শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

"অনন্তর মহারথ কর্ণ সত্বর পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে উভয়পক্ষের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যসকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালগণ বিহঙ্গেরা যেরূপ আবাসবৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাতাঁর অভিমুখে ধাবমান হইল; মহাবীর কর্ণও রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্ল, রোচমান ও সিংহসেন--এই কয়টি পাঞ্চালদেশীয় প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদয় বীরেরা রথসমূহদ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। সূতপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সেই আটজন মহাবীরকে সুনিশিত আটশরে আহত করিয়া সমরবিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্ম্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, চিত্র, হরি, সিংহকেতু, রোমান ও শলভ এবং চেদিদেশীয় বহুসংখ্যক মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীরগণের বধসাধনসময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরলিপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় করিনিকর কর্ণশীরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকারপূর্ব্বক বজ্রবিদলিত অঞ্চলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অর্শ ও মখুয্যের দেহে সূতপুত্রের গমনপথ সমার্ণ হই। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ তৎকালে যেরূপ করিলেন, আপনার পক্ষীয় ভীষ্ম, দ্রোণমুখ কোন যোগাই গণস্থলে সেরা অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ মহাবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগযূথমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণপুর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে দ্রাবিত করিতে গাগিলেন। ঐ সমস্ত মহারথ সিংহের মুখকুহরে প্রবিষ্ট মৃগগণের ন্যায় সূতপুত্রের সমক্ষে সমাগত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয়গণ কর্ণের রোসানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে চেদি, কৈকয় ও পাঞ্চালগণমধ্যে অনেকেই কর্ণের শরে সমাহত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক নিহত হইল। তৎকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রমদর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণমধ্যে কোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

সঙ্কুলযুদ্ধ-কর্ণকর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্যনিপীড়ন

"অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাঞ্চালগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া কর্ণকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র গরুড় যেমন পন্ন গগণকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ একাকী সেই সমস্ত চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় তাঁহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিবাকর যেমন অন্ধকার নিরাস করেন, মহাবীর সূতপুত্র একাকীই অনাকুলিত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরনিকরবর্ষী বীরদিগকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

"ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদণ্ডসদৃশ শরজালদ্বারা চতুর্দ্দিকে কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাহ্লীক, কৈকয়, মৎস্য, বাসাত্য, মদ্র ও সৈন্ধবদিগের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অলৌকিক শোভাধারণ করিলেন। করনিকর তাঁহার নারাচে মর্ম্মদেশে সাতিশয় তাড়িত হইয়া মেদিনীমণ্ডল বিকশিত করিয়া আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহিবিহীন অসমুদয় ও পদাতিগণ ভীমশরে নির্ভিন্নকলেবর হইয়া অনবরত রুধিরমনপূর্ব্বক সমরশয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীমভয়ে নিতান্ত ভীত ও পতিতায়ুধ হইয়া প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল অশ্বারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব, গজ ও ভীমের সায়কসমুদয়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীমভয়ে ভীত, প্রভাহীন, উৎসাহশূন্য ও দীনভাবাপন্ন হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া শরৎকালীন নিশ্চেষ্ট মহাসাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র পাণ্ডবসৈন্যদিগকে ও ভীমসেন কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! সেই ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রামসময়ে মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তককে নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! এক্ষণে এই বলসমুদয় ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহশব্দার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় অনুগামীদিগের সহিত পলায়ন করিতেছে। এদিকে সৃঞ্জয়সৈন্যগণ কর্ণশরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণের হস্তিকক্ষাধ্বজ সৈন্যমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর মহাহ্লাদে যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমিও সূতপুত্রের বল ও পরাক্রম অবগত আছ; অতএব আমার মতে অন্যান্য বীরগণকে পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্র যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই অনুষ্ঠান কর।

কৃষ্ণবাক্যে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বহু শত্রুসৈন্যবধ

"মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে পাণ্ডব! অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনাশ কর।' হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত অশ্বগণ কেশবকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রবেশকালে আপনার সৈন্যগণ চারিদিকে ধাবমান হইল। ধনঞ্জয়ের সেই কম্পিতপতাকাবিরাজিত মেঘগম্ভীরগর্জনন বানরধ্বজ মহারথও বিমান যেমন স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরবসৈন্যমধ্যে গমন করিল। এইরূপে সেই সমরনিপুণ রোষারুণনেত্র মহাবীর কেশব ও অর্জ্জুন তলশব্দে সংক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধান্বিতচিত্তে সেই বিপুল সৈন্য বিদারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋত্বিকগণকর্ত্তৃক সমাহূত যজ্ঞস্থলে সমাগত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন রথ ও অশ্বসমুদয়কে মর্দ্দিত করিয়া পাশধারী অন্তকের ন্যায় বাহিনীমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে অভিমুখীন হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র সহস্র রথ, তিনশত হস্তী, চতুর্দ্দশসহস্র অশ্ব ও দুইলক্ষ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধকোবিদ [রণপণ্ডিত] পদাতিসমভিব্যাহারে একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় উগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার মূর্তি সকলেরই প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার সৌদামিনীসমপ্রভ সুবর্ণভূষিত অনবরতনিক্ষিপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনন্দন চতুর্দ্দিকে সরলাগ্র সুকর্ণপুঙ্খ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমুদয় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাহার তলশব্দে সমুদ্র, পর্ব্বত, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে।

"হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ পাণ্ডুনন্দন দশসহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া সত্বর সংশপ্তকসৈন্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংশপ্তকদিগের প্রপক্ষ কাম্বোজগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া, পুরন্দর যেমন দানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লদ্বারা আততায়ী অরাতিগণের শস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা অর্জ্জুনশরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন ও আয়ুধশূন্য হইয়া বহু শাখাসঙ্কুল বাতাহত বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠভ্রাতা তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীনন্দন দুই অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার পরিঘাকার ভুজদ্বয় ও ক্ষুরদ্বারা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মস্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণানুজ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্দ্রকলেবরে বজ্রবিদারিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, কাঞ্চনস্তম্ভের ন্যায়, ভগ্ন সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় বাহন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে যোধগণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জ্জুনের এক এক বাণে কাম্বোজ, যবন ও শকদেশসমুদ্ভূত অনেকানেক অশ্ব নিহত হইয়া রুধিরাক্তকলেবর হওয়াতে সমুদয়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় অশ্বসারথিবিহীন

রথী, আরোহিশূন্য অশ্ব, মহামাত্রহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয়কর হইয়া উঠিল।

"এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ বিনষ্ট করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা সুবর্ণভূষিত কোদণ্ড বিধূনিত করিয়া সূর্য্যের করজালসদৃশ ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখব্যাদানপূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সত্বর অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ সেই মহাবীরের অনবরত নিক্ষিপ্ত উগ্রতর শরনিকরে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা হৃষীকেশকে রথোপরি অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনঞ্জয় উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময় প্রবল প্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ্ণশনিকরে জগতের রক্ষক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ জগতের হিত চিন্তা করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! সেই যুদ্ধে অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কখনই সেরূপ পরাক্রম আমার নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সময় সিংহগর্জ্জনের ন্যায় দ্রোণপুত্রের অরাতিবিত্রাসক [শত্রুর ভয়োৎপাদক] কার্ম্মুকশব্দ বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাদৃশ দৃঢ়হস্ত ও ক্ষিপ্রকারী হইয়াও তৎকালে অশ্বত্থামাকে অবলোকনপূর্ব্বক নিতান্ত মুগ্ধের ন্যায় আপনার পরাক্রম নিহত [নিস্তেজ] বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

অর্জ্জুনযুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়

"হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এইরূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বত্থামা অধিকবল ও ধনঞ্জয় ন্যূনবল হইলে মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রণয়বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! আজ দ্রোণপুত্র তোমাকে অতিক্রম করাতে আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আজ কি তোমার বলবীর্য্য অবসন্ন হইয়াছে? তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীবশরাসন বিদ্যমান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুদ্বয়ে কি কোন আঘাত হইয়াছে? আজ কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্ধৃপ্ত দেখিতেছি? হে ধনঞ্জয়! গুরুপুত্রবোধে উহাকে উপেক্ষা করিও না। ইহা উপেক্ষার সময় নহে।'

"হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর দ্রোণতনয়ের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বর তাঁহার জত্রুদেশে দৃঢ়রূপে বৎসদন্ত শরনিকর প্রহার করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজষষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া

পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপসৃত হইল। ঐ অবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় মহাবীর দুর্য্যোধন। সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিলেন।

"হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে এইরূপ কৌরবসৈন্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ক্ষণকালমধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে, বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। এইরূপে বীরজনক্ষয়কারক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গনে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া সমরস্থল হইতে একক্রোশ দূরে গমনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।"

৫৮তম অধ্যায়
অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্নবধপ্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূতপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কর্ণ! আত্মসদৃশ বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দিগের প্রার্থনীয়; এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সমর যে ক্ষত্রিয়দিগের সুখজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বর্গদ্বার স্বেচ্ছাক্রমে উদঘাটিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে শুরগণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া বিশাল পৃথিবী প্রাপ্ত হউন অথবা অরাতিহস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করুন।'

"হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্যশ্রবণে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদিত্রনিঃস্বন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৌরবপক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিয়া কহিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়গণ! আমার পিতা সমুদয় সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও মিত্রের হিতসাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।। যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অদ্য কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি শরনিকরে তাহাকেই নিহত করিব।"

"মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সমুদয় কৌরবসেনা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয়কল্প অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণীগণ অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই নরবীরগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ আহ্লাদিতচিত্তে বিবিধ দিব্যমাল্য, গন্ধ ও রত্নদ্বারা স্বকর্ম্মনিরত নরবীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহ [বায়ু] সেই সুগন্ধ লইয়া সমস্ত যোধগণকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি সমীরণ সংস্পর্শে সমাহ্লাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভূমণ্ডল দিব্যমাল্য, সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র নিশিত শরনিকর ও যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাচ্ছন্ন

[নক্ষত্রাবৃত] বিচিত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করল। তখন দেব, গন্ধর্ব্বপ্রমুখ অন্তরীক্ষচারিগণ সাধুবাদদ্বারা সেই জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিঃস্বন ও সিংহনাদসমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলকে অধিকতর সমাকুল করিতে লাগিলেন।”

৫৯তম অধ্যায়

কৃষ্ণকৌশলে অর্জ্জুনের যুদ্ধক্ষেত্র প্রদর্শন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষান্বিত হইলে মহীপালগণের এইরূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডবসেনা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে; মহাবীর কর্ণও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার ধ্বজদণ্ড আমার নেত্রগোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষতঃ, এক্ষণে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে না। অতএব তুমি এই সময়ে আমার প্রিয়সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে যাত্রা কর। আমি ধর্ম্মরাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। বাসুদেব ধনঞ্জয়ের বাক্যশ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ সমীপে রথচালন করিলেন।

“ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহারথ সৃঞ্জয়গণ প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সেই সংগ্রামভূমিতে অসংখ্য বীরকে নিহত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের দুর্নীতিনিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন; হতজীবিত বীরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব শর, নির্মোকনির্ম্মুক্ত [খোলস] পন্নগসদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হেমখচিত খড়্গ, হেমভূষিত চর্ম্ম, সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষণ শক্তি, স্বর্ণপট্টে বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ডযুক্ত পরশু, লৌহময় কুন্ত, ভীষণ মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ গদাপ্রহারে চূর্ণ কলেবর, মুষলাঘাতে ছিন্নমস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বারা মথিত হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, ঋষ্টি, পটিশ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব ও অশ্বগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূষিত কেয়ুরান্বিত সতলত্র[দস্তানা সমেত]চন্দনচর্চ্চিত ছিন্নবাহু, অঙ্গুলিসম্বলিত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিশুণ্ডোপম ঊরু ও চূড়ামণিবিভূষিত কুণ্ডলান্বিত মস্তকসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতদিগ্ধ কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হওয়াতে সমরভূমি শান্তজ্বাল [নিস্তেজ] হুতাশনে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, কিঙ্কিণীজাল[ঘণ্টাসমূহ]জড়িত বহুধাভগ্ন অসংখ্য রথ, শরাহত বিনির্গততন্ত্র [বহির্গতনাড়ী] অশ্ব, অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, রথীগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুবর্ণ চামর, পর্বতাকার নিষ্কাশিতজিহ্ব মাতঙ্গ, বিচিত্র

পতাকাশোভিত নিহত অশ্ব, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকম্বল, সুবর্ণমণ্ডিত গজাঙ্কুশ, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাঘাতে বহুধাভগ্ন ঘণ্টা, বৈদূর্য্যদণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বারোহিগণের ভূজাগ্রবন্ধ [দস্তানা] সুবর্ণবিকৃত কশা, বিচিত্র মণিখুচিত সুবর্ণসমলঙ্কৃত রঙ্কু[মেষলোম]চর্ম্মনির্ম্মিত আশ্বাস্তরণ, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্রকাঞ্চনমালা, ছাত্র ও ব্যজনসকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দ্রনক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল চারু কুণ্ডলমণ্ডিত শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডলদ্বারা বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দৃঢ়তর সমাহত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে এবং উহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিয়া উহাদের শুশ্রুষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ জীবিতহীন যোধগণকে শরও সমাচ্ছন্ন করিয়া অন্যান্য বীরগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছে। সমরসমাহত শয়ান জ্ঞাতিগণ জলপ্রার্থনা করাতে অনেকে সলিলানয়নার্থে সত্বর গমন করিতেছে। অনেকে বান্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ জলপান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয়বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য যোধগণ অধরোষ্ঠ দংশন ও ভ্রুকুটি বন্ধনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক দর্শন করিতেছে।’

“হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিতে কহিতে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; ধনঞ্জয়ও ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারংবার ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, ‘হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় পার্থিবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। রণস্থলে কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ধাবমান হইতেছেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে। পাণ্ডবসৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাবীর কর্ণ পলায়নপরায়ণ কৌরবসৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং সৃঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।

“হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অর্জ্জুনকে সমুদয় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় সৈনিকগণ প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন! কেবল আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে উভয়পক্ষের এইরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল।”

৬০তম অধ্যায়
কর্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্নযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডব ও সূতপুত্রপ্রমুখ কৌরবগণ নির্ভয়ে পুনরায় সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের যমরাজ্যবিবর্দ্ধন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই তুমুল যুদ্ধে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও সংশপ্তকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ অন্যান্য ভূপালবর্গসমভিব্যাহারে সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেই সমস্ত বিজয়াভিলাষী প্রহৃষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া, পর্বত যেমন জলপ্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিলেন। তখন জলস্রোত যেমন অচলে সংলগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই মহারথগণ সূতপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শরদ্বারা কর্ণকে প্রহার করিয়া ‘থাক থাক’ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন; মহারথ কর্ণও বিজয় নামক উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক কম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষোধম শর ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক নয়শরে তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। সূতপুত্রনির্ম্মুক্ত শরনিকর ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণমণ্ডিত বর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ দ্রুপদতনয় সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; সূতপুত্রও আশীবিষসদৃশ শরনিকরদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

“অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিতশরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ডসদৃশ ভীষণ শরনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণপূর্ব্বক সাতনারাচে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত সুনিশিত শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আশ্চর্য্য যুদ্ধদর্শন বা শ্রবণ করিলেও, অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে সকলেরই কলেবর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ধৃষ্টদ্যুম্নসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ

“এই অবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুদমনে ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, ‘রে ব্রহ্মঘাতক! তুই ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর, আজ জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না। মহাবীর দ্রোণতনয় এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রযত্নসহকারে ক্ষিপ্রহস্তে সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শনপূর্ব্বক উহাকে যেমন আপনার মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামাকে স্বীয় মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যমসদৃশ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনাকে সংগ্রামে শস্ত্রের অবধ্য বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তকপ্রতিম অশ্বত্থামার

অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন; অশ্বত্থামাও ক্রোধভরে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর অশ্বত্থামা সন্নিহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পাঞ্চালাপসদ[পাঞ্চালকুলাঙ্গার]! আজ আমি তোমাকে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতাকে সংহার করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছ, অদ্য সেই পাপ তোমাকে সাতিশয় সন্তপ্ত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর, অথবা সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ না হও, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সংহার করিব।' তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দ্রোণাত্মজ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরলালস পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খড়্গাই তোমার এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম দ্রোণকে বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক তোমাকে নিহত না করিব?' পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে সুনিশিতশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও যোধগণ সেই দ্রোণপুত্রনির্ম্মুক্ত শরনিকরপ্রভাবে এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সূতপুত্রের সমক্ষে অশ্বত্থামাকে শরনিকরে তিরোহিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুধামন্যু ও সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরদ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অবিলম্বে সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আশীবিষোপম শরনিকর বর্ষণ করিয়া নিমেষমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি, শরাসন, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া খড়্গচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা, দ্রুপদতনয় সেই ভগ্নরথ হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভল্লদ্বারা তাঁহার অসিদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন-অশ্বত্থামা—উভয়ের বিমুখতা

"হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, শরাসন ও খড়্গ ছিন্ন এবং শরাঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইলেও অশ্বত্থামা কোনক্রমেই সায়কদ্বারা তাহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণপুত্র যখন দেখলেন যে, অস্ত্রদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভুজগগ্রহণলোপ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে দ্রুপদতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মমাচন কর। নচেৎ অশ্বত্থামা অবশ্যই উহাকে সংহার করিবেন। মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রসন্নিভ অশ্বগণ গগনতল পান করিয়াই যেন দ্রোণপুত্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন

মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নবধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামাকে ধৃষ্টদ্যুম্ন আকর্ষণে যত্নবান্ দেখিয়া তাহার প্রতি শনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সেই সমুদয় শর বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় অশ্বত্থামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণাত্মজ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত, শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ, রথে আরোহণ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে সায়কসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব অরাতিতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

"অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া দ্রোণপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার আস্যদেশে নিপতিত হইল। মহারথ দ্রোণনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথোপস্থে নিষন্ন ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাহার সারথি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রথস্থল হইতে অপবাহিত করিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয়-শরাসন আকর্ষণ ও ধনঞ্জয়কে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধ করিবার বাসনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচিত ও দ্রোণাত্মজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বিবিধ বাদিত্রসমুদয় বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এক্ষণে তুমি সংশপ্তকগণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধান কার্য। তখন বাসুদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকাপরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।"

৬১তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিররক্ষার্থ কৃষ্ণের অর্জ্জুন সতর্কতা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের রথচালন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন 'হে পার্থ! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনাশবাসনায় দ্রুতবেগে উঁহার অনুগমন করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ অপরিমিতবলশালী পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ ক্রোধভরে উঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কবচধারী রাজা দুর্য্যোধনও রথারোহণপূর্ব্বক আশীবিষসদৃশ যুদ্ধবিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণও ধর্ম্মরাজের নিধনকামনায় রত্নগ্রহণে ধাবমান অর্থলোলুপের ন্যায় উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অনল ও পুরন্দর যেমন অমৃতহরণোদ্যত দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমনোদ্যত কৌরবসৈন্যগণের গতিরোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উহারা

শঙ্খবাদন, শরাসন বিঘূর্ণন ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ বীরদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সমুদ্রগমনোদ্যত বর্ষাকালীন জলরাশির ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতেছে। এক্ষণে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হওয়াতে উহাকে কালগ্রাসে পতিত ও হুতাশনে আহূত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের যেরূপ কৌরবসৈন্য অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার নিকট হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ নহেন।

'হে পার্থ! ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তেজস্বী, শরধারাবর্ষী, ক্ষিপ্রহস্ত, মহাবীর দুর্য্যোধনের শরবেগ সহ্য করা কাহার সাধ্য? মহাবীর দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ—ইঁহাদিগের এক এক জনের বাণবেগে পর্ব্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ শত্রুপাতন যুধিষ্ঠির অদ্য একবার কর্ণকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলতঃ সূতপুত্র মহাবলপরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে পীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য মহারথেরাও তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে। উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্ম্মরাজ নিয়ত ক্ষমাগুণে ভূষিত; ক্ষত্রিয়জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহার জীবন নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! যখন অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন বারংবার কৌরবগণের সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহ্য করিতেছেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবশ্যই অমঙ্গল সঙঘটিত হইয়াছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ স্থূণাকর্ণ ইন্দ্রজাল, পাশুপতাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রজালে রাজাকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারবাসনায় ধাবমান বলবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সত্বর ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়াছেন। উহার রথকেতু আর নয়নগোচর হইতেছে না; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে।

'ঐ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনীবনকে বিদলিত করে তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সমক্ষেই পাণ্ডবসেনা বিনাশ করিতেছে। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া দশদিকে পলায়ন করিতেছে এবং সূতপুত্রের হস্তিকক্ষা কেতু ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনাগণকে বিনাশ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। পাঞ্চালগণ কর্ণশরে বিদ্রাবিত হইয়া পুরন্দরবিদলিত দৈত্যগণের ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ বীর তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে। মহাবীর সূতনন্দন এক্ষণে কার্ম্মুক বিস্ফারিত করিয়া শত্রুজয়ে পরমাহ্লাদিত সুরগণপরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, কৌরবগণ রাধেয়ের বিক্রমদর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। মহাবীর কর্ণ আমাদিগের সৈন্যগণের মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে কহিতেছে,—হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; যেন সৃঞ্জয়গণ জীবিত সত্ত্বে তোমাদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে;

আমরাও তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। হে পার্থ! সূতপুত্র এই বলিয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজ মহাবীর কর্ণ শতশলাকাযুক্ত শ্বেতচ্ছত্রদ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া আশীবিষসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে; এক্ষণে নিশ্চয়ই এইদিকে আগমন করিবে।

'হে ধনঞ্জয়। ঐ দেখ, সূতপুত্র তোমার বানরধ্বজ অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ শলভের ন্যায় তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় রথসৈন্যসমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। এক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও সুখলাভার্থী হইয়া যত্নপূর্ব্বক উহাদিগের সহিত দুরাত্মা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। হে অর্জ্জুন! তুমি ও কর্ণ দেবদানবের ন্যায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমাদের দুইজনকে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সূতপুত্রের ক্রোধ অনুধাবন করিয়া এখনকার সমুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারথ কর্ণের প্রতি গমন কর। ঐ দেখ, পাঁচশত মহাবলপরাক্রান্ত রথী, পাঁচসহস্র হস্তী, দশসহস্র অশ্ব এবং অযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষাপূর্ব্বক তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব তুমি স্বয়ং মহাবেগে মহাধনুর্ধর সূতপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হও। ঐ দেখ, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। উহার রথকেতু ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে লক্ষিত হইতেছে।

কৃষ্ণের কৌরবপরাজয়বিষয়ক আশ্বাসবাণী

'হে ধনঞ্জয়। এক্ষণে তোমাকে এক মঙ্গলসংবাদ প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন; মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকি সৃঞ্জয়সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিতশরনিকরে কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীমশরে নিপীড়িত ও রুধিরোক্ষিত হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে। শস্যহীন বসুন্ধরার ন্যায় উহাদের আকার এক্ষণে নিতান্ত বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রে ভূষিত পতাকা ও ছত্রসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সুবর্ণরজতনির্ম্মিত তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্বসমুদয় চারিদিকে নিপতিত রহিয়াছে। রথীগণ পাঞ্চালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালগণ কৌরবপক্ষীয় আরোহিবিহীন হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইতেছে এবং ভীমসেনের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুদল বিমর্দ্দিত করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পাঞ্চালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর; উহারা নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই অস্ত্রদ্বারাই উহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাহুসকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালপক্ষীয় গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী বীরগণ

সকলেই প্রশংসনীয়। হংসাবলী যেমন মানসসরোবর হইতে ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ মহাবেগে ধৃতরাসৈন্যমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগের নিবারণার্থে পরাক্রম প্রকাশ করে, তদ্রূপ কৃপ ও কর্ণপ্রমুখ বীরগণ পাঞ্চালদিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুমপ্রমুখ বীরগণ ভীমাস্ত্রে মর্দ্দিত কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথ নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে মহাবীর বৃকোদর নির্ভীকচিত্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরবসৈন্যগণের অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছে; রথীগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতকগুলি হস্তী ভীমের নারাচে বিদীর্ণকলেবর হইয়া বজ্রাহত পর্বতচূড়ার ন্যায় ভূতলে নিপতিত এবং কোন কোনটা সন্নতপর্ব্বশরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইতেছে। ঐ মহাবীর ভীমসেন অরাতিপরাজয়ে পরমপরিতুষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ দেখ, একজন গজারোহী গর্জনপূর্ব্বক দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় তোমার হস্তে করিয়া ভীমের বিনাশবাসনায় আগমন করিতেছিল; মহাবীর ভীমসেন সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ সুতীক্ষ্ণ দশ নারাচে উহার ভুজদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক উহাকে বিনাশ করিয়া শক্তি ও তোমরসমূহদ্বারা মহামাত্রসমধিষ্ঠিত [১] নীলাম্বুদসন্নিভ অন্যান্য হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ঐ দেখ, তিনি নিশিতশনিকরে একবারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহতপূর্ব্বক ধ্বজপতাকাসকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক এক হস্তী নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পুরন্দরসদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরবসৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য ভীমসেনের সম্মুখে সমাগত হইয়াছিল; বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকেই নিবারণ করিয়াছেন।

"হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া নিশিতশরনিকরে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের শরে নিহন্যমান হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল; মহাবীর ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্ব্বশরনিকরে কৌরববল বিনাশ করিতে লাগিলেন।"

৬২তম অধ্যায়
সঙ্কুলযুদ্ধ—কৌরবপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়। ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকর্ত্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও পলায়নপরায়ণ হইলে কৌরবগণ কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজা প্রতাপান্বিত সূতনন্দন মহাবাহু বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িতনয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দুর্যোধনসৈন্যগণকে ভীমসেনের শরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া যথোচিত যত্নসহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবগণের

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন কম্পিত ও বিশিখজালবর্ষণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও. প্রভদ্রকগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয়লাভার্থ চতুর্দ্দিক হইতে কৌরবপক্ষীয় সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন; কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া সত্বর পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য ধ্বজসমাকীর্ণ চতুরঙ্গবল অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

"অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী কর্ণের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যপরিবৃত দুঃশাসনের, নকুল বৃষসেনের, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, সহদেব উলূকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রোণপুত্র অর্জ্জুনের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর, কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীতনয়গুণ অন্যান্য কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন একাকীই অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্মহন্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভয়চিত্ত কর্ণকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র শিখণ্ডীর শরে সমাহত ও ক্রোধস্ফুরিতাধর হইয়া তিনবাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ ললাটদেশে ধারণপূর্ব্বক ত্রিশৃঙ্গ রজতপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে নিশিত-নবতিশরে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে মহারথ সুতপুত্র তাহার অশ্ব বিনাশ ও তিনবাণে সারথিকে সংহারপূর্ব্বক ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী সেই হতাশ্বরথ হইতে আরোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিতনয়বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার শরপতনপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বলবান্ বায়ু যেমন তুলারাশি পাতিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিনবাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দুঃশাসন সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা তাহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। দুঃশাসন সেই ভীষণ শর মহাবেগে সমাগত হইতেছে দেখিয়া তিনবাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কনকভূষণ সপ্তদশভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন হাস্যমুখে সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন যাবতীয় বীরপুরুষ এবং অপ্সরা ও সিদ্ধগণ আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহসংরুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসনকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতিকে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়ে সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। তখন উভয়পক্ষে সর্ব্বজনভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

'এদিকে বৃষসেন পিতৃসমীপে অবস্থানপূর্ব্বক নকুলকে প্রথমতঃ লৌহনির্ম্মিত পাঁচবাণে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তিনবাণে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর নকুলও হাস্যমুখে সুতীক্ষ্ণ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শরনিসূদন বৃষসেন এইরূপে নকুলশরে সমাহত হইয়া তাঁহাকে বিংশতিবাণে পীড়িত করিলে মাদ্রীতনয়ও তাঁহাকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনসৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ণের চক্ররক্ষা করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময় প্রতাপশালী সহদেব রোষাবিষ্ট উলূককে নিবারণ করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তখন উলূক অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

"মহাবীর সাত্যকি নিশিত-বিংশতিশরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে ভল্লদ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন; মহাবলপরাক্রান্ত সুবলনন্দনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির কবচ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুধান তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিতশরনিকরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া তিনবাণে তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত ও শরনিকরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক মহাত্মা উলূকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকিসমীপ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সাত্যকি মহাবেগে কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈনিকগণ যুযুধানশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়িত ও নির্জীবের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

"ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সমরে ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া মুহূর্তমধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিকে ধ্বংস করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবসৈন্যগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনের বিনাশকামনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

"এদিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, ছত্র ও সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদ্দর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং রথচালনপূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

"ঐ সময় মহাবীর উত্তমৌজা জলধর যেমন জলধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম কৃতবর্ম্মাকে সহসা শরনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের অতি ভীষণ অপূর্ব্ব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর কৃতবর্ম্মা সহসা উত্তমৌজার হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদ্দর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

‘অনন্তর সমুদয় কৌরবসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি গজসৈন্যদ্বারা বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রক-অস্ত্রদ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন শরনিকরে রোষান্বিত দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া মহাবেগে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য-অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজ যেমন বজ্রদ্বারা অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই করিসৈন্য নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল শলভসমাচ্ছন্ন [পতঙ্গগণে আচ্ছাদিত] পাবকের ন্যায় ভীমশরে পরিবৃত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন এক সমবেত সহস্র সহস্র মাতঙ্গযুথবিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সুবর্ণজালজড়িত মণিমণ্ডিত সৌদামিনীসম্বলিত অম্বুদসদৃশ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোনটা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবীমণ্ডল বিশীর্ণপর্ব্বতসমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রত্নখচিত গজারোহিগণ ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ক্ষীণপুণ্য গ্রহসমুদয় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

“হে মহারাজ! এইরূপে নাগগণ ভীমসেনের শরনিকরে গতশুণ্ড ও কুম্ভসকল বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; কোন কোনটা শরবিদ্ধ ও ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধিরবমনপুর্ব্বক পলায়নপর হইয়া ধাতুধারা ধরাধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ অগুরুচন্দনাক্ত ভুজদ্বয়দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং মাতঙ্গগণ তাঁহার অশনিনিঃস্বনসদৃশ জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন একাকী সেই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতনিহন্তা রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।”

৬৩তম অধ্যায়
সঙ্কুলযুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসংযুক্ত নারায়ণসঞ্চালিত রথে অবস্থানপূর্ব্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অশ্ববহুল কৌরবসৈন্যগণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্যগণের অর্ধাংশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের সমীপে সহসা গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া। ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষগণের দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার অভিলাষে অক্ষৌহিণী-সেনাসমভিব্যাহারে মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন; মহাবীর ভীমও কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া শত্রুবর্গপরিবৃত ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান

হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই সর্ব্বশাস্ত্রপারগ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও অনবরত শরজাল বিসর্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

"অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত সহদেব সত্বর তথায় আগমন করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক বিংশতিশরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সহদেবনিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া প্রভিন্নগণ্ড অচলসন্নিভ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক শরনিকরদ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই অসংখ্য সৈন্য সূতপুত্রের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় সূতপুত্রের পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চাৎনিক্ষিপ্ত শরের ফলকদ্বারা আহত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শরনিকরসঙ্ঘর্ষণে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল এবং দশদিকে সঞ্চালিত শলভসমূহের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সূতপুত্র রক্তচন্দনচর্চিত মণিহেমসমলঙ্কৃত বাহুযুগল বিক্ষেপ করিয়া মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র সায়কসমূহে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন ধর্ম্মরাজও রোষপরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি সুশাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর রণস্থল শরান্ধকারে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্রসমলঙ্কৃত সায়ক, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুষলদ্বারা সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে স্থানে ক্রূরদৃষ্টি বিসর্জন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

"অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধে প্রস্ফুরিতানন হইয়া নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়কসমুদয় বর্ষণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠিরও সূতপুত্রের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে নিশিত তিনভল্লে যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সূতপুত্রনিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথে উপবেশনপূর্ব্বক সারথিকে অবিলম্বে রথ অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অন্যান্য ভূপালবর্গসমভিব্যাহারে 'ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ কর' বলিয়া বারংবার চীৎকারপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র সাত শত কৈকয় পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোক্ষয়ের তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।"

৬৪তম অধ্যায়
সঙ্কুলযুদ্ধ—পাণ্ডবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণ সমরাগ্রবর্ত্তী মহারথ কৈকয়গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিবারণে যত্নবান হইলে তাহাদের পঞ্চদশ রথীর প্রাণসংহার করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে পীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ বোধ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ভীমসেনের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র একাকী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষক নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, তখন সূতপুত্র দুর্য্যোধনের হিতকামনায় সুতীক্ষ্ণ তিনবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির কর্ণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তিনবাণে তাঁহার সারথি ও চারিবাণে অশ্বচতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শত্রুতাপন মন্ত্রীপুত্র নকুল ও সহদেব তাহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্নসহকারে তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সূতনন্দনও দুই শিতধার ভল্লদ্বারা শত্রুঘাতন মহাত্মা নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অম্লানমুখে যুধিষ্ঠিরের মনোমারুতগামী কৃষ্ণপুচ্ছ শ্বেত অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক একভল্লে তাঁহার শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অসমুদয় সংহারপুর্ব্বক রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির ও নকুল রথাশ্ববিহীন ও শরনিপীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

শল্য-কৌশলে কর্ণের যুধিষ্ঠিরসহ যুদ্ধত্যাগ

“পাণ্ডবগণের মাতুল শত্রুসূদন মদ্ররাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কর্ণকে কহিলেন, ‘হে রাধেয়! অদ্য তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে কি নিমিত্ত একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ? ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অস্ত্রশস্ত্র অল্পমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্নভিন্ন এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি শত্রুশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জ্জুনসমীপে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাস্যাস্পদ হইবে।’

“হে মহারাজ। কর্ণ মদ্ররাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াও সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দনদ্বয়কে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সূতপুত্রকে যুধিষ্ঠিরের সংহারে একান্ত সমুৎসুক অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে পুনরায় কহিলেন, ‘হে কর্ণ! যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল হইবে? দুর্য্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অর্জ্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্খনিঃস্বন এবং বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, অর্জ্জুন শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করিয়া আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর

সাত্যকি উত্তরদিকের চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণদিকের চক্র রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অতএব যাহাতে বৃকোদর আজ আমাদিগের সমক্ষে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায়বিধান কর। ঐ দেখ, সমরনিপুণ দুর্য্যোধন ভীমসেনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অদ্য তুমি তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমৎকৃত হইবে। অতএব সত্বর গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজাকে পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?

"হে মহারাজ! বীর্য্যবান কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যশ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে ভীমহস্তে নিপতিত দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুরুরাজের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। তাঁহার অশ্বগণ মদ্ররাজকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আকাশগামীর ন্যায় গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরবিক্ষত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরও সহদেবের বেগবান অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত শিবিরে প্রতিগমনপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া অবিলম্বেই শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমবেদনা অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃদ্বয়! মহাবীর বৃকোদর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন করিয়া যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাঁহার সৈন্যমধ্যে গমন কর।' মহারথ নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পবনতুল্য বেগশালী অশ্বসংযোজিত অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে নিপাতিত দর্শন করিয়া সৈনিকসমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

৬৫তম অধ্যায়
অর্জ্জুনযুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা অতি বৃহৎ অসংখ্যরথে পরিবৃত হইয়া সহসা পার্থসমীপে ধাবমান হইল। কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া, তীরভূমি যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে অশ্বত্থামা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ তৎকালে ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়ের নিধনবাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা তৎসমুদয়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধসময়ে দ্রোণতনয়কে ব্যাদিস্য অন্তকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সরল শরনিকরে দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া তিনবাণে বাসুদেবের দক্ষিণবাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্যতনয়ের বাহনগণকে নিহত করিয়া সমরাঙ্গনে এক ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণতনয়ের অসংখ্য রথসমবেত রথী অর্জ্জুনের শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। ঐ সময় অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের ন্যায় ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

"হে মহারাজ। এইরূপে বীরদ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্য্যাদাশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ, সাদিশূন্য অশ্ব এবং আরোহী ও মহামাত্রবিহীন মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণসংহার করিলেন। রথীগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্ত্রবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের সেই ভীষণ কার্য্যদর্শনে অতি সত্বর তাঁহার অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক সুবর্ণবিভূষিতশরাসন বিধূনিত [কম্পিত] করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে শাণিতশরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অতি নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার বক্ষঃস্থল নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক সহসা দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় বজ্রসদৃশ পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব হাস্য করিয়া সহসা সেই কনকমণ্ডিত পরিঘ ছেদন করিলেন। পরিঘ অর্জ্জুনের শরে সমাহিত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

"তখন মহারথ দ্রোণতনয় রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজালপ্রভাবে ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত ভীষণ অসমুদয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ইন্দ্রজালদর্শনে সত্বর গাণ্ডীব শাসনে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে অশ্বত্থামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণতনয় ধনঞ্জয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক শরনিকর সহ্য করিয়া শতশরে কৃষ্ণকে ও তিনশত ক্ষুদ্রকশরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শতশরে গুরুপুত্রের মর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক কৌরবসৈন্যগণসমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও শরাসনজ্যার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনঞ্জয়কে শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করাতে আমরা তাহার অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইলাম এবং যোধগণ সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন হাস্যমুখে ক্ষুরপ্রদ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তুরঙ্গমগণ ধনঞ্জয়ের শরবেগে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কৌরবসৈন্যমধ্যে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নিশিতশরবর্ষণপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ জয়লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের শরে বারংবার নিপীড়িত হইয়া শকুনি, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে বারংবার পলায়নে নিষেধ ও কর্ণ 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ কৌরবসৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

কর্ণের সর্ব্বসংহারক অস্ত্রপ্রয়োগ

"অনন্তর দুর্য্যোধন বিনয়বচনে কর্ণকে কহিলেন, 'হে রাধেয়! ঐ দেখ, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে সৈন্যগণ পাঞ্চালগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধা পাণ্ডবগণকক বিদ্রাবিত হইয়া তোমাকেই আহ্বান করিতেছে।' হে মহারাজ! তখন মহাবীর সূতপুত্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে মদ্ররাজকে কহিলেন, 'হে শল্য! তুমি অশ্বসকল পরিচালনা কর। অদ্য আমি সমুদয় পাণ্ডব, ও পাঞ্চালণাকে সংহার করিয়া তোমাকে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব।' প্রতাপান্বিত কর্ণ এই বলিয়া বিজয়নামক পুরাতন শরাসনে জ্যারোপণ ও বারংবার আকর্ষণ করিয়া সত্য শপথদ্বারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণপুর্ব্বক ভার্গবদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্বদ, কোটি কোটি কঙ্কপত্রান্বিত প্রজ্বলিত নিশিতশর নির্গত হইয়া পাণ্ডবসেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎকালে আর কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। পাঞ্চালগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী বিকম্পিত হইল। সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় যোধগণাগ্রগণ্য [১] কর্ণ একাকী শরানলে শত্রুদাহন করিয়া বিধুম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও চেদিগণ কর্ণশরাঘাতে বনদহনদগ্ধ মাতঙ্গযুথের ন্যায় বিমোহিতপ্রায় হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণরণে চীৎকার করিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, সমরাঙ্গনে সংগ্রামভীত চতুর্দ্দিকে ধাবমান বীরগণের তদ্রূপ আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে তির্য্যগযোনিগত জীবগণও পাণ্ডবগণকে কর্ণশরে নিপীড়িত দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সৃঞ্জয়গণ সমরে সূতপুত্রকর্ত্তৃক সমাহত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া, মৃতব্যক্তিরা যেমন যমপুরে প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

"তখন কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই কর্ণায়কনিপীড়িত বীরগণের আর্ত্তরব শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্রের দর্শন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! ঐ ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম অবলোকন কর। উহা নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ঐ দেখ, সূতনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে নিদারুণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে উহার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। এক্ষণে কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে জীবিত থাকিলে সমরে জয় বা পরাজয় লাভ করিতে পারে; মৃতব্যক্তির জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।'

"হে মহারাজ। বাসুদেব ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে পার্থ। রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাকে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিবে। হে মহারাজ! তৎকালে মহামতি বাসুদেব মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কর্ণ অন্যান্য বীরগণের সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত প্রকার বিবেচনা করিয়াই অর্জ্জুনকে অগ্রে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে অনুরোধ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও বাসুদেবের আজ্ঞায় সম্মত হইয়া কর্ণনিপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে সত্বর দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে বারংবার শীঘ্র গমনে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে ইন্দ্রেরও অজেয় গুরুপুত্রকে পরাজয়পূর্ব্বক সৈন্যগণমধ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার সন্দর্শনলাভে কৃতকার্য হইলেন না।”

৬৬তম অধ্যায়
কৃষ্ণকৌশলে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরান্বেষণ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত দ্রোণনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপুর্ব্বক সেনামুখে অবস্থিত সমরবিরত বীরগণকে একান্ত পুলকিত করিলেন এবং যে যে বীর পূর্ব্বপ্রহারবেগে বিমর্দ্দিত হইয়াও রথারোহণে সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ না করিয়া মহাবেগে ভীমসেনসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ‘হে মহাত্মন! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়?’ ভীম কহিলেন, ‘ভ্রাতঃ! ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের শরনিকরে সন্তপ্ত হইয়া এ স্থান হইতে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ।’ তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ‘হে মহাত্ম! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিশিতশরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়াও যে পর্য্যন্ত দ্রোণ নিহত না হইয়াছিলেন, সেই পর্যন্ত বিজয়লাভপ্রত্যাশায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিয়াছিলেন। আজ যখন তাঁহাকে সংগ্রামস্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করি।’ তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, ‘হে অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গমন করা তোমারই কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিলে শত্রুপক্ষীয়েরা আমাকে ভীত বলিবে।’ তখন অর্জন কহিলেন, ‘হে মহান! সংশপ্তকগণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বিপক্ষসমীপ হইতে প্রতিগমন করা আমার অকর্ত্তব্য।’ ভীম কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! আমি একাকী স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর।’

“হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমপরাক্রম ভীমের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবার বাসনায় অপ্রমেয় নারায়ণকে কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই সৈন্যসাগর অতিক্রম করিয়া গমন কর। তখন বাসুদেব গরুড়ের ন্যায়

বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিয়া ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ভীম! সংশপ্তকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতএব তুমি এক্ষণে উহাদিগকে বিনাশ কর, আমরা চলিলাম।'

"হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমকে এইরূপে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া অবিলম্বে অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একাকী শয়ান ধর্ম্মনন্দনের পাদবন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ অবলোকন করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসন্নিধানে সমুপস্থিত অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জম্ভাসুর নিহত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ও বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন এবং সূতপুত্র অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া প্রীতমনে হর্ষগদ্‌গদ্‌বচনে সেই বিশাললোহিতলোচন, ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, রুধিরলিপ্তকলেবর, মহাসত্ত্ব কেশব ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন।"

৬৭তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-যুধিষ্ঠিরসাক্ষাৎকার—স্বপ্নদৃষ্টবৎ প্রশ্ন

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে দেবকীপুত্র! হে ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত'? আজ আমি তোমাদের দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষতশরীরে নিরুপদ্রবে কর্ণকে নিহত করিয়াছ। প্রধান মহারথ লোকবিখ্যাত মহাবীর সূতপুত্র সমরাঙ্গনে আশীবিষসদৃশ ও সমস্ত শস্ত্রপারদর্শী কৌরবগণের অগ্রগামী এবং বর্ম্মের ন্যায় উহাদিগের রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল। ঐ মহাবীর পরশুরামের নিকট দুর্জয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সৈন্যমুখে গমন করিয়া কৌরবগণকে রক্ষা ও শত্রুদিগকে মর্দ্দন করিত এবং সতত দুর্য্যোধনের হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া আমাদের নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। পুরন্দরের সহিত দেবগণও উহাকে পরাভূত করিতে পারিতেন না। তোমরা ভাগ্যক্রমে আজ সেই অনলের ন্যায় তেজস্বী, অনিলের ন্যায় বেগশালী, পাতালসদৃশ গম্ভীর, সুহৃদগণের আহ্লাদবর্দ্ধন ও আমার মিত্রগণের অন্তস্বরূপ মহাবীরকে বিনষ্ট করিয়া অসুরনিহন্তা অমরদ্বয়ের ন্যায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য সেই সর্ব্বলোকজিঘাংসু কৃতান্তসদৃশ মহাবীর সূতপুত্রের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র ও পাঞ্চালগণকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই আমার রথধ্বজ ছিন্ন, পার্ষ্ণি সারথিদ্বয় ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমাকে পরাজিত করিয়া সমরাঙ্গনে আমার অনুসরণ করিয়া আমার প্রতি অনেক পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই অদ্য জীবিত আছি। কর্ণকৃত অপমান আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিবারাত্রিমধ্যে কখনই নিদ্রিত বা সুখী হই নাই, এক্ষণে তাহার প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাধ্রীণস [বাণসপক্ষীর গণ্ড কৃষ্ণবর্ণ,

মস্তক রক্তবর্ণ, পক্ষ শ্বেতবর্ণ; সুতরাং লোভনীয়। উহাকে ধরিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বাধ্রীণসপক্ষী ধরিবার জন্য ব্যাধেরা যেরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার জন্য কৌরবেরাও তদ্রূপ যত্নশীল] বিহঙ্গমের ন্যায় আপনার মরণসময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। কিরূপে কর্ণকে বিনাশ করিব, এই চিন্তাতেই আমার বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি বিনিদ্র অবস্থায়ও সতত কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে গমন করিতাম, সেই স্থানেই তাহাকে অগ্রবর্তী অবলোকন করিতাম। সেই সময়ে অপরাঙ্মুখ মহাবীর আজ আমার অশ্ব ও রথ ধ্বংস করিয়া আমাকে পরাজয়পূর্ব্বক জীবিত-অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ কর্ণ যখন আমাকে পরাভূত করিল, তখন আমার জীবনে বা রাজ্যে প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণাচার্য্য হইতে আমার যে অবস্থা হয় নাই, আজ মহারথ সূতপুত্র হইতে তাহা হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমি বিশেষরূপে তাহার মৃত্যুবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

'হে কৌন্তেয়! মহারথ সূতপুত্র যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য, পরাক্রমে যমতুল্য ও অস্ত্রপ্রয়োগে পরশুরামতুল্য। ঐ মহাবীর সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ ও ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য; ধৃতরাষ্ট্র তোমার নিধনার্থেই পুত্রগণের সহিত কর্ণের অভিবাদন করিতেন এবং সমস্ত যোধগণমধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যু বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবীর! তুমি কিরূপে সুহৃদ্গণসমক্ষে রুরু[কৃষ্ণসারমৃগ]মস্তকচ্ছেদী সিংহের ন্যায় সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতনন্দনের মস্তকচ্ছেদন করিলে, তাহা এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে মহাত্মন্! যে দুরাত্মা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে চতুর্দ্দিকে তোমার অনুসন্ধান করিয়া কহিয়াছিল, যে ব্যক্তি আমাকে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিবে, আমি তাহাকে ছয়টি হস্তিযুক্ত রথ প্রদান করিব, সেই সূতপুত্র কি তোমার কঙ্কপত্রসমলঙ্কৃত সুনিশিত শরনিকরে সমাহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে? দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে নিতান্ত গর্ব্বিত সূতপুত্র তোমার অন্বেষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল, তুমি তাহাকে সংহার করিয়া আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী দুরাত্মা তোমার দর্শনলাভার্থ প্রদর্শক ব্যক্তিকে হস্তী, গো, অশ্ব ও সুবর্ণময় রথ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সততই স্পর্ধা করিত, যে কৌরবসভায় আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল এবং যে দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয়প্রাত্র ছিল, অদ্য তুমি কি সেই বলমদমত্ত সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ? সে কি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও তোমার শরাসনচ্যুত রুধিরপায়ী শরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে? দুর্য্যোধনের ভুজযুগল কি ভগ্ন হইয়াছে? যে দুরাত্মা সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে পুলকিত করিয়া 'আমি ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব' এই দর্পপূর্ণ বাক্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত' সত্য হইল না? যে নির্ব্বোধ 'অর্জ্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পদপ্রক্ষালন করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ তুমি কি সেই কর্ণকে সংহার করিয়াছ? যে দুষ্ট সভামধ্যে কৌরবগণসমক্ষে কৃষ্ণকে কহিয়াছিল, 'হে কৃষ্ণে! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পতিত পাণ্ডবগণকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ না? অর্জ্জুন! তুমি কি তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছ? যে হতভাগ্য আমি বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়কে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা কি তোমার শরনিকরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে? হে ধনঞ্জয়! সৃঞ্জয় ও

কৌরবগণের সমাগমকালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। ঐ যুদ্ধে দুরাত্মা কর্ণ আমাকে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে; তুমি কি গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত প্রজ্বলিত বিশিখসমূহদ্বারা সেই মন্দবুদ্ধি কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়াছ? আমি কর্ণের শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি অদ্য নিঃসন্দেহ সূতপুত্রকে সংহার করিবে। আমার সেই চিন্তা ত' নিষ্ফল হয় নাই? দুর্য্যোধন যে সূতপুত্রের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তুমি কি অদ্য পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আশ্রয়স্বরূপ সেই কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ? যে দুরাত্মা পূর্বে সভামধ্যে কৌরবগণসমক্ষে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিল, যে হাস্যমুখে দুঃশাসনকে দ্যূতনির্জ্জিত দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে কহিয়াছিল এবং যে ক্ষুদ্রাশয় রথাতিরথ সংখ্যাকালে অর্দ্ধরথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া শস্ত্রধরাগ্রগণ্য পিতামহকে তিরস্কার করিয়াছিল, সেই দুর্ম্মতিপরতন্ত্র সূতপুত্র কি তোমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে? হে ধনঞ্জয়! আমার হৃদয়ে অপমান সমীরণসন্ধুক্ষিত [বায়ুদ্বারা সমধিক উদ্দীপিত] রোষানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আজ তুমি "কর্ণ আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে" এই কথা বলিয়া উহা নির্ব্বাণ কর। সূতপুত্রের বিনাশসংবাদ আমার প্রার্থনীয়; অতএব তুমি বল, কিরূপে তাহাকে সংহার করিলে? হে বীর! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পুরন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এতাবৎকাল তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলাম।' "

৬৮তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের যথাযথ বৃত্তান্তবর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনবীর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুন নিতান্ত ক্রুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! অদ্য আমি সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে কৌরবসৈন্যগণের অগ্রসর মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিয়া সহসা আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীরনিঃস্বন রথ নিরীক্ষণ করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল; আমিও সেই সমস্ত সৈন্যমধ্যে পাঁচশত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইলাম। তিনি আমাকে অবলোকন করিয়া, গজেন্দ্র যেমন সিংহের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার অভিমুখে আগমন করিলেন এবং নিহন্যমান কৌরবগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া পরম প্রযত্নসহকারে বিষাগ্নি সদৃশ সুনিশিত শরনিকরে আমাকে ও বাসুদেবকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরুপুত্রের আট আর্টটি গো-সংযোজিত আটখানি শকটপরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদয়ই পরিত্যাগ করিলেন, আমিও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহার শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শনপূর্ব্বক বর্ষাকালে কৃষ্ণমেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে আমার কোন্ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন এবং কখন শরসন্ধান আর

কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলাকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণাত্মজ আমাকে ও বাসুদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন; আমিও নিমেষমধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎশরে তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি ক্ষণকালমধ্যে আমার শরনিকরে একান্ত বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর [সজারুর] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্যপুত্র স্বীয় সৈন্যগণকে আমার শরজালে একান্ত অভিভূত ও রুধিরলিপ্তদেহ নিরীক্ষণ করিয়া সূতপুত্রের রথসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তী ও অশ্বগণকে ধাবমান এবং যোদ্ধাদিগকে সাতিশয় শঙ্কিত অবলোকন করিয়া পঞ্চাশৎ মহারথসমভিব্যাহারে সত্বর আমার অভিমুখে সমুপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথগণের বধ সাধনপূর্ব্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। এক্ষণে গো-সমূহ যেমন কেশরীকে অবলোকন করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের সম্মুখীন হইয়া যেন মৃত্যুর ব্যাদিতবদনে পতিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ প্রভদ্রকদিগের সাতশত রথীকে নিহত করিয়াছে; ফলতঃ ঐ মহাবীর যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে দর্শন করিয়াছিল, তদবধি কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা আপনাকে পূর্ব্বে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে কর্ণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, আপনি কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের এইরূপ অদ্ভুত অস্ত্রপ্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। অদ্য তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারে, সৃঞ্জয়গণমধ্যে এমন আর কেহই নাই। অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষক হউন এবং মহাবলপরাক্রান্ত যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠরক্ষা করুন। আজ আমি যদি সূতপুত্রকে সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত সুররাজের ন্যায় সেই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীরের সহিত সমবেত হইয়া যোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আসিয়া আমাদের উভয়েরই যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। ঐ দেখুন, প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজপুত্রগণ স্বর্গলাভার্থে নিহত হইতেছেন। আজ যদি আমি বলপূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে অঙ্গীকৃত প্রতিপালন পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি, আমারও যেন সেই কৃচ্ছ্র [কষ্টকর] গতি লাভ হয়। হে মহারাজ এক্ষণে আপনি যুদ্ধে আমার জয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব আমাকে অবিলম্বে সংগ্রামস্থলে গমন করিতে হইবে। আমি সমুদয় সৈন্য ও শত্রুগণ এবং সূতপুত্রকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই।' ”

৬৯তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরপ্রযুক্ত ধিক্কার

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবলপরাক্রান্ত সূতপুত্রের শরজালে একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে জীবিত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে অর্জ্জুন! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে সংহার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভীতমনে ভীমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছ। এখন বুঝিলাম, আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি দ্বৈতবনে আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে যে, আমি একাকীই কর্ণকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজ তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কিরূপে আগমন করিলে? তুমি যদি পুর্ব্বে দ্বৈতবনে আমাকে কহিতে যে, আমি সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না, তাহা হইলে আমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে ধনঞ্জয়! তুমি তৎকালে আমার নিকট সূতপুত্রের বধসাধন বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে? কি নিমিত্ত আমাদিগকে শত্রুমধ্যে আনয়ন করিয়া কঠিন ভূভাগে নিক্ষেপপূর্ব্বক চূর্ণ করিলে? হে অর্জ্জুন! আমরা সততই তোমাকে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহুকুসুম সুশোভিত নিষ্ফল পাদপের ন্যায় আমাদিগের তৎসমুদয়ই বিফল করিলে। আমি রাজ্যলাভে একান্ত লোলুপ; কিন্তু এক্ষণে তোমা হইতে আমার আমিষখণ্ডসমাচ্ছাদিত বড়িশের [মাংসখণ্ডে জড়িত বঁড়শী] ন্যায়, ভক্ষ্যদ্রব্যসমাচ্ছন্ন গরলের ন্যায় রাজ্যব্যাপদেশে বিনাশলাভ হইল। হে ধনঞ্জয়! যোগ্য অবসরে প্রত্যুপ্ত বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ আমরা কেবল রাজ্যলাভের আশায় এই এয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ঘোরতর দুঃখে নিপাতিত করিলে। হে নির্ব্বোধ! তোমার বয়ঃক্রম সাত দিন হইলে আর্য্যা কুন্তীর প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল যে,—এই দেবরাজসদৃশ বিক্রমশালী পুত্র রণস্থলে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিবে। ইহার বাহুবলেই খাণ্ডবপ্রস্থে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণীগণ পরাজিত হইবেন। এই বীর মদ্র, কলিঙ্গ, কেকয় ও কৌরবগণকে নিহত করিবেন। ইহার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর প্রাদুর্ভূত হইবে না। ইহাকে কেহই কখন পরাজয় করিতে পারিবে না। এই বীর সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় প্রাণীগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! সুরজননী অদিতির পুত্র অরিনিসূদন মধুসূদনের ন্যায় এই পুত্র তোমার গর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই মহাবীর সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক, বেগে বায়ু, ধীরতায় সুমেরু, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে দিবাকর, ঐশ্বর্য্যে কুবের, শৌর্য্যে শত্রু ও বলবীর্য্যে বিষ্ণুর অনুরূপ হইবে। ইহা হইতেই কৌরবদিগের বংশরক্ষা হইবে। এই বীর আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

‘হে ধনঞ্জয়! তৎকালে অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল; শতশৃঙ্গপর্বতশিখরে অবস্থিত মহর্ষিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই দৈববাণী নিষ্ফল হইল। অতএব বোধ হইতেছে, দেবগণও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে বীর! আমি মহর্ষিগণের মুখে নিরন্তর তোমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের উন্নতিবিষয়ে অণুমাত্র প্রত্যাশা করিতাম না এবং তুমি যে সূতপুত্র হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কখনও এরূপ বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, তুমি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অশব্দ-চক্রসম্পন্ন

কপিধ্বজ রথে আরোহণ এবং হেমপট্টসমলঙ্কৃত খড়্গ ও তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ধারণ করিতেছ; বিশেষতঃ বাসুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন; তথাচ তুমি সূতপুত্র হইতে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিলে। এক্ষণে তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীবশরাসন প্রদান কর। তুমি যদি কৃষ্ণের সারথি হইতে, তাহা হইলে উনি, পুরন্দর যেমন বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ প্রবল পরাক্রম সূতপুত্রকে বিনাশ করিতেন, সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! যদি অদ্য তুমি সমরচারী সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ অন্য এক ভূপালকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে পাপপুরুষপরিসেবিত অগাধ নরকে নিপতিত, পুত্রকলত্রবিহীন এবং সুখ ও রাজ্যপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিবে না। তোমার সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া বা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। হে দুরাত্ম! এক্ষণে তোমার গাণ্ডীবে ধি, বাহুবীর্য্যে ও অসংখ্য শরনিকরে ধিক্ এবং বানরধ্বজ ও পাবকপ্রদত্ত রথেও ধিক্।' ”

৭০তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-ধকৃত অর্জ্জুনের তদীয় বধোদ্যম

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় সত্বর অসি গ্রহণ করিলেন। অন্তর্য্যামী হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, ‘হে পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলে? এক্ষণে ত' তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। ধীমান্ ভীমসেন কৌরবগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মহারাজের দর্শনার্থ রণভূমি হইতে সমাগত হইয়াছ। এক্ষণে সেই সিংহবিক্রান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখিয়া এই আহ্লাদ সময়ে কেন বিমোহিতের ন্যায় কার্য্য করিতেছ? এখানে ত' তোমার বধ্য কেহ উপস্থিত নাই; তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্যত হইতেছ? অথবা বোধ হয়, তোমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে; নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্বর করে করবারি [তরবাল] গ্রহণ করিলে?”

“হে মহারাজ! মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কেশবকে কহিলেন, “হ‘ জনার্দ্দন! “তুমি অন্যকে গাণ্ডীব শরাসন সমর্পণ কর” এই কথা যিনি আমাকে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুব্রত [গুপ্ত প্রতিজ্ঞা]। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন। অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্যলাভ [ঋণমুক্তি] করিয়া নিশ্চিত্ত হইব। আমার খড়্গ গ্রহণ করিবার এই কারণ। তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ, এ সময়ে বিবেচনাপূর্ব্বক যেরূপ কহিবে, আমি তাহাই করিব।

অর্জ্জুনের প্রতি ধিক্কারপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপদেশ

“হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে বারংবার ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমাকে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু; কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। আজি তোমাকে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য অবধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্যাকার্য্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। শাস্ত্রদ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহবশতঃ ধর্ম্মরক্ষা মানসে প্রাণীবধরূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরমধর্ম্ম বরং মিথ্যাবাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু কখনই প্রাণীহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কিরূপে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় পুরুষপ্রধান, ধর্ম্মকোবিদ জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে? সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদগ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুকেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্খতাবশতঃ অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি দুর্জ্জেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

‘সাধু ব্যক্তিই সত্যকথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সেস্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত বালক; আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যথার্থ নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাকব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়!

কৃষ্ণকর্ত্তৃক বলাক-ব্যাধবৃত্তান্ত বর্ণন

“অর্জ্জুন কহিলেন, ‘হে জনার্দ্দন! আমি বলাক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন কর।’

“বাসুদেব কহিলেন, ‘হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে বলাকনামে এক সত্যবাদী অসূয়াশূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও পুত্র, কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি

মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্রবিহীন শ্বাপদ [হিংস্রজন্তু] তাহার নয়নগোচর হইল। ঐ শ্বাপদ ঘ্রাণদ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহাকে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাদিগের অতিমনোহর গীতবাদ্য হইতে লাগিল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জ্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া প্রাণীগণের বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূগণনাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্জেয়।

কৌশিক বিপ্রবৃত্তান্ত

'আর দেখ, কৌশিকনামে এক বহুশ্রুত [বেদপারগ] তপস্বীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীসমূহের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল,-হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এইদিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থ তাহাদিগকে কহিলেন,—কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম পরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সুক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

কৃষ্ণের ধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ উপদেশ

'হে ধনঞ্জয়। ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ [ধর্ম্মনিশ্চয়ে অপটু] অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমানদ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসানিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায়সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ

স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিনিধন এবং উপহাস—এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না।

যে স্থলে মিথ্যা শপথদ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধনদান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে অধর্ম্মাচরণনিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধিসাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

"অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! তুমি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের পিতামাতার সদৃশ এবং তুমি আমাদের গতি ও আশ্রয়। ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব সত্যধর্ম্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। হে কৃষ্ণ! যদি কোন মনুষ্য আমাকে কহে যে,—হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা সমধিক অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর, তাহা হলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিব; আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহাকে তুবরক [১] বলে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার সমক্ষেই আমাকে বারংবার অন্যকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন। এক্ষণে যদি আমি ইহাকে সংহার করি, তাহা হইলে ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মরাজের বধচিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয় এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের জীবনরক্ষা হয়, তাহার উপায়বিধান কর।'

কৃষ্ণের অর্জ্জুন-প্রতিজ্ঞাপালন-মধ্যস্থতা

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে সখে! ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত ও ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইনি রোষভরে তোমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তুমি উহার বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ করিবে, এই উহার অভিপ্রায়। পাপাত্মা সূতপুত্র একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; আজ কৌরবগণ তাহাকে পণস্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে সেই দুর্দ্ধর্ষ কর্ণের বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই কৌরবেরা অক্লেশে পরাজিত হইবে। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই বিবেচনা করিয়াই কটুবাক্যদ্বারা তোমাকে কোপিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন

করাও তোমার অতি কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে ইনি জীবিত সত্ত্বেও যাহাতে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন এইরূপ এক উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যতদিন সম্মান লাভ করেন, ততদিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধবর্গ ও অন্যান্য বীরগণ, তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব-তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজ তুমি তাহাকে অণুমাত্র অপমানিত কর। হে অর্জ্জুন! গুরুকে "তুমি" বলিয়া নির্দেশ করিলে তাহাকে বধ করা হয়, অতএব তুমি পূজ্যতম ধর্ম্মরাজকে "তুমি" বলিয়া নির্দেশ কর। এক্ষণে আমি যে প্রকার কহিলাম অথর্ব্ববেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ গুরুলোককে "তুমি" বলিয়া নির্দেশ করিলে তাঁহাকে একপ্রকার বধ করা হয়; অতএব মঙ্গললাভার্থী ব্যক্তি অবিচারিতচিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্ম্মনন্দনকে "তুমি" বলিয়া নির্দেশ কর, তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনাকে তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি ইহার চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এইরূপ করিলে এই ধর্ম্মরাজ ধর্মার্থ পর্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না; অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে স্বীয় সত্যপ্রতিপালন ও ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিয়া সূতপুত্রকে বিনাশ কর।"

৭১তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠির-প্রতি পার্থের "তুমি" শব্দ প্রয়োগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অৰ্জ্জুন বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া পরুষবাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন! তুমি রণস্থল হইতে একক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ; অতএব আমাকে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। মহাবলপরাক্রান্ত শত্রুসূদন ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী মহীপালগণকে নিপীড়িত ও নিপাতিত করিয়া মৃগনিহন্তা সিংহের ন্যায় বহু সহস্র কুঞ্জর এবং অযুত কাম্বোজ ও পার্বতীয়কে সংহারপূর্ব্বক তোমার অসাধ্য অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রভাবশালী। ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও খড়্গের আঘাতে চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিয়া হস্তপদের আঘাতে অসংখ্য অরাতির প্রাণসংহার করিতেছেন এবং রথে আরোহণপূর্ব্বক শাসননিম্মুক্ত শরনিকরে শত্রুগণকে সহসা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর একাকী দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গবল প্রমথিত করিয়া নীলমেঘসদৃশ কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ, মাগধ ও অন্যান্য শত্রুগণের প্রাণসংহার এবং যথাসময়ে রথে আরোহণপূর্ব্বক জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরবর্ষণ করিতেছেন। অদ্য তাঁহার নিশিতশরে. অষ্টশত গজ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। কিন্তু তুমি সতত সুহৃগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাক; সুতরাং আমার নিন্দা করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা দ্বিজগণের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল প্রকৃষ্ট বলমধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্য প্রকাশ করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে বলহীন করিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার প্রিয়কামনায় স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দেশ করাতে দ্রুপদনন্দন মহাবীর শিখণ্ডী সেই মহাত্মাকে নিপাতিত করিয়াছেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম; নচেৎ দ্রুপদতনয় কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন না। ফলতঃ আমি স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও জীবন পর্যন্ত পণ করিয়া তোমার হিতার্থে যত্নবান্ রহিয়াছি; তথাপি তুমি আমাকে বাক্যবাণে নিপীড়িত করিতেছ। আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে নিহত করিতেছি, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর। তোমার নিকট থাকিয়া কোনমতেই সুখী হইতে পারি না। হে রাজন! তুমি অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধুব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করিতেছ; অতএব আমি তোমার রাজ্যলাভে সন্তুষ্ট নহি। সহদেব অক্ষক্রীড়াতে বহুতর দোষ ও অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিল, তথাপি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর নাই; সেই নিমিত্তই আমরা এইরূপ পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া স্বয়ং দুঃখোৎপাদনপূর্ব্বক অদ্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব

জানিলাম, তোমা হইতেই আমাদিগের কিছুমাত্র সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। তোমার অপরাধেই শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করিয়া ছিন্নগাত্রে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং উভয়পক্ষীয় যোধগণ সমরে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতেছে। হে রাজন্! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই আমাদের রাজ্যনাশ ও যারপরনাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি পুনরায় ক্রূরবাক্যদ্বারা আমাকে ব্যথিত করিও না।

"হে কুরুরাজ! ধর্ম্মভীরু, স্থিতপ্রজ্ঞ [স্থিরবুদ্ধি] সব্যসাচী ধর্ম্মরাজকে এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন। তখন বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশসদৃশ শ্যামল অসি নিষ্কাশিত করিলে? তুমি অবিলম্বে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর; আমি তোমার প্রয়োজনসিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে আত্মবিনাশ করিব।' তখন পরমধার্মিক বাসুদের অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি রাজাকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপনাকে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করিয়া আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। দেখ, যদি আজ তুমি খড়্গাঘাতে ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে? সূক্ষ্মধর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ; অজ্ঞ ব্যক্তি উহা কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইবে। অতএব এক্ষণে স্বয়ং আপনার গুণকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে।'

অর্জ্জুনের আত্মঘাত-অনুকল্প আত্মপ্রশংসা

"হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য অনুমোদনপূর্ব্বক শরাসন অবনত করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, 'হে রাজন! পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অনুগৃহীত ও মহাত্মা। আমি ক্ষণকালমধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট করিতে পারি। আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছি। আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্যসভা নির্ম্মিত ও সমাপ্তদক্ষিণ [দক্ষিণাদানদ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত] রাজসূয়যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, আমার করে নিশিত শরনিকর ও জ্যাযুক্ত সশর শরাসন এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে; মাদৃশ ব্যক্তিকে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কৌরবপক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংশপ্তকগণের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; বস্তুতঃ আমি কৌরবপক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছি। দেবসেনাসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন কৌরবসৈন্যগণ আমার শরে নিহত হইয়া মরণশয্যায় শয়ন

করিয়াছে। আমি অস্ত্রজ্ঞদিগকেই অস্ত্রদ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই নিমিত্তই সমুদয় লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। এক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি—আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণরথে আরোহণ করিয়া কর্ণবিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি সুস্থির হউন। আমি অবশ্যই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিব। অদ্য হয় কর্ণের মাতা পুত্রহীন হইবে, না হয় আমার মৃত্যুনিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষন্ন হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।

"হে কুরুরাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া শরাসন ও শস্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি কোষমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনাকে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! সূতপুত্র আমার সহিত সংগ্রামার্থ আগমন করিতেছে। আমি অচিরাৎ তাহাকে সংহার করিব। আমি কেবল আপনার হিতসাধনার্থ জীবনধারণ করিয়াছি। এক্ষণে ভীমসেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিতে চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাদবনানন্তর সমরে গমন করিবার মানসে সমুত্থিত হইলেন।

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনাপমানিত যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা

"হে কুরুরাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্ব্বোক্ত পরুষবাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি অতি অসকার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও পরুষ, আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল; অতএব তুমি অচিরাৎ আমার মস্তকচ্ছেদন কর। কি সুখে আর আমার অধীন থাকিবে? অথবা আমি অচিরাৎ বনে গমন করিতেছি; তুমি সুখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্যলাভের উপযুক্ত। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন কি? আমি আর তোমার পরুষবাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

"তখন মহামতি বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে প্রণতিপুরঃসর কহিলেন, 'হে মহারাজ! সত্যসন্ধ গাণ্ডীবধন্বা গাণ্ডীববিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ত' আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উহাকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহাকে বিনাশ করিবেন। আপনি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্তই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ আমার প্রবর্ত্তায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোকের অপমানই মৃত্যুস্বরূপ। হে মহারাজ! এক্ষণে আমরা উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য পৃথিবী কর্ণের শোণিত পান করিবে। এক্ষণে আপনি সূতপুত্রকে নিহত বোধ করুন।

"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই বাক্যশ্রবণে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা কহিলে, সকলই যথার্থ। আমি অর্জ্জুনকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলিয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি; এক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অদ্য তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত করিলে। আজ অর্জ্জুন ও আমি আমরা উভয়েই অজ্ঞানপ্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার প্রভাবে এই ভীষণ বিপৎসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার বুদ্ধি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দুঃখ শোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিল।' "

৭২তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরনিকটে অর্জ্জুনের অপরাধক্ষমাপণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের প্রতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন এবং মহাত্মা অর্জ্জুনকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগনিবন্ধন নিতান্ত বিষণ্ন দেখিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! যদি তুমি তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত? তুমি রাজাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এইরূপ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছ, আর তাহাকে বিনাশ করিলে না জানি কি করিতে। যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতঃই নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ অজ্ঞানেরা উহা কখনই সহজে বুঝিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মভয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাণসংহার করিলে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে পরমধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষ্ঠির প্রীত হইলে আমরা উভয়ে সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। আজ তুমি নিশ্চয়ই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্মরাজের বিপুল প্রীতি সম্পাদন করিবে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রসন্ন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহা করিলেই তোমার কার্যসিদ্ধি হইবে।

"হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিতভাবে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত হইয়া বারংবার কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ আপনাকে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদয় ক্ষমা করুন। তখন ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান অবলোকন করিয়া তাহাকে উত্থাপনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় বহুক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতমনে অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! কর্ণ সংগ্রামনিপুণ সমুদয় সৈন্যের সমক্ষে শরজালদ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্য্য দেখিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি তুমি অদ্য তাহাকে নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

"মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি সত্য, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অদ্য হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম।

'মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব।' বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। ভুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে, ইহা আমি সতত অভিলাষ করিয়া থাকি।' অনন্তর মহামতি বাসুদেব পুনরায় ধর্ম্মনন্দনকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞা করুন। আমরা আপনাকে কর্ণশরপীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্যক্রমে আজ আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এক্ষণে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া বিজয়লাভার্থে আশীর্ব্বাদ করুন।'

অর্জ্জুনের কর্ণবিজয়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশ

"তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে অবশ্যকর্ত্তব্য হিতকর কথা কহিয়াছ, অতএব উহা পুরুষ হইলেও আমি ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না।' হে মহারাজ! মহাত্মা ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্যশ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ, ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি আমাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম লাভ কর।'

"অর্জ্জুন কহিলেন, "হে মহারাজ! অদ্য শরনিকরে বলগর্ব্বিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র শরাসন আনত করিয়া শরজালে আপনাকে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ঘোর সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনাকে দর্শন ও আপনার সম্মান করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার পদস্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অদ্য সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগত হইব না।' তখন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তোমার শোকক্ষয়, অরাতিবিনাশ, আয়ুবৃদ্ধি ও জয়লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছে করি, তুমি তৎসমুদয় লাভ কর। এক্ষণে পুরন্দর যেমন পূর্ব্বে আপনার শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রাসুরের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হও।"

৭৩তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা শুভ লক্ষণ প্রকাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে প্রহৃষ্টমনে ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিয়া সূতপুত্রের বধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি পুনরায় আমার রথ সুসজ্জিত এবং উহাতে অশ্বসকল সংযোজিত ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্বসকল শ্রমাপনোদনের [যুদ্ধশ্রম দূরীকরণের] নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারংবার বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এক্ষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে আমাকে রণস্থলে লইয়া চল।

"মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলে মহামতি বাসুদেব স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্জ্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া অবিলম্বে রথানয়নে আদেশ করিলেন। দারুক বাসুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজনপূর্ব্বক মহাত্মা অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের রথাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহাকে মহাবেগে ধাবমান দেখিয়া সূতপুত্রকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় সমুদয় দিগবিদিক্ নির্ম্মল হইল, চাস [স্বর্ণচাতক-সোনাচাতক], শতপত্র ও ক্রৌঞ্চপক্ষিগণ অর্জ্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল; পুংনামক মঙ্গলজনক বিহঙ্গমগণ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে ত্বরা প্রদর্শনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিতান্ত ভীষণদর্শন গৃধ্র, শ্যেন ও বায়সগণ মাংসলোলুপ হইয়া অর্জ্জুনের অগ্রে অগ্রে গমনকরতঃ অর্জ্জুনের অরিসৈন্যবিনাশ ও সূতপুত্রসংহাররূপ শুভ নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল।

কৃষ্ণের যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ

"হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামস্থলে গমন। করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত স্বেদজল নির্গত হইল এবং তিনি কিরূপে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন ধনঞ্জয়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে! গাণ্ডীবপ্রভাবে তুমি যাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজসদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন বহুসংখ্যক বীর তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তোমা ভিন্ন অন্য কোন বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, কাম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসম্মোহ, বিজ্ঞান, দৃঢ়ভেদিতা, লক্ষ্যে অস্খলন ও প্রহারবিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা আছে। তুমি দেবগন্ধর্ব্বসমবেত সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত বিনাশ করিতে পার। এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি, সমরদুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোকস্রষ্টা পিতামহ গাণ্ডীবশরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ; অতএব তোমার অনুরূপ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা

হিতকর, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবলপরাক্রান্ত, নিতান্ত গর্ব্বিত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ। আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ বীর আমার মতে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব পরম যত্নসহকারে তাহাকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তেজে হুতাশনসঙ্কাশ, বেগে বায়ুসদৃশ ও ক্রোধে অন্ততুল্য; ঐ বিশালবাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরত্নি [তিনপোয়া হাতে এক অরত্নি] পরিমিত; বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত দূর্জয়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, যোধগণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী ও ধার্তরাষ্ট্রদিগের হিতানুষ্ঠাননিরত আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহই ঐ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, অতএব তুমি অদ্য তাহাকে বিনাশ কর। ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবতা মিলিত হইয়াও যত্নসহকারে ঐ মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রুর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন; সে এক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এইরূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হও। ঐ দুরাত্মাকে পরাজয় করে, এমন আর কেহই নাই; অতএব তুমি তাহাকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। দুরাত্মা সূতপুত্র বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনও উহার বীর্য্যপ্রভাবে আপনাকে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজ তুমি সেই শরশাসন খড়্গধারী, গর্ব্বিতস্বভাব, পাপকার্য্যের মূলস্বরূপ সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার প্রতিভাজন হও। আমি তোমার বলবীর্য্য সম্যক অবগত আছি, এক্ষণে দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্য আশ্রয় করিয়া তোমার বলবীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি সেই সূতপুত্রকে কেশরী যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ অচিরাৎ সংহার কর।”

৭৪তম অধ্যায়
কৃষ্ণের সমর-উৎসাহদান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর উদারস্বভাব বাসুদেব কর্ণবিনাশে কৃতসঙ্কল্প অর্জ্জুনকে পুনরায় কহিলেন, ‘হে সখে! অদ্য সপ্তদশ দিন হইল, অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডবপক্ষীয় বিপুল সৈন্য কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কৌরবগণ প্রভূত গজবাজিসম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। যাবতীয় পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সমাগত অন্যান্য ভূপালগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই সমরে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, কারূষ ও চেদিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই শত্রুক্ষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরবসৈন্যের কথা দূরে থাকুক, তুমি সুরাসুরনরসমবেত ত্রিলোক পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি

দেবরাজসদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও ভগদত্তকে পরাজয় করিতে পারে? ভূপতিগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত সৈন্যগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমাকর্ত্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইয়াই ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিপাতিত করিয়াছে, নচেৎ সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয়কে পরাজয় করা কাহার সাধ্য? তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অনেক অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর যুদ্ধদুর্ম্মদ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সৌমদত্তি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে পারে? তোমার শরে নানা জনপদবাসী অসংখ্য ক্ষত্রিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হস্তিসমুদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ধ্বজবাজিসম্পন্ন গোবাস, দাসমীয়, বসাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজসৈন্যগণ তোমার ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তিই দুর্য্যোধনের কার্য্যে নিযুক্ত কৌরবগণপরিবৃত অতি ভীষণ উগ্রস্বভাব দণ্ডপাণি যুদ্ধবিশারদ তুষার, যবন, খস, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কৌঙ্কন, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় ও সাগরকূলবর্ত্তী শূরগণকে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি দুর্য্যোধনসৈন্যগণকে ব্যহিত ও উগ্র দেখিয়া স্বপক্ষরক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি গমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট পাণ্ডবগণ তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের ন্যায় সমুদ্ধত ধূলিপটলসংবৃত কৌরবসৈন্যগণকে বিদারণপূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন। আজ সাত দিন হইল, মগধাধিপতি মহাবলপরাক্রান্ত জয়সেন অভিমন্যুর শরে নিপাতিত হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদাপ্রহারে তাঁহার অনুগামী দশসহস্র হস্তীর প্রাণসংহারপূর্ব্বক অন্যান্য শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণ এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছেন।

'পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবদিগের সেনামুখ নিপাতিত করিলে পরমাস্ত্রবিদ ভীষ্মদেব শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিহত করিয়াছেন। তাঁহার শরাসনচ্যুত পরদেহবিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি এক একবার শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিহত করিয়াছেন। তাহারা বিনষ্ট হইয়া পতন সময়ে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর ভীষ্মদেব ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিন অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক রথসকল রথীশূন্য ও গজবাজিগণকে নিহত করিয়া রুদ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় অদ্ভুত রূপ প্রদর্শনপুরঃসর চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয়দেশীয় নরপতিদিগকে নিপীড়িত করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমরসাগরে নিমগ্ন মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে সৃঞ্জয়দিগের সহস্র কোটি পদাতি ও অন্যান্য মহীপালগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবণপূর্ব্বকঅদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে পুরুষপ্রধান কুরুপিতামহকে নিপাতিত করিয়াছে। ফলতঃ মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

‘প্রতাপান্বিত দ্রোণাচার্য্যও, পাঁচ দিন শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন। তিনি অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সংহার ও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ অন্তকসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোধ [যোদ্ধা] দগ্ধ হইয়াছিল। মহাবলপরাক্রান্ত আচার্য্য এইরূপে অরাতি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই দ্রোণের মৃত্যু হইয়াছে। যদি তুমি সমরে কর্ণপ্রমুখ রথীগণকে নিবারিত না করিতে, তাহা হইলে ঐ বীর কখনই নিহত হইতেন না। তুমি দুর্য্যোধনের সমুদয় বল নিবারিত করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি জয়দ্রথ বিনাশসময়ে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন্ ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে? তুমি সমুদয় কৌরবসৈন্য বিদারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অস্ত্রবলে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ। ভূপালগণ সিন্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন, কিন্তু তুমি ঐরূপ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিলেও আমার উহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। এই সমুদয় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট করিতে তোমার সম্পূর্ণ একদিন যুদ্ধ করিতে হয় না। যদি তোমার একদিনের যুদ্ধ উহারা সহ্য করিতে পারে, তবে আমি উহাদিগকে বলবান বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্তমধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরবসেনা বীরশূন্য হইয়াছে। যোধগণ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় বিনষ্ট হওয়াতে অদ্য কৌরবসৈন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বকালে অসুরসেনাগণ যেমন ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এক্ষণে কৌরবসেনারাও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ ও কৃপাচার্য্য—এই পাঁচজন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য ঐ পাঁচ মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকাননসমন্বিত পৃথিবী প্রদান কর। পূর্বে দানবগণ বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইলে দেবতারা যেমন হৃষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য অরাতিগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ সেইরূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মানরক্ষার্থে অশ্বত্থামার প্রতিও আচার্য্যগৌরবপ্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়া কর এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্ম্মাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিতশরে নিহত করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। দুর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত এবং সভামধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদয়ের মূল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে এবং তাহাদ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছে যে, কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা সূতপুত্রও ‘আমি পাণ্ডবগণকে এবং

মহারথ বাসুদেবকে পরাজিত করিব' বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশয় দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে গর্জন করিয়া থাকে। ফলতঃ দুরাত্মা দুর্যোধন তোমাদের প্রতি যেসকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপাত্মা কর্ণ সেই সমুদয়েরই মূলীভূত। অতএব আজ তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

'হে ধনঞ্জয়! বৃষভস্কন্ধ [বৃষতুল্য উন্নত স্কন্ধ] মহাযশস্বী অভিমন্যু দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যপ্রমুখ বীরগণকে পরাজিত এবং মাতঙ্গগণকে আরোহিশূন্য, মহারথদিগকে রথশূন্য, তুরঙ্গগণকে আরোহিহীন, পদাতিগণকে আয়ুধ ও জীবিতবিহীন এবং সমস্ত সৈন্য ও মহারথগণকে বিদলিত করিয়া, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূরকর্ম্মকারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্যদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধি ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা কর্ণ অভিমন্যুর সংগ্রামসময়ে তাহারও দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাত্মা সুভদ্রাতনয়ের প্রহারে জর্জরীভূত, উৎসাহশূন্য ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ দুরাত্মা দ্রোণচার্য্যের তৎকালসদৃশ ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে, ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই আয়ুধশূন্য বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করিল। তদ্দর্শনে কর্ণ ও দুর্যোধন ব্যতীত আর সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল।

'হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণসমক্ষে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, "হে বিপুলনিতম্বে [স্থূলনিতম্বিনি-পাছা যাহার স্থূল, এরূপ নারী] মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্ব্বপতিগণ বর্ত্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজসদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য।" হে পার্থ। পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কুবাক্যসকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজ তুমি জীবিতনাশক শিলাশিত সুবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া তাহার দুর্ব্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যেসকল পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের শাস্তিবিধান কর। আজ কর্ণ গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজ তোমার ভুজনিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎসপ্রভ [বিদ্যুৎকান্তি] সুবর্ণপুঙ্খ নারাচসমুদয় সূতপুত্রের বর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক শোণিত পান করিয়া উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করুক। আজ ভূপালগণ তোমার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকারপূর্ব্বক বিষমনে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বান্ধবগণ দীনভাবে তাহাকে শোণিতমগ্ন ও রণশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ দুরাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লে উন্মথিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক। মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে সংচূর্ণিত, যোধশূন্য, কনকমণ্ডিত রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজ দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্যলাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

'ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ দুরাত্মা কর্ণের নিশিতশরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগের উদ্ধারবাসনায় ধাবমান হইতেছে। সূতপুত্র পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ, নকুলপুত্র শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ কর্ণশরনিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চালগণের সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী শরজালে সমুদয় পাণ্ডবসৈন্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও সমপরাঙ্মুখ বা ভীত হয় নাই। উহারা ধনুর্দ্ধরগণের অস্ত্রগুরু, প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিয়ত সমুদ্যত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কখন রণপরাঙ্মুখ হয় নাই। আজ হুতাশন যেমন শলভদিগকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ দুরাত্মা সূতপুত্র মিত্রার্থ প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত মহাবেগে সমাগত সেই পাঞ্চালগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আজ প্লবস্বরূপ হইয়া সেই সমরসাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরিত্রাণ কর। সূতপুত্র ঋষিসত্তম পরশুরামের নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ সেই শক্রুসৈন্যতাপন তেজঃপ্রজ্বলিত অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য শর সমুৎপন্ন হইয়া ভ্রমরপংক্তির ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য্য অস্ত্রপ্রভাবে ব্যথিত হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন সৃঞ্জয়গণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার নিশিতশরনিকরে নিপীড়িত হইতেছেন। এক্ষণে তুমি যদি সূতপুত্রকে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে ঐ মহাবীর শরীরস্থিত ব্যাধির ন্যায় প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিবে। হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠিরবলমধ্যে তোমা ভিন্ন এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, সূতপুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সুস্থশরীরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আর কেহই সমারাঙ্গনে কর্ণের সহিত কৌরবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আজি তুমি নিশিতশরজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন, কীর্ত্তিলাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক সুখী হও।' "

৭৫তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের বীরদর্পসহ কৃষ্ণবাক্যে অনুমোদন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোকশূন্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণবিনাশার্থ গাণ্ডীব গ্রহণ ও উহার জ্যাপরিমার্জন করিয়া কেশবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সখে! তুমি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা [প্রযোজক]। তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয়লাভ হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সাহায্যলাভ করিয়া সূতপুত্রের কথা দূরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিশোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশসাধন করিতে পারি। হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে পাঞ্চালসৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং সূতপুত্রকে আশঙ্কিতচিত্তে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেবরাজনির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সূতপুত্রপরিত্যক্ত

ভার্গবাস্ত্রও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। আজ এই ঘোরতর সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে সমরে নিহত করিলে, যতদিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন আমার এই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজ আমার বিকর্ণ অস্ত্রসকল গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে; আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভের অযোগ্য দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন বলিয়া আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। আজ তিনি রাজ্যহীন, সুখহীন, শ্রীহীন ও পুত্রবিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি কর্ণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্য ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া, তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যেসকল কথা কহিয়াছিলে, তৎসমুদয় স্মরণ করিবে। আজ গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্লহ [পাশার খুঁটি], গাণ্ডীব দুরোদর [পাশাখেলা] ও রথকে শারীস্থাপনমণ্ডল বলিয়া অবগত হইবে। আজ আমি নিশিতশরজালে সূতপুত্রকে সমরশায়ী করিয়া ধর্ম্মরাজের রজনীজাগরণদুঃখ অপনীত করিব। আজ তিনি প্রীত ও প্রসন্নমনে শাশ্বত সুখভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। আজি আমি নিশ্চয়ই এক নিতান্ত দুঃসহ অপ্রতিম শর পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কৃষ্ণ। দুরাত্মা সূতপুত্র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদক্ষালন করিব না; আজ আমি সন্নতপর্ব্বশরদ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত নিতান্ত নিষ্ফল করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র রণস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য করে না; কিন্তু আজ আমার শরপ্রভাবে অবনী তাহার শোণিত পান করিবে। পূর্ব্বে ঐ হতভাগ্য, দুর্য্যোধনের অভিলাষানুসারে আত্মশ্লাঘা করিয়া দ্রৌপদীকে 'হে কৃষ্ণে! তুমি এক্ষণে পতিহীনা হইয়াছ' বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, আজ আমার রোষাদ্ধত আশীবিষের ন্যায় ভীষণদর্শন সুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করিয়া তাহার শোণিত পান করিবে। আজ বিদ্যুতের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল নারাচনিকর মদীয় ভূজদণ্ডসমাকৃষ্ট [বাহুদ্বার সম্যক আকৃষ্ট] গাণ্ডীব হইতে বিনির্গত হইয়া সূতনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ভৎসনা করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, আজ তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবেরা কৌরবসভায় ষণ্ডতিল হইয়াছিল, আজ দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে তাঁহারা তিল হইবেন। নির্ব্বোধ রাধানন্দন আপনার গুণগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে পরিত্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজ আমার সুশাণিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিষ্ফল করিবে। যে দুরাত্মা পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত বিনাশ করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া থাকে, আজ আমি ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে সেই সূতনন্দনের বিনাশসাধন করিব। আজ মহাবীর কর্ণ পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আমার শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সিংহদর্শনভীত মৃগযুথের ন্যায় ভয়াকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাকে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণনা করিবে। আজ আমি কর্ণকে নিহত করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভূত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজ চক্রাঙ্গ [তন্নামক পক্ষী] ও বিবিধ ক্রব্যাদগণ আমার শরনিকরে ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজ আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরসমক্ষে তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা দুরাত্মা

রাধাপুত্রের শরীর বিদারণ ও মস্তকচ্ছেদন করিব। আজ রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজ আমি সূতপুত্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া ধৰ্ম্মনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজ আমার সর্পবিষসদৃশ পাবকসন্নিভ গুধ্রপত্রযুক্ত সায়কে কর্ণের অনুচরগণ নিহত হইবে। আজ আমি নরপালগণের দেহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন এবং নিশিতশরনিকরে অভিমন্যুর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিব। আজ আমি হয় এই পৃথিবী ধৃতরাষ্ট্রতনয়শূন্য করিয়া জ্যেষ্ঠতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয় তুমি অৰ্জ্জুনবিহীন হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। আজ আমি সমুদয় ধনুৰ্দ্ধরসমক্ষে ক্রোধশরসমুদয় ও গাণ্ডীবশরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন সম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশবর্ষসঞ্চিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। আজ সূতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী সোমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজ আমি সমরে জয়লাভ করিলে সাত্যকির আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। আজ আমি কর্ণকে ও উহার মহারথতনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে পরম প্রীত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। আজ সকলে অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরাঙ্গনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সূত্রপুত্রকে বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক।

"হে মাধব! আমি পুনরায় তোমার নিকট আত্মগুণ কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে ধনুৰ্ব্বিদ্যাপরায়ণ, পরাক্রমশালী, ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণসম্পন্ন আর কোন ব্যক্তি নাই। আমি ধনুর্ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমুদয় সুর, অসুর ও অন্যান্য প্রাণীগণকে পরাভূত করিতে পারি। অতএব তুমি আমাকে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক পুরুষকারসম্পন্ন বলিয়া অবগত হও। আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় একাকীই গাণ্ডীবনিৰ্ম্মুক্ত শরনিকরদ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাকগণকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিকর ও শরসমাযুক্ত দিব্যশরাসন এবং পদতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব মাদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধার্থ গমন করিলে কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না।'

"হে মহারাজ! লোহিতলোচন অদ্বিতীয় বীর অৰ্জ্জুন কেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তকচ্ছেদন বাসনায় সমরে অগ্রসর হইলেন।"

৭৬তম অধ্যায়
সঙ্কুলযুদ্ধ-কৌরবপক্ষীয় সুষেণসংহার

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে গমন করিলে সূতপুত্রের সহিত তাহার কিরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। পাণ্ডবগণের ধ্বজদণ্ডসম্পন্ন সুসজ্জিত সৈন্যগণ রণস্থলে সমাগত হইয়া নিনাদসহকারে বর্ষাকালীন জলপটলের ন্যায় গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রাম অসাময়িক অনিষ্টজনকবর্ষার ন্যায় নিতান্ত ক্রূর ও প্রজাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় মাতঙ্গসকল মেঘ, বাদ্য, নেমি ও তলধ্বনি গম্ভীর

নির্ঘোষ; সুবর্ণময় বিচিত্র আয়ুধসমুদয় বিদ্যুৎ, শর, অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্রসকল জলধারার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এই যুদ্ধে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় কালকবলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে বহুসংখ্যক রথী সমবেত হইয়া একমাত্র রথীকে, একমাত্র রথী বহুসংখ্যক রথীকে এবং একজন রথী অন্য একজন রথীকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীকে অশ্ব ও সারথির সহিত সংহার করিলেন এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র মাতঙ্গদ্বারা বহুসংখ্যক রথ ও অশ্বসমুদয় চুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্বসারথিসমবেত রথ ও সাদিসমবেত অশ্বসমুদয়কে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; তখন কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি যুদ্ধার্থ গমন করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্রের, যুধামন্যু চিত্রসেনের ও উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব, ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনন্দন শতানীক কর্ণপুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বৃষসেনও শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্ম্মাকে এবং পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সসৈন্য কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংশপ্তকসৈন্যগণসমভিব্যাহারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর উত্তমৌজা শাণিতশদ্বারা অবিলম্বে কর্ণাত্মজ সুষেণের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কর্ণতনয়ের ছিন্নমস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল, প্রতিধ্বনিত করিয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল।

"মহাবীর কর্ণ সুষেণের মৃত্যুদর্শনে একান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে সুনিশিত শরনিকরে উত্তমৌজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমৌজা শাণিত শরনিকরে ভাস্বরখড়্গদ্বারা কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণিগ্রাহগণকে বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর শরহার করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুত্র কৃপাচার্য্যকে পঙ্কে নিপতিত বৃষভের ন্যায় বিপন্ন দেখিয়া সত্বর তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ সময় হিরণ্যবর্মধারী ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকরের ন্যায় প্রখর তেজপ্রকাশপূর্ব্বক সুনিশিত শরনিকরে আপনার পুত্রগণের সৈন্যসমুদয়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।"

৭৭তম অধ্যায়
ভীমের সারথিসতর্কীরণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসংখ্য অরাতিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি বেগে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যমধ্যে রথ সঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে যমরাজের

রাজধানীতে প্রেরণ করিব। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে তাহার সারথি বিশোক দ্রুতবেগে রথসঞ্চালনপূর্ব্বক বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহাকে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দ্দিক হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসমভিব্যাহারে বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার বেগগামী রথের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা ভীমসেনও সুবর্ণময় শরনিকরে সেই সমাগত শয়সমুদয় দুই তিনখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিসমুদয় ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নির্ভিন্নকলেবর হইয়া, নবজাতপক্ষ বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দি হইতে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বীরাগ্রগণ্য বৃকোদর কল্পনাকালীন ভূতসংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ ও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীতচিত্তে অনিহত মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

"তখন প্রবলপ্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে বিশোক! আমি এক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত হইয়াছি। সমাগত রথসমূহ স্বকীয় বা পরকীয় বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহা বিশেষরূপে অবগত হও। আমি যেন সমবোদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন না করি। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্রসকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির অদ্য অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনও এ কাল পর্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদয় কারণবশতঃ আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! আজ ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শত্রুমণ্ডলীমধ্যে গমন করিয়াছেন; ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়কেও অবলোকন করিতেছেন। এক্ষণে উহারা দুইজন জীবিত আছেন কি না, জানিতে না পারিয়া। আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, আজ আমি এই সমরাঙ্গনে সমবেত শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তূণীরে কোন্ কোন বাণ কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাকে জ্ঞাপিত কর।

"বিশোক কহিলেন, 'হে বৃকোদর! এক্ষণে আপনার তূণীরে অযুতসংখ্যক শর, অযুতসংখ্যক ক্ষুর, অযুতসংখ্যক ভল্ল, দুইসহস্র নারাচ, তিনসহস্র প্রদর এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদগর, শক্তি ও তোমর বিদ্যমান আছে। যেসকল অস্ত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদয় শকটে নিহিত করিলে ছয় বলীবর্দ্দও উহা বহন করিতে পারিবে না। অতএব আপনি স্বীয় বাহুবল প্রকাশপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। অস্ত্র নিঃশেষিত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবেন না।

"ভীমসেন কহিলেন, 'হে বিশোক! আজ দেখ, আমার নৃপদেহবিদারণ [ক্ষত্রিয় বীরগণের দেহবিদারণক্ষম] বেগবান্ বাণপ্রভাবে সূর্য্য তিরোহিত হইলে সমরভূমি মৃত্যুলোকসদৃশ দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিবে। আজ ভূপালগণ হয়, ভীমসেনকে সমরে নিহত, না হয় একমাত্র তাহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজ আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিপাতিত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণ কীর্ত্তন করিবে। আজ হয় আমি

কৌরবগণকে নিহত করিব, নচেৎ তাহারাই আমাকে নিপাতিত করিবে। এক্ষণে মঙ্গলাভিলাষী দেবগণ আমার বিঘ্ন বিনাশ করুন। শত্রুঘাতন ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহত পুরন্দরের ন্যায় অবিলম্বে এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউক।

যুদ্ধে অর্জ্জুনমিলনাশায় ভীমের আনন্দ

'হে সারথে! ঐ দেখ, ভারতীসেনা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্তম ধীমান্ অর্জ্জুন শরনিকরে কৌরবসৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রভূত ধ্বজসম্পন্ন চতুরঙ্গ বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈন্য ধনঞ্জয়ের অশনিতুল্য সুবর্ণপুঙ্খ সায়কে সমাহত হইয়া নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় পদাতিগণকে বিমর্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। কৌরবগণ দাবাগ্নিদহনভীত মাতঙ্গগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন এবং অন্যান্য ভূপতিগণ হাহাকার করিতেছে।

"বিশোক কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর গাণ্ডীবনিঃস্বন কি আপনার শ্রবণগোচর হয় নাই মহাবলপরাক্রান্ত অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়ের ধনুষ্টঙ্কারে কি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজ আপনার সমুদয় মনোরথ সফল হইল। ঐ দেখুন, গজসৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রস্থিত বানররাজ শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতেছে। উহাকে দেখিয়া আমিও ভীত হইয়াছি। ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুনের শাসনজ্যা নীলনীরদবিরাজিত চপলার [১] ন্যায় বিস্ফারিত হইতেছে। উহার বিচিত্র কিরীট ও কিরীটমধ্যস্থিত দিবাকরসদৃশ দিব্য-মণি অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উহার পার্শ্বে পাণ্ডুর [২] মেঘবর্ণ ভীষণনিঃস্বনসম্পন্ন দেবদত্তশঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দেখুন, রথরশ্মিধারী রথচারী জনার্দ্দনের পার্শ্বে মার্ত্তণ্ডপ্রভ যশোবর্দ্ধন ক্ষুরধার চক্র, শশধরের ন্যায় শুভ্র পাঞ্চজন্যশঙ্খ এবং বক্ষঃস্থলে জাজ্বল্যমান কৌস্তুভমণি ও বিজয়প্রদ মাল্য শোভা পাইতেছে। যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা ঐ চক্রের অর্চনা করিয়া থাকেন।

'ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্রে করিগণের সরল বৃক্ষসদৃশ করসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক উহাদিগকে আরোহিগণের সহিত সংহার করাতে উহারা বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে মহারথাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় বাসুদেবসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া সমরাঙ্গনে আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, অসংখ রথ, হস্তী ও পদাতি পুরন্দরসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিদ্রাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাটিত [পাখার বাতাসে উন্মূলিত] মহাবনের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে অশ্ব ও সারথিসমবেত চারিশত রথ, সাতশত হস্তী এবং অসংখ্য সাদী ও পদাতি নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণকে সংহার করিয়া আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন। হে ভীমসেন! এক্ষণে আপনার শত্রুসকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনার আয়ু ও বলবৃদ্ধি হউক।' তখন ভীমসেন সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বিশোক! তুমি আমাকে অর্জ্জুনের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; এই প্রিয়সংবাদপ্রদাননিবন্ধন তোমাকে চতুর্দ্দশ গ্রাম, একশত দাসী এবং বিংশতি রথ প্রদান করিব।' "

৭৮তম অধ্যায়
অর্জ্জুনবাণে বিধ্বস্ত কৌরবগণের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এদিকে মহাবীর অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে রথনির্ঘোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সত্বর অশ্ব সঞ্চালন কর।’ তখন বাসুদেব কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, অচিরাৎ তোমাকে তথায় লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া তিনি তুষারশঙ্খধবল মণিমুক্তাভূষিত সুবর্ণজালজড়িত অশ্বসকলকে বায়ুবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌরবগণের চতুরঙ্গিণী সেনা জম্ভাসুরসংহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট বজ্রধারী সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনকে বিজয়াভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরের ভীষণ নিঃস্বন, রথচক্রের ঘর্ঘর রব ও অশ্বগণের খুরশব্দে রণস্থল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোকরক্ষার্থ অসুরগণের সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একাকীই ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও নিশিতভল্লদ্বারা বিপক্ষগণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতিগণের মস্তক ও ভুজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। বীরগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিকৃতরূপ হইয়া বায়ুবেগে উন্মুলিত অরণ্যানীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকাসম্পন্ন সুবর্ণজালসমলঙ্কৃত বৃহদাকার করিনিকর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

“হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বজ্রসন্নিভ শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া বলাসুরসংহারার্থে প্রস্থিত সুররাজের ন্যায় সূতপুত্রের বিনাশসাধনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মকর যেমন সারে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিপক্ষসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একান্ত হৃষ্টচিত্তে প্রভুত রথ, পদাতি, হস্তী ও অসমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমাগমসময়ে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এইরূপে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর পাণ্ডুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদজালকে সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থশরে নিপীড়িত ও ভীত হইয়া স্পন্দনহীনের ন্যায় স্ব স্ব রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে সংগ্রামনিপুণ চারিশত মহারথের প্রাণ সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনঞ্জয়ের নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়নসময়ে বাহিনী[সৈন্যশ্রেণী]মুখে

গিরিসঙ্ঘট্টিত [পর্ব্বতাঘাতে উত্থিত] জলধিজলের গভীর নিঃস্বনের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া সূতপুত্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতিসেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।।

"হে মহারাজ। ঐ সময় বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহাবলপরাক্রান্ত পবনন্দন ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণে পরমপ্রীত ও অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণপণে সুতীক্ষ্ণশরনিকরে কৌরসেনাসকলকে বিমর্পিত করিয়া বায়ুবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই যুগান্তকালীন কৃতান্তসদৃশ বৃকোদরের অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে একান্ত ভীত ও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত ও ভগ্ন অর্ণবানের ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ভীমসেনসমরে কৌরবপরাজয়

"হে মহারাজ। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন সেই কৌরবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সৈনিকপুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেনকে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষিত হইবে। দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে ভূপালগণ তাঁহার আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক হইতে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য হস্তী, রথী ও পদাতি বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্রপরিবেষ্টিত পরিবেষ [পরিধিমণ্ডল] মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া রোষারুণিতনেত্রে বৃকোদরের বিনাশবাসনায় তাহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্তসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন সন্নতপর্ব্বশরনিকরে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণপূর্ব্বক মহাজাল বিনিগত মৎস্যের ন্যায় তাহাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে দশসহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুইশত মনুষ্য, পাঁচসহস্র অশ্ব ও একশত রথ বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরণীনদীর ন্যায় ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। রথসমুদয় ঐ নদীর আবর্ত্ত, হস্তিসকল গ্রাহ [বৃহৎ কুম্ভীর], মনুষ্যগণ মীন, অসমুদয় নক্র [সাধারণ কুমীর], কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, মজ্জা পঙ্ক, মস্তকসমুদয় উপলখণ্ড, কার্ম্মুকনিচয় কাশকুসুম, শরনিকর নিম্নোন্নত ভূমি, উষ্ণীষ ফেনা, হারাবলী পদ্ম, পার্থিব রজ তরঙ্গমালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংসস্বরূপ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীরুজনের নিতান্ত দুস্তর; কিন্তু বলবিক্রমসম্পন্ন নির্ভীকচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে রথীসত্তম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল।

"তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে শকুনিকে কহিলেন, 'হে মাতুল! তুমি অবিলম্বে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজিত কর। উহাকে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য পরাজিত হইবে।'

ভীম-শকুনিসমর শকুনিপলায়ন

“হে কুরুরাজ! প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শরনিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন সুবলনন্দন বৃকোদরের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাচসকল মহাত্মা ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষভরে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণবিভূষিত ঘোরতর সায়ক প্রয়োগ করিলেন। সুবলনন্দন সেই ভীষণ শর সমাগত সন্দর্শন করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করিয়া একভল্লে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ শকুনিও অবিলম্বে সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিত্যাগ এবং অন্য শরাসন ও সন্নতপর্ব্ব যোড়শ ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক দুইভল্লে ভীমের ছত্র ও একভল্ল ধ্বজ ছেদন করিয়া সাতভল্লে তাঁহাকে, দুইভল্লে সারথিকে এবং চারিভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শকুনির প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমভুজনির্ম্মুক্ত ভুজগজিহ্বার ন্যায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি মহাবেগে শকুনির উপর নিপতিত হইল। শকুনি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কনকভূষিত ভীষণ শক্তি ভীমসেনের বামবাহু বিদারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ চতুর্দ্দিক হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

“হে মহারাজ। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরবগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর জ্যাযুক্ত অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক প্রাণপণে মুহূর্তমধ্যে শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলম্বে সুবলনন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিকে বিনাশপুর্ব্বক একভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফোরণ করিয়া রোষারুণনেত্রে চতুর্দ্দিক হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ ভীমসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিতশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি বৃকোদরের প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শকুনিকে বিহ্বল অবলোকন করিয়া ভীমসেনের সমক্ষেই তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরবগণ শকুনিকে তদবস্থ অবলোকনপূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভীতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! রাজা দুর্য্যোধনও শকুনিকে ভীমকর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া একান্ত ভয়াবিষ্টচিত্তে মাতুলের জীবিত রক্ষা প্রত্যাশায় তাঁহাকে লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

“কৌরব সৈন্যগণ নরপতিকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ ও

পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরবসৈন্যগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! ভগ্ন নৌকাসংস্থিত নাবিকেরা যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাসযুক্ত হয়, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণও তৎকালে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণকে আশ্রয় করিয়া আশ্বাসিত হইল এবং পরমাহ্লাদসহকারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।”

৭৯তম অধ্যায়
কর্ণসমরে পাণ্ডবপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদরের প্রভাবে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কি করিলেন? ভীমসেন একাকী সমুদয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শত্রুনিসূদন কর্ণ সমস্ত কৌরবগণের মঙ্গল, বর্ম্ম, যশ ও জীবিতাশাস্বরূপ। সে কি ঐ সময় আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ যোধগণকে বিনাশ করিল? হে সঞ্জয়! ভীমসেনের প্রভাবে কৌরবসৈন্য ভগ্ন হইলে আমার দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ ও সূতপুত্র কর্ণ কি করিল? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সেই অপরাহ্নসময়ে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে সমুদয় সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদরও কৌরবসৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন; তখন সূতপুত্র ভীমসেনকর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যসমুদয় বিদ্রাবিত দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! আমাকে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে লইয়া চল। মহাবলপরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণে চেদি, পাঞ্চাল ও কারূষদিগের অভিমুখে সেই মনোমারুতগামী শ্বেতাশ্বসকল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরাতিসৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সূতপুত্র যে যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালণ কর্ণের সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত মেঘসদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্বত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ঘোরতর নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল; মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

“হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সমরে এইরূপ দারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও ভীমসেন শতবাণে কর্ণের জত্রুদেশে আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীতনয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল একশত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত সূতনন্দন শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও নিশিত শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া নিমেষমধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয়বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত ও ত্রিংশৎশরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লদ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিনবাণে তাঁহার

সারথিকে নিপীড়নপূর্ব্বক দ্রৌপদেয়গণকে রথবিহীন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

"এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে মহারথগণকে বিমুখ করিয়া, নিশিতসায়কদ্বারা পাঞ্চাল ও মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; মহারথ কর্ণও নিশিতশরনিকরে তাঁহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী সূতপুত্র একাকী সমরে শরবর্ষণপূর্ব্বক সংগ্রামে যত্নশীল পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর কৌরবগণও সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ সূতপুত্রকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সূতপুত্র গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় শরশিখায় অরাতিসৈন্যকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ কর্ণশরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য পাণ্ডবসৈন্যেরা সেই শব্দশ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কর্ণকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখন শত্রুনিসূদন রাধেয় পুনর্ব্বার এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাণ্ডবসৈন্যগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাঁহারা সূতপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বতলগ্ন বেগবান্ জলরাশির ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিপক্ষবীরগণের মস্তক, কুণ্ডলান্বিত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগ, যোত্র ও চক্রসমুদয় অনবরত নিকৃত্ত হইতে লাগিল। তাঁহার সায়নিহত প্রভূত গজবাজী ও তাহাদের মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে সমরাঙ্গন দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে সমরস্থল সম কি বিষম, কিছুই নির্ধারিত হইল না। ঐ সময়ে কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে সমরভূমি অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইলে যোধগণ কে আত্মীয়, কে পর, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

"অনন্তর সূতনন্দন সুবর্ণভূষিত শরনিকরদ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেরূপ অরণ্যে মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগযূথকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ যশস্বী সূতপুত্র মহারথ পাঞ্চালগণকে বারংবার বিদ্রাবিত করিয়া পশুহন্তা বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডবসেনাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানাবিধ বাদিনিঃস্বন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাস্ত্র হইয়াও বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতিজন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেদির প্রাণসংহার করিলেন। তাঁহার শরে বিপক্ষগণের রথোপস্থ, বাজিপৃষ্ঠ ও গজস্কন্ধ নির্ম্মনুষ্য এবং

পদাতিসকল বিদ্রুত হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহ্নকালীন দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যের ন্যায় ও কালান্তক যমের ন্যায় শোভমান হইলেন।

"হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাধনুর্দ্ধর রাধেয় এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। বলবান্ কৃতান্ত যেমন প্রাণীগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ মহারথ কর্ণ একাকী সোমকগণকে নিহত করিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা পাঞ্চালদিগেরও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরাঙ্গনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! ঐ অবসরে মহাবলপরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং শকুনি, ইহারাও অসংখ্য পাণ্ডবসেনা নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পাণ্ডবসেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণও কোপাবিষ্ট হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে, মহারাজ! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে কর্ণপ্রমুখ বীরগণের প্রভাবে পাণ্ডবপক্ষীয় ও ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণের প্রভাবে কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল।"

৮০ অধ্যায়

পরস্পর সৈন্যসংহারী অর্জ্জুন-কর্ণাভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময়ে অরাতিঘাতন অর্জ্জুন মহারণে কৌরবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণীসেনা নিপাতিত করিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়াতে সংগ্রামস্থানে। বীরজনের সুপ্রতর ভীরুগণের দুস্তর শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্জা ও অস্থিসকল ঐ নদীর পঙ্ক নরমস্তকসমুদয় উহার উপলখণ্ড; হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় তীরস্বরূপ; আতপত্রসকল হংস; হারসকল পদ্ম; উষ্ণীষসমুদয় ফেনা; শরাসনসকল শরবন, রথসমুদয় উড়ুপ [৪] এবং বর্ম্ম ও চর্ম্মসকল উহার আবর্তস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষসমুদয়ের ন্যায় উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও গৃধ্রুগণ উহার উভয় পার্শ্বে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

"অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ সূতপুত্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন শ্বেতাতপত্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণশায়কনির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সূতপুত্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্য্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উহাদিগকে নিধন না করিলে উহারা নিশ্চয়ই সোমকগণকে সংহার করিবেন। ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণবিশারদ মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের রথসঞ্চালন করিতেছেন; অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথচালন কর। আমি সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাপি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি

আমি এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন না হই, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদিগের সমক্ষে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।

"হে মহারাজ! মহাত্মা রাসুদেব ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবর্তিত করিবার মানসে সূতপুত্রের অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ তদ্দর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন পুরন্দরের বজ্রের ন্যায় ও জলধির তরঙ্গের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথের ভীষণ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া কর্ণসমীপে ধাবমান হইলেন।

কর্ণের প্রতি শল্যের সমারোৎসাহবাণী

"তখন মদ্রাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বানরধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে রাধেয়! তুমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলে, ঐ দেখ, সেই কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়া আগমন করিতেছে। যদি আজ উহাকে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গললাভ হইবে। অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণকে নিপীড়িত করিয়া তোমাকেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর। ঐ কৌরবসেনাগণ শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের ভয়ে চতুর্দ্দিক বিকীর্ণ হইতেছে; ধনঞ্জয়ও উহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুন তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও ক্ষতবিক্ষত এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরবপক্ষীয় সমুদয় পার্থিবগণের বিনাশসাধনার্থ অন্যান্য সৈন্যগণকে । পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষারক্তনয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব সত্বর তুমি উহার প্রতি গমন কর। ইহলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ, মহাবীর কুন্তীনন্দন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সংগ্রামে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে পারিবে। ঐ ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের সদৃশ; অতএব এই মহাসংগ্রামে লেলিহান সর্পের ন্যায়, গর্জনশীল ঋষভের ন্যায় ও বনস্থিত ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে নিবারণপূর্ব্বক সংহার কর। ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় মহারথ ভূপালগণ অর্জ্জুনের ভয়ে সমর নিরপেক্ষ হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদিগের ভয়নিবারণে সমর্থ নহেন। কৌরবগণ এই সমরসাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্যসহকারে বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজিত করিয়াছ, সেইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতি গমন কর।'

শল্যবাক্যে সন্তুষ্ট কর্ণের অর্জ্জুনপ্রশংসা

"হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শল্যকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজ তুমি আমার ভুজবল ও অস্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। আমি একাকীই সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিব। আজ আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয়লাভের কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব হয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার, নচেৎ তাহাদিগের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরশয্যায় শয়ন করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইব। তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ! মহারথগণ সেই অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্জয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহাকে আক্রমণ করা সহজ নহে। এক্ষণে আবার সে বাসুদেবকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এখন তাহাকে পরাজয় করা কাহার সাধ্য?' কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমিও শুনিয়াছি যে, ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই, তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ কর। ঐ দেখ, পাণ্ডুতনয় মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। অদ্য হয়ত ঐ বীরই আমাকে বিনাশ করিবে। আমি বিনষ্ট হইলে কৌরবপক্ষীয় কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকিবে না। হে মদ্ররাজ! ধনঞ্জয়ের ভুজযুগল সুদীর্ঘ ও ব্রণাঙ্কিত; উহা হইতে স্বেদজল নির্গত বা উহা কদাচ বিকম্পিত হয় না। দৃঢ়ায়ুধ মহাবীর অর্জ্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও ক্ষিপ্তহস্ত। এই পৃথিবীতে উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর একটি শরের ন্যায় এককালে বহুসংখ্যক শর গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধানপূর্ব্বক এক ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিতে তিনি বাসুদেবকে চক্র এবং উহাকে গাণ্ডীবশরাসন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন রথ, অক্ষয়তূণীর ও দিব্যশস্ত্রসমুদয় প্রদান করেন। ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক পৃথক অস্ত্র ও দেবদত্তশঙ্খ লাভ করিয়া অসংখ্য কালকেয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিল; অতএব এই পৃথিবীতে উহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কে আছে? ঐ মহাবীর ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্রদ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের তুষ্টিসাধন করিয়া ত্রৈলক্যসংহারক একান্ত ভয়ঙ্কর পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকীই বিরাটনগরে সমবেত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ সকল লোক সমবেত হইয়া অযুত বৎসরেও যে শঙ্খচক্রগদাপাণি জয়শীল মহাত্মা বাসুদেবের গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না, সেই অনন্তবীর্য্য, অপ্রতিমপ্রভাবসম্পন্ন দেবকীনন্দন ঐ মহাবীরকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি সেই অশেষ গুণসম্পন্ন কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে আহ্বান করিয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী জ্ঞান করিতেছি। মহাবীর বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে একরথে সমবেত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। ধনঞ্জয় শরযুদ্ধে ও বাসুদেব চক্রযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ। যদিও হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, কিন্তু ঐ দুই মহাবীর কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে

আমি ব্যতিরেকে ঐ মহাবলপরাক্রান্ত মহারথদ্বয়ের নিকট যুদ্ধার্থ আর কে অগ্রসর হইবে? আজ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার যে অভিলাষ হইয়াছে, উহা অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম করিব। ঐ যুদ্ধে হয় আমি ঐ বীরদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব, না হয় উহারাই আমাকে নিহত করিবে।

"হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া জলধরের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধনসন্নিধানে সমুপস্থিত ও তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এবং কৃপ, ভোজ, অনুজসমবেত গান্ধাররাজ শকুনি, অশ্বত্থামা, স্বীয় কনিষ্ঠপুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রান্ত কর। তোমরা ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে আমি অক্লেশে উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইব। হে মহারাজ! তখন ঐ সমস্ত বীরেরা সূতপুত্রের আদেশানুসারে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবমান হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে সমাহত [ভীষণভাবে আহত] করিতে লাগিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও মহাসাগর যেমন বহুল সলিলসম্পন্ন নদ-নদীসমুদয়ের বেগ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের শরনিকর সহ্য করিলেন। অনন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন, শত্রুগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তাঁহার শরে বিদীর্ণ কলেবর ও নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কুন্তীনন্দন যুগান্তকালীন মার্কণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার শরনিকরকিরণ ও গাণ্ডীব শরাসন পরিবেষের [সূর্য্যমণ্ডলের] ন্যায় শোভমান হইল। চক্ষুরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমন দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অশ্বত্থামাদিসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

"অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর যেমন জলরাশি বিশোষিত করে, তদ্রূপ বিপক্ষনিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কৌরবসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, ভোজ, রাজা দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা জলধর যেমন মহীধরের উপর বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত অর্জ্জুনের উপর শরনিকর বিসর্জন করিয়া তাঁহার প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকরদ্বারা সেই শরসমূহ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়া জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেষ সুশোভিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা দশশরে ধনঞ্জয়কে, চারিশরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও তিনশরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজাগ্রস্থিত বানরের উপর নারাচনিকর বর্ষণ করিতে

আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনশরে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক, ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ও চারিশরে অশ্বগণকে ছেদনপূর্ব্বক তিনশরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরক-মণিসমলঙ্কৃত সুবর্ণজালজড়িত, তক্ষকদেহের ন্যায় তেজঃসমপন্ন অদ্রিতটস্থ অজগরের ন্যায় প্রকাণ্ড এক মহামূল্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর যেমন দিবাকরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর কৃপ, ভোজ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথগণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যসদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে শরনিকরদ্বার কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে গাঙ্গেয় যেমন অর্জ্জুনের অসংখ্যশরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃপাচার্য্যও তদ্রূপ একান্ত নিপীড়িত হইলেন।

"অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথসমুদয় এবং গজযূথকে বিপাটিত [ছিন্নভিন্ন] করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ জলবেগবিদীর্ণ সেতুর ন্যায় সমন্তাৎ [সর্ব্বদিকে] বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ রণপীড়িত শত্রুগণকে অর্জ্জুনের দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রাসুরনিধোদ্যত বাসবের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকল্পিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধবাসনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ধনঞ্জয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অরাতিগণকে নিবারণ ও শাণিতশরনিকরে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবগামী সায়কদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে অসুরগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে কৌরবগণের সহিত সৃঞ্জয়গণের তদ্রূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া সমরে গমন ও পরস্পরকে প্রহার করিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! ঐ সময় যোধগণ পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করাতে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সমুদয় দিগ্বিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।"

৮১তম অধ্যায়
যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনসহ ভীমের মিলন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর প্রধান প্রধান কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার উদ্ধারবাসনায়, সূতপুত্রের সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর কুন্তীনন্দন

কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচদ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরভূমি ছিন্নগাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশূন্য যোধগণের কলেবরে সমাবৃত এবং ছিন্নভিন্ন, বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের নিপাতে ভীষণাকার বৈতরণীনদীর ন্যায় অতিশয় দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল ইতস্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল; ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথিবিহীন, কোন কোন রথ কেবল অশ্বযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। সুবর্ণবর্ণবর্ম্মধারী, কনকভূষণালঙ্কৃত, যোধগণসমারূঢ়, ক্রুর মহামাত্রগণকর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পরিচালিত, মদমত্ত, কবচভূষিত চারিশত মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন, মহাপর্ব্বতের সমৃদ্ধিশালী শৃঙ্গসকল বিশীর্ণ ও ধরাতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন সেই জলদসন্নিভ মদবর্ষী বারণগণকেনিপাতিত করিয়া মেঘ বিনির্গত মার্কণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচশূন্য চতুরঙ্গবল সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে পথসকল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবশরাসনের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সাগরমধ্যে নৌকা যেমন প্রবল সমীরণে সমাহত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কৌরবসৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইল। অঙ্গার, উল্কা ও অশনির ন্যায় প্রাণবিনাশক গাণ্ডীবনিঃসৃত বিবিধ বাণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রজনীযোগে পর্বতস্থিত প্রজ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অটবীমধ্যে মৃগগণ যেমন দাবদহনভীত হইয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করে, তদ্রূপ কৌরবগণ অর্জ্জুনের শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও ভীতচিত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রণপরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ ছিন্নভিন্ন হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের নিরাপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সমস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসনের অনুজ দশজন মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সুতীক্ষ্ণশনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা জ্যারোপিত, শরাসন আয়ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে উল্কানিপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় আপনার পুত্রগণের শরে সমাহত দেখিয়া অর্জ্জুন অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের বামপার্শ্বে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রথ অন্যদিকে ধাবমান দেখিয়া সত্বর তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্রশরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়কসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশভল্লে তাঁহাদিগের লোহিতনেত্রযুক্ত, দাষ্টাধর মস্তকসকল ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণের বদনসমুদয় ভূতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ন্যায় শোভিত হইল।"

৮২তম অধ্যায়
সংশপ্তকগণসহ অর্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়ের সুবর্ণভূষণবিভূষিত মুক্তাজালজড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর কৌরবপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত নবতিসংখ্যক সংশপ্তক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক শপথ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিতশরজালে অবিলম্বে সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাঁহাদের সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্যক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা অর্জ্জুনের নানারূপ শরনিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে অবরোধপূর্ব্বক অসংখ্য শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তরবার ও শরনিকরদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও দিবাকর যেমন কিরণজালে তিমির নাশ করেন, তদ্রূপ সরনিকরদ্বারা অরাতিনিক্ষিপ্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"অনন্তর ত্রয়োদশশত মত্তগজসমারূঢ়, ম্লেচ্ছ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপালদ্বারা রথস্থ পার্থের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণনিক্ষিপ্ত শস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে ধ্বজপতাকাবিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের সহিত নিহত করিলেন। সুবর্ণমালাবৃত মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাবৃত ও নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, আগ্নেয়গিরির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের নিঃস্বন এবং গাণ্ডীবের গভীর নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য কুঞ্জর ও আরোহিবিহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন, রথিবিহীন, গন্ধর্ব্বনগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহিগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি তৎকালে একাকীই সেই হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজিত করিলেন।

ভীমার্জ্জুননিপীড়িত কৌরবগণের পলায়ন

"ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন অর্জ্জুনকে ত্রিবিধ সৈন্যপরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীকে অতিক্রমপূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবগণের অল্পমাত্রাবশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; গদাপাণি বৃকোদরও অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়া ধনঞ্জয়হতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় মহাবল তুরঙ্গমগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ গদা প্রাকার, অট্টালিকা ও পুরদ্বারবিদারণে সমর্থ, কালরাত্রির ন্যায় নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মধারী অশ্ব ও অশ্বরোহিগণ সেই প্রচণ্ড গদার

আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাস্থি ও ভগ্নচরণ হইয়া শোণিতাদ্রকলেবরে চীৎকার করিয়া ধরাতলে নিপতিত ও দশনদ্বারা ভূতল দংশনপূর্ব্বক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ক্রব্যাদগণ আনন্দিতচিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থির দ্বারা পরমপরিতৃপ্ত হইয়া দুর্ল্লক্ষ্য কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এইরূপে ভীমসেন দশসহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্যক পদাতিকে নিপাতিত করিয়া গদাহস্তে সরোষনয়নে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ তাঁহাকে গদাহস্তে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। বর্মাচ্ছাদিত, পরিশোভিত, আরোহিসমবেত মত্তমাতঙ্গগণ পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন এইরূপে সেই গজসৈন্য নিপাতিত করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের আগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে কৌরবসৈন্যগণ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সমরে নিরুৎসাহ ও পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই সৈনিকগণকে তেজোহীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশরবিরাজিত কদম্বকুসুমের ন্যায় শোভাধারণ করিল। ঐ সময় অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব নিহত হওয়াতে কৌরবপক্ষে ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার করিয়া অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় কোন রথ, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত ছিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া বিকশিত অশোক কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবগণ সব্যসাচীর পরাক্রমদর্শনে কর্ণের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং পার্থের শরসম্পাত অসহ্য বোধ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিয়া সূতপুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; মহাবীর অর্জ্জুনও শত শত শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিলেন।

"হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ অর্জ্জুনশরে ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথসমীপে প্রতিগমন করিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র সেই বিপৎসাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দ্বীপস্বরূপ হইলেন; অন্যান্য কৌরবগণও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্ব্বিষ পন্নগের ন্যায় পলায়নপূর্ব্বক কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্ [কর্মী মনুষ্যাদি] প্রাণীগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ আপনার তনয়গণ মহাত্মা অর্জ্জুনের ভয়ে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই শরপীড়িত শোণিতক্লিন্ন [রক্তার্দ্র] বীরগণকে অভয় প্রদান করিলেন এবং সৈনিকগণকে অর্জ্জুনপ্রভাবে ভগ্ন দেখিয়া শত্রুসংহারবাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অর্জ্জুনের বধচিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তাঁহারই সমক্ষে পুনরায় পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় ভূপালগণ তদ্দর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া, জলদজাল যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে

লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।”

৮৩তম অধ্যায়
কর্ণকরে বিশোক—সাত্যকিশরে প্রসেনসংহার

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র মহাবীর অর্জ্জুনের বীর্য্যপ্রভাবে কৌরবগণকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া, বায়ু যেমন জলদজাল ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালতনয়গণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অঞ্জলিকাস্ত্রে জনমেজয়ের অশ্বসমুদয় ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন এবং ভল্লদ্বারা শতানীক ও সুতসোমকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ছয়শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ ও শরনিকরে তাঁহার অশ্বসকলকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক কৈকয়পুত্র বিশোককে বিনষ্ট করিলেন। কৈকয়সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণাত্মজ প্রসেনকে উগ্রবেগসম্পন্ন শরনিকরে সমাহত ও বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখে তিন অর্দ্ধচন্দ্রশরে কৈকয়সেনাপতির ভুজযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতাসু হইয়া পরশুচ্ছিন্ন [কুড়োল দিয়া কাটা] শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণাত্মজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ ও নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিতশরে তৎক্ষণাৎ প্রসেনের প্রাণসংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ পুত্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সাত্যকিকে সংহার করিবার বাসনায় ‘অরে শৈনেয়! তুই নিহত হইলি’ এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর বিসর্জনপুর্ব্বক গর্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে অবিলম্বে তিনবাণে সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাঁহাকে তিনশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজস্বী সূতপুত্র ক্রোধভরে ক্ষুরদ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয়শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নতনয়ের শিরচ্ছেদনপুর্ব্বক সুশাণিত শরদ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

“হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিল, এক্ষণে তুমি গিয়া উহাকে সংহার কর। নরপ্রবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাঞ্চালদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন এবং গাণ্ডীব বিস্ফারণ ও তলধ্বনি করিয়া সহসা শান্ধকার বিস্তারপূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দ অন্তরীক্ষমণ্ডলে ও ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বরে প্রধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় রথারোহণে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

"এদিকে মহাবীর সূতপুত্র সোমকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে নিহত এবং শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিমর্পিত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়সমুদয় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র হইয়াও সূতপুত্রকে রথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরনিকরদ্বারা ঐ মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও পতাকাসকল অবিলম্বে ছিন্নভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার শরাসননিঃস্বনে অদ্রিম পরিশোভিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অনুমান করিয়া একান্ত বিষন্ন হইয়া উঠিল। মহাবীর সূতপুত্র ইন্দ্রচাপসদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক করজালবিরাজিত পরিবেষসম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শিখণ্ডীকে দ্বাদশ, উত্তমৌজাকে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহারথ ভোগ্যবস্তু সকল যেমন জিতেন্দ্রিয়কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বলবীর্য্যে পরাজিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিলেন। তখন দ্রৌপদীর আত্মজগণ স্বীয় মাতুলগণকে, সূতপুত্রবিহিত বিদ্‌পসাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া, নৌকাভঙ্গনিবন্ধন সমুদ্রে নিমগ্ন বণিগণকে যেমন অন্য নৌকা উদ্ধার করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত রর্থদ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

"অনন্তর মহারথ সাত্যকি নিশিতশরনিকরে সূতপুত্র-প্রেরিত শরসমূহ খণ্ড খণ্ড ও তাঁহার কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া আটশরে মহারাজ দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধন সুনিশিত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া, দিক্‌পতিদিগের সমরে প্রবৃত্ত দানবরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং অনবরত শরনিকরবর্ষী, অতিমাত্র আয়ত, মহাস্বন শাসন প্রভাবে শরৎকালীন নভোমণ্ডলমধ্যস্থিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার সৈনিকগণের সহিত বিপক্ষদিগের দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ-বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসকল নানাবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কতকগুলি পরস্পর আহত ও স্বলিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল।।

দুঃশাসন-ভীমসেনসমর

"এদিকে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নির্ভয়ে। ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন; মহাবলপরাক্রান্ত ভীমও সিংহ। যেমন রুরুর অভিগমন করে, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তঁহার প্রতিগমন করিলেন। তখন শম্বর ও শক্রের ন্যায় সেই রোষাবিষ্ট বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষী মন্মথাসক্তচিত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় জয়শ্রী লাভ করিবার অভিলাষে দেহবিদারণক্ষম সুতীক্ষ্ণ শরনিকরদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দুই ক্ষুরদ্বারা দুঃশাসনের কামুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার ললাটদেশে এক শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন সত্বর অন্য শাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদশশরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীমকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যমরীচিসপ্রভ [সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল], হীরকরত্নসমলঙ্কৃত, সুবর্ণজালজড়িত, অশনিতুল্য নিতান্ত দুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন সেই শরে, নির্ভিন্নকলেবর ও গতাসুর ন্যায় স্বলিতদেহ হইয়া বাহু প্রসারণপূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক ভীষণ রবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।"

৮৪তম অধ্যায়

ভীমকর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই সমরাঙ্গনে নিদারুণ যুদ্ধ করিয়া একশরে ভীমসেনের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ষষ্টিশরে তাঁহার সারথিকে ও নয়শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য উত্তম উত্তম সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আপনার পুত্র প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় ভীষণ শক্তি সহসা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ-সমাকৃষ্ট দশশরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়া। তাঁহার সেই মহৎ কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন আপনার পুত্রের শরাঘাতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে বীর! তুমি ত' আমাকে বিদ্ধ করিলে, এক্ষণে আমি গদা প্রহার করিতেছি, সহ্য কর।' ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'হে দুরাত্মান্! আজ আমি রণস্থলে তোমার শোণিত পান করিব।' মহাবীর দুঃশাসন ভীমকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত গদা দুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে রথ হইতে দশ ধনু অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণিত করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিতকলেবর ও বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন; বীরবর বৃকোদরও দুঃশাসনকে পাতিত করিয়া মহা আহ্লাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্তী লোকসকল তাঁহার সিংহনাদশব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তখন অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরজনভূমিষ্ঠ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র আপনার পুত্রগণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এবং পতিপরায়ণা ঋতুবতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণ ও অন্যান্য দুঃখসকল বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুত্থিত হইল; পরে ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া তিনি কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, 'হে যোধগণ! আজ আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে ত' উহাকে রক্ষা কর।'

"বলবান্ বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সোৎসুকনয়নে [উৎসাহসমন্বিত নেত্রে] ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার

প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার অসি সমুত্থিত করিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে পদদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শশাণিত পান করিলেন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই খড়্গে তাহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় বারংবার ঈষদুষ্ণ রক্তপান করিয়া কহিলেন যে, 'মাতৃস্তন্য, ঘৃত, মধু, সুরা, সুবাসিত উৎকৃষ্ট জল, দধি, দুগ্ধ, এবং উত্তম তক্র [ঘোল] প্রভৃতি যে সকল অমৃতরসতুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজ এই শত্রুশোণিত তৎসর্ব্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল। ক্রুরকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথা বলিয়া দুঃশাসনকে গতাসু নিরীক্ষণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, 'রে দুঃশাসন! এক্ষণে মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না।' হে মহারাজ! ঐ সময়ে যেসকল বীর শোণিতপায়ী হৃষ্টচিত্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন; কাহারও কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্রসকল পরিভ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া সঙ্কুচিতনেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে অবলোকন করিয়া 'এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে', এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

চিত্রসেনবধ-দুঃশাসন-প্রতি ভীমের আক্রোশ

"ঐ সময়ে নৃপতনয় যুধামন্যু সৈন্যসমভিব্যাহারে পলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া নির্ভয়ে নিশিতসাতশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরাঘাতে পাদস্পৃষ্ট লেলিহান ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুকে তিন ও তাঁহার সারথিকে সাতশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণপূর্ণ সুন্দর পুঙ্খযুক্ত সুশাণিত শরে চিত্রসেনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল অবিলম্বে তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন।

"এদিকে মহাবীর ভীমসেন রোষপরায়ণ হইয়া নিহত দুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করিতেছি, এক্ষণে পুনরায় হৃষ্টচিত্তে 'গরু গরু' বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে 'গরু গরু' বলিয়া উপহাসপূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদিগকে 'গরু গরু' বলিয়া উপহাস করিয়া নৃত্য করিব। রে দুঃশাসন! আমরা দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাণকোটিনামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কৃষ্ণসর্পের দংশন, দ্যূতে রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত এবং স্বগৃহে ও বিরাটভবনে বিবিধ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল। আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্যে চিরকাল দুঃখভোগ করিতেছি, কখন সুখের লেশমাত্র জানিতে পারি নাই।

"হে মহারাজ! রক্তাক্তকলেবর, লোহিতাস্য ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর জয়লাভের পর এই সকল কথা বলিয়া হাস্য করিয়া কেশব ও অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়। আমি দুঃশাসননিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ রণস্থলে তা সফল করিলাম; এক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে গদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দনপূর্ব্বক উহাকে বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব।' হে মহারাজ। রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া বৃত্রাসুরনিপাতন সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।"

৮৫তেম অধ্যায়
ভীমকরে নিষঙ্গিপ্রমুখ বীরগণ বধ—কর্ণভীতি

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইলে নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, অলুলোপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে, নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে শরনিকরে মহাবীর ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর সেই ক্রোধনস্বভাব, সমরে অপরাঙ্মুখ মহারথগণের বিশিখজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ বেগবান দশভঙ্গে তাঁহাদের দশজনকে নিপাতিত করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ তদ্দর্শনে ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সূতপুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।

"ঐ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজানাশক কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাঁহার শরীরদর্শনে মনের বিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে কর্ণ! ঐ দেখ, ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন দুঃশাসনের রুধিরপান করাতে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক শুশ্রুষা করিতেছেন। মহাত্মা কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ধনঞ্জয় প্রমুখ মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজিত করিয়া তোমার অভিমুখেই সমাগত হইতেছে। অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষন্ন হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদয় ভার অর্পণ করিয়াছেন; তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয়লাভ করিলে বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাজিত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ হয়, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে তোমার পুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইতেছে।

"হে মহারাজ! মহাতেজস্বী মদ্ররাজ এই কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

কর্ণপুত্র বৃষসেনসহ যুদ্ধে নকুলপরাজয়

"অনন্তর কর্ণপুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া গৃহীতদণ্ড কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামনিরত গদাদণ্ড বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল তদর্শনে ক্রোধভরে কর্ণপুত্রের উপর শরনিকর বর্ষণ করিয়া জম্ভাসুরাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুরদ্বারা তাঁহার স্ফটিকবিন্দুশোভিত ধ্বজ ও ভল্লদ্বারা সুবর্ণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণতনয় দুঃশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্যমহাস্ত্রদ্বারা নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাঘাতে কোপান্বিত হইয়া মহোল্কাসদৃশ শরনিকরে তাহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; শিক্ষিতাস্ত্র বৃষসেনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র শরাভিঘাতজনিত ক্রোধ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্রপ্রভাবে হুতহুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রদ্বারা নকুলের সুবর্ণজালজড়িত বনায়ুদেশীয় শুভ্রবর্ণ অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সুবর্ণময় চন্দ্রপরিশোভিত চন্দ্র ও আকাশসবর্ণ অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে লম্ফপ্রদান করিয়া বৃষসেনের হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণপুত্রের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খঘাতে যাজ্ঞিকর্ত্তৃক নিকৃত্ত পশুর ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল। ঐ সময় সমরবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চ্চিত, নানাদেশসম্ভূত দুইসহস্র বীর বিজয়াভিলাষী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসিপ্রহারে নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন।

"তখন মহাবীর বৃষসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; নকুলও তাঁহাকে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষসেন নকুলশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা ভীমসেনপ্রভাবে সেই তুমুল রণস্থলে রক্ষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর কর্ণের আত্মজ বৃষসেন মহারথ নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরনিকরে নিরন্তর বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে অষ্টাদশশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই কর্ণসুত-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। বৃষসেন বিস্তীর্ণপক্ষ আমিষলুব্ধ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নকুলকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল বৃষসেন-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্রগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণসুত বৃষসেন শরজালদ্বারা নকুলের সহস্র তারকাসমলঙ্কৃত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত ছয়শরে তাঁহার গুরুভারসাধন, শত্রুগণের প্রাণনাশক, সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র, কোষনিষ্কাশিত, সুতীক্ষ্ণ অসি ছেদনপূর্ব্বক শাণিত শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর নকুল বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, খড়্গহীন ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অবিলম্বে

ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন অচলশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

"অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই দুই মহারথকে একরথে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তৎপরে অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন রোষপ্রভাবে হুতহুতাশনের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এই দেখ, নকুল কর্ণাত্মজনিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদিগের উপরও শরবর্ষণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর। 'হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাদ্রীতনয় নকুল তাঁহাকে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন, 'হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষসেনকে বিনাশ করুন।' তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কেশবকে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে অসঞ্চালন করিতে কহিলেন।"

৮৬তম অধ্যায়
সঙ্কুল যুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু বীরক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রুপদরাজের পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহাত্মা শিনির নপ্তা সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে কর্ণপুত্রের শরনিকরে ছিন্নশরাসন, খড়্গহীন, রথবিহীন ও নিতান্ত নিপীড়িত অবগত হইয়া পবনচালিত পতাকাযুক্ত, গভীর নিঃস্বনসম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ভুজগ গতিসদৃশ শরনিকরে আপনার হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপীড়িত করিয়া সত্বর মাদ্রীতনয়ের সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনির পুত্র, বৃক, চক্রাথ এবং দেবাবৃধ, কৌরবপক্ষীয় এই কয়েকজন মহারথ জলদগম্ভীরনিঃস্বন রথারোহণপূর্ব্বক অনবরত জ্যানির্ঘোষ ও শরবর্ষণ করিয়া সেই একাদশ বীরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কুলিন্দগণ তদ্দর্শনে নবজলধরসন্নিভ, পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ, বেগগামী মাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া সেই কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের হিমালয়সম্ভূত, সুবর্ণজালসমাবৃত, মদোৎকট মাতঙ্গগণ চপলা [বিদ্যুৎ] বিরাজিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কুলিন্দরাজ লৌহময় দশবাণে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত সাতিশয় নিপীড়িত করিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়া অচিরাৎ সুতীক্ষ্ণশরে হাকে মাতঙ্গের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া সূর্য্যরশ্মিসদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবীর শকুনি তদ্দর্শনে সত্বর তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

“অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শরনিকরে শতানীকের অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে নিহত ও নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় বহুতর আয়ুধ ও পতাকাযুক্ত অন্য তিন মহাগজ অশ্বত্থামার শরে আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্য্যোধনকে তাড়িত করিলে তিনি নিশিতশরনিকরে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহার মাতঙ্গকে নিহত করিলেন। গজরাজ দুর্য্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ষাকালীন বজ্রাহত গৈরিক ধাতুধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোণিতক্ষরণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দরাজের সহোদর হস্তী পতিত না হইতে হইতেই অবিলম্বে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ধরাতলে অবতরণ করিল এবং সত্বর অন্য এক মহামাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক ক্রাথের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ক্রাথ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কুলিরাজের সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই গজারূঢ় মহাবীর দুর্জয় ক্রাথাধিপকে শরনিকরে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ক্রাথ কুলিরাজসহোদরের শরে নিহত হইয়া বায়ুবিপাটিত বনস্পতির ন্যায় অশ্ব, সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃক সেই গজারূঢ় কুলিরাজসহোদরকে দ্বাদশশরে বিদ্ধ করিলে তাহার মাতঙ্গ পদাঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপ্রোথিত করিল। তখন বভ্রুতনয় শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক কুলিন্দরাজসহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বভ্রুতনয়ের শরে সমাহত হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এই অবসরে মহাবীর সহদেবতনয় বনন্দনকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজসহোদর সেই যোধবিদারণক্ষম মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশবাসনায় মহাবেগে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরাৎ তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

“হে মহারাজ! অনন্তর অন্যান্য কুলিন্দগণ নিহত হইলে আপনার ধনুর্ধারী পুত্রগণ মহা আহ্লাদে লবণসমুদ্রসম্ভূত শঙ্খসকল প্রধ্মাপিত করিয়া কার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে খড়্গ, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব, ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, বিদ্যুদ্বিরাজিত ও নির্হ্রদ[১]যুক্ত মেঘসকল মহামারুত বেগে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ নকুলপুত্র শতানীকের শরে নিহত হইয়া সুপর্ণের পক্ষবায়ুবিদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় একজন কুলিন্দ অসংখ্যশরে শতানীককে সমাহত করিতে লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুরদ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর বৃষসেন লৌহময় তিনশরে শতানীককে বিদ্ধ করিয়া ভীমকে তিন, অর্জ্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও জনার্দ্দনকে দ্বাদশশরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ কর্ণপুত্রের লোকাতীত কার্য্যসন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার

ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা অর্জ্জুনের পরাক্রম সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণপুত্রকে হুতাশনে আহূত বলিয়া বোধ করিলেন।

অর্জ্জুনশরে কর্ণতনয় বৃষসেন বধ

"অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দন নকুলকে হতাশ্ব ও বাসুদেবকে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া বৃষসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য বাণধারী নরবীর অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া, পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিয়াছিল, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনকে দক্ষিণভুজমূলে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃষ্ণকে নয়বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কর্ণতনয় অর্জ্জুনের উপর অগ্রে শরাঘাত করিলে মহাবীর পার্থ ঈষৎ রোয়পরবশ হইয়া তাঁহার বিনাশে মনোনিবেশপূর্ব্বক ললাটে ভ্রুকুটি বিস্তার করিয়া নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রোষকষায়িতলোচনে গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক সূতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ! আজ আমি তোমার সমক্ষেই দ্রোণপুত্র প্রমুখ বীরগণ এবং দুর্য্যোধন ও বৃষসেনকে নিশিতশরনিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়া থাকে যে, আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথমধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃযসেনকে বিনাশ করিব; তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রক্ষা কর। রে মূর্খ! তুমি আমাদের এই কলহের মূল; বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের আশ্রয়লাভে তোমার অন্তঃকরণে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব আমি অদ্য বৃষসেনের বিনাশের পর বলপূর্ব্বক তোমাকে বিনাশ করিব। আর যাহার নিমিত্ত এই লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবেন।'

"হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া শরাসন পরিমার্জ্জিত করিয়া বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক হাস্যমুখে অসঙ্কিতচিত্তে দশশরে তাঁহার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি ক্ষুর নিক্ষেপপুর্ব্বক তাহার শরাসন, বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কর্ণাত্মজ বৃষসেন অর্জ্জুনের ক্ষুরাস্ত্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া, বায়ুবেগভগ্ন কুসুমোপশোভিত অতি বিশাল শালবৃক্ষ যেমন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার আত্মজকে অর্জ্জুনশরে নিহত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কাতর ও রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

৮৭তম অধ্যায়

কর্ণসহ অর্জ্জুন যুদ্ধে কৃষ্ণের অভয়বাণী

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব দেবগণেরও দুর্নিব্বার্য্য মহাকায় সূতপুত্রকে উদ্বেল মহোদধির ন্যায় গর্জন করিয়া সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, ‘সখে! যাহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সেই কর্ণ শল্যসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে স্থির হও। ঔ দেখ মহাবীর কর্ণের কিঙ্কিণীজালজড়িত, নানা-পতাকাপরিবৃত, শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ আকাশস্থিত বিমানের ন্যায় সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপসন্নিভ [ইন্দ্রধনুকতুল্য] নাগকক্ষ [হাতীর হাওদা চিহ্নিত] ধ্বজ যেন আকাশমার্গ উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন দুর্য্যোধনের হিতচিকীর্ষায় বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া সমাগত হইতেছে। মদ্ররাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া অশ্বসঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিঃস্বন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। কর্ণের কোদণ্ডনিঃস্বন[ধনুকশব্দ]সমুদয় মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন কোপাবিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি দেবাসুরগন্ধর্ব্বসম্বলিত তিন লোক জয় করিতে পার। দেখ, জটাজুটধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তুমি সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গলপ্রদ মূর্তিমান্ দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রীত করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই শূলপাণির প্রসাদে ইন্দ্র যেমন নমুচিকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতপুত্রকে সংহার কর। তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয়লাভ হউক।’

“তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ‘হে সখে! তুমি সর্ব্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয়লাভ হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি রথসঞ্চালন কর, অর্জ্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। আজ তুমি হয় আমার বাণে কর্ণকে না হয় কর্ণের বাণে আমাকে ক্ষতবিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। যতদিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিবে।’

“হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় বাসুদেবকে কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে অসঞ্চালন কর।’ মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ ক্ষণকালমধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।”

৮৮তম অধ্যায়

রণক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছু কর্ণার্জ্জুন সমাগম

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি অর্জ্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাম্রনেত্রে [ক্রোধবশতঃ তাম্রবর্ণ নয়নে] তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া উদিত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতিনিসূদন বীরদ্বয় শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থানপূর্ব্বক গগনমণ্ডলস্থ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্যজয়াকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র ও বলিরাজের ন্যায় সমরে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণ তাহাদিগের রথনির্ঘোষ, জ্যাতলশব্দ, শরনিঃস্বন ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া দ্রুতবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অর্জ্জুনের ধ্বজে ভীষণ বানর বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সিংহনাদসহকারে সেই রথীদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বীরপুরুষ দুই বীরকে দ্বৈরথযুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন ও বস্ত্রকম্পন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বাদিধ্বনি ও শঙ্খনিঃস্বন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণও তূর্য্য ও শঙ্খের নিনাদে ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করিয়া দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে শূরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

“হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তূণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতিপ্রিয়দর্শন। তাঁহাদের স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, বাহুযুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, সুবিস্তীর্ণ বক্ষস্থল সুবর্ণ মাল্যদামে সমলঙ্কৃত ও সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চিত। পরিচারকগণ মহাবৃষভের ন্যায় গর্ব্বিত মহাবলপরাক্রান্ত বীরদ্বয়কে চামরবীজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে একজনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা বাসুদেব সারথ্য করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ততুল্য আশীবিষশিশুসন্নিভ বীরদ্বয় পরস্পরের বধসাধন ও জয়লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, প্রভিন্নগণ্ড [ভগ্ন গণ্ড] মাতঙ্গযুগলের ন্যায়, রোষাবিষ্ট পর্বতদ্বয়ের ন্যায়, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসঞ্জাত [দেবতার অংশে জাত-সূর্য্য হইতে কর্ণ, ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুন], দেবতুল্য বলশালী ও রূপে দেবতার অনুরূপ। সেই নানা শস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে সমরাঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে আগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণকে শালদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রুত সম্বর ও অমররাজের সদৃশ ঐ মহাবীরদ্বয় সংগ্রামে কার্ত্তবীর্য্যতুল্য, দশরথতনয় রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির তুল্য। তাঁহাদিগের বলবীর্য্য বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর সদৃশ। ঐ সময়ে তাঁহারা বাহ্বাস্ফোটনশব্দে নভস্থল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন কেহই সেই

একত্র সমবেত বীরদ্বয়ের মধ্যে যে কাহার জয়লাভ হইবে, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

"অনন্তর সিদ্ধ ও. চারণগণ সেই মহারথদ্বয়কে সমরাঙ্গনে শোভমান দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আপনার মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ সৈন্যসমভিব্যাহারে সমরশোভী [২] মহাত্মা কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন; ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের ও মহাবীর অর্জ্জুন পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন; বীরগণ পক্ষদ্বয়ের জয়পরাজয়দর্শনার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময় সেই সমরশোভী ক্রোধাবিষ্টচিত্ত বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি মহাধূমকেতুদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইল।

অন্তরীক্ষে কর্ণার্জ্জুন-পক্ষপাতিগণের সম্মেলন

"অনন্তর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণীগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের এবং ভূমণ্ডল অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতাসকল কেহ কর্ণ ও কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ; গরুড় ও অন্যান্য পক্ষী; রত্ন ও নিধি; চতুর্বেদ, আখ্যান, উপবেদ, উপনিষদ, রহস্য ও সংগ্রহ; বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয়; বৃক, শশ ও অন্যান্য মঙ্গলজনক পশুপক্ষী; অষ্টবসু, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দশদিক্‌, পদানুগ [অনুচর] সমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক; যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমুদয় রাজর্ষি এবং তুম্বরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। আদিত্য, অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সঙ্করজাতি, প্রেত, পিশাচ, অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুকুর ও ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিল। প্রাধেয়, মৌনেয়প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামদর্শনবাসনায় বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ু বাহনে আরোহণ করিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষসী, পক্ষী, তপোনিষ্ঠানিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধিসকল কোলাহলধ্বনি করিয়া নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা, ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া এবং মহাত্মা মহাদেব দিব্যযানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধদর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

ইন্দ্র-সূর্য্যদ্বন্দ্ব-কর্ণার্জ্জুনের জয়পরাজয়-প্রশ্ন

"অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন, -'অদ্য আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ করিবে।' সূর্য্যদেব কহিলেন, 'আমার আত্মজ কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রীলাভে কৃতকার্য্য হইবে।' এইরূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর

পৃথক পৃথক্ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে দেবর্ষি ও চারণগণসমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ মিলিত দেখিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অসুরগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমরগণ ও অন্যান্য ভূতসমুদয় অর্জ্জুনের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, "ভগবন্! অর্জ্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন্ বীর বিজয়লাভ করিবে? আমাদের মতে ইহাদিগের উভয়েরই জয়লাভ হওয়া উচিত, অতএব ইহারা উভয়েই সমরে ক্ষান্ত হউক। হে দেব! এই দুই বীরের বিবাদে সমস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কে বিজয়লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ব্রহ্মন্! ইহাদের উভয়েরই যে বিজয়লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।'

"হে মহারাজা তখন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভগবন্! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয়লাভ হইবে। এক্ষণে আমি আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে সুররাজ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তিসাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া তোমাকে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই জয়লাভ হইবে। সূতপুত্র দানবদিগের পক্ষ; অতএব তাহার পরাজয় হওয়া উচিত। অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজিত করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্যসাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা অর্জ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্যসংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহাত্মা ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ বীর অস্ত্রবলে ভগবান বৃষভবাহনের সন্তোষসম্পাদন করিয়াছিল, অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয়লাভ হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় মহাবলপরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও তপোবলসম্পন্ন; ঐ মহাবীর ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে; বিশেষতঃ জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহার সারথ্য করিতেছেন; অতএব কি নিমিত্ত তাহার জয়লাভ হইবে না? এক্ষণে অর্জ্জুনের জয় হইলে একটি দেবকার্য্যসাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ নিবারিত হয়। অতএব তাহারই জয়লাভ হওয়া উচিত।'

দেবগণের অর্জ্জুনজয়সিদ্ধান্ত

"হে দেবেন্দ্র! মহাবীর অর্জ্জুন তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, তাহার দৈববল মহত্ত্বনিবন্ধন পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উহার অরাতিগণ সমূলে উন্মূলিত হইবে সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব রোয়পরবশ হইলে সমরাঙ্গনে মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইঁহারা পুরাণ, ঋষি, নর ও নারায়ণ; ইঁহারাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইঁহারাই সকলকে শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই! কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত, কুত্রাপি ইহাদিগের তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য। প্রাণীগণ ইঁহাদিগের অনুগত হইয়া আছেন। ইঁহাদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে ইঁহারাই জয়শ্রী অধিকার করুন। আর এই সূতপুত্র দ্রোণের সহিত দেবলোক বা ভীষ্মের সহিত বসুলোক

প্রাপ্ত হউক।' হে মহারাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্ম এই কথা কহিলে দেবাদিদেবও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

"তখন দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মা ও রুদ্রদেবের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তত্রত্য সমুদয় প্রাণীকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাত্মগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উহাদের কথা কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করুন।' তখন তত্রত্য সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ হর্ষভরে নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্পবর্ষণ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত দ্বৈরথযুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনস্থ মহাবীর সেই বীরদ্বয়ের অধিকৃত দিব্যরথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর কর্ণ ও শল্য—ইঁহারাও হৃষ্টচিত্তে শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন।

কর্ণার্জ্জুনযুদ্ধ-রথী-সারথির সরস সমরালাপ

"অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের ভীরুজনভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিষসদৃশ, রত্নময়, সুদৃঢ় শক্রশাসনতুল্য হস্তিকক্ষধ্বজ এবং অর্জ্জুনের মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায়, ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত দুর্ণিরীক্ষ্য বিকটদশন বানরধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটি ধ্বজ প্রলয়কালে নভোমণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুগ্রহের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রামার্থী হইয়া স্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষাধ্বজে উৎপতিত হইল এবং গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্তদ্বারা উহা ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্রের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত কালপাশোপম [যমপাশসদৃশ] হস্তিকক্ষা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল। এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর দ্বৈরথযুদ্ধে প্রথমতঃ দুই ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক হ্রেষারব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বাসুদেব শল্যের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র হাস্যমুখে শল্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! যদি ধনঞ্জয় আজ আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, তাহা সত্য করিয়া বল।' শল্য কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! যদি আজ মহাবীর শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে তোমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমি সত্য কহিতেছি যে, আমি একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কৃষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বাসুদেব! যদি আজ কর্ণ আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?' কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হয়েন, যদি মহোদধি পরিশুষ্ক হয় এবং যদি

হুতাশন শৈত্যগুণ অবলম্বন করেন, তথাপি কর্ণ তোমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। আমি কর্ণ ও শল্যকে ভুজদ্বারা নিহত করিব।'

"হে মহারাজ! কপিকেতন অর্জ্জুন বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! সূতপুত্র ও শল্য উঁহারা উভয়ে সমবেত হইলেও আমি উঁহাদিগকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করি না। আজ তুমি অচিরাৎ দেখিতে পাইবে যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমর্পিত করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্নভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে মাধব! আজ কর্ণের পত্নীগণের বৈধব্যদশা উপস্থিত হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই দুঃখস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আজ তুমি কর্ণপত্নীদিগকে বিধবা দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দুরাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৃষ্ণাকে ও আমাদিগকে বারংবার উপহাস করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব মত্তমাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত বনস্পতিকে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে উন্মথিত করিব। হে গোবিন্দ! আজ সূতপুত্র নিপাতিত হইলে তুমি জয়লাভে আহ্লাদিত হইয়া অভিমন্যুর জননী, স্বীয় পিতৃষ্বসা [পিসী] কুন্তী, সজলনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অমৃততুল্য মধুরবচনে সান্ত্বনা করিবে।"

৮৯তম অধ্যায়
সমবেত কৌরবগণের অর্জ্জুন-আক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় নভোমণ্ডল দেব, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড়, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকাশপথ গীত, বাদ্য, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ আহ্লাদিত হইয়া বাদিত্রশব্দ, শঙ্খনিঃস্বন ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রধ্বনিত করিয়া শত্রুপীড়ন করিতে লাগিল। বীরগণের শোণিতধারা অনবরত নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা পরিবৃত, মৃতদেহপূর্ণ, শরশক্তি ঋষ্টিসঙ্কুল সমরাঙ্গন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয়পক্ষীয় সৈন্য ও সমুদয় দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্যান্য বীরগণ ভয়াকুলিতচিত্তে মহারথ অর্জ্জুন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্রদ্বারা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অম্বরতলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা দেবতা ও অসুরগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গনে ইতস্ততঃ মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকের নিঃস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ

সমুত্থিত হইলে মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয় শব্দায়মান মেঘমণ্ডল পরিবৃত শশাঙ্ক ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই অরাতিনিপাতন অজেয় বীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎদহনে প্রবৃত্ত পরিবেষমধ্যস্থ ময়ুখ-পরিশোভিত প্রলয়কালীন সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় অশঙ্কিতচিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয়পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

"তখন দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদারণ শরনিকরে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিকরে তাঁহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশবাণে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর একশত রথী, একশত গজারোহী এবং অশ্বারোহী, শক, যবন ও কাম্বোজগণ অর্জ্জুনের বধাভিলাষে সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সত্বর শরনিকর ও ক্ষুরদ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্রশস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলসাৎ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তূর্য্যনিঃস্বন, ধনঞ্জয়কে সাধুবাদপ্রদান ও তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ পুস্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু একমতাবলম্বী দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

সন্ধির জন্য অশ্বত্থামার দুর্য্যোধন অনুরোধ

"অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, 'হে মহারাজ! এক্ষণে ক্ষান্ত হও; আর পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে ধিক, এই সংগ্রামে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্মসদৃশ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়ে অবধ্য, এই নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি। অতএব এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক পরমসুখে চিরকাল রাজ্যশাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অর্জ্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবে। জনার্দ্দনের বিরোধে বাসনা নাই; যুধিষ্ঠির নিয়ত প্রাণীগণের হিতসাধনে তৎপর; আর বৃকোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য; অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। এক্ষণে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিলে প্রজাসকল ক্ষেমাবান্ হয়। অতএব তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন এবং সৈনিকপুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! যদি তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র,

যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা যে কার্য্যসম্পাদনে অসমর্থ হয়েন, অর্জ্জুন একাকী সেই কার্য্য সাধন করিল। হে রাজন! ধনঞ্জয় এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাচ আমার বচন লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনূগত হইয়া কালযাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমাকে সম্মান করিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার অতিশয় সৌহার্দ্য আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি। এক্ষণে তুমি ক্ষান্ত হইলে আমি সূতপুত্রকেও নিবারণ করিব। হে রাজন! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মতে বন্ধু চারি প্রকার;-সহজাত, সন্ধিজাত, ধনদ্বারা উপার্জ্জিত এবং উপবশতঃ স্বয়ং উপনীত। সহজাত অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বন্ধু; পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু। এক্ষণে সন্ধিদ্বারা তাঁহাদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। সম্প্রতি তুমি প্রসন্ন হইয়া যদি পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতালাভে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তোমা হইতে জগতের বিলক্ষণ হিতসাধন হইবে।

সন্ধিসম্বন্ধে দুর্য্যোধনের দোষপ্রদর্শন

"হে মহারাজ! পরমাত্মীয় অশ্বত্থামা এইরূপ হিতকথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া কহিলেন, 'সখে! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দুরাত্মা বৃকোদর শার্দুলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে কিরূপে সন্ধিস্থাপন করিব; আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারংবার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারা তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইবে না। বিশেষতঃ এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরুপর্ব্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনও কখনও কর্ণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুত্র! আজ অর্জ্জুন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে, সূতপুত্র এখনই উহাকে বিনাশ করিবে।

"হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিনয়পূর্ব্বক বারংবার আচার্য্যতনয়কে এইরূপ কহিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে কহিলেন, -'বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? শীঘ্র বাণবর্ষণ করিয়া শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হও।' "

৯০তম অধ্যায়

কর্ণার্জ্জুনযুদ্ধে উভয়পক্ষের বহু বীর বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ করিয়া হিমালয়সম্ভূত উদ্ভিন্নদন্ত[উদ্‌গত দন্ত-যৌবনপ্রাপ্ত] মত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই শঙ্খ ও ভেরীশব্দ সমাকুল সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সহসা মহামেঘে মহামেঘে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে সম্মিলিত হইতেছে; যেন নির্ঝর, বৃক্ষ লতা ও ওষধিযুক্ত উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত হইতেছে। তখন সেই মহাবলপরাক্রম বীরদ্বয়

পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও দানবরাজ বলির ন্যায় তাহাদের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে অনবরত শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বীরদ্বয় ধ্বজসমাযুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন, পদ্ম, উৎপল, মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে সমাবৃত, বায়ুসঞ্চালিত হ্রদদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, মহারথ বীরদ্বয় বজ্রসদৃশ সায়কে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম্ম, আভরণ ও অস্ত্রধারী উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোর সময়ে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন মত্তমাতঙ্গ বধার্থে ধাবমান মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অধিরথপুত্রের বিনাশার্থে গমন করিলে, দর্শনাভিলাষী বীরগণ মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অঙ্গুলি সমুত্থিত ও বস্ত্র বিধূনিত [পতাকা কম্পিত] করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী সোমকগণ চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,-'হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর।' হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য যোদ্ধা কর্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি শীঘ্র গিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর। পাণ্ডবগণ দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনরায় বনগমন করুক।'

"হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশশরে অর্জ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে, তিনিও হাস্য করিয়া সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্বয় অসংখ্য সুপুঙ্খ সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় বাহুস্ফোটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জনপূর্ব্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণা, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাঙ্মুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই অর্জ্জুনের শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদয় ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বারংবার কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভ্রুকুটিবন্ধনপূর্ব্বক তৎকালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সূতপুত্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা তৎসমুদয়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

"তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুঘাতন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্র ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবসন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরাঙ্গনে তদ্রূপ ঘোরতর নিঃস্বন হইতে লাগিল। তখন প্রতাপান্বিত সূতপুত্র সেই প্রজ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই মহাস্ত্রপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই অর্জ্জুনবাণসঞ্জাত অতি প্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। ঐ সময় মেঘমণ্ডলে সমুদয় দিগবিদিক্ ও আকাশমার্গ পরিব্যাপ্ত

হওয়াতে অন্ধতমস প্রভাবে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বায়ব্যাস্ত্রদ্বারা কর্ণের বারুণাস্ত্র নিবারণ করিলেন।

"অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্রতুল্যপ্রভাব, দেবরাজের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর, অঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ ও বরাহকর্ণ অনবরত নির্গত হইয়া সূত্রপুত্রের দেহ, অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড ভেদ করিয়া গরুড়ভীত ভুজঙ্গের ন্যায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা সূতপুত্র অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া ক্রোধবিবৃত নেত্রে সমুদ্রের ন্যায় গভীর নির্ঘোষসম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাস্ত্র [পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র] প্রাদুর্ভূত করিলেন। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে ধনঞ্জয়বিনির্ম্মুক্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য রথী, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পাঞ্চালদেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহারাও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র হর্ষভরে শরনিকরে পাঞ্চালদেশীয় রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে বলপূর্ব্বক নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা কর্ণের শরজালে বিদীর্ণকলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে ক্রোধোদ্ধত ভীমপরাক্রম সিংহকর্ত্তৃক নিহত গজযূথের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র বলপ্রকাশপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলস্থ প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ 'সূতপুত্রের জয়লাভ হইল' এই বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন।

কর্ণবধার্থ ভীমের অর্জ্জুন উত্তেজনা

"ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহারথ সূতপুত্রের পরাক্রম নিতান্ত দুর্ব্বিষহ ও ধনঞ্জয়নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষারুণিত লোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে বীর! আজ তোমার সমক্ষে এই অধর্ম্মপরায়ণ সূতনন্দন কিরূপে বলপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিল? পূর্ব্বে রুদ্রদেবের প্রভাবে কালকেয় অসুরগণও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; আজ সূতপুত্র দশশরে কিরূপে তোমাকে বিদ্ধ করিল? আজ সূতপুত্র তোমার নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে অর্জ্জুন! ঐ দুরাত্মা সূতপুত্র দ্রৌপদীকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে, আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে উহাকে সংহার কর। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত সূতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ? ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। পূর্ব্বে তুমি খাণ্ডবারণ্যে ভগবান পাবকের তৃপ্তিসাধনার্থে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য প্রাণীসমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াছিলে,

এক্ষণেও সেইরূপ ধৈর্য্যদ্বারা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। ঐ দুরাত্মা তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহাকে গদাঘাতে বিপ্রোথিত করিব।

"ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেবও কর্ণশরে অর্জ্জুনের অস্ত্রসমুদয় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—'হে সখে! আজ সূতপুত্র যে অস্ত্রদ্বারা তোমার অস্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ? ঐ দেখ, কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া সূতপুত্রের পুরস্কারপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে তমোগুণপ্রধান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও গর্ব্বিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভূতভাবন ভগবান শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, আজ সেইরূপ ধৈর্য্যসহকারে সূতপুত্রকে অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে সংহার কর। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা দানবরাজ নমুচিকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে তুমিও মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শনদ্বারা উহার শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রামনগরপরিপূর্ণা সাগরাম্বরা ধরণী প্রদান করিয়া স্বয়ং অসামান্য যশস্বী হও।'

অর্জ্জুনপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রে বহু বিপক্ষ বীরক্ষয়

"হে মহারাজ! মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভীমসেন ও বাসুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সূতপুত্রের সংহারে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বিক্রম স্মরণ ও ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবার কারণ অনুধাবন করিয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! আমি সূতপুত্রের বধ ও লোকের উপকারসাধনের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিতেছি; তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর, আর ভগবান, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ— ইঁহারাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।' হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম-অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন মহারথ সূতপুত্র জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন।' তদ্দর্শনে মহাবলপরাক্রান্ত ভীম একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! লোকে তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব তুমি অন্য এক ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা কর।'

"তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেনের বাক্যানুসারে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া দিবাকরের করজালসদৃশ সুতীক্ষ্ণ ভুজগের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত যুগান্তকালীন অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকালমধ্যে দিঙ্মণ্ডল ও সূতপুত্রের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অর্জ্জুনের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারাচসমুদয় অনবরত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিকে নিহত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন যোদ্ধা অর্জ্জুনশরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কোন বীরের করিশুসদৃশ দক্ষিণ ভুজদণ্ড অর্জ্জুনশরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের বামহস্ত ক্ষুরনিকৃত্ত হইয়া চর্ম্মের সহিত

ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে শরনিকরদ্বারা দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

"ঐ সময় মহারথ কর্ণও অর্জ্জুনের প্রতি পর্জ্জন্য [মেঘ] নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে তিন তিন শরে আঘাত করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্র শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর সন্ধান। করিয়া তিনশরে সূতপুত্রকে, একশরে তাঁহার ধ্বজ, চারিশরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণবর্ম্ম সমলঙ্কৃত সভাপতির প্রতি দশ দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রাজকুমার সভাপতি অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সারথি, শরাসন ও কেতুবিহীন হইয়া পরশুনিকৃত্ত শালবৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশশরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারিশত দ্বিরদ, আয়ুধসম্পন্ন আটশত রথী, আরোহিসমবেত সহস্র সহস্র অশ্ব ও আটসহস্র পদাতিকে নিহত করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সূতপুত্রকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া, ফেলিলেন।

"অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে কহিতে লাগিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অল্পকালমধ্যেই কৌরবপক্ষীয় সমুদয় বীরগণকে নিহত করিবে।' মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরমযত্নসহকারে অনবরত মর্ম্মচ্ছেদী শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আঘাত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবলপরাক্রান্ত বীরদ্বয় মহাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মন্ত্র ও ওষধিদ্বারা বিশল্য হইয়া যুদ্ধসন্দর্শনার্থ সত্বর সংগ্রামস্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে অশ্বিনীকুমারযুগলপ্রমুখ স্বর্গবৈদ্যগণকর্ত্তৃক চিকিৎসিত, অসুরশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সুররাজ পুরন্দরের ন্যায়, রাহুর করাল আস্য দেশ হইতে বিমুক্ত অখণ্ড চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

কর্ণশরে পাণ্ডবনিপীড়ন

"হে মহারাজ! তৎকালে স্বর্গবাসী ও ভূতলনিবাসিগণ অনিমেষ নেত্রে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম। অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় অনবরত জ্যানিঃস্বন ও তলধ্বনিপূর্ব্বক বিবিধ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোররবে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র একশত ক্ষুদ্রক ও নির্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় কঙ্কপত্রভূষিত তৈলধৌত অপরাপর বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি ষষ্টিশরে বাসুদেবকে ও আটবাণে পুনরায় অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে বৃকোদরের মর্ম্মভেদপূর্ব্বক অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার

অনুগামী সোমকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সোমকগণ ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া, মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল; অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ সূতপুত্রও অসংখ্যশরে তাঁহাদিগকে নিস্তব্ধ করিয়া তাঁহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও রথসকল নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরগণ সূতপুত্রের শরপ্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসমুন্মথিত [সিংহকর্ত্তৃক বিদীর্ণদেহ] কুক্কুরগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের নিধন। ও তাহার সাহায্যের নিমিত্ত মহাবেগে সমাগত পাঞ্চালগণকে সুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে আপনাদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান করিয়া তলধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এইবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কর্ণের বশবর্তী হইতে হইবে।

অর্জ্জুনযুদ্ধে কৌরবপলায়ন

"তখন সূতপুত্রের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে কর্ণের শরসমুদয় নিরাকৃত করিয়া শরাসন হইতে জ্যা অবনমিত করিয়া চাপজ্যা পরিমার্জনপূর্ব্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাস্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইল। ঐ সময় আকাশস্থিত জীবসকল সুগন্ধ সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শল্যের বর্ম্মোপরি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমতঃ দ্বাদশবাণে ও পুনরায় সাতশরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের অশনিসদৃশ শরে সাতিশয় সমাহিত হইয়া রুধিরাক্তকলেবর হইলে তাঁহাকে প্রলয়কালীন শ্মশানমধ্যস্থিত শোণিতদিগ্ধগাত্র রুদ্রদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূতপুত্র সুররাজসদৃশ ধনঞ্জয়কে তিনশরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশবাসনায় তাঁহার প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাঁচ শর তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচটি মহাসর্প। উহারা সূতপুত্রকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের বর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক মহাবেগে পাতালপ্রবেশ ও ভোগবতীজলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে দশভল্লে তাঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৃণদহপ্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরনিকরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্লেশনিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল ধৈর্য্যাতিশয়প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় দিক্, বিদি, সূর্যরশ্মি ও অধিরথনন্দনের রথ এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল নীহারসমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন পার্থ একাকীই ক্ষণকালমধ্যে দুর্য্যোধন-প্রেরিত দ্বিসহস্র চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অশ্ব, রথ ও সারথি সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা ও হতাবশিষ্ট কৌরবগণ নিহত ও ক্ষতবিক্ষত আত্মীয়দিগের এবং বিলাপমান পিতা ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে

লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে দশদিকে পলায়ন করিয়াছে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রত্যুত হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।”

৯১তম অধ্যায়

মাতৃবধপ্রতিহিংসার্থ অশ্বসেনের কর্ণপক্ষাশ্রয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অস্ত্রপ্রভাবে কৌরবগণ সসৈন্যে পলায়ন করিয়া দূরে অবস্থানপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল অর্জ্জুনাস্ত্র অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার বধার্থী অর্জ্জুনের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, নিহত ও পলায়িত অবলোকন করিয়া দৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফোরণপূর্ব্বক পরশুরামের নিকট শিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া এককালে আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের বাণবর্ষণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে কৌরব ও সোমকগণ শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষী ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় নিরন্তর শরসন্ধান করিয়া সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞ্জয় সূতপুত্রের অপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই পরস্পরছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয়ের দুর্ব্বিষহ ঘোর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণীগণ কেহ কেহ ‘সাধু কর্ণ’ ও কেহ কেহ বা ‘সাধু অর্জ্জুন’ বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; ঐ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের গতায়াতে সমরাঙ্গন বিদলিত হইয়া গেল।

“হে মহারাজ! পূর্বে অশ্বসেননামে যে সর্প খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত হইয়া রোষভরে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময় সেই নাগরাজ অর্জ্জুনকৃত মাতৃবধজনিত পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ করিয়া বেগে পাতালতল হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া বৈরনির্য্যাতনের ‘এই প্রকৃত অবসর’, ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ণের সেই একতূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই বীরদ্বয়ের কিরণজালময় অস্ত্রজালে দশদি ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব ও সোমকগণ সেই ভীষণ বাণান্ধকার দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তৎকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাপুরুষদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দিব্যচামর বীজন ও চন্দনসলিলে সেচন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ পুরন্দর ও দিবাকর করতদ্বারা তাঁহাদিগের মুখকমল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন।

পার্থবধার্থ কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রের বিফলতা

"তৎকালে সূতপুত্র যখন বলবীর্য্যে অর্জ্জুনকে কোনক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই একতূণীরশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ঐ শর ঐরাবতনাগবংশসম্ভূত। সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের নিধনার্থ অতিযত্নসহকারে উহা বহুদিন সুবর্ণ তূণীরমধ্যে চন্দনচূর্ণোপরি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অর্জ্জুনের মস্তকচ্ছেদনার্থে সেই জ্বালাকরাল সর্পমুখ শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সেই সর্পবাণ শরাসনে সংহিত হইলে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, শত শত ভীষণ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালগণ হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে যে ঐ ভীষণশরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে প্রবেশ করিয়াছিল, সূতপুত্র তাঁহার কিছুই বিদিত হয়েন নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ণের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া 'একেবারেই আমার আত্মজ অর্জ্জুন বিনষ্ট হইল' মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি সুররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে ইন্দ্র! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। মহাবীর ধনঞ্জয়ের জয়শ্রীলাভ হইবে।' ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রকে সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ! এই শরটি অর্জ্জুনের গ্রীবাচ্ছেদনে সমর্থ হইবে না; অতএব যদ্দারা অর্জ্জুনের মস্তকচ্ছেদন করা যাইতে পারে, এমন একটি শর সন্ধান কর।' তখন মহাবীর সূতপুত্র মদ্ররাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষারুণিত-লোচনে কহিলেন, 'হে শল্য! কর্ণ কখনই এক শরসন্ধানপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য শর সন্ধান করে না এবং আমার সদৃশ ব্যক্তিরা কদাচ কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না।' সূতপুত্র শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয়লাভার্থে উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষ-পরিপূজিত, প্রযত্নসহকারে সংরক্ষিত, ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি এইবারই বিনষ্ট হইলে।' তখন সেই কর্ণশরাসনচ্যুত, হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত, অতি ভীষণ সায়ক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত দেখিয়া সত্বর পদদ্বারা রথ আক্রমণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভূতলমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। অর্জ্জুনের সুবর্ণজালজড়িত চন্দ্রমরীচির ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বগণও জানু আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডলে তুমুল কোলাহল সহকারে বাসুদেবের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল এবং অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

"এইরূপে মহাত্মা মধুসূদনের প্রযত্নে অর্জ্জুনের রথ ভূতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগাস্ত্র ধনঞ্জয়ের ইন্দ্রদত্ত সুদৃঢ় কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ঐ ত্রিলোকবিশ্রুত, সুবর্ণখচিত, মণিহীরকসমলঙ্কৃত, সূর্য, চন্দ্র ও জ্বলনের ন্যায় দীপ্তিশীল, মহামূল্য কিরীট ভগবান স্বয়ম্ভু স্বয়ং তপোবলে প্রযত্নসহকারে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা নিরীক্ষণ করিতে ভীত হইত। পূর্ব্বে পুরন্দর অসুরসংহারকালে অর্জ্জুনকে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন। উহা রুদ্রের পিনাক, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের বজ্র ও কুবেরের সায়কদ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এক্ষণে দুষ্টস্বভাব অশ্বসেন সূতপুত্রের শরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের সেই কিরীট বিমর্পিত করিল।

"হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুবর্ণ-জাল-পরিবৃত অতি ভাস্বর কিরীট বিষাগ্নিদ্বারা বিমথিত ও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া অস্তগিরিশিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বজ্র যেমন ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপপরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচূর্ণিত এবং প্রবলবায়ু যেমন ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘটিত করে, তদ্রূপ সেই নাগাস্ত্র অর্জ্জুনের দিব্যকিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ত্রিভুবনমধ্যে একটি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও স্খলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিতচিত্তে শ্বেতবর্ণবসনদ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া শিখরগত সূর্য্যমরীচিদ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয়পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অর্জ্জুনের সহিত বদ্ধবৈর [অত্যন্ত শত্রুতাভাবাপন্ন] সূতপুত্রনিক্ষিপ্ত নাগ ধনঞ্জয়কে পাতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল।

কর্ণার্জ্জুনসহ অশ্বসেননাগের পরিচয়

"হে মহারাজ! ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহোরগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুজঙ্গ কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে কর্ণ! তুমি আমাকে না দেখিয়াই প্রয়োগ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করিতে পারিলাম না; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমার ও আমার শত্রুকে সংহার করিব।' তখন মহাবীর কর্ণ ভূজঙ্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে ভদ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। এক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল।' নাগ কহিল, 'হে কর্ণ! পূর্ব্বে অর্জ্জুন আমার মাতৃবধ করিয়াছিল, তদবধি উহার সহিত আমার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। অতএব যদি স্বয়ং দেবরাজও উহার রক্ষক হয়েন, তথাপি আমি উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।'

"তখন সূতপুত্র কহিলেন, 'হে নাগ! কর্ণ কখন অন্যের বলবীর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরবিজয়ী হয় না এবং একশত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে হইলেও কখন এক শর দুইবার সন্ধান করে না। অতএব আমি রোষ ও যত্নসহকারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শরে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন কর।' হে মহারাজ! সূতপুত্র এইরূপ কহিলে নাগরাজ তাঁহার সেই বাক্য অসহ্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক রোষভরে অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি শীঘ্র ঐ কৃতবৈর উরগপতিকে বিনাশ কর।' তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় মধুসূদনকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! যে মহানাগ গরুড়মুখগমনোদ্যতের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে?' কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি যৎকালে খাণ্ডবদাহনপূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলে, সেই সময় ঐ ভুজঙ্গের মাতা আপনার ক্রোড়ে উহাকে লুক্কায়িত করিয়া আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছিল, তুমি তৎকালে উহার মাতাকে বিনাশ করিয়াছিলে, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাও নাই। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা সেই

মাতৃবধজনিত পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশবাসনায় আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সমাগত হইতেছে।

অর্জ্জুনের অশ্বসেন সংহার—পুনঃ কর্ণসহ যুদ্ধ

"হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া নভোমণ্ডলে পক্ষীর ন্যায় সমাগত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিতশরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভুজগরাজ নিহত হইলে পুরুষোত্তম হৃষীকেশ স্বয়ং বাহুযুগলদ্বারা পৃথিবী হইতে অর্জ্জুনের রথ উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছযুক্ত নিশিত দশশরে পুরুষপ্রধান ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুনও কর্ণের প্রতি সুশাণিত দ্বাদশ বরাহকর্ণবাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন পুনরায়, শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক এক আশীবিষসদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রাণসংহারার্থ যেন তাঁহার মর্ম্ম বিদারণ ও রুধিরপান করিয়া শোণিতলিপ্ত গাত্রে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র সেই শরপাতে দণ্ডবিঘট্টিত সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমতঃ দ্বাদশশরে জনার্দ্দনকে ও নবতিশরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞ্জয়ের দেহ বিদারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দরতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের আহ্লাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, সুররাজ ইন্দ্র যেমন বলাসুরের মর্ম্ম বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য শরে সূতপুত্রের মর্ম্মভেদ করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি যমদণ্ড সদৃশ নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎপরে তাহার স্বর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডলদ্বয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পীরা বহু যত্নসহকারে দীর্ঘকালে কর্ণের যে মহামূল্য ভাস্বর বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষণকাল মধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বর্ম্ম বিরহিত কর্ণকে নিশিত চারিশরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিলে সূতপুত্র সান্নিপাতিকজ্বরাক্রান্ত [বায়ু-কফের দ্বন্দ্বযুক্ত বিষম জ্বরে আক্রান্ত—বিকারগ্রস্ত] আতুরের ন্যায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন শরাসননির্গত নিশিত শরনিকরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিতক্ষরণ করিয়া গৈরিক ধাতুধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন।

অর্জ্জুনশরে কর্ণের মূর্চ্ছা

"অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রৌঞ্চবিদারণ কার্তিকেয়ের ন্যায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড-সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া ইন্দ্রায়ধসদৃশ শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরমধার্মিক, ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিকে নিপাতিত করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। তখন ইন্দ্রাবরজ [ইন্দ্রের কনিষ্ঠ] বাসুদেব সসম্ভ্রমে ধনঞ্জয়কে কহিলেন,""হে অর্জ্জুন!

তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ? পণ্ডিতেরা দুর্ব্বল অরাতিদিগকেও নিধন করিতে কালপ্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা ব্যসননিমগ্ন শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন পুরন্দরের ন্যায় সত্বর উহাকে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমার অভিমুখীন হইবে।

"হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবরাজ বলিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শরনিকরদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ বসন্ত বাণদ্বারা সূতপুত্রকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিলেন। স্থূলাবক্ষাঃ সূতনন্দন অর্জ্জুনের বৎসদন্তবাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত অশোক, পলাশ ও শাল্মলিবৃক্ষ এবং চন্দনকাননে সমাকীর্ণ অচলের ন্যায়, বৃক্ষশ্রেণীপরিপূর্ণ বিকশিত কর্ণিকার [সোঁদাল ফুল] পরিশোভিত হিমালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বসুন্ধরার কর্ণরথচক্রগ্রাম-কর্ণের আক্ষেপ

"হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্তাচলগামী দিনকরের করজালসদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্জ্জুনও নিশিতাগ্র শরনিকরদ্বারা সেই ভুজঙ্গমের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণনির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, রোষিত, সর্পের ন্যায়, বিশিখজাল বর্ষণপূর্ব্বক দশবাণে অর্জ্জুন ও ছয়বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহাযুদ্ধে কর্ণের উপর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভীষণ উগ্রনিঃস্বন রৌদ্রশর ক্ষেপণ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের বিনাশকাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্যভাবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শাপবৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করিয়া কহিলেন, 'সূতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন।' কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃথিবী তাঁহার রথের বামচক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণসন্তানের শাপে সূতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল; রথও বেদিবন্ধবিশিষ্ট পুষ্পিত চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।

"হে মহারাজ! এইরূপে সুতপুত্রের সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘূর্ণিত, পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় বিপন্ন ও বিহ্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই সকল ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত বিধূনন[কম্পন]-পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ধার্মিক ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্ম্মরক্ষণে যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকি; ধর্ম্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম আর নিয়ত ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন না।' মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এইরূপ কহিতে কহিতে অর্জ্জুনশরে বিচলিত হইলেন। তাঁহার অশ্ব ও সারথি স্খলিত হইল, তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিল প্রযত্ন হইয়া বারংবার ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ তিনবাণে বাসুদেবের হস্ত ও সাতবাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন; অর্জ্জুনও তাঁহার উপর

দেবরাজের বজ্রসদৃশ অনলোপম [গাণ্ডীবের গুণ—ধনুকের ছিলা] ভীমবেগ সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরজাল প্রবলবেগে কর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

"তখন সূতনন্দন কম্পিতাত্মা হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বলপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন; শত্রুনিসূদন অর্জ্জুনও তদ্দর্শনে ঐন্দ্র অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা ও অন্যান্য শরনিকর মন্ত্রপূত করিয়া বারিবর্ষী পুরন্দরের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পার্থরথনিঃসৃত তেজোময় শরজাল সূতপুত্রের রথসমীপে প্রাদুর্ভূত হইল; মহারথ কর্ণও সেই সম্মুখাগত শরজাল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্ণিবীর বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর।' তখন ধনঞ্জয় অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত ও শাসনে সংযোজিত করিয়া শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতপুত্র সুনিশিতশরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশবাণে অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের যে একশত জ্যা আছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যাসংযোজিত ও মন্ত্রপূত করিয়া সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র অবিলম্বে অন্য জ্যা সংযোজন করিলে কর্ণ তাঁহার জ্যা-যোজন-বৃত্তান্ত [গুণসংযোজিত করার রহস্য] বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন।

কর্ণের রথচক্র উদ্ধারচেষ্টা

"অনন্তর সূতপুত্র অস্ত্রজালে সব্যসাচীর অস্ত্র ছেদনপূর্ব্বক অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্রে নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! প্রধান অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণের সমীপবর্ত্তী হও।' শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর দিব্য-রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময়ে বসুমতী সূতপুত্রের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয়দ্বারা চক্রের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গিরিকানন-সমবেতা সপ্তদ্বীপা মেদিনী কর্ণের বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইলেন; কিন্তু সূতপুত্রের রথচক্র কোনক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগপূর্ব্বক কোপাবিষ্ট অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈববশতঃ আমার দক্ষিণচক্র পৃথিবীতে প্রোথিত হইয়াছে। এ সময়ে তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ, এক্ষণে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে অর্জ্জুন! সাধুব্রতাবলম্বী শূরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাচমান, ন্যস্তশস্ত্র, বাণবিহীন, কবচহীন ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরতম [সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর], ধার্ম্মিক, যুদ্ধধর্ম্মাভিজ্ঞ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদপারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ভূতলগত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি।

তুমি রথোপরি অবস্থান করিতেছ, অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমাকে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি বাসুদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই; তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমাকে ক্ষমা কর।”

৯২তম অধ্যায়

কৃষ্ণের কর্ণ তিরস্কার-যুদ্ধে অর্জ্জুন-উদ্বোধন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখো, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে যখন সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধিপরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা, যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন [বিষমিশ্রিত অন্ন] ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবতনগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে “হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিকে বরণ কর” এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয়পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণসমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেমন পুষ্করদ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমকদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।’

কৃষ্ণবাক্যে কোপপরায়ণ কর্ণের পুনঃ সমর

“হে মহারাজ! মহাবীর সূতনন্দন বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাকস্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শরাসন উদ্যত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে পার্থ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর।’ মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সূতপুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন; তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে সূতপুত্রের প্রতি শরবৃষ্টি প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সেই প্রজ্বলিত পাবক নির্ব্বাণ করিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের সায়ক প্রভাবে জলদজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্তচিত্তে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সূতপুত্রের সমক্ষেই সেই অস্ত্রজাল অপসারিত করিলেন।

“অনন্তর সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার বাসনায় এক প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ ও শরাসনে সংযোজন করিলেন। ঐ শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈলকাননসম্পন্ন অবনী বিচলিত হইল; সমীরণ কর্করাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল; দিঙ্মণ্ডল ধূলিপটলে পরিবৃত হইয়া গেল; দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই কর্ণবিসৃষ্ট অশনিসদৃশ শিতধার সায়ক, ভুজগরাজ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সূতপুত্রের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব কোদণ্ড শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইলেন। ঐ অবসরে মহাবীর কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারাভিলাষে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগলদ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈবপ্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না।

“অনন্তর অর্জ্জুন সংজ্ঞালাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক যমদণ্ডসদৃশ বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তকচ্ছেদন কর।’ তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের রথধ্বজস্থিত বিমলার্কসদৃশ [উজ্জ্বল সুর্য্যসদৃশ] হস্তিকক্ষা [ধ্বজকেতু] ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের ঐ সুবর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত হস্তিকক্ষাকেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পীগণের প্রযত্নে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ কক্ষাদর্শনে আপনার সৈন্যগণের মনে বিজয়বাসনা. এবং অরাতিগণের মনে ভয়সঞ্চার হইত। উহার প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অগ্নিসদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ ক্ষুরপ্রদ্বারা অধিরথনন্দনের ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণের দর্প, যশ, প্রিয়কার্য্য ও মনোরথসকল ভগ্ন এবং হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সূতপুত্রের বিজয়াশা তাহাদের মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল।

অর্জ্জুন-বাণে কর্ণের প্রাণসংহার

“অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশবাসনায় তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্র, হুতাশনের দণ্ড ও দিবাকরের তীক্ষ্ণ রশ্মিসদৃশ অঞ্জলিক নামে এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ মর্ম্মভেদী বাণ মাংস ও শোণিত লিপ্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণনাশক। উহার পরিমাণ তিন অরত্নি [কিছু কম তিন হাত] ও ছয় পাদ। উহা ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, মহাদেবের পিনাকের ন্যায় ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ এবং দেবতা ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ; মহাত্মা অর্জ্জুন সতত উহার পূজা করিতেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করাতে চরাচর বিচলিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেই অনুপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন যে, ‘যদি আমি তপানুষ্ঠান, গুরুজনের সন্তোষসাধন ও সুহৃদগণের হিতকথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অরাতিঘাতন মহাস্ত্র অবিলম্বে প্রবল শত্রু সূতপুত্রের প্রাণসংহারপূর্ব্বক আমাকে জয়শ্রী প্রদান করুক।’ মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সেই অন্তকেরও অনতিক্রমণীয় সাক্ষাৎ আথর্ব্বণ [বৃহস্পতিকৃত অথর্ব্ব বেদোক্ত অভিচার ক্রিয়া-অসুরবধের জন্য সুরগুরু বৃহস্পতি ঐরূপ আশুফলপ্রদ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন] ও আঙ্গিরস কার্য্যের ন্যায় অতি ভীষণ, চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভ অঞ্জলিক শর সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত সায়ক সেই অপরাহ্নকালে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, পুরন্দরনিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরের শিরচ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ সূতপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্নমস্তক গৃহস্থ যেমন অতিক্লেশে ধনরত্নপরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার সাতিশয় সুরূপ, সতত সুখোপভোগপরিবর্ধিত দেহ অতিকষ্টে পরিত্যাগপূর্ব্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সূতপুত্রের ধনঞ্জয়শরনির্ভিন্ন [অর্জ্জুনবাণে ছিন্ন] উন্নত কলেবর ও কুলিশবিদলিত [বজ্রবিদারিত] গৈরিক ধারাস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল।

কর্ণমরণে কৌরবপলায়ন

“হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সমরে নিপতিত হইলে, তাঁহার দেহ হইতে একটি তেজ বিনির্গত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া সুর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে যোধগণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রহিল। ঐ সময় বাসুদেবসমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের নিধনে যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া অতি গম্ভীরস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত নিধূনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ প্রফুল্লমনে অর্জ্জুনসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নৃত্য ও সিংহনাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘আজ ভাগ্যবলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।’

“হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে পাণ্ডবসৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া দিবাবসানসময়ে অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্যপ্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার সমরাঙ্গনে নিপতিত

ছিন্নমস্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, অস্তগত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শরনিকর-সমাচিত শোণিতপরিপ্লুত [রক্তাক্ত] কলেবর কিরণজালপরিব্যাপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন অস্তগমনকালে স্বীয় প্রভাজাল লইয়া গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া গমন করিল, কৌরবগণও শক্রশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও ভয়বিগহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত [প্রভাসমূহে প্রদীপ্ত] ধ্বজ বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া দশদিকে ধাবমান হইলেন।”

৯৩তম অধ্যায়
শল্যকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন সমীপে কর্ণবধ সংবাদদান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সুতপুত্রকে নিহত করিলে মহারথ শল্য সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ও ছিন্নপরিচ্ছদ রথ লইয়া ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া অপূর্ণনয়নে দীনভাবে বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য বীরগণ শরসমাচিত ও শোণিতলিপ্তগাত্রে সহসা অধঃস্খলিত দিবাকরের সদৃশ সূতপুত্রকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময়ে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ কেহ আহ্লাদিত, কেহ ভীত, কেহ শোকার্ত্ত ও কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন বর্ম্ম, আভরণ, অম্বর ও আয়ুধ ছিন্নভিন্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ নির্জন বনে গোযূথ যেমন বৃষভ নিহত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষণ সিংহনাদে ও বাহ্বাস্ফোটনশব্দে রোদসী [অন্তরীক্ষ] পরিপুরিত করিয়া আপনার পুত্রগণকে বিভ্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মহা আহ্লাদে শঙ্খধ্বনি ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কেশরী যেমন হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

"অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিতচিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বাষ্পগদগদবচনে কহিতে লাগিলেন, 'হে মহারাজ! তোমার গিরিশিখরসদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ শত্রুসৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর কর্ণ প্রথমতঃ বাসুদেব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি তোমার শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। এই নিমিত্তই তাঁহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমরা বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ! কুবের, যম ও বাসবের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন শৌর্য্যশালী বিবিধগুণভূষিত অবধ্য ভূপালগুণ তোমার কার্য্যসংসাধনে উদ্যত হইয়া পাণ্ডবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা অতিশয় সুকঠিন। এক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের বাক্যশ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি পর্য্যালোচনা করিয়া বিচেতনপ্রায় হইয়া দীনমনে বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।"

৯৪তম অধ্যায়
কৌরবসৈন্যগণের পলায়ন বিভীষিকা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! কর্ণার্জ্জুনের সেই ভীষণ সংগ্রামদিবসে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! ঐ দিন যেরূপ লোকক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনঞ্জয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় কোন যোদ্ধাই সৈন্যসংস্থাপনে ও পরাক্রমপ্রকাশে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কিত, শস্ত্রবিক্ষত ও নাথবিহীন কৌরবসেনাগণ সমুদ্রমগ্ন প্লবহীন বণিক্‌দিগের ন্যায় কিরূপে সমরসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জ্জুনের শরজালে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষগণের ন্যায় ও ভগ্নদংষ্ট্র [দাঁতভাঙ্গা] ভুজঙ্গমকুলের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ যন্ত্রকবচবিহীন [বিঘ্নবিনাশক গ্রহ-কবচাদি ও বর্মাদি], ভয়ার্দ্দিত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্পিত করিয়া পলায়নপূর্ব্বক ‘অর্জ্জুন ও বৃকোদর আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে’ এইরূপ মনে করিয়া নিপতিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে দশদিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণদ্বারা রণসমুদয়, রথসমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ ও অশ্বসমুদয়দ্বারা পদাতিসকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ব্যালতস্করসমাকীর্ণ অরণ্যে নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রামস্থলে আপনার পক্ষীয় যোধগণেরও তদ্রূপ দুরবস্থা হইল। তাহারা সূতপুত্রের নিধনে আরোহিবিহীন গজযূথের ন্যায়, ছিন্নহস্ত মনুষ্যগণের ন্যায় নিতান্ত বিপন্ন হইল এবং সমুদয় জগৎ পাণ্ডবময় অবলোকনপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

দুর্য্যোধনের অর্জ্জুনবধে উদ্যম—সঙ্কুলযুদ্ধ

“হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, ‘হে সূত! তুমি সৈন্যগণমধ্যে শনৈঃ শনৈঃ অশ্বসঞ্চালন কর। আজ আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিব সন্দেহ নাই। মহাসাগর যেমন বেলা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমাকে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আজ আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, মহামানী বৃকোদর ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব।’

“হে মহারাজ! তখন কুরুরাজের সারথি তাঁহার শূর [বীর] ও আর্য্যলোকের [মাননীয়] ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুভাবে তাঁহার স্বর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজ, অশ্ব ও রথবিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনাসমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ ভীম ও দ্রুপদনন্দনের নাম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ভূতলস্থ যোধগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবার মানসে গদাহস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায়

রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে তাড়িত করিতে লাগিলেন; তখন পদাতিগণও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গকুলের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিয়া জীবসংহর্ত্তা অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে মহাবল পাণ্ডুনন্দন আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীরপুরুষকে বিনাশপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবপক্ষের নিপীড়নে কৌরব পলায়ন

"অনন্তর বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় কৌরবপক্ষীয় রথীগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনের সৈন্য নিপীড়িত করিয়া শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও রথীগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্বেতাশ্বযুক্ত কৃষ্ণসঞ্চালিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে পুরুষপ্রধান মহারথ পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কৌরবপক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদার নির্ম্মিত ধ্বজযুক্ত পারাবতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব লঘুহস্তে গান্ধাররাজের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক অন্যান্য সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদেয়গণও গান্ধাররাজের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণকে পরাজিত ও সমপরাঙ্মুখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

"তখন পরাক্রান্ত সব্যসাচী অর্জ্জুনহতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে রথীগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব বিস্ফারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমুদয় সংগ্রামস্থল ধূলিপটলসমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে সৈনিকগণ পলায়ন-পরায়ণ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পূর্ব্বে দানবরাজ বলি যেমন যুদ্ধার্থে দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বারংবার দুর্য্যোধনকে ভৎসনা করিয়া তাঁহার প্রতি, ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত

অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবার মানসে কহিলেন, 'হে বীরগণ! এক্ষণে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে; অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতি অল্প এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া জয়লাভ করিব। হে যোধগণ! যদি তোমরা এক্ষণে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমনপূর্ব্বক তোমাদিগকে নিপতিত করিবে; অতএব তাহা না করিয়া সমরে প্রাণত্যাগ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু সুখজনক। সমরে প্রাণত্যাগ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অত্যন্ত সুখভোগ হয়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি বীর, কি ভীরু পুরুষ, কাহারও পরিত্রাণ নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবে? তোমরা কি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া কোপাবিষ্ট বৃকোদরের বশীভূত হইতে উদ্যত হইয়াছ? পিতৃপিতামহাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়দিগের সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম আর কিছুই নাই। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গের উত্তম পথ আর নাই। তোমরা অবিলম্বেই নিহত হইয়া স্বর্গলাভ কর।'

"হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপে সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা অরাতিশরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল।"

৯৫তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি শল্যের সাময়িক উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে সৈন্যদিগকে বিনিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত দেখিয়া ভীত ও বিমোহিতচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাজ! ঐ দেখ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে মাতঙ্গগণ একেবারে শরভিন্নকলেবর, বিহ্বল ও গতাসু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বৃক্ষ ও ওষধিসম্পন্ন বজ্রবিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত হইয়াছে এবং উহাদিগের বর্ম্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে সুবর্ণজালপরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শরনির্ভিন্নদেহ, নিতান্ত নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে; কতকগুলি নেত্র পরিবর্তিত করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে। রণস্থল বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণীনদীর ন্যায় এবং সুবর্ণজালজড়িত যোধহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজালপরিবৃত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ

সমস্ত রথের তূণীর, পতাকা, কেতু, অনুক, ত্রিবেণু, যোক্ত্র, চক্র, অক্ষ, ইষু ও যুগ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। উহাদের নীড়সমুদয় ভগ্ন ও বন্ধনসকল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মহাবেগগামী তুরঙ্গমগণ ঐ সকল রথ বহন করিত। কোন স্থানে স্খলিত বর্ম্ম, স্খলিতাভরণ, বস্ত্রহীন, আয়ুধবিহীন, উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গবল মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকরে ভিন্নকলেবর ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বীরগণ রজনীযোগে বিমলপ্রভাশালী নভোমণ্ডল পরিচ্যুত অতি প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ উচ্ছ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্ত পাবকের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুনির্ম্মুক্ত শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ ভেদপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, উরগগণ যেমন আবাসগর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নম্রমুখে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুষ্যদ্বারা রণস্থল নিতান্ত দুরভিগম্য হইয়াছে। ঐ দেখ, হেমপট্টমণ্ডিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শূল, মুষল ও মুদ্গরসকল চতুরঙ্গবলের গতায়াতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বিমলকোষনিষ্কাশিত অসি, সুবর্ণপট্টসংযত গদা, স্বর্ণপুঙ্খ শর, হেমবিভূষিত শরাসন, নিশিত ঋষ্টি, কনকদণ্ড-সমলঙ্কৃত বিকোষ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্নপুঙ্খ বিচিত্র মাল্য, চিত্রকম্বল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ, কিরীট, মুকুট, প্রবাল, মুক্তাসমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেয়ুর, সুবর্ণসূত্র সমবেত নিষ্ক, নানাবিধ রত্ন এবং নরেন্দ্রগণের সুখোপভোগপরিবর্ধিত দেহ ও ইন্দ্রপ্রতিম মস্তকসকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপতিগণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকমধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্মলাভ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক; তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বশিবিরে প্রবেশ কর। ঐ দেখ, ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন।

লোদনপরায়ণ দুর্য্যোধনাদির স্বশিবিরে গমন

"হে মহারাজ! শোকাকুলিতচিত্ত মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ প্রমুখ বীরগণ কুরুরাজকে দুঃখিতমনে অবিরল বাষ্পকুললোচনে 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের যশপ্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কালে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ হইতে নিসৃত রুধির প্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিকে রক্তাম্বরধারিণী বিবিধ মাল্যবিভূষিতা, সুবর্ণলঙ্কারসম্পন্না সর্ব্বলোকগম্যা বারবিলাসিনীর ন্যায় অবলোকনপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণবধে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারংবার 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দিবাকরকে সন্ধ্যারাগলোহিত নিরীক্ষণপূর্ব্বক সত্বর শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুনের শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন শরনিকরে সমাচিত মহাবীর সূতপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া অংশুমান্ মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী ভগবান ভাস্কর করজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহস্পর্শে আরক্তকলেবর হইয়া স্নান করিবার নিমিত্তই যেন অপার সমুদ্রে গমন করিলেন। তখন সুরর্ষিগণ স্ব স্ব

গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর সূতপুত্র ও অর্জ্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ণবধে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভাব

"হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরাক্তবস্ত্র, নিকৃত্তকবচ [ছিন্নকবচ] ও গতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভাবিহীন হয়েন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত সূর্য্যসমপ্রভ ও তপ্তকাঞ্চনাভ মূর্ত্তিদর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সিংহ নিহত হইলেও যেমন অন্যান্য মৃগগণ তাঁহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ সূতপুত্র নিহত হইলেও যোধগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তাঁহার মনোহর গ্রীবাসম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণ বিভূষিত কনককেয়ুরধারী মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল যেন শাখাপ্রশাখা পরিশোভিত বনস্পতি বিপাটিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সুযুদ্ধে স্বীয় কীর্ত্তিসঞ্চয়পূর্ব্বক দিবাকর যেমন স্বীয় কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করেন, তদ্রূপ শরজালে দশদিক, সমুদয় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া, প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ সলিলস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ পুত্র ও বাহনগণের সহিত অর্জ্জুন শরে নিহত হইলেন। তিনি অথিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ ছিলেন, তিনি যাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা যাঁহাকে সর্ব্বদা সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন, যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল, যিনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্যত হইতেন, যিনি কামিনীগণের সতত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আপনার পুত্রগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৌরবকুলের ধর্ম্মস্বরূপ সেই মহারথ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা ও মঙ্গলের সহিত নিহত এবং পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন।

"হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ এইরূপে নিহত হইলে নদীসমুদয়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর অস্তগমন করিলেন; দিগ্বিদিক্ সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডসদৃশ বুধগ্রহ তির্য্যগভাবে অভ্যুদিত হইলেন; নভোমণ্ডল যেন ভূতলে নিপতিত হইল; বসুন্ধরা গভীর ধ্বনি করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; মহার্ণবসকল সংক্ষুব্ধ ও শব্দায়মান হইল; কাননের সহিত ভূধর সকল কম্পিত হইতে লাগিল; জীবসকল নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি রোহিণীকে নিপীড়িত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ শোভা ধারণ করিলেন; নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; অনলসদৃশ উল্কাসকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচরগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।।

কর্ণমরণে পাণ্ডবপক্ষে প্রসন্নতা

"হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুরদ্বারা অধিরথনন্দনের মস্তকচ্ছেদন করেন, ঐ সময় সহসা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব্দ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া যেমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুনও

মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মানিত সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়া মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরন্দরপরাক্রম অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী; সুবর্ণ, হীরক, মণি, মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম কেশব ও অর্জ্জুন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ; তুষার, চন্দ্র, শঙ্খ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র ও ঐরাবর্ত্তসদৃশ পতাকাপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট কৌরবগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের জ্যানিঃস্বন ও তলশব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া মহা আহ্লাদে সুবর্ণজাল জড়িত তুষারসবর্ণ মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক এককালে প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, ভূধর ও বনসমুদয় পরিপূরিত হইল। সেই গভীর নির্ঘোষশ্রবণে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ বিত্রাসিত ও যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্ররাজ শল্য ও দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় জীবগণ সমবেত হইয়া সমরশোভী ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনের অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ কর্ণ শরসমাচিত বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন, চন্দ্র ও সূর্য গাঢ়ান্ধকার নাশ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় সুহৃদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমপরিতুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথানিয়মে পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া, বলির নিধনান্তর বিষ্ণু ও বাসব যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সবান্ধবে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।”

৯৬তম অধ্যায়
কৌরবগণের সবিষাদ সমর বিশ্রাম

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র নিহত হইলে কৌরবগণ বিপক্ষগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশদিক্ অবলোকনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ দুঃখিত ও উদ্বিগ্নমনে অবহার করিতে বাসনা করিলেন; রাজা দুর্য্যোধনও তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শল্যের অনুমতি অনুসারে সেনাগণের অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৌরবপক্ষীয় রথীগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধারসৈন্যগণের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘসন্নিভ মাতঙ্গ বলের সহিত, মহাবীর সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণের সহিত দ্রুতবেগে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয়লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন হতসর্ব্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথীশ্রেষ্ঠ শল্য কর্ণের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশদিক্ অবলোকন করিয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিতকলেবরে ভীত ও উদ্বিগ্নমনে অনবরত রুধিরক্ষরণপুর্ব্বক দশদিকে ধাবমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অসংখ্য যোধগণমধ্যে কাহারও আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। কর্ণ নিহত হওয়াতে কৌরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।।

"তখন রাজা দুর্য্যোধন শোক-দুঃখে একান্ত সমাকুল হইয়া যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন; তাঁহারাও কুরুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ম্লানবদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।"

৯৭তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরসমীপে কর্ণবধবার্ত্তা নিবেদন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এদিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর-এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহুদিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শরবিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সমরাঙ্গন হইতে স্বশিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।

"হে মহারাজ! যদুপুঙ্গব বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরসমীপে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় অর্জ্জুনের রথ পরিবর্তিত করিয়া সৈনিকদিগকে কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সজ্জীভূত হইয়া শত্রুগণের অভিমুখে অবস্থান কর।' মহামতি বাসুদেব সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন, বৃকোদর, সাত্যকি ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে কহিলেন, 'হে বীরগণ ! আমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজের নিকট অর্জ্জুনহস্তে কর্ণের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিতে চলিলাম; যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হই, তাবৎকাল তোমরা সকলে সুসজ্জিত হইয়া যত্নসহকারে এই স্থানে অবস্থান কর।

"হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে শূরগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহাকে গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। তিনি পার্থসমভিব্যাহারে শিবিরে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। অরাতিঘাতন মহাবাহু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হর্ষচিহ্নদর্শনে কর্ণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ ও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বারংবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ণের নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সমীপে কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

"অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আজ সৌভাগ্যবশতঃ মহাবীর অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও আপনি, আপনারা সকলে এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আজ ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয়প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজ পৃথিবী সেই সূতপুত্রের শোণিতপান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজালে বিভিন্নকলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরাঙ্গনে গমনপূর্ব্বক তাহার দুর্দ্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত যত্নসহকারে এই অরাতিশূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখভোগ করুন।'

"হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হৃষিকেশের বাক্যশ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, 'হে দেবকীনন্দন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি সারথি হওয়াতে ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধিকৌশলেই সূতপুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।' ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কেশবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদযুক্ত দক্ষিণবাহু ধারণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধিকৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের মৃতদেহ দর্শন

"হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগগামী শ্বেতাশ্বসমুদয়ে সংযোজিত কনকমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণসমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রিয়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পরে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরে সমাচিত হইয়া কেশর-পরিবৃত কদম্বকুসুমের ন্যায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চনময় দীপ তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতেছে। অর্জ্জুনের শরপাতে তাঁহার কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রগণও সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বারংবার কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজ দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রের নিধননিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে নিরাশ হইবে। আজ কেবল তোমার অনুগ্রহেই আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। আজ ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি—তোমরা উভয়েই বিজয়ী হইলে। আমাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে; একদিনও নিদ্রা হয় নাই। আজ তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।'

কর্ণমরণশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীবিলাপ

"হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনশরে সূতপুত্রকে পুত্রগণের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে পুনর্জাত [পুনর্জন্মপ্রাপ্ত] বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ স্তবার্থবাক্যে [স্তুতিযোগ্য] কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজের সংবর্দ্ধনা করিয়া মহা আহ্লাদে স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণাবশতঃই এরূপ লোমহর্ষকর মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কেন বৃথা অনুতাপ করিতেছেন?"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন; দূরদর্শিনী গান্ধারীও ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; কৌরবপত্নীগণও গান্ধারীকে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও সঞ্জয়কর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভবিতব্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করিয়া বিচেতনের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভূপাল! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের সমরযজ্ঞের বৃত্তান্ত পাঠ শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অখণ্ড ফললাভ হয়। পণ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, দিবাকর ও ভগবান বিষ্ণুকে যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমরযজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও ভক্তিপরায়ণশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে

ধনধান্যসম্পন্ন, যশস্বী ও সমস্ত সুখলাভের অধিকারী হয় এবং ভগবান স্বয়ম্ভু, শম্ভ ও বিষ্ণু সতত তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এই কর্ণপর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদলাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে; বৈশ্যের প্রভূত ধনলাভ এবং শুদ্রের আরোগ্যলাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণপর্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, এই কর্ণপর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

॥ কর্ণপর্ব্ব সম্পূর্ণ ॥
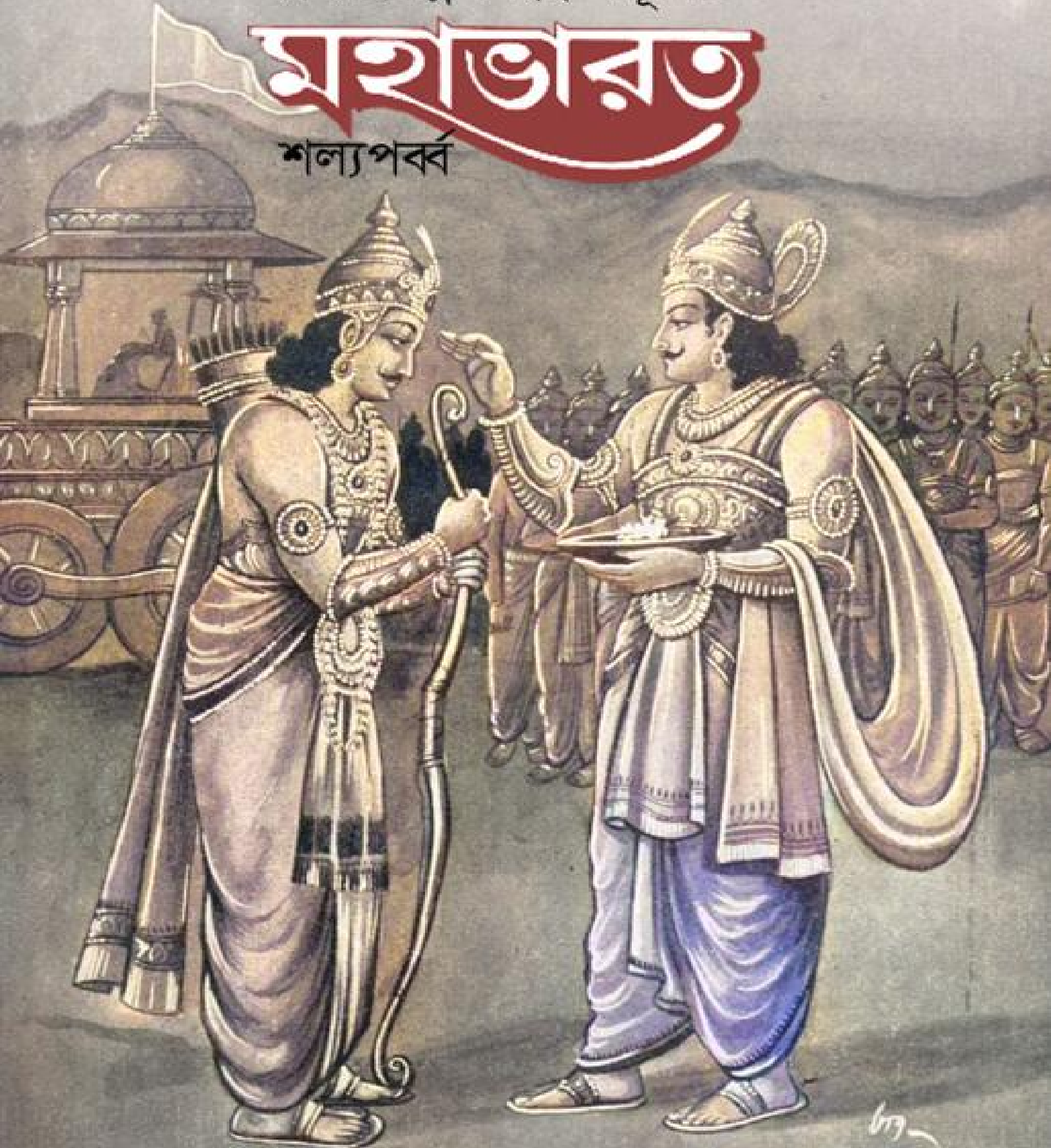
বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

শল্যপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

শল্যপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়
পরাজিত দুর্য্যোধনানুষ্ঠেয়বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইলে অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবগণ কি করিলেন? আর মহারাজ দুর্য্যোধনই বা পাণ্ডবগণের প্রভাবে আপনার প্রভূত সৈন্য বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? হে ব্রহ্মন্! এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বপুরুষগণের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মহারথ সূতপুত্রের নিধনদর্শনে শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অতিকষ্টে স্বশিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভূমিপতিগণ শাস্ত্রবিহিত যুক্তি অনুসারে কুরুরাজকে নিরন্তর আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কর্ণের নিধনচিন্তা করিয়া কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি দৈব ও ভবিতব্যকেই বলবান্ বিবেচনাপূর্ব্বক সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অবিলম্বে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের সুরাসুর-সংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর শল্য ভয়ঙ্কর সমরকার্য্য সমাধান ও অসংখ্য শত্রুসৈন্য ক্ষয় করিয়া পরিশেষে হতসৈন্য হইয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজের হস্তে নিহত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন বন্ধু বান্ধবের নিধন-দর্শনে শত্রুভয়ে নিতান্ত ভীত ও সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইয়া এক ভয়ঙ্কর হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঐ দিন অপরাহ্নসময়ে মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্বানপূর্ব্বক হ্রদ হইতে উত্থাপিত ও বলপ্রকাশপূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় তিনজন মহারথ ঐ দিন রজনীযোগে রোষভরে পাঞ্চালসৈন্যগণকে নিপাতিত করিলেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্নে মহামতি সঞ্জয় শিবির হইতে আগমন করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে দুঃখিতমনে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুরপ্রবেশপূর্ব্বক বাহুযুগল উদ্যত করিয়া দীনভাবে কম্পিত কলেবরে ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ করিয়া 'হা মহারাজ! হা মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম, বলবান্ কালের কি বিষম গতি! হায়! আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দেবরাজতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন এই বলিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই পুরমধ্যে আবালবৃদ্ধ সকল লোকেই সঞ্জয়কে ক্লেশে নিতান্ত অভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্নমনে হা মহারাজ! হা মহারাজ! বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে শ্রবণ

করিয়া তত্রত্য যাবতীয় স্ত্রীপুরুষ শোকে একান্ত নিপীড়িত, নষ্টচিত্ত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল।

ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সঞ্জয়ের সমর-সংবাদ

হে মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ, হিতানুষ্ঠাননিরত জ্ঞাতিসমুদয় ও পুত্রবধূগণকর্ত্তৃক পরিবৃত এবং কর্ণের বধানুধ্যানে [মৃত্যুচিন্তায়] নিতান্ত বিষণ্ন নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি বাষ্পকুললোচনে অনতিহৃষ্টমনে গদবচনে বৃদ্ধ ভূপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। মদ্ররাজ শল্য, সুবলনন্দন শকুনি, উলূক ও কৈতব্য, ইঁহারা সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। সংশপ্তক, শক, কাম্বোজ, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় যবন, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য ও প্রতীচ্যগণ নিহত হইয়াছে। সমুদয় রাজা ও রাজপুত্রগণ শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে রাজা দুর্য্যোধনের বধসাধন করিয়াছেন। কুরুরাজ এক্ষণে ভগ্নোরু [ভগ্ন-উরু] ও শোণিতরাগরঞ্জিত [শোণিতে লোহিত বর্ণময় দেহ] হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও নিতান্ত দুর্জ্জয় শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ নিহত হইয়াছেন। আপনার পুত্রেরা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও কর্ণাত্মজ বৃষসেন শমনসদনে গমন করিয়াছেন, উভয়পক্ষীয় প্রায় সমুদয় বীর এবং যাবতীয় হস্তী, রথী ও অশ্বসকল সমরে নিহত ও নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের শিবিরমধ্যে অতি অল্পমাত্র বীর অবশিষ্ট আছে। হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত জগৎ কালবশে বিমোহিত হইয়া প্রায় স্ত্রীলোকমাত্রাবশিষ্ট হইল। এক্ষণে আপনাদের উভয়পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি—এই সাতজন এবং কৌরবপক্ষে কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা—এই তিনজন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। অন্যান্য সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কাল দুর্য্যোধনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া এই সমুদয় জগৎ বিনষ্ট করিলেন।"

পুনরনারীসহ ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বিলাপ

হে মহারাজ জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। যশস্বী বিদুর এবং রাজমহিষী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরব-মহিলাগণ সেই কঠোর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সমগ্র রাজমণ্ডল চিত্রার্পিতের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই 'হা হতোহস্মি!' বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবিনাশদুঃখে নিতান্ত দুঃখিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীনমনে কম্পিতকলেবরে চতুর্দ্দিক্ অবলোকনপূর্ব্বক বিদুরকে কহিলেন, 'হে বিদুর! আমি পুত্রহীন ও অনাথ। এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।' এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সুশীতল সলিল-সেচন ও তালবৃন্ত-সঞ্চালনদ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র

বহুবিলম্বে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কুম্ভমধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য নারীগণ মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহুর্ম্মুহুঃ মোহে অভিভূত হইয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিদুর! আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এক্ষণে গান্ধারী ও অন্যান্য রমণী এবং বন্ধু বান্ধবগণ এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন।" তখন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ও রাজার আদেশানুসারে সেই সকল মহিলাদিগকে গমনে আদেশ করিলেন। কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধবসমুদয় মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর সঞ্জয় দীননয়নে লব্ধসংজ্ঞ নৃপতিকে শোকাবেগে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

২য় অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের শোকোচ্ছ্বাস

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কামিনীগণ প্রস্থান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও বারংবার বাহুযুগল বিধূনন [কম্পিত] করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে সূত! তোমার নিকট পাণ্ডবগণকে সমরাঙ্গনে নিরাপদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমার হৃদয় বজ্র-নির্ম্মিত নতুবা পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইত। হে সঞ্জয়! আজ পুত্রগণের বয়ঃক্রম, ও বাল্যক্রীড়া স্মরণ হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও আমি জন্মান্ধপ্রযুক্ত তাহাদের রূপসন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম, তথাপি তাহাদিগের প্রতি আমার অপত্যস্নেহ নিতান্ত বলবান্ ছিল। তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও যৌবনানন্তর প্রৌঢ়াবস্থায় অধিরূঢ় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিহত শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছি, কিছুতেই শান্তিলাভ হইতেছে না।

"হা পুত্র দুর্যোধন! এক্ষণে আমি অনাথ হইয়াছি, একবার আমাকে দর্শন প্রদান কর। তোমার অভাবে আমার কি দশা ঘটিবে? হে বৎস! তুমি সমাগত নরপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত প্রাকৃত ভূপতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছ? তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের অনন্য অবলম্বন ছিলে, এক্ষণে এই বৃদ্ধ অন্ধপিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? হে রাজেন্দ্র! তোমার সে ভক্তি, সে স্নেহ ও সম্মান কোথায় গেল?

তুমি ত' সমরে অপরাজিত ছিলে, তবে পাণ্ডবগণ কিরূপে তোমাকে নিহত করিল হে বৎস! আমি যথাসময়ে গাত্রোত্থান করিলে কে আর 'হে তাত! হে মহারাজ! হে লোকনাথ!' বলিয়া বারংবার সম্বোধনপূর্ব্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে? হে বৎস! এক্ষণে একবার সেই মধুরবাক্য প্রয়োগ কর। আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি যে, এই

সমুদয় পৃথিবীতে পাণ্ডুতনয়ের ন্যায় আমারও অধিকার আছে। তুমি বলিয়াছিলে— ভগদত্ত, অবন্তীনাথ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, গল, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, ভোজ, মাগধ, বৃহদ্বল, কাশীশ্বর, শকুনি, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ, সুবাহু, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, রাক্ষস অলায়ুধ ও অলম্বুষ, অন্যান্য নরপালগণ এবং শক, যবন, ও ম্লেচ্ছগণ সকলেই আমার নিমিত্ত প্রাণপণে সমরে সমুদ্যত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত বীরগণমধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। তুমি বলিয়াছিলে—"আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডবপক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে নিবারণ করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্র সমবেত ও পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন বাসুদেব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব নিশ্চয়ই অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন; আর মহাবীর কর্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবে। তাহা হইলে সমস্ত নরপালগণই আমার বশবর্ত্তী হইবেন।

"হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন বারংবার আমার নিকট এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করাতে আমি বোধ করিয়াছিলাম, পাণ্ডবগণ আমাদিগের বলপ্রভাবে সমরে নিহত হইবে। এক্ষণে যখন আমার পুত্রগণ সেই সমস্ত বীরমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও বিনষ্ট হইল, তখন আমার দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে? শৃগাল-হস্তে সিংহ যেমন নিহত হয়, তদ্রূপ প্রবলপরাক্রম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। সর্বাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধবিশারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জলসন্ধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, মহাবলপরাক্রম পাণ্ড্য, বৃহদ্বল, মগধরাজ, উগ্রায়ুধ, বিন্দ, অনুবিন্দ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, অসংখ্য সংশপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও অলায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, নারায়ণী সেনাগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ গোপালগণ, অসংখ্য ম্লেচ্ছ, সসৈন্য সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল কৈতব্য, নানাদেশ-সমাগত সর্বাস্ত্রবিশারদ মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ এবং আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যগণ ইহারা সকলেই কালকবলে ঐ নিপতিত হইয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে? মানবগণ নিশ্চয়ই ভাগ্যসহযোগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; যাহার সৌভাগ্য সঞ্চিত থাকে, সে শুভফল প্রাপ্ত হয়। আমি নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই পুত্রবিহীন হইলাম। হায়! আমি কিরূপে অরাতির বশবর্ত্তী হইয়া কালযাপন করিব? এক্ষণে বনবাস ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এরূপ সহায়হীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা কদাপি কর্তব্য নহে, বনগমনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হায়! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণ নিহত হইল। ভীমসেন একাকীই আমার একশত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। সে দুর্য্যোধনের বিনাশ জন্য বারংবার আত্মশ্লাঘা করিলে আমি কিরূপে তাহার সে কঠোর শব্দ শ্রবণ করিব? আমি দুঃখশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আর বৃকোদরের পুরুষ বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না।"

শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের সমরবৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে পুত্রশোকাবিভূত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া শক্রকৃত পরাভব-স্মরণে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে নিহত শ্রবণ করিয়া কাহাকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিল? তাহারা যাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচিরকালমধ্যে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হয়। দেখ, তোমাদের এবং অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও সূতপুত্রকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর আমাকে কহিয়াছিল যে, দুর্য্যোধনের অপরাধেই সমস্ত প্রজাক্ষয় হইবে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই মোহাবেশপ্রভাবে উহার সেই বাক্য পর্য্যালোচনা করে নাই; কিন্তু ঐ মহামনা যাহা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই সত্য হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আমার দুর্দৈবনিবন্ধন যে দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল পুনরায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ বীর সেনাপতি হইয়াছিল? কোন রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রত্যুদগমনে প্রবৃত্ত হইল? মহাবীর মদ্ররাজ সমরোদ্যত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণচক্র, বামচক্র ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? মহাবলপরাক্রান্ত মদ্ররাজ ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধন, তোমাদের সমক্ষে কিরূপে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন? অনুচরবর্গসমবেত পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ইহারাই, বা কিরূপে সমরশয্যায় শয়ন করিল? আর পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এবং কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, ইহারাই বা কি প্রকারে মৃত্যুমুখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি সমরবৃত্তান্ত-বর্ণনে সুনিপুণ, এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।"

৩য় অধ্যায়

কৌরব-পাণ্ডবের পুনঃ সমর-কৌরব পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইলে যেরূপে জনক্ষয় হইয়াছিল, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র নিহত, হস্তী ও মনুষ্যসমুদয় বিনষ্ট এবং সৈন্যগণ বারংবার পলায়িত ও পুনঃপুনঃ সমানীত হইলে মহাত্মা ধনঞ্জয় সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ফলতঃ কর্ণের নিধনানন্তর কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই সৈন্যসন্ধান বা বিক্রমপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। আপনার আত্মজগণ নিতান্ত ভীত ও শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, অগাধ সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন ভেলা-লাভের অভিলাষ করে, তদ্রূপ সেই অপার বিপদ্‌সাগরে আশ্রয়লাভ প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনের ভুজবলে পরাজিত হইয়া সায়াহ্নকালে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদংষ্ট্র উরগের ন্যায় ও সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বর্ম্মসমুদয় ছিন্নভিন্ন ও শস্ত্রসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে তাহারা মোহে এমনই অভিভূত হইলেন যে, কোন্ দিকে গমন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অন্যান্য বীরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া দশদিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত

হইলেন এবং কেহ কেহ ‘অর্জ্জুন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে’ এবং কেহ কেহ বা ‘বৃকোদর আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে’ এইরূপ বোধ করিয়া ম্লানমুখে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কোন মহারথ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীতমনে পদাতিকগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুঞ্জরদ্বারা রথ ভগ্ন, রথদ্বারা সাদী নিহত ও অশ্বসমূহদ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহত হইল। এইরূপে তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণ ব্যাল [সর্প]-তস্কর [চোর] সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে সার্থহীন [দলশূন্য- দলভ্রষ্ট] বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কতকগুলি নাগ আরোহিবিহীন ও কতকগুলি ছিন্নশুণ্ড হইয়া ভীতচিত্তে চতুর্দ্দিকে অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সঙ্কুল যুদ্ধ—দুর্য্যোধনের পরাজয়

“অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সৈন্যগণকে ভীমভয়ে ভীত ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া স্বীয় সারথিকে কহিলেন, ‘হে সূত! আমি ধনুর্ধারণপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছি। সাগর যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমাকে কদাচ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অসঞ্চালন কর। আজ আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, অভিমানী বৃকোদর এবং অবশিষ্ট শত্রুদিগকে নিহত করিয়া সূতপুত্রের ঋণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব। সারথি রাজা দুর্য্যোধনের সেই শূরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথহীন বীর এবং পঞ্চবিংশতিসহস্র পদাতি মৃদুভাবে ধাবমান হইল। মহাবীর ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গবল-সাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন; তাহারাও ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং বারংবার তাহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদাহস্তে সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি অধর্ম্মভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূমিস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তিনি স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া যমদণ্ডসদৃশ সুবর্ণমণ্ডিত বিপুল গদাদ্বারা কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণ হতবান্ধব হইয়া বহ্নিমুখে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল এবং ভূতসমুদয় যেমন কৃতান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভীমের সমীপবর্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃকোদর কখন খড়্গ, কখন বা গদা গ্রহণপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিয়া দুর্য্যোধনের সেই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

“মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রথীগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির নিধনবাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত শরে তাহার অশ্বগণকে বিনাশপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলে তাহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনকে ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব

শরাসন ধারণপূর্ব্বক রথসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন রথাশ্বশূন্য শরনিকর-নিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইল। পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ তদ্দর্শনে. ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অরাতিনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্ধর পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ হয় সংযোজিত রথারোহণে সমারঙ্গনে প্রবেশ করিলে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকিসমভিব্যাহারে লঘুহস্ত গান্ধাররাজ শকুনির অনুসরণক্রমে অচিরাৎ আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সেনা বিনাশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে রণপরায়ুখ অবলোকন করিয়া, বৃষগণ যেমন বৃষকে পরাজয় করিয়া তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণস্থলে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজোরাশি উত্থিত হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না; সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শরসমাচ্ছন্ন হইলে কৌরবসৈন্যগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলান করিতে লাগিল।

মরিয়া হইয়া দুর্য্যোধনের যুদ্ধ

"হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইলে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ধাবমান হইয়া, দানবরাজ বলি যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণও সমবেত হইয়া ক্রোধভরে নানাবিধ অস্ত্রপরিত্যাগ ও বারংবার দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনা করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্বর সেই শত্রুগণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা আপনার পুত্রের অতি আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না।

"অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অনতিদূরস্থ স্বীয় সৈন্যগণকে ক্ষতবিক্ষত ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রণস্থলে অবস্থাপন ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করিয়া কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা লোকালয় বা পর্ব্বতমধ্যে যে কোন প্রদেশে পলায়ন করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে। তবে তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি? দেখ, এক্ষণে উহাদিগের বল অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কলেবর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যদি আমরা একত্র হইয়া এই সমরাঙ্গনে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। তোমরা সমর পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলে পাপাত্মা পাণ্ডবগণ অবশ্যই তোমাদের অনুগমন করিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। অতএব সেরূপে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা সমরস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমাদের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সাংগ্রামিক মৃত্যুই অতীব সুখকর। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, পরলোকেও অনন্ত সুখসম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট দুরাত্মা ভীমসেনের

বশবর্ত্তী হওয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু কুলাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয়ের রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা পাপকর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গগমনেরও অন্য সদুপায় নাই। অন্যান্য লোকে বহুদিনে যে সমুদয় দুর্লভ লোক লাভ করে, যোধগণ অনায়াসে অতি অল্পক্ষণে তৎসমুদয় লাভ করিতে পারে।

"হে মহারাজ! মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রশংসা করিয়া শত্রুকৃত পরাজয়-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিক্রমপ্রকাশে অভিনিবেশপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন উভয়পক্ষে দেবাসুর সংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণের সহিত যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

৪র্থ অধ্যায়
দুর্য্যোধনসমীপে কৃপাচার্য্যের সন্ধিপ্রস্তাব

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় সচ্চরিত্র কৃপাচার্য্য সেই রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমি সংগ্রামস্থলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে রথ ও রথনীড় সমুদয় নিপতিত রহিয়াছে, কোন স্থানে হস্তী ও পদাতিসকল নিহত হইয়াছে এবং কোন স্থলে লোকান্তরিত ভূপতিগণের বিক্ষত অভিজ্ঞানসকল শোভা পাইতেছে। রাজা দুর্য্যোধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন; সৈন্যগণ পার্থের বিক্রমদর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন, ধ্যানপরায়ণ ও একান্ত দুঃখিত হইয়াছে এবং মথ্যমান [মথিতমর্দ্দিত] বলসমুদয় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। মহাত্মা কৃপাচার্য্য কৌরবসৈন্যের সেইরূপ দুর্দশা-দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে দুর্য্যোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক যদি অভিপ্রেত হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান কর। দেখ, যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তাহারা ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পুত্র, মাতা, পিতা, স্বস্রীয় [ভাগিনেয়], মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে পরমধর্ম্ম ও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে যারপরনাই অধর্ম্ম হয়। অতএব ক্ষত্রিয়গণের জীবিতার্থে পলায়ন করা নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তোমাকে যে কিছু হিতকথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও তোমার ভ্রাতৃগণ এবং তোমার আত্মজ লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে আমরা আর কি করিব? আমরা যে সমস্ত বীরের হস্তে যুদ্ধভার অর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম, তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদগণের গতি লাভ করিয়াছেন। আমরাই ঐ সমুদয় ভূপতির নিধনের হেতু। এক্ষণে আমরা সেই সমস্ত গুণবান্ মহারথের বিরহে অতি দীনভাবে অবস্থান করিতেছি। দেখুন, ভীষ্ম, দ্রোণপ্রভৃতি বীরগণ জীবিত থাকিতেও মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হয় নাই। বাসুদেব অর্জ্জুনের চক্ষুঃস্বরূপ, সুতরাং দেবগণও তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। তাহার শক্রচাপ ও বজ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ইন্দ্রধ্বজসদৃশ, উন্নত বানরধ্বজ অবলোকন করিয়া আমাদিগের বলসমুদয় বিচলিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি ও গাণ্ডীবনির্ঘোষ এবং ভীমসেনের ভীষণ সিংহনাদে আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইবে। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন বারংবার কম্পিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় শোভাধারণ করিতেছে এবং জলধর মধ্যস্থিত চপলার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিরাজিত হইয়া সকলের নয়নজ্যোতি অপহরণ করিতেছে। উহার শশিকাশসমপ্রভ [চন্দ্র ও কাশকুসুমতুল্য শ্বেতকাশের ফুলই খুব সাদা] তুরঙ্গমগণ বায়ুসঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া উহাকে বহনপূর্ব্বক আকাশকে পান করিয়াই যেন মহাবেগে গমন করিতেছে। হুতাশন যেমন অরণ্যমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শরানলে আমাদের সৈন্যগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিতেছে। ঐ মহেন্দ্রসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর দংষ্ট্রা চতুষ্টয়পরিশোভিত দ্বিপেন্দ্রের ন্যায় আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত ও মহীপালগণকে বিত্রস্ত করিয়া কমলবনপ্রমার্থ

মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার গাণ্ডীবনির্ঘোষে আমাদিগের বলসমুদয় সিংহগর্জ্জনভীত মৃগযূথের ন্যায় বারংবার বিত্রাসিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বর্ম্মধারণপূর্ব্বক লোকমধ্যে বিরাজিত হইতেছেন। অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, এই ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হওয়াতে অসংখ্য লোকক্ষয় হইয়াছে। তোমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের প্রভাবে বায়ুসঞ্চালিত শারদীয় জলধরপটলের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে মহার্ণবমধ্যে বায়ু বিধূনিত নৌকার ন্যায় নিরন্তর কম্পিত করিয়াছে। হে মহারাজ! যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাণগোচরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তোমার সূতপুত্র, অনুচরবর্গসমবেত দ্রোণ, হৃদিকাত্মজ এবং ভ্রাতৃপরিবৃত দুঃশাসনই বা কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? আর তুমি স্বয়ংই বা কোথায় ছিলে? মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায় ও মাতুলগণের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলের মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছে। এক্ষণে আর আমরা কি করিব? অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। ঐ মহাবীরের নিকট বিবিধ দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে। তাহার গাণ্ডীবনির্ঘোষে আমাদিগের বলবীর্য্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে অনীকিনী [সৈন্য] নিশানাথবিরহিত নিশীথিনীর ন্যায় হতভ ও ভগ্নপাদপা শুষ্কতোয়া তটিনীর ন্যায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হুতাশন যেমন তৃণরাশির মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় আমাদের এই সেনাপতিশূন্য সৈন্যমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেনের ভীষণ বেগ পর্ব্বত বিদারণ ও সমুদ্র শোষণ করিতে পারে। মহাবীর বৃকোদর সভামধ্যে যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎসমুদয় প্রায় সফল করিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অচিরাৎ সফল করিবে। আর দেখ, ইতিপূর্ব্বে মহাবীর সূতপুত্র সম্মুখে অবস্থান করিলেও ধনঞ্জয় নিতান্ত দুর্ভেদ্য স্বীয় সৈন্যসমুদয় অনায়াসে রক্ষা করিয়াছে। হে দুর্য্যোধন! যাহা সাধুলোকের অবশ্য পরিহার্য্য, তোমরা অকারণে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আত্মকার্য্য সংসাধনার্থ যত্নসহকারে এই সমুদয় লোক আহরণ করিয়া এক্ষণে ইহাদের সহিত প্রাণসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ; অতএব তুমি আত্মরক্ষায় যত্ন কর। আত্মাই সকলের মূল। আত্মা না থাকিলে কেহই আর বশীভূত থাকিবে না। হে মহারাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ নীতিবিধান করিয়াছেন যে, লোক শত্রু অপেক্ষা হীন বা তাহার সমান হইলে সন্ধিস্থাপন করিবে, আর শত্রু অপেক্ষা প্রবল। হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এক্ষণে আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা বলবিক্রমে ন্যূন হইতেছি; অতএব তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ অবগত নহে, এবং যে শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনাদর প্রদর্শন করে, সে অবিলম্বেই রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং তাহার কদাচ মঙ্গললাভ হয় না। এক্ষণে আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিনত হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে। মূঢ়তাবশতঃ পাণ্ডবগণের নিকট সমরে পরাভূত হওয়া আমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় দয়ালু, তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বাসুদেবের বাক্যে তোমাকে অবশ্যই রাজপদে নিয়োগ করিবেন। দেখ, বাসুদেব যাহা কহিবেন, ধর্ম্মরাজ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন কখনই তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন না।

হে মহারাজ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেন না এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন না। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই তোমার কর্ত্তব্য, যুদ্ধ করা কদাপি শ্রেয়স্কর নহে। হে মহারাজ! আমি দীনতা বা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এ কথা কহিতেছি না, ইহা হিতকর বলিয়াই তোমাকে কহিলাম। আমি যাহা কহিলাম, ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি না, তাহা তুমি গতাসু হইয়া স্মরণ করিবে।' হে অম্বিকানন্দন! বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়
সন্ধিকার্য্যে দুর্য্যোধনের সযৌক্তিক অনিচ্ছা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ কহিলে রাজা দুর্য্যোধন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'আচার্য্য! আপনি অমিতপরাক্রম পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং এক্ষণেও বন্ধুজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আপনি যেসকল কথা কহিলেন, সে সমস্তই হেতুগর্ভ, উৎকৃষ্ট ও হিতকর; কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার ঐ সকল বাক্যে আমার অভিরুচি হইতেছে না। দেখুন, যে মহাবল নরপতিকে আমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার নিকট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছে, সে কিরূপে আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে; আর মহামতি বাসুদেব তৎকালে পাণ্ডবগণের হিতসাধনে তৎপর হইয়া তাহাদিগের দৌত্যকার্য্য [দূতের কার্য্য] স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে তিনি কিরূপে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন? বিশেষতঃ সভাস্থলে দ্রৌপদীর রোদন এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যহরণ তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। হে ব্রহ্ম! পূর্ব্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অভিন্নাত্মা এবং পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত, ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, আজ তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। মহাত্মা বাসুদেব অভিমন্যুর বিনাশবার্ত্তা শ্রবণাবধি নিতান্ত দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। আমরা তাহার নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি কিরূপে আমাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন? মহাবীর অর্জ্জুনও অভিমন্যুর বিনাশে নিতান্ত অসুখী হইয়া আছে, প্রার্থনা করিলে কিরূপে যে আমাদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ হইবে? মহাবলপরাক্রান্ত মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন অতি উগ্রস্বভাব, বিশেষতঃ সে ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; এক্ষণে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইবে, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিবে না। সন্নদ্ধ-কবচ[ধর্ম্মধারী], বদ্ধপরিকর কালান্তক যমোপম, যমজ নকুল ও সহদেব এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমাদিগের সহিত বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহারা কিরূপে আমাদিগের হিতসাধনে যত্ন করিবে? দুঃশাসন সভামধ্যে সর্ব্বলোকসমক্ষে একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিয়া ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবগণ অদ্যাপি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। অতএব আপনি কখনই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না। দ্রৌপদী আমাদের নিকট অপমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের বিনাশ ও

ভর্ত্তৃগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিত্য স্থণ্ডিলে [ভূতলস্থ তৃণাদি শয্যায়] শয়ন করিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। কৃষ্ণসহোদরা সুভদ্রা স্বীয় মানমর্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক দাসীর ন্যায় নিয়ত তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। হে প্রভো! এইরূপে দ্রৌপদীর অপমান ও অভিমন্যুর বিনাশনিবন্ধন পাণ্ডবপক্ষীয় সকলেরই রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, কখনই নির্ব্বাণ হইবে না; সুতরাং সন্ধিস্থাপন কখনই সুসাধ্য নহে। আর দেখুন, আমি এই সাগরাম্বরা ধরিত্রী উপভোগ করিয়া এক্ষণে কিরূপে পাণ্ডবগণের অনুগ্রহে রাজ্যভোগ করিব? পূর্ব্বে আমি দিবাকরের ন্যায় সমস্ত নরপালগণের উপর তেজ প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিব এবং কিরূপেই বা চিরকাল বিবিধ সুখভোগে কালযাপন ও বিপুল ধন দান করিয়া এক্ষণে দীনজনের সহিত দীনভাবে অবস্থান করিব?

‘হে আচার্য্য! এক্ষণে আপনি স্নেহপ্রযুক্ত যাহা কহিলেন, আমি সেই হিতকর বাক্যে অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি না, কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা এক্ষণে সমুচিত নহে, যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। দেখুন, আমি বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত দক্ষিণা দান, বেদাধ্যয়ন ও বিপক্ষগণের মস্তকে অবস্থান করিয়াছি। আমার সমুদয় অভিলষিত দ্রব্যই লাভ হইয়াছে। আমার ভৃত্যবর্গেরা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। আমি দুঃখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর, পররাষ্ট্র-পরাজয়, স্বরাজ্য-প্রতিপালন, বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য উপভোগ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে আমার মুক্তিলাভ হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। হে ব্রহ্মন! এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নাই। এই ধরাতলে কেবল কীর্ত্তিস্থাপন করাই লোকের কর্ত্তব্য; কিন্তু উহা যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গৃহে মৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক অরণ্যে বা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। আর যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ হইয়া রোদনপরায়ণ জ্ঞাতিগণমধ্যে দীনভাবে বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক মানবলীলা সংবরণ করেন, তিনি কদাপি পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। অতএব আমি এক্ষণে বিবিধ বিষয়োপভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধদ্বারা দেবলোক লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। সমরে অপরাঙ্মুখ, সত্যসন্ধ, যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, শস্ত্রাবভৃতপূত আর্য্যবৃত্ত বীরপুরুষগণের স্বর্গে গতিলাভ হইয়া থাকে। অপ্সরাগণ যুদ্ধকালে পরম কুতুহল সহকারে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করে। পিতৃগণ সংগ্রামনিহিত বীরবর্গকে সুরসমাজে পূজিত ও অপ্সরাদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। এক্ষণে সমরে অপরাঙ্মুখ, নিহত পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণের ও দেবগণের উৎকৃষ্টগতি লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। হে আচার্য্য! উত্তমাস্ত্রবেত্তা অবনীপালগণ আমার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্যত, শরনিকরে ক্ষত-বিক্ষত ও নিহত হইয়া শোণিতলিপ্ত কলেবরে সমর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ সমুদয় মহাবীর ইন্দ্রসভায় গমন করিয়া দেবলোকে গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সদগতিলাভার্থী মহাবেগে গমনোদ্যত বীরবর্গে পুনর্ব্বার উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যে সকল বীরেরা আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে

কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন ও তাঁহাদের ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; রাজ্যে কিছুতেই মনোনিবেশ হইতেছে না। যদি এক্ষণে আমি বয়স্য ও ভ্রাতৃগণ এবং পিতামহকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করি, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিবে। হে আচার্য্য! এক্ষণে আমি বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিলে উহা কিরূপে আমার প্রীতিকর হইবে? দেখুন, আমা হইতে সমুদয় জগতের পরাভব হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমরকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করাই আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে রাজ্যলাভ কোনক্রমেই অভিরুচি হইতেছে না।

"হে মহারাজ অম্বিকানন্দন! কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই কথা কহিলে ক্ষত্রিয়গণ 'সাধু সাধু' বলিয়া বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরাজয়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র অনুতাপ উপস্থিত হইল না; প্রত্যুত তাঁহারা বিক্রমপ্রকাশে স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন করিয়া সংগ্রামস্থলের ঈষদূন [কিছু কম] দ্বিযোজন অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিমাচলের প্রস্থদেশে অরুণবর্ণ স্রোতস্বতী সরস্বতী সন্দর্শন করিয়া উহার জলে অবগাহন ও উহার জল পান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যে উত্তেজিত ও কালপ্রেরিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়
সেনাপতিপদে শল্যের নির্ব্বাচন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন ও জয়সেন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া হিমালয়প্রস্থে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। জয়শীল পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক মহাবীর কর্ণ নিহত হওয়াতে আপনার পুত্রগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হিমালয়পর্ব্বত ভিন্ন আর কুত্রাপি শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া শল্যসমক্ষে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি একজনকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন; তাহা হইলে আমরা সেই সেনাপতিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিব।'

"তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ না হইয়াই সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ, প্রচ্ছন্নমস্তক [উষ্ণীষবদ্ধ—পাগড়ীদ্বারা আবৃত], কম্বুগ্রীব [শঙ্খবৎ রেখায়যুক্ত কণ্ঠ], মহারথ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্রের লোচনদ্বয় বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায়, আস্যদেশ ব্যাঘ্রের ন্যায়, গাত্র মেরুপর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও কণ্ঠস্বর মহাদেবের বৃষভের ন্যায়। তাঁহার বাহুযুগল পুষ্ট ও আয়ত এবং বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও বিশাল। তিনি গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বলবেগশালী এবং তেজে দিবাকর, বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্য ও রূপে সুধাকরসদৃশ। তাঁহার উরুদেশ, কটিদেশ ও জঙ্ঘা অতি সুবৃত্ত, পাদ, অঙ্গুলি ও নখর অতি মনোহর। বোধহয়, যেন বিধাতা গুণগ্রাম বারংবার স্মরণ করিয়া অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে

নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য নাই। তিনি সকল কার্য্যে দক্ষ এবং বিদ্যার সাগর। তিনি বলপূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে পারেন, কিন্তু শত্রুগণ কদাচ তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে। তিনি দশ-অঙ্গ [সংযম, জাগরণ, ধৈর্য্য, পুষ্টি, স্মৃতি, বাণক্ষেপণাদি নিপুণতা, শত্রুভেদন, চিকিৎসা, কার্য্যে উদ্দীপনা ও বিধিবিষয়ক বিজ্ঞান] ও চতুষ্পদযুক্ত অস্ত্রবিদ্যা এবং চারি বেদ, উপবেদ ও আখ্যান বিশেষরূপ অবগত আছেন। অযোনিজ [গর্ভসম্বন্ধ বিনা জন্ম—গর্ভে যাহার জন্ম নহে] মহাতপাঃ দ্রোণাচার্য্য অতি কঠোর তপশ্চরণপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া অযোনিজার গর্ভে তাঁহার উৎপত্তি-সাধন করিয়াছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা ও অলৌকিক রূপসম্পন্ন। রাজা দুর্য্যোধন সেই অরাতিনিপাতন দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে গুরুপুত্র! আজ আপনিই আমাদিগের অনন্যগতি; অতএব কাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, আদেশ করুন।'

"মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য বলবীর্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণসম্পন্ন এবং সৎকুলসম্ভূত; অতএব ঐ কার্ত্তিকেয়সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। ঐ কৃতজ্ঞ মহাত্মা স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেবগণ কার্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যেমন জয়লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও ইহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয়লাভে সমর্থ হইব।'

"হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় এই কথা-কহিলে সমুদয় মহারথ শল্যকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিয়া যুদ্ধার্থে উৎসুক হইলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্ম-দ্রোণসদৃশ সমরপারদর্শী রথস্থিত মহাবীর শল্যকে কহিলেন, 'হে মিত্রবৎসল! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের বন্ধু, অতএব এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। আপনি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অমাত্যগণের সহিত সমরে নিরুৎসাহ হইবে।'

"শল্য কহিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমাকে যাহা অনুমতি করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমার রাজ্য, ধন, প্রাণ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ নিবেশিত হইবে।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে মাতুল! আমি আপনাকে সেনাপতিপদে বরণ করিতেছি। কার্তিকেয় যেমন সমরাঙ্গনে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ শত্রুগণকে বিনাশ করুন।' "

৭ম অধ্যায়
শল্যের সেনাপতিপদে অভিষেক

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! প্রবল প্রতাপশালী মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথীপ্রধান জ্ঞান কর; কিন্তু উহারা আমার তুল্য ভুজবীর্য্যসম্পন্ন নহে, পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুরমনুষ্যসমবেত সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেও আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনায়াসেই উহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইয়া বিপক্ষগণের নিতান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত সমস্ত সোমক ও পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিব, সন্দেহ নাই।'

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমনে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন বীরগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণমধ্যে বিবিধ বাদি বাদিত হইতে লাগিল। মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য যোধসমুদয় হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতি শল্যের তুষ্টিসম্পাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! আপনি চিরজীবী হউন। সমাগত শত্রুগণ আপনার নিকট পরাজিত হউক এবং মহাবলপরাক্রান্ত ধার্তরাষ্ট্রগণ আপনার বাহুবলে শত্রুগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী সোমক ও সৃঞ্জয়গণের কথা দূরে থাকুক, আপনি সুরাসুরদিকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ।'

"হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য এইরূপে সংস্তুত হইয়া দূর্ব্বলের নিতান্ত দুর্লভ হর্ষ লাভপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে কুরুরাজ! আজ আমি হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিব। আজ সকলে রণস্থলে আমাকে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করুক। পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিদ্ধ, চারণ ও প্রভদ্রকগণ এবং বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল বিক্রম, ভুজবীর্য্য, হস্তলাঘবণ, অস্ত্রসম্পত্তি ও কার্ম্মুকবল অবলোকন করুন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার বিক্রম নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রতিকার করিবার আশায় নানাপ্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। হে মহারাজ! আজ আমি তোমার প্রিয়কার্য্যসংসাধনার্থ দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র অপেক্ষা সমধিক বলবীর্য্য প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিব।'

"হে মহারাজ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সকলেরই কর্ণবিনাশজনিত দুঃখ অপনীত হইল। সৈন্যগণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিল এবং পরমসুখ স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থিরচিত্ত হইল।

যুধিষ্ঠির জাগরণ—কৃষ্ণের সাবধানতা

"হে মহারাজ! এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের সেই কোলাহল-শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে মাধব! রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে; তুমিও আমাদিগের সেনাপতি ও রক্ষাকর্ত্তা। এক্ষণে বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।'

"তখন মহামতি বাসুদেব কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি মহাত্মা মদ্ররাজকে বিশেষরূপ অবগত আছি। ঐ বীর বিপুলবলশালী, মহাতেজস্বী, বিচিত্রযোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাহাদের অপেক্ষা সমধিক রণবিশারদ।

উহার তুল্য যোদ্ধা আর কাহাকেও লক্ষিত হয় না। উনি শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং হস্তী ও সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত। উনি যুদ্ধকালে নির্ভীকচিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! আজ এই ত্রিলোকমধ্যে আপনি ভিন্ন উঁহার সহিত যুদ্ধ বা উহাকে বিনাশ করিতে পারে, এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি দিন দিন আপনার বলসমুদয় বিক্ষোভিত করিতেছেন; অতএব পুরন্দর যেমন শম্বরাসুর ও নমুচিকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উহাকে বিনাশ করুন। দুর্য্যোধন উহাকে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর নিহত হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় কৌরবসৈন্য বিনষ্ট ও আপনার জয়লাভ হইবে। হে মহাত্মন্! মাতুল বলিয়া মদ্ররাজকে দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে উহার অভিমুখে গমন করিয়া উঁহাকে বিনাশ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোষ্পদে [গরুর খুর ডোবে এইরূপ গর্ত্তে] নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্রবীর্য্য আছে, এক্ষণে সমারাঙ্গনে তৎসমুদয় প্রদর্শন করুন।

"হে মহারাজ! অরাতিনিপাতন বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মানলাভপূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন; তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিশ্রামার্থ বিদায় করিয়া অপেতশল্য [বাণবেদনাবিহীন] কুঞ্জরের ন্যায় সুখে, শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের বিনাশে মহা আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণও সূতপুত্রের নিধনে জয়লাভ করিয়া মহা আহ্লাদে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।"

৮ম অধ্যায়

সমর নিয়মনির্দ্ধারণ-ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সৈন্যগণকে বর্ম্ম ধারণ করিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ রাজার আদেশ লাভ করিবামাত্র বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অবিলম্বে রথে অশ্ব যোজনা করিল; কেহ কেহ দ্রুতবেগে ধাবমান হইল; কেহ কেহ মাতঙ্গসকলকে সুসজ্জিত করিয়া দিল এবং সহস্র সহস্র রথে আস্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্য ও যোধগণের সমরোৎসাহ উদ্দীপনার্থ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল।

"অনন্তর মহারথগণ সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ [যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত] নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত ও পৃথক পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন। মহাবীর শল্য সেনাপতি হইলেন। তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিবগণ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কদাচ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না। যে একাকী পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে পঞ্চপাতক

[ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সোণা চুরি, গুরুপত্নীগমন এবং উক্ত পাপকারীর সংসর্গজনিত পাপ] ও উপপাতকে [পরদার, আত্মবিক্রয়, মাতা-পিতৃ-পুত্র ত্যাগ, ঋণ পরিশোধ না করা, নাস্তিকতা, গো-বধ প্রভৃতি ৫৯ প্রকারের পাপে] লিপ্ত হইতে হইবে। আর আমরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের রক্ষাবিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়া যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এইরূপ নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সত্বর বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও ব্যূহরচনা করিয়া সেই ক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় তুমুল কোলাহলসম্পন্ন রথকুঞ্জরবহুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে চারিদিক হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবল দ্রোণ, ভীষ্ম, সূতপুত্র, ইঁহাদিগের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধনের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে কিরূপে নিহত হইল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করনিকক্ষয়কর, ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিপাতিত হইলেও ঐ সময় আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, মদ্ররাজ শল্য অনায়াসে পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিবেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ঐ আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

"হে মহারাজ! সূতপুত্র নিহত হওয়াতে পাণ্ডবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে উহা শ্রবণে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল; এক্ষণে মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতি সমৃদ্ধ সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্বয়ং এক সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ভারসহ বেগশালী শরাসনে অনবরত টঙ্কার প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি রথারূঢ় হইয়া রথের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। প্রবলপ্রতাপশালী বর্ম্মধারী মদ্ররাজ আপনার আত্মজগণের ভয় অপনোদনপূর্ব্বক মদ্রদেশীয় বীরবর্গ ও নিতান্ত দুর্জ্জয় কর্ণাত্মজগণের সহিত ব্যূহের মুখে অবস্থান করিলেন। কৌরবগণপরিরক্ষিত মহারাজ দুর্য্যোধন ব্যূহের মধ্যভাগে, ত্রিগর্ত্তগণপরিবৃত কৃতবর্ম্মা উহার বামপার্শ্বে, শক ও যবন পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণপার্শ্বে এবং কাম্বোজগণসমবেত মহাবীর অশ্বত্থামা উহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইলেন। মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্বসৈন্যপরিবৃত হইয়া বহুল বলসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশদিবসীয় যুদ্ধ-সমবেত সমর

"হে মহারাজ! তখন পাণ্ডবগণও ব্যূহরচনা করিয়া তিনভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জিঘাংসাপরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবলপ্রতাপশালী অর্জ্জুন মহাবেগে

কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের প্রতি, মহাবীর বৃকোদর ও সোমকগণ শত্রুগণের বিনাশসাধনবাসনায় কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সসৈন্য মহারথ শকুনি ও উলূকের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইলে কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য মহারথ বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনানন্তর অল্পাবশিষ্ট কৌরব ও ক্রোধাবিষ্টচিত্ত মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! যেরূপে আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ হইল এবং যে পরিমাণ সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৌরবসৈন্যমধ্যে একাদশসহস্র রথ, দশসহস্র সাতশত হস্তী, দুইলক্ষ অশ্ব ও তিনকোটি পদাতি এবং পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে ছয়সহস্র রথ, ছয়সহস্র হস্তী, দশসহস্র অশ্ব ও এককোটি পদাতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আপনার সেই সমুদয় সৈন্য মদ্রাধিপতির আদেশানুসারে রীতিমত বিভক্ত হইয়া জয়লাভার্থ ক্রোধভরে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল। তখন জয়োল্লাসিত যশস্বী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রভাত সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধার্থী হইয়া ধাবমান হইলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল।”

৯ম অধ্যায়
সঙ্কুলযুদ্ধে উভয়পক্ষের বহু লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষে দেবাসুরসংগ্রামতুল্য ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। ধাবমান ভীষণাকার মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি বর্ষাকালীন জলপটলের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত কুঞ্জরগণের আঘাতে রথের সহিত ভূতলে নিপতিত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বসকল ও পাদরক্ষকগণ সুশিক্ষিত রথীগণের শরাঘাতে পরলোকে প্রস্থান করিল। সুশিক্ষিত অশ্বারোহিগণ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টির আঘাত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারী বীরসকল সমবেত হইয়া মহারথগণকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক এক এক জনকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথগণ ধাবমান মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণও ক্রোধাবিষ্ট অসংখ্য শরবর্ষী রথীবরকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিনাশ করিতে লাগিল। গজারোহী গজারোহীকে ও রথী রথীকে আক্রমণপূর্ব্বক শক্তি, তোমর ও নারাচদ্বারা নিহত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করাতে সমরস্থল অতি সমাকুল হইয়া উঠিল। চামরবিরাজিত অশ্বগণ হিমালয়প্রস্থস্থিত হংসসমুদয়ের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহারা বসুন্ধরা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বসুমতী সেইসকল অশ্বগণের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাঙ্কিত কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং নির্ঘাত

শব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ, রথনেমির ঘর্ঘরনির্ঘোষ, পদাতিগণের কোলাহল, গজগণের বৃংহিতধ্বনি, শঙ্খের নিস্বন ও বাদিত্র-সমুদয়ের বিবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় শরাসনের ভীষণ টঙ্কার এবং দেদীপ্যমান খড়্গ ও কবচের প্রভায় আর কিছুই বিদিত হইল না। করিশুণ্ডাকার ছিন্নবাহুসকল মহাবেগে কখন উদ্বেষ্টন [ঊর্দ্ধ আবরণ] ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল। পরিপক্ক তালফল পতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, বীরগণের মস্তকপতনেও সেইরূপ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। উদ্ধৃত্তনেত্র মস্তকসকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিকসিত পুণ্ডরীকসমূহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেয়ূরসমলঙ্কৃত চন্দনচর্চ্চিত বাহুসকল শক্রধ্বজের ন্যায় বসুধাতলে শোভমান হইল। সমরাঙ্গন নরেন্দ্রগণের করিশুণ্ডোপম নিকৃত্ত উরুদণ্ডসমুদয়ে আকীর্ণ হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে সঙ্কীর্ণ ও রাশি রাশি ছত্রচামরে সঙ্কুল হইয়া কুসুমসমূহ-সুশোভিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ শোণিতলিপ্ত-কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শর-তোমর-নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় ছিন্নভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং প্রলয়ালীন কুলিশবিদলিত [বজ্রবিদীর্ণ] অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। সাদিগণের সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্ব্বতাকার স্তূপসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় শূরগণের হর্ষজনন ও ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন শোণিততরঙ্গিণী সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইল। রুধির উহার সলিল; রথসমুদয় আবর্ত্ত; ধ্বজপতাকাসকল বৃক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর; বাহুসমূহ নক্র [কুম্ভীর]; শরাসনসকল স্রোত; হস্তিসমুদয় শৈল; অশ্বসকল উপল; মেদ ও মজ্জা কর্দ্দম; ছত্রসমুদয় হংস; গদাসমূহ ভেলা ও চক্রসমুদয় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহা কবচ, উষ্ণীষ, ত্রিবেণু ও দণ্ডদ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরিঘাকার ভুজদণ্ডসম্পন্ন বীরগণ বাহনরূপ নৌকাদ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবহমান ভয়ঙ্কর শোণিতনদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গ-বলক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রামসদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে কোন কোন বীর ভয়ে বান্ধবগণকে আহ্বান করাতে বান্ধবেরা তাঁহাদিগকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া চীৎকার করিয়া নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও ভীমসেন স্বীয় বলবীর্য্যে বিপক্ষগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যোষিদ্‌গণ যেমন মদভরে জ্ঞানশূন্য হয়, তদ্রূপ সেই কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ অর্জ্জুন ও ভীমসেনকর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া হতজ্ঞান হইতে লাগিল।

"এইরূপে মহাবীর বৃকোদর ও অর্জ্জুন বিপক্ষ-সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! বীরগণ শল্যের সম্মুখে সমাগত ও বিভক্ত হইয়া যেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জিগীষাপরবশ হইয়া সত্বর আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ পাণ্ডবগণের শরপ্রহারে ছিন্নভিন্ন ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোদ্ধারা সকলে হাহাকার শব্দ

পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরাও মুক্তকণ্ঠে ‘রণস্থলে অবস্থান কর’ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণ বারংবার কৌরবসৈন্যগণকে স্থির করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাদের সমক্ষেই সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, পিতামহ, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত অশ্ব ও হস্তীদিগকে দ্রুতবেগে সঞ্চালন করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।”

১০ম অধ্যায়
নকুলকর্ত্তৃক কর্ণপুত্র চিত্রসেন-সংহার

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময়ে প্রবল প্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য কৌরবসৈন্যগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া সারথিকে কহিলেন, ‘হে সূত! যে স্থানে শ্বেতচ্ছত্রধারী পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে, আমার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালনপূর্ব্বক সত্বর আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল। আমি অচিরাৎ তোমাকে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। সমরাঙ্গনে পাণ্ডবগণ কখনই আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। তখন মদ্ররাজের সারথি তাহার আদেশানুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রথসঞ্চালন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর শল্য বেলা যেমন উদ্ধূত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহসা সমাগত পাণ্ডবসৈন্যগণের বেগ নিবারিত করিলেন। তখন অচলসমাগমে সিন্ধুবেগ যেমন প্রতিহত হয়, তদ্রূপ শল্যসমাগমে পাণ্ডবসৈন্যগণের গতিরোধ হইল। কৌরবগণ মদ্ররাজকে সমরসাগরে অবতীর্ণ অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয়পক্ষে শোণিতবর্ষী ঘঘারতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

“যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন সেই বিচিত্রকার্ম্মুকধারী বীরদ্বয়, দক্ষিণ ও উত্তরদিকস্থ বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়ের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না। দুই মহাবীরই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও রথচর্য্যাবিশারদ। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী ও বধসাধনে যত্নবান্ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন সুনিশিতভল্লে নকুলের শরাসনের মুষ্টিচ্ছেদন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে অশ্বগণকে নিহত এবং তিন তিন শরে ধ্বজ, ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া তাহার ললাটে সুবর্ণপুঙ্খ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর নকুল শত্রুনিক্ষিপ্ত শরত্রয়ে ললাটদেশে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশঙ্গপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে করে করবারি ধারণপূর্ব্বক কেশরী যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর চিত্রসেনও নকুলকে পাদচারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্রিযোদ্ধা, অদ্ভুত পরাক্রমশালী, মহাবীর নকুল চর্ম্মদ্বারা সেই শরনিকর নিবারণ করিয়া সমস্ত সৈন্যসমক্ষে চিত্রসেনের রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার মুকুট-কুণ্ডলভূষিত বিস্তীর্ণ নয়নযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দিবাকরপ্রভ মহাবীর চিত্রসেন নকুলের খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ চিত্রসেনকে গতাসু নিরীক্ষণ করিয়া নকুলকে সাধুবাদ প্রদান ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! ঐ সময়ে কর্ণের পুত্র মহারথ সুষেণ ও সত্যসেন স্বীয় ভ্রাতাকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিবিধ শরপরিত্যাগপূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যমধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন কুঞ্জরের বিনাশবাসনায় ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘদ্বয় যেমন সলিল বর্ষণ করে, তদ্রূপ মাদ্রীতনয়ের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত নকুল সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া হৃষ্টচিত্তে রথারোহণপূর্ব্বক পুনরায় শরাসন ধারণ করিয়া ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সন্নতপর্ব্ব সায়নিকরে নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল ঈষৎ হাস্য করিয়া চারি নিশিত বাণে সত্যসেনের চারি অশ্ব নিপাতিত ও সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত নারাচে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন, অন্য এক রথে আরোহণ ও অপর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুষেণসমভিব্যাহারে নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবলপ্রতাপশালী মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে দুই দুই শরে সেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

কর্ণনন্দন সত্যসেন-সংহার

"অনন্তর মহাবীর সুষেণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে নকুলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর মাদ্রীতনয় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচশরে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া একশরে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং বলপ্রকাশপূর্ব্বক সত্যসেনের কার্ম্মুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন ভারসহ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া শরনিকরে নকুলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই সত্যসেন-নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণতনয়দ্বয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী শরজালে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিতশরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত প্রবল প্রতাপশালী সত্যসেন দুইশরে নকুলের রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সুবর্ণদণ্ডসমলঙ্কৃত, অকুণ্ঠিতাগ্র [সুদৃঢ় মুখ], তৈলধৌত [তৈলে মাজা চক্চকে সুধার], সুনির্ম্মল, লেলিহান মহাবিষ নাগকন্যাসদৃশ অতিভীষণ এক রথশক্তি গ্রহণ ও পরামর্ষণপূর্ব্বক সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ শক্তি মাদ্রীতনয়ের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়দেশ শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর কর্ণনন্দন সেই আঘাতেই গতসত্ত্ব [প্রাণশক্তিহীন] ও অচেতন হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

"মহাবীর সুষেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে নকুলের প্রতি অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং চারিশরে তাঁহার চারি অশ্ব, পাঁচশরে ধ্বজ ও তিনশরে সারথিকে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ

সময় দ্রৌপদীতনয় সুতসোম স্বীয় পিতা নকুলকে রথহীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল সুতসোমর রথে আরোহণপূর্ব্বক গিরিশিখরস্থ কেশরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই দুই মহারথ পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের বধসাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

কর্ণতনয় সুষেণ-সংহার

"অনন্তর মহাবীর সুষেণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিনশরে নকুলকে এবং বিংশতিশরে সুতসোমের বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে সুষেণের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সত্বর এক সুতীক্ষ্ণাগ্র অর্দ্ধচন্দ্রবাণ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণ-সমক্ষে কর্ণপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণাত্মজ সুষেণ নকুলশরে নিহত হইয়া নদীবেগভগ্ন তীরস্থ জীর্ণবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইলেন।

"তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণাত্মজ সুষেণের বধ ও নকুলের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে দশদিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি শল্য তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মদ্রাধিপতি শল্যের প্রভাবে সুরক্ষিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসনধ্বনি করিয়া প্রফুল্লমনে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনেকে সেনাপতি শল্যকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রীকুমারদ্বয় লজ্জাশীল রাজা যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্তী করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও বাণশব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তখন উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীরুজনভয়াবহ, যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন, দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কপিকেতন [বানরধ্বজ] ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া কৌরবসৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্নসমভিব্যাহারে নিশিতশরনিকর পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষ-সৈন্যগণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবসৈন্যগণ পাণ্ডবদিগের শরে সমাহত হইয়া বিমোহিত হইল। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দিগ্বিদিকজ্ঞান রহিল না। তখন মহারথ পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুসংখ্যক বীরগণকে নিহত করিলেন। এ দিকে আপনার আত্মজগণও বহুসংখ্যক পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ। নিহন্যমান ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া বর্ষাকালীন নদীদ্বয়ের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল।"

১১শ অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রাতঃকালে নানাস্ত্রসমাকীর্ণ, চতুরঙ্গ-বলসমাকুল, যমরাজ্যবিবর্দ্ধন, ভীরুজনের ভয়জনক, বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন, ঘোরতর সংগ্রামস্থলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের বধসাধনে সমুদ্যত হইয়া নিশিতশরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, কুঞ্জরসকল চীৎকার করিতে লাগিল এবং কোলাহলপ্রবৃত্ত পদাতিসৈন্যমধ্যে অশ্বগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রবলপরাক্রমশালী পাণ্ডবগণের প্রভাবে সেই অসংখ্য কৌরবসেনা অনল-সমাকুল কুরঙ্গীর [অগ্নিপরিবেষ্টিত হরিণীর ন্যায়] ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর শল্য তাহাদিগকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উৎকৃষ্ট শরাসনগ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণও নিশিতশরনিকরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য বিপক্ষগণের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই শাণিতশরনিকরদ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

সমরক্ষেত্রে বিবিধ উৎপাত উৎপত্তি

"হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। বসুন্ধরা শব্দায়মানা হইয়া ভূধরগণের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। দণ্ড ও শূল সমুদয়ের সহিত উল্কাসকল সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরবসেনার বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল এবং শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ পাণ্ডবগণের পশ্চাদ্ভাগে ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে সমরক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেন। অস্ত্রসমূহের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতিনী প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল এবং কাক ও উলূকসকল বীরগণের মস্তকে ও রথধ্বজে উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল।

"অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমস্ত সৈন্যসমভিব্যাহারে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য সলিলবর্ষী সহস্রলোচনের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খশিলানিশিত দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র সোমক ও প্রভদ্রক মদ্ররাজের শরজালে সমাহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। মহাবীর শল্যের শরনিকর ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও জলদনির্গত বজ্রের ন্যায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি মদ্ররাজের শরাঘাতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন

কালপ্রেরিত অন্তকসদৃশ মদ্ররাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরুষকার প্রকাশ করিবার মানসে মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া শরজালে শত্রুগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

শল্যসহ সমবেত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ

"এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যসমুদয় শল্যকর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া আত্মরক্ষার্থে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহাবীর মদ্রাধিপতি ক্ষিপ্রহস্তে শরজাল বর্ষণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজকে পদাতি ও অশ্বসৈন্যের সহিত ধাবমান দেখিয়া, মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশদ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিতশরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি এক আশীবিষোপম নিতান্ত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত সায়ক ধর্ম্মরাজের দেহ ভেদ করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল।

"তখন মহাবীর বৃকোদর সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দশ শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীতনয়গণ, জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপ মদ্ররাজকে পাণ্ডবগণের শরজালে ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত উলূক, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আপনার পুত্রগণ মদ্ররাজের সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তিন শরে রোষোদ্ধত ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল। ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের ঋক্ষ[ভল্লুক]বর্ণ অশ্বসকল বিনাশ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ মদ্ররাজ সহদেবের অশ্বসকল বিনাশ করিলেন; মহাবীর সহদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া অসিদ্বারা শল্যপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্তচিত্তে নির্ভীক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা অম্লানমুখে দ্রৌপদীতনয়গণকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেনের রথে নূতন অশ্বসমুদয় সংযোজিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা অবিলম্বে উহাদিগকেও নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর পুনরায় হতাশ হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্ম্মার রথ ও অশ্বসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা সত্বর সেই ভগ্ন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন।

ভীম-শল্য সমর

"ঐ সময় মহাবীর শল্যও কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় নিশিতশরনিকরে সোমক ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অধরদংশনপূর্ব্বক শল্যের বিনাশবাসনায় স্বীয় সুবিখ্যাত লৌহময় গদা সমুদ্যত করিলেন। ঐ গদা অশ্ব গজ ও মনুষ্যগণের প্রাণসংহারকারী, সুবর্ণপটে সমলঙ্কৃত, গিরিশৃঙ্গ বিদারণক্ষম, শতঘণ্টাযুক্ত, বসা, মেদ ও রুধিরে চর্চিত, রিপুসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্বসৈন্যের হর্ষজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দনচর্চিত এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায়, প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায়, উগ্র ভুজঙ্গীর ন্যায়, ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায়, যমের জিহ্বার ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাসভবনে মহেশ্বরের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে আহ্বান এবং দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ সৌগন্ধিক গ্রহণাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্বিত গুহ্যকগণকে সংহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই বিবিধ মণিরত্নখচিত ভীষণ গদা উদ্যত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভিমুখীন হইয়া অবিলম্বে তাঁহার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মদ্রাধিপতি তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের বিশাল, বক্ষঃস্থলে তোমর নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত তোমর ভীমসেনের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। মহাবীর বৃকোদর তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া অশঙ্কিতচিত্তে স্বীয় দেহ হইতে সেই তোমর উত্তোলনপূর্ব্বক শল্যসারথির হৃদয় ভেদ করিলেন। সারথি তোমরাঘাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রুধির বমন করিয়া নিপতিত হইল। তখন মদ্ররাজ ভীমসেনের পরাক্রমদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক গদাহস্তে বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

১২শ অধ্যায়

ভীম-শল্যের গদাযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য সারথির বিনাশ দর্শনে সত্বর লৌহময় গদা গ্রহণপূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায়, সশৃঙ্গ কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায়, বজ্রপাণি বাসবের ন্যায়, শূলহস্ত মহাদেবের ন্যায় এবং বনমধ্যস্থিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বীরজনের হর্ষবর্দ্ধন অসংখ্য শঙ্খনিস্বন, তূর্য্যধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিক হইতে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রম দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই বৃকোদরের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন; আর মহাবীর বৃকোদর ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্রাধিপতির গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না।'

"হে মহারাজ! অনন্তর সেই বীরদ্বয় গদাপাণি হইয়া বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জন করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন

ও গদাসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্রাধিপতির অগ্নিজ্বালাসদৃশ বিচিত্র সুবর্ণপট্ট-পরিবেষ্টিত গদা-দর্শনে সকেলরই মনে ভয়সঞ্চার হইল; মহাবীর ভীমসেনের গদাও জলদ-বিরাজিত চপলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মদ্ররাজ ভীমসেনের গদার উপরে গদাঘাত করিলে ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল; ভীমের গদাঘাতেও শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন কুঞ্জরদ্বয় যেমন দন্তে দন্তে ও বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয়দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া ক্ষণকালমধ্যে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুস্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর শল্য ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে গদা প্রহার করিলে বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; মদ্রাধিপতিও ভীমসেনের গদাপ্রহারে বারংবার নিপীড়িত হইয়াও গজনির্ভিন্ন [হস্তিকর্ত্তৃক ভগ্ন] মহাগিরির ন্যায় কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করিলেন না। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বজ্রনিস্বনের ন্যায় অতি ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবলপরাক্রান্ত অমানুষকর্ম্মা [লোকশক্তির অতীত] বীরদ্বয় ক্ষণকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় গদা উদ্যত করিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে পরস্পরের বধসাধনার্থ অষ্টপদমাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্ব্বক স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; ভূমিকম্পকালে অচলদ্বয় যেমন শৃঙ্গদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর গদাদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাহারা পরস্পরের গদাপ্রহারে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া এককালে ইন্দ্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবলপরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য মদ্রাধিপতিকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন মত্তের ন্যায় নিমিষমধ্যে পুনরায় উত্থিত হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক মদ্রাধিপতিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে দুর্য্যোধনহস্তে চেকিতান নিহত

"অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিবিধ শস্ত্র উদ্যত ও নানা প্রকার বাদ্য বাদিত করিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ ভুজদণ্ড ও অস্ত্রশস্ত্র সমুচ্ছ্রিত করিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরাও বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাসদ্বারা চেকিতানের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চেকিতান দুর্য্যোধননিক্ষিপ্ত প্রাসের আঘাতে একান্ত তাড়িত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ চেকিতানকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে কৌরবসৈন্য গণমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও মহাবলপরাক্রান্ত সুবলনন্দন শকুনি, ইহারা মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভুজবীর্য্যসম্পন্ন দ্রোণনিহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনসহস্র রথী রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে অশ্বত্থামাকে অগ্রবর্তী করিয়া বিজয়লাভাভিলাষে প্রাণপণে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষে পরস্পর বধাভিলাষে বীরগণের প্রতিবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় বায়ুসহযোগে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া সমরাঙ্গন সমাচ্ছাদিত করিল। তৎকালে আমরা বীরগণের নাম শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, যোদ্ধারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ধূলিজাল রুধিরপ্রবাহে প্রশমিত হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল।

“এইরূপে সেই ভীরুজনভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে উভয়পক্ষের কোন বীরই সমরপরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ-পরিশোধ, জয়লাভও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ স্পর্দ্ধাসহকারে বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে উভয় পক্ষীয় বলমধ্যেই বিনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর, কেবল এই সকল বাক্য শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

শল্যযুধিষ্ঠির যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরপরাজয়

“ঐ সময় মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিনাশবাসনায় তাঁহাকে নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার মর্ম্মস্থলে চতুর্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশস্বী মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের বিনাশবাসনায় ক্রোধভরে তাঁহার উপর কঙ্কপত্রভূষিত অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যসমক্ষে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আনতপর্ব্ব শর প্রহার করিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে নয় এবং চক্ররক্ষক চন্দ্রসেনকে সপ্ততি ও দ্রুমসেনকে চতুঃষষ্টিশরে বিনাশ করিলেন। এইরূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে মদ্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে চেদিদেশীয় পঞ্চবিংশতি বীরকে বিনাশপূর্ব্বক সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, ভীমসেনকে সাত এবং যমজ নকুল ও সহদেবকে একশত শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির আশীবিষসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ভল্লে মদ্রাধিপতির গিরিশৃঙ্গসদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য ধ্বজযষ্ঠি নিপতিত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে। পাঁচ-পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রাধিপতির জলজালসদৃশ শরজালে ধর্ম্মরাজের বক্ষঃস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যনির্ম্মুক্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পুরন্দর বিদলিত জম্ভাসুরের ন্যায় হতপরাক্রম হইলেন।”

১৩শ অধ্যায়
শল্য-সমরে সমস্ত পাণ্ডবপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের শরজালে নিপীড়িত হইলে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথসমুদয়ে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ একাকী অসংখ্য মহারথের শরনিকরে নিপীড়িত হইলে চতুর্দ্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমুচ্ছ্রিত হইল, সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া বিস্ময়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাবলপরাক্রান্ত শল্যকে প্রথমতঃ এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার, অভিলাষে শল্যকে সাত বাণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। নকুল মদ্ররাজকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাহাকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিলেন।

“সমরনিপুণ মহাবীর মদ্ররাজ এইরূপে সেই মহারথগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিকে, ত্রিসপ্ততি শরে ভীমসেনকে ও সাত বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লদ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের সশরশরাসন ছেদনপূর্ব্বক ত্রিসপ্ততি শরে তাহাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব সত্বর অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া মহাতেজাঃ মদ্ররাজের উপর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ও ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব এক বাণে তাঁহার সারথিকে ও তিন বাণে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শরে শুল্যের শরীর ভেদ করিলেন।

“এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ সেই মহারথগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া গৈরিকধাতু ধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ-পাঁচ বাণে সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্লদ্বারা ধর্ম্মরাজের জ্যাসংযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে শল্যকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া অবিলম্বে সুশাণিত দশবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক মদ্রাধিপতিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শল্য ক্ষুরপ্রদ্বারা সত্বর সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণকে তিন-তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড ভীষণ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন এক প্রজ্বলিত পন্নগসদৃশ নারাচ, নকুল ভীষণ শক্তি, সহদেব গদা ও ধর্ম্মরাজ শতঘ্নী প্রয়োগ করিয়া মদ্ররাজকে সংহার করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাবীর মদ্ররাজ তদ্দর্শনে অবিলম্বে ভল্লসমূহদ্বারা সাত্যকির তোমর ও ভীমনিক্ষিপ্ত কনকভূষণ নারাচ ছেদন এবং শরনিকরে নকুলপরিত্যক্ত হেমদণ্ডভূষিত ভীষণ শক্তি ও সহদেবপ্রেরিত গদা নিবারণপূর্ব্বক দুইবাণে যুধিষ্ঠিরের শতঘ্নী ছেদন করিয়া পাণ্ডবগণের সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

শত্রুনিসূদন সাত্যকি অরাতির জয়লাভ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক দুইবাণে শল্যকে ও তিনবাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও অঙ্কুশতাড়িত মহাগজের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশবাণে সেই সাত্যকিপ্রমুখ পাঁচ মহাবীরকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুসূদন মহারথগণ শল্যশরে নিবারিত হইয়া কোনক্রমেই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের পরাক্রম অবলোকন করিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত বোধ করিলেন।

"অনন্তর মহাপ্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন প্রাণপণে পুনরায় শল্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব ও সাত্যকি ইঁহারাও মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপান্বিত শল্য এইরূপে সেই চারি মহারথকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্যমনে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত শল্য স্বীয় চক্ররক্ষককে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে শরনিকরে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈনিকদিগকে শল্যশরে পরিবৃত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এক্ষণে কিরূপে বাসুদেবের ঐ মহাবাক্য সত্য হইবে, কিরূপে ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের হস্ত হইতে আমার সৈন্যগণ পরিত্রাণ পাইবে।'

"হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগসমূহে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তখন মহাবীর মদ্ররাজ পবন যেমন মহামেঘ ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাদের শস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। ঐ সময় আমরা আকাশপথে শলভশ্রেণীর ন্যায় ও বিহগাবলির ন্যায় শল্যনিক্ষিপ্ত শরজাল অবলোকন করিতে লাগিলাম। শল্যচাপমুক্ত সুবর্ণভূষণ শরনিকরে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরভূমি তিমিরাবৃত হইলে কি পাণ্ডবপক্ষীয় কি কৌরবপক্ষীয়, কোন ব্যক্তিই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ মদ্ররাজের শরজালে পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিলোড়িত দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর শল্য শরনিকরে পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়া ও ধর্ম্মরাজকে সায়কসমাচ্ছন্ন করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ শল্যের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু ধর্ম্মরাজের অগ্রবর্ত্তী ভীমসেনপ্রমুখ মহাবীরগণ সমরনিপুণ মহাবলপরাক্রান্ত মদ্ররাজকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন না।"

১৪শ অধ্যায়

সমবেত কুরুবীরগণসহ অর্জ্জুন-যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামা ও তাঁহার অনুচর ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণকর্ত্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিনবাণে দ্রোণপুত্রকে ও দুই-দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অবিরতনিক্ষিপ্ত শরজালে কণ্টকিতকলেবর

হইয়াও ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাকে রথসমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই বীরগণের সুবর্ণজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উল্কাপাত-পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমানের ন্যায় শোভা বরণ করিল। মহারথগণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর দেখিয়া একান্ত হৃষ্ট হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের রথকূবর, রথচক্র, ঈষা, যোক্ত্র, যুগ ও অনুকর্ষ সমুদয়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাদৃশ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

অর্জ্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধ

"অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় জলধর যেমন মহীধরের উপর জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই কৌরবসৈন্যগণের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেনাগণ পার্থনামাঙ্কিত শরসমূহে সমাহত হইয়া সমস্তই অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পার্থ হুতাশনের ন্যায় শরজালে আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথমার্গে রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অনুক, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ [চাবুক] এবং কুণ্ডলসমলঙ্কৃত উষ্ণীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, স্কন্ধ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপতিত হইতে লাগিল। মাংসশোণিতজনিত কমে পার্থের গমনপথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভীষণ বেশ ধারণ করিল। এইরূপে। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক দুইসহস্র রথী সংহার করিয়া ক্রোধে চরাচর-বিশ্বদহন ধূমশূন্য দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর অশ্বত্থামা রণস্থলে অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া বিচিত্র পতাকাপরিশোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় পরস্পরে সংহারে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি গমন করিলেন। তাঁহাদের শরাশন হইতে বর্ষাকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধাপ্রকাশপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম ক্ষণ সমভাবে হইতে লাগিল।

অশ্বত্থামার অস্ত্রে সুরথসংহার

"অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ দ্বাদশশরে অর্জ্জুনকে ও দশশরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্যমুখে গাণ্ডীবশরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক প্রথমতঃ গুরুপুত্রের উপর শরনিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎপরে মৃদুভাবে তাঁহাকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ সেই অশ্বশূন্যরথে অবস্থান করিয়াই হাস্যমুখে অর্জ্জুনের প্রতি এক পরিঘাকার মুষল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর পার্থ সেই হেমপট্টসমলঙ্কৃত মুষল তাঁহার প্রতি আগমন করিতেছে দেখিয়া অবিলম্বে উহা সাতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরবিশারদ

দ্রোণতনয় তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি এক গিরিশিখরসদৃশ ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তসদৃশ পরিঘ নিরীক্ষণপূর্ব্বক সত্বর উহা পাঁচশরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত পরিঘ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন হইয়া মহীপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই যেন ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় তিনভল্লে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাত্মজ মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে পাঞ্চালদেশীয় সুরথের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ সুরথ মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুদৃঢ় ভারসহ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার উপর আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সুরথকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া দণ্ডঘটিত উরগের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং ললাটে ত্রিশিখ ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাত্মজনিক্ষিপ্ত নারাচ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া বজ্রের ন্যায় মহাবেগে ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহারথ সুরথও সেই নারাচে সমাহত হইয়া কুলিশবিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

"অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সত্বর সুরথের রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ ভাস্কর গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; তৎকালে আমরা মহাবীর অর্জ্জুনকে বহুসংখ্যক বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলাম। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দৈত্যসৈন্যগণের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একমাত্র অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের তদ্রূপ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

১৫শ অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ - শল্যশরে পাণ্ডব-নিপীড়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য শর ও শক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতবাণে নিপীড়িত করিলেন; দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনের উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। কুরুরাজের সহোদরগণ তাঁহাকে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিপীড়িত দেখিয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে দ্রুপদপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহারথগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক অনায়াসে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

"এদিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণপরিবৃত মহাধনুর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তিন মহাবীরের যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহারা

তিনজনেই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ চারিদিকে শুরবর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া বীর্য্য ও অস্ত্রবলে কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণের পরিত্রাণে সমর্থ হইলেন না।

"অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন মহাবীর নকুল বেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্ররাজকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ম্মার-পরিমার্জিত সুবর্ণপুঙ্খ দশ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত শল্য নকুলের শরে বিদ্ধ হইয়া তাহাকে নতপর্ব্ব শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। আগমন-সময়ে তাঁহাদিগের রথনির্ঘোষে সমুদয় দিগ্বিদিক প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন অরাতিনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে সেই বীরগণের অভিমুখীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিকে শত ও সহদেবকে তিনবাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রদ্বারা মহাত্মা নকুলের সশরশরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ মাদ্রীতনয় সত্বর অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে শুল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির দশ, ভীমসেন ষষ্টি ও সাত্যকি নয়বাণে মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিলেন। মদ্ররাজ অরাতিগণের শরাঘাতে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ নয় ও পশ্চাৎ সপ্ততিশরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া তাহার সশরশরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার চারি অশ্বের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে শতবাণে বিদ্ধ করিয়া নকুল, সহদেব এবং ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরকে দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে আমরা সংগ্রামস্থলে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়াও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

'অনন্তর সত্যবিক্রম সাত্যকি পাণ্ডবগণকে শল্যের বশবর্ত্তী ও নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; মহারথ শল্যও সাত্যকিকে আগমন করিতে দেখিয়া, মত্তমাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পূর্ব্বকালে শম্বুরাসুর ও অমররাজের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শল্য ও সাত্যকির তদ্রূপ ঘোরদর্শন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি মদ্ররাজকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত শল্য মহাত্মা যুযুধানের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিচিত্র পুঙ্খ নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ মদ্ররাজকে সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া মাতুলের নিধনবাসনায় সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিষলোলুপ সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিয়া মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শরজালে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন ও দিঙ্মণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভাসম্পন্ন হইল। আকাশমণ্ডল সেই নির্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গসদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাবৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় শত্রুসূদন মহাবীর শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া ।

সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিলেন। তাহার ভুজনির্ম্মুক্ত ভীষণ শরজালে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল এবং রথ অসুরঘাতন দেবরাজের রথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।”

১৬শ অধ্যায়

শল্যসহ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের দৃঢ়তা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ অসংখ্য কৌরবসৈন্য মদ্ররাজকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগে পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকালমধ্যে একবারে তাঁহাদিগকে আলোড়িত ও বিদ্রাবিত করিল। মহাবীর বৃকোদর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কোনক্রমেই সমরস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সহদেব সৈন্যপরিবৃত শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বহুসংখ্যক ভূপতির, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বত্থামার, গদাপাণি ভীমসেন দুর্য্যোধনের ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সৈন্যসমবেত মদ্ররাজের। নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

“হে মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মদ্ররাজের অসাধারণ কার্য্যদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরসমীপে শল্যকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন, শশধরসমীপে শনিগ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন, মহাবীর শল্য আশীবিষসদৃশ শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় শরবর্ষণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্ররাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যেরা শল্যের শরে, নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির রোষভরে ‘হয় জয়লাভ করিব, না হয় বিনষ্ট হইব’ এই স্থির করিয়া পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যেসকল বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত সমরস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন। তোমরাও উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে আমার অংশে একমাত্র মহারথ মদ্রাধিপতি অবশিষ্ট আছেন। আজ আমি উঁহাকে পরাজিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর মাদ্রীতনয়দ্বয় আমার চক্র রক্ষা করিতেছে; সূররাজ পুরন্দরও এই সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরদ্বয়কে সমরে পরাভূত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব ইঁহারা আমার হিতার্থে ক্ষাত্রধর্ম্মনুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। হে বীরগণ! আমি সত্য বলিতেছি, আজ জয় হউক, আর পরাজয়ই হউক, আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। তাঁহার ও আমার অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণসকল সমানই আছে। এক্ষণে রথযোগকগণ শাস্ত্রানুসারে আমার রথে সমুদয় উপকরণ সংস্থাপিত করুক। সাত্যকি দক্ষিণচক্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বামচক্র

রক্ষা করুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হউক আর মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আমার অগ্রে অবস্থান করুক। তাহা হইলেই আমি মদ্ররাজ অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইব। হে মহারাজ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে তাহার হিতৈষী বীরগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যসৈন্যগণ সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইল।

শল্য-যুধিষ্ঠির যুদ্ধে শল্যপরাজয়

"রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ শঙ্খনিস্বন, ভেরীনিনাদ ও সিংহনাদ করিয়া ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইল। এ দিকে কৌরবগণ গজঘণ্টাশব্দ, তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খনাদ ও হর্ষজনিত কোলাহলে রণস্থল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন ও মদ্ররাজ শল্য উদয় ও অস্তাচল যেমন মহামেঘসমূহকে প্রতিগ্রহ করে তদ্রূপ সেই পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শুরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কুরুরাজ দুর্য্যোধনও রুচির [উজ্জ্বল] শরাসন গ্রহণ ও বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষিপ্তহস্তে নিরন্তর শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেহই তাঁহার কোন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ বিবিধ শরজালবিস্তারপূর্ব্বক আমিষলোপ শার্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর, সমরদক্ষ দুর্য্যোধনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ইহারা শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন আনতপর্ব্ব শরদ্বারা ভীমসেনের সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন, ভীমসেনের সেই কিঙ্কিণীজালসমলঙ্কৃত রুচিরদর্শন ধ্বজ দুর্য্যোধনের শরে ছিন্ন হইয়া তাঁহার সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। তৎপরে কুরুরাজ পুনরায় খরধার ক্ষুর নিক্ষেপূর্ব্বক বৃকোদরের করিশুণ্ডোপম কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন শাসনবিহীন হইয়া বিক্রমপ্রকাশ পূর্ব্বক রথশক্তিদ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমের সেই রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইয়া রথোপরি নিষণ্ণ হইলেন। মহাবীর বৃকোদর কুরুরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া সত্বর ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধনের অশ্বগণ সারথিহীন হইয়া রথ লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অনুচরগণ সৈন্যগণকে নিতান্ত বিশৃঙ্খল দেখিয়া যারপরনাই ভীত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই অবসরে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালনপূর্ব্বক ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি মৃদুভাবাপন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে তকালে অতিশয় দারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। তিনি রোষভরে বিস্ফারিতলোচন ও কম্পিতকলেবর হইয়া সুনিশিত ভল্লদ্বারা

অসংখ্য যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে সৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার শরনিকরে বিদীর্ণ হইয়া কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত হইল। তিনি একাকী হইয়াও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসম্পন্ন রথ ও রথীদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং রুদ্রদেব যেমন পশুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক রণস্থল শূন্য প্রায় করিয়া মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান। হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার "থাক্ থাক্" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন।

"অনন্তর মদ্ররাজ শল্য দ্রুতবেগে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পরকে আহ্বান ও ভৎর্সনা করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর শল্য শরজালবর্ষণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মদ্ররাজের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিলে তাঁহাদিগের উভয়েরই কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহারা বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তৎকালে 'আজ ধর্ম্মরাজ শল্যকে সংহার করিয়া বসুন্ধরা উপভোগ করিবেন, কি মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন,' যোদ্ধারা ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

"অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিয়া খরধার ক্ষুরদ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন; তখন ধর্ম্মরাজও সত্বর অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও তিনশত শরে শল্যকে নিপীড়িনপূর্ব্বক ক্ষুরদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নতপর্ব্বশরনিকরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া দুই শরে পার্ষ্ণি ও সারথির প্রাণসংহারপূর্ব্বক এক সুনিশিত সমুজ্জ্বল ভল্লে মদ্ররাজের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ এককালে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল।

ঐ সময় মহারথ অশ্বত্থামা মদ্ররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং সত্বর তাঁহাকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ দ্রোণপুত্রের রথারোহণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণপূর্ব্বক অবিলম্বে মেঘগম্ভীরনিস্বন, যন্ত্রোপকরণসম্পন্ন [যন্ত্রাদি উপকরণযুক্ত—ভারত-যুদ্ধে দুই প্রকারে রথ ব্যবহৃত হইত। প্রয়োজন মত অশ্বদ্বারা মৃত্তিকাপথে শকটের ন্যায় চালিত হইত; আবার আবশ্যক মত আকাশপথে যন্ত্রাদিযোগে বিমানবৎ পরিচালিত হইত। আজকালকার 'মেশিনগানের মত কলের কামানও হয়ত তাহাতে থাকিত], সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করিলেন।"

১৭শ অধ্যায়

শল্য-পাণ্ডব যুদ্ধ - বহু বীরক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ শল্য অতি সুদৃঢ় বেগবান অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিকে দশ, ভীমসেনকে তিন ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধরগণ হস্তিযূথ যেমন উল্কাদ্বারা আহত হয়, তদ্রূপ মদ্ররাজের শরনিকরে সমাহত হইতে লাগিল। অসংখ্য গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে নিপীড়িত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি নিপাতিত যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

“হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ সেই অরাতিসৈন্যনিপাতন কৃতান্ততুল্য মদ্ররাজের পরাক্রম দেখিয়া রোষভরে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বলসম্পন্ন মদ্রাধিপতিকে যুধিষ্ঠিরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান ও পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহাবেগসম্পন্ন শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মদ্রাধিপতির বক্ষঃস্থলে অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ শল্যকে শরনিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য অতি সত্বর সাতবাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলে তিনিও তাঁহাকে নয়শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে আকর্ণাকৃষ্ট তৈলধৌত শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ধনুষ্টঙ্কার ও তলনিনাদ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত আমিষগৃধ্নু ব্যাঘ্রশাবকদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া বিষাণযুক্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর মহাত্মা মদ্রাধিপতি সহসা মহাবলপরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থলে এক সূর্য্য ও অনলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন শর নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার উপর শরাঘাত করিয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। দেবরাজপ্রতিম মহাত্মা মদ্ররাজও মুহূর্ত্তকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া রোষারুণনেত্রে অতি সত্বর একশতশরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে নয়বাণে মদ্ররাজের সুবর্ণময় কবচ ছেদন ও বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ছয়শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শল্য যুধিষ্ঠিরের শরে সমাহত হইয়া হৃষ্টমনে শরাসন। আকর্ষণপূর্ব্বক শর নিক্ষেপপূর্ব্বক দুই ক্ষুরাস্ত্রে যুধিষ্ঠিরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মতনয় অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচিকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চতুর্দ্দি হইতে শল্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর মহাবীর শল্য নয়শরে ভীম ও রাজা যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণময় বর্ম্ম ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের ভুজযুগল বিদ্ধ করিলেন; হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ক্ষুরদ্বারা

পুনরায় ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপ ছয়শরে যুধিষ্ঠিরের সারথির শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মদ্ররাজ চারিশরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহার সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একশরে মদ্ররাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া দুইশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য একশরে তাঁহার সারথির শিরচ্ছেদন করিয়া সত্বর তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মদ্ররাজ অশ্বসারথিবিহীন হইলে ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় সহদেব উভয়ে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরচারী একমাত্র বীরকে শাণিতশরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর বৃকোদর মদ্ররাজকে শরজালে বিমোহিত দেখিয়া পুনরায় শরপ্রয়োগপূর্ব্বক মদ্ররাজের বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মদ্ররাজ সহস্রতারকাসম্পন্ন চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে নকুলের রথেষা ছেদনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মদ্ররাজকে যুদ্ধে অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। তখন মহাত্মা বৃকোদর নয়শরে মদ্ররাজের সেই অপ্রতিম চর্ম্ম ও সুনিশিত ভল্লে তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া সৈন্যগণমধ্যে প্রফুল্লমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে হাস্যবদনে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল শঙ্খ ধ্বনিত করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সুরক্ষিত কৌরবসৈন্যগণ সেই ভীষণ শব্দে একান্ত ভীত ও বিসংজ্ঞ[অচেতন]প্রায় হইয়া শোণিতসিক্তকলেবরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শল্যসংহার

"ইত্যবসরে মদ্রাধিপতি শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণকর্ত্তৃক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও মৃগবিনাশার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষপ্রভাবে হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাসুদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া তৎকালে তাঁহাকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন তিনি শল্যের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সেই অশ্বসারথিশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই এক কনকসঙ্কাশ, মণিখচিত সুবর্ণদণ্ডসম্পন্ন শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধপ্রদীপ্ত নেয়ুগল বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মদ্ররাজ সেই পবিত্রস্বভাব পাপহীন ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম।

"হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে যমদণ্ডপ্রতিম শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা পাশহস্তা [পাশধারিণী] কালরাত্রির ন্যায় যমরাজের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; পাণ্ডবগণ গন্ধমাল্য, পান ও ভোজনদ্বারা প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর ঐ শক্তির অর্চনা করিতেন; উহা সংবর্ত্তক [প্রলয়কালীন অগ্নির] অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত ও

অথর্ব্ববেদপোক্ত[১] কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত উগ্র। পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ভগবান শঙ্করের নিমিত্ত ঐ শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর বিনাশে সমর্থ। উহার দণ্ড, ঘণ্টা, পতাকা মণিহীরক সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণবৈদূর্য্যখচিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজের বিনাশসাধনার্থ সেই অসুরবিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ডসন্নিভ শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রযত্ন সহকারে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে রুদ্রদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ এক্ষণে মদ্ররাজের প্রতি সেই প্রাণান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া 'রে পাপ! তুই নিহত হইলি', এই বলিয়া তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া সুদৃঢ় ভুজদণ্ড প্রসারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ হুতাশন যেমন বিধিপূর্ব্বক হুত ঘৃতধারা গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়েন, তদ্রূপ সেই যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত দুর্নিবার শক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমুত্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষঃস্থল ও সমুদয় মর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যশোবিস্তার করিয়া সলিলের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মদ্ররাজ নাসা, চক্ষু, কর্ণ ও আস্যদেশ হইতে বিনিঃসৃত রুধিরধারায় সংসিক্তকলেবর হইয়া, কার্ত্তিকেয় নিহত ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক কুলিশদলিত অচলশিখরের ন্যায়, সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন, বসুন্ধরা প্রিয়তম পতির ন্যায় প্রণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুদগমন ও আলিঙ্গন করিতেছে। তিনি যেন বসুন্ধরাকে প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায় বহুকাল উপভোগ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপুর্ব্বক সুষুপ্তি লাভ করিলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মনন্দনের হস্তে নিহত হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শক্তিদ্বারা তাঁহার অঙ্গ, আয়ুধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভাবিহীন হয়েন নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনুপ্রতিম শরাসন গ্রহণ করিয়া খগরাজ যেমন পন্নগগণকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ কৌরপসৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুনিশিত ভল্লে ক্ষণকালমধ্যে অসংখ্য কৌরবসেনা বিনষ্ট হইল। অনেকে তাঁহার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিতলোচনে পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়নপূর্ব্বক রুধিরাক্তকলেবরে অস্ত্রশস্ত্রবিহীন ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

শল্যানুজ বধ—কৌরব-পলায়ন

"অনন্তর মদ্ররাজের অনুজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিধনে ক্রোধান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ মহাবীর মদ্ররাজের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিনি ভ্রাতৃঋণপরিশোধের নিমিত্ত অসংখ্য নারাচদ্বারা ধর্ম্মনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি সত্বর ছয়শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্রে তাঁহার শাসন ও রথধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক এক দেদীপ্যমান সুদৃঢ় ভল্লে তাঁহার শিরচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক রথ হইতে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন, কোন স্বর্গবাসী পুণ্যাবসানে

স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সেই মস্তকশূন্য রুধিরাক্ত কলেবর ভূমিসাৎ হইল।

"হে মহারাজ! এইরূপে বিচিত্রকবচমণ্ডিত মহারথ শল্যানুজ নিহত হইলে কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধূলিধূসরিতকলেবরে হাহাকারপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই ভয়পলায়িত কৌরবগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীকচিত্তে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সেই মার্ত্তণ্ডসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর সিংহবিক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মলপ্রভ শরনিকরে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরাসনচ্যুত শরনিকর নভোমণ্ডলস্থিত পক্ষিগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর কৃতবর্ম্মা দশবাণে সাত্যকিকে এবং তিনশরে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক নতপর্ব্ব শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অবিলম্বে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দশবাণে কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষা ছেদন এবং অশ্বগণ ও পার্ষ্ণি-সারথিদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন দেখিয়া সত্বর স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

"হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মদ্ররাজের নিধনের পূর্ব্বেই নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গন রজোরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আপনার সৈন্যগণের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সমুত্থিত রজোরাশি শোণিতনিস্রাবে সিক্ত ও প্রশমিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ এবং পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথারোহণে বেগে সমাগত সন্দর্শন করিয়া একাকীই নিশিত শরনিকরে অরাতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মর্ত্তেরা [মর্ত্তলোকের প্রাণীরা] যেমন আসন্ন মৃত্যুকে নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অরাতিগণ কোনক্রমেই দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মাও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির চারিবাণে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া ছয় ভল্লে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাকে যুধিষ্ঠিরের শরে অশ্ব ও রথবিহীন দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপসৃত হইলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে ছয় ও তাঁহার অশ্বগণকে আটবাণে বিদ্ধ করিলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায় অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শল্যকে নিহত করাতে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে একত্র সমবেত হইয়া, বৃত্রাসুরনিধনান্তে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ও বিবিধ বাদি বাদনপূর্ব্বক বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।"

১৮শ অধ্যায়
সমস্ত মদ্রকবধে কৌরব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী সংগ্রামার্থ ধাবমান হইল। ছত্র ও চামরপরিশোভিত রাজা দুর্য্যোধন অচলসন্নিভ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক মদ্রদিগকে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার মানসে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় মদ্ররাজ শল্য নিহত ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া গাণ্ডীবনিস্বন ও রথনির্ঘোষে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া সংগ্রামে সমাগত হইলেন।

"অনন্তর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক মকর যেমন সাগরকে ও মহাবাত যেমন বৃক্ষসকলকে কম্পিত করে, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডবসেনাগণকে পুনরায় আলোড়িত করিয়া। 'রাজা যুধিষ্ঠির ও তাহার ভ্রাতৃগণ কোথায়, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র ও পাঞ্চালগণ সেই মদ্ররাজের অনুচরদিগকে, নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রদেশীয় বীরগণ কেহ কেহ ছিন্নমহাধ্বজ ও কেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই তাঁহার শাসন রক্ষা করিল না।

"অনন্তর গান্ধাররাজপুত্র শকুনি কুরুরাজকে কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! তুমি সংগ্রামে বর্ত্তমান থাকিতে এই মদ্রকসৈন্যগণ নিহত হইতেছে, ইহা কোনরূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তুমি পূর্ব্বে নিয়ম করিয়াছলে যে, সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবে, তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত অরাতিগণকে সৈন্য-সংহার করিতে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়ছ?' দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মাতুল! অমি ইহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে বারংবার নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু ইহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহারা আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াই নিহত হইতেছে, ইহাতে আমার অপরাধ কি?' তখন শকুনি কহিলেন, 'কুরুরজ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তুমি কোপ সংবরণ কর; এক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। চল, আমরা সকলেই রথ, কুঞ্জর ও অশ্বগণকে সমভিব্যহারে করিয়া পরস্পরের রক্ষায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণের পরিত্রাণার্থে গমন করি।'

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; অন্যান্য বীরগণও মদ্রকদিগের রক্ষার্থে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবসৈন্যমধ্যে 'নিহত কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর' ইত্যাকার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডবগণ

মদ্ররাজের অনুচরগণকে দর্শনপূর্ব্বক মধ্যম ব্যূহে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্রকগণ মুহূর্ত্তকাল বাহুযুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। এইরূপে পঞ্চবগণ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সমক্ষেই মদ্রকদিগকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিতচিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক হইতে কবন্ধসমূহ সমুত্থিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উল্কাজাল নিপতিত হইল। ভগ্ন রথ, যুগ, অক্ষ, নিহত মহারথ ও নিপতিতঅশ্বগণে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইল। বায়ুতুল্য বেগশালী তুরঙ্গমগণ সারথিবিহীন হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে যোধগণকে ইতস্ততঃ সমানীত করিতে লাগিল এবং কোন কোনটা ভগ্নচক্র রথ বহন ও কোন কেনটা রথার্দ্ধ লইয়া দশদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রথীগণ ক্ষীণপুণ্য স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

"হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজের অনুচরগণ নিহত হইলে জয়গৃধ্ন মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্খনিধন ও শরশব্দ করিয়া মহাবেগে সমাগত কৌরবসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া চাপ-নির্ঘোষ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মহাবীর মদ্ররাজের সৈন্যসমুদয়কে নিহত দেখিয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ ও জয়শীল পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।"

১৯তম অধ্যায়

কৌরব-পলায়নে পাণ্ডবগণের জয়োল্লাস

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্রনাথ নিপাতিত হওয়াতে আপনার পক্ষীয় বীরবর্গ ও আপনার পুত্রগণ প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। অগাধ সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন পারলাভের প্রত্যাশা করে, তদ্রূপ তাঁহারা মদ্ররাজের নিধনানন্তর আশ্রয়লাভের অভিলাষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমরা সকলেই সেই মধ্যাহ্নকালে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, নিতান্ত ভীত ও পরাজিত হইয়া, সিংহনিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। তৎকালে কোন যোদ্ধাই সৈন্যসন্ধান ও বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিহত হইলে যোদ্ধাদিগের যেরূপ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা জয়লাভে এককালে নিরাশ হইয়া ক্ষতবিক্ষতকলেবরে ভীতচিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ বা পাদচারে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে শত্রুশরে সমাহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিলেন। পর্ব্বতাকার দ্বিসহস্র মাতঙ্গ অঙ্কুশপ্রহার ও অঙ্গুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষের শরজালে সমাহত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবগণকে পরাজিত, হতোৎসাহ ও ছিন্নভিন্ন দেখিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ঘোরতর শরশব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি

সমুত্থিত হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবসৈন্যদিগকে ভয়বিহ্বল ও পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজ সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইলেন। আজ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন রাজশ্রীবিহীন হইল। আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবেন। আজ তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনাকে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। আজ তাঁহাকে বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। আজ অবধি তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবেরা যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করিবেন। আজ তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম এবং অর্জ্জুনের অতি ভীষণ গাণ্ডীবনিস্বন, অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্যক অবগত হইবেন। আজ কৌরবগণ দেবরাজ-নিহত বলাসুরের ন্যায় দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমের ভয়ঙ্কর বাহুবলের পরিচয় পাইবে। মহাবীর বৃকোদর দুঃশাসনবধকালে যেমন ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। আজ কৌরবগণ দেবগণেরও নিতান্ত দুঃসহ মদ্ররাজকে নিহত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম বিদিত হইবেন। আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবল সুবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারগণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া স্থির করিবেন। দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকীনাথ বাসুদেব যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানই যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, তাঁহাদিগের কি নিমিত্ত জয়লাভ হইবে না? মহাত্মা বাসুদেব যাঁহার নাথ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে আর কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন?

দুর্য্যোধনের বিজয়ী পাণ্ডবসৈন্য অনুসরণ

"হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ আপনার যোদ্ধাদিগকে ছিন্নভিন্ন দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় রথসৈন্যের এবং মহাবল নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে ধাবমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বসঞ্চালন কর। আমি পশ্চাদ্ভাগে যুদ্ধ করিলে মহাসাগর যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কিছুতেই আমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। সৈন্যগণের চরণসমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়াছে এবং বীরগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন, অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মন্দভাবে অশ্বসঞ্চালন কর। আমি সমরে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার সৈন্যগণ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

“কুরুরাজসারথি তাঁহার সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন একবিংশতিসহস্র পদাতি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং নানাদেশীয় অন্যান্য যোধগণ যশোলোলুপ হইয়া সংগ্রামে মনোনিবেশ করিলেন।

‘অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ অরাতিগণের সহিত সমবেত হইলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গবল সমভিব্যাহারে সেই বিবিধ ভজনপদবাসী কৌরবপক্ষীয় যোধগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরলোকগমনাভিলাষী পদাতিগণও সিংহনাদ ও আস্ফোটশব্দ করিয়া পরম আহ্লাদে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। আপনার পুত্রগণ বৃকোদরকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সমরাঙ্গনে পদাতিগণকর্ত্তৃক পরিবৃত এবং বারংবার সমাহত হইয়াও মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ রোষভরে অন্যান্য যোধগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধভরে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক সুবর্ণমণ্ডিত ভীষণ গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই একবিংশতিসহস্র পদাতি সৈন্যকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। পদাতিগণ নিহত হইয়া রুধিরাক্তকলেবরে বায়ুবিধাটিত পুস্পিত কর্ণিকারের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ন করিল।

পলায়িত সৈন্যগণের প্রতি দুর্য্যোধনের আশ্বাস

“হে মহারাজ! এইরূপে ঐ যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলালঙ্কৃত নানাদেশীয় নানাজাতীয় লোকসকল নিহত হইল। ধ্বজপতাকা সম্পন্ন পদাতিসৈন্য নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কৌরবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সসৈন্যে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় আমরা দুর্য্যোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কুরুরাজ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া অনতিদূরপ্রস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে যোধগণ! তোমরা পৃথিবী বা পর্ব্বতমধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন কর, কোন স্থানেই পাণ্ডবদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হইবে না; তবে বৃথা পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, পাণ্ডবগণের অতি অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব যদি এ সময় আমরা সকলে সমরস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। হে বীরগণ! তোমরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমনপূর্ব্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্বান্তকারী কৃতান্ত, বীরই হউক আর ভীরুই হউক, সকলকেই বিনাশ করেন; অতএব ক্ষত্রিয়ের সমরপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এক্ষণে

ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা যারপরনাই সুখজনক। দেখ, মানবগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কদাচ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ইহলোকে সুখভোগ এবং মৃত্যু হইলে পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গলাভের আর কোনও উৎকৃষ্ট উপায় নাই। যুদ্ধে নিহত হইলে অবিলম্বেই অতি দুর্লভ লোকলাভে সমর্থ হয়।

"হে মহারাজ! ভূপালগণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক উহার প্রশংসা করিয়া পুনরায় সেই বধোদ্যত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন; তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ক্রোধভরে সমাগত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীবশরাসনে টঙ্কার প্রদান করিয়া সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহাবলপরাক্রান্ত সাত্যকি মহাবেগে আপনার সৈন্যমধ্যে শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।"

২০তম অধ্যায়
শাল্বরাজের অভিযান সাত্যকিহস্তে নিহত

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব কোপাবিষ্ট হইয়া এক ঐরাবতসদৃশ অরাতিমর্দ্দন পর্ব্বতাকার মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ম্লেচ্ছরাজের সেই মাতঙ্গ সদ্বংশপ্রসূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ও দুর্য্যোধনের সতত আদরণীয়। মহারাজ শাল্ব সেই মহাগজে সমারূঢ় হইয়া নিশাবসানে উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ইন্দ্রের অশনিসদৃশ ভীষণ নিশিতশরনিকরে যোধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কি আত্মপক্ষীয়, কি পরপক্ষীয়, কেহই সেই ঐরাবতস্থিত বাসবসদৃশ বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই একমাত্র মাতঙ্গকে সহস্র সহস্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজের প্রভাবে বিদ্রাবিত ও তাঁহার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভীতচিত্তে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মহারাজ শাল্বকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক শশাঙ্কসদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন।

"তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোদিত কৌরবগণের সেই শঙ্খনিনাদ অসহ্য জ্ঞান করিয়া, জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ অতি সত্বর বিজয়লাভার্থ শাল্বরাজের গজের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ শাল্ব ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা সমাগত দেখিয়া তাহার বিনাশবাসনায় তাঁহার অভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাগজকে আগমন করিতে দেখিয়া অনলসদৃশ উগ্রবেগ তিন নারাচদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কুম্ভদেশে পাঁচ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। শাল্বরাজের মহাগজ এইরূপে

দ্রুপদপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ শাল্ব অঙ্কুশদ্বারা নাগরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনরায় অতি সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে সঞ্চালন করিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় মহাগজকে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে গদাগ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। গজরাজ তৎক্ষণাৎ দ্রুপদতনয়ের সেই সুবর্ণভূষিত রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত উৎক্ষেপণপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া ধরাতলে বিপ্রোথিত করিল। তখন ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সেই নাগবরকর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক শরনিকরে মাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। গজরাজ রথীগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব চতুর্দ্দিকে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথীগণ তাঁহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যোধশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ শাম্বরাজের সেই ভীষণ কার্য্যদর্শনে হাহাকার করিয়া মাতঙ্গের চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন। তখন কৌরবসৈন্যনিসূদন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অচলশৃঙ্গ সদৃশ গদাগ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া জলদসদৃশ পর্ব্বতাকার মদস্রাবী মাতঙ্গকে সমাহত করিতে লাগিলেন। গজরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাঘাতে গভীর গর্জ্জন ও রুধির বমন করিয়া ভূকম্পচালিত ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন শিনিবংশাবতংস সাত্যকি নিশিতভল্লে শাল্বরাজের শিরচ্ছেদন করিলেন; মহাবীর শাল্বও ছিন্নমস্তক হইয়া বজ্র বিদলিত বিপুল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচিরাৎ সেই নাগরাজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।”

২১তম অধ্যায়
দুর্য্যোধনপক্ষীয় ক্ষেমকীর্ত্তিবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শাল্ব নিহত, হইলে আপনার পক্ষীয় সৈনিকগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে বলপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ কৃতবর্ম্মাকে সমরে সম্মুখীন দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা মহাবীর কৃতবর্ম্মার আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একাকী সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ সেই গগনস্পর্শী সিংহনাদ-শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক নিশিত সাতবাণে মহাবলপরাক্রান্ত রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিকে নিপাতিত করিলেন। মহামতি কৃতবর্ম্মা মহাবাহু যুযুধানকে সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

সাত্যকিসমরে কৃতবর্ম্মার পরাজয়

"অনন্তর সেই শরাসনধারী সাত্বতবংশাবতংস রথীদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাদিগের সমর দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা বৎসদন্ত ও নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহৃষ্ট কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় নিপীড়িত করিয়া বিবিধমার্গে বিচরণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বারংবার সমাচ্ছন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের চাপবেগসমুদ্ধূত শরজাল বেগবান পতঙ্গ গণের ন্যায় আকাশপথে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমরনিপুণ কতৃবর্ম্মা নিশিত চারিবাণে মহাবীর সাত্যকির চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন; মহাবাহু সাত্যকিও অঙ্কুশতাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আটবাণে কৃতবর্ম্মাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা শিলানিশিত তিনবাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিয়া একবাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে সেই ছিন্নচাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসনে শরসংযোজনপুর্ব্বক কৃতবর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া নিশিত দশবাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অশ্ব ও সারথির প্রাণসংহার করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত রথ অশ্বসূতবিবর্জিত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে শূলগ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে বিমোহিত করিয়াই যেন নিশিতশরনিকরে সেই শূল শতধা ছেদনপূর্ব্বক ভল্লদ্বারা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা এইরূপে শিক্ষিতাস্ত্র যুযুধানের শরে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

"হে মহারাজ! সেই দ্বৈরথযুদ্ধে মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রভাবে রথহীন হইলে কৌরবসৈন্যগণ নিতান্ত ভীত ও রাজা। দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি বিষণ্ন হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সত্বর সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং

পাণ্ডবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মাকে স্বীয় আরোপর আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় কৌরবসৈন্যগণ কৃতবর্ম্মাকে রথহীন ও সারথিকে সমরাঙ্গনে নিহত দেখিয়া পুনরায় সমপরাঙ্মুখ হইল; কিন্তু অরাতিগণ সৈন্যগণের পদাঘাতসমুত্থিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা অবগত হইতে পারিল না।

"হে মহারাজ! ঐ সময় কেবল মহারাজ দুর্য্যোধন একাকী সমরভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আপনার সমক্ষেই সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোষনয়নে আগমনপূর্ব্বক নিশিতশরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকেয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিয়া মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় পাবকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ মহাবীরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা অন্য রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলেন।"

২২তম অধ্যায়
পাণ্ডবগণসহ দুর্য্যোধনের একক যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন রথোপরি অবস্থানপূর্ব্বক প্রবলপ্রতাপান্বিত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। জলধর যেমন ভূধরগণের উপর বারিধারা বর্ষণ কর, তদ্রূপ তিনি অরাতিগণের উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না। আমরা সকলকেই কুরুরাজের শরে সমাচিত দেখিলাম। সমুত্থিত রজোরাশিদ্বারা সৈন্যসকল যেমন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, দুর্য্যোধনের শরনিকরেও তদ্রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন সমস্ত পৃথিবী শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দুর্য্যোধনকেই অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ করিলাম। ঐ সময় পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

"অনন্তর কুরুরাজ সেই সমস্থলে যুধিষ্ঠিরকে একশত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে সহদেবের শাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত সহদেব সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও কুরুরাজকে অতি ভীষণ শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, ভীমসেন অশীতি ও সাত্যকি এক শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সর্ব্বসৈন্য-সমক্ষে এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার হস্তলাঘব ও বীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পলায়মান কৌরবপক্ষীয় যোধগণ কিয়দ্দূর

মাত্র গমন করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্রের নিস্বনের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ অরাতিনাশন পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

"ঐ সময় মহাবীর দ্রোণতনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শরনিকরে সমুদয় দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোধগণ আর কিছুই অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অসহ্য পরাক্রমশালী মহাবীর অশ্বত্থামা ও বৃকোদর পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ হইয়া দশদিক্ বিত্রাসিত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এদিকে মহাবীর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে। নিপীড়িত, তাহার চারি অশ্বকে নিহত ও সৈন্যগণকে কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবল-প্রতাপশালী সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন সত্বর অন্য এক রথে আরোহণপূর্ব্বক শকুনির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে প্রথমে নয় ও তৎপরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ অতি বিচিত্র, ঘোরতর ও সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল।

ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ - বহু লোকক্ষয়

"ঐ সময় শকুনির পুত্র মহাবীর উলূক যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শরবর্ষণ করিয়া ধাবমান হইলেন; মহাবল মাদ্রীতনয়ও চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ মহারথদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল শত্রুসূদন সাত্যকি, দেবরাজ যেমন বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিশিতশরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাস্ত্র ধারণ করিয়া ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রভিন্নগণ্ড বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর কৃপাচার্য্য কোপান্বিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাবলপরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণীর যেরূপ বিরোধ হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রিয়সকল মূর্খকে [অজ্ঞানকে] যেমন কষ্ট প্রদান করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীনন্দনগণ তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে দ্রৌপদীতনয়দিগের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল।

"হে মহারাজ! ঐ সময় অতি ভীষণ ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; পদাতিগণ পদাতিদিগকে, গজযূথ গজযূথকে, অশ্ব সকল অশ্ব-সকলকে এবং রথীগণ রথীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসূদন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের অস্ত্রবেগ, করিকুলের নিশ্বাস এবং রথ ও অশ্বরোহিগণের গমনাগমনজনিত বায়ুবেগে সমরাঙ্গন হইতে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া

ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল। তখন নভোমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, দিবাকরের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল ও বীরগণ এককালে অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের গাত্র হইতে শোণিতধারা। নিঃসৃত হওয়াতে অতি অল্পক্ষণমধ্যে সেই প্রভূত রজোরাশি প্রশমিত হইয়া গেল। যোদ্ধাদিগের বর্ব্বের উপর মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের করজাল নিপতিত হওয়াতে উহা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আমরা পুনরায় বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের শরপতনশব্দ পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।"

২৩তম অধ্যায়

শকুনি-পাণ্ডব মহাসমর - শকুনি-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে আপনার সৈন্যগণ সমরপরাঙ্মুখ ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন পরম প্রযত্নসহকারে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যোদ্ধারা সকলেই প্রত্যাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের বিজয়লাভাভিলাষে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন উভয়পক্ষে সুরাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তৎকালে উভয়পক্ষে কোন সৈন্যই আর সমরপরাঙ্মুখ হইল না। সকলেই অনুমান দ্বারা পরস্পরের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে রণস্থলেও অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

"অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভূপালবর্গসমভিব্যাহারে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারি নারাচে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাকে অশ্ববিহীন দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আট শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার অভিমুখে সাতশত রথী প্রেরণ করিলেন। রথীগণ মহাবেগে ধর্ম্মরাজের রথাভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জলদজাল যেমন দিবাকরকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ শরনিকরে ধর্ম্মরাজকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। শিখণ্ডিপ্রমুখ মহারথগণ যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অবস্থা দর্শনে উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিঙ্কিণীজালজড়িত অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর গমন করিলেন।

"অনন্তর উভয়পক্ষে যমরাষ্ট্রবিবর্ধন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাঞ্চালদিগের সহিত মিলিত পাণ্ডবগণ কৌরবপক্ষীয় সাতশত রথীকে বিনাশ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐরূপ যুদ্ধ আমরা কখন দর্শন বা শ্রবণও করি নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থিত, যুদ্ধপ্রবর্তিত ও উভয়পক্ষীয় অসংখ্য বীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সমরাঙ্গনে অনবরত শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা শরনিকরে পরস্পরের মর্ম্ম ছেদনপূর্ব্বক জয়লাভাভিলাষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বহুসংখ্যক

মহিলাগণের কেশসংস্কারনিবারক, শোকজনক, ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভূতল ও নভোমণ্ডলে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ পৃথিবী ঘোরতর শব্দ করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও উল্মূকযুক্ত[দগ্ধ অঙ্গার-সমন্বিত] উল্কাসকল সূর্য্যমণ্ডল সমাহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কররাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং করিনিকর কম্পিতকলেবর হইয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত দুর্নিমিত্তদর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গলাভাভিলাষে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর গান্ধাররাজতনয় শকুনি যোদ্ধাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা সম্মুখে যুদ্ধ কর, আমি পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতেছি। মদ্রদেশীয় যোদ্ধা ও অন্যান্য বীরগণ সুবলনন্দনের বাক্য-শ্রবণে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিপক্ষেরা শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, মদ্ররাজের সৈন্যগণ বিনষ্ট বেহইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত শকুনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'সৈন্যগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পলায়নপূর্ব্বক অধর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।'

"হে মহারাজ! ঐ সময় গান্ধাররাজ শকুনিরও দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল; তিনি পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক নিশিতশরনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ বায়ুসঞ্চালিত অভ্রজালের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সমক্ষে সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন দেখিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে মহাবল সহদেবকে কহিলেন, 'হে সহদেব! ঐ দেখ, দুর্ম্মতি সুবলনন্দন আমাদিগের পশ্চাদ্ভাগে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে উহার সম্মুখীন হইয়া উহাকে সংহার কর।' দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং হস্তী ও অশ্বগণ তোমার সমভিব্যাহারে গমন করুক। আমি পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে শরানলে রথীদিগকে দগ্ধ করিতেছি। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে আরোহিসমবেত সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর আত্মজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরদুর্ম্মদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শকুনিকে অতিক্রম করিয়া জয়াভিলাষে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ ক্রোধভরে রথীদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক শকুনির সৈন্যগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথীসকল শরবর্ষণে বিরত হইয়া তাঁহাদের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কে আত্মপক্ষ, আর কে-ই বা পরপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না, কৌরব ও পাণ্ডবগণ নক্ষত্রপাতের ন্যায় শূরগণবিসৃষ্ট শক্তিসম্পাত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডল নির্ম্মল ঋষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রাস-সমুদয় শলভশ্রেণীর ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইল। অসংখ্য অশ্ব শরবিদ্ধ ও রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া ভূতলে

নিপতিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পরস্পর পরিপেষিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল।

'অনন্তর রণস্থল সৈন্যসমুত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি সৈন্য ভূতলে নিপতিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পরের কেশ গ্রহণপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক মল্লের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল। কোন কোন বীর অশ্বপৃষ্ঠে নিহত হইলে অরো তাঁহাদিগকে লইয়া ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাসু হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় রুধিরোক্ষিত শস্ত্রখণ্ডিত ভুজদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র, নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং শোণিতসিক্ত বর্ম্মধারী পরস্পরবধাভিলাষী উদ্যতায়ুধ সৈন্যগণে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইলে কেহই আর অশ্বারোহণপূর্ব্বক দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবলপরাক্রান্ত সুবলনন্দন মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বসৈন্যের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।"

২৪তম অধ্যায়
শকুনির পুনঃ যুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন শোণিতলিপ্তকলেবর পাণ্ডবসেনাগণও অবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তখন জীবিত-নিরপেক্ষ, রক্তাক্তদেহ, পাণ্ডব পক্ষীয় অশ্বারোহিগণ কহিল, 'হে বীরগণ! এখানে মহাগজের কথা দূরে থাকুক, রথ লইয়া যুদ্ধ করাও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রথীগণ রথীদিগের প্রতি এবং কুঞ্জরসকল কুঞ্জরগণের অভিমুখে গমন করুক। সুবলনন্দন শকুনি পলায়নপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে, আর যুদ্ধ করিতে আগমন করিবে না।

"অশ্বারোহিগণ এই কথা বলিলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও করিসৈন্যগণ পাঞ্চালবংশোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিল। সহদেবও একাকী রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৈন্যসকল অপসৃত হইলে শকুনি পুনরায় সংগ্রামে আগমনপূর্ব্বক একপার্শ্ব হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় বীরগণ পুনরায় প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মস্তকসকল খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তালফল নিপতিত হইতেছে। ছিন্নভিন্ন কলেবর, ঊরু ও অস্ত্রযুক্ত বাহুনিচয় নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর চটাচট শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ শাণিত শস্ত্রসমূহে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করিয়া আমিষলোলুপ বিহঙ্গমকুলের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধাবিষ্ট বীরগণ আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব, 'আমি পুর্ব্বে প্রহার করিব' বলিয়া ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে নিপাত করিলেন। গতাসু নিপতমান অশ্বারোহিগণের সঙ্ঘর্ষণে শত শত বীর ভূতলে নিপাতিত হইল। নিতান্ত পিষ্ট

চঞ্চল অশ্বগণের হ্রেষারব এবং সন্নদ্ধগাত্র পরমর্ম্মবিদারপোদ্যত [শত্রুগণের মর্ম্মস্থলচ্ছেদনে উদযুক্ত] মনুষ্যগণের চীৎকার ও অস্ত্রশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিশিতশরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। তাহাদিগের বাহনগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল। বীরগণ রুধিরগন্ধে মত্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া কি স্বকীয়, কি পরকীয় যোধগণকে প্রাপ্তিমাত্রেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া বিপক্ষের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ। আপনার পুত্রের সমক্ষেই এইরূপ ঘোরতর সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সমরভূমি মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরপ্রবাহে সমাকুল হইয়া ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ অসি, পট্টিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারংবার ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সমরে নিবৃত্ত হইলেন না; যতক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্ব স্ব শক্তি অনুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনেক যোদ্ধা অরাতিগণের অস্ত্রে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক, নিপতিত হইল। কবন্ধগণ সমুত্থিত হইয়া যোধগণের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত অসি সমুদ্যত করিতে লাগিল। অসংখ্য যোদ্ধা রুধিরগন্ধে মোহপ্রাপ্ত হইল।

"হে মহারাজ! ঐ সময় সমরশব্দ তিরোহিতপ্রায় হইলে সুবলনন্দন শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অতি সত্বর শকুনির অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় উদ্যতাস্ত্র গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার মানসে চতুর্দ্দিক হইতে শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া বিবিধ শরনিকরে তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন কৌরবপক্ষীয় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অস্ত্রহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদদ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টিদ্বারা পরস্পরকে নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান হইতে ভূতলে নিপতিত হয়েন, তদ্রূপ রথীগণ রথ হইতে এবং গজারোহিগণ গজ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যোধগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু, কেহ কেহ পুত্রগণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম অতি অব্যবস্থিত হইয়া পড়িল।"

২৫তম অধ্যায়
শকুনির পুনঃ যুদ্ধায়োজন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের শরে কৌরব সৈন্য নিহত ও সমরকোলাহল স্থগিত হইলে গান্ধাররাজতনয় শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সংগ্রামে আগমনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বীরগণ! মহারাজ দুর্য্যোধন এক্ষণে কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন?' তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন 'হে সুবলনন্দন! ঐ যে স্থানে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুন্দর আতপত্র

বিরাজিত রহিয়াছে, যে স্থানে বর্ম্মধারী রথীগণ অবস্থান করিতেছেন এবং যে স্থানে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে, আপনি ঐ স্থানে গমন করুন, মহারাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইবেন। মহাবীর শকুনি যোধগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিচিত্র যুদ্ধনিপুণ বীরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষীয় রথীগণে পরিবৃত দেখিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া রথীদিগকে আনন্দিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদয় অশ্বারোহী জয় করিয়াছি, তুমি রথীদিগকে পরাজয় কর। এক্ষণে পাণ্ডবগণের রথীগণ নিহত হইলে আমরা অনায়াসে পাণ্ডবগণের সমুদয় গজসৈন্য ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতে পারিব।

হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ সুসজ্জিত ও রথারূঢ় হইয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরাসন বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও নির্ম্মুক্ত শরজালের সুদারুণ শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল।

যুদ্ধ সমাপ্তিবিষয়ক অর্জ্জুন কৃষ্ণ পরামর্শ

“ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কার্ম্মুকধারী বীরগণকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, ‘সখে! তুমি অসম্ভ্রান্তচিত্তে অশ্বচালনপূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও, আজ আমি নিশিতশরনিকরে শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব। আজ অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কৌরবগণের সাগর-সদৃশ সৈন্য আমাদিগের বিক্রম প্রভাবে এক্ষণে গোস্পদের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। দৈবের কি অনির্ব্বাচনীয় প্রভাব। মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলে আমাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই দুর্য্যোধনের শ্রেয়স্কর ছিল; কিন্তু ঐ দুরাত্মা মোহাবেশপ্রভাবে তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হইল না। পিতামহ দুর্য্যোধনকে যেরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ নির্বোধ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই। হে বাসুদেব! সেই ঘোরতর সংগ্রামে মহাবীর ভীষ্ম সমরশয্যায় শয়ান হইলে কৌরবগণ পুনরায় যে কি নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলেই মূর্খ, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপাতিত দেখিয়া পুনরায় কি নিমিত্ত আমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল? যাহা হউক, পিতামহের মানবলীলা-সংবরণানন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কর্ণপুত্র, বিকর্ণ, তায়ু, জলসন্ধ, শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ ও দুঃশাসন এবং অবন্তীদেশীয় বীরগণ নিহত হইলেও এই ঘোরতর লোকক্ষয়কাণ্ড উপশমিত হইল না। মহাবলপরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীপতি ভূপালগণ ভীমশরে সমর-শয্যায় শয়ন করিলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভমোহপ্রভাবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই। হায়! মূঢ়মতি দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে কৌরবকুলোৎপন্ন আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপক্ষকে গুণ ও বলবীর্য্যে সমধিক অবগত হইয়া কদাচ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হয় নাই। সে যখন তোমার বাক্য রক্ষা করে নাই, তখন অন্যের বাক্য

কিছুতেই রক্ষা করিবে না। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলে যে দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহার আর কিরূপে রক্ষা হইবে? যে পাপাত্মা মূঢ়তা নিবন্ধন হিতবাদী বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে অসম্মানপূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্য শ্রবণ করিবে? হে জনার্দন! দুর্য্যোধনের কার্য ও দুর্নীতিদর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগ্যই কৌরবকুল সমূলে নির্মূল করিবে। এক্ষণে সে কোনক্রমেই সহজে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। মহাত্মা বিদুর আমাকে বারংবার কহিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন জীবন সত্ত্বে কদাচ তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না। সে যতদিন জীবিত থাকিবে, সততই তোমাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে! অতএব তোমরা যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপে সেই দুরাত্মার নিকট হইতে রাজ্যগ্রহণে সমর্থ হইবে না।

'হে মাধব! সত্যবাদী মহাত্মা বিদুর যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সেইরূপ কার্য্যসমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দুরাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম হইতে আনুপূর্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার নিশ্চয়ই বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে; ঐ কুলাঙ্গার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধপুরুষেরা বারংবার কহিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মার পাপেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্য সত্যই হইল। অসংখ্য ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সমুপস্থিত হইয়া বিনাশ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আজ আমি তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট ও শিবির শূন্য দেখিয়া আমাদিগের হস্তে নিহত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই স্বয়ং যুদ্ধার্থে আগমন করিবে। বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে। হে মাধব! আমি ঐ দুরাত্মার কার্য্য দর্শন, বিদুরের বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া এইরূপই অনুমান করিতেছি। এক্ষণে তুমি কৌরবসৈন্যমধ্যে অশ্বসঞ্চালন কর। আমি অদ্য নিশিতশরনিকরে দুর্য্যোধন ও তাহার দুর্ব্বল সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

"হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহাত্মা বাসুদেব রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে বলপূর্ব্বক সেই শরশক্তিসঙ্কুল, গদা-পরিঘ-সমাকীর্ণ, চতুরঙ্গবল-সম্পন্ন কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকেই অর্জ্জুনের সেই বাসুদেব-পরিচালিত শ্বেতাশ্বগণ নয়নগোচর হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় এইরূপে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া, জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নতপর্ব্ব শরনিকরের ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। গাণ্ডীবপ্রেরিত অশনিসদৃশ শরজাল বীরগণের বর্ম্ম-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে একেবারে সমুদয় সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কাহারও আর দিগ্বিদিক-জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলে দহ্যমান গজযূথের ন্যায় অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল না। তখন প্রবল প্রতাপশালী ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত পাবক যেমন শুষ্কলতা-পরিপূর্ণ অসংখ্য পাদপসম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে শরজালে দগ্ধ করিয়া

ফেলিলেন। তিনি কি হস্তী, কি অশ্ব, কি মনুষ্য, কাহারও প্রতি দুইবার শরপ্রয়োগ করিলেন না। পূর্ব্বে বজ্রপাণি ইন্দ্রের প্রভাবে দৈত্যগণ যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই এক বীর ধনঞ্জয়ের বিবিধ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল।”

২৬তম অধ্যায়

অর্জ্জুনযুদ্ধে কৌরব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে নিবৃত্ত না হইয়া ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার মানসে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-প্রভাবে তাঁহাদিগের মনোরথ বিফল করিলেন। তাঁহার অশনিসদৃশ অসহ্য শরনিকর জলধরনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ সেই শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্যগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পুত্রের সমক্ষেই তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অনেকের রথাশ্ব ও অনেকের সারথি নিহত হইল এবং অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া গেল। কেহ কেহ অস্ত্রহীন ও কেহ কেহ নিতান্ত শরপীড়িত হইল। কেহ কেহ অক্ষত-শরীর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। বাহনশূন্য হইয়া কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। অনেকানেক মহারথ দৃঢ়তর আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে সমারোপিত করিয়া ক্ষণকাল আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় সমরস্থলে সমাগত হইলেন। কেহ কেহ দুর্য্যোধনের আদেশরক্ষার্থে সমাহত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। কোন কোন বীর পানীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন [শ্রম দূর], কেহ কেহ বর্ম্ম পরিধান, কেহ কেহ রথসজ্জা এবং কেহ কেহ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে আশ্বাস-প্রদান ও স্বীয় শিবিরে সংস্থাপন করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত বীরগণকে অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দানবগণ ত্রৈলোক্যবিজয়ে সমুদ্যত হইয়াছে।

ধৃষ্টদ্যুম্নযুদ্ধে দুর্য্যোধন-পরাজয়

“ঐ সময় অনেক মহাবীর সুবর্ণভূষিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সহসা সমাগত হইয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরবপক্ষীয় বীরদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব-সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে তাহাদের বিনাশবাসনায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পাঞ্চালতনয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জিত নারাচ, অর্দ্ধনারাচ ও বৎসদন্ত বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ ও তাঁহার বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিপাতে কুরুরাজের চারি অশ্বকে

শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহার সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন, রাজা দুর্য্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া সুবলনন্দন শকুনির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

"এইরূপে কৌরবপক্ষীয় রথ-সকল ভগ্ন হইলে দুই সহস্র গজারোহী সৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিল। পাণ্ডবগণ করিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ বিবিধ নারাচে সেই পর্ব্বতাকার গজসৈন্য বিপ্রোথিত করিতে আরম্ভ করিলে কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের এক এক শরে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেন সেই গজসৈন্যসন্দর্শনে ক্রোধভরে গদাগ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। কৌরব-সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার হস্তিসকল বৃকোদরের গদাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত নিশিতশরনিকরে সেই গজারোহিগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে আপনার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর পাঞ্চালনন্দনও পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যপরিবেষ্টিত অবলোকন করিয়া প্রভদ্রকগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইলেন।

"ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ইহারা রথীগণমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন না করিয়া বিবর্ণবদনে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন?' হে মহারাজ! সেই ঘোরতর লোকক্ষয়কালে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, 'কুরুরাজ নিহত হইয়াছেন।' তখন কোন কোন যোদ্ধা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'দুর্য্যোধনের সারথি বিনষ্ট হওয়াতে তিনি শকুনির নিকট গমন করিয়াছেন।' অন্যান্য ক্ষত-বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, 'দুর্য্যোধনকে লইয়া আর আমাদিগের কি কার্য্য সাধন হইবে? তবে তিনি জীবিত আছেন কি, একবার তাঁহার অনুসন্ধান কর। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা মাতঙ্গ গণকে বিনাশ করিয়া এই দিকে আগমন করিতেছে, অতএব আমরা যে সমস্ত সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াছি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই।' হে মহারাজ! তৎকালে শরনিকর নিপীড়িত, ক্ষতবিক্ষতকলেবর, হতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিস্ফুটরূপে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন।

"মহাবলপরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়দিগের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল সৈন্যগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত সুবলনন্দন শকুনির সন্নিধানে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কৌরব-সৈন্যগণকে বিনাশপূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণকে প্রহৃষ্টমনে আগমন করিতে দেখিয়া এককালে প্রাণরক্ষায় নিরাশ হইল। উহাদিগের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমরা পাঁচজন সেই সমস্ত

সৈন্যকে ক্ষীণায়ুধ ও অরাতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী লইয়া, কৃপাচার্য্যের সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণপণে পাঞ্চালসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অল্পক্ষণমধ্যে অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় আমাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদিগকে পরাজিত করিলে আমরা রণস্থল হইতে অপসৃত হইলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথীর সহিত আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রান্তবাহন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া নরকে নিপতিত পাপ-পরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলাম। তখন মুহূর্ত্তকাল ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাকে মূচ্ছিত ও ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া দৃঢ়তররূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর গদা ও অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা হস্তীদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিক হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে পাণ্ডবগণের রথমার্গ অবরুদ্ধপ্রায় হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই সমস্ত মৃত হস্তীদিগকে অপসারিত করিয়া রথগমনের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। এ দিকে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রথীগণমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উদ্বিগ্ন মনে শকুনির সন্নিধানে গমন করিলেন।”

২৭তম অধ্যায়
ভীমকরে দুর্ম্মর্ষণাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণবধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর গজানীক নিহত ও কৌরববল নিপীড়িত করিয়া, প্রাণঘাতন দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিষহ, অরিহা, দুর্বিমোচন, দুধর্ষ ও শ্রুতবর্ব্বা আপনার এই কয়েকটি হতাবশিষ্ট যুদ্ধবিশারদ পুত্র ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া আপনার পুত্রগণের মর্ম্মদেশে নিশিতশরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুমারগণ ভীমশরে সমাকীর্ণ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কোপাবিষ্ট হইয়া ক্ষুর দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের শিরচ্ছেদন ও সর্বাবরণভেদী [সর্ব্বপ্রকার বর্ম্মভেদকারী] ভল্ল দ্বারা মহারথ শ্রুতান্তের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক অম্লানমুখে নারাচ দ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জয়ৎসেন ভূতলে নিপতিত হইয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর শ্রুতবর্ব্বা তদ্দর্শনে কোপপূর্ণ হইয়া নতপর্ব্ব শতবাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর তৎকালে তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়া বিষাগ্নিসদৃশ তিন বাণে জৈত্র, গজসৈন্য। ভূরিবল ও রবি এই তিনজনকে নিপাতিত করিলেন। বীরত্রয় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বসন্তকালে ছিন্ন কিংশুকপাদপত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন

অরাতিঘাতন ভীমসেন এক সুতীক্ষ্ণ ভল্লে দুর্বিমোচনের জীবননাশ করিলে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া, বায়ুভগ্ন গিরিকূটজাত [পর্ব্বতশৃঙ্গে জাত] পাদপের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর দুই দুই বাণে দুধর্ষ ও সুজাতকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন মহাবীর দুর্বিষহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর তাঁহাকেও ধনুর্দ্ধরগণসমক্ষে ভল্লের আঘাতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

"ঐ সময় মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে সুবর্ণভূষিত শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিষাগ্নিতুল্য বিবিধ শরবর্ষণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বর অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রুতর্ব্বাকে "থাক থাক' বলিয়া তর্জন করিয়া শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বকালে জম্ভাসুর ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের অতি বিচিত্র ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের যমদণ্ডসদৃশ নিশিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর শ্রুতা কোপান্বিত হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর তাঁহার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং রোষাবিষ্টচিত্তে শ্রতর্ব্বার চারি অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভীমসেনের প্রভাবে বিরথ হইয়া খড়্গাচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা সেই খড়্গাচর্ম্মধারী মহাবীরের শিরচ্ছেদন করিলেন; শ্রুতর্ব্বার মস্তকবিহীন কলেবর রথ হইতে নিপতিত হওয়াতে বসুধাতল শব্দায়মান হইল। তখন আপনার পক্ষীয় ভয়মোহিত যোধগণ যুদ্ধার্থ ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রতাপান্বিত বৃকোদরও হতশেষ বলার্ণব [সৈন্যরূপ সাগর] হইতে সমাগত বর্ম্মধারী যোধগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৌরবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ [সর্ব্বদিক হইতে] পরিবৃত হইয়া সুররাজ যেমন অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন এবং অবিলম্বে পাঁচ শত মহারথ, সাত শত কুঞ্জর, এক লক্ষ পদাতি ও আট শত অশ্ব নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আপনার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তিনি আপনাকে কৃতার্থ ও আপনার জন্ম সার্থক বলিয়া বোধ করিলেন। ঐ সময় আপনার পক্ষীয় যোধগণ সেই কৌরবনিসূদন মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কৌরবগণকে বিদ্রাবিত ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটনে করিগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া রহিল।"

২৮তম অধ্যায়

কৃষ্ণকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনবধ বিষয়ক উদ্বোধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল দুর্য্যোধন, সুদর্শ [সুন্দরদর্শন—দেখিতে সুন্দর] অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীনন্দন জনার্দন দুর্য্যোধনকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! অসংখ্য জ্ঞাতি-শত্রু নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব কৌরবপক্ষীয় যোধগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথ অশ্বত্থামা ইঁহারা তিনজন এক্ষণে দুর্য্যোধনের সমীপে বর্ত্তমান নহেন। ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখ, শ্বেতচ্ছত্রপরিশোভিত দুর্য্যোধন আপনার সমুদয় সৈন্য ব্যহিত করিয়া অশ্বমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছে। তুমি অচিরাৎ নিশিতশরনিকরে উহাকে নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবে। এই সমস্ত কৌরব সৈন্য গজানীক নিহত ও তোমাকে সমরে সমাগত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি দুর্য্যোধনের পরাজয় চেষ্টা কর। কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করুক। পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্যসমুদয় শ্রান্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ নরাধম তোমার অসংখ্য সৈন্য সংহারপূর্ব্বক "পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল" বিবেচনা করিয়া ভীষণবেগে আগমন করিতেছে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই সংগ্রামে আগমন করিবে।

"হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সখে! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমুদয় পুত্রকে নিহত করিয়াছেন। যে দুইজন এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহারাও আজ বিনষ্ট হইবে। কৌরবপক্ষের মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্ররাজ শল্য নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জন যোধমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃতান্তের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আজ নিশ্চয়ই মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন। শত্রুপক্ষের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। আজ বিপক্ষপক্ষের যে যে মদোদ্ধত বীর সমর পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপাতিত করিব। আজ নিশিতশরনিকরে শকুনিকে নিহত করিয়া, ঐ দুরাত্মা দূতক্রীড়ায় আমাদের যে সকল রত্ন হরণ করিয়াছিল, তৎসমুদয় প্রত্যাহরণ করিব। আজ রাজা যুধিষ্ঠির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন। আজ হস্তিনার অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ স্ব স্ব পতিপুত্রদিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। আজ আমার সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আজ দুর্য্যোধন স্বীয় রাজশ্রী ও জীবন পরিত্যাগ করিবে। ঐ দুরাত্মা আমার ভয়ে সংগ্রাম হইতে পলায়ন না করিলে নিঃসন্দেহেই উহাকে নিপাতিত করিব। ধার্তরাষ্ট্র যে সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে সমর্থ নহে। এক্ষণে তুমি অশ্বসঞ্চালন কর, আমি অচিরাৎ অরাতিগণকে নিহত করিতেছি।

সঙ্কুল যুদ্ধ-অর্জ্জুনশরে সত্যকর্ম্মাদি সংহার

"হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, দুর্য্যোধন-সৈন্যের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভীমসেন ও সহদেব ইঁহারাও কৌরববল নিরীক্ষণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশবাসনায় অর্জ্জুনের সহিত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি উদ্যতকার্ম্মুক শস্ত্রধারী পাণ্ডবগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সহিত, সুশর্ম্মা ও শকুনি অর্জ্জুনের সহিত এবং অশ্বারূঢ় মহাবীর দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন প্রাস দ্বারা মাদ্রীপুত্রের মস্তকে আঘাত করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মোহাভিভূত ও রথোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্পকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে নিশিতশরনিকরে। কুরুরাজকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমর-পরাক্রান্ত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ও শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তকচ্ছেদন ও অশ্ব সমুদয় সংহার করিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ মিলিত হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় এক ক্ষুরস্ত্রে সত্যকর্ম্মার রথেষা ছেদনপূর্ব্বক আর এক শিলাশিত ক্ষুর দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি বুভুক্ষিত [ক্ষুধিত] সিংহ যেমন অরণ্যে মৃগ সংহার করে, তদ্রূপ সত্যেষুকে আক্রণপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া তিন বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সুশর্ম্মার সুবর্ণভূষিত রথ-সমুদয় ধনঞ্জয়ের শরে বিনষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় চিরসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধ বিষ উদগার করিয়া সুশর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে শতবাণে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডসদৃশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর মহাবেগে গমনপূর্ব্বক সুশর্ম্মার হৃদয় ভেদ করিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। মহারথ ধনঞ্জয় এইরূপে সুশর্ম্মাকে নিপাতিত করিয়া নিশিতশরনিকরে তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ও সমুদয় সৈন্য সংহারপূর্ব্বক হতাবশিষ্ট কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভীমহস্তে সসৈন্য সুদর্শন সংহার

"তখন মহাবীর ভীমসেন নিতান্ত কোপান্বিত হইয়া অম্লানমুখে শরনিকরে সুদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সুদর্শন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ বিবিধ শরবর্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। মহাবীর বৃকোদর তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজের বজ্রতুল্য নিশ্চিত শরজালে কৌরব-সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। সৈন্যগণ নিহত হইলে সেনাধ্যক্ষ মহারথগণ ভীমসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ভীষণ শরজালে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারাও শরজাল নিক্ষেপ করিয়া মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে

উভয়পক্ষীয় বীরগণ এককালে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং অনেকে পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবের নিমিত্ত শোক করিয়া নিপতিত হইতে লাগিলেন।”

২৯তম অধ্যায়
সঙ্কুল যুদ্ধে সহদেব কর্ত্তৃক উলূকবধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল-প্রতাপশালী সহদেবও তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর উলূক ভীমসেনের প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই মহাবীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জলধারাসদৃশ শরধারায় দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও সহদেব কৌরবসৈন্য বিনাশ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শরসমাচ্ছন্ন তুরঙ্গমগণ বহুতর নিহত সৈন্য আকর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হওয়াতে সমরাঙ্গনের পথরোধ হইয়া গেল। নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ এবং ছিন্ন প্রাস, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশু-সমুদয়ে রণভূমি সমাকীর্ণ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা নানাবিধ কুসুমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় বীরগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্বৃত্ত-নেত্র, দংশিতাধর, কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ম্ম, খড়্গ, প্রাস ও পরশুসমাযুক্ত গজশুণ্ডাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন আবৃত করিলেন। ক্রব্যাদগণ ইতস্ততঃ বিচরণ ও কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করাতে রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

“মহারাজ! তৎকালে কৌরব-সৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে তাহাদিগকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের মস্তকে প্রাস প্রহার করিলেন। মাদ্রীনন্দন প্রাসের আঘাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সহদেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত কৌরবসৈন্য নিবারণ ও নারাচ দ্বারা অসংখ্য যোদ্ধার কলেবর ভেদ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ সেই ভীষণ শব্দ-শ্রবণে ভীত হইয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সমরপুরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ‘হে যোধগণ! তোমরা কেন পলায়ন করিতেছ? নিবৃত্ত হও। তোমাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যে মহাবীর রণপরাঙ্মুখ না হইয়া সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।’

“হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে শকুনির অনুচরগণ প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের গমনকালে সংক্ষুব্ধ সাগরশব্দসদৃশ ভীষণ শব্দে চারিদিক্ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তখন বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরদিগকে পুরোবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সহদেব সংজ্ঞা

লাভপূর্ব্বক শকুনিকে দশ এবং তাঁহার অশ্বগণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সহদেবকে ষষ্টি এবং ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর উলূকও পিতার পরিত্রাণবাসনায় ভীমসেনকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন উলূকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুঃষষ্টি এবং তাঁহাদের পার্শ্বস্থ বীরগণের প্রতি তিন তিন শরপ্রয়োগ করিলেন। বীরগণ সহদেবের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে বিদ্যুদ্বিরাজিত [বিদ্যুতে বিজড়িত জলদাবলি যেমন পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সহদেবের উপর অনবরত শরধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাপ্রতাপশালী সহদেব উলূককে সমাগত সন্দর্শন করিয়া এক ভল্লে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর উলূকক রুধিরাক্ত-কলেবর ও ছিন্নমস্তক হইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সহদেব-শরে শকুনি বধ

"সুবলনন্দন শকুনি পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পকুল নয়নে ক্ষণকাল বিদুরের বাক্য স্মরণ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর সহদেবও অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরসকল নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি অতি ভীষণ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মাদ্রীতনয়ও অবলীলাক্রমে সেই ঘোরতর খড়্গ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শকুনি ঘোরতর গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে তাহাও মাদ্রীনন্দনের শরপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুবলনন্দন এক কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ কনকভূষিত শক্তি সমুদ্যত করিয়া সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয় তাহাও অবলীলাক্রমে শরনিকরে ত্রিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ শক্তি নিপতিত হইবার সময় বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনমণ্ডল হইতে দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ বিকর্ণ হইতেছে। ঐ সময় কৌরবপক্ষে সৈন্যগণ, শক্তি বিনিহত ও শকুনিকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়ন। করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর শকুনিও পলায়ন-পরায়ণ হইলে আপনার পুত্রদিগের আর সমরবাসনা রহিল না। জয়শীল পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মহা আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল-প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় কৌরবদিগকে বিমনায়মান অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অনন্তর সহদেব অশ্বারোহী গান্ধার সৈন্যে পরিরক্ষিত শকুনিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আপনার বধ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কার্ম্মুকে জ্যা আরোপিত করিয়া, অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে যেমন আঘাত করে, তদ্রূপ ক্রোধভরে নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, 'হে সুবলনন্দন! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; দ্যূতক্রীড়াসময়ে সভামধ্যে যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজ তাহার ফলভোগ কর। পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তুমি, তোমরা দুইজন অবশিষ্ট আছ। লগুড়-প্রহারে

বৃক্ষ হইতে ফল যেমন নিপাতিত করে, তদ্রূপ আজ আমি ক্ষুর-প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত করিব।

"হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব শকুনিকে এইরূপ কহিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি রোষানলে দগ্ধ হইয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ পুরঃসর শকুনিকে দশ ও তাঁহার অশ্বগণকে চারিবাণে বিদ্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুবলতনয় মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এক সুবর্ণমণ্ডিত প্রাস ধারণপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক শকুনির সেই সমুদ্যত প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয় যুগপৎ ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সুবলনন্দনের মস্তক কৌরবগণের দুর্নীতির মূলীভূত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে অন্য এক সর্বাবরণভেদী সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময়। ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি সহদেবের সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণমণ্ডিত শরে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় শস্ত্রধারী যোধগণ শকুনিকে ছিন্নমস্তক, শোণিতাক্তকলেবর ও সমরাঙ্গনে শয়ান অবলোকন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দশদিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদের চতুরঙ্গবল গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, শুষ্কমুখ ও সজ্ঞাহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ শকুনিকে নিহত অবলোকন করিয়া মহাত্মা বাসুদেব ও যোধগণের সন্তোষ-সাধনার্থ শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 'হে। বীর! তুমি আজ ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা শকুনি ও তাহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ'।"

ইতি শল্যবধপাধ্যায়

৩০তম অধ্যায়

হ্রদপ্রবেশপর্ব্বাধ্যায়—দুর্য্যোধনসৈন্য নিঃশূন্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সুবলনন্দন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণের নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও ক্রুদ্ধ আশীবিষসদৃশ তেজস্বী ভীমসেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শকুনির অনুচরগণ সহদেবের বিনাশবাসনায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন ভল্ল দ্বারা অভিমুখে সমাগত যোধগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তাহাদের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। যোধগণ সব্যসাচীর শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ-বল একত্র সমবেত করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে সুহৃদ্গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে ও সসৈন্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন কর।'

“হে মহারাজ! তখন সৈন্যগণ আপনার পুত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট যোধগণকে অভিমুখে সমাগত দেখিয়া তাহাদের উপর আশীবিষসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কাহাকেও রক্ষক না দেখিয়া শঙ্কাযুক্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ধূলিপটলপরিবৃত অশ্বগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্য হইতে যোধগণ বিনির্গত হইয়া কৌরবপক্ষীয় যোধগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ আপনার পুত্রের সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষিতপ্রায় করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপাল-মধ্যে। কেবল একমাত্র দুর্য্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি ঐ সময় দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন, এবং আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও বাণশব্দ-শ্রবণে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন।”

দুর্য্যোধনের পলায়নে প্রযত্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! অস্মপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও শিবির শূন্য হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল? আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই বা ঐ সময় সেই বলক্ষয় দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত গজারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সমস্ত সৈন্যসমভিব্যাহারে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রণস্থলে আর কাহাকেও আপনার সহায় না দেখিয়া নিতান্ত বিষন্ন হইলেন এবং শত্রুগণের সিংহনাদ শ্রবণ ও আপনার সৈন্যক্ষয় অবলোকন করিয়া শঙ্কিতমনে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গদাহস্তে পাদচারে পূর্ব্বদিকে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে বিদুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে মনে মনে এইরূপ আন্দোলনপূর্ব্বক হ্রদপ্রবেশাভিলাষে ধাবমান হইলেন।

“এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে দ্রুতবেগে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবপ্রভাবে সেই সমস্ত শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসধারী কৌরব সৈন্যগণের সমুদয় সঙ্কল্প নিষ্ফল করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সংহারপূর্ব্বক রথোপরি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় সুবলনন্দন হস্তী ও অশ্বগণের সহিত নিহত হওয়াতে আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আর কেহই জীবিত রহিলেন না।

ব্যাসবাক্যে সঞ্জয়বধে সাত্যকির নিবৃত্তি

"অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে সাত্যকির নিকট অবলোকন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে বীর! সঞ্জয়কে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি? ইহাকে অচিরাৎ সংহার কর। মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণমাত্র নিশিত অসি দ্বারা আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তথায় আগমন করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, 'যুযুধান! তুমি সঞ্জয়কে পরিত্যাগ কর; ইহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে।' তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে নির্বিঘ্নে গমন কর।' এইরূপে আমি সেই অপরাহ্ণে সাত্যকির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বর্ম্ম ও আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোণিতলিপ্তকলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গমনকালে রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত, ক্ষত-বিক্ষতদেহ, গদাধারী, একমাত্র রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিলাম। তাঁহার লোচনদ্বয় বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে তিনি আমাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কুরুরাজকে শোকাকুল ও অসহায় সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্যস্ফুর্তি হইল না। পরিশেষে আমি যেরূপে অরাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রসাদে মুক্ত হইয়াছিলাম, তাহাই আদ্যোপান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। তখন রাজা দুর্য্যোধন চৈতন্য লাভ ও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া আমাকে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার সমুদয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। আমার রণস্থল হইতে আগমনসময়ে ব্যাসদেব কহিলেন, এক্ষণে কৌরবপক্ষীয় তিনজন মাত্র মহারথ জীবিত আছেন।

দুর্য্যোধনের হ্রদমধ্যে প্রবেশ

"হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমার বাক্যশ্রবণানন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'সঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিকেই জীবিত দেখিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলেই সহায়সম্পন্ন আছে। যাহা হউক, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, 'আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত-শরীরে, সমর হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হইয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছে। হায়! মাদৃশ ব্যক্তি বিপক্ষশরে পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুবান্ধবহীন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে?' হে মহারাজ! কুরুরাজ আমার নিকট এই বলিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মায়াপ্রভাবে উহার সলিল স্তম্ভিত [জলের উচ্ছ্বাসকম্পনাদি সর্ব্বপ্রকার গতিরোধ—আধুনিক য়ুরোপীয় সাবমেরিণে লোকসকল জলমধ্যে যেমন অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে, এই জলস্তম্ভন তাহারই অতি সূক্ষ্ম আদর্শ।] করিয়া রাখিলেন।

"এইরূপে দুর্য্যোধন সেই হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন মহাবীর ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও শ্রান্তবাহন হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন এবং আমাকে দেখিবামাত্র সত্বর অশ্বচালনপূর্ব্বক আমার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, 'সঞ্জয়! আজ সৌভাগ্যবশতঃ তোমাকে জীবিত দেখিলাম। আমাদিগের রাজা দুর্য্যোধন ত' জীবিত আছেন?' তখন আমি সেই বীরত্রয়ের নিকট দুর্য্যোধনের পরিত্রাণ

বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া, কুরুরাজ হ্রদপ্রবেশকালে যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় নিবেদন করিলাম এবং কুরুরাজ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইয়া দিলাম। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আমার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ দর্শনপূর্ব্বক এই বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন না? আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসেই অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম '

দুর্য্যোধন-দুর্দ্দশায় অশ্বত্থামাদির বিলাপ

"এইরূপে সেই তিন মহারথ সেই স্থানে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা পাণ্ডবগণকে সমরক্ষেত্রে অবলোকনপূর্ব্বক আমাকে কৃপাচার্য্যের রথে আরোপিত করিয়া শিবিরে উপনীত হইলেন। ঐ সময় দিনকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। শিবির যাবতীয় লোক কুমারগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুররক্ষক বৃদ্ধগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভি মুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব কুলরমণীগণ বীরগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে কুররীগণের[উৎক্রোশ পক্ষী] ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া মস্তকে করাঘাত, নখরপ্রহার ও কেশোৎপাটনপূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ ভয়াতুর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রাজবনিতাগণকে লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের বেত্রধারী দ্বারপালগণ বহুমূল্য আস্তরণে মণ্ডিত শুভ্র শয্যাসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অনেকে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে অশ্বতরী যুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক নগরে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! পূর্ব্বে দিবাকরও যে কুলকামিনীগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অবাধে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় গোপালক, মেষপালক প্রভৃতি প্রাকৃত মনুষ্যগণও ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল।

অমাত্যগণ সহ যুযুৎসুর হস্তিনা প্রবেশ

"হে মহারাজ! এইরূপে সমস্ত লোক পলায়ন-পরায়ণ হইলে আপনার পুত্র যুযুৎসু নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে কেবল আমি একাকী জীবিত রহিয়াছি। শিবিরস্থ সমস্ত লোকই পলায়ন করিতেছে। অদৃষ্টপূর্ব্বাণ রমণীগণ অনাথা ও শোকসন্তপ্ত হইয়া হরিণীগণের ন্যায় ভয়ব্যাকুললোচনে দশদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ধাবমান হইতেছেন। দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট সচিবগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এই সময়ে আমারও তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা কর্ত্তব্য। মহাবাহু যুযুৎসু এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে দয়াপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু রথারোহণ করিয়া হস্তিনাভিমুখীন রমণীগণের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক সচিবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সন্ধ্যাসময়ে বাষ্পকুললোচনে হস্তিনায় প্রবেশপূর্ব্বক মহাত্মা বিদুরকে অবলোকন করিয়া প্রণতিপুরঃসর তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর যুযুৎসুকে অবলোকন করিয়া অশ্রুগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, ‘বৎস! কৌরবগণের এই ভয়াবহ সংগ্রামে যে তুমি জীবিত রহিয়াছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনকে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন কর।’

যুযুৎসু কহিলেন, ‘হে মহাত্মন্! মহাবীর শকুনি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইলে রাজা দুর্য্যোধনের সমস্ত পরিবার নিঃশেষিত হইল। তখন তিনি স্বীয় অশ্বপরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পূর্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পলায়ন করিলে অন্যান্য সকলেই ভয়ব্যাকুলিত হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের কলত্র[১]দিগকে বাহনে সমারোপিত করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় আমি কেশবের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।

“হে মহারাজ! সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর বৈশ্যপুত্র যুযুৎসুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ‘বৎস! তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। প্রজাগণ যেমন দিবাকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করে, তদ্রূপ আজ আমি ভাগ্যক্রমে সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিলাম। তুমি অদূরদর্শী, অব্যবস্থিতচিত্ত, রাজ্যলোলুপ, হতভাগ্য, অন্ধ নৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া রহিলে। আজ তুমি এই স্থানেই বিশ্রাম কর, কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে।’

“হে মহারাজ! মহাত্মা বিদুর এইমাত্র বলিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে যুযুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসীগণ হাহাকার করিতে লাগিল। রাজভবন নিরানন্দময় ও শোভাবিহীন হইল, কাহারও আর কিছুতেই সুখ রহিল না। তখন সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন; মহামতি যুযুৎসুও সেই রজনী আপনার গৃহে অতিবাহিত করিলেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত ভরতবংশীয়দিগের ক্ষয়-বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক হওয়াতে তিনি কোনক্রমেই সুস্থ হইতে পারিলেন না।”

৩১তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরাদির দুর্য্যোধন-অন্বেষণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে কি করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন "মহারাজ! ঐ সময় ক্ষত্রিয়-রমণীগণ ধাবমান, ও শিবির শূন্য হইলে আমাদিগের পক্ষীয় সেই তিনজন মহারথ পাণ্ডবগণের জয়কোলাহল শ্রবণপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার বাসনায় হৃষ্টমনে ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে পর্যটন করিয়া পরম যত্নসহকারে কুরুরাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কুরুরাজ ইতিপূর্ব্বেই গদাহস্তে রণস্থল হইতে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে সলিল স্তম্ভিত করিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বাহনসকল একান্ত পরিশ্রান্ত হইল। তখন তাঁহারা সৈন্যগণসমভিব্যাহারে শিবিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কৃপাচার্য্যাদির জলমধ্যগত দুর্য্যোধনাহ্বান

"এ দিকে মহাবীর কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা মৃদুপদসঞ্চারে সেই হ্রদ-সন্নিধানে গমন করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে তুমি হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমাদের নিকট আগমনকর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হয় পাণ্ডুনন্দনকে বিনাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর, না হয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হও। হে দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবগণের সৈন্য-সমুদয়কে প্রায় বিনাশ করিয়াছ। যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও তোমার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এক্ষণে আবার আমরা তোমাকে রক্ষা করিতেছি, সুতরাং পাণ্ডবগণ কিছুতেই তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।'

"তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহারথগণ! আমি ভাগ্যবলে এইরূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম। অতঃপর শ্রমাপনোদনপূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। এক্ষণে তোমরা সকলেই সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং এ সময় যুদ্ধ করিতে আমার কোনমতেই অভিরুচি হইতেছে না। তোমরা বীরগণের অগ্রগণ্য; অতএব আমার প্রতি গাঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধে এইরূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদের নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমার মতে এ সময় পরাক্রম প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি এই রাত্রিটি বিশ্রাম করিয়া কল্য তোমাদিগের সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

"তখন মহাবীর অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হও। তোমার মঙ্গল হউক, আমরাই তোমার বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব। হে বীর! আমি ইষ্টাপূর্ত্ত[যাগযজ্ঞাদি ও জলাশয়াদি নির্ম্মাণপুণ্য], দান, সত্য ও জয় দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব। যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুগণকে বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সজ্জনোচিত যুদ্ধকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না।'

ব্যাধগণ মুখে ভীমের দুর্য্যোধন সন্ধানলাভ

"হে মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে কতকগুলি ব্যাধ মাংসভার-বহন-ক্লেশে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জলোপসেবনের নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সেই হ্রদসন্নিধানে আগমন করিল। ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তিসহকারে মাংস আহরণ করিত। তাহারা সেই হ্রদের কূলে উপবেশনপূর্ব্বক নির্জ্জনে রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত মহারথগণের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণও সমস্পৃহাশূন্য সলিলে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় [যুদ্ধাভিলাষহীন] সহকারে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্যাধগণ তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন যে হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

"হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্যাধগণকে দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া অপরিস্ফুটরূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, 'দেখ, রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই এই হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; অতএব চল, আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার নিকট বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইব। মহাবীর ভীমসেনও আমাদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিবেন। উঁহাদের দুইজনের নিকট বিপুল ধন প্রাপ্ত হইলে আর প্রতিদিন এইরূপ শুষ্ক মাংস বহন করিতে হইবে না।' অর্থলোলুপ ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্লমনে মাংসভার গ্রহণপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এ দিকে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অনুসন্ধানে রণস্থলের চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, 'মহারাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না; সে পলায়ন করিয়াছে।' রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুলিতচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্যাধগণ হৃষ্টচিত্তে অতি সত্বর দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে সমুপস্থিত হইল এবং নিবারিত হইয়াও শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন মহাবীর বৃকোদর তাহাদিগকে প্রভূত ধনদানপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া

কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি যে দুর্য্যোধনের নিমিত্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। সে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে শয়ান রহিয়াছে।

পাণ্ডবগণের হ্রদসমীপে গমন

"অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণে সোদরগণের সহিত যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং জনার্দ্দনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই অতি সত্বর দ্বৈপায়ন-হ্রদ সমীপে ধাবমান হইলেন। সোমাকগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া 'দুর্য্যোধনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি' বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। বেগগামী রথীগণের ঘোরতর শব্দ আকাশমার্গে সমুত্থিত হইল। শ্রান্তবাহন বীরগণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালবংশোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গবল সমভিব্যাহারে দ্বৈপায়নহ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দুর্য্যোধন সমাশ্রিত দ্বৈপায়ন-হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ হ্রদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, উহার জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদাপাণি হইয়া মায়াভাবে সেই জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অলক্ষিতরূপে তাহার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যের সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রের বিনাশবাসনায় শঙ্খশব্দ ও রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই হ্রদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পাণ্ডবসৈন্যের সেই তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'মহারাজ! ঐ সমরবিজয়ী পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে আগমন করিতেছে। অতএব তুমি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।' রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া মায়াপ্রভাবে জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণও শোকার্ত্তচিত্তে বহুদূরে গমনপূর্ব্বক সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া এক বৃটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, পাণ্ডবগণও যুদ্ধার্থ হ্রদসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, পাণ্ডবেরা কিরূপেই বা তাঁহার অনুসন্ধান পাইবে, আর অনুসন্ধান পাইলেই বা রাজা দুর্য্যোধন কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

৩২তম অধ্যায়

হ্রদস্থ দুর্য্যোধনবধে কৃষ্ণের উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই কৃপ প্রভৃতি তিনজন রথী প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়নহ্রদ দুর্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'কৃষ্ণ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র ভয় নাই। যাহা হউক, আমি ঐ মায়াবীকে কদাচ জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিব না। যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উহার সহায়তা করেন, তথাপি লোকে ইহাকে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিবে।'

"বাসুদেব কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি মায়াবলে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন। মাহাপ্রভাবে মায়াকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি উপায় দ্বারা ঐ দুরাত্মাকে বিনষ্ট করুন। দেবরাজ উপায় দ্বারাই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন। কৌশলপ্রভাবেই বলি রাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুর ও বৃত্রাসুরের বধসাধন হইয়াছে; শ্রীরাম উপায়প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন। আমার উপায় প্রভাবেই মহাবল-পরাক্রান্ত বিচিত্ত ও তারকাসুর নিপাতিত হইয়াছে। উপায়প্রভাবেই বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ নিহত হইয়াছে এবং দেবরাজ ইন্দ্র উপায়বলেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন। হে মহারাজ! উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। উপায় প্রভাবেই দানব, রাক্ষস ও ভূপালগণ নিহত হইয়াছে। অতএব আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করুন।

হ্রদতীরস্থ যুধিষ্ঠিরের দুর্য্যোধনাহ্বান

"হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব এইরূপ কহিলে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া জলমধ্যস্থিত মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'কুরুরাজ! তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজ আপনার জীবনরক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ? অচিরাৎ জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষোত্তম! আজ তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায়! সভামধ্যে সকলেই তোমাকে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে; কিন্তু আজ তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবেশ করাতে উহা বৃথা বোধ হইতেছে। তুমি ক্ষত্রিয়বংশে বিশেষতঃ কৌরবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যুদ্ধে ভীত হইয়া সলিলমধ্যে অবস্থান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমরপরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম নহে; অসাধু লোকেরাই সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। তুমি সমরসাগর সমুত্তীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত জীবনরক্ষার বাসনা করিতেছ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া কি এই হ্রদমধ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে? হে দুর্ব্বদ্ধে! তুমি সর্ব্বালোকসমক্ষে আপনাকে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বীরপুরুষেরা প্রাণান্তে শত্রু-সন্দর্শনে পলায়ন করেন না। তুমি কি মনে করিয়া সমর পরিত্যাগ করিয়াছ,

তাহা প্রকাশ কর এবং শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবনরক্ষার বাসনা করা ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি মোহবশতঃ কর্ণ ও শকুনিকে আশ্রয়পূর্ব্বক আপনাকে অমর জ্ঞান করিয়া যে পাপাচারণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর। তোমার ন্যায় বীরপুরুষেরা কখনই সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন না। এক্ষণে তোমার সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়াভিমান, সে বিক্রম, সে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও সে অস্ত্রশিক্ষা কোথায় রহিল? তুমি কি নিমিত্ত জলাশয়ে শয়ান রহিলে? অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হও। বিধাতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই পরম ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজত্ব লাভ কর।'

হ্রদস্থ দুর্য্যোধন ও তীরস্থ যুধিষ্ঠিরের উক্তি-প্রত্যুক্তি

"হে মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জলমধ্য হইতে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করি নাই। সংগ্রামস্থলে আমার রথ ও তূণীর বিনষ্ট এবং সমুদয় সৈন্যসামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সলিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; প্রাণভয়ে বা বিষাদ প্রযুক্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই। হে কুন্তীনন্দন! এক্ষণে অনুচরগণের সহিত তুমি কিয়ৎকাল বিশ্রাম কর। আমি অবিলম্বেই সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমরা শ্রমাপনোদন করিয়াছি; এক্ষণে বহুক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান পাইলাম, অতএব তুমি অবিলম্বে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত ও আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হয় রণস্থলে আমাদিগকে বিনাশপূর্ব্বক অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আমি যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছিলাম, আমার সেই সমস্ত ভ্রাতা পরলোকগমন করিয়াছে, পৃথিবীও রত্নহীন ও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে; সুতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই অবনীকে উপভোগ করিতে আমার আর স্পৃহা নাই। হে যুধিষ্ঠির! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ভগ্নোৎসাহ করিয়া তোমাকে পরাজিত করিতে পারি; কিন্তু মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়াতে আমার আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই। অতএব এক্ষণে তুমিই এই হস্তী ও অশ্বশূন্য বন্ধুবান্ধববিহীন পৃথিবী ভোগ কর। আমার সদৃশ কোন্ রাজা সহায়হীন রাজ্য শাসন করিতে বাসনা করে? বিশেষতঃ তাদৃশ সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত এবং শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমার জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ নাই। আমি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করিব। রাজ্যভোগে আমার আর কিছুতেই স্পৃহা হইতেছে না।'

"হে মহারাজ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সে করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! তুমি সলিলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আর এইরূপ পরিতাপ করিও না।

শকুনির ন্যায় তোমার ঐ সকল আর্ত্ত-প্রলাপে [পীড়িতের কাতর বাক্যে] আমার মনে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইতেছে না। তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্যদানে সম্মত হইতে পার; কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে সম্মত নহি। প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিলেও আমি অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। আমি তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী ভোগ করিব। হে দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমরা পুররক্ষার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত উহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই? তুমি প্রথমে মহাবল-পরাক্রান্ত বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্যদানে অভিলাষী হইয়াছ? হা! তোমার কি ভ্রান্তি! কোন্ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্যদানে ইচ্ছা করিয়া থাকে? আর এক্ষণে তোমার এই রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তুমি কিরূপে আমাকে দান করিবে? হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে তুমি আমাকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী প্রতিপালন কর। পূর্ব্বে তুমি আমাকে সূচ্যগ্র -পরিমিত ভূমি প্রদান করিতে অভিলাষী হও নাই; এক্ষণে কিরূপে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিবে? কোন্ মূর্খ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে বসুন্ধরাদানে অধ্যবসায় করিয়া থাকে? তুমি কেবল মোহপ্রভাবেই উহা অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। হে কুরুরাজ! তুমি রাজ্যদানে অভিলাষী হইলেও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব না। অতএব এক্ষণে হয় তুমি আমাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য শাসন কর, নতুবা আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও। তুমি ও আমি আমরা দুইজনেই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদের জয়-পরাজয়ে সন্দেহ করিবে। হে দুর্বুদ্ধে! এক্ষণে তোমার জীবন আমার অধীন হইয়াছে, আমি মনে করিলে তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু তুমি স্বয়ং কখনই আত্মপরিত্রাণে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে তুমি গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বারংবার আমাদিগকে কষ্ট প্রদান করিয়াছ। সেই সমুদয় কারণবশতঃ তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে; এক্ষণে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।' হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।"

হ্রদপ্রবেশপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

৩৩তম অধ্যায়
গদাযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন স্বভাবতই ক্রোধপরায়ণ। সে তৎকালে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক ঐরূপ তিরস্কৃত হইয়া কি করিল? পূর্ব্বে এরূপ তিরস্কারবাক্য কখনই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে রাজত্ব নিবন্ধন সর্ব্বাদা সকল লোকের মান্য হইয়া

কালযাপন করিয়াছে। হায়! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আতপত্রচ্ছায়ায়[২] দণ্ডায়মান হইয়া 'আমি পরের ছায়া আশ্রয় করিলাম' বলিয়া খেদ করিত, সূর্য্যের প্রভাও যাহার অসহ্য হইত, সে কিরূপে অরাতিগণের কটুবাক্য সহ্য করিল? হে সঞ্জয়! ম্লেচ্ছ ও আটবিক-সমবেত সমুদয় পৃথিবী যাহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্য্যোধন এক্ষণে স্বজনবিহীন হইয়া নির্জ্জনে সলিলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার পাণ্ডবগণের তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

দুর্য্যোধনের জল হইতে বহিরাগমন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাহুদ্বয় কম্পন করিয়া সলিলমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে কুন্তীনন্দন! তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রথ ও বাহন সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন ও পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে রথারূঢ় হইয়া শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলে আমি পদাতি ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কিরূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি? অতএব তোমরা একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির, বিশেষতঃ বর্ম্মহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন, ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে কি তুমি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈনিকগণ, তোমাদের কাহাকেও দেখিয়া আমার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আমি একাকী তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব। হে মহারাজ! সাধুদিগের কীর্ত্তি ধর্ম্মমূলক। আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া কহিতেছি যে, সংবৎসর যেমন ক্রমে ক্রমে সমুদয় ঋতুতে মিলিত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাদের সকলের সহিত মিলিত হইব। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কিয়ৎক্ষণ সুস্থির হও। আমি বিরথ ও শস্ত্রবিহীন হইয়াও প্রভাতসময়ে সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই সংহার করিব। হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমাকে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা, শকুনি এবং আমার পুত্রগণ, বন্ধুবান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ পরিশোধ করিব।'

দুর্য্যোধনের যুদ্ধনিয়ম নির্ধারণ

"হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির কুরুরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! তুমি ভাগ্যবলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অবগত হইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই তোমার যুদ্ধে বাসনা হইয়াছে; তুমি ভাগ্যবলেই বীরপদবী প্রাপ্ত এবং সমরব্যাপার সম্যক্ অবগত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ। অতএব অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি, তুমি আমাদের মধ্যে

একজনকে বিনাশ করিতে পারিলে সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।’ তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ‘হে ধর্ম্মরাজ! যদি আমাকে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব; আর তুমি আমাকে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে কহিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পদচারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। ইতিপূর্ব্বে বারংবার অত্যাশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই অদ্ভুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক। লোকে অস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, আজ তোমার সম্মতিক্রমে যুদ্ধের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হউক। হে যুধিষ্ঠির! আমি গদাপ্রভাবে তোমাকে, তোমার অনুজদিগকে এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকেও পরাজিত করিব। সমরাঙ্গনে দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘হে গান্ধারীতনয়! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমার বা আমার পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তির সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং অবহিত হইয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। আজ যদি ইন্দ্রও তোমাকে আশ্রয় প্রদান করেন, তথাপি তুমি বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।’

গদাহস্তে দুর্য্যোধনের উত্তরণ—রণনীতি ঘোষণা

“হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলমধ্যলীন [1] ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য কোনক্রমে সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় ভীষণ লৌহময় গদা স্কন্ধে লইয়া সলিলরাশি বিক্ষোভিত করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, শূলপাণি রোষোদ্ধত রুদ্রের ন্যায় হ্রদ হইতে সমুত্থিত হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া পরস্পর করস্পর্শ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন, ললাটে ত্রিশিখ ভ্রুকুটি বন্ধন ও বারংবার দশনচ্ছদ [অধর] দংশনপূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, ‘হে পাণ্ডবগণ! তোমরা অবিলম্বে এই উপহাসের ফল লাভ করিবে। আমি অচিরাৎ তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।’

“হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিলসিক্ত কলেবরে হ্রদের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ঝর-জলস্রাবী [ঝরণার জলমোচনকারী] মহীধরের [পর্ব্বতের] ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া উর্দ্ধবাহু নিতান্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষভরে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করিয়া মেঘগম্ভীর-নির্ঘোষে পাণ্ডবগণকে গদাযুদ্ধে আহ্বানপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, ‘হে যুধিষ্ঠির! তোমরা একে একে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, এক ব্যক্তির সহিত এককালে বহু লোকের যুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অন্যায় হইবে। বিশেষেতঃ আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্ম্মহীন ও

ক্ষতবিক্ষত-কলেবর হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্যসকল বিনষ্ট হইয়াছে; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিতে পার, এক্ষণে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।।

"তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার এরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্রুর ও নিরপেক্ষ, ইহাতে দয়ার লেশমাত্রও নাই। নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও বীরপুরুষ হইয়া তৎকালে কিরূপে অভিমন্যুকে বিনাশ করিলে? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। অনেকে একত্র হইয়া একজনকে বিনাশ করিলে যদি অধর্ম্ম হয়, তবে কিরূপে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে সংহার করিল? বিপদকালে সকলেই ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকে; কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর। আমি এখনও কহিতেছি যে, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত অভিরুচি হয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, হয় তাহাকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর, না হয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব কর। হে বীর! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কি হিতসাধন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ কর।'

"হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে আপনার পুত্র সুবর্ণময় বর্ম্ম ও কনকমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গদা সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, ভীমসেন, নকুল, অর্জ্জুন অথবা যুধিষ্ঠির একজন আসিয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও। আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কৃতকার্য্য হইব। আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। বোধ হয়, ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার সমকক্ষ হইবে না। স্বমুখে এরূপ উদ্ধত বাক্যপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, আমি অচিরাৎ তোমাদিগের সমক্ষে আপনার বাক্য সফল করিব। এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন, আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে।'

৩৪তম অধ্যায়
ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধোদ্‌যোগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বারংবার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলে মহামতি বাসুদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর?' ঐ দুরাত্মা যদি আপনাকে অথবা অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেবকে যুদ্ধার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা হইবে? বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ নহেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধনবাসনায় ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত লৌহময় পুরুষের

সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আপনি কৃপাপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত দুর্য্যোধনের সমকক্ষ আর কেহই নহে। তিনিও দুর্য্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধ অধিক অভ্যাস করেন নাই। অতএব বোধ হয়, পূর্ব্বে শকুনির সহিত আপনার যেরূপ দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী, কিন্তু দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান ও কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের মঙ্গলপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও বিপদসাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া একমাত্র অরাতিকে বহুকষ্টে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে? দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অমরগণের মধ্যেও কেহ্ উহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ; অতএব ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি কি ভীমসেম, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জ্জুন কেহই উহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। যখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদের জয়লাভে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন আপনি কিরূপে উহাকে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বিনাশসাধনপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন? এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডুতনয়গণের কখনই রাজ্যভোগ হইবে না। বিধাতা উহাদিগকে চিরকাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।'

"হে মহারাজ! তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন মধুসূদনের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে যদুনন্দন! আর বিষাদ করিও না, আজ আমি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। ধর্ম্মরাজের জয়লাভ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা সার্দ্ধেক [দেড়গুণে] গুণে গুরুতর, আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বেই উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমরা দর্শকভাবে অবস্থান কর। ক্ষুদ্র শত্রু দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, অমর প্রভৃতি তিন লোক নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমি অনায়াসে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিতে পারি।'

ভীম কর্ত্তৃক গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের আহ্বান

"হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীমের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতিবিহীন হইয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় পুত্র এবং কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রাজা, রাজকুমার ও নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ; তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনকেও নিপাতিত করিয়া, বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী প্রদান কর। পাপ-পরায়ণ দুর্য্যোধন তোমার হস্তেই বিনষ্ট

হইবে, তুমি অচিরাৎ তাঁহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া আপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা অতিশয় বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ। সর্ব্বদা যত্নসহকারে উহার সহিত যুদ্ধ করিও।'

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর সাত্যকি এবং ধর্ম্মরাজ-প্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভীমসেনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী সৃঞ্জয়গণ-পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই। ঐ পুরুষাধম কখনই আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি আজ দুর্য্যোধনের প্রতি হৃদয় নিহিত ক্রোধানল নিক্ষেপ করিব। আজ গদার আঘাতে ঐ পাপাত্মার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিব। আজ আপনি সুস্থশরীর হইবেন। আজ আমি আপনার শত্রুহৃত কীর্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব। আজ দুর্য্যোধন প্রাণ, শ্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে আমার হস্তে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শকুনির দুষ্ক্রিয়া-জনিত কুকর্ম্ম-সমুদয় স্মরণ করিবেন।'

"মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর এই বলিয়া, বাসব যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া গদা উত্তোলনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আপনার পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্তমাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়; তদ্রূপ ভীমসেনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ শিখর পরিশোভিত কৈলাস-পর্ব্বত-সদৃশ মহাবীর দুর্য্যোধনকে যূথবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সমরে সমুপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন; মহাবাহু দুর্য্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয়শরীরে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি, তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর। তুমি শকুনির বুদ্ধিপ্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া সভামধ্যে রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে কষ্ট প্রদান করিয়া যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। হে কুলনাশক নরাধম! তোমার নিমিত্তই আমাদিগের পিতামহ মহাযশাঃ ভীষ্মদেব নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন। তোমার পাপেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও সমরনিপুণ বহুসংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ দুরাত্মা শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী [দূত—দুর্য্যোধনের দূত] শমনসদনে গমন করিয়াছে। এক্ষণে কেবল তুমি একাকী অবশিষ্ট রহিয়াছ। আজ গদাপ্রহারে নিশ্চয়ই তোমাকে নিপাতিত করিব। আজ পাণ্ডবগণের ক্লেশ এবং তোমার দর্প ও বিপুল রাজ্যলালসা দূরীভূত হইবে।'

"কুরুরাজ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বৃকোদর! অধিক বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আজই তোমার যুদ্ধপ্রবৃত্তি উচ্ছিন্ন করিব। আমি হিমালয়-শিখরের ন্যায় গদাধারণ করিয়া সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে সুররাজ পুরন্দরও আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন।

তুমি সলিলবিহীন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় আর বৃথা গর্জ্জন করিও না। যত দূর পরাক্রম থাকে, সংগ্রাম করিয়া প্রকাশ কর।' হে মহারাজ! কুরুরাজ এই কথা কহিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তলশব্দ দ্বারা উন্মত্ত মাতঙ্গকে যেমন আমোদিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আমোদিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় কুঞ্জরগণ অনবরত বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে আরম্ভ করিল এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র-সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।"

৩৫তম অধ্যায়
ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ-বলরাম-আগমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় তালধ্বজ বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া কেশব-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রত্যুর্গমনপূর্ব্বক যথাবিধি অর্চনা করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন।' তখন বলদেব কৃষ্ণ সমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারী রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! আজ দ্বিচত্বারিংশৎ [বিয়াল্লিশ] দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলাম। আমি পুষ্যানক্ষত্রে *[পুষ্যা-নক্ষত্রে যাত্রা করিয়া শ্রবণায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দ্বিত্বারিংশৎ অর্থাৎ ৪২ দিন হয় না। কারণ, পুষ্যানক্ষত্রের সংখ্যা ৮ এবং শ্রবণানক্ষত্রের সংখ্যা ২২; ৮ হইতে ২২ নক্ষত্রের দিন-পরিমাণ হয়, মাত্র ১৫। বলরামের এই আগমন পুষ্যার অব্যবহিত পরবর্তী শ্রবণীয় নহে, পুষ্যার পর মধ্যে একটি শ্রবণা অতীত হওয়ার পর তৎপরবর্তী শ্রবণায় তিনি আসিয়াছেন। তাহাতে হইল এই যে, পুষ্যা হইতে শ্রবণা ১৫ এবং শ্রবণা হইতে পুনঃ শ্রবণা ২৭ সমান = ৪২। এই ত' গেল, বলরামের আগমন দিন সংখ্যার সমাধান। ইহাতে আর একটি জটিল সমস্যার সম্ভাবনা দেখা যায়। টীকাকার নীলকণ্ঠ স্বয়ং ঐ প্রশ্নটিকে দুঃসমাধেয় অর্থাৎ কঠিন সমস্যা বলিয়া টীকায় তাহার সুসমাধান করিয়াছেন। ভীষ্মপর্ব্বের ১৭শ অধ্যায়ে যুদ্ধারম্ভ দিন সম্বন্ধে মূলের "মঘা-বিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত" এই বচন অনুসারে লিখিত হইয়াছে—"ঐ দিন চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে গমন করিয়াছিলেন।" এই "মঘা" শব্দ দর্শনে মঘা নক্ষত্রে যুদ্ধারম্ভ কেহ কেহ বলেন বাস্তবিক তাহা নহে কারণ, মঘা নক্ষত্রের সংখ্যা ১০, তারপর ১৮ দিন যুদ্ধ হইলে সপ্তবিংশতি ২৭ সংখ্যক রেবতী নক্ষত্রে যুদ্ধ পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। তাহা হইলে বলরামবাক্যে বিরোধ হয়। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। শ্রবণানক্ষত্রে—যুদ্ধে অষ্টাদশাহে যেদিন ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়— যাহা দেখিবার জন্য স্বয়ং বলরাম উপস্থিত। বলরামের আগমনের সহিত যুদ্ধ-উপসংহারের সমতা করিলে মৃগশিরা নক্ষত্রেই যুদ্ধ আরম্ভ নির্ণীত হয়। মঘা নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ, সেই পিতৃগণের সহিত যুদ্ধমৃতগণের মিলন করার অধিকার চন্দ্রের। সেই চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রের অধিপতি। মূলের এই 'মঘাবিষয়গঃ' শব্দ দ্বারা মৃগশিরা নক্ষত্রই যে যুদ্ধারম্ভের দিন, তাহা ভীষ্মপর্ব্বে মীমাংসিত। (ভীষ্মপর্ব্ব ১৭ অঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য) । যুদ্ধারম্ভ মৃগশিরা হইলেই মিল হয়। মৃগশিরা নক্ষত্রের সংখ্যা ৫, বলরামের আগমন-দিবসীয় শ্রবণা নক্ষত্রের সংখ্যা ২২; ৫ হইতে ২২ নক্ষত্রের দিন পরিমাণ ১৮।]* আবাস বহির্গত হইয়া শ্রবণায় [২] প্রত্যাগমন করিয়াছি। এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ সংবাদ অবগত হইয়া উহা দর্শন করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম।' তখন গদাযুদ্ধ সমুদ্যত মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীতিপ্রফুল্লমনে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, মাদ্রীতনয়দ্বয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র তাঁহাকে নমস্কার এবং রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমসেন তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন। জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহাবাহো! এক্ষণে আপনি এই গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন।' তখন মহাবলপরাক্রান্ত বলদেব পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবদিগকে যথাক্রমে সৎকার করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তাঁহাকে পূজা ও অনাময়বার্ত্তা [কুশল-সংবাদশারীরিক স্বাস্থ্যাদি] জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বলদেব প্রীতিপ্রফুল্লমনে জনার্দন ও সাত্যকিকে আলিঙ্গন ও তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হৃষ্টমনে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোহিণীনন্দনকে কহিলেন, 'হে রাম! আপনি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন।' নীলাম্বরধারী ধবলকায় বলদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণ করিয়া পরম প্রীতমনে সেই ভূপালগণমধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে নক্ষত্রপরিবৃত নিশাকরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধন ও বৃকোদরের ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

৩৬তম অধ্যায়

জনমেজয়-প্রশ্নে বলরামের তীর্থসেবা বিবরণ

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে বলরাম কৃষ্ণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক 'আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডুতনয়দিগের সহায়তা করিব না' বলিয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কিরূপেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। মহাত্মা পাণ্ডবগণ, বিরাটভবনে অবস্থানপূর্ব্বক মধুসূদনকে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে প্রেরণ করিলে মহামতি বাসুদেব প্রাণীসকলের হিতসাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশ্যে অম্বিকানন্দনকে বিশেষরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সন্ধিসংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বিরাট-নগরে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবগণকে কহিলেন, 'কৌরবগণ কালপ্রভাবে আমার বচন রক্ষা করিল না; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধার্থে যাত্রা করি!"

অনন্তর উভয়পক্ষের সৈন্য নির্ধারিত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত রোহিণীতনয় কৃষ্ণকে কৌরবগণের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় বাসুদেব তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। তখন যদুনন্দন বলদেব রোষপরবশ হইয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে

সরস্বতী-তীর্থে প্রস্থান করিলেন। বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে অরাতিনিপাতন ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বাসুদেব সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

এ দিকে বলদেব গমনকালে পথিমধ্যে ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, "তোমরা অবিলম্বে অগ্নি, যাজক, সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দভ, উষ্ট্র, এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও নানাবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া সারস্বত-তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর।" মহাবল-বলদেব ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ঋত্বিক্ [পুরোহিত], অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, রথ, গজ, অশ্ব, কিঙ্কর এবং গো, গর্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বিবিধ যানে পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ-সমুদয় পর্যটন করিতে লাগিলেন। পরিচারকগণ দেশে দেশে বৃদ্ধ, শিশু ও পরিশ্রান্ত অতিথিগণকে প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিল। যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্যবস্তু প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা হইল। মহাবল, বলরামের আদেশানুসারে ভৃত্যগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণকে মহার্হ বস্ত্র, পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ প্রদান করা হইল। গমনাভিলাষীর নিমিত্ত যান, তৃষ্ণার্ত্তের নিমিত্ত পানীয়, বুভুক্ষিতের নিমিত্ত সুস্বাদু অন্ন এবং রাশি রাশি বস্ত্র ও আভরণসমুদয় প্রস্তুত রহিল। বিপ্র বা ক্ষত্রিয়মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও কুত্রাপি গমনে বা অবস্থানে কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। এইরূপে সেই তীর্থগমনপথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গসদৃশ সুখাবহ হইয়া উঠিল। উহা বিপণি, আপন, পণ্যদ্রব্য এবং বিবিধ লতা, বৃক্ষ ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সংযমী মহাত্মা বলদেব মহা আহ্লাদে সেই পুণ্যতীর্থসমুদয়ে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণস্বরূপ কাঞ্চনময় শৃঙ্গশোভিত মহাবস্ত্র সমাযুক্ত সহস্র সহস্র পয়স্বিনী [দুগ্ধবতী] গাভী, নানা দেশজাত অশ্ব, মণিমুক্তা-প্রবালাদি রত্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ডসকল দান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অপ্রতিমপ্রভাব রোহিণীনন্দন এইরূপে সারস্বত তীর্থ-সমুদয়ে ভূরি ভূরি অর্থদান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

কুরুক্ষেত্র-তীর্থপ্রসঙ্গে প্রভাসাদি তীর্থকথা

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সারস্বত তীর্থ সমুদয়ের গুণ, উৎপত্তি, কর্ম্ম ও ফলসমুদয় আনুপুর্বিক কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি বহুতর তীর্থ এবং তৎসমুদয়ের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ তারাপতি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্তি লাভ ও পুনর্ব্বার স্বীয় তেজ অধিকার করিয়া সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যদুপ্রবীর বলদেব সুহৃদ ও ঋত্বিক্গণের সহিত সর্ব্বাগ্রে সেই সর্বোকৃষ্ট পবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থ চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম প্রভাস হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ শশাঙ্ক কিরূপে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা প্রভাস-তীর্থে অবগাহন করিয়া শাপবিমুক্ত হইলেন, আপনি সবিস্তারে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। উহারা নক্ষত্র; উহাদের দ্বারা লোকে কালনিরূপণ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যসম্পন্না বিশাললোচনা কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্ব্বপেক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন। ভগবান্ চন্দ্র তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত সুখসম্ভোগ করিতেন; তদ্দর্শনে অন্যান্য দক্ষতনয়ারা নিতান্ত কুপিত হইয়া আবিলম্বে দক্ষ-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! আমাদিগের প্রতি চন্দ্রের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তিনি নিরন্তর রোহিণীর সহিত সুখসম্ভোগে কালযাপন করিয়া থাকেন, অতএব আমরা আপনার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক মিতাহারী হইয়া তপানুষ্ঠান করিব।" প্রজাপতি দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপে প্রীতি প্রদর্শন কর, নতুবা তোমার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে।" পরে তিনি কন্যাগণের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, "তোমরা এক্ষণে চন্দ্র-সন্নিধানে গমন কর, তিনি আমার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তোমাদিগের প্রতি তুল্যরূপে অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন।"

দক্ষকোপে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগাক্রমণ

অনন্তর দক্ষকন্যারা পিতার অনুমতিক্রমে পুনরায় চন্দ্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু চন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া প্রীতমনে রোহিণীরই সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যাগণ পুনরায় দক্ষ-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বর্ক কহিলেন, "পিতঃ! চন্দ্র আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘান করিয়াছেন। আমাদিগের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই; অতএব এক্ষণে আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনারই সন্নিধানে কালযাপন করিব।"

প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্যশ্রবণে চন্দ্রসমীপে গমন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমাকে শাপ প্রদান করিব।" হে মহারাজ! প্রজাপতি দক্ষ ঐ কথা কহিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কালহরণ করিতে লাগিলেন।

তখন দক্ষকন্যারা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় পিতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! চন্দ্র আমাদিগের সহবাসে এককালে বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। আপনি বারংবার তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য করিয়া রোহিণীর সহিত কালহরণ করিতেছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও উপায় করিয়া দিন।"

তখন প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্মা দক্ষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ভগবান্

চন্দ্র সেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কোনক্রমে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে মহারাজ! চন্দ্র এইরূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে ওষধিসকল নিস্তেজ আস্বাদশূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন লোকসকল নিতান্ত কৃশ ও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল।

তখন দেবগণ চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, "হে শশলাঞ্ছন! [শশকচিহ্নযুক্ত—চন্দ্রের মধ্যগত শশকসদৃশ চিহ্নযুক্ত] তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্ষীণ ও শোভাহীন হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। আমরা অবশ্যই উহার প্রতিবিধান করিব।" তখন ভগবান শশাঙ্ক যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত সুরগণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সুরগণ শশাঙ্কের মুখে তাঁহার ক্ষয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকে শাপ হইতে মুক্ত করুন। শশধর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন; উহার কলেবর এক্ষণে অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি লতা ও বিবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে। তন্নিবন্ধন আমাদিগেরও ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনষ্ট হইলে এই জগৎ নিতান্ত ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন।"

তখন প্রজাপতি দক্ষ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সুরগণ! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কিন্তু আমি এক্ষণে একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা চন্দ্রের শাপশান্তি হইতে পারিবে। নিশাকর সারস্বত তীর্থে অবগাহন করিয়া পত্নীগণের প্রতি প্রতিনিয়ত তুল্যরূপ স্নেহ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি পুনরায় পরিবর্ধিত হইবেন, সন্দেহ নাই। হে দেবগণ! আমার বাক্যানুসারে মাসমধ্যে পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইবে। উনি এক্ষণে পশ্চিম সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন।"

প্রভাসতীর্থস্নানে চন্দ্রের রোগমুক্তি

হে মহারাজ! তখন ভগবান্ চন্দ্র মহর্ষি দক্ষের নির্দেশানুসারে অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন করিয়া প্রভাসখ্য তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ প্রভাসে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রকে লইয়া দক্ষের নিকট আগমন করিলেন। মহর্ষি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রীতমনে চন্দ্রকে কহিলেন, "বৎস! তুমি স্বীয় পত্নীগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না, এক্ষণে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে গমন করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।" তখন নিশানাথ দক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার আলয়ে আগমন করিলেন। প্রজারাও হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ কালযাপন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ভগবান্ শশাঙ্ক যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাসতীর্থ যেরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ তীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক

প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্ধিত হয়েন। উহা চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া লোকমধ্যে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল বলদেব চমষোদ্ভেদ-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রভূত দান, বিধিপূর্ব্বক স্নান ও এক রজনী যাপন করিয়া সত্বর উদপান-তীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা অবলোকন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে বিদিত হইয়া থাকেন।

৩৭তম অধ্যায়
ত্রিত ঋষিকৃত উদপান তীর্থ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! হলায়ুধ বলদেব মহাযশাঃ মহর্ষি ত্রিতের উদপান-তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নান, বিবিধ ধনদান ও দ্বিজগণের পূজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপাঃ ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। তিনি ঐ কূপে অবস্থানপূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে ঐ কূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আবাসে প্রস্থান করিলে মুনিবর ত্রিত তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রাহ্মন! উদপান-তীর্থ কিরূপে উৎপন্ন হইল? মহাতপা ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন? কি নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা মহর্ষি ত্রিত যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন? যদি এই সমস্ত কথা শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বযুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাতপাঃ একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের তিনজনকেই প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইত। তাঁহারা কেহই প্রজাবিহীন ছিলেন না। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও তপোবলে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ গৌতম পুত্রগণের তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণে [ইন্দ্রিয়সংযম] পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল সুপুত্রদিগের সৎকার্য্যজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যজমানগণ তাঁহার পুত্রগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গৌতমের পুত্রয়ের মধ্যে মহাত্মা ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহাভাগ মহর্ষিগণ ত্রিতের গুণগ্রাম-দর্শনে মহাত্মা গৌতমের ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন।

একদিন একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধনলাভের নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া পরামর্শ করিলেন, "আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানদিগের নিকট বিবিধ পশু পরিগ্রহ করিয়া মহাফল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক পরমানন্দে সোমরস পান করিব।" তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিধানানুসারে তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাধানপূর্ব্বক অসংখ্য পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা

করিলেন! ত্রিত আনন্দিতচিত্তে সকলের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং একত ও দ্বিত পশুগণকে সঞ্চালন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন একত ও দ্বিত সেই প্রভূত পশু দর্শনে লোভপরবশ হইয়া 'কিরূপে এই সমস্ত গাভী আমরা উভয়ে প্রাপ্ত হইব' ইহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সেই পাপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন, "দেখ, ত্রিত যজ্ঞকুশল ও বেদপারগ! সে আমাদের অপেক্ষা অনেক গাভী লাভ করিতে পারিবে; অতএব চল, আমরা গো-সঞ্চালনপূর্ব্বক প্রস্থান করি। ত্রিত যথা ইচ্ছা গমন করুক।"

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা তিনজন গমন করিতেছেন, এমন সময় একটা বৃক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইল। গৌতমতনয়গণ যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তটে একটা বৃহৎ কূপ ছিল। মহাত্মা ত্রিত পথিমধ্যে বৃকদর্শনে ভীত হইয়া পলায়নকরতঃ সেই সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর কূপে নিপতিত হইলেন। তিনি সেই কূপমধ্যে আর্ত্তনাদ করিলে উহা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপে নিপতিত জানিতে পারিয়াও বৃকভয়ে ও পশুলোভে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাতপস্বী ত্রিত এইরূপে ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে নরকে নিপতিত দুষ্কৃতীর ন্যায় সেই তৃণলতা পরিবেষ্টিত ধূলিসমাচ্ছন্ন নির্জ্জন কূপে নিপতিত অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "আমি এই কূপে থাকিয়া কিরূপে সোমরস পান করি?" মহাত্মা ত্রিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এক লতা সেই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। তখন তিনি ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া সেই ধূলিসমাবৃত কূপ খননপূর্ব্বক জল উত্তোলন ও বহ্নি স্থাপন করিলেন এবং আপনাকে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তরখণ্ডকে শর্করা এবং জলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ চিন্তা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া তুমুল শব্দে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহামুনি ত্রিতের সেই শব্দ স্বর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং তাহাতে দেবগণের মনেও ভয়সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণে সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সুরগণ! মহাতপস্বী ত্রিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন, অতএব আমাদিগকে তথায় গমন করিতে হইবে।" দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য-শ্রবণে পরস্পর সমবেত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিতের যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, "মহাভাগ! আমরা যজ্ঞভাগগ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছি।" তখন মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে, "এই দেখুন। আমি অতি ভীষণ কূপে নিপতিত হইয়াছি," এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপূত ভাগ প্রদান করিলেন। দেবগণও প্রীতিমনে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া ত্রিতকে অভিলাষানুরূপ বরপ্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা ত্রিত কহিলেন, "হে দেবগণ! আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। আর যিনি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদের বরে সোমরসপায়ীর সঙ্গতিলাভে সমর্থ হয়েন।"

দেবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবগণ বর প্রদান করিবামাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। তখন মহর্ষি ত্রিত ঐ নদীপ্রভাবে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন; মহর্ষি ত্রিতও মহা আহ্লাদে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন যে, "তোমরা পশুলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে; অতএব আমার শাপপ্রভাবে দংষ্ট্রায়ুধ ভীষণ বৃকরূপ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ কর। তোমাদিগের সন্তান সন্ততিও গোলাঙ্গুল [হনুমানের মত কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট বানর], ভল্লুক ও বানর হইবে।" মহর্ষি ত্রিত এই বলিবামাত্র তাঁহার সত্যবাদিতাপ্রভাবে সেই তাপসদ্বয় তৎক্ষণাৎ বৃকরূপী হইলেন।

হে মহারাজ! অমিতপরাক্রম বলরাম সেই পুণ্যতীর্থে কূপ দর্শনপূর্ব্বক তাহার সলিল স্পর্শ ও বারংবার প্রশংসা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন।

৩৮তম অধ্যায়
বিনশনাদি তীর্থকথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা বলদেব বিনশনতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় সরস্বতী শূদ্র ও আভীর[৪]দিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি নিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সুভূমিকতীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণ সতত অবস্থান ও প্রসন্নবদন অপ্সরাগণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ প্রতিমাসে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন। দেবতা ও পিতৃগণ তথায় সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুসুমসমুদয়ে সমাকীর্ণ হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থ অপ্সরাদিগের আক্রীয়ভূমি [ক্রীড়া-স্থান] বলিয়া সুভূমিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, বিবিধ গীতবাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্বতীর্থে গমন করিলেন। তথায় বিশ্বাবসু প্রভৃতি তপঃপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণ মনোহর নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। মহাত্মা রোহিণীনন্দন তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ, ছাগ, মেষ, গো, খর [গর্দভ], উষ্ট্র, সুবর্ণ ও রৌপ্য প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি গর্গস্রোত-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ সমুদয়ের ব্যতিক্রম [গ্রহাদির স্থানচ্যুতি স্থানবিপর্যয়] এবং শুভ ও দারুণ [অশুভ] নিমিত্ত-সকল অবগত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাহার নামানুসারেই উহার নাম গর্গস্রোত হইয়াছে। ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে প্রতিনিয়ত মহর্ষি গর্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্বেতচন্দনচর্চিতকলেবর বলদেব তথায় মুনিগণকে ধনদান ও বিপ্রদিগকে নানাবিধ ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন।

তথায় তিনি সরস্বতীতীরে মহর্ষিগণ-নিষেবিত মহাশঙ্খ নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষ শ্বেতপর্ব্বতসন্নিভ ও সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত; বিদ্যাধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অন্য প্রকার আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহার ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থানে পৃথক পৃথক হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। মহাত্মা বলদেব সেই শঙ্খতীর্থে গাভী, বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র এবং তাম্র ও লৌহময় ভাণ্ড সকল প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা ও তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া পবিত্র দ্বৈতবনে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ তীর্থে নানা বেশধারী মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া উহার সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা ও প্রচুর ভোজ্যদ্রব্য দান করিয়া সরস্বতীর দক্ষিণতীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া নাগবর্ত্মনামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে পন্নগরাজ বাসুকির বাসস্থান আছে। উহা অসংখ্য সর্পে সমাকীর্ণ, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্পভয় নাই। ঐ তীর্থে চতুর্দশ সহস্র মহর্ষি নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিকে বিধানানুসারে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তথায় শতসহস্রসংখ্যক [বহু শতসহস্র—বহুত্ববাচক] সুবিখ্যাত তীর্থে স্নান, ঋষিগণের আদেশানুসারে উপবাস, সংযম ও প্রভূত ধন দান করিলেন এবং তীর্থবাসী মুনিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ স্থান হইতে বাতাহত [বায়ু দ্বারা বেগে চালিত বর্ষাধারার] বৃষ্টির ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। মহাত্মা বলদেব সরস্বতীকে তথা হইতে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

সরস্বতী নদীর পূর্ব্ববাহিনীত্ব বর্ণন

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সরস্বতী নদী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্বাভিমুখী হইয়াছেন এবং কি কারণেই বা বলদেব তথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে তত্য অসংখ্য মহর্ষি সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়া যজ্ঞসমাপনান্তে তীর্থদর্শনার্থ সরস্বতীর দক্ষিণ-কূলে আগমন করিলেন। ঋষিগণের সংখ্যাবাহুল্য প্রযুক্ত সরস্বতী নদীর দক্ষিণতীরস্থিত তীর্থসকল নগরসদৃশ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসাভিলাষে সামন্তপঞ্চকের শেষসীমা পর্যন্ত আশ্রয় করিলেন। তাঁহাদিগের আহুতিদান ও বেদাধ্যয়ন-শব্দে দিক্-সকল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হুতহুতাশন[আহুতিপ্রদত্ত অগ্নি] সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতীর অতিচমৎকার শোভা হইল। বালখিল্য [অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ তপস্বী], অশ্বকুট্ট [বানপ্রস্থী — তাঁতাভাঙ্গাবাদিচুর্ণ দ্রব্যভোজী], দন্তোলুখল [উদুখলিতে ফেলিয়া যেমন ধান ভানা হয়, তদ্রূপ দাঁতের মধ্যে ২/১টি মাত্র শস্য ফেলিয়া সেই সামান্যমাত্র ভোজ্যদ্রব্য দন্তে স্পর্শমাত্রে যাহারা জীবন ধারণে সমর্থ, তদ্রূপ তপস্বী], প্রসংখ্যান [প্রকৃষ্ট জ্ঞানী] এবং বায়ুভক্ষণ, জলাহার, পর্ণভোজন [শাদিশয্যায় শয়ান] ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি বিবিধ নিয়মধারী অন্যান্য তাপসগণ, দেবগণ যেমন

মন্দাকিনীর শোভাসম্পাদন করেন, তদ্রূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিলেন। তৎপরে যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য অসংখ্য ঋষি তথায় সমুপস্থিত হইলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র স্থান পাইলেন না। তখন তাঁহারা তীর্থের শেষসীমা হইতে যজ্ঞোপবীতপ্রমাণ [পৈতার সমান মাপে-তত পরিমাণ] ভূমি লইয়া তীর্থ নির্ম্মাণপূর্ব্বক হোমাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে এই অল্প প্রমাণ স্থানে আমাদের সমুদয় কার্য্য নির্বাহ হইবে? হে মহারাজ! ঐ সময় সরস্বতী মুনিগণকে চিন্তাকুলিতচিত্ত দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্যসাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরস্বতী ঋষিগণের আগমন চরিতার্থ করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন। সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য কুঞ্জ [লতাগৃহ] উৎপন্ন হইল । তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে ঐরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করাতে সেই সকল কাননময় স্থান নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে মহারাজ! সেই স্থানে বহুতর কুঞ্জকানন এবং সরস্বতীর পূর্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া বলরামের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই তীর্থে যথাবিধি অবগাহনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও সুবর্ণাদি বিবিধ ধন দান করিয়া তথা হইতে সপ্তসারস্বত-তীর্থে যাত্রা করিলেন। ঐ তীর্থ বদর [কুল], ইঙ্গুদ[রেড়ির মত তৈলাক্ত বীজ], কাশ্মর্য্য[গাম্ভারী], অশ্বত্থ, বট, বিভীতক[বহেড়া], কঙ্কোল[কট্‌ফল], পলাশ, করবীর[কবরী], পীলু[আখরোট], করুষক[ফলসা], বিল্ব, আম্রতক[আমড়া] ও ষণ্ড [কদম্ব] প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে এবং কদলী, পারিজাত ও মাধবীলতাবনে সুশোভিত আছে। জলপায়ী, বায়ুভক্ষক, ফলাহারী, পর্ণাশী, দন্তোলুখল ও অশ্মকুট্ট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ নিরন্তর উহাতে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে, উহা হিংসাধর্ম্মশূন্য অসংখ্য লোকের আবাসভূমি। মঙ্কণক নামে একজন সিদ্ধ ঐ বহুমৃগসমাকীর্ণ তীর্থে তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

৩৯তম অধ্যায়
সপ্তসারস্বত-তীর্থ বর্ণন

জনমেজয় কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! সপ্তসারস্বত-তীর্থ কিরূপে উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে! কিরূপে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন? তাঁহার কিরূপ নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন বংশে জন্মগ্রহণ ও কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? আমি তৎসমুদয় আনুপূর্বিক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "হে মহারাজ! সরস্বতীর সাত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বিগণ সরস্বতীকে যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূত হয়েন। তন্নিবন্ধন তাঁহার সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওধবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে। পুষ্কর-তীর্থে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইলে সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে দ্বিজগণ পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও দেবগণ নানা কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। ঐ যজ্ঞে ধর্ম্মার্থকুশল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বিবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা গান ও অপ্সরাগণ

নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বাদিত্র-সকল বাদিত হইতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও সেই সর্ব্বকামসম্পন্ন যজ্ঞ দেখিয়া পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

হে মহারাজ! পিতামহ এইরূপে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলে মহর্ষিগণ কহিলেন যে, "এই যজ্ঞে সরিদ্বারা [নদীশ্রেষ্ঠা] সরস্বতীর আবির্ভাব নাই, অতএব ইহা মহাগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।" তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী যজ্ঞদীক্ষিত পিতামহ কর্ত্তৃক পুষ্করতীর্থে আহূত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীকে দর্শন করিয়া পুলকিতচিত্তে পিতামহকে ধনবাদন প্রদান ও তাঁহার যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরিদ্বরা সরস্বতী পিতামহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুনিগণের সন্তোষার্থ পুষ্কর-তীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিনি সুপ্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নৈমিষারণ্যে অনেক স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাসস্থান ছিল। তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া দেববিষয়ক নানাবিধ বিচিত্র কথার আন্দোলন করিতেন। সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীকে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করেন। ঐ স্থানে সরস্বতীর নাম কাঞ্চনাক্ষী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

গয় নামে ভূপতি গয়া-তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সরস্বতীকে আহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন করেন। গয়ের যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত মুনিগণ সরস্বতীকে তথায় সমাগত দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন। মহর্ষি ঔদ্দালকি কোশলার উত্তরভাগে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করেন। ঔদ্দালকি যজ্ঞকালে সরস্বতীকে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহার অভিলাষ সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে হিমালয়ের পার্শ্বদেশ হইতে তথায় সমাগত হয়েন। বল্কলাজিনবাসাঃ [বৃক্ষবল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী—গাছের বাকল ও মৃগচর্ম্ম পরিহিত] ঋষিগণ তাঁহাকে ঐ স্থানে মনোরমা নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।

কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া, সেই পবিত্র স্থানে আগমনপূর্ব্বক ওঘবতী নাম ধারণ করিয়াছেন।

সরস্বতী যজ্ঞনিরত দক্ষ কর্ত্তৃক গঙ্গাদ্বারে সমানীত হইয়া সুরেণু নামে বিখ্যাত হন।

হিমালয়ে বিরিঞ্চির [নৈষ্টিক—যাহারা গৃহী হয় না] কার্য্যসাধনার্থ সমাগত হইয়া সরস্বতী বিমলোদকা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! যে স্থানে ঐ সাত নদী একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্তসারস্বত-তীর্থ। আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্তসারস্বত-তীর্থের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

মঙ্কণক মুনির উপাখ্যান

হে মহারাজ! এক্ষণে কৌমার-ব্রহ্মচারী মহর্ষি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা ঐ মহর্ষি সরস্বতীজলে অবগাহন করিয়া তথায় এক সর্ব্বঙ্গসুন্দরী নারীকে অবলোকন করিলেন। তৎকালে ঐ নারী দিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্ম্মল সলিলে স্নান করিতেছিল। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতী জলে মহর্ষির রেতঃ স্বলিত হইল। তখন তিনি

এক কুম্ভমধ্যে সেই রেতঃ অবস্থাপন করিলেন। মঙ্কণকের রেতঃ কলসমধ্যে অবস্থাপিত হইবামাত্র সপ্তধা বিভক্ত হইল। বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজাল, বায়ুরে ও বায়ুচক্র নামক সাতজন মহর্ষি সেই রেতঃপ্রভাবে ঐ কলসে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সাতজন মহর্ষি হইতেই বায়ু-সকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

মঙ্কণক-মহাদেব সংবাদ

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি মহর্ষি মঙ্কণকের আরও একটি ত্রিলোকবিশ্রুত অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করুন। এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে যে, একদা কুশাগ্র দ্বারা ঐ মহর্ষির হস্তে ক্ষত হইয়াছিল। মহর্ষি সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার নৃত্যপ্রভাবে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বস্তু বিমোহিত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধনগণ-সমভিব্যাহারে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! মহর্ষি মঙ্কণক যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।"

ভগবান্ রুদ্র দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যসাধনার্থে ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মঙ্কণকের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন। তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ? তোমার এরূপ হর্ষের কারণ কি?" মহর্ষি কহিলেন, "হে ব্রহ্ম! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে। আমি এই নিমিত্তই প্রফুল্লমনে নৃত্য করিতেছি।" তখন মহাদেব হাস্য করিয়া সেই একান্ত পুলকিত তপোধনকে কহিলেন, "হে বিপ্র! এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে আমি কদাচ বিস্মিত হই না, বরং তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।" ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে তুষারধবল ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। মহর্ষি মঙ্কণক তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে ভগবন্! আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য কোন দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না। আপনি এই চরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত বস্তু আপনাতেই প্রবেশ করিবে। হে ভগবন্! আমার কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আপনাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদয় আপনাতে নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি বরদাতা, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করেন। আপনি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহারা আপনারই আদেশে কার্য্যানুষ্ঠান এবং আপনারই অনুগ্রহে অকুতোভয়ে আমোদপ্রমোদে কালযাপন করিয়া থাকেন।" মহর্ষি মঙ্কণক এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া পুনরায় কহিলেন, "হে দেব! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ব্ব ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই দোষে যেন আমার তপঃক্ষয় না হয়।"

হে মহারাজ! তখন রুদ্রদেব ঋষির বাক্য-শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ পরিবর্ধিত হইবে, আমি এক্ষণে তোমার সহিত নিরন্তর এই আশ্রমে অবস্থান করিব। যে মনুষ্য এই সপ্তসারস্বত-তীর্থে আমার অর্চনা

করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকিবে না এবং সে সারস্বতলোকলাভে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।” হে মহারাজ! পবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি মঙ্কণকের চরিত্র আদ্যোপান্ত কীৰ্ত্তন করিলা

৪০তম অধ্যায়
ঔশনস-কপালমোচনাদি তীর্থ-বিবরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই সপ্তসারস্বত-তীর্থে মহর্ষি মঙ্কণকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনপূৰ্ব্বক আশ্রমবাসীদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাতকালে গাত্রোত্থানপূৰ্ব্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও সলিল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের আদেশানুসারে তীর্থ পর্যটনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ঔশনস-তীর্থে আগমন করিলেন। ঐ তীর্থ কপালমোচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। পূৰ্ব্বে দাশরথী রাম এক রাক্ষসের মস্তকচ্ছেদনপূৰ্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে সেই ছিন্নমস্তক মহর্ষি মহোদরের জঙ্ঘার সংলগ্ন হইয়াছিল। মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্নমস্তক হইতে মুক্ত হয়েন। ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্র তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঐ স্থানেই দানবগণের সংগ্রামবিষয়ক চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমগ্র নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহাবল বলদেব সেই ঔশনস-তীর্থে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূৰ্ব্বক ধন দান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! কি নিমিত্ত উহার নাম কপালমোচন হইল? কিরূপে মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে জঙ্ঘালগ্ন ছিন্ন মস্তক তাঁহার জঙ্ঘায় লগ্ন হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূৰ্ব্বকালে রঘুবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র রাক্ষসবিনাশবাসনায় দণ্ডকারণ্যে, বাস করিয়াছিলেন। তিনি একদা জনস্থানে খরধার ক্ষুর দ্বারা এক দুরাত্মা নিশাচরের মস্তকচ্ছেদনপূৰ্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে ঐ মস্তক সহসা মহোদর-নামক বনচারী ব্রাহ্মণের ঊরুদেশে নিপতিত হইয়া অস্থি ভেদপূৰ্ব্বক সংলগ্ন হইল। মস্তক ঊরুদেশে লগ্ন হওয়াতে বিজ্ঞবর মহোদরের দেবালয় বা তীর্থ পৰ্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা রহিল না। তাঁহার ঊরুদেশ হইতে অবিরত পূজ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিতান্ত বেদনাৰ্ত্ত হইয়াও পাচারে পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিয়া ঋষিদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ঐ মহাতপস্বী প্রায় সকল তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। পরিশেষে তিনি মুনিগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে সমস্ত পাপের শান্তি এবং সিদ্ধিলাভ লইয়া থাকে। হে মহারাজ! দ্বিজবর মহোদর তাঁহাদের বাক্য-শ্রবণে ঔশনস-তীর্থে গমন করিয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই জঙ্ঘালগ্ন মস্তক স্খলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল। তখন মহাত্মা মহোদর নিস্পাপ, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া প্রীতমনে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তখন তিনি ঋষিদিগের নিকট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া সেই ঔশনসতীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন। তৎপরে মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন-তীর্থে গমনপূৰ্ব্বক তাহার জল পান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিবীর বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও বিবিধ ধনদান করিয়া তাহাদিগের সহিত রুষঙ্গু তপোধনের সুসমৃদ্ধ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ আশ্রমে আর্ষ্টিয়েণ অতি কঠোর তপানুষ্ঠান এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রম মুনি ও ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। একদা তপানুষ্ঠাননিরত বৃদ্ধ দ্বিজবর রুষঙ্গু, কলবের-পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া তনয়গণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পুত্রগণ! তোমরা আমাকে প্রভূতসলিলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল।" তপোধন-পুত্রেরা বৃদ্ধ পিতার বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে তীর্থশত সমবেত ব্রাহ্মণসেবিত সরস্বতীতীরে উপনীত করিলে মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক তাঁহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া প্রীতমনে পুত্রগণকে কহিলেন, "হে তনয়গণ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরভাগে অগাধজলে জপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। না।"

হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধনদানপূর্ব্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকালোকপর্ব্বত নির্ম্মাণ, উগ্রতপাঃ মহাযশাঃ আর্ষ্টিষেণ সিদ্ধিলাভ এবং সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

৪১তম অধ্যায়

আর্ষ্টিষেণ তপস্বীর মাহাত্ম্যকথা

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্ট্রিষেণ কিরূপে কঠোর তপানুষ্ঠান এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যযুগে আর্টিষেণ নামে এক ব্রাহ্মণ গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়নে অনুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতীতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অচিরাৎ বিদ্বান, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীর্থে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, "অদ্যাবধি যে পুরুষ এই তীর্থে অবগাহন করিবেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে; আজ হইতে এই তীর্থে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিবে না এবং আজ অবধি এই স্থানে লোকে অল্পকালমধ্যে সমধিক ফললাভের অধিকারী হইবে।" তেজঃপুঞ্জকলেবর আর্ষ্ট্রিষেণ ইহা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ভগবান আর্ষ্ট্রিষেণ তথায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সিন্ধুদ্বীপ-দেবাপি বিশ্বামিত্র-বিবরণ

ঐ তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ভুবনবিখ্যাত মহাযোগী নরপতি ছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ গাধি দেহত্যাগবাসনায় স্বীয় পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যের ভারাপণ করিতে সমুদ্যত হইলে তাঁহার

প্রজাগণ তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! আপনি পরলোকযাত্রা করিবেন না; ইহলোকে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।" রাজর্ষি প্রজাগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমার পুত্র সমুদয় পৃথিবী রক্ষা করিবেন।" মহাত্মা গাধি এই বলিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিশ্বামিত্র পিতার পরলোকগমনানন্তর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, কিন্তু বহু যত্নসহকারেও সুচারুরূপে পৃথিবী রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি রাক্ষস ভয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বহুদূরে অতিক্রমপূর্ব্বক বশিষ্ঠের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ বিবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্টচিত্তে স্বীয় হোমধেনুকে অসংখ্য ঘোরদর্শন শবরের সৃষ্টি করিতে কহিলেন। ধেনু বশিষ্ঠের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ভীষণাকার শবর-সমুদয়ের সৃষ্টি করিলেন। শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে তপস্যাই পরম ধন বিবেচনা করিয়া তপানুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সরস্বতীর তীরে সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ুভক্ষণ ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম-সমুদয় দ্বারা কলেবর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল না। গাধিনন্দন বহু যত্নে কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান। করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন।" ভগবন্ কমলযোনি গাধিনন্দনের প্রার্থনা-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে অপ্রতিহত দৈবশক্তিপ্রভাবে সেই সরস্বতী তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অসংখ্য দুগ্ধবতী ধেনু, যান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদানপূর্ব্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন। মহাত্মা দল্‌ভতনয় ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

৪২তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রধ্বংসার্থ বক ঋষির অভিচারক্রিয়া কথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবল বলদেব বেদধ্বনি-নিনাদিত মহর্ষি বকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অতি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক আপনার দেহ ক্ষীণ করিয়া হুতাশনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞাবসানে মুনিগণ পাঞ্চালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট বলবান একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বক তাঁহাদিগকে পশুর

অভাব দেখিয়া কহিলেন, “মহর্ষিগণ! তোমরা আমার এই সমস্ত পশু গ্রহণপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লও। আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিব।” মহর্ষি বক এই বলিয়া মুনিগণকে পশু প্রদানপূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিয়া পশু প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষির প্রার্থনা-শ্রবণে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং কতকগুলি গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি ত্বরায় এই সমস্ত পশু লইয়া প্রস্থান কর।” ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য-শ্রবণে চিন্তা করিলেন, “হায়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল!” মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে বিচিত্রবীর্য্যতনয়ের বিনাশ-সাধনার্থ সমুদ্যত হইলেন এবং সরস্বতী-তীর্থে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত ও সেই সমস্ত মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহর্ষি বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন মহারাজ অম্বিকানন্দন স্বীয়রাজ্য পরশুচ্ছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে দেখিয়া একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ঐ দুর্নিমিত্ত শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়তই ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতিশয় বিষণ্ন হইলেন। পরিশেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সভাসদগণকে আহ্বানপূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, “মহারাজ! আপনি মহর্ষি বককে মৃতপশু প্রদানপূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার রাজ্যক্ষয়ের নিমিত্ত সেই মৃত পশুর মাংস দ্বারা হোম করিতেছেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবেই আপনার এইরূপ রাজ্যক্ষয় হইতেছে অতএব । আপনি সত্বর সরস্বতী-তীর্থে গমন করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করুন।” তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভাসদগণের বাক্যানুসারে সরস্বতী-তীর্থে গমনপূর্ব্বক মহর্ষি বকের চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্! আমি অতিশয় দীন, লুব্ধ ও মোহান্ধ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এক্ষণে আপনিই আমার গতি।” তখন মহর্ষি বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোকাকুলিতচিত্তে সেইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া একান্ত দয়াপরবশ হইলেন এবং ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের উৎপাত-শান্তির নিমিত্ত পুনরায় হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বিঘ্নশান্তি করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্নমনে স্বনগরে। সমুপস্থিত হইলেন।

যযাতি-যজ্ঞপ্রসূত যাযাততীর্থ

হে মহারাজ! ঐ তীর্থে উদার-বুদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গলসাধনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেবগণের নিকট পরাজিত ও বিনষ্ট হইয়াছে। মহাবল বলদেব ঐ

তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন ও প্রভূত ধান্য প্রদানপূর্ব্বক যাযাত-তীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে সরিদ্বরা সরস্বতী নহুষতনয় রাজা যযাতি-যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে ঘৃত ও দুগ্ধের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হৃষ্টমনে উর্দ্ধে গমন ও সদগতি লাভ করিয়াছিলেন। উদারপ্রকৃতি রাজা যযাতি আর একবার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঐ স্থানে যজ্ঞ আহরণ করেন। স্রোতস্বতী সরস্বতী সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে যে দ্রব্যের অভিলাষ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই প্রদান করিয়াছিলেন। আহূত ব্যক্তিগণ যিনি যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই সরস্বতীর কৃপায় ষড়রস-সম্পন্ন, সুস্বাদু পানভোজন ও বিবিধ ধন প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সমুদয় রাজারই দান অনুমান করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে স্তব ও আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মনুষ্যগণ যযাতির সেই যজ্ঞব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দাননিরত মহাবীর বলদেব তথা হইতে তীব্রবেগসম্পন্ন বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন।

৪৩তম অধ্যায়
বশিষ্ঠাপবাহতীর্থ-বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শত্রুতা

জনমেজয় কহিলেন, ভগবান্! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভীষণ হইয়াছিল, কি কারণে মহানদী সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্টকে প্রবাহিত করিলেন, আর কি নিমিত্তই বা বিশ্বামিত্রের সাহিত বশিষ্ঠদেবের বৈরভাব ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃ-স্পর্ধা [১] বশতঃই সাতিশয় বৈরভাব উপস্থিত হয়। স্থাণুতীর্থের পূর্ব্বভাগে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল। ঐ তীর্থের পশ্চিমকূলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক সরস্বতীকে পূজা করিয়া ঐ তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম স্থাণুতীর্থ। দেবগণ ঐ তীর্থে কার্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষেক করেন। ঐ তীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপঃপ্রভাবে যেরূপে বশিষ্ঠদেবকে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে নিরন্তর তপঃস্পর্দ্ধা করিতেন। একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাবসন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, “আমি সরিদ্বরা সরস্বতীকে জপনিরত দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ তপোধনকে আমার সমীপে উপনীত করিতে আদেশ করি। সরস্বতী স্বীয় বেগপ্রভাবে বশিষ্ঠকে এ স্থানে আনয়ন করিলে আমি উহাকে বিনাশ করিব।” গাধিনন্দন এইরূপ স্থির করিয়া রোষকষায়িতলোচনে সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও তেজস্ব বলিয়া অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্মরণে পুত্রবিহীনা কামিনীর ন্যায় একান্ত দুঃখিত ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে মুনিসত্তম! এক্ষণে আমাকে কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন।” তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, “সরস্বতি! তুমি অবিলম্বে বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি আজ তাঁহাকে বিনাশ করিব।”

মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যথিত হইয়া বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, “তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সত্বর বশিষ্ঠকে আমার নিকট উপনীত কর।” তখন সরিদ্বরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকীর্ষা ও বশিষ্ঠদেবের অপ্রতিম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট আগমনপূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে বিশ্বামিত্রের আদেশ নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ মহানদী সরস্বতীকে কৃশ, বিবর্ণ ও চিন্তান্বিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, “সরস্বতি! তুমি আর চিন্তা করিও না, অবিলম্বে আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট উপনীত কর। নচেৎ গাধিনন্দন তোমাকে শাপ প্রদান করিবেন।” তখন সরস্বতী কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “এক্ষণে কি করি, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতিনিয়ত আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব উহার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।” সরিৎপ্রধানা সরস্বতী

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় কূলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিরত দেখিয়া এই উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া স্বীয় বেগপ্রভাবে [তরঙ্গ দ্বারা তীর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে] কূল বিপাটন-পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে তাঁহার সমীপে লইয়া চলিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে সরস্বতি! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, তোমার সলিলে চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমিই আকাশমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক মেঘমণ্ডলে জল প্রদান করিয়া থাক; সেই জল পুনরায় তোমাতেই আগমন করে। তুমিই দ্যুতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই ঊমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা। এই জগৎ তোমারই অধীনে অবস্থান করিতেছে। তুমি সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈখরী ও পশ্যন্তী [সপ্তস্বরের অন্যতম বৈদিক স্বরচতুষ্টয়] এই চারিরূপে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ।"

হে মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপে স্তব করিলে নদীপ্রধানা সরস্বতী মহাবেগে তাঁহাকে বিশ্বামিত্র সমীপে উপনীত করিয়া গাধিতনয়কে বারংবার বশিষ্ঠের আগমন-বার্ত্তা নির্দ্দেশ করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন সরস্বতী গাধিপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে, ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, "এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্যরক্ষা করা হইয়াছে; অতএব বশিষ্ঠকে লইয়া প্রস্থান করি!" মহানদী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব্বস্থলে উপনীত করিলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অপবাহিত [উল্টাভাবে] ও আপনাকে বঞ্চিত দেখিয়া ক্রোধভরে সরস্বতীকে কহিলেন, "সরস্বতি! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিলে, অতএব আজ হইতে রাক্ষসগণের আহ্লাদকর শোণিতপ্রবাহ বহন কর।" মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সরস্বতীর তদ্রূপ দশা-সন্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনরায় আত্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ তীর্থে মহাত্মা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে উহা ভূমণ্ডলে বশিষ্ঠাপবাহ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

৪৪তম অধ্যায়

সরস্বতী শাপমুক্তি জন্য মুনিগণের তপঃপ্রবৃত্তি

জনমেজয় কহিলেন, হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী রোষাবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিশপ্ত হইয়া সেই তীর্থে শোণিতধারা প্রবাহিত করিলে রাক্ষসগণ তথায় আগমনপূর্ব্বক পরমসুখে সেই রুধির পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে কতকগুলি তাপস তীর্থপর্যটনক্রমে সরস্বতীতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীর অন্যান্য সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিয়া পরিশেষে সেই শোণিতধারা-প্রবাহী তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা সরস্বতীর জল শোণিতপরিপ্লুত[রক্তমিশ্রিত] ও বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর পীয়মান [পীত] নিরীক্ষণ করিয়া মহানদীর পরিত্রাণ-বাসনায় তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে

কল্যাণি! তোমার এই তীর্থ কি নিমিত্ত এইরূপ শোণিতময় হইয়াছে, আমরা তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি।" সরস্বতী মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাদের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তাপসগণ সরস্বতীকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! আমরা তোমার অভিশাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে সকলেই তোমার শাপশান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব।"

অরুণাতীর্থে রাক্ষসাদি দেহমুক্তিমাহাত্ম

হে মহারাজ! তাপসেরা সরস্বতীকে এইরূপ কহিয়া পরস্পর তাঁহাকে শাপবিমুক্ত করিবার পরামর্শ করিলেন এবং অতি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিবিধ নিয়ম ও উপবাস দ্বারা অচিরাৎ জগৎপতি পশুপতিকে প্রসন্ন করিয়া পবিত্র নদীর শাপশান্তি করিয়া দিলেন। তখন রাক্ষসেরা সরস্বতীকে তপোধনগণের তপোবলে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন-সলিলসম্পন্ন দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইল এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সমস্ত কৃপাপরায়ণ মুনিগণকে বারংবার কহিতে লাগিল, "হে তাপসগণ! আমরা শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমরা স্বেচ্ছানুসারে পাপানুষ্ঠান করি না। আপনাদিগের অপ্রসন্নতা নিবন্ধনই আমাদের পাপবৃদ্ধি হওয়াতে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। কামিনীগণ যেমন স্বভাবসিদ্ধ কামপরতন্ত্র হইয়া যোনিদোষকৃত পাপে লিপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরা নৈসর্গিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিবিধ পাপে জড়িত হই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ এবং ঋত্বিক, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে অপমান করে, তাহারাও রক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! আপনারা লোকদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব আমাদিগকেও পরিত্রাণ করুন।

হে মহারাজ! তাপসেরা রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, "এ স্থানে যে অন্ন কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, হিংসা ও কেশদূষিত, অস্পৃশ্যজাতিসৃষ্ট, পূতিগন্ধোপহত [পচা দুর্গন্ধাদিতে দূষিত] ও অশ্রুজলমিশ্রিত হইবে, রাক্ষসেরা তাহা অধিকার করিবে; অতএব বিবেচক ব্যক্তিগণ অতি যত্নসহকারে উক্ত প্রকার অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি ঐরূপ দূষিত অন্ন ভোজন করিবেন, তাঁহার রাক্ষসান্ন আহার করা হইবে।" তাপসেরা এইরূপে রাক্ষসগণের আহার নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপস্থিত নিশাচরগণকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীকে অনুরোধ করিলেন। সরিৎপ্রধানা সরস্বতী তাপসগণের বাক্যানুসারে আপনার শাখা ব্রহ্মহত্যাপাপনাশিনী অরুণা নদীকে তথায় প্রবাহিত করিলেন। রাক্ষসেরা সেই অরুণায় স্নান ও দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রের ব্রহ্মবধ পাপ বিবরণ—অরুণামাহাত্ম

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুররাজ ইন্দ্র কি নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যাপিতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা এই তীর্থে অবগাহন করিয়া সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র দানবরাজ নমুচির সহিত নিয়ম সংস্থাপনপূর্ব্বক উহা লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়েন। আপনি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মিমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাহার সহিত সখ্যভাব সংস্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সখে! আমি সত্যই কহিতেছি, দিবসে বা রজনীতে তোমাকে বিনাশ করিব না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু দ্বারা তোমার প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইব না।"

হে মহারাজ! অনন্তর একদা নীহারজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে দেবরাজ সলিলফেন দ্বারা নমুচির শিরচ্ছেদন করিলেন। তখন সেই ছিন্নমস্তক "রে পাপাত্মন! তুই মিত্রকে বিনাশ করিলি" এই বলিয়া দেবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দেবরাজ সেই ছিন্নমস্তক হইতে বারংবার এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ত্রিলোকগুরু কমলযোনি তাঁহাকে কহিলেন, "হে পুরন্দর। তুমি অরুণাতীর্থে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদয় পাপ ধ্বংস হইবে। মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে অতিশয় পবিত্র করিয়াছেন। উহার ঐ স্থানে আবির্ভাব অতিশয় নিগূঢ় ছিল; কিন্তু সরিদ্বারা সরস্বতী স্বীয় সলিল দ্বারা উহাকে প্লাবিত করেন। হে দেবরাজ! ঐ অরুণা-সরস্বতী-সঙ্গমতীর্থ অতি পবিত্র। তুমি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিবিধ ধন দান ও স্নান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে।" দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া অরুণাতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বিধানানুসারে স্নান করিয়া সেই দানববিনাশনিবন্ধন ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় দেবলোকে গমন করিলেন। তৎপরে দানবরাজ নমুচির সেই ছিন্নমস্তকও ঐ তীর্থে স্নান করিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিল।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে বিবিধ ধন দানপূর্ব্বক ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে ঐ তীর্থে ভগবান্ চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিপ্রবরাগ্রগণ্য [ব্রাহ্মণসকলের শ্রেষ্ঠ] অত্রি তাঁহার যজ্ঞে হোতা হইয়া ছিলেন। ঐ যজ্ঞের অবসানে দেবগণের সহিত রাক্ষস ও অসুরদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করেন। ঐ তীর্থে যে স্থানে বটবৃক্ষ বিরাজিত আছে, তথায় সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নিরন্তর অবস্থান করিতেন।

৪৫তম অধ্যায়
কার্ত্তিকেয় উৎপত্তিকথা

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্। সরস্বতীর মাহাত্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কোন স্থানে কিরূপে কাহাদের কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতুহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তুমি কৌরবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব এই আনন্দজনক বৃত্তান্তে অবশ্যই তোমার কৌতূহল হইতে পারে। এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম ও অভিষেক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অগ্নিমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের রেতঃপাত হইয়াছিল। হব্যবাহন [অগ্নি] তাহার প্রভাবেই দীপ্তিশালী ও তেজস্বী হইয়াছেন। তিনি তৎকালে সেই অক্ষয় বীর্য্য বহন ও ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে উহা গঙ্গাজলে পরিত্যাগ করিলেন। ভগবতী ভাগীরথীও সেই তেজোময় বীর্য্যধারণে অসমর্থ হইয়া উহা সুরপূজিত সুরম্য হিমালয়ের শরস্তম্বে [শরবনের গুচ্ছে] নিক্ষেপ করিলেন। তথায় সেই রেতঃপ্রভাবে কুমার সমুৎপন্ন হইলেন। কুমারের তেজঃপুঞ্জে ত্রিলোক সমাবৃত হইল। তখন পুত্রাভিলাষিণী ছয়জন কৃত্তিকা শরবনে সেই অপূর্ব্ব কুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া ‘ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কুমার তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ষড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয়জনের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বালকের সেই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান্ কুমারকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শিখর সুবর্ণময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নিমিত্ত পর্ব্বতগণ কাঞ্চনের আকর হইয়াছে। হে মহারাজ! ঐ কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়। উনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি, তপোনিষ্ঠ, বলবীর্য্যসম্পন্ন ও চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা কার্তিকেয় সতত সেই সুবর্ণময় শরস্তম্বে শয়ান থাকিতেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ এবং নৃত্যবাদিত্রনিপুণা চারুদর্শনা দেবকন্যাগণ নৃত্য করিতেন। ঐ সময় নদীপ্রধানা গঙ্গা কুমারের উপাসনা ও বসুন্ধরা দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিতে লাগিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতিকর্ম্মাদি নির্বাহ করিলেন। চারি বেদ, চতুষ্পদ ধনুর্ব্বেদ, সমুদয় অস্ত্র এবং সরস্বতী, ইহারা মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! একদা মহাবল-পরাক্রান্ত কার্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃতবেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলপুত্রীর সহিত একাসনে আসীন রহিয়াছেন। ঐ ভূতগণের বদন ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বিড়াল, মকর, বৃষ, হস্তী, উষ্ট্র, উলূক, গৃধ্র, গোমায়ু, ক্রৌঞ্চ, রুরু ও পারাবতের ন্যায়, এবং অনেকের শরীর শল্য[সজারু], গোধা [গোসাপ], গো ও মেষের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘসদৃশ, কেহ কেহ অঞ্জনপর্ব্বতসন্নিভ [কাল রঙের পাহাড়ের ন্যায়], কেহ কেহ ধবল পর্ব্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী। মহাত্মা কার্তিকেয় মহাদেবকে এইরূপে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন সপ্তমাতা [গঙ্গাদি পূর্বোক্ত ছয় মাতা ও মাতৃস্থানীয় অগ্নি] পুত্রসমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বদেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, ভুজগ, দানব, খগ, যাম, ধাম, নারদাদি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কুমারের দর্শনলালসায় তথায় সমাগত হইলেন।

অনন্তর যোগসম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত কুমার দেবাদিদেব পিনাকপাণির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান ত্রিলোচন, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও হুতাশন তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরবপ্রযুক্ত অগ্রে আমারই

নিকট আগমন করিবে। ভগবান্ কার্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যোগবলে আপনার মূর্তি চতুৰ্দ্ধা বিভক্ত করিলেন। তখন তাঁহার কার্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় নামে চারিটি মূর্ত্তি হইল। উহাদের চারি জনেরই রূপ সমান। অনন্তর কার্ত্তিকেয় রুদ্রের নিকট বিশাখ, পাৰ্ব্বতীর নিকট বায়ুমূর্ত্তি, ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট ও নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন। সেই অদৃষ্টপূৰ্ব্ব আনন্দকর লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন ভগবান মহাদেব, পাৰ্ব্বতী, ভাগীরথী ও অনল পুত্রের প্রিয়কামনায় ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূৰ্ব্বক কহিলেন, "হে ভগবান! আমাদিগের প্রিয়কার্য্যসাধনের নিমিত্ত, এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করুন।" লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "আমি পূৰ্ব্বে দেব, গন্ধৰ্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, বিহঙ্গ ও পন্নগগণকে সমুদয় ঐশ্বৰ্য্য প্রদান করিয়াছি। এই বালকও সেই সমুদয় ঐশ্বর্য্যভোগের উপযুক্ত। এক্ষণে ইহাকে কোন্ ঐশ্বৰ্য্য প্রদান করি?" ভগবান্ কমলযোনি মুহূৰ্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিতসাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে সৰ্ব্বভূতের সৈনাপত্য প্রদানপূৰ্ব্বক প্রধান প্রধান দেবগণমধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধৰ্ব্বগণ কার্তিকেয়কে গ্রহণপূৰ্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্থ হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত, পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত
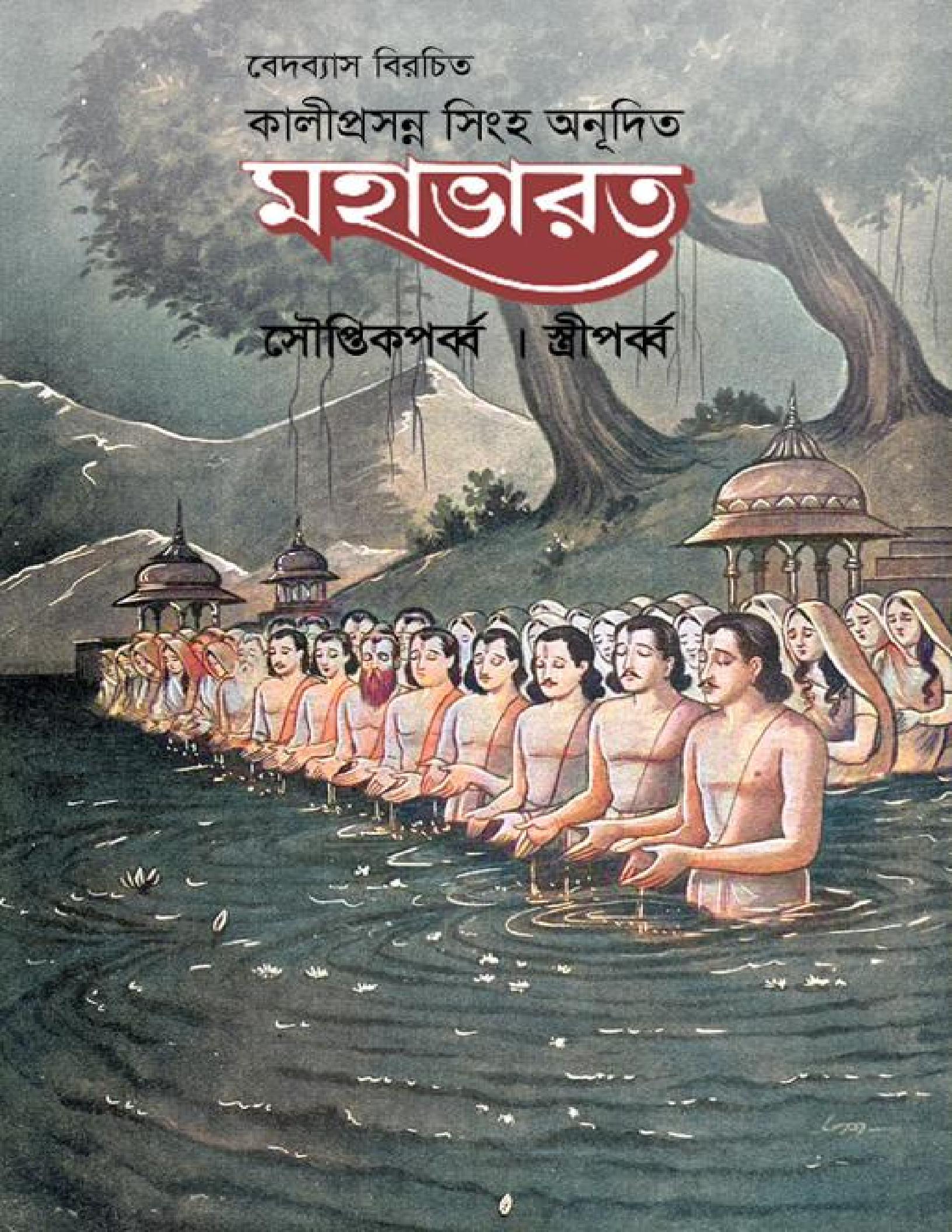
মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব । স্ত্রীপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব । স্ত্রীপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

শৌপ্তিকপর্ব্ব

১ম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্নে অশ্বত্থামাদির শেষচেষ্টাবর্ণন

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সায়ংকালে শোকসন্তপ্তচিত্তে রণস্থল হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া শিবিরের অনতিদূরে গমন ও বাহনসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্কিতমনে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই জিগীষাপরবশ পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অনুসরণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় পূর্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সমস্ত মহারথ রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা-দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! ভীম অযুতনাগতুল্য বলশালী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হায়! আমার আত্মজ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাকে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনুষ্য কোনক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হা! আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় নিতান্ত কঠিন; শতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। আমার মহিষী গান্ধারী স্থবিরা এবং আমিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে জানি না, আমাদিগের ভাগ্যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে। আমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিব না। আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা; আমি সমুদয় পৃথিবী ভোগ ও ভূপতিগণকে শাসন করিয়াছি; এক্ষণে কিরূপে আমার শতপুত্রঘাতী ভীমের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দাসের ন্যায় বাস করিব? মহামতি বিদুর আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করে নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল পরিণত হইল। সম্প্রতি আমি কোনক্রমেই ভীমের কঠোর বাক্যশ্রবণে সমর্থ হইব না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে দুরাত্মা ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

অরণ্যমধ্যে অশ্বত্থামাদির বিশ্রাম

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর দ্রোণতনয়প্রমুখ বীরত্রয় অনতিদূরে গমন করিয়া এক দ্রুমরাজি বিরাজিত লতাজালসমাচ্ছন্ন ভীষণ অরণ্য নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামপূর্ব্বক অশ্বগণকে জল পান করাইয়া সেই বহুবিধ মৃগ, পক্ষী ও হিংস্র-জন্তু সমাকীর্ণ, ফলপুষ্পেশোভিত, নীলোৎপল সমলঙ্কৃত, সলিলসম্পন্ন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক সহস্রশাখাসঙ্কুল বটবৃক্ষ তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। বীরত্রয় তদ্দর্শনে সেই বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত ও

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচনপূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যাপসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

“কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমুপস্থিত হইল। নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রকুলে সমলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রজনীচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। দিবাচরেরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ক্রব্যাদগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সেই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও শোকাকুলিতচিত্তে কুরু-পাণ্ডবের ক্ষয়বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরাৎ নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ধরাতলে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাবীর দ্রোণতনয় পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও নিদ্রিত হইলেন না। তিনি জাগরিতাবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উহার মধ্যে একটি সুদীর্ঘ ন্যগ্রোধ [বট] বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষের শাখায় অসংখ্য বায়স স্ব স্ব আবাসস্থানে শয়ন করিয়া সুখে যামিনীযাপন করিতেছিল। ঐ সময় এক গরুড়ের ন্যায় বেগবান পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় উলূক তথায় আগমন করিল। উহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া কাকদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক কাহারও কাহারও পক্ষচ্ছেদ, কাহারও কাহারও মস্তকচ্ছেদন এবং কাহারও কাহারও পদ ভঙ্গ করিয়া তত্রত্য বায়সকুল নিঃশেষিতপ্রায় করিল। কাককুলের কলেবরে ঐ বৃক্ষতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়সান্তক [কাকবিনাশী] উলূক এইরূপে বৈরনির্য্যাতন করিয়া মহা আহ্লাদিত হইল।

শক্রনাশে পেচকপ্রয়াসদর্শনে অশ্বত্থামার উদ্বোধ

“মহাবীর অশ্বত্থামা উলূককে এইরূপে রজনীযোগে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেইরূপে বৈরনির্য্যাতন করিবার মানসে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পেচক আমাকে শত্রুবিনাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে অরাতিবিনাশের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজ আমি দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদিগের বিনাশবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু উহারা বিজয়ী, বলবান এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও উৎসাহ-শক্তিসম্পন্ন; সুতরাং সম্মুখ-সংগ্রামে কখনই উহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে বোধ হয় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ছদ্মভাব অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি ও শত্রু ক্ষয় করিতে পারিব। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সন্দিগ্ধ বিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকনিন্দিত অতি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিশেষতঃ নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতাপরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী ধার্মিকগণও কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্রবিদীর্ণ, নায়কহীন, অর্দ্ধরাত্রি-সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"প্রবল-প্রতাপশালী দ্রোণতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে জাগরিত করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অশ্বত্থামার মন্ত্রণা-শ্রবণে লজ্জিত হইয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহাবীর দ্রোণপুত্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পকুলনয়নে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, 'মাতুল! যাঁহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় ভীমসেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ চমূপতি অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শুনুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভিনিস্বন করিয়া মহা আহ্লাদে হাস্য-পরিহাস করিতেছে। শঙ্খধ্বনিমিশ্রিত তুমুল বাদ্যশব্দ পবনপরিচালিত হইয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়াছে। পূর্ব্বদিকে অশ্বগণের হ্রেষারব, গজযূথের বৃংহিতধ্বনি, শূরগণের সিংহনাদ, রথসমুদয়ের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! পাণ্ডবগণ কৌরবপক্ষীয় শত-মাতঙ্গতুল্য বলশালী সর্ব্বশাস্ত্রবিদ বীরগণকেও বিনাশ করিতেছে। এক্ষণে সমুদয় কৌরবসৈন্যই উহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল আমরা তিনজন অবশিষ্ট রহিয়াছি; এক্ষণে যদি মোহবশতঃ আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।

২য় অধ্যায়

কৃপকর্ত্তৃক দৈব-পুরুষকারে দোষগুণবর্ণন

কৃপাচার্য্য কহিলেন, "হে বীর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট, সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার-সাপেক্ষ। পর্জ্জন্য পর্ব্বতোপরি সলিল-বর্ষণ করিয়া কোন ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না। কিন্তু কৃষ্ট ক্ষেত্রে বারি-বর্ষণ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন করিতে পারে। দৈবহীন পুরুষকার আর পুরুষকারশূন্য দৈব উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বারিধারাসংসিক্ত ও সম্যক্ কর্ষিত হইলে তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করে, কিন্তু বিবেচক লোকেরা দৈববল অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষকারেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার-সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। পুরুষকার সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা দৈব বলযোগে সুসিদ্ধ হয় এবং সেই দৈববল-প্রভাবেই কর্ম্মকর্ত্তা ফল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দৈববলশূন্য পুরুষকার প্রকাশ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয়। আর অলস ও নির্বোধেরা পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না, কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের পরাঙ্মুখ হইলে নিশ্চয়ই অতিশয়

দুঃখভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া সদৃষ্টাক্রমে তাহার ফলভোগ করে, আর যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফলভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অক্লেশে কালাতিপাত করিতে পারে, কিন্তু অলস কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হয় না। এই জীবলোকে সুনিপুণ ব্যক্তিরা প্রায়ই হিতৈষী হইয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভাগে সমর্থ হউক বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফললাভ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় ও সকলেরই বিদ্বেষভাজন। এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান লোকেরা কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারকে অনাদর করে, সে আপনার অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে।

'দৈব ও পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, যদি পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সফল হয়। সকলেরই বৃদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়কালে সর্ব্বদা বৃদ্ধদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। বৃদ্ধেরা অলব্ধ বস্তুর লাভ ও কার্য্যসিদ্ধির মূল কারণ। যে ব্যক্তি বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করে, সে অচিরাৎ ফললাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভপরতন্ত্র হইয়া, কাহারও সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হয়। দেখ, অদূরদর্শী লুব্ধ প্রকৃতি দুর্য্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনাদরপ্রদর্শন ও অসাধু লোকের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেই নিমিত্তই এক্ষণে পরিতাপিত হইতেছে। আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদের এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে দুঃখপ্রভাবে আমার বুদ্ধি নিতান্ত আকুল হওয়াতে আমি কোনক্রমেই সদবিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনুষ্য মোহান্ধ হইলে সুহৃদ্‌ব্যক্তিকে সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তৎকালে সেই সুহৃদই তাহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ; সুতরাং তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের নিকট গমনপূর্ব্বক এই বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া অবধারণ করিবেন, আমরা তাহাই করিব। কার্য্য আরম্ভ না করিলে কদাচ ফললাভ হয় না; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবকেই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।"

৩য় অধ্যায়

পিতৃশত্রুনাশে অশ্বত্থামার যুক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য-শ্রবণে শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রূরভাবে তাঁহাকে ও কৃতবর্ম্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়। ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক পৃথক্। সকলেই অন্য অপেক্ষা আপনাকে সমধিক বুদ্ধিমান জ্ঞান করিয়া নিরন্তর আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির ঐক্য হয়, অন্য অন্য বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর নিতান্ত বিপরীত হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই বুদ্ধিবৈচিত্র্যের কারণ। সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া রোগশান্তির নিমিত্ত বুদ্ধি-প্রভাবে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ অন্যান্য মানবগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যথোপযুক্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উপায় নির্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময়ে সমান থাকে না। দেখ, মনুষ্য যৌবনকালে যে বুদ্ধি প্রভাবে বিমোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়, বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে সে বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভোজরাজ! বিষয়, দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই আপনার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে। লোকে মারণাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই প্রীতমনে সেই সকল নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ সকল লোকই স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবে বিবিধ কার্য্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে।

আজ বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যেরূপ বুদ্ধি উপস্থিত, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি স্থির করিয়াছি যে, ঐরূপ কার্য্য করিলেই আমার শোক বিনষ্ট হইবে। দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় পৃথক পৃথক্ বর্ণে পৃথক পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা ও শূদ্রে সর্ব্ববর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন। অতএব অদান্ত [অসংযমী] ব্রাহ্মণ, নিস্তেজ ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য ও প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমি সুপূজিত, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইয়াছে। যদি আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে। আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং পিতৃবধের প্রতিকার না করিলে জনসমাজে কিরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে? অতএব আজ আমি নিশ্চয়ই ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পদবীতে পদাপর্ণ করিব। আজ ব্যায়ামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইলে আমি রাত্রিযোগে শিবিরাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক দেবরাজ যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিব। আজ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ অনলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। আজ আমি পশুসূদন পিনাকপাণি রুদ্রের ন্যায় পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া

তাহাদের ও পাণ্ডবদের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিব। আজ আমি পাঞ্চালগণের শরীর ভূমণ্ডল পরিবৃত করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিব। আজ পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পথে পদার্পণ করিবে। আমি আজ পশুহন্তা শিবের ন্যায় রজনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া নিশিত খড়্গাঘাতে পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত সন্তান-সন্ততির ও তৎপক্ষীয় সৈন্যসমুদয়ের প্রাণসংহার পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও সুখী হইব।'

৪র্থ অধ্যায়

অশ্বত্থামার ক্রোধশান্তির জন্য কৃপের কৌশল

কৃপাচার্য্য কহিলেন, বৎস! আজ ভাগ্যক্রমে তোমার বৈরনির্যাতনে বুদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ং পুরন্দরও তোমার নিবারণে সমর্থ নহেন। এক্ষণে তুমি বর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক এই রাত্রি বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। আমিও কৃতবর্ম্মার সমভিব্যাহারে বর্ম্মধারণ ও রথারোহণপূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চালগণ ও তাঁহাদের অনুচরগণের বধসাধনে সমর্থ হইবে। তোমার বহুদিন ক্রমাগত জাগরণ হইতেছে; অতএব আজ রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর, তাহা হইলে বিশ্রাম ও স্থিরচিত্ত হইয়া নিঃসন্দেহেই অরাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি তোমার সমভিব্যাহারে থাকিলে এবং কৃতবর্ম্মা তোমাকে রক্ষা করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার ও আমার নিকট অনেক দিব্যাস্ত্র আছে আর মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও রণপণ্ডিত; অতএব আজ আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমহীন হইলে কল্য প্রাতঃকালে একত্র সমবেত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহারপূর্ব্বক যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে দ্রোণতনয়! আজ তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইয়া যামিনী-যাপন কর। কল্য প্রভাতে অরাতিগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ ও স্বীয় নামোচ্চারণপূর্ব্বক শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সমস্ত মহাসুরঘাতী সুররাজীর ন্যায় পরমসুখে বিহার করিতে পারিবে। পূর্বে মহাত্মা বিষ্ণুও যেমন দৈত্যসেনা পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পাঞ্চালসৈন্যগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। কি আমি ও কি কৃতবর্ম্মা, আমরা পাঞ্চালগণকে পরাজিত না করিয়া কখনই সমর হইতে নিবৃত্ত হইব না। হয় আমরা পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলতঃ আমি সত্য কহিতেছি, কল্য প্রভাতে কৃতবর্ম্মার সহিত সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহায়তা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ হিতকথা কহিলে মহাবীর অশ্বত্থামা রোষারুণনয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মাতুল! আতুর, অমর্ষিত, চিন্তাব্যাপৃত, কামুক ব্যক্তিরা কখনই নিদ্রাসুখ অনুভবে সমর্থ হয় না। আজ অমর্ষপ্রভাবে আমার নিদ্রাবিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখুন, ইহলোকে পিতৃবধস্মরণ অপেক্ষা আর কি অধিক কষ্টকর হইতে পারে? পিতৃবধস্মরণেই অহোরাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। পাপাত্মারা যেরূপে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা

আপনার অবিদিত নাই। তাদৃশ পিতৃবধ বৃত্তান্তশ্রবণে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে সমরাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কোনক্রমেই আমার জীবনধারণে বাসনা হইতেছে না। ঐ দুরাত্মা আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে বিনাশ করিব; আর রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যেরূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ না হয়? নির্দ্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সংবরণ করিতে পারে? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্রপক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর, সমুচ্ছলিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণের বিনাশসাধনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; অতএব আমার আজ নিদ্রা বা সুখানুভবের সম্ভাবনা কি? আমার বোধ হয়, বাসুদেব ও অর্জ্জুন পাণ্ডবপক্ষীয়দিগকে রক্ষা করিলে ইন্দ্রও যে তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তথাপি কোনরূপেই ক্রোধাবেগসংবরণে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমাকে এই ক্রোধ হইতে মুক্ত করে, এরূপ কোন লোকও নেত্রগোচর হইতেছে না; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাভব ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে, অতএব আজ রাত্রেই নিদ্রিত শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

৫ম অধ্যায়

কৃপ-কৌশলের বিফলতা—উপদেশে উপেক্ষা

কৃপাচার্য্য কহিলেন, “বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সতত শুশ্রুষা-পরতন্ত্র [শাস্ত্রাদিশ্রবণে শ্রদ্ধাযুক্ত] ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও সুচারুরূপে ধর্ম্মার্থজ্ঞান অবগত হইতে পারে না। আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বিনয়শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মার্থ-নির্ণয়ে অসমর্থ হয়। দর্ব্বী [হাতা] যেমন নিয়ত সূপে [ব্যঞ্জনাদিতে] নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড় ব্যক্তি সর্ব্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রেই সূপরসের আস্বাদ গ্রহণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন। গুরুশুশ্রুষাতৎপর বুদ্ধিমান জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা অচিরাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়েন, তাঁহারা কদাচ সর্ব্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন না। দুর্বিনীত পাপাত্মা লোক সজ্জনের কল্যাণকর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয়। সুহৃদগণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা সম্পদভাজন হইতে পারে, আর যাহারা সুহৃদের বাক্য উপেক্ষা করিয়া পাপকার্য্যে বিরত না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে যেমন বিবিধ বাক্য দ্বারা শান্ত করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আত্মীয়কে পাপকার্য্যে পরাঙ্মুখ করেন। যাহারা সুহৃদ্‌বাক্য উপেক্ষা করিয়া পাপপরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগকে অবশ্যই অবসন্ন হইতে হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা বিজ্ঞ সুহৃদকে পাপনিরত দেখিলে যথাশক্তি বারংবার উপদেশ প্রদান করেন। অতএব হে দ্রোণতনয়! তুমি

কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ ও আত্মদমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর; নচেৎ নিশ্চয়ই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রসুপ্ত, ন্যস্তশস্ত্র, রথহীন, বাহনহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পাঞ্চালগণ আজ কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিচেতন হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইবে! যে পামর সেই অবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ, তাহাকে অগাধ নরকে মগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহলোকে অস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ, অণুমাত্র পাপও তোমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই; অতএব কল্য সূর্যোদয় হইলে প্রকাশ্যযুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিও। তুমি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উহা শুক্লবস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে।

অশ্বত্থামার পাণ্ডবশিবির অভিমুখে যাত্রা

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, "মাতুল! আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ বটে; কিন্তু পূর্বে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মের সেতু শতধা বিদলিত হইয়াছে। দেখুন, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিগণের ও আপনাদিগের সমক্ষেই তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে; মহাবীর কর্ণের রথচক্র ভূতলে প্রোথিত হইলে অর্জ্জুন সেই বিপদ্‌কালে সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে এবং শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ন্যস্তশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবের বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে; সাত্যকি প্রায়োপবিষ্ট মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবাকে এবং ভীমসেন অন্যায় গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজ দূতমুখে ভগ্নোরু রাজা দুর্য্যোধনের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মাতুল! পাপাত্মা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপে বারংবার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করিয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত সেই পামরদিগের নিন্দা করেন না? আমি এই রজনীতে পিতৃহন্তাদিগকে সুপ্তাবস্থায় নিপাতিত করিব, ইহাতে যদি আমার কীট অথবা পতঙ্গযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। সম্প্রতি আমি অভীষ্ট সাধনে নিতান্ত তৎপর হইয়াছি। এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখ-বাসনা কোথায়? আজ আমাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই, করিবেও না।'

হে মহারাজ! প্রতাপান্বিত অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথে অশ্ব সংযোজনপূর্ব্বক বিপক্ষগণের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাবীর! তুমি কি অভিপ্রায়ে রথযোজনা করিলে, সত্য করিয়া বল। আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদের প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না। তখন অশ্বত্থামা পিতৃবধবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক কোপে কম্পিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, 'দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরনিকরে সহস্র যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অস্ত্রত্যাগী পিতাকে নিপাতিত করিয়াছে। আজ আমি সেই বর্ম্মবিহীন পাপপরায়ণ দ্রুপদপুত্রকে নিহত করিব। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যাহাতে আমার হস্তে পশুর ন্যায় নিহত হইয়া শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিতে না পারে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং কার্ম্মুক ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর।' দ্রোণপুত্র এই বলিয়া বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করিতে লাগলেন। কৃপাচার্য্য এবং

কৃতবর্ম্মাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরত্রয়কে যজ্ঞস্থান সমিদ্ধ [যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্বলিত] হুতাশনত্রয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাহারা সেই সুপ্তজনপূর্ণ শিবির-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক শিবিদ্বারে গমন করিয়া রথবেগ সংবরণ করিলেন।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়

শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার অদ্ভুত দর্শন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে দ্বারদেশে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিবিরদ্বারে আগমন করিয়া তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রজাসম্পন্ন এক মহাকায় পুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিচিত্র-সহস্র নেত্র-সমলঙ্কৃত, বাহু-সকল সুদীর্ঘ, স্থূল ও নাগাঙ্গদ-বিভূষিত[সর্পের বালা] এবং আস্যদেশ ব্যাদিত দংষ্ট্রাকরাল [হাঁ করা মুখ ভয়ঙ্কর দাঁতে অতি ভয়ঙ্কর] ও অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত। তাঁহার পরিধানে শোণিতা ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী [সর্পের পৈতা] ভীষণদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহাকে দেখিলে পর্বত-সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে সেই দিব্যপুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল ও সহস্র নেত্র হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন।

মহারথ অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে অবলোকন করিয়া বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন; মহাকায় পুরুষও বাড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রাস করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রলয়কালে মহোল্কা যেমন সূর্য্যদেবকে আহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে আহত করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা এক আকাশসদৃশ নীলবর্ণ সুবর্ণমুষ্টিসমলঙ্কৃত খড়্গ বিবরনিঃসারিত ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ দিব্য পুরুষের দেহে নিপতিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায় তিরোহিত হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি এক ইন্দ্রধ্বজসদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন; তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ক্ষয় হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি-বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের বাক্য

স্মরণপূর্ব্বক সন্তপ্তচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি সুহৃদের হিতকর বাক্য অপ্রিয় বোধে অনাদর করে, তাহাকে আমার ন্যায় বিপৎসাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রুসংহারের অভিলাষ করে, তাহাকে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে প্রতিহত হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে-গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্রপ্রহার করিবে না। আমি সেই শাস্ত্রবিহিত [প্রতিবিধানে অনবধান] সনাতন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অশক্তি নিবন্ধন ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার কদাচ গুরুতর নহে। যদি কেহ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্দ্দৈবশতঃ উহা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞাসহকারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয়প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অগ্রে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎকার্য্যসংসাধনে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া আমার এই মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ উদ্যত দৈবদণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভয়ঙ্কর ফলস্বরূপ। আমি কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবই আমাকে সমরবিমুখ করিলেন, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈববল প্রাপ্ত না হইলে আমি কদাচ এই কার্য্যসাধনে সমর্থ হইব না। অতএব এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই দুর্দৈব শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ উমাপতি তপ ও বিক্রমপ্রভাবে সমস্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৭ম অধ্যায়

অশ্বত্থামার শিব-শরণাগতি

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'হে দেবেশ! আমি অতি ক্ষুদ্রাশয়। এক্ষণে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মোপহার প্রদানপূর্ব্বক তোমার পূজা করিব। হে দেব! তুমি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর, তুমি গিরিশ, বরদ ও ভগবান্; তুমি শিতিকণ্ঠ, অজ ও শুক্র; তুমি দক্ষযজ্ঞনাশক হর; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি; তুমি শ্মশানবাসী ও খট্টাঙ্গধারী; তুমি জটিল; তুমি স্তুত্য, ঔত্য ও স্তূয়মান; তুমি অমোঘ, তুমি শক্র; কৃত্তিবাস, বিলোহিত অসহ্য ও দুর্নিবার। তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি; তুমি অনন্ত পরিষদ প্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষিতিমুখ; তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের[কার্তিকেয়ের] পিতা; তুমি পিঙ্গ[পিঙ্গলবর্ণ], বৃষবাহন ও সূক্ষ্মবাসধারী; তুমি পার্ব্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তুমি অস্ত্র-শস্ত্রবিশারদ, তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক; তুমি চন্দ্রমৌলী ও হিরণ্যকবচধারী[সুবর্ণের বর্ম্মধারী]; অতএব একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হইলাম। যদি আমি আসন্নবর্তী বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে স্বীয় শরীরস্থ পঞ্চভূত[ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ-পঞ্চভূতাত্মক দেহ] উপহার প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিব।

শিববিভূতি—গণদেবতাগণের আবির্ভাব

হে মহারাজ! মহারাজ অশ্বত্থামা এইরূপ স্তব করিলে তাঁহার সম্মুখে এক কাঞ্চনময় বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হুতাশন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদীমধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্র অঙ্গদধারী, উদ্যতবাহু, অসংখ্য করচরণসম্পন্ন, বহুমস্তক শোভিত, উজ্জ্বলবদন, উজ্জ্বলনেত্র, পর্বতাকার মহাগণ[ভূত প্রমথাদি গণদেবতা] সকলে তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায়; মুখ অশ্ব, শৃগাল, ভল্লুক, মার্জার, ব্যাঘ্র, দ্বীপী[হস্তী], বায়স, বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাস, কুর্ম্ম, নক্র, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্যেন, মেষ ও ছাগলের ন্যায়; তাহাদিগের মধ্যে কেহ সহস্রলোচন, কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও অঙ্গ কৃশ; কেহ কেহ মস্তকবিহীন, কেহ দীপ্তনেত্র ও দীপ্তজিহ্বা সম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ, কাহারও বা গাত্রলোম তাম্রবর্ণ। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় ধবল, কেহ কেহ শঙ্খমাল্যধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খশব্দের ন্যায় অতি গভীরকণ্ঠস্বরসম্পন্ন। কেহ কেহ জটাভারধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখাসম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কাহারও কাহারও চারি দন্ত, কাহারও কাহারও চারি জিহ্বা, কাহারও কাহারও উদর অতি কৃশ, কাহারও কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়; কেহ কেহ কিরীট ও উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা [মুঞ্জতৃণের কটিবন্ধন] সমলঙ্কৃত, কেহ সর্পকিরীটশোভিত, কেহ কেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশকলাপ কুঞ্চিত

এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে সুশোভিত। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতঘ্নী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুষল, কেহ কেহ ভুশুণ্ডী, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লগুড়, কেহ কেহ স্থুণা, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা শরপরিপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিপ্ত, কেহ কেহ শুক্লাম্বর ও শুক্লমাল্যধারী এবং কেহ কেহ নীল ও কেহ কেহ পিঙ্গলবর্ণ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্কর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লজ্ঘন ও কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; উহাদের কেশকলাপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল। কেহ কেহ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত দুর্বিষহ-বিক্রমসম্পন্ন, নানারাগ রঞ্জিতবসনধারী, রত্নখচিত-অঙ্গদ-সমলঙ্কৃত, শত্রুনাশক, ঘোররূপ মাংসভোজী, বসাশোণিতপায়ী পরিচারকগণমধ্যে কেহ কেহ চূড়ান্তসম্পন্ন, কেহ কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহারও কাহারও উদর পিঠের ন্যায়, কাহারও কাহারও ওষ্ঠ লম্বিত, কাহারও কাহারও মেঢ্র[পুং-চিহ্ন] ও অণ্ড[অণ্ডকোষ] অতি বৃহৎ; উহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র-পরিপূর্ণ নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্ব্বিধ লোকসকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ। উহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়ে ভবানীপতির ভ্রূভঙ্গী সহ্য করিয়া থাকে। উহারা নিরন্তর স্বেচ্ছাচারপরায়ণ এবং ত্রৈলোকের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। উহারা হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করে। ঐ সকল বাক্যবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও গর্বিত হয় নাই। ভগবান শূলপাণি উহাদের কার্য্যদর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উহাদের কর্ত্তৃক কায়মনোবাক্যে আরাধিত হইয়া ঔরস পুত্রের ন্যায় উহাদিগকে রক্ষা করেন। উহারা রুদ্রের একান্ত ভক্ত। উহারা চতুর্বিধ সোমরস এবং রোষাবিষ্টচিত্তে রাক্ষসদিগের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। উহারা বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ভগবান্ শশিশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা [১] লাভ করিয়াছে। কালয়ের অধিপতি রুদ্রদেব ও দেবী পার্ব্বতী ঐ সমস্ত আত্মানুরূপ পরিষদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

শিব উদ্দেশ্যে অশ্বত্থামার আত্মদান—খড়্গলাভ

অনন্তর ঐ সমস্ত ভূত বিবিধ বাদি বাদন, মুহুর্মুহুঃ গর্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তেজঃপ্রদর্শন ও মহিমা বর্ণন করিবার মানসে স্ব স্ব প্রভাবজাল বিস্তার করিয়া মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। সেই ভীমদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে ত্রিলোক সমস্ত ব্যক্তিরই ভয় জন্মে, কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে আপনার দেহ উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কার্মুক সমিধ, শাণিত শরনিকর পরিত্র ও আত্মা হবিঃস্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মা রুদ্রদেবকে সৌম্য-অস্ত্রে আপনার দেহ, উপহার প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, হে ভগবন্!

আমি আঙ্গিরসকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য এই বিপকালে তোমার প্রতি ভক্তিভাবে সমাধিবলে হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিতেছি, তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমস্ত ভূত তোমাতেই বিদ্যমান আছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছ; প্রধান প্রধান গুণসমুদয় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুপরাজয়ে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিঃস্বরূপ অবস্থান করিতেছি। তুমি আমাকে প্রতিগ্রহ কর। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া সেই প্রদীপ্ত পাবকযুক্ত বেদীতে আরোহণপূর্ব্বক হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও উর্দ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, 'হে বীর! মহাত্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার আর কেহই প্রিয়তর নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালগ্রস্ত হইয়াছে, আজ তাহাদিগের জীবনরক্ষা হইবে না।'

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে এক সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পুনরায় শঙ্করের তেজঃপ্রভাবে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধার্থে মহাবেগে শিবিরে ধাববান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দ্রোণতনয়কে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্যভাবে তাহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল।"

৮ম অধ্যায়

অশ্বত্থামার শিবিরপ্রবেশ-ধৃষ্টদ্যুম্নবধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করিলে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিলেন? তাঁহারা কি ভয়ব্যাকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিতভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন অথবা শিবির ভেদ এবং সোমক পাণ্ডবগণকে সংহারপূর্ব্বক পাঞ্চালদিগের হস্তে নিহত হইয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা দ্রোণপুত্র শিবিরপ্রবেশে সমুদ্যত হইলে মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া আনন্দচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়! আপনারা যত্ন করিলে নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে পারেন। আমি এক্ষণে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব। যেন এ স্থানে কোন ব্যক্তি আপনাদের নিকট পরিত্রাণ না পায়, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।' মহাবাহু দ্রোণকুমার এই বলিয়া গম্যদ্বার পরিহারপূর্ব্বক অন্য স্থান দিয়া নির্ভরচিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে নিঃশব্দপদসঞ্চারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সমরপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্তচিত্তে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে আহ্লাদিতচিত্তে দ্রুপদপুত্রের শয়নগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে দিব্যাস্ত্ররণসমাবৃত, সুগন্ধিমাল্য পরিশোভিত, বিচিত্র ক্ষৌমমণ্ডিত শয়নীয়ে অকুতোভয়ে নিদ্রাগত দেখিয়া পদাঘাত দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। সমরদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার পদপ্রহারে জাগরিত ও উত্থিত হইয়া তাহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়কে শয্যা হইতে সমুত্থিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের প্রভাবে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া নিদ্রা ও ভয়প্রযুক্ত প্রতিবিধানের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা চরণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পশুর ন্যায় নিধন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন দ্রুপদকুমার নখর প্রহারে দ্রোণপুত্রের কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, 'আচার্য্যপুত্র! অস্ত্রপ্রহার দ্বারা অবিলম্বে আমাকে সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্রলোকে গমন করিতে পারিব। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়ের এই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'রে কুলাঙ্গার! আচার্য্যহন্তাদিগের কোন লোকেই গমনে অধিকার নাই; অতএব তোর উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোপান্বিত দ্রোণপুত্র এই বলিয়া, সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্মপীড়ন করে, তদ্রূপ সুদারুণ পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক সকল তাঁহার আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ভূতোপহত জ্ঞান করিয়া ভয়ে বাঙনিস্পত্তি [বাক্য উচ্চারণ] করিতেও সমর্থ হইল না। মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে

ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া অন্যান্য শত্রুসংহারার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

উত্তমৌজা ও যুধামনু-প্রমুখ বীরগণ বধ

মহারথ দ্রোণপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যাবতীয় মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দনকোলাহল সমুত্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীকে নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্মধারণপূর্ব্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, ‘তোমরা সত্বর আগমন কর। ঐ দেখ, একজন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ঐ ব্যক্তি মনুষ্য কি নিশাচর, তাহা আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তখন শিবিরস্থ প্রধান প্রধান যোধগণ সহসা অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার রুদ্রাস্ত্র দ্বারা সেই সমাগত বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদুরে নিদ্রিত উত্তমৌজাকে অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ পাদ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজাকে রাক্ষসহস্তে নিহত বিবেচনা করিয়া সত্বর গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বত্থামার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক পশুর ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন।

যুধামন্য নিহত হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্ততঃ শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুগণের ন্যায় একে একে তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিলেন এবং ক্ষণকাল-মধ্যে শিবির-মধ্যস্থ ন্যস্তশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোধগণকে সমুদয় হস্তী ও অশ্বের সহিত নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্তকলেবরে কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই করাল করবালধারী মহাবীরের গাত্রে অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্ততঃ সঞ্চরিত বীরগণের শোণিতধারা সংলগ্ন হওয়াতে তাহাকে অতি ভীষণ অপূর্ব্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমরে অগ্রসর যোধগণ অশ্বত্থামার অলৌকিক রূপদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকে তাঁহাকে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীর প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্রবধ

এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে অবলোকন করিলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ সমর কোলাহলে জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের বিধানবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাঁহাদিগের সমরশব্দে প্রবোধিত হইয়া শরজালে দ্রোণপুত্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরপরাক্রান্ত মহারথ অশ্বত্থামা সেই শরজালবর্ষী বীরগণকে দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃবধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সরোষনয়নে সহস্রচন্দ্র

পরিশোভিত চর্ম্ম ও সুবর্ণমণ্ডিত দিব্য খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সর্বাগ্রে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলে ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন। তখন প্রতাপশালী সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সুতসোমের অসিসমবেত [১] বাহু ছেদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। মহাবীর সুতসোম সেই আঘাতে ব্যথিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন নকুলপুত্র মহাবল, শতানীক বাহুবলে অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার নকুলনন্দনের প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিপাতনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামার মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। আচার্য্যপুত্র তদ্দর্শনে করাল করবাল দ্বারা তাঁহার আস্যদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা আচার্য্যতনয়ের খড়্গাঘাতে বিকৃতমুখ ও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র চর্ম্ম দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়াতাঁতাহার কুণ্ডলসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

শিখণ্ডীর প্রাণসংহার

অনন্তর ভীষ্মনিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর অশ্বত্থামাকে বিবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া তাহার ললাটে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণকুমার তদ্দর্শনে কোপান্বিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিখণ্ডীকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদতনয় নিহত হইলে অসিমার্গবিশারদ মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া যাবতীয় প্রভদ্রক, বিরাটরাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য-সমুদয়, দ্রুপদের পুত্রপৌত্র ও সুহৃদগণ এবং অন্যান্য বীরগণকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ দেখিলেন যে, রক্তবদনা, লোহিতনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, রক্তবস্ত্রধারিণী, কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য অশ্ব, কুঞ্জর ও ন্যস্তশস্ত্র মুক্তকেশ মহারথদিগকেও ভীষণ পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থানে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়া অবধি পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ প্রতি রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিতেন যে, ঐ করালবদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ দ্রোণতনয় তাহাদের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এইরূপে মহাবীর দ্রোণকুমার সেই দৈবোপহত প্রাণীগণকে সিংহনাদে বিত্রাসিত ও নিপাতিত করিলেন। বীরগণ তৎকালে পূর্ব্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া উহা দৈবপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর পাণ্ডবশিবিরস্থ সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় কাহারও চরণদ্বয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ গজ ও কেহ কেহ অশ্ব দ্বারা উন্মথিত হইল এবং অনেকে নিতান্ত পেষিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই সমস্ত নিপাতিত বীরগণে রণভূমি

পরিপূর্ণ হইলে 'ঐ বীর কে, কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে', এইরূপ নানাপ্রকার ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় দ্রোণনন্দন অন্তকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শস্ত্রহীন ও কবচশূন্য পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অনেকে অশ্বত্থামার শস্ত্রপাতে নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া নিদ্রাবেশপ্রভাবে বিসংজ্ঞ ও নিপতিত হইল। অনেকে মোহমুক্ত ও ঊরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে নিতান্ত ভীত ও একান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল।

ভৌতিক বিভীষিকাজ্ঞানে সৈন্যগণের বিক্ষোভ

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ভীমনিস্বনসম্পন্ন রথে পুনরায় আরোহণপূর্ব্বক ধনুর্ধারণ করিয়া শরনিকরে অনেকানেক বীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কতকগুলি বীর উত্থিত এবং কতকগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি তাঁহাদিগকে দূর হইতে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি রথচক্র দ্বারা অনেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় শ্যামল অসি গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণতনয় মত্তমাতঙ্গ যেমন অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় নিদ্রায় একান্ত কাতর অনেক যোদ্ধা সেই তুমুল সংগ্রামশব্দে নিতান্ত ভীত ও উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি কর্কশস্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে লাগিল। তৎকালে অনেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বসন প্রাপ্ত হইল না; অনেকের কেশ আলুলিত হইয়া গেল; কেহই কাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইয়া নিপতিত হইল; কেহ কেহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী ও অশ্বেরা বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাবমান হইল। কতকগুলি মনুষ্য নিতান্ত ভীত হইয়া ভূতলে বিলীন হওয়াতে হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে চরণ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে সেই রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিলে রাক্ষসগণ হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদ-শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হস্তী ও অশ্বগণ সেই ভীষণ শব্দ-শ্রবণে বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক শিবিরস্থ ব্যক্তিদিগকে বিমর্পিত করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন উহাদিগের চরণসমুত্থিত ধূলিজালে সেই রজনীযোগে শিবিরমধ্যে অন্ধকার দ্বিগুণ পরিবর্ধিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হস্তী হস্তিযূথকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সুপ্তোতি, অন্ধকারাচ্ছন্ন, জ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মপক্ষবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বারপালেরা দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকেরা শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না। সকলেই বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া গোত্র ও নামোচ্চারণ

করিয়া হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া চীকার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে ভূতলে শয়ান হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে পলায়মান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

কৃতবর্ম্মা ও কৃপ কর্ত্তৃক পলায়মান সৈন্যসংহার

ঐ সময় অনেক ক্ষত্রিয় প্রাণরক্ষার্থ ভয়ে শিবির হইতে পলায়নে উদ্যত হইল। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ সময় তাঁহারা উভয়ে দ্রোণপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হইলে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা করে তরবারি ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া যাহারা তাহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার খড়্গাঘাতে অনেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দীর্ঘকলেবর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ চীৎকার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাদের কলেবরে পৃথিবী এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য নিহত হইলে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কোন কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও করিশুণ্ড সদৃশ উরু, কাহারও পাদ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহারও কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য সংহারপূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। অনেকে দ্রোণতনয়ের হস্তে নিহত ও অনেকে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই মৃত হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষস-সমাকীর্ণ সমরস্থলে নিপতিত হইল। অসংখ্য লোক পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল! ঐ সময় কেহ কেহ কহিল, 'ধৃতরাষ্ট্রনয়েরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যে কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, আজ দুরাত্মা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। পাণ্ডবগণ এখানে উপস্থিত না থাকাতেই আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাসুদেব-পরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না। ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, দান্ত ও পরম দয়ালু। শত্রুপক্ষ নিদ্রিত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ হইলে তিনি কখনই তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন না। হায়! আজ দুরাত্মা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল!' হে মহারাজ! অসংখ্য লোক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের তুমুল কোলাহল তিরোহিত হইয়া গেল। বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর রজোরাশি এককালে অদৃশ্য হইল।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, পশুপতি যেমন পশু বিনাশ করেন, তদ্রূপ কি শয়ান, কি ধাবমান, কি যুধ্যমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অনেকে হুতাশনে দগ্ধ ও অশ্বত্থামার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর দ্রোণতনয় এইরূপে অর্দ্ধরাত্রমধ্যে পাণ্ডবদিগের সমুদয় সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে ঐ রাত্রিতে রাক্ষস ও পিশাচগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে [8] তথায় সমাগত হইয়া শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বসা আস্বাদনপূর্ব্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু, এই বলিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ধাবমান হইল। ঐ সমুদয় মাংসজীবী দেখিতে অতি ভয়ানক। উহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দন্ত পর্ব্বতাকার, কেশ জটিল, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি পশ্চাদ্ভাগে নিহিত, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, শরীর ঘণ্টাজালে জড়িত এবং কণ্ঠ নীলবর্ণ। উহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্ঘণ্য; উহাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এইরূপ নানাপ্রকার বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্বুদ অর্বুদ। রাক্ষস তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিল; ঐ সময় অসংখ্য ভূতও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

অনন্তর প্রত্যুষসময়ে রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর অশ্বত্থামা শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় তাঁহার খড়্গমুষ্টি একেবারে করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি দুর্গম পথে পদার্পণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবিনাশজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রজনীযোগে লোকসকল নিদ্রিত হইলে শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য যাবতীয় লোক বিনষ্ট হওয়াতে উহা তদ্রূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের হর্ষোৎপাদনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন; তখন তাহারাও 'আমরা অসংখ্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়কে উৎসন্ন করিয়াছি' বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা তিনজনই করতালি প্রদানপূর্ব্বক মহা হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই রজনী নিদ্রিত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। কালের গতি অতিক্রম করা সুকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদিগের অসংখ্য বল নিহত করিয়াছিল, তাহারাই আবার. এক্ষণে নিহত হইল।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অশ্বত্থামা প্রতিনিয়তই আমার পুত্রের জয়লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি কি কারণে পূর্বেই ঐরূপ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডব-সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই? এক্ষণে নীচাশয় দুর্য্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি কারণে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর অশ্বত্থামা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এক্ষণে তাঁহারা, তথায় উপস্থিত না থাকাতে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত

হওয়াতেই তিনি অভিলষিত কার্য্যসংসাধনে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকি সমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে পারেন না। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশপূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া 'পরম সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য' বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণতনয় মহা আহ্লাদে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। অচিরাৎ কুরুরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা কর্ত্তব্য।"

৯ম অধ্যায়

অশ্বত্থামাদির দুর্য্যোধন সমীপে গমন—বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই তিন মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া রণনিপতিত রাজা দুর্যোধনের নিকট আগমন ও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দেখিলেন, কুরুরাজ বিচেতনপ্রায় হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন শাপদগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি গাঢ়তর বেদনায় নিতান্ত কাতর ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে উহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সেই হতাবশিষ্ট বীরত্রয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুরুরাজ সেই রুধিরোক্ষিত তিন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হুতাশনত্রয়-পরিশোভিত যজ্ঞবেদীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া দুর্বিষহ দুঃখে অনর্গল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা দুর্য্যোধনের মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক কহিলেন, হায়! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। কুরুরাজ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে উনি নিহত হইয়া রুধিরলিপ্ত-কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। এই গদাপ্রিয় মহাবীর সমীপে সুবর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত রহিয়াছে। ইনি কোন যুদ্ধেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেমন হলে নিদ্রিত ভর্ত্তার সহিত একত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ এই গদা কুরুরাজের সহিত অবস্থান করিতেছে। উহা এই স্বর্গারোহণকালেও ইঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি সমস্ত ভূপালগণের শ্রেষ্ঠ, আজ তিনি সমরে নিপতিত হইয়া রজোরাশি গ্রাস করিতেছেন। যিনি বহুসংখ্যক শত্রুকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন, আজ তিনি বিপক্ষের বলবীর্য্যে বিনষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। অসংখ্য ভূপতি ভীতমনে যাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, আজ তিনি সমরশায়ী হইয়া শৃগাল-কুক্কুরে পরিবৃত রহিয়াছেন। পূর্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের নিমিত্ত যাঁহার

নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন, আজ মাংসাশী জন্তুগণ মাংসলভার্থে সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! লোকে আপনাকে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তুমি হলধারী বলদেবের প্রিয়শিষ্য ও যুদ্ধে ধনাধিপতি কুবেরের অনুরূপ। দুরাত্মা ভীম রণস্থলে কিরূপে তোমার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল। কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। ভীম তোমাকে সংহার করিয়াছে, ইহাও আমাদিগকে দেখিতে হইল! সেই পাপাত্মা মুখ ছল প্রকাশপূর্ব্বক তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ দুরাচার ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদাঘাতে তোমার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে। সে যখন তোমাকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করে, তৎকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল; অতএব তাহাদিগকেও ধিক্! যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃকোদর যে শঠতাচরণপূর্ব্বক তোমার সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবল বলদেব সর্ব্বদা সভামধ্যে শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, 'কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা গদাযুদ্ধে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই।'

হে মহারাজ! মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সমরে অপরাঙ্মুখ ও নিহত হইয়া সেই গতি লাভ করিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত, আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। কেবল তোমার বৃদ্ধ জনক-জননী দারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি। তাহারা অতঃপর ভিক্ষুক হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্! উহারা আপনাদিগকে ধার্মিক বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু তোমাকে অধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। অন্যান্য ভূপালগণ "দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইয়াছে," এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে? হে কুরুরাজ! তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে? ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে, মহারথ কৃপাচার্য্যকে-ও আমাকে ধিক্! আমরা প্রজারক্ষক সর্ব্বকামপ্রদ ভূপতিকে অগ্রসর করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে পারিলাম না। পূর্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বীর্য্যপ্রভাবে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে রত্নময় বিবিধ গৃহে অবস্থান ও ভূরিদক্ষিণ প্রভূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব? আপনি সমুদয় ভূপতিকে অগ্রসর করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন, কেবল আমরা তিনজন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না, এই নিমিত্তই নিতান্ত তাপিত হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগকে স্বর্গহীন ও অর্থহীন হইয়া চিরকাল আপনার সুকৃত স্মরণ করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিয়া আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব? এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতগণকে পরিত্যাগ করাতে ইহাদের সুখ শান্তি একেবারেই উচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে অতিকষ্টে ভূমণ্ডলে পর্যটন করিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক আমার বচনানুসারে

মহারথগণকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পিতা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজ অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতাকে এই কথা বলিয়া মহারথ বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য ভূপালগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নদিবধে দুর্য্যোধনের দুঃখাবসান

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ভগ্নোরু বিচেতন দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাতজন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিনজন, সমুদয়ে উভয় পক্ষে আমরা দশজন মাত্র জীবিত রহিয়াছি। দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রসমুদয়, পাঞ্চালগণ ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি এই রাত্রিযোগে শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদয় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশপূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন করিয়াছি।

হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের মুখে সেই প্রীতিকর সমাচার-শ্রবণে সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিলেন, "হে বীর। মহাবাহু ভীষ্মদেব, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্যসংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ! নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজ আমি আপনাকে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করিতেছি; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পুনরায় স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে', কুরুরাজ এই কথা বলিয়া বীরত্রয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, বন্ধুবিয়োগদুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বর্গে সমারূঢ় হইলেন; তাঁহার দেহমাত্র ভূতলে নিপতিত রহিল। হে মহারাজ! এইরূপে কুরুপতি মহাবীর দুর্য্যোধন সমরে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শক্তহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন ও সস্নেহনয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক শোকসন্তপ্তচিত্তে সেই প্রত্যুষসময়ে নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডব-সৈন্যক্ষয়ের মূলীভূত কারণ। আজ আপনার পুত্র স্বর্গারোহণ করিলে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদশিত্ব [দিব্যদৃষ্টি—দিব্য চক্ষে সমস্ত দর্শনের শক্তি] বিনষ্ট হইয়াছে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে প্রিয়পুত্র দুর্য্যোধনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন।

১০ম অধ্যায়

ঐষীকপর্বাধ্যায়–স্বজনবধে যুধিষ্ঠিরবিলাপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাত্রির সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ। দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাত্রিকালে বিশ্বস্তচিত্তে শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সেই সুযোগে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মাদিগের প্রাস, শক্তি ও পরশুপ্রভাবে আমাদের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে। কুঠারনিকৃত্ত মহাবনের ন্যায় আপনার বিপুল বল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থ সমুদয় প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছে, কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিয়াছি।"

হে জনমেজয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির দূতমুখে সেই অমঙ্গলবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকাকুলবাক্যে বিলাপ করিয়া কহিলেন, "হায়! আমরা যে শত্রুগণকে পরাজয় করিলাম, আবার তাহাদিগের সহিতই আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিতান্ত দূর্জ্ঞেয়। আমরা বিপক্ষগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম। দেবপ্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের এই জয়লাভ পরাজয় তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে। যে জয় দ্বারা বিপদগ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে, উহা পরাজয়স্বরূপ। হায়! আমরা যাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধু-বান্ধব বিনাশ করিয়া পাপাচার করিলাম, নির্জ্জিত ব্যক্তিগণ আবার সেই জয়লাভপ্রহৃষ্ট পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণি ও নালীক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, কার্মুক যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যা-নিস্বন যাহার গর্জনস্বরূপ প্রতিয়মান হইত, সেই সিংহস্বরূপ সমরোৎসাহী ক্রোধাবিষ্ট কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজ প্রমোদবশতঃ নিহত হইল। যাহারা বায়ুবেগগামী তুরঙ্গ-সংযোজিত রথে সমারূঢ়, বিচিত্র শরশরাসনসম্পন্ন, সমরদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্যের নিকট মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আজ সেই রাজপুত্রগণই প্রমাদ প্রযুক্ত কালকবলে প্রবেশ করিল। অতএব মর্ত্যলোকে প্রমাদই মনুষ্যের নিধনের প্রধান কারণ। অনবহিত ব্যক্তি অচিরাৎ অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, শ্রী ও কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয় না। দেখ দেবরাজ ইন্দ্র অবহিত হইয়াই সমস্ত শত্রু বিনাশপূর্ব্বক সুখে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিকেরা যেমন সাবধানে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদ-প্রযুক্ত সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ শিবিরস্থ রাজবংশীয় মহেন্দ্রতুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনবধানতাবশতঃ ক্ষুদ্র

অরাতিহস্তে নিহত হইল। তাঁহারা নিদ্রিতাবস্থায় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে। হায়! আজ তাঁহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল।”

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বিলাপ করিয়া নকুলকে কহিলেন, ‘মাদ্রীতনয়! তুমি অবিলম্বে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীকে তাঁহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে উপনীত কর।” তখন ধর্ম্মাত্মা নকুল যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে রথারোহণপূর্ব্বক দেবী পাঞ্চালী ও পাঞ্চালরাজের মহিষীগণকে আনয়নার্থ প্রস্থান করিলেন। মাদ্রীতনয় প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকাদ্দিচিত্তে সুহৃদগণসমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে সেই ভূতগণ সমাকীর্ণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সমুদয় রুধিরাক্তকলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাঁহাদিগের দেহ ছিন্নভিন্ন এবং কলেবর হইতে মস্তক পৃথত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাঁহাদের সেই দুরবস্থা দর্শনে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরগণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

১১শ অধ্যায়

দ্রৌপদীর বিলাপ—অশ্বত্থামার বধে অনুরোধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদগণকে সমরে নিহত দেখিয়া শোকে ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহাদের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকসাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য সুহৃদ্গণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অপূর্ণনেত্র, কম্পিতকলেবর, বিচেতনপ্রায় ধর্ম্মরাজকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা নকুল রোরুদ্যমানা [১] দ্রৌপদীর সহিত সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। কমলনয়না পাঞ্চালী শিবির-সন্নিধানে পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় বিকম্পিতকলেবরে শোকাকুলচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখকমল তিমিরাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর প্রিয়তমাকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্র শোকার্ত্তা দ্রৌপদী ভীমসেন কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, “মহারাজ! আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া কি সুখে রাজ্যসম্ভোগ করিবেন? সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াই কি একবারে মত্তমাতঙ্গগামী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুকে বিস্মৃত হইলেন? আপনি শিবিরমধ্যে বীরবরাগ্রগণ্য পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপে সুস্থির রহিয়াছেন? পাপপরায়ণ নৃশংস অশ্বত্থামা সুখসুপ্ত বীরগণকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। যদি আপনি সেই পামরের জীবন সংহার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে প্রায়োপবেশন করিব। অতএব অবিলম্বে দুরাত্মা

দ্রোণতনয়কে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করুন।” যশস্বিনী কৃষ্ণা এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপে প্রায়োপবেশন করিলেন।

ভীম কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার অনুসরণ

পরমধার্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয়মহিষী পাঞ্চালীকে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, “যাজ্ঞসেনি! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে; অতএব তাদের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। আর দ্রোণপুত্র এ স্থান হইতে অতি দূরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যে পলায়ন করিয়াছে; অতএব তুমি কিরূপে তাহার সমরমৃত্যু অবগত হইতে সমর্থ হইবে?”

দ্রৌপদী কহিলেন, “মহারাজ! শুনিয়াছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে সহজমণি [সহজাত মণি - মস্তকে মণি লইয়াই জাত] আছে, যদি আপনি ঐ পাপাত্মাকে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে উহা আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি।” চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া ভীমসেনের নিকট আগমনপূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিলেন, “হে নাথ! ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব সুররাজ যেমন শম্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার তুল্য পরাক্রান্ত পুরুষ আর কে আছে? তুমি যে বারণাবনগরে বিষম বিপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে, হিড়িম্ব নিশাচরের হস্ত হইতে যে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সুররাজ পুরন্দর যেমন নহুষের হস্ত হইতে শচীকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি বিরাটনগরে দুরাত্মা কীচকের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর! তুমি পূর্বে যেমন এই সকল মহকার্য্য সাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে দুরাত্মা অশ্বত্থামাকে সংহার করিয়া সুস্থশরীর হও।”

হে মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্তা পাঞ্চালী এইরূপ বিলাপ করিলে মহাবীর বৃকোদর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কার্মুক-হস্তে কাঞ্চনভূষিত মহারথে আরোহণপূর্ব্বক নকুলকে সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দ্রোণপুত্রের বিনাশবাসনায় সশরশরাসন বিস্ফোরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণপুত্রের রথচক্রচিহ্ন দর্শনপূর্ব্বক সেই চিহ্নের অনুসরণক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

১২শ অধ্যায়

কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভীমের জীবনাশঙ্কা—অস্ত্রবল প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীমসেন অশ্বত্থামার নিধনার্থ ধাবমান হইলে যদুকুলতিলক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “মহারাজ! আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোক সন্তপ্ত হইয়া একাকীই অশ্বত্থামার বিনাশবাসনায় গমন করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয়। আপনি আজ তাঁহাকে

বিপৎসাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুদয় পৃথিবী দগ্ধ করিতে সমর্থ। আচার্য্য প্রথমে ঐ অস্ত্র প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা কোপাবিষ্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন। সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে দুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অনতি-সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে সেই অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঘোরতর বিপাদ্‌কাও কাহারও, বিশেষতঃ মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আচার্য্য পুত্রকে এইরূপে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'পুত্র! তুমি কখনই সাধুজনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না।

তখন অশ্বত্থামা পিতার সেই অপ্রিয়বাক্যশ্রবণে এককালে মঙ্গললাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যৎকালে বনবাসী হইয়াছিলেন, অশ্বত্থামা তখন দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহাকে প্রতিনিয়ত পূজা করিতেন। একদিন আমি একাকী অবস্থান করিতেছি, এমন সময়ে দ্রোণকুমার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! আমার পিতা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির নামে যে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে আপনার অরাতিঘাতন চক্র প্রদান করুন। অশ্বত্থামা এইরূপে অস্ত্র প্রার্থনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয়-বিনয় করিলে আমি প্রীত হইয়া কহিলাম, "ব্রহ্ম! দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও পতগগণ একত্র মিলিত হইলেও বলবীর্য্যে আমার শতাংশের একাংশ হইবে না। অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই শরাসন, শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে যাহা তুমি সমরে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর; আমি অবশ্যই তোমাকে প্রদান করিব।

দ্রোণপুত্র আমার বাক্য-শ্রবণে গর্ব্বপূর্ব্বক এই বজ্রতুল্য লৌহময় সহস্রকোটিসম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাহাকে অচিরাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলাম। তখন দ্রোণকুমার সহসা উত্থিত হইয়া বামহস্তে চক্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি উহা দক্ষিণকরে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি সম্পূর্ণ আয়াস ও যত্ন সহকারে কোনক্রমে চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিতমনে চক্রগ্রহণ-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাহাকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, আচার্য্যপুত্র! যে মহাবীর সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবীমধ্যে যাহার তুল্য প্রিয়পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহাকে পুত্র, কলত্র প্রভৃতি সমুদয়ই প্রদান করিতে পারি, সেই পরমসুহৃৎ শ্বেতাশ্ব, কপিধ্বজ অর্জ্জুন কদাপি এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্শ্বে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাহাকে পুত্রত্বে লাভ করিয়াছি, যে বীর আমার তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীর গর্ভে সনৎকুমারের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রিয়পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই দিব্য চক্র

প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবল-পরাক্রান্ত বলদেব, গদ ও শাম্ব প্রভৃতি দ্বারকানিবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কখন এই চক্র গ্রহণ করিবার বাসনা করেন নাই। তুমি কোন্ সাহসে ইহা প্রার্থনা, করিলে? তোমার পিতা ভরতবংশীয়দিগের আচার্য্য, তুমিও সমুদয় যাদবগণের মান্য। অতএব এরূপ গর্হিত প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র লইয়া কাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছিলে?

তখন দ্রোণপুত্র কহিলেন, "হে প্রভো! আমি আপনাকে পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভূতের অপরাজেয় হইব, এই অভিপ্রায়ে এই দেবদানবপূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি চক্রলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও শিবের সহিত যুদ্ধে গমন করি। আপনি এই যে ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছেন, ইহা আর কাহারও ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই।' মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! ঐ মহাবীর নিতান্ত রোষপরায়ণ ও বিশেষতঃ ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত আছেন; অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

১৩শ অধ্যায়

ভীমসাহায্যার্থ কৃষ্ণের যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যদুনন্দন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া সর্বায়ুধসম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের ধুরকাষ্ঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে সুগ্রীব এবং উহার উভয়পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাম্বোজদেশীয় সুবর্ণমালাভূষিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। উহাতে বিশ্বকর্ম্মানির্মিত রত্নখচিত দিব্য ধ্বজযষ্টি মূর্তিমতী মায়ার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত [অক্ষয় তেজোরাশি সমুজ্জ্বলিত] পতগরাজ গরুড় অবস্থান করাতে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জুন সেই গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ ও বাসুদেবের উভয় পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উভয়পার্শ্ববর্তী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলে অশ্বগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। বিহঙ্গমকুলের গমনকালে নভোমণ্ডলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমনবেগে অবনীমণ্ডলে সেইরূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। উহারা কিয়ৎক্ষণমধ্যে ভীমের সন্নিহিত হইল।

পাণ্ডবনাশার্থ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ

তখন বাসুদেবপ্রমুখ বীরত্রয় শত্রুবিনাশে সমুদ্যত ক্রোধান্ধত মহাবীর বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদের বাক্যে অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক দ্রৌপদী তনয়নিহন্তা

দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং ক্রূরকর্ম্মা অশ্বত্থামা ঘৃতাক্ত কুশচীরধারী [১] ও ধূলিপটল-পরিবৃত হইয়া তাহারই সন্নিধানে উপবিষ্ট আছেন। তখন মহাবীর ভীম দ্রোণপুত্রকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে শর ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা ভীমবল ভীমসেনকে মহাবেগে আগমন ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে বাসুদেবের রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল অনুমান করিয়া সেই বিপকালে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার মানসে ঈষিকা [২] গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজনপূর্ব্বক 'পাণ্ডব-বংশ বিনষ্ট হউক' বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন উহাতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অশ্বত্থামার অস্ত্রনাশার্থ অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রত্যাগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবাহু মধুসূদন অশ্বত্থামার আকার দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, "সখে! তোমার নিকট যে দ্রোণোপদিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ অস্ত্রত্যাগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভ্রাতৃগণ ও আপনার পরিত্রাণার্থ সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ কর।" তখন অরাতিনিপাতন অর্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশরশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্বাগ্রে অশ্বত্থামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন এবং গুরু ও দেবগণকে নমস্কারপূর্ব্বক 'এই অস্ত্রপ্রভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিরাকৃত হউক' বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র ও অর্জুনের সেই তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল; সমুদয় জীবজন্তু ভয়ে কম্পিত হইল; আকাশমণ্ডলে ভীষণ শব্দ ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল এবং গিরিকানন-পরিপূর্ণা সসাগরা ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সর্ব্বভূতাত্মা নারদ ও ভরতকুলপিতামহ ব্যাসদেব সেই দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সমুদয় লোককে তাপিত দেখিয়া অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা ও তাঁহাদের অস্ত্রতেজ নিবারণ করিবার মানসে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "পূর্বে অনেক বিবিধাস্ত্রবেত্তা মহারথ ছিলেন। তাঁহারা মনুষ্যের উপর কদাপি এরূপ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে ইহারা দুইজনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছেন।"

১৫শে অধ্যায়

মুনিমানরক্ষার্থ অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রোপসংহার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই হুতাশনসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর তাপসদ্বয়কে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিবার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে তঁহাদিগকে কহিলেন, "আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এক্ষণে উহার প্রতিসংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাত্মা অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে আমাদিগের সকলকে ভস্মাবশেষ করিবে। অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোকের মঙ্গল হয় আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন।" মহাত্মা ধনঞ্জয় এই বলিয়া স্বীয় অস্ত্র প্রতিসংহৃত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করা দেবগণেরও অসাধ্য। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন। ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজোদ্বারা বিনির্মিত। ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতিসংহারে চেষ্টা করিলে উহা উৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রুষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই সেই অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। তিনি ইতিপূর্বে ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঋষিদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোনক্রমেই স্বীয় ঘোরতর অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতি দীনমনে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, "মুনিসত্তম! আমি ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই প্রাণরক্ষার্থে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। ভীমসেন সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ কপট ব্যবহার দ্বারা অতি অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমি সেই কারণে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই দুরাসদ দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতিসংহারে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন! আমি রাগোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে।"

অশ্বত্থামার পরাজয়স্বীকার-মস্তকমণিপ্রদান

তখন বেদব্যাস কহিলেন, "বৎস! মহাত্মা অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র বিদিত থাকিয়াও কদাচ তোমার বিনাশের নিমিত্ত রোষভরে উহা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে কেবল তোমার অস্ত্র-নিবারণের নিমিত্তই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন; অচিরাৎ উহার প্রতিসংহারও করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন নাই। মহাবীর অর্জুন ধৈর্যশালী সাধু ও সর্বাস্ত্রবিশারদ; তুমি কি নিমিত্ত তাহাকে তাহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করিয়াছ? যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হয়, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাবীর অর্জুন ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। হে দ্রোণতনয়! এক্ষণে আপনাকে, পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহারপূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হও; পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউক। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কখনই অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করেন না।

এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণকে স্বীয় মস্তকস্থিত মণি প্রদান কর। উঁহারা সেই মণি গ্রহণ করিয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।”

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, “মহর্ষে! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সকল ধনরত্ন আছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা আমার এই মণি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস ও তস্কর হইতে শঙ্কার লেশমাত্র থাকে না। অতএব এই মণি কোনরূপেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নহে, কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাও আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে, আমিও উপস্থিত রহিয়াছি, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু এই অমোঘ ঈষীকাস্ত্র পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভস্থ সন্তানসন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোনক্রমেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না।”

তখন বেদব্যাস কহিলেন, “হে দ্রোণপুত্র। এক্ষণে পাণ্ডবতনয়দিগের কামিনীগণের গর্ভে অস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার কর্ত্তব্য; আর অন্য ইচ্ছা করিও না।” মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে দ্রোণতনয় পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভ উদ্দেশ করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

১৬শ অধ্যায়

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার নিগ্রহ-ব্যবস্থা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহামতি বাসুদেব পাপাত্মা অশ্বথামা পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঈষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, “দ্রোণতনয়! পূর্ব্বে এক ব্রতপরায়ণ বিপ্র বিরাটনগরে বিরাটদুহিতা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরাকে কহিয়াছিলেন যে, ‘রাজকুমারি! কৌরববংশ উৎসন্নপ্রায় হইলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কৌরববংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া উহার নাম পরীক্ষিৎ হইবে।’ হে আচার্য্যতনয়! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, অতএব নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পরীক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে।” তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, “কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক যাহা কহিলে, তাহা কদাচ সফল হইবে না। আমি যাহা কহিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাটদুহিতার গর্ভ রক্ষা করিবার বাসনা করিতেছ, কিন্তু আমার এই অস্ত্র অচিরাৎ তাহাতে নিপতিত হইবে।” বাসুদেব কহিলেন, “দ্রোণতনয়! তোমার দিব্যাস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক মৃত ও পুনরায় জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণাত্মজ! মনীষিগণ তোমাকে পাপ পরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন। তুমি বালকঘাতী, অতএব তোমাকে এক্ষণে অবশ্যই এই পাপকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইয়া মৌনভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে পর্যটন করিবে; কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না। তোমাকে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও পূযশোণিতগন্ধসম্পন্ন [পূযরক্তের দুর্গন্ধে পরিব্যাপ্ত] হইয়া নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ

করিতে হইবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যষ্টি বৎসর পৃথিবী পালন করিবে। হে নির্ব্বোধ! তোমার সমক্ষেই পরীক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি তাহাকে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব। আজ তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর।"

অশ্বত্থামার মস্তকমণিলাভে দ্রৌপদীর শোকশান্তি

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, "হে দ্রোণাত্মজ! তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর করিয়া এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং যখন তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তখন বাসুদেব যাহা কহিলেন, তাহা তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে তপোধন! আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত বাস করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে।" অশ্বত্থামা এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদানপূর্ব্বক বিষন্নমনে সর্ব্বসমক্ষে বনে প্রস্থান করিলেন; পাণ্ডবেরাও সেই মণি গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাস ও নারদকে সম্মান করিয়া সত্বর কৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা কৃষ্ণার নিকট ধাবমান হইলেন।

তাহারা কিয়ৎক্ষণমধ্যে শিবিরে গমনপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী শোকাকুলিতচিত্তে নিরানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত নিতান্ত দুঃখিতমনে দ্রৌপদী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রৌপদীকে অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তাকে পরাজিত করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি উত্থিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ কর।' ধর্ম্মরাজ সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিলে বাসুদেব যখন দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন করেন, তৎকালে তুমি তাহাকে কহিয়াছিলে, 'মধুসূদন! ধর্ম্মরাজ শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়, আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছ। হে দ্রৌপদী! তুমি, তৎকালে যে সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, এক্ষণে তৎসমুদয় স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যলাভের কণ্টকস্বরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বিনাশসাধন এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে আর কেহ কোন অংশেই নিন্দা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অশ্বত্থামাকে পরাজয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও গুরু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাঁহার সমগ্র যশ অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিয়োজিত ও আয়ুধভ্রষ্ট হইয়া দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছে।"

হে মহারাজ! মনস্বিনী দ্রৌপদী বৃকোদরের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "নাথ! আমার মনোরথ সফল হইল। দেখ, গুরুপুত্রও আমার গুরু; অতএব তিনি যে মণি

ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ উহা স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন।” অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণপূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। মণি ধর্ম্মরাজের মস্তকে সন্নিহিত হইলে চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিত পর্ব্বতের ন্যায় তাহার অপুর্ব্ব শোভা হইল। তদ্দর্শনে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন।

১৭শ অধ্যায়

রুদ্রবরে অশ্বত্থামার অলৌকিক শক্তিকথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরত্রয়ের হস্তে স্বীয় সমস্ত সৈন্য ও পুত্রগণের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, “মধুসূদন! পাপাত্মা নরাধম অশ্বত্থামা কিরূপে আমার মহারথ পুত্রগণকে নিপাতিত করিল এবং যে কৃতাস্ত্র মহাবলপরাক্রান্ত ধ্রুপদতনয়গণ লক্ষ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা কি নিমিত্ত দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইল? মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্যও তাহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বীর কি কারণে অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল? ফলতঃ অশ্বত্থামা এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়া একাকী আমার পক্ষীয় সমুদয় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।”

বাসুদেব কহিলেন, “মহারাজ! দ্রোণকুমার নিশ্চয়ই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমুদয় বীরকে নিপাতিত করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইলে বলবীর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার প্রভাবে লোকে ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয়। আমি দেবদেব মহাদেবকে ও তাঁহার পুরাতন কার্য্য-সমুদয় বিশেষরূপে বিদিত আছি। তিনিই সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। তাঁহার প্রভাবে এই জগতের সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান রুদ্রকে কহিয়াছিলেন, তুমি অচিরাৎ ভূতগণের সৃষ্টি কর। ভগবান্ দেবদেব তাঁহার বাক্য-শ্রবণে ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্বাগ্রে প্রজা সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত আর একজন অমরের সৃষ্টি করিলেন। তিনি ভগবান্ রুদ্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পিতাকে কহিলেন, ‘ভগবন্! যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি। তখন কমলযোনি কহিলেন, ‘বৎস! এক্ষণে তোমার অগ্রজ কেহই নাই। মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মকার্য্য নির্বাহ কর। তখন অমর ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সমুদয় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। ঐ সমুদয় প্রজাপতি হইতেই এই চতুর্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর প্রজাগণ নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভক্ষণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট সহসা ধাবমান হইল। তখন তিনি ভীতচিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! প্রজাগণের আহার নির্দেশ পূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন। ব্রহ্মা তাঁহার বাক্যশ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ওষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ-সমুদয়

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণীগণ বলবান দিগের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া জীবসংখ্যা পরিবর্ধিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! প্রজাগণ এইরূপে পরিবর্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইলে ভগবান্ মহাদেব সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত তেজঃপরিবর্ধিত অসংখ্য প্রজা-দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "মহাদেব! তুমি এত দীর্ঘকাল সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে আর কি নিমিত্তই বা এক্ষণে আপনার লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ? তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'বিধাতঃ! আমার অগোচরে আর একজন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমার এই লিঙ্গে আর প্রয়োজন কি? আমি জলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়াছি। প্রজাদিগের ন্যায় ওষধি-সমুদয়ও পরিবর্ধিত হইবে।' ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃসাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।"

১৮শ অধ্যায়

রুদ্রপ্রভাব প্রদর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির সান্ত্বনা

ভগবান কৃষ্ণ কহিলেন, "অনন্তর দেবযুগ অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণসামগ্রী সমুদয় আহরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগ কল্পনাসময়ে ভগবান্ ভুতভাবনকে বিশেষ রূপ বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগনির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল আপনাদিগেরই ভাগ কল্পিত করিয়াছিলেন। তখন কৃত্তিবাসাঃ [ব্র্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী] ভূতপতি স্বীয় ভাগকল্পনা না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলায় করিলেন। হে মহারাজ! লোকযজ্ঞ [লোকোণা—অখিললোকের উপকারসাধন যজ্ঞ], ক্রিয়াযজ্ঞ [বাসনাপূরক কার্য্যযজ্ঞ], গৃহযজ্ঞ [গর্ভাধনাদি সংস্কার—সাধুচরিত্র সন্তানপ্রদ যজ্ঞ ও পঞ্চভূতযজ্ঞ [নিখিল প্রাণীর অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্যসাধন যজ্ঞ] এই চারি যজ্ঞ দ্বারা সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সমুদয় যজ্ঞের মধ্যে লোক্যজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিষ্কু [তিন পোয়া হাতে ১ কিষ্কু = ৫ কিষ্কুতে ৩দ পৌনে চারি হাত] পরিমাণ এক শরাসন নির্ম্মাণ করিলেন। বার ঐ শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল। তখন ভগবান্ মহাদেব ক্রোধভরে সেই কার্মুক গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে দেবগণের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহাকে ধনুষ্পাণি [ধনুর্বাণধারী] অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, পর্বতসকল কম্পিত হইতে লাগিল, সমীরণ স্থির হইলেন, হুতাশনও আর পূর্ব্ববর্ব্বৎ প্রজ্বলিত হইলেন না। অন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; দিবাকরের আর সেরূপ জ্যোতিঃ রহিল না; চন্দ্রমণ্ডল একেবারে শোভাবিহীন হইল এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে। আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন দেবগণ নিতান্ত ভয়াভিভূত হইয়া বিষয়জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞেরও শোভা তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর

মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল; মহেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

এইরূপে যজ্ঞ তথা হইতে প্রস্থান করিলে দেবতাদিগের আর কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ চাপকোটি [ধনুকের ছিলা] দ্বারা সূর্য্যের ভুজযুগল, ভগের নয়নদ্বয় এবং পুষার দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ-সমুদয় ভীত চিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ঘূর্ণায়মান হইয়া তথায় মৃতবৎ নিপতিত রহিলেন। মহাত্মা মহাদেব এইরূপে সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া হাস্যবদনে শরাসন দ্বারা দেবগণের গতিরোধ করিতেন। ঐ সময় দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে শরাসনবিহীন দেখিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন। সেই ক্রোধ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সলিল শোষণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব সূর্য্যকে ভুজযুগল ও পুষাকে তাহার দন্তপংক্তি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদয় জগৎ সুস্থ হইল। দেবগণ সমস্ত হবনীয়দ্রব্যে [আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতাদি বস্তুতে] মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়াতে সমুদয় সুস্থ হইল। এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান ভূতনাথ অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচরসমেত মহাবলশালী পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কখনই এরূপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেব প্রসাদে এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কার্য্যান্তরসাধনের চেষ্টা করুন।”

ঐষীকপর্বাধ্যায় সমাপ্ত

স্ত্রীপর্ব্ব

১ম অধ্যায়

জলপ্রদানিকপর্বাধ্যায়'—ধৃতরাষ্ট্রশোকসান্ত্বনা

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও উভয়পক্ষের সমুদয় সৈন্যসামন্ত নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিলাম, অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্ধরাজের শতপুত্র নিহত হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মূকের ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তাকুলচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে। বসুমতী জনশূন্যা হইয়াছেন। যেসকল ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য নির্বাহ করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্দিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণবাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত দ্রুমের [বায়ুতাড়িত বৃক্ষের] ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "সঞ্জয়! আমার পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণ নিহত হইয়াছে, অতঃপর চিরকালই আমাকে দীনহীনের ন্যায় এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বন্ধুবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষহীন বিহঙ্গমের ন্যায় আমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি? দিবাকর যেমন রশ্মিহীন হইলে নিতান্ত শোভাশূন্য হয়েন, তদ্রূপ আমিও রাজ্যহীন, নেত্রহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্বে পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিতবাক্য শ্রবণ করি নাই এবং বাসুদেব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি তৎকালে বধিরের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই অপরাধেই এই অনুতাপ করিতে হইল। হায়! বৃষভতুল্য মহাবীর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্যতুল্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমাকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্বজন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, নচেৎ বিধাতা কেন আমাকে এরূপ দুঃখভাগী করিবেন? দৈব প্রতিকূল হওয়াতেই আমাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমুদয় বন্ধুবান্ধবের বিনাশ দেখিতে হইল। পৃথিবীতে আমার তুল্য হতভাগ্য আর কেহই নাই। অতএব আজই পাণ্ডবগণ আমাকে ব্রহ্মলোকগমনে সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত শোকার্দিত দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "নরনাথ! আপনি বৃদ্ধগণের মুখে সমুদয় বেদ ও বিবিধ

শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সৃঞ্জয় পুত্রশোকার্ত্ত হইলে মুনিগণ তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্য্যোধন যৌবনমদে মত্ত হইলে আপনি অর্থলালসায় সুহৃদগণের বাক্য গ্রহণ করেন নাই, নিরন্তর কেবল দুঃশীলগণের বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তাহারই ফলভোগ করিতে হইতেছে। আপনার বুদ্ধি অসিস্বরূপ হইয়া আপনাকেই ছেদন করিতেছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রূর, অহঙ্কারী, অল্পবুদ্ধি ও অসন্তুষ্ট ছিল। সেই দুরাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব এবং ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই; সতত কেবল যুদ্ধবাসনাই প্রকাশ করিত। সেই নিমিত্তই সে রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী; ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক ও মোহের বশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তিদিগকেই প্রশংসা করিতেন, সেই নিমিত্তই যাবতীয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট ও শত্রুদিগের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে উভয়পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয়পক্ষে সমভাব প্রদর্শন করেন নাই। হে মহারাজ! যে কার্য্য করিলে শেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়ঃকল্প। আপনি পুত্রের প্রীতিসাধনার্থ তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আপনাকে এক্ষণে অনুতাপ করিতে হইল। যে আপনার পতনবিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে পর্ব্বতে আরোহণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া আপনার মত অনুতাপ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। শোক অর্থলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রে সংযোগপূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্ত্ত হয়, তাহাকে কখনই পণ্ডিত বলা যায় না। পূর্ব্বে আপনারা পিতা-পুত্রে লোভরূপ ঘৃত ও বাক্যরূপ বায়ুদ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ পাবকে শলভকুলের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি অশ্রুবর্ষণদ্বারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, উহা কিন্তু নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পণ্ডিতেরা কহেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাশ্রু অনলস্বরূপ হইয়া মৃতব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।” মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

২য় অধ্যায়

বিদুরের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে মহাত্মা বিদুর অমৃততুল্য বাক্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের

অন্ত। কৃতান্ত বীর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন? দেখুন, লোকে যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। ফলতঃ কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! প্রাণীগণের জন্মগ্রহণের পূর্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে পুনরায় অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিবার তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে সমর্থ হয় না, তখন আপনি কি নিমিত্ত এইরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন? কৃতান্ত সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। তৃণাগ্রসমুদয় যেমন বায়ুবেগে বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ প্রাণীগণ কৃতান্তের বশীভূত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করে। হে মহারাজ! সকলকেই সেই একমাত্র কৃতান্তের করালকবলে নিপতিত হইতে হইবে। কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। অতএব মৃতব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে যদি শাস্ত্রযুক্তি আপনার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সংগ্রামনিহত বীরগণের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল বীর স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রতপরায়ণ; বিশেষতঃ তাঁহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি? আর দেখুন, জন্মগ্রহণের পূর্বে ঐ সমস্ত বীরগণের দর্শনলাভ হয় নাই এবং এক্ষণেও পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; আর তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। হে মহারাজ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ এবং শত্রু বিনষ্ট করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক; সুতরাং যুদ্ধপ্রবৃত্তি কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। যাঁহারা সমরে নিহত হয়েন, তাঁহারা ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য লাভ করেন। দেবরাজ রণনিহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অভীষ্ট লোক নির্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই। বীরগণ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া যেমন অবিলম্বে স্বর্গলাভ করেন, অন্যে প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলনদ্বারা সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। সেই সমস্ত মহাবীর বিপক্ষ বীরগণের দেহরূপ হুতাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গলাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত মহাবলপরাক্রান্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আপনি শোকাবেগ সংবরণপুর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন, করুন। শোকে অভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য বিস্মৃত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতাপিতা ও পুত্রকলত্র বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কেহই কাহার নহে। এই সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে; তৎসমুদয় প্রতিনিয়ত মুর্খকেই অভিভূত করিয়া থাকে, পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কদাচ সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! কাহারও উপর কালের প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। কাল কাহারই প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না; সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই কালপ্রভাবে পরিবর্ধিত ও বিনষ্ট হয়। সকলে নিদ্রিত হইলেও একমাত্র কাল নিরন্তর

জাগরিত থাকে। উহাকে অতিক্রম করা নিতান্তই সুকঠিন। দেখুন, জীবন, যৌবন, রূপ, ধন, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে; বিবেচক লোকেরা এই ভাবিয়া ঐ সমস্ত বিষয়ে কোনক্রমেই লিপ্ত হয়েন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত একাকী এই সাধারণভোগ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন? লোকে দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অনুশোচনদ্বারা তাহার সেই দুঃখ কদাচ নিরাকৃত হয় না। দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখনাশের প্রকৃত ঔষধ। নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করিলে উহা কদাচ অপনীত হয় না, প্রত্যুত পরিবর্ধিত হইতে থাকে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা অনিষ্টাপিত ও ইষ্টবিয়োগ এই দুই কারণবশতঃ মনোদুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হয়। হে মহারাজ! শোক প্রকাশ করা ধর্ম্মানুশীলন, অর্থচিন্তা বা সুখভোগ নহে। শোকাকুল হইলে লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্গ নষ্ট হইয়া থাকে। মুর্খেরা বিশেষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অবস্থায় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে মানসিক দুঃখ ও ঔষধপ্রভাবে দৈহিক দুঃখ অপনীত করিবেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কাহারও দুঃখদূরীকরণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ শয়ন, অবস্থান করিলে পশ্চাৎ অবস্থান ও ধাবমান হইলে উহা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যে-যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে এবং যে শরীরে যেরূপ কর্ম্মেরর অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখ হইয়া থাকে। সকলেই আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই ফলভোগে সমর্থ হয়েন না। হে মহারাজ! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনই জ্ঞানবিরুদ্ধ বহু পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না।”

৩য় অধ্যায়

বিদুরকর্ত্তৃক জীবের অস্থায়িত্ব বর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “মহাত্মন! তোমার পরম উপাদেয় বাক্যশ্রবণে আমার শোকনিবারণ হইল। এক্ষণে আমি পুনরায় তোমার মধুরবাক্য শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব পণ্ডিতেরা অনিষ্টাপিত ও ইষ্টবিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কিরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন কর।”

বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! যে যে উপায়দ্বারা মনোদুঃখ ও সুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক সুখদুঃখবর্জিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, সকলই অনিত্য। মানবগণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার পদার্থ। যখন বিদ্বান, মূর্খ, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলেই একত্র হইয়া স্নায়ুপরিবৃত [সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাদ্বারা বেষ্টিত] অস্থিময় মাংসশূন্য গাত্রে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তৎকালে অপর লোকে কিরূপে তাহাদিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে? লোকে আপনার বুদ্ধির দোষেই পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে

গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই। লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নুতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা তদ্রূপ এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রাণীগণ স্ব স্ব কার্য্যদ্বারাই ইহলোকে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মদ্বারা স্বর্গ ও সুখদুঃখ লাভ হয় বলিয়াই মনুষ্য অবশই হউক ও স্ববশই হউক, সততই কর্ম্মভার বহন করে। যেমন মৃন্ময় ভাণ্ডের মধ্যে কতকগুলি কুলালচক্রে আরূঢ়, কতকগুলি কিঞ্চিৎ আকারসম্পন্ন, কতকগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতকগুলি ছিন্ন, কতকগুলি অবরোপ্যমাণ, কতকগুলি অবতীর্ণ, কতকগুলি শুষ্ক, কতকগুলি অনলদগ্ধ, কতকগুলি অনল হইতে উদ্ধৃত ও কতকগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণীগণের মধ্যে কেহ কেহ গর্ভবাসকালে, কেহ কেহ প্রসবান্তে, কেহ কেহ একদিন পরে, কেহ কেহ এক পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসাবসানে, কেহ কেহ এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে, কেহ কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়া থাকে। ভূতগণ জন্মান্তরীণ কার্য্যদ্বারা ইহলোকে জন্মগ্রহণ বা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যখন সংসারের এইরূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? প্রাণীগণ যেমন সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যেসকল বিজ্ঞলোক ইহলোকে প্রাণীগণের হিতচেষ্টা করেন, তাঁহাদিগেরই পরমগতি লাভ হয়।"

৪র্থ অধ্যায়

দেহের অসারতা—গর্ভবস বিবরণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বাক্যবিশারদ[বাক্‌পটু]! অতি দুর্জ্ঞেয় সংসারের গতি কিরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি যথার্থরূপে উহা কীর্ত্তন কর।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! প্রাণীদিগের জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জীব সর্ব্বপ্রথমে গর্ভমধ্যে গাঢ়রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া মাংসশোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে, পরিশেষে বায়ুপ্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়পাশে বদ্ধ হইতে থাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। গ্রহসমুদয় আমিষলোপ সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়, ব্যাধিসকল কর্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন তাহাকে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় কাহাকে সৎকর্ম্ম আর কাহাকেই বা অসৎকর্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরাই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে।

ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে যমলোকগমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যমদূত তাহাকে যথাকালে আকর্ষণপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সংসারের কি চমৎকার গতি! লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনাকে উপেক্ষা করে; ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া একেবারে আত্মজ্ঞানরহিত হয় এবং কৌলীন্যমর্য্যাদা [বংশগৌরব] প্রভাবে কুলহীনদিগকে ও ধনদর্পে দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে অন্যের উপর দোষারোপ ও অন্যকে মূর্খ জ্ঞান করে; কিন্তু আপনার শাসন বা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যখন প্রাজ্ঞ ও মূঢ়, ধনবান্ ও নির্দ্ধন এবং মর্য্যাদাপন্ন ও মর্যাদাহীন সকলেই প্রাণপরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র হইয়া অস্থিভূয়িষ্ঠ শিরাসংযুক্ত মাংসশূন্য কলেবরে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোন প্রকার লক্ষণদ্বারা তাহাদের কুল, রূপ ও গুণ অবগত হইতে পারে না। যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে? হে মহারাজ! যে ব্যক্তি জন্মাবধি এই বাক্য শ্রবণ করে, তাহার অন্তে পরমগতি লাভ হয় এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না।”

৫ম অধ্যায়

সংসারাসক্তির স্বরূপ নির্দেশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! যে বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মগহনে প্রবেশ করা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন কর।”

বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষিগণ সংসারকে বনস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশাচরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূরিত। উহা এরূপ ভয়ানক যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয়। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ‘কাহার শরণাপন্ন হইব’ এই ভাবিয়া দশদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন। কিন্তু কোনক্রমেই সেই বনচরদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ ভীষণ কানন বন্ধনজালে সমাবৃত ও শৈলের ন্যায় সমুন্নত পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ। এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয়দ্বারা ঐ অরণ্য আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ কাননে সুদৃঢ় তৃণলতাদিমণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল। দ্বিজবর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধপাদে অধোমস্তকে বৃন্তসংলগ্ন[বোঁটাযুক্ত] পনস[কাঁটাল]ফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। ব্রাহ্মণ যে কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, এমন নহে, ঐ স্থানেও তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। তিনি তথায় সেই অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা মহাসর্প ঐ কূপের অধোভাগে

অবস্থিত রহিয়াছে এবং একটা ষড়বক্ত্র[ছয় মুখ] দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদমত্তমাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সমীপে আগমন করিতেছে। ঐ বৃক্ষের প্রশাখায় নানারূপধারী ভয়ঙ্কর মধুকরগণ মধুক্রম আবৃত করিয়া নিরন্তর প্রাণীগণের প্রার্থনীয় ব্রহ্মারও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধু পান করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতকগুলি কৃষ্ণসর্প ও শ্বেতবর্ণ মূষিক দশনদ্বারা ঐ পাদপচ্ছেদনে [বৃক্ষকর্ত্তনে] প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই বৃক্ষশাখা হইতে অনবরত মধুধারা নিঃসৃত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কটসময়েও সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইলেন না; বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন ঐ অবস্থাতেও তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না। হে মহারাজ! ঐ অরণ্যে প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুগণ, দ্বিতীয়তঃ সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়তঃ কূপের অধঃস্থিত মহাসর্প, চতুর্থতঃ কূপমুখস্থ বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মত্তমাতঙ্গ, পঞ্চমতঃ মূষিকদশনচ্ছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠতঃ মধুলুব্ধ মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে সেই অরণ্যে কূপমধ্যে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কোনক্রমেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়

রূপকথায় সংসারের চিত্রপ্রদর্শন

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন? তিনি যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, সে স্থান কোথায় এবং তথা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, তাহা কীর্ত্তন কর। তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! মোক্ষধর্ম্মবিৎ [মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মে অভিজ্ঞ] পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ উহা বিশেষ অবগত হইয়া ও সাবধানে অবস্থান করিতে পারিলে পরলোকে সুকৃতিলাভে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে যে মহারণ্যের কথা কহিলাম, উহা মহাসংসার। উহাতে যেসকল হিংস্রজন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি, আর সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপ-লাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মানবগণের দেহস্বরূপ। ঐ কূপের অধোভাগে যে মহাসর্প বাস করিতেছে, সে মনুষ্যগণের সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, প্রাণীগণের অন্তক কাল। ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ লম্বমান রহিয়াছে, উহা মনুষ্যদিগের জীবিতাশা; যে ষড়ানন কুঞ্জর ওই কূপমুখস্থিত বৃক্ষসমীপে গমন করিতেছে, উহা সংবৎসর; উহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ চরণ দ্বাদশ মাস। যেসকল মূষিক ও পন্নগ ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, উহারা প্রাণীগণের আয়ুক্ষয়কর দিবা ও রাত্রি। আর যেসকল মধুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহারা কাম। আর সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে, উহা

কামরস। মানবগণ ওই রসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে। হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এইরূপ স্থির করিয়া উহাতে বদ্ধ হয়েন না।”

৭ম অধ্যায়

দুঃখপরিহারে সংসার-শান্তি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “মহাত্মন্! তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিলে। তোমার বাক্যামৃত পান করিতে পুনর্বার কৌতূহল হইতেছে।”

বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! পণ্ডিতেরা যাহা শ্রবণ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়েন, আমি পুনর্বার সেই বিষয় সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। লোকে যেমন অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ নির্বোধ লোকেরা এই সংসারপর্যটনক্রমে বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করে; কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা হইতে মুক্ত হয়েন, এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ লোকেরা এই সংসারগহনকে পথ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই এই পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; কেবল পণ্ডিতগণ উহাতে বিরত হইয়া আছেন। ঐ পথে হিংস্রজন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক বিবিধ ব্যাধি সতত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। যদি কেহ কোনক্রমে ব্যাধির হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে জরা ক্রমে ক্রমে তাহাকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার রূপ বিনাশ করিতে থাকে; কিন্তু মনুষ্য এরূপ নির্বোধ যে, ঐরূপ দুরবস্থাতেও কোনক্রমে জীবিতকামনা পরিত্যাগ করে না; সততই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিলিপ্ত থাকে। সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণের রূপ পরমায়ু ক্ষয় করিতে থাকে; কিন্তু ঐ নির্বোধেরা উহাদিগকে কালের প্রতিনিধি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। সকলে স্ব স্ব কৰ্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণীগণের শরীরকে যমের রথ, জীবনকে ঐ রথের সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে উহার অশ্ব ও কৰ্ম্মবুদ্ধিকে ঐ অশ্বদিগের রশ্মি বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণকে বুদ্ধিরূপ প্রগ্রহ[লাগাম]দ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদের অনুধাবন করে, তাহাকে এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। আর যাহারা ঐ অশ্বগণের সহিত ভ্রমণ করিয়াও মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতে হয় না।

“হে মহারাজ! মানবগণকে এইরূপে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ দুঃখভোগ করিতে হয়; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই দুঃখনিবারণের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। উহাতে উপেক্ষা করা কোনরূপেই বিধেয় নহে। উপেক্ষা করিলে উহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবর্ধিত হইতে থাকে। ইহলোকে যিনি ক্রোধলোভে বিবর্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যবাদী, তিনিই শান্তিলাভে সমর্থ হয়েন। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত নির্বোধ ও মুগ্ধ, সেই আপনার মত রাজ্য, সুহৃৎ ও পুত্রবিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া অনুতাপ ও দুঃখভোগ করে। সংযতচিত্ত সাধু ব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ মহৌষধি প্রয়োগপূর্ব্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধি নিরাকৃত করিয়া থাকেন। চিত্তস্থৈর্য্য দুঃখবিমোচনের যেরূপ উৎকৃষ্ট উপায়, বিক্রম, অর্থ বা বন্ধুবান্ধব সেরূপ নহে; অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া দুঃখ সংবরণ করুন। দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক তিন-অশ্বসংযুক্ত

মানস-রথে আরোহণ করিতে পারেন, তিনি শমন-ভয় পরিহারপূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হয়েন। আর যিনি প্রাণীগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করেন। অভয়দানে যেরূপ ফললাভ হয়, সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানে ও নিত্য উপবাসেও সেরূপ ফললাভ হয় না। প্রাণীগণের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। কেহই মৃত্যু অভিলাষ করে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসূক্ষ্মদর্শী ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণ মোহজালে জড়িত হইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে থাকে। আর সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।"

৮ম অধ্যায়

মরণকামী ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণান্তর মূর্হিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও দ্বারপালগণ তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বহুক্ষণ সুশীতলজলসেক, তালবৃন্ত-বীজন [তালপাতার পাখার বাতাস] ও গাত্রসংস্পর্শদ্বারা পরমযত্নসহকারে তাহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। এইরূপে অন্ধরাজ বহুক্ষণের পর সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া বিলাপ করিয়া ব্যাসদেবকে কহিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! মানবদেহধারণে ধিক! মনুষ্যদেহধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ববিনাশের নিমিত্ত পদে পদে বিষাগ্নিসদৃশ বিবিধ দুঃখ উপস্থিত হইয়া শরীর দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে। দুঃখাগ্নিতে দেহ দগ্ধ হইলে লোক অচিরাৎ মৃত্যু প্রার্থনা করে। এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতঃই আমার এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে; অতঃপর প্রাণপরিত্যাগ ব্যতীত এ দুঃখের আর নিষ্কৃতি দেখিতেছি না; অতএব আমি আজই কলেবর পরিত্যাগ করিব।" মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই কথা কহিয়া শোকে নিতান্ত অভিভূত ও চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

নিয়তির নিয়োগে দুর্দৈব সঞ্চয়

তখন মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, মেধাবী ও পরমধার্ম্মিক। কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই। মর্ত্ত্যদিগের অনিত্যতা বিষয় বিশেষ অবগত আছ। যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জমপরিগ্রহকারী ব্যক্তিমাত্রেরই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন তুমি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? দৈব তোমার সাক্ষাতে দুর্য্যোধনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদের এই বিরোধ উৎপাদন করিয়াছে; সুতরাং কৌরবকুলের ধ্বংস দৈবায়ত্ত ও অখণ্ডনীয়; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পরলোকগত বীরগণের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? মহামতি বিদুর সন্ধিসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন

নাই। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকে চিরকাল যত্ন করিলেও দৈব ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না।

"হে বৎস! দেবগণ তোমাদের কুলক্ষয়ের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে। পূর্বে আমি একদা পুরন্দরের সভায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সমস্ত দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ সময় বসুমতীও স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা পূর্বে ব্রহ্মার নিকেতনে আমার নিমিত্ত যে কার্য্যসাধনে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান কর।' তখন সর্ব্বলোক পূজনীয় বিষ্ণু বসুমতীর সেই কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বসুন্ধরে! ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন তোমার কার্য্যসাধন করিবে। সে ভূপতি হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। ঐ দুরাত্মার কার্য্যসাধনার্থ অন্যান্য ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া দৃঢ়তর অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের বধসম্পাদন করিলেই তোমার ভারলাঘব হইবে। এক্ষণে অবিলম্বে স্বস্থানে গমন করিয়া লোকদিগকে ধারণ কর।'

"হে মহারাজ! তোমার পুত্র দুর্যোধন লোকসংহারের নিমিত্ত কলির অংশে গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ, চপলস্বভাব, ক্রুদ্ধ ও দুর্বিনীত ছিল। দৈবপ্রভাবে তাহার ভ্রাতৃগণও তৎসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি মাতুল ও কর্ণ পরমসখা হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় অন্যান্য অনেক ভূপতিও লোকবিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজা যেরূপ সভাবসম্পন্ন হয়েন, প্রজারাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম [ধর্ম্মরূপে লোকগণের মান্য—আচরণীয়] হইয়া উঠে। স্বামীর গুণ-দোষপ্রভাবে ভৃত্যের গুণ-দোষ সমুৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই। দুষ্ট রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য তনয়গণ নিহত হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত অনর্থক শোক করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্রেরা নিতান্ত দুরাচার ছিল; তাহাদের দোষেই সমুদয় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের অণুমাত্র অপরাধ নাই।

"পূর্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূয়যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, "মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের কুলক্ষয় করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ঐ সময় পাণ্ডবগণ নারদের সেই বাক্যশ্রবণে যারপরনাই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে বৎস! এক্ষণে তোমার নিকট এই সকল গুপ্তকথা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ, প্রাণধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। আমি পূর্বেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয়যজ্ঞসময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের সহিত বিদ্রোহঘটনা না হইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব[প্রাবল্য— প্রাধান্য] ও অখণ্ডনীয়তাপ্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারও কৃতান্তের নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি ধার্মিক, বুদ্ধিবিশারদ এবং প্রাণীগণের সদ্গতি

ও দুর্গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ, তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ? রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকে এরূপ শোকাভিভূত জানিতে পারিলে প্রাণপরিত্যাগেও ক্ষান্ত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ একান্ত ধীর। তিনি পশুপক্ষীর প্রতিও নিয়ত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি তাহার দয়া না হইবার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা, দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুধ্যান ও পাণ্ডবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া জীবনধারণ কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকসমাজে কীর্ত্তিলাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও দীর্ঘকাল তপানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর প্রজ্ঞা রূপ জলসেচনদ্বারা প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্বাপিত করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

হে জনমেজয়। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজাঃ বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহর্ষে! আমি গুরুতর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি। বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার মুখে নিগূঢ়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম যে, আমার পুত্রগণ দৈবপ্রভাবে নিহত হইয়াছে। অতএব আর আমি প্রাণত্যাগের বাসনা বা শোকপ্রকাশ করিব না।" মহারাজ! তখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

৯ম অধ্যায়

সঞ্জয়ের কালোচিত কর্ত্তব্য উপদেশ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্ম! ভগবান্ বেদব্যাস প্রস্থান করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? আর ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি বীরত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। অনন্তর সঞ্জয় দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া ধৃতরাষ্ট্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! নানাদেশীয় ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বৈরতা উচ্ছিন্ন করিবার মানসে সমুদয় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছে। এক্ষণে আপনি যথানিয়মে পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন।" অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিদুর তাঁহাকে ভূতলশায়ী দেখিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! সমুদয়: জীবকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। অতএব আপনি শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। প্রাণীগণের জন্মের পূর্বে অভাব, তৎপরে কিয়দ্দিন মাত্র স্থিতি এবং পরিশেষে নিধনানন্তর পুনরায় অভাব লক্ষিত হয়; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা বিজ্ঞোকের কর্ত্তব্য নহে। শোক, করিলে মৃতব্যক্তিকে প্রাপ্ত বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়া যায় না। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? দেখুন,

লোকে সংগ্রামবিমুখ হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কাল সমুদয় জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয় বা অপ্রিয়, কেহই নাই। তৃণরাশি যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, প্রাণীগণও তদ্রূপ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহলোক সমুদয় জীবগণকেই একস্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব কালবশবর্তী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর আপনি যেসমস্ত মহাত্মার নিমিত্ত শোক। করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহারা শৌচ্য নহেন। তাঁহারা সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বীরগণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া যেরূপ সহজে স্বর্গলাভ করেন, অন্যান্য লোকে প্রভূতদক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যাপ্রভাবে সেরূপ সহজে স্বর্গারোহণে সমর্থ হয় না। আপনার পক্ষীয় সমুদয় বীরই বেদবেত্তা ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রামবিমুখ হয়েন নাই। তাঁহারা বিপক্ষদিগের শরীরানলে শরাহুতি প্রদান ও অনায়াসে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের স্বর্গলাভের উত্তম পথ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রাম অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। আপনার পক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই শোচনীয় নহেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং আশ্বাসিত হইয়া শোক সংবরণ করুন। শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না।”

১০ম অধ্যায়

মৃতগণের অনুসরণে সমরাঙ্গন-যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, "মহাত্মন্! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য মুহিলাগণকে অবিলম্বে আনয়ন কর।" অন্ধরাজ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে যানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিলেন। রোরুদ্যমানা রমণীগণ রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা, বিদুর শোকসন্তপ্তচিত্তে আর্ত্তস্বরে সেই রোরুদ্যমানা কুলকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক রথে সংস্থাপিত করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবগণের প্রতিগৃহে আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইল। পূর্বে দেবগণও যে রমণীগণের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্রপথে নিপতিত হইতে লাগিল। আলুলায়িতকেশা, একবাস্ত্রা কামিনীগণ অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক হরিণীগণ যেমন যূথপতির বিনাশে দুঃখার্ত্ত হইয়া শৈলগুহা হইতে বহির্গত হয়, তদ্রূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শোকাকুলিতচিত্তে অঙ্গনচারিণী [আঙ্গিনায় বিচরণশীল]] ঘোটকীর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধ হইল যেন, তাঁহারা যুগান্তকালীন লোকসংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সময় তাঁহারা শোকে নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্যবিধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্বে যে কামিনীগণ সখীগণের নিকটেও লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে শ্বশ্রূ[শাশুড়ী]দিগের সমীপেই লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক একবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। পূর্বে যাঁহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাসপ্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন, এক্ষণে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে সেই রোরুদ্যমানা রমণীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিতমনে সমরাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। শিল্পী, বণি ও বেশ্যারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহিলাগণের আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। বীরগণ যুগান্তকালে প্রাণীগণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

১১শ অধ্যায়

পাণ্ডবহস্তে অশ্বত্থামার পরাজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশ মাত্র গমন করিলে মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ বীরত্রয় জ্ঞানচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র অতিদুষ্কর কার্য্যসাধন করিয়া অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য সমুদয় সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কেবল আমরা তিনজন অবশিষ্ট আছি।"

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজ্ঞি! তোমার পুত্রগণ যখন নির্ভীকচিত্তে বীরজনোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা তেজঃপুঞ্জকলেবর ধারণ করিয়া অমরগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্যলোকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই সমরে পরাঙ্মুখ বা শত্রুগণের শরণাপন্ন হইয়া নিহত হয় নাই। প্রাচীন মহাত্মারা ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই উৎকৃষ্ট গতিলাভের কারণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার পুত্রগণের অরাতি পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও আমি, আমরা তিনজন, দুরাত্মা ভীমসেন অধর্ম্মানুসারে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সেই রজনীতে শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমরা এইরূপে তোমার পুত্রের শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক পরিশেষে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ রোষভরে নিশ্চয়ই বৈরনির্য্যাতনার্থ সমাগত হইবে বিবেচনা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ পুত্রদিগের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতঃপর আর এ স্থানে অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি শোকসংবরণ করিয়া আমাদিগকে প্রস্থানে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজও আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন।"

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে তিনজনে তিন দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরত্রয় সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক পৃথক স্থানে গমনে প্রবৃত্ত হইলেই মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পরাজিত করেন।

১২শ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির ধৃতরাষ্ট্র-সাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মহাত্মা বাসুদেব, সাত্যকি, যুযুৎসু ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদীও দুঃখশোকাকুলিতচিত্তে পাঞ্চালমহিলাগণের সহিত ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোকপীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন। কামিনীগণ কুররীর ন্যায় দুঃখিতমনে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, “হা ধর্ম্মরাজ। এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনৃশংসতা কোথায় গেল? তুমি কিরূপে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে বিনাশ করিলে? মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে সংহার করিয়া কি তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না? এক্ষণে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং গুরু ও ভ্রাতৃগণবিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে।”

ধৃতরাষ্ট্রকরে লৌহভীমচূর্ণ

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহিলাগণের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অন্যান্য পাণ্ডবেরাও স্ব স্ব নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক অন্ধরাজের অভিবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্নমনে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার মানসে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহার শোকানল ক্রোধসমীরণে সন্ধুক্ষিত হইয়া ভীমসেনরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছে। হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব ইহার পূর্ব্বেই ভীমের উপর ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অন্ধরাজের ভাবদর্শনে তাহার অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া ভীমকে হস্তদ্বারা অবরোধপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। অযুত নাগতুল্য বলশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমকে প্রাপ্তিমাত্র ভুজদ্বারা গ্রহণ করিয়া যথার্থ ভীমবোধে বলপ্রকাশপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমের লৌহময় প্রতিকৃতি চূর্ণ করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল বিমথিত হইয়া গেল এবং আস্যদেশ হইতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোণিতসিক্তকলেবরে পুষ্পিত পারিজাতের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে “হা ভীম! হা ভীম!” বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব অন্ধরাজকে ক্রোধহীন ও ভীমবধে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন, প্রকৃত ভীমকে বিনাশ করেন। নাই। আমি আপনাকে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ভীমকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বোধ

করিয়া অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। আপনি ভুজযুগলদ্বারা পরিগ্রহ করিলে কোন্ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারে? কৃতান্তের সন্নিহিত হইলে যেমন কেহ জীবিতসত্ত্বে' বিমুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনার বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে কোন বীরই। জীবিতলাভে সমর্থ হয় না। আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট দুর্য্যোধননির্ম্মিত লৌহময় ভীমপ্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আপনার মন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মর্ভাবশূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আপনি ভীমসেনকে বিনাশ করিবার অভিলায় করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভীমকে সংহার করা আপনার শ্রেয়ঃ নহে। দেখুন, আপনার পুত্রগণ কদাচ জীবিত থাকিতেন না, নচেৎ আমরা পূর্বে শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াও কি নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না? অতএব এক্ষণে উহা বিশেষরূপে অনুধ্যান করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন।”

১৩শ অধ্যায়

লৌহভীমভঙ্গে কৃষ্ণের তিরস্কার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর পরিচারকগণ অন্ধরাজের গাত্রপ্রক্ষালনাদি [পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা] শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিলে বাসুদেব, পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, “নরনাথ! আপনি সমস্ত কার্য্যাকার্য্যবিবেচনায় সমর্থ ও বহুদর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে কি নিমিত্ত স্বয়ং অপরাধ করিয়া ঈদৃশ কোপ প্রকাশ করিতেছেন? তৎকালে আমি ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয়, আমরা সকলে আপনাকে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীর্য্যশালী; সুতরাং তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনই অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন! আমরা ঐরূপে বারংবার আপনাকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলেও আপনি, সে সময় আমাদিগের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন; কোনক্রমে তদনুরূপ কার্য্য করিলেন না। দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি মহীপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি মঙ্গললাভে সমর্থ হয়েন, আর যিনি হিতাহিতবিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে নিশ্চয়ই দুর্নীতিনিবন্ধন বিপদগ্রস্ত হইয়া শোক করিতে হয়। আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব ও দুর্য্যোধনের বশবর্তী ছিলেন বলিয়াই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমসেনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ভীর্ম্মের অপরাধ কি? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদর তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বৈর নির্য্যাতন করিয়াছেন। আপনি নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্য্যোধনও উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধসংবরণ করুন।”

হে জনমেজয়! দেবকীপুত্র বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মাধব! তুমি যাহা যাহা কহিতেছ, তৎসমুদয়ই সত্য, কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ আমাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি ভীমের অশুভানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছিলাম। তুমি ভাগ্যক্রমে সত্যপরাক্রম মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে রক্ষা করাতে

সে আমার ভুজপঞ্জরে নিপতিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; আমার শোকতাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে। অতঃপর মহাবীর ভীমসেনকে কুশলপ্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব। আমার তনয়গণ ও অন্যান্য ভূপতিসমুদয় নিহত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আস্পদ [স্থান] হইল।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

১৪শ অধ্যায়

অভিশাপে উদ্যতা গান্ধারীর প্রতি ব্যাস-উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা পতিপরায়ণা গান্ধাররাজদুহিতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অরাতিবিহীন অবগত হইয়া শাপ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদৃষ্টি সর্ব্বভূতভাববেত্তা সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভাগীরথীর বিমল জলে অবগাহনপূর্ব্বক মনোমারুতবেগে অচিরাৎ পুত্রবধূর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার মানসে কহিলেন, "বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতিপূর্বে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন অরাতিগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিয়াছিল, মাতঃ! আমি শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তুমিও সেই সেই সময়ে তাহাকে কহিয়াছিলে, 'বৎস! যেখানেই ধর্ম্ম, সেখানেই জয়।' হে কল্যাণ! তুমি সমুদয় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত। তোমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য নৃপতির প্রাণ সংহারপূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যথার্থ সম্পাদন করিয়াছে। পূর্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমাগুণ ছিল; আজ তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ? এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্বোক্ত বাক্য স্মরণপূর্ব্বক এক্ষণে কোপ সংবরণ কর।"

গান্ধারী কহিলেন, "ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই; আর উহারা যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাকে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, উহার সেই অধর্ম্মই আমার কোপানল প্রজ্বলিত করিতেছে। সংগ্রামস্থলে

আপনার প্রাণরক্ষার্থ সাধুজনসমুদ্দিষ্ট[সাধুজনকর্ত্তৃক বিহিত] ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীরপুরুষের উচিত কার্য্য?”

১৫শ অধ্যায়

গান্ধারীর নিকট ভীমের ক্ষমাপ্রার্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীতচিত্তে তাঁহাকে অনুনয়সহকারে কহিতে লাগিলেন, “মাতঃ! আমি আত্মরক্ষা করিবার মানসে ভয়প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি। ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহাকে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমাকে বিনাশ করিলেই রাজ্যগ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজঃস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বিশেষতঃ তাহাকে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সসাগরা বসুন্ধরাভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্ত আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! যৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীকে বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালেই তাহাকে বিনাশ করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণপূর্ব্বক বিস্তর ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই ঐরূপ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে দুর্য্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল এককালে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও রোষশূন্য হইয়াছি।”

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “ভীম! তুমি বৈরনির্য্যাতনমানসে দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটি সাধুজনবিগর্হিত ক্রুর ও অনার্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।” তখন ভীমসেন কহিলেন, “আর্য্যে! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরেরও রুধির পান করা অকর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ভ্রাতা আত্মার তুল্য, সুতরাং দুঃশাসনের রুধিরপান আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বস্তুতঃ আমি তাহার রুধিরপান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর-ওষ্ঠ অতিক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই, কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল। এই বিষয় মহাবীর কর্ণ সম্যক অবগত ছিলেন। বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে আপনার আত্মজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তৎকালে তাহাদিগের ত্রাসোৎপাদনের [ভয় জন্মাইবার] নিমিত্ত ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা

অদ্যাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে আমাকে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত। এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমাকে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন?"

তখন গান্ধারী কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাদিগের একশত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের নিকট অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিকেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, আমাদিগের রাজ্যও অপহৃত হইয়াছে, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে। যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না।"

যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা প্রার্থনা

হে মহারাজ! পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা [পুত্রপৌত্রমরণে দুঃখিতা] রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে পুনরায় কহিলেন, "এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়?" তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে গান্ধাররাজতনয়ার সন্নিহিত হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, "দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতি নৃশংস এবং আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু; আপনি এক্ষণে আমাকে অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র। আর্য্যে! আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়। আমি যখন তাদৃশ সুহৃদ্‌গণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির কুনখী [নখে ক্ষতযুক্ত—পাপজ ব্যাধিযুক্ত] হইলেন। ঐ সময় অর্জুন সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিলেন।

যুধিষ্ঠিরাদির কুন্তীদর্শন দ্রৌপদী-বিলাপ

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বীরপ্রসূতি জননী কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহুদিন তনয়গণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বসনে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতকলেবর দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্রে বারংবার করস্পর্শ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীকে ভূতলে নিপতিত ও অনর্গলনির্গলিত [অবিরাম পতিত] অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বিস্তর অনুতাপ করিলেন।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্যে! এক্ষণে অভিমন্যু ও আমার পুত্রেরা কোথায় গেল? তাহারা বহুদিনের পর এখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে না। আমি যখন পুত্রহীন হইয়াছি, তখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি?" তখন বিশাললোচনা [বিস্তৃতনেত্রা—প্রশস্তনয়না] কুন্তী যাজ্ঞসেনীকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যশস্বিনী গান্ধাররাজতনয়া স্বীয় পুত্রবধূর সহিত তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীকে কহিলেন, "বৎসে! তুমি আর দুঃখপ্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকদুঃখে একান্ত আকুল হইয়াছি; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই লোকক্ষয় কালকৃত ও অবশ্যম্ভাবী। পূর্বে মহামতি বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হইল; এক্ষণে এই দুর্নিবার বধব্যাপার অতিক্রান্ত হইয়াছে; অতএব এসময়ে আর শোকপ্রকাশের আবশ্যকতা নাই। যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা অবিধেয়। আর দেখ, তুমি যেরূপ শোকে আকুল হইয়াছ, আমিও তদ্রূপ কাতর হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে কে আমাদিগকে আশ্বাসিত করিবে? বস্তুতঃ আমারই দোষে এই কুলক্ষয় হইল।"

জলদানিকপর্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৬শ অধ্যায়

স্ত্রীবিলাপপার্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী দ্রৌপদীকে এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্যচক্ষুদ্বারা সেইস্থানে থাকিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থান ভগ্নরথ, অস্থি, কেশ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজসমুদয়ের রুধিরোক্ষিত মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও নারীগণ ঐ স্থানে ভীষণরবে চীকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা-আহ্লাদে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছিল। দিব্যজ্ঞানসম্পন্না গান্ধারী দূর হইতে সেই রণস্থল অবলোকন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সমরভূমিদর্শনে গান্ধারী প্রভৃতির বিলাপ

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বাসুদেব ও বন্ধুবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরবমহিলাগণসমভিব্যাহারে সংগ্রামভূমিতে গমন করিলেন। অনাথা কৌরববণিতাগণ কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্ত্তা প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। গোমায়ু, বক, বায়স, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কামিনীগণ এইরূপে সেই শ্মশানসদৃশ সমরভূমি নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার দর্শনে স্খলিতদেহ হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রমবশতঃ বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল ও কৌরবকামিনীগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী দুঃখার্ত্ত নারীগণের রোদনশব্দে সমরভূমির চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকলোচন[কমলনয়ন] মধুসূদনকে সম্বোধনপূর্ব্বক করুণবচনে কহিলেন, "বৎস! ঐ দেখ, আমার বন্ধুগণ অনাথা হইয়া আলুলায়িতকেশে কুররীযূথের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের মৃতদেহের নিকট ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, সমরাঙ্গন পুত্রহীনা, বীরজননী ও পতিহীনা বীরপত্নীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য প্রাণপরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরভূমি মহাবীরগণের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্যমণি, অঙ্গদ, কেয়ুর, মাল্য, শক্তি, পরিঘ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, শর ও শরাসনসমূহে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে। হে মধুসূদন! সমরভূমির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। কৌরব ও পাঞ্চালগণ নিহত হওয়াতে বোধ হইতেছে, এককালে পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, সুপর্ণ [কাকাদি মাংসাশী পক্ষী] ও গৃধ্রগণ শোণিতসিক্ত সহস্র সহস্র বীরকে গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যুর বিনাশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়?

হায়! আজ ঐ সকল দুর্য্যোধনবশবর্তী অমর্ষপরায়ণ অবধ্যকল্প বীরগণ নিহত ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া গৃধ্র, কঙ্ক, বক, শ্যেন, কুকুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্বে সুকোমল নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজ তাঁহারা নিহত হইয়া বিস্তৃত বসুধাতলে শয়ান রহিয়াছেন। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজ তাঁহাদিগকে শিবাগণের বিবিধ অশুভধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে। পূর্বে যাঁহারা অগুরুচন্দনে চর্চিত হইয়া শয়ন করিতেন, আজ তাঁহারা ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছেন। গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ এক্ষণে উঁহাদিগের আভরণ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর জম্বুকগণ [শৃগাল] বারংবার ভীষণ চীৎকার করিয়া উঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধাভিমানী নিহত বীরগণ নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণপূর্ব্বক জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিচিত্রমাল্যসমলঙ্কৃত ঋষভতুল্য অসংখ্য বীর নিশাচরগণকর্ত্তৃক ধরাতলে বিঘট্টিত হইতেছেন। পরিঘধারী সহস্র সহস্র মহাবীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ করিতেছে না। রাক্ষসসমাকৃষ্ট বহুসংখ্যক বীরপুরুষের সুবর্ণময় বিচিত্র হার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শৃগালেরা ভীত হইয়া নিহত বীরগণের কণ্ঠাবলম্বী হার আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ পূর্বে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদদ্বারা যাঁহাদিগকে আনন্দিত করিত, এক্ষণে রমণীগণ দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহাদিগের নিকট করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই দেখ, কৌরবকামিনীগণের মনোহর বদনমণ্ডল নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উহারা অবিরল বাষ্পকুললোচনে দুঃখিতমনে ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। উহাদিগের মুখমণ্ডল অনবরত রোদন ও রোষপ্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহারা ভীষণ রোদনকোলাহলপ্রভাবে পরস্পরের অপরিস্ফুট বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। অনেকে ভর্ত্তৃগণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও শিরে করাঘাত করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত ও স্তূপাকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া 'হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত করিলাম' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংছিন্ন [১] বাহু, ঊরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া দুঃখিতমনে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। কতকগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে না। কেহ কেহ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রদিগকে শত্রুগণের হস্তে নিহত দেখিয়া বারংবার শিরে করাঘাত করিতেছে। সখড়্গ বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, যে কামিনীগণ পূর্বে দুঃখের লেশমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের মৃতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে কেশব! আমার সুকেশী পুত্রবধূগণ যে এক্ষণে এরূপ মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যখন আমাকে পুত্র, পৌত্র

ও ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি পূর্বে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম।” অন্ধরাজমহিষী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন।

১৭শ অধ্যায়

গান্ধারীর দুর্য্যোধনদর্শন—শোকোচ্ছ্বাস

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করিয়া রুধিরাক্তকলেবর সেই রণশয্যায় শয়ান কুরুরাজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ‘হা পুত্র! হা পুত্র!’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রজলে দুর্য্যোধনের হারবিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। অনন্তর গান্ধাররাজতনয়া সমীপবর্ত্তী হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কেশব! এই জ্ঞাতি বিনাশক ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে জয়াশীর্বাদ করিতে কহিলে আমি আপনার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, ‘বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে।’ হে মাধব! পূর্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইতেছি। ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধন বীরশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যে দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিল, আজ তাহাকে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। যাহা হউক, ঐ বীর যখন বীরজনোচিত শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখন উহার সুদুর্ল্লভ স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আহা! পূর্বে রমণীগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অশিব[অমঙ্গল]জনক শিরা[শৃগাল]গণ তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আমোদ করিতেছে। পণ্ডিতগণ যাহার সমীপে সতত সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্রসকল তাহার সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্বে অবলাগণ যাহাকে উৎকৃষ্ট ব্যজনদ্বারা বীজন করিত, আজ পক্ষীগণ তাহাকে পক্ষদ্বারা বীজন করিতেছে। ঐ দেখ, মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদাপ্রহারে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায় রুধিরাক্তকলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। যে বীর সমরাঙ্গনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, আজ সেই মহাধনুর্দ্ধরকে স্বীয় দুর্নীতিনিবন্ধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্য দুর্য্যোধন মহামতি বিদুর, অন্ধ পিতা ও বৃদ্ধদিগকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! পূর্বে এই পৃথিবীকে দুর্য্যোধনের শাসনবর্ত্তী হস্তী, গো ও অশ্বে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহাকে অন্যের হস্তগত ও শূন্য প্রায় দেখিতে হইল; অতএব আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে অবলাগণকে মৃত বীরপুরুষদিগের নিকট গমন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার যারপরনাই কষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, দীর্ঘকেশী, বিপুলনিতম্বা, স্বর্ণবেদীসদৃশ লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্য্যোধনের ক্রোড়ে

শয়ন করিয়াছে। ঐ বরবর্তিনী পূর্বে দুর্য্যোধনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুযুগল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিত। হায়! আজ পুত্রসমবেত দুর্য্যোধনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? ঐ দেখ, লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও দুর্য্যোধনের দেহ পরিমার্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং পতিপুত্রের মুখপদ্ম পরিমার্জিত করিতেছে। হে বাসুদের! যদি বেদ ও শাস্ত্রসমুদয় সত্য হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র যে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

১৮শ অধ্যায়

দুর্য্যোধনাদির দোষানুস্মরণে গান্ধারীর বিলাপ

"হে মাধব! এই যে আমার শতসংখ্যক পুত্রকে নিহত দেখিতেছ, ভীমসেন প্রায়ই গদাঘাতে উহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে যে আমার হতপুত্রা পুত্রবধূগণ আলুলায়িতকেশে রণস্থলে ধাবমান হইতেছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা সমধিক ক্লেশকর। পূর্বে যাহারা অলঙ্কৃতপদে প্রাসাদোপরি বিচরণ করিত, অদ্য তাহারা বিষম বিপদগ্রস্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া রুধিরার্দ্রভূমিতে [শোণিতসিক্ত—রক্তে কর্দমিত] মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে। এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী দুর্য্যোধন মহিষী ঘোরতর জনক্ষয়সন্দর্শনে দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজপুত্রীকে অবলোকন করিয়া আমার মন স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, কামিনীগণ কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ তনয়গণকে সমরনিহত নিরীক্ষণ করিয়া উহাদের হস্তধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও স্থবির কামিনীগণ অতিভীষণরবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, শ্রান্ত ও মোহাবিষ্ট অবলাগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ নিহত গজবাজিগণের দেহ ধারণ এবং কেহ বা স্বীয় স্বামীর কুণ্ডলযুক্ত ছিন্ন-মস্তক গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বোধ হয়, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণের সহিত আমি পূর্ব্বজন্মে বহুবিধ গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে এইরূপ বিপ উপস্থিত হই। ফলভোগ ব্যতীত পাপপুণ্যের কখনই ক্ষয় নাই। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, নবযৌবনসম্পন্না লজ্জাশীলা অবলাগণ দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত ও ভূতুলে নিপতিত হইয়া সারসী[হংসী]গণের ন্যায় শব্দ করিতেছে। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে উহাদের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হায়! আজ আমার মত্তমাতঙ্গপরাক্রম পুত্রগণের মহিষীরা সামান্য লোকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ দেখ, আমার পুত্রগণের শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম, সূর্য্যসন্নিভ ধ্বজ এবং সুবর্ণনির্মিত বর্ম্ম, নিষ্ক ও শিরস্ত্রাণসকল ভূতলে নিপতিত হইয়া হুতহুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর দুঃশাসন সমরস্থলে শয়ান রহিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন উহাকে নিপাতিত করিয়া উহার সর্বাঙ্গের রুধির পান এবং দ্যূতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়াছে। দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ভ্রাতা দুঃশাসন ও প্রিয়চিকীর্ষ সূতপুত্র কর্ণের প্ররোচনায় সভামধ্যে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল,

‘পাঞ্চালি! তুমি আজ দাসভার্য্যা হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। আমি ঐ সময় দুর্য্যোধনকে আসন্নমৃত্যু অবগত হইয়া কহিয়াছিলাম, ‘বৎস! তুমি অবিলম্বে কলহপ্রিয় দুর্বুদ্ধি মাতুল শকুনিকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। ভীমসেন তোমার বাকশল্যে বিদ্ধ হইয়া যে উল্কাভিহত[উল্কাদ্বারা পীড়িত] কুঞ্জরের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি অনুধাবন করিতেছ না।’ হে মাধব! তৎকালে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ জানিয়াও সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিল; সেই অপরাধেই এক্ষণে কুরুকুল নির্মূল হইল। ঐ দেখ, দুঃশাসন সুদীর্ঘ ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। সিংহ যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর রোষাবিষ্ট হইয়া উহাকে সংহারপূর্ব্বক উহার শোণিত পান করিয়া অতি ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।”

১৯তম অধ্যায়

বিকর্ণাদি তনয়গণের নামোল্লেখে গান্ধারীবিলাপ

"হে বাসুদেব! ঐ দেখ, বিজ্ঞজনসম্মত প্রিয় পুত্র বিকর্ণ ভীমসেনকর্ত্তৃক নিহত হইয়া নীলনীরদসমাচ্ছন্ন [কৃষ্ণমেঘে আবৃত] শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় গজযূথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মাংসলোলুপ গৃধ্রগণ বহুকষ্টে উহার চাপগ্রহণকর্কশ তলত্রযুক্ত[ধনুকঘর্ষণে কঠিন করতলযুক্ত] পাণিতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উহার অল্পবয়স্কা ভার্য্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরমযত্নসহকারে ঐ সমস্ত আমিষগৃধ্নু গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়! যে তরুণবয়স্ক মহাবীর বিকর্ণ চিরকাল পরমসুখে কালহরণ করিয়াছে, আজি তাহাকে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল! এক্ষণে কর্ণি, নালীক ও নারাচদ্বারা উহার মর্ম্মভেদ হইয়াছে, তথাপি শ্রী উহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ঐ দেখ, অরাতিহা দুর্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে। শ্বাপদগণ উহার বদনমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভক্ষণ করাতে উহা সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হায়! যে বীরের মুখশ্রী অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে রজোরাশি গ্রাস করিতে দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? পূর্বে সংগ্রামসময়ে যাহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে নাই, যে বীর অমরগণকেও জয় করিতে সমর্থ ছিল, সেই বীর কিরূপে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিল? ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্রমাল্যধারী চিত্রসেন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। শোকাকুলা যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত মিলিত হইয়া উহার সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে; আমি কামিনীগণের ক্রন্দনকোলাহল ও শ্বাপদদিগের গর্জনশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুণবয়স্ক বিবিংশতি ধূল্যবলুণ্ঠিতকলেবরে [ধূলিপতিত দেহে] বীর জনোচিত ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। গৃধ্রগণ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। উহার মধুরহাস্যসমন্বিত সুন্দর বদন সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপ্সরারা যেমন গন্ধর্বের সহিত বিহার করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া করিত। বীরসেনানিপাতন, মহাবীর দুঃসহকে পূর্বে কেহই পরাজিত করিতে পারে নাই; এক্ষণে তাহার শরীর অরাতিগণের শরনিকরে সমাচিত হইয়া প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ মহাবীর জীবিতবিহীন হইয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও স্বর্ণময় হারদ্বারা অগ্নিময় ধবলগিরির ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে।"

২০তম অধ্যায়

অভিমন্যুর জন্য মনস্বিনী গান্ধারীর শোক

"হে মধুসূদন! যাহার বলবীর্য্য তোমার ও অর্জ্জুনের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহপরাক্রম মহাবীর সহায়হীন হইয়াও আমার পুত্রের একান্ত দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর বিপক্ষগণের সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ ছিল, সেই অভিমন্যু এক্ষণে স্বয়ং কৃতান্তের বশবর্তী হইয়াছে। অর্জুনতনয় নিহত হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই। দেখ, অনিন্দনীয়া বিরাটনন্দিনী ভর্ত্তা অভিমন্যুকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে নিজ কোমল করপল্লবদ্বারা উহার কলেবর পরিমার্জিত করিতেছে। পূর্বে ঐ লোকললামভূতা [সৌন্দর্য্যে নারীসমাজে গণ্যা] ললনা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকশিত পুণ্ডরীক[প্রস্ফুটিত পদ্ম]সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল আঘ্রাণপূর্ব্বক সলজ্জভাবে উহাকে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী ভর্ত্তার বর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া উহার শোণিতলিপ্ত কলেবর বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া তোমাকে কহিতেছে, "হে পদ্মপলাশলোচন! আমার এই স্বামীর নেত্রদ্বয় তোমার চক্ষুর ন্যায় সুদীর্ঘ; ইহার রূপও তোমার ন্যায় মনোহর; এই বীর বলবীর্য্য এবং তেজেও তোমারই সদৃশ ছিলেন; এক্ষণে ইনি নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, ঐ বালিকা পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছে, 'মহাবাহো! তুমি পূর্বে অতি সুকুমার ও রাঙ্কবচর্ম্মে[মৃগচর্ম্মে] শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ ভূতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না? তুমি জ্যাঘাত-কঠিন অঙ্গদসমলঙ্কৃত করিশুসদৃশ প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড প্রসারণপূর্ব্বক শয়ান থাকাতে বোধ হইতেছে যেন বারংবার ব্যায়ামসাধনে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছ। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্বে তুমি আমাকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত আলাপ করিতেছ না? নাথ! আমি ত' তোমার নিকট কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই। হে আর্য্যপুত্র! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা, অমরোপম পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং একান্ত দুঃখিনী এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে?' হে মধুসূদন! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমন্যুর মুখমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে [ক্রোড়ে] সন্নিবেশিত ও শোণিতলিপ্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উহাকে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আর্য্যপুত্র! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের তনয়; মহারথিগণ রণমধ্যে তোমাকে কিরূপে সংহার করিল? যাহারা তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে ধিক্! হায়! ঐ মহারথগণ যখন তোমাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিনাশ করে, তৎকালে তাহাদিগের মন কিরূপ হইয়াছিল? হে বীর! তুমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন হইয়াও অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কিরূপে নিহত, হইলে? তোমার পিতা অর্জুন তোমাকে বহু সংখ্যক বীরগণের হস্তে নিহত দেখিয়া কিরূপে জীবিত আছেন? হে কমললোচন! এক্ষণে একমাত্র তোমার বিরহে পাণ্ডবগণের বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় কোনক্রমেই প্রীতিকর হইতেছে

না। আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযমদ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রবিজিতলোকে গমন করির; তোমাকে তথায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কলেবর পরিত্যাগ করা নিতান্ত সুকঠিন; সেই নিমিত্তই এই মন্দভাগিনী তোমাকে নিহত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে জীবিতনাথ! তুমি পরলোকে গমন করিয়া এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহাকে হাস্যমুখে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিবে? আমার বোধ হইতেছে, সুরলোকে তোমার রমণীয় রূপ দর্শন ও মধুরবাক্যশ্রবণে নিশ্চয়ই অপ্সরাদিগের মন মোহিত হইবে। তুমি অপ্সরাদিগের সহিত সমাগত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্যসকল স্মরণ করিও। তুমি এই পৃথিবীতে আমার সহিত ছয়মাস বাস করিয়া সপ্তমমাসে দেহ বিসর্জন করিলে।

"হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটদুহিতাকে দুঃখিতমনে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া উহাকে আকর্ষণ করিতেছে। উহারা বিরাটকে নিহত দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগালগণ দ্রোণশরসংচ্ছিন্ন, রুধিরলিপ্তকলেবর, সমরাঙ্গনে শয়ান বিরাটকে পরিবেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে। এক্ষণে বিরাটকুলরমণীগণ বিরাটের মৃতদেহ বিবর্ত্তিত [অধোমুখে পতিত দেহ উল্টাইতে] করিতে সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত [প্রজ্বলিত অগ্নিসম] মহিলাগণের মুখমণ্ডল শ্রান্তিনিবন্ধন একান্ত বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলেবরও নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন উত্তর, সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছে।"

২১তম অধ্যায়

কর্ণের জন্য গান্ধারীর শোক

"হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, জ্বলিনলসন্নিভ [৭] অমর্ষপরায়ণ [ক্রোধনস্বভাব] মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অসংখ্য অতিথিকে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রভাব প্রশান্তভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক শোণিতলিপ্তগাত্রে ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া, যাহাকে যূথপতির ন্যায় অগ্রসর করিয়া অরাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই বীর মত্তমাতঙ্গনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত শার্দুলের ন্যায় অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে। রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া আলুলায়িতকেশে উহার সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয়েন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থির, দুর্য্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনহস্তে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণবনিতা বসুধাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিয়া কহিতেছে, 'হা নাথ! এতদিনে আচার্য্যের অভিশাপ সত্য হইল। পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে নির্দ্দয় ধনঞ্জয় সেই অবস্থায় তোমার মস্তকচ্ছেদন করিল। ক্রব্যাদগণ তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া আল্লাবশেষ করাতে উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। কর্ণবনিতা

এই বলিয়া একবার ধরাশায়ী হইতেছেন এবং পুনরায় সমুত্থিত ও পতিপুত্রশোকে অধীর হইয়া কর্ণের বদন আঘ্রাণ করিতেছেন।”

২২তম অধ্যায়

বন্ধুবান্ধবসহ জামাতা জয়দ্রথের জন্য শোক

“হে বাসুদেব! ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ ভীমসেনের হস্তে নিহত মহাবীর অবন্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া শোণিতাক্ত কলেবরে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। শৃগাল, কঙ্ক ও ক্রব্যাদগণ উঁহাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমণীগণ মিলিত হইয়া ঐ সমরশয়ান মহাবীরের সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতীপপুত্র মহাধনুর্দ্ধর বাহ্লীক ভল্লদ্বারা নিহত হইয়া প্রসুপ্ত শার্দুলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা মহাবীর জয়দ্রথ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া উহাকে নিপাতিত করিয়াছে। অশুভসূচক শিবা ও গৃধ্রগণ চীৎকার করিতে করিতে উহাকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতেছে। সিন্ধুরাজের পত্নীগণ উহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাম্বোজ ও যবনকামিনীগণ জয়দ্রথের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ. যৎকালে কেকয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সময়েই উহাকে বিনষ্ট করিত। তৎকালে উহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্যনিবারণার্থ সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণে সেই দুঃশলার অনুরোধেই উঁহাকে কি নিমিত্ত জীবিত রাখিল না? ঐ দেখ, দুঃশলা দুঃখশোকে নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও আপনাকে বিপদগ্রস্ত জ্ঞান করিতেছে। হায়! আজ আমার বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূগণ বিধবা হইল! ইহার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে? হা! কি কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা পতির মস্তক না দেখিয়া শোকভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে।-মহাবীর সিন্ধুরাজ পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যকে সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা কামিনীগণ ঐ মত্তমাতঙ্গসদৃশ বীরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে।”

২৩তম অধ্যায়

শল্য-ভগদত্তাদির জন্য শোক

“হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মদ্রাধিপতি মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা তোমার সহিত স্পর্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের নিমিত্ত তাঁহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, কাকসকল পদ্মপলাশলোচন মদ্রাধিপতির পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ বদনমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে।

সূক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনীগণ পঙ্কনিমগ্ন গজরাজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিক্ষতাঙ্গ ভূতলশায়ী মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পর্বতবাসী প্রবলপ্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। শাপদ উহাকে ভক্ষণ করিতেছে। উহার কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার উজ্জ্বলপ্রভায় কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জুনের সহিত উহারও তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণসংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন।

ভীষ্মের জন্য গান্ধারীর শোক

"ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগান্তকালীন দিনকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উহার সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর সংগ্রামকালে স্বীয় অস্ত্রপ্রতাপে অরাতিগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবাপি সদৃশ ছিলেন। ঐ বীর রসপরায়ণ [বীরভাবে একান্ত অনুরক্ত] মহাত্মা কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয়নির্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া শরবনশায়ী ভগবান কার্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। মহাবীর অর্জুন তিনশরদ্বারা উহার অতি উৎকৃষ্ট উপাধান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উর্দ্ধরেতা [অস্থলিত ব্রহ্মচর্য্য] হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরমধার্মিক; ঐ বীর মর্ত্তবাসী হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে অমরের ন্যায় প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুতনয় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীর মধ্যে আর কোন যুদ্ধবিশারদ ও বলবিক্রমশালী ব্যক্তি জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করাতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহাত্মা ক্ষয়য়ান্মুখ কুরুবংশের প্রত্যুদ্ধার [পুনরুদ্ধার] করিয়াছিলেন, সেই মহামতি এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাভূত হইলেন। হে মাধব! দেবতুল্য দেবব্রত দেবলোকে প্রস্থান করিলে কৌরবকুল আর কাহাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে?

দ্রোণাচার্য্যের জন্য শোক

"ঐ দেখ, মহাবীর অর্জুন, সাত্যকি ও কৌরবগণের উপদেষ্টা দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাবীর জামদগ্ন্যের ন্যায় চতুর্বিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যাঁহার প্রসাদে মহাবীর অর্জুন এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে, যাঁহাকে অগ্রসর করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত স্পর্ধা করিত এবং যিনি সমরমধ্যে হুতাশনের ন্যায় বিচরণ করিয়া সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেন, আজ সেই মহাবীর নিহত হইয়া প্রশান্তশিখ পাবকের ন্যায় ভূতলে বিলীন রহিয়াছেন। উহার বামমুষ্টি বা হস্তাবাপ [হস্তের বাণনিক্ষেপশক্তি শিথিল] বিশীর্ণ হয় নাই। উনি নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। চারি বেদ ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র প্রজাপতির ন্যায় ঐ বীরকে পরিত্যাগ করে নাই। হায়! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণদ্বয় বন্দিগণকর্ত্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত হইত, আজি গোমায়ুগণ সেই পদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, ব্রহ্মচারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপী অতি দীনভাবে আলুলায়িতকেশে অধোবদনে

ধৃষ্টদ্যুম্ননিহত অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য স্বীয় পতির সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক বিলাপ ও উহার প্রেতকার্য্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, জটাধারী ব্রহ্মচারিগণ রথনীড়, শরাসন, শক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্রদ্বারা দ্রোণাচার্য্যের চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। সামগাথকগণ [সামবেদগানকারী] অগ্নি আহরণপূর্ব্বক যথাবিধানে চিতা প্রজ্বলিত ও তদুপরি আচার্য্যের দেহ নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সামগান করিতেছেন। অনেকে শোকে অভিভূত হইয়াছেন। ঐ দেখ, আচার্য্যের শিষ্যগণ সামবেদ গান করিয়া দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসাধনপূর্ব্বক তাঁহার পত্নীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চিতার দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে গমন করিতেছে।”

২৪তম অধ্যায়

বিবিধবান্ধবশোকচ্ছলে শকুনি তিরস্কার

“হে মধুসূদন! ঐ দেখ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা যুযুধানকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। বিহগগণ উঁহাকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে। ঐ দেখ, সমরনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যুযুধানকে ভৎর্সনা করিতেছেন। ভূরিশ্রবার জননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভর্ত্তা সোমদত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছে, ‘মহারাজ! আজ ভাগ্যক্রমে তুমি এই ভয়ঙ্কর কুরুকুলক্ষয় অবলোকন করিতেছ না। আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে যজ্ঞশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল না। আজ ভাগ্যক্রমে সাগরমধ্যস্থ সারসীকুলের ন্যায় পুত্রবধূগণের বিলাপ তোমার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। হায়! তোমার পুত্রবধূগণ প্রতিপুত্রবিহীন হইয়া একমাত্র বসন ধারণপূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিয়াছে; শ্বাপদগণ উহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধবা হইয়াছে। আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে উহাদের বৈধব্য অবলোকন করিতে হইল না। হায়! বৎস যূপকেতুর কাঞ্চনময় ছত্র রথোপরি নিপতিত রহিয়াছে। হে মধুসূদন! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় মহিষীগণ উহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। উহারা ভর্ত্তৃশোকে একান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে তোমারই অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। ধনঞ্জয় অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন করিয়া অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। বিশেষতঃ সোমদত্ততনয় প্রায়োপবিষ্ট হইলে সাত্যকি তাহার প্রাণসংহার করিয়া অর্জুন অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার পত্নীগণ দুইজনে এক ব্যক্তির প্রাণসংহার করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে। ভূরিশ্রবার প্রিয়মহিষী উহার হস্ত উৎসঙ্গে লইয়া রোদন করিয়া দীনবচনে কহিতেছে, ‘হা! যাহা আমাদিগের রশনা [কাঞ্চীদাম-কোমরের হার] আকর্ষণ, কঠিন স্তনযুগল বিমর্দ্দন, নীবি বিস্রংসন [বিস্রস্ত—খসাইয়া ফেলা] এবং নাভি, ঊরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা শত্রুগণের বধসাধন, মিত্রগণকে অভয়প্রদান ও বিপ্রগণকে অসংখ্য গোদান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে। আর্য্যপুত্র! তুমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, পার্থ সেই সময় বাসুদেবের সমক্ষে তোমার এই হস্ত, ছেদন করিয়াছেন। মধুসূদন সভামধ্যে কিরূপে

অর্জুনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন এবং স্বয়ং অর্জুনই বা কিরূপে আত্মশ্লাঘায় সমর্থ হইবেন? হে কৃষ্ণ! ভুরিশ্রবার প্রধানমহিষী তোমাকে এইরূপে ভৎর্সনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং উহার সপত্নীরা আপনাদিগের পুত্রবধূর ন্যায় উহার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করিতেছে।

"ঐ দেখ, মহাবলপরাক্রান্ত গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেবকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পূর্বে পরিচারকেরা যাহাকে হেমদণ্ডমণ্ডিত [২] ব্যজনদ্বারা বীজন করিত, অদ্য বিহঙ্গমেরা সেই বীরকে পক্ষপুটদ্বারা বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিত, সহদেবের তেজঃস্বরূপ হুতাশন তাহার সেই মায়া ভস্মসাৎ করিয়াছে। যে শঠতাচরণ ও মায়াবলবিস্তারপূর্ব্বক সভামধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সহদেব তাহারই জীবন হরণ করিয়াছে। ঐ নির্বোধ আমার পুত্রগণের বিনাশসাধনের নিমিত্তই শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ধূর্ত্তই আমার পুত্রগণের স্বপক্ষীয় বীরসমুদয়ের প্রাণনাশের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত এই বৈরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা আমার পুত্রগণের ন্যায় নিহত হইয়া দিব্যলোক লাভ করিয়াছে। মধুসূদন! আমার পুত্ররা অতি সরলস্বভাব এবং ঐ মূর্খ নিতান্ত কুটিল; এক্ষণে বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত্ত লোকান্তরে উপস্থিত হইয়াও আমার পুত্রগণমধ্যে পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিয়া দিবে।"

২৫তম অধ্যায়

কৃষ্ণের প্রতি শোকসন্তপ্তা গান্ধারীর অভিশাপ

"হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বৃষভস্কন্ধ দুর্দ্ধর্ষ কাম্বোজরাজ নিহত হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। উনি পুরের্ব্ব কাম্বোজদেশীয় মহার্হ। আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিতেন। ওই দেখ, উহার বনিতা প্রিয়তমের চন্দনচর্চিত বাহুদ্বয় শোণিতলিপ্ত দেখিয়া শোকা কুলিতচিত্তে বিলাপবাক্যে কহিতেছে, 'হা নাথ! তোমার এই সুন্দর। অঙ্গুলিসমন্বিত বাহুদ্বয় পরিঘতুল্য ছিল। পূর্বে যখন আমি তোমার এই ভুজদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতাম, তখন রতি আমাকে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিত না। এক্ষণে তোমার অভাবে আমার কি গতি হইবে?' কাম্বোজরাজমহিষী এই বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুরস্বরে রোদন করিয়া বিকম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, কলিঙ্গরাজের উভয়পার্শ্বে সমবস্থিত কামিনীগণ দিব্যমাল্যের ন্যায় আতপতাপিত হইয়াও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না। ঐ দেখ, মগধদেশীয় রমণীগণ প্রদীপ্তাঙ্গদধারী মগধরাজ জয়ৎসেনের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ বিশাললোচনা সুস্বরসম্পন্না রমণীগণের শ্রুতিসুখকর মধুরনিনাদে আমার অন্তঃকরণ বিমোহিতপ্রায় হইতেছে। ঐ কামিনীগণ পূর্বে মহামূল্য আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিত। এক্ষণে উহারা শোকাকুলিত চিত্তে আভরণসকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোশলরাজপুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ পতিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে এবং ব্যাকুলমনে উহার হৃদয়গত শরজাল উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। আতপতাপ ও পরিশ্রমে উহাদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ

দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণমাল্যধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত অল্পবয়স্ক আত্মজগণ নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। উহার পাবকতুল্য প্রতাপশালী দ্রোণের বাণপথে পতিত হইয়া শলভের ন্যায় নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, রুচিরাঙ্গদধারী কেকয়দেশীয় পাঁচভ্রাতা দ্রোণশরে নিহত ও সমরশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উহাদের তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত বর্ম্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে সমরাঙ্গন দেদীপ্যমান হইয়াছে। ঐ দেখ, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অরণ্যমধ্যে সিংহনিপাতিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণশরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। উঁহার সুনির্ম্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালরাজের পুত্রবধূ ও ভার্য্যারা দুঃখিতমনে উহার মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করিতেছে।

"ঐ দেখ, চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু সংহারপূর্ব্বক, স্বয়ং দ্রোণশরে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। বিহঙ্গেরা উঁহার কলেবর ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। উঁহার ভার্যারা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া উঁহাকে অঙ্কে আরোপণপূর্ব্বক অনবরত রোদন করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উহার চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মহাবলপরাক্রান্ত আত্মজ দ্রোণশরে ছিন্নভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি স্বীয় পিতাকে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণও ধৃষ্টকেতুতনয়ের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগমন করিয়াছে। ঐ দেখ, কাঞ্চনাঙ্গদসমলঙ্কৃত কাঞ্চনবর্ম্মধারী বিমলমাল্যসুশোভিত বৃষভলোচন অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্তকালে বায়ুবেগবিপাটিত কুসুমপরিশোভিত শালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন উহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! আজ তাঁহারাই নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে বাসুদেব! তুমি যখন শান্তিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া বিরাটনগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। তৎকালে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুর আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আপনার পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের রোষানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।"

হে মহারাজ! গান্ধাররাজতনয়া এই বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধভরে বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিলেন, "জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, অতএব তোমাকে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রুষাদ্দারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার

আপনার জ্ঞাতিবর্গ তোমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায়দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।”

তখন মহামতি বাসুদেব গান্ধারীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলেন, “দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয় দিগকে বিনাশ করে, এমন আর কেহই নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা বহুদিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেবদানবগণের বধ্য নহে; সুতরাং তাহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।” বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র পাণ্ডবেরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাণধারণবিষয়ে এককালে হতাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপপর্বাধ্যায় সমাপ্ত

২৬তম অধ্যায়

শ্রাদ্ধপর্বাধ্যায়—কৃষ্ণের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব গান্ধারীকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, “রাজ্ঞি! অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃতকার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষক্ষালনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? যাহা হউক, অতঃপর দুঃখপরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গতানুশোচনদ্বারা [অতীত বিষয়ের জন্য শোক] দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া ওঠে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী পুত্র হইলে তপানুষ্ঠান করিবে, বৈশ্যা পুত্র হইলে পশু পালন করিবে, শূদ্রা পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরঙ্গী শাবক হইলে দ্রুততর ধাবমান হইবে; গাভী বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং আপনার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরমৃত্যু লাভ করিবে বলিয়াই গর্ভধারণ করিয়া থাকেন।”

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে গান্ধারী উহা নিতান্ত অপ্রিয়বোধে শোকাকুলচিত্তে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধিবিপাকজ[১] শোক সংবরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে যেসমুদয় সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিহত হইয়াছে, আর কতকগুলিই বা জীবিত আছে, যদি তুমি উহা অবগত থাক, তাহা হইলে কীর্ত্তন কর।”

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক যোধদিগের সদ্‌গতিবর্ণন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “কৌরবনাথ! এই যুদ্ধে শতাধিক, ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র [একশত ছেষট্টি কোটি কুড়ি হাজার] সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি সহস্র একশত পঞ্চাষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে।” তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে

পুরুষসত্তম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব নিহত ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন কর।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! এই যুদ্ধে যাঁহারা হৃষ্টচিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইন্দ্রলোকে, যাঁহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাঁহারা শরণার্থী হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা গুহ্যকলোকে, যাঁহারা সমপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়াও শত্রুর অভিমুখে গমনপূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে এবং যাঁহারা সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা কথঞ্চিৎ উত্তরকুরুতে গমন করিয়াছেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস! তুমি কোন জ্ঞানপ্রভাবে সিদ্ধপুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিতেছ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে কীর্ত্তন কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "কৌরবনাথ! পূর্বে আমি আপনার আদেশানুসারে বনবাসী হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহেই জ্ঞানযোগে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছি।"

যুদ্ধে মৃতগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠান

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির। এই সমরে যেসমুদয় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অনাথ বা বান্ধবসম্পন্ন ও যাহাদের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত [রক্ষিত] নাই, তাহাদিগকে ত' বিধিপূর্ব্বক দগ্ধ করিতে হইবে? এক্ষণে আমরাই বা কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হইলে তাহারা ত' সদগতিলাভ করিতে পারিবে?"

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিলে তিনি সুশর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহাত্মা বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ অমাত্য, ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, "তোমরা অচিরাৎ বীরগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর। ইহাদিগের শরীর যেন অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয়।" ধর্ম্মরাজ এইরূপ আদেশ করিলে সুশর্ম্মা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিলম্বে অগুরুচন্দন, কালীয়ক [কুঙ্কুম], ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌমবস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্নরথ ও বিবিধ প্রহরণ আহরণপূর্ব্বক পরমযত্নে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রাধান্যানুসারে [শ্রেষ্ঠতানুসারে] ঘৃতধারাসমাহুত [ঘৃতাহুতিদ্বারা সংস্কৃত] হুতাশনে মহারাজ দুর্য্যোধন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনতনয়, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ত্তগণ, রাক্ষসে ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শতসহস্র নরপতির মৃতদেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সামবেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল। সেই রজনীতে সাম ও ঋগবেদধ্বনি এবং রমণীগণের আর্ত্তনাদে সমুদয় প্রাণীগণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। হুতাশন ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে গ্রহসমুদয় মেঘে পরিবৃত হইয়াছে। যেসমস্ত ব্যক্তি নানাদেশ হইতে

আগমনপূর্ব্বক অনাথ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছিল, মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বীরগণের দাহক্রিয়া সমাধান হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

২৭তম অধ্যায়

কৌরবগণের গঙ্গায় শ্মশানান্ত স্নানতর্পণাদি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিরা পুণ্যতোয়া [পবিত্রসলিলা] প্রসন্নসলিলা [স্বচ্ছতোয়া] ভগবতী ভাগীরথীতে সমুপস্থিত হইয়া ভূষণ ও উত্তরীয়সকল পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরবকুলকামিনীগণ দুঃখিত মনে গলদশ্রুনয়নে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে গঙ্গার অবতরণপথ সাতিশয় সুশোভিত হইল। ভাগীরথীর তীর এককালে বীরপত্নীগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসবশূন্য হইয়া উঠিল।

ঐ সময় আর্য্যা কুন্তী শোকাকুলিতচিত্তে গলদশ্রুনয়নে পাণ্ডবগণকে কহিলেন, "পুত্রগণ! যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছে, যাহাকে তোমরা রাধাগর্ভসম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিতে, যে সৈন্যগণমধ্যে দিবাকরের ন্যায় বিরাজিত হইত, যে তোমাদিগের ও তোমাদের অনুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল, যে দুর্য্যোধনের সৈন্যসমুদয়কে পরিচালিত করিত, এই পৃথিবীতে যাহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই, যে জীবনপ্রদান করিয়াও যশোলাভের বাসনা করিত, সেই সত্যসন্ধ, সমরে অপরাঙ্মুখ, মহাবীর কর্ণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহজকবচকুণ্ডলধারী মহাবীর তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।"

কুন্তীকর্ত্তৃক কর্ণপরিচয়ে যুধিষ্ঠিরের শোক

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ কর্ণের নিমিত্ত যারপরনাই শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক জননীকে কহিলেন, "আর্য্যে! যে সমুদ্রসদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গস্বরূপ ধ্বজ আবর্ত্তস্বরূপ, ভুজযুগল গ্রাহস্বরূপ এবং রথ হ্রদস্বরূপ ছিল, ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন বীরই যাঁহার শরবেগ সহ্য করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? যাঁহার বাহুবলে আমরা সকলেই পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কিরূপে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন? আমরা যেমন অর্জ্জুনের ভুজবল অবলম্বন করিয়া আছি তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত ভূপালগণের সৈন্যসমুদয়ের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল কর্ণ কি আমাদিগের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন?

আপনি সেই অদ্ভুতবিক্রম মহাবীরকে কিরূপে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন? আপনি এই বিষয় গোপন রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা এক্ষণে কর্ণের বিনাশনিবন্ধন বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে বিপন্ন হইয়া যারপরনাই দুঃখভোগ করিতেছি। আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজ কর্ণের বিনাশে তদপেক্ষা শতগুণ পরিতাপিত হইলাম; এক্ষণে কর্ণবিরহ হুতাশনের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হায়! আপনি পূর্ব্বে এই গূঢ়বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে আমাদিগের স্বর্গীয় বস্তুও দুর্লভ হইত না এবং এই কৌরবকুলক্ষয়কর ঘোরতর ক্ষয়কাণ্ডও সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।”

হে মহারাজ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া কর্ণের উদকক্রিয়া নির্বাহ করিলেন। তখন যেসমস্ত মহিলারা উদকক্রিয়াসমাধানাথ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন তাঁহার ভার্য্যাদিগকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক ব্যাকুলিতচিত্তে ভাগীরথীর সলিল হইতে উত্থিত হইলেন।

শ্রাদ্ধপর্বাধ্যায় সমাপ্ত

।। স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ ।।
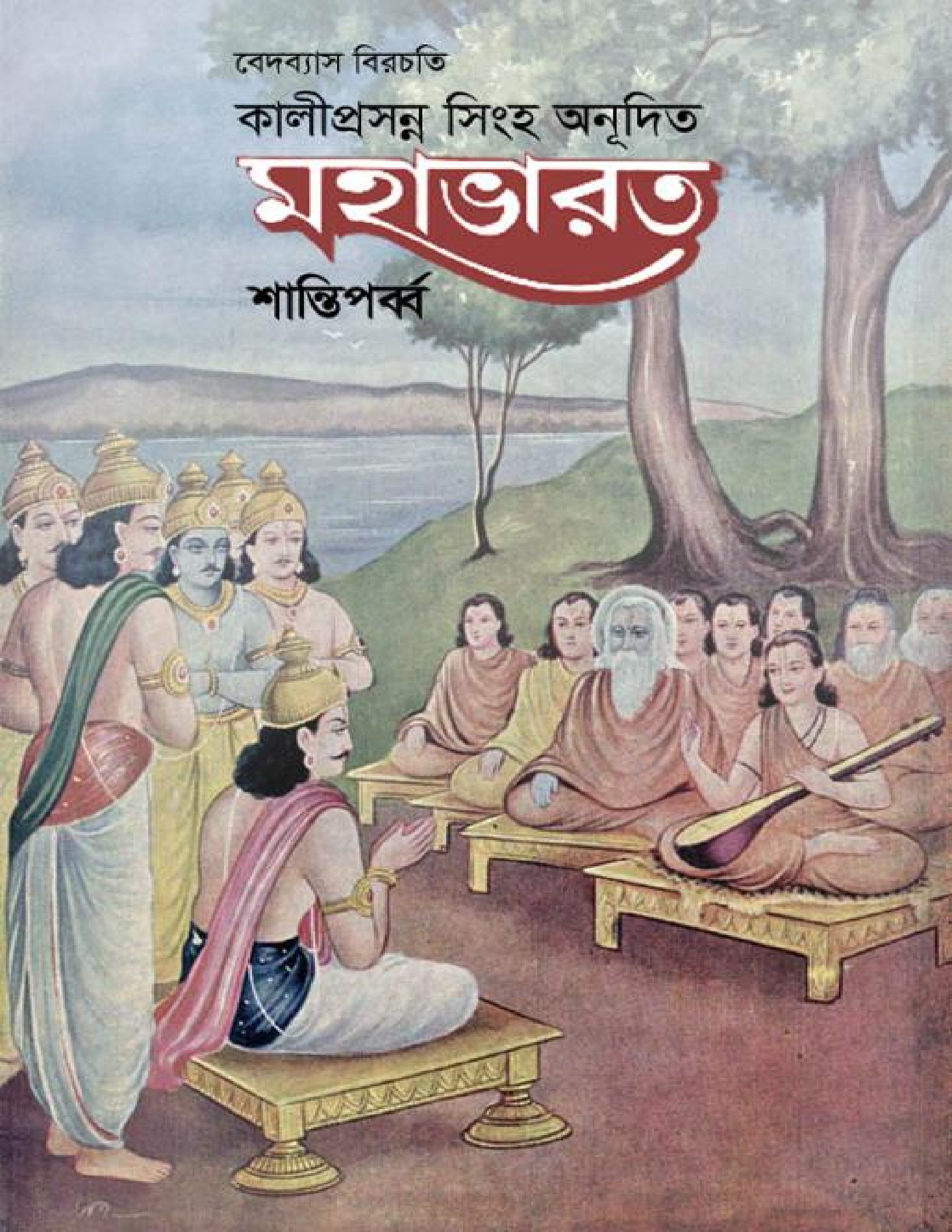
বেদব্যাস বিরচতি

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

শান্তিপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

শান্তিপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়

রাজধর্মানুশাসনপর্বাধ্যায় – ঋষি-সমাগম

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এইরূপে পঞ্চপাণ্ডব, মহামতি বিদুর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যাবতীয় কৌরববনিতা স্ব স্ব সুহৃদগণের সলিলক্রিয়া[প্রেততর্পণাদি] সম্পাদন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ আপনাদের বিশুদ্ধিসম্পাদনের [অশৌচান্ত শুদ্ধির; পক্ষান্তরে শোকাপনোদনের] নিমিত্ত একমাস [*একমাস অশৌচ শূদ্রের, ক্ষত্রিয়ের অশৌচ ১২ দিন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেও যাঁহারা যুদ্ধে মৃত, তাঁহাদের অশৌচ ঐ ১২ দিও নহে। যুদ্ধমৃত ক্ষত্রিয়গণের সপিণ্ডাদির সদ্যঃশৌচ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ১৮ দিন যুদ্ধে এক-একদিন অশৌচ হিসাবে ১৮ দিন হইয়াছিল, তারপর অশ্বত্থামা নিদ্রিত অবস্থায় যেসকল ক্ষত্রিয়কে পশুর ন্যায় বধ করেন, তাঁহাদের যুদ্ধে মৃত্যু না হওয়ায় পূর্ণাশৌচ ১২ দিনই হইয়াছিল। যুদ্ধনিবৃত্তির পর গঙ্গাতীরে এক মাস বাস পক্ষে ব্যাখ্যান্তর—যুদ্ধে শূদ্রজাতীয় মৃতসেনার পুত্রাদির অশৌচান্ত অপেক্ষায় তাহাদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির এক মাস বাস।*] পুরের বহির্ভাগে ভাগীরথীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শিষ্যসমবেত মহাত্মা ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, দেবস্থান ও কণ্ব প্রভৃতি সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ [ব্রহ্মবাদী মুনিগণ] এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বেদবেত্তা[বেদজ্ঞ], স্নাতক[গুরুগৃহে যথোচিত বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্তির পর গৃহে প্রত্যাগত] ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ভাগীরথীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্মাত্মা ধর্মতনয় তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্বক যথাবিধি পূজা করিলে বিগণ ধর্মরাজের পূজা গ্রহণ ও তাঁহার চতুস্পার্শ্বে মহার্হ[মহামূল্য] আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য[তপস্বিগণের শ্রেষ্ঠ] দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণের সমক্ষে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন, “মহারাজ। আপনি স্বীয় বাহুবল ও বাসুদেবের প্রসাদে ধর্মানুসারে এই অখণ্ড ভূমণ্ডল পরাজিত করিয়াছেন।

“ভাগ্যবলে এ ভীষণ সমর হইতে আপনার মুক্তিলাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি ক্ষাত্রধর্মে [ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মে রাজ্যপালনাদি] নিরত থাকিয়া ত’ সন্তুষ্ট হইতেছেন? অরাতিবিহীন [শত্রুশূন্য] হইয়া ত’ সুহৃদগণের প্রতি উৎপাদন করিয়াছেন এবং রাজ্যের অধীশ্বরত্ব লাভ করিয়া ত’ শোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন?”

কর্ণবধে যুধিষ্ঠির বিমর্ষ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! আমি মহাত্মা বাসুদেব, ভীম ও অর্জুনের বাহুবলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি, কিন্তু আমার রাজ্যলোভনিবন্ধন জ্ঞাতিকুলক্ষয় এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র ও অভিমন্যুর বিনাশ হওয়াতে এক্ষণে এই জয়লাভ পরাজয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় দুঃখানলে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছে। হায়! মহাত্মা মধুসূদন দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলে সুভদ্রা তাহাকে কি বলিবেন? আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষিণী এই দ্রৌপদী পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া আমাকে যারপরনাই ব্যথিত

করিতেছেন। বিশেষতঃ জননী কুন্তী এক বিষয় গোপন করিয়া আমাকে নিতান্ত দুঃখিত করিয়াছেন। আমি সেই বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ইহলোকে অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত, অপ্রতিরথ, সিংহের ন্যায় দর্পিত, করুণাপরতন্ত্র, যতব্রত, বদান্য, অভিমানী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রধান আশ্রয় ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সমরে আমাদিগের প্রতি বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন[গুপ্তভাবে জাত] পুত্র ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মাতা কুন্তী বীরগণের উদকক্রিয়াসময়ে [প্রেততর্পণকালে] ঐ মহাবীরকে সূর্য্যের ঔরসজাত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্বে জননী সেই সর্বগুণোপেত[সমস্ত গুণযুক্ত] পুত্রকে মঞ্জুষা[পেঁটরা -ঐ পেঁটরা এরূপ কৌশলে নির্মিত যে, জলে ডুবিয়াও যায় নাই বা বায়ুরুদ্ধ হইয়া শিশু মরেও নাই]মধ্যে সংস্থাপনপূর্বক গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোকে কর্ণকে রাধাগর্ভসম্ভূত সূত[রথকার-নীচজাতি ছুতোর]পুত্র বলিয়া বোধ করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র ও আমাদিগের সহোদর ভ্রাতা। আমি ঐ বৃত্তান্ত না জানিয়া রাজ্যলোভে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সেই ভ্রাতৃবধজনিত শোক অনল যেমন তুলারাশি দগ্ধ করে তদ্রূপ আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। পূর্বে কি অর্জুন, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি আমি, আমরা কেহই তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া অবগত হই নাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, জননী কুন্তী আমাদিগের শান্তিলাভার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। 'বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর', কুন্তী এই কথা কহিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহার অভিষ্টসাধনে অস্বীকার করিয়া কহিয়াছিলেন, জননি! আমি সংগ্রামকালে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কুরুরাজকে পরিত্যাগ করিলে সকলেই আমাকে অনার্য্য, নৃশংস ও কৃতঘ্ন বোধ করিবে। বিশেষতঃ এক্ষণে যদি আমি আপনার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে অর্জুনের ভয়ে ভীত বোধ করিবে। অতএব আমি বাসুদেবের সহিত অর্জুনকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধিস্থাপন করিব।' তখন জননী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি তবে আমার চারিপুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া কেবল অর্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।' মতিমান্ কর্ণ মাতার সেই বাক্য শ্রবণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, জননি! আমি আপনার অন্য চারিপুত্রকে কদাচ বিনাশ করিব না। হয় আমি অর্জুনের হস্তে নিহত হইব না হয় অর্জুন আমার হস্তে নিহত হইবে। যাহা হউক, আপনার পাঁচপুত্রই জীবিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। 'তখন জননী কর্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি যেসমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাদের মঙ্গলানুষ্ঠানে যত্নবান হও।' এই কথা বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

"হে মহর্ষে! এক্ষণে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ অর্জুন-শরে নিপাতিত হইয়াছেন। আমি এতদিনের পর জননীর মুখে ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে জ্যেষ্ঠসহোদর বলিয়া জানিতে পারিলাম। হায়! ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহাবীর কর্ণ ও অর্জুন আমার সহায় থাকিলে আমি সুররাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে পারিতাম। আমি কৌরসভায় দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দৌরাত্ম্যদর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কর্ণকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধশান্তি হইয়া যায়।

দ্যূতক্রীড়াসময়ে মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আমার প্রতি বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। তৎকালে তাঁহার চরণযুগল দর্শন করিয়া আমার ক্রোধশান্তি হইয়াছিল। ঐ মহাবীরের পাদদ্বয় জননী কুন্তীর চরণযুগলের সদৃশ ছিল। আমি ঐ সাদৃশ্যের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনক্রমেই এত দিন উহার অনুসন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী কি নিমিত্ত কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাবীরই বা কি নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হয়েন, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। আপনি পৃথিবীর সমুদয় বৃত্তান্তই অবগত আছেন।”

২য় অধ্যায়
কর্ণের পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “ধর্মরাজ! আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, সংগ্রামস্থলে কর্ণ ও অর্জুনের অসাধ্য কিছুই ছিল না। আমি এক্ষণে কর্ণের পূর্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ বৃত্তান্ত দেবগণেরও গোপনীয়। ক্ষত্রিয় গণের সংগ্রামমৃত্যুজনিত স্বর্গলাভ হইবার নিমিত্তই দৈবপ্রভাবে অনূঢ়া[অবিবাহিতা] কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কর্ণ বাল্যকালে সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ঐ মহাবীর ভীমসেন ও অর্জুনের পরাক্রম, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব এবং তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তোমরা স্বভাবতঃ সর্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিতে। ঐ মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া একদা নির্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, ‘গুরো! আপনি আমাকে মন্ত্রসমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। কি পুত্র, কি শিষ্য সকলের প্রতিই আপনার সমান স্নেহ আছে; অতএব. অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার প্রসাদে পণ্ডিতেরা যেন আমাকে অকৃতাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারেন।’ তখন অর্জুনপক্ষপাতী দ্রোণাচার্য্য কর্ণের সেই বাক্যশ্রবণে অর্জুনের প্রতি তাঁহার অত্যাচারবাসনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ‘কর্ণ! নিত্যব্রতচারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ও ক্ষত্রিয় ইহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে, অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই।’

“মহাবীর কর্ণ দ্রোণকর্তৃক এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া মহেন্দ্রপর্বতে পরশুরামের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাকে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে স্বাগত প্রশ্ন ও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরামকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই স্বর্গসদৃশ মহেন্দ্রপর্বতে বাস করিয়া ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ পর্বতে প্রতিনিয়ত গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও

দেবগণের সমাগম হইত। মহাবীর কর্ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

কর্ণের রথচক্রগ্রাসবিষয়ক অভিশাপ

"একদা সূতপুত্র শরাসন ও খড়্গ ধারণপূর্বক আশ্রমের অনতিদূরবর্তী সমুদ্রতীরে যদৃচ্ছাক্রমে শরনিক্ষেপ করিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; দৈবাৎ তাঁহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্র রক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা কর্ণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও বিষন্ন হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক বিনয়সহকারে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোহবশতঃ আপনার হোমধেনু বিনষ্ট করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন। দ্বিজবর কর্ণের বাক্যশ্রবণে যারপরনাই কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, 'দুরাচার! তুমি আমার বধার্হ[বধ্য]। তোমাকে অবশ্যই দুষ্কর্মের ফলভোগ করিতে হইবে। তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্ধা করিয়া থাক এবং যাহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছ, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তকচ্ছেদন করিবে। তুমি যেমন প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেনু নিহত করিয়াছ, তেমনি প্রমত্তাবস্থাতেই শত্রু তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিবে।' ব্রাহ্মণ এইরূপে শাপ প্রদান করিলে মহাবীর কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গোদানদ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজবর কোনক্রমেই প্রশান্ত না হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'কর্ণ! আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান বা অন্যত্র গমন অথবা তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। তখন সূতপুত্র ব্রাহ্মণের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া অধোমুখে শঙ্কিতমনে শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন।"

৩য় অধ্যায়

কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্রবৈফল্যে দুর্য্যোধনসহ যোগদান

নারদ কহিলেন, "মহারাজ! এ দিকে মহাবীর পরশুরাম কর্ণের বাহুবল, প্রণয়[বিনীত ভাব], দমগুণ [সংযম] ও শুশ্রুষায় একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিধিপূর্বক প্রয়োগসংহার-মন্ত্রসমবেত সমুদয় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া যত্নপূর্বক ধনুর্বেদ আলোচনা করিয়া পরমসুখে সেই পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। একদা উপবাসপরিক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে, কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তকসংস্থাপনপূর্বক বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক শ্লেষ্মশোণিতভোজী [ক্লেদ রক্তপায়ী] মেদমাংসললালুপ [বসামাংসলোভী] দারুণ কীট কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার ঊরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না; ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক সেই কীটদংশনজনিত দারুণ বেদনা সহ্য

করিয়া কম্পিতদেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের ঊরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন জমদগ্নিতনয় জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, "আঃ! আমি অশুচি হইলাম। তুমি কি কর্ম করিতেছ? ভয় পরিত্যাগপূর্বক আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন কর।" তখন কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পরশুরাম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অষ্টপদ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ কীট অলর্ক[ক্ষিপ্ত কুকুর-পাগলা কুকুর]জাতীয়। উহার কলেবর শুকরের ন্যায়; দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং সর্বাঙ্গ সূচিসদৃশ লোমজালে সমাকীর্ণ। জমদগ্নিনন্দন দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কীট সেই শোণিতমধ্যে প্রাণপরিত্যাগ করিল। ঐ সময় অন্তরীক্ষে এক কৃষ্ণাঙ্গ লোহিতগ্রীব রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হইল। নিশাচর পরশুরামকে সম্বোধনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "হে ভৃগুবংশাবতংস! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমাকে এই দারুণ নরক হইতে মুক্ত করিলেন। এক্ষণে আমি স্বস্থানে চলিলাম।" তখন প্রবলপ্রতাপান্বিত মহাবাহু জনদগ্নিতনয় তাহাকে কহিলেন, "হে বীর! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা নরকগামী হইয়াছিলে? আমার নিকট কীর্ত্তন কর।" রাক্ষস কহিল, 'ভগবন্! আমি সত্যযুগে দংশনামে মহাসুর ছিলাম। আপনার পূর্বপিতামহ মহর্ষি ভৃগুর অপেক্ষা আমার বয়ঃক্রম ন্যূন ছিল না। আমি বলপূর্বক ঐ মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করাতে তিনি আমাকে "শ্লেষ্মমূত্রভোজী কীট হও" বলিয়া অভিসম্পাত করেন। আমি তাঁহার শাপে ভীত হইয়া শাপমোচনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, "আমার বংশসম্ভূত রাম হইতে তোমার মুক্তিলাভ হইবে।" হে মহাত্মন! সেই মহর্ষির শপপ্রভাবে আমার এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি পাপযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। মহাসুর এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

"রাক্ষস প্রস্থান করিলে জমদগ্নিতনয় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কর্ণকে কহিলেন, "হে মূঢ়! তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে কখনই সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, অতএব অচিরাৎ আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর।"

"তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমি সূতপুত্র, সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা, আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম।" মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতশরীরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশকালে বা সঙ্কটসময়ে স্ফূর্তি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এ স্থান হইতে যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। যাহা হউক, অতঃপর কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না।' তখন মহাবীর কর্ণ পরশুরামকর্তৃক অভিহিত

হইয়া দুর্য্যোধন সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি।' ”

৪র্থ অধ্যায়
কর্ণসাহায্যে দুর্য্যোধনের স্বয়ংবরসভা জয়

অতঃপর নারদ কহিলেন, “মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভৃগুবংশপ্রবর পরশুরামের নিকট সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভূপালগণ কলিঙ্গদেশে রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী। রাজপুরনামক নগরে কন্যালাভার্থ স্বয়ংবরসভায় গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সূতপুত্রের সহিত সুবর্ণখচিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে মহারাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, রুক্মী, স্ত্রীরাজ্যাধিপতি শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরদেশস্থিত কাঞ্চনাঙ্গদধারী [সুবর্ণবলয়ধারী], সুবর্ণবর্ণ, ব্যাঘ্রের ন্যায় বলমদমত্ত[বলবীর্য্যে উদ্ধত], ম্লেচ্ছাধিপতি ভূপালগণ আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপতি স্বয়ংবরসভায় উপবিষ্ট হইলে রাজকন্যা ধাত্রী ও বর্ষবরগণ [নপুংশক-হিজরা] সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধাত্রীমুখে ভূপালগণের নাম শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে দুর্য্যোধনকেও অতিক্রম করিলেন। তখন বলমদমত্ত ভূপতি দুর্য্যোধন উহা সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া অন্যান্য ভূপালগণের প্রতি অসম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীর্য্যসাহায্যে সেই কন্যাকে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ রথারোহণ ও খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

“দুর্য্যোধন এইরূপে ভূপতিগণের সমক্ষে কন্যাহরণে প্রবৃত্ত হইলে নরপতিগণ যুদ্ধার্থী হইয়া তুমুল কোলাহলসহকারে বর্ম্মধারণ ও রথযোজন করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে মেঘসকল যেমন পর্বতদ্বয়ের উপর সলিল বর্ষণ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধন ও কর্ণের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ এক-এক শরে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার হস্তলাঘবপ্রভাবে সেই শরশরাসনধারী গদাযুদ্ধবিশারদ বীরগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও পরাজিত হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও কর্ণের ভুজবীর্য্যে রক্ষিত হইয়া কন্যাগ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে [প্রফুল্লচিত্তে] হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।”

৫ম অধ্যায়
কর্ণবলবীর্য্যপ্রসঙ্গে জরাসন্ধপরাজয় কথা

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ সূতপুত্রের বলবীর্য্যের বিষয় শ্রবণগোচর করিয়া রথারোহণপূর্বক তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মহাবীর কর্ণও অবিলম্বে তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বিদ্যাস্ত্রবিশারদ বীরদ্বয়ের বহুক্ষণ ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। পরিশেষে তাঁহাদিগের শর, শরাসন ও খড়্গ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণ জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জরারাক্ষসীসংযোজিত দেহের সন্ধি বিশ্লেষিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর জরাসন্ধ স্বীয় শরীরের বিকার নিরীক্ষণ করিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ ও কর্ণের প্রতি অতিমাত্র প্রীতিপ্রদর্শনপূর্বক প্রফুল্লমনে তাঁহাকে মালিনীনগরী প্রদান করিলেন।

“হে মহারাজ! সূতপুত্র অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন এবং দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চম্পানগরী শাসন করিতেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এইরূপে শস্ত্রবলে ভূমণ্ডলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপনার হিতসাধনার্থ সূতপুত্রের নিকট তাঁহার সহজ কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করিলে সূতপুত্র দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় প্রদান করেন। ঐ মহারথ সহজকবচকুণ্ডল বিহীন হওয়াতেই মহাবীর অর্জুন বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহাত্মা কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন। না। ধনঞ্জয় রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্রলাভ করিয়াই তাঁহার বিনাশসাধনে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষতঃ যদি ঐ মহাবীর পরশুরাম ও হোমধেনুবিনাশক্রুদ্ধ[হোমধেনুবিনাশে রুষ্ট] ব্রাহ্মণকর্তৃকঅভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কুন্তীর সমক্ষে অর্জুন ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবকেই নিধন করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক দেবমায়া প্রকাশিত ও বাসুদেবের নীতি উদ্ভাবিত না হইত, যদি রথাতিরথ সংখ্যাসময়ে [রথ ও অতিরথের গণনাকালে] ভীষ্ম উঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দেশ ও মদ্ররাজ সমরকালে ঐ মহাবীরের তেজোহ্রাস না করিতেন, তাহা হইলে অর্জুনের হস্তে কখনই সেই সূর্য্যসন্নিভ সুর্য্যতনয়ের বিনাশ হইত না। হে ধর্মরাজ! আপনার ভ্রাতা কর্ণ এইরূপে অভিশাপগ্রস্ত ও বহু ব্যক্তিকর্তৃক বঞ্চিত হইয়া সমরে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্তব্য নহে।”

৬ষ্ঠ অধ্যায়
স্ত্রীজাতির প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত ও নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া দীনমনে অনবরত অশ্রুজল বিসর্জন ও ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শোকব্যাকুলা কুন্তী ধর্মরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, “বৎস! শোক পরিত্যাগপূর্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। পূর্বে আমি ও ভগবান্ ভাস্কর আমরা উভয়ে

তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা, ইহা কর্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম। ভগবান সূর্য্য কর্ণকে স্বপ্নবস্থায় সুহৃদের ন্যায় বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; আমিও বিশেষ যত্নসহকারে তাহাকে অনুনয় করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা উভয়েই কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কর্ণ তৎকালে কোনমতেই তোমার সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিল না; প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বিলক্ষণ প্রতিকুলাচারী হইয়া উঠিল। আমিও কর্ণকে নিতান্ত দুর্বিনেয় [আমার কথিত নীতির অবাধ্য] বোধ করিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলাম।”

শোকাকুল ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া বাষ্পকুললোচনে কহিলেন, “জননি! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই আমাকে বিষম দুঃখভোগ করিতে হইল; অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারিবে না।” শোকাকুলিতচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে স্ত্রীজাতির প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পুত্র, পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবগণকে স্মরণপূর্বক নিতান্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে সধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৭ম অধ্যায়

সমস্তকুলধ্বংসে যুধিষ্ঠিরের বিষাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির মহারথ কর্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখিতমনে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, “ধনঞ্জয়! আমরা জ্ঞাতিবর্গকে নিঃশেষিত করিয়া নিতান্ত দুর্দশাপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আর এই দুর্গতি ভোগ করিতে পারিব না। চল, আমরা যাদবনগরে গিয়া ভিক্ষার্থ পর্যটন করি। কৌরবগণ আমাদিগের আত্মতুল্য ছিল। আমরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছি, সুতরাং আত্মঘাতী হইয়া আমরা কিরূপে ধর্মফল ভোগ করিব? ক্ষত্রিয়ধর্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক! এই সমুদয়ের প্রভাবেই আমরা এক্ষণে এই দারুণ বিপদে নিপতিত হইয়াছি। ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা [মাৎসর্য্যহীনতা], অহিংসা ও সত্যই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অরণ্যচারী সাধুগণ সতত ঐ সমুদয় গুণের সেবা করিয়া থাকেন। আমরা রাজ্যলাভলোভে মোহ, অহঙ্কার ও অভিমানপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম। যখন আমাদিগের বন্ধুবান্ধবসমুদয় নিহত হইয়াছে, তখন কেহ ত্রৈলোকের রাজত্ব প্রদান করিয়াও আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। আমরা রাজ্যলাভের নিমিত্ত অবধ্য ভূপালগণকে মৃত্যুমুখে বিসর্জনপূর্বক বান্ধবশূন্য হইয়া জীবিত রহিয়াছি। আমরা আমিষলোলুপ কুকুরের ন্যায় রাজ্যগৃধ্ন[রাজ্যলোলুপ] হইয়া নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইলাম। পূর্বে রাজ্যলাভ আমাদের প্রার্থনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে রাজ্যপরিত্যাগ আমাদের প্রীতিকর হইয়াছে। আমাদের যেসমস্ত বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছেন, সমগ্র পৃথিবী, সুবর্ণরাশি এবং সমুদয় অশ্ব ও গোধনের বিনিময়েও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; তাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষভরে মৃত্যুযানে[মৃত্যুপথে-যুদ্ধমৃত ব্যক্তি বিমানযানে স্বর্গারোহণ করে; কিন্তু

কামক্রোধাদির অধীন হইয়া মরিলে যায় নরকে; নরকে যাওয়ার যানের পথ ভীষণ অন্ধকারময়] আরোহণ করিয়া যমলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। পিতা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বনপূর্বক বহুকল্যাণযুক্ত পুত্রলাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন; আর মাতা উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত, মঙ্গলানুষ্ঠানদ্বারা গর্ভধারণ করিয়া দশ মাস সেই দুর্বহ গর্ভভার বহন করিয়া মনে মনে চিন্তা করেন যে, আমার সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহুদিন জীবিত থাকিবে এবং বলিষ্ঠ ও সমাদৃত হইয়া আমাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে সুখী করিবে। আহা! এক্ষণে আমাদিগের এই সংগ্রামে যেসকল মহাবীর- নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের জননীগণের সেইসমস্ত অভিলাষই নিষ্ফল হইল। ঐ হতভাগ্য কামিনীগণের যুবক তনয়েরা পার্থিব ভোগসমুদয় উপভোগ না করিয়াই, দেবতা ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত না হইয়াই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ সমুদয় বীরের বলবীর্য্য ও রূপদর্শনে উহাদের জনকজননীগণের হৃদয়ে বহুবিধ শুভপ্রত্যাশা জন্মিবার সময়েই উহারা জীবনবিসর্জন করিলেন। উহারা আর কখনই জয়লাভজনিত সুখভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ পরস্পর নিহত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্মের উৎকৃষ্ট ফলভোগ করিতে পারিতেন। আমরাই এই ঘোরতর লোকবিনাশের হেতুভূত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি এই দোষ সম্পূর্ণরূপে আরোপিত করা যাইতে পারে।

"রাজা দুর্য্যোধন অতিশয় শঠ, শুভদ্বেষী [সৎকর্মে দ্বেষকারী] ও মায়াবী ছিল; আমরা কোন অপরাধ না করিলেও সতত আমাদিগের অপকার করিত; এক্ষণে আমাদিগের অভীষ্টফললাভ বা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মনোরথ পরিপূর্ণ হইল না। আমাদিগের জয়লাভ হয় নাই এবং তাহারাও জয়লাভ করিতে পারে নাই। ঐ নির্বোধগণ পূর্বে আমাদের সমৃদ্ধিদর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন কখনই সুস্থ অন্তঃকরণে এই পৃথিবী উপভোগ, নারীগণের সহিত বিহার, গীতবাদ্য শ্রবণ, ধন দান, অর্থাগমের চেষ্টা এবং অমাত্য, সুহৃৎ ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মুখে আমাদিগের অভ্যুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবর্ণ ও একান্ত কৃশ হইয়াছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি অবগত হইয়াও পুত্রস্নেহনিবন্ধন বিদুর ও ভীষ্মের বাক্যে অনাদরপ্রদর্শনপূর্বক তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিতেন। দুর্য্যোধন কিরূপে আমাদের ন্যায় সুখী হইবে, এই চিন্তাতেই তাঁহার দিনযামিনী অতিবাহিত হইত। অন্ধরাজ তৎকালে লুব্ধপ্রকৃতি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ দুর্য্যোধনকে নিবারণ না করাতেই এক্ষণে আমার ন্যায় তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন সহোদরগণের বিনাশসাধন ও বৃদ্ধ জনকজননীকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া যারপরনাই অযশোভাগী হইয়াছে। বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে গমন করিলে সেই দুরাত্মা সংগ্রামার্থী হইয়া তাঁহাকে যে-কথা কহিয়াছিল, সৎকুলসত আর কোন্ ব্যক্তি সুহৃদের প্রতি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? এক্ষণে আমরা দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দশদিক্ দগ্ধ করিয়া আপনাদিগের দোষেই চিরকাল দুঃখভোগ করিব। আমাদিগের প্রবলশত্রু দুর্মতিপরায়ণ দুর্য্যোধন এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মার দোষেই কৌরবকুল উৎসন্নপ্রায় হইল এবং আমরাও অবধ্য জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইলাম।

"রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্বে কুলনাশক দুর্মতি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া এক্ষণে একান্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষীয় বীরসমুদয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পাপসৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্যসম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শত্রু বিনাশ করিয়া ক্রোধশূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু দুর্নিবার শোক আমাকে একান্ত ব্যাকুল করিতেছে। পাপকর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার মাঙ্গলিক[শুভ] কার্য্যের অনুষ্ঠান, অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থগমন, শ্রুতিস্মৃতিপাঠ[বেদস্মৃতি অধ্যয়ন] ও জপদ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকে ত্যাগশীল হইলে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগশীল ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যুজনিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। তিনি মোক্ষপথ অবলম্বনপূর্বক অনায়াসে ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক মুনি, হইয়া বনে প্রস্থান করিব। স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, লোকে ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্মলাভে সমর্থ হয় না। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রুতি অনুসারে ত্যাগশীল হইলে আর আমাকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না। অতএব আমি সমস্ত রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগপূর্বক শোকদুঃখবিবর্জিত হইয়া অরণ্যে গমন করিব। আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতঃপর তুমিই নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন কর।" ধর্মরাজ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।।

৮ম অধ্যায়
যুধিষ্ঠির-বিষাদে অর্জুনের সক্রোধ উক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন দৃঢ়পরাক্রম অর্জুন ধর্মরাজের বাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণী[জিহ্বাদ্বারা বার বার অধর-ওষ্ঠ চাটিতে চাটিতে] লেহন করিয়া গর্বিতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া ক্লীবের ন্যায় রাজশ্রী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। শত্রুসংহারপূর্বক ধর্মানুসারে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সমুদয় পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্বোধের কার্য্য, সন্দেহ নাই। ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রীর [অলসের] কখনই রাজ্যলাভ হয় না। আপনি কি নিমিত্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া ভূপালগণকে নিপাতিত করিলেন? যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, সে কোনক্রমেই জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহার পুত্র, কলত্র ও পশু প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই অর্থচিন্তাপরাঙ্মুখ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। আপনি সুবিপুল রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নীচজনোচিত ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করিলে লোকে আপনাকে কি বলিবে? আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত [নির্ব্বোধ] লোকের ন্যায় ঐশ্বর্য্যভোগে বঞ্চিত ও উদ্যমশূন্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাসনা করিয়াছেন?

"রাজকুলে জন্মগ্রহণ ও স্বীয় বাহুবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপনপূর্ব্বক পরিশেষে ধর্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রস্থান করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। আপনি যজ্ঞক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষা অবলম্বন করিলে অসাধুগণ কখনই উহার অনুষ্ঠান করিবে না; সুতরাং আপনাকে যজ্ঞনাশনিবন্ধন পাপভাগী হইতে হইবে। মহারাজ নহুষ কহিয়া গিয়াছেন

যে, ইহলোকে অকিঞ্চনতার [নির্ধনতার] অভিলাষ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নির্ধনতা নিতান্ত নিন্দনীয়। ঋষিগণই অর্থোপার্জ্জন ও অর্থরক্ষায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কিন্তু ভূপতিগণের কখনই ঐরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। লোকে ধনদ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে। মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হয়। কেহ আমাদিগের ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলে আমরা কখনই তাহাকে ক্ষমা করি না।

"ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। আমরা নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে নিয়তই মিথ্যাপবাদদূষিত দেখিতে পাই। অতএব আপনি দরিদ্র হইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। নির্ধন ব্যক্তি পতিতের ন্যায় সতত শোক করিয়া থাকে; সুতরাং পতিত ও নির্ধনের কিছুই ইতরবিশেষ নাই। যেমন পর্ব্বত হইতে নদীসমুদয়ের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ সঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। লোকে অর্থ হইতেই ধর্ম্ম, কাম ও স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। অর্থ না থাকিলে জীবিকা নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে। ধনবিহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষেরও ক্রিয়াকলাপ গ্রীষ্মকালীন সামান্য নদীসমূহের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন প্রধানপুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতপদবাচ্য [জ্ঞানী বলিয়া গ্রাহ্য] হইয়া থাকে। নির্ধন ব্যক্তি অর্থাগমের চেষ্টা করিলেও তাহা বৃথা হয়। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ অর্থ অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম, স্বর্গ, হর্ষ, ধৈর্য্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও মত্ততা [দণ্ডদানশক্তি] উৎপন্ন হয়। ধনই কুলমর্য্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিদান। নির্ধন ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লোকের শরীর কৃশ হইলে তাহাকে কৃশ বলা যায় না; যাহার অশ্ব, গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ।

"আর দেখুন, অসুরগণ দেবতাদিগের জ্ঞাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত সহজ হয় না। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক পাণ্ডিত্য লাভ ও বিবিধ যত্নসহকারে ধন আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ বিদ্রোহাচরণ করিয়াই স্বর্গের সমুদয় স্থান অধিকার ও জ্ঞাতিবর্গের পীড়ন করিয়া বিপুল অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন', যজন, যাজন ও অর্থসংগ্রহ অতি শ্রেয়স্কর" কার্য্য। অন্যের অপকার না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। এই নিমিত্তই রাজারা অন্যকে পরাজয়২ করিয়া পৃথিবী গ্রহণ এবং পুত্র যেমন পিতার ধন অধিকার করে, তদ্রূপ উহা অধিকার করিয়া গিয়াছেন। ভূপালগণের এইরূপ কার্য্যই ধর্ম্মানুগত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তাঁহারা ঐরূপ কার্য্য করিয়াই স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছেন। সলিলরাশি যেমন পূর্ণ সাগর হইতে বহির্গত হইয়া দশদিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধনরাশি রাজকুল হইতে নিঃসরণপূর্ব্বক সমুদয় পৃথিবীতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই পৃথিবী রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতার ভোগ্য ছিল, এক্ষণে ইহা আপনার ভোগার্হ[ভোগের যোগ্য] হইয়াছে। অতঃপর আপনার সর্ব্বস্বদক্ষিণ[সমস্ত ধন দক্ষিণার্থ-দত্ত] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদি আপনি বিষয়বিজ্ঞ[বিষয়কার্য্যে অভিজ্ঞ] হইয়া উহা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে। রাজা প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিলে সমুদয় প্রজাই সেই যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া পবিত্র হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। বিশ্বরূপ মহাদেব মহাযজ্ঞ সর্ব্বমেধে[আহুতিরূপে সমস্ত-বস্তুপ্রদেয়যজ্ঞে নিজের দেহ পর্য্যন্ত যাহাতে আহুত হয়] সর্ব্বভূতের সহিত আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর। মহারাজ দশরথ যজ্ঞকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দেশ ও সতত উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি মহাজনসেবিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিবেন না।”

৯ম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের অপ্রবোধ-বৈরাগ্যের অবতারণা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “অর্জ্জুন! তুমি ক্ষণকাল একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলেই আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকিবে। আমি কি তোমার অনুরোধে সাধুজনসেবিত পথ অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইব! কখনই নহে। আমি নিশ্চয়ই গ্রাম্যসুখ [স্ত্রীবিলাসাদি] পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিব। এক্ষণে একাকী কোন্ পথে গমন করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারি, এই প্রশ্ন করাই তোমার কর্ত্তব্য। অথবা তুমি জিজ্ঞাসা না করাতেই আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্যসুখ ও গ্রাম্য-আচার পরিহারপূর্ব্বক অরণ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া মৃগদিগের সহিত সঞ্চরণ করিব, মিতাহারী ও চর্ম্মচীরজটাধারী হইয়া দুই সন্ধ্যা সলিলে অবগাহনপুর্ব্বক নিয়মিত সময়ে হুতাশনে আহুতিপ্রদান করিব, ক্ষুৎপিপাসা[ক্ষুধাতৃষ্ণা], শ্রান্তি, শীত, আতপ ও বায়ুজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া অতিকঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক শরীর শুষ্ক করিব এবং অরণ্যচারী একান্ত হৃষ্ট মৃগ ও পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর কলরব শ্রবণ, নানাপ্রকার পুষ্পের কোমল গন্ধ আঘ্রাণ ও অরণ্যস্থ বিবিধ রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিব। গ্রামবাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, বনবাসীদিগেরও কোন অপকার করিব না। একাগ্রচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা, পক্ক[পাকা] ও অপক্ক ফল ভক্ষণ এবং বনজাত দ্রব্য ও সুস্বাদু সলিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিব। এইরূপ অতিকঠোর আরণ্যক আচার প্রতিপালন করিয়া প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব; অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড[মুণ্ডিতমস্তক-মাথা মুড়াইয়া] মুনি হইয়া একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক-এক দিবস ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিব। আমি গৃহ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া থাকিব। শোক বা হর্ষে কদাচ অভিভূত হইব না। স্তুতি ও নিন্দাবাদে আমার সমান জ্ঞান থাকিবে এবং আমি পরিগ্রহ ও মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক জড়, অন্ধ ও বধিরাকার হইয়া সতত প্রসন্নমনে অবস্থান করিব। স্বধর্ম্মনিরত স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রজাগণের প্রতি কদাচ হিংসা প্রকাশ বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিব না। সকল জীবের প্রতি অপক্ষপাতিত্য প্রদর্শন করিব। কাহারও প্রতি কখন ভূভঙ্গী [ভ্রূকুটি] ও উপহাস করিব না। ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া সতত প্রসন্নমুখে অবস্থান করিব। কাহাকে পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া কামক্রোধাদিশূন্যচিত্তে যেকোনও একটি পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিব। কোন দেশ বা

কোন দিক লক্ষ্য করিয়া গমন অথবা গমনকালে পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করিব না। দেহ ও আত্মার অভিমান পরিত্যাগ করিব। স্বভাব সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন আমাকে অবশ্যই আহার করিতে হইবে। কিন্তু আমি অল্পভোজনাদিজনিত ক্লেশ এককালে পরিত্যাগ করিব। এক গৃহে অল্পপরিমাণেও ভিক্ষা পাইলে অন্য গৃহে এবং তথায় ভিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে আর এক গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। যেদিন কোথাও কিছু না পাইব, সেদিন আমার নিরাহারেই অতিবাহিত হইবে। গৃহসকল মূষলশব্দ[উখলীতে তণ্ডুলাদি নির্ম্মাণ শেষ ও রন্ধনান্তে নির্ব্বাপিতবহ্নি], ধূম ও অগ্নিহীন, গৃহস্থগণের ভোজনব্যাপার সুসম্পন্ন ও অতিথিসঞ্চারবিরহিত [সমাগত অতিথির ভোজনাদি সমাপ্তি] হইলে আমি এককালে দুই, তিন বা পাঁচ গৃহে ভিক্ষার্থ সঞ্চরণ করিব। আশপাশ হইতে এককালে বিমুক্ত হইব। লাভ ও ক্ষতি উভয়ই আমার পক্ষে সমান হইবে। আমি কদাচ জীবিতাভিলাষী বা মুমূর্ষুর ন্যায় ব্যবহার করিব না। জীবন ও মৃত্যুতে হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। এক ব্যক্তি কুঠারদ্বারা আমার এক হস্ত ছেদন ও অন্য ব্যক্তি আমার অপর হস্তে চন্দনানুলেপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি সেই দুই ব্যক্তির শুভ বা অশুভ কিছুই প্রার্থনা করিব না। জীবিত ব্যক্তি যেসকল উন্নতিজনক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই সেই কার্য্যে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল দেহমাত্র ধারণ করিব। আমি কোন কার্য্যেই লিপ্ত হইব না; সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার পরিহার করিব; বিষয়বাসনাকে মনেও স্থান প্রদান করিব না; আত্মাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; অসত্ত্বার্য্যরূপ পাশ হইতে অন্তরিত হইব এবং বায়ুর ন্যায় কাহারও আয়ত্ত হইব না”।

“হে অর্জ্জুন! আমি এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শাশ্বত সন্তোষ লাভ করিব। আমি বিষয়বাসনাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক লোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিদানভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে দেহাবসানে সেইসমুদয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। এই সংসার রথচক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে জীবগণ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয়। এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় নিতান্ত সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখলাভে সমর্থ হয়েন। দেবগণকে স্বর্গ হইতে এবং মহর্ষিগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া কোন্ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সংসারবাসের বাসনা করিবেন? আর দেখ, একজন রাজা নানাপ্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে সামান্য কারণে অন্যান্য ভূপালগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া থাকেন।

“হে অর্জ্জুন! বহুকালের পর আমার এই দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। জ্ঞানপ্রভাবে আমি শাশ্বত স্থানলাভের অভিলাষ করিয়াছি। অতঃপর নিরন্তর ঐরূপ ধৈর্য্যসহকারে নির্ভয়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় অভিভূত পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিব।”

১০ম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির প্রতি ভীমের সখেদ কর্ম্মানুষ্ঠান উক্তি

ভীমসেন কহিলেন, "মহারাজ! আপনার অর্থবিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হওয়াতে এক্ষণে আপনি হতভাগ্য শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কথা কহিতেছেন। যদি রাজধর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া আলস্যে কালহরণ করিবেন, তবে কি নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন? ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, আমরা পূর্বে আপনার এরূপ বুদ্ধি জানিতে পারিলে কদাচ শস্ত্রগ্রহণ বা কোন ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতাম না; যাবজ্জীবন ভিক্ষা করিয়া কালহরণ করিতাম। তাহা হইলে ভূপালগণ কদাচ এই দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। পণ্ডিতগণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বস্তুকেই প্রাণধারণের উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ক্ষাত্রধর্ম্মবিদ পণ্ডিতেরা কহেন যে, রাজ্যগ্রহণকালে যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাঁহাদিগকে নিপাতিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহাদের নির্দেশানুসারে শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যভোগ করুন। জলার্থী ব্যক্তির কূপ খননপূর্ব্বক জল প্রাপ্ত না হইয়া পঙ্কলিপ্তগাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, মধুলোলুপ ব্যক্তির মহাবৃক্ষে আরোহণ ও মধু আহরণপূর্ব্বক মধুপান না করিয়া প্রাণত্যাগ করা, ধনার্থী ব্যক্তির আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, বীরপুরুষের সমুদয় শত্রু নিপাতিত করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন লাভ ও কামুক পুরুষের কামিনী লাভ করিয়া ভোগ না করা যেরূপ শোচনীয়, আমাদের শত্রুবিনাশপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করাও তদ্রূপ সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া আপনার অনুগত থাকিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইতেছি। আমরা বহুবলী ও কৃতবিদ্য হইয়াও অশক্তের ন্যায় ক্লীবের বাক্যের অধীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং লোকে কেন আমাদিগকে গতিহীন ও অর্থভ্রষ্ট অবলোকন না করিবে। আপদগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত অথবা শত্রুহস্তে পরাজিত ব্যক্তিরই সমুদয় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান লোকেরা এই নিমিত্তই বিষয় পরিত্যাগ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন। ক্ষত্রিয়গণ হিংসার্থই জন্মগ্রহণ করেন। হিংসাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং সেই সহজ হিংসাধর্ম্মের ও তাঁহার সৃষ্টিকর্তার নিন্দা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বেদের তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ নির্ধন ব্যক্তিগণই ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করা অকর্ত্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাসরূপ কপটধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা নিতান্ত কঠিন, উহাতে অচিরাৎ জীবননাশ হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্যমধ্যে সুখে কালহরণ করিতে পারে। অরণ্যচারী মৃগ, বরাহ ও পক্ষিগণের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ বনচারী মনুষ্যগণও স্বর্গলাভে অসমর্থ হয়। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত, তাহা হইলে পর্ব্বত ও বৃক্ষগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। লোকে আপনার ভাগ্যবলেই সিদ্ধ হয়, অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই। যদি কেবল আপনার ভরণপোষণ

করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত, তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবরগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।”

১১শ অধ্যায়

কর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজক পক্ষি ইন্দ্র-ঋষিসংবাদ

অর্জ্জুন কহিলেন, “মহারাজ! এই বিষয়ে তাপসগণের সহিত ভগবান্ পুরন্দরের কথোপকথন উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি আপনার নিকট সেই ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু [অল্পবয়স্ক—যাহাদের দাড়ি গজায় নাই] ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাই যথার্থ ধর্ম্ম এইরূপ বিবেচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া হিরন্ময় পক্ষীর বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন, ‘বিঘসাশীরা[যজ্ঞশেষভোজী] যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, প্রাকৃত মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত সুকঠিন; ঐ কর্ম্মদ্বারা পুণ্যসঞ্চয়, জীবনে সার্থকতা ও অন্তে সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে।

“তখন সেই ঋষিগণ পক্ষীর বাক্যশ্রবণে পরস্পর কহিলেন, ‘ঐ দেখ, এই বিহঙ্গম বিঘসাশীদিগের প্রশংসা করিতেছে। আমরা বিঘসাশী, অতএব এ প্রশংসা আমাদিগেরই, তাহার আর সন্দেহ নাই।

“তখন পক্ষী কহিল, ‘হে তাপসগণ! তোমরা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ[কাদামাখা দেহ], রজোগুণযুক্ত, উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি; তোমরা কখনই বিঘসাশী নও, আমি তোমাদিগকে প্রশংসা করি নাই।

“ঋষিগণ কহিলেন, ‘বিহঙ্গম! আমরা এইরূপে অবস্থান করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ইহাতে রত হইয়াছি। যদি ইহা অপেক্ষা কিছু শ্রেয়স্কর থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।’

“পক্ষী কহিল, ‘হে তাপসগণ! যদি তোমরা আমার বাক্যে কোন আশঙ্কা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিব।’

“ঋষিগণ কহিলেন, ‘ধর্ম্মাত্মন! তোমার কোন পথই অবিদিত নাই; অতএব আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ এবং তোমার বাক্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিব, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান কর।’

মানুষজন্মে গৃহস্থধর্ম্মে সিদ্ধির সার্থকতা

“অনন্তর পক্ষী কহিল, “হে তাপসগণ! চতুষ্পদমধ্যে গোধন, ধাতুদ্রব্যমধ্যে সুবর্ণ, শব্দমধ্যে মন্ত্র এবং দ্বিপদমধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত জাতকর্ম্মাদিদ্বারা সংস্কার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের স্বর্গলাভের উপায়; যে ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাসসহকারে যে দেবতাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আরাধনা

করে, সে দেহান্তে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। সিদ্ধিলাভ সকলেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কদাপি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থাশ্রম অতিপবিত্র ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, অর্থহীন ও পাপাত্মা। যাহারা শাশ্বত দেবলোকগমন, পিতৃলোকগমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ত্যাগ করে, তাহাদিগকে পরিশেষে কীটযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপানুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রতিদিন যথানিয়মে দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। দেখ, দেবতারা ঐরূপ দুরূহ তপানুষ্ঠান করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সুকঠিন গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি। গার্হস্থ্যধর্ম্ম-প্রতিপালনই মানবদিগের মহাতপস্যা, সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠানদ্বারা সর্ব্বপ্রকার: সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। রাগদ্বেষশুন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। হে তাপসগণ! যাহারা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়গণকে অন্নপ্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, তাহারাই বিঘসাশী। বিঘসাশীদিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। উহারা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠানফলে ইহলোকে জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া অন্তে অনন্তকাল নিরাপদে ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন।

"হে মহারাজ! তখন ব্রাহ্মণগণ সেই বিহঙ্গের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যশ্রবণে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই স্থির করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন। অতএব আপনিও এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই শত্রুশূন্য সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করুন।"

১২শ অধ্যায়
নকুলের কর্ম্মের অনুকূলে প্ররোচনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মিতভাষী মহাবাহু নকুল অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! দেবগণ বিশাখযূপক্ষেত্রে বহিস্থাপনার্থ স্থণ্ডিল [অগ্নিগৃহ] নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেইসমুদয় স্থণ্ডিল অদ্যাপি নেত্রগোচর হয়, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দেবগণও কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন। যে পিতৃলোকেরা জলবর্ষণাদিদ্বারা প্রাণীগণের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও বিধি-অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে, তাহারাই নাস্তিক। যে ব্রাহ্মণ সমুদয় কার্য্যেই বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন তিনিই দেবমার্গদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। বেদবি ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সমুদয় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ

অবলম্বনপূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া প্রধান প্রধান যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী; যিনি গার্হস্থ্যসুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনায় বনে পরিভ্রমণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী। আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান ও কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আর যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রূরতা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন করেন তাঁহাকেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এক গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য। অন্য অন্য আশ্রমে কেবল স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কাম ও স্বর্গ উভয়ই লাভ হইতে পারে। অতএব এই আশ্রম লোকতত্ত্ববেত্তা মহর্ষিগণের প্রধান গতি। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্যাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বনপূর্ব্বক রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। যে ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে, তাহাকে ত্যাগশীল বলা যায় না। ধর্ম্মধ্বজী[কপটাচারী] ব্যক্তি বনে থাকিয়া কামাদি স্মরণ করিলে যম পরিণামে মৃত্যুপাশদ্বারা তাহার কণ্ঠবন্ধন করেন। অভিমান সহকারে কার্য্য করিলে উহা কদাপি ফলপ্রদ হয় না। ত্যাগী হইয়া কার্য্য করিলেই উহা মহাফল প্রদান করে। গৃহস্থাশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপস্বিজনোচিত কার্য্যকলাপ এবং দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণসেবিত গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ত্যাগশীল হইতে পারেন, তাহার কখনই অপকার হয় না। হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণগণ নিস্পাপ প্রজাপতি বহুদক্ষিণ যজ্ঞসমুদয়ের ভাগ গ্রহণ করিবেন বলিয়া সমুদয় প্রজা, যজ্ঞীয় তরুলতা, ওষধি, পশু ও পবিত্র ঘৃতের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থের যজ্ঞকার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, এই নিমিত্তই গার্হস্থ্যধর্ম্ম নিতান্ত দুর্লভ। গৃহস্থ যদি পশু ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞ না করে, তাহা হইলে তাহাকে নিয়ত পাপভোগ করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন ও মনে মনে শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কই ঋষিদিগের যজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগের মনঃসমাধান দেবগণের প্রার্থনীয়।

"হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত সমাহৃত বিচিত্র রত্ন যজ্ঞকার্য্যে ব্যয় করিবার বাসনা না করিয়া নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। যিনি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করেন, সর্ব্বত্যাগী হওয়া তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাদের আহৃত ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের অভিমত রাজসূয়, অশ্বমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজার প্রমাদদোষেই প্রজারা দস্যুতস্করাদিকর্ত্তৃক ক্লেশিত হয়। যে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি কলিস্বরূপ। আমরা যদি ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সমলঙ্কৃত হস্তী, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই কলিস্বরূপ হইতে হইবে। রাজা অদাতা ও শরণাগতপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। তিনি কদাচ সুখাস্বাদন করিতে পারেন না। যদি আপনি মহাযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তীর্থাবগাহনে পরাঙ্মুখ হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার মাহাত্ম্য মারুতোদ্ধূত [বায়ুচালিত] ছিন্নমেঘের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং আপনাকে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা

পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ ত্যাগশীল; কেবল গৃহত্যাগ করিলে ত্যাগশীল হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে তাহাকে কখনই হীন হইতে হয় না। হে মহারাজ! কোন্ ব্যক্তি দৈত্যসূদন দেবরাজের ন্যায় স্বধর্ম্মানুসারে বলশালী অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া শোক করিয়া থাকে? আপনি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছেন। এক্ষণে উহা মন্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণপূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন। অতএব আপনার শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।"

১৩শ অধ্যায়
সহদেবের সবিনয় মোগতত্ত্বের অবতারণা

নকুলের বাক্যাবসান হইলে সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! 'আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন' ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে। মমকার দুই প্রকার— বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগ করিলে কোনরূপেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই; আন্তরিক মমকার পরিত্যাগ করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। বাহ্য মমকারশূন্য আন্তরিক মমকারসম্পন্ন ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখলাভ হয়, তাহা আমাদের বিপক্ষগণের হউক। আর আন্তরিক মমকারশূন্য ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখলাভ হয়, আমাদের মিত্রগণ সেইরূপ ধর্ম্ম ও সুখলাভ করুন। মমকার মৃত্যুস্বরূপ ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অলক্ষিতভাবে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। হে মহারাজ! যদি আত্মা অবিনাশী হয়, তাহা হইলে অন্যের জীবন নষ্ট করিলে হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যদি দেহের সহিত আত্মার এককালে উৎপত্তি ও এককালে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে পরলোকোদ্দেশে যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদয় বৃথা। অতএব আত্মা অবিনশ্বর কি বিনশ্বর, ইহা নির্ণয় না করিয়া পূর্ব্বন সাধুলোকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

"যে মহীপাল স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পৃথিবী অধিকার করিয়া উহা ভোগ না করেন, তাঁহার প্রাণধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বনে বাস ও বনজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বাহ্যপদার্থ রাজ্যাদির মমতা করে, তাহাকে করাল কৃতান্তের আস্যদেশে[যমের রূপ] বাস করিতে হয়। এক্ষণে আপনি প্রাণীগণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাবসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করুন। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই সংসার হইতে বিমুক্ত হয়েন। আপনি আমার পিতা, ভ্রাতা, রক্ষিতা [রক্ষক] ও গুরু। অতএব আপনি আমার এই আর্ত্ত-প্রলাপ-শ্রবণে ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি যেসমস্ত কথার উল্লেখ করিলাম, ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আন্তরিক ভক্তিসহকারেই কহিয়াছি।"

১৪শ অধ্যায়
দ্রৌপদীর সখেদ উত্তেজক উক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভ্রাতৃগণ এইরূপ বিবিধ বেদবিধানানুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অসাধারণ-রূপলাবণ্যসম্পন্না সকুলসম্ভূতা ধর্ম্মদর্শিনী [ধর্ম্মজ্ঞা] দ্রৌপদী গজযূথপরিবেষ্টিত যূথপতির ন্যায় ভ্রাতৃগণপরিবৃত ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "নাথ! এই আপনার ভ্রাতৃগণ চাতকের ন্যায় বারংবার শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিতেছে; কিন্তু আপনি একবারও উহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন না। এক্ষণে যুক্তিযুক্ত বচনবিন্যাস দ্বারা ঐ চিরদুঃখভোগী ভ্রাতৃগণের আহ্লাদবর্দ্ধন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্বে দ্বৈতবনে আপনার ভ্রাতৃগণ শীত, বায়ু ও আতপে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইলে আপনি উহাদিগকে কহিয়াছিলেন যে, আমরা রথারোহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিব। যখন তোমরা রথিগণকে রথবিহীন এবং গজ ও আরোহিগণের মৃতকলেবর ও রথসমূহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন করিয়া বিপুল দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই সময় তোমাদিগের এই বনবাসদুঃখ অতীব সুখকর হইয়া উঠিবে। আপনি তৎকালে উহাদিগকে ঐ কথা কহিয়া আজ কি নিমিত্ত আমাদিগের মন ব্যথিত করিতেছেন? ক্লীব ব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্যভোগে অধিকারী হয় না। মৎস্য যেমন পঙ্কে অবস্থান করে না, তদ্রূপ ক্লীবের গৃহে কখনই পুত্র বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা দণ্ড[শাসনদণ্ড—শাসন করিবার ক্ষমতা] বিহীন হইলে তাহার কিছুমাত্র প্রতাপ বা ভূমিভোগে অধিকার থাকে না এবং তাহার প্রজারাও সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হয়। সকলের সহিত মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপানুষ্ঠান ব্রাহ্মণেরই নিত্যকর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। অসাধুদিগের দমন ও সাধুগণের প্রতিপালন এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতাই নরপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহার শরীরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নির্ভীকতা এবং নিগ্রহ[শাসনশক্তি] ও অনুগ্রহ বিদ্যমান আছে, লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে। আপনি বিদ্যা, দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাজ্ঞাদ্বারা এই পৃথিবী লাভ করেন নাই। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি যোধগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রভূত গজ, অশ্ব ও রথসম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিয়াই উহা অধিকার করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে পৃথিবী উপভোগ করাই আপনার কর্ত্তব্য।

"হে পুরুষশার্দ্দূল! আপনি দণ্ডবলে বিবিধ জনপদাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ, মহামেরুর পশ্চিমস্থিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থিত শাকদ্বীপ, উহার উত্তরস্থিত শাকদ্বীপসদৃশ ভদ্রাশ্বপ্রদেশ এবং বিবিধ দেশপরিপূর্ণ সমীপবর্তী অন্যান্য দ্বীপ শাসন করিয়াছেন। এই সমস্ত অলৌকিক অসাধারণ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রীত হইতেছেন না? একবার উদ্ধত বৃষভতুল্য প্রমত্ত গজেন্দ্রসদৃশ ভ্রাতৃগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হউন। উহারা সকলেই অরাতিতাপন ও অমরসদৃশ। আমার বোধ হয়, আপনাদের মধ্যে একজন মাত্র স্বামী হইলেই আমার সুখের পরিসীমা থাকিত না; কিন্তু আমার অদৃষ্টবলে শরীরস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আপনারা পাঁচজনই আমার স্বামী।

"হে মহারাজ! পূর্ব্বে কুন্তীদেবী আমাকে কহিয়াছিলেন, 'পাঞ্চালি! যুধিষ্ঠির অসংখ্য নরপতিকে বিনাশ করিয়া তোমাকে যারপরনাই সুখে রাখিবেন। সেই পরিণামদর্শিনী আর্য্যার ঐ বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু এক্ষণে আপনার মোহপ্রভাবে বুঝি

তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হয়। হে মহারাজ! জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং একমাত্র আপনার উন্মত্ততাতে সকল পাণ্ডবই উন্মত্ত হইয়াছে। যদি উহারা উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে আপনাকে নাস্তিকদিগের সহিত বদ্ধ করিয়া তাঁহারাই পৃথিবী শাসন করিতেন। এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া উঠে, ধূপ, কল ও নস্য প্রভৃতি ঔষধদ্বারা তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। আমি পুত্রহীন সুতরাং কামিনীগণের মধ্যে নিতান্ত অধম হইয়াও জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। আপনি ইহাদিগের সমক্ষে আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিবেন না। আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া স্বয়ং অগাধ বিপদসাগরে নিপতিত হইতেছেন। মহারাজ মান্ধাতা ও অম্বরীষ যেমন পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূপতির মাননীয় ছিলেন, এক্ষণে আপনিও তদ্রূপ হইয়াছেন। অতএব মনঃক্ষোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এই গিরিকাননসমন্বিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন, প্রজাপালন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অরাতিদিগের সহিত সংগ্রাম এবং দ্বিজগণকে ভোজ্য, বস্ত্র ও ধনরত্ন প্রদান করুন।”

১৫শ অধ্যায়
দণ্ডপ্রশংসাপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনের হিংসাসমর্থন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত সম্মানপুর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। আর দেখুন, অনেকানেক পাপপরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলতঃ সংসারে প্রায় সমুদয় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা করিলে সমুদয়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ডনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত[ধনাদি সম্পত্তি আহরণ] সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই [সমস্ত ধন অপহরণ] সমুচিত দণ্ড। মনুষ্যের মোহান্ধকার নিরাস ও অর্থরক্ষার নিমিত্ত জনসমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডের কলেবর কৃষ্ণ ও নেত্র লোহিতবর্ণ [হৃদয় নির্ম্মম ও চক্ষু রক্তবর্ণ— অন্যায়ে খাতির করিলে এবং নেত্রে ক্রোধের ভাব প্রকাশ না পাইলে শাসন হয় না; ইহাই রূপকাকারে প্রদর্শিত]। যে স্থানে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে, তথায় প্রজারা কদাচ মোহে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহারা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না। আর দেখুন, অন্যের মর্ম্মচ্ছেদন, দুষ্কর কার্য্যসাধন এবং মৎস্যঘাতীর ন্যায় লোকের প্রাণসংহার না করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজালাভ হয় না। দেবরাজ বৃত্তাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দেখুন, যেসকল দেবতা অসুরঘাতী, লোকে তাঁহাদিগকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য এবং বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ ইঁহারা সকলেই অসুরঘাতী; মনুষ্যেরা ইঁহাদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে নমস্কার করে। ব্রহ্মা বিধাতা প্রভৃতি সুরগণের নিকট সকলে প্রণত[ব্রহ্মা ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতারা কাহাকেও বধাদিরূপ দণ্ড প্রদান করেন না বলিয়া ইন্দ্রাদির মত সকলের প্রণম্য নহে] হয় না। শান্তিপরায়ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ[সূর্য্যাদি দেবতারা] কেবল কতকগুলি সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠানতৎপর লোককর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। আর দেখুন, এই জীবলোকে কেহ হিংসা না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। বলবান জীবগণ দূর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। নকুল মূষিককে, মার্জ্জার[বিড়াল] নকুলকে, কুকুর মার্জারকে, চিত্রব্যাঘ্র কুকুরকে এবং মনুষ্য সেই চিত্রব্যাঘ্রকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিধাতা

স্বয়ং স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থসমুদয়কে জীবের জীবনধারণোপযোগী অন্নস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই নিমিত্ত বিজ্ঞেরা হিংসাসহকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে কিছুতেই সঙ্কুচিত হয়েন না।

দণ্ডের গুণ—দণ্ডাভাবে বিবিধ দোষদর্শন

"হে মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করাই আপনার কর্ত্তব্য। মূঢ়েরাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। দেখুন, তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন না। সলিলে, ভূতলে ও ফলসমুদয়ে। বহুসংখ্যক জীব বাস করিয়া থাকে। লোকে প্রাণধারণের নিমিত্ত সেই জীবগণের জীবন বিনাশ করিতেছে। এই পৃথিবীতে এরূপ সূক্ষ্ম জীব আছে যে, কেবল তর্কদ্বারা তাহাদিগের সত্তা অবগত হইতে হয়। লোকের অক্ষিপক্ষ্মের[চক্ষুর রোমের] আঘাতেও সেইসকল জীবের প্রাণনাশ হইতেছে। অনেক মুনি রাগদ্বেষপরিহারপূর্ব্বক গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত ও অরণ্যবাসী হইয়াও বিমুগ্ধচিত্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আর অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমি ভেদ এবং ওষধি, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া। যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিতেছে। যাহা হউক, দণ্ডনীতির প্রভাবেই সকল জীবের সকল কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি এই জীবলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজাসকল বিনষ্ট হইত এবং বলবান্ মনুষ্য দুর্ব্বল মনুষ্যগণকে মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিত।

"ব্রহ্মা পূর্ব্বে কহিয়া গিয়াছেন যে, সুবিহিত দণ্ড প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। বিধাতার এই বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দেখুন, হুতাশন একবার প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াও ফুৎকারপ্রভাবে ভীত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হয়েন। যদি দণ্ড সৎ ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই জীবলোক গাঢ়তিমিরপরিবৃতের ন্যায় লক্ষিত হইত; আর কোন বিষয়ই অনুভূত হইত না। দেখুন, বেদনিন্দক নাস্তিকদিগকে দণ্ডপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। ফলতঃ সমুদয় লোকই দণ্ডের আয়ত্ত। যথার্থ শুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন লোক নিতান্ত দুর্লভ। বিধাতা বর্ণচতুষ্টয়ের ভেদনির্দ্দেশ, উৎকৃষ্ট নীতিপ্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি, করিয়াছেন। দণ্ডভয় না থাকিলে বায়স ও হিংস্র পশুগণ যজ্ঞীয় হবিঃ এবং অন্যান্য পশুও মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিত। মনুষ্যেরা বেদাধ্যয়ন ও সবৎসা ধেনু[গাভী] দোহন করিত না, স্ত্রীলোকের ব্যভিচারিণী হইত; সমস্ত বস্তু উচ্ছিন্ন ও নিয়মাবলী বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সকলে সকল বস্তুই আপনার বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিত; প্রভূতদক্ষিণাসম্পন্ন সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞসমুদয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত না, কেহই বিধানানুসারে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ও বিদ্যানুশীলন করিত না। উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ [বলদ], অশ্ব, অশ্বতর [খচ্চর] ও গর্দ্দভেরা যানবাহনে প্রবৃত্ত হইত না; ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইত এবং বালিকা পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। ফলতঃ সমস্ত প্রজা দণ্ডেরই একান্ত বশবর্ত্তী। মনুষ্যেরা দণ্ডপ্রভাবে স্বর্গলাভ ও ভূলোকে সুখে বাস করিয়া থাকে। যে স্থানে শত্রুবিনাশ দণ্ড

বিরাজমান আছে, তথায় পাপ ও প্রতারণার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। যদি দণ্ড উদ্যত থাকিত, তাহা হইলে কুকুর হবিঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্রই অবলেহন [জিহ্বাদ্বারা আস্বাদগ্রহণ—চাটা] ও কাকসকল পুরোডাশ [যজ্ঞীয় পিষ্টক—যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার পিঠে] অপহরণ করিত, সন্দেহ নাই।

"হে মহারাজ! এক্ষণে এই রাজ্য ধর্ম্মানুসারে বা অধর্ম্মানুসারেই হউক, আমাদিগেরই আয়ত্ত হইয়াছে; এ বিষয়ে শোকপ্রকাশ করিবার আর আবশ্যক নাই। অতঃপর আপনি উদ্‌যোগী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এই রাজ্য ভোগ করুন। পরমসুন্দর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী মনুষ্যেরা পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট অন্নভোজনপূর্ব্বক অক্লেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সমস্ত কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন; সেই অর্থ আবার দণ্ডেরই আয়ত্ত, অতএব আপনি দণ্ডের যে কতদূর গৌরব, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। ধর্ম্ম লোকাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি কেহ প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশার্থ উদ্যত দেখিয়া প্রবলের বিনাশসাধন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় একপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়, অতএব সেস্থলে প্রবল জন্তুকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলকে পরিত্রাণ করাই প্রধান ধর্ম্ম। সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে। কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত বা সম্পূর্ণ গুণসম্পন্ন হয় না। মনুষ্যেরা পশুগণের বৃষণ ছেদ [অণ্ডকোষ ছেদন—ষাঁড়কে কোষ ছাড়াইয়া বলদ করিয়া] ও নাসিকা ভেদ করিয়া [গো-মহিষাদির নাকে ছেঁদা করিয়া—নাকে দড়ি দিয়া] তাহাদের দ্বারা ভারবহন করাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে। জীবলোকের সমুদয় কার্য্যই এইরূপে দণ্ডপ্রভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে; অতএব আপনি নীতিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রজাপালন, মিত্রগণের রক্ষা ও শত্রুদিগের বিনাশসাধনপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হউন, শত্রুবিনাশবিষয়ে দীনভাব অবলম্বন করিবেন না; শাস্ত্রানুসারে শত্রু বিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। শস্ত্রদ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, ক্রোধই ঐ হত্যার মূলীভূত। বিশেষতঃ আত্মা অবধ্য; সুতরাং আত্মাকে বিনাশ করা কখনই সম্ভবপর নহে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এক শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কলেবর আশ্রয় করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা উহাকেই মৃত্যু বলিয়া নির্দেশ করেন।"

১৬শ অধ্যায়

ভীমের অর্জ্জুনবাক্যসমর্থনার্থ উত্তেজনা উক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন অমর্ষপরায়ণ তেজস্বী ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, "হে নরনাথ! ইহলোকে আপনার কোন ধর্ম্ম অবিদিত নাই। আমরা সতত আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোনক্রমেই উহাতে সমর্থ হই না।আমি বারংবার মনে করি যে, আপনাকে উপদেশ প্রদান করা। আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য, অতএব তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন

করিয়া থাকি, কিন্তু দুঃখবেগপ্রভাবে কোনক্রমেই নিরস্ত থাকিতে পারি না। এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার মোহবশতঃ আমাদের সমুদয়ই নিষ্ফল হইয়াছে এবং আমরাও নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্বল হইয়াছি। আপনি প্রজারঞ্জন ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়াও কি নিমিত্ত দৈন্যগ্রস্ত কাপুরুষের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছেন? আপনি লোকের সদগতি ও দুর্গতি এবং ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে আমি আপনাকে রাজ্যগ্রহণবিষয়ে অনুরোধ করিয়া যে যুক্তিযুক্ত কথা কহিতেছি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ব্যাধি দ্বিবিধ-শারীরিক ও মানসিক। এ উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক ও মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখদ্বারা দুঃখ লাভ করে। কফ, পিত্ত ও বাত এই তিনটি শারীরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিন গুণ সমভাবে থাকে, তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের[কোন একটির] বৈলক্ষণ্য [বৈষম্য] জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়। পণ্ডিতেরা উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্যদ্বারা পিত্তের নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক রোগের প্রতিবিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনেরও তিন গুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। যাহাদিগের গুণত্রয় সমভাবাপন্ন থাকে, তাহারাই সুস্থ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। শোকদ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষদ্বারা শোকবেগ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকে সুখসম্ভোগকালে দুঃখ স্মরণ ও অনেকে দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি কখনই দুঃখে অভিভূত বা সুখে একান্ত আসক্ত হয়েন নাই; সুতরাং আপনার সুখদুঃখস্মরণ হইবার বিষয় কি? অথবা যদি আপনি স্বভাবের দুস্ত্যজ্যতাবশতঃ[পরিত্যাগে অক্ষমতা] এক্ষণে দুঃখ স্মরণ করেন, তাহা হইলে একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদী যে আমাদিগের সমক্ষে সভামধ্যে সমানীত হইয়াছিলেন, আমরা অজিনপরিধানপূর্ব্বক নগর হইতে বহিস্কৃত হইয়া যে মহারণ্যে বাস করিয়াছিলাম, চিত্রসেনের সহিত আমাদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, দুরাত্মা জটাসুর ও জয়দ্রথ আমাদিগকে যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং অজ্ঞাতবাসকালে পাপাত্মা কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেইসমুদয় দুঃখ স্মরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।

"হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত আপনার যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মনের সহিত সেইরূপ যুদ্ধ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শরনিকর বা বন্ধুবান্ধবের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল নির্ব্বিকল্পাত্মক আত্মাকে সহায় করিতে হইবে। যদি এই যুদ্ধে আপনি জয়লাভ না করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেহান্তর আশ্রয় করিয়াও পূর্বসংস্কারবশতঃ পুনরায় মনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। অতএব আজই আপনার আত্মাকে একাগ্র করিয়া মনকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উহাকে জয় করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

"হে মহারাজ! অতঃপর এই বুদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক মনকে বশীভূত করিয়া পিতৃপিতামহগণের রীতি অনুসারে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হউন। এক্ষণে আমাদিগের

সৌভাগ্যবশতঃই পাপাত্মা দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত নিহত ও দ্রৌপদীর কেশপাশ সংযত হইয়াছে। আমরা বলবীর্য্যশালী বাসুদেবের সহিত আপনার কিঙ্কর হইলাম। আপনি, অতঃপর প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।”

১৭শ অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের অর্জ্জুন-প্রবোধন

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ধনঞ্জয়! তুমি কেবল অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, বল, অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়া রাজ্যভোগে বাসনা করিতেছ। এক্ষণে ঐ সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া সুখী হও। যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্যভোগের প্রশংসা করিতেছ? একদিন বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক, যাবজ্জীবন চেষ্টা করিলেও কেহ আশা পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আর কাষ্ঠশূন্য হইলে শান্তভাব অবলম্বন করে; অতএব তুমি অল্পাহারদ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের [প্রদীপ্ত উদরাগ্নির] সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তি কেবল আপনার উদরপূরণের নিমিত্তই অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজয় কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। তুমি ঐশ্বর্য্য ও কামাসক্ত মানবগণকে প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু যাহারা ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া তপানুষ্ঠানদ্বারা দুর্বল হইয়াছে, তাহারাই চরমে পরমপদলাভে সমর্থ হয়। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহদ্‌ভার হইতে বিমুক্ত হও। ব্যাঘ্র আপনার উদরপূরণের নিমিত্ত অধিকতর আহারসামগ্রী সংগ্রহ করে এবং লোভপরতন্ত্র, অন্যান্য মৃগেরা তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহে প্রবৃত্ত হয়। রাজাও ব্যাঘ্রের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন, আর অন্যে তাঁহার সেই সংগৃহীত দ্রব্যজাত অনায়াসে ভোগ করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রায় কোন নরপতিই বিষয় সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন না। পত্রভোজী, অশ্মকুট্ট[জাঁতায় ভাঙ্গা যবচুর্ণাদি], দন্তোলুখন [দাঁতে কাটা সামান্য তণ্ডুলাদি ভক্ষণে জীবন ধারী], জলাহারী ও বায়ুভক্ত তপস্বীরাই নরক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে নরপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাকে কৃতকার্য্য বলা যায় না; যাঁহার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই যথার্থ কৃতকার্য্য; অতএব এক্ষণে সঙ্কল্পিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হইয়া অক্ষয়পদলাভের চেষ্টা কর, ভোগাভিলাষপরিশূন্য ব্যক্তিরা কখনই শোকে অভিভূত হয়েন না। তুমি বৃথা কেন ভোগ্যবস্তুর নিমিত্ত অনুতাপিত হইতেছ? অচিরাৎ ভোগাবিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয় হইতে বিমুক্ত হও; দেবলোক ও পিতৃলোক, এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ। যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোক, আর যাহারা অভিমানশূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ

তপানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করিয়া দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন; তাঁহাদিগকে মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হয় না। ইহলোক ভোগ্যবস্তুই বন্ধন ও কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরমপদলাভে সমর্থ হয়।

"হে পার্থ! পূর্বে জনকরাজ মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; কিন্তু আমার কিছুই নাই। এই মিথিলানগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।' লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলে কখনই অশোচ্য বিষয়ের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করে না এবং পর্বতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় জনসমাজ হইতে অন্তরিত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কার্য্যসকল সন্দর্শন করে; যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয় অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চক্ষুষ্মন এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা অন্যের অজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে পারেন, তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান্। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বাক্যার্থবোধে সমর্থ, তিনি সমাজমধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি শরীরস্থিত পঞ্চভূতকে একাকার আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। মূর্খ, লখুচেতাঃ[ক্ষুদ্রহৃদয়], নির্বোধ, তপানুষ্ঠানবিমুখ ব্যক্তিরা কদাচ ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হয় না। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত।"

১৮শ অধ্যায়

জনকমহিষী-সংবাদে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরপ্ররোচনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্‌শল্যে [৯] নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুঃখশোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! বিদেহরাজ জনকের স্বীয় মহিষীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে। আমি আপনার সমীপে সেই কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ জনক রাজ্য, ধন, রত্ন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধহীন ও নিরীহ হইয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলে তাঁহার মহিষী তাঁহাকে সৃষ্টবমুষ্টি ভিক্ষা করিতে দেখিয়া নির্জ্জনে তাহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি কি ধন-ধান্য-পরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে? ভৃষ্টযবমুষ্টি যাচঞ্ঞা করা কি তোমার কর্ত্তব্য? তুমি সমুদয় রাজ্য-ধন পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভৃষ্টবমুষ্টিগ্রহণ-লোভ থাকাতে তোমার সত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনক্রমেই অতিথি, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার এই পরিশ্রম বিফল হইবে। তুমি ক্রিয়াকলাপবিবর্জ্জিত হইলে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন। ইতিপূর্বে সহস্র সহস্র ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন[ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে জ্ঞানযুক্ত] বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অসংখ্য লোকে তোমার নিকট জীবিকানির্ব্বাহ প্রার্থনা করিতেন, এক্ষণে তুমিই অন্যের অনুগ্রহে আপনার উদর পূরণ

করিবার চেষ্টা করিতেছ। আজ স্বীয় সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক কুকুরের ন্যায় পরান্ন-প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাতে তোমার জননী পুত্রহীন ও ভার্য্যা পতিবিহীন হইলেন। ধর্ম্মফললাভার্থী ক্ষত্রিয়গণ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত তোমার উপাসনা করিতেন। তুমি তাঁহাদিগের আশা বিফল করিয়া কোন্ লোকে গমন করিবে? প্রাণীমাত্রেই অদৃষ্টের অধীন; সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিলেও লোকে মোক্ষলাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ। তুমি যখন ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছ, তখন তুমি নিতান্ত পাপাত্মা; তোমার কোন লোকেই অধিকার নাই। তুমি কি নিমিত্ত গন্ধমাল্য, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা [সন্ন্যাস] আশ্রয় করিয়াছ? তুমি নিপানের [কূপাদি জলাশয় ও তৎসন্নিহিত পশুপক্ষী প্রভৃতির জলপানের চৌবাচ্চা] ন্যায়, মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ; আত্মোদরপূরণার্থ অন্যের উপাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কর্ম্মহীন হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছ। হস্তীও কার্য্যবিহীন হইলে ক্রব্যাদ ও কৃমিগণ তাহার মাংস ভোজন করে। হায়! যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দণ্ডকমণ্ডলু ও বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তুমি কি নিমিত্ত তাহাতে অনুরক্ত হইতেছ? তুমি সমুদয় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভৃষ্টযবমুষ্টিও ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ যবমুষ্টিও রাজ্যাদির ন্যায় লোভের দ্রব্য। সুতরাং উহা গ্রহণ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হইবে।

'মহারাজ! এক্ষণে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর। যে ব্যক্তি পরমসুখার্থী সন্ন্যাসীদিগের সমাহৃত কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং তৎসমুদয়ের আহরণে যত্ন করে, তাহার প্রাসাদ, শয়নীয়[শয্যা], যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সতত প্রতিগ্রহ করে, আর যে ব্যক্তি নিরন্তর দান করে, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ব্যক্তি সতত যাচঞা করে, তাহাকে দক্ষিণা দান করা দাবানলে আহুতি প্রদানের তুল্য। হুতাশন যেমন দাহ্য বস্তু না পাইলে স্বয়ং প্রশান্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যাচক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে স্বয়ং নিরস্ত হয়। ইহলোকে সাধুলোকেরা অন্নদান করিবার নিমিত্ত জীবনধারণ করেন। রাজা যদি দাতা না হয়েন, তাহা হইলে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারেন? ইহলোকে অন্নসম্পন্ন মানবগণই গৃহস্থ হইয়া থাকেন। ভিক্ষুকগণ তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই জীবনধারণ করে। সকলেই অন্নদ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্নদাতাই প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণ গৃহস্থের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া দমগুণপ্রভাবে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোকে কথঞ্চিৎ বিষয়ত্যাগ, মস্তকমুণ্ডন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না; যে ব্যক্তি সরলভাবে সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অনুরাগীর ন্যায় ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কাষায় বসনধারী মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কপাশে বদ্ধ হইয়া দান-গ্রহণার্থ পরিভ্রমণ ও মঠশিয্যাদিলাভের[গৈরিকাদি] চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ বেদাধ্যয়ন, বার্তাশাস্ত্র ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ড[বাক্‌সংযম, মনঃসংযম ও উপবাসে শরীরসংযম] ও কাষায়বস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত নির্বোধের কার্য্য। মুণ্ডব্রতধারী ধর্ম্মধ্বজীদিগেরই কাষায়বস্ত্র

প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া অজিনধারী, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড ও জটাধর সন্ন্যাসীদিগকে প্রতিপালন করিয়া সমুদয় লোক জয় কর।

যে ব্যক্তি গুরুলোকের প্রীতিসম্পাদনার্থ অহরহঃ বিপুলদক্ষিণ বহুপশুসমন্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই জগতে তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ, আর কে হইতে পারে?

"হে ধর্ম্মরাজ! লোকে যে রাজর্ষি জনককে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তিনিও এইরূপে মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয়, মোহ সকলকেই অভিভূত করিতে পারে। অতঃপর আপনি আর মোহের বশ্যতাপন্ন হইবেন না। বদান্য মনুষ্যেরাই গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা অনৃশংস, কামক্রোধবর্জ্জিত, দানধর্ম্মপরায়ণ, গুরুসেবানিরত ও সত্যবাদী হইয়া যথাবিধি দেবতা ও অতিথিদিগের সেবা করিয়া প্রজাপালন করিলেই ইষ্টলোক লাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।"

১৯তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের পুনঃ সন্ন্যাসধর্ম্মপ্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ উভয়ই অবগত আছি। বেদে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেখ, শাস্ত্রসমুদয় নিতান্ত জটিল। যুক্তিদ্বারা উহার যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক অবগত আছি। তুমি কেবল বীরব্রতধারী ও অস্ত্রজ্ঞ; শাস্ত্রার্থপ্রকৃতরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থনও। যদি তুমি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ও ধর্ম্মনিশ্চয় [ধর্ম্মসিদ্ধান্ত] সম্যক্‌রূপ অবগত হইতে, তাহা হইলে আমাকে কদাচ এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে না। যাহা হউক, তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্যনিবন্ধন আমাকে যেসকল কথা কহিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি পরমপ্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যুদ্ধধর্ম্ম ও কার্য্যনৈপুণ্যবিষয়ে এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার সদৃশ আর কেহই নাই। তুমি যুদ্ধবিষয়ে সূক্ষ্মতর নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে পার। কিন্তু আমি যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কেবল যুদ্ধশাস্ত্রই অনুশীলন করিয়াছ, জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা কর নাই এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সংক্ষেপ ও সবিস্তর অবগত আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনির্ণয়ও সবিশেষ অবগত নও। বুদ্ধিমান লোকে এরূপ নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে, তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ, এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ। তুমি ধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, কিন্তু আমি উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি না। দেখ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে অক্ষয়লোক লাভ করিয়া থাকেন। আর অন্যান্য বনবাসীরাও স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। আর্য্য ব্যক্তিরা বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া ত্যাগশীল ব্যক্তিদিগের অধিকৃত উত্তরদিক্‌স্থিত লোকসমুদয় লাভ করিয়া থাকেন। আর ক্রিয়াবান ব্যক্তিরা শ্মশানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তীলোকে[পিতৃলোকে] গমন করেন।

মোক্ষার্থীরা যে গতি লাভ করেন, তাহা নির্দেশ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যোগই সর্বোকৃষ্ট ও প্রার্থনীয়। এক্ষণে যোগের বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সার ও অসার পরীক্ষার্থ নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক ও বিবিধ শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে যেমন কদলীস্তম্ভ [কলাগাছ] বিপাটনপূর্ব্বক [বিদারণ] তন্মধ্যে সার নিরীক্ষণ করে না, তদ্রূপ তাহারাও শাস্ত্রমধ্যে সার নিরীক্ষণে বঞ্চিত হয়েন। কেহ কেহ অদ্বৈতভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যে অবস্থিত আত্মাকে ইচ্ছাদিসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ আত্মা চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ, বাক্যের অনির্দ্দেশ্য ও অতি সূক্ষ্মস্বরূপ। উহা অবিদ্যাপ্রভাবে জীবরূপে পরিবর্ত্তন করিতেছে। লোকে মন ও ইচ্ছাকে দমন, অহঙ্কার ও ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিলেই সুখী হয়।

"হে ধনঞ্জয়! এইরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধির গোচর সাধুজনসেবিত পথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত অনর্থবহুল অর্থের প্রশংসা করিতেছ? জ্ঞানসম্পন্ন দান-যজ্ঞাদিনিরত ব্যক্তিরাও অর্থকে অনর্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলে আর কতকগুলি এরূপ লোক আছে, যাহারা অধ্যয়ন করিয়া পূর্বজন্মসংস্কারবশতঃ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঐরূপ লোকেরা নিতান্ত মূঢ়। উহারা আত্মা নাই বলিয়া বাচালতা প্রকাশপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করে। হে অর্জ্জুন! এই জীবলোকে এরূপ বহুসংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও মহৎলোক আছেন যে, তাঁহাদের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া আমাদের বা অন্যান্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে তপঃ ও বুদ্ধিপ্রভাবে মহত্ত্ব এবং ত্যাগদ্বারা অবিনশ্বর সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

২০তম অধ্যায়
দেবস্থানঋষির অর্জ্জুনবাক্য সমর্থন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসান হইলে পর মহাতপস্বী সদ্বক্তা দেবস্থান তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক যুক্তিযুক্তবাক্যে কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন ধনকে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, আমি তোমার সমক্ষে তাহা সপ্রমাণ করিব; তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করিয়াছ, অতএব অকারণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। লোকমধ্যে যে চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে তুমি প্রভূতদক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ঋষিগণ বেদ-অধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। বৈশম্পায়ন বলেন, ধন্যজ্ঞা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়। যাচঞ্ঞা করা নিতান্ত দোষাবহ। যেসকল নির্ধন ব্যক্তি যজ্ঞাদির নিমিত্ত অতিকষ্টে ধন ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহপূর্ব্বক পাত্রসাৎ না করিয়া অপাত্রে সমর্পণ করে, তাহারা আত্মাকে ব্রহ্মহত্যাদোষে দূষিত করিয়া থাকে। পাত্র, অপাত্র বিবেচনা দান করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

"যাহা হউক, ভগবান বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষকে উহার রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব যজ্ঞাদিতে সমস্ত ধন ব্যয় করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়। মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাবেই সমস্ত দেবতাকে অতিক্রম ও ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসাঃ মহাদেব সর্ব্বযজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বিশ্বমধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি ও দেবদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র অপেক্ষা ধনসম্পত্তিশালী মহীপতি মরুত্ত সুবর্ণময় যজ্ঞীয় পাত্রসকল নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক শোকতাপশূন্য ও পুণ্যশালী হইয়াছিলেন। উঁহার সম্পত্তিও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক ছিল। অতএব যজ্ঞেই সমুদয় ধন ব্যয় করা কর্ত্তব্য।"

২১তম অধ্যায়
যজ্ঞার্থ দেবস্থানঋষির যুধিষ্ঠির অনুরোধ

দেবস্থান কহিলেন, "মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট জ্ঞানোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে, সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। মনুষ্যের কামসকল কূর্ম্মের শুণ্ডাদির [কচ্ছপের মাথার] ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই আত্মজ্যোতিঃ প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ এককালে পরাজিত হইয়া যায়, তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আর যৎকালে প্রাণীগণের অনিষ্টবাঞ্ছা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সময়েই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

"হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে প্রাণীগণের মধ্যে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জগতে কেহ কেহ সন্ধির ও কেহ কেহ যুদ্ধের প্রশংসা করে এবং কেহ কেহ ঐ উভয়েরই প্রশংসা করে না। কেহ কেহ যজ্ঞ, কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম, কেহ কেহ দান ও কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে। আর কেহ কেহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া থাকে। কেহ কেহ অরাতিগণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ ও প্রজা প্রতিপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জ্জনবাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান ব্যক্তিরা এই সমস্ত বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরমধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুও অহিংসা, সত্যবাক্য, সম্যক্ রূপে বিভাগ, দয়া, দম, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বয়ং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন এই সকলকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি যত্নসহকারে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে রাজনীতিবেত্তা ক্ষত্রিয় জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় রাজ্যমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন, অসাধুগণের নিগ্রহ, সাধুগণের সম্মান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বন্য ফলমূলদ্বারা জীবিকা নির্বাহে নিরত হয়েন, তিনি উভয় লোকেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

হে মহারাজ! আমার মতে মুক্তিপদ লাভ করা নিতান্ত কঠিন। উহাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; অতএব ভূপতিদিগের পক্ষে প্রজাপালনাদিই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা সত্য, দান, তপস্যা ও অহিংসাদিগুণসম্পন্ন হইয়া কাম-ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং গো ও ব্রাহ্মণগণের জীবনরক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। রুদ্র, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও রাজর্ষিগণও ঐ সকল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন।"

২২তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের পুনঃ যুধিষ্ঠিরানুযোগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিষন্ন দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিতান্ত দুর্ল্লভ রাজ্য অধিকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছেন? ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই শ্রেয়স্কর; উহা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আর ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস ও তপস্যা এবং ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম-মৃত্যুই প্রধানধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শস্ত্রনিষ্ঠ ও অতি ভয়ঙ্কর। সংগ্রামকালে শত্রুদ্বারা মৃত্যুলাভ হওয়াই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে এই জীবলোকে অতিশয় সম্মানাস্পদ হইয়া থাকেন। সন্ন্যাস, সমাধি, তপ ও পরধনে জীবিকানির্ব্বাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধি নহে। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পূর্ব্বাপরদর্শী[শাস্ত্রীয় ও লৌকিক উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ]; অতএব এক্ষণে শোকসন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রের ন্যায় অতি কঠিন; উহাতে শোকসন্তাপ প্রবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিষ্কণ্টক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, অতঃপর দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হইয়া স্বীয় কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নবনবতিবার পাপস্বভাব জ্ঞাতিবর্গের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যও পূজ্য ও প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবেই দেবগণের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোকতাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরমৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহা ঘটিয়াছে, উহা অবশ্যম্ভাবী, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।"

২৩তম অধ্যায়
অর্জ্জুনবাক্যে মহর্ষি ব্যাসের সমর্থন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন যাহা কহিলেন, সমুদয়ই যথার্থ; শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমেই পরমধর্ম্মলাভ হয়। গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথি গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভৃত্যগণ ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীসমুদয় গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়; অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন সর্বাপেক্ষা দুষ্কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্মপ্রতিপালনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠানেই যত্ন কর। তোমার বেদজ্ঞান ও প্রভূত তপঃসাধন হইয়াছে, অতঃপর পৈতৃক রাজ্যভার বহন করাই তোমার কর্ত্তব্য। তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, একান্ত শীলতা[সচ্চরিত্রতা], তুষ্টি ও জ্ঞান ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম। আর যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জ্জন, পৌরুষপ্রকাশ, সম্পদে অসন্তোষ, দণ্ডধারণ, উগ্রতা, প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, বিবিধ তপানুষ্ঠান, প্রভূত ধনোপার্জ্জন ও যোগ্যপাত্রে দান এই সমস্ত কার্য্য ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্মপ্রভাবেই ক্ষত্রিয়েরা উভয় লোকে জয়লাভ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয়ের মধ্যে দণ্ড ধারণই সর্ব্বপ্রধান। সেই দণ্ড আপনার বলসাপেক্ষ; সুতরাং সেই বলই ক্ষত্রিয়ের মহদ্‌গুণ। বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়া গিয়াছেন যে, সর্প যেমন মূষিকদিগকে গ্রাস করে, তদ্রূপ পৃথিবী যুদ্ধনৈপুণ্যবিহীন রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ডধারণ করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।"

সুদ্যুম্ন-সিদ্ধিপ্রসঙ্গে মহর্ষি শঙ্খ-লিখিত-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! মহারাজ সুদ্যুম্ন কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

বেদব্যাস কহিলেন, "মহারাজ! পুরাতন ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, শংসিতব্রত [উগ্রতপস্বী] শঙ্খ ও লিখিতনামে দুই সহোদর বাহুদানদীর অনতিদূরে পৃথক পৃথক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ঐ আশ্রমদ্বয় পুষ্পফলান্বিত পাদপসমূহে পরিশোভিত ছিল। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তপোধন শঙ্খ ঐ সময় স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। লিখিত জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে আশ্রমে না দেখিয়া তত্রত্য বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফলসমুদয় আহরণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিশ্রদ্ধচিত্তে[বিশ্বস্ত-হৃদয়ে] ফল ভক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শঙ্খ স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি এই সকল ফল কোথায় পাইলে?' তখন লিখিত তাঁহার সমীপে আগমন ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, "মহাশয়! আমি আপনারই আশ্রম হইতে এই সমস্ত ফল গ্রহণ করিয়াছি। তখন শঙ্খ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কনিষ্ঠকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফলগ্রহণ করিয়া চৌরের কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব অচিরাৎ রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা কর।'

"তখন ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশানুসারে অবিলম্বে সুদ্যুম্নরাজার দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ সুদ্যুম্ন দ্বারপালপ্রমুখাৎ ভগবান্ লিখিতের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণসমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?' তখন মহাত্মা লিখিত কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব আমি যাহা কহিব, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহার আশ্রমের ফল ভক্ষণপূর্ব্বক চৌরের কার্য্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ আমায় শাসন করুন।' তখন সুদ্যুম্ন কহিলেন, 'ভগবন্! রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের ন্যায় তাহার দোষ মার্জ্জনাও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পবিত্র কর্ম্মশালী, অতএব আমি আপনার দোষ মার্জ্জনা করিলাম। এক্ষণে আপনি দণ্ডবিধান ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করেন?'

"হে মহারাজ! মহাত্মা সুদ্যুম্ন এই কথা কহিলে দ্বিজবর লিখিত কোনরূপ অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না; প্রত্যুত বারংবার ভূপতিকে দণ্ডবিধানার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ সুদ্যুম্ন সেই মহাত্মার করদ্বয় ছেদন করিয়া তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন। মহানুভব লিখিত এইরূপে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা শঙ্খের নিকট আগমনপুর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! ভূপতি আমার প্রতি এই দণ্ডবিধান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন.শঙ্খ কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই। তোমাকে ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে দেখিয়া তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে বাহুদানদীতে গমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর, আর কদাপি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না।' ভগবান্ লিখিত শঙ্খের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্রনদীতে অবগাহনপূর্ব্বক তর্পণ করিবার উপক্রম করিলেন। তিনি তর্পণ করিতে উদ্যত হইলেই তাহার বাহুদ্বয় পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইল। মহাত্মা লিখিত তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে স্বীয় করদ্বয় প্রদর্শন করাইলেন। তখন শঙ্খ কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! এ বিষয়ে অন্য কোন আশঙ্কা করিও না, আমার তপঃপ্রভাবেই এইরূপ হইয়াছে।' মহাত্মা লিখিত ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! যদি আপনার ঈদৃশ তপঃপ্রভাব, তবে কেন আমাকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ না করিয়া পবিত্র করিলেন না?' তখন শঙ্খ কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তোমার দণ্ডবিধানে ত' আমার অধিকার নাই। এই নিমিত্তই তোমাকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার দণ্ডনিবন্ধন সেই দণ্ডধর ভূপতি ও তুমি-তোমরা উভয়েই পিতৃলোকের সহিত পবিত্রতা লাভ করিয়াছ।' "

বেদব্যাস কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ সুদ্যুম্ন এইরূপে মহাত্মা লিখিতের দণ্ডবিধান করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব প্রজাপালন ও দণ্ডবিধানই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। মুণ্ডব্রত [সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম] অবলম্বন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর।"

২৪তম অধ্যায়

ব্যাসপ্রদত্ত রাজ্যপালনবিষয়ক উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তোমার ভ্রাতৃগণ অরণ্যবাসকালে যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। তুমি নহুষতনয় যযাতির ন্যায় পৃথিবী পালন কর। তোমার ভ্রাতৃগণ বনমধ্যে অতিক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে উঁহারা দুঃখাবসানে সুখানুভব করুন। তুমি কিয়ৎকাল ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিবে। তুমি অগ্রে তিথি, পিতৃগণ ও দেবগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত হও, পশ্চাৎ যেরূপ অভিলাষ হয়, করিও। অগ্রে সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ আরণ্যকধর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়। তুমি ভ্রাতৃগণকে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিলেই তোমার মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ হইবে।

"এক্ষণে আমি তোমাকে আরও কয়েকটি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমাকে কদাচ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে না। পরস্পাপহারী দস্যুর সমকক্ষ ব্যক্তিরাই ভূপালকে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। যে রাজা দেশকাল প্রতীক্ষা করিয়া দস্যুকে বিনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাকে কদাচ হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা করেন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশে লিপ্ত হইতে হয়।

"রাজা ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে নির্ভীক হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা কাম ও ক্রোধকে পরাজয় করিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রজাবর্গের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকে কদাচ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না। রাজা যদি দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ কোন কার্য্য সংসাধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে দোষী বলা যাইতে পারে না। বলদ্বারাই হউক বা বুদ্ধিকৌশলেই হউক, শত্রুনিগ্রহে যত্নবান হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্যে পাপসঞ্চার করা উচিত নহে; প্রত্যুত যাহাতে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়। বীর ও সাধুলোকের সম্মান এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদিগকে প্রতিপালন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্ট ও জ্ঞানসম্পন্ন বহুশ্রুত ব্যক্তিকেই ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। বহুগুণসম্পন্ন হইলেও এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা প্রজাপালনে অক্ষম, অসূয়াপরবশ, অভিমানপরতন্ত্র ও মান্য ব্যক্তির সম্মান-রক্ষায় পরাঙ্মুখ, তাঁহাকে পাপগ্রস্ত ও জনসমাজে দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে হয়। যদি প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে রক্ষিত না হইয়া দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন ও তস্করদিগের উপদ্রবে একান্ত ভীত হইয়া ওঠে, তাহা হইলে রাজাকে যারপরনাই পাপভাগী হইতে হয়। সুমন্ত্রণা ও সুনীতি অনুসারে পুরুষকার প্রদর্শন করিলে তাহাতে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। পুরুষকারপ্রদর্শনপূর্ব্বক কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে যদি দৈবপ্রভাবে সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে রাজাকে পাপভাগী হইতে হয় না।

নৃপতি হয়গ্রীবের গৃহধর্ম্মনিষ্ঠা

"হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পূর্ধ্বতন রাজর্ষি হয়গ্রীবের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা শত্রুনিগ্রহ ও প্রজাপালনপূর্ব্বক মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাকী অশ্বচতুষ্টয়সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকরবর্ষণপূর্ব্বক শত্রুসংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে নিহত হয়েন। তিনি নিরহঙ্কার হইয়া বুদ্ধিবলে ও নীতিকৌশলে রাজ্য রক্ষা করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহপ্রদর্শনপূর্ব্বক অভিমানশূন্য হইয়া দৈব ও মানুষ কার্য্যসমুদয়ের অনুষ্ঠান এবং দণ্ডনীতির সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতেন। তিনি বিদ্বান, শ্রদ্ধাবান, ত্যাগশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ঐ মহীপাল বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া মেধাবী, বিচক্ষণ ও সাধুসম্মত ব্যক্তিদিগের লোক লাভ করিয়াছেন। তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোকসমুদয়কে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে সোমরস পান, ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন ও প্রজাবর্গের প্রতি অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান করিতেন। ঐ মহাত্মার চরিত্র অতি বিচিত্র ও শ্লাঘনীয়। বিদ্বান্ সাধুলোকেরা সতত তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সেই পুণ্যবান মহাত্মা অপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করিয়া বীরজনসমুচিত লোকসমুদয় অধিকার করিয়াছেন।"

২৫তম অধ্যায়
ব্যাসকর্ত্তৃক দৈবপ্রভাব কীর্ত্তন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে কুপিত অবলোকন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষি! এক্ষণে এই মর্ত্তরাজ্য ও অন্যান্য বিবিধ ভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। পতিপুত্রবিহীনা কামিনীগণের বিলাপশ্রবণে আমার চিত্ত শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে, আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

মহাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে যোগবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য বেদবেত্তা বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজ। কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য কর্ম্মদ্বারা কিছুই লাভ হয় না এবং এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে দান করিতেও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যেসময়ে যেবস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎসমুদয় লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থত না হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও শাস্ত্রালোচনাদ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মূর্খেরও ভূরি ভূরি অর্থলাভ হইয়া থাকে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হইলে কি শিল্প, কি যন্ত্র, কি ওষধি, কিছুতেই ফলোদয় হয় না; কিন্তু সময় সমুস্থিত হইলে সমস্তই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কালসহকারে বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত, জলদগণ সলিলসমাযুক্ত, বনস্থিত পাদপগণ পুষ্পপরিশোভিত, সলিলসমুদয় পদ্মপত্রসমাকীর্ণ, রজনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্র ষোড়শ-

কলাপরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হইলে কখনই পাদপাবলীর ফুলপুষ্পেগম, নদীসমূহের প্রবলবেগ, পশু, পক্ষী ও পন্নগগণের মত্ততা, কামিনীগণের গর্ভ, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, জীবগণের জন্ম-মৃত্যু, বালকদিগের মধুর বাঙ্-নিস্পত্তি[বাক্যস্ফূর্ত্তি], নরগণের যৌবনপ্রাপ্তি, যত্নসমারোপিত [যত্নসহকারে রোপিত] বীজের অঙ্কুরোদগম, ভগবান ভাস্করের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান চন্দ্রমা ও তরঙ্গ - মালাসঙ্কুল সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

সুখদুঃখপ্রসঙ্গে শ্যেনজিৎরাজার উপাখ্যান

"হে কৌন্তেয়! এই বিষয়ে শ্যেনজিৎরাজার পুরাতন ইতিবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, দুর্নিবার কালের গতি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কালক্রমে সকল ভূপতিকেই শমনসদনে গমন করিতে হইবে, একজন অন্য ব্যক্তিকে, অপরাপর ব্যক্তিগণ তাহাকে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথামাত্র; বস্তুতঃ কেহ কাহাকে বিনাশ করে না, প্রাণীগণের স্বভাবতঃই জন্ম-মৃত্যু নিরূপিত রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই ধন নষ্ট বা পুত্রকলত্র নিহত হইলে হায় কি হইল! হায় কি হইল!" এই অনুধ্যান করিয়া দুঃখের প্রতিকার করিয়া থাকে। তুমি কি নিমিত্ত সেই মূঢ়দিগের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ? দেখ, দুঃখ করিলেই দুঃখ এবং ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সসাগরা পৃথিবী আপনার, আবার আপনার আত্মাও আপনার নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া কখনই মুগ্ধ হয়েন না। এই ভূমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে; মূঢ় ব্যক্তিরাই সতত তৎসমুদয়ে অভিভূত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনই উহাতে আক্রান্ত হয়েন না। প্রথমতঃ যে বস্তু প্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার দুঃখজনক হয় এবং যাহা প্রথমে অপ্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার সুখকর হইয়া উঠে। জীবমণ্ডলে সুখদুঃখ এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে প্রকৃত সুখ নাই, কেবল দুঃখই আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যকে সতত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের অভাবই সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপস্থিত হয়! ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করিয়া থাকে; কেহই নিয়ত দুঃখ বা নিয়ত সুখ ভোগ করে না, অতএব যে ব্যক্তি শাশ্বতসুখলাভে অভিলাষ করেন, তাঁহার লৌকিক সুখ ও দুঃখ উভয়কেই জয় করিতে হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্পদষ্ট [সর্পকর্ত্তৃক দংশিত] অঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিতচিত্তে তাহা অনুভব করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুত্রকলত্রগণের অল্পমাত্র প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিলেই জানিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হইয়াছে। যাহা হউক, ইহলোকে যাহারা অত্যন্ত মূঢ় এবং যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারাই সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে; মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হয়। সুখদুঃখবেত্তা মহাত্মা শ্যেনজিৎ এই সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন।

"আর দেখ, যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখদর্শনে দুঃখ বোধ করে, সে কদাচ সুখী হইতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত নাই। সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, বিপদ-সম্পদ ও জন্ম-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কিছুতেই আহ্লাদিত বা শোকার্ত্ত হয়েন না। নরপতিদিগের যুদ্ধই যাগস্বরূপ, দণ্ডনীতির আলোচনাই যোগস্বরূপ, আর যজ্ঞে দক্ষিণাদানই সন্ন্যাসস্বরূপ। রাজা নিরহঙ্কৃত ও যজ্ঞশীল হইয়া নীতিমার্গানুসারে বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজ্যরক্ষা, ধর্ম্মানুসারে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত, সংগ্রামে জয়লাভ, যজ্ঞে সোমরসপান, প্রজাপরিবর্দ্ধন, যুক্তি অনুসারে দণ্ডবিধান, সম্যকরূপে বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং চারিবর্ণের প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া পরিশেষে সমরশয্যায় শয়ন করিতে পারিলেই পবিত্রতা লাভ ও চরমে দেবলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। মহারাজ! যে রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলে পুরবাসী প্রজা ও অমাত্যগণ তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।"

২৬তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের যযাতিকথিত ধর্ম্মসিদ্ধান্ত নির্ণয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন উদারবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ বিনীতবাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! তোমার মতে ধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং নির্ধন ব্যক্তির স্বর্গ, সুখ ও অর্থলাভ হয় না। কিন্তু বস্তুতঃ ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত [১] সন্দেহ নাই। অনেকানেক ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও তপানুষ্ঠাননিরত হইয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা ঋষিদিগের ন্যায় স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হয়েন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেহ কেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। বৈখানস[২]দিগের মতে জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাদিগের বাক্যানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। অজ, প্রশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায়প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও নিতান্ত দুষ্কর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বেদোক্ত কার্য্য-সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণদিকস্থ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে কহিয়াছি যে, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই দক্ষিণদিকস্থ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। উত্তরদিকে যে পথ আছে, যোগীরা সেই পথ দিয়া অক্ষয় লোকে গমন করেন। পুরাণবেত্তারা ঐ উভয় পথের মধ্যে উত্তরদিকের পথকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

"হে ধনঞ্জয়! সন্তোষপ্রভাবে স্বর্গে পরম সুখলাভ হয়। সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্তোষসুখ অনুভব করিতে পারেন। সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এক্ষণে রাজা যযাতি যাহা কহিয়া গিয়াছেন, আমি তা উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে লোকের কাম-সকল কূর্ম্মশুণ্ডের ন্যায় প্রতিসংহৃত [প্রতিনিবৃত্ত] হয়। 'পুরুষ যখন স্বয়ং ভীত হয় না এবং কাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না, যখন সে ইচ্ছা-দ্বেষশূন্য হয় এবং প্রাণীগণ মধ্যে কায়মনোবাক্যেও পাপস্বভাব প্রকাশ করে না, তখনই ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। যিনি অভিমান ও মোহকে

বশীভূত করিয়াছেন। এবং যিনি পুত্র-কলত্রবিবর্জ্জিত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তিলাভের উপযুক্ত পাত্র। হে অর্জ্জুন! এই সংসারে কেহ কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ চরিত্র এবং কেহ কেহ বা ধনলাভের বাসনা করিয়া থাকে। অর্থভিক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান না করাই শ্রেয়ঃ। যাচঞা করিলে মহাদোষে দূষিত হইতে হয়। যাহারা ধনার্থী, তাহারা কখনই অবশ্যপরিহার্য বস্তু পরিহার করিতে পারে না। আমরা ইহা সততই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তোমারও উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জন-স্পৃহা বলবতী, সঙ্কর্ম্ম তাহাদের নিকট স্থানলাভে সমর্থ হয় না। অন্যের অনিষ্টাচরণ ব্যতিরেকে কিছুতেই অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা নাই, আবার অর্থ হস্তগত হইলে মনোমধ্যে সততই ভয় উপস্থিত হয়। যাহারা অতি দুশ্চরিত্র এবং ভয় ও শোকবিবর্জ্জিত, তাহারা অল্পমাত্র অর্থলাভের অভিলাষে ব্রহ্মহত্যাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রভু ভৃত্যদিগকে অর্থ প্রদান না করিলে অতিশয় অশোভাগী হয়েন এবং অর্থ প্রদান করিলেও ব্যয়নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সততই চোরভয়ে ভীত হইতে হয়। কিন্তু ভোগবিলাস-বিমুক্ত পরমসুখী নির্ধন ব্যক্তি কাহারও নিন্দাভাজন বা কাহারও ভয়ে ভীত হয় না। পাছে লোভবৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে তিনি দৈবকার্য্য অনুষ্ঠানার্থ যাহা কিছু অর্থসঞ্চয় করেন, তাহাতেও অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

"হে অর্জ্জুন! পুরাবৃত্তবিৎ[প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ]পণ্ডিতেরা যজ্ঞসংস্কার উদ্দেশ্যে যাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই ধন এবং ধনরক্ষক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ধন যাগযজ্ঞে ব্যয় করাই কর্ত্তব্য; উহার দ্বারা ভোগবিলাস চরিতার্থ করা উচিত নহে। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে ধন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য অনেকেই বিবেচনা করেন যে, ধন কাহারও অধিকৃত নহে। অতএব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ধন দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সৎপুরুষেরা উপার্জিত অর্থ দান করিবারই উপদেশ দিয়াছেন, ভোগ বা অপব্যয় করিতে আদেশ করেন নাই। দানরূপ সুমহৎ কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে অর্থসঞ্চয় করা নিতান্ত অনুচিত। দানও পাত্র বিবেচনা করিয়া করা কর্ত্তব্য। যে নির্বোধেরা ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে অর্থ দান করে, তাহাদিগকে দেহান্তে শত বৎসর পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব পাত্রাপাত্রের পরিজ্ঞান নিবন্ধন দানধর্ম্মও নিতান্ত দুষ্কর। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্য পাত্রে দান না করা, এই দুইটি উপার্জ্জিত ধনব্যবহারের সম্যক ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই।"

২৭তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদি-নিমিত্ত শোকসমুচ্ছ্বাস

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাত্মন! এক্ষণে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারাজ দ্রুপদ, বিরাট, ধর্ম্মজ্ঞ বসুসেন, রাজা ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য নানাদেশীয় ভূপালগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করাতে আমি

শোকে অধীর হইয়াছি। হায়! আমা হইতেই আমাদের কুলক্ষয় হইল। আমি নিতান্ত রাজ্যকামুক নরাধম। পূর্ব্বে যিনি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভে সেই পিতামহকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি। সংগ্রামসময়ে শিখণ্ডীর সমীপস্থিত জীর্ণ সিংহসদৃশ পিতামহকে অর্জ্জুনের শরজালপ্রভাবে বজ্রাহত অচলের ন্যায় কম্পিত ও বিঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তৎকালে আমি সেই মহাত্মাকে নিতান্ত অবসন্ন, রথোপরি বিঘূর্ণমান ও প্রাঙ্মুখে রথ হইতে নিপতিত দেখিয়া নিশ্চয়ই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি। যিনি শর, শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি বারাণসীতে কন্যালাভার্থ একাকী রথারোহণে একত্র সমবেত অসংখ্য পার্থিবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাঁহার শস্ত্রপাতে সমরদুর্দ্ধর্ষ মহারাজ উগ্রায়ুধ দগ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে নিপাতিত করিলাম; ঐ মহাত্মা সংগ্রামকালে শিখণ্ডীর প্রতি শর নিক্ষেপ করেন নাই, অর্জ্জুন সেই অবসরে তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতামহকে শোণিতাক্তকলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া তখন আমার মন যে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার মত পাপাত্মা নরাধম আর কেহই নাই। আমরা যাঁহার যত্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, যিনি আমাদিগকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, আমি অল্পকালস্থায়ী সামান্য রাজ্যলাভপ্রত্যাশায় মোহবশতঃ সেই পরমগুরু পিতামহকে নিপাতিত করিলাম।

"হায়! আমি সর্ব্বপার্থিবপুজিত[সমস্ত ক্ষত্রিয়-রাজগণের পূজ্য] মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চনা করিয়াছি, ঐ মহাত্মা সত্যবৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক 'হে ধর্ম্মরাজ! আমার পুত্র জীবিত আছে কি না, যথার্থ করিয়া বল', এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি রাজ্যলোভবশতঃ তাঁহার নিকটে স্পষ্টাভিধানে [স্পষ্টবাক্যে] 'অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে' বলিয়া অস্পষ্টাভিধানে গজ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। না জানি, গুরুতর পাপ নিবন্ধন আমাকে পরিশেষে কোন্ লোকে গমন করিতে হইবে।

"হায়! আমি যখন সমরে অপরাঙ্মুখ জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণকে নিপাতিত করিয়াছি, তখন আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমি পর্ব্বত-সমুৎপন্ন সিংহশাবকসদৃশ বালক অভিমন্যুকে দ্রোণরক্ষিত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়া অবধি ব্রহ্মহত্যাকারী নরাধমের ন্যায় বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে স্থিরচিত্তে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়াছি; পঞ্চপুত্রবিহীন দ্রৌপদীকে পঞ্চপর্ব্বশূন্য পৃথিবীর ন্যায় অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় প্রভৃতি অনর্থ-সমুদয় আমা হইতে হইয়াছে। অতএব আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে কলেবর শোষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমাকে আর কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। এক্ষণে আমি বিনীতভাবে তোমাদিগকে কহিতেছি যে, তোমরা আমাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান কর।"

বেদব্যাসের যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন তপোধনাগ্রগণ্য বেদব্যাস ধর্ম্মরাজকে বন্ধুবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! শোকে নিতান্ত অভিভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি পুনরায় তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্বুদ[বিম্ব-জলের বোটকা]-সকল যে প্রকার সলিলে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তদ্রূপ জীবমাত্রেই ইহলোকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্তঃ, পতন উন্নতির অন্তঃ, বিয়োগ সংযোগের অন্তঃ ও মরণ জীবনের অন্তঃ। সুখলাভার্থ কালক্ষেপ করিলে পরিণামে দুঃখভোগ করিতে হয়, আর কষ্ট সহকারে কার্য্যনিপুণতা প্রকাশ করিলে পরিণামে সুখভোগ করিতে পারা যায়। নিপুণ ব্যক্তিই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য[অণিমা (সূক্ষ্ম), লঘিমা (হালকা), ব্যাপ্তি (সাফল্য), কাম্য (ইচ্ছামাত্রে সম্পন্ন করার শক্তি), মহিমা (মহত্ত্ব), ঈশিত্ব (প্রভুত্ব), বশিত্ব (বশ করিবার শক্তি), কামাবসায়িত (বাসনা সমাপ্তি শক্তি)।], শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। অলস ব্যক্তি কখনই ঐ সকল লাভে সমর্থ হয় না। লোকে বন্ধুবান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা দুঃখী ও প্রজ্ঞাপ্রভাবে ধনবান হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে বিধাতা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব কর্ম্ম অবলম্বন করাই। তোমার কর্ত্তব্য। কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই।"

২৮তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-শোকাপনোদনে অশ্মা ও জনসংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস জ্ঞাতিগণের বধজনিত অত্যন্ত সন্তাপবশতঃ প্রাণত্যাগে সমুৎসুক জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবাত্মজ যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদন করিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। এই বিষয়ে অশ্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহদেশাধিপতি জনক দুঃখ শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া স্বীয় সংশয়চ্ছেদনের নিমিত্ত মহাত্মা অশ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মণ! জ্ঞাতি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও বিনাশসময়ে লোকে কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিলে কল্যাণভাজন হইতে পারে?'

"তখন মহামতি অশ্ম জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মাকে আশ্রয় করে। ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের প্রাদুর্ভাব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য বায়ু-সঞ্চালিত মেষমণ্ডলের ন্যায় অন্তর্হিত হয়, জন্মের পর মনুষ্যের মনে ক্রমে ক্রমে 'আমি কেবল মানুষ নহি, একজন সদ্বংশজাত কৃত্তী পুরুষ" বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। সেই অহঙ্কার প্রভাবে সে বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সমুদয় অর্থ নৃত্যগীতাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তিই হিতকর বলিয়া অবলম্বন করে। তখন ব্যাধ যেমন শরসংযোগদ্বারা মৃগের প্রাণসংহার করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গপ্রস্থিত [বিপরীত-পথাবলম্বী-উচ্ছৃঙ্খল] ব্যক্তির বধসাধন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি বিংশতি বা ত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তস্করবৃত্তি [চৌর্য্য] অবলম্বন করে, তাহাদিগের প্রায়ই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা যায় না। লোকে দারিদ্র্যদোষে এইরূপে

অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। অতএব জীবগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল দুঃখের প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিবিপর্য্যয়[বুদ্ধিভ্রংশ] ও অনিষ্টপাত এই দুইটি মানসিক দুঃখের মূল কারণ। এই ভূমণ্ডলে দুই কারণেই বিবিধ প্রকার দুঃখ মানবগণের অনুসরণ করিয়া থাকে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় মনুষ্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি খর্ব্ব, কি দীর্ঘ, কাহারই, জরামৃত্যু অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যিনি এই সসাগরা বসুন্ধরা জয় করেন, তাঁহাকেও জরামৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। মানবজাতির সুখ বা দুঃখ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না, অনাকুলচিত্তে তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। সুখ ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই। কি বাল্যাবস্থা, কি প্রৌঢ়াবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা, কোন অবস্থাতেই লোকে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। অপ্রিয়সমাগম, প্রিয়বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমুদয়ই অদৃষ্টসাপেক্ষ। যেমন কোনরূপ রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, সুখ-দুঃখ তদ্রূপ স্বভাবতঃই জীবনের অনুসরণ করে। জীবমাত্রকেই নিয়মিত সময়ে শয়ন, উপবেশন, গমন ও অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। এই জগতে কালপ্রভাবে বৈদ্যও আতুর, বলবানও দুর্বল এবং সুন্দর পুরুষও নিতান্ত কদাকার হইয়া যায়। লোকে অদৃষ্টক্রমেই সত্বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং বলবান, রূপবান, সুস্থশরীর, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়। বিধির কি বিচিত্র মহিমা! দরিদ্র ব্যক্তিরা ইচ্ছা না। করিলেও তাহাদিগের অনেক সন্তান-সন্ততি হয়, আর মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কামনা করিলেও পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বুভুক্ষা[ক্ষুধা], বিষপান, উদ্বন্ধন[আত্মহত্যা] বা অধস্খলন[অধঃপতন] ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছে, সে তাহাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যাহারা সৎকুলসম্ভূত ও বিপুল বিভবশালী, তাহারা যৌবনাবস্থাতেই পতঙ্গের ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করে; আর যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ হইয়া বহুকষ্টে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। প্রায়ই ধনবান ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি থাকে না, আর দরিদ্র ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। দুরাত্মারা কালের বশবর্ত্তী হইয়া অসন্তোষ নিবন্ধন পাপকার্য্যে রত হয়। বিদ্বান ব্যক্তিদিগকেও অনেকবার সজ্জননিন্দিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরস্ত্রীসমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। হে মহারাজ! এইরূপে কালপ্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়-সকল জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভিন্ন উহার আর কিছুমাত্র কারণ লক্ষিত হয় না। যিনি বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতু-সমুদয়ের ন্যায় মনুষ্যের সুখ-দুঃখ কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

"হে ধর্ম্মরাজ! ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপ-প্রভাবে মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করা যায় না। সমুদ্রে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে প্রাণীসমুদয় একবার সংযুক্ত ও পুনরায় বিযোজিত হইতেছে। যে সকল মনুষ্য সতত গীতবাদ্য শ্রবণ ও মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে, আর যাহারা অনাথ হইয়া পরান্নভোজন করে, কৃতান্ত তাহাদের সকলের প্রতিই তুল্যরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই সংসারে অনেকেরই মাতা, পিতা, পুত্র ও কলত্র আছে; কিন্তু বস্তুতঃ কেহই কাহার নহে। জীবের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে আর কাহারও সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বন্ধুবান্ধবসমাগম পান্থসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী। আমি কে? কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছি? কোথায় বা গমন করিব? আমি এই স্থানে কি জন্য বিদ্যমান আছি? আমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া মনকে সুস্থির করিবে। ফলতঃ এই সংসার চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুরই স্থিরতা নাই।

"পরলোক কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই; কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ববিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তন্নিবন্ধন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ, যাজ্যজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে ত্রিবর্গের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এই জগৎ যে জরামৃত্যুরূপ গ্রাহসম্পন্ন কালরূপ অতি গভীর সাগরে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আয়ুর্ব্বেদবিশারদ অনেকানেক বৈদ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর কষায়রস পান ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর যেমন বেলাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা কখনই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অনেক রসায়নবিদ্যাপারদর্শী মনুষ্য জরাব্যাধিনাশক ঔষধ সেবন করিয়াও মহাগজবিদলিত বৃক্ষের ন্যায় জরাপ্রভাবে জীর্ণশীর্ণ হইতেছেন। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন, অতিবদান্য, যজ্ঞশীল ব্যক্তিরাও জরা-মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। যে বৎসর, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস ও যে রাত্রি একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় আগমন করে না। হে মহারাজ! অবশ্য মনুষ্য কালপ্রভাবে সর্ব্বসাধারণ সংসারমার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন, দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্রকল-সমাগম যে পান্থসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বীয় শরীরের সহিতও লোকের চিরকাল সহবাস হয় না। হে মহারাজ! এখন তোমার পিতা ও পূর্ব্বপিতামহগণ কোথায়? আজ তুমিও তাঁহাদিগের সন্দর্শন লাভ করিতেছ না; তাঁহারাও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। মনুষ্য ইহলোকে অবস্থানপূর্ব্বক স্বর্গ ও নরক দেখিতে পায় না; শাস্ত্রই সাধুগণের চক্ষু; তাঁহারা শাস্ত্রপ্রভাবেই সমুদয় অবগত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর। পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্যলোকের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব লোকে হৃদয়দুঃখ অপনীত করিয়া পবিত্রদৃষ্টি হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক উভয়লোকে সুখী হইবে। যে রাজা রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ন্যায়ানুসারে দ্রব্যজাত আহরণ করেন, সমুদয় লোকে তাঁহার যশোরাশি পরিবর্দ্ধিত হয়।

"হে ধর্ম্মরাজ! বিদর্ভরাজ জনক অশ্মার মুখে এইরূপ যুক্তিপরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকতাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও শোকসন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্ত হও। তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পৃথিবী অধিকার করিয়াছ, স্বচ্ছন্দে উহা উপভোগ কর; কদাচ ইহাতে অনাদর প্রদর্শন করিও না।"

২৯তম অধ্যায়
কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের শোক সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। তখন মহামতি অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! ধর্ম্মরাজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তুমি উঁহাকে আশ্বাস প্রদান কর। ইঁহার শোকনিবন্ধন আমরা সকলেই পুনরায় ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, অতএব ইঁহার শোকনিবারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" তখন পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাল্যকালাবধি অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং কিছুতেই তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিতেন না। মহাবাহু মধুসূদন ধর্ম্মরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গসদৃশ চন্দনচর্চ্চিত হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "নরনাথ! শোকদ্বারা গাত্রশোষণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। এই সমরাঙ্গনে যেসকল বীর নিহত হইয়াছেন, আপনি কোনরূপেই তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বপ্নলব্ধ অর্থের ন্যায় এককালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন। উঁহারা সকলেই ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে মহারণে সম্মুখীন হইয়া বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগপুর্ব্বক বীরজনোচিত পরম পবিত্র গতিলাভ করিয়াছেন। উঁহাদের কেহই রণপরাঙ্মুখ বা পলায়মান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্তও শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। এই স্থলে আমি একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কৃষ্ণোক্ত নারদ সৃঞ্জয় সংবাদ—মরু মাহাত্ম্য

"তপোধনাগ্রগণ্য নারদ সৃঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিয়াছিলেন, "মহারাজ! কি আমি, কি তুমি, কি অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলকেই সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরিণামে সকলকেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হইবে; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ! আমি এক্ষণে পূর্ব্বতন মহীপালগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া ইহা শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার শোকসন্তাপ নিবারণ হইবে। যে ব্যক্তি সেই মহানুভব ভূপালগণের মনোহর চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার আয়ুবৃদ্ধি ও শুভগ্রহসঞ্চার হয়। অবিক্ষিততনয় মহারাজ মরুও অতি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতিসমভিব্যাহারে ঐ মহাত্মার যজ্ঞে সমাগত হইতেন। উনি স্পর্দ্ধাসহকারে দেবরাজকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ মহাত্মার যজ্ঞক্রিয়া-সম্পাদনে অস্বীকার করাতে সুরাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উঁহার রাজ্যশাসনকালে পৃথিবী অনাকৃষ্ট হইয়াও শস্যশালিনী হইত। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিশ্বদেবগণ সভাসদ এবং সাধ্য ও মরুদগণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ যজ্ঞে সোমরসপানে যারপরনাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ রাজা দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে পারেন

নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই সমস্ত রাজা তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তাঁহাকেও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

সুহোত্রাদি নৃপতি বৃত্তান্ত

"অতিথীর পুত্র মহারাজ সুহোত্রকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার রাজ্যে এক বৎসর সুবর্ণ বর্ষণ করেন। বসুমতী ঐ রাজার অধিকারসময়ে যথার্থনামা হইয়াছিলেন। ঐ সময় নদী-সমুদয়ের প্রবাহে হিরণ্য প্রবাহিত হইত। লোকপূজিত দেবরাজ ঐ সকল নদীতে সুবর্ণময় কূর্ম্ম, কর্কটক, নক্র, মকর ও শিশুমার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুহোত্র নদীতে সহস্র সহস্র, সুবর্ণময় মকর, মৎস্য ও কচ্ছপ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে তৎসমুদয় গ্রহণ ও কুরুজাঙ্গলে সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্তই ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। তিনি তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

"অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দশ লক্ষ শ্বেত অশ্ব, দশ লক্ষ সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, দশ লক্ষ দ্বিগগজতুল্য মাতঙ্গ, এক কোটি হেমমালাবিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা বিষ্ণুপদনামা পর্ব্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহন করিতে পারেন নাই। অঙ্গ রাজ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন, তত ধন দান করিতে পারে, এমন পুরুষ অদ্যাপিও জন্মগ্রহণ করে নাই, করিবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই বৃহদ্রথ তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

শিবি ও দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বিবরণ

"উশীনরতনয় মহাত্মা শিবিকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাবীর একমাত্র রথে আরোহণ ও সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভূপালগণকে পরাজয় করেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আপনার সমুদয় গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য পশু প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি উহাকে অদ্বিতীয় ধুরন্ধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; ফলতঃ রাজমণ্ডলে অদ্যাপি শিবির ন্যায় গুণসম্পন্ন আর কেহই হয় নাই, হইবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শিবিরাজ তোমা অপেক্ষা বলবান, ধার্ম্মিক, বিষয়বাসনাশূন্য ও

ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কলিকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

"বিপুল বিভবশালী শকুন্তলাগর্ভজাত দুষ্মন্তপুত্র মহাত্মা ভরতরাজাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা দেবগণের উদ্দেশে যমুনাপুলিনে তিন শত, সরস্বতীতটে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ অশ্ব বন্ধন করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন নরপতিই ভরতের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাত্মা যজ্ঞবেদী বিস্তার ও তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন করিয়া যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্বকে পদ্ম সহস্র[এক-সহস্র পদ্মসংখ্যক] অশ্ব প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্তপুত্র তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্য বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

দশরথতনয় রামচন্দ্রের বিবরণ

"দশরথতনয় রামচন্দ্রকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা নিয়ত অপত্যনির্ব্বিশেষে [পুত্রের ন্যায়] প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে কোন কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না। জলদাবলী যথাকালে বারিবর্ষণ করাতে তাঁহার রাজ্যে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হইত, কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না; প্রজাগণ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থশরীরে জীবিত থাকিত। ঐ সময় সকলেই কৃতকর্ম্মা [কর্ম্মপটু করিতকর্ম্মা] ছিল। পুরুষদিগের পরস্পর বিবাদ হওয়া দূরে থাকুক, কামিনীগণের মধ্যেও কখনও কলহ উপস্থিত হইত না। প্রজাগণ সকলেই ধার্ম্মিক, সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল। পাদপ-সকল নিয়মিত ফল-পুষ্পে সুশোভিত থাকিত। সকল গাভীরই কলস-পরিমিত দুগ্ধ হইত। মহাতপাঃ রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস ও অবাধে ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, আজানুলম্বিতবাহু[জানু পর্য্যন্ত লম্বিত বাহুদীর্ঘবাহু], সিংহস্কন্ধ ও সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন এবং মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন। ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কি জন্য আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

ভগীরথ-দিলীপাদি নৃপতি বৃত্তান্ত

"রাজা ভগীরথকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার অতি বিস্তীর্ণ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভুজবলে অসংখ্য অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন। সেই মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুবর্ণালঙ্কৃত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণ প্রদান করেন। ঐ কন্যাগণ প্রত্যেকে অশ্বচতুষ্টয়সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ

সুবর্ণমালপরিশোভিত এক শত হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর পশ্চাৎ সহস্র মেষ ও ছাগ গমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে একদা রাজা ভগীরথ নির্জ্জনে উপবেশন করিলে, গঙ্গা তাঁহার উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই গঙ্গার নাম উর্বশী হইয়াছে। গঙ্গা ঐ রাজাকে পিতৃত্বে, অঙ্গীকার করিয়া অদ্যাবধি ভাগীরথী নামে অভিহিত হইতেছেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা ভগীরথ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

"মহাত্মা দিলীপকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ঐ মহাত্মার বিচিত্র চরিত্রসমুদয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে এই ধনরত্নপরিপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরোহিত প্রত্যেক যজ্ঞে সুবর্ণময় সহস্র হস্তী দক্ষিণ প্রাপ্ত হইতেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিপুল কনকময় যূপ নিখাত [মৃত্তিকায় প্রোথিত—যজ্ঞান্তে যূপ মাটীতে পোতা] হইত। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার সুবর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত যজ্ঞীয় কার্য্যানুষ্ঠান, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সপ্তস্বর [ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ] অনুসারে বীণাবাদন আরম্ভ করিলে সকলেই বিবেচনা করিত, যেন গন্ধর্ব্বরাজ আমারই সমক্ষে বীণাবাদন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন ভূপালই সেই দিলীপের কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ মহারাজের মত্তমাতঙ্গগণ সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পথিমধ্যে শয়ান থাকিত। যাঁহারা সেই সত্যবাদী মহাত্মা দিলীপকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। ঐ মহাত্মার আবাসে বেদাধ্যয়নধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ ও 'দীয়তাং[দান কর]' এই শব্দটি কদাচ বিলুপ্ত হয় নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই প্রবল প্রতাপসম্পন্ন দিলীপ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনুত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

যযাতি মান্ধাতা নৃপতি বৃত্তান্ত

"যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা স্বীয় পিতা যুবনাশ্বের উদরমধ্যে দধিমিশ্রিত ধৃত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ যুবনাশ্বের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উহাকে নিষ্কাশিত করেন। ঐ দেবতুল্য রূপসম্পন্ন বালক পিতার উদর হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান হইলে দেবগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে?' দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। আমি উহার নাম মান্ধাতা রাখিলাম।' সুররাজ এই বলিয়া ঐ বালকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে উহার দেহপুষ্টির নিমিত্ত ইন্দ্রের অঙ্গুলি হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইতে লাগিল। বালক সেই ইন্দ্রের অঙ্গুলিনিঃসৃত দুগ্ধ পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইলেন।

তিনি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমযুক্ত বালকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া ছিলেন। ঐ ইন্দ্রতুল্য বলশালী মান্ধাতা এক দিবসেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেন। ঐ মহাত্মা নৃপতি অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয়, অঙ্গ ও বৃহদ্রথকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ অঙ্গারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ তাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দ শ্রবণে বোধ করিয়াছিলেন যে, নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের উদয়স্থান হইতে অস্তমিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশই মান্ধাতার অধিকৃত। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দীর্ঘে দশ যোজন ও প্রস্থে এক যোজন সুবর্ণময় রোহিত-মৎস্য-সকল দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যে সমস্ত মৎস্য অবশিষ্ট ছিল, অন্যান্য লোকে তাহা বিভাগ করিয়া লয়। হে সৃঞ্জয়! সেই রাজা মান্ধাতা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। তিনিও যখন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

"নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতিকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলপূর্ব্বক যুগকীলক [যোয়ালির খিল] নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক যত দূরে নিপতিত হইত, তিনি স্বীয় অবস্থান স্থান হইতে তত দূর পর্য্যন্ত এক একটি যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করাইতেন। ঐরূপ কীলকনিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে। মহাত্মা যযাতি ঐরূপে শম্যাপিত সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয়যজ্ঞের । অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুবর্ণপর্ব্বত[সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত পর্ব্বত] দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করেন। ঐ মহাত্মা অসুরগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া পরিশেষে যদু, দ্রুহ্য প্রভৃতি স্বীয় তনয়গণকে অংশক্রমে সমুদয় পৃথিবী প্রদান এবং পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষেকপূর্ব্বক সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা যযাতি তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

অম্বরীষপ্রমুখ নৃপতি বিবরণ

"মহারাজ নাভাগতনয় অম্বরীষকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার প্রজাগণ উহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। ঐ মহাত্মা স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দশ লক্ষ যাজ্ঞিক ভূপতিকে দ্বিজগণের দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই অম্বরীষের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই এবং পরেও কেহ পারিবেন না। যে সকল ভূপতি যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণদিগের দাসত্ব করিয়াছিলেন, মহাত্মা অম্বরীষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণস্বরূপ ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা নাভাগতনয় তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক

পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর গুণবিহীন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

'মহারাজ শশবিন্দুকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার এক লক্ষ মহিষী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল। রাজকুমারগণ সকলেই সুবর্ণবর্মধারী ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। উঁহারা প্রত্যেকে এক এক শত কন্যা বিবাহ করেন। ঐ কন্যাগণের প্রত্যেকের পশ্চাৎ এক এক শত হস্তী, প্রতি হস্তীর পশ্চাৎ এক এক শত রথ, প্রতি রথের পশ্চাৎ হেমমালাবিভূষিত এক এক শত অশ্ব, প্রতি অশ্বের পশ্চাৎ এক এক শত বেগবান্ গাভী, প্রতি গাভীর পশ্চাৎ এক এক শত মেষ ও ছাগ আগমন করিয়াছিল। মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধযজ্ঞে সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান, ধর্ম্মশীল, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মারও মৃত্যু হইয়াছে, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা শোক করিতেছ?

"অমূর্ত্তররার পুত্র মহারাজ গয়কেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ ভূপাল শত বর্ষ হুতাবশিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। হুতাশন প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও সত্যে অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আমি অনবরত দান করিলেও যেন আমার ধনক্ষয় না হয়। ভগবান্ হুতাশন গয়রাজের প্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা গয় সহস্র বৎসর অনবরত দশপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজগণকে বারংবার এক লক্ষ গাভী ও শত অশ্বতর প্রদান করেন। ঐ মহাত্মা সোমরস দ্বারা দেবগণের, ধন দ্বারা দ্বিজগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের এবং অভিষ্টসাধন দ্বারা নারীগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীর্ঘে বিংশতি ব্যাম [বিস্তারিত বাহুদ্বয়ের এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ বাঁও] ও প্রস্থে দশ ব্যাম সুবর্ণময় পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করেন। গঙ্গায় যতগুলি বালুকা আছে, মহাত্মা গয় বিপ্রদিগকে ততগুলি গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান, ধর্ম্মপরায়ণ, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

রন্তিদেব-সগরাদি নৃপতি বৃত্তান্ত

"হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা ঘোরতর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে দেবরাজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয়। আমার শ্রদ্ধা যেন কদাচ অপনীত না হয় এবং আমি যেন কদাচ কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি। ঐ মহাত্মার ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু-সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন' বলিয়া উপাসনা

করিত। উঁহার যজ্ঞনিহত পশুগণের চর্ম্মরাশি হইতে ক্লেদ নির্গত হওয়াতে এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ মহানদী তন্নিবন্ধন অদ্যাপি চর্ম্মবতী নামে প্রখ্যাত আছে। মহাত্মা রন্তিদেব অতি বিস্তীর্ণ সভামধ্যে ব্রাহ্মণগণকে নিষ্ক [সুবর্ণ পরিমাণ—৯ তোলা সোণায় ১ নিষ্ক] প্রদান করিতেন। সভামধ্যে তোমাকে শত নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে, 'গ্রহণ কর' এই কথা বলিলে কোন ব্রাহ্মণই তাহা গ্রহণ করিতেন না। পরে, 'তোমাকে সহস্র নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে, গ্রহণ কর', এই কথা বলিলে তত্রস্থ সকল ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা রন্তিদেবের গৃহে অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের আহরণোপযোগী পাত্র, ঘট, কটাহ[কড়া], স্থালী[থালা] ও পিঠর[হাঁড়ী] প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল। অতিথিরা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রি বাস করিত, সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত। তথাপি মণিকুণ্ডলধারী পাচকেরা 'অদ্য সূপভূয়িষ্ঠ [ব্যঞ্জনবহুল] অন্ন ভক্ষণ কর, পূর্ব্ববৎ মাংস ভোজন করিতে পাইবে না' বলিয়া চীৎকার করিত। হে সঞ্জয়! সেই মহারাজ রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

"ইক্ষাকুবংশীয় অলৌকিক পরাক্রমশালী মহাত্মা সগরকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শরৎকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলে জ্যোতিঃপদার্থ সমুদয় যেমন চন্দ্রের অনুগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সগররাজের গমনকালে ঐ মহাত্মার ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিত। তিনি প্রতিনিয়ত পদ্মপলাশাক্ষী [পদ্মপত্রবৎ বিস্তৃত] রমণীগণে পরিপূর্ণ, মহার্হ শয্যাসমাকুল, সুবর্ণসুশোভিত, কাঞ্চনময় প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। ঐ পরাক্রমশালী ভূপতি ক্রোধভরে পৃথিবী খননপূর্ব্বক সমুদ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহার নামানুসারে সমুদ্র 'সাগর' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! মহাত্মা সগর তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

পৃথুরাজ বৃত্তান্ত

"বেণনন্দন মহাত্মা পৃথুরাজকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; মহর্ষিগণ একত্র সমবেত হইয়া ঐ মহাত্মাকে দণ্ডকারণ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় লোক প্রথিত করিবেন বলিয়াই পৃথু নাম ধারণ করেন। তিনি ক্ষত বা বিনাশ হইতে লোক-সকলকে পরিত্রাণ করিতেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি রাজপদবী প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে ভূমি হলদ্বারা কর্ষিত না হইয়াও প্রচুর ফলপুষ্প প্রসব করিত। প্রতি পত্রেই মধু উৎপন্ন এবং ধেনু দোহন করিবামাত্র দুগ্ধে কলস পরিপূর্ণ হইত। মনুষ্যেরা নীরোগ, নির্ভয়, পূর্ণকাম হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্ষেত্র ও গৃহে বাস করিত। পৃথুরাজ সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের জল স্তব্ধ হইয়া থাকিত এবং তিনি নদীতে গমন করিলে নদীসকল

সমুচ্ছ্রিত না হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিত। কুত্রাপি ঐ মহাত্মার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিন নল[১নলে ৫ হাত] উন্নত সুবর্ণময় একবিংশতি পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহারাজ পৃথু তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনুত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ? এক্ষণে আর মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা করিও না। আমার কথা কি তোমার কর্ণগোচর হইল না? আমি যাহা কহিলাম, উহা মুমূর্ষু ব্যক্তির হিতকর ঔষধের ন্যায় সম্যক্ ফলোপধায়ক সন্দেহ নাই।

"তখন মহাত্মা সৃঞ্জয় নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! আমি শোকাপনোদনার্থ পুণ্যশীল কীর্ত্তিসম্পন্ন রাজর্ষিগণের অতি বিচিত্র কাহিনীসকল শ্রবণ করিলাম। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদয় কোনওক্রমেই নিষ্ফল হইবার নহে। অধিক কি কহিব, আপনার দর্শনমাত্রেই আমি শোকশূন্য হইয়াছি। অমৃত পান করিলে যেমন তৃপ্তিলাভ না হইয়া প্রত্যুত পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আপনার বাক্যশ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছি। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদ্য আমার পুত্র যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয় তাহার উপায় করুন। তখন নারদ কহিলেন, "হে সৃঞ্জয়! তোমার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবী [স্বর্ণনিষ্ঠীবনকারী—যাঁহার থুথু নিক্ষেপমাত্র সুবর্ণে পরিণত হয়] মহর্ষি পর্ব্বতের বরপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। অতঃপর তোমার পুত্র সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে।"

৩০তম অধ্যায়
স্বর্ণষ্ঠীবীর বৃত্তান্ত-পর্ব্বত-নারদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বাসুদেব! সঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত কাঞ্চনষ্ঠীবী হইয়াছিলেন, পর্ব্বত কি নিমিত্ত সৃঞ্জয়কে ঐ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে মনুষ্যেরা সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিত; তবে সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত অপ্রাপ্তকৌমারাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিল? ঐ পুত্র কি কেবল নামেই কাঞ্চনষ্ঠীবী অথবা যথার্থই কাঞ্চন ষ্ঠীবন করিত? এই সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।"

বাসুদেব কহিলেন, "মহারাজ। আমি আপনার অভিলষিত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই মহর্ষি মনুষ্যলোকে শাল্য ও ঘৃত ভোজন করিয়া বিহার করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপোধন নারদ মহাত্মা পর্ব্বতের মাতুল ছিলেন। ঐ তাপসদ্বয় ধরাতলে মনুষ্যভোজ্য দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া প্রীতমনে স্বেচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিতে করিতে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাঁহার মনে যাহা উদয় হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিবেন। যিনি এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই পাপভাগী হইতে হইবে।

নারদ-পর্বতের পরস্পর অভিশাপ সূচনা

"মহর্ষিদ্বয় পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া রাজা সৃঞ্জয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা তোমার হিতার্থ কিয়ৎকাল এইস্থানে অবস্থান করিব। তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও।' মহারাজ সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়ের বাক্যশ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া পরমসমাদরে তাঁহাদিগের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা নরপতি সৃঞ্জয় পরমপ্রীতমনে স্বীয় কন্যাসমভিব্যাহারে নারদ ও পর্ব্বতের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমার এই একমাত্র পরম রূপবতী কন্যা আছেন, ইনি অতি সুশীলা, অদ্যাপি ইনিই আপনাদের পরিচর্য্যা করিবেন।' নরপতি সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়কে এই কথা বলিয়া স্বীয় দুহিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে! তুমি আজ হইতে দেবতা ও পিতার ন্যায় এই বিপ্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা কর।' তখন সেই ধর্ম্মচারিণী কন্যা পিতার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে মহর্ষিয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তপোধন নারদ রাজকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও শুশ্রূষা দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ানলে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন কামের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি লজ্জার অনুরোধে ভাগিনেয় পর্ব্বতকে স্বীয় হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না।

নারদের বানরবদন-পর্ব্বতের স্বর্গগতিরোধ

"অনন্তর একদা মহাত্মা পর্ব্বত স্বীয় তপোবল ও নারদের ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে কামার্ত্ত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 'মাতুল! পুর্বে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যখন যাহার মনে

যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে এই সুকুমারীর রূপলাবণ্যনিরীক্ষণে আপনার যেরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। আপনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে? আমি আপনার প্রতিজ্ঞালঙ্ঘননিবন্ধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি। এই সুকুমারীর সহিত আপনার বিবাহকার্য্য সমাধান হইলে ঐ কন্যা এবং অন্যান্য লোক আপনাকে বানরের ন্যায় অবলোকন করিবে।' তখন মহাত্মা নারদ পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণে কোপপূর্ণ ও তাঁহাকে শাপ প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্যানিরত, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী ও দমগুণান্বিত হইয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না।'

"হে মহারাজ! এইরূপে সেই তাপসদ্বয় পরস্পরকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সৌহার্দ্দ্যে বিরত হইলেন। মহামতি পর্ব্বত তথা হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সকলের পুজিত হইয়া সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহাত্মা নারদ ধর্ম্মানুসারে সৃঞ্জয়কুমারী সুকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের মন্ত্র শেষ হইবামাত্র সুকুমারী পর্ব্বতের শাপপ্রভাবে নারদের মুখমণ্ডল বানরবদনের ন্যায় বিকৃত দেখিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভর্তাকে এইরূপ কুৎসিত দেখিয়া তাঁহার অবমাননা করিলেন না, প্রত্যুত পরম প্রীতিসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দেবতা, যক্ষ বা অন্য কোন মুনির সহিত প্রণয়ের বিষয় একবার মনেও করিলেন না।

নারদ-পর্ব্বতের পরস্পর শাপ প্রত্যাহার

"কিয়দ্দিন পরে একদা ভগবান্ পর্ব্বত নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে এক অরণ্যমধ্যে উপনীত হইলেন এবং তথায় দেবর্ষি নারদকে অবলোকন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বর্গগমনে অনুমতি করুন।' মহাত্মা নারদ পর্ব্বতকে দীনভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ভাগিনেয়! তুমি প্রথমে আমাকে অভিসম্পাতপূর্ব্বক বানরত্ব প্রদান করিয়াছ, আমি পশ্চাৎ তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।' তাপসদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে পরস্পরকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তখন রাজকুমারী সুকুমারী নারদের পরম সুন্দর দেবরূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা পর্ব্বত তদ্দর্শনে রাজকন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পতিব্রতে! পলায়ন করিও না; ইনি তোমারই ভর্তা, ইনিই সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ নারদ। এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই।' রাজকুমারী সুকুমারী মহাত্মা পর্ব্বতকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভর্তার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মহাত্মা পর্ব্বত স্বর্গারোহণ ও মহর্ষি নারদ আপনার নিবাসে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সেই ভগবান নারদ আপনার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সৃঞ্জয়রাজ ও তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।"

৩১ম অধ্যায়
নারদকর্ত্তৃক সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্তবর্ণন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! আপনি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।” দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ! বাসুদেব ইতিপূর্ব্বে যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আদি ও আমার ভাগিনেয় মহর্ষি পর্ব্বত আমরা উভয়ে মহাজ সৃঞ্জয়ের গৃহে বাস করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং তৎকর্ত্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত ও আমাদের গমনসময় সমুপস্থিত হইলে মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে কহিলেন, ‘মাতুল! আমরা এই ভূপতির আলয়ে পরমসমাদরে এতদিন বাস করিলাম, এক্ষণে ইহার শুভ চিন্তা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।’ অনন্তর আমি প্রিয়দর্শন পর্ব্বতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, ‘বৎস! তুমি মনে করিলেই রাজার হিতানুষ্ঠান করিতে পার। অতএব অচিরাৎ উঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক উহার মনোরথ সফল কর। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ ভূপতি আমাদিগের তপোবলে সিদ্ধি লাভ করুন।’

“তখন মহর্ষি পর্ব্বত মহারাজ সৃঞ্জয়কে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ‘নরনাথ! আমরা তোমার অকপট ব্যবহার ও পরিচর্য্যায় যারপরনাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণ তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কিন্তু এইরূপ বর প্রার্থনা করিও, যেন তদ্দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যের কোন অনিষ্ট হয়।’ তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, “হে তপোধন! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আর আমার অন্য কোন বর প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনাদিগের প্রসন্নতাতেই আমার মহাফললাভ হইয়াছে।’ মহর্ষি পর্ব্বত সৃঞ্জয়ের বাক্য-শ্রবণে পুনরায় কহিলেন, “মহারাজ। তুমি বহুদিন যাহা সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা কর।’ তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, ‘ভগবন্! আমাকে বর প্রদান করা যদি আপনার অভিপ্রেতই হইয়া থাকে, তবে আপনাদের প্রসাদে যেন আমার এক মহাবলপরাক্রান্ত দেবরাজসদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং ঐ পুত্র যেন বহুকাল জীবিত থাকে।’ তখন পর্ব্বত কহিলেন, ‘হে সৃঞ্জয়! তুমি যেরূপ পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, অবশ্যই সেইরূপ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার নিমিত্তই ঐরূপ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ; অতএব তোমার সেই আত্মজ কদাচ দীর্ঘায়ু হইবে না, তোমার ঐ পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবীনামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সতত তাহাকে ইন্দ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিও।’ মহারাজ সৃঞ্জয় মহর্ষি পর্ব্বতের এই কথাশ্রবণে পুত্রের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনার তপোবলে যেন আমার সেই পুত্রটি দীর্ঘজীবী হয়।’ মহাত্মা সৃঞ্জয় এই কথা বলিয়া পর্ব্বতকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত ইন্দ্রের অনুরোধে তৎকালে তাহার বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন

আমি রাজা সৃঞ্জয়কে একান্ত কাতর দেখিয়া কহিলাম, “মহারাজ! তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পুত্র অকালে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তুমি আমাকে স্মরণ করিও, আমি তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব।’ হে মহারাজ! আমরা রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলাম; সৃঞ্জয়ও আপনার আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের এক তেজঃপুঞ্জকলেবরসম্পন্ন মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র কালসহকারে সরোবর মধ্যস্থ উৎপলের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঐ পুত্র কাঞ্চন ষ্ঠীবন করিত বলিয়া সৃঞ্জয় তাহার নাম কাঞ্চনষ্ঠীবী রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে সৃঞ্জয়তনয়ের ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া বিবেচনা করিলেন, ‘মহর্ষি পর্ব্বতের বরদান প্রভাবে সৃঞ্জয়ের ঐরূপ পুত্র জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি বালক দীর্ঘজীবী হয়, তাহা হইলে উহার নিকট পরাভূত হইতে হইবে।’ দেবরাজ মনে মনে ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শানুসারে সেই বালকের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মূর্ত্তিমান্ দিব্যাস্ত্র বজ্রকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে বজ্র সৃঞ্জয়ের পুত্র মহর্ষি পর্ব্বতের বরপ্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আমাকে পরাভব করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহাকে সংহার কর।’ তখন বজ্র ইন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সতত সেই রাজকুমারের রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিল।

“এ দিকে মহারাজ সৃঞ্জয় সেই অপূর্ব্ব পুত্র লাভ করিয়া পুলকিতমনে পত্নীগণসমভিব্যাহারে বনমধ্যে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। তাঁহার সেই পুত্রটিও ক্রমে ক্রমে পঞ্চবর্ষবয়স্ক হইয়া উঠিল। একদা সেই নাগেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালক সেই বনমধ্যে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ধাত্রীসমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে গমন করিল। ইত্যবসরে সেই ব্যাঘ্ররূপী বজ্র সহসা আগমনপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিল। রাজকুমার ব্যাঘ্রের আক্রমণে কম্পিত কলেবর হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। ধাত্রী বালককে গতাসু দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা সৃঞ্জয় ধাত্রীর আর্ত্তস্বর শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, সুবর্ণষ্ঠীবী প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক নভোমণ্ডল-পরিচ্যুত নিশাকরের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া সেই শোণিতসিক্ত পুত্রকে উৎসঙ্গে আরোপিত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সেই বালকের মাতৃগণও অবিলম্বে শোকাকুলিতচিত্তে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন।

“ঐ সময় রাজা সৃঞ্জয় আমাকে স্মরণ করাতে আমি তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলাম। হে ধর্ম্মরাজ! যদু-প্রবীর বাসুদেব তোমাকে যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি সৃঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল কথাই কহিয়াছিলাম। পরিশেষে আমি দেবরাজের অনুমতিক্রমে সেই বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহার সাধ্য?

“এইরূপে সেই সৃঞ্জয়রাজকুমার পুনরায় জীবনলাভ করিয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ঐ রাজকুমার পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তির পর সুপ্রণালীমে এক সহস্র শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিল। উহার তুল্য গুণবান্ আর কেহই ছিল না। ঐ রাজপুত্র

প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন এবং বহু পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাস ও কেশবের বাক্যানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই তোমার অতিপবিত্র লোকে গতিলাভ হইবে।”

৩২তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠির-শোকোচ্ছ্বাসে পুনঃ ব্যাস-উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! প্রজাপালন করাই ভূপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ কর। বেদে তপস্যা ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব তপস্যা করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ক্ষত্রিয়েরা সমস্ত ধর্ম্মের রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যে ব্যক্তি বিষয়নিরত হইয়া শাসন অতিক্রম করে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কি ভৃত্য, কি পুত্র, কি তপস্বী, যে কেহ হউক না কেন, মোহবশতঃ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে রাজা অবশ্যই তাহাকে শাসন বা বিনাশ করিবেন। যে রাজা ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাঁহাকে পাপভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মহন্তা। তুমি ধর্ম্মহন্তা কৌরবগণকে সবংশে নিপাতিত করিয়াছ, তন্নিবন্ধন তোমার শোক করিবার আবশ্যক কি? বধাদিগের বধ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের রক্ষা ও সৎপাত্রে ধনদানই ত’ রাজার ধর্ম্ম।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই। আপনি সমুদয় ধর্ম্মই অবগত আছেন। এক্ষণে আমি রাজ্যলোভে অনেক অবধ্য লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়াই শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও দেহ দগ্ধ হইতেছে।”

তখন বেদব্যাস কহিলেন, “মহারাজ! কর্ম্মের কর্ত্তা কে, ঈশ্বর পুরুষ? আর লোকে যে ফল ভোগ করে, তাহা কি কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন, না অকস্মাৎ সমুপস্থিত হয়? যদি ঈশ্বর সমুদয় কার্য্যের কর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে পুরুষেরা ঈশ্বরের নিয়োগানুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ঈশ্বরকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে কুঠারদ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করে, তাহা হইলে মনুষ্যকে বৃক্ষচ্ছেদনজনিত পাপগ্রস্ত হইতে হয়; কুঠার কখনই ঐ পাপে লিপ্ত হয় না। যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত’ পাপভোগের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কুঠারব্যবহারকারী মনুষ্যকেই পাপভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে কুঠারনির্ম্মাণকর্ত্তার বৃক্ষচ্ছেদনের পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত। কেন না, যদি সে কুঠার নির্ম্মাণ না করিত, তাহা হইলে ছেদনকর্তা কখনই বৃক্ষচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না; কিন্তু শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা স্বকার্য্যসাধনার্থে বৃক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক পাপে লিপ্ত না

হইয়া শস্ত্রনির্ম্মাণকর্ত্তা পাপভাগী হইবে, ইহা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব যদি একজনের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে না হইল, তাহা হইলে মনুষ্য কি নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়া সেই কার্য্যের ফলভোগ করিবে? ঐ ফল ঈশ্বরেরই ভোগ করা উচিত। পক্ষান্তরে, যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পুরুষকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে তুমি অহিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র দুরাত্মা শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ; তাহার নিমিত্ত চিন্তার বিষয় কি? আর দেখ, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্টপ্রভাবে কর্ম্ম করিয়া কি নিমিত্ত পাপভাগী হইবে? বিশেষতঃ যদি মৃত্যুকে মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্ম বিবেচনা কর, তাহা হইলে কেহই কখন কাহারও বধজনিত পাপে লিপ্ত হয় নাই, হইবেও না। আর যদি তুমি শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে লোকের পাপপুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজার পক্ষে যে দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা তোমাকে শাস্ত্র ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, আমার মতে ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমুদয় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, তাঁহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়, অতএব তুমি অশুভফলপ্রদ কার্য্যসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও; আর শোক করিও না। তুমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিন্দনীয় হইলেও তোমার উহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আত্মপরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে, কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে কখনই উহাতে সমর্থ হয় না। অতএব জীবিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই তোমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমায় পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে।”

৩৩তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের পুনঃ শোক ব্যাসের পুনঃ সান্ত্বনা

তখন যুধিষ্ঠির ব্যাসকে বিনীতবচনে কহিলেন, “পিতামহ! আমি রাজ্যলোভে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত মহীপালগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহাবলপরাক্রান্ত ভূপালগণের অভাবে কি লইয়া অবস্থান করিব? এই পৃথিবী সেই সমস্ত পার্থিববিহীন হইয়াছে, ইহা বারংবার চিন্তা করাতে আমার হৃদয় অদ্যাপি নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। জ্ঞাতিবধ ও অন্যান্য অসংখ্য মনুষ্যের নিধন স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইয়াছে। হায়! যে সমস্ত মহিলারা পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃবিহীন হইয়াছে, আজ তাহাদিগের কি অবস্থা ঘটিবে? তাহারা পাণ্ডব ও যাদবগণকে পরম শত্রু স্থির করিয়া চীৎকার করিতে করিতে দীনভাবে ভূতলে নিপতিত হইবে এবং পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও স্নেহনিবন্ধন প্রাণপরিত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম। সেই বন্ধুবান্ধববিহীন কামিনীগণের

প্রাণত্যাগনিবন্ধন আমাদিগকে প্রকারান্তরে স্ত্রীবধপাতকেও লিপ্ত হইতে হইল। হায়। আমরা সুহৃদগণকে বিনাশ করিয়া যে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধঃশিরাঃ হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। ঐ পাপের প্রতিকারের নিমিত্ত আমি অতিকঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। এক্ষণে কোন্ আশ্রম অবলম্বন করিলে ঐ পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।”

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের অশ্বমেধ উপদেশ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্যশ্রবণে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, “বৎস! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত হইতেছে। দেখ, তোমার জ্ঞাতিবর্গ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ বিপুল যশ ও মহতী শ্রীলাভের অভিলাষে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের অপরাধেই আপনারা নিহত হইয়াছেন। তুমি, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমরা কেহই তাঁহাদিগকে বিনাশ কর নাই। ধর্ম্মসাক্ষী কালই প্রাণীদিগের প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে। তাহার অনুগ্রহের পাত্র সংসারে কেহই নাই। যুদ্ধাদি ব্যাপার নিমিত্ত মাত্র; প্রাণীগণ ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই পরস্পর নিহত হইয়া থাকে। কাল পুণ্যপাপের সাক্ষিস্বরূপ ও কর্ম্মসূত্রাত্মক। উহা সকলকে সুখদুঃখবহুল কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি একবার সেইসমস্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা কর; তাহারা আত্মবিনাশজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। আর তুমি আপনার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, তুমি ব্রতপরায়ণ শান্তস্বভাব হইয়াও কেবল দৈবপ্রভাবে সেইরূপ হিংসাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। ত্বষ্ট[২]নির্ম্মিত যন্ত্র যেমন পরিচালকের অধীন, তদ্রূপ এই জগৎ কালকৃত কর্ম্মের সম্যক আয়ত্ত। যখন পুরুষের যদৃচ্ছাক্রমে উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে, তখন শোক ও হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। হে মহারাজ! এক্ষণে তোমার এই যে মিথ্যা মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর শ্রীলাভার্থী হইয়া একাদিক্রমে দ্বাত্রিংশৎসহস্র বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে দেবগণ অসুরগণকে নিহত ও তাহাদিগের শোণিতে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। আর ত্রিলোকমধ্যে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্পপ্রভাবে দানবগণকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম ধারণ করিলে, সুরগণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। অতএব যাহারা অধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত বা ধর্ম্ম উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অবিলম্বেই সংহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যদি এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে একটি কুল অথবা একটি কুল নির্ম্মূল করিলে সমস্ত রাজ্য নিরাপদ হয়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না। কোন স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয়; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোন্‌টি যথার্থ ধর্ম্ম আর কোনটি যথার্থ অধর্ম্ম, তাহা অনায়াসে

হৃদয়ঙ্গম[মনোমধ্যে ধারণা] করিতে পারেন। তুমি অতি বিচক্ষণ, অতএব এ স্থলে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দেবগণের পূর্ব্ব প্রদর্শিত পদবীতেই পদার্পণ করিয়াছ। যাহারা রাজ্যলাভার্থী হইয়া অন্যের প্রাণসংহার করে, তাহাদিগকে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না। অতএব তুমি এক্ষণে ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবর্গকে আশ্বাস প্রদান কর। যে দুরাত্মা সতত পাপানুষ্ঠানের। চেষ্টা করে, পাপকার্য্য বুঝিতে পারিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না, তাহাকে প্রতিনিয়ত সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। ঐরূপ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে; কিন্তু তুমি পাপশূন্য-হৃদয়ে দুর্য্যোধনের দোষে অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভূপতিগণের বধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। এক্ষণে তুমি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ভগবান পুরন্দর দেবগণসমভিব্যাহারে অরাতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিস্পাপ ও শতক্রতুনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের সহিত বিবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। অপ্সরাগণ তাহার শুশ্রূষায় এবং দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উপাসনায় নিরত রহিয়াছেন। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমিও ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয়। ভুবলে শত্রুপক্ষ পরাজিত করিয়া এই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াছ, অতএব যেসমস্ত মহীপাল সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রগণকে স্ব স্ব অধিকার প্রদানপূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তানগণকে রক্ষা ও প্রজারঞ্জন [প্রজাগণের চিত্ত-সন্তোষ] করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীপালনে প্রবৃত্ত হও। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাহাদিগের কন্যাগণকে রাজ্য প্রদান কর। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ সাতিশয় ভোগাভিলাষপরতন্ত্র; সুতরাং তাহারা রাজ্যপদ লাভ করিলে নিশ্চয়ই শোক পরিত্যাগ করিবে। হে মহারাজ। তুমি এইরূপে সমুদয় রাজ্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া জয়শালী দেবরাজের ন্যায় অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান কর। মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের বলপ্রভাবে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছ; অতঃপর স্বধর্ম্মপ্রতিপালনে যত্নবান্ হও; তাহা হইলেই পরলোকে মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে।”

৩৪তম অধ্যায়
বেদব্যাসকর্ত্তৃক বিবিধ পাপ-প্রায়শ্চিত্ত কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! ইহলোকে মানবগণ কি কি কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হয় এবং কি কি কার্য্য করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

বেদব্যাস কহিলেন, “যে ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্তসময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখ ও শ্যাবদন্ত[কৃষ্ণবর্ণ দন্ত বা দন্তের ফাঁকে ক্ষুদ্র

দন্ত]যুক্ত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিন্দা করে, যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠকন্যা অনূঢ়া[অবিবাহিতা] থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করে, আর যাহারা ব্রত ধ্বংস, দ্বিজাতিহত্যা, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, অনেক জীবের প্রাণসংহার, মাংস বিক্রয়, বেদ বিক্রয়, অগ্নি পরিত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণসংহার, অকারণে পশুচ্ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙঘন করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন লোকে যেসমস্ত বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ, পরধর্ম্ম-আশ্রয়, অযাজ্যযাজন[অন্ত্যজ পতিতাদির পৌরোহিত্য], অভক্ষ্যভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাস্থা, লবণাদি বিক্রয়, তির্য্যগযোনি[পশুপক্ষী প্রভৃতি]বধ, ক্ষমতাসত্ত্বে গোগ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণা-দানপরাঙ্মুখতা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধন প্রদান, গুরুপত্নীহরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা অধার্ম্মিক। তাহাদের ঐ সকল কুকর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"এক্ষণে যে যে স্থলে লোকে কুকর্ম্ম করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদপারগ ব্রাহ্মণও যদি জিঘাংসাপরবশ হইয়া অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হয়, তাহাকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিলে কখনই ব্রহ্মহত্যার পাপভোগ করিতে হয় না। বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, হত্যাকারীর ক্রোধই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া অরাতির প্রাণসংহার করে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ বা প্রাণনাশক উৎকট পীড়ার সময় সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের আদেশানুসারে মদিরা পান করে, তাহার পূনর্ব্বার সংস্কার করিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইতিপূর্ব্বে অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি যত প্রকার পাপকার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সেসমুদয় পাপেরই ধ্বংস হইতে পারে। গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুপত্নীতে গমন করিলে তন্নিবন্ধন পাপভোগ করিতে হয় না, মহর্ষি উদ্দালক শিষ্যদ্বারা স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিমিত্ত আপৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। ফলতঃ ভোগাভিলাষে সতত চৌর্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেই তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয়। আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষা, গুরুর কার্য্যসাধন, বিবাহসম্পাদন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দূষ্য নহে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন [বীর্য্যপতন] হইলে তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন করিতে হয় না; কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আজ্যহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পতিত বা প্রব্রজিত হইলে তাহার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের পাণিগ্রহণ দোষাবহ নহে। অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। পশুগণ বিধিনির্দ্দেশানুসারে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে; অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ভিন্ন পশুহত্যায় উপদেশ প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধনদান

ও সৎপাত্রে অপ্রদান দোষাবহ নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, স্বামীকেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সোমরসের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষার্থ বনদাহ করা দোষাবহ নহে। হে মহারাজ! যে যে স্থলে যেসকল কার্য্য করিলে মানবগণকে পাপভোগ করিতে হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

৩৫তম অধ্যায়
বিবিধ পাপ-প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা

বেদব্যাস বলিলেন, "মনুষ্য যদি একবার পাণ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা, যজ্ঞ ও দানদ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ব্রহ্মহত্যাকারী খট্বাঙ্গ [খাটের পায়া] ও নরকপাল[মড়ার] ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবারমাত্র আহার, সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন, অসূয়াশূন্য, অধঃশায়ী হইয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্যসংসাধন এবং জনসমাজে আপনার কুকর্ম্ম প্রকাশ করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা বা স্বেচ্ছানুসারে শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রে জীবন পরিত্যাগ, অধঃশিরাঃ হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে তিনবার আত্মনিক্ষেপ, বেদপাঠ করিতে করিতে শত যোজন গমন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব বা জীবনযাপনোপযোগী ধন অথবা পরিচ্ছদসমবেত গৃহপ্রদান এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষাসম্পাদন— এই সকলের অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে; আর যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত যৎসামান্যরূপে আহার করে, সে ছয় বৎসরে; যে ব্যক্তি মাসের মধ্যে সপ্তাহ প্রাতঃকালে আহার, সপ্তাহ সায়ংকালে আহার, সপ্তাহ অযাচিত-ব্রত অবলম্বন ও সপ্তাহ উপবাস করে, সে তিন বৎসরে; যে ব্যক্তি একমাস প্রাতঃকালে আহার, একমাস সায়ংকালে আহার, একমাস অযাচিত-ব্রত অবলম্বন ও একমাস উপবাস করে, সে এক বৎসরে এবং যে ব্যক্তি কেবল উপবাসে কালযাপন করে, সে অল্পদিবসের মধ্যেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অনুসারে যে ব্যক্তি অশ্বমেধসমাধানান্তে স্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে আর ব্রহ্মহত্যাপাপ ভোগ করিতে হয় না। সহস্র ধেনু পাত্রসাৎ [সুপাত্রে প্রদান] করিতে পারিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী কপিলা দান করে এবং যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কটসময় উপস্থিত হইলে সাধু দরিদ্রদিগকে সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু দান করে, সে নিস্পাপ হয়। যে ব্যক্তি নিয়মশীল ব্রাহ্মণগণকে একশত কাম্বোজদেশীয় অশ্ব দান করে, তাহার পাপভয়নিবারণ হয়। যদি কেহ অন্ততঃ একজনেরও প্রার্থনানুরূপ অর্থদান করিয়া জনসমাজে কীর্ত্তন না করে, তাহা হইলে সে ইহলোক ও পরলোকে আপনার পবিত্রতাসম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি একবার মাত্র সুরাপান করে,

অগ্নিবর্ণ [অগ্নিতুল্য তপ্ত] সুরাপান করিলেই উভয়লোকে তাহার আত্মা পবিত্র হয়। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পতন, অগ্নি বেশ ও মহাপ্রস্থান[তনুত্যাগ জন্য হিমালয় আরোহণ] দ্বারা সমস্ত পাপখণ্ডন হইয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র [বৃহস্পতিযাগ] অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। সুরাপায়ী ব্যক্তি যদি ভূমিদানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ও মৎসরশূন্য হইয়া পুনরায় উহা পান না করে, তাহা হইলে তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে লৌহফলক তপ্ত করিয়া শয়ন ও আপনার লিঙ্গচ্ছেদন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বনে গমন করিবে। শরীর পরিত্যাগ করিলে অশুভ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা আহারবিহার পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়মাবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যেই পাপবিমুক্ত হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান, সর্ব্বস্ব দান অথবা গুরুকার্য্যসাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে সমুদয় অশুভকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা তাহার দ্রব্য অপহরণ করে, সে গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গাদিদ্বারা নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে ব্রহ্মহত্যাবিহিত ব্রত পালন ও ছয়মাস গোচর্ম্ম পরিধান করিলে নিস্পাপ হয়। যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন ও পরবিত্তাপহরণ করে, সে সংবৎসর নিয়মানুষ্ঠান করিলে পাপশূন্য হয়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যে কোন উপায়ে হউক, তাহাকে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে পারিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসত্ত্বে বিবাহ করে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশরাত্রি নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক ব্রতপালন করিলে উভয়েই পবিত্র হয়; কিন্তু সেই কনিষ্ঠভ্রাতাকে পিতৃলোকের উদ্ধার সাধনার্থ অবশ্যই পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববিবাহিত পত্নীও নির্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইবে। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা চাতুর্ম্মাস্যব্রত অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক পাপে দূষিত বিবেচনা করেন না; কেন না, ভস্মদ্বারা পাত্র যেমন শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণ রজোযোগ হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গোকর্ত্তৃক আঘ্রাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডুষদ্বারা দূষিত হইলে উহা দশবিধ শোধনীয় দ্রব্যে শুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্পদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একমাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। লোকে ধর্ম্মের তারতম্য অনুসারেই উহাদিগের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিবে। পশু-পক্ষিবধ ও বৃক্ষচ্ছেদন করিলে আপনার কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রচারপূর্ব্বক তিনরাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অগম্যাগমন করিলে ছয়মাস ভস্মে শয়ন ও আর্দ্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

"হে মহারাজ! কুকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দৃষ্টান্তশাস্ত্র, যুক্তি ও প্রজাপতিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণ অহিংস, মিতভাষী ও পরিমিতভোজী হইয়া পবিত্রস্থানে গায়ত্রী জপ করে, তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃত স্থলে উপবেশন, রজনীযোগে তথায় নিদ্রাসেবন, দিবসে তিনবার ও রজনীতে তিনবার বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। হে মহারাজ! সমুদয় প্রাণীগণই দেহান্তে নিজ নিজ শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ

অথবা পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তাহার অতিরিক্ত ফলভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সকার্য্যদ্বারা শুভফল পরিবর্দ্ধিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধনদান করিলে নিস্পাপ হইতে পারে। এক্ষণে যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। মহাপাতক ভিন্ন সমুদয় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অন্যান্য ভক্ষাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্যবিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দুইপ্রকার পাপ আছে; জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিরা বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। নাস্তিক, দাম্ভিক ও অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা প্রায়ই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না; প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের পাপনাশের সম্ভাবনা নাই। যে পুরুষ ইহলোকে সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাহাকে অবশ্যই শিষ্টাচার আশ্রয় ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি শিষ্টাচারযুক্ত; বিশেষতঃ প্রাণ ও ধনরক্ষার্থ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছ, অতএব অবশ্যই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যদি তোমার নিতান্তই আপনাকে পাপী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। মূঢ়ের ন্যায় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।”

৩৬তম অধ্যায়

ভক্ষ্য-অভক্ষ্য—পাত্র-পাত্র—দেয়-অদেয় নির্ণয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, “পিতামহ! কোন বস্তু ভক্ষ্য আর কোন বস্তু অভক্ষ্য? কোন্ বস্তু দান করিলে লোকে প্রশংসাভাজন হয় এবং কাহাকে পাত্র আর কাহাকেই বা অপাত্র বলা যায়, এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

বেদব্যাস কহিলেন, “মহারাজ! পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু সিদ্ধগণকে যাহা কহিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ, সুখাসীন ভগবান মনুর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘প্রজাপতে! অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও কার্য্যাকার্য্যের বিষয় সবিস্তর বর্ণন করুন।’

“তখন ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু সেই মহর্ষিগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “হে তপোধনগণ! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্যনিরত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র পর্ব্বত এবং সুবর্ণভক্ষণ রত্নাদিদ্বারা স্নান, দেবস্থানে অভিগমন ও আজ্য [ঘৃত]-ভোজনদ্ধারা মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে, সন্দেহ নাই। লোকে গর্ব্বপ্রকাশ করিলে কখনই প্রাজ্ঞ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না। বিজ্ঞ লোক যদি অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্রিরাত্রি উষ্ণবস্তু পান [তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ—তিনদিন উষ্ণ দুগ্ধ, তিনদিন উষ্ণ ঘৃত, তিনদিন উষ্ণ জল পানরূপ ব্রত] করা কর্ত্তব্য। অদত্ত বস্তুর অনাদান[অগ্রহণ—গ্রহণ না করা], দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ

এই কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ। সুলবিশেষে গ্রহণ[প্রতিগ্রহ দানগ্রহণ], মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিনিবন্ধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুইপ্রকার; আর লৌকিক ও বৈদিকব্যবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরও দুইপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষ মুক্তিলাভ করেন, আর কর্ম্মনিরত ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অশুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অশুভ ফল ও যে ব্যক্তি শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। অতি নীচ লোকেও যদি দৈব, শাস্ত্র, প্রাণ ও প্রাণধারণোপযোগী দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিতে পারে। ক্রোধমোহাদিবশতঃ মন দূষিত হইলে ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদিদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে তাহাকে একরাত্রি ও পুরোহিত পরিত্যাগ করিলে তাহাকে তিনরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি পুত্রবিয়োগশোকে অভিভূত হইয়া শস্ত্রাদিদ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহার তিনরাত্রি প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। যাহারা জাতি, শ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহারা নিতান্ত দুরাত্মা; তাহাদিগের সেই অধর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই। ধর্ম্মসংশয় সমুপস্থিত হইলে দশজন বেদশাস্ত্রজ্ঞ অথবা তিনজন ধর্ম্মপাঠক পণ্ডিত যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণনা করা কর্ত্তব্য। বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মত্মক[তন্নামক কীট], বিষ, শল্ক[আঁশ]বর্জ্জিত মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পদ জন্তু, মণ্ডূক প্রভৃতি জলচর, ভাস[কুক্কুট], হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব[হংসাদি জলচর পাখী।], বক, কাক, মদ্গু, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পদনামক পক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও দ্বিদন্ত বা চতুর্দ্দন্ত প্রাণীর মাংসভোজন এবং মেষ, বড়বা, গর্দ্দভী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থা[প্রসূতি] গাভী, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। প্রেতান্ন[প্রেতের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন], সূতিকান্ন[অশৌচ অন্ন] ও অনির্দ্দশান্ন[প্রসবের ১০ দিন মধ্যে গাভীর দুগ্ধে পান্ন—পায়সাদি] ভোজন এবং অনির্দ্দশ[প্রসবকালের দশ দিনের মধ্যে] ধেনুর দুগ্ধ পান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভূপতির অন্ন তেজের, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজের এবং সুবর্ণকার ও অবীরা[পতিপুত্রহীনা] স্ত্রীর অন্ন আয়ুর হানি করে। বৃদ্ধিজীবীর[সুদখোর] অন্ন বিষ্ঠা এবং বেশ্যা, পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত[স্ত্রীর ব্যভিচারে উপেক্ষাকারী—ভেড়ুয়া] ব্যক্তির অন্ন শুক্রস্বরূপ। অগ্নিষোমীয় বসাহোমের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। দানভোগ পরাঙ্মুখ, যজ্ঞবিক্রয়ী[মূল্যগ্রহণে নিজের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলদাতা], সূত্রধর, চর্ম্মকার, রজক, চিকিৎসক, গ্রামপাল[কোটাল], পাতকী, রঙ্গস্ত্রীজীবী[নিজের স্ত্রীর দ্বারা নৃত্যগীত করাইয়া জীবিকাকারী], বন্দী[স্তুতিপাঠক সূতাদি জাতি] ও দূতবেত্তাদিগের অন্ন, বামহস্তে আহৃত, পর্য্যুষিত[বাসি], সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট অন্ন, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, দুগ্ধ, শক্তু[ছাতু], ভৃষ্টযব[ভাজা যব] দধিশক্তুর বহুদিনস্থিত বিকার এবং দেবতার উদ্দেশ্যে অপ্রদত্ত পায়স, তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য ও পিষ্টক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ও অপেয়। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহদেবতাগণের যথোচিত তৃপ্তিসাধন করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রজিত ভিক্ষুকের ন্যায় স্বীয় গৃহে বাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিয়মে আপনার স্ত্রীসমভিব্যাহারে গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।

"ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচ যশোলাভার্থ বা ভয়প্রযুক্ত দান করিবে না। উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপর[পরিহাসরসিক-ভাঁড়], ভণ্ড, মদমত্ত, উন্মত্ত, তস্কর, নিন্দক, মূর্খ, বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুর্জ্জন, দুষ্কুলজাত, অশ্রোত্রিয়, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ব্রতহীন ব্যক্তিকে দান করা বিধেয় নহে। অসম্যক[অবিহিত] দান ও অসম্যক প্রতিগ্রহ দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে। খদিরফলক[খদিরকাঠের ফলা—খদিরকাঠ স্বভাবতঃ ভারী হয়, উহা জলে ভাসে না] অবলম্বনপূর্ব্বক সাগরে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফলক যেমন স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিত ব্যক্তিকে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ অসম্যক্ দাতা আপনাকে ও প্রতিগ্রহীতাকে পাপসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন আকাষ্ঠে সমাচ্ছন্ন হইলে প্রজ্বলিত হয় না, তপঃস্বাধ্যায়শূন্য দুশ্চরিত্র প্রতিগ্রহীতাও তদ্রূপ কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নরকপালে জল ও কুকুরচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে দুগ্ধ রাখিলে যেমন উহা স্থানদোষে অপবিত্র হয়, ব্রতবিহীন ব্যক্তির অধ্যয়নও তদ্রূপ ব্যর্থ হইয়া থাকে। নির্ম্মন্ত্র[গায়ত্র্যাদি উপাসনাবর্জ্জিত], নির্ব্রত[উপনয়নাদি দীক্ষাহীন], মূর্খ, অসূয়াপরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রতবিহীন ব্যক্তিকেও দান করিলে কেবল দয়াই প্রকাশ করা হয়, উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলাভ উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য নহে। অবৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করিলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অনুধ্যায়ী ব্রাহ্মণ দারুময় হস্তী ও চর্মময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করিয়া থাকে। বৎসহীন, গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জনশূন্য স্থান ও জলশূন্য কূপ যেমন নিতান্ত নিষ্ফল, নির্ম্মন্ত্র ব্রাহ্মণও তদ্রূপ কোন কার্য্যকারক নহে। মুর্খকে দান করিলে উহা অগ্নিশূন্য প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হয় না। দেবতা ও পিতৃগণের হব্যকব্য-বিনাশক অর্থহারী মূর্খ ব্যক্তি কদাচ উকৃষ্ট লোকসমুদয় প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।"

৩৭ম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসমীপগমনে ব্যাস-উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সমগ্র রাজধর্ম্ম ও আপকালনির্দ্দিষ্ট[রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারী ও দুর্ভিক্ষাদিঘটিত এবং কলিকালোচিত ধর্ম্মসঙ্কোচসূচক] নীতির বিষয় কীর্ত্তন করুন; আর আমি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কিরূপে পৃথিবী বশীভূত করিব, তাহাও বলুন। আপনার মুখে উপবাসাত্মক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও হর্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব এক ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভিভূত হইতেছি।"

তখন বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য ভগবান্ ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "বৎস! যদি তোমার সমগ্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার

অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কুরুকুলপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন কর। সেই সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মবেত্তা ভীষ্মই তোমার ধর্ম্মগত সংশয় নিরাকরণ করিবেন। যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও সুরগুরু বৃহস্পতির বিদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্মগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ভৃগুনন্দন চ্যবন ও মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পূর্বে তেজঃপুঞ্জকলেবর আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠপুত্র সনকুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হইতে সমগ্র যতিধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি পরশুরাম ও ইন্দ্র হইতে অস্ত্রলাভ করিয়াছেন, যিনি আপনার ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, যিনি অপুত্র হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবেন, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাঁহার সভাসদ হইতেন, জ্ঞেয়পদার্থের মধ্যে কিছুই যাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই, সেই ধর্ম্মের সূক্ষ্মতাৎপর্য্যবেত্তা মহামতি ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা প্রাণ পরিত্যাগ না করিতে করিতে তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর।”

বহুদর্শী ধর্ম্মরাজ সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “ভগবন্! আমি জ্ঞাতিবর্গের প্রাণসংহারের কারণ হইয়া সকলেরই নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমা হইতেই জ্ঞাতিকুল নির্মূল হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবীর পিতামহকে ছলপ্রকাশপুর্ব্বক নিপাতিত করিয়া এক্ষণে কিরূপে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করিব?”

কৃষ্ণের অনুমোদনে যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় যাত্রা

তখন যদুকুলতিলক বাসুদেব বর্ণচতুষ্টয়ের হিতসাধনার্থ পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “মহারাজ! শোকের একান্ত বশীভূত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মহর্ষি ব্যাস যেরূপ কহিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট ভূপালগণ এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদী ইঁহারা সকলেই আপনার অধীন হইতে বাসনা করিতেছেন। বিশেষতঃ আপনার রাজ্যে চারিবর্ণের সমুদয় লোক সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ইহাদিগের হিতানুষ্ঠান, অমিততেজাঃ ব্যাসের আদেশ-প্রতিপালন এবং আমাদিগের ও দ্রৌপদীর অনুরোধরক্ষার্থ মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন করুন।” তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভগবান্ ব্যাস এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক এইরূপ অনুনীত হইয়া মানসিক শোকসন্তাপ, পরিহারপূর্ব্বক লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং নক্ষত্রপরিবৃত শশাঙ্কের ন্যায় বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করিয়া স্বনগরে প্রবেশ করিবার মানসে অসংখ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ কম্বলাজিনসংবৃত, বন্দিগণের পবিত্র মন্ত্রদ্বারা অভিপূজিত, লক্ষণাক্রান্ত, শ্বেতবর্ণ, যোড়শ বলীবর্দ্দকতৃক আকৃষ্ট, শুভ্ররথে আরোহণ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম

ভীমসেন তাঁহার রথরশ্মি গ্রহণ ও মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার মস্তকোপরি সুশোভিত শ্বেতপত্র ধারণ করিলেন। সেই শ্বেতচ্ছত্র অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রথোপরি ধৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নক্ষত্রজালমণ্ডিত শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সমলঙ্কৃত শ্বেত চামরদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ব্যজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পঞ্চভ্রাতা রথারূঢ় হইলে ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় ধৃতরাষ্ট্রকুমার যুযুৎসু মনোমারুতগামী বেগবান আশ্বগণে সমলঙ্কৃত শুভ্ররথে আরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব সাত্যকির সহিত শৈব্য-সুগ্রীব[তন্নামক অশ্বদ্বয়]-সংযযাজিত হেমময় শুভ্ররথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের অনুগমন করিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্যবাহ্য যানে আরূঢ় হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীগণ নানাবিধ যানে আরোহণপূর্ব্বক মহাত্মা বিদুরকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সকলের পশ্চাৎ অসংখ্য অলঙ্কৃত রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ধাবমান হইল। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া সূত-মাগধ-বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণপূর্ব্বক হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম ও পরস্পরের কোলাহল হওয়াতে ধর্ম্মরাজের নগরযাত্রা অতিরমণীয় হইয়া উঠিল। নগরবাসী মনুষ্যগণদ্বারা সমস্ত নগর ও রাজমার্গ সমলঙ্কৃত হইল। পৃথিবী শ্বেতমাল্য ও পতাকাদ্বারা সুশোভিত, রাজমার্গ ধূপিত[ধূপের ধুমে আমোদিত] এবং রাজভবন বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও মাল্যসমূহদ্বারা পরিশোভিত হইতে লাগিল। নগরদ্বার গৌরাঙ্গী কুমারী, অভিনব পূর্ণকুম্ভ ও সুগন্ধি পুষ্পসমুদয়ে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধুগণে পৃরিবেষ্টিত হইয়া বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে সেই অসামান্যশোভাসম্পন্ন নগরে প্রবেশ করিলেন।

৩৮তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের পুরপ্রবেশ-অভিনন্দন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশকালে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল। তখন সেই বিবিধ মাল্যদ্রব্যে সুশোভিত রাজমার্গ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত মহোদধির [সমুদ্রের] ন্যায় শোভা ধারণ করিল। রাজপথের সমীপবর্ত্তী সমলঙ্কৃত অট্টালিকাসমুদয় রমণীগণের ভারে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। কামিনীগণ লজ্জানম্রমুখে মৃদুস্বরে পঞ্চপাণ্ডবকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, “হে পাঞ্চালি! তুমি ধন্যা; গৌতমী যেমন মহর্ষিগণকে আশ্রয়। করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ এই মহাত্মাগণকে আশ্রয় করিয়াছ। তোমার ব্রত ও কর্ম্মসমুদয় সার্থক।” বরবর্ণিনী[উত্তমা নারী]গণ এই বলিয়া দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের প্রশংসাবাক্য ও হর্ষসূচক শব্দে সমুদয় পুর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া সমলঙ্কৃত রাজভবন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরবাসী প্রজাগণ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শ্রুতিসুখকর বাক্যে কহিতে লাগিল, “মহারাজ! আপনি সৌভাগ্য ও পরাক্রমপ্রভাবে ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে পরাজয় ও পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের অধীশ্বর হইয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় শত বৎসর প্রজাপালন করুন।” ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ মঙ্গলবাক্য শ্রবণ ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে সেই ইন্দ্রালয়তুল্য রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নানাবিধ রত্ন ও গন্ধমাল্যদ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার পুরদ্বারে আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রমালামণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি গুরু ধৌম্য ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অসংখ্য মোদক, রত্ন, সুবর্ণ, গাভী, বস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ বস্তুদ্বারা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সুহৃদগণের প্রীতিকর শ্রুতিসুখাবহ পবিত্র পুণ্যাহনির্ঘোষে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইল। ধর্ম্মরাজ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অর্থসংযুক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে জয়শব্দ, মনোহর দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন হইতে আরম্ভ হইল।

চার্ব্বাকমন্ত্রীর মিথ্যা চতুরতা—যুধিষ্ঠিরের আক্রোশ

হে মহারাজ! ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ধর্ম্মরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্য্যোধনের সখা দুরাত্মা চার্ব্বাকরাক্ষস ভিক্ষুকরূপ ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলেতাঁতাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভীকচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্ব্বিতবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, “মহারাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ এইরূপ জ্ঞাতিসংক্ষয় ও গুরুজনদিগের বিনাশসাধন করিয়া আপনার কি লাভ হইল! এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। জীবনধারণ করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।” তখন তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের সেই বাক্যশ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জিতভাবে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীনবাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে বিপ্রগণ! আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব, আপনারা আর আমাকে ধিক্কার প্রদান করিবেন না।”

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমরা আপনাকে ধিক্কার প্রদান করি নাই; আপনার মঙ্গল হউক।” তপানুষ্ঠানসম্পন্ন বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা চার্ব্বাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া

পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, "মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটুক্তি করিল, ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পরমবন্ধু চার্ব্বাকনামক রাক্ষস। ঐ পাপাত্মা দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আপনার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমরা কোন কথাই কহি নাই। অতএব আপনার কিছুমাত্র শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত কল্যাণভাজন হউন।"

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎর্সনা করিয়া হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্ব্বাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া অশনিদগ্ধ পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দনপূর্ব্বক তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া সুহৃদগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৩৯তম অধ্যায়
ব্রহ্মশাপদগ্ধ চার্ব্বাকের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর সর্ব্বদর্শী জনার্দ্দন ভ্রাতৃগণসমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সতত অর্চনীয়। উঁহারা ভূতলস্থিত দেবতা। উঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে উঁহাদের বাক্য হইতে বিষ নির্গত হয়। ঐ মহাত্মাদিগকে প্রসন্ন করা অতি অল্পায়াসসাধ্য। পূর্ব্বে সত্যযুগে চার্ব্বাকনামে এক রাক্ষস বদরীতপোবনে বহুকাল অতিকঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরগ্রহণার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস কমলযোনিকে বরপ্রদানে সমুদ্যত দেখিয়া কহিল, 'ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন কোন প্রাণী হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় না থাকে।' তখন ব্রহ্মা কহিলেন, "হে চার্ব্বাক! আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি; কিন্তু তুমি কদাচ ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিও না। ব্রাহ্মণের অপমান করিলেই তোমাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।'

"চার্ব্বাকরাক্ষস এইরূপে ব্রহ্মার প্রসাদে বরলাভ করিয়া স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সুরগণ সেই রাক্ষসের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাহার বধসাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, "হে দেবগণ! যাহাতে অচিরকালমধ্যে ঐ রাক্ষসের মৃত্যু হয়, আমি তাহার উপায়বিধান করিয়া দিয়াছি। মনুষ্যগণমধ্যে দুর্য্যোধননামে এক রাজার সহিত চার্ব্বাকের অতিশয় সখ্যভাব জন্মিবে এবং ঐ রাক্ষস দুর্য্যোধনের স্নেহের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিবে। ব্রাহ্মণগণ রাক্ষসকৃত অবমাননায় নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক দগ্ধ করিবেন।' হে ধর্ম্মরাজ! সম্প্রতি এই সেই চার্ব্বাকরাক্ষস ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি আর শোক প্রকাশ করবেন না। আপনার জ্ঞাতিবর্গ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব

এক্ষণে শোকসন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকার্য্যানুষ্ঠান, শত্রুসংহার, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করাই আপনার কর্ত্তব্য।”

৪০তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শোকসন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টমনে পূর্ব্বাস্য হইয়া কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি ও বাসুদেব ধর্ম্মরাজের অভিমুখে স্বর্ণময় উজ্জ্বল পীঠে, মহাত্মা ভীমসেন ও অর্জ্জুন উভয় পার্শ্বে মণিময় আসনে, মনস্বিনী কুন্তী, সহদেব ও নকুলের সহিত সুবর্ণভূষিত গজদন্তময় সিংহাসনে এবং মহাত্মা সুধর্ম্মা, বিদুর, ধৌম্য ও ধৃতরাষ্ট্র পাবকের ন্যায় সমুজ্জ্বল আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যুযুৎসু, সৃঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলদায়ক অক্ষত[১], স্বস্তিক[২], শ্বেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে প্রজাবর্গ পুরোহিতের সহিত বিবিধ মঙ্গলবস্তু গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, কাঞ্চনময়, তাম্রময়, রজতময় ও মৃন্ময় পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, লাজ[খই], অগ্নি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, স্রুব[যজ্ঞপাত্র], হেমভূষিত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্‌পল ও পলাশের সমিধ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার তথায় সমাহৃত হইল। তখন পুরোহিত ধৌম্য বাসুদেবকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে পূর্বোত্তরে ক্রমশঃ নিম্ন বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি হুতাশনসন্নিভ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সর্ব্বতোভদ্র আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণাকে উপবেশন করাইয়া বিবিধ মন্ত্র অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পাঞ্চজন্য[শঙ্খ] গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাসুদেব ও স্বীয় ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক সৎকৃত ও পাঞ্চজন্যের জলে অভিষিক্ত হইয়া যারপরনাই সুশোভিত হইলেন। ঐ সময় পণব, আনক ও দুন্দুভির মধুর নিস্বন হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ তৎসমুদয় শ্রবণপূর্ব্বক ধৈর্য্যশালী, সৎস্বভাবান্বিত, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদের যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তখন দ্বিজগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীত হইয়া হংসের ন্যায় মধুরস্বরে তাঁহার জয়কীর্ত্তন ও প্রশংসাপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আপনি সৌভাগ্যবশতঃ স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে শত্রুবিজয় ও স্বধর্মলাভ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আপনি গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, মহাবীর ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীরক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।” ধর্ম্মরাজ এইরূপে সাধুদিগের পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া স্বীয় বিস্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

৪১তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের রাজোচিত পর্য্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সেই দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! পাণ্ডুনন্দনদিগের গুণ প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃতই হউক, যখন আপনারা সমবেত হইয়া উহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন পাণ্ডবগণ ধন্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনারা সুস্থচিত্তে আমাদিগকে গুণসম্পন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাও আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পরম দেবতা ও পিতা; অতএব যদি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করা আপনাদিগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপনারা সতত উঁহার শাসনানুবর্ত্তী ও হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইবেন। প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়সহকারে ঐ মহাত্মার শুশ্রূষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি সমস্ত জ্ঞাতিবধ করিয়া কেবল উহার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্তই জীবন ধারণ করিতেছি। এক্ষণে যদি আমার প্রতি ও আমার অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সুমচিত হয়, তাহা হইলে আপনারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করুন। উনি আমার, আপনাদিগের ও এই জগতের অধিপতি। সমগ্র পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ উহারই আয়ত্ত। হে বিপ্রগণ! এক্ষণে আমি যেসমস্ত কথা কহিলাম, আপনারা বিস্মৃত হইবেন না।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর তিনি পুর ও জনপদনিবাসী প্রজাগণকে বিদায় করিয়া ভীমসেনকে যৌবরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক ধীমান্ বিদুরকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অবধারণ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্য্যাকার্য্য-পরিজ্ঞান ও আয়ব্যয়-চিন্তা, নকুলকে সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগকে ভুক্ত বেতন প্রদান ও তাহাদের কার্য্য পরীক্ষা, মহাবীর অর্জ্জুনকে পরসৈন্যোপরোধ [বিপক্ষ সৈন্যের আক্রমণাদির প্রতিকার] ও দুষ্ট-নিগ্রহ, মহাবীর সহদেবকে শরীররক্ষা এবং পুরোহিতপ্রধান মহর্ষি ধৌম্যকে ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য ও দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে মহীপাল যুধিষ্ঠির যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে কহিলেন, "আপনারা সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আদেশ করিবেন, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন এবং পৌর ও জনপদ[প্রজা]বর্গের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে উহার আজ্ঞা লইয়া তাহা সমাধান করিবেন।"

৪২ম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরকৃত যুদ্ধমৃতের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরনিহত জ্ঞাতিবর্গের পৃথক পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও স্বীয় পুত্রগণের স্বর্গার্থে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, গাভী, বিবিধ ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত একত্র

হইয়া মহাত্মা দ্রোণ, কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ, বিরাট প্রভৃতি উপকারপরায়ণ সুহৃদগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রের উদ্দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, গাভী ও বস্ত্রসকল প্রদান করিতে লাগিলেন। যেসকল নরপতিদিগের বন্ধুবান্ধব কেহই বিদ্যমান ছিল না, ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগেরও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং সুহৃদগণের উদ্দেশে বিবিধ ধর্ম্মশালা, পয়ঃপ্রণালী ও তড়াগ[জলাশয়—পুষ্করিণী]-সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে নিহত বীরগণের নিকট অঋণী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতিপুত্রবিহীন কৌরবস্ত্রীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন দানপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া নিষ্কণ্টকে পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

৪৩তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণবন্দনা-কৃষ্ণের প্রত্যভিনন্দন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাসুদেব! আমি কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধিকৌশল ও বিক্রমপ্রভাবেই এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম; অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ ও যাদবদিগের একমাত্র অবলম্বন। ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নাম উল্লেখপূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বাত্মক; এই জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, জিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম। তুমি সপ্ত আদিত্য। তুমি একমাত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান আছ। তুমি পুণ্যকীর্ত্তি, হৃষীকেশ ও যজ্ঞেশ্বর। তুমি ব্রহ্মারও গুরু[জনক]। তুমি ত্রিনয়ন শম্ভু। তুমি দামোদর, বরাহ, অগ্নি ও সূর্য্য। তুমি ধর্ম্ম, তুমি গরুড়ধ্বজ, তুমি শত্রুসেনাবিমর্দ্দন ও সর্ব্বব্যাপী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্র। তুমি কার্ত্তিকেয়, সত্য, আনন্দ, অচ্যুত ও অরাতিনাশক। তুমি বিদিবর্ণ এবং অনুলোমবিলোমজাত। তুমি ঊর্দ্ধবর্ত্ম[উত্তমগতি] ও পর্ব্বত। তুমি ইন্দ্রদর্পহন্তা ও হরিহররূপী। তুমি সিন্ধু, নির্গুণ এবং পূর্ব্বদিক, পশ্চিমদি ও ঈশানকোণস্বরূপ। তুমি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি সম্রাট, বিরাট ও স্বরাট্[স্বয়ং প্রকাশ]। তুমি ইন্দ্রেরও কারণ। তুমি বিভু, শরীরী ও অশরীরী। তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পিতা। তুমি কপিল। তুমি বামন, যজ্ঞ, যজ্ঞসেন, ধ্রুব ও গরুড়। তুমি শিখণ্ডী ও নহুষ। তুমি মহেশ্বর, দিবস্পৃক, পুনর্ব্বসু, বভ্রূ, সুবভ্রূ। তুমি সমিদেব, সুষেণ, দুন্দুভি, কাল, শ্রীপদ্ম। তুমি পুষ্কর, পুষ্করেক্ষণ, ঋতু ও সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। তুমি চরিত্র, নির্মল, জ্যোতি ও হিরণ্যগর্ভ[ব্রহ্মা]। তুমি স্বধা ও স্বাহা। তুমি এই জগতের স্রষ্টা এবং তুমিই ইহার সংহর্ত্তা। তুমি অগ্রে এই

বিশ্বমধ্যে বেদের সৃষ্টি করিয়াছ এবং চরাচর বিশ্বকে স্ববশে রাখিয়াছ। হে শার্ঙ্গপাণে! তোমাকে নমস্কার।”

রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে বাসুদেবকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া বিনীতবাক্যে জ্যেষ্ঠপাণ্ডবকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

৪৪তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরাদেশে ভীমাদির বিশ্রামসুখোপভোগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে গৃহগমনে অনুমতি করিলে তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। তখন ধর্ম্মনন্দন ভীমপরাক্রম ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা মহারণে শত্রুদিগের শরজালে ক্ষতদেহ ও পরিশ্রান্ত এবং শোক-দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। আমার নিমিত্তই তোমাদিগকে কাপুরুষের ন্যায় অরণ্যবাসক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তোমরা নিভৃতস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরিশ্রমাপনোদন ও স্বচ্ছন্দে বিজয়সুখ অনুভব কর। কল্য প্রাতে পুনরায় আমরা পরস্পর মিলিত হইব।”

ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক বৃকোদরকে দুর্য্যোধনের প্রাসাদপরিশোভিত নানা-রত্নখচিত দাসদাসীসমন্বিত ইন্দ্রালয়তুল্য গৃহ, অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধন-গৃহের ন্যায় সুদৃশ্য মাল্যসংযুক্ত হেমতোরণবিভূষিত, দাসদাসী ও ধনধান্যপরিপূর্ণ দুঃশাসন-ভবন, নকুলকে দুর্ম্মর্ষণের সুবর্ণমণি মণ্ডিত কুবেরভবনতুল্য প্রাসাদ এবং প্রাণাধিক সহদেবকে দুর্ম্মুখের কমলদলাক্ষী[পদ্মপত্র তুল্য প্রশস্তনেত্রা] কামিনীগণে পরিপূর্ণ কনকভূষিত গৃহ প্রদান করিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ এইরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগ্রহে সুরম্য হর্ম্ম্য[অট্টালিকা]সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা ও ধৌম্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সাত্যকির সহিত অর্জ্জুনের মন্দিরে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ বস্তু উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন করিলেন।

৪৫তম অধ্যায়
দানাদি সৎকারান্তে যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণসাক্ষাৎকার

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং চরাচরগুরু ভগবান হৃষীকেশই বা ঐ সময় কি কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য

অধিকার করিয়া চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোকসমুদয়কে স্ব স্ব কার্য্যে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে তিনি সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রত্যেকের হস্তে সহস্র নিষ্ক প্রদান, অনুজীবী, ভৃত্য, আশ্রিত, অতিথি, দীন ও যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান এবং পুরোহিত ধৌম্যকে অযুত গো, সুবর্ণ, রজত ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান করিয়া কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও বিদুরকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট উপযুক্ত অন্ন, পান, বস্ত্র, শয়ন ও আসন প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। তিনি স্বীয় লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন ও যুযুৎসুর সম্মান করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের উপর রাজ্যের কর্তৃত্বভার সমর্পণ করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাসুদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, নীলনীরদসমপ্রভ[নীলমেঘতুল্য কান্তি], দিব্যাভরণভূষিত, তেজঃপুঞ্জকলেবর, মহাত্মা মধুসূদন পীতাম্বর পরিধানপূর্ব্বক হেমমণ্ডিত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া মণিকাঞ্চনসমলঙ্কৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ মহাত্মার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি বিরাজিত হওয়াতে উঁহাকে উদয়োম্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে লাঞ্ছিত উদয়াচলের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার উপমা নাই। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা হৃষীকেশের সন্নিহিত হইয়া হাস্যমুখে মধুরবাক্যে কহিলেন, "ত্রিলোকনাথ! তুমি ত' পরমসুখে এই নিশা অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি ত' সুপ্রসন্ন আছে? আমরা তোমারই অনুগ্রহে রাজ্য অধিকার করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়াছি। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের জয়লাভ ও যশোলাভ হইয়াছে। তোমার কৃপাবলেই আমরা ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই।" হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ বিনীতবাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা বাসুদেব কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৪৬ম অধ্যায়
ধ্যানস্থ কৃষ্ণদর্শনে যুধিষ্ঠিরের কারণজিজ্ঞাসা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ কেশবকে একান্ত মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, "হে অমিতপরাক্রম! তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিস্ময়কর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছ? এক্ষণে ত্রিজগতের মঙ্গল ত'? তুমি জাগরিত, স্বপ্নাবস্থা বা সুষুপ্তিপ্রাপ্ত নই; কাষ্ঠ, কুড্য[দেওয়াল] ও পাষাণের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমাকে এরূপ অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া আমার মন নিতান্ত বিচলিত হইতেছে। তুমি শরীরস্থিত পঞ্চবায়ুকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে মনে সন্নিবেশিত করিয়াছ। তোমার বাক্য ও মন বুদ্ধিতে এবং শব্দাদি গুণসমুদয় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তোমার রোমসকল কম্পিত হইতেছে না; মন ও বুদ্ধি এককালে স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং তুমি নির্ব্বাতপ্রদেশস্থিত [বায়ুহীন স্থানস্থিত] দীপের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমার এরূপ অবস্থার কারণ কি? যদি উহা শ্রবণ করিতে আমার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদন কর। হে কৃষ্ণ!

তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সংহর্তা, তুমিই ক্ষয়, তুমিই অক্ষয়। তোমার আদি বা অন্ত নাই। অতএব তুমিই আদিপুরুষ। এক্ষণে আমি প্রণত হইয়া ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই ধ্যানের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।"

কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভীষ্মের শরণাগতি প্রকাশ

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম নির্ব্বাণোন্মুখ[নির্ব্বাপিতপ্রায়] হুতাশনের ন্যায় শরশয্যায় শয়ন করিয়া আমাকে চিন্তা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি তদগতচিত্ত হইয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্রও যাঁহার অশনিনিস্বন-সদৃশ জ্যানির্ঘোষ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই, যিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত রাজমণ্ডল পরাজিত করিয়া স্বয়ংবরস্থল হইতে তিনটি কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, মহাবীর পরশুরাম এয়োবিংশতি রাত্রি যুদ্ধ করিয়াও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, ভগবতী ভাগীরথী যাঁহাকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, ভগবান বশিষ্ঠদেব যাঁহার উপদেষ্টা, যিনি পরশুরামের প্রিয়শিষ্য ও সমস্ত বিদ্যার আধার, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাঁহার প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সেই মহাত্মা বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন সংযত করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি তাঁহাতেই মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছিলাম।

"হে ধর্ম্মরাজ। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর শান্তনুতনয় স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করিলে এই পৃথিবী শশাঙ্কশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় শোভাবিহীন হইবে; অতএব আপনি সেই ভীষণপরাক্রম ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। সেই কৌরবধুরন্ধর ভীষ্ম পরলোকগমন করিলে জ্ঞানসমুদয় এককালে ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইবে। এই নিমিত্তই আপনাদের তথায় গমন করিয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

কৃষ্ণসহ যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসাক্ষাৎকারোদ্‌যোগ

তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সেই হিতকর বাক্যশ্রবণ করিয়া বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, "জনার্দ্দন! তুমি ভীষ্মের যেরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি অনেক ব্রাহ্মণের মুখে ভীষ্মের প্রভাব ও মহানুভবতার কথা শ্রবণ করিয়াছি। তুমি ত্রিলোকের কর্ত্তা, অতএব তোমার বাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ হইবার নহে। যাহা হউক, যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন কর। ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেই ভীষ্মদেব দেবলোকে গমন করিবেন; অতএব এ সময় অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আদিদেব ও ব্রহ্ম; অতএব তোমার দর্শনলাভ হইলে শান্তনুতনয় কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।"

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকিকে কহিলেন, “যুযুধান! অবিলম্বে আমার রথযোজনা করিতে আদেশ কর।” মহাত্মা সাত্যকি কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া দারুককে রথযোজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক সাত্যকির বাক্যশ্রবণমাত্র মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত-মণি-খচিত, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, শৈব্য, সুগ্রীব প্রভৃতি মনোমারুতগামী অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব-সংযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিতচক্রবিশিষ্ট, গরুড়ধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, “মহাশয়! রথ প্রস্তুত হইয়াছে।”

৪৭ম অধ্যায়
ভীষ্মের তনুত্যাগবার্ত্তা—ঋষিগণ সমাগম

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন। শরশয্যায় শয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্ম কোন্ যোগ অবলম্বন করিয়া কিরূপে তনুত্যাগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা ভীষ্মের কলেবর-পরিত্যাগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। দিবাকরের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই মহাত্মা ভীষ্ম অবহিত হইয়া দেহত্যাগের অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিচিত কলেবর কিরণজালে পরিশোভিত দিবাকরের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। বেদবিৎ ব্যাস, সুরর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবরাত, মৈত্রেয়, অসিত, বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গল্য, ভৃগুনন্দন রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ুসংবর্ত্ত, পুলক, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরাঃ, কাশ্যপ, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, কৃষ্ণানুভৌতিক, উলূক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পূরণ, কৃষ্ণ, পরমধার্ম্মিক সূত ও অন্যান্য শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিগুণোপেত মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করাতে তিনি গ্রহগণসমাকীর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

শরশয্যা-শয়ান ভীষ্মের কৃষ্ণস্তব

অনন্তর মহাত্মা শান্তনুতনয় শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া অতি গম্ভীরস্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, “হে পুরুষোত্তম! আমি তোমাকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সবিস্তারে যেসমস্ত কথা কহিব, তদ্দ্বারা তুমি প্রীত ও প্রসন্ন হও। তুমি দোষহীন ও নির্দ্দোষতার আস্পদ, তুমি পরমহংস ও ঈশ্বর। এক্ষণে আমি তনুত্যাগ করিয়া যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই। তুমি অনাদি, অনন্ত ও পরব্রহ্মস্বরূপ, দেবতা ও ঋষিগণ তোমাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। কেবল ভগবান্ ধাতাই তোমার তত্ত্ব অবগত আছেন এবং তাহা হইতেই কোন কোন মহর্ষি, সিদ্ধ, দেবতা, দেবর্ষি ও মহোরগ তোমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিয়াছেন। তুমি পরম ও অব্যয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ তুমি কে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ,

তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন। সূত্রগ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ সমস্ত বিশ্ব ও ভূতসমুদয় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। তুমি নিত্য ও বিশ্বকর্ম্মা। লোকে তোমাকে সহস্রশিরাঃ, সহস্রবদন, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রমুকুটসম্পন্ন নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র, মন্ত্রার্থ-প্রকাশক ব্রাহ্মণবাক্য, নিষৎ[কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদবাক্য], উপনিষৎ[জ্ঞানাত্মক বেদবাক্য] ও সামবেদ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সত্যস্বরূপ ও সত্যকর্ম্মা; তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধনামে চারি দেহ ধারণ করিতেছ। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত। তুমি ভক্তদিগের রক্ষিতা। লোকে তোমার পরমগুহ্য দিব্যনাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তোমার প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত নিত্য তপানুষ্ঠান করিলে উহা কদাচ ক্ষয় হয় না। তুমি সর্বাত্মা, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভাবন। অরণিকাষ্ঠ [যে কাঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি বহির্গত হয়—শমী প্রভৃতি] যেমন বহ্নিরক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ তুমিও ভূতস্থল বেদের রক্ষাবিধানার্থ দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নিষ্পাপ ও সর্ব্বেশ্বর। মনুষ্য অভেদজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশে তোমাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। তুমি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও তেজকে অতিক্রম করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পুরাণপুরুষ, যুগপ্রারম্ভে ব্রহ্ম ও ক্ষয়কালে সঙ্কর্ষণনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি পরমারাধ্য, অতএব আমি তোমার উপাসনা করি। তুমি একমাত্র হইয়াও বহু অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। তুমি সর্ব্বাভিলাষসম্পাদক; তোমারই একান্ত ভক্ত ক্রিয়াবান লোকেরা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি জগতের ভাণ্ডারস্বরূপ। জগতের সমস্ত ব্যক্তি তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। নীরমধ্যে হংস ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের ন্যায় জীবগণ সতত তোমাতেই বিহার করিতেছে। তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অক্ষয়, ব্রহ্ম এবং সৎ ও অসতের অতীত; তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও উরগগণ প্রযতমনে প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি দুঃখনাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তুমি স্বয়ম্ভু, সনাতন, অদৃশ্য ও অজ্ঞেয়। তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থের অধিপতি। তুমি পরমপদ, হিরণ্যবর্ণ ও দৈত্যনাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও দ্বাদশ-অংশে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি সূর্য্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। যিনি শুক্লপক্ষে দেবগণকে ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে অমৃতদ্বারা পরিতৃপ্ত করেন, তুমি সেই চন্দ্ররূপী, তোমাকে নমস্কার। যিনি নিবিড়তর[অত্যন্ত ঘন] অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী, যাঁহাকে অবগত হইলে মৃত্যুভয় থাকে না, সেই জ্ঞেয়াত্মাকে নমস্কার। অতি বিস্তীর্ণ সামবেদে যাঁহাকে বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে, অগ্নিসন্নিধানে ও যজ্ঞস্থলে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই বেদস্বরূপকে নমস্কার। ঋক ও যজুর্ব্বেদ যাঁহার তেজ, যিনি পঞ্চহবিঃ ও সপ্ততন্তু বলিয়া অভিহিত হয়েন, সেই যজ্ঞস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আহুত হইয়া থাকেন, সেই হোমস্বরূপকে নমস্কার। যে বেদপুরুষের নাম যজুঃ, ছন্দঃসকল যাঁহার গাত্র, ঋক্‌, যজুঃ ও সামবেদপ্রবর্ত্তিত তিন যজ্ঞ যাঁহার তিন মস্তক এবং রথন্তর যাঁহার প্রীতিবাক্য, সেই স্তোত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সহস্রবৎসরসাধ্য যজ্ঞে আবির্ভূত

হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও শ্রেষ্ঠ, সেই হিরন্ময়পক্ষসম্পন্ন হংসস্বরূপকে নমস্কার। সুপ তিঙন্ত পদ[প্রকৃতি-প্রত্যয়সাধ্য সংস্কৃত শব্দ]সমুদয় যাঁহার অঙ্গ, সন্ধি[দুই বা ততোধিক পদের একত্র মিলন] যাঁহার পৰ্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাঁহার ভূষণ, সেই দিব্যঅক্ষর বাক্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞাঙ্গভূত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীৰ্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যোগ অবলম্বনপূৰ্ব্বক অনন্তের সহস্র-ফণাবিরচিত পৰ্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যিনি বশীভূত-ইন্দ্রিয়বর্গ, মোক্ষেপায় ও বেদোক্ত উপায়দ্বারা সাধুগণের যোগধৰ্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপকে নমস্কার। ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্মফলাভিলাষী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্ম অবলম্বনপূৰ্ব্বক যাঁহাকে অৰ্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ধর্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমুদয় কামময়, যিনি সকল প্রাণীকে কামমদে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার। মহর্ষিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্ত পুরুষের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যে ক্ষেত্রজ্ঞ [প্রকৃতির অধীশ্বর] পুরুষ সতত বুদ্ধিতে বিরাজমান আছেন, সেই ক্ষেত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি নিত্যস্বরূপ, যিনি ষোড়শগুণে [চক্ষুঃ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতে] পরিবৃত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় অবস্থিত আছেন, সাংখ্যে যাঁহাকে সপ্তদশ বলিয়া কীৰ্ত্তন করে, সেই সাংখ্যাত্মাকে নমস্কার। শান্ত প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়দমনশীল মনুষ্যেরা নিদ্রা ও শ্বাসপ্রশ্বাস পরাজয়পূৰ্ব্বক যোগে মনোনিবেশ করিয়া যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। শান্তপ্রকৃতি মোক্ষার্থী সন্ন্যাসীরা পাপপুণ্য ক্ষয় হইলে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই মোক্ষস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগসহস্রের পর প্রদীপ্ত মাৰ্ত্তণ্ডরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভূতের বিনাশসাধন করেন, সেই ঘোরস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত ভূত বিনষ্ট ও সমুদয় জগৎ একার্ণবময়[জলময় একমাত্র সমুদ্রে পরিণত] করিয়া একাকী বালকবেশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই মায়াস্বরূপকে নমস্কার। যিনি স্বয়ম্ভুর নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাতে সমুদয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পদ্মস্বরূপকে নমস্কার। সে সহস্রমস্তকসম্পন্ন নিরুপম পুরুষ এককালে সমুদয় কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, সেই যোগনিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলজাল, অঙ্গ সন্ধিতে নদী এবং জঠর মধ্যে চারি সমুদ্র বিরাজমান রহিয়াছে, সেই জলস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহা হইতে সমুদয় পদার্থ সমুৎপন্ন এবং যাঁহাতে সমুদয় লীন হয়, সেই কারণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাত্রিতে শয়ান এবং দিবাভাগে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টানিষ্টসমুদয় বিষয় সন্দর্শন করিতেছেন, সেই দর্শকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত কার্য্যে অবিচলিত ও ধৰ্ম্মকাৰ্য্যের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া থাকেন, সেই কাৰ্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি ক্ষত্রিয়ের অধৰ্ম্মাচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছেন, সেই ক্রুরতাস্বরূপকে নমস্কার। যিনি বায়ু[প্রাণ, অপান সমান উদান, ব্যান]রূপে শরীরমধ্যে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাণীগণকে সচেষ্ট করিতেছেন, সেই পবনস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরব্যাপী যোগে আসক্ত হয়েন, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের কৰ্ত্তা, সেই কালস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সৰ্ব্ববর্ণস্বরূপকে নমস্কার। অগ্নি যাঁহার আস্যদেশ, স্বর্গ মস্তক, আকাশমণ্ডল

নাভি, ভূমণ্ডল চরণদ্বয়, সূর্য্যমণ্ডল চক্ষু ও দিঙ্মণ্ডল[সমস্ত দিক] যাঁহার কর্ণ, সেই লোকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি কাল ও যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি এই বিশ্বসংসারের আদি কারণ এবং যাঁহার আদি কেহই নাই, সেই বিশ্বস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাগদ্বেষাদিদ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রক্ষিতাকে নমস্কার। যিনি অন্ন, পান ও ইন্ধন[কাষ্ঠ]রূপী, যিনি লোকের বল ও জীবনের বর্দ্ধনকর্ত্তা এবং যিনি এই প্রাণীগণকে ধারণ করিতেছেন, সেই প্রাণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন এবং প্রাণীগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নাদি পাক করিতেছেন, সেই পাকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি পিঙ্গলনেত্র, পিঙ্গলকেশর নরসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক নখ ও দশনদ্বারা দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছেন, সেই দৃপ্ত[ক্রুদ্ধ]স্বরূপকে নমস্কার। দেবতা,গন্ধর্ব্ব, দৈত্য ও দানবগণ যাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে অসমর্থ, সেই সূক্ষ্মস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রসাতলগত হইয়া অনন্তরূপে জগৎ-সংসার ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি এই সংসার-পরিরক্ষণার্থ প্রাণীগণকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন, সেই মোহস্বরূপকে নমস্কার। যিনি আত্মজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং যাঁহার মহিমা কেবল আত্মজ্ঞানপ্রভাবেই অবগত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার দেহ অপ্রমেয় এবং যাঁহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, সেই জ্ঞাননেত্রসম্পন্ন দিব্যস্বরূপকে নমস্কার। যে লম্বোদর পুরুষ জটা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার সর্বাঙ্গ ভস্মদিগ্ধ[ছাইমাখা], যিনি নিরন্তর ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশের ত্রিলোচন, উলিঙ্গ ও রুদ্রস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার ললাটে অর্ধচন্দ্র, হস্তে শূল ও পিনাক, সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী[সাপের পৈতা-পরা] উগ্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা এবং ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহপরিশূন্য, সেই শান্তস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহাতে এই চরাচর বিশ্ব লীন রহিয়াছে। এবং যাঁহা হইতে ইহা সম্ভূত হইয়াছে, সেই সর্ব্বময় সর্ব্বস্বরূপকে নমস্কার। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পঞ্চভূতকে অতিক্রমপুর্ব্বক নিত্য নির্ম্মুক্ত হইয়াছ, তুমি ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ, তুমি ধর্ম্মময় এবং প্রাণীগণের সৃষ্টিসংহারকর্তা। আমি ভূতাদি[অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ] কালয়ে তোমার অবস্থিতি অবলোকনে সমর্থ নহি, কেবল তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তোমার সনাতন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমার মস্তকদ্বারা স্বর্গ ও পদযুগলদ্বারা মর্ত্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি ত্রিবিক্রম সনাতনপুরুষ। দিক্‌সকল তোমার বাহু, সূর্য্য তোমার চক্ষু এবং শুক্র ও প্রজাপতি তোমার বলস্বরূপ। তুমি বায়ুর সপ্তমার্গ রোধ করিয়া রহিয়াছ। তুমি অতসীপুষ্পসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবস্ত্রধারী। তোমাকে যে নমস্কার করে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। অতএব আমি ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

"কৃষ্ণকে একটিমাত্র প্রণাম করিলে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দশ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয়, কিন্তু যে একবার কৃষ্ণকে প্রণাম করে, তাহাকে আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা কৃষ্ণব্রতপরায়ণ এবং যাহারা রাত্রিকালেও উত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহারা বহ্নিমধ্যে মন্ত্রপূত ঘৃতের ন্যায় কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। হে কৃষ্ণ! তুমি নরকয়নিবারক এবং

সংসারসাগর পার হইবার নৌকাস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মণ্যদেব এবং গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী; তোমাকে নমস্কার। হরি'- এই দুইটি অক্ষর জীবন-বনভ্রমণের পাথেয়, সংসারশৃঙ্খলচ্ছেদনের উপায় এবং শোকদুঃখের অন্তকস্বরূপ। সত্য বিষ্ণুময়, জগৎ বিষ্ণুময় এবং সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুময়; অতএব সেই বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পাপসকল বিনষ্ট হউক। হে পদ্মপলাশলোচন! এক্ষণে এই নরাধম অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ভক্তিসহকারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তুমি ইহার শুভানুধ্যান কর। তুমি বিদ্যা ও তপস্যার উৎপত্তিস্থান এবং স্বয়ম্ভূ, এক্ষণে আমার এই বাক্যে প্রীত ও প্রসন্ন হও। বেদ, তপস্যা ও বিশ্বসংসার সকলই নারায়ণাত্মক। হেনারায়ণ! তুমি সর্ব্বদা সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছ।"

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপে তদ্‌গতচিত্তে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান বাসুদেব যোগবলে ভীষ্মের ভক্তিভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোকদর্শনজ্ঞান প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা বাষ্পগদগদকণ্ঠে পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তব করিয়া বারংবার ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরমপুলকিত বাসুদেব সাত্যকির সহিত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সহিত এবং ভীমসেন নকুল ও সহদেবের সহিত রথে আরোহণপূর্ব্বক চক্রের ঘর্ঘর-ঘোষে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া ভীষ্মদর্শনার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, যুযুৎসু ও সঞ্জয় ইঁহারাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীষ্মসমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন গমনকালে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণের মুখে আপনার স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাত্মা ভীষ্মকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

৪৮তম অধ্যায়
ভীষ্মদর্শনপ্রসঙ্গে পরশুরামপ্রভাব-প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান বাসুদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ পতাকাধ্বজপরিশোভিত বায়ুবেগগামী নগরাকার রথে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্বে ঐ স্থানে অসংখ্য ক্ষত্রিয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ ভীষণ স্থান রাশি রাশি কেশ, মজ্জা, অস্থি, মৃত মাতঙ্গগণের

পর্ব্বতাকার দেহ, নরকপাল, সহস্র সহস্র চিতা, অসংখ্য বর্ম্ম ও শস্ত্র এবং প্রভূত রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মৃত্যুর [যমের] উৎকৃষ্ট পানভূমির[পান-স্থান—যে স্থানে অনেকে মিলিত হইয়া পানীয় পান করে] ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভীষ্মদর্শনার্থী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা তথায় উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সেই সমরাঙ্গন দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবাহু বাসুদেব যুধিষ্ঠিরসমীপে পরশুরামের পরাক্রম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! ঐ যে দূরপ্রদেশে পাঁচটি হ্রদ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম রামহ্রদ। ভগবান ভার্গব একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া

ক্ষত্রিয়গণের শোণিতদ্বারা ঐ পাঁচ হ্রদ পরিপূর্ণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ মহাত্মা কর্ম্মত্যাগী হইয়াছেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে যদুনন্দন! তুমি কহিলে যে, ভগবান্ ভার্গব একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের ঐ যুদ্ধে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিহত হওয়াতে ঐ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। তিনি একবার ক্ষত্রিয়গণকে সমুলে নির্মুল করিলে পুনরায় কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইল? আর তিনি কি নিমিত্তই বা পুর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে বারংবার ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন? তুমি এই সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় দূর কর। আমরা তোমার নিকট হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।”

৪৯ম অধ্যায়
ক্ষত্রিয়নাশপ্রসঙ্গে পরশুরাম-জন্মবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ। তখন মহাত্মা বাসুদেব পৃথিবী যেরূপে নিঃক্ষত্রিয়া ও যেরূপে পুনরায় ক্ষত্রিয়-পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষিগণের নিকট ভার্গবের জন্ম, বিক্রম ও প্রভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, ঐ মহাবীর যেরূপে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং যেরূপে রাজবংশে পুনরায় ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত ও নিহত হইয়াছেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাত্মা জহ্নুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক ইন্দ্রকে পুত্রত্বে লাভ করিবার মানসে কঠোর তপানুষ্ঠান করাতে দেবরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক গাধি নামে বিখ্যাত হয়েন। মহারাজ গাধির সত্যবতীনামে এক রূপবতী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় সেই কন্যাটিকে ভৃগুনন্দন ঋচীকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে প্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্রলাভের নিমিত্ত দুইটি পৃথক পৃথক চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,প্রিয়ে! তোমার মাতাকে এই প্রথম চরুটি ভোজন করিতে কহিও এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরুটি ভোজন করিও। তোমার মাতা এই প্রথম চরু ভোজন করিলে নিশ্চয়ই এক ক্ষত্রিয়নিসূদন বীরপুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চরুটি ভোজন করিলে এক শান্তস্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ঋচীক ভার্য্যাকে এই কথা কহিয়া তপঃসাধনার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

“ইত্যবসরে মহারাজ গাধি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সস্ত্রীক হইয়া ভগবান্ ঋচীকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। সত্যবতী পিতামাতার দর্শনে নিতান্ত পুলকিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া চরুদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক জননীর নিকট গমন করিয়া মহর্ষি ঋচীকের বাক্য আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। তখন গাধিমহিষী পরমাহ্লাদে সেই চরুদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আপনার চরু কন্যাকে প্রদান ও কন্যার চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন। এইরূপে সত্যবতী ভ্রমক্রমে

মাতার চরু ভোজন করাতে তাঁহার গর্ভ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। মহাত্মা ঋচীক ভার্য্যার গর্ভের ভীষণাকার দর্শন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার জননী তোমাকে তোমার চরু প্রদান না করিয়া তাঁহার চরু ভোজন করাইয়াছেন এবং স্বয়ং তোমার চরু ভক্ষণ করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তোমার পুত্র অতি ক্রূরকর্ম্মা ও ক্রোধপরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা তপোনিরত ও ব্রহ্মাতেজঃসম্পন্ন হইবে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার মাতার চরুতে ক্ষাত্রতেজ সমাহিত করিয়াছিলাম। অতএব তোমার জননীর পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।

'ভগবান ঋচীক এই কথা কহিলে পতিপরায়ণা সত্যবতী কম্পান্বিতকলেবরে ভর্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার পুত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।" তখন ঋচীক কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি ত' তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত পুত্র হইবে মনে করিয়া চরু প্রস্তুত করি নাই; অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? তুমি কেবল চরুভোজন-দোষেই অতি ক্রূরকর্ম্মা পুত্র প্রসব করিবে।' সত্যবতী কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ইচ্ছা করিলে পুত্রের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক শান্ত প্রকৃতি ধীর পুত্র প্রদান করুন।' ঋচীক কহিলেন, 'প্রিয়ে! মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নিস্থাপন করিয়া চরু প্রস্তুত করিবার সময়ের কথা দূরে থাকুক, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই। বিশেষতঃ তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ উৎপত্তি হইবে, তাহা আমি পূর্বেই অবগত হইয়াছি।' তখন সত্যবতী কহিলেন, নাথ! যদি নিতান্তই আপনার বাক্য অন্যথা না হয়, তবে উহার প্রভাবে আমার পৌত্র যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শান্তগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করিতেই হইবে।' মহাত্মা ঋচীক প্রিয়তমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমার মতে পুত্র ও পৌত্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাহা হউক, তুমি যাহা কহিলে, তাহার অন্যথা করিব না। তোমার মনোরথ সফল হউক।

"অনন্তর পতিপরায়ণা সত্যবতী যথাসময়ে তপানুষ্ঠাননিরত শান্তস্বভাব জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। কুশিকনন্দন মহারাজ গাধিরও বিশ্বামিত্র নামে তপানুষ্ঠানপরায়ণ পুত্র সমুৎপন্ন হইল। কিয়দ্দিন পরে ঋচীকপুত্র মহাত্মা জমদগ্নির ঔরসে দীপ্ত পাবকতুল্য ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী ক্ষত্রিয়নিহন্তা পরশুরাম জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ মহাবীর গন্ধমাদনপর্ব্বতে দেবদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রভূত অস্ত্র ও জ্বলিতানলতুল্য অকুণ্ঠিতধার[অমোঘ ধার—যে ধারের তীক্ষ্ণ কখন লুপ্ত হয় না] পরশু[কুঠার] প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রতি বশিষ্ঠশাপ

"ইত্যবসরে হৈহয়াধিপ মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সহস্র বাহু লাভ করিয়া স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপনপূর্ব্বক অশ্বমেধযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় পৃথিবী প্রদান করিলেন। ঐ সময় ভগবান হুতাশন

ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট দাহ্যবস্তু প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে বিবিধ গ্রাম, নগর প্রভৃতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহার বাণাগ্রসম্ভূত হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া শৈল ও পাদপসমূহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে বায়ুবেগবশতঃ মহর্ষি বশিষ্ঠের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাত্মা বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্ত্তবীর্য্যকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'হে দুরাত্মন্! তুমি জ্ঞাতসারে আমার এই তপোবন দগ্ধ করিলে, অতএব এই পাপে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তোমার সমুদয় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিবেন। মহাত্মা অর্জ্জুন মহাবলপরাক্রান্ত, শান্তগুণাবলম্বী, দাতা, শরণাগত প্রতিপালক ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন; সুতরাং বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াও তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তাযুক্ত হইলেন না। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ নিতান্ত গর্ব্বিত ও নৃশংস ছিল। তাহারা সেই অভিশাপশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির ধেনুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়াতে পরশুরাম যৎপরোনাস্তি রোষাবিষ্ট ও কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহস্র বাহু ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার অন্তঃপুর হইতে সেই বৎসটি স্বীয় আশ্রমে প্রত্যানীত করিলেন।

পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ

"কিয়দ্দিন পরে একদা মহাত্মা পরশুরাম সমিৎকুশাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে নির্ব্বোধ কার্ত্তবীর্য্যতনয়গণ জমদগ্নির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভল্লদ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। পরশুরাম সমিৎকুশাদি আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃবধদর্শনে নিতান্ত কোপান্বিত হইলেন এবং পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র গ্রহণপুর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উম্মূলিত করিলেন। হৈহয়গণের শোণিতধারায় পৃথিবী কর্দ্দময় হইল। এইরূপে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া করুণার্দ্র চিত্তে বনপ্রস্থান করিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ ভগবান্ জামদগ্ন সেই বনমধ্যে ব্রাহ্মণসমাজে নিতান্ত নিন্দিত হইলেন। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, "রাম! রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতননিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি অসংখ্য ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নহেন? তুমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পরিপূর্ণ করিতে পার নাই। এক্ষণে জনসমাজে কেবল বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

"কোপনস্বভাব জমদগ্নিনন্দন পরাবসুর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্বে তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে মহাপরাক্রান্ত ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অবিলম্বে সংহার

করিয়া ফেলিলেন। কিয়দ্দিন পরে গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানগণ প্রসূত হইতে লাগিল। উহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জমদগ্নিতনয় উহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্রদিগকে পরম যত্নসহকারে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

"মহাবীর জমদগ্নিনন্দন এইরূপে পৃথিবীতে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের রক্ষাবিধানার্থ স্রূক্ ও প্রগ্রহ[যজ্ঞীয় রজ্জু-ঋগবেদীয় হোমে কুশ রজ্জু ধারণ করিতে হয়]সম্পন্ন হস্ত দ্বারা দিঙ্ নির্দ্দেশপূর্ব্বক রামকে কহিলেন, "হে মহাত্মন্! এক্ষণে তুমি দক্ষিণসাগরের কূলে গমন কর। আজ হইতে সমুদয় পৃথিবী আমার উপকূলে অধিকৃত হইল। অতএব আর ইহাতে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।" জমদগ্নিতনয় কশ্যপকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে সাগরের কূলে গমন করিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার বাসের নিমিত্ত শূর্পারক নামক স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জনদগ্নিতনয় সেই সমুদ্রদত্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহর্ষি কশ্যপও বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ করিয়া উহাতে ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপনপূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিলেন।

পরশুরামভয়ে গোপনে ক্ষত্রিয় শিশুরক্ষা

"এইরূপে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য ও অরাজক হইলে শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে লাগিল, বলবানেরা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং ধনে আর কাহারও অধিকার রহিল না। পৃথিবী দুরাত্মাদিগের দৌরাত্মে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন। মনস্বী কশ্যপ পৃথিবীকে ভীতমনে রসাতলে ধাবমান দেখিয়া ঊরুদ্বারা অবরোধ করিলেন। তৎকালে কশ্যপের ঊরুদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতে পৃথিবীর নাম ঊর্ব্বী হইয়াছে। অনন্তর অবনী কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় রক্ষাবিধানাথ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনাপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি হৈহয়বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়সন্তানসমুদয় রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহারাই আমাকে রক্ষা করুন। কৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথের পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। অলৌকিক তেজস্বী মহর্ষি পরাশর অনুকম্পাপরবশ হইয়া সৌদাসপুত্রকে রক্ষা করিয়া শূদ্রের ন্যায় স্বয়ং ঐ বালকের কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ বালকের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রতর্দ্দনের পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত বৎস বিদ্যমান আছেন, তিনি গোষ্ঠে বৎসকুলকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্র গোসমুদয়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। উঁহার নাম গোপতি। দধিবাহনের পৌত্র দিবারথের পুত্র মহর্ষি গৌতমকর্ত্তৃক ভাগীরথীতীরে রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভূতসম্পদশালী বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুলকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। আর মহাসাগর মরুত্তবংশীয় দেবরাজসদৃশ বলবিক্রমসম্পন্ন বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় কুমারের রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রাজকুমার এক্ষণে স্থপতি[অট্টালিকাদির নির্ম্মাণকারী-রাজমিস্ত্রী] ও

সুবর্ণকারজাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যদি ইঁহারা, আমার রক্ষাভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সুস্থির হইয়া থাকিব। ইঁহাদিগের পিতৃপিতামহগণ আমারই নিমিত্ত রণস্থলে পরশুরামকর্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশেষতঃ অধার্ম্মিক রাজা আমাকে যে শাসন করিবে, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব হে তপোধন! এক্ষণে যাহাতে আমার রক্ষা হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

"তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতিকে আনয়নপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিলেন। ধর্ম্মরাজ" আপনি আমাকে ইতিপূর্বে যে পুরাবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুপ্রবীর কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতে কহিতে দিবাকরের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মহাবেগে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

৫০ম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্ম-সাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির পরশুরামের সেই অসামান্য কার্য্যশ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, "জনার্দ্দন! মহাত্মা পরশুরাম ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ মহাবীর রোষপরবশ হইয়া সমুদয় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন; ক্ষত্রিয়গণ উহার ভয়ে গো, সমুদ্র, গোলাঙ্গুল[কৃষ্ণমুখ বানর], ভল্লুক ও বানরগণকে আশ্রয়পূর্ব্বক পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। যখন একজন ব্রাহ্মণ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন অবশ্যই এই মর্ত্যলোককে ধন্য ও মানবগণকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।"

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ বাসুদেবের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুরুপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর শান্তনুতনয় সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মুনিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়াছেন। ভগবান বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারিভ্রাতা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দূর হইতে ওঘবতীনদীর সমীপে ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া ব্যাসাদি মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক অচিরাৎ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন।

সনাতন-ধর্ম্মকথনে কৃষ্ণের ভীষ্ম-অনুরোধ

অনন্তর মহামতি বাসুদেব প্রশান্ত পাবকসদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া দীনমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “শান্তনুতনয়! আপনার জ্ঞানসকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত’? আপনার বুদ্ধি ত’ পর্য্যাকুল হয় নাই এবং শরাঘাতনিবন্ধন আপনার গাত্র ত’ নিতান্ত অবশ হইতেছে না? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান। আপনার পিতা ধর্ম্মপরায়ণ রাজা শান্তনুর বরপ্রভাবেই আপনি এরূপ ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার ইচ্ছামৃত্যুর কারণ নহি। একটি সূক্ষ্ম শল্য শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যারপরনাই ক্লেশ উপস্থিত হয়, কিন্তু আপনি শরসমূহে সমাচিত হইয়াছেন; শরদ্বারা শরীরভেদনিবন্ধন আপনার ত’ কোন ক্লেশ হইতেছে না? যাহা হউক, আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণীগণের জন্মমৃত্যুবিষয় কীর্ত্তন করা নিতান্ত অবিধেয়। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই। প্রাণীগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি ধর্ম্মময়। আপনি পূর্বে যে বিশাল রাজ্যে সুস্থশরীরে সহস্র মহিলাগণে পরিবৃত থাকিয়াও অস্বলিত ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন থাকিতেন, উহা এখনও আমার চিত্তে বর্ত্তমানের ন্যায় জাগরূক্ রহিয়াছে। আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবলপরাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। হে কুরুপিতামহ! আপনি সততই সত্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, ধনুর্বেদ, নীতি, প্রজারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রাণীগণের দয়াপরতাতেই তৎপর ছিলেন, আপনার সদৃশ মহারথ আর কেহই নাই। আপনি এক রথে সমুদয় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনি বসুগণের শ্রেষ্ঠ, আমি আপনাকে বিলক্ষণ অবগত আছি। আপনি বলবীর্য্যপ্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্যলোকে আপনার সদৃশ গুণশালী আর কেহই দর্শন বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি স্বীয় গুণগ্রামপ্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন তপোবলে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন স্বীয় উত্তম গুণপ্রভাবে যে উত্তম লোকসমুদয় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

“যাহা হউক, এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন; অতএব আপনি উহার শোকাপনোদন করুন। চাতুর্ব্বিদ্য[চারিবেদ], চাতুর্হোত্র[চতুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞসাধক গ্রন্থ] ও সাংখ্যযোগে যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদয় এবং চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের সনাতন ধর্ম্মসকল আপনার অবিদিত নাই। বর্ণসঙ্করদিগের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্মলক্ষণও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচারপ্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। হে পুরুষোত্তম! ইহলোকে কোন বিষয়বিশেষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আপনি ভিন্ন তাহার ভঞ্জনকর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব আপনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়শোষক শোকাবেগ নিবারণ করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।”

৫১তম অধ্যায়
কৃষ্ণের ভীষ্মনন্দন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্যশ্রবণে বদনমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি জগতের সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা। কেহই তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে। তুমি মোক্ষস্বরূপ। তুমি একাকী ত্রিলোকমধ্যে ত্রিকাল বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সকলের পরম আশ্রয়। হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে যে কথা কহিলে সেই বাক্যপ্রভাবে আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্য ভাবসমুদয় এবং তোমার অবিনশ্বর রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি মস্তকদ্বারা নভোমণ্ডল ও চরণযুগলদ্বারা বসুন্ধরা ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তুমি বায়ুর সাত পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছ। দিক্‌সকল তোমার বাহু, সূর্য্য, চক্ষু এবং শুক্র তোমার বলস্বরূপ; তোমার অতসীপুষ্পসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর পীতবস্ত্র-সমাবৃত হইয়া বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার পরম ভক্ত[আমি তোমাকে পরম ভক্তি করিয়া থাকি] এবং অভিলষিত গতিলাভার্থে আমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার শুভানুধ্যান কর।"

তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন! আপনি আমার একান্ত ভক্ত বলিয়াই আমি আপনাকে স্বীয় দিব্যকলেবর প্রদর্শন করিয়াছি। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়াও অতিশয় কুটিলস্বভাবসম্পন্ন হয়, আর যে ব্যক্তি অশান্তপ্রকৃতি, আমি তাহাদিগকে দর্শন প্রদান করি না। আপনি আমার পরমভক্ত, অতি সরলস্বভাব, সতত তপোনিরত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অতি বদান্য; এই নিমিত্ত আমার দর্শনলাভ করিয়াছেন। আপনার নিমিত্ত যেসমুদয় শুভলোক বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় গমন করিলে আর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না। এক্ষণে আপনি আরও ষট্‌পঞ্চাশৎ[ছাপ্পান্ন] দিবস জীবিত থাকিবেন। পরে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় শুভকর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন। প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ বসু প্রভৃতি দেবগণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে আপনার উত্তরায়ণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ সময় উপস্থিত হইলেই আপনি অভীষ্ট লোক লাভ করিবেন। আপনার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হওয়াতেও জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এই নিমিত্তই আমরা সকলে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইতে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে হতজ্ঞান হইয়াছেন, অতএব আপনি ধর্মার্থযুক্ত কথা কীর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার শোকাপনোদন করুন।"

৫২ম অধ্যায়
কৃষ্ণবরে ভীষ্মের দৈহিক অবসাদের অবসান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "লোকনাথ! আজ তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। আমি তোমার নিকট কি কীর্ত্তন করিব? সকল বাক্যই তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে তুমিই বুদ্ধিমানদিগের অগ্রগণ্য। মনুষ্যগণ যে সমস্ত কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিতেছে, তৎসমুদয়ই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি দেবরাজসমীপে সমুদয় দেবলোকের কথা কহিতে পারে সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অর্থ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। এক্ষণে শরাঘাতনিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইয়া গিয়াছে। আমি বিষাগ্নিসদৃশ শরজালে নিপীড়িত হইয়া এককালে বক্তৃতাশক্তিবিহীন হইয়াছি। এখন আমার কিছুমাত্র বল নাই। প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত উত্তমরূপে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এক্ষণে কিরূপে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব? অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর। সুরগুরু বৃহস্পতিও তোমার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে অবসন্ন হয়েন। আমি কিরূপে উহা কীর্ত্তন করিব? বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও দিক্‌সকল নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেবল তোমারই বীর্য্যপ্রভাবে এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি। অতএব তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে হিতোপদেশ প্রদান কর। তুমি সমুদয় শাস্ত্রের আকর, লোকর্কা ও নিত্য পদার্থ। তুমি বিদ্যমান থাকিতে আমার মত ক্ষুদ্র লোক কিরূপে অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবে? গুরু বিদ্যমান। থাকিতে শিষ্য কি উপদেশ প্রদান করিতে পারে?"

বাসুদেব কহিলেন, "গাঙ্গেয় [গঙ্গানন্দন]! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, মহাবীর ও কৌরবগণের ধুরন্ধর[শ্রেষ্ঠ]; সুতরাং আপনি এরূপ বিনীতবাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আপনি শরনিপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, অতএব আমি প্রীত হইয়া আপনাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শরাঘাতনিবন্ধন গ্লানি, মুর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোনপ্রকার ক্লেশ থাকিবে না। আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে এবং বুদ্ধির কোনপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আপনার মন রজোগুণ ও তমোগুণ পরিহারপূর্ব্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল হইবে এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে। মীন যেমন নির্ম্মল জলমধ্যে সমুদয় দেখিতে পায়, তদ্রূপ আপনি দিব্যচক্ষুপ্রভাবেই এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।"

হে মহারাজ! মধুসূদন এই কথা কহিলে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ বেদবাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল হইতে বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও পাণ্ডবগণের মস্তকে সর্ব্বকালসম্ভূত পুষ্প নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাগণ বিবিধ বাদ্যধ্বনিসহকারে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। কোনপ্রকার অহিতসূচক দুর্নিমিত্ত লক্ষিত

হইল না। সুগন্ধি শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, দিক্‌সমুদয় প্রশান্ত এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদয় কানন দগ্ধ করিয়াই যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার মানসে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবান বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনিরত মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পূজিত হইয়া 'কল্য পুনরায় সকলেই এই স্থানে মিলিত হইব' বলিয়া সত্বর স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন; মহাত্মা বাসুদেবও পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রথারূঢ় হইলেন। তখন কাঞ্চনকূবরযুক্ত ভূধরতুল্য রথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, গরুড়ের ন্যায় বেগবান অশ্ব ও শরশরাসনধারী পদাতিগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। মহানদী নর্ম্মদা যেমন ঋক্ষবান্‌গিরির অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিপুল সেনা পাণ্ডবগণের রথের অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান নিশাকর সমুদিত হইয়া সেই সৈন্যগণকে পুলকিত ও মার্ত্তণ্ডের প্রখরকরজালে শুষ্কপ্রায় ওষধিসমুদয়কে পুনরায় রসসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ও পণ্ডিবগণ, পরিশ্রান্ত সিংহগণ যেমন গুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সুরপুরতুল্য ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন। করিলেন।

৫৩তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরাদির পুনরায় ভীষ্মসমীপে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ভগবান বাসুদেব সুখে সুপ্ত ও যামিনী অর্দ্ধপ্রহরমাত্র অবশিষ্ট হইলে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশপূর্ব্বক জ্ঞানসমুদয় অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্তুতিবাদকুশল মধুরকণ্ঠ সুশিক্ষিত বৈতালিকেরা তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গায়কেরা গান ও পাণিস্বনিকগণ [করতলশব্দদ্বারা তলদানকারিগণ] করতালিদ্বারা তাল প্রদান করিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতিমনোহর স্বর প্রাসাদের অট্টহাস্যের [উচ্চহাস্যের] ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ মধুর স্তুতিবাদ ও গীতবাদ্য আরম্ভ হইল। তখন বাসুদেব শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরমগুহ্য মন্ত্র জপ ও হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন। তৎপরে মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত স্পর্শ ও নির্ম্মল আদর্শে[আয়নায়] আপনার প্রতিকৃতি[অবয়ব-দেহ] দর্শন করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, "যুযুধান! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আবাসে গমন করিয়া, তিনি ভীষ্মদর্শনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, জানিয়া আইস।" তখন মহাত্মা সাত্যকি বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে গমনপুর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! বাসুদেব মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিবেন, তাঁহার

রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি কেবল আপনারই অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ করুন।”

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে আমার রথ যোজন কর। আমাদের সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের গমন করিবার আবশ্যক নাই। অদ্য কেবল আমরা কয়েকজন মাত্র ভীষ্মদর্শনার্থ যাত্রা করিব। মহাত্মা ভীষ্মকে কষ্ট প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী লোকসমুদয় যেন তথায় গমন না করে। আজ অবধি মহাত্মা ভীষ্ম আমাদিগকে পরম গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন; অতএব সামান্য লোকের সহিত তাঁহার নিকটে গমন করিতে কিছুতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না।” মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপ আদেশ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বে রথযোজনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে রথারোহণপূর্ব্বক পঞ্চভূতের ন্যায় কৃষ্ণের আবাসে গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকির সহিত রথে আরূঢ় হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে রথোপরি অবস্থান করিয়াই পরস্পরকে সম্ভাষণ ও সুখশয়নসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথসমুদয় মহাবেগে ও মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে গমন করিতে লাগিল। শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহকনামক অশ্বচতুষ্টয় দারুকের প্রযত্নে মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া খুরাগ্রদ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিয়া মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহামতি বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া, যে স্থানে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া মহর্ষিগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নক্ষত্রপরিবৃত শশধরের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ, বাসুদেব ও সাত্যকিকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নভোমণ্ডলপরিভ্রষ্ট সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া ভীতচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

৫৪তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণের ভীষ্মসম্ভাষণ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, শরসমাচিতকলেবর, মহাবলপরাক্রান্ত, শান্তনুতনয় ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই বীরসমাগমস্থলে কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নারদাদি মহর্ষিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হতাবশিষ্ট ভূপালসমুদয় এবং ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি মহাত্মারা সেই কৌরবকুলধুরন্ধর, শরশয্যায় শয়ান, ভরতপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে ভূতলে নিপতিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষণপূর্ব্বক অনুতাপ, করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদর্শনসম্পন্ন মহর্ষি নারদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সমস্ত পাণ্ডব ও হতাবশিষ্ট নরপতিদিগকে কহিলেন, "মহামতি ভীষ্ম, দিবাকরের ন্যায় অস্তগমনে উন্মুখ হইয়াছেন। এই মহাত্মা চারিবর্ণের বিবিধ ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন; অতএব ইনি কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ না করিতে করিতে তোমরা ইঁহাকে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের সন্দেহভঞ্জন কর।"

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভূপালগণ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে। সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মধুসূদন! তুমি ভিন্ন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক আর কেহই নাই। অতএব তুমিই উঁহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর; আমাদিগের মধ্যে তুমিই ধর্ম্মজ্ঞ।"

তখন ভগবান হৃষীকেশ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে রাজসত্তম! আপনি ত' সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন? আপনার জ্ঞানসকল ত' প্রসন্ন ও আপনার জড়তা ত' দূরীভূত হইয়াছে? আপনার শরীরের কোন গ্লানি বা মনের ব্যাকুলতা ত' উপস্থিত হয় নাই?"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে বাসুদেব! তোমার অনুগ্রহে আমার দাহ, মোহ, পরিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমস্তই দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমার বরপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হস্তগত ফলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি। বেদ ও বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচারপ্রথা, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং দেশীয়, জাতীয় ও কুলাচরিত ধর্ম্ম সমস্তই আমার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। যে স্থলে যাহা কীর্ত্তন করিতে হয়, আমি তৎসমুদয়ই কহিব। তোমার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি নির্ম্মল ও চিত্তস্থ হইয়াছে। আমি তোমাকে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি। এক্ষণে হিতাহিতসমুদয় কীর্ত্তন করিতে পারিব; কিন্তু তুমি স্বয়ং কি নিমিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন কর।"

ভক্ত ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণের গৌরবপ্রদর্শন

বাসুদেব কহিলেন, "কুরুপিতামহ! আপনি আমাকে কীর্ত্তি ও কল্যাণের মূল বলিয়া জ্ঞাত আছেন। আমা হইতেই হিতাহিত কার্য্যসমুদয় সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্রকে শীতাংশু[স্নিগ্ধকিরণ] বলিলে যেমন কেহই বিস্ময়াবিষ্ট হয় না, তদ্রূপ আমি যশস্বী হইলেও কেহই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না। আমি তন্নিমিত্ত এক্ষণে আপনাকে সমধিক যশস্বী করিব বলিয়াই আমার সমুদয় বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যতদিন এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, লোকে ততদিন পর্য্যন্ত আপনার অক্ষয়কীর্ত্তির আন্দোলন হইবে। আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যাহা কিছু উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল আদৃত থাকিবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে পরলোকে সমুদয় পুণ্যের ফলভোগ করিবে। হে ভীষ্ম! এই সকল কারণবশতঃই আমি আপনাকে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রদান

করিয়াছি। আপনার যশঃ বিস্তারিত করাই আমার উদ্দেশ্য। যশই লোকের অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ। এক্ষণে যেসকল হতাবশিষ্ট নরপতি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া আপনার চতুর্দিকে আসীন রহিয়াছেন, আপনি উঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হয় নাই। নরপতিগণ আপনাকে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্তশ্রবণোৎসুক হইয়াছেন; অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে নিতান্ত দোষী হইতে হয়; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আপনার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই আপনাকে সনাতন ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন উহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ-প্রদান আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।”

৫৫তম অধ্যায়
কৃষ্ণবাক্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের অভয়বাণী

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে মহাবীর ভীষ্ম কহিলেন, “বাসুদেব! তুমি সর্ব্বভূতের আত্মা ও নিত্য পদার্থ। তোমার প্রসাদে আমার বাক্য ও মন দৃঢ় হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্যভার গ্রহণ করাতে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হইয়াছেন; কৌরবগণের মধ্যে যাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও যশস্বী আর কেহই নাই; যিনি ধৈর্য্য, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বলের অদ্বিতীয় আধার; যিনি আত্মীয়, কুটুম্ব, অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যগণকে যথোচিত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন; সত্য, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা ও নির্ভীকতা যাঁহাতে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে; যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় অথবা অর্থের নিমিত্ত অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; লোকে যাঁহাকে সত্যপরায়ণ, জ্ঞানী, ক্ষমাবান্ ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া অবগত আছে এবং যিনি সদ্ব্যয়শীল, যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ও শান্তস্বভাব বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছেন; সেই ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রশ্ন করুন। তাহা হইলেই আমি পরম প্রীত হইয়া সমুদয় ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব।”

তখন বাসুদেব কহিলেন, “কৌরবনাথ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমপূজ্য, মান্য, ভক্ত, গুরু, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অভিশাপভয়ে ভীত হইয়া আপনার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইতেছেন না।” ভীষ্ম কহিলেন, “বাসুদেব! ব্রাহ্মণদিগের দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেমন প্রধান ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে শত্রুসংহার করাও তদ্রূপ। যে ক্ষত্রিয় অকারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের, সমরত্যাগী পাপপরায়ণ লুব্ধস্বভাব গুরুর এবং

লোভপরতন্ত্র ধর্ম্মত্যাগী পামরগণের প্রাণসংহার করেন, আর যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে পৃথিবীকে শোণিতরূপ জল, কেশরূপ তৃণ, গজরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ পাপে পরিশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। মনু কহিয়া গিয়াছেন যে, সংগ্রামে আহূত হইলেই ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধদ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম্ম ও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।”

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে চরণ বন্দনা করিলেন; ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্মদেবও আনন্দিতমনে ধর্ম্মরাজের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্রদ্ধচিত্তে আমাকে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর।”

৫৬তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠির-প্রশ্নে ভীষ্মের রাজধর্ম্ম-কীৰ্ত্তন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও বাসুদেবকে নমস্কার ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, “পিতামহ! ধর্ম্মবিৎ মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, রাজাদিগের পক্ষে রাজধর্ম্মই সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঐ ধর্ম্মের ভার বহন করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব আপনি সবিস্তার সেই রাজধর্ম্মের বিষয় কীৰ্ত্তন করুন। ঐ ধর্ম্মই এই জীবলোকের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মার্থকামের সহিত উহার বিলক্ষণ সংশ্রব আছে এবং রশ্মি যেমন অশ্বকে এবং অঙ্কুশ যেমন কুঞ্জরকে নিয়ন্ত্রিত করে, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম সমুদয় লোককেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা যদি রাজধর্ম্ম-প্রতিপালনে অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে লোকসকল কখনই সুশৃঙ্খল থাকে না। দিবাকর যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম উদ্যত হইয়া লোকের অপ্রত্যক্ষ নরকভয় নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে আমাকে সেই রাজধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। আপনা হইতেই আমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। আর মহাত্মা বাসুদেবও আপনাকে বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিতেছেন।”

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! আমি ধর্ম্ম, জগদ্বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত রাজধর্ম্ম কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা এবং অন্য যাহা কিছু তোমার অভিলাষ থাকে, তৎসমুদয় শ্রবণ কর।

দেবদ্বিজাদির গৌরবে রাজধর্ম্মের উৎকর্ষ

“রাজার সর্বাগ্রে দেবতা ও দ্বিজগণের প্রতিসম্পাদনের নিমিত্ত বিধানানুসারে যত্ন করা কৰ্ত্তব্য। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত উপচারে অৰ্চ্চনা করিলে রাজা ধর্ম্মের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত ও সকলের আদরভাজন হইয়া থাকেন। পুরস্কারদ্বারা কার্য্যসাধন করিতে প্রযত্ন করাই রাজার অবশ্য কৰ্ত্তব্য। পৌরুষবিরহিত দৈবকার্য্য ভূপালগণের কোন

ফলোপধায়ক হয় না। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েরেই প্রভাব তুল্য! কিন্তু তন্মধ্যে পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ; আর দৈব ফলসিদ্ধিদ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা। কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া গণনা করা যায়। কার্য্য আরম্ভ করিলে যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না, প্রত্যুত যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন করিবে। পণ্ডিতগণের মতে উহাই ভূপতিদিগের কার্য্যসম্পাদনের একমাত্র উপায়। সত্য ব্যতিরেকে ভূপালগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। সত্যপরায়ণ রাজা ইহলোক ও পরলোকে আনন্দিত হইয়া থাকেন। সত্য মহর্ষিগণেরও পরমধন। সত্য অপেক্ষা রাজার বিশ্বাসের কারণ আর কিছুই নাই। গুণবান, সচ্চরিত্র, অতিবদান্য, শান্ত প্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়দর্শন রাজা কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হয়েন না। সমস্ত কার্য্যে সরলভাব অবলম্বনপুর্ব্বক সত্যবাক্য প্রয়োগ করিবে। স্বচ্ছিদ্র গোপন ও পরিচ্ছিদ্রান্বেষণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবই নহে। রাজা অতিশয় মৃদুস্বভাব হইলে লোকে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে তাহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়; অতএব নিতান্ত মৃদুভাব বা নিতান্ত উগ্রভাব অবলম্বন না করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণের কদাচ দণ্ডবিধান করিবে না। ব্রাহ্মণ এই জীবলোকে সর্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে মনু যেরূপ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মনুর মতে সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের সর্ব্বব্যাপী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তিস্থানে উপস্থিত হইলেই উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অগ্নি সলিলকে শোষণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অচিরাৎ আপনারাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণেরাই পূজিত হইয়া ভূতলস্থ বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের নমস্য; কিন্তু যদি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যেরূপ কহিয়াছেন, তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণকে রণস্থলে শস্ত্র উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিলে স্বধর্ম্মানুসারে প্রহার করিবেন। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক; সুতরাং অধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম্মদোষে দূষিত হইতে হয় না; কেননা ক্রোধই সেই প্রহারের কারণ। যাহা হউক, ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দোষে লিপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প[গুরুপত্নী]গমন, ভ্রূণহত্যা[গর্ভস্থ সন্তাননাশ] অথবা রাজার প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত[বহিষ্কৃত] করাই কর্ত্তব্য। কশাঘাতাদিদ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করে, তাহারাই ভূপতির প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে।

প্রজারঞ্জনাদির প্রয়োজনীয়তা

"লোকসংগ্রহ অপেক্ষা রাজাদিগের পরমধন আর কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা ছয়প্রকার দুর্গমধ্যে নরদুর্গকেই নিতান্ত দুস্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অতএব বিজ্ঞলোকে সকলেরই

প্রতি প্রতিনিয়ত দয়া প্রকাশ করিবেন। রাজা ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হইলেই প্রজারঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। একান্ত ক্ষমাশীল রাজা হস্তীর ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। গজনিয়ন্তা যেমন গজের মস্তকে আরোহণ করে, তদ্রূপ নীচ ব্যক্তি ক্ষমাশীল নরপতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া থাকে; অতএব নিয়ত মৃদু বা নিয়ত তীক্ষ্ণ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। বসন্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় অনতিমৃদু ও অনতিতেজস্বী হইয়া থাকাই বিধেয়। সতত প্রত্যক্ষ, অনুমান, সাদৃশ্য ও শস্ত্রদ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্যসনে নিতান্ত আসক্ত হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা একান্ত অনুচিত।

"রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে নিয়ত পরাভূত হয়েন এবং নিতান্ত বিদ্বেষী হইলে প্রজাদিগকে উত্তেজিত করেন। গর্ভবতী স্ত্রী যেমন আপনার প্রিয় মনোরথ পরিত্যাগ করিয়া গর্ভেরই হিতসাধন করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণের স্বীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রজাদিগের হিতসাধন করাই বিধেয়।।

"হে ধর্ম্মরাজ! তুমি কদাচ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিও না। ধৈর্য্যশালী চতুরঙ্গ-বলসমাযুক্ত নরপতির কখনই ভয় উপস্থিত হয় না। ভৃত্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ, তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া স্বামীর অবমাননা করে। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ করে না। কোন কার্য্যসম্পাদনে আদেশ করিলে উহা যথার্থ করিতে হইবে কি না, মনে করিয়া সন্দিহান হয়; গোপনীয় বিষয় জানিবার চেষ্টা করে; অনুচিত বিষয়ে প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করে, অনেক সময় স্বামীর প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; উৎকোচ[ঘুষ] গ্রহণ ও বঞ্চনার দ্বারা কার্য্যহানি করিতে ক্রটি করে না; কৃত্রিম পত্রপ্রেরণদ্বারা রাজাকে বিনষ্ট করে; অন্তঃপুররক্ষকগণের সমান বেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশে উৎসুক হয়। প্রভুর সমক্ষে বায়ুনিঃসারণ ও নিষ্ঠীবনে[থুথু ফেলিতে] লজ্জিত হয় না; সতত প্রভুর বাক্যের প্রত্যুত্তর করে এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া তাঁহার অশ্ব, হস্তী ও অভিমত রথারোহণে প্রবৃত্ত হয়; সুহৃদ্ব্যক্তির ন্যায় সভাস্থ হইয়া, 'মহারাজ! ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, ইহা তোমার অতি কুকর্ম্ম' বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকে। স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া পরিহাস করে; আপনারা সম্মানিত হইয়াও আহ্লাদিত হয় না; সতত কেবল হাস্য-পরিহাস করিয়াই কালক্ষেপ করে; রাজার মন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম্মসমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়; নির্ভয়ে অবজ্ঞাসহকারে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে; প্রভু অলঙ্কার, ভোজনদ্রব্য বা স্নানীয় অনুলেপন আহরণ করিতে কহিলে নির্ভয়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগের কার্য্যের নিন্দা ও উহা পরিত্যাগ করে; বেতনলাভে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার রাজকর অপহরণ করে; সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় প্রভুকে লইয়া ক্রীড়া করিতে উৎসুক হয় এবং লোকসমাজে 'রাজা আমাদিগের বাধ্য' বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে। নরপতি আমোদপরায়ণ ও মৃদুস্বভাব হইলে এইরূপ নানাপ্রকার দোষ প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে।"

৫৭ম অধ্যায়

উদ্যমাদির উৎকর্ষ-কীর্ত্তন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হওয়া নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উদযোগবিহীন রাজা কদাচ প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন না। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কহিয়া গিয়াছেন যে, সর্পগর্ভস্থ মূষিকদিগের ন্যায় পৃথিবী অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করে। শুক্রাচার্য্যের এই কথা তোমার সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তুমি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সন্ধি ও বিরোধার্হদিগের [বিবাদের যোগ্য ব্যক্তিগণের] সহিত বিরোধ করিবে। যিনি স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল রাজ্যসম্পর্কীয় এই সাত অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন, তাঁহাকে বিনাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মরুরাজ বৃহস্পতির অনুমোদিত এই কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য, গর্ব্বিত ও কুমার্গগামী[কুপথগামী] হন, তাঁহার দণ্ডবিধান অবিধেয় নহে। বাহুপুত্র মহারাজ সগর পুরবাসীদিগের হিতকামনায় জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসমঞ্জ পুরবাসী শিশুগণকে আক্রমণ ও সরযূজলে নিমগ্ন করিয়া দিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দেন। মহর্ষি উদ্দালকও মহাতপাঃ প্রিয়পুত্র শ্বেতকেতুকে বিপ্রগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লোকরঞ্জন, সত্যপ্রতিপালন ও সরল ব্যবহার করাই নরপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পরধন হরণ না করা ও যথাসময়ে দেয় বস্তু প্রদান করা ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরাক্রমশালী, সত্যবাদী, ক্ষমাবান্ রাজা কদাপি সৎপথ হইতে বিচলিত হয়েন না। জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রার্থে কৃতনিশ্চয়, চতুর্ব্বর্গে অনুরক্ত ও বেদমন্ত্রজ্ঞ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজারক্ষার্থে পরাঙ্মুখ হওয়া অপেক্ষা ভূপতিদিগের গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। চারিবর্ণের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্মান রক্ষা করা রাজার নিতান্ত উচিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আত্মীয়গণকেও বিশ্বাস করা নরপতিদিগের কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা বুদ্ধিদ্বারা সতত নীতির গুণ দোষ নির্ণয় করিবেন। যে রাজা ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ হইয়া শত্রুরাজ্যের ছিদ্রান্বেষণ ও উৎকোচাদি-দ্বারা বিপক্ষপক্ষদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। যম ও বৈশ্রবণের ন্যায় কোষপূরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়সঞ্জাত গুণ-দোষের নির্ণয়, অনাথদিগের প্রতিপালন, প্রসন্নবদনে হাস্যমুখে বাক্যপ্রয়োগ, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা, আলস্য ও লোভপরাজয়, দুশ্চরিত্রদিগের দণ্ডবিধান, সৎপাত্রে ধনদান, ইন্দ্রিয়-পরাজয় এবং উপভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুদিগের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করা সচ্চরিত্র ভূপতিদিগের সমুচিত নহে। তাঁহারা অসৎলোকদিগের নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিয়া সাধুদিগকে বিতরণ করিবেন। যাঁহারা সৎকুলসম্ভূত, দুর্দ্ধর্ষ, বীর, ভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্টসহবাসী, মানী, বিদ্যাবিশারদ [বিদ্যাপারগ], লোকতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, সাধু ও অচলের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং যাঁহারা পরকালের ভয় করেন ও কদাচ অন্যের অপমান করেন না, বুদ্ধিমান ভূপতি, তাঁহাদিগকেই সহায় করিয়া কেবল ছত্র[রাজচ্ছত্র] ও আজ্ঞা[বিচার-নিষ্পত্তির হুকুম] ব্যতীত আর সকল বস্তুতেই আপনার ন্যায় তাঁহাদিগের অধিকার রাখিবেন। ঐরূপ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমান ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহাকে কদাচ

দুঃখভোগ করিতে হয় না। যে রাজা অতিশয় সন্দিগ্ধ, লোকের সর্বাস্বপহারী, লুব্ধপ্রকৃতি ও কুটিলস্বভাব, তাঁহার স্বজনবর্গই তা*হাকে অচিরাৎ বিনাশ করে; আর যে রাজা বিশুদ্ধসত্ত্ব, পরচিত্তগ্রহণে [পরের মনোভাব বুঝিতে] সুপটু, তিনি বিপক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কদাচ অবনতি প্রাপ্ত হয়েন না এবং একবার হীনদশাগ্রস্ত হইলেও পুনরায় উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা শান্তস্বভাব, ব্যসনশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে অল্প দণ্ড প্রদান করেন, তিনি হিমাচলের ন্যায় সকলের বিশ্বাসভাজন হয়েন। যে রাজা প্রাজ্ঞ, বদান্য, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ তৎপর, প্রিয়দর্শন, নীতিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধহীন, সতত সুপ্রসন্ন, ক্রিয়াবান্ ও নিরহঙ্কার, যিনি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যকরূপে নির্ব্বাহ করেন এবং যাঁহার রাজ্যে নীতিজ্ঞ প্রজারা আপনাদের ঐশ্বর্য্য গোপনে না রাখিয়া পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে, সেই রাজাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকে, আপনার শরীর অপেক্ষা শরীরসাধ্য ধর্ম্মে আদর প্রদর্শন করে, ভূপতির প্রযত্নে সুখপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই একান্ত বশীভূত হয়, পরপরাভবের প্রতি কিছুমাত্র চেষ্টা করে না এবং দানবিষয়ে সতত প্রবৃত্ত থাকে, তিনিই যথার্থ রাজা। যাঁহার অধিকারে কপট মায়া ও মাৎসর্য্যের প্রাদুর্ভাব নাই, সেই রাজাই সনাতন ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা পণ্ডিতগণের আদর করেন, যিনি অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হইতে সমুৎসুক হয়েন, যিনি পৌরজনের হিতানুষ্ঠাননিরত, সৎপথগামী ও ত্যাগশীল হইতে পারেন এবং যাঁহার চর, মন্ত্রণা ও অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য্যসমুদয় বিপক্ষগণের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেই রাজাই রাজ্যলাভের উপযুক্ত। রামচরিতমধ্যে মহাত্মা ভার্গব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিয়াছেন যে, প্রথমে রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া তৎপরে দারপরিগ্রহ ও ধনসঞ্চয় করিবে; কারণ, রাজা না থাকিলে ভার্য্যা ও ধন রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন। যাঁহারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, লোকরক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ভূপালকৃত রক্ষাই লোকসকলকে সুশৃঙ্খল করিয়া রাখে। মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম্মকীর্ত্তনকালে কহিয়া গিয়াছেন, মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়নপরাঙ্মুখ ঋত্বিক, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামপর্য্যটনোৎসুক[গ্রামভ্রমণে উৎসাহী] গোপাল ও বনগমনাভিলাষী নাপিতকে অর্ণব[সমুদ্র]মধ্যে ভগ্ন নৌকার ন্যায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।”

৫৮তম অধ্যায়

প্রজারক্ষার প্রশংসা-রক্ষার উপায়

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ। রক্ষাই রাজধর্ম্মের সারাংশ। ভগবান বৃহস্পতি রক্ষার ন্যায় অন্য ধর্ম্মের প্রশংসা করেন নাই। রাজধর্ম্মপ্রণেতা ব্রহ্মবাদী ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপাঃ শুক্রাচার্য্য, সহস্রলোচন ইন্দ্র, প্রাচেতস মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও গৌরশিরামুনি সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষাধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি রক্ষাবিধানের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গুপ্তচর ও ভৃত্যবর্গকে বিরক্ত না করিয়া যথাকালে বেতনদান,

অসৎপথাবলম্বী না হইয়া যুক্তি অনুসারে প্রজাগণের করগ্রহণ, সাধু ব্যক্তিদিগের সংগ্রহ, শৌর্য্য ও নৈপুণ্যপ্রকাশ, সত্যব্যবহার, প্রজার হিতচেষ্টা, সৎপথেই হউক আর অসৎপথেই হউক, শত্রুপক্ষের ভেদ, জীর্ণ গৃহাদির পুনঃসংস্কার, সময়ানুসারে দ্বিবিধ দণ্ডপ্রয়োগ, সাধু ও সঙ্কুলসম্ভূত ব্যক্তিগণের অপরিত্যাগ, শস্যাদিসংগ্রহ, সতত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস, নিয়ত সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন, প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ, নিয়ত কার্য্যসাধনে তৎপরতা, কোষপরিবর্দ্ধন[ধনবৃদ্ধি], নগররক্ষা, পরপক্ষকর্ত্তৃক ভেদের আশঙ্কা, শত্রুমধ্যস্থিত প্রজাগণের তত্ত্বাবধারণ, ভৃত্যগণের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ, আত্মপুররক্ষা, শত্রুকে আশ্বাস-প্রদান, নিয়ত নীতিধর্ম্মের অনুসরণ, সতত উদ্‌যোগ ও অসৎলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা এবং শত্রুগণের উপেক্ষা প্রদান না করাই রক্ষাবিধানের প্রধান উপায়।

পুরুষকারের উপকারিতা

"অতঃপর পুরুষকারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহস্পতি পুরুষকারকে রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুরুষকারপ্রভাবেই অমৃতলাভ, অসুরসংহার ও দেবলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করিয়াছেন। পুরুষকারসম্পন্ন বীরপুরুষ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পণ্ডিতেরা উদ্‌যোগী ব্যক্তিকে প্রতিবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া উপাসনা করেন। যে রাজা পুরুষকারহীন, তিনি বুদ্ধিমান্ হইলেও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় শত্রুগণের পরাভবের আস্পদ হইয়া উঠেন। বলবান্ ব্যক্তি শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও সমুদয় দগ্ধ এবং বিষ অণুমাত্র হইলেও লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে। শত্রু একাঙ্গমাত্র [হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গের মধ্যে যে কোন এক অঙ্গ] সেনাসমভিব্যাহারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া সুসম্পন্ন ভূপালের দেশ উৎসন্ন করিতে পারে। রাজার গোপনীয় বাক্য, লোকসংগ্রহের বিষয়, জয়াদিলাভার্থে হৃদয়স্থ কুটিলভাব এবং হীনকার্য্যসমুদয় সরলতাসহকারে প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। লোক বশীভূত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। একান্ত ক্রুর এবং নিতান্ত মৃদুস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যভার বহন করিতে কদাচ সমর্থ হয়েন না। অতএব ক্রুরতা ও মৃদুতা উভয়ই অবলম্বন করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত যদি রাজার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ধর্ম্মস্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে ভূপালগণের যেসমুদয় গুণকীর্ত্তন করিলাম, ঐরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তুমি আমার মুখে রাজধর্ম্মের কিয়দংশ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, অবিলম্বে তাহার উল্লেখ কর।"

মহাত্মা শান্তনুতনয় এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্যাস, দেবস্থান, অশ্মা, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয় তাঁহার নিকট রাজধর্ম্মশ্রবণে যারপরনাই প্রফুল্ল হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অপূর্ণলোচনে ও দীনভাবে ভীষ্মের চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "পিতামহ! এক্ষণে দিবাকর পার্থিব রস আকর্ষণ পূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিতেছেন; অতএব কল্য আপনাকে সংশয়সমুদয়

জিজ্ঞাসা করিব।” অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রফুল্লমনে রথারূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ স্রোতস্বতী দৃষদ্বতীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানপুর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

৫৯তম অধ্যায়
‘রাজা’ পদের উৎপত্তি নিদান-সার্থকতা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণিককৃত্য সমাধান করিয়া নগরাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন এবং অচিরাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিস্পাপ ভীষ্মদেবকে রাত্রির কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের চরণবন্দনপূর্ব্বক আনন্দিতমনে শান্তনুতনয়ের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজাঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “পিতামহ! ‘রাজা’ এই শব্দটি কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ যেরূপ, প্রজাগণেরও তদ্রূপ। তবে রাজা কিরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্টবুদ্ধি মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদয় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হয়েন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন ও তাঁহার বিপদে সকলেই বিপদগ্রস্ত হয়, আমি এই সমুদয় কথা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি; অতএব আপনি উহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যেরূপে রাজত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছুদিন কালযাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাববশতঃ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এইরূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

“তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্! লোভমোহাদি নীচবৃত্তিসমুদয় নরলোকস্থ সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা ভীত হইয়াছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। মানবগণ হোমাদি কার্য্যদ্বারা উর্দ্ধবর্ষী [দেবগণ উদ্দেশে ভূতল হইতে আকাশপথে হোমাহুতি প্রেরণকারী]

বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদিদ্বারা অধোবর্ষী [আকাশ হইতে ভূতলে হোমফলস্বরূপ বৃষ্টিবর্ষণকারী] বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবসম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন।

"তখন ভগবান্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি অচিরাৎ উহার উপায় চিন্তা করিতেছি।' প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ [*ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিস্তাররূপে বর্ণনপূর্ব্বক উহাকে ত্রিবর্গ নামে অভিহিত করিলেন। ঐ ত্রিবর্গের বিপরীত ফলদায়ক পৃথকগুণবিশিষ্ট চতুর্থ মোক্ষ নামক আর এক বর্গ উহার সহিত মিলিত করিলেন। এই মোক্ষেরই সকাম কর্ম্মভেদে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো রূপ ত্রিবর্গ এবং নিষ্কামভেদে অতিরিক্ত মোক্ষবর্গ নির্দিষ্ট হইল।*] নামে বর্গ; বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব[তাপসগণের বৃদ্ধি, তস্করগণের ক্ষয় এবং বণিকগণের সাম্য]নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ; চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সাহায্যাখ্য [দুঃখিত চিত্ত প্রসন্ন করা, কুদেশকে সুদেশে পরিণত করা, পাপময় কালকে পুণ্যময় করা, জীবিকার উপায়, লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত কার্য্যপ্রদান ও সাহায্য ব্যবস্থা।] নীতিজ ষড়্বর্গ; কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষিবাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্যরক্ষার্থ নিযুক্ত চর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ, অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিনপ্রকার সন্ধি, চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয়, অর্থদ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ়বিষয় প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সমগ্র গুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথসজ্জার উপায়, বিবিধ ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসনমোচন[শত্রুকৃত বিপদ হইতে সৈন্যগণের মুক্তি], সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদকাল, পদাতিজ্ঞান[সেনা-পরিচয়], খাত-খনন[পরিখা-খনন—বর্ত্তমান যুরোপ-যুদ্ধের ট্রেঞ্চ], পতাকাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, চৌর, উগ্রস্বভাব, অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা, বিষপ্রযোক্তা, প্রতিরূপকারী[কৃত্রিম-চিত্রাদি প্রদর্শনে কার্য্যোদ্ধারকারী] প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, মন্ত্রতন্ত্রাদিপ্রভাবে হস্তীদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাসজননদ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্মব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহণ, অভৃত [জীবিকা-হীন] ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃত্য ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ

অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থদান; মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ, এই চারিপ্রকার কামজ আর বাক্পারুষ্য [বাক্যে নিষ্ঠুরতা], উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য [দণ্ডদানে নিষ্ঠুরতা], নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ, এই ছয়প্রকার ক্রোধজ সমুদয়ে দশপ্রকার ব্যসন, বিবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, চিহ্নবিলোপ, চৈত্যচ্ছেদন [সীমাবৃক্ষের কর্ত্তন], অবরোধ, কৃষাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানাপ্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ, ভেরী, দ্রব্যোপার্জ্জন, ছয়প্রকার[মণি, পশু, ভূমি, দুর্গাদি, দাসদাসী, সুবর্ণ] দ্রব্য, লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের আত্মীয়তা, দান, ও হোমের পরিজ্ঞান [অভিজ্ঞতা], মাঙ্গল্যবস্তুর স্পর্শ, শরীর-সংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অভ্যুদয়লাভ, সত্য, মধুরবাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদিস্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান[উঠান প্রভৃতি স্থানে জড় হইয়া কে কিরূপ রাজনীতির আলোচনা করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য], ব্রাহ্মণের অদণ্ডনীয়তা, যুক্তি অনুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজ মণ্ডলবিষয়ক চিন্তা[জয়শীল প্রতিপক্ষের প্রতিকুলে চতুর্দিকে নিযোক্তব্য—প্রত্যেক দিকে ৩টি করিয়া কপট শত্রু, কপট মিত্র ও কপট উদাসীন], দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতিকার[শৌচ, তৈলাদি মাখা ও স্নানাদি ৭২ রকমের আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধান], দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উপায়, অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকানিমজ্জনাদিদ্বারা নদীর পথরোধ এবং যে যে উপায়দ্বারা লোকসকল স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকে, তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কালভেদে নীতিশাস্ত্রের সংহিতা-প্রণয়ন

"ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, "সুরগণ! আমি ত্রিবর্গসংস্থাপন ও লোকের উপকারসাধনের নিমিত্ত বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক লোকরক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই শাস্ত্রদ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থলাভে সমর্থ হইবে; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল। এই নীতিসার শাস্ত্র মহাত্মাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"হে মহারাজ! মহাত্মা কমলযোনি ঐরূপে সেই লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিলে বহুরূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতিশাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশসহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালক্ষনামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি ঐ

বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিনসহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তনপূর্ব্বক বার্হস্পত্য নাম প্রদান করিলেন।

বেণরাজের জন্ম-বেণ হইতে পৃথুর উৎপত্তি

“পরিশেষে যোগাচার্য্য ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ঐ শাস্ত্রকে একসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মারা এইরূপে মর্ত্যদিগের অয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া লোকানুরোধে সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলে দেবগণ ভগবান নারায়ণের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, “ভগবন্! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মনুষ্যদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে? তখন ভগবান বিষ্ণু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজানামে এক মানসপুত্রের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ঐ মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তিমাননামে এক বিষয়বাসনাপরিশূন্য পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমানের কর্দ্দমনামে এক মহাতপা পুত্র জন্মে। প্রজাপতি কর্ম্ম অনঙ্গনামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ মহাত্মা প্রজাপালনতৎপর, সাধু ও দণ্ডনীতিবিশারদ ছিলেন, তাঁহার অতিবলনামে এক পুত্র জন্মে। অতিবল পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছিলেন। উহার ঔরসে মৃত্যুর সুনীথানাম্নী মানসী কন্যার গর্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ পিতার নিধনানন্তর রাজ্যলাভ করিয়া যারপরনাই অধর্ম্মনিরত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধদ্বেষ পরিপূর্ণ ও অধার্ম্মিক দেখিয়া মন্ত্রপূত কুশদ্বারা তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। তৎপরে তাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ ঊরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ, তালোচন ও দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ উহাকে ‘এই স্থানে নিষণ্ন হও’ বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল, বন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রূরস্বভাব স্লেচ্ছগণ নিষাদনামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণহস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গ কবচধারী, শরশরাসনসম্পন্ন, বেদবেদাঙ্গবেত্তা, দণ্ডনীতিকুশল, ধনুর্ব্বেদবিশারদ, ইন্দ্রের ন্যায় পরমসুন্দর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। উঁহার নাম পৃথু। পৃথু বেণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিদিগকে কহিলেন, “হে তপোধনগণ! আমার ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই বুদ্ধিপ্রভাবে এক্ষণে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আমাকে উহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনারা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি কিছুমাত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিব।’

“অনন্তর দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অশঙ্কিতমনে নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদ দূরে পরিহার, কেহ ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার দণ্ডবিধান, কায়মনোবাক্যে ভূমিস্থ বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সম্যক প্রতিপালনের চেষ্টা এবং অশঙ্কিতচিত্তে দণ্ডনীতিমূলক ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিপালন কর। ব্রাহ্মণের প্রতি কদাচ দণ্ডবিধান করিবে না এবং লোকসঙ্করতা নিবারণের সম্যক্ চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও, আর স্বেচ্ছানুসারে কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।’

পৃথুর রাজ্যাভিষেক—পৃথিবীপালন

“বেণতনয় দেবতা ও মহর্ষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ সততই আমার নমস্য হউন। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই তোমার নমস্য হইবেন।’ অনন্তর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুরোহিত, বালখিল্য ও সারস্বতগণ তাঁহার মন্ত্রী এবং মহর্ষিগণ তাঁহার জ্যোতিষিক[জ্যোতিষশাস্ত্রসম্পর্কিত ব্যবস্থাপক] হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহাত্মা পৃথুকে অষ্টম সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ সময় সূত ও মাগধনামে তাঁহার দুই স্তুতিপাঠক উৎপন্ন হইল। ইহার পূর্ব্বে স্তুতিপাঠকের আর সৃষ্টি হয় নাই। তখন মহারাজ পৃথু প্রীতমনে সূতকে অনূপদেশ ও মাগধকে মগধদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে মন্বন্তরপ্রভাবে পৃথিবী অতিশয় উন্নতানত হইয়াছিল, মহাত্মা পৃথু ধনুষ্কোটিদ্বারা শিলাজাল উৎসারিত করিয়া উহার সমতা সম্পাদন করিলেন। তিনি ভূতল সমতল করিবার অভিলাষে যেসমস্ত শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন, তদ্বারা পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে।

‘অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পৃথিবী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাসাগর, হিমাচল ও ত্রিদশরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অক্ষয় ধন, সুমেরুপর্ব্বত রাশি রাশি সুবর্ণ এবং যক্ষরাক্ষসগণের অধিপতি কুবের তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। বেণতনয় চিন্তা করিবামাত্র অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইল। তাতাঁর রাজ্যকালে জরা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মনঃপীড়ার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাঁহার শাসনপ্রভাবে তস্কর ও সরীসৃপগণ হইতে লোকের কিছুমাত্র অপকার হইত না। তিনি সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের সলিলরাশি স্তব্ধ হইয়া থাকিত, পর্ব্বতসমুদয় তাঁহাকে পথ প্রদান করিত এবং কুত্রাপি তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি জীবগণের আহারার্থে পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার শস্য সমুৎপাদন করেন। তাঁহার প্রভাবেই লোকসকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে। তিনি সুপ্রণালীক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধিপ্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে রক্ষা করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

“এইরূপে এই বহুলোকপূর্ণা পৃথিবী পৃথুর প্রভাবে ধর্ম্মে অবনত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণুও‘ তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না’ বলিয়া স্বয়ং পৃথুকে মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। তৎকালে ভগবান বিষ্ণু তপঃপ্রভাবে সেই মহাত্মা ভূপতির দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই জগতের যাবতীয় লোক তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া নমস্কার করে। হে মহারাজ! দণ্ডনীতির অনুসারে রাজ্যপালন করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। নরপতি স্থিরচিত্ত হইয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই শুভফল লাভ করিতে পারেন। দৈবগুণপ্রভাবেই প্রজারা রাজার বশীভূত হয়। পৃথুর রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে বিষ্ণুর ললাট হইতে এক সুবর্ণময় কমল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের পত্নী শ্রী সেই কমল হইতে সমুদ্ভূত হয়েন। ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং তৎপরে ধর্ম্ম, শ্রী ও অর্থ রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

"স্বর্গীয় লোক পূণ্যক্ষয়নিবন্ধন স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডনীতি বিশারদ রাজা হইয়া বিষ্ণুর অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই ভূপতিগণ বুদ্ধিমান ও মাহাত্ম্যবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণ ভূপতিকে রাজ্য প্রদান করেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, প্রত্যুত সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়। রাজার পূর্ব্বকৃত সুকৃতনিবন্ধনই অন্যান্য মানবগণ তাঁহার তুল্য হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি রাজাকে প্রসন্নবদন অবলোকন এবং ভাগ্যবান, ধনশালী ও রূপবান্ বলিয়া জ্ঞান করে, রাজা তাঁহার বশবর্ত্তী, সন্দেহ নাই।

"হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরাণশাস্ত্র, মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্রসমুদয়, চারি-আশ্রম, চারি-হোম, চারিবর্ণ, চারি-বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য, অসত্য, বৃদ্ধসেবা, দান, শৌচ, পুরুষকার, সর্ব্বভূতানুকম্পা এবং ভূতল ও পাতালস্থিত অন্যান্য বিষয়সমুদয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অনুসারেই বুধগণ নরদেবগণকে দেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে রাজার বৃত্তান্ত সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম।"

৬০তম অধ্যায়
চারিবর্ণের সাধারণ-অসাধারণ ধর্ম্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ! সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? চারিবর্ণের পৃথক পৃথক্ ধর্ম্ম কি? রাজধর্ম্ম কি? কোন্ বর্ণের লোক কোন আশ্রমগ্রহণে অধিকারী? রাজা এবং তাঁহার রাজ্য, পৌরবর্গ ও ভৃত্য কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়? কিরূপে কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়, মন্ত্রী, ঋত্বিক[নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকারী], পুরোহিত[বিশেষ বিশেষ যাগযজ্ঞাদিকারী] ও আচার্য্য পরিত্যাগ করা রাজার কর্ত্তব্য? বিপদ উপস্থিত হইলে কোন কোন ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করা বিধেয় এবং কোন্ স্থলেই বা চিত্তস্থৈর্য্য আবশ্যক? তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মনন্দন! আমি ধর্ম্ম, কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত ধর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ক্রোধপরিত্যাগ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সম্যকরূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টি সবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। শান্তস্বভাব জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা ধনবিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয় হয়েন।

"এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও সমরাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেসকল নরপতি যজ্ঞশীল, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সমরবিজয়ী হয়েন, তাঁহারাই লোকসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় অক্ষতশরীরে সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। দস্যুবিনাশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞদ্বারাই রাজাদিগের মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারা যাহাতে শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করেন। রাজা অন্য কোন কার্য্য করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

"এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের নিত্যধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান প্রজাপতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্যরক্ষা ও বৈশ্যদিগকে পশুপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং বৈশ্য পশুদিগকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে সন্দেহ নাই। বৈশ্যের কিরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য অন্যের ছয় ধেনুর রক্ষক হইলে একটির দুগ্ধ, শত ধেনুর রক্ষক হইলে সংবৎসরে একটি গোমিথুন, অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে। পশুপালনবিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করা বৈশ্যের নিতান্ত অকর্তব্য; আর বৈশ্য পশুপালনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

"অতঃপর শূদ্রের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিনবর্ণের পরিচর্য্যা করাই শুদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শুদ্রের পরম সুখলাভ হয়। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়; অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা, অতিশয় নিষিদ্ধ; কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থসঞ্চয় করা শুদ্রের অবিহিত নহে। এক্ষণে শুদ্রের ব্যবহার ও জীবিকার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শুদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন[গাত্রবস্ত্র], শয়ন[শয্যা], আসন, উপানৎযুগল[এক জোড়া জুতা], চামর ও বস্ত্রসকল প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সমুদয় দ্রব্য শুদ্রের ধর্ম্মলব্ধ ধন। ধার্মিকেরা কহিয়া থাকেন, শূদ্র শুশ্রূষার্থী হইয়া কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট আগমন করিলে তাহাকে উহার জীবিকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে। শূদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে, তাহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্য

কর্ত্তব্য। বিপৎকালে প্রভুকে পরিত্যাগ করা শুদ্রের কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে। যদি প্রভুর ধনঞ্জয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণাতিরিক্ত ধনদ্বারা তাহাকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের অর্থসঞ্চয় করিবার অধিকার নাই, তাহার যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে, প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের যেসমস্ত যজ্ঞ কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই সমুদয় যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহাকার ও বষট্‌কার মন্ত্রে উহার অধিকার নাই। অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশ্বদেব ও গ্রহশান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ঐ যজ্ঞের দক্ষিণ পূর্ণপাত্র। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, পৈজবননামে এক শূদ্র অমন্ত্রক ঐন্দ্রাগ্নিবিধি অনুসারে একলক্ষ পূর্ণপাত্র [২৯২ মুষ্টি—প্রায় সাড়ে তের সের চাউলের ভোজ্য] দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিল।

"সমুদয় যজ্ঞমধ্যে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহৎ দেবতাস্বরূপ। উহা যাজ্ঞিকদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের পরমদেবতাস্বরূপ। তাঁহারা বিবিধ মনোরথ সফল করিবার মানসে নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলকেই হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঋক্‌, যজুঃ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় সকলেরই পূজ্য। আর যে ব্রাহ্মণ বেদবিহীন, তিনি ব্রহ্মার উপদ্রবস্বরূপ। মানসযজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণীগণ সকলেই উহার অংশগ্রহণে অভিলাষী হইয়া থাকেন; অতএব চারিবর্ণমধ্যে শ্রদ্ধাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অতি কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বর্ণত্রয়েরই যজ্ঞসাধন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্যসংসর্গী হইলেও তাঁহার বর্ণত্রয়ের যজ্ঞসাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেবস্বরূপ। আর যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিনবর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ। তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্‌, যজুঃ ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত অগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

"বানপ্রস্থাশ্রমী মহর্ষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষ হইলে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে বা পরে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন। শ্রদ্ধাই প্রধান যজ্ঞ। যজ্ঞ নানাপ্রকার ও যজ্ঞের ফলও অসংখ্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে তৎসমুদয় বিদিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন, তিনিই যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। লোকে চৌর্য্যে প্রভৃতি পাপকার্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং মহর্ষিগণও প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহার স্থির-সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল বর্ণই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ত্রিলোকমধ্যে যজ্ঞের তুল্য আর কিছুই নাই। অতএব অসূয়াশূন্য হইয়া পরমশ্রদ্ধাসহকারে সাধ্যানুরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।"

৬১তম অধ্যায়

আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্মনির্দ্দেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর চারি-আশ্রম ও তৎসমুদয়ের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ, অগ্ন্যাধানাধি [১] কার্য্যসমাধান, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল স্ত্রীসমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক [২] শাস্ত্রসমুদয় অধ্যয়নপুর্ব্বক উর্দ্ধরেতাঃ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। দ্বিজত্বলাভ প্রভৃতি পূর্বোক্ত কার্য্যদ্বারা ব্রাহ্মণগণ অনায়াসে ঊর্দ্ধরেতাঃ হইতে সমর্থ হয়েন; অতএব সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঐ সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে ভৈক্ষ্যধর্ম্ম আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে [নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য— যাঁহারা গৃহস্থ না হন, তাঁহারা মধ্যের দুইটি আশ্রম বাদ দিয়া একবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন]। ঐ আশ্রমে তিনি সুখদুঃখরহিত, নিকেতন [বাসগৃহবিহীন] বিহীন, যদৃচ্ছালব্ধজীবী [যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা প্রাণধারণকারী], দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিপন্ন, ভোগকামনাশূন্য, নির্ব্বিকার ও পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন।

"ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নীনিরত, অকুটিলহৃদয়, মিতাহারী, কৃতজ্ঞ, দেবানুরক্ত, সত্যবাদী, শান্ত প্রকৃতি, অনৃশংস, ক্ষমাশীল, দান্ত ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া বেদাধ্যয়ন, পত্নীর ঋতুরক্ষা, সন্তানোৎপাদন, অপ্রমত্তচিত্তে হব্যকব্যসম্পাদন, দ্বিজগণকে অন্নদান, আশ্রমে ধনদান ও অন্যান্য বেদবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই তাঁহার গাহস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়। মহানুভব মহিষগণ কহেন যে, নারায়ণ কহিয়া গিয়াছেন, লোকে সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সরলব্যবহার, অতিথিসৎকার, ধর্ম্মার্থ উপার্জ্জন ও ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে উভয়লোকে সুখভোগ করিতে পারে। মহর্ষিগণ কহেন যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুত্রকলত্রগণের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ এইরূপে যথানিয়মে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালিত করিতে পারেন, তিনি স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ফলভোগে অধিকারী হয়েন এবং তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যজাত অক্ষয় ও বশীভূত হয়। যে ব্রাহ্মণ দীক্ষিত, জিতেন্দ্রিয় ও পক্ষপাতনিরপেক্ষ হইয়া দেবগণের স্মরণ, মন্ত্রজপ, আচার্য্যের শুশ্রূষা, গুরুকে নমস্কার, বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন, প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্য সম্পাদন, সর্ব্ববাসনা পরিত্যাগ এবং ধর্ম্মদ্বেষীদিগের সংসর্গ পরিহার করেন, তিনি যথার্থ ব্রহ্মচারী।

৬২তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মাদৃশ জনগণের সুখাবহ, হিংসাদিবর্জ্জিত, সাধুসম্মত মঙ্গলজনক ধর্ম্মসকল কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, “রাজন্! ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় ব্রাহ্মণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়াদিবর্ণও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ প্রভৃতি যেসকল স্বর্গলাভজনক উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি, সমুদয়ই ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে ইহলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎকার্য্যপরায়ণ হইলে লোকে তাঁহাকে দাস, কুক্কুর, বৃক ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে। যে ব্রাহ্মণ চারি-আশ্রমেই প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যে [প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, তর্ক, সমাধি] নিরত, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, তপানুষ্ঠাননিরত ও অতি বদান্য হয়েন, তিনি অক্ষয়লোকলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেরূপ সংসর্গে যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ প্রদেশ, সংসর্গ ও কর্ম্মের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য বেদাভ্যাসের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মানবগণ কালের বশীভূত হইয়াই উত্তম, মধ্যম ও অধম কার্য্যে নিরত হয়। পুণ্য লোকের শ্রেয়স্কর, কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বকর্ম্মে নিরত থাকিলেই উভয় লোকে সুখলাভ করিতে পারে।”

৬৩তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ ধর্ম্ম

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্য্যাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত অন্যের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবেন। রাজসেবা, কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্পট্য ও কুসীদগ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য [কোটনামী] প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও দেবকার্য্যানুষ্ঠানসময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিয়মবিহীন, অশুচি, ক্রূর, হিংস্রস্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যাদি প্রদান করিলে কোন ফলই লাভ হয় না। দম, শৌচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্ম। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব সমুদয় আশ্রমেই উহাদের অধিকার আছে। দান্ত, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়াবান, সহিষ্ণু, লোভশূন্য, সরল, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস ও ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণই যথার্থ ব্রাহ্মণ। পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে। লোকে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্যেই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব উক্ত বর্ণত্রয় শান্তিধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কদাচ বিষ্ণুর অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে চারিবর্ণের ধর্ম্ম, বেদ, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও আশ্রমধর্ম্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।

ক্ষত্রিয়ের আচরণীয় ধর্ম্ম

"এক্ষণে যে রাজা আপনার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সমুচিত আশ্রমধর্ম্মে অবস্থাপিত করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার অবশ্যজ্ঞাতব্য ধর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে শূদ্র আপনার শরীর সামর্থ্যানুসারে সুদীর্ঘকাল তিনবর্ণের সেবা, পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচারদ্বারা তিনবর্ণের সমতালাভ ও পুরাণশ্রবণদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বাসনা করে, সে রাজার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সমুদয় আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে। অতএব স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ভৈক্ষ্যধর্ম্মগ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়াঃ [প্রৌঢ়বৃদ্ধাদি অবস্থাপ্রাপ্ত] বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে। রাজা বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরসপান, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, বেদপাঠ করাইয়া বিপ্রগণকে দক্ষিণাদান, সংগ্রামে জয়লাভ, স্বীয় পুত্রকে বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক এবং যত্নপূর্ব্বক যজ্ঞদ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃগণের ও বেদাধ্যয়নদ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া শেষাবস্থায় আশ্রমান্তরগমনে অভিলাষ করেন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। রাজা গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋষি হইয়া আপনার জীবনরক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বন ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণের কাম্যধর্ম্ম; নিত্যধর্ম্ম নহে।

"মানবমণ্ডলীমধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। বেদে কথিত আছে যে, অন্য তিনবর্ণের যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমস্তই রাজধর্ম্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন রহিয়াছে। ধর্ম্মবেত্ত পণ্ডিতগণ অন্যান্য ধর্ম্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলতঃ রাজধর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্মের সারভূত। রাজধর্ম্মপ্রভাবেই সমুদয়লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দণ্ডনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদয় ধর্ম্ম এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ত্যাগ, দীক্ষা, লোকাচার ও বিদ্যাসমুদয় রাজধর্ম্মেই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে কেহই আর আপনার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা করে না।"

৬৪তম অধ্যায়

ক্ষাত্রধর্ম্মপ্রসঙ্গে ইন্দ্র-মান্ধাতার উপাখ্যান

ভীষ্ম কহিলেন, "হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ। চারি-আশ্রমের ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, লোকাচারপ্রথা ও কার্য্যসমুদয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব থাকাতেই প্রজাগণ নিরাপদে কালযাপন করিতেছে। আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ ও নানাবিধ। কতকগুলি লোক বিরুদ্ধ শাস্ত্রদ্বারা সেই শাশ্বত ধর্ম্মের যথার্থ ধর্ম্মও বিপরীত করিয়া তুলেন, আর অনেকে ধর্ম্মতত্ত্বনির্ণয়ে একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম

সুখভূয়িষ্ঠ [সুখবহুল], কাপট্যরহিত ও সমুদয় লোকের হিতকর। গৃহস্থধর্ম্মের ন্যায় রাজধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মসাধনের মূল। আমি বলিয়াছি যে, বহুতর মহাবলপরাক্রান্ত নরপতি রাজধর্ম্ম প্রধান, কি আশ্রম ধর্ম্ম প্রধান, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত ভূতপতি নারায়ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ প্রজাপতিকর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট সাধ্য, সিদ্ধ, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছেন।

"মহারাজ! পূর্ব্বকালে দানবগণের প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন সমুদয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় মহাবলপরাক্রান্ত মহাত্মা মান্ধাতা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিত পরমপিতা নারায়ণের দর্শনমানসে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিতে লাগিলে তখন ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক সেই যজ্ঞস্থলে মান্ধাতাকে দর্শন প্রদান করিলেন। মান্ধাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণকে অবলোকন করিয়া পরমপরিতুষ্টচিত্তে অন্যান্য পার্থিবগণসমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা মান্ধাতা ও ইন্দ্ররূপী নারায়ণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি কেন বৃথা সেই অপ্রমেয় অমিতপরাক্রমশালী দেবাদিদেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিবার অভিলাষ করিতেছ? আমি এতাবৎকাল তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই এবং ব্রহ্মাও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তুমি ভূলোকের অধিপতি, অতএব তোমার আর যে-কোন অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর, আমি অবিলম্বে তাহা সফল করিব। তুমি শান্তিগুণাবলম্বী, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবলপরাক্রান্ত, দেবগণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বিষ্ণুদর্শন ভিন্ন অভীষ্ট বরপ্রদানে প্রস্তুত আছি।'

"মান্ধাতা কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিতেছি, সেই আদিদেবের দর্শনলাভ ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিলাষই নাই। অতঃপর আমি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবিলম্বেই অরণ্যে প্রস্থান করিব। অরণ্যই সাধুজনসেবিত উৎকৃষ্ট পথ। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে দিব্যলোকসমুদয় অধিকার ও বিপুল যশোলাভ করিয়াছি; কিন্তু সেই আদিদেব হইতে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি।

ইন্দ্রকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন

"ইন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ! যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে অবলীলাক্রমে সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আদিদেব [বিষ্ণু] হইতে সব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্ম নানাপ্রকার এবং উহাদের ফলও বিনশ্বর[নাশশীল]। যাহা হউক, সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আয়ত্ত, এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে শত্রুনাশ করিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই অপ্রমেয় পুরুষ শত্রুবর্গকে বিনাশ না

করিতেন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রহ্মা, কি আদিধর্ম্ম, কি অন্যান্য ধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। যদি সেই দেবাদিদেব পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক অসুরগণকে পরাজয় না করিতেন, তাহা হইলে বর্ণচতুষ্টয় ও চারি-আশ্রম-ধর্ম্মসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যাইত। ধর্ম্মসমুদয় উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল, শাশ্বত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই তৎসমুদয় পুনরায় সুপ্রচার করিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রভাবে প্রতিযুগেই আদিধর্ম্ম বদ্ধমূল হয়। সমরমৃত্যু, সকলের প্রতি দয়া, লোকজ্ঞান[লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা], লোকপালন, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবেই জনসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্য্যাদাশূন্য, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিরা রাজভয়ে অভিভূত হইয়াই পাপানুষ্ঠানে বিরত হয় এবং সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজার শাসনপ্রভাবেই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। লোকসকল ভূপালগণকর্ত্তৃক রাজধর্ম্মানুসারে সুতনির্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অবিনশ্বর। উহার প্রভাবে সমুদয় সুশৃঙ্খল হইতে পারে।”

৬৫তম অধ্যায়
ক্ষত্রিয়ধর্ম্মরক্ষায় সর্ব্বধর্ম্মরক্ষা

“ইন্দ্র কহিলেন, ‘মহারাজ! অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র উদারভাব ভবাদৃশ লোকেরাই ঐ ধর্ম্মপ্রতিপালনে সমর্থ হয়েন। ঐ ধর্ম্ম অধার্ম্মিকের হস্তে নিপতিত হইলে লোকক্ষয়রূপ অনিষ্টফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরত্ব-সম্পাদন, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভিক্ষাবৃত্তিতে। অনাদরপ্রদর্শন, প্রজাপালন ও যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরম দয়ালু রাজার প্রধান ধর্ম্ম। মহর্ষিগণ ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন। ভূপতিগণ সমরক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেবর পরিত্যাগেও পরাঙ্মুখ হয়েন না। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুশুশ্রূষা ও পরস্পরের বিনাশসাধনদ্বারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মলাভার্থী হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিবে। সামান্য কার্য্যের বিচার আরম্ভ হইলেও পক্ষপাত-পরিত্যাগ, বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মসংস্থাপন, সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালন এবং উৎকৃষ্ট উপায়, নিয়ম ও পুরুষকার অবলম্বনপুর্ব্বক অতিযত্নসহকারে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট। যে স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহার সে ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য হয়। উচ্ছৃঙ্খল, অর্থলুব্ধ ও পশুতুল্য মনুষ্যেরা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপ্রভাবেই নীতিশিক্ষা করে। ব্রাহ্মণগণের যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যিনি উহার বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে শত্রুর ন্যায় শস্ত্রদ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই আশ্রমধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, অন্য জাতির উহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ কদাচ স্বধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণের কার্য্যদ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব ব্রাহ্মণ ধর্ম্মস্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে সম্মান ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! যেসমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয়ের মধ্যে রাজধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

"মান্ধাতা কহিলেন, 'দেবরাজ! আপনি আমাদিগের পরম বন্ধু। যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুঙ্গার, কঙ্ক, পহ্লব, চান্দ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভুত বৈশ্য ও শূদ্রগণ কিরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, আর আমরাই বা সেই দস্যুগণকে কিরূপে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিব, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব উহা কীর্ত্তন করুন।'

"ইন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ! দস্যুগণ যাহাতে পিতা, মাতা, আচার্য্য, গুরু ও রাজার সেবা, বেদোক্ত ধর্ম্মপ্রতিপালন, যথাসময়ে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠান, কূপাদিখনন, ব্রাহ্মণগণকে শয়নীয় [শয্যা] প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রদান, হিংসাক্রোধ-পরিত্যাগ, সত্যপালন, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, দ্রোহ[অযথা পরপীড়ন]পরিত্যাগ, বিশুদ্ধ ব্যবহার, উন্নতিলাভের বাসনা, ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বযজ্ঞের দক্ষিণা-প্রদান ও পাকযজ্ঞের [চরু-পুরোডাশাদিদ্বারা অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের] উদ্দেশ্যে ধনদান করে, ভূপতির তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের যেসকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দস্যুদিগেরও সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।'

"মান্ধাতা কহিলেন, 'দেবেন্দ্র! দস্যুগণ চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রাণীগণ রাজার দৌরাত্মনিবন্ধন নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া উঠে। সত্যযুগ অতীত হইলে অসংখ্য লোক ছদ্মবেশধারণপুর্ব্বক ভিক্ষুক হইবে এবং কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মবাক্যশ্রবণ পরিহারপূর্ব্বক কুপথে গমন করিবে। যখন মহাত্মারা দণ্ডনীতি প্রভাবে পাপ নিবারণ করেন, তখন নিত্যধর্ম্ম অবিচলিতভাবে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বলোকগুরু রাজার অবমাননা করে, তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধের কিছুমাত্র ফললাভ হয় না। দেবতারাও ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অপমান করেন না। ভগবান্ প্রজাপতি সমুদয় জগতের সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়ের উপর ধর্ম্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা বুদ্ধিবলে ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারেন; অতএব উহারা আমার মান্য ও পূজ্য।' "

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! ইন্দ্ররূপী ভগবান বিষ্ণু ইহা কহিয়া দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট। অতএব বহুশ্রুত ক্ষত্রিয়কে অপমান করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ব্যক্তি ক্ষাত্রধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়া কুকার্য্যে প্রবৃত্ত ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহাকে পথিমধ্যস্থ অন্ধের ন্যায় অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিলক্ষণ নিপুণ; অতএব পূর্ব্বপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও।"

৬৬তম অধ্যায়
প্রজাপালনে রাজার চতুরাশ্রম পালনফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ। আপনি অগ্রে চারি আশ্রমের বিষয় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।" ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমার ন্যায় সাধুসম্মত ধর্ম্মসমুদয় অবগত হইয়াছ, এক্ষণে রাজা যেরূপ আচারনিষ্ঠ হইলে যে আশ্রমের ফললাভে অধিকারী হয়েন, তাহা শ্রবণ কর। অন্যান্য মনুষ্যেরা চারি-আশ্রম আশ্রয় করিয়া বিধিবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক যেসমস্ত ফললাভ করে, রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত ফললাভে সমর্থ হয়েন। যে মহীপাল স্বেচ্ছাচারশীল, বিদ্বেষবুদ্ধিহীন ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজ্যদ্রব্যের অংশপ্রদান ও পূজনীয় ব্যক্তির অর্চ্চনা করেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ফললাভে অধিকারী হয়েন। যিনি জ্ঞানী, ত্যাগশীল, নিগ্রহানুগ্রহপরায়ণ[পালন-শাসনপটু], সদাচারসম্পন্ন ও ধীরপ্রকৃতি, তিনি গৃহস্থাশ্রমের ফললাভে অধিকারী হয়েন। যিনি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তিনি বানপ্রস্থাশ্রমের ফললাভে অধিকারী হয়েন। যিনি প্রধান প্রধান লোক ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধার্ম্মিকদিগকে বারংবার সকার, আহ্নিককার্য্য[প্রতিদিন কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি], দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মানুষজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধনদ্বারা অতিথির সৎকারসাধন এবং লোকরক্ষার্থ বনৌষধি আহরণ করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফললাভ হয়। যে রাজা স্বরাষ্ট্রপ্রতিপালন, সমস্ত প্রাণীর রক্ষাবিধান ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যাশ্রমের ফললাভ হয়। যিনি ধর্ম্মানুসারে আহ্নিক, জপ ও দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার ধর্ম্মাশ্রমের ফললাভ হয়।

"যে রাজা ব্রাহ্মণরক্ষণনিরপেক্ষ হইয়া সতত বেদাধ্যয়ন, ক্ষমাবলম্বন, আচার্য্যের অর্চ্চনা ও সকলের সহিত সরল ব্যবহার করেন, তাঁহার ব্রহ্মশ্রমের ফললাভ হয়। যিনি বানপ্রস্থ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফললাভ হয়। যিনি সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ এবং অনৃশংস ব্যবহার করেন, তাঁহার সকল পুণ্যের ফললাভ হয়। যে রাজা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয়প্রদান, স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফললাভ হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও নপ্তৃগণের[পৌত্রদিগের] প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ-প্রদর্শনই গৃহস্থধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে রাজা সচ্চরিত্র অর্চ্চনীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ও আপনার আলয়ে আশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য প্রদান করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফললাভ হয়। যে রাজা বিধাতুনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে যথার্থতঃ অবস্থান করেন, তিনি সমগ্র আশ্রমের ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি গুণগ্রামবিহীন না হয়েন, তাঁহাকেই যথার্থ আশ্রমী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি সম্যকরূপে স্থান, কুল ও বয়সের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন, তিনি সমস্ত আশ্রমবাসের যথার্থ উপযুক্ত। রাজা দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সর্ব্বাশ্রমের ফলভাগী হয়েন। যিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে যথাকালে ঐশ্বর্য্য ও উপহারপ্রদান এবং দয়াধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকল লোকের ধর্ম্মরক্ষা করেন, তিনিই আশ্রমবাসের সম্যক উপযুক্ত। প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, রাজা তাহার অংশভাগী হয়েন; আর তাহারা সুশৃঙ্খল প্রতিপালিত না হইয়া যে অধর্ম্মসঞ্চয় করে, তাহাতেও রাজাকে লিপ্ত হইতে হয়। যেসকল লোক ভূপতির সহায়, তাহারাও প্রজাবর্গের ধর্ম্মাধর্ম্মের অংশগ্রহণ করে।

পণ্ডিতেরা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা গার্হস্থ্যধর্ম্ম অতি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আমরা সেই ধর্ম্মেরই সেবা করি। যে রাজা সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় জ্ঞান এবং ক্রোধ পরিত্যাগপুর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হয়েন। রাজধর্ম্মরূপ নৌকা ও ত্যাগরূপ বায়ু সত্ত্বরূপ কর্ণধারদ্বারা চালিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রজ্জুদ্বারা সংযত হইয়া ধার্ম্মিক রাজাকে উদ্ধার করে। যখন রাজা সমস্ত বিষয়বাসনাশূন্য হয়েন, তখন তিনি বুদ্ধিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! তুমি সুপ্রসন্নমনে লোভাদি বিসর্জ্জনপুর্ব্বক প্রজাপালনে নিরত হও, তাহা হইলেই ধর্ম্মোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। এক্ষণে বেদাধ্যয়নরত সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকের প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার উচিত। লোকে বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা প্রজাপালনে নিরত হইলে তাহার শতগুণ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই তোমার সমক্ষে বিবিধ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তুমি ঐ সমুদয় পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাপ্রচলিত নিত্যধর্ম্মপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেই তোমার চারিবর্ণ ও চারি-আশ্রমের ধর্ম্মলাভ হইবে।"

৬৭তম অধ্যায়
রাজার প্রয়োজনীয়তা--অরাজক রাজ্যের দোষ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি চারি-আশ্রম ও চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে রাজ্যের হিতসাধনার্থ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বপ্রথমে রাজ্যমধ্যে রাজাকে অভিষেক করাই প্রধান কার্য্য। রাজ্য অরাজক ও বলবিহীন হইলেই দস্যুরা উহা আক্রমণ করে, ধর্ম্ম উহাতে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না এবং প্রজারা পরস্পর পরস্পরের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে রাজা ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতএব উদয়োন্মুখ [উন্নতির পথে অগ্রসর] হইবার বাসনা করিলে নরপতিকে ইন্দ্রের ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। অরাজক রাজ্যমধ্যে অগ্নি হবিগ্রহণ করেন না। আমার মতে অরাজক রাজ্যে বাস করাই বিধেয় নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। রাজ্যের অরাজকাবস্থায় যদি কোন বলবান ব্যক্তি আগমনপূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদগমনপুর্ব্বক[অভ্যর্থনা করিয়া] সম্মানিত করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না, ঐ বলবান ব্যক্তি প্রজাদিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে তত্ত্বাবধারণ দ্বারা উহার মঙ্গলসম্পাদন করিতে পারেন। আর যদি প্রজারা উঁহাকে সম্মান না করে, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই এককালে সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন। অতএব সেরূপ স্থলে মৃদুতা অবলম্বন করাই প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যে গাভীকে কষ্টে দোহন করিতে হয়, সে সমধিক ক্লেশভোগ করে, আর যাহাকে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করে না। যে স্বয়ং প্রণত[সম্যক প্রকারে মত] হয়, তাহাকে তাপিত

এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং অবনত হইয়া থাকে, তাহাকে কিছুমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব বলবান ব্যক্তির নিকট প্রণত হওয়াই উচিত। বলীয়ান্ ব্যক্তিকে প্রণাম করিলেই ইন্দ্রকে নমস্কার করা হয়।

"মঙ্গললাভার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে একজনকে নরপতিপদে অভিষেক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীসম্ভোগ ও ধর্ম্ম-উপভোগ করতে পারে না। ঐ সময় পাপাত্মারা অন্যের ধন অপহরণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হয়, কিন্তু যখন অপরাপর ব্যক্তিরা তাহার ধন হরণ করে, তখন সে বাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে; অতএব অরাজকতা পাপাত্মাদিগেরও সুখজনক নহে। ঐ সময় দুইজন পাপাত্মা একত্র হইয়া এক ব্যক্তির এবং অনেক লোক একত্র হইয়া সেই দুইজনের ধন অপহরণ করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীহরণে প্রবৃত্ত হয়।

"হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সকল দৌরাত্ম নিবারণের নিমিত্তই দেবতারা রাজ্যমধ্যে নরপতির আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবীমধ্যে রাজা দণ্ড ধারণ না করেন, তাহা হইলে সলিলস্থ বৃহৎ মৎস্যেরা যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যসমুদয়কে ভক্ষণ করে, সেইরূপ বলবান ব্যক্তিরা দুর্ব্বলদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অরাজক রাজ্যে ব্রহ্মার রাজনিয়োগ—মনুমন্তব্য

"পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে প্রজাসকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সময় কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী, উগ্রস্বভাব, পরদারাভিমর্ষী[পরনারী-পীড়নকারী] ও পরস্বাপহারক[পরধনহারী] হইবে, আমরা তাদৃশ লোকসকলকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে নিতান্ত অসুখিত-চিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, "ভগবন্! আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি আমাদিগকে একজন রাজা প্রদান করুন। আমরা সকলে তাঁহাকে পূজা করিব এবং তিনিও আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।'

"লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুকে তাহাদের প্রতিপালনে আদেশ করিলে মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, "আমি পাপানুষ্ঠানে নিতান্ত ভীত হইয়া থাকি। রাজ্যশাসন, বিশেষতঃ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যগণকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন অতি দুরূহ ব্যাপার।' তখন প্রজাগণ মনুকে কহিল, 'প্রভো! ভীত হইবেন না, পাপ আপনাকে স্পর্শ করিবে না। আমরা আপনার কোষবর্দ্ধনের[ধনবৃদ্ধির] নিমিত্ত পশু ও সুবর্ণের পঞ্চাশদ্‌ভাগ এবং ধান্যের দশমভাগ প্রদান করিব। বিবাদ, দ্যূতক্রীড়া ও শুল্কপ্রসঙ্গ[বিবাহবিষয়ক পণের কথা] উপস্থিত হইলে আপনি অতি মনোহররূপা কন্যা প্রাপ্ত হইবেন। আর যাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনারোহণে প্রধান হইবে, তাহারা দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, তদ্রূপ আপনার অনুগমন করিবে, তাহা হইলেই আপনি মহাবলপরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ

হইয়া কুবেরের ন্যায় পরমসুখে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন। আর আমরা আপনার পরাক্রমে রক্ষিত হইয়া যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশভাগী হইবেন। অতএব মহারাজ! আপনি এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন; সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণকে প্রতাপিত করিয়া জয়লাভার্থ নির্গত হউন, আপনার প্রভাবে শত্রুগণের দর্প চূর্ণ হউক এবং ধর্ম্ম নিয়ত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মনুর প্রজাপিলনার্থ রাজত্বগ্রহণ

"প্রজাগণ এই কথা কহিলে সেই সৎকুলোদ্ভব মহাতেজস্বী মনু অসংখ্য সৈন্যসমাবৃত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরে প্রজাপালনার্থ নির্গত হইলেন। প্রজাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মনুর মহত্ত্ব দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত হইল। এইরূপে মহারাজ মনু সর্ব্বতোভাবে পাপের শাস্তিবিধানপূর্ব্বক প্রজাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযোজিত করিয়া মহীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের সব্বাগ্রে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে ও শিষ্যগণ যেমন গুরুকে সর্ব্বদা প্রণাম করে, তদ্রূপ রাজাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে যে ব্যক্তি আত্মীজনকর্ত্তৃক সৎকৃত হয়, সে শত্রুপক্ষেরও সমাদরভাজন হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি আত্মীয়লোকের অবজ্ঞার পাত্র হয়, শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসে পরাভব করিলে প্রজারা সকলেই অসুখী হয়; অতএব নরপতিকে ছত্র, বাহন, বস্ত্র, আভরণ, অন্ন, পান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমুদয় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রদান করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রাজা শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন, সর্ব্বদা সকলকে হাস্যমুখে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করেন এবং কৃতজ্ঞ, অনুরাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হয়েন।"

৬৮তম অধ্যায়

রাজাভাবে বিপদ--বসুমনা ও বৃহস্পতিসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহারাজ বসুমনা, বৃহস্পতিকে যাহা জিজ্ঞাসা এবং সুরগুরু উঁহাকে যেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সর্ব্বলোকহিতৈষী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কোশলরাজ বসুমনা যথোচিত বিনয়সহকারে কৃতপ্রজ্ঞ মহাত্মা বৃহস্পতিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাগণের ধর্ম্মলাভার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রাণীগণ কি কর্ম্ম করিলে বর্দ্ধিত আর কি নিমিত্তই

বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রাজ্ঞলোকেরা কাহার পরিচর্য্যা করিয়া অক্ষয় সুখলাভে সমর্থ হয়েন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ’

“ভগবান্ বৃহস্পতি অমিততেজাঃ কোশলরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ! রাজাই সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। রাজশাসন না থাকিলে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। প্রজাগণ নিয়মহীন ও পরদারনিরত হইলে ভূপতি তাহাদের প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের পাপমোচন করে। চন্দ্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে প্রাণীগণ যেমন বস্তুদর্শনে অসমর্থ ও ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হয়, যেমন অল্পোদক[অল্প জল] প্রদেশে মৎস্যগণ ও হিংস্রভয়বিহীন[সমধিক বলবান শত্রুশূন্য] স্থানে বিহঙ্গমগণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরাৎ প্রাণপরিত্যাগ করে, তদ্রূপ রাজ্য অরাজক হইলে প্রজাগণ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গোপালবিহীন পশুগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি রাজা রাজ্যপালন না করেন, তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে দুর্বল পুরুষের গৃহাদি অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, কেহই আর পুত্রকলত্র ও ভক্ষ্যভোজ্য প্রভৃতি আপনার আয়ত্ত করিয়া বাস করিতে পারে না; সংসার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। পাপাত্মারা সহসা অন্যের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করে। ধার্ম্মিক পুরুষগণের উপর বিবিধ শস্ত্রপাত হইতে থাকে। রাজ্য অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়। অধমেরা পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও অতিথিগণকে কষ্ট প্রদান ও তাহাদিগের প্রাণসংহার করে। ধনবান ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বধ ও বন্ধনজনিত বিষম ক্লেশে নিপতিত হয়। কাহারও আর কোন দ্রব্যে মমতা থাকে না। অকালে সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। সমুদয় স্থানই দস্যুগণপরিপূর্ণ ও প্রজাগণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যোনিবিচার ও কৃষি-বাণিজ্যের নিয়ম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, দক্ষিণান্বিত বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহপ্রথা ও সমাজ-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে থাকে। বৃষগণ রেততানিঃসারণে পরাঙ্মুখ [রাজা বৃষ রক্ষা না করিলে গাভীতে উত্তম বৎসের উৎপাদন বন্ধ], আভীরপল্লী উৎসন্ন [গোপপল্লী ধ্বংস] ও দধিমন্থন কার্য্য বিলুপ্ত হয়; সমুদয় প্রাণী উদ্বিগ্নহৃদয়, বিচেতন ও ভীত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। সংবৎসরব্যাপী দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে বিধিপূর্ব্বক সম্পূর্ণ হয় না। ব্রতস্নাত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নে বিরত হয়েন। লোকে বিবিধ প্রতিবন্ধকবশতঃ কালে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না। অপরাধী ব্যক্তি সুস্থচিত্তে কালযাপন করে। বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বলের করস্থিত বস্তুও অনায়াসে অপহরণ ও সমুদয় নিয়ম লঙঘন করে। সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে এবং সর্ব্বস্থানেই বর্ণসঙ্কর ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়।

নৃপতির ক্রূর-সৌম্যাদিমুক্তির আবশ্যকতা

“ভূপতি যথানিয়মে রাজ্যপালন করিলে প্রজাগণ গৃহদ্বার উদঘাটনপূর্ব্বক [ঘরের দরজা খুলিয়া] অকুতোভয়ে শয়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা রমণীগণ রক্ষকবিহীন হইয়া অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে পারে। সমস্ত লোকই ধর্ম্মপরায়ণ ও হিংসাবিহীন হইয়া

পরস্পরের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনায়াসে বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন। লোকসমুদয়ের জীবিকাভূত বার্ত্তাশাস্ত্র [কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্যাদি জীবিকার উপদেশক শাস্ত্র] ও লোকপালক বেদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং সমস্ত লোক প্রসন্ন হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করে। রাজার জীবনেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং রাজার বিনাশেই উহারা বিনষ্ট হয়। অতএব ভূপতিকে অর্চ্চনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি রাজার প্রিয়চিকীর্ষু[হিতেচ্ছু] হইয়া সর্ব্বলোকহিতার্থ তাঁহার কার্য্যসাধন করিতে পারেন, তিনিই উভয় লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন। যে পুরুষ মনে মনেও রাজার অনিষ্টচিন্তা করে, তাহাকে নিঃসন্দেহে ইহলোকে কষ্টভোগ ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। নরপতি নররূপধারী দেবতাস্বরূপ; অতএব উঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। রাজা সময়ক্রমে অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইয়া অতিকঠোর তেজঃপ্রভাবে সন্নিহিত মিথ্যাবাদীকে দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার হুতাশনমূর্ত্তি, যখন চরদ্বারা প্রজাগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন ও তাহাদের মঙ্গলবিধান করেন, তখন তাঁহার ভাস্করমূর্ত্তি, যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অধার্ম্মিকদিগকে পুত্রপৌত্র ও বন্ধুবান্ধবসমভিব্যাহারে বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার মৃত্যু[অন্তক]মূর্ত্তি, যখন সুতীক্ষ্ণদণ্ডে পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার যমমূর্ত্তি এবং যখন ধনদ্বারা উপকারীদিগের তৃপ্তিসাধন ও অপকারীদিগের ধনরত্ন অপহরণ করেন, তখন তাঁহার কুবেরমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী, কার্য্যদক্ষ মনুষ্য কখনই রাজার অপযশ ঘোষণা করিবে না। পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, রাজার নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিলে কদাচ সুখলাভে সমর্থ হয় না। দাহ্য বস্তু বায়ুসমীরিত হুতাশনে দগ্ধ হইলে উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভূপালের কোপানলে নিপতিত হয়, তাহার আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না। রাজা যেসমস্ত বস্তু অতিযত্নসহকারে রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণে যত্নবান হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে মৃত্যু হইতে যেরূপ ভীত হয়, রাজস্ব-অপহরণেও সেইরূপ ভীত হইবে। মৃগ যেমন মারণযন্ত্র স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের রাজস্বস্পর্শমাত্রই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি আপনার ধনের ন্যায় অতিযত্নসহকারে রাজস্ব রক্ষা করিবে। যাহারা রাজস্বাপহারী, তাহারা চিরকালের নিমিত্ত ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। যে মহাত্মা মহারাজ, প্রজারঞ্জক, সুখপ্রবর্ত্তক, শ্রীমান্ ও সম্রাট প্রভৃতি বিবিধ শব্দদ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করিবে? অতএব উন্নতিলাভেচ্ছু, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী মহীপালের আশ্রয়গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। মন্ত্রী কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদারপ্রকৃতি, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপর হইলে রাজার সমাদরভাজন হয়েন। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সদাশয়, মহাবলপরাক্রান্ত এবং যিনি অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন, মহীপাল সেইরূপ লোকেরই আশ্রয়গ্রহণ করিবেন। প্রজ্ঞা[বুদ্ধি] মনুষ্যকে প্রগলভ্[উদ্যমী] করে এবং ভূপাল মনুষ্যকে ক্ষীণ[আপনা হইতে হীন] করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রাজার কোপে নিপতিত হয়, সে সতত অসুখে, আর যে তাঁহার অনুগৃহীত হয়, সে পরমসুখে কালযাপন করে। রাজা প্রজাদিগের হৃদয়, গুরু, গতি ও উৎকৃষ্ট সুখস্বরূপ। প্রজারা

তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকে। রাজা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়দমন, সত্যব্যবহার ও সৌহার্দ্যসহকারে রাজ্যশাসন করিলে দেবলোকে স্থান লাভ, করিতে পারেন।' কোশলাধিপতি বসুমনা মহাত্মা বৃহস্পতিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতিযত্নসহকারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।"

৬৯তম অধ্যায়
নৃপতির চরনিয়োগব্যবস্থা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন্ কার্য্য রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য? আর কিরূপে রাজ্যরক্ষা, শত্রুপরাজয়, চরপ্রয়োগ এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও চারিবর্ণের অন্যান্য লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করিতে হয়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! প্রথমতঃ রাজা বা রাজপ্রতিনিধির যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ভূপতি প্রথমে আপনার চিত্তকে পরাজিত করিয়া পরিশেষে অরিবিজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্তপরাজয় না হইলে অরিপরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিতে পারিলেই চিত্তপরাজয় করা হয়। দুর্গ, রাজ্যের শেষসীমা, নগরোপবন[নগরের সীমান্তস্থিত বন], গৃহোপবন[গৃহপ্রান্তস্থ বন], উপবেশনস্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবনে পদাতিসৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকার সম্পন্ন, ক্ষুৎপিপাসা-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ, সুপ্রাজ্ঞ গূঢ়চরসমুদয় সংগ্রহ করিয়া উহাদের দ্বারা গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামন্তভূপতি এবং নগর ও জনপদবাসী লোকদিগের আচার-ব্যবহারাদি অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ রাজ্যমধ্যে চর প্রেরণ করিয়াছে কি না, তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত পানভূমি, মল্লযুদ্ধস্থান, মহাজনসমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটিকা[অন্তঃপুর-গৃহ], বহির্ব্বাটিকা[বাহির বাঢ়ী], পণ্ডিতগণের সমাগমস্থান, চত্বর, রাজসভা ও ভদ্রলোকদিগের আবাসস্থানে অন্বেষণ করা আবশ্যক। শত্রপক্ষীয় গুঢ়চরকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে রাজার অধিক মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। নরপতি যখন আপনাকে অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তৎকালে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধিস্থাপন করাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহার সহিত সন্ধি করিলে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। কিংবা সন্ধিৎসু[অনুসন্ধানতৎপর], গুণবান, উৎসাহসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপুর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে রাজ্যরক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজার যুদ্ধযাত্রাদির নিয়ম

"রাজা আপনার উচ্ছেদদশা সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বাপকারী ও লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনাশ এবং যে নরপতি উপকার বা অপকারকরণে অসমর্থ, তাহাকে উপেক্ষা করিবেন। বিপুল সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া দুর্ব্বল, মিত্রবিহীন, অন্যের

সহিত যুদ্ধে আসক্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধযাত্রা করা রাজার কর্ত্তব্য। যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে নগরের রক্ষাবিধান নিতান্ত আবশ্যক। চিরকাল মহাপরাক্রান্ত ভূপতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকা বলবিহীন রাজার কদাপি বিধেয় নহে। হীনবল ভূপতির ভৃত্যাদিদ্বারা বলবানের রাজ্য আকর্ষণ, অস্ত্র, অগ্নি. ও বিষপ্রয়োগদ্বারা উহার উৎপীড়ন এবং অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগুণ মধ্যে বিবাদোৎপাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজ্যলাভার্থী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলে কদাপি বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্বোক্ত উপায়ত্রয়দ্বারা যে অর্থলাভ হয়, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের উপার্জিত ষড়ভাগ[ছয় ভাগের এক ভাগ] গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দারা তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং মত্ত, উম্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির অপরাধানুসারে অর্থদণ্ড করিয়া প্রজাবর্গের উপদ্রবনিরাকরণে প্রবৃত্ত হওয়া। ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরবাসীদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা রাজার উচিত বটে, কিন্তু বিচারকাল উপস্থিত হইলে কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করা বিধেয় নহে। অর্থ ও প্রত্যর্থীদিগের বাক্য শ্রবণার্থ বহুদর্শী বিজ্ঞব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মাসনে নিয়োগ করা আবশ্যক। ঐরূপ ব্যবহার করিলে ভূপতির রাজ্য চিরস্থায়ী হয়।

"রাজা সুবর্ণ ও লবণাদির আকর, ধান্যাদিবিক্রয়স্থান, নদীসন্তরণস্থান ও নাগবলে অমাত্য বা বিশ্বাসী পুরুষদিগকে, নিযুক্ত করিবেন। যে মহীপাল ন্যায়ানুসারে প্রতিনিয়ত দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার ধর্ম্মলাভ হয়। দণ্ডবিধানই রাজার যথার্থ ধর্ম্ম ও প্রশংসনীয়। বেদবেদাঙ্গবেত্তা, প্রাজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, দানশীল ও যজ্ঞশীল হওয়া রাজার নিতান্ত আবশ্যক। সুবিচার করিতে না পারিলে তাঁহার স্বর্গ বা যশোলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মহীপাল বলবান্ লোকের বলবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে দুর্গ আশ্রয়পূর্ব্বক মিত্রগণকে সুরক্ষিত করিয়া সন্ধিভেদ বা যুদ্ধের চেষ্টায় তৎপর হইবেন। ঐ সময় তিনি বনবাসীদিগকে রাজপথে সন্নিবেশিত, গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম হইতে উত্থাপিত করিয়া উপনগরমধ্যে প্রবেশিত এবং দেশবাসী ধনী ও প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে বারংবার আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক সুরক্ষিত দুর্গসমুদয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবেন। রাজ্যের সমুদয় শস্য দুর্গমধ্যে সংস্থাপন করিবেন, এবং যদি শস্য আনয়নে নিতান্ত অশক্ত হয়েন, তবে অগ্নিদ্বারা তৎসমুদয় দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। শস্যসমুদয় যদি ক্ষেত্রমধ্যে থাকে, তাহা হইলে শত্রুসৈন্যগণকে প্রলোভনপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা তৎসমুদয় আহরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং যদি উহাতে কৃতকার্য্য না হয়েন, তাহা হইলে স্বীয় সৈন্যদ্বারা সমস্ত, বিনষ্ট করিবেন। নদীর সেতুসমুদয় ভগ্ন করিয়া দিবেন। সমুদয় প্রণালীর জল এককালে নির্গত করাইবেন। কূপাদির সলিলে বিষসংযোগ করিবেন। মিত্রগণের রক্ষাবিধান করা কর্ত্তব্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রবল বিপক্ষ, অনন্তর দেশবাসী মহীপালের আশ্রয়গ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ উন্মূলিত করিয়া ফেলিবেন। সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও বিশাল বৃক্ষসমুদয়ের প্রসিদ্ধ শাখাসকল ছেদন করিবেন। চৈত্যের একটি পত্রও ছিন্ন করিবেন না। দুর্গের উপরিভাগে সচ্ছিদ্র সুদীর্ঘ বহিঃপ্রাকার[বাহিরের প্রাচীর] নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। পরিখাসকল সলিলপূর্ণ এবং শূল ও নক্রমকরাদিদ্বারা সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিবেন। বায়ুসঞ্চারার্থ নগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারসমুদয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তৎসমুদয়ে প্রহরী নিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র ও শতঘ্নী সমুদয় সংস্থাপন

করিবেন। ঐ সমুদয় দ্বার দিয়া সকলকেই গমনাগমন করিতে দিবেন। কাষ্ঠ-আহরণ, কুপ-খনন ও পূর্ব্বকৃত কুপের সংস্কারসাধন করিবেন। যেসমস্ত গৃহ তৃণসমাচ্ছন্ন, তাহাতে পঙ্ক লেপন করিয়া দিবেন। রাত্রিকালে অন্নপাক করাইবেন। অগ্নিহোত্র ব্যতিরেকে দিবাভাগে কদাচ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবেন না। কর্ম্মারগৃহ[কারখানা] ও সূতিকালয়ে সাবধানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ঐ সমুদয়ের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচারিত করিবেন। ভিক্ষুক, শকট, বালক, ক্লীব ও কুশীলব[নৃত্যগীতকারী]দিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। উহারা ঐ সময় নগরমধ্যে থাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

"চত্বর, তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান লোকের আলয়ে চর-নিয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্যমধ্যে অতি বিস্তীর্ণ রাজপথ, বিপণি, ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, যোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, বলাধিকরণ[সৈন্যের আবাস], পরিখা ও উপবন প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদয় গোপনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। পরবলপীড়িত মহীপাল অর্থ, তৈল, বসা, মধু, ঘৃত, সমস্ত ঔষধ, অঙ্গার, কুশ, মুঞ্জাপত্র, শর, লেখক[বাঁশের কঞ্চী], বালতৃণ, বিষাক্ত বাণ, শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস প্রভৃতি আয়ুধ, ফলমূল, চতুর্ব্বিধ বৈদ্য এবং নগরের শোভাপরিবর্ধক ও আমোদজনক নট, নর্ত্তক, মল্ল ও মায়াবীদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভৃত্য, মন্ত্রী, পুরবাসী বা অন্য কোন ভূপাল, যাহা হইতে রাজার ভয় উৎপন্ন হইবে, তিনি অচিরাৎ তাহাকে আপনার অধীন করিবেন। কোন ব্যক্তি উপকার করিলে রাশি রাশি অর্থপ্রদান বা বিবিধ সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তাহার সৎকার করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, রাজা শত্রুকে প্রহার বা বিনাশ করিলে অঋণী হয়েন।

"হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা স্বয়ং এবং অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্রসমুদয়, জনপদ ও পুর এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য অতিযত্নসহকারে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপাল ষাড় গুণ্য, ত্রিবর্গ ও মোক্ষের বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, তিনি রাজ্যভোগ করিবার সম্যক উপযুক্ত। এক্ষণে ষাড় গুণ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ধি করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান, যুদ্ধগমন, বৈরোৎপাদনপুর্ব্বক অবস্থান, শত্রুকে ভীতিপ্রদর্শনার্থ যাত্রার ছল, দ্বৈধীভাব ও অন্যের আশ্রয়গ্রহণ, এই ছয়টি ষাড় গুণ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিবর্গ কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। ক্ষয়, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই তিনটি বিষয় ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত হয়। আর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিও ত্রিবর্গনামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা ধর্ম্মাবলম্বী হইলে চিরকাল পৃথিবী প্রতিপালন করিতে পারেন। সুরগুরু বৃহস্পতি, এই বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর। মহীপাল রাজ্যপালন ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্যসমুদয়ের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অতিপবিত্র সুখভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুপ্রণালীক্রমে প্রজাপালন করেন, তাঁহার তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?"

দণ্ডনীতি-কীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দণ্ডনীতি ও রাজা এই উভয় হইতে ইহাদের পরস্পরের ও প্রজাগণের কিরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। দণ্ডনীতি হইতে রাজা ও প্রজাগণের যেরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দণ্ডনীতি ভূপতিকর্ত্তৃক প্রথানিয়মে প্রযুক্ত হইয়া চারিবর্ণকে নিয়মাবলী, নিঃশঙ্ক, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপিত করে। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যত্নসহকারে বিধিপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তন্নিবন্ধন প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দতার পরিসীমা থাকে না।

"কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ, এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজাই কালের কারণ। রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্যপালন করেন, তখনই সত্যযুগনামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্মসঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলব্ধবস্তু লাভ ও লব্ধবস্তু পরিবর্ধন করে। বৈদিক কর্ম্মসমুদয় দোষশূন্য হয়। ঋতুসকুল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মনঃ নির্ম্মল হয়। ব্যাধিসমুদয় তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হইয়া পরমসুখে কালযাপন করে। বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্যোৎপাদন করে। ওষধি, ত্বক, পত্র ও ফলমূলসমুদয় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম এককালে তিরোহিত এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্যযুগে এইরূপে ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

'যখন রাজা চতুষ্পদ দণ্ডনীতির তিনপাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্যপালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ কহে। তখন পাপের একপাদমাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্টা না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য-উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্ধাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপরযুগ কহে। দ্বাপরযুগে অধর্ম্মের দুইপাদ কুমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্টা হইয়াও সত্যযুগে আকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে। যেসময় নরপতি একমাত্র দণ্ডনীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান করেন, সেই কালকে কলিযুগ কহে। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিতপ্রায়[লুপ্তপ্রায়] হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্মত্যাগ প্রবৃত্তি জন্মে। শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন। সমুদয় লোকই মঙ্গলহীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কার্য্যসকল অপরিশুদ্ধ এবং ঋতুসমুদয় ক্লেশকর ও রোগজনক হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হইয়া যায়। নানাপ্রকার ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং সমুদয় রস ক্ষীণ হইয়া যায়।

"অতএব রাজাকেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ বলিতে হইবে। যে রাজা হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গসুখ অনুভব করেন; যাঁহা হইতে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি ত্রিপাদ স্বর্গসুখভোগে অধিকারী হয়েন, যাঁহা হইতে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি দ্বিপাদ স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন; আর যিনি কলিযুগোৎপত্তির কারণ হয়েন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ পাপভোগ করিতে হয়। কলির রাজা স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন প্রজাগণের পাপে মগ্ন হইয়া ইহলোকে অকীর্ত্তিলাভ ও পরলোকে বহুদিন ঘোর নরকে বাস করেন।

"ক্ষত্রিয় দণ্ডনীতির অনুগামী হইয়া সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করিবেন। দণ্ডনীতি যথানিয়মে প্রযুক্ত হইলে সুশৃঙ্খলতাসম্পাদন ও মাতা-পিতার ন্যায় মঙ্গল বিধান করে। উহার প্রভাবেই প্রাণীগণ জীবিত থাকে। দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্য করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম; অতএব এক্ষণে তুমি নীতিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলে দুর্জ্জয় স্বর্গলোক জয় করিতে পারিবে।"

৭০তম অধ্যায়
নৃপতির বর্জ্জনীয় নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিলে ইহলোক ও পরলোকে অনায়াসে সুখসম্ভোগে সমর্থ হইতে পারা যায়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মচর্য্যাদি গুণ ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বেষহীনতাদি ষট্‌ত্রিংশৎ-গুণযুক্ত হইলেই শোভা পাইয়া থাকে। লোকে ঐ সমুদয় গুণসম্পন্ন হইলে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অতএব রাজার ঐ সমুদয় গুণ উপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে ভূপতি রাগদ্বেষবিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, লোভাদিশূন্য হইয়া লোকের প্রতি স্নেহপ্রকাশ, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন, ঔদ্ধত্য পরিহারপূর্ব্বক কামনাসিদ্ধি, অদীনভাবে[নির্ভীকভাবে] প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, আত্মশ্লাঘাবিহীন হইয়া বীরত্ব প্রকাশ, সৎপাত্র দেখিয়া দান ও অনৃশংস হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন। অসৎলোকের সহিত সন্ধিস্থাপন, বন্ধুবান্ধবের সহিত সংগ্রাম, অননুরক্ত ব্যক্তিকে চরকার্য্যে নিয়োগ, লোকপীড়নদ্বারা স্বকার্য্যসাধন, অসদ্ব্যক্তির নিকট কার্য্যপ্রকাশ, আত্মসুখে আপনার গুণকীর্ত্তন, সাধুলোকের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ, অসদ্ব্যক্তির সহায়তা অবলম্বন, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া দণ্ডবিধান, মন্ত্রণা-প্রকাশ, লোভাকৃষ্ট ব্যক্তিকে অর্থদান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, নিরন্তর স্ত্রীসম্ভোগ এবং অহিতকর সামগ্রীসমুদয় ভোজন করা ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। ঘৃণা ও ঈর্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক পবিত্র হওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি সতত আপনার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, অকপটচিত্তে গুরুজনের সেবা, অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক মার্নাহ[মাননীয়] ব্যক্তির সম্মানরক্ষা, দেবগণের অর্চ্চনা ও ন্যায়ানুসারে সম্পত্তিলাভের কামনা করিবেন। অকালে দক্ষতাপ্রকাশ, লোককে সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ, অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রহার, শত্রু বিনাশ করিয়া অনুতাপ, অকস্মাৎ ক্রোধপ্রকাশ এবং অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে।

“হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্বীয় রাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ঐরূপ আচরণ কর। উহার অন্যথাচরণ করিলে ভূপতিকে নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয়ে অভিভূত হইতে হয়। আমি তোমার সমক্ষে যে সকল গুণের কথা কীর্ত্তন করিলাম, যদি কেহ ঐ সমুদয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উভয় লোকেই যারপরনাই সুখসম্ভোগ ও মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই।”

৭১তম অধ্যায়
উত্তম প্রজাপালন রীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! নরপতি কিরূপে প্রজাপালন করিলে মনস্তাপশূন্য ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধবিহীন হইতে পারেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সমুদয় শাশ্বত ধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া কোন কালেই শেষ করা যায় না; অতএব উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণবন্দন ও অর্চ্চনা করিয়া পুরোহিতসমভিব্যাহারে অন্যান্য কার্য্যসমুদয় সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে। মঙ্গলানুষ্ঠান ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধান করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আপনার অর্থসিদ্ধি ও জয় আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিবে এবং সরল প্রকৃতি হইয়া ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে সত্যের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক কামক্রোধ-পরিত্যাগে যত্নবান হইবে। যে নরপতি কামক্রোধের বশীভূত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, সে মূর্খ কদাপি ধর্ম্ম বা অর্থলাভে সমর্থ হয় না। তুমি লুব্ধ ও মুর্খদিগকে কদাপি কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিও না। লোভবিহীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদয় কার্য্যের ভারাপণ করা কর্ত্তব্য। কার্য্যনৈপুণ্যবিহীন কামক্রোধপরায়ণ মূর্খ রাজ্যসম্পকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রজাগণকে যারপরনাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। রাজা শাস্ত্রানুসারে অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান এবং প্রজাদিগের শস্যাদির ষষ্ঠাংশ, শুল্ক ও সুরক্ষিত বণিকদিগের প্রদত্ত ধনগ্রহণপুর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিবেন। রাজনীতি অনুসারে প্রজাগণের মঙ্গলবিধান, অলাব্ধবস্তু লাভ ও লব্ধবস্তু রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি কামদ্বেষবিবর্জ্জিত, প্রজারক্ষণে যত্নবান, ধর্ম্মপরায়ণ ও বদান্য হইলে মানবগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়। তুমি কদাচ লোভের বশীভূত হইয়া অধর্ম্মানুসারে ধনাগমের চেষ্টা করিও না। যে রাজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ধর্ম্মার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ভূপতি কদাচ ধর্ম্মার্থলাভে সমর্থ হয়েন না। তাঁহার সমুদয় সঞ্চিত অর্থ বৃথা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা ধনলোভ শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপরিমিত কর গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি স্বয়ং আপনার হিংসা করেন। দুগ্ধলাভাগী ব্যক্তি ধেনুর আপীন[পালান] ছেদন করিলে যেমন দুগ্ধলাভে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণকে নিপীড়িত করিলে কখনই সম্পত্তিশালী হইতে পারেন না। সদয়ভাবে দুগ্ধবতী গাভীকে দোহন করিলে যেমন প্রচুর দুগ্ধ লাভ করা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রানুযায়ী উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্যভোগ করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইয়া থাকে। রাজ্য সদুপায়দ্বারা সুরক্ষিত হইলে কোষবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জননী যেমন পরিতৃপ্ত হইয়া সন্তানগণকে স্তন্য প্রদান করেন, তদ্রূপ পৃথিবী রাজাকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া রাজা ও প্রজাগণকে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও হিরণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অঙ্গারকে দৃষ্টান্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক মালাকারের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর; তাহা হইলেই দীর্ঘকাল প্রজাপালন ও রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। যদি পররাজ্য আক্রমণ করিলে তোমার বিপুল ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে তুমি সান্ত্বনাসহকারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে। তুমি

যদি নিতান্ত ধনহীন হও, তথাপি ব্রাহ্মণগণকে ধনবান্ দেখিয়া বিচলিতচিত্ত হইও না। উহাদিগকে যথাশক্তি ধনদান, সান্ত্বনা ও তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেই তুমি স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।

"হে ধর্ম্মরাজ! যদি তুমি উক্তরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রভূত যশঃ ও অতুল কীর্ত্তিলাভ হইবে এবং মনঃপীড়াশূন্য হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে। প্রজারক্ষণে যত্নবান্ হওয়াই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণীগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা দয়াবান্ প্রজাপালননিরত নরপতিকে পরমধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। রাজা ভয়প্রযুক্ত একদিন প্রজারক্ষা না করিয়া যে পাপসঞ্চয় করেন, তাহাকে পরলোকে সহস্র বৎসর সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। আর তিনি একদিন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করেন, পরলোকে দশসহস্র বৎসর তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রমবাসী ব্যক্তিরা সুচারুরূপে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যেসমস্ত লোক জয় করেন, রাজা ক্ষণকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া অনায়াসে সেই সমুদয় লোকলাভে সমর্থ হয়েন; অতএব তুমি উক্তরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলে পুণ্যফললাভ, মনঃপীড়া নিবারণ ও স্বর্গে বিপুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে পারিবে। ভূপতি ভিন্ন অন্য কেহই পূর্বোক্তরূপ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না এবং তুমি ধৈর্য্যশালী হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালনপূর্ব্বক সোমরসদ্বারা ইন্দ্রের ও অভিলষিত বস্তুদ্বারা সুহৃদ্‌গণের তৃপ্তিসাধন কর।"

৭২তম অধ্যায়
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—বায়ু-পুরূরবাসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যিনি সাধু ব্যক্তিদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও অসাধুদিগের শাসন করিতে পারেন, তাহাকেই পুরোহিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে বায়ু ও ঐলের পুত্র পুরূরবার কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

"একদা পুরূরবা বায়ুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, পবন! ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণত্রয় কোথা হইতে সম্ভূত হইল এবং ব্রাহ্মণই বা কি নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

"বায়ু কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু ইতে, বৈশ্য ঊরুযুগল হইতে এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উহার পাদদেশ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। এইরূপে বর্ণচতুষ্টয় সমুৎপন্ন। হইলে ব্রহ্মা এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া নিয়মিত দণ্ডবিধানদ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্যদ্বারা তিনবর্ণের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিনবর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

“পুরূরবা কহিলেন, ‘সমীরণ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইবর্ণের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে কাহার পৃথিবীতে অধিকার আছে?

“বায়ু কহিলেন, ‘মহারাজ! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব জগতিস্থ সমুদয় পদার্থেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন, যাহা পরিধান ও দান করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ই তাঁহার আপনার দ্রব্য। ব্রাহ্মণ সমুদয় বর্ণের গুরু এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কামিনীগণ যেমন পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে তদ্রূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তোমার ধর্ম্মানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের আশা থাকে, তাহা হইলে যে কিছু ভূসম্পত্তি পরাজয় করিবে, তৎসমুদয়ই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, স্বধর্ম্মাবলম্বী, ধনতৃষ্ণাশূন্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সঙ্কুলসম্ভূত, কৃতবিদ্য, বিনীতস্বভাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে বিবিধ উপদেশদ্বারা নরপতির মঙ্গল বিধান করেন। যে নরপতি অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার যশঃশশধর[কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র] চিরকাল ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। রাজপুরোহিতও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অংশভাগী হয়েন। প্রজাবর্গ নরপতিকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভীচিত্তে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে ভূপতি সেই প্রজাদিগের ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলেই যজ্ঞদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। দেবলোক ও পিতৃলোক যজ্ঞদ্বারাই পরিতৃপ্ত হয়েন; কিন্তু সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার নরপতিরই আয়ত্ত। অরাজক রাজ্যে যজ্ঞের প্রসঙ্গও থাকে না। লোকে গ্রীষ্মকালে জল, বায়ু ও ছায়াদ্বারা এবং শীতকালে অগ্নি, আতপ ও বসনদ্বারা সুখলাভ করে। উৎকৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধদ্বারা সকলেরই মন প্রফুল্ল হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ সতত ভীত থাকিলে কেহই কোনপ্রকার সুখলাভে সমর্থ হয় না। অতএব যিনি জীবদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক তাহাদের প্রাণদান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফললাভের পাত্র সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে প্রাণদানের তুল্য উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? রাজা ইন্দ্র, যম ও ধর্ম্মরূপ হইয়া সমুদয় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন।”

৭৩তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-সম্বন্ধ—ঐলকশ্যপ-সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! মহীপাল ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া অতিসত্বর একজন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজপুরোহিত ধর্ম্ম ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধার্ম্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হইলে প্রজাগণের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গললাভ হয়। রাজা ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজাসমুদয়কে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সদ্ভাব থাকিলে প্রজারা সুখী হয় এবং ঐ উভয়ের পরস্পর অসদ্ভাব হইলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অন্যান্য বর্ণের মূলস্বরূপ। এই স্থলে ঐলকশ্যপ-সংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“একদা ঐলতনয় মহারাজ পুরূরবা কশ্যপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কোন্ পক্ষকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায় এবং প্রজারাই বা কোন পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিয়া থাকে’ কশ্যপ কহিলেন, ‘ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ম্লেচ্ছজাতিয়েরা যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই রাজা অঙ্গীকার করে। যেসমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের বেদজ্ঞানলাভ, পুত্রোৎপত্তি, দধিমন্থন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর সেই ব্রাহ্মণত্যাগী ক্ষত্রিয়েরও পুত্রপৌত্রেরা বেদাধ্যয়নবিমুখ হইয়া উঠে ও তাহার গৃহে অর্থ কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তাহার বংশীয় লোকেরা সঙ্করসমুৎপন্ন ও দাস্যভাবাপন্ন হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাদুর্ভাবের হেতুভূত। যদি উহারা সদ্ভাবসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে উহাদের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হয়, আর যদি উহাদিগের সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে সকলেই মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে অগাধ সাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় কেহই আর এই সংসার সাগর পার হইতে সমর্থ হয় না; প্রজাবর্গ এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ সুরক্ষিত হইলে সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ করে, অরক্ষিত হইলে নিরন্তর পাপাশ্রু নিক্ষেপ করিতে থাকে। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণ দস্যু প্রভৃতির প্রভাবে বেদবিবর্জ্জিত হইয়া বেদদ্বারা পরিত্রাণ-বাসনা করেন, তথায় কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় না এবং নিরন্তর মৃত্যুভয় ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যেসময় পাপাত্মারা স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া জনসমাজে সাধুবাদ লাভ করে এবং নরপতিগোচরে[রাজা হইতে] কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না, সেই সময় রাজার মহাভয় উপস্থিত হয়। দুরাত্মাদিগের পাপানুষ্ঠাননিবন্ধন রুদ্রদেব [ভগবানের প্রলয়মূর্ত্তি] সম্ভূত হইয়া এককালে সৎ ও অসৎ সকলকেই নিপাতিত করেন।

“পুরূরবা কহিলেন, ‘ভগবন্! জীবগণকে জীবের বধ সাধন করিতে দেখা যায়। রুদ্রদেব ত’ কাহারও নেত্রগোচর হয়েন না। উনি কে, কিরূপ আকারসম্পন্ন এবং কোথা হইতেই বা জন্মপরিগ্রহ করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।’

"কশ্যপ কহিলেন, 'যে মহাত্মা মানবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার ও অন্যের দেহ ধ্বংস করেন, সেই আত্মাই রুদ্রদেব। উঁহার আকার উৎপাতবায়ু [বাত্যা বৃক্ষাদির উৎপাটনকারী] ও মেঘের ন্যায়।'

"পুরূরবা কহিলেন, 'ভগবন্! বায়ু চতুর্দ্দিকে আক্রমণ ও মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া ত' প্রায়ই মনুষ্যের প্রাণসংহার করে না। মনুষ্যগণকে কামদ্বেষের বশীভূত হইয়াই প্রাণপরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।'

"কশ্যপ কহিলেন, 'মহারাজ! হুতাশন যেমন এক গৃহে লগ্ন হইয়া সমুদয় গ্রাম ও চত্বর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তদ্রূপ রুদ্রদেব পাপাত্মার পাপপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া এককালে সকলকে বিমোহিত ও কামদ্বেষের বশীভূত করেন।'

"পুরূরবা কহিলেন, 'ভগবন্! দুরাত্মাদিগের পাপাচরণনিবন্ধন যদি পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকলেই দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত লোকে দুষ্কর্ম্মের পরিহার ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?'

"কশ্যপ কহিলেন, 'যেমন শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্জ্য পদার্থও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ পাপপরিশূন্য মানবগণ পাপাত্মাদিগের সংস্রবনিবন্ধন তাহাদের সমান দণ্ডভাগী হইয়া থাকে, অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও কদাপি বিধেয় নহে।'

"পুরূরবা কহিলেন, 'ভগবন্! বসুন্ধরা সকলকেই ধারণ, সূর্য্য সকলকেই তাপপ্রদান, সলিল সকলেরই পবিত্রতাসাধন এবং সমীরণ সর্ব্বত্রই সঞ্চরণ করিতেছেন। ইঁহাদিগের নিকট সাধু ও ও অসাধুর কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই।'

"কশ্যপ কহিলেন, 'নৃপনন্দন! ইহলোকে ঐরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা পুণ্যানুষ্ঠান করে ও যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, পরলোকেই তাহাদিগের ইতরবিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুণ্যলোকসমুদয় সুখের আকর ও অমৃতের নাভি[মূল--উৎপত্তিস্থান]স্বরূপ, উহার জ্যোতিঃ হিরণ্যবর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমনপূর্ব্বক অসীম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পাপলোক নরকের আবাস, উহা নিরন্তর গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। শোক ও দুঃখ তথায় নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। পাপাত্মারা ঐ লোকে বহুকাল নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে প্রজারা দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করে। মহীপাল এই বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বহুদর্শী পুরোহিতকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অর্থে পুরোহিতবরণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া ভূপতির উচিত। ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের জ্যেষ্ঠ, সম্মানভাজন ও পূজনীয়। বলবান নরপতিও সমুদয় উৎকৃষ্ট বস্তু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরের উন্নতির কারণ।"

৭৪তম অধ্যায়

রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা—মুচুকুন্দ কুবের-সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা রাজা ও রাজপুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজোদ্বারা প্রজাগণের অপ্রত্যক্ষ ভয় এবং রাজার বাহুবলে প্রত্যক্ষ ভয় নিরাকৃত হয়, সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রবশূন্য হইয়া থাকে। মহারাজ মুচুকুন্দ ও কুবেরের কথোপকথন এই বিষয়ের একটি উদাহরণস্বরূপ। আমি এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহীপাল মুচুকুন্দ সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অলকাধিপতি কুবেরকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। যক্ষরাজ তদ্দর্শনে মুচুকুন্দের সৈন্যসংহারার্থ অচিরাৎ অসংখ্য রাক্ষস প্রেরণ করিলেন। নিশাচরগণ মহারাজ মুচুকুন্দের সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। তখন মুচুকুন্দ অদ্বিতীয় বিদ্বান স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার নিন্দাশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ধনাধিপতি মহারাজ মুচুকুন্দের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বে অনেক ভূপতি তোমার ন্যায় বলবান্ ও পুরোহিত-সাহায্যসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাকে যেরূপ আক্রমণ করিয়াছ, এরূপ আর কেহই করেন নাই। সেই পূর্ব্বতন ভূপতিগণ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ও সমধিক বলশালী হইয়াও আমাকে সুখদুঃখের অধীশ্বর বিবেচনা করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা করিতেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার বাহুবল থাকে, প্রকাশ কর। ব্রাহ্মণবল আশ্রয় করিয়া কি নিমিত্ত বৃথা বলবত্ত্ব প্রকাশ করিতেছ?'

'তখন মহারাজ মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ন্যায়ানুগত বাক্যে ধনেশ্বরকে কহিলেন, 'ভগবান! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা উঁহাদিগের সৃষ্টি করিয়া লোকপালনার্থ, ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়গণকে অস্ত্র ও বাহুবল প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল পৃথক পৃথক হইলে প্রজাগণ কখন সুরক্ষিত হইতে পারে না, অতএব ঐ উভয় বল একত্র করিয়া প্রজাপালন করাই বিজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য। আমি সেই অনুসারেই ব্রহ্মবল অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি, তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছেন '

"তখন যক্ষরাজ রাজা মুচুকুন্দকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি কদাচ একজনের রাজ্য অন্যকে প্রদান বা নিজে অপহরণ করি নাই। এক্ষণে তোমাকে সমুদয় পৃথিবী প্রদান করিলাম; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে উহা শাসন কর।'

"মহারাজ মুচুকুন্দ ধনেশ্বরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে আমার বাঞ্ছা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে সমুদয় ধরিত্রী জয় করিয়া ভোগ করিব, ইহাই আমার বাসনা।'

"তখন ধনাধিপতি কুবের মহারাজ, মুচুকুন্দকে অসম্ভ্রান্ত ক্ষাত্রধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর মহারাজ মুচুকুন্দ কুবেরের সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আপনার রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে স্ববাহুবলনির্জ্জিত

বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ঐরূপে ধর্ম্মবল আশ্রয় করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই সমুদয় পৃথিবী জয় ও যশোলাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন উদকক্রিয়া সম্পাদন ও ক্ষত্রিয় প্রতিনিয়ত অস্ত্রবল অবলম্বন করিলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই।”

৭৫তম অধ্যায়

প্রজার পাপ-পুণ্যে রাজার পাপপুণ্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! নরপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে মানবগণের উন্নতিসাধন এবং পুণ্যলোকসমুদয় পরাজয় করিতে পারেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! রাজা নিয়ত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাসনিরত ও তপানুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং পাত্রোত্থান[কালোচিত উদ্যম-প্রকাশ] ও ধনপ্রদানদ্বারা ধার্ম্মিকদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন। রাজা ধর্ম্মের গৌরব করিলে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গৌরবরক্ষা হয়। নরপতি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগের তাহাতেই অভিরুচি হইয়া থাকে। অন্তকের ন্যায় নিরন্তর অরাতিগণের প্রতি দণ্ড সমুদ্যত ও দস্যুগণকে সমূলে উন্মুলিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুরাগনিবন্ধন কাহাকেও ক্ষমা করা বিধেয় নহে। প্রজাগণ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অর্থদান, হোম ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি যা কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হয়েন। আর প্রজারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে রাজ্যমধ্যে যেসকল পাপসঞ্চয় হইতে থাকে, নরপতিকে তাহারও চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে হয়। রাজা নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহাকে সেই পাপের অর্দ্ধেক ও কাহার কাহার মতে তৎসমুদয়ই ভোগ করিতে হয়।

"এক্ষণে নরপতি যাহাতে ঐ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তস্করেরা কোন প্রজার, ধন অপহরণ করিলে রাজা যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে স্বীয় ধনাগার হইতে বা বণিকদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা সকল বর্ণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই উচিত। ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিলে সমস্ত বিষয়ই রক্ষিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবগণ যেমন মেঘমণ্ডল ও পক্ষীসমুদয় যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানবগণ সর্ব্বার্থসাধক নরপতিকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে। কামাত্মা, নৃশংস ও ধনলুব্ধ নরপতি কখনই প্রজাপালনে সমর্থ হয়েন না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি সুখলাভার্থ ক্ষণকালও রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনি পূর্বে আমাকে কহিয়াছিলেন, ধর্ম্মলাভার্থে রাজ্যগ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি এক্ষণে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, রাজ্যপালনদ্বারা অধিক ধর্ম্ম লাভ করা অতি সুকঠিন। উহাতে সমধিক পাপ জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব অতঃপর আমি পরমপবিত্র অরণ্যমধ্যে গমনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ফলমূলাহারী তপস্বী হইয়া। ধর্ম্মের আরাধনা করিব।"

প্রজারক্ষায় রাজার ধর্ম্মরক্ষা

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তোমার বুদ্ধি যে নিতান্ত নৃশংসতাশূন্য, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি; কিন্তু কেবল অনৃশংসতা অবলম্বন করিলে রাজ্যরক্ষা করা যায় না। তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, মৃদু, কৃপালু ও উৎসাহশূন্য বলিয়া লোকে তোমার গৌরব করে না। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি তোমার পিতৃপিতামহাচরিত ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। তুমি যেরূপে কালযাপন করিতে বাসনা করিতেছ, ভূপালগণের সেরূপ করা বিধেয় নহে। তুমি কদাপি মৃদুত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্ঠুরতায় এককালে পরাঙ্মুখ হইও না। প্রজাপালন করিলেই তোমার অনায়াসে ধর্ম্মফললাভ হইবে। তুমি স্বীয় প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিপ্রভাবে যেরূপ আচারপরায়ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছ, পাণ্ডুরাজ ও কুন্তীদেবী তুমি ওরূপ হইবে বলিয়া আকাঙক্ষা করেন নাই।

তাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার শৌর্য্য, বল, সত্য, মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্য প্রার্থনা করিতেন। দেবলোক ও পিতৃলোক মনুষ্যের নিকট নিরন্তর যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপ্রতিপালন ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহারা যথাকালে উপযুক্ত ভারবহনে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের কীর্ত্তি বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অশ্বও সম্যকরূপে শিক্ষিত হইলে অনায়াসে ভার বহন করিতে পারে। কি গৃহী, কি রাজা, কি ব্রহ্মচারী কেহই নির্দোষে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন; অতএব যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে। এককালে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্পপরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্মবিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই। সৎকুলসম্ভূত ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে রাজার রাজ্যবৃদ্ধি ও রক্ষাবিষয়ে বিশেষ আনুকুল্য করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি রাজ্য অধিকার করিয়া দান, বলপ্রকাশ ও মিষ্টবাক্য প্রয়োগদ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিবেন। সৎকুলসম্ভূত বিদ্বান ব্যক্তিরা বৃত্তিলোপভয়ে কাতর হইয়া যাঁহার আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হয়েন, তাহা অপেক্ষা ধার্ম্মিক আর কেহই নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি আপনি বিশেষ জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে লোকে কোন কার্য্যদ্বারা স্বর্গ, উৎকৃষ্ট প্রীতি ও পরম ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ভয়ার্ত্ত ব্যক্তি যাহার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণকালও সুখলাভ করে, আমার মতে সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভে সম্যক অধিকারী হয়; অতএব তুমি আহ্লাদিতচিত্তে কৌরবকুলের অধীশ্বর হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গলাভের অধিকারী হও। জীবগণ যেমন জলধরের এবং পক্ষিগণ যেমন বৃহৎ পাদপের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ সুহৃদগণ সাধুদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন। যে ব্যক্তি প্রগল্ভ, শর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসভ্যের প্রতি

দণ্ডবিধান ও সাধুলোকদিগকে অর্থ প্রদান করেন, মানবগণ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।”

৭৬তম অধ্যায়
নিন্দিত ব্রাহ্মণ-ক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্ম্মনিরত ও কেহ কেহ বা কুকর্ম্মপরায়ণ হইতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষভাবে কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! বিদ্বান, সুলক্ষণসম্পন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী বিপ্রগণ ব্রহ্মতুল্য; ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে দীক্ষিত স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য আর স্বকার্য্যবিহীন ব্রাহ্মণগণ শূদ্রতুল্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যেসমস্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাঁহাদিগের অগ্নি সঞ্চিত নাই, ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহাদিগের নিকট করগ্রহণ ও তাঁহাদিগকে বিনা বেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মাধিকারী[ভাট], দেবল [বেতনগ্রহণে দেবপূজা], নক্ষত্রযাজক [বেতনগ্রহণে তিথি নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণনা], গ্রামযাজক[বহুসংখ্যক শূদ্রাদির যাজক] ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালতুল্য। ঋত্বিক, পুরোহিত, মন্ত্রী ও বার্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়তুল্য। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যতুল্য। মহীপতি ধনহীন হইলে ব্রহ্মকল্প ও দেবকল্প ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই করগ্রহণ করিবেন; তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভিন্নবর্ণের ন্যায় স্বকার্য্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনেও রাজার অধিকার আছে। নরপতি ব্রাহ্মণগণকে স্বকর্ম্মচ্যুত দেখিয়া কদাচ উপেক্ষা করিবেন না, ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণশ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া দিবেন। যে রাজার অধিকারে ব্রাহ্মণ তস্কর হয়, সেই রাজাকেই তদ্বিষয়ে অপরাধী বলিয়া গণনা করা যায়। বেদবেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন যে, যদি বেদবিৎ স্নাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিহীন হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তিবিধানপূর্ব্বক ভরণপোষণ করিবেন। যদি তিনি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সপরিবারে নির্ব্বাসিত করাই রাজার কর্ত্তব্য।”

৭৭তম অধ্যায়
বেদহীন ব্রাহ্মণের ধনে রাজার অধিকার

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন কোন ব্যক্তির ধনে রাজার অধিকার আছে এবং ভূপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বেদপ্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতিদিগের এবং ব্রাহ্মণমধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত ক্রিয়াকলা পবিবর্জ্জিত, তাঁহাদিগের অর্থে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সাধুলোকেরা কহেন যে, ক্রিয়াবিহীন ব্রাহ্মণগণের ধনগ্রহণে ভূপতি কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। রাজ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিলে তদ্বিষয়ে রাজারই সম্পূর্ণ অপরাধ। বেদানুরক্ত ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন না করিলে রাজাকে জনসমাজে নিন্দিত হইতে হয়। এই নিমিত্তই পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা প্রযত্নসহকারে প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিতেন।

স্বধর্ম্মসেবীর রাক্ষসাদির ভয়নাশ

"পুর্ব্বে অরণ্যমধ্যে এক রাক্ষস স্বাধ্যায় সম্পন্ন কেকয়াধিপতিকে আক্রমণপূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কেকয়রাজ রাক্ষসকর্ত্তৃক আক্রান্ত, হইয়া তাহাকে কহিলেন, "নিশাচর! আমার রাজ্যমধ্যে চৌর্য্যের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, কদর্য্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণমধ্যে কেহই মূর্খ, ব্রতবিহীন বা যাগযজ্ঞশূন্য নহেন, সকলেই যথাকালে অগ্নিসঞ্চয়, সোমপান, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ-প্রদান এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। উঁহারা সকলেই মৃদুস্বভাবসম্পন্ন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সকলের সম্মানভাজন। ক্ষত্রিয়েরা সকলেই স্বকর্ম্মনিরত, ব্রাহ্মণরক্ষক ও সমরে অপরাঙ্মুখ। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে অর্থদান ও অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন বা যাজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। বৈশ্যেরা সকলেই শুচি, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান, ব্রতপরায়ণ ও সত্যবাদী। তাহারা সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্য অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যকার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ এবং অতিথিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিয়া থাকে। শুদ্রেরা অসূয়াশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে। আমি স্বয়ং যথানিয়মে কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম রক্ষা এবং কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আতুর ও স্ত্রীলোকদিগকে অর্থ দান করি। কদাপি ভোজ্যদ্রব্য বিভাগ না করিয়া ভোজন, পরস্ত্রীহরণ বা স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করি না। আমার জনপদমধ্যে তপস্বিগণ সৎকৃত ও সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিতেছেন। যিনি ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি কদাচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না; যিনি ভিক্ষুক [সন্ন্যাসী], তিনি ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন না এবং যিনি অযাজ্ঞিক [যজ্ঞানুষ্ঠানহীন], তিনি কোনক্রমে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না। রাজ্যস্থ সমস্ত লোকে নিদ্রিত হইলে আমি একাকী জাগরিত থাকি। বিদ্বান, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে

কখন অবজ্ঞা করি না এবং অর্থদানদ্বারা বিদ্যা, সত্যদ্বারা লোকসমুদয় ও শুশ্রূষাদ্বারা গুরুকে আয়ত্ত করিবার অভিলাষ করি। আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তপঃপরায়ণ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, বুদ্ধিমান ও সমুদয় রাষ্ট্রের নীতিপ্রণেতা। আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণসকল সতত সুরক্ষিত হইতেছেন। তথায় বিধবা, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ধূর্ত্ত ও অযাজ্যযাজী প্রভৃতি পাপাত্মার নামগন্ধও নাই। আমি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি এবং আমার গাত্রে দুই অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও অক্ষত লক্ষিত হয় না। আর আমার প্রজাবর্গ গো-ব্রাহ্মণরক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত সতত আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষস হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চারিত হয় না। তুমি কি নিমিত্ত আমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে?

"তখন রাক্ষস কহিল, 'মহারাজ! তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্নবান হইয়াছ; অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার আলয়ে গমন কর। সমস্ত মহীপাল গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাদিগকে সুনিয়মে রক্ষা করিয়া থাকেন, পাপাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষসগণ হইতেও তাঁহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না। বিপ্রগণ যাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী[মন্ত্রণার্থ সম্মুখে স্থাপিত], ব্রহ্মবলই যাঁহাদের প্রধান বল এবং যাঁহাদিগের প্রজারা অতিথিপ্রিয়, সেই সমস্ত মহীপাল অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। রাক্ষস এই বলিয়া ভূপতিকে পরিত্যাগপুর্ব্বক প্রস্থান করিল। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! স্বধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণের রক্ষাবিধান ও স্বকর্ম্মহীন ব্রাহ্মণের শাসনে যত্ন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ সুরক্ষিত হইলে সতত রাজাকে রক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। যে রাজা নিয়মানুসারে গ্রাম ও নগরবাসীদিগকে রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখ অনুভব ও চরমে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন।"

৭৮তম অধ্যায়

আপৎকালের জীবিকাকথন—বৈশ্যবৃত্তি বিবরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ! আপৎকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ রাজধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি বৈশ্যধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহে অশক্ত হইলে বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বৈশ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সুরা, লবণ, তিল, অশ্ব ও গো-মহিষাদি পশু, মধু, মাংস ও পক্কান্ন বিক্রয় করিবেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। অজ বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেষ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী ও ধেনু বিক্রয় করিলে যজ্ঞ ও সোমরস বিক্রয় করা হয়;

অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভোজনের নিমিত্ত পক্কদ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক আমবস্তু গ্রহণ করাই নিতান্ত দোসাবহ; আমবস্তু প্রদানপূর্ব্বক পক্কদ্রব্যগ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। আমি আপনার পক্কবস্তু ভোজন করিব, আপনি আমাকে উহা প্রদান করিয়া স্বয়ং আমার এই অপক্কবস্তু গ্রহণপূর্ব্বক পাক করিয়া লউন,' এই বলিয়া কোন ব্যক্তিকে অপক্কবস্তু প্রদানপূর্ব্বক পক্কবস্তু গ্রহণ করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। ব্যবহারনিরত [স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্গত ব্যবহারশাস্ত্রে অনুরক্ত] ধর্ম্মাবলম্বী পুরাতন ব্যক্তিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 'আমি তোমাকে এই বস্তু প্রদান করিতেছি, তুমি এই বস্তু প্রদান কর', এই বলিয়া এক ব্যক্তিকে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্ম্মহানি হয় না। বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পূর্ব্বতন ঋষি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; উহা অতিশয় উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই।"

প্রজাবিদ্রোহে রাজার কর্ত্তব্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যখন প্রজাগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজার বিপক্ষে শস্ত্রগ্রহণ করে তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বলক্ষয় হয়; অতএব ঐ সময় তিনি কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে, আপনি ইহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমূদয় বর্ণ দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অদ্রোহ ও দমগুণদ্বারা আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেন এবং উহাদের মধ্যে যাঁহারা বেদপারগ, তাঁহারা স্ব স্ব ব্রহ্মবল প্রকাশপূর্ব্বক দেবগণ যেমন দেবরাজের বলবৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ রাজার বলবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রাজার ক্ষয়দশা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবলই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞলোকেরা ব্রহ্মবল আশ্রয় করিয়াই উন্নতিলাভের বাসনা করেন। যখন রাজা জয়শীল হইয়া রাজ্যের মঙ্গলবিধানে সচেষ্ট হয়েন, তখন সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে সন্নিবেশিত থাকে। যখন রাজ্য দস্যুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিয়মবিহীন হয়, তখন সকল বর্ণই শস্ত্রধারণ করিতে পারে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি সমুদয় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ও তাঁহাদিগের বেদ রক্ষা করিবে? আর তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই বা কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ হইলে বেদই ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে এবং তাঁহারা তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্ত্রবল, সরলতা ও কপটতাদ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে পরাস্ত করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে, উহাদিগের তেজঃ সর্ব্বত্রগামী; কিন্তু উহারা স্বীয় স্বীয় আকরে নিপতিত হইলে এককালে প্রশান্ত হয়। লৌহ পাষাণ ভেদ, অগ্নি জল আক্রমণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইলে উহারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব ক্ষত্রিয়ের তেজঃ যত প্রবল হউক না কেন, ব্রাহ্মণের উপর নিপতিত হইলে

নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ব্রহ্মবীর্য্য ও ক্ষত্রিয়তেজঃ নিতান্ত দুর্ব্বল এবং পাপাত্মারা ব্রাহ্মণের প্রতিকুলাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ মনস্বী, তেজস্বী ও পুণ্যলোকলাভের উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ সকল বর্ণের শস্ত্রগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে মহাত্মা ব্রাহ্মণার্থ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরলোকে সুবিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, অধ্যয়নসম্পন্ন, তপোনিরত ও অনশনে অগ্নিপ্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও সদ্‌গতি লাভে সমর্থ হয়েন। তিনবর্ণের পরিত্রাণার্থ শস্ত্রগ্রহণ করা ব্রাহ্মণের দোয়াবহ নহে। পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার্থ সংগ্রামে শরীরত্যাগই পরমধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টাদিগের নিবারণার্থ জীবন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। আমরা যেন চরমে তাঁহাদের সালোক্যলাভ করিতে পারি। মহাত্মা মনু ঐ সকল লোককে ব্রহ্মলোকগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকে অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া যেরূপ পবিত্র হয়, পরোপকারার্থ সংগ্রামে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেও সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। দেশ, কাল ও কারণভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। উতঙ্ক ও পরাশরাদি মহর্ষিগণ সর্পযজ্ঞ, রাক্ষসযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রূরকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ পররাজ্য আক্রমণ প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়াও সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব ব্রাহ্মণ আর্ত্তত্রাণ, বর্ণ[জাতিদোষ-জন্মদোষ]দোষনিবারণ ও দুর্দ্দম্যদমনার্থ শস্ত্রগ্রহণ করিতে পারেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজ্য দস্যুদলাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষায় অক্ষম এবং লোকসমুদয় অজ্ঞানাবৃত ও পরদারনিরত। হইলে যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্রধর্ম্মানুসারে দণ্ডধারণপূর্ব্বক দস্যুগণ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমোদন কি নিবারণ করা কর্ত্তব্য?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যিনি প্লবস্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদসাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি শূদ্র হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তাঁহাকে অবশ্যই সম্মান করিতে হইবে। দস্যুপীড়িত অনাথ প্রজাগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পায়, তাঁহাকে স্বীয় বান্ধবের ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভয়দাতা সম্মানলাভের যথার্থ পাত্র। ভারবহনে অসমর্থ বলীবর্দ্দ, দুগ্ধবিহীনা ধেনু, বন্ধ্যা ভার্য্যা ও অরক্ষক রাজা কিছুমাত্র কার্য্যকারক নহে। অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ, পালনপরাঙ্মুখ নরপতি, বৃষ্টিহীন মেঘ, দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ ও নপুংসক পুরুষ উষর[অনুর্ব্বর]ক্ষেত্রের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুদিগের রক্ষা ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।"

৭৯তম অধ্যায়
পুরোহিতের পরিচয়--তপস্যার গৌরব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ঋত্বিক্‌গণের কিরূপ স্বভাব হওয়া উচিত এবং উঁহাদের কর্ত্তব্যই বা কি?"

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! বেদ ও মীমাংসাশাস্ত্র অবগত হইয়া মৈত্রাদিদ্বারা চিত্তপ্রসাদন [হৃদয়ের প্রসন্নতা] ও অতিশয় অভিনিবেশ[মনোযোগ]পূৰ্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই ঋত্বিক্গণের কৰ্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর রাজার প্রতি অনুরক্ত, বীরগণের প্রিয়বাদী, পক্ষপাতনিরপেক্ষ, অনৃশংস ও সত্যপরায়ণ হইবেন। কুশীদদ্বারা জীবিকানিৰ্ব্বাহ করিবেন না। যে ক্ষত্রিয় অভিমানশূন্য বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, শান্তপ্রকৃতি, অহিংস্রক, কামদেষবিরহিত, শাস্ত্ৰজ্ঞ, সদ্‌বংশপ্রসূত, সচ্চরিত্র এবং ক্ষমা ও ইন্দ্রিয়দমন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন, তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে ব্রহ্মলোকলাভ করিয়া থাকেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! বেদে যে পরিমাণে দক্ষিণাদান করিবার বিধি আছে, প্রায় কেহই ত’ তাহার অনুবৰ্ত্তী হয় না; শাস্ত্রের শাসনও লোকের সামর্থসাপেক্ষ নহে। আর বেদে ইহাও নির্দিষ্ট আছে যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কৰ্ত্তব্য; কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে মিথ্যাচারপরিপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে?”

ভীষ্ম কহিলেন, “যুধিষ্ঠির! লোক যে বেদবিধিলঙ্ঘন, শঠতাবলম্বন ও মায়াজালবিস্তারপূৰ্ব্বক মহত্ত্বলাভে অধিকারী হয়, ইহা কদাপি বিবেচনা করিও না। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ ও বেদের গৌরববৃদ্ধিকর। দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞ কদাচ মনুষ্যের উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহে। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞে পূর্ণপাত্রদান কি অন্যান্য দক্ষিণাদানের তুল্য নহে? বর্ণত্রয়ের যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, সোমরস ব্রাহ্মণের ভূপতিস্বরূপ; অতএব জীবিকানিৰ্ব্বাহাৰ্থ সোমরস বিক্রয় করা নিতান্ত অকৰ্ত্তব্য। কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া যে ধনলাভ হয়, তারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে উহা নিন্দনীয় হয় না। পুরুষের ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ন্যায়ানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমরস প্রস্তুত করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। পুরুষ ন্যায়পরায়ণ না হইলে কি আপনার, কি পরের কাহারই হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে আপনার জীবিকানিৰ্ব্বাহপূৰ্ব্বক ধন উদ্বৃত্ত করিয়া তদ্বারা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শুভজনক নহে। বেদবিধানানুসারে তপস্যা যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই তপস্যার বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা। কেবল শরীরপোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘন ও উজ্জ্বল-ব্যবহার আত্মবিনাশের নিদান সন্দেহ নাই; যে মহাত্মারা তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের যোগই স্রুক, চিত্তই আজ্য এবং জ্ঞানই পবিত্রস্বরূপ হয়। শঠতা মৃত্যুলাভের ও সরলতা ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির প্রধান কারণ।”

৮০তম অধ্যায়
রাজমন্ত্রিনিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! রাজ্যশাসনের কথা দূরে থাক, সামান্য কার্য্যও একাকী সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব রাজকার্য্য করিতে হইলে ঋত্বিক ও মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শগ্রহণ করা রাজার অবশ্য কৰ্ত্তব্য। এক্ষণে আপনি রাজমন্ত্রী কিরূপ স্বভাব

ও কিরূপ আচারসম্পন্ন হইবেন এবং রাজা কিরূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কিরূপ লোকের প্রতিই বা অবিশ্বাস করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন,“ধর্ম্মরাজ! নরপতিদিগের মিত্র চারিপ্রকার—এককার্য্যসাধনসমুদ্যত[একমতে সকলে কার্য্যসাধনে উদ্‌যুক্ত], অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকেও রাজার মিত্র বলিয়া গণনা করা যায়, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে তিনি কদাপি তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। না। পক্ষপাতশূন্য, অকপট, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধার্মিকের আশ্রয়গ্রহণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিজিগীষু নরপতিদিগের কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেই কার্য্যসিদ্ধ হয় না; তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই পথই অবলম্বন করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তির যাহা অভিমত নহে, ভূপতি কদাচ তাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন না।

“পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার মিত্রের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ। অপর দুইপ্রকার মিত্রকে সতত ভয় করা কর্ত্তব্য। আর দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠানসময়ে সর্ব্বপ্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য্য করা উচিত। সতত অবহিত হইয়া মিত্রগণের স্বভাব পরীক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপতি প্রমাদযুক্ত হইলে সকলেই তাঁহাকে পরাভব করে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল। সময়ক্রমে সাধুব্যক্তি অসাধু ও অসাধুব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে। অতএব কাহারও প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য্যসমুদয় স্বয়ং সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে ধর্ম্ম ও অর্থের উচ্ছেদ হয়, আর একেবারে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিলেও মৃত্যুলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকালমৃত্যুস্বরূপ। সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যে যাহার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস করে, সে তাহার ইচ্ছাক্রমেই জীবিত থাকে; অতএব বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকা আবশ্যক। এই সনাতন নীতিমার্গের প্রতি সতত দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উত্তরাধিকারীর[পরবর্ত্তী রাজ্যাধিকারীর] প্রতি অনিষ্টাশঙ্কা করা উচিত। পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকারীকে অমিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। লোকে তড়াগসমীপস্থ স্বীয় ক্ষেত্রের সেতুভেদপূর্ব্বক জল আনয়ন করিলে যেমন তাহার ও তৎসমীপবর্ত্তী অন্যান্য ক্ষেত্রের শস্যহানি হয়, তদ্রূপ রাজ্যের শেষসীমারক্ষক প্রবল অরাতিদিগের সমীপে থাকিয়া নিয়ম ভগ্ন করিলে তাহার দোষে সমুদয় রাজ্যের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; অতএব শেষসীমারক্ষককে মিত্রবোধে বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে।

“যাহার উন্নতিদর্শনে আনন্দের সীমা থাকে না এবং যাহার হ্রাস হইলে কাতর হইতে হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, পিতার ন্যায় তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকার্য্যের সময়েও যিনি নিয়ত আপদ হইতে উদ্ধার করেন, শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উন্নতিসাধন করিবে। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদ চিন্তা করিয়া ভীত হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আর যাহারা বন্ধুর বিপদ কামনা করে, তাহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি বিপদের সময় ভীত হয় এবং সম্পদে অনুতাপ করে না, তাহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; রূপবান, স্বরবান[মধুরভাষী], ক্ষমাবান্, পরদ্বেষশূন্য ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিও তাদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

"হে ধর্ম্মরাজ! তোমার ঋত্বিক্, আচার্য্য বা সখা যদি সরলস্বভাব, মেধাবী ও কার্য্যদক্ষ হয়েন, মানিত হউন বা অবমানিত হউন, যদি তোমার প্রতি দোষারোপ না করেন এবং অমাত্যপদবী গ্রহণ করিয়া তোমার ভবনে বাস করিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পরমসমাদর ও পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নিকট গূঢ়মন্ত্রণা ও ধর্ম্মার্থের বিষয় প্রকাশ করিলে তোমার কিছুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই।

"এক কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত একজন অধ্যক্ষকেই নিযুক্ত করা উচিত। অনেক ব্যক্তির উপর এক কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে মতভেদবশতঃ কার্য্যহানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি কীর্ত্তিমান, কার্য্যদক্ষ, মিতভাষী ও নীতিমর্য্যাদাসম্পন্ন, যিনি অনিষ্টচিন্তা ও সমর্থদিগের প্রতি দ্বেষপ্রকাশে নিরত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তুমি তাঁহাকেই প্রধানপদে নিযুক্ত করিবে। কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাবান, বলশালী, মান্য, বিদ্বান, অহঙ্কাররহীন ও কার্য্যাকার্য্যবিবেককুশল মহাত্মাদিগকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান ও সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপ্রকাশপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান ও পরস্পর যুক্তিসহকারে অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলে তোমার আয়ব্যয় ও শত্রুজয়াদিসমুদয় কার্য্যেই মঙ্গললাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর [যমের] ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপরাজা [এক রাজার রাজ্যসীমাস্থ অপর রাজা] যেমন রাজার সম্পদ্‌দর্শনে কাতর হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গও জ্ঞাতির সম্পত্তিদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী, লজ্জাশীল ব্যক্তিবিনাশে সন্তুষ্ট হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়। জ্ঞাতিবিহীন মনুষ্যের মত অবজ্ঞেয় [অনাদরণীয়] আর কেহই নাই। শত্রুগণ জ্ঞাতিহীন ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোকে যখন অন্যান্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতিরা কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করে। জ্ঞাতিগণে গুণ-দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়, অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্যদ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।"

৮১তম অধ্যায়
জ্ঞাতি বাধ্য করার উপায়—কৃষ্ণনারদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলে বন্ধুবান্ধবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণের সমাদর করিলে জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; অতএব ঐ উভয়পক্ষকে কিরূপে বশীভূত করা যাইবে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে আমি বাসুদেব ও নারদসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; তাহা হইলে তোমার সংশয় দূর হইবে। একদা মহাত্মা বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, নারদ! মূর্খ মিত্র ও চপলচিত্ত পণ্ডিতের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমার পরমবন্ধু এবং তোমার বুদ্ধিবলও সুতীক্ষ্ণ। অতএব এক্ষণে আমি তোমার নিকট এক গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্ধাংশ প্রদান ও তাহাদের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণিকাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব, বল, গদ, সুকুমার এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্যপ্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবলপরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অভ্যুদয়শালী। তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষে থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরমসুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুইজনের মধ্যে একজনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধাদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্দ্যবশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও অতি সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষে, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষে নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দূতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি। অতঃপর আমার জ্ঞাতিবর্গের যাহা হিতকর, তাহা কীর্ত্তন কর।

"নারদ কহিলেন, "বাসুদেব! আপদ দুই প্রকার-- বাহ্য ও আন্তরিক। মনুষ্য আপনার বা অন্যের দোষেই ঐ দুইপ্রকার আপদে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার কর্ম্মদোষেই অক্রূর ও আহুক হইতে এই আন্তরিক আপদ সমুৎপন্ন হইয়াছে। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রূরের জ্ঞাতি। উহারা অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় স্বেচ্ছাক্রমে অথবা অন্যের তিরস্কারবশতঃ তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলে, তাহা অন্যকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনিই আপনার বিপদের কারণ হইয়াছ। এক্ষণে উদ্বান্ত [বমি করিয়া তুলিয়া ফেলা] অন্নের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমিও বভ্রূ ও উগ্রসেনকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে জ্ঞাতিভেদভয়ে কোনক্রমেই তাহা লইতে পারিবে না। যদিও বহুকষ্টে অতিদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক

কথঞ্চিৎ উহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয় বিপুল ধনক্ষয়, না হয় অসংখ্য লোকের প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব এক্ষণে অলৌহনির্ম্মিত হৃদয়বিদারক মৃদু অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন কর।

"বাসুদেব কহিলেন, 'দেবর্ষে! যে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা-সম্পাদন করিতে হইবে, আমি তাহা অবগত নহি। তুমি আমার নিকট উহা প্রকাশ কর।

'নারদ কহিলেন, 'কেশব! ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির পূজা করাকেই অলৌহনির্ম্মিত অস্ত্র কহে। জ্ঞাতিগণ কটুবাক্য-প্রয়োগে উদ্যত হইলে তুমি স্বীয় বাক্যদ্বারা তাঁহাদিগের ক্রূরতা ও অসদভিসন্ধিসমূহের শান্তিবিধান করিবে। প্রশান্তচিত্ত, সহায়সম্পন্ন মহাপুরুষ ভিন্ন কেহই কখন গুরুতর ভারবহনে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি ঐ সকল গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক উহা বহন কর। মহাবলপরাক্রান্ত বলীবর্দ্দই দুর্গম প্রদেশে দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে পারে। ভেদ উপস্থিত হইলে এককালে সকলেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তুমি যদুবংশীয়দিগের অধিপতি; অতএব তুমি উপস্থিত থাকিতে যাহাতে তোমার জ্ঞাতিবর্গ ভেদনিবন্ধন উৎসন্ন না হয়, তাহার উপায় কর। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ধনাশা পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণসব না থাকিলে কেহই কখন যশস্বী হইতে পারে না। সর্ব্বদা স্বপক্ষের উন্নতিসাধন করিলে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায়বিধান কর। নীতিবিধান ও যুদ্ধযাত্রার বিষয় তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও অন্যান্য নরপতিগণ তোমারই একান্ত অনুরক্ত; ঋষিগণও সতত তোমার উন্নতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তুমি সকল জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত নাই। যাদবগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছে।' "

৮২তম অধ্যায়
বশ্যতার উপায়ান্তর—ঋষি-নৃপ-সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! প্রথমতঃ যে উপায় কীর্ত্তন করিলাম, শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে দ্বিতীয় উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইতে সম্পদবৃদ্ধি হয়, তাহাকে রক্ষা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। ভৃত্য, বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অমাত্যকে রাজকোষ অপহরণ করিতে দেখিয়া নরপতিগোচরে আবেদন করে, তাহা হইলে নরপতি তাহার বাক্য শ্রবণ ও অমাত্যের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। হিতার্থ ব্যক্তি রাজার নিকটে অমাত্যদিগের রাজকোষহরণবৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিলে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া সেই ব্যক্তির বিনাশে যত্নবান্ হয়। ঐ সময় যদি রাজা তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মাদিগের প্রভাবে প্রাণপরিত্যাগ করে। কালকবৃক্ষীয়মুনি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বকালে কালকবৃক্ষীয়নামক মহর্ষি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে গমন করিয়া তাঁহার সবিশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষি কোশলরাজের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অমাত্যগণের দোষদর্শনে প্রবৃত্ত করিবার মানসে পিঞ্জরমধ্যে এক কাক নিহিত করিয়া অনেকানেক ব্যক্তিকে সম্বোধনপুর্ব্বক ‘তোমরা বায়সী বিদ্যা অধ্যয়ন কর; বায়সেরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে’ এই বলিয়া রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া অসংখ্য রাজপুরুষের পাপকার্য্যসমুদয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কিয়দ্দিন ঐরূপে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অমাত্যদিগের কুকর্ম্ম ও রাজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই কাকসমভিব্যাহারে নরপতিগোচরে আগমন করিলেন এবং ‘আমি সর্ব্বজ্ঞ’ এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক ক্ষেমদর্শীর অমাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ‘অমাত্য! আমার কাক কহিতেছে, তুমি রাজকোষ অপহরণ করিয়াছ, এই এই ব্যক্তি তাহার সাক্ষী আছে; অতএব তুমি এ বিষয় সত্য কি মিথ্যা, শীঘ্র তাহা সপ্রমাণ কর।’ ঐ মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় অমাত্যকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য কোষাপহারদিগেরও দোষ কীর্ত্তন করিলেন। পরিশেষে ঐ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হইলে তাহার একটি কথাও মিথ্যা হইল না।

“রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপে সেই মহর্ষিকর্ত্তৃক অপকৃত [পাপিরূপে প্রমাণিত—ক্ষতিগ্রস্ত] হইয়া রজনীযোগে তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র তাঁহার কাককে বাণবিদ্ধ করিল। মহর্ষি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বায়সকে শরনির্ভিন্নকলেবর অবলোকন করিয়া ক্ষেমদর্শীকে কহিলেন, ‘রাজন্! আপনি রক্ষাকর্তা, অতএব আমি আপনার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি আপনার হিতকথা কহিতে পারি। আমি আপনার হিতার্থেই এ স্থানে আগমন করিয়াছি। সারথি উত্তম অশ্বকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করে, তদ্রূপ হিতাকাঙক্ষী ব্যক্তির মিত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশপূর্ব্বক “এই তোমার অর্থ নষ্ট হইতেছে” বলিয়া রাজাকে সতর্ক করে, সে তাহার পরমমিত্র। ভূপতি উন্নতিলাভের ইচ্ছা করিলে তাদৃশ মিত্রকে অবশ্যই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন।’ তখন নরপতি মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! আমার মঙ্গললাভের নিমিত্ত আপনি আমাকে যাহা কহিবেন, আমি কি নিমিত্ত তাহা শ্রবণ না করিব? আমি সত্য কহিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানুসারে যাহা কহিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।’

“মহর্ষি কহিলেন, ‘রাজন্! আমি আপনার ভৃত্যদিগের দোষগুণ ও তাহাদের নিকট হইতে আপনার ভয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিবার জন্য আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ উপজীবীদিগের নানাপ্রকার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলতঃ রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্য নিতান্ত নীচ ও ক্লেশকর। রাজসমীপে অবস্থান করা সর্পসহবাসের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ। নরপতিদিগের অসংখ্য মিত্র ও অমিত্র থাকে। ঐ সমুদয় লোক ও ভূপতি হইতে উপজীবিগণের সতত ভয় উপস্থিত হয়। ভৃত্যগণ সতত সাবধান হইয়া নরপতির কার্য্যসম্পাদন করে। ফলতঃ যে ভৃত্য আপনার উন্নতি কামনা করে, তাহার অনবহিত হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্যের প্রমাদনিবন্ধন রাজা তাহার প্রতি কুপিত হইলে ভৃত্যের জীবনাশা এককালে তিরোহিত হয় এবং সে প্রদীপ্তপাবকের ন্যায় ভূপতির ক্রোধে নিপতিত হইয়া অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করে; অতএব মানবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যত্নসহকারে

সর্পের ন্যায় ভূপতির সেবা করিবে। রাজার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ এবং অসুখে অবস্থান, মন্দগমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গচেষ্টা[ভ্রূকুটি, হস্তপদাদির চালনকৌশলযুক্ত ইঙ্গিত প্রভৃতি]দর্শনে ভৃত্যগণকে যারপরনাই শঙ্কিত হইতে হয়। ময়দানব কহিয়াছে যে, নরপতি প্রসন্ন হইলে দেবতার ন্যায় সমুদয় হিতকার্য্য সাধন করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে হুতাশনের ন্যায় সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। এক্ষণে আমি আপনার সহিত পূর্বোক্তরূপ ব্যবহার করিয়া। আপনার হিতকার্য্য সম্পাদন করিব। মাদৃশ অমাত্যগণ আপদ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিসাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই কাক যেমন আপনার হিতসাধননিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তদ্রূপ আমাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; এ নিমিত্ত আমি নিতান্ত ভীত হইতেছি। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপনাকে নিন্দা করা বিধেয় নহে। কারণ, যাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টায় নিরত আছে, আপনিও তাহাদিগের প্রিয় নহেন। অতঃপর আপনি হিতাহিত বিবেচনা করুন, অন্যের বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিবেন না। আপনার ভবনে যেসকল অমাত্য বাস করিতেছে, উহারা স্বার্থসাধনে যত্নবান; কেহই প্রজার কল্যাণ কামনা করে না। উহাদিগের সহিত আমার বৈরভাব জন্মিয়াছে। উহারা পাচকাদির সহিত সন্ধি করিয়া বিষান্ন প্রয়োগদ্বারা আপনার বিনাশসাধনপূর্ব্বক রাজ্য কামনা করিতেছে, কিন্তু নানাবিধ ব্যাঘাতবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি উহাদিগের ভয়ে অন্যত্র প্রস্থান করিব। আমি তপঃপ্রভাবে অবগত হইয়াছি যে, ঐ দুরাত্মারাই আমার বায়সের শরীরে শরনিক্ষেপ করিয়া উহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছে। আপনার রাজ্যের ব্যবহার অমাত্যগণের কপটতানিবন্ধন মীননক্রাদি সমাকীর্ণ নদীর ন্যায় এবং স্থাণু, প্রস্তর, কণ্টকবহুল সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল হিমালয়ের গুহার ন্যায় নিতান্ত দুরবগাহ ছিল, আমি কেবল ঐ বায়সের সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা কহেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ প্রদীপদ্বারা এবং নদীদুর্গ নৌকাদিদ্বারা অতিক্রম করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজদুর্গ অবতীর্ণ হইবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

'এক্ষণে আপনার রাজ্য কপটতাপরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, আপনারও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এই রাজ্যে সৎ ও অসৎ সমস্তই একাকার; অতএব এস্থলে বাস করা শুভাবহ হইতেছে না। ন্যায়ানুসারে পাপাত্মার বিনাশ ও পুণ্যাত্মার নিরাপদ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কিন্তু এ রাজ্যে পুণ্যাত্মাদিগেরই বিনাশ এবং পাপাত্মাদিগের নিরাপদে অবস্থান হইয়া থাকে। এখানে সুস্থির হইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। পণ্ডিতগণের এরূপ স্থান হইতে অচিরাৎ প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। স্ফীতা [সহসা জলের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত] নদীতে নৌকাদি যেমন নিমগ্ন হয়, আপনার এই রাজ্যে সাধুব্যক্তিরা তদ্রূপ অবসন্ন হইয়া যান। সতত অভদ্রসংসর্গ হওয়াতে আপনার রীতি সমস্তই অসতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনাকে বিষময় পাত্রস্থ মধুর ন্যায়, আশীবিষসমাকীর্ণ কূপের ন্যায়, মধুরসলিলসম্পন্ন দুরবতার্য্য [অতিকষ্টে অবতরণীয়] বেত্রকণ্টক[বেতকাঁটা]সমাকীর্ণ উন্নততট[উচ্চ তীর] তটিনীর ন্যায় এবং গৃধ্র, গোমায়ু ও কুক্কুরপরিবেষ্টিত রাজহংসের ন্যায় বোধ হইতেছে। কক্ষ যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে দাবাগ্নিসহযোগে সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ আপনার অমাত্যগণ আপনার আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনারই বধসাধনে উদ্যত হইয়াছে;

অতএব আপনি অচিরাৎ উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করুন। আপনি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারাই অভিসন্ধি করিয়া আপনার প্রিয়বস্তু-বিনাশে যত্নবান হইতেছে। আমি আপনার ও আপনার অমাত্যগণের চরিত্র, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা, অমাত্যগণের সহিত আপনার হৃদ্যতা এবং প্রজাদিগের প্রতি আপনার অনুরাগের বিষয় জানিবার জন্য শঙ্কিতচিত্তে সসর্পগৃহের ন্যায় আপনার আবাসে অবস্থান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজনের ন্যায় আপনার প্রতি অনুরাগ এবং তৃষ্ণাবিহীন ব্যক্তির সলিলের ন্যায় অমাত্যগণের প্রতি অশ্রদ্ধা হইতেছে। হে মহারাজ! আমি আপনার উপকারক, এই নিমিত্তই অমাত্যগণ আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, কেবল তাহাদের দোষদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক, দণ্ডঘট্টিত ভগ্নপৃষ্ঠ উরগের ন্যায় অরাতি হইতে ভয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

"তখন ভূপাল কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি চিরকাল আমার গৃহে বাস করুন। আমি আপনার যথোচিত সত্ত্বার ও পূজা করিব। যাহারা আপনার দ্বেষ করিবে, আমি তাহাদিগকে আবাস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। এক্ষণে আপনিই আমাকে সুনিয়মে দণ্ডবিধান ও অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমার মঙ্গলবিধান করুন।'

মন্ত্রণা মাহাত্মে কালকবৃক্ষীয়ঋষির রাজমন্ত্রিত্ব

"মহর্ষি কহিলেন, 'মহারাজ। প্রথমতঃ অমাত্যগণকে কাকবধনিবন্ধন অপরাধী না করিয়া উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হীনবল করুন। পরিশেষে একে একে উহাদিগের সকলের সমস্ত অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া প্রত্যেককে বিনাশ করিবেন। সকলের প্রতি একবারে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। অনেক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে অতি দৃঢ়বস্তুও ভগ্ন করিতে পারে, এই নিমিত্ত আপনাকে ঐ বিষয় সতর্ক করিয়া দিলাম। আমরা ব্রাহ্মণজাতি, স্বভাবতঃই মৃদু ও দয়াশীল। আমরা আপনার আত্মার ন্যায় সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ আপনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আপনার পিতা আমার পরমবন্ধু ছিলেন। আমার নাম কালকবৃক্ষীয়, আপনার পিতার রাজ্যসময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে আমি সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি স্নেহপরবশ হইয়াই আপনাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনি পুনরায় অবিশ্বস্তের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অনায়াসে রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সুখদুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন। কি নিমিত্ত প্রমত্ত ও অমাত্যগণকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইতেছেন?

"হে ধর্ম্মরাজ! কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে কোশলরাজ তাঁহাকে প্রধান পুরোহিতপদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে নান্দীপাঠ [মঙ্গলকর শব্দময় গীতি] হইতে লাগিল। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় পুরোহিতপদে নিযুক্ত হইয়া, মন্ত্রপ্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই যশস্বী কোশলরাজকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া তাঁহার মঙ্গলার্থ

বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কোশলরাজ মহর্ষির হিতবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।”

৮৩তম অধ্যায়
পারিষদ-সুহৃদ ও মন্ত্রী প্রভৃতির লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ। সভাসদ, সহায়, সুহৃদ, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ কীৰ্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! যাঁহারা লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, সরলতাসম্পন্ন ও দমগুণান্বিত এবং যাঁহারা সুচারুরূপে বক্তৃতা করিতে পারেন, তুমি তাঁহাদিগকেই সভাসদপদে নিযুক্ত করিবে। আপদ্‌কালে বলবীর্য্যসম্পন্ন অমাত্য, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ও সন্তুষ্টচিত্ত। উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত সম্মানিত হইলে কখনই আপনার শক্তি গোপন করেন না এবং রাজা প্রসন্ন, অপ্রসন্ন বা পীড়িত হউন, কদাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়েন না; অতএব ঐ সমুদয় ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্য সংস্থাপন করা উচিত। তুমি স্বদেশজাত, কুলীন, প্রাজ্ঞ, রূপবান্, বিদ্বান্, প্রগল্‌ভ ও অনুরক্ত ব্যক্তিদিগকে সৈনাপত্য প্রভৃতি পদ প্রদান করিবে। দুষ্কুলজাত লোভপরায়ণ নির্লজ্জ ব্যক্তিরা যতক্ষণ অর্থলাভ করিতে পারে, ততক্ষণই ভূপতির সেবা করে। কুলীন, সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াল, দেশকালজ্ঞ [দেশ ও কালের অবস্থায় অভিজ্ঞ] ও প্রভুহিতৈষী [মনিবের হিতেচ্ছু] ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য। অর্থ, মান ও দিব্যবস্ত্রাদি বিবিধ ভোগদ্বারা বিদ্বান, সুশীল, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, মহানুভব ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন করা তোমার নিতান্ত উচিত। তাদৃশ ব্যক্তিরা তোমার সুখের সময়ে সুখভোগ করিয়া আপদ্‌কালে কদাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

“যে সমুদয় অনার্য্য, মন্দবুদ্ধি মানব সতত নিয়মলঙ্ঘনে যত্নবান হয়, তাহাদিগকে নিয়মপালনে নিরত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এক ব্যক্তি যদি বহুগুণসম্পন্ন হয়, তবে তাঁহাকে আশ্রম করিবার নিমিত্ত অনেককে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান, ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা সতত বলবান্‌দিগের উপাসনা করেন, যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারাই যথার্থ সাধু। তুমি সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাবান, কার্য্যদক্ষ, শৌর্য্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শত্রু ভাব পরিত্যাগ কর। অমাত্যগণের পূর্ব্বাপর গুণাগুণ পরীক্ষা করা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা সম্পদ্‌লাভের বাসনা করেন, তিনি সুপরীক্ষিত, সৎকুলসম্ভূত, উৎকোচগ্রহণে বিরত, ব্যভিচারদোষবিহীন, সুবিশ্বস্ত, বেদজ্ঞ, নিরহঙ্কৃত[অহঙ্কারহীন], বিনয়বুদ্ধিসম্পন্ন[বিনয়ী ও বুদ্ধিমান], সত্যভাবান্বিত,

তেজস্বী, ধীর, ক্ষমাবান, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যদক্ষ, গম্ভীর, অকপট, মিতভাষী, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিশারদ, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ মহানুভবদিগকে পথপ্রদান ও অর্থাধিকারে নিয়োগ করিবেন। তেজোবিহীন, বন্ধুবান্ধবপরিত্যক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রী করিলে সমুদয় কার্য্যই সংশায়পন্ন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। যেমন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন অমাত্য সৎকুলোদ্ভব ও ধর্মার্থকামযুক্ত হইলেও মন্ত্র পরীক্ষা করিতে পারেন না, তদ্রূপ অসৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও নায়কবিহীন [পরিচালক সঙ্গীশূন্য] অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্মকার্য্যদর্শনে অসমর্থ হয়। অস্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ও উপায়জ্ঞ হইলেও কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। দুর্ম্মতি মূর্খ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ কার্য্যের কি বিশেষ ফল, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না।

"অনুরাগবিহীন মন্ত্রী কখনই বিশ্বাসের পাত্র নহেন; অতএব তাঁহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ, অগ্নি যেমন সমীরণসহযোগে মহাপাদপ [বৃহৎ বৃক্ষ] ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অননুরক্ত মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে উৎসন্ন করিয়া ফেলে। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অনুগতে পদচ্যুত এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন। অনুরক্ত ব্যক্তিরাই প্রভুর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। মন্ত্রিগণও অনেক সময় ভূপতির উপর যারপরনাই কোপান্বিত হয়, কিন্তু যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সেই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাঁহাকেই সমদুঃখসুখী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সকল বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন; কুটিল ব্যক্তি বিবিধ গুণসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শত্রুদিগের সহিত মিলিত হয় এবং পুরবাসীদিগের সম্মান না করে, সে শত্রুতুল্য; তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, অসুহৃদ, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুব্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রণাশ্রবণের উপযুক্ত নহে। আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রভুভক্ত হয়েন, পূর্ব্বে যাহার পিতাকে অন্যায়সহকারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি পিতার পদে সংস্থাপিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সৎকৃত হয় এবং কোন কারণবশতঃ যে ব্যক্তিকে একবার নির্ধন করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথাপি তাহাদিগের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। যিনি প্রজ্ঞাবান্, মেধাবী, বিশুদ্ধস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মতুল্য, প্রিয়সুহৃদ, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, গম্ভীরস্বভাব, লজ্জাশীল, মৃদু, পাপদ্বেষী[পাপের ও পাপাচারীর প্রতি বিরক্ত], প্রগল্ভ, সন্তোষপরায়ণ, যন্ত্রজ্ঞ, কালদর্শী[কালের দোষ-গুণদর্শনে অভিজ্ঞ], শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধনিপুণ ও নীতিবিশারদ, যিনি সান্ত্ববাদদ্বারা লোকসকলকে বশীভূত করিতে পারেন, পুরগ্রামবাসী[অন্তঃপুরবাসী ও গ্রামবাসী] ধার্ম্মিক লোকেরা যাঁহাকে বিশ্বাস করে এবং আপনার ও শত্রুদিগের অমাত্য প্রভৃতির বিষয় যাঁহার বিলক্ষণ বিদিত থাকে তিনিই মন্ত্রণাশ্রবণের উপযুক্ত। মন্ত্রী ঐরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎকৃত হইলে নিশ্চয়ই রাজার মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হয়েন।

"স্বীয় প্রভুর, প্রজাগণের ও শত্রুপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলেই রাজার রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রীগণ অরাতির ছিদ্র দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে,

যেন শত্রুপক্ষ তাঁহার কোন ছিদ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমুদয় গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রী রন্ধ্র ও মন্ত্রণাসমুদয় গোপন করিয়া রাখিবেন। রাজা মন্ত্রণাকে বর্ম্মের ন্যায় এবং অন্যান্য লোকেরা উহাকে অঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। মন্ত্রণা ও চরই রাজ্যরক্ষার মূল কারণ। মন্ত্রীসকল বৃত্তিলাভার্থ রাজার অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিলে উভয়েই সুখী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা অকপট মন্ত্রীগণের সহিত সতত মন্ত্রণা করিবেন। অন্ততঃ তিনজন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি ঐ তিনজনের মতগ্রহণ এবং উহা সবিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকাম গুরুর সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদের ও আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। গুরু ঐ চারিজনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণেরই মতানুসারী হয়, তবে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির কর্ত্তব্য। মন্ত্রনির্ণয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ রীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে প্রজাগণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। মহীপাল যে স্থানে মন্ত্রণা করিবেন, তথায় যেন বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তির্য্যগ্‌যোনি অবস্থান না করে। নৌকায় আরোহণ বা কুশকাশ[কুশ ও কেশে] বিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ বা অঙ্গদোষ [অঙ্গচালনাদি—হাঁটু কাঁপান, পা নাচান প্রভৃতি]সমুদয় পরিহারপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবে।”

৮৪তম অধ্যায়
প্রজাপ্রিয়তা—ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! প্রজাসংগ্রহবিষয়ে ইন্দ্রবৃহস্পতি সংবাদ নামক এক পুরাবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে। আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মা! কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকমধ্যে যশস্বী ও গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যাইতে পারে?

"বৃহস্পতি কহিলেন, 'পুরন্দর! মনুষ্য সর্ব্বসুখাস্পদ অদ্বিতীয় শান্তিগুণ অবলম্বন করিলেই লোকসমাজে যশস্বী, গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত ও সকলের প্রিয় হইতে পারে। যাহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটিও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না, সেই অপ্রশান্ত ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয় হয়। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখিবামাত্র হাস্যবদনে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ হয়, সে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। শান্তভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দান করিলেও উহা ব্যঞ্জনবিহীন অন্নের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হয় না। আর মধুরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে সর্ব্বাপহারীর একমাত্র নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ সান্ত্ববাদদ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়। অতএব দণ্ডবিধানকালেও নরপতির সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সান্ত্ববাদদ্বারা অনেক কার্য্যসাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না। বিনীত, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পুণ্যাত্মা আর কেহই নাই।

"হে ধর্ম্মরাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁহার বাক্যানুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ আচরণ কর।"

৮৫তম অধ্যায়
মন্ত্রণানৈপুণ্যে প্রজাপালন রীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ইহলোকে নরপতি কিরূপে প্রজাপালন করিলে পরমপ্রীতি ও অক্ষয়-কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয়েন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "রাজ! নরপতি প্রজাপালনে তৎপর হইয়া বিশুদ্ধ ব্যবহার করিলে উভয় লোকেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'মহাত্মন! কোন কোন ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি ইতিপূর্ব্বে অমাত্যদিগের যেসকল গুণের কথা উল্লেখ করিলেন, আমার বোধ হয়, একাধারে ঐ সমস্ত গুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি সত্য কহিয়াছ; একাধারে ঐ সকল গুণ থাকা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাদৃশ লোকদিগকে অমাত্যপদবী প্রদান করিবে, তাহাদের বিষয়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারিজন সুপবিত্র বেদবিদ্যাবিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ, আটজন অস্ত্রধারী মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন একবিংশতি বৈশ্য,

বিনীততস্বভাব অতিপবিত্র তিনজন শূদ্র এবং একজন শুশ্রূষাদি অষ্টগুণসম্পন্ন পুরাণবেত্তা সূতকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাষদ্‌বর্ষবয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান, অপক্ষপাতী, বিচারক্ষম, লোভ ও মৃগয়াদি সপ্তবিধ [মৃগয়া, পাশাখেলা, ভার্য্যাসক্তি, মদ্যপান, অর্থলোভে দণ্ডদান, কর্কশবাক্য, অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয়] দোষবিবর্জ্জিত হয়েন। ঐ সমুদয় অমাত্যের মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ, তিনজন ক্ষত্রিয় ও একজন সূত এই আটজনের সহিত তুমি স্বয়ং মন্ত্রণা করিয়া নিয়ম নির্ণয় করিবে, তৎপরে ঐ নিয়ম রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবে। এইরূপে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক দ্রব্যে দুইজনের বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই দ্রব্যে তাহাদের উভয়কে বঞ্চিত করিয়া তাহা গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি অসঙ্গত বিচার করিলে অধর্ম্মনিবন্ধন নিশ্চয়ই তোমাকে ও তোমার প্রজাগণকে পীড়িত হইতে হইবে এবং রাজ্যস্থ যাবতীয় লোক শ্যেনদর্শনভীত পক্ষীকুলের ন্যায় রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে।

বিচারবিষয়ক বিবিধ নীতি

“রাজা, রাজমন্ত্রী অথবা রাজকুমার ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার ও স্বর্গগমনের পথরোধ হইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারীরা যদি সম্যক্‌রূপে কার্য্যানুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরপতির সহিত ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবানদিগের অত্যাচারে কাতর হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগ করিলে রাজা সেই অনাথগণের নাথ হইবেন। বিচারকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যবল না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত। বিচারদ্বারা যাহার যেরূপ দোষ সপ্রমাণ হইবে, রাজা তাহার প্রতি তদনুরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। ধনীদিগকে ধনদণ্ড, নির্দ্ধনদিগকে বন্ধনদণ্ড ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে দৈহিক দণ্ডদ্বারা শাসন করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি রাজার বিনাশকামনা করে, তাহাকে বিবিধ যন্ত্রণাপ্রদানপূর্ব্বক বিনাশ করা উচিত। গৃহদাহকারী, ধনাপহারক ও ব্যভিচারদোষদূষিত ব্যক্তির প্রতি যথাবিধি দণ্ড বিধান করিলে নরপতির বা তাহার নিযুক্ত বিচারকের কিছুমাত্র অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শাশ্বত ধর্ম্মলাভই হইয়া থাকে। অবিচক্ষণ, নরপতি স্বকার্য্য সাধনার্থ অন্যায়াচরণপূর্ব্বক লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করিলে ইহলোকে অপযশ লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরকভোগ করেন। একের অপরাধে অন্যের দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া অপরাধীদিগকে বদ্ধ বা মুক্ত করা বিধেয়। দূতগণ একজনের নিকট অন্যের বাক্য কীর্ত্তন করে, অতএব যেরূপ আপদ উপস্থিত হউক না কেন, দূতদিগকে বিনাশ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দূতহন্তা নরপতি স্বয়ং সচিবগণের সহিত নিরগামী হয়েন এবং পিতৃলোকদিগকে ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত করেন।

দূত, দ্বারপাল ও দুর্গরক্ষাকারীদিগের বিবরণ

"দূত, দ্বারপাল ও দুর্গনগরাদি রক্ষকদিগের কৌলীন্য, আভিজাত্য, প্রিয়ভাষিতা, বক্তৃতা, কার্য্যপটুতা, যথোক্তবাদিতা [সত্যবাদিতা] ও স্মারকতা [পূর্বাপর ঘটনার স্মৃতি] এই সাতগুণে ভূষিত হওয়া নিতান্ত উচিত। অমাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্যগোপনক্ষম, কুলীন ও সত্ত্বসম্পন্ন হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েন। সেনাপতিদিগেরও পূর্বোক্ত গুণসমুদয় এবং যন্ত্র[মারাত্মক যন্ত্র--বর্ত্তমান কালের মাইন প্রভৃতি], আয়ুধ ও ব্যূহরচনাবিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য্য, শীতগ্রীষ্মদি ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পররন্ধ্রান্বেষণক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ভূপতিগণ শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, কিন্তু স্বয়ং কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করাও তাঁহাদের বিদেহ নহে। হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রের যাহা যথার্থ মর্ম্ম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ অবিশ্বাসই ভূপালগণের প্রধান কার্য্য।"

৮৬তম অধ্যায়
দুর্গাদি ব্যবস্থাদ্বারা রাজধানী রক্ষা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজার কিরূপ পুরমধ্যে বাস করা কর্ত্তব্য? আর তিনি কি পূর্ব্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন, না স্বয়ং পুর নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যেই অবস্থান করিবেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যথায় জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত বাস করিতে হয়, তথায় কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কিরূপে সেই স্থানের রক্ষাবিধান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ঐ বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। দুর্গ ছয়প্রকার—ধন্ব[নির্জ্জন প্রদেশস্থ]দুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ। সর্বাগ্রে এই ছয় প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরী সংস্থাপন করিবেন। যে নগর উক্তপ্রকার দুর্গ, আয়ুধ, সুদৃঢ় প্রাকার, পরিখা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথায় অনেকানেক বিদ্বান্, শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্মিকেরা বাস করিয়া থাকেন, যথায় অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এবং চত্বর ও আপণ[বাজার] থাকে, সেখানে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যে স্থানের লোকেরা অতিশয় অতিথিপ্রিয়, বীর, ধনী, বিশুদ্ধব্যবহারসম্পন্ন; যথায় নিরন্তর বেদধ্বনি, দেবপূজা ও উৎসব হইয়া থাকে, রাজা সৈন্যসামন্ত ও অমাত্যগণকে বশীভূত করিয়া সেই নগরে বাস করিবেন। তিনি তথায় কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন ও বিচারালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষসকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সতত অস্ত্রসংখ্যাবৃদ্ধি, ধানাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল [পথরোধের ব্যবস্থা] রক্ষা করিবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ[বাঁশ], মজ্জা, তৈল, মধুক্রম[মৌমাছির চাক], ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস [ধূনা], শরৎ, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জা ও বল্লজ [বল্লজতৃণ] সংগ্রহ এবং পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানাপ্রকার জলাশয় খনন করিয়া রাখিবেন। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষসমুদয় প্রযত্নসহকারে রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ঋত্বিক, পুরোহিত, স্থপতি, সাংবৎসরিক, চিকিৎসক এবং প্রজ্ঞাবান, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, দক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎকুলসম্ভূত, মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্বকার্য্যবিশারদ ব্যক্তিদিগকে পরমসমাদরে সম্মানিত করিবেন। ধার্মিকের সৎকার ও অধার্ম্মিককে নিগ্রহপূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি চর প্রয়োগপূর্ব্বক সতত পুর ও গ্রামবাসী প্রকৃতিবর্গের বাহ্য, আন্তরিক ভাবসমুদয় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহাদের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা, কোষ ও দণ্ডবিধানে সবিশেষ মনোযোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদয় রাজ্যরক্ষার মূল কারণ।

"রাজ্য, গ্রাম ও নগরে চর প্রয়োগ করিয়া উদাসীন, শত্রু ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিবেন এবং সতত মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইবেন। নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান ও দরিদ্রকে বিভবানুরূপ অর্থদান ও প্রজাপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয়, রাজা কদাচ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিবেন না। তিনি অনাথ, দীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আশ্রমস্থ তপস্বীদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা ও সম্মান করিয়া নিয়মিত সময়ে অন্নবস্ত্র ও ভোজনপত্র প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদের নিকট রাজ্যের শুভাশুভবার্ত্তা, রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্য এবং স্বীয় সুখদুঃখসমুদয় নিবেদন করিয়া সতত নম্রভাবে থাকিবেন। যিনি সৎকুলসম্ভূত সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন, রাজা তাঁহার শয্যা, আসন ও অন্নদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। বিপদ উপস্থিত হইলে ঐরূপ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দস্যুরাও তপস্বিগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তাঁহাদিগের নিকট নিধি[ধনরত্ন]সংস্থাপন ও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু সতত তাঁহাদিগের সেবা ও সৎকার করা বিধেয় নহে। কারণ, দস্যুগণ ঐ বিষয় অবগত হইলে হয় ত' তাঁহাদের প্রাণসংহার করিতে পারে। রাজা স্বরাষ্ট্রমধ্যে একজন, পররাষ্ট্রমধ্যে একজন, অরণ্যমধ্যে একজন ও সামন্তরাজ্যে একজন তপস্বীর সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সৎকার ও অন্ন প্রদান করিবেন। রাজা বিপৎকালে শরণাপন্ন হইলে তপস্বীরা তাঁহার অভিলাষ সফল করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেরূপ নগরে রাজার বাস করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম।"

৮৭তম অধ্যায়

রাজ্যবিস্তার--সামন্তদ্বারা রাজ্যপালন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপে রাজ্যপালন ও রাজ্যসংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যেরূপে রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যসংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ গ্রামের, কাহাকে বিংশতি গ্রামের, কাহাকে শত গ্রামের ও কাহাকে সহস্র গ্রামের আধিপত্য প্রদান করা নরপতির কর্ত্তব্য। ঐ সকল গ্রামাধিপতি ভূপতিকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রজারক্ষণে যারপরনাই যত্নবান্ হইবেন এবং এক গ্রামের অধিপতি দশ গ্রামের অধিপতির নিকট, দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির নিকট এবং বিংশতি গ্রামাধিপতি শত গ্রামাধিপতির নিকট আপন আপন অধিকারস্থ মানবগণের দোষ নির্দ্দেশ করিবেন। এইরূপে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব প্রজাগণের দোষ প্রকাশ করা আবশ্যক। গ্রামসমুৎপন্ন দ্রব্যসমুদয়ে গ্রামিকের অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামরক্ষককে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান করিবেন। শত গ্রামের অধিপতি এক বহুজনপূর্ণ প্রধান গ্রামের সমুদয় দ্রব্য ভোগ করিতে পারেন। শত গ্রামাধিপতির ভোগ্যগ্রাম বহু গ্রামাধিপতির আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। সহস্র গ্রামের অধিপতি ধনধান্যপরিপূর্ণ শাখানগরভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রামপালের সংগ্রাম ও গ্রামসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একজন আলস্যবিহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীকে এবং প্রতি নগরের কার্য্যদর্শনার্থ একজন সর্ব্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক। গ্রহগণ যেমন

নক্ষত্রগণের উচ্চস্থানে অবস্থান করে, তদ্রূপ সর্বাধ্যক্ষগণ সমুদয় সভাসদের উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া চরদ্বারা তাঁহাদিগের ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন।

বাণিজ্যবিষয়ক ব্যবস্থা

"অধিকারস্থ হিংসাপরায়ণ পরধনাপহারী শঠদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণের রক্ষা এবং বণিকগণের ক্রয়, বিক্রয়, বৃদ্ধি, পথ [পণ্য আমদানী-রপ্তানী করার জন্য জলপথ ও স্থলপথ] ও গ্রাসাচ্ছাদন আর শিল্পজীবীদিগের উৎপত্তিদান [শুল্ক— উৎপত্তিকর] বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা নানাপ্রকারে প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাহাতে তাহারা অবসন্ন হয়, কদাচ, এরূপ কার্য্য করিবেন না। ফল ও কার্য্যের পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম সংস্থাপন করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। কেহই কারণ ব্যতীত কার্য্যানুষ্ঠান বা ফল লাভ করে না। যখন যাহাতে রাজা ও কর্ম্মবেত্তা উভয়েরই কার্য্যের ফলভোগ হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা ভূপতির কর্ত্তব্য। ধনলালসায় নিতান্ত বিমোহিত হইয়া রাজ্য ও কৃষিবাণিজ্যাদি এককালে উচ্ছিন্ন করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। রাজা অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে সকলেরই দ্বেষভাজন হয়েন; সুতরাং তাহার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয়, সে কখনই অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারে না। বৎস যেমন দুগ্ধপানদ্বারা বলবান্ হইলে বিপুল ভার বহন করিতে পারে, আর স্তন্যপানের ব্যাঘাতনিবন্ধন ক্ষীণ হইলে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ প্রজাগণ রাজার পরিমিত করগ্রহণনিবন্ধন বিভবশালী হইলে অনায়াসে অসংখ্য সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, আর অপরিমিত করগ্রহণনিবন্ধন হৃতসর্ব্বস্ব হইলে কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব অপরিমিত কর গ্রহণ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা স্বয়ং যত্নবান্ হইয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তাহার নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রজারা সকলেই তাঁহার আপদ্‌নিবারণার্থ ধন প্রদান করে এবং তাঁহার রাষ্ট্র কোষের [কোষাগারের] ন্যায় ও কোষ শয়নগৃহের [ধনরত্ন সর্ব্বদা করস্থের] ন্যায় হইয়া উঠে। পুর ও জনপদবাসী আশ্রিতগণ নিতান্ত দীনদরিদ্র হইলেও তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে রাজা অসভ্য দস্যুগণকে নিপীড়িত করিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে এবং তাঁহার প্রতি কুপিত হয় না। রাজা প্রথমে মনে মনে ধনলাভের বাসনা করিয়া প্রজাগণকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিবেন, দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত বংশের [ফলবান্ বংশের—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ মরিয়া যায়] ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগের ধন তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব। আর শত্রুগণ যদি বলপূর্ব্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত

হইবে না। বিশেষতঃ অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, আমি তোমাদের সমৃদ্ধিদর্শনে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপৎকালে রাজ্যরক্ষার্থ তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধনপ্রদানপূর্ব্বক রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদকালে ধনকে প্রিয় বোধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।'

"কালজ্ঞ মহীপাল এইরূপে করগ্রহণের উপায় উদ্ভাবনপুর্ব্বক পদাতি প্রেরণ করিয়া সাদর ও সুমধুরবাক্যে প্রজা হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। প্রাকারনির্ম্মাণ, ভৃত্যদিগের প্রতিপালন প্রভৃতি নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়া বৈশ্যদিগের নিকট করগ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে উহারা বনে গমন করিয়া বাস করে; এতএব ভূপতি উহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করিবেন। উহাদের প্রিয়কার্য্যাসাধন, সান্ত্বনা, রক্ষাবিধান ও উহাদিগকে অর্থদানপূর্ব্বক উহাদিগের প্রযত্নসমুৎপন্ন ফল ভোগ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যেরা রাজ্য, ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। অতএব দয়ালু অপ্রমত্ত রাজা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাহাদিগের নিকট পরিমিত কর গ্রহণ করিবেন। বৈশ্যদিগের মঙ্গলানুষ্ঠান করা অতি সুলভ এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।"

৮৮তম অধ্যায়

ধনাগমের সুগম পথ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যখন নরপতি প্রচুর শক্তিশালী হইয়াও সমধিক ধনলাভের প্রত্যাশা করিবেন, তখন তাঁহার কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মার্থী নরপতি সতত প্রজার হিতসাধনে তৎপর হইয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও বীর্য্য অনুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং তাহাদের ও আপনার মঙ্গলজনক কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। ভ্রমর যেমন বৃক্ষে আঘাত না করিয়া তাহা হইতে মধু সংগ্রহ করে, লোকে যেমন গাভীর স্তনচ্ছেদন ও বসকে নিতান্ত কষ্ট প্রদান না করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, জলৌকা [জোঁক] যেমন লোকের গাত্র হইতে শনৈঃ শনৈঃ রুধির পান করে, ব্যাঘ্র যেমন শাবকগণকে নিপীড়িত না করিয়া দশনদ্বারা গ্রহণ করে এবং মূষিক যেমন অলক্ষিতভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থ মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ধনাকাঙ্ক্ষী নরপতি প্রজাগণকে সমূলে উম্মলিত বা নিতান্ত নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অভ্যুদয়োন্মুখ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোপাল যেমন বৎসগণের উপর ক্রমে ক্রমে গুরুতর ভার নিহিত ও তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করে, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক কর গ্রহণ করিবেন। এককালে লোকের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করিলে তাহাকে যারপরনাই নিপীড়িত ও বিরক্ত করা হয়। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত

সুকঠিন; অতএব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতরলোকদিগকে দমন করা উচিত। এইরূপ ব্যবহার করিলে অনায়াসে সুখলাভ হয়। অকালে বা অযোগ্য কার্য্যনির্ব্বার্থ প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করা বিধেয় নহে।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন

"হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার নিকট এক্ষণে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় রাজ্যপালনের উপায়; মায়া নহে। উপায় অবলম্বন না করিয়া শাসন করিলে প্রজাগণ অশ্বের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। মদ্যবিক্রয়ী, বারবনিতা [বেশ্যা], কুট্টিনী [দূতী—যে কুৎসিত কার্য্যের দূতীগিরি করে], বিট [লম্পট—কামুক] ও দ্যূতব্যবসায়ী [জুয়াখেলোয়াড়] প্রভৃতি রাজ্যের অনিষ্টসাধকগণকে সতত শাসন করা কর্ত্তব্য। রাজ্যমধ্যে উহাদের প্রাদুর্ভাব হইলে ভদ্রলোকদিগের অশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। মনু পূর্ব্বেই এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন যে, যেকোন বিপদ উপস্থিত হউক না কেন, লোকে কদাচ অন্যকে শাসন করিবে না। যদি সকলেই ঐ নিয়মের অনুসরণ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এত দিন এই সংসার বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শ্রুতি অনুসারে প্রজাদিগের শাসনে নরপতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে রাজা প্রজাশাসনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করিতে হয়। পাপাত্মাদিগের প্রতি সতত দণ্ডবিধান করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি তাহা না করেন, তাঁহাকে নিতান্ত পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায়। মদ্যাদিতে আসক্ত হইলে ঐশ্বর্য্যহানি হইয়া থাকে। কামাত্মাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাদিগের কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া বোধ থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্যমাংসভক্ষণ, পদারাভিমর্ষণ [পরনারীধর্ষণ] ও পরধন হরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। যাহারা কদাচ পরিগ্রহ করে না, তাহারা বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দয়া করিয়া দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্যে যেন দস্যু ও কপট যাচকের প্রসঙ্গও না থাকে। দস্যুরাই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া কপট যাচকদিগকে ধনদান করে। যাহারা প্রজাবর্গের উপকারক ও উন্নতিসাধক, তাহাদিগকেই রাজ্যমধ্যে স্থান দান করা আবশ্যক। প্রজাপীড়কদিগকে রাজ্যমধ্যে রাখা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধনগ্রহণতৎপর অসাধু ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করা উচিত। কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যসমুদয় একের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব অনেক ব্যক্তিদ্বারা ঐ সকল কার্য্য সাধন করাই বিধেয়। কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজা বা তস্কর হইতে ভীত হইলে ভুপতিকে অতিশয় নিন্দাভাজন হইতে হয়। রাজা গ্রাসাচ্ছাদনাদি[অন্নবস্ত্রাদি]দ্বারা ধনীদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন যে, তোমরা আমার ও প্রজাবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধনবান, প্রাজ্ঞ, শূর, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রজাদিগের রক্ষা হইয়া থাকে।

"হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং সত্য, সরলতা ও ক্ষমাগুণ অবলম্বন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে ধন, মিত্র ও ভূমি লাভ করিতে সমর্থ

হইবে।”

৮৯তম অধ্যায়
ভোগর তিরস্কার ও ত্যাগীর পুরস্কার

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা বৃক্ষের ফলকে ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মমূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব ফলবান্ বৃক্ষ ছেদন করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে, তদ্বারা অন্য লোককে প্রতিপালন করা রাজার আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যদি ধনহীন হইয়া আত্মরক্ষার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নরপতি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর নিমিত্ত বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে রাজা ব্রাহ্মণসমাজে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিবেন, মহাশয়! আপনি এস্থান হইতে গমন করিলে আমার রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করিবে? এক্ষণে আপনি আমার প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করুন। ব্রাহ্মণ ভোগার্থী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলে নরপতি তাঁহাকে ভোগ্যবস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমার এ বিষয়ে মত নাই। কৃষিবাণিজ্য ও গোরক্ষণাদিদ্বারা লোকদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বেদত্রয় মানবগণকে নির্ব্বিকার জগদীশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত করে; অতএব যাহারা বৈদিক কার্য্যের ব্যাঘাত করে, তাহারা দস্যু। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দস্যুগণের বিনাশার্থ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে শত্রুক্ষয়, প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে বিপুল বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরমযত্নসহকারে প্রজাপালন করেন, তাঁহারাই ভূপতিগণের অগ্রগণ্য; আর যাঁহারা প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাদের জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। লোকের কার্য্যাকার্য্য সবিশেষ অবগত হওয়া ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তিনি সতত জনসমাজে চর প্রয়োগ করিবেন। আত্মীয়গণকে আত্মীয় হইতে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষায় বিশেষরূপে অনুরক্ত থাকিয়া পৃথিবী শাসন করা উচিত। পণ্ডিতেরা আত্মাকেই সমুদয় সুখের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বদা আপনার ছিদ্র, ব্যসন, পতন ও অপরাধের বিষয় চিন্তা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ গতবাসরীয় [পূর্ব্বদিবসের অতীত কালের] কার্য্যের প্রশংসা করে কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত নরপতি রাজ্যমধ্যে সতত চর প্রয়োগ করিবেন। যাহারা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ, ধর্ম্মজ্ঞ, ধৃতিমান্ [ধীর—ধৈর্য্যশীল] নরপতি রাজ্যে বাস না করে; যাহারা রাজা, অমাত্য বা অন্য কাহাকেও আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করে এবং যাহারা তোমার সুখ্যাতি বা নিন্দা করে, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ব্যক্তিই সকলের প্রশংসাভাজন হয় না। সকলেরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন [উপেক্ষাকারী—মধ্যস্থ] আছে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্যবল ও তুল্যগুণসম্পন্ন, সুতরাং তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কিরূপে প্রাধান্যলাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে?”

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! রাজা প্রজাগণের তুল্যবল হইয়াও কৌশলক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে সতত আত্মরক্ষা ও তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেন। মহাবিষ আশীবিষ যেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সর্পকে, অস্থাবর স্থাবরকে ও বিশালদশনসম্পন্ন জন্তু যেমন দন্তহীন জন্তুকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তি সতত দুৰ্ব্বলকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব প্রবল শত্রু হইতে সতত আত্মরক্ষা করা রাজার কৰ্ত্তব্য। শত্রু রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলে গৃধ্রের ন্যায় রাজ্যমধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। বণিকেরা যেন রাজকরে নিপীড়িত না হইয়া অল্পমূল্যে বহু বস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হয়; কৃষকেরা যেন পীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ না করে। যাহারা রাজার কার্য্যভার বহন করিয়া থাকে, তাহারা, যেন প্রজাবর্গের দুঃখনিরাকরণে সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের হইতে [দ্বারা] যেন প্রজারা অকারণ কষ্ট স্বীকার [স্বীকারে বাধ্য না হয়] না করে। রাজা ইহলোকে যেসমস্ত বস্তু দান করিয়া থাকেন, তদ্দারা দেবতা, পিতৃগণ, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও পশুপক্ষিগণ সকলেরই তৃপ্তিলাভ হয়। বৎস! আমি রাজবৃত্তি ও রাজ্যপালনের নিয়মসমুদয় কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পুনৰ্ব্বার এই বিষয় বিশেষরূপে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

৯০তম অধ্যায়
ধৰ্ম্মহীন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা—উতথ্য-মান্ধাতার কথা

ভীষ্ম কহিলেন, "যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে প্রফুল্লমনে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা ধৰ্ম্মরক্ষার্থই উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। রাজা লোকরক্ষক; রাজা ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে দেবলোকে ও অধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধৰ্ম্মপ্রভাবেই প্রাণীগণ অবস্থান করিতেছে [রক্ষিত হইতেছে] এবং ধৰ্ম্ম ভূপালগণেরই আশ্রিত হইয়া আছে, অতএব যে রাজা নিয়মানুসারে ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। ধৰ্ম্মানুষ্ঠাননিরত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি সাক্ষাৎ ধৰ্ম্মস্বরূপ, রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত না হইলে দেবগণ রাজাকে ধৰ্ম্মহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, অধাৰ্ম্মিকদিগের উদ্দেশ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়, ধৰ্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অধৰ্ম্ম পরিবৰ্দ্ধিত হয়, লোকের অন্তঃকরণে সতত ভয় সঞ্চারিত হইতে থাকে; কেহ ধৰ্ম্মানুসারে কোন বস্তু অধিকার করিতে পারে না; ভাৰ্য্যা, পশু, ক্ষেত্র ও আবাসে কোন ব্যক্তিরই অধিকার থাকে না। দেবগণ পূজা, পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কাৰ্য্য ও অতিথিসকল সমুচিত সৎকারদ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েন না; ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত হয়েন এবং মনুষ্যগণের চিত্ত বৃদ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া যায়। মহর্ষিগণ উভয়লোক নিরীক্ষণপূৰ্ব্বক সাক্ষাৎ ধৰ্ম্মস্বরূপ রাজার পুষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যে রাজাতে ধৰ্ম্ম বিরাজমান থাকে, তিনিই যথার্থ রাজা; আর যাহা হইতে ধৰ্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি বৃষলস্বরূপ। ধর্ম্মের একটি নাম বৃষ, যিনি সেই ধৰ্ম্ম উচ্ছিন্ন করেন, তাঁহাকে বৃষল বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিবহির্ভূত নহে। সাধ্যানুসারে ধৰ্ম্ম পরিবৰ্দ্ধিত করাই রাজার কৰ্ত্তব্য। ধৰ্ম্ম

পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রজা পরিবর্দ্ধিত এবং ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রজাগণও বিলুপ্ত হয়; অতএব ধর্ম্মলোপ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। ধনাগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্ম্মের ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে দুষ্কার্য্যসমুদয় এককালে অপসারিত হইয়া যায়। ভগবান ব্রহ্মা ভূতগণের উৎপত্তিবিধানের নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ ধর্ম্মপ্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনিই রাজা। অতএব হে মান্ধাতঃ! তুমি কাম ও ক্রোধে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। ধর্ম্মই ভূপালগণের শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান; অতএব নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা ও মৎসরশূন্য হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসাধন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পূর্ণমনোরথ না হইলে রাজার নানাপ্রকার ভয়, মিত্রক্ষয় ও শত্রুর প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হয়।

মান্ধাতার প্রতি উতথ্যের ধর্ম্মবিষয়ক উক্তি

"বিরোচনতনয় বলি বালস্বভাবনিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়াপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী: তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তদর্শনে দানবরাজ যারপরনাই অনুতাপিত হইয়াছিলেন। অসূয়া ও অভিমানের ঐরূপই ফললাভ হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি সাবধান হও; তোমা হইতে যেন রাজলক্ষ্মী বিচলিত না হয়েন। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্পনামে এক পুত্র হয়। সুর, অসুর ও রাজর্ষিগণমধ্যে অনেকেই উহার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যিনি সেই দর্পকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন; আর যিনি উহার বশীভূত হয়েন, তাহাকে উহার দাস হইতে হয়। এক্ষণে যদি তোমার চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অধর্ম্ম ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি মত্ত, উন্মত্ত, পাষণ্ড, নিগৃহীতঅমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সহবাস পরিহার কর। পর্ব্বতে আরোহণ ও বিষম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিও না। রজনীতে সঞ্চরণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। কৃপণতা, অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। অপরিচিতা, স্বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া, অবিবাহিতা ও ক্লীবী স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা রাজার নিতান্ত দূষণীয়। ভূপতি অধর্ম্মে লিপ্ত হইলে বর্ণসঙ্করতাপ্রভাবে সংশে ক্লীব, বিকলাঙ্গ, মূক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে; অতএব প্রজার হিতসাধনার্থ সাবধানে অবস্থান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলে প্রজা-সঙ্করকারক অধর্ম্মের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাদুর্ভাব, শীতকালে শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে। প্রজাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধিযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ঘোরদর্শন ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অশুভ নক্ষত্রসমুদয় প্রতিনিয়ত নভোমণ্ডলে সমুদিত এবং ক্ষয়কারক অন্যান্য উৎপাতসমুদয় সতত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে রাজা আত্মরক্ষা ও প্রজাপালনে নিতান্ত অমনোযোগী, তাঁহাকে অচিরাৎ প্রজাদিগের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্যক লোক দুই ব্যক্তির ধন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া থাকে, কন্যাদিগের

কুমারীভাব দূষিত হইয়া যায় এবং কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পারে না।”

৯১তম অধ্যায়
রাজার পুণ্যে প্রজাবৃদ্ধি--পাপে প্রজাক্ষয়

“উতথ্য কহিলেন, ‘হে মান্ধাতঃ! জলধর যথাসময়ে সলিলবর্ষণ ও রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করিলে যে যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাতেই পরমসুখে প্রজাবর্গের । জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্ত্রপরিষ্করণে অক্ষম রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের জীবিত থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। শূদ্রের দানবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্য, রাজার দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপানুষ্ঠান, মন্ত্রপাঠ ও সত্যপ্রতিপালনই মুখ্য ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাবর্গের পিতাস্বরূপ। রাজাদিগের ব্যবহারনিবন্ধনই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই রাজা যুগস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলেই তিন অগ্নি, বেদ, দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ এবং চারি-আশ্রম ও চারিবর্ণের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহার পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর [প্রভু-প্রতিপালক] এবং অধার্ম্মিক হইলে প্রজানাশক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। রাজা পাপাচরণপরায়ণ হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভসকল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের নিমিত্তই নরপতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালন করিলে রাজার সমধিক পুণ্যলাভ ও তাহাদিগের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে যারপরনাই পাপ হইয়া থাকে। প্রজাগণ যাঁহার পরিবারস্বরূপ এবং তাহারা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে কালযাপন করে, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইলে সকলকেই পরিতাপিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা নিয়ত অপমানিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিও না। প্রতিনিয়ত দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল ব্যক্তি, মুনি ও আশীবিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি যেন দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সবান্ধবে তাহাদের দৃষ্টিদহনে দগ্ধ হইও না।।

‘রাজা দুর্ব্বলদিগের সাহায্যদানে পরাত্মখ হইলে তাঁহার বংশ উহাদের কোপানলে সমূলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অতএব বলবান ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিই প্রধান। রাজা যদি অবমানিত, আহত ও আর্তব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দৈবদণ্ডে নিহত হইতে হয়। তুমি বলবানের পক্ষ হইয়া কদাপি দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট অর্থগ্রহণ করিও না। প্রজাগণ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়া অশ্রুপাত করিলে নিশ্চয়ই রাজার পুত্রবিয়োগ ও পশুনাশ হয়। অনেক স্থানে পাপকর্ম্ম করিলে অচিরাৎ তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই উহার ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহা ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। জনপদবাসী যাবতীয় প্রজা একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ নরপতিকে কালকবলে

নিপতিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক রাজপুরুষ একত্র সমবেত হইয়া নীতিমার্গ অতিক্রম ও যুক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া প্রজাগণের নিকট ধন গ্রহণ করিলে রাজার ঘোরতর পাপ ও ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

'রাজার বিপদে রাজপুরুষদিগকে যারপরনাই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়া ক্রমশঃ পরবর্দ্ধিত হইলে জীবগণ উহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে একেবারে সকলেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। লোকে রাজ্যমধ্যে নরপতির গুণগাথা কীর্ত্তন ও সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। দুরাত্মারা রাজ্যমধ্যে জ্ঞানপূর্ব্বক সাধুদিগের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলে রাজাকেই তাহার পাপভাগী হইতে হয়। যে রাজা দুর্দ্দান্তদিগকে দমন এবং অমাত্যগণের সম্মাননাপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তিনি অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি লাভ করিয়া সুদীর্ঘ কাল নিরাপদে বসুন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি সুহৃদের সৎকর্ম্ম ও হিতবাক্যের প্রশংসা করেন, তাঁহার পরমধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে।

উতথ্যের বিবিধ রাজকর্ত্তব্য উপদেশ

'সকলকে অংশ প্রদান করিয়া ভোজন, অমাত্যগণের প্রতি সমুচিত সমাদরপ্রদর্শন ও বলমদে মত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন, স্নেহাস্পদ পুত্রের প্রতিও ক্ষমাপ্রদর্শন করিবেন না এবং দস্যুদলদমন, সংগ্রামে জয়লাভ, সতত ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক দুর্বল ব্যক্তিদিগের বলবর্ধন ও প্রজাপ্রতিপালন করিবেন। যে ব্যক্তি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান বা পাপকার্য্যের জল্পনা করে, সে অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেও তাহাকে কদাচ ক্ষমাপ্রদর্শন করিবেন না এবং প্রধান প্রধান বণিকদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি পরমশ্রদ্ধাসহকারে কাম ও লোকবিদ্বেষে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণ [প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত] যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দীন-দরিদ্র, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের দুঃখাশ্রু মোচনপূর্ব্বক সুখবৃদ্ধি করিবেন। মিত্রসংখ্যাবর্দ্ধন ও শত্রুসংখ্যাহ্রাস করিতে সতত যত্নবান্ হওয়া এবং সাধুগণের পূজা, সত্যপালন, প্রীতিসহকারে ভূমিদান, অতিথিসৎকার ও ভৃত্যবর্গের সমুচিত সম্মান করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা লোকের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফলভোগ করেন। ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা জিতেন্দ্রিয় হইলে পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইলে নরকে নিপতিত হয়েন। ঋত্বিক, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে সৎকার ও সমাদর করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যম যেমন প্রাণীদিগের প্রতি যথোচিত দণ্ডবিধান করেন, তদ্রূপ রাজা প্রজাদিগকে নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদান করিবেন। লোকে মহীপতিকে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকে; অতএব তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাজা সতত সাবধানে বুদ্ধিবৃত্তিপরিচালন, ক্ষমাপ্রদর্শন, ধৈর্য্যাবলম্বন, প্রাণীগণের বলাবল পরীক্ষা ও

সদসদ্‌বিবেচনা করিবেন। প্রাণীসংগ্রহ [প্রাণীগণের পালন], অর্থদান, মধুরবাক্যপ্রয়োগ এবং পুর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অপটু রাজা প্রজারক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থ হয়েন না। দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত সহজ নহে। যে রাজা প্রজ্ঞাবান ও মহাবলপরাক্রান্ত এবং যিনি দণ্ডনীতির বিলক্ষণ অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই কেবল রাজ্যভার বহন করিতে পারেন। আর যিনি নিতান্ত হীনবীর্য্য, অল্পবুদ্ধি ও দণ্ডনীতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সমর্থ হয়েন না। রাজা ৎসকুলসম্ভূত, একান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, বৃদ্ধ অমাত্যগণসমভিব্যাহারে আশ্রমবাসী তপস্বিগণেরও কার্য্য পরীক্ষা করিবেন।

'এক্ষণে তুমি সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম অবগত হইলে। তোমার ধর্ম্ম যেন কি স্বদেশ, কি বিদেশ কুত্রাপি বিলুপ্ত না হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই সমধিক উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। মনুষ্যকে মধুরবাক্যে সমাদর করিলে সে পুত্রকলত্র ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও অসম্মত হয় না; অতএব তুমি সকলকেই সমাদর করিবে। লোকসংগ্রহ, দান, মধুরবাক্যপ্রয়োগ, শৌচ ও সাবধানতা এই কয়টি বিষয়ে কদাচ অমনোযোগ করিও না। রাজা সতত শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার ছিদ্রসন্দর্শনে সমর্থ না হয়। দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণও ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগের অনুকরণ কর। রাজা। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহারাজ মান্ধাতা মহর্ষি উতথ্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অশঙ্কিতমনে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানপুর্ব্বক অচিরাৎ পৃথিবী আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অতএব তুমি রাজা মান্ধাতার ন্যায় সাধ্যানুসারে পৃথিবী পালন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই দেবলোকে স্থানলাভে সমর্থ হইবে।"

৯২তম অধ্যায়
রাজার ধার্ম্মিকতা—বামদেব-বসুমনার কথা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! নরপতি ধর্ম্মপরায়ণ হইতে মানস করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তত্ত্বার্থদর্শী ভগবান্ বামদেব যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। একদা শুদ্ধাচারী কোশলরাজ বসুমনা মহর্ষি বামদেবকে কহিলেন, 'ভগবন্! যাহাতে আমি স্বধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনি আমাকে এরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন। তখন মহর্ষি বামদেব নহুষনন্দন যতিতুল্য প্রভাবশালী কোশলরাজকে কহিলেন, 'মহারাজ! ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ধর্ম্মের পর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যে রাজা ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাধুলোকের উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয়েন। আর যে অধার্ম্মিক রাজা বলপ্রকাশপূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ধর্ম্মঘাতক নরপতি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধ্য; তাঁহাকে অচিরাৎ সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হয়। গর্ব্বিত, কার্য্যানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, যথেচ্ছাচারী ভূপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হয়েন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান রাজা সাগরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজ্যরক্ষার প্রধান উপায়; অতএব ঐ সমুদয় অল্পমাত্র লাভ করিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত-জ্ঞান করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে।

'হে মহারাজা নরপতি এই সমুদয় উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্মার্থদর্শী মহীপাল এই উপদেশানুসারে বিবেচনা করিয়া অর্থোপায়ের চেষ্টা করেন, তাঁহার উন্নতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। স্নেহশূন্য অদাতা ভূপতি প্রজাগণের প্রতি নিরন্তর দণ্ডবিধান করিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যান। বুদ্ধিহীন রাজা প্রায়ই আপনার পাপকার্য্য বুঝিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে ইহলোকে অকীর্ত্তিলাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরকভোগ করিতে হয়। রাজা সম্মানজ্ঞ, দাতা ও মিষ্টভাষী হইলে মানবগণ তাঁহার বিপদ আপনাদিগের বিপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে উহার নিবারণে যত্নবান হয়। যে রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু বিদ্যমান নাই এবং যিনি অন্যের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থসংগ্রহে বাসনা করেন, তিনি কোনক্রমেই চিরকাল সুখভোগ করিতে পারেন না। আর যিনি উপদেশকের বশীভূত হইয়া স্বয়ং সমুদয় কার্য্য পর্য্যালোচনা ও ধর্ম্মানুসারে অর্থলাভের চেষ্টা করেন, তিনি যাবজ্জীবন সুখভোগে সমর্থ হয়েন।' "

৯৩তম অধ্যায়
প্রিয়ব্যবহার প্রশংসাপ্রসঙ্গে বিবিধ নীতি-ইঙ্গিত

"বামদেব বলিলেন, "হে মহারাজ! রাজা দুর্ব্বলের উপর অধর্ম্মাচরণ করিলে তাঁহার বংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেই পাপপ্রবর্ত্তক দুর্ব্বিনীতের কুপ্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। মানবগণ স্বধর্ম্মনিরত ভূপতির ব্যবহারের অনুগমন করিলে উন্মার্গগামী নরপতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার আত্মীয়গণও তাহা সহ্য করিতে পারে না। অশাস্ত্রদর্শী রাজা ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষত্রিয় চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তী নহেন এবং যিনি সমরাঙ্গনে পূর্ব্বোপকারী শত্রুকে পরাজিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। সতত সামর্থ্য প্রকাশ, প্রফুল্লমুখে অবস্থান ও বিপৎকালে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ ব্যবহার করিলে তিনি চিরকাল প্রিয় ও সম্পত্তিশালী হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে পারেন। রাজা কোন কারণবশতঃ একবার যাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন, তাহার সহিত সতত প্রিয়ব্যবহার করা তাঁহার আবশ্যক। প্রিয়ব্যবহার করিলে শত্রুগণও উপকার করিয়া থাকে। মিথ্যাবাক্যের পরিহার ও লোকে প্রার্থনা না করিলে তাহার হিতচেষ্টা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কামক্রোধ বা বিদ্বেষনিবন্ধন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ভূপতি প্রশ্নকালে অনর্থক বাক্যপ্রয়োগ অথবা লজ্জা, ত্বরা বা অসূয়া প্রকাশ করিবেন না। প্রিয় ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইবেন। অর্থকৃচ্ছ্র[অর্থকষ্ট] উপস্থিত হইলে অনুতাপ করিবেন না এবং সতত প্রজাদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। যে নরপতি নিয়ত প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন ও সম্পত্তি চিরস্থায়ী হয়। প্রতিকূলাচরণপরাঙ্মুখ [বিরুদ্ধাচরণে বিমুখ], হিতকারী ভক্তজনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং জিতেন্দ্রিয়, একান্ত অনুরক্ত, কার্য্যকুশল, অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে অর্থাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মূর্খ, ইন্দ্রিয়পরবশ, অর্থলোলুপ, অসচ্চরিত্র, শঠ এবং মদ্য, দ্যূত, মৃগয়া ও স্ত্রীসম্ভোগে নিরত ব্যক্তির উপর গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিলে নরপতিকে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।

'যে রাজা জিতেন্দ্রিয় ও লোকরক্ষায় নিরত হয়েন, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি ও শাশ্বত সুখানুভব হইয়া থাকে। যে রাজা সুবিশ্বস্ত আত্মীয় চরদ্বারা অন্যান্য ভূপতিগণের আচার-ব্যবহার অবগত হয়েন, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। বলবান্ ভূমিপতির অপকার সাধনপূর্ব্বক "আমি উহা হইতে অতিদূরে অবস্থান করিতেছি" মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। কারণ, বলবান্ নরপতি অপকৃত হইলে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সহসা দুর্ব্বলের রাজ্যে উপস্থিত হয়। নরপতি আপনার বাহুবল বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ করিবেন, বলবান ব্যক্তিকে আক্রমণ করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও সমরাঙ্গনে শত্রুর বধসাধন করিবেন। ইহলোকে সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর,

কিছুই চিরস্থায়ী নহে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্গাদি রক্ষাবিধান, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিন্তা ও প্রজাগণের সুখসাধন এই পাঁচ উপায়দ্বারা রাজার অধিকার পরিবর্দ্ধিত হয়। যিনি এই পাঁচ উপায় অবলম্বন করেন, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার রাজ্য চিরকাল অক্ষত থাকে। কিন্তু নিরন্তর ঐ পাঁচ বিষয়ে স্বয়ং ব্যাপৃত থাকা একজনের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রাজা সুবিশ্বস্ত অবিকৃত [অনুগত বেতনভোগী] পুরুষদিগের উপর উহার ভার অর্পণ করিয়া চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন।।

'যিনি দাতা, বিভাগকর্ত্তা [ন্যায্যদাবী অনুসারে বিষয়বণ্টনকারী], মৃদু ও পবিত্র এবং যিনি কদাচ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করেন না, মানবগণ তাঁহাকেই নরপতিপদে অভিষেক করে। যে রাজা অন্যের নিকট হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার মত পরিত্যাগপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, মানবগণ তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকে। যিনি বিদ্বেষবশতঃ হিতপরায়ণ বন্ধুর বাক্যে অনাদর করিয়া অহিতকারীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন এবং সাধুসমাদৃত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। নিগৃহীত অমাত্য, পর্ব্বত [আত্মরক্ষার উপযোগী দুর্গম পর্ব্বত], ভীষণ[দুষ্প্রবেশ্য] দুর্গ, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ এবং কামিনীগণের সহিত সতত সংস্রব রাখিয়া আত্মরক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা রোষপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি নিকৃষ্টদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং যিনি বিদ্বেষবশতঃ কল্যাণকর জ্ঞাতিগণের উপকারে বিরত হয়েন, তাঁহাকে অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত, নিরাশ্রয় ও কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। আর যিনি অসাধারণ গুণসম্পন্ন অপ্রিয়ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়বাক্যদ্বারা বশীভূত করেন, তাহার যশঃশশধর অনন্তকাল অবনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। অকালে করগ্রহণ ও অপ্রিয়ব্যক্তির প্রতি বিরক্তিপ্রকাশ ও প্রিয়ব্যক্তিতে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কোন কোন রাজা যথার্থ অনুরক্ত, কাহারা ভয়প্রযুক্ত শরণাগত এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন ব্যক্তি দোষাক্রান্ত, তাহা প্রতিনিয়ত চিন্তা করা আবশ্যক। আপনাকে বলবান্ জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ ব্যক্তি প্রমাদযুক্ত হইলে দুর্ব্বলেরা গৃধ্রকুলের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করে। পাপাত্মা ব্যক্তিরা সর্ব্বগুণান্বিত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে; অতএব উহাদিগকে বিশ্বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। নহুষপুত্র যযাতি রাজরহস্য-কীর্ত্তনচ্ছলে কহিয়া গিয়াছেন যে, নরপতিগণ সামান্য শত্রুদিগের বিনাশেও অনাস্থা করিবেন না।"

৯৪তম অধ্যায়
সামনীতিতে নৃপতির দৃঢ়প্রতিষ্ঠা

"বামদেব বলিলেন, "হে রাজন! যুদ্ধ না করিয়া অরাতিপরাজয় করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যে জয়লাভ করেন, তাহা সাধুসমাজে জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। নরপতি দৃঢ়মূল না হইয়া কদাচ অলব্ধ বস্তুলাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। মূল দৃঢ় না হইলে তাহার কাচ কোন বস্তুলাভের সম্ভাবনা নাই। যে রাজার অসংখ্য মন্ত্রী থাকে, জনপদ অতি বিস্তীর্ণ ও সম্পত্তিসম্পন্ন হয় এবং প্রজাগণ সতত সন্তুষ্ট, ধনধান্যশালী ও বশীভূত হইয়া সকল লোকের উপর দয়া প্রকাশ করে, তাঁহাকেই দৃঢ়মূল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজার যোধগণ সন্তোষশালী ও শত্রুগণের প্রবঞ্চনায় পটু হয়, তিনি অল্পসৈন্য লইয়াও সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে পারেন। মহীপতি যখন আপনাকে প্রতাপান্বিত বোধ করিবেন, সেই সময়েই স্বীয় বুদ্ধিবলে শত্রুর ভূমি ও ধনহরণ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়শালী মহীপাল প্রাণীগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আত্মরক্ষায় যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে সকলকেই পরাজয় করিতে পারেন। যে নরপতি আত্মীয়গণের সহিত সতত সম্পূর্ণ মিথ্যাব্যবহার করেন, তাহাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা নিয়ত শত্রুপীড়ন না করেন, তাঁহার শত্রুগণ কখনই অবসন্ন হয় না এবং যিনি ক্রোধ-সংবরণ করিতে পারেন, কেহই তাহার সহিত বিপক্ষাচরণ করে না। পণ্ডিত ভূপতি সজ্জনবিদ্বিষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ ও সতত মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। যে রাজা কর্তব্যকর্ম্ম সুম্পন্ন করিয়া সুখ অনুভব করেন, তাহাকে কদাপি অনুতাপিত বা জনসমাজে অবজ্ঞাত হইতে হয় না। হে মহারাজ! নরপতি এইরূপ ব্যবহার করিলেই ইহলোকে ও পরলোকে জয়লাভ করিতে পারেন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বসুমনা বামদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমিও সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে নিঃসন্দেহেই উভয়লোক জয় করিতে পারিবে।"

৯৫তম অধ্যায়
ধর্ম্মযুদ্ধের প্রশংসা--অধর্ম্মযুদ্ধের নিন্দা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বলবান্ ভূপতি দুর্বল ভূপতিকে পরাজয় করিবার বাসনা করিলে তাহাকে কিরূপে উহা। সম্পাদন করিতে হইবে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বলবান ভূপতি অন্যের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রজাগণকে কহিবেন, আমি তোমাদিগের অধিপতি হইয়া তোমাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; তোমরা আমাকে কর প্রদান ও আমার আশ্রয় গ্রহণ কর।' বলবান্ আগন্তুক ভূপতি এই কথা বলিলে প্রজাগণ যদি তাঁহার বাক্যে সম্মত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন বিবাদ না করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব করিবেন। আর যদি তাহারা তাঁহার

বাক্যে সম্মত না হয়, তবে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশীভূত করিবেন। উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতি যদি তাঁহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিবিধ উপায়দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা তাহার কর্ত্তব্য। হীনব্যক্তিরাও ক্ষত্রিয়কে দুর্বল, আত্মত্রাণে অসমর্থ অরাতির নিকট ভীত দেখিলে শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! নরপতি অন্য ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! বর্ম্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ও একাকী হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি সমরে অক্ষম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্মধারণ করিয়া আগমন করিলে নরপতিকে বর্ম্মধারণ এবং সৈন্যসমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাঁহাকে সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি শঠতাসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভূপতি কপটতা আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর যদি সে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নরপতিও ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া তাহার নিবারণে যত্নবান্ হইবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিমুখে গমন করিবেন না, রথারোহণ করিয়া রথীর অভিমুখীন হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত বা জিত ব্যক্তির প্রতি কদাপি শস্ত্র নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। বিষলিপ্ত বা কুটিলবাণ [বিপক্ষের অলক্ষ্যে প্রয়োগযোগ] লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। অসাধুগণই এইরূপ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে। নরপতি জিঘাংসাপরতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেন। দুর্ব্বল, অপত্যবিহীন, শস্ত্রহীন, বিপন্ন, ছিন্নকার্ম্মুক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদি সাধুব্যক্তি সমরাঙ্গনে শরনির্ভিন্ন ও বিপদগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার আবাসে প্রেরণ, না হয় আপনার আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক চিকিৎসাদ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্য-বিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুদিগের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য, উহা বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যদি শঠতাসহকারে অধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হয়েন। পাপাত্মারা অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সাধুগণ সৎপথ অবলম্বন করিয়াই অসাধুদিগকে জয় করিবেন। অধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়। অনেক স্থলে অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্য তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিককে সমূলে নির্মূল করিয়া ফেলে। পাপপরায়ণ পুরুষ প্রথমতঃ পাপকার্য্যদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুলকিতচিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অধর্ম্ম নাই বিবেচনা করিয়া পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপহাসবাক্য প্রয়োগ এবং বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়াও আপনাকে অমর বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ঐ দুরাত্মাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে বায়ুপূরিত চর্ম্মকোষের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নদীকুলস্থ পাপের ন্যায় সমূলে উম্মলিত হইয়া যায়; তখন সকল লোকেই তাহাকে প্রস্তরে নিপতিত কুম্ভের ন্যায় দেখিয়া তাহার ও তাহার কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। অতএব ধর্ম্মানুসারেই বিজয়লাভ ও কোষবৃদ্ধির চেষ্টা করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।”

৯৬তম অধ্যায়
বিজিত রাজার প্রতি বিজেতা নৃপতির ব্যবহার

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ।! অধর্ম্মানুসারে বিজয়বাসনা করা নরপতির কদাপি কর্তব্য নহে। ভূপতি অধর্ম্মদ্বারা জয়লাভ করিয়া কখনই সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎকর। উহা রাজ্যের সহিত নরপতিকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। বর্ম্মহীন, কৃতাঞ্জলি, অত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করা ভূপতির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হয়, রাজা স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। তিনি তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক আপনার আবাসে আনয়ন করিয়া এক বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিতে উপদেশ দিবেন। যদি এক বৎসরের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। ভূপতি যদি বিক্রমপ্রকাশপুর্ব্বক শত্রুর কন্যাকে আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে আপনার পত্নী করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও অন্যকে বরণ করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে ভূপতি আর তাহাকে আপনার আলয়ে স্থানদান করিবেন না। এইরূপে রাজা দাসদাসী প্রভৃতি যা কিছু বলপূর্ব্বক আহরণ করিবেন, তৎসমুদয় এক বৎসরমধ্যে আপনার আয়ত্ত না হইলে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ভূপতি চৌরাদির ধন গ্রহণপূর্ব্বক সঞ্চিত করিবেন। জয়লব্ধ গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পান করিতে দিবেন এবং বৃষভসমুদয়কে ভূমিকর্ষণে নিয়োগ অথবা জিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিরাই রাজার অভিমুখে অস্ত্রনিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। উভয় পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শান্তিস্থাপন অভিলাষে মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উভয়পক্ষ নিবৃত্ত হইবেন, কদাচ যুদ্ধ করিবেন না যে এই শাশ্বত নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করে, সে ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক, তাহাকে ক্ষত্রিয়মধ্যে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করাই বিধেয়। যে রাজা জয়লাভের বাসনা করেন, ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা তাঁহার নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্মতঃ জয়লাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কি আছে? যাহারা সহসা বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে সান্ত্বনাসহকারে ভোগ প্রদান করিয়া অচিরাৎ প্রসন্ন করাই ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাদিগকে সান্ত্বনা না করিয়া ভোগপ্রদান করিলেই উহারা বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক রন্ধ্রান্বেষী অমিত্রের আশ্রয়গ্রহণ করে এবং রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে শত্রুগণের সাহায্য করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হয়। কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অমিত্রকে বঞ্চনা বা দৃঢ়তর প্রহার করা ধর্ম্মাত্মা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর প্রহারনিবন্ধন লোকে প্রায়ই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

"যে নরপতি অতিঅল্পে সন্তুষ্ট হয়েন, তিনি বিশুদ্ধ জীবনেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ, প্রজাগণ অনুরক্ত ও ধনাঢ্য এবং মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত, সেই রাজার দৃঢ়মূল বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যিনি ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য সম্পন্ন পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে পূজা করেন, তিনি যথার্থ লোকব্যবহারজ্ঞ; দেবরাজ

ঐরূপ ব্যবহারদ্বারাই ইত্বলাভ করিয়াছিলেন। ভূপালগণ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রত্বলাভ করিতে বাসনা করেন। রাজা প্রতর্দ্দন যুদ্ধবিজয়ী হইয়া শক্রুর ভূমি ভিন্ন অন্যান্য ধনসম্পত্তি এবং অন্ন ও ওষধি পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। দিবোদাস শক্রুকে পরাজয় করিয়া তাহার যজ্ঞ, অগ্নি, হবিঃ ও সিদ্ধান্ন আহরণপুর্ব্বক পুনরায় শক্রুকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা নাভাগ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শ্রোত্রিয় ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন রাজ্যস্থ সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন নরপতি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ভূপালগণের বিজয়-বাসনা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যিনি আপনার মঙ্গল কামনা করিবেন, তিনি মায়া বা দর্পসহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিবেন না।”

৯৭তম অধ্যায়

প্রজাপালনে নৃপতির যুদ্ধহিংসাদি পাপনাশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ক্ষাত্রধর্ম্ম অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। নরপতি যুদ্ধকালে সৈন্যমধ্যস্থিত বৈশ্যদিগকেও নিপাতিত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ভূপতি কিরূপ কর্ম্ম করিলে পুণ্যলোকে গমন করিতে পারেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ভূপালগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, দান এবং পাপাত্মাদিগের নিগ্রহ ও সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহদ্বারা পবিত্র ও নিস্পাপ হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিজয়ার্থী হইয়া প্রাণীদিগকে নিপীড়িত করেন বটে, কিন্তু জয়লাভ করিয়া পুনরায় তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হয়েন। দান, যজ্ঞ ও তপস্যাদ্বারা তাঁহাদিগের পাপ ধ্বংস এবং প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহদ্বারা পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃষক যেমন ক্ষেত্রসংস্কারে ব্যাপৃত হইয়া ধান্য বিনষ্ট না করিয়া তৃণসমুদয় উম্মলিত করে, তদ্রূপ শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা শস্ত্রনিক্ষেপপূর্ব্বক কেবল বধাদিগেরই প্রাণসংহার করিয়া থাকেন। প্রজারক্ষণদ্বারাই ভূপতির পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা প্রজাগণকে বধ ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দস্যুভয়াদি-নিবারণে প্রবৃত্ত হয়েন, সকল লোকেই তাঁহাকে ধনদাতা, সুখদাতা ও অন্নদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধর্ম্মাত্মা ভূপতি প্রজাগণকে অভয়দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ইহলোক মঙ্গললাভ ও পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে রাজা ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করেন, তাঁহার অনন্তদক্ষিণ[বহু দক্ষিণাযুক্ত] যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে নরপতি অকুতোভয়ে শক্রুদিগের উপর শরবর্ষণ করেন, দেবগণ পৃথিবীমধ্যে তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সমরে অপরাঙ্মুখ রাজার প্রশংসা

“ভূপতির যাবৎসংখ্যক অস্ত্র অরাতিগণের চর্ম্ম ভেদ করে, তিনি তাবৎসংখ্যক সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয়লোকলাভে অধিকারী হয়েন। সংগ্রামসময়ে রাজার গাত্র হইতে যে

রুধির নিঃসৃত হয়, তিনি সেই শোণিতের সহিত সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া । থাকেন। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, সমরক্লেশ সহ্য করাই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান তপস্যা। ভীরুভাব পুরুষেরাই মেঘ হইতে জললাভের ন্যায় শূরগণের শরণ[আশ্রয়] লাভের বাসনা করিয়া সংগ্রামের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করে। বীরপুরুষ যদি ভয়ের সময়ে তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপনপূর্ব্বক রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাহার সমধিক পুণ্যলাভ হয়। আর যেসকল ব্যক্তি বীরগণের বাহুপ্রভাবে বিপদ হইতে মুক্ত ও রক্ষিত হয়, তাহারা যদি তাহাদিগকে প্রাণদাতা বলিয়া প্রতিনিয়ত নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহাদের ন্যায্য ও উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। ইহলোকে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, কেহ কেহ সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রামসময়ে অরাতিকুলের অভিমুখীন হয়, আর কেহ ঐ সময় সমরাঙ্গন পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে। যাঁহারা প্রাণ-সঙ্কট সংগ্রামে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বিপক্ষপক্ষের অভিমুখে গমন করেন, তাঁহারা মহাবীর; আর যাহারা ঐ সময় আত্মপক্ষীয়দিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে, তাহারা কাপুরুষ। আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষতগাত্রে গৃহে গমন করা নিতান্ত নরাধমের কার্য্য। ঐরূপ পুরুষ যেন তোমার বংশে জন্মগ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার্থ সহায়ভুত বীরগণকে পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। ঐরূপ কাপুরুষদিগকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র[ঢিল]দ্বারা বিনষ্ট, কটবদ্ধ[তূণে কড়ারকমের পাক দেওয়া—নারিকেল-কাতার কাছির মত সুদৃঢ় রজ্জুদ্বারা বন্ধন] করিয়া দগ্ধ অথবা পশুবৎ নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়কে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। যে ক্ষত্রিয় শ্লেষ্ম-মূত্র পরিত্যাগ ও করুণবিলাপ করিতে করিতে অক্ষতশরীরে প্রাণত্যাগ করে, পণ্ডিতেরা কখনই তাহার প্রশংসা করেন না। ক্ষত্রিয়গণের গৃহমৃত্যু প্রশংসনীয় নহে। উহারা স্বভাবতঃ শুর, অভিমানী, সুতরাং উহারা সংগ্রামে শৌর্য্য প্রকাশ না করিলে লোকে উহাদিগকে কৃপণ ও অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামপরাঙ্মুখ মানবগণ রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধযুক্তমুখে ক্লেশসূচক শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পুত্রগণকে শোকাকুলিত করিয়া আরোগ্যলাভ বা বারংবার মৃত্যু প্রার্থনা করে। অভিমানী বীরপুরুষদিগের কদাচ এরূপ মরণে অভিলাষ হয় না। জ্ঞাতিগণসমভিব্যাহারে সংগ্রামে শরবর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষের তীক্ষ্ণশরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম। বীরপুরুষ কামক্রোধপ্রভাবে অরাতিকুলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও আপনাকে ব্যথিত জ্ঞান করেন না। তিনি লোকপূজিত ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্ত হইয়া সংগ্রামে কলেবরপরিত্যাগপূর্ব্বক অনায়াসে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল মহাবীর সমরক্ষেত্রে অরাতিকুলে পরিবৃত হইয়া দীনতা প্রকাশ বা পলায়ন না করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই অক্ষয়লোকলাভ হইয়া থাকে।”

৯৮তম অধ্যায়
যুদ্ধমৃত ক্ষত্রিয়েরগতি--ইন্দ্র-অম্বরীষ-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ রণনিহত হইয়া কোন কোন লোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র ও অম্বরীষসংবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। নাগপুত্র মহাত্মা অম্বরীষ দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাপতি সুদেব ইন্দ্রের সহিত তেজোময় দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছে। নাভাগনন্দন সেনাপতির সমৃদ্ধিদর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবরাজ! আমি সসাগরা পৃথিবী বশবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মকামনায় শাস্ত্রানুসারে চারিবর্ণ প্রতিপালন, সমরাঙ্গনে সৈন্যগণকে পরাজয়, ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, গুরুজনসেবা, বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং অন্নদানদ্বারা অতিথি, স্বাধ্যায়দ্বারা পিতৃলোক, স্বাধ্যায়দ্বারা ঋষি ও যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি। এই সুদেব পূর্ব্বে আমার সেনাপতি ছিলেন। উনি কোন্ পুণ্যের ফলে এক্ষণে আমাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন?'

"ইন্দ্র কহিলেন, 'রাজন্! সুদেব অতি বিস্তীর্ণ সংগ্রামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই। যোধগণ কবচধারণপূর্ব্বক সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধযজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকে।

"অম্বরীষ কহিলেন, 'দেবরাজ! যুদ্ধযজ্ঞের হবিঃ, আজ্য ও দক্ষিণা কি এবং ঋত্বিক্ই বা কে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

'ইন্দ্র কহিলেন, 'রাজন্! কুঞ্জরগণ ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক, অশ্বগণ। অধ্বর্য্যু, অরাতির মাংস হবিঃ, শোণিত আজ্য এবং শৃগাল, গৃধ্র ও কাকগণ উহার সদস্য। ঐ সদস্যগণ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবিঃ ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের স্রূক্ এবং শত্রুশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রূব্। হস্তিচর্ম্মাবৃত, গজদন্তনির্ম্মিত, মুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ উহার স্ফিক্[স্ফ-স্থণ্ডিলে রেখা অঙ্কিত করার খড়্গাকৃতি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ]। লৌহময় সুতীক্ষ্ণ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহারনিবন্ধন যে রুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্যগণমধ্যে 'ছিন্দি, ভিন্দি [ছেদ কর, ভেদ কর]' প্রভৃতি যেসকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা সামগানস্বরূপ। শত্রুপক্ষীয়দিগের সেনামুখ উহার আজ্যস্থালী [যজ্ঞীয় ঘৃত রাখিবার পাত্র]। হস্তী, অশ্ব এবং বর্ম্মধারী মনুষ্যসমুদয় উহার শ্যেনচিত বহ্নি [শ্যেনযাগাদিতে পূজ্য তন্নামক অগ্নি]। একসহস্র সৈন্য নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণবিশিষ্ট খাদির যূপ [খদিরকাষ্ঠের যূপ] আর তলদান [বীরত্বসূচক স্পর্ধাপ্রদর্শক করতলশব্দ] উহার বষট্কার এবং দুন্দুভি উহার উদ্গাতাস্বরূপ। অপহৃত ব্রহ্মস্ব[ব্রাহ্মণের ধনসম্পত্তি] উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে বীর

প্রভুর হিতার্থ প্রবৃত্ত হইয়া ভয়প্রযুক্ত উহা হইতে বিরত না হয়েন, যিনি নীলচর্ম্মাবৃত খড়্গ ও পরিঘাকার বাহুদ্বারা সমরাঙ্গন সমাকীর্ণ করেন এবং যিনি সহায়নিরপেক্ষ হইয়া একান্তমনে সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হয়েন, তিনি আমার সারবাক্য লাভ করিয়া থাকেন।

'যে মহাবীর ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যসমুদয়স্বরূপ মণ্ডুক ও কচ্ছপ, বীরগণের অস্তিস্বরূপ কর্কর [জল], মাংস ও শোণিতস্বরূপ কর্ম্ম, খড়্গ চর্ম্ম গৃধ্র কঙ্ক ও বায়সস্বরূপ ভেলা, কেশকলাপস্বরূপ শৈবাল[শেওলা] ও শাল[তৃণময় স্থান], অশ্ব ও হস্তিস্বরূপ সেতু, পতাকা ও ধ্বজস্বরূপ বেতসলতা[বেত], নিহত কুঞ্জরস্বরূপ মহানক্র এবং ঋষ্টি ও খড়্গস্বরূপ নৌকাসমাকীর্ণ রাক্ষসবহুল ভীরুজনভয়াবহ শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনি ঐ যজ্ঞের অবভৃতস্নানের [যজ্ঞান্ত স্নানের] উপযুক্ত পাত্র। শত্রুগণের সেনামুখ যাঁহার পত্নীশালা [পত্নীগণের আমোদ-প্রমোদ গৃহ], যোধগণ যাঁহার দক্ষিণ সদস্য, উত্তরদিক্ যজ্ঞকুণ্ড, শত্রুসেনা যাঁহার কলত্র ও উভয় ব্যূহমধ্যস্থান যাঁহার যজ্ঞবেদীস্বরূপ হয় এবং বিপক্ষগণের মস্তক ও হস্তী এবং অশ্বদ্বারা যিনি ঐ বেদী সমাচ্ছন্ন করেন, তিনিই আমার সালোক্য[ইন্দ্রলোক]লাভ করিতে পারেন। যে যোদ্ধা ভীতচিত্তে সমরপরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষশরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। যে মহাবীরের শোণিতধারা এবং কেশ, মাংস ও অস্থিসমূহদ্বারা সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হয়, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিকে বিনষ্ট করিয়া তাহার যানে আরোহণ করেন, সেই মহাবীর বিষ্ণুর ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন ও বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান হয়েন। যিনি রণস্থলে সেনানায়ক ও তাহার পুত্র অথবা যে-কোন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তিনি আমার সালোক্যলাভের উপযুক্ত পাত্র।

'যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরনিহত বীরপুরুষ নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের নিমিত্ত অন্ন-জল প্রদান ও অশৌচ গ্রহণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বীরপুরুষ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামনিহত হইলে অপ্সরাসকল তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধ প্রতিপালন করেন, তাঁহার তপস্যা শাশ্বত ধর্ম্ম এবং চারি-আশ্রমের ফললাভ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোককে এবং যে ব্যক্তি তৃণ মুখে লইয়া [শরণাগতির লক্ষণস্বরূপ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া] শরণাপন্ন হয়, তাহাকে বিনাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমি জম্ভ, বৃত্র, বল, বিরোচন, দুর্নিবার নমুচি, মায়াবী শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছি।"

৯৯তম অধ্যায়
রণপরাঙ্মুখে অধোগতি--উন্মুখের ঊর্দ্ধগতি

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বীরজনের উৎসাহদানবিষয়ে প্রতর্দ্দন ও জনকরাজার সংগ্রাম উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে। মহাত্মা জনকরাজা যজ্ঞোপবীত-সংগ্রামে [সংগ্রামরূপ যজ্ঞে দীক্ষিত মহাত্মা রাজা জনক স্বীয় সৈন্যগণের] যোধগণের যেরূপ আহ্লাদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

"তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনক ঐ যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যগণকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে যোধগণ! যাহারা সমরে ভীত না হয়, তাহারা এই গন্ধর্ব্বকন্যা-পরিপূর্ণ সর্ব্বফলপ্রদ ভাস্কর [ভাস্বর-উজ্জ্বল] স্বর্গলোক লাভ করে; আর যাহারা প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে, তাহারা অনন্তকাল এই অকীর্ত্তিকর নরকে নিপতিত হয়; অতএব তোমরা প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় কর; অতি কুৎসিত নরকের বশবর্ত্তী হইও না। সংগ্রামস্থলে শরীর ত্যাগ করাই বীরগণের স্বর্গদ্বারস্বরূপ।'

"জনকরাজ সংগ্রামস্থলে এই কথা কহিলে তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার আনন্দবর্ধনপূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল; অতএব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের রণস্থলে রথিদিগকে, রথিগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বারোহীদিগকে এবং অশ্বারোহীদিগের মধ্যস্থলে বর্ম্মধারী পদাতিগণকে সংস্থাপন করা উচিত। যে রাজা এইরূপ ব্যূহ রচনা করেন, তিনি সতত জয়লাভে সমর্থ হয়েন। অতএব সকল যুদ্ধেই ঐরূপ ব্যূহ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধানুরাগী মনুষ্যেরা ধর্ম্মযুদ্ধদ্বারা স্বর্গলাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ মকরেরা যেমন সাগরকে বিক্ষোভিত করে, তদ্রূপ সংগ্রামস্থল বিক্ষোভিত করিয়া শত্রুসৈন্যগণকে বিচলিত ও বিষণ্ন ব্যক্তিদিগকে হর্ষিত করিবেন। যে ভূমি আয়ত্ত করা হইয়াছে, সতত যত্নসহকারে তাহার রক্ষাবিধান করিবেন। যেসমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কদাচ তাহার অনুসরণ করিবেন না। যেসমস্ত সৈন্য একবার পলায়নপূর্ব্বক পুনরায় জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের বেগ অতি দুঃসহ; অতএব বিশেষ সাবধান না হইয়া সহসা তাহাদের সম্মুখীন হওয়া বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে, বীরপুরুষ তাহাকে কদাচ প্রহার করিবেন না। স্থাবরসকল জঙ্গমের ভক্ষ্য, দশনহীন দন্তবানের ভক্ষ্য, জল পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ভক্ষ্য ও কাতর ব্যক্তিরা বীরগণের ভক্ষ্য। ভীরু ব্যক্তিরা শূরগণের ন্যায় হস্তপদাদিসম্পন্ন হইয়াও ভয়প্রযুক্ত তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই ভীরুদিগকে বীরগণের আশ্রয়গ্রহণ ও তাহাদিগের নিকট অঞ্জলিবন্ধন করিতে হয়। বীরগণের বাহুদণ্ডে জগতীতলস্থ সমস্ত লোক লম্বিত রহিয়াছে; অতএব বীরগণ সকল অবস্থাতেই সম্মানলাভ করিবার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে শৌর্য্য অপেক্ষা প্রধান আর কিছুই নাই। শূর ব্যক্তি সকলকেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

১০০তম অধ্যায়
জয়াবহ যুদ্ধযাত্রা--যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বিজয়ার্থী ব্যক্তি যেরূপ অল্পমাত্র অধর্ম্মাচরণ করিয়াও ভীরু সৈন্যগণকে সমরে অভিমুখীন করেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সত্য, জীবিতনিরপেক্ষ, শিষ্টাচার ও কৌশলদ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কৌশলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা অবগত হইলে অনায়াসেই ধর্ম্মার্থবিঘাতক[ধর্ম্ম ও অর্থের বিঘ্নকারক] দস্যুগণকে বিনাশ করা যাইতে পারে। সকলেরই সরল ও বক্র এই দুইপ্রকার বুদ্ধি আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধিদ্বারা অন্যের অনিষ্ট করিয়া সমাগত বিপদসমুদয় অবগত হইবে। অরাতিগণ রাজ্যমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সংগ্রামার্থী ভূপতিগণ গজচর্ম্ম, বৃষ ও অজগরের অস্থি ও কণ্টক, চামর, শাণিত অস্ত্র, পীতলোহিত বর্ম্ম, নানাবর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয় যোধগণকে [যুদ্ধার্থ উৎসাহী বীরগণকে] সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। চৈত্র অথবা অগ্রহায়ণমাসে যুদ্ধার্থে সেনাসংযোগ করাই উচিত। ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণ [রসযুক্ত-স্নিগ্ধ] ও শস্যশালী হয় এবং শীত অথবা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুই মাসই শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে-কোন সময়ে হউক না কেন, তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিবহির্ভূত নহে। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। মৃগের ন্যায় অরণ্যমধ্য দিয়া গমন করা মনুষ্যগণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন; অতএব জয়ার্থী ভূপতিগণ সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সঙ্কুলসম্ভূত মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রসর করা কর্ত্তব্য; স্বীয় দুর্গ একদ্বারযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়।

"যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ নানাগুণে সমলঙ্কৃত ব্যক্তিগণ শূন্যপ্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্যসংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ করেন। অতএব সেইস্থানে সসৈন্যে অবতরণপূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সপ্তর্ষিগণকে [আকাশে উদিত তন্নামক নক্ষত্রশ্রেণী] পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপনপূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয় শত্রুগণকে পরাজিত করা যায় ও শুক্র যাহার অনুকূল হয়, তাহার জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শুক্র অপেক্ষা সূর্য্যের ও সূর্য্য অপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দ্দমবিবর্জ্জিত [জলকাদাশূন্য] লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদিশূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহীদিগের, উদক-কাশ[জল ও কেশে] যুক্ত অবন্ধুর [সমতল] প্রদেশকে রথিদিগের, ক্ষুদ্র-বৃক্ষ ও মহাকক্ষ[বৃহৎ গৃহ] সঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্র [বাঁশবেত] সমাকুল বহু দুর্গসমন্বিত প্রদেশ পদাতিদিগের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্যমধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হয়।

“নির্ম্মল দিনে রথাশ্ববহুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে সংগ্রাম করিতে হইলে সৈন্যমধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়মের অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্য সংযোজনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার সতত জয়লাভ হইয়া থাকে। প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পানভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর সমাহত, নিবারিত, বিশ্বস্ত, কার্য্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির আহরণকর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজা বা অমাত্যের পরিচর্য্যানিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহারা পরকীয় সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন ও স্বপক্ষীয় পলায়মান সেনাগণকে সংস্থাপিত করিতে পারে, তাহাদিগকে আপনার সমান আসন, পান, ভোজন ও দ্বিগুণ বেতনপ্রদান এবং উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দশসৈন্যের অধিপতি, তাহাকে একশত সৈন্যের ও যে ব্যক্তি শতসৈন্যের অধিপতি, তাহাকে সহস্র সৈন্যের আধিপত্যে সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

“নরপতি প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় যোদ্ধাকে আহ্বানপূর্ব্বক একত্র করিয়া কহিবেন যে, ‘এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভীরুভাব আছেন অথবা যাঁহারা নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধসাধন করিবেন, তাঁহারা এই সময়েই ক্ষান্ত হউন। উহারা যেন সমরাঙ্গনে গমনপূর্ব্বক আত্মীয়ের বিনাশ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। বীরপুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হইয়া থাকে। আমাদিগের শত্রুপক্ষীয়েরাই যেন আমাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্নদন্তোষ্ঠ [দন্ত ও ওষ্ঠ ভগ্ন] হইয়া ঐ সমস্ত বিপদে নিপতিত হয়। যাহারা সমরে পরাঙ্মুখ হয়, সেই নরাধমগণ কেবল মনুষ্যের সংখ্যাবর্ধক মাত্র, উহারা কোন লোকেই মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। জয়শীল অমিত্রগণ সানন্দচিত্তে মণ্ডলাকারে পলায়িত ব্যক্তির অনুসরণ করে। বিপক্ষগণ সমরাঙ্গনে গমনপূর্ব্বক যাহার যশঃশশাঙ্কে কলঙ্ক আরোপিত করে, আমার মতে তাহার দুঃখ মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য। জয়লাভ ধর্ম্ম ও সুখের মূলস্বরূপ। ভীরু ব্যক্তি বিপক্ষকর্ত্তৃক সমাহত বা মৃত্যুগ্রস্ত হইতে ভীত হয়; কিন্তু বীরপুরুষেরা সুস্থচিত্তে বিপক্ষের প্রহার সহ্য ও প্রাণপরিত্যাগ করেন। অতএব আমরা জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক হয় জয়লাভ, না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণপরিত্যাগ করিয়া সদগতি লাভ করিব।

“হে ধর্ম্মরাজ। নির্ভীকচিত্ত বীরপুরুষ এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অরাতিসৈন্যে অবগাহন করিবেন। যুদ্ধকালে খড়্গচর্ম্মধারী পদাতি সৈন্যগণকে অগ্রভাগে ও শকটারোহী সেনাগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন, তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণের রক্ষা করিবেন। বলবান্ মনস্বী ব্যক্তিরা সর্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহাদিগের রক্ষাবিধানে যত্নবান হইবে। ভীরুদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ যত্নসহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অল্পসংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন।

অধিকসংখ্যক সৈন্যের সহিত অল্পসংখ্যক সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সূচীমুখব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি শত্রুপক্ষেরা পলায়ন করিতেছে বলিয়া সৈন্যগণের বাহু আকর্ষণপূর্ব্বক চীৎকার করিবেন। আর মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণ 'আমাদিগের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নির্ভীকচিত্তে প্রহার কর' বলিয়া সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনিসহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইবেন।"

১০১ম অধ্যায়
যোদ্ধা বীরপুরুষের লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারপরায়ণ, কীদৃশ আকারসম্পন্ন এবং কি প্রকার বর্ম্ম ও অস্ত্রধারী হইলে যুদ্ধের উপযুক্ত হইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার-প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই প্রশস্ত। বীরপুরুষেরা ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নির্ভীক্‌চিত্ত মহাবলপরাক্রান্ত গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীরগণ নখর ও প্রাসদ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ বলবীর্য্যশালী কূটযুদ্ধপরায়ণ প্রাচ্যগণ হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক উত্তম যুদ্ধ করিতে পারে। যবন, কাম্বোজ ও মথুরানিবাসী বীরগণের বাহুযুদ্ধে এবং দাক্ষিণাত্যদিগের অসিযুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

"সকল দেশেই বীরপুরুষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যেসমস্ত লক্ষণ থাকিলে বীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। যাহাদিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের ন্যায়, তাহারা অনায়াসে শত্রুসৈন্য বিমর্দ্দন করিতে পারে। যাহাদের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায় এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায়, তাহারা অনবহিত, মূর্খ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। যাহারা উষ্ট্র ও মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং অনায়াসে বহুদূরে গমন করিতে পারে, যাহাদিগের নাসাগ্র ও জিয়া অতিশয় কুটিল, কলেবর বিড়ালের ন্যায় কুব্জ, কেশকলাপ অতিবিরল, গাত্রের চর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তাহারাই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। যাহারা গোধার ন্যায় মৃদুভাবসম্পন্ন এবং যাহারা অশ্বের ন্যায় মহাবেগে গমন ও চীৎকার করিতে পারে, তাহারা অনায়াসে সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হয়। যাহারা অতিশয় দৃঢ়কলেবর, যাহাদিগের বক্ষঃস্থল অতিবিশাল, যাহারা বাদিশব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, যাহাদিগের চক্ষু পিঙ্গল, গাম্ভীর্য্যসূচক, বহির্নির্গত ও নকুলের ন্যায় অতিকুটিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটিকুটিল, তাহারা অনায়াসে শরীররক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত, হনুদেশ [ললাটের উপরিভাগ] মাংসশূন্য, বাহু ও অঙ্গুলি বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, শরীর কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও কুটিল, গণ্ডযুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, জানুর অধোভাগ অতি

বিকটাকার, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মুখমণ্ডল মার্জ্জারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ঙ্কর, যাহারা গরুড়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোষপরবশ, যুদ্ধস্থলে যাহাদিগের কখনই শান্তি জন্মে না এবং যাহারা অতিশয় অধর্ম্মপরায়ণ, গর্ব্বিত ও ঘোরদর্শন, তাহারা অনায়াসে জীবিতনিরপেক্ষ ও সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহারা সকলেই নীচজাতিসমুৎপন্ন। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহারা সাহসসহকারে বিপক্ষসৈন্যগণকেও বিনষ্ট করে এবং আপনারাও প্রাণপরিত্যাগে ভীত হয় না। উহাদের প্রতি সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করিলে উহারা পরাভব বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সতত রাজার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়।”

১০২তম অধ্যায়
বিজয়ী সেনার লক্ষণ--বিবিধ যুদ্ধনীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কোন্ কোন্ লক্ষণ সৈন্যগণের জয়সূচনা করিয়া থাকে?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যে লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যগণের জয়প্রত্যাশা করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ মানবগণ কালকবলে নিপতিত হইতে আরম্ভ করিলে বিদ্বান ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ঐ বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও জপ প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা সেই দৈবদুর্ঘটনার উপশম করিয়া থাকেন। যে সৈন্যের মধ্যে যোধগণ ও বাহনসকল হৃষ্টচিত্ত থাকে, সেই সৈন্যের নিঃসন্দেহ জয়লাভ হয়। সৈন্যগণের যাত্রাকালে বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত, ইন্দ্রধনু উদিত, মেঘ ও সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত এবং শৃগাল, কাক ও গৃধ্রগণ অনুকূল হইলে সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ধূমশূন্য হুতাশনের রশ্মি ঊর্দ্ধগত ও শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত, যজ্ঞের পবিত্র গন্ধ অনুভূত, শঙ্খ ও ভেরীসমুদয় গম্ভীরশব্দে নিনাদিত এবং যোধগণ প্রসন্নচিত্ত হইলে জয়লাভের আর কোন সংশয় থাকে না। মৃগগণ সৈন্যসমুদয়ের সমরযাত্রাকালে বামভাগ বা পশ্চাদ্ভাগে এবং তাহাদের অরাতিনিধনে প্রবৃত্ত হইবার সময় দক্ষিণভাগে অবস্থান করিলে শুভসূচক বলিয়া পরিগণিত হয়। উহারা সৈন্যগণের অগ্রসর হইলে কোনমতেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। হংস, ক্রৌঞ্চ [বক], শতপত্র [ময়ূর] ও ভাস [কুক্কুট] প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ মঙ্গলসূচক শব্দ করিলে এবং যোধগণ পুলকিতচিত্ত হইলে ভাবী জয়লাভ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্যগণ অস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও মুখবর্ণপ্রভাবে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারে। যাহাদিগের যোধগণ শুচি, শুশ্রূষাপরতন্ত্র, অনভিমানী ও পরস্পর সৌহার্দ্দ্যসম্পন্ন, তাহাদিগের জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধসকল সুখজনক এবং যোধগণ ধৈর্য্যশালী হইলে জয়লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সমপ্রবেশোদ্যত ব্যক্তির বামপার্শ্বস্থ ও সমরপ্রবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণপার্শ্বস্থ কাক অনুকূল হইয়া থাকে। কাক পশ্চাদ্গত হইলে শুভসূচক এবং সম্মুখস্থ হইলে অশুভজ্ঞাপক হয়।

“চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সান্ত্ববাদদ্বারা শত্রু সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সংগ্রাম করিয়া শত্রুকে পরাজয় করিলে সেই জয়লাভ জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হওয়া দৈবায়ত্ত। সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, জলের বিষম বেগের ন্যায় ও ভীতচিত্তে পলায়মান মৃগযূথের ন্যায় উহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। সৈনিক পুরুষেরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে তন্মধ্যস্থ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণও সমর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। আবার পঞ্চাশজন মাত্র মহাবীর পরস্পর মিলিত, জীবিতনিরপেক্ষ ও যত্নবান হইয়া অসংখ্য অরাতিসৈন্য নিপীড়িত করিতে পারেন। অনেক স্থলে একত্র সমবেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচ, ছয় বা সাতজন মাত্র সৎকুলোদ্ভব বীরপুরুষকে প্রভূত অরাতি পরাজয়পূর্ব্বক জয়লাভ করিতে দেখা গিয়াছে, অতএব রাজা অপরিমিত বলশালী হইলেও প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিবেন না। সাম, দান ও ভেদদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি না হইলেই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

“অরাতিগণের রাজ্যমধ্যে যুদ্ধার্থে সৈন্যসমুদয় প্রেরণ করিলেই ভীরুগণ তাহাদিগকে বজ্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভীত হয়। আর যাহারা বিজয়বাসনায় সেই সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, তাহাদিগেরও গাত্র হইতে অনবরত স্বেদধারা নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময় বিপক্ষগণের সমুদয় রাজ্য ব্যথিত ও অস্ত্রপ্রতাপে বীরগণের মজ্জা অবসন্ন হইতে থাকে; অতএব রাজা শত্রুর প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও তাহাকে ভয় প্রদর্শনার্থ তাহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। ঐরূপ কৌশল করিলে অরাতির সহিত সন্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অরাতির আত্মীয়ভেদ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত চর প্রয়োগ ও তাহার শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুর বিপক্ষগণের সহিত মিলিত ও তাহাকে নিপীড়িত করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

“ক্ষমাগুণ সাধুদিগকেই সতত আশ্রয় করিয়া থাকে। অসাধুদিগের নিকট উহা সর্ব্বদা অবস্থান করে না। এক্ষণে তোমার ক্ষমা ও অক্ষমার প্রয়োজন বিদিত হওয়া আবশ্যক। অরাতিবর্গকে পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিলে রাজার যশোবৃদ্ধি হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি অতিশয় অপরাধী হইলেও শত্রুগণ তাহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সম্বর কহিয়া গিয়াছেন, বক্র কাষ্ঠকে যেমন অগ্নির উত্তাপ প্রদান না করিয়া সরল করিলে উহা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শত্রুকে নিপীড়ন না করিয়া ক্ষমা করিলে সে অচিরাৎ বৈরাচরণ করিতে আরম্ভ করে; অতএব শত্রুগণকে বিশেষরূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করা উচিত। সৎস্বভাব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্বরাসুরের ঐ মতের প্রশংসা করেন না। শত্রুকে বিনাশ না করিয়া পুত্রের ন্যায় বশীভূত করাই নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা উগ্রস্বভাব হইলে প্রজাগণের দ্বেষভাজন ও মৃদুস্বভাব হইলে সকলের অবজ্ঞাস্পদ [অবজ্ঞার পাত্র] হইয়া থাকেন; অতএব ভূপতিকে মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। লোককে প্রহার করিবার পূর্ব্বে ও প্রহার করিবার সময় তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা ও প্রহার করিয়া বিলাপ ও অনুতাপসহকারে তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করা ভূপতির কর্ত্তব্য। রাজা সমরে অরাতিপক্ষীয় বীরগণকে নিপাতিত করিয়া হতাবশিষ্ট শত্রুগণকে নির্জ্জনে আহ্বানপূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিবেন, ‘আহা! আমার সৈন্যগণ

সংগ্রামে ঐ সকল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয়চরণ করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যগণকে উহাদের প্রাণসংহার করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই আমার বাক্য রক্ষা করিল না। হায়! ঐ যে মহাবীর নিহত হইয়াছেন, উনি অদ্বিতীয় সমরবিশারদ। উনি কখন সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই। উঁহার ন্যায় বীরপুরুষ অতি দুর্লভ। উঁহার নিধনে আমি নিতান্ত অপ্রীত হইয়াছি। ভূপতি এই প্রকারে শত্রুগণকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত হত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়ের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন। রাজা এইরূপে সকল অবস্থাতেই শান্তিগুণ অবলম্বন করিলে ভয়বিহীন এবং প্রজাগণের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। রাজা বিশ্বাসভাজন হইলে তাঁহার সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। অতএব যে নরপতি সুস্থচিত্তে পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

১০৩তম অধ্যায়

শত্রুভেদে সামাদিপ্রয়োগ—ইন্দ্র-বৃহস্পতি-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায়সম্পন্ন অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মনন্দন! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র বৃহস্পতি-সংবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা শত্রুহন্তা সুররাজ পুরন্দর দেবগুরু বৃহস্পতিসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ব্রহ্মন্! আমি কিরূপে সতত সাবধান হইয়া শত্রুগণের সহিত ব্যবহার করিব এবং কি উপায়েই বা তাহাদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিব? আমি অরাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ও আমার, আমাদের উভয়েরই জয়লাভের সম্ভাবনা; কিন্তু আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুকে জয়লাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং জয়ী হইতে পারিব?

“তখন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন [বুদ্ধিমান্] ত্রিবর্গবেত্তা [ধর্ম্ম-অর্থ-কামনাবিৎ] রাজধর্ম্মজ্ঞ [রাজনীতিনিপুণ] বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘পুরন্দর! কলহদ্বারা শত্রুগণকে শাসন করিতে বাসনা করা কদাপি বিধেয় নহে। বালকগণই রোষ ও অক্ষমপরবশ [অধৈর্য্যের অধীন] হইয়া থাকে। শত্রুর বধকামনা করিয়া উহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রুর নিকট ক্রোধ, ভয় ও হর্ষলক্ষণসকল গোপন করিয়া রাখা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর প্রতি প্রতিনিয়ত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং কদাপি উহার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার, বৃথা বৈরাচরণ বা মুর্খতা প্রকাশ করিবেন না। ব্যাধগণ যেমন পক্ষীদিগের ন্যায় শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে, নরপতিও তদ্রূপ শত্রুগণের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবেন। অরাতিকে পরাভব করিয়া নিয়ত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দুরাত্মারা চটৎকারশীল [চট্‌চটাশব্দকারী—কাষ্ঠদহনকালে চটচট শব্দ হয়]

বহ্নির ন্যায় নিয়ত জাগরিত থাকে। সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই জয়লাভের সম্ভাবনা; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। শত্রুকে বশীভূত করিয়া পুনরায় তাহাকে ক্ষমতা প্রদান বা উপেক্ষা করিলে সে প্রতিপক্ষের অনবধানতা দেখিলেই প্রহার, ভেদোৎপাদন ও অর্থদান প্রভৃতি উপায়দ্বারা তাহার সৈন্যগণকে আপনার বশে আনয়ন ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি শত্রুর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন না। সহসা শত্রুকে আক্রমণ না করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়া তাহার বিশ্বাসোৎপাদন ও বিনাশের চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। এককালে অনেক শত্রুকে প্রহার বা উহাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই শত্রুকে প্রহার করিবে। কদাপি কালান্তর প্রতীক্ষা করিবে না। কার্য্যসাধনের সুযোগ একবার অতিক্রম হইলে উহা পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। অনুপযুক্ত সময়ে কদাপি শত্রুর প্রতি তেজঃপ্রকাশ বা তাহার পরাভবের চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক নিয়ত শত্রুগণের রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে। অদূরদর্শী নরপতিকে স্বীয় আলস্য, মৃদুতা, অধিক দণ্ডবিধান ও প্রমাদ এবং শত্রুর সুপ্রযুক্ত মায়াপ্রভাবে উৎসন্ন হইতে হয়। যে রাজা আলস্য প্রভৃতি দোষসমুদয় পরিত্যাগ ও অরাতির মায়া অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে শত্রুপক্ষের বিনাশসাধনে সমর্থ হয়েন। যদি কোন মন্ত্রী একাকীই কোন গোপনীয় কার্য্যে সমর্থ হয়, তবে কেবল তাহারই সহিত সেই বিষয়ের মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। অনেক অমাত্যের সহিত উহার মন্ত্রণা করিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করে, তাহাতে কার্য্যহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি একের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহাতে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তবে অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত। শত্রু দূরে অবস্থান করিলে পুরোহিতদ্বারা অভিচারপ্রয়োগ এবং নিকটে অবস্থিত হইলে তাহার প্রতি চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রথমতঃ শত্রুদিগের ভেদোৎপাদনপূর্ব্বক পরিশেষে গোপনে দণ্ডবিধান করিবেন। কালবশতঃ শত্রু বলবান হইয়া উঠিলে প্রথমতঃ তাহার নিকট অবনত হওয়া এবং তৎপরে তাহার অনবধানসময়ে সাবধান হওয়া, তাহার বধকামনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রণিপাত, অর্থদান এবং মধুরবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলবান শত্রুর মনোরঞ্জন করা আবশ্যক; তাহার শঙ্কা উৎপাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কার স্থানসকল সতত পরিত্যাগ করা উচিত। শত্রুগণের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। উহারা পরাভূত হইয়া সতত অবহিত থাকে। অস্থিরচিত্ত মানবগণের উন্নতিলাভ অপেক্ষা দুর্ঘট আর কিছুই নাই; অতএব রাজা সতত স্থিরচিত্ত হইয়া, কে মিত্র আর কে অমিত্র, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিবেন।

‘রাজা মৃদু হইলে সকলেই তাঁহাকে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে তাহা হইতে ভীত হয়; অতএব তুমি নিতান্ত মৃদু বা নিতান্ত উগ্র হইও না। রাজ্যরক্ষায় নিতান্ত অমনোযোগী ব্যক্তির রাজ্য বেগবতী নদীর তীরস্থিত সলিলসমাক্রান্ত [জলের বেগে বিধ্বস্ত] প্রাসাদের ন্যায় অচিরাৎ উৎসন্ন হইয়া যায়। শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের সকলকেই এককালে আক্রমণ করা বিধেয় নহে; প্রত্যুত সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অনেককে বশীভূত করিয়া অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক

ব্যক্তিকে এককালে আক্রমণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলেও এককালে সকলকে আক্রমণ করা বুদ্ধিমান রাজার কর্ত্তব্য নহে। যখন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসঙ্কুল যন্ত্রবহুল সেনাগণ অনুরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা আপনার বল অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, রাজা সেই সময়েই প্রকাশ্যরূপে অবিচারিতচিত্তে শত্রুকে প্রহার করিবেন। শত্রু অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইলে তাহার সহিত সন্ধি, তাহার উপর মৃদুভাব অবলম্বন বা প্রকাশ্যে তাহার প্রতি যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া গোপনে তাহার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। প্রকাশ্যভাবে বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে শস্যনাশ ও সলিলে বিষসংযোগ এবং কোষ, অমাত্য প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রকৃতির উপর বারংবার সন্দেহ উৎপত্তিনিবন্ধন চিন্তাবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত। শত্রুর প্রতি সতত মায়া প্রয়োগ এবং শত্রুগণের উত্তেজনা ও অপযশ ঘোষণা করিবে। অরাতিগণ স্ব স্ব নগর ও জনপদমধ্যে যেসমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, বিশ্বস্ত মনুষ্যদ্বারা তাহার তত্ত্বাবধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপালগণ শত্রুবর্গের পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য ভোগ্যবস্তুর উচ্ছেদ এবং আপনার নগরমধ্যে নীতি প্রচার করিবেন। শত্রুকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত গোপনে চরদিগকে ধন প্রদান ও সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগের ভোগ্যদ্রব্যসমুদয় অপহরণপূর্ব্বক ইহারা দুষ্টস্বভাব বলিয়া তাহাদিগকে শত্রুরাজ্যে প্রেরণ করিবেন। ঐ সময় সুশিক্ষিত বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা আপনার পুরমধ্যে শত্রুবিনাশার্থ দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

'ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ চিহ্নদ্বারা দুষ্ট ব্যক্তিকে বিদিত হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"বৃহস্পতি কহিলেন, "হে দেবরাজ! দুষ্ট ব্যক্তিরা পরোক্ষে অন্যের দোষকীর্ত্তন, লোকের সদ্গুণে অসূয়াপ্রদর্শন বা অন্যের গুণকীর্ত্তন শ্রবণপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদের সতত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, ওষ্ঠদংশন ও শিরঃপ্রকম্পন প্রভৃতি বিকারসমুদয় লক্ষিত হয়। উহারা সততই লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জনসমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করে। পরোক্ষে অঙ্গীকার-প্রতিপালন ও সাক্ষাতে তদ্বিষয়ক কোন কথাই উল্লেখ করে না, পৃথক পৃথক্ আসিয়া আহার করে এবং "অদ্য আহার্য্য বস্তুসমুদয় উৎকৃষ্ট হয় নাই" বলিয়া দোষারোপে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ শয়ন, উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই উহাদিগের দুষ্টভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

'দুঃখের সময় দুঃখিত ও আহ্বাদের সময় আহ্লাদিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ; ইহার বিপরীত কার্য্য শত্রুতার চিহ্ন। হে সুররাজ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে দুষ্টের স্বভাব কীর্ত্তন করিলাম।

"হে ধর্ম্মরাজ! শত্রুবিনাশনিরত সুররাজ বৃহস্পতির সেই শাস্ত্রসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামকালে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।"

১০৪তম অধ্যায়
অর্থাভাবকালে কর্ত্তব্য—ক্ষেমদর্শীর অবস্থা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপতি অর্থাভাবে সৈন্যবিহীন ও অমাত্যকর্ত্তৃক পরাভূত হইলে কি উপায়ে সুখ লাভ করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে কোশলরাজপুত্র ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে রাজকুমার ক্ষেমদর্শী ক্ষীণবল ও ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীয়ের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিয়াছিলেন, "হে ভগবন্! মাদৃশ ব্যক্তি বারংবার রাজ্যলাভের চেষ্টা করিয়াও যদি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার মরণ, চৌর্য্য ও পরাশ্রয়গ্রহণ প্রভৃতি নীচকর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কীর্ত্তন করুন। ভবাদৃশ নানাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ও কৃতজ্ঞ লোকেরাই শারীরিক বা মানসিক পীড়ায় সমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংসারিক প্রীতি ও শোক পরিত্যাগপুর্ব্বক জ্ঞানরূপ ধনলাভ করিতে পারিলেই লোক পবিত্র সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা অর্থজনিত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত থাকে, আমার মতে তাঁহারা নিতান্ত শোচনীয়। দেখুন, আমার প্রভূত অর্থ স্বপ্নসম্ভূত সম্পত্তির ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিপুল অর্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। আমার এক্ষণে কিছুমাত্র অর্থ নাই, তথাপি আমি অর্থমায়াপরিত্যাগে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, হে মহর্ষে! এক্ষণে আমি সম্পত্তিবিহীন, কাতর ও নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। অতঃপর যাহাতে অন্যবিধ সুখ অনুভব করিতে পারি, আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

কালকবৃক্ষীয়মহর্ষির উপদেশ

"তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় রাজপুত্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'রাজকুমার! তুমি সর্ব্বাগ্রে আপনাকে ও আপনার অধিকৃত দ্রব্যজাতকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান এবং যেসকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ করিতেছ, তৎসমুদয় নাই বলিয়া বিশ্বাস কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ঘোরতর বিপদকালেও ব্যথিত হয়েন না। যাহা যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা যাহা হইবে, তৎসমুদয়ই মিথ্যা, তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিলেই অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। পূর্ব্বপুরুষেরা যেসমস্ত ধনধান্যাদি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ই তাঁহাদের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে কোন ব্যক্তি অনুতাপিত হয়? দৈবের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এককালে নির্দ্ধন হইয়া যায় এবং যাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি নাই, তাহার বিপুল ধনাগম হইয়া থাকে। শোকপ্রকাশ করিলে অর্থাগমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, অতএব শোক করা কোনমতেই বিধেয় নহে। আজ তোমার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় রহিয়াছেন? এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না। তাঁহারাও তোমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে তাঁহাদের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ না করিয়া আপনি চিরজীবী বা নশ্বর, তাহা পর্য্যালোচনা কর। তুমি সম্যক্‌রূপে বুদ্ধিবৃত্তির পর্য্যালোচনা করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অবগত হইবে যে, তুমি কখনই চিরকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না।

আমি, কি তুমি, কি শত্রু, কি মিত্র এবং কি বিংশতিবর্ষ, কি ত্রিংশবর্ষবয়স্ক মানবগণ সকলকেই কোন না কোন সময়ে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেহই চিরজীবী হইবে না। যদি কোন মনুষ্যের বিপুল ধন বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি সেই ধন আমার নয় বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতিসাধন করিবেন। যাঁহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নহে বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকে বলবান্ বোধ করেন, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তোমার সদৃশ ও তোমা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি ও পুরুষকারসম্পন্ন মানবগণ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধিবলে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছে। তাহারা ত তোমার ন্যায় শোকে অভিভূত হয় নাই। তুমি কি নিমিত্ত বৃথা শোকপ্রকাশ করিতেছ?

"ক্ষেমদর্শী কহিলেন, "ভগবন্! আমি অনায়াসে রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে কালসহযোগে উহার উচ্ছেদদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনুতাপিত হইয়াছি।

"মহর্ষি কহিলেন, 'মহারাজ! অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ করিতে ইচ্ছা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য, অপ্রাপ্য বিষয়ের কামনা করা কদাপি বিধেয় নহে। তুমি অধিকৃত বিষয়ের উপভোগে নিরত থাকিয়া সুখানুভব কর। অনাগত বিষয়ের জন্য কদাচ শোক করিও না। অর্থনাশনিমিত্ত অনুতাপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দুর্বুদ্ধি মানবগণই ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিধাতাকে তিরস্কার করে, অধিকৃত অর্থে সন্তুষ্ট হয় না এবং নীচব্যক্তিদিগকে সম্পত্তিশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ঐ সকল কারণবশতঃ তাহাদিগকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আত্মাভিমানী ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া থাকে। তুমি ত' কদাপি ঈর্ষাপরবশ হও নাই? যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বয়ং সম্পত্তিহীন হইয়াও অন্যের সৌভাগ্যদর্শনে কাতর হইও না। নির্ম্মৎসর [মাৎসর্য্যহীন] ব্যক্তিরা কৌশলক্রমে শত্রুদিগেরও রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যোগধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ ধনকে অস্থির ও বাসনাবৃদ্ধির নিদান জানিয়া অনায়াসে রাজলক্ষ্মী ও পুত্র-পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনেকে ঐশ্বর্য্য অতিদুর্লভ বিবেচনা করিয়া সংসারস্থ সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুমি বিজ্ঞ হইয়াও অপ্রার্থনীয় অস্থির বিষয়ের অভিলাষ করিয়া দীনভাবে পরিতাপ করিতেছ। এক্ষণে অভিলাষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

'অনর্থ অর্থরূপে এবং অর্থ অনর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনেকে অর্থবৃদ্ধি করিতে গিয়া এককালে নির্দ্ধন হইয়া পড়ে এবং অনেকে অর্থই অনন্ত সুখের মূল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বিবেচনা করিয়া সতত উহার কামনা করে। যে ব্যক্তি নিরন্তর ধন অন্বেষণ করে, তাহার অন্যান্য সমুদয় কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। যদি কেহ কথঞ্চিৎ স্বীয় প্রার্থিত ধন লাভ করে এবং পরিশেষে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না; সদ্বংশীয় সাধুব্যক্তিরা পারলৌকিক [পরকালের] সুখ কামনা করিয়া লৌকিক সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। ধনলোলুপ ব্যক্তিরা ধনলাভার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ধন ব্যতীত জীবনধারণ করা নিরর্থক বলিয়া বোধ করে। হায়! যাহারা এই অচিরস্থায়ী জীবন ধারণ করিয়া ধনতৃষ্ণায় বিমোহিত হয়, তাহাদের ন্যায় নির্ব্বোধ ও শোচনীয় আর কে আছে? যখন সঞ্চিত

দ্রব্যমাত্রেরই বিনাশ, জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ ও সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন? হয় মানবগণ ধনকে, না হয় ধন মানবগণকে পরিত্যাগ করে। বিদ্বান ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া ধননাশ নিবন্ধন কখনই ব্যথিত হয়েন না। এই সংসারে অসংখ্য লোকের ধননাশ ও বন্ধুবিয়োগ হইতেছে। তুমি উহা অবলোকন করিয়া স্থিরচিত্ত হও। ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য সংযত কর এবং অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিও না। ভবাদৃশ [তোমার মত] মৃদু, দান্ত, সংযতাত্মা ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী ব্যক্তিরা সামান্য বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল বা অনুতাপিত হয়েন না। অতি নৃশংস পাপজনক কাপুরুষোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও তোমার উচিত নহে। তুমি বাগ্‌যত ও সকল জীবের প্রতি দয়ালু হইয়া ফলমূল আহার করিয়া একাকী মহাবনে বাস কর। যিনি একাকী অরণ্যমধ্যে বৃহদ্দন্ত [বড় দাঁতওয়ালা] হস্তীর সহিত একত্র বাস করিয়া অল্পলাভে সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া গণনা করা যায়; মহাহ্রদ একবার সংক্ষুব্ধ হইয়া আবার আপনিই প্রসন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি অমাত্যাদিবিহীন হইয়াছ, তোমার ধনলাভেরও সম্ভাবনা নাই; অতএব বোধ হয়, তুমি ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেই সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে।

১০৫তম অধ্যায়

মিত্রতাদিদ্বারা পররাজ্য-জয়ের কৌশল

"কালকবৃক্ষীয় বলিলেন, "হে মহারাজ! আর যদি তুমি পৌরুষপ্রকাশে সমর্থ হও, তাহা হইলে রাজ্যলাভের নিমিত্ত আমি তোমাকে যে নীতি-উপদেশ প্রদান করিতেছি, সেই নীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ ও রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে। যদি উহাতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে সেই নীতি কহিতেছি, শ্রবণ কর।

"ক্ষেমদর্শী কহিলেন, "ভগবন! আমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি, আপনি সেই নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। অদ্য আপনার সহিত আমার সমাগম যেন ব্যর্থ না হয়।'

"মহর্ষি কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুগণকেও নমস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি পবিত্র কার্য্যদ্বারা সত্যবাদী বিদেহরাজের পরিচর্য্যা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ধনপ্রদান করিবেন। তুমি কিয়ৎকাল জনকের নিকট অবস্থান করিলে ক্রমে তাঁহার বাহুস্বরূপ ও সকল লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিবে এবং অনায়াসে উৎসাহসম্পন্ন ব্যসনহীন সহায়বল লাভ করিতে পারিবে। সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বিদেহরাজ প্রতিনিয়ত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করেন। তুমি তাঁহার নিকট মান্য এবং তাঁহার প্রজাগণের বিশ্বাসভাজন ও আদরণীয় হইয়া সুহৃদ্বল [বন্ধুসাহায্য] লাভ করিলে অনায়াসেই সুমন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শত্রুদ্বারা শত্রুগণের মধ্যে ভেদোৎপাদন বা এক শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্য শত্রুর বলক্ষয় করিতে পারিবে। ঐ সময় তুমি শত্রুগণকে উত্তম শ্রী, আচ্ছাদন, শয্যা, আসন, যান, গৃহ, পক্ষী, মৃগ, গন্ধ, রস ও ফলে সবিশেষ আসক্ত

করিবে, তাহা হইলে উহারা স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা শত্রুকে নিপীড়িত বা উপেক্ষা করিতে বাসনা করিয়া কদাচ উহা তাহার নিকট প্রকাশ করেন না। তুমি কুক্কুর, মৃগ ও কাকের স্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক মিত্রের ন্যায় অমিত্রগণের নিকট অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দুস্তর কার্য্যে ও বলবাদিগের সহিত বিরোধে, প্রবর্ত্তিত করিবে। মহামূল্য উদ্যান, শয্যা, আসন ও সুখভোগ্য অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যে তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া কোষ নিঃশেষিত করিবে। ঐ অরাতিদিগকে যজ্ঞদানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্ত্যয়নাদিদ্বারা তোমার প্রত্যুপকার ও বৃকগণের ন্যায় তোমার শত্রুদিগকে গ্রাস করিবেন। পুণ্যবান্ ব্যক্তি নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে গমন করিতে পারেন। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহাদ্বারা হউক না কেন, কোষক্ষয় হইলেই শত্রুগণ বশীভূত হয়। কোষই অর্থসিদ্ধির মূল কারণ; সুতরাং কোষক্ষয় হইলে শত্রুগণকে অবশ্যই বিষণ্ন হইতে হইবে। কেবল দৈবপরায়ণ ব্যক্তিকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই; অতএব শত্রুগণকে পুরুষকারের পরিবর্ত্তে দৈববিষয়ক উপদেশপ্রদান ও তাহাদিগকে বিশ্বজিৎযজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ ঐরূপে ধনহীন হইলে পর তাহারা যাহাতে সাধুগণকে নিপীড়িত করে, তাহার চেষ্টা এবং তাহাদিগকে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যোগধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহারা রাজ্যপরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভার্থী হইয়া বনে প্রবিষ্ট হইবে। ঐ সময় সর্ব্বশত্রুবিনাশী ঔষধাদিদ্বারা শত্রুগণের হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এইরূপে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

১০৬তম অধ্যায়
কালকবৃক্ষীয়ের উপায়ান্তর উপদেশ—জনকবৃত্তান্ত

“ক্ষেমদর্শী কহিলেন, “ব্রহ্মণ্! আমি প্রভূততর [অত্যধিক] ধনলাভ করিবার নিমিত্ত কাপট্য [কপটতা], দাম্ভিকতা বা অধর্ম্মাচরণ করিতে বাসনা করি না। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে কহিয়াছি যে, যাহাতে কেহ আমাকে পাপাত্মা বলিয়া শঙ্কা না করে এবং যাহাতে সমস্ত হিতকার্য্য সুসিদ্ধ হয়, আপনি এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোকে অনৃশংসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য; সুতরাং আমি কদাপি উক্তরূপ পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। আর আপনারও আমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উপযুক্ত নহে।

“তখন মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! তুমি স্বভাবতঃ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও অশেষ গুণে ভূষিত। অতএব তুমি আপনার স্বভাবের অনুরূপ কথাই কহিয়াছ। এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক তোমার সহিত জনকের শাশ্বত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া দিব। তুমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত ও এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াও অনৃশংসবৃত্তিদ্বারা জীবনধারণ করিতে বাসনা করিতেছ; অতএব কোন্ মহীপতি তোমার ন্যায় সৎকুলোদ্ভব শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রজারঞ্জক মহাত্মাকে লাভ

করিয়া অমাত্যপদে অভিষিক্ত না করিবেন? আজ আমি সত্য প্রতিজ্ঞ বিদেহাধিপতিকে আমার ভবনে আনয়নপূর্ব্বক তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে অনুরোধ করিব। তিনি আমার বাক্যে কখনই অনাস্থা করিবেন না।

"অনুর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় বিদেহাধিপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "রাজন! এই ক্ষেমদর্শী রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছি। ইনি শরৎকালীন শশধরের ন্যায় বিশুদ্ধ। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি আমার ন্যায় ইঁহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন কর। রাজা অমাত্য ভিন্ন তিনদিনও রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হয়েন না। অমাত্যের আবার অসাধারণ শৌর্য্য ও ধীশক্তি থাকা আবশ্যক। অতএব তুমি ইঁহাকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া ইঁহার শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবে উভয় লোকে মঙ্গল লাভ কর। উপযুক্ত অমাত্যের সাহায্যের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগের সদগতিলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। এই মহাত্মা রাজতনয় সজ্জনোচিত পদবী অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব ইহাকে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সম্মান করিলে তোমার সমুদয় শত্রুই বশীভূত হইবে। আর দেখ, যদি ইনি তোমাকে জয় করিবার বাসনায় কুলাচরিত ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তোমাকেও জয়াভিলাষে উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব আমার বাক্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক ইঁহাকে বশীভূত কর। এক্ষণে অনুচিত কাম লোভ ও বিদ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াই তোমার আবশ্যক। জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থির নাই। অনেকে শত্রুকে পরাজয় করিতে গিয়া স্বয়ং তাহার নিকটই পরাজিত হয়। অতএব দণ্ড অপেক্ষা ভোজনাদি-দানদ্বারা শত্রুকে বশীভূত করা উচিত। যিনি শত্রুর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহার আপনার সর্ব্বনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

"মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে জনকরাজ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের হিতকামনায় যাহা কহিলেন, ইহা আমাদিগের উভয়েরই পরম হিতকর; অতএব আমি অবিচারিতচিত্তে [বিনা বিচারে--নিঃসন্দিগ্ধ হৃদয়ে] অচিরে উহা সম্পাদন করিব।

"মিথিলাধিপতি মহর্ষিকে এই কথা বলিয়া কোশলরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে সমস্ত পরাজয় করিয়াছি, তুমিও আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছ; কিন্তু আমি জয় করিয়াছি বলিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করি না। প্রত্যুত, তোমার বুদ্ধি ও পৌরুষের সবিশেষ প্রশংসা করি। অতএব তুমি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া আমার ভবনে গমনপূর্ব্বক অবস্থান কর।'

"অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক ও কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী উভয়ে সেই মহর্ষিকে পূজা করিয়া বিদেহনগরে যাত্রা করিলেন। জনকরাজ কোশলরাজকে আপনার গৃহে আনয়নপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্কদ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা ও বিবিধ ধনরত্ন সম্প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সন্ধিই নরপতিগণের প্রধান ধর্ম্ম। জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।"

১০৭তম অধ্যায়
ভেদবুদ্ধির ভীষণতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্মাচরণ, জীবিকানির্ব্বাহ ও ঐশ্বর্য্যলাভ এবং ভূপালগণের কোষরক্ষা, কোষোৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগুণ পরীক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি, ষাড় গুণ্য আশ্রয়, সেনাগণের সহিত ব্যবহার, সাধু, অসাধু, প্রধান, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের লক্ষণ অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকের সন্তোষসম্পাদন, ক্ষীণদিগকে আশ্রয়দান ও জয়লাভবিষয়ক কৌশলের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আত্মপক্ষীয় শূরগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, আর উহারা কিরূপে বর্দ্ধিত, ভেদবুদ্ধিশূন্য এবং শত্রুবিজয় ও সুহৃদলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমার মতে ভেদই শূরগণের বিনাশের মূল এবং অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহা গোপন থাকা নিতান্ত কঠিন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! লোভ ও ক্রোধ হইতেই নরপতি ও তাঁহার অধিকৃত বীরদিগের বৈরানল সন্দীপিত হয়। রাজা লোভাকৃষ্ট ও ধীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াই পরস্পর পরস্পরের বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন। ভূপতি ও তাঁহার পক্ষীয় বীরগণ ক্ষয়, ব্যয় ও ভয়নিবন্ধন চর, মন্ত্রণা, বল এবং সাম, দান ও ভেদ প্রভৃতি উপায় প্রয়োগদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করেন। একমতাবলম্বী শূরগণের নিকট হইতে অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয় এবং তাহারা তন্নিবন্ধন ভীত ও বিমনায়মান হইয়া অরাতিপক্ষ অবলম্বন করে। যাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অরাতির বশীভূত ও বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন করাই শূরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বলপৌরুষসম্পন্ন বীরগণ একমতাবলম্বী হইলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন, অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত মিত্রতালাভ ও সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারেন। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মারা সতত উহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। নানাগুণসম্পন্ন একমতাবলম্বী শূরগণ সমাজমধ্যে ধর্ম্মব্যবহার-সংস্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে শাসন, বিনয়ীদিগের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শন, চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা ও কোষপূরণবিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং কার্য্যানুষ্ঠানসময়ে পুরুষকার ও উৎসাহসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন। সৌভাগ্যশালী শাস্ত্রজ্ঞ বীরপুরুষদিগের প্রভাবেই মূঢ়গণ ঘোর বিপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হয়। ঐ সকল বীরপুরুষকে নিগ্রহ, বধ ও ভয়প্রদর্শন, উহাদের মধ্যে ভেদোৎপাদন এবং উহাদের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিলে উহারা অচিরাৎ বিপক্ষপক্ষের বশীভূত হয়; অতএব তাহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। উহাদের প্রভাবে সমুদয় লোকের দেহযাত্রা [সংসারযাত্রা] নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং তাহাদিগেরই গূঢ়মন্ত্রণাদ্বারা চরগণ শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে।

“সমুদয় বীরের সহিত মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য নহে। বীরগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির হিতসাধন করা উচিত। নচেৎ মন্ত্রণাপ্রকাশ ও ভেদনিবন্ধন অর্থনাশ ও অনর্থ উৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শূরগণের মধ্যে যাহাদিগের

ভেদবুদ্ধি জন্মিবে এবং যাহারা স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে কার্য্য করিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অচিরাৎ তাহাদের শাসন করিবেন। যদি কুলবৃদ্ধ[বংশের প্রাচীন]গণ কুলসম্ভূত[বংশঘটিত] কলহে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে গণভেদ নিবন্ধন গোত্রের ক্ষয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আত্মীয়ভেদ[আত্মীয়বিচ্ছেদ]সম্ভূত ভয় শত্রুভয় অপেক্ষা গুরুতর। অতএব যাহাতে আত্মীয়ভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা উচিত। আত্মীয়ভেদ অচিরাৎ মনুষ্যকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। যখন সমান জাতি ও সমান কুলসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অকস্মাৎ ক্রোধ, মোহ ও স্বভাবতঃ লোভের বশীভূত হইয়া পরস্পর বাক্যালাপে বিরত হয়েন, তখনই পরাভবের লক্ষণ লক্ষিত হয়। শত্রুগণ উদ্যোগ বা বুদ্ধিবলে শূরগণকে বিনষ্ট করিতে পারে না, কেবল উহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হয়। অতএব ঐকমত্য অবলম্বন শূরগণের রক্ষার প্রধান উপায়।”

১০৮তম অধ্যায়
পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনসেবা-প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ধর্ম্মপথ অতি সুবিস্তীর্ণ ও বহুশাখাসঙ্কুল। অতএব এক্ষণে আপনার মতে কোন ধর্ম্মের অনুশীলন করা উচিত এবং কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোকে পরমধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমার মতে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরমধর্ম্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, উহা ধর্ম্ম হউক বা অধর্ম্মই হউক, অবিচারিতচিত্তে অচিরাৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমত কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক[ভূ, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ], তিন আশ্রম [ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ], তিন বেদ [ঋক্, সাম ও যজুঃ] এবং তিন অগ্নি[গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ]স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজন আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অপ্রমত্তচিত্তে তিনের উপাসনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মালোক পরাজিত করা যায়। তুমি উত্তমরূপে উঁহাদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে অনায়াসে ধর্ম্ম ও যশোলাভে সমর্থ হইবে। কদাচ উঁহাদিগকে অতিক্রম বা উঁহাদের দোষ কীর্ত্তন করিও না। প্রতিনিয়ত উঁহাদের পরিচর্য্যা করাই পরমধর্ম্ম এবং যশ, পুণ্য, কীর্ত্তি ও দুর্ল্লভ লোকসমুদয়লাভের প্রধান উপায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাঁহাদের সমুদয় লোক বশীভূত হয়; আর যাঁহারা উঁহাদিগের সমাদর না করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয় এবং তাঁহারা কি ইহলোক, কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়েন না। আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত যে যে কার্য্য করিয়াছি, আমার সেই সেই

কার্য্যানুষ্ঠানের শতগুণ সহস্রগুণ পুণ্যলাভ হইয়াছে এবং সেই পুণ্যবলেই আমি এক্ষণে ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি।

"দশ শ্রোত্রিয় [বেদজ্ঞ] অপেক্ষা এক আচার্য্য [বৈদিক দীক্ষাদাতা-বেদ-উপদেশক], দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায় [অধ্যাপক], দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক পিতা এবং দশ [পিতা অপেক্ষা মাতা দশগুণ অধিক গুরু] পিতা বা সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর বলিয়া গণনীয় হয়েন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই; কিন্তু আমার বোধ হয়, উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পিতামাতা যে দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা অচিরস্থায়ী, কিন্তু আচার্য্য যাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কোনকালেই ধ্বংস নাই। পিতামাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অপরাধী পিতামাতার দণ্ডবিধান না করিলে পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না; পিতামাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পিতামাতাস্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে, তাহাদিগের সেসমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে ভূণহত্যাপিতকে লিপ্ত হইতে হয় এবং এই ভূমণ্ডলে আর কাহাকেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ, স্নেহপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরও ধর্ম্মকামনায় যত্নপূর্ব্বক তাঁদের তদনুরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা। উপাধ্যায়ই পূজ্যতম। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ যারপরনাই পরিতুষ্ট হয়েন। অতএব কোনরূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষাদাননিবন্ধন উপাধ্যায়গণ যাদৃশ পূজ্য, পিতামাতা তাদৃশ নহেন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের সৎকার করিলে দেবতারা প্রসন্ন হয়েন। যাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্টচিন্তা করে, যাহারা পিতামাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে ভূণহত্যাপিতকে লিপ্ত হইতে হয়; তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীঘাতক ও গুরুহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তির নিষ্কৃতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহলোকে মানবগণের যাহা কর্তব্য, ধর্ম্মানুসারে সংক্ষেপে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।"

১০৯তম অধ্যায়
ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠা সত্য-মিথ্যার প্রশস্ততা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতে বাসনা করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? সত্য ও মিথ্যা সমুদয় জগৎ সমাবৃত করিয়া রহিয়াছে; ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির ঐ উভয়ের মধ্যে কি আশ্রয় করা উচিত? সত্য কি? মিথ্যা কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে কহে এবং কোন্ সময়ে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! সত্যবাক্য-প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এক্ষণে আমি সমুদয় লোকের দুর্জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপে সত্য মিথ্যা বিচারে সমর্থ হয়েন, তিনিই জনসমাজে ধার্মিক বলিয়া পরগণিত হইয়া থাকেন। অসচ্চরিত্র হিংস্রস্বভাব ব্যক্তিও অন্ধনাসা বলাক ব্যাধের [*হিংস্রস্বভাব ব্যাঘ্রাদি পশু রাত্রিকালে অন্ধ; তাহারা ঘ্রাণচক্ষু নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ লইয়া দেখার কার্য্য করে। সেই ব্যাঘ্রাদি পদনাশক ব্যাধেরও পুণ্য অর্জ্জন হওয়ায় স্বর্গলাভ হয়।*] ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। মূঢ়, ব্যক্তি ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে না, কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ উলূক ধর্ম্মকাম না হইয়াও অসংখ্য সর্পনাশনিবন্ধন, বিপুল পুণ্যলাভ করিয়াছিল। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণীগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহাদ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম।

"কেহ কেহ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করি না; কারণ, শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যই কখনও ধর্ম্মরূপে পরিণত হইতে পারে না। দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে পরধনরক্ষা হয়, তবে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে; তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ঐরূপ স্থলে শপথপূর্ব্বক মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সঙ্গতি থাকিলেও তস্করদিগকে ধনদান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতাকে নিশ্চয় বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তমর্ণ [মহাজন—যিনি সুদে টাকা ধার দেন] যদি ধনদানে অসমর্থ অধমর্ণকে [খাতককে] শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে, সাক্ষীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক সত্যকথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষিগণের সত্যবাক্যপ্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐরূপ স্থলে মিথ্যাকথা কহিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কিন্তু বিবাহ ও প্রাণসংশয়কালে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ

করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে।

"অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে, তাহাকে বিধানানুসারে রাজদণ্ডদ্বারা দণ্ডিত করা উচিত। শঠ ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আসুরধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনধারণ করিয়া থাকে; অতএব যে-কোন উপায়দ্বারা হউক না কেন, উহাদের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। উহারা প্রেততুল্য, অপাংক্তেয় [শুদ্ধস্বভাব ব্যক্তির সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করার অযোগ্য], যাগযজ্ঞশূন্য, তপঃপরাঙ্মুখ এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকুলাচারী; অতএব উহাদিগের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব রাখা উচিত নহে। উহারা ধননাশ হইলে প্রাণ [তাহার শোকে প্রাণ] পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহাদিগকে প্রযত্নসহকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উহাদিগের মধ্যে কাহারই ধর্ম্মজ্ঞান নাই। উহাদিগকে বিনাশ করিলে জীবহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, উহারা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রভাবেই নিহত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে যে বধ করে, তাহার প্রাণীবধজনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া অকর্ত্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিরা কাক ও গৃধ্রের তুল্য; উহারা দেহত্যাগের পর কাকাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু, তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।"

১১০তম অধ্যায়
সংসার-ক্লেশনাশের উপায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! প্রাণীগণ বিবিধ সাংসারিক ভারে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলে যে উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্গম বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণেরা বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা অহঙ্কার পরিহার, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম ও কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসা করেন না, অর্থপ্রার্থনায় বিমুখ হইয়া দান ও প্রতিনিয়ত অতিথিসঙ্কার করেন, অসূয়াশূন্য, স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরমাত্নসহকারে পিতামাতার শুশ্রুষায় নিরত থাকেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হয়েন না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। যে ভূপালগণ কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপানুষ্ঠান করেন না, যাঁহারা সকলের প্রতিই অপরাধানুসারে দণ্ডবিধান করেন, যাঁহারা রজোগুণ ও লোভপ্রভাবে অর্থসংগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব বিষয়রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা পরদারাভিমর্ষণে [পরনারীধর্ষণে বিরত] নিরত হইয়া ঋতুকালে আপন আপন ধর্ম্মপত্নীতে গমন ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক রণস্থলে ধর্ম্মানুসারে জয়লাভের অভিলাষ করেন, যাঁহারা প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলেও

কদাচ সত্যবাক্য পরিত্যাগ করেন না, যাঁহারা মনুষ্যদিগের আদর্শস্বরূপ, যাঁহাদিগের কোন কার্য্যই অবিশ্বাসের যোগ্য নহে, যাঁহাদিগের অর্থ সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হয়, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যেসকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালে অধ্যয়ন করেন না, যাঁহারা বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তপানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস সমাধানান্তে স্নান করিয়া থাকেন, যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত না হইয়া একমাত্র সত্ত্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদিগের হইতে কাহারই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হয় না, যাঁহারা কোন ব্যক্তি হইতেই ভীত হয়েন না ও সকলকেই আপনার ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা পরস্ত্রীদর্শনে সন্তপ্ত বা কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হয়েন না, যাঁহারা সকল দেবতাকে নমস্কার ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, যাঁহারা আপনাদিগের মানসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, যাঁহারা মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সন্তানার্থী হইয়া বিশুদ্ধমনে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন, আপনার ক্রোধসংবরণ, অন্যের ক্রোধাপনয়ন ও জন্মাবধি মদ্যমাংসের প্রতি সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন এবং যাঁহারা প্রাণধারণের নিমিত্তই ভোজন, অপত্যোৎপাদনের [সন্তান উৎপাদনের] নিমিত্তই স্ত্রীসহবাস ও সত্যকথা কহিবার নিমিত্তই বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন।

"হে যুধিষ্ঠির! আর এই যে মহাত্মা মধুসূদন এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, উনি আমাদিগের পরম সুহৃদ, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী। উনি স্বেচ্ছাক্রমে চর্ম্মের ন্যায় এই সমস্ত লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। উনি লোকের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানার্থ নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সকল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে, সে নিঃসন্দেহেই অনায়াসে দুষ্কর বিষয় অতিক্রম করিতে পারে। যাঁহারা এই দুর্গতিতরণ পাঠ ব্রাহ্মণের নিকট কীর্ত্তন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাঁহারাও দুস্তর বস্তু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা ইহলোকে ও পরলোকে যে প্রকারে দুস্তর বিষয় সমুত্তীর্ণ হইতে পারে, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।"

১১১তম অধ্যায়
পুরুষের প্রকৃতি-পরিচয়—শৃগাল-ব্যাঘ্র বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! অনেকানেক শান্ত প্রকৃতি পুরুষকে অশান্তের ন্যায় ও অনেকানেক অশান্তপ্রকৃতি পুরুষকে শান্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। আমি কিরূপে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথার্থ প্রকৃতি অবগত হইব?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্যাঘ্রগোমায়ু সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুরিকানগরীতে পৌরিক-নামে এক পরশ্রীকাতর স্বভাব নরপতি ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন পরে দেহত্যাগপূর্ব্বক আপনার কর্ম্মফলে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সমৃদ্ধি স্মরণ হওয়াতে যারপরনাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সত্যবাদী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাকালে স্বয়ং নিপতিত ফল ভক্ষণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই অন্যান্য গোমায়ুগণের সহিত বাস করিতেন; জন্মভূমির স্নেহনিবন্ধন অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা করেন নাই। একদা তাঁহার স্বজাতীয় শৃগালেরা তাঁহার বিশুদ্ধভাব-দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বুদ্ধিবৈপরীত্য জন্মাইবার মানসে কহিল, ভাই! তুমি কি নির্ব্বোধ! নরমাংসলোলুপ শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এই ঘোরতর শ্মশানভূমিতে বাস করিয়া শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করিতেছ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমান-ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মাংসভোজনে নিরত হও, আমরা তোমাকে আহারসামগ্রী প্রদান করিব।’

চরিত্রবলে চিত্তের উৎকর্য্য--শৃগালের উদার বুদ্ধি

“তখন সেই বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয়দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাহিতচিত্তে [নিবিষ্টহৃদয়ে] যুক্তিযুক্তবচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বন্ধুগণ! আমার মতে কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা ন্যায়ানুগত নহে। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে আমার যশঃ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয়, আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আমার যে স্থিরসিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতে কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রমমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করে, আর যদি কেহ আশ্রম ভিন্ন অন্য স্থানে গোদান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্মহত্যাকারীকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদানকর্ত্তার দান বৃথা হইবে? তোমরা লোভবশতঃ কেবল উদরপূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ। পরিণামে যেসকল দোষ ঘটিবে, মুগ্ধ ব্যক্তিরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। আমি এক্ষণে উভয় লোকে অসন্তোষজনক অতি নিন্দনীয় ধর্ম্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই দুষ্প্রবৃত্তি [অন্যায় আচরণ] হইতে বিরত হইয়াছি।

শৃগাল ব্যাঘ্রের অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত

"হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় এক প্রভূতপরাক্রমশালী শার্দ্দূল সেই শ্মশানে অবস্থান করিতেছিল। সে সেই বিশুদ্ধস্বভাব শৃগালের বাক্যশ্রবণে তাহাকে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত বিবেচনায় সাধ্যানুরূপ অর্চ্চনা করিয়া অমাত্যপদে অভিষেকপূর্ব্বক কহিল, 'মহাত্মন্! আমি তোমার প্রকৃতি অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুরূপ আহার বিহার করিয়া আমার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমরা অতি উগ্রস্বভাব, অতএব তুমি আমার নিকট মৃদুতা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে।'

"তখন গোমায়ু সেই শার্দ্দূলের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈষৎ নবদনে কহিল, 'মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্ম্মার্থকুশল বিশুদ্ধস্বভাব সহায়লাভের বাসনা করিয়াছেন, ইহা আপনার অনুরূপই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণহন্তা দুষ্ট অমাত্যের সাহায্যে কখনই আধিপত্য-সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন না। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধিশূন্য, ছলগ্রাহী ও হিতসাধনতৎপর সহায়কগণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি, সেইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে আমার অভিরুচি নাই। আমি আপনার আশ্রমে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য বা সুখভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্যগণের সহিত আমার স্বভাবে ঐক্য হইবে না। তাহারা আমার নিমিত্ত দুশ্চরিত্র হইয়া নিশ্চয়ই আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া দিবে। মহদব্যক্তির অধীনতাও শ্লাঘনীয় নহে। যে ব্যক্তি দীর্ঘদর্শিতা ও উৎসাহগুণে বিভূষিত হয় এবং অন্ধকে ভূরি ভূরি দান ও পাপাত্মাদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য [কোমল ভাব] প্রকাশ করে, সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যাব্যবহারে পারদর্শী বা অল্পে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহারও সেবা করি নাই; সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। রাজসন্নিধানে অবস্থান করিলে অন্যকৃত নিন্দানিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হয় আর বনবাসীদিগের সহিত বাস করিলে নির্ভয়ে ব্রতচার্য্যাদি [ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান] কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভৃত্যগণ ভূপতির আহ্বানশ্রবণে যেরূপ ভয় অনুভব করে, সন্তুষ্টচিত্তে ফলমূলাহারী বনচারিগণ কখনই সেরূপ ভয়ে ভীত হয়েন না। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন, এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে যাহাতে ভয়ের বিষয় নাই, তাহাই সুখাবহ। ভৃত্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতি অল্প লোকেই যথার্থ দোষে দূষিত হয়। যাহা হউক, যদি আপনি নিতান্তই আমাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। রাজ! আমি যে হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিব, আপনাকে তাহা সমাদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে এবং আপনি যে বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি কখনই আপনার অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিব না। তাহা হইলে তাহারা মহত্ত্বকামনায় আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে। অতএব আমি কেবল নির্জ্জনে আপনার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। আপনার জ্ঞাতিকার্য্য উপস্থিত হইলে আপনি আমাকে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন এবং

ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন না।'

ব্যাঘ্রানুচরগণের শৃগাল-হিংসা—ষড়যন্ত্র

শৃগাল এইরূপ কহিলে শার্দ্দূল তাহার বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন শার্দ্দূলের পূর্ব্বতন ভৃত্যগণ শৃগালের সমাদর-দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল। ঐ দুরাত্মারা গোমায়ুর মন্ত্রণাবলে মাংসহরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের উন্নতিবাসনায় প্রথমতঃ মিত্রভাবে তাহাকে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করিয়া প্রভূততর ঐশ্বর্য্য প্রদান ও বিবিধ প্রলোভনবাক্যদ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল কোনরূপেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না। তখন তাহারা শৃগালের বিনাশবাসনায় একত্র হইয়া শার্দ্দূলের আহারার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি লইয়া শৃগালের গৃহে অবস্থাপন করিল। ভেদবুদ্ধিপরাঙ্মুখ শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস দর্শন করিয়া উহা কি নিমিত্ত সমানীত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়াও বন্ধুবিচ্ছেদভয়ে প্রকাশ করিল না।

"অনন্তর শার্দ্দূল ক্ষুধিত হইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল, কিন্তু আহার সম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। তখন সে ক্রোধভরে কহিল, 'অমাত্যগণ ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর।' তখন ধূর্ত্তেরা শার্দ্দূলকে নিবেদন করিল, 'মৃগরাজ! আপনার প্রজ্ঞাভিমানী [নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া অহঙ্কারপ্রকাশকারী] মন্ত্রিই সেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন।' শার্দ্দূল তাহাদের মুখে শৃগালের সেই অবিবেচনার কার্য্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইল। শার্দ্দূলের পূর্ব্বমন্ত্রিগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'মৃগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন সে সকল অকার্য্যই করিতে পারে। আপনি আমাদের মুখে পূর্ব্বে তাহার স্বভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের ন্যায়, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। ঐ কপটধর্ম্মপরায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা স্বীয় ভোজন-ব্যাপার সমাধানের নিমিত্তই পরিশ্রম সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিল। যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস জন্মে, তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। শার্দ্দূলের পূর্ব্বমন্ত্রিগণ এই বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়নপূর্ব্বক রাজাকে প্রদর্শন করাইল। তখন শার্দ্দূল স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস অবলোকন করিয়া রোষাকুলিতলোচনে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণকে কহিল, 'তোমরা অবিলম্বে ঐ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।'

"ঐ সময় শার্দ্দূল-জননী তাহার এই অনুজ্ঞা শ্রবণগোচর করিয়া তাহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় আগমনপূর্ব্বক কহিল, 'বৎস! তুমি তোমার এই সমস্ত পূর্ব্বমন্ত্রিদিগের কপটবাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না। অসাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে

কার্য্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, তাহারা অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না। শক্রুতা স্বকার্য্যনিরত বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শক্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায়ই নির্দোষ লোকেরা লুব্ধপ্রকৃতিদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের, পণ্ডিতেরা মুর্খদিগের, ধনিগণ দরিদ্রদিগের, ধার্ম্মিকেরা অধার্মিকদিগের এবং সুরূপেরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুব্ধস্বভাব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কপট পণ্ডিতেরা বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্‌ঘোষণ [উচ্চকণ্ঠে দোষকীর্ত্তন] করেন। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না, আজি যে সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব অগ্রে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্ত্তব্য। এই জগতে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্যলোক অসভ্যের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করিবেন। নভোমণ্ডলকে কটাহের [কড়ার] ন্যায় এবং খদ্যোতকে [জোনাকী পোকাকে] হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তুতঃ আকাশে কটাহ ও খদ্যোতে হুতাশন নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যাথার্থ অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

'হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিকে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে সুকঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিত্বপদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ হইয়াছে; সৎপাত্র লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব তুমি কদাচ মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দোষ লোককে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্ব্বোধকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিত অমাত্যগণও দোষে লিপ্ত থাকে।

ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক শৃগালের চরিত্রপরীক্ষা—মুক্তিদান

"শার্দ্দূলের মাতা তাহাকে এইরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে, এমন সময়ে শৃগালের এক পরমধার্ম্মিক চর উপস্থিত হইয়া, শৃগালের শক্রুপক্ষ যেরূপ কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদয় শার্দ্দূলের নিকট নিবেদন করিল। তখন মৃগরাজ শার্দ্দূল গোমায়ুর সচ্চরিত্রতার বিষয়-শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া, যথোচিত উপচারে সৎকার করিয়া শৃগালকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ শৃগাল চৌরাপবাদনিবন্ধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রায়োপবেশনবাসনায় শার্দ্দূলের অনুমতি প্রার্থনা করায়, শার্দ্দূল গোমায়ুর বাক্য-শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় পূজা করিয়া বারংবার সেই অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। শৃগাল শার্দ্দূলকে আপনার উপর নিতান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রণতিপুরঃসর বাষ্পগদ্‌গদবচনে কহিল, 'মৃগরাজ! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন, এক্ষণে আমাকে যারপরনাই অবমানিত

করিয়াছেন, সুতরাং আর আমি আপনার নিকট অবস্থান করিতে পারি না। যেসমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট, স্বপদপরিভ্রষ্ট, অবমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব, প্রতারিত, দুর্ব্বল, লুব্ধ, জ্বর, ভীত, অভিমানী, নির্দ্দয়, সতত সন্তপ্ত ও ব্যসনাসক্ত হয় এবং যাহারা নিরন্তর প্রভুর অন্তরালে অবস্থান করে, তাহারা সকলেই শত্রুতুল্য। তাহারা কখনই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদপরিভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আপনি আমাকে আর কিরূপে বিশ্বাস করিবেন, আর আমিই বা কিরূপে আপনার নিকট অবস্থান করিব? আপনি আমাকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া, কার্য্যদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আপনি আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অবমাননা করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে একবার যাহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া আদর করেন, তাহার দোষপ্রখ্যাপন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি, সুতরাং আপনি আর আমার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিলে আমারও বিলক্ষণ উদ্বেগ জন্মিবে। বিশেষতঃ আপনি আমা হইতে নিরন্তর শঙ্কিত থাকিলে, অনেকেই আমাদিগের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, একবার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষসম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অনুরক্ত, তাহাকে বিয়োজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে, তাহা কপটতাপূর্ণ, সন্দেহ নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থশূন্য হইয়া ভর্ত্তার হিতসাধন করে না। সকলেই স্বার্থসাধনে তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিতবুদ্ধি নিতান্ত দুর্ল্লভ, সন্দেহ নাই। যে রাজার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না। একশত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিমাত্র কার্য্যক্ষম ও নির্ভীক হইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধিলাঘবনিবন্ধন-ই [জ্ঞানের অল্পতার নিমিত্ত] অকস্মাৎ অধিকারলাভ, অধিকারপরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্বপ্রাপ্তির বাসনা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। জ্ঞানবান্ শৃগাল শার্দ্দূলকে এইরূপে ধর্ম্মকামার্থসঙ্গত উপদেশ প্রদানদ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কলেবরপরিত্যাগ ও স্বর্গলাভ করিল।”

১১২তম অধ্যায়
আলস্যের দোষ—উষ্ট্র-শৃগাল বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কোন্ কোন্ কার্য্য নরপতিদিগের কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি করিলে সুখলাভ করিতে পারেন? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! রাজাদিগের যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং যেকার্য্য করিলে তাঁহাদিগের সুখলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবার উপলক্ষে আমি এক উষ্ট্রের ইতিহাস অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে এক জাতিস্মর [পূর্ব্বজন্মস্মরণসমর্থ] উষ্ট্র বিপুল অরণ্যমধ্যে কঠোর নিয়মধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিত। অনন্তর সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা

তাহার তপানুষ্ঠানদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভিলষিত বরপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন উষ্ট্র কহিল, 'ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার এই গ্রীবা শত যোজন বিস্তীর্ণ হউক।' ভগবান্ কমলযোনি উষ্ট্রের প্রার্থনাশ্রবণে-তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন; উষ্ট্রও প্রার্থিত বরলাভ করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। বরলাভের দিন অবধি এক দিনও তাহার আহারের নিমিত্ত অন্য স্থানে গমন করিবার বাসনা হয় নাই।

"একদা সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্তচিত্তে শতযোজন-বিস্তৃত গ্রীবা প্রসারণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু সমুত্থিত হইল। তখন ঐ নির্ব্বোধ পশু স্বীয় মস্তক ও গ্রীবা গিরিগুহায় সংস্থাপিত করিয়া রহিল। অনন্তর মেঘ হইতে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে সমুদয় জগৎ জলে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় এক মাংসজীবী শৃগাল শীতার্ত্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পত্নীর সহিত সেই গুহামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার গ্রীবা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নির্ব্বোধ উষ্ট্র আপনার সেই দুর্দ্দশা-দর্শনে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া উর্দ্ধে ও পুনরায় অধোভাগে গ্রীবা নিক্ষেপ করিয়া উহা সঙ্কুচিত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। শৃগাল ও শৃগালী স্বচ্ছন্দে তাহার মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণ সংহার করিয়া বৃষ্টিবর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল।

"হে ধর্ম্মরাজ! সেই দুর্ব্বুদ্ধি উষ্ট্র এইরূপে আলস্যপরায়ণ হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব তুমি আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে যত্নবান্ হও। মহাত্মা মনু বুদ্ধিকেই জয়লাভের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কার্য্যসাধনবিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহু মধ্যম ও পাদচার [পৃথিবী পর্য্যটন—হাঁটা] প্রভৃতি অধম উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় কার্য্যদক্ষ পুরুষেরাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। মনুর মতে গূঢ়মন্ত্রণাশ্রবণনিরত, সহায়সম্পন্ন, অর্থলোলুপ ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলেই জয়লাভ করিয়া থাকে। যাহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, ইহলোকে তাঁহাদিগেরই অর্থলাভ হয়। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সমুদয় পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বতন বিধিদর্শী সাধু লোকেরা যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।"

১১৩তম অধ্যায়

বিনয়-নম্রের নিরাপত্তা—বেত্র-নদীসাগরকথা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সহায়হীন রাজা দুর্ল্লভ রাজ্য লাভ করিয়া প্রবল শত্রুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে সাগর ও নদীগণের সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দানবগণের আশ্রয়ভূত নদীনাথ সমুদ্র সংশয়যুক্ত হইয়া নদীগণকে কহিয়াছিলেন, 'হে স্রোতস্বতীগণ! তোমরা প্রবাহদ্বারা

অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে মূল শাখার সহিত উন্মূলিত করিয়া আনয়ন করিতেছ, কিন্তু তোমাদিগকে কদাপি একটিও বেতস আনয়ন করিতে দেখি নাই, ইহার কারণ কি? তোমাদিগের কূলসম্ভূত বেতসসকল অসার ও অল্পাকার বলিয়া কি তোমরা ঐ সমুদয়কে অবজ্ঞা কর অথবা উহারা তোমাদিগের কোন কার্য্যসাধন করে বলিয়া উহাদের উন্মূলনে বিরত হও? যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত একবারও বেতস আনয়ন কর না, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। তখন ভাগীরথী সদর্থসম্পন্ন যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সাগরকে কহিলেন, নাথ! অন্যান্য পাদপগণ এক স্থানে স্তব্ধভাবে থাকিয়া আমাদিগের প্রতিকূলতাচরণ করে, কিন্তু বেতসেরা সেরূপ নহে। তাহারা নদীবেগ সমাগত দেখিবামাত্র অবনত হয় এবং প্রবাহ অতিক্রম হইলেই স্বস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে কালজ্ঞ, সঙ্কেতজ্ঞ, বশ্য, অনুদ্ধত ও অনুকূল বলিয়া উন্মূলিত করি না। ফলতঃ যে সকল ওষধি, পাদপ ও গুল্ম বায়ু বা জলের বেগে অবনত হয়, তাহাদিগকে উন্মূলিত হইতে হয় না।'

"হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রবল শত্রুর তেজোহ্রাস হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উহা অসহ্য জ্ঞান করে, তাহার অচিরাৎ বিনাশলাভ হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ লোকেরা আপনাদিগের ও শত্রুগণের সার, অসার ও বলবীর্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা শত্রুকে পরাক্রান্ত দেখিলেই তাঁহার নিকট বেতসের ন্যায় নম্র হইবেন।"

১১৪তম অধ্যায়
অসার তিরস্কারবাক্যে উপেক্ষার ফল—সহ্যগুণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মৃদুস্বভাবসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি সভামধ্যে প্রগল্ভ মূখকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে কিরূপ ব্যবহার করিবেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট এই বিষয়ের যাথার্থ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি রোষাবিষ্ট না হইয়া নির্ব্বোধের তিরস্কারবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমুদয় পুণ্যলাভ এবং তাহাতে আপনার সমুদয় পাপ সঞ্চার করিতে পারেন; অতএব মন্দ ব্যক্তিকে টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষস্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষাপ্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি লোকের বিরাগভাজন হয়, তাহার জীবন নিষ্ফল। 'আমি সভামধ্যে অমুক মান্য ব্যক্তিকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিলে সে লজ্জিতভাবে বিষণ্ণবদনে মৃতকল্প হইয়া রহিল' মূঢ় ব্যক্তিরা এই বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপকর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। ঐরূপ নীচাশয় নির্লজ্জ ব্যক্তির বাক্যে যত্নপূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্ব্বোধেরা যাহা বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্যমধ্যে কাকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পাপাত্মারা যদি বাক্যপ্রয়োগদ্বারাই লোককে দূষিত করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু

যেমন একজনকে ‘তুমি মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হও’ বলিলেই সে প্রাণত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা কাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাঁহার দুষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ময়ূর যেমন আপনার গুহ্যপ্রদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, তদ্রূপ নিচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আপনার জারজত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জা বোধ করেন না।

“যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও সাধুব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে লোকের গুণব্যাখ্যান ও পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, সে কুকুরের ন্যায় জ্ঞানহীন ও ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট, তাহার দান ও হোমকার্য্য কোনক্রমেই ফলোপধ্যায়ক হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অখাদ্য কুক্কুরমাংসের ন্যায় ঐরূপ পাপাত্মা নীচাশয় ব্যক্তির সংস্রব অবিলম্বেই পরিহার করিবেন। দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আপনারই দোষ প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দুকের প্রতিকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহাকে ভস্মরাশিমধ্যে নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি সতত লোকাপবাদে নিরত থাকে, অশান্তপ্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, ভয়ঙ্কর শালবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুকুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উদ্ধৃঙ্খল, অবিনয়ী, পাপপরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর অশুভ কার্য্যে নিরত পাপাত্মাকে ধিক্! যদি কোন সাধুব্যক্তি ঐ দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তরপ্রদানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে ‘তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না’ বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে লোকের গাত্রে চপেটাঘাত, ধূলি ও তুষ নিক্ষেপ এবং দশনে দর্শন নিপীড়নপূর্ব্বক তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা লোকসমাজে দুর্জ্জনকৃত ভৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যিনি এই সমস্ত হিতোপদেশ সতত পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই। পরনিন্দাজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।”

১১৫তম অধ্যায়
রাজ্যের উন্নতিকারক নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি বহুদর্শী ও আমাদিগের কুলের উন্নতিসাধক। আপনি দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বাক্য-দোষসমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আর কয়েকটি বিষয়ে আমার যে সন্দেহ আছে, তাহাও আপনাকে ভঞ্জন করিতে হইবে। কিরূপে পুত্র পৌত্রগণের সন্তোষ ও রাজ্যের উন্নতিসাধন, বংশের সুখবৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে মঙ্গললাভ এবং অন্নপানাদি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যসাধন করা যায়? নরপতি রাজ্যে অভিষিক্ত ও মিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কিরূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিবেন? যিক্তি অজিতেন্দ্রিয়তা ও অনুরাগবশতঃ অসজ্জনের সেবায় অনুরক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভৃত্যগণকে প্রকোপিত করেন তিনি সুখলাভে সমর্থ হয়েন কি না? আর ভৃত্যবিহীন হইয়া একাকী কখন রাজ্যশাসন করিতে পারেন না; অতএব কিরূপে কুলশীলসম্পন্ন ভৃত্যগণকে লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ

করিতে হইবে? হে পিতামহ! আপনি বৃহস্পতি সদৃশ ধীশক্তিসম্পন্ন; অতএব দুর্জ্জেয় রাজধর্ম্মকীর্ত্তন দ্বারা আমার এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনে তৎপর ও ধর্ম্মোপদেষ্টা; মহাত্মা বিদুরও সতত আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকট বংশ ও রাজ্যের হিতকর কথা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া চিরকাল পরমসুখে নিদ্রানুভব করিতে পারিব।”।

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! রাজা একাকী কখন রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হয়েন না। সহায়বল ভিন্ন কোন ব্যক্তিই অর্থলাভ করিতে পারেন না। যদিও কথঞ্চিৎ অর্থলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হয়। যাঁহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবৃদ্ধ, হিতৈষী, সৎকুলসম্ভূত ও স্নিগ্ধস্বভাব, যাঁহার অমাত্যগণ সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান, সদুপদেশ প্রদান, কালাকাল বিবেচনা ও ভাবী বিষয়ের সংঘটন করে এবং অতীত বিষয়ের জন্য অনুতাপিত ও উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের বশীভূত না হয়, যাঁহার সহায়গণ সমসুখদুঃখ, সত্যবাদী, হিতকারী ও অর্থ-চিন্তায় তৎপর এবং যাঁহার জনপদমধ্যে প্রজাগণ নীচাশয়ত্ব পরিত্যাগ ও সৎপথাবলম্বনপূর্ব্বক পরমসুখে কালযাপন করে, তিনিই যথার্থ রাজ্যসুখসম্ভোগ করিতে পারেন। যাঁহার ধনাগার ও ধান্যাদিরক্ষার স্থান সতত কোষবর্দ্ধনতৎপর বিশ্বস্ত লোককর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয়, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হয়েন। যাঁহার নগরে অর্থিপ্রত্যর্থীর [সকল শ্রেণীর প্রার্থীর] বিচার যথার্থরূপে হইয়া থাকে এবং যিনি রাজধর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ ও মানবগণকে আপনার বশে আনয়নপূর্ব্বক সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্‌বর্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই ধর্ম্মফলভোগ হইয়া থাকে।”

১৬তম অধ্যায়
জাতিপরিবর্ত্তনে পূর্ব্বাভাস ত্যাগ

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহর্ষিগণ জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের। নিকট এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তপোবনে উহা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে এই উপলক্ষে সেই সাধুদিগের নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন বাস করিতেন। ঐ মহর্ষি দীক্ষানিরত, শান্তস্বভাব, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও উপবাসপরায়ণ ছিলেন। বনচারী জন্তুসমুদয় সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মার সদ্ভাব-দর্শনে বিশ্বস্তচিত্তে নিয়ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত থাকিত। ক্রূর ব্যাঘ্র, মদমত্ত মাতঙ্গ, দ্বীপী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি অন্যান্য শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত [ভৃত্যবৎ] ও প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত।

"ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুক্কুর বাস করিত। ঐ কুক্কুর ফলমূলাহারী, উপবাসনিরত, দুর্ব্বল ও শান্তস্বভাব ছিল। সে কদাপি মহর্ষিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিত না; সতত ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত। তপোধন তাহার ভক্তিদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। একদা এক মহাবলপরাক্রান্ত শোণিতলোপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহারলাভার্থ সৃক্কণী লেহন, পুচ্ছ আস্ফোটন [উত্তোলনাদি] ও মুখব্যাদানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিল। তখন সেই সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ তপোধনকে কহিল, 'ভগবন্! ঐ দেখুন, কুক্কুরদিগের পরমশত্রু দ্বীপী আমাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভয় প্রদান করুন।'

"তখন সর্ব্বজীবের ভাবজ্ঞ মহর্ষি কুক্কুরের ভয়ের কারণ অবগত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বীপীর আকার প্রাপ্ত হও।' মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণসদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রভায় সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধাতুর দ্বীপী সম্মুখে আপনার অনুরূপ পশু সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল।

"কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জিহ্বালেহন ও মুখব্যাদানপূর্ব্বক, সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের মুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রধান স্নেহভাজন দ্বীপী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ তপোধনের শরণাপন্ন হইল; তপোধনও তাহাকে ভীত দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরাৎ ভীষণ শার্দ্দূলত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র দ্বীপীকে শার্দ্দূলের ন্যায় অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল।

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই সারমেয় মহর্ষির প্রভাবে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিলে পর তাহার ফলমূলভক্ষণের অভিলাষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে মৃগরাজ সিংহের ন্যায় বন্যজন্তুসমুদয় ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।"

১১৭তম অধ্যায়

অকৃতজ্ঞের অধোগতি—কুক্কুর-শরভ-বৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "একদা ঐ ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিতমাংসে আপনার তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক পর্ণকুটীর সমীপে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে এক বিশাল বিষাণ[দাঁত]সম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্তমাতঙ্গ তথায় আগমন করিল। ব্যাঘ্র সেই বলগর্ব্বিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে সমাগত দেখিয়া ভীতচিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। আগন্তুক গজ উহাকে মহামেঘের ন্যায় অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে তথা হইতে অপসৃত হইল। এইরূপে ব্যাঘ্র ঋষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব লাভ করিয়া পরমপ্রীতি সহকারে শল্লকীবন [বাবলা-বন] ও পদ্মবনে পর্য্যটন করিয়া বহুকাল অতিক্রম করিল।

"অনন্তর একদা করিকুলান্তক[গজগণের বিনাশক] গিরিকরসম্ভূত কেশররাজিবিরাজিত এক ভীষণ কেশরী সেই গজের সমীপস্থিত হইল। হস্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ভীতমনে মহর্ষির নিকট গমন করিল; মহর্ষিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক বন্য সিংহকে তুল্যজাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না। আগন্তুক সিংহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই ভীত হইল। এইরূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অনুকম্পায় সিংহত্ব লাভপূর্ব্বক সিংহভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুসকল উহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবনরক্ষার্থ তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

"কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্ব্বপ্রাণীবিনাশক, মহাবলপরাক্রান্ত, শোণিতলোলুপ, অষ্টপদ, ঊর্দ্ধনেত্র বন্য শরভ [অতি ক্রোধনস্বভাব একপ্রকার মৃগজাতীয়] ঐ সিংহকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভ-ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই আগন্তুক শরভ মহর্ষির শরভকে অতি ভীষণ ও মহাবলপরাক্রান্ত দেখিয়া ভীতমনে দ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কুক্কুর মহর্ষির অনুকম্পায় শরভত্ব লাভ করিয়া পরমসুখে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবরক্ষার্থ তপোবন হইতে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই শরভের বন্য ফলমুল-ভক্ষণে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে সতত প্রাণীগণের প্রাণসংহার করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিত।

"অনন্তর একদা সেই দুর্দ্দান্ত শরভ বলবতী শোণিততৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরমহিতৈষী মহর্ষিকে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা তপোধন

তপোবললব্ধ জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া উহাকে কহিলেন, ‘অরে পামর! তুই অগ্রে কুক্কুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি, পরে আমার অনুকম্পায় ক্রমে ক্রমে তোর দ্বীপিত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, কুঞ্জরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে। আমিই স্নেহপরবশ হইয়া তোকে ক্রমশ উন্নত করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমাকেই নিরপরাধে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি; অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বতন কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হ।’ মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সেই মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্টপ্রকৃতি শরভ অচিরাৎ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।”

১১৮তম অধ্যায়
নীচসম্পর্ক নিন্দা—উচ্চসম্পর্কের উৎকর্ষ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই সারমেয় পুনর্ব্বার স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইল। তখন তপোধন তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অতএব নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বুদ্ধিমান নরপতি ভৃত্যগণের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিদ্যা, চরিত্র, কুল, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বলবীর্য্য ও ক্ষমাগুণের পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তিকে অমাত্যপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে; যে রাজা প্রতিনিয়ত অসৎকুলসম্ভূত জনগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কখনই সুখভোগে সমর্থ হয়েন না। সৎকুলোদ্ভব সাধুব্যক্তিরা ভূপতিকর্ত্তৃক বিনাপরাধে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করেন না, কিন্তু অসদ্বংশসম্ভূত প্রাকৃত পুরুষেরা সাধুদিগের নিকট দুল্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অতএব যে ব্যক্তি সতত আপনার প্রভু ও মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন ও যাহা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয় দান করাই যাঁহার প্রধান কার্য্য, যিনি কদাচ অসাধুগণের সহিত একত্র বাস করেন না এবং যিনি সৎকুলসম্ভূত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত, কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষমতাশীল, জিতেন্দ্রিয়, লোকরঞ্জনতৎপর, স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আলস্যশূন্য, স্বকার্য্যনিরত, সন্ধিবিগ্রহবিশারদ, ত্রিবর্গবেত্তা, শত্রুসৈন্যবিদারণসমর্থ, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা [সৈন্যগণের প্রীতি প্রদানের উপায়বিৎ],হস্তশিক্ষাসুনিপুণ [দ্রুত কার্য্যসাধনপটু], অহঙ্কারশূন্য, অনুকূল, নীতিপরায়ণ, শুদ্ধস্বভাব, প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও দেশকালজ্ঞ, তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ঐরূপ ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদ প্রদানপূর্ব্বক যথোচিত সমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য চন্দ্রমার আলোকের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

“যে রাজা শাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাপালনতৎপর, ধীরস্বভাব, অমর্ষপরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসরক্রমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পারেন, যিনি বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাতৎপর, জ্ঞানবান, গুণগ্রাহী, বিচারপটু, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীতি অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতিও ক্ষমাপ্রদর্শন এবং

স্বহস্তে দান গ্রহণ করেন, যিনি পরমশ্রদ্ধাবান, নিরহঙ্কার ও হিতানুষ্ঠাননিরত, যাঁহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি সতত দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখনিবারণ ও বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি অমাত্যেরা কোন শুভজনক কার্য্যসাধন করিলে তাহাদিগের সবিশেষ উপকার করেন, ভৃত্যগণ যাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করে, যাঁহার বিলক্ষণ লোকসংগ্রহ আছে, যিনি সততই ভৃত্যগণ ও প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গূঢ়বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেন আর যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে একান্ত নিরত, তিনি সকলের প্রার্থনীয় ও সমাদরভাজন হয়েন।

"গুণবান্ যোদ্ধা সংগ্রহ করা রাজার অতিশয় আবশ্যক। যোদ্ধারা গুণশালী হইলে ভূপতিকে রাজ্যরক্ষাবিষয়ে সবিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। যে রাজা নিরন্তর অভ্যুদয়লাভে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ যোদ্ধৃবর্গের অবমাননা করিবেন না। যে রাজার অধিকারে সমরদক্ষ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ অসংখ্য পদাতি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদয় পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। আর যে রাজা সসস্ত দ্রব্যের সংগ্রহে নিতান্ত ব্যগ্র, উদযোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হয়েন, তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়।"

১১৯তম অধ্যায়
জাতি-গুণের অনুরূপ কার্য্যে নিয়োগ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে মহীপাল কুক্কুরের ন্যায় নীচ ভৃত্যগণকে নীচকার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি সুখে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। কুক্কুরকে উচ্চপদ প্রদান করিলে সে প্রতিনিয়তই প্রমত্ত হইয়া থাকে; অতএব উত্তম জাতি ও উৎকৃষ্ট সাধননিরত ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অযোগ্যপাত্রে উচ্চপদ প্রদান করা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে রাজা ভৃত্যগণকে অনুরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে সতত সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। শরভকে শরভের পদে, সিংহকে সিংহের পদে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের পদে এবং দ্বীপীকে দ্বীপীর পদে নিয়োজিত করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণকে স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। যে রাজা আপনার কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফলভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ অনুপযুক্ত ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। মূর্খ, অপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্রাশয়, অজিতেন্দ্রিয় ও দুষ্কুলসম্ভূত মনুষ্যকে রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্যে নিয়োগ করা গুণগ্রাহী ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। সাধু, সৎকুলসম্ভূত, মহাবলপরাক্রান্ত, জ্ঞানবান, অসূয়াশূন্য, উন্নতাশয়, বিশুদ্ধপ্রকৃতি ও কার্য্যদক্ষ মনুষ্যকেই পার্শ্বচর[দেহরক্ষক সঙ্গী]করা বিজ্ঞ রাজার কর্ত্তব্য। যেসকল লোক কার্য্যতৎপর, শান্তস্বভাব, অনুগত ও বিবিধ নৈসর্গিক গুণগ্রামে সমলঙ্কৃত এবং যাহারা আপনার কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়, নরপতি তাহাদিগকেই আপনার প্রাণসদৃশ বিবেচনা করিবেন। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্ত্তব্য। আর যে সিংহ নয়, সে যদি সতত সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই ন্যায় ফললাভ হয়।

কিন্তু সিংহ যদি কুক্কুরদিগের সহিত সহবাস করিয়া সিংহের কার্য্যে নিরত হয়, তাহা হইলে সে কদাচ সিংহের ন্যায় ফলভোগ করিতে পারে না। ঐরূপ যে রাজা প্রতিনিয়ত বহুদর্শী, শূর ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস করিয়া থাকেন, তিনিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। যাহারা মূর্খ, কুটিলস্বভাব ও দরিদ্র, তাহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বে স্থান দান করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর হিতপরায়ণ ব্যক্তিরা শরের ন্যায় অপরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকে। অতএব যেসমস্ত ভৃত্য হিতকারী, রাজা সতত তাহাদিগের প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিবেন। মহীপালগণের নিরন্তর যত্নসহকারে কোষ রক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষই তাঁহাদিগের সমুদয় উন্নতির মূল; অতএব যাহাতে কোষ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার কোষাগার নিরন্তর প্রভূত ধান্যে পরিপূর্ণ ও সজ্জনগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হউক। তুমি ধনধান্যশালী হইয়া সুখে কালযাপন কর। তোমার ভৃত্যগণ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়সম্পন্ন, সমরদক্ষ ও অশ্বারোহণে পটু হউক, আর তুমি মিত্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সতত জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের তত্ত্বাবধারণ এবং পুরবাসিগণের হিতানুসন্ধানে তৎপর হও। আমি তোমার নিকট কুকুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রজাগণের প্রতি ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে?”

১২০তম অধ্যায়
রাজ্যের উন্নতিজনক বিবিধ নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি রাজধর্ম্মার্থবেত্তা পূর্ব্বতন রাজাদিগের আচরিত সাধুসম্মত বিবিধ রাজধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন কবিলেন, এক্ষণে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! সমুদয় প্রাণীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব যেরূপে লোকদিগকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ময়ূর যেমন নানাবিধ পক্ষ ধারণ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিও বিবিধ রূপ ধারণ করিবেন। যে রাজা ক্রূরতা, কুটিলতা, ভীষণতা, সত্য, সরলতা ও তেজঃ প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই সুখভোগ করিতে পারেন। যে কার্য্যসাধনসময়ে যেরূপ রূপধারণ করিলে হিত হইবার সম্ভাবনা, সেই কার্য্যসাধনসময়ে সেইরূপ রূপধারণ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুরূপধারী নরপতি অতি সূক্ষ্ম অর্থসাধনেও অসমর্থ হয়েন না। শরৎকালীন শিখীর [ময়ূরের] ন্যায় মূকভার অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রণা-গোপন, অল্পবাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রে পারদর্শিতালাভ, মন্ত্রভেদাদি কার্য্য-পরিত্যাগ ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা অর্থসংগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তিনি ধর্ম্মের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া স্বীয় ক্রূরতাদি দোষ গোপন রাখিবেন এবং প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড ও অপ্রমত্ত হইয়া প্রজাগণের আয়-ব্যয় বিবেচনাপূর্ব্বক করগ্রহণ করিবেন। স্বপক্ষের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার, অশ্বাদি-সঞ্চারণদ্বারা শত্রুগণের শস্যক্ষয় ও আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা

রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি সহায়সম্পন্ন হইয়াই বিক্রম প্রকাশ, শত্রুগণের দোষ উদঘোষণ ও তাহাদিগকে নিপীড়ন করিবেন; অন্যপ্রদেশ হইতে আরণ্য কুসুমের ন্যায় অর্থ আহরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সমৃদ্ধিশালী মহাবলপরাক্রান্ত নরেন্দ্রগণের দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া ছলসহকারে দুর্গে প্রবেশ ও গোপনে যুদ্ধ করিয়া ভূপতিগণের প্রাণসংহার করিবেন। বর্ষাকালীন ময়ূরের ন্যায় অদৃশ্যভাবে রজনীযোগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিবেন, কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না; স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান থাকিবেন এবং যাহাতে পরকীয় চরগণের মায়াজালে নিপতিত হইতে না হয়, সতত এরূপ চেষ্টা করিবেন। শত্রুসম্পর্কীয় চরদিগের কপটজাল বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে নিপতিত হইলে রাজাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যাহাতে উহাদের ঐ কপটতা প্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কুটিলস্বভাব ক্রুদ্ধ শত্রুগণকে বিনাশ, নটনর্ত্তকাদির পুর হইতে নির্ব্বাসন ও দৃঢ়মূল স্বীয় অমাত্যগণকে যত্নসহকারে রক্ষা করা আবশ্যক। বুদ্ধিমান ভূপতি ময়ূরের ন্যায় আত্মপক্ষবিস্তার এবং গহনবনে প্রবিষ্ট পতঙ্গগণের ন্যায় শত্রুরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উহা আক্রমণ করিবেন।

"যত্নসহকারে রাজ্যপালন ও নীতি অবলম্বন করা বিচক্ষণ ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মবুদ্ধিদ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার ও পরবুদ্ধিদ্বারা দৃঢ়তাসম্পাদন করা আবশ্যক। শাস্ত্রবুদ্ধিদ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায়, এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন, পরাক্রম প্রকাশ ও স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা কার্য্যের যথার্থ নিরূপণ করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞ ও কার্য্যাকার্য্য বিবেচক, তাঁহাদিগকে নিগূঢ়বুদ্ধি [মন্ত্রগোপনের শক্তিসম্পন্ন] পণ্ডিতগণের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈবভ্রমে একবার নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া জনসমাজে নিন্দিত হইলে অচিরাৎ সলিলনিক্ষিপ্ত তপ্ত লৌহের ন্যায় পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন।

"কি আপনার, কি অন্যের, সকলেরই কার্য্যসমুদয় শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থবিধানজ্ঞ মহীপাল সুশীল, প্রাজ্ঞ, বীর ও বলবানদিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন। ধর্ম্মের অবিরোধে সমুদয় লোকের প্রিয় আচরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজাগণ যে রাজাকে আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করে, তাঁহাকে পর্ব্বতের ন্যায় স্থির বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। ব্যবহারসময়ে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করাই নরপতির প্রধান কার্য্য। কুলধর্ম্মজ্ঞ, দেশধর্ম্মবেত্তা, মৃদুভাষী, হিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রৌঢ়াবস্থ [প্রৌঢ় বয়সপ্রাপ্ত—বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থাপন্ন], নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদয় কার্য্যের ভারাপণ করা উচিত। ভূপতিগণ এইরূপে কার্য্যের গতি নিরূপণপূর্ব্বক চরগণের সহিত সন্তুষ্টচিত্তে কালহরণ করিবেন। যে রাজার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও আয়ব্যয় নিরূপণ করেন, বসুন্ধরা তাঁহাকেই বিপুল সম্পত্তিপ্রদান করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা প্রকাশরূপে অনুগ্রহপ্রদর্শন, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান এবং সতত আত্মরক্ষা ও রাজ্যপালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মজ্ঞ। নরপতি কিরণজালমণ্ডিত সমুদিত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যহ স্বয়ং

পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমুদয় সমাচার অবগত হইবেন। লোকে যেমন গাভী দোহন করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান রাজা প্রত্যহ পৃথিবী হইতে অর্থসংগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত সময়ে প্রজাগণের নিকট অর্থগ্রহণ ও অর্থলাভবিষয় গোপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মধুকর যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, রাজাও তদ্রূপ ক্রমশঃ অর্থসঞ্চয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ নরপতি সহজে সঞ্চিতার্থ ব্যয় করেন না। সঞ্চয় করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম ও কামের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। অল্প অর্থে তাচ্ছিল্য প্রকাশ, শত্রুদিগের প্রতি অবজ্ঞা ও নির্ব্বোধের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে আপনার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করা রাজাদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

"ধৈর্য্য, দক্ষতা, লোভাদি-সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীরের পটুতা, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ এই আটটি অল্প বা প্রভূত অর্থের বৃদ্ধির হেতু। হুতাশন অল্পমাত্র হইলেও ঘৃতসংযোগে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বীজ একমাত্র হইলেও সহস্র অঙ্কুর উৎপাদন করে; অতএব প্রভূত আয়ব্যয়শালী ব্যক্তির অল্পমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। শত্রু বালক, যুবা ও বৃদ্ধ যেরূপ হউক না কেন, প্রমত্ত পুরুষের বিনাশসাধনে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারে; আর শত্রু কালসহকারে সুসম্পন্ন হইলে রাজাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে নরপতি কালজ্ঞ, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। বিদ্বেষপরবশ শত্রু দুর্ব্বল হউক বা বলবাই হউক, চেষ্টা করিলেই বিপক্ষের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও বীর্য্য উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে রাজার শত্রু আছে, তাঁহার কদাপি প্রমত্ত হওয়া উচিত নহে। রাজা জয়লাভ বা ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে অর্থের ক্ষয়, বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পালন সবিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক সন্ধি বা যুদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ সমস্ত কার্য্যসংসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধিমানের আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি প্রখরবুদ্ধি বলবান্ শত্রুকেও বিনষ্ট ও অবসন্ন করিতে পারে এবং বুদ্ধিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিতবলও সুরক্ষিত হয়; সুতরাং বুদ্ধিপূর্ব্বক যেসমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদয়ই প্রশস্ত। যে মহীপাল গম্ভীরস্বভাব ও নির্দ্দোষ, তিনি অল্পবলেই সমস্ত অভিলাষ সফল করিতে সমর্থ হয়েন। আর যিনি অল্পবলে লুব্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠেন, তিনি কখনই মঙ্গললাভ করিতে পারেন না। অতএব বুদ্ধিমান রাজা শান্তভাব অবলম্বন করিয়াই প্রজাবর্গ হইতে কর গ্রহণ করিবেন। যে রাজা বহুকাল প্রজাদিগকে পীড়ন করেন, তাঁহাকে বিদ্যুতের ন্যায় অচিরাৎ নিমীলিত [নিঃশেষিত-নিশ্চিহ্ন] হইতে হয়। বিদ্যা, তপঃ ও বিপুলবিত্ত প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যসমুদয় উদ্যোগদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব অধ্যবসায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী ও বুদ্ধিমান্, মনস্বী [প্রশস্তমনাঃ], এবং অন্যান্য প্রাণীগণ দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন; অতএব বিদ্বান্‌ব্যক্তি কদাচ দেহের অবমাননা করিবেন না। অর্থদান করিয়া লুব্ধকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। লুব্ধ ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে পরধন প্রাপ্ত হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং অর্থহীন হইলে ধর্ম্মকাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লুব্ধ ব্যক্তি অন্যের পুত্র, কলত্র, সমৃদ্ধি ও ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করে। লোভাক্রান্ত লোকের বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা; অতএব রাজা লুব্ধ ব্যক্তিকে কদাচ আশ্রয় প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ ভূপতি নীচব্যক্তিকেও শত্রুর কার্য্যসন্দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার সমুদয় উদ্‌যোগ ও

অনুষ্ঠান বিনষ্ট করিবেন। যে সৎকুলসম্ভূত মহীপাল সতত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে তত্ত্বানুসন্ধান করেন, এবং যিনি মন্ত্রিগণদ্বারা সতত সুরক্ষিত হয়েন, তিনিই সমস্ত নরপতিগণকে বশীভূত করিতে পারেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! আমি সংক্ষেপে যেসমুদয় বিধি নির্দ্দিষ্ট রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। যে রাজা এই সমুদয় বিলক্ষণরূপে অবগত হয়েন, তিনি অনায়াসে পৃথিবী পালন করিতে পারেন। যে নরপতি নীতিসম্ভূত সুখভোগে অনাস্থা করিয়া দৈবপ্রাপ্ত সুখভোগে অভিলাষী হয়েন, তাঁহার রাজ্যসুখ বা উৎকৃষ্ট গতিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজা সন্ধিবিগ্রহাদিবিষয়ে অপ্রমত্ত হইলে অনায়াসে ধনশালী সৌর্য্যাদিযুক্ত দৃঢ়বিক্রম শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। কার্য্যসাধনসময়ে দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া বিবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যাঁহারা নির্দোষের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহারা কদাচ বিপুল সম্পত্তি ও প্রভূত যশঃলাভ করিতে পারেন না। দুইজন মিত্র পরস্পর প্রীতিসম্বন্ধ হইয়া পরস্পরের কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে উহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যসাধন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে বৎস! আমি এক্ষণে যেরূপ রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালনে অনুরক্ত হও, তাহা হইলেই পরমসুখে পুণ্যফল ভোগ করিতে পারিবে। ধর্ম্মই সমুদয় লোকরক্ষার মূলকারণ।"

১২১তম অধ্যায়
দণ্ডের স্বরূপ-নির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি যে সনাতন রাজধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করিলেন, ইহাতে দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাতেজস্বী দণ্ড দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সাধ্য ও তির্য্যগযোনি প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য সকলেই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া আছে। এক্ষণে সেই দণ্ডের আকারপ্রকার কিরূপ? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা কিরূপে অনুক্ষণ অবহিতচিত্তে প্রজাগণের প্রতি জাগরিত থাকিয়া সমুদয় জগৎ প্রতিপালন করে এবং দণ্ডের স্বরূপ ও গতি কি প্রকার, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ড ও ব্যবহার যেরূপ, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে যাহাদ্বারা সমুদয় বশবর্ত্তী হয়; তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যবহার কহে। পূর্ব্বে ভগবান্ মনু সর্ব্বপ্রথমে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ডদানদ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। আমি যে মনুবাক্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা ব্রহ্মার বাক্য। ভগবান্ মনু ব্রহ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য অতি পূর্ব্বকালে কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে প্রাক্তন বাক্য কহে। যথার্থরূপে দণ্ডবিধান করিলে ত্রিবর্গলাভ হইয়া থাকে। দণ্ড প্রধান দেবতা; উহার তেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়,

ও রূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামল। উহার চারি দন্ত, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য চক্ষু। উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোমসকল উর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসারগের ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এইরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, শর, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যেসকল অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার প্রতিগ্রহপূর্ব্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত, কাহাকে বিদারিত, কাহাকে বিপাটিত ও কাহাকে ঘাতিত [নিহত] করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবক্ম, দুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ, মনু ও শিবঙ্কর এই কয়েকটি নাম কীর্ত্তিত আছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু ও নারায়ণস্বরূপ। ইনি নিয়ত মহৎ রূপ ধারণ করাতে ইঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

"মহারাজ! দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা [ব্রহ্মার কন্যা], লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড, অর্থ, অনর্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ, অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ, সংযম, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ[জগতের সমস্ত কার্য্য], মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি, অনীতি শক্তি, অশক্তি, অভিমান, অহঙ্কার, ব্যয়, অব্যয়, বিনয়, পরিত্যাগ, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, মৃদুতা, তীক্ষ্ণতা, মৃত্যু, আগম[উপচয়—বৃদ্ধি], অনাগম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, অসূয়া, অনসূয়া, সলজ্জতা, নির্লজ্জতা, বিপদ, সম্পদ, তেজ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি ও তত্ত্ববুদ্ধিতা [যথার্থনিরূপণশক্তি] প্রভৃতি বহুবিধ আকারসম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহাকে বিনাশ করে না। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ডদ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই নরপতিকে সমুন্নত করে; অতএব দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান। দণ্ড লোকদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে।

"ধর্ম্ম সর্ব্বদা সত্য ও ব্রাহ্মণগণে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগযজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়। যজ্ঞদ্বারা দেবগণ পরমপ্রীত হইয়া থাকেন। দেবতারা প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের নিকট প্রজাগণের গুণকীর্ত্তন করিলে তিনি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অন্ন দান করেন। অন্নই প্রাণীগণের জীবনধারণের উপায়। অন্ন হইতেই প্রজাগণ প্রাণধারণ করিয়া থাকে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয়মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। দণ্ড, ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব এই আটনামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর ভূপতিগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রভূত সৈন্যসম্পন্ন হয়েন, সন্দেহ নাই। হে রাজন! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি [বিনা বেতনে ভারবাহক], দেশজলোক ও মেষাদি এই অষ্টবিধদ্বারা কুল, বিপুল ধনশালী অমাত্য, জ্ঞান, শরীর, বল ও কোষ বর্দ্ধনোপযোগী অন্যান্য বল সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রথী, সাদী, নিষাদী,

পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রাড়্ বিবাক[বিচারপতি], দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য, অন্যান্য উপকরণ, সপ্তপ্রকৃতি [স্বামী, মন্ত্রী, সহায়, সম্পত্তি, দেশ, দুর্গ, সৈন্য] ও অষ্টাঙ্গ [পূর্ব্বোক্ত সপ্তপ্রকৃতি এবং পুরশ্রেণী] রাজ্যের শরীরস্বরূপ; দণ্ড রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান কারণ। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন। ব্রহ্মা প্রজাগণের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যে দণ্ডরূপ ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা রাজাদিগের পূজনীয় আর কিছুই নাই।

ব্যবহারশাস্ত্রের স্বরূপ-নির্ণয়

"ব্যবহার অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থ ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একজনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে জয়শালী করিয়া দেয়। ব্যবহার বেদমূলক [শাস্ত্রমূলক]। কুলাচার উল্লঙ্ঘন ও শাস্ত্র অতিক্রমনিবন্ধন উহা দুই প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, উহা ভূপালনিষ্ঠ [নৃপতিকর্ত্তৃক বিধেয়—রাজার প্রযোজ্য], সুতরাং ভূপালগণের উহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদিও আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করা যায়, কিন্তু ব্যবহার যে দণ্ডের মূল, তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যবহার বেদমূলক। যাহা বৈদিক সিদ্ধান্ত সমুত্থিত, তাহাই বহুগুণসম্পন্ন ধর্ম্ম। মনস্বীরা ধর্ম্মানুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একজনের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া, অন্যকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। বেদমূলক ব্যবহার তিন লোক রক্ষা করিতেছে। আমাদিগের মতে বেদমূলক ব্যবহারই ধর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাহাই সৎপথ। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সুর, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য ও উরগদিগের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। এই ধর্ম্মের সহিত তাঁহার একাত্মতা [তুল্যতা] আছে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুরোহিত প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, অপরাধী হইলেই রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। রাজার অদণ্ড্য [দণ্ড দিবার অযোগ্য] কেহই নাই।"

১২২তম অধ্যায়

দণ্ডোৎপত্তি—বসুহোম-মান্ধাতার বৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অঙ্গদেশে বসুহোমনামে এক তপানুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মপত্নীসমভিব্যাহারে দেবতা, পিতৃ ও ঋষিগণের পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠনামক হিমাচলের শৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাত্মা পরশুরাম ঐ শৃঙ্গে মুঞ্জবটের মূলে অবস্থানপূর্ব্বক মস্তকে জটাবন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া সংশিতব্রত [কঠোর ব্রতধারী] মহর্ষিগণ ঐ প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহারাজ বসুহোম ঐ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তপানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে বিবিধ গুণে সমলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত ও দেবর্ষিতুল্য হইয়া উঠিলেন।

“কিয়দ্দিন পরে একদা দেবরাজের সখা শত্রুসূদন মহারাজ মান্ধাতা অঙ্গরাজের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তপস্যায় অনুরক্ত দেখিয়া বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহারাজ বিসুহোম মান্ধাতাকে অবলোকন করিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলবার্ত্তা” জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, ‘মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে?’

“তখন মহীপতি মান্ধাতা যারপরনাই প্রীত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ বসুহোমকে কহিলেন, নরনাথ! আপনি বৃহস্পতির সমুদয় মত ও শুক্রাচার্য্যবিবেচিত সমুদয় শাস্ত্র অবগত আছেন, অতএব কিরূপে দণ্ড উৎপন্ন হইল, উহার উৎপত্তির কারণ কি আর কি নিমিত্তই বা উহার ভার ক্ষত্রিয়ের প্রতি অর্পিত হইল, তৎসমুদয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন, আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি।।

ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত দণ্ডের প্রয়োগ-প্রক্রিয়া

“বসুহোম কহিলেন, `মহারাজ! যেরূপে প্রজাগণের নিয়মরক্ষার্থ ধর্ম্মের আত্মস্বরূপ সনাতন দণ্ড সমুদ্ভূত হইল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া কুত্রাপি আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করিলেন। ঐ গর্ভ বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। ক্রমে সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে একদা ভগবান কমলযোনি ক্ষুৎ [হাঁচি] পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া করতলে নিপতিত হইল। ঐ গর্ভসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরোহিত্য প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন প্রজাগণ সকলেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কার্য্যাকার্য্য, ভক্ষাভক্ষ্য, পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের [বিবাহের যোগ্য-অযোগ্যের] কিছুমাত্র বিচার রহিল না। সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে লাগিল; নিজস্ব ও পরস্বের[পরধনের] কিছুমাত্র ইতরবিশেষ রহিল না। প্রজাগণ আমিষগৃধ্রু কুক্কুরগণের ন্যায় পরস্পরের নিকট বলপূর্ব্বক দ্রব্য অপহরণ ও দুর্ব্বলগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সমুদয় জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, “ভগবন্! যাহাতে প্রজাগণমধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায়-বিধান করুন।”

‘তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় নীতিদেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোকবিশ্রুত দণ্ডনীতির সৃষ্টি হইল। অনন্তর শূলবরায়ুধ [শূল ও বরধারী] ভগবান্ মহাদেব চিন্তা করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবস্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুকে পর্ব্বতসমুদয়ের, সমুদ্রকে নদীকুলের, বরুণকে জল ও অসুরগণের, মৃত্যুকে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের, নিশাকরকে নক্ষত্রমণ্ডলের, অংশুমানকে লতাজালের, দ্বাদশভুজ ভগবান কুমারকে ভূতগণের, কালকে

মৃত্যু ও সুখদুঃখের এবং ক্ষুপকে সমুদয় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে দেবাদিদেব মহাদেব সেই ধর্ম্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরাকে, মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে, ভৃগু ঋষিগণকে, ঋষিগণ লোকপালদিগকে, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুকে এবং মনু ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্মকারণ অবগত করিবার নিমিত্ত স্বীয় সন্তানগণকে সেই দণ্ড প্রদান করেন।

'হে মহারাজ! স্বেচ্ছাচারী হইয়া ন্যায়-অন্যায় অবধারণপূর্ব্বক দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। দুষ্টনিগ্রহের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজারা কেবল ভয়প্রদর্শনার্থ প্রজাগণের অর্থ গ্রহণ করিবেন। অল্প কারণে প্রাজাগণকে নিতান্ত পীড়িত, নিহত বা নির্ব্বাসিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। বৈবস্বত মনু প্রজারক্ষার্থ ভূমণ্ডলে দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ দণ্ড তদবধি প্রজারক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথমত, পরাক্রমশালী ভগবান ইন্দ্রই সমুদয় প্রজা পালন করিতেন। তৎপরে ইন্দ্র হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ, বরুণ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মার পুত্র সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ, তেজ হইতে ওষধি, ওষধি হইতে পর্ব্বত, পর্ব্বত হইতে রস ও রসগুণ, তাহা হইতে নির্ঋতিদেবী, ঐ দেবী হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান্ মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান্ চন্দ্র, চন্দ্র হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গম পরিপূর্ণ পৃথিবী ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবেই শাসিত হইয়া থাকে। দণ্ড সতত প্রজাগণের প্রতি জাগরিত রহিয়াছে। পিতামহসদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমুদয় জগৎ শাসিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন। দণ্ডও ঐ তিন কালেই জনসমাজে বিরাজিত থাকে। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিবেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি মহারাজ বসুহোমের এই ইতিহাস অবহিতচিত্তে শ্রবণ করে, তাহার সমুদয় মনোরথ পূর্ণ হয়। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বলোকনিয়ন্তা দণ্ডের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।"

১২৩তম অধ্যায়
মোক্ষের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-সাপেক্ষতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? লোকে কি উদ্দেশ্যে ঐ সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? উহাদের উৎপাদক কে এবং উহাদের সংসৃষ্ট [বিচ্ছিন্ন] ও অসংসৃষ্ট [মিলিত অবস্থা] ভাবই বা কিরূপ আর কোন্ কোন্

বস্তুকে নির্ভর করিয়া লোকযাত্রা সম্পূর্ণ নির্ব্বাহ হইতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ঐ সমুদয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! পুরুষেরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মার্থকামনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে। উহাকে ঐ ত্রিবর্গের সংসৃষ্টভাব কহে। অর্থ ধর্ম্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সঙ্কল্পমূলক, আর সঙ্কল্প বিষয়মূলক। বিষয়সমুদয় আহারসিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে। উহারাই ত্রিবর্গের মূল। ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ, লোকে শরীররক্ষার্থ ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতিসম্পাদনার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে। ঐ তিন বর্গই রজোগুণপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদিগকে এককালে মন হইতে পরিত্যাগ না করিয়া অনাসক্তচিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যেরা কদাচ ঐরূপ ধর্ম্মার্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মল[অসার অংশ]স্বরূপ, দানভোগবিমুখতা অর্থের মলস্বরূপ এবং প্রমোদপরাঙ্মুখতা কামের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সকল মল হইতে বিমুক্ত হয়, তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দরূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে।

ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গসেবা—কামন্দক-আঙ্গরিষ্ঠ-সংবাদ

“এই স্থলে কামন্দকাঙ্গরিষ্ঠসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহারাজ আঙ্গরিষ্ঠ মহর্ষি কামন্দকে উপবিষ্ট দেখিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তপোধন! মহীপাল কাম ও লোভপ্রভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপিত হইলে কিরূপে তাঁহার পাপাপনোদন হইতে পারে? আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতানিবন্ধন ধর্ম্মবোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা কিরূপে তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন?'

“কামন্দক কহিলেন, ‘মহারাজ! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করে, তাহার বুদ্ধিনাশ হইয়া যায়; বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থনাশক মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং সেই মোহপ্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে। রাজা যদি সেই দুরাচারদিগকে দণ্ড প্রদান না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে সকলেই ভীত হয়। প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাহার অনুবৃত্তি করেন না; ক্রমে ক্রমে তাহার অবনতি ও প্রাণসংশয় হইয়া উঠে এবং তাহাকে নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণধারণ করা মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বিদ্বান ব্যক্তিরা পাপনিবৃত্তির যেরূপ উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। রাজা সতত ত্রিবিদ্যার অনুশীলন ও ব্রাহ্মণগণকে সৎকার করিবেন, ধর্ম্মে নিরন্তর অনুরক্ত থাকিবেন, ক্ষমাশীল মনস্বী ব্রাহ্মণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল সলিল পান করিয়া পরমসুখে জপ এবং পাপাত্মাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আশ্রয়গ্রহণ করিবেন, মধুরবাক্য ও হিতজনক কার্য্যদ্বারা সকলের সন্তোষসাধন, অন্যের গুণকীর্ত্তন এবং

সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। রাজা এইরূপ আচারপরায়ণ হইলে সকলেরই আদরভাজন হয়েন এবং তাঁহার পাপসমূহও নিরাকৃত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। গুরুলোকেরা যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুর প্রসাদে অশেষ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।”

১২৪তম অধ্যায়
সচ্চরিত্রের প্রশংসা—দুর্য্যোধন-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! এই জীবলোকে সকলেই ধর্ম্মশীলতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব কিরূপে উহা লাভ করা যায় এবং উহার স্বরূপই বা কি? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।”

ভীষ্ম কহিলেন, “মহারাজ! পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য্যসন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত ও সভামধ্যে উপহসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কর্ণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, বৎস! তোমার সন্তাপের ত’ বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা কিঙ্করের ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্তী রহিয়াছে। তুমি অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন [উত্তম সমাংস অন্ন] ভোজন করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য অশ্বসমুদয় তোমাকে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছ?

“দুর্য্যোধন কহিলেন, ‘মহারাজ! পাণ্ডবদিগের আলয়ে প্রতিদিন দশসহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ সুবর্ণপাত্রে আহার করে। আর তাহাদিগের ফলপুষ্পশোভিত দিব্যসভা, তিত্তিরি ও কল্মষদেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুতনয়েরা আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদের কুবেরসদৃশ তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই যারপরনাই সন্তপ্ত হইয়াছি।

“তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘বৎস! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠির তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রদ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা এক রাত্রিমধ্যে, জনমেজয় তিনদিবসে এবং নাভাগ সাতরাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাদের আয়ত্ত হইয়াছিল।

“দুর্য্যোধন কহিলেন, “মহারাজ! যাহার প্রভাবে ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন মহীপাল অতি অল্পকালমধ্যে বসুন্ধরা অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে?’

নারদ-কথিত সচ্চরিত্রতা—ইন্দ্র-প্রহ্লাদ-বৃত্তান্ত

"ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতাবিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! কি করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ইহা অবগত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন বৃহস্পতি কহিলেন, 'দেবরাজ! মোক্ষপোযোগী জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান।' ইন্দ্র কহিলেন, "ভগবন্! মোক্ষোপযোগী জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি না?' বৃহস্পতি কহিলেন, 'দেবরাজ! মহাত্মা শুক্র শ্রেয়োবিষয়ের উপদেশপ্রদানে আমা অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক এই বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে।' তখন সুররাজ মহাত্মা শুক্রের নিকট গমনপূর্ব্বক পরমপ্রীতিসহকারে আপনার শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞানলাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায়ের অনুমতি লইয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি না?' তখন সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য কহিলেন, 'দেবরাজ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এ বিষয়ে তোমাকে সবিশেষ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন; অতএব তুমি তাহার নিকট গমন কর।'

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের প্রহ্লাদসমীপে চরিত্রশিক্ষা

"দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'দানবরাজ! আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃসাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি।' প্রহ্লাদ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি ত্রৈলোক্যরাজ্য শাসনে নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার কিছুমাত্র অবসর নাই; অতএব আমি আপনার এই বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিলাম না।'

ব্রাহ্মণ [ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র] কহিলেন, 'দৈত্যরাজ! যে সময় তোমার অবসর হইবে, তুমি সেই সময় আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিও।' ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক অবসরক্রমে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

"একদা ব্রাহ্মণ দানবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্যরাজ্য অধিকার করিলে, তাহা কীর্ত্তন কর।' তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না। প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রণীত নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে পরমসমাদরে তাহা গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি। তাঁহারা বিশ্বস্তচিত্তে আমার নিকট নীতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং আমাকে নীতিপথাবলম্বী, শুশ্রূষানিরত, অসূয়াশূন্য, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতক্রোধ ও

জিতেন্দ্রিয় বোধ করিয়া, মক্ষিকা[মৌমাছি]সকল যেমন মধুক্রমে মধুবর্ষণ করে, তদ্রূপ আমার মনোমধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশস্বরূপ আলোক প্রদান করেন। এক্ষণে আমি সেই ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের শশাঙ্কের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের রাজা হইয়াছি। ব্রাহ্মণের নীতিবাক্য অমৃততুল্য। ব্রাহ্মণমুখে নীতি শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

প্রহ্লাদবরে ইন্দ্রের চরিত্রাদি শক্তিলাভ

"দানবরাজ প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে এইরূপে শ্রেয়োলাভের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার ভক্তিদর্শনে আপনার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আপনাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব।' তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'দানবরাজ! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে এই বর প্রদান কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি।' ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ পরম প্রীত ও নিতান্ত ভীত হইলেন এবং সত্যপ্রতিপালন করা পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবামাত্র দানবরাজের অন্তঃকরণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর বিপ্ররূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুলকিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

"ইত্যবসরে তাঁহার কলেবর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজঃ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রহ্লাদ তদ্দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' তেজঃ কহিল, 'আমি চরিত্র। এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আমি অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব।' চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল।।

"অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটি তেজঃ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ উহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্র! তুমি কে?' তেজঃ কহিল, 'দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে চরিত্র, আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণসন্নিধানে গমন করিয়াছে; সুতরাং আমাকেও তথায় গমন করিতে হইল।'

'ধর্ম্ম এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটি তেজঃ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' তেজঃ কহিল, 'দানবরাজ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মের সঙ্গে চলিলাম।' সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটি মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'মহাপুরুষ! তুমি কে?' পুরুষ কহিল, মহারাজ! আমি সৎকার্য্য; যেখানে সত্য, আমি সেইখানেই অবস্থান করিয়া থাকি।'

"অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গভীর শব্দ করিতে করিতে আর একটি তেজঃ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, 'দানবরাজ! আমি বল; সকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে, আমিও তথায় অবস্থান করিয়া থাকি।' বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'দেবি! তুমি কে?' দেবী কহিলেন, 'দানবরাজ! আমি লক্ষ্মী, আমি এতদিন তোমার দেহে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি।' লক্ষ্মী এই কথা কহিলে প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'দেবি! তুমি এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্যব্রতপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে, তাহা তোমাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।' তখন লক্ষ্মী কহিলেন, 'দানবরাজ! যে ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিষ্যরূপে নীতিশিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্রতাদ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সকার্য্য, বল ও আমি, আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন।' লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক সচ্চরিত্রতা কীর্ত্তন

"অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কিরূপেই বা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'বৎস! মহাত্মা প্রহ্লাদ সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পুরুষকারদ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয় এবং যাহাদ্বারা জনসমাজে লজ্জাপ্রাপ্ত হইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্যদ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, ঐরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতালাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলাম। যদি কোন রাজা অসচ্চরিত্রতাদ্বারা কোনক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন, তাহা তাঁহার চিরকাল ভোগ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যদি তুমি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার এই কথা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র হও।'

"হে ধর্ম্মরাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুবর্তী হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট

ফললাভে সমর্থ হইবে।”

১২৫তম অধ্যায়
আশার আকর্ষণ—সুমিত্রের মৃগ-অনুসরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি সদাচারই পুরুষের প্রধান ধন বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশা কিরূপে সমুৎপন্ন হয় এবং উহা কি পদার্থ, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয়ে আমার মহা সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভিন্ন আমার সন্দেহ দূর করে, এমন আর কেহই নাই। যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমার মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে, দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া আমাকে রাজ্যার্ধ প্রদান করিবে, কিন্তু সেই দুরাত্মা আমার আশা পূর্ণ না করিয়া আমাকে একেবারে জ্ঞানশূন্য [হতজ্ঞান] করিয়াছে। যাহা হউক, মানবমাত্রেরই অন্তঃকরণে আশা জন্মিয়া থাকে এবং উহা বিফল হইলেই তাহার মহাদুঃখ উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, আশা পর্ব্বত, বৃক্ষ বা আকাশ হইতেও উন্নত, অথবা ঔন্নত্যের [উন্নতির] ইয়ত্তা নাই। উহা অতি দুর্ব্বোধ, উহা অপেক্ষা দুর্দ্ধরও আর কিছুই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে উহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “মহারাজ! আমি এই উপলক্ষে রাজর্ষি সুমিত্রের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা নরপতি সুমিত্র মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমনপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব শরদ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিলেন। অপরিমিত-বলশালী মৃগ ভূপতির শরে বিদ্ধ হইয়া সেই বাণ লইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল; নরপতিও বেগে সেই মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মৃগ ক্ষণকাল সমতল প্রদেশে গমন করিয়া দ্রুতবেগে বন্ধুর ভূমিতে গমন করিতে আরম্ভ করিল। খড়্গ, বর্ম্ম ও শরাসনধারী নরপতিও তারুণ্যপ্রযুক্ত মহাবেগে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ সুমিত্র মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য নদ, নদী, পল্বল [অল্পজলযুক্ত জলাশয়] ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া একাকী বনমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; মৃগও স্বেচ্ছানুসারে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময় নরপতির ভূরি ভূরি শরনিপাত সহ্য করিয়াও বারংবার তাহার সমীপে আগমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সে ভূপতির সহিত ক্রীড়া করিতেছে। এইরূপে মৃগ বারংবার ভূপতিকে অতিক্রম ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার সমীপে আগমন করাতে সুমিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক মর্ম্মভেদী ঘোরতর শর শরাসনে সংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তখন মৃগ তাঁহার বাণপথের দুই ক্রোশ অন্তরে গমনপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিল। ভূপতির অনলতুল্য শরও ব্যর্থ হইয়া অচিরাৎ মহারণ্যে প্রবেশ করিল; রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।”

১২৬তম অধ্যায়
মুনিসমীপে সুমিত্রের আশাক্লেশবিষয়ক প্রশ্ন

ভীষ্ম কহিলেন, “এইরূপে মহারাজ সুমিত্র নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক তপস্বীর আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

তাপসগণ তাঁহাকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত অবলোকনপূর্ব্বক সকলে সমাগত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন; মহারাজ সুমিত্রও তাপসদত্ত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তপোবৃদ্ধির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন! আপনি কোন বংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন? আপনার নাম কি? আর কি নিমিত্তই বা খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক পাদচারে এই তপোবনে উপস্থিত হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।'

"তখন নরপতি ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষিগণ! আমি হৈহয়বংশে মিত্ররাজের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। আমার নাম সুমিত্র। আমি মৃগয়ার্থ শরনিকরে অসংখ্য মৃগের প্রাণসংহার করিয়া বনমধ্যে পর্য্যটন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গে স্ত্রী, অমাত্য ও অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল। আমি ইতিপূর্ব্বে এক মহাবলপরাক্রান্ত মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলাম। ঐ মৃগ আমার শরে সমাহত হইয়া সেই বাণ লইয়া পলায়ন করাতে আমি তাহার অনুসরণক্রমে সহসা এই তপোবনে আপনাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে শ্রীবিহীন, পরিশ্রান্ত ও হতাশ হওয়াতে আমার যারপরনাই দুঃখ হইতেছে। বিশেষতঃ আমি আশায় বঞ্চিত হইয়া যেরূপ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি, আমার বেশবৈলক্ষণ্য বা নগরপরিত্যাগনিবন্ধন তাদৃশ কষ্ট হইতেছে না। পর্ব্বতপ্রধান হিমালয় ও সুবিস্তীর্ণ মহোদধি যেমন ঔন্নত্য ও বিস্তৃতিদ্বারা নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা গমন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আশার অবধি-দর্শনে সমর্থ হইলাম না। হে তপোধনগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; আপনাদিগের অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আশাসম্পন্ন পুরুষ ও অন্তরীক্ষ এই উভয়ের মধ্যে কাহাকে মহত্ত্বনিবন্ধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। অতএব যদি ইহা আপনাদিগের গুহ্য অথবা তপোবিঘ্নজনক হয়, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি না। এক্ষণে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি উহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনারা একত্র সমবেত হইয়া কীর্ত্তন করুন।"

১২৭তম অধ্যায়

আশা-বিষয়ক আলোচনা—ঋষভ-সুমিত্র-সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা সুমিত্র মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তপোধন ঋষভ ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পুর্ব্বে আমি তীর্থপর্য্যটনক্রমে নরনারায়ণের দিব্যাশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঐ স্থানে রমণীয় বদরী এবং আকাশগামিনী মন্দাকিনীর উৎপত্তিকারণ মহান্ হ্রদ বিরাজিত রহিয়াছে, আর ভগবান্ অশ্বশিরাঃ নিরন্তর বেদপাঠ করিতেছেন। আমি সেই দিব্যাশ্রমদর্শনে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়া, সেই হ্রদের সলিলে পিতৃগণ ও দেবগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া আশ্রমমণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। আশ্রমের যে স্থানে মহর্ষি নর ও

নারায়ণ অবস্থান করেন, তাহার অনতিদূরে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি সেই স্থানে সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে এক চীরাজিনধারী [ছিন্নবস্ত্রযুক্ত ও মৃগচর্ম্মধারী-দীনবেশ] কৃশকায় তপোধন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ মহর্ষির শরীর অন্যান্য মনুষ্যের দেহ অপেক্ষা আটগুণ দীর্ঘ। উঁহার ন্যায় কৃশ ব্যক্তিও আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই। তাঁহার শরীর কনিষ্ঠা অঙ্গুলির ন্যায় কৃশ। গ্রীবা, বাহু, চরণ ও কেশকলাপ অতি অদ্ভুতদর্শন; মস্তক, চক্ষু ও কর্ণ দেহের অনুরূপ এবং বাকশক্তি ও চেষ্টা অতি সামান্য। আমি সেই অলৌকিকদর্শন কৃশ তপোধনকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক উদ্বিগ্ন ও ভীতচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম এবং পরিশেষে তাঁহার নিকটে আপনার নাম, গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে আসনে উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে সেই ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ঋষিসমাজে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পুত্রশোকার্ত্ত ভূরিদ্যুম্নপিতা মহারাজ বীরদ্যুম্ন পুত্রের অন্বেষণার্থে বেগবান অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক স্ত্রী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই মহর্ষিকে কহিলেন, 'ভগবন্! আমি পূর্ব্বে এই স্থানে পুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশা করিয়া এই বনের সমুদয় স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম; কিন্তু কুত্রাপি সেই ধার্ম্মিক তনয়কে দেখিতে পাই নাই। পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, "সে মহারণ্যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার দর্শনলাভ নিতান্ত দুর্ল্লভ" বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি; কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তির আশা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। এক্ষণে আমি সেই আশায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছি।'

"তখন সেই কৃশ তপোধন নরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবাক্শিরা ও ধ্যাননিরত হইয়া রহিলেন। দুঃখসন্তপ্ত মহারাজ বীরদ্যুম্ন তাঁহাকে ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ভগবন্! যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে কোন্ বস্তু দুর্ল্লভ এবং আশা অপেক্ষা মহৎ কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

"তখন মহর্ষি কহিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বে এক মহর্ষি তোমার পুত্র ভূরিদ্যুম্নের নিকট কাঞ্চনকলস[মৃতপ্রায়] ও বল্কল প্রার্থনা করিলে সে স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি ও মন্দভাগ্যপ্রভাবে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করে নাই; এই নিমিত্তই বিষম বিপদে নিপতিত হইতে হইয়াছে।'

"নরপতি বীরদ্যুম্ন মহর্ষিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই লোকপূজিত তপোধনকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রহিলেন। তখন সেই মহর্ষি আরণ্য বিধানানুসারে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক অতিথিসৎকার করিলেন। অনন্তর অন্যান্য মহর্ষিগণ সপ্তর্ষিবেষ্টিত নক্ষত্রের ন্যায় সেই অপরাজিত [অজেয়] মহীপতি বীরদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার আশ্রমপ্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।"

১২৮তম অধ্যায়
আশায় মানুষের কৃশতা—আশাত্যাগে সবলতা

“নরপতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি বীরদ্যুম্ননামক নরপতি। আমার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আমার ভূরিদ্যুম্ন নামে এক শিশুসন্তান অদৃশ্য হইয়াছে। আমার একমাত্র পুত্র। আমি তাহার অন্বেষণার্থ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছি; কিন্তু অদ্যাবধি কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না।

“মহারাজ বীরদ্যুম্ন এই কথা কহিলে মহর্ষি কৃশ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বপূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন; নরপতির বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। পূর্ব্বে বীরদ্যুম্ন ঐ মহর্ষিকে যথোচিত সমাদর করেন নাই বলিয়া উনি হতাশ হইয়া দীর্ঘতর তপোনুষ্ঠানে মনোনিবেশপূর্ব্বক এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, আমি কখনই ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন বর্ণের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব না। আশা মানবগণকে ব্যাকুলিত করে; অতএব আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সেই আশাকে দূরীকৃত করিব।

“মহর্ষি কৃশ এইরূপে অধোমুখে অবস্থান করিলে রাজা বীরদ্যুম্ন তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহর্ষে! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, অতএব ইহলোকে আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ কে এবং কোন বস্তুই বা দুর্ল্লভ, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।’

“তখন তপঃশীর্ণকলেবর কৃশ নরপতিকে পূর্ব্ববৃত্তান্তসকল স্মরণ করাইয়া কহিলেন, ‘রাজন! আশাবান অপেক্ষা কৃশ এবং আশানুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্ল্লভ আর কিছুই নাই। আমি সেই আশাকৃত অর্থ নিতান্ত দুর্ল্লভ বলিয়া অনেক নরপতির নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলাম।’

“তখন নরপতি কহিলেন, ‘মহর্ষে! আমি আপনার বাঙনিস্পত্তিমাত্রেই বুঝিলাম যে, যিনি আশার বশীভূত, তিনি কৃশ এবং যিনি আশাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সবল। আর আশাকৃত অর্থলাভও বেদবাক্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্ল্লভ। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে আর এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনা অপেক্ষা কৃশ আর কে আছে? যদি ঐ বিষয় গোপনীয় হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।’

“কৃশ কহিলেন, ‘মহারাজ! ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন অর্থ নিতান্ত বিরল অথবা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আর যিনি কদাপি অর্থীর অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ। এই জগতে যাহারা লোকের উপকার করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিশেষে সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করে না, তাহাদের নিকট যে আশা করা যায়, লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতঘ্ন, নৃশংস, অলস ও পরোপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকারলাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে না পাইয়াও সন্দর্শনলাভে যত্নবান হয়েন, যে আশা বৃদ্ধ রমণীগণকে পুত্রপ্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী [বিবাহ-প্রার্থিনী] কামিনীগণ প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রলাভের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হয়, সেই আশা আমা অপেক্ষা কৃশতর।’

“মহর্ষি কৃশ এই কথা কহিলে মহারাজ সপরিবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রের সহিত সমাগমলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, সমুদয়ই যথার্থ সন্দেহ নাই।’ তখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভগবান কৃশ ঈষৎ হাস্য করিয়া বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে অবিলম্বে বীরদ্যুম্নের পুত্রকে তথায় উপনীত করিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় দিব্যমূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বকনিষ্পাপ ক্রোধবিহীন হইয়া

বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমি স্বয়ং এই বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি; অতএব অবিলম্বে কৃশতরী [অতিশয় কৃশতর] আশাকে নিরাকৃত কর।'

"হে যুধিষ্ঠির। মহাত্মা ঋষভ এই কথা কহিলে রাজা সুমিত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় আশা পরিত্যাগ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও আমার কথানুসারে আশানিরাকৃত করিয়া হিমালয় পৰ্ব্বতের ন্যায় সুস্থির হও। তুমি কষ্টের সময় আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, অতএব আমার বাক্যশ্রবণে অনুতাপিত হইও না।"

১২৯তম অধ্যায়
পিতৃ-ঋণমুক্তির উপায়—সত্যধৰ্ম্ম প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি আপনার বাক্যামৃত পান। করিয়া কোনক্রমে তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না, আমি যত আপনার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শুশ্রূষা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আত্মজ্ঞানী যেমন সমাধিসুখে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ আমি আপনার ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি পুনরায় ধৰ্ম্মকথা কীৰ্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ। যম-গৌতম-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস আছে, উহাতে গৌতম যমরাজকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পারিপাত্র নামক পৰ্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তিনি ষষ্টি সহস্র বর্ষ ঐ আশ্রমে তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা লোকপাল যম মহর্ষি গৌতমের সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উগ্রতর তপানুষ্ঠানে নিরত দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষি গৌতম যমকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন যম তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে?' গৌতম কহিলেন, 'প্রভো! কি কাৰ্য্য করিলে পিতা-মাতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা অতি পবিত্র দুর্ল্লভ লোক লাভ করা যাইতে পারে, কীৰ্ত্তন করুন।'

"যম কহিলেন, 'মহর্ষে। সতত সত্যধৰ্ম্ম তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বনপূৰ্ব্বক পিতামাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে অতি আশ্চৰ্য্য পবিত্র লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।"

১৩০তম অধ্যায়
আপৎকালের রাজধৰ্ম্মনীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ! যে মহীপাল মিত্রশূন্য, বহুশত্রুসম্পন্ন, ক্ষীণকোষ ও হীনবল হয়েন, দুষ্ট অমাত্যগণ সহায় হওয়াতে যাঁহার মন্ত্র প্রকাশিত হইয়া যায়, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট, কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় ও পররাজ্য বিমর্দ্দিত করিবার অভিলাষে শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হয়েন, যিনি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন, যিনি সুপ্রণালীক্রমে রাজরক্ষায় অসমর্থ, যাঁহার দেশকালের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই এবং অতিশয় প্রজাপীড়ন নিবন্ধন সন্ধি ও ভেদ উভয়ই যাঁহার পক্ষে অতিশয় দুর্ল্লভ, তাহার কি অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করা কর্ত্তব্য অথবা অর্থ ব্যতিরেকে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে আমাকে অতি নিগুঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে উহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অনুচিত, এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই। যিনি শাস্ত্র হইতে অল্পমাত্র ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু; বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে লোকে ধনাঢ্য হয় কি না, তাহা তুমি আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পার। এক্ষণে ভূপালগণের ব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্তই আপদ্ধর্ম্ম [আপৎকালের আচরিত ধর্ম্ম] কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু উহাদ্বারা যে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সুকুমারমতি প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থগ্রহণ করিলে রাজার ধন ও সৈন্যসামন্তের সহিত বিনাশলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান প্রীতিকর হয়। অজ্ঞানপ্রভাবে লোকে কোন বিষয়েই উপায় অবধারণে সমর্থ হয় না। যিনি জ্ঞানপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাঁহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজার কোষক্ষয় হইলেই বলক্ষয় হয়, অতএব তিনি নির্জ্জন স্থানে জলোৎপাদনের ন্যায় যে কোন প্রকারে হউক, ধনাগমে যত্নবান হইবেন। আপকাল উত্তীর্ণ হইলে প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা রাজার পরমধর্ম্ম। সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যাদিদ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় বটে, কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। অতএব অর্থাগমবিরোধী ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুগত জীবিকালাভে সমর্থ হয় না এবং তৎকালে তাহার বিশেষ যত্নদ্বারাও ধর্ম্মানুসারে বললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং আপৎকালে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে, ঐ ধর্ম্ম অধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আপৎকাল অতীত হইলে ক্ষত্রিয় তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন। যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয় এবং যাহাতে আপনাকে শক্তহস্তে নিপতিত হইতে না হয়, এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনাকে অবসন্ন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি আপনার ও অন্যের ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়াও আপনার উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইতে যত্ন করিবেন। ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্মে এবং ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল ও উৎসাহে নিপুণতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যেমন বিপদগ্রস্ত হইলে অযাজ্যযাজন ও অভোজ্যান্ন ভোজন করিয়াও নিন্দনীয় হয়েন না, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিবোধ হইলে তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তাহার কি সুপথ বিচার করা উচিত?—কখনই নহে; তৎকালে যে কোন পথদ্বারা হউক, পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে।

“ক্ষত্রিয় কোষ ও বলক্ষয় নিবন্ধন লোকের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইলেও তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন নিতান্ত নিষিদ্ধ। জয়লাভদ্বারা ধনোপার্জনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। তিনি স্বজাতীয়ের নিকট কদাচ কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন না। যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, আপৎকাল উপস্থিত হইলে গৌণকল্পদ্বারা বৃত্তিলাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ নহে। ক্ষত্রিয় আপদগ্রস্ত হইলে অধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বৃত্তিক্ষয় নিবন্ধন যখন ব্রাহ্মণেরও অধর্ম্মাচরণ বিহিত হইতেছে, তখন ক্ষত্রিয়ের উহা বিহিত না হইবার কারণ কি? ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত অবসন্ন হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয় প্রজাদিগের হন্তা ও রক্ষিতা, সুতরাং আপদুদ্ধারের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ এই জীবলোকে হিংসা না করিলে কাহারই জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, একাকী অরণ্যচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, বিশেষতঃ যে রাজা প্রজাপালন করিবার অভিলাষ করেন, কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিলে তাঁহার কোনক্রমেই জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেমন আপৎকালে স্বীয় ধনব্যয় করিয়া রাজ্যরক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্যস্থ প্রজাগণেরও রাজার বিপদ্‌কালে তাঁহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আপদ উপস্থিত হইলেও কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্যান্য সঞ্চিত দ্রব্য রাষ্ট্র হইতে অন্তরিত করা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। শম্বর কহিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে লোক স্বীয় আহারোপযোগী ধান্য হইতে অগ্রে বীজ রক্ষা করিবে। আপনাদিগের অর্থব্যয়দ্বারা রাজাকে রক্ষা করা প্রজাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন হয়, যিনি জীবিকার অভাবে অন্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ বা দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাঁহার জীবনে ধিক্! কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ আবার বলের মূল, বল সকল ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। কিন্তু অন্যকে পীড়ন না করিলে কোষ ও বললাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আপৎকালে কোষ ও বললাভার্থ অন্যকে পীড়ন করিলে ভূপালগণকে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। লোকে যাগযজ্ঞসম্পাদনার্থ অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা যখন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অন্যকে পীড়ন করেন, তখন তাঁহাকে কি নিমিত্ত দূষিত হইতে হইবে?

“অর্থের অসদ্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয়; আপৎকালে প্রজাপীড়ন না করিলে কোনক্রমেই অর্থলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজা অর্থসংগ্রহের মানসেই বহুব্যয়সাধ্য হস্তিপালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য নির্ণয় করিয়া আপৎকালে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যেমন পশু, যজ্ঞ ও চিত্তসংস্কার এই তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, তদ্রূপ কোষ, বল ও জয় এই তিনটি রাজ্যপুষ্টির প্রধান কারণ। আমি এই স্থলে ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রকাশের এক নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত যূপচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে সেই যূপবৃক্ষের সন্নিহিত যেসমস্ত বৃক্ষ উহা ছেদনের বিঘ্ন সম্পাদন করে, তৎসমুদয়কে অবশ্যই ছেদন করিতে হয়। তাহারা আবার ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইবার সময় অন্যান্য বৃক্ষসমুদয়কে নিপতিত করে। ঐরূপ যেসমস্ত

মনুষ্য রাজার কোষ-সঞ্চয়ের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে কদাচ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থদ্বারা ইহলোক, সত্য ও ধর্ম্ম সমুদয়ই আয়ত্ত করা যায়। নির্দ্ধনেরা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করে। যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যে কোনপ্রকারে হউক, ধন গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কদাচ যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনত্যাগ করিতে পারে না। অরণ্যমধ্যে ধনবানের অবস্থান সম্ভবপর নহে। আর যাহারা এই জনসমাজে বাস করিতেছে, তাহাদিগের নিরন্তর পার্থিব ধনরত্নসমুদয় অধিকার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভূপালগণের রাজ্যরক্ষার তুল্য পরমধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সম্পদকালে প্রজাদিগের নিকট প্রচুর পরিমাণে কর গ্রহণ করা নিতান্ত পাপজনক বটে, কিন্তু আপকালে উহাদ্বারা তাদৃশ অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও নিপুণতাদ্বারা ধনসঞ্চয় করিয়া থাকেন। লোকে নির্দ্ধনকে দুর্ব্বল ও ধনবানকে বলবান কহিয়া থাকে। ধনবান লোক সমুদয় বস্তু অধিকার করে ও সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়। অর্থপ্রভাবে ধর্ম্ম কাম ও উভয় লোকে সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে। অতএব লোকে ধর্ম্মানুসারে অর্থলাভের চেষ্টা করিবে। অধর্ম্মানুসারে-তাহা লাভ করিতে যেন তাহার কদাচ প্রবৃত্তি না জন্মে।”

রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৩১তম অধ্যায়

আপদ্ধর্ম্মপাধ্যায়—সন্ধি-বিগ্রহের ক্ষেত্র নির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যে রাজা কোষাদিসংগ্রহে পরাঙ্মুখ, দীর্ঘসূত্র [অলস-বহু সময় ব্যয়ে কার্য্যসাধনকারী] ও বন্ধুবান্ধব বিয়োগভয়ে সংগ্রামে বিমুখ হয়েন, যাঁহার মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, শত্রুগণ একত্র হইয়া যাঁহার রাজ্য বিভাগপূর্ব্বক গ্রহণ করে, যাঁহার নির্দ্ধনতা ও মিত্রবলের অভাববশতঃ মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের বশীভূত হয় এবং যিনি পরসৈন্যের প্রভাবে অভিভূত ও বলবান শত্রুকর্ত্তৃক ব্যাকুলিত হয়েন, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আক্রমণকারী শত্রু যদি পবিত্রচিত্ত হয় ও ধর্ম্মানুসারে জয়লাভের বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সহিত অবিলম্বে সন্ধিস্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার গ্রামনগরাদি উদ্ধার করা রাজার ধর্ম্ম। আর শত্রু যদি মহাবলপরাক্রান্ত হয় ও অধর্ম্মানুসারে জয়লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহাকে কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবেন অথবা রাজধানী ও অন্যান্য সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপদ হইতে মুক্ত হইবেন। রাজা যে কোন প্রকারে হউক, জীবিত থাকিতে পারিলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তিশালী হইতে পারেন। অতএব কোষ ও বল পরিত্যাগ করিলে যে আপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই আপদে আত্মপরিত্যাগ করা নিতান্ত

মূঢ়তার কার্য্য। যদি অন্তঃপুরিকা[পুরনারী]গণও শত্রুদিগের হস্তগত হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি দয়া না করিয়া আত্মরক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! রাজার অমাত্য প্রভৃতি ক্রুদ্ধ, রাজ্য ও দুর্গাদি শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত, কোষ পরিক্ষীত এবং মন্ত্র প্রকাশিত হইলে তাহার কি কর্ত্তব্য?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! শত্রু ধার্ম্মিক হইলে তাহার সহিত শীঘ্র সন্ধিস্থাপন ও অধার্ম্মিক হইলে তাহার প্রতি শীঘ্র পরাক্রম প্রকাশ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য। ফলতঃ ভূপালগণ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে হয় উপায়দ্বারা অচিরাৎ তাহাকে নিরস্ত করিবেন, নচেৎ অবিলম্বে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করিবেন। অনুরক্ত, হৃষ্ট ও সচেষ্ট সৈন্য অল্পমাত্র হইলেও তাহাদিগকে লইয়া সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে পারা যায়। নরপতি সংগ্রামে নিহত হইলে স্বর্গারোহণপুর্ব্বক ইন্দ্রের সালোক্য এবং শত্রুগণকে নিপাতিত করিতে পারিলে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন; অতএব যুদ্ধে ভীত হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যুদ্ধসময় সমুপস্থিত হইলে সমরপরিত্যাগের বাসনা না করিয়া বুদ্ধি-কৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করাই রাজাদিগের উচিত। আর যখন তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগের ক্রোধবশতঃ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধিস্থাপন করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তখন দুর্গ হইতে প্রথমতঃ পলায়নপূর্ব্বক পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সন্ধিদ্বারা আপনার সৈন্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া মন্ত্রবলে পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্য অধিকার করিবেন।”

১৩২তম অধ্যায়
বিজ্ঞানবলের প্রশংসা-প্রসঙ্গে বিবিধ নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! রাজাদিগের সর্ব্বলোকহিতকর পরমধর্ম্ম বিনষ্ট ও জগতের যাবতীয় বস্তু দস্যুগণকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা সেই আপৎকালে স্নেহবশতঃ পুত্রপৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! সেই আপৎকালে বিজ্ঞানবল আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করা ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধনধান্যাদি সাধুদিগের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, অসাধু দিগের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রপথের অনুবর্তী হইয়া অসাধুদিগের নিকট অর্থগ্রহণপূর্ব্বক সাধুদিগকে প্রদান করেন, তিনিই আপদ্ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। রাজা বিপকালে রাজ্যপালনার্থ প্রজাগণকে প্রকোপিত না করিয়া তাহাদের অদত্ত বস্তুও গ্রহণ করিতে পারেন। বিজ্ঞানবসম্পন্ন পুণ্যবান ব্যক্তি আপৎকালে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারে না। বলপূর্ব্বক জীবিকালাভ করাই যাঁহাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম, তাঁহারা কদাচ অন্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। বলবান্ ব্যক্তিরা তেজঃপ্রকাশ করিয়াই কালযাপন করেন। রাজারা আপৎকালে স্বরাষ্ট্রস্থ সমুদয় ব্যক্তির নিকট হইতে কোষসংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু মেধাবী নরপতিগণ ঐ সময়

কদর্য্যস্বভাব, দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করিয়াই ধনসঞ্চয় করেন। অত্যন্ত আপদ উপস্থিত হইলেও ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে নিপীড়িত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে নরপতি ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অতি প্রামাণিক ও লোকের দিব্যচক্ষুঃস্বরূপ। লোকে ইহার অনুসারে ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকে। গ্রামবাসী অসংখ্য লোক রোষপরবশ হইয়া রাজার নিকট পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে; তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও সৎকৃত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরীবাদকীর্ত্তন বা শ্রবণ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে সভায় পরের নিন্দা কীর্ত্তিত হয়, তথায় হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। অসচ্চরিত্র লোকেরাই পরনিন্দা ও পরের প্রতি ক্রূরাচরণ করে। সাধুব্যক্তিরা সতত সাধুদিগের গুণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শান্তস্বভাব বৃষভ যেমন যত্নপূর্ব্বক ভার বহন করে, নরপতিও সেইরূপ রাজ্যভার বহন করিবেন। যাহাতে অনেকের সাহায্য লাভ করা যায়, এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে চিরাচরিত প্রথাকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেহ কেহ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন যে, পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিগণও অপরাধী হইলে তাঁহাকে দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল লোক যে মাৎসর্য্য বা লোভের বশীভূত হইয়া ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন, এরূপ বিবেচনা করিও না; বস্তুতঃ তাঁহারা লিখিতের প্রতি শঙ্খের ব্যবহারানুসারে ধর্ম্মানুরোধেই ঐরূপ কহিয়া থাকেন। অনেক মহর্ষি কুকর্ম্মশীল গুরুরও শাসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বস্তুতঃ ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। লোকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাহাকে নিপাতিত করিয়া থাকেন। যে রাজা ছলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করেন, তাহাকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। সর্ব্বাত্মসৎকৃত [সকলের প্রতি সাধু ব্যবহারমূলক] ধর্ম্ম চারিপ্রকার বেদনির্দ্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট, সাধুজনাচরিত ও আত্মবিচারসিদ্ধ। এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মই অবগত হওয়া রাজাদিগের আবশ্যক। যে নরপতি তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। সর্পপদের ন্যায় ধর্ম্মমূল অন্বেষণপূর্ব্বক প্রকাশ করা অতি সুকঠিন। নিষাদগণ যেরূপ অরণ্যমধ্যে শরাহত মৃগের রুধিরাক্ত পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অন্বেষণ করে, সেইরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের অবলম্বিত পথই আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন; অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় সেই পথ আশ্রয় কর।”

১৩৩তম অধ্যায়
বলে ধনসংগ্রহ—বুদ্ধিতে রক্ষাবিধান

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষ পূরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষদ্বারাই ধর্ম্ম ও রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব কোষসংগ্রহ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করা রাজাদের প্রধান ধর্ম্ম। কোন সচ্চরিত্রতা বা

কোন নৃশংসতাদ্বারা কখনই কোষসংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই কোষসংগ্রহ করা আবশ্যক। বল না থাকিলে কোষ রক্ষা হয় না, কোষরক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন ব্যক্তি রাজ্যরক্ষা করিতে পারে না এবং রাজ্যহীন ব্যক্তিকে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। উচ্চপদে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীবিহীন হওয়া মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ, বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা কোষহীন হইলে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। তখন আর কেহই তাঁহার নিকট অল্পলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করে না। লক্ষ্মী থাকিলে রাজার সম্মানের পরিসীমা থাকে না। আবরণদ্বারা যেমন স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশ সমাবৃত হয়, তদ্রূপ সম্পদদ্বারা ভূপতির পাপসকল আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। যে নরপতির পূর্ব্বাপকারীরা তাঁহার সম্পদদর্শনে অনুতাপিত হইয়া শালাবৃকের ন্যায় গূঢ়ভাবে তাঁহাকে নিধন করিবার মানসে আশ্রয় করে, তাঁহার কখনই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। সতত উদ্যত হওয়াই নরপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক, নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। উদ্যমই প্রধান পুরুষকার। বরং ভগ্ন হওয়া উচিত, তথাপি কাহারও নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে। বরং বনে গমন করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবে, তথাপি মর্য্যাদাশূন্য দস্যুপ্রায় অমাত্যগণের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে না। অতি ভীষণ অকার্য্যসাধনসময়ে দস্যুগণের নিকট হইতে অসংখ্য সৈন্য লাভ করা যায়। রাজা এককালে নিয়মহীন হইলে তাঁহার নিকট অন্যান্য লোকের কথা দুরে থাকুক, নিতান্ত নির্দ্দয় দস্যুগণও শঙ্কিত হয়। অতএব লোকমনোহারী নিয়ম সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি তুচ্ছ বিষয়েও নিয়ম থাকিলে উহা সাধারণের সমাদৃত হইয়া থাকে। নাস্তিকগণ ইহলোক-পরলোকের ভয় করে না, অতএব তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। দস্যুগণ অন্যান্য সদাচারে নিরত হইয়া পরধন অপহরণ করিলেও উহা অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ, দস্যুগণ দয়ালু হইলে তাহাদের দয়াপ্রভাবে অসংখ্য জীব পরিক্ষিত হয়। উহারা সমরপরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধসাধন, কৃতঘ্নতা, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, লোকের এককালে নিধনতাসম্পাদন, কন্যাপহরণ ও পরদারাভিমর্ষণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। আবার যাহারা দস্যুগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত উহাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করে, তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের বিশ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে উহাদিগের সমুদয় ধন ও সন্তানাদি নিঃশেষিত করিতে পারে। অতএব দস্যুগণকে এককালে সম্পত্তিহীন না করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশীভূত করাই কর্ত্তব্য। আপনাকে বলবান্ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত নৃশংস ব্যবহার করা কদাপি বিধেয় নহে। যে রাজা প্রজাগণের নির্দ্ধনতা-সম্পাদন করেন, তাঁহাকে অচিরাৎ নির্দ্ধন হইতে হয়; আর যিনি তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন, তিনি যাবজ্জীবন, রাজ্যভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।”

১৩৪তম অধ্যায়

বহু অর্থবলের আবশ্যকতা

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধৰ্ম্মরাজ! এই স্থলে ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ এই ধৰ্ম্মবাক্য কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয়ের সাধুজনাচরিত ধৰ্ম্ম ও অর্থ এই দুইটি প্রত্যক্ষ সুখ। শাস্ত্রোক্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ সুখে বিঘ্নোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে। ভূতলে বৃকপদ-চিহ্ন দর্শন করিয়া উহা বস্তুতঃ বৃকের পদচিহ্ন কি না, এইরূপ বিচারের ন্যায় ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিচার নিরর্থক। এই সংসারমধ্যে কেহই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অতএব বিদ্যাদি দশবিধ বল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। সমুদয় বস্তুই বলবান ব্যক্তির বশীভূত থাকে। সম্পত্তি থাকিলে বল আয়ত্ত এবং বল আয়ত্ত হইলেই উপযুক্ত অমাত্যগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জগতে নির্দ্ধন ব্যক্তি পতিত ও অল্পমাত্র দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান্ ব্যক্তি অতিমাত্র পাপানুষ্ঠান করিলেও ভয়প্রযুক্ত কেহ তাহা ব্যক্ত করে না। ধৰ্ম্ম ও বল এই দুইটি সত্যের আশ্রয় লাভ করিলে মানবগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বল ও ধৰ্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধৰ্ম্মসম্ভূত হয়। ধূম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড্ডীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে; তদ্রূপ ধৰ্ম্ম বলবান ব্যক্তিকে অবলম্বনপূৰ্ব্বক অবস্থান করে। বলবান্ পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কাৰ্য্যই সৎকাৰ্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি দুষ্কৰ্ম্ম করিল কদাপি পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না; সকলেই তাহার দৌরাত্মে উত্যক্ত হয়। মানবগণ ঐশ্বৰ্য্যচ্যুত হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতিদুঃখে জীবন ধারণ করে। তৎকালে তাহাদিগের প্রাণধারণ মৃত্যুতুল্য হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষনিবন্ধন বন্ধুবান্ধববিহীন হইলে মনুষ্যকে পরের বাক্যযন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যারপরনাই অনুতাপ করিতে হয়। পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ত্রয়ীবিদ্যার [বেদবিদ্যার] আলোচনা, ব্রাহ্মণগণের উপাসনা, দর্শন[দর্শনশাস্ত্রসম্মত—যুক্তিযুক্ত]বাক্যপ্রয়োগ ও কাৰ্য্যদ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদন, মনের উন্নতিসাধন, মহদ্বংশে পাণিগ্রহণ[বড়-বংশে বিবাহ], আপনার নম্রতা স্বীকারপূৰ্ব্বক অন্যের গুণকীৰ্ত্তন, কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূৰ্ব্বক জপানুষ্ঠান এবং মিতভাষী ও মৃদুস্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা আবশ্যক; বহুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে সতত অবস্থান ও তাঁহাদের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। এইরূপে সদাচারনিষ্ঠ হইলেই লোকে নিষ্পাপ ও সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিতে পারে। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয়; একাকী গোপনে ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে।"

১৩৫তম অধ্যায়

লোকসেরায় দস্যুদোষশোধন—কায়ব্যব্যাধবার্ত্তা

ভীষ্ম কহিলেন, "ধৰ্ম্মরাজ! পরস্বাপহারী দস্যুও অন্যান্য ধৰ্ম্মে বিভূষিত হইলে পরলোকে নরকগামী হয় না, এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস কীৰ্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। পূৰ্ব্বে

কায়ব্যনামে এক নিষাদ দস্যুত্বনিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঐ নিষাদ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করে। সে সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত, বুদ্ধিমান বিজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রাহ্মণপ্রিয়, গুরুপূজক ও মহাবলপরাক্রান্ত ছিল; নিষাদগণের মধ্যে বিজ্ঞ ও মৃগবিজ্ঞানে [বন্যহরিণের অনুসন্ধানাদিজ্ঞানে] সম্যক অভিজ্ঞ ছিল; ঐ নিষাদ প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে অরণ্যমধ্যে মৃগদিগের ক্রোধ উত্তেজিত করিত। দেশকালের বিষয় তাহার কিছুই অবিদিত ছিল না। সে নিরন্তর পর্ব্বতে পরিভ্রমণ ও একাকী বহুসংখ্যক সেনা পরাজয় করিত। সকল ধর্ম্মেই তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে প্রতিদিন মধু, মাংস, ফল, মূল ও অন্যান্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আহরণপূর্ব্বক বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির পিতামাতার শুশ্রুষা করিত; মান্য ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা করিত না; অরণ্যবাসী প্রব্রজিত [সন্ন্যাসী] ব্রাহ্মণগণের পূজা করা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। সে প্রতিদিন মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত লইয়া যাইত। যাঁহারা লোকভয়ে দস্যুর নিকট মাংস গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না, সে প্রাতঃকালে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের গৃহে তাহা রাখিয়া যাইত।

ধর্ম্মপ্রভাবে কায়ব্যব্যাধের নেতৃত্ব—ধর্ম্মপ্রচার

"একদা নির্দ্দয় নিয়মহীন বহুসংখ্যক দস্যু তাহাকে গ্রামণী [গ্রাম্যলোকের নেতা-পরিচালক] করিবার মানসে কহিল, 'হে বীর! তুমি দেশ, কাল ও মুহূর্ত্ত সমুদয়ই অবগত আছ। তোমার তুল্য প্রজ্ঞাবান্ দৃঢ়ব্রতপরায়ণ লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের সকলের মতানুসারে প্রধান গ্রামণীর পদ গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তদনুসারেই কার্য্য করিব। এক্ষণে তুমি পিতামাতার ন্যায় ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে প্রতিপালন কর।

"তখন কায়ব্য তাহাদিগের বাক্য স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কহিল, 'প্রতিবাসিগণ! তোমরা স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন এবং বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না। সকল প্রাণীমধ্যে স্ত্রীলোককে বিনাশ করা অতি গর্হিত কার্য্য; অতএব তদ্বিষয়ে যেন কোন মতেই তোমাদিগের বুদ্ধি প্রধাবিত না হয়। প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চিন্তা ও তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কদাচ সত্যের অপলাপ করিও না। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সৎকার্য্যের বিঘ্নানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। সকল প্রাণীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহার অমঙ্গল চিন্তা করেন, ত্রিভুবনমধ্যে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহাকে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অবশ্যই বিনাশ লাভ করিতে হয়। আমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়াই সমস্ত বিষয়ের ফললাভে অভিলাষ করিব। যাহারা আমাদিগের অভিলষিত ফলপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে; নিরপরাধ লোকের বধসাধনের নিমিত্ত উহার সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তাহাদিগকেই বধ করা উচিত। যাহারা রাজ্যোপরোধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে,

তাহাদিগকে কুণপনিহত কৃমির [মৃতদেহের উদরস্থ দুঃখদ কৃমির-মানুষ মরিবামাত্র উদরস্থ কৃমি আপনা-আপনি মরিয়া যায়।] ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়। হে প্রতিবাসিগণ! পরস্পাপহারী দস্যু হইয়া এইরূপ নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে অবিলম্বে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

"কায়ব্য এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তত্রত্য সমুদয় দস্যুই তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপ হইতে বিরত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। জ্ঞানবান কায়ব্যও সাধুগণের হিতানুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপনিবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যদ্বারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এই কায়ব্যচরিত চিন্তা করিবে, তাহার বন্যজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না। সে বনমধ্যে গমন করিয়াও রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।"

১৩৬তম অধ্যায়
ধনসঞ্চয়ের ধর্ম্মসম্মত উপায়

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। মহীপাল যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক কোষসঞ্চয় করিবেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মবাক্যানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর। ব্রহ্ম ও যজ্ঞশীল ব্যক্তিদিগের ধন গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডহীন দস্যুদিগের ধনই হরণ করিবেন। পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রজা ও রাজ্য ক্ষত্রিয়েরই অধিকৃত। ক্ষত্রিয়ই সমুদয় ধন ভোগ করিবেন; উহাতে অন্যের কিছুমাত্র অধিকার নাই। ধনদ্বারা বল, বুদ্ধি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। লোকে যেমন অভোজ্য [শাকপাতা প্রভৃতি তুচ্ছ গাছপালা] ওষধি ছেদন করিয়া তদ্বারা ভোজ্যদ্রব্য পাক করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজারা দুষ্টগণের হিংসা করিয়া শিষ্টদিগকে প্রতিপালন করিবেন। যাহারা হবিদ্বারা দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধন না করে, তাহাদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বলপূর্ব্বক ঐরূপ ব্যক্তিদিগের ধন অপহরণ করিবেন। সেই ধনদ্বারা অনেক সাধুব্যক্তির তৃপ্তিসাধন হইতে পারে; অতএব সেই অপহরণ জন্য রাজাকে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যিনি অসাধুব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনি পরমধার্ম্মিক। বজ্রীনামক শুক্লজীব ['বজ্রী' নামক লতানো গাছ—যেমন লাউ, কুমড়া প্রভৃতির লতা।] ও পিপীলিকাদি যেমন অল্পে অল্পে বহুদূর গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজা আপনার শক্তি অনুসারে ক্রমে ক্রমে পরলোক জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। গবাদির গাত্র হইতে যেমন দংশমশকাদি [ডাঁশ—মাছি প্রভৃতি] দূরীভূত করা যায়, তদ্রূপ অযাজ্ঞিক ব্যক্তিকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য। শিলার উপর ধূলি রাখিয়া শিলাদ্বারা পেষণ করিলে উহা যেমন ক্রমে ক্রমে অতি সূক্ষ্ম হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের যত সমালোচনা করা যায়, উহা ততই সূক্ষ্ম হইয়া উঠে।" ।

১৩৭তম অধ্যায়

দীর্ঘসূত্রীর বিপদ—শকুলমৎস্য-বৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বীয় বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধন করিতে পারে, তাহাকে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া উহা আজি না হয় কালি করিব বিবেচনা করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহাকে দীর্ঘসূত্রী কহে। এই জগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিই সুখলাভ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রীকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। এক্ষণে আমি এই বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক মৎস্যসমাকীর্ণ স্বল্পজলবিশিষ্ট জলাশয়ে তিনটি শকুল[শাল--শৌল গজাল প্রভৃতি]মৎস্য বাস করিত। তন্মধ্যে একটি অনাগতবিধাতা, একটি প্রত্যুৎপন্নমতি ও একটি দীর্ঘসূত্রী। একদা মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিবার মানসে চতুর্দ্দিক হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃস্রাবিত করিতে লাগিল। তখন সেই দীর্ঘদর্শী শকুলমৎস্য জলাশয়কে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, "দেখ, এক্ষণে এই জলাশয়ের জলজন্তুর বিপদ্‌কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল, আমরা আমাদের নির্গমনের পথ নষ্ট না হইতেই অবিলম্বে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করি। যে ব্যক্তি নীতি প্রভাবে অনুপস্থিত [ভাবী—যাহা পরে ঘটিতে পারে] বিপদের প্রতিবিধান করে, তাহাকে কোন কালেই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না; অতএব চল, আমরা বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করি।' তখন দীর্ঘসুত্রী কহিল, 'মিত্র! তুমি যাহা কহিলে, যথার্থ বটে, কিন্তু আমার মতে কোন কার্য্যেই ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নহে।' ঐ সময় প্রত্যুৎপন্নমতিও অনাগতবিধাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ভাই! আমি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করি না, কিন্তু কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি।' দীর্ঘসূত্রী ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই কথা কহিলে অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ পলায়নের মত নাই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং অবিলম্বে স্রোতোদ্বারা এক গভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল।

"কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমুদয় জল নিঃসৃত হইলে মৎস্যজীবী ধীবরগণ [জেলেরা] বিবিধ উপায়দ্বারা মৎস্যসমুদয়কে রুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় দীর্ঘসূত্রী ও প্রত্যুৎপন্নমতি অন্যান্য মৎস্যগণের ন্যায় অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর ধীবরগণ রজ্জুদ্বারা মৎস্যদিগকে গ্রথিত করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গ্রহণরজ্জু দংশন করিয়া [মাছগাঁথা] অবস্থান করিতে লাগিল। তখন ধীবরগণ সমুদয় মৎস্য গ্রথিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে বিপুল জলে প্রক্ষালন করিতে লাগিল। ঐ অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রহণরজ্জু পরিত্যাগপূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু হীনবুদ্ধি দীর্ঘসূত্রী পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিচেতন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল!

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত উপস্থিত বিপদ বিবেচনা করিতে না পারে, তাহাকে দীর্ঘসূত্রী মৎস্যের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়; আর যে ব্যক্তি আপনাকে কার্য্যনিপুণ বোধ করিয়া অগ্রে বিপদের প্রতিবিধান না করে, প্রত্যুৎপন্নমতি মৎস্যের ন্যায়

তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। আর যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত না হইতে হইতেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, সে অনাগতবিধাতা মৎস্যের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়। অবহিতচিত্তে দেশের এবং কলা [৩০ কাষ্ঠা], কাষ্ঠা [১৮ নিমেষ—১৮ বার চক্ষুর পলক পড়িতে যত সময়], মুহূর্ত্ত[দিবসের ১৫ ভাগের এক ভাগ—প্রায় দুই দণ্ড-৪৮ মিনিট], দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল্প ও সংবৎসর প্রভৃতি কালের সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ ধর্ম্মার্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রে দেশ ও কালকেই প্রধান এবং মানবগণের অভীষ্টপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি সুচারুরূপে দেশকাল বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফলভোগে সমর্থ হয়।”

১৩৮তম অধ্যায়

সন্ধি-বিগ্রহের সময়—মার্জ্জার-মূষিক বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি প্রত্যুৎপন্ন ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘসূত্রীকে বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মার্থকুশল প্রজারঞ্জক নরপতি কিরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিলে শত্রুকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও মুগ্ধ হয়েন না, অনেক শত্রু এক রাজাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য, রাজা বিপদগ্রস্ত হইলে তাঁহার বহুসংখ্যক শত্রু পূর্ব্বাপকার[পূর্ব্বকৃত অপকার] নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাঁহাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কিরূপে একাকী সহায়বিহীন হইয়া সেই গ্রাসোদ্যত শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন, মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? যে রাজার মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়েন, প্রকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং বলবান্ হইলেও শত্রুগণের মধ্যে কিরূপে অবস্থান করা উচিত, এই সমস্ত বিষয় বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। হে শান্তনুনন্দন! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি ব্যতীত এই সমুদয় বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি সুদুর্লভ। অতএব এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তোমার প্রশ্নগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে আপৎকালের অনুষ্ঠানোপযোগী গূঢ় বিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময় শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে, কার্য্যের গতিও সর্ব্বদা সমান হয় না; অতএব কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। হিতার্থ পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শত্রুদিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্খ বিপক্ষদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কখনই অর্থোপার্জ্জন বা সুখভোগ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমি এই উপলক্ষে মার্জ্জারমূষিক-সংবাদ নামে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিপদকালে কৃত উপকারের উপযোগিতা

"কোন নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক লতাজালজড়িত পক্ষিকুলসমাকীর্ণ অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। পলিতনামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মূষিক ঐ বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। লোমশনামে এক পক্ষিসঙ্ঘাতঘাতক মার্জ্জারও বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া ছিল। কিয়দ্দিন পরে এক চণ্ডাল সেই অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। সে প্রতিদিন সায়ংকালে মৃগাদির বন্ধনার্থ ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে স্নায়ু[নাড়ী]ময় পাশ বিস্তৃত করিয়া গৃহে

গমনপূর্ব্বক সুখে রজনীযাপন করিত এবং প্রাতঃকালে তথায় আগমনপূর্ব্বক রাত্রিযোগে যেসকল মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে লইয়া যাইত। একদা সেই বৃক্ষশাখাসমাশ্রিত মার্জ্জার দৈবাৎ ঐ পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিতনামা মূষিক সেই প্রবল শত্রুকে বদ্ধ দেখিয়া অকুতোভয়ে ভক্ষ্য-বস্তুর অন্বেষণার্থ তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই পাশোপরি ভক্ষ্যদ্রব্য দেখিতে পাইয়া মার্জ্জারের উপর আরোহণপূর্ব্বক মনে মনে হাস্য করিয়া আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় উহার অনতিদূরে হরিনামে তাম্রলোচন চঞ্চলস্বভাব নকুল মূষিকের আঘ্রাণ পাইয়া ভক্ষণার্থ সত্বর সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে ভূগর্ভ. হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চন্দ্রকনামে এক তীক্ষ্ণতুণ্ড[ধারাল ঠোঁট] তরুকোটরবাসী উলূক বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে লাগিল। মূষিক আমিষভক্ষণে নিতান্ত ব্যগ্র ছিল, অকস্মাৎ সেই শত্রুদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম আপদ উপস্থিত হইলে আত্মহিতৈষী ব্যক্তিদিগের কি করা কর্ত্তব্য? আপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণরক্ষা করাই বুদ্ধিমানদিগের উচিত। অতএব যাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে বিপদগ্রস্ত হইয়াও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং এই স্থানে অবস্থান করিলে উলূক আমাকে ভক্ষণ করিবে। আর যদি বিড়াল ইতিমধ্যে পাশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে কোনক্রমেই উহার নিকট আমার নিস্তার নাই। যাহা হউক, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপদ্‌কালে কখনই বিমুগ্ধ হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জীবনরক্ষার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। নীতিশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরা ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইলেও অবসন্ন হয়েন না। অতঃপর মার্জ্জার ভিন্ন আমার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। আমার দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে; অতএব জীবনরক্ষার্থ এই মার্জ্জারের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বনপূর্ব্বক ইহার হিতসাধন করিয়া শত্রুগণকে বঞ্চিত করিব। এই মার্জ্জার পরম শত্রু; কিন্তু এক্ষণে এ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থসাধনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, বলবান্ ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া জীবনরক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্খ মিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয়গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। যদি এই বিড়াল পণ্ডিত হয়, তবে উহা হইতে নিশ্চয়ই আমার জীবনরক্ষা হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে এই মার্জ্জারদ্বারাই আমার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা; অতএব ইহাকে আমার প্রাণরক্ষা করিতে অনুরোধ করিব। সম্প্রতি ন্যায়ানুসারে ইহাকেই পণ্ডিত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

"সন্ধিবিগ্রহকালাভিজ্ঞ অর্থতত্ত্বজ্ঞ মূষিক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিনীতবচনে মার্জ্জারকে কহিল, 'সখে! তুমি ত' জীবিত আছ? আমি আমাদিগের উভয়ের হিতসাধনার্থ তোমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। যদি তুমি আমায় হিংসা না কর তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিব। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি

বন্ধনমুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ, দুর্ব্বুদ্ধি নকুল ও উলূক অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহারা আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন কর। চঞ্চলনেত্র পাপাত্মা উলূককে ন্যগ্রোধবৃক্ষের [বটবৃক্ষের] শাখাগ্র অবলম্বনপূর্ব্বক চীৎকার ও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতে দেখিয়া আমি যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। পরস্পর অকপটচিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরমমিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কিছুমাত্র মৃতুর আশঙ্কা নাই। আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব এক্ষণে যদি আমায় হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশচ্ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূলদেশে বহুদিন অবস্থান করিয়া আসিতেছি; অতএব আমাদের পরস্পর সাহায্যে যত্নবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না করে এবং যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতেরা কদাচ তাহাদের প্রশংসা করেন না। অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রণয় পরিবর্দ্ধিত ও সন্ধি সংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে অর্থসাধনের চেষ্টা করা নিতান্ত নিরর্থক। উহা পণ্ডিতসমাজে কদাচ আদরণীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবনরক্ষা করিবার নিমিত্তই উপযুক্ত সময়ে সন্ধিসংস্থাপন করিতেছি। লোকে যেমন কাষ্ঠদ্বারা [জলে ভাসমান কাষ্ঠের আশ্রয়ে] সুগভীর মহানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য কাষ্ঠকে, কাষ্ঠ মনুষ্যকে নদীর পরপারে লইয়া যায়, আমরাও তদ্রূপ সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের হিতসাধন করিব; আমি নিশ্চয়ই তোমার উদ্ধারসাধন করিব। কিন্তু অগ্রে তোমাকে আমায় উদ্ধার করিতে হইবে।

"মূষিক-প্রধান পলিত এইরূপ হিতকর হেতুযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মার্জ্জার মূষিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মনে মনে সিদ্ধ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তখন সে মূষিকের প্রতি মন্দ মন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মহাত্ম! তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদিগের পরস্পরের প্রণয় শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি; অতএব এ সময় শীঘ্রই সন্ধি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তোমার উপকার কখনই ব্যর্থ হইবে না। অধিক কি, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম; তুমি আমাকে আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও শরণাগত বলিয়া বিবেচনা কর।' তখন বুদ্ধিমান্ মার্জ্জার এই কথা কহিলে মূষিকশ্রেষ্ঠ পলিত তাহাকে বশীভূত বিবেচনা করিয়া কহিল, 'সখে! তুমি উদারচিত্তে যেসকল কথা কহিলে, তৎসমুদয় তোমার সাধুতার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নকুলকে দেখিয়া আমি যারপরনাই ভীত হইয়াছি; আর ক্ষুদ্রাশয় উলূক আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিব; তুমি আমাকে বিনষ্ট করিও না। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার পাশবন্ধন ছেদন করিয়া তোমাকে মুক্ত করিব।'

মার্জ্জার-মূষিকের মিত্রতা—মার্জ্জারের পাশকর্ত্তন

"তখন সেই সুহৃদ্ভাবাপন্ন মার্জ্জার মূষিকের যুক্তিসঙ্গত বাক্যশ্রবণে প্রীতমনে তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া কহিল, 'ভদ্র! তুমি অচিরাৎ আমার ক্রোড়ে প্রবেশ কর। তুমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়সখা। তোমার প্রসাদে আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর তুমি আমায় সাধ্যমত যাহা যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তৎসমুদয় প্রতিপালন করিব। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে সন্ধি স্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত তোমার সমুদয় হিতকার্য্য-সম্পাদন, প্রীতিসাধন ও যথোচিত সৎকার করিব। লোকে পূর্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যুপকার করিয়া তাহার তুল্য প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যুপকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যুপকার করে, কিন্তু পূর্ব্বোপকারী নিষ্কারণেই উপকার করিয়া থাকে।

"এইরূপে মার্জ্জার স্বার্থসাধনার্থ সন্ধিস্থাপন করিলে মূষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড়মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার বচনে আশ্বাসিত হইয়া পিতামাতার ক্রোড়ের ন্যায় তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উলূক মার্জ্জার ও মূষিকের প্রতিদর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভীতচিত্ত ও মূষিকভক্ষণে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহারা বুদ্ধিমান ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে বিড়াল ও মূষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত তাহাদিগের স্ব স্ব কার্য্যসাধনার্থ সন্ধিসংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া অবিলম্বে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

"অনন্তর সেই দেশকালজ্ঞ মূষিক মার্জ্জারের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মার্জ্জার বন্ধনদশায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং মূষিককে শনৈঃ শনৈঃ পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, 'ভাই! তুমি ত' কৃতকার্য্য হইয়াছ, তবে কি নিমিত্ত পাশচ্ছেদনে সত্বর হইতেছ না? ব্যাধ অবিলম্বেই এ স্থানে আগমন করিবে, অতএব শীঘ্র পাশ ছেদন কর।'

'মার্জ্জার এই কথা কহিবামাত্র বুদ্ধিমান মূষিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মিত্র! তুমি স্থির হও, তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আমি উপযুক্ত সময়, বিলক্ষণ অবগত আছি, উহা কখন উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। উপযুক্ত সময়ে উহা আরব্ধ হইলেই মহৎ উপকার উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলে তোমা হইতেও আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব কাল প্রতীক্ষা কর; বৃথা ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। চণ্ডালতনয় অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক এখানে সমাগত হইলে আমাদিগের উভয়েরই ভয় উপস্থিত হইবে। আমি সেই সময়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তাহা হইলে তুমি পাশবিমুক্ত হইয়া ভীতচিত্তে সত্বর বৃক্ষে আরোহণ করিবে, আমিও গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিব। অতঃপর আমা হইতে তোমার জীবনরক্ষা ব্যতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।

"মূষিক এই কথা কহিলে মহামতি মার্জ্জার মূষিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'সখে! আমি যেরূপ সত্বর হইয়া তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, সাধুব্যক্তিরাও সেরূপে

মিত্রকার্য্য সাধন করেন না; অতএব আমার ন্যায় সত্বর হইয়াই আমার হিতসাধন করা তোমার কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিলম্ব হইলে আমাদের উভয়েরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব সত্বর আমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিতে যত্ন কর। আর যদি তুমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃশেষ হইবে। যদি আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন পূর্ব্বে তোমার কোন অপকার করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।'

"মার্জ্জার এইরূপ কহিলে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মূষিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মার্জ্জার! আমরা কেবল স্বার্থসাধনের নিমিত্তই পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি; কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সর্পমুখে নিপতিত করতলের [সাপের মুখে হাত দেওয়ার] ন্যায় তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষা না করিলে উহা অপথ্যসেবার ন্যায় অনর্থপাতের মুলীভূত হইয়া উঠে। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহারও নৈসর্গিক [স্বাভাবিক] শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল কার্য্যবশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মিয়া থাকে। হস্তীদ্বারা যেমন বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হইয়া থাকে তদ্রূপ অর্থদ্বারা অর্থ সঞ্চিত হয়। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আর কেহ কর্ত্তার সম্মান করে না। অতএব সকল কার্য্যেই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক। চণ্ডাল এখানে সমুপস্থিত হলে তুমি ভীত হইয়া আমাকে আক্রমণ না করিয়াই পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে; অতএব সেই সময়েই আমি তোমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিব; এক্ষণে আমি প্রায় সমুদয় তন্তুই ছেদন করিয়াছি, একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, অচিরাৎ তাহাও ছেদন করিতেছি, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর।

"তাহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রজনী প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিঘনামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুক্কুর লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দ্দভ-কর্ণের ন্যায় বিকৃত, বদন অতি ভীষণ ও বেশ যারপরনাই মলিন। মার্জ্জার সাক্ষাৎ যমদুতের ন্যায় সেই ব্যাধকে সদর্শন করিয়া অতিচিত্তে মূষিককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "সখে! এখন কি করিবে?' তখন মূষিক মার্জ্জারের পাশ ছেদন করিয়া দিল। মার্জ্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র অবিলম্বে বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইল; মূষিকও সেই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী ব্যাধ পাশের নিকট আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

মার্জ্জার-মূষিকের পরস্পর আলাপ—মিত্রনীতি

"অনন্তর বৃক্ষস্থিত মার্জ্জার আপনাকে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্ত্তস্থিত মূষিককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'সখে! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহসা প্রস্থান করিয়াছ। আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতবর্ম্মা বলিয়া কেহই আমার প্রতি আশঙ্কা করে না। তুমি তৎকালে আমার প্রতি বিশ্বাস ও আমাকে জীবন দান করিয়া এক্ষণে সুখানুভবসময়ে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? যাহারা

প্রথমতঃ মিত্রতা করিয়া পরিণামে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করে, বিপদের সময় কখনই তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না। তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপকার করিয়াছ। তুমি আমার পরমবন্ধু; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক সুখভোগ করা তোমার কর্ত্তব্য। শিষ্যগণ যেমন গুরুর সম্মান করে, তদ্রূপ আমার যাবতীয় বন্ধু বান্ধব তোমাকে পূজা করিবে; আমিও তোমাকে তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিত সৎকার করিব। কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণদাতার সম্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তুমি আমার শরীর, গৃহ ও সমুদয় অর্থের অধিকারী হও এবং অমত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া আমাকে পুত্রের ন্যায় শাসন কর। আমি স্বীয় জীবনদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমা হইতে তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। তুমি মন্ত্রণাবলে আমার জীবন রক্ষা করাতে আমি তোমাকে শুক্রের তুল্য বুদ্ধিমান, বলিয়া বোধ করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রবল অসাধারণ বিবেচনা করিয়া তোমারই অধীন হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় [প্রতিজ্ঞা করিতে মনস্থির করা] হইয়াছি।'

"মার্জ্জার এই কথা কহিলে পর মন্ত্রণাবধারণক্ষম [উত্তম মন্ত্রণা নির্ণয়ে পটু] মূষিক আপনার হিতজনক অতি মধুরাক্যে তাহাকে কহিল, 'সখে লোমশ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই যথার্থ। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শত্রু মিত্র উভয়কেই উত্তমরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্মজ্ঞানসাপেক্ষ [উহাতে সূক্ষ্মজ্ঞানের অপেক্ষা আছে—সূক্ষ্মজ্ঞান না থাকিলে ঐরূপ মন্ত্রণা হয় না]। অনেক সময়ে শত্রুগণ মিত্র এবং মিত্রগণও শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা যায়, তাহাদিগকে কামক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও মিত্র নাই; কেবল সামর্থ্যনিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি—যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধন নিবন্ধন কালসহকারে শত্রু মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থবিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোনক্রমেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তদ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কি পিতা, কি মাতা, কি শত্রু, কি মাতুল, কি ভাগিনেয়, কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদয় লোকই আত্মরক্ষায় ব্যর্থ। পিতামাতা অতি প্রিয়পুত্রকেও পতিত বলিয়া অবগত হইলে জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রমরক্ষার্থ অচিরাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব!

'এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই অনায়াসে স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা পাইতেছ, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি নিতান্ত চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক, আত্মরক্ষায়ও সতর্ক হয় না। তুমি প্রথমে বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চপলতানিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই। ফলতঃ

চঞ্চল ব্যক্তিরা বুদ্ধির অস্থৈর্য্যবশতঃ সর্ব্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমাকে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুরবাক্যে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রলোভিত করিতেছ, উহা তোমার ভ্রমমাত্র। আমি যে কারণে উহা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ, করিতেছি, তাহাও শ্রবণ কর। লোকে নিমিত্তবশতঃই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই জগতে সমুদয় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত; ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতিদিগের পরস্পর প্রতিও নিষ্কারণ নহে। যদিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতিশৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংস্রব নাই, তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর, সন্দেহ নাই। কেহ দান, কেহ প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্রপাঠ, হোম ও জপদ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য্যসাধন করিতে পারে, তাহার প্রতিই প্রীতিপ্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতি কারণসাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কারণই আমাদিগের প্রণয়োৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে তুমি যে আমাকে প্রীতিপ্রদর্শন করিতেছ, ইহার কারণ কি? তোমার অভ্যবহারলাভ ব্যতিরেকে উহার আর কোন কারণই অনুভূত হয় না। কিন্তু তুমি যাহাতে আমাকে ভক্ষণ করিতে না পার, আমিও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক আছি।

‘কাল হেতুকে আবিষ্কৃত [প্রকাশ] করিয়া দেয়। হেতু কখনই স্বার্থশূন্য হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। আমি স্বার্থবিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, সুতরাং আমাকে এইরূপ বলা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি অসময়ে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছ। অতএব আমি কদাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইব না। সন্ধি বা বিগ্রহবিষয়ে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। মেঘ যেমন প্রতিক্ষণেই আপনার আকার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তোমার ভাব তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি অদ্যই আমার শত্রু ছিলে, আবার অদ্যই মিত্র হইয়াছ; সুতরাং তোমার যুক্তির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আমরা উভয়ের সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সদ্ভাবও অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু; কার্য্যবশতঃ মিত্র হইয়াছিলে। এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমিও পূর্ব্ববৎ শত্রু হইয়াছ। অতএব বল দেখি, আমি এইরূপ নীতিশাস্ত্র সম্যক অবগত হইয়া তোমার আহারের নিমিত্ত কি প্রকারে পাশমধ্যে প্রবেশ করিব? আমি তোমার বলবীর্য্যে মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং তুমিও আমার প্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়াছ। এইরূপে আমরা স্বার্থসাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার কিরূপে আমাদিগের সমাগম হইতে পারে? আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আমাকে ভক্ষণ করা ব্যতিরেকে তোমার আর কোন অভিসন্ধি নাই।

‘আমি ভোক্ষ্য, তুমি ভোক্তা; আমি দুর্ব্বল, তুমি বলবান; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সন্ধিস্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত হইতে পারে? এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে আমাকে ভক্ষণ করিবার মানসে আমার প্রশংসা করিতেছ। তুমি ক্ষুধাতুর হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই পাশবদ্ধ হইয়াছিলে, এক্ষণে পাশমুক্ত হইয়া ক্ষুধায়

পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কাতর হইয়াছ। তোমার আহারের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কৌশলক্রমে আমাকে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। আর যদিও তোমার আমাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার শুশ্রূষাগ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তোমার পুত্র কলত্রসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা সকলেই তোমার নিতান্ত প্রিয়। উহারা আমাকে সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে? অতএব আমি আর তোমার সহিত সংস্রব রাখিব না। সংস্রব রাখিবার কারণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার শুভানুধ্যান কর। যে শত্রু অভদ্র এবং যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাদ্যদ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছে, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সন্নিধানে কিরূপে গমন করিবে? এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম। তোমাকে দূর হইতে দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কিছুতেই তোমার সহিত সংস্রব রাখিব না। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তবে আমি অনবহিত [অসাবধান] থাকিলে কদাচ আমার অনুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংস্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রম হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে সতত ভয় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি আমা হইতে তোমার অন্য কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তবে বল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। আমি আত্মপ্রদান ব্যতিরেকে আর সমস্ত বস্তুই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। লোকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পুত্র, কলত্র, রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি, সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আত্মরক্ষা করা উচিত। আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত শক্তহস্তে যেসমস্ত ধনরত্ন প্রদান করা যায়, জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার তৎসমুদয় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আত্মসমর্পণ করিলে ধনরত্নের ন্যায় উহা পুনরায় ধন দিয়াও হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিয়াও আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্মরক্ষায় তৎপর ও বিমৃষ্যকারী [বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারক], তাহারা কদাচ আত্মদোষজ আপদে আক্রান্ত হয় না। যেসমস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্তা অবগত হইতে পারে, তাহাদিগের শাস্ত্রার্থদর্শিনী [শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রদর্শনে সমর্থ] সুদৃঢ় বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না।'

'মূষিক বিড়ালকে এইরূপে ভৎসনা করিলে, বিড়াল যারপরনাই লজ্জিত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মূষিক! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার হিতানুষ্ঠানে নিরত, তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ বলিয়া তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আমি ধর্ম্মপরায়ণ, গুণ, কৃতজ্ঞ, মিত্রবৎসল, বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। অতএব আমা হইতে তোমার যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা কি সম্ভবপর হয়? তুমি আজ্ঞা করিলে আমি সবান্ধবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি; অতএব আমার সদৃশ মনস্বীর প্রতি বিশ্বাস করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি কিছুতেই আশঙ্কা করিও না।'

“মার্জ্জার এইরূপে স্তব করিলেও মূষিক গম্ভীরভাবে তাহাকে কহিল, ‘লোমশ! তুমি সাধু; তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে, আমি তাহা সমুদয়ই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন, যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয়, তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি আমাকে স্তবই কর আর ধনই দাও, কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন ব্যতীত কদাচ শত্রুর বশীভূত হয় না। এই বিষয়ে শত্রুরা যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বলবান শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতি ত’ কোনক্রমে বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্তের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করাও কর্ত্তব্য নহে। যত্নসহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধনপুত্রাদি সমুদয় লাভ হইয়া থাকে। অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত। সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্ব্বল হইলে শত্রুগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান হইলেও দুর্ব্বল শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে। হে মার্জ্জার! তুমি আমার অবিশ্বস্ত শত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আত্মরক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর তোমারও জাতিসুলভ পাপাচরণ হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত।’

“মূষিক এই কথা কহিলে মার্জ্জার চণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল। তখন মূষিকও স্বীয় শাস্ত্রতত্ত্ব অনুযায়ী বুদ্ধিসামর্থ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

শত্রু-মিত্র ব্যবহারবিষয়ক বিবিধ নীতি

“হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান মূষিক একান্ত দুর্ব্বল হইয়াও প্রজ্ঞাবলে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্যক শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল; অতএব সুচতুর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। দেখ, মূষিক ও মার্জ্জার পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল। আমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপুর্ব্বক সবিস্তর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উহা আবার সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা একবার বৈরোৎপাদনপূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রতিস্থাপন করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিকৌশলে অন্যকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়; আর নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনার অনবধানতাদোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও নির্ভীকের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। যে সতত এইরূপে সাবধান হয়, সে কখনই বিচলিত হয় না, বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ

সিদ্ধান্ত সন্ধিবিগ্রহবিৎ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এইরূপ শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয় উপস্থিত হইবার পূর্বেই প্রসন্নমনে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সভয় ব্যবহার ও অন্যের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাবধানতা ও ভয় হইতে সূক্ষ্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীক্চিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাকে বিজ্ঞ জানিয়া নির্ভীচিত্তে অবস্থান করে, সে অন্যের মন্ত্রণা কিছুতেই শ্রবণ করে না; আর যে ব্যক্তি ভয়শীল, সে আপনাকে অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানদশী পণ্ডিতের নিকট সতত গমন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অতীতের ন্যায় অবস্থান ও অবিশ্বস্তের সমক্ষে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কিছুতেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

"হে যুধিষ্ঠির! এই আমি পূর্ব্বতন নীতিশাস্ত্রবেত্তাদিগের মত এবং মূষিক ও বিড়ালের প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি ইহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং শত্রুমিত্রের প্রভেদ, সন্ধিবিগ্রহের প্রকৃত অবসর ও আপদমুক্তির উপায় অবধারণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত কোন এক কার্য্য সাধন করিতে হইবে জানিতে পারিলে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া সাবধানে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে সম্যক্ বিশ্বাস করিবে না। এই নীতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই অবিরুদ্ধ। তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভ্যুদয়শালী ও পুনরায় প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। তুমি সতত ব্রাহ্মণগণের সহিত সংস্রব রাখিবে। ব্রাহ্মণেরা ইহলোক ও পরলোকে পরম শেয়োলাভের হেতু। উহারা ধর্ম্মবেত্তা, কৃতজ্ঞ, শুভানুধ্যায়ী; অতএব উহাদিগকে সতত সৎকার করিবে। তাহা হইলে তাহাদিগেরই প্রসাদে তোমার রাজ্য, যশ, কীর্ত্তি ও সন্ততিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যে মার্জ্জারমূষিকের সন্ধিবিগ্রহাত্মক [মিত্রতাকারক ও বিবাদবিষয়ক] বুদ্ধিসংস্কারসম্পাদক [বুদ্ধিপরিমার্জ্জক--বুদ্ধির মালিন্যনাশক] সংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, ধীমান মহীপাল বিপক্ষ-মণ্ডলীমধ্যে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।"

১৩৯তম অধ্যায়
অবিশ্বাসের পাত্র—ব্রহ্মদত্ত-পূজনী বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, সকলের প্রতি, বিশেষতঃ শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যদি কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করিলেই যদি মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা কিরূপে রাজ্যরক্ষা ও কিরূপেই বা শত্রু পরাজয় করিবেন? আপনার মুখে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কথা শ্রবণ করিয়া আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি আমার এই সংশয়চ্ছেদন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূজনীনামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত নরপতির যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কাম্পিল্যনগরে ব্রহ্মদত্তনামে এক নবপতি ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনীনামে এক পক্ষী বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিতেছিল। ঐ পক্ষী ব্যাধের ন্যায় সকল প্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিত। ফলতঃ পূজনী পক্ষী হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ছিল। কিয়দ্দিন পরে সেই অন্তঃপুর মধ্যে পূজনীর এক অত্যুত্তম শাবক জন্মে। পূজনী যে দিবস শাবক প্রসব করে, রাজমহিষীও সেই দিবস এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞা পূজনী রাজকুমারকে আপনার শাবকের ন্যায় স্নেহ করিত এবং প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক দুইটি অমৃততুল্য সুস্বাদু বলাধায়ী ফল আহরণ ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া একটি স্বীয় শাবককে ও অন্যটি রাজপুত্রকে অর্পণ করিত। রাজকুমার সেই ফল ভক্ষণ করিয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"একদা ধাত্রী রাজপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে বালক সেই পক্ষীশাবক অবলোকন করিয়া বালস্বভাবপ্রযুক্ত তাহার নিকট গমন করিল এবং সেই শিশু শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া পুনরায় ধাত্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় পক্ষিমাতা পূজনী ফল আহরণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেখিল যে, রাজপুত্র তাহার শাবককে নিপাতিত করিয়াছে। শাবক বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া পূজনীর দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে বাষ্পকুলনয়নে রোদন করিতে করিতে কহিল যে, 'ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র বাস ও হৃদ্যতা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহারা কার্য্য উপস্থিত হইলেই লোককে সান্ত্বনা এবং কৃতকার্য্য হইলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অতএব ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস করা নিতান্ত অনুচিত। ক্ষত্রিয়েরা লোকের অপকার করিয়া তাহাকে নিরর্থক সতত সান্ত্বনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, আজি আমিও এই কৃতঘ্ন, নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক রাজকুমারের বিশেষ অপকার করিয়া অনুরূপ বৈরনির্য্যাতন করিব। আমার শাবক উহার সহিত একদিনে জন্মগ্রহণ করিয়া একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সতত উহার সহিত একত্র ভোজন ও উহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঐ দুরাত্মা তাহার বধসাধন করিয়া ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে।' পূজনী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চরণদ্বারা রাজকুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে পুনরায় এই কথা কহিল, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে, পাপ তৎক্ষণাৎ

তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। আর যাহারা কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার প্রতিবিধান করে, তাহাতে কখনই তাহাদিগের পুণ্যনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া যদি স্বয়ং তাহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।'

মিত্রতাভঙ্গের দোষ—ব্রহ্মদত্ত-পূজনী কথোপকথন

"অনন্তর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত স্বীয় পুত্রের নয়নদ্বয় উৎপাটিত অবলোকনপূর্ব্বক পূজনী প্রথমে অপকৃত হইয়া পশ্চাৎ অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'পূজনি! আমার পুত্র অগ্রে তোমার অপকার করিলে তুমি পশ্চাৎ প্রত্যুপকার করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের উভয়ের অপরাধই তুল্য হইয়াছে; অতএব তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই অবস্থান কর।'

"তখন পূজনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তি একবার একজনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার নিকট অবস্থান করে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কদাচ তাহার প্রশংসা করেন না; অতএব অপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকল্প। যে ব্যক্তি একবার বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ় ঐরূপ বাক্যে বিশ্বাস করে তাহাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। শত্রুতা এককালে বিনষ্ট হইবার নহে। পরস্পর বৈরভাব জন্মিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয়েরই পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং পুত্র পৌত্র বিনষ্ট হইলে তাহাদের আর পরলোকপ্রাপ্তির উপায় থাকে না; অতএব একবার বৈরসংঘটন হইলে পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখলাভের নিদান। বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একেবারে অবিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য; বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ, বিশ্বাস হইতে ভয় উপস্থিত হইলে তদ্দারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে; কিন্তু স্বয়ং কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। ইহলোকে পিতামাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই সুখ-দুঃখের ভোক্তা। আর ভার্য্যা বীর্য্যহরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য ধনগ্রহণনিবন্ধন শত্রুপদবাচ্য হইয়া থাকে। পরস্পরের একবার বৈরভাব উপস্থিত হইলে আর সন্ধিসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যে কারণে এখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কারণ অতীত হইয়াছে। প্রথমতঃ একজনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহাকে অর্থদান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনও তাহার মনে প্রত্যয় জন্মে না। বলবান লোকের কার্য্য প্রদর্শন করিয়াই দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আমি বহুকাল পর্য্যন্ত পরমসমাদরে তোমার ভবনে বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে যখন তোমার সহিত আমার বৈরভাব জন্মিল, তখন আমি অচিরাৎ এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।

"ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, "পূজনি! লোকে অপকারীর প্রত্যুপকার করিতে তন্নিবন্ধন কদাচ অপরাধী হয় না, বরং তাহাকে ঋণনির্ম্মুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অতএব তুমি

অন্যত্র গমন না করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর।

"পূজনী কহিল, 'মহারাজ! অপকারীর প্রত্যুপকার করিলে পুনরায় কখনই তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, অপকৃত ও প্রত্যুপকৃত উভয় ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত পরস্পরকৃত অপকার জাগরূক থাকে। ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, 'পূজনি! অনেক স্থলে পরস্পরের বিরোধের পর পুনরায় সন্ধিসংঘটন হইয়া বৈরতার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে; ঐ সন্ধিনিবন্ধন তাহাদের কোন অপকারও হয় নাই।'

"পূজনী কহিল, 'মহারাজ! শত্রুতার উপশম কখনই নাই। শত্রুর সান্ত্বনাবাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয়, অতএব অতঃপর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার না হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। বলপূর্ব্বক সুনিশিত শস্ত্রপ্রহারেও যাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহারা কেবল এক সন্ধিপ্রভাবে করেণুলোভাকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায়। অনায়াসে পরাভূত হইয়া থাকে।'

"ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, 'পূজনি! একত্র সহবাস করিলে হত্যাকারী শত্রুর প্রতিও স্নেহভাবের উদয় হয় এবং কুক্কুর ও চণ্ডালের ন্যায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। আর বৈরভাবও পদ্মপস্থিত সলিলের ন্যায় অধিককাল অবস্থান করিতে পারে না।

"পূজনী কহিল, 'রাজন! পণ্ডিতেরা স্ত্রী, বাদ্য, পরুষবাক্য, অপরাধ ও জাতিস্বভাব এই পাঁচটিকে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দামশীল বক্তির সহিত শত্রুতাসংঘটন হইলে প্রকাশ্যরূপেই হউক আর অপ্রকাশ্যরূপেই হউক, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। সুহৃদের সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত গুঢ় হুতাশনের ন্যায়, সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাব অবস্থান করে। অর্থদান, সান্ত্বনা, পুরুষবাক্য-প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা উহা উপশমিত করা যায় না। ফলতঃ পরস্পরের বৈরানল একবার উদ্দীপিত হইলে উহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে। অপকারী ব্যক্তিকে অর্থ বা সম্মানদ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না। তৎকৃত অপকার তাহার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অতঃপর অন্য লোকে আমাদের অপকার করিতে চেষ্টা করিলে, আমরা কখনই পরস্পর সাহায্যদানে যত্ন করিব না। ফলতঃ, আমি বিশ্বাসনিবন্ধন তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর তোমার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না।'

"ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, 'পূজনি! কালপ্রভাবেই সমুদয় কার্য্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কার্য্যনিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপরাধী হইতে পারে না। জীবগণ কালসহকারেই জন্মগ্রহণ এবং সেই কালপ্রভাবেই আবার দেহত্যাগ করিতেছে। এই জগতে কেহ কেহ এককালে ও কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে দেহত্যাগ করিতেছে এবং . কেহ কেহ বা অনেক দিন জীবিত রহিয়াছে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল জীবগণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে; অতএব আমরা পরস্পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের কারণ নহি। কালই প্রতিনিয়ত জীবগণের সুখদুঃখ বিধান করিতেছে। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি স্নেহভাব অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই স্থানে বাস কর। আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না। তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম, তুমিও আমার দোষ মার্জ্জনা কর।

“পূজনী কহিল, মহারাজ! যদি কালকেই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কর, তাহা হইলে বল দেখি, লোকে বন্ধুবান্ধবগণের বিয়োগে কি নিমিত্ত শোকাকুল হয়! যদি কালই সুখ-দুঃখ ও পরাভবের হেতু হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকালে দেবগণ কি নিমিত্ত অসুরদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন? যদি কালসহকারে লোকে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা কি জন্য রোগীর নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করেন? যদি কালই সকল কার্য্যের কারণ হয়, তাহা হইলে লোকে শোকাকুল হইয়া কি নিমিত্ত বিবিধ প্রলাপ করে এবং পাপকর্ত্তাকেই বা কি নিমিত্ত পাপভোগ করিতে হয়? হে মহারাজ! তোমার পুত্র আমার সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া আমিও তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছি, অতঃপর তুমি সুযোগ পাইলেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যে কারণে আমাকে প্রহার করিবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ ভোজন বা ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত পক্ষী গ্রহণ করিবার বাঞ্ছা করে। বধ ও বন্ধন ভিন্ন তাহাদিগের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধই নাই। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা মরণ ও বন্ধনজনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই ভয়প্রযুক্ত মোক্ষতন্ত্র আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। সকলেই দুঃখে কাতর হয় এবং সুখলাভের প্রত্যাশা করে। জরা, অর্থনাশ, অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্ট-বিয়োগ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি পরদুঃখকে দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন দুঃখ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই ভদ্রলোকের নিকট পরের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত হইয়া শোক প্রকাশ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করে, সে কখনই পরদুঃখ-দর্শনে সুস্থির হইতে পারে না।

‘হে মহারাজ! আমরা পরস্পর পরস্পরের যে অপকার করিয়াছি, তাহা শত বৎসরেও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে। অতএব আমাদিগের পুনরায় সন্ধি করা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? পুত্রকে স্মরণ করিলেই আমার সহিত তোমার নতুন বৈরভাব উপস্থিত হইবে। একজনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সন্ধি করিলে ভগ্ন মৃন্ময়পাত্রের সন্ধির ন্যায় [ভগ্নমৃত্তিকাপাত্রের পরস্পর জোড়া লাগানর] উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বার্থশাস্ত্রবেত্তারা অবিশ্বাসকেই সুখের মূলীভূত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্বে শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের নিকট কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাকে মধুলোভে শুষ্কতৃণসমাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত মধুলাভার্থীর ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে শত্রুতা বংশপরম্পরাগত হইতে দেখা গিয়াছে। দুই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা করিয়া পরলোকগমন করিলে অন্যান্য ব্যক্তি সেই দুই জনের পুত্র পৌত্রগণকে সেই শত্রুতায় প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে। ভূপালগণ প্রায়ই শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে তাহাকে পাষাণ-নিপাতিত পূর্ণঘটের ন্যায় চূর্ণ করেন। উঁহারা যাহার অপকার করেন, তাহাকে কখনই বিশ্বাস করেন না। একজনের অপকার করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিলে অবশ্যই দুঃখভোগ করিতে হয়।

“ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, ‘পূজনি! ইহলোকে অবিশ্বাসদ্বারা কাহারও অর্থলাভ হয় না এবং ভয় লোককে মৃতকল্প করিয়া রাখে।”

“পূজনী কহিল, ‘মহারাজ! যে ব্যক্তির চরণদ্বয়ে ক্ষত, সে অতি সাবধানে ধাবমান হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্যই আঘাত লাগিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নেত্ররোগে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ুর প্রতিকূলে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলে নিশ্চয়ই তাহার নেত্ররোগ বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি আপনার বল বিদিত না হইয়া মোহপ্রযুক্ত দুষ্টপথ আশ্রয় করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃষ্টির কালাকাল পরিজ্ঞাত না হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে, সে কখনই শস্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত, কষায় বা মধুর আস্বাদসম্পন্ন বস্তু আহার করে, তাহার সে সমুদয় বস্তু অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়া লোভবশতঃ পথ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অপথ্যবস্তু ভোজন করে, তাহাকে অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। উদারস্বভাব পুরুষেরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন; আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদুই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্যবিহীন মূর্খদিগকেই সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়; অতএব দৈব অবলম্বন করিয়া পরাক্রমসহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদয়ের প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্বস্থানেই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদলাভ করিয়া পরমসুখে কালহরণে সমর্থ হয়েন। উহারা কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হয়েন না।

‘কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। কার্য্যদক্ষ না হইলে অর্থবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নির্ব্বোধেরা গৃহস্নেহে বদ্ধ হইয়া অন্যত্র গমনের বাঞ্ছা করে, তাহাদিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্রা ভার্য্যাগণের দোষে সন্তান প্রসবিনী কর্কটীদিগের [কাঁকড়াদিগের গর্ভবতী কাঁকড়ার সন্তান প্রসবের দ্বার না থাকায় পেট ফাটিয়া মরিয়া যায়] ন্যায় অচিরাৎ অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন মনুষ্য বিদেশে গমন করিতে হইলে আপনাদের বুদ্ধির দোষে “আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ” এই মনে করিয়া যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া থাকে।

স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক অন্য দেশে গমন এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি এ স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রস্থান করিব। আমি তোমার পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিয়াছি বলিয়া আর আমার এ স্থানে বাস করিতে অভিলাষ নাই। কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুরাজা, কুসুহৃদ, কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না; কুভার্য্যাতে অনুরাগ জন্মে না; কুরাজার রাজ্যে সুখ ও কুদেশে জীবিকা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; কুমিত্রের সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয় না এবং অর্থক্ষয় হইলেই কুসম্বন্ধনিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়। যে ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহাকেই ভার্য্যা, যে পুত্র হইতে সুখলাভ হয়, তাহাকেই পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয়, তাহাকেই মিত্র, যে দেশে সুখে জীবিকা

নির্ব্বাহ হয়, তাহাকেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাগণের প্রতি বল প্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহাকেই রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। নরপতি ধর্ম্মজ্ঞ গুণসম্পন্ন হইলেই প্রজাগণ পুত্র, কলত্র ও বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া স্বদেশে সুখে অবস্থান করিতে পারে; আর রাজা অধার্ম্মিক হইলে প্রজাগণকে নিগৃহীত ও বিনষ্ট হইতে হয়। ভূপতিই প্রজাগণের ত্রিবর্গের মূল। অতএব অপ্রমত্তচিত্তে তাহাদিগকে পালন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা প্রজাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সুচারুরূপে প্রতিপালন করেন, তাঁহাকে তস্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজা প্রজাগণকে অভয় প্রদান করিয়া অর্থলোভে বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই অধর্ম্মবুদ্ধি নরপতিকে সকল লোকের নিকট পাপ সংগ্রহপূর্ব্বক নরকগামী হইতে হয়। আর যে রাজা প্রজাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনি অশেষ সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়েন এবং প্রজাগণ সতত তাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে।

'প্রজাপতি মনু নরপতিকে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষিতা, বহ্নি, কুবের ও যম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, তিনি রাজ্যের পিতৃস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিথ্যা-ব্যবহার করে, তাহাকে, তির্য্যগযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। রাজা প্রজাগণের হিতচিন্তা ও দরিদ্রদিগের ভরণ-পোষণ করিয়া তাহাদের জননীর, কোপপ্রভাবে অনিষ্ট দহনপূর্ব্বক অগ্নির, দুষ্টের দমন করিয়া যমের, ইষ্টবিষয়ে অর্থ প্রদানপূর্ব্বক কুবেরের, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গুরুর এবং রাজ্যপালনপূর্ব্বক রক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকে। যে রাজা স্বীয় গুণদ্বারা পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের প্রীতিসম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য কোনকালেই ধ্বংস হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুরবাসীদিগের সম্মান করেন, তিনি উভয় লোকেই সুখভোগ করিতে পারেন। যে রাজার প্রজাগণ সর্ব্বদা করভারে পীড়িত, উদ্বিগ্ন ও বিপদগ্রস্ত হয়, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পরাভূত হইয়া থাকেন। যে ভূপতির প্রজাগণ সরোবরসঞ্জাত উৎপলসমুদয়ের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি ইহলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। বলবানের সহিত যুদ্ধ করা বিধেয় নহে। বলবান্ শত্রু যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার রাজ্যলাভ ও সুখভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।'

"হে ধর্ম্মরাজ! পূজনী মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে এই কথা কহিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অভীষ্টস্থানে প্রস্থান করিল। এই আমি তোমার নিকটে পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর যাহা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, আমার নিকট ব্যক্ত কর।"

১৪০তম অধ্যায়

যুগোচিত ব্যবস্থা—ভরদ্বাজ-শত্রুঞ্জয় সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যুগক্ষয় নিবন্ধন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন এবং লোকসকল বিনষ্টপ্রায় ও দস্যুদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে রাজার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য?"

ভীষ্ম কহিলেন, “মহারাজ! মহীপাল তৎকালে ঘৃণা পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপ অবস্থান করিবেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ভরদ্বাজ-শত্রুঞ্জয় সংবাদ নামক যে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই তুমি ঐ বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সৌবীরদেশে শত্রুঞ্জয় নামে এক মহারথ মহীপাল ছিলেন। তিনি একদা মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট গমন। করিয়া অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তপোধন! অলব্ধ বস্তু কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে এবং বস্তু লব্ধ হইলে কিরূপে তাহার পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধিত হইলে কি উপায়ে তাহার রক্ষাবিধান ও সুরক্ষিত হইলে কিরূপে উহা ব্যয় করা যাইবে?’ রাজা শত্রুঞ্জয় মহর্ষি ভরদ্বাজকে এইরূপে অর্থ নির্ণয়-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি যুক্তি অনুসারে কহিলেন, ‘মহারাজ! রাজা প্রতিনিয়ত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন, নিরন্তর পুরুষকার প্রদর্শন ও শত্রুর রান্বেষণ করিবেন এবং যাহাতে তাঁহার রন্ধ্র সতত প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইবেন। উগ্রতর দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিলে সকলেই ভীত হইয়া থাকে; অতএব দণ্ডদ্বারাই সকলকে শাসন করিতে যত্নশীল হওয়া উচিত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দণ্ডেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সাম, দান প্রভৃতি চারিটি উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

‘আশ্রম[আশ্রয়]স্থান উন্মূলিত হইলে আশ্রয়ীদিগের জীবন বিনষ্ট হয়; বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে উহার শাখাপ্রশাখা-সকলও নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান নৃপতি অগ্রে শত্রুপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পশ্চাৎ উহার পক্ষ ও সহায় উন্মূলনে যত্নবান্ হইবেন। আপৎকাল উপস্থিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণপূর্ব্বক মন্ত্রণা, বিক্রমপ্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্য্য সংস্রব উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এবং কৃতকার্য্য হইলে অবিলম্বেই তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সান্ত্বনা করিবেন এবং সসর্প [সর্পযুক্ত] গৃহের ন্যায় সতত তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা যাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহাকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিবে; পরিণামহিতকারিণী [ভবিষ্যৎ] বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বোধকে এবং প্রত্যুৎপন্নমতি[হঠাৎ উদিত উত্তম বুদ্ধি]দ্বারা পণ্ডিতকে সান্ত্বনা করা উচিত। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি লোকের নিকট অঞ্জলিবন্ধন, শপথ, মিষ্টবাক্যপ্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রুমোচন করিয়াও স্বকার্য্যসাধন করিবে। যতদিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে, তত দিন শত্রুকে স্কন্ধে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে তাহাকে প্রস্তর-নিক্ষিপ্ত [পাথরেব উপর ফেলিয়া দেওয়া] কলসের ন্যায় বিনাশ করিবে। তিন্দুক[গাব]কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়স্কর, কিন্তু তুষানলের [তুষের] ন্যায় নিরন্তর প্রধূমিত[ধূমযুক্ত] হওয়া বিধেয় নহে। বহুপ্রয়োজনসম্পন্ন পুরুষ কৃতঘ্নের সহিত অর্থের কোন সংস্রব রাখিবেন না। কৃতঘ্ন তাহাদের কার্য্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কার্য্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা আবশ্যক।

“রাজা অন্যদ্বারা পোষ্যবর্গকে পোষণপূর্ব্বক কোকিলের [১],

১। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিলেও বর্ণসাম্যে কাক উহাকে কোকিল বলিয়া বুঝিতে পারে না; নিজের ছানাবোধে খাদ্য দিয়া রক্ষা করে; কিন্তু স্বর ফুটিলে চিনিতে পারিয়া যখন ঠোকরাইতে যায়, তখন কোকিল উড়িয়া পলায়; তাই কোকিলের অপর নাম অন্যপুষ্ট।

শত্রুবর্গের মূলোৎপাটন করিয়া বরাহের [২], অনুলঙ্ঘনীয়তা দ্বারা সুমেরুপর্ব্বতের [৩] এবং বিবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক নটের অনুকরণ করিবেন।

২। কৃষিকুশল কৃষক জমির মধ্যে স্থানে স্থানে কিছু গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া কুক্কুরে-আলু বা লতা-আলু পুঁতিয়া দেয়। শূকরেরা সেই আলু খুলিয়া খাইবার জন্য দাঁত দিয়া জমি এইরূপে চষিয়া ফেলে যে, হাল-চাষে তাহা হয় না। বলা বাহুল্য—যে সব জমি বাচাট—যাহাতে অধিক জন-মজুর খরচ করিতে হয়, সেই সব জমিতেই ঐরূপ করা হইয়া থাকে।

৩। অলজ্ঘনীয়তা—উচ্চ প্রাচীর দুর্গাদিদ্বারা রক্ষিত রাজ্য লঙ্ঘনের অযোগ্য

শূন্যগৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাঁহার অতীব কর্ত্তব্য। মহীপাল প্রতিনিয়ত উদ্‌যোগসম্পন্ন হইয়া শত্রুগৃহে গমন এবং উহার কোন অমঙ্গল থাকিলেও উহার মঙ্গল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। অলস, অভিমানী, উদ্যোগশূন্য, লোকাপবাদভীত ও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি কিছুতেই অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শত্রুগণ আপনাদিগের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পরছিদ্রের অনুসন্ধান করে, অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অঙ্গগোপন ও আপনার ছিদ্রসংবরণে যত্নবান হওয়া, সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ, বৃকের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায় শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমস্ত কার্য্য যুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদয় কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুচতুর ভূপতি বংশাদিদ্বারা কার্ম্মুক প্রস্তুত করিবেন; মৃগের ন্যায় সতর্কচিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবেন; সময়ক্রমে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশকাল সম্যক্ বিচার করিতে অসমর্থ হইলে বিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। কালাকাল ও বলাবল অবধারণপূর্ব্বক সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

"যে রাজা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া দণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক শাসন না করেন, গর্ভবতী অশ্বতরীর [খচ্চরীর] ন্যায় তাঁহাকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা পুষ্পিত হইয়াও অফল, ফলিত হইয়াও একান্ত দুরারোহ এবং অপক্ক হইয়াও পক্কের ন্যায় দৃষ্ট হয়েন, তাঁহাকে কদাচ শীর্ণ হইতে হয় না। রাজা বাক্যদ্বারা অর্থীদিগের আশা বলবতী করিয়া পরে বিশেষ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বার বার সেই আশায় বিদ্যানুষ্ঠান করিবেন। যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে; কিন্তু ভয় উপস্থিত হইয়াছে। দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্য সঙ্কটে পতিত না হইলে কদাচ মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহারই সমস্ত মঙ্গল হস্তগত হয়। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্বে উহা সম্যক্‌রূপে অবধারণ, উপস্থিত হইলে যে-কোন প্রকারে হউক নিবারণ এবং সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক।

"উপস্থিত সুখপরিত্যাগ ও অনুপস্থিত সুখের প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত নহে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্তচিত্তে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রতিবোধিত [জাগরিত] হয়। যে-কোন উপায়ে হউক, আপনার দুরবস্থা

মোচন এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহারা শত্রুর বিপক্ষ, সতত তাহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। যাহারা আপনার চর, তাহাদিগকেও শত্রুকর্ত্তৃক প্রেরিত আশঙ্কা করিবে এবং আপনার ও শত্রুর চরদিগকে বিলক্ষণ পরিচিত করিয়া রাখিবে। পাষণ্ডতাপস [কপট তপস্বী—অন্তরে কু মতলবকারী, বাহিরে বিশুদ্ধ বেশধারী] প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর। লোকের কন্টকস্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান [বেড়াইবার স্থান], শূন্যসাগর [মদ্যাদি পানের স্থান], পানাগার, বেশ্যাপল্লী, তীর্থ ও দূতসভায় প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে; উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্কাশিত করা আবশ্যক। অবিশ্বস্তের প্রতি কদাচ বিশ্বাসস্থাপন করিবে না; বিশ্বাসীর প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সবিশেষ না জানিয়া একজনকে বিশ্বাস করিলে বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে; অতএব যাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, অগ্রে তাহাকে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইবে।

"যাহাদিগের নিকট হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে তাহাদিগকে বিলক্ষণ শঙ্কা করিবে; আবার যাহাদিগের নিকট হইতে কোন শঙ্কারই সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকেও শঙ্কা করা আবশ্যক। কারণ, ঐ ব্যক্তি হইতে যদি কোন কারণবশতঃ কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কাষায়বস্ত্র পরিধান, জটাজিনধারণ ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা সুহৃৎ যে কেহ হউক না কেন, অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিতচিত্তে তাহার শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, গুরুও অবিবেচক, গর্ব্বিত ও উজ্জ্বল হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার দণ্ডবিধান করা অসঙ্গত নহে। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি প্রত্যুত্থান [মান্যব্যক্তি উত্থিত হইলে স্বয়ং উত্থান], অভিবাদন ও দ্রব্যাদিসম্প্রদান। দ্বারা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড পতঙ্গ যেমন বৃক্ষের সমুদয় ফল-পুষ্প ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ তাহার সমস্ত পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পরের মর্ম্মপীড়ন দারুণ কর্ম্মসাধন ও মৎস্যঘাতীর ন্যায় অনেকের প্রাণবিনাশ না করিলে কদাচ মহতী শ্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতিনিবন্ধন [নামমাত্রে] কেহ বা শত্রু বা কেহ মিত্র হয় না; লোকে কার্য্যবশতঃই অন্যের শত্রু ও মিত্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। শত্রু আক্রান্ত হইয়া অতি করুণস্বরে পরিতাপ করিলেও তাহার বাক্যশ্রবণে দুঃখপ্রকাশ বা তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বাপকারীকে যেকোন প্রকারে হউক, বিনাশ করা উচিত। লোকসংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বিধেয়। আর যে ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিগ্রহ করাই শ্রেয়স্কর।

"কাহাকে প্রহার করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়া তাহাকে প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা করা উচিত। লোকের শিরচ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত রোদন ও শোকপ্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহার সম্পদ্লাভের ইচ্ছা আছে, তিনি সান্ত্ববাদ, সম্মান ও তিতিক্ষা [ক্ষমা] প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করিবেন। উহা অপেক্ষা অন্যের চিত্তরঞ্জনের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। যাহাতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, সেরূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বাহুদ্বারা নদী সন্তরণ করা অতি মূঢ়ের কার্য্য। গোবিষাণ [গরু প্রভৃতির শৃঙ্গ কলিকালে গোর শৃঙ্গভক্ষণ কেবল অনর্থক নহে,

অত্যন্ত অপবিত্র। এখানে অতিশুষ্ক নীরস শৃঙ্গমাত্র প্রদর্শনই উদ্দেশ্য, গো সামান্যতঃ নির্দ্দেশ।] ভক্ষণ অনর্থক ও আয়ুঃক্ষয়কর, উহাতে কেবল দন্তসকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব যাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবিধ পীড়া আছে। ধর্ম্মদ্বারা অর্থের, অর্থদ্বারা ধর্ম্মের এবং কামদ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকেরা ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎলোকেরা ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবনধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ফলসমুদয়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর অবশেষ রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমুদয়ের অত্যল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহারা পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ঋণ, পরাভূত শত্রু ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা ঘোরতর অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কণ্টক সমূলে উন্মলন না করিলে তদ্বারা বিলক্ষণ পীড়া জন্মে সন্দেহ নাই কার্য্যই সম্যকরূপে সম্পাদন করা এবং সতত সাবধান হওয়া আবশ্যক।

“মনুষ্যবিনাশ, মার্গদূষণ [মারণযন্ত্রণাদিদ্বারা পথ অগম্যকরণ] গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা পররাষ্ট্র বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ লোক গৃধ্রের ন্যায় দূরদর্শী, বকের ন্যায় নিশ্চল, কুক্কুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইঙ্গিতজ্ঞ হইরে এবং ভুজঙ্গের ন্যায় নিরুদ্বেগে শত্রুর দুর্গমধ্যে সত্বর প্রবেশ করিবে। বীরকে প্রণতি, ভীরুকে ভয়প্রদর্শন ও লুব্ধকে অর্থদানদ্বারা আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই উচিত। শত্রুগণ রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভেদোৎপাদন ও প্রিয় বয়স্যের নিকট অনুনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বশে আনয়ন করিলেও যাহাতে উহারা আমাত্যগণকে ভেদ বা বিনাশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান হওয়া উচিত। মহীপাল মৃদুস্বভাব হইলে সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করে এবং অতিশয় উগ্র হইলে সকলেই তাহা হইতে ভীত হয়; অতএব অবসর বুঝিয়া মৃদুতা বা উগ্রতা অবলম্বন করা রাজার আবশ্যক। মৃদুতাদ্বারা মৃদু ও দারুণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পা; মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। যে ব্যক্তি সময়ানুসারে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য ও শত্রুবিনাশে সমর্থ হয়।

“পণ্ডিতের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্ব্বক আপনাকে দূরস্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বুদ্ধিমানের শাহুদ্বয় অতি সুদীর্ঘ; তিনি অপকৃত হইলে সেই বাহুদ্বয়প্রভাবে দুরস্থ শত্রুরও অপকারসাধনে সমর্থ হয়েন। যাহা পার হইবার নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু যাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কদাচ অপহরণ করিবে না। যাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত খননপ্রয়াস [মাটী খোঁড়ার শ্রম] স্বীকার করা বিধেয় নহে এবং যে শত্রুর মস্তক ছেদন করিতে পারা যায় না, তাহাকে প্রহার করা নিতান্ত অনর্থক।

“এই কয়েকটি উপদেশ আপৎকালের নিমিত্ত কীর্ত্তন করিলাম। অন্য সময়ে ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইলে ইহার

অনুষ্ঠান পাপজনক হইতে পারে না। আমি তোমার হিতসাধনোদ্দেশেই এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

"হে ধর্ম্মরাজ! রাজা শত্রুঞ্জয় হিতার্থ মহর্ষি ভরদ্বাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অক্ষুব্ধমনে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণসমভিব্যাহারে পরমসুখে রাজশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন।"

১৪১তম অধ্যায়

অধর্ম্মনষ্টরাজ্যকথা—বিশ্বামিত্র-চণ্ডালসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পরম ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় ও সকল লোককর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত, অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় ও ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত, নিয়মবিনষ্ট প্রজাবর্গ ভূপাল ও তস্করগণকর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত, সমস্ত আশ্রম পাপভারে অভিভূত, দুরাত্মাদিগের কাম, লোভ ও মোহপ্রভাবে সকলেই শঙ্কিত ও অবিশ্বস্ত, ছলপ্রভাবে পরস্পর নিহত ও বঞ্চিত, গ্রামনগরাদি বহ্নির দ্বারা প্রদীপ্ত, ব্রাহ্মণগণ একান্ত সন্তপ্ত, পরস্পরের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন এবং বৃষ্টির অভাবে শস্যসমুদয় শুষ্কপ্রায় হইলে ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পপ্রভাবে পুত্র-পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিকানির্ব্বাহার্থ কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন; আর ভূপতিই বা ঐরূপ অবস্থায় কিরূপে জীবনধারণ করিবেন এবং কি প্রকারে ধর্ম্ম ও অর্থ আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন? আপনি এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! রাজ্যের যোগক্ষেম [প্রজাগণের নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা] অভিলাষানুরূপ বৃষ্টি এবং প্রজাবর্গের মধ্যে ভয়, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব সমস্তই রাজার পাপপুণ্যপ্রভাবে ঘটিয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের আবির্ভাবও ভূপালের দোষগুণমূলক সন্দেহ নাই। প্রজাবর্গের উচ্ছেদের নিদানভূত পূর্ব্বোক্তরূপ বিপদের অবস্থা উপস্থিত হইলে লোকে বিজ্ঞানবল অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। এইস্থলে বিশ্বামিত্র-চণ্ডালসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর।

দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত রাজ্যের অবস্থা

"পূর্ব্বে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন দ্বাদশ বৎসর ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় বৃহস্পতি প্রতিকূলগমন ও শশধর দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিলেন। মেঘের কথা দূর থাকুক, রাত্রিশেষে বিন্দুমাত্র নীহার দর্শন করাও লোকের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নদীর জল শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল। সরোবর, কুপ ও প্রস্রবণের শোভা এককালে তিরোহিত হইল। সলিলসাগর উচ্ছিন্ন হইয়া গেল; ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বষট্কার [দেবপূজাদি কার্য্যের অভাব-পূজাভাবে পূজাঙ্গ ন্যাসাদি কার্য্যকলাপ] ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্যসমুদয় পরিত্যাগ করিলেন। লোকে কৃষি ও পশুপালনকার্য্যে এককালে পরাঙ্মুখ হইল। বিপণি ও আপণ উন্মূলিত [দোকান, বাজার বন্ধ] হইয়া গেল। সকল লোকের আমোদপ্রমোদ তিরোহিত হইল। চতুর্দ্দিক্ কঙ্কাল[মড়ার হাড়]সঙ্কুল ও ভূতগণের

চীৎকারে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। গ্রামনগরাদিসমুদয় শূন্যপ্রায় হইল। চারিদিকে গৃহদাহ হইতে লাগিল। প্রজারা কোনস্থলে তস্কর, কোনস্থলে অস্ত্রশস্ত্র, কোথাও বা নৃপতির ভয়ে ভীত হইয়া গ্রামনগরাদি পরিত্যাগ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবালয়সমুদয় বিনষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধলোকসকল পৌত্র-পুত্রাদিকর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাশিত এবং গো, অজ, মেষ ও মহিষসকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ওষধিসমুদয় নিঃশেষিত ও মনুষ্যসকল মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহই কাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে পৃথিবীতে এইরূপ বিবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে মনুষ্যেরা ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ নিয়ম, হোম, দেবার্চ্চনা ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

ক্ষুধাক্লিষ্ট বিশ্বামিত্রের চণ্ডালগৃহেগমন

"ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্ষুধার্থ হইয়া গৃহ ও পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও জপহোমাদি কার্য্যে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক অরণ্যমধ্যে প্রাণীঘাতক হিংস্র চণ্ডালদিগের পল্লী অবলোকনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও উষ্ট্রের অস্থি ও কপাল এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রে উহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; গৃধ্রসমুদয় নির্ম্মাল্যদ্বারা সুসজ্জিত এবং কুটির ও মঠসকল ভুজঙ্গনির্ম্মোকমাল্যে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন স্থানে কুক্কুটরব ও কোন স্থান গর্দ্দভের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে চণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোন স্থলে উলূক ও নানাবিধ পক্ষীর প্রতিরূপে [চিত্রে] সমলঙ্কৃত দেবালয়সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থলে লৌহঘণ্টা অনবরত ধ্বনিত হইতেছে এবং কোন স্থলে কুক্কুরসমুদয় দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

"মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া সেই চণ্ডালপল্লীমধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বারংবার প্রার্থনা করিয়াও মাংস-অন্ন ও ফল-মূল প্রভৃতি কোন বস্তুই প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি শারীরিক দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন হা কি কষ্ট! এই কথা বলিয়া এক চণ্ডালের আলয়ে নিপতিত হইলেন এবং যাহাতে আপনার বৃথা মৃত্যু না হয় ও যাহাতে দুরবস্থা দূর হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই চণ্ডালগৃহে সদ্যোনিহত [টাটকা] কুক্কুরের মাংসখণ্ড তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, "আমাকে যে-কোন প্রকারে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপহরণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত এক্ষণে প্রাণধারণের উপায়ান্তর নাই। আপৎকালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধুব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, আপৎকালে ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার্থ চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। অগ্রে নীচ, পরে তুল্য ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে। উহাদিগের নিকট দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিকের দ্রব্য গ্রহণ করাও অবিধেয় নহে। অতএব অগ্রে আমি

এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব। এই অপহরণনিবন্ধন আমাকে কখনই চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে না।' মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

মাংসগ্রহণে বিশ্বামিত্র-চণ্ডালের উক্তি-প্রত্যুক্তি

"অনন্তর বিভাবরী [রাত্রি] ক্রমশঃ গাঢ় ও চণ্ডালগণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে মহর্ষি কৌশিক নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই চণ্ডালের কুটিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে সেই ভীষণদর্শন শ্লেম্মাজড়িতলোচন চণ্ডাল জাগরিত ছিল। সে কুটিরমধ্যে মনুষ্য প্রবিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রুক্ষস্বরে কহিল, 'এক্ষণে সমস্ত চণ্ডালেরাই নিদ্রিত হইয়াছে, কেবল আমিই জাগরিত রহিয়াছি; আমার গৃহে কোন্ ব্যক্তি কুক্কুরমাংস অপহরণ করিতে আসিয়াছে? অদ্য নিশ্চয়ই তাহার জীবনসংশয় উপস্থিত।' তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ভীত এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন একান্ত লজ্জিত হইয়া চণ্ডালকে কহিলেন, 'আমি বিশ্বামিত্র; ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তুমি সাধুদর্শী হও, তাহা হইলে আমাকে বধ করিও না।'

'চণ্ডাল বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও নেত্র হইতে অমার্জ্জনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 'ভগবন্! আপনি এই রাত্রিকালে কোন্ কার্য্যসাধনার্থ এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন?' তখন মহর্ষি চণ্ডালকে সান্ত্ববাক্যে কহিলেন, 'আমি ক্ষুধিত ও মৃতকল্প হইয়া তোমার এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিব বলিয়া আসিয়াছি। বুভুক্ষিত [ক্ষুধিত] ব্যক্তির লজ্জা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? দেখ, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; ক্ষুধাপ্রভাবে আমার জীবন অবসন্ন ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি অতিশয় দুর্ব্বল ও খাদ্যাখাদ্যবিচারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। এই নিমিত্তই তস্করকার্য্য অধর্ম্ম জানিয়াও কুক্কুরের এই পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমি তোমাদিগের পল্লীমধ্যে ভিক্ষার্থ বিস্তর, পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি কিছুমাত্র ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়া আমি এই পাপকার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। দেখ, অগ্নি দেবগণের মুখ ও পুরোহিতস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পবিত্র বস্তু ভিন্ন অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তথাচ তাঁহাকে অগত্যা সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব অগ্নি যেমন খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেন না, আমাকেও এক্ষণে তদ্রূপ খাদ্যাখাদ্যবিচারপরাঙ্মুখ হইতে হইয়াছে।' তখন চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি হয়, আমার নিকট সেইরূপ উপদেশ শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা আপনার অবশ্যই কর্ত্তব্য হইতেছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, কুক্কুর শৃগাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট আর উহার অন্যান্য স্থানের মাংস অপেক্ষা পৃষ্ঠমাংস অতিশয় অপবিত্র। বিশেষতঃ অভোগ্য চণ্ডালধন অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মগর্হিত, সুতরাং এই বিষয়ে অধ্যবসায় প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে জীবনধারণের নিমিত্ত অন্য উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করুন। মাংসলোভে তপস্যা বিনষ্ট করিবেন না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর বিধানে [ধর্ম্মের বিপর্য্যয়বিধানে—অধর্ম্মাচারণে]

প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আপনি ধার্ম্মিকপ্রধান; অতএব পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আপনার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।'

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র চণ্ডালকওক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, 'আমি অনাহারে বহুদিন ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু প্রাণধারণের কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারি নাই। লোকে নিতান্ত অবসন্ন হইলে যে-কোন প্রকারে হউক প্রাণধারণ করিবে এবং তৎপরে সমর্থ হইলে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রের ন্যায় এবং ব্রাহ্মণগণের অগ্নির ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। বেদ বহ্নিস্বরূপ, সেই বেদই আমার প্রধান বল। আমি সেই বলপ্রভাবেই এই কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিব। যাহাতে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মৃত্যু অপেক্ষা প্রাণরক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। লোকে জীবিত থাকিলে অনায়াসেই ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব আমি জীবনধারণের অভিলাষ করিয়াই বুদ্ধিপুর্ব্বক অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি এক্ষণে এই বিষয়ে অনুমোদন কর। আমি জীবিত থাকিলে অনায়াসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব এবং আলোক যেমন গাঢ়তর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে, দ্রুপ তপঃ ও বিদ্যাপ্রভাবে অশুভসমুদয় উচ্ছিন্ন করিব।

"চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন। এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে আপনার সুদীর্ঘ আয়ু বা অমৃতপানের ন্যায় তৃপ্তিলাভ হইবে না। অতএব আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংসভক্ষণে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উহা ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'এই দুর্ভিক্ষকালে অন্য মাংস নিতান্ত সুলভ নহে; আমারও কিছুমাত্র অর্থসংস্থান নাই। বিশেষতঃ এক্ষণে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজনলাভের উপায়ান্তর অবধারণে অসমর্থ হইয়াছি; সুতরাং এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে।' চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পঞ্চনসম্পন্ন শল্লকী প্রভৃতি পাঁচ জন্তু [শশক, সজারু, গোধা, গণ্ডার ও কচ্ছপ] ভক্ষণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত; অতএব আপনি এই অভক্ষ্যভক্ষণে কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না।'

"বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'মহর্ষি অগস্ত্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাতাপি অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব আমি এই দুর্ভিক্ষকালে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে কখনই পাপে লিপ্ত হইব না।' চণ্ডাল কহিল, তপোধন! আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস গ্রহণ করা আপনার কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। আমি তাঁহাদিগেরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি। অতএব ঐ উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তুর অভাবে এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করা আমার অকর্ত্তব্য নহে।' চণ্ডাল কহিল, 'ভগবন্! অসাধু লোকে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা কদাচ নিত্যধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ অকার্য্যসাধন করা সাধুলোকের কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি ছলক্রমে এই অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'ঋষি হইয়া অশ্রদ্ধেয় ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত নিন্দনীয়; কিন্তু আমার মতে পশুজাতিত্বনিবন্ধন মৃগ ও কুক্কুর উভয়ই তুল্য; অতএব আমি অবশ্যই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিব।' চণ্ডাল

কহিল, মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনরক্ষার নিমিত্ত তৎকালে অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। উহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। যেকোন উপায়ে হউক, ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।'

"বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'দেহ আমার মিত্র, প্রিয়তম ও পূজ্য; সেই দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; নৃশংস চণ্ডালগণকে দেখিয়াও আমার কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না।' চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! সাধুব্যক্তিরা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ষ্যভক্ষণে তাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না। অনেকে ক্ষুধাকে পরাজিত করিয়া স্ব স্ব অভিলাষ সুসম্পন্ন করিয়াছেন; অতএব আপনি ক্ষুধা পরাজয় করিতে যত্নবান হউন।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'প্রায়োপবেশনে প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বটে, কিন্তু যাহার জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, অনাহারদ্বারা দেহ শুষ্ক করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম-লোপ হইয়া থাকে। ফলতঃ দেহরক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদিও কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া আমাকে অল্প পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আমি পরিশেষে তাহা ব্রতাদিদ্বারা নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইব। সূক্ষ্মবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে আপৎকালে কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস-ভক্ষণ নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়; আর মোহবুদ্ধিপ্রভাবে এই বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহা সদোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি যে কুক্কুরের মাংসভক্ষণে দোষ নাই বলিয়া স্থির করিয়াছি, উহা যদি আমার ভ্রান্তিমূলক হয়, তথাপি কুক্কুরমাংস ভোজন করিলে আমাকে তোমার ন্যায় চণ্ডাল হইতে হইবে না। ঐ পাপের প্রতিবিধান করিতে আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।' চণ্ডাল কহিল, 'আমার মতে ব্রাহ্মণের এই কুক্কুরমাংস-ভক্ষণজনিত পাপ নিতান্ত নিন্দনীয়, এই নিমিত্তই আমি দুষ্কর্ম্মান্বিত চণ্ডাল হইয়াও আপনাকে ভৎসনা করিতেছি।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'যদিও গো-সমুদয় সলিলের উপরিভাগে বিচরণ এবং মণ্ডুকেরা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, তথাপি তোমার ধর্ম্মে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করা তোমার উচিত নহে।'

"চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! আপনার প্রতি আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে, এই নিমিত্তই আমি মিত্রভাবে আপনাকে শাসন করিতেছি; অতএব আপনি লোভপ্রভাবে কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়া পাপে লিপ্ত হইবেন না।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'তুমি যদি আমার সুখাভিলাষী মিত্র হও, তাহা হইলে অবিলম্বে আমাকে এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি ধর্ম্মপথ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব তুমি আমাকে এই কুক্কুরমাংস প্রদান কর; ইহা ভক্ষণ করিলে আমাকে কিছুমাত্র অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না।' চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! এই কুক্কুরমাংস আমার ভোজ্যদ্রব্য, অতএব আমি ইহা আপনাকে দান করিতে পারি না এবং আপনি ইহা অপহরণ করিলেও সহ্য করিতে সমর্থ হইব না। বিশেষতঃ আমি কুক্কুরমাংসদাতা ও আপনি উহার গৃহীতা হইলে আমাদের উভয়কেই ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই এই পাপাচরণপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়া পরিশেষে পুণ্য অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মোপার্জন

করিব। এক্ষণে তুমিই বল দেখি, অনাহারে প্রাণপরিত্যাগ ও অভক্ষ্য ভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন, এই দুইটির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট?'

"চণ্ডাল কহিল, 'ধর্ম্মকার্য্যবিষয়ে আত্মাই সাক্ষী; অতএব এই দুইটির মধ্যে কোনটি অপকৃষ্ট, আপনিই তাহা বিলক্ষণ অবগত হইতেছেন। কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি কুক্কুরমাংস ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার আর অখাদ্য কিছুই নাই।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'অনাহারে প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে অভোজ্য বস্তুও ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহাতে হিংসার লেশমাত্র নাই, আপৎকালে সেই অভোজ্য ভোজন করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। উহাদ্বারা জনসমাজেও নিতান্ত নিন্দনীয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

"চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! যদি প্রাণধারণই প্রধান কার্য্য বলিয়া আপনি কুক্কুরমাংসভক্ষণ দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে ত' আপনার বেদ ও আর্য্যধর্ম্মকে গ্রাহ্য করা হইল না এবং খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'বস্তু ভোজ্য বা অভোজ্যই হউক, তাহা ভোজন করিলে প্রাণীহিংসার ন্যায় ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয় না। সুরাপান করিলে পতিত হয়, ইহা শাস্ত্রের শাসনমাত্র। অবৈধ মৈথুন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যসমুদয় লোককে এককালে পুণ্যচ্যুত ও ঘোরতর পাপে লিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।' চণ্ডাল কহিল, যিনি অস্থান হইতে বা আগ্রহাতিশয় সহকারে চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা কুক্কুরমাংস গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই তন্নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয়। যাহার গৃহ হইতে উহা অপহৃত হয়, তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই।'

বিশ্বামিত্রের কুক্কুরমাংসগ্রহণ

"চণ্ডাল এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কুক্কুরমাংস গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, সহধর্ম্মিণীসমভিব্যাহারে সেই বনমধ্যে প্রাণরক্ষার্থ উহা ভক্ষণ করিবেন বিবেচনা করিয়া অগ্নি আহরণপূর্ব্বক ঐন্দ্রাগ্নেয় বিধি অনুসারে চরু প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর তিনি সেই চরুর অংশ প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দৈব ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র দৈব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাগণের জীবন রক্ষার্থ প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জলপ্রভাবে বিলক্ষণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান বিশ্বামিত্র বিধিপূর্ব্বক দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিয়া স্বয়ং সেই কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিলেন। ঐ মহাত্মা পরিশেষে তপঃপ্রভাবে আপনার পাপ অপনীত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখে নিপতিত হইলে যে-কোন উপায়ে হউক, আপনাকে উদ্ধার করিবেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনরক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অশেষবিধ মঙ্গল ও পুণ্যলাভে সমর্থ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধি প্রভাবেই ধর্ম্মাধর্ম্মের যথার্থ নির্ণয় করিয়া থাকেন।"

১৪২তম অধ্যায়
সংসারনির্ব্বাহের লৌকিক নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যদি মিথ্যাবাক্যের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ঘোরতর কার্য্যসমুদয়ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তবে কোন্ কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে? আর দস্যুরাই বা কি নিমিত্ত জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে? আপনার বাক্যশ্রবণপুর্ব্বক ধর্ম্ম নিতান্ত শিথিলবদ্ধ[ধর্ম্মের বাঁধ শিথিল] হইল বিবেচনা করিয়া আমার মন একান্ত অবসন্ন ও মোহজালে জড়িত হইতেছে এবং কোনক্রমেই আপনার উপদেশানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ আমি কেবল বেদাদি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি না। বিদ্বান ব্যক্তিরা লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া থাকেন। নরপতিদিগের নানা বিষয় হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করা আবশ্যক। পরে একমাত্র শাখা অবলম্বন করিলে কখন লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিজনক ধর্ম্ম ও সজ্জনদিগের আচার পরিজ্ঞাত হইয়া ভূপালগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নরপতি স্ব স্ব বুদ্ধিবলেই জয়লাভ ও ধর্ম্মসংস্কারে সমর্থ হইতে পারেন। রাজধর্ম্ম বহুশাখাসঙ্কুল। অধ্যয়নকালে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা না করিলে অথবা উহার একদেশমাত্র শিক্ষা করিলে উহাতে সম্যক জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য্য কখন ধর্ম্ম ও কখন অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা বিশেষ অবগত হইতে অসমর্থ, তার পদে পদে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব প্রথমতঃ বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের যথার্থ অবগত হইয়া, পরে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক।

‘নরপতি আপৎকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে মূঢ়েরাই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই তাহার দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েন না। কেহ কেহ যথার্থজ্ঞানী এবং কেহ কেহ বৃথাজ্ঞানসম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও অর্থশাস্ত্রের অপ্রমাণতা প্রতিপাদন। যাহারা, কোন জীবিকানির্ব্বাহ বিদ্যালাভের কামনা করে। তাহারা মনুষ্যসমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণতবুদ্ধি মূঢ়ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধানপূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে। যাহারা মূখের ন্যায় বাক্যবারণপূর্ব্বক অন্যের অপবাদদ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নররাক্ষস ও বিদ্যার [ব্যবসাদারী বিদ্বান] বণিক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছে যে, বৃহস্পতির মতে কেবল অন্যের সহিত তর্কবিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে হইলে অন্যের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বচনই অনর্থক নহে। লোকে কেবল যথার্থ মর্ম্ম বোধগম্য

করিতে না পারিয়াই সংশয়াসম্পন্ন হয়। কেহ কেহ লোকযাত্রানির্ব্বাহকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুনির্দ্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ক্রোধপরবশ বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভামধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কেহই তাহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করে না। অনেকে বেদার্থঘটিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেই বা কেবল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানলাভনিবন্ধন তর্কবিহীন বচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বা যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা শাস্ত্রদূষিত বলিয়া তাহার অনর্থকতা সম্পাদন করে; অতএব যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই উচিত। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের সংশয়নাশার্থে তাহাদিগকে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছিলেন।

"সন্দেহসঙ্কুল জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান; অতএব তুমি অচিরাৎ সংশয়কে সমূলে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা কর।

"আমি এক্ষণে তোমাকে যে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে স্বীকার না করা তোমার কখনই উচিত নহে। তুমি যে অতি উগ্র কর্ম্ম-সম্পাদনের নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অনেকে আমাকে নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সংগ্রামে পুরুষকারপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যলোলুপ অসংখ্য ভূপতিকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি। ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়গণকে সাধারণের হিতসাধনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাণীগণের লোকযাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতেছে। আর দেখ, অবধ্যকে বিনাশ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বিনাশ না করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে প্রজাগণ বৃকের ন্যায় পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করে। যে রাজার অধিকারমধ্যে দস্যুগণ পরবিত্ত অপহরণ করিয়া ভ্রমণ করে, তিনি ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্কস্বরূপ। এক্ষণে বেদজ্ঞানসম্পন্ন সংকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে অমাত্যপদে অভিষেক করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনপূর্ব্বক পরমসুখে রাজ্যশাসন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপতি প্রজাপালনের পদ্ধতি বিশেষরূপে অবগত না হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক করগ্রহণ করেন, তিনি ক্লীব বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং যিনি উগ্রতা ও মৃদুতা এই উভয় অতিক্রম না করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি যারপরনাই প্রশংসা লাভ করেন, অতএব প্রথমতঃ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ, ও পরিশেষে মৃদুতা অবলম্বন করা তোমার-কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্লেশকর। তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে বলিয়াই আমি তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। দেখ, ভগবান বিধাতা তোমাকে উগ্রকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব রাজ্যশাসন করাই তোমার উচিত। ধীমান্ শুক্রাচার্য্য নিয়ত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজধর্ম্মে এমন কোন্ নিয়ম আছে, যাহা কোন কালে কাহারও লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে?"

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! তুমি বিদ্যাবৃদ্ধ, তপস্যানিরত, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণের নিয়ত সেবা করিবে। উহাই অতি উৎকৃষ্ট পবিত্রধর্ম্ম। তুমি দেবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলে নানাবিধ অনিষ্টসাধন করিতে পারেন। উহাদের প্রীতি অমৃত ও ক্রোধ বিষতুল্য। উহাদের প্রতিনিবন্ধন লোকের মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ হয় এবং উহারা ক্রুদ্ধ হইলে দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।”

১৪৩তম অধ্যায়

শরণাগত-বাৎসল্য—ভার্গব-মুচুকুন্দ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি সমুদয় শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিলে যে মহান ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শিবি প্রভৃতি মহাত্মা মহীপালগণ শরণাগত প্রাণীগণের রক্ষাবিধানপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এক কপোত শরণাগত শত্রুর যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় মাংস প্রদানপূর্ব্বক তাহার ক্ষুধাশান্তি করিয়াছিল।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কপোত কিরূপে শরণাগত শত্রুকে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার কি গতিই বা লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ভার্গব মহারাজ মুচুকুন্দের নিকট ঐ সর্ব্বপাপনাশিনী বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তুমি উহা শ্রবণ কর। একদা মহারাজ মুচুকুন্দ ভার্গবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে শরণাগত প্রতিপালকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবহিত হইয়া এক ধর্ম্মকামার্থসম্বলিত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ কর।

কপোতী-ব্যাধ বৃত্তান্ত

“পূর্ব্বকালে এক পক্ষিলুব্ধক পাপপরায়ণ ক্ষুদ্রাশয়, নিষাদ কালান্তক যমের ন্যায় অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিত। সেই দুরাত্মার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা-সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও হনুদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদয় সুহৃদ, সম্বন্ধী ও বন্ধুবান্ধব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে বাসনা করেন না। তাহার কারণ, যাহারা দুষ্কর্ম্মদ্বারা আপনাদিগের অনিষ্টসম্পাদন করে, তাহাদের দ্বারা অন্যের হিতসাধনের সম্ভাবনা কোথায়? হত্যাকারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণীগণের উদ্বেগজনক হইয়া থাকে।

“ঐ পাপাত্মা নিষাদ জালগ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণসংহার করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইল, কিন্তু সেই দুরাত্মা

কোনক্রমেই আপনার অসৎপ্রবৃত্তিনিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছে, এমন সময়ে বায়ুবেগ সমুত্থিত হইয়া পাদপগণকে উৎপাটিত প্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণবযান[সমুদ্রযান-জাহাজাদি]পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মালায় বিভূষিত হইল; মুষলধারে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা ক্ষণকালমধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় দুরাত্মা নিষাদ শীতার্ত্ত ও বিচেতন হইয়া আকুলিতচিত্তে বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু সমুদয় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও তরুতলে নিপতিত হইয়াছিল এবং মৃগ, সিংহ ও বরাহগণ উন্নতভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য বন্য-জন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাত্মা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টিপ্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীতবিহ্বলা কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাত্মা নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যারপরনাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল, তথাপি সেই কপোতীকে ভূতলে নিপতিত দেখিবামাত্র স্বীয় পিঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীকে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দুরাত্মা নিষাদ সেই অরণ্যজাত পাদপগণের মধ্যে এক মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্ম্মল ও নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্লকুসুমদলশোভিত [পুষ্পসমূহে শোভিত] বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীতবিহ্বল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত ও নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিল, 'এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহস্ত এখান হইতে অনেক দূর; অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনীযাপন করা কর্ত্তব্য।' পক্ষিঘাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বনস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'তরুগণ! তোমাতে যেসমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম।' নিষাদ এই কথা ভূতলে পর্ণশর্য্যা নির্ম্মাণপূর্ব্বক এক শিলার উপর মস্তকসংস্থাপনপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে শয়ন করিল।"

১৪৪তম অধ্যায়
কপোতীর বিরহে কপোতের শোক

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জনে পরিবৃত্ত হইয়া বহুকাল বাস করিয়াছিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে তাহার বনিতা আহারান্বেষণে গমন করিয়াছিল। রজনী সমাগত হইল, তথাপি প্রেয়সী প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া পক্ষী অনুতাপপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'হায়! আমার প্রণয়িনী কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না? ইতিপূর্ব্বে

প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন এই কাননমধ্যে তাহার ত' অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই? আজ প্রিয়াবিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যাবিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিনীশূণ্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্যপ্রায়। আজ যদি আমার সেই অরুণনেত্রা [রক্তনয়না] বিচিত্রাঙ্গী মধুরভাষিণী ভার্য্যা প্রত্যাগন না করে তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমার সেই প্রিয়তমা আমি অস্নাত ও অভুক্ত থাকিতে কদাপি স্নান-ভোজন করে না; আমি উপবেশন ও শয়ন করিলে শয়ন করিত। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও পরিতোষেই তাহার পরিতোষ হইয়া থাকে। আমি বিদেশস্থ হইলে সে বিষণ্নবদনে কালহরণ এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিত। এই পৃথিবীতে যাহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা সেই ধন্য। আমার সেই স্থিরস্বভাবা [অচঞ্চলা] যশস্বিনী প্রিয়তমা আমাকে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়াও কেন এ পর্য্যন্ত আগমন করিতেছে না? সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাবিরহী পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্যতুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থকামসাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশগমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরমধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা [গৃহধর্ম্ম] সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্তব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরমবন্ধু আর নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ[ধর্ম্মসঞ্চয়]বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।”

১৪৫তম অধ্যায়

অতিথিরূপে ব্যাধসেবায় কপোতীর অনুরোধ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা নিষাদ ইতিপূর্বে যে কপোতীকে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতীই ঐ কপোতের পত্নী। কপোতী নিষাদের পিঞ্জরমধ্য হইতে ভর্ত্তার সেই করুণবিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, ‘আহা! আমি বস্তুতঃ গুণশালিনী হই বা না হই, আমার ভর্ত্তা যখন আমার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আমার সৌভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহাকে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, সমুদয় দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হয়েন। অগ্নীকে সাক্ষী করিয়া পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরমদেবতাস্বরূপ গণ্য হয়েন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহাকে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবকসমন্বিত [পুষ্পগুচ্ছযুক্ত] লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়।

“পিঞ্জরস্থা, কপোতবনিতা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থিরচিত্তে শোকাকুল ভর্ত্তাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ‘নাথ! আমি এক্ষণে তোমাকে যে

হিতকর বাক্য কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিষাদ নিতান্ত শীতার্ত্ত ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তোমার আবাসে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি তোমার শরণাগত, অতএব উহার রক্ষাবিধান ও সমুচিত সৎকার করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিকে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্মগ্রহণনিবন্ধন স্বভাবতঃ হীনবল হইয়াছি বটে, তথাপি তোমার মত আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রাণীর সাধ্যানুসারে শরণাগত প্রতিপালনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরলোকে সে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তানসন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছ অতএব দেহের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজাদ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। তুমি জীবিত থাকিলে শরীরযাত্রানির্ব্বাহার্থ অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে।' পিঞ্জরস্থা কপোতপত্নী অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়াও ভর্ত্তাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাহাকে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।"

১৪৬তম অধ্যায়
কপোতের অতিথিসৎকার

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! তখন সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যশ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পকুলনয়নে ব্যাধকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরমসমাদরে তাহার যথাবিধি পূজা করিল এবং স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, 'মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার গৃহেই-উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি এবং আমাকেই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়াছেন; অতএব আপনার প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোকে বৃক্ষচ্ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহাকে ছায়া সেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার পূজা করা সকলেরই, বিশেষতঃ পঞ্চযজ্ঞ প্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি সদগতিলাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ থাকে, প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা করিব।' তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পারাবত! আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব যাহাতে আমার শীতনিবারণ হয়, তাহার উপায়বিধান কর।'

"লুব্ধক এই কথা কহিলে কপোত তৎক্ষণাৎ যত্নপূর্ব্বক ভূতলে শুষ্কপত্রসমুদয় একত্র করিয়া দ্রুতবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতিবিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। হুতাশন উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে কপোত নিষাদকে কহিল, 'মহাশয়! এক্ষণে আপনি নিরুদ্বেগে

অগ্নিসন্তাপ[আগুনের তাপ]দ্বারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হুতাশনে স্বীয় গাত্রসন্তপ্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীতনির্ম্মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাকুলনয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিল, 'বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।'

অতিথিসেবার্থ কপোতের দেহদান—ব্যাধের ধিক্কার

"কপোত ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে, তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই বনে বাস করিয়া দৈনন্দিনলব্ধ আহারসামগ্রীদ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তপোবনবাসী মুনিদিগের মত আমাদিগের কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না। কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ম্লানমুখে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় মাংসঘারা অতিথিসকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুব্ধককে কহিল, 'মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি।' সদাশয় কপোত এই কথা বলিয়া শুষ্কপত্রদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় ব্যাধকে কহিল, 'মহাশয়! আমি পূর্ব্বে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথিসেবা অতি প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনাকে সেবা করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। কপোত ব্যাধকে এই কথা কহিয়া তিনবার সেই প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।'

"কপোত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাধের মনে দিব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, হায়! আমি কি করিলাম, আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর, লোকে আমার ব্যবসায়[চেষ্টা]দর্শনে প্রতিনিয়ত আমাকে নিন্দা করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গর্হিত আচরণনিবন্ধন আমাকে ঘোরতর অধর্ম্মে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।' হে মহারাজ! ব্যাধ কপোতকে তদবস্থ অবলোকনপূর্ব্বক এইরূপে আপনার কর্ম্মের নিন্দা করিয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।"

১৪৭তম অধ্যায়

ব্যাধের ধর্ম্মবুদ্ধি—তনুত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্প

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। অনন্তর সেই ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক অগ্নিপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় কহিল, 'হায়! আমি কি করিলাম। আমি যারপরনাই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ, আমাকে নিশ্চয়ই অনন্তকাল পাপভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমগণের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। যাহা হউক, আজ মহাত্মা কপোত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিল, সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদিসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইব। আজ অবধি আমি শরীরকে সমুদয় ভোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রীষ্মকালীন

সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎ[ক্ষুধা]পিপাসার ক্লেশ সহ্য করিয়া উপবাসদ্বারা পারলৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথিসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব আমি ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষসাধনের প্রধান উপায়।

"ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যষ্টি, শলাকা, পিঞ্জর প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কপোতীকে মুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে [মৃত্যুতে] কৃতনিশ্চয় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।"

১৪৮তম অধ্যায়

পতির উদ্দেশে কপোতর অগ্নিপ্রবেশ—দিব্যগতি

ভীষ্ম কহিলেন, "ব্যাধ প্রস্থান করিলে পর কপোতী স্বীয় ভর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, 'হা নাথ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল স্মরণ করি নাই। রমণীগণ অনেক পুত্রসত্ত্বেও পতিবিহীন হইলে সতত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। বন্ধুবান্ধবগণও তাহাকে দেখিয়া যারপরনাই শোকপ্রকাশ করেন। তুমি নিয়ত আমাকে পরমসমাদরে প্রতিপালন করিতে কেমন মনোহর মৃদুমধুরবচনে সম্ভাষণ করিতে। পূর্বে তোমার সহিত পর্ব্বতগুহা, নদী, নির্ঝর, রমণীয় বৃক্ষাগ্র ও আকাশমণ্ডল প্রভৃতি কতস্থানে সুখে বিহার করিয়াছি, আজ আমার সে সুখসম্পত্তি কোথায়? পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত সুখপ্রদান করিয়া থাকেন; স্বামী ভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই। ভর্ত্তাই স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন। ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার জীবনধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। পতিব্রতা নারী পতিহীনা হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।

"পতিপরায়ণা কপোতী করুণস্বরে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার ভর্ত্তা বিচিত্র মাল্য, পরিধেয় বস্ত্র ও কেয়ুর প্রভৃতি অলঙ্কারসমুদয়ে বিভূষিত হইয়া পুস্পকরথে অধিরূঢ় হইয়াছে। পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। অনন্তর ঐ কপোত স্বীয় পত্নীর সহিত সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্রত্য দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্মানুরূপ সম্মানভাজন হইয়া পরমসুখে বিহার করিতে লাগিল।"

১৪৯তম অধ্যায়

শরণাগত-বাৎসল্য প্রশংসা—ব্যাধের দিব্যগতি

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! যৎকালে সেই কপোতদম্পতি বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল। কপোতদম্পতির সেই উৎকৃষ্ট

অবস্থা-সন্দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ হইল। তখন সে তপঃপ্রভাবে উহাদের ন্যায় সদ্‌গতিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহারপরায়ণ [বায়ুমাত্রভক্ষণনিরত], মমতাপরিশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে এক পঙ্কজ পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গমসমাকীর্ণ, সুশীতল সলিলসমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিরা ঐ সরোবর সন্দর্শন করিবামাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত শীর্ণকলেবর লুব্ধক উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া শ্বাপদসমাকীর্ণ বন অতি সুবিস্তীর্ণ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল। বনে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতলিপ্ত হইল; তথাপি সেই বিবিধ হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ অটবীতে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে নিরস্ত [ক্ষান্ত] হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগবশতঃ বৃক্ষে বৃক্ষে সঙ্ঘর্ষণ হওয়াতে অতি ভীষণ দাবানল সমুত্থিত হইল। ঐ অগ্নি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পাত্রসমাযুক্ত পশুপক্ষীসঙ্কুল মহারণ্যের চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় লুব্ধক বনমধ্যে দাবাগ্নি সমুজ্বিত দেখিয়া, স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে মহা আহ্লাদে সেই ভীষণ হুতাশনের মধ্যে ধাবমান হইল। ব্যাধ অনলমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কলেবর দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাপের লেশমাত্র রহিল না; সুতরাং সে অনায়াসে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক আপনাকে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিনজনেই। স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিব্রতা নারী এইরূপে স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি কপোতীর ন্যায় অনায়াসে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। এই আমি তোমার নিকট লুব্ধক ও কপোতের পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইতিহাস কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবেন, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা প্রধান ধর্ম্ম। গোহত্যাকারীর বরং নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি শরণাগতকে বিনাশ করে, তাহার কোনরূপেই নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই পাপনাশক ইতিহাস শ্রবণ করিলে লোকে সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও চরম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।"

১৫০তম অধ্যায়
পাপমুক্তিপ্রশ্ন—ইন্দ্রোত-পরীক্ষিতসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মোহবশতঃ পাপানুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রোত-পরীক্ষিতসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পরীক্ষিৎ-তনয় মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ

জনমেজয় মোহবশতঃ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গ এবং পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাপিতকে লিপ্ত দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রহ্মহত্যাপাপে নিরন্তর দগ্ধপ্রায় হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অতি কঠোর তপানুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং দেশবিদেশ পর্য্যটন করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

"একদা তিনি পর্য্যটনক্রমে শুনকনন্দন মহর্ষি ইন্দ্রোতের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি ইন্দ্রোত পরীক্ষিত-নন্দনকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী; তোমার পর পাপাত্মা আর কেহই নাই। তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিলে? আমাদিগের নিকট তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমাকে কদাচ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না; অবিলম্বে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর। ইহা তোমার আগমনের উপযুক্ত স্থান নহে। ইহা সাধুলোকেরই প্রীতিপ্রদ; তোমার দেহ হইতে রুধিরের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইতেছে। তুমি শবের ন্যায় অতি বিকৃতদর্শন হইয়াছ। এক্ষণে তুমি অমাঙ্গলিক হইয়াও মাঙ্গলিকের ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছ। তুমি ব্রহ্মঘাতক ও অবিশুদ্ধ স্বভাব। নিরন্তর পাপকল্পনা করিয়াই পরমসুখে নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাক। তোমার জীবন নিতান্ত নিরর্থক। তুমি অতি নীচ ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। পিতা বহুদিন মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াই তপঃ, দেবার্চ্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুপুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তোমার নিমিত্তই তোমার পিতৃগণ নরকে গমন করিবেন। তাঁহারা তোমা হইতে যে সমস্ত মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়াছে। লোকে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া স্বর্গ, আয়ুঃ, যশঃ ও সন্ততি লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিই সতত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাক। অতঃপর তুমি দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপপ্রভাবে নিশ্চয়ই বহুকাল অধঃশিরাঃ হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত থাকিবে। তথায় গৃধ্র ও অয়োমুখ [লৌহতুল্য কঠিন চঞ্চু] ময়ুরগণ তোমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। তৎপরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমাকে পুনরায় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু যমালয়ে যমদূতেরা অবশ্যই ঐ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে।' "

১৫১তম অধ্যায়
ব্রহ্মঘাতী জনমেজয়ের প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা

"হে ধর্ম্মরাজ! রাজা জনমেজয় মহর্ষিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! আমি অতিশয় নিন্দনীয়, সুতরাং আমার ও আমার কার্য্যের বারংবার নিন্দা করা আপনার উচিত নহে। এক্ষণে আমি আপনাকে বিনীতবচনে কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি হুতাশনমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইতেছি এবং স্বীয় কুকর্ম্ম স্মরণ করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। যম হইতে আমার অন্তঃকরণে যারপরনাই ভয়সঞ্চার হইতেছে। অতএব এক্ষণে হৃদয় হইতে এই দুর্ভাবনারূপ বিষম শল্য উদ্ধার করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব? অতঃপর আপনি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিব। আমার কুল এককালে উন্মূলিত হইয়া যাউক। যাহারা ব্রহ্মহত্যাপাপে দূষিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের সহিত সহবাস [বাস] ও সম্মানলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি যারপরনাই নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, নিষ্পরিগ্রহ[দানাদিগ্রহণে পরাঙ্মুখ] যোগীরা যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। যাগযজ্ঞশূন্য পাপাত্মারা কদাচ ইহলোকে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না এবং পরলোকে পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতির ন্যায় নিরন্তর নরকে বাস করিয়া থাকে। হে শৌনক! আপনি পরম সুপণ্ডিত; অতএব আমাকে বালকের ন্যায় বিবেচনা করিয়া পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তাব্যবস্থা

'ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহপ্রভাবে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। পর্ব্বতশিখরারূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অবলীলাক্রমে অবলোকন করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপ্রাসাদে সমারূঢ় মহাত্মারা অনায়াসে অন্যের হৃদয়গত ভাব অবধারণে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সাধুলোকের প্রতি বিরক্ত, সাধুদিগের দৃষ্টিপথবহির্ভূত এবং সাধুজনকর্ত্তৃক সতত তিরস্কৃত হয়, তাহার কদাচ প্রজ্ঞালাভ হয় না এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হওয়াতে কেহই বিস্ময়ান্বিত হয় না। হে মহারাজ! তুমি ব্রাহ্মণের সামর্থ্য, বেদশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম বিদিত হইয়াছ, এক্ষণে বিধানানুসারে পাপশান্তি করিবার চেষ্টা কর। পাপশান্তি বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই তোমার আশ্রয় হইবেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রোধপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলে এবং ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপকার্য্যে অনুতাপ করিলেই পরলোকে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

“জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি পাপের নিমিত্ত অনুতাপ ও যাহাতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সতত তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মঙ্গললাভার্থে আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

‘ইন্দ্রোত কহিলেন, ‘মহারাজ! তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর এবং ধর্ম্মানুসারে যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। আমি ভয়, কার্পণ্য বা লোভপরতন্ত্র না হইয়া কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই তিরস্কার করিতেছি। এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণসমভিব্যাহারে আমার সত্য উপদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলে লোকে আমাকে পাপিষ্ঠসংগৃহীত এবং কেহ কেহ বা অধার্ম্মিক বলিয়া দূষিত করিবে, আমার বন্ধুবান্ধবগণও আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, আমি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনার্থেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহা সুস্পষ্ট অবগত হইবেন। অতএব আমি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অনাদরে কিছুমাত্র বিষণ্ন না হইয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের রক্ষাবিধানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা আমার সাহায্যে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও এবং আর কখন তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর।’ জনমেজয় কহিলেন, ‘ভগবন্! আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আর আমি কদাচ কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ করিব না।’ ”

১৫২তম অধ্যায়
পাপনাশক তীর্থ—যযাতি মনু-সত্যবানের মত

“ইন্দ্রোত কহিলেন, ‘মহারাজ! এক্ষণে তোমার চিত্ত অতিশয় উদভ্রান্ত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে স্বয়ং ধর্ম্মানুসরণে ব্যগ্র হইয়াছ। ভূপতি যে প্রথমতঃ নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও দুশ্চরিত্র হইয়া পরিশেষে লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। লোকে কহিয়া থাকে যে, যে মহীপাল দুশ্চরিত্রতা আশ্রয় করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি লোকসকলকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি যে এক্ষণে লোকের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণে ও ভূপালভোগ্য দ্রব্যসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা অতিশয় অদ্ভুত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কার্য্য সবিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে বিস্তর গুণ দর্শে [দৃষ্ট হয়]। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দয়া প্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, তপঃসাধন ও পুণ্যস্থান পর্য্যটন লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে তপস্যা নৃপতিগণের পক্ষে পরমপবিত্র। তুমি সম্যকরূপে তপোবল অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। এই স্থলে রাজা যযাতি যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কহেন যে, যে মনুষ্য জীবিত থাকিবার অভিলাষ করেন, তিনি যত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী, সরস্বতী অপেক্ষা উহার তীর্থ

এবং সরস্বতীতীর্থ অপেক্ষা পৃথুদক [তন্নামক অংশ—জলতীর্থ] অতি পবিত্র। পৃথুদকের সলিলে অবগাহন ও উহা পান করিলে অকালমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহাসরোবর, পুষ্কর, তীর্থসমুদয়, প্রভাস, উত্তর-মানস, মানসসরোবর ও কালোদক তীর্থে গমন করিলে সুদীর্ঘ জীবনলাভ হইয়া থাকে। অতএব স্বাধ্যায়সম্পন্ন মনুষ্য এই সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিবেন।

মনু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম্মসমুদয়মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট এবং দান অপেক্ষা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে রাজকুমার সত্যবান্ যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদিশূন্য ও পাপপুণ্যবর্জ্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখদুঃখ-ভোগ কেবল কল্পনামাত্র। যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপপুণ্যশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদের জীবিত থাকাই শ্রেয়ঃ।

প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে বিবিধ রাজনীতি নির্ণয়

'এক্ষণে ভূপতির যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ধৈর্য্য ও দানদ্বারা স্বর্গ অধিকার করিতে যত্নবান হও। যে মনুষ্যের ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবী পালন এবং ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক বারংবার ধিকৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন কর, আর আপনার এই দুরবস্থার বিষয়ে মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া "কদাচ ব্রহ্মহিংসা করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে যত্ন কর। কোন রাজা তুষারের ন্যায় শীতল, হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী ও যমের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী এবং কেহ বা লাঙ্গলের ন্যায় দুষ্টগণের মূলোন্মূলনে তৎপর হইয়া থাকেন; আর কেহ বজ্রের ন্যায় সহসা দুর্দ্দান্তদিগকে আক্রমণ করে। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, সামান্য বা বিশেষরূপে খলের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে পাপ একবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনুতাপদ্বারা, যাহা দুইবার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা প্রতিদ্বারা এবং যাহাতে তিনবার প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মাচরণদ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে। আর যে পাপ বার বার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা তীর্থপর্য্যটনদ্বারা তিরোহিত হয়, সন্দেহ নাই। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সতত সুগন্ধ সেবন করিয়া থাকে, তাহার গাত্র হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়; আর যে সতত দুর্গন্ধ সেবন করে, তাহার কলেবর হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইয়া থাকে। তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। লোকে সংবৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তিন বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অথবা শত যোজন দূর হইতে মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ, প্রভাসতীর্থ ও উত্তর-মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বন্ধন মুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপক্ষয় হয়। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলে নিমগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায়

পাপমুক্ত হইয়া জনসমাজে সৎকার লাভ করে এবং প্রাণীগণ জড় ও মূকের ন্যায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির পাপনাশক মত—জনমেজয়ের যজ্ঞ

'পূর্বে সমুদয় সুরাসুর একত্র হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন, "মহর্ষে! আপনি ধর্ম্ম ও পাপের ফলসমুদয় সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে যে যোগশীল ব্যক্তির সুখ দুঃখতুল্য তিনি পাপ ও পুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হইতে পারেন কি না, আর ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা স্বীয় পাপক্ষয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

'বৃহস্পতি কহিলেন, "যে ব্যক্তি অজ্ঞানতানিবন্ধন পাপাচারণ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্ষারযুক্ত মলিন বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অচিরাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া অভিমান না করে এবং অসূয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই কল্যাণলাভ হয়। যে ব্যক্তি সাধুদিগের ছিদ্র গোপন করিয়া রাখেন, তিনি পাপকার্য্য করিয়াও কল্যাণলাভে সমর্থ হয়েন। দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া সমুদয় অন্ধকার বিনষ্ট করেন তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যকার্য্যদ্বারা অচিরাৎ স্বীয় পাপনিবারণে সমর্থ হয়েন।"

"হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ইন্দ্রোত মহারাজ জনমেজয়কে এই বলিয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে মহাত্মা জনমেজয় নিস্পাপ, মঙ্গলান্বিত ও প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া নবোদিত পূর্ণশশধরের ন্যায় স্বীয় রাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন।"

১৫৩তম অধ্যায়

মৃতের পুনর্জ্জীবন—গৃধ্র-জম্বুকসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি কি কখন কোন মনুষ্যকে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পুনরুজ্জীবিত হইতে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে গৃধ্র-জম্বুকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যনিবাসী এক ব্রাহ্মণ বহুকষ্টে এক বিশালনেত্র সুকুমার কুমার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বালক গ্রহবৈগুণ্য[গ্রহের বিরুদ্ধতা]প্রযুক্ত অকালে কালকবলে নিপতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণের বন্ধুবান্ধবগণ নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই কুলের সর্ব্বস্বভূত মৃতশিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বালকের পূর্ব্বোক্ত মধুরবাক্য বারংবার স্মরণ হওয়াতে তাঁহাদিগের শোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা কোনক্রমেই সেই মৃতশিশুকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

“ঐ সময় এক গৃধ্র তাঁহাদিগের রোদনশব্দ শ্রবণপূর্ব্বক তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিল, “হে মানবগণ! সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব তোমরা অবিলম্বেই এই বালককে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। মানবগণ এই স্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিয়াছে। সমুদয় জগৎই সুখ-দুঃখে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহলোকে সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে বারংবার সুযোগ ও বিপ্রযোগ [বিচ্ছেদ] লাভ করিতে হয়। যাহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ না করে এবং যাহারা মৃতদেহের অনুগামী হয়, তাহাদিগের আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তোমরা অচিরাৎ প্রস্থান কর। এই গৃধশৃগালসঙ্কুল কঙ্কালপূর্ণ ভীষণ শ্মশানে ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিও না। মর্ত্ত্যলোকে জীবমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মৃতব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে সকলকেই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তগত হইতেছেন, অতএব তোমরা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর। গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণ মৃতবালকের দর্শনলালসা ও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিবার মানসে পথে দণ্ডায়মান হইল।

শবরক্ষার্থ শৃগালের অনুরোধ—মমতাকর্ষণ

“ঐ সময় এক কৃষ্ণবর্ণ শৃগাল বিবর হইতে বহিগত হইয়া সেই গৃহগমনোদ্যত ব্যক্তিদিগকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, ‘হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্দ্দয়। দেখ, এখনও দিনমণি অস্তগত হয়েন নাই; তথাপি তোমরা নিতান্ত ভীত হইয়া এই বালকের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতেছ। মুহূর্ত্তের প্রভাব অতি চমৎকার। মুহূর্ত্তপ্রভাবে এই বালকের পুনর্জ্জীবনলাভ নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। অতএব তোমরা কি করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় এই বালককে শ্মশানে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ? পূর্ব্বে যাহার মধুরবাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তোমরা যারপরনাই পুলকিত হইতে, এক্ষণে সেই মিষ্টভাষী শিশুসন্তানদের প্রতি কি তোমাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ হইতেছে না? তোমরা পশুপক্ষীদিগের অপত্যস্নেহ অনুধাবন করিয়া এই বালকের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি প্রাণীগণের অপত্যস্নেহ কর্ম্মসন্ন্যাসী [কর্ম্মফলত্যাগী] মুনিগণের যজ্ঞের ন্যায় নিতান্ত ফলবিহীন [কাম্যফলশূন্য]। তাহারা কি ইহলোক, কি পরলোক কখন সন্তান হইতে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বেচ্ছানুসারে আহারবিহার করে, কদাচ পিতামাতাকে প্রতিপালন করে না; তথাপি তাহারা অপত্যগণের লালনপালনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। হায়! আমি এতদিনে বিশেষরূপে অবগত হইলাম যে, মানবগণের শরীরে কিছুমাত্র স্নেহ নাই, সুতরাং তাহাদের শোক কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তোমরা কিরূপে এই কুলরক্ষক পুত্রকে শ্মশানে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতেছ? এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বহুক্ষণ বাষ্পবারি পরিত্যাগ ও এই শিশুকে সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এতাদৃশ ইষ্টবস্তু পরিত্যাগ করা নিতান্ত

দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। ক্ষীণ, অভিযুক্ত ও শ্মশানস্থিত ব্যক্তির নিকট বান্ধবগণ অবস্থান করিলে আর কেহই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাণ সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই স্নেহের বশীভূত। সাধুব্যক্তিরা পশুদিগের প্রতিও সবিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা মাল্যবিভূষিত নববিবাহিত কুমারের ন্যায়, এই পদ্মপলাশলোচন বালককে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রস্থান করিতেছ?' জম্বুক এইরূপ করুণবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই ব্রাহ্মণগণ সত্বর শবরক্ষার্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃধ্রের অনুরোধ—দেহের অনিত্যতা প্রদর্শন

"তখন গৃধ্র কহিল, 'হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্ব্বোধ, নচেৎ কি নিমিত্ত এই নীচাশয় নৃশংস অল্পবুদ্ধি জম্বুকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আর কি নিমিত্তই বা আপনাদের আত্মার উপর নিরপেক্ষ হইয়া পঞ্চভূতপরিশূন্য কাষ্ঠবৎ নিপতিত বালকের নিমিত্ত শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছ? অতঃপর তীব্রতর তপঃপ্রভাবে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। সেই তপানুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদের আবশ্যক। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিলে কিছুই দুর্ল্লভ হয় না; অতএব এক্ষণে শোকপরিত্যাগ কর। দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লোকের দেহের সহিত জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তোমাদের দুর্ভাগ্যপ্রভাবেই এই বালক তোমাদিগকে শোকসাগরে নিপাতিত করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছে। সন্তানসন্ততি, গাভী, সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ সম্পত্তি সমুদয়ই তপোবললভ্য। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ তপস্যা করা যায়, ইহজন্মে তদনুসারে সুখদুঃখ লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ অগ্রে সুখদুঃখ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ জন্মপরিগ্রহ করে। পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্ম্ম অনুসারে ফলভোগ করেন না। সকলকেই স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে ফলভোগ করিতে হয়। অতএব এক্ষণে তোমরা অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া যত্নসহকারে দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ কর। শোক, দীনতা ও স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ বালককে শূন্য প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া সত্বর এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। কর্ত্তাকেই শুভাশুভ কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। তাহার বান্ধবদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব থাকে না। বান্ধবগণ এই শ্মশানভূমিতে প্রিয়তম বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া আর ক্ষণমাত্র এ স্থানে অবস্থান করেন না; অচিরাৎ মৃতব্যক্তির স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পকুললোচনে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, সকলকেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্য্যের ফল-সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। এক্ষণে আর কেন বৃথা শোক করিতেছ? কাল সকলেরই নিয়ন্তা এবং ধর্ম্মতঃ অপক্ষপাতী। মৃত্যু কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি গর্ভস্থ সকলকেই আক্রমণ করে। এ জগতের গতিই এইরূপ।'

শৃগালের প্রত্যুক্তি—জীবনাশায় প্রলোভন

"গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তখন জম্বুক তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণকে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে মানবগণ! এক্ষণে এই ব্যক্তি স্নেহপরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, গৃধ্রের বাক্যে তোমাদিগের স্নেহের হ্রাস হইয়াছে। আজ এই বালক বিনষ্ট হওয়াতে বৎসহীন গোযূথের[গরুর পালের] ন্যায় তোমাদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। মর্ত্ত্যলোকে মানবদিগের যতদুর শোক হইয়া থাকে, আজ তাহা অবগত হইলাম। স্নেহপ্রযুক্ত আজ আমার অশ্রুপাত হইতেছে। সকল বিষয়েই প্রথমতঃ যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যত্ন করিলে পর দৈববলসহযোগে কার্য্যকলাপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষকারপ্রভাবেই দৈববল লাভ করা যায়। সর্ব্বদা পরিতাপ করা কর্ত্তব্য নহে; পরিতাপ করিলে সুখলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যত্নদ্বারাই অভীষ্টসিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন কর। কি নিমিত্ত নির্দ্দয় হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতেছ? পুত্র পিতার শরীর হইতে উৎপন্ন হয় ও বংশ রক্ষা করে। উহা জনকের অর্দ্ধ-অঙ্গস্বরূপ। তোমরা সেই পুত্রকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে সায়ংকালে একেবারে পুত্রের সহিত গৃহে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান করিবে।'

গৃধ্রের প্রত্যুক্তি—মৃতের পরিণাম প্রদর্শন

"তখন গৃধ্র কহিল, 'হে মানবগণ! আমি সহস্র বৎসর হইল জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কখন কোন স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবকে একবার কালকবলে নিপতিত হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখি নাই। কেহ কেহ গর্ভ হইতে মৃতাবস্থায় নিঃসৃত হয় এবং কেহ কেহ জাতমাত্রেই, কেহ কেহ অঙ্গচালন করিতে করিতেই মৃত ও কেহ কেহ বা যৌবনাবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জন্তুরই ভাগ্য অনিত্য। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই পরমায়ুর অধীন। অনেকেই প্রিয়তম পুত্রকলত্রদিগকে শ্মশানে পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকসন্তপ্তচিত্তে গৃহে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই অসংখ্য অনিষ্ট ও ইষ্টবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিতমনে পরলোকে প্রস্থান করিতে হয়। অতএব তোমরা অচিরাৎ এই জীবিতশূন্য কাষ্ঠপ্রায় বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন কর; এখন উহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা নিতান্ত নিরর্থক। উহাকে জীবিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। এক্ষণে উহার শ্রবণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই হইতেছে না। তবে তোমরা কি নিমিত্ত উহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহগমনে বিরত হইতেছ? আমি মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক যুক্তি অনুসারে অতি কঠোরবচনে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি; এক্ষণে তোমরা তদনুসারে অবিলম্বে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর। এখন উহাকে দর্শন ও উহার অঙ্গচেষ্টাদি [শরীরচালনাদি হস্তপদাদির নাড়াচাড়া] স্মরণ করিলে তোমাদের শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে।' গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইল।

মৃতশিশুর জীবনবিষয়ে শৃগালের আশ্বাসবাক্য

“তখন সেই জম্বুক দ্রুতপদসঞ্চারে তথায় আগমন করিয়া সেই মৃতবালককে অবলোকনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ‘হে মানবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত গৃধ্রের বাক্যে স্নেহশূন্য হইয়া এই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ দিব্যভূষণ-ভূষিত বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতেছ? এই বালক তোমাদের পিতৃলোকের পিণ্ডদাতা, ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমাদের স্নেহ, বিলাপ বা রোদনের কিছুমাত্র শান্তি হইবে না; বরং পরিশেষে মহা অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র তপঃপরায়ণ শম্বুকনামক শূদ্রকে বিনাশ করিলে সেই ধর্ম্মপ্রভাবে এক ব্রাহ্মণ বালক পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি শ্বেতও তাঁহার মৃতপুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। অতএব মৃতব্যক্তির পুনর্জ্জীবন নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। তোমরা এইস্থানে দীনভাবে রোদন করিলে কোন সিদ্ধপুরুষ বা মুনি অথবা কোন দেবতা তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে পারেন। জম্বুক এই কথা কহিলে সেই শোকার্ত্ত মানবগণ গৃহগমনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

গৃধ্রের নৈরাশ্যসূচক উক্তি

“তখন সেই গৃধ্র তাহাদিগের রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক পুনরায় তাহাদিগকে কহিল, “হে মানবগণ! তোমরা অকারণে কেন এই বালককে নেত্রজলে অভিসিক্ত ও করদ্বারা সংঘটিত করিতেছ? ঐ শিশু কৃতান্তের শাসনানুসারে দীর্ঘনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি তপস্বী, কি বুদ্ধিমান, কি ধনাঢ্য সকলকেই উহার ন্যায় শমনভবনে গমন করিতে হয়। মানবগণ এই প্রেতভূমিতে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া অতিকষ্টে দিবারাত্রি ভূতলে নিপতিত হইয়া থাকে। আজি এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে [অত্যন্ত আগ্রহের সহিত] শোক করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ শিশু কখনই জীবিত হইবে না। লোকে একবার কলেবর পরিত্যাগ করিলে কি পুনরায় জীবিত হইয়া থাকে? শত শত শৃগালও শত শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপণে যত্ন করিলেও এই বালকের জীবনদানে সমর্থ হইবে না। তবে যদি ভগবান রুদ্রদেব, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই শিশু পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে। তোমরা অনবরত অশ্রুপাত, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলে উহার জীবনলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমি, শৃগাল এবং তোমরা, আমরা সকলেই স্ব স্ব পাপপুণ্যভার বহনপূর্ব্বক কৃতান্তের পথে অবস্থান করিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই স্থির করিয়াই অন্যের অপ্রিয়াচরণ, পরুষবাক্য-প্রয়োগ, পরদ্রোহ ও পরদারগমনাভিলাষ একেবারে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে তোমরা যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্যবাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রালোচনা, ন্যায়পথ অবলম্বন এবং প্রাণীগণের প্রতি সরল ব্যবহার ও দয়া প্রকাশের চেষ্টা কর। যাহারা জীবিত থাকিয়া পিতা, মাতা ও অন্যান্য বান্ধবগণের তত্ত্বাবধারণ না করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। এক্ষণে এই বালকের কিছুমাত্র ইঙ্গিত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; সুতরাং ইহার জীবনলাভের নিমিত্ত রোদন করা নিতান্ত নিষ্ফল।’ গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সেই বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক

স্নেহনিবন্ধন শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তথা হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

শৃগালের পুনরুক্তি—কপট বৈরাগ্য

"তখন জম্বুক কহিল, মর্ত্ত্যলোক অতি ভয়ানক স্থান, ইহাতে কাহারও নিস্তার নাই। এখানে লোকের জীবিতকাল অতি অল্প এবং সততই প্রিয়তম বন্ধুবিয়োগ হইয়া থাকে। এই জগতে প্রায় সকল কার্য্যই অলীক ও অপ্রিয়। বিশেষতঃ আজ এই শোকবর্দ্ধক ভাব দর্শনে আর ক্ষণমাত্র ইহলোকে অবস্থান করিতে অভিরুচি হইতেছে না। বন্ধুবিয়োগ কি কষ্টকর! হে মানবগণ! তোমাদের শরীরে কি কিছুমাত্র স্নেহ নাই? তোমরা পাপাত্মা গৃধ্রের বাক্যশ্রবণে এককালে স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া শোকভরে কেন গৃহে প্রতিগমন করিতেছ? সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখানুভব হইয়া থাকে। ইহলোকে কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। এক্ষণে তোমরা এই রূপবান কুলপ্রদীপ পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? এই রূপগুণসম্পন্ন বালকের লাবণ্যদর্শনে ইহাকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই শিশু অবশ্যই জীবিত হইবে এবং তোমরা সুখলাভ করিবে। আজ তোমাদের মঙ্গললাভের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব কোনক্রমেই এই বালককে পরিত্যাগ করিও না।' শ্মশানবাসী নিশাচর শৃগাল স্বকার্য্যসাধনার্থ এইরূপ অতি মনোহর মিথ্যা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিলে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া তথায় সেই বালকের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

গৃধ্রের পুনরুক্তি—শ্মশান-বিভীষিকা কীর্ত্তন

"তখন গৃধ্র কহিল, 'হে মানবগণ! এই শবসমাকীর্ণ পেচক নাদনিনাদিত [পেচকের ভীষণ স্বরে শব্দিত] নীলমেঘসদৃশ শ্মশানভূমি অতি ভয়ানক স্থান। যক্ষরাক্ষসগণ ইহাতে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। অতএব সূর্য্য অস্তাচলগামী ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত্ত না হইতে হইতেই এই বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার প্রেতকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ঐ দেখ দিবাকর অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইয়াছেন। শ্যেনগণ অতি কঠোর শব্দ করিতেছে; শৃগালকুলের ভীষণ চীৎকারে শ্মশানভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সিংহগণ গর্জ্জনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; নীলবর্ণ চিতাধূম পাপসমুদয় রঞ্জিত করিয়াছে এবং মাংসাশী প্রাণীগণ অনাহারনিবন্ধন ভীষণ ধ্বনি করিতেছে। ক্ষণকাল পরেই বিকৃতাকার মাংসলোলুপ হিংস্রজন্তুগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই অরণ্য অতি ভয়ানক স্থান। আজ এখানে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইবে। অতএব জম্বুকবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক অচিরাৎ এই বালককে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ। যদি তোমরা জ্ঞানশূন্য হইয়া শৃগালের মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলকে বিনষ্ট হইতে হইবে। অস্তাচলে গমন না করেন, তোমরা সেইকাল পর্য্যন্ত স্নেহনিবন্ধন রোদনপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বালককে

নিরীক্ষণ কর। মোহবশতঃ গৃধ্রের নিষ্ঠুরবাক্যে বিশ্বাস করিলে আর উহার মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে না।

ধূর্ত্তের ব্যর্থতা—শিববরে বালকের জীবনলাভ

"হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষুধার্ত্ত গৃধ্র ও শৃগাল এইরূপে স্বকার্য্যসাধনার্থ [*সোজাবুদ্ধি শকুনির স্বকার্য্য—পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত শব-শিশুর মাংসভক্ষণ; ধূর্ত্ত শৃগালের স্বকার্য্য ব্রাহ্মণগণ একান্ত প্রস্থান না করিলে শকুনি হতাশ হইয়া চলিয়া যাইবে; ব্রাহ্মণেরাও অবশেষে শিশু পরিত্যাগে বাধ্য হইবে—শৃগাল সবটা একলা খাইবে।*] তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধিপ্রভাবে সেই বালকের আত্মীয়গণকে প্রতারিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উহাদের উভয়ের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সেই যুক্তিযুক্ত বাক্যশ্রবণে বিমুগ্ধপ্রায় ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং পরিশেষে সেই স্থানে অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিলেন। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীপতি সেই ব্রাহ্মণগণের দুঃখদর্শনে নিতান্ত দয়াপরায়ণ ও পার্ব্বতীকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক করুণাচিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে বিপ্রগণ! আমি মহাদেব, তোমাদিগকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি; অতএব তোমরা অচিরাৎ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন সেই ব্রাহ্মণগণ মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! এই বালকের বিনাশনিবন্ধন আমরা সকলেই মৃতপ্রায় হইয়াছি; অতএব এক্ষণে ইহার জীবন প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীবিত করুন।' ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে জীবহিতৈষী ভগবান ভূতনাথ জলাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক 'শতায়ু হও' বলিয়া বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ঐ সময় গৃধ্র ও শৃগালও তাহার প্রসাদে তৃপ্তিজনক আহার প্রাপ্ত হইল।

"এইরূপে সেই ব্রাহ্মণেরা ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদে মৃতবালকের পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পুলকিতচিত্তে দেবাদিদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনৌদাস্য [অনালস্য], অধ্যবসায় ও ভগবান শঙ্করের অনুগ্রহে অবিলম্বেই শুভফল লাভ হইয়া থাকে। দৈববল ও অধ্যবসায়ের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ব্রাহ্মণেরা অতি দীনভাবে রোদন করিতেছিলেন; কিন্তু দৈব ও অধ্যবসায়বলে অচিরাৎ তাঁহাদিগের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ বালক-বিনাশজনিত শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাহ্লাদে সেই শিশুসমভিব্যাহারে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলেরই সেই বুদ্ধি আশ্রয় করা শ্রেয়। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষলাভের উপদেশাত্মক ইতিহাস সতত শ্রবণ করে, সে উভয় লোকেই সুখী হইতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।"

১৫৪তম অধ্যায়

প্রবল শত্রুর প্রতিক্রিয়া-শাল্মলীপবন-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! অসার দুর্ব্বল ব্যক্তি চিরসন্নিহিত উপকারাপকারসমর্থ উদযোগশালী মহাবলপরাক্রান্ত শত্রুকে বাক্যদ্বারা অবমানিত করিলে সে যদি ক্রোধভরে তাহার উন্মূলন করিবার নিমিত্ত আগমন করে, তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে শাল্মলীপবন-সংবাদ নামে এক ইতিহাস আছে, শ্রবণ কর। হিমালয়পর্ব্বতে এক বিশালস্কন্ধসম্পন্ন বহুশাখাসমন্বিত ফলকুসুমপল্লবোপশোভিত [ফল, পুষ্প ও পত্রদ্বারা শোভিত] চতুঃশত হস্ত [চারিশত হাত] বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন শাল্মলী[শিমূল]বৃক্ষ ছিল। শুকসারিকা সতত উহাতে বাস এবং মত্তমাতঙ্গগণ ও অন্যান্য মৃগসমুদয় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত হইলে উহার মূলে বিশ্রাম করিত। বণিক্‌সম্প্রদায় ও বনবাসী তপস্বিগণ গমনকালে পরিশ্রান্ত হইলে উহার সুশীতল নিবিড় ছায়ায় অবস্থান করিতেন। একদা দেবর্ষি নারদ ঐ রমণীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা ও স্কন্ধ নিরীক্ষণপূর্ব্বক উহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, ‘তরুবর! তুমি অতি প্রিয়দর্শন; তোমার মূলে উপবেশন করিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। পক্ষী, মৃগ ও মাতঙ্গগণ হৃষ্টান্তঃকরণে নিরন্তর তোমার ছায়ায় অবস্থান করে। তোমার স্কন্ধ ও শাখাসমুদয় অতি বিশাল; কিন্তু ঐ সমুদয় কদাচ বায়ুবেগপ্রভাবে ভগ্ন হয় না। ভগবান্ পবন যে তোমাকে রক্ষা করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি কি তোমার আত্মীয়বন্ধু অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ তাঁহার সহিত তোমার প্রণয় জন্মিয়াছে? দেখ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন সমীরণ বৃক্ষসকল নিপাতিত, পর্ব্বতশিখর বিচলিত এবং পাতালতল, সরিৎ, সাগর ও সরোবরসমুদয়কে শুষ্ক করিতেছেন। কিন্তু কখনই তোমার কোন অপকার করেন নাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি সখ্যতানিবন্ধন তোমার রক্ষাবিধান করিয়া থাকেন এবং তুমি সেই নিমিত্তই শাখাপল্লব ও ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছ। এই সমুদয় বিহঙ্গম প্রফুল্লমনে তোমার শাখাপ্রশাখায় উপবেশনপূর্ব্বক বিহার করিয়া তোমার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। যখন তোমার কুসুমসকল বিকশিত হয়, তখন এই পক্ষিগণের কি মধুর স্বরই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে! এই সমস্ত মাতঙ্গ ও মৃগগণ দুরন্ত গ্রীষ্মপ্রভাবে অতিশয় সন্তপ্ত ও দলবদ্ধ হইয়া তোমার সুশীতল ছায়ায় অবস্থানপূর্ব্বক সুখলাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, তপস্বী ও যতিগণ সততই তোমার আশ্রয়গ্রহণ করিতেছেন; অতএব তোমার এই আয়তন [সংস্থান] স্বর্গ ও সুমেরুর ন্যায়, সন্দেহ নাই।”

১৫৫তম অধ্যায়
শাল্মলীর গর্ব্ব প্রকাশে দেবর্ষির রুক্ষবাক্য

“নারদ কহিলেন, “হে বৃক্ষ! এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে। যে, তুমি মহাবলপরাক্রান্ত বায়ুর সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়াই তিনি পরম-আত্মীয়ের ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ আছেন। এই ভূমণ্ডলে বায়ুবেগে ভগ্ন হইতে পারে না, এরূপ পর্ব্বত,

গৃহ বা বৃক্ষ আমি কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই; তুমি বন্ধুত্বনিবন্ধনবশতঃ বায়ুকর্ত্তৃক শাখাপল্লবের সহিত রক্ষিত হইতেছ বলিয়াই নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছ।'

"বৃক্ষ কহিল, 'ভগবন্! সমীরণ আমার সুহৃৎ বা বিধাতা নহেন যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় রক্ষা করিবেন। আমার তেজ ও বল তাঁহার অপেক্ষা অধিক, তাঁহার বল আমার বলের অষ্টাদশ অংশের একাংশমাত্র। তিনি বৃক্ষপর্ব্বতাদি ভিন্ন [বিদারণ] করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেও আমি স্বীয় বলপ্রভাবে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। এইরূপে আমার নিকট তিনি বারংবার প্রতিহত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে রোষাবিষ্ট দেখিলেও আর আমার কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না।

"নারদ কহিলেন, 'হে বৃক্ষ! তুমি অতি অজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ। বায়ুর তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। তোমার কথা দূরে থাকুক-ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ ইঁহারা কেহই বায়ুর তুল্য বলশালী নহেন। এই ভূমণ্ডলে যেসমস্ত প্রাণী বিচরণ করিতেছে, ভগবান বায়ু উহাদের সকলেরই প্রাণপ্রদ। ইনি শান্তভাবে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া সকল প্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি যদি অশান্তপ্রকৃতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলকেই জীবনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব তুমি যে পরমপূজ্য জগৎপ্রাণ সমীরণকে সম্মান কলিতেছ না, ইহাতে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না, তুমি অতি অসার; এক্ষণে আপনার দুর্ব্বুদ্ধিবলে কেবল বাচালতা প্রকাশ ও ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার নিকট বায়ুর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমি যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে বায়ুর সমক্ষে গমন করিয়া তোমার এই অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া দিব। চন্দন, স্যন্দন [তিনিশ বৃক্ষ], তাল, দেবদারু, বেতস ও বকুল প্রভৃতি মহাবল পাদপসমুদয় বায়ুর প্রতি কদাচ, এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করে নাই। তাহারা আপনাদিগের ও বায়ুর বলের তারতম্য বিলক্ষণ অবগত আছে, এই নিমিত্তই তাহারা সতত সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহপ্রভাবে বায়ুর অনন্ত বল অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পবনের নিকট চলিলাম।"

১৫৬তম অধ্যায়
নারদকর্ত্তৃক বৃক্ষ-পবনের বিবাদ সংঘটন

"হে ধর্ম্মরাজ: তপোধনাগ্রগণ্য [তপস্বিশ্রেষ্ঠ] নারদ শাল্মলীকে এই কথা বলিয়া বায়ুর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, সমীরণ! হিলাময় পর্ব্বতের উপর এক নিবিড়ছায়াসমন্বিত বহুশাখাপরিশোভিত বিপুল শাল্মলীবৃক্ষ আছে। সে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমার প্রতি যেরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করা আমার উচিত নহে। আমি তোমাকে বলবানদিগের অগ্রগণ্য, গৌরবান্বিত ও কৃতান্ততুল্য ক্রোধপরায়ণ বলিয়া অবগত আছি।'

"দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভগবান সমীরণ শাল্মলীর প্রতি যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'শাল্মলে! তুমি মহাত্মা নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি পবন। অবিলম্বেই তোমাকে স্বীয় প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিব। আমি তোমার পরাক্রমের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিকালে তোমাকে অবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকি। তুমি আত্মবীর্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইতেছ, কদাচ এরূপ বিবেচনা করিও না। যাহা হউক, যখন তুমি আমাকে সামান্য লোকের ন্যায় অবমাননা করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে এরূপ বল প্রদর্শন করিব যে, তুমি বিশেষরূপে আমার প্রভাব অবগত হইবে।

"ভগবান্ পবন এইরূপে ক্রোধ প্রকাশ করিলে শাল্মলী সহাস্যমুখে তাহাকে কহিল, 'সমীরণ! ক্রুদ্ধ হইয়া সাধ্যানুসারে আমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ কর। তোমার ক্রোধে আমার কি হইতে পারে? তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই, আমি তোমা অপেক্ষা বলবান্। যাহাদের বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই যথার্থ বলবান্ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।'

পবনের শাল্মলী-আক্রমণে উদ্‌যোগ

"শাল্মলী এই বলিয়া বায়ুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে সমীরণ 'আমি কল্যই তোমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিব' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমাগত হইল। তখন শাল্মলী বৃক্ষ মনে মনে পবনের অভিসন্ধি ও তদপেক্ষা আপনার দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল, আমি দেবর্ষি নারদের নিকট যাহা কহিয়াছি, তৎসমুদয়ই মিথ্যা। আমি সমীরণের পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যাহা কহিয়াছেন, কিছুই মিথ্যা নহে। বায়ু যথার্থই অতিশয় পরাক্রমশালী। যাহা হউক, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমার তুল্য বুদ্ধিমান্ বনস্পতি আর কেহই নাই। অতএব আমি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়াই সমীরণের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। এক্ষণে আমার যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি সমুদয় বৃক্ষ সেইরূপ কৌশল আশ্রয় করিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পবনের ক্রোধনিবন্ধন তাহাদের আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। কিন্তু সমুদয় পাপীদের বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায়। সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যেরূপে উন্মূলিত করে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হয় না। "

১৫৭তম অধ্যায়

বিনয়ে বলবানের রোষশান্তি

"হে বৎস! শাল্মলীবৃক্ষ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বয়ং আপনার শাখাপ্রশাখা সমুদয়ের ছেদনপূর্ব্বক কুসুমপল্লবাদিশূন্য হইয়া সমীরণের আগমন প্রতীক্ষা

করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র পবন ক্রোধভরে নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে করিতে শাল্মলীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, শাল্মলী, ভীত হইয়া স্বয়ং কুসুম ও শাখাপ্রশাখাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। শাল্মলীর দুর্দ্দশাদর্শনে পবনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাহাকে কহিলেন, 'শাল্মলে! তুমি স্বয়ং আপনার যেরূপ দুরবস্থা করিয়াছ, আমি তোমাকে এইরূপই দুরবস্থাগ্রস্ত করিতাম। যাহা হউক, আমার পরাক্রমই তোমার দুরবস্থা সম্পাদনের কারণ। তুমি আপনার কুমন্ত্রণাতেই আমার পরাক্রমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শাখাপ্রশাখাবিহীন ও কুসুমশূন্য হইয়াছ।

"সমীরণ এই কথা কহিলে শাল্মলী যারপরনাই লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। অতএব যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া দুর্বুদ্ধিনিবন্ধন[দুষ্টবুদ্ধির জন্য] বলবানের সহিত শত্রুতা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সেই শাল্মলীবৃক্ষের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। বলবানের সহিত শত্রুতা করা দুর্ব্বলদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুল্য পরাক্রম ব্যক্তির সহিতও সহসা শত্রুতা করা বিধেয় নহে। ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি ক্রমে ক্রমে বলপ্রকাশ করাই উচিত। বুদ্ধিজীবীর সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নির্ব্বোধের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তৃণরাশিপ্রবিষ্ট হুতাশনের ন্যায় অরাতিমধ্যে প্রবেশ করে। ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। অতএব বালক, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। বলবানের প্রভাবে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তোমাতে তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও পরাক্রম একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনের তুল্য ছিল না। এই নিমিত্ত ধনঞ্জয় সংগ্রামে স্বীয় বলে তাহাদিগকে নিহত ও ভগ্ন করিয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর।"

১৫৮তম অধ্যায়
পাপ উৎপত্তির স্থান—লোভের প্রভাব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কি হইতে পাপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আমি তাহা প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একমাত্র লোভই লোকের সমুদয় পুণ্য গ্রাস করিতেছে। লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্টচিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদারিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দাশ্রবণ-প্রবৃত্তি,

আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য, কি কৌমার, কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে; উহারা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচই জীর্ণ হয় না। অগাধসলিলসম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতীদ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভদ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। নষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগদ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণীগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন। যাহারা অধীর প্রকৃতি ও লুব্ধ, তাহারা সততই অহঙ্কার, পরের অনিষ্টচেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বহুদর্শী হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্মরণ ও অন্যের সংশয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে কষ্টভোগ করিতে হয়। লুব্ধেরা সততই ক্রোধদ্বেষপরায়ণ ও শিষ্টাচারপরিশুন্য হইয়া থাকে। উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকেরও অনিষ্টজনক। উহাদিগের বাক্য অতি মধুর, কিন্তু হৃদয় ক্রূরভাব-পরিপূর্ণ। উহারা কপট ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা অতি ক্ষুদ্রাশয় ও জগতের দস্যুস্বরূপ। ঐ দুরাত্মারা যুক্তিবল অবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাপিত [প্রকাশিত] ও সংস্থাপিত [প্রমাণিত] এবং সৎপথ এককালে উন্মূলিত করে। অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ, শোক ও অভিমান নিরন্তর উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলতঃ উহাদের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহই নাই।

শিষ্টজনের লক্ষণ

"এক্ষণে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্মগ্রহণের ভয় ও নরকভয় নাই, যাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য, যাঁহাদের ভোগ্য বস্তুতে কদাচই লোভ জন্মে না, যাঁহারা শিষ্টাচারপরায়ণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও সত্যব্রতনিরত, যাঁহাদিগের সুখদুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই, যাঁহারা পরমদয়ালু, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, যাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না; সতত ভক্তিসহকারে পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যের হিতসাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না, সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎপথবর্ত্তী ও অহিংসক; সাধুলোকসমুদয় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মারা কাম ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, নিত্যব্রতপরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ[সম্মানের পাত্র]; অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধনলোভ বা যশের লোভে ধর্ম্ম পরিগ্রহ [গ্রহণ আচরণ] করেন না; শরীররক্ষণোপযোগী আহারাদি কার্য্যের নায় ধর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপট ও পাষণ্ডদিগের ধর্ম্মের সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন। শোক, লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরল-স্বভাব। অতএব তুমি

প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে; তাঁহারা লাভে হর্ষপ্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ন হয়েন না। তাঁহারা নির্ম্মলপ্রকৃতি, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী; তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভবদিগকে অর্চ্চনা করিবে। দৈবপ্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ ও সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে।"

১৫৯তম অধ্যায়

অজ্ঞান-উৎপত্তির স্থান—অজ্ঞান-লোভের সম্বন্ধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি অনর্থের অধিষ্ঠানস্বরূপ লোভের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন, এক্ষণে অজ্ঞানের বিষয় সবিস্তর কীৰ্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞান অতি অনিষ্টকর পদার্থ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার অবনতি বুঝিতে না পারে এবং সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞানপ্রভাবকেই লোক নিরয়গামী [নরকগামী], দুর্গতিবিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়, মূল, সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তৎসমুদয় সবিস্তর কীৰ্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়ই তুল্যফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত, অতএব ঐ উভয়কেই এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি। যে সময় লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই কালই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, সুতরাং লোভই সকল দোষের আকর, অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ ও অন্যান্য মহীপালগণ লোভ পরিত্যাগ করিয়াই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও তাঁহাদের ন্যায় লোভবিহীন হও। লোভ পরিত্যাগ করিলেই ইহলোকে সুখভোগ করিতে পারিবে।"

১৬০তম অধ্যায়
ধর্ম্মের সার—ইন্দ্রিয়সংযম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ইহলোকে স্বাধ্যায়নিরত ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যের কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ধর্ম্মপথ অতি বৃহৎ ও বহুশাখাসঙ্কুল; অতএব কিরূপে সংক্ষেপপূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, আর ধর্ম্মের মূলই বা কি, তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি যাহা শ্রবণ করিয়া অমৃতপায়ীর [অমৃতপানকারীর] ন্যায় তৃপ্তিলাভ করিবে, যদ্দ্বারা তোমার যারপরনাই শ্রেয়োলাভ হইবে, আমি সেই বিষয় তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞানবলে নানাপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্ব্বপ্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে [ইন্দ্রিয়দমনকে—বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমশক্তিকে] মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। দমগুণপ্রভাবেই ব্রাহ্মণের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। দমগুণ দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে দমগুণপ্রভাবেই পাপবিহীন ও তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারা যায়। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখানুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণবিহীন, তাহাকে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি দমগুণ হইতে যেসমুদয় গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অহিংসা, অনসূয়া, গুরুপূজাপ্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ। দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না; তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, রোষ, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; অনিত্য সুখলাভে তাঁহাদের কখনই তৃপ্তি হয় না; সম্বন্ধ-সংযোগ জনিত মমতানিবন্ধন তাঁহাদিগকে কখনই ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য ও আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অচিরাৎ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মণ সদাচারপরায়ণ, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। সাধুব্যক্তিরা যেসমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয়ই জ্ঞানবান্ তপস্বীর পথস্বরূপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাস

আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

সংযমীর সুগতি

"যে ব্যক্তি প্রাণীগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় না করেন এবং প্রাণীগণ যাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভীত না হয়, তাঁহাকে কখনই পরলোকে শঙ্কিত হইতে হয় না! যিনি অর্থ সঞ্চয় না করিয়া সত্যার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি চরমে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষ আশ্রয় করেন, তাঁহারা চিরকাল তেজোময় লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি যথাবিধি তপস্যা, বিবিধ বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাভিলাষী, বিষয়রাগবিবর্জ্জিত [রূপ-রসাদি বিষয়াসক্তিশূন্য], প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন, তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সমুদয় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণ প্রভাবেই হৃৎপদ্মনিহিত অবিরোধী [তুল্যভাবে সর্ব্বভূতের কল্যাণকর] সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকে পুনর্জ্জন্মনিবন্ধন ভয়ও তিরোহিত হয়। দমগুণের এই একমাত্র দোষ [ন্যূনতা—লৌকিক দৃষ্টিতে দৌর্ব্বল্য] লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণান্বিত ব্যক্তিকে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। উহা ভিন্ন দমগুণের আর কিছুমাত্র দোষ নাই, প্রত্যুত বহুতর গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমাগুণপ্রভাবে অসংখ্য লোককে বশীভূত করিতে পারেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্যগমনের প্রয়োজন কি? তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মুখে এইরূপ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাত্মা ভীষ্মদেবও যারপরনাই প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১৬১তম অধ্যায়
সধর্ম্মের মূল তগস্যা—তৎপ্রশংসা

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! পণ্ডিতেরা কহেন যে, তপস্যাই সকলের মূল। যে মূঢ় তপানুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই উৎকৃষ্ট ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলে বেদসমুদয় অধিকার করেন। তপোবলে ফলমূল উৎপন্ন হইয়াছে। তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। ঔষধ ও আরোগিতা [আরোগ্য] তপোমূলক। পৃথিবীমধ্যে যে বস্তু নিতান্ত দুর্ল্লভ, তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ যে দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তপঃই তাহার কারণ তপঃপ্রভাবে সুরাপান, তস্কর, ভ্রুণহত্যা ও গুরুতল্প[গুরুপত্নী]গমন প্রভৃতি পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। তপস্যা অনেক প্রকার,

তন্মধ্যে অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনশন অহিংসা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, দান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বেদজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম, জননীকে প্রতিপালন করা অপেক্ষা সৎকার্য্য এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। ধন-ধান্য ও ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রয়সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি, পিতৃগণ, দেবতা, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। তপঃপ্রভাবেই দেবগণ মহত্ত্বলাভ করিয়াছেন। তপঃপ্রভাবে অন্যান্য অভীষ্ট ফলের কথা দূরে থাকুক, দেবত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করা যাইতে পারে।”

১৬২তম অধ্যায়
সত্যধর্ম্ম প্রশংসা—সত্যের বিবিধ লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃলোক ও দেবলোক সতত সত্যধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব, সত্য কি? উহা কিরূপে লাভ হইতে পারে, আর লাভ করিলেই বা কি হয়? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! কোন মহাত্মাই ধর্ম্মসঙ্করের প্রশংসা করেন না। সত্য অধিকৃত, সত্যই সাধুব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি; অতএব সত্যকে সতত নমস্কার করিবে। সত্য তপঃ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্মস্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ ও অনুষ্ঠানের বিষয় এবং যেরূপে সত্য লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা [মাৎসর্য্যহীনতা], ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা এই সমুদয়ই সত্যস্বরূপ।

“সত্য অব্যয়, অধিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট, অনিষ্ট ও শত্রুকে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ও আরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা যায়। দান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ক্ষন্তব্য [ক্ষমার যোগ্য] ও অক্ষন্তব্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণসম্পন্ন হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। লজ্জা ধর্ম্মপ্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জাসম্পন্ন ব্যক্তি সতত মঙ্গল লাভ করেন; তিনি কখনই বিষণ্ন হয়েন না এবং তাঁহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; বিষয় ও স্নেহপরিত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য হইয়া থাকে। লোকে রাগদ্বেষবিহীন না হইলে কখনই ত্যাগরূপ মহাগুণসম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রযত্নসহকারে রাগদ্বেষবিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারই

সাধুতালাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ! মঙ্গললাভার্থী ব্যক্তি সতত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন; ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কদাচ চিত্তবিকার জন্মে না। যাঁহারা ক্ষমাগুণসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই ধৈর্য্যলাভ হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্যধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ। ইহারা সতত সত্যের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক উহা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সত্যের গুণগরিমার [গুণগৌরবের] পরিসীমা নাই। এই নিমিত্তই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। সত্যপ্রভাবে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, তপ, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে, সন্দেহ নাই।”

১৬৩তম অধ্যায়

কাম-ক্রোধাদি কুকার্য্যপ্রবৃত্তির প্রশমনপন্থা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, শোক, নিন্দা, অকার্য্যপ্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা এই ত্রয়োদশ দোষ যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয় কীৰ্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধৰ্ম্মরাজ! এয়োদশ দোষ মানবগণের ভীষণ শত্রুস্বরূপ। উহারা নিরন্তর অনবহিত মানবগণকে [স্থিরচিত্ত মানবগণকে আশ্রয়পূৰ্ব্বক অস্থিরচিত্ত করিয়া নিরন্তর ক্লেশ প্রদান করে] আশ্রয় করিয়া অবহিতচিত্তে ক্লেশ প্রদান করে। উহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দর্শনমাত্র বলপূৰ্ব্বক মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদিগের হইতে যে অশেষ পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কৰ্ত্তব্য। এক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

“লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরদোষকীৰ্ত্তননিবন্ধন উহা পরিবৰ্দ্ধিত হয় এবং ক্ষমাপ্রভাবেই উহার লয় হইয়া যায়। সঙ্কল্প হইতে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। উহাকে সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরবৰ্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে বিরত হইলে উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অসূয়া পরদোষদর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা একেবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে। মোহ অজ্ঞতা ও পাপানুষ্ঠাননিবন্ধন আবির্ভূত হয়, কিন্তু একবার সাধুসহবাস হইলে আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহবশতঃ বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কাৰ্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা এককালে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধুবিয়োগ উপস্থিত হইলে স্নেহের আধিক্যবশতঃ শোকের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সমুদয় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভবশতঃ অকাৰ্য্যপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার শান্তি হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধুসংসর্গনিবন্ধন মাৎসর্য্যের উদয় হয়, কিন্তু সাধুসহবাস হইলে উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৌলীন্যাভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বৰ্য্য এই তিনের প্রভাবেই মদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তিন বিষয়ের যথার্থ মৰ্ম্ম অবগত হইলেই উহা একেবারে দূরীভূত হয়। কাম ও হর্ষবশতঃ ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞাপ্রভাবেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। লোকাচারবিরুদ্ধ কাৰ্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্বেষবাক্য শ্রবণনিবন্ধন নিন্দাপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষাদ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে। বলবান্ শত্রুর প্রতিকারসাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উদ্রেক হয়; কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীনজনকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে; কিন্তু ধৰ্ম্মের পরাকাষ্ঠাদর্শনে প্রবৃত্ত হইলে উহার উপশম হয়। অজ্ঞান প্রযুক্ত প্রাণীগণের চিত্তে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থবোধ হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না।

“হে ধর্ম্মরাজ! একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলেই এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজিত করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা সকলেই এই সমুদয় দোষে দূষিত ছিল, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ।”

১৬৪তম অধ্যায়
নির্দ্দয়দিগের দোষপ্রদর্শন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আমি সর্ব্বদা সাধুসহবাস নিবন্ধন অনৃশংসতা বিশেষ অবগত আছি, নৃশংস ব্যক্তিদিগের আচারব্যবহার কিছুই অবগত নহি। সাধু ব্যক্তিরা কূপ, অগ্নি ও কণ্টকের ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে উভয়লোকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে বিশেষরূপে নৃশংস ব্যক্তিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! নৃশংস ব্যক্তিদিগকে সততই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার বাসনা করিতে দেখা যায়। উহারা নিরন্তর পরের নিন্দা করে, জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনাকে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় নীচাশয় আর কেহই নাই, উহারা সতত আত্মাভিমান, আত্মশ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা প্রকাশ করে। উহারা যারপরনাই শঙ্কিতচিত্ত, ছলগ্রাহী[ছলকারী], কৃপণ, মিথ্যাপরায়ণ, লুব্ধ, আশ্রমবাসীদিগের দ্বেষ্টা ও হিংসাবিহার[শিকার]নিরত। উহারা নিরন্তর আশ্রমসঙ্কর করিবার চেষ্টা ও স্বীয় সহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে। উহাদিগের গুণাগুণ কিছুমাত্র নাই। উহারা গুণশালী ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া। কাহাকেও বিশ্বাস করে না; অন্যের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়; অন্যের দোষ আপনার দোষের সমান হইলে কখনই তাহা উল্লেখ করে না; উপকারী ব্যক্তিকে শত্রু জ্ঞান করে এবং তাহার কার্য্যকালে তাহাকে অর্থদান করিয়া যারপরনাই পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ ভক্ষ্যসামগ্রী ভোজন করে, তাহাকেও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায়; কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহৃদগণসমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অনন্ত সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

“হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট নৃশংসদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। উহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।”

১৬৫তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণপ্রতিপালনের পারিপাট্য

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বেদান্তপারগ যাগযজ্ঞশীল ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণ নিঃস্ব হইলে আচার্য্যকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধন দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বভাবাপন্ন নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করাই উচিত। আর যাঁহারা অব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে বেদির বহির্ভাগে অপক্কান্ন দান করাই শাস্ত্রসম্মত। ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞস্বরূপ। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিরন্তর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; অতএব মহীপাল, তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে ধনরত্ন প্রদান করিবেন। যে ব্রাহ্মণের তিন বৎসর বা অধিককাল পোষ্যবর্গ ভরণপোষণ করিবার উপযুক্ত ধান্যাদি পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনিই সোমপান করিতে সমর্থ হয়েন। যাজ্ঞিক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের একাংশ ধনের অভাবে যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ধার্ম্মিক নৃপতি অসংখ্য পশুসম্পন্ন অযাজ্ঞিক অসোমপায়ী বৈশ্যের ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিবেন। শূদ্রের যাগযজ্ঞে কিছুমাত্র অধিকার নাই; অতএব ব্রাহ্মণের যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত শূদ্রের আবাস হইতেও স্বেচ্ছানুসারে ধন আহরণ করা তাঁহার অকর্ত্তব্য নহে। যাহারা শত গোধনসম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, রাজা এইরূপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ অবিচারিতচিত্তে অর্থ আহরণ করিবেন। যে ব্যক্তি দানশীল নহে, তাহার নিকট হইতে ধন আহরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ করিলে রাজার পরম ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে।

"যে ব্রাহ্মণ তিন দিবস অন্নাভাবে উপবাস করিয়াছেন, তিনি নীচকার্য্যে নিরত ব্যক্তির আবাস উদ্যান বা যে-কোন স্থান হইতে হউক, একদিনের আহারোপযোগী ধান্য হরণপূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন, তাঁহার কর্ণগোচর করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দণ্ডবিধান করিবেন না। ভূপতির অনবধানতাদোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নাভাবে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; অতএব রাজা তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার জীবিকাবিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে বৈশ্বানরযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকেরা অনুকল্পকে [অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থাকে যাহা অশক্তপক্ষে গ্রাহ্য] উৎকৃষ্ঠ ধর্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেবতা, বিশ্বদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপৎকালে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া অনুকল্প অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কি যে ব্যক্তি মুখাকল্প পরিপালনে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হয় না।

"রাজার নিকট আপনার ব্রহ্মণ্যের বিষয় নিবেদন করা বেদবিৎ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল নিতান্ত দুঃসহ; অতএব রাজা ব্রাহ্মণতেজ কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। ব্রাহ্মণ কর্ত্তা, শাস্তা [শাস্তিদাতা—শাসনকর্ত্তা], বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন; অতএব তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ক্ষত্রিয় স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোমদ্বারা আপদ হইতে মুক্ত হইবেন। কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্রজ্ঞানশূন্য মূর্খ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে। উহারা যে ব্যক্তির যজ্ঞে আহুতিপ্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত আপনাকে নরকস্থ করে, সুতরাং যাগযজ্ঞকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরই হোতা হওয়া উচিত। যিনি অগ্নিহোত্রের প্রাজাপত্য অন্ন দক্ষিণা প্রদান না করেন, ধার্ম্মিকেরা তাঁহাকে আহিতাগ্নি বলিয়া নির্দেশ করেন না; অতএব দক্ষিণা প্রদান না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে যজমানের প্রজা, পশু, পুণ্যফলোপার্জ্জিত স্বর্গ, যশঃ, কীর্ত্তি ও আয়ুঃ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

হীন ব্রাহ্মণাদির লক্ষণপ্রসঙ্গে বিবিধ নীতি

"যে ব্রাহ্মণ ঋতুমতী ভার্য্যার সহবাস করেন, যিনি সাগ্নিক নহেন এবং যাহার কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যে গ্রামে কূপ ব্যতিরেকে জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ তথায় শূদ্রাপতি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে তাহার শূদ্রত্বলাভ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্ত্রীর সহিত বিহার এবং বৃদ্ধ শূদ্রকে মান্য বোধ করিয়া আপনার শয্যায় স্থানপ্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে শুদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একরাত্রি শয়ন ও উপবেশনাদিদ্বারা যে পাপসঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পশ্চাদ্ভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে তাহার সেই পাপ অপনীত হয়। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্যসাধন ও আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে যে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। স্ত্রীর নিকট মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে। পরমশ্রদ্ধাসহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যাশিক্ষা করিবে, অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিতমনে সূবর্ণগ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নীচকুল হইতেও স্ত্রীর গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃতপান অবিধেয় নহে। স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্করনিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিতসাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্যও শস্ত্রগ্রহণ করিতে পারে।

"সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও সুবর্ণাপহরণ এই পাঁচটি মহাপাতক। প্রাণত্যাগই ঐ পাতকসমুদয়ের প্রায়শ্চিত্ত। লোকে মদ্যপান, অগম্যাগমন ও পতিত ব্যক্তির সহিত সহযোগ করিলে অবিলম্বেই পতিত হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সংবৎসরমধ্যে পতিত হইতে হয়, কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন ও ভোজনাদিদ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মহাপাপ ব্যতিরেকে আর সকল পাপেই প্রায়শ্চিত্ত আছে। একবার সেই সমস্ত পাপের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়া কালসহকারে পুনরায় তৎসমুদয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামীর দেহান্তে প্রেতকার্য্যাদি [দাহাদি] অনুষ্ঠিত না হইলেও অবিচারিতচিত্তে আহারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। গুরু ও অমাত্যগণ পতিত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন

এবং তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। অধর্ম্মাচরণ করিলে তপঃপ্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তস্কর, তাহাকে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয়; আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহাকে তস্কর বলিলে তস্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপের চারি-অংশের তিন-অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার বা প্রহার করিলে লোকে শত বৎসর প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার, প্রহার বা বধ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের দেহে শস্ত্রাঘাত করিলে তাঁহার সেই ক্ষতস্থান হইতে শোণিত নির্গত হইয়া যাবৎসংখ্যক ধূলি আর্দ্র করে, প্রহর্ত্তাকে [প্রহারকারীকে] তত বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণঘাতক গো-ব্রাহ্মণরক্ষার্থ সংগ্রামে শস্ত্রদ্বারা নিহত হইলে বা প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত মদ্য পানপূর্ব্বক শরীর দগ্ধ বা মৃত্যুমুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। দুরাশয় পাপপরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি উত্তপ্ত করিয়া তাহা আলিঙ্গনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ বা পুংস্ত [পুংচিহ্ন] বৃষণচ্ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈর্ঋতকোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্মণার্থে প্রাণত্যাগ কিংবা অশ্বমেধ, গোমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বৎসর সেই মৃতব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার কুকার্য্য প্রখ্যাপিত [কীর্ত্তন-প্রকাশ] করিয়া তপানুষ্ঠান করিবে; আর যে ব্যক্তি গর্ভিণীকে নিপাতিত করে, তাহাকে উহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সুরাপায়ী, সে ব্রহ্মচারী ও পরিমিতাহারী হইয়া ক্ষিতিতলে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নিষ্টুতাপর যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে দুই বৎসর একশত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে এক বৎসর এক বৃষ ও একশত ধেনু প্রদান করিবে। কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্রকে বিনষ্ট করিলে শূদ্রবিনাশজনিত পাপনিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। মার্জ্জার, চাস, মণ্ডূক, কাক, সর্প ও মূষিককে নিহত করিলে পশুতুল্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

"এক্ষণে অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পাপ অল্প হইলে অনুশোচনা বা এক বৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রোত্রিয়পত্নীতে গমন করিলে তিন বৎসর ও অন্য স্ত্রীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দিবসের চতুর্থভাগে আহার করিবে অথবা তিন দিবস. সলিলমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে পাপ নিরাকৃত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অকারণে পিতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়। ভার্য্যা ব্যভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধা হইলে তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রদান করিবে। ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যভিচারিণী স্ত্রীকেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যে নারী আপনার পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহাকে প্রশস্ত প্রকাশ্য

স্থানে কুক্কুরদ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে বহ্নিতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠদ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সংবৎসরকাল প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহাকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দুই বৎসর পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে তিন বৎসর এবং চারি বৎসর তাহার সংসর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌনব্রত ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাচরণ করিবে। কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুঢ়াবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহাকে, তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ স্থলে উহাদের তিনজনকেই নষ্টাগ্নি [নিরগ্নি] ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তবিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে 'এই আপনার ভার্য্যা গ্রহণ করুন' এই বলিয়া আপনার স্ত্রী প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই ভার্য্যাকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যাহারা অধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। গো ব্যতিরেকে অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দূষিত হইতে হয় না। পশুজাতির উপর মনুষ্যদিগের আধিপত্য আছে। পশুহিংসা করিলে চমরীপুচ্ছ [চমরী মৃগের পুচ্ছ—চামর] পরিধান ও মৃন্ময়পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনার দুষ্কর্ম্ম প্রখ্যাপিত করিয়া প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে এবং সেই ভিক্ষায় যাহা কিছু লাভ হইবে, তদ্দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। ঐরূপ ব্রত আচরণ করিলে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি চমরীপুচ্ছ ধারণ করিবে, তাহার সংবৎসর ঐরূপে ভিক্ষাব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা দান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানের নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য; আর যাঁহারা নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা একটিমাত্র গো প্রদান করিলে ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট বা উষ্ট্রের মাংস, মূত্র ও পুরী ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার বিধান করা কর্ত্তব্য। সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সুরাপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে তিন দিবস উষ্ণজল পান, তিন দিবস উষ্ণদগ্ধ পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিবেন। মনুষ্যগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ পাপানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে।"

১৬৬তম অধ্যায়
খড়্গোৎপত্তি বিবরণ—অসুরগণের উপদ্রব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় খড়্গযুদ্ধবিশারদ মহাত্মা নকুল কথা কহিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া শরতল্পশায়ী [শরশয্যায় শয়ান] ভীষ্মদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! জনসমাজে শরাসনই উৎকৃষ্ট প্রহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রধান। দেখুন, সংগ্রামে কার্ম্মুক [ধনুক] বিশীর্ণ ও অশ্বসমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে একমাত্র খড়্গদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। খড়্গধারী বীরপুরুষ একাকীই চাপহস্ত[ধনুর্দ্ধারী] ও গদাশক্তিধারী অসংখ্য বীরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে কোন্ অস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় এবং খড়্গ কিরূপে কাহার

নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক উৎপন্ন হইল আর কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্ব্বে ইহার আচার্য্য ছিলেন, এই বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

তখন ধনুর্ব্বেদবিশারদ শরতল্পশায়ী ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মদেব দ্রোণশিষ্য সুশিক্ষিত মহাত্মা নকুলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কৌশল-বিচিত্রার্থসমন্বিত সারবাক্যে কহিতে লাগিলেন, ‘মাদ্রীকুমার! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমি ঐ বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বকালে এই জগৎ একার্ণবময় [জলময়] ছিল। ঐ সময় আকাশমণ্ডল ও মহীতলের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ ছিল না, সমুদয় স্থান গম্ভীরদর্শন [গাম্ভীর্য্যযুক্ত] তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ ও অপ্রমেয় ছিল। ঐ সময়ে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, উর্দ্ধ, অধঃ, ভূমি, দিক্, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণসমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও ভগবান্ রুদ্র এই কয়েকটি পরমতেজস্বী পুত্র উৎপাদিত করিলেন। ঐ সকল বিধাতৃতনয়ের বংশসম্ভূত দক্ষ প্রজাপতি হইতে ষষ্টি কন্যা সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ পুত্রলাভার্থ তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ সমস্ত কন্যা হইতে দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রাক্ষস, বিহঙ্গম, মৃগ, মীন, শাখামৃগ [বানর], মহাসর্প, জলচরপক্ষী, বিবিধ উদ্ভিদ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজগণের সৃষ্টি হইল। এইরূপে সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্থাবরজঙ্গমে পরিপূর্ণ হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, সিদ্ধ ও মরুদগণ, মহর্ষি ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত এবং কাশ্যপ, বালখিল্য, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ক, অগ্নিকিরণপায়ী, অকৃষ্ট, হংস, অনলোদ্ভূত প্রাশ্নিক ও বানপ্রস্থ মহর্ষিগণ আচার্য্য ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও বলি প্রভৃতি ক্রোধলোভসমন্বিত অধার্মিক দানবগণ পিতামহের শাসন অতিক্রম করিয়া অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং ‘আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই’ এই স্পর্দ্ধা করিয়া প্রাণীগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ব্রহ্মার শান্তিকারক যজ্ঞে অসিরূপ পুরুষোৎপত্তি

“তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিব্যাহারে শতযোজনবিস্তৃত মণিরত্নখচিত অত্যুচ্চ সুরম্য শৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক প্রজাগণের হিতসাধনার্থ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্র বর্ষ অতীত হইলে তিনি ঐ স্থানে বিধানানুসারে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞনিপুণ দীক্ষিত মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমুপস্থিত ছিলেন; ব্রহ্মর্ষিগণ উহার সদস্য হইয়াছিলেন এবং বিধিবিহিত সমিৎপ্রদীপ্ত [যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি যজ্ঞীয় কাষ্ঠদ্বারা জ্বালিত] হুতাশন ও সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় বিবিধ পাত্র উহার অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল পরে প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে এক

তেজঃপুঞ্জকলেবর দুৰ্দ্ধর্ষ পুরুষ সমুত্থিত হইল। উহার দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, দংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ ও উদর অতিমাত্র কৃশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল; মহাসাগর সংক্ষুব্ধ হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালা ও আবর্ত্তে সমাকীর্ণ হইল; গগনমণ্ডল হইতে অনিষ্টকর উল্কাসমুদয় ও বৃক্ষ হইতে শাখাসমূহ নিপতিত হইতে লাগিল; দিঙ্মণ্ডল অপ্রসন্ন ও বায়ু প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং প্রাণীগণ বারংবার শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পুরুষকে অনল হইতে সমুত্থিত ও দুর্নিমিত্তসমুদয় প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া মহর্ষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, 'আমি দানবগণের বিনাশ ও লোকরক্ষার নিমিত্ত অসিনামে এই মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি।' কমলযোনি এই কথা কহিবামাত্র সেই পুরুষ পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বৃষভকেতু [বৃষবাহন] মহাত্মা দেবদেব মহাদেবকে অধর্ম্মনিবারণ সেই তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান করিলেন।

রুদ্রকর্ত্তৃক অসিগ্রহণ—অসুরপীড়ন

"ভগবান্ ভূতনাথ ব্রহ্মার নিকট অসি গ্রহণ করিয়াই রূপান্তর পরিগ্রহণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইলেন। তাঁহার মস্তক সূর্য্যকে স্পর্শ করিল, পরিধান কৃষ্ণাজিন সুবর্ণময় তারকাসমুদয়ে সুশোভিত হইল, বদনমণ্ডল হইতে বিবিধবর্ণ অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল, এবং ললাটনেত্র দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও অন্য নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগনেত্রহন্তা ['ভগ'নামক আদিত্যের নেত্রনাশকারী] শূলপাণি সেই বিধাতৃপ্রদত্ত কালাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন খড়্গ ও চপলাবিরাজিত জলধরের ন্যায় ভীষণ চর্ম্ম উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিবার মানসে ঘোররূপে নানাপ্রকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহার ভীষণ গর্জ্জন ও হাস্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"ঐ সময় দানবগণ, রুদ্রদেব যুদ্ধার্থ অতি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্বলন্ত অঙ্গার ও লৌহময় অন্যান্য ঘোরতর অস্ত্রসমুদয় বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং অচিরাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সকলেই মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িল। ঐ সময় ভগবান্ বিরূপাক্ষ অসিহস্তে এরূপ বেগে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতেছিলেন যে, দানবগণ, তিনি একাকী হইলেও, সহস্রসংখ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনন্তর ভূতভাবন ভবানীপতি সেই দানবদলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত এবং কাহাকে বা প্রোথিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গ প্রহারে অসংখ্য দানবের বাহু ছিন্ন, উরু ভগ্ন ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রায় সকলেই, ভূতলে নিপতিত হইল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ খড়্গাঘাতে নিতান্ত, নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কেহ কেহ ভূগর্ভে, কেহ কেহ পর্ব্বতগহ্বরে ও কেহ কেহ জলমধ্যে এবং কেহ কেহ বা আকাশমার্গে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই ঘোরতর সমরব্যাপার সমুত্থিত হওয়াতে ধরাতল মাংস ও শোণিতপ্রভাবে নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ দানবগণের

রুধিরাক্ত কলেবর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমরভূমি কিংশুকবৃক্ষপরিশোভিত পর্ব্বতসমুদয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে।

অসুরনাশাস্তে অসির নিয়োগব্যবস্থা

"ভগবান্ রুদ্রদেব এইরূপে দানবগণকে সংহারপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবদায়ক শিবরূপ ধারণ করিলেন; তখন ঋষি ও দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান ভূতভাবন সেই দানবশোণিতলিপ্ত ধর্ম্মরক্ষার হেতুভূত ভীষণ খড়্গ বিষ্ণুকে অর্পণ করিলে বিষ্ণু মরীচিমুনিকে, মরীচি মহর্ষিগণকে, মহর্ষিগণ পুরন্দরকে এবং পুরন্দর লোকপালদিগকে উহা প্রদান করিলেন। তৎপরে সূর্য্যতনয় মনুকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি মনুষ্যদিগের অধীশ্বর; অতএব এই ধর্ম্মনিদান অসি গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। মানবগণ শরীর ও মন এই উভয়ের প্রীতিসাধনার্থ ধর্ম্মসেতু [ধর্ম্মের বাঁধ] অতিক্রম করিলে তুমি ধর্ম্মানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ডদানদ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। লোকে অপরাধ করিলে তাহাকে বাক্যদণ্ড বা ধনদণ্ড [অর্থদণ্ড] দ্বারা শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক অপরাধ না করিলে কাহারও অঙ্গবৈকল্য [অঙ্গুলি কর্ত্তনাদিদ্বারা অঙ্গবিকৃতি] বা বিনাশসাধন করা বিধেয় নহে। বাক্যদণ্ড প্রভৃতি দণ্ডসমুদয়কে অসির প্রকৃতিরূপ বলিয়া গণনা করা উচিত।

"লোকপালগণ মহাত্মা মনুকে এইরূপে খড়্গ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদের শাসনানুসারে সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত রহিলেন এবং পরিশেষে বহুকালের পর স্বয়ং রাজকার্য্যবিরত হইয়া জনসমাজের রক্ষাবিধানার্থ স্বীয় পুত্র ক্ষুপকে ঐ খড়্গ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ক্ষুপ ইক্ষ্বাকুকে, ইক্ষ্বাকু পুরূরবাকে, পুরূরবা আয়ুকে, আয়ু নহুষকে, নহুষ যযাতিকে, যযাতি পুরুকে, পুরু অমূর্ত্তরয়াকে, অমূর্ত্তরয়া ভূমিশয়কে, ভূমিশয় ভরতকে, ভরত ঐলবিলকে, ঐলবিল ধুন্ধুমারকে, ধুন্ধুমার কম্বোজদেশীয় মুচুকুন্দকে, মুচুকুন্দ মরুত্তকে, মরুত্ত রৈবতকে, রৈবত যুবনাশ্বকে, যুবনাশ্ব রঘুকে, রঘু ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিদশ্বকে, হরিদশ্ব শুনককে, শুনক উশীনরকে, উশীনর ভোজ প্রভৃতি যাদবগণকে, যাদবগণ শিবিকে, শিবি প্রতর্দ্দনকে, প্রতর্দ্দন অষ্টককে, অষ্টক পৃষদশ্বকে, পৃষদশ্ব ভরদ্বাজ তনয় দ্রোণকে এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্যকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ লাভ করিয়াছ। কৃত্তিকা ঐ খড়ের নক্ষত্র, অগ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রোহিণী উহার উৎপত্তিস্থান এবং রুদ্রদেব উহার গুরু। এক্ষণে ঐ খড়্গের গোপনীয় যে আট নাম উচ্চারণ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল। খঙ্গ সমুদয় অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরাণে উহা মহেশ্বরের অস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যুদ্ধবিশারদ বীরমাত্রেরই এই খড়্গকে পূজা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মহারাজ পৃথু হইতে শরাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শরাসন প্রভাবেই পৃথিবী হতে বিবিধরত্ন ও প্রভূততর শস্য সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে

ধরামণ্ডল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতএব শরাসনেরও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মাদ্রীতনয়! এই আমি তোমার নিকট খড়্গের উৎপত্তিবৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখলাভ হইয়া থাকে।

১৬৭তম অধ্যায়

ভীষ্মের বিশ্রামকালে বিদুরের যুধিষ্ঠিরোপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিতামহ ভীষ্ম এইকথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক চারি ভ্রাতা ও বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এক্ষণে এই তিনটির মধ্যে কোটি প্রধান, কোটি মধ্যম ও কোটি অপকৃষ্ট এবং কাম, ক্রোধ ও লোভ এই ত্রিবর্গ-বিজয়ের নিমিত্তই বা কোটিকে অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসমুদয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।"

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাসম্পন্ন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, 'ধর্ম্মনন্দন! অধিকতর অধ্যয়ন, তপানুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমুদয় ধর্ম্মের সম্পত্তি। অতএব আপনি অবিচলিতচিত্তে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। ধর্ম্মপ্রভাবে ঋষিগণ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদয় লোক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ ধর্ম্মবলসহকারে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্ম্মেরই অনুগত। অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম ও কামকে নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংযতচিত্তে সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

কর্ম্মরণে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরানুরোধ

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবিশারদ মহামতি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। অর্থ আবার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্মের মূল কারণ। অর্থ ভিন্ন ধর্ম্ম ও কাম লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থবান ব্যক্তি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ ও দুর্ল্লভ অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ধর্ম্ম ও কাম অর্থের অঙ্গস্বরূপ। অর্থসিদ্ধি হইলেই ঐ উভয় সুসম্পন্ন হয়। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিরাও সতত ব্রহ্মার ন্যায় অর্থবান ব্যক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরাও মস্তকমুণ্ডন ও জটাজিন ধারণপূর্ব্বক দান্ত, ভস্মদিগ্ধাঙ্গ [ভস্মলিপ্ত দেহ] ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। বিদ্বান ও শান্তগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কাষবস্ত্রধারী ও শ্মশ্রুল [শ্মশ্রুধারী—দাড়ি রাখিয়া] হইয়াও অর্থের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই লোকে আস্তিক, নাস্তিক ও সংযমী এবং কুলক্রমাগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হয়। যিনি ভূতগণকে ভোগপ্রদান ও দণ্ডদ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করেন, তিনি যথার্থ অর্থবান। ফলতঃ আমার মতে অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে নকুল ও সহদেব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; অতএব উহাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন।"

ভীম নকুল সহদেবাদির ধর্ম্মাচরণে অনুরোধ

মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া নিরস্ত হইলে ধর্ম্মার্থবেত্তা মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য শয়ন, উপবেশন বা বিচরণ করুক, সকল অবস্থাতেই নানাপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থসংস্থান চেষ্টা করিবে। অর্থ পরম প্রিয় ও নিতান্ত দুর্ল্লভ। উহা অধিকৃত হইলে এই জীবলোকে সকল অভিলাষই সফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থ এবং অর্থসংযুক্ত ধর্ম্ম অমৃতমিশ্রিত মধুর ন্যায় পরমরমণীয়। যে ব্যক্তি অর্থহীন, তাহার কোন বাসনাই পরিপূর্ণ হয় না এবং যিনি ধর্ম্মপরায়ণ নহেন, তাঁহার অর্থসদ্ভাব [অর্থের স্বচ্ছলতা] হওয়া নিতান্ত দুর্ল্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থশূন্য তাহা হইতে সমুদয় লোক ভীত হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মকে প্রধান আশ্রয় করিয়া অর্থসাধনে যত্নবান হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্ল্লভ হয় না। ফলতঃ লোকে অগ্রে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, পরে ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থোপার্জ্জন এবং তৎপরে, কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে।"

নকুল ও সহদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভীমসেন কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কামনাশূন্য, সে কখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বাসনা করে না; অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলমূলাশী [ফলমূলাহারী], বায়ুভক্ষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, বেদবেদান্তপারগ, স্বাধ্যায়নিরত মহর্ষিগণ কামপ্রভাবে শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ ও তপস্যায় নিত্য নিরত রহিয়াছেন। বণিক্, কৃষক, শিল্পী ও দেবশিল্পীগণ কামপ্রভাবেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। অনেকে কামপ্রভাবে সাগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কাম নানাপ্রকার। কামদ্বারাই সমুদয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কামশূন্য জীব কখনই জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং এখনও বর্ত্তমান নাই; অতএব কামই সার পদার্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। যেমন দধি অপেক্ষা নবনীত, তিল অপেক্ষা তৈল, তক্র অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেয়ঃ। পুষ্প হইতে যেমন মধু উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কাম হইতে সুখসঞ্চার হইয়া থাকে; কাম ধর্ম্মার্থের উৎপত্তিস্থান ও আত্মার স্বরূপ। কাম না থাকিলে কেহই উপাদেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ বা ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিত না। ফলতঃ কামের প্রভাবেই লোকে নানাপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মার্থ অপেক্ষা কামই উৎকৃষ্ট। হে মহারাজ! আপনি কামপ্রভাবে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মদমত্ত প্রিয়দর্শন প্রমদাগণের সহিত বিহার করুন। কামই আমাদিগের উক্ত সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি ধর্ম্মার্থকামের মর্ম্ম অবগত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনি ইহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় করিবেন না। সাধুলোকেরা আমার এই উৎকৃষ্ট সারবাক্য অবশ্যই সমাদর করিবেন। ফলতঃ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই তুল্যরূপে সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মনুষ্য উহাদের মধ্যে একটির প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করে, সে অতি জঘন্য, যে ব্যক্তি তুল্যরূপে দুইটির সেবা করে, সে মধ্যম আর যে ব্যক্তি সমভাবে ত্রিবর্গেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

চন্দনচর্চ্চিতকলেবর বিচিত্রমাল্যধারী মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কামের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিরত হইলেন।"

যুধিষ্ঠিরের নিষ্কামধর্ম্ম-প্রশংসা

অনন্তর পরম সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের পাঁচজনের বাক্য শ্রবণ ও তাহা সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদয় অসার বোধ হওয়াতে তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমরা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াছ। তোমরা আমাকে যেসমস্ত কথা কহিলে, তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা তাহা অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। যে মহাত্মা পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যাচরণ করেন না, ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে তুল্যরূপে দর্শন করেন এবং কোন দোষেই লিপ্ত হয়েন না, তিনি সুখদুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। এই জীবলোকে সমুদয় জীবই জন্মমৃত্যুশৃঙ্খলে সংযুত এবং জরা বিকারের আয়ত্ত। ইহারা ঐ সমস্ত দুরতিক্রমণীয় ব্যাপারে বারংবার নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মোক্ষকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই মোক্ষ যে কি পদার্থ, তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে সংযত থাকে, তাহাদিগের কখনই মুক্তিলাভ হয় না; আর যাঁহারা সাংসারিক সুখদুঃখে কদাপি অভিভূত না হয়েন, তাঁহারাই মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যাহা কহিলাম, ইহাই সার। যাহা হউক, এই ভূমণ্ডলে কেহ আপনার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে না। বিধাতা আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। ভগবান্ বিধাতা সমুদয় প্রাণীকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, সুতরাং তিনিই বলবান্। ফলতঃ মনুষ্য যখন ত্রিবর্গবিহীন হইলেও মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, তখন মোক্ষই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, সন্দেহ নাই।"

ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার হেতুগর্ভ মনোগত বাক্যশ্রবণে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অন্যান্য পার্থিবগণও ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উহার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগের প্রীতিদর্শনে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া পুনরায় বিজ্ঞবরাগ্রগণ্য জাহ্নবীতনয় ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

১৬৮তম অধ্যায়
ভীষ্মের পুনর্ব্বার সন্ধি-বিগ্রহাদি রাজনীতি কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ। কিরূপ মনুষ্য শান্তস্বভাব? কাহারা ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ে হিতকার্য্য করিয়া থাকে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হিতকারী ও হিতবাক্যশ্রোতা সুহৃদ্ অতি দুর্ল্লভ; অতএব আমার মতে অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অপেক্ষা সুহৃদ্ই শ্রেষ্ঠ।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য ও কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা অকর্ত্তব্য, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা লুব্ধ, ধর্ম্মবর্জ্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপপরায়ণ, শঙ্কিতচিত্ত, উদযোগবিহীন, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, লোকনিন্দিত, গুরুদারাপহারী, ব্যসনাসক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরায়ণ, লোকের দ্বেষভাজন, নিয়মলঙ্ঘনশীল, নির্ব্বোধ, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষণতৎপর, মৎসরান্বিত, সুরাপায়ী, নির্দ্দয়, দুঃশীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক; যাহারা সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট উপযুক্ত ধন লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সতত অকার্য্যসাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত অকস্মাৎ বিরোধ এবং কল্যাণকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানতানিবন্ধন অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া কেবল স্বকার্য্যসাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্যপ্রয়োগ করিয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় হিতকার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে, মঙ্গলকার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণীগণের বধসাধনে নিরত থাকে, তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা সৎকুলোদ্ভব, সদ্বক্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান-বিশারদ, রূপগুণসম্পন্ন, সৎসংসর্গপরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ, লোভমোহবর্জ্জিত, মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়ামশীল, সৎকুলসম্ভূত, কুলরক্ষক ও নির্দোষ বলিয়া প্রথিত যথাশক্তি সৎকার করিলেই যাঁহারা পরিতুষ্ট হয়েন, যাঁহাদিগের অকস্মাৎ ক্রোধ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, যাঁহারা বিরক্ত হইয়াও মনকে পবিত্র রাখেন, স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সুহৃৎ-কার্য্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি কদাচ বিরাগ-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হয়েন, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্দ্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণীদিগের প্রতি বলপ্রকাশ করিতে পরামর্শ প্রদান না করেন, লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগনিবন্ধন আত্মাভিমানশূন্য হইয়া পরিজনদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎকার্য্যসাধনে যত্নবান্ হয়েন, তাঁহারাই সন্ধি করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে নরপতি ঐ প্রকার লোকদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, তাঁহার রাজ্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ জিতক্রোধ মহাবলপরাক্রান্ত ও কুলশীলগুণসম্পন্ন মহাত্মাদিগের সহিত সন্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি ইহার পূর্বে যে যে প্রকার লোকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে নিষেধ

করিয়াছি, কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক তাহাদের সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট; অতএব সেই সমস্ত দুরাচারদিগকে যত্নপুর্ব্বক পরিত্যাগ করাই উচিত।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন কাহাকে কহে, বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

সংসর্গের দোষ—গৌতমের অধোগতি

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশনিবাসী ম্লেচ্ছদিগের দেশে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মধ্যদেশনিবাসী গৌতমনামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণবজ্জিত গ্রামকে যারপরনাই সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সর্ব্ববর্ণবিশেষজ্ঞ [সকল জাতির অবস্থায় অভিজ্ঞ] ধনবান দস্যু বাস করিত। ঐ দস্যু ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দস্যুর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে নূতন বস্ত্র ও এক যুবতী, দাসী প্রদান করিল। তখন গৌতম যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া পরমানন্দে সেই দস্যুর গৃহে বাস করিয়া দাসী-কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাসনিবন্ধন তাঁহার বাণশিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রত্যহ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দস্যুগণের ন্যায় বনবাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদা দস্যুদিগের সহবাস হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসাপরায়ণ নির্দ্দয় হত্যাকারী দস্যুর ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিরন্তর কেবল পক্ষিবধবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দস্যুগ্রামে পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

“এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায়নিরত বিনীতমূর্ত্তি দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে সমাগত হইলেন। ঐ পবিত্রস্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি কদাচ শুদ্রান্ন প্রতিগ্রহ করিতেন না, সুতরাং সেই দস্যুসমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণপূর্ব্বক চারিদিক পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গৌতমগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে গৌতমও হংসভার স্কন্ধে লইয়া শরাসন ও অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে স্বীয় আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দস্যুভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্ব্বতন বেদপারগ বিখ্যাত জ্ঞানিগণকে স্মরণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুধ্যানপূর্ব্বক সত্য, শীল, দম ও দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার উচিত।

‘আগন্তুক ব্রহ্মচারী এই কথা কহিলে গৌতম আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি নির্দ্ধন ও বেদজ্ঞানবিহীন, এই নিমিত্তই ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই স্থানে আগমন

করিয়াছি। আজ আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই রজনী আমার আবাসে অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে আমরা উভয়েই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। গৌতম এই কথা কহিলে ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন; কিন্তু নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও কোন বস্তু ভোজন বা স্পর্শ করিলেন না।"

১৬৯তম অধ্যায়
নাড়ীজঙ্ঘনামক বকসহ গৌতম-সম্ভাষণ

"হে ধর্ম্মরাজ! পরদিন শর্ব্বরী প্রভাত হইবামাত্র সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে গৌতম স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে একদল সমুদ্রগমনোন্মুখ বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই বণিক্‌দিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বণিক্‌দল কোন গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলে এক মত্ত-মাতঙ্গ অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া সেই বণিক্‌দিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গৌতম নিতান্ত ভীত হইয়া সেই হস্তীর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অসহায় একাকী কিম্পুরুষের ন্যায় অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদ্রগমনের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে নন্দনকাননবৎ সুন্দর এক সুরম্য কাননে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, ঐ স্থানে পাদপসমুদয় নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। চূতবৃক্ষ [আম্র] সকল ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে। শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কালাগুরু বৃক্ষ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। যক্ষ ও কিন্নরগণ উহাতে বিহার করিতেছে এবং মনুষ্যবদন [মানুষতুল্য মুখ—মুখের আকৃতি মানুষের মুখের ন্যায়] ভারুণ্ড ও ভূলিঙ্গ প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্ব্বতীয়। বিহঙ্গমগণ রমণীয় মধুরগন্ধে আমোদিত পর্ব্বতপ্রস্থে সুস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৌতম সেই সমস্ত পক্ষীদিগের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক কাঞ্চন-বালুকাসমাচ্ছন্ন স্বর্গতুল্য সুরম্য সমতল প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। উহার শাখা-প্রশাখা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পফলে পরিশোভিত ও উহার মূলদেশ চন্দনবারিদ্বারা সংসিক্ত। গৌতম সেই মনোহর পবিত্র বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লমনে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় সুগন্ধি সমীরণ গৌতমের কলেবর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌতম সেই সুশীতল বায়ুপ্রভাবে গতক্লম [বিগতশ্রম] হইয়া তথায় পরমসুখে শয়ন করিলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকাল প্রাদুর্ভূত হইল। ইত্যবসরে ব্রহ্মার প্রিয়সখা কশ্যপপুত্র নাড়ীজঙ্ঘনামক বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার আর একটি নাম রাজধর্ম্ম। ঐ বিহঙ্গম দেবকন্যার গর্ভসম্ভূত ও দেবতার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।

“গৌতম সেই সমলঙ্কৃতকলেব [অলঙ্কৃত দেহ]র বিহঙ্গমকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহাকে বধ করিবার অভিসন্ধি করিতে লাগিলেন। বিহগরাজ রাজধর্ম্ম সেই ব্রাহ্মণকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া কহিল, ‘ব্রহ্মন্! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি অতিথিরূপে আমার আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকালও সমুপস্থিত হইল, অতএব এই রাত্রি এইস্থানেই পান-ভোজন করিয়া অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে স্বেচ্ছানুসারে গমন করিবেন।’ ”

১৭০তম অধ্যায়
গৌতমের বক আতিথ্যগ্রহণ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহারাজ! বক এই কথা কহিলে গৌতম তাহার মধুরবাক্যশ্রবণে বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হইয়া অনিমেষনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজধর্ম্ম গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ব্রহ্মন্! আমি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। আপনি আমার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন।' সদাশয় বক এই বলিয়া যথানিয়মে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে শালপুষ্পময় দিব্য-আসন, গঙ্গাসলিলান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদান করিল এবং গৌতম প্রীতমনে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত স্বীয় পক্ষপুট[পক্ষদ্বয়]দ্বারা বীজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গৌতমের শ্রম দূর হইলে রাজধর্ম্ম তাঁহার নাম-গোত্র জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম।' অনন্তর রাজধর্ম্ম গৌতমের নিমিত্ত দিব্যপুস্পযুক্ত পর্ণময় সুবাসিত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল; গৌতমও পরমসুখে তাহাতে শয়ন করিলেন। তখন কশ্যপতনয় গৌতমকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন?' গৌতম কহিলেন, 'বিহঙ্গম! আমি নিতান্ত দীনহীন; কিঞ্চিৎ অর্থের নিমিত্ত সমুদ্রগমনাভিলাষে বহির্গত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।' তখন রাজধর্ম্ম কহিল, 'ব্রহ্মন্! আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইয়া অর্থসমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিবেন। বৃহস্পতি পরম্পরাগত , দৈব, কাম্য ও মৈত্র [পৈতৃক, ভাগ্যবলে লব্ধ, প্রার্থনাদ্বারা প্রাপ্ত ও বন্ধু হইতে সংগৃহীত] এই চারি প্রকার অর্থাগমের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব আপনি যাহাতে ধনবান্ হন, আমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব। বক এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল; ব্রাহ্মণ পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

"অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাজধর্ম্ম গৌতমকে একটি সুদীর্ঘ পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল, 'ব্রহ্ম! আপনি এই পথে গমন করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন। এখান হইতে তিন যোজন দূরে বিরূপাক্ষনামে মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষসাধিপতি বাস করিতেছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু, আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।' রাজধর্ম্ম এই কথা কহিলে গৌতম সেই বিহঙ্গনির্দ্দিষ্ট পথে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য ফলভক্ষণ ও চন্দনাগুরুভূয়িষ্ঠ [সুগন্ধি চন্দন ও অগুরুকাষ্ঠবহুল] বনাবলী দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিয়া মেরুব্রজনামক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের তোরণ, প্রাকার, কপাট ও অর্গলসমুদয় প্রস্তরময়। গৌতম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান রাক্ষসরাজের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। তখন রাক্ষসরাজ স্বীয় সখা রাজধর্ম্ম গৌতমকে প্রেরণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তোমরা অচিরাৎ নগরদ্বার হইতে গৌতমকে আমার নিকট উপনীত কর। ভৃত্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শ্যেনের ন্যায় দ্রুতগমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া

গৌতমকে কহিল, 'মহাশয়! রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করুন।' গৌতম ভৃত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাবিপতির দর্শনবাসনায় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে পুরশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূতগণের সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।"

১৭১তম অধ্যায়
রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ হইতে গৌতমের ধনপ্রাপ্তি

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর গৌতম রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার গোত্র, আচার, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষসরাজ গোত্রাচারাদির [কি গোত্র, কেমন আচার প্রভৃতি] বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে গৌতম নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় গোত্রের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলেন; অন্যান্য বিষয়ে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রাক্ষসে সেই স্বাধ্যায়হীন ব্রহ্মতেজোবিহীন ব্রাহ্মণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! আপনার বাসস্থান কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশেই বা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, অকুতোভয়ে যথার্থরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন।' তখন গৌতম কহিলেন, 'রাজ! আমি সত্য কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার জন্মভূমি, কিরাতভবন আমার বাসস্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।'

"গৌতম এই কথা কহিলে রাক্ষসাধিপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহাত্মা রাজধর্ম্মের সহিত ইঁহার সৌহার্দ্য আছে এবং সেই মহাত্মাই ইঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্ম আমার ভ্রাতা, বান্ধব ও প্রিয়সখা; অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে। আজ আমাকে সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। আমি সেই উপলক্ষে ইঁহাকেও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব। ইনি আমার ভাগ্যক্রমেই এই পবিত্রদিনে আমার ভবনে অতিথি হইয়াছেন। আর বিপ্রগণকে যেসমুদয় ধন প্রদান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রহিয়াছে।

"রাক্ষসাধিপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে কৃতস্নান, পট্টবস্ত্রধারী, নানালঙ্কারভূষিত, সহস্র বিদ্বান ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া বিধিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য কুশাসন সমুদয় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বিপ্রগণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলে রাক্ষসরাজ বিধানানুসারে তিল, কুশ ও সলিলদ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। পিতৃলোক, অগ্নি ও. বিশ্বদেবের প্রতিমূর্ত্তিসমুদয় গন্ধপুষ্প প্রভৃতি বিবিধ উপচারদ্বারা পূজিত হইয়া শশাঙ্কসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতমধুসংযুক্ত, দিব্যান্নপরিপূর্ণ, হীরকাঙ্কিত সুবর্ণপাত্রসমুদয় প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ প্রতি বৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের ভরনে

পরমসমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন-সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন। আর শরৎকাল অতীত হইলে কার্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। রাক্ষসরাজ তদনুসারে ঐ দিন দক্ষিণাদানের নিমিত্ত অজিন, রাঙ্কব, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্নসমুদয় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, 'হে বিপ্রগণ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদয় রত্ন ও স্ব স্ব ভোজনপত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রতি গমন করুন।' মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি নানা দেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের অনিষ্টসাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দ্বিজগণ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই; অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না; অচিরাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট ধন গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গৌতমও অতিভার সুবর্ণভার গ্রহণপুর্ব্বক যারপরনাই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই বৃক্ষমূলে আগমন ও উপবেশন করিলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে মিত্রবৎসল বকরাজ রাজধর্ম্ম তথায় উপস্থিত হইল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্নান্তে মহা আহ্লাদে স্বীয় পক্ষপুট বীজনদ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদনপূর্ব্বক আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিল। তখন গৌতম বিলক্ষণরূপে ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি লোভপ্রযুক্ত শ্রমোপজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমাকে দূরপথে গমন করিতে হইবে। কিন্তু পথিমধ্যে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারি, এমন কোন খাদ্যদ্রব্যই দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্ত্তব্য। ইহার দেহ মাংসরাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ মাংসদ্বারা আমার অনায়াসেই পাথেয় নির্ব্বাহ হইবে।' দুরাত্মা কৃতঘ্ন গৌতম মনে মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া রাজধর্ম্মের বিনাশসাধনার্থে গাত্রোত্থান করিলেন।"

১৭২তম অধ্যায়
কৃতঘ্ন গৌতমকর্ত্তৃক মিত্রবধ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! গৌতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বিহগরাজ রাজধর্ম্ম ঐ স্থানের অনতিদূরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং বিশ্বস্তচিত্তে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ান রহিয়াছিল। পাপাত্মা গৌতম ঐ পক্ষীকে নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া প্রদীপ্ত বহ্নিদ্বারা তাহার বিনাশসাধন করিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য্য যে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও তাহার মনে উদিত হইল না; প্রত্যুত যারপরনাই আহ্লাদেরই সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ পক্ষীকে পক্ষরোমশূন্য [পাখা ও লোমশূন্য] ও অগ্নিতে সুপক্ক করিয়া সেই সমস্ত সুবর্ণের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"এ দিকে সেই দিবস অতীত হইলে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজধর্ম্মকে অবলোকন না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিলেন, 'বৎস! আজ রাজধর্ম্মকে নিরীক্ষণ করিতেছি না কেন? সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে। প্রত্যাগমনসময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না; কিন্তু অদ্য দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাই। তাঁহার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় বিচলিত হইতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাঁহার অনুসন্ধান কর। আমার বোধ হইতেছে, সেই স্বাধ্যায়শূন্য ব্রাহ্মণ্যবিহীন দ্বিজাধম গৌতম তাঁহাকে বধ করিয়া থাকিবে। সেই দুরাত্মার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহাকে ভীষণাকার নির্দ্দয় দুষ্ট ও দস্যুর ন্যায় অধম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা সেই স্থানে গমন করাতেই আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র রাজধর্ম্মের আবাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না, জানিয়া আইস।

"রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পুত্র অন্যান্য রাক্ষসগণসমভিব্যাহারে সত্বর রাজধর্ম্মের আবাসে গমনপূর্ব্বক সেই বটবৃক্ষের সন্নিধানে তাঁহার অস্থিসমুদয় নিপতিত অবলোকন করিল। বকের অস্থি-দর্শনে রাক্ষসতনয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে অবিরল বাষ্পকুললোচনে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গৌতমকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম্মের পক্ষাস্থিচরণশূন্য মৃতদেহের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক মেরুব্রজে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল। রাক্ষসরাজ সখার মৃতদেহ-দর্শনে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে অনর্গল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাহার আবাসমধ্যে রাজধর্ম্মের বিয়োগ নিবন্ধন ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুপস্থিত হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নিতান্ত শোকাকুল হইয়া উঠিল।

রাক্ষসকর্ত্তৃক মিত্রঘাতী গৌতমের বধসাধন

"অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ কৃতঘ্ন গৌতমের উপর যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় আত্মজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! তুমি অন্যান্য রাক্ষসগণসমভিব্যাহারে অবিলম্বে

এই পাপাশয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ কর। ইহার মাংস ভোজন করিয়া রাক্ষসগণ তৃপ্তি লাভ করুক। এই দুরাত্মা অতিশয় পাপপরায়ণ, অতএব আমার মতে তোমাদিগের হস্তে ইহার মৃত্যুলাভ হওয়াই শ্রেয়ঃ।' রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তত্রত্য ঘোরবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, 'মহারাজ! এই পাপাত্মা ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আমাদিগের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনি ইহাকে দস্যুদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। পাপাত্মাকে আমাদিগের ভক্ষণার্থ প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।' রাক্ষসগণ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, 'অদ্যই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণের দেহ দস্যুগণকে সমর্পণ কর।'

"তখন সেই রাক্ষসগণ বিরূপাক্ষের আজ্ঞানুসারে পট্টিশদ্বারা গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দস্যুদিগকে প্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু দস্যুগণও সেই নরাধমের মাংসভক্ষণে অভিলাষী হইল না। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, রাক্ষসেরাও তাহাকে ভোজন করে না বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, রাক্ষস বা অন্যান্য কীটেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না।"

১৭৩তম অধ্যায়
বকের পুনর্জ্জীবন—বক-গৌতম-পূর্ব্ববৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানারত্নসংযুক্ত বস্ত্রালঙ্কারসমলঙ্কৃত সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধানে বকপতি রাজধর্ম্মের প্রেতকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে বকের মাতা দাক্ষায়ণী সুরভি ঐ চিতার উর্দ্ধভাগে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার বদন হইতে অনবরত ক্ষীরমিশ্রিত ফেন নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই ফেন বকরাজের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার স্পর্শমাত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাক্ষসের ভবনে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন রাক্ষসনাথ। তুমি সৌভাগ্যক্রমে রাজধর্ম্মকে পুনর্জ্জবিত করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'পূর্ব্বে ঐ বকপতি লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত না হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, "যখন সে আমার সভায় সমাগত হইল না তখন তাহাকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে।" হে রাক্ষসনাথ! ভগবান্ ব্রহ্মার সেই বাক্যপ্রভাবেই এই পক্ষী গৌতমকর্ত্তৃক নিহত হইয়াও অমৃতস্পর্শে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়াছে।'

"সুররাজ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে বক তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, 'সুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি আপনার দয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার পরমবন্ধু গৌতমকে পুনর্জ্জীবিত করুন।' তখন দেবরাজ ইন্দ্র বকের প্রার্থনাবাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া অমৃতনিষেকদ্বারা গৌতমকে জীবনপ্রদান করিলেন।

অনন্তর বকপতি রাজধর্ম্ম পাপপরায়ণ মিত্র গৌতমকে তাঁহার ধনসম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ব্রহ্মসদনে [১] সমুপস্থিত হইল। ব্রহ্মা মহাত্মা বককে অবলোকন করিয়া বিধানানুসারে তাহার অতিথিসৎকার করিলেন। এদিকে গৌতমও পুনরায় কিরাতভবনে সমুপস্থিত হইয়া সেই শূদ্রার গর্ভে দুষ্কর্ম্মকারী পুত্রসমুদয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গৌতম বকবধ করিলে দেবগণ তাঁহাকে এই শাপপ্রদান করিয়াছিলেন যে, ঐ কৃতঘ্ন পাপাত্মা গৌতম বিধবা শূদ্রার গর্ভে কতকগুলি পুত্রোৎপাদন করিয়া পরিশেষে নরকগামী হইবে।

"হে ধর্ম্মরাজ! পূর্বে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম। কৃতঘ্নের যশ, আশ্রয় বা সুখ কুত্রাপি নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, উহাদের কোনরূপেই নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি অনন্তকাল ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। মিত্রের হিতাভিলাষী ও কৃতজ্ঞ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। মিত্র হইতে সম্মানলাভ, ভোগ্যবস্তুর উপভোগ ও বিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে মিত্রের পূজা করিবেন। সুপণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেরই পাপাত্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কুলাঙ্গার, পাপাত্মা ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের মুখে এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলেন।

আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৭৪তম অধ্যায়
মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি পরমপবিত্র রাজধর্ম্মাশ্রিত আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্মসমুদয় আশ্রমবাসীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে-কোন প্রকারে হউক, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না। আশ্রমসমুদয়ে যাগযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি যেসমুদয় ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের ফল অপ্রত্যক্ষ। পরলোকেই ঐ সমুদয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ। তপস্যাদ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে ইহলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। যে, যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মানুশীলনদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সংসার তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলেবর

পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে বদ্ধ থাকে, তাহাকে নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহলোকে মোক্ষলাভার্থ যত্নবান হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ধনক্ষয় অথবা স্ত্রী, পুত্র ও পিতার মৃত্যু হইলে কোন্ বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক শোক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাই কীর্ত্তন করুন।”

শোকনাশের উপায়—বিপ্র-শ্যেনজিৎসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! অর্থনাশ, পিতৃবিয়োগ ও পুত্রকত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর হয়, শমগুণাদি [ইন্দ্রিয়াদির সংযম] অবলম্বনদ্বারা শোক নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ শ্যেনজিতের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন, ‘মহারাজ! তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কিয়দ্দিন পরে তোমার নিমিত্তও লোকে শোক ও যাহারা তোমার নিমিত্ত শোক করিবে, তাহাদিগকে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। ফলতঃ কি তুমি, কি আমি, কি তোমার অনুচরগণ সকলেই যে পুরুষ হইতে ইহলোকে আগমন করিয়াছে, পরিশেষে তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে।’

“শ্যেনজিৎ কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি কিরূপ বুদ্ধি, তপস্যা, সমাধিজ্ঞান ও শাস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া বিষাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘মহারাজ! কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সমুদয় প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্মনিবন্ধন দুঃখভোগ করিতেছে। আমি আপনার আত্মাকেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করি না; আবার সমুদয় জগৎকেও আপনার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। আর পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুতেই যে আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে, ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এই নিমিত্তই আমার অন্তঃকরণে হর্ষ বা বিষাদের সঞ্চার হয় না। যেমন মহাসমুদ্রমধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ একবার পরস্পর মিলিত ও পুনরায় পৃথগ্‌ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ একবার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে যখন সংসারমধ্যে আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন তাহাদিগের স্নেহে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। তোমার পুত্র চক্ষুর অগোচর চিন্ময় মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহাতেই বিলীন হইয়াছে। তোমার সেই পুত্র তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে নাই এবং তুমিও তাহাকে সবিশেষ অবগত হইতে পার নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ?

সুখই দুঃখের কারণ—সহিষ্ণুতায় দুঃখনিবৃত্তি

‘বিষয়লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখনাশই সুখের কারণ। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখ-অবসানে সুখলাভ করিয়া থাকে। কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। তুমি পূর্ব্বে সুখভোগ করিয়াছিলে, এক্ষণে দুঃখভোগ

করিতেছ, কিয়দ্দিন পরে আবার সুখভোগ করিতে পারিবে। শরীরই সুখ ও দুঃখের আশ্রয়স্বরূপ; অতএব দেহিগণ শরীরদ্বারা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। জীব শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতাময়[বালুকা] সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তৈলকারগণের[তৈলকারী কলুরা যেমন তিল বা সরিষা ঘানিতে ফেলিয়া পেষণ করে, তদ্রূপ অজ্ঞানরাশি প্রাণীগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে নিরন্তর নিপীড়িত করে] ন্যায় অজ্ঞানসম্ভূত ক্লেশসমুদয় তিলরাশির ন্যায় প্রাণীগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে। নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা স্ত্রী-পুত্র-কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপঙ্কে নিপতিত জীর্ণ বন্যহস্তীর ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অর্থনাশ, পুত্রবিয়োগ ও জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানল তুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। এই সংসারমধ্যে সুখ, দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য সমুদয়ই দৈবায়ত্ত। কি বন্ধুহীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান, কি নির্ব্বোধ সমুদয় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখলাভ করিয়া থাকে। সুহৃদ্বর্গ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে। প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখলাভ হয় না। বুদ্ধি ধনলাভের ও মূঢ়তা অর্থলাভের হেতু নহে। কি বুদ্ধিমান, কি নির্ব্বোধ, কি বীর, কি ভীরু, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল, কি বলবান, সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ দৈব যাহাকে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। দৈব অনুকূল না হইলে সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক। বৎস, গোপ, স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী; অন্যের তাহার উপর মমতাপ্রকাশ বিড়ম্বনামাত্র। ইহলোকে যাঁহারা সুষুপ্তিলাভ করিতে পারেন অথবা যাঁহারা নিরন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি [নিরবচ্ছিন্ন সমাধি—যে সমাধির ছেদ নাই। সুষুপ্তির মত যে সমাধি সুষুপ্তিভঙ্গে তাহার যে ব্যুত্থান দশা অর্থাৎ জাগরণ অবস্থা হয় এবং সেই সময় যে পুর্ব্ববৎ কার্য্য-কল্পনা হইতে থাকে, তাহা সবিকল্প; আর যে সমাধির ভঙ্গ নাই—উত্থান নাই—সমাধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মভাব, তাহার নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি] অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদার্থলাভে সমর্থ হয়েন। ভেদদর্শীদিগকে অবশ্যই ক্লেশভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা সমাধি বা সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন, অন্য পথে পদার্পণ করিতে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ সুষুপ্তি ও সমাধিদ্বারাই লোকের যথার্থ সুখভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা সুখলাভ করিয়া সুখদুঃখশূন্য ও মাৎস্যবিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ তাঁহাদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই নিরন্তর সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সদসদ্বিবেকবিহীন [নিত্য-অনিত্য বস্তু বুঝিতে অক্ষম] গর্ব্বিত মূর্খেরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় পরমানন্দে নিয়ত কাল হরণ করিয়া থাকে। সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। দক্ষতাদ্বারাই সুখোৎপত্তি

হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে, অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ, কি দুঃখ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, যাহা উপস্থিত হউক না, সুস্থচিত্তে তাহা অনুভব করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। ঐ সমুদয় মূঢ় ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিতদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কৌশলজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাসনিরত, অসূয়াবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধিদ্বারা ব্রহ্মভূত [স্বয়ং ব্রহ্ম] হইতে পারেন, শোক তাঁহাকে কখনই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শরীরের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস, দুঃখ বা আয়াসের কারণ হয়, তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয়সমুদয়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে, তাহাই পরিতাপের কারণ হইয়া উঠে; আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়সুখানুরাগী পুরুষকে বিষয়সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিনষ্ট হইতে হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয় সুখ বৈরাগ্যজনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল সকলকেই পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিতে হইবে। এইরূপে সুখদুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরাই ঐ বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হয়েন না। তাঁহারা সতত বিষয়সমুদয়ের কামনাকে নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং ক্রোধের হেতু ও লোকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষের বিষয়সমুদয় কুর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখন তিনিই আত্মজ্যোতিঃপ্রভাবে স্বয়ং আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। যখন তিনি ভয়, বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করেন এবং যখন তাহা হইতে কেহই ভীত না হয়, সেই সময়েই তাহার পরমপদার্থ ব্রহ্মপদার্থলাভ হইয়া থাকে। আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয় এবং প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়েন, সেই সময়েই তাহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে।

বিষয়তৃষ্ণাত্যাগে শান্তিপিঙ্গলার উপাখ্যান

'দুর্ম্মতিরা যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হইবার নহে এবং যাহাকে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

'পূর্ব্বে পিঙ্গলানামে এক বেশ্যা যাহা কহিয়াছিল এবং ক্লেশের সময় যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল, আমি এই উপলক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ঐ বেশ্যা সঙ্কেতস্থানে [নায়ক-নায়িকার মিলনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে] স্বীয় প্রিয়তমকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই ক্লেশের সময় দৈবপ্রভাবে তাহার শান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তখন সে ক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, "হায়! যে সর্ব্বান্তর্য্যামী নির্ব্বিকার পুরুষ আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, আমি এতকাল কামাদিদ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি।

একদিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। আজ আমি আত্মজ্ঞানবলে অজ্ঞানস্তম্ভযুক্ত [অজ্ঞানরূপ খুঁটির উপর] নবদ্বারসম্পন্ন [৯টি ছিদ্রযুক্ত দেহরূপ গৃহ—চক্ষুর ২, কর্ণের ২, নাসিকার ২, মুখের ১, গুহ্যের ১, লিঙ্গের ১] গৃহ সমাচ্ছন্ন করিব। পূর্ব্বে যে ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলাম, সেই ব্যক্তি সমাগত হইলে কখনই তাহাকে কান্ত [পতিতুল্য প্রিয়] বলিয়া বোধ করিব না। এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই নরকরূপী ধূর্ত্তেরা পুনরায় আমাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে । দৈববল ও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আজ আমি জ্ঞানবলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আশা-পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই নাই।” পিঙ্গলা এইরূপে আশার উচ্ছেদ করিয়া পরমসুখে নিদ্রাগত হইল।

“হে বৎস! মহারাজ শ্যেনজিৎ ব্রাহ্মণের এই সমুদয় ও অন্যান্য যুক্তিযুক্ত উপদেশশ্রবণে শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।”

১৭৫তম অধ্যায়
ভববন্ধনচ্ছেদনের উপায়—পিতাপুত্রসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! এই সর্ব্বভূতক্ষয়কর কাল অতি সত্বর অতিক্রান্ত হইতেছে, সুতরাং মনুষ্য কিরূপে শ্রেয়োলাভ করিবে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! আমি এই স্থলে পিতাপুত্রসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণের মেধাবীনামে এক মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা সেই মোক্ষধর্ম্মার্থকুশল [মুক্তিধর্ম্মে নিরত] লোকতত্ত্ববিশারদ [জীবলোকতত্ত্বজ্ঞ] মেধাবী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! মনুষ্যের পরমায়ু অতি সত্বর ক্ষয় হইতেছে, ধীরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা সম্যক অবগত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, আপনি তাহা যথার্থরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। আপনার উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

“পিতা কহিলেন, বৎস! মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে পিতৃগণের উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিবে এবং পরিশেষে বিধিপূর্ব্বক অগ্ন্যাধান [অগ্নিস্থাপন] ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক মুনি হইবে।

“পুত্র কহিলেন, তাত! এই জীবলোক নিরন্তর অভিভূত ও আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে অমোঘ বিষয়সমুদয় নিরন্তর গতায়াত করিতেছে, সুতরাং আপনি কিরূপে আমাকে ঐ প্রকার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন?

“পিতা কহিলেন, ‘বৎস! তুমি আমাকে কি নিমিত্ত এইরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিলে? জীবলোক কোন্ বস্তুদ্বারা অভিভূত ও কোন্ বস্তুদ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে কিরূপ অমোঘ বিষয়সকলই বা নিরন্তর গতায়াত করিতেছে?’

"পুত্র কহিলেন, 'তাত! এই জীবলোক সততই জরাদ্বারা অভিভূত ও মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুঃক্ষয়কর রাত্রিসমুদয় পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত ইহা অবগত হইতেছেন না? আমি যখন বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, রাত্রি সকল প্রতিনিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ুক্ষয় করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তখন কিরূপে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিব? যখন প্রত্যেক রাত্রি লোকের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিতকাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্প সলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের অভিলাষ সুখসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেমন মেষকে লইয়া যায়, সেইরূপ সে বিষয়াসক্তচিত্ত কাম্যকর্ম্মের ফলভোগপ্রবৃত্ত মনুষ্যকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কালপ্রতীক্ষা করা নিতান্ত অনুচিত। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে, তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য, অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখলাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য মোহপ্রভাবে পুত্রকলাদির কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে-কোন প্রকারে হউক, উহাদিগকে ভরণপোষণ করে, কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়সম্ভোগে অপরিতৃপ্ত পুত্রাদি-পরিবৃত মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে। লোকে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কৃতান্তের বশীভূত হয়। মনুষ্য কিছুমাত্র কর্ম্মের ফল উপভোগ করিতে না করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপণিকার্য্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু তাহাকে আত্মসাৎ করে। কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি শূর, কি ভীরু, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, মৃত্যু কাহাকে পরিত্যাগ করে না।

'হে তাত! যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ নিমিত্তসমুৎপন্ন দুঃখসমুদয় দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তখন আপনি কি প্রকারে সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জরা ও মৃত্যুদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে। গ্রামে বাস মৃত্যুমুখে অবস্থানের তুল্য; অরণ্য দেবতার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তথায় বাস করিয়া তপস্যা করাই শ্রেয়। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসারবন্ধনের রজ্জু। পুণ্যবান্ লোক সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন; আর যে ব্যক্তি পাপাত্মা, সে কখনই সেই রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও তস্করগণ তাহার কোন অপকার

করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনাস্বরূপ। কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না।

‘সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্য আগমপরায়ণ হইয়া সত্যদ্বারাই মৃত্যুকে পরাজিত করিবে। মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে; তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমি এক্ষণে ভগবান ব্রহ্মার ন্যায় কাম, ক্রোধ ও হিংসাশূন্য, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান এবং সমদুঃখসুখ হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিব। উত্তরায়ণ[মাঘ মাস—মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস সূর্য্যের ক্রমশঃ উত্তর দিকে গতি বলিয়া এই কালের নাম পবিত্র উত্তরায়ণ] উপস্থিত হইলে আমি শান্তিযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বাগ্‌যজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কখনই হিংসামূলক পশুযজ্ঞ বা অনিষ্টফলপধায়ক ক্ষাত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহারা বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্যব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই পরগতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ। অতএব আমি কখনই জায়ার [পত্নীর গর্ভে আত্মা পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়; “আত্মা বৈ জায়তে পুত্র” (শ্রুতি)] গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব না। পুত্র আমার উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহে। আমি ব্রহ্মেই উৎপন্ন হইব। একাকিত্ব, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্তিই ব্রাহ্মণের পরমধর্ম্ম। বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য, বন্ধুবান্ধব ও পুত্র-কলত্রে প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই, অতএব বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করুন।

“হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ পুত্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।”

১৭৬তম অধ্যায়
বাসনাবিহীনের সুখশান্তি—শম্পাকগীত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যাহারা ধনবান বা নির্দ্ধন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অবস্থান করে, তাহাদিগের সুখদুঃখ কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে শম্পাকগীত নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন হইল, শম্পাকনামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্রদুঃখনিবন্ধন অন্নবস্ত্রের ক্লেশ এবং স্বীয় পত্নীর কুৎসিত ব্যবহারে নিতান্ত কাতর হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে কহিয়াছিলেন যে, ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র বিবিধ সুখদুঃখ মানবগণকে আশ্রয় করে; কিন্তু মনুষ্য যদি সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হইবামাত্র উহা দৈবায়ত্ত বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর আহ্লাদ বা কাতরতায় অভিভূত

হইতে হয় না। তুমি সেই কামবিহীন হইয়াও চিত্তসংযমে অসমর্থ হইয়াছ বলিয়া মোক্ষধর্ম্মের অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইতেছ না। ধনদারাদি সমুদয় ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলে অনায়াসে সুখলাভ হইতে পারে। অকিঞ্চন ব্যক্তিই সুখে শয়ন ও দুঃখে গাত্রোত্থান করে। ইহলোকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সুখলাভের একমাত্র নিদান। কামাত্মা ব্যক্তিদিগের উহা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তিরা উহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। বিশুদ্ধাত্মা অকিঞ্চন দরিদ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না। রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমাণ করিলে অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ আছে যে, রাজ্যেশ্বর নিরন্তর কালগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন আর অকিঞ্চন [শিয়রের বালিশ] ব্যক্তি ধনত্যাগনিবন্ধন অগ্নি, অশুভ গ্রহ, মৃত্যু বা দস্যু হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ ও বাহু উপাধান করিয়া ধূলিতে শয়ন করেন, দেবতারাও সতত তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ধনবান ব্যক্তি ক্রোধ-লোভের বশীভূত হইয়া বক্রভাবে দর্শন, মুখবিকার-প্রদর্শন, ভ্রূকুটি-বন্ধন, অধরোষ্ঠ-দংশন ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক, পৃথিবীদানে উদ্যত হইলেও কেহ তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয় না।

"ঐশ্বর্য্যসেবা [বিষয়ভোগ] অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া সমীরণ সঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে। তখন 'আমি কেবল মনুষ্য নহি, রূপবান, ধনবান ও সৎকুলোদ্ভব', এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে মহা অভিমান জন্মে। ঐ অভিমাননিবন্ধন চিত্তের প্রমাদ উপস্থিত হইলেই লোকে ক্রমে ক্রমে পিতৃসঞ্চিত সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষী হয়। তখন ব্যাধ যেমন শরনিকরে মৃগকে আহত করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গপ্রস্থিত [বিপরীত পথে চালিত—উদ্ভ্রান্ত] পরস্বাপহারী দস্যুকে রাজদণ্ডদ্বারা তাড়িত করিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ভিন্ন তাহার অগ্নিদাহ ও অস্ত্রবিদারণ প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ ক্লেশও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব অনিত্য পুত্রাদি-কামনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধি সহকারে সেই সমুদয় দুঃখের প্রতিকার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ না করিলে নির্ভয়ে শয়ন এবং সঙ্গতি বা সুখলাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই; অতএব আপনি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখী হউন।

"হে মহারাজ! পুর্ব্বে হস্তিনানগরে মহাত্মা শম্পাক আমার নিকট এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; অতএব সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য।"

১৭৭তম অধ্যায়
অর্থাভাবে মঙ্কিমহর্ষির অশান্তি—ত্যাগে শান্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যদি কেহ কৃষি, বাণিজ্য এবং যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া, ধন লাভ করিতে না পারিয়া ধনতৃষ্ণায় অভিভূত হয়, তাহা হইলে কিরূপ কার্য্যদ্বারা তাহার সুখলাভ হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! যে ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিপাত, ঐশ্বর্য্যাদিলাভে অনাস্থা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। পণ্ডিতেরা ঐ পাঁচটিকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় ভিন্ন স্বর্গ, ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট সুখলাভের উপায়ান্তর নাই।

“মহাত্মা মঙ্কি নির্ব্বেদ [অনুতাপ জাত অনাস্থা] উপস্থিত হইলে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মা বারংবার ধনলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি কোনপ্রকারে কিঞ্চিৎ ধনদ্বারা দুইটি গোবৎস ক্রয় করিলেন। ঐ বৎসদ্বয় মঙ্কির আবাসে অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইত। একদা হতভাগ্য মঙ্কি উহাদিগকে ভূমিকর্য্যণে শিক্ষিত করিবার অভিলাষে যুগকাষ্ঠে [জোয়ালে] সম্যকরূপে যোজিত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময় উহারা পথিমধ্যে এক উষ্ট্রকে শয়ান দেখিয়া সহসা বন্ধনছেদনপূর্ব্বক মহাবেগে তাহার স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল। উষ্ট্র সেই বৎসদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে বারংবার উৎক্ষেপণ করিতে করিতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। তখন মঙ্কি সেই বৎসদ্বয়কে পরমশত্রু উষ্টকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ ও মৃতপ্রায় দেখিয়া কহিলেন, ‘যে অর্থ দৈবকর্ত্তৃক সম্পাদিত না হয়, সুনিপুণ ব্যক্তি বিশেষরূপে যত্ন করিলেও তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারে না। আমি নানাবিধ চেষ্টাদ্বারা অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই গোবৎসদ্বয় ক্রয় করিয়া ধনলাভের বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে এ বিষয়েও এই দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। আমার এই প্রিয় বৎসদ্বয় উৎপথগামী উষ্ট্রের গমনদোষে বারংবার উৎক্ষিপ্ত মণিদ্বয়ের ন্যায় লম্বমান হইতেছে। এক্ষণে দৈব ব্যতীত এই দুর্ঘটনার অন্য কোন কারণই লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং এ বিষয়ে পৌরুষপ্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। যদিও লোকদৃষ্টান্তে পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে উহা যে দৈবায়ত্ত, তাহা অবশ্যই বোধগম্য হইবে। যাহা হউক, সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য আশ্রয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি এককালে অর্থসাধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। মহাত্মা শুকদেব সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পিতার আবাস হইতে অরণ্যে গমন করিবার সময় এই কয়েকটি অতি উত্তম কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি স্বীয় সমুদয় অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েন আর যিনি সমুদয় অভীষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিরত শেষোক্ত ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয়।

পূর্ব্বে কেহই ভোগাভিলাষের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহারা নিতান্ত মূঢ়, তাহাদিগেরই শরীর ও জীবনরক্ষায় মহাযত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

অতএব হে অর্থকামুকমন! তুমি আশা হইতে নিবৃত্ত হও এবং বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন কর। পূর্ব্বে তুমি বারংবার আশাকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ, তথাপি বৈরাগ্য অবলম্বন কর নাই। এক্ষণে যদি তোমার আমাকে বিনাশ না করিয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আর আমাকে বৃথা ধনলোভ প্রদর্শন করিও না। তুমি বারংবার ধনসঞ্চয় করিয়াও উহা রক্ষা করিতে পার নাই, তথাপি তোমার ধনাশা নিবৃত্ত হইতেছে না। আর কবে উহা তিরোহিত হইবে? হায়! আমার কি মূর্খতা! আমি এখনও তোমার ক্রীড়াপাত্র হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। কি পূর্ব্বে, কি এক্ষণে, কখনই কেহ আশার পরাকাষ্ঠা-সন্দর্শনে সমর্থ হয় নাই। অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আশা ত্যাগ করিলে আর পরের অনুবর্তী হইতে হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সমুদয় পরিত্যাগ করাতে আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

'হে বাসনা! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার হৃদয় বজ্রের ন্যায় নিতান্ত সুকঠিন। নচেৎ তোমার উপর শত শত অনিষ্টপাত হইলেও উহা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? আমি তোমাকে এবং তোমার প্রিয়বস্তুসকল অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু [হিতাভিলাষী] হইয়া পরমাত্মা হইতে পরম সুখলাভ করিব। তুমি সঙ্কল্প হইতে সম্ভূত হইয়া থাক; অতএব আমি সঙ্কল্পত্যাগ করিলেই তুমি সমূলে উন্মূলিত হইবে। অর্থস্পৃহা কখনই সুখাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থলাভ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অর্থ হস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে হয় এবং অধিকৃত ধনের নাশ হইলে উহা মৃত্যুতুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ হইয়া উঠে। ফলতঃ অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও অর্থলাভ না হইলে লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, বোধহয়, উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ আর কিছুই নাই। কোনক্রমে অর্থলাভ হইলেও তাহাতে লোকের তৃপ্তিলাভ হয় না; প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে অধিক লাভের আশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, ধনতৃষ্ণাই আমার বিনাশের মূল; অতএব হে বাসনা! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। যে পঞ্চভূত আমার দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহারা আমার দেহ হইতে যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন করিয়া সুখে বাস করুক। অহঙ্কারাদি কাম ও লোভের অনুগত। তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি নাই; অতঃপর আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রতা আশ্রয় করিব। আমি হৃৎপদ্মে সর্ব্বভূত ও আত্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক যোগবিষয়ে বুদ্ধি, শ্রবণাদি জ্ঞানে একাগ্রতা ও ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে নিরুপদ্রবে পরমসুখে এই জগতে বিহার করিব।

'বাসনা! আর তুমি আমাকে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দুঃখে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। তৃষ্ণা, শোক ও শ্রম প্রভৃতি সমুদয়ই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করিব। ধনের অনেক দোষ। মনুষ্যের ধনক্ষয় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দ্ধন ব্যক্তিকে নিরন্তর অবজ্ঞা ও অপমান করে। অর্থে যে অল্পমাত্র সুখলাভ হইয়া থাকে, তাহাও দুঃখজালে জড়িত। যাহার ধন থাকে, দস্যগণ তাহাকে নিরন্তর বিবিধ ক্লেশ প্রদানপূর্ব্বক উদ্বেলিত

[উদ্বিগ্ন] করে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি বহু কালের পর জানিলাম যে, অর্থলালসা অতিশয় ক্লেশকর। অতএব হে বাসনা! তুমি আর আমাকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিও না। তুমি অনলের ন্যায় শরীর দগ্ধ করিয়া থাক; তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী বালক ও দুরাকাঙ্ক্ষ [দুষ্টবাসনাযুক্ত]; তোমার যখন যাহাতে অভিরুচি হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইতে আমাকে অনুরোধ কর। কোন বস্তু সুলভ আর কোন্ বস্তু দুর্ল্লভ, তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। পাতালের ন্যায় তোমাকে কোনরূপেই পরিপূর্ণ করা যায় না। তুমি পুনরায় আমাকে দুঃখে পতিত করিতে অভিলাষ করিতেছ; অতএব আজ অবধি আমি এককালে তোমার সহবাসে বিরত হইলাম। আজ দ্রব্যনাশনিবন্ধন দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে আমি সহসা সমুদয় সুখভোগে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি; সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না। ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞানবশতঃ তোমার প্রীতিসাধন করিতে গিয়া যারপরনাই ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ধননাশনিবন্ধন বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে পরমসুখে গমন করিব। আর তুমি আমার সহবাস বা আমার সহিত ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইবে না। এখন কেহ অপমান বা হিংসা করিলে আমি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং কেহ বিদ্বেষপূর্ব্বক অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিব। নিত্য যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া জীবন ধারণপূর্ব্বক সুখী হইব। তুমি আমার পরমশত্রু, সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না; এক্ষণে বৈরাগ্য, নিবৃত্তি, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা, লোভ, তৃষ্ণা ও দীনতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করুক। আমি এখন লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখী হইয়াছি; আর লোভের বশীভূত হইয়া অজিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় দুঃখভোগ করিব না।

'যিনি যে পরিমাণে কাম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে সুখলাভ হয়। কামাধীন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দুঃখই ভোগ করে। রজোগুণপ্রভাবেই কামের উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধবশতঃ দুঃখ, নির্লজ্জতা ও অসুস্থতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ গুণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে আমি গ্রীষ্মকালে সুশীতল হ্রদের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক সমুদয় কার্য্যে সখানুভব করিতেছি। কামজনিত ঐহিক সুখ ও পারত্রিক সুখসমুদয় তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। অতঃপর আমি ভীষণ শত্রুর ন্যায় কামকে বিনাশপূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মরূপ সুখময় পুরে প্রবেশ করিয়া নরপতির ন্যায় পরমসুখে অবস্থান করিব।

"হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা মঙ্কি এইরূপে গোবৎসনাশজনিত বৈরাগ্যপ্রভাবে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দস্বরূপে উৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগপূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।"

১৭৮তম অধ্যায়

শান্তিপ্রদ উপদেশ—জনক-বোধ্যসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে শান্তগুণাবলম্বী বিদেহাধিপতি জনক এই উপলক্ষে কহিয়াছিলেন যে, আমার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু আমি যারপরনাই

অকিঞ্চন, এই মিথিলানগরীসমুদয় ভস্মাবশেষ [অগ্নিদাহে ভস্মমাত্র অবশিষ্ট] হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। এক্ষণে এই বিষয়ে মহাত্মা বোধ্যের যে এক উপদেশবাক্য কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা নরপতি যযাতি শান্তগুণান্বিত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি বোধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি কোন্ বুদ্ধি অনুসারে শান্তিগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

"বোধ্য কহিলেন, মহারাজ! আমি স্বয়ং অন্যান্যের উপদেশানুসারে চলিতেছি; কিন্তু কাহাকেও উপদেশ প্রদান করি না যাহা হউক, আমি যাহার যাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বিবেচনা করুন। পিঙ্গলা, একটি ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, একজন শরনির্ম্মাতা ও এক কুমারী এই ছয়জন আমার উপদেষ্টা।

"হে বৎস যুধিষ্ঠির! আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। আশাকে বিনাশ করিতে পারিলেই পরমসুখ লাভ হয়। পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরামিষভোজী ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটি ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসুখলাভে সমর্থ হইয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ করা কখনই সুখের হেতু নহে। দেখ, সর্প পরনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরমসুখে অবস্থান করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভূঙ্গের ন্যায় পর্য্যটনপূর্ব্বক নিরুপদ্রবে পরমসুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন। এক শরনির্ম্মাতা শরনির্ম্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, রাজা তাহার সম্মুখে আগমন করিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্নভাবে কতকগুলি অতিথিকে ভোজন করাইবার বাসনায় উদূখলমুষলদ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খসমুদয় বারংবার শায়মান হইতে লাগিল। তখন সে অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহা কলহ উপস্থিত হয়, এই বিবেচনায় ক্রমে ক্রমে শঙ্খ চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

১৭৯তম অধ্যায়

সংসারের অনিত্যতাবোধে বৈরাগ্যোদয়—আজগরহাদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য কিরূপ চরিত্র আশ্রয় করিলে শোকশূন্য হইয়া পৃথিবীতে পর্য্যটন করে এবং কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই বা উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আজগর-প্রহ্লাদ-সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দানবরাজ প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে স্থিরচিত্তে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি বিষয়বাসনাশূন্য, নিরহঙ্কার, পরমদয়ালু,

জিতেন্দ্রিয়, নিরুদ্‌যোগী [সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাহীন], অসূয়াবিহীন, সত্যপরায়ণ, প্রতিভাসম্পন্ন, মেধাবী ও প্রাজ্ঞ হইয়া বালকের ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। আপনার বিষয়লাভের প্রার্থনা নাই, ক্ষতি হইলেও আপনি কিছুমাত্র সন্তপ্ত হন না এবং কোন বস্তুতে অনাদরও করেন না। প্রজাসকল বিষয়স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু আপনি বিমনস্ক [বিমনা—অভিনিবেশশূন্য] হইয়া নিত্যপরিতৃপ্তের ন্যায় ধর্ম্মার্থকামেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন। ঐ ত্রিবর্গসাধনে আপনার কিছুমাত্র অধ্যবসায় নাই। আপনি রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমুদয়ে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সাক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। অতএব যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যবহার কিরূপ, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"তখন সেই লোকধর্ম্মবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে কহিলেন, 'দানবরাজ! সেই অনাদি পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূতসমুদয়ের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইতেছে, এই কারণে আমি হৃষ্ট বা ব্যথিত হই না। প্রবৃত্তিসমুদয় স্বভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে; স্বভাব ব্যতিরেকে প্রজাসকলের অন্য আশ্রয় নাই; এই নিমিত্ত আমি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও পরিতুষ্ট হই না। সংযোগসকল বিয়োগের বশীভূত এবং সঞ্চয়সমুদয় বিনাশের অধীন; এই নিমিত্ত আমি কোন বস্তুলাভেই মনোনিবেশ করি না। গুণযুক্ত, ভূতসমুদয় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য কোন কার্য্যেই লিপ্ত হয় না। সাগরগর্ভে কি মহৎ ও কি সূক্ষ্ম সকল জন্তুরই পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে; পৃথিবীস্থ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় বিনাশের বশীভূত এবং অন্তরীক্ষচর, দুর্ব্বল ও বলবান্ পক্ষিগণও মৃত্যুর আয়ত্ত। নভোমণ্ডলচারী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জ্যোতিঃপদার্থসমুদয় কালক্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। আমি এইরূপে সকল ভূত মৃত্যুর বশীভূত হইতেছে দেখিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পরমসুখে নিদ্রিত হইয়া থাকি। আমি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ হইলে প্রভূত ভোজও ভোজন করি এবং কিছুমাত্র আহার না করিয়াও বহু দিন অতিক্রম করিয়া থাকি। লোকে আমাকে কখন সুস্বাদু প্রচুর ভোজ্য, কখন বা, অল্পমাত্র অন্ন ভোজন করাইয়া থাকে; কখন কখন আমাকে অনাহারেও কালযাপন করিতে হয়। আমি কখন তণ্ডুলকণা, কখন তিলক, কখন বা পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। কোন সময়ে প্রাসাদোপরি পর্য্যঙ্কে, কখন বা ভূতলে শয়ন করি; কোন দিবস চীর, কখন ক্ষৌম, কখন অজিন এবং কখন বা মহামূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি। আমি কখনই যদৃচ্ছালব্ধ ধর্ম্মানুগত উপভোগে অনাস্থা প্রদর্শন করি না এবং যাহা দুর্ল্লভ, তাহা লাভ করিতেও আমার অভিরুচি হয় না।

কামনাত্যাগে আসক্তিত্যাগ

'হে দানবরাজ! আমি পবিত্রভাবে এইরূপ অবিনশ্বর মঙ্গলজনক শোকাপনোদক আজগরব্রত [আহারে নিশ্চেষ্টতারূপ অজগরের জীবিকার্জ্জন নিয়ম] অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ এই ব্রত অবলম্বন করিতে পারে না। ইহা, ব্রহ্মলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। আমার বুদ্ধি এই ব্রত হইতে কদাচ বিচলিত হয় না। আমি স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট নহি। আমার জীবিকা অতি পরিমিত। আমি পূর্ব্বাপর সমস্তই অবগত আছি এবং ভয়, ক্রোধ,

লোভ ও মোহে কদাচ অভিভূত হই না। আমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছি, ইহাতে পানভোজনের নিয়ম নাই। এই ব্রতপরায়ণ হইয়া আমি বিলক্ষণ সুখসম্ভোগ করিতেছি। দুরাত্মারা কখন ঐ সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। মূঢ় ব্যক্তিরা তৃষ্ণাপ্রভাবে অভিভূত হইয়া অর্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অর্থ অধিকৃত না হইলে যারপরনাই বিষন্ন হইয়া থাকে। আমি তত্ত্ববুদ্ধিদ্বারা ইহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রত অবলম্বন। করিয়াছি। দীন ব্যক্তি অর্থাগমের নিমিত্ত আর্য্য ও অনার্য্য উভয়বিধ ব্যক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা দর্শন করিয়াই আমি শান্তিনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছি। সুখ, অসুখ, লাভ, অলাভ, অনুরাগ, বিরাগ এবং মৃত্যু ও জীবনসমুদয়ই বিধিনির্দ্দিষ্ট; ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে।

'এক্ষণে আমি ভয়, অনুরাগ, মোহ ও অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া অজগর সর্পের ন্যায় সমীপে সমুপস্থিত ফলভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি সততই ধৈর্য্যসম্পন্ন ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া পদার্থের আলোচনা ও পদার্থ নির্ণয় করিয়া থাকি! শয়নভোজনাদি বিষয়ে আমার কিছুমাত্র নিয়ম নাই। আমি স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, ব্রতনিয়মপরায়ণ, শুচি ও সত্যবাদী। কার্য্যফলসঞ্চয় করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। বিষয়বাসনা আমার চিত্তকে পরিণামে দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল, আমি তাহার সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত তাহাকে সুসংযত করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং বাক্য, মন ও বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম কামাদির উপেক্ষা না করিয়া ঐ সমুদয় হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা দুর্ল্লভ ও অনিত্য বলিয়া অবধারণপূর্ব্বক এই আজগরব্রত অবলম্বন করিয়াছি। কবিগণ এই ব্রত লক্ষ্য করিয়া আপনার ও অন্যের মত লইয়া বুদ্ধিপ্রভাবে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। মূর্খ মনুষ্যেরা এই বিষয়ে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহাদের সেই বাক্যে অনাদর করিয়া শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে বিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জনসমাজে এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছি।

"হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য এবং ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া এই আজগরচরিত ব্রত অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই সুখভোগে সমর্থ হয়।"

১৮০তম অধ্যায়

প্রজ্ঞার প্রশংসা—ইন্দ্র-কাশ্যপসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'পিতামহ। বান্ধব, কর্ম্ম, ধন ও প্রজ্ঞা এই সমুদয়ের মধ্যে মনুষ্য কাহাকে আশ্রয় করিলে সুখী হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! প্রজ্ঞাই প্রাণীগণের পরমোৎকৃষ্ট আশ্রয়। প্রজ্ঞালাভের তুল্য, পরমলাভ আর কিছুই নাই। প্রজ্ঞাই মোক্ষ ও স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। মহাত্মা বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও মঙ্কি স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইলে পর একমাত্র প্রজ্ঞাপ্রভাবেই শ্রেয়োলাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ প্রজ্ঞার তুল্য পরমপদার্থ আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ইন্দ্র-কাশ্যপসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"একদা এক ধনবান্ বৈশ্য গর্ব্বিত হইয়া এক কশ্যপকুলসম্ভূত তপোধনকে রথচক্রাঘাতে নিপীড়িত করিয়াছিল। ঋষিকুমার সেই আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও অধৈর্য্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং মনোমধ্যে যারপরনাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, ইহলোকে নির্দ্ধন ব্যক্তির জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র; অতএব আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

বৈশ্যবঞ্চিত বিপ্র ও শৃগালরূপী ইন্দ্রবৃত্তান্ত

"তপোধন মনে মনে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দুঃখদর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া শৃগালরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, 'তপোধন! সমুদয় প্রাণীই মনুষ্যযোনিপ্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণজাতিপ্রাপ্ত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয়। তুমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়; অতএব কি নিমিত্ত সুদুর্ল্লভ জন্ম লাভ করিয়া মূঢ়তাবশতঃ মৃত্যু কামনা করিতেছ? ধনলাভ কেবল অহঙ্কারের হেতু। তুমি ধনলোভনিবন্ধন কি নিমিত্ত স্বীয় মনুষ্যদেহ বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইতেছ? ইহলোকে যাঁহাদিগের হস্ত আছে, তাঁহারাই কৃতার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তোমার যেমন ধনলাভে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আমরাও তদ্রূপ হস্তলাভের নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকি। হস্তলাভের তুল্য উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আমরা পাণিবিহীন হইয়াছি বলিয়াই কণ্টক উদ্ধার ও দংশমশকাদি দংশনপরায়ণ প্রাণীগণকে বিনাশ করিতে পারি না, কিন্তু যাঁহাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত দশাঙ্গুলিসমন্বিত হস্তদ্বয় বিদ্যমান আছে, তাঁহারা অনায়াসেই অঙ্গ হইতে কৃমিগণকে উদ্ধার, কণ্ডুয়নদ্বারা দংশননিরত প্রাণীগণকে বিনাশ, বর্ষা, হিম ও রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা ও বাসস্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ইহলোকে মানবগণ হস্তসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই গো প্রভৃতি পশুগণদ্বারা ভারবহন করাইয়া লয় এবং আত্মসুখভোগের নিমিত্ত বিবিধ উপায়দ্বারা উহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখে। ফলতঃ যাহারা অজিহ্ব, অল্পবল ও হস্তবিহীন, তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

'তুমি আপনার সৌভাগ্যবলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছ এবং শৃগাল, কৃমি, মূষিক, সর্প বা মণ্ডুককুলে অথবা অন্য কোন পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ কর নাই। এই লাভেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। এই দেখ, কৃমিগণ আমাকে নিরন্তর দংশন করিতেছে, কিন্তু আমি হস্তাভাবনিবন্ধন উহাদিগকে গাত্র হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যদি আমি এই যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমাকে ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ভয়ে আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি না। আমি যে পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা মধ্যবিধ। ইহা অপেক্ষাও বহুতর অপকৃষ্ট যোনি বিদ্যমান রহিয়াছে। হস্তপদাদির সদ্ভাব ও অসদ্ভাবনিবন্ধন একজাতীয় প্রাণীগণকে অন্যজাতীয় প্রাণীগণ অপেক্ষা সুখী লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী প্রভৃতি কাহাকেও সম্পূর্ণ সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না।

আশাবৃদ্ধিতে আসক্তিবৃদ্ধি—প্রজ্ঞায় আসক্তিনাশ

‘মনুষ্যগণ প্রথমতঃ আঢ্যতা [*স্বপ্ন কল্পিত স্বপ্নে দুইটি মস্তক, তিনখানা হস্তদর্শন, তৎসঙ্গে একটি মস্তক ও একখানা হাত কর্ত্তনদর্শন। দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় হস্ত যেমন মিথ্যা নিষ্ফল, হর্ষ-শোকও তদ্রূপ অলীক অকিঞ্চিৎকর*] লাভ করিয়া রাজ্য, রাজ্যলাভানন্তর দেবত্ব ও দেবত্বলাভের পর ইন্দ্রত্বলাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। যদিও তুমি ধনবান্ হও, তথাপি ব্রহ্মণত্ব প্রযুক্ত রাজ্যলাভে অসমর্থ হইবে। যদি কথঞ্চিৎ রাজ্যলাভ করিতে পার, তাহা হইলে দেবত্বলাভে অভিলাষ করিবে এবং দেবত্বলাভ করিলে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইবে। কিন্তু তুমি ধনাঢ্যই হও কিংবা রাজত্ব, দেবত্ব বা ইন্দ্রত্ব লাভ কর, কোন অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইতে পারিবে না। প্রিয়লাভদ্বারা মানবগণের কখনই তৃপ্তিলাভ হয় না। বিষয়লাভ হইলে তাহাদিগের বিষয়তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া সমিধসম্পন্ন [কাষ্ঠপ্রাপ্ত] হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আর দেখ, তোমাতেই তোমার শোক, হর্ষ ও সুখদুঃখসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে এরূপ বিলাপ না করিয়া হর্ষদ্বারা শোক মার্জ্জন করাই তোমার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বাসনা ও কার্য্যসমুদয়ের মূলস্বরূপ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় শরীরমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারেন এবং যিনি কল্পিত দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় বাহুচ্ছেদজনিত দুঃখচিন্তার ন্যায় দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে কদাপি ভীত হইতে হয় না। স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেই কামের উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রভাবে রসজ্ঞানবিহীন হইতে পারে, কাম তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। এই পৃথিবীর ভক্ষ্যদ্রব্যসমুদয়ের মধ্যে তুমি যে যে দ্রব্য কখন ভোজন কর নাই, তাহার কিরূপ আস্বাদ, তাহা কখনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। দেখ, মদ্য ও লড্ডুক [লড্ডুকনামক পক্ষী—নড়াক পাখী] পক্ষীর মাংস এই উভয়ের তুল্য সুখজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু ঐ উভয়ের যে কিরূপ আস্বাদ, তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পারিবে না; অতএব অপ্রাশন [অভোজন—না খাওয়া], অসংস্পর্শ ও অদর্শনরূপ ব্রত অবলম্বন করাই পুরুষের শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই।

আর দেখ, হস্তসমন্বিত বলবান ও ধনবান্ মনুষ্যেরাও অন্য মনুষ্যের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বারংবার বন্ধনভয়ে ভীত হইয়াও হাস্যকৌতুক ও বিহারাদিদ্বারা কাল হরণ করিতেছে। অনেক বাহুবলসম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে যত্নবান হইয়াও ভবিতব্যতার অখণ্ডনীয়ত্ব [অমোঘত্ব --অবশ্যম্ভাবনীয়তা] প্রভাবে অতি ঘৃণিত নীচবৃত্তি অনুশীলন করিয়া থাকেন। চণ্ডালও মায়াপ্রভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনাকে নীচ জ্ঞান বা আত্মপরিত্যাগের ইচ্ছা করে না। এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য মনুষ্য বিকলহস্ত, পক্ষহত ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুখী বলিয়া বিবেচনা কর। যদি তোমার দেহ ভয়শূন্য ও রোগবিহীন এবং অঙ্গসমুদয় অবিকল হয় তাহা হইলে তুমি কখনই জনসমাজে ধিকৃত বা জাতিভ্রংশকর অপবাদে আক্রান্ত হইবে না; অতএব এক্ষণে তুমি আত্মপরিত্যাগের বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। যদি তুমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার এই সমুদয় বাক্য হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে অবশ্যই বেদোক্ত ধর্ম্মের ফললাভে সমর্থ হইবে। এক্ষণে তুমি অপ্রমত্ত হইয়া

বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্কার, সত্যানুষ্ঠান, দান ও দমগুণ আশ্রয় কর। কাহারও সহিত স্পর্দ্ধা করিও না। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত হইয়া যজন ও যাজনকার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা কখন শোক অথবা অশুভ চিন্তা করেন না। যাঁহারা শুভ নক্ষত্র, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুভ তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধ্যানুসারে যজ্ঞ, দান ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হইয়া যারপরনাই সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আর যাহারা আসুর [উগ্রনক্ষত্রজাত ব্যক্তি উগ্রপ্রকৃতি হয়] নক্ষত্রে, কুতিথিতে ও অশুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যজ্ঞফলবিহীন হইয়া পরিশেষে আসুরযোনিতে উৎপন্ন হইতে হয়।

শৃগালরূপী ইন্দ্রের উপদেশে কাশ্যপের মোহনাশ

'আমি পূর্ব্বজন্মে বেদনিন্দক, পুরুষার্থশূন্য আন্বীক্ষিকী [তর্ক] বিদ্যায় অনুরক্ত কুতর্কপরায়ণ, নাস্তিক ও পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ ছিলাম। বিচারস্থলে কূটবাক্যপ্রয়োগ ও উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতাম। সেই নিমিত্ত এক্ষণে আমাকে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে হইতেছে। অতঃপর যদি শত শত দিবারাত্রি অবসানেও আমার পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়, তাহা হইলে আমি সতত সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, যজ্ঞদাননিরত ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও পরিত্যাজ্য বিষয় পরিত্যাগ করিব।'

"শৃগালরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে কাশ্যপ সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শৃগালকে কুশলী ও বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া সুররাজের যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।"

১৮১তম অধ্যায়

পাপ-পুণ্যের কুফল-সুফল-কর্ম্মগতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা প্রজ্ঞা ও শ্রেয়োলাভের হেতু কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বুদ্ধি কামক্রোধাদিযুক্ত হইলেই চিত্ত পাপকর্ম্মে নিরত হয় এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই অতি ক্লেশকর লোকে অবস্থান করিতে হয়। পাপাত্মা ব্যক্তিরাই দরিদ্র হইয়া বারংবার দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে। আর দমগুণান্বিত শুভাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ধনাঢ্য হইয়া বারংবার উৎসব, স্বর্গ ও সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানশূন্য নাস্তিকদিগকে হস্তবন্ধনী রজ্জুদ্বারা বন্ধন ও নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ব্যাল [হস্তবন্ধনের দড়ি], কুঞ্জর, সর্প ও তস্করপরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতে হয়। আর যাঁহারা সাধুসহবাসে অনুরক্ত, বদান্য এবং দেবতা ও অতিথিপ্রিয়, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির তুল্য পদবীতে পদার্পণ করেন। অধার্মিক ব্যক্তিগণ ধান্যমধ্যে পুলাক

[অসার ধান্য—আগরা বা চিটা] ও পক্ষিমধ্যে মশকের ন্যায় মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং কার্য্য আরম্ভ করিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে থাকে। ফলতঃ সকলকেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতে হয়। কাল জীবগণের কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ফলপুষ্প যেমন কোন চেষ্টা না করিলেও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলও যথাসময়ে পরিণত হইয়া থাকে। ফলভোগদ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মনুষ্যকে আর তাহার ফলস্বরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয় না।

"মানবগণ গর্ভশয্যায় [মাতার উদরে] শয়ান থাকিয়াও পূর্ব্বজন্মাকৃত কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যেরূপ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। যেমন গোষ্ঠমধ্যে সহস্র সহস্র ধেনু বর্ত্তমান থাকিলেও বৎস আপনার মাতার নিকটে গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমুদয়। কর্ত্তার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোবনে বাস করিয়া তপানুষ্ঠানদ্বারা পাপরাশি দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাদিগেরই অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন আকাশমার্গে পক্ষিগণের এবং সলিলমধ্যে মৎস্যসমূহের গমনকালে পদচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের গতিও লক্ষিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে অন্যান্য বাগাড়ম্বর বা দোষকীর্ত্তনে প্রয়োজন নাই, কেবল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মনুষ্য বিবেচনাপূর্ব্বক আপনার হিতোপযোগী কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে।"

১৮২তম অধ্যায়
সৃষ্টিপ্রকরণ—ভৃগু-ভরদ্বাজসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বায়ুযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আর কোন্ মহাত্মাতেই বা ইহা প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত হইবে? ভূতসমুদয় কিরূপে সৃষ্ট হইল, কি প্রকারেই ইহাদিগের বর্ণবিভাগ, শৌচাশৌচনির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিধি নির্দ্দেশ করা হইল? প্রাণীগণের প্রাণ কিরূপ এবং দেহান্তে উহারা কোথায় গমন করে, আর ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার, আপনি এই সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে তপোধন ভৃগু যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রাচীন কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে প্রভাজালজড়িত মহর্ষি ভৃগুকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তপোধন! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, অগ্নি, ভূমি ও বায়ুসমাবৃত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে? কোন্ মহাত্মাতেই বা উহা প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত হইবে? প্রাণীসকল কিরূপে সৃষ্ট

হইল? কিরূপেই বা উহাদিগের বর্ণবিভাগ, শৌচাশৌচনির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিধি নির্দেশ করা হইল? জীবগণের জীবন কিরূপ এবং দেহান্তে উহারা কোথায় গমন করে? ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার? আপনি এই সমস্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

"ব্রহ্মসঙ্কাশ [ব্রহ্মতুল্য] ভৃগু মহাত্মা ভরদ্বাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'তপোধন! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, মানসনামে এক সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা নিত্য, অনাদি, অনন্ত; অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যয়, পরমদেবতা আছেন। সেই দেবতা সর্ব্বাগ্রে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই ভগবান স্বয়ম্ভু একটি তেজোময় দিব্যপদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিধান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র 'সোহহং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূতদ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বতসকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী, মেদ ও মাংস, সমুদ্রচতুষ্টয় রুধির, আকাশ, উদর, সমীরণ, নিশ্বাস, তেজ, অগ্নি, স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্তসমুদয় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। সিদ্ধগণও ঐ মহাত্মাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। হে ব্রহ্ম! এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টিনির্ম্মাতার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে মহাত্মা ভূতসকলকে উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবান্ অনন্তনামে প্রসিদ্ধ। অপ্রশস্তমনা দুরাচারেরা তাঁহাকে বিদিত হইতে পারে না। তাহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

ভুবনের সংস্থান-পরিমাণ—আকাশের অসীমতা

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি নভোমণ্ডল, দিক্‌সমুদয়, ভূতল ও বায়ু এই সমুদয় পদার্থের পরিমাণ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদন করুন।'

"ভৃগু কহিলেন,' তপোধন! আকাশমণ্ডল অনন্ত, রমণীয় ও চতুর্দ্দশ ভুবনে সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব রশ্মির উর্দ্ধতন ও অধস্তন গতির পর আর আকাশ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না। উহাদিগের যে স্থান অপ্রত্যক্ষ, তথায় অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেবগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারাও অতি দুর্গম অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তসীমা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। এই অসীম আকাশে উপর্য্যুপরি যে কত শত স্বয়ংপ্রভ তেজঃপুঞ্জকলেবর দেবতা বাস করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। পৃথিবীর পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর সলিল, সলিলের পর অগ্নি; ওদিকে আবার রসাতলের পর সলিল, সলিলের পর ভুজঙ্গলোক, ভুজঙ্গলোকের পর পুনরায় আকাশ, আকাশের পর পুনরায় জল আছে। অতএব দেবতারাও আকাশ, অগ্নি, বায়ু ও সলিলের অন্ত অবধারণ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সমুদয় পদার্থকে আকাশ হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ যে বিবিধ শাস্ত্রমধ্যে ত্রৈলোক্য ও মহাসাগরের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন

বিস্তারাদিরূপ প্রমাণ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতমাত্র [ভ্রান্তি-কল্পিত] সন্দেহ নাই। যে বস্তুর চরম-সীমা অদৃশ্য ও অগম্য, কোন্ ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? যদিও সিদ্ধ ও দেবগণের আশ্রয়ভূত আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনন্ত নামের অনুরূপ রূপসম্পন্ন মহাত্মা মানসের সীমা নাই। যখন তাঁহার দিব্যরূপ কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাঁহার সদৃশ ভিন্ন আর কে তাহা বিদিত হইতে সমর্থ হইবে? এইরূপে সেই মহাত্মা পদ্ম হইতে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ময়য় প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'

"ভরদ্বাজ কহিলেন, "ভগবন্! যদি ব্রহ্মা পদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পদ্ম তাহার অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; তবে আপনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মাকে পূর্ব্বজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? এক্ষণে আমার এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অপনোদন করুন।

"ভৃগু কহিলেন, "হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা মানসের যে মূর্ত্তি ব্রহ্মার দেহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, উহার আসনবিধানার্থ পৃথিবী পদ্মরূপে পরিকল্পিত হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে বাস করিয়া লোকসৃষ্টি করিয়া থাকেন।' "

১৮৩তম অধ্যায়
ব্রহ্মার সৃষ্টি—সৃষ্টির ক্রমবিকাশ

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্! ব্রহ্মা সুমেরুতে অবস্থান করিয়া, কিরূপে এই বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

"ভৃগু কহিলেন, 'মহাত্মন্! ভগবান কমলযোনি মানসিক কল্পনাপ্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগের রক্ষণার্থ প্রথমতঃ সলিলের সৃষ্টি করেন। সলিল প্রজাগণের জীবনস্বরূপ। উহার প্রভাবেই জীবগণ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহার অভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহাদ্বারা এই বিশ্বসংসার সমাকীর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ পৃথিবী, পর্ব্বত ও মেঘ প্রভৃতি যেসকল মূর্ত্তিমান পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদয়ই সলিল হইতে সম্ভূত।

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন! স্থূল অবয়বসম্পন্ন জল, অগ্নি, বায়ু ও পৃথিবী কিরূপে সৃষ্টি হইল, তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।'

'ভৃগু কহিলেন, 'দ্বিজবর! পূর্বে ব্রহ্মকল্পে [ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে—ব্রহ্মার দীর্ঘকালব্যাপী সৃষ্টিসময়ে] ব্রহ্মর্ষিদিগেরও এইরূপ লোকসম্ভব বিষয়ে মহা সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সন্দেহ হওয়াতেই তাঁহারা আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ করিয়া মৌনভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দৈব শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল যে, ব্রাহ্মণগণ! পূর্বে কেবল এই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান ছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি আর কোন পদার্থই ছিল না। অনন্তর এই আকাশ হইতে অপর আকাশের ন্যায় সলিল ও সলিল হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। যেমন ছিদ্রশূন্য পাত্র

জলপূর্ণ করিলে সেই জল ভেদ করিয়া শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হইতে থাকে, তদ্রূপ আকাশ সলিলযুক্ত হওয়াতে সহসা বায়ু সেই জলরাশি ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সমুত্থিত হইয়াছিল। সেই সমুদ্রসমুস্থিত বায়ু অদ্যাপি আকাশমার্গে অবিশ্রান্ত সঞ্চরণ করিতেছে। অনন্তর জল ও বায়ুর সংঘর্ষণে মহাবলপরাক্রান্ত ঊর্দ্ধশিখ হুতাশন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভুত হইল এবং সমীরণসংযোগে জল ও আকাশকে একত্রিত করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে উত্থিত হইবার সময় উহা হইতে যে স্নেহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবী নানাবিধ রস, গন্ধ, স্নেহ ও প্রাণীগণের উৎপত্তিস্থান। ইহাতে সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে।”

১৮৪তম অধ্যায়
ক্ষিতি আদি পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘ভগবন্! পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মনে মনে যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কি? আর প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে জরায়ুজ, স্বেদজ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, তবে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটিই বা কি নিমিত্ত মহাভূত বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

“ভৃগু কহিলেন, তপোধন! অপরিমেয় পদার্থই মহৎশব্দবাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়া মহাভূতনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে যে-কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদয়ই ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব্যপদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমুদয় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণীগণের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চভূতাত্মক, শ্রোত্র আকাশাত্মক [আকাশধর্ম্মা—শুন্যে শব্দ ধ্বনিত হইয়া শ্রবণগোচর হয়], ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক [পৃথিবীধর্ম্মা-গন্ধগুণ মৃত্তিকায় থাকে, তাহা ঘ্রাণদ্বারা অনুমেয়], রসনা জলাত্মক [জলবর্ম্মা—জলাদি রসের অনুভব হয় রসনায়], ত্বক বাতাত্মক [বাতধর্ম্মা— চামড়া বায়ুর স্পর্শ গ্রহণ করে] ও চক্ষু তেজোময় [তেজোধর্ম্মা—চক্ষু তেজ দর্শন করে]।

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘ব্রহ্মন্! কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদয় পদার্থই যদি পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাবরদেহে কি নিমিত্ত পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না? দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদের শরীরেও রুধিরাদিদ্রব পদার্থ [তরলবস্তু], অগ্নিস্তূপ [ঘনীভূত অগ্নিতাপ] তেজ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই; তবে উহারা কিরূপে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?’

“ভৃগু কহিলেন, “ব’হ্মন্! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূলদৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পেগম

হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপদ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক, ফল ও পুষ্পসমুদয় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞানবিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফুলপুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, উহাদের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনহীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতাসমুদয় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে, তখন উহাদের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপদ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহে আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূলদ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখদ্বারা উৎপলনাল [পদ্মনাল-পদ্মের ডাঁটা] গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবনসহযোগে মূলদ্বারা সলিল পান করে। এইরূপে যখন উহাদিগকে সুখদুঃখসংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষাদি স্থাবরপদার্থ মূলদ্বারা যে জলগ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর-পদার্থ লাবণ্যবিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চভূতের পৃথক পৃথক্ গুণবিশ্লেষণ

'পঞ্চভূত জঙ্গমগণের শরীরে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থিত থাকাতেই তাহারা অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঐ পঞ্চভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া জীবগণের শরীরে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী ত্বক, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুরূপে; তেজঃ, অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু, উষ্মা [উষ্ণতাপ], জঠরানলরূপে; আকাশ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠ রূপে এবং জল শ্লেষ্ম, পিত্ত, স্বেদ, রস ও শোণিতরূপে অবস্থিত এবং বায়ু প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমান রূপে রহিয়াছে। প্রাণ প্রাণীগণের গমনাদিক্রিয়াসম্পাদন ও ব্যান উদ্যমসাধন এবং অপান গুহ্যদেশে ও সমান হৃদয়ে অবস্থান করে; আর উদান বায়ুদ্বারা তাহারা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়; এইরূপে এই পঞ্চবিধ বায়ু দেহিগণের চেষ্টা সমাধান করিয়া থাকে। ভূমি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস এবং তেজোময় চক্ষুদ্বারা রূপ ও বায়ুদ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে।

'পৃথিবীর পাঁচ গুণ-গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; তন্মধ্যে গন্ধের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ নয় প্রকার-ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ। গন্ধগুণ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

'জলের চারি গুণ—রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে রসের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। রস ছয় প্রকার—মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু। রসগুণ জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

'তেজের তিন গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এক্ষণে তেজঃপ্রভাবে যেরূপ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রূপ যোড়শ প্রকার—হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতি দারুণ। রূপ তেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

'বায়ুর দুই গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ একাদশ প্রকার—উষ্ণ, শীত, সুখকর, দুঃখজনক, স্নিগ্ধ, বিশদ, খর, মৃদু, রুক্ষ, লঘু ও গুরু। স্পর্শগুণ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সাত প্রকার-ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে [কর্ণপটহাদিতে—কর্ণচ্ছিদ্রের মধ্যে ঢাকের চামড়ার ন্যায় একপ্রকার পরদা থাকে; তাহাতে বাহিরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া শ্রবণগোচর হয়] বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্যাদি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ ও রথ প্রভৃতি অপ্রাণীদিগের যেসমস্ত শব্দ গ্রহণ করা যায়, তৎসমুদয়ই আকাশসম্ভূত; এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দজ্ঞানের কারণ। লোকে বায়ুর অনুকূলতাবশতঃই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূল তানিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়। প্রাণীগণের শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয়সমুদয় বাতাত্মক প্রাণদ্বারাই ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ জল, অগ্নি ও বায়ু ইহারা নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া উহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। উহারা প্রাণীগণের শরীরের মূল।"

১৮৫তম অধ্যায়
শরীরস্থ অগ্নিবায়ুর বিবরণ

"ভরদ্বাজ কহিলেন, "ভগবন্! অগ্নি পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভপূর্ব্বক কিরূপে প্রাণীগণের দেহে রহিয়াছে এবং বায়ুই বা ঐরূপ শরীর লাভ করিয়া কি প্রকারে জীবগণের দেহের চেষ্টা সমাধান করিতেছে?

"ভৃগু কহিলেন, 'ব্রহ্মণ! আমি অগ্রে অগ্নির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া, বলবান অনিল প্রাণীগণের দেহে যেরূপে বিচরণ করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্নি প্রাণীগণের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক শরীররক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নিসমভিব্যাহারে সমুদয় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয়স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নিকে সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমানবায়ু উহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপানবায়ু বস্তিমূল [লিঙ্গমূল] ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে, অধ্যাত্মবিৎ [সূক্ষ্ম—সার-ধর্ম্মজ্ঞ] পণ্ডিতেরা তাহাকে উদানবায়ু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যানবায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমানবায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি [চর্ম্ম-আদি] ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক

এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্য-দেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত একটি স্রোত আছে, ঐ স্রোতের অন্তভাগেই গুহ্য। সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সাহচর্য্যে ঐ সমুদয় শিরাদ্বারা সমুদয় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উস্মা; ইহাই প্রাণীগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগপ্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং-তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমনপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। নাভির অধোভাগে পক্কশয় [পাকস্থলী], ঊদ্ধভাগে আমাশয় [*আমাধার—আহার করা মাত্র ভুক্তদ্রব্য অবিকল অবস্থায় যে স্থানে জমা হয়। ঐ স্থলে আম অর্থাৎ কাঁচা অবস্থায় থাকিয়া অগ্নিতে পক হইয়া বায়ুসাহায্যে পাক্কাশয়ে যায়। এইজন্য একটির নাম আমাশয় ও অপরটির নাম পক্কাশয়*] এবং জঠরানলে সমুদয় ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। প্রাণীগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগকর্ম্মাদি পাঁচ এই দশবিধ বায়ু প্রভাবে নাড়ীসমুদয়দ্বারা শরীরমধ্যে উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগভাবে পরিচালিত হয়। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগীদিগের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথদ্বারা আত্মাকে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্ম! এইরূপে অগ্নি প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সহযোগে শরীরমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছ। ”

১৮৬তম অধ্যায়
দেহ-জীবাত্মার সম্বন্ধবিষয়ক প্রশ্ন

“ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন! যদি প্রাণীগণ বায়ুদ্বারা জীবিত থাকিয়া অঙ্গসঞ্চালন, নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে এবং যদি জঠরানলই লোকের উষ্মভাব [উষ্ণভাব—তাপ] প্রকটন ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, তাহা হইলে ত’ প্রাণীগণের জীব নিতান্ত নিষ্ফল। প্রাণীগণ যেসময় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তখন ত’ তাহাদিগের শরীর হইতে জীব নির্গত হইতে দেখা যায় না। ঐ সময় তাহাদিগকে কেবল বায়ু ও উষ্মভাববিহীন হইতেই দেখা যায়। যদি জীব বায়ুময় বা বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইত, তাহা হইলে উহা বায়ুচক্রের ন্যায় বোধগম্য করা যাইত। বিশেষতঃ যদি বায়ুর সহিত জীবের সংশ্লেষ [সম্পর্ক মিলিতাবস্থা] থাকিত, তাহা হইলে যৎকালে লোকের দেহ হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া যায়, তখন জীব নিশ্চয়ই পৃথগ্‌ভূত ও জ্ঞেয় হইত। আর যখন কূপমধ্যে প্রদত্ত জল ও হুতাশনে প্রদত্ত প্রদীপ-শিখার ন্যায় উহার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন উহাকে ব্রহ্মাংশ বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। যদি, এই পাঞ্চভৌতিক কলেবরে একমাত্র ভূতের অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্যান্য ভূতচতুষ্টয় পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া যায়। অনাহারে সলিল ও অগ্নি, শ্বাসনিগ্রহে[শ্বাস সংযমে—শাস-নিরোধে] বায়ু, কোষ্ঠ নিরোধে আকাশ এবং ব্যাধি ও ব্রণাদিদ্বারা মেদিনী বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিব্যাদি একমাত্র পদার্থের ধ্বংসনিবন্ধন অন্যান্য পদার্থচতুষ্টয় পৃথগ্‌ভূত ও দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে

জীব কাহার অনুগমন, কি শ্রবণ কিরূপে বাক্যপ্রয়োগ করে? আমি পরলোকযাত্রা করিলে এই গাভী আমাকে উদ্ধার করিবে, এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান করে, সেই গাভী কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? যখন গাভী, গৃহীতা ও দাতা এই তিনজনকে ইহলোকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন তাহাদিগের পুনরায় সমাগমের সম্ভাবনা কোথায়? বিহঙ্গমকর্ত্তৃক ভক্ষিত, শৈলাগ্র. হইতে নিপতিত ও অগ্নিতে দগ্ধ মানবগণ কি চৈতন্যলাভ করিয়া পুণ্যের ফলভোগ করিতে পারে? বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিলে যখন উহা পুনরায় প্ররোহিত হয় না তখন মৃত ব্যক্তি কিরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে? যাহা হউক, আমার বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে একমাত্র বীজ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জন্তুগণ যে সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, সেই সন্তানসন্ততি হইতেই আবার অন্যান্য সন্ততির সৃষ্টি হয়। কিন্তু যাহারা একবার পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনই জন্মগ্রহণ করে না।”

১৮৭তম অধ্যায়
জীবাত্মার লক্ষণ

‘ভৃগু কহিলেন, “ব্রহ্মণ! জীবের ধ্বংস নাই। দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে জীব উহা হইতে দেহান্তরে গমন করে; কেবল শরীর বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। সমিধ[কাষ্ঠ]সকল ভস্মীভূত হইলে অগ্নি যেমন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ দেহের অবসান হইলে শরীরস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে।

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘মহাত্মন! দাহ্যবস্তুর বিনাশে অগ্নিরও বিনাশ হইয়া থাকে। দাহ্যবস্তু না থাকিলে যে অগ্নি বর্ত্তমান থাকে তাহার প্রমাণ কি?

“ভৃগু কহিলেন, ‘হে দ্বিজোত্তম! দাহ্যবস্তুর শেষ হইলে অগ্নি অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু উহার এককালে ধ্বংস হয় না। উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা উহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। ঐরূপ জীবাত্মাও শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে এবং নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের নয়নগোচর হয় না। অগ্নি জ্ঞানময়জীবস্বরূপ। উহা বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থান করে। নিশ্বাসপবন রুদ্ধ হইলেই উহার নাশ হয় এবং উহার নাশ হইলেই দেহ ভূতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থের শরীরের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতি বায়ুর অনুগমন করে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু ইহারা যেমন পরস্পর একত্র অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ জল ও মৃত্তিকা পরস্পর এক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ।

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘মহাত্মন! প্রাণীমাত্রেরই শরীরে যে অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে জীবের লক্ষণ কি তাহা কীর্ত্তন করুন। পঞ্চজ্ঞানসমন্বিত পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবাত্মা কিরূপে অবস্থান করিতেছে? এই মেদ, মাংস, শোণিত, স্নায়ু ও অস্থিসমাকীর্ণ দেহ বিদীর্ণ করিলেও ত’

জীবাত্মা নয়নগগাচর হয় না। যদি এই পাঞ্চভৌতিক দেহের চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে উহা লোকের অনুভূত হইবার সম্ভাবনা কি? আপনার মতে জীবাত্মা কর্ণের সাহায্যে শ্রবণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনই শ্রবণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যদি মনঃসংযোগ না থাকে, তাহা হইলে লোকের কখনই শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত হইলে তৎকালে কখনই তাহার শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন অথবা হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, চিন্তা ও বাঙুনিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব অনর্থক জীবাত্মা স্বীকার করিবার তাৎপর্য্য কি?

"ভৃগু কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! মন পঞ্চভূত হইতে পৃথক নহে। সুতরাং উহাদ্বারা শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অন্তরাত্মা লোকের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শারীরিক কার্য্যসাধন করিতেছে। সেই অন্তরাত্মাই রূপ, গন্ধ, আঘ্রাণ, দর্শন, স্পর্শ ও আস্বাদন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। উহারই সুখদুঃখ অনুভব হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ উপস্থিত হইলে দেহ আর কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যখন লোকের শরীরস্থিত অগ্নিস্বরূপ আত্মার বিয়োগনিবন্ধন লোকের রূপ-স্পর্শাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমুদয় জগৎ জলময়, জল জীবগণের মূর্ত্তিস্বরূপ। লোকবিধাতা ব্রহ্মা আত্মরূপে সমুদয় জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণসমুদয়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ঐ সকল গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আত্মা পদ্মমধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। উহা সমুদয় জীবের হিতকারী, যোগাদিদ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি উহার গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার সুখদুঃখভোগের দ্বার। উহারা আত্মার প্রভাবে চেষ্টাযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পরমাত্মা নিগুণ, উহার সহিত কোন কার্য্যেরই সংস্রব নাই। জীবাত্মার বিনাশ নাই। যাহারা আত্মার ধ্বংস নিরূপণ করে, তাহারা মূঢ়। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে, দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।

'হে দ্বিজোত্তম! আত্মা এইরূপে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শীরাই কেবল অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রভাবে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সতত যোগসাধন ও অল্পাহারপ্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ এবং চিত্তপ্রসাদনিবন্ধন শুভাশুভ কর্ম্মসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইয়া শাশ্বত সুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। শরীরমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতিঃ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।"

১৮৮তম অধ্যায়
সৃষ্টির জাতিগত সত্ত্বাদি গুণসন্নিবেশ

"ভৃগু কহিলেন, 'হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গলাভের

উপায়স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত, বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যজ্ঞ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন।

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ব্রহ্ম! সকল মনুষ্যেই ত' সর্ব্বপ্রকার গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব কেবল গুণদ্বারা কখনই মনুষ্যগণের বর্ণভেদ করা যাইতে পারে না। দেখুন, সমুদয় লোককেই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রমভাবে ব্যাকুল হইতে হয় এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্ম, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে; অতএব গুণদ্বারা কিরূপে বর্ণবিভাগ করা যাইতে পারে?

"ভৃগু কহিলেন, 'তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতরবিশেষ নাই। সমুদয় জগই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্যদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা রজ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্যদ্বারাই পৃথক পৃথক্ বর্ণলাভ করিয়াছেন; অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যযজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই লোভবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; ব্রাহ্মণগণ সতত বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, এই নিমিত্তই তপস্যা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে আদিদেব মনে মনে প্রজাসৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রাচীন মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত স্বকার্য্যনিশ্চয়জ্ঞ প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ আদিদেবের মানসী সৃষ্টির পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক হইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।' "

১৮৯তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের লক্ষণ

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের লক্ষণ কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

"ভৃগু কহিলেন, 'ভরদ্বাজ! যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্যব্রতনিষ্ঠ,

গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন; আর যাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ [প্রিয়াচরণ], অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আর যাহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সতত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ববস্তু ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে শুদ্র বলিয়া গণনা করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে সম্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব উপায়দ্বারা ক্রোধ-লোভের শাসন ও আত্মসংযম করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের নিদান। অতএব যথোচিত যত্নসহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ হইতে শ্রী, মাৎসর্য্য হইতে তপস্যা, মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ফললাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বিধিপূর্ব্বক দান ও হোম করেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান ও কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জ্ঞানবান ব্যক্তি সমুদয় লোকের সহিত মিত্রতাসংস্থাপন এবং হিংসা অধিকৃত বিভবাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হয়েন। সকলেরই ইহলোক ও পরলোকে ভয়হীন হইবার নিমিত্ত আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। তপোনিরত সংযতাত্মা পরলোক-জয়াভিলাষী মুনিদিগের পুত্রদারাদি পরিবারবর্গে লিপ্ত থাকা বিধেয় নহে। স্থূলপদার্থসমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারাই বোধগম্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, যোগীরা যোগপ্রভাবেই উহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব সূক্ষ্মশরীরদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিরা অবিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন ও জীবাত্মাকে ব্রহ্মপদার্থে লীন করিবেন। বৈরাগ্যই নির্ব্বাণপদলাভের নিদান। ব্রাহ্মণগণ বৈরাগ্যপ্রভাবেই পরম সুখের আস্পদ ব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন। প্রাণীগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সদ্ব্যবহার আশ্রয় করাই ব্রাহ্মণজাতির প্রধান লক্ষণ।”

১৯০তম অধ্যায়
সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের স্বরূপ

“ভৃগু বলিলেন, ‘হে তপোধন! ব্রহ্মই সত্য, সত্যই তপ এবং সত্য প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাপালন করিয়া থাকে। লোকসমুদয় সত্যপ্রভাবেই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকারপ্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে। লোকে ঐ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকারস্বরূপ। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে ঐ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রকাশ, অপ্রকাশ, দুঃখ ও সুখ প্রতিষ্ঠিত

রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ, তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম; যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অপ্রকাশ; যাহা অপ্রকাশ, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার, তাহাই দুঃখ। বিজ্ঞ লোকেরা এই জগতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং অসুখ নিদানভূত সুখ জীবলোককে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হয়েন না। সতত দুঃখ-বিমুক্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়াই উচিত। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য; চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুখ দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। লোকে সুখের নিমিত্তই বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্টতর ফল, আর কিছুই নাই। সুখই সকলের প্রার্থনীয়। উহা আত্মার গুণবিশেষ। ধর্ম্মার্থ উহার মূলস্বরূপ। উহার উদ্দেশেই ধর্ম্মার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মিথ্যার অভিনিবেশে সুখদুঃখের অনুভব

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'হে তপোধন! আপনি যে সুখকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, আমি উহার তাৎপর্য্য কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না। দেখুন, মহাত্মা মহর্ষিগণ এই আত্মার উৎকৃষ্ট গুণবিশেষ সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী তপানুষ্ঠান করিতেন। তিনি কামজনিত সুখে কদাচ মনোনিবেশ করিতেন না। ভগবান্ উমাপতি রতিপতিকে সম্মুখীন দেখিয়া ভস্মাবশেষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্তদ্বারা বোধ হইতেছে যে, সুখ মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং ইহা আত্মার উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব আপনি যে কহিলেন, সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এই বাক্যে আমার তাদৃশ বিশ্বাস হইতেছে না; আর পুণ্য হইতে সুখ ও পাপপ্রভাবে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহাও কেবল লোকপ্রবাদমাত্র বোধ হইতেছে।

"ভৃগু কহিলেন, 'ভরদ্বাজ! অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়। যাহারা সেই অন্ধকারপ্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। সুতরাং তাহাদের সুখলাভের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তির ঐসমুদয় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, তিনিই সুখানুভব করিতে সমর্থ হয়েন। দেবলোকে এই সমস্ত দুঃখ কখনই অনুভূত হয় না, তথায় নিরন্তর সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে; ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশমাত্র নাই, ফলতঃ দেবলোকে প্রতিনিয়ত সুখই রহিয়াছে; নরলোকে কেবল দুঃখই রহিয়াছে; নরলোকে কেবল দুঃখই অবস্থান করিতেছে এবং এই সংসারে সুখদুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে; অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক সর্ব্বভূতজননী পৃথিবীস্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতিস্বরূপ এবং শুক্র

তেজঃস্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রী-পুরুষের সহযোগে শুক্রপ্রভাবে লোকসৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যগণ তাঁহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে।”

১৯১তম অধ্যায়

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘মহাত্মন্! দান, ধর্ম্ম, আচার, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও হোমকার্য্যে কি ফলোদয় হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।’

“ভৃগু কহিলেন, ‘ব্রহ্মন্! হোমদ্বারা ভোগ ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দান দুই প্রকার—ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখলাভ হয়। যিনি যেরূপ দান করেন, তাহার তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘মহর্ষে! কে কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং ধর্ম্ম কয় প্রকার তাহা কীর্ত্তন করুন।

“ভৃগু কহিলেন, ‘ব্রহ্মন! যে মহাত্মারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে। অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই স্বর্গফলভোগে সমর্থ হয়েন, আর যাহারা তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অত্যন্ত মূঢ়।’

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘মহাত্মন্! পূর্ব্বে মহর্ষিরা চারি আশ্রমের যেরূপ ধর্ম্মনির্ণয় এবং তাঁহারা স্বয়ং যেরূপ আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।’

“ভৃগু কহিলেন, ‘ব্রহ্মন্! প্রথমতঃ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাগণের হিতসাধন ও ধর্ম্মরক্ষণার্থ চারি আশ্রম নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। আশ্রমবাসীরা পবিত্রতা, সংস্কার, বিনয়, নিয়ম ও ব্রতপ্রভাবে সংযত হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য ও সায়ংকালে অগ্নির উপাসনা এবং নিন্দা ও আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা, অভ্যর্থনা, বেদাভ্যাস, বেদার্থগ্রহণ, তিনবার স্নান, অগ্নিরক্ষা ও নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাঁহারা গুরুর আরাধনা করিয়া বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গফলপ্রাপ্তি ও অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

গার্হস্থ্য আশ্রম—সংসার

‘গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম; এই আশ্রমের আচার ও লক্ষণসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ফললাভে অভিলাষী হয়েন, গৃহস্থাশ্রম তাঁহাদিগের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি আকর [পৈতৃক সম্পত্তি ক্ষেত্র, খনি প্রভৃতি] হইতে প্রাপ্ত অথবা স্বীয় বেদাধ্যয়নপ্রভাব, যাজনাদিক্রিয়া ও হোমাদি নিয়মজনিত

দেবতার প্রসাদলব্ধ ধনদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এই আশ্রম সমুদয় আশ্রমের মূল। কি গুরুকুলনিবাসী কি পরিব্রাজক, কি অন্যান্য ব্রতনিয়মধর্ম্মানুষ্ঠায়ী, সকলেরই এই আশ্রম হইতে ভিক্ষাদান ও হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের ধনসঞ্চয় নিষিদ্ধ। উঁহারা প্রায়ই বেদাধ্যয়ন ও তীর্থদর্শন-প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে, দর্শনমাত্র অসূয়াশূন্যচিত্তে গাত্রোত্থান, অভিগমন, অভিবাদন ও মিষ্টসম্ভাষণপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে আসন, শয়ন ও আহারপ্রদান এবং পূজা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে অতিথিসৎকার না করে, অতিথি তাহার গৃহ হইতে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় তাহাকে স্বীয় সঞ্চিত পাপ প্রদানপূর্ব্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবলোক, শ্রাদ্ধতর্পণদ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়নাদিদ্বারা ঋষিলোক এবং পুত্রোৎপাদনদ্বারা প্রজাপতির প্রীতিসম্পাদন করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সকলের সহিত সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিন্দা, পরুষবাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে। অহিংসা, সত্য ও অক্রোধ সমুদয় আশ্রমেরই উৎকৃষ্ট তপস্যাস্বরূপ। গৃহস্থাশ্রমে মাল্যাভরণধারণ, বস্ত্রপরিধান, তৈলমর্দ্দন, গন্ধদ্রব্যসেবন, নৃত্যদর্শন, গীতবাদ্যশ্রবণ, বিহার এবং চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ত্রিবর্গসাধন এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি সাধুজনোচিত গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই আশ্রমে থাকিয়া সতত কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে স্বর্গলাভ দুর্ল্লভ হয় না।' ”

১৯২তম অধ্যায়
বানপ্রস্থ আশ্রম

“ভৃগু বলিলেন, ‘হে ভরদ্বাজ! বানপ্রস্থীরা স্বধর্ম্মানুসারে মৃগ, মহিষ, বরাহ, শার্দ্দূল ও বন্য মাতঙ্গসমাকীর্ণ অরণ্যে তপানুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রস্রবণ প্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। গ্রাম্য বস্ত্র, আহার ও উপভোগে তাঁহাদিগের অভিরুচি থাকে না। উঁহারা বন্য ফলমূল, পত্র ও ওষধি পরিমিতরূপে ভোজন; ভূমি, পাষাণ, বালুকাময় প্রদেশ, কর্কর ও ভস্মের উপর শয়ন; কাশ, কুশ, চর্ম্ম ও বল্কল পরিধান; কেশ শ্মশ্রু নখ লোম ধারণ; নিয়মিত সময়ে স্নান এবং যথানিয়মে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমিৎ, কুশ ও কুসুম প্রভৃতি পূজাপহার সংগৃহীত ও সম্মার্জ্জত [সন্ধ্যাঙ্গ আপোমার্জ্জনাদি] না করিয়া কদাচ বিশ্রাম লাভ করেন না। অনবরত শীত, উত্তাপ, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে উঁহাদিগের ত্বক্‌সমুদয় [চর্ম্মবিদীর্ণ—চামড়া ফেটে যাওয়া] ভিন্ন এবং বিবিধ নিয়ম ও আহারসঙ্কোচদ্বারা মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। তাঁহারা কেবল কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা অতি সুধীর।

যিনি এইরূপ ব্রহ্মর্ষিবিহিত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় দোষসমুদয় দগ্ধ ও দুর্জ্জয় লোকসমুদয় আপনার আয়ত্ত করিতে পারেন।

ভিক্ষু আশ্রম-সন্ন্যাস

"এক্ষণে পরিব্রাজকদিগের আচার কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরিব্রাজকেরা অগ্নি, ধন, কলত্র ও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নেহপাশবিমুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন; ধর্ম্মার্থকামে কদাচ আসক্ত হয়েন না; কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন, সকলেরই প্রতি সমভাবে, দৃষ্টিপাত করেন এবং কায়মনোবাক্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদগণের কোন অপকারসাধন করেন না। তাঁহাদিগের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই; তাঁহারা নিরন্তর পর্ব্বত, পুলিন বৃক্ষমূল ও দেবগৃহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা কখন গ্রামে ও কখন বা নগরে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু নগরে একাদিক্রমে পাঁচরাত্রি ও গ্রামে একরাত্রি ব্যতীত অবস্থান করেন না। তাঁহারা গ্রাম বা নগরমধ্যে গমন করিয়া কোন সদাশয় ব্রাহ্মণের আবাসে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভিক্ষার্থ কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কারে অভিভূত ও পরনিন্দা ও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি প্রাণীগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, তাঁহার কাহা হইতেও ভয় উৎপন্ন হয় না; যিনি আপনাতে শারীর অগ্নি সমাহিত করিয়া সেই অগ্নির উদ্দেশে আপনার মুখে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাতরূপ হবিঃ প্রদান করেন, তিনি সাগ্নিকদিগের লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি সঙ্কল্পহীন বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্তে শাস্ত্রানুসারে মোক্ষাশ্রম আশ্রয় করেন, তিনিই ইন্ধনশূন্য [কাষ্ঠ বিনা স্বয়ং বহ্নিতেজের] জ্যোতির ন্যায় প্রশান্তভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ব্রহ্মণ! আমরা শুনিয়াছি যে, এই ভারতবর্ষের পর অন্য লোক বিদ্যমান আছে। কিন্তু উহা ত' কাহার নয়নগোচর হয় না; অতএব ঐ লোক কিরূপ, তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি কীর্ত্তন করুন।'

কর্ম্মভূমি ভারতের পবিত্র উত্তরাখণ্ড প্রভাব

"ভৃগু কহিলেন, 'তপোধন! উত্তরদিকে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক সর্ব্বগুণান্বিত পরমপবিত্র প্রদেশে পাপবিহীন মঙ্গলজনক লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। লোভমোহবিবর্জ্জিত পাপহীন পবিত্রচিত্ত মানবগণ ঐ লোকে নিরুপদ্রবে কালহরণ করেন। তথায় অকালমৃত্যু বা ব্যাধির নামগন্ধও নাই; এই সমস্ত গুণ থাকাতেই ঐ স্থান স্বর্গতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সকলেই পরদারগমনে বিরত, স্ব স্ব পত্নীর প্রতি অনুরক্ত, পরস্পর নিপীড়নে পরাঙ্মুখ ও বিস্ময়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তথায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয় এবং তথায় কার্য্যানুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই লোকে কেহ কেহ অপূর্ব্ব অট্টালিকাবাসী ও

সুবর্ণালঙ্কারভূষিত হইয়া বিবিধ পানীয় পান ও ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজনপূর্ব্বক সমুদয় কামনা পূর্ণ করিতেছেন, কেহ কেহ ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন এবং কেহ কেহ কঠিন পরিশ্রমদ্বারা যোগবল লাভ করিতেছেন।

ফলতঃ ঐ লোক ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহলোকে কেহ ধার্ম্মিক, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনবান্ এবং কেহ বা নির্দ্ধন হইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তিরা নিরন্তর শ্রম, ভয়, মোহ, ক্ষুধা ও অর্থলোভে মুগ্ধ হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়িণী বিবিধ বার্ত্তা বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ উভয়বিধ বার্ত্তা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি কখনই পাপে লিপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি দম্ভ, চৌর্য্য, পরিবাদ, অসূয়া, পরপীড়ন, হিংসা, খলতা ও মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তপস্যা ক্ষয় হইয়া যায়। আর যিনি ঐসকল কার্য্যে বিরত থাকেন, তাঁহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও কর্ম্ম বিবিধ প্রকার। ইহার নাম কর্ম্মভূমি; লোকে এই স্থানে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের শুভ ফল, আর যাহারা অশুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের অশুভ ফল লাভ হয়।

'পূর্ব্বে প্রজাপতি, দেবতা ও ঋষিগণসমভিব্যাহারে ইহলোকে তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে যাঁহারা যোগে সমাদর ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথিবীর উত্তরভাগস্থিত পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে; আর যাহারা পুণ্যকার্য্যে বিরত হয়, তাহারা ক্ষীণায়ু হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূলক তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। লোভমোহসমন্বিত পরস্পর নিপীড়ননিরত [হিংসাপরায়ণ] পাপাত্মারাই উত্তরদিকস্থিত উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে না পারিয়া বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতেছে। যাঁহারা সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিধানানুসারে গুরুশুশ্রূষা করেন, তাঁহারাই লোকসমুদয়ের গতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। হে ব্রহ্মন! এই আমি তোমার নিকট বেদোক্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তখন প্রতাপান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ ভরদ্বাজ মহর্ষি ভৃগুকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। এই আমি তোমার নিকট জগতের সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর তোমার যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।"

১৯৩তম অধ্যায়
বিবিধ সদাচার অনুষ্ঠান

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার মুখে আচারের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্বুদ্ধি ও সাহস [দুঃসাহস হঠকারিতা] প্রিয় লোকেরা অসাধু বলিয়া বিখ্যাত আছে। সাধুদিগকে আচারপূত দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধুব্যক্তিরা কখনই রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্যমধ্যে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা সাধুজনোচিত আচারনিষ্ঠ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য শৌচাদি ক্রিয়াসম্পাদনের পর আচমন করিয়া অবগাহন ও অবগাহনের পর তর্পণ করা বিধেয়। সর্ব্বদা সূর্য্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সূর্য্য সমুদিত হইলে আর নিদ্রাসুখ অনুভব করা উচিত নহে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সাবিত্রীর উপাসনা করা আবশ্যক। হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বমুখীন হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয়। অন্নাদি ভোজনদ্রব্যের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। পদপ্রক্ষালন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও রজনীযোগে আর্দ্রপদে [ভিজাপায়ে] শয়ন করা উচিত নহে। দেবর্ষি নারদ এই সমুদয় আচার-লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদিন যজ্ঞশালা, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা সাধুব্যক্তির কর্ত্তব্য। কি অতিথি, কি প্রেষ্যবর্গ [ভৃত্যাদি], কি আত্মপরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা উচিত। প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল এই দুই কালই মনুষ্যদিগের ভোজনের প্রকৃত সময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ভোজন করা বিধেয় নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ নিরূপিত সময়ে ভোজন করিলে উপবাসের ফললাভ হয়। হোমকালে হোমানুষ্ঠান এবং অন্য স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মোণোচ্ছিষ্টকে জননীহৃদয়ের ন্যায় [মায়ের মন যেমন সন্তানের সুখশান্তির জন্য সতত নিযুক্ত, ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশেষও তদ্রূপ লোকের হিতকর] হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহারা শাশ্বত ব্রহ্মপদবী [অক্ষয় ব্রহ্মপদ] প্রাপ্ত হয়।

"যাহারা যজ্ঞবেদীনির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকা মর্দ্দন,[মাটী ছানিয়া মাখিয়া দেয়] অগ্নি আহরণার্থ তৃণচ্ছেদন, যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস নখদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক ভোজন ও নিত্য সোমরস পান করে, তাহাদিগকে অধিককাল সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যিনি মাংস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কোন মাংস যজুর্ব্বেবেত্তা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবেন না। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংসও ভক্ষণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কি স্বদেশ, কি বিদেশ, কুত্রাপি অতিথিকে উপবাসী রাখা বিধেয় নহে। ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা অন্নাদি যাহা লাভ হয়, তাহা পিত্রাদি গুরুজনদিগকে অর্পণ করা উচিত। গুরুজনদিগকে আসনদান, অভিবাদন ও অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহা করিলে আয়ুঃ, যশ ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিবস্ত্রা পরবনিতাকে অবলোকন করা কদাপি বিধেয় নহে; ঋতুকালীন স্ত্রীসংসর্গ ধর্ম্মানুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য। তীর্থসমুদয়ের মধ্যে গুরু এবং পবিত্র বস্তুসমুদয়ের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সাধুব্যক্তিরা গোপুচ্ছসংস্পর্শ প্রভৃতি যেসকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয়ই প্রশস্ত। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেবালয়, গোষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজনস্থলে। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করা শাস্ত্রসম্মত। সায়ংকাল এবং প্রাতঃকাল ব্রাহ্মণগণের অভিবাদন করিলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের পুণ্যবৃদ্ধি, কৃষিজীবীদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়ভোগ্য দিব্যবস্ত্র ও অন্নাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে

ভোজ্যবস্তুপ্রদানের সময় ‘সম্পন্নং’ [সম্পূর্ণ হইয়াছে], পানীয়-প্রদানের সময় ‘তর্পণং’ [তৃপ্তি হইয়াছে] এবং পায়স, যবাগূ [যবমণ্ড—যবের পায়স] ও তিলোদন [তিলের নাড়ু] প্রদানের সময় ‘সুশৃতং’ [সুসিদ্ধ হইয়াছে] বলিয়া জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। ব্যাধিত ব্যক্তিদিগের ক্ষৌরকার্য্য, ক্ষুৎপরিত্যাগ [হাঁচি দেওয়া], স্নান ও ভোজনের পর ব্রাহ্মণদিগকে বন্দনাদিদ্বারা পরিতুষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক। উহা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিতে পারে। সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ এবং আপনার পুরীষ [বিষ্ঠা] দর্শন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ‘তুমি’ বলিয়া সম্ভাষণ বা নামোল্লেখ করিয়া সম্বোধন করা উচিত নহে। কনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি ‘তুমি’ বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষাবহ হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের অঙ্গবিকার অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব বুঝিতে পারা যায়। মূর্খ ব্যক্তিরা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু পরিশেষে সেই পাপগোপননিবন্ধনই তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। কারণ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা কোনক্রমে মনুষ্যের অগোচর রাখা যায়, কিন্তু দেবতারা উহা অবশ্যই অবগত হয়েন; পাপানুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে উহাদ্বারা পাপ এবং ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে তদ্দারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা পাপানুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তাও করে না, কিন্তু রাহু যেমন সময়ক্রমে চন্দ্রের সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাপও যথাসময়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আশার অধীন হইয়া দ্রব্যসঞ্চয় করিলে তাহা উপভোগ করা নিতান্ত সুকঠিন। কারণ, মৃত্যু কাহাকেও অপেক্ষা করে না। এই নিমিত্তই পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঐরূপ সঞ্চয়ের নিন্দা করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কহেন যে, মনই মানবগণের ধর্ম্মোপার্জ্জনের মূল; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গলচিন্তা করাই সাধুব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানসময়ে অন্যসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া নিয়মানুসারে একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের উৎপত্তির কারণ ও দেবতাদিগের অমৃতস্বরূপ। ধর্ম্মপ্রভাবে মানবগণ পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।”

১৯৪তম অধ্যায়
সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী বুদ্ধি—গুণত্রয়ের বৃত্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অধ্যাত্মযোগধর্ম্মের [আত্মসাক্ষাৎকারসাধক যোগচর্য্যার] অনুষ্ঠান মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ যোগধর্ম্ম কিরূপ এবং এই স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সমুদয় বিশ্বসংসার কোন মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ও প্রলয়কালে কাহাতেই বা লীন হইবে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শ্রেয়স্কর সুখস্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আচার্য্যগণ এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহার পরম প্রীতি ও সর্ব্বভূতহিতকর উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পাঁচ মহাভূতপ্রভাবেই সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি ও বিনাশ হইতেছে। ঐ সকল মহাভূত সাগরতরঙ্গের ন্যায় বারংবার যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন অঙ্গসমুদয় বারংবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বারংবার জগৎ সৃষ্টি ও হরণ করিতেছেন। জগদীশ্বর সমুদয় প্রাণীর শরীরের পাঁচ মহাভূতকে পৃথকরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মাভিমানশূন্য হইলে ঐ সকল ভূতের যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্রসমুদয় আকাশের; স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক বায়ুর; রূপ, চক্ষু ও পরিপাক তেজের; রস, ক্লেদ ও জিহ্বা জলের এবং ঘ্রেয় বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর পৃথিবীর গুণ। এইরূপে এই পাঁচ মহাভূত ও মন জীবাত্মার বিষয়বোধের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সকল বিষয় গ্রহণ, মন তদ্বিষয়ে উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা প্রাণীগণের দেহের মধ্যে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক আপাদমস্তক দর্শন করিতেছেন। তিনি এই সমুদয় পরিদৃশ্যমান পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনগুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে; অতএব মনুষ্যগণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সমুদয়ের পরীক্ষা করিবে।

"বুদ্ধিপ্রভাবে প্রাণীগণের উৎপত্তি ও লয়স্থান বিদিত হইতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট শান্তিগুণ লাভ করিতে পারা যায়। তমঃ প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে; অতএব বুদ্ধির অভাবে গুণত্রয় ও ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারে না। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদয় প্রাণী বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধিহীন হইলেই। বিলীন হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বেদে প্রাণীগণকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। বুদ্ধিপ্রভাবেই নেত্রদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ, রসনাদ্বারা আস্বাদ, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মনদ্বারা চিন্তা জন্মে। চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ, কেবল বুদ্ধির বিষয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। চিদাত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছে। বুদ্ধি প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতিলাভ, কখন অনুতাপ এবং কখন বা প্রীতি ও অনুতাপ এই উভয়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঊর্ম্মিমালাসমাকুল [তরঙ্গসমূহে সমাকুলিত] নদীপতি সমুদ্র যেমন বেলাভূমি

অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ বুদ্ধি সুখদুঃখাদি ভাবত্রয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি কখন কখন সুখদুঃখাদির ভাব হইতে বিরত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে তৎকালে নিশ্চয়ই মনোমধ্যে অবস্থান করিতে হয় এবং রজোগুণ উপস্থিত হইলেই তাহাকে পুনরায় সেই সুখদুঃখাদির অনুসরণ করিতে হয়। বুদ্ধি রজোগুণসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া যাথার্থ্যজ্ঞান ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া মোহাদি উৎপাদিত করিয়া থাকে। শম, দম কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদ প্রভৃতি সমুদয়ই এই তিনগুণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট বুদ্ধির বিষয় সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিলাম।

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রযত্নসহকারে সমুদয় ইন্দ্রিয়কে পরাজিত করিবে। সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিনগুণ সর্ব্বদাই প্রাণীগণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বজীবেই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ বুদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে সুখ ও রজোগুণভাবে দুঃখ উপস্থিত হয়। তমোগুণপ্রভাবে সুখদুঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের মূলীভূত। লোকের শরীরে ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব, যে অপ্রীতি ও দুঃখযুক্ত ভাব জন্মে, তাহাকে রাজসিক ভাব এবং যে মোহযুক্ত ভাব উপস্থিত হইয়া লোককে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে, তাহাকে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করাই উচিত; ভয়প্রযুক্ত দুঃখচিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ সত্ত্বগুণ হইতে প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ ও প্রশান্তচিত্ততা; রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমা এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা সমুপস্থিত হইয়া থাকে; যাঁহার চিত্ত দুর্ল্লভবস্তুলাভে অনাসক্ত, বিবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত, প্রার্থনানভিজ্ঞ ও নিয়মিত, তিনি উভয়লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধ

"এক্ষণে সূক্ষ্মস্বরূপ বুদ্ধি ও আত্মার ভেদের বিষয় অনুধাবন কর। বুদ্ধি গুণসমুদয় সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু আত্মা ঐ কাৰ্য্য হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে। মশক ও উড়ম্বর [যজ্ঞডুমুর] যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়াও এবং সলিল ও মৎস্য যেমন পরস্পর মিলিত থাকিয়াও পরস্পর পৃথক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর একত্র হইলেও উহাদিগকে স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণসমুদয় আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা গুণসমুদয়কে অনায়াসে অবগত হইতেছে। আত্মা অহঙ্কারাদি গুণের দ্রষ্টা হইয়া উহাদিগকে আপনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যেমন ঘটাচ্ছাদিত প্রদীপ ঘটচ্ছিদ্রদ্বারা স্বীয় তেজ প্রকাশপূর্ব্বক বস্তু উদ্ভাবন করিয়া দেয়, তদ্রূপ পরমাত্মা চেষ্টাশূন্য আত্মজ্ঞানবিরহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত করিতেছেন। বুদ্ধি সমস্ত গুণের সৃষ্টি এবং আত্মা তৎসমুদয় দর্শন করিয়া থাকে। আত্মা ও বুদ্ধির এই দুরপনেয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধি ও আত্মার আর কেহই আশ্রয় নাই; উহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রিতও নহে। বুদ্ধি মনকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, কিন্তু উহা অহঙ্কারাদি গুণসমুদয়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যখন আত্মা বুদ্ধির দ্বারস্বরূপ

ইন্দ্রিয়সমুদয়কে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন ঘটমধ্যস্থিত প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

মুমুক্ষুর আত্মদর্শনের উপায়

"মনুষ্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যাননিরত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। জলচর পক্ষী যেমন সলিলে সঞ্চরণ করিয়াও উহাদ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হয়েন না। যে মহা এইরূপে সংসারে লিপ্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধি প্রভাবে শোক, হর্ষ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, তিনি ঊর্ণনাভ [মাকড়] যেমন সূত্রসমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে গুণ সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। কেহ কেহ কহেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণসমুদয় এককালে বিনষ্ট হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, ঐ সমুদয় এককালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জীবন্মুক্তদিগের গুণসমুদয়ের বিনাশ স্বীকার না করেন, তাঁহারা কহেন যে, শ্রুতিতে ঐ সমুদয়ের বিনাশের কোন প্রমাণ নাই; কেবল স্মৃতিতেই প্রমাণ আছে। অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণসমুদয়ের বিনাশ স্বীকার করা বিধেয় নহে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে এই দুইটি মতের যাথার্থ্য অবধারণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান এবং বুদ্ধিভেদোৎপাদক [মনের সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক দ্বিবিধ ভাবের উৎপাদক] সুদৃঢ় সংশয়সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক সুখে অবস্থান করিবেন, কদাচ শোকাকুল হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। মলিনহৃদয় ব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিলে অনায়াসে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে। জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই। অন্যান্য নদীর কেবল পরপার দর্শন করিলেই ফললাভ হয় না; নৌকাদিদ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞাননদী প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারিলেই ফললাভ হয়। উহার অনুষ্ঠানের আর কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। যাঁহাদিগের নির্ব্বিষয়ক অধ্যাত্মজ্ঞান জন্মে, তাঁহারাই যথার্থ উত্তম জ্ঞান লাভ করেন; প্রাণীগণের এই প্রকার উৎপত্তি ও লয় বুদ্ধিদ্বারা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে অনন্ত সুখলাভ হইয়া থাকে। যিনি ত্রিবর্গকে ক্ষয়শীল বলিয়া জ্ঞাত হইয়া উহা পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ ধ্যানশীল, তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সমুদয় সংযত না হইলে উহাদের দ্বারা আত্মদর্শনলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। মনস্বী ব্যক্তি আত্মাকে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তির যাহাতে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তির হাতে কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। মুক্তি সকলেরই এক প্রকার হইয়া থাকে; কেন না, যাঁহারা সগুণ, তাঁহাদিগেরই গুণের তারতম্য হয়, কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ, তাঁহাদের কোন বিষয়েরই তারতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যদোষসমুদয় সংশোধিত হইয়া যায়। কর্ম্মদ্বারা লোকের মোক্ষলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিত্ত পরীক্ষক কামক্রোধাদি ব্যসনে আসক্ত ব্যক্তিকে ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন।

সেই গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠাতা জীবিতাবস্থায় সকলের নিন্দাভাজন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি নিকৃষ্ট পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পাপাত্মারা পুত্রকলাদিবিরহে শোকাকুল হইয়া থাকে এবং বিবেকী লোকেরা পুত্রাদিনাশেও শোকাকুল হয়েন না। অভিনিবেশসহকারে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৯৫তম অধ্যায়
যোগজ সিদ্ধিলাভের পথ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে মহর্ষিগণ যাহা সবিশেষ অবগত হইয়া শাশ্বত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই চতুর্ব্বিধ ধ্যানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানতৃপ্ত মোক্ষার্থী মহর্ষিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ধ্যানসমাহিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান এবং সংসারদোষ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। তাঁহারা ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দোষশূন্য, প্রকৃতিস্থ, শীতোত্তাপাদিসহিষ্ণু [শীত-তাপসহনক্ষম], সত্ত্বগুণাবলম্বী ও প্রতিগ্রহশূন্য হইয়া কলত্রাদিসংসর্গবিরহিত প্রতিপক্ষশূন্য মনঃপ্রসাদকর স্থানে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুর সহিত মনের ঐক্য করিয়া থাকেন। তৎকালে শ্রোত্রদ্বারা শব্দ, ত্বত্দ্বারা স্পর্শ, চক্ষুদ্বারা রূপ, জিহ্বদ্বারা রস এবং নাসিকাদ্বারা গন্ধ অনুভব করেন না। ফলতঃ তাঁহারা ধ্যানপ্রভাবে সমুদয় ইন্দ্রিয়কার্য্য পরিহার করিয়া থাকেন। যাহারা শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যাকুলিত করে, সেই শব্দাদি বিষয়সকল অনুভব করিতে তাহাদিগের আর অভিলাষ হয় না।

“এইরূপে বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া উহাদের সহিত উদ্ভ্রান্ত চিত্তকে স্থিরীকৃত করিবেন। মনঃ সর্ব্বদাই বিষয়সঞ্চারে ব্যাপৃত ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বারস্বরূপ; অতএব মনকে সর্ব্বাগ্রে ধ্যানমার্গে অতি প্রযত্নসহকারে সমাহিত করিবে। সেই পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবনের ষষ্ঠ অঙ্গভূত মন এইরূপে নিরুদ্ধ হইলেও মেঘমধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বারংবার বিষয় গ্রহণে স্ফুরিত হইয়া থাকে। পদ্মপত্রস্থ সলিলবিন্দু যেমন পত্রমধ্যে থাকিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, তদ্রূপ জীবের মন ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চপলভাব ধারণ করে। যদিও মনকে ধ্যানপথে কিছুমাত্র স্থির করা যায়, কিন্তু উহা নাড়ীমার্গে প্রবেশ করিলে পুনরায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে। ঐ সময় ধ্যানযোগবিশারদ মহাত্মা আলস্য ও নির্ব্বেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৎসরাববাজ্জত হইয়া ধ্যানপ্রভাবে পুনরায় মনঃ সমাধান করিবেন। যোগী ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ তাঁহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেকনামে সমাধি উপস্থিত হয়। মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী ব্যক্তির যোগবিষয়ে নির্ব্বেদযুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। পাংশু, ভস্ম ও শুষ্ক গোময়ের রাশিতে জল নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কদাপি সম্পূর্ণরূপ আর্দ্র হয় না। উহাতে যেমন অনেকক্ষণ জলসেক করিতে করিতে উহা ক্রমশঃ আর্দ্র হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামকে ক্রমশঃ বশীভূত করা আবশ্যক। এইরূপে মনঃ ও ইন্দ্রিয়সকলকে ধ্যানপথে অবস্থাপনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলে পরিণামে উহাদের ও আত্মার সম্পূর্ণরূপে শান্তিলাভ হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের শান্তিলাভ হইলেই যোগী অনায়াসে স্বয়ং শান্তি লাভ করিতে পারেন। যোগিগণ যোগপ্রভাবে যেরূপ সুখলাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তি দৈব বা পুরুষের দ্বারা কদাচ সেরূপ সুখলাভে সমর্থ হয়েন না। হে ধর্ম্মরাজ! মুনিগণ

এইরূপে ধ্যানপ্রভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়া নিরুপদ্রবে মোক্ষপদ লাভ করেন।”

১৯৬তম অধ্যায়
পাত্রভেদে প্রণব জপের ফলপার্থক্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি যে চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, নানাপ্রকার ইতিহাস ও ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকথাসকল কীর্ত্তন করিলেন, আমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমার এক মহা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ভঞ্জন করুন। অধুনা আমি জাপকদিগের [মন্ত্রজপকারিগণের] ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি। জাপকেরা কি ফল প্রাপ্ত হয়েন এবং পরিণামে কোন্ লোকেই বা অবস্থান করেন? জপানুষ্ঠানের বিধিই বা কিরূপ? জাপক ব্যক্তিকে কি সাংখামতাবলম্বী বা যোগকারী [যোগানুষ্ঠায়ী] অথবা যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি বিশেষরূপে এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই বিষয় উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ, যম, কাল ও মৃত্যুর যে ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিব। মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মুনিগণ যে সাংখ্য ও যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যমতে জপত্যাগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ মতে মনে মনে ব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, সাংখ্য ও যোগ এই উভয় মতানুসারেই যে পর্য্যন্ত প্রণব জপ করিলে তদ্দারা উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পর আর জপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি স্বর্গাদিলাভের কামনা করিয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সত্যব্যবহার, অগ্নি-পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ আহার, ধ্যান, তপানুষ্ঠান, পরিমিত ভোজন, কামাদি পরাজয়, পরিমিত বাক্যপ্রয়োগ, অমৎসরতা, ক্ষমা ও শান্তিগুণ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কুশের উপর উপবেশন, কুশধারণ, কুশদ্বারা শিখাবন্ধন ও গাত্রসমাচ্ছাদন এবং বিষয় পরিত্যাগ ও আত্মাতে মনঃসমাধান করা উচিত; তাঁহারা বীতস্পৃহ হইয়া গায়ত্র্যাদি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরিশেষে জপও পরিত্যাগ করিবেন।

“সংহিতাবলে [সংক্ষিপ্তসারসংগ্রহে—বেদসাররূপ প্রণব গায়ত্রীজপে] সমাধিজ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধচিত্ত, দান্ত, কামদ্বেষহীন এবং রাগ, মোহ ও দ্বন্দ্বপরিশূন্য ব্যক্তিরা কোন দ্রব্যে আসক্ত বা অনুতাপিত হয়েন না। তাঁহাদিগকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান বা কর্জন্য কোন ফল ভোগ করিতে হয় না। উহারা অহঙ্কারবশতঃ অর্থগ্রহণে অভিলাষ, অন্যের অপমান ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; নিয়ত ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধনপূর্ব্বক ক্রমশঃ তাহাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমুদয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা এককালে ব্রহ্মে লীন হয়েন।

যদি তাঁহারা ব্রহ্মে লীন হইতেও ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের একেবারে ব্রহ্মলোকে গমন হইয়া থাকে; আর তাঁহাদিগকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা রজোগুণবিহীন জরামরণশূন্য, বিশুদ্ধ আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন।"

১৯৭তম অধ্যায়
জপকারীর জপক্রটিজন্য গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি জাপকদিগের যে গতি কীর্ত্তন করিলেন, ইহা ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য কোন গতি আছে কি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে জাপকগণ যেরূপে নিরয়গামী হয়েন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে জাপক পূর্ব্বোক্ত সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া অপূর্ণাঙ্গ [কোন কোন অঙ্গ বাদ দিয়া] জপপরায়ণ হয়েন, যে জাপক শ্রদ্ধাবান, প্রীত ও হৃষ্ট না হইয়া জপ করেন, যে জাপক অহঙ্কারনিরত ও পরাবমানপরায়ণ হয়েন এবং যে জাপক ফলভোগলোলুপ হইয়া মোহিতচিত্তে জপানুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহেই নিরয়গামী হইতে হয়। যে জাপক অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে অনুরাগী হয়েন, তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্যলাভরূপ নরক হইতে কদাপি নিষ্কৃতি নাই। যে জাপক বিষয়রোগে বিমোহিত হইয়া জপ করেন, তাঁহার যে যে বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তৎসমুদয়ই লাভ হয়। যে জাপক দুর্বুদ্ধি, জ্ঞানশূন্য ও চঞ্চলচিত্ত হয়েন, তাঁহাকে চঞ্চল গতি লাভ করিতে হয়। যে জাপক বালকস্বভাব, প্রজ্ঞাবিহীন ও মোহাক্রান্ত হইয়া জপ করেন এবং যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে জপ করিতে না পারেন, তাহাদিগকে পরলোকে নরকগামী হইয়া অনুতাপ করিতে হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জাপকেরা ত' স্বাভাবিক অব্যক্ত ব্রহ্মভাব অবগত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়?'

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! জপক্রিয়া অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা দুর্বুদ্ধিনিবন্ধন উক্তবিধ দোষসকল পরিত্যাগ না করিয়া জপ করেন, তাঁহাদিগকেই নরক প্রাপ্ত হইতে হয়।"

১৯৮তম অধ্যায়
স্বর্গাদি গতির অপেক্ষাকৃত ন্যূনতা—ভালমন্দ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জাপকেরা কিরূপ নরকে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি ধর্ম্মের অংশসম্ভূত ও ধার্মিক; অতএব অবহিত হইয়া আমার ধর্ম্মমূলক বাক্য শ্রবণ কর। দিব্যদেহসম্পন্ন মহামতি লোকপালচতুষ্টয়, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুৎ, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য

দেবগণের যে সমুদয় দিব্য কামরূপ বিমান, সভা, বিবিধ ক্রীড়াস্থান ও কাঞ্চনময় কমলসুশোভিত সরোবর বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় পরমাত্মার স্থান হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট, সুতরাং ঐ সমুদয়কে নরকস্বরূপ, বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পরমাত্মার স্থান ঐ সমুদয় হইতে পৃথগ্‌ভূত। উহা নাশভয়শূন্য, স্বভাবজ, ক্লেশহীন, রাগদ্বেষাদিবৰ্জ্জিত, প্রিয়-অপ্রিয়রহিত; পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কৰ্ম্ম, বায়ু ও অবিদ্যাপরিশূন্য; হেতুবৰ্জ্জিত, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতৃভাববিহীন; দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান এই চতুৰ্ব্বিধ কারণশূন্য এবং হর্ষ, আনন্দ ও রোগশোকবর্জ্জিত। পরমাত্মা কালের অধীন নহেন। তিনি কাল ও স্বর্গ উভয়েরই অধীশ্বর। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই পরমাত্মার পরমস্থানে গমন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। হে ধৰ্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট নরকসমুদয়ের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদয় স্থান ব্রহ্মপদ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়াই নিরয়পদবাচ্য হইয়া থাকে।”

১৯৯তম অধ্যায়

জাপক দ্বিজবৃত্তান্ত—কাল যম মৃত্যু নৃপসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি যে ইতিপূৰ্ব্বে কাল, যম, মৃত্যু ও ব্রাহ্মণের ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিবেন বলিয়াছেন, তাহা বিস্তারিতরূপে কীৰ্ত্তন করুন।’

ভীষ্ম কহিলেন, “ধৰ্ম্মরাজ! ইক্ষ্বাকু, যম, ব্রাহ্মণ, কাল ও মৃত্যু ইঁহাদিগের কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তিত আছে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূৰ্ব্বকালে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পরমধাৰ্ম্মিক, মহাযশস্বী, ষড়দর্শনবেত্তা, অশ্বত্থদণ্ডধারী জাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদে উহার দৃঢ়তর ভক্তি জন্মিয়াছিল। উনি নিয়ত গায়ত্র্যাদি জপ করিয়া ব্রহ্মের আরাধনারূপ কঠোর তপানুষ্ঠান করিতেন। এইরূপ নিয়মে তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইলে একদা ভাবতী সাবিত্রীদেবী তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।’ ব্রাহ্মণ বেদমাতাকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও তৎকালে তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূৰ্ব্বক জপই করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীদেবী ব্রাহ্মণের জপে একাগ্রতা দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের জপ সমাধা হইলে তিনি অবনতমস্তকে দেবীর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া কহিলেন, “ভগবতি! আজ আমার ভাগ্যক্রমে আপনি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়াছেন। যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার মন জপানুষ্ঠানে নিরত থাকে।’

জাপকের সাবিত্রীবরলাভ-ধৰ্ম্মকর্ত্তৃক পরীক্ষা

“সাবিত্রী কহিলেন, ‘দ্বিজবর! এক্ষণে তোমার কি ইষ্টসাধন করিতে হইবে, বল। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পরিপূর্ণ করিব।’ সাবিত্রী এই কথা কহিলে, ধৰ্ম্মবেত্তা

ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিলেন, 'দেবি! আমার জপানুষ্ঠানবাসনা ও সমাধি যেন অহরহঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।' তখন সাবিত্রী সুমধুরবচনে 'তথাস্তু' বলিয়া দ্বিজবরের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, 'ব্রহ্ম! তোমাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সালোক্য লাভ করিতে হইবে না। তুমি অনায়াসে অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হইবে। তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি উহা সম্পাদনে সবিশেষ যত্ন করিব। তুমি একাগ্রচিত্তে জপানুষ্ঠান কর। ধর্ম্ম, কাল, মৃত্যু ও যম তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তোমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, তুমি তাঁহাদের কথায় ভীত হইও না।'

"ভগবতী সাবিত্রী এই কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণও সত্যপ্রতিজ্ঞ ও রাগদ্বেষবিহীন হইয়া জপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈব শতবৎসর অতিক্রান্ত হইলে একদা ধর্ম্ম প্রীতমনে সেই জপপরায়ণ ব্রাহ্মণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন! আমি ধর্ম্ম; তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি জপানুষ্ঠানের যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি জপপ্রভাবে সমুদয় মর্ত্ত্যলোক ও দেবলোক পরাজয় করিয়াছ; অতএব এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার অভিলষিত লোকে গমন কর।' তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহাত্মন! আমার কোন লোক লাভ করিবারই ইচ্ছা নাই; আপনি পরমসুখে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই বিবিধ সুখদুঃখভোগভাজন কলেবর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী নহি।'

"ধর্ম্ম কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! তোমার কলেবর পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তুমি তনুত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ বা অন্য কোন অভিলষিত লোকে গমন কর।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহাত্মন্! আমার শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাস করিবার বাসনা নাই। আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।'

"ধর্ম্ম কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! এক্ষণে তোমার শরীরধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তুমি দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক রজোগুণবিহীন স্বর্গলোকে গমন করিয়া সুখী হও। তথায় গমন করিলে আর তোমাকে শোকার্ত্ত হইতে হইবে না।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহাভাগ! আমি জপানুষ্ঠানে পরম পরিতুষ্ট আছি, আমার সনাতনলোকলাভে প্রয়োজন কি? আমি সশরীরে স্বর্গগমন করিতেও উৎসুক নহি।

"ধর্ম্ম কহিলেন, 'মহাত্মন্! তোমার কিছুতেই দেহপরিত্যাগে বাসনা হইতেছে না; কিন্তু ঐ দেখ, যম, কাল ও মৃত্যু তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।'

যম, কাল ও মৃত্যুকর্ত্তৃক জাপকদ্বিজের পরীক্ষা

"মহাত্মা ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র যম, কাল ও মৃত্যু ইঁহারা তিনজন সেই ব্রাহ্মণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন যম সেই দ্বিজবরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি তপস্যা ও সচ্চরিত্রের মহৎ ফল লাভ করিবে।' কাল কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি কাল। আমি কহিতেছি যে, তুমি আপনার জপানুষ্ঠানের নিমিত্ত অত্যুকৃষ্ট ফল লাভ করিবে। অচিরাৎ স্বর্গে গমন কর। এই তোমার স্বর্গারোহণের প্রকৃত

সময়।' মৃত্যু কহিলেন, দ্বিজবর! আমি মৃত্যু। আজ আমি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ইহলোক হইতে তোমায় লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছি। যম, কাল ও মৃত্যু এই কথা কহিলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সকলকে পৃথক পৃথক্ স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও সাধ্যানুসারে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কহিলেন, 'হে মহাশয়গণ! এক্ষণে আমাকে আপনাদিগের কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।'

"এইরূপে সেই ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণের নিকট আগমনপূর্ব্বক তথায় একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ ইক্ষ্বাকু তীর্থপর্য্যটনপ্রসঙ্গে তথায় সমুপস্থিত হইলেন -এবং তাঁহাদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক যারপরনাই প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকেই প্রণাম ও পূজা করিয়া অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি ত' নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? বলুন, আমি স্বীয় সামর্থ্যানুসারে আপনার কোন্ অভিলষিত কার্য্য করিব?'

দ্বিজের স্বধর্ম্মনিষ্ঠাবিষয়ে ইক্ষ্বাকুর পরীক্ষা

"ইক্ষ্বাকু কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি মহীপাল; আপনি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আপনাকে কি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিব?'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ দুই প্রকার কর্ম্মনিরত ও কর্ম্মবিরত। ধর্ম্মও দ্বিবিধ-প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আমি এক্ষণে প্রতিগ্রহধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগকেই গিয়া অর্থদান করুন। আমি কখনই প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, প্রার্থনা করুন, আমি তপঃপ্রভাবে তাহা প্রদান করিব। ভূপাল কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি ক্ষত্রিয়, প্রার্থনা করা আমার অভ্যস্ত নহে। আমি প্রার্থনার মধ্যে কেবল "আমার সহিত যুদ্ধ কর" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকি।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সন্তোষলাভ করিতেছেন। আমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেছি। এক্ষণে আমাদিগের আর কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই; তথাচ আপনার যাহা অভিলষিত হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করুন।

"তখন ভূপতি কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আপনি পূর্বেই কহিয়াছেন যে, আমি স্বশক্তি অনুসারে দান করিব। এক্ষণে আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে আপনার জপক্রিয়ার ফল প্রদান করুন।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! 'যুদ্ধ ব্যতিরেকে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই" এই বলিয়া আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন না?'

"রাজা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়েরাই বাহুবলসহকারে সংগ্রাম করেন। ব্রাহ্মণেরা তাহা করেন না; উহারা কেবল বাক্যবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্তই আমি এক্ষণে আপনার সহিত ঘোরতর বা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘মহারাজ! সে যাহা হউক, আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না। এক্ষণে আমি স্বশক্তি অনুসারে অবিলম্বে আপনাকে কি প্রদান করিব, অনুজ্ঞা করুন।’

“ভূপাল কহিলেন, ‘ব্রাহ্মণ! আপনি যদি নিতান্তই আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আপনি একাদিক্রমে দৈব শতবর্ষ জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন।’

ইক্ষ্বাকু-প্রার্থনায় জপফলপ্রদানে দ্বিজের অঙ্গীকার

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছি, আপনি অবিচারিতমনে তাহার অর্দ্ধেক ফল লাভ করুন অথবা আপনার যদি অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি উহা সম্পূর্ণ গ্রহণ করুন।’

“ভূপাল কহিলেন, ‘ব্রাহ্মণ! আপনার জপের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই। এক্ষণে আমি যে ফল প্রার্থনা করিয়াছি, সেই ফল কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।’

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘মহারাজ! আমি আমার জপের ফলপ্রাপ্তির বিষয় কিছুই জানি না। এই ধর্ম্ম, কাল ও যম তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

“ভূপাল কহিলেন, ‘ব্রাহ্মণ! যদি আপনি জপের ফল নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ অজ্ঞাত-ফলে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উহা আপনারই অধিকৃত থাকুক। আমি চলিলাম, আপনার মঙ্গল হউক।’

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘রাজন্! আমার আর দ্বিরুক্তি করিতে বাসনা নাই। আপনি জপের ফল প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে উহা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ও আপনার বাক্য সপ্রমাণ হউক। আমি পূর্ব্বাবধি এ পর্য্যন্ত কখনই কোন অভিসন্ধিপূর্ব্বক জপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই নাই; তবে কিরূপে উহার ফলপ্রাপ্তি-বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইব? আপনি আমার নিকট জপানুষ্ঠানের ফল প্রার্থনা করিয়াছেন, আমিও আপনাকে ফল প্রদান করিলাম। বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা হইতে পারে? অতএব আপনি স্থিরচিত্তে সত্যপ্রতিপালন করুন। যদি আপনি এক্ষণে আমার বচন রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনাকে অসত্যনিবন্ধন নিশ্চয়ই ঘোরতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে। আপনার ও আমার মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। অতএব যদি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে আপনি আমার নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনা করিতে আমি আপনাকে যাহা প্রাদন করিয়াছি, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহা গ্রহণ করুন। মিথ্যাবাদী হইলে তাহার ইহলোক বা পরলোক কিছুই শ্রেয়স্কর হয় না এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না। সত্যবলে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেমন পরিত্রাণলাভ হয়, যজ্ঞ, দান ও নিয়মদ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ ও অক্ষয় বেদস্বরূপ। বেদশাস্ত্রে সত্য জাগরূক হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্যপ্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। তপস্যা, ধর্ম্ম,

দমগুণ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র, সরস্বতী, স্বর্গ, বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্য্যা, ওঙ্কার এবং জীবগণের জন্ম ও সন্তানসন্ততিসমুদয়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যপ্রভাবে বায়ু গমনাগমন, সূর্য্য তাপপ্রদান এবং অগ্নি দাহকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। সত্য এবং ধর্ম্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যেরই গৌরব লক্ষিত হয়। ধর্ম্ম সত্যের অনুগামী; সত্যবলে সমুদয় কার্য্যের উন্নতিসাধন হইয়া থাকে। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনৃতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিতেছেন? এক্ষণে সত্যপ্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। জপের ফল প্রার্থনা করিয়া কি নিমিত্ত তাহা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি আপনি মদ্দত্ত জপফল গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন এবং যিনি প্রার্থনা করিয়া তাহা গ্রহণ না করেন, তাঁহারা উভয়েই মিথ্যাবাদী হয়েন। এক্ষণে আপনার মিথ্যাবাদী হওয়া উচিত হইতেছে না।

জপফল-প্রত্যাখ্যানে নৃপ-দ্বিজের উক্তি-প্রত্যুক্তি

"রাজা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়েরা যোদ্ধা, রক্ষিতা ও দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন; ফলতঃ যুদ্ধ, লোকরক্ষা ও দানই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম; অতএব আমি কিরূপে আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করিব?'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আমি "গ্রহণ করুন" বলিয়া পূর্ব্বে আপনাকে অনুরোধ করি নাই, আপনার আবাসেও উপস্থিত হই নাই! আপনি স্বয়ং এই স্থানে আগমন ও আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত গ্রহণে অস্বীকার করিতেছেন?'

"এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ইক্ষ্বাকুরাজ পরস্পর ঘোরতর বাগবিতণ্ডা উপস্থিত করিলে মহাত্মা ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা আর বিবাদ করিও না। আমি স্বয়ং ধর্ম্ম এখানে উপস্থিত রহিয়াছি। এক্ষণে ব্রাহ্মণ দানের এবং রাজা সত্যের অখণ্ড ফলভাগী হউন।'

"ঐ সময় স্বর্গ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ভূপতিকে কহিলেন, 'ধার্মিকদ্বয়! এই আমি স্বয়ং স্বর্গদেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক আসিয়াছি। অতঃপর আর তোমাদিগের বিবাদের আবশ্যকতা নাই; তোমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হও।' তখন ভূপাল কহিলেন, স্বর্গ! আমি তোমাকে প্রার্থনা করি না। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। যদি এই ব্রাহ্মণ তোমাকে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইনি মদাচরিত [আমার অনুষ্ঠিত] পুণ্যের ফল গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে লাভ করুন।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আমি শৈশবাবস্থায় অজ্ঞানবশতঃ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমি গায়ত্র্যাদিজপপরায়ণ হইয়া নিষ্কামধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, অতএব আপনি কি নিমিত্ত আমাকে স্বর্গলাভের প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন? আমি স্বয়ং আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া ফল লাভ করিব। আমি তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ও অপ্রতিগ্রাহী। আপনার আচরিত পুণ্যের ফল লাভ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

"রাজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে আপনার জপানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন, তবে উহার অর্দ্ধফল প্রদান করিয়া আমার আচরিত ধর্ম্মের অর্দ্ধফল গ্রহণ

করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হইব। ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও রাজবংশীয়েরা দাতা হইয়া থাকেন। এই ধৰ্ম্ম যদি আপনার পরিজ্ঞাত থাকে, তবে আমার ধর্ম্মের অর্দ্ধফল গ্রহণপূর্ব্বক আমার তুল্যফলভাগী হওয়াই আপনার উচিত। আর যদি আপনি আমার তুল্যফলভাগী হইতে বাসনা না করেন, তবে আমার ধর্ম্মের সমুদয় ফলই গ্রহণ করুন। ফলতঃ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে মদনুষ্ঠিতধর্ম্মের ফল গ্রহণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিবদমান বিপ্র-ভূপমধ্যে মূৰ্ত্তিদ্বয় আবির্ভাব

"তাহারা উভয়ে এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময় দুইজন বিকৃতবেশ পুরুষ পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধাবলম্বনপূর্ব্বক তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ উভয় পুরুষের মধ্যে একের নাম বিরূপ ও অন্যের নাম বিকৃত। বিকৃত বিরূপকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ভাই! তুমি নিশ্চয়ই আমার নিকট ঋণী নহ।' বিরূপ কহিল, 'হাঁ, আমি তোমার নিকট ঋণী আছি।' তখন বিকৃত কহিল, 'তবে তোমার সহিত আমার কলহ উপস্থিত হইল। এক্ষণে এ স্থলে এই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা রাজা সমুপস্থিত আছেন, আমি ইহার সমক্ষে সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার নিকট ঋণী নহ।' বিরূপ কহিল, তু'মি মিথ্যা কহিতেছ, আমি তোমার নিকট ঋণী রহিয়াছি।' এইরূপে তাহারা উভয়ে বাগবিতণ্ডা করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভূপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'মহারাজ! এক্ষণে যাহাতে আমরা উভয়েই পাপদূষিত হইয়া না থাকি, আপনি এইরূপ উপায়-বিধান করিয়া দিন।'

"তখন বিরূপ কহিল, 'মহারাজ! আমি বিকৃতের নিকট গোদানফল গ্রহণ করিয়া ঋণী হইয়াছি, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছি; কিন্তু উনি তাহা লইতে চাহেন না।' বিকৃত কহিল, "মহারাজ! এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী নহেন। এক্ষণে উনি আপনার নিকট সত্যের ভাণ করিয়া স্পষ্টই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন।' 'তখন নরপতি বিরূপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিরূপ! তুমি কিরূপে ইহার নিকট ঋণী হইয়াছ, অকপটে বল; আমি তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করিব।'

রাজার জিজ্ঞাসায় বিরূপ-বিকৃতের অভিযোগ

'বিরূপ কহিল, 'মহারাজ! আমি বিকৃতের নিকট যেরূপে ঋণী রহিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিতমনে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই বিকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত কোন তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে এক সুলক্ষণা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন; আমি ইহার নিকট সেই ধেনুদানের ফল প্রার্থনা করাতে ইনি বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে তাহা প্রদান করেন। পরে আমি আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দুইটি বহুদুগ্ধবতী সবৎসা কপিলা ক্রয় করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এক উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি। আমি পূর্ব্বে বিকৃতের নিকট যাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই প্রতিগ্রহের দ্বিগুণ ফলপ্রদানে আমার অভিলাষ হইয়াছে। অতঃপর আমাদিগের মধ্যে কে দোষী আর কেই বা নির্দোষ হইবে, আমরা এই কথা লইয়া

বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাদিগের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া দিন। বিকৃত পূর্ব্বে যেরূপ দান করিয়াছেন, এক্ষণে তদনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহে অস্বীকার করিতেছেন; অতএব আপনি স্থিরচিত্তে আমাদিগকে ধর্ম্মপথে সংস্থাপিত করুন।'

"ভূপতি কহিলেন, 'বিকৃত! বিরূপ তোমাকে ঋণ প্রত্যর্পণ করিতেছেন, তুমি কি নিমিত্ত উহা প্রতিগ্রহ করিতেছ না? এক্ষণে অবিলম্বে দানের অনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

"বিকৃত কহিল, 'মহারাজ! এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী রহিয়াছেন বলিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ উনি আমার নিকট ঋণী নহেন, অতএব এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন।'

"রাজা কহিলেন, 'বিকৃত! বিরূপ তোমায় ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষ করিতেছেন, কিন্তু তুমি উহার বাক্য স্বীকার করিতেছ না। এই বিষয়টি আমার নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমার মতে তোমাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করাই কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।'

"বিকৃত কহিল, 'মহারাজ! আমি একবার যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহা পুনরায় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিব? অতএব এই বিষয়ে আমার যেরূপ অপরাধ হয়, তদনুসারে দণ্ডবিধান করুন।'

বিরূপ কহিল, 'বিকৃত! আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছি, কিন্তু তুমি ঋণগ্রহণে অভিলাষ করিতেছ না। এক্ষণে এই ধর্ম্মরক্ষক রাজা অবশ্য তোমার দণ্ডবিধান করিবেন।' বিকৃত কহিল, 'বিরূপ! তুমি প্রার্থনা করাতে আমি তোমাকে গোদানফল প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পুনরায় কিরূপে গ্রহণ করিব? অতএব আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর।'

বিচারব্যাপারে রাজার চৈতন্য—দ্বিজের দানগ্রহণ

"ঐ সময় সেই ব্রাহ্মণ ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! বিরূপ ও বিকৃতের বাদানুবাদ শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনাকে যাহা প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহা গ্রহণ করুন।' তখন ভূপতি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই দুই ব্যক্তির ন্যায় এই ব্রাহ্মণের কথাও নিতান্ত দুরবগাহ। ইনি যেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে যদি আমি ইহার পুণ্যফল গ্রহণ না করি, অবশ্যই আমাকে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপাল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিকৃত ও বিরূপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তোমরা রাজনীতি অনুসারে কৃতকার্য্য হইয়া গমন কর। আমি রাজা বলিয়া তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সুতরাং এক্ষণে রাজধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্ফল করা আমার বিধেয় নহে। শাস্ত্রে নির্ণীত আছে যে, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নিতান্ত দুরবগাহ; আমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি; এক্ষণে সেই ধর্ম্ম আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে।'

“তখন জাপক ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘মহারাজ! এক্ষণে আপনি প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে যাহা দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি রাজধর্ম্মানুসারে অচিরাৎ তাহা গ্রহণ করুন। নচেৎ আমি আপনাকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব।

“ভূপতি কহিলেন, ‘ব্রাহ্মণ! যে ধর্ম্মানুসারে এইরূপ কার্য্য নিশ্চয় করিতে হয়, সেই রাজধর্ম্মকে ধিক! যাহা হউক, এক্ষণে। আমি আপনার তুল্যফলভাগী হইব বলিয়াই আপনার জপের ফল গ্রহণ করিব। আমি পূর্ব্বে আর কখন প্রতিগ্রহের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করি নাই, এক্ষণে কেবল আপনার অনুরোধেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার নিকট যে বিষয়ে ঋণী হইয়াছেন, অবিলম্বে তাহা প্রদান করুন।

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি সংহিতা [বেদের সংক্ষিপ্তসার-সংগ্রহ—প্রণব] জপ করিয়া যে কিছু ধর্ম্ম সঞ্চিত করিয়াছি, আপনি তৎসমুদয় গ্রহণ করুন।’

“তখন রাজা কহিলেন, ‘ভগবন্! আমিও হস্তে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতিদান প্রতিগ্রহ করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হইব।’

পুরুষরূপী কাম-ক্রোধের আত্মজ্ঞান দান

“তাহারা উভয়ে এইরূপ আদান-প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে বিরূপ কহিল, ‘মহারাজ! আমরা উভয়ে কাম ও ক্রোধ। আমরাই তোমাকে ব্রাহ্মণের জপফলগ্রহণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তোমরা উভয়েই তুল্যলোক লাভ কর। বিকৃত বস্তুতঃ আমার নিকট ঋণী নহে; তোমার বোধসাধনের নিমিত্তই আমরা উভয়ে প্রত্যর্থিভাবে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে এবং কাল, ধর্ম্ম ও মৃত্যু আমরা সকলেই তোমাকে বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বধর্ম্মনির্জ্জিত [স্বধর্ম্মলব্ধ] লোকে স্বেচ্ছানুসারে গমন কর।

“হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের ফললাভবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহারা যে মুক্তি, ব্রহ্মলোক ও উৎকৃষ্ট স্থানসমুদয় লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা তোমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। সংহিতাধ্যায়ী মহাত্মারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইতে অথবা অগ্নি বা সূর্য্যলোক লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি ঐ সমস্ত লোকে অনুরাগী হইয়া বিহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিমোহিত হইয়া ঐ সমুদয় লোকেরই গুণসকল প্রাপ্ত হইতে হয়। অনুরাগ লোকের পার্থিব শরীরের ন্যায় চন্দ্র, বায়ু ও আকাশাত্মক শরীরেও অবস্থান করিয়া গুণসমুদয় প্রকাশ করে। যদি জাপক ব্যক্তি ঐ সকল লোকে রাগবিহীন হইয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিতান্ত যত্ন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয়। ফলতঃ রাগবিহীন জাপক চেষ্টা করিলে, অনায়াসে ক্রমে পরমেষ্ঠিভাব হইতে কৈবল্য লাভ করিয়া পরিশেষে জরাদুঃখবিহীন অক্ষয় ব্রহ্মলোক অধিকারপূর্ব্বক সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোকমোহাদিবর্জ্জিত চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে পারেন। যে জাপক অনুরাগের বশীভূত হইয়া চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে অভিলাষ না করেন, তিনি অন্যান্য যে যে লোকে গমন করিবার বাসনা করেন, তাহার তাহাই লাভ হয়। আর যিনি সমুদয় লোকই নরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাঁহার কোন বিষয়েই স্পৃহা না থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও নিগুণ

পুরুষে লীন হইয়া অলৌকিক সুখসম্ভোগ করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের গতির বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর যাহা তোমার শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।"

২০০তম অধ্যায়

জপফলতুল্যতায় রাজা ও দ্বিজের দিব্যগতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন,"পিতামহ! ঐ সময় রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়ে বিরূপের বাক্যে কি উত্তর প্রদান করিলেন, তৎকালে বিরূপের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারা কি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন? আর ঐ সময় তাঁহাদের কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তৎকালে সেই জাপক ব্রাহ্মণ যম, কাল, মৃত্যু, স্বর্গ এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমার জপের ফলভাগী হইয়া শ্রেষ্ঠতালাভ করুন এবং অনুমতি করুন, আমি পুনরায় গিয়া জপকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ইতিপূর্ব্বে ভগবতী সাবিত্রী দেবীও আমাকে "উত্তরোত্তর তোমার জপানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবৃদ্ধি হউক" এই বর প্রদান করিয়াছেন।'

"রাজা কহিলেন, ব্রা'হ্মণ! যখন আপনার জপানুষ্ঠানে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে, তখন আমাকে জপের ফলপ্রদান করাতে আপনার ফলহানি হয় নাই, বরং দাননিবন্ধন উহার বৃদ্ধিই হইয়াছে। যাহা হউক, আসুন, এক্ষণে আমরা উভয়ে তুল্যরূপে ফল ভোগ করি।'

"তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি এই সকল মহাত্মার সমক্ষে বারংবার আমাকে আপনার তুল্যফলভাগী হইতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইলাম। এক্ষণে আমাদের উভয়েরই সমান গতি হউক।'

"ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, 'ভগবান্ ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র হার ও নরপতির অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দেবগণ ও লোকপালগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় দেবী সরস্বতী, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, সপরিবার চিত্রসেন, দেবাদিদেব প্রজাপতি ব্রহ্মা, সহস্রশিরাঃ বিষ্ণু এবং সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুৎ, নদী, শৈল, সমুদ্র, তীর্থ, তপস্যা, যোগ, বিধি, বেদ, স্তোত্র ও মুনিগণ তথায় আগমন করিলেন। অন্তরীক্ষে ভেরী, তূরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তখন স্বর্গ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ব্রাহ্মণ ও নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাপুরুষদ্বয়! তোমরা উভয়েই সিদ্ধপুরুষ হইয়াছ।'

জাপক দ্বিজ ও ইক্ষ্বাকুর যুগপৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি

"অনন্তর সেই জাপক ব্রাহ্মণ ও ভূপতি উভয়ে এককালে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্রে প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুকে হৃদয়ে সংস্থাপন করিয়া একীকৃত প্রাণ ও অপানে মনঃসমাধান করিলেন এবং

পরিশেষে ঐ বায়ুদ্বয়কে উদরে সংস্থাপিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপূর্ব্বক অস্পন্দশরীরে নির্নিমেষলোচনে [নিমেষশূন্য নেত্রে] মনের সহিত প্রাণ ও অপানকে ভূমধ্যে নিহিত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা চিত্ত জয় করিলে তাঁহাদের চিত্ত মস্তকে নীত হইল। ঐ সময় এক দেদীপ্যমান জ্যোতিঃ সেই মহাত্মা দ্বিজবরের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহলশব্দ সমুত্থিত হইল। তত্রত্য সকলেই ঐ তেজোরাশির স্তব আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই তেজ ক্রমশঃ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিলেন। ঐ সময় এক প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া মধুরবচনে কহিলেন যে, 'যোগীরা জাপকদিগের তুল্যফলই লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল যোগিগণের যোগের সময় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হয়, আর জাপকদিগের ব্রহ্মে লীন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য হইয়া থাকে।' এই বলিয়া সেই প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মণের একাত্মতা সম্পাদন করিলেন। তখন দ্বিজবর অচিরাৎ ব্রহ্মের আস্যদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় নরপতিও ব্রাহ্মণের ন্যায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করিলেন।

"অনন্তর দেবগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি জাপকদিগের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমরা ঐ জাপক ব্রাহ্মণের সদগতিলাভার্থ সকলে সমাগত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি ঐ রাজা ও জাপক ব্রাহ্মণকে তুল্যরূপ ফলভাগী করিলেন। আজ আমরা যোগী ও জাপকের মহাফল দর্শন করিলাম। ইঁহারা সমুদয় লোক অতিক্রম ও অভিলষিত লোকে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন ভগবান্ প্রজাপতি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে সুরগণ! যাঁহারা মহাস্মৃতি [প্রধান স্মৃতিশাস্ত্র] বা মন্বাদি স্মৃতি [মনুপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র] পাঠ করেন এবং যাঁহারা যোগে একান্ত অনুরক্ত হয়েন, তাঁহারা দেহাবসানে নিশ্চয়ই আমার সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি চলিলাম। তোমরাও স্ব স্ব কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যথাস্থানে প্রস্থান কর।

"ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন; দেবগণও তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য মহাত্মারা ধর্ম্মের পূজা করিয়া পরম প্রীতমনে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! আমি জাপকদিগের যেরূপ ফললাভ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, তাহা ব্যক্ত কর।"

২০১তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানযোগজিজ্ঞাসা—মনু-বৃহস্পতিসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জ্ঞানযোগ, সমুদয় বেদ ও নিয়মের ফল কি এবং জীবাত্মাকেই বা কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে প্রজাপতি মনু ও মহর্ষি বৃহস্পতির সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে দেবর্ষিগণগ্রগণ্য মহাত্মা বৃহস্পতি স্বীয় গুরু প্রজাপতি মনুকে নমস্কার করিয়া এই কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! জগতের কারণ কি? কি নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? জ্ঞানের ফল কি? কোন্ বিষয় বেদবাক্যদ্বারাও অপ্রকাশিত রহিয়াছে? ত্রিবর্গশাস্ত্রবিশারদ [ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনাত্মক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত] বেদমন্ত্রজ্ঞ মানবগণ গোদান ও বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা যে সুখ লাভ করেন, তাহা কি প্রকার, কিরূপে উৎপন্ন হয় ও কোন্ স্থানেই বা অবস্থান করে? কোন্ মহাত্মা হইতে পৃথিবী, যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম, বায়ু, আকাশ, জলচর, জল, স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে? লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আমি পুরাণ পুরুষের বিষয় কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার কিরূপে প্রবৃত্তি জন্মিবে? আমি ঋক, সাম, যজুঃ, ছন্দঃ, নক্ষত্রগতি [জ্যোতিষ], নিরুক্ত [বৈদিক অভিধান] ও সকল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি; কিন্তু আকাশাদি মহাভূতের [*অনুলোমক্রমে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এবং বিলোমক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতির সৃষ্টিকালে আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি। লয়কালে ক্ষিতি হইতে জল ইত্যাদি*] কারণ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিষয় এবং যেরূপে জীব এক দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পুনরায় অন্য দেহ আশ্রয় করে, তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

মনুকথিত কর্ম্মলব্ধ সুখদুঃখবিবরণ

"মনু কহিলেন, 'মহর্ষে! লোকের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই তাহার সুখজনক এবং যাহা অপ্রিয়, তাহাই দুঃখজনক। লোকে ইহাদ্বারা "আমার ইষ্টলাভ হইবে, অনিষ্ট হইবে না" বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান জন্মে, সেই ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের ইচ্ছা করে না।

কর্ম্মযোগ কামাত্মক বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকে জ্ঞানপ্রভাবে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। যাহারা সুখার্থী হইয়া বিবিধ কর্ম্মপথে [সকাম কর্ম্মপথে] পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকেই নিরয়গামী [নরকগামী—দুঃখপ্রাপ্ত] হইতে হয়।

"বৃহস্পতি কহিলেন, 'ভগবন্! দুঃখপরিহারপূর্ব্বক সুখলাভ করাই সকলের উচিত । সুখ কর্ম্মদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মই ত' লোকের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

"মনু কহিলেন, 'মহর্ষে! লোকে প্রথমে যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া পরিশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগপুর্ব্বক পরমপদার্থ লাভ করিবে, এই নিমিত্তই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের স্বর্গাদি ফললাভ হয়; আর যাহারা মোক্ষলাভার্থে কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদলাভ হয়। মন ও কর্ম্ম প্রজাগণের সৃষ্টির কারণ এবং উহারাই আবার প্রজাদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথস্বরূপ। কর্ম্মপ্রভাবে লোকের মোক্ষ ও সামান্য

ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ মনে মনে কর্ম্মের ফলত্যাগ করাই মোক্ষলাভের প্রধান হেতু। চক্ষু যেমন নিশাবসানে তিমিরনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কণ্টকাদি দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ বুদ্ধি। বিবেকগুণসম্পন্ন হইলেই অশুভ কার্য্যসমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মানবগণ সর্প, কুশাগ্র ও কুপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে তৎসমুদয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, কিন্তু ঐ সকল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে অজ্ঞানবশতঃ ঐ সমুদয়ে নিপতিত হয়। অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল যে কত উৎকৃষ্ট, তাহা বিবেচনা কর।

বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ, যথোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণাদান, অন্নপ্রদান ও মনের সমাধি এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রানুসারে কার্য্য সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক। এই নিমিত্ত কার্য্যমূলমন্ত্রও তিন প্রকার এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণানুযায়ী কর্ম্ম করে, তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধজ্ঞানরূপ কর্ম্মফলসমুদয় কর্ম্মলভ্য স্বর্গলোকেই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানফল জীবদ্দশাতে লাভ করা যায়। দেহিগণ শরীরদ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিয়া সেই কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়। শরীরই লোকের সুখদুঃখের আশ্রয়। বাক্য ও মনদ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিলে কখনই বাক্যমনের অগোচর পদার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। মৎস্য যেমন স্রোতাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্মসমুদয় মনুষ্যের নিকট আগমন করিয়া থাকে। সকল লোককেই পূর্ব্বজন্মর্জ্জিত সুকৃতানুরূপ সুখ ও দুষ্কৃতানুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে যিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং মন্ত্র ও শব্দদ্বারা অপ্রকাশিত [মন্ত্র ও শব্দের অগোচর], তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর বিবিধ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে পৃথগভূত হইয়াও প্রজাগণের নিমিত্ত ঐ সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অব্যক্ত [বাক্যের অগোচর], বর্ণহীন ও গুণাতীত। তাঁহাকে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক অথবা পরমাণু, শূন্য বা মায়াময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কোন কালেই তাঁহার ধ্বংস নাই।। জিতচিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারাই সেই অক্ষয় পদার্থ লাভ করিতে পারেন।' ”

২০২তম অধ্যায়

মোক্ষের স্বরূপ—জীব-ঈশ্বর নিরূপণ

“মনু কহিলেন, 'হে মহর্ষে! সেই অবিনাশী পুরুষ হইতেই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ হইতে জল, জল হইতে জগৎ এবং জগৎ হইতে জগতিস্থ সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় শরীরীর পার্থিব শরীরসমুদয় চরমাবস্থায় প্রথমতঃ সলিলে, সলিল হইতে তেজে, তেজ হইতে পবনে ও পবন হইতে অন্তরীক্ষে গমন করে। তন্মধ্যে যাঁহারা অন্তরীক্ষও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মায় লীন হইতে

পারেন, তাঁহাদেরই মোক্ষলাভ হয়, সুতরাং তাঁহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না। পরমাত্মা উষ্ণ, শীত, মৃদু [কোমল] বা তীক্ষ্ণ নহেন। তিনি অম্ল, কষায়, মধুর ও তিক্তাদি গুণবিরহিত [প্রকৃতির অতীত] এবং শব্দ-গন্ধ বা রূপসম্পন্নও নহেন। তিনি পরাৎপর ও স্বভাবশূন্য। ত্বক স্পর্শ, জিহ্বা রস, ঘ্রাণ, গন্ধ, কর্ণ শব্দ, চক্ষু রূপ অনুভব করিয়া থাকে। অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যেরা ত্বগাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ সমস্ত গুণের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না। যে ব্যক্তি রস হইতে রসনাকে, গন্ধ হইতে নাসিকাকে, শব্দ হইতে কর্ণদ্বয়কে, স্পর্শ হইতে ত্বককে ও রূপ হইতে চক্ষুকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই আপনার স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হয়েন।

'মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখ, প্রবৃত্তি ও অনুরাগাদির কারণ, তিনিই স্বভাব। ঐ স্বভাবই ব্যাপ্যাখ্য জীব ও ব্যাপকাখ্য [ব্যষ্টি--একাংশ জীবাত্মা] ঈশ্বর। মন্ত্রদ্বারা উহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। সেই স্বভাব একাকীই সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং তিনিই কারণ ও তদতিরিক্ত সমুদয়ই কার্য্য। পুণ্য ও পাপ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও মনুষ্যের শরীরে একত্র বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড়দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রদীপ যেমন প্রদীপ হইয়া অন্যের বিষয়বোধ করিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞান লোকের ইন্দ্রিয়গণের বিষয়বোধ সম্পাদন করিতেছে। অমাত্যগণ যেমন বিবিধ বিষয় রাজার গোচর করিয়া দেন, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সমুদয় বিষয় জ্ঞানের গোচর করিয়া থাকে; সুতরাং রাজার ন্যায় জ্ঞানসমুদয় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। যেমন হুতাশনের শিখা, সমীরণের বেগ, দিবাকরের করজাল ও নদীর জল বারংবার গমনাগমন করিতেছে, সেইরূপ দেহীদিগের দেহ একবার নষ্ট ও পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি পরশু দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া তন্মধ্যে ধূম বা বহ্নি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ লোকে উদর ও হস্তপদাদি অবয়ব ছেদন করিয়া তন্মধ্যে, জ্ঞানময় আত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই কাষ্ঠ ভেদ করিয়া উপায়বিশেষদ্বারা যেমন তাঁহাতে ধূম ও অগ্নি উভয়ই নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা কৌশলক্রমে বুদ্ধি ও পরমাত্মাকে এককালে দর্শন করিয়া থাকে। যেমন মনুষ্য স্বপ্নযোগে আপনার শরীরকে আত্মা হইতে পৃথগভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্যলাভ করিয়া যেমন স্বীয় দেহকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করে, সেইরূপ মনোবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চবায়ুযুক্ত জীবাত্মা জীবনান্তে দেহকে একবার আপনার হইতে পৃথভাবে দর্শন করিয়াও পুনরায় উহাকে অভিন্ন বিবেচনাপূর্ব্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। পরমাত্মা সুখদুঃখপ্রদ কর্ম্মপ্রভাবে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন; তাঁহার স্পর্শও কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে; তিনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করেন না। চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তিনি উহাদিগকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন। যেমন সমীপস্থিত অয়ঃপিণ্ডাদিতে [লৌহপিণ্ড—লোহার বল প্রভৃতিতে] প্রজ্জ্বলিত অনলের সন্তাপজনিত রূপ নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ জড়দেহে পরমাত্মার চৈতন্যস্বরূপ রূপই নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।

'মনুষ্যের আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যভাবে অন্য শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাকে সেই দেহের গুণে গুণবান জ্ঞান করে। দেহীর মৃত্যু হইলে তাহার দেহ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল ও পৃথিবীতে প্রবেশ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলও স্ব স্ব উপাদানকে আশ্রয় করে। শ্রোত্র আকাশের গুণ শব্দকে, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, চক্ষু তেজের গুণ রূপকে, জিহ্বা সলিলের গুণ রসকে এবং ত্বক বায়ুর গুণ স্পর্শকে আশ্রয় করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদক শব্দাদি পাঁচ গুণ আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতকে এবং আকাশাদি পঞ্চভূত শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আবার শব্দাদি পাঁচ গুণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় মনের, মন বুদ্ধির এবং বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত। মনুষ্য স্বকর্ম্মোপার্জিত নূতন দেহে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্য বহন করিয়া থাকে এবং জলৌকা [জোঁক—ছিনেজোঁক] যেমন অনুকূল স্রোতের অনুসরণ করে, সেইরূপ তাহার মন বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে নৌকায় আরোহণ করিয়া গমনকালে যেমন তীরস্থ বৃক্ষগণকে চঞ্চল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে তাহার সে ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানবান ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির হইলে তিনি অনায়াসে ঈশ্বরের যাথার্থই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন। যেমন পুস্তকস্থ অক্ষর নিতান্ত সুক্ষ্ম হইলেও উহা উপনেত্র [চশমা] প্রভাবে স্থূল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় মুখ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেমন দর্পণ প্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মা নিতান্ত সুক্ষ্ম ও অদৃশ্য হইলেও বুদ্ধিপ্রভাবে উহাকে মহান বলিয়া বোধ ও উহার দর্শনলাভ করা যাইতে পারে।' ”

২০৩তম অধ্যায়
আত্মদর্শনের উপায়নির্দ্দেশ

“মনু কহিলেন, 'হে ব্রহ্ম! ইন্দ্রিয়সহকৃত জীবচৈতন্য [পরমাত্মার প্রভাবে চৈতন্যযুক্ত জীবাত্মা] পূর্ব্বানুভূত বিষয়সমুদয় কালান্তরে স্মরণ করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমুদয় বিলীন হইলে স্বপ্নযোগে পরম স্বভাবই বিষয়ানুভব করেন। সেই স্বভাব অনেক সময় এককালে ইহজন্ম ও পরজন্মে দৃষ্ট প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়সমুদয় সন্নিহিতের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেন এবং এই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাবই পরস্পর বিভিন্ন, অতীত, অনাগত প্রভৃতি তিন অবস্থাতে সাক্ষিরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। আত্মা কেবল পরস্পরবিরুদ্ধ সত্ত্ব [আত্মা গুণাতীত, সুতরাং সত্ত্বাদি তাহার স্বভাববিরুদ্ধ], রজ ও তমোগুণজনিত সুখদুঃখাদি অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে উহা ভোগ করিতে হয় না। বায়ু যেমন কাষ্ঠসমুৎপন্ন হুতাশনে প্রবেশ করে, সেইরূপে আত্মা ইন্দ্রিয়সমুদয়ে প্রবিষ্ট হয়েন। পরমাত্মা চক্ষু বা শ্রোত্রের গম্য নহেন; স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়; শ্রোত্রাদিদ্বারা তাঁহার দর্শনাদিলাভের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক; বেদ ও আপ্তবাক্য বিচারদ্বারা তাঁহার দর্শনলাভের চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।।

'শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদশী পরমাত্মা সততই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেমন হিমালয়ের পার্শ্ব ও চন্দ্রের পৃষ্ঠ বিদ্যমান

থাকিতেও কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সত্তা বিদ্যমান থাকিলেও কেহ ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। লোকে যেমন চন্দ্রে সূক্ষ্ম, জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক অবগত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকিলেও সে আত্মাকে সম্যক অবগত হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তজ্জন্য বিষয়ান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। পণ্ডিতেরা যেমন রূপবান্ বৃক্ষের আদ্যন্তে অরূপত্ব [বৃক্ষ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে রূপাভাব] বুঝিতে পারিয়া উহাকে অপরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষের ন্যায় অবগত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা উহা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন এবং জ্ঞানস্বরূপ নিকটস্থ হইলেও উহা জ্ঞেয় পরমাত্মাতে বিলীন করিতে অভিলাষ করেন। উপায় উদ্ভাবন না করিলে কোন অর্থই সুসিদ্ধ হয় না। দেখ, ধীবরেরা সূত্রদ্বারা মৎস্য ধারণ করিয়া থাকে; মৃগদ্বারা মৃগ, পক্ষীদ্বারা পক্ষী ও গজদ্বারা গজ ধৃত করা যায়; সেইরূপ জ্ঞেয়পদার্থ জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ভুজঙ্গ [সর্প] যেমন স্বয়ংই তাহার চরণ নিরীক্ষণ করিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞানও দেহমধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞেয়বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যেমন ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ বুদ্ধিদ্বারা পরম বোধ্যকে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই।

'চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে বিদ্যমান থাকিয়াও নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা মনুষ্যের শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও কেহ উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। চন্দ্র অমাবস্যাতে যেমন স্থূলশরীরবিমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়েন না, সেইরূপ আত্মা মনুষ্যের কলেবর পরিভ্রষ্ট হইয়া আর প্রকাশিত থাকে না। চন্দ্র যেমন স্থূল দেহ লাভ করিয়া পুনরায় বিরাজিত হয়েন, সেইরূপ আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষ নিরীক্ষিত হয়; উহা চন্দ্রের স্থূলদেহেরই গুণ; ঐ সমস্ত গুণ মনুষ্যের স্থূলদেহেই আরোপিত করা যায়; আত্মাতে কদাচ আরোপিত করা যাইতে পারে না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যার পর ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহাকে চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেই তাহাকে সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। রাহু চন্দ্রকে কিরূপে আক্রমণ ও কিরূপে পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা যে কিরূপে লোকের দেহে প্রবেশ ও কিরূপে উহা পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। রাহু যেমন চন্দ্রসূর্য্যকে আক্রমণ করিয়া থাকিলেই নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মা শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেই অনুমিত হইয়া থাকে। রাহু যেমন চন্দ্রসূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলে আর নিরীক্ষিত হয় না, সেইরূপ আত্মা দেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর অনুমিত হয় না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে অদৃশ্য হইলেও নক্ষত্রগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মা শরীরনির্ম্মুক্ত হইলেও কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।"

২০৪তম অধ্যায়

ইন্দ্রিয়প্রভাব—বাসনাবশে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম

"মনু কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! লোকের স্বপ্নাবস্থায় যেমন তাহার স্থূলদেহ শয্যায় নিপতিত থাকে ও লিঙ্গশরীর [কর্ম্মানুসারে গঠিত জীবদেহ] উহা হইতে পৃথক হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে, তদ্রূপ কর্মশীল ব্যক্তি নিহত হইলে তাহার স্থূলশরীর ধরাসাৎ হয় ও লিঙ্গশরীর পাপপুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। আর যেমন লোকে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির নিধন হইলেও তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। নির্ম্মল জলে যেমন প্রতিবিম্ব নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইলে তদ্দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু সলিল কলুষিত হইলে যেমন প্রতিমূর্তি সন্দর্শন করা যায় না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম আকুলিত [চঞ্চল্য] হইলে তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানপ্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হয়, অবুদ্ধিপ্রভাবে চিত্ত দূষিত হইয়া যায় এবং চিত্ত দূষিত হইলেই শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া ওঠে। মোহান্ধ ব্যক্তি বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া কোনরূপেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। জীবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুষ্ঠাননিবন্ধন বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। পাপসত্ত্বে কখনই বিষয়পিপাসার শান্তি হয় না; যখন পাপের নাশ হয়, তখনই বিষয়তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া থাকে। নিরত বিষয়-সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে; কখনই মোক্ষলাভ হয় না। পাপের ধ্বংস হইলেই লোকের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তখন সুনির্ম্মল আদর্শে যেমন প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সে স্বীয় বুদ্ধিতে আত্মদর্শন করিতে পারে। ইন্দ্রিয়সমুদয় বিষয়লিপ্ত হইলেই দুঃখে এবং সংযত হইলে সুখে কালযাপন করিতে পারা যায়; অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে। মন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলেই শব্দাদি বিষয়ে বিলিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই শব্দাদি বিষয় ও স্থূল কারণসমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হয়েন। দিবাকর যেমন সমুদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎসমুদয় প্রতিসংহার করিয়া অস্তগমন করেন, তদ্রূপ অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় উহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া দেহ হইতে অন্তরিত হয়েন। মানবগণ বার বার স্বীয় কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য ও পাপপ্রবৃত্তির অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিলে বিষয়বাসনা এককালে দূরীভূত হইয়া যায়; আর যখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাসনাত্মক রস পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিষয়সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের সহিত মিলিত হইলেই লোকের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও অনুমানের অগোচর। বুদ্ধি কেবল সেই উৎকৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে। ঘটাদি স্থূলপদার্থ যেমন মনঃকল্পিত বলিয়া মনোমধ্যে লীন থাকে, তদ্রূপ মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ

অবগত হইতে সমর্থ নহে; কিন্তু সূক্ষ্মস্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা উহাদের সকলকেই সন্দর্শন করিতেছেন।”

২০৫তম অধ্যায়

চিত্তচাঞ্চল্যকারক দুঃখনাশের উপদেশ

"মনু কহিলেন, 'হে মহর্ষে! শারীরিক বা মানসিক দুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে যত্ন হয় না; অতএব দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখনিবারণের মহৌষধ। দুঃখ চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের উপশম হয় না এবং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রজ্ঞাবলে মানসিক এবং ঔষধবলে শারীরিক দুঃখ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বালকতা প্রকাশপূর্ব্বক দুঃখে নিমগ্ন হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্য, সম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের বাসনা করেন না। সাধারণ দুঃখের নিমিত্ত একাকী দুঃখ প্রকাশ করা বিধেয় নহে; বরং যদি উহার প্রতিকারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ না করিয়া তাহাই করা কর্ত্তব্য। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকাংশকে ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে নিশ্চয়ই শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যিনি এককালে সুখদুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হয়েন; বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে যারপরনাই ক্লেশ হইয়া থাকে। আবার উহা উপার্জ্জন করিবার সময় অপরিমিত দুঃখ-ভোগ করিতে হয়; অতএব অর্থনাশের বিষয় চিন্তা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

যোগসাধনায় মনের সমাধি

'জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া। থাকে। ঐ বুদ্ধি সংস্কার সংযুক্ত [মার্জ্জিত-মালিন্য] হইয়া মনোমধ্যে বিরাজিত হইলেই যোগ সমাধিসহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। সলিল যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণগ্রামে প্রবাহিত হয়। যখন সেই বুদ্ধিতে নির্গুণ ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় নিকষ[নিকষ পাষাণ—কষ্টিপাথর]খণ্ডস্থ স্বর্ণরেখার ন্যায় অসন্দিগ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। মন কেবল ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদির প্রবোধক; উহাদ্বারা রূপাদি গুণবিহীন ব্রহ্মলাভ করা সম্ভাবিত নহে। সমুদয় ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া উহাদিগকে কল্পনাত্মক মনে ও মনকে বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক একাগ্রতা অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যেমন শব্দাদি গুণসমুদয় বিলুপ্ত হইলে পঞ্চীকৃত মহাভূতসকল বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হইলে ইন্দ্রিয়গণও বিলীন হইয়া যায়। যখন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অহঙ্কারে অবস্থান করে, তখন মনের সহিত উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকে না। অহঙ্কার ধ্যানপ্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া রূপাদি বিষয়ের সহিত সত্ত্বাদি মূলপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই গুণাত্মক সামগ্রীসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গুণ বস্তু লাভ করিতে পারে।

'অব্যক্তের স্বরূপ কীর্ত্তন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তপস্যা, অনুমান, শমদমাদিগুণ [অন্তর-ইন্দ্রিয় ও বাহ-ইন্দ্রিয়ের সংযম], বেদান্তশ্রবণ ও বিশুদ্ধ মনোবৃত্তিদ্বারা পরমব্রহ্মকে জানিতে বাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা সেই অতর্কীয় [তর্কের অযোগ্য—বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসদ্বারা অনুভবনীয়] আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মকে কি বাহ্যে, কি অন্তরে সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। হুতাশন যেমন অপ্রতিহতবেগে কাষ্ঠে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধি ও শব্দাদি বিষয়ের উপর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়বাসনাবিহীন হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে; আর যখন বিষয়বাসনায় বিলিপ্ত হয়, তৎকালে ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়সমুদয় যেমন স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম সর্ব্বদা সকল কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ অজ্ঞানবশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। উহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকে; আর যাহারা উহাতে আসক্ত থাকে, তাহারা স্বর্গগমনে সমর্থ হয়। জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও অভিমান এই সমুদয় বিনশ্বর পদার্থ। ঐ সমস্ত পদার্থের প্রথম সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে। তৎপরে ঐ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আবার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। ঐরূপ পদার্থ সমুদয়ের ধর্ম্মপ্রভাবে শ্রেয়ঃ ও অধর্ম্মপ্রভাবে অমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মরণের পর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে এবং বীতস্পৃহ [আসক্তিহীন] ব্যক্তিরা আত্মজ্ঞান প্রভাবে একবারে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।"

২০৬তম অধ্যায়
সমাধিতে আত্মসাক্ষাৎকার

"মনু কহিলেন, 'হে মহর্ষে! শব্দাদি পঞ্চগুণের সহিত পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে পারিলেই আত্মাকে মণিমধ্যে নিহিত সূত্রের ন্যায় দর্শন করিতে পারা যায়। আর সূত্র যেমন সুবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, রজত ও মৃন্ময় বস্তুতে নিহিত থাকে, তদ্রূপ আত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে গো, অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, মৃগ, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে প্রাণী যে দেহ লাভ করিবার নিমিত্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। বুদ্ধি অন্তরাত্মাকর্তৃক পরিচালিত হইয়াও আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুসরণ করে। জ্ঞান হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে অভিসন্ধি, অভিসন্ধি হইতে কার্য্য ও কার্য্য হইতে ফল উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত ফল কর্ম্মসম্ভূত, কর্ম্ম বুদ্ধিসম্ভূত, বুদ্ধি জ্ঞানসম্ভূত ও জ্ঞান আত্মসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দেহ ও আত্মার ভেদজ্ঞান, ফল, বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষয় হইলে যে দিব্যজ্ঞান জন্মে, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান; যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরমপদার্থকে দর্শন করিতে পারেন, বিষয়াসক্ত নির্বোধেরা কখনই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পৃথিবী হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ, আকাশ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে কাল ও কাল হইতে জগকর্ত্তা ব্রহ্মারূপ ভগবান বিষ্ণুর সমধিক মহত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মারূপী ভগবান্

অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া অব্যয়নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখ বিনশ্বর পদার্থ সুতরাং উহা কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না তিনিই পরমব্রহ্ম ও পরমপদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁহাকে অবগত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমপদ মুক্তিপদ লাভ করেন। নিবৃত্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে, সে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ লোকের লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ঐ সমুদয় যত্নসাধ্য ও বিনশ্বর; কিন্তু ব্রহ্মপদার্থ লোকের জ্ঞানদেহে আবির্ভূত হয়। উহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই; সুতরাং উহা যত্নসাধ্য নহে। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের আদি ও অন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই। সেই পরমপদার্থ অনাদিত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বব্যাপী ও শূন্যময় হইয়াছেন। শূন্যময়ত্বপ্রযুক্ত তাঁহাকে দুঃখবিহীন ও মানাপমানাদিশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; মনুষ্যগণ অদৃষ্ট ও বিষয়লালসাপ্রভাবে ব্রহ্মপদার্থপ্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না।

‘সিদ্ধপুরুষেরা সমাধিপ্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত হইয়াও যদি মনে মনে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যলাভের প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হয়েন। বিষয়ার্থী ব্যক্তিদিগের বিষয়দর্শননিবন্ধন বিষয়ভোগলালসা উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহারা কোনরূপেই বিষয়াতীত পরমব্রহ্ম লাভ করিতে বাঞ্ছা করে না। নিকৃষ্ট বাহ্যগুণাসক্ত মূঢ় ব্যক্তিরা কি কখন যোগিগণের জ্ঞাতব্য: পরমগুণ জ্ঞাত হইতে পারে? ব্রহ্মের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট আন্তরিক গুণসমূহদ্বারাই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। আমরা সূক্ষ্ম মনদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারি; বাক্যদ্বারা কখনই উহা প্রকাশ করিতে পারি না। মনদ্বারা মনকে ও দর্শনদ্বারা দর্শনকে নিগৃহীত এবং জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিকে সংশয়বিহীন, বুদ্ধিদ্বারা মনকে বিশুদ্ধ ও মনদ্বারা ইন্দ্রিয়সমুদয়কে স্থির করিতে পারিলেই ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্যানের পরিপাকনিবন্ধন যাহার বিষয়বাসনা তিরোহিত ও মন উন্নত হয়, তিনি প্রার্থনাশূন্য নির্গুণ আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। বায়ু যেমন কাষ্ঠান্তর্গত হুতাশনকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধ্যানবলে বিষয়সমুদয় আত্মাতে লীন করিতে পারিলে বুদ্ধির অতীত ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। ধ্যানকালে বিষয়সমুদয় আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জ্ঞান হইলে বুদ্ধিকল্পিত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিষয়সমুদয় আশাতে লীন করে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। আশা অব্যক্তস্বরূপ [বাক্যদ্বারা প্রকাশের অযোগ্য] ও অব্যক্তকর্ম্মা [অনিয়ত কর্ম্মের কল্পনাপ্রবর্ত্তক নিরন্তর এটা ওটা করিয়াই থাকে]। লোকের নিধনসময়ে উহা অব্যক্তভাবেই তাহার দেহ হইতে বহির্গত হয়। আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য ও সুখদুঃখ অবগত হইয়া ঐ কার্য্য ও সুখদুঃখ আশার বলিয়া বিবেচনা করি; কিন্তু বস্তুতঃ আশা কোন কর্ম্মে লিপ্ত বা দুঃখভাজন নহে। আশা মনুষ্যের দেহে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে সে আর কোন কর্ম্মই করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মনুষ্য পৃথিবীর অন্ত দেখিতে পায় না, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার অন্ত হয়, তদ্রূপ আপাততঃ সুখদুঃখাদির অন্ত প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু সুখদুঃখাদির অন্ত যখন জন্য [কার্য্যকারণে উৎপত্তিশীল] পদার্থ, তখন অবশ্যই উহার অন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। বায়ু যেমন অর্ণবস্থ [সমুদ্রস্থিত] তৃণাদিকে প্রবাহদ্বারা পরপারে লইয়া যায়,

তদ্রূপ কর্ম্ম সংসারে লিপ্ত জীবকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া থাকে। দিবাকর যেমন কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ মনুষ্য বিষয়ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়বাসনা সঙ্কুচিত করে এবং পরিশেষে নিরহঙ্কার হইয়া গুণাতীত পরমব্রহ্মে লীন হয়। ফলতঃ যাহার জন্ম নাই, ধামও নাই, যিনি পুণ্যবাদিগের পরমগতি, কার্য্যসমুদয় যাহাতে লীন হইয়া থাকে, মোক্ষস্বরূপ অবিনশ্বর এবং আদি, মধ্য ও অন্তবিহীন, সেই পরমব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভ করা যাইতে পারে।"

২০৭তম অধ্যায়

বিষ্ণু হইতে সৃষ্টি—তদীয় নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যিনি সকলের স্রষ্টা, যাঁহার স্রষ্টা কেহই নাই এবং যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, গোবিন্দ ও কেশব প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, আমি সেই ভূতভাবন [সর্ব্বজীবের উৎপাদক] নারায়ণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি বিশেষরূপে তাঁহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! আমি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান অসিত, দেবল, মহাতপাঃ বাল্মীকি ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ইহারা নারায়ণের বিষয় অতি অদ্ভুতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি অনেক মহাত্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ভগবান নারায়ণ পুরুষপ্রধান ঈশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং পুরাণবেত্তা সাধুগণ ঐ মহাত্মার যেসকল গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"ভগবান পুরুষোত্তম আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, তেজ ও জল এই পাঁচ মহাভুতের সৃষ্টি করিয়া পরে স্বয়ং সলিলোপরি শয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রথমে মনের সহিত অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। সেই অহঙ্কারবলে জীবগণের সংসারকার্য্য নির্বাহ হইতেছে। অহঙ্কারের সৃষ্টির পর সলিলশায়ী ভগবান নারায়ণের নাভিদেশে ভাস্করপ্রতিম এই দিব্যপদ্ম সম্ভূত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণের সেই নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মযোনি প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র তাঁহার প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ ব্রহ্মার উৎপত্তির পর তমোগুণসম্পন্ন মধুনামে এক মহাসুর জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল।

ব্রহ্মার প্রতিকূলকারী মধুদানববধ

"তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপকারার্থ ঐ বিকটবেশধারী রুদ্রকর্ম্মা [উগ্রকর্ম্মা—ভয়ঙ্কর কর্ম্মাচরণকারী] মহাসুরকে নিপাতিত করিলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ তৎকালে সেই দুরাত্মা অসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলে উহাকে মধুসূদননামে নির্দ্দেশ করেন।

“মধুদৈত্য নিহত হইলে পর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ ও ক্রতুনামে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের উৎপত্তি হইল। তন্মধ্যে মরীচি হইতে কশ্যপ সম্ভূত হন। বেদবিদ্যাবিশারদ মরীচিমুনির জন্মপরিগ্রহের পুর্ব্বে ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে আর একটি পুত্র উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ হইতে প্রথমে ত্রয়োদশ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ কন্যাগণের মধ্যে দিতিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাযশস্বী মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

“অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ আর দশটি কন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মকে সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, সাধ্য ও বায়ু প্রভৃতি পুত্রসমুদয় সমুৎপন্ন হইল। ঐ দশ কন্যার জন্মের পর দক্ষের আর একটি সপ্তবিংশতি কন্যা জন্মিয়াছিল। ভগবান চন্দ্রমা তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে অদিতি হইতে মহাবলপরাক্রান্ত দেবশ্রেষ্ঠ আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। ঐ আদিত্যগণের মধ্যে বামনরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বামনদেবের বিক্রমপ্রভাবে দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং দানব ও অসুরগণের অবনতি হইতে লাগিল। দনু বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবকে ও দিতি মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণকে এবং কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণ গন্ধর্ব্ব, তুরঙ্গ, পক্ষী, গো, কিম্পুরুষ, মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সমুদয় উৎপাদন করিলেন।

কালব্যবস্থা—সত্যাদি যুগধর্ম্ম

“অনন্তর ভগবান্ মধুসুদন বিবেচনা করিয়া দিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর মুখ হইতে একশত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে একশত ক্ষত্রিয়, ঊরুদেশ হইতে একশত বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে একশত শূদ্র সমুৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে চারিবর্ণের সৃষ্টিবিধান করিয়া পরিশেষে বেদবিধাতা ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ, ভগবান্ বিরূপাক্ষকে ভূত ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ, যমরাজকে পাপাত্মাদিগের নিয়ন্তা, কুবেরকে ধনরক্ষিতা, জলেশ্বর বরুণদেবকে জলজন্তুগণের অধিপতি এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সমুদয় দেবগণের অধীশ্বর করিলেন। ঐ সময় যাহার যত দিন জীবিত থাকিবার অভিলাষ হইত, সে তত দিন জীবিত থাকিতে সমর্থ হইত। কাহাকেও শমনের শাসনশঙ্কায় শঙ্কিত হইতে হইত না। স্ত্রীসংসর্গের আবশ্যকতা ছিল না; ইচ্ছা করিলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত। ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রীসংসর্গের প্রথা প্রচলিত ছিল না, তৎকালে লোকে কামিনীগণকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। দ্বাপরযুগ হইতেই মৈথুনযুগ প্রচলিত হইয়াছে।

“হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট সর্ব্বাধীশ্বর জগৎপতি নারায়ণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উচ্ছল পাপাত্মাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দক্ষিণাপথসম্ভূত নরবর অন্ত্রক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রক এবং উত্তরাপথসম্ভূত যৌন, কম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বরগণ নিয়ত পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে বিচরণ করে উহাদের ব্যবহার চণ্ডাল, কাক ও গৃধ্রগণের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্য। সত্যযুগে উহাদের নামগন্ধও ছিল

না ত্রেতাযুগ হইতে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছিল। এক্ষণে উহাদের সংখ্যার নিতান্ত আধিক্যনিবন্ধন পৃথিবী একান্ত নিপীড়িত হওয়াতে ভগবান্ ভূতভাবনের ইচ্ছানুসারে উহারা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়াছে।

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহাত্মা বাসুদেব হইতেই সমুদয় সম্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বলোকদর্শী দেবর্ষি নারদও বাসুদেবকে দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন এবং তাঁহার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ সত্যপরাক্রম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মনুষ্য নহেন, উঁহার মহিমা অনির্ব্বচনীয়।"

২০৮তম অধ্যায়
প্রজাপতিবিবরণ—সৃষ্টিবিস্তা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পূর্ব্বে যে যে মহাত্মা প্রজাপতি ও যে যে দিকে যে যে মহর্ষি ছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বতন প্রজাপতি ও মহর্ষিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে কেবল একমাত্র সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত আত্মতুল্য মহাত্মা পুত্রের উৎপত্তি হয়। পুরাণ এই সাত মহর্ষিকে সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

"অতঃপর প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অত্রির বংশে ব্রহ্মযোনি ভগবান্ প্রাচীনবর্হির উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতার উৎপত্তি হয়। সেই দশজন প্রচেতার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম দক্ষ। দক্ষ জনসমাজে 'ক' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মরীচিপুত্র কশ্যপও অরিষ্টনেমিনামে প্রথিত হয়েন। অত্রির ঔরসপুত্র বীর্য্যবান সোমরাজ দিব্য সহস্র যুগ জীবিত ছিলেন। ভগবান অর্য্যমা ও তাঁহার সন্তানগণ নিখিল ভুবনের উৎকর্ষসাধন করিয়া নিয়মসমুদয় সংস্থাপন করিয়াছেন। মহারাজ শশবিন্দুর দশসহস্র ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহাত্মা শশবিন্দুর দশলক্ষ পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের হইতেই অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ শশবিন্দুর সেই পুত্রগণকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট যশস্বী প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

দেবতা-বিবরণ—দেবতার জাতিভেদ

"ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্য মহাত্মা কশ্যপের পুত্র। নাসত্য ও দস্রনামে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহাত্মা মার্ত্তণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারাই দেব ও পিতৃগণ বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ, যশস্বী, অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ ও রৈবত ত্বষ্টার পুত্র। হর, বহুরূপ,

ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইঁহারাই অষ্টবসু বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। প্রজাপতি মনুর অধিকারকালে ইঁহারাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইঁহাদিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত। ঋতু ও মরুদগণ আদিদেবতা। এই সমস্ত দেবতা ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। উঁহাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদগণ বৈশ্য, তপোনুষ্ঠাননিরত অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র ও অঙ্গিরার কুলসম্ভূত দেবগণ ব্রাহ্মণ। এইরূপে দেবগণও চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সমস্ত দেবগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি স্বজাত [নিজকৃত], কি অন্যসংসর্গজ [অন্য সংসর্গে জাত], সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।

ঋষি-বিবরণ—লোকপালক সপ্তর্ষিমণ্ডল

"অঙ্গিরার পুত্র যবক্রীত, রৈভ, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কাক্ষীবান্ ও বল, ত্রিলোকপাবন [ভূতল, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গবাসী জনগণের পবিত্রকারক] সপ্তর্ষিমণ্ডল [সুবিখ্যাত সাত-সাতটি ঋষির এক একটি দল] এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র কণ্ব ও বর্হিষদ ইঁহারা পূর্ব্বদিকে; উন্মুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ইধ্মবাহ ও মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য এই সমুদয় ব্রহ্মর্ষি দক্ষিণদিকে; উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রিপুত্র ভগবান্ সারস্বত এই সমস্ত মহাত্মা পশ্চিমদিকে এবং ভগবান্ আত্রেয়, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও ঋচীককুমার জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই আমি যে যে দিকে যে যে তিগ্মতেজাঃ [অমোঘপ্রভাবসম্পন্ন] মহর্ষি অবস্থিত রহিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ভুবনভাবন মহাত্মারাই ভুবনের সাক্ষিভূত; ইহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত দিকসমুদয়ে গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হয়, সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় গৃহে গমন করিতে পারে।"

২০৯তম অধ্যায়

কৃষ্ণের প্রভাব—অসুরবধে শান্তিস্থাপন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি অবিনাশী সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবের অলৌকিক তেজ, পূর্ব্বাচরিত কার্য্য এবং কি নিমিত্তই বা তির্য্যগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি ঐ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে আমি একদা মৃগয়াপর্য্যটন করিতে করিতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তথায় অসংখ্য মুনিগণ নিষণ্ণ [উপবিষ্ট] রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা মধুপর্কদ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলেন; আমিও তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলাম। সেই সময় মহর্ষি কশ্যপ আমার নিকট যে মনোহর কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর।

"পূর্ব্বকালে ক্রোবোদ্ধত লোভপরায়ণ বলমদমত্ত [বলমদে মত্ত] নরক প্রভৃতি মহাসুরগণ দেবগণের সুখসমৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। দেব ও দেবর্ষিগণ তাঁহাদিগের উপদ্রবে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুস্থচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে, বসুন্ধরা নিতান্ত দুঃখিতমনে রসাতলে গমন করিতেছেন। পৃথিবীর দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! দানবগণ আমাদের উপর যারপরনাই দৌরাত্ম্য করিতেছে, আমরা কি প্রকারে তাহাদের উপদ্রব সহ্য করিব?' ব্রহ্মা কহিলেন, 'দেবগণ! আমি এই বিপদশান্তির উপায় অবধারণ করিয়াছি; অসুরগণ এক্ষণে দলবদ্ধ হইয়া পাতালতলে বাস করিতেছে। উহারা দেবদত্ত বর [ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রদত্ত বর] এবং বলবীর্য্য ও অহঙ্কারপ্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া অব্যক্তদর্শন সুরগণের অধৃষ্য [দেবগণের ভয়জনক] ভগবান্ বিষ্ণু যে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতঃপর সেই বরাহই মহাবেগে পাতালতলে গমনপূর্ব্বক ঐ দুরাত্মাদিগের বিনাশসাধন করিবেন। ভগবান্ কমলযোনি এই কথা কহিলে দেবগণ দুঃখের অবসান হইল মনে করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ভগবানের বরাহ অবতার—অসুরবধ

"অনন্তর ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দানবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। দানবেরা সেই বরাহের অমানুষ বল অবলোকনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া আপনাদিগের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিতে লাগিল।

"তখন দেবাদিদেব ভগবান্ বরাহ যোগবলে দৈত্যদানবগণকে ক্ষুভিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ ধ্বনিপ্রভাবে তিনলোক ও দশদিক্ অনুনাদিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দানবগণ সেই নিনাদে একান্ত ভীত ও বিষ্ণুতেজে বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; ভূতাধিপতি মহাযোগী ভগবান্ বরাহ খুরদ্বারা উহাদের মাংস, মেদ ও অস্থি সকল বিদলিত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ঐরূপে বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক ভীষণ নাদ পরিত্যাগ [নাদদ্বারা ভক্তহৃদয়ে অভয়বিস্তার] করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম সনাতন হইয়াছে। অনন্তর সুরগণ সেই বরাহের নিনাদবণে ভীত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! ও কি শব্দ হইতেছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ শব্দ করিতেছে? আমরা কিছুই অবগত হইতে পারিতেছি না; ঐ নিনাদদ্বারা সমস্ত জগৎ ভয়বিহ্বল হইয়াছে এবং সুর ও অসুরগণ বিমোহিত হইয়াছেন।

"দেবগণ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে বরাহরূপী ভগবান বিষ্ণু অসুরসংহার সমাপ্ত করিয়া পাতালতল হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বরাহকে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক দেবগণকে কহিলেন, 'ঐ দেখ, মহাকায় মহাবল সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অসুরবিনাশরূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া আগমন করিতেছেন। তোমাদের আর কোন শঙ্কা নাই, তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন কর। শোক, সন্তাপ ও ভয় করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। ঐ বরাহরূপী কৃষ্ণই বিধি, প্রভাব ও ক্ষয়কারক কাল। উনি লোকসকলের রক্ষাবিধানার্থ ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সকল লোকই উঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকে। উনি সকলের আদি ও সকলের ঈশ্বর।' "

২১০তম অধ্যায়

মুক্তিবিবরণ—গুরুশিষ্যসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভের নিদান যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে গুরুশিষ্যসংবাদ নামক মুক্তিবিষয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা এক মেধাবী শিষ্য মঙ্গললাভার্থী হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর [ঘনতেজোযুক্ত দেহ] সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় আচার্য্যের চরণবন্দনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'গুরো! যদি আপনি আমার শুশ্রূষায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনোদন করুন। আমার ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সকল লোকের শরীরনির্ম্মাণোপযোগী উপাদানসকল একরূপ হইলেও কি নিমিত্ত একজনের উন্নতি ও অন্যের অবনতি হইয়া থাকে, আপনি এই দুই বিষয় এবং বেদমধ্যে লৌকিক ও বর্ণাশ্রমসাধারণ যে বাক্য বিন্যস্ত আছে, তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

"আচার্য্য কহিলেন, 'বৎস! যাহা বেচতুষ্টয়েরও গুহ্য এবং সকল শাস্ত্রের সার সেই অধ্যাত্মযোগ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বাসুদেব বিশ্বসংসার ও বেদের আদি। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ঐ বিশ্বব্যাপী সনাতন পুরুষ সত্য, জ্ঞান, তিতিক্ষা, যজ্ঞ ও ঋতুতাস্বরূপ। তাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে। তিনিই অব্যক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্য বৈশ্যকে ও শূদ্র শূদ্রকে বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন, সুতরাং তুমি আমার নিকট ঐ মাহাত্ম শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, অবিহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর।

বিষ্ণুর বিশ্বরক্ষাব্যবস্থা

বাসুদেব সাক্ষাৎ কালচক্র, অনাদি ও অনন্ত। এই ত্রৈলোক্য তাঁহাতেই চক্রের ন্যায় পরিবর্তিত হইতেছে। লোকে তাঁহাকেই অবিনাশী, অব্যক্ত ও নিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই মহাত্মা হইতেই পিতৃগণ, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর ও মনুষ্যগণের

সৃষ্টি হইতেছে। উনিই যুগপ্রারম্ভে [সত্যাদি যুগের আরম্ভে] বেদশাস্ত্র, শাশ্বত লোকধর্ম্ম ও প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন বসন্তাদি ঋতুকালে বৃক্ষসকল পর্য্যায়ক্রমে পুষ্পিত হয়, সেইরূপ প্রতিকল্পে [বিশেষ সময়ে—যে সময়ে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনে বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়] ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তৃত্বে [সৃষ্টি, পালন ও সংহার-কার্য্যের জন্য], আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যুগপ্রারম্ভে কালযোগে যেসমস্ত বস্তু প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সেই বস্তুতেই লোকযাত্রাবিধানজ জ্ঞান [সংসারযাত্রাবিধান হইতে জাত—বস্তুর ব্যবহারে অভিজ্ঞতা] উৎপন্ন হইয়া থাকে।

'মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভূর আদেশানুসারে যুগান্তকালে অন্তর্হিত [প্রলয়কালে নষ্ট] বেদ ও ইতিহাসসকল তপোবলে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ [ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব], বৃহস্পতি বেদাঙ্গ [শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ], শুক্রাচার্য্য জগতের হিতজনক নীতিশাস্ত্র, দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধনুর্ব্বিদ্যা, গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত্র, কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মহর্ষিরা যুক্তি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত করিয়াছেন, তাঁহারই উপাসনা কর। দেবতা ও ঋষিগণ সেই অনাদি সূক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। একমাত্র লোকবিধাতা ভগবান নারায়ণই তাঁহাকে বিদিত ছিলেন। পরে নারায়ণ হইতেই মহর্ষি ও সুরগণ এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিসকল সেই দুঃখনাশের ঔষধস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন।

জীবাত্মা--প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধ

'প্রকৃতি পুরুষকর্ত্তৃক আলোচিত ভাবসমুদয় প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে। যেমন একটি দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্বালিত হয়, সেইরূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। অনন্তর নিবন্ধন প্রকৃতির নাশ হইতেছে না। সূক্ষ্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্ম্মজ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই অহঙ্কার প্রভৃতি আটটি পদার্থ সকলের মূলপ্রকৃতি; জগৎ এই সমস্ত পদার্থেই অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ আট প্রকৃতি হইতে পাঁচ জ্ঞানেপ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে মন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনই জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন ও বাগিন্দ্রিয়দ্বারা, শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়যুক্ত মনই বুদ্ধাদি আন্তরিক, আকাশাদি বাহ্য ও মন্বাদি ব্যক্ত পদার্থমধ্যে পরিগণিত হয়। এই ষোড়শ ইন্দ্রিয় দেবতাত্মক। ইহারা দেহমধ্যে, দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতেছে। রস সলিলের, গন্ধ পৃথিবীর, শ্রোত্র আকাশের, চক্ষু তেজের, স্পর্শ বায়ুর, মন সত্ত্বের ও সত্ত্ব প্রধানের [প্রকৃতির] গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। সত্ত্ব সর্ব্বভূতের আত্মভূত

ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে। এই সত্ত্বাদি ভাবসমুদয় প্রকৃতির পরবর্ত্তী প্রবৃত্তিশূন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

মহান্ আত্মা নবদ্বার[চক্ষুর ২, নাসিকার ২, কর্ণের ২, মুখ ১, গুহ্য ১, লিঙ্গ]সম্পন্ন সত্ত্বাদিভাবপরিপূর্ণ অতিপবিত্র দেহরূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছেন; এই নিমিত্ত উঁহাকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি অজর [বার্দ্ধকাদি অবস্থাবর্জ্জিত] ও অমর; তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী, গুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম এবং তিনিই সকল প্রাণীর গুণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রদীপ যেমন হ্রস্ব বা দীর্ঘই হউক, সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে, সেইরূপ পুরুষ উপাধিভেদে মহৎই হউন আর হীনই হউন, সকল প্রাণীতেই জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করিয়া বস্তুসকল উদ্ভাবন করিতেছেন। তিনি শ্রোত্র ও নেত্রকে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রবর্তিত করিয়া স্বয়ংই শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। এই দেহই তাঁহার শব্দাদি বিষয়লাভের কারণ। কিন্তু তিনি সকল কার্য্যের কর্ত্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে সেই কাষ্ঠগত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, সেইরূপ শরীরচ্ছেদন করিলে উহাতে আত্মদর্শনলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আর কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যোগবল আশ্রয় করিলেই দেহমধ্যস্থ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। দেহের অনন্তরনিবন্ধন আত্মার দেহসম্বন্ধ নিরন্তর নিবদ্ধই [দৃঢ়রূপে ব্যাপ্ত] রহিয়াছে। যোগ ব্যতিরেকে উহার দেহসম্বন্ধচ্ছেদনের উপায়ান্তর নাই। লোকের স্বপ্নযোগে যেমন তাহার আত্মা দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ তাহার মরণান্তেও তাহার দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেহকে আশ্রয় করে। আত্মা স্বকৃত কর্ম্মবলেই পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; আবার স্বকর্ম্ম প্রভাবেই অন্য শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই আত্মা যেরূপে এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করে, তাহা পরে কীর্ত্তন করিতেছি।' "

২১১তম অধ্যায়
দেহচক্র—জীবাত্মার আবর্ত্তন-নিবর্ত্তন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এই জগতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রাণী বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদিগের জন্ম ও মৃত্যু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। মন অব্যক্ত আত্মার স্বরূপ, সুতরাং উহাও অব্যক্ত। যেমন কণামাত্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় সম্ভূত হইয়া থাকে। অচেতন অয়স্কান্ত মণি যেমন: লৌহপিণ্ডের এবং প্রাক্তন কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম যেমন দেহীর অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাজনিত কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিত্তানন্দ প্রভৃতি ভাবসমুদয় মিলিত হইয়া দেহান্তরে শরীরীকে আশ্রয় করে। পূর্ব্বে ভূমি, আকাশ, স্বর্গ, মহাভূত প্রাণ এবং শান্তি ও কামাদি গুণসমুদয় কিছুই বিদ্যমান ছিল না; একমাত্র জীবেরই সত্তা ছিল। বস্তুতঃ জীবের সহিত পৃথিব্যাদির কোন সম্পর্ক নাই। আপাততঃ জীবের সহিত পৃথিব্যাদির যে সম্বন্ধ বোধগম্য হয়, মায়াই তাহার কারণ। জীব সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও নিত্য। উহা পূর্ব্বন

বাসনাপ্রভাবেই আপনাকে মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন জন্তু বলিয়া বিবেচনা করে; এই বাসনাবশতঃই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্মবশতঃই তাহার বাসনা উৎপন্ন হয়। এইরূপে জীবের কর্ম্ম ও বাসনা চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। জন্মমরণপ্রবাহরূপ চক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধি ও বাসনা ঐ চক্রের নাভি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার অর [চাকা], জ্ঞানক্রিয়াদি উহার নেমি [চক্রপরিধি-চক্রের প্রান্ত, বেড়], রজোগুণ উহার অক্ষ [চক্রের মধ্যমণ্ডল] এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা। তৈলিকেরা যেমন তিল নিপীড়ন করে, তদ্রূপ অজ্ঞানসম্ভূত সুখদুঃখভোগ ঐ চক্রে এই জগৎ নিপীড়িত করিতেছে। সকলেই ফললাভবাসনায় অহঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে। বাসনাই কার্য্যকারণ সংযোগের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ; কার্য্য কারণকে বা কারণ কার্য্যকে কখনই অতিক্রম করে না। কাল কার্য্যসাধনের প্রধান হেতু। প্রকৃতি ও বিকৃতি ইহারা পুরুষকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মসংযুক্ত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে। ধূলি যেমন সমীরণকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহার অনুগমন করে, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ-পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র রাজসিক ও তামসিক ভাব এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও বিদ্যাবলসংযুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগমনে [অধীনতাবশে অনুকরণে] প্রবৃত্ত হয়। আর বায়ু যেমন ধূলিসঞ্চালন করিয়াও উহার সহিত নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ আত্মা রাজসিকাদি ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। এইরূপে পণ্ডিতগণ বায়ুর সহিত ধূলির ন্যায়, সত্ত্বাদিগুণের সহিত জীবাত্মার পৃথগভাব অবগত হইবেন; হে ধর্ম্মরাজ! শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইলে, ভগবান্ ঋষি এইরূপে উহা ভঞ্জন করিয়াছিলেন। সুখদুঃখপরিহারের উপায় পর্য্যালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ সকল যেমন অনল দগ্ধ হইলে আর পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ক্লেশসমুদয় জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইলে আর জীবাত্মাতে আবির্ভূত হইতে পারে না।”

২১২তম অধ্যায়
গুণপ্রবাহে ভাসমান জীব

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধান বলিয়া উহা আশ্রয় করেন, তদ্রূপ বিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মারা বিজ্ঞানতত্ত্বই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ভিন্ন, আর কিছুতেই তাহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। বেদোক্ত কার্য্যে অনুরক্ত বেদবিদ দুর্ল্লভ পুরুষেরাই স্বীয় মহানুভবতা নিবন্ধন মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম্মত্যাগ সাধু ব্যক্তিদিগের আচরিত বলিয়াই জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছে। নিবৃত্তাত্মিকা বুদ্ধিদ্বারাই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেহাভিমানসম্পন্ন ক্রোধলোভ পরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা রাজস ও তামসগুণে আক্রান্ত হইয়া সংসারে অনুরক্ত হয়; অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ কার্য্যদ্বারা আত্মজ্ঞানের দ্বার প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু কর্ম্মফলভূত স্বর্গাদিলাভের বাসনা কখনই করিবেন না। লৌহমিশ্রিত সুবর্ণের ন্যায় রাগাদি দোষদূষিত বিজ্ঞান ভদ্রসমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মপথ

উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়; অতএব রাগাধিক্যবশতঃ শব্দাদি বিষয়ের অনুসরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি উহার অনুগমন করে, তাহাকে ক্রোধ, হর্ষ ও বিপদে আক্রান্ত হইতে হয়। যখন সকল লোকের দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট, তখন অন্যকে স্তুতি বা নিন্দা করা নিতান্ত নিষ্ফল। মূঢ়েরাই অজ্ঞানতানিবন্ধন স্পর্শ, রূপ ও রসাদি বিষয়ে আসক্ত হয়। উহারা আপনাদের দেহকে পার্থিব বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। মৃন্ময় গৃহ যেমন মৃত্তিকাদ্বারা লেপিত হয়, তদ্রূপ এই মৃন্ময় দেহ ও মৃত্তিকার দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মধু, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, ধান্য ও ফলমূলাদিসমুদয় দ্রব্য সলিল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়।

"অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরা যেমন মিষ্টান্নাদি-ভোজনের ঔৎসুক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শরীররক্ষার্থ অতি সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ গৃহীদিগেরও জীবনরক্ষার্থ পীড়িত ব্যক্তির ঔষধসেবনের ন্যায় যৎসামান্য আহার করা কর্ত্তব্য। উদারচিত্ত পুরুষেরা সত্যবাদিতা, বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ, সরলতা, বৈরাগ্য অধ্যয়নাদিজনিত তেজ, বিক্রম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, মান ও তপস্যাপ্রভাবে বিষয়াত্মক ভাব সমুদয় পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক শান্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিবেন। প্রাণীগণ স্ব স্ব অনভিজ্ঞতাদোষেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে মোহিত হইয়া ইহলোকে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করে। অতএব অজ্ঞানসম্ভূত দোষসমুদয় সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞানজনিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাভূত, ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদি গুণত্রয় এবং ঈশ্বরসমন্বিত ত্রিভুবন ও কর্ম্মসমুদয়ই অহঙ্কারকল্পিত। কাল যেমন যত্নশীল হইয়া ইহলোকে ঋতুসমুদয়ের গুণ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অহঙ্কার প্রাণীগণের কর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া দেয়। অন্ধকারসদৃশ মোহাত্মক তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়েই লোকের সুখদুঃখ নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ গুণত্রয় হইতে যে সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয়, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি সত্ত্বগুণ হইতে; কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও আয়াস রজোগুণ হইতে এবং বিষাদ, শোক, মান, দর্প ও অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রতিনিয়ত এই সমুদয় আত্মস্থিত দোষের প্রত্যেকের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা করিবে।"

মুক্তিকামীর গুণত্যাগ—উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কি কি দোষ পরিত্যাগ ও কি কি দোষ শিথিল করেন? কোন্ কোন্ দোষ অপরিহার্য্য, কোন্ কোন্ দোষকে মোহবশতঃ দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় এবং পণ্ডিতেরা বুদ্ধি ও হেতুদ্বারা কোন্ কোন্ দোষের বলাবল বিবেচনা করেন, এই সমস্ত বিষয়ে আমার নিকট ঐ সমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি দোষসমুদয়ের মূলচ্ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। লৌহময় কুঠার যেমন লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে [শিকলকে] বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়, তদ্রূপ ধ্যানসংস্কৃতবুদ্ধি মহাত্মারা রজোগুণসম্ভূত স্বাভাবিক। দোষসমুদয়ের বিনাশপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। গুণত্রয় দেহপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ, কিন্তু জিতচিত্ত

ব্যক্তির সত্ত্বগুণই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়। অতএব আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যের রজঃ ও তমোগুণ তিরোহিত হইলে সত্ত্বগুণ সমধিক নির্ম্মল হইয়া উঠে। কেহ কেহ চিত্তশুদ্ধির নিদানভূত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যকে দুষ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কিন্তু বস্তুতঃ কার্য্য বৈরাগ্য উৎপাদন ও শমগুণাদিরক্ষার নিদান। রজোগুণপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাত্মক কার্য্যসমুদয়ের ফললাভ হয়। হিংসাবিহারপরতন্ত্র আলস্য ও নিদ্রাপরায়ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই তমোগুণপ্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্ত কার্য্যের ফলভোগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ নিষ্পাপ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণাবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন।”

২১৩তম অধ্যায়
গুণত্রয়ের প্রবাহ—জীবজন্ম

ভীষ্ম কহিলেন, “হে মহারাজ! রজোগুণপ্রভাবে মোহ এবং তমোগুণপ্রভাবেই লোভ, ভয় ও দর্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি ঐ সমস্ত বিনাশ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ শুচি। শুচি ব্যক্তিরাই সেই বিনাশবিহীন, হ্রাসশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন। মনুষ্যেরা তাঁহারই মায়াবলে রূপাদি বাহ্যপদার্থে অভিভূত, জ্ঞানভ্রষ্ট ও বিচেতন হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে এবং ক্রোধপ্রভাবে কাম, লোভ ও মোহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাদের অভিমান, দর্প ও অহঙ্কার উদ্ভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে স্নেহ ও স্নেহ হইতে শোক উপস্থিত হয়। মনুষ্যেরা সুখদুঃখমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠাননিবন্ধন বারংবার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। উহারা কেবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শুক্রশোণিতসম্ভূত পুরীষমূত্রক্লিন্ন গর্ভে বাস করিতেও স্বীকার করে। স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ঐ ঘোররূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে; উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীবসকল উৎপন্ন হইতেছে। লোকে যেমন স্বদেহজ কৃমিগণকে অনাত্মীয়বোধে দেহ হইতে পরিত্যাগ করে সেইরূপ আত্মদেহসম্ভূত পুত্রগণকেও অনাত্মীয়বোধে পরিত্যাগ করিবে। দেহের রেতোরূপ স্নেহাংশদ্বারা পুত্রও দেহের স্বেদস্বরূপ। স্নেহাংশদ্বারা কৃমিকীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃমিকীটাদির ন্যায় পুত্রদিগকেও সতত উপেক্ষা করিবেন।

“সত্ত্বগুণ তমোগুণে ও তমোগুণ রজোগুণে অবস্থান করিতেছে। সেই অব্যক্ত তমোগুণ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিলে বুদ্ধিও অহঙ্কারের জ্ঞাপক হয়। উহা দেহীদিগের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহা কালযুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন মনোবৃত্তি লইয়া শরীরীর ন্যায় ক্রীড়া

করে, তদ্রূপ সে কর্ম্মসম্ভূত অহঙ্কারাদি গুণের সহিত মাতৃগর্ভে বাস করিয়া থাকে। তথায় বীজভূত কর্ম্মপ্রভাবে উহার যে যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, অনুরাগসহকৃত মনোবৃত্তিদ্বারা অহঙ্কার হইতে তৎসমুদয় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শব্দানুরাগনিবন্ধন শ্রোত্র, রূপানুরাগনিবন্ধন চক্ষুঃ, গন্ধানুরাগনিবন্ধন ঘ্রাণ এবং স্পর্শানুরাগনিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয়; আর প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু উহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে মনুষ্য কর্ম্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ঐ দুঃখ মনুষ্যের মাতৃগর্ভে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকারনিবন্ধন উৎপন্ন এবং অভিমানপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। লোকের মৃত্যু হইলেও উহার কিছুই হ্রাস হয় না; অতএব দুঃখ নিরাকরণ করাই কর্ত্তব্য। যিনি দুঃখ রোধ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই দুঃখনাশ হইয়া যায়। তৃষাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদয় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।”

২১৪তম অধ্যায়
ইন্দ্রিয়জয়ে গুণজয়

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে শাস্ত্রচক্ষুদ্বারা যেরূপ ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় দৃষ্ট হইতেছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ উপায় অবগত হইয়া জ্ঞানসহকারে শমাদি গুণ আশ্রয় করিতে পারিলেই পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে মন্ত্রজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বভূতের আত্মভূত বেদশাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সতত পরমার্থ অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অন্ধ পথিকের ন্যায় নিয়ত ক্লেশভোগ করে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ধার্ম্মিক পুরুষেরা যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপাসনা করেন, কিন্তু তদ্বারা তাঁহাদের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মাত্মারা বাক্য, দেহ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদয় সদ্গুণকে সকল ধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। যজ্ঞানুষ্ঠানাদিদ্বারা কেবল ঐ সমুদয় সদ্গুণলাভ হইয়া থাকে। যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই। উহা শব্দাদিবিহীন এবং পাপাদির অনুভাবাত্মক। মনুষ্য অধ্যবসায় সহকারে সেই পাপশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। যিনি সম্যকরূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যলোক লাভ হয়; আর যিনি নিকৃষ্টরূপ উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি বিদ্যাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

গুণপ্রবাহবোধের উপায়—ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত যোগ

"ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর। এক্ষণে উহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্দ্ধিত হইবামাত্র উহা পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবসনা স্ত্রীকে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারীদিগের কদাপি বিধেয় নহে। যদি কখন ঐরূপ কামিনীদর্শনে তাঁহাদের মনেও অনুরাগসঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তিনদিন কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন ও সলিলপ্রবেশ করিবেন। আর যদি স্বপ্নাবস্থায় রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে জলমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিবেন। বিচক্ষণ, ব্যক্তিরা জ্ঞানযুক্ত মনদ্বারা অন্তর্গত রজোময় পাপকে নিরন্তর দগ্ধ করিয়া থাকেন। মল নাড়ীর ন্যায় দেহ আত্মার দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ; রসসমুদয় শিরাজালদ্বারা মনুষ্যদিগের বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, মজ্জা ও মেদকে বর্দ্ধিত করে। মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদিবাহিনী দশটি নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণদ্বারা পরিচালিত হয়; অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীরমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদীসমুদয় যেমন যথাকালে সাগরকে পরিবর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শিরা দেহের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয়মধ্যে, মনোবহানামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বগাত্রব্যাপিনী অন্যান্য শিরাসমুদয় ঐ শিরা হইতে বিনির্গত হইয়া তৈজসগুণ বহনপূর্ব্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে। মন্থনদণ্ডদ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রীদর্শনাদিদ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসত্ত্বেও মনঃ যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়।

"মহর্ষি অত্রি শুক্রবিষয়িণী বিদ্যা সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সঙ্কল্প এই তিনটি শুক্রের বীজভূত। ইন্দ্র শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এই নিমিত্ত উহার নাম ইন্দ্রিয়। যাঁহারা শুক্রের উদ্রেক প্রাণীগণের বর্ণসঙ্করের কারণ বলিয়া বিচার করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই বিরাগী ও বাসনাবিহীন হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। বাহ্যপ্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মারা যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্তকালে সত্যলোকপ্রদ সুষুম্নানাড়ীমার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদয় বিষয়, স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিমিত্তরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরমগতি লাভ করিবে। মনুষ্যের যৌবনাবস্থায় উপার্জ্জিত জ্ঞান বার্ধক্যে জরাপ্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়; কিন্তু বিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্ব্বভাগ্যপ্রভাবে সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষসমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হয়েন।"

২১৫তম অধ্যায়

মনঃসংযমের বিশেষ উপায়

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হয়েন, তাঁহারাই পরমগতি লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে সমুদয় জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া মোক্ষপদলাভে যত্নবান্ হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে বিহার করিবেন। প্রাণীগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মিতে পারে; অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা করাও জ্ঞানবান্দিগের উচিত। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগ করিতে হয়, তথাপি কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যিনি অহিংসা, সত্যবাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও যথার্থ সুখী হইতে পারেন। অতএব অবহিতচিত্তে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর যত্নসহকারে জ্ঞানসাধনে মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অমোঘ বেদবাক্য অনুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্তিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সুক্ষ্মধর্ম্ম দর্শন ও সদ্বাক্য প্রয়োগ করিতে বাসনা করেন, অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা ও ক্রূরতাপরিশূন্য, পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ঐহিক কার্য্যসমুদয় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সাধুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়। যাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি স্বমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্যসমুদয় প্রকাশ করিবেন। যিনি রজোগুণপ্রভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে যারপরনাই দুঃখ ভোগ করিয়া নরকে নিপতিত হইতে হয়।

“দস্যুগণ যেমন অপহৃত সামগ্রীসম্ভার বহন করে, মূঢ় ব্যক্তিরা তদ্রূপ সংসারভার বহন করিয়া থাকে। চৌরেরা যেমন রাজপুরুষের ভয়ে অপহৃত দ্রব্যচয় পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য পথে গমনপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করে, তদ্রূপ মানবগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্যসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারযাত্রা হইতে মুক্ত হয়। যিনি বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী [একাকী বিচরণকারী], অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদয় ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত-চিত্ত প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা। অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়সমুদয়কে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয়সমুদয় প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মাদে ঈশ্বরে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির জনসমাজে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশপুর্ব্বক গৌরব লাভ করা বিধেয় নহে। যোগতন্ত্র[যোগশাস্ত্র]প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করিতে যত্ন করাই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ক মাষ, শাক,

উষ্ণ জল, পক্ক যবচূর্ণ, শক্তু[ছাতু] ও ফলমূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীসমুদয় ভোজন করা বিধেয়। দেশকালের গতি বিবেচনাপূর্ব্বক আহার নিয়মের অনুবর্তী হওয়া উচিত।

"যোগকার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে; অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়; তাহা হইলে সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে; আর বুদ্ধিবৃত্তির অনুগত জ্ঞান ও অজ্ঞানদ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল তাহারা কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না, আর যখন তাঁহার পৃথকত্ব ও অপৃথকত্ব বিষয় বিশেষরূপে বিদিত হইতে সক্ষম হয়, তখন তাহার স্পৃহা এককালে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে কাল, জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মলাভের অধিকারী হয়।"

২১৬তম অধ্যায়
নিদ্রাদির সংযম—স্বপ্নতত্ত্ব

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! যিনি নিরন্তর নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হয়েন, স্বপ্নজনিত সুখদুঃখানুভব পরিহারার্থ সর্ব্বতোভাবে নিদ্রা পরিত্যাগ করা তাঁতাহার কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বপ্নযোগে রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হয় এবং সে নিস্পৃহ হইলেও দেশদেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। জ্ঞানের অভ্যাস ও জ্ঞানের অনুসন্ধাননিবন্ধন লোকের জাগরণ অভ্যাস হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানে অভিনিবেশ হইলেই লোকে সতত জাগরিত থাকিতে পারে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বপ্নযোগে ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতানিবন্ধন আপনাকে বিষয় ব্যাসক্তের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা—স্বপ্ন সত্য, কি অসত্য? যোগীশ্বর হরি এই বিষয়ে কহিয়াছেন যে, স্বভাব সঙ্কল্পমাত্র। মহর্ষিগণও এই বাক্যের সবিশেষ পোষকতা করেন। ইন্দ্রিয়সমুদয় একান্ত ক্লান্ত হইলেও সঙ্কল্পস্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না, তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। স্বপ্নভাব কার্য্যব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের ন্যায় সঙ্কল্পমূলক; জাগ্রতবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফুটতানিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতাবশতঃ স্বপ্নভাব সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তচেতাঃ মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কারনিবন্ধন স্বপ্নে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মাই মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন।

"পূর্ব্বতন কর্ম্মপ্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তাহাকে সুখদুঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাবপ্রভাবে যে বায়ু পিত্ত ও কফপ্রধান দেহসমুদয় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ববাসনার প্রাবল্যনিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন। জাগ্রতাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সুপ্রসন্নতানিবন্ধন মনোমধ্যে যেরূপ সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্নযোগে উহাদের অপ্রসন্নতাবশতঃ মন তৎসমুদয় সন্দর্শন করিয়া থাকে। মন আত্মার প্রভাবে

অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; অতএব আত্মাকে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; আত্মজ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বজ্ঞতালাভ হইয়া থাকে। সুষুপ্তির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থূলদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিও উহাতে লীন হয়। যোগিগণ আত্মার সুপ্রসন্নতানিবন্ধন জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশিক গুণলাভ করিয়া থাকেন। যে যোগীর মন বিষয়ালোচনে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারই ঐরূপ ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। আর যাঁহার মন অজ্ঞান অতিক্রম করে, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পরমপবিত্র ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

দেবগণ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন এবং অসুরগণ ঐ সমুদয়ের প্রতিবন্ধকীভূত দম্ভদর্পাদি অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাহাদিগের একান্ত দুষ্প্রাপ্য, সন্দেহ নাই। দেবতারা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন এবং অসুরগণ রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ; যাঁহারা তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যারপরনাই উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়েন। তিনি অমৃত, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি হেতুবাদদ্বারা তাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমুদয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই অব্যক্ত স্বরূপকে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন।”

২১৭তম অধ্যায়
নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম—নিষ্কাম কর্ম্মপ্রশংসা

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মভাব এবং নারায়ণপ্রোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ অবগত না হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, আত্মার ব্যক্তভাব মৃত্যুর মুখ এবং অব্যক্তভাব অমৃতপদ। বিষয়প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্মফল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বিষয়নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে অব্যক্তস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম প্রাপ্তিস্বরূপ ফল নিবদ্ধ আছে। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের মূল। কিন্তু প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মসংসাধন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভদর্শী আত্মতত্ত্বপরায়ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক মুনিই সেই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সর্বাগ্রে প্রকৃতি ও পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। আর যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মহৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই ক্লেশাদিশূন্য পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নিত্য, নিশ্চল এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। উহাদের উভয়ের গুণের ইতরবিশেষ এই যে, প্রকৃতি গুণত্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু পুরুষ উহাতে বিরত রহিয়াছেন; তিনি প্রবৃত্তি ও মহদাদি [ব্রহ্মাদি ঈশ্বর] পদার্থের দ্রষ্টা [সাক্ষী] এবং ত্রিগুণবিরহিত, ঈশ্বর, জীবচক্ষুর অগ্রাহ্য, গুণাদিরহিত এবং পরস্পর পৃথগ্ভূত। উহাদের এই ভেদ ঔপাধিকমাত্র [নামসম্বন্ধমাত্র]। প্রকৃতি ও পুরুষের

সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। জীব কর্ত্তা। উনি ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, উহাকে সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়। জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহার অনুসন্ধান করেন; কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে আপনাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করেন। যেমন উষ্ণীষধারী ব্যক্তি উষ্ণীষ হইতে পৃথক্, সেইরূপ মনুষ্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইলেও তৎসমুদয় হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই আমি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর ও জীবের সাধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলাম। উহা যথার্থরূপে অবগত হইতে পারিলে সিদ্ধান্তকালে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা করিবেন, কায়মনোবাক্যে কঠোর নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিষ্কাম যোগের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

জ্ঞানলাভের উপায়—যোগিচর্য্যা

"চৈতন্য প্রকাশাত্মক আন্তরিক তপস্যাদ্বারা ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্র তপঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। যোগের ফল জ্ঞান। রজঃ ও তমোনাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্য এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি হইতে যে অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। সেই অন্ন নিয়মিতরূপে আহার করিলে রাজসিক পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সমুদয়ের বিষয়ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব রাজসিক পাপ অপনোদনের নিমিত্ত ধনাদিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল শরীররক্ষণোপযোগী অন্ন গ্রহণ করাই যোগিগণের কর্ত্তব্য। যোগযুক্ত মনদ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তকালে অনাতুর হইয়া কাশীবাস করিলে সদ্য সেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। মনুষ্য বাহেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থূলশরীরবিমুক্ত হইলে সূক্ষ্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরভোগে নিস্পৃহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়। আর যে ব্যক্তি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার সদ্যোমুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যাপ্রভাবেই প্রাণীগণের জন্ম ও মৃত্যু হয়। বিশুদ্ধ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। আর যাহারা প্রকৃতি প্রভৃতিতে আত্মবোধ করিয়া থাকে, যাহাদের বুদ্ধি মহদাদি পদার্থের ক্ষয়-উদয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের মুক্তিলাভ। সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যেসমস্ত যোগীরা কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে দেহধারণ করিতে পারেন, যাঁহারা বুদ্ধিবলে চিত্তবৃত্তিকে কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যাহাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমুদয় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা ইন্দ্রিয়াদিকে দেহ হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহাদের উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে অনেকে আগমানুসারে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদি উপাসনা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে পরমস্থানে গমনপূর্ব্বক উহা অবগত হইতে পারেন। কেহ কেহ আচার্য্যের উপদেশপ্রভাবে যোগদ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ নিরাশ্রয় পরমপুরুষকে লাভ করেন। কেহ কেহ সেবকভাবাপন্ন হইয়া সগুণ ব্রহ্মের ও কেহ কেহ

নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্তকালে তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ইহাদের সকলেরই মোক্ষলাভ হয়। শাস্ত্রচক্ষুদ্বারা সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিশেষণামুদয় অবগত হইবে। তিনি প্রকৃতির লয়ের অধিষ্ঠান। স্থূলদেহাভিমানশূন্য পরিগ্রহবিহীন যোগী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমতঃ মর্ত্ত্যদেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে রজোগুণবিহীন ও ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

"বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপ ব্রহ্মলাভজনক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানানুসারে ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানপ্রভাবে যাঁহাদের রাগাদি তিরোহিত হয়, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট লোকলাভে সমর্থ হয়েন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জন্মমৃত্যুবিরহিত ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরমস্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা বোধ করিয়া থাকেন। সমুদয় জগৎ তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্তিত হইতেছে। মৃণালসূত্র যেমন মৃণালের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সূত্র যেমন তন্তুবায়ের সূচিদ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার তৃষ্ণাদ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষকে অবগত হইতে পারিলেই তৃষ্ণা-পরিহার ও মুক্তিলাভ করা যায়। ভগবান্ নারায়ণ প্রাণীগণের প্রতি অনুকম্পাদর্শনার্থ স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।"

২১৮তম অধ্যায়
মোক্ষপদপ্রাপ্তির উপায়—জনদেব-পঞ্চশিখসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মিথিলাধিপতি জনকবংশীয় জনদেব কি উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষিক ভোগাদি বাসনাসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মিথিলাধিপতি জনদেব যে উপায়ে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্তসম্বলিত এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মিথিলাধিপতি মহারাজ জনদেব নিরন্তর ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির উপায়চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। একশত আচার্য্য তাঁহার গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ আশ্রমবাসীদিগের নানাপ্রকার ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি বেদপাঠে আসক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের দেহনাশ ও জন্মান্তরলাভের উপদেশবিষয়ে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন না।

"একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখনামে এক মহর্ষি পৃথিবীপর্য্যটনক্রমে মিথিলানগরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদয় সন্ন্যাসধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, নির্দ্বন্দ্ব, অসন্দিগ্ধচিত্ত, ঋষিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, কামনাপরিশূন্য এবং মনুষ্যগণমধ্যে শাশ্বত

সুখস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে কপিল মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সমুদয় লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। ঐ মহাত্মা আসুরির প্রধানশিষ্য ও চিরজীবী ছিলেন এবং সহস্র বৎসর মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"ভগবান মার্কণ্ডেয় আমার নিকট পঞ্চশিখমহর্ষির কপিলা পুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা কপিলমতাবলম্বী অসংখ্য মহর্ষি একত্র সমাসীন রহিয়াছেন, ইত্যবসরে সেই অসন্দিগ্ধচিত্ত, বিষ্ণুপদপ্রাপক, যজ্ঞপরায়ণ, অন্নময়াদি-পঞ্চকোষাভিজ্ঞ, ব্রহ্মপরায়ণ, শমাদিপঞ্চগুণান্বিত পঞ্চশিখমহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাদি, অনন্ত পরমার্থ-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা আসুরি আত্মজ্ঞানার্থ কপিলের শিষ্য হইয়া শরীর ও শরীরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলানামে এক ব্রাহ্মণী উহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। প্রিয়শিষ্য পঞ্চশিখ পুত্রভাবে ঐ কপিলার স্তন্য পান করিতেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠবুদ্ধি ও কপিলার পুত্রত্বলাভ হইয়াছিল।

"এই আমি তোমার পঞ্চশিখের কপিলাপুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ কাপিলেয় মিথিলাধিপতিকে সমুদয় আচার্য্যের প্রতি সমান অনুরক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে উৎকৃষ্ট হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক আচার্য্যগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ জনদেব তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আচার্য্যগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন কাপিলেয় ধর্ম্মানুসারে সেই প্রণত ও ধারণসমর্থ মিথিলাধিপতিকে সাংখ্যমতানুসারে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ জন্মদুঃখ পরে কর্ম্মদুঃখ ও তৎপরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদয়ের দুঃখ [পুণ্যক্ষয়ে সংসারে যাতায়াতের জন্য ক্লেশবাহুল্য] কীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে যাহার প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্মসংসর্গ ও কার্য্যের ফলোদয় বাসনা করে, সেই অবিশ্বাসনীয় অবশ্য বিনাশী ক্ষণভঙ্গুর মোহের বিষয় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আত্মার নানাত্ববাদ—দেহাত্মবাদে দোষদর্শন

"পঞ্চশিখ কহিলেন, 'হে মহারাজ! নাস্তিকেরা কহে যে, এই লোকবিশ্রুত আত্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হইলেও যিনি বেদপ্রমাণনিবন্ধন দেহনাশের পর আত্মত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার মত নিতান্ত দূষিত; আর যাহারা মোহবশতঃ মৃত্যুকে আত্মার স্বরূপভাব এবং দুঃখ, জরা ও রাগাদি প্রভাববশতঃ ইন্দ্রিয়নাশকে আত্মার আংশিক বিনাশ বলিয়া স্থির করে, তাহাদিগের মতও নিতান্ত নিন্দনীয়। আর যদিও এইরূপ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ শ্রুতি জনসমাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা রাজার অজরতা ও অমরতা আশীর্ব্বাদের ন্যায় উপচার মাত্র। ইহা সত্য কি মিথ্যা, এইরূপ একটি সংশয় উপস্থিত হইলে যদি কোন হেতু নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে উহা স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব। প্রত্যক্ষ যেমন অনুমান ও আগমের মূল কারণ, তদ্রূপ আবার উহাদিগের বাধক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বে কখন আগমের আবশ্যক থাকে না এবং প্রত্যক্ষের অভাব হইলো অনুমান বা আগমদ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না। যে কোন স্থানে হউক না

কেন, কেবল অনুমান অবলম্বন করিয়া বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; ফলতঃ শরীর হইতে জীবাত্মা পৃথক নহে, ইহাই নাস্তিকদিগের যথার্থ মত। যেমন একমাত্র বীজমধ্যেই পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক ও রূপ-রসাদির উৎপাদিকাশক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গাভীভুক্ত তৃণ ও উদক হইতে যেমন পৃথস্বভাবসম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতের আবির্ভাব হইতেছে, দ্রব্যনিচয় দুই-তিনরাত্রি সলিলমধ্যে নিহিত থাকিলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতাশক্তি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র শুক্র হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর ও গুণাদিসমুদয় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন ও হুতাশনসন্তপ্ত দ্রব্য যেমন সলিল শোষণ করে, তদ্রূপ জড়পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই স্বরণজ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্তমণি যেমন লৌহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ইন্দ্রিয়সমুদয় পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে।

‘এই মতও দূষিত। কারণ, দেহনাশ হইলে চৈতন্যের অপগম [লোপ] হওয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে প্রধান হেতু। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে দেহনাশের পরেও চৈতন্য থাকিত। আর লোকায়তিকেরা পরলোকগমনক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের স্বীকার করে না। কিন্তু তাহারা শীতজ্বর-নিবৃত্তির নিমিত্ত যে দেবতাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতাদিকে অবশ্যই তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ দেবতাদি পঞ্চভূতনির্ম্মিত স্থূল হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহারা ঘটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেন। তৃতীয়তঃ, যদি আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহনাশ হইলেই যাবতীয় শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হইত। ইতিপূর্ব্বে দেহাত্মবাদীদিগের মতে যেসমুদয় জড়পদার্থ হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সমুদয়কে জড়পদার্থ ভিন্ন কখন সজীব পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ, যদি আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে নিরাকার, পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় হইতে আকাশ উৎপন্ন হইতে পারিত। অতএব আকারবিশিষ্ট পদার্থ কখন নিরাকার পদার্থের সমান হইতে পারে না।

‘ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতেরা কহেন যে, অবিদ্যা [অজ্ঞান] কার্য্যলালসা, লোভ, মোহ এবং অন্যান্য দোষই পুনর্জ্জন্মের কারণ। অবিদ্যাক্ষেত্রে পুর্ব্বকৃত কর্ম্মবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া তৃষ্ণারূপ জলদ্বারা নিষিক্ত হইলেই লোকের পুনরায় জন্মপরিগ্রহ হয়। পূর্বোল্লিখিত অবিদ্যাদি গুঢ়ভাবে অবস্থান করিলে, এই বিনশ্বর দেহের নাশ হইলেই পুনরায় ঐ সমুদয় হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়; আর যদি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ সমুদয় অবিদ্যাদি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে দেহনাশের পর আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। উহার নামই মোক্ষ।

‘ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতও বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন; সুতরাং তাঁহাদের মতে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। দেখ, বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লোকে মুমুক্ষু হইলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে, আর মোক্ষের সময় আলয় [অধিষ্ঠান স্থান দেহ] বিজ্ঞান হয়। অতএব যদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাহ্যজ্ঞানের মুমুক্ষানিবন্ধন আলয়বিজ্ঞানের মুক্তি হয়, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। এক ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অন্য ব্যক্তি তাহার ফলভোগ করিবে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। একজন দান, বিদ্যোপার্জ্জন বা তপানুষ্ঠান করিলে যদি অন্যে তাহার ফলভোগ করে, তাহা হইলে ত' ঐ সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত ব্যর্থ; আর যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, লোকের এক জ্ঞানবিনাশের পর অন্য জ্ঞানের এবং ঐ জ্ঞান বিনাশের পর আর একটি জ্ঞানের উদয় হয়; এইরূপে ধারাবাহিকক্রমে লোকের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে; তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞাননাশের পর অন্য জ্ঞান জন্মাইবার কারণ কি? জ্ঞান ক্ষণিক; সুতরাং পূর্ব্বক্ষণজাত জ্ঞান উহার কারণ হইতে পারে না। যদি তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বজ্ঞানের নাশই ঐ জ্ঞানের কারণ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, তাহা হইলে মুষলদ্বারা কোন দেহ বিনষ্ট করিলে তাহা হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হইত। বিশেষতঃ জ্ঞানধারার আনন্ত্যনিবন্ধন [অসীমত্ব হেতু] ঋতু, বৎসর, যুগ, শীত, গ্রীষ্ম, প্রিয় ও অপ্রিয় যেমন পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ মোক্ষলাভও বারংবার আগত ও নিবৃত্ত হইত।

'কেহ কেহ আবার বিজ্ঞানসমুদয়কে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ, করেন, তাহাও অসঙ্গত। কেন না তাহা হইলে গৃহের উপাদানসমুদয় যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে পরিশেষে গৃহেরও নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু, শোণিত, মাংস ও অস্থি এ সমুদয়ই যেমন আনুপূর্ব্বিক বিনষ্ট হইয়া স্বভাবে লীন হয়, তদ্রূপ আত্মাও বিজ্ঞাননাশনিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যাইত, আত্মাকে বুদ্ধাদির আশ্রয় ও নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; কেন না, যদি আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে দানাদি ক্রিয়ার কোন আবশ্যক থাকিত না এবং আত্মসুখজনক বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের লোপ হইয়া যাইত।

'হে মহারাজ! নানা লোকের মনোমধ্যে এইরূপ নানাবিধ তর্কের উদয় হইয়া থাকে, এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা কোনক্রমেই নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ে বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট করেন। তাহাদের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়। লোক মাত্রেই এইরূপ অর্থ ও অনর্থের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু মহামাত্র [মাহুত] যেমন মাতঙ্গগণকে পরিচালিত করে, তদ্রূপ একমাত্র বেদই মানবগণকে পরিচালিত করিতেছে। মানবগণের মধ্যে যাহারা আপাতত-সুখাবহ অর্থের কামনা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অত্যন্ত ক্লেশে সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যাঁহারা দেহ অনিত্য এবং বন্ধুবান্ধব ও দারপরিগ্রহে প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাহাদিগকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। এই দেহ বিনশ্বর এবং ইহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। যে ব্যক্তি এই দেহকে ভূমি, আকাশ, জল, অনল ও বায়ুদ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহার কি কখন উহার রক্ষাবিধানে যত্ন হইয়া থাকে?' "

২১৯তম অধ্যায়

মরণের পর পুনরায় জন্ম-মোক্ষাদি-বিবরণ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! ভূপতি জনদেব মহর্ষি পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদশূন্য অকপট নির্ম্মল ব্রহ্মনিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জীবনের মরণান্তর সংসার ও মোক্ষলাভের বিষয়জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, ‘মহর্ষে! মোক্ষদশাতে যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশনিবন্ধন [দেহের অভাবহেতু] যমনিয়মাদি সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততায় লাভালাভ কি? আর মোক্ষদশাতে যদি বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে কিংবা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন্ ফলের নিমিত্ত লোক মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?’

“মহাত্মা পঞ্চশিখ জনদেব জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ও আতুরের ন্যায় ভ্রান্ত দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ‘মহারাজ! শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির নাশনিবন্ধন যে মোক্ষ হয়, এরূপ নহে এবং ঐ সমুদয় থাকিলেও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি, মন প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে অবিদ্যানাশজনিত স্বরূপানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের মধ্যে একের নাশ হইলেই সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। জল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ ও পৃথিবী এই পঞ্চধাতু স্বভাবতঃ মনুষ্যের দেহে অবস্থান ও উহা পরিত্যাগ করে। ফলতঃ মনুষ্যের শরীর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সমাহার মাত্র। মানবদেহে জ্ঞান, জঠরাগ্নি ও প্রাণ এই তিনটিকে কর্ম্মসংগ্রাহক [কর্ম্মসঞ্চয়কারক] বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তিনটি হইতেই ইন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয়, অর্থপ্রকাশকতা শক্তি, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও অন্নাদিপরিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হয়। চিৎপ্রতিবিম্বসংযুক্ত চেতনাবৃত্তি তিন প্রকার; সুখযুক্ত, দুঃখযুক্ত ও সুখদুঃখবিরহিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মূর্ত্তি এই ষড়্গুণদ্বারা মনুষ্যের যাবজ্জীবন জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদিই স্বর্গসাধন কর্ম্ম, ব্রহ্মলোকপ্রদ সন্ন্যাস ও তত্ত্বার্থবিনিশ্চয়ের নিদান। পণ্ডিতেরা তত্ত্বনিশ্চয়কে মোক্ষলাতের বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধিকে ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই সমুদয় গুণকে আত্মভাবে দর্শন করেন, তাঁহাকে অসম্যক [অসম্পূর্ণ] দর্শননিবন্ধন অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হয়। আর যাহারা দৃশ্যপদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না, বিবেচনা করিয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।

মোক্ষবিষয়ে সন্ন্যাসের উৎকর্ষ

‘হে মহারাজ! উৎকৃষ্ট ত্যাগশাস্ত্রপ্রভাবেই মনের সন্দেহ দূর হয়। আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্রের মত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; উহা তোমার মোক্ষলাভোপযোগী হইবে। মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের কর্ম্মত্যাগ করাই অকর্ত্তব্য। যাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়াও ত্যাগপরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাদিগকে সতত ক্লেশভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা দ্রব্যত্যাগের

নিমিত্ত যজ্ঞাদি কার্য্য, ভোগত্যাগের নিমিত্ত ব্রত, সুখত্যাগের নিমিত্ত তপস্যা ও সমুদয় ত্যাগের নিমিত্ত যোগসাধন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। মহাত্মারা দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত সর্ব্ব ত্যাগের পথস্বরূপ যোগবিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় না করেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। মন ও কর্ণনেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমুদয় বুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে। আর প্রাণ এবং আকুঞ্চনাদি [সঙ্কোচ-প্রসারণ] সম্পাদক হস্ত, গতিসম্পাদক চরণ, অপত্যোৎপাদক আনন্দজনক উপস্থ [জননেন্দ্রিয়], মলত্যাগসম্পাদক পায়ু ও শব্দসম্পাদক বাক্য এই সমুদয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনে অবস্থিত রহিয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ বুদ্ধির সহিত মনকে পরিত্যাগ করিবে।

ইন্দ্রিয়ের ভোগবৈষম্যে আত্মার নানাত্মজ্ঞান

'হে মহারাজ! যেমন শ্রবণজ্ঞানে কর্ণ, শব্দ ও চিত্ত এই তিনটি কারণ, তদ্রূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞানেরও তিন-তিন কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ পঞ্চদশ গুণদ্বারাই শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চদশ গুণ আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোভেদে তিন-তিন প্রকার হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে লোকের মনে অকস্মাৎ বা কোন কারণবশতঃ হর্ষ, সুখ ও শান্তি প্রভৃতি আবির্ভূত হয়। রজোগুণপ্রভাবে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমার উদয় হয় এবং তমোগুণপ্রভাবে অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রার উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ভাব লোকের শরীর ও মনের প্রীতিকর হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক ভাব; যে ভাব শরীর ও মনের অসন্তোষজনক, তাহার নাম রাজসিক ভাব; আর যে ভাবদ্বারা লোকের মোহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম তামসিক ভাব। এই ভাবত্রয়ের মধ্যে সাত্তিক ভাব উপাদেয় ও অন্য ভাবদ্বয় হেয়। শ্রোত্র আকাশাখ্য ভূতস্বরূপ, শব্দ ঐ আকাশের আশ্রয়। সুতরাং আকাশ ও শ্রোত্র শব্দের আধার। শব্দবিজ্ঞান, আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ নহে। কিন্তু যদি আধারাধেয়ের [স্থিতিস্থান স্থিতিমানের—যে স্থানে থাকে ও যে থাকে, এই উভয়ের] ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দবিজ্ঞানকে আকাশ. ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; এইরূপ ত্বক্ বায়ুনামক, চক্ষু তেজোনামক, জিহ্বা জলনামক ও নাসিকা পৃথিবীনামক ভূতস্বরূপ। ত্বক ও বায়ু স্পর্শের, চক্ষু ও তেজ রূপের, জিহ্বা ও জল রসের এবং নাসিকা ও পৃথিবী গন্ধের আশ্রয়। স্পর্শাদি জ্ঞান ত্বক ও বায়ু প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু আধার-আধেয়ের ঐক্য স্বীকার করিলে স্পর্শাদি জ্ঞানকে ত্বক্ ও শব্দাদি জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, এই দশ পদার্থে মন অবস্থান করিতেছে। কারণ, বিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগ হইবামাত্র উহা মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুষুপ্তিসময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা একত্র সমবেত থাকে না; কিন্তু তন্নিবন্ধন যে আত্মার নাশ হয়, ইহা বিবেচনা করা বিধেয় নহে। কারণ, সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। উহাতে ইন্দ্রিয়সমুদয় কেবল কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিভঙ্গের পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হইত না। স্বপ্নবস্থাতে লোকের পূর্ব্বকৃত

দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত সংস্কার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সম্বন্ধ চিন্তানিবন্ধন দর্শনাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব স্বপ্নবস্থাতেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হয়। যে সময় তমোগুণসমাচ্ছন্ন চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তিপ্রকাশ সংহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে উপরত [নিবৃত্ত] করে, সেই সময়কে সুষুপ্তির সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। লোকে তমোগুণপ্রভাবেই মোহে অভিভূত হইয়া বেদনিন্দিত কর্ম্মের পরিণাম দুঃখ বিবেচনা না করিয়া উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

গুণসাম্যে তত্ত্বজ্ঞানোদয়

'এই আমি তোমার নিকট গুণসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। লোকে ঐ সমুদয় গুণের বশীভূত হইয়া বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। কেহ কেহ ঐ গুণসমুদয়ের দ্বারা সম্যকরূপে আক্রান্ত হয় এবং কেহ কেহ বা উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা ঐ পূর্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব যখন সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলেন, তখন দেহাদির নাশনিবন্ধন তাহার নাশ, কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে এবং মহানদী যেমন সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে লীন হয়, তদ্রূপ জীবের স্থূল উপাধিসকল সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম উপাধিসমুদয় শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। জীব যখন উপাধিযুক্ত থাকে, তৎকালেই তাহাকে স্থূল, কৃশ প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু যখন তাহার উপাধিসমুদয় শুদ্ধ আত্মায় লীন হয়, তৎকালে কিরূপে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল, কৃশাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি পরিজ্ঞাত ও অপ্রমত্ত হইয়া আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, সলিলসিক্ত পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকেও অনিষ্টকর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি-ক্রিয়া ও অপত্যাদির স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সংসার হইতে বিমুক্ত ও লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। আগমোক্ত মঙ্গলসাধন শমদমাদিদ্বারা লোকের পাপপুণ্য ক্ষয় ও তজ্জনিত ফলসমুদয় বিনষ্ট হইলে, সে জরা-মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া সুস্থচিত্তে কালাতিপাত এবং আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত অশরীরী পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। ঊর্ণনাভ [মাকড়সা] যেমন তন্তুময় [মাকড়সা] গৃহে বাস করে, অবিদ্যাবশীভূত জীব তদ্রূপ কর্ম্মময় গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। আর ঊর্ণনাভ যেমন তন্তুময় গৃহ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিমুক্ত পুরুষ কর্ম্মময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেই লোকের দুঃখসন্ততি [দুঃখধারা] পাষাণসংঘট্টিত [পাথরে ঘোঁটা] পাংশুপিণ্ডের [ধূলিস্তূপের] ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃগগণ যেমন শৃঙ্গ ও উরগগণ যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে দুঃখত্যাগ করিয়া থাকেন। পক্ষী যেমন সলিলপতনোন্মুখ [জলে পড়-পড়] বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তি সুখদুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করিয়া থাকেন। মিথিলানগরী দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তোমার পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষি জনক কহিয়াছিলেন যে, এক্ষণে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না।

"হে যুধিষ্ঠির! বিদেহাধিপতি মহারাজ জনদেব ভগবান্ পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ অমৃতময় বাক্যসমুদয় শ্রবণ ও উহার মর্ম্মাবধারণপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শোকহীনচিত্তে পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই মোক্ষজ্ঞানাত্মক বিষয় পাঠ বা সতত ইহার পর্য্যালোচনা করেন, তিনি দুঃখবিহীন ও নিরুপদ্রব হইয়া পঞ্চশিখকর্ত্তৃক অনুগৃহীত জনদেবের ন্যায় মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন।"

২২০তম অধ্যায়
ইন্দ্রিয়সংযমের উৎকর্ষে সিদ্ধিলাভ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মনুষ্য কি কার্য্য করিলে সুখ ও কি কার্য্য করিলে দুঃখপ্রাপ্ত হয় এবং কি কার্য্য করিলেই বা সিদ্ধিলাভ করিয়া নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! শ্রুতিপরায়ণ বৃদ্ধেরা দমগুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। দমগুণ আশ্রয় করা সর্ব্ববর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে দমগুণান্বিত না হইলে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। ক্রিয়া, তপস্যা ও সত্য সমুদয়ই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দমগুণদ্বারা লোকের তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়। পণ্ডিতেরা ঐ গুণকে পরমপবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হয়েন। দান্ত [ইন্দ্রিয়জয়ী] ব্যক্তি নিদ্রিত হউন বা জাগরিত থাকুন, সকল সময়েই সুখানুভব করিতে পারেন এবং তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। দান্ত ব্যক্তি দমগুণদ্বারা স্বীয় তেজের বেগ সংবরণ করিতে পারেন, কিন্তু অদান্ত ব্যক্তি উহাতে অসমর্থ হইয়া কামাদি-রিপুগণের বশীভূত হয়। প্রাণীগণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুসমুদয়ের ন্যায় অদান্ত ব্যক্তিগণ হইতে সতত ভীত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বিধাতা সেই দুর্দ্দান্তদিগের দমনার্থ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদয় আশ্রমবাসীর পক্ষে দমগুণ শ্রেয়স্কর। অন্যান্য সমুদয় আশ্রমধর্ম্মদ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দমগুণদ্বারা তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। অদীনতা বিষয়ে অভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্রোধ, সরলতা, অতিবাদ পরিত্যাগ, অনভিমানিতা, গুরুপূজা, অনসূয়া, প্রাণীগণের প্রতি দয়া, অকপটতা এবং রাজাদির বৃত্তান্তকীর্ত্তন, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ এই সমস্ত গুণ দমগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। দান্ত ব্যক্তিরা মোক্ষার্থী হইয়া পূর্ব্বতন অদৃষ্টজনিত উপস্থিত সুখ ভোগ করিবেন; ভাবী সুখদুঃখ চিন্তা করিয়া হৃষ্ট বা দুঃখিত হইবেন না। বৈরবিবর্জ্জিত [শত্রুতাচরণে বিমুখ], শঠতাবিহীন, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, ধৃতিমা, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই ইহলোকে সৎকারলাভ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুঃখের সময় প্রাণীগণকে অন্নাদি দান করেন, তাঁহারা পরমসুখে কালযাপনে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি প্রাণীগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত হয়েন ও দ্বেষভাব পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি অবিচলিত মহাহ্রদের ন্যায় প্রসন্নভাবে অবস্থান করেন। যাহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেই তাহার কোন ভয় নাই; এই জ্ঞান সর্ব্বভূতপূজনীয় দান্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রভূত অর্থলাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয় বিপন্ন হইয়াও অনুতাপিত না হয়েন, তাঁহাকেই পরিমিতপ্রজ্ঞ [পরিপক্বজ্ঞান] দান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণান্বিত ব্যক্তি সাধুগণাচরিত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দুরাত্মারা অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, সত্য, দান ও অনায়াস এই সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা ও গর্ব্ব আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রতপরায়ণ হইয়া কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ ও কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক

দেহাভিমানশূন্য হইয়াও কাল প্রতীক্ষায় দেহাভিমানীর ন্যায় সমুদয় লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।”

২২১তম অধ্যায়
আহারনিদ্রার সংযম-সাধনোপায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ব্রতপরায়ণ দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও পুত্রাদিকামনায় যজ্ঞশেষে মাংসাদি ভোজন করেন, উহা যুক্তিসিদ্ধ কি না?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বোদোক্ত ব্রতনিষ্ঠ না হইয়া সুখের নিমিত্ত অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী। উঁহারা ইহলোকে পতিত বলিয়া গণ্য হয়েন। আর যাঁহারা বেদোক্ত বিধি অনুসারে উহা ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রতানুরাগী। তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগের পর পুনরায় পতিত হইতে হয়।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! অনেকেই উপবাসকে তপস্যা। বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব বস্তুতঃ উহা তপস্যা কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞ ব্যক্তিরা এক মাস বা এক পক্ষ উপবাসকে যে তপস্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সাধুদিগের মতে তাহা তপস্যা নহে। উহাতে আত্মদানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণ পুত্রকলাদিপরিবৃত হইয়াও সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, মুনি, দেবতানিষ্ঠ, নিদ্রাত্যাগী ও বিঘসাশী হইবেন এবং অমাংসাশী হইয়া সতত পবিত্রভাব ধারণ, দেবতার ন্যায় দ্বিজগণের পূজা, অতিথিদিগের যথোচিত সত্ত্বার ও অমৃত ভোজন করিবেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিসৎকারপরায়ণ হইতে পারেন?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দিবসে একবার ও রাত্রিকালে একবার এই দুইবার মাত্র আহার করেন, তদ্ব্যতীত দিবারাত্রিমধ্যে আর আহার করেন না, তাঁহাকে সতত উপবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েন এবং কেবল, ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তাঁহাকেই অমাংসাশী বলা যায়। যিনি সতত দানশীল ও পবিত্রভাবসম্পন্ন হয়েন এবং কদাচ দিবসে নিদ্রিত না হয়েন, তাঁহাকে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যিনি ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভোজনাবসানে আহার করেন, তিনি অমৃতাশী। যে ব্রাহ্মণ অতিথিগণ ভোজন না করিলে প্রাণান্তেও আহার করেন না, তিনি স্বর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তিনি বিঘসাশী। এই সমুদয় ব্রাহ্মণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার আবাসে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের সহিত ভোজন করিয়া পুত্রপৌত্রের সহিত সুখে কালযাপন করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট গতিলাভ হয় সন্দেহ নাই।”

২২২তম অধ্যায়
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেককথা—ইন্দ্র-প্রহ্লাদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ইহলোকে যে শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমুদয় পুরুষকে ফলপ্রদান করে, পুরুষ সেই কর্ম্মসমুদয়ের কর্ত্তা কি না, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্র-প্রহ্লাদসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র মহাকুলসমুৎপন্ন শূন্যাগায়ে সমাসীন বহুশাস্ত্রজ্ঞ প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি অবগত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘দানবরাজ! লোকের যেসমস্ত গুণ অভীষ্ট, তৎসমুদয়ই তোমাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদিবিরহিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। তুমি এই জীবলোকে কোন্ বস্তুকে আত্মজ্ঞানলাভের শ্রেয়স্করসাধন বিবেচনা কর? তুমি বিপক্ষের হস্তগত, পাশবদ্ধ, রাজ্যচ্যুত ও শ্রীহীন হইয়াও কিছুমাত্র শোকপ্রকাশ করিতেছ না। তুমি আপনার এইরূপ অনিষ্টপাত দর্শন করিয়াও যে প্রকৃতিস্থ আছ, ইহা কি তোমার প্রজ্ঞার ফল অথবা ধৈর্য্যই ইহার কারণ?

‘দানবরাজ প্রহ্লাদ কার্য্যকলাভিলাষশূন্য, আলস্য ও অহঙ্কার বিরহিত, সত্ত্বগুণাবলম্বী, শমদমাদিনিরত, চরাচর ভূতগণের সৃষ্টিসংহারবেত্তা, আত্মজ্ঞানে স্থিরনিশ্চয়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ছিলেন এবং কি স্তুতি, কি নিন্দা, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র সকলই সমান জ্ঞান করিতেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে মধুরবাক্যে কহিলেন, “সুরেশ্বর! যে ব্যক্তি প্রাণীগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয় অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না, সে অজ্ঞানবশতঃ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি তাহা অবগত হইতে পারে, তাহাকে আর বিমোহিত হইতে হয় না। স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদয় পদার্থই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং পুরুষ স্বয়ং কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন। কিন্তু পুরুষ ভিন্ন কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়ময়ী। লৌহ যেমন অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্যে সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সচেষ্ট হইয়া সমুদয় পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ যদিও কোন কার্য্যে ব্যাপৃত নহেন, তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে সমুদয় কার্য্যেই তাঁহার অভিমান থাকে। যাহা হউক, যিনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত দূষিত, কখনই তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। যদি জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেই তাহা সফল হইত, কখনই বিফল হইত না। যখন প্রাণীগণের মধ্যে কেহ কেহ যত্নবান হইয়াও অনিষ্টপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ সহ্য করিতেছে এবং কেহ কেহ বিনা যত্নেও ইষ্টসম্ভোগ ও অনিষ্টের নিরাকরণার্থে সমর্থ হইতেছে এবং যখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে অতি সামান্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ধনপ্রত্যাশা করিতে দেখা যাইতেছে, তখন আমার মতে কি মোক্ষলাভ, কি আত্মজ্ঞান সমুদয়ই প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। আর যদি সমুদয় বিষয়ই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইল, তবে লোকের কোন বিষয়ে অভিমান করা নিতান্ত নিরর্থক।

'ইহলোকে কর্ম্মপ্রভাবে লোকের শুভাশুভ ফলাফল হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট কর্ম্মবিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বায়স যেমন অন্নভোজনকালে স্বজাতীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া তত্রত্য অন্নের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ কার্য্যসমুদয় প্রকৃতিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া কেবল প্রকৃতির কার্য্যসমুদয় অবগত হয়, সে অজ্ঞাননিবন্ধন নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আর যিনি প্রকৃতিকে উত্তমরূপে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর বিমোহিত হইতে হয় না। যিনি এই জগতীতলস্থ সমুদয় পদার্থ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না।

'যখন আমি ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং সমুদয় পদার্থ বিনশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি; আর যখন মমতা, অহঙ্কার, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও বন্দনপরিশূন্য হইয়া পরমসুখে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় অবলোকন করিতেছি, তখন আর কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিব? যে ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, দমগুণান্বিত, নিস্পৃহ ও অবিনশ্বর আত্মার সন্দর্শনে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে কখন কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি, কিছুতেই আমার অনুরাগ বা বিদ্বেষ নাই। আমি এক্ষণে কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া জ্ঞান এবং স্বর্গ, মর্ত্ত বা পাতাল কিছুই কামনা করি না। শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

'ইন্দ্র কহিলেন, 'প্রহ্লাদ! যে উপায় অবলম্বন করিলে এতাদৃশ জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তুমি বিস্তারিতরূপে তাহা, কীর্ত্তন কর।'

"প্রহ্লাদ কহিলেন, 'দেবরাজ! সরলতা, অপ্রমাদ, চিত্তশুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা অবলম্বন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি এবং রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মায়িকজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।'

"হে ধর্ম্মরাজ। দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এই কথা কহিলে দেবরাজ বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রীতমনে তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

২২৩তম অধ্যায়
কর্ম্মের প্রভাব—বলি-বাসবসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! নরপতিগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়াও যে বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! এই স্থলে বলি-বাসবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদয় অসুরকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! অনবরত দান করিলেও যাহার ধনক্ষয় হয় না; যে বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র, অনল ও সলিলস্বরূপ; যাহার প্রভাবে দিক্‌সকল তিমিরাবৃত এবং উদ্ভাসিত হইত; যে আলস্য

পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাকালে বারিবর্ষণ করিত; এক্ষণে সেই বলিরাজ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"ব্রহ্মা কহিলেন, 'দেবরাজ! বলিরাজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় না। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে মিথ্যা উত্তর প্রদান করা নিষিদ্ধ, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট বলির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বলিরাজ উষ্ট্র, বৃষভ, গর্দ্দভ বা অশ্ব হইয়া শুন্যগৃহে অবস্থান করিতেছে।

"ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আমি কোন স্থানে শূন্যগৃহে বলিরাজের সন্দর্শনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে তাহাকে বিনাশ করিব কি না, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।'

"ব্রহ্মা কহিলেন, "তুমি বলিকে বিনাশ করিও না। সে বধ্য নহে। তুমি তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ন্যায়ানুগত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।'

গর্দ্দভরূপী বলির সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার

"সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবরাজ দিব্যভূষণধারণপূর্ব্বক ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে দেখিলেন যে, বলিরাজ খর[১]বেশধারণপূর্ব্বক এক শূন্যগৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দানবরাজ! এক্ষণে এইরূপ তুষভক্ষক অধম খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দিব্যযানে আরোহণপূর্ব্বক আমাদিগকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক সমুদয় লোক প্রতাপিত করিয়া বিচরণ করিতে; তোমার ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অন্যান্য দানবগণ তোমায় আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা [বিনা কর্ষণে শস্যোৎপাদিকা] ছিল; কিন্তু আজ তুমি শত্রুর বশবর্ত্তী শ্রীভ্রষ্ট, বন্ধুবান্ধববিহীন, পরাক্রমপরিশূন্য ও দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ। অতএব বল দেখি, ইহাতে তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?

যখন তুমি সমুদ্রের পূর্ব্বকূলে অবস্থান করিয়া জ্ঞাতিগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিতে, যখন দ্বিচত্বারিংশৎ [বিয়াল্লিশ] সহস্র গন্ধর্ব্ব ও দিব্যমাল্যধারিণী সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা তোমার বিহারকালে নৃত্য করিত, যখন তোমার বিবিধ রত্নভূষিত সুবর্ণময় ছত্র ছিল, যখন নিখাত করিয়া সহস্র সহস্র গোদান এবং সাম্যাক্ষেপবিধি অনুসারে সমুদয় পৃথিবী দান করিয়াছিলে, বল দেখি, তখন তোমার চিত্তবৃত্তি কিরূপ ছিল আর এখনই বা কিরূপ হইতেছে? ওহে দানবরাজ! এখন তোমার সে ভৃঙ্গার, শ্বেতচ্ছত্র, চামরদ্বয়া ও ব্রহ্মদত্তমালা কোথায়?

"তখন বলিরাজ কহিলেন, 'পুরন্দর! এক্ষণে তুমি আমার ভৃঙ্গার, ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্তমালা অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছ না। আমার সেসমুদয় এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু যখন আমার সৌভাগ্য সমুদিত হইবে, তখন তুমি পুনরায় তৎসমুদয় দর্শন করিবে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া আমাকে এরূপ নিন্দা করা তোমার কীর্ত্তি বা কুলের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে না। জ্ঞানতৃপ্ত ক্ষমাশীল মনীষীরা

কখন দুঃখে অনুতাপ বা সম্পদে আহ্লাদ প্রকাশ করেন না। এক্ষণে তুমি সামান্য বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আমার নিন্দা করিতেছ, কিন্তু যখন স্বয়ং আমার মত হইবে, তখন আর এরূপ বলিতে পারিবে না।' ”

২২৪তম অধ্যায়
বলিকর্ত্তৃক অহঙ্কারত্যাগের প্রশংসা

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি এই কথা বলিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! তুমি জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ যানে আরোহণপূর্ব্বক সমুদয় লোকের উপর আধিপত্য প্রকাশ ও আমাদিগকে উপহাস করিয়া বিচরণ করিতে। পূর্ব্বে সমুদয় লোক তোমার বশীভূত ছিল বলিয়া তুমি মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণও তোমার হীনাবস্থা অবলোকন করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব বল দেখি, এইরূপ পরাভবনিবন্ধন তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?'

“তখন দানবরাজ কহিলেন, “পুরন্দর! কোন বস্তুই নিত্য নহে। কালসহকারে সকলেরই নাশ হইয়া থাকে। এইজন্য আমি কিছুতেই শোক প্রকাশ করি না। কালবশতঃ সকল কার্য্যের সংঘটন হইয়া থাকে। সুতরাং আমার এই খরত্বপ্রাপ্তি আমার অপরাধমূলক নহে। প্রাণীগণের দেহও বিনশ্বর। উহাদের প্রাণ ও দেহ স্বভাবতঃ একত্র সম্ভূত, একত্র পরিবর্দ্ধিত ও একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন আমি এইরূপ খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও বশীভূত হই নাই বলিয়া অবগত হইতেছি, তখন আর আমার অনুতাপের বিষয় কি? যাবতীয় স্রোত যেমন সমুদ্রে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সমুদয় প্রাণীই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে, তাহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। নির্বোধ মোহান্ধ ব্যক্তিরাই ইহা অবগত হইতে না পারিয়া কষ্টে নিপতিত ও অবসন্ন হয়।

‘মানবগণ জ্ঞানলাভদ্বারা সমুদয় পাপকে দূরীভূত করিতে পারে, পাপ বিগত হইলে সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই আর মোহজন্য কলুষতার বশীভূত হইতে হয় না। যাহারা সত্ত্বগুণ হইতে পরান্মুখ হইয়া রজঃ বা তমোগুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগকেই বারংবার জন্মপরিগ্রহ ও কামাদি-ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হইয়া বারংবার অনুতাপ করিতে হয়। আমি কখন অর্থ, অনর্থ, জীবন, মৃত্যু ও সুখদুঃখে দ্বেষ বা অনুতাপ প্রকাশ করি না। লোকে কালকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিকেই বিনষ্ট করে। আর যে অপরকে বিনষ্ট করে, সেও কালকর্ত্তৃক নিহত; সুতরাং যে ব্যক্তি “আমি অন্যকে বিনষ্ট করিতেছি” বলিয়া বিবেচনা করে এবং যে “আমি অন্যকর্ত্তৃক নিহত হইতেছি” মনে করিয়া বিষণ্ন হয়, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। অতএব যে ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ বা পরাজয় করিয়া ‘আমি ইহা করিলাম’ বলিয়া

অভিমান করিয়া থাকে, তাহার এই বিবেচনা করা উচিত যে, সে বস্তুতঃ তাহার কর্ত্তা নহে। তাহার কর্ত্তা স্বতন্ত্র।

কালকর্ত্তৃক সম্পত্তি বিপত্তির সংঘটনা

'ইহলোকে কোন ব্যক্তি কি কাহারও বিনাশ বা উৎপত্তির কারণ হইতে পারে? লোকে ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। আমি যখন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতকে সমুদয় প্রাণীর উৎপত্তির কারণ বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং যখন কাল কি কৃতবিদ্য, কি অল্পবিদ্য, কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি রূপবান, কি কুৎসিত, কি সৌভাগ্যশালী, কি সৌভাগ্যবিহীন—সকলকেই যখন সমভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, তখন আর আমার বেদনার বিষয় কি? কাল যে-যে বস্তুর দাহ, যাহার বিনাশ এবং যাহা লোকের লাভ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই-সেই পদার্থই দগ্ধ, সেই-সেই ব্যক্তিই বিনষ্ট এবং সেই-সেই দ্রব্যই লোকের লব্ধ হইয়া থাকে। আমি ঐ কালরূপী মহাসমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা উহার পরপর অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। ফলতঃ কাল। যেসমুদয় প্রাণীকে বিনষ্ট করিতেছে, ইহা যদি আমার বোধগম্য না হইত, তাহা হইলে আমি হর্ষ, দর্প বা ক্রোধে অভিভূত হইতাম।

'যাহা হউক আমি এক্ষণে গর্দ্দভশরীর ধারণ করিয়া নির্জ্জনগৃহে অবস্থান করিতেছি দেখিয়া তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি অভিলাষ করিলে এই মুহূর্ত্তেই অনায়াসে এরূপ নানাবিধ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারি যে, তৎসমুদয় দর্শন করিবামাত্র তোমাকে ভয়ে পলায়ন করিতে হয়। কাল সমুদয় পদার্থই প্রদান ও পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; অতএব তুমি আর বৃথা পৌরুষ প্রকাশ করিও না। পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইলে সমুদয় জগৎ ব্যথিত হইত। লোকের কখন হ্রাস কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই জগতের চিরপ্রচলিত প্রথা। সম্পত্তিলাভ হওয়া আর না হওয়া কখনও আপনার আয়ত্ত নহে। তুমি এইটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদয় পরিত্যাগ কর। বালকের ন্যায় তোমার চিত্তবৃত্তি অদ্যাপি অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অতএব স্থিরভাব অবলম্বন কর। তুমি ত' ইহা বিলক্ষণ অবগত আছ যে, দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ ইহারা সকলেই আমার বশীভূত ছিলেন এবং আমি যে দিকে থাকিতাম, তাঁহারা সে দিকে নমস্কার করিতেন; কিন্তু এক্ষণে আমি সেই পূর্ব্বতন উন্নতি ও অধুনাতম অবনতির বিষয় স্মরণ করিয়া অণুমাত্রও অনুতাপ করি না; অতঃপর নিরন্তর কেবল ঈশ্বরের অধীনে থাকিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন সদ্বংশসম্ভূত প্রবলপ্রতাপ নরপতিকে অমাত্যগণের সহিত দুঃখে নিপতিত এবং দুষ্কুলপ্রসূত মূঢ় ব্যক্তিকেও অমাত্যগণের সহিত সুখে অবস্থিত দেখা যাইতেছে, যখন সুলক্ষণা পরমরূপবতী রমণী দুর্দ্দশাপন্না ও অলক্ষণা কুরূপা কামিনীও সৌভাগ্যশালিনী হইতেছে, তখন ভবিতব্যই সকল কার্য্যের বলবান্ হেতু।

‘আমার অপরাধে তোমার ইন্দ্রত্বলাভ বা তোমার প্রতাপে আমার এরূপ দুরবস্থাপ্রাপ্তি হয় নাই। সম্পত্তি ও বিপত্তির সংঘটন কালবশতঃই হইয়া থাকে । আজ আমি তোমাকে আমার সমক্ষে মহা আহ্লাদে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে দেখিতেছি, যদি কাল আমাকে এরূপ আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে তুমি বজ্রধারী হইলেও আমি এই দণ্ডে তোমাকে মুষ্টিপ্রহারেই নিপাতিত করিতাম। কিন্তু কি করি, এক্ষণে বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে; এখন শান্তির সময়ই সমুপস্থিত হইয়াছে। কাল সকলকেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত আবার সকলকেই নিপাতিত করিয়া থাকে। আমি সমুদয় দানবের অধিপতি, মহাবলপরাক্রান্ত ও মহাগর্ব্বিত ছিলাম। অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন সকলকেই আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। আমি একাকী দ্বাদশ আদিত্যের তেজোরাশি ধারণ করিয়াছিলাম। আমি সলিলবহনপূর্ব্বক উহা বর্ষণ এবং ত্রিলোকে তাপপ্রদানপূর্ব্বক উহার উদ্ভাসন [উত্তাপ আনয়ন] করিতাম। আমি মনে করিলেই লোকদিগকে রক্ষা ও সংহার, দান ও গ্রহণ এবং বন্ধন ও মোচন করিতে পারিতাম। ফলতঃ, ত্রৈলোকে আমার একাধিপত্য ছিল; কিন্তু কালবশতঃ এক্ষণে আমার আর সেরূপ প্রভুত্ব নাই।

কালরূপী মহাপুরুষের পরিচয়

‘তুমি, আমি বা অন্য কোন ব্যক্তি পালন বা সংহারের কর্ত্তা নহে। কালই পর্য্যায়ক্রমে লেকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ ঐ কালরূপী ঈশ্বরের শরীর; ঐ শরীর দিবারাত্রিদ্বারা সমাবৃত, গ্রীষ্মাদি ঋতুসমুদয় উহার ইন্দ্রিয় এবং বৎসর উহার মুখ। কোন কোন মহাত্মা স্বীয় ধীশক্তিপ্রভাবে এই দৃশ্যপদার্থসমুদয়কেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদে অন্নময়াদি পঞ্চকোষকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় অগম্য ও দুরবগাহ। তিনি জড় ও চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়াও প্রাণীগণের লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা উঁহাকে নিত্য বলিয়া অবগত আছেন। তিনি অবিদ্যাপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ জীবের জড়ত্ব, সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ ঐ জড়ত্ব জীবের স্বরূপ নহে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না। অতএব তুমি সেই জীবের একমাত্র গতি কালরূপী পরমব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহে। তাঁহাকে কেহ অগ্নি, কেহ কেহ প্রজাপতি, কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিবস, কেহ কেহ ক্ষণ, কেহ কেহ পূর্বাহ্ণ, কেহ কেহ মধ্যাহ্ন, কেহ কেহ অপরাহ্ণ এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোকে সেই একমাত্র ব্রহ্মকে নানারূপে নির্দ্দেশ করে, কিন্তু তিনি কালস্বরূপ। তাঁহার অধীনে সমুদয়ই অবস্থান করিতেছে। সেই কালের প্রভাবে তোমার সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন কত শত ইন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছে। উঁহার প্রভাবে তোমাকেও

অতীত হইতে হইবে! কালই সমুদয় পদার্থের সংহার করিতেছে; অতএব তুমি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থির হও। কি তুমি, কি আমি, কি পূর্ব্বর্ত্তন লোকসমুদয়, কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি যে রাজশ্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী কখনই এক স্থানে অবস্থান করেন না। উনি তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমাকে আশ্রয় করিলেন। আবার অচিরাৎ তোমাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্বিত হইয়া আর আমার নিন্দা করিও না। অতঃপর শান্তভাব অবলম্বন কর।”

২২৫তম অধ্যায়
ইন্দ্রের প্রতি বলিদেহনির্গতা লক্ষ্মীর উপদেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি এই কথা কহিবামাত্র রাজলক্ষ্মী স্বীয় উজ্জ্বল রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক বিস্ময়োফুল্ললোচনে বলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দানবরাজ! এই যে চূড়া-কেয়ূরধারিণী নারী তোমার দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বীয়, তেজঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইতেছেন, ইনি কে?' বলি কহিলেন, 'দেবরাজ! ইনি দেবী; আসুরী বা মানুষী নহেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, ইহাকে জিজ্ঞাসা কর।'

"তখন ভগবান পাকশাসন লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আর্য্যে! আপনি কে? আর কি নিমিত্তই বা দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় করিতেছেন? আমি ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহার বিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।'

"লক্ষ্মী কহিলেন, 'সুররাজ! পূর্ব্বতন মহারাজ বিরোচন এবং এই বিরোচনপুত্র বলি আমাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পণ্ডিতেরা আমাকে দুঃসহা, বিধিৎসা [বিধাত্রী], ভূতি [ঐশ্বর্য্য], লক্ষ্মী ও শ্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ও অন্যান্য দেবগণ তোমরা কেহই আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে।'

"তখন ইন্দ্র কহিলেন, "আর্য্যে! আপনি বহুকাল দৈত্যেশ্বরের শরীরে বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে উঁহার কি দোষ এবং আমার কি গুণ দর্শন করিয়া উঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, তাহা যথার্থ স্বরূপে কীর্ত্তন করুন।

"'লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! ধাতা বা বিধাতা আমাকে এক স্থান হইতে অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারেন না; আমি কালপ্রভাবেই এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া থাকি; অতএব তুমি বলিকে অবজ্ঞা করিও না।'

"ইন্দ্র কহিলেন, 'আর্য্যে! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন এবং কি নিমিত্তই বা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

লক্ষ্মীমুখে তদীয় অধিষ্ঠানস্থান নির্ণয়

"লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! যেখানে সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম ও ধর্ম্ম, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে দৈত্যেশ্বর এই সমুদয়ে বিমুখ হইয়াছেন। ইনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঈর্য্যাপ্রদর্শন ও স্বয়ং উচ্ছিষ্ট হস্তে ধৃত স্পর্শ করিয়াছেন। উনি কালকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া "আমিই নিরন্তর লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকি", এই বাক্য মনুষ্যসমাজে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এই সমস্ত কারণবশতঃ উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি প্রমত্তচিত্তে তপস্যা ও বিক্রমপ্রভাবে আমাকে রক্ষা করিও।'

“ইন্দ্র কহিলেন ‘কমলালয়ে! দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, একাকী চিরকাল আপনাকে রক্ষা করিতে পারে।”

“লক্ষ্মী কহিলেন, ‘দেবরাজ! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস কেহই একাকী চিরকাল আমাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।’

‘ইন্দ্র কহিলেন, ‘দেবি! তবে আমি কি কার্য্য করিলে আপনি চিরকাল আমার নিকট বাস করিতে পারিবেন, তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত করুন।’

“লক্ষ্মী কহিলেন, ‘দেবেন্দ্র! তুমি যে উপায় অবলম্বন করিলে আমি তোমার নিকট নিত্য বাস করিব, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদদৃষ্ট বিধি-অনুসারে আমাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি স্থানে রাখ, তাহা হইলেই আমি চিরকাল তোমার নিকট অবস্থান করিব। ’

‘ইন্দ্র কহিলেন, “দেবি! আমি স্বীয় শক্তি অনুসারে আপনাকে রক্ষা করিব এবং আপনি আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না আমার বোধ হইতেছে, এই ভূতভাবিনী ধরিত্রী আপনার প্রথমাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, ‘দেবরাজ! এই আমি আমার প্রথমাংশ পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিলাম। এক্ষণে বল, দ্বিতীয় অংশ কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত করিব?’

“ইন্দ্র কহিলেন, ‘দেবি! মনুষ্যের উপকারপরায়ণ সলিল আপনার দ্বিতীয়াংশ ধারণে সমর্থ হইতে পারিবে।’ লক্ষ্মী কহিলেন, ‘এই আমার দ্বিতীয়াংশ সলিলে নিহিত হইল। এক্ষণে বল, তৃতীয়াংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপিত করিব?’

“ইন্দ্র কহিলেন, “দেবি! বেদ, যজ্ঞ ও দেবগণ হুতাশনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন; অতএব অনল আপনার তৃতীয়াংশ ধারণ করিবেন।’

“লক্ষ্মী কহিলেন, ‘এই আমি আমার তৃতীয়াংশ অনলে সংস্থাপন করিলাম। এক্ষণে চতুর্থাংশ কোন্ স্থানে অবস্থাপিত করিব?’

“ইন্দ্র কহিলেন, ‘ইহলোকে যেসমস্ত ব্রাহ্মণ ও হিতকারী, সত্যবাদী সাধুব্যক্তি বাস করিতেছেন, তাঁহারাই আপনার চতুর্থাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।’ লক্ষ্মী কহিলেন, ‘দেবরাজ! এই আমার চতুর্থাংশ সাধুপুরুষে সন্নিবেশিত হইল। আমি এইরূপ অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া প্রাণীগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমাকে সাবধানে রক্ষা কর।’

“ইন্দ্র কহিলেন, ‘দেবি! আমি আপনাকে এইরূপে ভূতগণমধ্যে সংস্থাপিত করিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি আঘাত করিবে, আমি অবশ্যই তাহাকে প্রতিফল প্রদান করিব।’

“এইরূপে লক্ষ্মী বলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট গমন করিলে, দৈত্যরাজ সুররাজকে কহিলেন, ‘পুরন্দর! দিবাকর কালসহকারে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন ও অদর্শননিবন্ধন কেহ কেহ সুখী ও কেহ কেহ দুঃখী হয়। যেমন লোকে দিবাকরের দর্শন ও অদর্শননিবন্ধন কখন দুঃখী ও কখন সুখী হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া অসুখী হইয়াছি; আবার সময়ক্রমে তোমাকে পরাজয় করিয়া সুখী হইব। যে সময় সূর্য্য অনবরত গগনের

মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া ত্রিলোক তাপিত করিবেন, যখন এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হইবে, তৎকালে আমার নিকট তোমাকে পরাজিত হইতে হইবে।'

"দানবরাজ এই কথা কহিলে ইন্দ্র আপনার ভাবী পরাভব শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "দৈত্যনাথ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলাম না। তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে যথা ইচ্ছা হয় প্রস্থান কর। সূর্য্য কদাপি গগনের মধ্যস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিয়া জগতের উচ্ছেদ করিবেন না। লোকপিতামহ স্বয়ম্ভূ পূর্ব্বে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। উনি ন্যায়ানুসারে নিরন্তর লোকসমুদয়কে তাপপ্রদানপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছেন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয়মাস উহার উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয়মাস উঁহার দক্ষিণায়ণ হইয়া থাকে। দিবাকরের ঐ অয়নদ্বয়প্রভাবেই সমুদয় লোকের শীত, গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে।

"হে ধর্ম্মরাজ! দৈত্যেন্দ্র বলি ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। সুররাজ পুরন্দরও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

২২৬তম অধ্যায়
দৈবনির্ভরশীলের শান্তি-ইন্দ্র-নমুচিসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে অহঙ্কারত্যাগের উপলক্ষে ইন্দ্র-নমুচিসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যৎকালে ভূতগণের উৎপত্তিপ্রলয়জ্ঞ [সৃষ্টিসংহারবিষয়ে অভিজ্ঞ] নমুচিরাজ শ্রীবিহীন হইয়াও অক্ষোভ্য সাগরের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কাল হরণ করিতেছিলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দৈত্যরাজ! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট, শত্রুর বশীভূত ও পাশবদ্ধ হইয়াও কিরূপে শোকশূন্যচিত্তে অবস্থান করিতেছ?'

"তখন নমুচি কহিলেন, 'দেবরাজ! অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে কেবল শরীরকে সন্তাপিত ও শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করা হয়। কেহই অন্যের শোকে শোকযুক্ত হইয়া তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি। জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সকলই নশ্বর। সন্তাপনিবন্ধন রূপ, শ্রী, আয়ুঃ ও ধর্ম্ম, সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে হৃদ্গত কল্যাণময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাহার সমুদয় কামনাসিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নিয়ন্তা নাই। তিনি গর্ভস্থ বালককেও কার্য্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। নিম্নপ্রদেশপ্রবণ [নিম্নদিকে গতিশীল] সলিলের ন্যায় আমি তাঁহারই নিয়মের বশবর্তী হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই অবগত আছি; তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে শ্রেয়স্কর মোক্ষলাভের উপায় আশ্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। পরমাত্মার নিয়োগানুসারে আমাকে কখন ধর্ম্মের ও কখন অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে।

যাহার যাহা প্রাপ্তব্য, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেহ কখন ভবিতব্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিধাতা প্রাণীগণকে বারংবার যে যে গর্ভবাসে নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে সেই সেই গর্ভেই বাস করিতে হয়। কোন প্রাণীই স্বীয় ইচ্ছানুসারে গর্ভ আশ্রয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। প্রাণীগণ কালপ্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিকে সুখদুঃখ প্রদান করিতে পারে না। অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূখতার কার্য্য। কি তপস্বী, কি দেবতা, কি মহাশূর, কি ত্রিবেদজ্ঞ [ঋক্, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয়ে অভিজ্ঞ] ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী আপদ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সদসদ্বিচারজ্ঞ [ভাল-মন্দ বিচারে অভিজ্ঞ] মহাত্মারা সেই আপদ্ দর্শনে কখনই ভীত হয়েন না। হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি পণ্ডিতদিগকে কখনই ক্রুদ্ধ, বিষয়াসক্ত, অবসন্ন ও হৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা দুর্নিবার দুঃখের সময়েও শোকপ্রকাশ করেন না; মহতী অর্থসিদ্ধিও তাঁহাদিগকে হৃষ্ট করিতে পারে না। যিনি ঘোরতর ব্যসনেও মুগ্ধ হয়েন না এবং যিনি অবিচলিতচিত্তে সুখজনক, দুঃখজনক ও সুখদুঃখমিশ্রিত অবস্থা ভোগ করেন, তাঁহাকেই ধুরন্ধর [জীবনভারবহনে সমর্থ] বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় । মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধার্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন করিয়া ধর্ম্মবিপ্লবনিবন্ধন ভীত না হয়, তাহাকে সভ্য ও তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব সবিশেষ আলোচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা মোহকালেও মুগ্ধ হয়েন না। মহর্ষি গৌতম গার্হস্থ্যাশ্রমশনিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও বিমোহিত হয়েন নাই। যখন মনুষ্য মন্ত্রবল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থসম্পত্তি প্রভাবেও অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন কোন দ্রব্য লাভ হইল না বলিয়া পরিতাপ করা নিতান্ত নিষ্ফল। বিধাতা পূর্ব্বে আমার যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি সেই সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছি; সুতরাং মৃত্যু হইলে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। মনুষ্য লব্ধব্য বস্তুই লাভ করে, প্রাপ্তব্য সুখদুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিমুগ্ধ না হয়েন, তিনি দুঃখের সময়েও নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতে পারেন এবং তাঁহাকেই সমুদয় ধনের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।”

২২৭তম অধ্যায়
ধৈর্য্যধারণের সাফল্য—বলি-বাসবসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি আমাদিগের সমুদয় বিষয়ের উপদেষ্টা; অতএব নরপতি বন্ধুবিয়োগ বা রাজ্যনাশ জন্য ঘোরতর বিপদে নিমগ্ন হইলে তাঁহার কিরূপ বৃত্তি

অবলম্বন করা উচিত, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! স্ত্রীপুত্রবিয়োগ বা ধননাশনিবন্ধন ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইলে লোকের ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ, ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে শরীর বিশীর্ণ হয় না। শোকবিহীন ব্যক্তির সততই সুখ ও আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে। আরোগ্যলাভ হইলেই শরীরের ক্লান্তিপুষ্টি [শ্রীবৃদ্ধি] হয়। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারই ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সকার্য্যে উৎসাহ হইয়া থাকে। এই স্থলে বলি-বাসবসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাসটি পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বকালে দেবদানবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য দেবদানবের প্রাণসংহার হয়। পরিশেষে সেই তীব্রতর সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দৈত্যরাজ বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান বিষ্ণু বামনরূপী হইয়া বলিকে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলে দেবতারা মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; চারিবর্ণের নিয়ম সংস্থাপিত হইল। ত্রিলোক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল এবং ভগবান্ স্বয়ং যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, বসু, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগেন্দ্র [সর্পরাজ বাসুকি], সিদ্ধ ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবতনামক চতুর্দ্দন্ত বারণে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে এক গিরিগহ্বরে দানবরাজ বলিকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। দানবরাজ দেবরাজকে দেবগণের সহিত ঐরাবতপৃষ্ঠে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা অনুতপ্ত হইলেন না। দেবরাজ তাঁহাকে অবিকৃত [বিকারহীন] ও নির্ভীক নিরীক্ষণ করিয়া ঐরাবতপৃষ্ঠ হইতে কহিলেন, ‘দানবেশ্বর! তোমাকে যে কিছুমাত্র ব্যথিত দেখিতেছি না, ইহার তাৎপর্য্য কি? তুমি কি শৌর্য্য, বৃদ্ধসেবা বা তপানুষ্ঠান বা ধৈর্য্যপ্রভাবে ঐরূপ শান্তি লাভ করিয়াছ? সহসা নির্ব্বিকার হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। তুমি ইতিপূর্ব্বে পিতৃপিতামহোপভুক্ত [পিতাপিতামহের অধিকৃত—পৈতৃক] সিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক স্বজাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট বিষয়ভোগ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তোমাকে সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীকে অপহরণ করিয়াছে। তুমি বরুণের পাশে বদ্ধ ও আমার বজ্রাস্ত্রে আহত হইয়া আমাদিগের অধীন হইয়াছ। আর এখন তোমার সেই শ্রী ও সেই রূপ বিভব নাই; তথাপি যে শোক হইতেছে না, ইহার কারণ কি? এরূপ অবস্থায় অবিকৃতচিত্তে অবস্থান করা নিতান্ত সুকঠিন। তোমার কি চমৎকার ধৈর্য্য! ত্রিলোকের আধিপত্যবিনাশ হইলে তোমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়?’

অহঙ্কারপরিহারার্থ ইন্দ্রের প্রতি বলির উপদেশ

“দেবরাজ গর্ব্বিতভাবে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে দৈত্যাধিপতি বলি অসম্ভ্রান্তচিত্তে [অকুণ্ঠিত হৃদয়ে] তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘দেবরাজ! তুমি আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিলে; কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছি; অতএব এ সময়

আমাকে তিরস্কার করাতে তোমার কিছুমাত্র গৌরব প্রকাশ করা হইতেছে না। আজ আমি তোমাকে বজ্র উত্তোলনপূর্ব্বক আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি পূর্ব্বে নিতান্ত অশক্ত ছিলে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই এক্ষণে আমার প্রতি এরূপ ক্রূরবাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। শত্রু বশীভূত হইলে যে ব্যক্তি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে, সেই পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, কে জয়লাভ করিবে, তাহার নিশ্চয় থাকে না। যুদ্ধে এক ব্যক্তির পরাজয় ও এক ব্যক্তির জয়লাভ হয়। অতএব তুমি বিক্রমপ্রভাবে সর্ব্বভূতের অধিপতিকে পরাজিত করিয়াছ মনে করিয়া গর্ব্বিত হইও না। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে আমাদের ইদানীন্তন উন্নতি ও অবনতির কারণ নহি। পূর্ব্বে আমার যেরূপ আধিপত্য ছিল, এক্ষণে তুমি তাহা লাভ করিয়াছ; কিন্তু কালক্রমে তোমাকেও আমার মত দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি আমাকে পরাজয়পূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বোধ করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা করিও না। লোকে পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে; তুমিও পর্য্যায়ক্রমে ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছ, বস্তুতঃ তুমি কার্য্যদ্বারা ত্রিলোক পরাজিত কর নাই।

'আমরা উভয়েই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছি; এই নিমিত্ত আমি তোমার ন্যায় আধিপত্য লাভ করিতে পারিতেছি না এবং তুমিও আমার ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছ না। কাল মনুষ্যকে দুঃখিত করিতে ইচ্ছা করিলে মনুষ্য কখনই পিতামাতার শুশ্রূষা বা দেবপূজাপ্রভাবে সুখী হইতে পারে না। কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি দান, কি বন্ধুবান্ধব, কেহই কালনিপীড়িত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যেরা কালসহকারে সমুদ্ভূত বুদ্ধিবল ব্যতীত শত শত উপায়দ্বারাও আগামী অনর্থের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমাগত দুঃখদ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাতা কেহই নাই; অতএব যখন সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইতেছে, তখন তুমি যে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যদি, লোকে কার্য্যের কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার উৎপাদক থাকিত না; অতএব যখন লোক অন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহাকে কিরূপে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? আমি কালক্রমে তোমাকে জয় করিয়াছিলাম এবং তুমিও কালক্রমে আমাকে জয় করিয়াছ। লোকে কালের বশীভূত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদনার্থ ধাবমান হয়। সমুদয় লোকই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। একবার অবশ্যই যে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইবে, তাহা তুমি প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছ বোধ করিয়া কেহ কেহ তোমাকে প্রশংসা করে বটে, কিন্তু আমার হাতে কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। লোকপ্রবৃত্তিজ্ঞ [লোকরুচিতে অভিজ্ঞ] মাদৃশ ব্যক্তিরা দুঃখের অবস্থায় আপনাদিগকে কালপীড়িত বুঝিতে পারিয়া কি কখনও শোক ও মোহের বশীভূত হয়? আমার বা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি কি কখন কালক্রমাগত ব্যসনসময়ে ভগ্ন অর্ণবপোতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকে? কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ভাবী সুরপতিগণ, সকলকেই পূর্ব্বতন ইন্দ্রদিগের গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে।

'তোমাকে এক্ষণে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন ও দুর্দ্ধর্ষ দেখিতেছি, কিন্তু উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে তুমিও আমার তুল্য অবস্থায় অবস্থান করিবে। কালবশতঃ বহু সহস্র ইন্দ্রের পতন হইয়া গিয়াছে; অতএব কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া সর্ব্বভূতভাবন সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় আপনাকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। কাহারই ঐশ্বর্য্য অচল ও চিরস্থায়ী নহে। তুমি কেবল স্বীয় মূঢ়ত্বনিবন্ধনই স্বীয় ঐশ্বর্য্য অনন্ত বোধ করিতেছ। লোকে কালকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াই অবিশ্বস্তবিষয়ে বিশ্বাস ও অনিশ্চয় বিষয়কে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। তুমি মোহবশতঃই রাজলক্ষ্মীকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু কি তুমি, কি আমি, কি অন্য কোন ব্যক্তি, কেহই ইহাকে চিরকাল আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে না। পূর্ব্বে ইনি ক্রমে ক্রমে অসংখ্য ব্যক্তিকে আশ্রয় ও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন বটে; কিন্তু কিয়ৎকাল পড়ে গাভী যেমন এক স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ নিশ্চয়ই তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবেন।

'তোমার পূর্ব্বে অসংখ্য ব্যক্তি ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং তোমার পরেও অনেকে ইন্দ্রত্বলাভ করিবেন। পূর্ব্বে যাঁহারা এই বৃক্ষৌষধি[বৃক্ষ ও পুষ্টিকর ওষধিলতা]পূর্ণ, নানারত্নসম্পন্ন, সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছেন। পৃথু, ঐল, ময়, ভীম, নরক, শম্বর, অশ্বগ্রীব, পুলোমা, রাহু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, হ্রীনিষেব, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান্, বৃষ, সতোক্স , ঋষভ, বাহু, কপিলাশ্ব, বিরূপক, বাণ, কার্ত্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বদংষ্ট্র, নর্ঋতি, সঙ্কোচ, বরীতাক্ষ, বরাহ, অশ্ব, রুচিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ, বৃষাণ্ড, বিক্ষর, মধু, হিরণ্যকশিপু ও কৈটভ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য দৈত্যদানবগণ ও বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ রাজ্যাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কালক্রমে পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে দেবরাজ! তুমিই যে একাকী একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এরূপ নহে। ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রগণ সকলেই শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞে দীক্ষিত, বিমানচারী, সম্মুখসংগ্রামে অনুরক্ত, অস্ত্রবলসম্পন্ন, মায়াধারী ও কালরূপী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বাহু পরিঘের ন্যায় আয়ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাঙ্মুখ হইতে শ্রবণ করা যায় নাই। তাঁহারাও দাক্ষায়ণীগর্ভসম্ভূত[দাক্ষায়ণী দিতি ও দনুগর্ভজাত], মহাবলপরাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, মহাপ্রতাপশালী, সত্যব্রত ও দেবব্রতপরায়ণ, সমুদয় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন এবং সকলেই উপযুক্ত পাত্রে ধনদান করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কখন ধনদর্প বা মৎসরতা লক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, কালের নিকট কেহই অব্যাহতিলাভে সমর্থ নহে। তাঁহাদিগকে কালকর্ত্তৃক কবলিত হইতে হইয়াছে।

'হে দেবরাজ! এই ধরিত্রীর উপভোগ সমাপ্ত হইলে যখন তোমাকে ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তুমিও স্বীয় শোকাবেগ সংবরণে সমর্থ হইবে না। অতএব ভোগাভিলাষ ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব পরিত্যাগ কর। আমার মত রাজ্যনাশ হইলে তোমাকেও শোক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অতএব তুমি শোকের সময় শোক ও আহ্লাদে অভিভূত হইও

না। অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই উচিত। আমি আলস্যপরিত্যাগপূর্ব্বক সতত স্বকার্য্যে নিরত থাকিতাম; অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন অচিরাৎ তোমাকেও আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই; অতএব ক্ষান্ত হও। তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া আমার ত্রাসোৎপাদন করিতে চেষ্টা পাইতেছ এবং আমি নিপীড়িত হইয়াছি বলিয়াই আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছ। আমি পূর্ব্বে কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমার নিকট মহা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ; কিন্তু ইহা স্থির করিয়া রাখ যে, সেই কাল তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে।

'পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে, কে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইত? এখন তোমার সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছ। এখন তুমি স্বর্গে ইন্দ্রত্ব করিতেছ; কিন্তু তোমারও সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইবে। তখন আমি যেমন দানবেন্দ্রপদবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অসুখী হইয়াছি, তোমাকেও এইরূপ হইতে হইবে। তুমি কোন সকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই বিচিত্র জীবলোকের ইন্দ্রত্বলাভ কর নাই, আর আমিও কোন অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ইহা হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। কালই আমাদের উন্নতি ও অবনতির কারণ। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কি ঐশ্বর্য্য, কি অনৈশ্বর্য্য, কি সুখ, কি দুঃখ, কি জন্ম, কি মৃত্যু, কিছুতেই সমধিক প্রীত বা ব্যথিত হয়েন না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিলক্ষণ অবগত আছি; তবে তুমি নির্লজ্জ হইয়া কি নিমিত্ত আমাকে ভৎসনা করিতেছ? ইতিপূর্ব্বেই তুমি আমার পরাক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার সমরাঙ্গনে বিক্রমপ্রকাশই তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রহিয়াছে। আমি পূর্বে আদিত্য, রুদ্র, সাধ্য, বসু ও মরুদ্‌গণকে পরাজয় করিয়াছিলাম। দেবাসুরযুদ্ধসময়ে দেবগণ যে আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। আমি বারংবার তোমার মস্তকে হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ বহুকাননসমন্বিত পর্ব্বতসমুদয় চূর্ণ করিয়াছি। কিন্তু এখন কি করি, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যদি কাল আমাকে আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে আমি এক মুষ্টিপ্রহারে তোমাকে তোমার বর্জ্যের সহিত নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতাম। যাহা হউক, এখন আমার বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে, ক্ষমা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এই নিমিত্তই তোমার তিরস্কারবাক্যসকল সহ্য করিলাম।

'আমি কালাগ্নিপরিবেষ্টিত ও কালপাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমাকে ভৎসনা করিতেছ। দুরক্রিমণীয় কালরূপী ভীষণ পুরুষ পশুর ন্যায় আমাকে বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। লাভালাভ, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও বন্ধমোক্ষ সমুদয়ই কালক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি বা আমি আমরা কেহই কোন বিষয়ের কর্ত্তা নহি। কালই সমুদয় বিষয়ের কর্ত্তা। সেই কাল আমাকে বৃক্ষস্থিত ফলের পরিপক্কাবস্থায় সমানীত করিয়াছে। পুরুষ এক সময় যেসকল কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুখী হইয়া থাকে, কালক্রমে সেইসমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারাই তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয়; অতএব যে ব্যক্তি কালের মহিমা অবগত থাকে, কাল তাহাকে আক্রমণ করিলে তাহার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ শোক

করিলে কখন দুঃখের শান্তি হয় না, প্রত্যুত সামর্থ্যেরই হ্রাস হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই আমি শোকে বিরত হইয়াছি।

ইন্দ্রকর্ত্তৃক ধৈর্য্যশীল বলির প্রশংসা

"দৈত্যেশ্বর বলি এই কথা কহিলে, ভগবান্ পাকশাসন ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'দানবরাজ! বরুণের পাশ ও আমার সবজ্র বাহু সমুদ্যত দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক, জিঘাংসাপরতন্ত্র মৃত্যুকেও ব্যথিত হইতে হয়। কিন্তু তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতাপ্রভাবে এক্ষণে কিছুমাত্র ব্যথিত হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ধৈর্য্যই তোমার ব্যথা না হইবার কারণ। কোন্ ব্যক্তি এই জগৎকে বিনশ্বর বুঝিতে পারিয়া অর্থ ও শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে? আমিও তোমার ন্যায় সমুদয় লোককে অনিত্য ও গূঢ় কালানলে নিক্ষিপ্ত বলিয়া তাবগত আছি। ইহলোকে কি প্রধান, কি অপ্রধান সকলকেই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। কেহই কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। কেহই কালের ঈশ্বর নহে। কাল অপ্রমত্তভাবে প্রতিনিয়ত প্রাণীগণকে শাসন করিতেছে। কাল সাবধান হইয়া প্রমত্ত ব্যক্তির নিকট জাগরিত রহিয়াছে। কাল সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি সকলের প্রতি সমভাবে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে; কি পুরাতন, কি অধুনাতন কোন ব্যক্তিই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। বণিকেরা যেমন আপনাদিগের লভ্য বস্তুসমুদয় একত্র করে, তদ্রূপ কাল কাষ্ঠা, কলা, ক্ষণ, প্রহর, দিবারাত্রি ও মাস প্রভৃতি আপনার সূক্ষ্ম অংশসমুদয় একত্রিত করিয়া স্থূল করিতেছে। কালের কখন কোন ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেকে "আজ আমি এই কার্য্য করিব ও কল্য এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব" বলিয়া স্থির করিয়া কালপ্রভাবে আপনাদের অভীষ্ট কার্য্যসাধন করিবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কালসমাক্রান্ত প্রাণীগণের মুখে "ইতিপূর্বেই আমি ইহাকে দর্শন করিয়াছি, আহা! কিরূপে ইহার মৃত্যু হইল," এইরূপ সর্ব্বদা শ্রুত হইয়া থাকে। প্রাণীগণের অর্থ, ভোগ, স্থান, ঐশ্বর্য্য ও প্রাণ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কাল সমুদয়ই হরণ করিয়া থাকে। উচ্চবস্তুর নিপাত ও বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংস অবশ্যই হইবে। ফলতঃ সমুদয় পদার্থই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় করা অতিশয় দুষ্কর।

'যাহা হউক, সমুদয় জগৎকে কালের বশীভূত ও অনিত্য বলিয়া স্থির করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তোমার বুদ্ধি তত্ত্বদর্শনপরায়ণ ও অচল; এই নিমিত্তই তোমাকে ব্যথিত হইতে হয় না। তুমি পূর্ব্বে যে ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলে, এক্ষণে তাহা একবার মনেও করিতেছ না। কাল কি জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ, সকলকেই আক্রমণ করিয়া সংহার করে। মনুষ্যগণ কালকর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইয়াও ইহার প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া ঈর্ষা, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা ও মোহে আসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি স্বীয় তপানুষ্ঠান, তত্ত্বজ্ঞান ও বিদ্যাপ্রভাবে করস্থ আমলকের ন্যায় [*হস্তমধ্যে সমস্ত বস্তুদর্শন—হাতের মধ্যে ক্ষুদ্র আমলকীর ন্যায় সমস্ত জগৎ যে জ্ঞানবলে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার নাম করামলক বিদ্যা।*] কালকে উত্তমরূপে দর্শন করিতেছ। তোমাকেই কালনিয়মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, কৃতাত্মা ও পণ্ডিতগণের পূজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, তুমি বুদ্ধিপ্রভাবে

সমুদয় লোক পরিজ্ঞাত হইয়া ও সর্ব্বত্র বিহার করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছ। বিষয়ানুরাগ ও মোহ কখনই তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তোমার আত্মা প্রীতি ও সন্তাপশূন্য। আমি তোমাকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ, বৈরভাবশূন্য ও শান্তচিত্ত দেখিয়া তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ভবাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে বন্ধনদশায় বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। এক্ষণে তোমার উপর আমার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। আমি আর তোমার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিব না। তোমার মঙ্গল হউক। কালক্রমে প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলে তুমি এই সমুদয় বারুণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যখন পুত্রবধূ শক্রকে এবং পুত্র মোহবশতঃ পিতাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, শূদ্রগণ নির্ভয়ে ব্রাহ্মণগণদ্বারা পাদধাবন ও ব্রাহ্মণীতে গমন করিবে, পুরুষেরা অযোনিতে বীর্য্যক্ষেপ করিবে, কাংস্যপাত্রদ্বারা সম্মার্জ্জনী সংমার্জ্জিত [ঝাঁটা দিয়া সাফ করা] ধূলি নিক্ষিপ্ত ও অপবিত্র পাত্রদ্বারা পূজোপকরণ সমানীত হইবে এবং যখন চারি বর্ণ নিয়মবিহীন হইয়া উঠিবে, সেই সময় তুমি এক-একটি করিয়া সমুদয় পাশ হইতে বিমুক্ত হইবে। অতঃপর আমা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি সুস্থচিত্ত ও নিরাময় হইয়া সুখে সময় প্রতীক্ষা কর।'

"ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ দৈত্যের বলিকে ইহা কহিয়া অন্যান্য অসুরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিয়া বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবগণ দেবরাজের নিকট অমৃত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাতেজাঃ পুরন্দর এইরূপে অসুরবিনাশপূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া পরম আহ্লাদে সুরপুরে গমন করিলেন।"

২২৮তম অধ্যায়

লক্ষ্মীলাভের লক্ষণ—লক্ষ্মী-বাসবসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকের ভাবী সম্পদ ও বিপদের পূর্ব্বলক্ষণ কি, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! চিত্তই মনুষ্যদিগের ভাবী সম্পদ ও বিপদের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই স্থলে লক্ষ্মী-বাসবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তিত আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর, নিষ্পাপ, মহাতপস্বী নারদ স্বীয় অসাধারণ তপস্যার ফলে ব্রহ্মলোকনিবাসী ঋষিগণের তুল্যতা লাভ করিয়া সমুদয় লোক সন্দর্শনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ত্রিলোকমধ্যে বিচরণ করিতেন। একদা তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবগাহনবাসনায় ধ্রুবলোকে গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় পাকশাসন, শম্বরনিহন্তা, ব্রজপাণি পুরন্দরও তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্র স্নান আহ্নিক সমাধানপূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম কাঞ্চনময় বালুকাপরিপূর্ণ তীরভূমিতে উপবেশন করিয়া দেবর্ষিগণকথিত পূর্ব্ববৃত্তান্তসমুদয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান মরীচিমালীর পূর্ণমণ্ডল সমুদিত হইল। তখন তাঁহারা ভক্তিভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিবাকরের অভিমুখে অপর

ভাস্করের ন্যায় আর একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুররাজ পুরুন্দর ও দেবর্ষি নারদ অনিমেষলোচনে উহা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীচর্য্যায় লক্ষ্মীলাভ—ইন্দ্রক্ষ্মীসংবাদ

"অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহারা নক্ষত্রসমপ্রভ [নক্ষত্রমালার ন্যায় কান্তিযুক্ত] অলঙ্কারে সমলতা মুক্তামালাধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে মনোহরবেশা অপ্সরাদিগের অগ্রে অগ্রে হুতাশনশিখার ন্যায় আগমন করিতে দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কমলবাসিনী কমলা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকেশ্বর ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী সমাগত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র নারদের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, চারুহাসিনি! আপনি কে? কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে এখানে উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ স্থানেই বা আপনাকে গমন করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

"লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! এই বিশ্বসংসারমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই আমাকে লাভ করিবার বাসনায় যত্ন করিয়া থাকে। আমি সমুদয় লোকের ভূতির [ঐশ্বর্য্যের] নিমিত্ত সূর্য্যকিরণবিকশিত পদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমি পদ্মা, লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি ও স্মৃতি এবং আমি তোমার সম্পত্তিস্বরূপ। আমি জয়শালী ধার্ম্মিক নরপতিদিগের সেনামুখ, ধ্বজ, রাজ্য ও অন্তঃপুর এবং সংগ্রামে পলায়নপরাঙ্মুখ, জয়শালী, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, সুবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল বীরগণের নিকট বাস করিয়া থাকি। আমি পুর্ব্বে সত্যধর্ম্মপ্রভাবে সংযত হইয়া অসুরগণের নিকট বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের বুদ্ধিবিপর্য্যয় অবলোকন করিয়া সম্প্রতি তোমার নিকট অবস্থান করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি।

"ইন্দ্র কহিলেন, 'দেবি! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং কি অপরাধেই বা এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিলেন?'

"লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, ধৈর্য্যশালী ও স্বর্গলাভে অনুরক্ত, আমি সেই সমস্ত পুরুষের প্রতিই অনুরক্ত থাকি। পূর্ব্বে দৈত্যগণের দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু ও অতিথিদিগের সৎকারবিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহারা গৃহমার্জ্জনতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরুশুশ্রূষানিরত, দান্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শ্রদ্ধান্বিত, জিতক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যত্নপূর্ব্বক পুত্র, কলত্র ও অমাত্যদিগকে প্রতিপালন করিত। তাহারা কখনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না। কেহই পরশ্রীদর্শনে কাতর হইত না। সকলেই দাতা, গৃহীতা, মান্য, বিনয়জ্ঞ, প্রসাদ [প্রসন্নতাপূর্ণ], গুণসম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তিসমন্বিত, ভূত ও অমাত্যগণের পরিপোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জাশীল, যতব্রত [অস্খলিত ব্রত], সুস্নাত, সুগন্ধচর্চ্চিত, বিদ্যালঙ্কারসমলঙ্কৃত, উপবাসপরায়ণ, তপানুষ্ঠাননিরত, বিশ্বস্ত, ব্রহ্মবাদী এবং সমুচিত মান ও অর্থসংগ্রহে যত্নবান্ ছিল। তাহারা সকলেই সূর্য্যোদয়ের

পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিত। কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্ত ভোজন করিত না। তাহারা প্রযত ও ব্রহ্মবাদী হইয়া প্রাতঃকালে ঘৃত ও মাঙ্গল্যবস্তু দর্শন, ব্রাহ্মণগণের পূজা, নিশীথসময়ে শয়ন, দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পীড়িত ও স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদিগকে ধনদান এবং ভীত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিযুক্ত, কৃশ, হৃতসর্ব্বস্ব ও দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা আশ্বাস প্রদান করিত। পরস্পর হিংসাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের অতিক্রম করিত না। সতত তপস্যায় অনুরক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষায় নিরত থাকিত। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের যথাবিধি সৎকার ও তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিত। একাকী উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পরস্ত্রীগমনে পরাঙ্মুখ ছিল। সর্ব্বজীবের প্রতি আত্মবৎ দয়া প্রকাশ করিত। শূন্যস্থানে, পশুযোনিতে বা অযোনিতে অথবা পর্ব্বকালে বীর্য্যত্যাগ করিত না। সকলেই দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অহঙ্কার, সৌহার্দ্য, সত্য, তপস্যা, শৌচ, করুণা, প্রীতিকর বাক্য ও মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণসমুদয়ে সমলঙ্কৃত ছিল। নিদ্রা, অসম্প্রীতি, অসূয়া, অনবধানতা, বিষাদ ও অন্যান্য স্পৃহা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

অলক্ষ্মীচর্য্যায় অবনতি

'পূর্ব্বে দানবগণ এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াতে আমি তখন সৃষ্টির আরম্ভ অবধি অনেক যুগ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ছিলাম। কালক্রমে এক্ষণে উহারা ঐ সমুদয় গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কামক্রোধের বশীভূত হইয়াছে। ধর্ম্ম উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সভাসদগণ ধর্ম্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাঁহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকদিগের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অভ্যুত্থান ও অভিবাদনদ্বারা তাঁহাদিগের সম্মান করে না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতন ব্যতীত দাসত্বস্বীকারপূর্ব্বক নির্লজ্জ হইয়া আপনাদের নাম প্রখ্যাপিত করিতেছে এবং ধর্ম্মহীন গর্হিত কার্য্যদ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাত্রিযোগে তাহাদিগের চীৎকারধ্বনি শ্রুত এবং অগ্নির প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে। পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে। সকলেই সন্তানপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের পাচকেরা সর্ব্বদা অশুচি হইয়া পাক করে ও তাহারা গুরুজনের নিষেধ না শুনিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধান্যসমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ এবং দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারা উচ্ছিষ্টহস্তে ঘৃত স্পর্শ করে। তাহাদিগের গৃহিণীগণ কুদ্দল [কোদাল], দাত্র [দা—কাটারী], পেটক [পেটরা], কাংস্য[কাসার পাত্র]পাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকে।

‘প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তৃণ জল প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভৃত্যবর্গ ও সম্মুখস্থ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষ্যবস্তু ভোজন করে। তাহারা বৃথামাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স, তিলান্ন ও শষ্কুলি [তিল-মামিশ্রিত যবের পিষ্টক] প্রভৃতি পিষ্টকসমুদয় পাক করাইয়া থাকে। সূর্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতিগৃহে দিবারাত্রি কলহ হইতেছে। উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিকে কেহই সম্মান করে না। সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছে। শৌচানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই। তাহাদের মধ্যে জাতিসঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা, আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সম্মান বা বেদহীন ব্রাহ্মণদিগের শাসন করে না। দাসীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া, হারবলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষবেশ এবং পুরুষেরা স্ত্রীবেশধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া বিহারাদিতে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রে অর্থদান করিলে পুত্রপৌত্রাদিরা তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু নাস্তিকতানিবন্ধন উহাদের মধ্যে কেহই আর সে ফলভোগে অধিকারী হইতেছে না। কাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে সে অতি বিশ্বাসের পাত্র মিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া তাহাকে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধনদ্বারা সম্ভূয়সমুত্থানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সদ্বংশজাত ব্যক্তিরাও পরধনাপহরণমানসে ক্রয়বিক্রয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

‘শূদ্রগণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; অনেকেই বিনা নিয়মে এবং কেহ কেহ বা বৃথা নিয়ম ধারণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছে। শিষ্যেরা গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্যব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদ্রতুল্য গাম্ভীর্য্যশালী বেদবিদাগ্রগণ্য [বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ] বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মূর্খেরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতেছে। আচার্য্যগণ শিষ্যের মতানুসারে প্রাতঃকালে তাহাদিগের কুশল প্রশ্নজিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের কথানুসারে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। কুলবধূরা শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষেত্র [তুল্যবয়স] ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীকে আহ্বানপূর্ব্বক গর্ব্বিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতিযত্নসহকারে পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অনেকে ক্রোধভরে ধনবিভাগপূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অতিকষ্টে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তস্করকর্ত্তৃক অপহৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধুবান্ধবগণ বিদ্বেষ প্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলতঃ দৈত্যকুলের সমুদয় লোকই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাত্মা, গুরুদারাপহারী, অভ্যক্ষভক্ষণে অনুরক্ত, নিয়মবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

আচারভ্রষ্ট অসুরগৃহ হইতে লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান

‘হে দেবেন্দ্র! দানবগণ এক্ষণে অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আর আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিব না স্থির করিয়া স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সংবর্দ্ধন কর, তাহা হইলে সকল দেবতাই আমায় সম্মান করিবেন। আমি যে স্থানে অবস্থান করি, আমার প্রিয়সহচরী জয়া, আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্ষমা এই অষ্ট দেবীও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে জয়াই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি আমি উহাদিগকে লইয়া অসুরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি অতঃপর ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত দেবগণমধ্যে অবস্থান করিব, এই আমার অভিলাষ।

“দেবী লক্ষ্মী এই কথা কহিলে দেবর্ষি নারদ ও বৃত্রাসুরনিহন্তা বাসব উভয়ে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনার্থ মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অনলসখা সমীরণ সুগন্ধি ও সুখস্পর্শ হইয়া দেবতাদিগের প্রতিগৃহে মন্দ-মন্দভাবে সঞ্চারিত হইতে লাগিলেন। প্রায় সমুদয় দেবতাই লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় অতিপবিত্র স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মী ও স্বীয় সুহৃদ দেবর্ষি নারদের সহিত সমবেত হইয়া হরিদশ্বসংযুক্ত [সবুজবর্ণ অশ্বযুক্ত] রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সভামধ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া লক্ষ্মীর সম্মানার্থ মহর্ষিগণসমভিব্যাহারে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুন্দুভিসমুদয় স্বয়ং ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিকসকল প্রসন্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মেঘ যথাসময়ে শস্যার্থ বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। কেহই আর ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইল না। মর্ত্যলোকের মঙ্গলার্থ বিবিধ রত্নের আকর বসুন্ধরা বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনুষ্যমাত্রেই সৎকার্য্যে অনুরক্ত, মনস্বী ও পুণ্যকার্য্যপরায়ণ হইল। দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্য মহাসমৃদ্ধিশালী ও উদারস্বভাব হইয়া উঠিলেন। বৃক্ষসমুদয় পবনপ্রভাবে পরিচালিত হইলেও তৎসমুদয়ের অকালে ফলের কথা দূরে থাকুক, পুষ্প পর্য্যন্ত নিপতিত হইল না। ধেনুসকল দুগ্ধবতী ও কামদুঘা [দিবারাত্রির যে-কোন সময়ে দোহনমাত্রে দুগ্ধদাত্রী] হইল। কটুবাক্য তিরোহিত হইয়া গেল।

“হে ধর্ম্মরাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে লক্ষ্মীর সম্মান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণসভায় সমবেত হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হয়েন। তুমি যে সম্পত্তি ও বিপত্তির পূর্ব্বরূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার উদাহরণস্বরূপ উৎকৃষ্ট ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, তুমি স্থিরচিত্তে ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ কর।”

২২৯তম অধ্যায়
প্রজ্ঞায় পরমপদপ্রাপ্তি—জৈগীষব্য-দেবলসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, বিদ্যা ও পরাক্রমসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ অল্পাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই মায়াপ্রপঞ্চাতীত [মায়াকল্পিত সংসারের অতীত] ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি এই উপলক্ষে মহাত্মা জৈগীষব্য-দেবলসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি অসিতদেবল হর্ষক্রোধবিবর্জ্জিত ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি স্তুতিবাদদ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্যদ্বারা ক্রুদ্ধ হয়েন না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনার প্রজ্ঞা কিরূপ? আর কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি?'

"মহাত্মা দেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি জৈগীষব্য মহার্থসংযুক্ত [গাম্ভীর্য্যযুক্ত] অসন্দিগ্ধ পবিত্রবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, 'মহর্ষে! বিশুদ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিরা যে প্রজ্ঞাপ্রভাবে পরমগতি ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, আমি তোমার নিকট সেই প্রজ্ঞার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা অন্যকৃত স্তুতিনিন্দা কাহারও নিকট কীর্ত্তন করেন না। জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই শত্রুকর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কখনই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েন না। পূজাকাল সমুপস্থিত হইলে ব্রতনিরত হইয়া যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করেন। সতত জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে কখন অপকার বা সমকক্ষের প্রতি ঈর্ষা করেন না এবং অন্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া কখনই অনুতাপিত হয়েন না। যাহারা অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা না করেন, তাহাদিগকে কখনই অন্যকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী প্রশান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরাই হর্ষ, ক্রোধ ও পরোপকার পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবকে দেহ হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া পরমসুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের একজনও বান্ধব বা শত্রু নাই এবং যাঁহারা কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পরমসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথ আশ্রয় করেন, তাঁহারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন; আর যাহারা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করে, তাহারা সততই বিষাদ প্রাপ্ত হয়। আমি এক্ষণে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি; অতএব কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব? যে ব্যক্তি যাহা হইতে যে বস্তুর বাঞ্ছা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই লাভ করুক; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই। প্রশংসা বা নিন্দাদ্বারা কিছুমাত্র লাভালাভ হইবে না। তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অপমানিত হইলে অপমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষতুল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বেলিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদোষবিমুক্ত মহাত্মা অন্যকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সুখে নিদ্রিত হয়েন, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার নিদ্রা হয় না। যে মহাত্মার পরমগতিলাভ করিতে প্রার্থনা করেন, এইরূপ অবলম্বন করিলেই তাঁহাদিগের বাসনা পরিপূর্ণ হয়! জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা নিষ্কাম হইয়া শাস্ত্রানুসারে সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিলে মায়াপ্রপঞ্চাতীত পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস কেহই তাঁহার পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না।”

২৩০তম অধ্যায়

সর্ব্বলোকপ্রিয়তা—উগ্রসেন কৃষ্ণ-নারদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তি সকলের প্রিয়, সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “মহারাজ! মহাত্মা কেশব উগ্রসেনের নিকট নারদের বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি এই স্থানে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা উগ্রসেন বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘কেশব! সকল লোকই দেবর্ষি নারদের গুণকীর্ত্তনে যত্নবান্ হয়, অতএব তিনি যে সর্ব্বগুণান্বিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাহার গুণগাথা কীর্ত্তন, কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, “হে মহাত্মন! আমি দেবর্ষি নারদের যে-যে সদগুণ অবগত আছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি যেরূপ সচ্চরিত্র, তদনুরূপ শ্রুত সম্পন্ন, তথাপি তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রের নিমিত্ত অণুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। ক্রোধ, চপলতা, ভয় ও দীর্ঘসুত্রিতা তাঁহার শরীর হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। তিনি সকলেরই উপাস্য, কাম বা লোভবশতঃ তিনি কদাপি বাক্যের অন্যথা করেন না। তিনি অধ্যাত্মবেত্তা, শক্তিমান, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, সুশীল, লজ্জাশীল, বাগ্মী, মৃদুভাষী, সঙ্গীতবিদ্যায় সুনিপুণ, সুন্দরবেশধারী, পবিত্রান্নভোজননিরত, পবিত্র, সদালাপী ও ঈর্ষাবিহীন। তিনি সর্ব্বদা সকলের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি অন্যের অনর্থে প্রীত হয়েন না। তিনিও বেদশ্রবণ ও বেদোচ্চারণদ্বারা বিষয়কামনা জয় করিতে বাসনা করেন। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি সকলকেই সমান জ্ঞান ও সকলের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্যবিন্যাস করেন। তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত, বিচিত্রভাষী এবং কামনা, শঠতা, দীনতা, ক্রোধ ও লোভবিহীন। তিনি জন্মাবধি অর্থ বা কামের নিমিত্ত কাহারও সহিত কখন বিবাদ করেন নাই। তাহার দোষসমুদয় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ ও ভ্রমপ্রমাদপরিশুন্য; অর্থ বা কামে তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। তিনি সংসর্গবিহীন হইয়াও সংসর্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি সন্দর্শন করেন, কিন্তু কখন কাহার নিন্দা বা আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কদাচ কোন শাস্ত্রে অসূয়া প্রকাশ ও বৃথা কালক্ষেপ করেন না এবং স্বীয় নীতি অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বহুপরিশ্রমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তথাপি সমাধি হইতে নিবৃত্ত হয়েন নাই। উনি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু কখনই উহার অনবধানতা লক্ষিত হয় না। লোকে তাঁহাকে মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। তিনি কখন কাহারও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন না এবং অর্থলাভ হইলে হৃষ্ট

বা লাভ না হইলে দুঃখিত হয়েন না; এই নিমিত্তই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বলোকে তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি কাহার প্রিয়পাত্র না হয়?' "

২৩১তম অধ্যায়

ব্রহ্মতত্ত্বব্যাখ্যা—ব্যাস-শুকসংবাদে কালনিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সর্ব্বজীবের আদি, অন্ত, ধ্যান, কার্য্য, কাল ও যুগভেদ আয়ুর তারতম্য কি প্রকার এবং কি হইতেই বা তাহাদিগের সদ্গতি, অসদ্গতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে, এই সমুদয় অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে ভৃগুকথিত নীতিগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্যসমুদয় শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধি অলৌকিক নিষ্ঠাসম্পন্ন ও যোগধর্ম্মের অনুগত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আপনার মুখে ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত পুনরায় শ্রবণ করিতে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।"

ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস। পুর্ব্বে ভগবান বেদব্যাস তত্ত্বজিজ্ঞাসু [তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী] স্বীয়পুত্র শুকদেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুর্ব্বে মহাত্মা শুকদেব বেদবেদাঙ্গ, সাঙ্গ-উপনিষদসমুদয় অধ্যয়নপূর্ব্বক ধর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মার্থসংশয়ের [ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ক সন্দেহের] ছেদনকর্ত্তা স্বীয় পিতা বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ প্রাণীগণের কর্ত্তা কে? কাল পরিমাণদ্বারা কি নিশ্চয় করা যায় এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

'তখন সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ভূতভবিষ্যবেত্তা ভগবান বেদব্যাস স্বীয় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! আদ্যন্তশূন্য, জন্মবিহীন, জ্যোতিঃস্বরূপ, অজর, নিত্য, অব্যয়, তর্কের অগোচর ও জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম সমুদয় লোকের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষিগণ পঞ্চদশ নিমেষপরিমিত কালকে কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠাপরিমিত কালকে কলা, সার্দ্ধদ্বাবিংশতি [সাড়ে বাইশ] পলাধিক ত্রিংশতকলাপরিমিত কালকে মুহূর্ত্ত, ত্রিংশমুহূর্তপরিমিত কালকে দিবারাত্রি, ত্রিংশৎদিবারাত্রিপরিমিত কালকে মাস ও দ্বাদশমাসপরিমিত কালকে সংবৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যবিং পণ্ডিতেরা সংবৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নদ্বারা বিভাগ করিয়া থাকেন। সূর্য্য স্বীয় গতিদ্বারা মানবগণের এই দিবারাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। প্রাণীগণ দিবাভাগে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং রাত্রিকালে নিদ্রাসুখ অনুভব করে। মনুষ্যগণের একমাসে পিতৃলোকের একদিন ও একরাত্রি হয়। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিন ও কৃপক্ষ রাত্রি। মানবগণের এক সংবৎসরে দেবলোকের একদিন ও একরাত্রি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। পূর্ব্বে এই মানুষলৌকিক যে-যে দিবারাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিবারাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার দিবারাত্রি ও সংবৎসর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"দেবতাদিগের চারি সহস্র আট শত বৎসরে সত্য, তিন সহস্র ছয় শত বৎসরে ত্রেতা, দুই সহস্র চারি শত বৎসরে কলিযুগ হইয়া থাকে। এই চতুর্য্যগরূপ কাল প্রতিনিয়ত লোকসমুদয়কে ধারণ করিতেছে। এই কালই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত পরব্রহ্মস্বরূপ। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই কোনরূপ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। অন্যান্য যুগে ক্রমে ক্রমে বেদবিহিত ধর্ম্মের এক-এক অংশ ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে ক্রমশঃ চৌর্য্য, মিথ্যা ও হিংসাদিদ্বারা অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্যযুগে মানবগণ রোগবিহীন ও সিদ্ধিকাম হইয়া চারি শত বৎসর জীবিত থাকে। ত্রেতাযুগে তিন শত, দ্বাপরযুগে দুই শত ও কলিযুগে এক শত বৎসর মানবগণের পরমায়ু হয়। ঐ সমুদয় যুগে তাঁহাদের বেদবিহিত ধর্ম্ম, ক্রিয়াফল ও বেদের ফল ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশঃ যুগহ্রাসনিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে চারিযুগে দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইয়া থাকে। এইরূপ সহস্র যুগ অতীত হইলে তাঁহার একরাত্রি হয়। ব্রহ্মার দিবসে জন্তু প্রভৃতির সৃষ্টি হয় ও রাত্রিতে প্রলয় হইয়া থাকে। প্রলয়ের প্রারম্ভে ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার আপনাতে লীন করিয়া যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করেন এবং প্রলয়ের অবসান হইলেই জাগরিত হয়েন। দিবারাত্রিবেত্তা পণ্ডিতেরা এইরূপে দেবতাদিগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন ও অপর সহস্র যুগে তাঁহার একরাত্রি অবধারিত করিয়াছেন। নিদ্রার অবসানে সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। সেই অহঙ্কারে পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হয়।'

২৩২তম অধ্যায়
ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়প্রসঙ্গে সৃষ্টিপ্রকরণ

"ব্যাস বলিলেন, 'তেজোময় ব্রহ্মই সকলের বীজস্বরূপ, তাহা হইতে এই সমুদয় বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সহায়বিহীন হইয়াও প্রথমতঃ জড়স্বরূপা মায়া ও চেতনাস্বরূপ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হইল। দুরগমনশীল বহুধাগামী [বহুপ্রকার গতিশীল] এবং প্রার্থনা ও সংশয়াত্মক মন সৃষ্টিবিধানাভিলাষে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ ঐ মন হইতেই শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে আকাশ হইতে অতিপবিত্র বলবান্ স্পর্শগুণ বায়ুর, বায়ু হইতে দ্যুতিমান্ [তেজোযুক্ত] রূপগুণ অগ্নির, ঐ অগ্নি হইতে রসগুণ সলিলের এবং সলিল হইতে গন্ধগুণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চমহাভূতমধ্যে যে ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার গুণও লাভ করিয়াছে। আকাশ কোন মহাভূত হইতে সম্ভূত হয় নাই; সুতরাং উহা আপনার গুণ ভিন্ন অন্য কাহারও গুণলাভে অধিকারী নহে। একমাত্র শব্দই

উহার গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন জল ও বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া ঐ গন্ধকে উভয়ের গুণ বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, গন্ধ কেবল পৃথিবীরই গুণ; উহা জল ও বায়ুতে মিলিত থাকে বলিয়া ঐ দুই পদার্থ গন্ধযুক্ত হয়; বস্তুতঃ গন্ধ উহাদিগের গুণ নহে।

'যাহা হউক, ঐ মহত্তত্ত্বাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থূলশরীরে পরিণত হইল। ঐ স্থূলশরীরকে পুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; সুতরাং উহাতে যিনি বাস করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ। তৎপরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মন এই ষোড়শ পদার্থবিরচিত লিঙ্গশরীরে স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থূলশরীরে প্রবিষ্ট হইল। পরে সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা তপানুষ্ঠানের নিমিত্ত মায়া প্রভৃতিকে লইয়া সেই লিঙ্গশরীরে প্রবেশ করিলেন। লোকে উহাকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উনি প্রথমে স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি করিয়া পরে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প এবং নিত্য অনিত্য সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সৃষ্টিকালে যে-যে পদার্থ যে-যে গুণ অধিকার করিল, উহারা পুনরায় উৎপন্ন হইবার সময়েও সেই গুণের অধিকারী হইল। লোকে অদৃষ্টানুসারে হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা প্রভৃতি যাহা চিন্তা করে, সে পরজন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে রত হয়। জগদীশ্বরই আকাশাদি ভূত, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ এবং দ্রব্যসমুদয়ের আকৃতিসমুদয় নানারূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণীগণের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোজ্যভাব [ভোগকারী ও ভোগ্যভাব] নানাপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকেই কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র হইয়া সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়েই কারণ এবং কেহ বা এই উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমব্রহ্মাকেই সমুদয় কার্য্যের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

যুগধর্ম্ম—সৃষ্ট জীবের ধর্মকর্ম্মনিরূপণ

'মনুষ্যেরা তপস্যাদ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারেন। মন ও বাহ্য-ইন্দ্রিয়নিগ্রহই তপস্যার মূল। মনুষ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তপোবলেই সমুদয় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। তপস্যাদ্বারাই জগস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন, তিনিই সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ তপোবলেই বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে জগদীশ্বর আদ্যন্তশূন্যা বেদরূপা বাঙ্ময়ী [বাক্যময়ী—শব্দরূপা]

বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে ঋষিদিগের নাম, দেবগণের সৃষ্টি, প্রাণীগণের নানারূপ কার্য্যপ্রবৃত্তি ও মন্ত্রসমুদয়ের নাম কল্পনা করিয়াছেন। লোকসমুদয় সেই বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে বেদাধ্যয়ন, গার্হস্থ্য, তপস্যা, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠাদি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই দশবিধ জীবের মুক্তিলাভের উপায় যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। বেদ ও বেদান্তে পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরবক্ষ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তিনিই উক্ত দশবিধ উপায়দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। দেহাভিমানী জীবগণ কার্য্যদ্বারা সুখদুঃখযুক্ত ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ বলপূর্ব্বক [কর্ম্মতন্ত্রের স্বাধীন না হইয়া] মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

'বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই অনায়াসে পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোপাসনা, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের উপাসনাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতাযুগেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপরে যজ্ঞের নাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিতে আর যজ্ঞের সম্পর্কও থাকিবে না। সত্যযুগে মানবগণ অদ্বৈতনিষ্ঠ হইয়া ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদোক্ত কাম্য যজ্ঞসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল যোগবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যেসমস্ত পরাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্থাবরজঙ্গম সমুদয় প্রাণীর শাসন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সমুদয় লোক বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় অনুরক্ত ছিল। দ্বাপরযুগের লোকসমুদয়ের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত বেদাধ্যয়নাদি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে বেদসমুদয় কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইবে। মানবগণ কেবল অধর্মকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া যজ্ঞের সহিত উৎসন্ন হইয়া যায়। সত্যযুগে যেরূপ চতুষ্পদ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে কোন কোন জিতচিত্ত তপানুষ্ঠাননিরত! বেদান্তশ্রবণশীল ব্রাহ্মণে সেই ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি স্বধর্ম্মাচারী হইয়াও যুগধর্ম্ম নিবন্ধন কামনাপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র যজ্ঞব্রত ও তীর্থস্নানাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টিদ্বারা নূতন নূতন বিবিধ স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগেই নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন শীতাদি ঋতু একবার বিগত হইয়া পুনরায় সমাগত হইলে তৎসমুদয়ে তাহাদের বিশেষ বিশেষ চিহ্নসকল আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রলয়াবসানে ব্রহ্মাদিতেও পূর্ব্ববৎ আধিপত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি পূর্বে তোমার নিকট যে প্রজাগণের সৃষ্টিসংহারকারক, জন্মনাশশূন্য বিবিধরূপী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রজাগণ সেই কালপ্রভাবেই উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যেসমস্ত প্রাণী সুখদুঃখনিরত হইয়া স্বভাবানুসারে অবস্থান করে, কালই তাহাদের আশ্রয় ও পোষণকর্ত্তা। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি, কাল, যজ্ঞাদি, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

২৩৩তম অধ্যায়
প্রলয়প্রসঙ্গ—জগতের অবস্থা

"ব্যাস কহিলেন, 'অতঃপর ভগবান বিশ্বযোনি [বিশ্বস্রষ্টা] সৃষ্টির অবসানে যেরূপে এই বিশ্বসংসার ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করিয়া স্বীয় আত্মায় প্রলীন করেন, এক্ষণে সেই প্রলয়বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'প্রলয়সময়ে সূর্য্য এবং অনলের সপ্তশিখা সমুদিত হয় এবং উহাদের সমুজ্জ্বল তেজঃপ্রভাবে সমুদয় জগৎ প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। ঐ সময় পৃথিবীস্থ সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ উহাতে লীন হইলে ভূমণ্ডল বৃক্ষ ও তৃণপরিশূন্য হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়। তৎপরে সলিল ভূমির গুণ গ্রহণ করে। জল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করিলেই উহার প্রলয়দশা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় সলিলরাশি চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তারপূর্ব্বক গভীর শব্দসহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে থাকে। তৎপরে জ্যোতি সলিলের গুণ গ্রহণ করিলে সলিলও অগ্নিতে পরিণত হয়। ঐ সময় হুতাশনের শিখাজাল মধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে এবং নভোমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। সমীরণ জ্যোতিগুণ গ্রহণ করিলে জ্যোতি প্রশান্তভাব অবলম্বন করে এবং সমীরণ আপনার উৎপত্তিস্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। তৎপরে আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে বায়ু শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে এবং আকাশ রূপস্পর্শগন্ধবিবর্জ্জিত ও আকার পরিশূন্য হইয়া ব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থান করে। আকাশ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থিত হইলে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্মস্বরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারই নাম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

'তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন গ্রস্ত হইলে জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণগ্রাম তৎকালের চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সঙ্কল্পকে আয়ত্ত করে। তৎপরে ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানস্বরূপ সঙ্কল্প সেই চলসংজ্ঞক মনকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই সঙ্কল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বলরূপ আপনার শক্তিকে এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যক্ত শব্দে এবং সেই অব্যক্ত শব্দ আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যক্ত, পরমব্রহ্ম। এইরূপে ভূতসমুদয় পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বৎস! তুমি পরম সুপণ্ডিত, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট যোগিগণের জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্মার যুগসহস্রদ্বয়াত্মক অহোরাত্রির বিষয় নিঃসংশয়ে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।' "

২৩৪তম অধ্যায়
আশ্রমধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য

"ব্যাস বলিলেন, "জগদীশ্বর যেরূপে মহাভূতসমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'ব্রাহ্মণের পিতা তাঁহার জাতকর্ম্ম [জন্মমাত্রে সূতিকাগৃহে অনুষ্ঠেয় কার্য্য] অবধি সমাবর্ত্তন [উপনয়নের পর গুরুগৃহবাসান্তে গার্হস্থধর্ম্মগ্রহণের জন্য স্বগৃহে প্রতাবর্ত্তন] পর্য্যন্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিবেন। সমাবর্ত্তন সুসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী আচার্য্যের নিকট নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় নিরত হইয়া গুরুঋণ হইতে বিমুক্ত হইবেন। তৎপরে গুরু অনুমতি প্রদান করিলে তিনি দেহের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ অথবা যতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিবেন। গৃহী ব্যক্তি এই সমুদয় ধর্ম্মেরই মূল কারণ। গৃহস্থ ব্যক্তি দমগুণান্বিত, কামক্রোধাদিবর্জ্জিত হইলেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মণ পুত্রবান, বেদপারদর্শী ও যাজ্ঞিক হইয়া পিতৃলোক, ঋষি ও দেবতাদিগের ঋণ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক অন্যান্য আশ্রমে গমন করিবেন। এই পৃথিবীমধ্যে যে-যে স্থান তাঁহার পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থানে অবস্থান করা এবং কীর্ত্তিবিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইতে যত্নবান হওয়া তাঁহার সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়।

'দুষ্কর তপানুষ্ঠান, বিদ্যায় পারদর্শিতা এবং যজ্ঞ ও দানদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি যত কাল ভূমণ্ডলে বিরাজমান থাকে, তিনি তত দিন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃথা দান ও বৃথা প্রতিগ্রহ করা কদাপি বিধেয় নহে। যজমান হইতে ধনাগম হইলে তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান, শিষ্য হইতে ধনাগম হইলে তাহা দান এবং কন্যার শ্বশুরাদির নিকট হইতে ধনাগম হইলে তাহা বিতরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্রাহ্মণের দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি ও গুরুজনদিগের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহার প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে ঐ সকল কার্য্যসম্পাদনের উপায়ান্তর নাই। যারপরনাই ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ, আতুর, বুভুক্ষু ও শত্রুসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথার্থ যোগ্যপাত্রে কিছু অদেয় নাই। সাধুব্যক্তি যদি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, যে-কোনরূপে হউক, তাঁহাকে তাহাও প্রদান করিতে চেষ্টা করা উচিত।

ব্রাহ্মণরক্ষার্থে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের দান

'মহাব্রতাবলম্বী [উত্তম ব্রতধারী] রাজা সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে স্বীয় জীবনদানদ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ, সংস্কৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে শীতোষ্ণ [শীতল ও উষ্ণ—গ্রীষ্মে শীতল, শীতে উষ্ণ] সলিল প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আত্রেয় ইন্দ্রদমন উপযুক্ত পাত্রে বিবিধ ধনদান, উশীনরপুত্র শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় অঙ্গ ও পুত্র সমর্পণ,

কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় প্রদান; দেবাবৃধ অতি উৎকৃষ্ট অষ্ট সুবর্ণশলাকাসংযুক্ত ছত্রদান, আত্রেয় সাংকৃতি স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান, মহাপ্রতাপশালী অম্বরীষ বিপ্রগণকে একাদশ অর্ব্বুদ গোদান, সাবিত্রী ব্রাহ্মণকে দিব্যকুণ্ডলদ্বয়, জনমেজয় ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় দেহ পরিত্যাগ, যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদয় রত্ন, প্রিয়তমা পত্নী ও অতিরমণীয় বাসস্থান সমর্পণ, নিমি বিপ্রগণকে স্বীয় রাজ্য এবং জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও গয়রাজ ব্রাহ্মণদিগকে সমুদয় পৃথিবী প্রদান করিয়া স্বর্গলোকে গমন ও উভয়লোকে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যলাভে অধিকারী হইয়াছেন। করন্ধমের পুত্র মরুত্তরাজা মহর্ষি অঙ্গিরাকে স্বীয় কন্যা প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পাঞ্চালাধিপতি ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খদান, রাজা সৌদাস মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় পত্নী ময়ন্তীকে সমর্পণ, রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্মণার্থে আপনার জীবন পরিত্যাগ, শতদ্যুম্ন মুদগলকে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবর্ণময় অট্টালিকা দান, শাল্বদেশের অধীশ্বর প্রবল প্রতাপশালী দ্যুতিমান ঋচীককে রাজাপ্রদান, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে সুমধ্যমা কন্যা সম্প্রদান, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে স্বীয় কন্যা শান্তাকে সমর্পণ এবং মহাতেজস্বী প্রসেন ব্রাহ্মণগণকে একলক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ইঁহাদের এবং অন্যান্য যে যে মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় নরপতি দান ও তপানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গগমনে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরকাল এই ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিবে।' ”

২৩৫তম অধ্যায়
গার্হস্থ-ধর্ম্ম—সংসার-সাগরপারের উপায়

“ব্যাস বলিলেন, 'ঋক্‌, সাম, যজু ও অথর্ব্ব চারি বেদ এবং শিক্ষা কল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ সমুদয়ে যে বিদ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বিদ্যার আলোচনা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈশ্বর বেদোক্ত ষট্‌কার্য্যেই নিত্য অবস্থিত রহিয়াছেন। বেদবেদাঙ্গবেত্তা অধ্যাত্মকুশল সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান করিবেন এবং সাধুদিগের নিকট জ্ঞানাভ্যাসপূর্ব্বক শাস্ত্রবিচক্ষণ, শিষ্ট, সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মানুরক্ত হইয়া নিরন্তর বেদোক্ত ষট্‌কার্য্যের অনুশীলন ও পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। ধৃতিমান, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মবেত্তা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কোনকালেই অবসন্ন হইতে হয় না। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, লজ্জা, সরলতা ও দর্ম্মগুণ দ্বারা তেজের বৃদ্ধি ও পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ অগ্রে পাপবিহীন, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কামক্রোধকে বশে আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিতে বাসনা করিবেন। দুষ্ট বাক্য ও অবৈধ হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণগণ এই বৃত্তি অবলম্বন ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

‘বুদ্ধিমান ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ, ক্রোধরূপ পঙ্কসমন্বিত, লোভরূপ কুলসম্পন্ন, দুস্তর সংসারনদী অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মোহপ্রদ কালকে নিরন্তর সমুদ্যত দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বভাবরূপ স্রোত, বরূপ আবর্ত্ত, মাসরূপ তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উপল [প্রস্তর], নিমেষ ও উন্মেষরূপ ফেন, দিবারাত্রি ও অর্থরূপ জল, কামরূপ গ্রাহ, বেদ ও যজ্ঞরূপ পোত, ধর্ম্মরূপ দ্বীপ, সত্যবাক্য ও মোক্ষরূপ তীর, অহিংসারূপ তরু ও যুগরূপ হ্রদসমুদয় আশ্রয় করিয়া নিরন্তর যুক্ত [অবিচ্ছিন্ন], অপ্রতিহত বলশালী, ব্রহ্মাড়ূত, কালরূপ মহানদী বিশ্বসংসার প্রবাহিত করিয়া, ঈশ্বরসৃষ্ট ভূতগণকে শমনভবনে নীত করিতেছে। উদারচেতাঃ পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় পোতদ্বারা অনায়াসে এই কালনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জ্ঞানপোতবিহীন লঘুচেতাঃ মানবগণ কখনই উহা পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে অক্লেশে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে উহাতে অসমর্থ হয়, ইহা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা দূর হইতেই সকল বিষয়ের গুণদোষ দর্শন করিতে পারেন; সুতরাং কালনদী উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। আর কামাত্মা, চলচিত্ত, লঘুচেতাঃ ব্যক্তিরা সততই সংশয়াপন্ন থাকে, সুতরাং তাহাদের ঐ নদী পার হইবার সম্ভাবনা কি? যদিও জ্ঞানপ্লববিহীন [১] পুরুষ মহাদোষসমুদয় গোপন করিবার মানসে প্রযত্নসহকারে চিত্ত সংযমিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করে, তথাপি তাহার কামাত্মতানিবন্ধন সেই জ্ঞান কখনই কালনদীর পোতস্বরূপ হয় না; অতএব উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা উহা উত্তীর্ণ হইতে অবশ্য যত্নবান্ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই কালনদী পার হইতে পারেন। মনুষ্য বিশুদ্ধ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও ঈশ্বর, জীব ও মুক্তি এই ত্রিবিধ কার্য্যে অনুরক্ত হয়; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির ঐ সমুদয় সন্দেহ ও ঐ সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান প্রভাবে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সংস্কারাপন্ন দমগুণান্বিত সংযতাত্মা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উভয় লোকেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। গৃহী ব্যক্তিরা ক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া শমদমাদি গুণ অনুসরণপূর্ব্বক নিরন্তর পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলের ভোজনাবসানে ভোজন করিবেন। হিংসা পরিত্যাগ, সাধুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান, শিষ্টাচার আশ্রয় ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃদ্ধিবিধান তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রুতবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ, শিষ্টাচারপরায়ণ, স্বধর্ম্মপরতন্ত্র, ধর্ম্মসঙ্কর বর্জ্জিত, ক্রিয়াবান, শ্রদ্ধান্বিত, দাতা, অসুয়াবিহীন, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সমুদয় দুস্তর বিষয় হইতে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ধৈর্য্যশালী, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্য্যক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কোন কালেই অবসন্ন হইতে হয় না। ধৈর্য্য, অপ্রমাদ, জিতেন্দ্রিয়তা ও চিরন্তন শব্দব্যবহার আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। মুঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি মনে করিয়া অধর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় ও অধর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি বালকের ন্যায় ঐ উভয় কার্য্যই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; সুতরাং তাহাকে জন্মমরণনিবন্ধন বারংবার কষ্টভোগ করিতে হয়।”

২৩৬তম অধ্যায়
জ্ঞানপথে মুক্তির উপায়

“ব্যাস কহিলেন, ‘মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমুদ্রের উত্তুঙ্গ [অতি উচ্চ] তরঙ্গে উন্মগ্ন [উর্দ্ধদিকে উত্থিত, নিম্নদিকে নিমজ্জিত-ঢেউয়ের বেগ একবার উপরে তোলে; আবার সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে দেয়] ও নিমগ্ন ব্যক্তি যেমন ভেলা অবলম্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য জ্ঞান আশ্রয় করিলে অনায়াসে এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যাঁহারা জ্ঞানবান, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞদিগকে মোলাভে অধিকারী করিতে সমর্থ হয়েন; কিন্তু, যাহারা কিছু মাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করে নাই, তাহারা আপনাকে বা অন্যকে কদাচ বিমুক্ত করিতে পারে না। যিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিবেন, পরিচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থান, যোগসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগে অনুরাগপ্রদর্শন, শরীরযাত্রানির্ব্বাহক [দেহমাত্র রক্ষার উপযোগী] ফলমূল ভক্ষণ, আসনাদি যোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, বেদবাক্যে সিদ্ধান্তবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, আহারের নিয়ম, স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তি-সঙ্কোচ, মনঃসংযম ও দুঃখদোষাদি দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করেন, বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া বাক্য ও মনঃসংযম করা তাঁহার আবশ্যক। আর যিনি শান্তিলাভের অভিলাষ করেন, জ্ঞানবলে আত্মসংযম করা তাঁহার শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বেদানভিজ্ঞ, পাপস্বভাব বা ধার্ম্মিক ও যাজ্ঞিক অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত যে কোনরূপ হউক না কেন, যদি তিনি বাগাদিসংযম করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরামৃত্যুরূপ দুর্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইলেও স্বকর্ম্মত্যাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না।

‘হে বৎস! অতঃপর ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যের দেহ রথ স্বরূপ। যজ্ঞাদিধর্ম্ম উহার সারথির উপবেশনস্থান; অকার্য্যনিবৃত্তি উহার বরূথ [রথমধ্য গুপ্তস্থান]; বৈরাগ্য ও আসনাদিযোগ উহার কুবরদ্বয় [ধুরার আধার]; আপান উহার অক্ষ [চক্র]; প্রাণ উহার যুগকাষ্ঠ [জোয়াল]; প্রজ্ঞা উহার সার [কার্য্যকারিতা]; জীব উহার বন্ধন; সাবধানতা উহার ফলকদ্বয়ের সংশ্লেষ [ফলার সংযোগস্থল]; চরিত্র উহার নেমি [চক্রের পরিধি]; দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রবণ উহার চারি অশ্ব; প্রজ্ঞা উহার রথীর উপবেশনস্থান; সমস্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্র উহার প্রতোদ [চাবুক]; জ্ঞান উহার সারথি। আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা; শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উহার পুরঃসর [অগ্রভাগ]; ত্যাগ উহার পরম উপকারী চেট [দাসত্য] এবং ধ্যান উহার প্রাপ্য অর্থ। ঐ রথ মুমুক্ষু কর্ত্তৃক যোজিত হইলে বিশুদ্ধ মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরাজমান হয়।

যোগ অবলম্বনে মুক্তিপথে প্রবেশ

‘এক্ষণে যিনি অতি ত্বরায় অক্ষয় ব্রহ্মলাভের মানস করিয়া ঐ রথ যোজন করিতে অভিলাষী হয়েন, তাঁহার নিমিত্ত এক সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। এক বিষয়ে চিত্তসন্নিবেশকে ধারণা পলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ধারণার বিষয় সাতটি—

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। সংযমী ব্যক্তি ক্রমশঃ এই সাত প্রকার ধারণা করিয়া উহাদের ফল ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইবেন। এই সপ্তবিধ ধারণা ব্যতীত দূরস্থ চন্দ্র, সূর্য্য এবং সন্নিকৃষ্ট নাসা প্রভৃতি পদার্থে বিবিধ ধারণার বিষয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক অব্যক্ত ধারণার ফললাভ করাও সংযমীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে যেরূপে যোগসিদ্ধি অনুভব করিয়া থাকেন, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'স্থূলদেহের সহিত আত্মার অভেদবুদ্ধিবিমুক্ত [ভেদবুদ্ধিবিহীন] যোগী সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে আকাশ-সমাশ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে তাঁহার হৃদয়াকাশে জলরূপ দর্শন হয়; জলাকার অন্তর্দ্ধান করিলে বহ্নিরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; বহ্নিরূপ তিরোহিত হইলে সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয় এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে উহা শুদ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া বিরূপ [রূপহীন] আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

যোগলব্ধ বিভূতিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার জ্ঞান

'যোগীদিগের এই সমস্ত রূপ অনুভূত হইলে যে প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ কর। যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় কলেবর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহার বায়ু সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি কর, চরণ বা অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারেন। আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের সারূপ্য লাভ করিয়া আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় দেহকে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ হয়েন। সলিলসিদ্ধ ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে কূপতড়াগাদি পান করিতে পারেন। অগ্নিসিদ্ধ ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নিরীক্ষিত হয় না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতাবিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগীর অহঙ্কার পরাজিত হইলে পঞ্চভূত অনায়াসে বশবর্ত্তী হয়। পঞ্চভূত ও অহঙ্কারের স্বরূপবুদ্ধি পরাজিত হইলে সংশয়বিপর্য্যয়শূন্য জ্ঞান প্রাদুর্ভূত এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থসমুদয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

'এক্ষণে অব্যক্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে সাজ্জ যেরূপ ব্যক্ত বিষয়ের নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর পরিশেষে অব্যক্ত বিষয়ও সবিস্তর কীর্ত্তন করিব। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তুল্যরূপে নির্ণীত আছে, এক্ষণে উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু এই চারি লক্ষণসম্পন্ন মহত্তত্ত্বাদিজনিত দেহের নাম ব্যক্ত। আর জন্মাদিলক্ষণচতুষ্টয়বর্জ্জিত প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদ ও অন্যান্য সিদ্ধান্তশাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবাত্মা মহদাদি তত্ত্বরূপ উপাধিযুক্ত, চতুর্ব্বর্গফলাকাঙ্ক্ষী ও পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত। শাস্ত্র ইহাকেও ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চেতনস্বরূপ হইয়াও জড়দেহাদির সহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকেন। এই আমি তোমার

নিকট জড় ও চৈতন্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিমিত্তই বেদে উভয়বিধ আত্মার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীরা একমাত্র পরমাত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকেন।

যোগপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি

'উপনিষদ্বেত্তা জ্ঞানীরা বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মমতা ও অহঙ্কারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবর্জ্জিত ও নিঃসংশয়; যাঁহার শরীরে ক্রোধ বা দ্বেষের লেশমাত্র নাই; যিনি কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না, তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন; যিনি কদাচ অন্যের অশুভ চিন্তা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াপ্রদানে পরাঙ্মুখ থাকেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি বিষয়লাভে অভিলাষী না হইয়া অযত্নসুলভ বস্তু প্রতিগ্রহপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন; যিনি লোভপরাঙ্মুখ, দুঃখশূন্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, যজ্ঞাদিকার্য্যবিহীন; যিনি কদাচ অন্যকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেন না; যিনি সত্যসঙ্কল্প; যিনি সকলের প্রতি সমভাব স্থাপন করেন; লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্যজ্ঞান; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত হইলে যিনি হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়েন না; নিন্দা ও স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যিনি স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও অহিংসক, সেই যোগী মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে যে প্রকারে যোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। যিনি অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে অধিকারী হয়েন। এই আমি তোমার নিকট তত্ত্ববোধিনী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিলাম। এইরূপে যিনি কায়মনোবাক্যে যোগানুষ্ঠানে নিরত হইয়া সুখদুঃখাদিশূন্য হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।"

২৩৭তম অধ্যায়
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ধর্ম্মের অধিকারিভেদ

"ব্যাস কহিলেন, 'বৎস! বিদ্বান ব্যক্তিরা এই সংসারসমুদ্রে বারংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া পরিশেষে আপনার মুক্তি লাভের হেতুভূত জ্ঞানরূপ ভেলাকে অবলম্বন করেন।'

"শুকদেব কহিলেন, 'তাত! যে জ্ঞানপ্রভাবে জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, উহা কি মোক্ষসাধিকা বুদ্ধি, না প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, অথবা বিষয়ব্যাবৃত্তি [বিষয়পরাঙ্মুখতা]?'

"বেদব্যাস কহিলেন, 'বৎস! যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে মুমুক্ষু শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারা মূঢ়। স্বভাব কারণ বলিয়া যাহাদিগের দৃঢ়সংস্কার হইয়াছে, ঋষি বা অন্যান্য ব্যক্তিদিগের উপদেশবাক্য- শ্রবণ করিলেও তাহাদিগের কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আর যাহারা স্বভাবই কারণ, এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহারাও কখন আপনার হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব মূঢ়ব্যক্তিদিগের মনোমধ্যে স্বভাবই

সমুদয়ের কারণ বলিয়া যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, উহা কেবল তাহাদের বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এক্ষণে স্বভাব যে জগতের কারণ নহে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি স্বভাবই সমুদয় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার আবশ্যক থাকিত না; সকল বস্তুই স্বয়ংসম্ভূত হইতে পারিত। কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষাদি কার্য্যসমুৎপন্ন শস্যসংগ্রহ এবং যান, আসন, আবাসগৃহ, ক্রীড়াগৃহ ও রোগের ঔষধসমুদয় প্রস্তুত করিতেছেন। প্রজ্ঞাবলে অর্থসিদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হয়। নরপতিরা প্রজ্ঞাবলেই রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবলে ভূতসমুদয়ের স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ অবগত হইতে পারা যায়। বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে; আবার বিদ্যাতেই সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয়।

'জীব সমুদয় চারি প্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। জঙ্গম পদার্থসমুদয়ের চেষ্টা আছে বলিয়া উহারা স্থাবর পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। জঙ্গমের মধ্যে দ্বিপাদ ও বহুপদসম্পন্ন অনেক জীব বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিপাদ প্রাণীগণ বহুপাদ জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্বিপাদ আবার দুই প্রকার—মনুষ্য ও পিশাচাদি। তন্মধ্যে পার্থিব মনুষ্যগণ অন্নাদি ভোগসুখে নিরত থাকে বলিয়া উহারা পিশাচাদি অপেক্ষা প্রধান। পার্থিব মনুষ্যগণ আবার দুই প্রকার —উত্তম ও মধ্যম। উত্তমেরা বিশুদ্ধজ্ঞানলাভ নিবন্ধন মধ্যমগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধ্যমেরা আবার জাতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া নিকৃষ্ট অপেক্ষা প্রধান। মধ্যম দুই প্রকার-ধর্ম্মজ্ঞ ও অধর্ম্মজ্ঞ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্য ও অকার্য্যের অবধারণে সমর্থ বলিয়া উহারা অধর্ম্মজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত! তন্মধ্যে বেদের প্রতিষ্ঠানিবন্ধন বেদজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়েন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বেদবক্তা ও বেদবক্তৃতাবিহীন এই দুই শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে বেদবাদী, ব্যক্তিরা বেদ এবং বেদনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞবিধিসমুদয় বিশেষ বিদিত হইয়া ঐ সমুদয়ের প্রচার করিয়া দেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বেদবক্তাও আবার আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞানবিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্মমৃত্যুর কারণনির্দ্ধারণে সমর্থ বলিয়া আত্মজ্ঞানবিহীন অপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই

যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বত্যাগী, সত্যপরায়ণ, পবিত্র ও প্রভু। দেবতারা বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণেরা বাহ্য ও অন্তঃস্থিত আত্মাকে অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই দেবতা। ঐ সকল ব্যক্তিতেই এই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহাদিগের মাহাত্মের সদৃশ উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহারা জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্মসমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ জীবের ঈশ্বর হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন।”

২৩৮তম অধ্যায়

যুগভেদে আচরণ-ভেদ

"ব্যাস বলিলেন, ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের যেসমুদয় অনুষ্ঠেয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ সমুদয় আশ্রয় করা তাতাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা যদি কর্ম্ম নিত্য, কি জ্ঞানজনকত্বনিবন্ধন কাম্য, এই সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। জ্ঞানজনকত্বনিবন্ধন কর্ম্মকে কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা অকর্ত্তব্য। কারণ, কর্ম্ম যদি ব্রহ্মলাভজনক জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা হইলে উহাকে অবশ্যই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি যুক্তি ও অনুভব প্রদর্শনপূর্ব্বক কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকে কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র সমাগত হইয়াই সদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কারণ এবং কেহ বা ঐ উভয়ই কারণ নহে, বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগপরায়ণ মহাত্মারা ব্রহ্মই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

'সত্যযুগে সমুদয় মনুষ্য তপানুষ্ঠাননিরত, সংশয়বিহীন ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতা হইতে সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া আসিতেছে। সত্যযুগে মানবগণ ঋক, সাম ও যজুর্ব্বেদে অভেদবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কামদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তপানুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মপরায়ণ সংযত ব্যক্তিরা তপোবলে অনায়াসে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। তপস্যাদ্বারা জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহাকেই সমুদয় লোকের প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কর্ম্মকাণ্ডবেদে ব্রহ্ম ইন্দ্রাদি দেবতারূপে নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডবেদবিদ্ ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। জ্ঞানকাণ্ডবেদে তিনি ব্যক্তরূপে কথিত হইয়াছেন; এই নিমিত্ত জ্ঞানকাণ্ডবেদবেত্তা, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মণের জপ, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসাধনার্থ শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়পরতন্ত্র, স্বকার্য্যনিষ্ঠ ও সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন হইলে তিনি আর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তাঁহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ত্রেতাযুগের প্রথমে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম বিশেষরূপে বিহিত ছিল। দ্বাপরযুগে মনুষ্যগণের আয়ুর অল্পতাযুক্ত তৎসমুদয়ের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ঐ সমুদয় একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কলিযুগে বেদাদি কখন বা ঈষৎ প্রকাশিত ও কখন বা একেবারে অপ্রকাশিত হইবে। কলিযুগে মানবগণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও অধর্ম্মনিপীড়িত এবং গো, ভূমি ও ওষধিসমুদয় হীনরস হইবে। জলের মধুরত্ব থাকিবে না। বেদাধ্যয়ন ও বেদোক্ত আশ্রমধর্ম্মসমুদয় তিরোহিত হইয়া যাইবে; স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা দুঃখভোগ করিবে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই বিকারযুক্ত হইবে। পার্থিব উদ্ভিজ্জগণ যেমন বৃষ্টিদ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগে বেদদ্বারা

যোগাঙ্গসমুদয় পুষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি যে আদ্যন্তশূন্য বিবিধ রূপধারী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই কাল হইতেই সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে। কালই প্রাণীগণের নিয়ন্তা এবং উৎপত্তিনাশের কারণ। জীবগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসানুসারে সৃষ্টি, কাল, ধৈর্য্য, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।' ”

২৩৯তম অধ্যায়

কর্ম্মসাপেক্ষ মোক্ষধর্ম্মব্যাখ্যা

ভীষ্ম কহিলেন, “মহাত্মা শুকদেব মহর্ষি ব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া মোক্ষধর্ম্মানুগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, ‘তাত! প্রজ্ঞাবান যাজ্ঞিক ও অসূয়াশূন্য শ্রোত্রিয় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপদেশের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মাকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? তপ, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগী, মেধা, আত্মানাত্মবিচার [আত্মা ও অনাত্মার বিচার] ও অষ্টাঙ্গ[যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি]যোগ, ইহার কোন উপায়দ্বারা তিনি উপলব্ধ হইয়া থাকেন? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা স্থাপন করা যাইতে পারে? আপনি এই সমুদয় কীর্ত্তন করুন।

“ব্যাস কহিলেন, ‘বৎস! বিদ্যালাভ, তপানুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে কদাচ সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জগদীশ্বর পৃথিব্যাদি মহাভূতসকলের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদয় জীবগণের শরীরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জীবগণ সেই মহাভূতসকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রাণীগণের ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে স্নেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ হইয়াছে; বায়ু প্রাণ ও অপানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আকাশ শ্রোত্রাদিতে অবস্থান করিতেছে। জীবগণের চরণে বিষ্ণু, হস্তে ইন্দ্র, উদরে অগ্নি, কর্ণে দিক্ ও জিহ্বায় সরস্বতী ভোগবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে। সারথি যেমন বশীভূত অশ্বসকলকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত করিয়া থাকে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টিসংহারের কারণরূপে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে।

পরমাত্মার পরিচয়—অনুভবের উপায়

‘সত্ত্বাদি গুণসমুদয়ও বুদ্ধ্যাদি জীবের আশ্রয় নহে; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা, গুণসমুদয় জীবের সৃষ্টিবিধানে কদাচ সমর্থ নহে। মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ গুণপরিবৃত জীবাত্মাকে মনদ্বারা বুদ্ধিমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মনদ্বারাই তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশূন্য। যোগিগণ তাঁহাকে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। জড়দেহে অব্যক্তভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হয়েন। পণ্ডিতেরা বিদ্বান্ সৎকুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা

স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোতভাবে [অন্তর্য্যাপ্তভাবে—অচ্ছেদ্যসম্বন্ধে সম্বন্ধভাবে] অবস্থান করিতেছেন। যখন জীব আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূতসমুদয়ে আপনাকে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি আত্মাকে আত্মদেহ ও পরদেহে তুল্যরূপ জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। যিনি ব্রহ্মভাবলাভার্থী হইয়া সকল ভূতকেই আত্মতুল্য বিবেচনা করেন এবং যিনি সকল ভূতের হিতাভিলাষী, দেবতারাও সেই অলৌকিক পথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন আকাশে পক্ষীর ও জলমধ্যে মৎস্যের গমনচিহ্ন কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীদিগের গতি অন্যের অনুভূত হইবার নহে। কাল সকল ভূতকেই বিনষ্ট করিতেছে; কিন্তু যাঁহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাকে কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সেই পরমস্বরূপ পরমাত্মা ঊর্দ্ধ, অধ, মধ্য বা তির্য্যক স্থানে অবলোকিত হয়েন না, এই সমুদয় লোকই তাঁহার অন্তরস্থ; তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই। যদি কেহ মন ও কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে গমন করে, তাহা হইলেও সেই সকলের কারণ ঈশ্বরের অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না।

'তিনি সূক্ষ্ম অথচ স্থূল হইতেও স্থূল; তাঁহার ইয়ত্তা করা কাহারও আয়ত্ত নহে। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, চক্ষু ও মস্তক এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি সমস্ত লোক আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেও কেহ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জড়দেহ ক্ষর বলিয়া অভিহিত হয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল, নিরুপাধিক, পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংস [জীবাত্মা] রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। আর পণ্ডিতেরা মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থসঞ্চিত [তত্ত্বসমষ্টি], ক্ষয়, সুখদুঃখ, বিপর্য্যয় ও বিবিধ কল্পনাসম্পন্ন শরীরমধ্যে জন্মরহিত জীবাত্মাকে হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করেন। তিনি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন, তিনি উপাধি ও জন্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।' ”

২৪০তম অধ্যায়
যোগজ জ্ঞানবিবরণ—যোগক্রিয়ার কৌশল

"ব্যাস কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট আত্মবিচারের কথা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যোগকার্য্য বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে বাহ্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব যোগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যাননিষ্ঠ, ঈশ্বরে অনুরক্ত, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পঞ্চবিধ যোগদোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্য হইতে এইরূপ জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইবেন। শান্ত প্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সঙ্কল্পত্যাগী হইলেই কাম ও সদ্গুণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা জয় করা যায়।

ধৈর্য্যগুণদ্বারা কাম ও বুভুক্ষা, চক্ষুদ্বারা হস্ত-পদ, মনদ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সৎকার্য্যদ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সতত অপ্রমত্ত হইয়া ভয় এবং জ্ঞানবাদিগের শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইয়া দম্ভগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। যোগী ব্যক্তি এইরূপে অতন্দ্রিত হইয়া যোগদোষসমুদয় পরিত্যাগ করিবেন। মনোভঙ্গকর হিংসাযুক্তবাক্য পরিত্যাগ, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তেজোময় ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় লোকের বীজ ও রসস্বরূপ। সমুদয় প্রাণী তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে।

'ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহদ্বারা তেজোবৃদ্ধি, পাপধ্বংস, অভীষ্টসংসাধন ও বিজ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, পাপবিহীন, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম ক্রোধকে বশে আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করিবেন। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা নিবিষ্ট চিত্তে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাত্রির পূর্ব্বভাগ ও শেষভাগে বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন করিয়া সচ্ছিদ্র চর্ম্মময় জলাধার সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়; অতএব ধীবর যেমন প্রথমে জালদংশক্ষম [জালকর্ত্তনক্ষম—জাল কাটিয়া পথ করিলে সেই পথে অন্যান্য মৎস্য জালের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে] মৎস্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া অন্যান্য মৎস্যসমুদয়কে আক্রমণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবিদ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে ও মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়গণের নিকট সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্জ্বলিত অনলশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মাকে দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান্ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যোগবলে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি জনশূন্য প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে ছয়মাস পূর্ব্বোক্তরূপে যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

'তত্ত্ববিদ ব্যক্তিরা চিত্তের মোহ ও চাঞ্চল্য এবং উপস্থিত ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিবেন। যোগপ্রভাবে দিব্যগন্ধ, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, সুখকর শীত, তাপ, অন্তর্দ্ধান, আকাশগতি, সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও দিব্যাঙ্গনাসঙ্গতি [উত্তম নারীর সহিত সম্বন্ধ] উপস্থিত হইলেও তৎসমুদয়ে অনাদর প্রকাশ করিয়া, সেসকল হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপে প্রাতঃকাল, পূর্ব্বরাত্রি ও অপর রাত্রিতে সংযত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে, চৈত্যবৃক্ষের [গ্রাম্যদেবতার অধিষ্ঠাননিবন্ধন পূজ্য বৃক্ষের] তলে অথবা অন্য কোন বৃক্ষের সম্মুখে যোগসাধন করা যোগীদিগের আবশ্যক। যোগবিদ ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সমুদয় সংযমিত করিয়া অর্থচিন্তাপরায়ণ পুরুষের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয়ধন পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন, কখনই যোগানুষ্ঠানে অমনোযোগ করিবেন না। যে উপায়দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করা যায়, অধ্যবসায়সহকারে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যোগশীল ব্যক্তি অনন্যমনে বাস করিবার নিমিত্ত শূন্য গিরিগুহা, দেবস্থান অথবা নির্জ্জন গৃহ আশ্রয় করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে অন্যসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক উপেক্ষানিরত [উদাসীন—বাধ্যবাধকতা ভাববিবর্জ্জিত], নিয়মিতাহারী ও লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তির মুখে আপনার নিন্দাবাদ বা প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া তন্নিবন্ধন তাহার অশুভ বা শুভচিন্তা করিবেন না। লাভালাভে হর্ষবিষাদশূন্য, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও সর্ব্বস্পর্শী বায়ুর ন্যায় পবিত্র হওয়া তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এইরূপ বিশুদ্ধ চিত্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া ছয়মাস ক্রমাগত যোগসাধন করেন, তিনি বেদোক্ত কার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরা অন্যান্য ব্যক্তিকে অর্থলাভের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর দেখিয়া কখনই উপার্জ্জনমার্গে প্রবৃত্ত বা বিমোহিত হইবেন না। শূদ্র বা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী নারীগণও যদি এইরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাঁহাদের পরমগতি লাভ হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তি নিশ্চল ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই জন্মবিহীন, নির্ব্বিকার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ, অনন্ত পরব্রহ্মকে লাভপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মহাত্মা মহর্ষির এই সমুদয় বাক্য যুক্তিদ্বারা পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মার তুল্য হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ”

২৪১তম অধ্যায়
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ—দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মগতি-নিরূপণ

“শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! বেদে জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মত্যাগ ও কর্মীর প্রতি ধর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয়ের বিধি আছে, কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব কর্ম্মপ্রভাবে লোকগণ কোন্ গতিলাভ এবং জ্ঞানবলেই বা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমি ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।”

‘মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নশ্বর কর্ম্ম ও অবিনশ্বর জ্ঞানের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। কর্ম্মপ্রভাবে যে গতিলাভ করা যায় এবং জ্ঞানবলে যে গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। এই দুই বিষয় অতিশয় দুর্জ্জেয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহার নিকট ধর্ম্মের নাস্তিকত্ব প্রতিপাদন করিলে সে যেমন ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ তোমার মুখে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আমিও ক্ষুব্ধ হইলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। ‘বেদে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। জীব কর্ম্মপ্রভাবে সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিরা কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। জীব কর্ম্মপ্রভাবে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে তাহার নিত্য অমৃতত্বলাভ হয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যেরা কর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা সুনিপুণরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন এবং যাঁহারা সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা নদীজলপায়ী যেমন কূপের সমাদর করে না, সেইরূপ কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্মদ্বারা সুখদুঃখ ও

জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু যে স্থানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই এবং যথায় গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; জ্ঞান ভিন্ন সেই স্থান উপলব্ধ হইবার উপায়ান্তর নাই। লোকের জ্ঞান জন্মিলেই তাহার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত, নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন। তখন জীবকে আর সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয় না। এবং তাঁহার সঙ্কল্পও আপনার মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত হইয়া থাকে এবং সকলের প্রতি তুল্যরূপে মিত্রভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন অমাবস্যায় সূক্ষ্মকলাসম্পন্ন চন্দ্রমা যেমন অদৃশ্য থাকে অথচ উহা বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্যকাল অবিনষ্টই থাকেন। আর নভোমণ্ডলে বক্রাকার অভিনব শশাঙ্ক যেমন হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়েন, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মন ও ষোড়শকলাসঞ্চিত লিঙ্গশরীর কর্ম্মদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশরীরে পদ্মাপত্রস্থ সলিলবিন্দুর ন্যায় যে দেবতা অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। লোক যোগবলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে।

'সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি বুদ্ধির গুণ, বুদ্ধি জীবাত্মার গুণ এবং জীবাত্মা পরমাত্মার গুণ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, দেহ স্বভাবতঃ জড়; উহা চৈতন্যস্বরূপ জীবের সহিত যুক্ত হইলেই সচেতন হইয়া থাকে। জীবই দেহকে সচেষ্ট ও জীবিত করে। ঐ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক পরম বস্তু আছেন; তাহা হইতেই সপ্ত ভুবন কল্পিত হইয়াছে।' ”

২৪২তম অধ্যায়

গুরুসেবাদিদ্বারা জ্ঞানের উন্মেষ-উপায়

“শুকদেব কহিলেন, 'তাত! আপনি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দাদি বিষয়সংযুক্ত ইন্দ্রিয়সমুদয় ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং অন্যান্য সমুদয় পদার্থ বুদ্ধিপ্রভাবে কল্পিত বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে ইহলোকে সাধুব্যক্তিরা যুগে যুগে যেরূপ সদ্ব্যবহার অনুসারে অবস্থান করিয়া থাকেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আর বেদবচনে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মপরিত্যাগ উভয়েরই বিধান রহিয়াছে; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে কি কর্ত্তব্য ও কি অকর্ত্তব্য, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? এক্ষণে আপনি বিস্তারিতরূপে ঐ সমুদয় কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশলাভে পবিত্র ও লোকাচারসমুদয় বিশেষ অবগত হইয়া স্বীয় বুদ্ধিসংস্কার করিয়া দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিব।

“বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ যেরূপ বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বতন ঋষিরা সেইরূপ আচারব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ মনে মনে আপনাদের শ্রেয়োলাভবাসনায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোকসমুদয় পরাজয় করেন। যিনি ফলমূলাহারী, অতি কঠোর তপানুষ্ঠাননিরত, পুণ্যস্থানসঞ্চারী [পূর্ণমনোরথ] ও অহিংসাপরায়ণ হয়েন এবং বানপ্রস্থদিগের কুটীর মুষলশব্দপরিশূন্য ও ধূমবিরহিত হইলে

তথায় ভিক্ষার্থ গমন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব তুমি অন্যের স্তুতি ও নমস্কার এবং শুভাশুভ প্রভৃতি সমুদয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী অরণ্যে গমনপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ কর।

"শুকদেব কহিলেন, "তাত! কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ও কর্ম্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এই দুই বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ; অতএব ঐ বাক্যদ্বয়ের শাস্ত্রত্বসিদ্ধি কিরূপে হইবে? এক্ষণে আপনি ঐ দুই বাক্যের সপ্রমাণতা প্রদর্শন এবং যেরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানের অবিরোধে মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 'বৎস! কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষুক ইহাদিগের মধ্যে যিনি কামদ্বেষশূন্য হইয়া শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করেন, তিনিই পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। চারি আশ্রমের সোপান ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই সোপানে আরোহণ করিলেই ব্রহ্মলোকে গমন করা যাইতে পারে।

গুরুসেবার বিধিবর্ণন

'ধর্ম্মার্থকোবিদ ব্রহ্মচারী ঈর্য্যাশূন্য হইয়া গুরু বা গুরুপুত্রের নিকট জীবনের চতুর্থ ভাগ অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থানকালে গুরুর শয়নের পর শয়ন ও তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শিষ্য বা দাসজনোচিত কার্য্যসমুদয় সম্পাদন ও তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কার্য্যসমুদয় সুসম্পন্ন হইলে গুরুর নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা সরলস্বভাব ও অপবাদশূন্য হইয়া থাকিবেন এবং আচার্য্য আহ্বান করিবামাত্র তথায় গমন করিবেন। কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিয়া অনাকুলিতলোচনে [নেত্রে ব্যাকুলতার চিহ্নহিতভাবে] গুরুকে অবলোকন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করা জিতেন্দ্রিয় গুণবান শিষ্যের বিধেয়। আচার্য্য ভোজন না করিলে ভোজন, পান না করিলে পান, উপবেশন না করিলে উপবেশন এবং শয়ন না করিলে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তানপাণি [চিৎহস্ত] হইয়া মৃদুভাবে দক্ষিণহস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ এবং বামহস্তদ্বারা তাঁহার বামচরণ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য।

'ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবেন—"ভগবন্! আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন; আমি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং এই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব; আর আপনি যাহা অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন, এক্ষণে তাহাও সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি।" গুরুভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী এইরূপে গুরুকে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমুদয় কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তাঁহাকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যসময়ে সমুদয় রস ও গন্ধসেবন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সমাবর্ত্তনের পর তাঁহার সেই সকল ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যেসমুদয় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিয়ত সেই সমুদয়ের আচরণ করা এবং আচার্য্যের বশবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপে সাধ্যানুসারে গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। বেদাধ্যয়ন ও উপবাসাদিদ্বারা গুরুগৃহে জীবনের চতুর্থ ভাগ গত হইলে আচার্য্যকে দক্ষিণা

দান করিয়া যথাবিধানে গুরুগৃহ হইতে সমাবৃত্ত হইবেন এবং তৎপরে গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নীসমভিব্যাহারে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া ব্রতচর্য্যাদ্বারা জীবনের দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিবেন। ”

২৪৩তম অধ্যায়
গার্হস্থ্যধর্ম্মনির্ণয়

“ব্যাস বলিলেন, ‘পণ্ডিতেরা গৃহীদিগের চারিপ্রকার জীবনোপায় নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তদনুসারে কেহ কেহ ত্রৈবার্ষিক ধান্য ও কেহ কেহ একবার্ষিক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, কেহ কেহ প্রতিদিন ভক্ষ্যবস্তু আহরণ করিয়া ভোজন করেন এবং কেহ কেহ বা উঞ্ছবৃত্তি [অতিকষ্টবৃত্তি-কৃষকেরা জমির ধান্য কাটিয়া লইলে যে দুই-একটা ধানের শীষ আকাটা অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহার সংগ্রহ] অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়েন। এই চারিপ্রকার গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ। উহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যজনাদি ষট্‌কার্য্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন ও দান এবং চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহীদিগের ব্রতসমুদয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আত্মদরপুরণার্থ [নিজের পেট ভরার জন্য] অন্নপাক ও পশুহত্যা করিতে অনুজ্ঞা করা গৃহস্থের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষচ্ছেদন করিবেন। দিবাভাগে এবং প্রথমরাত্রি ও শেষরাত্রিতে নিদ্রানুভব করা, দিবারাত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করা গৃহস্থের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

‘গৃহী ব্যক্তিরা গৃহাগত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবেন এবং বেদবিশারদ, স্বধর্ম্মোপজীবী জিতেন্দ্রিয় ক্রিয়াবান, তপস্বী শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে, তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া হব্য[দেবোদ্দেশে দেয়]কব্য[পিতৃগণের উদ্দেশে দেয়]দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ বৃথা নখলোমধারী, অগ্নিহোত্রপরিত্যাগী, গুরুর অপ্রিয়কারী ব্যক্তি, কি চণ্ডাল, যে হউক না কেন, গৃহে উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তিরা প্রত্যহ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং অন্যান্য প্রাণীগণকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করিবেন। প্রত্যহ বিঘস ও অমৃত ভোজন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যবস্তুই অমৃতস্বরূপ। যে গৃহস্থ পোষ্যবর্গের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তাহাকে বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা পোষ্যবর্গের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘস ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। স্বারনিরত, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্রা স্ত্রী, পুত্র, ভার্য্যা, কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদয় লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতাকে প্রজাপতিলোকের, অতিথিকে ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিক্‌গণকে

দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীকে অপ্সরালোকের, জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দিক্‌সমুদয়ের, মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। অতএব গৃহস্থগণ আচার্য্যাদির উপাসনা করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মলোকাদি জয় করিতে পারেন।

'জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় দেহস্বরূপ, ভৃত্যবর্গ ছায়াস্বরূপ এবং দুহিতা অনুগ্রহের ভাজন। জিতক্লম, ধর্ম্মশীল, গৃহধর্ম্মনিরত, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ সহোদরাদিকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন। কলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ধৰ্ম্মপরায়ণ গৃহীদিগের কর্ত্তব্য নহে। যেমন ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্য অপেক্ষা বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থ অপেক্ষা ভৈক্ষ্য [সন্ন্যাস] শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ গৃহীদিগের ধান্যসঞ্চয় অপেক্ষা অসঞ্চয় ও অসঞ্চয় অপেক্ষা কপোতবৃত্তি [পায়রার বৃত্তিসঞ্চয়শূন্যতা, যে দিন যাহা পাওয়া যায়, সেই দিন তাহা খাওয়া] উৎকৃষ্ট। গৃহস্থ ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত নিয়মসমুদয় প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ষোপযুক্ত [এক বৎসরের উপযোগী] ধান্যসংগ্রহকারী, কপোতবৃত্তিসমাশ্রিত ও উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ গৃহস্থগণ যে রাজ্যে সকৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেই রাজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। যাঁহারা অব্যথিতচিত্তে [বেদনাবিহীন হৃদয়ে] এই প্রকারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা সম্রাটদিগের গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশপুরুষ পরম পবিত্র হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় উদারস্বভাব গৃহস্থগণের নিমিত্ত বিমানসংযুক্ত পরম রমণীয় স্বর্গলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিয়া গার্হস্থ্যবৃত্তি আশ্রয় করিলে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারে। এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রয় করা উচিত। এক্ষণে সেই আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট মনীষিনির্দ্দিষ্ট গৃহস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে গার্হস্থ্যব্রতরহিত পবিত্রদেশবাসী, সদসদ্বিবেচক, সর্ব্বাশ্রমাচারসম্পন্ন বানপ্রস্থীদিগের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।"

২৪৪তম অধ্যায়
বানপ্রস্থধর্ম্মনিরূপণ

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! যখন গৃহস্থ আপনার মাংস লোল ও কেশজাল শুভ্রবর্ণ নিরীক্ষণ করিবেন এবং যখন তাহার অপত্যের অপত্য উৎপন্ন হইবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমী আয়ুর তৃতীয় ভাগ অরণ্যমধ্যে অতিবাহিত করিবেন। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নির পরিচর্য্যা, দেবগণের অর্চ্চনা, আহার নিয়ম, দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন, অগ্নিহোত্ররক্ষা, ধেনুপ্রতিপালন, সমস্ত যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান, অকৃষ্টপচ্য [বিনা চাষে উৎপন্ন] ধান্য, যব, নীবার ও বিঘস আহার এবং পঞ্চযজ্ঞে হবনীয় দ্রব্যসমুদয় সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমেও চারিপ্রকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও

অতিথিসৎকারের নিমিত্ত কেহ কেহ এক দিনের, কেহ কেহ এক মাসের, কেহ কেহ এক বৎসরের এবং কেহ কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থেরা বর্ষাকালে বৃষ্টিবেগ সহ্য করিবেন এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থিত ও গ্রীষ্মের সময় পঞ্চতপা [চারিদিকে চারিটি অগ্নির কুণ্ড ও মস্তকের উপর সূর্য্য—এই পাঁচপ্রকার তাপের সেবনকারী] হইবেন। পরিমিত আহার, ধরাসনে শয়ন, পদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া অবস্থান, ভূতলে বা আসনে উপবেশন ও তিন সন্ধ্যা স্নান করিবেন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ দন্ত ও কেহ কেহ প্রস্তরদ্বারা উদূখলের কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ শুক্লপক্ষে, কেহ কেহ কৃষ্ণপক্ষে একবার মাত্র যবাগূ ভক্ষণ করেন, কেহ কেহ বা উহা প্রাপ্ত হইলেই ভোজন করিয়া থাকেন এবং কেহ মূল, কেহ ফল ও কেহ বা পুষ্পমাত্রদ্বারা জীবনযাত্রানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়েন। বানপ্রস্থীদিগের এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নিয়মসমুদয় নির্দ্দিষ্ট আছে।

চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস-নিরূপণ

'সন্ন্যাস চতুর্থ ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম উপনিষদ্ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহাতে সকলেরই অধিকার আছে। এই দ্বাপরযুগে মহর্ষি অগস্ত্য, সর্ব্ববাষ্ণেয়, মধুচ্ছন্দ, অঘমর্ষণ, সাংকৃতি, অনিয়ত স্থানবাসী সুদিবাতণ্ডি, অহোবীর্য্য, কাব্য, তাণ্ড্য, মেধাতিথি, ধর্মনির্ব্বাক, শূন্যপাল এই সকল মহাত্মা এবং সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্ম্মসম্পন্ন যাযাবরগণ এই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মসম্পন্ন বৈখানস [বনবাসী], বালখিল্য ও সৈকতগণ [নদীতটে বালুকার উপর অবস্থানকারিগণ] এবং গ্রহনক্ষত্র ভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষ্কসমুদয় এবং অনেকানেক নিপুণধর্ম্মজ্ঞ উগ্রতপাঃ মহর্ষি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। জরাজীর্ণ ও ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া শেষাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

'ব্রাহ্মণ সর্ব্বদানসহকার একদিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও জীবিতাবস্থায় আপনার শ্রাদ্ধাদি ও পুত্রকলত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাতে অগ্নি বিলীন করিয়া আত্মনিষ্ঠ ও আত্মারাম হইবেন। মনুষ্যের যত দিন যোগাভ্যাসে অধিকার না জন্মে, ততদিন তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ ও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আপনাতে গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নি বিলীন করিয়া তাহাতে যাগ করিবেন। অন্নের নিন্দা না করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাঁচ বা ছয় গ্রাস ভোজন করিবেন। বনপ্রস্থানবিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রভাবে পবিত্র হইয়া কেশ ও লোমমুণ্ডন এবং নখচ্ছেদনপূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করা বানপ্রস্থীদিগের কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সকলকে অভয়দানপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহার তেজোময় লোকসমুদয় লাভ হয় এবং তিনি দেহান্তে পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুশীল, নিষ্পাপ, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ইহলোক বা পরলোকের নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না। তিনি ক্রোধ, মোহ ও সন্ধিবিগ্রহশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসা প্রভৃতি সংযম ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মপালনে অপরাঙ্মুখ

হয়েন এবং যিনি সন্ন্যাসবিধি অনুসারে আত্মান্বেষণ ও যজ্ঞোপবীত নিক্ষেপ করেন, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সদা বা ক্রমশঃ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভে সংশয় কি? হে বৎস! এক্ষণে বিবিধ সদ্‌গুণবিভূষিত অত্যুৎকৃষ্ট চতুর্থ আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।”

২৪৫তম অধ্যায়
সন্ন্যাসীর লক্ষণ—উপাসনা-প্রণালী

“শুকদেব কহিলেন, তাত! ব্রহ্মলাভার্থী ব্যক্তি বানপ্রস্থাশ্রমের ন্যায় চতুর্থ আশ্রমে অবস্থান করিয়া সাধ্যানুসারে কিরূপে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিবেন?

“ব্যাসদেব কহিলেন, ‘বৎস! গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

‘ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে চিত্তদোষ সংশোধন করিয়া চারি আশ্রমের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবে। অতএব তুমি চিত্তদোষ সংশোধন করিতে অভ্যাস কর। সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সহায়শূন্য হইয়া একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। যিনি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া একাকী বিচরণ করেন, ঐরূপ ব্যক্তিকে কখন মোক্ষপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। নিরগ্নি ও বাসস্থানপরিশূন্য হইয়া অন্নার্থ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রাত্যহিক আহারসঞ্চয়, চিত্তের একাগ্রতাসাধন, অল্পাহার, একাসন, করঙ্গ[ভিক্ষাপাত্র]ধারণ, বৃক্ষমূল আশ্রয়, কাষায়বস্ত্রপরিধান, সহায়পরিত্যাগ এবং সমুদয় জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সন্ন্যাসীর চিহ্ন। যিনি অন্যের কটুক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। কখন কাহারও কুৎসিত কার্য্য দর্শন ও কুৎসা শ্রবণ, বিশেষতঃ স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূলবাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। অন্যের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করাই উচিত। যিনি আপনাকে সর্ব্বব্যাপী এবং জনাকীর্ণ স্থানকে শূন্যময় বলিয়া বোধ করেন, যিনি যথকিঞ্চিৎ [যৎসামান্য।] আহার, যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান ও যথাতথা গমন করিয়া থাকেন, যিনি জনসমাজ সর্পের ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তিকে নরকের ন্যায় এবং কামিনীগণকে শরের ন্যায় বিবেচনা করেন, যাঁহার সম্মান হইলে হর্ষ বা অপমান হইলে ক্রোধের লেশমাত্র জন্মে না এবং যিনি সমুদয় জীবকে অভয় প্রদান করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবনে বা মৃত্যুতে আহ্লাদ প্রকাশ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালকে প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করাই বিধেয়। চিত্ত ও বাক্যের দোষ পরিহার করা এবং স্বয়ং সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া উচিত।

‘যাহার শত্রু নাই, তাহার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ফলতঃ মোহশূন্য ব্যক্তির

কিছুতেই আশঙ্কা নাই। যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্ন অন্যান্য সমুদয় পদচারী জীবের পদচিহ্নে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্মই বিলীন রহিয়াছে। যিনি হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হয়েন, তিনি অনায়াসে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শান্তগুণাবলম্বী, সত্যবাদী, ধৈর্য্যশালী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতের রক্ষায় যত্নবান্ হয়েন, তিনি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে পারেন। মৃত্যু কখনই এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, নির্ভীক ও নিস্পৃহ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তিনিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যিনি সমুদয় বিষয়সংসর্গ হইতে বিমুক্ত ও শান্ত হইয়া আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন, যাঁহার কেহই আত্মীয় নাই, যিনি একাকী বিচরণ করেন, ধর্ম্মার্থই যাঁহার জীবনধারণ, অন্যের উপকারই যাঁহার ধর্ম্ম, যিনি পুণ্যকার্য্যদ্বারা দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকেন, যাঁহার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা কোন কার্য্যে উদ্যোগ নাই, যিনি স্তুতি বা নমস্কারজন্য সুখানুভব করেন না এবং সমুদয় বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। জীবমাত্রেই সুখে সন্তুষ্ট ও দুঃখে একান্ত ভীত হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে তাঁহাদিগের দুঃখ জন্মে, এমন কার্য্য কদাপি কর্ত্তব্য নহে। জীবগণকে অভয় প্রদান করা সমুদয় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি প্রথমেই হিংসাধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি প্রাণীগণের নিকট অনন্তকাল অভয় লাভ করিয়া থাকেন।

'মুখব্যাদান করিয়া পঞ্চগ্রাসরূপ প্রাণাহুতি প্রদান করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ত্রিলোকের আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর সন্ন্যাসীর সর্ব্বশরীরে অবস্থান করেন। তিনি প্রাদেশপরিমিতি হৃদাকাশস্থিত সেই বৈশ্বানরকে মন ও ইন্দ্রিয়াদিসমুদয় আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ আহুতি প্রদানে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয়। যাঁহারা ত্রিগুণসমাবৃত মায়াময় জীবাত্মাকে অতি শ্রেষ্ঠ পরমাত্মারূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, সর্ব্বত্রই পূজা ও সাধুবাদ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি আত্মাতেই চারি বেদ, কর্ম্মকাণ্ড, আকাশাদি পদার্থ, পরলোক ও পরমার্থবিষয় রহিয়াছে বলিয়া অবগত হয়েন এবং নির্লিপ্ত, অপরিমেয়, জ্ঞানময় শরীরমধ্যে আবির্ভূত পরমাত্মাকে হৃদয়াকাশে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য নিয়ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন। ছয় ঋতু যাহার নাভি [চক্রমধ্যমণ্ডল], দ্বাদশ মাস যাহার অর [নেমি], অমাবস্যাদি যাহার পর্ব্ব, কখনই যাহার অন্ত হইবে না, যাহা নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে এবং বিশ্বসংসার যাহার আস্যদেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র যোগীদের হৃদয়াকাশে অবস্থান করে। যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহ সমুদয় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই দেহে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণাদি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন; তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভ হইলেই তিনি স্বয়ং পরিতৃপ্ত হয়েন। যিনি স্বয়ং তেজোময়, নিত্য ও অপরিমেয়, যিনি কোন প্রাণী হইতে ভীত না হয়েন এবং প্রাণীগণ যাঁহা হইতে শঙ্কিত না হয়, তিনিই ভয়শূন্য অনন্তলোক লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সতত লোকের নিকট অনিন্দনীয় এবং স্বয়ং অন্যকে নিন্দা না করেন, তিনিই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। নিষ্পাপ ও মোহপরিশূন্য ব্যক্তিরা কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি ভোগনিবন্ধন সুখ অনুভব করেন না। যে ব্যক্তির লোষ্ট্র ও কাঞ্চন, প্রিয় ও অপ্রিয় এবং নিন্দা ও স্তুতি সর্ব্বত্রই সমান জ্ঞান হইয়া থাকে; সন্ধি,

বিগ্রহ, রাগ ও মোহের লেশমাত্রও যাঁহার থাকে না এবং যিনি সম্পদ্বিহীন হইয়া উদাসীনের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তিনিই যথার্থ, ভিক্ষুক।' ”

২৪৬তম অধ্যায়
যৌগিক সাধনার সহজ কৌশল

“ব্যাস বলিলেন, ‘বৎস! জীবাত্মা প্রকৃতির বিকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যেরা সারথিসঞ্চালিত পরাক্রমশালী সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয়ের ন্যায় পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনদ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্দস্পর্শাদি বিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্তপ্রকৃতি ও অব্যক্তপ্রকৃতি অপেক্ষা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ; ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই সকলের প্রাপ্য বস্তু ও পরমগতি। সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তি চিন্তা ও প্রভুত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থসমুদয় মহত্তত্ত্বে লীন এবং মনকে তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধিদ্বারা সংস্কৃত ও ধ্যানদ্বারা উপরত করিয়া স্বয়ং প্রশান্তচিত্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মপদলাভে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কামক্রোধাদিতে আত্মসমর্পণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হয়; অতএব যোগী ব্যক্তি সঙ্কল্পসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সূক্ষ্মবুদ্ধিতে স্থূলবুদ্ধি। সন্নিবেশিত করিয়া কালঞ্জর [প্রকম্পাদিরহিত] পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইবেন। যোগিগণ চিত্তপ্রসাদপ্রভাবেই সমুদয় পাপপুণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত ও স্বরূপস্থ হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তিস্থ ব্যক্তির ন্যায় সুখদুঃখবিহীন এবং নিবাতস্থ দীপ্যমান দীপের ন্যায় নিশ্চল হওয়াই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের লক্ষণ। যে ব্যক্তি অল্পাহারনিরত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এইরূপে রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করেন, তিনিই জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিতে পান।

‘হে পুত্র! এই আমি তোমাকে শিক্ষাপ্রদান করিবার নিমিত্ত ঋগ্বেদোক্ত দশসহস্র মন্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া সমুদয় ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যাখ্যানের সারভূত, বেদবিহিত, অলৌকিক, অনুভবগম্য, আত্মবিশ্বাসকারণ শাস্ত্রামৃত সমুদ্ধৃত করিলাম। যেমন দধি হইতে নবনীত ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তোমার নিমিত্ত বেদশাস্ত্র হইতে এই জ্ঞান সমুদ্ধৃত হইল। স্নাতকব্রতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকেই এইরূপ শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। অপ্রশান্ত, অজিতেন্দ্রিয়, তপস্যাবিমুখ, বেদবিহীন, অবশীভূত, অসূয়াপরতন্ত্র, অসরল, যথেচ্ছাচারী, প্রতিকূলতর্কপরায়ণ ও কুটিল ব্যক্তিরা কখনই এই শাস্ত্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। প্রশংসনীয়, প্রশান্ত, তপানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তির প্রিয়পুত্র ও অনুগত শিষ্যদিগকে এই গূঢ়ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রদান করা বিধেয়। অন্য ব্যক্তির নিকট উহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রদান করিলেও তিনি তদপেক্ষা এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা

করেন। অতঃপর আমি তোমার নিকট ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বেদনির্দ্দিষ্ট অলৌকিক আত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিব, এক্ষণে তোমার মনে যে যে বিষয় উপস্থিত হয় এবং যেকোন বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, তৎসমুদয় আমার নিকট প্রকাশ কর।”

২৪৭তম অধ্যায়
পঞ্চভূতপ্রসঙ্গে সত্ত্বাদি-গুণগত কার্য্যভেদ

“শুকদেব কহিলেন, “ভগবন্! অধ্যাত্ম কি পদার্থ এবং কিরূপেই বা উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি পুনরায় ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

“ব্যাস কহিলেন, ‘বৎস! আমি মনুষ্যগণের অধ্যাত্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাগরের তরঙ্গসমুদয় যেমন পরস্পর অভিন্ন পদার্থ হইয়াও বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূমি, জল প্রভৃতি মহাভূতসমুদয় অভিন্ন হইয়াও জরায়ুজাদি ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে। কুর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গসমুদয় প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাভূতসমুদয় দেহে অবস্থানপূর্ব্বক সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থ পঞ্চভূতময়। এই পঞ্চভূত হইতেই সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। ভূতস্রষ্টা ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীতেই তারতম্যানুসারে মহাভূতসমুদয় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।’

“শুকদেব কহিলেন, ‘ভগবন্! মহাভূতসমুদয় যে শরীরভেদে তারতম্যানুসারে সন্নিবেশিত আছে, তাহা কি প্রকারে উপলব্ধি হইবে এবং ঐ মহাভূতসমুদয়মধ্যে কোনগুলি ইন্দ্রিয় আর কোন্‌গুলিই বা শব্দাদি গুণ, তাহাই বা কিরূপে অবগত হওয়া যায়?’

“ব্যাস কহিলেন, ‘বৎস! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। শব্দ, শ্রোত্র ও দেহস্থ ছিদ্রসমুদয় আকাশগুণ; প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ বায়ুর গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরাগ্নি জ্যোতির গুণ; রস, আস্বাদন ও স্নেহ সলিলের গুণ; ঘ্রেয়, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ। এই আমি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পাঞ্চভৌতিক বিকার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কাহার কোন্ গুণ, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্পর্শ বায়ুর, রস সলিলের, রূপ জ্যোতির, শব্দ আকাশের ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও পূর্ব্ববাসনা লিঙ্গশরীরে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারা ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গসমুদয় প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সকলকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া প্রত্যাহার করিয়া থাকে; বুদ্ধিপ্রভাবেই মনুষ্যের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। বুদ্ধি শব্দাদি গুণকে প্রকাশিত ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেয়। বুদ্ধির অভাবে শব্দাদি গুণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমুদয় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মনুষ্যের দেহে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত রহিয়াছেন। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয়সমুদয়ের আলোচনার, মন তদ্বিষয়ক সংশয়ের ও বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক অনুষ্ঠানের কারণ এবং আত্মা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাক্ষী। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় চিত্ত হইতে

আবির্ভূত হয়। এই তিনটি গুণ সমস্ত প্রাণীতে বর্ত্তমান আছে। কার্য্যদ্বারাই উহাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহা আত্মার একান্ত প্রীতিকর, প্রশান্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। যাহা বাক্য মনের নিতান্ত সন্তাপজনক বোধ হইয়া থাকে, তাহাই রজোগুণের কার্য্য। আর যাহা মোহজালজটিল, অব্যক্তস্বরূপ, অচিন্তনীয় ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই তমোগুণের কার্য্য। কোন নিমিত্ত বা অনিমিত্তবশতঃ যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, মমতা ও সুস্থচিত্ততা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক গুণের; কোন কারণ বা অকারণে যে অভিমান, মিথ্যাবাক্য-ব্যবহার, লোভ, মোহ ও অসহিষ্ণুতা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই রাজসগুণের; আর মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জাগরণ তামসগুণের কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ”

২৪৮তম অধ্যায়
ইন্দ্রিয়বিকারে বুদ্ধি ও আত্মার বিকার

“ব্যাস বলিলেন, কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম তিন প্রকার। প্রথমতঃ মনোমধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধিদ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া থাকে। পরে অহঙ্কারপ্রভাবে উহা অনুকূল কি প্রতিকূল, তাহার উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিবিধ স্থানের [অধিষ্ঠানের—আধারের] উৎপাদন করে, তখন উহাকে মনঃ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমুদয়ের পৃথভাবনিবন্ধন এক বুদ্ধি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধি শ্রবণজ্ঞানযুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানযুক্ত হইলেই ত্বক্, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রসনাজ্ঞানযুক্ত হইলেই রসনা এবং ঘ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই ঘ্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারে বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। ঐ সমুদয় বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। জ্ঞানময় আত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। বুদ্ধি মনুষ্যের দেহে তিনভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে কখন প্রীতিসম্পন্ন, কখন সুখদুঃখবিহীন করিয়া থাকে। তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র যেমন নদীর বেগ তিরোহিত করে, তদ্রূপ এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয়কে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনোরূপে পরিণত হয়। দর্শনাদি ইন্দ্রিয়সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে বুদ্ধির অন্তর্ভুত বিবেচনা করা উচিত। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সমুদয়কে বশীভূত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধির সহিত অনুগত হয়, তখন ঐ স্থিরবুদ্ধি বিকৃত হওয়াতে মনোমধ্যে নানাবিধ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। আর যেমন রথ চক্রকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসাধক হয়, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয় মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আশ্রয়ে কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। বিষয়নির্লিপ্ত যোগাচারপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ও উৎকৃষ্ট ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে প্রদীপস্বরূপ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

‘যিনি এই ভূমণ্ডলকে বুদ্ধিকল্পিত বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর বিমুগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহার হর্ষ, বিষাদ ও মৎসরতা একেবারে তিরোহিত হয়। যদি ইন্দ্রিয়সমুদয় বিষয়সংসর্গে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অশোধিতচিত্ত দুরাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাও আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন না। কিন্তু যখন মনঃপ্রভাবে সেই ইন্দ্রিয়সমুদয়কে সংযত করা হয়, তখনই প্রদীপপ্রভায় প্রকাশিত পদার্থের ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জলচর পক্ষী যেমন সলিলমধ্যে সঞ্চরণ করিয়াও সলিলে নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ দেহাভিমানপরিশূন্য জ্ঞানবান্ যোগী বিষয়ভোগ-করিয়াও কখন বিষয়দোষে লিপ্ত হয়েন না। যাঁহারা পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হয়েন, যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা কিছুমাত্র নাই এবং যাঁহারা সমুদয় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিষয়বাসনা বিস্তার করিয়া কেবল জ্ঞানকেই বিস্তার করিয়া থাকে। আত্মা গুণের পরিদর্শক ও নিয়ন্তা বলিয়া গুণসমুদয় কখন আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা উহাদিগকে অনায়াসেই অবগত হইয়া

থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের এইমাত্র বিভিন্নতা যে, প্রকৃতি বিষয়সমুদয়ের সৃষ্টিবিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু পুরুষ ঐ সমুদয়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন না। যেমন জল ও মৎস্য, মশক ও উডুম্বর এবং শরমুঞ্জা ও ঈষীকা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একত্র মিলিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া একত্র অবস্থান করিয়া থাকেন।"

২৪৯তম অধ্যায়
নিষ্কাম কর্ম্মে পূর্ব্বকৃত সকাম কর্ম্মের ক্ষয়

"ব্যাস বলিলেন, 'সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির সহিত সমবেত হইয়া, ঊর্ণনাভ যেমন সূত্রের সৃষ্টি করে, সেইরূপ বিষয়সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং আত্মা নির্লিপ্ত হইয়া সেই সমুদয় গুণে অবস্থান করেন। কেহ কেহ গুণসমুদয়ের একবার নাশ হইলেও পুনরায় উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর কেহ কেহ কহেন যে, গুণসমুদয় তত্ত্বজ্ঞানবলে বিনষ্ট হইলে আর উহাদের উৎপত্তি হয় না। কারণ, যদি ঐ সমুদয় গুণের পুনরুৎপত্তি হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সেইসমুদয় গুণানুযায়ী কার্য্য দেখা যাইত। জ্ঞানীলোক এই দুই মত সম্যক অবধারণপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে। আত্মার আদি ও অন্ত নাই। মনুষ্য সেই আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ ও মৎসরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করিবে। এইরূপে দেহে আত্মাভিমান ও অনিত্য বস্তুতে শোক প্রকাশ না করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে পরমসুখে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। সন্তরণবিদ্যায় [সাঁতার কাটায়] অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন উন্নত স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট ও গভীর স্রোতস্বতীমধ্যে নিমগ্ন হইয়া দুঃখিত হয়, সেইরূপ মনুষ্য আপনার স্বরূপ হইতে পরিচ্যুত ও সংসারসাগরে নিপতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। আর বিচক্ষণ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন স্থলে সঞ্চরণ করিয়া কদাচ দুঃখভোগ করেন না, সেইরূপ যিনি আত্মাকে সম্যক অবগত হইতে পারেন, তাহাকে কখনই ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এইরূপে মনুষ্য প্রাণীগণের সংসারে স্থিতি ও মুক্তির বিষয় এবং ঐ উভয়ের তারতম্য, সম্যক জ্ঞাত হইয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের শান্তিলাভ ও আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুইটি তাঁহাদিগের মোক্ষলাভে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিষয় জ্ঞাত হইলেই লোকে শুদ্ধস্বভাব হয়; ইহা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। মনীষিগণ ইহা জ্ঞাত ও কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। পরলোকে অবিচক্ষণ ব্যক্তির যাহা যাহা ভয়জনক হইয়া উঠে, বিচক্ষণের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। বিচক্ষণ ব্যক্তির যে সনাতন গতিলাভ হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি আর কাহারও লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ দোষীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কেহ কেহ বা সেই দোষীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি শোকপ্রকাশ [তাহার দুঃখে দুঃখপ্রকাশ] করে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যাকার্য্যবিচারে সমর্থ, সেই সমস্ত কুশলী ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে শোকপ্রকাশ করেন না। নিষ্কাম কর্ম্ম

পূর্ব্বকৃত সকাম কর্ম্ম অপনোদন করিয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী, তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম কদাচ প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পাদনে সমর্থ হয় না।' ”

২৫০তম অধ্যায়
ভবনদী পারের উপায়—মোক্ষধর্ম্ম

“শুকদেব কহিলেন, 'পিতঃ ! ইহলোকে যাহা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, যে ধর্ম্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমার নিকট সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

“বেদব্যাস কহিলেন, 'বৎস! আমি ঋষিপ্রণীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কর। মনুষ্য যত্নবান হইয়া স্বীয় শিশুসন্তানদিগের ন্যায় কুমার্গগামী ইন্দ্রিয়দিগকে বুদ্ধিদ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা ও সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতেরা উহাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্য সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া পরিতৃপ্তচিত্তে অবস্থান করিবে। যখন তোমার ইন্দ্রিয়সমুদয় বাহ্যাভ্যন্তর-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মবিদ মহাত্মারাই সেই সর্ব্বব্যাপী, বিধূম পাবকের ন্যায় পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন পুষ্পফলসমন্বিত বহুশাখাসম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনার কোন্ স্থানে পুষ্প ও কোন্ স্থানে ফল বিদ্যমান আছে, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ সোপাধি [উপাধিযুক্ত] জীব “আমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছি ও কোথায় গমন করিব” তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অন্তরাত্মা সমুদয়ই দর্শন করিতেছে। মনুষ্য আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত দীপদ্বারা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে। অতএব তুমি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরব্রহ্মকে দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দেহাত্মভাব পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনিই ইহলোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহান্তর-সম্বন্ধশূন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন।

'ভবসাগরগামী দুস্তর দেহনদী অব্যক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জলজন্তু, মন ও সঙ্কল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার তৃণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ, সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাঞ্চল্য, ক্রোধ উহার পঙ্ক, জিহ্বা উহার আবর্ত্ত ও বাসনা উহার দুস্তর পাতালস্বরূপ [অতলস্পর্শ—জলের অসীমতা]। ঐ নদী সর্ব্বস্থানে ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া লোকসমুদয় প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা উহা কদাচ উত্তীর্ণ-হইতে সমর্থ হয় না; ধৈর্য্যশালী জ্ঞানবান্ মনীষিগণই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তুমি জ্ঞানবলে সেই দেহনদী উত্তীর্ণ হও; তাহা হইলেই বিষয়বিমুক্ত, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পর্ব্বতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর। হর্ষক্রোধবিহীন ও অনৃশংস হইলেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও

বিনাশের তত্ত্বদর্শনে সমর্থ হইবে। ধার্মিকাগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা এই দেহনদীতরণরূপ ধর্ম্মকেই সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, নিয়তাত্মা, অনুগত ব্যক্তিদিগকেই এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট গূঢ়তম আত্মজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। সুখদুঃখবিহীন ভূতভবিষ্যতের কারণ পরব্রহ্ম পুরুষ, স্ত্রী বা নপুংসক নহেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে উহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহাকে পুনর্ব্বার সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত মত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা এই সমস্ত মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয়, অন্য ব্যক্তি কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। হে বৎস! আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, লোকে প্রীতিযুক্ত, দয়াবান্ ও সদ্গুণসম্পন্ন পুত্রকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রীতমনে তাহাকে এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিবে।' ”

২৫১তম অধ্যায়

বাসনাত্যাগে ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষ

“ব্যাস কহিলেন, 'যিনি গন্ধ ও রসাদি ভোগে অনুরাগ বা উহার প্রতি রাগদ্বেষ প্রকাশ না করেন এবং কীর্ত্তি ও সম্মানলাভে যাঁহাদের কিছুমাত্র বাসনা নাই, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। কেবল ঋক্, যজু ও সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান, সর্ব্বজ্ঞ ও সমুদয় বেদবেত্তা হইয়া মৃত্যুকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বিধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নানাপ্রকার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় না। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং কোন প্রাণীকে ভয় না করেন, যাঁহার কিছুতেই স্পৃহা বা দ্বেষ থাকে না এবং কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণ করেন না, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে বিষয়বন্ধন ভিন্ন আর কোন বন্ধনই বিদ্যমান নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তি ঘোরতর মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কালপ্রতীক্ষায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। সাগরমধ্যে বিলীন নদীর জলরাশির ন্যায় বিষয়বাসনাসমুদয় যে ব্যক্তিতে একেবারে লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়েন। বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমুদয় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির কখনই উহা পূর্ণ হয় না; সে বাসনানিবন্ধন স্বর্গলাভ করিয়া তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

'বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্যা, তপস্যা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি ও সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি উৎকৃষ্ট। শোক, সন্তাপ ও বিষয় বাসনা মনকে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব তুমি সন্তুষ্টচিত্তে মোক্ষের উপায়ভূত সত্ত্বগুণ অবলম্বন

কর। যিনি বিশোক, নির্ম্মমতা, নির্ম্মৎসরতা, সন্তোষ, শান্তি, প্রসন্নতা এই সকল গুণ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানপরিতৃপ্ত হইয়া মোক্ষপথ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বিশোকাদি ছয়গুণযুক্ত আত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা পরলোকে অনায়াসেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুবিহীন স্বভাবসিদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মকে অবগত হইয়া অনন্ত সুখভোগে সমর্থ হয়েন। চিত্তকে স্থির করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মে সংস্থাপিত করিতে পারিলে যেরূপ সন্তোষলাভ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহার মহিমায় উপবাসী ও দরিদ্র ব্যক্তিরাও পরিতৃপ্ত এবং আশ্রয়বিহীন ব্যক্তিরাও বলবান্ হয়, সেই পরব্রহ্মকে যিনি অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয়দ্বার সমুদয় রোধপূর্ব্বক ধ্যাননিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন, লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ, শিষ্ট ও আত্মারাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যিনি বিষয়বাসনা ও জীবনের প্রতি পক্ষপাতপরিত্যাগপূর্ব্বক অতি উৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্বে সমাহিত থাকেন, তাঁহার আত্মসুখ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং দিবাকরের অভ্যুদয়ে গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখ তিরোভূত হইয়া যায়। তখন জরা ও মৃত্যু আর সেই বিষয়বাসনাবিমুক্ত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি রাগদ্বেষপরিশূন্য ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া জীবিতাবস্থায় অনায়াসে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপে দেহাদিভাব অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।' ”

২৫২তম অধ্যায়
সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের কার্য্য

"ব্যাস বলিলেন, হে বৎস! গুণবান বক্তা মাপনাপমানাদিসহিষ্ণু [মান ও অপমানে সহনশীল], ধর্ম্মার্থানুষ্ঠানপরতন্ত্র [ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠানে নিরত], মোক্ষজিজ্ঞাসু [মুক্তি জানিতে অভিলাষী] ব্যক্তিকে অগ্রে. পূর্বোক্ত বাক্যসকল শ্রবণ করাইয়া পশ্চাৎ উপদেশ প্রদান করিবেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও পৃথিবী এবং উৎপত্তি, বিনাশ ও কাল সমস্ত প্রাণীতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ ছিদ্রাত্মক ও শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাত্মক। মূর্ত্তিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা শব্দকে আত্মগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরণ, প্রাণ, অপান ও তগিন্দ্রিয় বায়ুর কার্য্য ও স্পর্শ উহার গুণ। তাপ, পাক, প্রকাশ, উষ্মা ও চক্ষু তেজের কার্য্য এবং তাম্র, গৌর ও কৃষ্ণাদি রূপই উহার গুণ। ক্লেশ, দ্রবীকরণ, রসন, জিহ্বা ও রক্ত, মজ্জা প্রভৃতি পদার্থসমুদয় সলিলের কার্য্য ও রস উহার গুণ। ধাতু, অস্থি, দন্ত, নখ, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শির, স্নায়ু ও চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই সমুদয় পৃথিবীর কার্য্য এবং গন্ধ উহার গুণ। আকাশের শব্দ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষিগণ এইরূপে পঞ্চভূত এবং তাঁহাদের কার্য্য ও গুণনিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের দেহমধ্যে ঐ পঞ্চভূত, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছে। বুদ্ধি নিশ্চয়ত্মক, মন সংশয়াত্মক ও দেহাভিমানী জীব কর্ম্মের আশ্রয়। জীব সত্যাদি কালকৃত পুণ্যপাপসংযুক্ত হইলেও যদি আপনাকে পুণ্যপাপে নির্লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আর তাহাকে বিমোহিত হইতে হয় না।"

২৫৩তম অধ্যায়
যোগীর ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়

"ব্যাস বলিলেন, "বৎস! যোগিগণ শাস্ত্রোক্ত যোগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা দেহবিমুক্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন গগনমধ্যে সূর্য্যের কিরণজাল একত্রীভূত হইয়া অবস্থান করিলেও স্থূলদৃষ্টিদ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়া যুক্তিদ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ যেসমস্ত জীব স্থূলদেহবিমুক্ত হইয়া লোকে বিচরণ করে, তাহাদের জীবন্মুক্তি স্থূলদৃষ্টিদ্বারা দৃষ্ট না হইয়া জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারাই লক্ষিত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জলমধ্যে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় জীবদেহে প্রকাশিত লিঙ্গশরীরকে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কি জাগ্রদ্দশা, কি নিদ্রিতাবস্থা, সকল সময়েই মনঃকল্পিত কামাদি ও যোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই লিঙ্গশরীর বশীভূত করিতে পারেন। তাঁহাদিগের জীব নিরন্তর মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সপ্তগুণসম্পন্ন হইয়াও জরামৃত্যু পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি-লোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন ও বুদ্ধির বশীভূত হয়, সে আপনা হইতে অন্য ব্যক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান এবং স্বপ্নযোগেও জাগরিতের ন্যায় পদার্থ

দর্শন, পুণ্যের অনুষ্ঠান ও সুখদুঃখ ভোগ করে এবং কামক্রোধের বশীভূত হইয়া ব্যসনাপন্ন ও প্রভূত অর্থ লাভ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়। জীব জননীর জঠরে দশ মাস অবস্থান করিয়াও ভুক্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণ হয় না। রজ ও তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অংশস্বরূপ সর্ব্বলোকের হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে কোনমতেই দর্শন করিতে পারে না। যাঁহারা যোগশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া জীবাত্মাকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ-শরীরকে অতিক্রম করা তাঁহাদের আবশ্যক। অনেকানেক মহর্ষিগণ সন্ন্যাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শাণ্ডিল্যমুনি শান্তিজনক সমাধিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত সূক্ষ্ম গুণ, প্রকৃতির বিকার জগৎ এবং সর্ব্বজ্ঞতা, নিত্য-তৃপ্ত, নিত্যবোধ, স্বাধীনতা, অলুপ্তদৃষ্টি ও অনন্তশক্তি এই ষড়ঙ্গযুক্ত পরমেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইলেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে।”

২৫৪তম অধ্যায়
বাসনাময় সংসারের মোহপাশ

“ব্যাস বলিলেন, ‘লুব্ধ ব্যক্তিরা আয়সপাশে [লৌহতুল্য কঠিন আশারূপ পাশ] জড়িত হইয়া হৃদয়স্থ কামবৃক্ষকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ফললাভের অভিলাষে উহার উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ মহাবৃক্ষ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ক্রোধ ও অভিমান উহার স্কন্ধ; কর্ত্তব্যাভিলাষ উহার আলবাল [জলাধার বৃক্ষমূলের চতুর্দ্দিকে যে আইল বাঁধিয়া জল রাখা হয়]; অজ্ঞান উহার মূল; প্রমাদ উহার সেকসলিল [সেচন করার জল]; পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত পাপ উহার সার; মোহ ও চিন্তা উহার ক্ষুদ্র শাখা; শোক উহার বৃহৎ শাখা ও ভয় উহার অঙ্কুর। মোহজনক পিপাসারূপ লতাসমুদয় ঐ বৃক্ষকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আয়সপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তিনি সুখ-দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যে ভোগ্যবিষয়দ্বারা এই বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই বিষ যেমন আতুরকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৃতী ব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূল যোগবলে সমাধিস্বরূপ অসিদ্বারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিবেন। যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনই কাম্যকর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর দুঃখভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিগণ শরীরকে পুরস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধি উহার অধিকারিণী এবং চিত্ত ঐ বুদ্ধির অমাত্য। ইন্দ্রিয়গণ ও মন ঐ পুরের অধিবাসী; উহারা বুদ্ধির ভোগসম্পাদনার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই পুরমধ্যে রজ ও তমনামে দুইটি দারুণ দোষ, বিদ্যমান রহিয়াছে। বুদ্ধি, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি পুরবাসিগণ সেই রজ ও তমোবিহিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। রাজস ও তামস অহঙ্কার অবিহিতমার্গসমুৎপন্ন [অশাস্ত্রীয় উপায়ে জাত] সুখদুঃখ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরমধ্যে বুদ্ধি বিকৃত মনের সহিত তুল্যতা লাভ করিয়া কলুষিত হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ সেই বিকৃত মন হইতে নিতান্ত ভীত হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। কলুষিতা বুদ্ধি যে বিষয় হিতকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা অনিষ্টফল প্রদানপূর্ব্বক বিনষ্ট হয় এবং মনও সেই বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া যারপরনাই কাতর হইয়া উঠে। মন কাতর হইলে বুদ্ধি নিপীড়িত হয় এবং বুদ্ধির পীড়া হইলেই আত্মার দুঃখ জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ মনই রজোগুণের সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি পৌরবর্গকে গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখের হস্তে সমর্পণ করে।”

২৫৫তম অধ্যায়
ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের লক্ষণ

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! অত্যন্ত প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ ভগবান বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবের নিকট পুনরায় যে পঞ্চভূতের নির্দ্ধারণবিষয়ক শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। স্থিরতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি, গন্ধ, ঘ্রাণশক্তি,

সংঘাত [সংহতি—মিলিতাবস্থা], মনুষ্যাদির আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থূলতা এই সমুদয় পৃথিবীর গুণ। শৈত্যরস [শীতলরস], ক্লেদ, দ্রব্যত্ব [তরলতা], স্নেহ, সৌম্যতা, প্রস্রবণ [ধারারূপে নিঃসরণ], জিহ্বা, হিমকরকাদিরূপে [শিলা-তুষাররূপে—শিলা ও বরফের আকারে] সংঘাতত্ব ও তণ্ডুলাদির পাচকতা [সুসিদ্ধভাব] এই সমুদয় সলিলের গুণ। দুর্দ্ধর্ষতা, জ্যোতিঃ, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রোগ, শীঘ্রগামিতা, তীক্ষ্ণতা ও ঊর্দ্ধপ্রয়াণ [ঊর্দ্ধগতি] এই সমুদয় অগ্নির গুণ। স্পর্শ, বাগিন্দ্রিয়স্থান, গমনাগমন বিষয়ে স্বাধীনতা, শীঘ্রগামিতা, শৌর্য্য, মোচন [ত্যাগ], উৎক্ষেপণ [ঊর্দ্ধে উত্তোলন], নিশ্বাসাদিচেষ্টা, জন্ম ও মৃত্যু এই সমুদয় সমীরণের গুণ। শব্দ, সর্ব্বব্যাপকতা, ছিদ্রসম্পন্নতা [ঘটপটাদির অবকাশবিধান শক্তি], অনাশ্রয়ত্ব, অনালম্বত্ব [অবলম্বনরাহিত্য], অব্যক্তত্ব, বিকৃতি, অবিকারিতা [বিকারহীনতা], অপ্রতিঘাত [আঘাতপ্রয়োগের অযোগ্য] ও ভূতত্ত্ব [দেহমধ্যগত অবকাশবিধানতা] এই সমুদয় আকাশের গুণ। পঞ্চভূত এই পঞ্চাশৎ গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধৈর্য্য, তর্কবিতর্ক, কৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, সহিষ্ণুতা, সৎপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই নয়টি মনের গুণ। সুষুপ্তি, উৎসাহ, চিত্তের একাগ্রতা, সংশয় ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকারিতা, বুদ্ধি এই পাঁচগুণে অলঙ্কৃত।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বুদ্ধিকে কিরূপে পঞ্চগুণান্বিত বলা যায় এবং ইন্দ্রিয়গণকেই বা কি প্রকারে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা সুক্ষ্মরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বুদ্ধির পাঁচ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ বুদ্ধির ষষ্ঠিগুণ। পঞ্চ মহাভূত ও ইতিপূর্ব্বে পঞ্চ-মহাভূতের যে পঞ্চাশৎ গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে, তৎসমুদয় ও নিদ্রা উৎসাহাদি পাঁচ, সমুদায় ষাটটি বুদ্ধির গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ঐ গুণসমুদয় চৈতন্যের সহিত মিলিত থাকে। পরমেশ্বর ঐ সমুদয় গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা নিত্য নহে। পূর্ব্বে এই জগতের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে যে সমুদয় মত কীর্ত্তন করা গিয়াছে, সেসমুদয় বেদবিরুদ্ধ ও বিচারদুষ্ট। সম্প্রতি আমি যে মত কীর্ত্তন করিলাম, তুমি সেই বেদোক্ত মত অবগত হইয়া শান্তবুদ্ধি হও।"

২৫৬তম অধ্যায়

মৃত্যুর উৎপতি লক্ষণ—নৃপ-নারদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অযুত হস্তীর তুল্য বলশালী ভীমপরাক্রম ভূপালগণ আপনাদিগের তুল্য তেজোবলসম্পন্ন বীরগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া সৈন্যমধ্যে ধরাশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। উহাদিগকে সংহার করিতে পারে, এমন লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে এই যে মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতিগণ গতাসু হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিয়াছেন, ইহাদিগকে কি নিমিত্ত মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তদ্বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব মৃত্যু কে, কোন পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর উহা কি নিমিত্তই বা প্রজাদিগকে হরণ করে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! সত্যযুগে অনুকম্পননামে এক রাজা সংগ্রামে ক্ষীণবাহন হইয়া শত্রুর বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার হরিনামে এক নারায়ণতুল্য বলশালী পুত্র ছিল। ঐ পুত্র সৈন্যসামন্তের সহিত সংগ্রামে নিহত হয়। মহারাজ অনুকম্পন পুত্রের নিধন ও শত্রুর নিপীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া পরিশেষে শান্তিপরায়ণ হইলেন। তিনি একদা তপোধনাগ্রগণ্য নারদের দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংগ্রামে যেরূপে পুত্রের মৃত্যু ও আপনার শত্রুহস্তে পতন হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন।

'মুনিকুলতিলক নারদ রাজার বাক্যশ্রবণে দয়ালু হইয়া তাঁহার, নিকট এক পুত্রশোকনিবারণক্ষম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে মানস করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! পুর্ব্বে আমি যে উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রজাসংহারার্থ ব্রহ্মার উপায় উদ্ভাবন

'পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা, ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন উচ্ছাসবিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কিরূপে প্রজাসংহার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংসারমধ্যে সংহারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র হইতে ক্রোধজ অনল বিনির্গত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ সেই ক্রোধানলদ্বারা দশদিক দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

'এইরূপে ব্রহ্মার কোপানলে স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদয় পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে বেদপতি যজ্ঞেশ্বর দেবদেব মহাদেব প্রজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রহ্মর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহেশ্বর! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, প্রকাশ কর, আমি অচিরাৎ তোমার কামনা পূর্ণ করিব।"

২৫৭তম অধ্যায়

সৃষ্টিসংরক্ষণে ব্রহ্মার প্রতি রুদ্রের অনুরোধ

"রুদ্র কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি প্রজাসৃষ্টি করুন, এই আমার প্রার্থনা। এই সমস্ত প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব ইহাদিগের উপর কোপ প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। হে দেব! আপনার তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত করুণাসঞ্চার হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আপনি ইহাদিগের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন।

"প্রজাপতি কহিলেন, ম'হেশ্বর! আমি প্রজাবর্গের উপর ক্রোধাবিষ্ট হই নাই। প্রজাসকল উৎসন্ন হউক, আমার এরূপ অভিলাষও নহে। আমি কেবল বসুমতীর ভার-লাঘবের নিমিত্ত প্রজাগণের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই বসুন্ধরা লোকভয়ে আক্রান্ত ও রসাতলে

নিমগ্নপ্রায় হইয়া প্রজাসংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করাতে আমি কিরূপে প্রবীণ প্রজাগণকে সংহার করিব, ইহা চিন্তা করিতেছিলাম। যখন আমি ঐ বিষয় চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে অবধারণ করিতে পারিলাম না, তখন আমার অন্তরে ক্রোধসঞ্চার হইল।'

'রুদ্র কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন; এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রজাসকল বিনাশ করিবেন না। দেখুন, এই চরাচর চতুর্ব্বিধ ভূত-একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। সমস্ত জগতে হাহাকারশব্দ উত্থিত হইয়াছে। অতএব আমি আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইলে আর প্রত্যাগত হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই আপনার তেজ প্রতিসংহার [দমন—নিবারণ] করুন। যাহাতে এই সকল প্রজা আর না দগ্ধ হয়, আপনি হিতাভিলাষপরবশ হইয়া তাহার উপায়বিধান করুন। আপনি আমাকে অধিদেবত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন প্রজারা সমূলে উন্মূলিত না হয়। অতঃপর উহারা যাহাতে বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এরূপ উপায় করা আপনার কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মৃত্যুর উৎপত্তি

"দেবদেব মহাদেব এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃপাপরবশ হইয়া পুনরায় আপনাতে তেজ প্রতিসংহার করিয়া ভূতগণের জন্মমৃত্যুর নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধসম্ভূত তেজঃ, প্রতিসংহার করেন, সেই সময় তাহার ইন্দ্রিয়সমুদয় হইতে পিঙ্গলবসনা, কৃষ্ণনয়না, দিব্যকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যাভরণভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূতা হইয়া দক্ষিণদিক আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক মৃত্যুনামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মৃত্যো! তুমি এই প্রজাসমূদয়কে পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ কর। আমি রোষাবিষ্ট প্রজাদিগের বিনাশার্থই তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমাকে আমার নির্দ্দেশানুসারে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলকেই নির্ব্বিশেষে বিনাশ করিতে হইবে। তোমাতে শ্রেয়োলাভ হউক। কমলমাল্যধারিণী মৃত্যু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অনবরত অশ্রুধারা মোচন ও করতল দ্বারা উহা ধারণ করিতে লাগিলেন।"

২৫৮তম অধ্যায়

মৃত্যুর ভূতসংহারে অসম্মতিজ্ঞাপন

"অনন্তর আয়তলোচনা মৃত্যু কথঞ্চিৎ স্বীয় দুঃখ সংবরণপূর্ব্বক প্রজাগণের হিতার্থে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ব্রহ্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! মাদৃশ অবলা [সরলা স্ত্রী] আপনা হইতেই সম্ভূত হইয়া কিরূপে সমুদয় জীবের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক ক্রূরকার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে? আমি অধর্ম্মে একান্ত ভীত; অতএব আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে ধর্ম্মকার্য্যে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবাগণ আমার কি অপরাধ করিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব? লোকের প্রিয়পুত্র, প্রিয়বয়স্য এবং পিতা,

মাতা ও ভ্রাতৃবিনাশ করিতে আমি কখনই সমর্থ হইব না। লোকে আমার হস্তে নিপতিত হওয়াতে যারপরনাই কাতর হইয়া আমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবে এবং তাহাদিগের শোকাপাতে আমাকে অনন্তকাল দগ্ধ হইতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি একান্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমি বিনাশ করিলে পাপাত্মারা নরকে নিপতিত হইবে; সুতরাং আমাকেই লোকের নরকের কারণ হইতে হইবে। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে লোকবিনাশকার্য্য হইতে বিরত করুন। আমি এক্ষণে আপনার সন্তোষবিধানার্থ তপস্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

"ব্রহ্মা কহিলেন, 'সুন্দরি! আমি প্রজাদিগের সংহারার্থ তোমার সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া প্রজাগণের সংহারকার্য্যে ব্যাপৃত হও। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তোমাকে অবশ্যই আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।' লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে মৃত্যু কিছুমাত্র উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষায় বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কমলযোনি বারংবার তাঁহাকে প্রজানাশের অনুরোধ করাতে তিনি পরিশেষে মৃতপ্রায় হইয়া মৌনভাবে রহিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা মৃত্যুকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া হাস্যমুখে প্রজাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মশাপভীতা মৃত্যুর তপশ্চরণ

"এইরূপে ব্রহ্মার ক্রোধ শান্ত হইলে মৃত্যু প্রজাসংহার বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক সত্বর গোতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একপদে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চদশপদ্ম[পনর নিযুত কোটি]সংখ্যক বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তৎপরে অমিততেজাঃ ভগবান্ কমলযোনি পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুন্দরি! তুমি অতঃপর আমার বচন প্রতিপালন কর।' তখন মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ ও তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পুনরায় বিংশতিপদ্ম[কুড়ি নিযুত কোটি]সংখ্যক বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি অযুতপদ্মসংখ্যক বৎসর মৃগগণের সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিলেন এবং বিংশতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া আট সহস্র বৎসর জলে অবস্থানপূর্ব্বক যৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি কৌশিকী নদীতে গমন করিয়া তথায় জল ও বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ পর্য্যায়ক্রমে ভাগীরথীতীরে ও সুমেরুপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তদনন্তর দেবগণ হিমালয়ের যে প্রদেশে অবস্থান করেন, সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সন্তোষসাধনার্থ নিখর্ব্ব[দশসহস্র কোটি]সংখ্যক বৎসর অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

"তখন সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! কেন আর তপানুষ্ঠান করিতেছ? আমি যাহা কহিয়াছি, অতঃপর তাহার অনুষ্ঠান কর।' তখন মৃত্যু পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আমি প্রজাসংহার করিতে সমর্থ হইব না। আমি পুনরায় আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপশ্চরণ করিব।'

মৃত্যু এই কথা কহিলে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে অধর্ম্মভয়ে ভীত দেখিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! প্রজাসংহারনিবন্ধন তোমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তুমি নির্ভয়ে প্রজাগণকে সংহার কর। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবার নহে। তুমি প্রজাসংহার করিয়া সনাতন ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। আমি এবং অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিলাম। আমি এক্ষণে তোমাকে এই এক অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি যে, প্রজাগণ ব্যাধিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবে তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্ত্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষগণকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীদিগকে ও ক্লীব হইয়া ক্লীবসমুদয়কে আক্রমণ করিবে।

মৃত্যুসহকারী জরাব্যাধি প্রভৃতির উদ্ভব

"দেবাদিদেব ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আমি কখনই প্রজাগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইব না।' তখন লোকপিতামহ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রজাগণকে সংহার কর। যাহাতে তোমার অধর্ম্মস্পর্শ না হয়, আমি তাহার উপায়বিধান করিব। তুমি স্বীয় নয়নবিগলিত যে অশ্রুবিন্দুসমুদয় স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই অশ্রুবিন্দুসকল ঘোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথাসময়ে মানবগণকে বিনাশ করিবে। তুমি জীবগণের বিনাশ সময়ে তাহাদের নিকটে কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও, তাহা হইলে তাহারাই মানবগণের বিনাশসাধক হইবে। তুমি রাগদ্বেষপরিশূন্য, সুতরাং তোমাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে না; প্রত্যুত তোমার ধর্ম্মলাভই হইবে। অতএব তুমি এইরূপে ধর্ম্মপ্রতিপালনে যত্ন কর, আপনাকে অধর্ম্মে পতিত করিও না। এক্ষণে স্বীয় অধিকার অবলম্বনপূর্ব্বক জীবগণকে সংহার করাই কর্ত্তব্য।'

"তখন মৃত্যু ব্রহ্মার শাপ ভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা প্রাণীগণের সংহারসাধনে অঙ্গীকার করিলেন। সেই অবধি তিনি কামক্রোধকে প্রেরণপূর্ব্বক জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণসংহারকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রুপাতসকল ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধিপ্রভাবে মনুষ্যদিগের শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে। অতএব প্রাণীগণের প্রাণনাশনিবন্ধন শোক করা কর্ত্তব্য নহে। জীবগণের ইন্দ্রিয়-সমুদয় যেমন সুষুপ্তিসময়ে বিরত এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণও একবারে পরলোকগমন পূর্ব্বক তথা হইতে পুনরায় আগমন করিয়া থাকে। মহাতেজস্বী ভীষণ-নিনাদসম্পন্ন বায়ু সমুদয় জীবের জীবনস্বরূপ হইয়া দেহীদিগের নানাবিধ দেহে অবস্থান করিতেছে। এই নিমিত্ত বায়ুকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সময়ক্রমে দেবতারা মর্ত্ত্যসংজ্ঞা এবং মনুষ্যগণ দেবত্বলাভ করিয়া থাকেন। আপনার পুত্র স্বর্গে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না।

"হে ধর্ম্মরাজ! মৃত্যু এইরূপে ভগবান্ কমলযোনি কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া স্বীয় অশ্রুপাতজনিত ব্যাধিসমুদয়ের সাহায্যে যথাকালে জীবগণকে সংহার করিয়া থাকেন।"

২৫৯তম অধ্যায়
ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয়ে যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মনুরোধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে; অতএব ধর্ম্ম কি পদার্থ এবং কি হইতেই বা উৎপন্ন হয় ? ইহলোকে মঙ্গললাভের নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান করা যায় তাহাই কি ধর্ম্ম বা পরলোকের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ? অথবা এই লোক ও পরলোক এই উভয় লোকের নিমিত্ত যাহা সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, আপনি ইহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।” | ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ। সদাচার, স্মৃতি, বেদ ও অর্থ এই চারি বিষয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। লোকযাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্ত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ইহকাল ও পরকালে সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই পাপভোগ করিতে হয়। পাপপরায়ণ পুরুষেরা কদাচ পাপ হইতে বিমুক্ত হয় না। কিন্তু কেহ কেহ আপালে পাপাচরণ করিয়াও নিষ্পাপ হয় এবং মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়াও সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আচারই ধর্ম্মের আশ্রয়; সেই আচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম অবগত হইবে। মনুষ্যের স্বভাব এই, তাহারা আপনার অধর্ম্ম কিছুতেই প্রকাশ করে না, কিন্তু অন্যের পাপাচার সুপ্রচারিত করিয়া থাকে। দেখ, তস্কর অরাজক রাজ্যে অন্যের অর্থ অপহরণ করিয়া অশঙ্কচিত্তে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন অন্যে তাহার ধন গ্রহণ করে, তখন সে রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার নামে অভিযোগ করিয়া থাকে। সে সময়েও স্বধনসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধন হরণ করিতে তাহার স্পৃহা জন্মে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধস্বভাব এবং যে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া জ্ঞাত আছে, সে নির্ভয়ে রাজদ্বারে গমন করিতে পারে। সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সত্যে সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাপপরায়ণ উগ্রস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা সত্যপ্রভাবেই নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবন্ধন করিয়া থাকে; তাহারা যদি নিয়মের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরস্পর বিনষ্ট হইয়া যায়। পরস্বাপহরণ না করাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বলবান ব্যক্তি ‘পরধন অপহরণ করা অকর্তব্য’ ইহা দুর্ব্বলদিগের বাক্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। দৈব তাহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে কেহই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বা সুখী নাই। অতএব সরল ভাব অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পবিত্রভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর অসাধু, তস্কর বা ভূপাল হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতে হয় না। তস্কর নগরপ্রবিষ্ট মৃগের ন্যায় সকল লোক হইতেই ভীত হইয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় অন্যকে পাপপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধস্বভাব, সে প্রফুল্লমনে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে এবং কদাপি অন্য হইতে আপনার অনিষ্টাশঙ্কা করে না।

“যাঁহারা প্রাণীগণের হিতানুষ্ঠাননিরত, তাঁহারাই দানধর্ম্মের বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধনীরা দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ ঐ বিধিকে দরিদ্রনির্দ্দিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, এই জীবলোকে কাহারও সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অন্যে তাহার অনিষ্ট করিলে সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত? যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপতি হয়, অন্যের দোষ সহ্য করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপতি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, অন্যের প্রাণসংহার করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ করিবে, তাহা অন্যের প্রিয়কর জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নির্দ্ধন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবে। এই কারণেই ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত কুসীদবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভ হয়, সতত সেই পথ আশ্রয় করা উচিত। যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে, তথাচ ধর্ম্মপথে বিচরণ করাই কর্ত্তব্য। মনীষিগণ হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যেমন ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহাতেই স্থিরনিশ্চয় হও। পূর্ব্বে বিধাতা ধর্ম্মকে দয়াপ্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তিরা সেই পরমধর্ম্মলাভের নিমিত্তই সতত সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ইহা অনুধাবন করিয়া সরলতা অবলম্বন কর, কদাচ কপট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।”

২৬০তম অধ্যায়
ধর্ম্মসন্দেহসূচনা—ধর্ম্ম ও আচারের আলোচনা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি যেরূপ সূক্ষ্ম বেদবাধিত ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন, আমার হৃদয়ে তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, আমি অনুমান আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আপনি আমার হৃদগত প্রায় সমুদয় প্রশ্নই কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি কুতর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক আর একটি প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্মপ্রভাবে প্রাণীগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠদ্বারা কখনই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম যেরূপ, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সেরূপ নহে। আপদ্ অসংখ্য, সুতরাং আপদ্ধর্ম্মও বিবিধ প্রকার। অতএব শাস্ত্রপাঠদ্বারা সমুদয় আপদ্ধর্ম্ম কিরূপে বোধগম্য হইতে পারে? শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণদ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও সাধু ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ; সুতরাং উহাদ্বারা কে সাধু ও ধর্ম্ম কি, তাহা নিরূপণ করা যায় না। দেখুন, শূদ্রগণ মুমুক্ষু হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করাতে তাঁহাদের অধর্ম্ম হইতেছে এবং অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞার্থে বিবিধ হিংসাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতেও তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? আর দেখুন,

বেদসমুদয়ের প্রতিযুগেই হ্রাস হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে পৃথক পৃথক ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে যখন কালভেদে বৈদিক কর্ম্মের ভিন্নভাব হইল, তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। বেদ হইতে সমুদয় স্মৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল, তবে তৎসম্ভূত স্মৃতিশাস্ত্রকেও অপ্রমাণ বলিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, ধার্ম্মিকেরা কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে বলবান্ দুরাত্মারা উহার যে অংশে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, সেই অংশ অবধি একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অন্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও বুঝিতে পারি বা না পারি, ধর্ম্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর, তাহার আর সন্দেহ নাই।

"যজ্ঞাদি ধর্ম্ম প্রথমতঃ গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা উহাকে অনিত্য বলিয়া পর্য্যালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের উহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা গোসমূহের জলপানার্থ ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে জলসেক করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলে যেমন ঐ সমুদয় ক্রমে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ বেদবোধিত ধর্ম্ম যুগে যুগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসাধু ব্যক্তিরা লোকের অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যসমাধান, বেতনগ্রহণসহকারে অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য্যসাধনের নিমিত্ত মিথ্যা আচার অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিরা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, মূঢ় ব্যক্তিরা তাহা প্রলাপ বোধ করিয়া সাধুদিগকে উন্মত্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। দেখুন, দ্রোণাদি মহাত্মাও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব সর্ব্বজনহিতকারী আচার কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন এবং কোন কোন ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম উভয় বর্ত্তমান থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকার আচারেই ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমার এই বোধ হইতেছে, শ্রুতি বা স্মৃতি ধর্ম্মের নির্ণায়ক নহে; পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অদ্যাপি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইতেছে।"

২৬১তম অধ্যায়
ধর্ম্মসিদ্ধান্ত—তুলাধার-জাজলি রাক্ষসসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তুলাধার। জাজলি-রাক্ষসসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে জাজলিনামে এক বনচারী ব্রাহ্মণ সমুদ্রতটে আগমনপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে চীর [বস্ত্রখণ্ড], অজিন [মৃগাদির চর্ম্ম] ও জটাধারণপূর্ব্বক পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ [কাদামাখা দেহে], সংযমী ও নিয়মিত আহারী হইয়া অসংখ্য বৎসর অতিবাহিত করেন। একদা ঐ মহাতেজস্বী তপঃপ্রভাবে জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক

ধ্যানবলে সমুদয় লোক বিচরণ ও নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, “এই বিশ্বসংসারমধ্যে আমিই অদ্বিতীয়। জলমধ্যে অবস্থান করিয়া আকাশগত গ্রহনক্ষত্রাদি অবগত হওয়া আমি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নহে।’

‘তপস্বী জাজলি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ শূন্য হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কহিল, ‘ভদ্র! এরূপ বাক্যোচ্চারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। বারাণসীমধ্যে বণিক্‌ধর্ম্মাবলম্বী তুলাধার নামে যে যশস্বী মহাপুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন, তিনিও কখন এরূপ কথা উচ্চারণ করিতে পারেন না।’ রাক্ষসগণ এই কথা কহিলে মহাতপাঃ জাজলি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ‘নিশাচরগণ! আমি সেই বিজ্ঞবর মহাযশস্বী তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষ করি।’ তখন রাক্ষসগণ তাহাকে সমুদ্রমধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া কহিলেন, ‘দ্বিজবর! তুমি এই পথ অবলম্বন করিয়া বারাণসীতে গমন কর।’ রাক্ষসগণ এইরূপে পথপ্রদর্শন করিলে জাজলি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন।

জাজলির তপস্যা-বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! জাজলি পূর্ব্বে কি কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! বানপ্রস্থ-ধর্ম্মবেত্তা ভগবান জাজলি ঘোরতর তপানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান, হুতাশনে আহুতি প্রদান, একাগ্রচিত্তে বেদপাঠ ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যারপরনাই কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতেন; কিন্তু কখনও ‘আমি ধার্ম্মিক’ এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেন না। সময়ে সময়ে বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে তিনি অনাবৃত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মস্তকে ধারাপাত [বৃষ্টির ধারাপতন] সহ্য করাতে এবং বনমধ্যে বারংবার গমনাগমননিবন্ধন তাঁহার কেশপাশে সতত ধূলিপটল সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার মস্তকে জটাভার বদ্ধ ও গ্রন্থিযুক্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া কাষ্ঠস্তম্ভের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় দুইটি চটকপক্ষী [চড়ুই] তৃণাদি আহরণ করিয়া তাঁহার মস্তকস্থিত জটামধ্যে কুলায় নির্ম্মাণ করিল [বাসা বাঁধিল]। পরম দয়ালু মহর্ষি জাজলি তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করাতে বিহঙ্গমিথুন বিশ্বস্তচিত্তে সেই কুলায়মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল।

‘অনন্তর বর্ষা অতীত ও শরৎকাল সমুপস্থিত হইলে তাহারা পরস্পর নিতান্ত কামাসক্ত হওয়াতে চটকীর গর্ভসঞ্চার হইল। কিয়দ্দিন পরে চটকী ঐ মহর্ষির মস্তকেই অণ্ড প্রসব করিল। তেজঃপুঞ্জকলেবর ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজবর তাহা অবগত হইয়াও অবিচলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গমিথুনও পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রতিদিন ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক পুনরায় তথায় আগমন করিয়া বিশ্বস্তমনে তাঁহার মস্তকে বাস করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তাহাদের অণ্ডসকল পরিপূর্ণ ও তৎসমুদয় হইতে শাবকসমুদয়

নির্গত হইল। শাবকগুলি জাজলির মস্তকে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তথাপি ঐ ব্রতধারী ধর্ম্মাত্মা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ শাবকগুলি জাতপক্ষ হইলে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া মহর্ষির মন নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমমিথুনও স্বীয় শাবকগণকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহা-আহ্লাদে তাহাদিগের সহিত সেই ঋষিমস্তকস্থিত কুলায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দ্বিজবর সেই জাতপক্ষ শাবকগুলিকে প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ উড্ডয়নপূর্ব্বক পুনরাগমন করিতে দেখিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাহারা পিতামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনারাই একবার গমনপূর্ব্বক পুনরায় আগমন, কোন দিন সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া নিয়মার্থ সায়ংকালে প্রত্যাগমন এবং কখন বা পাঁচদিন অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠদিনে পুনরাগমন করিতে লাগিল। তথাপি মহাত্মা জাজলি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

"এইরূপে পক্ষিগণ ক্রমে ক্রমে উড্ডয়ন অভ্যাস করিল। পরিশেষে যখন উহারা একবার জাজলির মস্তক হইতে অন্যত্র গমন করিয়া এক মাস অতীত হইলেও প্রত্যাগত হইল না, তখন জাজলি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ অবধি তাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। পক্ষিগণ যে তাঁহার মস্তকে নির্ব্বিঘ্নে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্য স্থানে গমন করিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তৎপরে তিনি নদীজলে স্নান ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া সুর্য্যোপস্থাপন করিতে লাগিলেন।

দৈববাণীপ্রবুদ্ধ জাজলির তুলাধার সাক্ষাৎকার

"একদা মহাত্মা জাজলি স্বীয় মস্তকে চটকপক্ষিগণ সমুৎপন্ন হইল বিবেচনা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতচিত্তে 'আমিই যথার্থ ধর্ম্মোপার্জন করিয়াছি' বলিয়া মহা আস্ফালন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল, 'জাজলে! তুমি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে মহাত্মা তুলাধারের তুল্য হইতে সমর্থ হইবে না। তুলাধারনামে যে মহাপ্রজ্ঞাশালী মহাত্মা বারাণসীমধ্যে অবস্থান করেন, তিনিও তোমার মত গর্ব্বিতবাক্যপ্রয়োগের উপযুক্ত নহেন।' অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হওয়াতে জাজলি রোষাবিষ্ট হইয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং বহুকালের পর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহাত্মা তুলাধার সন্তুষ্টচিত্তে পণ্যদ্রব্যসমুদয় বিক্রয় করিতেছেন। ঐ মহাত্মা বণিক জাজলিকে সমাগত দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রীতিমনে স্বাগতসম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি সমুদ্রকচ্ছে [সাগরতীরে] অবস্থান করিয়া ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মের যথার্থ মহিমা কিছুমাত্র অবগত হয়েন নাই। আপনি তপঃসিদ্ধ হইলে আপনার মস্তকে কতকগুলি পক্ষিশাবক জন্মিয়াছিল। আপনি তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয়প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু যখন সেই শাবকগুলি জাতপক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই

আপনি ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া মহাগর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় এক দৈববাণীপ্রভাবে আমার বৃত্তান্ত আপনার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আপনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাকে আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিতে হইবে, অনুজ্ঞা করুন।' "

২৬২তম অধ্যায়
তুলাধারকর্ত্তৃক বিবিধ ধর্ম্মব্যাখ্যা

ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! মহাত্মা তুলাধার এই কথা কহিলে জাপকাগ্রগণ্য মহামতি জাজলি তাঁহাকে কহিলেন, 'হে বণিক্‌পুত্র! তুমি রস, গন্ধ, বৃক্ষ, ওষধি ও ফলমূলসমুদয় বিক্রয় করিয়াও কিরূপে এরূপ নিশ্চলবুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ করিলে, তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন কর।

"তখন ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বৈশ্যকুলোদ্ভব জ্ঞানতৃপ্ত মহাত্মা তুলাধার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'জাজলে! আমি সর্ব্বভূতহিতকর পূর্ব্বতন সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি। প্রাণীগণের প্রতি অহিংসা অথবা বিপদ্‌কালে অল্পমাত্র হিংসাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই প্রধান ধর্ম্ম। আমি তদনুসারে কেবল পরিচ্ছন্ন [সীমাবদ্ধ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য] কাষ্ঠ ও তৃণাদির ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাপন করিতেছি। অলক্ত [আলতা], পদ্মককাষ্ঠ [সুগন্ধি কাষ্ঠ], তুঙ্গকাষ্ঠ [সুগন্ধি কাষ্ঠ], কস্তুরী প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য এবং সুরা ব্যতীত বিবিধ রসের অকপটে ক্রয়বিক্রয়দ্বারা আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে।

'যে ব্যক্তি সকলের সুহৃদ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। অনুরোধ, বিরোধ, দ্বেষ ও কামনা পরিত্যাগ এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে দৃষ্টিপাত এই সমুদয়ই আমার প্রধান নিয়ম। আকাশমণ্ডল যেমন মেঘাদিসহযোগে বিবিধাকার ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র জগদীশ্বর সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করিতেছেন। আমি এই বিবেচনা করিয়া অন্যের কার্য্যদর্শনে প্রশংসা বা নিন্দা করি না। আমি সমুদয় লোককে সমান বলিয়া জ্ঞান করি। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে আমার বিশেষ জ্ঞান নাই। আমি অন্ধ, বধির ও উন্মত্তের ন্যায় বিষয়ভোগরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছি। বৃদ্ধ, আতুর ও কৃশ ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমারও অর্থ, কাম ও ভোগবিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। লোক যখন স্বয়ং কাম, বিদ্বেষ ও ভয় পরিত্যাগ করে; অন্যকে ভয়-প্রদর্শন না করে, কায়মনোবাক্যে কোন জীবের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মপদলাভ হইয়া থাকে। অভয়দানের তুল্য পরমধর্ম্ম আর নাই। যে ব্যক্তি নিতান্ত ক্রূরভাষী ও কঠিন দণ্ডকারী এবং লোকে মৃত্যুমুখের ন্যায় যাহা হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মহাভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি পুত্রপৌত্রসমন্বিত হিংসাবিহীন মহাত্মা বৃদ্ধগণের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আছি। মূঢ়েরা সদাচারের কিয়দংশ বিরুদ্ধ দেখিয়া সমুদয় সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে; কিন্তু বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠানদ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে যে ব্যক্তি দমগুণ অবলম্বন ও দ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুজনচরিত আচার আশ্রয় করে, তাহারই অচিরাৎ ধর্ম্মলাভ হয়। যেমন নদীবেগসহকারে কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ ও বিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপ কর্ম্মপ্রবাহদ্বারা পিতাপুত্রাদির পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে।

অভয়দানের শ্রেষ্ঠতা—অহিংসার প্রশংসা

‘যে মহাত্মা কখন কোন প্রাণীকে ভয়-প্রদর্শন না করেন, তিনিই সর্ব্বদা সমুদয় প্রাণী হইতে অভয় লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। লোকসমুদয় ভীষণ গর্জ্জনশীল বৃকের ন্যায় যে ব্যক্তি হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি সমুদয় লোক হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই অভয়দানরূপ আচার প্রতিপালন করেন, তাঁহারা সহায়সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট ভোগশালী ও সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন; পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাদিগের হৃদয়ে অল্পমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহারা কীর্ত্তিলাভের নিমিত্ত অভয়দানরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, আর যেসকল ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে সমধিক পারদর্শী, তাঁহারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্তই লোকদিগকে অভয়দান করিয়া থাকেন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশদ্বারা যে ফল লাভ করা যায় একমাত্র অভয়দানদ্বারা সেই ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয়দান করে, সেই ব্যক্তির সমুদয় যজ্ঞের ফল ও অভয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কখন কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই; আর লোকসমুদয় গৃহগত সর্পের ন্যায় যাহার ভয়ে সতত উদ্বেগযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি কি ইহলোকে, কি পরলোকে, কুত্রাপি ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, দেবগণও তাঁহার সর্ব্বলোকাতিগ [লোকাতিশায়ী গতি অলৌকিক গতি] পদ অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন।

‘অভয়দান সমুদয় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিরা একবার সৌভাগ্যশালী হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়নিবন্ধন পুনরায় দুর্ভাগ্যযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বিনশ্বর কাম্য-কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম অতি সুক্ষ্ম পদার্থ। কোন ধর্ম্মই কারণশূন্য নহে। বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মলাভজনক ও স্বর্গাদিপ্রাপ্তিসাধন এই উভয়বিধ ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে স্বর্গাদিপ্রাপক ধর্ম্ম স্থূল এবং ব্রহ্মপ্রাপক অভয়দানরূপ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মধর্ম্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া অনেকে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ সাধুদিগের আচার দর্শন করিয়া ঐ ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন। যাহারা গোসমূহের – মুষ্কমোষণ [বিচি ছাড়াইয়া বলদ বানান] ও নাসিকাভেদ [নাসিকায় ছিদ্র করিয়া দড়ি পরান] করিয়া তাহাদিগকে গুরুভারে নিপীড়িত, বদ্ধ ও দমিত করে, যাহারা বিবিধ প্রাণীর প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাহাদিগের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, যাহারা ভৃত্যগণদ্বারা কার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক স্বয়ং সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহারা স্বয়ং বধবন্ধনিরোধজনিত [বধার্থ বন্ধনাদিদ্বারা আবদ্ধ করার জন্য] দুঃখ পরিজ্ঞাত হইয়াও দিবানিশি অন্যকে সেই

দুঃখে দুঃখিত করে, তুমি তাহাদিগের নিন্দা না করিয়া আমাকে কি নিমিত্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেছ? পঞ্চেন্দ্রিয়সংযুক্ত প্রাণীমাত্রেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেবগণ বাস করিতেছেন; অতএব যাহারা প্রাণীগণের বিক্রয়দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া দেহত্যাগ করে, তোমার মতে কি তাহারা নিন্দনীয় নহে? ছাগে অগ্নি, মেষে বরুণ, অশ্বে সূর্য্য, পৃথিবীতে বিরাট এবং ধেনু ও বৎসে চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন, অতএব যে ব্যক্তি এই সমুদয় বিক্রয় করে, তাহার কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না; কিন্তু তৈল, ঘৃত, মধু ও ঔষধসমুদয়ের বিক্রয়দ্বারা কোন পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই।

'মানবগণ দংশমশকবিহীন দেশে অবস্থিত সুখসংবর্দ্ধিত পশুদিগকে মাতার প্রিয় বুঝিতে পারিয়াও কৃষাদিকার্য্যসাধনের নিমিত্ত বিধিরূপে আক্রমণপূর্ব্বক বহুদংশসমাকুল কর্দ্দমাকীর্ণ দেশে সমানীত এবং গোসমূহ ভারবহনে অনুপযুক্ত হইলেও তাহাদিগকে গুরুতরভাবে নিপীড়িত করে। আমার মতে ঐ সমুদয় কার্য্য ভ্রূণহত্যা অপেক্ষাও গর্হিত। অনেকে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ উহা অতিশয় নিন্দনীয়। দেখ, লাঙ্গলদ্বারা ভূমি বিদারণ করিলে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট ও লাঙ্গলসংযোজিত বৃষসমুদয় নিতান্ত নিপীড়িত হয়। গোসমুদয় অঘ্ন[প্রহারাদিদ্বারা পীড়নের অযোগ্য]নামে বিখ্যাত আছে। অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বা নিপীড়িত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বৃষ অথবা গাভীর হিংসা করে, তাহাকে মহৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

'পূর্ব্বে মহারাজ নহুষ মধুপর্কদানসময়ে গোবধ করাতে মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন—মহারাজ! তুমি মাতৃতুল্য গাভী ও প্রজাপতিতুল্য বৃষকে বিনষ্ট করিয়া যারপরনাই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমার যজ্ঞে হোম করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। তোমার নিমিত্ত আমরা অতিশয় ব্যথিত হইলাম। তপোধনেরা রাজা নহুষকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তপোবলে বুঝিতে পারিলেন যে, নহুষ জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ পাপের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন তাঁহারা সেই নহুষকৃত পাপকে একাধিকশতসংখ্যক ব্যাধিরূপে বিভক্ত করিয়া সমুদয় প্রাণীর উপর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন—মহারাজ! তোমার এই গোবধজনিত পাপ অজ্ঞানকৃত হইয়াও সর্ব্বলোকের অপকারক হইল। হে জাজলে! তুমি কেবল পূর্ব্বের আচারমাত্র দর্শন করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; কিন্তু এইরূপ আচরণ যে নিতান্ত অশুভাবহ, তাহা কখনই তোমার বোধগম্য হয় না; অতএব যে কার্য্যদ্বারা সমুদয় জীবের অভয়লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেবল লোকাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার হিংসা করে, যে আমার প্রশংসা করিয়া থাকে, আমি তাহাদের উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। পণ্ডিতেরা এইরূপে ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা প্রতিনিয়ত এই যুক্তিসম্পন্ন যযাগিগণসেবিত পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন।"

২৬৩তম অধ্যায়
নিষ্কাম ও সকাম যজ্ঞের গুণাগুণবর্ণন

"জাজলি কহিলেন, "হে বণিক! তুমি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধর্ম্মনির্দ্দেশপূর্ব্বক মনুষ্যদিগের স্বর্গদ্বার ও বৃত্তি রোধ করিতেছ। কৃষিকার্য্যদ্বারা ধান্যাদি উৎপন্ন হয়। তুমিও এই ধান্যাদিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবিত রহিয়াছ। মনুষ্যেরা পশু ও ধান্যাদিদ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে। উহারা জীবিত থাকিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। তুমি এক্ষণে নিতান্ত নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিলে। জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া কি কেহ কখন জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়?

"তুলাধার কহিলেন, 'ব্রহ্মন! জীবগণ যেরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। আপনি আমাকে নাস্তিক জ্ঞান করিতেছেন, বস্তুতঃ আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি না। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিশেষ পরিজ্ঞাত আছে, এরূপ লোক নিতান্ত দুর্লভ। আমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, অন্তর্য্যাগ ও অন্তর্য্যাগবেত্তা মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কর্ত্তব্য, অন্তর্য্যাগ [সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক যাগ—মানসযজ্ঞ] পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য হিংসাময় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখুন, লুব্ধস্বভাব ধনপরায়ণ আস্তিকেরা বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া, সত্যের ন্যায় লক্ষিত মিথ্যাময় ক্ষত্রিয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজমানকে বিবিধ বস্তুদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যজমান সেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করে এবং তন্নিমিত্ত নানাপ্রকার তস্কর প্রভৃতি বিবিধ অসকার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। যে হবনীয় দ্রব্য ন্যায়পথে উপার্জ্জিত হয়, তদ্দারাই দেবতারা সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণত আছে যে, নমস্কার, হবিঃ, স্বাধ্যায় ও ওষধিদ্বারা দেবগণের পূজা সমাহিত হইয়া থাকে। যাহারা কামনাসম্পন্ন হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদি অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সেই সমস্ত যজ্ঞপ্রভাবে লুব্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়। লুব্ধ হইতে লুব্ধ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তি হইতে রাগদ্বেষশূন্য পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজমান ও ঋত্বিক্ সকাম হইলে তাহাদের পুত্র সকাম ও নিষ্কাম হইলে তাহাদিগের সন্তানও নিষ্কাম হয়, সন্দেহ নাই। যেমন নভোমণ্ডল হইতে নির্ম্মল সলিল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যাগযজ্ঞ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে তাহা আদিত্যমণ্ডলে সংক্রামিত হয়। পরে আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আনুষঙ্গিক সমস্ত কামনা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগকে মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। পৃথিবী লাঙ্গলদ্বারা কর্ষিত না হইয়াই প্রচুর ফল উৎপন্ন করিত। জগতের শুভানুধ্যানদ্বারাই লতাদি সঞ্জাত হইত। ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন পুরুষ যজ্ঞকে ফলপ্রদ ও আত্মাকে ফলভাগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

'যাহারা যজ্ঞে ফল জন্মে কি না, এইরূপ সংশয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পরজন্মে অসাধু, ধূর্ত্ত ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কুতর্কদ্বারা দেবগণকে অশুভফলসম্পাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই অকৃতজ্ঞ আপনার অশুভ কর্ম্মপ্রভাবে পাপাত্মাদিগের গতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি নিত্যকর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া অবগত আছেন, যিনি সেই নিত্যকর্ম্মে অকারণে ভীত হন, যিনি ব্রহ্মকে মন্ত্রাগ্যাদিরূপে [মন্ত্র ও অগ্নি প্রভৃতি রূপে] অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যাঁহার আপনাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। তাঁহার কার্য্যে অঙ্গহানি হইলেও উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি শূকরাদি জন্তু তাঁহার যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়, তাহাও উৎকৃষ্ট; কিন্তু যেসকল ব্যক্তি সকাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের এইরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। পরমপুরুষার্থলাভে লোলুপ বৈরাগ্যযুক্ত ও মসৎসরতাশূন্য ব্যক্তিরা সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। যাঁহারা দেহ ও আত্মার বিষয় অবগত আছেন, যোগই তাহাদের প্রধান কার্য্য। যাঁহারা সতত প্রণব পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন।

'ব্রহ্মই সমস্ত দেবতা; যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে অবগত আছেন, দেবতারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েন এবং তিনি ভোগসুখে তৃপ্ত হইলে তাঁহারাও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি সমস্ত রস আস্বাদনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলে নীরস দ্রব্য অভিলাষ করে না, সেইরূপ যিনি জ্ঞানতৃপ্ত, তিনি অন্য কোন বিষয়ে তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন না। যাঁহারা ধর্ম্মের আধার, কার্য্যাকার্য্যবিচারসমর্থ এবং যাঁহারা ধর্ম্মেই সুখানুভব করেন, তাঁহারা অন্তরাত্মাতে পরমাত্মাকে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানবান, সংসারসাগরের পরপারাভিলাষী, তাঁহারা যে স্থানে শোক, দুঃখ ও পতনের ভয় নাই, সেই পবিত্র-জনসেবিত পরম পাবন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহারা স্বর্গ, যশ বা ধনলাভের অভিলাষে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না; কেবল সজ্জনসেবিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। ঐ সকল মহাত্মা বনস্পতি, ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসাধক বলিয়া অবগত আছেন। লুব্ধস্বভাব ঋত্বিক্গণ উঁহাদিগের নিকট কিছুমাত্র ফললাভের প্রত্যাশা নাই বলিয়া উহাদিগকে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করান না। যেসকল ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানবান, তাঁহার আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণরূপে কল্পনা করিয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুব্ধ ঋত্বিগণ স্বর্গলাভাই ব্যক্তিদিগকেই যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা প্রজাদিগের স্বর্গলাভের উপায়বিধান করিয়া দেন। আমি এই উভয়বিধ সম্প্রদানের কার্য্য দর্শন করিয়া সৎকার্য্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকি।

'সকাম ব্রাহ্মণ হিংসাত্মক ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়েই দেবগণের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করেন, কিন্তু যিনি তন্মধ্যে সকাম, তিনি পুনরায় ভূমণ্ডলে আগমন করেন; আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। জ্ঞানীদিগের সংকল্পমাত্রেই বৃষসকল যানে যোজিত হইয়া উহাদিগকে বহন এবং ধেনুসকল দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রেই যূপগ্রহণপূর্ব্বক প্রভূত

দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা এইরূপে যোগবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞে গোহত্যা করিলেও করিতে পারেন। কারণ, তাঁহাদিগকে গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; তথাপি তাহারা পশুঘাতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া ওষধিদ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর সকাম মূঢ় ব্যক্তিরা ওষধি পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুহিংসাদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। হে তপোধন! আমি সকাম ও ত্যাগশীল জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীর কার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবগত হইয়া তাঁহারই বিষয় সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে কিরূপ হইলে জ্ঞানী বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে, তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'যিনি কর্ম্মফলপ্রত্যাশাবিরহিত ও কর্ম্মোদযোগশূন্য, যিনি অন্যের নমস্কার প্রতিগ্রহ বা অন্যকে নমস্কার করিতে সতত পরাঙ্মুখ থাকেন, যিনি অন্যের স্তবে তুষ্টিলাভ বা অন্যকে স্তব করেন না, যাঁহার কর্ম্মসমুদয় ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করে না এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান না করিয়া কেবল আপনার অভিলাষানুসারে ভোগ্যবস্তু উপভোগ করে, সে কি দেবমার্গ, কি পিতৃমার্গ, কোন পথেই গমন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।'

"জাজলি কহিলেন, 'হে বণিক! আমি আত্মজীদিগের তত্ত্ব কদাচ শ্রবণ করি নাই; উহা নিতান্ত দুরবগাহ। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের মধ্যে অনেকেই ইহার আলোচনা করেন নাই এবং যাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহা সুপ্রচারিত করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যেসকল পশুপ্রায় মূঢ় ব্যক্তি মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, তাহা তুমি সবিস্তর কীর্ত্তন কর। তোমার বাক্যে আমার অতিশয় শ্রদ্ধা হইয়াছে।'

"তুলাধার কহিলেন, "তপোধন! যে দাম্ভিক পুরুষদিগের যজ্ঞ সম্যক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাদের দোষে অজ্ঞরূপে পরিণত হয়, তাহারা কোন যজ্ঞের অধিকারী নহে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও সমর্থ, তাঁহারা ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও পূর্ণাহুতিদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা গোপুচ্ছ ও গোশৃঙ্গক্ষালিত সলিল [গরুর শিংধোয়া জল] এবং গোপাদরজদ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। এইরূপে একমাত্র ধেনুই সমর্থ ও অসমর্থ উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক সহায়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। যাঁহারা এইরূপে ঘৃতাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের একমাত্র শ্রদ্ধাই সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পাদন করে। এইরূপে পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাই শ্রেয়স্কর। সকল নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, সমস্ত পর্ব্বতই পরম পবিত্র। ফলতঃ যে স্থানে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, সেই স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব তুমি তীর্থ পর্য্যটনর্থ দেশবিদেশ গমন করিও না। যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করে, তাহার নিশ্চয়ই শুভলোকপ্রাপ্তি হয়।'

"হে যুধিষ্ঠির! তুলাধার এইরূপ যুক্তিসম্মত সজ্জনসেবিত ধর্ম্মের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।"

২৬৪তম অধ্যায়

হিংসা-অহিংসাতত্ত্ব—জাজলি-পক্ষিগণসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, 'মহাত্মা তুলাধার পুনঃ জাজলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা অহিংসারূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই অহিংসা প্রধান ধর্ম্ম কি না, তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ঐ দেখুন, আপনার মস্তকসম্ভূত পক্ষিগণ এই স্থানে বিচরণপূর্ব্বক পক্ষপাদাদি সঙ্কুচিত করিয়া স্ব স্ব কুলায়মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। আপনি উহাদিগের প্রতি সুতনির্ব্বিশেষে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহারাও আপনাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেছে। আপনি উহাদিগের পিতাস্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উহারাই আপনার অহিংসা প্রধান ধর্ম্ম কি না, এই সন্দেহ নিরাকৃত করিবে।'

"তুলাধার এই কথা কহিলে, মহাত্মা জাজলি পক্ষিগণকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা সমাগত হইয়া তুলাধারের আদেশানুসারে জাজলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ব্রহ্মন্! অহিংসাদি কর্ম্মসমুদয় উভয় লোকেই মানবগণকে পরিত্রাণ করে, আর হিংসাদি কর্ম্ম লোকের বিশ্বাস বিনষ্ট করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যাহারা শমদমাদিগুণে বিভূষিত হইয়া লাভালাভে সমান জ্ঞান এবং ফলানুসন্ধান না করিয়া কেবল শাস্ত্রশাসননিবন্ধন যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহারাই ধর্ম্মের যথার্থ ফলভাগী হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা—মহর্ষি ধর্ম্মদর্শনের ব্রহ্মগীতি

'ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন ও বিশুদ্ধ জন্ম প্রদান করিয়া থাকে। উহা ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম মন্ত্রবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধাভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন হইলে কি মন্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই উপলক্ষে পূর্ব্ববৃত্তান্তবেত্তারা যে ব্রহ্মগীত বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবতারা শ্রদ্ধাবিহীন পবিত্র ও পবিত্রতাবিহীন শ্রদ্ধাবান্ এই উভয়ের যজ্ঞে প্রতিপাদিত ধন সমান এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের অন্ন তুল্য বলিয়া নির্ণয় করাতে ভগবান প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবগণ! তোমাদিগকে এরূপ নিরূপণ করা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রদ্ধাবান ও পবিত্র এই উভয়ের মধ্যে অশ্রদ্ধানিবন্ধন পবিত্র ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত নিন্দনীয় এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের মধ্যে বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃদ্ধিজীবী ব্যক্তি অতিবদান্য হইলেও তাহার অন্ন গ্রহণ করা কদাপি বিধেয় নহে। ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই ও তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপনাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। সর্প যেমন স্বীয় জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি শ্রদ্ধাবলে পাপকে দূরীকৃত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া সমুদয় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি স্বভাবতঃ দোষসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন,

তিনিই যথার্থ পবিত্র। তাঁহার তপস্যা, আচার, ব্যবহার ও অন্যান্য প্রযত্নে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। জগতীস্থ সমুদয় জীব শ্রদ্ধাময়। সমুদয় লোকেরই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে। তন্মধ্যে যাহার সত্ত্বগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে সাত্ত্বিক; যাহার রজোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে রাজস ও যাহার তমোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত হয়। ধর্ম্মার্থদর্শী সাধুব্যক্তিরা এইরূপে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা মহর্ষি ধর্ম্মদর্শনের নিকট ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইরূপ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি শ্রদ্ধাবান্ হউন, তাহা হইলেই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবেন। স্বপথস্থিত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ধার্ম্মিক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহর্ষি জাজলি ও তুলাধার উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা জাজলি মহানুভব তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট তুলাধারের সমুদয় কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, প্রকাশ কর।"

২৬৫তম অধ্যায়
গোমেধযজ্ঞের নিন্দা—বিচখনৃপসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বিচখ্যু প্রাণীগণের প্রতি সদয় হইয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ঐ নরপতি গোমেধযজ্ঞে যজ্ঞভূমিস্থ নির্দ্দয় ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষতদেহ বৃষকে দর্শন এবং গোসমূহের আর্ত্তনাদ শ্রবণপূর্ব্বক দয়া হইয়া কহিয়াছিলেন, আহা! গোসমুদয় কি কষ্ট ভোগ করিতেছে! অতঃপর সমুদয় লোকে গোসমূহের মঙ্গললাভ হউক। বিশৃঙ্খল সংশায়াত্মা মূঢ়প্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসাযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। মানবগণ কেবল কামনার বশবর্তী হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অহিংসাই সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া বেদোক্ত ধর্ম্মফল ও গৃহস্থাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিরাই ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। যেসকল মনুষ্য যজ্ঞ, বৃক্ষ ও যূপগণের উদ্দেশ্যে পশুচ্ছেদন করিয়া বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় নহে। ধুর্ত্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু [*মদ্য-মধুমক্ষিকা-আহৃত মধুপানে বেদের নিষেধ নাই, পরন্তু বেদ বিহিত শ্রাদ্ধে 'মধু বাতা ঋতায়তে' মন্ত্রের প্রশংসাই কীর্ত্তিত আছে। নেশার জন্য পেয় যে মধু, তাহা কোনপ্রকার উগ্রমাদক মদ্য। মহিষাসুর যুদ্ধে দেবী এই মধু পান করিয়াছিলেন, ইহা যে মদ্য তাহা কাহারও মত। "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ়! মধু যাবৎপিবাম্যহম্" (চণ্ডী)।*], মৎস্য, তালরস ও যবাগূতে আসক্ত হইয়া থাকে। বেদে ঐ সমুদয় ভক্ষণের বিধি নাই। বস্তুতঃ কাম, লোভ ও মোহবশতঃই লোকের ঐ সকল দ্রব্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমুদয় যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়সদ্বারা তাতাঁর আরাধনা করিয়া থাকেন। শুদ্ধভাবাপন্ন মহানুভবগণকর্ত্তৃক যে-যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎসমুদয়ই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপদ শরীরকে শুষ্ক করে এবং শরীর আপদের নাশ ইচ্ছা করে; অতএব নিতান্ত হিংসাবিহীন হইলে কিরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মানবগণ যাহাতে শরীর বিনষ্ট হয় এবং অহিংসা-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।"

২৬৬তম অধ্যায়
আশুকারী ও চিরকারীর দোষগুণ প্রদর্শন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অতি দুরূহ কার্য্য উপদেশবিষয়ে আপনি আমাদিগের পরম গুরু। এক্ষণে কোন কার্য্য করিতে হইলে, উহা শীঘ্র, কি বিলম্বে করা কর্ত্তব্য, তাহা

কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত চিরকারীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বহুকাল চিন্তাপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে অপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না। মহর্ষি গৌতমের চিরকারীনামে এক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্র মেধাবী, কার্য্যকুশল ও মহাত্মা ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্যসমুদয় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল কার্য্যচিন্তা, নিদ্রাসেবন ও জাগরণ করিতেন এবং দীর্ঘকালের পর, তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ হইত বলিয়া লোক তাঁহাকে চিরকারী বলিয়া আহ্বান করিত। অদীর্ঘদর্শী মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁহাকে অলস ও নির্ব্বোধ বলিয়াও কীর্ত্তন করিত।

মাতৃবধে পিতৃ-আজ্ঞাপ্রাপ্ত চিরকারীর চিন্তাধারা

“একদা মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নীকে ব্যভিচারদোষে লিপ্ত বোধ করিয়া রোষভরে সেই চিরকারী পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘বৎস! তুমি তোমার জননীকে সংহার কর। মহর্ষি পুত্রকে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা চিরকারী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রিতানিবন্ধন অনেকক্ষণের পর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বহুকাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে জননীকে সংহার করিতে হয়, আর যদি জননীকে সংহার না করি, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; অতএব এক্ষণে কিরূপে এই ধর্ম্মসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই? পুত্র পিতা ও মাতা উভয়েরই অধীন; সুতরাং পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন ও জননীকে রক্ষা এই উভয়ই পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরমধর্ম্ম। ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে অনাস্থা করিলেই পুত্রকে অধর্ম্মভাজন হইতে হয়। কেহই কখন মাতাকে বিনাশ করিয়া সুখ বা পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পিতাকে অবজ্ঞা করা এবং জননীকে রক্ষা করা, এই উভয় কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল [চরিত্র], গোত্র ও কুলের রক্ষণার্থ পত্নীতে পুত্ররূপে আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমাকে তাঁহাদিগের উভয়কে আপনার উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। পিতা জাতকর্ম্ম ও উপনয়নকালীন যে-যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারই গৌরব দৃঢ়রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণপোষণ ও অধ্যাপনাদিনিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কীর্ত্তিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি প্রদান করেন তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরমধর্ম্ম। পুত্র পিতাকে কেবল প্রীতিদান করে; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদয় দেয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা - পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দারা পুত্র সমুদয় পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবসনাদি [১] প্রদান, বেদাধ্যাপন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম ও তপস্যাস্বরূপ পিতাকে প্রীত করিলেই দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করেন, সেসমুদয়ই পুত্রের

আশীর্ব্বাদরূপে পরিণত হয়। পিতা আহ্লাদিত হইলেই পুত্র সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে ফল-পুষ্প নিপতিত হয়; কিন্তু পিতা ক্লেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না।

বিচারান্তে চিরকারীর মাতৃবধ-নিবৃত্তি

যাহা হউক, পিতা যে পুত্রের পক্ষে সামান্য বস্তু নহেন, তাহা চিন্তা করিলাম; এক্ষণে মাতার বিষয় চিন্তা করি। অরণি [অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠ যে কাঠের মধ্যে অগ্নি থাকে, পরস্পর ঘর্ষণে কণাকারে বহির্গত হয়] যেমন হুতাশনের উৎপত্তির হেতু, তদ্রূপ জননী এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত্ত [দুঃখিত] ব্যক্তিদিগের জননীই সুখের একমাত্র আধার। মাতা বর্ত্তমান থাকিলে আপনাকে সহায়সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনাকে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার জননী বিদ্যমান থাকে, সে পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ও শতবর্ষবয়স্ক হইলেও আপনাকে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা অক্ষম হউক, স্থূল বা কৃশই হউক, মাতা সততই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণকর্ত্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনাকে বৃদ্ধ ও দুঃখিত বলিয়া জ্ঞান এবং সমুদয় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে। মাতার সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই। মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসূনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

'শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতাকে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ম্ম। পুত্র মাতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহস্বরূপ। মাংসশোণিতসম্পন্ন কোন্ সচেতন ব্যক্তি স্বীয় দেহের ন্যায় জননীর দেহ বিনষ্ট করিতে পারে? মৈথুনসময়ে পিতা ও মাতা উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ অভিলাষ পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার ঔরসে ও যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিজ্ঞাত থাকে না। ভরণপোষণনিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে। এ দিকে আবার পিতারই পুত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। যদি পুরুষ কোন রমণীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তাহার রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারদোষ ঘটিলেও সে নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ ভর্ত্তা ও পতিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; এই উভয়বিধ গুণবিরহে তাহাকে ভর্ত্তা বা পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই, প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলেই তাহার স্বামীকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া স্থির করা উচিত। ভর্ত্তা স্ত্রীলোকের পরমদেবতা। আমার জননী ইন্দ্রকে ভর্ত্তাসদৃশ রূপসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই বিষয়েই তিনি ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইতে পারেন না। পুরুষরাই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ

অপরাধী; স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না। আমার জননী মৈথুন-তৃপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রকে কিছুমাত্র অনুরোধ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার অধর্ম্মের সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত ইন্দ্রই স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে অধর্ম্মে নিপতিত হইয়াছেন।

'স্ত্রীলোকমাত্রেই অবধ্য, বিশেষতঃ পতিব্রতচারিণী জননী কোনক্রমেই বধার্হ হইতে পারেন না। অবিচক্ষণ পশুরাও এই বাক্যে অনুমোদন করিবে, সন্দেহ নাই। পিতাতে দেবতাসকল অধিষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা, কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভপ্রদান করিয়া থাকেন।

পত্নীদোষবিষয়ে গৌতমের মত পরিবর্ত্তন

"চিরকারী দীর্ঘসূত্রতা নিবন্ধন বহুক্ষণ এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। একদা তপানুষ্ঠানপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম মেধাতিথি পত্নী বধদণ্ডের একান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে অনুতাপিত হইয়া অবিরল বাষ্পকুললোচনে কহিলেন, ত্রিলোকাধিপতি পুরন্দর ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক অতিথিভাবে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শান্তবাক্যে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিয়াছিলাম, "আমি আপনারই একান্ত অধীন।" আমি তৎকালে এই বিবেচনা করিলাম যে, এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে ইন্দ্র আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তিনি স্বীয়চপলতাদোষে যদি আমার পত্নীর উপর বল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পত্নী কি নিমিত্ত ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইবে? ফলতঃ এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, এই বিষয়ে আমার পত্নী, আমি ও ইন্দ্র আমরা কেহই অপরাধী নহি। কেবল পত্নী প্রতিপালন-ধর্ম্মের ব্যতিক্রমই ইহাতে অপরাধী হইতেছে। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, ঈর্ষা হইতে ব্যসন উৎপন্ন হয়। আমি ঈর্ষাপ্রভাবেই স্ত্রীহত্যাজনিত পাপসাগরে নিপতিত হইলাম।

'পত্নী ভর্ত্তৃদুঃখে দুঃখিতা হয় বলিয়া বাসিতা [গর্ভধারিণী জননীতুল্যা] এবং অবশ্য ভরণীয়া বলিয়া ভার্য্যা শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আজ আমি সেই পতিব্রতা ভার্য্যাকে বিনাশ করিলাম। এক্ষণে কে আমাকে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে? আমি উদারবুদ্ধি চিরকারীকে প্রমাদবশতঃই ভার্য্যাবধে আদেশ করিয়াছি। যদি চিরকারী অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহেই আমাকে এই পাতক হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইবে।

পত্নীর উদ্দেশে স্বগতবাক্যে গৌতমের বিলাপ

'বৎস চিরকারি! তোমার মঙ্গল হউক; যদি তুমি অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার নাম সার্থক। তুমি আজ আমাকে, তোমার জননীকে এবং মাতৃবধরূপ পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা কর; আমি বহুকাল যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার যেন কোন ব্যাঘাত না জন্মে। তুমি অদ্য যথার্থই চিরকারী হও। বুদ্ধির

প্রাখর্য্যনিবন্ধন [তীক্ষ্ণতাহেতু—সূক্ষ্মবুদ্ধির জন্য] তুমি স্বভাবতঃই বহু বিলম্বে কার্য্য করিয়া থাক, আজ যেন তাহার অন্যথা না হয়। আহা! তোমার জননী বহুদিন তোমাকে গর্ভে ধারণ ও তোমা হইতে কতই শুভ প্রত্যাশা করিয়াছিল। আজি তুমি আপনার দীর্ঘসূত্রিতা সফল করিয়া তাহার সেই শুভ প্রত্যাশা সফল কর। তুমি কোন কার্য্যে আমার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সন্তাপভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে বিলম্ব কর এবং কোন কার্য্যে নিবারণ করিলেও তাহা সংসাধন করা যুক্তিসিদ্ধ কি না, ইহা বিচার করিবার নিমিত্ত বিস্তর বিলম্ব করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে আমাকে ও আমার পত্নীকে এই চিরসন্তাপ হইতে রক্ষা কর।

"মহর্ষি গৌতম দুঃখিতমনে এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, আপনার আত্মজ চিরকারী বিষন্নমনে অবস্থান করিতেছেন। চিরকারী পিতা গৌতমকে প্রত্যাগত দেখিয়া শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। গৌতম পুত্রকে প্রণত ও আপনার পত্নীকে লজ্জায় পাষাণভূত [প্রস্তরবৎ নিশ্চেষ্ট] দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মার চিত্তবৃত্তি স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। মাতৃবধপরাঙ্মুখ শস্ত্রপাণি পদাবনত চিরকারীও বিনীতস্বভাব নিবন্ধন পিতার কঠিন আজ্ঞা বিস্মৃতপ্রায় হইলেন। তখন পিতা গৌতমও পুত্রকে আপনার চরণে নিপতিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, চিরকারী ভয়প্রভাবে শস্ত্রগ্রহণচাপল্য সংবরণ করিতেছে।

"অনন্তর তিনি চিরকারীর মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার এই কার্য্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, 'বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি চিরজীবি হও। তুমি আমার আজ্ঞা-প্রতিপালনে বিলম্ব করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেছি না।'

বহু বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করার সাফল্য

"মহাত্মা গৌতম এই কথা বলিয়া সুধীর চিরকারীদিগের উদ্দেশে এই উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, 'মিত্রবধ ও কার্য্যপরিত্যাগ সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। অনেক দিন বিবেচনার পর যে মিত্রতা স্থাপিত হয়, তাহা বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণবিষয়ে বহুকাল বিলম্ব করাই বিধেয়। লোকে ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্টরূপে অবগত হইলে তাহাদের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত বহুক্ষণ বিচার করিবে।'

"হে যুধিষ্ঠির! মহর্ষি গৌতম স্বীয় পুত্র চিরকারীর এইরূপ চিরকারিতা-দর্শনে সাতিশয় সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। অতএব কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বহুকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধ সংবরণ ও বহু বিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে পরিশেষে আর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকাল বৃদ্ধবর্গের সহবাস করিবে। দেবতাকে বহুকাল ধ্যান করিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য। বহুক্ষণ কার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। বহুকাল পণ্ডিতমণ্ডলীর উপাসনা, শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সেবা ও আত্মার একাগ্রতাসম্পাদন করিলে মনুষ্য সকলের সমাদরভাজন হইতে পারে। যিনি সকলকে

ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! মহাতপাঃ মহর্ষি গৌতম সেই আশ্রমে বহুকাল অতিক্রম করিয়া পুত্রসমভিব্যাহারে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।"

২৬৭তম অধ্যায়

অহিংসনীতি—দ্যুমৎসেন-সত্যবানের শাসন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজা কাহারও হিংসা না করিয়া কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষ্যে মহারাজ দ্যুমৎসেন ও তাঁহার পুত্র সত্যবানের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা সত্যবান স্বীয় পিতার শাসনানুসারে বধার্হ ব্যক্তিদিগকে সমানীত দেখিয়া পিতাকে কহিলেন, 'তাত! ইহাদিগকে বধ করা আপনার ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মও কখন, কর্ত্তব্য বলিয়া পরগণিত হয় বটে, কিন্তু বধকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।'

"দ্যুমৎসেন কহিলেন, 'বৎস! যদি তুমি বধ্যের অবধকেও ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তবে অধর্ম্ম কি? দস্যুদিগকে নিপাতিত না করিলে সমুদয় লোকই ক্রমে ক্রমে অসৎপথে পদার্পণ করে। কলিযুগে মনুষ্যগণ অন্যের বস্তু সমুদয় আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং দুষ্টের দমন না করিলে কিরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।'

"সত্যবান কহিলেন, "পিতঃ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকেই ব্রাহ্মণের অধীন করা উচিত। ইহারা ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইলে সূত মাগধাদি ব্যক্তিরাও [সূতাদি নীচজাতীয় জনগণও] ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য অতিক্রম করিলে ব্রাহ্মণ তাহা রাজার নিকট প্রকাশ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলেই উদ্ধৃঙ্খল ব্যক্তির দণ্ডসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে কাহারও দেহনাশ না হয়, সেইরূপ শাসন করা আবশ্যক। অপরাধীর কার্য্য ও যথাবিধি নীতিশাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া বিনাশাত্মক দণ্ডবিধান করা কখনই বিধেয় নহে। রাজা দস্যুগণের সংহার করিলে তাহাদিগের নিরপরাধ পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্রগণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব নরপতি দস্যুকর্ত্তৃক অপকৃত হইলে সম্যকরূপে কর্তব্য অবধারণ করিবেন। কখন কখন অসাধু ব্যক্তিও সাধু হইতে সচ্চরিত্রতা লাভ করে এবং অসাধু হইতেও সুসন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রাণ বিনষ্ট করা কখনই কর্তব্য নহে। দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে বধ না করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ, বন্ধন ও মস্তক মুণ্ডনাদিদ্বারা দণ্ড করাই বিধেয়। তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদিগের পরিজনদিগকে ক্লেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অপরাধিগণ পুরোহিত সভায় পুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া "আমরা আর কদাচ এইরূপ পাপাচার করিব না" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দণ্ডদান না করিয়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

বিধাতা এইরূপ শাসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহাকে অজিন ও দণ্ড ধারণ করাইয়া তাঁহার মস্তকমুণ্ডন করা কর্ত্তব্য। গুরুতর ব্যক্তিগণ অপরাধী হইলে তাঁহাদিগকে একবার ক্ষমা করা উচিত, কিন্তু তাঁহারা বারংবার অপরাধ করিলে তাঁহাদিগকে কখনই ক্ষমা করা বিধেয় নহে।'

"দ্যুমৎসেন কহিলেন, 'বৎস! প্রজাগণকে সৎপথে আনয়ন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রজারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক সৎপথে সমাগত হইতে বাসনা না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে যে কোন প্রকারে হউক, সম্মার্গগামী [১] করিতে চেষ্টা করিবেন। দস্যুগণ ধর্ম্মলঙ্ঘন করিলেও যদি তাহাদিগকে নিপাতিত না করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ত্তৃক সমুদয় লোকই পরাভূত হইবে। পূর্ব্বকালে মানবগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, অল্পদ্রোহনিরত [সামান্যরূপ শত্রুতাকারী] ও ক্রোধবিহীন ছিল; সুতরাং তৎকালে ধিক্কাররূপ দণ্ড প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইত। তৎপরে মনুষ্যগণের দোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে বাগদণ্ড [তিরস্কার] ও ধনদণ্ড [অর্থদণ্ড—জরিমানা] প্রচলিত হয়। এক্ষণে কলিযুগে মানবগণ নিতান্ত পাপপরায়ণ হওয়াতে বধদণ্ড [প্রহার-প্রাণদণ্ডাদি] প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন দস্যুদিগকে বধ করিয়াও অন্যান্য ব্যক্তিকে শাসন করা যায় না। এই ভূমণ্ডলমধ্যে কেহই কাহার নহে; বিশেষতঃ দস্যুদিগের সহিত মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে তাহাদিগের পরিজনগণের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ যাহারা শ্মশান হইতে শবাভরণ [শবের অলঙ্কার] ও ভূতাবিষ্ট [ভূতে পাওয়া] অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে বস্ত্রাদি গ্রহণ করে, শপথাদিদ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করা কাহার সাধ্য?'

"সত্যবান্ কহিলেন, "পিতঃ! যদি আপনি হিংসা না করিয়া দস্যুদিগকে সাধু করিতে না পারেন, তাহা হইলে নরমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা তাহাদিগের সংহার করুন। রাজ্যে দস্যুভয় উপস্থিত হইলে ভূপতিদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রজাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া দস্যুভয়নিবারণার্থ তপস্যা করিয়া থাকেন। যখন ভয়-প্রদর্শনদ্বারা প্রজাগণকে সচ্চরিত্র করা যায়, তখন ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব নরপতিগণ সদ্ব্যবহারদ্বারাই প্রজাগণের শাসন করিবেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তিরাও ক্রমশঃ সেইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। যে রাজা স্বীয় চরিত্র সংশোধন না করিয়া প্রজার চরিত্রশোধনে যত্নবান হয়েন, সেই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত ভূপতিকে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যে ব্যক্তি দম্ভ ও মোহবশতঃ রাজার অল্পমাত্রও অহিতাচরণ করে, নরপতি বিবিধ উপায়দ্বারা তাহার শাসন করিয়া তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যে রাজা কুকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে আপনার চিত্ত বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। বন্ধু ও পুত্রাদি অপরাধী হইলে তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে পাপনিরত নীচ ব্যক্তিরা বিষম দুঃখভোগ না করে, সেই রাজ্যে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া থাকে।

'পূর্ব্বে একজন দয়াশীল বিদ্বান ব্রাহ্মণ আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বপিতামহগণও আমাকে এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। সত্যযুগে নরপতিগণ আশ্বাস

প্রদান ও দয়াপ্রকাশপূর্ব্বক প্রজাগণকে বশীভূত করিতেন। যদি ত্রেতাযুগে ত্রিপাদধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদধর্ম্ম ও কলিযুগে একপাদমাত্র ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, তথাপি ঐ সকল যুগে প্রাণনাশরূপ দণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যবিধ দণ্ড প্রদান করাই রাজার উচিত। রাজার দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন কলিযুগ প্রবল হইলে ক্রমে ক্রমে একপাদমাত্র ধর্ম্মেরও ষোড়শাংশের একাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু তখনও বধরূপ দণ্ডবিধান করা বিধেয় নহে। অহিংসারূপ দণ্ডদ্বারা প্রজাপালন করিলে সাধুদিগের পীড়ন করা হয় না; অতএব রাজা আয়ু, শক্তি ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রজার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভূব মনু প্রাণীগণের প্রতি দয়া করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, যাহারা ব্রহ্মলাভের অভিলাষ করেন, তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।' ”

২৬৮তম অধ্যায়
অধিকারিভেদে যজ্ঞদ্রব্যবিধান—গো-কপিলসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য যোগপ্রভাবে যে হিংসা করিয়াও ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ করা যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও যোগধর্ম্ম উভয়ই মুক্তি প্রদান করিতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন ধর্ম্ম প্রধান?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ঐ উভয় ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টফলপ্রদ ও সাধুজনের সেবনীয়; কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্মই প্রতিপালন করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ উহার প্রমাণ সংস্থাপনপূর্ব্বক গো-কপিলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

"একদা মহর্ষি ত্বষ্টা নরপতি নহুষের গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিলে, তিনি শাশ্বত বেদবিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্কপ্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় জ্ঞানবান্ সংযমী মহাত্মা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহুষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকারী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে, "হা বেদ।" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ঐ সময় স্যূমরশ্মি নামে এক মহর্ষি স্বীয় যোগবলে সেই গোদেহে প্রবিষ্ট হইয়া কপিলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি বেদবিহিত হিংসা অবলোকন করিয়া বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু আপনি যে হিংসাশূন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, উহা কি বেদবিহিত নহে? ধৈর্য্যশালী বিজ্ঞানসম্পন্ন তপস্বীরা সমুদয় বেদকেই পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কোন বিষয়ে অনুরাগ, বিরাগ ও স্পৃহা নাই। সুতরাং কি কর্ম্মকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড, তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য। অতএব কোন বেদই অপ্রমাণ হইতে পারে না।

"কপিল কহিলেন, "আমি বেদের নিন্দা করিতেছি না এবং কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়বিধ বেদের তারতম্য নির্দ্দেশ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। কি সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি গার্হস্থ্য, কি ব্রহ্মচর্য্য লোকে যে ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করুক না কেন, পরিণামে অবশ্যই তাহার উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসাদি চারি প্রকার আশ্রমবাসীদিগের চারি প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সন্ন্যাসী মোক্ষ, বানপ্রস্থ ব্রহ্মলোক, গৃহস্থ স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মচারী ঋষিলোক লাভ করিয়া থাকেন। বেদে কার্য্য আরম্ভ করা ও না করা উভয়েরই বিধি আছে। ঐ বিধিদ্বারা কার্য্যের আরম্ভ ও অনারম্ভ উভয়ই দোষাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেদানুসারে কার্য্যের বলাবল বিবেচনা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব যদি তুমি বেদশাস্ত্র ভিন্ন যুক্তি বা অনুমানদ্বারা অহিংসা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্থির করিয়া থাক, তাহা কীর্ত্তন কর।'

"স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'মহর্ষে! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ফলকল্পনা করিয়া যজ্ঞ করিতে হয়। ছাগ, অশ্ব, মেষ, ধেনু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য জন্তুসমুদয় এবং ওষধিসকল জীবগণের জীবনধারণের উপায়।

প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে ঐ সকল উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা বিধেয়। ভগবান্ প্রজাপতি ধান্য ও পশু সকল যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক যজ্ঞের সৃষ্টি ও ধান্যাদিদ্বারা যজ্ঞে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। ধেনু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, মার্জ্জার, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর এই সাত আরণ্য এই চতুর্দ্দশবিধ জন্তুদ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পশু বিনাশ করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এবং উহা পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অনুমোদিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদয় বিদ্বান্ ব্যক্তিই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যজ্ঞে পশু বিনাশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও ওষধি প্রভৃতি সকলেই স্বর্গকামনা করে; কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন, উহাদিগের স্বর্গলাভের উপায়ান্তর নাই। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, লতা, আজ্য [ঘৃত], দধি, দুগ্ধ, পুরোডাশাদি [যজ্ঞীয় পিষ্টকাদি] হবনীয় [আহুতির যোগ্য] দ্রব্য, ভূমি, দিক্, শ্রদ্ধা, কাল, ঋক্, যজুঃ, সাম, যজমান, অগ্নি, এই সপ্তদশ পদার্থ যজ্ঞের অঙ্গ। যজ্ঞ লোকপ্রতিষ্ঠার মূল কারণ।

'গোসমুদয় আজ্য, দধি, দুগ্ধ, গোময়, আমিক্ষা [ছানা], চর্ম্ম এবং লাঙ্গুল, শৃঙ্গ ও পাদধৌত সলিলদ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় দ্রব্য দক্ষিণা ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত মিলিত হইলেই যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বতন মানবগণ ঐ সমুদয় দ্রব্য আহরণ করিয়াই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যাঁহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই জীবহিংসা বা অন্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন না। ঐ সমুদয় শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। ঋষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে যে, বেদ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ শাস্ত্র ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিদ্বান ব্যক্তিরা উহাতে আস্থা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বেদ যজ্ঞের আদি কারণ। যজ্ঞীয় দ্রব্যসমুদয় ব্রাহ্মণে অর্পণ করাই বিধেয়। জগৎ হইতে যজ্ঞ এবং যজ্ঞ হইতে জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রণব বেদের আদি; অতএব প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বেদে কথিত আছে এবং সিদ্ধ মহর্ষিরাও কহিয়া থাকেন যে, যিনি সাধ্যানুসারে যজ্ঞে প্রণব, নমঃ, স্বাহা ও বষট্ শব্দ প্রয়োগ করেন, ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। যিনি ঋক্, যজু, সাম এবং সামবেদপূরক শব্দ-সমুদয় অবগত হয়েন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্র, সোমযাগ ও অন্যান্য যজ্ঞদ্বারা যে ফললাভ হইয়া থাকে, আপনি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অন্যকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরকালে স্বর্গ ফললাভ হইয়া থাকে। যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহাদিগের ইহলোকে ও পরলোকে সদগতিলাভ হয় না। বেদবেত্তারা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয় বেদকেই প্রমাণ বলয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।' ”

২৬৯তম অধ্যায়

সমস্ত আশ্রমমধ্যে গার্হস্থ্যের সমধিক প্রশংসা

"মহাত্মা স্যূমরশ্মি গোদেহমধ্য হইতে এই কথা কহিলে কপিল কহিলেন, 'যোগিগণ কর্ম্মফলে অনিত্যতা দর্শন করিয়া জ্ঞানমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক পরমাত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সংকল্পমাত্রেই সমুদয় লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা হর্ষবিষাদাদিশূন্য, নমস্কারবিহীন, প্রার্থনা-পরিবর্জ্জিত, শুদ্ধস্বভাব, নির্ম্মলচিত্ত, সর্ব্বপাপবিমুক্ত, শোকবিহীন, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও মোক্ষলাভে কৃতনিশ্চয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে নিত্য সিদ্ধ লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি ঐ সকল ব্যক্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে, তাহার গার্হস্থ্য প্রয়োজন কি?

"তখন স্যূমরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীরা তত্ত্বজ্ঞান ও পরমগতি লাভ করিতে পারেন, যথার্থ বটে; কিন্তু কেহই গৃহস্থের আশ্রয় ব্যতীত কোন ধর্ম্মপালনে সমর্থ হয়েন না। জীবসমুদয় যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রয়নিবাসী ব্যক্তিরা একমাত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রভাবেই জীবন ধারণ করে। গৃহী ব্যক্তিরাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। গার্হস্থ্যধর্ম্মই সুখার্থী ব্যক্তিগণের সুখের মূল। সন্তানোৎপাদনই মনুষ্যের সুখলাভের প্রধান কারণ; কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। গৃহস্থদ্বারাই তৃণ, ধান্য ও পর্ব্বতজাত সোমলতা প্রভৃতি ওষধিসমুদয় সংগৃহীত হয় এবং ওষধি হইতে লোকের প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে; সুতরাং গার্হস্থ্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবনের কারণ বলিতে হইবে। কোন্ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমকে মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? শ্রদ্ধাবিহীন, অনভিজ্ঞ, স্থূলদৃষ্টি, আলস্যপরায়ণ, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনে অসমর্থ, পরিশ্রান্ত, মূঢ় ব্যক্তিরাই প্রব্রজ্যাশ্রম [সন্ন্যাস আশ্রম] অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তির উপায় দর্শন করিয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধ বেদমর্য্যাদাই ত্রৈলোক্যরক্ষার কারণ।

'বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই জন্মাবধি সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি সমুদয় সংস্কার এবং পারত্রিক [পরলোকবিষয়ক] ও ঐহিক [সাংসারিক] ফলসাধক কার্য্যসমুদয়ে বেদমন্ত্র সমুদয় প্রবর্ত্তিত হয়, সন্দেহ নাই। মৃত ব্যক্তির দাহ, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পিণ্ড মজ্জন [শ্রাদ্ধক্রিয়ান্তে জলে পিণ্ড বিসর্জ্জন] এবং তাহার স্বর্গলাভের উদ্দেশে গো প্রভৃতি পশুদান এই সমুদয় কার্য্যই মন্ত্রমূলক। অচ্চিত্মাৎ, বর্হিষদ ও ক্রব্যাদ নামক পিতৃগণ ঐ সমুদয় কার্য্য মন্ত্রমূলক বলিয়া অনুমোদন করিয়া থাকেন। যখন মানবগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিকট ঋণী রহিয়াছে এবং যখন বেদমন্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন আমার মতে কোন ব্যক্তিই মোক্ষলাভ করিতে পারে না। ফলতঃ শ্রীবিহীন আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যাস্বরূপ মোক্ষকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, পাপ কখনই তাঁহাকে হরণ বা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিহত পশুদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারেন। যেমন পশুগণ হইতে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয়, তদ্রূপ তাহা হইতেও পশুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য বেদোক্ত কার্য্যে অনাদর, কপটতা ও মায়াদ্বারা কখনই পরব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বৈদিক কার্য্যদ্বারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে।'

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর উপাসনাপথের পার্থক্য

'কপিল কহিলেন, "যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসাবিহীন দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী, ধৈর্য্যবান্, পবিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারদ্বারাই অমৃতকাঙ্ক্ষী দেবগণকে তৃপ্ত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীর আত্মস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করিতে পারেন, দেবগণও তাঁহার গন্তব্যস্থানে অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হয়েন [তৎপথে আকৃষ্ট হয়েন]। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা জীবকে জরায়ুজাদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত, বাক্য, উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিরূপিত করিয়াছেন। জীব হস্তাদি দ্বারচতুষ্টয়ের পালনকর্ত্তা, অতএব ঐ দ্বারসমুদয় রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরধনাপহরণ ও নীচজাতির জন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশতঃ কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বাগ্দ্বার সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শরীররক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন। যে ব্যক্তি একপত্নীসত্ত্বে সম্ভোগার্থে অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রীগমন ও ঋতুসময় ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন, তাঁহারই উপস্থদ্বার পরিরক্ষিত হয়। যে মহাত্মা এইরূপে চারি দ্বার সুরক্ষিত করিতে পারেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদয় দ্বার রক্ষা করিতে না পারে, তাহার সমুদয় কার্য্যই নিষ্ফল হয়। সে তপস্যা, যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

'যে মহাত্মা উত্তরীয় বসন ও উত্তম শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহুরূপ উপাধানে মস্তকস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে ভূমিশয্যায় শয়ন করেন, যে ব্যক্তি অন্যের সুখদুঃখচিন্তায় পরাড়ুখ হইয়া থাকেন, যিনি দম্পতিদিগকে [পতি-পত্নীকে] পরস্পরানুরক্ত দর্শন করিয়াও ঈর্ষাশূন্যচিত্তে একাকী বিহার করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীর গতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতি-সমন্বিত সমুদয় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন এবং যিনি সমুদয় প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতেই ভয় বা কোন প্রাণীকে ভয়-প্রদর্শন করেন না, দেবগণ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কামী ব্যক্তিরা দান-যজ্ঞাদির ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি না থাকাতে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া স্বর্গাদিলাভ অভিলাষ করিয়া থাকে। আশ্রমবাসী জ্ঞানবানেরা স্বকার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ পুরাতন নিষ্কামধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা আত্মার সমালোচনাপূর্ব্বক সংসারমূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পারেন। কিন্তু কামী ব্যক্তিরা সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কিয়দংশ-মাত্রও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ, আচার, প্রমাদ ও পরাভববিহীন, প্রত্যক্ষফলপ্রদ অবিনশ্বর ধর্ম্মকে নিরর্থক ও ব্যভিচারী বিবেচনা করিয়া থাকে। ফলতঃ নিষ্কাম ধর্ম্ম যে যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে জ্ঞাত হওয়াই নিতান্ত দুঃসাধ্য; যদিও উহা কোনক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার

অনুষ্ঠান করা সহজ নহে; আবার যদিও উহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহাদ্বারা অনন্ত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই; অতএব যজ্ঞাদির ফল বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।'

"স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'ভগবন! বেদে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েরই বিধি সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে; এক্ষণে আপনি কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ এই উভয়ের ফল কি তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"কপিল কহিলেন, 'সাধু লোকেরা কর্ম্মত্যাগসহকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে অবস্থানপূর্ব্বক অনুভবদ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনারা যে স্বর্গাদির প্রার্থনা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহলোকে তাহার কি প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পান?

'স্যূমরশ্মি কহিলেন, "ব্রহ্মন! আমার নাম স্যূমরশ্মি। আমি জ্ঞানলাভের অভিলাষে আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়া এই গোশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক সরলভাবে প্রশ্ন করিয়াছি, বস্তুতঃ প্রতিপক্ষ হইয়া আপনার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে অবস্থানপূর্ব্বক অনুভবদ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ কিরূপ? এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। আমি বেদবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া কেবল আগমার্থ প্রকৃতরূপে অবগত হইয়াছি। বেদবাক্যই আগম এবং যাহা বেদার্থনির্ণায়ক মীমাংসা শাস্ত্র, তাহাও আগম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক আশ্রমে সেই আগমপ্রতিপাদিত বিধি প্রতিপালন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। আগমের নির্ণয়ানুসারে ঐ সিদ্ধি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোন নৌকা ভিন্নদেশগামী নৌকায় বদ্ধ হইলে যেমন আরোহীকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিতে পারে, তদ্রূপ আমাদের পূর্ব্ববাসনানিবন্ধন কর্ম্মসমুদয় আমাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুরূপপ্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। মনুষ্যগণের মধ্যে কখনই সর্ব্বত্যাগী, সন্তুষ্ট, শোকশূন্য, নীরোগ, ইচ্ছাবিবর্জ্জিত, সংসর্গবিমুখ ও নিষ্কর্ম্মা নাই। আপনারাও আমাদিগের ন্যায় শোক ও হর্ষের একান্ত বশীভূত এবং অন্যান্য প্রাণীগণের ন্যায় আপনাদিগের ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে। অতএব এক্ষণে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের অক্ষয় সুখস্বরূপ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

"কপিল কহিলেন, "ব্রহ্মন্! সমস্ত কার্য্যের যে-যে শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই ফলোপধায়ক। যে মতে অবস্থানপূর্ব্বক শমদমাদিগুণ অবলম্বন করা যাইতে পারে, সেই মতেই সর্ব্বদোষশূন্য ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞানী, তাহার সংসারে আর কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে না। অজ্ঞানই জন্মমরণরূপ শৃঙ্খল দ্বারা প্রজাদিগকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। তোমরা জ্ঞানবান্ ও নিরাময়, কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে না। কোন কোন বিতণ্ডাপরায়ণ [কুতর্কনিপুণ] শাস্ত্রার্থাপহারক [স্বমত প্রতিষ্ঠার্থ প্রকৃত অর্থের গোপনকারী] অনীশ্বরবাদী মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া কাম দ্বেষদ্বারা অভিভূত ও

অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয় এবং অনীশ্বরবাদীরা শমদমাদির অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও মোহপরবশ হইয়া জ্ঞান নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা কিছুতেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামের অনুসরণ করে না। সেই তামসিক লোকদিগের তমোগুণই একমাত্র আশ্রয়। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তমোগুণের বশীভূত, তাহার কাম, দ্বেষ, ক্রোধ ও দম্ভ প্রভৃতি প্রতিনিয়তই পরিবর্দ্ধিত হয়। যাহারা উৎকৃষ্ট গতিলাভের অভিলাষ করেন, সেই স্বকার্য্যনিরত যতিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিবেন।

"স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি শাস্ত্রানুসারে আপনার নিকট কর্ম্মানুষ্ঠান প্রশস্ত ও সন্ন্যাস অপ্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপ অবগত না হইলে কাহারও কোন শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে না। ন্যায়ানুগত আচারই শাস্ত্র, আর যাহা অন্যায্য, তাহা অশাস্ত্র। শাসন অতিক্রম করিয়া কখনই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয় না। যাহা বেদবাক্যের বিপরীত, তাহা কদাচ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহারা কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহাদিগের বুদ্ধি অজ্ঞানদ্বারা উপহত হয়, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিরা শাস্ত্রে যাহা দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, বুঝিতে না পারিয়া তাহারও অনুষ্ঠান করে; তাহাদিগকে আমাদিগের ন্যায় সতত শোক প্রকাশ করিতে হয়। দেখুন, সকল লোকেই আপনাদিগের ন্যায় সমভাবে শীতোষ্ণাদি সহ্য করে, কিন্তু অনেকেরই সহিত যে আপনাদের কার্য্যগত ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা নিতান্ত বিস্ময়কর। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া একমাত্র সুখপ্রার্থী চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে আমার অন্তঃকরণ শান্তিরসে আপ্লাবিত করিলেন। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে। যিনি যোগযুক্ত ও কৃতকার্য্য হইয়া দেহমাত্র ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই জিতেন্দ্রিয় অবিবাদী ব্যক্তিই কর্ম্মকাণ্ড-বেদে অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক মোক্ষ আছে, এ কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবারবর্গপরিবৃত, সে কদাচ মুক্তিবিধায়ক কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। যখন দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সন্তানোৎপাদন ও ঋজুতা অবলম্বন করিলেও মুক্তিলাভ হয় না, তখন মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তিকে, মুক্তিকে ও মুক্তিলাভার্থ নিরর্থক পরিশ্রমকে ধিক্! ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ড বেদবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মোক্ষবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যাথার্থ্য কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আপনি যেরূপ মুক্তির বিষয় অবগত হইয়াছেন, আমাকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিন।' "

২৭০তম অধ্যায়
কপিলকথিত মোক্ষধর্ম্ম—জ্ঞান-কর্ম্মের সমাধান

"কপিল কহিলেন, মহর্ষে! সমুদয় লোক বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, কেহ কখন বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। ব্রহ্মা দুই প্রকার—শব্দব্রহ্মা ও পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলেই পরব্রহ্ম লাভ করা যায়। পিতা পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক বেদমন্ত্রদ্বারা তাহার শরীর সংস্কার করিয়া থাকেন। পুত্র সংস্কারসম্পন্ন হইলেই বিশুদ্ধদেহ ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযুক্ত পাত্র হয়। কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, এক্ষণে উহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, অনুষ্ঠানকর্ত্তাই তাহা অবগত হইতে পারেন; অন্য ব্যক্তি বেদ বা অনুমানদ্বারা কখনই উহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা নিস্পৃহ, ধনসংগ্রহপরিশূন্য ও রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য। সৎপাত্রে প্রদান করাই তাঁহাদিগের ধনব্যয়ের সৎপথ।

'পুর্ব্বকালে অনেকানেক বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, ক্রোধশূন্য, অসুয়াবিহীন, নিরহঙ্কার, নির্ম্মৎসর, সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্মযাজী গৃহ, রাজা ও ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা কখনই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না। সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইত। উহারা সকলেই শীলতাসম্পন্ন, সন্তুষ্টচিত্ত, সত্যসঙ্কল্প, পবিত্র ও পরমব্রহ্মে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া যথানিয়মে ব্রতচর্য্যা করিতেন। বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলেও কখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এই এক উৎকৃষ্ট সুখ ছিল যে, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগকে কখনই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না। সত্যধর্ম্মপ্রভাবে তাঁহারা বিলক্ষণ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলনিরপেক্ষ হইয়া কেবল শাস্ত্রানুসারে যে ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারই অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া কখন তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে ছল প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। ফলতঃ এরূপ নিয়মে অবস্থান করিলে কখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যাহারা ঐ নিয়মানুষ্ঠানে অক্ষম হয়, তাহাদিগকেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এইরূপে পূর্ব্বতন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ, পবিত্র, সদ্ব্যবহারসম্পন্ন, যশস্বী, নিস্পৃহ, বন্ধনমুক্ত, যজ্ঞশীল, কামক্রোধ পরিশূন্য, স্ব স্ব কার্য্যবলে বিখ্যাত, নম্রস্বভাব, শান্ত গুণাবলম্বী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুশীল ও সঙ্কল্পসমুদয়ই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

'পূর্ব্বে সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রম অনবধানতা ও কামক্রোধাদিপরিশুন্য ছিল। উহার প্রভাবে পূজ্যপূজার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। পরিণামে মানবগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা রক্ষা করিতে না পারিয়া সেই শাশ্বত পুরাতন সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রমকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সাধু ব্যক্তিমধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমের পর বানপ্রস্থ এবং কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য অবলম্বনপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। সেই সমুদয় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে তারাগণরূপে বিরাজিত হয়েন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মভাবাপন্ন ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা প্রারব্ধকর্ম্মনিবন্ধন এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমুদয় মহাত্মার ন্যায় গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি

ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অন্যের ব্রাহ্মণ নামকরণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যখন কারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে। যাঁহারা এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম ও গুরুপদেশদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় চিত্তমধ্যে সমুদয়ই ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। সেই বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের একমাত্র সমাধিই পরম ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণসমুদয় তাতাঁদিগের ন্যায় সগুণসম্পন্ন হইলে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে। শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন। নিত্যসন্তুষ্ট বৈরাগ্যশালী ব্যক্তি জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম গুরুপরম্পরাগত। উহা কখন কখন অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মপদলিপ্সু হইয়া বৈরাগ্যবলে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন, তাঁহারই সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। বৈরাগ্যহীন ব্যক্তি কদাচ ঐ ধর্ম্মপ্রতিপালনে সমর্থ হয় না।

"স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'ভগবন! যাঁহারা বিষয়ভোগ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন এবং যাঁহারা লব্ধ বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তাঁহারা সকলেই দেহান্তে স্বর্গভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

"কপিল কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। গৃহধর্ম্মনিরত কামী ব্যক্তিরা নানা গুণসমলঙ্কৃত হইয়া বিবিধ বিষয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, কিন্তু ত্যাগসুখ কখনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।'

"স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'মহর্ষে! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সমুদয় আশ্রমেই ভক্তিলাভ করা যাইতে পারে; সুতরাং আপনারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যে ফল প্রাপ্ত হইবেন, গৃহস্থেরাও কর্ম্মপরায়ণ হইয়াও সেইরূপ লাভ করিতে পারিবে? এই বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই কি সমান অথবা কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গ, তাহা শাস্ত্রানুসারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

'কপিল কহিলেন, ব্রহ্মন্! কর্ম্মসমুদয় স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের শুদ্ধিসম্পাদন এবং জ্ঞান ও মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ। কর্ম্মদ্বারা চিত্তদোষের পরিপাক [ক্ষয়—অপসারণ] ও শাস্ত্রজনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লোকের অনৃশংসতা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় গুণ ব্রহ্মলাভের উপায়স্বরূপ। মনুষ্য ঐ সমুদয় গুণদ্বারাই পরব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈরাগ্য উৎপত্তি হইলেই চিত্তদোষের পরিপাকই যে কর্ম্মের ফল, তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারেন। বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাকেই পরমগতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি বেদ, বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম, কার্য্যানুষ্ঠান ও ব্রহ্মজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই বেদবিদ্ বলিয়া অভিহিত হয়েন; আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদয় জ্ঞাত হইতে পারে না, তাহার জন্ম নিরর্থক। সে কেবল কর্ম্মকারের ভস্ত্রার [হাপরের] ন্যায় বৃথা শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বেদে সমুদয় বিষয় প্রতিষ্ঠিত আছে; সুতরাং বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন। সমুদয় শাস্ত্রেই জগতের অস্তিত্ব ও অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কোন কালে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে

ব্যক্তি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতাসম্পাদনে সমর্থ হয়েন, তিনিই বেদনিষ্ঠিত পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন। মোক্ষই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের একমাত্র আধার। পণ্ডিতেরা মোক্ষকেই নিত্যসিদ্ধ, সর্ব্বভূত, সর্ব্বলোকবিখ্যাত জ্ঞাতব্য, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীর আত্মা ও দেহস্বরূপ, সুখপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ, পরব্রহ্মের আধার ও অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তেজ, ক্ষমা ও শান্তিগুণদ্বারা যে নিরাময়, জগৎকারণ, সনাতন পরমপদার্থ লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মবিদ হইতে অভিন্ন পরমব্রহ্মকে নমস্কার করি।' ”

২৭১তম অধ্যায়

অর্থপ্রার্থনার সার্থকতা—কুণ্ডধার-দ্বিজসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! বেদে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনেরই স্তুতিবাদ [প্রশংসা] কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এই তিনের মধ্যে কি লাভ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে কুণ্ডধারনামে মেঘ যে প্রীতিযুক্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের উপকার করিয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে স্থির করিলেন; কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান করা অর্থসাধ্য এই বিবেচনা করিয়া অর্থলাভের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে বহুকাল দেবগণের পূজা করিলেন; কিন্তু তথাপি ধনলাভ হইল না। তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ দেবতা মনুষ্যকর্ত্তৃক আরাধিত হয়েন নাই? আমি এক্ষণে তাঁহারই উপাসনা করিব, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

“দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, যে, কুণ্ডধারনামা জলধর তথায় অবস্থান করিতেছেন। কুণ্ডধারকে দর্শন করিবামাত্র ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে ভক্তিসঞ্চার হইল; তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, ‘কোন মনুষ্যই ইহার নিকট বর প্রার্থনা করে নাই। ইনি দেবলোকের সমীপে অবস্থান করিতেছেন। ইহার আকারও মহতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব ইনি অচিরাৎ আমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।' ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া দিব্যধূপ, গন্ধ ও বিবিধ উপহারদ্বারা কুণ্ডধারকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রার্থিদ্বিজের প্রতি কুণ্ডধারের অর্থপ্রাপ্তির ইঙ্গিত

“তখন জলধর কুণ্ডধার দ্বিজবরের ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘দ্বিজবর! সাধুব্যক্তিরা ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপায়ী, তস্কর ও ব্রতহীন মানবদিগেরও প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তই নাই। আমার পুত্র অধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ ও নিকৃতির পুত্র লোভ। কিন্তু

কৃতঘ্নতা বন্ধ্যা। উহার অপত্য কেহই নহে।’ কুণ্ডধার এইমাত্র কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

“অনন্তর সেই তপঃপরায়ণ, ভক্তিবিশুদ্ধস্বভাব ব্রাহ্মণ সেই দিন রজনীযোগে কুশাসনে শয়ন করিয়া কুণ্ডধারের প্রভাবে স্বপ্নযোগে সমস্ত প্রাণীকে দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত প্রাণীমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর যক্ষরাজ মণিভদ্রনন্দন লোকের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে অর্থদান ও অর্থ পুনর্গ্রহণ [অশুভকর্ম্মের জন্য প্রদত্ত অর্থের প্রত্যাহরণ] করিবার নিমিত্ত দেবগণকে আদেশ করিতেছিলেন। দেবগণও লোকের শুভকর্ম্ম অনুসারে রাজ্যাদি দান ও অশুভ কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপ্রদত্ত অর্থাদি পুনগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডধার যক্ষগণের সমক্ষে দেবগণের সন্নিহিত ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা মণিভদ্রতনয়ের নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে যক্ষরাজ তথায় আগমন করিয়া ভূতলনিপতিত কুণ্ডধারকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কুণ্ডধার! তুমি কি প্রার্থনা কর?' কুণ্ডধার কহিলেন, ‘যক্ষরাজ! যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত এই ব্রাহ্মণের যাহাতে কিছু সুখোৎপত্তি হইতে পারে, এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।’ তখন মণিভদ্রতনয় পুনরায় কুণ্ডধারকে কহিলেন, ‘কুণ্ডধার! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, এক্ষণে উত্থিত হও। যদি তোমার প্রিয়বয়স্য এই ব্রাহ্মণ অর্থ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইঁহাকে প্রার্থনানুসারে অর্থ প্রদান কর। ইনি যে পরিমাণে অর্থ প্রার্থনা করিবেন, আমি দেবগণের নির্দ্দেশানুসারে ইঁহাকে তাহাই প্রদান করিব।’

“তখন কুণ্ডধার মনুষ্যদেহ অস্থির ও ক্ষণভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের তপানুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর অনুধাবনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘যক্ষরাজ! আমি এই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেছি না। ইহার প্রতি আপনাকে অন্যপ্রকার অনুগ্রহ প্রদান করিতে হইবে। আমি ইঁহার নিমিত্ত রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হউন। ইহার বৃদ্ধি ধর্ম্মেরই আশ্রয় ও ধর্ম্মেই শান্তি লাভ করুক।’

“তখন মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘কুণ্ডধার! এই ব্রাহ্মণ শারীরিক ক্লেশশূন্য হইয়া ধর্ম্মের ফলস্বরূপ রাজ্য ও বিবিধ সুখ উপভোগ করুন।’ দেবগণ ঐ কথা কহিলে কুণ্ডধার তাহাতেও সম্মত না হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বারংবার ধর্ম্মই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবগণ কুণ্ডধারের আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন।

“অনন্তর মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘কুণ্ডধার! দেবগণ তোমার ও এই ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন এবং ইঁহার বুদ্ধি নিয়তই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মণিভদ্রতনয় এই কথা কহিলে, কুণ্ডধার নিতান্ত দুর্লভ অভিলষিত বর লাভ করিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন।

যক্ষসংসর্গে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত দ্বিজের ধর্ম্মোপাসনা

"ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে এই ঘটনা দর্শন করিয়া পুনরায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলেন যে, আপনার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মচীবর [সন্ন্যাসীদিগের পরিধেয় জীর্ণবস্ত্র] সমুদয় নিপতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি কুণ্ডধারের বিস্তর উপাসনা করিয়াছি, কিন্তু এই ব্যক্তি প্রত্যুপকারপরায়ণ নহে। এক্ষণে আর কাহার নিকটই বা উপকার প্রার্থনা করিব। অতএব আমি ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রস্থান করি।'

"ব্রাহ্মণ এইরূপে দেবগণের অনুগ্রহপ্রভাবে বৈরাগ্য লাভ করিয়া অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ঘোরতর তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের অর্চ্চনা ও অতিথিবর্গের আহারাবসানে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তিনি ফলমূল পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্রমাত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল জলপান করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বায়ু ভক্ষণ করিয়া বহু বৎসর অতিক্রম করিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত কঠোরতাদ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র বলক্ষয় হইল না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

"এইরূপে ব্রাহ্মণ অতি কঠোর তপানুষ্ঠানদ্বারা বহুকাল অতিক্রমপূর্ব্বক সিদ্ধ হইলে তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল, তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, 'যদি আমি সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে ধন প্রদান করি, তাহা হইলে সে অবশ্যই ধনী হইবে। আমি এক্ষণে তপঃসিদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং যাহা কহিব, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না।' ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধিলাভ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমি যদি এক্ষণে সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে রাজ্য প্রদান করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রাজা হইবে।'

ভোগকামনায় নরকক্লেশ

"ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময় কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের তপোবল ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্বনিবন্ধন তথায় সমাগত হইলেন। ব্রাহ্মণ কুণ্ডধারকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলেন। তখন কুণ্ডধার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! আপনি তপোবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে উহার প্রভাবে ভূপাল ও অন্যান্য লোকদিগের গতি নিরীক্ষণ করুন।" কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ স্বীয় দিব্যচক্ষুপ্রভাবে দূর হইতে ভূপালগণকে ঘোর নরকে নিপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, 'দ্বিজবর! যদি তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পূজা করিয়া দুঃখভোগ করিতে, তাহা হইলে আমাকর্ত্তৃক তোমার কি হিত সমাহিত হইত এবং তুমিই বা আমার কি অনুগ্রহ লাভ করিতে? ঐ দেখ, ভূপতিগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া কত কষ্টভোগ করিতেছে। ঐ দেখ, কামক্রোধাদিদ্বারা মানবগণের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব মনুষ্যের কি কামনাপরতন্ত্র হওয়া উচিত?'

"কুণ্ডধার এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, অসংখ্য লোক কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত্ততা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন কুণ্ডধার

কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! এই কামক্রোধাদি লোকসমুদয়কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেবগণ ঐ কামাদিনিবন্ধন মনুষ্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন এবং ঐ কামাদি দেবতাদিগের আজ্ঞানুসারে মানবগণের বিঘ্নবিধান করিয়া থাকে। ফলতঃ দেবতাদিগের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে সমর্থ হয় না। এই দেখ, এক্ষণে তুমি তপঃপ্রভাবে মানবগণকে রাজ্য ও প্রভূত ধনদান করিতে সমর্থ হইয়াছ।'

"কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার স্নেহস্বভাব বুঝিতে না পারিয়া কাম ও লোভপ্রযুক্ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা মার্জ্জনা করুন।

"তখন কুণ্ডধার 'আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি' এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণও কুণ্ডধারের অনুগ্রহে তপঃপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া সমুদয় লোক পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ ধর্ম্মপ্রতিপালন ও যোগাভ্যাসদ্বারা আকাশপথে গমনের ক্ষমতা, সঙ্কল্পসিদ্ধি ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যক্ষ, মনুষ্য ও চারণ প্রভৃতি সকলেই ধার্ম্মিকদিগকে পূজা করিয়া থাকেন, ধনাঢ্যকামীদিগকে কখনই পূজা করেন না। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত বলিয়া দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ধন হইতে অতি অল্প সুখলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মপ্রভাবে অনন্ত সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই।"

২৭২তম অধ্যায়
অহিংস যজ্ঞের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বিবিধ যজ্ঞের মধ্যে যে যত কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মলাভার্থ অনুষ্ঠিত হয়, আপনি আমার নিকট তাহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন। স্বর্গাদিফলসাধক অন্যান্য যজ্ঞের : বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ নাই।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য মহাত্মা নারদ যজ্ঞবিষয়ে উঞ্ছবৃত্তি সত্যনামা ব্রাহ্মণের যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপ্রধান বিদর্ভনগরে সত্যনামে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অবহিতচিত্তে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি শ্যামাক [শ্যামাধান্য], সূর্য্যপর্ণী [আকনপাতা], সুবর্চ্চলা ও অন্যান্য তিক্ত ও বিরস শাকসমুদয় ভক্ষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার তপোবলে ঐ সমুদয় অতি সুস্বাদু হইত। তিনি বানপ্রস্থাশ্রমী ছিলেন এবং দরিদ্রতানিবন্ধন পশ্বাদি লাভ করিতে না পারিয়া ফলমূলকে পশ্বাদির স্বরূপ করিয়া তদ্বারাই হিংসাপ্রধান স্বর্গসাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। পুষ্করধারিণীনামে তাঁহার এক পবিত্রস্বভাবা উপবাসাদিব্রতকৃশা পত্নী ছিলেন, তিনি গলিত[স্বয়ংস্খালিত] ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করিতেন। যদিও ঐ কামিনী স্বীয় ভর্ত্তার মানসিক বৃত্তি হিংসাময় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যের আনুকুল্য করিতে নিতান্ত

অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে শাপভয়ে স্বামীর স্বভাবের অনুবর্ত্তিনী হইয়া হিংসাময় যজ্ঞে লিপ্ত হইতে হইত।

"একদা এই ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সহচর ধর্ম্ম মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য! তুমি অঙ্গহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অতি দুষ্কর্ম্ম করিতেছ। এক্ষণে আমাকে অনলে আহুতি প্রদান কর, তাহা হইলেই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হইবে।' মৃগ এই কথা কহিবামাত্র সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! ইনি তোমার সহচর, ইহাকে বিনাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। হায়! যজ্ঞে কি অকার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।' দেবী সাবিত্রী এই বলিয়া পাতালতল অবলোকন করিবার নিমিত্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মৃগ কৃতাঞ্জলিপুটে সত্যের নিকট বারংবার আপনার বধপ্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু সত্য তাহার বাক্যে সম্মত না হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। তখন সেই মৃগ অষ্টপদমাত্র গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কহিল, 'ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে বিনাশ করুন। আমি যজ্ঞে নিহত হইয়া অনায়াসেই সদ্‌গতি লাভ করিতে পারি। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত দিব্যচক্ষুদ্বারা ঐ অম্বরস্থিত গন্ধর্ব্বগণের বিচিত্র বিমান ও অপ্সরাদিগকে অবলোকন করুন।' মৃগ এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ সতৃষ্ণনয়নে অপ্সরা ও বিমানসকল নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বর্গভোগে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া মৃগকে বধ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া অবধারণ করিলেন। তখন সেই মৃগরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের সেই কুপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিবার মানসে তাঁহাকে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে।' মৃগ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণের হিংসাপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল; কিন্তু তিনি যে ইতিপুর্ব্বে মনে মনে মৃগবধ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার বিস্তর তপঃক্ষয় হইল। অতএব যজ্ঞে পশুহিংসা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

"অনন্তর ভগবান ধর্ম্ম মৃগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলেন। ব্রাহ্মণও তপঃপ্রভাবে সহধর্ম্মিণীর সহিত একমতাবলম্বী হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি যে, অহিংসা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা ধর্ম্মকেই সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।"

২৭৩তম অধ্যায়
কাম্যকর্ম্মে স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য যে-যে কার্য্যের অনুষ্ঠান, করিয়া পাপে লিপ্ত হয় এবং যে-যে কার্য্যদ্বারা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভ করিতে পারে, আপনি তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! কোন ধর্ম্মই তোমার অবিদিত নাই। তুমি কেবল আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট

মোক্ষ, বৈরাগ্য, পাপ ও ধর্ম্মলাভের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ ভোগ্য বিষয়ের আস্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে তৎসমুদয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। ঐ সমুদয় ভোগ্যবিষয়ের প্রভাবেই লোকের কাম ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষিত বস্তুলাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিতে যত্নবান্ হইয়া মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং বারংবার রূপরসাদি ভোগ করিতে যত্নবান হয়। তৎপরে তাহার অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মনুষ্য লোভমোহে অভিভূত ও রাগদ্বেষে সমাক্রান্ত হইলে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপট ধর্ম্মাচরণ ও ছলপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। ছলসহকারে অনায়াসে অর্থ সংগৃহীত হইলে তাহার ঐরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে নিতান্ত স্পৃহা জন্মে। তাহার সুহৃদ ও পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে নিবারণ করিলে সে বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের বাক্যে উত্তর করে। ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহজনিত পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান, পাপকার্য্যের চিন্তা ও পাপকার্য্য প্রকাশনিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধুব্যক্তিরা অসন্তুষ্টচিত্তে সেই অধার্ম্মিকের দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। পাপাত্মারা আত্মতুল্য ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রতা করে। উহারা ইহলোক বা পরলোকে সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই আমি তোমার নিকট পাপাত্মার বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম।

"হে বৎস! এক্ষণে ধর্ম্মাত্মাদিগের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অন্যের কুশলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বয়ং কুশল লাভ করিয়া থাকেন। পরোপকাররূপ ধর্ম্মদ্বারাই পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সুখদুঃখবিচারক্ষম হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত দোষসমুদয় দর্শনপূর্ব্বক সাধুদিগের সহিত বাস করেন তাঁহারই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনধারণ করিতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি, ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়েন, যে কার্য্যদ্বারা গুণলাভ হয়, তাহাই সতত অনুশীলন করেন এবং আত্মতুল্য সুশীল ব্যক্তির সহিতই মিত্রতা সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সুশীল মিত্র ও ধর্ম্মার্জিত ধনলাভনিবন্ধন [ধন হইতে] তাহার ইহলোক ও পরলোকে যারপরনাই আনন্দলাভ হয়। মনুষ্য ধর্ম্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্ট রূপ দর্শন, রস আস্বাদন, গন্ধ আঘ্রাণ, শ্রবণ ও স্পর্শসুখানুভব করিতে পারে।

"তত্ত্বজিজ্ঞাসু [তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী] ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়াও উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। যখন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্যবিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, সেই সময় তিনি সর্ব্বকাম হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং সমুদয় লোক বিনশ্বর দর্শন করিয়া, কাম্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পাপকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন।

"এই আমি তোমার নিকট পাপ, ধর্ম্ম, মোক্ষ ও বৈরাগ্যের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমি সমুদয় অবস্থাতেই ধর্ম্মপথে অবস্থান করিবে। ধার্ম্মিকেরাই শাশ্বত সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।"

২৭৪তম অধ্যায়
মোক্ষলাভের উপায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি কহিলেন যে উপায়দ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায়; অতএব এক্ষণে আপনি মোক্ষলাভের উপায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি সতত উপায় অবলম্বন করিয়া সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে বাসনা করিয়া থাক; অতএব এই প্রশ্ন করা তোমার উচিত হইয়াছে। যেমন ঘটনির্ম্মাণের সময় লোকের চিকীর্ষাবুদ্ধি [নির্ম্মাণেচ্ছার জ্ঞান—নির্ম্মাণ করিতে যতটুকু বুদ্ধির আবশ্যক] উহার কারণ হয় এবং ঘট নির্ম্মিত হইলে বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ধর্ম্মসাধনের সময় চিকীর্ষ বুদ্ধি উহার কারণ হইয়া পরিশেষে যোগাদিনিষ্ঠ মোধর্ম্মের সিদ্ধিলাভ হইলে সেই বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়। যেমন পূর্ব্বমহাসাগরে গমন করিবার পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমসাগরে গমন করা যায় না, তদ্রূপ অন্যান্য ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিলে কখনই মোক্ষ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। ঐ ধর্ম্মের একমাত্র পথ বিদ্যমান আছে। এক্ষণে সেই পথ বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"ক্ষমাবলে ক্রোধ, সঙ্কল্প পরিত্যাগদ্বারা কামনা, সত্যগুণের অনুশীলনদ্বারা নিদ্রা, সাবধানতাদ্বারা লজ্জা, আত্মচিন্তাপ্রভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ধৈর্য্যগুণে কাম ও দ্বেষ, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ভ্রমপ্রমাদ ও বিষয়বাসনা, জ্ঞানাভ্যাসপ্রভাবে অনুসন্ধান ও অকার্য্য পর্য্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুপাক বস্তুর ভোজনদ্বারা শারীরিক ক্লেশ, সন্তোষপ্রভাবে লোভ ও মোহ, দয়াপ্রভাবে অধর্ম্ম, নিয়ত অনুষ্ঠানদ্বারা ধর্ম্ম, অদৃষ্টপর্য্যালোচনা দ্বারা আশা, স্পৃহাপরিত্যাগদ্বারা অর্থ সমুদয় বস্তু অনিত্য বিবেচনা করিয়া স্নেহ, যোগপ্রভাবে ক্ষুধা, কারুণ্যদ্বারা আত্মাভিমান, উদ্যোগদ্বারা তন্দ্রা, বেদপ্রত্যয়দ্বারা আশঙ্কা পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমতঃ বুদ্ধিবলে বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সেই বুদ্ধিকে বশীভূত করিবে। তৎপরে আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া পরিশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিবে। শান্তি ও নিষ্কামধর্ম্মদ্বারা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটিকে যোগানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব ঐ সমুদয় পরিত্যাগ, যোগসাধনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযমকে অবলম্বন করাই বিধেয়। ঐ সমুদয় অবলম্বন করিলে তেজ পরিবর্দ্ধিত, পাপ নিহত [দূরীভূত], সঙ্কল্পসমুদয় সুসিদ্ধ এবং বিবিধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্পাপ, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কামক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করেন। ফলতঃ কায়, মন ও বাক্যের সংযম এবং মূঢ়তা, বিষয়স্পৃহা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ এবং গৃহাবস্থানস্পৃহাপরিত্যাগ [গৃহবাসের আসক্তিত্যাগ], এই সমুদয় মোক্ষলাভের প্রধান উপায়।"

২৭৫তম অধ্যায়

দেহ-জীবাত্মার সম্বন্ধ—নারদ-দেবলসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, “যুধিষ্ঠির! এই স্থলে নারদ-দেবলসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ বুদ্ধিমান বৃদ্ধ অসিতদেবলকে সমাসীন অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ব্রহ্মন্! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে কাহাতে লীন হইবে, আপনি ইহা সবিস্তর কীৰ্ত্তন করুন।

“দেবল কহিলেন, নারদ! পরমাত্মা সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে যেসমস্ত বস্তু হইতে ভূত সৃষ্টি করেন, বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা তৎসমুদয়কে পঞ্চমহাভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঐ সমস্ত মহাভূতে অন্যান্য ভূতের সৃষ্টি করেন। যাঁহারা এই পরমাত্মা, জীব ও পঞ্চভূত ভিন্ন সৃষ্টিক্রিয়াবিষয়ে অন্য অচেতন বা চেতন কারণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের বাক্য নিতান্ত অমূলক। ঐ পঞ্চমহাভূত তেজঃস্বরূপ, নিত্য ও নিশ্চল। জীব উহাদের ষষ্ঠ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত। এই পাঁচমহাভূত হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই। যাঁহারা ইহার অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাঁহাদের বাক নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। পঞ্চভূত হইতেই দেহাদি কাৰ্য্য উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চভূত ও জীব যাহার কারণ, তাহা বিনশ্বর, সন্দেহ নাই। পঞ্চভূত, জীব, পূৰ্ব্বসংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটি ভূত প্রাণীগণের জন্মমৃত্যুর কারণ। প্রাণীগণ এই আটটি পদার্থ হইতে উদ্ভূত ও ঐ সমুদয়েই লীন হইয়া থাকে। জন্তু বিনষ্ট হইলে তাহার শরীর পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। আবার উহার উৎপত্তিকালে ভূমি হইতে দেহ, আকাশ হইতে শ্রোত্র, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে বেগ ও জল হইতে শোণিত উৎপন্ন হয়।

‘চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক ও জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। বাহ্য পদার্থের জ্ঞানসাধক দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন এই পাঁচটি উহাদের ক্রিয়া। ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় রূপরস প্রভৃতি আপনাদিগের বিষয়সমুদয় স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, আত্মাই উহাদের দ্বারা ঐ সমস্ত অনুভব করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সৰ্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপাদি বিষয়সমুদয় জ্ঞাত হয়; পরে মনোবৃত্তিদ্বারা ঐ সমস্ত সম্যক্ বিচার করিয়া বুদ্ধিদ্বারা ঐ সমুদয়ের নিশ্চয় করিয়া থাকে। পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি এই আটটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও মুখ এই পাঁচটি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্যপ্রয়োগ ও অভ্যবহারার্থ [আহারের জন্য] মুখ, গমনের নিমিত্ত চরণ, কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত হস্ত, পুরীষত্যাগের নিমিত্ত পায়ু ও রেতোনিঃসারণের নিমিত্ত উপস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পাঁচ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ভিন্ন আর একটি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় আছে; উহার নাম প্রাণ। উহাকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট জ্ঞান ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রিয়সংযোগে বন্ধন—ইন্দ্রিয়নাশে মোক্ষ

'ইন্দ্রিয়সমুদয় শ্রান্তি নিবন্ধন স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেই মনুষ্য নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রামকালে মনুষ্য কার্য্যে নিরত থাকিয়া বিষয়ানুভব করিলে লোকের স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই সবিশেষ প্রশংসনীয়। ঐ বৃত্তিত্রয়ের প্রভাবে লোকে জাগ্রদবস্থাতে [জাগিয়া থাকার সময়ে] যাহা যাহা বাসনা করে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তৎসমুদয় অনুভব করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক পুরুষের অন্তরে জাগ্রদ্দশাতে [জাগ্রত অবস্থায়] সুখ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চারিটি সতত বিরাজিত থাকে; এই নিমিত্ত তাঁহারা স্বপ্নযোগেও ঐ সমুদয় অনুভব করেন। সাত্ত্বিক পুরুষের ন্যায় রাজস ও তামস পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থায় তাহাদের মনোবৃত্তির অনুরূপ যে-যে ভাব সমুদিত হয়, তাহারা স্বপ্নযোগেও তৎসমুদয় অনুভব করিয়া থাকে। ফলতঃ জাগ্রদবস্থাতে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা স্বপ্নে এবং স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, তাহা জাগ্রদবস্থাতে অনুভূত হইয়া থাকে।

'মনুষ্যের শরীরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও প্রাণ আর সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয় এই সপ্তদশ গুণ বিদ্যমান আছে। জীবাত্মা উহাদের অষ্টাদশ। তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর। যে সপ্তদশ গুণ মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, জীবাত্মা অদর্শনপ্রাপ্ত হইলে তৎসমুদয় আর দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই অষ্টাদশ গুণ, দেহ ও জঠরানল এই বিংশতি পদার্থের একত্র অবস্থানকেই পাঞ্চভৌতিক সংঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীব প্রাণবায়ুর সহিত সমবেত হইয়া এই শরীরকে রক্ষা করিতেছেন, আবার তিনিই এই দেহনাশের কারণ। জীব এক পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া প্রারব্ধের [অদৃষ্টের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের] ক্ষয় হইলেই দেহ পরিত্যাগ করেন এবং তৎপরে ঐ দেহে সঞ্চিত পুণ্যপাপপ্রভাবে পুনরায় অন্য দেহে অবস্থিত হয়েন। লোকে যেমন জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন গৃহে গমন করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলসমুৎপন্ন এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা এই বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারা বন্ধুবিয়োগনিবন্ধন কিছুমাত্র অনুতাপ করেন না। নির্ব্বোধ লোকেরাই তদ্বিষয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই জীবলোকে কেহই কাহারও সম্বন্ধী নহে। একমাত্র জীবই লোককে সুখদুঃখ প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর তাহার দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। জীবের জন্মমৃত্যু নাই। উনি সময়ক্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন। কর্ম্মের নাশ হইলেই উহার পুণ্যপাপময়দেহ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। পুণ্যপাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ আবশ্যক। পুণ্যপাপ ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' ”

২৭৬তম অধ্যায়
নিস্পৃহতার নিদান—জনক-মাণ্ডব্যসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যখন আমরা অর্থাকাঙক্ষী হইয়া পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সুহৃদগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদিগের তুল্য ক্রূর পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমরা কেবল বিষয়তৃষ্ণাপ্রভাবেই এইরূপ ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের সেই তৃষা নিরাকৃত হয়, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! আমি এই উপলক্ষে জনকরাজ মাণ্ডব্যের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, সেই পুরাতন কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বে বিদেহরাজ তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যকে কহিয়াছিলেন, ‘মহাত্মন! আমার কোন বস্তুতে অধিকার নাই; তথাপি আমি পরমসুখে জীবনযাপন করিতেছি। বিদেহনগরী দগ্ধ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। বিবেকশীল মহাত্মারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু মূঢ়ব্যক্তিরা অল্পমাত্র বিষয়েই নিরন্তর বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। কি ঐহিক সুখ, কি স্বর্গীয় সুখ, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত হইতে পারে না। যেমন বলীবর্দ্দের বৃদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের যত বৃদ্ধি হয়, বিষয়তৃষা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থের প্রতি মমতা জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহাকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। কামাসক্ত হওয়া কাহারও বিধেয় নহে। কামে অনুরক্ত হইলে নিশ্চয়ই, দুঃখভোগ করিতে হয়। অতএব অর্থলাভ করিয়া কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন। মনুষ্যেরা সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয় এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্তচিত্ত ও নিরাময় হইতে পারে। দুর্ম্মতি মূঢ়েরা যাহাকে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ না হয় এবং মহাত্মারা যাহাকে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে পরম সুখলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা বিশুদ্ধ ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখানুভব ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

“বিদেহরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি মাণ্ডব্য নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিলেন।”

২৭৭তম অধ্যায়
কালগতিপ্রদর্শনে ধর্ম্মের উপাসনার উদ্‌বোধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! এই সর্ব্বলোকভয়াবহ কাল ক্রমশঃ অতীত হইতেছে, অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মেধাবীনামে এক অতিশয় মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা মোক্ষধর্ম্মকুশল মেধাবী স্বাধ্যায়নিরত স্বীয় পিতাকে

মোক্ষলাভে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তাত! মানবগণের সহিত কাল অতি সত্বর অতিবাহিত হইতেছে। বিদ্বান ব্যক্তিরা ইহা অবগত হইয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন? আমি তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

"পিতা কহিলেন, বৎস! মানবগণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ পুত্রোৎপাদন ও তৎপরে বহ্নিসংস্থাপনপূর্ব্বক যথানিয়মে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমন ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।'

"পুত্র কহিলেন, "তাত! যখন লোকসমুদয় নিহত ও সর্ব্বতোভাবে সমাক্রান্ত হইতেছে এবং অবিনাশিনী [বিনাশধর্ম্মহীনা দিবারাত্রি—দিবার পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবা [বিনাশধর্ম্মহীনা দিবারাত্রি—দিবার পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবা] প্রতিনিয়ত গতায়াত করিতেছে, তখন আপনি কিরূপে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্তের ন্যায় বাক্যবিন্যাস করিতেছেন?'

"পিতা কহিলেন, 'বৎস! কে মানবগণকে নিধন আর কেই বা উহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে? যে অবিনাশিনী নিয়ত গমনাগমন করিতেছে, সেই বা কে?

"পুত্র কহিলেন, 'পিতঃ! মৃত্যু মানবগণকে নিধন, জরা তাহাদিগকে আক্রমণ, আর দিবারাত্রি অবিনাশিনী, উহা নিয়ত গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত উহা অনুধাবন করিতেছেন না? যখন আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, মৃত্যু কখন কাহাকে পরিত্যাগ করে না, তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধ হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিবে? যখন দিন দিন মানবগণের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, তখন অল্পসলিলস্থ মৎসের ন্যায় কাহারও সুখপ্রত্যাশা নাই। লোকে যেমন বনমধ্যে একতানমনে পুষ্পচয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া পুষ্পচয়ন সমাপ্ত না হইতে হইতেই হিংস্রজন্তুকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য অনন্যমনে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে কার্য্য পরদিনে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্নে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বাহেই সম্পন্ন করা উচিত। কারণ, কার্য্যসম্পাদন হউক বা না হউক, মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। কাহার কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে, তাহা কেহই অবগত নহেন। কার্য্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়। বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যৌবনাবস্থাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে উভয় লোকেই শাশ্বতী প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মানবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়াই পুত্রদারাদির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান হয় এবং অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের সন্তোষসাধন করে। কিন্তু নদী যেমন স্বীয় বেগবলে সুপ্ত ব্যাঘ্রকে প্রবাহিত করে এবং বৃকী যেমন মেষকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়াসক্ত স্ত্রীপুত্রাদিসম্পন্ন মানবগণকে তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এই কার্য্যের কিয়দ্দংশ সম্পন্ন হইয়াছে, এই চিন্তা করিতে করিতেই মৃত্যুকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হয়। কাল কি অপ্রাপ্তফল, কি ক্ষেত্র, আপণ ও গৃহকর্ম্মে নিরত, কি দুর্ব্বল, কি বলবান, কি প্রাজ্ঞ, কি শূর, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। যখন মানবগণ

প্রতিনিয়ত মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং বিবিধ কারণসম্ভূত দুঃখকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইতেছে, তখন আপনি কিরূপে নিশ্চিন্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন?

‘মনুষ্য জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহাকে আশ্রয় করে। ফলতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই ঐ উভয়ের বশীভূত। মৃত্যুসৈন্য সমাগত হইলে একমাত্র সত্যবল ব্যতীত কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। সত্যই অমৃতের আশ্রয়, আর জনপদমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই মৃত্যুর আবাসস্বরূপ। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, অরণ্যই দেবগণের বাসভূমি এবং নগরমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই বন্ধনীরজ্জু [বাঁধিবার দড়ি] স্বরূপ। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে ঐ বন্ধনীরজ্জুচ্ছেদন করিয়া দেবসেবিত অরণ্য আশ্রয় করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপাত্মারা কখনই উহা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণীগণের অনিষ্টাচরণ না করেন এবং যিনি কাহারও জীবিকা অপহরণে প্রবৃত্ত নহেন, তাঁহাকে কখনই কোন প্রাণী হইতে উদ্বেজিত হইতে হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ ও শমদমাদি-গুণসম্পন্ন হইয়া কেবল সত্যবলে মৃত্যুকে পরাজয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

‘এই অনিত্য দেহমধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মোহান্ধ হইলেই মৃত্যুলাভ হয় এবং সত্যপথ অবলম্বন করিলেই অমৃতলাভ হইয়া থাকে; অতএব আমি হিংসা ও কামক্রোধপরিশূন্য হইয়া একমাত্র সুখকর সত্যকে অবলম্বনপূর্ব্বক অমরের ন্যায় মৃত্যুকে উপহাস করিব এবং দিবাকরের উত্তরায়ণসময়ে শান্তিমার্গ অবলম্বন, বেদাধ্যয়ন এবং কর্ম্ম, মন ও বাক্যের সংযমে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তির অতি হিংস্র পশুযজ্ঞ অথবা পিশাচের ন্যায় বিনাশকর ক্ষত্রিয়যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। আমি আপনা হইতে আপনি সম্ভূত হইয়াছি; আমার সন্তান নাই। এক্ষণে আমি পুত্রোৎপাদনবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মায় জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিব। পুত্র হইতে কখন আমার পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। যাঁহার বাক্য ও মন সতত সংযত থাকে এবং তপস্যা, দান ও যজ্ঞই যাঁহার পরমধর্ম্ম, তিনি অনায়াসে ঐ সকল সৎকর্ম্মপ্রভাবে সমুদয় মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বিদ্যার সমান চক্ষুঃ ও ফলত্যাগের তুল্য সুখ এবং বিষয়স্পৃহার সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। একাগ্রতা, সর্ব্বভূতে সমভাব, সত্য, স্বধর্ম্মে অবস্থান, দণ্ড পরিত্যাগ, সরলতা ও কার্য্যবিরতি এই সমুদয় ব্রাহ্মণের পরম ধন। হে তাত! যখন আপনাকে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন আপনি কি নিমিত্ত বৃথা ধন, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রদারাদির নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন? এক্ষণে এই দেহমন্দির প্রবিষ্ট আত্মাকে অনুধ্যান করুন। আপনার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পুরুষগণ কোথায় গিয়াছেন?”

“হে ধর্ম্মরাজ! জ্ঞানবান পুত্র এই কথা কহিলে তাঁহার পিতা তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর।”

২৭৮তম অধ্যায়

মুক্তিকামীর আচার—সমদর্শিতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, জ্ঞান ও আশ্রয়সম্পন্ন হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যে ব্যক্তি মোক্ষধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান, অল্পাহারনিরত এবং জিতেন্দ্রিয় হয়েন, তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদলাভ করিতে পারেন। অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষে হউক বা পরোক্ষেই হউক, বাক্য, মন ও ইঙ্গিতদ্বারাও কোন ব্যক্তির নিন্দা করা উচিত নহে। হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কোন ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করা কদাপি বিধেয় নহে। কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা উচিত। অন্য অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা নিতান্ত গর্হিত। কেহ নিন্দাদিদ্বারা ক্রোধ উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য এবং কেহ প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

"কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া দণ্ডী[দণ্ড্যাশ্রমীর—সন্ন্যাসীদিগের]দিগের ধর্ম্ম নহে। যদি তাঁহারা অনেকে গৃহ পর্য্যটনপূর্ব্বক ভিক্ষালাভ করিতে না পারেন, তথাপি পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া কোন গৃহস্থের ভবনে গমন করিবেন না। মূঢ়ব্যক্তিকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার প্রতি অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন না। সতত স্বধর্ম্মনিরত, দয়াবান, প্রত্যুপকারপরাঙ্মুখ [পরের অপকারে বিমুখ], নির্ভয় ও নিরহঙ্কার হইয়া কালহরণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের ভবন ধূমবিহীন ও অঙ্গারশূন্য হইবে, যখন উহার মধ্যে মুষলধ্বনি [চাউল, ডাউল প্রস্তুত—উখলিতে ধান, কড়াই ফেলিয়া মুষলের আঘাত প্রভৃতি ব্যাপার] শ্রবণগোচর হইবে না এবং যখন গৃহস্থেরা ভোজনাবসানে ভোজনপাত্রসমুদয় পরিত্যাগ করিবেন, সেই সময়েই তাহাদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেহ অধিক পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান করিলে তাহারা তাহা হইতে কেবল প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিবেন। বস্ত্রাদিসঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, আহারসংগ্রহেও যত্নবান্ হইবেন না। লাভ হইলে হৃষ্ট ও লাভ না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহাদিগের নিতান্ত অবিধেয়। তাঁহারা সাধারণোপভোগ্য মাল্যচন্দনাদিলাভের বাসনা করিবেন না। নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অন্নের দোষগুণ কীর্ত্তন করিবেন না। নির্জ্জনপ্রদেশে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। শূন্যাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিগুহা বা অন্য কোন প্রকার জনশূন্য প্রদেশে বাস করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কারে সমজ্ঞানসম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন। কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপপুণ্য উপার্জ্জন করিবেন না। বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক নিত্য তৃপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রসন্নবদন, প্রফুল্লেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, জপপরায়ণ ও মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন। প্রাণীগণের জন্মমৃত্যু বারংবার হইতেছে এবং সকলেরই দেহ ও ইন্দ্রিয়সমুদয় বিনশ্বর, ইহা বিশেষরূপে অনুধাবনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আত্মারাম, প্রশান্তচিত্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি বা ফলমূলাদিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা বাক্য, মন, ক্রোধ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করিবেন

এবং কেহ নিন্দা করিলে ব্যথিত হইবেন না। নিন্দা ও প্রশংসাতে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রধান ধর্ম্ম।

'সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা দমগুণান্বিত, সহায়বিহীন, গৃহশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ও সাবধান হইয়া থাকিবেন। একবারের অধিক কোন স্থানে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন না। বানপ্রস্থাশ্রমী বা গৃহীর ভবনে বাস করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। যদৃচ্ছালব্ধ অনিন্দিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও হর্ষে একান্ত অভিভূত না হওয়াই তাঁহাদিগের পরমধর্ম্ম।

"মহাত্মা হারীত সন্ন্যাসধর্ম্মকেই মোক্ষলাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন; কিন্তু অজ্ঞানেরা এই ধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রমমাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয়দান করিতে গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই পরমব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন।"

২৭৯তম অধ্যায়
কর্ম্মফলানুসাধিনী গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সকল ব্যক্তিই আমাদিগকে ধন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে; কিন্তু বস্তুতঃ এই জীবলোকে আমাদিগের অপেক্ষা অসুখী আর কেহই নাই। দেখুন, সকলের পূজনীয় ধর্ম্মাদি দেবগণের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও আমাদিগকে যারপরনাই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে, শরীরধারণই দুঃখের কারণ। হায়! আমরা কবে দুঃখনাশক সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব? মহর্ষিগণ পাঁচ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মুক্তিবিরোধী কামক্রোধাদি, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও সত্ত্বাদি গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সংসারপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হায়! আমরা কবে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষিদিগের ন্যায় সন্ন্যাসশ্রম অবলম্বন করিব?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দুঃখের অবশ্যই অন্ত আছে। কোন পদার্থই সীমাশূন্য নাই। মুক্তিই পুনর্জ্জন্মের অন্ত। ফলতঃ সমস্ত বিষয়েরই এক-একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। ঐশ্বর্য্য সংসারানুরাগের কারণ বলিয়া বস্তুতঃ দূষণীয় বটে; কিন্তু উহাদ্বারা তোমাদের কোন অপকার হইবে না। তোমরা ধার্ম্মিক; সুতরাং শমদমাদির অভ্যাসদ্বারা কিয়ৎকালের মধ্যেই মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। মনুষ্য পুণ্যপাপের নিয়ন্তা নহে; প্রত্যুত পুণ্যপাপসমুত্থিত অজ্ঞানদ্বারা তাহাকে অভিভূত হইতে হয়। বায়ু যেমন কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ ধূলিজালে মণ্ডিত হইয়া নানা রূপ ধারণ করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলযুক্ত ও অজ্ঞানদ্বারা অভিভূত হইয়া স্বয়ং বর্ণশূন্য হইয়াও গৌরত্বাদি দেহধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেহে দেহে সঞ্চরণ করিতেছেন। মনুষ্য জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানসমুৎপন্ন অন্ধকার নিরাস করিতে পারিলেই নিত্যব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়। দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভ হইলেও প্রতিনিয়ত জীবন্মুক্ত মহাদিগের উপাসনা করা আবশ্যক। ব্রহ্মকে লাভ করা নিতান্ত যত্নসাধ্য; এই নিমিত্ত

মহর্ষিগণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে কদাচ বিরত হয়েন না। এই স্থলে শক্রনির্জ্জিত রাজ্যপরিভ্রষ্ট অসহায় দানবরাজ বৃত্র শক্রমধ্যে একমাত্র বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অনন্যমনে শ্রবণ কর।

বিষ্ণুভক্ত বৃত্রের বিচিত্র বৃত্তান্ত—বৃত্র-শুক্রসংবাদ

"পূর্ব্বে দৈত্যগুরু উশনাঃ [শুক্রাচার্য্য] বৃত্রাসুরকে ঐশ্বর্য্যপরিভ্রষ্ট দেখিয়া কহিয়াছিলেন, 'দানবরাজ! তুমি শক্তহস্তে পরাজিত হইয়া কি দুঃখিত হও নাই?' তখন বৃত্র কহিলেন, ভার্গব! আমি তপস্যা ও বেদবাক্য প্রভাবে প্রাণীগণের সংহার ও মুক্তির বিষয় নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হইয়াছি; সুতরাং আমাকে কখনই শোকাকুল বা হর্ষে অভিভূত হইতে হয় না। কতকগুলি জীব কালপ্রেরিত হইয়া নরকে নিমগ্ন হয়, আর কতকগুলি দেবলোকে গমনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে কালযাপন করিয়া থাকে। জীবগণ স্বর্গে ও নরকে নির্দ্দিষ্টকাল নিঃশেষিত প্রায় করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যপাপপ্রভাবে বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে। উহাদিগকে সহস্র সহস্রবার তির্য্যাগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নরকে বাস করিতে হয়। আমি জীবগণের বিষয় এইরূপ অবগত হইয়াছি। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যে, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ গতি হইয়া থাকে। মনুষ্য কার্য্যানুসারেই তির্য্য, মনুষ্য ও দেবযোনি প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলেই সে বার বার নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই তাহাকে মৃত্যুর পর সুখদুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় লাভ করিতে হয়। সকল প্রাণীই পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমন করে।'

"ভগবান্ শুক্র বৃত্রাসুরের মুখে এইরূপ সজ্জনোচিত বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতির একমাত্র আশ্রয় পরমাত্মার প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ অবগত হইয়া কহিলেন, 'দানবরাজ! তোমার মুখ হইতে কি নিমিত্ত অসুরবিরোধী বাক্য নিঃসৃত হইতেছে?' বৃত্র কহিলেন, 'ভগবন্! পূর্ব্বে আমি জিগীষাপরবশ হইয়া অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ইহা আপনি ও অন্যান্য লোকসকলেই অবগত আছেন। আমি প্রাণীগণের পুষ্পোদ্যান [ফুলের বাগান] ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু অধিকার করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকত্রয়কে অতিক্রম ও অভ্যুদয় [উন্নতি] লাভ করিয়াছিলাম। আমি প্রভামণ্ডলে [তেজোরাশিতে] পরিব্যাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতাম। তৎকালে আমাকে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আমি তপোবলে এইরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলাম; আবার স্বীয় কর্ম্মদোষেই উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি কেবল স্বীয় ধৈর্য্যবলে তদ্বিষয়ে আর শোকপ্রকাশ করিতেছি না।

'পূর্বে আমি মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ সনাতন বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার সেই বিষ্ণুদর্শনস্বরূপ তপস্যাজনিত শুভাদৃষ্টের ফলভোগ অবশিষ্ট আছে। আমি সেই শুভদৃষ্টপ্রভাবে আপনাকে কর্ম্মফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য কোন বর্ণে অবস্থান করে এবং লোকে কি প্রকারেই ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়? কাহা হইতে প্রাণীগণ উদ্ভূত হইয়া জীবিত থাকে? জীব কোন্ ফলপ্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া

অবস্থান করে, আর যে ফলদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, সেই ফলই বা কোন্ কর্ম্ম বা জ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায়? আপনি ইহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

"হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর দানবরাজ বৃত্র ঐ কথা কহিলে মহর্ষি উশনা যাহা কহিয়াছিলেন, তুমি অনুজগণসমভিব্যাহারে অনন্যমনে তাহা শ্রবণ কর।"

২৮০তম অধ্যায়
সনৎকুমারকর্ত্তৃক বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

"তখন শুক্রাচার্য্য কহিলেন, 'দানবরাজ! এই ভূমণ্ডল যাঁহার অধ, আকাশমণ্ডল যাঁহার মধ্যভাগ এবং মোক্ষধাম যাঁহার মস্তক, আমি সেই ভগবান নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"দৈত্যাধিপতি বৃত্র ও মহাত্মা শুক্রাচার্য্য উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার তাঁহাদিগের সন্দেহভঞ্জনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অসুরেন্দ্র বৃত্র ও মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে দর্শনমাত্র যথোচিত পূজা করিয়া মহামূল্য আসন প্রদান করিলেন। মহাত্মা সনৎকুমার সেই আসনে আসীন হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি দানবেন্দ্রের নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম কীর্ত্তন করুন।

"তখন মহাত্মা সনৎকুমার বৃত্রাসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'এই বিশ্বসংসার সেই বিষ্ণুতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই পরমপুরুষ কালসহকারে এই চরাচর ভূতসমুদয়ের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। এই সমুদয় ভূত তাহা হইতেই সম্ভূত এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা বা যজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না; কেবল ইন্দ্রিয়সংযমপ্রভাবেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়। যিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে নিষ্কাম যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্যদ্বারা চিত্তসংশোধন করেন, তিনিই পরলোকে মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়েন। সুবর্ণাদি ধাতু যেমন স্বর্ণকারকর্ত্তৃক বারংবার হুতাশনে প্রদত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণ বারংবার জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধিলাভ করে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবার মাত্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াই পরমাত্নসহকারে কেবল যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্যপ্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। স্বীয় কলেবরস্থ মলমার্জ্জনের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক দোষসংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন তিলসর্ষপাদিতে [তিলতৈলে কিংবা সরিষার তৈলে] একবার অল্পসংখ্যক পুষ্প প্রদান করিলে উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয় না; তদ্রূপ এক জন্মে অল্পমাত্র সত্ত্বগুণদ্বারা সমুদয় দোষ দূরীকৃত করা যায় না। আর যেমন তিলসর্ষপাদিতে বারংবার প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিলে উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ মানবগণের বারংবার জন্মপরিগ্রহ ও সত্ত্বগুণের আধিক্যদ্বারা স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহজনিত দোষসমুদয় একবারে নিরাকৃত হয়।

'হে দানবরাজ! এক্ষণে কর্ম্মানুরক্ত ও কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা যেরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যেরূপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে

শ্রবণ কর। জন্মত্যুরহিত ভগবান্ নারায়ণ এই চরাচর বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতমধ্যে দেহ ও জীবরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং একাদশ ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া এই জগৎ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার পদযুগল পৃথিবী, মস্তক, স্বর্গ, চারি বাহু চারি দিক্, কর্ণ আকাশ, চক্ষু সূর্য্য, মন চন্দ্র, বুদ্ধি জ্ঞান এবং রসনা সলিলরূপে অবস্থান করিতেছে। গ্রহসমুদয় তাঁহার দেশে ও ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে সন্নিহিত রহিয়াছে। নক্ষত্রসমুদয় তাঁহার নেত্র হইতে এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ও তাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। তিনি সমুদয় আশ্রম, জপাদি কর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্মের ফলস্বরূপ। তাঁহার রোমসমুদয় ছন্দঃ ও বাক্য প্রণব। তিনি সমুদয় আশ্রমের আশ্রয়। তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধর্ম্ম, তপস্যা, সৎ ও অসৎকার্য্য, মন্ত্র, শাস্ত্র, যজ্ঞপাত্র, ষোড়শ ঋত্বিক্যুক্ত যজ্ঞ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমার, পুরন্দর, মিত্র, বরুণ, যম ও কুবেররূপে অবস্থান করিতেছেন। ঋত্বিকগণ তাঁহাকে ইন্দ্র-মহেন্দ্রাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন। দর্শন করিয়াও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমুদয় জগৎ সেই অদ্বিতীয় ভগবান্ নারায়ণেরই অধীনে অবস্থান করিতেছে। বেদে তাঁহাকেই এই বিবিধ ভূতগ্রামের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। জীবগণ যখন জ্ঞানপ্রভাবে সমুদয় সেই নারায়ণময় অবলোকন করে, তখনই তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

গুণভেদে বর্ণভেদ-গুণানুরূপ বর্ণ

'স্থাবর জীবগণ সহস্র-কোটি কল্পকাল অবস্থান ও জঙ্গম জীবেরা তাবৎকাল সঞ্চরণ করিতেছে। এক যোজন বিস্কৃত, পাঁচ শত যোজন দীর্ঘ ও এক ক্রোশ গভীর সহস্র সহস্র দীর্ঘিকার জল প্রতিদিন একবারমাত্র কেশাগ্রভাগদ্বারা নিক্ষেপ করিলে তৎসমুদয় যত দিনে শুষ্ক হয়, তত দিনে সমুদয় প্রজার একবার সৃষ্টি ও একবার সংহার হইয়া থাকে। জীবগণের বর্ণ ছয় প্রকার—কৃষ্ণ, ধূম্র, নীল, রক্ত, হারিদ্র [হরিদ্রাবর্ণ—হলুদের বর্ণ] ও শুক্ল। এই সমস্ত বর্ণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও সুখসম্পাদক। তমোগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্থাবরযোনি, রজ ও তমোগুণের প্রাধান্যে ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ তির্য্যগযোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে নীলবর্ণ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, রজ ও তত্ত্বগুণের প্রাধান্যে রক্তবর্ণ অর্থাৎ প্রাজাপত্য [ব্রহ্মাদির বর্ণ], সত্ত্বপ্রাধান্যে হারিদ্রবর্ণ অর্থাৎ দেবত্ব এবং কেবল বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রভাবে শুক্লবর্ণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণপ্রভাবেই জীব নিষ্পাপ, বিগতশোক ও শ্রমবিহীন হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্ল্লভ। কেন না, জীব সহস্র সহস্রবার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শুভপ্রদ শাস্ত্র অবগত হইয়া পরিশেষে সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আত্মানুভবাত্মিকা [আত্মানুভবময়ী-আত্মার অনুভূতিসমন্বিতা] গতি লাভ করিয়া থাকে। গতি শুক্লাদি বর্ণের এবং বর্ণ সত্যাদিকালের প্রভাবেই হইয়া থাকে। শুক্ল ভিন্ন অন্যান্য বর্ণসমুদয়ের গতি চতুর্দ্দশ প্রকার। ঐ চতুর্দ্দশ প্রকার গতির আবার অসংখ্য অবান্তরভেদ আছে। গুণপ্রভাবেই জীবের উন্নতলোকে আরোহণ, অবস্থান ও তথা হইতে অবরোহণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের গতি অতি নিকৃষ্ট। ঐ বর্ণপ্রভাবে জীব নরকে বাস ও লক্ষ লক্ষ বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ধূম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঐ ধূম্রবর্ণের প্রভাবে জীবকে শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া কালযাপন করিতে হয়। পরিশেষে পাপক্ষয় হইলে উহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া

থাকে। তখন সেই জীব নীলবর্ণ লাভ করে। যখন তাহার সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তখন সে তমোগুণবিমুক্ত ও রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শ্রেয়োলাভার্থ যত্নসহকারে মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করে। তৎপরে সে এক কল্প পুণ্যপাপশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হারিদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে শত কল্প দেবত্ব ভোগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই মনুষ্যযোনি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া অসংখ্য কল্পস্বর্গে বাস করিয়া থাকে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে একবিংশতি সহস্র গতি লাভ করিয়া পরিশেষে ভোগপ্রদ কর্ম্মসমুদয় হইতে বিমুক্ত হয়। মনুষ্যের ন্যায় সকল যোনিরই উত্তরোত্তর উন্নতি ও অধোগতি হইয়া থাকে। জীব সতত দেবলোকে বিহার করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং অষ্ট কল্প সেই মনুষ্যদেহে সকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বিমুক্ত হয়। যদি জীব কালসহকারে দেবত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় পাপাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয়।

গুণভেদে গতিভেদ—গুণানুসারিণী গতি

'হে দানবরাজ! এক্ষণে জীব যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা

সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব সাতশত দৈবকল্প রক্ত, হারিদ্র ও শুক্লবর্ণ ভোগ করে। মহাত্মারা শুক্লবর্ণ লাভ করিয়া মনোভিলাষলভ্য অসংখ্য লোকে গমন করিয়া থাকেন। শুক্লবর্ণের গতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন হইতে ভিন্ন। জীব যোগেশ্বর্য্যভোগে আসক্ত হইলে তাহাকে এক কল্প মহর্লোক প্রভৃতি চারি লোকে বাস করিতে হয়। ঐ কল্প অতীত হইলেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যিনি অনুরাগাদি দোষশূন্য হইয়াও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া যোগেশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, তিনি একশত কল্প ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত [ভুঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য] লোকে বাস করিয়া পরিশেষে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় মনুষ্যযোনি পরিগ্রহপূর্ব্বক মহত্ত্ব লাভ করেন। অনন্তর সেই মর্ত্যলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় উত্তরোত্তর উর্দ্ধতন লোকে গমনপূর্ব্বক সাতলোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। ঐ সকল অতিক্রম করিবার সময় লোকসমুদয়ের বারংবার জন্মমৃত্যুদর্শনে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন তিনি ঊর্দ্ধতন লোকসমৃদয়ও অনিত্য বোধ করিয়া ঐ সমুদয়ে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবলোকেই অবস্থান করেন। তৎপরে তাঁহার অক্ষয় অসীম লোক লাভ হয়।

'ঐ লোককে কেহ কেহ মহাদেবের, কেহ কেহ বিষ্ণুর, কেহ কেহ ব্রহ্মার, কেহ কেহ অনন্তের, কেহ কেহ নরের ও কেহ কেহ ব্রহ্মের বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সাধুব্যক্তি মুক্তিলাভ কালে ইন্দ্রিয়সমুদয় ও প্রকৃতি প্রভৃতির সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভস্মীভূত করিয়া ব্রহ্মলাভ করেন। জীবগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে; পরিশেষে প্রলয়কালে তাঁহাদিগকে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ সকল মধ্যে যে মহাত্মারা সিদ্ধলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, তাঁহারা প্রলয়কালেও ঐ লোক লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সুখদুঃখে হৃষ্ট ও ব্যথিত হইয়া যতকাল ইহলোকে অবস্থান করেন, তাবৎকাল তাঁহার শরীরে

বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অবস্থান করিয়া থাকে। ঐ সময় তাঁহাকে জীবন্মুক্ত ও সর্ব্বময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

বৃত্রাসুরের বৈষ্ণবী গতি

মনুষ্য প্রথমতঃ বিশুদ্ধ মনদ্বারা অনুসন্ধান করিয়া সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং পরিশেষে অন্যের নিতান্ত দুর্লভ মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। হে দৈত্যরাজ! এই আমি তোমার নিকট নারায়ণের মাহাত্ম্য ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

"সনৎকুমার এই কথা কহিলে দানবরাজ বৃত্র তাঁহাকে কহিলেন, "মহর্ষে! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদয়ই যথার্থ। এই বিশ্বসংসার অলীক বলিয়াই আমি বিষণ্ন হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার বাক্যশ্রবণে আমি নিষ্পাপ ও শোকমোহবিহীন হইলাম। ভগবান্ নারায়ণের এই অনন্ত কালচক্র নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ চক্রপ্রভাবেই সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি হইতেছে। তিনি পুরুষোত্তম এবং তাঁহাতেই এই জগৎসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দৈত্যাধিপতি বৃত্র এই কথা কহিয়া পরমব্রহ্মে আত্মসংযোজনপূর্ব্বক প্রাণপরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন।"

কৃষ্ণ কি নারায়ণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পূর্ব্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান নারায়ণ?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সেই সর্ব্বাশয় চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজঃপ্রভাবে নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশস্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কল্পান্তকালে বিরাট পুরুষেরও ধ্বংস হয়; কিন্তু কেবল ভগবান ঐ সময়ে সলিলশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে লোকসমুদয় বিনষ্ট হইলে, এই অনাদিনিধন কেশব পুনরায় জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদয় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

কর্ম্মগতিভীত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের আশ্বাস

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমার বোধ হয়, দানবরাজ বৃত্র স্বয়ং আপনার সদগতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিছুমাত্র শোকপ্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত সর্ব্বদাই সুখে অবস্থান করিতেন। যাঁহারা শুক্লবর্ণে অবস্থিত, শুদ্ধবংশসত ও সিদ্ধ, তাঁহারাই তির্য্যগযোনি ও নরক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা হারিদ্র ও রক্তবর্ণে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকেও কখন কখন দুর্দ্দৈবনিবন্ধন তামসিক কার্য্যে আসক্ত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয়। যাহা হউক, আমরা সুখদুঃখে একান্ত আসক্ত রহিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে কৃষ্ণ বা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট এই উভয়ের অন্যতর গতি লাভ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।"

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! তোমরা শংসিতব্রত ও বিশুদ্ধ পাণ্ডবংশসম্ভূত। অতএব তোমরা দেবলোকে গমন করিয়া পুনরায় মর্ত্তভূমিতে আগমন করিবে এবং তৎপরে পুনরায় দেবলোক গমনপূর্ব্বক সুখসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধপুরুষমধ্যে গণনীয় হইবে। তোমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই; সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।”

২৮১তম অধ্যায়

ইন্দ্র-বৃত্রবিরোধ—বৃত্রসহ যুদ্ধে ইন্দ্রের মোহ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! অতুল তেজঃসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ অসুররাজ বৃত্রের কি অনির্ব্বচনীয় ধার্ম্মিকতা! তিনি অসুর হইয়া কিরূপে অমিততেজাঃ ভগবান্ বিষ্ণুর দুর্জ্জেয় মহিমা পরিজ্ঞাত হইলেন? আপনি আমার নিকট বৃত্রের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; আমিও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পুনর্ব্বার বিশেষরূপে বৃত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত পরমধার্ম্মিক বৃত্র কিরূপে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব অসুররাজ বৃত্র যেরূপে ইন্দ্রকর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন এবং যেরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ হইল, আপনি তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে দেবগণসমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিয়া দেখিলেন, পঞ্চশত যোজন উন্নত, তিনশত যোজন বিস্তৃত অসুররাজ বৃত্র দানবসৈন্যের অগ্রভাগে পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেবগণ সেই ত্রিলোকদুর্জ্জয় মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই ভীত হইলেন। সহসা ভয়ঙ্কর রূপদর্শনে ভয়ে ইন্দ্রের ঊরুস্তম্ভ [ঊরুর পীড়া—উরু-সন্ধিতে বেদনাজন্য গতিরোধ] হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে উভয় পক্ষের বাদিত্রনিস্বন ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। অসুররাজ বৃত্র ইন্দ্রকে সমরে অবস্থিত, দেখিয়া অণুমাত্রও সম্ভ্রম, ভয় বা যত্ন করিলেন না।

“তৎপরে দেবরাজ ও মহাত্মা দানবরাজের ভয়াবহ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অসি, পট্টিশ, শূল, শক্তি, তোমর, মুদগর, শিলা, শরাসন এবং অনল ও উল্কা প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্রে সংগ্রামস্থল সমাকীর্ণ হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দিব্যবিমানে সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশপথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ দৈত্যেন্দ্র বৃত্র ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে শিলাবর্ষণ করিয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরজালবর্ষণপূর্ব্বক অচিরাৎ সেই প্রস্তরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী দানবরাজ মায়াযুদ্ধে দেবেন্দ্র পুরন্দরকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন।

“এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ সামবেদোক্ত মন্ত্রপাঠদ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া কহিলেন, “সুররাজ! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ, অসুরঘাতী ও অসাধারণ বলসম্পন্ন হইয়া কি নিমিত্ত বিষন্ন হইতেছ? ঐ দেখ, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ভগবান্ চন্দ্র ও অসংখ্য মহর্ষি অবস্থান

করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ইতরলোকের ন্যায় বিমোহিত না হইয়া যুদ্ধবিষয়িণী শ্রেষ্ঠবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাভূত কর। ঐ দেখ, সর্ব্বলোকনমস্কৃত লোকগুরু ভগবান্ ত্রিনয়ন তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; তুমি অচিরাৎ মোহ পরিত্যাগ কর। ঐ দেখ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ তোমার জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে স্তব করিতেছেন।

মোহমুক্ত বাসবের যুদ্ধার্থ পুনরভ্যুত্থান

"অতুল তেজঃসম্পন্ন দেবরাজ মহাত্মা বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া প্রভূত বল ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার উৎকৃষ্ট যোগবলে বৃত্রের মায়া তিরোহিত হইল। অনন্তর অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ [পরম ঋষিগণ] বৃত্রের অসীম পরাক্রমদর্শনে লোকের হিতকামনায় দেবদেব মহাদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! অসুররাজ বৃত্র যাহাতে নিপাতিত হয়, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন। মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র ভূতভাবন ভগবান্ মহশ্বেরের তেজঃ জ্বররূপী হইয়া দৈত্যবর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় লোকরক্ষণনিরত সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ বিষ্ণুও ইন্দ্রের বর্জ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধিমান বৃহস্পতি, মহাতেজাঃ বশিষ্ঠ ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ লোকপূজিত বাসবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'দেবরাজ! তুমি অবিলম্বে বৃত্রকে জয় কর।' দেবদেব মহাদেব পুরন্দরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুররাজ! এই মহাবলপরাক্রান্ত বৃত্র সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বত্রগামী ও বহুমায়াসম্পন্ন। এই দানব তোমার প্রধান শত্রু; অতএব তুমি অচিরাৎ এই ত্রৈলোক্যবিজয়ী অসুররাজকে নিপাতিত কর। ইহাকে অবজ্ঞা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে এই অসুর বললাভের নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বর্ষ কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিল। সেই তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণের মহত্ত্ব, মহামায়া, মহাবল ও উৎকৃষ্ট তেজঃ লাভ করিয়াছে। এক্ষণে আমার তেজঃ তোমার দেহে প্রবেশ করিতেছে, তুমি সেই তেজঃপ্রভাবে বজ্রদ্বারা অবিলম্বে ইহাকে সংহার কর।'

'ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন! আমি আপনার প্রসাদে আপনার সমক্ষেই এই বজ্রদ্বারা এই দুর্দ্ধর্ষ দানবরাজকে নিপাতিত করিব।

"অনন্তর রুদ্রজ্বর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। দেবতা ও ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, মুরজ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি সহস্র বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে সমুদয় অসুরগণের স্মরণশক্তি বিলুপ্ত ও মায়া বিনষ্ট হইয়া গেল। ঐ সময় দেবতা ও ঋষিগণ বৃত্রকে জ্বরাক্রান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দেবদেব মহাদেব ও ইন্দ্রকে বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া সুররাজকে যুদ্ধার্থ ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রামস্থলে ঋষিগণ স্তব করাতে রথারূঢ় মহাত্মা শতক্রতুর রূপ নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল।"

২৮২তম অধ্যায়

যুদ্ধে উদ্যত বৃত্রের দুর্নিমিত্তাদি সদর্শন

"হে ধর্ম্মরাজ! অসুররাজ বৃত্র জ্বরাবিষ্ট হইলে তাঁহার শরীরে যে-যে চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সময় দানবরাজের মুখ প্রজ্জ্বলিত এবং সৰ্ব্বশরীর বিবর্ণ, বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্মরশক্তি অশিব[অমঙ্গল]দর্শনা শিবারূপে দৈত্যেশ্বরের মুখ হইতে বিনির্গত হইল; উল্কাসমুদয় প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে নিপতিত হইতে লাগিল এবং গৃধ্র, কঙ্ক ও বকসমুদয় একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে চক্রের ন্যায় তাঁহার মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

বৃদেহনিঃসৃত ব্রহ্মহত্যার ইন্দ্রানুসরণ

"তখন দেবরাজ রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক বজ্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রামস্থ বৃত্রকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তীব্রজ্বরসমন্বিত অসুররাজ বৃত্র জৃম্ভণ ও ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা ইন্দ্র বৃত্রকে জৃম্ভণপরায়ণ অবলোকন করিয়া অবিলম্বে কালানলসদৃশ [যুগধ্বংস অগ্নিতুল্য—প্রলয়াগ্নিতুল্য] বজ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। বৃহদকায় বৃত্র সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দৈত্যদলন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে এইরূপে নিপাতিত করিয়া বিষ্ণুযুক্ত বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ প্রস্থান করিলে পর দানবরাজ বৃত্রের শরীর হইতে কপালমালিনী, রুধিরার্দ্রা, ভীমদর্শনা ব্রহ্মহত্যা বিনির্গত হইল। উহার বর্ণ কৃষ্ণপিঙ্গল, কেশপাশ আলুলায়িত, নেত্র অতি ভীষণ, অঙ্গ কৃশ ও পরিধান চীরবল্কল। ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুরের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে একদা বৃত্রহন্তা দেবরাজ পুরন্দর লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্গ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখীন হইল। দেবরাজ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া মৃণালতন্তুমধ্যে গমনপূর্ব্বক বহুবৎসর লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। পরিশেষে তিনি তথা হইতে বিনির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যার, বিনাশার্থ বিশেষরূপে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মহত্যাকে নিরাকৃত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ, ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মহত্যাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'সুশীল! তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবরাজকে পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি যারপরনাই প্রীত হইব এবং তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।'

"তখন ব্রহ্মহত্যা কহিল, 'পিতামহ! আপনি ত্রিলোকপূজিত ও ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা; আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াতেই আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনার নিকট আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই। কেবল এক্ষণে আমি কোথায় বাস করিব, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনিই লোকসকলকে রক্ষা করিবার বাসনায় "লোকে ব্রাহ্মণ বিনাশ করিলেই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবে" এই নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক লোকমধ্যে প্রচার করিয়া

দিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনাকে প্রীত ও প্রসন্ন দেখিয়া ইন্দ্রের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, আপনি আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যা-নিবাস ব্যবস্থা

"তখন পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক ইন্দ্রের দেহ হইতে তাহাকে নিষ্কাশিত করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিকে স্মরণ করিবামাত্র হুতাশন তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে?' ব্রহ্ম কহিলেন, 'হুতাশন! আমি অদ্য সুরপতির মুক্তিসাধনের নিমিত্ত এই ব্রহ্মহত্যাকে চারিভাগে বিভক্ত করিব। তুমি ইহার এক অংশ গ্রহণ কর।' অগ্নি কহিলেন, 'পিতামহ! আমি এই ব্রহ্মহত্যা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব, আপনি তাহার উপায় ব্যক্ত করুন।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'হুতাশন! যে ব্যক্তি তোমাকে প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া তমোগুণপ্রভাবে বীজ, ওষধি ও রস লইয়া তোমাতে আহুতি প্রদান না করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবে। তুমি সন্তপ্ত হইও না।' প্রজাপতি এই কথা কহিলে হুতাশন তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ-অংশ গ্রহণ করিলেন।

"অনন্তর প্রজাপতি বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণসমুদয়কে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা বিধাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া বহ্নির ন্যায় ব্যথিতমনে তাঁহাকে কহিল, 'পিতামহ! আমাদিগের এই পাপ কিরূপে ধ্বংস হইবে? দেখুন, আমরা প্রতিনিয়ত শীত, উত্তাপ ও বায়ু সহ্য করিতেছি, আবার মনুষ্যগণ আমাদিগকে সতত ভেদ ও ছেদন করিয়া থাকে। এইরূপে আমরা দৈবকর্ত্তৃক অভিহত হইয়া রহিয়াছি। অতএব যদি আপনি আমাদের ঐ পাপনাশের উপায় বিধান করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আপনার নির্দ্দেশানুসারে উহা গ্রহণ করিব।' তখন ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে উদ্ভিদগণ! পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে যদি কেহ মোহক্রমে তোমাদিগকে ছেদন করে, তাহা হইলে এই ব্রহ্মহত্যা-পাপ তাহাকে আশ্রয় করিরে।' ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, 'তরুগুল্মাদি উদ্ভিদগণ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে সৎকারপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

"অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, 'হে অপ্সরাগণ! এই ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করতেছি, তোমরা ইহার একাংশ গ্রহণ কর।' তখন অপ্সরাগণ কহিল, 'পিতামহ! আমরা আপনার নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু আমরা যাহাতে সময়ক্রমে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।'

"ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে বরবর্ণিনীগণ! যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীতে গমন করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা অবিলম্বে তাহাকেই আশ্রয় করিবে। তোমরা দুঃখ পরিত্যাগ কর।' প্রজাপতি এই কথা কহিলে, অপ্সরাগণ প্রফুল্লমনে তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

সলিলকর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যার শেষাংশ ধারণ

“অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি সলিলকে স্মরণ করিলেন। সলিল স্মরণমাত্রই তথায় সমুপস্থিত হইয়া পিতামহকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, ‘ভগবন্! এই আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব?’ ব্রহ্মা কহিলেন, ‘এই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি ইহার একাংশ গ্রহণ কর।’ তখন সলিল কহিল, ‘ভগবন্! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা প্রতিপালন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমি যাহাতে সময়ানুসারে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনি এই সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়; সুতরাং এই পাপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে প্রসন্ন করিব?’ তখন ব্রহ্মা কহিলেন, ‘হে সলিল! যে ব্যক্তি তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মূত্র বা পুরীষ নিক্ষেপ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকেই আশ্রয় করিবে।’ তাহা হইলেই তোমার উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা এইরূপ উপায়বিধান করিলে ব্রহ্মহত্যা দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বাসস্থানসমুদয়ে গমন করিল।

তৎপরে সুররাজ ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করিলেন এবং পুনরায় আপনার সম্পদলাভ ও অসংখ্য শত্রুকে পরাজিত করিয়া অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। শিখণ্ড [তন্নামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ] নামক উদ্ভিদ ঐ সময় বৃত্রাসুরের শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। উহা দীক্ষিত তপোধন ও ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য।

“হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। ইঁহারাই ভূদেব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীতে সকলের অজেয় হইবে। যাঁহারা প্রতি পর্ব্বে ব্রাহ্মণসন্নিধানে এই ইন্দ্রের বৃত্রাসুর জয়বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদিগকে কখনও পাপভোগ করিতে হইবে না। এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের অদ্ভুত কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।”

২৮৩তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের জ্বরোৎপত্তি জিজ্ঞাসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও বিজ্ঞতম। আপনার মুখে এই বৃত্রাসুরবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে আর একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আপনি ইতিপূর্ব্বে কহিলেন যে, দানবরাজ বৃত্র জ্বররোগে মোহিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্রাস্ত্রপ্রভাবে তাহাকে নিহত করিলেন। কিন্তু এই জ্বররোগ

কোন্ স্থান হইতে কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা আমি অবগত নহি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, ‘ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট জগদ্বিখ্যাত জ্বরোৎপত্তিবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুমেরুপর্ব্বতের সাবিত্রনামে এক বিবিধরত্নবিভূষিত ত্রিলোকপূজিত অনুপম শৃঙ্গ ছিল। ঐ শৃঙ্গে কোন ব্যক্তিই গমন করিতে সমর্থ হইত না। ভগবান্ ভূতভাবন সেই সুবর্ণবিভূষিত সুমেরুশৃঙ্গের শিলাতলে উপবিষ্ট থাকিতেন; শৈলরাজদুহিতা পার্ব্বতীও সতত তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেন। মহানুভব দেবগণ, অমিতপরাক্রম বসুগণ, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণপরিবেষ্টিত যক্ষাধিপতি কুবের, মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবগণ, বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, বহুসংখ্যক অঙ্গরা এবং অসংখ্য বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও তপোধনগণ তথায় আগমন করিয়া দেবাদিদেবের উপাসনা করিতেন। তথায় নানাগন্ধসমযুক্ত পবিত্র সমীরণ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইত। সকল সময়ে সমুদয় ঋতুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। নানারূপধারী বিকটমূর্ত্তি মহাবলপরাক্রান্ত ভূত, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি অনুচরগণ সতত শঙ্করের সমীপে সমুপস্থিত থাকিত। ভগবান্ নদী প্রজ্জ্বলিত শূলধারণ করিয়া সতত তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। সর্ব্বতীর্থময়ী [যাঁহার পুণ্যজলে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থের ফললাভ হয়] সরিদ্বরা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার উপাসনায় তৎপর থাকিতেন। এইরূপে ভগবান ভূতভাবন দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেই সুমেরুশৃঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

“কিয়ৎকাল অতীত হইলে প্রজাপতি দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ যজ্ঞে গমন করিবার মানসে সকলে সমবেত হইয়া মহাদেবের আদেশানুসারে অনল ও সূর্য্যপ্রভ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক হরিদ্বারে গমন করিলেন। শৈলরাজদুহিতা তাঁহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘ভগবন্! ইন্দ্রাদি দেবগণ কোন্ স্থানে গমন করিতেছেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।’

শিবরহিত যজ্ঞের ব্যর্থতা

“তখন মহাদেব কহিলেন, ‘দেবি! প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, দেবগণ সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন।’ পার্ব্বতী কহিলেন, ‘মহান! আপনি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন না, আপনার তথায় গমন করিবার বাধা কি?’ মহাদেব কহিলেন, ‘প্রিয়ে! পূর্ব্বকালে যজ্ঞভাগকল্পনার সময়ে দেবগণ আমার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই পূর্ব্বরীতি অনুসারে অদ্যাপি তাঁহারা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না।’ তখন পার্ব্বতী কহিলেন, ‘মহাভাগ! আপনি রূপ, গুণ, যশঃ, তেজঃ ও প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনাকে অতিক্রম কর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আপনার যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই শুনিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম।’ পার্ব্বতী পশুপতিকে এই কথা কহিয়া দুঃখিতমনে মৌনভাবে অকস্থান করিতে লাগিলেন।

“তখন ভগবান ভূতভাবন ভবানীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীকে তথায় অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া যোগবলে স্বীয় অনুচরগণসমভিব্যাহারে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণমধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ পরিত্যাগ,

কেহ কেহ হাস্য, কেহ কেহ যজ্ঞাগ্নিতে রুধির বর্ষণ, কেহ কেহ যূপ উৎপাটনপূর্ব্বক পরিভ্রমণ এবং কেহ কেহ বা স্বীয় বিকটানন বিস্তার করিয়া যজ্ঞের পরিচারকদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

"মহাদেবের অনুচরগণ এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে যজ্ঞ [যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা] নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পলায়ন করিতে লাগিল। ভগবান্ মহাদেব যজ্ঞকে মৃগরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসনে শরসংযোজনপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যজ্ঞের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহার বিকট ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘর্ম্মবিন্দু নিপতিত হইবামাত্র তথায় কালাগ্নিসদৃশ হুতাশন প্রাদুর্ভূত ও ঐ হুতাশন হইতে এক খর্ব্বাকার, মহাবলপরাক্রান্ত, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সম্ভূত হইল। উহার পরিধানে রক্তাম্বর, নেত্র লোহিত, শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ এবং শরীর শ্যেন ও উলূকের ন্যায় লোমশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র অনল যেমন কক্ষকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ সেই মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মসাৎ করিয়া মহাবেগে ঋষি ও দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল। দেবতারা তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইলেন। বসুমতী সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহাপুরুষের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সমুদয় জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল।

শিবরোষে জ্বরোৎপত্তি—জ্বরের বহু বিভাগ

"এইরূপে সমুদয় লোক নিতান্ত বিপদাপন্ন হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহেশ্বর! ঐ দেখুন, সমুদয় লোক উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই সমুদয় ঋষি ও দেবতা আপনার ক্রোধদর্শনে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না; অতএব আপনি অচিরাৎ ক্রোধ সংবরণ করুন। দেবগণ অদ্যাবধি আপনাকে সমুচিত যজ্ঞাংশ প্রদান করিবেন। আপনার স্বেদবিন্দু হইতে এই যে পুরুষ বিনির্গত হইয়াছে, এ জ্বরনামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিবে কিন্তু আপনার এই তেজোরাশি একত্র অবস্থিত থাকিলে সমুদয় পৃথিবীও উহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আপনি এই তেজোরাশিকে বহু ভাগে বিভক্ত করুন।'

"লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ভগবান্ ভবানীপতির যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলে তিনি সাতিশয় প্রীতমনে ও গর্ব্বিতবচনে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীয় ভাগ স্বীকার করিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব জীবগণের শান্তিবিধানার্থ জ্বরকে নানাপ্রকারে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরঃসন্তাপ, পর্ব্বতের শিখা, সলিলের শৈবাল, ভুজগের নির্ম্মোক, গোসমুদয়ের পাদরোগ, পৃথিবীর ঊষরতা, পশুদিগের দৃষ্টিপ্রতিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখাভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা এবং শার্দ্দূলের শ্রমই জ্বরনামে কথিত হইয়া থাকে। আর ঐ জ্বর স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মানবদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। দেবাদিদেব মহাদেবের ঐ জ্বরনামক সুদারুণ তেজসমুদয় জীবের নমস্য ও মান্য। দানবরাজ বৃত্র ঐ জ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ বজ্রাস্ত্রপ্রভাবে অসুররাজের শরীর বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে তিনি নারায়ণে একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র

উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বৃত্রাসুরের বৃত্তান্তপ্রসঙ্গে বিস্তারিতরূপে জ্বরোৎপত্তি কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর। যিনি অবহিতচিত্তে এই জ্বরোৎপত্তি-বিষয় পাঠ করেন, তিনি রোগশূন্য ও সুখী হইয়া পরমাহ্লাদে অভিলষিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।”

২৮৪তম অধ্যায়

শিবহীন দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! বৈবস্বত মনুর অধিকারসময়ে প্রচেতার পুত্র দক্ষের অশ্বমেধযজ্ঞ কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষই বা কিরূপে পার্ব্বতীর দুঃখদর্শনে কোপান্বিত বিশ্বাত্মা দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া সেই যজ্ঞ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রাচেতস দক্ষ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সিদ্ধমহর্ষি পরিসেবিত, বিবিধদ্রুমলতাপরিশোভিত হরিদ্বারে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভূচর, খেচর ও স্বর্গবাসী প্রাণীগণ দক্ষ প্রজাপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ, হাহা, হুহু তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও বিশ্বসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, ইন্দ্রের সহিত অপ্সরারা, আদিত্য, বসু, মরুৎ, রুদ্র ও সাধুগণ, ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ, উষ্মপায়ী, সোমপায়ী, ধূমপায়ী ও ঘৃতপায়ী পিতৃগণ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিমান-আরোহণে আগমনপূর্ব্বক অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দক্ষযজ্ঞে দধীচি ও নারদের অনাদরপ্রদর্শন

এইরূপে সেই যজ্ঞস্থল দেবদানবাদিতে পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা দধীচি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, “হে মহাশয়গণ! যে যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্র পূজিত না হয়েন, তাহাকে যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। হায়! কালের কি বিপরীত গতি। তোমরা কেবল বধ ও বন্ধনলাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছ। তোমাদের যে বিনাশকাল ও মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, মোহবশতঃ তাহা তোমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না।” পরমযোগী দধীচি ইহা কহিয়া ধ্যানে মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, মহাত্মা নারদ হরপার্ব্বতীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি এই যজ্ঞস্থলস্থিত ব্যক্তিরা সকলে একপরামর্শ হইয়া মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করে নাই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থান হইতে অপসৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “যে ব্যক্তি পূজ্যের অপমান ও অপূজ্যের অর্চ্চনা করে, তাহাকে নরহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। আমি পূর্ব্বে কখন মিথ্যাবাক্য

প্রয়োগ করি নাই এবং কোন কালে মিথ্যাকথা কহিব না; এক্ষণে আমি দেব ও ঋষিগণসমাজে সত্য করিয়া কহিতেছি, জগৎপতি যজ্ঞভোক্তা ভগবান্ পশুপতি অচিরাৎ এই যজ্ঞে সমাগত হইবেন।”

মহাত্মা দধীচি এই কথা কহিলে, দক্ষ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহর্ষে! ইহলোকে জটাজুটধারী শূলহস্ত একাদশ রুদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে মহাদেব কে, তাহা আমি অবগত নহি।”

তখন দধীচি কহিলেন, “দক্ষ! তোমরা সকলে একপরামর্শ হইয়া দেবদেব মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছ; কিন্তু আমার মতে তাঁহার তুল্য প্রধান দেবতা আর কেহই নাই। অতএব যখন তুমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইবে।”

দক্ষ কহিলেন, “মহর্ষে! যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিমিত্ত এই মন্ত্রপূত হবিঃ সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপিত রহিয়াছে। আমি অবশ্যই ঐ যজ্ঞভাগদ্বারা সেই ভগবানকে পরিতৃপ্ত করিব।” মহর্ষি দধীচি ও দক্ষের এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা [নিষ্ফল তর্ক] হইতে লাগিল।

অনিমন্ত্রিত শিবক্রোধে যজ্ঞে বীরভদ্র-উৎপত্তি

এ দিকে কৈলাস পর্ব্বতে দেবী পার্ব্বতী আপনার ভর্ত্তার নিমন্ত্রণ না হওয়াতে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হায়! আমি কিরূপ দান বা তপানুষ্ঠান করিলে আমার পতি ভগবান্ ত্রিলোচন যজ্ঞের অর্দ্ধ বা তৃতীয় ভাগ লাভ করিতে পারিবেন?”

এই নিত্যসন্তুষ্ট দেবদেব মহাদেব স্বীয় পত্নীর এইরূপ সখেদবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “কৃশাঙ্গি! আমি সমুদয় যজ্ঞের ঈশ্বর। আমার প্রতি কিরূপ বাক্যপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। আজ তোমার মোহবশতঃই ইন্দ্রাদি দেবতা ও ত্রিলোকবাসী প্রাণীগণ মুগ্ধ হইয়াছে। ধ্যানবিহীন অসাধুব্যক্তিরা কদাচ আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। স্তুতিপাঠকেরা যজ্ঞে আমারই স্তব করিয়া থাকে, সামবেদী ব্রাহ্মণগণ আমাকেই উদ্দেশ করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্র গান করেন, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মযজ্ঞে আমারই উপাসনা করেন এবং ঋত্বিকগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া থাকেন।”

দেবী কহিলেন, নাথ! অতি সামান্য লোকও স্ত্রীজনসমক্ষে আপনার প্রশংসা ও গর্ব্ব করিতে পারে।”

মহাদেব কহিলেন, “দেবি! আমি আত্মশ্লাঘা করি নাই। এক্ষণে তোমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত এক মহাবীরের সৃষ্টি করিতেছি, অবলোকন কর।” ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বর প্রাণপ্রিয়া উমাকে এই কথা কহিয়া মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ বীরই বীরভদ্রনামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। বীরভদ্র মহেশ্বরের মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র দেবদেব তাঁহাকে কহিলেন, “তুমি অবিলম্বে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট কর।” তখন সেই শিববদননির্ম্মুক্ত সিংহতুল্য বীরপুরুষ দেবীর ক্রোধশান্তির নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় দেবীর ক্রোধসম্ভূতা ভীষণমূর্ত্তিধারিণী মহাকালী সেই বীরপুরুষের অনুগামিনী হইলেন।

গৌরীরোষজাতা কালীসহায়ে বীরভদ্রের যজ্ঞভঙ্গ

অনন্তর সেই ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় অনন্তবলবীর্য্যসম্পন্ন অতুলশৌর্য্যশালী মূর্ত্তিমান ক্রোধস্বরূপ মহাবীর দেবদেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সমুদয় রোমকূপ হইতে অসংখ্য রুদ্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ভীমরূপ মহাকায় বীরগণ সৃষ্ট হইবামাত্র কিলকিলাশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া বীরভদ্রসমভিব্যাহারে দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থে অবিলম্বে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন, পর্ব্বতসমুদয় বিদীর্ণ, বসুন্ধরা কম্পিত, বায়ু বিঘূর্ণিত ও সলিল ভিত হইতে লাগিল। অগ্নি ও প্রভাকর প্রভাশূন্য হইলেন; চন্দ্র ও গ্রহণক্ষত্র-সমুদয় আর প্রকাশিত হইল না; দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভূতগণ যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তত্রত্য ব্যক্তিগণকে প্রহার ও কেহ কেহ যূপ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা যজ্ঞপাত্র ও আভরণ সমস্ত চুর্ণ করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতোপম অনুপানের স্তুপসমুদয়ই ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ সমুদিত হইয়াছে। ভূতগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, খণ্ড [মিশ্রি], শর্কর ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পেয়-সমুদয় নানাপ্রকার মুখ দ্বারা ভোজন ও পান করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভোজ্যদ্রব্যসমুদয় দন্তদ্বারা ছেদন ও কেহ কেহ বা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সুরসৈন্যদিগকে ভীত ও ক্ষুভিত করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ সুরনারীদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে মহাবীর বীরভদ্র ক্রোধপ্রভাবে ভূতগণের সাহায্যে সেই সর্ব্বদেব-সুরক্ষিত যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিয়া মৃগরূপী [মৃগরূপে পলায়মান যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার—যজ্ঞ বলিলে অগ্নি আহুতি প্রভৃতি ব্যাপারময় উৎসব উপলক্ষিত হইলেও উহার একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন] পলায়মান যজ্ঞের শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

শিবশরণাগত দক্ষের যজ্ঞসাফল্য

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ, বীরভদ্রের সন্নিধানে। গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি কে?" তখন বীরভদ্র দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন! আমি রুদ্র বা দেবী পার্ব্বতী নহি। আমি এই যজ্ঞস্থলে ভোজন বা কৌতুহলপরতন্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিতে আসি নাই। দেবী পার্ব্বতী দুঃখিত হওয়াতে সর্ব্বাত্মক ভগবান রুদ্র স্বয়ং ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি তাঁহারই আদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমার নাম বীরভদ্র। আমি রুদ্রদেবের ক্রোধানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আর দেবী পার্ব্বতীর ক্রোধ হইতে এই বীরনারী সঞ্জাত হইয়াছেন। ইহার নাম ভদ্রকালী। আমরা উভয়ে রুদ্রদেবের নির্দ্দেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। অন্য দেবতার নিকট বর গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধে নিপতিত হওয়াই শ্রেয়ঃ।"

মহাবীর বীরভদ্র এই কথা কহিলে ধার্ম্মিকপ্রধান দক্ষ তাঁহার বাক্যানুসারে মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্তবদ্বারা তাঁহার তুষ্টিসম্পাদন করিবার বাসনায় কহিলেন, “আমি সেই নিত্য, নিশ্চল, অবিনশ্বর বিশ্বপতি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলাম।” তখন দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে সহস্র-সূর্য্যসঙ্কাশ সংবর্ত্তকসদৃশ ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইয়া প্রাণায়াম ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ভূতপিশাচোপদ্রুত অগ্নিকুণ্ড হইতে সহসা সমুত্থিত হইলেন এবং দক্ষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, “ব্রহ্মন্! তোমার কি উপকার করিব?” প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ভীত হইয়া বাষ্পকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমাকে প্রিয়পাত্রবোধে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক বর প্রদান করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে আমার যে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বহুকালে বহুযত্নে সঞ্চিত যজ্ঞীয় দ্রব্য যেন নিষ্ফল না হয়। তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভগবান বিরূপাক্ষ‘ তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহাকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন; প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি রুদ্র হইতে এই বরলাভ করিয়া ক্ষিতিতলে জানুদ্বয় সংস্থাপনপূর্ব্বক অষ্টোত্তরসহস্র নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক মহাদেবের স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন।

২৮৫তম অধ্যায়
দক্ষের শিব-সহস্রনাম স্তব

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! প্রজাপতি দক্ষ যে যে নাম উচ্চারণপূৰ্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল নাম শ্রবণ করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি উহা কীৰ্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধৰ্ম্মরাজ! আমি অদ্ভুতকৰ্ম্মা মহাদেবের গুপ্ত ও প্রকাশিত নামসমুদয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞাবসানে মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, "হে দেবদেবেশ! তুমি অসুরগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছ। তোমা হইতেই বলদৈত্য নিহত হইয়াছে। দেবতা ও দানবগণ প্রতিনিয়ত তোমাকে পূজা করিয়া থাকেন। তুমি সহস্রাক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যম্বক ও যজ্ঞেশ্বর। তোমার হস্ত, পদ, মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সৰ্ব্বত্র বিরাজিত হইতেছে। তুমি সৰ্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ। তুমি অর্ণবমধ্যে অবস্থান করিয়া থাক। তুমি শতোদর, শতাবৰ্ত্ত, শতজিহ্ব; তোমাকে নমস্কার। গায়ত্রী ও সূর্য্যের উপাসকগণ তোমাকেই গায়ত্রী ও সূর্য্যরূপে অর্চ্চনা করেন। মনীষিগণ তোমাকেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও আকাশবৎ নির্লিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তুমি সমুদ্র ও আকাশের ন্যায় মহামূৰ্ত্তি। গোকুল যেমন গোষ্ঠমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ দেবগণ তোমারই মূৰ্ত্তিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমি তোমার শরীরমধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বৃহস্পতিকে অবলোকন করিতেছি। তুমি কাৰ্য্য, কারণ, ক্রিয়া ও করণ। তুমিই স্থূল-সূক্ষ্মর উৎপত্তি ও নাশের হেতু। তুমি ভব, সৰ্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, অন্ধকঘাতী [আন্ধকনামক অসুরের নিহন্তা], ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুরহন্তা। তুমি চণ্ড, কুণ্ড, অণ্ড, অণ্ডধারী, দণ্ডী, সমকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, ঊৰ্দ্ধদংষ্ট্র, ঊৰ্দ্ধকেশ, বিশুদ্ধ, বিশ্বময়, বিলোহিত, ধূম্র ও নীলগ্রীব; তোমাকে নমস্কার। তোমার তুল্য আর কেহই নাই। তোমার রূপ নানা প্রকার। তুমি পরম কল্যাণময়। তুমি সূর্য্যমণ্ডল, তুমি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ এবং তুমিই সূর্য্যধ্বজ ও সূর্য্যপতাকাসম্পন্ন। তুমি প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধনুৰ্দ্ধর, শত্রুমৰ্দ্দন ও দণ্ড। তুমি পর্ণচীর [পাতার বস্ত্র] পরিধান করিয়া থাক। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যচূড় ও হিরণ্যপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান। তুমি শৰ্ব্ব, সভক্ষ ও সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তুমি হোত্র, মন্ত্র ও শুক্লবর্ণ ধ্বজপতাকাযুক্ত, তুমি আকাশস্বরূপ, জীবগণের নাভিস্বরূপ ও কিলকিলাস্বরূপ। তুমি আবরকদিগের আবরক, কুশনাস, কৃশাঙ্গ, কৃশ ও সংহৃষ্ট। তুমি শয়ান, উত্থিত, অবস্থিত, ধাবমান, মুণ্ড, জটিল এবং নৃত্য ও গালবাদ্যনিরত। তোমার সৰ্ব্বাগ্রে পূজালাভ করিবার অভিলাষ নাই। তুমি সৰ্ব্বদা গীতবাদ্যে আসক্ত রহিয়াছ। তুমি জ্যেষ্ঠ, বলনিসূদন, কালনাথ এবং কল্প, প্রলয় ও উপপ্রলয়স্বরূপ। তুমি দুন্দুভিনিস্বনের ভীষণ শব্দের ন্যায় হাস্য করিয়া থাক। তুমি ভীমব্রতধারী, উগ্র, দশবাহুযুক্ত ও কপালপাণি। তুমি চিতাভস্মপ্রিয় ভীষণ ও ভীষ্ম। তুমি বিকৃতবক্ত্র, খড়গজিহ্বা, দংষ্ট্রী, যজ্ঞীয় পক্ক ও অপক্ক মাংসলুব্ধ [যজ্ঞীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট] এবং তুম্বীযুক্ত-বীণাপ্রিয়। তুমি সৃষ্টিকৰ্ত্তা, ধৰ্ম্মের হিতকারী, বৃষশ্রেষ্ঠ ও

ধর্ম্মস্বরূপ। তুমি বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, নিয়ন্তা, প্রাণীগণের পাককর্ত্তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরস্বরূপ ও বরদ। তুমি বিচিত্র গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্রে সমলঙ্কৃত। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বরপ্রদান কর। তুমি রাগবান, রাগবিহীন, ধ্যানকর্ত্তা ও অক্ষমালাধারী। তুমি মিলিত ও পৃথক্। তুমি ছায়া, আতপ, উষ্মা ও গন্ধস্বরূপ। তুমি অঘোর ও ঘোররূপ এবং অতিশয় ঘোরতর। তুমি শিব, শান্ত ও শান্ততম। তুমি একচরণ, বহুনেত্র, একমস্তক, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রবস্তুতে লুব্ধ [অল্পে তুষ্ট] ও সংবিভাগপ্রিয়। তুমি বিশ্বকর্ম্মা, শিখণ্ড, শমগুণান্বিত, অরাতিকুলভীষণ, ঘণ্টাধারী এবং ঘন্টানাদ ও অনাহতধ্বনিস্বরূপ। তুমি শত সহস্র ঘণ্টাধারী, ঘণ্টামালাপ্রিয় ও ঘণ্টার ন্যায় শব্দায়মান প্রাণবায়ুস্বরূপ। তুমি হুহুঙ্কারস্বরূপ, হুহুঙ্কারপ্রিয়, দেবশ্রেষ্ঠ, শমদমাদিগুণসম্পন্ন ও গিরিবৃক্ষনিবাসী। তুমি শৃগালের ন্যায় হৃদয়াদির মাংসপ্রিয়, পাপমোচনের কারণ এবং যজ্ঞ, যজমান, হুত ও প্রহুতস্বরূপ। তুমি ঋত্বিক্, জিতেন্দ্রিয়, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন এবং তট, নদী ও সমুদ্রস্বরূপ। তুমি অন্নপ্রদ, অন্নপতি ও অন্নভোক্তা। তুমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রশূলধারী, বালানুচরগুপ্ত ও বালক্রীড়নক। তুমি বৃদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ ও লোভন। তুমি তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুঞ্জকেশ, ষট্কর্ম্মপরিতুষ্ট ও ত্রিকর্ম্মনিরত। তুমিই সমুদয় বর্ণাশ্রমবাসীর কার্য্য ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ। তুমি শব্দিত, শব্দ ও কোলাহলস্বরূপ। তুমি শ্বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ নয়নসম্পন্ন। তুমি জিতশ্বাস, কৃশ এবং আয়ুধ ও বিদারণস্বরূপ। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাক। তুমি সাংখ্য, সাংখ্যযুক্ত ও সাংখ্যযোগ প্রকাশকর্ত্তা। তুমি চতুস্পদনিকেত ও চতুস্পদনিরত। তোমার অঙ্গে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়রূপে ও ভুজঙ্গম যজ্ঞোপবীতরূপে শোভা পাইতেছে। তুমি ঈশান, বজ্রের ন্যায় কঠিন দেহসম্পন্ন, পিঙ্গল কেশযুক্ত, ত্র্যম্বক, অম্বিকাপতি এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ। তুমি কাম, কামদ ও কামঘ্ন। তুমি তৃপ্ত ও অতৃপ্তের বিচারকর্ত্তা। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বঘ্ন ও সন্ধ্যারাগস্বরূপ। তুমি মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব, মহাদ্যুতি ও মহামেঘসমূহের সদৃশ। তুমি স্থূল, জীর্ণাঙ্গ, জটিল ও বল্কলাজিনধারী, তুমি সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত জটাধারী, সহস্রসূর্য্যসদৃশ, নিত্য তপানুষ্ঠাননিরত ও উন্মাদন। আবর্ত্তসঙ্কুল গঙ্গাসলিলে তোমার জটাজুট আর্দ্র হইয়াছে! তুমি বারংবার চন্দ্র, যূগ ও মেঘসমুদয়ের পরিবর্ত্তন করিতেছ। তুমি অন্ন, অন্নভোক্তা, অন্নদাতা, অন্নপালক ও অন্নস্রষ্টা। তুমি পাককর্ত্তা, পক্কভুক্ এবং পবন ও অনলস্বরূপ। তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তুমি সর্ব্বদেবের ঈশ্বর এবং সমুদয় চরাচরের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতেরা তোমাকে ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য, মনের উৎপত্তিস্থান এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, ঋক্‌বেদ, সামবেদ ও ওঙ্কারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মজ্ঞ সামবেদী মহাত্মারা সামগানসময়ে ‘হায়ি হায়ি হুবা হোয়ি’ ইত্যাদি স্তোত্রদ্বারা নিরন্তর তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তুমি ঋক্, যজুঃ ও আহুতিস্বরূপ। তুমি বেদ, উপনিষৎ ও শ্রুতিতে গীত হইয়া থাক। তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অধম জাতি সমুদয়স্বরূপ। তুমি মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘনির্ঘোষ এবং সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ ও কলা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি বৃক্ষসমুদয়ের মূল, গিরিসমুদয়ের শিখর, মৃগগণমধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষিগণমধ্যে গরুড়, সর্পগুণমধ্যে বাসুকি, সমুদ্রমধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রমধ্যে ধনু, অস্ত্রমধ্যে বজ্র এবং ব্রতমধ্যে সত্যস্বরূপ। তুমি দ্বেষ, ইচ্ছা, রোষ, মোহ, ক্ষমা, অক্ষমা, চেষ্টা, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ,

জয় ও পরাজয়স্বরূপ। তুমি গদা, শর, শরাসন, খট্টাঙ্গ ও ঝর্ঝরধারী। তুমি ছেদ, ভেদ ও প্রহারকর্ত্তা। তুমি অহিংসাদি দশবিধ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামস্বরূপ। তুমি গঙ্গা, সমুদ্র, নদী, পল্বল, সরোবর, লতা, বল্লী, তৃণ, ওষধি, মৃগ, পক্ষী ও পশুস্বরূপ। তোমা হইতেই পৃথিব্যাদি ও অন্যান্য কার্য্যসমুদয় সম্ভূত হইয়া থাকে। তুমি যথাকালে ফল-পুষ্প প্রদান করিয়া থাক। তুমি বেদের আদি ও অন্ত এবং গায়ত্রী ও ওঙ্কারস্বরূপ। তুমি হরিৎ, লোহিত, নীল, কৃষ্ণ, রক্ত, অরুণ, অশ্রু, কপিল, কপোত ও মেচকাদিবর্ণস্বরূপ। তুমি বর্ণবিহীন, তুমি উত্তম বর্ণ এবং তুমিই বর্ণকর্ত্তা। তোমার উপমা নাই। তোমার নাম উৎকৃষ্ট বর্ণ এবং তুমি উৎকৃষ্ট বর্ণে অতিশয় ভক্তিমান। তুমি যম, ইন্দ্র, বরদ, কুবের, অনল, গ্রহণ, রাহু, সূর্য্য, অগ্নি, হোত্র, হোতা ও হবনীয় দ্রব্যস্বরূপ। তুমি সামবেদের ত্রিসুপর্ণ ও যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়স্বরূপ। তুমি পবিত্রদিগের পবিত্র ও মঙ্গলের মঙ্গল রূপ, তুমি অচেতন পদার্থকে সচেতন কর। তুমি জীবাত্মা, দেহ, প্রাণ এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণস্বরূপ। তুমি আয়ুঃ ও হর্ষ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা ও জৃম্ভাস্বরূপ। তোমার নেত্র লোহিতবর্ণ, আস্যদেশ ও উদর বিস্তীর্ণ, লোমসমুদয় সূচির ন্যায়, শ্মশ্রু হরিৎ বর্ণ। তুমি ঊর্দ্ধকেশ ও অত্যন্ত চঞ্চল। তুমি গীতবাদ্যে নিতান্ত অনুরক্ত ও উহার সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞ। তুমি জলচর মৎস্য, জালস্থিত মৎস্য, সম্পূর্ণ, কেলিপ্রিয় ও কলহপ্রিয়। তুমি কাল, অকাল, অতিকাল ও দুষ্কালস্বরূপ। তুমি মৃত্যুক্ষুর, ক্ষৌরকর্ম্মপারগ, মিত্র ও অমিত্রহন্তা। তুমি মেঘমালী, মহাদংষ্ট্র এবং সংবর্ত্তক ও বলাহক মেঘস্বরূপ। তুমি প্রকাশবান্, অপ্রকাশ, অন্তর্য্যামী, ঘণ্টাধারী ও রুদ্র। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি অগ্নি, স্বাহা, পরমহংস ও ত্রিদণ্ডধারী। তুমি চারি যুগ, চারি বেদ ও চারি অগ্নিস্বরূপ। তুমি চারি আশ্রমবাসীদিগের উপদেষ্টা। তোমা হইতে চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি অক্ষপ্রিয় ও ধূর্ত্ত ভূতগণের ঈশ্বর, রক্তমাল্যাম্বরধারী গিরিশ ও কষায়প্রিয়। তুমি প্রচণ্ড, শিল্পী, শিল্পীদিগের অগ্রগণ্য ও সমুদয় শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমিই ভগের নেত্র ও সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছ। তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার ও নমস্কারস্বরূপ। তুমি গূঢ়ব্রতধারী, গূঢ়তপস্বী এবং প্রণব ও আকাশস্বরূপ। তুমি সমুদয়ের আদিকর্ত্তা। তুমিই সমুদয় একত্র স্থাপন ও সমুদয়ের সংহার করিয়া থাক। তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থান; তোমার আশ্রয় কেহই নাই। তুমি ব্রহ্মা, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও সরলতাস্বরূপ। তুমি জীবের আত্মা এবং তোমা হইতে আকাশাদি পদার্থসমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আদি-কারণ। তুমি ভুঃ ভুবঃ স্বঃ শাশ্বত, জিতেন্দ্রিয় ও মহেশ্বর। তুমি দীক্ষিত, অদীক্ষিত, ক্ষমাশীল, দুর্দান্ত ও দুর্দান্তদিগের শাসনকর্ত্তা। তুমি মাস, কল্প, সংবর্ত্ত ও সৃষ্টির আদিকারণ। তুমি কাম, রেতঃ, সূক্ষ্ম, স্থূল ও কর্ণিকারমালাপ্রিয়। তুমি নন্দিমুখ, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, চতুর্ম্মুখ ও নির্ম্মুখ। তুমি নারায়ণ, নির্লিপ্ত, অনন্ত ও বিরাট। তোমা হইতে অধর্ম্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে। তুমি মহাপার্শ্ব, প্রচণ্ডমূর্ত্তিধারী ও ভূতগণের অধিপতি। কৃষ্ণাবতারসময়ে গোধনরক্ষাকালে গোনাদ পরিত্যাগ এবং গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক গোকুল রক্ষা করিয়াছিলে। মহাবৃষ তোমার বাহন। তুমি ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্তা, গোবিন্দ ও ইন্দ্রিয়সমুদয়ের পরিচালক। ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা তোমাকে লাভ করা যায় না। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অচল, ত্রিলোকধারণের স্তম্ভ, নিষ্কম্প ও কম্পনস্বরূপ। তুমি দুর্নিবার, দুঃসহ ও দুরতিক্রম্য।

তুমি দুৰ্দ্ধর্ষ ও দুষ্পকম্প। কেহই তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি জয়, দুর্জ্জয়, শীঘ্রগামী, মনোব্যথানাশক এবং চন্দ্র, যম, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা ও জরাস্বরূপ। তুমি আধি, ব্যাধি ও ব্যাধিনাশক। তুমি মৃগরূপধারী যজ্ঞের ব্যাধস্বরূপ। তোমা হইতেই ব্যাধিসমুদয়ের গমনাগমন হইয়া থাকে। শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরীকবনবাসী। তুমি দণ্ডধারী, এ্যম্বক, উগ্রদণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশকর্ত্তা। তুমি জগন্নাথ, সুরশ্রেষ্ঠ ও মরুৎপতি। তুমি বিষাগ্রগণ্য কালকূট পান করিয়াছ এবং তুমিই সোমরস, ক্ষীর, অমৃত, মধু ও আজ্য পান করিয়া থাক। তুমি মৃত্যু হইতে রক্ষা ও ব্রহ্মানন্দ অনুভব কর। তুমি হিরণ্যরেতাঃ; তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক; তুমি বালক, যুবা ও গলিতদন্ত বৃদ্ধ; তুমি নাগেন্দ্র, ইন্দ্র, বিশ্বস্রষ্টাদিগ শ্রেষ্ঠ; তুমি বিশ্বরূপ, বিশ্বমুখ ও বিশ্ববাহু; চন্দ্রসূর্য্য তোমার চক্ষুদ্বয়, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, সরস্বতী তোমার বাক্য, অনল ও অনিল তোমার বল, দিবারাত্রি তোমার চক্ষের নিমেষ ও উন্মেষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রাচীন মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম সম্যক অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তোমার সূক্ষ্মমূর্ত্তিসমুদয় আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে। অতঃপর পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি আমাকে নিরন্তর রক্ষা কর। তোমাকে বারংবার নমস্কার।

দক্ষের কবচপাঠরূপ শিবস্তুতি—ক্ষমাপ্রার্থনা

'তুমি ভক্তের প্রতি সাতিশয় কৃপা প্রদান করিয়া থাক। আমি তোমার একান্ত ভক্ত; সুতরাং আমার প্রতি অনুকম্পা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি নিতান্ত দুর্লভ হইয়া বহুসংখ্যক লোককে আবরণপূর্ব্বক সমুদ্রপারে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আমাকে সতত রক্ষা করুন। যোগিগণ সত্ত্বগুণাবলম্বী, নিদ্রাশূন্য, জিতশ্বাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। যিনি জটাজুটমণ্ডিত, দণ্ডধারী, লম্বোদর এবং যিনি সতত কমণ্ডলুরূপ তূণীর ধারণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলধর, অঙ্গসন্ধিমধ্যে নদীসমুদয় এবং জঠরে চারি সমুদ্র বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সলিলাত্মাকে নমস্কার। যিনি যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে জীবগণকে বিনাশ করিয়া সলিলমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, আমি সেই সলিলশায়ীর শরণাপন্ন হইলাম। যিনি রাহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রজনীযোগে কুমুদিনীনাথকে এবং দিবাভাগে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মাদি দেব ও পিতৃগণ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রফুল্লমনে স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রদত্ত যজ্ঞভাগসমুদয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যে সমস্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সকল দেহীর দেহে অবস্থান করিতেছেন, সেই সকল জীবরূপী রুদ্র প্রতিনিয়ত আমার রক্ষা ও তৃপ্তিসাধন করুন। যাঁহারা দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক স্বয়ং রোদন না করিয়া দেহীদিগকে রোদন করাইয়া থাকেন, সেই সকল অহঙ্কাররূপী রুদ্রকে আমি প্রতিনিয়ত নমস্কার করি। যাঁহারা নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গিরিগুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, নিবিড় অরণ্য, চতুষ্পদ, রথ্যা, চত্বর, নদীতট, হস্ত্যশ্বরথশালা, জীর্ণোদ্যান, পঞ্চভূত, দিক, বিদিক্‌, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্রসূর্য্যের রশ্মিজাল, রসাতল ও রসাতলের অতীতস্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং যাঁহাদের সংখ্যা, প্রমাণ ও রূপ নাই, সেই রুদ্রগণকে সহস্র সহস্র নমস্কার।

'হে রুদ্র! তুমি সর্ব্বভূতস্রষ্টা, সর্ব্বভূতের পতি ও সকলের অন্তরাত্মা। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক তোমারই অর্চ্চনা করিতে হয়। তুমি সকলের কর্ত্তা; এই নিমিত্তই আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। অথবা আমি তোমার দুরবগাহ [দুষ্প্রবেশ্য—দুর্ব্বোধ্য] মায়াপ্রভাবে একান্ত বিমোহিত হইয়াছিলাম; এই নিমিত্তই তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি রজোগুণাবলম্বী; এই নিমিত্তই তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। এক্ষণে আমি হৃদয়, মন ও বুদ্ধি তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি।' প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এইরূপে স্তব করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

দক্ষের প্রতি শিববর—পাশুপতমত উপদেশ

"তখন ভগবান রুদ্র দক্ষের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি ত্বৎকৃত স্তুতিবাদশ্রবণে যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আর স্তব করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয়যজ্ঞের ফল এবং সকল লোকের আধিপত্য লাভ করিয়া পরিশেষে আমার সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। আমি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে তোমার যজ্ঞের বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তুমি বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ। অতএব এই কল্পে আমাকর্ত্তৃক তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মিয়াছে বলিয়া তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। আমি পুনরায় তোমাকে আর একটি বর প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ কর। আমি যড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র হইতে যুক্তি অনুসারে পাশুপতধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছি। ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সুরাসুরগণেরও দুঃসাধ্য। উহার প্রভাবে সর্ব্বকালে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল আশ্রমীরই উহাতে অধিকার আছে। অতি অল্পকালমধ্যেই উহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। উহা সদ্যোজাতাদি পঞ্চমসংযুক্ত ও একান্ত গূঢ়। উহাতে অজ্ঞানীদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের সহিত উহার অনেকাংশেই সাদৃশ্য নাই; কেবল কোন কোন অংশে সাদৃশ্য নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সিদ্ধান্তশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই উহার উপযোগিতা অনুধাবন করিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রমত্যাগী পরমহংসাদিই উহা অবলম্বনের উপযুক্ত পাত্র। ঐ পাশুপতধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে প্রভূত ফললাভ হয়। তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে সেই পাশুপতধর্ম্মের সমগ্র ফললাভ কর। তোমার মানসিক সন্তাপ অপনীত হউক।' অমিতপরাক্রম ভগবান্ মহাদেব দক্ষকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবী পার্ব্বতী ও অনুচরগণসমভিব্যাহারে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি এই দক্ষপোক্ত দেবসম্মত রুদ্রস্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে, সে নির্ব্বিঘ্নে বহুকাল জীবিত থাকিবে। যেমন ভগবান্ শিব সকল দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই দক্ষকৃত শিবস্তবও সমস্ত স্তব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য ও ব্রহ্মলাভের অভিলাষ করে, সে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব শ্রবণ করিবে। যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দুঃখিত, তস্করোপত, ভীত ও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা এই স্তব শ্রবণ করিলে অনায়াসে নির্ভয় হইতে পারে। এই স্তব পাঠ করিলে এই দেহেই রুদ্রানুচরগণের সাদৃশ্যলাভ এবং অসাধারণ তেজ ও যশঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহাদিগের গৃহে এই স্তবপাঠ

হয়, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ বা বিনায়কগণ তাহাদিগের কোন উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় না। যে কামিনী শিবভক্তিপরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুলে দেবতুল্য সম্মানলাভ হয়, সন্দেহ নাই। যিনি সমাহিতচিত্তে এই স্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সতত সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন ও অভিলাষ সফল হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যথানিয়মে দেবাদিদেব মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভগবতী ও নন্দীকে বলি প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে যথাক্রমে ইঁহাদিগের নাম স্মরণ করে, তাহার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়; সে পরকালে বহুকাল স্বর্গে বাস করে এবং তাহাকে কখনই তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! পরাশরপুত্র ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং এইরূপ ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।”

২৮৬তম অধ্যায়
যোগবিজ্ঞানানুসারে অধিকারিনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ইহলোকে মানবগণ যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাহা কিরূপ ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! তুমি যে শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞানসাধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতিঃ এই পাঁচ মহাভূতই সমুদয় প্রাণীর উৎপত্তি ও নাশের কারণ। যেমন উর্ম্মিমালা সাগরে উদ্ভূত ও সাগরেই বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণীগণের শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্মের অঙ্গসমুদয় যেমন একবার তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূতসমুদয় মহাভূত হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় মহাভূতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকাশ হইতে শব্দ, পৃথিবী হইতে কঠিনাংশ, বায়ু হইতে প্রাণ, জল হইতে রস ও তেজ হইতে রূপ সমুদ্ভূত হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীই শব্দাদিগুণসম্পন্ন। উহারা বার বার ভূতকর্ত্তা পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন ও প্রলয়কালে তাহাতে বিলীন হইয়া থাকে। ভূতভাবন পরমেশ্বর পাঁচমহাভূতদ্বারাই শরীরের সমুদয় অংশ কল্পিত করিয়া দিয়াছেন। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্রসমুদয় আকাশের গুণ; রস, মেদ ও জিহ্বা জলের গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরানল তেজের গুণ; দ্রেয় বস্তু, ঘ্রাণ। ও শরীর ভূমির গুণ এবং প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা বায়ুর গুণ। এই আমি তোমার নিকট পাঞ্চভৌতিক গুণসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

“জগদীশ্বর ঐ সমুদয় শব্দাদিগুণের সৃষ্টি করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এবং কাল, ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি মনুষ্যদেহের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্যশরীরে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব অবস্থান করিতেছে, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসমুদয় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয়সমুদয় কোন্ গুণের বশীভূত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিচার

করা কর্ত্তব্য। মানবগণ চক্ষুদ্বারা দ্রব্য অবলোকন, মনদ্বারা তাহাতে সংশয় ও বুদ্ধিদ্বারা তাহার নিশ্চয় করে। আত্মা কেবল সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কাল, কর্ম্ম এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ইহারা বুদ্ধিকে ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করে। বুদ্ধি না থাকিলে পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইত। বুদ্ধিই চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসিকাদ্বারা গন্ধঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন ও ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। যখন বুদ্ধি কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির আশ্রয়। অতএব ইন্দ্রিয়সমুদয় ও মন দূষিত হইলে বুদ্ধিও দূষিত হইয়া উঠে। বুদ্ধি সাক্ষিস্বরূপ জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক কখন প্রীতিযুক্ত, কখন শোকসম্পন্ন ও কখন সুখদুঃখ এই উভয়বিরহিত হইয়া থাকে। সরিৎপতি সাগর যেমন বেলা অতিক্রম না করিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি ভাবত্রয় অতিক্রম না করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সমুদিত হইলে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও বিশুদ্ধচিত্ততা; রজোগুণ উপস্থিত হইলে খেদ, শোক, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও অক্ষমা এবং তমোগুণ উপস্থিত হইলে অজ্ঞান, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমোহ, স্বপ্ন ও তন্দ্রাদি সমুৎপন্ন হয়। মনুষ্যের মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক, যে দুঃখযুক্ত প্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, তাহাকে রাজসিক এবং যে মোহমুক্ত অপ্রতর্ক অবিজ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়, তাহাকে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট সমুদয় বুদ্ধির গতি কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই সমুদয় অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

"দেহ ও জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিভেদ যে, দেহ হইতে বিষয়সমুদয়ের সৃষ্টি হয়; জীবাত্মা হইতে তাহা হয় না। দেহ ও আত্মা স্বভাবতঃ পৃথক্; কিন্তু মৎস্য যেমন সলিল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও নিয়ত জলমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ পরমাত্মা দেহ হইতে পৃথক হইয়াও সর্ব্বদা দেহমধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকে। বিষয়সকল আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা সর্ব্বতোভাবে বিষয়সমুদয় অবগত হইয়া থাকে। লোকে আত্মাকে বিষয়সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; আত্মা বিষয়সমুদয়ের পরিদর্শক মাত্র। চেতনাযুক্ত দেহ ভিন্ন বুদ্ধির অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই। কারণভূত সত্ত্বাদিগুণ হইতেই দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় কারণভূত গুণের স্বরূপ অবগত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মা ও দেহে এইরূপ নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে যে, দেহ বিষয়সমুদয়ের সৃষ্টি এবং আত্মা ঐ সমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। অচেতন ইন্দ্রিয়সমুদয় বুদ্ধিসহকারে প্রদীপের ন্যায় পদার্থসমুদয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। যিনি ইন্দ্রিয়সমুদয়ের এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুতেই শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনি যথার্থ নিরহঙ্কারী।

ঊর্ণনাভ হইতে যেমন সুত্রের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ দেহ হইতে বিষয়সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দেহনাশ হইলে গুণের ধ্বংস হয় না; উহা লিঙ্গশরীরমধ্যে অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়া উহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, শরীরনাশ হইলে গুণসমুদয়েরও নাশ হইয়া যায়। এই উভয় মতের মধ্যে শেষোক্ত মত দূষণীয়। কারণ, গুণের একবার নাশ হইলে পুনরায় উহার উৎপত্তির

সম্ভাবনা নাই। লোকে এইরূপে সমুদয় সংশয় অপনোদন করিয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থান করিবে। অজ্ঞানান্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা এই সুবিস্তীর্ণ মোহজলপরিপূর্ণ অগাধ সংসারনদীতে নিপতিত হইয়া যেরূপ কষ্ট ভোগ করে, বিদ্বান ব্যক্তিরা কখনই সেরূপ কষ্ট ভোগ করেন না। বিদ্বানেরা জ্ঞানাপ্লব অবলম্বনপূর্ব্বক অনায়াসেই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মূঢ়ব্যক্তিরা যাহাতে নিতান্ত ভীত হয়, বিদ্বান ব্যক্তিদিগের তাহাতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বিদ্বাদিগের ভিন্ন ভিন্ন গতিলাভ হয় না; তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকলেই তুল্যগতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয়ে দোষারোপ করেন এবং কর্মীরা যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সেই উভয়ই অপ্রিয় বোধ করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হয়েন।”

২৮৭তম অধ্যায়
যোগজ্ঞানে সুখদুঃখের অতীত অবস্থাপ্রাপ্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! প্রাণীগণ সর্ব্বদাই দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে; অতএব আমরা যেরূপে ঐ উভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও সমঙ্গের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ মহাত্মা সমঙ্গকে কহিয়াছিলেন, ‘মহর্ষে! তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, তুমি বাহুযুগলদ্বারা ভবনদী সন্তরণপূর্ব্বক পার হইতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমাকে নিরন্তর সন্তুষ্টচিত্ত ও শোকবিহীন দেখিতেছি। তোমাতে অণুমাত্রও উদ্বেগ লক্ষিত হয় না। তুমি বালকের ন্যায় নিত্যতৃপ্ত ও রাগদ্বেশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছ। ইহার কারণ কি?

“সমঙ্গ কহিলেন, ‘ভগবন্! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের সমুদয় বস্তুই অলীক এবং কার্য্যের আরম্ভ ও কর্ম্মফল দুঃখের কারণ। আমি এই সমুদয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া উদ্যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছি। প্রাক্তন অদৃষ্টই জীবনধারণের কারণ। লৌকিক উদ্যোগ কখনই উহার কারণ নহে। দেখ, কি মূর্খ, কি বিদ্বান, কি ধনবান, কি নির্দ্ধন, কি জড়, কি অন্ধ, কি বলবান, কি দুর্ব্বল, সকলেই আমাদিগের ন্যায় জন্মান্তরীণ কার্য্যদ্বারা জীবিত রহিয়াছে। দেবগণ প্রাচীন অদৃষ্টদ্বারাই রোগবিহীন হইয়া জীবনধারণ করিতেছেন। দেখ, কেহ সহস্র মুদ্রার অধিপতি, কেহ বা শতমুদ্রার অধিপতি এবং কেহ বা শোকসন্তপ্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি যখন অজ্ঞানমূল শোক পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আমার ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রয়োজন কি? সুখদুঃখ যে অনিত্য, ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আমি উহাতে অভিভূত এই নাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতার মূল কারণ। মূঢ়েন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কখনই প্রজ্ঞা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত তাহাদিগের ইন্দ্রিয়সমুদয় সর্ব্বদাই মুগ্ধ ও শোকসন্তপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ়েরা মোহবশতঃই

আপনাদিগকে ধনী ও মানী বোধ করিয়া গর্ব্ব করে। তাহারা কোন লোকেই মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয় না।

"সুখদুঃখ কখনই চিরস্থায়ী নহে; অতএব সুখী হইয়া গর্ব্ব ও দুঃখী হইয়া খেদ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেহাভিমানশূন্য মাদৃশ ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তমান, মূর্ত্তিমান, সন্তাপস্বরূপ এই সংসার স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইষ্টবস্তুর ভোগাভিলাষ ও উপস্থিত দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যোগারূঢ় মহাত্মারা কখনই অন্যের মুখদর্শনে সুখাভিলাষী, অনুপস্থিত বিষয় লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপুলার্থলাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষণ্ন হয়েন না। বান্ধব, ঐশ্বর্য্য, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র, বা বীর্য্যদ্বারা পারলৌকিক দুঃখের শান্তি হয় না। একমাত্র শীল দ্বারাই পরলোকে শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। যোগবিহীন ব্যক্তিদিগের মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি নাই। যোগ ব্যতীত কেহই সুখলাভে সমর্থ হয় না। দুঃখত্যাগ ও ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ। প্রিয়বস্তুদ্বারা হর্ষ ও হর্ষদ্বারা গর্ব্ব জন্মে এবং গর্ব্ব জন্মিলেই লোককে নরকে গমন করিতে হয়। আমি এই নিমিত্তই প্রিয়বস্তু, হর্ষ ও দর্প পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখদুঃখে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় প্রাণীগণের শোক, ভয় ও গর্ব্ব অবলোকন এবং রাগদ্বেষশূন্য ও শোকবিহীন হইয়া অর্থ, কাম, বিষয়তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। আমার ইহলোকে ও পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম্ম ও লোভাদি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অতি কঠোর যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছি; এই নিমিত্ত শোক আমাকে ব্যথিত করিতে সমর্থ হয় না।"

২৮৮তম অধ্যায়
শাস্ত্রজ্ঞানে সর্ব্বার্থসিদ্ধি—গালব-নারদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যাহারা শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বনিরূপণে একান্ত অসমর্থ, সর্ব্বদা সংশয়ারূঢ় ও শমদমাদির অনুষ্ঠানবিহীন, তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি, কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! গুরুপূজা, জ্ঞানবৃদ্ধদিগের উপাসনা ও সতত শাস্ত্র শ্রবণ করাই ঐ সমুদয় ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে গালব-নারদসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা গালব শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া মোহপরিশূন্য, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবর্ষে! পুরুষ যে সমুদয় গুণে বিভূষিত হইলে লোকসমাজে সমাদৃত হয়, আপনি সেই সকল গুণে সমলঙ্কৃত ও বিদ্বান্। আমি লোকতত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও একান্ত মূঢ়; অতএব আমার সন্দেহভঞ্জন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য আমাদের শ্রেয়স্কর, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে সমর্থ নহি; অতএব আপনি তদ্বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। সমুদয় আশ্রমেরই আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। সকল আশ্রমী স্ব স্ব আশ্রমানুযায়ী মতানুসারে বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। এইরূপে মানবগণকে স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রে একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া বিবিধ মার্গে গমন করিতে অবলোকন করিয়া আমি কি কর্ত্তব্য, তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। শাস্ত্র যদি একরূপ হইত, তাহা হইলে কর্ত্তব্য বিষয়ে

আর কোন সংশয় থাকিত না। উহা নানাপ্রকার হওয়াতে কর্ত্তব্য নিরূপণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তব্য অবধারণবিষয়ে আমার নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার সংশয় অপনোদন করুন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিস্তৃত উপদেশ

'নারদ কহিলেন, বৎস! চারি আশ্রম যেমন পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তদ্রূপ ঐ চারি আশ্রমের ধর্ম্মও যথাক্রমে পৃথরূপে নিরূপিত আছে। তুমি ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আচার্য্যসন্নিধানে উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই অনায়াসে ঐ সমুদয়ের বিশুদ্ধভাব অবগত হইতে পারিবে। যাঁহারা সামান্যভাবে ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলোকন করে, ধর্ম্মনিরূপণবিষয়ে কখনই তাঁহাদিগের সন্দেহ দূর হয় না। আর যাঁহারা সরলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আশ্রমধর্ম্মসমূহের যথার্থ তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই মুক্তিকে সমুদয় আশ্রমধর্ম্মের যথার্থ ফল বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হয়েন।

'মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ, অমিত্রের নিগ্রহ, ত্রিবর্গ-সংগ্রহ, পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সতত পুণ্যসঞ্চয়, সাধুদিগের সহিত সদ্ব্যবহার, সর্ব্বভূতে দয়াপ্রকাশ, সরল ব্যবহার, মধুর বাক্যপ্রয়োগ, দেবতাগণ, পিতৃগণ ও অতিথির অর্চ্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি নিরহঙ্কার ব্যবহার, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যজ্ঞান অবলম্বন, অহঙ্কারপরিত্যাগ, সাবধানতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত শাস্ত্রজিজ্ঞাসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাঁহারা শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সেবনে অনুরাগ, রাত্রিকালে বিচরণ, দিবানিদ্রা, আলস্য, শঠতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা যোগে নিতান্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবেন না। অন্যের নিন্দার দ্বারা আপনার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের কদাপি বিধেয় নহে। আপনার গুণদ্বারাই নির্গুণদিগকে পরাজিত করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ অনেক আত্মাভিমানী নির্গুণ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান্ ব্যক্তিদিগের তুল্য হইতে মানস করিয়া তাঁহাদের দোষারোপ করে। তাহারা মহাজনগণকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলেও একান্ত দর্পিত হইয়া আপনাদিগকে যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। গুণবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন বা নিন্দাবাদে একান্ত পরাঙ্মুখ বলিয়া জনসমাজে ভূয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। পুষ্পসমুদয় যেমন আত্মশ্লাঘা না করিয়া সুগন্ধদ্বারা দশ দিক্ সুবাসিত করে, সূর্য্য, যেমন স্বমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্বীয় কিরণজাল প্রভাবে অম্বরতলে দেদীপ্যমান হয়েন, তদ্রূপ, মহদ্‌ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে ভূমণ্ডলমধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন। মূর্খেরা কেবল আত্মপ্রশংসানিবন্ধন সর্ব্বত্র অকীর্ত্তি লাভ করে।

'কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও লোকসমাজে তাঁহাদের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। মূঢ়েরা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ করিলেও অসারতানিবন্ধন উহা ব্যর্থ হইয়া যায়, আর বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অতি মৃদুস্বরে বাক্যোচ্চারণ করিলেও সারনিবন্ধন উহা সমধিক শোভমান্ হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত মণিসংযোগে আপনার তেজ প্রদর্শন করেন,

তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তিরা কুবাক্যপ্রয়োগ দ্বারা আপনাদের নীচাশয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিরা বিধিজ্ঞানলাভার্থ সম্পূর্ণ যত্নবান হয়েন। আমার মতে সকলের পক্ষে জ্ঞানলাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অন্যায় প্রশ্ন করিলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও জড়ের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা শ্রেয়োলাভের বাসনা করে, স্বধর্ম্ম-নিরত বদান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে বাসনা করাই তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে কখনও বাস করা তাহাদিগের কোনরূপেই বিধেয় নহে। ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাকে তদনুরূপ পুণ্যপাপে লিপ্ত হইতে হয়। জল ও অগ্নির ন্যায় পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ ও দুঃখলাভ হইয়া থাকে। বিঘসাশী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ-বিচার না করিয়া কেবল উদরপূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগাদিবিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কপাশে বদ্ধ হইতে হয়।

'যে স্থলে শিষ্য জ্ঞানলাভার্থ গুরুর নিকট গমন কারয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে জনপদের লোকেরা প্রতিষ্ঠালাভার্থ যথার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে বাস করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। লোভপরতন্ত্র মূঢ়ব্যক্তিকর্ত্তৃক যে দেশের ধর্ম্মসেতু বিলোড়িত হয়, প্রজ্বলিত বস্ত্রান্তের [একাংশ প্রজ্বলিত বস্ত্রের] ন্যায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাৎস্যবিহীন মহাত্মারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যশীল সাধুদিগের নিকট বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

'অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে; অতএব যে দেশের মনুষ্যেরা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে; সসর্প গৃহের ন্যায় অবিলম্বে সেই দেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মনুষ্য পূর্ব্ববাসনাপ্রভাবে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখভোগ করে, শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সেই কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ কুটুম্বদিগের ভোজন না হইতে অগ্রে ভোজন করে, জিতচিত্ত ব্যক্তি সেই রাজ্যে কদাচ বাস করিবেন না। যে রাজ্যে যাজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত ধর্ম্মপরায়ণ শ্রোত্রিয়গণ সর্ব্বাগ্রে ভোজন করেন, সেই রাজ্যে বাস করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য। যে দেশে স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কার শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত হয়, সাধুগণ অবিচারিতচিত্তে সেই দেশে বাস করিবেন। যে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই রাজ্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের মানবগণ অযাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করিয়া থাকেন, জিতচিত্ত মহাত্মারা সেই দেশে সুস্থচিত্তে বাস করিবেন। যে দেশে অবিনীত ব্যক্তিদিগের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিদিগের সৎকারলাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যবান মহাত্মাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের নরপতি বিষয়লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুদিগের অত্যাচারনিরত, লোভপরতন্ত্র, অবিনীত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্ম্মনানুসারে রাজ্য পালন করেন,

অবিচারিতচিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ঐরূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন ভূপালগণ নিরন্তর অধিকারস্থ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

'এই আমি তোমার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিরত ও সমাহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার কতদূর অভ্যুদয়লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ফলতঃ ধর্ম্মবলেই পরমার্থ মোক্ষপদার্থ লাভ হইয়া থাকে।"

২৮৯তম অধ্যায়

সাংসারিক বন্ধন—অরিষ্টনেমি-সগরসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মাদৃশ ভূপতিগণ কিরূপে সাবধান হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন এবং কোন্ কোন্ গুণ আশ্রয় করিয়া সঙ্গপাশ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহর্ষি অরিষ্টনেমি মহারাজ সগরকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহারাজ সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! মনুষ্য কিরূপ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে শোকসন্তপ্ত ও ক্ষুব্ধ না হইয়া সুখী হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।' মহাত্মা সগর এই কথা কহিলে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা অরিষ্টনেমি তাঁহাকে উপদেশের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদি পোষণনিরত ধনধান্যসমাকুল অনভিজ্ঞ লোকেরা কখনই সেই পরমপদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। বিষয়ে আসক্তিবুদ্ধি ও তৃষ্ণাকুল মনকে নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। স্নেহপাশনিবদ্ধ মূঢ়ব্যক্তিরা কোনকালেই মোক্ষলাভ করিতে পারে না।

স্নেহপাশচ্ছেদনের উপায়

'এক্ষণে আমি তোমার নিকট সমুদয় স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইবার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর। যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবনধারণে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্ব্বক স্নেহপাশবিমুক্ত হইয়া পরিভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা পুত্রবতী, পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থের অন্বেষণ করা উচিত; পুত্র হউক বা না হউক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়তৃষ্ণা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তোষলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট বিষয়ভোগপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিবার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে মোক্ষলাভের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'ইহলোকে যাহারা বিষয়বিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহারা পরমসুখে কালাতিপাত করে; আর যাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে জন্মমৃত্যুর

বশীভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দেখ, আহারসঞ্চয়নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে, অতএব ইহলোকে বিষয়নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। মুমুক্ষু ব্যক্তি, আমা ব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ এইরূপে জীবন ধারণ করিবে, এই চিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণীগণ স্বয়ং-উৎপন্ন, স্বয়ংপরিবর্দ্ধিত, স্বয়ংসুখ দুঃখভোগী ও স্বয়ংমৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। মানবগণ জন্মান্তরীণ অদৃষ্টবলেই পিতামাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জ্জিত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কার্য্য করে, বিধাতা তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, অতএব সকল লোকই স্ব স্ব কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ডস্বরূপ [মাটির ঢেলা—কুম্ভকার আপনার ইচ্ছায় আবশ্যকমত মাটিদ্বারা নানা বস্তু প্রস্তুত করে] ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদিগের পরিজনপোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনরক্ষণে একান্ত যত্নবান হইলেও মৃত্যু তোমার পরিজনদিগকে গ্রাস করিতে পারে, তখন তুমি পরিবারদিগের ভরণপোষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পার। যখন তোমার স্বজনগণ মৃত হইলেও তুমি তাহাদিগের সুখদুঃখ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হও এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক, তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্য্যনিবন্ধন সুখদুঃখভোগ করিতে হইবে, তখন অদৃষ্টকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া আপনার মঙ্গল চিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহার নহে; ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করা তোমার নিতান্ত উচিত।

"যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ক্ষুৎপিপাসাদি জয় করিতে পারে, যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়াবিষয়ে আসক্ত না হয়, যে ব্যক্তি প্রাণীগণের জন্ম, মরণ ও জীবনধারণের ক্লেশ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, যে ব্যক্তি ধান্যপরিপূর্ণ সহস্রকোটি শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্তমাত্র ধান্য গ্রহণ করে, প্রাসাদ ও মঞ্চে যাহার সমজ্ঞান হয়, যে ব্যক্তি সমুদয় লোককে মৃত্যুসমাক্রান্ত, ব্যাধিনিপীড়িত ও জীবিকাকর্ষিত দর্শন করে, অল্পমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদয় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় সুখদুঃখে আসক্ত না হয়, কি পর্য্যঙ্কশয্যা [খাট-বিছানা], কি ভূমিশয্যা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন, কি কদন্ন, কি পট্টবস্ত্র, কি তৃণনির্ম্মিত বস্ত্র বা বল্কল, কি কম্বল, কি চর্ম্ম সমুদয়েই যাহার সমান জ্ঞান, যে ব্যক্তি সমুদয় লোক পঞ্চভূতসম্ভূত বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে, সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়, অনুরাগ, বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাহার সমান বুদ্ধি, যে ব্যক্তি এই এই শরীর যে রক্ত, মূত্র ও পুরীষপরিপূর্ণ ও নানাবিধ দোষের আকর এবং জরানিবন্ধন ইহাতে যে বলীপলিত [চর্ম্ম লোল অবস্থা] সংযোগ, কৃশতা, বিবর্ণতা, জরানিবন্ধন মুগ্ধভাব, পুংস্ত্বের উপঘাত, অন্ধত্ব, বধিরতা ও দৌর্ব্বল্যাদি জন্মে, ইহা সবিশেষ অবগত হইতে পারে, যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি ও অসুরগণও লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন বিবেচনা করিয়াসমুদয় অনিত্য জ্ঞান করে, প্রভাবসম্পন্ন অসংখ্য নরপাতিও পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন বলিয়া যাহার বিবেচনা হয়, যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিতান্ত দুর্ল্লভ ও কষ্ট নিতান্ত সুলভ এবং কুটুম্বভরণপোষণ অনর্থক ক্লেশজনকমাত্র বলিয়া বোধ করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও

লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমুদয় পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহলোকে অপত্য ও অন্যান্য আত্মীয়গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি জন্মে? যদি তুমি গার্হস্থ্য বা মোক্ষধর্ম্মসাধনবিষয়ে স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে মৃতব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার কর।'

"হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমির এই উপদেশবাক্যশ্রবণে মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

২৯০তম অধ্যায়

শুক্রের সুরশত্রুতা—রুদ্রকবলে প্রবেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মহামতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত দেবগণের অপ্রিয় ও অসুরগণের প্রিয়কার্য্যসাধন এবং কি নিমিত্তই বা স্বয়ং দেবর্ষি হইয়া দেবগণের তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহার শুক্রত্ব ও পরম ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়াছিল এবং কি নিমিত্তই বা তিনি নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে গমন করিতে সমর্থ হয়েন না, এই সমুদয় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ইতিপূর্ব্বে এই বৃত্তান্তগুলি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি ও যতদূর অবগত আছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ভৃগুবংশসম্ভূত মহামুনি শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকৃত [বিষ্ণুর অবতার পরশুরামের মাতৃবধ হেতু] স্বীয় মাতৃবধনিবন্ধন দেবতাদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন। যক্ষরাক্ষসাধিপতি কুবের জগৎপ্রভু ইন্দ্রের কোষরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। মহামুনি শুক্রাচার্য্য যোগবলে কুবেরের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যোগবলে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। ধনপতি কুবের এইরূপে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে অমিতপরাক্রম দেবাদিদেব রুদ্রদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহেশ্বর! ভগবান্ ভার্গব যোগবলে আমার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে রোধ ও আমার সর্ব্বাস্বাপহরণ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন। মহাযোগী মহেশ্বর কুবেরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া শূলগ্রহণপূর্ব্বক বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'দুরাত্মা ভার্গব কোথায়?' ঐ সময় মহাত্মা শুক্রাচার্য্য স্বীয় উগ্রতর তপঃপ্রভাবে দূর হইতেই যোগীশ্বরের রোষ ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার শূলের অগ্রভাগে আগমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন শুক্রকে তথায় অবস্থিত অবলোকনপূর্ব্বক পিনাকের ন্যায় শূলাগ্র সন্নমিত করিলেন। দেবদেবের শূলাগ্র সন্নমিত হইবামাত্র শুক্রাচার্য্য তাঁহার হস্তগত হইলেন। তখন পিনাকী মুখব্যাদানপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এইরূপে মহাদেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মহাদ্যুতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত সেই ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের জঠর হইতে বহির্গত না হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিলেন এবং পরিভ্রমণ করিয়াই কি কার্য্য করিলেন, তৎসমুদয়ই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

শুক্রনামের উৎপত্তি-কারণ

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ভগবান্ কৈলাসনাথ শুক্রাচার্য্যকে গ্রাস করিয়া সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে বহুকাল কঠোর তপানুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে তিনি মহাহ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার কুশলী ও তপোবৃদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্ম্মনিরত মহাযোগী মহেশ্বর ব্রহ্মার নিকট আপনার তপোবৃদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তপোবলে আপনার তেজঃ পরিবর্দ্ধিত দেখিলেন এবং স্বীয় তপস্যা ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা ত্রিলোকমধ্যে অসাধারণভাবে পরিশোভিত হইয়া পুনর্ব্বার ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলেন। মহাযোগী শুক্রাচার্য্য নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার জঠরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তথা হইতে বিনির্গত হইবার নিমিত্ত বারংবার স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি বারংবার মহেশ্বরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না।' তখন ভগবান শূলপাণি সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘ভার্গব! তুমি আমার শিশ্ন[জননেন্দ্রিয় দ্বার]দ্বার দিয়া বহির্গত হও।”

“মহেশ্বর এই কথা কহিলে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য প্রথমতঃ স্বীয় নির্গমনদ্বার দেখিতে না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ উদরমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে দেবদেবের শিশ্নদ্বার দিয়া বিনির্গত হইলেন। মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্রনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাদেবের ক্রোধনিবন্ধন ঐ মহর্ষি আকাশের মধ্যস্থলে কখনই লক্ষিত হয়েন না। অনন্তর ভগবান্ দেবাদিদেব সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর শুক্রাচার্য্যকে বিনির্গত দেখিয়া রোষপূর্ণনয়নে শূলধারণপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশসাধনে সমুদ্যত হইলেন। দেবী পর্ব্বতী পশুপতিকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলে, ‘নাথ! এই ব্রাহ্মণ আপনার উদর হইতে শিশ্নদ্বার দিয়া নিঃসৃত হওয়াতে আমার পুত্রস্বরূপ হইয়াছে; অতএব ইহাকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

“পার্ব্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, ‘দেবি! আমি প্রীত হইয়াছি, ইহাকে যথা ইচ্ছা গমন করিতে বল।’ তখন মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবদেব মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই আমি তোমার নিকট ভৃগুনন্দন মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের চরিত্র সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।”

২৯১তম অধ্যায়

শুভলোকগতি—জনক-পরাশরসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আমি যত আপনার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি মানবগণ কিরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয় লোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে মহাযশস্বী জনক রাজা একদিন মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘মহর্ষে! কি কার্য্যদ্বারা মানবগণের ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

“মহারাজ জনক এই কথা কহিলে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাতপা পরাশর তাঁহাকে কহিলেন, ‘রাজন্! ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবে মানবগণ স্বর্গলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের করগ্রহণ, বৈশ্যের কৃষ্যাদিকার্য্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা এই চারি প্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে। মানবগণ ঐ সমুদয় উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। উহারা জীবিকানির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া উহাদের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্র যেমন সুবর্ণ ও রজতরসে অভিষিক্ত হইলে তদ্দ্বারা লিপ্ত হয়, তদ্রূপ মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে পূণ্যপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। বীজ ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি ও কর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ দেহাবসানে স্ব স্ব সুকৃতিবলেই সুখলাভ করিয়া থাকে।

‘চার্ব্বাকেরা কহে, অদৃষ্ট বা অদৃষ্টকর্ম্ম কিছুই নাই। দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবযোনিপ্রাপ্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে। ফলপ্রাপ্তির সময় জন্মান্তরীণ কর্ম্মকে উহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে। বেদনির্দ্দিষ্ট বাক্যসমুদয় লোকযাত্রানির্ব্বাহ ও লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে। ঐ সমুদয় জ্ঞানবৃদ্ধদিগের অনুশাসনবাক্য নহে। চার্ব্বাকদিগের এই মত নিতান্ত অবিশুদ্ধ।

‘কায়মনোবাক্যে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত কখনই পুণ্য ও পাপের নাশ হয় না। মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মগুণেই কেবল সুখ, কেবল দুঃখ ও সুখদুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ করে। সংসারসাগরে নিমগ্ন শক্তিদিগের দুঃখভোগের সময় সুখ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে; দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয় হয়। আবার সুখের ক্ষয় হইলেই পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হয়। দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাসনপরিত্যাগ ও দক্ষতা মনুষ্যগণের সুখের আদিকারণ। মনুষ্যমধ্যে কাহাকেও নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয় না। সতত চিত্ত সংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। একের পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা সুখদুঃখ বিলীন করিয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন, আর যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সঙ্গত হইয়া সংসারমধ্যে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই পথ পৃথক পৃথক্। অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে; করিলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ভীরু রাজা, মিথ্যাবাদী

সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাবিহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসদ্ব্যবহারযুক্ত কুলীন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্খ বক্তা এবং রাজ্যবিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য নরপতি সকলের উপহাস্পদ হইয়া থাকে।' ”

২৯২তম অধ্যায়
কঠিন পাপ দুরপনেয়—অকাট্য

"পরাশর কহিলেন, "হে রাজর্ষে! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মিদ্বারা শরীর-রথের শব্দাদিবিষয়রূপ অশ্বসমুদয়কে সংযমিত করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া আচার্য্যের প্রসাদে ঈশ্বরভক্তি লাভ করিতে পারেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর উপভোগদ্বারা দুর্ল্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব মানবগণ পুণ্যকার্য্যদ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া তামসকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পাপাত্মা কখনই পুণ্যোৎপাদ্য [পুণ্যলভ্য] দুল্লভ উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত পাপকার্য্যদ্বারা আত্মাকে নরকভোগী করিয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়; আর জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব দুঃখজনক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই বিধেয় নহে। যেমন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পাপকার্য্যদ্বারা মহৎ ফললাভ হইলেও উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়েন। পাপকার্য্যের ফল অতি কুৎসিত। পাপাত্মারা পাপকার্য্যনিবন্ধন বিপরীতদৃষ্ট হইয়া দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। যেমন নীলাদিরাগে [নীলাদি বর্ণে] অরঞ্জিত [রং করা নয় এইরূপ] বস্ত্র মলিন হইলে ক্ষারাদিদ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায়, কিন্তু নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুক্লতাসম্পাদন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্তজনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়।

'ব্রহ্মবাদীরা বেদবিধি দর্শনপূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে, অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ অহিংসাব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ ফলভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। যাহা হউক, আমার মতে পাপপুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক, ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে জ্ঞানকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্যসমুদয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাকর উৎকট কার্য্যসমুদয়ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেবতা বা মহর্ষিগণের ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম দর্শন করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা তাঁহাদের নিন্দা করা ধর্ম্মাত্মাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মনে মনে বিচার করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। যেমন অপক্ক মৃৎপাত্রস্থ [কাঁচা মাটির পাত্রে স্থিত] জল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক্ক মৃৎপাত্রস্থ জলের কোন হানি হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিদ্বারা বিচার না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া

কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য সমভাবে অবস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যেমন কোন পাত্রস্থিত জলে জল প্রদান করিলে সেই জলের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা ধার্ম্মিকদিগের, পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।।

'হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রাজধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি প্রথমতঃ প্রবল শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া, যথাবিধি প্রজাপালন ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন, শক্তি অনুসারে গুরুজনদের শুশ্রূষা এবং সত্য ও সৎস্বভাবজনিত বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিবেন।"

২৯৩তম অধ্যায়
দানাদি কর্ম্মর্ব্বারা সিদ্ধিলাভ

"পরাশর কহিলেন, "হে মহারাজ জনক! ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহাকে কিছুই প্রদান করে না; সকলেই স্ব স্ব উপকারসাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্যের কথা দুরে থাকুক, সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহপরিশূন্য ও লঘুচেত্তা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সৎপাত্রে ধনদান ও সৎপাত্র হইতে ধনগ্রহণ এই উভয় কার্য্যেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক। যে ধন ন্যায়পথে পরিবর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নৃশংসকার্য্যদ্বারা ধনোপার্জ্জন করা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অর্থচিন্তায় অভিভূত না হইয়া আপনার শক্তি অনুসারেই সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক, সাধ্যানুরূপ সলিল প্রদান করিতে পারিলে অর্থদানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা রন্তিদেব ফল, মূল ও পত্রদ্বারা মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। নরপতি শৈব্যও ফলমূলদ্বারা পার্ষদগণের সহিত ভগবান্ ভাস্করের সন্তোষসাধন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, অতিথি ও পুত্রাদিপোষ্যগণ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায়দ্বারা, ঋষিদিগের, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃলোকের, সৎকারদ্বারা অতিথিকুলের, জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানদ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষাদ্বারা আত্মার ঋণ পরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

'ধনবিহীন মুনিগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা ঋচীকতনয় শুনঃশেক বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব লাভপূর্ব্বক ঋক্‌বেদগানদ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তব করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈত্যগুরু উশনা দেবী পার্ব্বতী ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে দেবলোকে কীর্ত্তি ও শুক্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অসিতদেবল, নারদ, পর্ব্বত, কাক্ষীবান, জিতেন্দ্রিয় তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্মশ্রু ও শ্রুতশ্রবা প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে ঋক্‌বেদদ্বারা ভগবান

বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে নিন্দনীয় অনেকানেক ব্যক্তিও একমাত্র বিষ্ণুর স্তবপ্রভাবেই সকলের পূজনীয় হইয়াছে।

'নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতিলাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপথে অবস্থানপূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ; অধর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ধিক! ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; ধনলাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। আহিতাগ্নি [আজীবন গৃহে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক হোমাদির অনুষ্ঠানকারী] ব্যক্তিরা পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নিতেই বেদসমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি ক্রিয়াবিহীন নহেন, তিনিই যথার্থ সাগ্নিক। ক্রিয়াবিহীন হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়। অগ্নি, আত্মা, পিতা, মাতা ও গুরু ইহাদিগকে বিধিপূর্ব্বক সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা এবং কামনাপরিশূন্য হইয়া স্নেহসহকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকেই সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।' ”

২৯৪তম অধ্যায়
শূদ্রের সেবাধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ

“পরাশর কহিলেন, 'হে মহারাজ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাই শূদ্রের শ্রেয়স্কর। ঐ সেবাদ্বারা শূদ্র সময়ক্রমে বিপুল ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন কাহারও সেবা না করিয়া থাকে, তথাপি সেবা ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে। সেবাই শূদ্রের পরমধর্ম্ম। ধর্ম্মদর্শী সাধুদিগের সংসর্গে বাস ও অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উদয়াচলস্থিত মণিমুক্তাদি যেমন সূর্য্যের সন্নিধানবশতঃ সমধিক শোভমান হয়, তদ্রূপ শূদ্রজাতিও সাধুসংসর্গনিবন্ধন সমধিক শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। শুক্লবস্ত্র নীলপীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব দোষ পরিহারপূর্ব্বক গুণসমূহে অনুরাগ অপ্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহলোকে মানবদিগের জীবন নিতান্ত অস্থির ও অনিত্য। যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী। অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কদাপি উচিত নহে। নরপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া যদি সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, তাঁহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে তস্করতাপাপে [চুরি করার পাপে] লিপ্ত হইতে হয়।

'ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সর্ব্বপ্রথমে ত্রিলোকপূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন। তৎপরে বিধাতা লোকরক্ষণার্থ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশ্যগণ সেই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কৃষি গোরক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বৈশ্যের শস্যোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্যরক্ষা, ব্রাহ্মণের উপভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ ও যজ্ঞস্থান

মার্জ্জনাদি করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে কখনই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। ধর্ম্ম নষ্ট না হইলেই প্রজাগণ সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় এবং প্রজাগণ সুখী হইলেই দেবগণের পরমপরিতোষ জন্মে। ফলতঃ নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র শুশ্রূষানিরত হইলেই সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভূরিদান করা দূরে থাকুক, অতিকষ্টে কাকিনীমাত্র [কুড়ি কড়া বা পাঁচ গণ্ডা কড়ি মাত্র] দান করিলেই মহাফললাভ হইয়া থাকে নরপতিদিগের মধ্যে যিনি সমাদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ ধনদান করেন, তাঁহার তদনুরূপ মহাফললাভ হয়। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষসাধনার্থ যাহা দান করা যায়, সেই দান উৎকৃষ্ট, গ্রহীতা যাচঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম, আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্নসহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ দমগুণান্বিত, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনী এবং শূদ্র নিয়ত ইহাদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।' ”

২৯৫তম অধ্যায়
ন্যায়তঃ উপার্জ্জিত অর্থের উৎকর্ষ

“পরাশর কহিলেন, “হে রাজর্ষে। ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ, ক্ষত্রিয়ের জয়প্রাপ্ত, বৈশ্যের ন্যায়াজ্জিত ও শূদ্রের শুশ্রূদ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ধর্ম্মফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ত্রিবর্ণের সেবা করা শূদ্রেরই পরমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ বিপদগ্রস্ত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম বা বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পতিত হয়েন না, কিন্তু শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। শূদ্র ত্রিবর্ণ-সেবাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে। যে ব্যক্তি কদাপি নাট্য, বহুরূপ প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌহচর্ম্মের ব্যবসার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নাই, তাহার জীবিকার্থ ঐ সমুদয় অবলম্বন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর যে ব্যক্তির বহুকালাবধি ঐ সকল কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পরমধর্ম্ম লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ইহলোকে মানবগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে ধার্ম্মিক লোকেরা প্রশংসনীয় ও নানা গুণের আধার হয়েন।

‘পূর্ব্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতিবিশারদ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ দৈবাৎ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড করা হইত। কিয়ৎকাল পরে অসুরগণ প্রজাগণকে ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া ধর্ম্মকে নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কামাদিরূপে তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিল। কামাদি প্রবিষ্ট হওয়াতে প্রজাগণের শরীরে ধর্ম্মনাশন দর্পের আবির্ভাব হইল। তৎপরে দর্প হইতে, ক্রোধ সম্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের সুশীলতা ও লজ্জা বিনষ্ট করিল। তখন

প্রজাগণ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করিয়া নিরন্তর বিষয়ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেবল ধিক্কারপ্রদানদ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল।

'এইরূপে প্রজাগণ যারপরনাই উচ্ছৃঙ্খল হইলে দেবগণ বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শূলপাণি দেবগণের মুখে প্রজাদিগের বিপরীত আচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিকে প্রথমতঃ বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রধান মহামোহকে নিপাতিত করিলেন। মহামোহ বিনষ্ট হইলে মানবগণ পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা মানবগণের শাসনে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল কিয়ৎকাল মানবগণের শাসন করিয়া নিরস্ত হইলে বিপৃথু ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতি হইয়া প্রজাগণের শাসন করিয়াছিলেন।

'যে সময় দেবাদিদেব মহাদেব প্রজাগণের কামক্রোধাদি বিনষ্ট করেন, সেই সময় কোন কোন মহাকুলসম্ভূত বৃদ্ধতম ব্যক্তির হৃদয় হইতে ঐ সমুদয় অসুরভাব অপনীত হয় নাই। সেই সমস্ত ব্যক্তির সংসর্গে অনেকানেক ভীমপরাক্রম ভূপাল অসুরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মূঢ়ব্যক্তিরা স্বয়ং তাঁহাদের সেই কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং অন্যকেও উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছে। অতএব আমি শাস্ত্রসমালোচনাপূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছি যে, হিংসাত্মক কার্য্য, পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপকার্য্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলে কখনই কল্যাণলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব বিদ্বান ব্যক্তি কখন উহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না। এক্ষণে তুমি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিরত ও বান্ধবপ্রিয় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে পুত্র, ভৃত্য ও প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। ইষ্ট ও অনিষ্টের সহযোগেই সৌহার্দ্দ্য ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে, তাহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর গুণে অনুরক্ত হওয়া ও দোষ পরিত্যাগ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাও আপনাদের অল্পমাত্র গুণ প্রকাশ, হইলে আহ্লাদিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনুষ্যগণমধ্যেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্যান্য প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। কি ধর্ম্মশীল, কি বিদ্বান্, কি যাচক, কি অযাচক সকলের হিংসাপরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া কালযাপন করা উচিত। যখন লোকের মন বাসনাবিহীন ও সত্যনিরত হয়, তখনই তাহার যথার্থ মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।"

২৯৬তম অধ্যায়
তপস্যার প্রবৃত্তিজনক কারণ

"পরাশর কহিলেন, "হে মহারাজ! এই আমি গৃহস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তপোনিয়ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রায় সকল গৃহস্থেরই রাজসিক গুণপ্রভাবে সাংসর্গিক [সংসর্গজাত] মমতা জন্মিয়া থাকে। মানবগণ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, গো, ক্ষেত্র ও ধনসম্পন্ন হইলে তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ থাকে না। তাহারা সতত ঐ সমুদয় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগদ্বেষে একান্ত অভিভূত ও মোহজনিত সম্ভোগবাসনায় একান্ত আক্রান্ত হয়। তখন ভোগপরায়ণ ব্যক্তিকেই কৃতার্থ ও স্ত্রীসম্ভোগই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয় এবং তাহারা চিরপরিচিত লোভে একান্ত বিমোহিত হইয়া দাসদাসী প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদের সন্তোষসাধনার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক বিবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অপত্যস্নেহে যারপরনাই অভিভূত ও অপত্যবিয়োগে নিতান্ত কাতর হয়। গৃহস্থেরা সমাজমধ্যে সম্মানলাভ করিয়া যে স্ত্রীপুত্রাদিরূপ বিষয়দ্বারা ভোগী হইবে বলিয়া স্থির করে, অচিরাৎ সেই সমুদয় হইতে বিনষ্ট হয়। ঐ সমুদয় গৃহস্থের মধ্যে যেসকল বুদ্ধিমান ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভকর্ম্মের কামনা করিয়া নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহারা চিরকাল অসীম সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। পীড়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদিনাশনিবন্ধন ঐ সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। ঐ নির্ব্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদিজনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, গৃহস্থদিগের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত দুর্ল্লভ।

সংযমসাধনে সর্ব্ববর্ণের অধিকার

'তপস্যা [সংযমসাধন] সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। দয়াদাক্ষিণ্যবিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণের উহাতে অধিকার আছে। তপঃপ্রভাবে দমগুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রজাপতি বিবিধব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তপানুষ্ঠান করিয়াই প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বিশ্বদেব, সাধ্য, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ একমাত্র তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যেসকল ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা স্ব স্ব তপঃপ্রভাবে পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। আর এই মর্ত্ত্যভূমিতে যেসমুদয় নরপতি ও মহাবংশসম্ভূত ধনাঢ্য গৃহস্থকে পট্টবস্ত্র উৎকৃষ্ট আভরণ, বাহন, আসন, যান, পরমরূপবতী অসংখ্য কামিনী, অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট শয্যা, উত্তমোত্তম বিবিধ ভোজ্যবস্তু এবং অন্যান্য অভিলষিত সামগ্রী সম্ভোগ করিতে দেখা যায়, তৎসমুদয় তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফল। ত্রিলোকমধ্যে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। তপোবলে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন মূঢ়ব্যক্তিদিগেরও বৈরাগ্যোদয় হয়। মনুষ্য সুখীই হউক বা দুঃখীই হউক,

স্বীয় বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবে শাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ সকল দুঃখের আদিকারণ, লোভ হইতে ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম [১] এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রমনিবন্ধন অভ্যাসবর্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। প্রজ্ঞানাশ হইলে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা থাকে না। যাহা হউক, লোকের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপানুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রিয়বস্তুই সুখকর ও অপ্রিয়বস্তুই দুঃখজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অতএব তপস্যার ফল সুখ, আর তপস্যা না করিলে অশেষ কেশ উপস্থিত হয়; অতএব তপস্যা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। নিষ্পাপ তপানুষ্ঠান করিতে পারিলে প্রতিনিয়ত বিবিধ মঙ্গলদর্শন, বিষয়সম্ভোগ ও খ্যাতিলাভ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি ফলার্থী হইয়া সৎপথ পরিত্যাগ করে, তাহার সতত অপ্রিয়সংঘটন, বিষয়সম্ভোগজনিত বিবিধ ক্লেশ ও অপমান উপস্থিত হয়। তপস্যা ও দান প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের কর্ত্তব্যতা সত্ত্বেও মানবগণ অবিহিত কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরয়[নরক]গামী হয়।

'যে ব্যক্তি কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময়, কখনই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত নহেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদজনিত সুখ অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই আবার দুঃখের আবির্ভাব হয়। মোক্ষসুখ চিরস্থায়ী; কিন্তু মূঢ়ব্যক্তিরাই মোক্ষলাভার্থ শমদমাদি গুণ অবলম্বন করে না। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কখনই তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। অনায়াসলভ্য বিষয়সমুদয় উপভোগ ও যত্নপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিরা কখনই তাহার অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হন না। যদি কর্ম্মসমুদয় নশ্বর; অতএব আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যেসকল গৃহস্থ কর্ম্মনিরত, স্বধর্ম্মানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেমন নদনদী প্রভৃতি জলাশয়সকল সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রিমিকগণ গৃহস্থদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

২৯৭তম অধ্যায়
তপোবলে উৎকর্ষ—তপস্যাভাবে অপকর্ষ

"জনক কহিলেন, "ভগবন্! যখন পিতা ও পুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন মানবগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইল? তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন।

"পরাশর কহিলেন, 'রাজর্ষে! পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু তপস্যার অপকর্য্যনিবন্ধন মানবগণের উত্তরোত্তর হীনজাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধার্ম্মিক ও পিতামাতার পাপেই সন্তান অধার্ম্মিক হয়। ধর্ম্মবিদ পণ্ডিতেরা কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রজাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা এই চারি বর্ণ হইতে পৃথক্, তাহাদিগকে

সঙ্করজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পরস্পর সহযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

"জনক কহিলেন, 'ভগবন্! মানবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র লাভ করিল এবং যেসকল মুনি অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বা কিরূপে ব্রাহ্মণত্বলাভ হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

"পরাশর কহিলেন, 'বিদেহরাজ! জন্মনিবন্ধন মহর্ষিদিগের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা তপোবলেই আত্মার উৎকর্য্যসাধন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের পিতারা যেকোন স্থানে তাঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপোবলে তাঁহাদিগের ঋষিত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমন ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভপূর্ব্বক বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমে অঙ্গিরাঃ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূলগোত্র উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্যদ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাধুব্যক্তিগণকর্ত্তৃক অদ্যাপি সেই সমুদয় গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে।'

"জনক কহিলেন, ভগবন! আপনি বর্ণসমুদয়ের বিশেষ ও সামান্য ধর্ম্মসমুদয় পরিজ্ঞাত আছেন, এক্ষণে আমার নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।'

ব্রাহ্মণাদির সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্ম

"পরাশর কহিলেন, 'রাজর্ষে! ব্রাহ্মণের প্রতি গ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন; ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা; বৈশ্যের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের সেবাই প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট চারি বর্ণের বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সবিস্তর সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, পোষ্যবর্গকে যথোচিত অংশ প্রদান, শ্রাদ্ধক্রিয়া, অতিথিসেবা, সত্যানুষ্ঠান, অক্রোধ, স্বীয় পত্নীতে অনুরাগ, শৌচ, অসূয়াপরিত্যাগ, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই কয়েকটি সমুদয় বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদোক্ত ধর্ম্মে ইহাদিগের অধিকার। আছে। কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগকে পতিত হইতে হয়। ধার্ম্মিকগণ স্বধর্ম্মনিরত সাধুব্যক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক উন্নতিলাভ। করিয়া থাকেন। শূদ্রগণ সংস্কারলাভের যোগ্য নহে এবং কুকর্ম্মনিবন্ধন তাহাদিগকে পতিত হইতেও হয় না। তাহারা অনৃশংসতাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে তাহাদিগের অধিকার নাই। বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ অনৃশংসতাদি ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আমিও ঐরূপ শূদ্রকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। শূদ্রগণ উন্নত হইবার মানসে সাধুবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত পুষ্টিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ইতরব্যক্তিরা যেরূপ সদ্ব্যবহার অবলম্বন করে, ইহলোকে তদনুরূপ সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।'

‘জনক কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য কি কর্ম্মপ্রভাবে হীনদশা প্রাপ্ত হয় না, জন্মনিবন্ধন উহার হীনত্বলাভ হইয়া থাকে? তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।’

“পরাশর কহিলেন, ‘রাজর্ষে! কর্ম্ম ও জন্ম এই উভয়দ্বারাই লোকের হীনদশা উপস্থিত হয়। ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মই হীনত্বের প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি নীচজাতি হইয়াও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রধান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াও কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।’

“জনক কহিলেন, ‘ভগবন! কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সর্ব্বদা হিংসাবিহীন হইয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।’

“পরাশর কহিলেন, ‘বিদেহরাজ! মনুষ্য যে কার্য্যদ্বারা প্রাণীর হিংসা না করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সন্তাপবিহীন ও শ্রেষ্ঠপদে সমারূঢ় হইতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভজনক পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শ্রদ্ধাবান, বিনয়ান্বিত, দমগুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ অধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্যকরূপে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে সকল বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।”

২৯৮তম অধ্যায়

ব্যক্তিভেদে কর্ত্তব্যের বিভিন্নতা

“পরাশর কহিলেন, “হে মহারাজ। ইহলোকে যাহারা ভক্তিবিহীন, তাহারা কখনই পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী ও সুহৃদগণের সেবাজন্য ফললাভে সমর্থ হয় না, যাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান, প্রিয়বাদী এবং তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠান তৎপর ও বশবর্ত্তী হয়, তাহারাই ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে। পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা জ্ঞানকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন ও উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরমপদ অধিকার করেন।

‘যে নরপতি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া শরানলে শলভবৃত্তি [পতঙ্গচেষ্টা—ফড়িং যেমন আগুনের মুখে ঝাপাইয়া পড়ে, রাজাও তদ্রূপ যুদ্ধাদি বিপদের মধ্যে অগ্রসর হইবেন] অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে দেবদুর্ল্লভ লোকে গমন করিয়া স্বর্গসুখসম্ভোগে সমর্থ হয়েন।

‘শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টশস্ত্র [অস্ত্রহীন], রোরুদ্যমান [অতিশয় ক্রন্দনপরায়ণ], সমপরাঙ্মুখ, সহায়বিহীন, উদ্যোগশূন্য, রোগী, শরণাপন্ন বালক ও বৃদ্ধকে প্রহার করা কদাপি বিধেয় নহে। সমরস্থলে সহায়সংযুক্ত, যুদ্ধার্থ সমুদ্যত, সমকক্ষ, প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করাই নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে বিনাশই প্রশংসনীয়। ভয়বিহ্বল নীচব্যক্তির হস্তে প্রাণপরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। পাপানুষ্ঠাননিরত দুরাত্মাদিগের

হস্তে নিহত হইলে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হয়। কালসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহার পরমায়ু থাকে, তাহাকে কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না।

'মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অন্য ব্যক্তির প্রাণহিংসাদ্বারা অপত্যাদির জীবনরক্ষা করিতে উদ্যত হইলে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বব তাঁহাদিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মুমূর্ষ গৃহস্থমাত্রেরই তীর্থস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হওয়া উচিত। আয়ুঃশেষ হইলে কেহ কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ বা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। দেহিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা পুনর্ব্বার দেহ লাভ করে। যেমন এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করা যায়, তদ্রূপ জীব কর্ম্মপথদ্বারা পুনর্ব্বার এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীব যোগযুক্ত হইলে তাহার ক্রমশঃ মুক্তিলাভ হয়।

'অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা দেহকে শিরা, স্নায়ু ও অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ, বিকৃত ও অপবিত্র পদার্থে পরিব্যাপ্ত, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ক অধিষ্ঠিত এবং ত্বকদ্বারা আবৃত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যখন জীব দেহকে পরিত্যাগ করে, তখন উহা নিশ্চেষ্ট ও বিচেতন হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয় এবং জীব আপনার কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। দেহত্যাগের পর জীবাত্মা কিয়ৎকাল যাতনা-দেহ আশ্রয় করিয়া বিমানচারী মেঘের ন্যায় পরিভ্রমণ করে এবং তৎপরে পুনর্ব্বার অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মা সর্ব্বশরীরে সমভাবে অবস্থান করিলেও উপাধিভেদে প্রাণীগণের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ প্রাণীর মধ্যে জঙ্গম, জঙ্গমমধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞানবান, জ্ঞানবানদিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে মানাপমানে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ।

'যাহারা ইহলোকে স্ব স্ব গুণানুসারে নশ্বর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশ্যই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। যে মহাত্মা কাহাকেও ক্লেশ প্রদান না করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্রে ও পবিত্রমুহূর্তে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাকেই পুণ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষভোজন, উদ্বন্ধন বা অগ্নিপ্রবেশদ্বারা যাহাদিগের মৃত্যু হয় এবং যাহারা দস্যু-হস্তে নিপতিত বা হিংস্রজন্তুকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুকে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অতি উৎকৃষ্ট পীড়াদিদ্বারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাপি ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ ঊর্দ্ধদেশ, যাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কার্য্যেই নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ মধ্যদেশ এবং যাহারা কেবল পাপকর্ম্মে নিরত থাকে, তাহাদিগের প্রাণ অধোদেশ, ভেদপূর্ব্বক বহির্গত হইয়া থাকে।

'মনুষ্য অজ্ঞানকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; অতএব অজ্ঞানের তুল্য শত্রু আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি ঐ শত্রুকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বেদধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধদিগের উপাসনা করেন, তিনিই প্রজ্ঞা-শরদ্বারা উহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানবান ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল বেদাধ্যয়ন, তৎপরে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে পুত্রাদির প্রতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভারার্পণপূর্ব্বক মোক্ষলাভের নিমিত্ত অরণ্য আশ্রয় করিবেন। আত্মাকে এককালে উপভোগবিহীন করিয়া অবসন্ন করা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে।

মানুষজন্মের প্রশংসা

'অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করা অপেক্ষা মনুয্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চণ্ডালত্বলাভ করাও শ্রেয়ঃ । আত্মা যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ইহলোক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই যোনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ যাহাতে কোনক্রমেই মনুষ্যযোনি হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়েন, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান হইয়া বেদপ্রমাণানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া, কামপরায়ণ হইয়া মনুষ্যের দ্বেষ ও ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সমুদয় কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে মহাত্মারা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিষয়দর্শনে বিমুখ ও শান্তস্বভাব হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে প্রাণীগণকে দর্শন, অন্নদান, তাহাদিগের প্রতি প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে পরলোকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সরস্বতী, নৈমিষ ও পুষ্কর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ পুণ্যতীর্থসমুদয়ে গমনপূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন ও তপস্যাদ্বারা দেহের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া ধনদান করা মনুষ্যগণের নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা স্বীয় গৃহে প্রাণপরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও যানদ্বারা শ্মশানে নীত করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহ করা আত্মীয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ আপনাদিগের হিতসাধনার্থই যজ্ঞ, পুষ্টিজনক ক্রিয়া, যজন, দান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সৎকার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুণ্যবানদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে।'

"হে যুধিষ্ঠির। পূর্ব্বকালে মহাত্মা পরাশর বিদেহরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উপদেশপ্রদান করিয়াছিলেন।"

২৯৯তম অধ্যায়

সংসারের অনাসক্তি মোক্ষের মূল

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মিথিলাধিপতি জনক পুনরায় সব্বধর্ম্মবেত্তা মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! ইহলোকে কোন্ পদার্থ শ্রেয়ঃসাধন? সদ্গতি কি? কি কার্য্যের বিনাশ নাই ও কোন যানে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

“পরাশর কহিলেন, ‘রাজন্! সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়োলাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সৎপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার বিনাশ নাই এবং অভয়প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের একান্ত আসক্ত হইতে পারিলেই পরমস্থানলাভ হয়; তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি সৎপাত্রে সহস্র সহস্র গাভী ও শত শত অশ্ব প্রদান করে, তাহার সমুদয় জীব হইতে অভয়লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা প্রভূত বিষয়মধ্যে অবস্থান করিয়াও কদাপি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, কিন্তু অবোধ মূঢ়ব্যক্তিরা অতি অল্পমাত্র বিষয়েই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে। অধর্ম্ম পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় কখনই জ্ঞানবান ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না; কিন্তু উহা কাষ্ঠসংশ্লিষ্ট জতুর [লাক্ষার—দাহ্যপদার্থ] ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিকে অনায়াসে আশ্রয় করিয়া থাকে। অধর্ম্ম কদাপি কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না, যথাকালে অবশ্যই তাঁহাকে সেই অধর্ম্মজন্য ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু আত্মদর্শী সাধুদিগের কখনই কর্ম্মজন্য ফলভোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমুদয়ের গতি অবগত হইতে অসমর্থ এবং সুখের সময় নিতান্ত হৃষ্ট ও দুঃখের সময় একান্ত কাতর হয়, তাহার নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বীতরাগ ও জিতক্রোধ হয়েন, বিষয়মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। নদীমধ্যে সেতু নিবদ্ধ হইলে যেমন ঐ সেতু ভগ্ন না হইয়া স্রোতের বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তদ্রূপ লোক বিষয়ে আসক্ত না হইয়া বেদানুশাসনে নিবদ্ধ হইলে তাহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না, প্রত্যুত তপস্যার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যের তেজ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ চিত্তের একাগ্রতা যোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেমন তিলমধ্যে বারংবার সুগন্ধি পুষ্প নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ সুগন্ধের আতিশয্য হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যদিগের বারংবার সাধুসংসর্গনিবন্ধন ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সম্পত্তি, পদ, যান, স্ত্রী ও বিবিধ সৎক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বাসনা লেশমাত্র থাকে না। আর যাহারা বিবিধ বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া আপনাদিগের হিতচিন্তায় নিতান্ত অসমর্থ হয়, তাহারা আমিষলোলুপ মৎস্যের ন্যায় বিষয়ে একান্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে।

‘পরস্পরের উপকারতৎপর হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্যসমুদয় কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার। ইহারা নৌকার ন্যায় সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কালনিশ্চয় নাই। মৃত্যু কালপ্রতীক্ষা করে না; সকলকেই কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব সর্ব্বদাই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অন্ধ ব্যক্তি যেমন অভ্যাসবশতঃ অলক্ষিত পথে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যোগযুক্তচিত্তে অনায়াসে অগোচর জ্ঞানপথে গমন করিতে পারেন। জন্মগ্রহণ করিলে জীবকে মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে হয়। জন্মমৃত্যুর অধিকৃত যাহারা মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই সুখলাভ করেন। যাহারা অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; আর যাঁহারা একেবারে সর্ব্বত্যাগী হয়েন, তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানদ্বারা অন্যের হিতানুষ্ঠান করা যায়; কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিলে আপনারই মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। মৃণাল যেমন উৎপাটিত হইলে কর্দ্দমের সহিত

তাহার সংস্রব থাকে না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক এককালে রহিত হইয়া যায়। মন আত্মাকে যোগোন্মুখ করে। আত্মা যোগোন্মুখ হইলেই যোগী মনকে আত্মায় লীন করেন। এইরূপে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারিলেই উপাধিবিহীন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হয়। যাহারা যোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ও দেহপোষণ স্বকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হয়। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে অধোগতি, তির্য্যগযোনি ও স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা তপস্যাদ্বারা পরিপক্বদেহে অবস্থিত হইলে অনায়াসে পক্ক মৃন্ময়পাত্রস্থ দ্রবদ্রব্যের ন্যায় বহুকালস্থায়ী অদৃষ্টদ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে।

ত্যাগধর্ম্ম বাসনাত্যাগে সংসারনিবৃত্তি

"যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই পরলোকে ভোগসুখে বঞ্চিত হইতে হয়, আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়সুখে অভিভূত না হয়েন, তিনিই পরলোকে পরম সুখ অনুভব করিতে পারেন। জন্মান্ধ যেমন পথদর্শনে অক্ষম, তদ্রূপ শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ়ব্যক্তিরা অজ্ঞাননীহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমার্থদর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া থাকে। বণিকেরা যেমন সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া আপনাদিগের মূলধনানুরূপ অর্থলাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণীগণ এই সংসারমধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মের সেইরূপ গতিলাভ করিয়া থাকে। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তদ্রূপ মৃত্যু এই অহোরাত্রপরিব্যাপ্ত লোকে জরারূপে পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রাণীগণকে গ্রাস করিতেছে। মানবগণ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যেরই ফলভোগ করিয়া থাকে, ইহলোকে কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম ব্যতীত অণুমাত্র প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য কি শয়ান, কি গমনে প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়াসক্ত যে-কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, তাহার অনুষ্ঠিত শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমুদয় সততই তাহাকে ফল প্রদান করিতেছে। যে ব্যক্তি সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পার হইতে ইচ্ছা না করে, তাহাকে যেমন মহার্ণবে নিপতিত হইতে হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানবলে এই সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম বাসনা না করেন, তাঁহাকে আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। ধীবন যেমন স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে রজ্জুদ্বারা জলে অবসন্ন অর্ণবপোত [নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি সমুদ্রযান] উদ্ধার করে, তদ্রূপ মন সত্ত্বগুণে অভিনেবেশদ্বারা সংসারে নিমগ্ন দেহাভিমানী জীবকে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যেমন নদীসমুদয় সাগরে মিলিত হয়, তদ্রূপ যোগসময়ে মন মূল প্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মানবগণ অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন ও বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়াই সলিলস্থিত বালুকাময় গৃহের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। যে ব্যক্তি শরীরকে গৃহ ও শৌচকে তীর্থ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করেন, সেই ব্যক্তিই উভয়লোকে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

'অগ্নিহোত্রাদি বিস্তর কার্য্য ক্লেশকর। ঐ সমস্তদ্বারা কেবল শারীরিক সুখ উৎপন্ন হয়; কিন্তু একমাত্র সর্ব্বত্যাগই আত্মার সুখলাভের কারণ, সন্দেহ নাই। মনুষ্য যত দিন পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে পারে, ততদিন মিত্রবর্গ, জ্ঞাতি, পুত্র, কলত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনগণ তাহার অনুগত থাকে; অতএব যোগমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিবারপালনের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

‘পিতামাতা হইতে পরলোকের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। প্রাণীগণ স্বীয় কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। কেবল দানই মনুষ্যের স্বর্গপ্রাপ্তির পাথেয় সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ সুবর্ণরেখার ন্যায় দেখিতে সুন্দর; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্যসমুদয় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্তরাত্মা উপস্থিত কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত হইয়া উহার অনুরূপ ফলভোগের নিমিত্ত বুদ্ধিকে বিবিধ কার্য্যে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি সহায়বান্ ও উদ্‌যোগী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্য্যই কখন নিষ্ফল হয়না। কিরণজাল যেমন সূর্য্য হইতে কদাপি অন্তর্হিত হয়না, তদ্রূপ শ্রী কখনই একাগ্রচিত্ত উদযোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আস্তিক্য, উদ্‌যোগ, গর্ব্বপরিত্যাগ, উপায় ও বুদ্ধিদ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। সমুদয় প্রাণীই গর্ভবাসকালে আপনাদিগের পূর্ব্বজন্মর্জ্জিত শুভাশুভ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু যেমন কাষ্ঠচূর্ণকে অন্যত্র নীত করে, তদ্রূপ অনিবার্য্য মৃত্যু জীবননাশক কালকে সহায় করিয়া প্রাণীগণকে লোকান্তরে লইয়া যায়। মানবগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্যাদারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রপৌত্র প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

“হে ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য রাজর্ষি জনক মহাত্মা পরাশরের নিকট এইরূপ যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।”

৩০০তম অধ্যায়
সৎকর্ম্ম নির্ণয়—হংসরূপী ব্রহ্মার উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সত্য, দম, ক্ষমা, প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন; এক্ষণে ঐ সমূদয় বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পূর্ব্বকালে সাধ্যগণের সহিত হংসের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদী অনাদিনিধন [আদি-অন্তহীন] ভগবান্ প্রজাপতি সুবর্ণময় হংসমূর্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্যগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সাধ্যগণ সেই হংসকে অবলোকনপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘বিহগরাজ! আমরা সাধ্যদেব; তোমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তুমি মোক্ষধর্ম্মকুশল, পণ্ডিত, ধীরপ্রকৃতি ও বচন রচনাচতুর; অতএব ইহলোকে কোন্ কার্য্যে তোমার মন অনুরক্ত হইয়াছে এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমুদয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন কর; আমরা তাহারই অনুষ্ঠান করিব।’

“তখন সেই হংসরূপী ভগবান্ প্রজাপতি সাধ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘দেবগণ! আমি শুনিয়াছি, তপস্যা, দমগুণাবলম্বন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ ও চিত্তজয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হৃদয়গ্রন্থি[৩]সমুদয় মোচনপূর্ব্বক প্রিয় বিষয়ে হর্য্য ও অপ্রিয় বিষয়ে বিবাদ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্যপ্রয়োগ ও নীচব্যক্তির নিকট

প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। যে বাক্যে অন্যের মনোব্যথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বদন হইতে বাকশল্য বিনির্গত হইলেও তন্নিবন্ধন দিবানিশি অনুতাপ করিতে হয়; অতএব কুবাক্য পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ইতর ব্যক্তি পণ্ডিতের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করাই পণ্ডিতের উচিত। কারণ, অন্যে রোষিত করিবার চেষ্টা করিলে যিনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তকৃত পুণ্যের অধিকারী হয়েন।

'হে সাধুগণ! কেহ আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ বা আমাকে নিপীড়িত করিলে আমি কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি। সাধুব্যক্তিরা ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদের ফল সত্য, সত্যের ফল দমগুণ এবং দমগুণের ফল মোক্ষ। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা [প্রতিকারের ইচ্ছা], উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, আমি তাহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকি। ক্রোধনস্বভাব অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কেহ আক্রোশ করিলে যিনি তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়া ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে পারেন, তিনি আক্রোশকর্ত্তার সমুদয় পুণ্যসংগ্রহে সমর্থ হয়েন; আর আক্রোশকর্ত্তাকে আপনার কুকার্য্যনিবন্ধন প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা স্তুতিবাদ করিলে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং প্রহার করিলে প্রতি প্রহার বা প্রহারকার অনিষ্ট বাসনা না করেন, তিনিই দেবতাদিগের সালোক্যলাভে সমর্থ হয়েন। পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়; তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে।

'আমার সমুদয় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে; তথাপি আমি সর্ব্বদা সাধুগণের সেবা করিয়া থাকি। আমার কার্য্যবাসনা বা রোষের লেশমাত্রও নাই। ধন হস্তগত হইলেও আমি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই না এবং ধনলাভার্থে কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না। আমাকে কেহ অভিসম্পাত করিলে আমি তাহাকে শাপপ্রদানে প্রবৃত্ত হই না। দমগুণই পুণ্যের দ্বারস্বরূপ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে।

'কোন জন্তুই মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ধীর ব্যক্তিরা মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব ধৈর্য্যগুণপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ কবিয়া থাকেন। সমুদয় লোকে যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের স্তম্ভের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অর্চ্চনা এবং যাঁহার প্রতি সকলেই প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে, তিনি সংযমপ্রভাবে অনায়াসে দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। স্পর্দ্ধাবান ব্যক্তিরা মানবগণের দোষ দর্শন করিবামাত্র উহা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যেমন ব্যগ্র হয়, গুণ দর্শন করিলে তাহা কীর্ত্তন করিতে, সেরূপ ব্যগ্র হয় না। যিনি বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ, তপস্যা ও দানজনিত ফললাভে সমর্থ হয়েন। মূঢ়ব্যক্তিরা আক্রোশ বা অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অনুরূপ বাক্যদ্বারা তাহাদিগকে নিন্দা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা অপমানকে অমৃতের ন্যায়

জ্ঞান করিয়া পরমসুখে নিদ্রাগত হইতে পারেন; কিন্তু অবমন্তাকে [অপমানকারীকে] অবমাননাবিন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়।

'ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে মৃত্যু ঐ সমুদয় কর্ম্মের ফল হরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমুদয় পরিশ্রমই নিষ্ফল হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহার উপস্থ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটি সুরক্ষিত থাকে, তাঁহাকে ধার্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়নিরত, পরধনে নিস্পৃহ ও সত্বভাবসম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, সরলতা, অনৃশংসতা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বৎস যেমন গাভীর চারি স্তন হইতে দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণেই অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

'সত্যের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। আমি দেবলোক ও মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করিয়া কহিতেছি যে, অর্ণবপোত যেমন সমুদ্রপারের একমাত্র উপায়, তদ্রূপ সত্যই স্বর্গগমনের একমাত্র সোপানস্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যেরূপ লোকের সহবাস, যেরূপ লোকের উপাসনা ও যেরূপ হইবার বাসনা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেবগণ সর্ব্বদাই সাধুদিগের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সাধুগণ লৌকিক বিষয় দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি সমুদয় বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু; বায়ু বা চন্দ্র কখনই তাহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে ব্যক্তির হৃদয়স্থ জীব রাগদ্বেষশূন্য হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন। আর যে ব্যক্তি শিশ্নোদরপরায়ণ, তস্কর ও অপ্রিয়বাদী, সে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতারা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি, সর্ব্বভোজী, দুষ্কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই দেবগণকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। বাচালের ন্যায় অনর্থক বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়। আবার সেই ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

"সাধ্যগণ কহিলেন, 'বিহগরাজ! লোকসমুদয় কোন্ পদার্থে সমাবৃত ও কি কারণে অপ্রকাশিত থাকে, কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে আর কি নিমিত্তই বা স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয় না, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।'

"হংস কহিলেন, 'সাধ্যগণ! মনুষ্যেরা অজ্ঞানদ্বারা সমাচ্ছন্ন, মাৎসর্য্যনিবন্ধন অপ্রকাশিত, লোভবশতঃ মিত্রত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গদোষেই স্বর্গগমনে অসমর্থ হইয়া থাকে।'

"সাধ্যগণ কহিলেন, 'হে হংস! ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, কোন্ ব্যক্তি মৌনাবলম্বী হইয়া বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং কোন্ ব্যক্তি, কাহারও সহিত কলহ করেন না, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।'

"হংস কহিলেন, 'সাধ্যগণ! ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সতত পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারে, এ ব্যক্তিই দুর্ব্বল হইয়াও

বলবান বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহারও সহিত বিরোধ করেন না।'

'সাধ্যগণ কহিলেন, "বিহগরাজ! ব্রাহ্মগণের দেবত্বসাধক কি, সাধুত্বসাধক কি, অসাধুত্বসাধক কি এবং মনুষ্যত্বসাধকই বা কি, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

"তখন হংসরূপী ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে সাধ্যগণ! বেদপাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব, ব্রত উহাদের সাধুত্ব, অপবাদ উহাদের অসাধুত্ব এবং মৃত্যু উহাদের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে।"

"হে ধর্ম্মরাজ। আমি তোমার নিকট হংস ও সাধ্যগণের এই উৎকৃষ্ট কথোপকথন কীর্ত্তন করিলাম। বস্তুতঃ দেহই কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান এবং জীবই সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

৩০১তম অধ্যায়
সাঙ্খ্য ও যোগবিষয়ক বিচার-মীমাংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই; অতএব আপনি সাঙ্খ্যমত ও যোগ এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা সাঙ্খ্যের এবং যোগীরা যোগেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন; কিন্তু সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঐ মুক্তিলাভকে সাঙ্খ্যমতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করে। হে ধর্ম্মরাজ! এই উভয়বিধ যুক্তি, উভয়পক্ষসমর্থক হিতবাক্য ও শিষ্টব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করা ভবাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও সাঙ্খ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ। এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধুসম্মত। শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। এই উভয় মতেই পবিত্রতা অবলম্বন, জীবগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও বিবিধ ব্রতধারণ করা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান নহে।'

যোগবলের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যখন উভয় মতেই ব্রত, শৌচ ও দয়া তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং উভয় মতেরই ফল সমান হইল, তখন ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান হইল না কেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মানবগণ যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যসমুদয় যেমন জালবিদারণপূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবেশ করে এবং বলবান্ মৃগগণ যেমন বাগুরা [পাশ —বন্ধনরজ্জু] ছিন্ন করিয়া নিরাপদ পথে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ যোগবলান্বিত যোগিগণ লোভজনিত বন্ধনসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক যোগবলে অনায়াসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু যে যোগিগণের যোগবল না জন্মে, তাহাদিগকে বাগুরাপতিত দুর্ব্বল মৃগের ন্যায়, জালনিবদ্ধ বলহীন মৎস্যের ন্যায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণবল বিহঙ্গমের ন্যায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। যোগবলই মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়। যোগবলবিহীন যোগীরা বৃহত্তর কাষ্ঠসমাক্রান্ত অল্পমাত্র অগ্নির ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যেসকল যোগী যোগবলসম্পন্ন, তাহারা অনায়াসে সমীরণসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, কল্পান্তকালীন মার্কণ্ডের ন্যায় সমুদয় জগৎ দগ্ধ করিতে পারেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যেমন স্রোতঃ প্রভাবে দূরে অপনীত হয়, তদ্রূপ যোগবলবিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগীরা বিষয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু স্রোত যেমন

মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয়সমুদয় যোগসম্পন্ন যোগীদিগকে কোনক্রমেই বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। যোগবলান্বিত মহাত্মারা কাহারও বশীভূত না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাভূতগণের অধরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ভীমপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পারেন। যোগবলান্বিত যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্যমাত্র লাভ করিয়া নিরস্ত হয়েন, আর কেহ কেহ সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া থাকেন। সংসারপাশচ্ছেদনে সমর্থ, যোগবলপরিপূর্ণ যোগীরা অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

যোগীর সমাধি-অবস্থা—জীব ব্রহ্মের ঐক্য

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যোগবলের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আত্মসমাধি ও যোগধারণাবিষয়ক সূক্ষ্ম নিদর্শনসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিরা যেমন অপ্রমত্ত ও সমাহিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, তদ্রূপ যোগিগণ অনন্যমনে যোগসাধন করিয়াই মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। লোকে যেমন স্নেহপূর্ণ পাত্র মস্তকে সংস্থাপিত করিয়া অনন্যমনে সোপানে আরোহণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি সাবধান হইয়া আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, নির্ম্মল ও নিশ্চল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগসম্বন্ধীয় উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। কর্ণধারগণ যেরূপ সতর্কচিত্তে অবিলম্বে অর্ণবগত পোত লইয়া পরপার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগবিৎ মহাত্মারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত ঐক্য করিয়া দুর্ল্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। সারথি যেমন রথে লক্ষণাক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সত্বর রথীকে অভীষ্টদেশে লইয়া যায়, তদ্রূপ যোগিগণের মন ইন্দ্রিয়সমুদয়ের সাহায্যে তাঁহাদের দেহস্থিত আত্মাকে পরমস্থানে নীত করে। সুশিক্ষিত রথীর হস্তনির্ম্মুক্ত শর যেমন লক্ষ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যোগবলসমন্বিত যোগীর আত্মা অচিরাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজনপূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন করিতে পারেন, তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানীদিগের লভ্য সনাতন মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়েন। যে যোগী অহিংসাদি ব্রতপরায়ণ হইয়া নাভি, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই সমুদয় স্থানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে সম্যকরূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি রাশি রাশি পুণ্যপাপ দগ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।"

যোগিগণের আহারাদি আচরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যোগশীল মহাত্মারা কীদৃশ আহার করিলে ও কি কি জয় করিতে পারিলে যোগবল লাভ করিতে পারেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যোগিগণের মধ্যে যাঁহারা তৈলঘৃতাদি-ভক্ষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিলকল্ক ও তণ্ডুলকণা আহার করেন, যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দিবাভাগের মধ্যে একবারমাত্র রূক্ষ [শুষ্ক-নির্জিব] যবান্ন ভোজন করেন, যাঁহারা দুগ্ধমিশ্রিত জল পান করিয়া ক্রমে ক্রমে এক দিন, এক পক্ষ, এক মাস, এক ঋতু ও এক সংবৎসর যাপন করিতে

পারেন এবং যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ এক মাস উপবাসী থাকিতে পারেন, তাঁহারাই যোগবল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বিষয়রাগবিহীন যোগশীল মহাত্মারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ভয়, শোক, শ্বাস, শব্দাদি বিষয়, তৃষ্ণা, অপ্রীতি, স্পর্শসুখ, নিদ্রা ও তন্দ্রা পরাজয়পূর্ব্বক বুদ্ধিপ্রভাবে ধ্যান ও অধ্যয়নদ্বারা পরমাত্মাকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এই যোগমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন ব্যক্তিই অনায়াসে এই পথে গমন করিতে পারেন না। যেমন দুই একজন যুবা পুরুষ বিবিধ সর্প, কণ্টক, দগ্ধবৃক্ষ, গর্ত্ত ও তস্করে সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যপথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন, তদ্রূপ দুই একজন যোগশীল ব্রাহ্মণ। অব্যাঘাতে [বিনা বাধায়] যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

"যোগপথে অনেক বিঘ্ন আছে, এই নিমিত্ত সমুদয় যোগী উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না। বরং সুশাণিত ক্ষুরধার অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করা যায়, কিন্তু যোগধারণা অবলম্বন, করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কর্ণধারবিহীন অর্ণবপোত যেমন আরোহী পুরুষদিগকে অর্ণবমধ্যে বিপদ্গ্রস্ত করে, তদ্রূপ অসাধু ব্যক্তির আচরিত যোগধারণা তাহাকে বিপদসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা বিধিপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই জন্মমরণ ও সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন। আমি তোমার নিকট বিবিধ যোগশাস্ত্রনিষ্পন্ন যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই যোগধর্ম্মে দ্বিজাতিগণেরই অধিকার আছে। ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াই যোগের পরম ফল। যোগিগণ যোগবলে রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, ষড়ানন, ব্রহ্মার কপিলাদি ছয় পুত্র, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, মূলপ্রকৃতি, বরুণের পত্নী সিদ্ধিদেবী, সমুদয় তেজ, সুমহৎ ধৈর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণমণ্ডিত নির্ম্মল আকাশ, বিশ্বদেবগণ, পিতৃলোক এবং যাবতীয় শৈল, সাগর, নদী, পবন, দিক, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, স্ত্রী ও পুরুষে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ঐ সমুদয় হইতে বহির্গত হইতে পারেন। ঈশ্বরবিষয়ক কথার আন্দোলন করিলে অবশ্যই শুভফলাফল হয়। যোগিগণ ঈশ্বরোপাসনাপ্রভাবেই সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণস্বরূপ হইয়া অনায়াসে সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।"

৩০২তম অধ্যায়
সাঙ্খ্যমতের সারসঙ্কলন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার নিকট সাধুসম্মত যোগমার্গ বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে সাঙ্খ্যমতানুযায়ী বিধিসমুদয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! কপিলাদি মহর্ষিগণ এই সূক্ষ্ম সাঙ্খ্যমত যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সাঙ্খ্যমত অভ্রান্ত ও বহুবিধ গুণযুক্ত। ইহাতে দোষের লেশমাত্র নাই। যাঁহারা জ্ঞানবলে মানুষ, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, তির্য্যযোনি, গরুড়, বায়ু, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, অসুর, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগী ও প্রজাপতিগণের এবং ব্রহ্মার বিষয়সমুদয় সদোষ বলিয়া বিবেচনা করেন, যাঁহারা জীবিতকাল, সুখের যথার্থ তত্ত্ব, বিষয়াভিলাষী, তির্য্যযোনিসম্ভূত ও নরকনিপতিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ এবং স্বর্গ, বৈদিক কার্য্য, জ্ঞানযোগ, যোগ ও সাঙ্গণের গুণদোষসমুদয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন; যাঁহারা আনন্দ, প্রীতি, উদ্বেগ, খ্যাতি, পুণ্যশীলতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, সরলতা, দানশীলতা ও ঐশ্বর্য্য এই দশগুণযুক্ত সত্ত্বগুণ,—আত্মতত্ত্ববোধ, নির্দ্দয়তা, সুখদুঃখসেবা, ভেদ, পুরুষত্ব, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ও দ্বেয় এই নবগুণযুক্ত। রজোগুণ,—মোহ, মহামোহ, তম, তামিস্র, অন্ধতমিস্র, নিন্দা, প্রমাদ ও আলস্য এই অষ্টগুণযুক্ত তমোগুণ,—অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দযুক্ত বুদ্ধি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত মন এবং বায়ু প্রভৃতি চারিভূতযুক্ত আকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হয়েন; যাঁহারা মতান্তরোক্ত সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ এই চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত বুদ্ধি,অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও বিপরীতপ্রতিপত্তি এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত তমোগুণ,—প্রবৃত্তি ও দুঃখ এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত রজোগুণ এবং প্রকাশরূপ একমাত্র গুণযুক্ত সত্ত্বগুণের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াও প্রলয় ও আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনে সমর্থ হয়েন; তাঁহারাই মঙ্গলকর মোক্ষপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। রূপ দৃষ্টিকে, গন্ধ ঘ্রাণকে, শব্দ কর্ণকে, রস জিহ্বাকে, স্পর্শ ত্বকে, বায়ু আকাশকে, মোহ তমোগুণকে, লোভ অর্থকে, বিষ্ণু গমনকে, ইন্দ্র বলকে, অনল জঠরকে, পৃথিবী সলিলকে, সলিল তেজকে, তেজ বুদ্ধিকে, বুদ্ধি বায়ুকে, বায়ু আকাশকে, আকাশ মহত্তত্ত্বকে, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিকে, বুদ্ধি তমোগুণকে, তমোগুণ রজোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ আত্মাকে, আত্মা দেবদেব নারায়ণকে এবং নারায়ণ মোক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

“মোক্ষ কাহারও আশ্রিত নহে। এই বিষয়ে বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া মোক্ষার্থীদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এই বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হয়েন এবং যিনি সত্ত্বগুণের কার্য্য, ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শগুণে পরিবৃত মানবদেহ, দেহসমাশ্রিত স্বভাব ও চেতনা, উদাসীনস্বরূপ পাপবিহীন পরমাত্মা, পুণ্যপাপের ফলভোগী জীবাত্মা, আত্মসমাশ্রিত ইন্দ্রিয় ও বিষয়সমুদয়, মোক্ষের দুর্ল্লভ,-প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং অধঃস্থিত ও ঊর্দ্ধগত এই সপ্তবিধ বায়ুর গতি,—প্রজাপতি ও ঋষিদিগের চরিত্র, পুণ্যের বিবিধ পথ, সপ্তর্ষি,

রাজর্ষি, সুরর্ষি ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মর্ষিদিগের কালক্রমে ঐশ্বর্য্যনাশ,—প্রাণীগণের বিনাশ, পাপাত্মাদিগের অশুভ গতি, বৈতরণীনদীতে নিমগ্ন পতিত ব্যক্তিদিগের দুর্গতি, বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ,শ্লেষ্ম, মূত্র পুরীষ, শোণিত, শুক্র, মজ্জা ও স্নায়ুপরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় গর্ভে বাস,—শিরাশতসমাকীর্ণ অপবিত্র নবদ্বারপুরে অবস্থিত আত্মার বিবিধ যোগ,—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাদিগের নিন্দিত মোক্ষবিরোধী ব্যবহার, রাহুকর্ত্তৃক চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রাস, তারা ও নক্ষত্রগণের পরস্পর হিংসা, বাল্যনিবন্ধন মোহ [বাল্যকালের বুদ্ধির তুল্য], দেহের ক্ষয়, রাগ ও মোহাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষণিক সত্ত্বগুণ আশ্রয়, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনের মোক্ষবুদ্ধি অবলম্বন, অলব্ধ পদার্থে অনুরাগ, লব্ধ বস্তুতে ঔদাসীন্য, বিষয়ের বন্ধহেতু, মৃতপুরুষদিগের দেহ, প্রাণীদিগের গৃহে অবস্থান ও দুঃখ, ব্রহ্মহত্যাকারী, পতিত, পামর, গুরুদারাপহারী, দুরাত্মা, সুরাপাননিরত ব্রাহ্মণগণের নরকগমন, মাতৃসেবাবিহীন, দেবার্চ্চনপরাঙ্মুখ, অশুভকর্ম্মনিরত ও তির্য্যগযোনিগত প্রাণীগণের নানাবিধ দুর্গতি, বেদসমুদয়ের তত্ত্ব, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবসের ক্ষয়, চন্দ্র, সমুদ্র ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি, সংযোগ, যুগ, পর্ব্বত, নদী ও বণর্সমুদয়ের ক্ষয়, মনুষ্যগণের জরা, মৃত্যু, জন্ম, দুঃখ ও দেহদোয দুর্গন্ধ এবং স্বীয় আত্মা ও দেহের দোষসমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়েন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মনুষ্যের দেহে কোন্ কোন্ দোষ বিদ্যমান আছে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! কপিলমতানুযায়ী সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় প্রাণীর শরীরেই কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পাঁচ দোষ বিদ্যমান আছে। ক্ষমাশীল হইলে ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগী হইলে কামকে, সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে নিদ্রাকে, অপ্রমত্ত হইলে ভয়কে ও অল্পাহারনিরত হইলে শ্বাসকে জয় করিতে পারা যায়। বিজ্ঞতম সাঙ্খাচার্য্যগণ গুণসমুদয়দ্বারা গুণ, দোষসমুদয়দ্বারা দোষ ও কারণসমুদয়দ্বারা কারণসমুদয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানযোগপ্রভাবে এই সংসারকে সলিলফেনের ন্যায় বিনশ্বর, বিষ্ণুর মায়ায় সমাচ্ছন্ন চিত্রিত ভিত্তির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, তৃণের ন্যায় অসার, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবরের ন্যায় ভয়ঙ্কর, সুখবিহীন, অবশীভূত, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া অপত্যস্নেহাদি পরিত্যাগ এবং তপোরূপ দণ্ড ও জ্ঞানরূপ শস্ত্রদ্বারা সত্ব, রজ ও তমোগুণ-সমুৎপন্ন গুণ-দোষ সমুদয় উচ্ছেদপূর্ব্বক সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

“সংসারসমুদ্র নিরন্তর দুঃখরূপ জল, চিন্তা ও শোকরূপ মহাহ্রদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ জলজন্তু, মহাভয়রূপ মহাসর্প, তমোগুণরূপ কুর্ম্ম, রজোগুণরূপ মৎস্য, স্নেহরূপ পঙ্ক, জরারূপ দুর্গমস্থান, কর্ম্মরূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ মহা তরঙ্গ, বিবিধ রস ও প্রীতিরূপ মহারত্ন, দুঃখ ও জ্বররূপ বায়ু, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহাবর্ত্ত, তীক্ষ্ণ [কঠিন] ব্যাধিরূপ মহাগজ, অস্থিরূপ সোপান, শ্লেষ্মরূপ ফেন, শোণিতরূপ বিদ্রুম [রক্তপ্রবাল], দানরূপ মুক্তার আকর, হাস্য ও চীৎকাররূপ নির্ঘোষ, নানা জ্ঞানরূপ দুস্তরতা, অশ্রুরূপ ক্ষার, সঙ্গত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, জন্ম ও মরণরূপ তরঙ্গ, পুত্র ও বান্ধবরূপ পতন, অহিংসা

ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণত্যাগরূপ মহাপ্রবাহ, বেদান্তজ্ঞানরূপ দ্বীপ ও মোক্ষরূপ দুর্ল্লভ বিষয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে মহাত্মারা এই সংসারসমুদ্রের তত্ত্ব অবগত হইয়া স্থূলদেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাকে হৃদয়াকাশস্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য মৃণালতন্তুদ্বারা জলাকর্ষণের ন্যায়, কিরণজালদ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ ঐশ্বর্য্যসমুদয় আকর্ষণপুর্ব্বক -সেই সুকৃতিদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে সূক্ষ্ম, শীতল, সুগন্ধ, সুখস্পর্শ বায়ু তাঁহাদিগকে বহন করে। তদনন্তর সপ্তমারুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাত তাঁহাদিগকে পবিত্র লোকসমুদয় প্রদর্শনপূর্ব্বক হৃদয়াকাশে নীত করিয়া থাকে। তৎপরে তাঁহারা হৃদয়াকাশ হইতে রজোগুণ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ হইতে ভগবান্ নারায়ণ ও নারায়ণ হইতে পরমাত্মাকে লাভ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! সত্য আর্জ্জবসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে দয়াবান, বিষয়রাগশূন্য মহাত্মাদিগেরই এইরূপ পরমগতিলাভ হয়, সন্দেহ নাই।”

মুক্তির পরবর্ত্তী অবস্থা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের মোক্ষপদলাভ হইলে আর জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত স্মরণ হয় কি না? কোন বেদে কহে, মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে; আর কোন বেদে কহে, মোক্ষলাভ হইলে জ্ঞানের লেশমাত্র থাকে না। এক মোক্ষবিষয়ে এইরূপ দ্বিবিধ মত প্রকটিত হওয়াতে বেদবিরোধরূপ মহাদোষ উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, যদি জীব জীবন্মুক্ত হইলেও বিশেষজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য মোক্ষকামনার প্রয়োজন কি? সুখসাধ্য স্বর্গাদিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানই ত’ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর যদি জ্ঞানমাত্রও বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তির ন্যায় পুনরায় ত’ বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে? এক্ষণে আপনি এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ; এ প্রশ্নে মহাত্মা পণ্ডিতগণেরও মহামোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলাদি মহর্ষিগণই এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা মানবগণের দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক স্বপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা পদার্থসমুদয় সন্দর্শন করিতেছেন। জীবাত্মা না থাকিলে ইন্দ্রিয়সমুদয় কাষ্ঠের ন্যায় চেষ্টাশূন্য ও অর্ণবসমুত্থিত ফেনার ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। মানবগণ নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়সমুদয় কার্য্যক্ষম হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় স্থিরভাবে স্ব স্ব স্থানে লীন হইয়া থাকে। ঐ সময় একমাত্র জীবাত্মা আকাশসঞ্চারী সমীরণের ন্যায় মনুষ্যগণের সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে এবং সূক্ষ্মগতিদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্থানসমুদুয়ে গমনপূর্ব্বক জাগ্রদবস্থার ন্যায় সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও দর্শনস্পর্শনাদি সমুদয় কার্য্যসম্পাদন করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তম, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, স্নেহ, জল ও পৃথিবীর গুণসমুদয় জীবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছে। পরমাত্মা ঐ সকল গুণদ্বারা জীবাত্মাকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা ঐ সমুদয় গুণ ও শুভাশুভ কার্য্যসমূহে পরিবৃত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়নিচয় শিষ্যের ন্যায় উহার নিকট অবস্থান করিতেছে। জীবাত্মা যখন সমুদয় কার্য্যকারণ অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন

নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার পুণ্য বা পাপের লেশমাত্র থাকে না এবং আর তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দেহনিপাত পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যের ফলভোগ করায়। কিন্তু সেই ফলভোগদ্বারা জীবন্মুক্তের সুখদুঃখের আবির্ভাব হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে অতি অল্পকালমধ্যে অনায়াসেই দেহবিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

"বিজ্ঞতম সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞানবলেই পরমগতি লাভ করেন। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাঙ্খ্যমতকে অক্ষর, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, নির্ব্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার, নিত্য এবং আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরম ঋষিরা শাস্ত্রমধ্যে সাঙ্খ্যমতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাঙ্খ্যমতাবলম্বী ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা যে পরমাত্মার প্রতিনিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাঙ্খ্যশাস্ত্রই সেই নিরাকার পরব্রহ্মের মূর্তিস্বরূপ।

"এই পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ পদার্থ বিদ্যমান। রহিয়াছে, তন্মধ্যে জঙ্গম পদার্থই শ্রেষ্ঠ। বেদ, যোগশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পরমাত্মিক জ্ঞানের দৃষ্ট হইয়া থাকে, সমুদয়ই সাঙ্খ্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাঙ্খ্যশাস্ত্রে শান্তি, বল, সূক্ষ্ম তপস্যা ও সুখের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্যসমুদয় সম্যকরূপে অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের অধোগতি হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা দেবতোক পরিভ্রমণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। উঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকেই প্রবিষ্ট হয়েন। যাঁহারা সাঙ্খ্যমত অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে যত্নবান হয়েন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক্ উৎকর্ষসাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তির্য্যযোনিগমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবাসজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। যিনি মহার্ণবতুল্য অতিবিশাল এই পুরাতন সাঙ্খ্যমত সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে, তিনিই নারায়ণস্বরূপ।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যমত কীর্ত্তন করিলাম। সাঙ্খ্যতত্ত্ব ভগবান নারায়ণের স্বরূপ। ঐ মাহাত্ম সৃষ্টিসময়ে এই বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করেন এবং প্রলয়সময়ে সমুদয়ের সংহারপূর্ব্বক স্বশরীরে বিলীন করিয়া পরমসুখে নিদ্রিত হয়েন।"

৩০৩তম অধ্যায়

ক্ষর ও অক্ষর ব্যাখ্যা—করাল-বশিষ্ঠসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অক্ষর-পদার্থ লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং ক্ষর-পদার্থ লাভ করিলেই পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিতে হয়। এক্ষণে সেই

অক্ষর ও ক্ষর-পদার্থ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা যোগিগণ আপনাকে জ্ঞাননিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উত্তরায়ণ আগত হইতে আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। ভগবান্ ভাস্কর উত্তরদিকে যাত্রা করিলেই আপনার পরমগতি লাভ হইবে। আপনি কুরুকুলের প্রদীপস্বরূপ। আপনার পরলোকপ্রাপ্তির পর আমরা আর কাহার নিকট হিতজনক নীতিবাক্য শ্রবণ করিব? আপনার মুখে এই সমুদয় অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি আমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! এই উপলক্ষে আমি জনকবংশসম্ভূত রাজর্ষি করাল ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা মহারাজ করাল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তপোধনাগ্রগণ্য, আসনোপবিষ্ট ভগবান বশিষ্ঠকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবাক্যে কহিলেন, ‘ভগবন্! আমি পণ্ডিতগণের মোক্ষলাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পরমব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর-পদার্থের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।’

“বশিষ্ঠ কহিলেন, ‘মহারাজ! সমুদয় জগৎকে ক্ষর-পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এক যুগ, চারি যুগে এক কল্প, দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার দিবাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবীর ক্ষয় হইয়া যায়। পরে ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত হইলে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় ভগবান নারায়ণ জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ভগবান্ নারায়ণের হস্ত, পদ, চক্ষু ও মস্তক সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বস্থান আচ্ছাদনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা সেই নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদে ঐ মহাত্মা মহান, বিরিঞ্চি ও অজনামে এবং সাঙ্খ্যশাস্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক, অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ত্রৈলোক্য উহা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। উহার রূপ নানাপ্রকার বলিয়া উনি বিশ্বরূপনামে বিখ্যাত। উনি বিকারযুক্ত হইয়া আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তৎপরে ঐ মহত্তত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমঃপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত এবং ঐ সূক্ষ্মভূতসমুদয় হইতে ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই দশটিকেই ভৌতিক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অনন্তর মনের সহিত কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও মেদ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বসমুদয় দেহেই অবস্থান করিতেছে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ এই। তত্ত্বসমুদয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তাঁহাদিগকে কখনই শোকের বশীভূত হইতে হয় না। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই দেব, দানব, নর, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পূতি, কৃমি, মূষিক, কুক্কুর, চণ্ডাল, চৈনেয়, পুক্কস, হস্তী, অশ্ব, খর, শার্দ্দুল, বৃক্ষ ও গো প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ জীবগণের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশেই প্রাণীগণের আবাসস্থান। ঐ তিন প্রদেশে প্রাণীগণের যেসমুদয় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিকার। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বিনির্ম্মিত

পদার্থসমুদয় প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে; এই নিমিত্তই উহাদিগকে ক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই জগৎ মোহাত্মক, ইহা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়; সুতরাং উহাকে অবশ্যই নশ্বর বলিতে হইবে।

'হে মহারাজ! তুমি ক্ষর-পদার্থের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে অক্ষর-পদার্থের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর-পদার্থ। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত নহেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সমুদয় তত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পঞ্চবিংশতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান মহাত্মা চেতনরূপে সর্ব্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাত্মা নির্গুণ হইয়া যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, তখনই তিনি শরীরিরূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচরে বর্ত্তমান ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হয়েন। প্রকৃতির সহিত একীভাবনিবন্ধনই ঐ মহাপুরুষের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। উনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকাদি-দেহে অভিন্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদি গুণের অনুরূপ কার্য্য করেন। তমোগুণদ্বারা তামসিক, রজোগুণদ্বারা রাজসিক ও সত্ত্বগুণদ্বারা সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃতিসৃষ্ট যাবতীয় প্রাণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। উহাদের মধ্যে তমোগুণাবলম্বীরা নরকে, রজোগুণাবলম্বীরা মনুষ্যলোকে এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরমসুখে দেবলোকে অবস্থান করে। যাহারা কেবল পাপানুষ্ঠান করে, তাহারা তির্য্যগযোনি, যাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্য্যে রত হয়, তাহারা মনুষ্যলোকে এবং যাহারা নিরন্তর পুণ্যসঞ্চয় করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

'হে মহারাজ! পণ্ডিতেরা মায়াসমুদ্ভূত বস্তুকেই ক্ষর এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত মায়াতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারাই সেই অক্ষর-পদার্থ লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।' ”

৩০৪তম অধ্যায়

জীবাত্মার গুণগত দেহধারণ—বিবিধ অবস্থা

“বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে রাজর্ষে! এইরূপে জীবাত্মা প্রকৃতি সঙ্গবশতঃ মুগ্ধ ও অজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিতেছেন। তাহার তমোগুণপ্রভাবে তির্য্যগুযোনি, রজোগুণপ্রভাবে মনুষ্যযোনি ও সত্ত্বগুণপ্রভাবে দেবযোনি, লাভ হইয়া থাকে। তিনি কখন পুণ্যবশতঃ মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গে আরোহণ, কখন পুণ্যয়নিবন্ধন দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অবতরণ, কখন বা পাপবশতঃ মনুষ্যলোক হইতে নরকে গমন করেন। কোশকার কীট যেমন মুখলালসম্ভূত তন্তু দ্বারা আপনাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ গুণাতীত জীব সর্ব্বদা গুণোদ্ভূত কার্য্যদ্বারা আপনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে এবং সুখদুঃখহীন হইয়াও বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

'মস্তকরোগ, নেত্ররোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ [গণ্ডগ্রন্থি—গলার গেরো পড়ার মত রোগ], জলোদর [উদরী], তৃষারোগ, গলগণ্ড, বিসূচিকা, শ্বিত্র [শ্বেতকুষ্ঠ-শ্বেতী], কুষ্ঠ, অগ্নিদাহজনিত ক্ষত ও অপর প্রভৃতি যেসমুদয় রোগ প্রাণীগণের দেহে উৎপন্ন হয়, জীব আপনাকে সেইসমুদয় রোগে আক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে এবং কখন অধোদেশে, কখন অনাবৃতস্থানে, কখন ইষ্টকময় গৃহে, কখন কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তরে, কখন ভস্মাচ্ছাদিত প্রস্তরে, কখন ভূমিতলে, কখন পঙ্কে, কখন ফলকে ও কখন বিচিত্র শয্যায় শয়ন; কখন, শুক্লবস্ত্র, কখন কৌপীন, কখন ক্ষৌমবস্ত্র, কখন কৃষ্ণাজিন, কখন ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কখন সিংহচর্ম্ম, কখন ভূর্জ্জত্বক [ভূর্জ্জপত্র], কখন কন্টকময় [শিমূলতূলাজাত] বস্ত্র, কখন পট্টবস্ত্র ও কখন চীর পরিধান; কখন রত্নধারণ করিয়া, কখন বা দিগম্বর হইয়া পরিভ্রমণ; কখন একরাত্রির অন্তে, কখন দিবারাত্রির মধ্যে এককালে, কখন দিবসের চতুর্থ, অষ্টম বা ষষ্ঠভাগে, কখন ছয় দিন, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ, দ্বাদশাহ বা এক মাসের অন্তে ভোজন; কখন সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত ফল, মূল, বায়ু, জল, তিলক, দধি, গোময়, গোমূত্র, শাকপুষ্প, শৈবাল, ভক্তমণ্ড[ভাতের মণ্ড] বা শীর্ণপত্র ভক্ষণ; কখন বিধিবিহিত চান্দ্রায়ণব্রত, কখন চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, কখন পাষণ্ডপথ অবলম্বন; কখন পর্ব্বতের ছায়াযুক্ত নির্জ্জন প্রদেশে, কখন প্রস্রবণে, কখন গুহায়, কখন জলশূন্য নদীতটে, কখন নির্জ্জনবনে, কখন পবিত্র দেবস্থানে ও কখন সরোবরে অবস্থান, কখন বিবিধ জপ্য মন্ত্র জপ, কখন ব্রতানুষ্ঠান, কখন নিয়মানুষ্ঠান, কখন তপানুষ্ঠান ও কখন যজ্ঞানুষ্ঠান; কখন বাণিজ্য, কখন ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম, কখন ক্ষাত্রধর্ম্ম, কখন বৈশ্যধর্ম্ম ও কখন শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয়; কখন বা দীন, দরিদ্র ও অন্ধদিগকে দান; কখন সত্ত্বগুণ, কখন রজোগুণ, কখন বা তমোগুণ অবলম্বন; কখন ধর্ম্ম, কখন অর্থ, কখন কামের আশ্রয় গ্রহণ; কখন স্বধাকার, কখন বষট্‌কার, কখন স্বাহাকার, কখন বা নমস্কার সম্পাদন; কখন যজন, কখন যাজন, কখন অধ্যয়ন, কখন অধ্যাপনা, কখন দান ও কখন প্রতিগ্রহ এবং কখন জন্মগ্রহণ; কখন মৃত্যুলাভ, কখন বিবাদ ও কখন সংগ্রামকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অভিযান করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এই সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যকলাপকে কর্ম্মপথ বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

'প্রকৃতি হইতেই সমুদয় জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। দিবাকর অস্তগমনকালে স্বীয় কিরণজাল সংহার করিয়া উদয়কালে যেমন পুনরায় উহা প্রসারণ করেন, তদ্রূপ জগদীশ্বর প্রলয়কালে গুণসমুদয় সংহার করিয়া একাকী অবস্থানপূর্ব্বক সৃষ্টিকালে পুনরায় অতি মনোরম বিবিধ গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বারংবার এইরূপ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী ত্রিগুণা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। প্রকৃতিপ্রভাবেই এই জগৎ মুগ্ধ ও সর্ব্বদা সুখদুঃখে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের কল্পনার উদয়

মনুষ্যগণ নির্বুদ্ধিতাপ্রভাবেই "এই সমুদয় দুঃখ আমার নিমিত্ত হইয়াছে, ঐ সমুদয় আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইতেছে, আমি এই সমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তত্রত্য সুখভোগ করিব, ইহলোকের এই শুভাশুভ ফলসমুদয় আমাকেই ভোগ

করিতে হইবে, যাহাতে সুখোদয় হয়, আমার তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আমি সকল জন্মেই সুখী হইব, আমাকে স্বকার্য্যপ্রভাবেই ইহলোকে অপরিসীম দুঃখভোগ করিতে হইবে, মনুষ্যত্ব মহাদুঃখের কারণ, মনুষ্যত্বনিবন্ধন নরকগামী হইতে হয়, আমি নরক হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইব এবং পুনরায় দেবত্ব হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে নরক লাভ করিব” বলিয়া বিবেচনা করে।

‘যাহারা দেহকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করে, সেই সকল মমতাপরিপূর্ণ মূঢ়কে বারংবার দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ এবং নিরন্তর সেই সেই যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। এইরূপে জীবগণ অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুলাভ করিতেছে। যে যেরূপ পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ দেহধারণপূর্ব্বক তৎসমুদয়ের ফলভোগ করিতে হয়। এই ত্রিলোকমধ্যে প্রকৃতিই শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহার ফলভোগ করিতেছে।

‘তির্য্যকলোক, মনুষ্যলোক ও দেবলোক এই তিন লোকই প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতির যেমন কোন চিহ্ন নাই, কেবল মহদাদি কার্য্যদ্বারা উহার অনুমান করা যায়, তদ্রূপ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাই, কেবল দেহের চৈতন্যদ্বারা উহার সত্তা স্বীকার করা গিয়া থাকে। পুরুষ নির্ব্বিকার ও প্রকৃতি প্রবর্ত্তক হইয়াও শরীর ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসমুদয়কে আত্মকৃত বলিয়া জ্ঞান করে। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমুদয় সত্ত্বাদি গুণসহযোগে বিবিধ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ছিদ্রবিহীন হইয়াও আপনাদিগকে ছিদ্রবান, দেহশূন্য হইয়াও দেহবান, কালের বশীভূত না হইয়াও কালের বশীভূত, বুদ্ধিমান না হইয়াও বুদ্ধিমান, তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়াও জন্মযুক্ত, তপোবিহীন হইয়াও তপস্বী, গতিবিহীন হইয়াও গমনযুক্ত, নির্ভীক হইয়াও ভীত এবং অক্ষর হইয়াও ক্ষর বলিয়া বোধ করে।’ ”

৩০৫তম অধ্যায়

অজ্ঞানতায় বার বার সংসারে গতাগতি

“বশিষ্ঠ কহিলেন, ‘হে রাজন্! মনুষ্য স্বীয় অজ্ঞান ও অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের সংসর্গনিবন্ধন বারংবার কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণপ্রভাবে তাহার কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যোগযোনি লাভ হয়। যেমন ষোড়শকলাপরিপূর্ণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ষোড়শী অমাকলার [অমানাম্নী মহাকলার] ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূলদেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কিন্তু লিঙ্গশরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আর যেমন প্রলয়কালে ষোড়শীকলার ক্ষয় হইলে চন্দ্রের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। স্থূলদেহের প্রতি মমতা থাকিতে জীবাত্মার কখনই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত নির্ম্মল পরমাত্মার অপরিজ্ঞানবশতঃই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ

দেহের সংসর্গনিবন্ধন অপবিত্রতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড়দেহের সংসর্গনিবন্ধন জড়ত্ব এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গনিবন্ধন ত্রিগুণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।' "

৩০৬তম অধ্যায়
জীবজীবাত্মার উৎপত্তিগত স্থূলসূক্ষ্মকারণ

"জনক কহিলেন, 'ভগবন্! প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ কীর্ত্তিত হইল, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধও তদ্রূপ। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীজাতিরা গর্ভধারণ করিতে পারে না এবং স্ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষেরাও কখন পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ঋতুকাল্লে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সহযোগনিবন্ধন সন্তানসন্ততি সমুৎপন্ন হয়। বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পিতা হইতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা এবং মাতা হইতে ত্বক, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই সনাতন প্রমাণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারাও স্ত্রীপুরুষের ন্যায় পরস্পর গুণসাপেক্ষ হইয়া নিয়ত পরস্পর বদ্ধ রহিল, তাহা হইলে মোক্ষ কিরূপে বিদ্যমান থাকিবে? হে ভগবন্! আপনি প্রত্যক্ষদর্শী, অতএব যদি মোক্ষের অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। আমি মোক্ষাভিলাষী; যিনি নির্ব্বিকার, নিরাকার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অজর, নিত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য।'

'বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐরূপই বটে, কিন্তু উহার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হও নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ; কিন্তু উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই। যাহারা গ্রন্থ অভ্যাস করিতে তৎপর হয়, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদিগের সে অভ্যাস করা পণ্ডশ্রম মাত্র। উহারা কেবল শাস্ত্রের ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং প্রশ্ন করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে, তাহাদিগেরই পরিশ্রম সার্থক। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি বিদ্বানদিগের সভামধ্যে গ্রন্থের অর্থ কীর্ত্তন না করে, সে কখনই গ্রন্থের ফলিতার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানহীন ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহাকে সভামধ্যে স্বমতকীর্ত্তনসময়ে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে সাঙ্খ্য ও যোগমতে যেরূপ যথার্থ তত্ত্ব, নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীরা যোগবলে যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যাঁহারা সাঙ্খ্য ও যোগমতকে একরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান। মনুষ্যদেহে ত্বক, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ত্বগাদি হইতে ত্বগাদির, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের এবং দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরমপুরুষের বীজ, ইন্দ্রিয়, দ্রব্য বা দেহ নাই; সুতরাং গুণ থাকিবার সম্ভাবনা

কি? আকাশাদি বিষয়সমুদয় যেমন ত্বগাদি গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ঐ সমুদয়ে বিলীন হয়, তদ্রূপ ত্বগাদি-গুণসমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার উহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন কখন কখন কেবল শুক্র হইতেই ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুযুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কেবল প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

'জীবাত্মা ও জগৎ সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া আছে। পরমাত্মা জীবাত্মাও জগৎ হইতে পৃথক। যেমন ঋতুসমুদয় মূর্ত্তিবিহীন হইয়াও ফলপুস্পদ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি আকৃতিশূন্য হইয়াও আত্মসম্ভূত মহদাদি-গুণদ্বারা অনুমানগোচর হইয়া থাকে; সেইরূপ কেবল দেহস্থ চৈতন্যদ্বারাই হর্ষবিষাদাদি বিকারশূন্য, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, নির্ম্মল পরমাত্মার অনুমান করা যায়। আদ্যন্তশূন্য, সমদর্শী, নিরাময় আত্মা কেবল দেহাদির অভিমানবশতঃই সগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ পদার্থের সহিত গুণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু নির্গুণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ গুণদশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা কামাদি-প্রাকৃতিক গুণসমুদয়কে জয় করিতে পারিলেই দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হয়। সাঙ্খ্য ও যোগবিদ মহাত্মারা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বস্রষ্টা, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। জন্মমরণভীরু জ্ঞানিগণ সেই অব্যক্ত পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। জ্ঞানবান পণ্ডিতদিগের জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকে না; অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করে। ফলতঃ একরূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষর ও নানারূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান ব্যক্তি পঞ্চবিংশ জীবতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীত ষড়বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার বোধ জন্মে। ঐরূপ বোধ জন্মিলেই তিনি পরমাত্মার একরূপে দর্শনকেই শাস্ত্র ও নানারূপে দর্শনকে অশাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এই আমি তোমার নিকট সমুদয় তত্ত্ব ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্ট পদার্থ এবং এই সমুদয় হইতে পৃথক্ ষড়বিংশ পদার্থকেই পরমাত্মা বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।"

৩০৭তম অধ্যায়
যৌগিক উপায়ে জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্যসাধন

'জনক কহিলেন, "মহর্ষে! আপনি অক্ষরের একত্ব ও ক্ষরের নানাত্ব কীৰ্ত্তন করিলেন; কিন্তু এই উভয় পক্ষের তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা আত্মাকে নানারূপে এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা উহাকে একরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধিবশতঃ ঐ উভয় পক্ষেরই তত্ত্বাবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর আপনি অক্ষর ও ক্ষরের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি চঞ্চলবুদ্ধিপ্রভাবে তাহাও বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে নানাত্ব, একত্ব, জ্ঞানবান, অজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বিষয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, ক্ষর, অক্ষর এবং সাঙ্খ্য ও যোগ এই সমুদয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি কীৰ্ত্তন করুন।'

"বশিষ্ঠ কহিলেন, 'রাজন! তুমি যে-যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর প্রদান, বিশেষতঃ যোগকাৰ্য্য বিশেষরূপে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীদিগের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান ব্যক্তিরা ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম এই দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রাণায়াম দুই প্রকার—সগর্ভ [সগুণ] ও নিগর্ভ। বীজজপঘটিত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপবিহীন প্রাণায়ামকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ ও ভোজনসময় ব্যতীত আর সকল সময়েই ধ্যান করা কৰ্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চিত্তের একাগ্রতাপ্রভাবে শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমুদয়কে নিবৃত্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পৰ্য্যন্ত প্রাণবায়ুর স্তম্ভনদ্বারা জীবাত্মাকে চতুৰ্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মাতে নীত করিবেন। এইরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যসম্পাদন করিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়।

পণ্ডিতগণ জীবন্মুক্ত যোগীদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। যাঁহাদিগের মন সতত প্রাণায়ামে একান্ত আসক্ত, তাঁহারাই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়েন এবং সেই যোগরূপ ব্রতানুষ্ঠান তাঁহাদিগেরই উপযুক্ত। বিষয়বাসনাবিমুক্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধিদ্বারা মন ও মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সুস্থির করিয়া পাষাণের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে সন্ধ্যাসময়ে ও রাত্রিশেষে আত্মাতে মনঃসমাধান করা যোগী ব্যক্তিদিগের অবশ্য কৰ্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ যখন পৰ্ব্বতের ন্যায় অচল ও স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প হইয়া উঠেন, তখন তাঁহাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং মনোমধ্যে সঙ্কল্পের লেশমাত্রও থাকে না, সেই সময়ই তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সময়ই তাঁহারা নিৰ্ব্বাত-প্রদেশস্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হয়েন। তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে আর কি ঊর্দ্ধতন, কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে হয় না। যিনি পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার স্বরূপকথনে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী। মাদৃশ ব্যক্তিরা কেবল এই পৰ্য্যন্ত অবগত আছেন যে, পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে বিধূম পাবকের ন্যায়, রশ্মিযুক্ত দিবাকরের ন্যায় এবং বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাববোধক

[ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ] শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ধৈর্য্যশীল মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যে অনাদি অমৃতময় পরব্রহ্মকে অবলোকন করেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতে মহত্তর। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। কেবল সুক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত মনদ্বারাই তাঁহাকে অনুমান করা যায়। তিনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক। বেদপারগ মহাত্মারা সেই নির্ম্মল নিরুপাধি ব্রহ্মকে সংসারচ্ছেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যোগীরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। এই আমি তোমার নিকট যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর সাঙ্খ্যজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বনির্ণয়

'প্রকৃতিবাদী সাঙ্খ্যবিদ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দস্পর্শাদি পঞ্চসূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। সাঙ্খ্যবাদীরা এই আটটিকেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শটি ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেমন ক্রমশঃ সাগরে উৎপন্ন ও সাগরেই বিলীন হয়, তদ্রূপ গুণসমুদয় ক্রমে ক্রমে গুণ হইতে উৎপন্ন ও গুণেতেই বিলীন হইয়া যায়। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর প্রলয়কালেই একমাত্র থাকেন, সৃষ্টিসময়ে তাঁহাকে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানা রূপ ও প্রলয়কালে এক রূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহু রূপ ও প্রলয়কালে এক রূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এই নিমিত্ত অধিষ্ঠাতা পুরুষও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়েন। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন। পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে ক্ষেত্র, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত আত্মাকে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতিকে অব্যক্ত, ক্ষেত্র, তত্ত্ব ও ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সাঙ্খ্যবিদ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে শাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপিত আছে, তাহাকেই সাঙ্খ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এই আমি তোমার নিকট সমুদয় সাঙ্খ্যমত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা এই সাঙ্খ্যমত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

'ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই সম্যক্ দর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন বিষয় দর্শন করে, অভ্রান্ত ব্যক্তিরা তদ্রূপ অলৌকিক ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপত্ব ও নিরুপাধি সুখলাভনিবন্ধন দেহত্যাগী মুক্তপুরুষদিগকে ইহলোকে পুনর্ব্বার

জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা ভেদবুদ্ধিবশতঃ ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, তাহারাই ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই সমুদয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যোগবলে সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা কখনই দেহের বশবর্ত্তী হয়েন না। ফলতঃ জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য ও আত্মা উহা হইতে পৃথক্। যাঁহারা সেই আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংসারভয়ে ভীত হইতে হয় না।

৩০৮তম অধ্যায়

বিদ্যা-অবিদ্যা বিবরণ

"বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যমত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা সৃষ্টিপ্রলয়বিধায়িনী প্রকৃতিকে অবিদ্যা এবং ঐ সৃষ্টিপ্রলয় হইতে অতীতা প্রকৃতিকে বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিদ্যা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে অতীত। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী মহর্ষিগণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠকেও বিদ্যাশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাহা বিশেষরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়, স্থূলভূত ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থূলভূত, মন ও স্থূলভূতের মধ্যে মন, সূক্ষ্মপঞ্চভূত ও মনের মধ্যে সূক্ষ্মপঞ্চভূত, অহঙ্কার ও সূক্ষ্মপঞ্চতত্ত্বের মধ্যে অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও মহতত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতা চতুর্ব্বিংশতি ক্ষর ও অক্ষর-প্রকৃতি ও পুরুষের পরিচয়তত্ত্বাতীত।

'এই আমি তোমার নিকট বিদ্যা ও অবিদ্যার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই ক্ষর ও অক্ষরনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা ঐ উভয়কেই জন্মমৃত্যুবিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদননিবন্ধন প্রকৃতিকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহদাদিগুণের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বারংবার বিকৃত হইয়া ঐ সমুদয় গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া উঁহাকে ক্ষেত্রনামেও কীর্ত্তন করা যায়। যখন মহাদিগুণসমুদয় প্রকৃতিমধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদয় গুণের সহিত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত পুরুষও উহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণসমুদয় বিলীন হইলে একমাত্র প্রকৃতি অবস্থান করেন। যখন জীব প্রকৃতিমধ্যে লীন হয়েন, তখন প্রকৃতি মহাদিগুণ সংযুক্ত হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্ত্বাদিগুণের অবস্থান নিমিত্ত নির্গুণতালাভ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষয় হইলে স্বভাবতঃ নির্গুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জীবাত্মা-পরমাত্মার পরস্পর মিলন ও বিচ্ছেদ

'যখন দেহাভিমানী জীবাত্মা প্রকৃতিকে গুণবিশিষ্ট ও আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক ও প্রকৃতিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হয়েন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং যখন প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয়েন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রাকৃত গুণসমুদয়ের নিন্দা করেন এবং পরব্রহ্মকে বিস্মৃত না হয়েন, তখন তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, "মৎস্য যেমন অজ্ঞানবশতঃ জালে নিপতিত হয়, তদ্রূপ আমি মোহবশতঃ এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি। মৎস যেমন জীবনলাভের নিমিত্ত এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমন করে, তদ্রূপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন সলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিগকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি; অতএব আমাকে ধিক! পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম; অতএব আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যোগযোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয়। হইলাম; আর কখনও আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না। আমি নির্ব্বিকার হইয়াও এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতিকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ নাই; আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। আমি স্বয়ং পরমাত্মা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া উহাতে আসক্ত হইয়াছি। আমি রূপহীন ও মূর্ত্তিহীন হইয়াও মমতাবশতঃ রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি। আমি নির্ম্মম হইয়াও মমতাসহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক কি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম! প্রকৃতি অহঙ্কারদ্বারা আমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বয়ং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া আমাকে নানা দেহে নিয়োগ করিতেছে। এক্ষণে আমি অহঙ্কার ও মমতাপরিশুন্য হইয়া প্রতিবুদ্ধ [জাগরিত—মোহমুক্ত হইয়াছি, আর আমার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি উহাকে এবং অহঙ্কারকৃত মমতাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন পরমাত্মাকে আশ্রয় করিব। পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয়ঃ। অতএব আমি উহার সহিত মিলিত হইব। প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিধেয় নহে।"

জীবাত্মা এইরূপে তত্ত্বজ্ঞাননিবন্ধন পরমাত্মাকে অবগত হইতে, পারিলেই ক্ষরত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নির্গুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বাদিভূত নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

'এই আমি সাধ্যানুসারে তোমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের তত্ত্বনির্দ্দেশ করিলাম, এক্ষণে যেরূপে সন্দেহবিহীন নির্ম্মল সূক্ষ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্বে শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্ব নিরূপণসময়ে যে সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রের কথা কহিয়াছি, সে উভয়ই একরূপ। তন্মধ্যে সাঙ্খ্যশাস্ত্রে শিষ্যদিগের অনায়াসে জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু যোগশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যোগশাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু বেদে উহার সমধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা ষড়্বিংশকে পরমতত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণেই বেদশাস্ত্রে সাঙ্খের সম্যক সমাদর নাই। এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যমতাবলম্বীদিগের পরমতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হয়েন। এই নিমিত্ত যোগমতাবলম্বীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই স্বীকার করিয়া থাকেন।' ”

৩০৯তম অধ্যায়
অবুদ্ধ-বুদ্ধ বিবরণ—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যসাধন

“বশিষ্ঠ কহিলেন, 'মহারাজ! অতঃপর বুদ্ধ ও অবুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মাকে বুদ্ধ এবং জীবাত্মাকে অবুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই উভয়ের মধ্যে জীবাত্মা সত্ত্বাদি-গুণপ্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া ঐ সকল রূপকে, যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সৃষ্টাদি কার্য্যে কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া, পরমাত্মাকে অবগত হইতে অসমর্থ হয়েন। উনি নির্ব্বিকার হইয়াও নিরন্তর প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বিকৃত হইয়া থাকেন। উনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসমুদয় অবগত হইতে পারেন বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে বুদ্ধিমান্‌নামে নির্দ্দেশ করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেও প্রকৃতিকে জড় বলিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদের মতেও প্রকৃতি জীবাত্মাকেই আপনার সহিত অভিন্নভাবে অবগত হইতে পারেন, সঙ্গবিহীন পরমাত্মাকে কিছুতেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন না। এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গনিবন্ধন বেদে জীবাত্মাকে সঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইনি অবিকারী ও অতি সূক্ষ্ম হইলেও ঐ সঙ্গদোষনিবন্ধন কেহ কেহ উহাকে মূঢ় বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। উনি পরমাত্মাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে সমর্থ নহেন; কিন্তু অপ্রমেয় সনাতন পরমাত্মা উহাকে ও প্রকৃতিকে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই সেই স্থূল-সূক্ষ্ম কার্য্যকারণগত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারেন।

'যখন জীবাত্মার “আমি স্থূল, আমি গৌর ও আমি ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আর তিনি পরমাত্মা, প্রকৃতি বা আপনাকে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন না। আর যখন জীবাত্মা প্রকৃতিকে জড় এবং আপনাকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, তখনই তিনি বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, অত্যুৎকৃষ্ট, মোক্ষোপযোগী বিদ্যাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন এবং সৃষ্টিপ্রলয়কারিণী প্রকৃতিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি ব্রহ্মসন্দর্শননিবন্ধন উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন। পণ্ডিতেরা

আত্মাকেই পরম তত্ত্ব, অজর, অমর ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উনি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকিলেও উহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না; কারণ, উনি স্বেচ্ছানুসারে ঐ আশ্রিত তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যখন জীব আপনাকে জরামরণশূন্য পরমাত্মা বলিয়া বোধ করে, তখনই সে জ্ঞানবলপ্রভাবে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত জীব সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ না হয়, তত দিন তাহার নানাত্ব থাকে; কিন্তু তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই উহার একত্বলাভ হয়। পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারিলে জীবের আর পাপপুণ্যের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে।

'এই আমি শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে তোমার নিকট জড়রূপা প্রকৃতি, জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; শাস্ত্রানুসারে এইরূপেই জীবের নানাত্ব ও একত্ব নিরূপণ করা হইয়া থাকে। উদুম্বরস্থিত মশক ও উদুম্বরে এবং সলিলস্থিত মৎস্য ও সলিলে যেরূপ বিভিন্নতা, পরমাত্মার ও জীবাত্মার সেইরূপ বিভিন্নতা অনুমিত হইয়া থাকে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যের নামই মোক্ষ। অজ্ঞানপ্রকৃতি হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পরমাত্মার সহিত ঐক্য হইলেই জীবের মুক্তি হয়; অন্যরূপে উহার মুক্তিলাভের উপায় নাই। এই জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও যখন যেরূপ দেহের সহিত মিলিত হয়েন, তখন তাহারই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐ জীবাত্মা বিশুদ্ধধর্ম্মা ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে বিশুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, বুদ্ধিমানের সহিত মিলিত হইলে বুদ্ধিমান, সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইলে সন্ন্যাসী, অনুরাগবিহীনের সহিত মিলিত হইলে বিরাগী, মুমুক্ষুর সহিত মিলিত হইলে মুমুক্ষু, পবিত্রকার সহিত মিলিত হইলে পবিত্রকর্ম্মা, নির্ম্মলের সহিত মিলিত হইলে নির্ম্মল, সঙ্গবিহীনের সহিত মিলিত হইলে নিঃসঙ্গ এবং স্বাধীন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে স্বাধীন হইয়া থাকেন।

'হে মহারাজ! এই আমি মৎসরশূন্য হইয়া তোমার নিকট সনাতন ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যাহাদের বেদজ্ঞান নাই, অথচ ব্রহ্মলাভে শ্রদ্ধা আছে, তুমি সেই সমুদয় ব্যক্তিকেই এই ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিবে। মিথ্যাপরায়ণ, শঠ, শাস্ত্রতাৎপর্য্যগ্রহে অক্ষম, কুটিলমতি, পরহিংসাপরায়ণ, পণ্ডিতদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত পামরদিগকে কদাচ এই উপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে। শ্রদ্ধান্বিত, গুণবান, ক্ষমাশীল, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, বিশুদ্ধস্বভাব, বিধিবিহিত কর্ম্মনিষ্ঠ, বিবাদবিহীন, বহুশ্রুত, শমদমাদি গুণান্বিত, শাস্ত্রতাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। উহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলে উপদেষ্টা যারপরনাই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে। অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে কিছুমাত্র মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মহীন ব্যক্তি যদি রত্নপরিপূর্ণ সমুদয় পৃথিবীও প্রদান করে, তথাপি তাহার পরিবর্তে তাহাকে এই বিশুদ্ধ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। হে করাল! আজ তুমি আমার নিকট অনাদি, অনন্ত, শোকরহিত, পরমব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিলে; অতএব আর তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। সেই মঙ্গলময় পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলে জন্মমরণের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকে না। এক্ষণে তুমি তাঁহাকে সম্যরূপে অবগত হইয়া মোহ পরিত্যাগ কর। আমি সনাতন হিরণ্যগর্ভকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট এই তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। আজ তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে যেমন আমি

তোমার নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম, তদ্রূপ পুর্ব্বকালে আমি কমলযোনিকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই তত্ত্ব আমার নিকট বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।' ”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষি নারদের মুখে, পরব্রহ্মের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জীবাত্মা সেই অজর অমর পরব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভের নিকট ও দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট এই উৎকৃষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিলে, অতঃপর আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না; আর যে ব্যক্তি উহা অবগত হইতে পারে না, তাহাকে সতত ভীত হইতে হয়। জীব অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন হইয়াই মোহবশতঃ বারংবার দেবলোক, মর্ত্ত্যলোক ও নরকে গমনাগমন এবং সহস্র সহস্র যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিবিধ ক্লেশ ভোগ করে। যদি সে সাধুসঙ্গাদিদ্বারা কঞ্চিৎ সেই অজ্ঞানসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে আর জন্মমরণজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞানসাগর অতি ভীষণ, অব্যক্ত ও অগাধ। প্রাণীগণ উহাতে অনবরত নিমগ্ন হইতেছে। তুমি সেই অজ্ঞানসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; সুতরাং এক্ষণে তোমার রজ ও তমোগুণের লেশমাত্র নাই।”

৩১০তম অধ্যায়
ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা জ্ঞানপথ প্রস্তুতের উপায়

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ। একদা জনবিংশীয় মহাত্মা বসুমান্ নির্জ্জনকাননে মৃগয়া করিতে করিতে ভৃগুবংশীয় একজন মহর্ষিকে অবলোকন করিলেন। মহর্ষিকে অবলোকন করিবামাত্র বসুমানের মনে ভক্তিরসের উদ্রেক হইল। তখন তিনি সত্বর মহর্ষি সমীপে গমন ও চরণবন্দনপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! কি কর্ম্মদ্বারা কামনার বশবর্ত্তী পুরুষের ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

“মহারাজ বসুমান এইরূপে পরমসমাদরসহকারে জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “মহারাজ! যদি তুমি উভয়লোকে আপনার মনের অনুকুল বিষয়সমুদয় প্রাপ্ত হইতে বাসনা কর, তাহা হইলে কদাচ অন্যের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। ধর্ম্মই সাধুদিগের পরম হিতকর ও আশ্রয়স্বরূপ। ধর্ম্ম হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষয়কামনায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছ না। মধুগ্রাহী যেমন মধু আহরণে কৃতসংকল্প হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করে, কিন্তু অচিরাৎ যে ঐ স্থান হইতে তাহাকে নিপতিত হইতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারে

না, তদ্রূপ তুমি বিষয়তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া বিষয়ভোগে অনবরত প্রবৃত্ত হইতেছ; কিন্তু ঐ বিষয়ভোগনিবন্ধন তোমাকে যে যারপরনাই কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। জ্ঞানফলার্থী ব্যক্তি যেমন সতত জ্ঞানের আলোচনা করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নিরন্তর ধর্ম্মের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অসদব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। আর সাধুব্যক্তি ধর্ম্মকামনায় বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাঁহার পক্ষে উহা অতিশয় সহজ হয়। যে ব্যক্তি বনে বাস করিয়া গ্রাম্য সুখভোগে নিরত হয়, তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়াই পরিগণিত করা যায়। আর যিনি গ্রামে থাকিয়াও গ্রাম্যসুখে বিরত হয়েন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে গ্রাম্য না বলিয়া বনচারীর মধ্যেই পরিগণিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মের গুণদোষ বিচার করিয়া সমাহিতচিত্তে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রতপরায়ণ, শুচি ও অসূয়াশূন্য হইয়া দেশ-কাল বিবেচনা করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে প্রভূত ধন দান কর। সৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সৎপাত্রে দান করাই কর্ত্তব্য। দান করিয়া অনুতাপ বা আপনার মুখে উহা কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। অনৃশংস, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরল, ত্রিবেদবেত্তা, ষটকর্ম্মশালী ও পিতার সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। পাপ শরীরস্থ মলের ন্যায় অল্প প্রয়াসদ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে। লোকে যেমন বিরেচন [মূলনিঃসারক ঔষধ—জোলাপ] দ্বারা শরীর মলশূন্য করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিলে সেই ঘৃত তাহার ঔষধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি দানাদিদ্বারা দোষশূন্য হইয়া যাগাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ ধর্ম্ম তাহার পরকালে সুখভোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কর্ম্মেই ধাবমান হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনকে অশুভ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শুভকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। লোকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিন্দা করা বিধেয় নহে। তুমি যে ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি নিতান্ত ধৈর্য্যবিহীন, বুদ্ধিমান, অপ্রশান্ত ও অপ্রাজ্ঞ; এক্ষণে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান প্রশান্ত ও প্রাজ্ঞ হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মজনিত তেজঃপ্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধৈর্য্য সেই তেজের মূল কারণ। মহাত্মা মহাভিষ অধীরতানিবন্ধনই স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহানুভব যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়াও কেবল ধৈর্য্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ করিয়াছেন। অতঃপর তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত জ্ঞানবান্ তপস্বিগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সেবা কর, তাহা হইলেই তোমার বিপুল বুদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

"হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ বসুমান্ তাঁহার বাক্যানুসারে বিষয়বাসনায় বিরত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন করিলেন।"

৩১১তম অধ্যায়
যোগপ্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব—যাজ্ঞবল্ক্য-জনকসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মবিমুক্ত, সর্ব্বসংশয়বিরহিত, জন্মমৃত্যুশূন্য, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, অবিনাশী, বিশুদ্ধস্বভাব ও আয়াসবর্জ্জিত, আপনি তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা জনকবংশীয় দেবরাজতনয় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, ‘তপোধন! ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার? সগুণ ও নির্গুণ কি এবং জন্ম, মৃত্যু ও কালসংখ্যাই বা কি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। আপনি জ্ঞানের আকর। আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অনুকূল হইয়া আমার সংশয় ছেদন করিয়া দিন।

‘যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, “মহারাজ! যোগশাস্ত্র ও সাঙ্খ্যশাস্ত্রের বিষয় তোমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তর প্রদান করাই সনাতন ধর্ম্ম। এই বিবেচনা করিয়া আমি তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।

‘প্রকৃতি আট ও বিকার যোড়শ প্রকার। অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই আটটিকে প্রকৃতি; আর শ্রোত্র, ঋক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, মেঢ্র মল এই যোলটিকে বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র বিশেষ এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টি সবিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ ও সবিশেষসমুদয় পঞ্চমহাভূতেই অবস্থান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা তোমার ও অন্যান্য তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত।

‘অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মহতের সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাকে আহঙ্কারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মন হইতে মহাভূতসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার নাম মানস চতুর্থ সৃষ্টি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পঞ্চম সৃষ্টি। ভূতজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে ভৌতিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি ষষ্ঠ সৃষ্টি; ইহাকে বহুচিন্তাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তৎপরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়; পণ্ডিতগণ ইহাকে সপ্তম সৃষ্টি ও ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৃক্ষ ও আরণ্যক পশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির নাম অষ্টম সৃষ্টি এবং গ্রাম্য পশুপক্ষ্যাদি ও মনুষ্যের সৃষ্টির নাম নবম সৃষ্টি। এই উভয় সৃষ্টিকেই আর্জ্জব সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে মহারাজ! এই আমি শাস্ত্রদৃষ্টান্তানুসারে নয় প্রকার সৃষ্টি ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর সাধুজন-কীর্ত্তিত কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।’ ”

৩১২তম অধ্যায়
সৃষ্টিপ্রসঙ্গ—কালসংখ্যা নিরূপণ

“যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, দশ সহস্র কল্পে ভগবান্ নারায়ণের একদিন এবং ঐ পরিমাণে তাহার একরাত্রি হয়। তিনি রাত্রি অবসানে জাগরিত হইয়া প্রথমতঃ জীবগণের জীবনোপায় ধান্যাদির সৃষ্টি করিয়া পরে হিরণ্য ডিম্বমধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ঐ ব্রহ্মা সমুদয় ভূতের মূর্তিস্বরূপ। তিনি এক বৎসরকাল অণ্ডমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক পরিশেষে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদয় পৃথিবী, স্বর্গ ও দ্যাবাভূমির [পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের] মধ্যবর্ত্তী আকাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সার্দ্ধসপ্তসহস্র কল্পে উহার একদিন এবং ঐ পরিমাণে উহার একরাত্রি হয়। ঐ মহাত্মা সর্ব্বপ্রথমে অহঙ্কার ও তৎপরে মন, বুদ্ধি ও চিত্তের সৃষ্টি করেন। অহঙ্কারাদি হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পাঁচমহাভূতের এবং ঐ পাঁচমহাভূত হইতে ইন্দ্রিয়সমুদয়ের উৎপত্তি হয়। ঐ ইন্দ্রিয়সমুদয় এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পঞ্চসহস্র কল্পে অহঙ্কারের একদিন এবং ঐ পরিমাণে উহার একরাত্রি হয়। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটির নাম বিশেষ। ইহারা পঞ্চমহাভূতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদিগের প্রভাবেই প্রাণীসমুদয় পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরকে স্পৃহা এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাবান হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম ও বধ করিয়া থাকে। এই সমুদয় কার্য্যনিবন্ধনই মনুষ্যগণকে দেহত্যাগের পর তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইহলোকেই পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিন সহস্র কল্পে পঞ্চমহাভূতসমুদয়ের একদিন এবং ঐ পরিমাণে উহাদিগের একরাত্রি হইয়া থাকে।

‘সমুদয় ইন্দ্রিয়মধ্যে মন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। মনের সাহায্য ভিন্ন চক্ষু কখনই রূপসন্দর্শনে সমর্থ হয় না। মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তুও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। লোকে কহিয়া থাকে, ইন্দ্রিয়েরই দর্শনাদি জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মনই সমুদয় জ্ঞানের মূলকারণ। মন বিষয়বোধে উপরত হইলে ইন্দ্রিয়গণও উপরত হইয়া থাকে। মন সমুদয় ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরস্বরূপ। উহা সর্ব্বভূতেই প্রবেশ করিয়া থাকে।”

২১৩তম অধ্যায়
সংহার বিবরণ

"যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক সৃষ্টি ও কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি সংহারবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি বারংবার জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টির সময় অতীত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগতের সংহারার্থ মহারুদ্রকে প্রেরণ করেন; সেই রুদ্রদেব সূর্য্যরূপী হইয়া আপনাকে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার প্রাণীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার তেজের উন্মেষ হইবামাত্র প্রথমতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবী কুর্ম্মপৃষ্ঠের সদৃশ হইয়া উঠে। তখন অমিতপরাক্রম রুদ্রদেব অনতিবিলম্বে সলিলসঞ্চারদ্বারা পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলেন। তৎপরে কালাগ্নিপ্রভাবে ঐ সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। সলিল শুষ্ক হইলে ঐ কালাগ্নি ভয়ানকরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন অষ্টমূর্ত্তিধারী বলবান বায়ু জীবের উষ্মাস্বরূপ সেই প্রজ্বলিত পাবককে গ্রাস করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। পরে আকাশ ভীষণ বায়ুকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তদনন্তর মন আকাশকে, অহঙ্কার মনকে, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং জগদীশ্বর ঐ অনুপম মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করেন। জগদীশ্বর অণিমাদি-গুণসম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়। উঁহার চতুর্দ্দিকেই হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত রহিয়াছে। উনি সমুদয় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি সর্ব্বান্তর্য্যামী অন্তরাত্মা। মহত্তত্ত্বের নাশের পর সমুদয় পদার্থ উহাতেই বিলীন হয়। উহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। উনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের স্রষ্টা। উহাতে দোষের লেশমাত্রও নাই।

'হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সংহারের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

২১৪তম অধ্যায়
অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাববিবরণ

"যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পায়ু ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, মলত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উপস্থেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, আনন্দ উহার অধিভূত এবং প্রজাপতি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। করদ্বয় অধ্যাত্ম, কার্য্য উহার অধিভূত এবং ইন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, কর্ত্তব্যবিষয় উহার অধিভূত এবং বহ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং দিক্‌সমুদয় উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রসনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং সলিল উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার

অধিভূত এবং পৃথিবী উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত এবং বুদ্ধি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

'হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক ইন্দ্রিয়, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় সমগ্র কীৰ্ত্তন করিলাম। প্রকৃতি নানা প্রপঞ্চ বিস্তার করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে বারংবার গুণসমুদয়ের সৃষ্টি করিতেছে। মনুষ্যেরা যেমন একটিমাত্র প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের এক এক গুণ হইতে নানাপ্রকার গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সত্ত্ব, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত্ব [প্রকাশস্বভাব], সুখ, বিশুদ্ধতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকৃপণতা, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, আনৃণ্য [অবাধ্য-বাধকতা], মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ঋজুতা, আচার, অভ্রান্ততা, ইষ্টানিষ্টবিয়োগে নিরপেক্ষতা [মিত্রের বিয়োগে দুঃখবোধ ও শত্রুর বিয়োগে সুখানুভবে উদাসীনতা], লোকরক্ষা, অলুব্ধতা, পরোপজীবনার্থ [অপরের জীবনরক্ষার জন্য] অর্থোপার্জ্জন ও সর্ব্বভূতে দয়া এই কয়েকটি গুণ হইতে উদ্ভূত হয়। রূপ, ঐশ্বর্য্য বিগ্রহ, বৈরাগ্যভাব, অকরুণতা, সুখদুঃখভোগ, পরনিন্দায় অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা, পরিতাপ, চৌর্য্যবৃত্তি, নির্লজ্জতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও অতিবাদ, এই কয়েকটি গুণ রজোগুণ হইতে সম্ভূত হয়। মোহ, অপ্রকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনবধানতা, বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যে অভিরুচি, পানভোজনে অপরিতৃপ্তি, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, দিবানিদ্রা ও পরনিন্দায় অনুরাগ, অজ্ঞাত নৃত্য-গীতবাদ্যে অভিরুচি ও ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ, এই কয়েকটি গুণ তমোগুণসম্ভূত।' ”

৩১৫তম অধ্যায়
সত্ত্বাদি গুণগত গতি

“যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'হে মহারাজ। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, নিরন্তর ত্রিলোকে অবস্থান করিতেছে। এই তিন গুণের কখনই ধ্বংস হয় না। অর্য্যক্তরূপ পরমাত্মা এই সমুদয় গুণের বিকারদ্বারা অসংখ্যরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন; অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক পুরুষদিগের উৎকৃষ্ট স্থান, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যম স্থান এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিদিগের অধম স্থান লাভ হয়। যাহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেবলোক, যাহারা পাপ ও পুণ্য এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা মনুষ্যলোক এবং যাহারা কেবল অধসঞ্চয় করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

'এক্ষণে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের [বিকারের] বিষয় সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত

তমোগুণ অথবা তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণ সংযুক্ত হইলেই গুণের দ্বন্দ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দেবলোক, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মনুষ্যলোক এবং রজ ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগের তির্য্যোগযোনি লাভ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তম তিন গুণের একত্র সংযোগকেই সন্নিপাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাহারা এই তিন গুণেই আসক্ত হইয়া কালহরণ করে, তাহাদিগকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পুণ্যপাপবিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জন্মমৃত্যুনাশন, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন অক্ষয় স্থান লাভ করিতে পারেন।

'পূর্ব্বে তুমি পরমাত্মার বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি শরীরমধ্যে অবস্থান করিলেও তাহাকে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতঃই অচেতন; উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠানদ্বারা সচেতন হইয়াই প্রাণীগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকে।'

"জনক কহিলেন, 'ভগবন্! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অবিনশ্বর, মূর্ত্তিবিহীন, অচল, অপ্রচ্যুত, স্বভাব ও বুদ্ধির অগম্য। অতএব এই উভয়ের মধ্যে কিরূপে প্রকৃতিকে অচেতন এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষকে সচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি বিশেষরূপে মোক্ষধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট সবিস্তর মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছি, এক্ষণে আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, একত্ব ও প্রকৃতির সহিত পৃথগভাব এবং শরীরসমাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ, মৃতব্যক্তিদিগের স্থান, সাঙ্খ্যশাস্ত্র, যোগ ও মৃদুসূচক লক্ষণসমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ সমুদয় হস্তগত আমলকের ন্যায় আপনার আয়ত্ত আছে।"

৩১৬তম অধ্যায়
প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বনিরূপণ

"যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'রাজর্ষে! কেহই নির্গুণকে সগুণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি নির্গুণ ও সগুণ পদার্থের বিষয় তোমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ জবাপুস্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহাকে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি গুণাত্মক। সুতরাং গুণকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতাদোষেই গুণসমুদয় আশ্রয় করিয়া থাকে। পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানী। তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। নিত্যত্ব ও অক্ষরত্বপ্রযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ বারংবার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন, তখন তিনি আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া মুক্তিলাভে অসমর্থ হয়েন। পুরুষ যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে স্বর্গধর্ম্মাবলম্বী, যখন যোগানুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতিধর্ম্মাবলম্বী এবং যখন স্থাবর পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে বীজধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি গুণসমুদয়ের সৃষ্টি ও

সংহারকর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক্; এই নিমিত্ত অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতিকে অনিত্য ও নানা প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের মতে পুরুষ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়া কেবল জ্ঞানাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট পুরুষের অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রকৃতি-পুরুষের পৃথগ্‌ভাব কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন ঈষিকা ও শরমুঞ্জ, উড়ুম্বর ও মশক, মৎস্য ও জল, চুল্লী ও অগ্নি এবং পদ্মপত্র ও সলিল একত্র অবস্থিত হইলেও পরস্পর নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ অনিত্য প্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ উভয়ে একত্র অবস্থান করিলেও পৃথক বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যাহারা সম্যকরূপে প্রকৃতি-পুরুষের পৃথগ্‌ভাব পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, সেই অধম ব্যক্তিদিগকে বারংবার ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। এই আমি তোমার নিকট সমুদয় সাঙ্খ্যতত্ত্ব সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। সাঙ্খ্যবিদ পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াই মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তত্ত্ব-বিষয়ে কুশল, তাঁহারা সাঙ্খ্যমতদ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।' ”

৩১৭তম অধ্যায়
যোগসাধনায় সিদ্ধিদশার অবস্থা

“যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সাধ্যানুসারে যোগজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্যজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যোগবলের সদৃশ বল আর কিছুই নাই। এই উভয় মতেই সমুদয় অনুজ্ঞানের [পরস্পর অনুসরণের—একের অন্যের অনুসরণ করার] বিধি আছে এবং এই উভয় মতই মুক্তিসাধক। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই এই উভয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করে। আমরা এই উভয় মতকেই একরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বী উভয়েরই সিদ্ধিদশাতে এক বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব সাঙ্খ্য এবং যোগশাস্ত্রকে যাঁহারা তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহারাই যথার্থ পণ্ডিত।

‘প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমুদয় বশীভূত করিয়া যোগসিদ্ধ হইতে পারিলে অণিমাদি অষ্টগুণ লাভ করিয়া সমুদয় লোকে পরিভ্রমণ করা যায়। বেদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ যমনিয়মাদি অষ্টগুণ সূক্ষ্ম; আর অণিমাদি অষ্টগুণ উহা অপেক্ষা স্থূল। যোগ দুই প্রকার—সগুণ ও নির্গুণ। প্রাণায়ামযুক্ত যোগকে সগুণ এবং চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত যোগকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণায়াম আবার দুই প্রকার—সবীজ ও নির্ব্বীজ। মূলাধারাদি চক্রস্থিত দেবতাসকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য হয়, অতএব তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। রজনী উপস্থিত হইলে প্রথম প্রহরে দ্বাদশ এবং নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়া শেষযামে [শেষ প্রহরে] দ্বাদশ এই

চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বায়ুধারণার বিষয় যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বায়ুধারণাদ্বারা দুর্দ্দান্ত মনকে নিগৃহীত করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযোগ করা দমগুণান্বিত শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগপরায়ণ মহাত্মারা শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পাঁচ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক কেবল পরব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা নিস্পাপ, নির্ম্মল, নিত্য, অনন্ত, অক্ষত, স্থির, জরামৃত্যুবিহীন ও অভেদ্য।

"অতঃপর নিত্যসমাধিযুক্ত যোগীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ যোগী সতত প্রসন্নচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্ত সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, নির্ব্বাত প্রদেশস্থিত তৈলপূর্ণ প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করেন। পাষাণ যেমন মেঘনিপতিত জলবিন্দুদ্বারা আহত হইয়াও বিকম্পিত হয় না, সেইরূপ ঐ যোগী কিছুতেই যোগ হইতে বিচলিত হইবার নহেন। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিনির্ঘোষ ও বিবিধ গীতবাদ্যদ্বারা তাঁহার যোগভঙ্গ করা নিতান্ত দুষ্কর। যেমন স্থিরস্বভাব ব্যক্তি তৈলপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া, সোপানে আরোহণ করিবার কালে কৃপাণপাণি [অস্ত্রপাণি—হস্তে অস্ত্রযুক্ত] পুরুষকর্ত্তৃক তজ্জিত [আক্রোশিত—'মারিব ধরিব' ইত্যাদি উক্তিদ্বারা ভয়গ্রস্ত] ও ভীত হইয়াও বিন্দুমাত্র তৈল নিক্ষেপ করে না, তদ্রূপ ঐ যোগী ইন্দ্রিয়সমুদয়ের স্থৈর্য্যনিবন্ধন কোনক্রমেই যোগ হইতে বিচলিত হয়েন না। যোগে উত্তমরূপে নৈপুণ্য জন্মিলে গাঢ়তর অন্ধকারমধ্যে অবস্থিত জ্বলনতুল্য [উজ্জ্বল অগ্নিসদৃশ] অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্য একমাত্র যোগদ্বারাই এই বিনশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট যোগীদিগের যোগের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, পণ্ডিতেরা ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।' "

৩১৮তম অধ্যায়
জীবাত্মার তনুত্যাগ-লক্ষণদ্বারা গতিনির্ণয়

"যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "হে রাজর্ষে! এক্ষণে মনুষ্যগণের মরণকালে জীবাত্মা শরীরের যে-যে স্থানদ্বারা বহির্গত হইলে যে যে গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা চরণদ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইলে বিষ্ণুলোক, জঙ্ঘাদ্বারা নির্গত হইলে অষ্টবসুর লোক, জানুদ্বারা নির্গত হইলে সাধ্যগণের লোক, পায়ুদ্বারা নির্গত হইলে মৈত্রলোক, জঘনদ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যলোক, ঊরুদ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতিলোক, পার্শ্বদ্বারা নির্গত হইলে মরুল্লোক, নাসাপথদ্বারা নির্গত হইলে চন্দ্রলোক, বাহুদ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক, বক্ষঃস্থলদ্বারা নির্গত হইলে রুদ্রলোক, গ্রীবাদ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক, মুখদ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বদেবগণের লোক, শ্রোত্রদ্বারা নির্গত হইলে দিগ্‌দেবতাগণের লোক, ঘ্রাণদ্বারা নির্গত হইলে বায়ুলোক, নেত্রদ্বারা নির্গত হইলে

সূর্য্যলোক, ভ্রূদ্বারা নির্গত হইলে অশ্বিনীকুমারের লোক, ললাটদ্বারা নির্গত হইলে পিতৃলোক এবং ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে।

আসন্ন-মৃত্যুর লক্ষণ

'এই আমি তোমার নিকট মৃতব্যক্তিদিগের যে-যে স্থান হইতে জীবাত্মা বহির্গত হইলে যে-যে গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আসন্ন-মৃত্যুর চিহ্নসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'যাহারা অরুন্ধতী, ধ্রুবতারা এবং অন্যের নেত্রতারামধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে না পায় এবং যাহারা পূর্ণচন্দ্র ও দীপের প্রভা দক্ষিণাংশে খণ্ডিত দর্শন করে, তাহারা একবৎসরমাত্র জীবিত থাকে। যাহারা লাবণ্যশালী হইয়া লাবণ্যবিহীন, জ্ঞানবান্ হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানবান ও শ্যামবর্ণ হইয়া ধূসরবর্ণ হয় এবং যাহারা দেবগণকে অবজ্ঞা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করে, তাহাদিগের পরমায়ু ছয় মাসের অধিক থাকে না। যাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে ঊর্ণনাভচক্রের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং দেবালয়স্থ সুরভি বস্তুসমুদয়ের সৌরভ যাহাদিগের শবগন্ধের ন্যায় বোধ হয়, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদিগের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। যাহাদিগের নাসাকর্ণ অবনত, দন্ত বিবর্ণ, জ্ঞান বিলুপ্ত, সমুদয় অঙ্গ উষ্মরহিত, অকস্মাৎ বামচক্ষু হইতে জলধারা ক্ষরিত ও মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হয়, তাহাদিগকে সদ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

'আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা এইরূপ মৃত্যুলক্ষণসমুদয় পরিজ্ঞাত হইয়া দিবানিশি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগপূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। যদি তাহাদের মৃত্যু ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাহারা গন্ধাদি-বিষয়সমুদয় পরিত্যাগ ও সাঙ্খ্যতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক যোগবলে পরমাত্মাকে নির্ম্মল ও মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া পরিশেষে প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুর্ল্লভ অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন।"

৩১৯তম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্যের বেদজ্ঞানবিবরণ

"যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! তুমি যে পরব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। আমি প্রণতভাবে ঋষিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক দিবাকর হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি ভগবান্ ভাস্করকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। একদা তিনি আমার পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমাকে প্রসন্ন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, কিন্তু আমি তোমার অবিচলিত ভক্তি দর্শনে তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; উহা নিতান্ত দুর্ল্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব।"

'ভগবান্ প্রভাকর প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, "ভগবন্! যজুর্ব্বেদ আমার অভ্যস্ত নাই; উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয়

অভিলাষ হইয়াছে।” তখন সূর্য্যদেব কহিলেন, “আমি অচিরাৎ তোমাকে যজুর্ব্বেদ প্রদান করিব। তুমি অবিলম্বে আস্যদেশ বিবৃত কর; দেবী সরস্বতী তোমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিবেন।” দিবাকর এই কথা কহিলে আমি তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে মুখব্যাদান করিলাম। মুখব্যাদান করিবামাত্র সরস্বতী আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বাগ্দেবী শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আমি অন্তর্দ্দাহে নিতান্ত দগ্ধ হইয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে সূর্য্যের প্রতি আমার অতিশয় অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্যদেব আমাকে একান্ত সন্তপ্ত দেখিয়া কহিলেন, “ব্রহ্মন্! তুমি মুহূর্ত্তকাল দাহজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাক; অবিলম্বেই তোমার কলেবর শীতল হইবে।” ভগবান্ সূর্য্য এই কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার শরীর সুশীতল হইল। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ব্রহ্ম! পরশাখা [নিজ বেদ ব্যতীত অন্যান্য বেদের শাখাসমূদয়] ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তোমার আয়ত্ত হইবে। উহা আয়ত্ত হইলে তোমার বুদ্ধি মুক্তিমার্গে প্রবেশ করিবে এবং তুমি সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগীদিগের অভিলষিত পদপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে।” দিবাকর এই বলিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন।

‘অনন্তর আমি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বাগদেবী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণে বিভূষিত হইয়া, ওঙ্কারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে ও সূর্য্যদেবকে অপ্রদান করিয়া উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে রহস্য ও সংগ্রহশাস্ত্রের সহিত সমগ্র বেদ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তখন আমি শিষ্যপরিবৃত মাতুল বৈশম্পায়নের অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত একশত শিষ্যকে ঐ বেদ অধ্যয়ন করাইলাম এবং অবিলম্বেই সেই শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া করজালমণ্ডিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তোমার পিতার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। তথায় মহর্ষি দেবলের সমক্ষে মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত বেদপাঠের দক্ষিণা লইয়া, আমার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি তাঁহাকে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব বলিয়া স্বীকার করিলাম। সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, তোমার পিতা এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ আমার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

‘এইরূপে আমি সূর্য্যদেব হইতে পঞ্চদশ যজুঃসংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন আমি মহর্ষি রোমহর্ষের নিকট পুরাণপাঠ করিয়াছি। অনন্তর আমি ভগবান্ ভাস্করের প্রভাবে সরস্বতীর অনুকম্পায় ঐ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিষ্যগণকে সংগ্রহের সহিত সমস্ত বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করাইলাম। তাহারাও হৃষ্টমনে অধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। অগ্রে সূর্য্যদেবকর্ত্তৃক আদিষ্ট এই পঞ্চদশ শাখা অনুশীলন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় চিন্তা করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য।

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক

‘একদা বেদবেদান্তবেত্তা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণসমূহের হিতকর মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আমার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ব্রহ্মন! বিশ্ব, অবিশ্ব, অশ্বা, অশ্ব, মিত্র, বরুণ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, অজ্ঞ, জ্ঞ, তপাঃ,

অতপাঃ, সূর্য্যাদ, সূর্য্য, বিদ্যা, অবিদ্যা, বেদ্য, অবেদ্য, অচল, চল এবং অক্ষয় ও ক্ষয় এই কয়েকটি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আর তর্কদ্বারা কি প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে?”

‘গন্ধর্ব্বরাজ এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে কহিলাম, “গন্ধর্ব্বরাজ! আমি এই কয়েকটি প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছি, তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর।” আমি এই কথা কহিলে গন্ধর্ব্বরাজ আমার বাক্যে স্বীকার করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন আমি দেবী সরস্বতীকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র দধি হইতে ঘৃত যেমন উত্থিত হয়, সেইরূপ যে-যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে ঐ সমুদয় প্রশ্নের উত্তরপ্রদান করা যায়, তৎসমুদয় আমার স্মৃতিপথে উত্থিত হইল। তখন আমি সমগ্র উপনিষদ ও আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র [তর্কবিদ্যা] পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ঐ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা জ্ঞাণিগণের মোক্ষোপযোগী, উহাকে চতুর্থী বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

‘অনন্তর আমি বিশ্বাবসুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, “গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই জন্মভয়যুক্ত ত্রিগুণসম্পন্ন বিশ্বকে প্রকৃতি এবং অবিশ্বকে নির্গুণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ অশ্বা প্রকৃতি ও অশ্ব পুরুষ, বরুণ প্রকৃতি ও মিত্র পুরুষ, জ্ঞান প্রকৃতি ও জ্ঞেয় পুরুষ, অজ্ঞ প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষ, তপাঃ প্রকৃতি ও অতপাঃ পুরুষ, অবিদ্যা প্রকৃতি ও বিদ্যা পুরুষ, অবেদ্য প্রকৃতি ও বেদ্য পুরুষ, সূর্য্যাদ প্রকৃতি ও সূর্য্য পুরুষ এবং চল প্রকৃতি ও অচল পুরুষনামে কীর্ত্তিত হয়েন। মতভেদে প্রকৃতিকে বেদ্য ও পুরুষকে অবেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ ইঁহারা উভয়েই অজ্ঞ, নিত্য, অক্ষয় ও জন্ম মৃত্যুবিহীন হইয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। উহাদের জন্ম নাই বলিয়া উহারা অজ ও ক্ষয় না থাকাতে অক্ষয় নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্ত্বাদি গুণের আশ্রয়ত্ব ও জগৎকর্ত্তৃত্বনিবন্ধন প্রকৃতিকে অক্ষয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই আমি তোমার নিকট বেদমতানুসারে বিশ্বাবিশ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তর্কদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষরত্ব যেরূপে সপ্রমাণ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।”

‘গুরুর উপাসনাদ্বারা বেদের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া নিত্যক্রিয়াসাধনান্তে বেদের আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা সাঙ্গ বেদাধ্যয়নে একান্ত আসক্ত থাকে, অথচ আকাশাদি মহাভূতসমুদয়ের সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তা বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে অবগত হইতে না পারে, তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন কেবল বিড়ম্বনামাত্র। ঘৃতার্থী হইয়া গভীর দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহা হইতে ঘৃতোপযোগী নবনীত উৎপন্ন হয় না; প্রত্যুত বিষ্ঠাতুল্য দুর্গন্ধ পদার্থই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদবিদ্যা অভ্যাস করিয়া প্রকৃতি ও পরব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জ্ঞানোপার্জ্জন একান্ত নিষ্ফল। যত্নপূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর পুনরায় সংসারমধ্যে জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয় না। কর্ম্মকাণ্ড-বেদোক্ত নশ্বর ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষয় ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্নসহকারে অহরহঃ জীবাত্মাকে বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিকে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মূঢ়ব্যক্তিরা শাশ্বত

পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করে; কিন্তু সাধুব্যক্তিরা তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদজ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।'

'তখন বিশ্বাবসু পুনরায় কহিলেন, "ব্রহ্ম! আপনি জীবাত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু জীবাত্মা বস্তুতঃ অবিনশ্বর কিনা, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি যদিও ধীমান্ জৈগীষব্য, অসিতদেবল, পরাশর, বার্ষ্যগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আরর্ষ্টিষেণ, গর্গ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনকুমার, শুক্রাচার্য্য, পিতা কশ্যপ, রুদ্র, বিশ্বরূপ দেবতা, পিতৃলোক ও দৈতেয়গণের নিকট এই বিষয় অবগত হইয়াছি, তথাপি আপনার প্রমুখাৎ ঐ সমুদয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আপনি বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও শ্রুতিনিপুণ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই; দেবলোক, পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোকগত। মহর্ষিগণ এবং ভগবান্ ভাস্কর সতত আপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন; আপনি সাংখ্যতত্ত্ব, যোগশাস্ত্র ও এই চরাচর বিশ্বের বিষয় সম্যকরূপ অবগত আছেন; এই নিমিত্তই আপনার নিকট এই অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে।"

'তখন আমি কহিলাম, 'হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি শ্রুতিধর; অতএব যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সাধ্যানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা জড়রূপা প্রকৃতিকে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন না। সাঙ্খ্য ও যোগবিৎ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার জ্ঞান আছে বলিয়াই উঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবাত্মা দেহের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিলে কখনই পরমাত্মাকে অবলোকন করিতে পারেন না; কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন হইলেই অনায়াসে তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন। পরমাত্মা কি জীব, কি দেহ, উভয়কেই সতত সন্দর্শন করিতেছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কখনই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বযুক্ত দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। সলিলমধ্যস্থ মৎস্যকে কেহ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে সে যেমন তাহাতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেরণানিবন্ধন বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন। জীব-যখন দেহের সহিত একত্র বাস ও অভেদবুদ্ধিনিবন্ধন স্নেহপরবশ হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ হয়, তখন সে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে; আর যখন সে আপনার সহিত পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করে, তখন সে সংসারসাগর হইতে উত্থিত হয়। যখন জীব আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে, তখন সে পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধুব্যক্তিরা উঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। যখন জীব আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, ভিন্ন ও অভিন্ন, জগতের কারণ ও জীবরূপে দর্শন না করিয়া তাহাকে জ্ঞানদ্বারা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা এইরূপে পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া উঁহাকে অবিনশ্বর নির্দ্দেশ করা যায়। হে গন্ধর্ব্বরাজ! এই আমি শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্মের কীর্ত্তন করিলাম।

বিশ্বাবসুকর্ত্তৃক যাজ্ঞবল্ক্য মতের প্রচার

'আমি এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য কীর্ত্তন করিলে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু আমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্ববেদপ্রধান ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন; অতএব আপনার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।" দিব্যরূপধারী গন্ধর্ব্বরাজ এই বলিয়া পরম প্রীতিসহকারে আমাকে অভিনন্দন ও প্রদক্ষিণ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন এবং অচিরাৎ ভূলোক, দ্যুলোক ও নাগলোকে সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট সেই সদুপদিষ্ট উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন।

'হে মহারাজ! সাঙ্খ্যমতাবলম্বী, যোগধর্ম্মনিরত ও অন্যান্য মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের এই বিজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ অতিশয় শ্রেয়স্কর। জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ; জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ । জ্ঞানদ্বারাই মনুষ্য জন্মমৃত্যুর দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ কদাচ জন্মমৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন না। সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে। অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে। ফলতঃ সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আস্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য ও পদতল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান সকল কালেই সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেখ, অতি পূর্ব্বকালেও অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মহাত্মারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং মোক্ষ যে নিত্যসিদ্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তুমি আমাকে যেসমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমুদয়ের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম, এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সবিশেষ অনুধাবন করিয়া প্রীতিলাভ ও ইহার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গললাভ হইবে।' "

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে মিথিলাধিপতি দেবরাজতনয়কে উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় আসীন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এক-এক কোটি গোধন, এক-এক কোটি সুবর্ণ ও এক-এক অঞ্জলি রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় পুত্রকে বিদেহরাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক অজ্ঞানমূলক ধর্ম্মাধর্ম্মের নিন্দা করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সত্যমিথ্যা ও জন্মমৃত্যু সমুদয়ই বৃথা বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! সাঙ্খ্য ও যোগজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই বিশ্বকার্য্য প্রকৃতি ও পুরুষের কৃত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পরাৎপর পরমব্রহ্মকে ইষ্টানিষ্টবিনির্ম্মুক্ত, নিত্য ও শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব তুমিও পবিত্রভাব অবলম্বন কর। দাতা, দেয়, দান ও প্রতিগ্রহীতা সকলকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইবে। আপনার আত্মাই অদ্বিতীয় পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; ইহাই সতত চিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত নহে, তাহাদিগের তীর্থপর্য্যটন ও যজ্ঞানুষ্ঠান

করাই শ্রেয়ঃ। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা যজ্ঞদ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না। সেই অব্যক্ত পরমব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা মহত্তত্ত্বের উপাসনা করেন, তাঁহারা অহঙ্কারের স্থান প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট পরমব্রহ্মাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা মায়াতীত অতি উৎকৃষ্ট স্থানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহাত্মা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এই জ্ঞান লাভ করেন, তৎপরে আমি জনকের নিকট ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞান যজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-প্রভাবে অনায়াসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু যজ্ঞবলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকে যে, দুঃখ ও জন্মমৃত্যু নিরাকৃত করা পুরুষাকারসাধ্য নহে। যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়মদ্বারা স্বর্গলাভ হইলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি পবিত্রমনে পরমপাবন সুনির্ম্মল শান্তিজনক পরমব্রহ্মের উপাসনা কর; তাহা হইলেই তুমি সেই পরমাত্মার স্বরূপ হইতে পারিবে। হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনকরাজার নিকট শাশ্বত অব্যয়তত্ত্ব কীর্ত্তনপূর্ব্বক যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিলেই অনায়াসে শোকশূন্য অমৃতময় মোক্ষলাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।"

৩২০তম অধ্যায়
মৃত্যু-জরাজয়প্রসঙ্গে দেহের অনিত্যতাকথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, ধন, দীর্ঘ আয়ু, বিপুল তপস্যা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, অধ্যয়ন ও রসায়নপ্রয়োগ এই সমুদয়ের মধ্যে কোন্ উপায়দ্বারা জরামৃত্যু অতিক্রম করা যায়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে পঞ্চশিখ জনকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহরাজ জনক ধর্ম্মার্থ-সংশয়বিহীন বেদবিদ্ মহর্ষি পঞ্চশিখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! তপস্যা, বুদ্ধি, পুণ্যকর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সমুদয়ের মধ্যে কোন্ উপায়দ্বারা মনুষ্য জরামৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মহারাজ জনক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্ববেত্তা মহর্ষি পঞ্চশিখ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! কেবল জীবন্মুক্ত যোগীরাই জরামরণ অতিক্রম করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারই মাস ও দিবারাত্রির ন্যায় জ্বরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই।

'মূঢ়স্বভাব মানবগণ চিরকাল অনিত্য সংসারপথ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা জরামৃত্যুরূপ জলজন্তুতে পরিব্যাপ্ত প্লববিহীন কালসাগরে প্রবাহিত ও নিমগ্ন হইতেছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্য করিতেছে না। ইহলোকে কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে যেমন অপরাপর পথিকদিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইহলোকে স্ত্রীপুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। কেহই কাহারও সহিত চিরকাল বাস করিতে সমর্থ হয় না। মেঘজাল যেমন বায়ুসঞ্চালিত হইয়া গর্জ্জন করিতে

করিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, তদ্রূপ প্রাণীগণ কালপ্রেরিত হইয়া বারংবার শোকসূচক শব্দ করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় কি দুর্ব্বল, কি বলবান, কি মহৎ, কি নীচ সকলকেই গ্রাস করিতেছে, এই নিমিত্তই নিত্যস্বরূপ জীবাত্মা অনিত্য ভূতগণের উৎপত্তিতে আনন্দ ও বিনাশে শোক অনুভব করেন না। তুমি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছ? কাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে? তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ ও কোথায় গমন করিবে? এই সকল চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কেহই কাহার প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গ বা নরকভোগ করে না; অতএব শাস্ত্রানুসারে দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।”

৩২১তম অধ্যায়

গৃহস্থের মোক্ষধর্ম্ম—ধর্ম্মধ্বজ-সুলভাসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন্ ব্যক্তি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? লিঙ্গশরীর ও সুলশরীর কিরূপে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মোক্ষ কাহাকে বলে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এই উপলক্ষে আমি ধর্ম্মধ্বজ সুলভাসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে মিথিলানগরে ধর্ম্মধ্বজনামে জনকবংশসম্ভূত। সন্ন্যাসধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ এক সিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া সুনিয়মে এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁহার সাধুতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার ন্যায় সাধু হইতে বাঞ্ছা করিতেন।

"ঐ সময় সুলভানামে এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক একাকিনী সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি একদা নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ত্রিদণ্ডধারী [বাকদণ্ড—বাক্যসংযম, মনোদণ্ড—মনঃসংযম, কায়দণ্ড শরীরসংযম] মহাত্মাদিগের মুখে জনকবংশোদ্ভব রাজা ধর্ম্মধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তিনি যথার্থ মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং আত্মসন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ ও অতি মনোহর রূপ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে নিমেষমধ্যে বিবিধ জনপরিপূর্ণ রমণীয় বিদেহনগরে গমন করিয়া ভিক্ষাগ্রহণের ছলে মিথিলাধিপতির সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। রাজা ধর্ম্মধ্বজ তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ইনি কে, কাহার কন্যা ও কোথা হইতে আগমন করিলেন, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে স্বাগতজিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয়দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিলেন।

যোগসংযতদেহ ধর্ম্মধ্বজের সুলভাসম্ভাষণ

"তখন সেই সন্ন্যাসিনী সুলভা রাজা যথার্থ মোক্ষধর্ম্মবেত্তা কি না, এই সংশয় অপনোদন করিবার মানসে বেদার্থজ্ঞ পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত নরপতিকেই উহা জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা তাঁতাহার বুদ্ধিতে ও নেত্রদ্বারা তাঁহার নেত্রে। প্রবেশপূর্ব্বক যোগবলে তাঁহাকে বশীভূত ও রুদ্ধ করিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়েরই বাহ্যশরীর কার্য্যক্রম [শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট] হইয়া রহিল।

"অনন্তর বিদেহরাজ সুলভার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া লিঙ্গদেহ আশ্রয়পূর্ব্বক হাস্যমুখে তঁহাকে কহিলেন, 'দেবি! তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আগমন করিলে এবং কোথায় বা গমন করিবে? কেহই জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এক্ষণে মৎসন্নিধানে

আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এখন রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। অতঃপর তোমার নিকট স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে ধর্মধ্বজের যোগকথা

'পরাশর গোত্রসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু। সেই মহাত্মা হইতেই আমি মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার তুল্য বক্তা আর কেহই নাই। তিনি মোক্ষের হেতুস্বরূপ। আমি তাঁহার প্রসাদেই সাঙ্খ্যজ্ঞান, যোগ ও নিষ্কাম যাগযজ্ঞাদি এই বিবিধ মোক্ষধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়বিহীন হইয়াছি। পূর্ব্বে সেই সাঙ্খ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বর্ষাকালে চারিমাস আমার আলয়ে বাস করিয়া আমাকে ঐ ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যে অবস্থান করিতে নিষেধ করেন নাই। আমি তাঁহার উপদেশানুসারে বিষয়রাগবিহীন হইয়া সেই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া কালহরণ করিতেছি।

'বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানদ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগাভ্যাসদ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞানপ্রভাবেই মনুষ্য যোগাভ্যাসনিরত হইয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক পরমপদলাভ করিতে পারেন। আমি সেই আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া মোহ হইতে বিমুক্ত, নিঃসঙ্গ ও সুখদুঃখাদিবিহীন হইয়াছি। সলিলসিক্ত ক্ষেত্র যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, ভর্জ্জিত [ভাজা—নীরস] বীজ যেমন সলিলসিক্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগবান্ পঞ্চশিখের অনুগ্রহে আমার বিষয়জ্ঞানরূপ বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও অঙ্কুরিত হইতেছে না। আমি স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও শত্রুর প্রতি ক্রোধ করি না। যে ব্যক্তি আমার দক্ষিণহস্তে চন্দন লেপন ও যে ব্যক্তি কুঠারদ্বারা আমার বাম হস্ত ছেদন করে, আমি তাহাদের উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। যখন আমি লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান, মুক্তসঙ্গ ও পুরুষার্থে অনুরক্ত হইয়া রাজ্যে অবস্থান করিয়াও সুখে কাল হরণ করিতেছি, তখন আমাকে অন্যান্য ত্রিদণ্ড ধারী সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

'মোক্ষবিৎ পণ্ডিতেরা মোক্ষকে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সমধিক জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে এবং কেহ কেহ সমধিক কর্ম্মযুক্ত জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলিয়া নিরূপণ করেন; কিন্তু মহাত্মা পঞ্চশিখ ঐ উভয় মত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীদিগেরও যখন যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান, দম্ভ ও স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তখন তাঁহাদিগের সহিত গৃহস্থদিগের প্রভেদ কি? ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই মোক্ষলাভ হয়, আর ছত্রাদি ধারণ করিলেই মোক্ষলাভ হয় না, ইহার বিনিগমনা [সঙ্গতি—তর্করহিত মীমাংসা] কি? ইহলোকে সকলেই স্বার্থসাধনের উপযোগী দ্রব্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে। যে ব্যক্তি গৃহধর্ম্মের দোষ দর্শনপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, তাহাকেও একের পরিত্যাগ ও অন্যের গ্রহণনিবন্ধন সঙ্গত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যখন ভিক্ষুকেরাও

রাজাদিগের ন্যায় নিগ্রহ-অনুগ্রহরূপ আধিপত্য প্রকাশ করেন, তখন ভিক্ষুকদিগেরই যে মোক্ষলাভ হইবে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব আমার মতে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার রাজ্যাধিপত্য বিদ্যমান থাকিলেও সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহস্থ পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে পারে।

'কটু-কষায় ফলমূল ভক্ষণ, মস্তকমুণ্ডন এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ কেবল সন্ন্যাসধর্ম্মের চিহ্নমাত্র। কেবল ঐ সমুদয় চিহ্ন থাকিলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে না। যদি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নসমুদয় বিদ্যমান থাকিলেও মোক্ষলাভ জ্ঞানসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ঐ সমুদয় চিহ্ন ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? অথবা দুঃখশৈথিল্যের নিমিত্ত যদি ত্রিদণ্ড ধারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে দুঃখনিবারণের নিমিত্ত ছত্রাদি-গ্রহণও দোষাবহ হইতে পারে না। নিঃস্ব হইলেই মোক্ষলাভ হয় এবং ধন থাকিলে মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মনুষ্য নির্দ্ধন হউক বা ধনবান হউক, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। আমি এই নিমিত্তই বন্ধনের আয়তনস্বরূপ ধর্ম্মার্থকামসঙ্কুল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষধর্ম্মরূপ প্রস্তরে শাণিত ত্যাগরূপ অসিদ্বারা ঐশ্বর্য্য-পাশ ও স্নেহরূপবন্ধন ছেদন করিয়াছি।

স্থূলদর্শী ধর্ম্মধ্বজের গার্হস্থ্য যোগযুক্তি

'হে দেবি! পূর্ব্বে আমি তোমাকে সন্ন্যাসিনী জ্ঞান করিয়া পরম সমাদর করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তোমার বয়ঃক্রম ও রূপলাবণ্যদর্শনে তোমার যোগ-বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি মুক্ত কি না, ইহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তুমি যে আমার দেহ রুদ্ধ করিয়াছ, ইহা তোমার ত্রিদণ্ডধারণের নিতান্ত অননুরূপ হইয়াছে। বিষয়ভোগনিরত যোগীর ত্রিদণ্ড ধারণ করা নিতান্ত নিষ্ফল। তুমি দণ্ডধারিণী হইয়াও যোগধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ না। এক্ষণে আমি স্পষ্টই তোমাকে যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া অবগত হইতেছি। তুমি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে তোমার ব্যভিচারদোষ সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি কাহার সাহায্যে আমার রাজ্য ও পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং কাহার সাহায্যেই বা আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে? দেখ, প্রথমতঃ, তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী; কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সহযোগ হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, তুমি ভিক্ষুকী, আমি গৃহস্থ; সুতরাং আমরা পরস্পর মিলিত হইলে আশ্রমসঙ্কর করা হইবে। তৃতীয়তঃ, তুমি আমার সগোত্রা কি না, তাহা আমি অবগত নহি এবং তুমিও আমার গোত্রাদির বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত নহ; যদি তুমি আমার সগোত্রা হও, তাহা হইলে গোত্রসঙ্কর-দোষ উপস্থিত হইবে। চতুর্থতঃ, যদি তোমার স্বামী জীবিত থাকিয়া দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্য্যা ও অগম্যা; আমি তোমাকে গ্রহণ করিলে ধর্ম্মসঙ্কর করা হইবে। এক্ষণে তুমি কি কোন কার্য্যসাধনের অনুরোধে বা অজ্ঞানতাপ্রভাবে অথবা বিপরীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছ?

'তুমি স্বদোষনিবন্ধন এইরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাতে তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা হইল। এক্ষণে তোমার বিলক্ষণ দুরভিসন্ধি লক্ষিত হইতেছে। তুমি জয়লাভার্থী হইয়া কেবল আমাকে নয়, আমার সভাস্থ মহাত্মাদিগকেও পরাজয় করিতে বাসনা করিয়াছ। তুমি আমার

সভাস্থ পূজ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, আত্মপক্ষের উন্নতি ও মৎপক্ষীয় অপকার্য্যসাধনই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার উন্নতি-দর্শনে ঈর্ষান্বিত ও যোগৈশ্বর্য্যদর্পে দর্পিত হইয়া প্রীতিলাভ বাসনায় আমার বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধির ঐক্য করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত নহি; সুতরাং তোমার কিছুমাত্র প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীপুরুষ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া মিলিত হইলে উহাদের মিলন অমৃততুল্য হয়; কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন বিরক্ত ও একজন অনুরক্ত হইলে ঐ মিলন বিষতুল্য হইয়া উঠে। যাহা হউক, এক্ষণে আর তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে সাধু বলিয়া স্থির কর এবং আপনার সন্ন্যাসধর্ম্মপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও।

'আমি জীবন্মুক্ত কি না, তুমি তাহা জানিতে পারিলে। এক্ষণে যদি তুমি স্বকার্য্য বা অন্য কোন মহীপতির কার্য্যসাধনার্থ প্রচ্ছন্নভাবে সমাগত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকট ব্যক্ত কর। রাজা, ব্রাহ্মণ বা গুণবতী স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি উহাদের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। নরপতিদিগের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান এবং স্ত্রীজাতিদিগের রূপ ও যৌবন অতি উৎকৃষ্ট বল। ঐরূপ বলসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট সরল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অতএব তুমি কপটতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যবহার, হৃদগত ভাব, স্বভাব ও আগমন-প্রয়োজন যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।'

সুলভার সূক্ষ্ম যোগযুক্তি

"মিথিলাধিপতি জনক এইরূপ অসুখকর অযুক্ত বাক্যবিন্যাসদ্বারা চারুদর্শনা সুলভাকে তিরস্কার করিলে তিনি তখন কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। প্রত্যুত অতি সুমধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৌক্ষ্ম্য, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদসমুদয়কেই বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়সূচক, তাহার নাম সৌক্ষ্ম্য, যাহার দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাঙ্খ্য; যদ্বারা পৌর্ব্বাপৌর্ব্বক্রম [ক্রমসন্ধান অগ্রপশ্চাক্রমে কোন্‌টি অগ্রে, কোন্‌টি পরে, তাহার ক্রমনির্ণয়] নিরূপিত হয়, তাহার নাম ক্রম; পূর্ব্বপক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয় এবং ঔৎসুক্য ও দ্বেষনিবন্ধন কর্ত্তৃব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। জনসমাজে যেসকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদয় সার্থক, প্রসিদ্ধপদযুক্ত, প্রসারগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর ও অসন্দিগ্ধ হওয়া আবশ্যক; শ্রুতিকটু, অশ্লীলপদযুক্ত, অমূলক, ত্রিবর্গবিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসঙ্গতপদসম্পন্ন, ব্যাকরণাদিদোষযুক্ত, ক্রমবিবর্জ্জিত, অন্যপদ সাপেক্ষ, লক্ষণাযুক্ত, অনর্থক বা যুক্তিশুন্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

'হে মহারাজ আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দৈন্য, দর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমানবশতঃ আপনাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না। আপনাকে উত্তর প্রদান করা উচিত বিবেচনা করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হয়। বক্তা শ্রোতাকে লক্ষ্য না করিয়া গর্ব্বিতভাবে আপনার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখনই শ্রোতার প্রীতি জন্মে না। আর যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া

কেবল শ্রোতার অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে অবশ্যই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐরূপ বাক্যেকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিরুদ্ধে বাক্যবিন্যাস করেন, তাঁহাকেই যথার্থ সদ্বক্তা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে ‘তুমি কে, কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে বা এখানে সমাগত হইয়াছ’ বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

‘যেমন জতু[লাক্ষা—দাহ্যবস্তু] ও কাষ্ঠ এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করে না; উহারাও আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। চক্ষু আপনাকে দেখিতে পায় না এবং শ্রোতাও আপনাকে শ্রবণ করিতে পারে না। উহাদের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় না। উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ন্যায় পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বাহ্য গুণসমুদয়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটি দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণাদি ক্রিয়ারও এইরূপ তিন-তিনটি হেতু বিদ্যমান আছে।

‘পদার্থজ্ঞানবিষয়ে মনকেও একটি প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। উহা সতত সদসদ্‌বিচার করিয়া থাকে। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও মন এই একাদশটিকে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ; উহা বিষয়জ্ঞানসময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয়। সত্ত্ব ত্রয়োদশ গুণ; উহার কার্য্যদ্বারা মনুষ্যগণের বিশুদ্ধভাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার চতুর্দ্দশ গুণ; উহাদ্বারাই মনুষ্যের আত্মপরবিবেচনা হইয়া থাকে। বাসনা পঞ্চদশ গুণ; ঐ বাসনামধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অবিদ্যা ষোড়শ গুণ। মায়া সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ। সুখাসুখ, জরামৃত্যু, লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয়াত্মক দ্বন্দ্বযোগ ঊনবিংশ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কাল বিংশ গুণ। এই কালপ্রভাবেই প্রাণীগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চমহাভূত এবং সদ্ভাব, অসদ্ভাব, শুক্রবল ও বিধি এই দশটিকেও গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সমুদয় গুণ ত্রিংশৎপ্রকার হইল। এই সমস্ত গুণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহারই নাম শরীর। কেহ কেহ প্রকৃতিকে, কেহ কেহ পরমাত্মাকে, কেহ কেহ ঈশ্বর ও পরমাত্মা উভয়কে, আর কেহ কেহ ঈশ্বর ও মায়াশক্তি এবং জীব ও অবিদ্যা এই চারিটিকে ঐ সমস্ত গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি ঐ সমস্ত গুণের সাহায্যে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

‘হে মহারাজ। সমুদয় প্রাণীই শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। শুক্রশোণিতের সহযোগকে কলল [ভ্রূণ] বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কলল হইতে বুদ্‌বুদ্ জন্মে। বুদ্‌বুদ্ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোমসমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভমধ্যে শুক্রশোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহার চিহ্নানুসারে উহাকে স্ত্রী বা পুরুষনামে

নির্দ্দিষ্ট করা যায়। ঐ সময় উহার পাণিতল, নখ ও অঙ্গুলিদল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে কৌমারাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেই রূপ তিরোহিত হইয়া যায়। পরে কৌমারাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। প্রাণীর যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয় না। যেমন প্রদীপশিখার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় বলিয়া কেহ উহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের কৌমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুমান করা যায় না। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

'এইরূপ যখন মনুষ্যের দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ যে কাহার এবং কোন্ স্থান হইতে উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? ফলতঃ আপনার দেহের সহিত প্রাণীগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যেমন অয়স্কান্তমণি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দস্পর্শাদি গুণসমুদয় হইতে প্রাণীগণ সঞ্জাত হইয়া থাকে। আপনি আপনাকে যেরূপ জ্ঞান করেন, অন্যকে সেইরূপ জ্ঞান করা আপনার কর্ত্তব্য। যদি আপনি আপনাকে ও অন্যকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে "তুমি কে ও কাহার ভার্য্যা" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যখন আপনি স্বার্থপরার্থজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকেন, তখন আমাকে "তুমি কাহার ও কোন স্থান হইতে আগমন করিতেছ" এইরূপ প্রশ্ন করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

'যে মহীপাল শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সন্ধি ও বিগ্রহে যাঁহার সম্যক্ আসক্তি রহিয়াছে, তাঁহাকে কিরূপে মোক্ষপদাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি ত্রিবর্গের তত্ত্ব সবিশেষ অবগত না হইয়া উহাতে আসক্ত থাকে, তাহাকে কখনই মোক্ষপথের পথিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব আপনি মোক্ষের অনুপযুক্ত হইয়াও আপনাকে মুক্ত বলিয়া যে অভিমান করেন, তদ্বিষয়ে আপনাকে নিবারণ করা আপনার সুহৃদগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কুপথ্যশীলের ঔষধের ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভে যত্ন নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি স্ত্রী প্রভৃতি সংসর্গের বিষয়সমুদয় আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, সেই ব্যক্তিকেই যথার্থ মুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

'এক্ষণে আমি শয়ন, উপভোগ, ভোজন ও আচ্ছাদনবিষয়ক কতকগুলি সূক্ষ্ম সঙ্গস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবী শাসন করেন, তাঁহাকে প্রতিনিয়ত একমাত্র পুরমধ্যে অবস্থান করিতে হয়। রাত্রিযোগে আবার তিনি সেই পুরমধ্যস্থ একমাত্র নির্দ্দিষ্ট গৃহের একাংশে খট্টার উপর শয়ন করেন। তৎকালে সেই খাট্টারও সমুদয় অংশে তাঁহার অধিকার থাকে না। অতএব যখন নরপতির একমাত্র শয্যার অর্ধাংশই আবশ্যক হইল, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করা তাঁহার নিতান্ত নিষ্ফল। ভোজন, উপভোগ ও আচ্ছাদনবিষয়েও রাজার এইরূপ অতি অল্পমাত্র দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

'আর দেখুন, রাজাকে সতত পরাধীন থাকিতে হয়। যখন রাজাকে অল্পমাত্র বিষয়ে আসক্ত হইতে এবং সন্ধি, বিগ্রহ, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্রীড়া, বিহার, অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা ও গুণদোষ বিচার করিয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? যে

সময় রাজা অন্যকে কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন, তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়াও কার্য্যার্থিগণের অনুরোধে সুখে শয়ন করিতে পারেন না। কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে হয়। রাজপুরুষগণ রাজাকে স্নান, স্পর্শ, ভোজন, পান, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বাক্যপ্রয়োগ ও শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ঐ সমুদয় কার্য্যের অধীন করিয়া থাকে। অথিগণ সর্ব্বদা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ধন প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যের অধীন হইয়াও তাহাদিগকে দান করিতে পারেন না। দান করিলে কোষক্ষয় এবং দান না করিলে অন্যের সহিত শত্রুতা হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত রাজাকে অনেক সময় ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিরক্তভাবে অবস্থান করিতে হয়। কি ধনবান, কি জ্ঞানী, কি বলশালী, কি নির্ভয়, কি নিত্য-উপাসনানিরত সকলের নিকটই রাজাকে ভীত হইতে হয়। উহারা অনায়াসেই রাজার অনিষ্ট করিতে পারে।

'আর দেখুন, মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব গৃহে আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক নিগ্রহ ও অনুগ্রহবিধান করিতেছে, অতএব সকল ব্যক্তিই রাজার তুল্য। রাজাদিগের ন্যায় সকলেরই পুত্র, কলত্র, আত্মা, কোষ, মিত্র ও অর্থসংগ্রহ আছে। দেশ উচ্ছিন্ন, পুর দগ্ধ ও প্রধান হস্তী মৃত হইলে নরপতি ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য লোকের ন্যায় অনুতাপ করেন এবং সর্ব্বদা ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয়জনিত মানসিক দুঃখ ও শিরোরোগাদিতে সমাক্রান্ত হয়েন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে দিনসংখ্যা নিরূপণপূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে শত্রুসঙ্কুল রাজ্য পালন করিতে হয়। অতএব দুঃখসঙ্কুল, তৃণাগ্নি ও ফেনবুদবুদের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর, অসার রাজ্যভার গ্রহণ করা নিতান্ত মূখর্ত্তার কার্য্য। উহা গ্রহণ করিলে কখনই শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। আপনি আপনার পুর, রাজ্য, বল, কোষ ও অমাত্যগণ বিদ্যমান আছে বলিয়া যে গর্ব্ব করেন, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেরই ঐ সমুদয় বিদ্যমান আছে। মিত্র, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গই ত্রিদণ্ডের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে কেহই কাহারও অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী নহে। যখন যে অঙ্গদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই সময় সেই অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মিত্রাদি সাত অঙ্গ এবং প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজ শক্তি এই দশবর্গই একত্র মিলিত হইয়া রাজ্য ভোগ করে। যে রাজা উৎসাহশালী ও ক্ষাত্রধর্ম্মে অনুরক্ত হয়েন, তিনিই প্রজাগণের নিকট দশাংশমাত্র কর গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যান্য ভূপতিগণ কখনই উহাতে সন্তোষ লাভ করেন না। কোন রাজ্যই ভূপতিশূন্য নাই এবং কেহই অদ্বিতীয় রাজা নহেন, অতএব "আমার রাজ্য" ও "আমি রাজা" বলিয়া গর্ব্ব করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। রাজা অহঙ্কৃত হইলে রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। বিশৃঙ্খল রাজ্যে ধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই এবং ধর্ম্ম না থাকিলে কখনই মোক্ষলাভ হয় না। রাজা নিয়ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে তাঁহার পৃথিবীদানসহকৃত অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সমধিক ফললাভ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা কোন রাজার পক্ষেই সহজ নহে। রাজাদিগের এইরূপ সহস্র সহস্র কষ্টের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।

'যাহা হউক, আপনি আমাকে আপনার দেহ সংস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া নিতান্ত বালকতা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় দেহের সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং অন্য

শরীর সংস্পর্শ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? আপনি পঞ্চশিখের প্রমুখাৎ উপায়, উপনিষদ, উপাসঙ্গ ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদয় মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব আমাকে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া বৃথা তিরস্কার করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি আপনি কামাদি রিপুবর্গ পরাজয়পূর্ব্বক সঙ্গরহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ছত্রাদির সহিত আপনার সম্পর্ক রহিয়াছে কেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি কখনই বেদশাস্ত্র শ্রবণ করেন নাই; আর যদিও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আপনার কোন ফলোদয় হয় নাই; অথবা আপনি বেদ মনে করিয়া উহার তুল্য অন্য কোন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ফলতঃ আপনার তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। আপনি কেবল লৌকিক জ্ঞানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় স্পর্শ ও অবরোধদ্বারা রুদ্ধ হইয়াছেন।

'আমি সত্ত্বগুণবলে আপনার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। যদি আপনি জীবন্মুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার প্রবেশনিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে? বনমধ্যে শূন্যগৃহে অবস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মানুসারে আপনার এই বোধশূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছি; ইহাতে আমার দোষ কি? আমি হস্ত, পদ, ঊরু বা অন্য কোন অবয়বদ্বারা আপনাকে স্পর্শ করি নাই। আপনি মহদ্বংশসম্ভূত, লজ্জাশীল ও দীর্ঘদর্শী; অতএব আমি যে গোপনে আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা সভামধ্যে কীর্ত্তন করা আপনার কদাপি কর্তব্য নহে। এই সমুদয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুলোক যেমন আপনার পূজ্য, তদ্রূপ আপনিও তাঁহাদিগের মাননীয়। এইরূপে আপনারা পরস্পর পরস্পরের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে বাচ্যাবাচ্য বিবেচনা করিয়া সভামধ্যে স্ত্রীপুরুষসংযোগবিষয় ব্যক্ত করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছি। যদি ইহাতেও আপনার স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে পঞ্চশিখের প্রসাদে যে আপনার জ্ঞানবিষয় সংসর্গবিহীন হইয়াছে, তাহা কি বিশ্বাসযোগ্য হইবে?

'এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি গার্হস্থ্যধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট অথচ মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া মুমুক্ষুনাম ধারণপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন। মুক্তের সহিত যুক্ত এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইলে কি কখন বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে? যাহারা আত্মাকে দেহ হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান এবং বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংদর্শন করে, তাহাদিগেরই বর্ণসঙ্করজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমার দেহই আপনার দেহ হইতে পৃথক্; কিন্তু আত্মা কখনই আপনার আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। ইহা যখন আমি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, তখন আমার বুদ্ধি যে আপনাতে অবস্থান করিতেছে না, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড, কুণ্ড ও কুণ্ডস্থিত দুগ্ধ এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধস্থিত মক্ষিকা যেমন একত্র থাকিয়াও কদাপি পরস্পর মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মসমুদয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে মিলিত হইয়াও উহা পৃথরূপে অবস্থান করে।

"হে মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা বা শূদ্রা নহি। আমি আপনার সজাতি ও বিশুদ্ধবংশসম্ভূত। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যজ্ঞস্থলে দেবরাজ ইন্দ্র, দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও

চক্রদ্বার প্রভৃতি পর্ব্বতসমুদয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। আপনি রাজর্ষিপ্রধানের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার নাম সুলভা; গুরুজনেরা আমার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। আমি তাঁহাদের উপদেশানুসারে মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া একাকিনী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি। আমি কপট সন্ন্যাসিনী বা পরস্বাপহারিণী নহি। ধর্ম্মসঙ্কর করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছি; কখনই প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হই না এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াও বাক্যপ্রয়োগ করি না। এক্ষণে আমি সবিশেষ বিচার না করিয়া আপনার নিকট আগমন করি নাই। আপনি মোক্ষধর্ম্মে সুনিপুণ, ইহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে অপক্ষপাতচিত্তে কহিতেছি যে, যে ব্যক্তি বিতণ্ডাপরায়ণ হয়, সে কখনই মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না; আর যে ব্যক্তি বিতণ্ডা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মে নিমগ্ন হয়, তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুক যেমন তথায় যামিনীযাপন করে, তদ্রূপ আজ আমি আপনার শরীরমধ্যে রজনী অতিবাহিত করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। আমি আপনার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক এই যামিনীযাপন করিয়া কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।

"হে ধর্ম্মরাজ! মনস্বিনী সুলভ এইরূপ সার্থক ও হেতুগর্ভ বাক্যপ্রয়োগ করিলে, মহারাজ ধর্ম্মরাজ তাহার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

৩২২তম অধ্যায়
শুকের প্রতি ব্যাসের জ্ঞান উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পূর্ব্বে বেদব্যাসতনয় শুকদেব কিরূপে বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন? কার্য্যকারণ, বুদ্ধি ও ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব কি এবং ভগবান্ নারায়ণের লীলাই বা কিরূপ? তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে; আপনি আমার নিকট ঐ সমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সামান্য লোকের ন্যায় অকুতোভয়ে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সমুদয় বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করাইয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুতীক্ষ্ণ হিমাতপ [শিশির ও রৌদ্র], বায়ু ও ক্ষুৎপিপাসাপরাজয়পূর্ব্বক ধর্ম্মের আলোচনা, বিধিপূর্ব্বক সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, দম, তপস্যা, অহিংসা ও অনৃশংসতাদি সদ্‌গুণসমুদয় প্রতিপালন এবং সত্য ও ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া দেবতা ও অতিথিদিগের প্রসাদলব্ধ ভক্ষ্যদ্বারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ কর। দেহ ফেনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর; জীবাত্মা তথায় বৃক্ষস্থিত পক্ষীর ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রিয়সহবাস কখনই চিরস্থায়ী হইবার নহে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ না? কামাদিরিপুসমুদয় সর্ব্বদা অপ্রমত্ত, জাগরিত ও

উদ্বেগশীল হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে। তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত উহা বুঝিতে পরিতেছ না। দিনসমুদয় বিগত ও প্রতিদিন পরমায়ু পরিক্ষীণ হইতেছে, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত দেবতা বা গুরুর শরণাপন্ন হইতেছ না?

'নাস্তিকেরাই ইহলোকে মাংসশোণিতবর্দ্ধনে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পারলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে। যাহারা নিতান্ত মূঢ় ও ধর্ম্মদেষ্টা, তাহাদের সহবাস করিলেও যারপরনাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব তুমি ধর্ম্মপথারূঢ়, নিত্যসন্তুষ্ট, বেদজ্ঞ, বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাসনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবলে আপনার কুপথগামী চিত্তকে শাসন কর। যাহারা কেবল বর্ত্তমানদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পরদিনের চিন্তা পরিত্যাগ করে, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, সেই হতভাগ্য নাস্তিকেরাই এই ভারতবর্ষকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। অতঃপর ধর্ম্মসোপান অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি জ্ঞানবিহীন হইয়া ধর্ম্মসোপান অবলম্বনপূর্ব্বর্ক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ কর। কোষকার কীটের ন্যায় আপনি আপনাকে বৃদ্ করিয়া অবস্থান করিতেছ; অচিরাৎ কুলান্তক নিয়মহীন নাস্তিকদিগকে বেণুর ন্যায় উদ্ধত ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

'তুমি যোগময় পোত প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ কামক্রোধাদিরূপ জলজন্তুসঙ্কুল ও জন্মরূপ বিষম দুর্গসংযুক্ত সংসারনদী উত্তীর্ণ হও। প্রতিদিনই লোকের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে এবং লোকসমুদয় নিরন্তর জরা-মৃত্যুতে সমাক্রান্ত হইতেছে, অতএব ধর্ম্মপোত আশ্রয় করিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন কি শয়ান, কি উপবিষ্ট সকলকেই অন্বেষণ করিতেছে, তখন সকলেই অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে; অতএব মনুষ্যের নিবৃতিসম্ভাবনা কোথায়? বৃকী যেমন, মেষ লইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থসঞ্চয়নিরত কামাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিময় জ্ঞানদীপ ধারণ কর। নতুবা তোমাকে অচিরাৎ অন্ধকারময় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে।

'প্রাণীগণ অসংখ্য যযানিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অতিকষ্টে ব্রাহ্মণ-যোনি লাভ করে। তুমি এক্ষণে সেই দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন না। তাঁহারা ইহলোকে ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া পরলোকে অনন্তসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। জন্মান্তরীণ বিবিধ তপানুষ্ঠানদ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া বিষয়বোধের অনুরোধে উহাতে অবজ্ঞা করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। অতএব তুমি কুশলপরায়ণ, মঙ্গলার্থী ও উদ্যোগশীল হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দমগুণের অনুশীলন করিতে যত্নবান্ হও। মানবগণের অব্যক্ত স্বভাব নিতান্ত সূক্ষ্ম, বয়ঃক্রমরূপী অশ্ব নিরন্তর প্রচ্ছন্নভাবে ধাবমান হইতেছে। দণ্ডমুহূর্ত্তাদি ঐ অশ্বের শরীর, মাস উহার অঙ্গ, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ উহার নেত্রদ্বয় এবং ক্ষণ, রুটি ও নিমেষাদি উহার রোম। যদি তুমি ঐ অশ্বকে নিরন্তর বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষুবিহীন না হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হইবে সন্দেহ নাই।

‘যাহারা ইহলোকে সর্ব্বদা কামাসক্ত ও অনিষ্টসংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিবিধ অধর্ম্মক্রিয়নিবন্ধন পরলোকে যাতনাদেহ ধারণ করিয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ ইহলোকে উত্তম ও অধম ব্যক্তিদিগের যথোচিত বিচার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পরলোকে পুণ্যলোক লাভ করিয়া। পরম সুখ অনুভব করেন। যাহারা ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণাকার কুক্কুর, অয়োমুখ, বল ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিতলোলুপ কীটগণ তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, স্বরপ্রণিধান, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই দশবিধ বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করে, পরলোকে সেই পাপাত্মাদিগকে যমালয়স্থ অসিপত্রনামক নরকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা ইহলোকে লুব্ধ, মিথ্যাপ্রিয়, কপটতাপরায়ণ ও চৌর্য্য প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নীচকর্ম্মে নিরত হয়, তাহাদিগকে পরলোকে উষ্ণ বৈতরণীনদীতে নিমগ্ন, অসিপত্রনরকে প্রবিষ্ট ও পরশুবননরকে শয়ান হইয়া যারপরনাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

‘তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণের পদ দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং যাহার প্রভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইবে, সেই অনুপস্থিত জরার বিষয়েও তোমার কিছুমাত্র অনুধাবন নাই। এক্ষণে মোক্ষপথে গমন কর; কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ? অচিরাৎ সুখনাশক মহাভয় উপস্থিত হইবে; অতএব অবিলম্বে মুক্তিসুখলাভের নিমিত্ত যত্নবান হও। তুমি যমরাজের শাসনানুসারে দেহান্তে যমপুরে নীত হইবে; অতএব পরকালের সুখসাধন নিমিত্ত কৃচ্ছ্রোপবাসাদিদ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা কর। পরদুঃখানভিজ্ঞ কৃতান্ত নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার বন্ধুবান্ধবের প্রাণ হরণ করিবে, কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব অচিরাৎ পরলোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তুমি যখন নিতান্ত ব্যাকুল ও যমদূতে বশীভূত হইয়া দশদিক বিঘূর্ণ্যমান দেখিতে দেখিতে যমলোকে গমন করিবে, তৎকালে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অতএব এক্ষণে উৎকৃষ্ট সমাধিতে মনোনিবেশ কর। তুমি অচিরাৎ জ্ঞানসঞ্চয়ে যত্নবান হও, তাহা হইলে তোমাকে পরলোকে প্রমাদপরিপূর্ণ পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কার্য্য স্মরণ করিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। বল, অঙ্গ ও মনোহররূপিণী জরা তোমার কলেবর জর্জ্জরীভূত করিবে; অতএব কদাপি জ্ঞানসঞ্চয়ে আলস্য করিও না।

‘কৃতান্ত রোগকে সহচর করিয়া তোমার প্রাণনাশের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক দেহভেদ করিবে; অতএব অচিরাৎ তপানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। দেহস্থ কামাদি রিপু তোমাকে নানাবিষয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করিবে। অতএব প্রযত্নসহকারে পুণ্যসঞ্চয় কর। অতি অল্পদিনের পরে তোমাকে একাকী অন্ধকার দর্শন ও পর্ব্বতশিখরে সুবর্ণময় বৃক্ষসকল নিরীক্ষণ করিতে হইবে; অতএব সর্ব্বতোভাবে সকার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান হও। যেসকল ইন্দ্রিয় তোমার নিকট আপনাদিগকে মিত্র বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা তোমার শত্রু; উহারা অনায়াসে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিবে; অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পরমপদার্থের অন্বেষণ কর। যাহাতে রাজভয় ও চৌরভয় নাই, দেহান্তেও যাহাতে অধিকার থাকে, সেই ধন উপার্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ঐ ধন কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারে না। যদ্বারা পরলোকে

জীবিকানির্ব্বাহ হয়, সাধারণকে সেই জ্ঞানরত্ন প্রদান কর এবং যাহা অনশ্বর, স্বয়ং সেই ধন উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হও।

'তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে, বিষয়ভোগ করিয়া পশ্চাৎ মুক্তিপথাবলম্বী হইবে, কিন্তু তোমার ঐরূপ অভিলষিত নিষ্ফল। কারণ, বিষয়ভোগ করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব তুমি অচিরাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। লোকের পরলোকগমনসময়ে মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য প্রিয় পরিবারবর্গ কখনই তাহার সহগমন করে না; কেবল শুভাশুভ কর্ম্মসমুদয়ই ঐ সময় সহচর হইয়া থাকে। সমুপার্জ্জিত ধন-রত্নাদি কখনই লোকান্তরিত ব্যক্তির কার্য্যসাধক হয় না। আত্মাই পরলোকগত মনুষ্যের পুণ্যপাপের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া থাকে। আত্মার তুল্য সাক্ষী আর কেহই নাই। মনুষ্য দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকগমনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার জীবাত্মা ভোগদেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত শুভাশুভ কার্য্যসমুদয় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। শরীরস্থিত সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ইহারাও মনুষ্যের পাপপুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ। প্রকাশশীল দিবা ও গোপনশীল রাত্রি প্রতিনিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল লোকের আয়ুক্ষয় করিতেছে; অতএব তুমি অনন্যমনে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

'পরলোকমার্গে নানাবিধ ভয়ানক শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব তুমি আপনার কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান হও। একমাত্র কার্য্যই পরলোকে অনুগমন করিয়া থাকে। সেস্থলে কেহ কাহারও কার্য্যের অংশগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। মহর্ষি ও অপ্সরাগণ স্ব স্ব কার্য্যের অনুসারে বিমানচারী হইয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। নিষ্পাপকলেবর পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা ইহলোকে যেরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, পরলোকে তাঁহাদের তদনুরূপ উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। মহানুভব গৃহস্থেরা উত্তমরূপে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রজাপতিলোক, কেহ কেহ বৃহস্পতিলোক এবং কেহ কেহ বা ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। হে পুত্র! আমি সহস্র সহস্রবার বলিতে পারি যে, একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যকে সৎপথে নীত করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চবিংশতিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়াছ; অতঃপর আর বৃথা কালাতিপাত করা তোমার উচিত হইতেছে না। কৃতান্ত তোমার ইন্দ্রিয়বর্গকে ভোগবিহীন না করিতে করিতে তুমি স্বধর্ম্মপ্রতিপালনে সত্বর হও। অচিরাৎ আত্মজ্ঞান লাভ কর। দেহ বা পুত্রাদিতে তোমার প্রয়োজন কি? ভয়নিবারণ পরলোকহিতকর ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়। কাল সকলকেই সমূলে নির্ম্মূল করিয়া থাকে। কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারে না। হে পুত্র! আমি এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে তোমাকে যে সদুপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও।

'যে ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মে চিত্তসমাধান ও সমুদয় বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহাকে আর অজ্ঞান বা মোহজনিত দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এই পুরুষার্থজ্ঞান শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের উপদেশবলে ইহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া উঠে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কখনই নিস্ফল হয় না। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে একান্ত অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ থাকিতে পাপাত্মারা কখনই ঐ পাশ হইতে মুক্তিলাভ

করিতে পারে না; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিই অনায়াসে উহা ছেদন করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করেন। যখন তোমাকে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন তোমার পুত্র-বন্ধুবান্ধব ও বৈভবের প্রয়োজন কি? তোমার পিতামহ প্রভৃতি পুরাতন পুরুষেরা কোথায় গমন করিয়াছেন? এক্ষণে পরম যত্নে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা কর। কল্য যাহা করিতে হইবে, তাহা অদ্যই সুসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য; অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পাদন করা উচিত। কারণ, মৃত্যু মানুষের কার্য্য সুসম্পন্ন হউক বা না হউক, কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহাকে লইয়াই প্রস্থান করে। মনুষ্যের প্রাণবিয়োগ হইলেই জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে; কেহই তাহার সহগমন করে না। অতএব তুমি পাপমতাবলম্বী নির্দ্দয় নাস্তিকদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আলস্যশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মার অন্বেষণ কর। যখন সমুদয় লোকই কালকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, তখন আর কেন বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ? দৃঢ়তর ধৈর্য্যসহকারে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

পিতার উপদেশে শুকের মোক্ষলাভার্থ সঙ্কল্প

'যে মহাত্মা পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় সম্যকরূপে অবগত হয়েন, তিনি ইহলোকে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা দেহান্তরে আর মৃত্যু নাই বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের পদবীতে পদার্পণ করিলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। যাঁহারা উত্তরোত্তর ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত; আর যাঁহারা ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হয়, তাহারা নিতান্ত মূর্খ। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যানুসারে স্বর্গাদি ফললাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। স্বর্গের সোপানভূত দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যাহাতে উহা হইতে আর পরিভ্রষ্ট হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইয়া ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অতিক্রম না করিয়া স্বর্গলাভের উপায় অনুধাবন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পুণ্যকর্ম্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরমকালে তাঁহার নিমিত্ত শোক করা পুত্রাদির কর্ত্তব্য নহে। চঞ্চল না হইয়া দৃঢ়রূপে কর্ত্তব্য কার্য্যে মনঃসমাধান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয় এবং ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা তপোবলে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক ভোগের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া তথায় উপরত হয়, তাহাদিগের অল্পমাত্র ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা গৃহাশ্রমে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভোগের আস্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ ও তপানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের নিশ্চয়ই সমধিক ধর্ম্মলাভ হয় এবং কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না।

ইহলোকে মানবগণের সহস্র সহস্র পিতা, মাতা ও শত শত স্ত্রী-পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও সহিত কাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে। সকলেই যেমন স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে ফললাভ করে, তুমিও তদ্রূপ আপনার কার্য্যানুসারে ফললাভ করিবে; সুতরাং অন্যের সহিত সংস্রবে প্রয়োজন কি? ইহলোকে যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাহাদিগেরই সহিত সকলে আত্মীয়তা করে; কিন্তু যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের সহিত কেহই আত্মীয়তা করে না।

অতএব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দরিদ্র হওয়াই শ্রেয়ঃ। মানবগণ স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া তাহার সন্তোষসাধনার্থ নানাবিধ অবৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান, করে; কিন্তু তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে উভয়লোকে অশেষবিধ, ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব দারপরিগ্রহ না করাই বিধেয়। ফলতঃ এই জীবলোক ক্ষণবিনশ্বর [ক্ষণকালমধ্যেই নষ্ট হয়]; অতএব আমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। যাহার পরলোকে মঙ্গললাভের বাসনা আছে, শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। কাল, মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী, সূর্য্যরূপ অগ্নি, দিবারাত্ররূপ কাষ্ঠদ্বারা সমুদয় জীবকে পাক করিতেছে। যাহা হউক, যদি ধন থাকিতেও উহা দান ও উপভোগ, যদি অপরিসীম শক্তি থাকিতেও শত্রুসংহার, যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতেও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং যদি জীবনসত্ত্বেও জিতেন্দ্রিয়বৃত্তি অবলম্বন না করা যায়, তাহা হইলে ঐ বৃথা ধন, বল, শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবনে প্রয়োজন কি?'

"হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে মোক্ষলাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।"

৩২৩তম অধ্যায়
কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যাহারা অনর্থকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষক্লেশ, ভয় ও মরণতুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র [উত্তমকর্ম্মাচরণে একান্ত নিরত] পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পরজন্মে শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয় ও ধনবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে অনুপম উৎসব ও স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পাপাত্মা নাস্তিকদিগকে ব্যাঘ্র, হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র-জন্তুপরিপূর্ণ, তস্করগণে সমাকীর্ণ, দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবাতিথিপ্রিয় [শস্যশূন্য—আগড়া], বদান্য, যজ্ঞশীল সাধুগণ শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধান্যের মধ্যে যেমন তুচ্ছ ধান্য ও পক্ষীর মধ্যে যেমন দুর্গন্ধ কীট নিতান্ত নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মনুষ্যমধ্যে অধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধেয়, সন্দেহ নাই। মানবগণ গমন, শয়ন বা অন্যান্য যে-কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই পুণ্যপাপজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। কাল সর্ব্বদাই ভূতসমুদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফল-পুষ্পের ন্যায় যথাকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মান-অপমান, লাভ-অলাভ এবং ক্ষয় ও অক্ষয় এই সমুদয় প্রতিনিয়ত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে; কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না।

"মনুষ্যগণ গর্ভবাসকালেও প্রাক্তন সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোকে যে অবস্থায় যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই অবস্থায়

তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। সহস্র সহস্র ধেনু একত্র সমবেত থাকিলেও বৎস যেমন অন্যান্য ধেনুগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভূমণ্ডলস্থিত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মলিন বস্ত্র যেমন সলিলদ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ মহাত্মারা উপবাসাদিদ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া পরিণামে অত্যন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইতে পারেন, তাহাদিগের সমুদয় মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। যেমন পক্ষিগণের আকাশমার্গে ও মৎস্যগণের সলিলমধ্যে গতি নিরূপণ করা যায় না, তদ্রূপ পুণ্যবাদিগের গতি নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অন্যের কথা শুনিয়া অধর্ম্মপথ অবলম্বন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, প্রত্যুত আপনার হিতকর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।”

৩২৪তম অধ্যায়

শুকের জন্মবৃত্তান্ত—যোগসিদ্ধি প্রশ্ন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের মাহাত্ম শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই, অতএব উনি কিরূপে জন্মপরিগ্রহ এবং কিরূপেই বা সিদ্ধি লাভ করিলেন? উহার জননী কে? আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে শৈশবাবস্থায় কোন ব্যক্তিই যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, উনি বাল্যকালে কিরূপে তাদৃশ সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করিলেন? এই সমুদয় সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব আপনি আনুপূর্ব্বিক ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! বয়স, পলিত, ধন বা বন্ধুবান্ধবদ্বারা মহর্ষিদিগের মাহাত্মলাভ হয় না, বেদাধ্যয়নদ্বারা তাঁহাদিগের মহত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। তুমি আমাকে শুকের জন্ম প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপস্যাই ঐ সমুদয়ের মূল কারণ। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত তপানুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ ইন্দ্রিয়সংযমনিবন্ধন বিবিধ দোষ সমাক্রান্ত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যোগাভ্যাস করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার একাংশও লাভ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি মহাত্মা শুকদেবের জন্ম, যোগফল ও সঙ্গতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সৎপুত্রলাভার্থ ব্যাসের তপস্যা—বরলাভ

“পূর্ব্বকালে ভগবান ভূতনাথ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলরাজদুহিতা পার্ব্বতীর সহিত কর্ণিকারবনপরিপূর্ণ সুমেরুশৃঙ্গে বাস. করিয়াছিলেন। মহর্ষি, রাজর্ষি, লোকপাল, সাধ্য, বসু, আদিত্য, রুদ্র, বায়ু, সরিৎ, সাগর, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ এবং দিবাকর, নিশাকর, ইন্দ্র, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও অশ্বিনীকুমার ইঁহারা সকলে তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ পর্ব্বতে তিনি বিচিত্র কর্ণিকার-মালা ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নাপরিশোভিত নিশাকরের ন্যায় শোভমান হইয়াছিলেন। ঐ সময় যোগধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস সেই অসাধুজনদুর্ল্লভ ভগবানের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে

অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের গুণসম্পন্ন পুত্র লাভ করিবার বাসনায় ইন্দ্রিয়সমুদয় রুদ্ধ করিয়া বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঐরূপে দেবদেবের আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার এক শত বর্ষ অতীত হইল; কিন্তু তথাপি তাঁহার বলের হ্রাস বা কোন প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইল না। তদ্দর্শনে একেবারে ত্রিলোক চমকৃত হইয়া উঠিল। ঐ সময় তাঁহার জটাভার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ তপঃপ্রভাবেই অদ্যাপি তাঁহার কেশকলাপ অনলশিখার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে।

"অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর বেদব্যাসের সেই দৃঢ়তর ভক্তি ও কঠোর তপানুষ্ঠান দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দ্বৈপায়ন! তুমি অচিরাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মন, প্রাণ ও বুদ্ধি সমুদয়ই তাঁহাতে সমর্পণ করিবে। তাহার যশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে।

"হে ধর্ম্মরাজ! আমি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকট দেবচরিতসকল কীর্ত্তন করিতেন।"

৩২৫তম অধ্যায়
শুকের জন্ম—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষাভিলাষ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! দেবদেব মহাদেব এইরূপ বর প্রদান করিলে সত্যবতীতনয় পরম পরিতুষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন মানসে অরণীকাষ্ঠদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অগ্ন্যৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ঘৃতাচীনামে এক পরমরূপবতী অপ্সরা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র মহর্ষি সহসা কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন। ঘৃতাচী তাঁহাকে কামার্ত্ত দেখিয়া শুকপক্ষিণীর রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। তখন কামাসক্ত মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে অন্য রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া বিশেষরূপ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কামনিবারণের চেষ্টায় অরণীমন্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনরূপেই চঞ্চলচিত্তকে সুস্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময় ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন সেই কাষ্ঠমধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল। মহর্ষি বেদব্যাস তদ্দর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠঘর্ষণনিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল এবং অচিরাৎ তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্র বিলোড়নদ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুকনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শুকদেব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ভগবতী ভাগীরথী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক সলিলদ্বারা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ সময় সেই মহাত্মার নিমিত্ত আকাশ হইতে দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন ভূতলে নিপতিত হইল। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও হাহা-হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তুতিগান, অপ্সরাগণ নৃত্য, বায়ু দিব্যকুসুমবর্ষণ ও দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতা, লোকপাল, দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় আগমন করিলেন। ফলতঃ তৎকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ আহ্বাদসাগরে নিমগ্ন হইল।

'তখন দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে দেববিধানানুসারে শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ প্রীতিযুক্ত হইয়া শুকদেবকে অপূর্ব্ব কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলেন। হংস, শতপত্র, সারস ও শুক প্রভৃতি পক্ষিগণ সহস্র সহস্রবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

"অতুল-তেজঃসম্পন্ন শুকদেব এইরূপে জন্মগ্রহণমাত্র ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গসমুদয় অচিরাৎ তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তখন তিনি ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমুদয় বেদবেদাঙ্গ, ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্যনিরত ও সমাহিত হইয়া কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক জ্ঞানবলে, সমুদয় মহর্ষি ও দেবতার মাননীয় হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার আশ্রমসমুদয়ে নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনে একান্ত অভিলাষ জন্মিল।'

৩২৬তম অধ্যায়
পিতার আদেশে শুকের জনক-সমীপে গমন

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহাত্মা শুকদেবের অন্তঃকরণে মোক্ষাভিলাষ বদ্ধমূল হইলে, তিনি তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, “পিতঃ! আপনি মোক্ষধর্ম্মকুশল; অতএব যাহাতে আমার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আপনি তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন।

“শুকদেব এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘বৎস! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্মসমুদয় অধ্যয়ন কর।’ তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পিতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার নিকট নিখিল যোগশাস্ত্র ও কপিল-মত অধ্যয়ন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে বেদব্যাস পুত্রকে মোক্ষধর্ম্মবিশারদ ও ব্রহ্মতুল্য প্রভাবশালী দেখিয়া কহিলেন, ‘বৎস! তুমি মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি গমনকালে স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষপথ অবলম্বন না করিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অতি বিনীতভাবে তথায় গমন করিবে। পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের অন্বেষণ করিও না। তাহা করিলে তোমাকে সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবে। মিথিলাধিপতি আমাদের যজমান মনে করিয়া তাঁহার নিকট কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করিও না; সর্ব্বদাই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিবে; তাহা হইলেই তিনি তোমার সমুদয় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ ও আমার যজমান। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।

“মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মাত্মা শুকদেব মিথিলানগরে যাত্রা করিলেন। ঐ মহাত্মা অন্তরীক্ষপথে সসাগরা পৃথিবী অতিক্রম করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু পিতৃআজ্ঞা নিবন্ধন আকাশমার্গ অবলম্বন না করিয়া ভূতলে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত, নদী, তীর্থ, সরোবর, বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ অটবী, <u>ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও কিম্পূরুষবর্ষ</u> [স্বনামখ্যাত প্রদেশ] অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চীন ও হূণ-সেবিত বিবিধ জনপদ সন্দর্শন করিতে করিতে, আর্য্যবর্ত্তে আগমন করিলেন। তিনি ক্রমশঃ যত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, ততই রমণীয় পত্তন, সমৃদ্ধিশালী নগর, বিচিত্র বসন, সুবিস্তীর্ণ অতি মনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্নসমুদয় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল না। পরিশেষে তিনি অতি সত্বর ধর্ম্মাত্মা জনকের রক্ষিত বিদেহরাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ রাজ্য বহুতর গ্রামে বিভূষিত। সকল গ্রাম নানাবিধ অন্ন, পানীয় ও ভোজনদ্রব্যে পরিব্যাপ্ত, গোকুলসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ঘোষপল্লী-সুশোভিত, রাশি রাশি ধান্য ও গোধূমে সঙ্কীর্ণ, হংস ও সারস প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষীতে সমাকীর্ণ এবং রূপলাবণ্যসম্পন্ন অসংখ্য পদ্মিনী কামিনীজনে পরিপূর্ণ।

“মহাত্মা শুকদেব সেই সমৃদ্ধজনসেবিত বিদেহরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে মিথিলার অতি রমণীয় উপবনে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ উপবনে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও

বিবিধ স্ত্রী-পুরুষ দর্শন করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার জন্মিল না। পরিশেষে তিনি সেই তপোবন অতিক্রম করিয়া মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে মিথিলানগরে সমুপস্থিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে উহার প্রথম কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারপালগণ অতি কঠোর বাক্যে তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি তাহাদিগের বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সেই আতপতাপিত [রৌদ্রতপ্ত] প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র ও পথশ্রম জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। অনন্তর ঐ দ্বারপালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাত্মা শুকদেবকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার যথাসাধ্য পূজা করিয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করাইল। তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া মোক্ষবিষয়ে অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কি সুশীতল ছায়া, কি প্রচণ্ড রৌদ্র উভয়েই তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল।

শুকের সংযমপরীক্ষায় নারীনিয়োগ

"মহাত্মা শুকদেব এইরূপে দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবিষ্ট ও সমাসীন হইলে মুহূর্ত্তকালমধ্যে রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তৃতীয় কক্ষায় কেলিসরোবর [জলক্রীড়া করিবার উপযোগী জলাশয়] সম্পন্ন, পুষ্পিতপাদপসমাকীর্ণ [পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহে শোভিত], অমরাবতী-সদৃশ [স্বর্গপুরীতুল্য] অতিরমণীয় প্রমদাবনে [প্রমোদবনে] প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে আদেশ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মন্ত্রির প্রস্থান করিলে নিবিড়-নিতম্বিনী [স্থূল নিতম্বযুক্ত], সূক্ষ্মরক্তাম্বরধারিণী [লালরঙের মিহি কাপড়পরা], তরুণবয়স্কা পঞ্চাশৎ বারবিলাসিনী [পঞ্চাশজন বেশ্যা] তথায় আগমনপূর্ব্বক, ভক্তিসহকারে শুকদেবকে পাদ্যাদি প্রদান করিয়া অনতিবিলম্বে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিল। ঐ বারবিলাসিনীরা সকলেই প্রিয়দর্শন, উজ্জ্বলসুবর্ণালঙ্কারভূষিত, আলাপকুশল, নৃত্যগীতে সুনিপুণ, হৃদয়জ্ঞ ও কামোপযোগী ব্যবহারে দক্ষ; সকলেই ঈষৎ-হাস্যবদনে কথা কহিয়া থাকে। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের আহার সমাপ্ত হইলে ঐ সকল বারবিলাসিনী তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হাস্য, গীত ও নানাবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সেই প্রমদাবনের সমুদয় শোভ প্রদর্শন করাইতে লাগিল; কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধবিজয়ী, বিশুদ্ধাত্মা দ্বৈপায়নতনয় কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হইলেন না।

"অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে বারবনিতাগণ শুকদেবকে মহামূল্য আস্তরণ-সমাস্তীর্ণ, রত্নজালভূষিত দিব্য শয়নীয় ও আসুন প্রদান করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক ধ্যাননিরত হইয়া পূর্ব্বরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরে মধ্যরাত্রে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থানপুর্ব্বক শৌচক্রিয়া সমাধান করিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যানসময়েও বারবনিতাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারে নাই।

"হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা শুকদেব এইরূপে জনকরাজভবনে এক দিবারাত্রি অতিবাহিত করিলেন।"

৩২৭তম অধ্যায়
শুককর্ত্তৃক পিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন

ভীষ্ম কহিলেন, "পরদিন প্রাতঃকালে রাজর্ষি জনক স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক অমাত্য ও অন্তঃপুরিকাগণ সমভিব্যাহারে গুরুপুত্র শুকদেবের সমীপে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুরোহিত উৎকৃষ্ট আস্তরণে সমাস্তৃত আসন ও বিবিধ রত্নগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে, অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে তথায় উপস্থিত হইলে মহারাজ জনক পুরোহিতের নিকট হইতে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন গ্রহণপূর্ব্বক মহাত্মা শুকদেবকে প্রদান করিলেন এবং তিনি সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও গোদানপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। তখন তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা শুকদেব যথাবিধি জনকের পুজাগ্রহণপুর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। রাজর্ষি জনক গুরুপুত্রের আজ্ঞাক্রমে অনুচরবর্গের সহিত ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে, কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার কুশল সমাচার নিবেদন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার আগমনের কারণ পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।'

"তখন মহাত্মা শুকদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমার পিতা বেদব্যাস আমাকে কহিয়াছেন, "বৎস! প্রবৃত্তিমার্গে যদি তোমার সংশয় থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার যজমান মোক্ষধর্ম্মবিশারদ বিদেহরাজ জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমার সমুদয় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন।" আমি পিতার আদেশানুসারে সংশয়নাশের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ এবং জ্ঞান ও তপস্যা এই দুইটির মধ্যে কোন্ উপায়দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদয় বিষয় আমার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

শুকের প্রতি রাজর্ষি জনকের যোগ-উপদেশ

"জনক কহিলেন, 'ভগবন্! ব্রাহ্মণের জন্মাবধি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অসূয়া-পরিত্যাগ, গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা প্রথমতঃ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইবেন। তৎপরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অসুয়াবিহীন, আহিতাগ্নি, স্বারনিরত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। তদনন্তর বনবাসী হইয়া শাস্ত্রানুসারে প্রতিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও হোমকার্য্যে নিরত থাকিবেন এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাগবিহীন ও সুখদুঃখপরিবর্জ্জিত হইয়া জীবাত্মাতে অগ্নিসংস্থাপনপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন।'

"শুকদেব কহিলেন, 'মহারাজ! যদি ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বেই হৃদয়ে মোক্ষধর্ম্মের মূল সনাতনজ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে বাস করা

কৰ্ত্তব্য?’

“জনক কহিলেন, ‘ভগবন্! যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ গুরুসম্বন্ধ ভিন্ন কখনই জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে সংসারসাগরের কর্ণধার ও জ্ঞানকে প্লবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গুরুর নিকট জ্ঞানলাভপূর্ব্বক সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ লোকসমুদয়ের ধর্ম্মশিক্ষা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য সেই নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বহু জন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি বহু জন্মের সাধনদ্বারা ইন্দ্রিয়সমুদয় বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে পারিলে গার্হস্থ্যাদি আশ্রমগ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সর্ব্বদা রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে নিবেশিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

‘জলচর যেমন সলিলে অবস্থান করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ মনুষ্য সমুদয় প্রাণীতে আপনাকে ও আপনাতে সমুদয় প্রাণীকে অবস্থিত দেখিয়াও নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিবে। যে মহাত্মা ইহলোকে সুখদুঃখপরিত্যাগী ও দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন, তিনি পরলোকে পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধগামী হইয়া অনন্তসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। মহারাজ যযাতি যেরূপ মোক্ষবিষয়ক বাক্য কহিয়াছেন, মোক্ষবিশারদ ব্রাহ্মণগণ যাহা সবিশেষ অবগত আছেন, আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সমাহিতচিত্ত মহাত্মারাই আত্মবুদ্ধিতে সমুদয় প্রাণীর অন্তর্গত একমাত্র পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। মনুষ্য যখন অন্যকে ভয়-প্রদর্শন অথবা অন্য হইতে আপনার ভয়ের আশঙ্কা না করিয়া কামনা ও দ্বেষ এককালে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, যখন কায়মনোবাক্যে প্রাণীগণের কোন অনিষ্টাচরণ না করে, যখন কাম, ক্রোধ ও মোহকারিণী ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া মনের সহিত জীবাত্মাকে সংযোজিত করিতে পারে, যখন প্রিয় ও অপ্রিয় কথা শ্রবণ এবং প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুদর্শনে কিছুমাত্র আহ্লাদিত বা শোকান্বিত না হয় এবং যখন স্তুতি, নিন্দা, কাঞ্চন, লৌহ, সুখ, দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম, অর্থ, অনর্থ, প্রিয়, অপ্রিয় ও জীবন-মরণ সমান বলিয়া জ্ঞান করে, তখনই তাহার পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থলাভ হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ-সমুদয় প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সন্ন্যাসী মন ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে সঙ্কুচিত করিবে। যেমন দীপদ্বারা অন্ধকারাবৃত গৃহ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মা লক্ষিত হইয়া থাকেন।

‘হে ব্রহ্মন্! আমি এক্ষণে মোক্ষোপযোগী যে যে কর্ম্মগুণ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। গুরু বেদব্যাসের প্রসাদে আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি সেই জ্ঞানবলে আপনার আগমন-বৃত্তান্ত ও আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আপনি সমধিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও আপনার প্রভাব অবগত হইতে অসমর্থ রহিয়াছেন। বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও বালকত্ব, সংশয় বা ভয়প্রযুক্ত আপনার পরমগতি লাভ হইতেছে না। মোক্ষলাভার্থী ব্যক্তিগণ মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ছিন্নসংশয় হইয়া

দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ আচারদ্বারা পরম গতি লাভ করিতে পারেন। আপনি বিজ্ঞানসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি ও লোভবিহীন হইয়াছেন; কেবল অনুষ্ঠানের অভাববশতঃ আপনার ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইতেছে না। সুখ, দুঃখ, লোভ, নৃত্যগীতে অনুরাগ, বন্ধুস্নেহ, শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি আপনার অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমার ও অন্যান্য মনীষিগণের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে আপনার কিছুই অবিদিত নাই। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন।”

৩২৮তম অধ্যায়

শুকের সংসারত্যাগ—হিমালয়ে গমন

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! রাজর্ষি জনক এই কথা কহিলে, মহাত্মা শুকদেব আত্মসাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়া হিমালয় পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদও ঐ পর্ব্বত সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং ভ্রমর, পানিকপোত [পানকাক —গাঙচিল], খঞ্জন [ঘুঘু], জীবজীবক [চকোর পক্ষী], বিচিত্রবর্ণ ময়ূর, রাজহংস ও কোকিলগণের কলরবে পরিপূর্ণ। বিহগরাজ গরুড় প্রতিনিয়ত উহাতে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দিকপাল-চতুষ্টয়। জগতের হিতসাধনার্থ দেবতা ও ঋষিগণের সহিত সর্ব্বদা উহাতে আগমন করেন। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রকামনায় ঐ স্থানে ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে মহাবীর কার্ত্তিকেয় ত্রিলোক তৃণতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতলে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, যদি এই ত্রিলোকমধ্যে কেহ আমা অপেক্ষা সমধিক বলবান্, ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই মন্নিক্ষিপ্ত[আমার নিক্ষিপ্ত]শক্তি উদ্ধৃত বা কম্পিত করুন।

“কুমার এই বলিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিলে ত্রিলোকমধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধারের চিন্তায় মহাব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ দেব, অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয়কে সংক্ষুব্ধ সন্দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য-বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কার্ত্তিকেয়ের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্তে সেই প্রজ্বলিতশক্তি ধারণপূর্ব্বক বিকশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শক্তি বিকম্পিত হইবামাত্র পর্ব্বতবন-সমাকীর্ণ সমুদয় পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান বিষ্ণু ঐ শক্তি সমুদ্ধৃত করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু ঐ সময় কার্ত্তিকেয়ের গৌরবরক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কম্পিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দৈত্যরাজ! কার্ত্তিকেয়ের পরাক্রম অবলোকন কর। এই শক্তি উদ্ধার করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।” ভগবান নারায়ণ এই কথা কহিলে, প্রহ্লাদ তাঁহার তাদৃশ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ শক্তি উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই উহা কম্পিত করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"ভগবান্ বৃষভধ্বজ ঐ পর্ব্বতের উত্তর দিকে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহু কাল তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমস্থান অদ্যাপি প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিবেষ্টিত ও আদিতপর্ব্বত নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। তথায় পাপাত্মা মনুষ্যদিগের গমন করা দূরে থাকুক, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণও সে স্থলে গমন করিতে সমর্থ নহে। ঐ আশ্রম দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমাবৃত। ভগবান্ হুতাশন মহাদেবের বিঘ্নবিনাশার্থ মূর্ত্তিমান হইয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। ভগবান্ ভূপতিত ঐ স্থানে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপঃপ্রভাবে দেবগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়াছিলেন।

মিথিলা প্রত্যাবৃত্ত শুকের পিতার সহিত সাক্ষাৎকার

"পরাশর পুত্র মহাতপস্বী বেদব্যাস সেই পর্ব্বতপ্রধান হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈলকে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গ হইতেই তাঁহার সেই রমণীয় আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় গমন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, শাসন-নির্ম্মুক্ত শরষষ্টির ন্যায়, অন্যের সুদুঃসহ যোগযুক্ত পুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব প্রথমে পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা এবং পরিশেষে মহা আহ্লাদে সতীর্থদিগকে আলিঙ্গন করিয়া পিতার নিকট জনকরাজের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

"শুকদেব আগমন করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের সহিত তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সেই হিমালয়-পর্ব্বতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্যগণের সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপন হইল। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে একদা শিষ্যগণ দ্বৈপায়নের চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'গুরো! আপনার প্রসাদে আমাদিগের যথেষ্ট তেজঃ ও যশোলাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের আর একমাত্র প্রার্থনা আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা পূর্ণ করুন। তখন মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমাকে তোমাদিগের কি হিতসাধন করিতে হইবে, তাহা অচিরাৎ প্রকাশ কর। মহাত্মা দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে শিষ্যগণ যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি প্রীত হওয়াতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের এই বর-প্রার্থনা যে, আপনার কোন শিষ্য যেন আমাদিগের তুল্য খ্যাতিলাভ করিতে না পারে। আমরা চারি জন এবং গুরুপুত্র আপনার এই পাঁচ শিষ্য ভিন্ন ইহলোকে যেন আর কেহ বেদপ্রতিষ্ঠাতা না হয়।'

শুকাদি শিষ্যগণের প্রতি ব্যাসের বেদপ্রচারাজ্ঞা

শিষ্যগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'বৎসগণ! ব্রাহ্মণ, বেদশুশ্রূষু এবং ব্রহ্মলোকগমনে একান্ত যত্নশীল ব্যক্তিকে বেদোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা প্রযত্নসহকারে উত্তমরূপে বেদবিস্তার কর। শিষ্য, ব্রতপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও বেদোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে; শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিদ্যা দান করা নিতান্ত অনুচিত। অগ্নিতে দাহন [আগুনে পোড়ান] শিলাঘর্ষণ [রাসায়নিক প্রস্তর দ্বারা মার্জ্জন] ও ছেদন

[কর্ত্তন] দ্বারা যেমন বিশুদ্ধ সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ কুল ও গুণাদির সবিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করা উচিত। তোমরা কখন শিষ্যকে অনুচিত বা ভয়াবহ কার্য্যে নিয়োগ করিও না। তোমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধি, বিদ্যা ও অধ্যয়ন সফল হইবে। তোমরা সকলেই অতি দুর্গম স্থান হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং তোমাদিগের মঙ্গললাভ হউক। ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইতে পারা যায়। বেদাধ্যয়ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য। দেবগণকে স্তব করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে, তাহাকে সেই নিন্দানিবন্ধন নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে প্রশ্ন এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান না করে, তাহারা উভয়েই অধর্ম্মভাগী ও নিন্দনীয় হইয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট বেদাধ্যাপনাবিধি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা ইহা বিস্মৃত না হইয়া শিষ্যদিগের হিতানুষ্ঠানে নিরত হও।'

৩২৯তম অধ্যায়
ব্যাসশিষ্যগণের বেদবিভাগ প্রস্তাব

ভীষ্ম কহিলেন, "মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব, অবলম্বন করিলে, তাঁহার শিষ্যগণ পরমানন্দে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'গুরু উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা কখনই তাহা বিস্মৃত হইব না।' শিষ্যগণ পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনর্ব্বার বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'গুরো! যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমরা এই পর্ব্বত হইতে পৃথিবীতলে গমন করিয়া বেদসমুদয় বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করি।' তখন ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'বৎসগণ! কি ভূলোক, কি দেবলোক, তোমাদিগের যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, সেই স্থানেই গমন কর; কিন্তু সর্ব্বদা সাবধান হইয়া কালযাপন করিবে। অতি অল্পকালমাত্র আলোচনা না করিলেই বেদশাস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে বহির্গত হইয়া যায়।'

'মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, 'তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মে নিরত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাপন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পৌরোহিত্যদ্বারা জনসমাজে বিখ্যাত ও দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

"শিষ্যগণ প্রস্থান করিলে ভগবান বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবের সহিত নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আগমনপুর্ব্বক মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি বেদপাঠে বিরত হইয়া চিন্তাকুলের ন্যায় কি নিমিত্ত মৌনভাবে কালযাপন করিতেছেন? এই পর্ব্বত, বেদধ্বনিবিহীন হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত শোভাশূন্য হইয়াছে। এই পর্ব্বতে দেবর্ষি, মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিতেছেন বটে; কিন্তু

বেদধ্বনি না থাকাতে ইহা ব্যাধমন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।' দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে কহিলেন, 'মহাত্মন! আপনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ে কৌতূহলসম্পন্ন। আপনি আমার প্রতি আমার অনুকূলবাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে শিষ্যগণকে না দেখিয়া আমার মন অস্থির হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমি মৌনভাবে অবস্থান করিতেছি। যাহা হউক, অতঃপর আপনি আমাকে যে কার্য্য করিতে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

"নারদ কহিলেন, 'মহর্ষে! পণ্ডিতেরা অনাবৃত্তিকে [আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ না করাকে] বেদের, অব্রতকে ব্রাহ্মণের, বাহ্লীকজাতিকে পৃথিবীর ও কৌতূহলকে স্ত্রীগণের কলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি পুত্রের সহিত সমবেত হইয়া বেদ-নিনাদদ্বারা নিশাচরভয়জনিত [নিয়মনিষ্ঠাদি পরিত্যাগকে] মোহ নিরাকৃত করুন।

বায়ুর উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ

'মহাত্মা নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া লোকসমুদয় প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা পিতাপুত্রে বেদ অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময় সহসা শব্দায়মান প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাত্মা বেদব্যাস অনধ্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পুত্রকে বেদপাঠ করিতে নিবারণ করিলেন। শুকদেব নিবারিত হইবামাত্র বেদপাঠে বিরত হইয়া পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহাশয়! বায়ু কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এবং উহার কার্য্য কিরূপ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

"মহর্ষি বেদব্যাস অনধ্যায়কালে বালক পুত্রের সেই বিজ্ঞানসম্পর্কীয় প্রশ্ন শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার দিব্যজ্ঞান উপস্থিত ও মন নিশ্চল হইয়াছে এবং তুমি রজঃ ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়াছ। যেমন আদর্শে [আয়নায়] স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিতেছ। এক্ষণে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বেদসমুদয় বিচার করিয়া এই বিষয়ের চিন্তা কর, তাহা হইলেই অবগত হইতে পারিবে। পণ্ডিতেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পথকে দেবযান ও তমোগুণসম্ভূত পথকেই পিতৃযান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেহান্তে যাঁহারা দেবযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে, আর যাঁহারা পিতৃযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদিগকে বারংবার অধঃপতিত হইতে হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা দুর্জ্জয় সমান বায়ুকে ইন্দ্রিয়গণের, উদান-বায়ুকে সমানের, ব্যান-বায়ুকে উদানের, অপান-বায়ুকে ব্যানের এবং প্রাণ-বায়ুকে অপানের পুত্র বলিয়া থাকেন। দুর্দ্ধর্ষ প্রাণ-বায়ু অনপত্য [নিঃসন্তান]। সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পাঁচটি বায়ুর অপর পাঁচটি নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ। এতদ্ভিন্ন পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটি বায়ু আছে।

“অতঃপর ঐ সাত বায়ুর পৃথক পৃথক কার্য্য সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ [গরম হইতে জাত] মেঘজালকে সঞ্চালনপূর্ব্বক আকাশপথে বিদ্যুদগ্নি [অগ্নিময় বিদ্যুৎ] হইয়া অতুল তেজঃ ধারণ করে। ঐ বায়ু প্রাণীগণের শরীরস্থ সমুদয় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়। অবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদরক্রিয়া সম্পাদন করে। উহার অপর নাম অপান। উদ্বাহু নামক বেগবান্ তৃতীয় বায়ু চারি সমুদ্র হইতে সলিল গ্রহণপূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই মেঘসমুদয়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সমর্পণ করে। উহার আর একটি নাম উদান। সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু মেঘসমুদয়কে পৃথক পৃথকরূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণীগণের বিমান বহন করে। মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারিবর্ষণ ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিয়া থাকে। উহার অপর নাম সমান। বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু প্রচণ্ডবেগে বৃক্ষসমুদয় উৎপাটিত এবং প্রলয়কালীন মেঘ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশসূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে। উহার অপর নাম ব্যান। পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জল অবষ্টম্ভন[স্তম্ভিত] করিয়া রাখিয়াছে। সেই নিমিত্ত ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎপ্রকাশক সহস্রাংশু সূর্য্য একরশ্মির [বহুশাখায় প্রস্ফুরিত সূর্য্যকিরণ] ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ বায়ু পরিক্ষীণ হইয়া চন্দ্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত করে। পরাবহ নামক দুর্নিবার্য্য সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণীগণের প্রাণ সংহার করে। মৃত্যু ও যম উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা উহাকে দর্শন করা অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃতরূপে পরিণত হয়। দক্ষ প্রজাপতির দশ সহস্র পুত্র ঐ বায়ুর বল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। ঐ বায়ুকে স্পর্শ করিতে পারিলে আর সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না।

“এই অদ্ভুত সপ্তবায়ু দিতির পুত্র; ইহারা নিরন্তর সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেখ, সেই সাত বায়ুর প্রভাবে এই ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমাচল পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। যখন ঐ সমুদয় বায়ু বিষ্ণুর নিশ্বাসবায়ু দ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত হয়, তখন সমুদয় জগৎ এককালে ব্যথিত হইয়া উঠে। বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইলে, ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হয়েন। ঐ সময় বেদাধ্যয়ন করিলে বেদ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া থাকে।’ ব্যাসদেব পুত্রকে ইহা কহিয়া বায়ুবেগ-নিবৃত্তির পর তাহাকে বেদাধ্যয়ন করিতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক মন্দাকিনীতীরে প্রস্থান করিলেন।”

৩৩০তম অধ্যায়
নারদ-শুক সাক্ষাৎকার—নারদের উপদেশ

ভীষ্ম কহিলেন, “হে মহারাজ! বেদব্যাস গমন করিলে দেবর্ষি নারদ আকাশপথ অবলম্বনপূৰ্ব্বক স্বাধ্যায়নিরত মহাত্মা শুকদেবের সমীপে পুনরায় সমুপস্থিত হইলেন। ব্যাসতনয় নারদকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বেদার্থ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে বেদবিধি অনুসারে তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি প্রদানপূৰ্ব্বক পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ শুকের ভক্তি-দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, ‘হে ধাৰ্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি তোমার কোন্ শ্রেয়স্কর কাৰ্য্য সম্পাদন করিব, তাহা কীৰ্ত্তন কর।’ শুকদেব কহিলেন, ‘দেবর্ষে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ইহলোকে যাহা হিতকর, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।’

“নারদ কহিলেন, ‘বৎস! পূৰ্ব্বকালে মহর্ষিগণ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, বিদ্যার সদৃশ চক্ষুঃ, সত্য তুল্য তপস্যা, দানের ন্যায় সুখ এবং বিষয়ানুরাগের সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। পাপকাৰ্য্য হইতে নিবৃত্ত, পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহারই সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃপদার্থ। এই দুঃখনিদান মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যিনি বিষয়ে আসক্ত হয়েন, তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হয়; তিনি আর কখন দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয়েন না। ফলতঃ বিষয়াসক্তই দুঃখের মূল কারণ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সতত বিচলিত হয় এবং সে মোহজালে জড়িত হইয়া কি ইহলোকে, কি পরলোকে উভয় লোকেই অনন্তকাল দুঃখভোগ করে। কাম ও ক্রোধ শ্রেয়োনাশের আদি কারণ। অতএব ঐ শত্রুকে নিগৃহীত করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ক্রোধ হইতে তপস্যাকে, মৎসরতা হইতে আত্মশ্রীকে, মানাপমান হইতে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনৃশংসতার সদৃশ ধৰ্ম্ম, ক্ষমার তুল্য বল, আত্মজ্ঞানের সমান জ্ঞান এবং সত্যের সমান শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই।

‘সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কৰ্ত্তব্য; কিন্তু যে স্থলে সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে সত্যবাক্য পরিত্যাগপূৰ্ব্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। আমার মতে যে বাক্যদ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গললাভ হয়, তাহাই সত্যবাক্য। যিনি দারপরিগ্রহ না করেন এবং আহারাদিসমুদয় কাৰ্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত। যাঁহারা শান্তচিত্ত ও নিৰ্ব্বিকার হইয়া, ইন্দ্রিয় সমুদয়কে আত্মার বশীভূত করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহারা অচিরাৎ মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়েন। যাঁহাদিগের কোন জীবের সহিত সন্দর্শন, সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভের উপযুক্ত পাত্র। কোন প্রাণীর হিংসা করা কৰ্ত্তব্য নহে। সকলের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করা বিধেয় নহে।

‘আত্মতত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় বিষয়ে অনৈশ্বৰ্য্য [তুচ্ছবোধ], নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচপলতাই পরমশ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হও। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে কি ইহলোকে, কি পরলোকে কোন লোকেই শোক বা ভয়ের লেশমাত্র থাকে না, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর। লোভবিহীন ব্যক্তিরা কিছুতেই শোকযুক্ত হয়েন না, অতএব লোভ পরিত্যাগ করা সৰ্ব্বতোভাবে কৰ্ত্তব্য। যিনি তপানুষ্ঠাননিরত, দমগুণসম্পন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করেন, সঙ্গ

পরিত্যাগ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বিষয়াসক্ত না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে কখনই দুঃখভোগ করিতে হয় না। যিনি আপনার চতুর্দ্দিকে দাম্পত্যসুখ পরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াও তাঁহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাঁহাকে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না। কর্ম্মবশীভূত মানবগণ শুভকার্য্যফলে দেবত্ব, শুভাশুভকার্য্যফলে মনুষ্যত্ব এবং অশুভকর্ম্মফলে অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। সকল মনুষ্যই জরামৃত্যুকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি অহিতকে হিত, অধ্রুবকে ধ্রুব ও অনর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং কি নিমিত্তই বা মোহবশতঃ কোষকার কীটের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ রহিয়াছ?

'পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর; অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট স্বীয় মুখলালাপরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গে একান্ত অনুরক্ত হইলে পঙ্কনিমগ্ন মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইতে হয়। মানবগণ অজ্ঞানদ্বারা জল হইতে সমুদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় স্নেহজালে জড়িত হইয়া বিবিধ দুঃখভোগ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত ধনসমুদয় পরলোকে সহগামী হয় না; কেবল পুণ্যপাপ পরলোকে সহচর হইয়া থাকে। যখন তোমাকে সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কালের বশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে হইবে, তখন তুমি কি নিমিত্ত স্বকার্য্যসাধনে যত্নবান্ না হইয়া অনর্থকর বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছ? তুমি অবলম্বন ও পাথেয় সঞ্চয় না করিয়া কিরূপে একাকী পরলোকগমনে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গমপথে গমন করিবে? তুমি পরলোকে প্রস্থান করিলে সুকৃত ও দুষ্কৃত ব্যতীত আর কেহই তোমার অনুগমন করিবে না।

'বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচ ও বিবিধ জ্ঞানদ্বারা পরমার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। পরমার্থসিদ্ধ হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ হইতে হয়, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ঐ পাশ ছেদন করিয়া অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মূঢ়াত্মারা কোনক্রমেই উহা ছেদন করিতে পারে না। সংসারনদী অতি ভীষণ। রূপ ঐ নদীর কূল, মন উহার স্রোত, স্পর্শ উহার দ্বীপ, রস উহার প্রবাহ, গন্ধ উহার পঙ্ক এবং শব্দ উহার জলস্বরূপ। ক্ষমারূপ ক্ষেপণী[দাঁড়]সম্পন্ন, ধর্ম্মস্থৈর্য্য[ধর্ম্মে দৃঢ়তা] রূপ। আকর্ষণরজ্জুযুক্ত, দান [দানরূপ] বায়ুপরিচালিত শরীরনৌকাদ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি প্রথমতঃ সংকল্পপরিত্যাগদ্বারা ধর্ম্ম, লোভপরিত্যাগদ্বারা অধর্ম্ম, বুদ্ধিদ্বারা সত্যমিথ্যা এবং পরমাত্মতত্ত্বনির্ণয়দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে এই অস্থিস্নায়ুযুক্ত, মাংসশোণিতলিপ্ত, মূত্রপুরীষপরিপূর্ণ, জরাশোকসম্পন্ন, রোগের আকরস্বরূপ, অনিত্য দেহ পরিত্যাগ কর।

'এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার পঞ্চমহাভূত হইতে সমুদ্ভূত। পঞ্চমহাভূত, পাঁচ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বাদিগুণ এই সপ্তদশকে অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐ সপ্তদশ অব্যক্ত, রূপাদি পঞ্চবিষয় এবং অহিংসা ও মমতা এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় নামেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে সংযুক্ত হইলেই পুরুষনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অতি সুখকর এবং

জীবন ও মৃত্যু এই উভয় নিতান্ত দুঃখাবহ। যিনি যথার্থরূপে এই সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারেন, নিত্য ও অনিত্য উভয় বস্তুই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। জ্ঞেয় পদার্থসমুদয় পারম্পর্য্যক্রমেই [পর-পর ক্রমে] পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে ব্যক্ত এবং ইন্দ্রীয়াতীত অনুমেয় পদার্থকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

'জ্ঞানবান ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মাকে সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত অবলোকন করেন। তাঁহার জ্ঞান শক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। তিনি সেই শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বদা সমুদয় জীবকে সন্দর্শন করেন। যিনি জ্ঞানবলে মোহজনিত বিবিধ ক্লেশ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অশুভ সন্দর্শন করিতে হয় না এবং তিনিই স্বীয় বুদ্ধি প্রকাশদ্বারা চিরাচরিত মার্গ অতিক্রম করেন না। মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমাত্মাকে জন্মমৃত্যুবিহীন, শরীরস্থিত, নিরাকার ও নির্লিপ্ত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার জীবহিংসাদ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাকে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অপথ্যসেবী আতুরের [পীড়িতের] ন্যায় নিতান্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। মোহান্ধ ব্যক্তিরাই বিবিধ দুঃখকে সুখজ্ঞান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করে। তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারমধ্যে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হয়। অতএব তুমি সংসারবন্ধবিহীন ও কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিজয়ী ও সিদ্ধ হও। পূর্ব্বকালে অনেক মহাত্মা তপোবলে সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত সুখসংবর্দ্ধিনী [সুখবৃদ্ধিকারিণী] সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।' ”

৩৩১তম অধ্যায়

সুখদুঃখের কারণ—প্রতিকার উপায়

“নারদ কহিলেন, 'হে বৎস! শোকনাশন শান্তিকর শাস্ত্র শ্রবণ করিলে বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ ও পরমসুখ অনুভূত হইয়া থাকে। সহস্র প্রকার শোক ও ভয় প্রতিদিন মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করে; পণ্ডিতেরা কখনই ঐ সমুদয়ে অভিভূত হয়েন না। এক্ষণে আমি তোমার অনিষ্টনাশের নিমিত্ত তোমাকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

'বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে পারিলেই শোকসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। অল্পবুদ্ধি মূঢ়ব্যক্তিরাই অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগনিবন্ধন মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়; অতএব অতীত বস্তুর গুণ চিন্তা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত হয়, তাহারা কোন কালেই স্নেহপাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না, মহাত্মারা কোন বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে সেই বিষয় অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও যশোলাভে বঞ্চিত হইয়া অতিকষ্টে কালহরণ করিতে হয়। অনুতাপদ্বারা কখনই অতীত বিষয় লাভ করা যায় না। সমুদয় প্রাণীই কখন বিষয়প্রাপ্ত ও

কখন বা বিষয়চ্যুত হইতেছে। ইহলোকে কোন ব্যক্তিই সমুদয় ঘটনাদ্বারা শোকমুক্ত হয় না। যাহারা মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অথবা প্রিয়বস্তুর বিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহারা দুঃখদ্বারা দুঃখই লাভ করিয়া থাকে।

যাঁহারা ইহলোকে জন্ম-মরণ-প্রবাহ অবলম্বন করিয়া ইষ্টবিয়োগে শোকপ্রকাশ ও অশ্রুপাত না করেন তাঁহারাই যথার্থ সম্যগদর্শী। কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি প্রভূত যত্নদ্বারাও উহা নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে ঐ দুঃখের চিন্তা করা কখনই কৰ্ত্তব্য নহে; চিন্তা না করাই দুঃখশান্তি করিবার মহৌষধ। চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানদ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধদ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা সৰ্ব্বতোভাবে কৰ্ত্তব্য। শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবেই এইরূপ কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। নিতান্ত বালকের ন্যায় শোক-হর্ষাদিতে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য ও প্রিয়সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই ঐ সমুদয় বিষয়ে আসক্ত হয়েন না। ইহলোকে সকলেরই পুত্রাদিবিয়োগ হইতেছে; অতএব তন্নিবন্ধন শোকপ্রকাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি কৰ্ত্তব্য নহে। যদি পুত্রাদিবিয়োগদর্শনে শোকের উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রযত্নসহকারে উহা নিবারণ করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ইহলোকে প্রায় সমুদয় মনুষ্যকেই সুখের পর বহুবিধ দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহবশতঃ বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ ও মৃত্যুকে অপ্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে। উঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থলাভে সমর্থ হয়েন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক করেন না।

'অর্থ উপাৰ্জ্জন, রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময় বিষমদুঃখ ভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে ক্লেশ প্রদান করে; অতএব অর্থনাশনিবন্ধন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হওয়া কাহারও কৰ্ত্তব্য নহে। মূঢ়ব্যক্তিরাই উত্তরোত্তর ধনের উন্নতি লাভ করিয়া বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইলেই বিনষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সমুদয় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদয় উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ এবং জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ হইবে। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরমসুখের মূল; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরমধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। আয়ু নিরন্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; নিমেষমাত্রও উহার বিশ্রাম নাই। অতএব শরীর যখন চিরস্থায়ী নহে, তখন ইহলৌকিক কোন বিষয়ই চিন্তা করা মনুষ্যের কৰ্ত্তব্য নহে। যাঁহারা স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা মনের অগোচর সৰ্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরমগতিলাভে সমর্থ হয়েন। ব্যাঘ্র যেমন পশুকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থান্বেষণপরায়ণ বিষয়ভোগে অতৃপ্ত মূঢ়দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অতএব মৃত্যুযন্ত্রণামোচনের উপায় চিন্তা করা মনুষ্যের অবশ্য কৰ্ত্তব্য। মানবগণ শোকবিহীন হইয়া কাৰ্য্যারম্ভ এবং বিষয়মুক্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কি বলবান, কি নির্দ্ধন, যে ব্যক্তি যে সময়ে রূপরসাদি বিষয়সমুদয় ভোগ করে, তাহার তৎকালেই সুখলাভ হয়; কিন্তু পরে সেই সুখের লেশমাত্রও থাকে না। যখন পরস্পর

সংযোগের পূর্ব্বে প্রাণীগণের দুঃখ উপস্থিত হয় না, তখন পরস্পরের বিয়োগে শোক করা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

'মানবগণ ধৈর্য্যদ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষুদ্বারা হস্ত ও পদ, মনদ্বারা চক্ষু ও কর্ণ এবং বিদ্যাদ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যাঁহারা কি পূজ্য, কি ইতর, সমুদয় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কালহরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বনিরত, নিরপেক্ষ ও লোভহীন হইয়া আত্মাকে সহায় করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।"

৩৩২তম অধ্যায়
অমোঘ দৈবপ্রভাব

“নারদ কহিলেন, “হে বৎস! যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ, কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না। যাহা হউক, স্বভাবতঃ সর্ব্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাবধান ব্যক্তিকে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না। জরা, মৃত্যু ও রোগ হইতে প্রিয়তম আত্মাকে উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শারীরিক ও মানসিক রোগসমুদয় ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধনুর্দ্ধরনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কের ন্যায় শরীরকে নিতান্ত নিপীড়িত করে। রোগার্ত্ত, একান্ত অবসন্ন, জীবিততৃষ্ণা[বাঁচিবার আগ্রহ]পরায়ণ মানবদিগের শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবা ও রজনী জীবগণের আয়ু গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত অপক্রান্ত হইতেছে, কখনই প্রত্যাগত হইবে না। কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনবরত গমনাগমন করিয়া মানবগণকে জীর্ণ করিতেছে; সূর্য্য স্বয়ং অজর, কিন্তু উনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদয় ও অস্তমিত হইয়া জীবগণের সুখদুঃখ জীর্ণ করিতেছেন; রাত্রিও মানবদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনাসমুদয়কে সহচর করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

যদি ক্রিয়াফলসমুদয় পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যে যাহা বাসনা করিত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় নিয়মধারী [নিয়মনিষ্ঠ] কার্য্যদক্ষ মতিমান্ ব্যক্তিও সমুদয় সৎকম্র্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়, আবার অনেক সময় অনেক নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। ইহকালে কেহ কেহ সর্ব্বদা লোকের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছে; কেহ কেহ বিনা চেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে; আবার কেহ কেহ বা বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

‘আর দেখ, মানবদিগের বীর্য্য এক স্থানে সম্ভূত হইয়া পুনরায় অন্য স্থানে গমনপূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করিতেছে। উহা অনেক সময় যথাস্থানে নিবেশিত হইয়াও গর্ভ উৎপাদন না করিয়াই চ্যুত [তরুশাখা হইতে স্খলিত] কুসুমের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ পুত্রার্থে নানাবিধ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না; আবার কেহ কেহ বা গর্ভকে ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ক্লেশকর জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করিতেছে। অনেকানেক কুলকামিনী, পুত্রকামনায় ঘোরতর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক দশমাস গর্ভধারণ করিয়া কুলাঙ্গার পুত্র প্রসব করে; কেহ কেহ জন্মাবধি পিতৃসঞ্চিত ধনধান্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে; আবার কেহ কেহ বা চিরকাল দুঃখে অতিবাহিত করিতেছে। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগসময়ে পুরুষের শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অন্নপানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না।

'সকলকেই মূত্রপুরীষের আধার গর্ভমধ্যে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ভমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না। কেহ কেহ গর্ভস্রাবে, কেহ কেহ জন্মপরিগ্রহের সময় এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থাবির্য্য [অত্যন্ত বার্দ্ধক্যে মতিচ্ছন্নতা—মূঢ়তা] ও প্রাণরোধ প্রভৃতি দশাসমুদয় দেহকেই আক্রমণ করে; আত্মাকে কখনই আশ্রয় করে না। লোকে রোগে একান্ত আক্রান্ত হইলে তাহার উত্থানশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন সে আরোগ্যলাভের নিমিত্ত সুনিপুণ চিকিৎসকগণকে বিপুল অর্থ প্রদান করে; কিন্তু চিকিৎসকগণ যারপরনাই যত্নবান হইয়াও উহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঔষধসঞ্চয়নিরত সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণকেও ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগগণের ন্যায় দারুণ রোগে সমাক্রান্ত হইতে হয়। তাহারা বিবিধ কটুকষায় রস ও ঘৃত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যাহাদিগের চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। দেখ, মৃগ, পক্ষী, শ্বাপদ ও দরিদ্রগণকে কেহই চিকিৎসা করে না, অথচ তাহারা প্রায়ই সুস্বশরীরে কালহরণ করিতেছে। কিন্তু উগ্রতেজাঃ দুর্দ্ধর্ষ নরপতিগণ নিরন্তর বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া যারপরনাই ক্লেশ পাইতেছেন।

'এইরূপে মানবগণ সংসারসাগরের প্রবলস্রোতে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোকমোহে পরিব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে। কেহই রাজ্য, ধন বা কঠোর তপস্যাদ্বারা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সকল কার্য্যেরই উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে ইহলোকে কাহাকেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অনেকানেক অপ্রমত্ত সরলস্বভাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাপানে উন্মত্ত ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূঢ়দিগকে উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেশ সমুপস্থিত হইলে উহার নিবারণের উপায়বিধান করিবার পূর্ব্বেই অনায়াসে উহা হইতে বিমুক্ত হয় এবং কেহ কেহ বা আপনার বিপুল অর্থ থাকিতেও উহা প্রাপ্ত না হইয়া যারপরনাই ক্লেশ ভোগ করে। ইহলোকে কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্যনিবন্ধন ফলের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

'দেখ, কেহ কেহ শিবিকায় [পালকিতে] আরোহণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে; কেহ কেহ রথে আরোহণ করিতেছে, আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে, আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষবিরহে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এইরূপে সমুদয় প্রাণীকেই কামনানিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়; অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া প্রথমতঃ জ্ঞানবলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরমগূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্তলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।'

নারদের উপদেশে শুকের বৈরাগ্য

"তপোধনাগ্রগণ! নারদ এই উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করিলে বহুতর কষ্টভোগ করিতে হয়, আর বেদবিদ্যার অনুশীলনও সামান্য পরিশ্রমের সাধ্য নহে। অতএব অল্পায়াসসাধ্য নিত্যস্থান লাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। ঐ স্থান কিরূপ?' মহাত্মা শুকদেব এইরূপে অতি অল্পকালমাত্র তর্কবিতর্ক করিতেই নিত্যস্থান যে কিরূপ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি পুনরায় মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আহা! আমি কিরূপে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিব? ঐ স্থানে গমন করিলে আর আমাকে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না; কাহারও সহিত আমার কিছুমাত্র সংসর্গ থাকিবে; আমার আত্মা এককালে শান্তি লাভ করিবে এবং আমি অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পরমসুখে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে যোগ ব্যতীত সেই পরমপদলাভের উপায়ান্তর নাই।

'জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয় না। অতএব আমি যোগবলে এই কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ুভূত [অতিসূক্ষ্ম বায়ুস্বরূপ] হই। তেজোরাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করিব। চন্দ্র দেবগণের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একবার ভূতলে নিপতিত ও পুনর্ব্বার স্বর্গে অধিরূঢ় হয়েন এবং বারংবার তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না। চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি বা পতন নাই। তিনি নিরন্তর তীক্ষ্ণ কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক লোকসমুদয়কে তাপিত করিতেছেন। অতএব আমি এই কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিকসমুদয়, আকাশ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিব। আজ দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার যোগবল দর্শন করুন। যোগবলে সমুদয় প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

"মহাত্মা শুকদেব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লোকবিশ্রুত নারদের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় পিতা বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রের সেইরূপ বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে যোগানুষ্ঠানার্থ প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া পরমপ্রীত হইয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করি।'

"ব্যাসদেব এইরূপ সস্নেহবাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা শুকদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সিদ্ধগণনিষেবিত কৈলাসপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।"

৩৩৩তম অধ্যায়
শুকের যোগাবলম্বন—আত্মদর্শন

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক পরিচ্ছন্ন, জনশূন্য সমতল প্রদেশে উপবেশন করিয়া পাদ-অবধি কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে

একমাত্র আত্মাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে দিবাকর উদিত হইলে পূর্ব্বাস্য হইয়া বিনীতভাবে কর-চরণ সংযমপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিলেন। যে স্থানে শুকদেব যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় পক্ষীর কোলাহল বা জনমানবের সঞ্চারমাত্র রহিল না। তিনি অতি অল্পক্ষণমধ্যেই সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, 'তপোধন! আপনি আমাকে যোগপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনার অনুকম্পায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট গতিলাভ করিব।'

"দ্বৈপায়নতনয় শুক এই বলিয়া নারদকে অভিবাদন ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় যোগে মনোনিবেশ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে মনোমারুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সূর্য্যোজ্জ্বলসঙ্কাশ [সূর্য্য ও অগ্নির প্রভাবপুঞ্জযুক্ত] মহাত্মা শুকদেব ত্রিলোককে আত্মময় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরপথে গমন করিতে লাগিলেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে অব্যগ্রমনে অকুতোভয়ে গমন করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, সিদ্ধ, অঙ্গরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কহিলেন, 'এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ এবং দেহের উত্তরার্দ্ধলম্বিত [দীর্ঘাকার] করিয়া ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, ইনি কে?'

"অনন্তর সেই ধর্ম্মপরায়ণ ত্রিলোকবিশ্রুত মহাত্মা শুকদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক গভীরশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। পঞ্চচূড়াদি অপ্সরাগণ তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে, বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিল, 'এই মহাত্মা উৎকৃষ্ট গতিলাভপূর্ব্বক বিমুক্তের ন্যায় নিস্পৃহভাবে এইদিকে আগমন করিতেছেন, ইনি কোন দেবতা?' অনন্তর শুকদেব সেইস্থান হইতে মলয়পর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হইয়া ক্রমে ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। ঐ পর্ব্বতে অপ্সরা ঊর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি বাস করিতেছিল। উহারা শুককে দর্শন করিয়া যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তিকে কহিল, 'দেখ, বেদাভ্যাসনিরত ব্রাহ্মণের কি বুদ্ধির একাগ্রতা! ইনি পিতৃশুশ্রূষাদ্বারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকালমধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিতেছেন। ইনি সাতিশয় পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পিতার অতিশয় প্রিয়। ইহার পিতা ইহাকে কিরূপে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন?'

"উর্ব্বশী এই কথা কহিবামাত্র ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের পিতৃবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দিক, শৈল, কানন, সরিৎ ও সরোবরসমুদয়ের প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে অভ্রান্তচিত্তে শুকদেবকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই শৈলকানন প্রভৃতি সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে আত্মীয়গণ! যদি আমার পিতা আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে আমাকে আহ্বান করিতে করিতে আমার অনুসরণ করেন, তাহা

হইলে তোমরা সকলে সমাহিতমনে তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। তোমরা আমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমার এই বাক্যটি অবশ্য রক্ষা করিও।'

'মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে দিঙ্মণ্ডল, কানন, শৈল, সমুদ্র ও নদীসমুদয় তাঁহাকে কহিল, 'মহাত্মন্! আপনি যেরূপ অনুজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তাহা সম্পাদন করিব। আপনার পিতা মহর্ষি ব্যাস আপনাকে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।' "

৩৩৪তম অধ্যায়
পুত্রস্নেহে ব্যাসের চিত্তচাঞ্চল্য

"মহাতপস্বী শুকদেব শৈলকানন প্রভৃতিকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যজনিত চতুর্ব্বিধ দোষ এবং তম, রজ ও সত্ত্বগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত হইয়া ধূমশূন্য পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ ও ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইল। বৃক্ষশাখা ও পর্ব্বতশৃঙ্গসমুদয় নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, নির্ঘাতশব্দে [বজ্রশব্দে] হিমালয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভাস্করের প্রভা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল, অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ হইল এবং হ্রদ, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি জলাশয় সমুদয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাত্মার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র সুগন্ধ বারিবর্ষণ ও পবনদেব দিব্যগন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহাত্মা শুকদেব উত্তরদিকে হিমাচল ও মেরুপর্ব্বতের পরস্পর সংশ্লিষ্ট সুবর্ণ ও রজতময় শতযোজনা বিস্তীর্ণ অতি মনোহর শৃঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি সেই শৃঙ্গদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র উহারা তাঁহার গতিরোধ করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করিল। শুকদেব অচিরাৎ সেই পথ দিয়া নির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিল। স্বর্গে দেবতাদিগের ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ এবং ঐ হিমালয়নিবাসী যাবতীয় প্রাণী মুক্তকণ্ঠে দ্বৈপায়নতনয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে পুষ্পিত বৃক্ষ ও উপবনযুক্ত অতি রমণীয় মন্দাকিনী সন্দর্শন করিলেন। ঐ নদীতে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপ্সরাগণ বিবস্ত্র হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা শুকদেবকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না।

"ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শুকদেবের ঊর্দ্ধপ্রয়াণের [ঊর্দ্ধগতির] বিষয় অবগত হইয়া পুত্রস্নেহনিবন্ধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শুকদেব এককালে মমতাশূন্য হইয়া বায়ুর ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক স্বীয় প্রভাবপ্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন।

ব্যাস-শুকের যোগপ্রভাব-তারতম্য

"তখন মহর্ষি বেদব্যাস যোগগতিপ্রভাবে নিমেষমধ্যে শুকদেব যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথমে আকাশমার্গে সমুদিত হইয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা শুকদেব পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঐ সময় মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া শুকদেবের অলৌকিক কার্য্যসমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের ঊর্দ্ধপ্রয়াণবার্ত্তা সবিশেষ অবগত হইয়া 'হা বৎস!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ত্রিলোক অনুনাদিত করিলেন। তখন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ধর্ম্মাত্মা শুকদেব সর্ব্বগামী হইয়া পর্ব্বতাদি সকল পদার্থ হইতে 'ভো', এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় সমুদয় বিশ্বমধ্যে 'ভো' এই একাক্ষর শব্দ সমুচ্চারিত হইল; সেই অবধি অদ্যাপি গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ উচারণ করিলে তাহার প্রতিশব্দ প্রাদুর্ভূত হয়।

"মহাত্মা শুকদেব এইরূপে শব্দাদি গুণসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস অমিততেজাঃ স্বীয় পুত্রের প্রভাব দর্শনপূর্ব্বক সেই হিমালয় প্রস্থদেশে আসীন হইয়া তাহার বিষয় অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই মন্দাকিনী তীরস্থিত বিবস্ত্রা অপ্সরাগণ তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া কেহ কেহ জলে নিমগ্ন, কেহ কেহ বনমধ্যে প্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ বা স্ব স্ব বসনগ্রহণে একান্ত তৎপর হইল। মহাত্মা ব্যাসদেব তদ্দর্শনে পুত্রকে মুক্ত ও আপনাকে বিষয়াসক্ত বিবেচনা করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় সমাক্রান্ত হইলেন।

শিবকর্ত্তৃক ব্যাসের সান্ত্বনা—বরপ্রদান

"অনন্তর মহর্ষিগণপূজিত ভগবান্ পিনাকপাণি [মহাদেব] দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রশোকার্ত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আগমনপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, 'মহর্ষে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমিও তোমাকে তোমার প্রার্থনারূপ পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সেই দেবদুর্ল্লভ পরমগতিলাভ করিয়াছেন; অতএব তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? নগর ও পর্ব্বতসমুদয় যে পর্য্যন্ত এই ভূগুলে বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তির ঘোষণা হইবে। এক্ষণে আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে স্বীয় পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিতে পারিবে। ভগবান ভূতপতি ব্যাসদেবকে এইরূপ বর প্রদান করিলে তিনি পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের জন্ম ও সদ্গতি প্রভৃতি যেসকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপস্বী, বেদব্যাস বারংবার এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি এই মোক্ষধর্ম্মযুক্ত পরমপবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে শান্তগুণাবলম্বী হইয়া পরমগতিলাভ করিতে পারেন।"

৩৩৫তম অধ্যায়
নরনারায়ণতত্ত্ব—নারায়ণ-নারদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের বাসনা করিবেন, কোন্ দেবতার আরাধনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য? তিনি কাহার প্রসাদে স্বর্গ ও মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং কোন্ বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম করা তাঁহার আবশ্যক? লোকে মুক্ত হইলে কোন্ স্থানে গমন করে? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না? দেবতা ও পিতৃগণের পিতা কে এবং কোন পুরুষই বা সেই দেবতা ও পিতৃগণের পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ? এই সমুদয় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি যে সকল নিগূঢ় প্রশ্ন করিলে, আমি ভগবান্ নারায়ণের প্রসন্নতা ও জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে তর্কশাস্ত্রানুসারে শতবর্ষেও ঐ সমুদয়ের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে এই উপলক্ষে নারায়ণ-নারদসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন, সত্যযুগে স্বায়ম্ভূব মনুর অধিকারকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নরনারায়ণ উভয়েই বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপানুষ্ঠান করেন। তাৎকালে তাঁহাদিগের তপোবল ও তেজ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, দেবগণও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহারা যে দেবের প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন।

"একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়ের ইচ্ছানুসারে সুমেরুশৃঙ্গ হইতে গন্ধমাদনপর্ব্বতে আগমনপূর্ব্বক তত্রত্য সমুদয় স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নর ও নারায়ণের আহ্নিকসময়ে বদরিকাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! এই স্থান দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদয় লোকের আবাসভূমি। ইহাতে ভগবান্ নর ও নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছেন। আজ সেই ভগবানের অংশ নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরির অনুগ্রহে আমার ধর্ম্মোপার্জ্জন সফল হইল। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ও হরি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাপুরুষদ্বয় এক্ষণে আহ্নিকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ইহারা পরব্রহ্মস্বরূপ। ইহাদিগের আবার আহ্নিকক্রিয়া কি? ইহারা সর্ব্বভূতের পিতা ও দেবতাস্বরূপ হইয়া কোন্ দেবতার বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।'

"দেবর্ষি নারদ ভক্তিভাবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নর ও নারায়ণের সর্ম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তাহারাও দেবতা ও পিতৃগণের পূজা সমাধানপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন।

"তখন তপোধনাগ্রগণ্য নারদ নর ও নারায়ণের সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক যারপরনাই প্রীত হইয়া মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! বেদ, বেদাঙ্গ ও

পুরাণসমুদয়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে। তুমি অজ, ধাতা, নিত্য ও অমৃতস্বরূপ। তোমাতেই সমুদয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চারি আশ্রমবাসী লোকেরা সকলেই তোমাকে নানারূপে নিরন্তর উপাসনা করে এবং পণ্ডিতেরা তোমাকেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজ কোন দেবতা ও কোন পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ?'

নারদস্তবে তুষ্ট—নারায়ণের আত্মতত্ত্বপ্রকাশ

"তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবর্ষে! তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; কিন্তু আমি তোমার ভক্তিদর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি; সুতরাং উহা তোমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সর্ব্বভূত হইতে অতীত, পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক প্রকৃতিনামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা সেই পরমাত্মাকে পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি; তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা বা ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই। তিনিই আমাদিগের আত্মস্বরূপ। তাহা হইতে এই লোকোৎপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই আজ্ঞানুসারে মানবগণ দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

'ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠি, সূর্য্য, চন্দ্র, কর্দ্দম, ক্রোধ, বিক্রীত ও প্রচেতা এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমাত্মার দৈব ও পৈত্রকার্য্যসমুদয় অকগত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অভিষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গবাসী প্রাণীগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গ শরীর, পঞ্চদশ কলাত্মক স্থূলশরীর, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও কর্ম্মসমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মুক্তব্যক্তিরা পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ হইয়া ও কেবল মায়াপ্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হয়েন। আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি। বেদাধ্যয়ননিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা পরিণামে সেই পরমপদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। আমি তোমার ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তোমার নিকট এই সমুদয় গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।"

৩৩৬তম অধ্যায়

আদি বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনার্থী নারদের শ্বেতদ্বীপগমন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ সকল লোকের আশ্রয়স্থান ভগবান্ নারায়ণের সেই বাক্যশ্রবণ করিয়া পুনরায়, তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দেব! তুমি স্বয়ম্ভু হইয়াও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের আলয়ে চারি-অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বকার্য্যসাধন কর। আমি অদ্য তোমার শ্বেতদ্বীপস্থিত আদ্যামূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করি। আমি সতত গুরুলোকের অর্চ্চনা করিয়া থাকি; অন্যের গোপনীয় বিষয় কদাচ প্রকাশ করি নাই; যত্নপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তপানুষ্ঠান করিয়াছি; কখনই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, অন্যায়লব্ধ দ্রব্যে উদরপূরণ, পরদারাপহরণ, অপবিত্রস্থানে সঞ্চরণ বা অন্যের দানগ্রহণ করি নাই; শত্রু ও মিত্রকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকি এবং নিরন্তর ভক্তিভাবে সেই আদিদেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছি। যখন আমি এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব [পবিত্র হৃদয়] হইয়াছি, তখন সেই অনন্তদেবের দর্শন লাভ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে।' তখন মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে নিত্যধর্ম্মের রক্ষক ভগবান নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, "তপোধন! স্বচ্ছন্দে আপনার অভিলষিত স্থানে গমন কর।"

"তখন দেবর্ষি নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সুমেরুপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া উহার শিখরদেশে ক্ষণকাল উপবেশনপূর্ব্বক বায়ুকোণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরদিকে শ্বেতনামে অতি-বিস্তীর্ণ দ্বীপ বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সুমেরুপর্ব্বতের মূল হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধ। ঐ দ্বীপে বহুসংখ্যক বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন পুরুষ বাস করেন। উঁহারা প্রাকৃতিক স্থূলদেহবিমুক্ত, শব্দাদিবিষয়ভোগশূন্য, নিশ্চেষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও পাপবিহিত। পাপাত্মারা উহাদিগকে অবলোকন করিলে তাহাদের নেত্র দগ্ধ হইয়া যায়। উঁহাদিগের দেহ বজ্রাস্থির ন্যায় সুদৃঢ়, মস্তক ছত্রাকার ও চরণতল রেখাশতসংযুক্ত [শতরেখাযুক্ত]। উঁহারা মান ও অপমানে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। উঁহাদিগের মুখ চারিটি, ক্ষুদ্র দন্ত আটটি ও দীর্ঘ দন্ত আটটি। ঐ সমস্ত অলৌকিক রূপযৌবনসম্পন্ন, যোগপ্রভাবলব্ধবলবীর্য্যযুক্ত মহাপুরুষেরা, যাঁহা হইতে বেদ, ধর্ম্ম এবং প্রশান্তচিত্ত মুনি, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণীগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কালকেও গ্রাস করিতে পারেন।"

শ্বেতদ্বীপপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্ত-উপরিচরচরিত্র

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ইন্দ্রিয়শূন্য, নিরাহার, স্পন্দবিরহিত, সুগন্ধযুক্ত, শ্বেতদ্বীপনিবাসী পুরুষেরা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের কিরূপ সঙ্গতিই বা লাভ হইবে? ইহলোকে, যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা কি শ্বেতদ্বীপনিবাসীদিগের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হয়েন? আপনি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছেন; অতএব এক্ষণে আমার এই সংশয় ছেদন করুন। ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যে কথা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তরপ্রদান উপলক্ষে সেই সুবিস্তীর্ণ অতি উকৃষ্ট কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে উপরিচরনামে হরিভক্তিপরায়ণ পরমধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। উহার তুল্য পিতৃভক্তিপরায়ণ ও অনলস ভূপতি আর কেহই ছিলেন না। ইন্দ্রের সহিত উহার সবিশেষ সখ্যভাব ছিল। ঐ মহীপাল পূর্ব্বে নারায়ণের বরপ্রভাবে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। উনি সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করিতেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিতব্যক্তিদিগকে অন্নদান করিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ সত্যপরায়ণ ও দয়াবান্ ভূপতি অনাদি, অনন্ত, লোকস্রষ্টা, দেবদেব, ভগবান বিষ্ণুকে অন্তরের সহিত ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার গাঢ়তর বিষ্ণুভক্তিদর্শনে যারপরনাই প্রীত হইয়া উহার সহিত এক শয্যায় শয়ন ও এক আসনে উপবেশন করিতেন।

“রাজা উপরিচর আপনার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী ও যানবাহন প্রভৃতি সমুদয় ভোগ্যবস্তু নারায়ণপ্রসাদলব্ধ বলিয়া তাঁহাকেই সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয় কার্য্যসমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার আলয়ে পঞ্চরাত্রবিৎ প্রধান শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভোগ্য দ্রব্যসমুদয় প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ভোজন করিতেন। ঐ মহীপাল যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন, তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে কদাচ মিথ্যাবাক্য বিনিঃসৃত বা মনোমধ্যে কোন অসৎ কল্পনা সমুদিত হইত না। তিনি অতি অল্পমাত্র পাপকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতেন না। ঐ রাজা সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে প্রজাপালন করিতেন। এক্ষণে ঐ নীতিশাস্ত্র যেরূপে প্রণীত হইল, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ঋষিগণের শাস্ত্রপ্রণয়ন-বিবরণ

“পূর্ব্বে সুমেরুপর্ব্বতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজাঃ বশিষ্ঠ এই সাতজন মহর্ষি অবস্থান করিতেন। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডীনামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উঁহাদিগের অষ্টম। ঐ সমস্ত একাগ্রচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সংযমী, ত্রিকালজ্ঞ, সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোকসকলকে স্ব স্ব নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। উঁহারা একমতাবলম্বনপূর্ব্বক লোকের হিতকর বিষয়সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া বেদচতুষ্টয়সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। ঐ শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তিত এবং ভূলোক ও দ্যুলোকের নানাপ্রকার নিয়মপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সমস্ত মহর্ষি অন্যান্য তপোধনের সহিত দেবমানের সহস্র বৎসর ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী সরস্বতীকে উঁহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করাতে সরস্বতী লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত উহাদের শরীরে প্রবেশ করেন।

“তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ দেবী সরস্বতীর সাহায্য লাভ করিয়া সেই শব্দ, অর্থ ও হেতুগর্ভ শাস্ত্রপ্রণয়নে কৃতকার্য্য হয়েন। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের অগ্রে প্রস্তুত হয়। মহর্ষিগণ এই ওঙ্কারস্বরসমলঙ্কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পরমকারুণিক নারায়ণকে

শ্রবণ করাইলেন। অচিন্ত্যদেহ ভগবান্ নারায়ণ ঐ শাস্ত্র-শ্রবণে যারপরনাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে সেই তপোধনগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমার এই যে লক্ষশ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছ, ইহা হইতেই সমগ্র লোকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদের অবিরোধী; সুতরাং ইহাই লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্থল হইবে। ব্রহ্মার প্রসন্নতা, রুদ্রদেবের ক্রোধ, তোমাদিগের প্রজাসৃষ্টি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, সলিল, অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূতগণের স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের আত্মাশ্রয় বিষয়ে যেমন কাহারই সংশয় উপস্থিত হয় না, সেইরূপ কহিতেছি, তোমাদিগের এই শাস্ত্রে কদাচ কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্তঅনুসারে ধর্ম্মকীর্ত্তন করিবেন। বৃহস্পতি ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া তোমাদিগের এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে সকলকে উপদেশ দিবেন। উঁহারা সর্ব্বত্র এই শাস্ত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলে রাজা উপরিচর বৃহস্পতি হইতে ইহা লাভ করিবেন। সেই রাজা সদ্ভাবসম্পন্ন ও আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তিপরায়ণ হইবেন। তিনি তোমাদিগের এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। তোমাদিগের প্রণীত এই শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও গুহ্যবিষয়সমুদয় বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা এই নীতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া পুত্রলাভ করিবে এবং রাজা উপরিচরও ইহার প্রভাবে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন। উপরিচরের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে এই সনাতন নীতিশাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে।'

"পুরুষোত্তম নারায়ণ এই বলিয়া সেই তপোধনগণকে বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। অনন্তর সত্যযুগে বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করিলে সেই মহর্ষিগণ তাঁহার হস্তে সেই বেদবেদাঙ্গমূলক নীতিশাস্ত্রের প্রচারভার সমর্পণ করিয়া তুপানুষ্ঠানার্থ অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।"

৩৩৭তম অধ্যায়
উপরিচরের অশ্বমেধযজ্ঞ

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহাকল্পের অবসানে নানাগুণসম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেবতাদিগের পৌরোহিত্য করিলে দেবগণ যারপরনাই সুখী হইয়াছিলেন। মহারাজ উপরিচর তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সপ্তর্ষিপ্রণীত সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ রাজা দৈববিধি অনুসারে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যপালন করিতেন। উনি মহাসমারোহে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা এবং প্রজাপতি পুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত, মহর্ষি ধনুরাখ্য, রৈভ্য, অর্ব্বাসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা কপিল, আদ্য কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তৈত্তিরি, মহর্ষি কথ ও দেবহোত্র সদস্য হইয়াছিলেন। নরপতির আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞভূমিতে সমুদয় যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার সঞ্চিত হইয়াছিল। মহারাজ উপরিচর এরূপ অহিংসাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি ঐ যজ্ঞেও পশুহত্যা করেন নাই। অরণ্যসম্ভত বস্তুদ্বারা তাঁহার যজ্ঞভাগসমুদয় কল্পিত হইয়াছিল। সংসারভারহর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক

স্বীয় যজ্ঞভাগ হরণ করেন। ঐ সময় আর কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত ও আকাশপথে মহাবেগে স্রুক্ উদ্যত করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে রাজা উপরিচরকে কহিলেন, 'মহারাজ! এ আমি ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞভাগ স্থাপন করিলাম, ইহা তিনি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার সপক্ষে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।' "

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! উপরিচরের যজ্ঞের সমুদয় দেবতা মূর্ত্তিমান হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ কি নিমিত্ত অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগহরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

যজ্ঞে বৃত মহর্ষিগণের প্রতি আকাশবাণী

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তখন মহারাজ উপরিচর ও সদস্যগণ বৃহস্পতিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! ক্রোধ করা সত্যযুগের ধর্ম্ম নহে, অতএব ক্রোধপরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি যে দেবতার ভাগ কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার ক্রোধ নাই। ঐ মহাত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তিনিই। উঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারও তাঁহাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই।

"তখন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা একত, দ্বিত ও ত্রিত বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুরগুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। পূর্ব্বে আমরা দেবদেব সনাতন নারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদসাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমনপূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিত্তে সংহস্র বৎসর কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। তপানুষ্ঠান সমাপনের পর আমাদিগের অবভৃতস্নানসময়ে স্নিগ্ধ ও গম্ভীরস্বরে এই আকাশবাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, "হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের নিমিত্ত অতিকঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছ বটে; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরভাগে শ্বেতদ্বীপনামে এক প্রভাবসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বহুসংখ্যক মহাত্মা বাস করেন। উঁহারা সকলেই ইন্দ্রিয়বিহীন, স্পন্দহীন, সুগন্ধযুক্ত ও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ। ঐ মহাত্মারাই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ স্থানে দেবদেব নারায়ণের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব তোমরা যদি তথায় গমন করিতে পার, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবে।"

মহর্ষিগণের শ্বেতদ্বীপদর্শন

'এইরূপ দৈববাণী হইলে আমরা উহা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দৈবনির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম; কিন্তু সেই স্থানে গমন করিবামাত্র আমাদিগের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা পরমপুরুষের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগের জ্ঞানোদয় হইলে আমরা "কঠোর তপোবল না থাকিলে

কেহই সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না" এই বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে পুনরায় সাত বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলাম। আমাদিগের তপস্যা সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, চন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মারা কেহ প্রাঙ্মুখ ও কেহ উদঙ্মুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন।

তাঁহারা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। যুগক্ষয়ে সূর্য্যের যেরূপ প্রভা প্রকাশিত হয়, শ্বেতদ্বীপবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ প্রভাসম্পন্ন। আমরা তত্রত্য সমুদয় ব্যক্তিকে তুল্যরূপ তেজঃসম্পন্ন দেখিয়া সেই দ্বীপকে তেজের আবাস বলিয়া বোধ করিলাম। অনন্তর যুগপৎ সমুত্থিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা সহসা আমাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ সময় সেই শ্বেতদ্বীপনিবাসী মহাত্মারা [মহাত্মাদিগের সকলেই] "আমিই সর্ব্বাগ্রে গমন করিলাম" এই কথা কহিতে কহিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া সেই তেজঃপুঞ্জাভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। তৎকালে সেই অলৌকিক তেজঃপ্রভাবে সহসা আমাদিগের দৃষ্টি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তিসমুদয় প্রতিহত হইয়া গেল। তখন কেবল এইমাত্র শব্দ আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক, হে হৃষীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন, মহাপুরুষ ও সকলের আদি, তোমাকে নমস্কার।" ঐ সময় বিবিধ গন্ধযুক্ত পবিত্র সমীরণ দিব্যপুষ্প ও ওষধি বহন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

'অনন্তর সেই তেজস্বী পুরুষগণ পরমভক্তিসহকারে কায়মনোবাক্যে সেই তেজঃপুঞ্জের পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহার মায়াভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ু প্রতিনিবৃত্ত ও পুজোপহারসমুদয় প্রদত্ত হইলে, আমরা নিতান্ত চিন্তাকুল হইলাম। ঐ সময় সেই বিশুদ্ধযোনি সম্ভূত সহস্র সহস্র মহাত্মার মধ্যে একজনও আমাদিগের প্রতি মনঃসংযোগ বা দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারা সকলেই সুস্থচিত্তে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিত্তসমাধান করিয়া রহিলেন।

'এইরূপে আমরা ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে ক্ষণকাল পরে এই আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল যে, "হে মুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিলে, ইঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য ; ইঁহারা ভগবান্ নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন। তোমরা অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান কর। ভক্তিহীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন না। বহুকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একেবারে তদ্গতচিত্ত হইতে পারিলেই সেই দুর্নিরীক্ষ্য নারায়ণকে সন্দর্শন করিতে পারা যায়। এখনও তোমাদের কর্ম্ম শেষ হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে তোমাদিগকে মহার্য্য সাধন করিতে হইবে। সত্যযুগ অতীত হইয়া বৈবস্বতকল্পে পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাদিগকে তাঁহাদের সহচর হইতে হইবে।"

দেবশাপে উপরিচরের ভূগর্ভে প্রবেশবার্ত্তা

'হে সুরাচার্য্য! আমরা তৎকালে সেই অমৃততুল্য অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা ও হব্যকব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কিরূপে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে? ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, হব্যকব্যভোজী, জরামৃত্যুবিহীন, সূক্ষ্ম ও দেবদানবগণের পূজিত।'

"হে ধর্ম্মরাজ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এইরূপে বিবিধ অনুনয়বিনয় করিলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বৃহস্পতি, দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সত্যধর্ম্মপরায়ণ নরপতি উপরিচর পরমসুখে প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণের মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।"

৩৩৮তম অধ্যায়।

উপরিচরের অভিশাপকারণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজা উপরিচর অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে মহর্ষিত্রিদশসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, 'অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগপশুকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।' মহর্ষিগণ কহিলেন, 'বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজদ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পরহিংসা করা কিরূপে কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?'

"দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপে বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, 'সুরগণ! এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর। ফলতঃ ইনি সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।

"তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! ছাগপশু ও ওষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তুদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি উহা নিরাকরণ কর। আমাদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে, তাহাই প্রমাণ।' তখন মহারাজ বসু কৃতাঞ্জলিপুটে

তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'আপনাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন।' মহর্ষিগণ কহিলেন, 'মহারাজ! আমাদিগের মতে ধান্যদ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করাই শ্রেয়ঃ। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ কর।'

"তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়।' তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমান মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজ অবধি তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল। তুমি আমাদিগের অভিশাপপ্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে।'

অভিশপ্ত উপরিচরের জন্য বসুধার ব্যবস্থা

"মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর বসুর শাপশান্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, 'এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইহার শাপমোচনের উপায়বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।' তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টমনে উপরিচরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু। তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপমোচন করিয়া দিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহাদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতঃপর তোমাকে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপদোষে যত দিন ভূগর্ভে বাস করিবে, তত দিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃতভক্ষণদ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হইবে। ঐ ঘৃতধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি যখন ভূবিবরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারা ও আমাদিগের প্রদত্ত তেজঃপ্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কোনক্রমেই নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা তোমাকে আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে, সর্ব্বদেবপ্রধান ভগবান বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন।' দেবগণ মহারাজ উপরিচরকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণুর আদেশে উপরিচরের ঊর্ধ্বগতি

"অনন্তর রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণনির্দ্দিষ্ট মন্ত্র জপ এবং তাঁহারই উদ্দেশে পঞ্চকালে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন

পরে ভগবান্ নারায়ণ রাজা উপরিচরের ভক্তিদর্শনে যারপরনাই প্রীত হইয়া মহাবেগসম্পন্ন পক্ষিরাজ গরুড়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৈনতেয়! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বসু রোষাবিষ্ট ব্রাহ্মণের অভিশাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে অবিলম্বে ঐ রাজাকে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর।' তখন বিহগরাজ পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক বায়ুবেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও উপরিচরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক সহসা নভোমণ্ডলে গমন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র মহারাজ উপরিচর পুনরায় দেবশরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহারাজ উপরিচর বাক্যদোষে ব্রাহ্মণগণের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অধোগতি লাভ এবং পরিশেষে দেবগণের অনুগ্রহে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেবাদিদেব হরির আরাধনা করিতেন বলিয়াই অচিরাৎ তাঁহার শাপশান্তি ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এই আমি তোমার নিকট উপরিচররাজার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে নারদ যেরূপে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।"

৩৩৯তম অধ্যায়
নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন-বিষ্ণুস্তব

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে সমুপস্থিত হইয়া, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্রস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, তাঁহারাও মনে মনে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

"অনন্তর তিনি ভগবান্ নারায়ণের দর্শনাভিলাষে জপপরায়ণ ও উর্দ্ধবাহু হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই নির্গুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 'হে দেবদেবেশ! তুমি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, ত্রিগুণময়, অমৃত, অমৃতাক্ষ, অনন্তদেব, আকাশ ও নিত্যস্বরূপ। কার্য্যকারণদ্বারা কখন তোমাকে জ্ঞাত হওয়া যায়; আবার কখন অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে নারায়ণ! তুমি সত্যময়, আদিদেব ও সমুদয় কর্ম্মের ফলপ্রদ। তুমি প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি, উর্জ্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি, মরুৎপতি, সলিলপতি, পৃথিবীপতি ও দিক্‌পতি। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি জগতের একমাত্র আধার হইয়া থাক। তুমি অপ্রকাশ ও ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা। তুমি যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদিস্বরূপ। শাস্ত্রে তোমাকেই মহারাজিকাদি [সাধ্যগণাদি] গণচতুষ্টয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি দীপ্তিশীল ও মহাদীপ্তিশীল। তুমি চতুর্দ্দশ যম, যমপত্নী ও চিত্রগুপ্তাদিস্বরূপ। তোমাকে তুষিত [প্রাণ, অপানাদি বায়ু] মহাতুষিত নামক দেবগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি রোগ ও আরোগ্য, কামাদিবশীভূত ও জিতেন্দ্রিয় এবং স্বাধীন ও পরাধীন। তুমি অপরিমেয়, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, ঋত্বিক্, বেদ, অগ্নি ও যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। যজ্ঞে তোমাকেই স্তব করিয়া থাকে এবং তুমি সমুদয় যজ্ঞভাগ অধিকার কর। তুমি দিবারাত্রি, মাস, ঋতু, অয়ন

ও সংবৎসর এই পঞ্চকাল-বিধাতার অধিপতি। পঞ্চরাত্র বেদে [পঞ্চরাত্রনামক বেদের সংহিতাগ্রন্থে] তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত আছে। তুমি বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত ও মানসিক। তোমাতে সমুদয় নামের সম্ভব হয়। তুমি ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। তুমি দেবব্রত সমাপ্ত করিয়া অভভূতে [যজ্ঞান্ত স্নানে— যজ্ঞাবসানকালীন অভিষেকে] পূত হইয়াছ। লোকে তোমাকে হংস, পরমহংস, পরমযাজ্ঞিক, সাঙ্খ্যযোগ ও সাঙ্খ্যমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তুমি জীব, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, সমুদ্রজল, দেব ও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে শয়ন কর বলিয়া তোমাকে অমৃতেশয়, হিরণ্যশয়, দেবেশয়, কুশেশয়, ব্রহ্মেশয় ও পদ্মশয় এই ছয়নামে আহ্বান করা যায়। তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকসেন, জগতের আদিকারণ ও প্রকৃতি। তোমার আস্যদেশ অগ্নিস্বরূপ। তুমি বড়বানল, আহুতি, সারথি, বষট্‌কার, ওঙ্কার, তপস্যা, মন, চন্দ্রমা, চক্ষু, আজ্য, সূর্য্য, দিগ্‌ভানু, বিদিগ্‌ভানু, হয়গ্রীব, ঋগ্বেদোক্ত প্রথম মন্ত্রত্রয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা, গার্হপত্যাদি পঞ্চ-অগ্নি, ষড়ঙ্গবেদ, প্রাগ্‌জোতিষ্, জ্যেষ্ঠসামগ ও সামবেদোক্ত ব্রতধারী অথর্ব্বশিরাঃ, পঞ্চ মহাকল্পে ফেনপাচার্য্য, বালখিল্য, বৈখানস, অভগ্নযোগ, পরিসঙ্খ্যাবিহীন, যুগাদি, যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল, প্রাচীনগর্ভ, কৌশিক, পুরুষ্টুত ও পুরুহূতস্বরূপ। তুমি বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বরূপী! তুমি নাচিকেতনামক অগ্নিতে তিনবার যজ্ঞ করিয়াছ। তোমার গতি বা ভোগের ইয়ত্তা নাই। তুমি আদ্যন্তমধ্যবিহীন। তুমি ব্রতবাস, সমুদ্রাদিবাস, যশোবাস, তপোবাস, লক্ষ্যাবাস, দয়াবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্ত্যাবাস, শ্রীনিবাস ও সর্ব্বাবাস। তুমি বাসুদেব, সর্ব্বচন্দ্রক, হরিহর, অশ্বমেধ, যজ্ঞভাগহর, বরপ্রদ, সুখপ্রদ ও ধনপ্রদ। তুমি যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ, অতিকৃচ্ছ্র ও সর্ব্বকৃচ্ছ্র। তুমি নিয়মধর শ্রমবিহীন ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক, বেদক্রিয়, অজসর্ব্বগতি, সর্ব্বদর্শী, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্যময়শরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরন্ময়, বৃহৎ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্রগণ্য, প্রজাসমূহের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, মহামায়াধর, চিত্রশিখণ্ডী, বরপ্রদ ও পুরোডাশভাগহারী। তুমি সমুদয় যজ্ঞ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার তৃষ্ণা বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তুমি সমুদয় কার্য্যে প্রবৃত্ত; আবার সমুদয় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণরূপী, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বমূর্ত্তি, বান্ধব ও ভক্তবৎসল। তোমাকে অসংখ্য নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমি নিতান্ত ভক্ত; তোমার দর্শনার্থ একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি।' ”

৩৪০তম অধ্যায়

বিষ্ণুর কৃপায় নারদের বিশ্বরূপদর্শন

ভীষ্ম কহিলেন, “তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এইরূপ গুহ্য নামসমুদয় উচ্চারণপূর্ব্বক বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, এক অসংখ্যনেত্র, অসংখ্যমস্তক, অসংখ্যবাহু ও অসংখ্যোদর মহাপুরুষ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শরীরের কোন স্থান শুকপক্ষীর ন্যায়, কোন স্থান স্ফটিকের ন্যায়, কোন স্থান নীলকজ্জলের ন্যায়, কোন স্থান সুবর্ণের ন্যায়, কোন স্থান প্রবালের ন্যায়, কোন স্থান শ্বেতবৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান নীল-বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কোন স্থান ময়ূরগ্রীবার ন্যায় ও

কোন স্থান মুক্তাহারের ন্যায় বর্ণে সুশোভিত এবং কোন স্থান বা নিতান্ত অব্যক্ত। তিনি একমুখে ওঙ্কারযুক্ত সাবিত্রী উচ্চারণ ও অন্যান্য মুখসমুদয়ে আরণ্যক [উপনিষদ] প্রভৃতি বিবিধ বেদমন্ত্র গান করিতেছেন এবং তাঁহার করে বেদ, কমণ্ডলূ, বিবিধ শুভ্রমণি, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ডকাষ্ঠ ও জ্বলিত হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছে; চরণে অপূর্ব্ব পাদুকা শোভা পাইতেছে। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের সেই অপরূপ রূপ-দর্শনে পুলকিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

"তখন সেই দেবাদিদেব ভগবান নারায়ণ নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবর্ষে! পূর্ব্বে মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত আমার দর্শনলালসায় এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে কেহই আমাকে দেখিতে পায় না। তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ; এই নিমিত্ত আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইলে। আমার এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের গৃহে চারি-অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব তুমি নিরন্তর সেই সমুদয় মূর্ত্তির আরাধনা করিবে। আজ আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব যদি তোমার কোন বরলাভের বাঞ্ছা থাকে, তাহা প্রকাশ কর।'

"নারদ কহিলেন, 'ভগবন্! আজ আপনাকে দর্শন করিয়া তপস্যা, যম ও নিয়মের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিলাম। যখন আমি আপনার এই অপূর্ব্বরূপদর্শনে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমার অদ্য অন্য বরে প্রয়োজন কি?"

বিষ্ণুর চারিমূর্ত্তিতে স্বরূপপ্রকাশ

“তখন ভগবান নারায়ণ নারদকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ‘বৎস! এই চন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ আহারবিহীন হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতেছে। তুমি এই স্থানে অবস্থান করিলে ইহাদিগের বিঘ্ন হইতে পারে; অতএব অবিলম্বে অন্যত্র গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মহাত্মারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে এককালে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহারা পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই।

‘যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দবিহীন; ত্রিগুণাতীত এবং সর্ব্বলোকের আত্মা ও সাক্ষিস্বরূপ; প্রাণীগণের দেহনাশে যাঁহার নাশ নাই; যিনি অজ, নিত্য, নির্গুণ, নিরাকার, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, ক্রিয়াবিহীন ও জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া অভিহিত হয়েন এবং ব্রাহ্মণগণ যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মাকেই বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মাহাত্ম ও মহিমা সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি শুভাশুভ কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হয়েন না। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ জীবমাত্রেরই দেহে নিরন্তর অবস্থান ও বিচরণ করে। জীবাত্মা ঐ সমুদয় গুণের ভোক্তা; কিন্তু পরমাত্মা ঐ সমুদয় হইতে পৃথক্। তিনি নির্গুণ, গুণপালক, গুণস্রষ্টা ও গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হয়েন। সমুদয় জগৎ সলিলে, সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন প্রকৃতিতে, প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম কিছুতেই লীন হয়েন না, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই স্নাই; ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীই অনিত্য; কেবল সেই সর্ব্বভূতের আত্মভূত বাসুদেবই নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

‘পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র মিলিত হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূত ব্যতীত শরীর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ জীব ভিন্ন শরীরস্থ বায়ু কোনক্রমেই সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত জীবাত্মা শরীরে আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টাযুক্ত হয়। পণ্ডিতেরা সেই জীবাত্মাকেই ভগবান, অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ। প্রলয়কালে সমুদয় প্রাণীই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। ঐ প্রদ্যুম্নখ্য মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের অহঙ্কারস্বরূপ। তাঁহা হইতে কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য ও স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহাকেই ঈশান ও সর্ব্বকার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

‘পণ্ডিতেরা নির্গুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সঙ্কর্ষণকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নমনঃ ও প্রদ্যুম্নমনঃ হইতে অনিরুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমা হইতেই সৎ, অসৎ, ক্ষয় ও অক্ষয় সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার ভক্তগণ মুক্ত হইয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা আমাকেই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ পুরুষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি আমাকে রূপবান্ অবলোকন করিতেছ। কিন্তু বস্তুত আমার রূপ নাই। আমি ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তমধ্যে এই রূপ সংহার

করিতে পারি। তুমি কেবল আমার মায়াপ্রভাবেই আমাকে এইরূপ দর্শন করিতেছ। হে দেবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

'পণ্ডিতেরা আমাকেই জীবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; জীব আমাতেই লীন হইয়া থাকে। জীব দৃশ্য পদার্থ নহে; অতএব আমি জীবাত্মাকে দর্শন করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যেন তোমার উপস্থিত না হয়। আমি সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। প্রাণীগণের দেহ বিনষ্ট হইলেও আমার বিনাশ হয় না। লোকৈকনিদান [একমাত্র বিশ্বকারণ] বেদপাঠনিরত চতুরানন ব্রহ্মা আমার নানাবিধ কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রোধপ্রযুক্ত আমার ললাটদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এই দেখ, একাদশ রুদ্র আমার দক্ষিণপার্শ্বে, দ্বাদশ আদিত্য আমার বামপার্শ্বে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পৃষ্ঠভাগে এবং দেবশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এই দেখ, দক্ষাদি প্রজাপতি, সপ্তমহর্ষি, বেদ, অসংখ্য যজ্ঞ, অমৃত, ওষধি, তপস্যা, নিয়ম, অষ্টসংযম, শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, পৃথিবী, বেদমাতা সরস্বতী, জ্যোতিঃশ্রেষ্ঠ ধ্রুবনক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদীসমুদয়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বিধ পিতৃগণ সকলেই আমাতে অবস্থান করিতেছেন। দেব ও পিতৃগণের মধ্যে আমিই অদ্বিতীয় আদি পিতা। আমি হয়গ্রীব হইয়া পশ্চিম ও উত্তরসমুদ্রমধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত হব্যকব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি।

'আমি যজ্ঞরূপী। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলাম যে, "হে ব্রহ্মন্! তুমি কল্পের প্রথমে আমার পুত্র ও সমুদয় লোকের অধ্যক্ষ ও পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যদ্বারাই নানাবিধ নাম লাভ করিবে। তুমি যে সীমা [শাস্ত্র ও লোকব্যবহারাদির নিয়ম] নির্দ্দেশ করিবে, তাহা কোন ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি বরাভিলাষীদিগকে বর প্রদান করিতে পারিবে। দেব, অসুর, ঋষি, পিতৃগণ ও বিবিধ জীবগণ তোমার উপাসনা করিবে। আমি দেবগণের কার্য্যসাধনার্থ অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে তুমি আমাকে পুত্রের ন্যায় শাসন ও কার্য্যে নিয়োগ করিবে।"

'হে তপোধন! আমি ব্রহ্মাকে এইরূপ বিবিধ বরপ্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আছি। নিবৃত্তিই পরমধর্ম্ম; অতএব নিবৃত্তি অবলম্বন করাই সকলের কর্ত্তব্য।

'সাঙ্খ্যশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যেরা আমাকে বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি বেদশাস্ত্রে ভগবান হিরণ্যগর্ভ ও যোগশাস্ত্রে যোগানুরক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু সহস্রযুগ অতীত হইলে পুনরায় এই জগৎ সংহারপূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করিব। অনন্তর আমার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে পুনরায় সমুদয় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আমার আদিমূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। কল্পে কল্পে বারংবার এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ অবতারপরিচয়

‘সূর্য্য গগনপথে সমুদিত হইয়া অস্তগমন করিলে, কাল যেমন বলপূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে স্বস্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সসাগরা ধরিত্রী জলনিমগ্ন হইলে, আমি জীবগণের হিতসাধনার্থ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় ইহাকে স্বস্থানে আনয়ন করিব। আমি নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া বলগর্ব্বিত দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিব। হিরণ্যকশিপুবিনাশের পর বিরোচনের বলিনামে এক মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। সে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া ত্রৈলোক্য অপহরণ করিবে। মহাবলপরাক্রান্ত বলি এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেবগণের অবধ্য দানবেন্দ্র বলিকে পাতালবাসী করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ও অন্যান্য দেবগণকে স্ব স্ব পদে সংস্থাপন করিব। পরে ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পরশুরামনামে বিখ্যাত হইয়া, ক্ষত্রিয়দিগকে একবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিব। তৎপরে ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইব। ঐ সময় একত ও দ্বিতনামে মহর্ষিদ্বয় ত্রিতমহর্ষির হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বানরত্ব লাভ করিবেন। উঁহাদিগের বংশে যেসকল বানর জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা ইন্দ্রতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত হইবে। আমি দেবকার্য্যসাধনার্থ তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পুলস্ত্যকুলকলঙ্ক রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সবংশে বিনাশ করিব।

কৃষ্ণাবতারবিবরণ

‘অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দুরাত্মা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুরানগরীতে আমার জন্ম হইবে। ঐ স্থানে সুরবৈরী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে দ্বারকায় বাস করিব। আমি তথায় বাস করিয়া দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলাপহারী নরকাসুর এবং ভৌম, মরু ও পীঠনামক অসুরগণকে বহন করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর দ্বারকায় আনয়ন, বাণরাজের প্রিয়কারী সুরগণপূজিত মহেশ্বর ও কার্ত্তিকেয়কে পরাজয় এবং বলিতনয় সহস্রবাহুসম্পন্ন বাণরাজাকে পরাজয় করিয়া সৌভবিমাননিবাসী সমস্ত অসুরকে সংহার করিব। আমার কৌশলপ্রভাবেই গার্গ্যের ঔরসপুত্র কালযবন প্রাণপরিত্যাগ করিবে। ঐ সময় সমুদয় ভূপতির বিরোধী মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধনামে এক অসুর গিরিব্রজের রাজা হইবে। সেই দুরাত্মা আমার অপ্রিয়চরণ করিয়া আমার বুদ্ধিপ্রভাবেই মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিবে।

‘জরাসন্ধবিনাশের পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণ সমাগত হইলে, আমি তাঁহাদের সমক্ষে শিশুপালকে বিনাশ করিব। এই সকল কার্য্যকালে একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনই আমার সাহায্য করিবেন। তৎপরে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তৎকালে সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর আমি স্বেচ্ছানুসারে ভূভারহরণার্থ দ্বারকাপুরী উন্মূলিত করিব। আমারই প্রভাবে যদুবংশীয়গণ মোহান্ধ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইবে।

‘এইরূপে আমি দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় ধারণপূর্ব্বক প্রভূত কার্য্য সমাধান করিয়া স্বীয় লোকসমুদয় লাভ করিব। আমি হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ,

নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, কৃষ্ণ ও কল্কি এই দশরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। শ্রুতি বিনষ্ট হইলে আমি তাহার উদ্ধারসাধন করি। বেদ ও শ্রুতি সত্যযুগে প্রস্তুত [আবির্ভূত] হইয়াছে, পুরাণে উহার তাৎপর্য্যার্থ বর্ণিত আছে। আমার মূর্ত্তিসমুদয় বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া লোককার্য্যসংসাধনপূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

'হে নারদ! আজ তুমি একান্তমনে আমার যে রূপদর্শনলাভ করিলে, ব্রহ্মারও এই দর্শন লাভ কখনই হয় নাই। তুমি আমার পরমভক্ত; এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট পুরাণ, ভবিষ্য ও রহস্যবিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।' বিশ্বস্বরূপ অবিনাশী নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই বলিয়া অচিরাৎ অন্তর্হিত হইলেন; মহর্ষি নারদও অভিলষিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি এই নারায়ণমুখনির্গত বেদচতুষ্টয়মূলক উপনিষদ্ ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

শ্রবণপরম্পরা বিষ্ণুমাহাত্মপ্রকাশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রহ্মা যে নারদের মুখে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি পূর্ব্বে উহা অবগত ছিলেন না? সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদৃশ; সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিলেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সহস্র সহস্র মহাকল্প, সহস্র সহস্র সৃষ্টি ও সহস্র সহস্র প্রলয় অতীত হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমাবধিই পরমাত্মা বিষ্ণুকে আপনা হইতে অধিক ও আপনার স্রষ্টা বলিয়া অবগত আছেন। কিন্তু পূর্ব্বে মহাত্মা নারায়ণের নিগূঢ় মাহাত্ম্য তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। অনন্তর তিনি নারদের মুখে ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আপনার আলয়ে যেসমস্ত সিদ্ধপুরুষ সমাগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত সিদ্ধপুরুষ হইতে বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার ষষ্টিসহস্র অগ্রগামীর [দেবকার্য্যের জন্য অগ্রসর অনুচরের] নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঐ সমস্ত সূর্য্যসহচর সুমেরুপর্ব্বতে সমাগত দেবগণকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অনন্তর অসিতদেবল দেবগণের মুখে সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবতা বা মহর্ষি হউন, যাঁহারা এই বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মা বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, তুমি কদাচ তাহার নিকট এই ঋষিপ্রণীত পরম্পরাগত পুরাণ কীর্ত্তন করিও না। তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যেসমস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, উহা তৎসমুদয়ের সার। যেমন সুরাসুরগণ সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ অনেক উপাখ্যান হইতে এই অমৃতোপম উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। যে মহাত্মা একান্তমনে নির্জ্জনে প্রতিনিয়ত এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া সহস্রার্চ্চি [সহস্র সহস্র কিরণযুক্ত] নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ও পীড়িত ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই রোগনির্ম্মুক্ত হয়। যাঁহার এই মাহাত্ম জ্ঞাত হইতে অভিলাষ হয়, তাঁহার ইচ্ছাসকল সফল হইয়া থাকে এবং যিনি বিষ্ণুর

প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করেন, তিনি ভক্তের অভীষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ভক্তিসহকারে সতত সেই পুরুষোত্তম নারায়ণের অর্চ্চনা কর। তিনি সকলের মাতা, পিতা ও বিশ্বগুরু। সেই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের মুখে ভগবান নারায়ণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ এবং বারংবার, ‘নারায়ণের জয় হউক’ এই বাক্য উচ্চারণ ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আমার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিনিয়ত নারায়ণমন্ত্র জপ এবং আকাশপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরে গমন ও নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় আপনার আশ্রমে গমন করেন।

সৌতি [*অনেক পর্ব্ব--অনেক বৃত্তান্ত বর্ণনের পর এখানে সৌতির ও শৌনকের কথা পুনরায় উঠিয়াছে। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে মহাভারত শ্রবণ করান; লৌমহর্ষণনামক সূতের তনয় সৌতি সেই ভারত-সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহা শ্রবণ করেন এবং সেই সব ভারতী কথা নৈমিষারণ্যে শুনকাদির নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভারতের সর্ব্বপ্রথমে এবং তৎপরও কদাচিৎ সূতের উক্তি স্মরণ করিলেই ব্যাখ্যান উপাখ্যানাদি বিষয়বস্তু সরল ও সহজে ধারণায় আসিয়া যাইবে।*] কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট এই উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলে রাজা তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আপনারা সকলেই নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ও ব্রতপরায়ণ। আপনারা মহর্ষি শৌনকের যজ্ঞে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমাদির অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে আমার পিতা আমার নিকট এই পরম্পরাগত কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৩৪১তম অধ্যায়
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবিষয়ক প্রশ্ন

শৌনক কহিলেন, সূতনন্দন! বেদবেদাঙ্গবিদ ভগবান নারায়ণ একাকী কিরূপে যজ্ঞের ভোক্তা ও কর্ত্তা হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা স্বয়ং নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত, ক্ষমাশীল ও নিবৃত্তিধর্ম্মের স্রষ্টা হইয়া দেবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকমাত্র মহাত্মাকে নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী করিয়া অসংখ্য দেবতাকে প্রবৃত্তিমার্গানুসারী যজ্ঞের ভাগগ্রাহী করিলেন? এই সমুদয় বিষয়ে আমার অতি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি বিশেষরূপে নারায়ণকথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব আমার এই সংশয় দূর করিয়া দাও।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই আপনার সংশয় দূরীভূত হইবে।

একদা মহারাজ জনমেজয় মহাত্মা বৈশম্পায়নের নিকট নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভগবন্! আপনি কহিলেন, একমাত্র মোক্ষই পরমসুখের মূল; যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই, অতুলতেজঃসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণে লীন হইতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যখন অসুর ও মানবগণ প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষধর্ম্ম

পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া হব্যকব্যভোজনে আসক্ত হইয়াছেন তখন আমার বোধ হয়, মোক্ষধর্ম্ম নিতান্ত দুরনুষ্ঠেয় [কষ্টসাধ্য]। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমাত্মায় লীন হইবার উপায় পরিজ্ঞাত নহে। সেই নিমিত্তই কি তাঁহারা শাশ্বত মোক্ষমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বারংবার স্থানচ্যুত হইতেছেন? যাহা হউক, যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন মোক্ষধর্ম্মকে কিরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হে দ্বিজবর! এই সংশয় হৃদয়নিখাত [হৃদয়ক্ষেত্রে প্রোথিত] শল্যের [খোঁটার] ন্যায় আমাকে উদ্বেলিত করিতেছে; অতএব আপনি, দেবতারা কি নিমিত্ত যজ্ঞের ভাগহারী হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা লোকে যজ্ঞস্থলে তাঁহাদিগকে আরাধনা করে, বিশেষতঃ যে দেবতারা যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কাহাকে ভাগ প্রদান করেন, এই সমুদয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

মহর্ষি বেদব্যাসের ধর্ম্মমীমাংসা

মহারাজ জনমেজয় এইরূপ প্রশ্ন করিলে, মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট অতি গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। তপস্যা, বেদবিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে কেহই ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে আমরা ঐ প্রশ্ন করাতে আমাদিগের আচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস আমাদের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি, আমরা পাঁচজন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতাম। আমরা সকলেই শৌচাচারপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলাম। তিনি আমাদিগকে চারি বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করাইতেন। এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরাও একদা সিদ্ধচারণসেবিত পরমরমণীয় হিমালয়পর্ব্বতে বেদাভ্যাস করিতে করিতে গুরুর নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিলে অজ্ঞাননাশী পরাশরপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। সেই তপোবলে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সমুদয় অবগত আছি। আমি ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক অতি কঠোর তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষীরোদনিবাসী ভগবান নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্নতানিবন্ধনই আমার ত্রৈকালিক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যেসমুদয় ঘটনা অবলোকন করিয়াছি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সংক্ষেপ সৃষ্টিতত্ত্ব

"সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মবলে মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যক্ত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিরুদ্ধকেও সর্ব্বতেজোময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। উনি লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চমহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টির পর উহাদের গুণসমুদয়ের সৃষ্টি হয়। মরীচি,

অঙ্গিরাঃ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মনু এই আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চমহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহারাই এই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা। লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাঙ্গবেদ ও সাঙ্গযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মহারুদ্র সম্ভূত হইয়া অন্য দশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার অংশস্বরূপ। এইরূপে একাদশ রুদ্র ও মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষিসমুদয় সমুৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন! আপনি ত' আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এক্ষণে আমরা কে, কোন্ অধিকারে অবস্থান ও কিরূপে উহা প্রতিপালন করিব এবং কাহার কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।'

"দেবগণ এই কথা কহিলে, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছ; তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা যে বিষয় চিন্তা করিতেছ, আমারও ঐ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে ত্রিলোকের নিস্তার এবং কিরূপেই বা তোমাদিগের ও আমার বলরক্ষা হইবে, সেই চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব এক্ষণে চল, আমরা সকলে সমবেত হইয়া লোকসাক্ষী অপ্রকাশ্যরূপী ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হই; তিনিই আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

ঋষিপ্রমুখ দেবগণের তপস্যা—বিষ্ণুবরলাভ

"ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরকূলে গমনপূর্ব্বক বেদশাস্ত্রানুসারে মহানিয়মনামে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া, একাগ্রচিত্তে ঊর্দ্ধদৃষ্টি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপানুষ্ঠান করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর অতীত হইলে ভগবান নারায়ণের এই বেদবেদাঙ্গভূষিত সুমধুর বাক্য তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, 'হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! হে তপোধনগণ! আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। তোমরা ত্রিলোকহিতকর মহৎকার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগের বলবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরা আমার আরাধনার্থ কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমাদিগকে তাহার অনুরূপ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছি, উপভোগ কর। তোমরা সকলে একাগ্রচিত্তে আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক আমার ভাগ কল্পনা কর, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিব।'

বিষ্ণুর আদেশে দেবগণের যজ্ঞভাগ ব্যবস্থা

"তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ দেবদেব নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বেদোক্ত বিধি অনুসারে বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই মায়াতীত, সর্ব্বোত [সর্ব্বব্যাপী], সর্ব্বগামী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর [উজ্জ্বল] পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশে ভাগ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া সুরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা যেরূপ ভাগ কল্পনা করিয়াছ,

তৎসমুদয়ই আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমরা প্রতিযুগেই প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হইবে। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহাদিগকে বেদবিধানানুসারে তোমাদিগের নিমিত্ত ভাগকল্পনা করিতে হইবে। আর এই যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত যিনি যেরূপ ভাগ নির্দ্দেশ করিবেন, তিনি সেইরূপ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন। বেদমধ্যে আমিই এরূপ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছি। তোমরা সকল লোকের হিতচিন্তা করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকসকল প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও।

'এই জীবলোকে প্রবৃত্তিফলমূলক যেসমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হইবে, তদ্দ্বারা তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া লোকরক্ষা করিতে পারিবে। তোমরা মনুষ্যগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পশ্চাৎ আমার সৎকার করিবে। বেদ, যজ্ঞ ও ওষধিসকল তোমাদেরই প্রীতিসাধনার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সমস্ত বস্তু নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইলেই তোমরা প্রীত হইবে। যে অবধি কল্পক্ষয় না হয়, তদবধি তোমরা স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান করিবে; অতএব এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকরক্ষায় নিযুক্ত হও। মরীচি, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বেদবেত্তা বেদাচার্য্য ও কাম্যকর্ম্মপরতন্ত্র। ইঁহারা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদিগের এই পথ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে নিবৃত্তিপথাবলম্বীদিগের বিষয়ও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর।

অধিকারি=নিরূপণ—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপথ

'সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহাদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহারা যোগ ও সাঙ্খ্যজ্ঞানবিশারদ, মোক্ষধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ সেই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি কর্ম্মীদিগের প্রবৃত্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তিপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ ফললাভ হয়।

'হে দেবগণ! এই ব্রহ্ম সর্ব্বলোকগুরু, জগতের আদিকর্ত্তা ও তোমাদিগের পিতামাতার স্বরূপ। ইনি আমার আদেশানুসারে জীবলোকের উপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রুদ্রদেব ইঁহার ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে লোকের হিতসাধন করিবেন। এক্ষণে তোমরা অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া আপন আপন অধিকারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এই ত্রিলোকমধ্যে অচিরাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাণীগণের কর্ম্ম, গতি ও নিয়মিত আয়ুর বিষয় সমালোচনা কর। এই সত্যযুগ সকল কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক পশুচ্ছেদন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এই যুগে ধর্ম্ম চারিপাদ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইবে। এই যুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ। তৎকালে যাগযজ্ঞে পশুসকলকে মন্ত্রপূত করিয়া ছেদন করিবার কিছুমাত্র বাধা

থাকিবে না। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইবে; তখন ধর্ম্ম দ্বিপাদ হইবে। ঐ সময় পাপ ও পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলিযুগ উপস্থিত হইবে; ঐ যুগে ধর্ম্ম একপাদ বিরাজিত থাকিবে।'

ক্ষীণপুণ্য কলিকালের কর্ত্তব্যনির্ণয়

"ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবিশিষ্ট থাকিলে আমাদিগের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।'

"তখন নারায়ণ কহিলেন, 'হে মহাপুরুষগণ! ঐ সময় যথায় বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অহিংসা থাকিবে, তোমরা সেই স্থানেই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। ঐ সময় যথায় অবস্থান করিলে অধর্ম্ম তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে না পারে, সেই স্থানেই বাস করা তোমাদের কর্ত্তব্য।

হয়গ্রীবমূর্ত্তির আবির্ভাব

"ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড হস্তে লইয়া সাঙ্গবেদ উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অমিতপরাক্রম হয়গ্রীব নারায়ণকে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ত্রিলোকের কার্য্যভার বহন কর। তুমি সমুদয় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগতের নিয়ন্তা। আমি তোমার উপর সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যখন দেবগণের কার্য্যভার বহন করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে, তখন আমি অংশে [অবতাররূপে] অবতীর্ণ হইব।' ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে লোকাপতান ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

"এইরূপে নারায়ণ যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদানদ্বারা স্বয়ং উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং মুমুক্ষুদিগের প্রধান গতি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য লোকের নিমিত্ত প্রবৃত্তিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য। তিনি প্রজাগণের বিধাতা, ধ্যেয়, কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি যুগান্তকালে ত্রিলোক সংহার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব; আবার যুগের আদিসময়ে জাগরিত হইয়া পুনরায় সমুদয় জগৃতের সৃষ্টি করেন। তিনি নির্গুণ, অজ, বিশ্বরূপ ও দেবগণের তেজঃস্বরূপ। তিনি পঞ্চমহাভূত, একাদশ রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বায়ু, বেদ, বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তপস্যা, তেজ, যশ, বাক্য ও নদীসমুদয়ের অধিপতি। তিনি সমুদ্রবালা, নিত্য, মুঞ্জকেশী [মুঞ্জতৃণের ন্যায় কেশসমন্বিত] ও শান্তস্বরূপ। জীবগণ তাঁহা হইতেই মোক্ষধর্ম্মের জ্ঞানলাভ করে। তিনি কপর্দ্দী, বরাহ, একশৃঙ্গ, ধীমা, বিবস্বান্, হয়গ্রীব, চতুর্ম্মূর্ত্তিধারী, পরমগুহ্য, জ্ঞানশূন্য, ক্ষর ও অক্ষর। তিনি অব্যাহতগতি প্রভাবে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন। কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সেই

পরব্রহ্মকে সন্দর্শন করা যায়। হে শিষ্যগণ! আমি জ্ঞানবলে এইরূপে এই সমুদয় অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা জিজ্ঞাসা করাতে বিস্তারিতরূপে সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তোমরা আমার বচনানুসারে বেদপাঠদ্বারা সেই নারায়ণের স্তুতিগান, তাঁহার সেবা ও তাঁহার পূজায় একান্ত অনুরক্ত হও।”

নারায়ণমাহাত্ম-শ্রবণফল

হে জনমেজয়! ধীমান মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র শুকদেব ও আমরা সকলে তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ঋগবেদ-পাঠদ্বারা নারায়ণের স্তব করিলাম। ইতিপূর্ব্বে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। আমাদিগের আচার্য্য বেদব্যাস পূর্ব্বে আমাদের নিকট এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার রোগের লেশমাত্রও থাকে না। প্রত্যুত তিনি অলৌকিক রূপবান্ হইয়া থাকেন। এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে আতুর ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়; কামী ব্যক্তিরা পূর্ণকাম ও দীর্ঘায়ুযুক্ত হয়; বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যতাদোষ দূরীভূত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বজ্ঞতা, ক্ষত্রিয়েরা বিজয়, বৈশ্যগণ বিপুল ঐশ্বর্য্য, শূদ্রগণ সমুদয় সুখ, পুত্রবিহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা অভিলষিত পতিলাভ করে। গর্ভিণী গর্ভবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্তব শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পুত্র প্রসব করে। পান্থজনেরা পথিমধ্যে এই স্তব পাঠ করিলে নিরাপদে পথ অতিক্রান্ত করিতে পারে। ফলতঃ এই স্তব পাঠ করিলে যে যাহা কামনা করে, সে অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভক্তগণ মহর্ষি বেদব্যাসের মুখনির্গত এই নারায়ণমাহাত্ম্য এবং মহর্ষি ও দেবগণের একত্র সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনায়াসে পরমসুখে কালযাপন করিয়া থাকেন।

৩৪২তম অধ্যায়
নারায়ণের বিভিন্ন নামোৎপত্তি বিবরণ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্ম! মহাত্মা ব্যাস শিষ্যগণের সহিত যেসমস্ত নামোচ্চারণপূর্ব্বক মহাত্মা মধুসূদনকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সকল নামের প্রকৃত অর্থ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিয়া শরৎকালীন বিমল শশাঙ্ক [চন্দ্র] মণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ হরি অর্জ্জুনের নিকট আপনার গুণ ও কর্ম্মানুসারে নামসমুদয়ের যেরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে কেশব! তুমি, সর্ব্বভূতের স্রষ্টা এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের অধিপতি। তুমি সকলকে অভয় প্রদান করিয়া থাক। এক্ষণে মহর্ষিগণ বেদ ও পুরাণমধ্যে তোমার যেসমস্ত গুণকর্ম্মানুরূপ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অর্থ জ্ঞাত হইতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব

অনুগ্রহ করিয়া উহা ব্যক্ত কর। তোমা ব্যতিরেকে উহা কীর্ত্তন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।”

বাসুদেব কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! মহর্ষিগণ বেদচতুষ্টয়, উপনিষৎ, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাঙ্খ্য, যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে আমার প্রভূত নাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত নামের মধ্যে কতকগুলি গুণসম্ভূত ও কতকগুলি কর্ম্মসম্ভূত। তুমি আমার অর্ধাঙ্গস্বরূপ; অতএব এক্ষণে তুমি আমার কর্ম্মসম্ভূত নামসমুদয়ের অর্থ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

“সেই নির্গুণ গুণস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশগুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ। তিনি আমার উৎপত্তিস্থান। তিনিই ভূলোক ও দ্যুলোকরূপ লোকসকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কর্ম্মফল ও চিন্মাত্রস্বরূপ; তিনিই সকল লোকের আত্মা ও আরাধ্য। তাহা হইতেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে। তিনি তপ, যজ্ঞ, যাজ্ঞিক, চিরন্তন পুরুষ ও বিরাট। তিনি লোকের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মার রাত্রি অতীত হইলে তাঁহারই প্রসাদে ঐ পদ্মে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মার দিবস অতিবাহিত হইলে ঐ দেবদেব অনিরুদ্ধের ক্রোধ হইতে লোকসংহারক রুদ্র প্রাদুর্ভূত হয়েন। এইরূপে ব্রহ্মা ও রুদ্র অনিরুদ্ধের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ অনিরুদ্ধই সৃষ্টিসংহার কর্ত্তা; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কেবল তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র। জটাজুটসম্পন্ন শ্মশানালয়বাসী কঠোর ব্রতপরায়ণ পরমযোগী ভীমমূর্ত্তি দক্ষযজ্ঞবিনাশক সূর্য্যের নেত্রোৎটক রুদ্রদেব নারায়ণেরই অংশস্বরূপ। আমি সকলের আত্মা; রুদ্রদেব আবার আমার আত্মস্বরূপ; এই নিমিত্তই আমি তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। যদি আমি তাঁহার অর্চ্চনা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার সৎকার করিবে না। আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। নিয়মসমুদয় সকলেরই আদরণীয় হয়; এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বসাধারণকে আত্মার পূজায় নিরত থাকিবার অভিলাষে রুদ্রদেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি। যিনি রুদ্রদেবকে জানেন, তিনি আমাকেও জ্ঞাত আছেন। যিনি তাঁহার অনুগত, তিনি আমার অনুগত। রুদ্র ও আমি আমরা উভয়েই একাত্মা। আমরা আত্মরূপে সমস্ত ব্যক্তিতে অবস্থানপূর্ব্বক উহাদিগকে কার্য্যসমুদয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি। রুদ্র ভিন্ন আর কেহই আমাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ নহে, আমি এই বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতিরেকে আমি আর কোন দেবতাকেই প্রণাম করি না। ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলের পূজ্য নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও এক্ষণে শরণাগতবৎসল, হব্যকব্যভোক্তা, বরদাতা হরিকে নমস্কার কর।

“এই জগতে আমার ভক্তেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা আমা ভিন্ন আর অন্য দেবতার উপাসনা করে না। আমিই তাহাদের অনন্য গতি। তাহারা কামনাপরিশূন্য হইয়া সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর ভক্তগণ ফলকামনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সুতরাং চরমে তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

উহারা একান্তভক্তিসহকারে ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার সেবা করিয়াও চরমে আমাকে প্রাপ্ত হয়। এই আমি তোমার নিকট ভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে নরনারায়ণ; আমরা কেবল পৃথিবীর ভারলাঘবের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি যে ও যাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছি, তাহা সবিশেষ অবগত আছি। অধ্যাত্মযোগ, মোক্ষধর্ম্ম ও লোকের মঙ্গলকর কার্য্য কিছুই আমার অবিদিত নাই। আমি মানবদিগের একমাত্র আশ্রয়।

'সলিল নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম নার। ঐ সলিল পূর্ব্বে আমারই অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ছিল, এই কারণে আমার নাম 'নারায়ণ' হইয়াছে।

"বাসু শব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। আমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া কিরণজালদ্বারা জগৎসংসার প্রকাশিত করি এবং সমুদয় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমার নাম 'বাসুদেব'।

"বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদ', ব্যাপক, দীপ্তিমান এবং প্রবেশ ও নির্গমের স্থান। আমি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা; আমি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং আমা হইতে সমুদয় জীব সম্ভূত ও পুনরায় আমাতে লীন হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমার নাম 'বিষ্ণু' হইয়াছে।

"মানবগণ দমগুণদ্বারা সিদ্ধিলাভবাসনায় ত্রিশোকস্বরূপ আমাকে কামনা করে বলিয়া আমার নাম 'দামোদর' হইয়াছে।

"পৃশ্নি শব্দের অর্থ বেদ, জল, অন্ন ও অমৃত। ঐ বেদাদি পদার্থসমুদয় আমার গর্ভমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে; এই কারণে আমার নাম 'পৃশ্নিগর্ভ'। মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, একত ও দ্বিত এই উভয়ে ত্রিতকে কূপে নিপতিত করিলে, ত্রিত 'হে পৃশ্নিগর্ভ! আমাকে উদ্ধার কর' এই বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করাতে উদপান [সঙ্কীর্ণ জলাশয়] হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

"সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যেসকল কিরণজাল প্রকাশিত হয়, সেসমুদয় আমার কেশস্বরূপ। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমাকে 'কেশব' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা উতথ্য স্বীয় পত্নীতে গর্ভাধান করিয়া প্রস্থান করিলে, একদা বৃহস্পতি সেই উতথ্য পত্নীর সহবাসবাসনায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি আগমন করিলে ঐ গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মহাত্মন! আমি জননীর গর্ভে অবস্থান করিতেছি; অতএব আপনি আর আমার জননীকে আক্রমণ করিবেন না।' গর্ভস্থ বালক এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, যে, যখন তুমি আমাকে সম্ভোগসুখে বঞ্চিত করিলে, তখন নিশ্চয়ই জন্মান্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে। অনান্তর কিয়দ্দিন পরে উতথ্যের পুত্র বৃহস্পতি শাপপ্রভাবে অন্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিল। ঐ পুত্র জন্মান্ধ হওয়াতে প্রথমে দীর্ঘতমানামে বিখ্যাত হয়, কিন্তু পরিশেষে সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক বারংবার আমার 'কেশব' এই নাম কীর্ত্তন করিয়া চক্ষুলাভ করে। তদবধি তাহার নাম গৌতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! কি দেবতা, কি ঋষি, যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার 'কেশব' এই নাম কীর্ত্তন করে, নিশ্চয়ই তাহার সমুদয় কামনা সিদ্ধ হয়।

"অনল ও চন্দ্র ইঁহারা উভয়ে একস্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই চরাচর বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছেন। উঁহারা তাপপ্রদান ও বস্তুপ্রকাশনদ্বারা লোকসমুদয়কে আহ্লাদিত করেন বলিয়া হৃষীনামে অভিহিত হয়েন। ঐ অগ্নি ও চন্দ্র আমার কেশস্বরূপ বলিয়া আমার নাম 'হৃষীকেশ'।

৩৪৩তম অধ্যায়
অগ্নি ব্রাহ্মণের তুল্যরূপতা—ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! অগ্নি ও চন্দ্র এক যোনি হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইলেন? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমি উহা নিরাকৃত কর।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "ধনঞ্জয়! আমি এই স্থলে আমারই প্রভাবসম্ভূত একটি পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। দেবমানের সহস্রযুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গাত্মক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে জ্যোতিঃ, বায়ু, ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমুদয় প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তৎকালে কি দিবস, কি রাত্রি, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই নিরীক্ষিত হয় না; কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় অজর, অমর, ইন্দ্রিয়শূন্য, ইন্দ্রিয়াতীত, অযোনিসম্ভূত, সত্যস্বরূপ, অহিংসক, চিন্তামণিস্বরূপ, প্রবৃত্তিবিশেষপ্রবর্ত্তক, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্রষ্টা, ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয়, প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই হলে শ্রুতিমূলক একটি দৃষ্টান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাপ্রলয়কালে কি দিবস, কি রজনী, কি ভুল, কি সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না, কেবল বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন, তিনিই বিশ্বরূপ নারায়ণের রজনীস্বরূপ।

"অনন্তর সেই প্রকৃতিসম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজা সৃষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ কল্পিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ক্ষত্রিয়স্বরূপ হইলেন। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যে গুণবিষয়ে প্রধান হইলেন, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী কেহই নহে। ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলেই প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করা হয়। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভূতসমুদয় সৃষ্টি করিয়া লোক প্রতিপালন করিতেছেন। যে অগ্নিকে যজ্ঞের মন্ত্র হোতা, কর্ত্তা এবং দেবতামনুষ্যাদি সমুদয় লোকের হিতসাধক বলিয়া বেদমন্ত্র ও শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই অগ্নি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ত্র ব্যতিরেকে আহুতি প্রদত্ত ও পুরুষ ব্যতিরেকে তপ অনুষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ অগ্নি ব্যতিরেকে বেদ, দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয় না; এই নিমিত্তই অগ্নি হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

"মনুষ্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণেরই হোতৃকার্য্যে অধিকার আছে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা অগ্নিস্বরূপ। যজ্ঞসমুদয় দেবগণের তৃপ্তি

সাধন করে। দেবতারা যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান করিলেই পৃথিবী রক্ষিত হইতে পারে। যিনি ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান না করেন, তাহার প্রদীপ্ত হুতাশনে হোম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণগণ এই নিমিত্তই অগ্নি বলিয়া অভিহিত হয়েন। বিদ্বানেরা অগ্নির আরাধনা করিয়া থাকেন; বিষ্ণুরূপী অগ্নি সমস্ত প্রাণীতে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে জীবিত রাখিয়াছেন। এই স্থলে সনৎকুমার যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর।

"সকলের আদিভূত ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে সকল লোকের সৃষ্টি করেন; কিন্তু ঐ সমুদয় লোকমধ্যে ব্রাহ্মণেরাই বেদপাঠপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। শৈক্য [শিকে—গোপেরা শিকায় পাত্র ঝুলাইয়া দধি-দুগ্ধাদি বহন করে] যেমন গব্যাদি ধারণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বাক্য, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা ও তপস্যা ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিতেছে। সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম, মাতার তুল্য গুরু এবং ব্রাহ্মণের তুল্য উৎকৃষ্ট জীব আর কেহই নাই। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অবস্থান করেন, তথায় বৃষ প্রভৃতি বাহন-সমুদয় কাহাকেও বহন করে না, যন্ত্র-সমুদয় সম্যক পরিচালিত হয় না এবং তথাকার লোকসমুদয় উৎসন্ন ও দস্যুবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, সর্ব্বকর্ত্তা লোকের হিতকারী বরদ ব্রাহ্মণেরা নারায়ণের বাক্যসংযমকালে মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য বর্ণসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণই দেবাসুরগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণগণকে উৎপাদন করিয়াছি এবং আমিই দেবাসুর ও মহর্ষিগণের প্রতি নিগ্রহপ্রদর্শন করি।

"ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সতীত্বভ্রংশ করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতমের শাপে তাঁহার মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুজালে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি কৌশিকের অভিশাপে তাঁহার মুষ্ক [অণ্ডকোষ] নিপতিত ও পরিশেষে মেষবৃষণদ্বারা তাঁহার বৃষণ নির্ম্মিত হয়। শর্য্যাতিরাজার যজ্ঞে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ-প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলে, ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিক্ষেপে সমুদ্যত হইয়া তাঁহার শাপপ্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়াছিলেন।

"প্রজাপতি দক্ষবিনাশনিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তপানুষ্ঠান।পূর্ব্বক রুদ্রের ললাটে একটি নেত্র উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। যখন রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দীক্ষিত হয়েন, তৎকালে ভৃগুনন্দন আপনার মস্তক হইতে একটা জটা উৎপাটনপূর্ব্বক রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে ভুজঙ্গ সমুদয় প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সমস্ত ভুজঙ্গ রুদ্রকে বারংবার দংশন করাতেই রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কহেন যে, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ হস্তদ্বারা মহাদেবের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়াছে।

"সুরগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎপাদনকালে পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত যখন সলিলে আচমন করেন, তৎকালে সলিল অতিশয় কলুষিত ছিল। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, আমি পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না; অতএব আজ অবধি মৎস্য কচ্ছপ ও মকর প্রভৃতি জলজন্তুসকল তোমাকে কলুষিত করিবে। সেই অবধি সমুদ্র বিবিধ

জলজন্তুতে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্বরূপনামে ত্বষ্টার পুত্র দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। উঁহার অপর নাম ত্রিশিরাঃ। তিনি অসুরদিগের ভাগিনেয় হইয়াও তাহাদিগকে গোপনে এবং দেবতাদিগকে প্রকাশ্যভাবে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। অনন্তর একদা অসুরগণ হিরণ্যকশিপুকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগিনি! তোমার পুত্র ত্রিশিরাঃ বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে এবং আমাদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়াছেন। সেই কারণে ক্রমশঃ আমাদিগের বলক্ষয় এবং দেবগণের বলবৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যাহাতে ত্রিশিরাঃ দেবপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে পক্ষ অবলম্বন করেন, তুমি অচিরাৎ তাহার উপায় কর।

"তখন বিশ্বরূপের মাতা ভ্রাতৃগণের বাক্যশ্রবণে তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া নন্দনবনস্থিত স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি কি নিমিত্ত শক্রপক্ষের বলবর্দ্ধন ও মাতুলপক্ষ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

"বিশ্বরূপের মাতা এই কথা কহিলে তিনি মাতৃবাক্য নিতান্ত অনুল্লঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া দেবপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। বিশ্বরূপ সমুপস্থিত হইবামাত্র হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে হোতৃপদে নিযুক্ত করিলেন। তখন বশিষ্ঠদেব হিরণ্যকশিপুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দানবরাজ! যখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন কখনই তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না এবং তুমি অপূর্ব্ব জন্তুর হস্তে বিনষ্ট হইবে।' দানবরাজ হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপনিবন্ধন অচিরাৎ নৃসিংহমূর্ত্তি নারায়ণের হস্তে বিনষ্ট হইল।

"হিরণ্যকশিপুর বিনাশের পর বিশ্বরূপ মাতুলকুলের বলবর্দ্ধনবাসনায় অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবদর্শনে শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কতকগুলি রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপ্সরা প্রেরণ করিলেন। অপ্সরাদিগের রূপদর্শনে বিশ্বরূপের মন নিতান্ত বিচলিত হওয়াতে তিনি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে অপ্সরারা বিশ্বরূপকে নিতান্ত আসক্ত বিবেচনা করিয়া কহিল, মহাত্ম! আমরা এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি।'

"বিশ্বরূপ অপ্সরাগণের সেই অসুখকর বাক্যশ্রবণে কাতর হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা কোথায় যাইবে? এই স্থানেই আমার সহিত পরমসুখে অবস্থান কর।' তখন অপ্সরাগণ তাঁহাকে কহিল, 'মহর্ষে! আমরা দেবাঙ্গনা অপ্সরা। আমরা বরদাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া থাকি।' অপ্সরাগণ এই কথা কহিবামাত্র বিশ্বরূপ ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তোমরা অচিরাৎ স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ প্রদেশে গমন কর; আমি আজই ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিনষ্ট করিব।' মহাতেজাঃ ত্রিশিরাঃ এই বলিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্রজপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মন্ত্রবলে তাঁহার তেজ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি এক মুখদ্বারা ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক যজ্ঞে আহুত সমুদয় সোমরস পান, এক মুখদ্বারা অন্নভোজন ও অপর মুখদ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজোহ্রাস করিতে আরম্ভ

করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরসপানে বিশ্বরূপকে পুলকিতনেত্র ও একান্ত বিবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পিতামহ! বিশ্বরূপ সমুদয় যজ্ঞের সোমরস পান করিতেছে। আমরা একেবারে যজ্ঞভাগলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে অসুরপক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে ও আমরা ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইতেছি; অতএব আপনি অচিরাৎ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

"দেবগণ এই কথা কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবগণ! মহর্ষি দধীচি ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ কর। তোমরা অনুরোধ করিলেই তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দারা বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। সেই বজ্রদ্বারা ত্রিশিরার প্রাণবিয়োগ হইবে।'

"ভগবান্ কমলযোনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন। করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! নির্ব্বিঘ্নে আপনার তপানুষ্ঠান হইতেছে ত'?' তখন দধীচি তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, 'সুরগণ! আমাকে তোমাদের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।' তখন দেবগণ তাহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ আপনাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইবে।' দেবগণ এই কথা কহিলে মহাযোগী দধীচি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া আত্মসমাধানপূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিলেন। দধীচি দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মা তাঁহার অস্থিদ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং বিষ্ণু সেই বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাস্থিসম্ভূত দুর্ভেদ্য বজ্রাস্ত্র প্রহারে বিশ্বরূপের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র তাহার শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্ভূত হইল। সুররাজ তাহাকেও অচিরাৎ বজ্রদ্বারা বিনাশ করিলেন।

"এইরূপে দুইটি ব্রহ্মহত্যা সম্পাদিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ভয়প্রযুক্ত দেবরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া মানস সরোবরসম্ভূত নলিনীর মৃণালসূত্র [পদ্মের ডাঁটা হইতে নির্গত সূক্ষ্ম সূত্র] মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ত্রিলোকনাথ শচীপতি ব্রহ্মহত্যাভয়ে পলায়ন করিলে জগৎ ঈশ্বর [শাসক] শূন্য হইল; দেবতাদিগের মধ্যে রজ ও তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া উঠিল; মহর্ষিদিগের মন্ত্রের প্রভাব রহিল না; চতুর্দ্দিকে রাক্ষসকুল বৃদ্ধমূল হইতে লাগিল; বেদ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং ত্রিলোক বলবীর্য্যবিহীন ও সুজেয় হইয়া উঠিল।

"এইরূপে সমুদয় বিশৃঙ্খল হইলে মহর্ষি ও দেবগণ একত্র হইয়া আয়ুর পুত্র নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নহুষ স্বীয় ললাটস্থিত সর্ব্বভূততেজোহর, প্রজ্বলিত পঞ্চশত জ্যোতিঃপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তখন সমুদয় লোক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রীত হইল। কিয়দ্দিন পরে রাজর্ষি নহুষ মনে মনে চিন্তা করিলেন, "আমি শচী ব্যতীত ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদয় দ্রব্য অধিকার করিয়াছি; অতএব এক্ষণে শচীকে অধিকার করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট গমন করি। আয়ুঃপুত্র এই বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট

গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর।

"ইন্দ্রাণী কহিলেন, 'রাজর্ষে! তুমি স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক, বিশেষতঃ চন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব পরস্ত্রী স্পর্শ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে।' নহুষ কহিলেন, 'সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্বলাভ ও ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদয় রত্নাদি অধিকার করিয়াছি; তুমি ইন্দ্রোপভুক্ত; অতএব তোমাকে অধিকার করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না।' তখন ইন্দ্রাণী নহুষের নির্ব্বাতিশয়[অত্যন্ত আগ্রহ]দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'মহাত্মন্! আমি একটি ব্রত প্রতিপালন করিতেছি, অদ্যাপি তাহা শেষ হয় নাই। কয়েক দিন মধ্যে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইলেই আমি তোমার নিকট গমন করিব।' শচী এই কথা কহিলে নরপতি নহুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

"তখন পতিপরায়ণা ইন্দ্রাণী নহুষভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় উদ্ভাবনার্থ বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগুরু শচীকে উদ্বিগ্ন দর্শন করিয়া ধ্যানবলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, 'মহাভাগে! তুমি নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেবী উপশ্রুতিকে আহ্বান কর। তাঁহার প্রভাবেই তোমার ভর্ত্তৃসন্দর্শনলাভ হইবে।' শচী তখন পতিব্রতানিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া উপশ্রুতিকে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রাণী আহ্বান করিবামাত্র উপশ্রুতি তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ইন্দ্রাণি! এই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।'

'তখন শচী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'হে সত্যময়ি! আমি যাহাতে ভর্ত্তৃদর্শন লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন। শচী এই কথা কহিলে দেবী উপশ্রুতি অচিরাৎ তাঁহাকে মানস-সরোবরে উপনীত করিয়া মৃণালগ্রন্থি প্রবিষ্ট ইন্দ্রকে প্রদর্শন করাইলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহধর্ম্মিণী শচীকে একান্ত কৃশ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! কি কষ্ট! ইতিপুর্ব্বে আমি সমুদয় লোকের অধিপতি ছিলাম; কিন্তু আজ আমি এই মৃণালতন্তুমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছি। দেবী শচী আমার অনুসন্ধান করিয়া দুঃখিতমনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।' শচীনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, মৃণালসূত্র হইতে বহির্গত হইয়া শচীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবি! এক্ষণে কেমন আছ?' শচী কহিলেন, 'নাথ! রাজা নহুষ আমাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে; আমিও তাহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছি।' দেবরাজ ইন্দ্র শচীর নিকট সেই অপ্রিয়কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি রাজা নহুষের নিকট গমন করিয়া বল, মহারাজ! ইন্দ্রের মনঃপ্রীতিকর নানাপ্রকার আরোহণ বাহন আছে, আমি তাহাতে অনেকবার আরোহণ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি অপূর্ব্ব ঋষিযুক্তযানে আরোহণ করিয়া আমাকে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর।' বাসব এই কথা কহিলে শচী পুলকিতমনে অবিলম্বে নহুষসন্নিধানে গমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও মৃণালগ্রন্থি মধ্যে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইলেন।

"শচী নহুষসন্নিধানে সমুপস্থিত হইবামাত্র নহুষ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, 'সুরসুন্দরি! তুমি আমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছিলে, এক্ষণে কি সেই সময়

পূর্ণ হইয়াছে?' শচী কহিলেন 'মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে ভজনা করিব; কিন্তু আমার মনে একটি অভিলাষ আছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি ইন্দ্রের সহিত নানা প্রকার যানে আরোহণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি ঋষিযুক্ত যানে আরোহণপূর্ব্বক আমাকে আমার আবাস হইতে আনয়ন করুন।'

'শচী এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলে মহারাজ নহুষ ঋষিবাহ্য যানে আরোহণপূর্ব্বক শচীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে যানের গতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত বাহক মহর্ষিগণকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ঐ মহর্ষির মস্তকে অগস্ত্যদেব বাস করিতেছিলেন। তিনি আপনার দেহে নহুষকে পদাঘাত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, 'রে পাপাত্মন্! তুই নিতান্ত অকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, অতএব এক্ষণে আমি তোকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, তদবধি তুই সর্প হইয়া তথায় অবস্থান কর।' অগস্ত্যদেব এই কথা কহিবামাত্র নহুষ তৎক্ষণাৎ যান হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

"নহুষ নিপতিত হইলে ত্রিলোক পুনরায় ইন্দ্রশূন্য হইল। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভগবন! বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে এই পাপ হইতে মুক্ত করুন।' বরদাতা নারায়ণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'সুরগণ! এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে তিনি। পুনরায় আপনার পদলাভে সমর্থ হইবেন।'

"নারায়ণ এই বাক্য কহিলে দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহারা শচীকে কহিলেন, 'সুভগে! তুমি অবিলম্বে দেবরাজকে আনয়ন কর।' তখন দেবী শচী পুনরায় সেই মানসসরোবরে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট সমূদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্রও শচীর বাক্য শ্রবণে অচিরাৎ সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির নিকটে সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি দেবরাজের নিমিত্ত এক অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন এবং ঐ যজ্ঞে কৃষ্ণবর্ণ অতিপবিত্র এক অশ্ব প্রেক্ষিত করিয়া সেই অশ্বেই ইন্দ্রকে আরোপণপূর্ব্বক স্বস্থানে উপনীত করিলেন। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত এবং দেবতা ও মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া স্বচ্ছন্দে দেবলোকে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বনিতা, অগ্নি, বৃক্ষ ও গোসমুদয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রভাবে শত্রুবধ করিয়া পুনরায় দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

"পূর্ব্বে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। এই অবসরে ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দেখিবামাত্র আকাশগঙ্গার সলিলদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বক্ষঃস্থলে আহত হইবামাত্র তাঁহাতে একটি চিহ্ন অঙ্কিত হইল। সেই অবধি বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নি সর্ব্বভক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"পূর্ব্বে দেবমাতা অদিতি দেবতারা 'এই অন্নভোজন করিয়া অসুরগণকে বিনাশ করিবে' মনে করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অন্নপাক করিতেছিলেন। তাঁহার পাক সমাপ্ত হইলে বুধ ব্রতসমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অদিতি 'দেবগণের ভোজন না হইলে অন্য ব্যক্তি অগ্রে এই অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না এই বিবেচনা করিয়া তৎকালে বুধকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন না। তখন বুধ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অদিতিকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'তোমার উদরে একটি ব্যথা জন্মিবে।'

"প্রজাপতি দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিল, তিনি তন্মধ্যে কশ্যপকে ত্রয়োদশটি, ধর্ম্মকে দশটি, মনুকে দশটি এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটি প্রদান করেন। চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই একরূপ রূপলাবণ্যময়ী ছিলেন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হওয়াতে তাঁহার অপর পত্নীগণ নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পিতঃ! আমরা সকলেই তুল্যরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন। কন্যাগণ এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে, প্রজাপতি দক্ষ নিতান্ত রোযাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইবে।

"অনন্তর চন্দ্র দক্ষের শাপপ্রভাবে যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমার কন্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রকাশ কর নাই বলিয়া আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি। ঐ সময় ঋষিগণ চন্দ্রকে ক্ষীণ হইতে দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "নিশাপতে! তুমি যক্ষ্মারোগপ্রভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছ; অতএব পশ্চিম সমুদ্রের সমীপে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমন করিয়া স্নান কর, তাহা হইলেই রোগ হইতে মুক্ত হইবে।'

"ঋষিগণ এই কথা কহিলে, চন্দ্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমনপূর্ব্বক অবগাহন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রমা ঐ তীর্থজলে অবগাহনপূর্ব্বক দীপ্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি ঐ তীর্থ প্রভাসনামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষের সেই শাপপ্রভাবে অদ্যাপি ভগবান্ চন্দ্রমা প্রতি পৌর্ণমাসীর পর দিন দিন এক এক কলা পরিহীন হইয়া অমাবস্যায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত হয়েন। ঐ শাপপ্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার শরীরে মেঘলেখা[মেঘতুল্য কৃষ্ণাভ রেখা]সদৃশ শশলাঞ্ছন [শশকচিহ্ন] পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বকালে একদা স্থূলশিরানামে এক মহর্ষি সুমেরুপর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্বদিকে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল। তিনি তপক্লেশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং শীতল সমীর স্পর্শ হওয়াতে পরমপরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহর্ষি বায়ুস্পর্শজনিত প্রীতি প্রকাশ করিলে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মহর্ষিকে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি স্থূলশিরা তদ্দর্শনে তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি আর তোমরা সকল সময়ে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।'

"পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ বড়বামুখনামে মহর্ষি হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে তপশ্চরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সমুদ্র

তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় রোষজনিত গাত্রোত্তাপে সমুদ্রজল স্তিমিত [নিশ্চল] এবং স্বেদজল [ঘর্ম্ম] সদৃশ লবণাক্ত করিয়া, তাহাকে কহিলেন, "হে নদীনাথ! অদ্যাবধি তোমার জল অপেয় হইল। কেবল যখন বড়বামুখ অনল তোমার জল পান করিবে, সেই সময়ই তোমার জল সুমধুর হইবে।' এই কারণবশতঃ অদ্যাপি কেবল বড়বামুখ অনলই সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে।

"পূর্ব্বে ভগবান রুদ্রদেব হিমালয়ের নিকট তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করাতে হিমালয় তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলেন। হিমালয় রুদ্রদেবকে কন্যাপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করিবার পর মহর্ষি ভৃগু তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'পর্ব্বতেশ্বর! তুমি আমাকে তোমার এই কন্যাটি সম্প্রদান কর।' তখন হিমালয় কহিলেন, 'মহর্ষে! আমি রুদ্রদেবকে সম্প্রদান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।' হিমাচল এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, যখন তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন আমার শাপপ্রভাবে আজ অবধি আর তুমি রত্নভাজন [১] হইবে না।' অদ্যাবধি সেই মহর্ষির বাক্যপ্রভাবে হিমাচল রত্নবিহীন হইয়া রহিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়। ব্রাহ্মণের মাহাত্ম এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয়। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রসাদবলেই এই সসাগরা ধরিত্রী উপভোগ করিতেছেন। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি ও সোমত্ত্বক জগৎসংসার রক্ষিত হইতেছে।

ভগবানের হরি প্রভৃতি অন্যান্য নাম

"অগ্নিস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র নিরন্তর এই জগতের হর্ষবিধান করিতেছেন। তাঁহারা আমার চক্ষু এবং তাঁহাদের কিরণজাল আমার কেশস্বরূপ; এই নিমিত্ত আমি 'হৃষীকেশ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। আমি মন্ত্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি এবং আমার বর্ণ হরিণ্মণির ন্যায়, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে 'হরি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

"আমি সমুদয় লোকের ধামস্বরূপ এবং আমা হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচারনিষ্পত্তি হয়; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমাকে 'ঋতধামা' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

"পূর্ব্বে আমি রসাতলগত গোরূপধরা ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত দেবগণ 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণপূর্ব্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন।

"আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃপ্রকাশ করিয়া সমূদয় পদার্থে প্রবেশ করি; এই নিমিত্ত আমার নাম 'শিপিবিষ্ট' হইয়াছে।

"মহর্ষি জাস্ক সমুদয় যজ্ঞে আমাকে 'গূঢ়' নামে স্তব করিয়া আমার প্রসাদে পাতালগত নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন।

"আমি নিরন্তর প্রাণীগণের দেহমধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করি। কোনকালে জন্মগ্রহণ করি নাই, করিবও না; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে 'অজ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

"আমি কখন ক্ষুদ্র, অশ্লীল অথবা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সৎ অসৎ সমুদয় আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ আমাকে 'সত্য' নামে কীর্ত্তন করেন।

“আমি কখন সত্ত্বগুণ হইতে চ্যুত হই নাই। আমা হইতে সত্ত্বগুণের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি নিরন্তর নিষ্পাপ থাকিয়া সত্ত্বগুণসহকারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞানদ্বারাই আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত আমার ‘সাত্বত’ নাম বিখ্যাত হইয়াছে।

“আমি লাঙ্গলফলকরূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ এই নিমিত্ত আমি ‘কৃষ্ণ’ নাম ধারণ করিয়াছি।

“আমি কুণ্ঠিত না হইয়া সলিলের সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছি; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে ‘বৈকুণ্ঠ’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

“আমি কখনই নির্ব্বাণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত হই নাই; এই নিমিত্ত আমার নাম ‘অচ্যুত'।

“অধঃ শব্দে পৃথিবী, অক্ষ শব্দে আকাশ ও জল শব্দে ধারণকর্ত্তা। আমি তেজঃপ্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম ‘অরধোক্ষজ’ হইয়াছে। শব্দার্থচিন্তাপরায়ণ বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট হইয়া অধোক্ষজ নামোচ্চারণপূর্ব্বক আমার স্তব করেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন, ‘ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও অধোক্ষজ বলিয়া সম্বোধন করা যায় না।’

“প্রাণীগণের প্রাণধারণের হেতুভূত ধৃত আমার তেজঃস্বরূপ, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমাকে ‘ঘৃতার্চ্চি’ বলিয়া থাকেন।

‘পিত্ত, শ্লেষ্ম ও বায়ু এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতু প্রভাবেই প্রাণীগণের প্রাণরক্ষা হয়। ঐ ধাতুত্রয়ের ক্ষয় হইলেই প্রাণীগণ ক্ষীণ হইয়া যায়। আমি এই তিন ধাতুস্বরূপ হইয়া প্রাণীগণের দেহে অবস্থান করি; এই নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা আমাকে ‘ত্রিধাতু’ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

“ভগবান ধর্ম্ম জনসমাজে বৃষনামে বিখ্যাত আছেন। এই নিমিত্ত নৈর্ঘণ্টক নামক বৈদিক কোষ [অভিধান গ্রন্থ] আমাকে ‘বৃষ' নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।

“পণ্ডিতেরা কপি শব্দে বরাহশ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন; এই নিমিত্ত ভগবান্ কশ্যপ প্রজাপতি আমাকে ‘বৃষাকপি’ নাম প্রদান করিয়াছেন।

“কি দেবগণ, কি অসুরগণ, কেহই আমার আদি, মধ্য ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে ‘অনাদি’, ‘অমধ্য’ ও ‘অনন্ত’ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

“আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্যসমুদয় শ্রবণ করি, এই নিমিত্ত আমার নাম ‘শুচিশ্রবা’ হইয়াছে।

“পূর্ব্বে আমি একশৃঙ্গ [একদন্ত] ও ত্রিককুদ্ [তিনটি ঝুঁটি] বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত আমি ‘একসৃঙ্গ’ ও ‘ত্রিককুদ্’ নামে বিখ্যাত হইয়াছি।

“সাঙ্খ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা যাহাকে বিরিঞ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঐ পণ্ডিতেরা আমাকে বিদ্যাসহায়বান আদিত্যমণ্ডলস্থ ‘কপিল’

বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা বেদমধ্যে সংস্তুত হইয়া থাকেন এবং যিনি ভক্তিযোগদ্বারা পূজিত হয়েন, আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ। আমি একবিংশতি সহস্র শাখাসম্পন্ন ঋগ্বেদ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ গীত আরণ্যক, বেদমধ্যে সহস্রশাখাযুক্ত সামবেদ, ষট্‌পঞ্চাশৎ অষ্ট ও সপ্তত্রিংশৎ শাখাযুক্ত যজুর্ব্বেদ এবং মারণোচ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক [পরানিষ্টকারক ধ্বংসাত্মক অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ] কার্য্যপরিপূর্ণ পঞ্চকল্পান্তক অথর্ব্ববেদস্বরূপ। বেদমধ্যে যে সমস্ত শাখাভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সমস্ত শাখায় যে সমস্ত গীত নিবন্ধ রহিয়াছে এবং ঐ সমুদয় গীতের যে স্বর ও বর্ণোচ্চারণপ্রণালী বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই মৎকৃত। আমি বরদাতা হয়গ্রীব; আমি বেদপাঠের পদবিভাগ ও অক্ষরবিভাগ সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। মহাত্মা পাঞ্চাল আমারই অনুগ্রহে বামদেব হইতে বেদপাঠের পদবিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাভ্রব্যগোত্রসমুৎপন্ন মহর্ষি গালব আমারই পূর্ব্বমূর্ত্তি নারায়ণ হইতে বরলাভ ও অত্যুৎকৃষ্ট যোগলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদের পদবিভাগ ও শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী মণ্ডরীক সাতজন্ম মৃত্যুজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ আমারই অনুগ্রহে যোগসিদ্ধি লাভ করেন।

"আমি কোন কারণবশতঃ ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নর ও নারায়ণনামে প্রখ্যাত হইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে ধর্ম্মযানে আরোহণপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলাম। ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই। তদ্দর্শনে রুদ্রদেব নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দধীচির বাক্যানুসারে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত শূল নিক্ষেপ করেন। ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রনিক্ষিপ্ত শূলের প্রখর তেজঃপ্রভাবে নারায়ণের কেশ মুঞ্জ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ হইয়া গেল। এই নিমিত্ত আমার নাম 'মুঞ্জকেশ' হইয়াছে।

"অনন্তর সেই রুদ্রশূল মহাত্মা নারায়ণের হুঙ্কারদ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনরায় শঙ্করের হস্তে গমন করিল। তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নরনারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিশ্বাত্মা নারায়ণ রুদ্রকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

"নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠগ্রহণ করিলে নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার অভিলাষে এক ঈষিকা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন। ঈষিকা মন্ত্রপূত হইবামাত্র পরশুর আকার ধারণ করিল। তখন নর সেই পরশু রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরশু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রুদ্র তদ্দণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই কারণে আমার নাম 'খণ্ডপরশু' হইয়াছে।"

রুদ্র-রনরনারায়ণসমরে নরনারায়ণের জয়

অর্জ্জুন কহিলেন, "বাসুদেব! রুদ্র ও নরনারায়ণের সেই ত্রৈলোক্যবিনাশন যুদ্ধে কে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

বাসুদেব কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! এইরূপে রুদ্র ও নরনারায়ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদয় লোক অতিশয় ভীত হইল। ঐ সময় হুতাশন যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিলেন না; মহর্ষিগণের মুখে বেদ স্ফুরিত হইল না; রজ ও তমোগুণ দেবগণের অন্তঃকরণ আক্রমণ

করিল; আকাশস্থ সমস্ত পদার্থ নিপতিত হইতে লাগিল; চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কসমুদয় জ্যোতিহীন হইয়া গেল; প্রজাপতি ব্রহ্মা আসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন; সাগর শুষ্কপ্রায় ও হিমাচল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ দুর্নিমিত্তসমুদয় প্রাদুর্ভূত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতা ও মহর্ষিগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রুদ্রদেবকে কহিলেন, 'হে বিশ্বনাথ! আপনি বিশ্বের হিতানুষ্ঠানার্থ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করুন। ত্রিলোকের মঙ্গল হউক। যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, নিদ্বন্দ্ব ও লোকস্রষ্টা, এই নর ও নারায়ণ তাঁহারই মূর্ত্তি। ইঁহারা এক্ষণে ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অতিকঠোর তপানুষ্ঠান করিতেছেন। আমি কোন কারণবশতঃ সেই ব্রহ্মের প্রসন্নতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছি; আর আপনিও তাঁহারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনি আমার এবং অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। অচিরাৎ ত্রিলোকের শান্তিলাভ হউক।'

"প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রুদ্রদেব ক্রোধ প্রতিসংহারপূর্ব্বক আদিদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তখন জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ভগবান নারায়ণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া মহেশ্বরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রুদ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে জানে, সে আমাকেও জ্ঞাত আছে; আর যে ব্যক্তি তোমার অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলতঃ আমাদিগের উভয়ের কোন বিষয়ে কিচ্ছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে যেন বিপরীত সংস্কার না জন্মে। আমার বক্ষঃস্থলে তোমার নিক্ষিপ্ত শূলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে; অদ্যাবধি উহা 'শ্রীবৎস' নামে প্রথিত হইবে এবং আমি তোমার কণ্ঠগ্রহণ করাতে উহাতে, একটি করচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন অদ্যাবধি তোমার নাম 'শ্রীকণ্ঠ' হইবে।

"রুদ্র ও নারায়ণ এইরূপে পরস্পর চিহ্ন উৎপাদন ও সখ্যভাব সংস্থাপন করিলে, দেবগণ প্রফুল্লচিত্তে নর ও নারায়ণের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ বিদায় হইলে তপোধনাগ্রগণ্য নারায়ণ পুনরায় স্থিরচিত্তে ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

"হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমার নিকট রুদ্র-নারায়ণসংগ্রামে নারায়ণের বিজয়বৃত্তান্ত এবং মহর্ষিগণনির্দ্দিষ্ট আমার নামের প্রকৃত অর্থসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি এইরূপ বহুবিধ রূপ। ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও গোলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। তুমি আমারই বাহুবলে রক্ষিত হইয়া জয়লাভ করিয়াছ। তোমার সংগ্রামের সময় যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব রুদ্র। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি যেসমস্ত শত্রু সংহার করিয়াছ, তিনি অগ্রেই তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। যিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাব তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে সেই দেবাদিদেব উমাপতিকে পূতমনে নমস্কার কর।"

৩৪৪তম অধ্যায়

বদরিকাশ্রমে নারদনারায়ণ কথোপকথন

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! মহর্ষিগণ তোমার মুখে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। নারায়ণ কথা শ্রবণ করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, সমুদয় আশ্রমে গমন ও সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলেও তদ্রূপ ফললাভ হয় না। এই সর্ব্বপাপবিনাশক পরমপবিত্র নারায়ণ-কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ, করিয়া আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হইয়াছে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণের অদৃশ্য। দেবর্ষি নারদ কেবল তাঁহার অনুগ্রহবশতঃই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান নারায়ণকে দর্শন করিয়াও কি কারণে পুনর্ব্বার নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! সর্পসত্রের [সর্পযজ্ঞের] অবসানে অন্যান্য কার্য্যসমুদয় আরব্ধ হইলে মহারাজ জনমেজয় বেদনিদান ভগবান্ ব্যাসদেবের তুল্য মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণের সহিত কত কাল বাস করিলেন এবং তাহাদিগকে কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ হইতেছে। যেমন দধি হইতে নবনীত ও মলয় হইতে চন্দন সমুদ্ভূত হয়; তদ্রূপ আপনি অসংখ্য উপাখ্যান-পরিপুরিত মহাভারত হইতে এই অমৃতস্বরূপ নারায়ণ-কথা সমুদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ। আমি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। যখন কল্পান্তে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রাণীগণ সেই একমাত্র নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার তেজ যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার তুল্য পবিত্র আর কেহ নাই। পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা অর্জ্জুন যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রিয়সখা, বোধ হয়, ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। তপোবল না থাকিলে যাঁহাকে দর্শন করা যায় না, সেই লোকপূজিত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ নারায়ণ যখন আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের হিতসাধনে যত্নবান ও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে; অতুলতেজঃসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ আবার তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য। কারণ, তিনি ভগবান্ নারায়ণের অনুগ্রহপ্রভাবে শ্বেতদ্বীপে তাঁহার আদিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, দেবর্ষি অনিরুদ্ধদেহে উপস্থিত ভগবান্ নারায়ণের রূপদর্শন করিয়াও নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনরায় কি নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াই বা তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ কথোপকথন ও তথায় কত দিন অবস্থান করিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি অমিততেজাঃ ভগবান বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নারদ

শ্বেতদ্বীপে অনাদিনিধন নারায়ণকে দর্শন করিয়া তৎকথিত বিষয়সমুদয় চিন্তা করিতে করিতে সুমেরুপর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় সমুপস্থিত হইয়া "আমি এতাদৃশ দূরপথে গমনপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলাম" এই চিন্তা করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর তিনি সেই সুমেরুপর্ব্বত হইতে আকাশপথে গন্ধমাদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে অতি সুবিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তপশ্চরণনিরত ব্রতধারী আত্মনিষ্ঠ পুরাতন ঋষিদ্বয় তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভা সর্ব্বলোকপ্রকাশক সূর্য্য হইতেও সমধিক উজ্জ্বল। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, মস্তকে জটাভার, চরণতলে চক্রচিহ্ন, বাহু আজানুলম্বিত এবং বক্ষঃস্থল অতি সুবিস্তীর্ণ। তাঁহারা উভয়েই মুষ্কচতুষ্টয়সম্পন্ন এবং ষষ্ঠিসংখ্যক ক্ষুদ্র আটটি বৃহদ্দন্তযুক্ত। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায় অতি গভীর, মুখমণ্ডল অতিরমণীয়, ললাটদেশ অতি প্রশস্ত, মস্তক আতপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং ভ্রূযুগল, হনু [চোয়াল।] ও নাসিকা অতি মনোহর।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারাও তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম ও স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক "আমি শ্বেতদ্বীপে সর্ব্বভূতনমস্কৃত যেরূপ ব্যক্তিদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, এই মহাপুরুষদ্বয়ও সেইরূপ" এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কুশময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজের আধারস্বরূপ, শমদমাদিগুণসম্পন্ন, নরনারায়ণ, পূর্ব্বাহ্লকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্যপ্রদানদ্বারা দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশাসনে উপবেশন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা তিনজন একত্র উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভাবে হুতহুতাশনের প্রদীপ্তশিখাদ্বারা যজ্ঞভূমি যেমন সুশোভিত হয়, তদ্রূপ ঐ আশ্রমপ্রদেশ সমধিক শোভমান হইল।

অনন্তর নরনারায়ণ সুখোপবিষ্ট গতক্লম [বিগতশ্রম] দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবর্ষে! তুমি শ্বেতদ্বীপে আমাদিগের আদিমূর্ত্তি সনাতন ভগবান্ পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না, তাহা কীর্ত্তন কর।"

নারদকর্ত্তৃক নরনারায়ণের স্তব

নারদ কহিলেন, "শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপী সনাতন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। দেবতা ও ঋষিগণসমবেত সমুদয় লোক তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আপনাদিগের উভয়কে, সন্দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, আমি এখনও সেই মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছি। আমি শ্বেতদ্বীপে অব্যক্তরূপী নারায়ণকে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত অবলোকন করিয়াছি, এখানে ব্যক্তরূপী আপনাদিগকেও সেই সমুদয় লক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। আমি তথায় নারায়ণের উভয় পার্শ্বে আপনাদিগকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম; আবার অদ্য এ স্থলে আগমন করিয়াও আপনাদিগকে দর্শন করিতেছি। আপনারা ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই তাঁহার সদৃশ, শ্রীমান্, তেজস্বী ও যশস্বী নহেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সমুদয় ধর্ম্ম এবং স্বয়ং যে-যে রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ

হইবেন, তৎসমুদয় আমার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপে যেসমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য শ্বেতবর্ণ পুরুষ অবস্থান করেন, সকলেই তত্ত্বজ্ঞ ও নারায়ণভক্ত এবং সকলেই সর্ব্বদা নারায়ণের পূজা ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবান নারায়ণ নিতান্ত ভক্তবৎসল, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বসংসারকর্ত্তা, সর্ব্বগামী, কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য। তাঁহার তুল্য বল ও দ্যুতি আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং তপশ্চরণপূর্ব্বক তেজঃপ্রভাবে আপনাকে শ্বেতদ্বীপ অপেক্ষা উদ্ভাসিত এবং ত্রিলোকমধ্যে শান্তি স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় সূর্য্য প্রকাশিত, চন্দ্র সমুদিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। তিনি অবনীতলে অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ বেদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবলম্বন ও সাঙ্গবেদাধ্যয়ন করিয়া অতিকঠোর তপানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি এবং অন্যান্য দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ প্রভৃতি মহাত্মারা যেসমুদয় হব্যকব্য প্রদান করেন, তৎসমুদয় সেই পরমপুরুষের চরণে নিপতিত হয়। আর একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে যাহা যাহা সমর্পণ করেন, তৎসমুদয় তিনি শিরোধার্য্য করেন; সুতরাং ত্রিলোকমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই তাঁহার প্রিয়তর নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং আমার নিকট কহিয়াছেন যে, 'একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর। আমি এইরূপে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের মূর্ত্তি অবলোকন ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক এ স্থলে আগমন করিয়াছি। অতঃপর আপনাদিগের সহিত এই আশ্রমে অবস্থান করিব।"

৩৪৫তম অধ্যায়
নারায়ণকর্ত্তৃক স্বীয় তপশ্চরণকারণ-কথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে, নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবর্ষে! তুমি যখন শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে অবস্থিত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়াছ, অতএব তুমি ধন্য ও ভগবানের অনুগৃহীত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহেন। সেই অব্যক্তপ্রভাব ভগবান্ নারায়ণের সন্দর্শন লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর আর কেহই নাই। তুমি তাঁহার নিতান্ত ভক্ত, এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তোমাকে আপনার মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

"সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপানুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় আমরা দুইজন ব্যতিরেকে কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, ঐ স্থানের প্রভা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সেই বিশ্বপতি হইতে ক্ষমাগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ ক্ষমাগুণদ্বারা পৃথিবী ভূষিত হইয়াছে। রস সেই সর্ব্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলকে আশ্রয় করিয়াছে। রূপাত্মক তেজ তাহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সূর্য্যদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভাজালবিস্তার করিতেছেন। সমীরণ সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া

আকাশকে আশ্রয় করাতে আকাশ অন্য বস্তুদ্বারা অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বভূতগত মন তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া উঁহাকে প্রকাশশালী করিয়াছে। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, হব্যকব্যভোজী ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যার সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম সদ্ভূতাৎপাদক। এক্ষণে যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত, তুমি তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন কর।

"তমোনাশক দিবাকর সকল লোকের দ্বারস্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তৎপরে আদিত্য হইতে দগ্ধদেহ ও পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপরে মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্ন হইতে নির্গত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকে।

"হে তপোধন! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মের আলয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই দেবদেব নারায়ণের যেসমস্ত মূর্ত্তি ত্রিলোকমধ্যে আবির্ভূত হইবে, তৎসমুদয়ের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত এই রমণীয় বদরিকাশ্রমে অতিকঠোর তপানুষ্ঠান করিতেছি। আমরা অসাধারণ বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতসমুদয় সংসাধন করিয়াছি। আমরা তোমাকে শ্বেতদ্বীপে দর্শন করিয়াছি এবং তুমি ভগবান নারায়ণের সহিত সমাগত হইয়া যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাও অবগত আছি। সেই দেবাদিদেব এই বিশ্বমধ্যে যেসমস্ত শুভাশুভ উৎপন্ন হইয়াছে, তোমার নিকট তৎসমুদয়ই কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

মহাত্মা নারায়ণ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরমপুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, নারায়ণনিষ্ঠ, বিবিধ মন্ত্রজপে একান্ত অনুরক্ত ও সেই নারায়ণের পূজায় নিতান্ত নিরত হইয়া তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

৩৪৬তম অধ্যায়
নারদের দেবপিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দেবকার্য্যসমাধানানন্তর পিতৃকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! তুমি এই দৈব ও পৈত্রকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ ফললাভের নিমিত্ত কাহার আরাধনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

নারদ কহিলেন, "ভগবন্! পূর্ব্বে আপনিই কহিয়াছিলেন, দেবগণের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈবই পরমযজ্ঞ ও সনাতন পরমাত্মার স্বরূপ। আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে নিরন্তর নারায়ণের উপাসনা করিতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সনাতন নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার পুত্র। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার মানসপুত্র হইয়াও অভিশাপবশতঃ সেই দক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। লোকে পিতৃযজ্ঞে পিতা, মাতা ও পিতামহস্বরূপ সেই সনাতন নারায়ণেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি পিতৃযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পরমাত্মার উপাসনা করিতেছি।

শ্রুতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, দেবগণ অগ্নিষ্বাত্তাদিকে [অগ্নিস্বত্বাদি দিব্যপিতৃলোকদিগকে] বেদাধ্যয়ন করাইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। ঐ যুদ্ধ বহুকাল হওয়াতে বেদ তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা সেই অগ্নিষ্বাত্তাদির নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবগণ অগ্নিদাত্তাদির নিকট বেদাধ্যয়ন করাতে অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণের পুত্র হইয়াও পিতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ যে পিণ্ডত্রয় প্রদানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে পিতৃগণ কিরূপে পিণ্ডসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনারা সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

নারদসমীপে নারায়ণের পিতৃকার্য্যপ্রশংসা

তখন ভগবান্ নরনারায়ণ দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “তপোধন! পূর্ব্বে ভগবান নারায়ণ বারহমূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক পৃথিবীকে উদ্ধৃত ও যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে কর্দ্দমাঙ্কিত দেহে পূর্ব্বাস্য হইয়া ভূমিতে কুশ সংস্থাপন ও আত্মদেহের উত্তাপসমুদ্ভূত স্নেহগর্ভ তিলদ্বারা প্রোক্ষণপুরঃসর দংষ্ট্রাদ্বারা সেই তিনটি মৃন্ময় পিণ্ড উত্তোলন ও সেই কুশোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক লোকের নিয়মসংস্থাপনার্থ কহিয়াছিলেন, “আমিই লোকসমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। এক্ষণে আমি স্বয়ং পিতৃগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার দন্তদ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়াছে; এই নিমিত্ত অদ্যাবধি পিণ্ডসমুদয় পিতৃগণ [পিণ্ডে পিতৃমূর্ত্তির ধ্যান ধর্ম্মশাস্ত্রসিদ্ধ] বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। আমি এই যে পিণ্ডত্রয়ের সৃষ্টি করিলাম, ইহারা আমার আদেশক্রমে পিতৃত্ব লাভ করুক। পণ্ডিতেরা আমাকেই পিণ্ডত্রয়ে অবস্থিত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য কেহই নাই। কেহই আমার পিতা নহে। আমিই সকলের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহস্বরূপ। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ উহা কহিয়া বরাহপর্ব্বতে পিণ্ডদানপূর্ব্বক আপনার পূজা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি পিতৃগণ পিণ্ডনামে অভিহিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃগণ, দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গো ও জননীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফললাভ হইয়া থাকে। সুখদুঃখবিহীন ভগবান নারায়ণ নিরন্তর সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন।”

৩৪৭তম অধ্যায়

নারায়ণমাহাত্ম্য-শ্রবণফল

বৈশম্পায়ন কহিলেন, “হে মহারাজ! দেবর্ষি নারদ নরনারায়ণের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও একান্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি নরনারায়ণের আশ্রমে সহস্র বৎসর অবস্থান, তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণোপাখ্যান শ্রবণ ও তথায় বিশ্বরূপ হরিকে সন্দর্শন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতস্থিত স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই বিখ্যাত তপস্বী মহর্ষি নরনারায়ণও রমণীয় বদরিকাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক ঘোরতর তপশ্চরণ

করিতে লাগিলেন। আজ তুমি আমার নিকট এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইলে। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সেই অনাদিনিধান নারায়ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি তাহার নিস্তার নাই। যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বিদ্বেষ করে, সেই সকলেরই দ্বেষ্য ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনন্তকাল ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার দ্বেষ করিলে আত্মদ্বেষী হইতে হয়। আমাদিগের উপাধ্যায় গন্ধবতীপুত্র [মৎস্যগন্ধার পুত্র] মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট যেরূপ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান নারায়ণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন; আমি পূর্ব্বে ভগবদ্গীতা কীর্ত্তনসময়ে ঐ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি। ভগবান্ বেদব্যাস নারায়ণস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কেহই মহাভারত রচনা ও যথাবিধি বিবিধ ধর্ম্মোপদেশপ্রদানে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যে অশ্বমেধযজ্ঞের সংকল্প করিয়াছ, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সমারব্ধ হউক।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! নরপতি জনমেজয় এই বিস্তীর্ণ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তুমি এই সমুদয় মহর্ষিসমভিব্যাহারে যে নারায়ণমাহাত্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ, ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ ও মহর্ষিসমুদয়ের সমক্ষে সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট ঐ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সমুদয় মহর্ষি ও ত্রিভুবনের অধিপতি। তিনি বেদের বিধাতা। তিনিই এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শমদমাদি নিয়মসমুদয় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের হিতার্থে অসুরদিগের বিনাশসাধন করিয়াছেন। তিনি তপোনিধি, যশোভাজন, মধুকৈটভনিহন্তা এবং ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও অভয়দাতা। তিনি সগুণ, বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী এবং যজ্ঞ ও খাতাদির ফলভাগহারী [জলাশয়প্রতিষ্ঠার অংশভাগী]। সেই দুর্জ্জয় মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ নারায়ণ পুণ্যাত্মা মহর্ষিদিগের উৎকৃষ্ট গতিবিধান করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ও যোগিগণ তাঁহাকে ত্রিলোকের আদিকারণ, মোক্ষের আধার এবং সূক্ষ্ম, অচল ও সনাতন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেই ত্রিলোকসাক্ষী জন্মবিহীন আদিপুরুষ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন; অতএব আপনারা একান্তচিত্তে সেই ত্রিলোকনাথকে নমস্কার করুন।

৩৪৮তম অধ্যায়

হয়গ্রীবমূর্ত্তির আবির্ভাবপ্রশ্নে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! আমি তোমার মুখে সেই পরমাত্মার মাহাত্ম, ধর্ম্মের আলয়ে নরনারায়ণরূপে তাঁহার আবির্ভাব, মহাবরাহকৃত পূর্ব্বতন পিণ্ডোৎপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যে মহাসাগরের সন্নিধানে ঈশানকোণে হব্যকব্যভোজী ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ হয়গ্রীবের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ, ব্রহ্মা সেই হয়গ্রীবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই লোকপালক হয়গ্রীবের রূপ কিরূপ ও প্রভাবই বা কি প্রকার? আর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অদ্ভূত পবিত্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াই কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি ঐ বিষয় কীর্ত্তন কর। তুমি পরমপবিত্র পুরাণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছ।

তখন সৌতি কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই বেদমূলক পুরাণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা জনমেজয় দেবাদিদেব বিষ্ণুর হয়গ্রীবমূর্ত্তির বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! প্রজাপতি ব্রহ্মা যে হয়গ্রীবমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, কি কারণে সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই লোকে যে সমস্ত দেহাদি দৃশ্যপদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চভূতের সমষ্টি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন এবং তাহা হইতেই ইহার প্রলয় হইয়া থাকে। এক্ষণে যেরূপে প্রলয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বাগ্রে পৃথিবী সলিলে লীন হয়, তৎপরে সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনোমধ্যে, মন মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি জীবাত্মায়, জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়। তখন সমুদয়ই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না।

সৃষ্টিপ্রলয়প্রসঙ্গে মধুকৈটভের উৎপত্তিকথা

এক্ষণে যেরূপে উৎপত্তি হয়, তাহাও শ্রবণ কর। তমোরূপ প্রকৃতি হইতে জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ঐ ব্রহ্মই প্রকৃতির মূল ও অমৃতস্বরূপ। তিনি বিশ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষদেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনিই অনিরুদ্ধ, প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক। সেই অনিরুদ্ধনামক হরি বিদ্যাসহায়সম্পন্ন হইয়া যোগনিদ্রা অধিকারপূর্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া জগৎসৃষ্টিবিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে অহঙ্কারস্বরূপ সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মলোচন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশনপূর্ব্বক সমুদয় জলময় নিরীক্ষণ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতসমুদয়ের সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। কমলযোনি

ব্রহ্মা তৎকালে যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যসঙ্কাশ পদ্মের পত্রে নারায়ণনিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল নিপতিত ছিল। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে এক বিন্দু মধুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তদ্দর্শনে অনাদিনিধান নারায়ণ কহিলেন, "এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধুদৈত্য উৎপন্ন হউক।" তিনি আজ্ঞা করিবামাত্র সেই জলবিন্দু হইতে মধুদৈত্য প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য জলবিন্দু অতিশয় কঠিন ছিল। ঐ জলবিন্দু হইতে নারায়ণের আদেশানুসারে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ উৎপন্ন হইল।

অনন্তর সেই রজ ও তমোগুণাবলম্বী মহাবলপরাক্রান্ত গদাধারী অসুরদ্বয় ঐ পদ্মমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল, উহার মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে মনোহর বেদের সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মাকে বেদসৃষ্টি করিতে দেখিয়া তাহাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তখন তাহারা কমলযোনির নিকট হইতে সেই বেদ গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রমধ্যে গমন করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা নিতান্ত কাতর হইয়া নারায়ণকে কহিলেন, "ভগবন্! বেদ আমার দিব্যচক্ষু ও উৎকৃষ্ট বল, বেদ আমাদের তেজ ও উপাস্য বস্তু। এক্ষণে মধুকৈটভনামক দানবদ্বয় বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিয়াছে। বেদবিরহে আমি লোকসমুদয় অন্ধকারময় দেখিতেছি। বেদ ব্যতীত আমি কিরূপে লোক সৃষ্টি করিব? ফলতঃ বেদ বিনষ্ট হওয়াতে আমার যারপরনাই দুঃখ উপস্থিত ও হৃদয় অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে। আজ কোন্ ব্যক্তি সেই বেদসমুদয় আনয়ন করিয়া আমাকে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিবে?"

বেদ-উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মার নারায়ণস্তব

কমলযনি নারায়ণের নিকট এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে কহিলেন, "ভগবন্! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও আমার পুর্ব্বজাত। তুমি লোকের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সাঙ্খ্যযোগনিধি। তুমি মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা, অচিন্তনীয় ও শ্রেয়ঃপথাবলম্বী। তুমি বিশ্বসংহারক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও স্বয়ম্ভূ; তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার অনুগ্রহেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। প্রথমে তোমার মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ও যষ্ঠবার অণ্ডমধ্য হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে। এই আমার সপ্তম জন্ম। এবারে আমি তোমার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি কল্পে কল্পে সৃষ্টির সময় বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া থাকি। তুমি ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভূ। আমি তোমা হইতে সম্ভূত হইয়াছি। বেদ আমার চক্ষুঃস্বরূপ। দুরাত্মা দানবদ্বয় আজ আমার সেই চক্ষু অপহরণ করাতে আমি এক্ষণে অন্ধ প্রায় হইয়াছি; অতএব নিদ্রাপরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে চক্ষু প্রদান কর। তুমি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ কর, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকি।"

হয়গ্রীবমূর্ত্তিতে নারায়ণের বেদ-উদ্ধার

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান্ নারায়ণ নিদ্রাপরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বেদোদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। ঐ সময় তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রয়োগদ্বারা দ্বিতীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহার শরীর ও নাসিকাদি অবয়বসমুদয়

চন্দ্রতুল্য কমনীয় হইয়া উঠিল। নক্ষত্রতারাসমবেত স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্যকিরণ কেশপাশ, আকাশ ও পাতাল কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়, মহাসমুদ্রদ্বয় ভ্রূযুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, সন্ধ্যা নাসিকা, ওঙ্কার সংস্কার, বিদ্যুৎ জিহ্বা, সোমপায়ী পিতৃগণ দন্তসমুদয়, গোলোক ও ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অধর এবং কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবাস্বরূপ হইল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তিপরিবৃত হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ঘোরতর যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক উদাত্তাদি স্বরসমুদয় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মধুকৈটভ সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র ব্যগ্র হইয়া রসাতলমধ্যে বেদ নিক্ষেপপূর্ব্বক শব্দানুসারে ধাবমান্ হইল। অসুরদ্বয়, বেদনিক্ষেপ করিবামাত্র হয়গ্রীবমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের অগোচরে সমুদয় বেদ গ্রহণ ও স্বস্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং মহাসমুদ্রের ঈশানকোণে স্বীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বয়ং পূর্ব্বরূপ ধারণপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলেন।

এ দিকে মধুকৈটভ বহুক্ষণ সেই শব্দের কারণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কুত্রাপি কিছুমাত্র অবলোকন না করিয়া পরিশেষে যে স্থানে বেদ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথায় আগমন ও বেদ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাত্মা নারায়ণ ইতিপূর্ব্বে বেদ লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং উহারা ঐ স্থানে উহার অনুসন্ধান পাইল না। তখন তাহারা পুনরায় রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিল, সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ অমিতপরাক্রম শুভ্রবর্ণ আদিপুরুষ নারায়ণ সলিলের উপর কিরণজালসমাবৃত স্বীয় দেহপ্রমাণ অনন্তশয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ঐ দানবদ্বয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, "এই সেই শ্বেতবর্ণ পুরুষ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। রসাতল হইতে বেদ অপহরণ করা ইহারই কর্ম্ম, সন্দেহ নাই।"

নারায়ণকর্ত্তৃক মধুকৈটভবধ

দুরাত্মা অসুরদ্বয় এই স্থির করিয়া নারায়ণের নিকট গমনপূর্ব্বক, "এ কে? কি নিমিত্ত অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা সুখ অনুভব করিতেছে?" উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বাক্যবিন্যাসপূর্ব্বক তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। নারায়ণ জাগরিত হইবামাত্র দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী অবলোকনপূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মার উপকারার্থ তাহাদিগের উভয়কেই এককালে সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দানবদ্বয়ের বিনাশ ও নিখিল বেদের উদ্ধারদ্বারা ব্রহ্মার শোকাপনোদন হইলে কমলযোনি বেদ ও নারায়ণের সাহায্যবলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান নারায়ণ এইরূপে মধুকৈটভের বিনাশসাধন ও ব্রহ্মার অন্তরে লোকসৃষ্টির বুদ্ধি প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা হরি হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ এই নারায়ণবৃত্তান্ত শ্রবণ বা অভ্যাস করেন, তাঁহার কখনই বেদাধ্যয়নের বিঘ্ন জন্মে না। পূর্ব্বে পাঞ্চালরাজ দৈববাণী অনুসারে উগ্রতর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক হয়গ্রীবমূর্ত্তি নারায়ণকে আরাধনা করিয়া স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ!

তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে ভগবান্ নারায়ণের যে হয়গ্রীবমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। তিনি কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত যখন যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে বাসনা করেন, তখনই সেইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বেদ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। তিনি সাঙ্খ্যযোগ ও পরমব্রহ্ম; যজ্ঞসমুদয় তাঁহারই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনিই সকলের পরমগতি, সত্য এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মস্বরূপ। ভূমির গন্ধ, সলিলের রস, জ্যোতির রূপ, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ এবং প্রকৃতির গুণ, মন তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রাদির গমনাগমননিবন্ধন যে কাল প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাও নারায়ণাত্মক। কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতাসমুদয় নারায়ণকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। ফলতঃ নারায়ণই এই সমুদয় পদার্থের প্রধান কারণ ও কার্য্যস্বরূপ। তিনিই অধিষ্ঠানকর্ত্তা, পৃথগ্‌বিধকরণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব।

যাঁহারা হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাযোগী হরিই তাঁহাদিগের সেই তত্ত্বস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, সাঙ্খ্যমতাবলম্বী যোগী ও আত্মজ্ঞ যতিদিগের মনোভিলাষসমুদয় পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু ঐ সমস্ত মহাত্মারা কোনক্রমেই তাঁহার অভীষ্ট অবগত হইতে সমর্থ হয়েন না। এই ত্রিলোকমধ্যে যাঁহারা দৈব ও পৈত্রকার্য্য এবং দান ও তপানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয়। তিনি সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি নিত্য, পরমমহর্ষি, মহাবিভূতি ও নির্গুণ। বসন্তাদি ঋতুতে কাল যেমন ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সগুণ হইয়া রূপাদি ধারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মারা তাঁহার গতি বা প্রত্যাগতি কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হয়েন না। যে মহর্ষিগণ জ্ঞানবল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন।

৩৪৯তম অধ্যায়

পরম্পরাক্রমে একনিষ্ঠ ভক্তির প্রকাশ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! নারায়ণ একান্তভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং ইহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনি পুণ্যপাপবিহীন নির্গুণ পুরুষদিগের পরমগতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত একান্তভক্তদিগের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। যখন একান্তভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অনিরুদ্ধাদি দেবত্রয়ের উপাসনা না করিয়াও চতুর্থ মূর্ত্তি বাসুদেবে লীন হয়েন, তখন একান্তধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং যাঁহারা নিরন্তর যথাবিধি বেদবেদাঙ্গ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্তভক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ গতিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ দেবতা বা কোন মহর্ষি এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন সময়ে উহা উৎপন্ন হইল এবং কিরূপেই বা উহা প্রতিপালন করিতে হয়, এই সমুদয় বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি ঐ সংশয় অপনোদনপূর্ব্বক আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যেরূপ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট তাহা কহিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় দুপ্রবেশ্য। মূঢ়ব্যক্তিরা কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদয় আমার। নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে ফেনপনামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়েন। অনন্তর বৈখানসনামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে. ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্যনামক মহর্ষিগণ সেই যোগারূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে সেই সনাতন নারায়ণের মায়াপ্রভাবে উহা পুনরায় তিরোহিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার জন্মগ্রহণ করিলে, নারায়ণ পুনর্ব্বার স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণপ্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার উহা পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ঐ ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ ধর্ম্ম ঋগ্বেদমধ্যে কীর্ত্তিত আছে। উহার অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর। জগৎপ্রাণ মহর্ষি সুপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া বিঘসাশী মহর্ষিদিগকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

অতঃপর সনাতন নারায়ণের কর্ণ হইতে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ জগতের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণ হইতে বিনির্গত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমি তোমাকে তেজ, বল ও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর। আমা হইতে অবশ্যই তোমার মঙ্গললাভ হইবে।”

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার বদনবিনিঃসৃত আরণ্যক বেদের সহিত সরহস্য শ্রেষ্ঠধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তখন যুগধর্ম্মের বিধাতা বিষয়রাগবিহীন ভগবান্ ব্রহ্মা স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় সর্ব্বপ্রথমে সত্যযুগ সমুপস্থিত ও সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণমুখনির্গত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার

নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র শঙ্খপদ পিতার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র দিক্‌পাল সুবর্ণাভকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি বীরগণকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে মহাত্মা বীরণ স্বীয় পুত্র রৈভ্যকে ও রৈভ্য স্বীয় পুত্র দিক্‌পতি কুক্ষিনামাকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে সেই নারায়ণমুখোদ্ভুত ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান নারায়ণের মুখ হইতে পুনর্ব্বার ঐ ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধিপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ্ নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠনামে বিখ্যাত এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহারাজ অবিকম্পীকে প্রদান করিলেন। পরিশেষে ঐ সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাত্মা, ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বানকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম্ম সমর্পণ করিলে, তিনি ত্রিলোকমধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে।

হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে হরিগীতায় যতিধর্ম্মকীর্ত্তনসময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সনাতন সত্যধর্ম্মই সকলের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম্ম ও অহিংসা ধর্ম্মযুক্ত সৎকর্ম্মপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হয়েন। ঐ মহাত্মাকে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবমূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। উনি মমতাপরিশূন্য, পরিপূর্ণ ও আত্মস্বরূপ। উনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণসমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন। উনি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়স্বরূপ, উনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, অকর্ত্তা, কার্য্য ও কারণ। উনি ইচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি আচার্য্য বেদব্যাসের প্রসাদবলে তোমার নিকট দুর্জ্ঞেয় ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে ঐকান্তিকধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। এই জগৎ হিংসা পরিশূন্য, সর্ব্বভূতহিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঐকান্তিকধর্ম্মাবলম্বী লোকসমুদয়ে পরিবৃত হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে এবং সমুদয় লোক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে ঋষিগণের নিকট এইরূপে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। একান্ত অনুরক্ত নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিরা চরমে চন্দ্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ নারায়ণকে লাভ করিয়া থাকেন।

সাত্ত্বিকলোক মোক্ষলাভের অধিকারী

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রতপরায়ণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত তাহা অবলম্বন করেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন। উহারা সত্ত্বগুণপ্রভাবেই নারায়ণকে অবগত হইতে সমর্থ হন এবং মুক্তি যে নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাও বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া থাকেন; এই কারণেই তাঁহাদিগকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনার সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেসকল যতি মোক্ষলাভার্থ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, নারায়ণই তাঁহাদিগের যোগক্ষেম বহন করেন। ভগবান্ নারায়ণ সানুগ্রহ দৃষ্টিপাতদ্বারা যাঁহাদের জন্মমরণদুঃখ নিবারণ করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিক এবং মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হয়েন। নারায়ণাত্মক মুক্তিলাভের নিমিত্ত একান্তমনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সাঙ্খ্য ও যোগধর্ম্মের অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানবান্ মনুষ্য সেই ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রভাবে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকেন। পুরুষ জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগসময়ে নারায়ণকর্ত্তৃক কৃপাদৃষ্টিদ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞানলাভ করে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারে না। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে বিমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রজ ও তমোগুণাবলম্বী প্রবৃত্তিধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষকে বারংবার জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও নারায়ণ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করেন না, ঐরূপ ব্যক্তি লোকপিতামহ ব্রহ্মারই কৃপাপাত্র হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সত্ত্বগুণ হইতে অণুমাত্র পরিভ্রষ্ট হইলেও তাঁহাদিগকে অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! সাত্ত্বিক অহঙ্কারমুক্ত পুরুষ কিরূপে পুরষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষ যখন মোক্ষার্থী হইয়া সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্মস্বরূপ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যযোগ, আরণ্যকবেদ ও পঞ্চরাত্র এই শাস্ত্রসমুদয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত। মনুষ্য এই সমস্ত শাস্ত্রের অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ঐকান্তিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। সলিল প্রবাহ যেমন মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জ্ঞানসমুদয় সেই নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে উহার অনুষ্ঠান করুন। দেবর্ষি নারদ আমার গুরু ব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা ব্যাস ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের, নিকট প্রীতিপূর্ব্বক এই বিষয় কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর, এই নিমিত্ত অনেকেই

উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। মহাত্মা বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, তুমি তাঁহার প্রতিই একান্ত ভক্তি প্রদর্শন কর।

৩৫০তম অধ্যায়
বেদব্যাসের পূর্ব্বজন্ম

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সাঙ্খ্যযোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যকবেদ এই তিন জ্ঞানশাস্ত্রসমুদয় লোকে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সমুদয় কি একধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, না পৃথক পৃথক ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা যথাবিধি কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী দ্বীপমধ্যে মহর্ষি পরাশরের সহযোগে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করি। পণ্ডিতেরা তাহাকে নারায়ণাংশসম্ভূত বিভূতিযুক্ত [অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত], বেদনিধি [সমগ্র বেদের আধার], দ্বৈপায়ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে সেই মহাত্মার জন্ম হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ও পরাশরের পুত্র বেদব্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আবার বেদব্যাসকে ভগবান্ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; অতএব কিরূপে নারায়ণ হইতে ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমার গুরু ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বেদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত হিমালয়ের একদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি আমরা এই পাঁচজনই তাঁহার শিষ্য ছিলাম। তিনি এই মহাভারতগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, আমরা তাঁহার বিস্তর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বেদ ও ভারতার্থপাঠে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভূতগণ পরিবেষ্টিত ভূতপতির ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

একদিন আমরা অবসরক্রমে গুরু বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগবন্! আপনি আমাদিগের নিকট সমুদয় বেদ, ভারতার্থ এবং নারায়ণ হইতে আপনার জন্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন।" তখন তত্ত্ববিদগণের অগ্রগণ্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে আমাদিগের নিকট বেদার্থ ও ভারতার্থ সমুদয় কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! আমি সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তপোবলে তাহা আমার বিদিত আছে। এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শুভাশুভবিবর্জ্জিত ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে সপ্তমবার জন্মপরিগ্রহ করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, এক্ষণে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি কর।' "

তখন ভগবান্ কমলযোনি দেবদেব নারায়ণের এই বাক্যশ্রবণে নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমি নিতান্ত জ্ঞানবিহীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং

প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে আমার ক্ষমতা নাই; অতএব আপনি উহার উপায়বিধান করুন।” ভগবান্ ব্রহ্ম ইহা কহিলে নারায়ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া বুদ্ধিকে চিন্তা করিবামাত্র তিনি তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবদেব নারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া কহিলেন, “বৎসে! তুমি প্রজাগণের সৃষ্টিসাধনার্থ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ কর।” মহাত্মা নারায়ণ এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে বুদ্ধি অবিলম্বে ব্রহ্মার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন নারায়ণ ব্রহ্মাকে বুদ্ধিসমন্বিত দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, “বৎস! এক্ষণে তোমার জ্ঞানলাভ হইয়াছে; অতএব সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীর সৃষ্টিবিধান কর।” নারায়ণ এই কথা কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা “ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম” বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ অবিলম্বে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ নারায়ণের মনে এই উদয় হইল যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে এই বসুমতী দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অতঃপর দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তপোবলে বরলাভপূর্ব্বক অপরিমিতবলশালী ও একান্ত দর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করিবে; অতএব বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া যথাক্রমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনদ্বারা পৃথিবীর ভারাবতরণ [ভার অপসারণ] করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি নাগমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রসাতলে অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি বলিয়া ইনি এই বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন; অতএব অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ইহার পরিত্রাণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতঃপর আমাকে বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ব্বিনীত দেবারিগণকে বিনাশ করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ “ভো” এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ শব্দ হইতে অপান্তরতমানামে এক মহর্ষি সমুদ্ভূত হইলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শীল। অপান্তরতমা সমুদ্ভূত হইবামাত্র আদিদেব নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভদ্র! তোমাকে বেদবিভাগ করিতে হইবে।” নারায়ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে মহর্ষি অপান্তরতমা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বেদ বিভাগ করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বেদবিভাগকার্য্য, তপস্যা, নিয়ম ও সংযমদ্বারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “তুমি প্রতি মন্বন্তরে এইরূপ জন্মলাভ করিয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। কেহই তোমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কলিযুগ সমুপস্থিত হইলে, ভরতবংশে কৌরবনামে বিখ্যাত মহাত্মা নরপতিগণ তোমা হইতে সম্ভূত হইবে। তুমি তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত না থাকাতে তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া শমনসদনে গমন করিবে। ঐ যুগে তুমি কৃষ্ণবর্ণ, বিবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানোপদেষ্টা ও তপস্বী হইয়া বেদবিভাগ করিবে; কিন্তু স্বয়ং কখনই বিষয়ানুরাগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে তোমার যে পুত্র জন্মিবে, সে-ই বিষয়ানুরাগপরিশূন্য হইবে।

"ব্রাহ্মণগণ যে বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ও তপোধনাগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাঁহার তেজঃপ্রভায় সূর্য্যপ্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বংশে মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরাশরনামে মহর্ষি জন্মপরিগ্রহ করিবেন। তিনি বেদের আকর ও মহাতপস্বী হইবেন। তুমি তাঁহার ঔরসে অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না এবং কিছুতেই তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। তুমি তপোবলে অনায়াসে অতীত যুগসমুদয় অবগত হইতে পারিবে এবং ঐ কলিযুগ অবধি চিরকাল জীবিত থাকিয়া অসংখ্য যুগ অতিক্রান্ত হইতে দেখিবে। ঐ কলিযুগে আমি চক্রধারণপূর্ব্বক তোমার নয়নগোচর হইব। তোমার যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। যে মন্বন্তরে সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সাবর্ণি মনুনামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমি মন্বাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে যেসকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদয়ই আমা হইতে সম্ভূত। যে যেরূপে কামনা করে, আমি অনায়াসেই তাহার সে অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকি।" ভগবান্ নারায়ণ অপান্তরতমাকে এই কথা কহিয়া তাঁহার আজ্ঞাপ্রতিপালনে আদেশ করিলেন।

নারায়ণের উপাসনায় সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত

হে শিষ্যগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে নারায়ণের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া আমি অপান্তরতমানামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্ট সমাধিবলে পূর্ব্বে ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। এই আমি তোমাদের জিজ্ঞাসানুসারে আমার পূর্ব্বজন্ম ও পরে আমার যাহা যাহা হইবে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আমাদিগের উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সাঙ্খ্যযোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সারে সাঙ্খ্যের, পুরাতনপুরুষ ব্রহ্মা যোগের, অপান্তরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব পাশুপত ধর্ম্মের এবং ভগবান নারায়ণ স্বয়ং সমুদয় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। সাঙ্খ্যযোগাদিসমুদয়শাস্ত্রই একমাত্র নারায়ণকে, উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহাকে পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হইতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ ঐ নারায়ণকে অদ্বিতীয় পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা বেদ ও অনুমানাদি-দ্বারা সন্দেহশূন্য হইয়াছেন, নারায়ণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। আর যাঁহারা কুতর্কনিবন্ধন সন্দিহান হয়, তাহারা কখন তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্রশাস্ত্রজ্ঞ একান্ত অনুরক্ত মহাত্মারা চরমে অনায়াসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন! মহারাজ! মহর্ষিগণ সাঙ্খ্য, যোগ ও বেদ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে এই জগৎ নারায়ণময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিলোকমধ্যে যেসকল শুভাশুভ কার্য্য সংঘটিত হয়, সেসমুদয়ই নারায়ণ হইতেই সমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হওয়া উচিত।

৩৫১তম অধ্যায়
পরমপুরুষের একত্বনির্ণয়

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! পুরুষ এক না বহু? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে এবং সকলের উৎপত্তিস্থানই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে যেমন ঘটপটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশের একমাত্র মহাকাশই কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই সমস্ত পুরুষের কারণরূপে অভিহিত হয়েন। এক্ষণে আমি তপঃপরায়ণ পরমপূজনীয় মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া সামান্য ও বিশেকারে যাহা কহিয়াছে, সেই সর্ব্ববেদপ্রথিত এই সত্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

আমার গুরু মহর্ষি বেদব্যাস সংক্ষেপে পুরুষের একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে এ্যম্বক-ব্রহ্মসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তুমি অবহিতমনে উহা শ্রবণ করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

ক্ষীরোদসমুদ্রের মধ্যে সুবর্ণসপ্রভ [সোনার মত বর্ণবিশিষ্ট] বৈজয়ন্তনামে এক পর্ব্বত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকী অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার ললাটদেশসমুৎপন্ন ভগবান্ মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথ দিয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ কমলযোনির সর্ম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রীতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিলোচনকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে বহুকাল বিলম্বে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, "মহাবাহো! কেমন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ত'? এক্ষণে তপ ও বেদাধ্যয়নের কুশল ত'?"

রুদ্র কহিলেন, "ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার তপ ও বেদাধ্যয়নের কুশল, সমস্ত জগৎও নির্ব্বিঘ্নে আছে। আমি ব্রহ্মলোকে আপনার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলাম। আপনাকে এই নির্জ্জনস্থানে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমার মনে যারপরনাই কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনি সামান্য কারণে এই পর্ব্বতবাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত সেই সুরাসুরসেবিত, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ, ক্ষুৎপিপাসাশূন্য, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "রুদ্র! আমি এই বৈজয়ন্তনামক পর্ব্বতে বাস করিয়া একাগ্রমনে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।"

তখন রুদ্র কহিলেন, "ভগবন! আপনি বহুসংখ্যক পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আপনি যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই বিরাট পুরুষ কে? আমার এ বিষয়ে

অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি. তাহা নিবারণ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, "হে রুদ্র! আমি বহু পুরষের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা যথার্থ বটে এবং বেদমধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধনবলে নির্গুণ হইতে পারিলে সেই নির্গুণ বিশ্বব্যাপী পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন।"

৩৫২তম অধ্যায়

অনিরুদ্ধাদি চতুর্ব্যূহাত্মক নারায়ণের ঐক্য

ব্রহ্মা বলিলেন, "হে বৎস! পণ্ডিতেরা ভগবান নারায়ণকে শাশ্বত, অব্যয়, অপ্রমেয় ও সর্ব্বময় বলিয়া থাকেন। কি তুমি, কি আমি, কি অন্যানা ব্যক্তি কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বুদ্ধীচ্ছিসম্পন্ন শমদমদিবিহীন মূঢ়দিগের জ্ঞানের অগোচর। ঐ নিরাকার পুরুষ সমুদয় লোকের শরীরে অবস্থান করিয়াও শুভাশুভ কার্য্যসমুদয়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সকলেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষিস্বরূপ; অথচ আমরা কেহই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারি না। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মস্তক, ভুজ, পদ ও নাসিকাস্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরমসুখে সর্ব্বদেহে বিচরণ করিতেছেন। শরীররূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে, এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কিরূপে প্রাণীগণের দেহ ও আশ্রয় কিরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। আমি সাস্থ্যবিধি ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তত্ত্বচিন্তায় তৎপর হইয়াছি, কিন্তু কোনরূপেই সেই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আত্মজ্ঞানানুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহাপুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র হুতাশন বিবিধরূপে প্রজ্বলিত হয়েন, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদয় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষদ্বারা সমুদয় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন সমুদ্র সমুদয় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান, শুভাশুভকার্য্য এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি নির্গুণ হইয়া থাকেন। যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের আগোচর পরমপুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্নের সহিত সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের একীভাব সম্পাদনপূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরমপুরুযে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন।

'যোগবিৎ পণ্ডিতেরা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্যবিৎ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতেরা পরমাত্মাকেই নির্গুণ, সর্ব্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। জীবাত্মা কখন মোক্ষপ্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন। তাঁহাকে লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবমনুষ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ একমাত্র। সেই সর্ব্ব প্রকাশক পুরুষই মন্তা ও মন্তব্য [মানী, মননযোগ্য], ভোক্তা ও ভোগ্য, রসাস্বাদনকর্ত্তা ও রসনীয়, ঘ্রাণকর্ত্তা ও ঘ্রেয়, স্পর্শকর্ত্তা ও স্পর্শনীয়, দ্রষ্টা ও দর্শনীয়, শ্রোতা ও শ্রবণীয়; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ হইতেই মহত্তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি সমুদয় বৈদিক কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকে তাঁহারই প্রীতিসাধনার্থ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ তাঁহাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। আমি সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছি এবং তোমা হইতে সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণী ও সরহস্য বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভগবান্ নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন এই চারিপ্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা আত্মজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারিলেই পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন। হে পুত্র! সাঙ্খ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরমতত্ত্ব বর্ণিত আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।"

৩৫৩তম অধ্যায়
ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরসংবাদে আশ্রমধর্ম্মপ্রশ্ন

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট এইরূপে নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা ও মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ পিতামহের মুখে নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "পিতামহ! আপনি আমার নিকট মঙ্গলময় মোক্ষধর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশ্রমবাসীদিগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সমুদয় অশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ নানাবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্মক্রিয়া কখনও নিষ্ফল হয় না। যাঁহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ত্রিলোকপূজিত দেবর্ষি নারদ বায়ুর ন্যায় অব্যাহতগতিপ্রভাবে ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে যথেষ্ট

সমাদর করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক সমীপে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘দেবর্ষে! আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব যদি আপনি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া থাকেন, উহা কীর্ত্তন করুন। দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।”

৩৫৪তম অধ্যায়

ধর্ম্মসন্দেহে ব্রাহ্মণের মনে ব্যাকুলতা

ভীষ্ম কহিলেন, “পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে এক অত্রিবংশসম্ভূত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী, ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, সত্যানুরক্ত, সচ্চরিত্র, জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং কুলধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ছিলেন এবং ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সদ্বৃত্তিসম্পন্ন অকলঙ্ককুলসমুৎপন্ন [নির্দ্দোষ বংশজাত] ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে সেই পুত্রগুলি উপযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদোক্ত ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টসমাচরিত ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; এক্ষণে আমি কোন্ ধর্ম্মই বা অবলম্বন করিব? দ্বিজবর এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে একদা এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন; অতিথিও ব্রাহ্মণকৃত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক পরমসুখে তথায় উপবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম শান্তি করিতে লাগিলেন।”

৩৫৫তম অধ্যায়

প্রশ্নশ্রবণে গৃহাগত অতিথির ধর্ম্মভাব স্ফুরণ

ভীষ্ম বলিলেন, "অনন্তর অতিথি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি আপনার দর্শন ও সুমিষ্ট বাক্যশ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে মিত্রভাবে কিছু কহিতেছি, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্যধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা প্রতিপাদন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে; কিন্তু আমি বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অতঃপর আমি যাবৎকাল জীবিত থাকিব, সেই বহুফলাত্মক [পরলোক গমনে পথের সম্বলস্বরূপ ফলপ্রদানস্বভাব কর্ম্ম করিয়াই কাল কাটাইব] পারলৌকিক পাথেয় করিয়াই কালাতিপাত করিব। এই ভবসাগরের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত আমার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মময় ভেলা কোথায় পাইব? দেবতা প্রভৃতি সকলেই ধর্ম্মফলপ্রভাবে একবার স্বর্গে গমন ও পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতেন; যমরাজের ধ্বজপতাকাসদৃশ রোগশোকাদি নিরন্তর প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মন কোন ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইতেছে না; অতএব এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন।

"ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি মধুরবাক্যে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় আমারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে; কিন্তু কোটি ধর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমি নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার সংশয় কোনক্রমেই অপনীত হয় নাই। ইহলোকে কোন কোন মহাত্মারা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হস্থ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ কেহ গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম ও কেহ কেহ বাক্‌সংযমকে প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কতকগুলি বুদ্ধিমান লোক কেবল মাতাপিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্যপ্রতিপালন, কেহ কেহ সর্ম্মুখযুদ্ধে দেহপরিত্যাগ, কেহ কেহ উচ্চব্রতসাধন এবং কেহ কেহ বেদব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কোন কোন সরলপ্রকৃতি মহাত্মা কুটিলব্যক্তিকর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবলোকে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্ম! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু কোনটি শ্রেয়ঃ, তাহা স্থির করিতে গিয়া আমার মন সমীরণসঞ্চালিত [বায়ুচালিত মেঘের] জলদের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে! "

৩৫৬তম অধ্যায়

ধর্ম্মসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গে পদ্মনাভনামক নাগসংবাদ

“অতিথি কহিলেন, ‘ধর্ম্ম এইরূপ নিতান্ত দুরবগাহ। এক্ষণে আমার গুরুদেব আমাকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আপনার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

‘পূর্ব্বসৃষ্টিসময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যে স্থানে সুরগণ সমবেত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতীতীরস্থ নৈমিষারণ্যমধ্যে একটি নাগপুর আছে। ঐ পুরমধ্যে পদ্মনাভনামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মপরায়ণ মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণীগণের হিতসাধন করেন এবং তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা দুষ্টদমন ও শিষ্টপ্রতিপালন করিয়া থাকেন। সেই নাগ সদ্বংশসম্ভূত, বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদ, অভীষ্ট গুণসম্পন্ন, সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, অধ্যয়ননিরত, অতিথিপ্রিয়, তপ ও দমগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, অনুকূলবাদী, নিত্যসন্তুষ্ট এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারসমর্থ। তিনি অতিথি প্রভৃতি সকলের আহারাবসানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাহার নিকট গমন করিয়া আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করিবেন। ”

৩৫৭তম অধ্যায়
ধর্ম্মজিজ্ঞাসু দ্বিজের নাগসমীপে যাত্রা

ভীষ্ম বলিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! অতিথি এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, “ব্রহ্মন্! ভারপীড়িত ব্যক্তির ভারাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্টভোজন [১], পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃকল্পিত প্রীতিকর বস্তুর দর্শনলাভ যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য যারপরনাই প্রীতিকর হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ঐ দেখুন, দিবাকর করজাল সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন; রাত্রি প্রায় উপস্থিত হইল; অতএব আপনি এই রজনী আমার আলয়ে অতিবাহিত করুন; প্রভাতে গমন করিবেন।

“ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, সেই আগন্তুক তৎপ্রদত্ত আতিথ্যসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের কথোপকথন করিতে করিতে দিবসের ন্যায় পরমসুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া নৈমিষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।”

৩৫৮তম অধ্যায়
নাগদর্শনার্থ দ্বিজের গোমতীতীরে বাস

ভীষ্ম কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবরসমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক এক মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই নাগের

বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিকট উহা সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরমপরিতুষ্টচিত্তে সেই নাগের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগরাজ স্বীয় আবাসে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ধৰ্ম্মবৎসলা পতিব্রতা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাগতজিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! আমাকে আপনার কোন্ কাৰ্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।’

‘তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘দেবি! তুমি যথোচিত সৎকার ও মধুরবাক্যপ্রয়োগদ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছ। এক্ষণে তোমার নিকট আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাঁহার দর্শনলাভ করিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাঁহার দর্শনলাভের নিমিত্তই আজ তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।

“তখন নাগপত্নী কহিলেন, ‘ভগবন্! আমার পতিকে এক বৎসরের মধ্যে এক মাস সূর্য্যের রথ বহন করিতে হয়। এক্ষণে তিনি সেই নিয়মানুসারে আদিত্যের রথ বহন করিতে গমন করিয়াছেন। আপনি পঞ্চদশ দিন এই স্থানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। এই আমি আপনার নিকট আমার ভর্ত্তার বিদেশগমনের কারণ কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।’

“তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, ‘পতিব্রতে! আমি নাগরাজের দর্শনলাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া এই স্থানে আগমন করিতেছি, সুতরাং অবশ্যই আমাকে তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তুমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইও না।’ ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে বারংবার এইরূপ কহিয়া গোমতীতীরে গমনপূৰ্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতে লাগিলেন।”

৩৫৯তম অধ্যায়
নাগপত্নীর অতিথিবাৎসল্য

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধৰ্ম্মরাজ! অনন্তর সেই অতিথিপরায়ণ নাগরাজের ভাৰ্য্যা, বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীরবর্ত্তী বিজন প্রদেশে সমাসীন হইয়া নিরাহারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি ছয় দিন হইল, এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র আহার করিলেন না। আমরা গৃহস্থধৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং অতিথিসৎকারই আমাদিগের কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম ও প্রধান ধৰ্ম্ম। এক্ষণে যখন আপনি আমাদিগের অধিকারে অবস্থান করিতেছেন এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমাদিগের প্রদত্ত জল পান এবং ফল, মূল, পত্র

বা অন্ন ভোজন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বনে অনাহারে অবস্থান করিয়া আমাদিগের আবালবৃদ্ধ সমুদয় পরিবারকে অধর্ম্মে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে। আমাদিগের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই; কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণমাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের পূজা, অতিথি ও বন্ধুবর্গের ভোজন না হইলে কেহ কখন অন্ন গ্রহণ করে নাই।'

"তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে নাগগণ! আপনাদিগের প্রযত্নেই আমার আহার করা হইয়াছে। নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আট দিন পরে সেই পন্নগরাজ আগমন না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আহার করিব। তাঁহার আগমনের নিমিত্তই আমি এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনারা অনুতাপ পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে গমন করুন। আমার এই ব্রতের বিঘ্ন করা আপনাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে।' ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায় অবগত হইয়া, কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিতমনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।"

৩৬০তম অধ্যায়
নাগনিকটে পত্নীকর্ত্তৃক দ্বিজবার্ত্তানিবেদন

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ হইলো, পন্নগরাজ কৃতকার্য্য ও সূর্য্যকর্ত্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদপ্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নাগরাজ পতিব্রতা পত্নীকে সমীপে সমুপস্থিত দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা ও অতিথিদিগের পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি স্ত্রীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্ম হইতেই পরিভ্রষ্ট হও নাই ত'?

"তখন নাগভার্য্যা কহিলেন, 'নাথ! গুরুশুশ্রূষা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাক্য প্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অতিথিসেবা বৈশ্যের, ত্রিবর্ণওয়া শূদ্রের, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা [সকল প্রাণীর হিতসাধনের ইচ্ছা] গৃহস্থের; পরিমিতাহার, যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযম সমুদয় বর্ণের; "আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইলাম, আমার সহিতই বা কাহার সম্বন্ধ আছে" এইরূপ চিন্তা করা মোক্ষাশ্রমীর এবং পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেন্দ্র! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমাকে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ বলিয়া অবগত হইয়াছি; অতএব কি নিমিত্ত আমি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব? আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দেবতাদিগের পূজা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য পঞ্চদশ দিবস হইল, এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য উপলক্ষে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোনরূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতীতীরে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া

গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়াছি; অতএব এক্ষণে অবিলম্বে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। ”

৩৬১তম অধ্যায়
ক্রোধের দোষদর্শন—নাগ-নাগপত্নীসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, “নাগপত্নী এই কথা কহিলে নাগরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘প্রিয়ে! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি স্থির করিয়াছ? তিনি কি মনুষ্য, না কোন দেবতা মনুষ্যাকার ধারণপূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন? আমার বোধ হয়, তিনি মনুষ্য নহেন। কারণ, মনুষ্য কখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়া আমাকে আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিদিগের অপেক্ষা নাগসমুদয় মহাবলপরাক্রান্ত, সমধিক বরদ [বরদাতা] ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কখনই আমাদিগের সন্দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।’

‘তখন নাগপত্নী কহিলেন, ‘নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে অবগত হইয়াছি যে, তিনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে জলাভিলাষী চাতকের ন্যায় আপনার দর্শনাভিলাষে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন, আপনার অদর্শননিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তিই অতিথির প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না; অতএব নৈসর্গিক রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলিত করিয়া আপনাকে ক্লেশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশাযুক্ত ব্যক্তিদিগের আশা পরিপূরণপূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জ্জন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌনদ্বারা জ্ঞানলাভ, দানদ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবাক্যদ্বারা বাগ্মিতা ও পরলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। ভূমিদান করিলে শুভফললাভ হয়। আত্মহিতকর ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

নাগরাজ কহিলেন, ‘প্রিয়ে। আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভুজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। দেখ, ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল প্রতাপশালী দশানন রোষপরবশ হইয়া রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম “অন্তঃপুরমধ্যস্থিত কামধেনু প্রত্যাহরণ করিয়াছেন” শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রগণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছেন।

‘এক্ষণে আমি তোমার বাক্যশ্রবণে শ্রেয়োনাশক তপস্যার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি। আজ তুমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকার করিলে। এক্ষণে তোমার সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিয়া আমি আপনাকে শ্লাঘ্য বিবেচনা করিতেছি। অতঃপর

আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলিলাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতে কৃতার্থ সমর্থ হইবেন।' "

৩৬২তম অধ্যায়

দ্বিজনাগসাক্ষাৎকার—কথোপকথন

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর ভুজঙ্গরাজ 'ব্রাহ্মণ কোন্ কার্য্য অনুরোধে আগমন করিয়াছিলেন' মনে মনে ইহাই আন্দোলন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক আপনার এ স্থানে আগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আপনি এই নির্জ্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন?

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহাত্মন্! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি কোন কার্য্যানুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার আলয়ে শুনিলাম, তিনি সুর্য্যের নিকট গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিয়া এবং যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহারই ক্লেশ ও অমঙ্গল রিণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

"তখন নাগরাজ কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব? আমি পরিবারবর্গের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বিশ্বস্তমনে আমাকে যে-কোন কার্য্যে নিযুক্ত করুন, আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার মঙ্গলের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।

'ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার দর্শনলাভপ্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার দৃশ অনুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি শশাঙ্ককরসঙ্কাশ আত্মপ্রকাশিত যশসমূহদ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত করিয়াছেন। এক্ষণে ক্যাপনার সূর্য্যলোকগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিব।"

৩৬৩তম অধ্যায়
দ্বিজজিজ্ঞাসায় নাগকর্ত্তৃক—সূর্য্যলোকবর্ণন

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'নাগরাজ! আপনি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকেন। যদি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"নাগ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! ভগবান্ ভাস্কর বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ। তাহা হইতে ভূতসমুদয় নির্গত হইয়াছে। তাহা হইতে সমীরণ নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহারাই রশ্মি নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছে। সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদিরূপে পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করি।। বাস করে, সেইরূপ উহার রশ্মিজালে দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। পরমাত্মা উঁহার মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া লোকসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। উঁহার নামে কৃষ্ণবর্ণ একটি রশ্মি আছে। ঐ রশ্মি জলদরূপে নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে।

'দিবাকর বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আটমাস কিরণজালদ্বারা পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন। অনাদিনিধন" স্বয়ং নারায়ণ হাতে বাস করিতেছেন। আমি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত থাকিয়া এই সমুদয় অপেক্ষা আর একটি যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন।

'একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন, এমন সময় আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকসকলকে উদ্ভাসনপূর্ব্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলে তিনিও দিনকরের সম্মানরক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাহার আর কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন! এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন, ইনি কে?' "

৩৬৪তম অধ্যায়
উঞ্ছব্রতধারী বিপ্রের সূর্য্যলোকলাভ—প্রশংসা

"নাগ বলিলেন, "আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সূর্য্য কহিলেন, তোমরা এই যে তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইনি দেবতা, অগ্নি, সর্প বা অসুর নহেন।

ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণপত্র ও বায়ুভক্ষণ এবং সলিলপান, উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারণ, স্বর্গফলকামনা ও সংহিতাপাঠদ্বারা মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতি নিরীহ ও সর্ব্বভূতের হিতাভিলাষী। যাঁহারা সম্পত্তি লাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগমধ্যে কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

'হে ব্রহ্মন্! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।' "

৩৬৫তম অধ্যায়
নাগ-বিপ্রের পরস্পর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদায়

"তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই। আপনার অর্থযুক্ত বাক্যশ্রবণে সৎপথ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনি ভৃত্য প্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব করিবেন।'

"নাগ কহিলেন, ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি যে নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আপনি আমাকে সম্ভাষণ করিয়া গমন করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমাকে দর্শন করিয়াই গমন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি আপনার যেরূপ ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই। যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার সমুদয় পরিবারই আপনার অধিকৃত।

"তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। দেবগণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণীগণ সকলকেই একমাত্র পরমব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাতে ও আমাতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, পূর্ব্বে আমি পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি পরমসুখে কালযাপন করুন, আমি চলিলাম। অতঃপর আমি পরমার্থলাভের প্রধান উবৃত্তি অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই।"

৩৬৫তম অধ্যায়
মহর্ষি চ্যবননিকটে বিপ্রের দীক্ষাগ্রহণ

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ নাগরাজকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দীক্ষালাভের অভিলাষে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কারসম্পাদনপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মহর্ষি চ্যবন জনকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করেন। পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণগণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। পরশুরামের সহিত আমার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে বসুগণ আমার নিকট এই পবিত্র কৃথা কহিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমাকে আশ্রমীদিগের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই উঞ্ছবৃত্তি উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম।”

মোক্ষধর্ম্মপাধ্যায় সমাপ্ত
শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

অনুশাসনপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

অনুশাসনপৰ্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়

আনুশাসনিকপাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

রাজা যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট আনুপূর্ব্বিক মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! আপনি বহুবিধ সূক্ষ্ম শমগুণের কথা কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আমি উহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াও শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। অজ্ঞাননিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে?

ভীষ্মের শরপীড়াসম্ভাবনায় যুধিষ্ঠিরের খেদ

"হে পিতামহ! আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধিরপ্রবাহ বর্ষণ করিয়া আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোনক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্তই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মসৃণভাব [মলিন ভাব-পদ্মের পরাগ বর্ষার ধারায় ধুইয়া গিয়া সৌগন্ধাদির অভাব ঘটায় পদ্মের প্রভাহানি হয়।] প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইহাদিগের এইরূপ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

"হায়! আমরা উভয়পক্ষ ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কি প্রকার দুর্গতিলাভ করিতে হইবে। দুর্য্যোধন আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিল না, ইহা তাহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমিই আপনার ও সুহৃদগণের এইরূপ বিপৎপাতের প্রধান কারণ। আমি আপনাকে বিষন্নবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশয্যায় শয়ন করিয়া আমা অপেক্ষা সুখী হইয়াছে। আজ তাহাকে আপনার এই সমরশয্যা নিরীক্ষণ করিতে হইল না। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রাণধারণ অপেক্ষা মৃত্যুলাভ করাই শ্রেয়। যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত শত্রুশরে কলেবর পরিত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমায় আপনাকে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি আমাদের হিতানুষ্ঠানবাসনায় তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্মসান্ত্বনা—কাল-মৃত্যু-ব্যাধ-গৌতমী-সর্পকথা

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। এই স্থলে কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত মৃত্যু ও গৌতমীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বকালে গৌতমীনামে শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্ঠির ন্যায় তাঁহার একটিমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করাতে সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনকনামক এক ব্যাধ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই সর্পকে স্নায়ুপাশে [নাড়ীদ্বারা নির্ম্মিত রজ্জুতে] বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! এই পন্নগাধম তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে বল, ইহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিব। এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণরক্ষা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; অতএব শীঘ্র বল, ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?’

হিংসায় গৌতমীর উপেক্ষা--ব্যাধের আগ্রহ

“তখন গৌতমী কহিলেন, “অর্জ্জুনক! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ; ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোকলাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে পাপভারে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গমকে বধ করিলে আমার পুত্র কদাচ জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবনরক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব এরূপ স্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্ত কালের নিমিত্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে?'

“ব্যাধ কহিল, ‘দেবি! আমি তোমার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। গুরুলোকেরা স্বভাবতই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যেরূপ কহিতেছ, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে তুমি আমাকে আজ্ঞা কর, আমি এখনই এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করিব। যাঁহারা শান্তগুণাবলম্বী তাঁহারাই উপস্থিত স্বপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতীকারপরায়ণ, তাঁহাদিগের শোকানল শত্রুনাশদ্বারাই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আর যাহারা এই উভয়গুণবিরহিত, তাহারা মোহবশতঃ প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ কর।

“গৌতমী কহিলেন, ‘ব্যাধ! মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাচ কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মারা সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া সর্প উহাকে দংশন করিয়াছে; সুতরাং আমি এক্ষণে কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণসংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; ক্রোধ হইতে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হয় নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক এই ভুজঙ্গকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর।

"ব্যাধ কহিল, 'ভদ্রে! শক্রবিনাশদ্বারা যে ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রুকে সংহার করিয়া অচিরাৎ ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার শুত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

"গৌতমী কহিলেন, 'ব্যাধ! এই ভুজঙ্গমকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই আমার কি ফললাভ হইবে? অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"ব্যাধ কহিল, 'সুভগে! এই একমাত্র ভুজঙ্গমকে বিনাশ করিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে। অতএব বহু লোকের জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোনক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বে এই পাপকে বিনাশ করা উচিত।'

"গৌতমী কহিলেন, 'ব্যাধ! এই সর্পের প্রাণসংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জ্জীবিত হইবে না; আর ঐ কার্য্যদ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।'

"ব্যাধ কহিল, 'ভদ্রে! সুররাজ ইন্দ্র বৃত্তাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি সুরগণের অনুকরণপূর্ব্বক অশঙ্কিতচিত্তে অবিলম্বে এই শত্রুকে বিনাশ কর।'

ব্যাধের সর্পবধে নির্ব্বন্ধ—সর্প-ব্যাধসংবাদ

"ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে গৌতমীকে এইরূপ বারংবার কহিলেও তাঁহার মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ঐ সময় সেই পাশনিপীড়িত ভুজঙ্গম কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'অরে মূর্খ! এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন; মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। অতএব এই শিশুর বিনাশনিবন্ধন যদি কাহাকেও দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে দোষী হইবে।

"লুব্ধক [ব্যাধি] কহিল, 'সর্প! যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে; তথাপি তুমিও ইহার এক প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালকবিনাশের কারণ; অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

"সর্প কহিল, 'লুব্ধক! চক্রদণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ। সুতরাং কিরূপে আমাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ? আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক [নিয়োগকর্ত্তা—যোজনাকারী], তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ

পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্বনিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্যকারণ ভাব সংঘটন হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।'

"লুব্ধক কহিল, 'সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ বটে, তথাপি তিনি কখন ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসমুদয় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।'

"সর্প কহিল, লুব্ধক! প্রযোজক [যিনি কার্য্য করান, তিনি প্রযোজক, প্রযোজক মুখ্যকর্ত্তা; যিনি কার্য্য করেন, তিনি প্রযোজ্য, প্রযোজ্য গৌণকর্ত্তা] কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়াসাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশুবিনাশবিষয়ে আমি প্রযোজ্য বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোয়ী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিতে পার।

"লুব্ধক কহিল, 'অরে পন্নগাধম! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুঘ্ন [শিশুঘাতী]। আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব। আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস?

"সর্প কহিল, 'হে ব্যাধ! যেমন ঋত্বিকগণ যজমানকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধিকারী হয়েন না, আমিও তদ্রূপ মৃত্যুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণসংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই এই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি; সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব?'

মৃত্যুর আত্মদোষক্ষালন—সর্পমৃত্যুসংবাদ

"সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা [তর্কবিতর্ক] করিতেছে, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভুজঙ্গম! আমি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি আমরা কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী! স্বর্গ বা মর্ত্যভূমিতে যেসকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদয় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, জল, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমারযুগল, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য এ সমুদয় সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! তুমি এই সমুদয় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?

“সর্প কহিল, ‘হে মৃত্যো! আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র কহিতেছি যে, আপনিই আমাকে ঐ শিশু-বধার্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষপ্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

“পাশনিবদ্ধ ভুজঙ্গম মৃত্যুকে এই কথা কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, “বনচর! তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব নিরপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।’

“ব্যাধ কহিল, ‘সর্প! আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি তোমরা উভয়েই এই বালকবধের কারণ হইয়াছ; তোমাদিগের তুল্য সাধুদিগের দুঃখকর, দুরাত্মা ও ক্রূর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাতিত করিব।

“মৃত্যু কহিলেন, ‘নিষাদ [ব্যাধ]! আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।’

“ব্যাধ কহিল, ‘মৃত্যো! যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত’কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারীর নিন্দা করা বিধেয় নহে।’

“মৃত্যু কহিলেন, ‘বনচর [ব্যাধ]! আমি ত’ পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে, প্রাণীগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, অতএব উপকারীর স্তুতি বা অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আমরা কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না।’

কালের বাক্যে প্রশ্নমীমাংসা—কর্ম্মের প্রাধান্য

“মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, ‘নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প আমরা কেহই এই বালক বিনাশবিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতঃ অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে; অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন মনুষ্য কর্ম্মসমুদয়ের বশীভূত, কর্ম্মসমুদয়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ডদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটশরাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।’

'কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোক সমুদয়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্মদোষেই নিহত হইয়াছে; আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর।'

"হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন, অর্জ্জুনক ব্যাধ শোকবিহীন সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও এক্ষণে মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত বিবেচনা করিয়া, শোকবিহীন হইয়া শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্বকার্য্যনিবন্ধ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব স্ব কর্ম্মবশতই তাঁহাদিগকে কালপ্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।"

২য় অধ্যায়

মৃত্যুজয়প্রশ্ন—ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুর্য্যোধননৃপকথা

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্ম এইরূপ উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির শোক-বিহীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "পিতামহ! সমুদয় শাস্ত্রই আপনার পরিজ্ঞাত আছে, আমি আপনার নিকট এই অপূৰ্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীত হইয়াছি। এক্ষণে পুনৰ্ব্বার ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। অতএব গৃহস্থ কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, তাহা আপনি সবিস্তর কীৰ্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূৰ্ব্বে প্রজাপতি মনুর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাহিষ্মতীগর্ভসম্ভূত সত্যধৰ্ম্ম পরায়ণ মহারাজ দশাশ্ব তাঁহার দশম পুত্র। দশাশ্বের ঔরসে মহারাজ মদিরাশ্বের জন্ম হয়। ঐ মহাত্মা সত্য, তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুৰ্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। উঁহার পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের পুত্র দেবরাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোকবিশ্রুত ধর্ম্মপরায়ণ সুবীর; সুবীরের পুত্র শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা সুদুর্জ্জয়। ঐ সুদুর্জ্জয়ের ঔরসে সংগ্রামনিপুণ অসামান্য-বলশালী দুর্য্যোধননামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যে দেবরাজ সুচারুরূপে বারিবর্ষণ করিতেন। তাঁহার নগর সৰ্ব্বদাই বিবিধ ধন, রত্ন, পণ্য ও পশুতে পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে কোন ব্যক্তিই কৃপণ, দরিদ্র, পীড়িত বা কৃশ ছিল না। সকলেই সদ্ব্যবহারনিরত, প্রিয়বাদী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ধৰ্ম্মপরায়ণ, অনৃশংস, পরাক্রান্ত, শ্লাঘাবিহীন, যাজ্ঞিক, দমগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরাবমানবিরত [পরের অপমানকার্য্যে বিমুখ], দাতা ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন। দেবনদী নৰ্ম্মদা স্বয়ং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের সুদর্শনানামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার তুল্য রূপবতী রমণী আর। কখন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অগ্নির দুর্য্যোধনকন্যা সুদর্শনার পাণিগ্রহণ

"একদা ভগবান হুতাশন সেই রাজকন্যার রূপলাবণ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমনপূৰ্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে দরিদ্র ও আপনার অসবর্ণ বিবেচনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না। দুর্য্যোধন প্রত্যাখ্যান করাতে হুতাশন নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহারাজ দুর্য্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বিপ্রগণ! যখন অগ্নি আমার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না, তখন

নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার অথবা আপনাদের অতি গুরুতর পাপ আছে। অতএব আপনারা বিশেষরূপে ইহার কারণানুসন্ধান করুন।'

নরপতি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সংযত ও বাগ্‌যত হইয়া পাবকের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন রজনীযোগে শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখেই আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ! আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি তিনি আমাকে কন্যাদানে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে আমি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইব।

'হুতাশন এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নরপতির নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রহ্মাদি ঋত্বিকগণের মুখে অনলের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবান্ হুতাশনের উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনাকে কন্যাদান করিব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনাকে সর্ব্বদা আমার আলয়ে অবস্থান করিতে হইবে। তখন ভগবান হুতাশন মূর্ত্তিমান হইয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পরম-আহ্লাদে স্বীয় কন্যা সুদর্শনাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে সম্প্রদান করিলেন। অগ্নিও যজ্ঞকালীন বেদবিহিত বসুধার ন্যায় সেই কন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার রূপলাবণ্য, বয়ঃক্রম ও কুলশীলাদি দ্বারা একান্ত প্রীত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার আবাসে বাস করিয়া পুত্রোৎপাদনবিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি অদ্যাপি মাহিষ্মতী পুরীতে ভগবান্ হুতাশন বিদ্যমান আছেন। তোমার কনিষ্ঠভ্রাতা সহদেব দিগ্বিজয়-সময়ে মাহিষ্মতীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

সুদর্শনানন্দন সুদর্শনের মৃত্যুজয়বাসনা

"কিয়দ্দিন পরে সুদর্শনা অগ্নির সহযোগে এক পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের নাম সুদর্শন হইল। সুদর্শন বাল্যাবস্থাতেই সমুদয় বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ঐ সময় নৃগের পিতামহ রাজা ওঘবানের ওঘবতীনামে এক কন্যা এবং ওঘরথনামে এক পুত্র হইয়াছিল। নরপতি, ওঘবান্, সেই দেবকন্যাসদৃশ কন্যাকে মহাত্মা সুদর্শনের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তখন ধীমান্ সুদর্শন গৃহস্থাশ্রমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ওঘবতীর সহিত পরমসুখে কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

'একদা মহাত্মা অগ্নিতনয় 'গৃহাশ্রমে থাকিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওঘবতীকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি কদাচ অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না। অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাহাই করিবে। অধিক কি, অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইও না। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অবিচলিতচিত্তে ইহা প্রতিপালন কর। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি, তুমি কদাচ অতিথির অবমাননা করিও না। তখন ওঘবতী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'নাথ! আপনি যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা আমার কখনই অকর্ত্তব্য

বলিয়া বোধ হইবার নহে। সুদর্শন মৃত্যুজয়াভিলাষে ভার্য্যাকে এই আদেশ করিলে, মৃত্যু তাঁহাকে পরাজয় করিবার মানসে, রন্ধ্রান্বেষী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অতিথিরূপধারী ধর্ম্মের সুদর্শনাপরীক্ষা

"অনন্তর একদা হুতাশনতনয় কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হইলে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ওঘবতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'অয়ি বরবর্ণিনি! আজ আমি তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। যদি গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মে তোমার শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে আমার সেবা কর।'

"অতিথি ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, 'রাজকন্যা ওঘবতী তাঁহাকে আসন ও পাদ্যাদি প্রদান করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন। আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।'

"তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'রাজনন্দিনী! আমি তোমার সহিত সম্ভোগবাসনা করি। যদি গৃহস্থাশ্রমে তোমার যথার্থ বক্তি থাকে তাহা হইলে তুমি আত্মপ্রদানপূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর।' অতিথি ঐরূপ বিসদৃশ প্রার্থনা করিলে রাজকন্যা তাঁহাকে অন্যান্য নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ওঘবতী স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া অতি লজ্জিতভাবে অতিথির বাক্য স্বীকার করিলেন; অতিথিও তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

"ঐ সময় দ্বিজবর সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক 'প্রিয়ে! কোথায় গমন করিলে' বলিয়া বারংবার স্বীয় পত্নীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ওঘবতী তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অতিথি তাঁহাকে করদ্বারা স্পর্শ করাতে তিনি আপনাকে উচ্ছিষ্ট বিবেচনা করিয়া নিতান্ত লজ্জিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন সুদর্শন পুনরায় পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিল? তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমার আর কিছুই নাই। সেই সরলহৃদয়া পতিপ্রাণা ওঘবতী কি নিমিত্ত আজ পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যবদনে আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না?'

'সুদর্শন পত্নীকে বারংবার এইরূপ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলে কুটীরস্থিত অতিথি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন! আমি একজন ব্রাহ্মণ, অতিথিরূপে আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি। আপনার এই সহধর্ম্মিণী বিবিধ অতিথি সৎকারদ্বারা আমার তুষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক আমার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য সংসাধন করিতেছেন, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।'

"হে ধর্ম্মরাজ! হুতাশনতনয় যখন কাষ্ঠ লইয়া গৃহে আগমন করেন, সেই সময় মৃত্যু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিবামাত্র 'সুদর্শন ব্রতভঙ্গপাপে [অতিথির উদ্দেশে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিভঙ্গ পাপে] দূষিত হইলেই উহাকে বিনাশ করিব' মনে করিয়া লৌহমুষল উদ্যত করিয়া রহিলেন। তখন সুদর্শন কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্যমুখে অতিথিকে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি পরমসুখে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অসন্তোষ

নাই। অতিথিসৎকার করাই গৃহস্থের পরমধর্ম্ম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতিথিকে স্বীয় প্রাণ, ভার্য্যা ও আমার যাহা কিছু ধন আছে, সমুদয়ই প্রদান করিব। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল ও দিক্ সমুদয় প্রাণীগণের দেহে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগের পাপপুণ্যসকল প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব যদি আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে উহারা আমাকে রক্ষা করুন, নচেৎ এক্ষণেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলুন।' সুদর্শন এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে 'হে ব্রহ্ম! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে' বলিয়া দৈববাণী হইতে লাগিল।

ধর্ম্মবরে সস্ত্রীক সুদর্শনের অমরপুরে প্রবেশ

"অনন্তর সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বীয় কলেবরপ্রভাবে ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া সমুত্থিত বায়ুর ন্যায় সহসা সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের সন্নিহিত হইয়া গম্ভীরস্বরে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুদর্শন! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম; তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি এই ব্রতপালন প্রভাবে তোমার অনুবর্ত্তী এই মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। এই মৃত্যু সততই তোমার রন্ধ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি স্বীয় অসাধারণ ধৈর্য্যপ্রভাবে ইহাকে বশীভূত করিলে। তোমার এই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কেহই নাই। ইনি তোমার গুণগ্রাম ও স্বীয় পাতিব্রত্যধর্ম্ম দ্বারা সতত রক্ষিত হইতেছেন; ইঁহার ব্রত ভঙ্গ করে কাহার সাধ্য? অতঃপর ইনি যাহা বলিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী রমণী তপোবলে লোকসকলকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ওঘবতীনদীনামে প্রাদুর্ভূত হইবেন। ইঁহার অর্দ্ধশরীর নদীরূপে পরিণত ও অর্দ্ধশরীর তোমার অনুগামী হইবে। যে যে লোকে গমন করিলে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তুমি এই দেহে ইঁহার সহিত সেই সমস্ত নিত্যলোক লাভ করিবে।

'হে সুদর্শন! তুমি গার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রভাবে কাম, ক্রোধ ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ এবং তোমার সহধর্ম্মিণীও নিরন্তর তোমাকে শুশ্রূষা করিয়া স্নেহ, অনুরাগ, তন্দ্রা ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সূক্ষ্মভূতময় [সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান প্রাণীময়] লোকসমুদয় লাভ হইবে।

"ধর্ম্ম তপোধন সুদর্শনকে এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র শুক্ল অশ্ব-সংযোজিত রথ লইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক সুদর্শন ও তাঁহার পতিপ্রাণী সহধর্ম্মিণীকে তাহাতে আরোপিত করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অতিথিসেবা-প্রশংসা

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সুদর্শন অতিথিসৎকারদ্বারা গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মৃত্যু, আত্মা, লোকসমুদয়, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, কাল, মন, আকাশ, কাম ও ক্রোধ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহস্থের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি অতিথি যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া গৃহস্থের

শুভানুধ্যান করেন, তাহা হইলে উহা শত যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি কোন গৃহস্থ সচ্চরিত্র অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সৎকার না করে, তাহা হইলে সেই অতিথি তাহাকে আপনার সমগ্র পাপ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট গৃহস্থ যেরূপে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান আয়ুষ্কর, যশস্কর ও পাপনাশক সম্পদ্‌ভার্থী, ব্যক্তি উহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। যিনি প্রতিদিন এই সুদর্শনচরিত কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অতি পবিত্র লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।”

৩য় অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের বিশ্বামিত্রব্রাহ্মণত্ব-শ্রবণেচ্ছা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের ব্রাহ্মণ্যলাভ করিবার অধিকার নাই, তবে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্যত্বলাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

‘অমিতপরাক্রম মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপোবলে মহর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্রের যুগপৎ প্রাণসংহার এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমোপম অসংখ্য রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা হইতে ইহলোকে ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কুল পবিত্র কুশিকবংশ সংস্থাপিত হইয়াছে, ঋচীকপুত্র মহাতপাঃ শুনঃশেফ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে ব্যাধরূপে পরিগণিত হইলে ঐ মহাত্মাই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র আত্মাতেজঃপ্রভাবে যজ্ঞে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ মহাত্মার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির পঞ্চাশৎপুত্র দেবরাজকে জ্যেষ্ঠভ্রাত বলিয়া নমস্কার না করাতে উঁহারা অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব মহারাজ ত্রিশঙ্কু গুরুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত হইয়া দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিলে ঐ কুশিকবংশাবতংস মহানুভবই তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও অমরগণনিষেবিত পবিত্র কৌশিকীনদী তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। রম্ভানাম্নী অপ্সরা ঐ মহাত্মার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত উঁহার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া উঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়াছিল। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ মহাত্মার ভয়ে আপনাকে পাশাবদ্ধ করিয়া এক নদীমধ্যে নিমগ্ন ও কিয়ৎপরে পাশবিমুক্ত হইয়া উহা হইতে উত্থিত হয়েন। সেই নদী অদ্যাপি বিপাশানামে বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যাজনক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিলে তিনি প্রীতমনে তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কুশিকবংশতিলক মহাত্মা উত্তরদিক্ অবলম্বন করিয়া মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মর্ষিগণমধ্যে সর্ব্বদা তারারূপে শোভা পাইতেছেন। আমি তাঁহার এই সমুদয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যারপরনাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাত্মা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ্যত্ব লাভ করিলেন? মতঙ্গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই যত্ন করিয়াও ব্রাহ্মণ্যত্বলাভে সমর্থ

হয়েন নাই; কিন্তু বিশ্বামিত্রের কিরূপে উহা লাভ হইল, তাহা আপনি আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

৪র্থ অধ্যায়

বিশ্বামিত্রচরিত্র—গাধিবংশ বর্ণন

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"ভরতবংশে আজমীঢ়নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞিক মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আত্মজের নাম জহ্নু [গঙ্গা]। দেবী জাহ্নবী ঐ মহাত্মার দুহিতৃত্ব [কন্যাত্ব] স্বীকার করিয়াছিলেন। জহ্নুর সিন্ধুদ্বীপনামে গুণসম্পন্ন এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল বলাকাশ্বের জন্ম হয়। বলাকাশ্বের বল্লভনামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় এক পুত্র জন্মে। দেবরাজসদৃশ প্রভাব মহারাজ কুশিক সেই বল্লভের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কুশিকের পুত্র শ্রীমান্ গাধি। গাধি নিঃসন্তান হওয়াতে সন্তানকামনায় অরণ্যবাস আশ্রম করিয়াছিলেন। সেই অরণ্যবাসকালে তাঁহার সত্যবতীনামে এক অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা জন্মে। কিয়দ্দিন পরে ঐ কন্যা যৌবনবতী হইলে মহর্ষি চ্যবনের আত্মজ তপঃপরায়ণ ঋচীক গাধির নিকট সত্যবতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন কিন্তু মহারাজা গাধি ঋচীককে দরিদ্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। গাধিরাজ অসম্মত হওয়াতে মহাত্মা ঋচীক ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন মহারাজ গাধি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন। যদি আপনি আমাকে শুল্ক প্রদানে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি।'

"তখন ঋচীক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমাকে কি শুল্ক প্রদান করিব, তাহা তুমি অবিলম্বে ব্যক্ত কর।' গাধি কহিলেন, 'তপোধন! আপনি আমাকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় ধবল, বায়ুবেগগামী, শ্যামৈককর্ণ, সহস্র অশ্ব প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যাদান করিব।

মহর্ষি ঋচীকের গাধিকন্যা সত্যবতীপরিণয়

গাধিরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ঋচীক অচিরাৎ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেব! আমি আপনার নিকট চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল, বায়ুবেগগামী, শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব ভিক্ষা করিতেছি, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন।' ঋচীক এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র জলেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন, 'তপোধন! তুমি যে স্থলে ইচ্ছা করিবে, তথা হইতেই এইরূপ সহস্র অশ্ব উত্থিত হইবে।' তখন মহর্ষি ঋচীক বরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কান্যকুব্জের অদূরে জাহ্নবীতীরে গমনপূর্ব্বক এই স্থান হইতে 'অশ্ব সমুদয় উত্থিত হউক' বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিবামাত্র জাহ্নবী হইতে সহস্র অশ্ব

সমুত্থিত হইল। যে স্থান হইতে ঐ সমস্ত অশ্ব উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি অশ্বতীর্ণনামে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

"অনন্তর মহর্ষি ঋচীক পরমপ্রীত হইয়া গাধির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সকল অশ্ব শুল্ক প্রদান করিলেন। মহারাজ গাধি তদ্দর্শনে যারপরনাই বিস্মিত ও পাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার দুহিতাকে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীক শাস্ত্রানুসারে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী মহর্ষিকে পতিত্বে লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সত্যবতীর পুত্র ও ভ্রাতৃলাভার্থ চরুদ্বয় দান

"একদা ঋচীক সহধর্ম্মিণীর আচার-ব্যবহারে পরমপ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার অচিরে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।' তখন সত্যবতী মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া নম্রমুখে ভর্ত্তার বর প্রদানবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। গাধিরাজমহিষী কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে! তোমার ভর্ত্তা আমাকেও এক পুত্ররত্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। সেই মহাতপাঃ নিশ্চয়ই আমাকে পুত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন।'

"জননী এই কথা কহিলে সত্যবতী দ্রুতপদসঞ্চারে স্বামিসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট মাতার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি ঋচীক পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার জননী আমার অনুকম্পায় অচিরাৎ এক গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন। তুমি তোমার মাতার নিমিত্ত আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি কদাচ তাহা নিষ্ফল করিব না। আর আমি সত্যই কহিতেছি, তোমার গর্ভে আমার বংশধর এক গুণবান্ শ্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার জননী ঋতুস্নাতা হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষ ও তোমাকে ঋতুস্নানের পর উড়ম্বরবৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর আমি মন্ত্রপূত করিয়া এই দুইটি চরু প্রদান করিতেছি, এই দুইটি তোমাকে ও তোমার জননীকে যথাক্রমে ভক্ষণ করিতে হইবে; তাহা হইলে তোমাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইবে।' মহর্ষি এই বলিয়া কাহাকে কোন্ চরুটি ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

"তখন সত্যবতী পরম পরিতুষ্ট হইয়া জননীর নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মাতঃ! মহর্ষি ঋচীক আমাকে এই চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগকে এই দুইটি ভক্ষণ এবং ঋতুস্নানের পর তোমাকে অশ্বত্থবৃক্ষ ও আমাকে উডুম্বরবৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে।' সত্যবতী এই কথা কহিলে মাতা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! আমি তোমার স্বামী অপেক্ষা পূজ্যতর; অতএব তুমি আমায় প্রতিপালন কর। তোমার স্বামী, যে এই মন্ত্রপূত চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তোমার চরুটি আমাকে সমর্পণ ও আমার চরুটি তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর এবং তিনি তোমাকে যে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, আমি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিব এবং আমাকে যেটি আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, তুমি সেইটি আলিঙ্গন করিও। মহর্ষি নিশ্চয়ই স্বয়ং উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের মানসে তোমাকে উৎকৃষ্ট চরু প্রদান ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমার

চরু ভক্ষণ ও তোমার বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে নিশ্চয়ই আমার উৎকৃষ্ট পুত্র হইবে। তুমিও বহুদিনের পর মনোহর সহোদর সন্দর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিবে।

চরুবিপর্য্যয়ে সন্তানবিপর্য্যয়

"অনন্তর সত্যবতী ও তাঁহার মাতা উভয়ে চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস [পর্য্যবাস—উল্টা-পাল্টা] করিয়া ভক্ষণ ও আলিঙ্গন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইল। অনন্তর একদা মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নীর গর্ভের লক্ষণ অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমরা বৃক্ষ ও চরুর বিপর্য্যাস করিয়াছ। আমি চরু প্রস্তুত করিবার সময় তোমার গর্ভে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার জননীর গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবেন মনে করিয়া তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার জননীর চরুতে ক্ষত্রিয়তেজ নিবেশিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা পরস্পর চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করাতে এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার মাতার গর্ভে এক শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবেন এবং তুমি অতি উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়কুমার প্রসব করিবে। যাহা হউক, তুমি মাতৃস্নেহনিবন্ধন চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই।

"ঋচীক এই কথা কহিবামাত্র পতিপ্রাণা সত্যবতী দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া ছিন্নমূলা লতার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, 'নাথ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন যেন, আমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত সন্তান সমুৎপন্ন না হয়। বরং আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা হয়, ক্ষতি নাই। তখন মহাতপাঃ ঋচীক 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে বর প্রদান করিলেন।

পুত্ররূপে পরশুরাম ভ্রাতৃরূপে বিশ্বামিত্রজন্ম

"অনন্তর যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে এবং গাধিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন।

"হে মহারাজ! এই কারণে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও বিকুলপরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। ভগবান মধুছন্দ, দেবব্রত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বস্তু, কালপথ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূল, উলূক, মুদগল, সৈন্ধবায়ন, বল্‌গুজজ্ঘ, গালব, রুচিব, সালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, নারদ, কর্চ্চামুখ, বাহুলি, মুষল, বক্ষোগ্রীব, অনেকনেসম্পন্ন আজ্ঘিক, শিলাযূপ, চক্র, মারুতন্তব্য, বাত, অশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, শুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পর, পৌরব, তন্তু, কপিল, তাড়কায়ন, উপগহন, অসুরায়ণি, শার্দ্দূলায়ন, মার্গকৃষি, হিরণ্যাক্ষ, জজ্ঘারি, বাদ্রবায়ণি, সূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃৎ, অরণিনাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, ববনখ, শয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, মৎস্যাশী, শিরীষী, গর্দ্দভী, উর্দ্ধযোনি, উদাপেক্ষী ও নারদী প্রভৃতি মহাত্মারা বিশ্বামিত্রের পুত্র। উহারা সকলেই বেদজ্ঞ। মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেবল মহর্ষি ঋচীকের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার অন্যান্য যে যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কীর্ত্তন কর, আমি তৎসমুদয় দূর করিব।"

৫ম অধ্যায়
আশ্রয়স্থানের মমতা—ইন্দ্রশুক সংবা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অনৃশংসতা ধৰ্ম্ম ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গুণ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র ও এক শুকপক্ষীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কাশীরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষলিপ্ত বাণ গ্রহণপূর্ব্বক গ্রাম হইতে বিনির্গত হইয়া মৃগয়া করিত। ঐ ব্যাধ একদা মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অনতিদূরে একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় বিষাক্ত বাণ পরিত্যাগ করিল; কিন্তু দৈবাৎ এই বাণ মৃগের উপরে নিপতিত না হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরে পতিত হইল। তরুবর বিষ-মিশ্রিত সুতীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ হওয়াতে ক্রমে তাহার ফল ও পত্রসমুদয় ভূতলে নিপতিত হইল এবং উহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল।

"ঐ বৃক্ষের কোটরে বহুকাল এক ধৰ্ম্মপরায়ণ কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী বাস করিত। ঐ পক্ষী স্বীয় আশ্রয়দাতা বনস্পতিকে শুষ্ক হইতে দেখিয়া উহাকে পরিত্যাগ না করিয়া নিরাহারে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তাহার সহিত শুষ্ক হইতে লাগিল। ভগবান সুরপতি শুকপক্ষীর অলৌকিক কাৰ্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ঐ শুকপক্ষী আশ্রয়দাতা বৃক্ষের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। কি আশ্চৰ্য্য! তিৰ্য্যগ্‌যোনিদিগের মধ্যেও কি এরূপ অনৃশংস ব্যবহার আছে অথবা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীমাত্রেই সদগুণসমুদয় বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা?' দেবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশে সেই শুকপক্ষীর নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিহগরাজ! তুমি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার জননী দাক্ষেয়ীকে চরিতার্থ করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত এই শুষ্কবৃক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া ইহাতে অবস্থান করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।'

"ব্রাহ্মণরূপী সুররাজ এই কথা কহিলে ধৰ্ম্মপরায়ণ শুক তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি; আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত?' তখন ভগবান্ সহস্রাক্ষ সেই শুকপক্ষীর বাক্যশ্রবণে মনে মনে তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাহার বিজ্ঞান বলের যথোচিত প্রশংসা করিয়া পুনরায় তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিহগরাজ! এই অরণ্যে অসংখ্য বৃক্ষ বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগের কোটরসমুদয় সতত পত্রদ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত এই ফলপল্লববিহীন শুষ্কবৃক্ষে বাস করিতেছ? আমার মতে এই মৃতকল্প হতশ্রীকতা [নষ্টশ্রী] ক্ষীণসার জীর্ণবৃক্ষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।'

কর্ত্তব্যপরায়ণ শুকের ইন্দ্রলোকলাভ

"দেবরাজ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল, 'সুররাজ! দেবতার আদেশ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এক্ষণে তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এই বৃক্ষে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া বহুকাল বাস করিতেছি। এই তরুবর আমাকে বালকের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। এই স্থানে শত্রুগণ কখন আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত আমি এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া অনৃশংসতা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া কি নিমিত্ত আমার অধপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতেছেন? দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরমধর্ম্ম আর কিছুই নাই। দয়াই সর্ব্বদা সাধুদিগকে প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ক সংশয় উপস্থিত হইলে দেবগণ আপনাকেই উহা জিজ্ঞাসা করেন, এই নিমিত্ত আপনি দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, অতএব আমাকে এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি, আজ তাহার অসময় দেখিয়া কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিব?'

"মহানুভব শুকপক্ষী এই কথা কহিলে, দেবরাজ অনৃশংসতাধর্ম্ম শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।' তখন শুক কহিল, 'দেবরাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন এই বৃক্ষ অচিরাৎ পূর্ব্ববৎ ফুলপুষ্পে সুশোভিত হয়।'

"ধর্ম্মাত্মা শুক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়া সেই বৃক্ষে অমৃতসেচন করিলেন; বৃক্ষও পূর্ব্বের ন্যায় মনোহর শাখাপল্লব ও ফলে সমাকীর্ণ হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মহাত্মা শুক পরমসুখে সেই তরুকোটরে কিয়ৎকাল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে দেহত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অনৃশংসতাধর্ম্মবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল।

"হে ধর্ম্মরাজ! যেমন মহাত্মা শুকপক্ষীর আশ্রয়বলে বৃক্ষের হিতসাধন হইয়াছে, তদ্রূপ লোকে ভক্তিপরায়ণ সাধুব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে অনায়াসে সমুদয় কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়

দৈব-পুরুষকার—ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোটি শ্রেষ্ঠ তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থূলে ব্রহ্মাবশিষ্ঠসংবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন করিলে ভগবান্ কমলযোনি মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! বীজ ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফললাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখন সুসিদ্ধ হইবার নহে।

"পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ে একত্র সমাগত হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন।

মানবগণ যে শুভকার্য্যবলে সুখ এবং পাপকর্ম্মপ্রভাবে দুঃখ ভোগ করে, ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফললাভ হয়, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই! কার্য্যকুশল ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিভা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তপানুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না, কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা [মনের উচ্চভাব] প্রভৃতি সমুদয় লাভ করিতে পারা যায়।

"জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নাগগণ, যক্ষসমুদয় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাসকল একমাত্র পৌরুষবলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই অর্থ, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীকতা [সৌন্দর্য্য] লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণ শৌচ, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম, বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবাদ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান বিষ্ণু দেবাসুরসঙ্কুল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপানুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না, সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীবপতি সহবাসের ন্যায় তাহার সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে।

"পুরুষকারপ্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেরও স্থানসমুদয় অনিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন দেবতারা যে কর্ম্মের

অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোকে দৈব প্রায়ই সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত স্বীয় পরাভবশঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। দেবগণ মহর্ষিদিগের তপস্যার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈবপ্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

"যাহা হউক, দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। যে ব্যক্তির পুণ্যদ্বারা পাপ ও পাপদ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গনরকরূপ পুণ্য-পাপের ফলভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদয় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়।

"দেখ, মহারাজ যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান দৌহিত্রগণকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐলনামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে প্রারোহণ [অসাধারণভাবে আরোহণ] করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহারাজ সৌদাস অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পরশুরাম স্বীয় কর্ম্মদোষে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগনিবন্ধন মহারাজ বসুকে রসাতলে গমন করিতে হইয়াছে। বিরোচননন্দন মহারাজ বলি বিষ্ণুর পুরুষকারবলে দেবগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত হইয়াছেন। মহারাজ জনমেজয় দেবরাজ ইন্দ্রকে পদাঘাত করিতে উদ্যোগ ও ব্রাহ্মণপত্নীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞানবশতঃ বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি দৈব তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। রাজর্ষি নৃগ মহাযজ্ঞে ভ্রান্তিক্রমে এক ব্রাহ্মণকে অন্যস্বামিক গো প্রদান করিয়া কৃকলাসত্ব [কাকলাসদেহ] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধুন্ধুমার গিরিব্রজপুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়া গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

"তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন, কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধমদিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ুসহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকারদ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। যেমন তৈলক্ষয় হইলে দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্ম্মময় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদয় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদযোগপরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন। দানশীল মহাত্মারা নির্দ্ধন হইলেও দেবগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবতারা মনুষ্যদিগের বিবিধ রত্নভূষিত গৃহও

শ্মশানভূমিসদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবলোক যে মনুষ্যলোক হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই।

"ইহলোকে কৰ্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা দৈববলে কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না; দৈবের প্রভুত্ব নাই। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়।

"হে মহর্ষে! এই আমি যোগবলে তোমার নিকট পুরুষকারের সমুদয় ফল কীর্ত্তন করিলাম। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতা-প্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।"

৭ম অধ্যায়
কর্ম্মভেদে পরলোকগতিভেদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে যে সমস্ত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আপনি তৎসমুদয়ের কীর্ত্তন করুন। উহা, জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা মহর্ষিগণেরও গোপনীয়। এক্ষণে আমি দেহান্তে যাহার যে গতিলাভ হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তত্তৎকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচই বিনষ্ট হয় না। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। অভ্যাগত ব্যক্তির কার্য্যসাধনের নিমিত্ত চক্ষু ও মনকে নিয়োগ এবং তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত মিষ্টবাক্যপ্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ [দক্ষিণস্বরূপ পাঁচ প্রকার দ্রব্য দানসাব্যস্ত] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। পথপরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলে প্রচুর ফললাভ হইয়া থাকে। অগ্নিয়ের শয়ন এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে গৃহ ও শয্যা, চীরবল্কলপরিধায়ীদিগকে বসন ও আভরণ আর যোগনিযুক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে রাজার পৌরুষলাভ হয়। সমুদয় রস আস্বাদনে বিরত হইলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি এবং আমিষ পরিত্যাগ করিলে পশু ও পুত্রলাভ হইয়া থাকে। যিনি অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হয়েন, যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্ট গতিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। অতিথিসৎকারের নিমিত্ত পাদ্য, আসন, প্রদীপ, অন্ন ও গৃহ প্রদান করাকেই পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যুদ্ধে গমন ও রণশয্যায় শয়ন করিলে অক্ষয় লোকলাভ হইয়া থাকে।

"দানদ্বারা ধন, মৌনাবলম্বনদ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্যাদ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা জীবন এবং অহিংসাদ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করিবে। যাঁহারা কেবল ফলমূল

ভক্ষণ করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা পত্রমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সুখলাভ করিয়া থাকেন। শাকমাত্র ভক্ষণ করিলে গোধন, তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ, স্ত্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনবার স্নান ও বায়ুভক্ষণ করিলে যজ্ঞফল, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে স্বর্গ এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া সলিলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্রাদি মন্ত্রপাঠ করিলে সুরলোক লাভ করিতে পারেন। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রতসাধনের নিমিত্ত ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বৎসর তীর্থপর্য্যটন করিলে দুঃখনাশ ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নির্ব্বোধেরা যাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, কলেবর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকর রোগবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে অকপটে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়।

"বৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনুমধ্যে আপনার জননীর নিকট গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত না হইয়াও যথাসময়ে বিকশিত ও সুপক্ক হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদয় প্রকৃত সময়ে নিঃসন্দেহ পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশকলাপ জীর্ণ ও দন্তসমুদয় শীর্ণ এবং কর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদয় বিকল হইয়া যায়; কিন্তু তাহার বিষয়বাসনা কিছুতেই অপনীত হয় না। পিতার প্রতি উৎপাদন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও মাতার প্রতি উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করা যায়। উপাধ্যায়কে প্রীত করিতে পারিলে ব্রহ্মের সৎকার করা হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটি বিষয়ের সবিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয়; আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং অতি-প্রফুল্লচিত্তে ঐ বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জয়লাভাদির নিমিত্ত মন্ত্রপ্রয়োগ, দক্ষিণাদান ব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

এই আমি মহাত্মা ব্যাসের বাক্যানুসারে শুভাশুভ-প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। অতঃপর আর কোন বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর।

৮ম অধ্যায়
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব—ভীষ্মের ব্রাহ্মণপ্রিয়তা

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতামহ। ইহলোকে পূজনীয় কে? আপনি কাহাকে নমস্কার করেন? আপনার প্রিয়তরই বা কে এবং বিপদে নিপতিত হইলে কাহার প্রতি আপনার মন প্রধাবিত হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মই যাঁহাদিগের পরম ধন, যাঁহারা স্বাধ্যায়লব্ধ আত্মপ্রত্যয়দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কুলে বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পুরুষপরম্পরাগত কার্য্যভার অক্লেশে বহন করেন, আমি সেই ব্রাহ্মণদিগকে যারপরনাই প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। বিদ্যাবিনীত, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুভাষী, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ ও বক্তা ব্রাহ্মণগণের গভীর স্বরযুক্ত শ্রুতিসুখকর মঙ্গলজনক বাক্য সভামধ্যে নৃপতির সমক্ষেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই রাজসভায় আসীন হইয়া ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করেন, আমি সেই সমস্ত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যিনি ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পূতমনে সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন প্রদান করেন, তিনিও আমার প্রেমাস্পদ।।

"যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু অসূয়াশূন্য হইয়া দান করাই সুকঠিন। এই জীবলোকে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্যক বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দানবীরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে যুধিষ্ঠির! সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, আমি যদি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতাম। অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। অধিক কি, আমি ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ প্রিয়তর জ্ঞান করি, পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকেও সেরূপ জ্ঞান করি না। এক্ষণে এই ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমারও যেন সেই সকল লোক লাভ হয়।

"আমি কখন ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অল্প বা অধিকই হউক, যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি, সেই কার্য্যপ্রভাবেই আজ শরশয্যায় শয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমাকে যে ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে যারপরনাই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। ফলতঃ ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস; এই নিমিত্ত অচিরাৎ অনন্তকালের নিমিত্ত পবিত্র লোকসমুদয় লাভ করিব সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিসেবাই পরমধর্ম্ম, পতিই পরমদেবতা ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরমধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরমদেবতা ও ব্রাহ্মণই পরমগতি। যদি ক্ষত্রিয় শতবর্ষবয়স্ক আর ব্রাহ্মণ দশবর্ষীয় হয়েন, তাহা হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে

ব্রাহ্মণকেই পিতা ও ক্ষত্রিয়কে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হইয়াও ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুর ন্যায় উহাদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ ও অগ্নির ন্যায় উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে।

"সরলপ্রকৃতি, সত্যপরায়ণ, সাধুশীল, সর্ব্বভূতহিতানুষ্ঠান নিরত ব্রাহ্মণগণকে ক্রোধোদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট আপনার ক্রোধবল ও তেজোবল প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের তপোবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর ক্ষত্রিয়ের ক্রোধবলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এই উভয়বিধ বলই অতি ভয়ঙ্কর। তপস্বী ব্রাহ্মণেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনায়াসে শত্রুবিনাশাদি বিষয়ে চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ক্ষত্রিয় উপকারনিরত শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার তেজোবল প্রদর্শন করিলে ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার ঐ উভয় বল নিঃশেষে বিনাশ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। গোপালক যেমন দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক গোসমুদয়কে রক্ষা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত বেদ ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতিপালন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী অর্থ আছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

৯ম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞার ফল—শৃগাল-বানরসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যে দুরাত্মারা ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া অর্থ প্রদান না করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অধিক হউক বা অল্পই হউক, অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করে, ক্লীব ব্যক্তির সন্তানকামনার ন্যায় তাহার সমুদয় আশা এবং সে জন্মাবধি তপস্যা, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি যেসকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয়ই পণ্ড হইয়া যায়। শ্যামবর্ণ একসহস্র অশ্বপ্রদান ভিন্ন ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে শৃগালবানরসংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"একদা এক বানর এক শৃগালকে শ্মশানমধ্যে পূতিগন্ধযুক্ত [পচা দুর্গন্ধযুক্ত] মাংস ভক্ষণ করিতে অবলোকন করিয়া কহিল, 'শৃগাল! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলে যে, এক্ষণে তোমাকে শ্মশানে মৃতজন্তুর মাংস ভোজন করিতে হইতেছে?'

"তখন শৃগাল কহিল, 'কপিবর! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া অর্থ প্রদান করি নাই। সেই কারণে আমাকে এত কুৎসিত শৃগালযোনি লাভ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মৃতজন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে। আমি তোমার নিকট আমার শৃগালযোনি প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত বানরত্ব লাভ করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

"তখন বানর কহিল, 'শৃগাল! পূৰ্ব্বে আমি লোভপ্রযুক্ত সতত ব্রাহ্মণের ফল অপহরণ করিতাম বলিয়া আমাকে বানরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়াছে।'

শৃগাল বানরের পূৰ্ব্বজন্ম—বিপ্রের প্রতি কৰ্ত্তব্য

"হে ধৰ্ম্মরাজ! ঐ বানর ও শৃগাল পূৰ্ব্বে মনুষ্যজন্মে পরস্পর সখ্যভাবসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে কৰ্ম্মদোষে তির্য্যগযোনি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবিশেষবশতঃ উহাদের পূৰ্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। আমি পূৰ্ব্বে স্বীয় উপাধ্যায় ও মহর্ষি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ সৰ্ব্বদা আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন যে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ হইলেও উহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্পণ করা উচিত। ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোনক্রমেই কৰ্ত্তব্য নহে। প্রথমে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষে হতাশ করিলে ব্রাহ্মণ পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তিনি একবার ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠদহনের ন্যায় আশাবিঘাতককে এককালে ভস্মসাৎ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট রাখিলে তিনি সৰ্ব্বদা মহা আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং সৰ্ব্বদা সমুদয় বিষয়ে চিকিৎসকের ন্যায় হিতকারী হয়েন।

"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র, পৌত্র, বন্ধুবান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর, জনপদ প্রভৃতি সমুদয় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের তেজ সূর্য্যকিরণের ন্যায় তীব্র। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়। দান অপেক্ষা মহৎকাৰ্য্য আর কিছুই নাই। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তিসাধন করা হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে দান করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই দানের প্রধান পাত্র। যে কোন সময়ে হউক না কেন, ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পূজা না করিয়া বিদায় করা কদাপি বিধেয় নহে।"

১০ম অধ্যায়

নীচজাতি বেদাদি-উপদেশের অযোগ্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ধৰ্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম, মানবগণ সৰ্ব্বদাই ধৰ্ম্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য নীচজাতিকে সুহৃদ্ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে দোয়ভাগী হয় কি না, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব উহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূৰ্ব্বে আমি মহর্ষিদিগের মুখে এই বিষয়সংক্রান্ত যে কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা সবিস্তার কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"হীনজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কখনই কৰ্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি নীচকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই অপরাধী হইতে হয়। পূৰ্ব্বে হিমালয় পার্শ্ববর্ত্তী

ভগবান্ ব্রহ্মার আশ্রমসন্নিধানে সিদ্ধচারণসেবিত, পুষ্পোদ্যানসমলঙ্কৃত বিবিধ তরুলতায় সমাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রমে সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, নিয়মব্রতধারী, মহাত্মা, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী বালখিল্য মহর্ষিগণ অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর বেদ পাঠ করিতেন। একদা এক পরমদয়াবান শূদ্র ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া মুনিগণকে বিবিধ নিয়মসম্পন্ন, দেবতুল্য ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই আশ্রমবাসী। কুলপতির চরণধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়াও ধর্ম্মশিক্ষার মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি নিরন্তর আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত থাকিব।

শূদ্রের সন্ন্যাসে অনধিকার

"তখন কুলপতি কহিলেন, 'বৎস! শূদ্রজাতির সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। যদি তোমার নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগের শুশ্রূষা কর, পরিণামে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে সমর্থ হইবে।'

"কুলপতি এই কথা কহিলে, শূদ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য কি না, তাহা কিয়দ্দিন বিশেষরূপে বিবেচনা করি, পরিশেষে যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই করিব।

ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক পর্ণশালা এবং তন্মধ্যে বেদী, শয়নস্থান ও দেবস্থানসমুদয় প্রস্তুত করিলেন এবং স্বয়ং নিয়মধারী, ফলাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও তপঃপরায়ণ হইয়া বহুকাল দেবস্থানে ত্রিকালীন জলসেচ, বলিদান, হোম, দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও ফলমূলাদি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

"এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। শূদ্র মহর্ষিকে দেখিবামাত্র তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন এবং অতি অল্পদিনমধ্যে পুনরায় ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে ঐ শূদ্রের সহিত মহর্ষির বিলক্ষণ সৌহার্দ্য জন্মিল। তখন তিনি প্রতিদিন উহার আশ্রমে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শূদ্রমমতায় মুগ্ধ মহর্ষির শূদ্রযাজন

"একদা শূদ্র সেই তপোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি পিতৃকার্য্য করিবার বাসনা করিয়াছি, আপনাকে অনুগ্রহণপূর্ব্বক ঐ কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে।' শূদ্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। তখন ঐ শূদ্র পবিত্র হইয়া তাহাকে পাদোদক [পা-ধোওয়ার জল] প্রদান পুরঃসর ওষধি [কলাপাতা ও পেটো], দর্ভ [কুশ] ও পবিত্র আসন আনয়নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণদিকে পশ্চিমশীর্ষ করিয়া করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! তুমি

পূর্ব্বশীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন কর।' মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে শূদ্র উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘ্যাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিও তাঁহার পিতৃকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বিদায় লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর শূদ্র তাপস তথায় দীর্ঘকাল তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক, কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিও যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিতকুলে উৎপন্ন হইলেন।

জন্মান্তরে মহর্ষির বংশপরম্পরা শূদ্র-পৌরোহিত্য

"এইরূপে সেই শূদ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বেদসমুদয়, কল্প, প্রয়োগ, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিন পরে বৃদ্ধ রাজা পরলোকে যাত্রা করিলে প্রজাগণ মিলিত হইয়া রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাজকুমার রাজা হইয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া পরমসুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার পৌরোহিত্যপদে নিযুক্ত হইয়া পুণ্যাহবাচন বা অন্য কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন।

"রাজা এইরূপে বারংবার হাস্য করাতে পুরোহিতের ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন তিনি একদা রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎকার ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি অকপটে আমার নিকট উহা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।'

"তখন রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি এক বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যে যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি অবশ্যই তৎসমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। স্নেহ ও সম্মাননিবন্ধন আমার নিকট আপনার কিছু অবক্তব্য নাই।

"তখন পুরোহিত কহিলেন, 'মহারাজ! একটি বিষয়ের অধিক আমার জিজ্ঞাস্য নাই। যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট মিথ্যা কহিবেন না, অঙ্গীকার করুন।'

"ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নরপতি তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্ম! যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব।'

"তখন পুরোহিত কহিলেন, 'মহারাজ! স্বস্তিবাচন, শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যসময়ে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করেন, তাহার কারণ কি? আপনি হাস্য করাতে আমাকে নিতান্ত লজ্জিত হইতে হয়; আপনার ঐ হাস্যের অবশ্যই কোন গুঢ় কারণ আছে। সেই কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব এই নিগূঢ়তত্ত্ব অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আপনি আমার নিকট সত্য কহিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাহার অন্যথা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।'

যজমান-পুরোহিত পূর্ব্বজন্মপ্রকাশ

"নরপতি কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এই বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর; আমার পূর্ব্বজন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় আমি সবিশেষ অবগত আছি। পূর্ব্বজন্মে আমি তপস্যানিরত শূদ্র ছিলাম এবং আপনি উগ্রতর তপঃপরায়ণ মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক আমায় পিতৃশ্রাদ্ধে আমাকে কুশাসন, কুশ এবং হব্যকব্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই কর্ম্মনিবন্ধন ইহজন্মে আপনি পুরোহিত হইয়াছেন এবং আমি রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আপনি আমাকে শ্রাদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ফল লাভ করিলেন। হে দ্বিজবর! আমি কেবল এই কারণবশতঃ আপনাকে দেখিবামাত্র হাস্য করিয়া থাকি, আপনি আমার গুরু। আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্য করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর হইলাম এবং আপনি মুনি হইয়াও পুরোহিত হইলেন। ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! একমাত্র উপদেশপ্রদাননিবন্ধন আপনার তাদৃশ কঠোর তপশ্চরণ একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি পৌরোহিত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যত্নবান হউন। আর যেন আপনাকে ইহা অপেক্ষা অধম যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়। এক্ষণে আপনি এই ধনরাশি গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।'

দানাদিদ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বগতি

"নরপতি এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ তঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, গ্রাম ও বিবিধ ধন প্রদান ও তাঁহাদের আদেশানুসারে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে বহুতর তীর্থপর্য্যটন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী ও অন্যান্য নানাবিধ ধন দান করিয়া পরম পবিত্র হইলেন এবং পরিশেষে স্বীয় আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যাদ্বারা আশ্রমবাসীদিগের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই মহর্ষিকে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; অতএব নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে ব্রাহ্মণ উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হয়েন না; কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম, পাপাত্মারা কখনই তাহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগভয়ে বাঙনিষ্পত্তিপরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্যসরলতাদিগুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্য প্রয়োগদ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ, উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে

উপদেষ্টাকে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভনিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্মলাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত। নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করিলে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। এই আমি তোমার নিকট তোমার প্রশ্নানুরূপ কথা কীর্ত্তন করিলাম।”

১১শ অধ্যায়
লক্ষ্মীচরিত্র—লক্ষ্মীর বাসস্থান নির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! লক্ষ্মী কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষের নিকট অবস্থান করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! একদা কন্দর্পজননী রুক্মিণী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের ক্রোড়ে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া মহা আহ্লাদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোকেশ্বরি! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ও কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।’

“তখন চন্দ্রাননা কমলা নারায়ণের সমক্ষে মধুরবাক্যে রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘সুন্দরি! আমি সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যাহারা অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা, মূঢ়স্বভাব, কপট এবং বল, বীর্য্য, বুদ্ধি ও সারাংশবিহীন, যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রপাত্র বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং অল্পমাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয়, আমি সেই সমুদয় ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণের নিকট কখনই অবস্থান করি না। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান, আমি তাহাদিগের নিকট সতত অবস্থান করিয়া থাকি।

‘যে কামিনীগণ গৃহোপকরণসমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠানসময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকুলবাক্য বিন্যাস করে, পরভুবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসরলতাদিগুণ সম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত, আমি সতত তাঁহাদিগের নিকটেই অবস্থান করি। যান, কন্যা, ভূষণ, যজ্ঞ, সলিলসংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্রমণ্ডল, হস্তী, গোষ্ঠ, আসন, বিকশিত পঙ্কজপরিপূর্ণ সরোবর, হংসবকাদির স্বরে নিনাদিত দ্রুমবিভূষিত করিকরসমালোড়িত, সিদ্ধতাপসুসেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ; নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালননিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য,

সেবানিরত শূদ্র আমার প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে প্রতিনিয়ত হোম এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, আমি কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার, এই নিমিত্ত আমি একতানমনে [একাগ্রচিত্তে] অভিন্নদেহে উঁহার শরীরে অবস্থান করি। নারায়ণ ভিন্ন আর কুত্রাপি আমি শরীরে অবস্থান করি না। আমি সদয়ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করি, তাহার অর্থ ও যশঃ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।”

দ্বাদশ অধ্যায়

স্ত্রী-পুরুষব্যবহারনির্ণয়—ভঙ্গাস্বননৃপতিকথা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে ঐ উভয়ের মধ্যে কাহার স্পর্শসুখ অধিক হয়, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস। আমি এই উপলক্ষে ভঙ্গাস্বনরাজার পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভঙ্গাস্বননামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে ইন্দ্রবিদ্বিষ্ট অগ্নিস্ফুতনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা তাঁহার একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। সুররাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনকে পুত্রকামনায় অগ্নিষ্টুতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিরন্তর তাঁহার রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

“কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা মহারাজ ভঙ্গস্বন মৃগয়া করিবার নিমিত্ত নিজ রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ সময় প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইয়া মায়াজালবিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন ইন্দ্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় যারপরনাই কাতর হইয়া সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক বারিপরিপূর্ণ পরম রমণীয় সরোবর তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি সেই সরোবর দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ অশ্বকে জলপান করাইয়া এক বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক স্বয়ং সেই সরোবরসলিলে অবগাহন ও স্নান করিলেন। সরোবরে স্নান করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীত্বলাভ হইল।

ভঙ্গাস্বননৃপতির স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিবিবরণ

‘তখন তিনি আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ব্যাকুলিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে কিরূপে অশ্বে আরোহণ ও কিরূপেই বা রাজধানীতে গমন করি? আমি অগ্নিষ্টুতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে আমার ঔরসে মহাবলপরাক্রান্ত একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব এবং আমার ভার্য্যা, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, মৃদুত্ব, কোমলত্ব ও কাতরত্ব—এই তিন

স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়াম সহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা—এই দুইটি পুরুষের প্রধান গুণ। এক্ষণে আমার পুরুষত্ববিনাশ ও স্ত্রীলোকের গুণলাভ হইয়াছে; সুতরাং কিরূপে পুরুষের ন্যায় অশ্বে আরোহণ করিব!

"রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বহু যত্নসহকারে কৌশলক্রমে অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও নগরবাসিগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "আমি সৈন্যগণসমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মোহবশতঃ এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় সৈন্যগণপরিশূন্য হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে একাকী শুষ্ককণ্ঠে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হংসসারসসঙ্কুল পরমরমণীয় এক সরোবর নিরীক্ষণ করিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র আমার পুরুষত্ববিনাশ ও স্ত্রীত্বলাভ হইয়াছে।' মহারাজ ভঙ্গাস্বন এই বলিয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আপনার নামগোত্র কীর্ত্তন করিয়া আত্মজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে পরস্পর সৌভ্রাত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। আমি নিশ্চয়ই অরণ্যে প্রস্থান করিব।'

স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত নৃপতির গর্ভে শত পুত্র উৎপত্তি

"স্ত্রীরূপী নরপতি ভঙ্গাস্বন পুত্রগণকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ অরণ্যমধ্যে গমনপূর্ব্বক এক তাপসের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাপসের ঔরসে তথায় তাঁহার একশত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই সমস্ত পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা ভঙ্গাস্বন তাহাদিগকে লইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন পুত্রগণের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আত্মজগণ! তোমরা পুরুষাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর ইঁহারা আমার অঙ্গনাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া সৌভ্রাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর।'

"ভঙ্গাস্বন এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত, ও তাহার অপর পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের স্ত্রীত্ববিধানদ্বারা উহার অপকার না করিয়া প্রত্যুত উপকারই করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইল। দেবরাজ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাস্বনের পূর্ব্বপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে রাজকুমারগণ! ভ্রাতৃগণ এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদিগের পরস্পর কদাচ সৌভ্রাত্র থাকে না। দেখ, সুরাসুরগণ একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা একশত জন ভঙ্গাস্বনের ঔরসে আর তোমাদের অপর একশত ভ্রাতা একজন তাপসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তথাপি তোমাদের উভয়পক্ষের এরূপ সৌভ্রাত্র থাকিবার কারণ কি? যাহা হউক, তোমাদের অপর ভ্রাতারা যে

তাপসের ঔরসজাত হইয়াও তোমাদিগের পৈতৃক রাজ্যের অংশ অধিকার করিয়াছে, ইহা অতিশয় নিন্দার বিষয় সন্দেহ নাই।'

ইন্দ্রপ্ররোচনায় ভ্রাতৃবিরোধ—পরস্পর সংহার

"ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ এই কথা কহিলে ভঙ্গাস্বনের ঔরসপুত্রগণ তাঁহার উত্তেজনায় অপর ভ্রাতাদিগের উপর যারপরনাই ঈর্ষাপরবশ হইয়া অচিরাৎ তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয়পক্ষই নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্ত্রীভাবাপন্ন রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন অরণ্যমধ্যে পুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইয়া অবিরল বাষ্পকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাহার সকাশে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছ?' ভঙ্গাস্বন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে নিরীক্ষণ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক করুণবাক্যে কহিলেন, "ব্রহ্ম! কালপ্রভাবে আমার দুইশত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে পুরুষ ও রাজা ছিলাম। সেই অবস্থায় আমার ঔরসে একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একটি সরোবর অবলোকনপূর্ব্বক তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলাম। সেই . সরোবরে অবগাহন করিয়া অবধি আমার এই স্ত্রীত্বলাভ হইয়াছে। দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ এইরূপ অসম্ভাবিত নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যারপরনাই দুঃখিত হইয়া নিজ রাজধানীতে আগমন ও ঔরসপুত্রগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক এই তপোবনে আগমন করিলাম। এইস্থানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ভে আর একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি তাহাদিগকে সেই ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করাইবার নিমিত্ত আমার পূর্ব্বতন পুরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহারা কালপ্রভাবে পরস্পর বৈর উৎপাদনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই। নিতান্ত কাতর হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছি।'

"ভঙ্গাস্বন করুণস্বরে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে পরুষবাক্যে কহিলেন, আমি সুররাজ ইন্দ্র। পূর্ব্বে তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুতযুজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক আমাকে যারপরনাই দুঃখিত করিয়াছিলে। আমি তন্নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমার পুত্রগণের বিনাশসম্পাদনপূর্ব্বক তোমার অপকার করিয়াছি।'

ইন্দ্রবরে ভঙ্গাস্বনের পুত্রগণের প্রাণপ্রাপ্তি

"সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, 'দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রলাভের অভিলাষেই অগ্নিষ্টতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; অতএব এই বিষয়ে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে।'

"তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের প্রণিপাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থায়

ঔরসপুত্রগণ ও এখনকার গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে কোনগুলিকে জীবিত করিয়া দিব? তখন নারীরূপধারী মহারাজ ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অঙ্গনাবস্থায় [নারী অবস্থায়] যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বরপ্রভাবে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

নারীজাতির স্পর্শসুখ-প্রশ্নোত্তর

"ভঙ্গাস্বন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি নিমিত্ত তোমার বিদ্বেষভাজন [বিরক্তির পাত্র] ও তোমার অঙ্গনাবস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল? ইহার কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।' তখন ভঙ্গাস্বন কহিলেন, 'সুররাজ! স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না। এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

"তখন দেবরাজ ভঙ্গস্বনের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 'আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার সমুদয় পুত্রই জীবিত হউক। আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থাতেই অবস্থান করিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যেরূপ অবস্থা তোমার প্রীতিকর হইবে, আমি তোমাকে সেই অবস্থাতেই অবস্থাপিত করিব, সন্দেহ নাই।' দেবরাজ এই কথা কহিলে ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! আমি আর পুরুষত্বলাভে অভিলাষ করি না। আমি এক্ষণে এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষ লাভ করিতেছি।"

"সুররাজ কহিলেন, "রাজর্ষে! তুমি পুরুষত্বলাভে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক কি নিমিত্ত স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইতেছ?' ভঙ্গস্বন কহিলেন, 'দেবরাজ! স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখলাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্বলাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি; স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।' ভঙ্গাস্বন এই কথা কহিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই নিদর্শনানুসারেই স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখলাভ হইয়া থাকে।"

১৩শ অধ্যায়

হিংসাপরিত্যাগে উভয়লোকে শুভগতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষণ [পরনারী উপভোগ] এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুরবাক্যপ্রয়োগ, পরদোষপ্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক, পাপ এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে; অতএব কায়মনোবাক্যে অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। ফলতঃ ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভফল ও যে ব্যক্তি অশুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভফল ভোগ করিয়া থাকেন।”

১৪শ অধ্যায়

শঙ্কর-উপাসনায় কৃষ্ণের সৎপুত্রলাভ-বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি সুরাসুরগুরু বিশ্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের নাম ও ঐশ্বর্য্যসমুদয় অবগত আছেন। এক্ষণে ঐ সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! সেই ভগবান্ মহাদেবের গুণসমুদয় কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবান্ সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়েন না। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রহ্মাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী যোগবিদ্ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অথচ স্থূল, অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবেরই চিন্তা করেন। ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানবগণ কখনই সেই মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ বাসুদেবই দিব্যচক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন। ইনি প্রতিযুগেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সেই চরাচরগুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি পুত্রলাভের অভিলায়ে সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেবল মহাবাহু ভগবান্ বাসুদেবই সেই সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য্যসমুদয়ের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতে পারেন।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহাত্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে। অতএব তুমি তাহা উহার নিকট কীর্ত্তন কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মযোনি মহাতপা তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই সনাতন, আনন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা, ভগবান্ দেবদেবর মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।”

বাসুদেব কহিলেন, “শান্তনুতনয়! যখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের কার্য্যগতি ও আদি অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্য কিরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইবে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে সেই অসুরনাশন ভগবান্ যজ্ঞপতির যৎকিঞ্চিৎ গুণ আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।”

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া পবিত্রচিত্তে আচমনপূর্ব্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে মহাশয়গণ! পূর্ব্বে আমি শাম্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত যোগবল আশ্রয় করিয়া যেরূপে ভগবান্ ভূতনাথের দুর্ল্লভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নামসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

‘মহাবীর প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক শম্বরদৈত্য নিহত হইবার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে একদা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শনপূর্ব্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, ‘নাথ! আপনি অবিলম্বে আমাকে একটি মহাবলপরাক্রান্ত আপনার তুল্য গুণবান্ পরমসুন্দর পুত্র প্রদান করুন। ত্রিলোকমধ্যে আপনার কিছুই অসাধ্য নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন লোকসমুদয়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন। পূর্ব্বে আপনি যেরূপে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই কয়েকটি মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকেও সেইরূপে একটি পুত্র প্রদান করিতে হইবে। জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, ‘দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম; তুমি প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি কর। তখন জাম্ববতী কহিলেন, ‘নাথ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিতে গমন করুন। ব্রহ্মা, শিব, কশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নদী, ক্ষেত্র, ওষধি, যজ্ঞবাহ, বেদ, ঋষি, যজ্ঞ, সমুদ্র, দক্ষিণা, স্তোভ, নক্ষত্র, পিতৃলোক, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা, দেবমাতা, মন্বন্তর, গো, ঋতু, বৎসর, ণ, লব, মুহূর্ত্ত, নিমেষ ও যুগসমুদয় আপনাকে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানেই আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হইবে না।

তপস্যার্থ কৃষ্ণের হিমালয়যাত্রা

“রাজপুত্রী জাম্ববতী এইরূপে প্রস্থানকালীন মঙ্গলাচরণ করিলে আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। তৎপরে আমি গদ ও বলদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করিলে তাঁহারা পরমপ্রীত হইয়া কহিলেন, ‘ভ্রাতঃ! আমরা প্রার্থনা করি, নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফললাভ হউক। এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র বিহগরাজ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে লইয়া হিমালয়পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইল। আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অতি অদ্ভুত ভাবসমুদয় অবলোকন করিতে করিতে মহাত্মা উপমন্যুর অতি আশ্চর্য্য আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম। ঐ আশ্রম

বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণে সমাকীর্ণ এবং ধব [শাকট—সেওড়া], অর্জ্জুন [অর্জ্জুনবৃক্ষ], কদম্ব, নারিকেল, কুরুবক, কেতকী, জম্বু, পাটল [পারুল], বট, বরুণ [তমাল], বৎসনাভ [বিষবৃক্ষ], বিল্ব, সরল, কপিত্থ [কয়েদবেল], পিয়াল, শাল, তাল, বদরী, ইঙ্গুদ, পুন্নাগ, অশোক, তাম্র, মাধবীলতা, মধূক, কোবিদার, চম্পক, পনস ও ফলপুষ্পসুশোভিত অন্যান্য নানাবিধ বন্য বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

"কোন স্থান গুল্ম ও লতাতে, কোন স্থান কদলীবনে, কোন স্থান নানাবিধ পক্ষীর জীবনোপায়ভূত বিবিধ ফলশালী বৃক্ষে, কোন স্থান ভস্মরাশিতে, কোন স্থান দিব্যসরোবরে এবং কোন স্থান বিচিত্রকুসুমাকীর্ণ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিশোভিত রহিয়াছে। রুরু, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, দ্বীপী, হরিণ, ময়ূর, মার্জ্জার, ভুজঙ্গম, মহিষ, ভল্লুক, মদমত্ত হস্তী ও অন্যান্য নানাবিধ পশুগণ উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। বিহঙ্গমগণ বিবিধ স্বরে পরমকুতূহলে নিরন্তর কলরব করিতেছে। সমীরণ বিবিধ পুষ্পরেণু ও গজগণ্ডস্থল মদগন্ধে সুবাসিত হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। দিব্যাঙ্গনাগণ মধুরস্বরে গান করিতেছে। নির্ঝরকুলের ঝর্ঝরশব্দ, কুঞ্জরগণের বৃংহিতধ্বনি, কিন্নরদিগের সুমধুর গীতশব্দ ও সামবেদজ্ঞদিগের বেদধ্বনি ঐ আশ্রমকে সতত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পবিত্রতোয়া জহ্নুকন্যা উহাতে নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছেন। চীরচর্ম্মবল্কলধারী, অগিতুল্য, তেজস্বী, পরমধার্ম্মিক, বাতাহারী, অম্বুপায়ী [জলপায়ী], জপ্যনিত্য [সর্ব্বদা জপকারী], সংপ্রক্ষাল [সর্ব্বদা জলবাসী], ধ্যাননিত্য [সর্ব্বদা ধ্যানরত], ধূমপ্রাশ [যজ্ঞধূমপায়ী], ঊষ্মপ, ক্ষীরপ, গোচারী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, মরীচিপ [সূর্য্যকিরণপায়ী], ফেনপ, মৃগচারী, অশ্বত্থফলভক্ষণ ও উদকশায়ী তাপসগণ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। শিবাদি দেবগণ সতত উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ সর্পকুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগসমুদয়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

উপমন্যুর উপদেশযুক্ত রুদ্রমাহাত্ম্যবশ্রণ

"আমি এইরূপে বেদবেদাঙ্গপারগ নিয়মপরায়ণ মহর্ষিগণসেবিত পরমরমণীয় সেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটাজুটমণ্ডিত, চীরধারী, তপস্বী, তেজঃপ্রদীপ্তকলেবর, শিষ্যগণপরিবৃত, শান্তস্বভাব, যুবা উপমন্যুকে অবলোকনপূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম। মহাত্মা উপমন্যু আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত'? তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে আমাকে পূজা করিতেছ এবং অন্যের দর্শনীয় হইয়াও যে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছ, ইহাদ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার তপস্যা ফলিত হইয়াছে।' তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, 'ভগবন্! আপনার শিষ্য এবং আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণ ত' নির্ব্বিঘ্নে আছে? আপনার ধর্ম্ম ও অগ্নিত্রয়ের ত' কুশল?'

"আমি এইরূপ কুশলপ্রশ্ন করিলে মহাত্মা উপমন্যু আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি অবিলম্বেই আপনার অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই তপোবনে ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। তুমি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

পূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহদ্বারা সেই দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তেজ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব এই স্থানে শুভাশুভ ভাবসমুদয় সৃষ্টি ও সংহার করিয়া দেবী পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ঐ ভগবানের বরপ্রভাবে দেবরাজ্য অধিকার করিয়া দশকোটি বৎসর উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর ঐ দেবদেবের বরপ্রভাবে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত দশকোটি বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম করেন।

"ঐ মন্দরের কলেবরে তোমার সুদর্শনচক্র ও ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র জীর্ণ তৃণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভগবান্ উমাপতি ঐ চক্রদ্বারা সলিলমধ্যস্থ এক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি অসুরবিনাশার্থই ঐ চক্র নির্ম্মাণ করেন। উহা জ্বলনতুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি উহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। ঐ চক্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান্ উমানাথ স্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন এবং তদবধি উহার ঐ নাম লোকমধ্যে প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সেই অদ্ভুত চক্রও মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলতঃ মন্দর রুদ্রদেবের বরপ্রভাবে বজ্র প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমুদয় অনায়াসে সহ্য করিত। দেবগণ ঐ দুর্দ্দান্ত দানবকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হন। ভগবান্ উমাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া লক্ষ বৎসর ভোগ করেন। উঁহারই প্রসাদে কুশদ্বীপ বিদ্যুৎপ্রভের রাজধানী হইয়াছিল। অবশেষে তিনি শঙ্করের অনুচরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"প্রজাপতি ব্রহ্মা শতমুখনামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত শত বৎসরেরও অধিক কাল আপনার দেহমাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিল। পরিশেষে ভগবান শূলপাণি তাহার সেই অসাধারণ ভক্তিদর্শনে তাহার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'শতমুখ! আমি তোমার কি উপকারসাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর।' তখন শতমুখ কহিল, 'ভগবন! আপনার প্রসাদে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে নিরন্তর প্রতিভাত হয়।' তখন শূলপাণি তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বনপূর্ব্বক পুত্রলাভের নিমিত্ত্ব তিনশত বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞশীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন। সুরগণপ্রশংসিত পরমধার্ম্মিক যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদব্যাস মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে অতুল যশ লাভ করিয়াছিলেন।

"পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বালখিল্যগণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত [পলাশপাতার বোঁটা] আহরণ করিতে দেখিয়া, উপহাস করাতে তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'তোমাদের তপোবলে অচিরাৎ এক পক্ষীন্দ্রের সৃষ্টি হইবে। সে ইন্দ্রকে পরাভব করিবে, সন্দেহ নাই।' পূর্ব্বে মহাদেবের

রোষপ্রভাবে সলিলসমুদয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবগণ তদ্দর্শনে ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশে সপ্তকপালযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় ভূলোকমধ্যে জল প্রবর্ত্তিত করেন।

"মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্ত্তাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আর 'আমি ভর্ত্তার বশবর্ত্তী হইব না' স্থির করিয়া, মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিনশত বৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'অনসূয়ে! তুমি আমার বরে স্বামিসহবাস ভিন্ন অনায়াসে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত এবং অভিলষিত খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।'

"মহাত্মা বিকর্ণ ভক্তবৎসল ভগবান ভবানীনাথকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয় শাকল্য ক্রমাগত নয় বৎসর একচিত্তে মহাদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শাকল্যকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমার কুল মহর্ষিগণদ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে এবং তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্ত্তা হইবে।'

সাবর্ণিমনু প্রভৃতির শিব-উপাসনার ফল

"পূর্ব্বে সত্যযুগে সাবর্ণিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। ছয়সহস্র বৎসর তপানুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারাণসীতে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ ভগবান্ ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দেবদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'নারদ! ইহলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী, তপস্বী ও যশস্বী আর কেহ বিদ্যমান থাকিবে না। তুমি সতত গীতবাদ্যদ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিবে।'

মাতার নিকট উপমন্যুর শঙ্করপ্রভাবশ্রবণ

"হে মাধব! এতক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যে গুণে মহাদেবকে সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, আজ তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদনামে এক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহাতপস্বী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। একদা আমি স্বীয় অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভীদোহন হইতেছে। গাভীদোহন দর্শন করিবামাত্র বালস্বভাববশতঃ আমার দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা হইল। তখন আমি ধৌম্যসমভিব্যাহারে জননীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলাম, মাতঃ! আমাদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান কর, আমরা ভোজন করিব।' আমি ঐ কথা কহিলে জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট [পিটুলী] মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন।

“আমি ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞ-উপলক্ষে পিতার সহিত এক জ্ঞাতিভবনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় সুরনন্দিনীর অমৃততুল্য সুস্বাদু দুগ্ধ পান করাতে উহার আস্বাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলাম, সুতরাং সেই জননীপ্রদত্ত পিষ্টরস [পিটুলীগোলা জল] পান করিয়া আমার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ‘মাতঃ! তুমি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, ইহা ত’ দুগ্ধান্ন নহে।’ আমি এই কথা কহিলে, জননী দুঃখশোকে কাতর হইয়া স্নেহবশতঃ আমাকে আলিঙ্গন ও আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, ‘বৎস! আমরা বনবাসী, নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি। বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যে নদীতীরে অবস্থান করেন, আমরা সেই স্থানে অবস্থান করি। গাভীবিহীন বন, গিরিগহ্বর ও আশ্রমবাসী মুনিগণের দুগ্ধলাভের সম্ভাবনা কি; মুনিগণ কখন গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের মত আহারসুখ অনুভব করেন না। ইঁহারা কেবল অরণ্যের ফলমূল ভোজন করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করেন। নদীতীর, গিরিগহ্বর ও বিবিধ তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ত জপানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করাই আমাদের প্রধান কর্ম্ম। ভগবান্ ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে আমাদিগের দুগ্ধ, অশন, বসন ও অন্যান্য সুখলাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তুমি অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।’

“আমি জননীর এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ‘মাতঃ! মহাদেব কে? তিনি কিরূপে প্রসন্ন হয়েন, কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হয়, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার রূপই বা কি প্রকার এবং তিনি প্রসন্ন হইলেই বা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।’

“তখন সেই পুত্রবৎসলা জননী আমার গাত্রমার্জ্জন ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক বাষ্পকুললোচনে কাতরবচনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই সেই দুরারাধ্য, দুর্ব্বোধ্য, দুর্ল্লক্ষ্য, ভগবান্ দেবদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনীষিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান ও বিবিধ প্রকার প্রসন্নতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি যে সমুদয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপে প্রসন্ন হয়েন ও ক্রীড়া করেন, কেহই বিশেষরূপে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বরূপ ভগবান শূলপাণি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমুদয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

‘ভুতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারযুগল, বিশ্বদেব, মনুষ্য, দেবনারী, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর, কূর্ম্ম, মৎস্য, শঙ্খ্য, যক্ষ, রাক্ষস,সর্প, দৈত্য, দানব, জন্তু, গর্ত্তবাসী জন্তু, জলজন্তু, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরক্ষু, ভল্লুক, উলূক, কুক্কুর, শৃগাল, কৃকলাস, হংস, কাক, ময়ূর, বক, সারস, গৃধ্র, চক্রাঙ্গ, নীলকণ্ঠ, পর্ব্বত, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ ও শার্দ্দূলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখন দণ্ডধারী, কখন ছত্রধারী, কখন কমণ্ডলুধারী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ষণ্মুখ, কখন বহুমুখ, কখন ত্রিনেত্র ও কখন বহুশীর্ষ হয়েন। কখন অসংখ্য কটি, পদ, উদর, বক্ত্র, পাণি

ও পার্শ্বদ্বারা বিভূষিত অসংখ্যগণে পরিবৃত হইয়া থাকেন। কখন কখন ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণের রূপ ধারণ করেন। কখন ভস্মাচ্ছাদিত ও অর্দ্ধচন্দ্রে বিভূষিত হয়েন। সেই সর্ব্বভূতান্তক সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্ববাদী, ভূতভাবন, ভগবান্ মহাদেব এইরূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অসংখ্যনামে নির্দ্দেশ ও অসংখ্য প্রকারের স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ অভিলাষ ও যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহা পরিজ্ঞাত হয়েন। অতএব যদি তোমার মঙ্গলাভের বাসনা হয়, তাহা হইলে তুমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও।

'তিনি কখন আনন্দিত, কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন। কখন চক্র, কখন শূল, কখন গদা, কখন মুষল, কখন খড়্গ ও কখন পট্টিশ ধারণ করেন। কখন নাগমেখলা [১], নাগকুণ্ডল [২] ও নাগযজ্ঞোপবীত [১,২ সর্পের কটিবন্ধ, সর্পের কুণ্ডল ও সর্পের পৈতা] সম্পন্ন রহেন। কখন নাগচর্ম্মের উত্তরচ্ছদ ধারণ করেন। কখন প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া নৃত্য, গীত, হাস্য ও বিবিধ বাদ্য করিয়া থাকেন। কখন উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ, জৃম্ভণ [হাই] পরিত্যাগ ও রোদন করেন। কখন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণীগণকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন। কখন বা জাগরিত থাকেন ও কখন নিদ্রিত হয়েন। কখন স্বয়ং জপ ও তপস্যা করেন এবং কখন বা অন্যকে স্বীয় নাম জপ ও আপনার উদ্দেশে তপস্যা করান। কখন দান, গ্রহণ, যোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হয়েন; কখন বেদী, যূপ, কাষ্ঠ ও হুতাশনমধ্যে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ ও কখন যুবারূপে লক্ষিত হয়েন। কখন মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। কখন ঊর্দ্ধকেশ, মহালিঙ্গসম্পন্ন, নগ্ন ও বিকৃতলোচন হয়েন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীললোহিতবর্ণ, কখন বিকৃতাঙ্গ ও কখন বিশালাক্ষ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আদিরূপী নিরাকার পরমপুরুষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইয়া সর্ব্বাচ্ছাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যোগস্বরূপ মহাত্মা মহেশ্বর প্রাণীগণের প্রাণ, মন ও জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান্ শূলপাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে।

উপমন্যুর শঙ্কর উপাসনা—তপঃপরীক্ষা

'জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইল। তখন আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইলাম। দেবমানের একশত বৎসর বামাঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলাহার, দ্বিতীয় শত বৎসর জলপান এবং তদন্তর সাতশত বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া দেবদেবের আরাধনা করিলাম।

'এইরূপে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত কি না তাহা জানিবার মানসে দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্ররূপধারণপূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিত, চতুর্দ্দন্ত, বিকটাকার,

মদমত্ত মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার শরীর হইতে তেজচ্ছটা বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার, ভুজে কেয়ূরভূষণ শোভা পাইতেছিল। অপ্সরাগণ তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সমক্ষে গান করিতেছিল।

উপমন্যুর শিবানুরাগ

তিনি আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দ্বিজবর! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন আমি ইন্দ্ররূপী মহাদেবের সেই বাক্যশ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, "দেবরাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট বরলাভের প্রার্থনা করি না। মহেশ্বরের কথা ব্যতীত আমি অন্য কোন কথাতেই সন্তুষ্ট নহি। পশুপতির অনুমতি অনুসারে আমি কৃমি বা বহুশাখাসঙ্কুল বৃক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু অন্যের বরপ্রভাবে ত্রিভুবনের একাধিপত্যলাভ হইলেও তাহা তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান হইয়া যদি আমাকে চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহাও আমার হিতজনক নহে। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে ভক্তিবিহীন হয়, জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে তাহার দুঃখের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা হরচরণস্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন না, তাঁহাদিগের নিকট অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক। কলিযুগে প্রতিনিয়ত মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহাদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে, সংসারজন্য ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মহাত্মা মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হয়েন, তাহাদিগের কোন সময়েই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না।

"হে দেবেন্দ্র! আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট, পতঙ্গ ও কুক্কুরযোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিলেও আমি তাহা লাভ করিতে কামনা করি না। ফলতঃ কি স্বর্গ, কি দেবরাজ্য, কি ব্রহ্মলোক, কি পূর্ণভাব, কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবলমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার প্রার্থনীয়। যে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন, আমি ততকাল জন্ম, মৃত্যু ও জরার জন্য শত শত দুঃখসম্ভোগ করিব। ইহলোকে সেই সূর্য্য, শশধর ও অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর, ত্রিভুবনের সারভূত, জরামৃত্যুবিহীন, অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কেহই শান্তিলাভ করিতে পারে না। যাহা হউক, যদি স্বীয় কর্ম্মদোষে আমাকে বারংবার ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন সেই সেই জন্মে মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।"

উপমন্যুকর্ত্তৃক রুদ্রমাহাত্ম্যবর্ণন

"ইন্দ্র কহিলেন, 'উপমন্যো! তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক একমাত্র মহাদেবের নিকটই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেব যে সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার প্রমাণ কি?

"আমি কহিলাম, দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এক ও বহু; সুতরাং তিনিই সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া একমাত্র তাঁহার নিকটই বর প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই। তিনি অচিন্তনীয়, জ্ঞানরূপ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও পরমাত্মা। তাঁহা হইতে নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী ঐশ্বর্য্যসমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি কোন বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু তাহা হইতেই সমুদয় বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির অতীত জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তির অবিষয়ীভূত। তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে শোকতাপ তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি ভূতভাবন, ভূতপালক, অন্তর্য্যামী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বদাতা; হেতুবাদদ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। তিনি মুক্তিপদ ও তত্ত্বজ্ঞানীদের উপাস্য। তিনি তোমারও আত্মা, সুরগণেরও অধীশ্বর ও সকল জীবের গুরু। তিনি স্বীয় মহিমায় সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি, জল, অনিল, পৃথিবী, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহে। ভগবান্ ভূতপতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমুদয়ের পরম আশ্রয়স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

'লোকে যে পিতামহ ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে, তিনি ঐ দেবাদিদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সেই ত্রিলোকনাথ ব্যতিরেকে কোন দেবতাই দৈত্যদানবগণের আধিপত্য মোচন ও শাসন করিতে সমর্থ হয়েন না। দিক, কাল, বায়ু, সলিল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি তেজঃপদার্থসমুদয় তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরের উৎপত্তিবিনাশের কারণ। তিনি সকলের স্রষ্টা, সর্ব্বকামপ্রদাতা ও দৈত্যদানবগণের রাজ্যাপহারক।

"হে দেবরাজ! তাঁহার মহিমা আর অধিক কি কীর্ত্তন করিব, তাঁহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমুদয় লোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ অসুরগণকর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যদি শিবতুল্য অন্য কোন দেবতাকে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। তিনি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব, যক্ষ ও উরগগণের রাজ্যাদি অপহৃত হইলে পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ত্রিপুর, অন্ধক, দুন্দুভি, মহিম এবং রাক্ষস ও নিবাতকবচগণকে একবার ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিমুখে তাঁহারই রেতঃ আহুত হইয়াছিল। তাঁহারই রেতঃপ্রভাবে সুবর্ণময় গিরি উৎপন্ন হয়। তিনি ত্রিলোকমধ্যে দিগম্বর ও উর্দ্ধরেতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর [অর্দ্ধদেহে নারী ও অর্দ্ধদেহে পুরুষ] অথচ অনঙ্গ [কাম] বিজয়ী। দেবগণ তাঁহারই পরমস্থানের সবিশেষ প্রশংসা করেন। তিনিই শ্মশানে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া ও নৃত্য করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারও ঐশ্বর্য্য অবিনশ্বর নহে। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার তুল্য বরলাভ করিয়া, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাকে।

তাঁহা ব্যতিরেকে আর কোন্ দেবতা বারিবর্ষণ ও উত্তাপদান করিতে পারেন এবং কে-ই বা তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন? তাঁহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদয় ধনের স্থান। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন? মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ জ্ঞানযজ্ঞাদিদ্বারা সেই দেবদেবেরই আরাধনা করেন। তিনি কর্ম্মফলশূন্য।

"আমি তাঁহাকেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমানশূন্য, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সগুণ ও নির্গুণ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, কালত্রয়স্বরূপ ও সকলের কারণ। তিনি ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতি। তাঁহা হইতে বিদ্যা, অবিদ্যা, কার্য্য, অকার্য্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আমি সেই দেবদেবকেই সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। দেখুন, রুদ্রদেব সৃষ্টিবিনাশার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে আমার জননী কহিয়াছেন যে, মহাদেবই লোকোৎপাদনের একমাত্র কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আপনি অচিরাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সমবেত এই তিনলোক তাঁহারই লিঙ্গনিঃসৃত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দৈত্যগণ তাঁহার প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহা অপেক্ষা আর কাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন না। বেদমধ্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত আছে। এক্ষণে আমি ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেছি। যখন সুরগণ সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন তখন তিনি যে সকল কারণের কারণ, ইহাতে হেতুবাদ প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গ পূজা করেন নাই ও করিতেছেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আপনি ও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য।

"ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম, বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু প্রজারা আপনাদিগের কাহারও চিহ্নে চিহ্নিত নহে। তাহারা হরপার্ব্বতীর চিহ্নানুসারে লিঙ্গ ও যোনি চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উহারা যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিত আর পুরুষেরা মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গচিহ্নিত হইয়াছে; যাহারা উঁহাদের উভয়েরই চিহ্নে চিহ্নিত নহে, তাহারা ক্লীবপদবাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীকে শিবের ও স্ত্রীলিঙ্গধারীকে পার্ব্বতীর অংশ বলিয়া অবগত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব হরপার্বতীদ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই দেবাদিদেব হইতে আমার উৎকৃষ্ট বর বা নিধনলাভ হউক, উভয়ই আমার প্রার্থনীয়। ফলতঃ মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই প্রতি আমার আস্থা নাই। অতএব হে দেবরাজ! তুমি এই স্থানে অবস্থান বা স্বস্থানে প্রস্থান, যাহা ইচ্ছা হয় কর।

উপমন্যুর শিবসাক্ষাৎকার

"আমি দেবরাজকে এই কথা কহিয়া 'হায়! অদ্যাপি ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না' বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম সেই ইন্দ্রসমারূঢ় ঐরাবত ক্ষণকালমধ্যে হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ক্ষীরোদার্ণবসদৃশ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, পিঙ্গললোচন বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, ঈষৎবক্রাগ্র, সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বারা যেন অবনীমণ্ডল বিদারণ করিতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মুখ, নাসা, কর্ণ, কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্কন্ধ এবং ককুদ বিপুল স্কন্ধদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া সেই তুষার গিরিসন্নিভ শুভ্রমেঘতুল্য বৃষের উপরিভাগে আরোহণপূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার তেজ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুদয় জগৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সময় সেই দেবাদিদেবকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকালীন সংবর্ত্তক হুতাশন প্রাণীগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ মহেশ্বরের সেই জগদ্ব্যাপ্ত দুর্নিরীক্ষ্য তেজ নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিতান্ত চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্নহৃদয় হইলাম।

শিবহস্তস্থিত অস্ত্রবিবরণ—ব্রহ্মাদির স্তুতি

"অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তেজ সমুদয় দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবাদিদেবের মায়াভাবে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন আমি দেখিলাম, অতুল তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ ভূতনাথ অষ্টাদশভুজসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমাল্য পরিশোভিত, শুক্লযজ্ঞোপবীতধারী হইয়া বিধুম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা পার্ব্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার আত্মতুল্যপরাক্রান্ত অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতেছে! তাঁহার মস্তকস্থিত শশধর সূর্য্যত্রয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান নেত্রদ্বয়দ্বারা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রত্নভূষিত সুবর্ণময় পদ্মের অপূর্ব্ব মালা ও তেজোময় মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রসমুদয় ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধতুল্য ভীষণ পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে; এক সপ্তশীর্ষ [সাত মাথা] তীক্ষ্নদংষ্ট্র বিষপূর্ণ বিষধর উহার জ্যা [গুণ—ছিলা] বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। অপর হস্তে পাশুপতনামক দিব্যাস্ত্র কালানলের ন্যায় ও ভীষণ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অস্ত্র এক পদ, সহস্র মস্তক, সহস্র উদর, সহস্র ভুজ, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্রসম্পন্ন; উহা দেখিলে বোধ হয় যেন অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমুদয় উদগিরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র ব্রাহ্ম [ব্রহ্মাস্ত্র], নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ; উহার প্রভাবে সমুদয় অস্ত্র নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতভাবন ঐ অস্ত্রদ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে ঐ অস্ত্রদ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারেন। ঐ অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। আমি তাঁহার হস্তে আরও একটি অত্যাশ্চর্য্য দিব্যাস্ত্র দর্শন করিলাম। লোকসমাজে উহা শূল বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ অস্ত্র পাশুপতের তুল্য অথবা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ মহাদেব ঐ লোকবিখ্যাত অস্ত্রদ্বারা অনায়াসে স্বর্গমর্ত্ত্য বিদীর্ণ, মহোদধি শুষ্ক এবং বিশ্বসংসার নষ্ট করিতে পারেন। পূর্ব্বে রাক্ষসকুলোদ্ভব মহাবীর লবণ উহাদ্বারা ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী ত্রিলোকবিজয়ী যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। তৎকালে ঐ শূল দর্শন

করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা ভ্রূকুটিবন্ধ করিয়া তর্জ্জন করিতেখে, যেন মহাদেবের হস্তে কালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে এবং যে তিনি কালান্তক পাশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ দেবাদিদেব পূর্ব্বকালে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের প্রতি পরম পবিতৃতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয়কুলভয়ঙ্কর পরশু প্রদান করিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা সমরাঙ্গনে মহাপরাক্রান্ত কার্ত্তকার্য্য নিহত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, প্রজ্বলিত সুতাশনসদৃশ সেই ভয়ঙ্কর কুঠারও তৎকালে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত ছিল। হে মাধব! এতদ্ভিন্ন অসংখ্য অস্ত্র সেই পরমপুরুষের নিকট বিদ্যমান ছিল; কেবল এইগুলি প্রধান বলিয়া বিশেষরূপে তোমার নিকট করিলাম।

"ঐ সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা হংসসংযুক্ত মনোগামী দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণপার্শ্বে, গরুড়ারূঢ় শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান নারায়ণ তাঁহার বামপার্শ্বে, কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি আরোহণপূর্ব্বক শক্তি ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে এবং তৎসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন নন্দী শূলধারণপূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতেছেন। স্বায়ম্ভুবাদি মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত ছিলেন। প্রমথ ও মাতৃগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া নানাপ্রকার স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ সামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র শতরুদ্রীয় পাঠ করিতেছিলেন। ঐ তিন মহাত্মাকে দেখিয়া তৎকালে বোধ হইল, যেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং উঁহাদের মধ্যস্থলে ভগবান্ মহাদেবকে অবলোকন করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, সূর্য্য শরৎকালীন মেঘ হইতে বহির্গত হইয়া পরিবেশমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

উপমন্যুর শিবস্তব

'হে কেশব! আমি সেই জগৎপতি মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম, "হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ, বজ্রধারী এবং পিঙ্গল ও অরুণবর্ণ। তুমি পিনাক, শঙ্খ ও শূল ধারণ করিয়া থাক। তোমার কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আকুঞ্চিত, কৃষ্ণাজিন তোমার উত্তরীয়, কালীমূর্ত্তি তোমার একান্ত প্রিয়। তুমি শুক্লবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী, শুক্লভস্মদিগ্ধাঙ্গ [শ্বেতবর্ণ ভস্মদ্বারা লিপ্তদেহ] এবং শুদ্ধ কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তুমি রক্তবর্ণ, রক্তাম্বর, রক্তধ্বজ, রক্তপতাকা ও রক্তমাল্যধারী। তুমি পীতবর্ণ, পীতাম্বর; পীতচ্ছত্র ও কিরীটধারী! তুমি গলদেশে অর্দ্ধহার, ভুজে অর্দ্ধকেয়ূর ও কর্ণে অর্দ্ধকুণ্ডল ধারণ করিতেছ। তোমার গমনবেগ পবনের ন্যায়। তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মহেন্দ্র। তুমি উৎপলমিশ্রিত পদ্মমাল্যধারী। তোমার অর্দ্ধশরীর চন্দন ও অর্দ্ধশরীর মাল্যদ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। তুমি আদিত্যবক্ত্র, আদিত্যনয়ন, আদিত্যবর্ণ ও আদিত্যপ্রতিম। তুমি সোম, সৌম্যবক্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি, সৌম্যদন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি শ্যাম, গৌর, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধপাণ্ডুর। তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, বৃষভবাহন ও গজেন্দ্রগমন। তুমি স্বয়ং দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু তোমার অগম্য স্থান কুত্রাপি নাই। প্রমথগণ তোমার গুণগান ও অনুগমন করে। তুমি তাহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাহাদিগের ব্রতস্বরূপ। তোমার বর্ণ কখন শ্বেতমেঘসদৃশ এবং সন্ধ্যারাগতুল্য হয়। তোমার নামের নিরূপণ নাই। তোমার মস্তক

বিচিত্রমাল্য ও কুসুমদ্বারা এবং ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা বিভূষিত। তুমি অগ্নিমুখ, অগ্নিরূপী, অগ্নিনেত্র, চন্দ্রনেত্র, মনোহরমূর্ত্তি ও অতি দুষ্প্রাপ্য। তুমি খেচর, বিষয়নিরত, ভূচর, ভুবন ও স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ। তুমি দিগম্বর, দিব্যবস্ত্রধারী, জগন্নিবাস এবং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ; তোমার মস্তকে সমুজ্জ্বল মুকুট, হস্তে অপূর্ব্ব কেয়ূর ও কণ্ঠে সর্পময় হার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি বিচিত্র ভরণভূষিত, ত্রিনেত্র, অসংখ্যলোচন, যোগী, সাঙ্খ্যশাস্ত্র এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক স্বরূপ। তুমি যজ্ঞসম্পাদক দেবতা ও অথর্ব্ববেদস্বরূপ। তুমি সর্ব্বতাপনাশন, শোকহর্ত্তা ও বহুমায়াধারী। তোমার স্বর মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীর। তুমি বীজ ও ক্ষেত্রের প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি দেবদেব, বিশ্বপতি, পবনের ন্যায় বেগবান্ ও পবনস্বরূপ। তুমি কাঞ্চনমাল্যধারী, দৈত্যদিগের পূজনীয় ও প্রচণ্ড বেগবান। তুমি পর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছ। তুমি মহিষঘ্ন, ত্রিরূপধারী ও সর্ব্বরূপময়। তুমি ত্রিপুরহন্তা, যজ্ঞবিঘাতক [দক্ষযজ্ঞনাশক], কালনাশক ও কালদণ্ডধারী। তুমি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ ও ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ। তুমি ভব, সর্ব্ব, বিশ্বরূপ, ঈশান, ভগঘ্ন ও অন্ধকঘাতী। তুমি চিন্ত্য, অচিন্ত্য, মায়াবী এবং আমাদিগের পরমগতি ও হৃদয়স্বরূপ।

“পণ্ডিতেরা তোমাকে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্ম, সাশাস্ত্রমধ্যে পরমপুরুষ, পবিত্রদিগের মধ্যে ঋষভদেব, আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণমধ্যে, মহেশ্বর, যক্ষগণের মধ্যে কুবের, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু ও হিমালয়, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণমধ্যে বশিষ্ঠ, গ্রহমধ্যে সূর্য্য, আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ, গ্রাম্য পশুর মধ্যে বৃষ, আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু, বসুগণমধ্যে পবন, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গগণমধ্যে অনন্ত, বেদমধ্যে সামবেদ, যজুর্ব্বেদের মধ্যে রুদ্রাধ্যায়, পরমহংসমধ্যে সনৎকুমার, সাঙ্খ্যবেত্তাদিগের মধ্যে কপিল, পিতৃগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, লোকসমুদয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক, গতিসমুদয়ের মধ্যে মোক্ষ, সাগরগণের মধ্যে ক্ষীরোদ, বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বভূতের আদি, সংহারকর্ত্তা ও কালস্বরূপ। তুমি সমুদয় তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি ভক্তবৎসল ও যোগেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। যদিও অজ্ঞানবশতঃ আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ভক্ত মনে করিয়া তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার বিপরীত রূপদর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলাম বলিয়া তোমাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করি নাই।

উপমন্যুর প্রতি শিবের প্রসন্নতা

‘আমি এইরূপে ভক্তিভাবে সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুদয় নিবেদন করিলাম। ঐ সময় আমার মস্তকে শীতলাম্বুসম্বলিত দিব্যগন্ধসমন্বিত পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। দেবকিঙ্করগণ দিব্যদুন্দুভিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সুখাবহ সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর পার্ব্বতীসমন্বিত ভূতভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া,

দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ত্রিদশগণ! ঐ দেখ, মহাত্মা উপমন্যু আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে।” তখন দেবগণ ভগবান্ শূলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও জগৎপতি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ হউক।”

‘দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ হাস্যমুখে কহিলেন, “বৎস! তুমি আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট তুষ্টিলাভ করিলাম। অতএব তুমি এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিব।”

‘আমি দেবাদিদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন এবং ক্ষিতিতলে জানুযুগল সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গদবাক্যে কহিলাম, “হে দেবদেব! আজ আপনি আমার সমক্ষে অবস্থান করাতে বোধ হইতেছে যেন, অদ্যই আমি জীবলোকে নূতন জন্মগ্রহণ করিলাম। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল। দেবগণও যে আরাধ্য পরমপূজ্য, অমিতপরাক্রম মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হয়েন, আজ আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম; সুতরাং আমার ন্যায় ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। যোগিগণ যাঁহাকে পরমতত্ত্ব, নিত্য, অনির্ব্বচনীয়, অজ, জ্ঞানস্বরূপ ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আদি দেবতা। তুমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও বামাঙ্গ হইতে লোকরক্ষার্থ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়া থাক। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে লোকসংহারার্থ তোমা হইতে রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয়। সেই মহাতেজাঃ রুদ্র কালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূত বিনাশ করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কালে প্রাণীগণের স্মৃতিশক্তির বিলোপ কর। তুমি সর্ব্বগামী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য। এক্ষণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যেন, তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। তোমার অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত সতত দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে পাই। আর তুমি যেন আমাদিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান কর।”

উপমন্যুর শিববরলাভ—কৃষ্ণকর্ত্তৃক আশ্বাসবাণী

‘তখন ত্রিলোকপূজিত চরাচরগুরু ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অজর, অমর, যশস্বী, তেজস্বী, শোকদুঃখশূন্য ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ সতত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। তুমি সুশীতল, গুণবান, সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে এবং স্থিরযৌবন ও অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া কালযাপন করিবে। তুমি যে স্থানে ক্ষীরসমুদ্রের সমাগম বাসনা করিবে, ঐ পয়োনিধি সেই স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইবে। এক্ষণে বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য দুগ্ধান্ন ভোজন কর।

"অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে। তোমার কুল, গোত্র ও বন্ধুগণ চিরস্মরণীয় হইবে। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকিবে। আমি তোমার এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান করিব। এক্ষণে তুমি পরমসুখে অবস্থান কর। কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না। তুমি আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইব।" কোটিসূর্য্যসম তেজস্বী ভগবান্ উমাপতি আমাকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

'হে বাসুদেব! আমি সমাধিবলে এইরূপে দেবদেব মহাদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ ফললাভ করিয়াছি। ঐ দেখ, সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, বৃক্ষসকল সমস্ত ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে এবং ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদয় পদার্থ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

"হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি উপমন্যু এই কথা কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলাম, তপোধন! আপনার আশ্রমে যখন স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব সতত বাস করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেই নেই। এক্ষণে সেই ত্রিলোকনাথ কি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন?

"তখন উপমন্যু কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার ন্যায় অনতিকালমধ্যে সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। আমি দিব্যচক্ষুপ্রভাবে সততই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি ছয় মাস আরাধনা করিতে করিতেই তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইবে এবং তাঁহা হইতে আটটি ও দেবী পার্ব্বর্ত্তী হইতে ষোলটি বর লাভ করিবে। আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি।

তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষিগিদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়াছেন, তখন তোমাকে উপক্ষো করিবেন কেন? তুমি ব্রহ্মপরায়ণ, অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল; সুতরাং তোমার তুল্য লোকের সহিত সমাগম দেবগণের নিতান্ত স্পৃহনীয়। এক্ষণে আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, উহার প্রভাবে তুমি অচিরাৎ মহাদেবের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে।' কখন আমি মহাত্মা উপমন্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই সেই অসুরকুলান্তক দেবাদিদেবের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইব।'

উপমন্যুকর্ত্তৃক কৃষ্ণের দীক্ষা শঙ্করসাক্ষাৎকার

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই মুনিবরের সহিত মহাদেববিষয়ক বাক্যালাপ করিতে করিতে মুহূর্তের ন্যায় অষ্টাহ অতীত হইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তকমুণ্ডন এবং আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন। পরে আমি এক মাস ফলাহার ও চারি মাস জলপানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান করিলাম। অনন্তর যষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে দেখিলাম, আকাশমণ্ডলে একেবারে সহস্র সূর্য্যের তেজ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থলে নীলপর্ব্বতের ন্যায় একখণ্ড মেঘ আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ মেঘ ইন্দ্রায়ুধ ও বিদ্যুন্মালায় [বিদ্যুৎশ্রেণীতে]

বিভূষিত। ভগবান্ মহাদেব স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত সেই মেঘের মধ্যে অবস্থান করিয়া যুগপৎ সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন আমি পুলকিতগাত্রে বিস্ময়বিকাশিতলোচনে সেই দেবগণের একমাত্র গতি আর্ত্তপরিত্রাণকর্ত্তা [১] ভগবান্ মহাদেবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলাম।

"তিনি কিরীট, গদা, শূল, ব্যাঘ্রাজিন, জটা, দণ্ড, পিনাক, বজ্র, অঙ্গদ, নাগযজ্ঞোপবীত ও বিবিধ বর্ণযুক্ত দিব্যমাল্য ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে শরৎকালীন পরিবেশগত [মণ্ডলমধ্যস্থিত] চন্দ্র ও দুর্নিরীক্ষ্য দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। একাদশ শত রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তাঁহার নিকট সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সংবৎসর, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগপর্য্যায়, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবিঃ, যজ্ঞীয় দ্রব্য, সনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলহ, ক্রতু, সপ্তমনু, সোম, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য, প্রজাপালক [সন্তানরক্ষক] মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক ও রাক্ষসগণ এবং গীতবাদ্যবিশারদ অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূতই কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেছিল। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীনাথ আমার সমীপে অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দেবদেবের তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে অরলোকন করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না।

কৃষ্ণের শঙ্কর-স্তব

"অনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। তুমি সহস্র সহস্রবার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য আমার পরমভক্ত আর কেহই নাই।' দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। জগন্মাতা পার্ব্বতী আমাকে ভূতপতির চরণে প্রণত দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন।

"তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া কহিলাম, 'হে সনাতন বিশ্ববিধাতঃ! মহর্ষিগণ তোমাকে দেবের অধিপতি, তপস্যা, সত্য এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ এবং মহর্ষিগণ তোমাকে সমুদয় ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ প্রাণ ও সপ্ত অগ্নির স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ঔবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদয় বেদ, যজ্ঞ, সোমরস, দক্ষিণা, অগ্নি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণদ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি, মোক্ষদা, সিদ্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মন ও মৎসরস্বরূপ। তোমা

হইতেই আধি ও ব্যাধি সমুদয় সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনাবীজ, মনের উৎপত্তিস্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম, অচিন্ত্য, সূর্য্য, জ্যোতির্ম্ময়, গুণসমুদয়ের আদি ও জীবসমুদয়ের লয়স্থান। বেদার্থবিদ পণ্ডিতেরা তোমাকে মহত্তর, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি ও স্মৃতিস্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। বেদবি ব্রাহ্মণগণ, তোমাকে ঐরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারমূল অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হয়েন।

"তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ জীবাত্মা। মহর্ষিগণ প্রতিনিয়ত তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। তোমার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমুদয় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গসুখ, সূর্য্যের প্রভা ও কিরণ, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ঈশান, জ্যোতি ও অব্যয়স্বরূপ। তোমাতে বুদ্ধি, মতি ও লোকসমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যসঙ্কল্প, জিতেন্দ্রিয় যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা নিরন্তর তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা তোমাকে হৃদয়াকাশশায়ী পরম পুরুষ, বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় ও বুদ্ধিমানদিগের পরমগতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান। মনুষ্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাত সূক্ষ্মগুণ ও তোমার সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ছয় গুণ এবং যোগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তোমাতে লীন হইতে পারে।'

"আমি এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের স্তব করিলে জগতের সমুদয় লোক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, দেব, অসুর, নাগ, পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও আমার মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীনাথ পার্ব্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি যে আমার পরমভক্ত, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যারপরনাই প্রীত হইয়া তোমাকে আটটি বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি, অতএব তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষানুরূপ আটটি বর প্রার্থনা কর।' "

১৫শ অধ্যায়
কৃষ্ণের বরলাভ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলাম, ভগবন্! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশঃ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, তোমার সন্নিকর্ষ্য ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি। তখন ভগবান্ শঙ্কর আমার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহা অবশ্যই সফল হইবে।'

"অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বাসুদেব! ভগবান্ শঙ্করপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমার অভিলাষানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে তুমি আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্নমনে তাহা প্রদান করিব।' তখন আমি তাঁহাকে

প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্যনৈপুণ্য—এই আটটি বর প্রার্থনা করিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন, 'বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তুমি অমরতুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, যোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তোমার আবাসে প্রতিদিন সপ্তসহস্র অতিথি ভোজন করিবে।'

"হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী উভয়ে আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি আমাকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি সেই তেজঃপুঞ্জলেবর দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কেশব! দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা, আশ্রয়দাতা ও যোদ্ধা আর কেহই নাই।' "

১৬শ অধ্যায়
উপমন্যু-আশ্রমে কৃষ্ণের শিবস্তোত্রশ্রবণ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন উপলক্ষ্যে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাধব! পূর্ব্বে সত্যযুগে তণ্ডিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি দশসহস্র বৎসর সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পিনাকপাণির আরাধনা করিয়া যে ফললাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা তুণ্ডি সমাধিদ্বারা দশসহস্র বৎসর পরমাত্মাস্বরূপ অব্যয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন যে, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা যে প্রধান পুরুষ লোকপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেবের স্তবপাঠ ও যোগিগণ যাঁহাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ, দেবতা, অসুর ও মুনিগণের মধ্যে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, আমি সেই অনাদিনিধান, পরমসুখী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা তণ্ডি এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ অথচ গুণবিষয়ীভূত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা ও বিশ্বের একমাত্র গতি এবং অচল, শুদ্ধ, বুদ্ধিশক্তিগ্রাহ্য, মনঃস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয়। দুরাত্মারা কখনই তাহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থান ও তমোগুণাতীত।

'মহাত্মা তুণ্ডি বহুবর্ষ কঠোর তপানুষ্ঠানপুর্ব্বক সেই ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে কহিলেন, 'হে পরমাত্মন্। তুমি পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমানদিগের পরমগতি, তেজস্বীদিগের উৎকৃষ্ট তেজ ও তপস্বীদিগের পরম তপস্যাস্বরূপ। ইন্দ্র তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন, তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু, মোক্ষপদ, সর্ব্বসুখের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জন্মমরণভীরু সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। যখন ব্রহ্ম, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন আমি কিরূপে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইব? বিশ্ব-সংসার তোমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কালপুরুষ ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেবর্ষিগণ তোমাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্ণাদি লোক, অনুভবাত্মক জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ। তুমি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয় ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাময়ী পরমভাব লাভ করিতে পারেন। যাহারা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা না করে, তাহাদিগকেই ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তুমি মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। তোমার কৃপাবলেই লোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করে, আর তোমার কৃপা না থাকিলেই উহার লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, অধঃ ও ঊর্দ্ধস্বরূপ। তুমি ব্রহ্ম, ভব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, সবিতা, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা,

বিধাতা, কুবের, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, অগ্নি, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সত্তা, অসত্তা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি, বিষয়, প্রকৃতির অতীত, কার্য্যকারণভিন্ন এবং চিত্য ও অচিন্তস্বরূপা তুমি পরব্রহ্মা, পরমপদ ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বী যোগীদিগের পরমগতি। ইহলোকে নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজ আমি তোমার দর্শনে সেই গতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সনাতন পরমপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি এত কাল তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছি। যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, আজ আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম।

'এই দেবাদিদেব ভগবান্ মহেশ্বরই দেব, অসুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশনিহিত সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গমনশীল। ইঁহার মুখ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে ইঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্ত্তা, দেহপোষক দেহী, দেহের সংহারকর্ত্তা, দেহিগণের গতি, প্রাণের সৃষ্টি ও পোষণকর্ত্তা, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতিনিষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জীবন্মূক্ত যোগিগণের গতিস্বরূপ। ইনি কর্ম্মানুসারে প্রাণীগণকে শুভাশুভ গতি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি জীবগণের জন্মমৃত্যুবিধান ও মহর্ষিগণকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইনি পৃথিব্যাদি ভুবনসমুদয় উৎপাদন করিয়া অষ্টবিধ মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বসংসার ধারণ ও ইহার প্রতিপালন করিতেছেন। সমুদয় পদার্থ ইহা হইতে সম্ভূত, ইঁহাতেই অবস্থিত ও ইঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকামীদিগের সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্মবেত্তাদিগের কৈবল্যস্বরূপ। ইনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোকমধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইঁহাকে শাস্ত্রমধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন। তন্নিবন্ধন দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়েন না।

'যাহারা একান্ত ভক্তিভাবে ইহার শরণাপন্ন হয়, এই অন্তর্য্যামী ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে আত্মপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহাকে অবগত হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুজনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকে না। পণ্ডিতগণ ইঁহাকে লাভ করিতে পারিলে আর কোন বস্তুই অলব্ধ বলিয়া গণ্য করেন না। সাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। বেবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম করিয়া ওঙ্কাররূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক এই বেদপ্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন। ইনি দেব্যানের আদিত্যরূপ দ্বার ও পিতৃযানের চন্দ্ররূপ দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক, সংবৎসর, যুগাদি, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণস্বরূপ। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত এই নীললোহিতকে নানাবিধ স্তব করিয়া ইঁহার নিকট বর যাচঞ্ঞা করিয়াছিলেন। ঋগবেদবেত্তারা ঋগবেদদ্বারা ইঁহার মহিমা কীর্ত্তন, ঋত্বিকগণ এই যজুর্ব্বেদময় মহেশ্বরের উদ্দেশে আহুতি প্রদান, বিশুদ্ধবুদ্ধি সামবেদবেত্তারা ইঁহার উদ্দেশে সামবেদগান এবং অথর্ব্ববিদ ব্রাহ্মণগণ অথর্ব্ববেদদ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে স্তব করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞের আদিকারণ ও ঈশ্বর।

‘দিবা ও রাত্রি ইঁহার চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ। পক্ষ ও মাস ইঁহার মস্তক ও বাহুস্বরূপ; ঋতু ইঁহার বীর্য্যস্বরূপ; তপস্যা ইঁহার গুহ্য, উরু ও পাদস্বরূপ। ইনি মৃত্যু, যম, অগ্নি, কাল, সংহারকর্ত্তা, কালের উৎপত্তিস্থান, চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্তভুবন, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পৃথিবীস্বরূপ। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমুদয় ইহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান, মহাদেবের অংশ। ইনি শাশ্বত পরমানন্দস্বরূপ। ইনি বীতস্পৃহ. সাধু ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব। ইনি উদ্বেগশূন্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদবেত্তাদিগের উৎকৃষ্ট ধ্যেয়। ইনি পরাকাষ্ঠা, শ্রেষ্ঠকলা, পরমা সিদ্ধি, পরমগতি, শান্তি, সুখ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতিস্বরূপ। যোগিগণ ইঁহাকে লাভ করিলে আর তাঁহাদিগকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। আজ আমি ইঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ, হইলাম।

‘হে দেবাদিদেব মহাদেব! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদিলোক লাভ করেন, তুমি সেই স্বর্গাদিলোক; শান্তি, যোগ, জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠাননিরত তাপসগণ যে নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নক্ষত্রলোক; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তুমি সেই ব্রহ্মলোক; বীতস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নির্ব্বাণ। বেদ ও পুরাণশাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি প্রসন্ন হইলে ঐ পাঁচ প্রকার গতিলাভ হয়, অন্যথা ঐ সমুদয় লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বদেব এবং মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই।

শিববরে তণ্ডিমহর্ষির পুত্রবরলাভ

“মহর্ষি তণ্ডি এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিয়া বেদ পাঠ করিলে, দেবী পার্ব্বতী ও ভগবান্ ভূতনাথ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান ভবানীপতি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদবলে এক পুত্রলাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী, বিদ্যাজ্ঞানসমন্বিত, অজর ও বেদের সূতকর্ত্তা হইবে। এক্ষণে এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য যাহা অভিলাষ থাকে ব্যক্ত কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ‘ভগব। আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। মহাত্মা তণ্ডি এইরূপ কহিলে ভগবান ভূতনাথ ‘তথাস্তু’ বলিয়া অনুচরগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

“হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা উপমন্যু এইরূপে তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তাঁহার বরপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘কেশব! ভগবান্ ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিকে বরপ্রদানপূর্ব্বক দেবতা ও মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে মহর্ষি তণ্ডি আমার আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া, পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশসহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে উহার যে একসহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই তণ্ডিকীর্ত্তিত নামসমুদয়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।’ ”

১৭শ অধ্যায়
শিবের অষ্টোত্তরসহস্র নাম

বাসুদেব কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহাত্মা উপমন্যু আমার নিকট মহাদেবের নামসমুদয় কীর্ত্তন করিতে বাসনা করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি ভগবান ভূতনাথের প্রধান ভক্ত; অতএব এক্ষণে আমি তোমার সমক্ষে বেদবেদাঙ্গনির্দ্দিষ্ট, মহর্ষি তণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণকর্ত্তৃক কথিত, সর্ব্বার্থসাধক, জগদ্বিখ্যাত কতকগুলি নামদ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্তবার্হ সর্ব্বভূতহিতৈষী ত্রিলোকবিখ্যাত সনাতন পরমব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরকে স্তব করিব, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। লোকে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়াও শত বৎসরে বিস্তারিতরূপে সেই দেবাদিদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবগণও মহাদেবের আদি, অন্ত ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? আমি তাঁহার প্রসাদবলে সাধ্যানুসারে সংক্ষেপে তাহার নাম কীর্ত্তন করিব। তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে কেহই তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যখন আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি তখনই তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকি।।

'পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অনাদিনিধি, জগতের আদি কারণ, বিশ্বরূপী, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশসহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তরসহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ঘৃত যেমন দধির, সুবর্ণ যেমন পর্ব্বতের, মধু যেমন পুষ্পের ও মণ্ড যেমন ঘৃতের সারভূত, তদ্রূপ এই অষ্টোত্তরসহস্র নাম ব্রহ্মোক্ত দশসহস্র নামের সারস্বরূপ। ঐ সকল নাম যত্নসহকারে শ্রবণ ও ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐ নামসমুদয় মঙ্গলজনক, তুষ্টিকর, বিঘ্ননাশক ও পরম পবিত্রতাসম্পাদক।

শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তকেই উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য; অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। উহা অনুত্তম ধ্যান, যোগধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানবগণ অন্তকালেও ঐ পাপনাশন যজ্ঞাদি, ফলপ্রদ মঙ্গলময় পরমানন্দস্বরূপ নামসমুদয় পরিজ্ঞাত হইলে পরমগতি লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদয় দিব্যস্তবের মধ্যে ঐ নামসমুদয়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই অবধি ভগবান্ মহেশ্বরের এই দেবপূজিত উৎকৃষ্ট স্তব 'স্তবরাজ'নামে জগতিতলে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়, তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভূলোকে সমানীত ও প্রচারিত করেন। এই নিমিত্ত উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ভূতভাবন ভগবান্, বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, পবিত্র, দ্যুতিমান, প্রশান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান; যিনি দেবতাদিগের দেবতা, ঋষিদিগেরও ঋষি, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যাণ, ব্রহ্মাদির ধ্যেয় ও কারণের কারণস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে লোকসমুদয়ের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবদেবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিবে।

তিনি স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভীম, প্রবর, বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, শর্ব্ব, সর্ব্বকর, ভব, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, শিখা, বিরাটমূর্ত্তিধারী, বিশ্বকর্ত্তা, হর, হিরণ্যাক্ষ, সর্ব্বভূতবিনাশক, প্রবৃত্তিনিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান, খেচর, বিষয়গোচর, পাপাত্মাদিগের পীড়নকর্ত্তা, সর্ব্বনমস্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, মায়ারূপ, মায়াকায়, বৃষরূপ, মহাযশা, মহাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বিশ্বরূপ, মহামনু, লোকপাল, অন্তহিতাত্মা, আনন্দময়, হয়গার্দ্দভি, পবিত্র, মহান, নিয়মাশ্রিত, নিয়ম, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভুত, আদি, আদিকরনিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোমরস, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, রাহু, মঙ্গল, বৃহস্পতি, অত্রি, নমস্কর্ত্তা, মৃগধারী, শরত্যাগী, নিষ্পাপ, মহাতপাঃ, ঘোরতপাঃ, অদীন, দীনসাধক, সংবৎসরকর্ত্তা, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপস্যা, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ, মহারেতাঃ, মহাবল, সুবর্ণরেতাঃ, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বীজবাহন, দশবাহু, অনিমেষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বল, গণ, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগম্বর, কাম, মন্ত্রবিৎ, পরমমন্ত্র, জগৎকারণ, সংহারকর্ত্তা, কমণ্ডলুধারী, ধনুর্দ্ধর, বাণহস্ত, কপালধারী, অশনিধারী, শতঘ্নীধারী, খড়গপাণি, পট্টিশহস্ত, শূলপাণি, পূজ্য, স্রুবহস্ত, সুরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, নিধি, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, উজ্জিতরূপ, বিনয়ান্বিত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপী, সিদ্ধার্থ, মুক্ত, সর্ব্বশুভঙ্কর, অজ, বহুরূপ, গন্ধধারী, কপর্দ্দী, উর্দ্ধরেতা, উর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধশায়ী, নভস্থল, ত্রিজটী, চীরবাসা, রুদ্র, সেনাপতি, সর্ব্বব্যাপী, অহশ্চর, রাত্রিচর, তীক্ষ্ণক্রোধ, সুবর্চ্চ, গজাসুরহন্তা, দানবঘাতী, কাল, লোকবিধাতা, গুণাকর, সিংহশার্দ্দূলরূপী, আর্দ্রচর্ম্মাবৃত, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বকাম, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, রাহু, অনন্ত, গতি, নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, নর্ত্তক, বিশ্ববন্ধু, ঘোররূপী, মহাতপাঃ, মায়াপাশধারী, ধ্বংসরহিত, পর্ব্বতারূঢ়, নিঃসঙ্গ, সহস্রহস্ত, বিজয়, ব্যবসায়, অতন্দ্রিত, অপ্রকম্প্য, ভয়স্বরূপ, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সৌম্য, ঈষৎসৌম্য, অতিক্রূর, বলসূদন, নিত্যানন্দময়, অর্থনীয়, অজিত, অবর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, বলবাহন, ন্যগ্রোধরূপী, অশ্বত্থাবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষপত্রস্থিত, ভক্তবৎসল, সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র, মহাকায়, মহানল, বিষ্বক্সেন, সচ্চসংহকর্ত্তা, সৃষ্টির বীজস্বরূপ, বৃষবাহন, তীক্ষ্ণচাপ, হর্য্যশ্ব, সহায়, কর্ম্মকালবেত্তা, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, বায়ু, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজাঃ, মহাতেজাঃ, সংগ্রামনিপুণ, বিজয়কালবেত্তা, জ্যোতিষ্মান্দিগের গতিপ্রকাশক, শাস্ত্র, সিদ্ধি, সর্ব্ববিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটাধারী, জ্বালাবৃত, মূর্ত্তিজ, মূর্দ্ধগ, বলী, বৈণব, পণবী, তালীখলী, কালমায়ার ছেদনকর্ত্তা, নিমিত্ত, নিমিত্তস্থ, আনন্দস্বরূপ, আনন্দবিধাতা, হরি, নদীশ্বর, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, কালচক্রের পরিচালক, জীবরূপী, ঈশ্বর, অচঞ্চল, প্রজাপতি, বিশ্ববাহু, বিভাগকর্ত্তা, সর্ব্বগ, অসুখ, সংসারমোচক, সুশরণ, দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা, মেত্রজ, বনচারী, ভূচর, সর্ব্বস্তুত, সর্ব্বতূর্য্যাননাদী, পশুপতি, ব্যালরূপ, গুহাবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়সুখের রসজ্ঞ, ত্রিদশ, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, দৈত্যদিগের সংহারকর্ত্তা, শত্রুনাশন, সাঙ্খ্যজ্ঞানপ্রদ, দুর্ব্বাসা, সর্ব্বসাধুনিষেবিত, প্রস্কন্দন, কর্ম্মফলবিভাজক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সর্ব্বস্থানগত, সর্ব্বস্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অমর, হিমালয়রূপা, হেমকর, নিষ্কর্ম্মা, সমুদয় কর্ম্মফলের আধার, সকলের অবলম্বনস্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত, সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা, কার্য্যসম্পাদক, ভুজঙ্গাবদ্ধবস্ত্র,

উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয়পুষ্ট, কাহলবাদ্যধারী, সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বকাল প্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষস্বরূপ সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বতোমুখ, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসংহারক, অনায়ত্ত, হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব, সূর্য্যকিরণ, সূর্য্য, বহুরশ্মি, অতুল তেজঃসম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বেগবান, মহাবেগসমন্বিত, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী, বিষয়ভোগনিরত, সর্ব্বদেহবাসী, শ্রীমান, উপদেষ্টা, মৌনী, মুনি, জীবের শুভাশুভ-বিচারকর্ত্তা, সর্ব্বসেব্য, বদন্য, গুরু, মিত্ররূপী, অতিদীপ্ত, প্রজাপতি, উন্মাদ, মদন, কাম্যবিষয়, সংসারবৃক্ষ, অর্থের আধার, কীর্ত্তিদাতা, বামদেব, কর্ম্মফলস্বরূপ, সকলের আদি, ত্রিলোকাক্রমণসমর্থ, বামন, সিদ্ধযোগী, মহর্ষি, সিদ্ধসন্ন্যাসী, জ্ঞানবান সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরমহংস, ব্যবহারবিহীন, মৃদু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি ষষ্টিতত্ত্বের ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, বজ্রহস্ত, বিস্তৃত, দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্ত্তা, সমরবিজয়ী, সংসারাশ্রয়বেত্তা, বসন্ত, পিঙ্গললোচন, বৃহস্পতির আরাধ্য, যজুর্ব্বেদ, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহচারী, সর্ব্বগত, বিচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, মহাপ্রলয়ে অবস্থিত, পিনাকধারী, সর্ব্বকারণস্থ, কারণ, সমৃদ্ধি, আনন্দকর, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দী আনন্দবর্দ্ধন, ঐশ্বর্য্যহর্ত্তা, হন্তা, কাল, ব্রহ্মা, পিতামহ, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্ম, সাধক, বলবান, ইতিহাস, কল্প, গৌতম, চন্দ্র, দম্ভ, অদম্ভ, দম্ভবিহীন ব্যক্তির প্রাপ্য, ভক্তাধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, পৃথিবীর স্রষ্টা, ভোগবিহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শক্র, নীতি, অনীতি, নিলচিত্ত, দোষবিহীন, মান্য, সংসারস্বরূপ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, স্বপ্নাভিমানী, পুরুষদর্পণ, শক্রবিজয়ী, বেদকর্ত্তা, মন্ত্রকর্ত্তা, বিদ্বান, সমরমর্দ্দন, মহামেঘনিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অগ্নিপ্রভ, মহাতেজস্বী, কালাগ্নি, আহুতি, হবনীয়দ্রব্য, ধর্ম্মরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, স্বলিঙ্গাবির্ভূত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগবিশিষ্ট, বিভাজক, শীঘ্রগামী, সঙ্গবিহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা, মহামাত্র, মহানেত্র, অবিদ্যানাশস্থান, মোহান্তক, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাশ, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাত্মা, মৃগচিহ্নধারী, ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, প্রলম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্র, মহাকায়, মহাদন্ত, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, দীর্ঘজটাধারী, সুপ্রসন্ন, প্রসন্ন, অনুভব, গিরিধৰা, স্নেহবান, স্নেহবিহীন, অজিত, মহামুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, ক্ষুদ্রপর্ব্বতগামী, সুমেরুনিবাসী, দেবাধিপতি, অথর্ব্বশীর্ষ, কামমুখ, ঋকলোচন, যজুঃপাদভুজ, উপনিষদের স্বরূপ, কর্ম্মকাণ্ড-বেদস্বরূপ, মনুষ্যাদিরূপ, প্রার্থনাপূরক, দয়ালু, সুখপ্রাপ্য, সুদর্শন, উপকারী, প্রিয়, সর্ব্ব, সুবর্ণবর্ণ, স্বর্ণাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দকর, যজ্ঞশ্রদ্ধা, ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা, স্থির, দ্বাদশসূর্য্যস্বরূপ, ভয়জনক, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্ঞলভ্য, মহামোহ, কলহ, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্ত্তা, ব্রহ্মসারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষক, ভস্মসৃৎ, কল্পবৃক্ষ, গণ, লোকপাল, লোকাতীত, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুদ্ধ, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যমুক্ত, পবিত্র, ভূতনিষেবিত, আশ্রমবাসী, ক্রিয়াবস্থিত, বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু, তাম্রোষ্ঠ, অর্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, আয়ু, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, গরুড়, সুবিজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব,

অনুকারী, সুবান্ধব, তুম্বী ফুলযুক্তবীণাধারী, মহাক্রোধ, ঊর্দ্ধরেতাঃ, জলাশায়ী, উগ্র, বংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মায়াবী, সুহৃদ, অনিল, অনল, সংসারপাশ, বন্ধনকর্ত্তা, বন্ধনমোচক, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, মহাদংষ্ট্রা, মহাযুধ, দক্ষনিন্দিত, শর্ব্ব, শঙ্কর, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, নির্গুণ, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অসুরহন্তা, অনন্তসর্পরূপী, বায়ুসদৃশ, জ্ঞানবান, হরি, অজৈকপাত, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত, শিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, কার্ত্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধ্রুব, ধারণকর্ত্তা, প্রভাব, সর্ব্বগত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উষ্ণকিরণ, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, বিভু, চাতুর্ব্বর্ণসংস্থাপক, সর্ব্বকামগুণপ্রাপক, পদ্মনাভ, মহাগর্ভ, চন্দ্রানন, অনিল, অনল, বলবান, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যজ্ঞেয়, কুরুক্ষেত্রকর্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিগুণোদ্দীপক, সর্ব্বান্তঃকরণ গর্ভধারী, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, দেবদেব, সুখাসক্ত, কার্য্যকারণবেত্তা, সর্ব্বরত্নবেত্তা, কৈলাসপর্ব্বতবাসী, হিমালয়বাসী, কুলহারী, কুলকর্ত্তা, বহুবিদ্য, বহুপ্রদ, বণিক, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্ত্তা, বৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ, সর্ব্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব, মহাচ্ছত্র, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দ ও ব্যাকরণ, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগতি, সিংহবাহন, প্রভবাত্মা, জগদগ্রাসকর্ত্তা, ভোজনপাত্র, লোকহিতকর, পরিত্রাণকর্ত্তা, সারঙ্গপক্ষী, নবহংস, কেতুমালী, ধর্ম্মস্থানপালক, সর্ব্বভূতাশ্রয়, ভূতপতি, অহোরাত্র, অনিন্দিত, সর্ব্বভূতবহনকর্ত্তা, সর্ব্বভূতগৃহস্বরূপ, সর্ব্বসংযোগী, ভব, অমোঘ, সংযত, অন্ন, অন্নদাতা, প্রাণধারণ, নৃতিমান, মতিমান, দক্ষ, সৎকৃত, যুগাধিপ, ইন্দ্রিয়পালক, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, ভক্তক্লেশধারী, হিরণ্যবাহু, যোগীদিগের শরীররক্ষক, শত্রুঘাতক, মহাহর্ষ, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধারস্বর, সুবাস, তপানুষ্ঠাননিত, প্রীতি, মনুষ্যরূপী, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরাগণসেবিত, মহাকেতু, মহাধাতা, বহুশিখরবাসী, চঞ্চল, জ্ঞানগোচর, উপদেশ, সর্ব্বগন্ধসুখাবহ, তোরণ, তারণ, বাত, খেচরেশ্বর, সংযোগ, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্য, আত্মসহায়, দেবসুরপতি, পতি, যুক্ত, যুক্তবক্ত্র, দেবদেব, আষাঢ়, সসহিষ্ণু, ধ্রুব, অচঞ্চল, হরিণ, হর, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিদিগের ধনদাতা, বসুশ্রেষ্ঠ, মহাপথ, ব্রহ্মশিরোহর্ত্ত, বিশেষবিচারক্ষম, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, রথা, রথযুক্ত, সর্ব্বসংস্পর্শী, মহাবল, দেব, বেদভিন্ন, তীর্থবেদ, মহারথ, নির্জ্জীব, জীবনোপায়, মন্ত্র, প্রশান্তদৃষ্টি, বহুকর্কশ, রত্নের উৎপত্তিস্থান, রক্তাঙ্গ, মহার্ণবপানকর্ত্তা, সর্ব্বকারণ, বিশাল, অমৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, তপোনিধি, পরম পদারোহণে অভিলাষী, পরমপদারূঢ়, সদাচারনিরত, মহাযশা, সৈন্যগণের পরাক্রম, মহাকল্প, যোগ, যুগকর্ত্তা, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, গজাসুরহন্তা, মৃত্যু, যথাযোগ্য: দানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত, অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাসম্পন্ন, চন্দ্র, হর, সুলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ, ত্রিযুগ, ফলপ্রদাতা, ত্রিনেত্র, হিরাঙ্গ, মণিময়কুণ্ডলধারী, জটাধর, অনুস্বার, বিসর্গ, সুমুখ, শর, সর্ব্বায়ুধ, সর্ব্বসহ, নিশ্চয়জ্ঞানবান, সুখাবির্ভূত, গান্ধারদেশোদ্ভব, মহাচাপসম্পন্ন, সর্ব্ববসনাময়, ভগবান, সর্ব্বকার্য্যের আধার, বিশ্বমথনসমর্থ, বহুল, বায়ু, পূর্ণ, সর্ব্বলোচন, তল, তাল, করস্থালী, দৃঢ়শরীর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সুচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক, সংসারাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডধারী, বিকারযুক্ত, হর্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রধারী, শতজিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য, সর্ব্বলোককর্ত্তা, পবিত্র, বীজশক্তিকীলকজপমন্ত্র, কনিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ব্রহ্মাদণ্ডনির্ম্মাণকর্ত্তা, শতঘ্নীপাশশক্তিসম্পন্ন

ব্রহ্মা, মহাগর্ভ, দেবগর্ভ, একার্ণবজলে আবির্ভূত, রশ্মিমান, বেদকর্ত্তা, বেদাধ্যায়ী, বেদার্থবেত্তা, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজনাশ্রয়, অনন্তরূপ, অনেকরূপ, তীক্ষ্ণতেজা, স্বয়ম্ভু, উপাধিশূন্য, পশুপতি, বায়ুবেগ, মনোজব, চন্দনলিপ্ত, পদ্মনালাগ্রস্বরূপ, সুরভির উদ্ধারকর্ত্তা, নরাবতার, কর্ণিকারমালাসম্পন্ন, কিরীটধারী, পিনাকহস্ত, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবী, উমাধর, বর, বরাহ, বরদ, বরেণ্য, সুমহান, মহাপ্রসাদ, দমন, শত্রুহন্তা, শ্বেতপিঙ্গলবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, পরমাত্মা, প্রতাত্মা, প্রকৃতির আশ্রয়, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন, সাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, নিষ্কাম, ধর্ম্মাধিপতি, সাধ্যষি, বসু, আদিত্য, বিবস্থান, সবিতা, সোমরস, বেদব্যাস, সৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিস্তর, সর্ব্বব্যাপী, জীবরূপ, ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ, সাঙ্খ্যতীত, কলা, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, প্রজাকর্ত্তা, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, জগতের অঙ্কুর, কার্য্য, কারণ, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, নির্ব্বাণ, আনন্দকর, ব্রহ্মলোক, পরমগতি, দেব, দেবাসুরসৃষ্টিকর্ত্তা, দেবাসুরগতি, দেবাসুরগুরু, দেবাসুরনমস্কৃত, দেবাসুরনিয়ন্তা, দেবাসুরাশ্রয়, দেবাসুরাধ্যক্ষ, দেবাসুরাগ্রগণ্য, দেবাদিদেব, দেবর্ষি, দেবাসুরবরপ্রদ, দেবসুরেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, দেবাসুরপূজ্য, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, স্বতঃসিদ্ধ, উদ্ভিদ, ত্রিবিক্রম, বিদ্বান, নির্ম্মল, রজোগুণবিহীন, অমরস্তবনীয়, হস্তীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, বিবুধ, অগ্রবরণীয়, দুর্ল্লক্ষ্য, সর্ব্বদেবময়, তপোময়, সুযুক্ত, শোভন, বজ্রধারী প্রাসাস্ত্রের উৎপাদক, অব্যয়, গুহকান্ত, অসাধারণ স্বভাব, পবিত্র, সর্ব্বপাবন, বৃষরূপ, পর্ব্বত, শিখরপ্রিয়, শনৈশ্চর, রাজরাজ, নির্দ্দোষ, অভিরাম, দেবগণস্বরূপ, বিরাম, সর্ব্বসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেব, হরিণ, বজ্রতেজ, হিমালয়, প্রাপ্তসমাধি, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অচিন্ত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতফলদাতা, পরব্রহ্ম, ভক্তদিগের পরমগতি, বিমুক্ত, মুক্ততেজা, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন ও জগৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

শিব-সহস্রনাম-পাঠফল

'হে বাসুদেব! এই আমি ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের প্রধান সহস্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করিলাম। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ যাঁহাকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তাঁহাকে স্তবদ্বারা পরিতুষ্ট করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি সেই জগদীশ্বরের অনুমতিক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিলাম। যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্রনাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভগবান ভবানীপতির স্তব করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে লীন হয়। দেবতা ও মহর্ষিগণ এইরূপে সেই সনাতন দেবদেবের স্তব করিয়া থাকেন। মোক্ষপ্রদ ভূতভাবন ভগবান শূলপাণি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইলে পরম পরিতুষ্ট হয়েন। আস্তিক, শ্রদ্ধান্বিত, অতুলতেজঃসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কি শয়ন, কি জাগরণ, কি প্রস্থান, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ কি নিমেষপরিত্যাগ সকল সময়েই ভক্তিপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সেই সনাতন দেবাদিদেবের স্তব, তাঁহার মাহাত্ম্যশ্রবণ ও অন্যের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়া তুষ্টিলাভ করেন।

'মনুষ্য অসংখ্যজন্ম সংসারমধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পাপবিহীন হইতে পারিলে পরিশেষে শিবভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্বকারণ সনাতন

শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। দেবলোক, মনুষ্যলোক প্রভৃতি সমুদয় লোকেই এইরূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূতভাবন ভগবান পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যাহারা একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দীনবৎসল ভগবান ভবানীপতি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত করেন। দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোন দেবতারই মনুষ্যকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যাপ্রেরণ প্রভৃতি অকার্য্যদ্বারা মানবগণের তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই মহাত্মা তণ্ডি অন্যান্য দেবতার উপাসনায় বিরত হইয়া এইরূপে সেই সময় সনাতন পশুপতির স্তব করিয়াছিলেন।

'পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই সর্ব্বপাপনাশন স্বর্গ যোগমোক্ষপ্রদ পরমপবিত্র স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাঙ্খ্যযোগোক্ত পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভূতভাবন ভগবান দেবদেবের নিকট এক বৎসর এই স্তব পাঠ করিলে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্ম আপনার এই পরম রহস্য পবিত্র স্তব ইন্দ্রকে, তৎপরে ইন্দ্র মৃত্যুকে, মৃত্যু রুদ্রগণকে, রুদ্রগণ মহাতপাঃ তণ্ডিকে, তণ্ডি শুক্রাচার্য্যকে, শুক্রাচার্য্য গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত মনুকে, বৈবস্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেতকে এবং নাচিকেত মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই আয়ুবৃদ্ধিকর বেদসম্মত পবিত্র স্তব তোমাকে প্রদান করিতেছি। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক ও ভুজগগণ। কদাচ ইহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয়েন না; যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই।' "

১৮শ অধ্যায়
ব্যাসাদি মহর্ষিগণকর্ত্তৃক শিবমাহাত্ম্য বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে উপমন্যুকীর্ত্তিত মহাদেবের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে পর ভীষ্মের সমীপস্থিত অন্যান্য মহাত্মারা যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি এই সহস্র নাম পাঠ কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গললাভ হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রলাভার্থ সুমেরুপর্ব্বতে ঘোরতর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার প্রভাবে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়াছে। অতএব এই স্তব পাঠ করিলে তুমিও অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবে।" দেবপূজিত সাঙ্খ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা কপিল কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ভক্তিসহকারে জন্ম জন্ম মহাদেবকে আরাধনা করাতে তিনি আমার প্রতি পরম পতিতুষ্ট হইয়া আমাকে সংসারবন্ধননাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।"

ইন্দ্রের প্রিয়সখা আলম্বায়ননামে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি গোকর্ণতীর্থে একশত বৎসর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবের প্রভাবে লক্ষবৎসরজীবী জরাবিহীন ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত দমগুণান্বিত অযোনিসম্ভূত একশত পুত্র লাভ করিয়াছি।"

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে সাগ্নিক মুনিগণের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, আমি সেই পাপমোচনার্থ ভগবান ভূতনাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া 'তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে' বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।

প্রদীপ্ত প্রভাকরসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি জামদগ্ন্য কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সহস্রনাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে পরশু ও নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিয়াছেন, 'বৎস! তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। তুমি অজেয়, অজর ও অমর হইবে।' আমি তাহারই প্রসাদবলে বিবিধ দিব্যাস্ত্র, অজেয়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।"

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কেবল সেই ভগবান ভূতনাথের প্রসাদবলে আমার এই দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ হইয়াছে।"

অসিতদেবল কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে আমার ধর্ম্মসমুদয় নষ্ট হইয়াছিল। ভগবান ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই ধর্ম্ম, যশঃ ও দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন।"

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা বৃহস্পতিতুল্য মহর্ষি গৃহৎসমদ কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতেছিলাম। ঐ সময় চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বরিষ্ঠ আমাকে কহিলেন, "তোমার ও সামবেদপাঠ সম্যকরূপ হইতেছে না। এইরূপ অবজ্ঞাজনক পাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পাঠ

করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞ দূষিত করা কখনই উচিত নহে। এই কথা কহিয়া তিনি রোষাবিষ্টচিত্তে আমাকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'রে মূঢ়! তুমি জলবায়ুবিহীন, মৃগাদিপশুবিবর্জ্জিত, সিংহ ও রুরু প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ, অযজ্ঞীয় পাদপাকুল কান্তার মধ্যে হিংস্র মৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশসহস্র অষ্টশত বৎসর অবস্থান করিবে।' ভগবান্ বরিষ্ঠ এই কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম। অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে, তিনি আমাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি অজর, অমর ও পরমসুখী হইবে; ইন্দ্রের সহিত তোমার সখ্যভাব সমান থাকিবে, এবং তোমাদিগের উভয়ের যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইবে।'

"হে ধর্ম্মনন্দন! ভগবান্ ভূতভাবন এইরূপে সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; তিনি সুখদুঃখের বিধাতা, ধারণকর্ত্তা ও কায়মনোবাক্যের অগোচর, তাঁহার প্রসাদবলে আমার তুল্য পণ্ডিত আর. কেহই নাই।"

কৃষ্ণ ও ঋষিগণের শিবমাহাত্ম্য প্রকাশ

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিয়া মহাদেবকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন, 'বৎস! তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরাজিত ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবে।' আমি পূর্ব্বাবতারে মণিমন্ত্রপর্ব্বতে বহুসহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে আত্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন আমি কহিলাম, 'ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে।' আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।"

জৈগীষব্য কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ভগবান ভূতপতি স্বয়ং বারাণসীতে পরমযত্নসহকারে আমাকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন।"

গর্গ কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব স্রোতস্বতী সরস্বতীর তীরে আমার মনোযজ্ঞদ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অত্যাশ্চর্য্য চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান ও সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্রগণের দশ লক্ষ বৎসর পরমায়ু হইয়াছে।"

পরাশর কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার এক মহাতপা, মহাতেজা, মহাযোগী, মহাযশ, বেদের বিভাগকর্ত্তা, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দয়ার্দ্র-স্বভাব পরম সুপণ্ডিত পুত্র উৎপন্ন হউক। আমি ঐরূপ চিন্তা করিলে সেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলাযানুরূপ পুত্রলাভ করিবে। তোমার ঐ আত্মজ বেদবেত্তা, ইতিহাসরচয়িতা, জগতের হিতকর, কুরুবংশধর ও সাবর্ণিমন্বন্তরে সপ্তর্ষিমধ্যে পরিগণিত হইবে। তাহার সহিত সুররাজের যারপরনাই বন্ধুত্ব

জন্মিবে এবং সে আমার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।”

মাণ্ডব্য কহিলেন, “ধৰ্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে বৃথা চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতনাথের স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তুতিবাদ-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে আত্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘তুমি আমার অনুকম্পায় অবিলম্বে শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অর্ব্বুদ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শুলজনিত বেদনা তিরোহিত হইয়া যাইবে। কি মানসিক, কি দৈহিক কোনরূপ পীড়াই তোমাকে। আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার এই দেহ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই জীবলোকে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে। তুমি নিষ্কণ্টকে সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে স্বর্গভোগ করিবে। বৃষবাহন ভগবান্ মহেশ্বর আমাকে এই কথা কহিয়া প্রমথগণের সহিত সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।”

গালব কহিলেন, “ধৰ্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি মহর্ষিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ আগমন করিলাম। ঐ সময় আমার পিতা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ‘বৎস! তুমি নিতান্ত বালক, অদ্যাপি তোমার পাঠসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। জননী এই কথা কহিলে আমি পিতৃদর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া একান্তমনে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ ভূতনাথ আমার ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রসন্নচিত্তে আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘বৎস! তুমি ও তোমার পিতা, মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে।’ ভগবান্ ভূতভাবন আমাকে এই কথা কহিয়া গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভবনে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ ও ফল গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাষ্পাকুলোলচনে কহিলেন, ‘বৎস! আজ আমার পরমসৌভাগ্য যে, তোমাকে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম।’ ”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৰ্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহর্ষিদিগের মুখে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের এইরূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ধৰ্ম্মরাজ! পূর্ব্বে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা উপমন্যু আমাকে কহিয়াছিলেন, ‘যাহারা নিরন্তর রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া অশুভকার্য্যদ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করে, তাহারা কখনই ভগবান্ দেবদেবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একান্ত ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাহাকে লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালহরণ করেন, তাঁহাকে যোগবলসম্পন্ন অরণ্যবাসী মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনায়াসেই ব্রহ্মত্ব, কেশবত্ব,

ইন্দ্রত্ব ও ত্রৈলোকের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা ইহলোকে মনে মনেও ভগবান্ শূলপাণির শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। লোক গৃহতড়াগাদির উচ্ছেদ ও লোকসমুদয়ের প্রাণসংহার করিয়াও দেবদেব বিরূপাক্ষের অর্চ্চনা করিলে তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সুলক্ষণবিহীন পাপাত্মারাও ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিলে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কীট, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীগণও ভূতভাবন ভবানীপতির শরাপন্ন হইলে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ইহলোকে ভগবান্ ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।' ”

কৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ শিবমাহাত্ম্যকীর্ত্তন

মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে উপমন্যুর বাক্য কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকার, ভূমি, সলিল, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা, শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্‌গণ, উপনিষদ, সত্য, বেদসমুদয়, দক্ষিণা, বেদপাঠক, সোমরস, যজ্ঞকর্ত্তা, হব্য, রক্ষা, দীক্ষা, নিয়মসমুদয়, স্বাহা, বৌষট্, ব্রাহ্মণ, সৌরভেয়ী, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমানদিগের স্থিতি, শুভাশুভ, সপ্তর্ষি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্পর্শ, কার্য্যসিদ্ধি, দেবগণ, উষ্মপগণ, লোকসমুদয়, সুষাম, তুষিত, ব্রহ্মকায়, আভাস্বর, গন্ধপ, ধূমপ ও দৃষ্টিপনামক দেবগণ, বাচংযমগণ, সংযতমন, মহর্ষিসমুদয়, বিশুদ্ধকার্য্য, নির্ম্মাণনিরত দেবগণ, স্পর্শাশন, দর্শপ, আজ্যপ, চিন্তাদ্যোত প্রভৃতি দেবগণ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, দানব, যক্ষ, চারণ ও পন্নগগণ, স্থূল, সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, মৃদু, সুখ, দুঃখ, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ, সাঙ্খ্যশাস্ত্র এবং অন্যান্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদয় পদার্থই সেই ভূতভাবন সনাতন মহেশ্বর হইতে সম্ভূত হইয়াছে। যে সমুদয় দেবতা আকাশাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারাও সেই ভগবান্ ভূতপতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এই ধরিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমি মোক্ষলাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্র তত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি। সেই ভগবান দেবাদিদেব আমার স্তবে তুষ্ট হইয়া আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যোগশীল ও পবিত্র হইয়া এই পবিত্র স্তব এক মাস নিয়ত পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধের ফললাভ হয়। এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদার্থজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয়, বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের সুখ ও সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা এই সর্ব্বদোষবিনাশন পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান্ দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা আপনাদিগের রোমকূপ পরিমিত বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।”

১৯তম অধ্যায়

বিবাহরহস্য—দিগধিষ্ঠাত্রী—অষ্টাবক্রসংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা মধুসূদন এইরূপে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ধৰ্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয়কে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, ‘পিতামহ! পাণিগ্রহণকালে বেদবাক্যানুসারে বর ও কন্যাকে ‘তোমরা পরস্পর সমবেত হইয়া একধৰ্ম্ম আচরণ কর’ বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বর ও কন্যাকে যে ধৰ্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা যায়, উহা কি যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তানোৎপাদন অথবা ইন্দ্রিয়সুখসাধন? যখন প্রাণীমাত্রেই স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হয়, তখন ঐ ধৰ্ম্ম যে যাগ্যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর যখন কামিনীগণ পরপুরুষে অনুরক্ত হইয়া তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন করিতেছে, তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত ধৰ্ম্ম যে পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব আমার বোধ হয়, ঐ ধৰ্ম্ম সত্যধৰ্ম্ম নহে। যাহা হউক, ঐ ধৰ্ম্ম নিতান্ত দুৰ্ব্বোধ্য হওয়াতে উহাতে আমার মহা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি সম্ভবরূপে ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীৰ্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! আমি এই উপলক্ষ্যে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মহর্ষি অষ্টাবক্রের কথোপকথন কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।”

অষ্টাবক্রের বদান্যমহর্ষিকন্যার পাণিপ্রার্থনা

“পূৰ্ব্বে মহাতপাঃ অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভানাম্নী কন্যার রূপলাবণ্যদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া উহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উহার পিতার নিকট গমনপূৰ্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘বৎস! তুমি একবার উত্তরদিকে গমনপূৰ্ব্বক একজনের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আইস, তাহা হইলেই আমি তোমাকে কন্যাদান করিব।’

“মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন, ‘মহাত্মন্! আমাকে উত্তরদিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, তাহা আপনি কীৰ্ত্তন করুন। আপনি এক্ষণে আমাকে যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব।’

“মহর্ষি বদান্য কহিলেন, বৎস! তুমি অলকাপুরী ও হিমালয় পৰ্ব্বত অতিক্রমপূৰ্ব্বক কৈলাসপৰ্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধমুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গরাগসংযুক্ত পিশাচগণ মহাদেবের চতুৰ্দ্দিক পরিবেষ্টনপূৰ্ব্বক মহাহ্লাদে তানপ্রদানপুরঃসর [সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে] নৃত্যগীত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। কৈলাসপৰ্ব্বতের ঐ স্থান অতিরমণীয়। ভগবান ভূতনাথ স্বীয় অনুচরগণের সহিত নিয়তকাল তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। দেবী পাৰ্ব্বতী মহাদেবকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান উহাদের উভয়েরই অতি সন্তোষকর হইয়াছে। উহার পূৰ্ব্বে ও উত্তরদিকে ছয় ঋতু, কাল, রাত্রি এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে দেবসন্নিভ অতিরমণীয় এক নীলবন অবলোকন করিবে। ঐ স্থানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি

তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক পরমযত্নসহকারে তাঁহার সৎকার করিয়া এই স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি তথায় সেই বর্ষীয়সীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেই আমি তোমাকে কন্যা দান করিব। এক্ষণে যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ তথায় গমন কর।

"তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

বদান্যের নির্দ্দেশে অষ্টাবক্রের হিমালয়গমন

"ভগবান্ অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া, ক্রমে ক্রমে সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ষদায়িনী বাহুদানদীর পবিত্রজলে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিয়া ঐ শোকবিহীন বিমল তীর্থে কুশশয্যায় শয়নপূর্ব্বক পরমসুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ মহাত্মা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন। ঐ স্থানে এক হ্রদ ও হ্রদের অনতিদূরে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র ঐ হ্রদের তীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হরপার্ব্বতীর প্রতিমা দর্শনপূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া মহাত্মা ধনপতির কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনীনদী ও নলিনীদলসমাচ্ছন্ন সরোবরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক নিশাচরগণ মণিভদ্রতনয়ের সহিত তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই ভীমবিক্রম, রাক্ষসগণকে অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, 'নিশাচরগণ! তোমরা অবিলম্বে ধনপতির নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর।' তখন নিশাচরগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, '"ভগবন! আপনার আগমনবৃত্তান্ত যক্ষরাজের অবিদিত নাই। ঐ দেখুন, তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ কুবের স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিতেছেন।'

'রাক্ষসগণ এই কথা কহিতে কহিতেই ধনাধিপতি কুবের মহাত্মা অষ্টাবক্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি। এক্ষণে আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। তথায় সৎকৃত ও বিশ্রান্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবেন। মহাত্মা কুবের এই বলিয়া মহর্ষি অষ্টাবক্রকে স্বীয় গৃহে আনয়নপূর্ব্বক আসন ও পাদ্য অর্ঘ্যপ্রদানপুরঃসর উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মণিভদ্রপ্রমুখ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন মহাত্মা কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! অপ্সরাগণ নৃত্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কুবের এই কথা কহিলে অষ্টাবক্র মধুরবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, 'যক্ষরাজ! অতিথিসৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব, এক্ষণে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করুক।'

অষ্টাবক্রের কুবের আতিথ্যগ্রহণ—পুনঃপর্য্যটন

“ভগবান্ অষ্টাবক্র এইরূপে অনুমতি প্রদান করিলে নানাবেশধারিণী উর্ব্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্ব্বশী, অলম্বুষা, ঘৃতাচী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যুতা, প্রশমী, দান্তা, বিদ্যোতা ও রতি প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদিত্রনিস্বন [বাদ্যধ্বনি] করিতে লাগিল। এইরূপে নৃত্য আরম্ভ হইলে মহাতপাঃ ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই কুবেরের আবাসে দেবমানের এক বৎসর পরমসুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদা মহাত্মা যক্ষরাজ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! নৃত্যগীতাদি অতি মনোহর বিষয়। আপনি এই উপলক্ষ্যে এক বৎসর আমার আলয়ে অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আরও কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনি অতিথি ও আমাদিগের পূজনীয়। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য এবং আমাদের গৃহ আপনার গৃহস্বরূপ সন্দেহ নাই।

“যক্ষরাজ এই কথা কহিলে ভগবান্ অষ্টাবক্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘যক্ষরাজ! আমি তোমার যথোচিত সৎকারদ্বারা যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার তুল্য শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। এক্ষণে আমাকে মহর্ষির নিয়োগক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। তোমার বুদ্ধির ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হউক। আমি চলিলাম।’ ভগবান্ অষ্টাবক্র এই বলিয়া তথা হইতে বিনির্গত হইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং পরিশেষে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইয়া ধরণীতলে অবতরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

“কিয়ৎক্ষণ গমন করিতে করিতে এক মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ, সকল প্রকার পুষ্পফলে পরিপূর্ণ, রমণীয় কানন তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ অরণ্যমধ্যে এক দিব্য-আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্নবিভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত, মণিভূমিনিখাত [মণিদ্বারা তট ও তলযুক্ত] মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থসমুদয় যারপরনাই উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদয় পদার্থের অলৌকিক শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রমমধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক সর্ব্বরত্নময় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় পুরী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ পুরীর পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণিকাঞ্চনময় পর্ব্বত ও সুবর্ণবিমানসমুদয় বিরাজিত ছিল; মন্দারকুসুম সমলঙ্কৃত মন্দাকিনী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল এবং হীরক ও মণিসমুদয় চতুর্দ্দিকে প্রভাজাল বিস্তার করিতেছিল। ঐ পুরীমধ্যে বিচিত্র মণিহোরণসমলঙ্কৃত মুক্তাজালখচিত হৃদয়াকর্ষক বিবিধ গৃহসমুদয় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, ‘এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব?’ পরিশেষে তিনি সেই পুরের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ‘আমি অতিথি; এক্ষণে তোমরা এই পুরমধ্যে যে কেহ বিদ্যমান থাক, আমাকে আসিয়া সমুচিত সৎকার কর।’

আতিথ্যলিপ্সু অষ্টাবক্রের প্রতি নারী-অনুরাগ

"মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিবামাত্র ঐ পুরমধ্যস্থ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সাতটি কন্যা অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। ঐ সময় মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ সাতটি কন্যার মধ্যে যাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই তাঁহার মনোহরণ করিল।

"তিনি তাহাদের রূপলাবণ্যদর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিহার করিলেন। অনন্তর সেই কন্যাগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন্! আপনি এই আবাসমধ্যে প্রবেশ করুন।' কন্যাগণ এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র উহাদের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় এক শুক্লাম্বরধারিণী, পর্য্যাঙ্কে নিষণ্ন [খাটে উপবিষ্টা], সর্ব্বাভরণবিভূষিতা বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণ করিয়া, 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই স্থবিরা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র তথায় উপবেশন ও বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া সেই সমস্ত নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অঙ্গনাগণ! তোমাদিগের মধ্যে যিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী, সেই রমণী এই স্থানে অবস্থান করুন। আর সকলেই স্ব স্ব আলয়ে স্বেচ্ছানুসারে গমন করুন।'

"মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র কামিনীগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবল সেই বর্ষীয়সী সেই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দিবস অতীত ও রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন মহর্ষি এক দুগ্ধফেনধবল শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, 'রজনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব তুমিও এক্ষণে শয়ন কর।' বৃদ্ধা তপোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য এক শয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ঐ বর্ষীয়সী দুরন্ত শীতব্যপদেশে [শীতকাতরতাচ্ছলে] কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন করিল। মহর্ষি তাহাকে আপনার শয্যায় আগত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে কহিল, 'ভগবন্! পুরুষস্পর্শে স্ত্রীলোকের স্বভাবতই ধৈর্য্যলোপ হইয়া থাকে। আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছি; এক্ষণে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি ভগবান্ কুসুমায়ুধের [কামের] বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। আমি আপনার নিকট আগ্রহাতিশয়সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনাকে আমার ইচ্ছা সফল করিতে হইবে। আপনি যে এতকাল কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমার মনোরথ পূর্ণ করাই ইহার অভীষ্ট ফল। এক্ষণে আমার এই যে সমস্ত ধনরত্ন ও অন্যান্য যাহা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি তৎসমুদয়ের ও আমার অধীশ্বর হউন। আপনি আমার আশা সফল করিলে আমিও আপনার সমুদয় ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এই রমণীয় কাননমধ্যে আপনার একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরমসুখে বিহার করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আমরা এই স্থানে পরস্পর মিলিত হইলে লৌকিক-অলৌকিক নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই।

স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশর নিপীড়িত হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তৎকালে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।

"বৃদ্ধা এইরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র তাহাকে কহিলেন, 'ভদ্রে! আমি কদাচ নারী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই কার্য্যকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয়ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মতঃ পুত্রলাভ করিলে আমার নিশ্চয়ই শুভলোকসমুদয় লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।'

"তখন বৃদ্ধা কহিল, 'ভগবন্! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়। পুরুষসংসর্গ উহাদের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহেন। দেখুন, সহস্র স্ত্রীলোকমধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না; আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। হে তপোধন! প্রজাপতি স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আমি আপনার নিকট তৎসমুদয় অবিকল কীর্ত্তন করিলাম।'

অষ্টাবরে নারী-প্রত্যাখ্যান—বৃদ্ধার কৌশল

"বর্ষীয়সী এই কথা কহিলে মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! লোকে কার্য্যের আস্বাদজ্ঞ [আস্বাদে অভিজ্ঞ—রসবোধসমর্থ] হইলেই তদ্বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আমি বিষয়সম্ভোগ কিছুমাত্র অবগত নহি; এই নিমিত্তই তোমার এই প্রার্থনায় সম্মত হইতেছি না। এক্ষণে এই কার্য্য ভিন্ন তোমার অন্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ব্যক্ত কর।' তখন স্থবিরা কহিল, 'ভগবন্! আপনি এ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করুন। কালক্রমে সম্ভোগসুখের আস্বাদগ্রহে [আস্বাদগ্রহণে] সমর্থ হইবেন।'

"বৃদ্ধা এইরূপ অনুরোধ করিলে, 'মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে, আমি ততদিনই এই স্থানে বাস করিব, সন্দেহ নাই।' তিনি বৃদ্ধাকে এই কথা কহিয়া উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে উহার যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন, তাহা কিছুতেই তাহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইল না। তখন মহর্ষি ঐ নারীকে একান্ত জরাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই নারী কি এই গৃহদেবতা? এ কি শাপপ্রভাবে এইরূপ বিকৃতরূপ হইয়াছে? যাহাই হউক, ইহাকে ইহার বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না।' মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন অতিক্রান্ত হইল। দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আজ্ঞা করুন।' তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি এক্ষণে আমার স্নানার্থ সলিল আহরণ কর। আমি কৃতজ্ঞান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিব।' "

২০তম অধ্যায়
বৃদ্ধার অষ্টাবক্রসেবা—পরস্পর প্রিয়ালাপ

ভীষ্ম কহিলেন, "মহর্ষি অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে বৃদ্ধা অচিরাৎ তাঁহার নিকট দিব্যতৈল ও স্নানবস্ত্র উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিয়া দিল। তৈলমর্দ্দন সমাপ্ত হইলে মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সহিত স্নানশালায় প্রবিষ্ট হইয়া অতি বিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; বৃদ্ধাও তাঁহার সমীপে সমুপবিষ্ট হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিলদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল ও বৃদ্ধার করস্পর্শদ্বারা পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্নান করিতে করিতে যে সমুদয় রজনী অতিবাহিত হইল, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন ভগবান সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার কি মোহ উপস্থিত হইল, অথবা যথার্থই প্রাতঃকাল হইয়াছে?

"অনন্তর অনতিকালবিলম্বে তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীকৃত হইলে তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, 'ভদ্রে! এক্ষণে আমি কি করিব?' তখন বৃদ্ধা অমৃততুল্য সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট অন্ন উপনীত করিল। মহর্ষি সেই সুস্বাদু অন্নের রসাস্বাদন করিতে করিতে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনরায় সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে সেই বর্ষীয়সী আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত স্বতন্ত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া কহিল, 'ভগবন্! আপনি এক্ষণে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন।' বৃদ্ধা মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং আপনার শয্যায় শয়ন করিল এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে তাঁহার শয্যায় সমুপস্থিত হইল।

"তখন অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! পরস্ত্রীসংসর্গ করিতে আমার কোনমতেই ইচ্ছা হয় না; অতএব তুমি অচিরাৎ এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

"দ্বিজবর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে বৃদ্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, 'ভগবন্! আমি স্বতন্ত্রা, আমার সহিত সংসর্গ করিলে আপনাকে পরদারামর্ষণজন্য [পরনারীগ্রহণ] দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না।

"অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভদ্রে! প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোকমাত্রেই পরাধীন।'

"তখন বৃদ্ধা কহিল, 'দ্বিজবর! আমি অনঙ্গপীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছি। অতএব আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে।'

"অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরা কামক্রোধাদি দোষে একান্ত অভিভূত হয়। আমি ধৈর্য্যগুণবশতঃ কামাদি রিপুসমুদয়কে বশীভূত করিয়াছি, অতএব তুমি অচিরাৎ আপনার শয্যায় শয়ন কর।'

"বৃদ্ধা কহিল, 'দ্বিজবর! আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। যদি আপনি স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীর সংসর্গ নিতান্ত দোষাবহ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার সংসর্গনিবন্ধন দোষের লেশমাত্রও জন্মিবে না। ফলতঃ আমি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার সংস্কারসম্পাদন করুন। আমি আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি।'

"তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, 'ভদ্রে! ত্রিলোকমধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নাই। তুমি কিরূপে স্বাধীন হইলে? দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতির কখনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।'

"বৃদ্ধা কহিল, 'দ্বিজবর! আমি কুমারাবস্থা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন করিয়াছি। আমি এখন কন্যা, অতএব আমার প্রতি অশ্রদ্ধা না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।'

"বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে ষোড়শবর্ষদেশীয়া কন্যার [প্রায় ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার—কিছু কম ষোল বছরের কন্যা] ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ। কিন্তু মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষার্থ এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি কিরূপে তোমার সহিত সংসর্গে প্রবৃত্ত হইব?' অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে সেই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই কামিনী ইতঃপূর্ব্বে অতি জীর্ণ ছিল; এক্ষণে দিব্যবস্ত্রাভরণবিভূষিত কন্যার বেশ ধারণ করিয়াছে, না জানি, পরে আবার কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে। যাহা হউক, কামদমনশক্তি ও ধৈর্য্যগুণসত্ত্বেও আমি কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, সেই সত্য প্রতিপালনপূর্ব্বক নিশ্চয়ই সেই ঋষিকন্যাকে বিবাহ করিব।' "

২১তম অধ্যায়

অষ্টাবক্রের পরীক্ষান্তে বৃদ্ধার নিজরূপ প্রকাশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ঐ স্ত্রী যখন অষ্টাবক্রকে পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ ও উহার শয্যায় গমন করিল, তৎকালে উহার ঐ মহাতেজা মহর্ষি হইতে অভিশাপের আশঙ্কা হইল না কেন? আর ভগবান্ অষ্টাবক্রই বা কিরূপে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, আপনি এই বৃত্তান্তদ্বয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত আপনার রূপ পরিবর্ত্তিত করিলে, তাহা আমার নিকট তোমাকে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে।' মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপ অনুরোধ করিলে সেই কামিনী তাঁহাকে কহিলেন, 'মহর্ষে! স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রভৃতি সমুদয় লোকেই স্ত্রীপুরুষগণ কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে

আমি তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদয় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তরদিক তোমাকে স্ত্রীলোকের চাপল্য দর্শন করাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। আজ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি মহাত্মা বদান্যকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিলাম। অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমনপূর্ব্বক বাঞ্ছিত কন্যাকে লাভ করিতে পারিবে এবং কালক্রমে ঐ কন্যা পুত্রবতীও হইবে। এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে তোমার গৃহে গমন করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তোমার অন্য কিছু শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মহাত্মা বদান্য তোমার নিমিত্তই আমাকে প্রসন্ন করিয়াছেন, আমি তাঁহার সম্মানরক্ষার নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

বদান্যকন্যার সহিত অষ্টাবক্রের বিবাহ

"স্ত্রীবেশধারিণী উত্তরদিক্ এই কথা কহিলে মহাত্মা অষ্টাবক্র তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং স্বজনদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা বদান্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! যে যে স্থানে গমন ও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তখন মহাত্মা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গন্ধমাদনপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া উহার উত্তরাংশে এক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপনার অভিপ্রায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি।' মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি কন্যাদানের যোগ্যপাত্র। তোমাকে কন্যাদান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি এক্ষণে শুভনক্ষত্রে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর।' মহর্ষি বদান্য এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীপুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়সুখসাধনস্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

২২তম অধ্যায়
দাতা ও দানপাত্রনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দণ্ডাদি চিহ্নসম্পন্ন বা ঐ চিহ্নবিহীন ব্রাহ্মণ দানাদির উপযুক্ত পাত্র, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদির চিহ্নসম্পন্ন হউন বা না হউন, স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহাকে দান করা কর্ত্তব্য। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি অপবিত্র ব্যক্তি পরমশ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য ও অর্থাদি দান করে, তাহা হইলে তাহার কি পাপ জন্মে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহার পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দৈবকার্য্য অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য্যসাধনসময়ে কি নিমিত্ত উহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দৈবকার্য্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার আবশ্যকতা নাই। যজমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু পিতৃকার্য্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচ সম্পন্ন হয় না। সুতরাং পিতৃকার্য্যসাধনকালে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য আছে কি না, অগ্রে তাহার সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যাঁহারা অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয়, বিবিধবিদ্যায় পারদর্শী, তপঃপরায়ণ ও যজ্ঞশীল, তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত পাত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়?"

বিপ্রগুণ—পৃথ্বী-কশ্যপ-অগ্নি-মার্কণ্ডেয়সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি সৎকুলসম্ভূত, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানপরায়ণ, বিদ্বান, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয়েন। এই বিষয়ে পৃথিবী, কশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চারিজনের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর।

"একদা পৃথিবী প্রভৃতি চারিজন সমবেত হইয়া এই কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের সদগুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, 'মৃৎপিণ্ড যেমন মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিলম্বেই নিমগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতি গ্রহসম্পন্ন ব্রাহ্মণে সমুদয় দুষ্কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

"কশ্যপ কহিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হয়েন, সাঙ্গবেদ, সাঙ্খ্য, পুরাণ ও কৌলীন্য কখনই তাঁহার উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হয় না।'

'অগ্নি কহিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিতাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার বিদ্যাবলে অন্যের যশঃ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হয়েন এবং তাঁহার কখনই অক্ষয়লোকলাভ হয় না।

"মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, কশ্যপ, অগ্নি ও

মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের বিষয়ে এইরূপ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যদি শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধের অখণ্ড ফললাভ হয় কি না?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিত্রুদ্দেশে [পিতৃলোকের উদ্দেশে] প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ব্রতলোপ হয়, শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গহানি হয় না।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মনীষিগণ ধর্ম্মকে নিতান্ত জটিল ও দুরবগাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন, সেই সমস্ত ধর্ম্মসংস্কারকারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গোমহিষাদির মাংসভোজী পুক্কস, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ [ক্রোধ] মোহাদির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদয় প্রকাশ করে, তাহারা তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানকালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া, আহার প্রদান না করে, তাহার অশুভ লোকসমুদয় লাভ হয়।”

ব্রহ্মচর্য্যাদি-ব্রতলক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য কি, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মলক্ষণ কি প্রকার, উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই বা কাহাকে বলে, আপনি এই সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! মদ্যমাংসপরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য। বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর বিষয়বৈরাগ্যই পবিত্রতা।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মনুষ্য কোন্ সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জ্জন ও কোন্ সময়েই বা বিষয় ভোগ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বাহ্ণে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্মসঞ্চয় ও অপরাহ্ণে বিষয়ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর নিরন্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণগণের সম্মানন, গুরুলোকের অর্চ্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অনুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, নরপতিগণের নিকট শঠতা, গুরুজনসন্নিধানে মিথ্যাব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদপরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশপ্রকাশ করিলে ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়। গোহত্যা ও নরপতিকে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যা-পাপ জন্মে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে সাধু বলিয়া পরিগণিত হয়েন, কিরূপ ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করিলে মহাফললাভ হয় এবং কি প্রকার ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ব্রাহ্মণগণ ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং যাঁহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ ও সমুদয় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং ষড়বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র যথার্থ গুণবান পাত্রে দান করিলে দাতার সহস্রগুণ ফললাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন একমাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয়। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রাহ্মণকে গো, অশ্ব, ধন ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে পরকালে আর দাতাকে অনুতাপ করিতে হয় না। সদ্‌গুণসম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।”

২৩তম অধ্যায়
দৈবাদি ক্রিয়ার সময়নিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! সুরর্ষিগণ শ্রাদ্ধকালে দৈব ও পৈত্রকার্য্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরমযত্নসহকারে পূর্ব্বাহ্ণে দৈবকার্য্য, অপরাহ্ণে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অকালদত্ত [অসময়ে প্রদত্ত] বস্তু রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লঙ্ঘিত [পদদ্বারা লঙ্ঘনকৃত], অবলীঢ় [গৃহীত-আস্বাদ—জিহ্বাস্পর্শে যাহার আস্বাদ গ্রহণ করা হয়।], কলহকৃত, রজঃস্বলাস্পৃষ্ট, অনেকের উদ্দেশে সম্পাদিত, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশ, কীট, নেত্রজল ও ক্ষুতদ্বারা দূষিত, উচ্ছিষ্ট শ্রাদ্ধে মন্ত্রক্রিয়া ও আহুতিপ্রদান ব্যতীত পরিবিষ্ট [পরিবেশনরত] এবং দুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অন্নকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেবতা, অতিথি ও বালিকাদিগকে বঞ্চনা করিয়া অন্নভোজন করিলে রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয়।

“হে মহারাজ! এই আমি রাক্ষসীয় ভাগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর যেরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা অবিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠ, ক্লীব, যক্ষ্মারোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল [বেতনগ্রহণে দেবপূজক], বৃথানিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রাপতি, বেতনভুক অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্মবিবর্জ্জিত, মৃতনির্য্যাতক

[পূর্ব্বশক্রতাবশতঃ মৃতের প্রতিহিংসা কারী], তস্কর, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামণী, পুত্রিকাপুত্র [দত্তকরূপে গৃহীত কন্যার পুত্র], ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্রজীবী ও সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহীন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

বিধিবিহিত দাতা ও গৃহীতার লক্ষণ

"অতঃপর দাতা ও প্রতিগৃহীতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যেসকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রব্রতপরায়ণ, গ্রামবাসী, চৌর্য্যবৃত্তিবিহীন, অতিথি-সৎকারজ্ঞ, ত্রিকালীন সাবিত্রীজপ পরায়ণ, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াবান, অহিংস্র, অল্পদোষী, অদাম্ভিক ও শুষ্কতর্কপরাঙ্মুখ, তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা প্রথমে ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, প্রাণীবিক্রয় ও বণিক্‌বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও যাঁহারা দুষ্কর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পরিশেষে অতিথিসাৎ করেন, তাহারাও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। ব্রতপরায়ণ, গুণশালী, সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কৃষিজীবী এবং সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যায়। বেদবিক্রয় ও মিথ্যা শপথাদিদ্বারা অর্জ্জিত অর্থ ও স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহাদ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে যে ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধসমাপনোচিত স্বধাদি বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত, সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস হইলেই [ইহা উপস্থিত হইলেই] শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের 'স্বধা', ক্ষত্রিয়ের 'প্রীয়ন্তাং', বৈশ্যের 'অক্ষয্য' ও শূদ্রের 'স্বস্তি' এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

"দেবকার্য্য অনুষ্ঠানসময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক পুণ্যাহবাক্য, ক্ষত্রিয়ের প্রণবোচ্চারণবিহীন পুণ্যাহবাক্য, বৈশ্যের প্রীয়ন্তাং বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের শরনির্ম্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী-মেখলা এবং বৈশ্যের বহুজতৃণনির্ম্মিত মেখলা ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে, ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আটগুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে বৃথা জীবহিংসার সম্পূর্ণ পাপ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে বৃথা জীবহিংসার অর্দ্ধপাপভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ তাম্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশতঃ দৈব বা পিতৃকার্য্য উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভবনে গমনপূর্ব্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য্যব্যপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি দেবব্রতপরায়ণ না হয়েন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাঁহাদিগের সকলকেই—যে ব্যক্তি গোগ্রহণের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার তুল্য পাপভাগী হইতে হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের উদ্দেশে কাহাদিগকে দান করিলে মহাফললাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! যাহাদিগের পত্নীগণ সুবৃষ্টি, প্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবীর ন্যায় স্বামীর ভোজনপত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদয় সচ্চরিত্র, দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হয়েন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্যকের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমনপূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন আগ্রহপূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশবিপ্লবনিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থলাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদয় ব্রতনিয়মপরায়ণ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাধানার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হয়েন, যাঁহারা পাষণ্ডদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে দান করিলে মহাফললাভ হইয়া থাকে।

স্বর্গীয় ও নারকীয় নরকগণের লক্ষণ

“বৎস! এই আমি তোমার নিকট দানবিষয়ক মহৎফল কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মানবগণের যে কার্য্যদ্বারা নরক ও যে কার্য্যদ্বারা স্বর্গভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা গুরুর হিতসাধন ও ভয়নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যাকথা কহে; যাহারা পরদারাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক কার্য্যে দৌত্যকার্য্য [পরস্ত্রীহরণে দূতের কার্য্য], পরধননাশ ও পরদোষ কীর্ত্তন করে; যাহারা উদপান, সেতু ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া থাকে; যাহারা বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছে, দানবিচ্ছেদ, মিত্রতাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে; যাহারা পরদোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপজীবী, মিত্রের প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেদবিরোধী, সাধুদিগের দ্বেষ্টা, নিয়মবিধ্বংসী, পাপকার্য্যদ্বারা পতিত, বিরুদ্ধ ব্যবহারনিরত, অনুচিত বৃদ্ধিজীবী, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, কদাচারনিরত ও প্রাণীহিংসায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা আশাগ্রস্ত, নির্দ্দিষ্টলাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে কৌশলক্রমে স্বামীর নিকট হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে; যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পৌষ্যবর্গ ও অতিথিদিগকে ভোজ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে; যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়; যাহারা বেদবিক্রয়, বেদাদ্বেষ ও বেদের অবজ্ঞা করে; যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত ও বেদাচারবিহীন হইয়া দুষ্ক্রিয়াদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়; কেশবিক্রয়, বিষবিক্রয় ও ক্ষীরবিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা; যাহারা গো, ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে; যাহারা শস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করে; যাহারা শিলা, শঙ্কু ও বিবরদ্বারা পথ রুদ্ধ করে; যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করে; যাহারা অপ্রাপ্তদশায় বৃষগণকে দমিত করিয়া তাহাদিগের নাসিকা ভেদ করে; যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে; যে সমুদয় ভূপতি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাঙ্মুখ হয়েন; যাহারা স্বকার্য্যসাধন হইলেই ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান, চিরসহচর ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করে

এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যেসকল কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে পুত্র ও পশুসমুদয় বিনষ্ট হয়, অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করেন না; যাঁহারা দান, তপ ও সত্যবাক্যপ্রয়োগদ্বারা আপনার ধর্ম্মপ্রতিপালন করেন; যাঁহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপানুষ্ঠানদ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া প্রতিগ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়েন; যাঁহারা লোকসকলকে ভয়, পাপবিঘ্ন, দারিদ্র্য ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করেন; যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচারপরায়ণ; যাঁহারা মদ্য, মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত হয়েন না; যাঁহারা কুল, আশ্রম ও গ্রাম-নগরাদি-সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েন; যাঁহারা অন্নপান, বস্ত্র ও আভরণ প্রদান এবং অর্থাদির সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; যাঁহারা হিংসাদোষশূন্য, সর্ব্বসহিষ্ণু ও সকলের আশ্রয়দাতা; যাঁহারা মাতাপিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; যাঁহারা অতুল অর্থশালী, মহাবলপরাক্রান্ত ও যুবা হইয়াও সুধীর ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন; যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন; যাঁহারা স্বয়ং মৃদু ও মৃদুবৎসল; যাঁহারা শুশ্রূষাদ্বারা অন্যের সুখসম্পাদনে যত্নবান্ হয়েন; যাঁহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক; যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার, বস্ত্র ও দাসদাসী প্রদান করিয়া থাকেন; যাঁহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উপদান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন; যাঁহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন; যাঁহারা স্বয়ং রস, বীজ ধান্যাদি উৎপাদনপূর্ব্বক পাত্রসাৎ করিয়া এবং যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোনরূপ কুলে হউক, উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র ও শতায়ু হইয়া দয়াশীল ও শান্তস্বভাব হয়েন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরলোকহিতকর দৈব ও পৈত্রকার্য্য এবং পূর্ব্বতন ঋষিনির্দ্দিষ্ট দান, ধর্ম্ম ও দানের বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।"

২৪তম অধ্যায়
ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপজনক কার্য্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি পরাশরসুত মহর্ষি ব্যাসকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনি আমাকে যাহা উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। একদা আমি ব্যাসের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভগবন্! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ জন্মিতে

পারে, আপনি তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।' আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ব্যাস আমাকে কহিলেন, 'শান্তনুতনয়! যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাপ্রদানার্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া ভিক্ষাপ্রদানোপযোগী দ্রব্য নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে; যে নির্দ্দোষ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে; যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত গোসমূহের সলিপানের বিঘ্নসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়; যে নরাধম অনভিজ্ঞতাদোষে শ্রুতি ও মহর্ষিপ্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে; যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয়; যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ় ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ প্রদান করে; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন, জড় ও মহা পঙ্গু ব্যক্তির সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রামমধ্যে অগ্নিপ্রদান করে, তাহাদের সকলকেই ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।' "

২৫তম অধ্যায়
বিবিধ তীর্থমাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! তীর্থদর্শন, তীর্থস্নান ও তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব এই পৃথিবীতে যেসমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনি তৎসমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা তীর্থসমূহের বিষয় যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, তুমি অনন্যমনে তাহা শ্রবণ কর, নিশ্চয়ই তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হইবে। একদা মহর্ষি গৌতম তপোধন অঙ্গিরার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! তীর্থসমুদয়ের পবিত্রতাবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি তীর্থসমুদয় পবিত্র কি না, এবং তাহা যদি পবিত্র হয়, তাহা হইলে কোন্ তীর্থসমূহে স্নান করিলে পরলোকে কিরূপ শুভফল লাভ হয়, আপনি তাহার। যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

'অঙ্গিরা কহিলেন, 'মহর্ষে! তীর্থসমুদয় পরম পবিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানুষ উপবাস করিয়া তরঙ্গমালাসঙ্কুল চন্দ্রভাগা ও বিতস্তাতে সপ্তাহ অবগাহন করিলে পাপশূন্য ও মুনির ন্যায় পবিত্র হয়। কাশ্মীরদেশে যেসমস্ত নদী ও মহানদী সিন্ধুতে নিপতিত হইয়াছে, সেইসকল নদীতে অবগাহন করিলে সচ্চরিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষ, সাগরোদক, দেবকী, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্গবিন্দুতে অবগাহন করিলে মনুষ্য সুরলোক লাভপূর্ব্বক অপ্সরাগণের স্তবে জাগরিত হয়। হিরণ্যবিন্দুতে অবগাহন ও পূত হইয়া উহাকে অভিবাদন এবং কুশেশয় ও দেবস্তুতীর্থে পর্য্যটন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। মনুষ্য তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতের সমীপস্থ ইন্দ্রতোয়া ও করতোয়া এবং কুরঙ্গতীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হয়। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিশ্ব, নীলপর্ব্বত ও কনখলতীর্থে স্নান করিলে নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারা যায়।

'ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ, সত্যসন্ধ ও অহিংস্র হইয়া সলিলহ্রদ তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরদিকে নিপতিত হইতেছেন, সেই স্থানের নাম মহাদেবের ত্রিস্থান। যিনি সেই ত্রিস্থান তীর্থে একমাস উপবাস করিয়া অবগাহন করেন, তিনি দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন। সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে অবগাহনপুর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিলে স্বর্গভোগানন্তর পুনরায় জীবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সুধার আস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও পবিত্র হইয়া একমাসমাত্র উপবাসপূর্ব্বক মহাশ্রমতীর্থে অবগাহন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গপ্রদেশে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া মহাহ্রদতীর্থে স্নান করিয়া তিনরাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বলাকাপ্রদেশে কন্যাকূপে স্নান ও তর্পণ করিলে দেবগণমধ্যে যশঃ ও কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। দেবিকা, সুন্দরিকাহ্রদ ও অশ্বিনীতীর্থে. অবগাহন করিলে পরলোকে অপূর্ব্ব রূপ ও তেজ লাভ হয়। মহাগঙ্গা কৃত্তিকাঙ্গারকতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক একপক্ষ উপবাস করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন

করিতে পারা যায়। কিঙ্কিণিকাশ্রম ও বৈমানিকতীর্থে অবগাহন করিলে কামচারী ও অঙ্গরাদিগের দিব্য আলয়ে পূজিত হওয়া যায়।

'মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া তিনরাত্রি কালিকাশ্রম ও বিপাশাতীর্থে তর্পণ করিলে জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কৃত্তিকাশ্রমতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অর্চ্চনাদ্বারা মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদন করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করা যায়। মনুষ্য মহাপুরতীর্থে স্নান ও তিন রাত্রি উপবাস করিলে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম জন্তুগণের ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবদারুবনতীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তথায় সাত রাত্রি বাস করিলে দেবলোক লাভ হয়। শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্ম্মপদতীর্থে নির্ঝরজলে স্নান করিলে অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সেবিত হওয়া যায়। চিত্রকূট, জনস্থান ও মন্দাকিনীতীর্থে অবগাহনপুর্ব্বক উপবাস করিলে রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। শ্যামাশ্রমতীর্থে গমন, অবস্থান ও স্নান করিয়া একপক্ষ উপাস করিলে দূরশ্রবণাদি গুণলাভ হয়। কৌশিকতীর্থে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া একবিংশতি দিন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিলে, স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। মাতঙ্গরূপী অনালম্ব, অন্ধক ও সনাতনতীর্থে স্নান করিলে একরাত্রিমধ্যে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। নৈমিষ ও স্বর্গতীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও একমাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে নরমেধের ফললাভ হয়; গঙ্গাহ্রদ ও উৎপলবনতীর্থে অবগাহন ও একমাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ও কালঞ্জরগিরিতীর্থে অবগাহম ও একমাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে দশ অশ্বমেধের ফললাভ হয়। যষ্টিহ্রদতীর্থে স্নান করিলে অন্নদান অপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিনকোটি দশসহস্র তীর্থের সমাগম হয়। যিনি সেই মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগে পবিত্র হইয়া স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

'মরুদগণ ও পিতৃগণের আশ্রয় এবং বৈবস্বততীর্থে স্নান করিলে তীর্থের ন্যায় পবিত্রতালাভে সমর্থ হওয়া যায়। ব্রহ্মসর ও ভাগীরথীতীর্থে অবগাহন, পিতৃগণের তর্পণ ও তথায় একমাসকাল উপবাস করিয়া অবস্থান করিলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। উৎপাতকতীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্রতীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে থাকিলে নরমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। তিনবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ, গয়া, নিরবিন্দপর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন, করিলে একবার ঐ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কালবিঙ্কতীর্থে অবগাহন করিলে প্রায় কিছুই অবিদিত থাকে না। অগ্নিপুরে স্নান করিলে অগ্নিকন্যাপুরে অবস্থান করা যায়। করবীপুরে ও দেবহ্রদে স্নান এবং বিশালাতীর্থে তর্পণ ও স্নান করিলে ব্রহ্মত্বলাভ হইয়া থাকে। আবর্ত্তনন্দা ও মহানন্দায় গমন করিলে অপ্সরাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নন্দনবনে পরমসুখসম্ভোগ করিতে পারা যায়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সমাহিতচিত্তে উর্ব্বশীতীর্থে গমন ও নিয়মানুসারে লৌহিত্যতীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফললাভ হয়। রামহ্রদে স্নান ও বিপাশাতীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে অবস্থান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অতি পবিত্রমনে মহাহ্রদে স্নান করিয়া একমাস অনাহারে অবস্থান করিতে পারিলে জমদগ্নিতুল্য সদগতিলাভ হইয়া থাকে। দৃঢ়ব্রত ও হিংসাপরিশূন্য হইয়া বিন্ধ্যাচলে শরীরকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া একমাস তপস্যা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। নর্ম্মদা ও সুর্পারকসলিলে অবগাহন-পূর্ব্বক একপক্ষ

উপবাসী থাকিলে নরপতিবংশে জন্মলাভ হয়। সমাহিতচিত্তে তিনমাস সংযত হইয়া জম্বুমার্গে গমন করিলে এক দিবসের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ হয়। কোকামুখে অবগাহন এবং চণ্ডালিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক কৌপীনধারণ ও শাক ভক্ষণ করিতে পারিলে দশটি কুমারীলাভ হইয়া থাকে।

যিনি কুমারিকাহ্রদের উপকূলে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর শমনসদনে গমন করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করেন। যিনি সমাহিতচিত্তে অমাবস্যাতে প্রভাসতীর্থে অবগাহন করেন, তাঁহার সিদ্ধি ও অমরত্ব লাভ হয়। উজ্জ্বালকতীর্থ, আর্ষ্টিসেনের আশ্রম ও পিঙ্গরআশ্রমে স্নান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কুল্যাতীর্থে অবগাহন ও অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। পিণ্ডারকর্ত্তীর্থে স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মারণ্যপরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া অবগাহন করেন, তিনি পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হয়েন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাস মৈনাকপর্ব্বতের তীর্থে অবগাহন ও সন্ধ্যোপাসনা করিলে সর্ব্বমেধযজ্ঞ ফললাভ হইয়া থাকে। ভ্রূণহা ব্যক্তি শত যোজন হইতে কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তরমানসে গমন করিতে পারিলে ভ্রূণহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। একবার নন্দীশ্বরের মূর্ত্তি অবলোকন করিতে পারিলে আর পাপের লেশমাত্রও থাকে না। স্বর্গমাগতীর্থে অবগাহন করিলেই ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত হিমালয়পর্ব্বত অতিপবিত্র, সমুদয় রত্নের আকর, সিদ্ধচারণগণনিষেবিত ও ভগবান ভূতনাথের শ্বশুর। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেহ অতি অসার বিবেচনা করিয়া ঐ পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য মুনি ও দেবতাদিগের অর্চ্চনায় নিরত থাকিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক অনায়াসে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন বস্তুই দুর্ল্লভ থাকে না। যেসকল তীর্থ নিতান্ত দুর্গম, তৎসমুদয় মনোমধ্যে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই তীর্থ গমন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য ও স্বর্গফলপ্রদ আর কিছুই নাই। তীর্থযাত্রা উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, আত্মহিতকর সাধু, সুহৃৎ ও শিষ্যগণের নিকট কীর্ত্তন করা বিধেয়। এই তীর্থযাত্রা উপাখ্যান মহর্ষি কাশ্যপ অঙ্গিরাঃ মুনির এবং অঙ্গিরাঃ গৌতমের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহির্ষগণের জপ্য, রহস্য ও পরম পবিত্র। লোকে ইহা প্রত্যহ জপ করিলে পবিত্রদেহ হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যিনি এই অঙ্গিরাকীর্ত্তিত তীর্থযাত্রা উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বংশে জন্মপরিগ্রহণপূর্ব্বক জাতিস্মর হয়েন।' ”

২৬তম অধ্যায়
পবিত্র দেশাদি কীর্ত্তন-শিলবৃত্তি-সিদ্ধসংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান, ব্রহ্মর ন্যায় ক্ষমাশীল, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহেন,

সেই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, গৌতম, অগস্ত্য, সুমতি, বিশ্বামিত্র, সুলশিরা, সংবর্ত্তন, প্রমিতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, একত, নিতম্ভূ, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, পরশুরাম ও কচ প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণান্তর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। মহর্ষিগণ ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া মধুরবাক্যে মহাত্মা ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাদিগের মধুরবাক্য শ্রবণে আপনাকে স্বর্গস্থ জ্ঞান করিয়া যারপরনাই পুলকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ মহামতি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেও পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের উদ্দেশ করিয়া বারংবার স্তব ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে দিক্‌সমুদয় প্রকাশিত দেখিয়া পাণ্ডুতনয়দিগের মন একেবারে বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ! কোন্ দেশ, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ আশ্রম, কোন্ নদী ও কোন্ পর্ব্বতকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষ্যে শিলবৃত্তি [উঞ্ছবৃত্তি—কৃষকপরিত্যক্ত ক্ষেত্রস্থ ধান্যাদিতে জীবিকাকারী] ও সিদ্ধ এই দুই ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক সিদ্ধ মহর্ষি সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তি তাঁহাকে গৃহে সমাগত দেখিয়া বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করিলেন। সিদ্ধ মহর্ষি তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহার আবাসে পরমসুখে একরাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্মা শিলবৃত্তি গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সিদ্ধের নিকটে সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত বেদ ও উপনিষদের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা শিলবৃত্তি সিদ্ধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ দেশ, রাষ্ট্র, আশ্রম, পর্ব্বত ও নদীকে পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

গঙ্গার মাহাত্ম্য

"তখন সিদ্ধ শিলবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! ভাগীরথী গঙ্গা যে সমুদয় দেশ, রাজ্য, আশ্রম ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তৎসমুদয়কেই পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণীগণ ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া যে গতিলাভ করিতে পারে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দানদ্বারা তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা গঙ্গাজলে অবগাহন করে, তাহাদিগকে কখনই স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না। গঙ্গাসলিলদ্বারা যাহাদিগের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা দেহান্তে অনন্তকাল স্বর্গসুখ অনুভব করে। যাহারা প্রথমে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ গঙ্গার আরাধনা করে, তাহাদিগের

নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিলে যেরূপ পুণ্যলাভ হয়, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তির যতগুলি অস্থি গঙ্গাজলে নিপতিত হয়, সে তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারে। দিবাকর যেমন উদয়কালে গাঢ়তর অন্ধকার তিরোহিত করিয়া সুশোভিত হয়েন, সেইরূপ মনুষ্য গঙ্গাসলিল প্রভাবে পাপশূন্য হইয়া বিরাজিত হইয়া থাকে। যে প্রদেশে পবিত্র গঙ্গাজল প্রবাহিত হয় না, সেই প্রদেশ শশধরশূন্য বিভাবরী, পুষ্পশূন্য তরু, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট বর্ণ ও আশ্রম, সোমরসপরিশূন্য যজ্ঞ, দিবাকর বিরহিত অন্তরীক্ষ, পর্ব্বতহীন পৃথিবী ও বায়ুশূন্য আকাশের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই ত্রিলোকমধ্যস্থ সমুদয় প্রাণীই পবিত্র গঙ্গাসলিলদ্বারা তপিত হইলে যারপরনাই তৃপ্তিলাভ করে। সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত গঙ্গাজল গোময়ান্তর্গত যাবক অপেক্ষা শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। লোকে পবিত্রতাসম্পাদক সহস্র চন্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠান করিলেও গঙ্গাসলিলপায়ীর তুল্য ফললাভে সমর্থ হয় কিনা সন্দেহ। অন্যত্র সহস্রযুগ একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফললাভ হয়, গঙ্গাতে এক মাস ঐরূপে অবস্থান করিলে তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে!

‘যে ব্যক্তি অযুতযুগ অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান থাকে আর যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ইচ্ছানুরূপ বাস করে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যেও গঙ্গাতীরবাসীই পূর্ব্বোক্ত কঠোর তপস্বী অপেক্ষা সমধিক ফলভাগী হয়, সন্দেহ নাই। যেমন তুলারাশি হুতাশনে নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ লোকে গঙ্গায় স্নান করিলে তাহার সমুদয় পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে সমস্ত মনুষ্য শোকদুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আশ্রয় লাভের অভিলাষ করে, ভগবতী ভাগীরথীই তাহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন। বিহগরাজ গরুড়কে দর্শন করিলে ভুজঙ্গেরা যেমন বিষশূন্য হয়, সেইরূপ গঙ্গাদর্শন করিবামাত্রই মনুষ্যগণ পাপবিহীন হইয়া থাকে। যাহার নিতান্ত অধার্ম্মিক ও মর্য্যাদাশূন্য, একমাত্র গঙ্গাই তাহাদিগের মর্য্যাদা, আশ্রয় ও শুভকর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে নরাধম বিবিধ পাপে বিলিপ্ত হইয়া নরকে পতনোন্মুখ হয়, সে ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সমুদয় পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে।

‘যে মহাত্মা সতত ভাগীরথীর সেবা করেন, তিনি পরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিদিগের সমকক্ষ হয়েন। যাহারা বিনয়াচার বিহীন ও অশুভকর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তাহারাও ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সদাচারপরায়ণ হইতে পারে। সুরগণের অমৃত, পিতৃগণের স্বধা ও নাগগণের সুধা যেমন প্রীতিকর, গঙ্গাজল মনুষ্যদিগের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মলোক যেমন সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্নানার্থীদিগের পক্ষে জাহ্নবী সমুদয় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পৃথিবী ও ধেনু যেমন দেবগন্ধর্ব্বাদির উপজীব্য, সেইরূপ গঙ্গা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণীর উপজীবন [প্রাণতুল্য] বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। সুরগণ যেমন চন্দ্রসূর্য্যসংস্থিত অমৃত পান করেন, মনুষ্যেরা সেইরূপ গঙ্গাসলিল পান করিয়া থাকেন। জাহ্নবীর পুলিন হইতে বালুকা লইয়া কলেবরে লিপ্ত করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। মস্তকে গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিলে সুনির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় রূপ হয়।

'বায়ু গঙ্গাসলিলযুক্ত হইয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে অচিরাৎ সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। মানবগণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়াও যদি গঙ্গাদর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদয় দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়। ভাগীরথী হংস ও কোক [চক্রবাক] প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের গীতশব্দে গন্ধর্ব্বদিগকে এবং স্বীয় উত্তুঙ্গ তীরভূমিদ্বারা পর্ব্বতসমুদয়কে পরাস্ত করিয়াছেন। হংসাদি বিবিধ বিহঙ্গমাকীর্ণ গো-কুলপরিপূর্ণ গঙ্গাকে অবলোকন করিলে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া যাদৃশ প্রীতিলাভ হয়, স্বর্গলোকে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ করিলেও তাদৃশ প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ করিয়াও একবার গঙ্গাসন্দর্শন করিলেই পবিত্রতালাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্য গঙ্গাদর্শন, গঙ্গা জলস্পর্শন ও গঙ্গায় অবগাহন করিলে তাহার উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের সদ্গতিলাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনাভিলায, গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিলস্পর্শ, গঙ্গাজলপান ও গঙ্গাসলিলে অবগাহন করে, ভগবতী ভাগীরথী তাহার উভয় কুল পবিত্র করে। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিয়া শত শত পাপাত্মা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতেছে। যিনি স্বীয় জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক করিতে বাসনা করেন, গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে গমন করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, পুত্র, ধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা অসমর্থ হইয়াও মঙ্গলদায়িনী পবিত্রতোয়া জাহ্নবীকে অবলোকন না করে, পঙ্গু, মৃত, জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

'ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে উপাসনা করেন, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা যাঁহাকে আশ্রয় করেন, সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করা সমুদয় ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ । যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে মনোমধ্যে ভাগীরথীকে চিন্তা করে, তাহার নিশ্চয়ই পরম গতিলাভ হয়। গঙ্গার উপাসনা করিলে যাবজ্জীবন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু, রাজা ও পাপ হইতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। পুণ্যদায়িনী গঙ্গা গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইলে ভগবান ভূতভাবন তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেবগণ সতত তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীরদ্বারা ত্রিলোক সমালংকৃত হইয়া রহিয়াছে। যিনি সেই গঙ্গার সলিল সেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হয়েন। যেমন দেবগণের মধ্যে সূর্য্য, পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ নদীর মধ্যে গঙ্গাই উৎকৃষ্ট। গঙ্গাবিহীন হইলে মানবদিগের যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও ধননাশ হইলেও তাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয় না। গঙ্গা দর্শন করিলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। অরণ্য দর্শন এবং অভিলষিত বিষয়, পুত্র ও ধনলাভ হইলেও গঙ্গা দর্শনের তুল্য প্রীতিলাভ হয় না। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নয়নপ্রীতিকর।

'যিনি গঙ্গার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত তাঁহার অনুগত হয়েন, গঙ্গা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কি ভূচর, কি খেচর, কি দেবতা, কি অন্যান্য প্রাণী গঙ্গাসলিলে অবগাহন করা সকলেরই প্রধান কার্য্য। গঙ্গা ভস্মীভূত সাগরসন্ততিসমুদয়কে পবিত্র করিয়া স্বর্গে নীত করিয়াছেন বলিয়া উহার যশঃসৌরভে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ

হইয়াছে। যাহাদিগের কলেবর ভাগীরথীর পবনোদ্ধুত বেগবান্ পবিত্র তরঙ্গে অভিষিক্ত হয়, তাহারা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা সমৃদ্ধিদায়িনী দুরবগাহ বেগবতী গঙ্গাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই দেবগণের সারূপ্যলাভ হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যগণনিষেবিত বিশ্বরূপা সুরধনী অন্ধ, জড় ও দরিদ্রদিগের সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মারা অন্নপ্রদা, কর্ম্মফলদায়িনী, ত্রিলোকপাবনী ত্রিপথগার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয় স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাঁহারা গঙ্গাতীর আশ্রয়, গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাজল পান করেন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা পতিতোদ্ধারিণী সর্ব্বভূতের আশ্রয় বিষ্ণুমাতা ভগবতী ভাগীরথীর তীরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যাঁহার খ্যাতি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাতালতল ও সমুদয় দিগবিদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, মানবগণ সেই গঙ্গার জল সেবন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বয়ং গঙ্গাদর্শন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে গঙ্গাদর্শন করান, কার্ত্তিকেয়জননী সুবর্ণগর্ভা ধর্ম্মার্থকামপ্রদা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিনিয়ত গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন; তাঁহাদের নিশ্চয়ই ত্রিবর্গলাভ হয়। পৃথিবী ও আকাশের অলঙ্কারস্বরূপা হিমালয়দুহিতা শিবগেহিনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছেন। তরঙ্গমালাসমলঙ্কৃতা বিশ্বদর্শিনী ভাগীরথী প্রথমে স্বর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হইয়া তৎপরে হিমালয়ে, পরিশেষে হিমালয় হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন, বিশ্বত্রাণকারিণী নির্ম্মলতোয়া জাহ্নবী তাঁহাদিগের পথস্বরূপ হয়েন। যিনি ক্ষমা, ধারণ ও রক্ষণবিষয়ে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহার তেজ সূর্য্য ও অনলের ন্যায়, ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর সেই জহ্নুতনয়ার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে মনেও বিষ্ণুপাদসম্ভূতা মহর্ষিগণপূজ্যা পতিতপাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মালোকলাভ হইয়া থাকে। ভাগীরথী জননীর ন্যায় লোকসমুদয়কে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের পক্ষে গঙ্গার উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত বিশ্বভোগপ্রদা জগন্মাতা ভাগীরথীকে আশ্রয় করিবেন। মহাত্মা ভগীরথ অতি কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া ভগবতী জাহ্নবীকে পৃথিবীতে সমাসীন করিয়াছেন, মানবগণ নিরন্তর সেই ভাগীরথীর শরণাপন্ন হইলে উভয়লোকে নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে।

‘এই আমি তোমার নিকট স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যানুসারে ভাগীরথীর গুণের কিয়দ্দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তি কখনই গঙ্গার গুণসমুদয় পরিমাণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদি সুমেরুর রত্নসমুদয় ও সমুদ্রের অগাধ জলরাশির পরিমাণ করা যায়, তথাপি গঙ্গাজলের গুণসমুদয় পরিমাণ করা যায় না; অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর কায়মনোবাক্যে জাহ্নবীর এই সমুদয় গুণের সমাদর করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিলে, ত্রিলোকে স্বীয় যশ বিস্তৃত করিয়া অচিরাৎ পরমসিদ্ধি লাভপূর্ব্বক অভীষ্ট লোকে গমন করিতে পারিবে। ভক্তবৎসলা ভাগীরথী ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব প্রার্থনা করি তোমার ও আমার বুদ্ধি যেন গঙ্গাদর্শনমাত্রে প্রসন্ন ও ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হয়।’

"হে ধর্ম্মরাজ। মহামতি সিদ্ধ, মহাত্মা শিলবৃত্তির নিকট এইরূপে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বর্গমার্গে অধিরূঢ় হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তিও ঐ মহাপুরুষের উপদেশানুসারে যথাবিধি গঙ্গার আরাধনা করিয়া অচিরাৎ দুর্ল্লভ গতি লাভ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমি ভক্তিপরায়ণ হইয়া জহ্নুকন্যার উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মের মুখে এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্যযুক্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তবসম্বলিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

২৭তম অধ্যায়

তপস্যায় ব্রাহ্মণত্বলাভ—মতঙ্গ-গর্দ্দভীর সংবাদ

গভীর সংবাদ বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র ও বিবিধ সগুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কাহারও নিকট ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্যদ্বারা ব্রাহ্মণত্বলাভে সমর্থ হয়? তপস্যা, সকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটির মধ্যে কোনটি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্বলাভের উপযোগী, তাহা আপনি সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

"ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্বলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্থলে আমি মতঙ্গগর্দ্দভী সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যজ্ঞসম্ভারে অসমর্থ মতঙ্গের জন্মদোষ প্রকাশ

"পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উহার জাতকর্ম্মাদি সমুদয় অনুষ্ঠান করেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! আমি দেবগণের উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, তুমি অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর।' মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,

'বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ কদাচ এইরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হয়েন না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র; তিনি সকল ভূতের আচার্য্য ও শাসনকর্ত্তা; এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে কি তোমাকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিত? এই দুরাত্মা অতিশয় পাপস্বভাব, শিশুর প্রতি ইহার কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। এই নির্দ্দয় যেমন ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার জাতিসুলভ অসদ্ভাব ইহাকে তোমার প্রতি সদ্ভাবপ্রদর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ হইতেছে।'

"গর্দ্দভী এইরূপ কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলে, মতঙ্গ তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর রথ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কল্যাণি! আমার জননী যেরূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চণ্ডাল হইয়াছি, তুমি তৎসমুদয় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।'

"তখন গর্দ্দভী কহিল, 'তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। এই নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে ও তুমি চণ্ডাল হইয়াছ।

"মতঙ্গ গভীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিরাৎ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমাকে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণরূপ গুরুতর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তুমি তাহা সুসিদ্ধ না করিয়া কি নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত!'

মতঙ্গের ব্রাহ্মণত্বলাভের অধ্যবসায়

"তখন মতঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! যে ব্যক্তি চণ্ডালজাতি বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি? যাহার জননী দুঃশীলা, সে কিরূপে কুশলী হইবে? এই গর্দ্দভী কহিতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শুদ্রের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। ইহার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিব। মতঙ্গ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষে যত্নসহকারে অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার সেই দুষ্কর তপস্যাদর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র তথায় আগমনপুর্ব্বক তপস্বী মতঙ্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মতঙ্গ। তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কি নিমিত্ত তপানুষ্ঠান করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি, তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।' মতঙ্গ কহিলেন, 'ভগবন্! আমি ব্রাহ্মণত্বলাভের নিমিত্ত এই তপানুষ্ঠান করিতেছি। ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। ব্রাহ্মণত্বলাভ হইলেই আমি গৃহে প্রতিগমন করিব। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গের সেই অসঙ্গত প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মতঙ্গ! তুমি যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা নিতান্ত দুর্ল্লভ। তুমি এই অসুলভ বিষয়লাভের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তপস্যাদ্বারা কোনক্রমেই উহা অধিকার করা যাইতে পারে না।

অতএব তুমি অবিলম্বে এই দুরাশা পরিত্যাগ কর। ত্রিলোকমধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে?”

২৮তম অধ্যায়
মতঙ্গের তপস্যায় অনধিকার

ভীষ্ম কহিলেন, “দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলে ব্রতচারী মতঙ্গ তাঁহার বাক্যে তপস্যায় বিরত না হইয়া একশত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পুরন্দর পুনরায় তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্ল্লভ। তুমি উহা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইবে। তথাপি আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, তুমি ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা করিও না। তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কোনক্রমেই উহা লাভ করিতে পারিবে না। জীব তীর্য্যগযোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎসহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা, বৈশ্যত্বলাভের পর একলক্ষ অশীতি বৎসর অতীত হইলে তাহার ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ত্বলাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশতমোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্টশত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে একবার, পরিশেষে ঐ বংশে দুইশত উনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয়গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাগ্বিতণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদগতিলাভ হয়, আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে এককালে তাহার অধোগতিলাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ। এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ্যলাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন।’ ”

২৯তম অধ্যায়
মতঙ্গের তীব্রতর সমস্যা

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলেও মতঙ্গ তপস্যায় বিরত না হইয়া সংযতচিত্তে পুনরায় সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অনস্তর সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে বৃত্রাসুরনিপাতী পুরন্দর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমুদয় কীর্ত্তনপুর্ব্বক মতঙ্গকে তপানুষ্ঠানে নিষেধ করিলেন।

“তখন মতঙ্গ কহিলেন, ‘হে পুরন্দর! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তথাপি কি নিমিত্ত আমার ব্রাহ্মণ্যলাভ হইতেছে না?’

“দেবরাজ কহিলেন, ‘বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব কোনরূপেই ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আর তোমার বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।’ তখন মতঙ্গ ইন্দ্রবাক্যশ্রবণে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমনপূর্ব্বক এক বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐরূপ কঠোর তপানুষ্ঠান করিতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ও শিরাসমুদয়ে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা তিনি সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বভূতহিতৈষী বরদাতা বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, ‘বৎস! ব্রাহ্মণত্ব লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া রোধ হইতেছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ্যলাভ নিতান্ত সুকঠিন; উহার লাভচেষ্টা করিলে অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণকে পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ এবং পূজা করিলে বিবিধ সুখলাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমুদয় প্রাণীর মঙ্গলদাতা; ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। ব্রাহ্মণগণ যখন যাহা বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব পর্য্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্যলাভ করে। অতএব তুমি সেই দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। কখনও তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না।

মতঙ্গের অকৃতকার্য্যতা—ইন্দ্রবরে সদগতি

“মতঙ্গ কহিলেন, ‘দেবেন্দ্র! আপনি আর কি নিমিত্ত আমাকে তিরস্কার করিয়া পীড়িতপীড়ন ও মৃত ব্যক্তির উপর প্রহার করিতেছেন? আমি তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইলেও আপনি কি নিমিত্ত আমাকে উহা প্রদান করিতেছেন না? অনেক ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও নিয়মিতরূপে তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু জনসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা ও শমদমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ ও অহিংসাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ্যলাভে বঞ্চিত হইব? হায় হায়! আমার কি দূরদৃষ্ট! আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কেবল একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে অসমর্থ হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পুরুষকারপ্রভাবে দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন, যাহা হউক, অতঃপর অগত্যা আমাকে ব্রাহ্মণত্বলাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহবুদ্ধি হইয়া থাকে অথবা আমার যদি কিছুমাত্র সুকৃতি থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করুন।

"মহাত্মা মতঙ্গ এই কথা কহিবামাত্র বৃত্রাসুরনিপাতী সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন মতঙ্গ কহিলেন, 'দেবরাজ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়।' তখন ইন্দ্র মতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া কামিনীগণের পূজ্য হইবে এবং ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না।'

"হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন; মহাত্মা মতঙ্গও অচিরাৎ প্রাণত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন।"

৩০তম অধ্যায়

বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বলাভ—বংশ-বিবরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি আমার নিকট এই মহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ্যের দুর্ল্লভত্ব প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যে কারণে ব্রাহ্মণ্যলাভ হইয়াছিল, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মহাত্মা বীতহব্য কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, আপনি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! মহারাজ বীতহব্য যেরূপে লোকসৎকৃত [১] দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপালননিরত মনুর ঔরসে শর্য্যাতি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শর্য্যাতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহারাজ বীতহব্য দশ স্ত্রীর গর্ভে, মহাবলপরাক্রান্ত বুদ্ধিবিশারদ একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ রাজপুত্রগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ ছিলেন।

বীতিহোত্রপুত্র বিধ্বস্ত কাশি-রাজের ভরদ্বাজাশ্রয়

“ঐ সময় বারাণসীতে হর্য্যশ্ব নামে এক বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন। মহারাজ বীতব্যের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ গঙ্গা যমুনার মধ্যভাগে তাহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক অকুতোভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে তাঁহার পুত্র মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকেও সংহারপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে সুদেবসন্তান মহাত্মা দিবোদাস সেই গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণকূলে সংস্থাপিত বর্ণচতুষ্টয়সমাকীর্ণ অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী বারাণসীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পরাক্রান্ত শত্রুদিগের ভয়ে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে স্বীয় রাজধানী সুদৃঢ় ও সমধিক শোভাসম্পন্ন করিলেন। তখন বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ দিবোদাসও সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সহস্রবৎসর তাঁহাদিগের সহিত দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে হৃতবাহন, হৃতযোধ ও ক্ষীণকোষ [বাহন, সৈন্য ও ধনহীন] হইয়া নিতান্ত দৈন্যদশায় নিপতিত হইতে হইল। তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতিতনয় মহাত্মা ভরদ্বাজ কাশিরাজ দিবোদাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘বৎস! তুমি কি

নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইলে তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।'

ঋষি-অনুগ্রহে দিবোদাসের বীরপুত্রলাভ

"দিবোদাস কহিলেন, 'ভগবন্! বীতহব্যের আত্মজেরা রণস্থলে আমার বংশনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি একাকী বংশবিনাশশোকে কাতর হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি শিষ্যস্নেহ নিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। সেই পাপাত্মারা আমার বংশে আমি ভিন্ন আর কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। তখন প্রবলপ্রতাপ মহাভাগ ভরদ্বাজ দিবোদাসের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি এক্ষণে আর ভীত হইও না। আমি তোমার পুত্রলাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। তুমি সেই বলবীর্য্যপ্রভাবে বীতহব্যের বংশ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে।

"মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বলিয়া দিবোদাসকে বিদায় করিয়া তাঁহার পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞপ্রভাবে মহীপাল দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলেন এবং সমগ্র বেদ ও ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে যোগ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই যোগপ্রভাবে প্রতর্দ্দনের দেহে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত তেজঃ প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি সুরর্ষি ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবলপরাক্রান্ত দিবোদাসতনয় শরাসন, খড়্গ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পিতার নিকট গমন করিলেন। সুদেবতনয় দিবোদাস স্বীয় পুত্র প্রতর্দ্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বীতহব্যের আত্মজেরা যে তাঁহার শরনিকরে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে এককালে নিঃসংশয় হইয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন।

"কিয়দ্দিন পরে মহীপাল দিবোদাস যুবরাজ প্রতর্দ্দনকে বীতহব্যের আত্মজগণের বিনাশসাধনার্থ অনুমতি করিলেন।। প্রতর্দ্দন পিতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দনের রথনির্ঘোষ, শ্রবণ করিয়া নগরাকার রথসমুদয়ে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রতর্দ্দনের সন্নিহিত হইয়া জলধর যেমন হিমাচলের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত প্রতর্দ্দন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক বীতহব্যতনয়গণের নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া অচিরাৎ বজ্রানলসন্নিভ শরসমূহদ্বারা তাঁহাদিগের মস্তকছেদন করিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দননিক্ষিপ্ত শরনিকরে ছিন্নমস্তক হইয়া, রুধিরাক্তকলেবরে, কুঠারকর্ত্তিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

'অনন্তর মহারাজ বীতহব্য পুত্রগণকে সমরশয্যায় শয়ান দেখিয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি ভৃগুও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। মহারাজ বীতহব্য রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে, দিবোদাসতনয় প্রতর্দ্দন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। তিনি বীতহব্যের গমনের অনতিবিলম্বেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মহাত্মা ভৃগুর শিষ্যগণমধ্যে এই আশ্রমে কে উপস্থিত আছেন, তিনি অবিলম্বে মহর্ষিকে আমার আগমনসংবাদ প্রদান করুন। আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।'

ভৃগু-কৌশলে বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বপ্রতিপাদন

"মহাবীর দিবোদাসতনয় উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক বিধানানুসারে সৎকার করিয়া কহিলেন,'"মহারাজ! আমি তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব?' তখন প্রতর্দ্দন কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার আশ্রমে বীতহব্য অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন। তাঁহার আত্মজগণ আমার বংশ বিলুপ্ত এবং আমার কাশিরাজ্য ও সমুদয় ধনরত্ন উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি বীতহব্যের সেই বলমদমত্ত শতপুত্র বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাকে বিনাশ করিলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।' তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যের প্রতি একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া প্রতর্দ্দনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমার এই আশ্রমমধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই ব্রাহ্মণ।' মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, 'প্রতর্দ্দন তাঁহার পাদবন্দনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে কহিলেন, 'ভগবন্! সেই দুরাত্মা বীতহব্য ক্ষত্রিয়; সে এক্ষণে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করাতে, আপনি তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব তিরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রখ্যাপন করিতেছেন; সুতরাং আমারই বলবীর্য্যপ্রভাবে সে জাতিচ্যুত হইল। আমি ইহা দ্বারাই আপনাকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিতেছি। এক্ষণে আপনি আমার শুভানুধ্যান ও গমনে অনুমতি প্রদান করুন।' মহারাজ প্রতর্দ্দন এইরূপে উরগ যেমন মানুষের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বীতহব্যের প্রতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ বীতহব্যও এইরূপে ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

"এইরূপে মহারাজ বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্রেই [১] ব্রহ্মর্ষিত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃৎসমদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাত্মা গৃৎসমদের রূপ অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় ছিল। একদা দৈত্যগণ তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বোধ করিয়া একান্ত নিপীড়িত করে। ঋগবেদ মধ্যে তাঁহার গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা উহার সবিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। তাঁহার সুচেতা নামে এক পুত্র জন্মে। সুচেতার পুত্র বর্চ্চা। বর্চ্চার পুত্র বিহব্য। বিহুব্যের পুত্র বিতত্য। বিতত্যের পুত্র সত্য। সত্যের পুত্র সন্ত। সন্তের পুত্র তম। তমের পুত্র প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমাত। প্রমাত ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনকের জন্ম হয়। মহাত্মা শৌনক সেই শুনকের পুত্র। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও মহর্ষি ভৃগুর অনুগ্রহে সবংশে

ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের বংশপরম্পরা ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।”

৩১তম অধ্যায়
সর্ব্বলোকপূজ্য বিপ্রের লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে কোন ব্যক্তিরা পূজ্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষ্যে নারদ বাসুদেব সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা কেশব নারদকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি ভক্তিপূর্ব্বক কাহাকে নমস্কার করিতেছেন? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তন করুন।’

“নারদ কহিলেন ‘কেশব! আমি যাঁহাদিগকে পূজা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে তোমার তুল্য শ্রোতা আর কেহই নাই। যাঁহারা বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, পর্ব্বত, অগ্নি, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদপারদর্শী, বেদপরায়ণ, যাঁহারা আত্মশ্লাঘাবিহীন, সর্ব্বদা ও সন্তুষ্ট ও ক্ষমাশীল হইয়া অনাহারে দেবকার্য্য সাধন করেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক শস্য, ধন, গাভী ও ভূমি প্রভৃতি দ্রব্যসমুদয় বিপ্রসাৎ করিয়া থাকেন, যাঁহারা বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণপূর্ব্বক সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হইয়া তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, যাঁহারা ভৃত্যভরণনিরত [ভৃত্যপোষণতৎপর] ও অতিথিসেবাপরায়ণ হইয়া দেবতার অবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন, যাঁহারা নিয়মিতরূপে বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা সমুদয় ভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা অসুয়াশূন্য হইয়া একান্তমনে বেদপাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান হয়েন, যাঁহারা ব্রতধারী, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যাঁহারা মমতা, প্রয়োজন ও প্রতিদ্বন্দ্বপরিশূন্য হইয়া নিয়ত দিগম্বরবেশে অবস্থান করেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, অহিংসাব্রতপরায়ণ ও শমদমাদিগুণে বিভূষিত, যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া কপোতের ন্যায় সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হয়েন এবং দেবতা ও অতিথিসেবায় সতত নিযুক্ত থাকেন, যে শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবর্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও লোভ-পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ, সলিল পান ও যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া বিবিধ ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হয়েন, যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রত পালন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদের একমাত্র আধার এবং সমুদয়: ভূত যাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সমুদয় ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া থাকি। উহারা সকলেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ও সমুদয় লোকের অজ্ঞানান্ধকারনাশক। অতএব তুমিও প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর।

'ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে উভয় লোকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সতত গো, ব্রাহ্মণ, সত্য ও অতিথিসেবায় একান্ত অনুরক্ত; যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী; ঈর্ষাপরিশূন্য বেদাধ্যয়ননিরত; যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাত্র বেদ অবলম্বনপূর্ব্বক দেবগণকে নমস্কার করেন; যাঁহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্ব্বক দানে প্রবৃত্ত হয়েন; যাঁহারা কৌমার ব্রহ্মচারী হইয়া তপানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন; যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণকে যথানিয়মে ভোজ্যবস্তু প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন; যাঁহারা যথানিয়মে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহারা তোমার ন্যায় পিতা, মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদয় আপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এক্ষণে তুমিও তদনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ, অতিথিদিগকে পূজা কর, তাহা হইলে অনায়াসে সদ্‌গতিলাভে সমর্থ হইবে।"

৩২তম অধ্যায়

সর্ব্বজীবে দয়া—শিবিকপোত-শ্যেনবৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণী শরণাপন্ন হইলে যাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষ্যে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক প্রিয়দর্শন কপোত এক শ্যেনপক্ষীকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলমানসে নভোমণ্ডল হইতে মহাত্মা শিবিরাজার ক্রোড়ে নিপতিত ও শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন বিশুদ্ধস্বভাব মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিহঙ্গম! তোমার ভয় নাই। তুমি কোথায় কি করিয়াছ এবং কাহার ভয়েই বা এরূপ ভীত ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। ঐ দেখ রক্ষাধ্যক্ষ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমিও বিশ্বস্ত ও ভয়বিহীন হও। আজ আমি তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদয় কাশিরাজ্য ও জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি।'

গামাংসপ্রদানে শিবির কপোতরক্ষা

মহারাজ শিবি কপোতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্যেনপক্ষী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'মহারাজ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য। আমি বহু যত্নে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ইহাকে রক্ষা

করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই কপোতের মাংস, রুধির, মজ্জা ও মেদদ্বারা আমার বিলক্ষণ তৃপ্তিলাভ হইবে। অতএব আপনি আমার আহারের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আমি ইহার অনুসরণপূর্ব্বক পক্ষ ও নখরদ্বারা ইহাকে ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় করিয়াছি। ঐ দেখুন, ইহার কেবল এক একবার নিশ্বাসপ্রশ্বাস বিনির্গত হইতেছে, এক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই উচিত নহে। আপনি স্বীয় আধিকারস্থ মানবগণেরই প্রভু, তৃষ্ণার্ত্ত খেচরদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা নাই। শত্রু, ভৃত্য, স্বজন ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে দমন ও ব্যবহার বিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আকাশচারী বিহঙ্গকুলের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করা আপনার কখনই বিধেয় নহে। আমি আপনার শত্রু নহি, তদাচ যদি আপনি আমাকে আমার ভক্ষ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।

"শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিলে, মহারাজ শিবি তাহার বাক্যশ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'বিহঙ্গম! আজ আমি তোমাকে বৃষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষের মাংস প্রদান করিতেছি; তুমি তদ্বারা ক্ষুধাশান্তি কর। আমি কখনই শরণাগতপ্রতিপালনরূপ মহাব্রত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই দেখ, কপোত কোনমতেই আমার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতেছে না।'

"তখন শ্যেন কহিল, 'মহারাজ! আমি বৃষ, বরাহ ও অন্যান্য জন্তু ভোজন করি না। সুতরাং ঐসকল জন্তুর মাংসে আমার প্রয়োজন কি? দেবগণ কপোতদিগকেই আমাদের ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্যেনপক্ষীরা যে কপোতদিগকে ভক্ষণ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে এই কপোতপরিমিত স্বীয় গামাংস প্রদান করুন।'

"শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ শিবি তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিহগরাজ! আজ তুমি আমাকে এই আদেশ করিয়া আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। আমি, অবিলম্বেই তোমাকে কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি। মহাত্মা শিবি শ্যেনপক্ষীকে এ কথা কহিয়া তুলাদণ্ড সংস্থানপূর্ব্বক উহার এক দিকে কপোতকে সন্নিবেশিত করিয়া, অপর দিকে স্বীয় মাংস ছেদন করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। নানারত্নভূষিত অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র হাহাকার করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাদিগের এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের ক্রন্দনকোলাহলে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সময় নরপতির সেই সত্যপালনপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী বিচলিত হইল। মহারাজ শিবি ক্রমে ক্রমে পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় ও উরুদ্বয় হইতে সমুদয় মাংস ছেদনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে প্রদান করিলেন; তথাপি উহা কপোতপরিমিত হইল না। পরিশেষে যখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি স্বয়ং রুধিরাক্তকলেবরে তুলাদণ্ডের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন।

কপোতরক্ষায় শিবির স্বর্গবাস

“তিনি তুলাদণ্ডে আরোহণ করিবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। দেবগণ ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে বারংবার অমৃত ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার সন্তোষসম্পাদনার্থ নৃত্যগীত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরৎক্ষণ পরে মহারাজা শিবি সেই সৎকার্য্যপ্রভাবে সুবর্ণময় অট্টালিকা, মণিকাঞ্চনময় তোরণ ও বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভে সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

“হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সেই মহাত্মা শিবিরাজের ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। যে ব্যক্তি ভক্ত, অনুরক্ত ও আশ্রিতদিগকে রক্ষা করে, সে পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখভোগের অধিকারী হয়। যে মহীপাল সৎস্বভাবসম্পন্ন ও শিষ্টাচারনিরত হইয়া কপটতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। সেই বিশুদ্ধস্বভাব সত্যপরাক্রম কাশিরাজ শিবি স্বীয় সৎকার্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার ন্যায় পরলোকে সদ্‌গতিলাভ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মহাত্মা শিবির এই উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই।”

৩৩তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য—ব্রাহ্মণসম্বন্ধে নৃপতিকর্ত্তব্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মহীপালগণের কোন্ কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহারা কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয়েন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহীপাল সুখলাভার্থী হইয়া ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই রাজাদিগের সর্ব্বোকৃষ্ট কার্য্য। বৃদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত পূজা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যেসকল ব্রাহ্মণ রাজার নগর বা জনপদবাসী হইবেন, রাজা তাঁহাদিগকে বহুবিধ ভোগ্যবস্তুপ্রদান, তাঁহাদের প্রতি শান্তবাক্য প্রয়োগ ও তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করিবেন। এই কার্য্যকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া অবধারণ করা ভূপতিদিগের শ্রেয়স্কর। আপনার দেহ ও পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করা রাজার পরমধর্ম্ম। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূজনীয়, রাজা তাঁহাদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। ব্রাহ্মণেরা শান্তভাবে অবস্থান করিলে, রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত থাকে। আর তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে, মারণোচ্চটনাদি বিবিধ উপায় ও তপোবললব্ধ তেজদ্বারা সমগ্র দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় পূজা ও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনপূর্ব্বক লোকের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রসাদেও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অভিচারাদি ক্রিয়াদ্বারা ইঁহাদিগের বিনাশসাধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইঁহাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অরণ্যমধ্যে অগ্নিশিখা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে সমুদয় ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। অতি সাহসিক ব্যক্তিরাও উঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে। উঁহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষিপ্রকারী ও কেহ কেহ বা কার্পাসের ন্যায় একান্ত মৃদু এবং কতকগুলি অতিশয় শঠ ও কতগুলি যারপরনাই অকপট। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গোরক্ষণ, কেহ কেহ ভিক্ষাচরণ, কেহ কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ও কেহ কেহ নট-নর্ত্তকের কার্য্যসাধন, কেহ কেহ নিরন্তর কলহপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং কেহ কেহ বা লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

"ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ বহুবিধ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিরীক্ষিত হয়েন। সেই নানা কর্ম্মনিরত বিবিধ কার্য্যোপজীবী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মজ্ঞান সতত কীর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পিতৃগণ, দেবতা, মনুষ্য, ও উরগগণের পূজ্য; দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণমধ্যে কেহই উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। উঁহারা দেবতাকে অদেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা উঁহাদিগের প্রিয়, তাঁহারা রাজা হয়েন; আর যাহারা অপ্রিয়, তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণের অযশ ঘোষণা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পরের নিন্দা ও প্রশংসানিরত কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির

কারণ ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বিদ্বেষীদিগের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হয়েন; আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহদৃষ্টি ব্যতিরেকে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট প্ররাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ, তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বজন্তুবিনাশের পাপ অপেক্ষা ব্রহ্মহত্যার পাপ গুরুতর। মহর্ষিগণ ব্রহ্মাহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের অপবাদ শ্রবণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে উহাদিগের অপবাদ কীর্ত্তিত হয়, তথায় অধোমুখে অবস্থান বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্ব্বক পরমসুখে জীবিত থাকিতে পারে, এরূপ লোক জীবলোকে অদ্যাপি জন্মে নাই এবং জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। মুষ্টিদ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং হস্তদ্বারা চন্দ্র স্পর্শ ও পৃথিবী ধারণ করা যেরূপ দুষ্কর, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন, সন্দেহ নাই।”

৩৪তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের তৃপ্তিতে মঙ্গল—অতৃপ্তিতে অমঙ্গল

ভীষ্ম কহিলেন, “ব্রাহ্মণগণকে সতত পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ সকলকেই সুখদঃখ প্রদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনারূপ বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও অলঙ্কার প্রদান, নমস্কার এবং পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্র হইতে যেমন জীবগণের মঙ্গললাভ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে রাজ্যের মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও শক্রদমনসমর্থ মহারথ ক্ষত্রিয়কে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বীয় ভবনে সৎকুলোদ্ভব ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বাস প্রদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণকে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান; তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্সমুদয় ব্রাহ্মণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে পাপাত্মার গৃহে ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার গৃহে অনুগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে দেবতা ও পিতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হয়েন, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণপ্রশংসাপ্রসঙ্গে পৃথিবী-বাসুদেবসংবাদ

“যাহারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করে, তাহারা পরমপরিতৃপ্ত ও চরমে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ সেই সেই দ্রব্যদ্বারাই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যে যজ্ঞ হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণই সেই যজ্ঞের মূলকারণ। এই জগৎ যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে লীন হইবে, ব্রাহ্মণগণের তাহা অবিদিত নাই; একমাত্র ব্রাহ্মণপ্রভাবে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া

থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ও ভূত, ভবিষ্যৎ বিষয়ে সমুদয়ই অবগত আছেন। যাহারা ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাহাদিগের কুত্রাপি পরাভব নাই। তাহারা চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজঃ ও বলের উপশম হইয়া থাকে। দেখ, ভৃগুবংশীয়েরা তালজঙ্ঘদিগকে, অঙ্গিরার বংশসমুৎপন্ন মহাত্মারা নীপগণকে এবং মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈতহব্য ও ঐলদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ইহলোকে যাহা পাঠ, যাহা শ্রবণ ও যে বিষয়ক কথোপকথন করা যায়, তৎসমুদয়ই গূঢ়ভাবে ব্রাহ্মণে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষ্যে আমি পৃথিবী-বাসুদেবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাসুদেব সর্ব্বভূতজননী ভগবতী বসুমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বসুন্ধরে! গৃহস্থ ব্যক্তিরা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"তখন পৃথিবী বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'কেশব! আমি নারদের মুখে শুনিয়াছি, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের মহারথিত্ব, কীর্ত্তি, বুদ্ধি ও সম্পত্তিলাভ হইয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত সঙ্কুলসম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন পরমপবিত্র ব্রাহ্মণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ যাহাকে প্রশংসা করেন, সেই অভ্যুদয়শালী হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে, তাহাকে মহার্ণবনিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাভবের হেতু। দেখ, ব্রাহ্মণশাপে ভগবান্ চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্র লবণোদকে পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণ প্রভাবে প্রথমে সহস্রভগচিহ্নে পরিব্যাপ্ত হইয়া পরিশেষে আবার ব্রাহ্মণের প্রসাদে সহস্রনয়ন হইয়াছেন। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই বিধেয়।

"হে ধর্ম্মরাজ! বসুন্ধরা দেবী এইরূপ কহিলেন, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার বাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।"

৩৫তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণের প্রতি কর্ত্তব্য-উপদেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধি সকলের নমস্য। তাঁহারা অতিথিরূপে সুপক্ক অন্নের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণের মুখস্বরূপ। তাঁহাদিগের হইতেই ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা জীবলোকের সুহৃৎ! সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ পূজিত হইয়া আমাদিগকে শুভানুধ্যান এবং আমাদিগের শত্রুগণকর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাহাদের অশুভানুধ্যান করুন। পূর্ব্বে বিধাতা ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, পুরাবিৎ [অতীত বৃত্তান্তে অভিজ্ঞ] পণ্ডিতেরা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, 'হে

ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সুরক্ষিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিবে। ইহাই তোমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। ইহাদ্বারাই তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্যকার্য্য সংশোধন করিয়া ব্রাহ্মী শ্রী [ব্রহ্মতেজ] লাভ করিবে। তোমরা সকলের আদর্শ ও নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্য্যাবলম্বন করা, তোমাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে, আর স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইলে শ্রী, বুদ্ধি, তেজ ও বিপুল মাহাত্ম্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের যারপরনাই সৌভাগ্য জন্মিবে। তোমরা কোন স্থলে আতিথ্যস্বীকার করিলে গৃহস্থ শিশুদিগের ভোজন না হইলেও মহা অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাইবে। তোমরা অহিংসক, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া সমুদয় ইচ্ছাই চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভূলোক ও দ্যুলোক মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যাদ্বারা অধিকার করা যায়। অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"হে ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী, কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষ তুল্য উগ্র ও কেহ কেহবা নিতান্ত মৃদু এবং কেহ কেহবা বাঙ্‌নিষ্পত্তি ও কেহ কেহবা দর্শনমাত্রেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ নানাপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির, শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পরাভবনিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদবলে দেবগণ স্বর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেমন আকাশের সৃষ্টি, হিমালয়পর্ব্বতের পরিচালন ও সেতুবন্ধন দ্বারা গঙ্গাস্রোতের প্রতিরোধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে পরাভূত করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রহ্মবিরোধ [ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ] উপস্থিত করিয়া কোন নরপতিই পৃথিবীশাসনে সমর্থ হইতে পারে না। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সতত ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষসম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন, সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুলরক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

৩৬ম অধ্যায়

ব্রাহ্মণসেবা প্রভাব—শক্র-শম্বরসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর শক্র-শম্বরসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিকলেবর হইয়া ছদ্মবেশে বিরূপ রথারোহণে শম্বুরাসুরের নিকট আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপ ব্যবহারদ্বারা স্বজাতীয়দিগকে অতিক্রম করিয়াছ এবং কোন্ ব্যবহারবলেই বা তাহারা তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

"শম্বর কহিলেন, 'মহাত্মন! আমি কখন ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করি না; ব্রাহ্মণগণ যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি; তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে আমি অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করি; কদাচ তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করি না। আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে সাদরসম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া থাকি; তাঁহারাও বিশ্বস্তচিত্তে আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ও আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। আমি কখন তাঁহাদের [তাঁহাদের নিকট] কোন অপরাধ করি না। তাঁহারা অসাবধানে থাকিলেও আমি সাবধান এবং তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও আমি জাগরিত থাকি।

'আমি একান্ত ব্রাহ্মণানুগত বলিয়া শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিলে মধুমক্ষিকা যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে [মৌচাককে] মধুধারায় অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আমাকে অমৃততুল্য বিদ্যারসে আর্দ্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বীয় মেধাবলে তৎসমুদয় গ্রহণ এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতার বিষয় অনুধ্যান করি। আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট যুক্তিরূপ সুধাপান করিয়া থাকি বলিয়া তারাগণমধ্যস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছি। আমার পিতা ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণের মুখবিনির্গত অমৃতময় জ্ঞানস্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনায়াসে জয়লাভ করিতে পারে। তিনি দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণের মহিমা দর্শন করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশাকরকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলেন?"

'তখন চন্দ্র কহিলেন, "দৈত্যরাজ! ব্রাহ্মণেরা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের ভুজবলের ন্যায় ব্রাহ্মণের বাক্যবল নিতান্ত দুঃসহ। ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক অল্পমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রোধবিহীন হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। আর তিনি স্বীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পিতার নিকট সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিলেও লোকে তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। সর্প যেমন মূষিকাদিকে গ্রাস করে, তদ্রূপ বসুমতী রণপরাঙ্মুখ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অভিমানশালী ব্যক্তির অধিকৃত, ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী ও কন্যকা [অবিবাহিত কন্যা] গর্ভবতী হইলেই জনসমাজে দূষিত হইয়া থাকে।" হে মহাত্মন! আমার পিতা ভগবান্ চন্দ্রমার নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন; আমিও এক্ষণে পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকি।'

"হে ধর্ম্মরাজ! পুরন্দর এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শম্বরের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহাদের পূজায় যত্নবান হইয়া অচিরাৎ দেবরাজত্ব লাভ করিলেন।"

৩৭তম অধ্যায়
পূজ্য-পাত্রনিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অদৃষ্টপূর্ব্ব, চিরাশ্রিত ও দূর হইতে অভ্যাগত এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে সৎপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! উহারা সকলেই সৎপাত্র। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য ও কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। উহাদিগকে প্রার্থনারূপ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করিয়া দান করা নিতান্ত অনুচিত। যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করে, তাহাকে অবশ্যই ক্লেশভাগী হইতে হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! প্রাণীগণের ক্লেশ ও ধর্ম্মহিংসা করিয়া, কাহাকে দান করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সম্মানাস্পদ ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়া বিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব স্থিরচিত্তে মানবগণকে সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য, অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম এই সমুদয় গুণে অলঙ্কৃত হয়েন এবং কখন কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমুদয় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানের ভাজন হইতে পারেন। বেদের অপ্রমাণ্যনির্দ্দেশ [মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন], শালজ্ঘন ও সামাজিক নিয়মভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দুক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশনিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী [সর্ব্ববিষয়ে সংশয়যুক্], মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত [অস্থিরমতি] ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগ্জালবিস্তার ও সমুদয় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্ম ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য দ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না।"

৩৮তম অধ্যায়
নারীচরিত্র—নারদ-পঞ্চচূড়া-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘুচিত্ত ও সমুদয় দোষের আকর বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে; অতএব তাহাদের কিরূপ স্বভাব, তাহা শ্রবণ করিতে

আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই নারদ-পঞ্চচূড়াসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সমুদয় লোক পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি একদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নিতম্বিনি! আমি তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।’

“তখন পঞ্চচূড়া কহিল, ‘মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে আমার বক্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সাধ্যানুসারে আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিব।’

“নারদ কহিলেন, ‘সুন্দরি! তোমাকে অবক্তব্য বা অসাধ্য বিষয়ক প্রশ্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে তোমার নিকট স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।’

“মহর্ষি নারদ এইরূপ অনুরোধ করিলে, পঞ্চচূড়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ‘মহর্ষে! আমি নারী হইয়া কিরূপে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিব? স্ত্রীলোকের স্বভাব আপনার অবিদিত নাই; অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কামিনীকুলের নিন্দা করিতে পারিব না।’

“নারদ কহিলেন, ‘সুন্দরি! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারী হইয়া নারীদিগের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আমার মতে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়; সত্য কহিলে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে যথার্থরূপে স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় কীর্ত্তন কর।’

“তখন পঞ্চচুড়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, ‘মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার মুখে স্ত্রীজাতির নিন্দা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন। কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসরপ্রাপ্ত হইলেই ধনবান ও রূপবান পতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পরপুরুষসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ, পরস্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্যপ্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না। পুরুষপ্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে। পতিগণ উহাদিগের অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু প্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। উহারা পুরুষপ্রাপ্ত না হইলে, কৃত্রিম পুংলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি

চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্মরক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব। উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্ত্তৃগণ সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া উহাদের যেরূপ প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহ প্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সমুদয় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূতসমুদয় [ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ] ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।”

৩৯তম অধ্যায়

নর-নারীর চরিত্ররক্ষার উপায়জিজ্ঞাসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ইহলোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অন্তঃকরণে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর, তখন পুরুষেরা কি নিমিত্ত উহাদের সহিত সংসর্গ করে? উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষদিগের বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণলাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নূতন নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে।

“শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছে, কামিনীগণ তৎসমুদয়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে, উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিকেও প্রিয়সম্ভাষণদ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য্যসমুদয় অবলোকন করিয়াই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইদানীন্তন মহিলাগণের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া, পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মপরায়ণ কামিনীগণের পাতিব্রতধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা

হউক, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, উহাদিগকে পরপুরুষসংসঙ্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে কামিনীগণকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, অথবা যদি কেহ পূর্ব্বে কোন কামিনীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

৪০তম অধ্যায়

স্ত্রীজাতির চরিত্রনাশের স্বাভাবিক কারণ

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! তুমি স্ত্রীজাতির বিষয়ে যে যে কথা কহিলে, তৎসমুদয়ই সত্য। এক্ষণে পূর্ব্বে মহাত্মা বিপুল যেরূপে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ও সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও মৃত্যু, এই সমুদয়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্ব লাভ করিত। দেবগণ তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে দেখিয়া, শঙ্কিতমনে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাহার নিকট মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অধধামুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মানবগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিল, ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হওয়া অবধি স্ত্রীলোক ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইয়াছে।

“সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রবাহে ঐরূপ মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন। উহারাও কামলুব্ধ হইয়া সর্ব্বদা মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায়স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন। তখন মানবগণ কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ সমুদয় স্ত্রীতে আসক্ত হইল। স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্য্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা, কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রচার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট স্ত্রীজাতির সৃষ্টিবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা বিপুল যেভাবে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

নারীপ্রবৃত্তি প্রতিরোধে ঋষিশিষ্য বিপুলের যত্ন

“পূর্ব্বকালে দেবশর্ম্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রুচিনামে এক পরমরূপবতী ভার্য্যা ছিলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে

বিমোহিত হইয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর সেই কামিনীর অলোকসামান্য রূপে মোহিত হইয়া তাহার সহিত সংসর্গ করিতে সতত যত্নবান ছিলেন। মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্ত্রীজাতির চরিত্র ও পুরন্দরের পারদারিকতা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া যথোচিত যত্নসহকারে স্বীয় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

"একদা ঐ মহর্ষি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, কিরূপে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রিয়শিষ্য বিপুলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব। ইন্দ্র সতত আমার ভার্য্যার সতীত্ব ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে। সেই পাপাত্মা মায়াবলে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে। অতএব তুমি সাবধান হইয়া নিরন্তর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।'

"মহাত্মা দেবশর্ম্মা এইরূপ আজ্ঞা করিলে, অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মহাতপাঃ বিপুল তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! ইন্দ্র। কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করিতে পারে এবং তাহার শরীর ও তেজই বা কিরূপ, আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

ইন্দ্রের স্বভাবপ্রদর্শনে ঋষির সাবধানতা

"তখন ভগবান্ দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের মায়া সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ দুরাত্মা ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সে কখন কিরীট, কখন বজ্র, কখন মুকুট ও কখন কুণ্ডল ধারণ করে; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে চণ্ডালসদৃশ হয়। ঐ পাপাত্মা কখন শিখা, কখন জটা, কখন কৌপীন এবং কখন বৃহৎ, কখন স্থূল ও কখন বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, কখন গৌরাঙ্গ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন রূপবান্, কখন কুৎসিত, কখন বায়ুরূপী, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন প্রতিলোমজাতি, কখন অনুলোমজাতি হয় এবং কখন শুক, কখন বায়স, কখন হংস, কখন কোকিল, কখন ব্যাঘ্র, কখন সিংহ, কখন হস্তী, কখন দেবতা, কখন দৈত্য, কখন নরপতি, কখন পক্ষী, কখন চতুষ্পদ, কখন মক্ষিকা ও কখন বা মশকাদির বেশ ধারণ করিয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও ঐ পাপাত্মার রূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন না। ঐ দুরাত্মা রূপান্তর পরিগ্রহ করিলে কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা উহাকে অবলোকন করা যায়। অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে আমার সহধর্ম্মিণী রুচিকে রক্ষা করিবে। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্র যেন উহাকে দূষিত করিতে না পারে।

যোগবলে বিপুলের গুরুপত্নীদেহে প্রবেশ

মুনিবর দেবশর্ম্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণে মনে মনে, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কিরূপে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নীকে রক্ষা করি? দেবরাজ পরম মায়াবী ও মহাবলপরাক্রান্ত। আমি আশ্রম বা উটজদ্বার [তৃণকুটীরের দরজা] রোধ ও পৌরুষপ্রকাশ করিয়া কোনরূপেই

তাহার আগমন নিবারণ করিতে পারিব না। সে অনায়াসে বায়ুরূপ ধারণ করিয়াও গুরুপত্নীকে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উঁহাকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। যদি গুরু আজ উঁহাকে ইন্দ্রোপভুক্ত বলিয়া অবগত হয়েন, তাহা হইলে রোষবশতঃ নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। অতএব ইঁহাকে ইন্দ্র হইতে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আজ আমি যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উঁহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার একটি অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। পদ্মপস্থিত সলিলবিন্দু যেরূপ পত্রের. সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমি নির্লিপ্তভাবে গুরুপত্নীর শরীরে মহা অবস্থান করিলে, আমাকে কখনই দোষী হইতে হইবে না। অতএব আজ আমি এইরূপে উহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিব।

"হে ধর্ম্মরাজ। মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর রক্ষাবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্ম, বেদশাস্ত্র এবং আপনার ও গুরুর তপোবল অবধারণপূর্ব্বক গুরুপত্নীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন ও বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিলেন। পরে যোগবলে তাঁহার নয়নযুগল আচ্ছন্ন করিয়া, বায়ু যেমন আকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বীয় অবয়বদ্বারা তাঁহার সমুদয় শরীর স্তব্ধ করিয়া ছায়ার ন্যায় উহার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

৪১তম অধ্যায়
বিপত্নী-সম্ভোগার্থ ইন্দ্রের আগমন

ভীষ্ম কহিলেন, "ঐ সময় দেবরাজ এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া রমণীজনলোভনীয় [নারীগণের চিত্তাকর্ষক] মনোহর বেশ ধারণপূর্ব্বক মহাত্মা দেবশর্ম্মার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাতপাঃ বিপুল চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে এবং পুর্ণেন্দুবন্দনা কমলনয়না পৃথুনিতম্বিনী [স্থূলনিতম্বা] রুচি তাহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পরমাসুন্দরী রুচি তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে বিস্মিত হইয়া, গাত্রোত্থান এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তখন দেবরাজ সেই ঋষিপত্নীকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মৃদুহাসিনি! আমি ইন্দ্র; অনঙ্গবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ কর।' দেবরাজ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও রুচি স্বীয় শরীরস্থিত বিপুলের প্রভাবে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান বা গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না।

"ঐ সময় মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যোগবলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমুদয় পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তররূপে রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ রুচিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনর্ব্বার সলজ্জভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুন্দরি! তুমি অবিলম্বে আমার মনোরথ পূর্ণ কর।' তখন সুররাজ পুনরায় এই কথা কহিলে, ঋষিপত্নী তাঁহাকে মধুরবাক্যে অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু

দেহমধ্যস্থ মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে 'হে দেবরাজ! তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ?' এই বাক্য বিনির্গত হইল। অকস্মাৎ এইরূপ কঠোর বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হওয়াতে রুচি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া রহিলেন। দেবরাজও সেই অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলেন; পরিশেষে সুররাজ দিব্যচক্ষুদ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণপত্নীর দেহমধ্যে অতুল-তেজঃসম্পন্ন মহাতপাঃ বিপুলকে দর্শন করিলেন। বিপুলকে অবলোকন করিবামাত্র অভিশাপভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল।

বিপুল তিরস্কৃত ইন্দ্রের প্রস্থান

"তখন মহাতপাঃ বিপুল অবিলম্বে গুরুপত্নীর দেহ হইতে স্বীয় কলেবরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'অরে পাপাত্মন্! দুর্ব্বুদ্ধে! তোর এই অজিতেন্দ্রিয়তা দোষনিবন্ধন অতি অল্পকালমধ্যেই দেবতা ও মনুষ্যগণ তোর অর্চ্চনায় বিরত হইবেন। একবার এইরূপ অজিতেন্দ্রিয়তা নিবন্ধন মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোর সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তুই বিস্মৃত হইয়াছিস। তোর তুল্য মূর্খ, দুশ্চরিত্র ও নীচ আর কেহই নাই। আমি স্বয়ং আমার গুরুপত্নীকে রক্ষা করিতেছি। অতএব তুই অবিলম্বে প্রস্থান কর। আজ তোর প্রতি আমার দয়া উপস্থিত না হইলে এতক্ষণ আমার তেজে তোর কলেবর দগ্ধ হইয়া যাইত। তুই অচিরাৎ এ স্থান হইতে পলায়ন কর। নচেৎ আমার গুরু মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধদীপ্ত চক্ষুদ্বারা তোকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ব্রাহ্মণগণকে সতত সম্মান করা তোর অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুই আর কখন এইরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিস্ না। কখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যেন তাঁহাদের তেজে তোকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইতে না হয়। তুই মনে করিতেছিস, আমি অমর, কেহই আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তপোবলের অসাধ্য কিছুই নাই।'

গুরুপত্নীর সতীত্ব রক্ষায় বিপুলের বরলাভ

"মহাত্মা বিপুল এইরূপ তিরস্কার করিলে দেবরাজ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের মুহূর্ত্তকাল পরে মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা যজ্ঞসমাপনপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন প্রিয়শিষ্য মহাতপাঃ বিপুল গুরুর চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে ভার্য্যা প্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ অশঙ্কিতচিত্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মহর্ষি দেবশর্ম্মা ভার্য্যার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেতাঁতাহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! ইন্দ্র এখানে আসিয়া গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিল; আমি গুরুপত্নীকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি।' তখন মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা বিপুলের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সুশীলতা, সৎস্বভাব, তপস্যা, নিয়ম, দৃঢ়তর গুরুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠানিবন্ধন তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! আমি বর প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মে তোমার স্থিরবুদ্ধি হইবে।'

"দেবশর্ম্মা এইরূপ বর প্রদান করিলে, মহাত্মা বিপুল তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নানাস্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাতপাঃ দেবশর্ম্মাও ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রের ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিপিনে [বনে] পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।"

৪২ম অধ্যায়

গুরুপত্নীর আদেশে বিপুলের পুষ্পহরণ

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর মহাত্মা বিপুল ঘোরতর তপানুষ্ঠানপুর্ব্বক 'আমি সিদ্ধ হইয়াছি ও উভয় লোক পরাজয় করিয়াছি' বিবেচনা করিয়া মহা স্পর্দ্ধাসহকারে নির্ভীকচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী, অঙ্গরাজ চিত্ররথির সহধর্ম্মিণী প্রভাবতীর ভবনে একটি মহোৎসব উপস্থিত হইল। প্রভাবতী সেই উপলক্ষ্যে স্বীয় ভগিনী রুচিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহার অঙ্গ হইতে সহসা কতকগুলি দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুম দেবশর্ম্মার আশ্রমের অনতিদূরে কাননমধ্যে নিপতিত হয়। ঋষিপত্নী রুচি স্বামীর সহিত ঐ কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ সমুদয় পুষ্প দর্শন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভগিনীকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেই পুষ্প মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া অঙ্গরাজভবনে গমন করিলেন।

"অঙ্গরাজপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্প দর্শন করিয়া রুচিকে কহিলেন, ভগিনি! তুমি আশ্রমে গমনপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত এই প্রকার পুষ্প পাঠাইয়া দিবে; কোনক্রমে বিস্মৃত হইও না।

"অনন্তর রুচি ভগিনীর আবাস হইতে স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভর্ত্তার নিকট ভগিনীর অনুরোধ নিবেদন করিলেন। তখন মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য বিপুলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি অবিলম্বে এইরূপ পুষ্প আহরণার্থ গমন কর।' তখন মহাতপাঃ বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণমাত্র যে প্রদেশে সেই দিব্যপুষ্প নিপতিত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন, ঐ স্থানে আরও অনেকগুলি সেইরূপ পুষ্প নিপতিত রহিয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে একটিও ম্লান হয় নাই। মহাত্মা বিপুল সেই অপরিম্লান [অমলিন—টাটকা] দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুমগুলি প্রাপ্ত হইয়া মহা-আহ্লাদে চম্পকবনাকীর্ণ চম্পানগুরীতে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিজদোষশ্রবণভীত বিপুলের গুরু-আশ্রয়

"অনন্তর কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলেন, সেই নির্জ্জন বনে এক নরমিথুন পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে একটি ঐ সময় অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গমন করিল। অপরটি তদ্দর্শনে তাহাকে কহিল, তুমি কি নিমিত্ত শীঘ্র গমন করিলে?' সে কহিল, 'আমি আমার নিয়মানুসারে গমন করিয়াছি, শীঘ্র গমন করি নাই।' এইরূপে পরস্পর উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে করিতে তাহাদের ঘোরতর কলহ উপস্থিত

হইল। তখন তাহারা উভয়েই এই শপথ করিল যে, 'আমাদিগের মধ্যে যে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তাহার যেন পরলোকে দ্বিজবর বিপুলের ন্যায় দুর্গতিলাভ হয়।'

'নরমিথুন এইরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্নবদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি অতিকষ্টে কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু এই নরমিথুনের বাক্যশ্রবণে বোধ হইতেছে, আমার নিতান্ত দুর্গতিলাভ হইবে। ঐ নরমিথুন যে আমাকে পাপকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইহার কারণ কি? আমি কি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি?' মহাত্মা বিপুল এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্নমনে স্বীয় দুষ্কৃত-বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অন্য ছয়জন মনুষ্য তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। উহারা হর্য্যলোভের বশীভূত হইয়া সুবর্ণ ও রজতময় অক্ষদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল। উহারা ক্রীড়া করিতে করিতে শপথ করিয়া কহিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভবশতঃ অন্যায়াচরণ করিবে, তাহার পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হইবে।'

"ঐ ছয় ব্যক্তি ঐরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল আপনাকে পাপকারী স্থির করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনার জন্মাবধি. কোন পাপই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। পরিশেষে বহুদিবসের পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, 'আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু গুরুর নিকট উহা ব্যক্ত করি নাই। তাহাতেই আমার ঘোরতর পাপ হইয়াছে।'

'মহাত্মা বিপুল মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া চম্পানগরীতে আগমনপূর্ব্বক উপাধ্যায়কে এই পুষ্প দান এবং যথানিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন।"

৪৩তম অধ্যায়
বিপুলের পুরস্কার—গুরু-অনুগ্রহে সদ্গতি

ভীষ্ম কহিলেন, "তখন মহাত্মা দেবশর্ম্মা প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বিপুলকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! তুমি মহাবনে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, আমি তৎসমুদয় অবগত হইয়াছি। তুমি যেরূপে রুচিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার, রুচির এবং তুমি বনমধ্যে যাহাদিগকে দর্শন করিয়াছ, তাহাদিগের অবিদিত নাই।

"বিপুল কহিলেন, ভগবন্! আমি মহাবনে যে নরমিথুন ও যে পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি, তাহারা কে এবং কিরূপেই বা আমার কার্য্যসমুদয়, পরিজ্ঞাত হইল, আপনি তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

"তখন দেবশর্ম্মা কহিলেন, 'বৎস! তুমি মহারণ্যে যে স্ত্রীপুরুষ দর্শন করিয়াছ, তাহারা দিবারাত্রি এবং যে ছয় পুরুষকে পাশক্রীড়া করিতে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু। তোমার পাপ তাহাদিগের অগোচর নাই। তাহারা চক্রের ন্যায় নিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব নির্জ্জনে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, 'আমার এই দুষ্কর্ম্ম কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না', এরূপ বিবেচনা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মারা নির্জ্জনে যে যে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ছয় ঋতু তৎসমুদয়ই দর্শন করিয়া থাকে। তুমি

রুচিকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর নাই বলিয়া তোমার পরলোকে অসদ্গতিলাভ হইবে। তুমি ভয়প্রযুক্ত আমার নিকট আত্মকার্য্য নিবেদন না করিয়া "উহা কেহই অবগত হয় নাই।" মনে করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত সেই বনমধ্যস্থ নরকলেবরধারী দিবা, রাত্রি ও ঋতুসমুদয় তোমাকে তোমার দুষ্কৃত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

'মানবগণ শুভ ও অশুভ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ঋতুসমুদয়ের কিছুই অবিদিত থাকে না। তুমি দুর্ব্বৃত্তা রুচিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদি তোমার চরিত্রের দোষ থাকিত তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধবশতঃ তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম, সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পুরুষে ও পুরুষগণ স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি রুচিকে রক্ষা করিবার সময় তোমার মন বিকৃত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যাহা হউক, তুমি যেরূপে আমার পত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট তোমার ব্যক্ত করা হইল। অতঃপর তুমি আমার বরে স্বর্গারূঢ় হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে পারিবে।

'মহর্ষি দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তাহাকে ও ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে স্বর্গে আরোহণপূর্ব্বক পরমানন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগীরথীতীরে উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্ত্রীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ দুষ্ট লক্ষণদ্বারা নির্ণয় করা যায়। মহাত্মারা বিপুলের ন্যায় উপায় অবলম্বন না করিলে, কখনই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। উহারা অতিশয় তীব্রস্বভাবসম্পন্ন, যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহাকেই প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদের কখনই তৃপ্তিলাভ হয় না। উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্তচিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাহাকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরুপত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই স্ত্রীজাতির রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না।"

৪৪তম অধ্যায়
উত্তম বর-নিরূপণ—বিবাহলক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসৎকার ও স্বজনপ্রতিপালন প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মের মূল। অতএব কিরূপ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে ধনদানাদিদ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যা প্রদান করিলে ঐ বিবাহ প্রাজাপত্যবিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্যবিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ববিবাহ বলা যায়। বর অধিকসংখ্যক ধনদ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভপ্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে তাহাকে আসুরবিবাহ কহে এবং পরিজনেরা কন্যাপ্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে প্রহার বা তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদনপুরঃসর বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার বিবাহ ধার্য্য এবং অবশিষ্ট রাক্ষস আসুর এই দুই প্রকার নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিন প্রকার মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না।

“ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীই সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কহেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়, কেবল উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রাকেও গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অনেকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রাতে সন্তানোৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বিবাহে বয়সাদির দোষাদোষ নির্দ্দেশ

“ত্রিংশদ্‌বর্ষবয়স্ক পাত্র দশবর্ষীয়া এবং বিংশতিবর্ষবয়স্ক পাত্র সপ্তবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে, সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিবাহ করা বিধেয় নহে। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার পতির সহিত প্রতি অবিচলিত থাকে ও সন্তানসন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যে কন্যা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। মনুর মতে মাতামহের সপিণ্ড ও পিতার সগোত্র কন্যাকে বিবাহ করা কদাপি বিধেহ নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি আমাদিগের চক্ষুঃস্বরূপ। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণলালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব যদি প্রথমতঃ এক ব্যক্তি এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক প্রদান, অপর ব্যক্তি, সেই কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরামর্শ করিয়া তাহাকে কন্যাদান করিব বলিয়া স্থির করাতে সেই কন্যার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিতে অঙ্গীকার, অন্য ব্যক্তি সেই কন্যার নিমিত্ত বলপ্রকাশ, অপর ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত ধনলোভ প্রদর্শন এবং আর এক ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা ধর্ম্মানুসারে কাহার ভার্য্যা হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ইহলোকে মানবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করে, তাহার অন্যথা করিলেই তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া একজনকে কন্যাদান করিতে স্থির করিয়া যদি অন্যকে ঐ কন্যা দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু যাহাকে কন্যাদান করিব বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, সে কখনই ঐ কন্যার পতি হইবে না। কন্যা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির ভার্য্যা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মনোনীত না হওয়াতে যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর কেহ কেহ কহেন, ঐরূপ স্থলে কন্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই।

"মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনোনীত না হয়, তাহার সহবাস করিলে যশ ও ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা, অতএব অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়। কন্যার বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি বিধিপূর্ব্বক উহাকে এক পাত্রে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। আর কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ যদি একজনকে কন্যাদান করিব বলিয়া তাহার নিকট কেবল শুল্ক গ্রহণ করে, তাহা হইলেও ঐ কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করা যায়। ফলতঃ কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কন্যাদান করিলে, বর যদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লোকে পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যালাভ করিয়া থাকে; অতএব যে কন্যার বন্ধুবান্ধব তাহাকে পূর্ব্বে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে স্বীকার বা তন্নিমিত্ত পাত্রান্তর হইতে শুল্ক গ্রহণ করে, সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলে গ্রহীতার কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট বা লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

পণ-নিয়মলক্ষণে বিবাহ-দোষাভাব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কন্যাকর্ত্তা কন্যা প্রদান করিব বলিয়া অগ্রে এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলে যদি পশ্চাৎ ঐ কন্যার গ্রহণার্থে অন্য একটি শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হন, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তা অগ্রে যাহার নিকট শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন কি না? এরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কন্যাকর্ত্তার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! শুল্কই স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর, এই বিবেচনা করিয়া ক্রেতা শুল্ক প্রদান করে না, শুল্ক কন্যার নিষ্ক্রয় [গার্হস্থ্য রক্ষার উপায়দানত্বের পুরস্কার] বলিয়াই তৎকালে তাহার দৃঢ়বিশ্বাস থাকে। অতএব এক ব্যক্তির, নিকট শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহাকে কন্যাদান করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বানপূর্ব্বক 'তুমি আমার এই কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর' এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ স্থলে অলঙ্কারাদি দানকে শুল্ক ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদানকে কন্যাবিক্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অলঙ্কারাদি

লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসঙ্গত। লোকে 'অমুককে কন্যাদান করিব, কখনই অমুককে কন্যাদান করিব না এবং অমুককে অবশ্যই দান করিব' বলিয়া যে সত্য করে, তদ্দ্বারা কখনই বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত না কন্যার পাণিগ্রহণকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তদবধি একজনের নিকট পণ লইয়া পাত্রান্তরে কন্যা দান করিলে কন্যাপহারদোষে [কন্যাচুরির দোষে] লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণও কন্যাপ্রদানস্থলে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষিদিগের এইরূপ শাসন আছে যে, অনভিলষিত ব্যক্তিকে কদাচই কন্যাপ্রদান করিবে না। কারণ, ঐরূপ অনভিলষিত পুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে অবশ্যই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। কন্যা ক্রয়বিক্রয়নিবন্ধন বহুতর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব শুল্ককে স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর বলিয়া প্রতিপন্ন করা বিধেয় নহে।

পাণিগ্রহণে বিবাহসিদ্ধি

"পূর্ব্বে আমি মগধ, কাশী ও কোশলদেশসমুদয় পরাজয় করিয়া মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত দুইটি কন্যা আনয়ন করিয়াছিলাম। বিচিত্রবীর্য্য তাহাদের মধ্যে একটির পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়টি বীর্য্যনির্জ্জিত বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণ না করিয়াই পত্নীত্বসিদ্ধির কল্পনা করিলেন। তখন আমার পিতৃব্য বাহ্লীক তদ্বিষয়ে প্রতিরোধ করিয়া কহিলেন, পাণিগ্রহণ না করিলে পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব যে কন্যাটির পাণিগ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। তখন আমি পিতৃব্যের বাক্যে অতিশয় সন্ধিহান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, 'হে পিতৃব্য! আমি আপনার নিকট আচারের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি।' ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ বাহ্লীক আমার বাক্য শ্রবণে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, 'বৎস! যদি তোমরা পাণিগ্রহণকে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ না বলিয়া শুল্ককে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পাণিগ্রহণ না করিলে কদাচই ভার্য্যাত্বসিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, যাহারা পাণিগ্রহণ ব্যতীত শুল্কপ্রদানকেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধি কারণ বলিয়া গণনা করে, তাহাদিগের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর দেখ, কন্যাদানদ্বারা ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু কন্যাক্রয় বা বিক্রয় করিয়া ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কখনই শ্রবণ করি নাই। অতএব যাহারা ক্রয়বিক্রয় ভার্য্যাত্বসিদ্ধির নিদান বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহাদিগকে কোনক্রমেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। যাহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে। আর যে কন্যা অর্থাদিদ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে। যখন ক্রীতা কন্যার পাণিগ্রহণ অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন কন্যা ক্রয় ও বিক্রয় নিতান্ত নিষিদ্ধ, সন্দেহ নাই। যাহারা দাসী ক্রয় ও বিক্রয় করে, কন্যাক্রয় ও বিক্রয় করা সেই লুব্ধস্বভাব পামরদিগের কার্য্য।

সপ্তপদীগমনে বিবাহের সম্পূর্ণ সিদ্ধি

"একদা কয়েক ব্যক্তি মহারাজ সত্যবানের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মহারাজ! একজন কন্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিয়া যদি কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যাকে অন্য সৎপাত্রে সমর্পণ করা যায় কি না? আমাদিগের এই

বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা নিরাকরণ করুন।’ তখন ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবান্ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘হে সজ্জনগণ! শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিলে ঐ উৎকৃষ্ট পাত্র উপস্থিত হইলে তাহাকে অবিচারিতচিত্তে কন্যাসম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিতেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে পাত্রান্তরে কন্যাদান করিবে, তাহার আর সংশয় কি? কন্যাকর্ত্তা কন্যাকে এক পাত্রে সমর্পণ করিবার অভিলাষে তাহার পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে পাণিগ্রহণার্থ অবান্তর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও যদি অন্যের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই দোষে লিপ্ত হইতে হয় না; কেবল মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ দোষে দূষিত হইতে হয়। ফলতঃ সপ্তপদীগমন [বিবাহ হোমের একটি বিশেষ অঙ্গ] হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাকে জলপ্রদানপূর্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে বিধিপূর্ব্বক কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাহারাই ভার্য্যা হয়। ব্রাহ্মণ অনুকুলা সদবংশোদ্ভবা অগ্নিসমীপবর্ত্তিনী কন্যাকে সপ্তপদীগমনপূর্ব্বক বিবাহ করিবেন।”

৪৫তম অধ্যায়
কালাতীত বিবাহে কন্যার স্বয়ংকর্ত্তৃত্বের নিন্দা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কোন ব্যক্তি কোন কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্কপ্রদানপূর্ব্বক বিদেশে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিলে ঐ কন্যার পিতার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! যদি কন্যার পিতা বরপক্ষীদিগকে শুল্ক প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না। শুল্কদাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্কদাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অন্য পুরুষদ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অন্য কেহই বিধিপূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। যেসকল কন্যার নিমিত্ত কেহ শুল্ক প্রদান না করে, তাহারা কোন কারণবশতঃ বহুদিন অনূঢ়া থাকিলে পিতার অনুমতিক্রমে আপনারাই পতি মনোনীত করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অনেকেই ঐ কার্য্য নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে সাবিত্রী যে পিতার আজ্ঞানুসারে নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বয়ং মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়া গিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের খণ্ডনকেই [অস্বাধীন ব্যবহারের বিলোপকে স্বাধীনতার প্রশ্রয়দানকে] আসুরধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বকালে বিবাহকার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় সূক্ষ্ম; কিন্তু রতি স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কখনই কর্ত্তব্য নহে।”

অপুত্রকের কন্যা ধনাধিকারনিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পুত্রস্বরূপ। অতএব কন্যাসত্ত্বেও অন্যে তাহার ধনাধিকারী হইতে পারে কি না, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! পুত্র আত্মস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব দুহিতৃসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনাধিকারী হয় না। মাতার যৌতুকধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার। দৌহিত্র পিতা ও মাতামহ উভয়কেই পিণ্ডদান করিতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে, আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তকপুত্রাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন পাঁচ অংশ করিয়া তিন অংশ কন্যা ও দুই অংশ পুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ দত্তকপুত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কন্যা বিক্রীতা হইলে, তাহার গর্ভে অসূয়াপরতন্ত্র অধর্ম্মনিষ্ঠ পরস্বপহারী কুসন্তানসমুদয় উৎপন্ন হয়; অতএব তাহারা দৌহিত্রিক [দৌহিত্রোচিত] কর্ম্মানুসারে কখনই মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না; কেবল পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে।

“ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যম কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় পুত্রকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যা দান করে, তাহাকে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্ত নরকে নিপতিত হইয়া ক্লেদ, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। বরের নিকট গোমিথুন [বৃষগাভী] রূপ শুল্ক গ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই আর্য্যবিবাহের নিয়ম। কেহ কেহ ঐ গোমিথুনগ্রহণকে শুল্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, কন্যার পিতা বরের নিকট অল্প বা বহু ধন গ্রহণ করুন, তাহাকে বিক্রয়জনিত পাপ অবশ্যই লিপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহাকে সনাতনধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক পশুবিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে অধর্ম্মলব্ধ অর্থদ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে। ঐরূপ বিবাহকে রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই অন্ধতম নরকে নিপতিত হইতে হয়।”

৪৬তম অধ্যায়

বিবাহবিষয়ে দক্ষ-সংহিতাদির ব্যবস্থা-সঙ্কোচ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, দক্ষের মতে বর যদি কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তাকে শুল্কগ্রহণ জন্য দোষে দূষিত হইতে হয় না। কারণ, অলঙ্কারাদিদ্বারা কন্যাকে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবর প্রভৃতির অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতিসম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদয় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়।

"মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছেন, মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও ক্ষিপ্রকারী। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয়কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়। অতএব তোমরা প্রযত্ন সহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সতত সম্মানলাভের ইচ্ছা করে; অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কৃর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মলাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমুদয়ের মূল। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান রক্ষা করা শ্রেয়। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদয় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়।

"একদা বিদেহরাজদুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না; উহাদিগের স্বামীশুশ্রূষাই পরমধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে। বিদেহরাজদুহিতার এই বাক্যদ্বারা স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃপরায়ণতা সবিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোককে কুমারিকা অবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে, উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থ তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপা, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।"

৪৭তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণের চাতুর্ব্বর্ণবিবাহ—উত্তরাধিকারিনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি সমুদয় শাস্ত্রনির্ণয়ই অবগত আছেন। ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। আমার কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে আমি আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি না। এক্ষণে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণের চারিটি ভার্য্যা বিহিত আছে—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রা। ঐ সমস্ত স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যেসকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কে কি পরিমাণে পৈতৃক ধন অধিকার করিবে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্তবিভ্রম, লোভ বা সম্ভোগবাসনায় শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু উহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রা সম্ভোগ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন; অতএব ঐরূপ স্থলে বিধানানুসারে পাপশান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্রাসম্ভোগবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

“ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তুসকল শ্রেষ্ঠাংশস্বরূপ অধিকার করিবে; তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেই ব্রাহ্মণীগর্ভসমুৎপন্ন পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে; ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে একাংশ মাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈতৃক ধনগ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহাকে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা একরূপে অধিকার করিবে। যেস্থলে সকল পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে, সেই স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। শূদ্রাতনয় সম, দম প্রভৃতি সদগুণ বিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চম বর্ণ নাই। এই চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ-অংশের একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিতে পারিবে; নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তথাচ শূদ্রাপুত্রকে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈতৃক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা

পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দয়া পরমধর্ম্ম, দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়ার পাত্রপাত্র বিচার নাই। সুতরাং শূদ্র নিকৃষ্ট জাতি হইলেও করুণাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পৈতৃক ধনলাভের আশা হইতে এককালে নিরাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ঔরসে অন্য বর্ণ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক বা না হউক, শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে দশমাংশের অধিক প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

"যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহার সাধনোপযোগী ধন হইতে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। বৃথা ব্যয় করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। সহধর্ম্মিণীকে তিনসহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে। পতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী পতিধনের উত্তরাধিকারিণী; উহা কেবল উপভোগ করিবে, উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র নাই। ভর্ত্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। তাহার যাহা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার কন্যা তৎসমুদয় অধিকার করিবে।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ধনবিভাগধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এই ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া ধন বৃথা ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে।"

ব্রাহ্মণজাতীয় পত্নীর শ্রেষ্ঠত্ব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে সম্ভূত পুত্রের পৈতৃক ধনে অধিকার নাই, তখন তাহাকে দশমাংশ প্রদান করিবার প্রয়োজন কি এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যার গর্ভে যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার নাই, আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যদিও সমুদয় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা নামে অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও মান্যা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কখনই ভর্ত্তার স্নানীয়দ্রব্য, কেশসংস্কারদ্রব্য, দন্তধাবন, অঞ্জন ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্ত্তাকে বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনুর প্রণীত শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরতন্ত্র হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে মতঙ্গের ন্যায় চণ্ডালরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্রের ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান। এই নিমিত্ত সে পিতৃধন হইতে উৎকৃষ্ট বস্তুসমুদয় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্য নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য, সম্মানাস্পদ হইতে পারে না। রাজ্য, কোষ ও সসাগরা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকে। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন কেহই

প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ঋষিপ্রণীত সনাতনধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া দেবতাদিগের মান্য ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ই সমুদয় বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা। লোকের ধন ও স্ত্রীপুত্রাদি দস্যুগণকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদয় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র, বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।”

ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণের পুত্রকলত্র-পারিপাট্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের নিয়মসমুদয় বিধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের নিয়মও শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণেই বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিবে। উহারা কামপরতন্ত্র হইয়া, শূদ্রাদিগকেও পত্নীত্বে প্রতিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু উহা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে ক্ষত্রিয় সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবেন, তাঁহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্র চারি ভাগ, বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র এক ভাগমাত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতা প্রদান না করিলে শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লব্ধ ধনে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকার।

“বৈশ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু শূদ্রাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত নহে। যে বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবে, তাহার ধন পাঁচভাগে বিভক্ত হইবে; তন্মধ্যে বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র চারিভাগ ও শূদ্রাগর্ভসম্ভূত পুত্র একভাগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কখনই ঐ ধনের একভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ শূদ্রার গর্ভে যেসমুদয় পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহাদিগকে পৈতৃকধনের অল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রজাতি কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রের একশত পুত্র উৎপন্ন হইলেও তাহারা পৈতৃক ধন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সমুদয় বর্ণেরই সবর্ণাগর্ভসম্ভূত পুত্রগণের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ এক ভাগ অধিক গ্রহণ করিতে পারে।

“সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়াছেন। মরীচিপুত্র মহাত্মা কশ্যপ কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে অনেক সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে প্রথমার গর্ভসম্ভূত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, মধ্যমার গর্ভসম্ভূত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণপূর্ব্বক শেষে অবশিষ্ট ধন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সবর্ণাগর্ভসম্ভূত পুত্রই সমুদয় পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

৪৮তম অধ্যায়

বর্ণসঙ্করের লক্ষণ—ধর্ম্মকর্ম্মনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! অর্থলোভ, কাম ও বর্ণের অনভিজ্ঞতানিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। এক্ষণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম কি প্রকার, কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ভগবান্ প্রজাপতি প্রথমে যজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া উঁহাদের কার্য্যসমুদয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের ঐ চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদয় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অম্বষ্ঠ ও শুদ্রগর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা পারশব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আপনার বংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সেবা করা শূদ্রাপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রাপুত্র বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণীপুত্রাদির সেবা ও তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

‘ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়, তাহারা মাহিষ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

“বৈশ্য বৈশ্য ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শূদ্র সবর্ণ কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়াই অভিহিত হয়। যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যার গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান চারি বর্ণের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র-সূত বলিয়া কথিত হয়। রাজাদির স্তব পাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদয় সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদ্গল্যনামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণ করাই উহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাদিগের উপনয়নাপদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহারা কুলের কলঙ্কস্বরূপ; নগরের বহির্ভাগে বাস করাই উহাদের উচিত। বধার্হ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উহাদিগের প্রধান কার্য্য। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে সম্ভূত হয় তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূত্রধর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সূত্রধরের নিকট দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

“অম্বষ্ঠাদি বর্ণসঙ্করসমুদয় স্বজাতীয় ভার্য্যাতে যে সমুদয় পুত্র উৎপাদন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়; আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ জাতিতে যে সন্তানসমুদয় উৎপাদন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে

পুরুষ সমানজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্রসমুদয় উৎপাদন করে, তাহারা সজাতীয় ও অসমানজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডালনামক অতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি [আর্য্যবহির্ভূত] সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি জন্মগ্রহণ করে।

"এইরূপ ক্রমশঃ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধদেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৈর বা আয়োগবনামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজাদির প্রসাধনকার্য্য এবং কতকগুলি বাগুরাবন্ধন[ফাঁদ পাতিয়া হরিণাদি ধরা]দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মদ্যকর মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদ্‌গুর, চণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক শ্বপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস [মাংসবিক্রেতা], মৈরেয়কের ঔরসে স্বাদুকর, মদ্‌গুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র [পাচক] ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আয়োগবীগর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুরুস সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্রূরতাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুরুসেরা মৃত ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্নপাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্য পশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কারাবর ও চণ্ডালের ঔরসে পাথুসৌপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডুসৌপাকেরা বংশদ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিতুণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালদিগের ন্যায়, নিষাদীর গর্ভে সৌপাকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে অন্তেবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অন্তেবসায়িগণ সতত শ্মশানে বাস করে। চণ্ডালাদি নীচ জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

"হে ধর্ম্মরাজ! পিতামাতার বর্ণব্যতিক্রমবশতঃ এইরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্মদ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারি বর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিই ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। জাতির সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যজ্ঞহীন সজ্জনসংসর্গশূন্য চণ্ডালাদি বাহ্যজাতিসমুদয় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে, অশেষবিধ বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদয় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়। উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষসমূহে অবস্থান এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গোব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা, পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কয়টি ইহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।

"বুদ্ধিমান মনুষ্য সবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন। অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে নিতান্ত অবসন্ন করে। রমণীগণ কি বিদ্বান, কি মূর্খ সকলকেই কামক্রোধের বশবর্ত্তী করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদূষণ

স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবেন না।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আর্য্যব্যক্তির ন্যায় রূপবেশাদিসম্পন্ন হয়, আমরা কিরূপে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোকবিরুদ্ধ কার্য্যদ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্করসমুৎপন্ন মনুষ্য পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোনরূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপ পরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগযোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতামাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাবই নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়।

“বিবিধ স্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যনিরত মনুষ্যমধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচজাতিতে উৎকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কদাচই ক্ষোভপ্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতিসমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্যদ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশতঃ হীনদশায় নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যদ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সঙ্কীর্ণ ও অনুরূপ নিকৃষ্ট জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয়, বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।”

৪৯তম অধ্যায়
পুত্রদিগের প্রকারভেদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিদৃশী ভার্য্যাতে কিদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয়, পুত্র কয় প্রকার এবং অধ্যাঢ়াদি [অধ্যোঢ় প্রভৃতি] পুত্রে কাহার অধিকার? পুত্রের নিমিত্ত মানবগণের সতত বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি ঐ সমুদয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ঔরসজাত পুত্র আত্মস্বরূপ। যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে অন্য পুরুষদ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র নিরুক্তজ-এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া জার[৩]দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে তাহার সেই পুত্র প্রসৃতিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্র পতিতজ বলিয়া অভিহিত হয়। বিনামূল্যে অন্য হইতে যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহাকে দত্তক পুত্র এবং মূল্যদ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ক্রীতপুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীর ঐ গর্ভজাত পুত্রকে অধ্যুঢ় কহে। অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সমুদয় ভিন্ন ছয় প্রকার অপধ্বংসজ পুত্র ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্র আছে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিদৃশ পুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আপনি তাহা সবিস্তর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ব্রাহ্মণজাতি ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র, ক্ষত্রিয়ের অপর দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র এবং বৈশ্যজাতি শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ের গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চেল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈশ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বালক বলিয়া অভিহিত হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পুত্র সূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অবসদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই আমি তোমার নিকট ছয় প্রকার অপধ্বংসজ ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "পিতামহ! যদি কেহ পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের অধিকারী কে হইবে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে; কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী

কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর পাণিগ্রহীতার হইবে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আমি বাল্যাবধি অবগত আছি যে, আপনার স্ত্রীতেই হউক, বা পরস্ত্রীতেই হউক, যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, ঐ রেলতাজনিত পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে এক্ষণে কহিলেন, লোক পরস্ত্রীর গর্ব্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার জননীর পাণিগ্রহীতার হইবে এবং যদি কেহ গর্ভবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভসঞ্জাত পুত্র পাণিগ্রহীতার হইবে, ইহার কারণ কি?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ব্ভে পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রে তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি? আর যদি কেহ পুত্রলাভার্থী হইয়া গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র তাহার হইবে না কেন? ঐ গর্ভজাত পুত্রে যদিও উহার উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐরূপ পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্রে উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই; যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ ও ভরণপোষণ করে, সে তাহারই হয়।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্র কি প্রকার?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালনপালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উৎপাদক জননীর নির্ণয় করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কৃতক পুত্রের নামকরণ, বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কার কিরূপে সম্পাদিত হইবে?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! যদি ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে গ্রহীতা উহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি অবগত হয়েন, তাহা হইলে তিনি ঐ গোত্র অনুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও ঐ বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন, আর যদি তিনি তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি পরিজ্ঞাত না হয়েন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানুসারেই ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্র অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ঐ উভয়বিধ পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্রানুসারে সম্পাদিত করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার প্রশ্নানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর আর তোমার কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।”

৫০তম অধ্যায়
সহবাসীর প্রতি স্নেহ—নহুষ-চ্যবনসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পরপীড়াদর্শনে কিরূপ ক্লেশ হয়, যাহাদের সহিত একত্র বাস করা যায়, তাহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহ জন্মে এবং গোসমুদয়ের মাহাত্ম্যই বা কিরূপ, আপনি এই কয়েকটি বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নহুষ-চ্যবনসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা, শ্রবণ করিলেই তোমার এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি চ্যবন অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা গঙ্গাযমুনার বায়ুবেগসদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীরা ঐ মহর্ষিকে কদাচই নিপীড়িত করিতেন না, প্রত্যুত প্রদক্ষিণদ্বারা তাঁহার সম্মানবন্ধন করিতেন। মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া জলমধ্যে কখন শয়ন ও কখন বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবজন্তুগণ তাঁহাকে নিরন্তর জলমধ্যে বাস করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস প্রদান [স্থাপন] করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার দেহ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। মহাত্মা চ্যবন এইরূপে সলিলবাস অবলম্বনপূর্ব্বক বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

ধীবরগণকর্ত্তৃক জলবাসী চ্যনের আকর্ষণ

"অনন্তর একদা মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় মৎসজীবী নিষাদগণ মৎস্য সংগ্রহ করিবার মানসে প্রয়াগতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেছিলেন, তথায় সুবিস্তীর্ণ নূতন সূত্রসঙ্কলিত [নূতন সূত্রে বোনা—সুদৃঢ়] জাল নিক্ষেপ করিল এবং অনতিবিলম্বেই এই জাল অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জলে অবতীর্ণ হইয়া মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তু জীবজন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনকে গ্রহণপূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইল। তীরে উত্থিত হইবামাত্র হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত জটাজূটমণ্ডিত মহর্ষি চ্যবন তাহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। ঐ মহাত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শঙ্খ শম্বুক [শামুক] প্রভৃতি জলজন্তুগণসমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবিগণ তাঁহাকে জলজন্তুগণের সহিত জালে বদ্ধ দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৎস্যগণ জমধ্যে জালদ্বারা আকর্ষণ, নিপীড়ন এবং তৎকালসুলভ ভয় ও স্থলস্পর্শনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষি চ্যবন তাহাদের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

'তখন নিষাদগণ মহর্ষিকে মৎস্যবিনাশনিবন্ধন যারপরনাই দুঃখিত দেখিয়া বিনীতভাবে কহিল, 'ভগবন্! আমরা অজ্ঞানতানিবন্ধন যে পাপাচরণ করিয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন এবং এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও বলুন।' মৎস্যজীবিগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন তাহাদিগকে কহিলেন, 'নিষাদগণ! এক্ষণে আমার এই অভিলাষ যে, আমি হয় এই মৎস্যগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় ইহাদিগের সহিত বিক্রীত হইব। আমি ইহাদিগের সহিত বহুকাল জলে বাস করিয়াছি, এক্ষণে কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।' মহর্ষি এই

কথা কহিলে নিষাদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দীনবদনে মহারাজ নহুষের নিকট গমনপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।”

৫১তম অধ্যায়
চ্যবনের মূল্যদানে নহুষের ধীবররক্ষা কথা

ভীষ্ম কহিলেন, “মহারাজ! তখন নরপতি নহুষ মৎস্যজীবিগণের মুখে স্বীয় পুরোহিত মহর্ষি চ্যবনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর অমাত্য ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে সংযত হইয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা চ্যবনও সেই দেবতুল্য সত্যব্রতপরায়ণ নরপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

“তখন নরপতি নহুষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! এক্ষণে আমাকে আপনার কি প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সংসাধন করিব।’

“চ্যবন কহিলেন, ‘মহারাজ! মৎস্যজীবী ধীবরগণ অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে; অতএব তুমি উহাদিগকে মৎস্যগণের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান কর।’

“নহুষ কহিলেন, ‘মহাত্মন্! যদি আপনার অভিমত হয় তাহা হইলে আপনার বিনিময়ে ধীবরদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা যাউক।’

‘চ্যবন কহিলেন, ‘মহারাজ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, উহাদিগকে তাহা প্রদান কর।’

“নহুষ কহিলেন, ‘ভগবন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার মূল্যস্বরূপ ইহাদিগকে একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করা যায়।’

‘চ্যবন কহিলেন, রাজ! একলক্ষ মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, উহাদিগকে প্রদান কর।’

“নহুর্ষ কহিলেন, ‘ভগবন্! তবে উহাদিগকে কোটি মুদ্রা প্রদান করা যাউক। আর যদি উহাও আপনার উপযুক্ত মূল্য না হয়, তাহা হইলে বলুন, উহাদিগকে উহা অপেক্ষা অধিক প্রদান করি।’

“চ্যবন কহিলেন, ‘রাজ! এক কোটি বা তদপেক্ষা অধিক মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, তাহা প্রদান কর।’

“নহুষ কহিলেন, ‘ভগবন্! তবে ধীবরদিগকে আপনার মূল্যস্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদয় রাজ্য প্রদান করি। আমার বোধ হয়, ইহাই আপনার উপযুক্ত মূল্য। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি তাহা ব্যক্ত করুন।’

‘চ্যবন কহিলেন, ‘মহারাজ! তোমার অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদয় রাজ্য আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য, তাহাই প্রদান কর।’

চ্যনের জীবনমূল্যনিরূপণ—গোধনপ্রশংসা

“হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে নরপতি নহুষ তাঁহার যথার্থ মূল্যনিরূপণে অসমর্থ এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত নিতান্ত দুঃখিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া মৎস্যজীবিগণকে কি প্রদান করিলে মহর্ষির যথার্থ মূল্য দান করা হইবে, ইহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোগর্ভসম্ভূত ফলমূলাহারী তপস্বী সহসা তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘মহারাজ! আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? আপনি অবিলম্বে আপনার উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করুন, আমি অবশ্যই আপনার উকণ্ঠা নিবারণ ও সন্তোষসাধন করিব। আমি পরিহাসাদিলেও-কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না। অতএব আপনার নিকট যাহা কহিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

“তখন মহাত্মা নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি এই মহর্ষি চ্যবনের মূল্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সবংশে পরিত্রাণ করুন। আমি কেবল বাহুবলশালী, আমার কিছুমাত্র তপোবল নাই। সুতরাং মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইলে আমার কথা দূরে থাকুক, সমুদয় বিশ্বসংসার বিনাশ করিতে পারেন। আমি আজ মহর্ষি চ্যবনের মূল্য স্থির করিতে না পারিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত একেবারে অগাধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব আপনি এই মহর্ষির মূল্য নিশ্চয় করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।’

নরপতি নহুষ এই কথা কহিলে সেই গোজাত মহর্ষি অমাত্যগণের সহিত তাঁহার হর্ষোৎপাদনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সমুদয় বর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একমাত্র গোধনই উহাদিগের প্রকৃত মূল্য হইতে পারে। অতএব আপনি উহাই মহর্ষির মূল্যরূপে কল্পনা করুন।’ তখন নরপতি নহুষ অমাত্য ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে মহা-আহ্লাদিত হইয়া ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘মহর্ষে! আপনি গাত্রোত্থান করুন। আমার বোধ হয়, গোধনই আপনার প্রকৃত মূল্য; অতএব এক্ষণে আমি গোধনদ্বারা আপনাকে ক্রয় করিলাম।’

“মহাত্মা নহুষ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘রাজন্! এই আমি গাত্রোত্থান করিলাম, তুমি আমাকে যথার্থমূল্যে ক্রয় করিয়াছ। ইহলোকে গোধনতুল্য ধন আর কিছুই নাই। গোমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, গোমাহাত্ম্যশ্রবণ, গোদান ও গোদর্শনদ্বারা সমুদয় পাপনাশ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরমপবিত্র পদার্থ। শ্রী, অন্ন, দেবগণের হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্কার ও যজ্ঞসমুদয়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীগণ দিব্যদুগ্ধ ধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমুদয় লোকের নমস্য ও অমৃতের আধারস্বরূপ। উহাদিগের শরীরকান্তি ও তেজস্বিতা হুতাশনসদৃশ। গাভী হইতে জীবগণের যারপরনাই সুখোদয় হইয়া থাকে। গোকুল যে স্থানে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে স্থান পরম পবিত্র ও শোভাযুক্ত হয়। গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। স্বর্গে দেবগণও উহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। গাভীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারে। গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর

কিছুই নাই। হে ধর্ম্মরাজ! সম্পূর্ণরূপে গোকুলের মহিমা কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা তাহাদিগের গুণের একাংশ মাত্র।'

'মহর্ষি চ্যবন এই কহিয়া নিরস্ত হইলে মহারাজ নহুষ ধীবরগণকে মহর্ষির মূল্যস্বরূপ একটি গাভী প্রদান করিলেন। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মহর্ষে! যতক্ষণে সপ্তপদ ভূমি গমন করিতে পারা যায়, ততক্ষণ মাত্র সাধুদিগের সহিত একত্র বাস করিলেই তাঁহাদের সহিত মিত্রতালাভ হইয়া থাকে। আপনার সহিত বহুকাল আমাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি পরমপবিত্র ও তেজস্বী; এক্ষণে আমরা প্রণতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের নিকট গাভী গ্রহণ করুন।"

'চ্যবন কহিলেন, 'হে ধীবরগণ! অগ্নিদাহে তৃণাদি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষতুল্য মুনি ও দরিদ্রের ক্রোধ দৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র, সুতরাং আমি কদাচ তোমাদের প্রার্থনা ভঙ্গ করিব না। এক্ষণে আমি তোমাদের গাভী গ্রহণ করিলাম। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইলে, অতঃপর তোমরা এই মৎস্যগণের সহিত স্বর্গে গমন কর।

"মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া ধীবরদিগের নিকট সেই গাভী গ্রহণ করিলে, তাহারা মৎস্যসমুদয়ের সহিত স্বর্গে গমন করিল। নরপতি নহুষ তাহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই গোগর্ভজাত মহর্ষি ও ভৃগুনন্দন চ্যবন উভয়ে নরপতিকে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন, তখন নরপতি মহা-আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! যেন, আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে।' নহুষ এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বর প্রার্থনা করিলে ঋষিদ্বয় 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। নরপতি নহুষও বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরপীড়াদর্শনের ক্লেশ, অন্যসহবাসজনিত স্নেহ ও গোমাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর।"

৫২তম অধ্যায়

পরশুরামবৃত্তান্ত—কুশিক-চ্যবনসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জমদগ্নিনন্দন রামের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার কিরূপে জন্ম হইল এবং তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন? আর মহারাজ কৌশিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহার বংশে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন? এই বিষয়ে আমার আরও একটি সংশয় হইয়াছে যে, মহর্ষি ঋচীক ও মহারাজ কুশিক স্ব স্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ঋচীকের পুত্র জমদগ্নির ক্ষত্রিয়ত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র রামের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কুশিকের আত্মজ গাধি ব্রাহ্মণত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব

হইল কেন? আপনি পুরাবৃত্তে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার এই সংশয় ছেদন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার এই সংশয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত কুশিক-চ্যবনসংবাদনামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশ হইতেই আপনার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে, ইহা অনুধাবন এবং ক্ষত্রিয়ত্বসঞ্চার হইলে আপনার বংশে যে সমস্ত গুণ, দোষ ও বলাবল উপস্থিত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কুশিকের বংশ ভস্মসাৎ করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! তোমার সহিত অবস্থান করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে, তোমার মত কি?’ মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! কন্যাসম্প্রদানকালে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্ত্তার সহিত একত্র বাস করিবে। ফলতঃ পত্নীই পতির সহিত সতত একত্র বাস করিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর কেহই কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না। অতএব এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যাহা হউক, আপনার যখন আমার সহিত একত্র বাসের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আমি অবশ্যই তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।’

“মহারাজ কুশিক এই বলিয়া মহর্ষি চ্যবনকে আসন প্রদান ও ভৃঙ্গারনিঃসৃত সলিলদ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে মহিষীসমভিব্যাহারে অব্যগ্রমনে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! আমি ও আমার এই মহিষী আমরা উভয়েই আপনার একান্ত অধীন। এক্ষণে আমরা আপনার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন। আমার রাজ্য, ধন ও ধেনু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে আপনার অভিলাষ হয়, আপনি ব্যক্ত করুন, অবিচারিতচিত্তে আপনাকে তৎসমুদয়ই প্রদান করিব। এই রাজপ্রাসাদ, রাজ্য ও ধর্ম্মাসন আপনারই অধিকৃত। আপনি এক্ষণে রাজা হইয়া স্বয়ং এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি কেবল আপনার আশ্রিত মাত্র রহিলাম।

সপত্নীক কুশিকের চ্যবনপরিচর্য্যা

‘মহীপাল কুশিক এইরূপ বিনয় প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘মহারাজ! আমি রাজ্য, ধেনু, দেশ, যজ্ঞীয় উপকরণ বা স্ত্রীসমুদয় প্রার্থনা করি না। আমার যেরূপ অভিলাষ, তাহা ব্যক্ত করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ও তোমার মহিষীর যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি কোন একটি নিয়মের অনুষ্ঠান করি। ঐ নিয়মানুষ্ঠানকালে তোমাদের উভয়কেই অকুণ্ঠিত মনে আমার পরিচর্য্যা করিতে হইবে।’ মহর্ষি এই কথা কহিলে মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী পুলকিতমনে কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। মহীপাল কুশিক পত্নীসমভিব্যাহারে এইরূপে মহর্ষির বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যবহারোপযোগী পদার্থসমুদয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনার নিমিত্ত এই শয্যা প্রস্তুত আছে, আপনি

স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে উপবেশন করুন। আমরা উভয়ে যথাসাধ্য আপনার প্রতি উৎপাদনের চেষ্টা করিব।'

"তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্নপান আহরণার্থ কুশিককে আদেশ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তপোধন! আপনার কিরূপ অন্নপান প্রার্থনীয়, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই আনয়ন করিতেছি।' তখন মহর্ষি চ্যবন প্রীতমনে তাহাকে কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে তোমার আলয়ে যেরূপ অন্নপান প্রস্তুত আছে, তাহাই আনয়ন কর।'

চ্যবনের অদর্শনাদি যোগবল দর্শন

'মহর্ষি এই কথা কহিলে মহারাজ কুশিক তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহমধ্যে যে সমস্ত অন্নপান প্রস্তুত ছিল, তাঁহার নিমিত্ত তৎসমুদয় আহরণ করিলেন। মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও পান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'এক্ষণে আমার নিদ্রার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি শয়ন করিব।' মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র রাজা মহিষীসমভিব্যাহারে তাঁহাকে শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। তখন মহর্ষি সেই শয়নগৃহমধ্যে সুপ্রশস্ত রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'দেখ, আমি নিদ্রিত হইলে তোমরা কদাচ আমাকে জাগরিত করিও না এবং নিরন্তর জাগরিত থাকিয়া আমার চরণ সংবাহন করিও।' তখন কুশিক অবিচারিতচিত্তে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অনন্তর মহর্ষি এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাচ তিনি জাগরিত হইলেন না। রাজা ও রাজমহিষীও তাঁহাকে জাগরিত করিলেন না। তাঁহারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার আদেশানুসারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

"এইরূপে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে, তপোধন চ্যবন স্বয়ং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সেই শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তখন রাজা ও মহিষী একান্ত ক্ষুধাবিষ্ট ও পরিচর্য্যাজনিত পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা কুশিক যারপরনাই দুঃখিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।"

৫৩তম অধ্যায়
চ্যবনকর্ত্তৃক রাজার পরিচর্য্যাপরীক্ষা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহঃ মহাত্মা চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার ভার্য্যা কি করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইলে মহারাজ কুশিক ভার্য্যাসমভিব্যাহারে নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে নিতান্ত লজ্জিত, পরিশ্রান্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া স্বীয় পুরমধ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মনে মনে মহর্ষির কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভৃগুকুলোদ্ভব মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তৎকালে সেই শয্যার আর একপার্শ্বে শয়ন করিয়া পূর্ব্ববৎ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহার যথাস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণসংবাহন করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর পুনরায় একবিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইলে মহর্ষি স্বয়ং প্রবোধিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে বহুদিনের পর উত্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহারা এতাবৎকাল উপবাসী থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমার স্নান করিতে বাসনা হইয়াছে, অতএব আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দাও।' তখন মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী উভয়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ শতপাকবিশুদ্ধ [শরীর পুষ্টিকর ওষধিসহযোগে একশত বার বাস দেওয়ার পরিশুদ্ধ—দেহের বিশেষ উপকারক] মহামূল্য তৈল আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে মহর্ষি চ্যবন যখন দেখিলেন যে, রাজা ও রাজ্ঞী বহুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হয়েন নাই, তখন তিনি স্বয়ং সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নানশালায় প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে রাজাদিগের স্নানের উপযুক্ত বিবিধ স্নানীয়দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। মহর্ষি তৎসমুদয় স্পর্শও না করিয়া নরপতির সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ভগবান্ চ্যবন স্নাত হইয়া সিংহাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা নিতান্ত, পরিতুষ্ট হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনার নিমিত্ত সিদ্ধান্ন আনয়ন করি।' তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তোমার আলয়ে যে যে দ্রব্য আছে, শীঘ্র আনয়ন কর।'

"মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র নরপতি ভার্য্যাসমভিব্যাহারে সত্বর সিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল পুপ [রসে ভিজান পিষ্টক রসবড়া, রসগোল্লা ইত্যাদি], বিচিত্র মোদক [নাড়ু,

মোয়া প্রভৃতি], নানা প্রকার রস এবং মুনিভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি রাশি ফল আহরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংস্থাপিত করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন স্বয়ং শয্যা, আসন ও মহার্য্য বস্তুসমুদয় আনয়নপূর্ব্বক ঐ সকল ভোজ্যদ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া তৎসমুদয়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন চ্যবন তাঁহাদিগের সমক্ষে পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। নরপতি ও তাঁহার ভার্য্যা তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি পুনরায় রাজার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার সেই স্থানে বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য, অন্ন, শয্যা ও বস্ত্র সমাহৃত হইল। এইরূপে ঊনপঞ্চাশৎ দিবস অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু ভগবান্ চ্যবন কোনরূপেই নরপতির কিছুমাত্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

"পঞ্চাশৎ দিবসে মহর্ষি চ্যবন কুশিকের নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি পত্নীসমভিব্যাহারে অচিরাৎ আমাকে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। আমি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিব, তোমাদিগকে সেই স্থানে রথ লইয়া যাইতে হইবে।' মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ কুশিক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমার ক্রীড়ারথ [বেড়াইবার রথ] ও সাংগ্রামিক রথ বিদ্যমান আছে, আজ্ঞা করুন, কোন্ রথ আনয়ন করিব?' চবন কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি অবিলম্বে বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, কনকয্ষ্ঠি [সোণার লাঠি] সমন্বিত, তোরণসুশোভিত [স্তম্ভযুক্ত দ্বারশোভিত], কিঙ্কিণীজালজড়িত [ঘণ্টাসমূহে শোভিত] সাংগ্রামিক রথ আনয়ন কর। তখন মহারাজ কুশিক মহাত্মা চ্যবনের আজ্ঞামাত্র স্বীয় সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং ঐ রথের বামভাগে ভার্য্যাকে যোজিত করিয়া স্বয়ং উহার দক্ষিণভাগে যোজিত হইলেন।

"মহারাজ কুশিক ভার্য্যার সহিত এইরূপে রথে যোজিত হইলে মহাত্মা চ্যবন রথারূঢ় হইয়া ত্রিদণ্ডযুক্ত হীরকনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র প্রতোদ [চাবুক] ধারণ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! এক্ষণে রথ লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিবেন, আপনার রথ সেই স্থানেই উপনীত হইবে, সন্দেহ নাই।' মহারাজ কুশিক এই কথা কহিলে মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি মৃদুগতি অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বজনসমক্ষে আমার রথ বহন কর। আমি যেন পরিশ্রান্ত না হইয়া পরমসুখে গমন করিতে পারি। আর পথিমধ্যে যেসমুদয় পথিক আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং যেসমুদয় ব্রাহ্মণ আমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধন-রত্ন প্রদান করিব। যাহাতে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমি অচিরাৎ তাহার ব্যবস্থা কর। তখন মহারাজ কুশিক ভৃত্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'এই মহর্ষি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে।' ভূপতি এইরূপ আদেশ করিলে ভৃত্যগণ অবিলম্বে অসংখ্য রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগমেষাদি পশু, সুবর্ণালঙ্কার, সুবর্ণমুদ্রা ও পর্ব্বতাকার হস্তীসমুদয় লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। অমাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন তীক্ষ্ণাগ্র প্রতোদদ্বারা সহসা সেই দম্পতিকে [১] প্রহার করিয়া

তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ ও গণ্ডস্থল ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তদ্দর্শনে নগরের সমুদয় লোক কাতরস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল না। তাঁহারা পঞ্চাশৎ দিন উপবাসী থাকিয়াও মহর্ষির প্রহার সহ্য করিয়া কম্পিতকলেবরে অতিকষ্টে তাঁহাকে বহন করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর মহর্ষি চ্যবন পুনর্ব্বার সেই প্রতোদদ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির কশাঘাতে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মন কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। পৌরবর্গ তাঁহাদিগের সেইরূপ দুরবস্থাদর্শনে যারপরনাই। শোকাকুল হইয়াও অভিশাপভয়ে মহর্ষিকে কিছুমাত্র কহিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেখ দেখ, মহাত্মা চ্যবনের কি আশ্চর্য্য তপোবল! আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াও উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর রাজা ও রাজ্ঞীর ধৈর্য্যও সামান্য নহে। উহারা পরিশ্রান্ত হইয়াও মহর্ষিকে বহন করিতেছেন, কিন্তু মহর্ষি উহাদের কিছুমাত্র বিরক্তি ভাব প্রদর্শনে সমর্থ হইতেছেন না।'

পরিচর্য্যা-পরিতুষ্ট চ্যবনের প্রসন্নতা

"ঐ সময় ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই রাজদম্পতিকে বিকারশূন্য অবলোকন করিয়া দরিদ্রদিগকে কুবেরের ন্যায় অজস্র ধনদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি কুশিক তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্ববৎ রথবহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি যারপরনাই প্রীত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই দম্পতিকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া, মধুরবাক্যে কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর কার্য্যদর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহাই প্রদান করিব।' মহর্ষি এই বলিয়া স্নেহভরে অমৃততুল্য করবিক্ষেপদ্বারা [হস্তামর্ষণদ্বারা—হাত বুলাইয়া দিয়া] তাঁহাদিগের বেদনাযুক্ত কোমল কলেবর স্পর্শ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনার প্রসাদে আমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়াছে, আর আমাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে মহর্ষি চ্যবন মহা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! এই গঙ্গাতীর পরমপবিত্র ও রমণীয় স্থান; আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া কিছুকাল এইস্থানে বাস করিব, এক্ষণে তোমরা স্ত্রীপুরুষে বিশ্রামার্থ স্বভবনে প্রতিগমন কর। কল্য এই স্থানে আগমন করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। এক্ষণে তোমার সৌভাগ্যের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তুমি যাহা যাহা বাসনা করিয়াছ, তৎসমুদয় পরিপূর্ণ হইবে।'

"মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি কুশিক মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আপনার অনুগ্রহে আমরা দিব্য শরীর, অসাধারণ শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনার প্রতোদপ্রহারে আমাদিগের শরীরে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি এই দেবীকে যেরূপ অপ্সরার ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন

দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তদ্রূপ দেখিতেছি। এই সমুদয় ঘটনা আপনার অনুগ্রহেই হইয়াছে। আপনি অনুকূল থাকিলে সকলই হইবার সম্ভাবনা।'

"নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর। কল্য ভার্য্যার সহিত এই স্থানে আগমন করিও।'

"তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে অভিবাদনপূর্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত, সৈনিকপুরুষ ও বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যামিনীযোগে ভার্য্যার সহিত একশয্যায় শয়ান হইলেন। ঐ সময় আপনাদিগকে জরাবিহীন অমরের ন্যায় শ্রীমান্ ও নবযৌবন সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এদিকে ভৃগুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহর্ষি চ্যবন তপোবলে সেই গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় তপোবন বিবিধ রত্নে বিভূষিত করিয়া ইন্দ্রালয় হইতেও সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিলেন।"

৫৪তম অধ্যায়
চ্যবনের অলৌকিক যোগবলে রাজার বিস্ময়

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহারাজ কুশিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাপনপূর্ব্বক মহিষীসমভিব্যাহারে সেই চ্যবনাধিষ্ঠিত কাননোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত মণিময় স্তম্ভসুশোভিত গন্ধর্ব্বনগরাকার প্রাসাদ, কোন স্থানে রজতশিখর বিরাজিত পর্ব্বত, কোন স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোন স্থানে বিবিধ গৃহ ও নানাপ্রকার তোরণ এবং কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ। তৃণপরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ও কাঞ্চনময় কুসুম শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে মুকুলজালমণ্ডিত সহকার [আম্র], কেতক, উদ্দালক [শ্লেষ্মত্মক—বৌহার বৃক্ষ], ধব, অশোক, কুন্দ, পুষ্পিত অতিমুক্ত [মাধবীলতা], চম্পক, তিলক [ঘণ্টাপারুল], পনস [কাঁঠাল], বঞ্জুল [বেতস], পাণি-আমালক [পাণি-আমলা], কর্ণিকার, শ্যাম, পলাশ ও অষ্টপাদিক [হাপরমালী] প্রভৃতি পাদপসমুদয় বিরাজিত রহিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষে পদ্ম ও উৎপলসমুদয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোন স্থানে সুশীতল সলিল, কোন স্থানে উষ্ণজল, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত উৎকৃষ্ট আস্তরণশোভিত পর্য্যঙ্ক, বিচিত্র আসন ও শয্যা, কোন স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য এবং কোন স্থানে বাণীবাদ, শুক, সারিকা, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কোষষ্টিক [কোড়াপাখী], কুক্কুভ [কুখুয়াপাখী], ময়ূর, কুক্কুট, দাত্যুহ, জীবঞ্জীরক, চকোর, হংস, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ রহিয়াছে। কোন স্থানে বানরেরা তুমুল কোলাহল করিতেছে। কোন স্থানে প্রিয়দর্শন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা সমাগত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিতেছে। এই সমস্ত বস্তু মহারাজ কুশিকের একবার দৃশ্য ও অদৃশ্য হইতে লাগিল। তিনি কখন সুমধুর গীতধ্বনি ও হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের তুমুল কোলাহল ও কখন বা অধ্যাপনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

"মহারাজ কুশিক এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি এক্ষণে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছি, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, অথবা এই ঘটনা যথার্থ! আমি কি সশরীরে পরমগতি লাভ করিলাম কিংবা উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম? যাহা হউক, আমি যে এক্ষণে এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সমুদয় কি? মহারাজ কুশিক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে মণিময় স্তম্ভসমলঙ্কৃত সুবর্ণনির্ম্মিত গৃহমধ্যে মহামূল্য শয্যায় শয়ান ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সহসা নিরীক্ষণ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিত হইয়া মহিষীর সহিত তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নৃপদম্পতি সন্নিহিত হইবামাত্র মহর্ষি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন এবং তাঁহার সেই রমণীয় শয্যাও অন্তর্হিত হইল। তখন মহারাজ কুশিক অন্য এক কাননমধ্যে মহর্ষি চ্যবনকে কুশাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যানপরায়ণ নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত অদ্ভুত পদার্থ তিরোহিত হইয়া গেল; গঙ্গার উপকূল পুনরায় পূর্ব্ববৎ কুশভূয়িষ্ঠ, বাল্মীলাঞ্ছিত ও নিঃশব্দ হইল।

"মহারাজ কুশিক মহর্ষির যোগবলে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণপূর্ব্বক যারপরনাই বিস্মিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহিষীকে কহিলেন, প্রিয়ে। মহর্ষির অনুগ্রহে এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর পদার্থ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তপোবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে সমস্ত বিষয় কল্পনায় উপনীত হয়, তপোবলে তৎসমুদয় অধিকার করা যায়, সন্দেহ নাই। তপোবলপ্রাপ্তি বিশ্বরাজ্যলাভ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তপস্যা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি অনায়াসেই হস্তগত হইয়া থাকে। মহর্ষি চ্যবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। ইনি ইচ্ছা করিলেই তপোবলে অন্য লোকসমুদয় সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা এই সমস্ত কার্য্যে দক্ষতা আর কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণগণই পবিত্র বাক্য, পবিত্র বুদ্ধি ও পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হইয়া থাকেন। ইহলোকে রাজ্যলাভ করা সুলভ, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। দেখ, আমরা এক ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে অশ্বাদির ন্যায় রথে যোজিত হইয়াছিলাম।'

"এইরূপে মহারাজ কুশিক মহিষীর সহিত যে সমস্ত কথা কহিলেন, মহর্ষি যোগবলে তৎসমুদয় অবগত হইলেন। অনন্তর তিনি নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক অদুরে মহারাজকে মহিষীর সহিত আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। কুশিক মহর্ষির কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাহার পাদবন্দন করিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তথায় উপবেশন করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছ। সেই নিমিত্তই তোমার কোন দুরবস্থা ঘটে নাই। তুমি প্রাণপণে আমার সেবা করিয়াছ। তদ্বিষয়ে তোমার কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে তুমি আমাকে অনুজ্ঞা কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর আমি তোমার পরিচর্য্যায় যারপরনাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, তন্নিবন্ধন তোমাকে বর প্রদান করিব। অতএব তুমি অচিরাৎ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

"মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহাকে যথোচিত বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! আমি অগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়াও যে দগ্ধ হই নাই, এই আমার পরম লাভ আর আপনি আমার পরিচর্য্যায় যে প্রীত হইয়াছেন এবং আপনার ক্রোধানলে আমার কুল যে নির্ম্মূল হয় নাই, এই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর এবং জীবন, রাজ্যশাসন ও তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করুন।"

৫৫তম অধ্যায়
কুশিকের পরীক্ষার কারণ—বরলাভ

ভীষ্ম কহিলেন, "তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিকরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা এবং তোমার মনোমধ্যে যেসকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ কর, আমি অবিলম্বে তোমার সংশয়চ্ছেদন ও তোমাকে বর প্রদান করিব।'

"তখন নরপতি কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্ত করিয়া বলুন, আপনার গৃহে অবস্থান, একবিংশতি দিবস একপার্শ্বে শয়ন, বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া বহির্গমন, অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়া পরক্ষণেই দর্শনপ্রদানপূর্ব্বক পুনরায় একবিংশতি দিবস শয়ন, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত করিয়া স্নান না করিয়াই প্রস্থান, ভোজ্যবস্তু ও শয়নীয় সামগ্রীসমুদয় লইয়া হুতাশনে দাহন, আমাদিগকে রথে সংযোজনপূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া গমন, অজস্র ধনদান, তপোবনমধ্যে আমাকে কাঞ্চনময় বিবিধ প্রাসাদ ও মণিবিক্রমময় পর্য্যঙ্ক প্রদর্শন এবং পুনরায় সেই সমুদয়ের বিলোপ করিবারই বা কারণ কি? এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারি নাই; অতএব আপনি ঐ সমুদয়ের কারণ যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

"চ্যবন কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন প্রত্যুত্তর প্রদান না করা আমার কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি যে নিমিত্ত ঐ সমুদয় কার্য্য করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি দেবসভায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুনিলাম যে, তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মসঞ্চার হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বিনাশবাসনায় তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, আমি কোন ব্রত অবলম্বন করিব, তুমি আমার শুশ্রূষা কর। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহু দিন তোমার সহিত একত্র বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রন্ধ্র পাইব। কিন্তু তোমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমার গৃহে আগমনাবধি তোমার কোন দুষ্কৃতি দর্শন করি নাই। সেই নিমিত্ত তুমি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ, নতুবা কখনই জীবিত থাকিতে না।

'আমি এই অভিসন্ধি করিয়া একবিংশতি দিবস নিদ্রিত ছিলাম যে, তোমরা কেহ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই আমি শাপপ্রদান করিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি বা তোমার পত্নী

আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে না। তৎপরে আমি এই মনে করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম যে, তোমরা কেহ "আপনি কোথায় গমন করিতেছেন" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে শাপপ্রদান করিব। কিন্তু তোমরা আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলে না। তখন আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পরক্ষণে তোমার গৃহে আগমনপূর্ব্বক এই অভিসন্ধিতে যোগাবলম্বন করিয়া পুনরায় একবিংশতি দিবস নিদ্রিত হইলাম যে, তোমরা আমার সেবানিবন্ধন একান্ত পরিশ্রান্ত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার উপর বিরক্ত হইবে, তাহা হইলে আমি শাপপ্রদানের সূত্র পাইব; কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও তোমাদিগের অণুমাত্র ক্লেশবৃদ্ধি হইল না। তখন আমি এই মনে করিয়া ভোজন-সামগ্রীসমুদয় দগ্ধ করিলাম যে, তোমরা আমার অহঙ্কারদর্শনে রোষাবিষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি অবিকৃতচিত্তে তাহাও সহ্য করিলে। তখন আমি রথারোহণপূর্ব্বক তোমাকে রাজ্ঞীর সহিত রথ বহন করিতে কহিলাম। তুমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে না। তখন আমি তোমাকে ক্রুদ্ধ করিবার মানসে অজস্র ধনদানপূর্ব্বক তোমার ধনক্ষয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধের লেশমাত্রও দেখিলাম না।

'হে মহারাজ! এইরূপে যখন আমি দেখিলাম, তোমার ও তোমার পত্নীর কিছুতেই ক্রোধোদয় বা বিরক্তি হইতেছে না, তখন আমি তোমাদের প্রতি যারপরনাই প্রীত হইয়া তোমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এই তপোবনমধ্যে তোমাদিগকে স্বর্গসন্দর্শন করাইলাম। তোমরা যে তপোবনমধ্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দর্শন করিয়া ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসন্দর্শনসুখ অনুভব করিয়াছ, তাহা কেবল আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যার প্রভাবেই হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তপানুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জানাইবার নিমিত্তই ঐ সমুদয় পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সমুদয় পদার্থ দর্শনসময়ে তুমি যে ইন্দ্রত্বলাভ তৃণতুল্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা করিয়াছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্ল্লভ বিবেচনা করিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্যলাভ হইলে ঋষিত্বলাভ এবং ঋষিত্বলাভ হইলে আবার তপস্বিতালাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু অস্মদ্বংশীয়দিগের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। তোমার ঐ পৌত্র তপস্বী ও হুতাশনসদৃশ তেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক সশঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অন্য কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আর কালবিলম্ব করিও না; আমি তোমাকে অচিরাৎ বরপ্রদান করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিব।

"তখন নরপতি কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার বাক্য মিথ্যা না হইয়া যেন আমার বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণত্বলাভ হয়। এক্ষণে কি প্রকারে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্বলাভ হইবে, তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।"

৫৬তম অধ্যায়
কুশিকবংশের ভাবী ব্রাহ্মণত্ব বিবরণ

“চ্যবন কহিলেন, ‘মহারাজ! তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্বলাভ হইবে বলিয়াই আমি তোমার কুল নির্ম্মূল করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলাম, এক্ষণে যেরূপে তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্বলাভ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান, ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন অলৌকিক কারণবশতঃ ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত বিবাদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উহারা দৈবোপহতচিত্ত [দৈববশে বিকৃতচিত্ত] হইয়া ভৃগুবংশীয় রমণীগণের গর্ভ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তানগণকেও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে। ঐ সময় কোন একটি ভৃগুবংশীয় গর্ভবতী নারী ক্ষত্রিয় হইতে আপনার গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবেন। উঁহার গর্ভে আমাদিগের বংশধর, সূর্য্য ও হুতাশনসদৃশ তেজস্বী উর্ব্বনামক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই উর্ব্ব ত্রৈলোক্যবিনাশের নিমিত্ত ক্রোধানলের সৃষ্টি করিয়া এই পর্ব্বতবনসম্পন্ন অবনীকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইবে। তখন অনেকে সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া তাহাকে ক্রোধোপশমের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে সে সেই ক্রোধবহ্নি সমুদ্রমধ্যে বড়বামুখে নিক্ষেপ করিবে।

‘উর্ব্বের ঋচীকনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। ক্ষত্রিয়গণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঐ ঋচীকে সংক্রান্ত হইবে। ঋচীক আপনার বংশরক্ষার্থ তোমার আত্মজ গাধির কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ঐ সময় তোমার আত্মজ গাধি স্বীয় বংশধর পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিবে। কিয়দ্দিন পরে ঋচীক ভার্য্যা ও শর পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুই প্রকার চরু প্রস্তুত করিবে। কিন্তু তোমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিবার অভিলাষে কন্যাকে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্ম চরু ভক্ষণ করিবে। ঋচীক সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ চরুপ্রভাবে যাহার যেরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিবে। তখন ঋচীকের ভার্য্যা ঋচীকের বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া, ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে আপনার পুত্রে সংক্রামিত না হইয়া পৌত্রে হয়, সেই বর প্রার্থনা করিবে। ঋচীকও তাহাতে সম্মত হইবে। পরে ঐ চরুপ্রভাবে ঋচীকের ভার্য্যা জমদগ্নিনামক এক পুত্র প্রসব করিবে। সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঋচীক হইতে ঐ জমদগ্নিতে সংক্রান্ত হইবে। জমদগ্নির ঔরসে রামনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সে স্বীয় পিতামহীর বরগ্রহণানুসারে ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ অধিকার করিবে। এ দিকে তোমার পুত্রবধূ সেই ব্রাহ্মতেজোমিশ্রিত চরুপ্রভাবে বিশ্বামিত্রনামে ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রসব করিবে। বিশ্বামিত্র কালসহকারে ঘোরতর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইবে। হে মহারাজ! বিধাতার অভিপ্রায়ানুসারে স্ত্রীলোকই তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব ও আমার বংশে ক্ষত্রিয়ত্বসঞ্চারের মূল হইবে। বিধাতার অভিপ্রায় কদাচ অন্যথা হইবার নহে। সুতরাং তোমার পৌত্র নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। এই ঘটনানিবন্ধন ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই।

“মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে মহারাজ কুশিক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চারিত হউক।’ তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ‘মহারাজ! তুমি এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব।’ কুশিক কহিলেন, ‘ভগবন্!

আপনার অনুগ্রহে আমার বংশপরম্পরা সকলেই যেন ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহাদিগের যেন ধর্ম্মে দৃঢ়তর আসক্তি থাকে। তখন মহর্ষি চ্যবন 'তথাস্তু' বলিয়া কুশিককে অভীষ্ট বর প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত কৌশিকদিগের যেরূপে সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছিল এবং যে কারণে কুশিকের পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব ও ঋচীকের পৌত্র ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।"

৫৭ম অধ্যায়
কর্ম্মানুরূপ পারলৌকিক গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই পৃথিবী যে অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত নরপতির নিধনে নিতান্ত দীনভাব ধারণ করিয়াছে, আমি বারংবার সেই বিষয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইতেছি। অসংখ্য ব্যক্তির প্রাণসংহারপূর্ব্বক পৃথিবীজয় ও রাজ্যলাভ করিয়া আমাকে কেবল অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! যেসমুদয় সুশীলা নারীর পতি, পুত্র, মাতুল ও ভ্রাতৃগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের কি গতি হইবে? যখন আমরা রাজ্যলোভে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। আমি এই বিবেচনা করিয়া তপস্যা করিতে বাসনা করিতেছি। অতএব আপনি বিশেষরূপে আমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করুন।"

সূক্ষ্মবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! মানবগণ যেরূপ কার্য্যদ্বারা পরলোকে যেরূপ গতি লাভ করে, আমি এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য তপস্যাদ্বারা যশঃ, দীর্ঘায়ু, বিবিধ ভোগ, জ্ঞানবিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনি সমুদয় লোককেই বশীভূত করিতে পারেন। দান, উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা দীর্ঘায়ু, অহিংসাদ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষাদ্বারা সদ্বংশে জন্মলাভ হয়। যাঁহারা ইহলোকে ফলমূলমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরলোকে রাজ্য, আর যাঁহারা ইহলোকে পর্ণাহার ও সলিলমাত্র পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। দানদ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষাদ্বারা বিদ্যা ও নিত্যশ্রাদ্ধদ্বারা সন্তানসন্ততি লাভ হয়।

"যাঁহারা শাকমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরজন্মে প্রভূত গোধন ও যাঁহারা তৃণমাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন। ইহলোকে যেসমুদয় স্ত্রী ত্রিকালীন স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা নিত্যস্নান এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা পরলোকে দক্ষপ্রজাপতির স্বরূপত্ব; যাঁহারা মরুভূমিতে দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা রাজ্য; যাঁহারা অনশনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহারা স্বর্গ; যাঁহারা স্থণ্ডিলে [পবিত্রস্থানে কুশ-কাশাদি আস্তরণে] শয়ন করেন, তাঁহারা গৃহ ও শয্যা; যাঁহারা চীর ও বল্কল পরিধান করেন, তাঁহারা

বস্ত্র ও আভরণ; যাঁহারা যোগ ও তপানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বিবিধ শয্যা, আসন ও যান এবং যাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মালোক লাভ করিয়া থাকেন।

"রসসমুদয় পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য, আমিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্রগণের দীর্ঘ আয়ু ও জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিলে পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে। ধনদানদ্বারা যশ, অহিংসাদ্বারা আরোগ্য, দ্বিজশুশ্রূষাদ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। পানীয় প্রদানদ্বারা অচলা কীর্ত্তি এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দানদ্বারা বিবিধ ভোগজনিত তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ মহাত্মাদিগকে কখনই শোকসন্তাপে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্যরূপ, দীপদান করিলে চক্ষুষ্মত্তা, রমণীয় বস্তু প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা এবং গন্ধমাল্য প্রদান করিলে পরলোকে কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে।

'ইহজন্মে যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন, পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ হয়। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ, জপাদি নিয়মানুষ্ঠান ও ত্রিকালীন স্নান করেন, তাঁহারা পরলোকে বীরস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে সমর্থ ইয়েন। ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট দাস-দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহসমুদয় লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাসদ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা ফল ও পুষ্পদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞানলাভ হয়। দেবগণ কহিয়াছেন, সুবর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্গসম্পন্ন সহস্র ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহ দেবলোক লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সুবর্ণশৃঙ্গ ও কাংস্যক্রোড়সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিদ্যমান থাকে, তত বৎসর অভিলষিত সুখসম্ভোগ ও স্বীয় পুত্রপৌত্রাদি সপ্তপুরুষের উদ্ধারসাধন করিতে পারেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণময় শৃঙ্গসম্পন্ন, কাংস্যক্রোড়বিভূষিত, কনকোত্তরীয়যুক্ত তিলময় ধেনু প্রদান করিলে পরলোকে বসুদিগের লোক লাভ করা যায়। যেমন পবনসঞ্চালিতপোতদ্বারা মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ গোদানদ্বারা অন্ধকারময় নরক হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি ও অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোকলাভ হয়। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রীসমুদয় প্রদান করেন, তাঁহারা পরলোকে উত্তরকুরুতে সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। ভারবাহক গোদান করিলে বসুলোক, হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান, ছত্রদান করিলে রমণীয় গৃহ, চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্যশরীর এবং গন্ধ দান করিলে সুগন্ধযুক্ত দেহলাভ হইয়া থাকে।

"যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ফল প্রদান, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন, তাঁহারা পরজন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নভূষিত গৃহ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহলোকে বিবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা পরজন্মেও ঐ সমুদয় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে স্নানীয়, ধূপ, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে

সুন্দর ও রোগবিহীন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে ধনধান্যপরিপূর্ণ শয্যাসমন্বিত গৃহ প্রদান করেন, পরলোকে তাহার ধ্রুবলোকলাভ হয়। আর যে ব্যক্তি ইহলোকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধানসম্বলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সকুলোদ্ভবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। মুহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার স্বরূপত্ব লাভ করা যায়; অতএব কেহই বীরশয্যাশায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এই সমুদয় বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া স্বর্গকামনানিবন্ধন বনবাসবাসনাপরিহারপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিতামহের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হও।" তখন অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী তাঁহার সেই বাক্য স্বীকার করিলেন।

৫৮তম অধ্যায়
জলাশয়াদি খননফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জলাশয়খনন ও বৃক্ষরোপণ করিলে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ইহলোকে বিবিধ ধাতুবিভূষিত নয়নাহ্লাদকর সর্ব্বভূতসমন্বিত উর্ব্বর ক্ষেত্রকেই শ্রেষ্ঠভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ প্রদেশেই জলাশয় খনন করা কর্ত্তব্য। জলাশয়খননে যে যে গুণ, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জলাশয়প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোকমধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন। জলাশয় মিত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতিকর, দেবগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিপদ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্দ্বারা ত্রিবর্গের ফললাভ হয়। অতএব জলাশয় একটি পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ। চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবনধারণ করে। অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণীগণ সকলেই জলাশয় আশ্রয় করেন। এক্ষণে ঋষিগণ জলাশয়খননের যেরূপ ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

"বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিহোত্রযজ্ঞের, শরৎকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি সহস্র গোদানের, হেমন্তকালে যাঁহার জলাশয় সলিলপূর্ণ থাকে, তিনি বহুসুবর্ণ যজ্ঞের, শিশিরকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের, বসন্তকালে যাহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি অতিরাত্রযজ্ঞের এবং গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণ যাঁহার জলাশয়ে জলপান করে, তাঁহার কুল পবিত্র হয় এবং তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করেন। প্রাণীগণ যাঁহার জলাশয়ে স্নান, জলপান ও বিশ্রাম করে, তাঁহাকে পরলোকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামের নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতে হয় না। পরলোকে জলাঞ্জলিলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। জলদান করিলে

অপরিসীম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোকেই তিল, জল ও দীপ প্রদান এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদপ্রমোদ কর। কারণ, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে আর ঐ সমুদয় কার্য্য করিতে পারিবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বৃক্ষরোপণফল

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জলাশয়দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বৃক্ষরোপণের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত। এই সমুদয় রোপণ করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি, শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিতে পারে। অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা পরলোকগমন করিলে নিশ্চয়ই তাহার উদ্ধারসাধন হইয়া থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্পদ্বারা দেবতা, ফলদ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়াদ্বারা অতিথিদিগের সৎকার করিয়া থাকে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মনুষ্যগণ উহাদের আশ্রয়গ্রহণ করিলে উহারা ফলপুষ্পদ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করে। অতএব জলাশয়তীরে বৃক্ষসমুদয় রোপণ করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপণকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ, সন্দেহ নাই। জলাশয়দাতা, বৃক্ষরোপণকর্ত্তা, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ও সত্যবাদী ইহারা নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করেন; অতএব জলাশয়দান, বৃক্ষরোপণ, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সত্যবাক্যপ্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

৫৯তম অধ্যায়
দানধর্ম্মকীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি যেসমস্ত দানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? যে বস্তু প্রদত্ত হইলে দাতা উহা ইহলোকে ও পরলোকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! প্রাণীগণকে অভয়প্রদান এবং কাহারও বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাকে সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান করিলে ইহলোক ও পরলোক তৎসমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, গো ও ভূমিদান অতিশয় প্রশস্ত; উহা পাপাত্মাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে নিরন্তর এই সমস্ত বস্তু প্রদান কর।

"দানধর্ম্মপ্রভাবে মনুষ্য নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি দত্তবস্তু [অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্ত] অক্ষয় করিতে অভিলাষী হয়েন, তিনি যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর, গুণবান ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রদান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিনিয়ত প্রিয়বস্তু লাভ করে এবং ইহলোকে ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আহারোপযোগী বস্তু প্রার্থনা করে, আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি শত্রুগণেরও প্রতি বিপৎকালে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য জীবিকাশূন্য অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যেসকল স্বধর্ম্মনিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পরিক্লিষ্ট হইয়াও যাজ্ঞা না করেন, তাহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্য সন্তুষ্ট, যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত বিত্তদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর। ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে কুপিত না হয়েন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে। তাঁহাদিগের আহারোপযোগী অর্থ আছে কি না প্রতিনিয়ত চরদ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবে, এবং গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্যনিয়োগ ও পরিচ্ছদপ্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য্যদ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন করা হয়। যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করেন, যাঁহাদিগের বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা লোকরঞ্জনার্থ [লোকের সন্তোষের জন্য] অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সমস্ত স্বারনিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে যাহা প্রদান করা যায়, তাহাও অপরাহ্নে নিশ্চয়ই পরলোকে অনুগামী হইয়া থাকে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্নে অগ্নিতে আহুতি প্রদান

করিয়া যে ফললাভ করেন, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেইরূপই ফললাভ হয়।

“হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধাবান ও দানশীল হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা করিলে দেবতাদিগের ঋণজাল হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণগ্রহণেও লুব্ধ না হয়েন এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই আমাদিগের পরমপূজনীয়। যাঁহারা নিস্পৃহতানিবন্ধন দাতাকে সমাদর করেন না, তাঁহাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সেই সকল মহাত্মাকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে অভয় প্রার্থনা করি।

‘ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি তেজ প্রদর্শন করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক [ফলপ্রদ] হয় না; অতএব তুমি আপনাকে রাজা ও মহাবলপরাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া কদাচ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়াদি উপভোগ করিও না। তোমার বল ও গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত যেসমস্ত অর্থ আছে, তুমি স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমুদয় ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সৎকার কর। তাহারা যেন পুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরমসুখে কালযাপন করেন। নিত্যপ্রসন্ন, অল্পলাভে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিবিধান করিতে তোমা ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেমন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরমধর্ম্ম ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ব্রাহ্মণসেবাই আমাদিগের পরমধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণই পরমগতি। যদি ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক অসক্ত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বেদ ও যজ্ঞ শূন্য এবং উৎকৃষ্ট লোকলাভে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি?

“হে ধর্ম্মরাজ! পুর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের সহিত ধর্ম্মানুসারে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের ও শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের সেবা করিত। শূদ্রগণ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিতে সমর্থ হইত না। এক্ষণে তুমি সেই সমস্ত সত্যশীল, মৃদুস্বভাব, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নিরন্তর সেবা কর। ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও তপস্যা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অচিরাৎ পরাভূত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার পিতা, পিতামহ ও স্বীয় জীবনও প্রিয়তর নহে। এই জীবলোকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রতিই সমধিক প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমার অপেক্ষাও আমার প্রীতিভাজন। ধর্ম্মরাজ! আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিও না; ইহা সত্যবাক্যই প্রয়োগ করিতেছি। এই সত্যপ্রভাবেই মহারাজ শান্তনু যেসমস্ত লোকে গমন করিয়াছেন, আমি সেই সেই লোকে গমন করিব। আমি এই বিভক্তিপ্রভাবে সাধুদিগের গন্তব্য লোকসমুদয় নিত্যকালের নিমিত্ত লাভ করিব, সন্দেহ নাই। ঐ সমুদয় লোক এক্ষণে আমার জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যেসকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছি তদ্দ্বারা যারপরনাই সন্তোষ জন্মিতেছে।”

৬০তম অধ্যায়
অযাচিতদানের প্রশংসাপ্রসঙ্গে যাচঞার নিন্দা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! তুল্যরূপ আচার, কুল ও বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন অযাচক হয়েন, তাহা হইলে উহাদের কাহাকে দান করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎ ফললাভ হইতে পারে। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ও অজ্ঞা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যস্বরূপ। ধৈর্য্যশালী বিদ্বান ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দস্যুদিগের ন্যায় লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাচঞাকে চৌর্য্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দানশীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া পরমসুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন বটে, কিন্তু যেসমুদয় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তোমার রাজ্যমধ্যে অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীকেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহাদিগের সত্ত্বার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

"সতত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে ধনদান করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করেন এবং যেসমুদয় ব্রাহ্মণ প্রশংসালাভের নিমিত্ত তপানুষ্ঠান না করেন, তুমি গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্যনিয়োগ এবং বিবিধ পরিচ্ছদ ও ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্মসাধন করা হয়। যেসমুদয় ব্রাহ্মণের পুত্রকলত্রাদি সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবীর ন্যায় ভোজ্যবস্তুর প্রতীক্ষা করে, তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজ্যবস্তু প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

"ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হয়েন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি অপরাহ্ণে অন্নাদি দানদ্বারা দেবতা, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সর্ব্বভূতে অহিংসা, পোষ্যবর্গের পোষণ, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক অবভৃত

স্নানের ফললাভ কর। এই সমুদয় অপেক্ষা সদক্ষিণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই; অতএব তুমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সতত এই সমুদয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।”

৬১তম অধ্যায়
যজ্ঞদানাদির অবশ্যকর্ত্তব্যতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা কি ইহলোকে মহাফল লাভ করা যায়, না পরলোকে ঐ কার্য্যদ্বয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে? ঐ দুইটি কার্য্যের মধ্যে কোনটির ফল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, দানের পাত্র কিরূপ, কি প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, আর কোন্ সময় দান ও যজ্ঞের প্রশস্ত সময় এবং যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দান করে ও যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দান করে ও যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া দান করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারে, আপনি এই সমুদয় বিষয় অকপটে কীর্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়জাতি নিরন্তর হিংসাজনক কার্য্যেই লিপ্ত থাকে, সুতরাং দান ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যেই উহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। সাধু ব্যক্তিরা হিংসাদি পাপাচারনিরত ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করিতে প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন; অতএব প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সাধু ব্যক্তিদিগকে দান করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি সাধুলোকেরা যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরমশ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত দান করিবেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়জাতির পবিত্রতা সম্পাদনকর কিছুই নাই। যাঁহারা বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র, তপানুষ্ঠানপরায়ণ ও সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র। যদি সেইসকল ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্থ প্রতিগ্রহ না করেন তাহা হইলে তোমার পুণ্যসঞ্চয় হইবে না, অতএব তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ ভোজ্য ও অর্থাদি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান কর। যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণেরা দাতার নিকট ধন গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব যদি তুমি তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ধনদান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য ফলের অংশভাগী হইবে। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভরণপোষণ করেন, তাঁহাদের অচিরাৎ পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেসমস্ত সাধুলোক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মসমুদয় পরিবর্দ্ধিত করেন এবং যাঁহারা সতত পরোপকারে নিরত হয়েন, সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগের ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; অতএব ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, বৃষ, অন্ন, বস্ত্র, উপানৎ[চর্ম্মপাদুকা-জুতা], অশ্বযুক্ত যান, গৃহ ও শয্যা প্রদান কর। যাজ্ঞিকদিগকে ঘৃতাদি যজ্ঞোপকরণ প্রদান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেসমস্ত ব্রাহ্মণ কোন অংশেই নিন্দনীয়, নহেন এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণে নিতান্ত অসমর্থ, রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক গোপনে হউক বা প্রকাশ্যেই হউক, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা নিতান্ত উচিত। তুমি এই প্রকার কার্য্যদ্বারা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে অবশ্যই স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। দানাদিদ্বারা তোমার ধনক্ষয় হইলে যদি তুমি পুনরায় ধনসঞ্চয় করিয়া রাজ্যপালন করিতে পার তাহা হইলে পরজন্মে তোমার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব ও প্রচুর

ধনলাভ হইবে। তুমি সতত সাবধান হইয়া আপনার ও অন্যের বৃত্তিরক্ষা কর এবং সুতনির্ব্বিশেষে ভৃত্য ও প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ তার্থ আহরণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার জীবিতকাল যেন তাঁহাদিগের কার্য্যসংসাধন করিয়াই অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রচুর অর্থ অনর্থের মূল। উহার প্রভাবে উঁহাদিগের অহঙ্কার ও মোহ উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণ মোহে অভিভূত হইলে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়, ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে প্রাণীগণ ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রজাপীড়নে গৃহীত অর্থে সাধিত যজ্ঞের নিন্দা

“যে রাজা একবার রাজ্য হইতে ধন আহরণপূর্ব্বক কোষাগারে সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পুনরায় প্রজাপীড়নদ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞ প্রশংসনীয় নহে। সমৃদ্ধিশালী প্রজারা নিপীড়িত না হইয়া অনুরাগের সহিত যে ধনদান করে, সেই ধনদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপীড়ন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে। যখন রাজা প্রজারঞ্জনের দ্বারা তাহাদের যথোচিত অনুরাগভাজন হইবেন, সেই সময়েই প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার উচিত।

“রাজা বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ ও দীনের ধন যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। প্রজারা অনাবৃষ্টিনিবন্ধন যদি কূপাদি হইতে জলসেচন দ্বারা ধান্যাদি উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই ধান্যাদি হইতে করগ্রহণ করা রাজার ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে। যে স্ত্রীলোক রাজকরপ্রদানে নিতান্ত কাতর, রাজা তাহার নিকট কদাচ কর গ্রহণ করিবেন না। দীনজনের অত্যল্পমাত্র ধন হইতে কর গ্রহণ করিলে রাজার রাজ্য ও রাজশ্রী অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। সাধুদিগকে নিরন্তর ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধানিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্যে বালকেরা সস্পৃহলোচনে সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তৃপ্তিপূর্ব্বক উহা আহার করিতে পায় না, সেই রাজার যারপরনাই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যদি তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হয়েন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মিবে। মহারাজ শিবি কহিয়াছেন যে, যে রাজার অধিকার মধ্যে প্রজাগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আহারাভাবে অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, সে রাজার জীবনে ধিক্! যে রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ একান্ত কাতর হয়েন, সে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন ও প্রতিপক্ষ ভূপালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে রাজার রাজ্যে দুরাত্মারা রোরুদ্যমান স্ত্রীকে তাহার পতিপুত্রগণের সমক্ষেই বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সেই রাজা জীবত। যে রাজা প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত অসমর্থ, যিনি কেবল প্রজাপীড়নপূর্ব্বক অর্থ অপহরণ করেন এবং যাঁহার সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রী নাই, প্রজারা সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দ্দয় রাজ কুলাঙ্গারকে বিনাশ করিবে। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, উন্মাদরোগাক্রান্ত কুক্কুরের ন্যায় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সংহার করা কর্ত্তব্য।

রাজাপ্রজার পরস্পর পাপপুণ্য-সংক্রামকতা

“প্রজারা ভূপালকর্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত না হইয়া যে পাপসঞ্চয় করে, রাজাকে সেই পাপের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ কহেন, প্রজারক্ষণপরাঙ্মুখ ভূপতিকে প্রজাদিগের পাপের সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হয় এবং কেহ কেহ কহেন, অপালক রাজা প্রজাদের পাপের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে প্রজাদের পাপের চতুর্থাংশ অপালক রাজাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মতই আমাদিগের অনুমোদিত। আর প্রজারা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করে, সেই পুণ্যের চতুর্থাংশ রাজা অধিকার করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেমন প্রজারা পর্জ্জন্যের, পক্ষিগণ বৃক্ষের, যক্ষেরা কুবেরের ও দেবগণ দেবরাজের আশ্রয়ে কালযাপন করেন, সেইরূপ তোমার প্রজা, জ্ঞাতি ও সুহৃদগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন।”

৬২তম অধ্যায়
ভূমিদানের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূপতিদিগের যে বিবিধ দানের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ভূমিদান সমুদয় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমি অক্ষয় ও অচল, ভূমি কামপ্রসবিনী ধেনুর ন্যায় লোকের সমুদয় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্যসমুদয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাও পরজন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন। কারণ, ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। মহাদেবী ধরিত্রী ভূমিদাতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি ইহজন্মে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে যেরূপ দান করেন, তিনি পরজন্মে তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন।

“পণ্ডিতেরা সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ ও পৃথিবীদানকেই ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মঘ্ন মিথ্যাবাদী পাপাত্মারাও যদি ভূমিদান করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সাধুব্যক্তিরা পাপাত্মা রাজাদিগের নিকট সুবর্ণাদি গ্রহণ করিলে পাপভাগী হয়েন, কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী ভূমিদাতা ও ভূমিগ্রহীতা উভয়েরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া উহার প্রিয়দত্তা নাম হইয়াছে। যে রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে অভিলষিত রাজ্যভোগ ও পরজন্মে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। অতএব ভূমিদান করা রাজাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভূমিপতি ব্যতীত অন্যের ভূমিদানের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রে ভূমিদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অন্য দানের ন্যায় ভূমিদান করিয়া গোপন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যে সমুদয় ভূপতি জমি লাভ করিতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদিগের জমিদান করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। যে রাজা বলপূর্ব্বক সাধুদিগের ভূমি গ্রহণ করেন, তিনি পরজন্মে ভূমিলাভে বঞ্চিত হয়েন। আর যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি সাধুদিগকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে, ও পরজন্মে উক্তৃষ্ট ভূমি ও ফললাভ করিতে পারেন।

"ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা যে রাজার ভূমির প্রশংসা করেন, বিপক্ষেরা কখনই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। লোকে অর্থকৃচ্ছ্রনিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে, দ্বিসহস্র একশত হস্তপরিমিত ভূমি প্রদান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতি ঘৃণিত ও কুকর্ম্মনিরত রাজারাও উৎকৃষ্ট ভূমিদান করিলে পবিত্র হইতে পারে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ হয়, সাধুদিগকে ভূমিদান করিলেও প্রায় সেই ফললাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফললাভবিষয়ে সংশয় করেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমিদানের ফললাভ বিষয়ে তাঁহাদের কখনই শঙ্কা হয় না। ভূমিদান করিলে, তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা, গুরুশুশ্রূষা এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণিমুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনলাভের ফললাভ হয়। যাঁহারা প্রভুর হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না। যেমন জননী সর্ব্বদা ক্ষীরপ্রদান করিয়া স্বীয় শিশুসন্তানকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী সমুদয় রস প্রদান করিয়া ভূপতিকে পালন করিয়া থাকেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমোগুণ, সুদারুণ বহ্নি ও ভয়ঙ্কর পাপসমুদয় ভূমিদাতাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শান্ত প্রকৃতি হইয়া ভূমিদান করিলেও দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা হয়। কৃশ, ম্রিয়মাণ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিলে যজ্ঞফললাভ হইয়া থাকে। বৎসপ্রিয়া ধেনু যেমন ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের নিকট গমন করিয়া তাহাকে দুগ্ধ প্রদান করে, তদ্রূপ পৃথিবী ভূমিদাতা ভূপতিকে উভয়লোকে বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন।

"যে ব্যক্তি ইহজন্মে ব্রাহ্মণকে ফলকৃষ্ট, বীজসম্পন্ন ও ফলসমন্বিত ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট গৃহদান করেন, তিনি সমুদয় লোকের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। যে রাজা আহিতাগ্নি, ব্রতপরায়ণ, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তাহাকে কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। চন্দ্রমা যেমন দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়েন, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল, প্রদত্ত ভূমিতে যতবার শস্য হয়, ততগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভূমিগীতা—ভূমিদানের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন

"পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন উপলক্ষে কহিয়া গিয়াছেন যে, ভূমি স্বয়ং কহিয়াছেন, আমাকে দান ও আমাকে গ্রহণ কর। আমাকে দান করিলে পুনরায় আমাকে লাভ করিতে পারিবে। কারণ ইহলোকে যে ব্যক্তি যাহা প্রদান করে, সে পরলোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। মহাত্মা জামদগ্ন্য এই ভূমিগীতা শ্রবণ করিয়া কশ্যপকে সমুদয় পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ বেদতুল্য এই ভূমিগীতা অবগত হয়েন, অথবা যিনি শ্রাদ্ধকালীন ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। প্রবল ব্যক্তিদিগের আভিচারিকী [মারণ, উচাটন প্রভৃতি অনিষ্টজনক কার্য্য] ক্রিয়া দ্বারা যে অনিষ্টপাত হয়, ভূমিদান তাহার শান্তিকর প্রায়শ্চিত্তরূপ। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার

দশ পুরুষ পবিত্র হয়। ভূমি সমুদয় জীবের উৎপত্তির কারণ; অগ্নি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নরপতিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াই তাহার নিকট এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে তিনি সাধুব্যক্তিদিগকে ভূমিদান করিবেন এবং তাঁহাদের ভূমি হরণ করিতে বাসনা করিবেন না।

"রাজার সমুদয় অর্থই ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজা ধার্ম্মিক হইলেই প্রজাদিগের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হয় এবং অধার্ম্মিক ও নাস্তিক হইলে তাঁহাদিগের সুখে কালযাপন করা দূরে থাকুক, দুঃখের পরিসীমা থাকে না। তাহার অসদাচরণে প্রজাদিগের সতত উদ্বিগ্ন হইতে হয়। ঐরূপ ভূপতির রাজ্য কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না, প্রত্যুত অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজা ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে প্রজাগণ নিদ্রাদি সুখানুভব করিয়া পরমসুখে গাত্রোত্থান করে। রাজার শুভকার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা প্রজাগণ যারপরনাই সুখী ও পরিবর্দ্ধিত হয়। যে নরপতি পৃথিবী দান করেন, তিনিই কুলীন, বন্ধু, মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, দাতা ও যথার্থ পরাক্রান্ত। যাঁহারা বেদজ্ঞ, ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। যেমন বীজ বপন করিলে তাহা হইতে শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূমিদান করিলে সকল কামনা সফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণ ইহারা সকলেই ভূমিদাতার প্রশংসা করেন। মানবগণ ভূমি হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার ভূমিতে বিলীন হইয়া থাকে। জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবই ভূমির বিকার। ভূমি সমুদয় জগতের পিতামাতাস্বরূপ। ভূমির তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

ভূমিদানের প্রশংসা—ইন্দ্র-বৃহস্পতিসংবাদ

"হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে ইন্দ্র-বৃহস্পতিসংবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র ভূরিদক্ষিণ একশত যজ্ঞ সমাপনানন্তর বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'ভগবন্! কোন্ বস্তু দান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কোন্ দানপ্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া অনায়াসে পরমসুখে কালযাপন করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"তখন দেবপুরোহিত মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! সুবর্ণ, গো ও ভূমি এই সকল বস্তু দান করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণের বাক্যানুসারে আমার বোধ হয়, ভূমিদান, অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যেসকল বীর সমরাঙ্গনে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ভূমিদাতা পূর্ব্বতন পাঁচ ও অধস্তন ছয় এই একাদশ পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। যিনি রত্নসমলঙ্কৃত ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। তিনি পরমসুখে স্বর্গলোকে বাস করেন। ইহজন্মে সর্ব্বগুণসমন্বিত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলে, জন্মান্তরে তাঁহার রাজাধিরাজত্ব লাভ হয়। যে রাজা সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণ পৃথিবী দান করেন, তিনি সমুদয় পদার্থদানের ফললাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধিপ্রবাহিণী নদীসকল পরলোকে ভূমিদাতার

তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। নরপতি ভূমিদান করিলে অনায়াসে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ফলতঃ ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই।

'যে নরপতি স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সমুদয় ব্রাহ্মণসাৎ করেন, যত কাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকে, ততকাল মানবগণ তাঁহার যশ ঘোষণা করে। যিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূমি প্রদান করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন। যে নরপতি রাজ্যসুখ অভিলাষ করেন, ভূমিদান করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানবগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া ভূমিদান করিলে অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়। একমাত্র ভূমিদান করিলেই এককালীন সস্র নদী, পর্ব্বত, বন, তড়াগ, উদপান, সরোবর, স্নেহাদি বিবিধ রস, বীর্য্যবান ঔষধ ও পুষ্পফলসমন্বিত পাদপসমুদয় দানের ফললাভ হইয়া থাকে। প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ভূমিদানের তুল্য ফললাভ করা যায় না। ভূমিদাতা ভূমিদান করিয়া তাহা প্রত্যাহরণ করিলে স্বয়ং নরক হয়েন এবং স্বীয় দশপুরুষকে নরকে নিপতিত করেন।

'যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে এবং যে দান করিয়া প্রত্যাহরণ করে, তাঁহাদিগকে মৃত্যুর নিদারুণপাশে বদ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, সাগ্নিক, যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই শমনসদনে গমন করিতে হয় না। ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া প্রত্যাহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। আর ঐ ক্ষেত্রহরণনিবন্ধন একান্ত অবসন্ন ব্রাহ্মণদিগের অশ্রুপাত হইলে অপহর্ত্তার তিন কুল এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রাজ্যচ্যুত নরপতিকে পুনরায় রাজ্যমধ্যে সংস্থাপিত করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ইক্ষু, যব, গোধূম, বিবিধ রত্ন, নিধিগর্ভ এবং গো-অশ্বাদি বিবিধ বাহনপরিপূর্ণ বাহুবলার্জ্জিত ভূমিদান করিতে পারিলে অক্ষয় লোকলাভ করিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা ঐ দানকে ভূমিযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ভূমিদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ইহাদ্বারা সাধু ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মান লাভ করা যায়। সলিলমধ্যে তৈলবিন্দু নিপতিত হইলে যেমন ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল সেই দত্ত ভূমিতে যত বার শস্য সমুৎপন্ন হয়, ততই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। ভূমিদাতা মহাবলপরাক্রান্ত, সম্মুখসংগ্রামে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকগত নরপতিগণের ন্যায় দিব্যমাল্যবিভূষিত, নৃত্যগীতবিশারদ অপ্সরাগণকর্ত্তৃক উপাসিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকেন। ভূমিদান করিলে জন্মান্তরে সিংহাসন, শ্বেতচ্ছত্র, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট অশ্বাদিবাহন, পুষ্প, ধান্য, কুশ, বালতৃণ ও সুবর্ণরাশি লাভ হয়। ভূমিদাতার আজ্ঞা কেহই অগ্রাহ্য করে না এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। ফলতঃ ভূমিদানের তুল্য দান, মাতৃসদৃশ গুরু, সত্যের সমান ধর্ম্ম ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই।

"হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির নিকট এইরূপ ভূমিদানের ফল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধনরত্নপরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে রাক্ষস বা অসুরগণ কখনই ঐ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন করিতে পারে না এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে ঐ শ্রাদ্ধে যাহা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদয় অক্ষয়

হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের নিকট এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, কীর্ত্তন কর।"

৬৩তম অধ্যায়
অন্নদানের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দানশীল নরপতি গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকে কি কি বস্তু প্রদান করিবেন? কিরূপ দানদ্বারা ব্রাহ্মণেরা আশু পরিতুষ্ট হয়েন এবং কিরূপ দানই বা ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ হয়, এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি আমার নিকট উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য, দেবর্ষি নারদ আমার নিকট এই বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্ন অতি তেজস্কর। অন্ন বিনা কেহই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নই সমুদয় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্নদ্বারাই জীবনধারণ করিয়া থাকেন। অতএব অনুকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবেন। যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরমনিধি স্থাপন করিয়া রাখেন।

"পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুশীল ও মাৎসর্য্য শূন্য হইয়া ক্রোধপরিত্যাগপূর্ব্বক অন্নদান করেন, তিনি উভয়লোকেই পরমসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। গৃহাগত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও নিষ্ফল হয় না। যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব্বক পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে অন্নদান করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্মলাভ হয়; যে ব্যক্তি অন্নদ্বারা দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তিনি উৎকৃষ্ট পুণ্যফললাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তাহার সেই পাপ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে অনুদান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্নদান করিলে মহালাভ হয়; ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অন্নদান করিবার এইরূপ বিশেষ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাখা ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। যে রাজা

ইহলোকে অন্নদান করেন, পরলোকে তাহার সেই অন্ন সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। পিতৃগণ সুবৃষ্টি প্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবীর ন্যায় স্বীয় পুত্র ও পৌত্র হইতে সতত অন্নলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং অন্ন প্রার্থনা করিলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্নদান করেন, তিনি ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করুন বা না করুন, অবশ্যই তাঁহার পুণ্যলাভ হয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা অর্থিকভাবে সমুপস্থিত হইয়া সৎকারলাভপূর্ব্বক প্রতিগমন করেন, তিনি ইহজন্মে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে কালহরণ করেন এবং পরজন্মে মহাভোগযুক্ত উত্তম কুলে উৎপন্ন হয়েন। অন্নদাতার পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থানলাভ হয়। মিষ্টান্নদাতা অনন্তকাল স্বর্গে সৎকৃত হইয়া বাস করিতে পারেন। অন্ন সমুদয় লোকের প্রাণস্বরূপ। সমুদয় বস্তুই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান করেন, তিনি পশুশালী, ধন্যবাদসম্পন্ন, পুত্রবান্, বলবান্ ও রূপবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অন্নদান করেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখ ও পরলোকে দেবগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারেন।

'ব্রাহ্মণ উর্ব্বরা ভূমিস্বরূপ; যে ব্যক্তি ঐরূপ ভূমিতে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করেন, তিনি অনায়াসে পুণ্যরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং অন্নদানদ্বারা যেমন প্রত্যক্ষফল লাভ করা যায়, অন্য কোন দানেই সেরূপ ফললাভ করা যায় না। অন্ন হইতে প্রাণীগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নই রতি, ধর্ম্ম ও অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নকে অমৃতস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ সমুদয়ই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্নের নাশ হইলে শরীরস্থ পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্নের অভাবে বলবাদিগের বলের হানি হয়। অন্ন ব্যতীত আহার, বিহার ও যজ্ঞ প্রভৃতি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন না থাকিলে বেদ পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। ত্রিলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সমুদয় পদার্থই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব অন্নদান পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অন্নদান করেন, তাহার বল, যশ ও কীর্ত্তির পরিসীমা থাকে না।

"ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় কিরণজালদ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন। ঐ রসসমুদয় মেঘরূপে পরিণত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ুদ্বারা সেই মেঘসমুদয়কে সঞ্চালিত করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারিধারা নিপতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের জীবনোপায়স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণীগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ, অগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন। এইরূপে অন্নদ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া, জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে অনুদান করেন, তিনি তেজ ও প্রাণদানের ফলভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।

"হে ধর্ম্মরাজ! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপ অন্নদানের ফল শ্রবণ করিয়া অবধি এতাবৎকাল বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে তুমিও অসূয়াবিহীন হইয়া অকাতরে অন্নদান কর। বিধিপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণদিগকে অনুদান করিলে নিঃসন্দেহে তোমার

স্বর্গলাভ হইবে। যে মহাত্মারা ইহলোকে অন্নদান করেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গারূঢ় হইয়া তারামণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নানাস্তম্ভসমন্বিত, তারামণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজালজড়িত, বালার্কসদৃশ, বিবিধ অচল ও সচল গৃহ, বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুবর্ণ ও রজতময় অসংখ্য জলগৃহ, সর্ব্বামফলপ্রদ বৃক্ষসমুদয়, সহস্র সহস্র বাপী, সভা, কূপ, দীঘিকা, বাহনযুক্ত যান, পর্ব্বতাকার ভক্ষ্যভোজ্য, বস্ত্র, আভরণ, ক্ষীরনদী, অন্নপর্ব্বত, পাণ্ডু ও তাম্রবর্ণ প্রাসাদসমুদয় এবং কনকের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিবিধ শয্যা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক অন্নদান কর। ইহলোকে অন্নদান করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।”

৬৪তম অধ্যায়

নক্ষত্রযোগযুক্ত দানসময় নিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আমি আপনার মুখে অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কোন্ নক্ষত্রে কোন্ বস্তু দান করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নারদ দেবকীসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবকী দেবরূপী নারদকে দ্বারকায় সমাগত দেখিয়া, এক্ষণে তুমি আমাকে যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ধ্বক কহিলেন, ‘দেবি! কৃত্তিকানক্ষত্রে ঘৃতপয়সদ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিলে উৎকৃষ্ট লোকলাভ হয়। রোহিণীনক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনৃণ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মৃগমাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে। মৃগশিরানক্ষত্রে সবৎস ধেনু প্রদান, করিলে সুরলোকলাভ হয়। আর্দ্রানক্ষত্রে উপবাস করিয়া তিলমিশ্রিত কৃষর [খিচুড়ী] প্রদান করিলে দেহান্তে অতি দুর্গম ক্ষুরধার পর্ব্বত অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে পিষ্টক ও অন্ন প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে রূপসম্পন্ন ও যশস্বী হইয়া সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পুষ্যানক্ষত্রে সুবর্ণদান করিলে চন্দ্রের ন্যায় ভাস্কর লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে। অশ্লেষানক্ষত্রে রজতবৃষ দান করিলে সকল ভয় হইতে মুক্তিলাভ ও ঐশ্বর্য্য অধিকার করা যায়। মঘানক্ষত্রে তিলপূর্ণ শরাব প্রদান করিলে ইহলোকে পুত্র ও পশু এবং পরলোকে অসীম সুখলাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ফাণিত [ফেণীবাতাসা] প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্য প্রদান করিলে সৌভাগ্যলাভ হয়। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের সহিত ষষ্ঠধান্যের তণ্ডুল প্রদান করিলে দেবলোকে সমাদর লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, এই নক্ষত্রে যেকোন বস্তু প্রদান করা যায়, তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। হস্তানক্ষত্রে উপবাস করিয়া হস্তী ও রথ প্রদান করিলে পবিত্র অভীষ্টফলপ্রদ লোকসকল লাভ হয়। চিত্রানক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদিগের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিতে পারা যায়। স্বাতীনক্ষত্রে আপনার প্রিয় বস্তু প্রদান করিলে ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পরলোকে শুভ লোকসমুদয় লাভ হয়। বিশাখানক্ষত্রে বৃষ, দুগ্ধবতী ধেনু এবং ধান্য, বস্ত্র ও বৃষের সহিত শকট প্রদান

করিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন এবং দেহান্তে দুর্গম নরকসমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক অক্ষয় ফল এবং সুরলোক লাভ করিতে পারা যায়। অনুরাধানক্ষত্রে উপবাস করিয়া উত্তরীয়, পরিধেয় ও অন্ন দান করিলে শতযুগ দেবলোকে বাস করা যায়। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে মূল্যের সহিত কালশাক প্রদান করিলে ইহলোকে অভীষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। মূলানক্ষত্রে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফলমূল প্রদান করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন ও অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। পুর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে উপবাস করিয়া কুলীন সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে দধিপাত্র দান করিলে মনুষ্য দেহান্তে বহু গোধনসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করে। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে ঘৃত ও ফাণিতের সহিত উদককুম্ভ ও শক্তু প্রদান করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎনক্ষত্রে ধপরায়ণ হইয়া মনীষী ব্রাহ্মণগণকে মধুঘৃতসংযুক্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে দেবলোকে পূজিত হওয়া যায়। শ্রবণানক্ষত্রে বস্ত্রান্তরিত কম্বল প্রদান করিলে শ্বেতবর্ণযানে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্যলোকে গমন করিতে পারা যায়। ধনিষ্ঠানক্ষত্রে সমাহিত হইয়া গোসংযুক্ত যান, বস্ত্র ও ধন প্রদান করিলে জন্মান্তরে রাজ্যলাভ হয়। শতভিষানক্ষত্রে অগুরুচন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যসমুদয় দান করিলে দেহান্তে অপ্সরাদিগের সহিত একত্র বাস ও দিব্যগন্ধসমুদয় লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে রাজমাষ [মাসকলাই] প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে সুখী ও সর্ব্বভক্ষ্যসম্পন্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেষমাংস প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তিসম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্তফললাভে সমর্থ হয়েন। যিনি রেবতীনক্ষত্রে কাংস্যদোহনপাত্রের [কাঁসার দোহন পাত্রের] সহিত ধেনু দান করেন, তিনি লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে ঐ ধেনু পুনরায় সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। অশ্বিনীনক্ষত্রে অশ্বের সহিত রথ প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে তেজস্বী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভরণীনক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে তিলধেনু প্রদান করিলে পরলোকে প্রভূত ধেনু ও যশোলাভ করিতে পারা যায়।

"হে ধর্ম্মরাজ! দেবী দেবকী দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপে যে যে নক্ষত্রে যে বস্তু প্রদান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

৬৫তম অধ্যায়
স্বর্ণজলাদি বিভিন্ন দানের ফলাধিক্য

কথন ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার সকল বিষয়ই দান করা হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যে, সুবর্ণদান আয়ুষ্কর, পবিত্রতাসম্পাদক ও পিতৃলোকের অক্ষয়ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু কহিয়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য প্রযত্নসহকারে কূপ, বাপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। সলিলপূর্ণ কুপ খননকর্ত্তার পাপের অর্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাঁহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু, মনুষ্য ও গোসমুদয় জলপান করে, তাহার সমুদয় বংশ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে

যাঁহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিষিদ্ধ হইয়া জলপান করিতে পারে, তিনি কদাচ বিপদে নিপতিত হয়েন না।

"ঘৃতদ্বারা ভগবান্ বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, অশ্বিনীতনয়দ্বয় ও বহ্নির তৃপ্তিলাভ হয়। ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য, রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মঙ্গল, যশঃ ও পুষ্টিলাভার্থী হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণগণকে সতত ঘৃত প্রদান করিবেন। যিনি আশ্বিনমাসে ব্রাহ্মণগণকে ধৃত দান করেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার প্রতি প্রীত হইয়া kf&হাকে রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতপায়স প্রদান করেন, রাক্ষসগণ তাহার গৃহে কদাচ উপদ্রব করে না।

"যিনি পরমশ্রদ্ধাসহকারে পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কলস প্রদান করেন, তিনি বলবতী পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন না, আহারাভাবে তাহাকে কদাচ দুঃখপ্রাপ্ত হইতে হয় না এবং বিপদসমুদয় তাহাকে কখনই আক্রমণ করে না। যিনি পাকাদি কার্য্যনির্ব্বাহ ও উত্তাপগ্রহণার্থ ব্রাহ্মণগণকে কাষ্ঠ প্রদান করেন, তাঁহার সংগ্রামে জয়লাভ, সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভগবান্ হুতাশন তাহার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র প্রদান করেন, তিনি পুত্র, সম্পদ ও যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাহার কদাচ চক্ষুর পীড়া জন্মে না। আর যিনি গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে ব্রাহ্মণকে ছত্রদান করেন, তাঁহার কখনই মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় না এবং তিনি বিষয়কষ্ট হইতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবান্ শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন যে, শকটদান সকল দান অপেক্ষা উস্কৃষ্ট; অতএব ব্রাহ্মণকে শকটদান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

৬৬তম অধ্যায়
পাদুকাদি-দানপ্রসঙ্গে তিলদানপ্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! উত্তপ্ত বালুকায় ব্রাহ্মণের চরণ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে পাদুকাযুগল প্রদান করে, তাহার কি ফললাভ হয়, কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যে ব্যক্তি তাদৃশ উত্তাপের সময় সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করে, তাহার সমুদয় কণ্টক নিরাকৃত হয়, গোযুক্তশকটদানের ফললাভ হয়, বিপদের লেশমাত্রও থাকে না, শত্রুগণ কখনই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে না এবং সে অচিরাৎ অশ্বতরীযুক্ত রৌপ্যকাঞ্চনবিভূষিত শুভ্র যান লাভ করে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে ভূমিদানাদির কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় ভূমিদান, গোদান, অন্নদান এবং তিলদানের ফল বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি তিলদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্যবস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিলদান করিলে পিতৃলোকের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। যে ব্যক্তি মাঘমাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিলদান করে, তাহাকে কদাপি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ

ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না। তিলদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। অকামী হইয়া তিলশ্রাদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। তিলসমুদয় মহর্ষি কশ্যপের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দানবিষয়ে পরমপবিত্ররূপে গণনীয় হইয়াছে। তিল পুষ্টিকর, রূপবর্দ্ধক ও পাপনাশক। অতএব সমুদয় দান অপেক্ষা তিলদানই প্রশংসনীয়। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম ইহারা সৎপথে অবস্থানপূর্ব্বক তিলদ্বারা। হোম ও তিল দান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যাবতীয় মহাদান অপেক্ষা তিলদান অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয়। পূর্ব্বকালে হবনীয় দ্রব্যসমুদয় উৎপন্ন হইলে মহর্ষি কুশিক গার্হপত্যাদি অগ্নিয়ে তিলাহুতি প্রদানপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি, লাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত তিলদান প্রশংসনীয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্যান্য দানের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

"একদা দেবগণ যজ্ঞ করিবার মানসে ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। আপনি চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর; আপনার নিকট ভূমি গ্রহণ না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাহার কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। অতএব আপনি আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন।

"তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা যেস্থলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর সেই অংশ প্রদান করিলাম।'

"কমলযোনি এইরূপে ভূমি প্রদান করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আমরা কৃতকার্য্য হইলাম, এক্ষণে দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। আপনি অনুমতি করুন, যেন মুনিগণ সর্ব্বদাই আমাদিগের যজ্ঞভূমিতে অবস্থান করেন।'

"দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা কহিয়া কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে অগস্ত্য, কণ্ব, ভৃগু, অত্রি, বৃষাকপি ও অসিতদেবল প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে ঐ যজ্ঞ সমাপন হইলে সুরগণ সেই যজ্ঞভূমির ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! প্রাদেশমাত্র ভূমিপ্রদান করিলেও কখন দুঃখে অবসন্ন বা বিপদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। যিনি শীত, বায়ু ও আতপজনিত ক্লেশনাশক সুসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, পুণ্যক্ষয় হইলেও, স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন না। বাসার্থে ভূমি প্রদান করিলে পরমসমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করা যায়।

"অধ্যাপকবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শ্রোত্রিয় যাহার গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করেন, সে অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি গোকুলের অবস্থান নিমিত্ত শীতবর্ষাজনিত ক্লেশনাশক সুদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সাতপুরুষ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। ক্ষেত্র দান করিলে সম্পত্তিলাভ এবং রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঊষর, দগ্ধ, শ্মশানপরিবেষ্টিত ও পাপাত্মাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ভূম্যধিকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ শ্রাদ্ধ নিস্ফল করিয়া থাকেন। অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিলে ঐ পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। বন, পর্ব্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান এই

সমুদয়ই অস্বামিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদয় স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক স্থান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়।

গোদানফল

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ভূমিদানের বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর গোদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোসমুদয় তাপসদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত ভগবান্ মহাদেব গোসমুদয়ের সহিত একত্র তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করেন, গোসকল চন্দ্রের সহিত সেই ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। গোসমুদয় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, ধর্ম্ম, অস্থি, শৃঙ্গ ও লোমদ্বারা লোকের মহোপকারসাধন করে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। উহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্যসাধন করে। গোসমুদয় ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ উভয়কে অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা রন্তিদেব স্বীয় যজ্ঞে গোসমুদয়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চর্ম্মরসে চর্ম্মন্বতীনদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে গোদান করে তাহারা বিপদগ্রস্ত হইলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হয়। সহস্র গোদান করিলে পরকালে কখনই নরকগ্রস্ত হইতে হয় না এবং সর্ব্বত্রই জয়লাভ হইয়া থাকে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দুগ্ধকে অমৃততুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ধেনুদান করিলে অমৃতদানের ফললাভ হয়। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়। বৃষভ মূর্ত্তিমান স্বর্গস্বরূপ; অতএব যে ব্যক্তি সদ্গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বৃষভ প্রদান করে, সে অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। গোসমুদয় প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ; অতএব গোদান করিলে প্রাণদান করা হয়। গোসমুদয় জীবগণের আশ্রয়স্বরূপ; অতএব গোদান করিলেই আশ্রয়দানের ফললাভ হয়। নাস্তিক, পশুঘাতী ও গোজীবীকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে গোদান করিলে অনন্তকাল নরকভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কৃশ, বিবৎসা, বন্ধ্যা, রোগযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্তা গাভী প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দশসহস্র গোদান করিলে ইন্দ্রলোক এবং লক্ষ গোদান করিলে অক্ষয়লোক লাভ হইয়া থাকে।

অন্নদানপ্রশংসা

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান অতি উৎকৃষ্ট দান, অন্নদান করিয়া মহাত্মা রন্তিদেব স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যে ভূপতি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। অনুদানে যেরূপ শ্রেয়োলাভ হয়, হিরণ্য, বস্ত্র বা অন্য কোন দানদ্বারা সেরূপ শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ন অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপ। অন্নদ্বারা পরমায়ু, তেজঃ ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়। মহাত্মা পরাশর কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্রমনে সাধুদিগকে অন্নদান করেন, তাতাঁকে কদাপি কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয় না। যিনি যেরূপ অন্ন

ভোজন করুন না কেন, শাস্ত্রানুসারে দেবগণকে তাহা নিবেদন করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষে অন্নদান করে, তাহার কোন প্রকার বিপদ থাকে না এবং সে অনায়াসে পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়। যিনি স্বয়ং ভোজন না করিয়া সমাহিতচিত্তে আপনার ভক্ষ্য অন্ন অতিথিকে দান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হয়েন, দুর্ব্বিষহ বিপদে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং সমুদয় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অন্নদান, তিলদান, ভূমিদান ও গোদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।"

৬৭তম অধ্যায়

অন্নদানপ্রসঙ্গে জলদানপ্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি আপনার নিকট ভূম্যাদি দানের ফল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জলদান ইহলোকে কিরূপ মহাফল প্রদান করিয়া থাকে, তাহা সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আপনি ইহাও কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! লোকে অন্নদান ও জলদান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করে, আমি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর। আমার মতে অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অন্ন প্রভাবেই লোকে প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছে। অন্ন হইতে সকলের বল ও তেজঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নদানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী বেদমন্ত্রে অন্নদানবিষয়ে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছ। অন্নদান করিলে প্রাণদান করা হয়। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহর্ষি লোমশ কহিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ শিবি কপোতকে প্রাণদান করিয়া যেরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া মনুষ্য সেই গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

"সলিল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। সলিল ব্যতিরেকে কোন বস্তুই সঞ্জাত হয় না। তারাপতি চন্দ্র, অমৃত, সুধা, স্বধা, ওষধি ও তরুগুল্মাদি সমুদয়ই জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতাদি পদার্থই প্রাণীগণের অন্নস্বরূপ। দেবগণের অমৃত, নাগগণের সুধা, পিতৃগণের স্বধা, পশুগণের তরুগুলাদি ও মনুষ্যের ধান্যাদি অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন এই সমুদয় পদার্থই জল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তখন জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যাহার মঙ্গললাভের বাসনা থাকে, জলদান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। জলদান করিলে যশস্বী, দীর্ঘজীবী ও কৃতার্থ হইতে পারা যায়। জলদাতা অনায়াসে শত্রুদিগকে অতিক্রম ও পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে; তাহার সমুদয় কামনা সিদ্ধ ও শাশ্বত কীর্ত্তি লাভ হয় এবং পরলোকে তাহার সুখের পরিসীমাও থাকে না। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, জলদাতা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে।"

৬৮তম অধ্যায়

দানপ্রসঙ্গে যম-ব্রাহ্মণসংবাদ—দূতের ভ্রম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এই উপলক্ষ্যে যম-ব্রাহ্মণসংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে যামুনগিরির নিম্নভাগে পর্ণশালানামে এক অতিরমণীয় প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে অসংখ্য বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমরাজ কাকের ন্যায় জঙ্ঘা ও নাসিকাসম্পন্ন, কৃষ্ণবসন, উর্দ্ধবোমা, লোহিতাক্ষ এক পুরুষকে কহিলেন,—"তুমি অবিলম্বে পর্ণশালানামক গ্রামে গমন করিয়া অগস্ত্যগোত্রসমুদ্ভূত শান্তস্বভাব অধ্যাপক মহাত্মা শর্ম্মীকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন কর। আমি সেই মহাত্মার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে তাঁহার বয়ঃসম্পন্ন আর এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, দেখিও, যেন ভ্রমক্রমে শর্ম্মীর পরিবর্তে তাঁহাকে আনয়ন করিও না।' যমদূত মহাত্মা যমকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অচিরাৎ পর্ণশালানগরীতে গমনপূর্ব্বক যমরাজ যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ভ্রমক্রমে তাঁহাকেই তাঁহার সমীপে সমানীত করিল। তখন ভগবান্ কৃতান্ত সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া দূতকে কহিলেন, 'দেখ, আমি যাঁহাকে আনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি তাঁহাকেই আনয়ন করিয়াছ; অতএব শীঘ্রই ইঁহাকে ইঁহার আবাসে সংস্থাপিত করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর।'

"ভগবান্ কৃত্তান্ত দূতকে এইরূপ কহিলে সেই ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! এ স্থান হইতে গমন করিতে আমার বাসনা নাই; যতদিন আমার কাল পূর্ণ না হয়, ততদিন আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।'

"তখন ভগবান্ যম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি, লোকের আয়ুঃসত্ত্বে তাহাকে কদাপি আপনার আলয়ে স্থান দান করিতে পারি না। কেবল কালপ্রভাবে ক্ষীণায়ু ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও গতিবিধান করিতেই আমার ক্ষমতা আছে; সুতরাং আপনাকে এই যমলোকে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করা আমার সাধ্য নহে; অতএব অদ্যই আপনাকে স্বীয় ভবনে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সেই প্রার্থনা পূরণ করিব।' ভগবান কৃতান্ত এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! আপনি ত্রিলোকের সাক্ষিস্বরূপ; অতএব মর্ত্যলোকে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্যলাভ হয়, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

শর্ম্মীপ্রতিবেশিসমীপে যমের দানধর্ম্মকীর্ত্তন

"যম কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনার নিকট দানবিধি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিলদানকে পরমদান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিলদান করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। অতএব যথাশক্তি তিলদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রত্যহ

তিলদান করেন, তাঁহার সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়। শ্রাদ্ধে তিলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব আপনি বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে তিলদান করিবেন। বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণগণকে তিলদান, তিলভক্ষণ ও তিলস্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সম্পূর্ণ উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের নিত্য জলদান ও জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহলোকে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপসমুদয় অতিশয় দুর্ল্লভ; এই নিমিত্ত ঐ সমুদয় খনন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা জলপান করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্যলাভ করা যায়। অতএব আপনি নিয়ত জলদানের নিমিত্ত জলাশয় খনন ও ভোজনাবসানে জলদান করিবেন।”

যমবর্ণিত প্রদীপাদি দানের প্রশংসা

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা যম ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিলে, যমদূত স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে তাঁহার ভবনে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা শর্ম্মীকে গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যমলোকে উপস্থিত হইল। তখন প্রতাপান্বিত ভগবান্ যম ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শর্ম্মীকে অবলোকন করিবামাত্র যথোচিত পূজা ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া দূতদ্বারা তাঁহাকে তাঁহার আলয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা শর্ম্মী স্বীয় গৃহে উপনীত হইয়া যমের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

“দীপদান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষসাধন করা যায় বলিয়া ভগবান্ যম ঐ দানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিত্য দীপদান করেন তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সদ্গতিলাভে সমর্থ হয়েন। নিয়ত দীপদান করিলে দেবতা, পিতৃলোক ও আপনার চক্ষুর তেজঃ বৃদ্ধি হয়; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে রত্নদান করিলে মহাপুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দাতার নিকট হইতে প্রতিগৃহীত রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে কখনই বিক্রয় ও প্রতিগ্রহজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মনু কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ দাতার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া সুব্রাহ্মণগণকে তৎসমুদয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও দাতার উভয়েরই অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। লোকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বস্ত্রদান করিলে পরমসুন্দর ও সুবেশসম্পন্ন হইতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বেদপ্রমাণানুসারে গো, সুবর্ণ ও তিলাদি দানের বিষয় বারংবার কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই, অতএব দানপরিগ্রহপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৬৯তম অধ্যায়

গোদানপ্রসঙ্গে গোপ্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ক্ষত্রিয়ই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণ সেই দত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারও ভূমিদান করিবার

অধিকার নাই। এক্ষণে ফলাভিলাষী হইয়া সমুদয় বর্ণে যাহা দান করিতে পারা যায় এবং বেদে যাহা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! গোদান, পৃথিবীদান ও বিদ্যাদান এই ত্রিবিধ দানই তুল্যফলপ্রদ। ঐ ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয়। যিনি শিষ্যকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বেদবাক্যে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার পৃথিবী ও গোদানের তূল্য ফললাভ হয়। গোদানও সমধিক প্রশংসনীয়, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। গোদানের ফল অচিরাৎ লাভ হইয়া থাকে। গাভীসমুদয় জীবগণের প্রসূতিস্বরূপ এবং নানাপ্রকার সুখের নিদান। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদের নিত্য গোপ্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোশরীরে পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। গাভীসকল সমুদয় মঙ্গলের আয়তনস্বরূপ। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ যজ্ঞভূমি কর্ষণসময়ে বলীবর্দ্দদিগকে কশাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে উহাদিগকে কশাঘাত করিলে দোষাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় না; কিন্তু কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত উহাদিগকে প্রহার করিলেই উহা দোষাবহ হইয়া উঠে। পলায়ন ও শয়নকালে গোকুলকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। গোসমুদয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি গৃহস্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবংশে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অন্যের গাভীকে ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, তাহার পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদয় অভিলষিত বস্তু লাভ হয় এবং দুঃস্বপ্নদর্শনজন্য দোষ ও অমঙ্গল এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপ ধেনু দেয় ও কি প্রকার ধেনু অদেয় এবং কীদৃশ ব্যক্তি গোদানের উপযুক্ত আর কীদৃশ ব্যক্তিই বা অনুপযুক্ত, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আচারভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, হব্যকব্যবিবর্জ্জিত, লুব্ধস্বভাব পাপাত্মাকে গোদান করা কদাপি, বিধেয় নহে। বহুপুত্রসম্পন্ন সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দশটি গোদান করিলে দাতার অতি উৎকৃষ্ট লোকলাভ হয়। গ্রহীতা প্রতিগ্রহলব্ধ ধনদ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্মদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকপ্রদান করেন, তাঁহারা তিন জনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হয়েন। গুরুশুশ্রূষা করিলে পাপ নষ্ট, অহঙ্কার জন্মিলে যশ নষ্ট, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটি গাভী থাকিলে দরিদ্রতাদোষ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞানবান, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়বাদী ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারসম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট পাত্রে গোদান করিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে আবার তাদৃশ গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ধন ও পত্নী অপহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে।"

৭০তম অধ্যায়

গোদানবৈগুণ্যে নৃগনৃপতির কাকলাসজন্ম

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দ্বারবতীনগরীতে যদুকুলের বালকগণ জল অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক মহাকুপ অবলোকন করিল। ঐ কূপ তৃণ ও লতাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। বালকগণ কূপদর্শনে আহ্লাদিত হইয়া জললাভের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর তাহারা মহাপ্রযত্নে সেই কূপের মুখ হইতে তৃণলতাদি অপসারিত করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে এক মহাকায় কৃকলাস [কাকলাস] অবস্থান করিতেছে। সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাসকে দেখিবামাত্র বালকগণ রজ্জু ও চর্ম্মপট[চামড়ার দড়ি]দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যারপরনাই যত্ন করিল; কিন্তু কোনরূপেই তাহাকে তথা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, বাসুদেব। এক মহাকূপমধ্যে একটি ভীষণ কৃকলাস শূন্যপথ আবরণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, আমরা কোনরূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।'

"বালকগণ এই কথা কহিলে বাসুদেব তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাকূপের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহা হইতে সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাসকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃকলাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নৃগনামে এক রাজা ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি।' কৃকলাস এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি কখন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য গোদান করিতেন, তবে আপনার এরূপ দুর্গতি হইল কেন '

"তখন সেই কৃকলাসরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! পূর্ব্বে এক অগ্নিহোত্রশীল কোন কার্য্যবশতঃ প্রবাসে গমন করিলে তাঁহার একটি ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধনমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার পশুরক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল এবং আমিও পারলৌকিক ফললাভের নিমিত্ত সেই ধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিন পরে সেই বিদেশগত ব্রাহ্মণ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় গোধন অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়াছিলাম, তাঁহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'এই ধেনু আমার, অতএব আমি ইহাকে লইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিব।' তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, 'মহারাজ নৃগ আমাকে এই ধেনু প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমি কখনই তোমাকে উহা প্রদান করিব না।'

'তাহারা উভয়ে এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি দাতা হইয়া কেন অপহর্ত্তা হইলে?" তখন আমি

সেই গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ‘ভগবন্! আমি আপনাকে অযুত গোদান করিতেছি, আপনি সেই ধেনু এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন।’ আমি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে আমাকে কহিলেন, ‘মহারাজ! সেই সুলক্ষণসম্পন্ন দুগ্ধবতী ধেনু আমার গৃহে অবস্থিত হইয়া নিত্য সুস্বাদু ক্ষীর প্রদানপূর্ব্বক আমার স্তন্যপানবিরহিত কৃশ পুত্রের পোষণ করিতেছে। অতএব আমি কখনই তাহাকে ঐ ধেনু প্রদান করিতে পারিব না।’ এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান চরিলেন। তখন আমি সেই প্রবাস হইতে আগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ‘ভগবন্! আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্তে আপনাকে লক্ষ গোদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।’ তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! ভূপতিদিগের দান গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, আমি অনায়াসে আপনার ভরণপোষণ করিতে পারি। অতএব শীঘ্র আমাকে আমার ধেনু প্রদান করুন।’ তিনি এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে অসংখ্য সুবর্ণ, রজত, অশ্ব ও রথসমুদয় প্রদান করিতে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে বিষণ্নমনে আপনার আবাসে গমন করিলেন।

‘অনন্তর অতি অল্পকাল পরেই আমি কালধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃলোক লাভ করিয়া যমের নিকট সমুপস্থিত হইলাম। ভগবান্ কৃতান্ত আমাকে দর্শনপূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! আপনার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আপনি অজ্ঞানবশতঃ এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণপূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার ধেনু প্রত্যর্পণ না করাতে আপনি প্রজাদিগকে রক্ষা করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে পাপের বা পুণ্যের ফলভোগ করুন।”

‘মহাত্মা যম এই কথা কহিলে আমি তাঁহার নিকট প্রথমে পাপের ও পশ্চাৎ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিবামাত্র আমাকে তথা হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। তখন ভগবান যম উচ্চৈঃস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! সহস্র বৎসর পরে দুর্গতিক্ষয় হইলে ভগবান্ বাসুদেব আপনার উদ্ধারসাধন করিবেন। তাহা হইলেই আপনি স্বীয় কর্ম্মবলে এই সনাতন লোক লাভ করিতে পারিবেন। আমি তাঁাহার এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগযোনিগত ও অধঃশিরা হইয়া এই কূপমধ্যে নিপতিত হইলাম। কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তান্তসমুদয় আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইল না। আজ আপনি কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিলেন, এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গে আরোহণ করি।’ মহারাজ নৃগ এই বলিয়া বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুরধামে প্রস্থান করিলেন।

“মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহণ করিলে মহাত্মা বাসুদেব লোকের হিতার্থ এই বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, ‘মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; অতএব ব্রহ্মস্ব হরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর দেখ সাধুসমাগমবশতঃ মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল, অতএব সাধুসংসর্গ কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। দান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, অপহরণ করিলে তদ্রূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব গোধনহরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।”

৭১তম অধ্যায়
গোদানপ্রশংসায় উদ্দালকি-নচিকেতসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! গোদানফল শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, অতএব গোদান করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থানে আমি উদ্দালকি নাচিকেতসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি উদ্দালকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে আপনার পুত্র নাচিকেতের নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! আমি স্নান ও নিবিষ্টচিত্তে বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজনদ্রব্যসমুদয় বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি; অতএব তুমি সত্বর তথায় গমন করিয়া তৎসমুদয় আনয়ন কর।' নাচিকেত পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যেসমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, নদীস্রোত তৎসমুদয় প্রবাহিত করিয়াছে। তখন নাচিকেত পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'পিতঃ! আপনি আমাকে যেসমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না।' মহর্ষি উদ্দালকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সেই বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উদ্দালকি এইরূপ বা নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে 'আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' এই কথা বলিতে বলিতেই গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া, 'হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম' বলিয়া দুঃখাবেশপ্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল।

পিতৃশাপমৃত পুত্রের জীবনলাভ—যমপুরীবর্ণন

"নাচিকেত এতাবৎকাল গতাসু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি প্রভাতসময়ে জলসেকভাবে শস্য যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার অবিরল নিপতিত বাষ্পবারিদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বপ্নপগমনান্তর [নিদ্রাভঙ্গে] উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময়ে তিনি দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্যগন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে পুনঃপ্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, 'বৎস! তুমি আপনার কার্য্যপ্রভাবে ত' শুভলোকসমুদয় দর্শন করিয়াছ? তোমার এই দেহ মনুষ্যদেহ নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনর্জ্জীবিত হইলে।

"মহর্ষি উদ্দালকি এই কথা কহিলে, নাচিকেত অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পিতঃ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে সমুপস্থিত হইয়া যমের সহযোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা

নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপবেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন এবং আপনার প্রতি গাঢ়তর ভক্তিনিবন্ধন আমাকে অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন।

'অনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট এবং কৃতান্তের সদস্যগণকর্ত্তৃক সৎকৃত ও পরিবৃত হইয়া মৃদুবাক্যে যমকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত, আমাকে তথায় প্রেরণ করুন।" তখন যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন! আপনার মৃত্যু হয় নাই, আপনার পিতা হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনাকে কহিয়াছিলেন, তোমার অবিলম্বে যমদর্শন হউক। তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এই নিমিত্তই এই স্থানে আপনাকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতি গমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে অতিশয় শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তর অতিথি; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা করুন, আমি অবশ্যই তাহা সফল করিব।"

'কৃতান্ত আমাকে এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি। এ স্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক, যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে পুণ্যোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় প্রদর্শন করুন।"

নাচিকেতের যমপুরীর ঐশ্বর্য্যদর্শন

'আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্বসংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমাকে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জ্জিত লোকসমুদয়ে গমন করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজড়িত সর্ব্বরত্নসংযুক্ত, বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অনেক তলযুক্ত নানাপ্রকার সুবর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ সমুদয় গৃহের মধ্যে কতকগুলি একস্থানেই অবস্থান এবং কতকগুলি কি জল, কি স্থল উভয়ই তুল্যরূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত গৃহে বিবিধ বসন, নানাপ্রকার শয্যা, ভক্ষ্যভোজ্যময় পর্ব্বত ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষসমুদয় রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ সমুদয় দ্রব্য এবং নদী, সভা, বাপী, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, ক্ষীরনদী ও ঘৃতহ্রদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তুসমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়া যমকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "ধর্ম্ম। আমি এক্ষণে যেসমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছি, এই সকল কাহার ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে?"

যমকর্ত্তৃক গোদান পরিপাটীবর্ণন

"যম কহিলেন, 'তপোধন! যাঁহারা দুগ্ধাদি প্রদান করেন, এই দুগ্ধাদির হ্রদ তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা গোদান করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত সেই সমস্ত শোকশূন্য নিত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। হে তপোধন! সামান্যতম গোদান করিলেই যে এই সমস্ত

শুভলোকলাভ হয়, এরূপ নহে। গোদানের বিশেষ বিধি আছে। পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানবিধি সবিশেষ অবগত হইয়া গোদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, যিনি স্বাধ্যায়নিত, তপস্বী ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণই গোদানের বিশিষ্ট পাত্র। যেসমস্ত ধেনু অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করা উচিত। তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদান করিয়া তিন রাত্রি দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে কাংস্যদোহনপাত্রের সহিত সবৎসা অপলায়িনী [অঞ্চল-শান্ত] ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণকে দমিত, ভারবহ, বলবান, সুদীর্ঘকায়, পরের অনিসাধনে পরাঙ্মুখ বৃষ দান করিলে ধেনুদানের তুল্য ফললাভ হয়। গোসমূহ কোন অপকার করিলে যাঁহারা তদ্বিষয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করেন, যাঁহারা উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সতত সত্ন থাকেন এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ, বৃত্তিহীন, বৃদ্ধ ও রোগী, তাঁহাদিগকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুকার্য্যসাধন এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কল্যাণার্থ ও শুভ সম্পাদনের নিমিত্ত গোদান করা উচিত। দুগ্ধবতী, ধনক্রীত [টাকা দিয়া কেনা], বিদ্যালব্ধ, মেধাদি প্রাণীর বিনিময়ে ক্রীত, পণলব্ধ ও যৌতুকপ্রাপ্ত গোসমুদয়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।”

যমরাজ এইরূপে ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম, “ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য গোদানের অভাবে কি বস্তু দান করিয়া গোদানের ফললাভ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।” তখন যম কহিলেন, ‘ভগবন্! ধেনুর অভাবে ধেনুর প্রতিরূপ দান করিলে গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য গোপ্রদান না করিয়াও গোপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। যিনি ধেনুর অভাবে মৃতধেনু প্রদান করেন, পরলোকে ঐ ঘৃতধেনু সবৎসা ধেনু যেমন দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ দাতার নিমিত্ত অমৃত ক্ষরণ করে। ধৃতের অভাবে যিনি তিলধেনু প্রদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহকালে বিষম, সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং পরকালে ক্ষীরনদী উপভোগ করিতে থাকেন। তিলের অভাবে যিনি জলধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে অভীষ্টফলপ্রসবিনী সুশীতল স্রোতস্বতী উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।”

‘হে পিতঃ। ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইরূপে পবিত্রলোক প্রদর্শন করাতে আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। আমি যমরাজের অনুগ্রহে ধেনুদানরূপ মহাযজ্ঞের ফল অবগত হইয়াছি, অতঃপর ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উহার ফল ভোগ করিব। আপনি আমাকে শাপপ্রদান করাতে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আপনি অভিসম্পাত না করিলে আমি কখনই যমকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না। এক্ষণে আমি স্বচক্ষে দানফল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, অতঃপর অসন্দিগ্ধরূপে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব।

‘ধর্ম্মরাজ প্রফুল্লমনে আমাকে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিয়াছেন, মনুষ্যের সতত অভীষ্ট বস্তু দান, বিশেষতঃ গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দানধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র। আপনি ইহাতে কদাচ অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। গোদানের ফললাভে কিছুমাত্র সংশয়াপন্ন না

হইয়া প্রতিনিয়ত সৎপাত্রে গোদান করিতে যত্নবান হউন। দানধর্ম্মনিরত, প্রশান্তস্বভাব মহাত্মারা পূর্ব্বে ফললাভবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দিহান না হইয়া সাধ্যানুসারে গোদান করিয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা, শ্রদ্ধাশীল মনুষ্যেরা মৎসরশূন্য হইয়া যথাকালে শক্তি-অনুসারে গোদানপূর্ব্বক এই সমস্ত লোক লাভ করিয়া সুরলোকে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাত্রকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া গোষ্ঠাষ্টমীতে ন্যায়োপার্জ্জিত গোধন প্রদান করিবে। গোদান করিয়া দশ দিবস দুগ্ধ ও গোমূত্র পান এবং গোময় ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বৃষপ্রদান করিলে দেবব্রতের ফললাভ, দুইটি গোদান করিলে বেদলাভ [বেদজ্ঞানলাভ], গোযুক্ত শকটাদি দান করিলে তীর্থফলপ্রাপ্তি ও কপিলা প্রদান করিলে সমুদয় পাপনাশ হয়।

'দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পানীয় আর কিছুই নাই, এই কারণে দুগ্ধবতী গাভীদান সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোসমুদয় দুগ্ধদান করিয়া লোকলকে প্রতিপালন এবং জীবলোকের অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গোসমূহের এই সমস্ত গুণ সবিশেষ অবগত হইয়া উহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন না করে, সেই পাপাত্মাকে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে সহস্র, শত, দশ বা পাঁচ গোদান করিবার কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র ধেনুদান করিলেও সেই দাতাকে ধেনু পরলোকে পুণ্যতীর্থ নদীর ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ধেনু লোকপুষ্টি ও লোকসংরক্ষণনিবন্ধন সূর্য্যকিরণের অনুরূপ হইয়াছে; আর সূর্য্যকিরণের নাম গো এবং ধেনুর নামও গো। বিশেষতঃ গোদাতার বংশ সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় বিস্তীর্ণ ও অবিনশ্বর হইয়া থাকে; অতএব গোদাতা সূর্য্যের সহিত উপমিত হইতে পারেন। গোদান করিবার সময় শিষ্য গুরুকে বরণ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। গুরুবরণ একটি প্রধান কর্ম্ম। ইহাই আদি বিধি, অন্যান্য বিধিসমুদয় ইহার অন্তর্গত। হে নাচিকেত! দেবতা ও মনুষ্যগণ সকলেই আপনার দানফললাভ হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন।" হে তাত! ধর্ম্মরাজ আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।"

৭২তম অধ্যায়
গোলোকমাহাত্ম্যবিষয়ক প্রশ্ন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি নাচিকেতঋষির উপাখ্যান কীর্ত্তনচ্ছলে গোমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। আর মহাত্মা নৃগ যে অজ্ঞানকৃত একমাত্র অপরাধনিবন্ধন ঘোরতর দুঃখানুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি কৃকলাসরূপী হইয়া দ্বারকানগরে কূপে নিপতিত হইলে ভগবান কৃষ্ণ যে তাঁহার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিলেন তাহাও শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে গোদাতা যে গোলোকসমুদয়ে গমন করেন, সেই সকল লোক কি প্রকার, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; অতএব আপনি যথার্থরূপে ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষ্যে ব্রহ্মবাসব সংবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র কমলযোনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! গোলোকনিবাসিগণ যে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে স্বর্গবাসীদিগের ঐশ্বর্য্যে

অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? গোদাতারা যেসকল লোকে অবস্থান করেন, তৎসমুদয় কি প্রকার? ঐ সকল স্থানে কিরূপ ফললাভ হয়, ঐ সমুদয় স্থানের উৎকৃষ্ট গুণ কি, গোদাতারা কিরূপে ঐ সকল লোকে গমন ও কত দিন বা সেই গোদানের ফল ভোগ করে, বহু গোদানের ফল কিরূপ এবং অল্প গোদানের ফলই বা কি প্রকার, গোদান না করিয়াও কিরূপে গোদানের তুল্য ফললাভ হয়, বহু গোদাতা কি প্রকারে অন্নদাতার সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ও অল্প-গোদাতা কিরূপে বহু-গোদাতার তুল্য ফললাভ করে এবং গোদান করিয়া কোন্ প্রকার দক্ষিণা দান করা প্রশস্ত, আপনি এই সমুদয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।' ”

৭৩তম অধ্যায়
ইন্দ্রের গোলকপ্রশ্নে ব্রহ্মার উত্তর

ভীষ্ম কহিলেন, “সুররাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘দেবরাজ! তুমি গোদানাদি বিষয়ে যে যে প্রশ্ন করিলে, কেহই ঐ সমুদয় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সমুদয়ের উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

‘গোলোক নানাপ্রকার; ঐ লোসমুদয় আমার ও পতিব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি কদাপি ঐ সমুদয় লোক অবলোকন করিতে সমর্থ হও না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ও বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুণ্যবলে সশরীরে ঐ সমুদয় লোকে গমন করিয়া থাকেন। যেসমুদয় ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া সমাধিদ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই স্বপ্নের ন্যায় ঐ সমুদয় লোক দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। কাল, জরা, পাপ, ব্যাধি ও ক্লম কদাপি ঐ সমুদয় লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ সমুদয় লোকে যে সমস্ত কামচারিণী ধেনু আছে, তাহারা স্ব স্ব অভিযানুসারে বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ লোকসমুদয়ে বিবিধ মনোহর বাপী, সরোবর, নদী, বন, পর্ব্বত ও গৃহসকল বিদ্যমান আছে। ফলতঃ সুবিস্তীর্ণ গোলোসমুদয় অপেক্ষা আর কোন লোকই উৎকৃষ্ট নহে। সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, স্নেহবান্, গুরুভক্ত, অহঙ্কারবিরহিত, মাংসভক্ষণপরাঙ্মুখ, যোগযুক্ত, ধার্ম্মিক, জনকজননীর শুশ্রূষানিরত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণসেবাতৎপর, অনিন্দনীয়, ক্রোধবিহীন, গোব্রাহ্মণে ভক্তিমান, গুরু পরায়ণ, যাবজ্জীবন সত্যনিষ্ঠ, বদান্য, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবান, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় ও দয়াবান মহাত্মারাই ঐ সমুদয় সনাতনলোক লাভ করিয়া থাকেন। পরদারনিরত, গুরু, শঠ, ক্রূর, ধর্ম্মদ্বেষ্টা ও ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাত্মারা মনে মনেও সেই পবিত্রজনসেবিত লোকসমুদয় দর্শন করিতে পারে না।

‘এই আমি তোমার নিকট গোলোকসমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোদাননিরত মহাত্মাদিগের ফললাভের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ধর্মোপার্জ্জিত বা পৈতৃক ধনদ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি দতলব্ধ ধনদ্বারা গোধন জয় করিয়া ব্রাহ্মণকে

প্রদান করেন, তিনি দেবমানের অযুত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে পৈতৃক গোধন অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার সনাতন অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি গোদান গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ মনে সেই ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহারও অক্ষয়লোক লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি জিতেন্দ্রিয় ও ক্ষমাশীল হইয়া সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি পবিত্র গোলক লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

'ব্রাহ্মণের প্রতি কটুবাক্যপ্রয়োগ ও গোধনের হিংসা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সতত গোসেবানিরত হইয়া যত্নপূর্ব্বক গোধন রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণ সত্যধর্ম্মনিরত হইয়া একটিমাত্র গোদান করিলে সহস্র গোদানের ফল, ক্ষত্রিয় ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া একটি গোদান করিলে পূর্ব্বোক্ত গোপ্রদাতা ব্রাহ্মণের তুল্যফল, বৈশ্য ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া একটি গোদান করিলে পঞ্চশত গোদানের ফল এবং শূদ্র বিনীত হইয়া একটি গোদান করিলে একশত পঞ্চবিংশতি গোদানের ফললাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ, গুরুশুশ্রূষানিরত, দক্ষ, ক্ষমাশীল, দেবারাধনতৎপর, শান্তস্বভাব, অহঙ্কারবিহীন ও ধর্ম্মশীল হইয়া বিবিধপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মহাফললাভ হয়। অতএব গোদান করা গুরুশুশ্রূষানিরত, সত্যধর্ম্মাবলম্বী, পরমভক্ত মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ননিরত ও গোভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত গোদর্শনে, প্রীতি প্রকাশ এবং যাবজ্জীবন গোসমুদয়কে নমস্কার করেন, তাঁহারা রাজসূয়যজ্ঞ ও বিবিধ সুবর্ণদানের তুল্য ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

'পুণ্যশীল মহাত্মারা গোব্রতপরায়ণ, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব ও অলুব্ধ হইয়া সংবৎসর আহারের পূর্ব্বে গোদিগকে ভোজ্যবস্তু প্রদান করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি গোব্রতশীল ও গোসমূহের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইতে দশ বৎসর প্রতিদিন একবারমাত্র ভোজন করিয়া একবারের আহারীয় দ্রব্য গোসমুদয়কে প্রদান করেন, তাঁহার অনন্ত স্বর্গসুখলাভ হয়। ব্রাহ্মণগণ দিবসের মধ্যে একবারমাত্র আহার করিয়া একবারের ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহপুরঃসর তদ্দ্বারা গোধনক্রয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই ধেনুর রোমপরিমিত বৎসর, ক্ষত্রিয়গণ ঐরূপ সঞ্চিত অর্থদ্বারা ধেনু ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাঁচ বৎসর, বৈশ্য ঐরূপে গোদান করিলে দুই বৎসর ছয় মাস এবং শূদ্র ঐরূপ নিয়মে গোদান করিলে এক বৎসর তিন মাস স্বর্গসুখ অনুভব করে। যে ব্যক্তি আত্মবিক্রয়দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি যত কাল গোজাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, তত কাল স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আত্মবিক্রয়দ্বারা ক্রীত গোধনের প্রতিলোমে অক্ষয় স্বর্গ সন্নিবিষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভপূর্ব্বক ধেনুসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহার আত্মবিক্রয়ী গোদাতার তুল্য ফললাভ হয় এবং যে ব্যক্তি ধেনুর অভাবে যতব্রত হইয়া ব্রাহ্মণকে তিলনির্ম্মিত ধেনু প্রদান করেন, তিনি সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরলোকে পরমসুখে ক্ষীরসমুদ্র উপভোগ করিতে পারেন।

মনুষ্য সামান্যতঃ গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানের বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া গোদানশীল মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়নিরত, বিশুদ্ধকুলসম্ভূত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, শরণাগতপ্রতিপালক ও বৃত্তিহীন, তিনিই গোদানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম, গুরুসেবা ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুগ্ধবতী, বিদ্যালব্ধ বা যুদ্ধলব্ধ, মেষাদি প্রাণীর বিনিময়ে ক্রীত, যৌতুকপ্রাপ্ত, অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট গোসমুদয়ই দান বিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বলান্বিত [বলবান], শীলসম্পন্ন [শান্ত-ঠাণ্ডা] ও সুগন্ধবতী ধেনুসমুদয় প্রশংসনীয়। ভাগীরথী যেমন সমুদয় নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ কপিলা গোসমুদয়ের মধ্যে প্রধান। ত্রিরাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের। তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সবৎসা ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বলবান, বিনীত, লাঙ্গলবহনে নিপুণ বৃষ দান করেন, তিনি দশ ধেনুপ্রদাতার তুল্য লোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথে ব্রাহ্মণ ও গোসমুদয়কে রক্ষা করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিয়া মৃত্যুকালে যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও যেরূপ লোকলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি নিস্পৃহ, সংযত, শুচি ও কামনাবিহীন হইয়া তৃণ; গোময় ও পত্র ভোজন করিয়া পরমানন্দে বনে বনে গোসমূহের অনুগমন করেন, তিনি দেবগণের সহিত অমরলোক অথবা স্বীয় অভিলষিত অন্য কোন উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।”

৭৪তম অধ্যায়

গোহরণ ও গোবিক্রয়ের পাপ

"ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্! যে ব্যক্তি সম্যক অবগত হইয়াও অর্থলোভে গোহরণ বা গোবিক্রয় করে, তাহার কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

"ব্রহ্মা কহিলেন, 'দেবরাজ! ভোজন, বিক্রয় বা ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত ধেনু অপহরণ করিলে যে ফল হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোমপরিমিত বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞবিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গোবিক্রয় ও গোহরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধেনু অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, তাহার সেই দাননিবন্ধন যত কাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণনিবন্ধনত তত কাল পর্য্যন্ত নরকভোগ হইয়া থাকে।

'শাস্ত্রকারেরা গোদানবিষয়ে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ দক্ষিণাবিষয়ে সুবর্ণই প্রশস্ত। দান ও দক্ষিণাপ্রদানবিষয়ে সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরমপবিত্র দ্রব্য। গোদান করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়; আর গোদান করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টাবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়। হে দেবরাজ! এই আমি তোমার নিকটে দক্ষিণা দানের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত কহিলে ইন্দ্র দশরথকে, দশরথ স্বীয় পুত্র রামের নিকট, রাম প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধার্ম্মিক নরপতিগণ ঋষিদিগের নিকট ইহা শ্রবণ করেন। আমি উপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞ বা গোদানসময়ে অথবা কাহারও সহিত কথোপকথনকালে এই গোদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, তিনি দেবতাদিগের সহিত অক্ষয়লোকলাভে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।"

৭৫তম অধ্যায়

ব্রতনিয়মাদির পালনফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ ! আপনার ধর্ম্মসংকীর্ত্তনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, এক্ষণে আমার আরও কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন। ব্রত, নিয়ম, জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, প্রতিগ্রহে অস্বীকার, স্বকর্ম্মানুষ্ঠান, শৌর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া এবং পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরুজনের শুশ্রূষা এই সমুদয়ের ফল কি, আপনি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে ব্রত আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে তাহা সমাপন করেন, তাঁহার অক্ষয় লোকলাভ হইয়া থাকে। নিয়ম প্রতিপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তুমি স্বয়ং সম্ভোগ করিতেছ; সুতরাং উহার ফল প্রত্যক্ষই হইতেছে। উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিল ইহলোকে, পরলোকে ও ব্রহ্মলোকে পরম আনন্দ অনুভব করা যায়। অতঃপর জিতেন্দ্রিয়তার ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বত্র পরমসুখে কালযাপন করেন। তাঁহাদিগের ক্লেশের লেশমাত্রও থাকে না, তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। কেহই তাঁহাদিগের শক্রুতা করে না। তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাঁহাই প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের কোন কামনাই অসিদ্ধ হয় না। তপস্যা, পরাক্রমপ্রকাশ, দান ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের যেরূপ স্বর্গসুখসম্ভোগ হয় একমাত্র জিতেন্দ্রিয়প্রভাবে সেইরূপই সুখলাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা সমধিক প্রশংসনীয়। সময়ে সময়ে দাতা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না। যে দাতা ক্রোধ-প্রকাশ না করিয়া দান করেন, তাঁহারই শাশ্বত লোকলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু যিনি ক্রোধ করিয়া দান করেন, তাঁহার সেই দান বিফল হয়; অতএব দান অপেক্ষা যে জিতেন্দ্রিয়তা শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে যেসকল অদৃশ্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন, জিতেন্দ্রিয়তাই তাঁহাদের তৎসমুদয় লাভের মূল কারণ।

"যে ব্যক্তি যথানিয়মে হোমাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় সুখভোগ করিতে পারেন। যিনি উপাধ্যায়ের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান এবং গুরুর কার্য্যের প্রশংসা করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে সমাদৃত হয়েন। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়নকার্য্যে নিরত হয়েন এবং সমরাঙ্গনে অন্যের পরিত্রাণ করেন, তাঁহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বৈশ্য স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠান-তৎপর হইয়া দান এবং শূদ্র স্বকর্ম্মনিরত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গলাভের অধিকারী হয়।

'শূর [শূর শব্দ শ্রেষ্ঠার্থবাচক] বিবিধ প্রকার। যিনি যে বিষয়ে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হয়েন না, তিনি সেই বিষয়ে শূর বলিয়া অভিহিত হয়েন। যিনি কদাচই যজ্ঞানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়েন না, তিনি যজ্ঞশূর, যিনি কিছুতেই সত্য হইতে বিচলিত না হয়েন, তিনি সত্যশূর এবং যিনি প্রাণান্তেও যুদ্ধ পরিত্যাগ না করেন, তিনি যুদ্ধশূর নামে বিখ্যাত হয়েন। এইরূপ দানশূর, সাঙ্খ্যশূর, যোগশূর, অরণ্যবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আত্মোন্নতিবিধানশূর, ক্ষমাশূর, আর্জ্জবসূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃশুশ্রূষাশূর, মাতৃশুশ্রূষাশূর, ভৈক্ষ্যশূর ও অতিথিসৎকারশূর প্রভৃতি বিবিধ সকার্য্যশূর ইহলোকে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলনিবন্ধন উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন।

সত্যনিষ্ঠাদির প্রশংসা

"সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফললাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপর দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষা সত্য গুরুতর হইয়া উঠে। একমাত্র সত্যপ্রভাবেই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান

করিতেছেন এবং সত্যপ্রভাবেই অগ্নি প্রজ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন। ফলতঃ সমুদয় জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যপ্রভাবেই প্রীত হইয়া থাকেন। সত্য পরমধর্ম্ম, সত্যবাদী ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বর্গসুখ লাভ করেন; অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা কদাপি বিধেয় নহে। মহাত্মা মুনিগণ সকলেই সত্যনিরত, সত্যপরাক্রম ও সত্যশপথ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সত্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দমগুণ ও সত্যের ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্ল্লভ হয় না। সত্যনিরত দমগুণসম্পন্ন কোটি কোটি উৰ্দ্ধরেতা মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নিস্বরূপ তপানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণে অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও যে ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহর্ষিদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এক্ষণে পিতা, মাতা ও গুরুজনের শুশ্রূষার ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদিগের দ্বেষ না করে, তাহারা স্বর্গলোকলাভ হয়, গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন তাহাকে কদাপি নরক দর্শন করিতে হয় না।”

৭৬তম অধ্যায়
গোদানবিধি—মান্ধাতা ও বৃহস্পতিসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! মনুষ্য যারা নিত্যলোকসমুদয় লাভ করে, সেই গোদানবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ন্যায়ানুসারে অধিকৃত ধেনুদান করিবামাত্র কুল উদ্ধার হয়। পূর্ব্বকালে সাধুলোকের নিমিত্ত যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব সেই আদিকালপ্রবৃত্ত গোদানবিধি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা দাতব্য গোসমুদয় সমানীত। হইলে গোদানবিধিবিষয়ে সন্দিহান হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করাতে সুরগুরু তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘মহারাজ! গোদানের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণকে সৎকারপূর্ব্বক রক্তবর্ণ ধেনুসমুদয় আহরণ করিয়া রাখিবে এবং ঐ ধেনুসকলকে “সমঙ্গে! মঙ্গলে!” বলিয়া সম্বোধন করিবে। পরে রজনীযোগে সেই সমস্ত ধেনুর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক “বৃষ আমার পিতা এবং ধেনু আমার মাতা, স্বর্গ, সুখ ও আশ্রয়স্থান” এই শ্রুতি উচ্চারণপুরঃসর উহাদিগের মধ্যে ঐ রাত্রি বাস করিয়া মন্ত্রপাঠসহকারে গোপ্রদানবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইবে। ধেনুসমুদয়ের সহিত রজনীযাপন করিবার সময় উহারা শয়ন করিলে শয়ন ও উপবেশন করিলে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে ছায়ার ন্যায় ধেনুদিগের সহচারী হইলে অনতিবিলম্বে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তৎপরে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত ও দিবাকর সমুদিত হইলে

বৎসের সহিত ধেনুসমুদয় দান করিবে। এইরূপ নিয়মে সবৎসা ধেনুদান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়।

'গোপ্রদান করিয়া প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে, উৎসাহব্রতী, প্রজ্ঞাশালিনী, যজ্ঞীয় হবির ক্ষেত্রস্বরূপা, জগতের আশ্রয়ভূতা, ঐশ্বর্য্যপ্রদায়িনী, বংশবিস্তারকারিণী, প্রজাপতি, সূর্য্য চন্দ্রের অংশসম্ভূতা ধেনুসমুদয় আমার পাপ ধ্বংস, আমাকে স্বর্গ প্রদান এবং রজনীর ন্যায় আমার শরীর রক্ষা করুন, আর আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলাম না, ইহার প্রসাদে সেই সেই অভিলষিত দ্রব্য সফল হউক। হে ধেনুগণ! ক্ষয়রোগাদি নিবৃত্তি ও দেহমুক্তিজনক কার্য্যে তোমরা সেবিত হইয়া পবিত্র নদীর ন্যায় শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাক এবং তোমরা নিরন্তর পুণ্যসমুদয় বহন করিতেছ; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত গতি প্রদান কর।

"প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় কহিবেন, 'হে ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের সারূপ্য লাভ করিয়াছি, অতএব অদ্য তোমাদিগকে প্রদান করাতে আমার আত্মপ্রদান করা হইয়াছে।' দাতা এই কথা কহিলে পর গ্রহীতা কহিবেন, 'হে ধেনুগণ! তোমাদিগের প্রতি দাতার মমত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা আমারই অধিকৃত হইলে, অতএব আমাদিগের উভয়কেই অভীষ্ট ভোগ প্রদান কর।' যিনি গোপ্রতিরূপ মূল্য, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি প্রদান করেন, তিনিও গোদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। সেই প্রতিরূপ গোদানকালে দাতা গ্রহীতাকে "এই উর্দ্ধাস্যা, ভাগ্যবতী ও বৈষ্ণবী ধেনু গ্রহণ কর" এই বলিয়া প্রদান করিবেন। প্রতিরূপগোদানে বিংশতি সহ চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসরব্যাপী স্বর্গলাভ হয়। গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে আট পদ গমন করিলেই প্রতিরূপগোদাতা সমগ্র দানফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি গোদান করেন, তিনি ইহলোকে সচ্চরিত্র, যিনি গোমূল্য প্রদান করেন, তিনি নির্ভয়, যিনি গোপ্রতিরূপ বস্ত্র ও সুবর্ণ দান করেন, তিনি সুখী হয়েন। আর পরলোকে ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিষ্ণুলোক, চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন।

'গোদান করিয়া তিনরাত্রি গোব্রতপরায়ণ হইবে, গোসমূহের সহিত একরাত্রি বাস করিবে এবং গোষ্ঠাষ্টমী হইতে তিনরাত্রি গোময়, গোমূত্র ও দুগ্ধদ্বারা জীবনধারণ করিবে। বৃষ দান করিলে ব্রহ্মচর্য্য ও দুইটি গোদান করিলে বেদলাভ হয় এবং যে যাজ্ঞিক গোবিধি অবলম্বনপূর্ব্বক গোদান করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে। যিনি গোবিধি অবগত নহেন, তাঁহার কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি একটিমাত্র কামদুঘা ধেনু দান করেন, তাঁহার পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ এককালে দান করিবার ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি শিষ্য নহে, যে ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধান্বিত এবং যাহার বুদ্ধি অতিশয় বক্র, তাহাদিগকে এই ধর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিবে না। এই ধর্ম্ম সকলেরই গোপনীয়; অতএব ইহা সকল স্থানে প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই জীবলোকে অশ্রদ্ধান্বিত, ক্ষুদ্রাশয়, রাক্ষসস্বরূপ অনেক মনুষ্য আছে এবং ইহাতে অল্পপুণ্য নাস্তিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; যদি তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে।

“হে ধর্ম্মরাজ! যেসমস্ত মহীপাল এই বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গোদানপূর্ব্বক শুভলোকসমুদয় লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ, যৌবনাশ্ব, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, নৈষধ, সোমক, পুরূরবা, ভরত, দাশরথি রাম, দিলীপ ও অন্যান্য রাজারা বিধি অনুসারে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও গোদানে সততই নিযুক্ত ছিলেন; অতএব তুমিও কৌরব রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে প্রীতমনে ব্রাহ্মণগণকে গোদান কর।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ গোপ্রদানবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মান্ধাতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক গোময়ের সহিত যবের কণা ভক্ষণ ও বৃষের ন্যায় ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ দিন অবধি তিনি আর কখন গোসমুদয়দ্বারা যানাদি বহন করান নাই; অশ্বে বা অশ্বযোজিত যানে আরোহণ করিয়াই গমনাগমন করিতেন।

৭৭তম অধ্যায়
গোদানফল বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “পিতামহ! আপনার অমৃততুল্য বাক্যশ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি পুনরায় আমার নিকট গোদানের ফল বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় গোদানের ফল জিজ্ঞাসা করিলে কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘বৎস! ব্রাহ্মণকে গুণসম্পন্ন বস্ত্রাবৃত তরুণী গাভী প্রদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। গোদাতাকে কখনই অন্ধকারময় নরকে নিপতিত হইতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি জলশুন্য তড়াগের ন্যায় দুগ্ধবিহীন বিকলেন্দ্রিয় জরারোগসম্পন্ন [বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত।] গাভী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিরর্থক তাহার লালনপালনে ক্লেশভোগ করায়, তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। যে গাভী নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, পীড়িত বা দুর্ব্বল, অথবা যে গাভী ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদান করা হয় নাই, তাদৃশ গাভী দান করিলে দাতার অন্যান্য সৎকর্ম্মসমুপার্জ্জিত স্বর্গাদি লোকসমুদয় নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব বলসম্পন্ন, তরুণবয়স্ক, নিরীহ, সুগন্ধসম্পন্ন গাভীসমুদয় দান করাই প্রশংসনীয়। যেমন সমুদয় নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদয় গাভী হইতে কপিলাই শ্রেষ্ঠ।”

কপিলাদানমাহাত্ম্য—কপিলালক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! সাধু ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত কপিলাদানের সমধিক প্রশংসা করেন, আপনি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমি বৃদ্ধদিগের নিকট কপিলার উৎপত্তিবিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, দক্ষ প্রজাপতি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। দেবগণ যেমন অমৃত অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তদ্রূপ প্রজাগণ দক্ষনির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গমপদার্থমধ্যে জঙ্গম এবং জঙ্গমের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদ্বারাই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়। যজ্ঞদ্বারা অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ অমৃত গাভীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ উহা পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হয়েন। প্রজাগণ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত বালক যেমন পিতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ জীবলাভের নিমিত্ত জীবিকাদাতা দক্ষের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন প্রজাপতি দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার নিমিত্ত শরণাপন্ন দেখিয়া স্বয়ং অমৃতপান করিলেন। ঐ অমৃতপাননিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিতৃপ্তি হওয়াতে তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদ্‌গার উদ্‌গীর্ণ এবং সেই উদ্‌গরপ্রভাবে সুরভি সমুৎপন্ন হইল।

“অনন্তর সেই সুরভি প্রজাদিগের মাতৃতুল্য কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, উহারা প্রজাদিগের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। যেমন স্রোতস্বতীর তরঙ্গ বেগপ্রভাবে ফেন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অমৃতবর্ণ কপিলাগণের অনবরত ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে ফেন উত্থিত হইতে লাগিল। একদা সুরভিদিগের দুগ্ধফেন তাহাদের মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটনেত্রদ্বারা কপিলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে বোধ হইল যেন কপিলাগণ দগ্ধ হইতেছে। পরিশেষে সূর্য্যকিরণে মেঘমণ্ডলে যেমন বিবিধবর্ণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহাদেবের সেই ক্রোধদৃষ্টিপ্রভাবে কপিলাগণের বর্ণ নানাপ্রকার হইল। তন্মধ্যে যাহারা তাহার ক্রোধদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভগবান্ চন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আকারসম্পন্ন রহিল।

“অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভূতনাথকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘দেবদেব! তোমার মস্তকে বৎসদিগের মুখপরিভ্রষ্ট দুগ্ধ নিপতিত হওয়াতে তুমি অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়াছ। গোসমুদয়ের মুখপরিভ্রষ্ট দ্রব্য কখনই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। শশধর যেমন অমৃত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ক্ষরণ করেন, তদ্রূপ কপিলাগণ অমৃতসম্ভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, সুবর্ণ ও সমুদ্র যেমন কখনও দূষিত হইবার নহে, তদ্রূপ অমৃত দেবগণকর্ত্তৃক পীত হইলেও এবং গাভীর বৎসকর্ত্তৃক দুগ্ধ পীত হইলেও কদাপি দূষিত বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধদ্বারা এই বিশ্বসংসারের পুষ্টিসাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃতময় ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে।’

“প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ ভূতনাথ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্তই মহাদেবের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ সময় দেবগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতিরূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি গোসমুদয়ের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই নিমিত্তই সমুদয় গোদান অপেক্ষা কপিলাদানই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গাভীসমুদয় জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও জীবনস্বরূপ। উহারা অমৃতময়, অমৃতসম্ভূত, পরমপবিত্র, কামপ্রদ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত। অতএব গাভীদান করিলে সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য দান করা হয়। মানবগণ মঙ্গলকামনা করিয়া শুদ্ধাচারে এই গোসম্ভববৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহাদের সমুদয় পাপ বিনাশ এবং অনায়াসে পশু, পুত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। শান্তিকর্ম্ম, তর্পণ, বৃদ্ধ ও বালকের তুষ্টিসাধন এবং হব্য, কব্য, বিবিধ যান ও বস্ত্র দান করিলে যে ফললাভ হয়, গেদাতা একমাত্র গোদান করিয়া সেই ফললাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।"

৭৮তম অধ্যায়
কপিলাদানমাহাত্ম্য--বশিষ্ঠ-সৌদাসসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশে সৌদাসনামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সর্ব্বলোকচর স্বীয় কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! ত্রিলোকমধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্যলাভ করিতে পারে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

"তখন গোমন্ত্রবিশারদ পরমপবিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ গোসমুদয়কে নমস্কার করিয়া সৌদাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গোসমুদয়ের গাত্র হইতে গুগ্‌গুল গন্ধ ও অন্যান্য প্রকার সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। উহারা প্রাণীগণের স্থিতি, ভূত, ভবিষ্যৎ, সনাতন পুষ্টি ও লক্ষ্মীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উহাদিগকে যাহা প্রদান করা যায়, তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। পণ্ডিতেরা গোসমুদয়কে লোকের অন্ন, দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্‌কার যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গোসমুদয় প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোমসময়ে মহর্ষিগণকে হবিঃ প্রদান করে। অতএব যাঁহারা ধেনু দান করেন, তাতাঁরা অনায়াসে সমুদয় দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হয়েন। সহস্র ধেনুর অধীশ্বর শত ধেনু দান করিলে তাহার যে ফললাভ হয়, শত ধেনুর অধিপতি দশ ধেনু এবং দশ ধেনুর অধিপতি একমাত্র ধেনু প্রদান করিয়া সেই ফললাভ করিতে পারেন। যাহারা শত ধেনুর অধিপতি হইয়াও অগ্ন্যাধ্যানে পরাঙ্মুখ, যাহারা সহস্র ধেনুর অধিপতি হইয়াও অযাজ্ঞিক এবং যাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও কৃপণ হয়, তাহাদিগের সৎকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

'কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত বস্ত্রসংবীত [বস্ত্রাচ্ছাদিত] সবৎসা কপিলাধেনু প্রদান করিলে অনায়াসে উভয়লোক জয় করা যায়। যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে শত যূথপতি দীর্ঘশৃঙ্গ বলবান্ অলঙ্কৃত বৃষ দান করেন, তাঁহারা প্রতিজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারেন। গোনাম কীর্ত্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোসমুদয়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার এবং গোমাংসভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হয়েন। গোসমুদয়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য সর্ব্বসময়ে, বিশেষতঃ দুঃস্বপ্নদর্শনের পর গোনাম কীর্ত্তন করিবে। গোময়মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে [গোবরের খুঁটিয়ায়] উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোকরীযে শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা আর্দ্র গোচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া ধৃতভোজনপূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ অবলোকন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান, ঘৃতদ্বারা স্বস্তিবাচন, ঘৃতদান ও ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহাদের গোসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গোমতীবিদ্যাদ্বারা সর্ব্বরত্নযুক্ত তিলধেনু মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহাকে কখনই শোকতাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কি দিবা, কি রজনী, কি নিঃশঙ্ক [নির্ভয়] প্রদেশ, কি ভয়ানক স্থান, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা আবশ্যক যে, "নদীসমুদয়

যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্না দুগ্ধবতী সুরভী ও সৌরভেয়ী ধেনুসমুদয় আমাকে প্রাপ্ত হউন, আমি সর্ব্বদা গোসমুদয়কে দর্শন করি এবং গোসমুদয় আমাকে সতত দর্শন করুন; আমি গোসমুদয়ের আশ্রিত ও গোসমুদয়ও আমার আশ্রিত এবং গোসমূহ যে স্থানে অবস্থান করিবেন, আমাকেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে।" হে মহারাজ! লোকে মহাভয়ের সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অনায়াসেই তাহা হইতে বিমুক্ত হয়।"

৭৯তম অধ্যায়
গোজাতির পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত

"মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে মহারাজ! পূর্ব্বে গোজাতি শ্রেষ্ঠত্বলাভের নিমিত্ত লক্ষ বৎসর কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ সময় তাহাদিগের মনে এই বাসনা হইয়াছিল যে, আমরা সমুদয় দক্ষিণার মধ্যে প্রধান হইব, আমাদিগকে কখন কোন দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না, লোকে আমাদের পুরীষমিশ্রিত জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে, দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই পবিত্রতাসম্পাদনার্থ আমাদের পুরীষ ব্যবহার করিবে এবং যাঁহারা আমাদিগকে দান করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদিগের লোক লাভ করিতে পারিবেন।

'গোসমুদয় এইরূপ কামনা করিয়া লক্ষ বৎসর কঠোর তপানুষ্ঠান করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "আমার বরে তোমাদের সমুদয় কামনা সফল হইবে। অতঃপর তোমরা ইহলোকে অবস্থান করিয়া প্রাণীগণের নিস্তার কর।" গোসমূহ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া অবধি লোকসমুদয়কে পবিত্র করিয়া আসিতেছে এবং সকল লোকের আশ্রয়, পরমপবিত্র ও সর্ব্বভূতের শিরোধার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গোসমূহকে নমস্কার করেন, তিনি নিশ্চয়ই পুষ্টিলাভে সমর্থ হয়েন।

'যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও কপিলবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী [দুগ্ধবতী] কপিলাধেনু প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে; যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও লোহিতবর্ণ ধেনু প্রদান করেন, তিনি সূর্য্যলোকে; যিনি বস্ত্র ও বিবিধবর্ণা বৎসের সহিত পয়স্বিনী বিবিধবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে; যিনি বস্ত্র ও শ্বেতবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী শ্বেতবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে; যিনি বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কৃষ্ণধেনু প্রদান করেন, তিনি অগ্নিলোকে এবং যিনি বস্ত্র ও ধূম্রবর্ণা বৎসের সহিত ধূম্রবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি যমলোকে সকলের নিকট সম্মানলাভে অধিকারী হয়েন। যিনি ব্রহ্মলোকে কাংস্যদোহনপাত্র ও বংসের সহিত জলফেনের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বরুণলোকলাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত সবৎসা, বায়ুসমুত্থিত ধূলির ন্যায় ধূসরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজ্য হয়েন। যিনি কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রের সহিত হিরণ্যবর্ণা পিঙ্গলাক্ষী সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার কুবেরলোকলাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত ধূম্রবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকে সম্মানলাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কণ্ঠভূষণ ও অন্যান্য

অলঙ্কারের সহিত সবৎসা স্থূলাঙ্গী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বিশ্বদেবগণের লোক, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও গৌরবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী গৌরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বসুদিগের লোকলাভে অধিকারী হয়েন এবং যিনি কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত শ্বেতকম্বলবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সাধ্যগণের লোকলাভপূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমলঙ্কৃত প্রশস্তপৃষ্ঠ বৃষ দান করেন, তাঁহার মরুদগণের লোক; যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত নীলকলেবর যুবা বৃষ প্রদান করেন, তাঁহার গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরাদিগের লোক এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নভূষিত কণ্ঠাভরণযুক্ত বৃষ দান করেন, তাঁহার প্রজাপতির লোকলাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা গোদানে একান্ত নিরত হয়েন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া জলদজাল [মেঘ] ভেদপূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া বিরাজিত হয়েন। তথায় পৃথুনিতম্বিনী [স্থূলনিতম্বা —স্থূল পাছা], সুচারুবেশা পুরনারীগণ হাবভাবাদিদ্বারা তাহাকে সতত আহ্লাদিত এবং বীণা, বল্লকী [বীণা] ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদদ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে। যে মহাত্মা বিধিপূর্ব্বক ধেনুদান করেন, তিনি সেই প্রদত্ত ধেনুর রোমপরিমিত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অতুল সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।' "

৮০তম অধ্যায়

সৌদাসের প্রতি বশিষ্ঠের গোদান-উপদেশ

'মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে মহারাজ! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে আচমনপূর্ব্বক "ঘৃতক্ষীরপ্রদা ঘৃতোৎপাদিকা ঘৃতনদী ও ঘৃতবের্ত্তস্বরূপা ধেনুসমুদয় নিরন্তর আমার আলয়ে বিরাজিত হউন; ঘৃত আমার হৃদয়ে, নাভিতে, সর্ব্বাঙ্গে ও মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; ধেনুসমুদয় আমার অগ্রে, পশ্চাতে ও চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে; আমি সতত গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি," এই মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুরুষ সন্ধ্যা ও প্রভাতসময়ে আচমনপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার দিব্যসঞ্চিত পাপসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে সুবর্ণময় প্রাসাদসমুদয় সুশোভিত ও সুরনদী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, যথায় অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা নিরন্তর বাস করিতেছে এবং যথায় নবনীতরূপ পঙ্কসঙ্কুল [কর্দ্দমাক্ত], ক্ষীররূপ নীরযুক্ত, দধিরূপ শৈবালজালমণ্ডিত নদীসমুদয় প্রবাহিত হইতেছে, সহস্র গোদাতা দেহান্তে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন।

যিনি বিধানানুসারে লক্ষ গোদান করেন, তিনি পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোকে সমাদৃত হয়েন। তাহার পুণ্যবলে তাঁহার পিতৃকুলের দশ পুরুষও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার কুল পরম পবিত্র হয়। ধেনুপ্রমাণ [গাভীর তুল্য পরিমিত] তিলধেনু প্রদান করিলে যমলোকে কিছুমাত্র যাতনা হয় না। গোসমুদয় পরমপবিত্র, জগতের অবলম্বন, দেবগণের মাতা ও উপমারহিত। উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন [পূজা], যাত্রাকালে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্তকালে সৎপাত্রে প্রদান করিবে। কাংস্যদোহনপাত্র, বসন ও

উত্তরীয়ের সহিত শৃঙ্গসম্পন্না সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য যমসভায় নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়। "সুরূপা, বহুরূপা, মাতৃরূপা ধেনুসমুদয় আমার মঙ্গলবিধান করুন", প্রতিদিন এই বাক্য কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান ও গোদানফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই। গোদান কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য কখন হয় নাই, হইবেও না। ধেনু ত্বক, লোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দুগ্ধ ও মেদদ্বারা যজ্ঞ সাধন করিয়া থাকে, সুতরাং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে? যাহাদ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভূত-ভবিষ্যের প্রসূতি [বিধানকর্ত্রী] ধেনুকে নমস্কার করি।

'মহারাজ! এই আমি গোসমূহের গুণসমুদয়ের কিয়দ্দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান এবং গোসমুদয় অপেক্ষা উস্কৃষ্ট আশ্রয় আর কিছুই নাই।' "

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে মহারাজ সৌদাস গোদান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য, এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্যপ্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ হইয়াছে।"

৮১তম অধ্যায়
গোদানপ্রশংসাপ্রসঙ্গে গোলোপরিচয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই জগতে যাহা অপেক্ষা পবিত্র ও পবিত্রতাসম্পাদক আর কিছুই নাই, আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পরমপাবন [অতি পবিত্র] মহার্দ্ধসাধন [প্রয়োজন সাধন] ধেনুগণ মনুষ্যদিগকে উদ্ধার এবং দুগ্ধদ্বারা তাহাদের পোষণ করিয়া থাকে। এই ত্রিলোকমধ্যে গোসমুদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। গোসমূহ দেবগণের [স্বর্গলোকের] উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ গোদান করিয়া অনায়াসে সুরলোকলাভে সমর্থ হয়েন। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা, যৌবনাশ্ব, নহুষ ও য্যাতি অসংখ্য গোদান করিয়া দেবদুর্ল্লভ দিব্যস্থানসমুদয় অধিকার করিয়াছেন। অতঃপর পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্যাস শুকের নিকট যেরূপ গোমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা করিতেছি, শ্রবণ কর।

"একদা ধীমান শুকদেব কৃতাহ্নিক হইয়া বিশুদ্ধমনে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতঃ! যজ্ঞসমুদয়ের মধ্যে কোনটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পরমস্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়? দেবগণ কোন্ পবিত্র কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গভোগ করিতেছেন? যজ্ঞের প্রধান সাধন কি? কোন্ দ্রব্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? দেবগণের সমাদরণীয় বস্তু কি? পবিত্র পদার্থমধ্যে কোন্ বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্র? আপনি আমার নিকট এই সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।'

"তখন ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! ধেনুর প্রভাবে জীবগণ জীবিত রহিয়াছে। ধেনু মানবগণের উৎকৃষ্ট ব্রতস্বরূপ এবং ধেনুই পরমপবিত্র ও পবিত্রতাসম্পাদক পদার্থ। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে ধেনুগণের শৃঙ্গ না থাকাতে উহারা বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া

শৃঙ্গলাভের নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়াছিল। ভগবান্ কমলযোনি তাহাদিগকে শরণাগত সন্দর্শন করিয়া তাহাদের সকলকেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিলাষ, তাহার তদনুরূপ শৃঙ্গ উদ্গত হইল। হব্যকব্যপ্রদ [দেব ও পিতৃপূজার প্রধান সামগ্রী দুগ্ধ-ঘৃতাদিপ্রদ] পরমপান বিবিধবর্ণ ধেনুসকল এইরূপে ব্রহ্মার বরে শৃঙ্গলাভপূর্ব্বক চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে। গোসমুদয় দিব্যতেজঃস্বরূপ; এই নিমিত্ত গোদান সমুদয় দান অপেক্ষা প্রশস্ত। যেসকল সাধু ব্যক্তি অহঙ্কারপরিশুন্য হইয়া গোদান করেন, তাঁহারাই ইহলোকে কৃতী ও সর্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং পরলোকে পরমলোক গোলোক লাভ করিয়া থাকেন।

'গোলোকের বৃক্ষসমুদয় সতত সুগন্ধ পুষ্প, সুমধুর ফল ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; ভূমিসমুদয় মণিময় ও বালুকাসকল কাঞ্চনময়। ঐ স্থানের জলাশয়সমুদয় বালার্কসদৃশ মণিখণ্ড ও রক্তোৎপলবনে সুশোভিত, পঙ্কবিরহিত এবং সর্ব্বর্ত্তুসুখপ্রদ [সকল ঋতুতে সুখপ্রদ]; সরোবরসকল মণিময় পত্র ও সুবর্ণসদৃশ কেশরসমন্বিত নীলপদ্ম ও অন্যান্য পদ্মে পরিপূর্ণ; নদীসমুদয়ের তীরভূমি নির্ম্মল মুক্তা, মহাপ্রভাযুক্ত মণি, সুবর্ণবিকশিত করবীরবৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ এবং নানা রত্নময় ও সুবর্ণময় বিবিধ পাদপে সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণগিরিসকল, মণিরত্নখচিত অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নতশৃঙ্গে সুশোভিত। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরা শোকসন্তাপবিহীন হইয়া অপ্সরাগণের সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরমসুখে অহঃরহঃ তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

গোসেবামাহাত্ম্য

'গোদাতার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই। ভগবান ভাস্কর, বলবান্ বায়ু ও বরুণদেব যেসমুদয় স্থানে আধিপত্য করেন, গোদাননিরত মহাত্মারা অনায়াসে সেই সমুদয় লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবান্ প্রজাপতি গাভীদিগের যুগন্ধরা, সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা ও মাতা এই কয়েকটি নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রতিনিয়ত সংযত হইয়া এই সমুদয় নাম জপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গোশুশ্রূষা ও গাভীর অনুগমন করে, গাভীগণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দুর্ল্লভ বর প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা কদাপি গোসমুদয়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না, প্রত্যুত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে নমস্কারাদিদ্বারা সতত উহাদের অর্চ্চনা করে, আর যাহারা তিন দিবস উষ্ণ গোমূত্রপান, তিনদিবস উষ্ণ দুগ্ধপান, তিন দিবস উষ্ণ ঘৃতপান, তিন দিবস বায়ুভক্ষণ করিয়া পরিশেষে দেবগণ যে ঘৃতপ্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতেছেন, যাহারা সমুদয় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্রতর, সেই ঘৃত মস্তকে বহন এবং তদ্দ্বারা হোম ও স্বস্তিবাচন করে, তাহাদের নিশ্চয়ই গোসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

'যে ব্যক্তি একমাস প্রতিদিন গোময় হইতে যব [গোভুক্ত—গোময়ের সহিত পতিত যব] আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাবক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়। দেবগণ দৈত্যদিগের প্রভাবে পরাজিত হইয়া এই নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ধেনুগণ পরমপাবন ও পবিত্র পদার্থ। ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিলে অনায়াসে স্বর্গলাভ হয়। পবিত্রজলে আচমন করিয়া ধেনুমধ্যে

অবস্থানপূর্ব্বক গোমতীমন্ত্র জপ করিলে পরমপবিত্র ও পাপপরিশূন্য হয়। অগ্নি, ধেনু ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিষ্যগণকে গোমতীবিদ্যা অধ্যাপন করা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনরাত্রি উপবাসপূর্ব্বক গোমতীমন্ত্র জপ করিয়া পুত্রকামনা করিলে পুত্রলাভ, অর্থকামনা করিলে অর্থলাভ এবং পতিকামনা করিলে পতিলাভ হয়। ফলতঃ এই মন্ত্র প্রভাবে মানবদিগের সমুদয় কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। গোসমুদয়ের সেবা করিলে উহারা সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই অভিলষিত বর প্রদান করে। গাভীগণ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বকামপ্রদ; উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।'

"হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তেজস্বী শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে প্রতিনিয়ত গোপূজা করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও যত্নসহকারে নিত্য গোসমুদয়ের পূজা কর।"

৮২তম অধ্যায়
গোময়মাহাত্ম্য—গোলক্ষ্মীসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপে গেময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল, তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষ্যে গোলক্ষ্মী সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গোসমুদয় তাহার অলৌকিক রূপসন্দর্শনে বিস্মিত। হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'দেবি! তুমি কে, কোথা হইতে এ স্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন্ স্থানেই বা গমন করিবে, আমরা তোমার অসামান্য রূপদর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদিগের নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন কর।'

"তখন লক্ষ্মী কহিলেন, 'হে গোসমুদয়! আমি লোককান্তা [লোকসকলের অধীশ্বরী ও কান্তিবিধায়িনী লক্ষ্মী] শ্রী; দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমাকে আশ্রয় না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন না। আমি যাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই, তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয়লাভপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট আপনার প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি; তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর।'

"ধেনুগণ কহিল, 'দেবি! তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজনভোগ্যা, এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদিগের অভিলাষ নাই। আমরা স্বভাবতঃই রূপসম্পন্ন রহিয়াছি; সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না; অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।'

"ধেনুগণ এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লোকে বহুযত্নেও

আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু তোমরা অনায়াসে অনাদরপূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। এক্ষণে বুঝিলাম, "লোকে আহূত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অবশ্যই পরাজিত হইতে হয়" [এই যে] যে এক লোকপ্রবাদ রহিয়াছে, ইহা কখনই অমূলক নহে। যাহা হউক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়া আমার উপাসনা করেন; অতএব আমাকে গ্রহণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, ত্রিলোকমধ্যে কেহই আমার অবমাননা করে নাই।

"তখন ধেনুগণ কহিলেন, 'দেবি! তোমাকে অবমানিত বা পরাজিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল তোমার চঞ্চলচিত্ততানিবন্ধন তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই; তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। যখন আমাদিগের স্বাভাবিক শরীরসৌষ্ঠব রহিয়াছে, তখন আমরা কি নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিব?'

"শ্রী কহিলেন, 'ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য, মহাভাগ ও সর্ব্বলোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজ তোমরা আমার অবমাননা করিলে আমি সর্ব্বলোকের অজ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না। কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিত নহে। তোমরা পরমপবিত্র ও মঙ্গলের আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব, তাহা আদেশ কর।

"লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে, দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমরা তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরমপবিত্র মূত্রপুরীষে অবস্থান কর।'

"গোসমুদয় এই কথা কহিলে লক্ষ্মী যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক।' লোকমাতা শ্রী ধেনুগণকে এই কথা কহিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোময়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোসমুদয়ের মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ কর।"

৮৩তম অধ্যায়
গোলোকমাহাত্ম্য—ইন্দ্র-ব্রহ্মার কথোপকথন

ভীষ্ম কহিলেন, 'যাঁহারা গোদান ও হুতাবশিষ্ট বস্তু ভোজন করেন, তাঁহারা নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন। দধি ও ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না, এই নিমিত্ত ধেনুগণ যজ্ঞের মূল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদয় দান অপেক্ষা গোদান অতি প্রশস্ত। পণ্ডিতেরা গোসমুদয়কে পরমপবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অতএব পুষ্টি ও শান্তিলাভের নিমিত্ত গোসমূহের সেবা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। গোসমুৎপন্ন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতপ্রভাবে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় এবং গোসমুদয়ের তেজ উভয়লোকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ গোসমুদয় অপেক্ষা পরম পবিত্র আর কিছুই নাই।

"হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষ্যে ব্রহ্মাসবসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইলে সমুদয় প্রজা সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। ঐ সময় একদা মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, সুপর্ণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই ভগবান ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও হাহাহুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাললয়বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া তাঁহার তুষ্টিসম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমীরণ দিব্যকুসুম আহরণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঋতুসমুদয় বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্যবাদিত্রসকল বাদিত হইতে লাগিল এবং সমুদয় প্রাণী একত্র সমবেত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! লোকপালদিগের উপরিভাগে কি নিমিত্ত গোলোক সংস্থাপিত হইল? ধেনুগণ কিরূপ তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাহারা দেবগণের উপরিভাগে পরমসুখে কালহরণ করিতেছে? এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

স্বর্গীয় গোজাতির মর্ত্ত্যে অবতরণ

"দেবরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুররাজ! তুমি ধেনুকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তাহাদিগের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই, এক্ষণে আমি তোমার নিকট গোসমুদয়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা ধেনুসমুদয়কে যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ধেনু ব্যতীত কখনই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। প্রজাগণ ধেনুসমুদয় হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতদ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে। উহাদের গর্ভজাত বৃষদ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইলে ধান্য ও বিবিধ বীজ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরমপবিত্র গোসমুদয় হইতেই যজ্ঞসাধন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। উহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াও বিবিধ ভারবহন করে এবং অমায়িক

ব্যবহার ও সৎকার্য্যদ্বারা মহর্ষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমাদিগের উপরিভাগে উহাদিগের লোক সংস্থাপিত হইয়াছে, উহারা প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই বর প্রদান করিয়া থাকে।

'হে দেবরাজ! গোসমূহ যে কারণে দেবলোকের উপরিভাগে বাস করে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে উহারা যে নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে দানবগণ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলে ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেবজননী অদিতি পুত্রার্থিনী হইয়া একপদে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর তপানুষ্ঠান করেন। ধর্ম্মপরায়ণা যক্ষদুহিতা সুরভী তৎকালে অদিতির ঘোরতর তপস্যাদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া দেবগন্ধর্ব্বসেবিত পরমরমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিয়া একপদে অবস্থানপূর্ব্বক একাদশসহস্র বৎসর কঠোর তপানুষ্ঠান করিলেন। দেবতা, মহর্ষি ও মহোরগগণ তাঁহার বিস্ময়কর তপস্যায় প্রীত হইয়া সতত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি সুরভীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর।"

'সুরভী কহিলেন, "ভগবন্! আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই, আপনি প্রসন্ন হওয়াতেই আমার বরলাভ হইয়াছে।" সুরভী এইরূপে কোন বর প্রার্থনা না করিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "বৎসে! আমি তোমার তপস্যা ও নিস্পৃহতা দর্শনে যারপরনাই প্রীত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদয় লোকের উপরিভাগে বাস করিতে পারিবে; তোমার লোক গোলোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে; তোমার দুহিতৃগণ মানবগণের শুভকার্য্য সাধনপূর্ব্বক মনুষ্যলোকে অবস্থান করিবে এবং কি স্বর্গীয়, কি লৌকিক সকল সুখই তুমি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।" হে দেবরাজ! আমি এইরূপ বর প্রদান করাতেই গোলোক সর্ব্বকামসমন্বিত হইয়াছে। মৃত্যু, জরা, অনল, দুর্দ্দৈব, অশুভ কখন ঐ লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ লোক দিব্য-অরণ্য, দিব্য-আভরণ ও কামচারী বিমানসমুদয়ে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, জিতেন্দ্রিয়তা, দান ও তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ঐ লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট গোসমুদয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতএব গোসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার বাক্যশ্রবণে গোসমুদয়ের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপবিনাশন পরমপবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া যজ্ঞ ও পিতৃকার্য্যসময়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহার পিতৃগণের সর্ব্বকামসম্পন্ন অক্ষয় গোলোক লাভ হয়। গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যার্থী হইলে কন্যা, ধর্ম্মার্থ হইলে ধর্ম্ম, ধনার্থী হইলে ধন, বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা ও সুখার্থী হইলে সুখ লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। ফলতঃ গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কিছুই দুর্ল্লভ হয় না।"

৮৪তম অধ্যায়
সুবর্ণমাহাত্ম্য--উৎপত্তি-বিবরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সমুদয় লোকের, বিশেষতঃ ধর্ম্মদর্শী নরপতির পক্ষে যে গোদান সমুদয় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতিগণ বিধিপূর্ব্বক রাজ্যপালনে অক্ষম হওয়াতে অধোগতিলাভের উপযুক্ত হইয়াও যে ভূমিদানপ্রভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ও মহর্ষি নাচিকেত গোদানপ্রভাবে যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন এবং সকল কর্ম্মেই যে ভূমি, গো ও সুবর্ণ উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি আপনার মুখে ভূমি ও গোসমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু সুবর্ণের বিষয় আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব সুবর্ণ কি, কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, উহা দান করিলে কি ফললাভ হয়, কি নিমিত্ত উহাদিগকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কি কারণে উহা শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রশস্ত দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা গাভী ও ভূমি অপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া অভিহিত হয়, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।"

স্বর্ণদান-উপদেশ—ভীষ্ম-পিতৃগণসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি সুবর্ণের উৎপত্তির বিষয় যেরূপ অবগত আছি, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা মহাতেজস্বী শান্তনুর লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে আমি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার জননী জাহ্নবী বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে তপঃসিদ্ধ বহুসংখ্যক ঋষি আমার, সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় আমি সমাহিতচিত্তে ক্রমে ক্রমে তোয়দানাদি পূর্ব্বকৃত্যসমুদয় সমাপন করিয়া পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইলে, অকস্মাৎ এক মনোহর কেয়ূরসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বাহু বিস্তৃত কুশসমুদয় ভেদ করিয়া সমুদগত হইল। তদ্দর্শনে আমার পিতা স্বয়ং সাক্ষাৎকারে পিণ্ড প্রতিগ্রহ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই শাস্ত্রচিন্তা করাতে আমার স্মরণ হইল যে, বেদে হস্তোপরি পিণ্ডদান করিবার বিধি বিহিত হয় নাই; পিতৃগণও কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিণ্ড প্রতিগ্রহ করেন না। বেদে কুশোপরি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। অতএব পিতার হস্তে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য নহে।

"আমি এইরূপে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুধ্যানপূর্ব্বক পিতার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া দর্ভোপরি পিণ্ডদান করিলাম। আমি পিণ্ডদান করিবামাত্র আমার পিতার সেই হস্ত অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রজনীকালে আমি নিদ্রিত হইলে পিতৃগণ স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শনদান করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি যে ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই, ইহাতে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি শাস্ত্র সপ্রমাণ করিয়া আত্মা, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, বেদ, পিতৃগণ, গুরু ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সকলেরই সম্মান রক্ষা এবং যুক্তিযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।

এক্ষণে তুমি গোদানের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দান কর। তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত পবিত্র হইব। সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক পদার্থ। যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পবিত্র হয়। পিতৃগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগরিত হইয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও সুবর্ণদানে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

স্বর্ণপ্রশংসা—পরশুরামের অশ্বমেধযজ্ঞ

"অতঃপর এই সুবর্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন-উপলক্ষ্যে জমদগ্নিপুত্র দীর্ঘজীবী মহাত্মা পরশুরামের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পরশুরাম রোষাবিষ্টচিত্তে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমুদয় পৃথিবী অধিকারপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণপূজিত সর্ব্বকামসম্পন্ন, জীবগণের তেজোবর্দ্ধন, পরমপাবন অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞফলে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া থাকে কিন্তু তিনি সেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও নিষ্পাপ হইতে পারেন নাই। তখন তিনি আপনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও দেবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পণ্ডিতগণ! নিষ্ঠুরকার্য্যনিরত মানবগণের পবিত্র হইবার উপায় কি, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন।' তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ভার্গব! তুমি বেদবিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পবিত্র হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য্য কর।' মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে পরশুরাম মহাত্মা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কশ্যপ এবং দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ! আমার পবিত্র হইবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব যদি আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কি বস্তু দান করিলে আমি পবিত্র হইতে পারিব, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"পরশুরাম এইরূপে স্বীয় পবিত্রতা-সম্পাদনবিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধনগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভার্গব! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, মনুষ্য একান্ত পাপসংযুক্ত হইলেও গো, ভূমি ও ধন দান করিয়া অনায়াসে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। এক্ষণে অত্যদ্ভূত পবিত্রতম আর একটি দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই দানের নাম সুবর্ণদান। সুবর্ণ অগ্নির অপত্য। পূর্ব্বে উহা লোকসকলকে দগ্ধ করিয়া অগ্নির বীর্য্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উহা দান করিলে লোকে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়।'

রুদ্রের তেজোবীর্য্যে স্বর্ণের উৎপত্তিসূচনা

"অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাম! যাহা দান করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, সেই অগ্নিবর্ণ সুবর্ণ যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছে, উহা যে পদার্থ এবং যে প্রকারে উহা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণ অগ্নিসোমাত্মক। অজ দান করিলে অগ্নিলোক, মেষ দান করিলে বরুণলোক, অশ্ব দান করিলে সূর্য্যলোক, কুঞ্জর দান করিলে নাগলোক, মহিষ দান করিলে অসুরলোক, কুক্কুট ও বরাহ দান করিলে রাক্ষসতুল্য লোক এবং ভূমি দান করিলে যজ্ঞফল, গোলোক,

বরুণলোক ও চন্দ্রলোক লাভ হয়। কিন্তু ঐ অজমেষাদি সমুদয় পদার্থই সুবর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পূর্ব্বে সমুদয় জগৎ মন্থন করিয়া একটি তেজ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই তেজই সুবর্ণ। সুবর্ণ সমুদয় রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যত্নপূর্ব্বক উহা ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ সুবর্ণদ্বারা মুকুট, কেহ কেহ অঙ্গদ ও কেহ কেহ বা অন্যরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে। অতএব সুবর্ণ ভূমি, গো ও অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ভূমিদান ও গোদান অপেক্ষা সুবর্ণদান শ্রেয়স্কর। সুবর্ণ অক্ষয় ও পরমপবিত্র। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। দক্ষিণাদানকালে সুবর্ণই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা সুবর্ণ দান করে তাহাদিগের সমুদয় পদার্থ প্রদান করা হয়। অগ্নি সমস্ত দেবতাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। সুবর্ণ সেই অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদয় দেবতা প্রদান করা হয়। ফলতঃ সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

'হে রাম! আমি পূর্ব্বে পুরাণগ্রন্থে প্রজাপতির বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ শূলপাণির পরিণয়ের পর তাঁহারা গিরিবর হিমাচলে অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন দেবগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও দেবী পার্ব্বতীর পদবন্দনপূর্ব্বক দেবদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্ব্বতীও তপস্বিনী। সুতরাং আপনাদের উভয়ের মিলন উভয়েরই প্রীতিকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের উভয়ের তেজ অমোঘ। আপনাদিগের যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাবলপরাক্রান্ত হইবেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না।। অতএব আমরা আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রজাগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তেজোহ্রাস করুন। আপনারা ত্রৈলোকের সার; সুতরাং আপনাদের উভয়ের সমাগম সকলের সন্তাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর আপনাদিগের তেজ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবগণকে পরাভব করিবেন। বিশেষতঃ আপনার তেজ পৃথিবী, আকাশ বা স্বর্গ কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; উহার প্রভাবে নিশ্চয়ই সমুদয় জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার ঔরসে দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হয়, তাহার উপায়বিধানে মনোযোগী হউন, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার প্রজ্বলিত তেজ সঙ্কুচিত করুন।"

রুদ্রাণী-অভিশাপে সুরগণের নিঃসন্তানতা

'দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে বৃষভবাহন রুদ্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকারপূর্ব্বক আপনার তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন। তদবধি তাঁহার নাম ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। মহাদেব এইরূপে ঊদ্ধরেতা হইলে দেবী পার্ব্বতী দেবগণের প্রযত্নে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুরগণ! তোমরা আমার ভর্ত্তার সন্তানোৎপত্তি রোধ করিয়া দিলে; অতএব আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তোমাদিগের কখনই সন্তান উৎপন্ন হইবে

না।' হে ভার্গব! দেবগণ যখন মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন, তৎকালে অগ্নি তথায় সমুপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং পার্ব্বতীপ্রদত্ত অভিশাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হইল না। কিন্তু অন্যান্য দেবতারা পার্ব্বতীর শাপে সন্তানলাভে এককালে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

'যখন ভগবান ব্যোমকেশ তেজ উর্দ্ধে উত্তোলিত করেন, তৎকালে তাহা হইতে কিয়দ্দংশ স্খলিত ও ভূতলাভিমুখী হইয়া অগ্নিতে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রতেজ অগ্নিতে নিপতিত হইবামাত্র যারপরনাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও সাধ্যগণ তারকাসুরের বলবীর্য্যে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের আবাস, বিমান ও নগরসমুদয় এবং মহর্ষিগণের আশ্রমসকল অসুরগণকর্ত্তৃক অপহৃত হইল।' ”

৮৫তম অধ্যায়
সুবর্ণের পিতৃপরিচয়—তারকাসুর-বধ-ব্যবস্থা

“মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, 'দুরাত্মা তারকাসুর এইরূপে দেবগণকে নিপীড়িত করিলে তাঁহারা বিষণ্নমনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, “ভগবন্! তারকাসুর আপনার বরে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আমরা তাহার ভয়ে যারপরনাই ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব আপনি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন। এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই।”

'ব্রহ্মা কহিলেন, “দেবগণ! আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই তারকাসুরের বিনাশের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা শীঘ্রই সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিবে। দেব ও ধর্ম্মসমুদয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না, অতএব তোমরা নিরুদ্বেগ হও।”

'দেবগণ কহিলেন, “ভগবন্! দুরাত্মা তারকাসুর আপনার নিকট 'দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব' বলিয়া বর গ্রহণপূর্ব্বক নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। তাহাকে বধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর আমরা মহাদেবকে সন্তানোৎপাদনে বিরত করাতে দেবী পার্ব্বতী আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের অপত্য জন্মিবে না বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তারকাসুর যে কিরূপে বিনষ্ট হইবে, তাহা আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না।”

'তখন ব্রহ্মা কহিলেন, “হে সুরগণ! রুদ্রাণী যে সময় তোমাদিগকে শাপ প্রদান করেন, হুতাশন তৎকালে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। অতএব তিনি অসুরবধের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও পক্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া অমোঘ অস্ত্রদ্বারা তোমাদিগের ভয়প্রদ দুরাত্মা তারক ও অন্যান্য অসুরগণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। ভগবান ভবানীপতির তেজের কিয়দ্দংশ অনলে নিপতিত হইয়াছে, মহাত্মা হুতাশন অসুরগণের নিমিত্ত দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় সেই শৈব তেজ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগকে ভয়হর্ত্তা কুমার সমুৎপন্ন হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে তেজোরাশি হুতাশনের অন্বেষণ কর। এই আমি

তোমাদের নিকট তারকাসুরবধের উৎকৃষ্ট উপায় কীর্ত্তন করিলাম। পার্ব্বতীর শাপপ্রদানকালে হুতাশন তোমাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন না বলিয়া ঐ শাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হয় নাই। আর তিনি তৎকালে তোমাদের সমভিব্যাহারে থাকিলেও ঐ শাপপ্রভাবে তাঁহার পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত হইত না।

"হুতাশন সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। অল্পতেজস্বীর শাপ কখন অধিক তেজস্বীর তেজের হানি করিতে পারে না। বলবান্‌দিগকে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরাভূত হইতে হয়। তপস্বীরা বরদাতা অবধ্য দেবগণকে বিনাশ করিতে পারেন। অতিতেজস্বিগণের অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ হুতাশন তোমাদের মঙ্গলবিধানার্থ পুত্রোৎপাদন করিতে অভিলাষ করুন। অতঃপর তোমরা অতি ত্বরায় সেই রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত তেজোরাশিরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান অনলের অন্বেষণ কর। তিনিই তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।"

শঙ্করীর শাপভয়ে লুক্কায়িত অগ্নির অন্বেষণ

'সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষি ও সিদ্ধগণসমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে হুতাশনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে তিনি জলমধ্যে অবস্থান করাতে সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর একদা দেবগণ অগ্নির অদর্শননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মণ্ডূক [ভেক-ব্যাঙ] অগ্নিতেজে নিতান্ত সন্তাপিত ও ক্লান্ত হইয়া রসাতল হইতে সমুত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে সুরগণ! ভগবান্ হুতাশন তেজোদ্বার সমুদয় জল ব্যাপিত করিয়া রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। জলচরগণ তাঁহার তাপে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। আমি তাঁহার তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আপনারা অনলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ রসাতলে গমনপুর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করুন। আমি চলিলাম; আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট আসিয়া হুতাশনের আত্মগোপনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি, জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রূদ্ধ হইবেন।"

ভেকাদির প্রতি অগ্নিপ্রদত্ত অভিশাপ-প্রতিক্রিয়া

'রসাতলবাসী মণ্ডূক দেবগণকে এই কথা কহিয়া অবিলম্বে জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন হুতাশন মণ্ডূকের সেই কপটতা পরিজ্ঞাত হইয়া "তোমরা অদ্যাবধি রসনেন্দ্রিয়বিহীন হইবে" বলিয়া ভেকজাতিকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অতিশীঘ্র অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হুতাশন রসাতল হইতে স্থানান্তরিত হইলে দেবগণ তাঁহার প্রস্থান ও মণ্ডূকদিগের প্রতি শাপপ্রদানবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ভেকজাতির প্রতি কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, "হে মণ্ডূকগণ! তোমরা অগ্নিশাপে রসনাবিহীন ও রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াও বিবিধ বাণী উচ্চারণ করিতে পারিবে; তোমরা অচেতন, অনাহারী, শুষ্কদেহ, মৃতকল্প হইয়া বিলমধ্যে বাস করিলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং অন্ধকারময়ী রজনীতেও তোমরা নানাস্থানে বিচরণ করিতে পারিবে।"

'দেবগণ মণ্ডূকদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায় অগ্নির অন্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর ঐরাবতসদৃশ এক প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে দেবগণ! হুতাশন এক্ষণে অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন।" মাতঙ্গ এই কথা কহিলে, অগ্নি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া "অদ্যাবধি তোমাদের রসনা বিপরীতগামিনী হইবে" বলিয়া হস্তিজাতির প্রতি শাপপ্রদানপূর্ব্বক সত্বর অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ অগ্নির প্রস্থান ও দ্বিরদগণের [হস্তী দিগের] প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া হস্তিজাতির প্রতি কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মাতঙ্গগণ! তোমরা অগ্নির শাপে প্রতীপজিহ্ব [বিপরীতরসনা—জিহ্বার অগ্রভাগ ভিতরদিকে ঘুরান] হইয়া সমুদয় সামগ্রী আহার ও উচ্চৈঃস্বরে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে।"

'সুরগণ এইরূপে মাতঙ্গগণকে বরপ্রদানপূর্ব্বক পুনরায় অগ্নির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় অগ্নি যে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুকপক্ষী তাহা তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিল। তখন হুতাশন শুকপক্ষীকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, "তুমি অদ্যাবধি বাকশক্তিবিহীন হইবে।" ঐ শাপপ্রভাবে শুকপক্ষীর জিহ্বা পরিবর্ত্তিত হইল। হুতাশন এইরূপ শাপ প্রদান করিলে দেবগণ শুকের প্রতি সাতিশয় দয়াবান হইয়া কহিলেন, "হে শুক! তুমি কখনই একবারে বাকশক্তিবিহীন হইবে না। তোমার জিহ্বা পরিবর্ত্তন হইলেও বালক ও বৃদ্ধেরা যেমন অতি মধুর অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তুমিও তদ্রূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে।" দেবগণ শুকপক্ষীকে এই কথা কহিয়া শমীগর্ভে হুতাশনকে সন্দর্শন করিলেন। তদবধি যজ্ঞাদি সমুদয় কার্য্যে শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদনের উপায় অবগত হইল। এই নিমিত্তই শমীগর্ভে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান হুতাশন রসাতলে শয়ন করাতে তাঁহার তেজঃপ্রভাবে রসাতলস্থ যে সলিলসমুদয় সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেই উত্তপ্ত জলরাশি পর্ব্বতপ্রস্রবণ[ঝরণা]দ্বারা অদ্যাপি নির্গত হইতেছে।।

'অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেবগণকে সন্দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।"

'তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বৈশ্বানর! আমরা তোমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ করিব, তোমাকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না।"

অগ্নিতেজে গঙ্গার গর্ভধারণ

'তখন হুতাশন কহিলেন, "হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্যস্বরূপ; অতএব তোমরা আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।"

'অগ্নি এইরূপে দেবকার্য্যসাধনে অঙ্গীকার করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে অনল! তারকনামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে; অতএব তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া এই সমুদয় প্রজাপতি,

ঋষি ও দেবতাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি স্বয়ং মহাবলপরাক্রান্ত এক অপত্য উৎপাদন করিলেই তাহা হইতে আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধ ও দুঃখ দূর হইবে। আমরা পার্ব্বতীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছি, সুতরাং তোমার বীর্য্য ভিন্ন আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।”

‘দেবগণ এই কথা কহিলে ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীর নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের পরস্পর সম্ভোগ হওয়াতে ভাগীরথীর গর্ভাধান হইল। ঐ গর্ভ কক্ষলগ্ন হুতাশনের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথী হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত কাতর হইলেন। ঐ সময় এক মহাসুর হঠাৎ ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ভগবতী ভাগীরথী সেই অলক্ষিতৎপন্ন ভীষণ শব্দে নিতান্ত ভীত ও উদ্‌ভ্রান্তনেত্র হইয়া একেবারে বিচেতনপ্রায় হইয়া শরীর ও গর্ভভারবহনে একান্ত অসমর্থ হইলেন। তখন তিনি কম্পিতকলেবরে হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! আমি আর আপনার তেজ ধারণ করিতে পারি না। ঐ তেজঃপ্রভাবে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য নাই; আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এক্ষণে গর্ভ পরিত্যাগ করিব; কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই নাই। আমার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতেছি। বিশেষতঃ আমি স্বয়ং কামনাপূর্ব্বক আপনার তেজ গ্রহণ করি নাই; আপনি কার্য্যসাধনার্থই আমাতে তেজসংক্রামিত করিয়াছেন। অতএব আমি এখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে যে দোষ, গুণ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের অধিকারী।”

গঙ্গার গর্ভত্যাগ

তখন ভগবান্ হুতাশন ও অন্যান্য দেবগণ গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভাগীরথি! তুমি গর্ভধারণ কর। ঐ গর্ভ হইতে মহাফল উৎপন্ন হইবে। তুমি যখন সমুদয় বসুন্ধরা-সঞ্চরণে সমর্থ হইয়াছ, তখন অনায়াসেই এই গর্ভধারণে সমর্থ হইবে।” ভগবান্ অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণ এইরূপ নিবারণ করিলেও ভাগীরথী সেই অগ্নিতেজঃসত প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ গর্ভধারণে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে গিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন তথায় আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাগীরথি! এক্ষণে তোমার গর্ভধারণজন্য দুঃখ অপনীত হইয়াছে? যাহা হউক, এক্ষণে এই গর্ভ কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার এবং কিরূপ তেজঃসম্পন্ন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।”

‘তখন সরিদ্বরা গঙ্গা হুতাশনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “ভগবন্! আপনার তেজঃসত সেই গর্ভ আপনারই ন্যায় তেজস্বী এবং স্বীয় সুনির্ম্মল প্রভাপ্রভাবে [প্রভায়] পর্ব্বতকেও উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গন্ধ কদম্বের ন্যায় মধুর এবং দেহ কমলোৎপলসমলঙ্কৃত [কমলকুমুদে শোভিত] হ্রদের ন্যায় সুশীতল। উহার তেজঃ পৃথিবীর যে বস্তু স্পর্শ করিতেছে, তাহাই সুবর্ণময় হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ উহা এই চরাচর বিশ্বকে তেজোদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহার কান্তি সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল।” দেবী গঙ্গা হুতাশনকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হুতাশনও দেবগণের কার্য্যসাধন করা হইল জানিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে জামদগ্ন্য!

সুবর্ণ এইরূপে অগ্নিরই তেজঃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ অগ্নির নাম হিরণ্যরেতাঃ রাখিয়াছেন। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বসুমতী হইয়াছে।

কার্ত্তিকেয়ের জন্ম

'অনন্তর সেই অগ্নিসম্ভূত তেজঃ হিমালয় হইতে গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত ও এক শরবনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও বালকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় কৃত্তিকাগণ সেই তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন বালককে শরবনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক স্তননিঃসৃত দুগ্ধদ্বারা পোষণ করিতে লাগিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়, তেজঃস্কর অর্থাৎ ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ এবং গুহাবাসনিবন্ধন তাঁহার নাম গুহ হইয়াছিল।।

'হে জামদগ্ন্য! সমুদয় সুবর্ণ বহ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাম্বুনদ সুবর্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবগণ তদ্দ্বারা ভূষণ প্রস্তুত করিয়া ধারণ করেন। অগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, এই নিমিত্ত সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। এই সুবর্ণ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন, ভূষণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং সকল বস্তু অপেক্ষা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। ইহা অগ্নি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরস্বরূপ। ইহা দান করিলে অগ্নি ও চন্দ্রলোকলাভ হয়।

সুবর্ণবর্ণনপ্রসঙ্গে রুদ্রের রারুণযজ্ঞ বৃত্তান্ত

'হে রাম! আমি এই উপলক্ষ্যে পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান রুদ্র বারুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞকালে মুনিগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসকল, যজ্ঞাঙ্গসমুদয়, মূর্ত্তিমান্ বষট্কার এবং সাম, যজু ও ঋগ্বেদ [যক্ষাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা] তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। বেদের লক্ষণ, উদাত্তাদি [উচ্চনীচক্রমে উচ্চারণ] স্বর, স্বরের আরোহাবরাহ ক্রম, নিরুক্ত [অর্থ], নিষদাদি স্বরপংক্তি [সা ঋ গা মা ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী], ওঙ্কার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তথায় আগমন করিয়া দেবদেবের নেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। বেদ, উপনিষদ, বিদ্যা, সাবিত্রী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার অন্যান্য শরীরমধ্যে অবস্থিত হইল।। দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপে সর্ব্বময় হইয়া স্বয়ং আপনাকে আপনাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই যজ্ঞ যারপরনাই সুশোভিত হইল।

'হে রাম! পশুপতিই ভূলোক, দ্যুলোক, ভূপতি, গণপতি, অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ ও প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞ দর্শন করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ তপঃ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিকপতিগণের সহিত দিকসমুদয় এবং দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা মহাদেবের বর্হিযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে, আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যাগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সূর্য্যদেব করদ্বারা সেই ভূতলনিপতিত ধূলিমিশ্রিত রেতঃ গ্রহণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির পুনরায় রেতঃ স্খলিত হইল। তখন তিনি স্বয়ং অবিলম্বে সেই শুক্র

স্রুবদ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ রেতঃ ত্রিগুণাত্মক। উহা হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, উহার রাজসিক অংশ বিবিধ জঙ্গম ও তামসিক অংশ নানাবিধ স্থাবর ভূতরূপে পরিণত হইল এবং উহার সাত্ত্বিক অংশ রাজসিক ও তামসিক অংশ ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া রহিল। ঐ সত্ত্বগুণ বিশ্বব্যাপক এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

'অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরাঃ ও নিধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। তৎপরে সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ ও মহর্ষি অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোবলসম্পন্ন শ্রুতশীলসমলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষিগণসদৃশ বৈশ্বানরগণ জন্মগ্রহণ করেন। পরে অগ্নির নেত্রদ্বয় হইতে সুরূপ অশ্বিনীতনয়দ্বয়, কর্ণ হইতে অন্যান্য প্রজাপতিগণ ও রোমকূপ হইতে মহর্ষিগণ, স্বেদজল হইতে ছন্দঃ ও বল হইতে মনঃ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ অগ্নির দাহ্যকাষ্ঠসমুদয় মাস, কাষ্ঠের নির্য্যাস পক্ষ এবং অগ্নির তৈজস পিত্ত, অহোরাত্র ও মুহূর্ত্তরূপে পরিণত হইল; পরিশেষে সেই হুতাশনে, শোণিত হইতে রৌদ্র ও সুবর্ণবর্ণ মৈত্র দেবতার, ধূম হইতে বসুগণ, শিখা হইতে দ্বাদশ আদিত্য এবং অঙ্গার হইতে গ্রহণক্ষত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ অগ্নিকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা উঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

রুদ্রাদি দেবত্রয়ের সন্তানসম্পর্কিত বিবাদ

এইরূপে ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ভূতনাথ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সুরগণ! এই যজ্ঞ আমাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমিই এই যজ্ঞের অধীশ্বর। অতএব সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমারই পুত্র। আমি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছি, সুতরাং যজ্ঞ হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইল, তৎসমুদয় আমারই অধিকৃত সন্দেহ নাই।"

'তখন অগ্নি কহিলেন, "হে দেবগণ! ঐ তিন অপত্য আমার আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহারা আমার অপত্য। বরুণরূপী মহাদেব কখনই ইহাদিগের অধিকারী হইতে পারেন না।" অগ্নি এই কহিয়া নিরস্ত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, "আমারই বীর্য্যের দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমার সন্তান। শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই [বীজাধান কর্ত্তা—যেমন জমিতে যে বীজ বোনে, সে ফলস্বরূপ শস্য পায়; তদ্রূপ যে গর্ভাধান করে, সেই ফলস্বরূপ পুত্রের পিতা] ফলভভাগের অধিকারী হইয়া থাকে।"

এইরূপে তাহারা তিনজন পুত্র লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলে দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আপনি এই সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা আপনা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা হুতাশন ও বরুণরূপী মহাদেবকে এক এক পুত্র প্রদানপূর্ব্বক উহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন।"

ব্রহ্মার ব্যবস্থায় বিবাদভঞ্জন

‘দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুকে মহাদেবের ও অঙ্গিরাকে অগ্নির পুত্রত্বে পরিকল্পিত করিয়া স্বয়ং কবিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তখন প্রজাপতি মহাত্মা ভৃগু বারুণ, শ্রীমান অঙ্গিরা আগ্নেয় এবং মহাযশাঃ কবি ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তৎপরে মহাত্মা ভৃগু চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, ঔর্ব্ব, শুক্র, বিভু ও সবন এই সাতটি আত্মতুল্য পুণ্যবান পুত্র উৎপাদন করিলেন। তুমি সেই ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্গব নাম ধারণ করিয়াছ। ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সংবর্ত্ত ও সুধন্বা এবং ভগবান্ কবি হইতে কবি, কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হয়েন। তৎপরে ঐ সমুদয় মহাত্মা হইতে বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত উঁহারা প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান্ ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বরুণমূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তি উঁহাদিগের বংশসমুদয়ের সাধারণ নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগুর বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আঙ্গিরস এবং কবির বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

‘হে রাম! পূর্ব্বে দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, “ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা করুন, মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতির বংশসম্ভূত এই সমুদয় মহাত্মা প্রজাপতি, বংশকর্ত্তা, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, দেবপক্ষপরায়ণ ও প্রশান্তমূর্ত্তি হইয়া আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনার প্রসাদে লোকসমুদয়ের উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হউন। ঐ মহাত্মাগণ ও আমরা সকলেই আপনার সৃষ্টপদার্থ। সুতরাং আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করিব। ঐ সমুদয় মহাত্মা প্রতিযুগে এইরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করিবেন।” দেবগণ এইরূপে প্রার্থনা করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতমনে ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং দেবগণ-কৃতকার্য্য হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাম! বরুণরূপধারী দেবদেব মহাদেবের যজ্ঞে যেসমুদয়, অদ্ভুতকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

‘অগ্নি, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পশুপতি রুদ্রস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুবর্ণ সেই অগ্নির অপত্য। বেদে ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নির অভাবে সুবর্ণই অগ্নিস্বরূপে পরিগণিত হয়। কুশস্তম্ভে সুবর্ণ সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বল্মীকবিবর [উইয়ের ঢিপি], ছাগ পশুর দক্ষিণ কর্ণ, সমভূমি ও তীর্থসলিলে আহুতি প্রদান করিলে ভগবান্ অগ্নি প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি সর্ব্বদেবময়; সনাতন ব্রহ্মা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি হইতে কাঞ্চনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমস্ত [সমস্ত দেবতা তাহাকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন] দেবতা প্রদান করা হয়। ঐ দানজন্য পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার উজ্জ্বল লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে এবং ধনাধিপতি কুবের তাঁহাকে স্বর্গে অভিষিক্ত করেন।

‘যিনি প্রাতঃকালে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন প্রতিহত হইয়া যায়। যিনি মধ্যাহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার অনাগত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি সায়াহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তিনি ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রের সলোকতা, ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা ও

ইহলোকে যশোলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সমুদয় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ আর কেহই থাকে না এবং তিনি অনায়াসে সমুদয় লোকে গমন করিতে পারেন। সুবর্ণ দান করিয়া যে সমস্ত উৎকৃষ্ট লোকলাভ হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন ব্রত উপলক্ষ্যে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদয় কামনাই সফল হয়। সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ, সুবর্ণ দান করিলে সুখবৃদ্ধি, অভিষ্টগুণলাভ ও চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। হে রাম! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণকর্ত্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুর্দ্দান্ত তারক ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশপূর্ব্বক লোকের হিতসাধন করিয়াছিলেন। হে জামদগ্ন্য! আমি যে সুবর্ণদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, তাহা তুমি শ্রবণ করিলে। অতএব তুমি পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান কর। এই কথা কহিলে ভগবান্ জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণদানপূর্ব্বক পাপনির্ম্মুক্ত হইলেন।

"হে যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণের উৎপত্তি ও সুবর্ণদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর, সুবর্ণদানপ্রভাবে অনায়াসেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।"

৮৬তম অধ্যায়

তারকাসুরবধ বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সুবর্ণদানের ফল ও উহার উৎপত্তি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিলেন। আপনি ইতিপূর্ব্বে তারকাসুরকে দেবাদিদেবের অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাসুর কিরূপে নিপাতিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আপনি বিস্তারিতরূপে তাহার নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! সরিদ্বরা গঙ্গা গর্ভ পরিত্যাগ করাতে দেবতা ও ঋষিগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছয় কৃত্তিকাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ কৃত্তিকাগণ ভিন্ন দেবলোকে আর কেহই হুতাশননিহিত তেজোধারণে সমর্থ ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নির রেতঃ পান করিয়া গর্ভধারণপূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

"অনন্তর ক্রমশঃ সেই গর্ভের বৃদ্ধিনিবন্ধন তাঁহাদিগের অঙ্গ তেজঃপরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহারা কুত্রাপি সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একেবারে সকলেই প্রসব করিলেন। তখন সেই ছয় কৃত্তিকার পুত্র একত্র মিলিত হইল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন। তখন হুতাশনসদৃশ তেজ ও দিব্যাকারসম্পন্ন কুমার শরবনে অবস্থানপূর্ব্বক পরমসুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

কৃত্তিকাদির কার্ত্তিকেয়-প্রতিপালন

"অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই বার্সার্কসদৃশ পুত্রকে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন স্তন্যপ্রদানদ্বারা তাঁহার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিক্‌মুদয়, দিকের ঈশ্বরগণ, রুদ্রদেব, বিধাতা, বিষ্ণু, যম, পুষা, অর্য্যমা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্যগণ, ইন্দ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, জল, বায়ু, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ এবং মূর্ত্তিমান্ সামাদি বেদসমুদয় দ্রুতবেগে সেই অগ্নিপুত্রকে সন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। ঐ সময় ঋষিগণ স্তবপাঠ এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সেই ব্রাহ্মণপ্রিয়, স্থূলকলেবর, দ্বাদশবাহু, শরগুল্মশয়ান [শরবনে শয়ান] দ্বাদশাক্ষ [বার চক্ষু], ষড়াননকে দর্শন করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত ও তারকাসুরের বিনাশবিষয়ে বিশ্বস্ত হইলেন।

"অনন্তর দেবগণ সকলেই কার্ত্তিকেয়ের নিমিত্ত প্রিয়বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার ক্রীড়ণীয় বস্তু ও পক্ষিসমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে বরাহ ও মহিষ, গরুড় বিচিত্র ময়ুর, বরুণদেব হুতাশনসদৃশ কুক্কুট, চন্দ্র মেষ, সূর্য্য অতিমনোহর প্রভা, গোমাতা সুরভী একলক্ষ গাভী, অগ্নি গুণসম্পন্ন ছাগ, ইলা বহুতর কলপুষ্প, সুধন্বা শকট ও অত্যুৎকৃষ্ট রথ, বরুণদেব হস্তী ও অশ্বসমুদয় এবং দেবেন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অন্যান্য পক্ষী, ভীষণাকার বহুতর শ্বাপদ ও বিবিধ ছত্র প্রদান করিলেন। রাক্ষস ও অসুরগণ তাহার অনুগত হইল। ঐ সময় তারকাসুর। কার্ত্তিকেয়কে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইল না।

"অনন্তর মহাবাহু কার্ত্তিকেয় পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতারা তাঁহার নিকট তারকাসুরের উপদ্রবসমুদয় নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয়ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া অমোঘ শক্তিপ্রহারদ্বারা তারকাসুরকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক দেবাধিপতি পুরন্দরকে পুনরায় ইন্দ্রত্বপদে স্থাপিত করিলেন। মহাদেবপ্রিয় হিরণ্যমূর্ত্তি ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এইরূপে দেবতাদিগের সৈনিকভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুতাশন ও কার্ত্তিকেয়ের তেজঃ হইতে সুবর্ণ সমুৎপন্ন হইয়াছে এই নিমিত্ত উহা মাঙ্গল্যদ্রব্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব পরশুরামের নিকট. এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে ভৃগুনন্দন সুবর্ণদানপূর্ব্বক সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন; অতএব তুমিও যত্নপূর্ব্বক সুবর্ণদানে প্রবৃত্ত হও।"

৮৭তম অধ্যায়
শ্রাদ্ধবিধিবর্ণন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি আপনার নিকট চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মসমুদয় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

তখন মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ধন্য যশস্য, বংশবৃদ্ধিকর ও পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কি দেবতা,

কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি কিন্নর সকলেরই সর্ব্বদা পিতৃগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মারা অগ্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে, দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। অতএব মানবগণ সর্ব্বদা বিবিধ যত্নসহকারে পিতৃগণের পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা প্রতি অমাবস্যায় পিতৃ-উদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্য বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সমুদয় তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। এক্ষণে যে যে তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে যে ফললাভ হয়, তৎসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্রপ্রসবিনী পরমাসুন্দরী স্ত্রীসমুদয়, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অশ্ব, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য পশু, পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে সৌন্দর্য্য, সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ, অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অখণ্ডিত খুরযুক্ত পশু, দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র ও সুবর্ণরজত ভিন্ন ধাতুসমুদয়, দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিচিত্র সুবর্ণ ও রজত এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয় এবং তাহার গৃহস্থিত মানবগণ যৌবনাবস্থায় কালকবলে নিপতিত হয়। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে সমুদয় কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশী ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত সমুদয় তিথিই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেমন শ্রাদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল, তদ্রূপ পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

৮৮তম অধ্যায়
পিতৃলোকের প্রিয়বস্তু-প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পিতৃলোককে কোন্ বস্তু দান করিলে অক্ষয় হইয়া থাকে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! শ্রাদ্ধকালে যেসমস্ত দ্রব্য পিতৃলোককে প্রদান করিতে হয় এবং যাহা দান করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিল, ধান্য, যব, মাংস, জল, মূল ও ফলদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, সমধিক তিলদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে যেসমস্ত ভোজ্য প্রদান করা যায়, তন্মধ্যে তিলই সর্ব্বপ্রধান।

'শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস, শসসমাংশ প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরুমৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে এক

বৎসর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ঘৃত-পায়স গোমাংসের ন্যায় পিতৃগণের প্রীতিকর; অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃত-পায়স প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে বাধ্রীনসছাগের [খাসীর] মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশবৎসর সুপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের [নিদ্রাসুখ] মাংস, কালশাক ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়।

"আমি পূর্ব্বে সনৎকুমারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণায়নকালে মঘানক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষ্যে আমাদিগকে ঘৃত-পায়স প্রদান বা গজচ্ছায়া-যোগে রক্তবর্ণ ছাগের মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করে এবং ঐ শ্রাদ্ধ যদি ব্যজনদ্বারা বীজিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অক্ষয় তৃপ্তিলাভ হইবে। বহুপুত্রের কামনা করা উচিত; কারণ, উহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও অক্ষয়বটসমলঙ্কৃত গয়ায় গমন করিতে পারে। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধকালে জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে উহা অনন্ততৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।"

৮৯তম অধ্যায়
বিভিন্ন নক্ষত্রে অনুষ্ঠেয় কাম্যশ্রাদ্ধ

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে যম নরপতি শশবিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে যেসমুদয় কাম্যশ্রাদ্ধের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে শোকসন্তাপবিহীন ও পুত্রবান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। রোহিণীনক্ষত্রে সন্তান ও মৃগশিরানক্ষত্রে তেজঃ কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আর্দ্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানবদিগের ক্রূরকার্য্যে প্রবৃত্তি ও পূনর্ব্বসুনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়। পুষ্টিকামনা করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অশ্লেষানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিয়া অতিশান্তস্বভাবসম্পন্ন পুত্র, মঘানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য, পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ইষ্টফল, চিত্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান পুত্র, স্বাতীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূলানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট বিদ্যা, শ্রবণানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদ্‌গতি, ধনিষ্ঠানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেষাদি, উত্তরভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্যপিত্তলাদিময় দ্রব্যজাত, অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বসমূহ এবং ভরণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ হইয়া থাকে।

"হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি শশবিন্দু যমের নিকট এইরূপ শ্রাদ্ধনিয়ম শ্রবণপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অনায়াসে পৃথিবী পরাজয় ও শাসন করিয়া গিয়াছেন।"

৯০তম অধ্যায়
শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যদানের পাত্রপাত্র নিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! দানধর্ম্মবিদ ক্ষত্রিয় দানসময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে, কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগের পরীক্ষা করা আবশ্যক। মানবগণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি সেরূপ নহে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধীয় দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। অতএব পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল, বয়ঃক্রম, রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা করিবেন।

"ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতকগুলি পংক্তিদূষক [এক পংক্তিতে উপবেশনের অযোগ্য—অপবিত্র] ও কতকগুলি পংক্তিপাবন [এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য—পবিত্র] আছেন। এক্ষণে আমি অগ্রে পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতারক, ব্রাহ্মণহত্যাকারী, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, পশুপালক, অধ্যয়নাদিবিহীন, শূদ্রের কিঙ্কর, বুদ্ধিজীবী, গায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী, গৃহদাহকর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী [জারজের অন্নভোজী], সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা [হস্তরেখাদি বিচারে অর্থোপার্জ্জনকর্ত্তা], রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্ত্তা [কূটনীতিপরিচালক], পিতৃদ্বেষ্টা, পুংশ্চলীর [ভ্রষ্টা রমণীর] স্বামী, নিন্দনীয় চৌর্য্যপরায়ণ, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায়, শাস্ত্রজীবী, মৃগয়ানিরত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃতমেঢ্র, গুরুপত্নীহর্ত্তা, নষ্ট, দেবল ও গণক, ব্রাহ্মণদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেই দিন অবধি এক মাস তাহারই পুরীষে শয়ন করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূয় ও শোণিতরূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীকে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত, বাণিজ্যকারীকে প্রদান করিলে উভয়লোকে নিষ্ফল ও পোনর্ভবকে প্রদান করিলে ভস্মাহুত ঘৃতের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া থাকে।

"যাহারা প্রমাদবশতঃ অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্রদিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারাও পংক্তিদূষক দ্বিজাধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ [নেত্রহীন] ব্যক্তিরা যে পংক্তিতে উপবিষ্ট হয়, সেই পংক্তির ষষ্টিসংখ্যক ব্রাহ্মণ; ক্লীব যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই পংক্তির শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং শ্বিত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে পংক্তিতে উপবেশন করিয়া যেসমুদয় ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হইয়া থাকেন। বেষ্টিতশিরাঃ [পাগড়ীযুক্ত মস্তক], দক্ষিণাস্য ও পাদুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে অসুরগণের তৃপ্তিলাভ হয়। লোকে

অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া সমুদয় শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, তৎসমুদয়ে অসুরগণই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। কুক্কুর ও পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়। অতএব আবৃত স্থানে তিলসমুদয় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা রোষপরবশ হইয়া অথবা তিলদান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ যে যে কার্য্য সন্দর্শন করে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের। সেই সেই কার্য্যের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

"হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সদাচারনিরত, তাঁহাদিগকেই পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা তৃণাচিতকেত মন্ত্রবিৎ [তন্নামক বেদমন্ত্রবিৎ], পঞ্চাগ্নিযুক্ত [চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড ও উপরে সূর্য্য—এই পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থিত], ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রবেত্তা [তন্নামক বেদমন্ত্রবেত্তা], ষড়ঙ্গবিৎ [শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—বেদের এই ছয় অঙ্গে অভিজ্ঞ], বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবেত্তা, সামগাতা, পিতামাতার বশীভূত, অথর্ব্ববেদপাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত, সত্যবাদী, ধর্ম্মশীল ও সুকর্ম্মনিরত; যাঁহাদের উর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয় [বিশুদ্ধজন্মা, যথাযথ সংস্কারপন্ন ও বেদাধ্যায়ী]; যাঁহারা ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নীতে গমন করেন; যাঁহারা অতিপবিত্র তীর্থসমুদয়ে স্নানাদি করিয়াছেন; যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞান্তস্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধিসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধশূন্য, গম্ভীরস্বভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতহিতনিরত, শ্রাদ্ধকালে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগকে যে বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।

"যতি, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরমযোগী ব্যক্তিরাও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুকুলে নিয়মিত কাল বাস করেন, যাঁহারা সত্যবাদী এবং বেদাধ্যয়ন ও বেদগানে সুনিপুণ, তাঁহারা পংক্তির যতদূর দর্শন করেন, ততদূর পবিত্র হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইহাদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহার পুরুষপরম্পরা বেদাধ্যাপক, তিনি একাকীই সার্দ্ধ-তৃতীয় ক্রোশ পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক ও উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিগণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ, সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যিনি বেদবিৎ ও পুণ্যবান্ তিনিই পংক্তিপাবন। অতএব শ্রাদ্ধকালে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বধর্ম্মনিরত কুলীন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করাই শ্রেয়স্কর।

"যিনি শ্রাদ্ধকালে মিত্রকে আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতি লাভ করেন না এবং তাঁহার স্বর্গলাভও দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁহার দেবলোকলাভ হয় না এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়ভোগে বঞ্চিত হয়, সেইরূপে তিনিও কর্ম্মফললাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না।

মিত্রের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন প্রদান করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রাদ্ধকালে তাঁহাকে কোনরূপ প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঊষরক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না।

"যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাদির ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ, তাঁহাকে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে ঘৃতাহুতিদান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরস্পর আদানপ্রদান পিশাচোদ্দেশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হয়। উহা কখনই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি-উৎপাদনে সমর্থ হয় না, উহা নষ্টবৎসা ধেনুর ন্যায় কাতরভাবে ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্ত্তক ও গায়ককে দান করিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ নীচ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা কোন ফলদায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তিসম্পাদন করিতে পারে না, প্রত্যুত দাতার পিতৃলোককে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যাঁহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট আচারনিরত, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। যাহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে, তাহারা নিতান্ত পামর; তাহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি বানপ্রস্থ ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে তিন পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা উচিত। দোষশূন্য ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশলক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফললাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।"

৯১তম অধ্যায়

মহর্ষি নিমির পুত্রশ্রাদ্ধ—মহর্ষি অত্রির উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন্ সময়ে কোন্ মহর্ষিকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ কল্পিত হইয়াছে, শ্রাদ্ধ কিরূপ এবং শ্রাদ্ধে কোন্ কার্য্য, কি কি ফলমূল ও কোন্ কোন্ ধান্য নিষিদ্ধ, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! শ্রাদ্ধ যেরূপ এবং যে সময়ে যাঁহাদ্বারা যেরূপে উহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিবংশে দত্তাত্রেয়নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের নিমিনামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তাঁহার শ্রীমাননামে এক পরমরূপসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র সহস্র সহস্র অতিকঠোর তপানুষ্ঠান করিয়া কালধর্ম্মসহকারে কালকবলে নিপতিত হইলে, মহর্ষি নিমি শোকে একান্ত অধীর হইয়াও শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্তে ক্ষৌরাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দশী দিবসে দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া পরদিন প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং

শোকাপনোদন পূর্ব্বক চিত্তকে বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া সমাহিতচিত্তে শ্রাদ্ধকার্য্যে অনুধ্যানপুরঃসর [অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া] পুত্রের প্রিয় ফল, মূল ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থসমুদয় আহরণ করিলেন। তৎপরে পূজ্যতম সাতজন ব্রাহ্মণকে আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষিণান্তে কুশসমুদয় সমাস্তীর্ণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাহাতে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের পদতলে প্রাদেশপ্রমাণ কুশসমুদয় প্রদানপুরঃসর সঁহাদিগকে লবণবর্জ্জিত শ্যামাকান্ন [শ্যামাশাকযুক্ত অন্ন] ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে পুত্র শ্রীমানের নামগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক কুশোপরি পিণ্ডদান করিলেন।

"এইরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদিত হইলে মহর্ষি নিমি আপনার ধর্ম্মসঙ্করবিষয়ে সন্দিহান হইয়া একান্ত ব্যথিতচিত্তে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, পূর্ব্বে কোন মহর্ষিই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। অতএব বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ আমার এই অপরাধনিবন্ধন আমাকে শাপপ্রদান করিবেন। মহর্ষি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া স্বীয় বংশকর্ত্তা অত্রিকে স্মরণ করিলেন। নিমি স্মরণ করিবামাত্র মহাত্মা অত্রি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত মহর্ষিকে অবলোকনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি যে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই শ্রাদ্ধবিধি বিহিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মবিহিত অতি উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে উহার অনুষ্ঠান কর।

অত্রিকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধক্রিয়াপ্রদর্শন

'প্রথমতঃ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নৌকরণক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণদেবকে আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের সহিত বিশ্বদেবগণ একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমাদেবীকে স্তব করিতে হয়। শ্রাদ্ধোদক আনয়নসময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃদেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগের অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অগ্নিধাত্তাদি সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভূকর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যেসমুদয় শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদিগের সমুদয় নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান, বীর্য্যবান, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তিরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণি, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চ্চা, সৌমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোম, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ুঃ, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃত, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিমান্, সপ্তকৃত, সোমবর্চ্চা, বিশ্বকৃত, রবি, অনুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর। এই আমি তোমার নিকট বিশ্বদেবদিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদয় মহাত্মা কালেরও অগোচর।

শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি

'এক্ষণে যেসমুদয় দ্রব্য শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, সেসমুদয় দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। কেদ্রব [কেদোধানের চাউল] ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুলযুক্ত [অপরিণত ধানের চাউল—ধান না পাকিতে যাহা কাটিয়া আনিয়া চাউল তৈয়ার করা হয়] ধান্য, হিঙ্গু [হিং], পলাণ্ডু [পেঁয়াজ], লশুন, শোভাঞ্জন [সজনা], কোবিদার [রক্তকাঞ্চনের ফল], গৃহাঞ্জন [গাজর], কুষ্মাণ্ড [কুমড়া], অলাবু [লাউ], গ্রাম্য বরাহমাংস, অপ্রেক্ষিত মাংস, কৃষ্ণজীরক, বিড়ঙ্গ, শীতপাকী শাক, বংশাদির অঙ্কুর, শৃঙ্গাটক [পানিফল], সমুদয় লবণ ও জম্বুফল এই সমুদয় শ্রাদ্ধে প্রদান করা অকর্ত্তব্য। ক্ষতদূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন শাক প্রদান করিলে পিতৃলোক ও দেবগণ কখনই তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, শ্বপাক, কষায়িত, বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী ও সঙ্কর ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে উহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

"হে মহারাজ! মহর্ষি অত্রি স্বীয় বংশোদ্ভব নিমিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।"

৯২তম অধ্যায়

দেব-মানব লোকপরম্পরা শ্রাদ্ধপ্রচার

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি নিমি এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ যতব্রত মহর্ষিগণ তাঁহার নিদর্শনানুসারে বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থজলদ্বারা তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে চারিবর্ণের সমুদয় লোকই দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত শ্রাদ্ধভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবান চন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুধাকর! আমরা নিবাপান্ন[শ্রাদ্ধের অন্ন]ভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে বিষম যন্ত্রণাভোগ করিতেছি, অতএব আপনি ইহার উপায়বিধান করুন।' দেবতা ও পিতৃগণ এইরূপে আপনাদের ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে মহাপুরুষগণ! যদি আপনাদিগের শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।'

"ভগবান্ সুধাকর এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্যানুসারে সুমেরুশৃঙ্গে সমাসীন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আমরা নিবাপান্ন ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করুন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহানুভবগণ! এই যে মহাত্মা হুতাশন আমার নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইনিই। তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন।'

“ভগবান্ ব্রহ্ম এই কথা কহিলে মহাতেজস্বী হুতাশন দেবতা। ও পিতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে মহাপুরুষগণ! অতঃপর আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া নিবাপান্ন ভোজন করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অজীর্ণ রোগ দূরীভূত হইবে। মহাত্মা হুতাশন এইরূপে দেবতা ও পিতৃগণের রোগনাশের উপায়বিধান করিলে তাঁহারা অনলের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধে সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হুতাশনকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে যজ্ঞে ভগবান অগ্নি অবস্থান করেন, রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া থাকে।

“প্রথমে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রতি পিণ্ডদানকালেই সাবিত্রী [গায়ত্রীপাঠ] ও ‘সোমায় পিতৃমতে স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। রজঃস্বলা ও ছিন্নকর্ণা স্ত্রীকে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা রমণীকে শ্রাদ্ধের পাককার্য্যে নিয়োগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নদী পার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নামোচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। চিত্রিত গোযুগ[দুইটি গরু]যুক্ত শকট অথবা নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় সমাহিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল। অতএব ঐ দিনে-শ্রাদ্ধ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ুঃ, বীর্য্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু ও কশ্যপ মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হয়েন। এই আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধ সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে দানের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।”

৯৩তম অধ্যায়
উপবাসের অনুকল্প বিধান

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! উপবাসব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণর্কৃক নিমন্ত্রিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করা কর্ত্তব্য, কি শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনাভঙ্গ করা উচিত?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রত পরায়ণ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে ব্রতভঙ্গ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তির অনুরোধে আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ব্রতভঙ্গপাপে নিশ্চয়ই দূষিত হইতে হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সামান্য লোকেরা উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা করি, উপবাস কি তপস্যা, না তপস্যার অনুরূপ?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা একমাস ও অর্দ্ধমাস উপবাসকেই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে উপবাসদ্বারা শরীর নষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত তপস্যা নয়। লোভাদিপরিত্যাগই তপস্যা। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাংসাহার করা শ্রেয়স্কর নহে। তিনি সতত পবিত্র ও সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবেন। মুনি হইয়া বেদাধ্যয়ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পরিবারপরিবৃত, দানশীল ও ধর্ম্মার্থী হইবেন এবং এককালে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন। অমৃতাশী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় হওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা উপবাসী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যিনি কেবল প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আহার করেন, অন্যসময় কিছুমাত্র ভোজন করেন না, তিনিই সর্ব্বদা উপবাসী। যিনি কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসাশী। যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনি নিদ্রাত্যাগী। অতিথি, ভৃত্য প্রভৃতি সকলের আহার হইলে যিনি আহার করেন, তিনি অমৃতাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যিনি ব্রাহ্মণভোজন না করাইয়া কখনই আহার করেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করেন। যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা আপনার ক্ষুধাশান্তি করেন, তাঁহাকেই বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সকল মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত আহার ও পুত্রপৌত্রগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়েন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া থাকে, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে এবং কিরূপ দাতার নিকট প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য নহে?"

দানগ্রহণের দোষনির্ণয়—ক্ষুধাক্লিষ্ট ঋষিসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, “যুধিষ্ঠির! যিনি সাধুব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্পদোষভাগী হয়েন, যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ সাধুর নিকট হউক বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষ্যে সপ্তর্ষি-বৃষাদভি-সংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী ইঁহারা সমাধিদ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। ইঁহাদিগের গণ্ডানাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। পশুসখনামে একজন শূদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পশুসখও ঐ মহর্ষিদিগের সহিত থাকিয়া সতত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময় পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে মনুষ্যগণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

“পূর্ব্বে মহারাজ শৈব্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিগণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শৈব্যকুমার এই দুর্ভিক্ষকালে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অকালে প্রাণপরিত্যাগ করিল। মহর্ষিগণ বহুদিন অনাহারনিবন্ধন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই রাজকুমারকে কালকবলে নিপতিত দেখিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষার্থ তাহাকে ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারাজ শৈব্য পথিমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই মহর্ষিগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই মৃতদেহ পাক করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ‘হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা যদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে কখনই এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। আমার অতুল সম্পত্তি আছে। যদি আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে আপনাদিগকে সহস্র অশ্বতর ও সহস্র বৎসসমবেত সহস্র শ্বেত অশ্বতরী, গুরুভার বহনক্ষম স্থূলকায় একলক্ষ শ্বেতবর্ণ বৃষভ, স্থূলকায় সৎকৃপ্রসূত [একবারমাত্র প্রসবকারিণী] একলক্ষ ধেনু, উৎকৃষ্ট গ্রামসমুদয়, ধান্য, বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য, যব, রত্ন ও অন্যান্য দুর্ল্লভ পদার্থসমুদয় প্রদান করিতে পারি। অতএব আপনারা এই অভক্ষ্য ভক্ষণের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাজ্ঞা করেন, আমি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করি।

“তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, ‘মহারাজ! রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে আপাততঃ অতিমধুর আস্বাদলাভ হয়, কিন্তু পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে। আপনি ইহা বিশেষ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন? দেবগণ ব্রাহ্মণদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের শরীর নিতান্ত নির্ম্মল। উঁহারা প্রীত হইলে দেবতারা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই সেই দিবসের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব হে মহারাজ! আপনার মঙ্গললাভ হউক, আপনি যাচকদিগকেই ধন প্রদান করুন।

“ঋষিগণ শৈব্যকে এই কথা কহিয়া সেই পচ্যমান [কৃতপাক-পাককরা] শবমাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থ বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন।

“ঋষিগণ প্রস্থান করিলে নরপতি শৈব্য মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রত্যহ উড়ুম্বরসকল প্রদান করিতে অনুমতি এ করিলেন। মন্ত্রিগণও বনমধ্যে গমন করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রতিদিন বৃহত্তর উড়ুম্বরসকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে একদা মহারাজ শৈব্য ভৃত্যদ্বারা সেই মহর্ষিদিগের নিকট সুবর্ণপূরিত বহুসংখ্যক উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই উড়ুম্বরসমুদয় গ্রহণমাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ করিয়া তৎসমুদয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন, আমরা নিতান্ত বিবেকশক্তিবিহীন, অসাবধান বা একান্ত মূর্খ নই। এই উড়ুম্বর সমুদয়ের মধ্যে যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি। ইহা গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবে। যাহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রার্থনা করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা কোনক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না।’

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের দানগ্রহণে উপেক্ষা

“বশিষ্ঠ কহিলেন, ‘আমরা একটি নিষ্ক [স্বর্ণমুদ্রা] গ্রহণ করিলে আমাদের শত সহস্র নিষ্কগ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব বহু নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধোগতিলাভ করিতে হইবে।

“কশ্যপ কহিলেন, ‘এই ভূমণ্ডলে ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য [স্বর্ণ] প্রভৃতি যেসমুদয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদয় একজনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্‌গত হইলে সেই মৃগের সহিত শৃঙ্গ যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

“গৌতম কহিলেন, ‘মনুষ্যের আশা সমুদ্রতুল্য। এক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।’

“বিশ্বামিত্র কহিলেন, ‘মনুষ্যের একটি প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাহাকে আক্রমণ করে।’

“জমদগ্নি কহিলেন, ‘যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়; কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।’

“অরুন্ধতী কহিলেন, “কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্যসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আমার মতে দ্রব্যসঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।

“গণ্ডা কহিল, আমার প্রভুগণ পরমতেজস্বী হইয়াও যখন প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হইতেছেন, তখন আমি যে উহাতে ভীত হইব, তাহার আর সন্দেহ কি?

“পশুসখ কহিল, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণই ঐ ধনপ্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন। অতএব

সেই ধর্ম্মরূপ ধনপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণগণের সেবাতে নিযুক্ত ও অনুগত হইব।

"এইরূপে সকলের বাক্য সমাপ্ত হইলে মহর্ষিগণ একবাক্য হইয়া কহিলেন, 'যিনি গোপনে এই উড়ম্বরসমুদয়ের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক।' "

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ এই কহিয়া সেই সুবর্ণপূরিত উড়ুম্বরফলসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন।

দানগ্রহণে বাধ্য করার জন্য অভিচারক্রিয়া

"তখন সেই মন্ত্রিগণ মহারাজ শৈব্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সেই ফলসমুদয়ের মধ্যে গোপনে সুবর্ণ নিহিত অবগত হইয়া ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছেন।' মন্ত্রিগণ এই কথা কহিলে নরপতি শৈব্য মহর্ষিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রূদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনবাসনায় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় অতিকঠোর নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণপুরঃসর তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। আহুতিদান সমাপ্ত হইলে সেই হুতহুতাশন হইতে এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসী সমুৎপন্ন হইল। তখন নরপতি বৃষাদভি তাহাকে যাতুধানী এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। কালরাত্রিস্বরূপা যাতুধানী হুতাশন হইতে সমুত্থিত হইয়াই নরপতিসমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 'মহারাজ! আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

"তখন শৈব্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'যাতুধানি! তুমি শীঘ্র অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাত ঋষি, অরুন্ধতী এবং তাহাদের দাস পশুসখ ও দাসী গণ্ডার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তাঁহারা সকলে বিনষ্ট হইলে তোমার যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিও।' রাজা শৈব্য এই কথা কহিলে, যাতুধানী তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া, যে বনমধ্যে ঋষিগণ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

খাদ্যাভাবে ঋষিগণের পরস্পর দুঃখপ্রকাশ

"ঐ সময় অত্রিপ্রমুখ মহর্ষিগণ সেই বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ একজন স্থূলাঙ্গ সন্ন্যাসীকে একটি পীবরতনু [স্থূলদেহ] কুক্কুর লইয়া তথায় আগমন করিতে দেখিলেন। দেবী অরুন্ধতী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! এই সন্ন্যাসী যেমন স্থূল আপনারা কখনই এরূপ হইতে পারিবেন না।'

"তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে যথানিয়মে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হওয়াতেই আমি যারপরনাই দুঃখিত আছি। কিন্তু এই ব্যক্তি তাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতেছে না, এই কারণে ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

“অত্রি কহিলেন, ‘ভদ্রে! আমার যেমন খাদ্যদ্রব্যসমুদয় নিতান্ত অসুলভ, ক্ষুধা অতিমাত্র পরিবর্দ্ধিত এবং বেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।’

“বিশ্বামিত্র কহিলেন, ‘ভদ্রে! শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং ক্ষুধাপ্রভাবে যারপরনাই কাতর, একান্ত অলস ও এককালে জ্ঞানশক্তিবিহীন হইয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই, এই কারণে ইহার ও ইহার এই কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

‘জমদগ্নি কহিলেন, ভদ্রে! আমাকে যেমন বার্ষিক [এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য চাউল] তণ্ডুল ও কাষ্ঠসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, ইহাকে তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

“কশ্যপ কহিলেন, ‘ভদ্রে! আমার চারি সহোদর উদরান্নের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে আমি যারপরনাই কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু এই ব্যক্তিকে সেরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

“ভরদ্বাজ কহিলেন, ‘ভদ্রে! আমার যেমন ভার্য্যাপবাদনিবন্ধন যৎপরোনাস্তি শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

“গৌতম কহিলেন, ‘ভদ্রে! আমার কুশরজ্জুনির্ম্মিত ও রঙ্কুরোম[মেষলোম]প্রস্তুত তিনখানি মাত্র বস্ত্র আছে, তাহাও আবার তিন বৎসর ব্যবহৃত হওয়াতে নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার ন্যায় ইহার বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।’

ঋষিগণের অগ্নিকুণ্ডোত্থিত রাক্ষসীর দর্শন

“তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সেই স্থূলকলেবর সন্ন্যাসী কুক্কুরের সহিত তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকের করস্পর্শ করিলেন। পরে তাঁহারা সেই সন্ন্যাসীকে কহিলেন, এই বনমধ্যে আহার-সামগ্রী তাদৃশ সুলভ নহে, এক্ষণে আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে আহারদ্রব্য আহরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান হই।

“তাহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইতস্ততঃ ফলমূল আহরণ, করিয়া সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা সেই অরণ্যে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে নির্ম্মল সলিলপরিপূর্ণ, বিবিধ-জলচর-বিহঙ্গসমাকীর্ণ, কর্দ্দমশূন্য, তীর্থসম্পন্ন [তীর্থতুল্য পবিত্রতাযুগ], তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ, কমলদলে সমলঙ্কৃত, বৈদূর্য্যমণি সমবর্ণ, পদ্মপত্রে সুশোভিত একটি রমণীয় সোবর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ সরোবরে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ ছিল। শৈব্যরাজপ্রেরিতা বিকৃতদর্শনা যাতুধানী সেই পথে দণ্ডায়মানা হইয়া উহা রক্ষা করিতেছিল। মহর্ষিগণ সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া মৃণাল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর সহিত তথায় গমন করিলেন এবং অচিরাৎ বিকৃতদর্শনা

[ভীষণাকুৎসিতা] যাতুধানীকে দর্শন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কে, কাহার কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করিবার নিমিত্ত একাকিনী এই স্থানে অবস্থান করিতেছ?'

"তখন যাতুধানী কহিল, 'হে তপোধনগণ! আমি যে হই না কেন, আমার নামগোত্রাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি এই সরোবরের রক্ষক, আমার এইমাত্র পরিচয় তোমাদিগের জ্ঞাতব্য।'

রাক্ষসীর নিকট ঋষিগণের ভক্ষণীয় প্রার্থনা

"তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, 'ভদ্রে! আমরা সকলে ক্ষুধায় যারপরনাই কাতর হইয়াছি, আমাদিগের আহারদ্রব্য কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে মৃণাল উৎপাটন করিয়া লইয়া যাই।'

"যাতুধানী কহিল, 'হে তপোধন! অগ্রে তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের নাম ও নামের অর্থ কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে মৃণাল গ্রহণ কর।'

"তখন মহর্ষি অত্রি তাহাকে তাঁহাদের বধার্থিনী যাতুধানী বলিয়া জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, "শোভনে! আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই, তাহা রাত্রিই নহে এবং আমি লোকসমুদয়কে অৎ (পাপ) হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি, এই কারণে আমার নাম অত্রি হইয়াছে।

"যাতুধানী কহিল, 'হে তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

"বশিষ্ঠ কহিলেন, 'শোভনে! আমি বসু[অণিমাদি ঐশ্বর্য্য]সম্পন্ন ও সবাসীদিগের [প্রতিবেশীদিগের] মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমার নাম বশিষ্ঠ হইয়াছে।

'যাতুধানী কহিল, "তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

"কশ্যপ কহিলেন, 'শোভনে! আমি কশ্য (শরীর) রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য (দীপ্তিমান) হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম কশ্যপ হইয়াছে।'

"যাতুধানী কহিল, 'তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে। স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

'ভরদ্বাজ কহিলেন, 'শোভনে! দ্বিজগণের (দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।"

"যাতুধানী কহিল, 'তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

"গৌতম কহিলেন, 'শোভনে! আমি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরে গো (কিরণ) দ্বারা তমঃ নিরাকৃত হইয়াছিল, আর আমি গোসমুদয়ের (ইন্দ্রিয়গণের) দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।

"যাতুধানী কহিল, 'তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।'

“বিশ্বামিত্র কহিলেন, “শোভনে! বিশ্বদেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র, এই নিমিত্ত আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।’

“যাতুধানী কহিল, ‘তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।’

“জমদগ্নি কহিলেন, “শোভনে! আমি (দেবতাদিগের যোগোপযোগী) অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম জমদগ্নি হইয়াছে।’

“যাতুধানী কহিল, ‘তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।’

“অরুন্ধতী কহিলেন, ‘শোভনে! আমি ভর্ত্তার সহিত অরু (পৃথিবী) ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি; এই - কারণে আমার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে।’

“যাতুধানী কহিল, ‘তাপসি! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।’

“গণ্ডা কহিল, ‘শোভনে! গণ্ডধাতুর অর্থ বক্ত্রের একদেশ। আমার গণ্ড উন্নত, এই নিমিত্ত আমার নাম গণ্ডা হইয়াছে।’

“যাতুধানী কহিল, ‘ভদ্রে! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।’

“পশুসখ কহিল, ‘শোভনে! আমি পশুগণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি পশুপ্রিয়সখা; এই নিমিত্ত আমার নাম পশুসখ হইয়াছে।’

‘যাতুধানী কহিল, ‘ভদ্র! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।’

রাক্ষসীবধ--সংগৃহীত ভক্ষ্যাপহরণে ক্ষোভ

“সন্ন্যাসী কহিলেন, ‘শোভনে! এই সমস্ত মহাত্মা যেরূপ স্ব স্ব নাম অর্থের সহিত নির্দ্দেশ করিলেন, আমি সেইরূপ কখনই সমর্থ হইব না। আমার নাম শুনঃসখসখা।’

“যাতুধানী কহিল, ‘হে তপোধন! তুমি একবার নাম উল্লেখ করাতে আমি অবগত হইতে পারিলাম না; অতএব তুমি পুনরায় তোমার নাম উল্লেখ কর।’

“তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, ‘আমি যখন একবার আপনার নামোল্লেখ করিলে তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না, তখন আমি নিশ্চয়ই এই ত্রিদণ্ডাঘাতদ্বারা তোমাকে বিনষ্ট করিব। এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার মস্তকে প্রহার করিবামাত্র যাতুধানী ভূতলে নিপাতিত ও তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। মহাপ্রতাপশালী সন্ন্যাসী এইরূপে সেই রাক্ষসীকে সংহারপূর্ব্বক পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড প্রোথিত করিয়া তৃণসমাচ্ছন্ন প্রদেশে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষিগণ, দেবী অরুন্ধতী ও ভর্ত্তার সহিত গণ্ডা বহু পরিশ্রমে মৃণালসমুদয় উৎপাটনপূর্ব্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং সত্বর সেই মৃণালসমুদয় তীরে অবস্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া সলিলদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

তর্পণ সমাপ্ত হইলে মহিষগণ অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখের সহিত মৃণালভক্ষণের বাসনায় তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তথায় সে মৃণালসমুদয় দেখিতে পাইলেন না।

তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপর আশঙ্কা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; অতএব ইহার মধ্যে কোন নৃশংস দুরাত্মা আমাদিগের সঞ্চিত মৃণালসমুদয় অপহরণ করিল; এক্ষণে আমাদিগের সকলেরই এ বিষয়ে শপথ করা কর্ত্তব্য।'

মৃণাল অপহর্ত্তার প্রতি অত্রি-আদির অভিশাপ

"তখন অত্রি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক।'

"বশিষ্ঠ কহিলেন, 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে কুক্কুরজীবী, যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী, শরণাগতঘাতক ও কন্যোপজীবী হউক এবং কৃপণের নিকট অর্থ যাজ্ঞা করুক।'

"কশ্যপ কহিলেন, 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বত্র সকল প্রকার বাক্যোচ্চারণ, ন্যস্ত ধন অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান, বৃথামাংস ভোজন, বৃথা দান ও দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করুক।'

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'যে দুরাত্মা মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্ত্রী, গাভী ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অধর্ম্ম ব্যবহার, যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরাজয়, আচার্য্যকে অনাদর করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং কক্ষলগ্ন হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রবৃত্ত হউক।'

"জমদগ্নি কহিলেন, 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে জলমধ্যে পুরীষপরিত্যাগ, গোদ্রোহ [গোহিংসা], আপৎকাল ব্যতীত আতিথ্যস্বীকার ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করুক এবং সকলের দ্বেষ্য, ভার্য্যোপজীবী, বান্ধববিহীন ও শত্রুসম্পন্ন হউক।

"গৌতম কহিলেন, "যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ, পিতা, মাতা ও গুরুর হিংসা ও সোমবিক্রয় করুক এবং যে গ্রামে একমাত্র কূপ ভিন্ন অন্য জলাশয় নাই, সেই গ্রামনিবাসী শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের সমলোকগামী হউক।

"বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জীবদ্দশাতেই অপর ব্যক্তি তাহার গুরুজন ও ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করুক; তাহার যেন সদ্গতিলাভ না হয়। সে যেন বহুপুত্রসম্পন্ন, অপবিত্র, ব্রাহ্মণাধর্ম্ম, ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, কৃষক, মৎসরী ও ক্ষত্রিয় [ভ্রষ্ট-ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পুরোহিত] প্রভৃতি অযাজ্যবর্ণের পুরোহিত হইয়া জনসমাজে অবস্থান করে এবং তাহাকে যেন বেতনভুক হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাচরণ করিতে হয়।'

"অরুন্ধতী কহিলেন, 'যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন নিয়ত নিন্দা, স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, একাকী সুস্বাদু অন্নভোজন ও জ্ঞাতিগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক দিবাবসানে শক্তু ভক্ষণ করে এবং তাহাকে যেন পরপুরুষের উপভোগ্যা ও বীরপুত্রের মাতা হইতে হয়।

'গণ্ডা কহিল, 'যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, বন্ধুগণের সহিত বিরোধ, শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান, অন্নপাক করিয়া একাকী ভক্ষণ, চিরকাল অন্যের দাসী হইয়া জীবনধারণ ও জার[উপপতি]সংসর্গে গর্ভধারণ করুক।'

"পশুসখ কহিল, 'যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন দাসীগর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক, বহুপুত্রযুক্ত ও দরিদ্র হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কার না করে।'

“এইরূপে তাঁহাদের সকলের শপথ সমাপ্ত হইলে সেই কুক্কুরসহায় সন্ন্যাসী কহিলেন, ‘যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সমস্ত ব্রহ্মচর্য্য, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নান্তে স্নান করুক।’

“সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভদ্র! তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে, তৎসমুদয়ই ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয়; সুতরাং উহাদ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই আমাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।’

ইন্দ্রের আত্মপ্রকাশ—অত্রি-আদির অভিভাষণ

“তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, ‘মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আমি সুররাজ পুরন্দর, আমি আপনাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু উহা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদিগের পরীক্ষার্থ আপনাদিগের সমক্ষেই এই মৃণালসমুদয়ই অন্তর্হিত করিয়াছি। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সুরলোক হইতে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটি এই সরোবরের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান ছিল, সে যাতুধানীনামে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী। ঐ পাপীয়সী শৈব্যরাজের হোমাগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে আপনাদিগের বিনাশবাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দেখুন, আমি তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া আপনারা অক্ষয়লোকলাভে অধিকারী হইয়াছেন। অতএব শীঘ্র এ স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমুদয় ললাকে গমন করুন।’

“সুররাজ আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলে, সেই মহর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখ যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া ‘তথাস্তু’ বলিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মারা ক্ষুধার সময় ভোগসুখে প্রলোভিত হইয়াও লোভপরবশ হয়েন নাই; এই নিমিত্তই উঁহাদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল। অতএব সকল অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করা সকলের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। যে ব্যক্তি সভামধ্যে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থলাভ হয়, দুঃখের লেশমাত্র থাকে না; ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম আহ্লাদিত হয়েন এবং পরলোকেও তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের পরিসীমা থাকে না।”

৯৪তম অধ্যায়

পুরাকল্পীয় মৃণালাপহরণ বৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে কতকগুলি মহর্ষি ও রাজর্ষি তীর্থযাত্রা করিয়া এইরূপ মৃণালের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলেন। আমি এই উপলক্ষ্যে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যাতি, ধুন্ধুমার ও পুরু প্রভৃতি

মহাত্মারা মহানুভব ভগবান শতক্রতুর সহিত প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া পৃথিবীর বহুবিধ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য তীর্থপর্য্যটনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া মাঘীপূর্ণিমাতে অতিপবিত্র কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হয়েন। ঐ তীর্থে ব্রহ্মসরঃনামে পদ্মকুমুদপরিপূর্ণ একটি পবিত্র সরোবর আছে। মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ঐ সরোবরের পবিত্রজলে অবগাহনপুর্ব্বক পদ্মমৃণাল ও কুমুদমৃণালসমুদয় উৎপাটনপূর্ব্বক ভক্ষণ ও সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময় মহর্ষি অগস্ত্য যেসমুদয় মৃণাল উত্তোলনপূর্ব্বক তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ অপহৃত হইল। কিন্তু কে অপহরণ করিল, তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না। তখন ভগবান্ অগস্ত্য মহর্ষি ও রাজর্ষিগণকে কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছেন। অতএব যিনি উহা লইয়াছেন, তিনি শীঘ্র আমাকে উহা প্রদান করুন। আমার বস্তু অপহরণ করা আপনাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি শুনিয়াছি, কালক্রমে ধর্ম্মের বলক্ষয় হইবে। আমার বোধ হয় এক্ষণে সেই ধর্ম্মদ্রোহী কালের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব যাবৎ লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়, যাবৎ ব্রাহ্মণগণ গ্রামমধ্যে শূদ্রদিগকে বেদ শ্রবণ না করান, যাবৎ ভূপতিগণ অধর্ম্মনিরত হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার না করেন, যাবৎ উত্তম, মধ্যম ও নীচ লোকেরা পরস্পর অবজ্ঞাত না হয় এবং যাবৎ পরাক্রান্ত প্রাণীগণ দুর্ব্বল প্রাণীদিগের প্রতি অত্যাচার না করে, আমি সেই সময়ের মধ্যেই সুরলোকে প্রস্থান করিব, সন্দেহ নাই।'

"ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! আপনি আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না। আমরা কঠিন শপথ করিয়া কহিতেছি, আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই।' এই বলিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে শপথ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মৃণালবিষয়ে ভৃগুপ্রভৃতির শপথ

"ভৃগু কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।'

"বশিষ্ঠ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে অধ্যায়নিরত ও কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হউক এবং সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানীতে অবস্থান করুক [সন্ন্যাসীর সহরবাসে বিলাসাদির আকর্ষণে স্খলিত হওয়ার সম্ভাবনা]।'

"কশ্যপ কহিলেন, 'ভগবন্ যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বস্থানে সমুদয় বস্তু ক্রয়-বিক্রয়, ন্যস্ত ধন অপহরণ ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করুক।

"গৌতম কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অহঙ্কৃত, কামক্রোধপরতন্ত্র ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া জীবিত থাকুক।

"অঙ্গিরা কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অশুচি, নিন্দিত, কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ, ব্রহ্মহত্যাকারী ও প্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখ হউক।'

"ধুন্ধুমার কহিলেন, 'ভগবন! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে মিত্রের নিকট অকৃতজ্ঞতাচরণ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন ও একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক।'

"পুরু কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন, স্বভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক।'

"দিলীপ কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ একটিমাত্র কূপসম্পন্ন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক শূদ্রসংসর্গ করিলে তাহার যে লোভ হয়, আপনার মৃণালহর্ত্তাকে যেন সেই লোক লাভ করিতে হয়।'

"শুক্র কহিলেন, 'যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বৃথামাংস ভোজন, দিবসে স্ত্রীসংসর্গ ও নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক।'

"জমদগ্নি কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনধ্যায়ে অধ্যয়ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া মিত্রকে ভোজন প্রদান করুক।'

"শিবি কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনাহিতাগ্নি হইয়া প্রাণত্যাগ, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ও তপস্বীদিগের সহিত বিরোধ করুক।'

"যযাতি কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরুণ করিয়াছে, সে জটাধারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ঋতুকাল ব্যতীত ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন এবং বেদসমুদয়ের অনাদর করুক।'

"নহুষ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে বাস, দীক্ষিত হইয়া যথেচ্ছাচার ও বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান করুক।'

"অম্বরীষ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ধর্ম্মপরিত্যাগ, ব্রহ্মহত্যা এবং জ্ঞাতি, স্ত্রী ও গোসমূহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করুক।'

"নারদ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে দেহাত্মবাদী হউক এবং নিন্দিত গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, অযথাস্বরে বেদপাঠ ও গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করুক।'

"নাভাগ কহিলেন, 'ভগবন্ যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্রপরিত্যাগ ও শরণাগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করুক।'

"বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে ভৃত্য হইয়া প্রভুর নিকট কপটতা প্রকাশ এবং রাজা ও অজ্য ব্যক্তিদিগের পৌরোহিত্য করুক।'

"পর্ব্বত কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গ্রামের অধ্যক্ষতা, গর্দ্দভযানে আরোহণ ও জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কুক্কুরের পরিচর্য্যা করুক।

"ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।'

"অষ্টক কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অকৃতজ্ঞ, যথেচ্ছাচারী, পাপপরায়ণ ভূপতি হইয়া অধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করুক।'

"গালব কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় হউক এবং সতত জ্ঞাতিদ্রোহ ও দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক।'

"অরুন্ধতী কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে শ্বশুরের অপবাদ, ভর্ত্তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও একাকী সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণ করুক।'

"বালখিল্যগণ কহিলেন, 'ভগবন্! যাহারা আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্রামদ্বারে একপদে অবস্থান ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করুক।'

"শুনঃসখ কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অগ্নিহোত্রে অনাদর করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব ও সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছাচার করুক।'

"সুরভী কহিলেন, 'ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, লোকে কেশনির্ম্মিতরজ্জুদ্বারা তাহার পাদবন্ধন করিয়া পরবৎসের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক কাংস্যময় দোহনপাত্রে তাহার দুগ্ধ দোহন করুক।'

"এইরূপে তত্রত্য সমুদয় ব্যক্তি নানাপ্রকার শপথ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র সেই জাতক্রোধ মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিতব্রহ্মচর্য্য যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান, অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন, পুণ্যসঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।'

"তখন অগস্ত্য কহিলেন, 'দেবরাজ! যখন তুমি শপথ করিবার ছলে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তুমিই আমার মৃণাল অপহরণ করিয়াছ; অতএব অচিরাৎ উহা আমাকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।'

"ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্! আমি লোভবশতঃ আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই; কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মহর্ষিদিগের মুখে বিবিধ সনাতনধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম। অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার মৃণাল গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।'

"সুররাজ পুরন্দর এইরূপ অনুনয় করিলে ভগবান্ অগস্ত্য প্রীতমনে স্বীয় মৃণাল গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের সহিত পুনর্ব্বার বিবিধ পবিত্রতীর্থে গমন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যথানিয়মে প্রতিপর্ব্বে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই মূর্খ পুত্রের পিতা, বিদ্যাবিহীন, বিপদগ্রস্ত, রোগী ও জরাতুর হইতে হয় না। তিনি রজোগুণবিহীন ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনায়াসে পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঐ মহর্ষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মালোক লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।"

৯৫তম অধ্যায়

ছত্র ও জুতার উৎপত্তি—জমদগ্নি-রেণুকাক্রীড়া

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষ্যে ছত্র ও উপনযুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন্ মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানহযুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কিরূপে ঐ দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! যেরূপে ছত্র ও উপানহযুগলের উৎপত্তি ও দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং যে নিমিত্ত উহাকে পবিত্র সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ [১] শাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতুহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণনিক্ষেপে নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদয় আহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নসময় সমুপস্থিত হইল, জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শরপরিত্যাগ করিয়া রেণুকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘প্রিয়ে! তুমি শীঘ্র শরসমুদয় আনয়ন কর, আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব।’ জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর নির্দ্দেশানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া পরিশ্রমাপনোদন করিলেন এবং পরিশেষে শরসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক ভর্ত্তার শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি সত্বর ঘর্ম্মাক্তদেহে কম্পিতকলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, ‘তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?’

জমদগ্নির সূর্য্যসংহার প্রবৃত্তি

‘তখন রেণুকা স্বামীকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। সূর্য্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমার বিলম্ব হইয়াছে।’

“রেণুকা এইরূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিলে মহাপ্রভাব জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘প্রিয়ে! আজ আমি মহাতেজঃপ্রভাবে তোমার দুঃখদাতা প্রদীপ্তকিরণ দিবাকরকে নিপাতিত করিব।’ মহর্ষি এই বলিয়া শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক শর গ্রহণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে যুদ্ধবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! দিবাকর আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? তিনি লোকসমুদয়ের হিতসাধনের নিমিত্তই স্বর্গে অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় কিরণজালদ্বারা ক্রমশঃ রস আকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে সেই রস বর্ষণ করেন। তাহাতেই ওষধি ও লতাসকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং জীবগণের প্রাণস্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। জাতকর্ম্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সম্পত্তিলাভ ও ধনসঞ্চয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যসমুদয় অন্নদ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট যাহা কীর্ত্তন

করিলাম, আপনি তৎসমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে বিনয় করিয়া কহিতেছি, আপনি সূর্য্যকে নিপাতিত করিবেন না।”

৯৬তম অধ্যায়
পবিত্র ছত্রপাদুকাদি দান মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! দিবাকর ব্রাহ্মণবেশে এইরূপ প্রার্থনা করিলে তেজস্বী জমদগ্নি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! দিবাকর এইরূপ প্রার্থনা করিলেও হুতাশনসমপ্রভ জমদগ্নি কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করিলেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্যে পুনরায় কহিলেন, ‘ভগবন্! সূর্য্য অন্তরীক্ষে সততই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি কিরূপে সেই চঞ্চললক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন?’ জমদগ্নি কহিলেন, ‘ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞানচক্ষুঃ প্রভাবে তোমাকে সূর্য্য বলিয়া অবগত হইয়াছি, এবং তুমি কোন্ সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্ সময়েই বা স্থিরভাবে অবস্থান কর তাহাও সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে সেইক্ষণে তোমাকে বিদ্ধ করিব।” তখন দিবাকর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি আমাকে শরদ্বারা নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিবেন বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার অপকার করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু আপনাকে আমায় রক্ষা করিতে হইবে।’

“তখন ভগবান্ জমদগ্নি হাস্যমুখে সূর্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘দিবাকর! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে, তখন তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সরলতা, পৃথিবীর স্থিরতা, শশাঙ্কের সৌম্যতা, বরুণের গাম্ভীর্য্য, অগ্নির উজ্জ্বলতা, সুমেরুর প্রভা ও পবনের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শরণাগত ব্যক্তির বিনাশসাধনে সমর্থ হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপপ্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর।' এই বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

“তখন দিবাকর ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি অক্ষয়ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দানকার্য্যে প্রচলিত হইবে।

“হে ধর্ম্মরাজ! ছত্র ও পাদুকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতিপবিত্র কার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহাতে তোমার সমধিক ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে। যিনি ব্রাহ্মণগণকে শতশলাকাযুক্ত শুভ্র ছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহান্তে অতুল সুখলাভ হয় এবং তিনি অপ্সরা ও দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া

ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত ভূমিতে গমননিবন্ধন দগ্ধ হয়েন, সেই ব্রাহ্মণকে যিনি পাদুকা প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে সুরগণের প্রশংসিত লোকসমুদয় লাভ এবং পুলকিতচিত্তে গোলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ছত্র ও পাদুকাদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।"

৯৭তম অধ্যায়

গৃহস্থের মঙ্গলকর কার্য্য—দেবপিতৃপূজা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! গৃহস্থ কি কার্য্য করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি; অতএব আপনি আমার নিকট গার্হস্থ্যধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষ্যে বাসুদেব বসুধাসংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবি! মাদৃশ গৃহস্থ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

"তখন পৃথিবী কহিলেন, 'বাসুদেব! মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে কিরূপে উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহস্থ যজ্ঞদ্বারা দেবতা, আতিথ্যদ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদিদ্বারা বেদসমুদয়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিদিগের প্রীতি উৎপাদন করিবে। দেবগণের প্রীতিলাভের নিমিত্ত ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলিকর্ম্ম সমাধান করা আবশ্যক।

প্রতিদিন অন্ন, জল ও ফলমূলদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্তদ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেবকার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব, ধন্বন্তরি ও প্রজাপতির পৃথক পৃথক হোম করিয়া দিলি প্রদান করা উচিত। দক্ষিণদিকে যমকে, পশ্চিমদিকে বরুণকে, উত্তরদিকে চন্দ্রকে, বাস্তুমধ্যে প্রজাপতিকে, উত্তর-পূর্ব্বকোণে ধন্বন্তরিকে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদগণকে এবং আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলি প্রদান করিতে হয়।

'রজনীযোগে নিশাচর ও ভূতগণকে বলি প্রদান করা উচিত মনুষ্য এইরূপে সমুদয় দেবগণকে বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্নাদি প্রদান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন তাহা হইলে গৃহস্থকে অন্নাদির অগ্রভাগ হুতাশনে নিক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহস্থ যখন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন। তৎপরে বৈশ্বদেবকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্নদ্বারা সমাগত অতিথিদিগকে সমাদরে ভোজন করাইবে। আগন্তুকদিগের স্থিতি অনিত্য, এই নিমিত্ত উহারা অতিথিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথমে অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য লোকের তৃপ্তিসাধন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, সখা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না। সতত তাহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন

ও সকলের অবশেষে ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজপুরোহিত, স্নাতক ব্রাহ্মণ, গুরু ও শ্বশুর এক বৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রতিদিন মধুপর্কদ্বারা তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিশ্বদেবগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর, শ্বপচ ও পক্ষিগণকে অন্নাদি প্রদান করা গৃহস্থের পরমধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীন হইয়া এইরূপে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহর্ষিদিগের বরলাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

"হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীর নিকট এইরূপ গার্হস্থ্যধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন; অতএব তোমার উহা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তুমি যথানিয়মে ঐ ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ হইলোকে যশঃ ও পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে।"

৯৮তম অধ্যায়
দেবোদ্দেশে পুষ্প-ধূপ-দীপ-দানফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। আলোকদান কিরূপ, কিরূপে উহার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল এবং উহার ফলই বা কি?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে সুবর্ণ-মনুসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুবর্ণনামক এক ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সুবর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল। ঐ স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি স্বীয় গুণগ্রামদ্বারা অনেকানেক সদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি তপোধনাগ্রগণ্য মনুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি মনু তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া সুমেরুপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক রমণীয় শীলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে তাঁহাদের উভয়ের ব্রহ্মর্ষি, দেব, দানব ও পুরাণসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি সুবর্ণ স্বায়ম্ভুব মনুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! পুষ্প, ধূপ ও দীপদ্বারা দেবতারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, ঐ প্রণালী কে প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং উহার ফলই বা কি? আপনি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমার এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।'

"মনু কহিলেন, 'তপোধন! আমি এই স্থলে বলি শুক্রসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভূগুকুলতিলক শুক্র ত্রিলোকের অধীশ্বর বিরোচননন্দন বলির নিকট গমন করিলে দানবরাজ অর্ঘ্যাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্। দেবতাদিগকে পুষ্প ও ধূপ দীপদ্বারা অর্চ্চনা করিবার ফল কি, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

'তখন শুক্র কহিলেন, "দানবরাজ! প্রথমে তপস্যা, তৎপরে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঐ সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সমস্ত উদ্ভিদজাতির মধ্যে কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই

আন্তরিক ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত আর যাহার গন্ধে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ওষধিমধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে। যেসমুদয় নিতান্ত উগ্রতেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যেসমুদয় সৌম্য, তাহারাই অমৃত। বৃক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐরূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটি জাতি আছে। তন্মধ্যে যে বৃক্ষ ও লতার পুষ্পসমুদয় মনকে আহ্লাদিত করে, তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম সুমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে সুগন্ধি পুষ্পসমুদয় প্রদান করে, দেবগণ তাহার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন লক্ষণান্বিত বিবিধ পুষ্প

"এক্ষণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, উরগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের মাল্য এবং দেবগণের উপভোগ্য ভূমিকর্ষণানন্তর রোপিত গ্রাম্য ও অযত্নসম্ভূত বন্য কণ্টকাকীর্ণ ও অকণ্টক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুস্পসমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে, ইষ্ট ও অনিষ্ট। তন্মধ্যে ইষ্টগন্ধসম্পন্ন পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যেসমস্ত শ্বেতবর্ণ পুষ্প অকণ্টক বৃক্ষে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদয় দেবগণের সবিশেষ প্রীতিকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, পদ্মমাল্যসমুদয় গন্ধর্ব্ব নাগ যক্ষগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথর্ব্ববেদমধ্যে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শত্রুগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্ত আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য, কণ্টকসংযুক্ত, প্রাণীগণের নিতান্ত অপ্রীতিকর, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পসমুদয় প্রদান করিবে।

"যেসকল পুষ্প প্রিয়দর্শন ও সুমধুরগন্ধযুক্ত, তৎসমুদয় মনুষ্যদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়াসময়ে শ্মশান ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুস্পসমুদয় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গসমুৎপন্ন সৌম্যদর্শন পুষ্পসমুদয় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে প্রদান করা উচিত। দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন, নাগগণ উহার উপভোগ এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ, দর্শন উপভোগদ্বারা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। যিনি দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের কার্য্যে প্রীত হইলে তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন এবং অবজ্ঞাত হইলে তাহাকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

বিবিধ ধূপদীপলক্ষণ—ধূপদীপদানফল

"অতঃপর আমি ধূপের লক্ষণ ও ধূপদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধূপ তিন প্রকার—নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই সমুদয় ধূপের গন্ধেও ইষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে।

শল্লকীর নির্য্যাস ব্যতিরেকে অন্যান্য বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ নির্য্যাসধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপসমুদয়ের মধ্যে গুগ্‌গুল সর্ব্বোকৃষ্ট। যেসমুদয় কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সুগন্ধ ধূপ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সারীঘূপ। সারীধুপই দেবতাদিগের প্রীতিকর। অগুরু সর্ব্বপ্রকার সারীধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শল্লকীবৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ যক্ষ-রাক্ষসাদির প্রতি উৎপাদন করে।

সর্জ্জরস ও সুগন্ধ কাষ্ঠাদিদ্বারা সমুদয় ধূপ প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের নাম কৃত্রিম ধূপ। ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিহারোপযোগী বিবিধ ধূপ আছে। তৎসমুদয় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য। পুষ্পপ্রদানে যেপ্রকারে ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ধূপদানে সেইরূপ ফল পরিগণিত হইয়া থাকে।

"এক্ষণে যে সময়ে যেরূপে যে প্রকার দীপসমুদয় প্রদান করিতে হয়, তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দীপ ঊর্ধ্বগামী তেজঃ-পদার্থ; অতএব দীপদান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও উর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। অন্ধতমিস্র নরকনিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকারস্বরূপ। অতএব দেবগণের সমগুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতিসম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দীপনির্ব্বাণপূর্ব্বক অন্ধকার উৎপাদন করা কদাপি বিধেয় নহে। আলোকদান করিলে মনুষ্য উত্তম চক্ষুস্মান ও প্রযুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে; আর যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে প্রভাবিহীন ও অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে। ঘৃতদ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ধৃতের অভাবে ওষধিরসদ্বারাও দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা যাইতে পারে। কিন্তু বসা, মেদ ও অস্থিনির্য্যাসদ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন পর্ব্বতসন্নিধানে, চৈত্যবৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পথে দীপদান করিবেন। দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরমে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্‌দিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দেবোদ্দেশে বলিস্বরূপ অন্নদানকল্প

"এক্ষণে দেবতা, যক্ষ, উরগ, মনুষ্য, ভূতও রাক্ষসগণকে বলি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালকদিগকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। অতএব প্রযত ও অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলিকর্ম্ম সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃগণ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ ও অতিথিগণ গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদিলাভের বাসনা করিয়া থাকেন। গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদিদ্বারাই পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন হয়। উহারা পরিতৃপ্ত ও প্রীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয়ু, যশ ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। দেবগণকে পুষ্পসমন্বিত বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দধি, দুগ্ধ, রুধির ও মাংসসম্পন্ন সুগন্ধমিশ্রিত বলি, নাগগণকে সুরা, লাজ, পিষ্টক, পদ্ম ও উৎপলসম্পন্ন বলি এবং ভূপগণকে গুড়তিলসম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করেন, তিনি বলবীর্য্যসমম্বিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। অতএব দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গৃহদেবতাগণ গৃহমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন অন্নাদির অগ্রভাগদ্বারা গৃহদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন।"

"হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য দানবরাজ বলির নিকট এই কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাত্মা মনু সুবর্ণকে, সুবর্ণ নারদকে ও নারদ আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম; অতএব তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও।"

৯৯তম অধ্যায়

বলিদানকারণপ্রশ্নে অগস্ত্য-নহুষসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পুষ্প, ধূপ ও বলিপ্রদাতাদিগের যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গৃহগণ কি নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা পুনরায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু, অগস্ত্য এবং নরপতি নহুষের কথোপকথনপ্রসঙ্গে যে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি এই উপলক্ষ্যে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি নহুষ স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় প্রথমতঃ দৈবী ও মানুষী ক্রিয়াসমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সমিধ ও কুশ আহরণ করিয়া হোমানুষ্ঠান, অন্ন ও লাজদ্বারা বলিপ্রদান এবং ধূপদীপ দান, ধ্যান, জপ ও শাস্ত্রানুসারে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে 'আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি' বলিয়া তাঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল; সুতরাং তাঁহার পুর্ব্বাচরিত ক্রিয়াকলাপেরও লোপ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি একান্ত গর্ব্বিত হইয়া ঋষিগণকে বাহক করিলেন। ঋষিগণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার যান বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহর্ষি অগস্ত্যের পর্য্যায় সমাগত হইল। ঐ দিন ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য মহাতপা, ভৃগু ভগবান অগস্ত্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! পাপাত্মা নহুষ আমাদিগের প্রতি যারপরনাই অত্যাচার করিতেছে, আমরা কোনরূপেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা নিবারণের উপায়বিধান করুন।'

"অগস্ত্য কহিলেন, 'মহর্ষে! দুরাত্মা নহুষ ব্রহ্মার নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি কিরূপে তাহাকে শাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইব? ঐ পামর স্বর্গারোহণসময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মর নিকট "আমি দৃষ্টিমাত্রে সকলের তেজোহ্রাস করিব" বলিয়া বর গ্রহণ করিয়াছে এবং ভগবান্ ব্রহ্মও তাহাকে ঐ বর ও তাহার পানার্থ অমৃত প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য মহর্ষিগণ আমরা কেহই এতাবৎকাল তাহাকে দগ্ধ বা নিপাতিত করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ঐ দুরাত্মা এক্ষণে বরদর্পিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। অতএব অদ্য আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

"তখন ভৃগু কহিলেন, "ভগবন্! আমি নিতান্ত মোহিত হইয়া নহুষকে প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে আপনার নিকট সমুপস্থিত

হইয়াছি। পাপপরায়ণ দুরাত্মা নহুষ আজ আপনাকে রথের বাহক করিবে স্থির করিয়াছে; অতএব আজ আমি আপনার সমক্ষেই স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই পামরকে ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া পুরন্দরকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। আজ যখন সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপাত্মা মত্ততানিবন্ধন আত্মবিনাশের নিমিত্ত আপনাকে পদাঘাত করিবে, সেই সময় আমি রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার সমক্ষে "তুমি সর্প হও" বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত করিব। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার মত কি, তাহা ব্যক্ত করুন।' মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে ভগবান অগস্ত্য তাহার বাক্যশ্রবণে যারপরনাই প্রীতিযুক্ত হইলেন।"

১০০তম অধ্যায়

দীপদানাদি বলিকর্ম্মে পরাঙ্মুখ নহুষের পতন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মহারাজ নহুষ কিরূপে বিপন্ন ও ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহারাজ নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভপূর্ব্বক প্রথমতঃ বিবিধ দৈব ও লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক, উভয়লোকেই সদাচারনিরত গৃহমেধী মহাত্মারা উন্নতিলাভে সমর্থন হয়েন। গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ, সিদ্ধান্নের অগ্রভাগ ও বলি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিলে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন। বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিলে গৃহীদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, দেবগণ তাহার শতগুণ অধিক প্রীতিলাভ করেন, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারা গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ প্রদান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক দেবগণের প্রতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃলোক, মহর্ষি ও গৃহদেবতাগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে তাঁহাদিগের প্রীতিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবরাজ নহুষ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বর্গলোকে দীপদান, বলিকর্ম্ম ও অন্যান্য নানাবিধ দৈবমানুষ ক্রিয়া এবং উৎসবসমুদয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

"এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার সৌভাগ্য তিরোহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে পূজোপহারপ্রদানে পারাঙ্মুখ হইলেন। পূর্ব্ববৎ ধূপদীপ ও উদকদান প্রভৃতি কার্য্যের আর আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ঐ সময় রাক্ষসেরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল।

নহুষের অগস্ত্যমস্তকে আরোহণ

"অনন্তর একদা মহারাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যকে যানে যোজিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তপোধন! তুমি লোচনযুগল নিমীলিত কর, আমি তোমার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইব।' তখন মহর্ষি অগস্ত্য লোচন নিমীলিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভৃগুও নহুষের বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাঁহার জটামধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে মহর্ষি অগস্ত্য

নহুষকে যানে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘দেবরাজ! তুমি শীঘ্র আমাকে যানে যোজিত করিয়া অনুমতি কর, আমি তোমাকে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব? তুমি যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহেই তোমাকে সেই স্থানে উপনীত করিব।’ তখন সুররাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে যানে যোজিত করিলেন।

“ঐ সময় অগস্ত্যের জটামধ্যস্থ মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে যানে যোজিত দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং নহুষের দৃষ্টিগোচর হইবেন না বলিয়া জটামধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নহুষের ব্রহ্মা হইতে বরপ্রাপ্তির বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তখন মহারাজ নহুষ তাঁহার পৃষ্ঠে বারংবার কশাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইল না।

ভৃগুশাপে নহুষের সর্পদেহপ্রাপ্তি

“অনন্তর নহুষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বামপদদ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যের মস্তকে জটামধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি নহুষকর্ত্তৃক বামপদদ্বারা প্রহৃত হইবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘রে দুরাচার! তুই রোষপরবশ হইয়া অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি; অতএব এই দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভুজঙ্গদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে গমন কর।’

“মহর্ষি ভৃগু এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র নহুষ সর্পদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু পূর্ব্বকৃত দান, তপঃ ও অন্যান্য নিয়মপ্রভাবে তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ হইল না। যদি ভৃগু শাপপ্রদানকালে নহুষের দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে নহুষের তেজঃপ্রভাবে অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কদাচ ভূতলে নিপতিত করিতে সমর্থ হইতেন না।

“অনন্তর ভূতলনিপতিত মহারাজ নহুষ আপনার শাপশান্তির নিমিত্ত ভৃগুকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া নহুষের শাপশান্তি হইবার নিমিত্ত ভৃগুকে অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু নহুষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, ‘পৃথিবীতে যুধিষ্ঠির নামে এক কুলপ্রদীপ মহীপাল উৎপন্ন হইবেন। তিনিই নহুষকে এই শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই।’ মহাত্মা ভৃগু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্যও পুরন্দরের হিতসাধননিবন্ধন ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

“এ দিকে মহর্ষি ভৃগু নহুষকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ‘সুরগণ! নহুষ আমারই বর প্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সে মহর্ষি ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে গমন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে তাহার এই শাপমোচন করিয়া দেয়, এমন আর কেহই নাই; অতএব তোমরা অবিলম্বে দেবরাজ্যে ইন্দ্রকে পুনরায় অভিষিক্ত কর। লোকপিতামহ ব্রহ্ম এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে পুলকিতমনে কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি যেরূপ

কহিতেছেন, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি।' অনন্তর ব্রহ্মা পুরন্দরকে দেবরাজ্যে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন।

"ধর্ম্মরাজ। রাজা নহুষ যে তোমাকর্ত্তৃক শাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। স্বধর্ম্মব্যতিক্রমনিবন্ধন তাঁহার ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি দীপদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই পুনরায় ঐরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সায়ংকালে বিশুদ্ধচিত্তে দীপদান করিবে। যে ব্যক্তি সায়ংকালে দীপদান করে, সে দেহান্তে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া থাকে এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার কান্তিও একান্ত উজ্জ্বল হয়। দীপদান করিলে উহা যত নিমেষ প্রজ্বলিত হয়, দীপদাতা তত বৎসর রূপবান ও বলবান হইয়া স্বর্গলোকে সুখে কালহরণ করিয়া থাকে।"

১০১তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণের ধনাপহরণে দুর্গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যে সমুদয় নৃশংস মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্ব [ব্রাহ্মণের ধন] অপহরণ করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষ্যে চণ্ডালক্ষত্রিয় সংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ক্ষত্রিয় এক চণ্ডালকে গাত্রলগ্ন দুগ্ধক্ষালন করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে নিষাদ! আমি তোমার বৃদ্ধদশায় বালকের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুক্কুর ও গর্দ্দভের ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; কিন্তু তুমি আপনার পবিত্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রলগ্ন গোদুগ্ধ ক্ষালিত করিতেছ। এখন বুঝিলাম, সাধু ব্যক্তিরা এই নিমিত্তই চণ্ডালের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।'

"তখন চণ্ডাল কহিল, 'মহারাজ! আমার গাত্রে ব্রাহ্মণের গাভীর দুগ্ধ লগ্ন হইয়াছে, সেই নিমিত্তই আমি উহা ক্ষালন করিতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মে একদা এক নরপতি এক ব্রাহ্মণের গোধন অপহরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন। ঐ সময় গোসমুদয়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। তৎপরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ সোমলতার রস পান করিয়া ঐ গোধনহর্ত্তা নরপতির যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠাননিবন্ধন ঐ ভূপতি, সেই সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ অচিরাৎ নরকে নিপতিত হইলেন এবং রাজার পুত্রপৌত্রাদি বিনষ্ট হইল। ঐ যজ্ঞে যেসমুদয় ব্যক্তি সেই অপহৃত গোসমুদয়ের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী হইতে হইল।

'যে স্থানে ঐ অপহৃত গোসমুদয়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া সোমলতায় নিপতিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করাতে আমার ভিক্ষান্নসমুদয় সেই দুগ্ধে আর্দ্র হইয়াছিল। আমি সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়াই এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ঐ অপহৃত গাভীর দুগ্ধে সোমলতা আর্দ্র হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি পণ্ডিতেরা সোমরস বিক্রয় করাও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব যাহারা সোমরস ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা

যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রৌরব-নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হইয়া সোমরস বিক্রয় করে, তাহাকে নিরগামী হইয়া ত্রিশতবার বিষ্ঠাভোজী কীটাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

'হে মহারাজ! অভিমানই ব্রহ্মস্বাপহরণের মূল কারণ; অতএব অভিমানের তুল্য উৎকট পাপ আর কিছুই নাই। নীচসেবা, অভিমান ও মিত্রের দারাপহরণ এই তিন পাপ তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে অভিমানই গুরুতর পাপ বলিয়া নির্ণীত হয়। পূর্ব্বজন্মে আমার এই সহচর কুক্কুর মনুষ্য ছিল; কেবল অভিমানবশতঃই কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ কৃশ ও কদাকার হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ধনাঢ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; বিজ্ঞানশাস্ত্রেও আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। আমি অভিমানকে দোষ বলিয়া অবগত ছিলাম না, এমন নহে; কিন্তু তথাপি সেই অভিমাননিবন্ধন আমি প্রাণীদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভক্ষ্য মাংসভোজন করিতাম। আমি সেই সমুদয় অসদ্ব্যবহার ও অভক্ষ্যভক্ষণনিবন্ধন এক্ষণেই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বস্ত্রান্তে অগ্নি সংলগ্ন হইলে যেমন ক্রমশঃ উহা দগ্ধ হয়, তদ্রূপ পাপপ্রতাপে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। আমার বোধ হয়, যেন ভ্রমরে আমাকে দংশন করিতেছে। আমি সেই যন্ত্রণার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইতেছি।

'গৃহস্থ ব্যক্তিরা বেদাধ্যয়ন ও বিবিধ দানদ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ হইলে বীতসঙ্গ [আসক্তিহীন] হইয়া আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু আমি অতি পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং আমি কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতেছি না। আমি পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে জাতিস্মর হইয়াছি, এই নিমিত্ত আমার শুভকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা মুক্ত হইবার বাসনা হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমি এই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।'

তখন ক্ষত্রিয় কহিলেন, 'নিষাদ! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হইবে। ইহা ভিন্ন সদগতিলাভের উপায়ান্তর নাই।'

"হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় এই কথা কহিলে চণ্ডাল ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতিলাভ করিয়াছিল। অতএব যদি শাশ্বতী গতিলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

১০২তম অধ্যায়
কর্ম্মানুরূপ গতি—গৌতম-ইন্দ্রসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কি একপ্রকার লোক লাভ করে, না তাহাদের নানাবিধ লোক লাভ হয়, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! মানবগণ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা নানাপ্রকার লোক লাভ করে, তন্মধ্যে পুণ্যবান ব্যক্তিরা পুণ্যলোকসমুদয় এবং পাপাত্মা ব্যক্তিরা পাপলোক লাভ করিয়া থাকে। আমি এই উপলক্ষ্যে গৌতম-বাসবসংবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“একদা দমগুণসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মৃদুস্বভাব দ্বিজবর গৌতম অটবীমধ্যে এক মাতৃহীন হস্তিশিশুকে অবলোকন করিলেন। ঐ হস্তিশাবক অরণ্যমধ্যে নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছিল। মহর্ষি গৌতম তাহাকে অবলোকন করিবামাত্র একান্ত দয়া হইয়া আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ হস্তিশিশু মহাবলপরাক্রান্ত, মদস্রাবী ও পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিলে একদা দেবরাজ ইন্দ্র নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়া সেই মত্তমাতঙ্গকে অপহরণ করিলেন। মহর্ষি গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে সেই মাতঙ্গ অপহরণ করিতে অবলোকন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে অকৃতজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি অতিকষ্টে এই মাতঙ্গকে প্রতিপালন করিয়াছি, এ আমার পুত্রস্বরূপ; অতএব তুমি ইহাকে অপহরণ করিও না; তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করাতে আমার সহিত তোমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব এই হস্তিশিশু অপহরণ করিয়া মিত্রদ্রোহী হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি আশ্রমে না থাকিলে এই হস্তী আমার আশ্রম রক্ষা এবং কাষ্ঠ ও উদকাদি আহরণ করে। এ অতি বিনীত, কার্য্যকুশল, শিষ্ট, কৃতজ্ঞ ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব ইহাকে অপহরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হস্তি-হর্ত্তা ইন্দ্রের সহিত বাদ-প্রতিবাদ

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘মহর্ষে! আমি আপনাকে সহস্র গোধন, একশত দাসী, পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদয় লইয়া আমাকে এই হস্তীটি প্রদান করুন। আপনি ব্রাহ্মণ, হস্তী লইয়া আপনার কি হইবে?’

“গৌতম কহিলেন, ‘রাজ! গোধন, দাসী, সুবর্ণমুদ্রা ও বিবিধ রত্নে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রভূত ধন গ্রহণ করিবার আবশ্যক কি?

“তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘ভগবন্! ব্রাহ্মণদিগের হস্তী রক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হস্তীদ্বারা ক্ষত্রিয়দিগেরই মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। হস্তী আমাদের বাহন। অতএব স্বীয় বাহন অপহরণ করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। এক্ষণে আপনি ইহার আশা পরিত্যাগ করুন।’

“গৌতম কহিলেন, ‘রাজন! যে যমালয়ে গমন করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা আহ্লাদ ও পাপাত্মারা শোকসাগরে নিমগ্ন হয়, তুমি তথায় গমন করিলে আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।’

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘মহর্ষে। কর্ম্মপরিত্যাগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা নাস্তিকেরাই যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আমি যমলোক গমন করিব না, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।’

“গৌতম কহিলেন, ‘রাজন! যমালয়ে সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা বাক্যের ব্যবহার হয় না। যথায় দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও বলবানদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।’

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘ভগবন্! যেসকল ব্যক্তিরা মদমত্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠাভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে।

অতএব আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

"গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! যে কুবেরপুরীতে ভোগী ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া থাকে; যথায় গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরাগণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

'ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! যাহারা অতিথিসেবাতৎপর ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় প্রদান এবং প্রথমতঃ সামগ্রীসমুদয় বিভাগপূর্ব্বক আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করে, তাহারাই কুবেরলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

"গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! সুমেরুপৰ্ব্বতের শিখরদেশে কিন্নরীসঙ্গীতপরিপূর্ণ, পুষ্পসমাকীর্ণ, সুদীর্ঘজম্বুবৃক্ষসম্পন্ন যে রমণীয় উপবন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপুর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

"ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! যে ব্রাহ্মণগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, বহুশাস্ত্রপারদর্শী ও সৰ্ব্বভূতপ্রিয় এবং যাঁহারা ইতিহাসপাঠ, পুরাণপাঠ ও ব্রাহ্মণগণকে মধুদান করেন, তাঁহারাই সুমেরুশিখরের উপবনে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।'

"গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! যে বিবিধ পুষ্পসংযুক্ত কিন্নরগণসমাকীর্ণ, নারদের প্রিয় নন্দনবনে নিরন্তর অপ্সরা ও গন্ধৰ্ব্বগণ অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

"ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যেসকল ব্যক্তি যাজ্ঞপরাঙ্মুখ হইয়া নৃত্যগীতাদির আলোচনা করে, তাহারাই নন্দনবনে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।'

"গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে উত্তরকুরুতে মানবগণ দেবতাদিগের সহিত একত্র আহ্লাদ অনুভব এবং অগ্নি, জল ও পৰ্ব্বতসম্ভূত মানবগণ অবস্থান করেন, যথায় দেবরাজ ইন্দ্র সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যে স্থানের কামিনীগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী, যথায় স্ত্রীপুরুষদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

"ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'মহর্ষে! যাঁহারা বীতস্পৃহ, মাংসভোজন পরাঙ্মুখ, দণ্ডবিধানবিরত ও মমতাপরিশূন্য, যাঁহারা লাভালাভ ও স্তুতিনিন্দা সমান জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীরই কিছুমাত্র হিংসা করেন না, তাঁহারাই উত্তরকুরুতে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।'

"গৌতম কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র। সোমলোকে যে পুণ্যগন্ধসম্পন্ন রজোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থানসমুদয় বিরাজিত রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।'

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘তপোধন! যাঁহারা দানশীল, যাঁহারা অন্যের অর্থ কদাচ প্রতিগ্রহ করেন না, পূজ্যযাকদিগকে যাঁহাদিগের কিছুমাত্র অদেয় নাই, যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, প্রসাদগুণসম্পন্ন, পুণ্যবান্ ও ক্ষমাশীল, যাঁহারা অন্যের প্রতি কখনই কটূক্তি প্রয়োগ করেন না, যাঁহারা সতত প্রাণীগণের রক্ষায় নিরত থাকেন, সোমলোক সেই সমস্ত মহাত্মাদিগেরই সম্যক উপযুক্ত। আমি কদাচ সেই লোকে গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।’

“গৌতম কহিলেন, ‘ধৃতরাষ্ট্র! সূর্য্যলোকে যে রজঃ ও তমোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থানসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।’

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘তপোধন! যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন, গুরুশুশ্রূষানিরত, তপ ও ব্রতপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ-আচার্য্যগণের অনুকূলভাষী ও উদ্যোগী, যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সমস্ত বেদবিৎ বিশুদ্ধস্বভাব মহাত্মারাই। সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি তথায় কদাচ গমন করিব না, আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।’

“গৌতম কহিলেন, ‘ধৃতরাষ্ট্র! বরুণলোকে যে পবিত্র গন্ধসম্পন্ন শাকশূন্য রজোগুণবিহীন নিত্যস্থানসমুদয় বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপুর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।’

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘তপোধন! যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যযাগের অনুষ্ঠান, দশাধিক শত যজ্ঞ আহরণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তিন বৎসর বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে আহুতিপ্রদান, প্রাণপণে ধর্ম্মভারবহন ও সাধুনির্দ্দিষ্ট পথে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মারাই বরুণলোকে গমন করেন, আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।’

“গৌতম কহিলেন, ‘ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রলোকে যে রজোগুণশূন্য, শোকবিহীন, নিতান্ত দুর্গম, সকলের প্রার্থনীয় স্থানসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।’

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘তপোধন! যাঁহারা শতবর্ষজীবী, মহাবলপরাক্রান্ত, বেদাধ্যায়ী, যাজ্ঞিক ও অপ্রমত্ত, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।’

“গৌতম কহিলেন, ‘ধৃতরাষ্ট্র! স্বর্গে যে শোকশূন্য সকলের প্রার্থনীয় প্রজাপতিলোকসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।’

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘তপোধন! যেসমস্ত মহীপাল রাজসূয়যজ্ঞে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকেন এবং যাঁহারা অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক অবভৃতস্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

“গৌতম কহিলেন, ‘ধৃতরাষ্ট্র! প্রজাপতিলোকের ঊর্দ্ধে যে পবিত্র-গন্ধসম্পন্ন, রজোগুণবিহীন, শোকশূন্য, নিতান্ত দুর্ল্লভ গোলোকসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।’

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘তপোধন! যে ব্যক্তি সহস্র গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর একশত, একশত গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর দশ অথবা দশার্দ্ধ বা পাঁচটি গোধনের অধিকারী হইয়া প্রতি বৎসর একটি গোদান করেন; যে সমস্ত তীর্থযাত্রাপরায়ণ মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বৈদিক রীতিনীতি-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং যাঁহারা প্রভাস, মানস, পুষ্কর, নৈমিষ, বৃহৎসরোবর, বাহুদা, করতোয়া, গঙ্গা, ফল্গু, বিপাশা, কৃষ্ণা, পঞ্চনদ, মহাহ্রদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই গোলোক লাভ করিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়েন। আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।’

“গৌতম কহিলেন, ‘ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, দ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, জরা, মৃত্যু ও পুণ্যপাপের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, তুমি সেই রজোগুণবিহীন সত্ত্বগুণের আকর অতিপবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও আমি তথায় উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।’

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘তপোধন! যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত, অধ্যাত্মযোগনিরত, কৃতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত সাত্ত্বিক মনুষ্যেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিয়া এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিব যে, আপনি আমাকে কিছুতেই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না।’

“গৌতম কহিলেন, ‘হে ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে সামবেদগীত হইয়া থাকে, যে স্থানে বেদীসমুদয়ে পুণ্ডরীকযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অশ্বগণসাহায্যে সোমবীথিতে গমন করা যায়, তুমি ব্রহ্মলোকমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেও আমি তথায় গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

‘যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। তুমি স্বেচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এইরূপে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাক। আমি এতক্ষণ তোমাকে জ্ঞাত হইতে পারি নাই; অতএব আমি সবিশেষ না জানিয়া তোমার প্রতি যে পুরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।’

ইন্দ্র-গৌতমের সম্প্রীতি—গৌতমের সদ্গতি

তখন ধৃতরাষ্ট্ররূপী ইন্দ্র কহিলেন, ‘হে তপোধন! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি এই হস্তী গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই অপরাধনিবন্ধন তোমার নিকট প্রণত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি অবিচলিতচিত্তে তাহাই অনুষ্ঠান করিব।’

“তখন গৌতম কহিলেন, ‘পুরন্দর! তুমি এই আমার দশমবর্ষবয়স্ক শ্বেতবর্ণ করিশাবকটিকে গ্রহণ করিয়াছ, ইহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমি

এই নির্জ্জন কাননমধ্যে কেবল উহারই সহিত নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। এ স্থানে এই হস্তী ব্যতীত আমার আর কেহ সহায় নাই। অতএব তুমি অবিলম্বে ইহাকে প্রত্যর্পণ কর।’

‘ইন্দ্র কহিলেন, ‘তপোধন! দেখ, তোমার কৃতক পুত্র করিশাবক তোমাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তোমারই নিকট গমন ও নাসিকাদ্বারা তোমার চরণদ্বয় আঘ্রাণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমার শুভানুধ্যান কর।’

“গৌতম কহিলেন, ‘ইন্দ্র! আমি নিরন্তর তোমার শুভচিন্তা ও পূজা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই করিশাবকটিকে পুনরায় গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমিও আমার শুভচিন্তা কর।’

‘ইন্দ্র কহিলেন, ‘তপোধন! এক্ষণে বেদপারগ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেবল তোমাকর্ত্তৃকই আমি ছদ্মবেশে পরিজ্ঞাত হইলাম, এই নিমিত্ত আজ তোমার প্রতি আমার যারপরনাই সন্তোষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার এই কৃতকপুত্রের সহিত আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। তুমি চিরকালের নিমিত্ত শুভলোকসমুদয় লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র।’ এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই হস্তীর সহিত মহর্ষি গৌতমকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিতান্ত দুর্ল্লভ দেবলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মা গৌতমের ন্যায় ব্রহ্মালোক লাভ করিয়া থাকেন।”

১০৩তম অধ্যায়

তপস্যাপ্রসঙ্গে উপবাসের শ্রেষ্ঠতা কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি বহুবিধ দান, শান্তি, সত্য, অহিংসা, স্বারনিরতি ও দানফল যথানিয়মে কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে উৎকৃষ্ট তপস্যা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! মনুষ্য যেরূপ তপানুষ্ঠান করে, তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহলোকে অনশনের তুল্য উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষ্যে ব্রহ্মভগীরথসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলক ও ঋষিলোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মালোক লাভ করিয়াছিলেন।

“একদা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ‘ভগীরথ! কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি মনুষ্য কঠোর তপানুষ্ঠান না করিলে কেহই এই লোক লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি কি পুণ্যে, এই দুর্ল্লভ লোক লাভ করিলে, তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন কর।’

“তখন ভগীরথ কহিলেন, ‘ভগবন্! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। দশবার একরাত্রিনিষ্পন্ন ও পঞ্চরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ, একাদশবার একাদশরাত্রি-নিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং শতবার জোতিষ্টোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এক শত বৎসর জাহ্নবীতীরে বাস করিয়া কঠোর তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র অশ্বতরী ও অসংখ্য কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষবার এক লক্ষ অশ্ব, দুই লক্ষ গাভী এবং সুবর্ণচন্দ্রসমলঙ্কৃত সহস্র ও

সুবর্ণাভরণভূষিত ষষ্টিসহস্র কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। গোসব যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দশ অর্ব্বুদ দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু উৎসর্গ করিয়া এক এক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। সোমযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক এক ব্রাহ্মণকে দশ দশ সকৃৎপ্রসূতা ধেনু [এক বিয়ানের গাভী] ও শত শত রোহিণী গাভী [৯ বৎসরের গাভীর] প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ যজ্ঞে আমি শত প্রভূত-দুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রসাৎ করি।

'আমি, এক একবার ব্রাহ্মণগণকে বাহ্লীকদেশোদ্ভব হেমমালাবিভূষিত শুক্লবর্ণ লক্ষ অশ্ব ও আট কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। প্রভূতদক্ষিণ দশটি বাজপেয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তদশ কোটি সুবর্ণমালাসমলঙ্কৃত শ্যামকর্ণযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব, সপ্তদশ সহস্র কাঞ্চনমালা-বিভূষিত দীর্ঘহস্ত বৃহকায় হস্তী, সুবর্ণালঙ্কারসমলঙ্কৃত দশ সহস্র এবং অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত সপ্তসহস্র রথ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলাম। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী সুবর্ণহারসম্পন্ন ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণবাক্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলাম। সমুদয় ভূপতিকে পরাজিত করিয়া আটটি রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে গঙ্গাস্রোত অপেক্ষা অধিক দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলাম। এক এক ব্রাহ্মণকে তিনবার নানালঙ্কার-বিভূষিত দুই সহস্র অশ্ব এবং শত উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়াছিলাম। নিয়তাহার ও বাগ্যত [মৌনী] হইয়া সুরধুনী গঙ্গার তীরে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলাম। শমীক্ষেপসহকারে বেদিনির্ম্মাণপূর্ব্বক [শমীকাষ্ঠ অত্যন্ত দৃঢ়, অতি বেগে নিক্ষেপ করিলেও ভগ্ন হয় না। তাদৃশ শমী বৃক্ষের কাষ্ঠখণ্ড সবেগে নিক্ষেপ করিলে উহা যত দূর যায়, তত দূরব্যাপী যজ্ঞস্থান নির্ম্মাণ] অসংখ্য যজ্ঞ, নিযুত একাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং এয়োদশ দ্বাদশাহনিষ্পন্ন পুণ্ডরীক-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম।

'ব্রাহ্মণগণকে অষ্টসহস্র কাঞ্চনশৃঙ্গসম্পন্ন শুক্লবর্ণ বৃষ দান ও তাঁহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম।'

'বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ, রত্ন, ধনধান্যপরিপূর্ণ সহস্র সহস্র গ্রাম এবং দশসহস্র সকৃৎপ্রসূতা সবৎসা গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। একবার একাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ, দুইবার দ্বাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ ও ষোড়শবার আকরিণযজ্ঞ ও অনেকবার অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে একযোজনবিস্তৃত রত্নবিভূষিত কাঞ্চনপাদপের বন প্রদান করিয়াছিলাম। ক্রোধবিহীন হইয়া ত্রিংশৎ বৎসর পবিত্র পারায়ণব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে নয় শত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। একদিনও পয়স্বিনী ধেনু ও বৃষ দান করিতে বিরত হই নাই।

'ত্রিংশৎ অগ্নিচয়ন, আটটি সর্ব্বমেধ, সাতটি নরমেধ ও এক সহস্র অষ্টাদশ বিশ্বজিৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষ তীর্থে দশ লক্ষ গোদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সমুদয় পুণ্যফলে আমার এই দুর্ল্লভ লোকলাভ হয় নাই। আমি কেবল পরম অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াই এই সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি।

পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অনশন ব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উহা গোপনে রাখিয়াছিলেন, তৎপরে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপোবলে উহা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করেন। আমি যখন ঐ নিগূঢ় অনশনব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই সময় সহর্ষ মহর্ষি ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ

আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রীতমনে 'তোমার ব্রহ্মলোকলাভ হউক' বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তন্নিবন্ধন এই সুদুর্ল্লভ লোকে আগমন করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট আমার পবিত্র অনশনব্রতের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে অনশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।'

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা ভগীরথ এইরূপ কহিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বদা অনশনব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কি মনুষ্য, কি দেবতা, সকলেরই অন্ন, বস্ত্র ও গোদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করা উচিত। অতএব তুমি লোভবিহীন হইয়া অনশনব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা কর। ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।"

১০৪তম অধ্যায়
সদাচারে দীর্ঘায়ু—কদাচারে অল্পায়ু

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষ, শতায়ু ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে, তবে কি নিমিত্ত তাহারা অকালে কালকবলে নিপতিত হয়? মানবগণ যে দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু, ধনবান্ ও যশস্বী হইয়া থাকে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ, হোম, ঔষধ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য ইহার মধ্যে কোটি তাহার মূল কারণ, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মানবগণ যাহাতে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু এবং যাহাতে ধনবান্ ও যশস্বী হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান্ ও উভয় লোকে যশস্বী হয়। দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। স্বীয় মঙ্গলকামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্রপরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণা পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে।

"মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্তদ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং যে সতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগরিত হইয়া, ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগ্যত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। উদয় ও অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্নসময়ে এবং জলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঋষিগণ সতত সান্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ুলাভ

করিয়াছিলেন; অতএব বাগযত্ হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সান্ধ্যোপাসনা করা উচিত। যাহারা সান্ধ্যোপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকে শূদ্রানুষ্ঠিত কার্য্যে নিয়োগ করা ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

"পরস্ত্রীগমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে তাহাকে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোমকূপ থাকে তাবৎসংখ্যক বৎসর নরকভোগ করিতে হয়। কেশবিন্যাস, নেত্রে কজ্জলদান, দন্তধাবন এবং দেবগণের অর্চ্চনা করা পূর্ব্বাহ্ণেই কর্ত্তব্য। বিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদদ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; অতি প্রত্যুষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্নসময়ে স্থানান্তরে গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে গমন করিতে পরিজ্ঞাত বনস্পতি ও চতুষ্পথসমুদয় প্রদক্ষিণ করা উচিত। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্রসময়ে চতুষ্পথে গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। পাদোপরি পাদনিধান করা কর্ত্তব্য নহে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী এবং উভয়পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মচারী [স্ত্রীসহবাসাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য] হওয়া উচিত। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

"তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে, বিধেয়। নীচ ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাক্যরূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্মভেদ করে, যদ্দারা আহত হইলে দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরশুদ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্ব্বাক্যদ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যারপরনাই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে। কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে অনায়াসেই উৎপাটিত করা যায়, কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। উহা যাহাতে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদ হয়, সন্দেহ নাই। হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মুক্ত, নিন্দিত, শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে পরিহাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, বিদ্বেষপ্রকাশ, অভিমান ও উগ্রতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্রূদ্ধ হইয়া অন্যের প্রতি দণ্ডবিধানে উদ্যত হওয়া বা তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয়। ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনাপূর্ব্বক নক্ষত্র ও তিথিনিরূপণ করা অনুচিত।

"মলমূত্র পরিত্যাগ ও পথপর্য্যটনের পর এবং স্বাধ্যায়, ও ভোজনকালে পাদপ্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্রব্যের অশুচিভাব অপরিজ্ঞাত, যাহা সলিলপ্রক্ষালিত [জলে ধৌত] এবং যাহা ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়, দেবগণ এই তিন প্রকার বস্তুকে ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংযাব [যবচূর্ণ], কৃশর [খিচুড়ী], মাংস, শষ্কুল [পিষ্টক] ও পায়স আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে না; ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবগণের নিমিত্তই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতিপ্রদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। সূর্য্যোদয় হইলে শয্যায় শয়ান থাকিবে না। যদি দৈবাৎ সূর্য্যোদয়ের পরও কেহ শয়ান থাকে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া

মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। উত্তরাভিমুখী হইয়া শৌচক্রিয়া অনুষ্ঠান করা বিধেয়। দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট গমন করিবে না।

"মলিন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করা উচিত নহে। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীকে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উত্তর ও পশ্চিমদিকে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবে না; পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া শয়ন করাই শ্রেয়স্কর। ভগ্ন বা জীর্ণ খাট্টায় শয়ন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আলোকে শয্যা পরীক্ষা ও একাকী অবক্রভাবে শয়ন করাই কর্ত্তব্য। নাস্তিকের সহিত নিয়ম স্থাপন করিয়া কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিবে না। চরণদ্বারা আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন, বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন, রাত্রিকালে স্নান, স্নানান্তর গাত্রমর্দ্দন, স্নান না করিয়া অনুলেপনদ্রব্য সেবন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র কম্পন ও প্রতিদিন আদ্রবস্ত্র পরিধান করাও কর্ত্তব্য নহে।

"ক্ষেত্র ও গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ পরিত্যাগ এবং সলিলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। অন্ন ভোজন করিবার পূর্ব্বে তিনবার আচমন এবং অন্ন ভোজন করিয়া তিনবার জলপান ও দুইবার অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। পূর্ব্বাস্য ও মৌনী হইয়া অন্নের নিন্দা করিয়া ভোজনপাত্রস্থ সমুদয় অন্ন ভোজন না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ রক্ষা ও ভোজন করিয়া অগ্নিস্পর্শ করা কর্ত্তব্য। যিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি দীর্ঘায়ু; যিনি দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি যশস্বী; যিনি পশ্চিমাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি ধনবান ও যিনি উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি সত্যবাদী হয়েন। ভোজনের পর অগ্নি স্পর্শ করিয়া সমস্ত গাত্র, নাভি, পাণিতল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সলিলপ্রেক্ষিত করিবে।

"তুষ, ভস্ম, কেশ ও নরাস্থির [মনুষ্যের হাড়ের] উপর কদাচ উপবেশন করিবে না। অন্য ব্যক্তির অবস্নাত [স্নানাবশিষ্ট] জল স্পর্শ করা অবিধেয়। শান্তিহোম ও সাবিত্রী জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করা বিধেয়। গমন করিতে করিতে কদাচ কোন বস্তু ভোজন করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। ভস্ম ও গোময়ে মূত্রত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যিনি আপাদ হইয়া ভোজন করেন, তিনি শতবর্ষজীবী হয়েন, সন্দেহ নাই। অশুচি হইয়া অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজঃপদার্থ স্পর্শ এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তিন তেজঃপদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। আবাস-মধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে যুবক যতক্ষণ তাঁহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করেন, ততক্ষণ তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া থাকে এবং ঐ উপস্থিত বৃদ্ধের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেই তাঁহার প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব স্বহস্তে আসন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি উপবিষ্ট হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট অবস্থান ও গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা উচিত। ভগ্ন আসনে উপবেশন ও ভগ্ন কাংস্যপাত্র ব্যবহার করা বিধেয় নহে। উত্তরীয় ধারণ না করিয়া ভোজন, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন ও অশুচি হইয়া উপবেশন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

"শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মস্তকে প্রাণসমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব অশুচি হইয়া কাহারও মস্তক স্পর্শ করিবে না। অন্যের মস্তকে প্রহার ও কেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। করদ্বয় পরস্পর সংহত করিয়া আপনার মস্তক কণ্ডুয়ন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্নানকালে নিরন্তর সলিলমধ্যে মস্তক নিমগ্ন করা কদাপি, কর্ত্তব্য নহে। কৃতস্নান হইয়া দেহে তৈল প্রদান করিবে না। তিল মিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বাত্যা উপস্থিত ও পূতিগন্ধ বিস্তীর্ণ হইলে বেদ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহস্তে বেদপাঠ ও শাস্ত্রীয় আলাপ করেন, তাঁহার আয়ু ও বংশক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালেও মোহভবশতঃ বেদ অভ্যাস করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন বিফল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে। অতএব অনধ্যায়ে বেদ অধ্যয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে।

"যাহারা সূর্য্য, অগ্নি, গো, ব্রাহ্মণের অভিমুখে এবং পথিমধ্যে মল পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অল্পায়ু হইতে হয়। দিবাভাগে উত্তরাস্য ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলে আয়ুক্ষয় হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন জাতিরই সুতীক্ষ্ণ বিষ আছে; অতএব যিনি দীর্ঘায়ু হইতে বাসনা করিবেন, তিনি ঐ তিন জাতি নিতান্ত কৃশ হইলেও উহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। দৃষ্টিবিষ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টিদ্বারা ও ক্ষত্রিয় ক্রুদ্ধ হইয়া তেজোদ্বারা মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যান ও দৃষ্টিদ্বারা বংশনাশ করিতে সমর্থ হয়েন; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক এই তিন জাতির উপাসনা করিবেন। গুরুর সহিত কোন বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত। যদি গুরু সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী হয়েন, তথাপি তাঁহাকে অভক্তি করা বিধেয় নহে। যাঁহারা গুরুনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ক্ষীণায়ু হইতে হয়।

"বাসগৃহের নিকট অতিথিশালা নির্ম্মাণ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট বস্তু নিক্ষেপ করা হিতকামী পুরুষদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শুক্লমাল্য ধারণ করাই উচিত। রক্তমাল্য এবং শ্বেতপদ্ম ও কুবলয়ের [নীলপদ্মের] মাল্য ধারণ করা কখনই বিধেয় নহে। মস্তকে কুঙ্কুম ও বানেয়নামক গন্ধদ্রব্য ধারণ করা কখনই দোষাবহ নহে। প্রত্যহ স্নাত ব্যক্তিকে আর্দ্র বর্ণক [চন্দনাদি লেপনদ্রব্য] দান করা আবশ্যক। বিপরীতভাবে বস্ত্র পরিধান করা বুদ্ধিমানদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অন্যের পরিহিত ও দশাবিহীন বস্ত্র [বস্ত্রের দুই ধারে যে সুতা বাহির হইয়া থাকে, তাহার নাম দশা; সেই দশাযুক্ত বস্ত্র। থানকাটা কাপড়ে তাহা থাকে না বলিয়া তাদৃশ বস্ত্র নিন্দিত।] পরিধান করা কদাপি বিধেয় নহে। শয়ন, চতুষ্পথাদিতে গমন ও দেবপূজার সময় পৃথক পৃথক বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, বিল্ব, তগর ও কেশরদ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত করা উচিত। স্নাত, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া অনশনব্রত আশ্রয় এবং সমুদয় পর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিতও একপাত্রে ভোজন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। রজঃস্বলাকর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন ও উদ্ধৃতসার দুগ্ধাদি পান করা কদাপি বিধেয় নহে। যাচক ব্যক্তিদিগকে অন্নাদি দান না করিয়া কদাপি ভোজন করিবে না। অশুচি ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট হইয়া ও সাধু ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ভোজন করা শাস্ত্রবিহিত নহে।

"যেসমুদয় দ্রব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গোপনেও তৎসমুদয় ভক্ষণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অশ্বত্থ ও বটের ফল, শণশাক এবং উডুম্বর ভোজন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ছাগ, গো ও ময়ূরের মাংস, শুষ্ক মাংস এবং পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করা গর্হিত। দৃষ্ট লবণ [কাঁচালবণ] এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৃথামাংস ভোজন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সমাহিত হইয়া কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার ভোজন করা উচিত। বালকের সহিত ভোজন এবং আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। একবস্ত্রধারী, শয়ান ও দণ্ডায়মান হইয়া এবং ভূমিতে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া কখনই ভোজন করিবে না। শব্দসহকারে ভোজন করা শাস্ত্রসম্মত নহে। মহাত্মারা প্রথমে অতিথিদিগকে অন্নপান প্রদান করিয়া পরিশেষে ভোজন করিবেন। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত একপংক্তিতে ভোজন করাই শাস্ত্রসম্মত। সুহৃদ্বকে ভোজ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে হলাহল বিষ ভক্ষণ করা হয়। শক্তু ভক্ষণ এবং পানীয়, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধু পান করিয়া ঐ সমুদয় দ্রব্যের শেষভাগ অন্যকে প্রদান করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কিতমনে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনান্তে দধিপান নিতান্ত নিষিদ্ধ।

"ভোজনের পর এক হস্তদ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিয়া সেই জল দক্ষিণচরণের অঙ্গে অর্পণ করিবে। ভোজনান্তে আচমনের পর মস্তকে হস্ত প্রদান ও সমাহিতচিত্তে অগ্নিস্পর্শ করিলে জাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করা যায়। জলদ্বারা নাভি, করতল ও নাসিকাদি প্রক্ষালন করা বিধেয়; কিন্তু আর্দ্রহস্তে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠের অগ্রভাগ দেবতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থল পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অন্যের নিন্দাসূচক ও অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং ক্রোধ উদ্দীপন করা কদাপি বিধেয় নহে। পতিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও সংসর্গ করা দূরে থাকুক, তাহার মুখাবলোকন করাও অকর্ত্তব্য। দিবাবিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষণীয়।

"ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমুদয়ের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানদ্বারা তিনবার আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জনপূর্ব্বক নাসিকাদি ইন্দ্রিয়স্থান স্পর্শ ও তিনবার অভক্ষণ করিয়া বেদবিহিত নিয়ম অনুসারে বেদকার্য্যের ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ব্রাহ্মণের পবিত্র ও হিতকর শৌচবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনান্তে এবং অন্যান্য সমুদয় শৌচকার্য্যে ব্রাহ্মতীর্থদ্বারা আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। নিষ্ঠীবন [থুথু ফেলা] ও ক্ষুত [হাঁচি] কার্য্যের পরক্ষণে আচমন করিলেই পবিত্রতালাভ হয়। বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারাবত, শুক, সারিকা ও তৈলপায়িক [আরশুলা] ইহারা গৃহে থাকিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। খদ্যোত [জোনাকীপোকা], গৃধ্র, বনকপোত, উৎক্রোশ ও ভ্রমর গৃহে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্যক্তিদিগের গোপনীয় বিষয়সমুদয় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। রাজা, বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি[বাজ]কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাত্রিকালে

পিতৃকার্য্য, স্নান ও শষ্কুভোজন এবং ভোক্তান্তে কেশবিন্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত নিষিদ্ধ। পানভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। রাত্রিকালীন আহারসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আহার করা বিধেয় নহে। নিশাকালে ও ভোজনান্তে কেশচ্ছেদন নিতান্ত নিষিদ্ধ।

"সকুলসদ্ভূত সুলক্ষণাক্রান্তা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয়। বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মশিক্ষার্থ তাহাকে বিদ্বান ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সঙ্কুলসম্ভূত ধীশক্তিসম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে। সদ্বংশসম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মস্তক নিমজ্জনপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আদ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অবিধেয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমাহিতচিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করা উচিত। গ্লানি করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আপনার বা পরের গ্লানি করা কদাপি বিধেয় নহে। বিকলাঙ্গ, কুমারী, স্বগোত্রা বা মাতামহ-গোত্রসমুৎপন্না, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা [সন্ন্যাসিনী], পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বর্ণজা ও অজ্ঞাতকুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অঙ্গহীনা, পতিতা এবং অপস্মারী [অপস্মার বায়ুরোগগ্রস্তা] ও শ্বিত্রীর কুলে সম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা, প্রিয়দর্শনা মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। যত্নপূর্ব্বক বহ্নি সংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পরমযত্নসহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষাপ্রদর্শন আয়ুক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য সতত ঈর্ষা-পরিত্যাগে যত্নবান হইবে।

"দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ুক্ষয়কর হয়, সন্দেহ নাই। প্রত্যুষে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ম্মসমাধানান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তৎকালে কোন বিষয় অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযতভাবে অবস্থান করিবে। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবগণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অনিমন্ত্রিত হইয়া কোন স্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলে অনিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। একাকী দেশান্তরে গমন ও রজনীযোগে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। কোন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত না হইতেই গৃহে আগমন করিয়া বাস করা কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অবিচারিতচিত্তে প্রতিপালন করা উচিত।

‘ধনুর্ব্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে যত্নবান হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা শত্রু, ভৃত্য ও স্বজনবর্গের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং যিনি প্রজারঞ্জনপরায়ণ, তাঁহাকে কদাচ হীন হইতে হয় না। যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যায়িকা ও মহাত্মাদিগের জীবনচরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যাসম্ভোগ ও তাহাকে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত। ঋতুস্নানদিবসে রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবসে ভার্য্যাসম্ভোগ করিলে কন্যা ও তৎপরদিবস স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীসংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্মদিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে সতত সমাদর করিবে। প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান, করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

“হে যুধিষ্ঠির! যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে আয়ুবৃদ্ধি হয়, আমি তোমার নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। যাহা অবশিষ্ট রহিল, তুমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রবণ করিবে। ফলতঃ আচার-প্রভাবেই মনুষ্যের কীর্ত্তি ও আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। আচার অলক্ষণসমুদয় দূর করিয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসমুদয়ের মধ্যে আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় এবং ধর্ম্মপ্রভাবেই আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা আয়ুস্কর, যশস্কর ও মঙ্গলজনক। ইহারই প্রভাবে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা অনুকম্পাপূর্ব্বক বর্ণসমুদয়কে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।”

১০৫তম অধ্যায়
ভ্রাতৃগণের পরস্পর ব্যবহার নির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠের সহিত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি ভীমসেনাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অতএব গুরু শিষ্যদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তোমারও ভীমাদির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অগ্রজভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে অনুজ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। অগ্রজের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে অনুজেরও দীর্ঘদর্শিতালাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। অগ্রজভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও অনুজদিগের কার্য্যবিশেষে তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। অনুজেরা কুপথগামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা অগ্রজের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি অগ্রজভ্রাতা প্রকাশ্যে অনুজদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে অনুজদিগের দমন করা কর্ত্তব্য। অগ্রজ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল থাকে আবার অগ্রজ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি অগ্রজ হইয়া অনুজদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি অগ্রজপদবাচ্য ও অগ্রজাংশের [সমস্ত পৈত্রিক ধনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ জ্যেষ্ঠের সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্য; ইহার নাম অগ্রজাংশ। এই বিংশোদ্ধার উদ্ধৃত হইলে সমস্ত সম্পত্তি আবার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তুল্যরূপে বিভক্ত হওয়া উচিত, ইহাই প্রচীন প্রথা।] অধিকারী নহেন; রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়াই উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে, তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

"বেতসপুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক। যে কুলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তি বিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ সহোদরগণ কুপথগামী হইলে তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ প্রদান করা অগ্রজের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা সচ্চরিত্র হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাদিগকে যৌতুকলব্ধ ধনের অংশও প্রদান করিবেন। জ্যেষ্ঠ যদি পৈতৃক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জ্জিত ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাহাকে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি পিতা জীবিত থাকিতে ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পিতা তাহাদিগকে সমান অংশে ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাপনিরত ও দুরাত্মা হইলেও তাহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা অনুজসহোদর দুশ্চরিত্র হইলে তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবিদ পণ্ডিতেরা শ্রেয়ঃ সাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। পিতার পরলোকলাভ হইলে অগ্রজ পিতৃস্বরূপ হইয়া অনুজদিগকে প্রতিপালন করেন; অতএব

পিতার ন্যায় অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করা অনুজদিগের পরমধর্ম্ম। জনক-জননী অচিরস্থায়ী শরীর-নির্ম্মাণের হেতুমাত্র, কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর [অচল] ও অমর [যাবজ্জীবনস্থায়ী] জ্ঞান লাভ করা যায়; অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তন্যদ্বারা দেহের পুষ্টিসম্পাদন করেন, তাঁহাকে এবং অগ্রজা ভগিনী ও ভ্রাতৃভার্য্যাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।”

১০৬তম অধ্যায়
উপবাস-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও বিধি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং ম্লেচ্ছজাতিরাও উপবাসপরায়ণ হইয়া থাকে? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতির ব্রাদিনিয়মপ্রতিপালনেরই বিধি বিহিত আছে; কিন্তু উপবাস করিয়া তাহাদিগের কি ফললাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে মনুষ্য নিয়মানুষ্ঠান ও পরম পুণ্যজনক সদগতিলাভের একমাত্র উপায় উপবাস করিয়া কিরূপ কার্য্য প্রভাবে সে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধার্ম্মিক হয়, কিরূপে তাহার স্বর্গ ও পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, উপবাস করিয়া কোন্ বস্তু দান করা কর্ত্তব্য এবং কোনরূপ ধর্ম্মাচরণদ্বারা মনুষ্য সুখলাভ করিতে পারে, আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! উপবাস করিলে যে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় তাহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে যেমন আমাকে উপবাসবিধি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ আমি পূর্ব্বে তপোধন অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত হইয়াছে। তিন রাত্রির অধিক উপবাস করা উহাদিগের নিতান্ত অনুচিত। উহারা দুই রাত্রি ও এক রাত্রি উপবাস করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে। তিন রাত্রি উপবাস উহাদিগের নিতান্ত নিষিদ্ধ। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একবারমাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। সে কদাচ বংশহীন বা দরিদ্র হয় না, দেবপূজায় তাহার অনুরাগ জন্মে এবং সে সতত সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্ব্ব্যাধি ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হয়েন।

“যিনি অগ্রহায়ণমাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান, তিনি ব্যাধি ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; তাঁহার সমস্ত বিষয়েই কল্যাণলাভ হয় এবং তিনি নিতান্ত ধনধান্যপরিপূর্ণ ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হয়েন। যিনি পৌষমাস একাহারদ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী, প্রিয়দর্শন ও যশোভাগী হইয়া থাকেন। যিনি একাহারদ্বারা মাঘমাস অতিক্রম করেন, তিনি সুসমৃদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্যলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি ফাল্গুনমাস একাহারদ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি মহিলাগণের নিতান্ত প্রিয় হয়েন এবং মহিলাগণ সতত তাহার বশীভূত থাকে। যিনি একাহার করিয়া চৈত্রমাস অতিবাহিত করেন, তিনি সুসমৃদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখমাস অতিক্রম

করেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন। যিনি একাহার করিয়া জৈষ্ঠমাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার সমতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যিনি একাহার করিয়া আষাঢ়মাস অতিক্রম করেন, তিনি ধনধান্যসম্পন্ন ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি একাহার করিয়া শ্রাবণমাস অতিক্রম করেন, তিনি যে দেশে বাস করিয়া থাকেন, সেই দেশেই আধিপত্যবিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাহা হইতে তাহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্রমাস অতিবাহিত করেন, তাহার স্থিরলক্ষ্মীলাভ হয়। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিনমাস অতিক্রম করেন, তিনি শুদ্ধিযুক্ত, বাহনাঢ্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া কার্ত্তিকমাস অতিক্রম করেন, তিনি শূর, বহুভার্য্যাসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান হয়েন। এই আমি তোমার নিকট মাসোপবাসের বিধি ও ফল কীর্ত্তন করিলাম।

"যিনি, পক্ষান্তরে [পনের দিন অন্তর] অন্নভোজন করেন তিনি গোসম্পদ, বহুপুত্রযুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গণাধিপত্যলাভ হয়। এক্ষণে আমি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিলাম, তাহা দ্বাদশ বৎসর প্রতিপালন করিবে। যিনি কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবারমাত্র ভোজন করেন এবং অহিংসানিরত হইয়া হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন; তাহার অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হয়; তিনি নৃত্যগীতনিনাদিত স্ত্রীসহসঙ্কুল অপ্সরালোকে রজোগুণশূন্য হইয়া বিহার ও সুবর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার সহস্র বৎসর ব্রহ্মালোকে বাস হয় এবং ব্রহ্মালোকে বাসকাল অতীত হইলে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে গমন করিয়া মাহাত্ম্য লাভ করেন। যিনি একবৎসরকাল একাহারী হইয়া থাকেন, তাহার অচিরাৎ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মাহাত্ম্যলাভ করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসানিরত, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংবৎসরকাল ত্রিরাত্রি উপবাসের পর চতুর্থ দিবসে আহার করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফলাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন। যিনি একবৎসরকাল পাঁচদিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে আহার করেন, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি চক্রাকবাহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি সংবৎসরকাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার করেন, তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া পঞ্চশত সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি একবৎসরকাল পক্ষান্তে আহার করেন, তাঁহার ছয় মাস অনশনের তুল্য ফললাভ হয় এবং তিনি যষ্ঠি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া বীণা ও বেণুর মধুর শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যিনি সংবৎসরকাল মাসে মাসে সলিলমাত্র পান করেন, তাঁহার বিশ্বজিৎযজ্ঞের ফলাভ হয় এবং তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র-জন্তুগণবাহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া সপ্ততি সহস্র বৎসর বাস করেন। এক মাসের অধিককাল উপবাস কাহারও পক্ষে বিহিত হয় নাই। যিনি ব্যাধিরহিত হইয়া অকাতরে এই সমুদয় উপবাস করেন, তাঁহার পদে পদে যজ্ঞফললাভ হয়; তিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং

বহুসংখ্যক অঙ্গরা তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকে। আর যিনি ব্যাধিগ্রস্ত ও কাতর হইয়াও এই সমুদয় উপবাস করেন, তিনি সহস্র হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং তিনি নিদ্রিত হইলে স্বর্গীয় মহিলাগণ কাঞ্চী ও নুপুর শব্দে তাঁহাকে জাগরিত করে।

স্বর্ণার্থী ব্যক্তি ইহলোকে ক্ষীণ হইলে বলধান, ক্ষতাঙ্গ হইলে প্রতিকারবিধান, ব্যাধিত হইলে ঔষধসেবন, ক্রুদ্ধ হইলে প্রসাদন ও দুঃখিত হইলে অর্থাদিদ্বারা দুঃখাপনোদন প্রীতিকর জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত তিনি দেহান্তে দেবলোকে সুবর্ণবর্ণ স্ত্রীশতসমাকীর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং অলঙ্কৃত বিশুদ্ধচিত্ত, সুস্থ, সফলকাম ও পাপহীন হইয়া যারপরনাই সুখলাভে সমর্থ হয়েন। যিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার গাত্রে যতগুলি রোমকূপ বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বৎসর তাঁহার স্বর্গবাস হয় এবং তিনি তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ, বৈদূর্য্যমুক্তাখচিত, বীণামুরজনিনাদিত, পতাকাপরিশোভিত, দিব্যঘণ্টামুখরিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ এবং ভূলোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরম পাবন আর কিছুই নাই। দেবগণ উপবাসদ্বারাই স্বর্গলাভ এবং ঋষিগণ উপবাস করিয়াই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একাহারী হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত তাহার ব্রাহ্মণত্বলাভ হয়। আর মহর্ষি চ্যবন, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু এই সমস্ত ক্ষমাশীল মহাত্মারা উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অন্যান্য মহর্ষিগণকে এই উপবাস বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি, অন্যকে এই উপবাসব্রতে দীক্ষিত করেন, তাঁহার কদাচই দুঃখ উপস্থিত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবর্ত্তিত উপবাসবিধি পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার সমুদয় পাপ নাশ হয়; তাঁহার মন কোন দোষে অভিভূত হয় না, তিনি অনায়াসে পশু-পক্ষাদির শব্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তাঁহার কীর্ত্তিলাভ হয়।”

১০৭তম অধ্যায়
উপবাসে যজ্ঞফল সিদ্ধি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ। আপনি যে সকল যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদয়ের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। যজ্ঞীয় বিবিধ উপকরণ আয়োজনপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা ধনসম্পন্ন গুণবান্ রাজা বা রাজপুত্র ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায় নহে। অতএব এক্ষণে দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপ নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে রাজকৃত যজ্ঞের তুল্য ফললাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাসদ্বারা যজ্ঞের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি হিংসাপরিশূন্য ও নিত্যহোমানুষ্ঠান নিরত হইয়া প্রতিদিন দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবারমাত্র ভোজন করেন; তদ্ভিন্ন আর কখন কিছুমাত্র আহার করেন না, তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হয় এবং তিনি তপ্তকাঞ্চনসদৃশ

বিমানে আরূঢ় হইয়া নৃত্যগীতসংযুক্ত দেবাঙ্গনাগণ পরিপূর্ণ ব্রহ্মলোক গমনপূৰ্ব্বক পদ্মসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। যিনি ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণানুরক্ত, অসূয়াপরিশূন্য ও ধৰ্ম্মপত্নীনিরত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর একাহারে অতিবাহিত করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম ও বহুসুবর্ণক যজ্ঞের ফললাভ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিসাধন করা হয়। তিনি হংসযুক্ত দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক গমন করিয়া দুই পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একদিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিবসে একাহার করেন ও প্রতিদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া হুতাশনে আহুতি-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত দিব্যবিমানে আরোহণপূৰ্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্যাঙ্গনাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দুই দিন উপবাসের পর তৃতীয় দিবসে একবারমাত্র আহার ও পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তর্ষিলোকে গমন করিয়া তিন পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি একশত বৎসরকাল তিনদিন উপবাসের পর চতুর্থ দিনে একবার মাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাধিষ্ঠিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক এক কল্প পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের ক্রীড়া সন্দর্শনে সমর্থ হয়েন।

"যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল লোভপরিশূন্য, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত ও হিংসাদ্বেষাদিপাপবিবর্জ্জিত হইয়া চারি দিন উপবাসের পর পঞ্চম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি সূর্য্যপ্রভাসদৃশ সমুজ্জ্বল, হংসযুক্ত, সুবর্ণময়, দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তথায়। একপঞ্চাশৎ পদ্মবৎসর অবস্থান করেন। যে মহর্ষি এক বৎসরকাল ত্রিকালস্নায়ী, ব্রহ্মচারী ও অসূয়াশূন্য হইয়া পাঁচদিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে একবার মাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতিপ্রদান করেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণময়, দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় দুই মহাপদ্ম, অষ্টাদশ পদ্ম, এক সহস্র তিন শত কোটি পঞ্চাশৎ অযুত এবং এক শত ভল্লুকচর্ম্মে যে পরিমাণ লোম থাকে, তাবৎসংখ্যক বৎসর বাস করিয়া অঙ্গরাদিগের সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত ও তাঁহাদের নুপুর ও মেখলাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন।

"যে ব্যক্তি বাগ্‌যত, ব্রহ্মচারী এবং স্রক [মালা], চন্দন ও মধুমাংসাদি পরিত্যাগী হইয়া এক বৎসরকাল ছয় দিন উপবাসের পর সপ্তম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বহুসুবর্ণ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দেবলোক ও ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অসংখ্য বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক দেবকন্যাগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হয়েন। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল হইয়া এক বৎসরকাল সাতদিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার ও প্রতিদিন দেবকার্য্যপরায়ণ হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পদ্মবর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়া

হাবভাবশালিনী নবযৌবনসম্পন্না কামিনীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি এক বৎসর অষ্টাহ [আটদিন] উপবাসের পর নবম দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং পুণ্ডরীকসমপ্রভ দিব্যবিমানে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, দিব্যমালাসমলঙ্কৃত, রুদ্রলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় এক কল্প এবং এক কোটি, এক লক্ষ অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পরমসুখে বিহার করিতে পারেন।

"যে ব্যক্তি এক বৎসর দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং নীলরক্তোৎপল সদৃশ স্ফটিকস্তম্ভ যুক্ত, বেদিসম্পন্ন, চিত্রিত মণিমালা-সমলঙ্কৃত, শঙ্খনিনাদনিনাদিত [বহু শঙ্খধ্বনিযুক্ত], হংসসারসংযুক্ত, দিব্যবিমানে সমারূঢ় হইয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় অর্ব্বুদ বৎসর বাস করিয়া রূপবতী অপ্সরাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি এক বৎসর দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন এবং যিনি প্রাণান্তেও পরস্ত্রী গমনের বাসনা ও জনকজননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিমান দেবদেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হয় এবং তিনি হংসযুক্ত দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া রূপলাবণ্যবতী অপ্সরাগণের সহিত রমণীয় রুদ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত অসংখ্য বৎসর পরমসুখে বিহার ও প্রতিদিন ভগবান রুদ্রকে নমস্কার করিতে সমর্থ হয়েন; যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একাদশ দিন উপবাসের পর দ্বাদশ দিনে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার সর্ব্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দ্বাদশ আদিত্য সদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক মণিমুক্তা-প্রবালাদিখচিত, হংসময়ুর চক্রবাক-পরিশোভিত, শ্রীপুরুষসমাকীর্ণ, ব্রহ্মালোক দিব্যধামে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার দেবদত্ত নামক যজ্ঞফললাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাগণ সমাকীর্ণ নানারত্ন-বিভূষিত সুবর্ণময় দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ুলোকে গমন করিয়া অসংখ্যকাল ভেরী ও পণব প্রভৃতি বাদিত্রসমুদয়ের মনোহর ধ্বনি, গন্ধর্ব্বদিগের গান ও অপ্সরাগণের শুশ্রূষাদ্বারা যারপরনাই প্রীতিলাভ করেন।

"যে ব্যক্তি এক বৎসর ত্রয়োদশ দিন উপবাসের পর চতুর্দ্দশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না, দিব্যাভরণভূষিতা, মার্জ্জিতকেয়ুরধারিণী দেবকন্যাগণের সহিত দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় অসংখ্যকাল বাস করিয়া দেবনারীদিগের কলহংসরবসদৃশ কণ্ঠস্বর এবং মেখলা ও নূপুরনিনাদে জাগরিত হয়েন। যে ব্যক্তি এক বৎসর চতুর্দ্দশ দিবস উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি দান করেন, তাঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত, দিব্যাভরণভূষিত দেবাঙ্গনাগণে সমাকীর্ণ, একস্তম্ভ, চতুদ্বার, সপ্তবেদিসমন্বিত, সহস্রপতাকাসম্পন্ন, সঙ্গীতশব্দমুখরিত মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত সেই সুবর্ণময় বিমানে আরূঢ়

হইয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক সহস্রযুগ তথায় বাস করেন। ঐ স্থানে খড়গী ও কুঞ্জরগণ তাঁহার বাহন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এক বৎসর পঞ্চদশ দিন উপবাসের পর যোড়শ দিবসে একবারমাত্র আহার করেন, তাঁহার সোমযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি চারুদর্শনা সুরকামিনীগণের সহিত চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক অসংখ্যকাল তাহাদের সহবাস ও দিব্যগন্ধে সমাযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারেন।

"যে ব্যক্তি এক বৎসর যোড়শ দিন উপবাসের পর সপ্তদশ দিবসে ঘৃতভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, শুক্র ও ব্রহ্মালোকলাভ হইয়া থাকে। তথায় দেবকন্যাগণ আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তিনি তথায় ভূর্ভুলোকে দেবর্ষি ও বিশ্বরূপ সন্দর্শনে সমর্থ হয়েন এবং যত কাল গগনমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকেন, তত কাল সুধাপান করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বিধ রূপধারিণী দিব্যাভরণভূষিতা দেবকুমারীদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল সপ্তদশ দিন উপবাসের পর অষ্টাদশ দিবসে একবার মাত্র ভোজন করেন, তিনি সিংহব্যাঘ্রাদিযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক পরিভ্রমণ এবং অমৃততুল্য সুধারস পান করিয়া সহস্রকল্প দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ বন্দিঘোষনিনাদিত অলঙ্কার সমুজ্জ্বল রথসমুদয়ে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল অষ্টাদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারও ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক দর্শন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধর্ব্বগণের গীতশব্দে মুখরিত সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণ করিয়া, ক্লেশপরিশূন্য ও দিব্যাম্বরধারী হইয়া অপ্সরাগণসমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট লোকে গমনপূর্ব্বক দশ কোটি বৎসর দেবাঙ্গনাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন।

"যে ব্যক্তি মাংসপরিত্যাগী, ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভূতহিতৈষী, সত্যবাদী ও ব্রতধারী হইয়া এক বৎসরকাল ঊনবিংশতি দিবস উপবাসের পর সাত দিবস ভোজন করেন, তাঁহার অতি সুবিস্তীর্ণ আদিত্যলোক লাভ হয়। দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ কাঞ্চনময় দিব্যবিমান লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল বিংশতি দিবস উপবাসের পর একবিংশ দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম সুখে দেবাঙ্গ নাদিগের সহিত বিহার করিতে করিতে শুক্র, ইন্দ্র, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হিংসাপরিশূন্য, সত্যবাদী ও ঈর্ষাবিহীন হইয়া এক বৎসরকাল একবিংশতি দিবস উপবাসের পর দ্বাবিংশতি দিবসে একবার ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি কামাচারী হইয়া দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক বসুদিগের লোকে গমন করিয়া পরমসুখে সুধা ভক্ষণ ও দেবকন্যাদিগের সহিত বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দ্বাবিংশ দিবস উপবাসের পর এয়োবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি কামাচারী হইয়া দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক অপ্সরাগণের সহিত শুক্র ও রুদ্রলোকে গমন করিয়া দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন।

"যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল এয়োবিংশতি দিবস উপবাসের পর চতুর্বিংশতি দিবসে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্যমাল্য, বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য

ধারণপূর্ব্বক অনন্তকাল মহা আহ্লাদে আদিত্য লোকে অবস্থান এবং হংসসংযুক্ত সুবর্ণময় দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক অযুত সহস্র দেবকন্যার সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসের পর পঞ্চবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় সহস্র কল্প সুধাপান ও শত শত দেবাঙ্গনার সহবাসে কালাতিপাত করেন এবং তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ সিংহব্যাঘ্রাদিযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন, কাঞ্চনময় দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক তাহার অনুগামিনী হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল পঞ্চবিংশতি দিবস উপবাসের পর ষড়বিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় ও বীতস্পৃহ হইয়া প্রতিদিন হুতাশনে আহতি প্রদান করেন, তিনি স্ফটিকনির্ম্মিত, বিবিধ রত্নসমলঙ্কৃত, দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তমরুৎ ও অষ্টবসুর লোকে গমন করিয়া দেবপরিমাণের দ্বিসহস্র বৎসর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করেন।

"যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষড়বিংশতি দিবস উপবাসের পর সপ্তবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ফল ও দেবলোকে সম্মানলাভ হয়। তিনি দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তথায় অসংখ্যকাল সুধাভক্ষণ ও মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসরকাল সপ্তবিংশতি দিবস উপবাসের পর অষ্টবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাহার সূর্য্যসদৃশ তেজস্বিতালাভ হয়। তিনি সূর্য্যসন্নিভ দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক অযুতশতকল্প নিবিড়নিতম্বিনী, দিব্যাভরণভূষিতা, পীনপয়োধরশালিনী কামিনীকুলের সহিত পরমসুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসরকাল অষ্টবিংশতি দিবস উপবাসের পর একোনবিংশ দিবসে একমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার দেবতা ও রাজর্ষিপূজিত বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, ব্রহ্মা ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোকলাভ হয়; তিনি দিব্যশরীরসম্পন্ন ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া সুবর্ণময় বিবিধ রত্নবিভূষিত, গন্ধ ও অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক মনোহারিণী কামিনীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করেন।

"যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একোনত্রিংশৎ দিবস উপবাসের পর ত্রিংশৎ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার ব্রহ্মালোকলাভ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজ ও অতিমনোহর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সুধারস পান, দিব্যমাল্য ধারণ, দিব্যবস্ত্র পরিধান ও দিব্যগন্ধ অনুলেপন করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। নানা রূপধারিণী মধুরভাষিণী রুদ্রকন্যা ও দেবর্ষিকন্যাগণ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তিনি অপ্সরাদিগের সহিত পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রসন্নিভ, বামভাগে মেঘসদৃশ, দক্ষিণভাগে রক্ত, অধোভাগে নীল ও ঊর্দ্ধভাগে বিচিত্রবর্ণে সুশোভিত, সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বর্ষাকালে আকাশ হইতে যে পরিমাণে জলবিন্দু নিপতিত হয়, তিনি তত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া এক মাস উপবাসের পর একত্রিংশ দিবসে ভোজন এবং নিয়ত সন্ধ্যাপোসনা ও হুতাশনে আহুতি প্রদানাদি বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান করেন, তিনি দশ বৎসরের

পর মহর্ষিত্ব লাভপূর্ব্বক মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন হইয়া অমরের ন্যায় অনায়াসে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় স্বেচ্ছানুসারে সমুদয় সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়েন।

"হে ধর্ম্মরাজ। এই আমি তোমার নিকট দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপে নিয়মশীল, অপ্রমত্ত, শুচি, বিশুদ্ধবুদ্ধি, দম্ভদ্রোহশুন্য হইয়া উপবাসদ্বারা যজ্ঞফল ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না।"

১০৮তম অধ্যায়
মানসতীর্থের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! কোন্ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই পৃথিবীতে যতগুলি তীর্থ আছে, সকলই ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরমপবিত্র আমি অগ্রে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় ও ধৃতিরূপ হ্রদসংযুক্ত মানসতীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনথিত্ব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়দমনশক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যদ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়েন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। যাঁহাদিগের মন হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, যাঁহারা বাহ্য শৌচে ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হয়েন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহাদিগের চরিত্র পরমপবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যাঁহার দেহ সলিলদ্বারা ক্ষালিত হয়, তাহাকে স্নান বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; যাঁহার ইন্দ্রিয়সমুদয় নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিসম্পন্ন। যাঁহারা অতীত বিষয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরিগ্রহ করেন না এবং যাঁহাদিগের বিষয়লাভে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তাঁহারাই পরমপবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাসক্তি ও তীর্থাদিস্নান বহির্ভাব ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমুদয়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ সলিলদ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি ভক্তিযুক্ত, গুণসম্পন্ন ও বিশুদ্ধস্বভাব, তিনিই যথার্থ পবিত্র।

“এই আমি শরীরস্থ তীর্থের বিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। শরীরস্থ তীর্থসমুদয় যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থানবিশেষ ও নদীবিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থানসমুদয় কীর্ত্তন, তীর্থে স্নান ও তীর্থে পিতৃতর্পণ পাপসমুদয় বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানসমুদয় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধুলোকের গমনাগমননিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমস্ত পার্থিব তীর্থ ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন, তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদয় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ ও শরীর তীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবাদ্বারাই মনুষ্যের আশু সিদ্ধিলাভ হয়।”

১০৯তম অধ্যায়

উপবাসসহ দ্বাদশমাসিক বিষ্ণুপূজা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সমুদয় উপবাসের মধ্যে যাহার ফল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও অসন্দিগ্ধ, আপনি এক্ষণে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান স্বয়ম্ভু এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে পুরম সুখলাভ হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"যিনি অগ্রহায়ণমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্রি কৃষ্ণের কেশব নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহার সমুদয় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি পৌষমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের নারায়ণ নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বাজপেয়যজ্ঞের ফল ও পরমসিদ্ধিলাভ হয়। যিনি মাঘমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মাধব নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ ও আপনার কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি ফাল্গুনমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার অতিরাত্রযজ্ঞের ফল ও সোমলোকলাভ হয়। যিনি চৈত্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বিষ্ণু নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক্যযজ্ঞের ফললাভ ও দেবলোকলাভ হইয়া থাকে। যিনি বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মধুসূদন নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ ও সোমলোকলাভ হয়। যিনি জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের ত্রিবিক্রম নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি গোমেধযজ্ঞের ফললাভ ও অন্দরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি আষাঢ়মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বামন নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি নরমেধযজ্ঞের ফললাড ও অলরাদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শ্রাবণমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের শ্রীধর নামে উল্লেখপূর্ব্বক পুজা করেন, তিনি পঞ্চজ্ঞের ফললাভ ওঁ বিমানে আনোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোৱাত্র কৃষ্ণের হৃষীকেশ নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার সৌত্রামণিযজ্ঞের ফল ও পবিত্রতালাভ হয়। যিনি আশ্বিনমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের পদ্মনাভ নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। যিনি কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের দামোদর নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি সকল যজ্ঞের অতি পবিত্র ফললাভে সমর্থ হয়েন।

'যিনি এইরূপে সংবৎসরকাল ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের আরাধনা করেন, তাঁহার জাতিস্মরত্ব ও প্রভূত সুবর্ণলাভ হয় এবং তিনি অনতিকালমধ্যে বিষ্ণুভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন। এই দ্বাদশ মাসিক বিষ্ণুপূজা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণভোজন করান অথবা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপবাস আর কিছুই নাই।"

১১০তম অধ্যায়
নক্ষত্রযোগঘটিত মাস-ব্রতাদি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বিজ্ঞান, রূপ, সৌভাগ্য ও প্রিয়তা কিরূপে লাভ হয় এবং অর্থ ও কামসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারেই বা সুখভোগী হইতে পারা যায়, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অগ্রহায়ণমাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ, আষাঢ়া [পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া] নক্ষত্রয় ঊরুযুগল, ফাল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কটি, ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখানক্ষত্র বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুনর্ব্বসু অঙ্গুলি, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতী দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরা চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আদ্রা কেশনিচয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে ঘৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য। যিনি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তিনি সুন্দর, জ্ঞানবান ও সৌভাগ্যশালী হয়েন এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।"

১১১তম অধ্যায়
বৃহস্পতিবর্ণিত পরলোকবার্ত্তা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে, কি কার্য্যদ্বারা তাহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্যদ্বারা তাহাদের নরকভাগ হয় এবং তাহারা এই লোক ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিলে কে মহা তাহাদিগের অনুগামী হয়, এই সমুদয় বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

পাণ্ডুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র মহাত্মা ভীষ্ম আকাশে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে আগমন করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! ঐ দেখ, উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি এই স্থানে আগমন করিতেছেন। তুমি উহার নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর। উঁহার তুল্য সদ্বক্তা আর কেহই নাই। উনি ভিন্ন অন্য কেহ কখনই ইহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইবেন না।"

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বৃহস্পতি সুরলোক হইতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তত্রত্য অন্যান্য সভাসদগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! কোন ধর্ম্মই আপনার অবিদিত নাই; অতএব মনুষ্য পরলোকগমন করিলে পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রবর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহার সহিত পাপপুণ্য

ভোগ করে এবং মনুষ্য বিনশ্বর দেহত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলে কে-ই বা তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

বৃহস্পতি কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য একাকীই জন্ম-মরণের বশীভূত হয় এবং স্বর্গনরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃতব্যক্তির সহিত সুখদুঃখ ভোগ করে না। মৃতব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে, ঐ সময় একমাত্র ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইলে নরকভোগ করিতে হয়। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ন্যায়ানুগত অর্থদ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। অনেকানেক জ্ঞানবান ব্যক্তিও অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা লোভ, মোহ, দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহা কোনরূপেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি জীবনের ফলস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মানুসারে এ সমুদয়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! আমি আপনার মুখে ধর্ম্মযুক্ত হিতকর বাক্যসমুদয় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মৃতদেহ চক্ষুর অগোচর হইলে ধর্ম্ম কিরূপে তাহার অনুসরণ করে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।”

বৃহস্পতি কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, মন, যম, বুদ্ধি ও আত্মা ইহারা সমুদয় প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। জীব ত্বক, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিতনির্ম্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উহারা উহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ধর্ম্ম উহাদের সহিত অলক্ষিতভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া পুনরায় শরীরপরিগ্রহ করিলে তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় উহার শুভাশুভ কর্ম্মসমুদয় দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা উভয়লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! ধর্ম্ম যেরূপে জীবাত্মার অনুগমন করেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যেরূপে রেতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

বৃহস্পতি কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মন শরীরস্থ এই সমুদয় ইন্দ্রিয় অন্নাদিভোজনদ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেতঃ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীপুরুষের সহযোগসময়ে ঐ রেতঃপ্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! আমি আপনার মুখে গর্ভের উৎপত্তি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম জীব কি প্রকারে রেতঃসম্ভূত স্থূলদেহের সহিত তাদাত্ম প্রাপ্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

বৃহস্পতি কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! জীব রেতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চভূত উহাকে আবরণ করে, তন্নিবন্ধনই উহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্মলাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে, আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পুরলোকে গমন করে। কর্ম্মপ্রভাবে ঐ পরলোক হইতে পুনরায় তাহাকে

ইহলোকে আগমনপূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন করিতে থাকেন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

বৃহস্পতি কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ। জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথম রেতঃ আশ্রয় করিয়া পরিশেষে স্ত্রীদিগের গর্ভকোষে প্রবেশপূর্ব্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত ও পরলোকগত হয়। এইরূপে মানগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারংবার সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদয় প্রাণীকেই জন্মাবধি স্বীয় ধার্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সতত সুখভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি নিরন্তর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে দেহান্তে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে তির্য্যগযোনি লাভ করে। ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, যমলোকে দেবতাদিগের বাসোপযোগী স্থানের ন্যায় অতিপবিত্র স্থান এবং তির্য্যগযোনিদিগের বাসোপযোগী স্থান অপেক্ষাও অপবিত্র স্থানসমুদয় বিদ্যমান আছে। যাঁহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে তথায় নিয়ত সুখভোগ এবং যাহারা ইহলোকে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তথায় নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয়।

কর্ম্মবিপাক—কর্ম্মানুযায়ী ফল

“এক্ষণে মানবগণ যে যে কর্ম্মদ্বারা যে যে প্রকার দুর্গতি লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহপ্রযুক্ত পতিত ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করেন, তিনি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ পঞ্চদশবর্ষ খর[গর্দ্দভ]যোনি, তৎপরে সাত বৎসর গোযোনি, তৎপরে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষসযোনি লাভ করিয়া পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনি দেহান্তে প্রথমতঃ পঞ্চদশ বৎসর কৃমিযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর গর্দ্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুক্কুরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শৃগালযোনি ও তৎপরে এক বৎসর কুক্কুরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, সে দেহত্যাগের পর প্রথমে কুক্কুর, তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দ্দভযোনি পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে।

“যে পাপাত্মা মনে মনে গুরুপত্নীহরণের চিন্তা করে, সে সেই অধর্ম্মচিন্তানিবন্ধন দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ তিন বৎসর কুক্কুর ও এক বৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে উপাধ্যায় কোন কারণ ব্যতীত পুত্রতুল্য প্রিয়শিষ্যকে প্রহার করেন, তাহার নিশ্চয়ই হিংস্রযোনিলাভ হয়। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, দেহান্তে তাহাকে দশ বৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্টসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করে, সে দেহান্তে প্রথমতঃ দশ

মাস গর্দ্দভ, পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর ও তৎপরে সাত মাস বিড়ালযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতাকে তিরস্কার করিলে দেহান্তে সারিকাযোনিতে এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমতঃ দশ বৎসর কচ্ছপ, তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী [সজারু] ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনিলাভ হয়।

“যে ব্যক্তি রাজভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মূষিক ও তৎপরে ছয় মাস কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্পিত ধন অপহরণ করে, তাহাকে দেহান্তে ক্রমে ক্রমে শতযোনি পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মানবলীলাসংবরণের পর খঞ্জনপক্ষী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারি মাস মৃগ, পরে এক বৎসর ছাগ ও তৎপরে কিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনি লাভ করে। যে ব্যক্তি ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদগ, গোধূম ও অতসী [তিসি] প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, তাহার দেহান্তে প্রথমতঃ মূষিকযোনি লাভ হয়। তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিছুকালের পর প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে।

“যে ব্যক্তি পরস্ত্রী অপহরণ করে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বক, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র, কঙ্ক ও বৃকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে এক বৎসরকাল পুংস্কোকিল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নী অপহরণ করে, তাহাকে প্রথমতঃ পাঁচ বৎসর শূকর, পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশ বৎসর কুক্কুট, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কীটযোনিতে পরিভ্রমণের পর কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। পরিশেষে সে ঐ যোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগপুর্ব্বক পুনরায় মানব-দেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত বিবাহ, যজ্ঞ ও দানকার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবদেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ একমাত্র কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে দান করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে দেহান্তে কৃমিযোনি লাভ করিয়া এয়োদশ বৎসর পাপ ভোগ করিতে হয়। পরে পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে।

“যে ব্যক্তি দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন না করিয়া ভোজন করে, দেহান্তে তাহাকে কাকযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে হয়। তৎপরে সে কিয়ৎয়াল কুক্কুটযোনি ও একমাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার দেহান্তে দুই বৎসর

বকযোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করিলে তাহাকে প্রথমতঃ কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, পরে সেই কৃমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুরযোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে নয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয়ে গমন করিলে, যমদূতেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দণ্ড, মুগর, শূল, অগ্নিকুণ্ড, খড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কন্টকযুক্ত শাল্মলী [শিমূলের কাঁটা] প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তুদ্বারা তাহাকে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক নিপাতিত করে। তখন সে প্রথমতঃ কৃমিযোনি পরিগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া বারংবার গর্ভগত ও তম্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃতঘ্ন এইরূপে বহুবিধ গর্ভযন্ত্রণাভোগের পর তির্য্যগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ঐ যোনিতে বহুকাল দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে কর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হয়।

"দধি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত মৎস্য [কাঁচা মাছ] হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ, ফলমূল ও পিষ্টক হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাষ [মাষকলাই] হরণ করিলে হলগোলকনামক কীট, পায়স হরণ করিলে উলূক, লৌহ হরণ করিলে বায়স, কাংস্যপাত্র হরণ করিলে হারিত [শুক], রৌপ্যপাত্র অপহরণ করিলে কপোত, সুবর্ণপাত্র অপহরণ করিলে কৃমি, ধৌত কৌষেয়-বস্তু অপহরণ করিলে কৃকর[৭]পক্ষী, কোষেয়-বস্ত্র হরণ করিলে বর্ত্তকপক্ষী [ডারুই], বিচিত্র বন্ধ অপহরণ করিলে উলূক, পট্টবস্ত্র অপহরণ করিলে হংস, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রোঞ্চ [বক], ক্ষৌম ও মেষলোমজ বক্স অপহরণ করিলে শশ, বর্ণক অপহরণ করিলে ময়ূর ও রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুছুন্দরী [ছুঁচো] যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় ইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অপহরণ করিলে যোনি ও তৈল অপহরণ করিলে তৈলপায়িকযোনি প্রাপ্ত হয়।

"যে নরাধম সশস্ত্র হইয়া অর্থলাভ বা বৈর-নির্য্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে খরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ মৃগযোনিতে তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয়। তৎপরে এক বৎসর অতীত হইলে সে শস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাকে ব্যাঘ্রযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। এইরূপে বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণদ্বারা অধর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধমকে দেহান্তে যমলোকে গমনপূর্ব্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতিপ্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরকভোগদ্বারা পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোজনদ্রব্য অপহারী ব্যক্তি দেহান্তে

মক্ষিকাযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বহুদিন মক্ষিকাদিগের সহিত বাস করিয়া পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

"ধান্য অপহরণ করিলে পরজন্মে অতিশয় লোমশ হইতে হয়। যে ব্যক্তি তিলকল্ক-মিশ্রিত ভোজনদ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃতদ্রব্যপরিমিতাকার মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহুদিনের পর পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঘৃত অপহরণ করিলে দাহ যোনিতে, মৎস্য অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, লবণ অপহরণ করিলে দণ্ডকাক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে, সে দেহান্তে মৎস্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই মৎস্যঘোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অল্পায়ু হয়।

'মানৰগণ এইরূপে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া বিবিধ তির্য্যগযোনি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা লোভমোহপ্রযুক্ত পাপানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাদিদ্বারা তাহা নিরাকরণে [নিবারণে] প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিরন্তর সুখ-দুঃখযুক্ত ও ব্যথিত হইয়া কালযাপন এবং দেহান্তে লোভমোহপরায়ণ ও পাপশীল ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেসকল মহাত্মা জন্মাবধি পাপকর্ম্মে যথোচিত ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তাহারা রোগশূন্য, ধনবান ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। শ্রীলোকেরাও পূর্ব্বোক্তরূপ পাপে আসক্ত হইলে উহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোনি পরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কয়েকটি পাপকর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তুমি কথাপ্রসঙ্গে অন্যান্য পাপকর্ম্মের দোষ সবিস্তর শ্রবণ করিবে। পূর্ব্বে আমি সুরর্ষিগণের [দেবর্ষিদিগের] সমীপে ব্রাহ্মণমুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার এই সমস্ত বাক্য অনুধাবনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও।"

১১২তম অধ্যায়
স্বর্গাদিজনক কর্ম্মকীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আপনি অধর্ম্মের ফল সবিস্তর কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মের ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব লোকে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিরূপে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে এবং কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যাহারা সর্ব্বদা বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তাহারা নিরয়গামী [নরকগামী] হইয়া থাকে, আর যাঁহারা অজ্ঞানবশতঃ অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযমপূর্ব্বক অনুতাপিত হয়েন, তাঁহাদিগকে কখনই স্বীয় দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির মন যে পরিমাণে স্বীয় দুষ্কৃতের নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত ব্যক্ত করে, অবিলম্বে তাহার অধর্ম্মকৃত অপবাদ তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্য সম্যকরূপে স্বীয় অধর্ম্ম ব্যক্ত করিলে নির্ম্মোক [খোলস] নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পাপবিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়া সমাহতিচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার পরলোকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়।

"এক্ষণে মনুষ্য পাপাচার করিয়াও যে যে বস্তু দান করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান সমুদয় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সরল হৃদয়ে অন্নদান করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ন মানবগণের প্রাণস্বরূপ; অন্ন হইতেই প্রাণীগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্নেই সমুদয় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে; সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ দান কিছুই নাই। দেবতা, পিতৃগণ ও মানবগণ অন্নদানেই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহারাজ রন্তিদেব অন্নদান করিয়াই স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। অতএব প্রহৃষ্টমনে স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়লব্ধ অন্ন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্নভোজন করান, তাঁহাকে তির্য্যগযোনি লাভ করিতে হয় না। পাপনিরত ব্যক্তিও দশসহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালব্ধ অন্নদান করিলে নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্বগ্রহপরাঙ্মুখ হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনপুর্ব্বক সমাহিতচিত্তে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে ভুজলার্জ্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহাকে কখনই পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। যে-বৈশ্য কৃষিলব্ধ দ্রব্য ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে, সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় আর যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদিদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করে, তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পরিশ্রমদ্বারা অন্ন উপার্জ্জনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে, সে কখনই দুঃখে অভিভূত হয়

না। মনুষ্য ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে।

"যে ব্যক্তি নিরন্তর অন্নদান করে, সে সৎপথাবলম্বী, বলশালী ও নিষ্পাপ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিদিগের পথ অবলম্বন করেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সনাতনধর্ম্ম অন্নদাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন ও সর্ব্বদা সৎপাত্রে দান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নই লোকের পরমগতি। অন্নদান করিলে কখনই মনুষ্যকে নিরয়গামী হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। অন্নদানদ্বারা দিবসকে সফল করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্ম, ন্যায় ও ইতিহাসবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষ সুখভোগ এবং পরজন্মে রূপবান, কীর্ত্তিমান ও ধনবান হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সমুদয় ধর্ম্ম ও দানের মূলস্বরূপ অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।"

১১৩তম অধ্যায়
অহিংসধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! অহিংসা, বেদোক্তকার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে?"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অহিংসধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণীগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনি দেহান্তে পরম সুখলাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগবিলাসী ও দুঃখভোগ অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতিনির্দ্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। ফলতঃ যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না।

"এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের লক্ষণ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন, তাহার অধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। প্রত্যাখ্যান, দান, সুখদুঃখ, প্রিয়কার্য্য ও অপ্রিয়কার্য্য এই কয়েকটি হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আত্মপর্য্যালোচনাদ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইবে। মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে; অতএব হিংসা না করিয়া সকলের

প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। যিনি কেবল লোকের প্রতিপালনেই নিরত থাকেন, তিনি সাধুগণের উপদিষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় জীবলোকের প্রমাণস্থল হইয়া থাকেন।”

সুরগুরু বৃহস্পতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

১১৪তম অধ্যায়
অহিংসধর্ম্মব্যাখ্যাচ্ছলে দানাদির প্রশংসা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুরাচার্য্য প্রস্থান করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান শান্তনুতনয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণানুসারে অহিংসধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসধর্ম্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভার উপস্থিত হইলে অহিংসধর্ম্ম আর আস্পদ[স্থান—ক্ষেত্র]লাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই অহিংসধর্ম্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্মসমুদয় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণীহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না এবং কদাপি মাংসভক্ষণ করেন না, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণদ্বারা হিংসাজনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ, মহর্ষিগণ মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংসভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“যে ব্যক্তি মোহপ্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংসভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হয়, ভেরী, মৃদঙ্গ ও তন্ত্রী শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। সংসারাভিলাষী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত, অসংকল্পিত ও অনির্দ্দিষ্ট সন্দেহ নাই। ফলতঃ মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ। পূর্ব্বে অনেকানেক মহাত্মা আপনার মাংস প্রদানপূর্ব্বক অন্যের দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অহিংসধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।”

১১৫তম অধ্যায়
মাংসবিশেষ ভক্ষণের দোষতারতম্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি ইতিবারংবার অহিংসাকে পরমধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে বিবিধ মাংস প্রদান করা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু হিংসা না করিলে মাংস লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং শ্রাদ্ধে কিরূপে মাংস প্রদান করা যাইতে পারে? এক্ষণে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মে আমার অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি ঐ সংশয় ছেদন এবং মাংসভক্ষণ করিলে কি দোষ, ভক্ষণ না করিলে কি গুণ, আর ভক্ষণার্থ স্বয়ং পশুবিনাশ, অন্যকর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংসভোজন, অন্যের ভোজনার্থ বিনাশ ও ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মাংসভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদয় মহাত্মা রূপবান, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, যতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধুমাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভূব মনু কহিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে, সে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, সর্ব্বজন্তু-বিশ্বাসপাত্র ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়।

'তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংসদ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান ও মাংসভোজনে বিরত হয়, সে অনায়াসে যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও তপশ্চরণ করিতে পারে। মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া, পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেইরূপ ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহার মাংসের আস্বাদগ্রহণ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংস পরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সন্দেহ নাই। মনীষিগণ এই অহিংসারূপ পরমধর্ম্মেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া থাকেন।

"মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মাগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহার

বিচিত্র কি? মাংসভোজনপরিত্যাগ ধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ; অতএব অহিংসাকেই পরমধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণীবধ ভিন্ন তৃণ, কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা নাই, সেই নিমিত্ত মাংসভোজন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে।

"স্বধা, স্বাহা ও অমৃতভোজী দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না। যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহাকে কোনকালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি বা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা এককালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে, যদি মাংসভোজন না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যে নিরত হয় না।

"যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়; অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিংস্রজন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশিগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। লোভ, বুদ্ধিমোহ বলবীর্য্যলাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশতঃ মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পরমাংসদ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকল জন্মেই উদ্বিগ্নচিত্তে কালহরণ করিতে হয়। যতব্রত মহর্ষিগণ মাংস-পরিত্যাগকেই যশ, আয়ু ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

"পূর্ব্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংসভোজনের যে সমুদয় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্যকর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণীগণের মাংসভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিনজনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপে তিন প্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংসভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যিনি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ ও প্রাণীগণের প্রতি দয়াবান হয়েন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে পারেন।

"মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়। যে জন বিধিবিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন-করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। যে জন ব্রাহ্মণের অনুমতি অনুসারে প্রোক্ষিত[যজ্ঞাদিতে উৎসর্গীকৃত]মাংস ভোজন করেন, তাহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে। পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহাকে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়, ভোক্তাকে তাদৃশ পাপভাগী হইতে

হয় না। যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমতঃ মাংসভোজনে নিরত থাকিয়া পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

"এক্ষণে অন্য এক ঋষিগণসমাদৃত বেদসম্মত পুরাণপ্রমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রেক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা হয়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদয় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া স্বভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জন আপনার ইষ্টকামনা করে, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়ঃ।

"পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোকলাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহিসমুদয়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংসভক্ষণবিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমনপূর্ব্বক মাংস অভ্যক্ষ কিনা, এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধের জন্য তাহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পাতালতলে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ একেবারে আরণ্য পশুসমুদয় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অদ্যাপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না।

"মাংসভক্ষণ না করিলে সমুদয় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ একশত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে মধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারি মাস মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি, বল ও যশোলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদয় কার্ত্তিকমাস মাংসভোজন না করে, তাহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা সমুদয় কার্ত্তিকমাস বা কার্ত্তিকমাসের এক পক্ষ মাংসভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে।

"পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা নাভাগ, অম্বরীষ, গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, পুরু, কার্ত্তবীর্য্য, অনুরুদ্ধ, নহুষ, যযাতি, নৃগ, বিশ্বকসেন, শশবিন্দু, যুবনাশ্ব, শিবি, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, শ্বনচিত্র, সোমক, বৃক, রেবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, কৃপ, ভরত, দুষ্মন্ত, করুষ, রাম, অলক, নল, বিরূপাশ্ব, নিমি, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত, সগর, অজ, ধুন্ধু, সুবাহু, হর্য্যশ্ব ও ক্ষুপ প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিকমাস ও কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া

তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে। তাঁহারা সহস্র কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমসুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন।

"যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট অহিংসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধু, মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যাঁহারা এই অহিংসধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহাদিগের সমুদয় পাপবিনাশ ও জ্ঞাতিমধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। এই অহিংসধর্ম্ম প্রভাবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্য্যগযোনি লাভ করিতে হয় না, প্রত্যুত তাহাদিগের বিপুল অর্থ ও কীর্ত্তিলাভ হয়।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষিকথিত মাংসভক্ষণ ও মাংসপরিত্যাগের ফল কীর্ত্তন করিলাম।"

১১৬তম অধ্যায়
বৈধমাংসে দোষাভাব—ক্ষত্রিয়ের মাংসভক্ষণবিধি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ইহলোকে মাংসলোলুপ নৃশংসেরা রাক্ষসের ন্যায় মাংসেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে; বিবিধ অপূপ, শাক ও খণ্ড প্রভৃতি নানাপ্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি তাদৃশ প্রীতি প্রদর্শন করে না। তাহাদিগের তাদৃশ ভাব দর্শনে আমার মন মোহে অভিভূত হইতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হয় যে, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাংসভক্ষণ ও অভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মাংস অপেক্ষা যে সুস্বাদু দ্রব্য আর কিছুই নাই, এ কথা নিতান্ত অলীক নহে। স্বভাবতঃ দূর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ ও পথগমনক্লেশক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মাংসভক্ষণ করিলে অচিরাৎ বল ও পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে। মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়। যে ব্যক্তি অন্যের মাংসদ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাশয় নিষ্ঠুর আর নাই। এই জীবলোকে জন্তুগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের প্রিয় প্রাণ সংহার করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন হয়, অতএব উহা ভক্ষণ করা নির্ঘৃণের কর্ম্ম। মাংসভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশুসকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

"এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের পশুহিংসাবিষয়ে, যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় পরাক্রমোপার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদয় আরণ্য মৃগকে প্রেক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। 'হয় মৃগেরা আমাকে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদিগকে সংহার করিব' মৃগয়াকালে মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই কারণে মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাণীগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে জন দয়াবান, তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াবান্‌দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই।

মাংসভক্ষণ নিবৃত্তির প্রশংসা—প্রবৃত্তির পরিণাম

"ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণীগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। প্রাণীগণ সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন, সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংসজন্তু, রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কখন হয় নাই, হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণীগণ এই সংসারমধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যারপরনাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহারনিরত, তাহারা প্রথমতঃ কুম্ভীপাক-নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্য্যগ্‌জাতির গর্ভে অবস্থানপূর্ব্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস এবং মূত্র, শ্লেষ্ম ও পুরীষদ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বারংবার অন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়।

"পৃথিবীতে আত্মাপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদয় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থানলাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মা জীবিতপ্রিয় পশুগণের, মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহতপশুকর্ত্তৃক আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্যকর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞের দান ও সমস্ত তীর্থস্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতামাতা স্বরূপ।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যতঃ অহিংসার ফল কীর্ত্তন করিলাম, ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।"

১১৭তম অধ্যায়

আত্মপ্রাণের উন্নতিকামনা—ব্যাস-কীটসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করা যে নিতান্ত দুষ্কর, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ইহলোকে কি ধনবান, কি নির্দ্ধন, কি পুণ্যবান, কি পাপাত্মা সকলেরই মৃত্যু

হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি উহার কারণ এবং সমরে প্রাণত্যাগ করিলে কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি বেদব্যাস-কীটসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তনচ্ছলে উহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা সর্ব্বজন্তুর ভাষাভিজ্ঞ ও গতিজ্ঞ বেদবেত্তা বেদব্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কীটকে শকটমার্গে [গাড়ী-চলাচল করার পথে] ধাবমান হইতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে কীট! তোমাকে নিতান্ত ভীত ও ত্বরান্বিত দেখিতেছি, অতএব তুমি স্বীয় ভয়ের কথা ব্যক্ত কর।’

“তখন কীট কহিল, ‘ভগবন্! ঐ দূরবর্ত্তী শকটের যেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং শকটবাহী বৃষগণ সারথির কশাঘাতে তাড়িত হইয়া যেরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, মাদৃশ ক্ষুদ্র কীট কখনই উহা শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। আমি ঐ শব্দশ্রবণে নিতান্ত আকুলিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। ইহলোকে সমুদয় প্রাণীরই জীবন সুদুর্ল্লভ এবং মৃত্যু নিতান্ত দুঃখজনক। এই নিমিত্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

“কীট এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে কীট! তুমি যখন তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার সুখলাভের প্রত্যাশা কি? তুমি রূপরসাদি বিষয়সমূহের সম্যকরূপে আস্বাদগ্রহণ করিতে সমর্থ হও না, সুতরাং আমার মতে তোমার মরণই শ্রেয়স্কর।’

“তখন কীট কহিল, ‘ভগবন! জীবমাত্রেই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত আমি এই নিকৃষ্ট জন্মেও সুখলাভের প্রত্যাশা করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। কি মনুষ্য, কি তির্য্যগযোনিগত প্রাণীগণ সকলেই জন্মাবধি পৃথক পৃথক বিষয়ভোগের অধিকারী হয়। পূর্ব্বজন্মে আমি এক বিপুল ধনশালী শূদ্র ছিলাম। ঐ জন্মে আমি সতত ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতাম। আমার তুল্য নৃশংস, কদর্য্যস্বভাব, বৃদ্ধিজীবী, দুর্ম্মুখ, ছলগ্রাহী, হিংসাপরতন্ত্র, বঞ্চক, পরস্বাপহারী প্রায় কেহই ছিল না। আমি ভৃত্য ও অতিথিদিগকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং সুস্বাদু বস্তু ভোজন করিতাম। অর্থলালসানিবন্ধন দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কখন অন্নদান করি নাই। যাহারা ভীত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইত, আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ না করিয়া অকারণে পরিত্যাগ করিতাম। লোকের ধনধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যান ও বস্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেই আমার অসূয়া উপস্থিত হইত। আমি কদাপি অন্যের সুখ বা ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম না। সর্ব্বদা আত্মকামনা পরিপূর্ণ এবং অন্যের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমাকে সেই পূর্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহারসমুদয় স্মরণ করিয়া যারপরনাই অনুতাপ করিতে হইতেছে। আমি এইরূপে পূর্ব্বজন্মে সকার্য্যের ফল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কদাচ কোন সকার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই; কেবল বৃদ্ধা জননীর সেবা ও একদিন এক কুলশীলসম্পন্ন অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত সৎকার করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত অদ্যাপি জন্মান্তরীণ কার্য্যসমুদয় আমার স্মৃতিপথে

জাগরূক রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সকর্ম্মদ্বারা পুনরায় সুখলাভের বাসনা করিতেছি, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সময়োচিত হিতোপদেশ প্রদান করুন।

১১৮তম অধ্যায়

কীটের প্রতি ব্যাসের আশ্বাস—ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান

"হে ধর্ম্মরাজ! তখন মহর্ষি বেদব্যাস সেই কীটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে কীট! তুমি তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াও কেবল আমার দর্শনলাভনিবন্ধনই একেবারে মুগ্ধ হইতেছ না। আমি তপোবলে দর্শনমাত্রেই সকলকে পরিত্রাণ করিতে পারি। তপোবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর কিছুই নাই। আমি তপোবলে বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে, তুমি স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপপ্রভাবে কীটত্বলাভ করিয়াছ। যদি তুমি এক্ষণে ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরায় ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। কি দেবতা, কি তির্য্যগযোনি, কি মনুষ্য, সকলকেই এই কর্ম্মভূমিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হউক বা মূঢ়ই হউক, দেহান্তে কর্ম্মফল কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিয়া চন্দ্রসূর্য্যের পূজা করে, অতঃপর তুমি সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে রূপরসাদি বিষয়সমুদয় উপভোগ করিতে পারিবে। ঐ সময় আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব এবং তুমি যে লোকে গমন করিতে বাসনা করিবে, তথায় লইয়া যাইব।

'মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে কীট তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শকট তথায় সমুপস্থিত হইলে তাহার চক্রাঘাতে উহার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন ক্রমে ক্রমে শল্লকী, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিল। শল্লকী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় যোনিতেই সে বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 'ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে কীটত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া রাজা হইয়াছি। এক্ষণে আমি সুবর্ণমাল্যধারী মহাবলপরাক্রম কুঞ্জরগণের পৃষ্ঠে এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণযুক্ত বিবিধ যানে আরোহণ করিতেছি। প্রতিদিন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত একত্র পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি; নির্ব্বাত গৃহমধ্যে অতি উৎকৃষ্ট মহার্হ্য শয্যায় শয়ন করিয়া পরমসুখে রজনী অতিবাহিত করি। রজনীশেষে দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করেন, তদ্রূপ সূত, মাগধ ও বন্দিগণ আমার স্তব পাঠ করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আমি এইরূপে আপনার তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছি; অতএব আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে আমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ করুন।

'তখন ব্যাসদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আজ তুমি বিবিধ বাক্যবিন্যাসদ্বারা আমাকে স্তব করিলে। পূর্ব্বে কীটযোনিতে তোমার স্মরণশক্তি কলুষিত

হইয়াছিল। যাহা হউক, তুমি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে আততায়ী ও অতি নৃশংস হইয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলে, অদ্যাপি তোমার সে পাপ ধ্বংস হয় নাই। পূর্ব্বজন্মে, তোমার যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয় ছিল বলিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার এবং আমার অর্চ্চনাদ্বারা ক্ষত্রিয়ত্বলাভ হইয়াছে। অতঃপর তুমি গোধন ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে প্রাণপরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে সদক্ষিণ যজ্ঞসমুদয়ের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পরলোকে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে।”

১১৯তম অধ্যায়

যুদ্ধমৃত্যুতে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্বলাভ

“হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই রাজা আপনার জন্মান্তরীণ ভাবসমুদয় স্মরণপূর্ব্বক কঠোর তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস সেই ধর্ম্মার্থবেত্তা ভূপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কঠোর তপস্যা দর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘মহারাজ! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয়, শুভাশুভবিচারক ও স্বধর্ম্মনিরত হইয়া ন্যায়ানুসারে। প্রজাপালন কর, তাহা হইলেই পরজন্মে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

“মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ভূপতি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতিপবিত্র ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বেদব্যাস ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না। ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহাকে উৎকৃষ্টযোনিতে এবং যে ব্যক্তি অশুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।’ তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনার প্রসাদেই আমার দূর্ল্লভ জন্মলাভ হইয়াছে। আজ আমি উৎকৃষ্ট জাতি লাভ করিয়া সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতাসহকারে মহর্ষি বেদব্যাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

“হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই কীট ভগবান্ বেদব্যাসের প্রসাদে দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। সে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ব্রাহ্মণত্বলাভ হয়। অতএব যাহারা সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত ক্ষত্রকুলোদ্ভব মহাত্মা এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।”

১২০তম অধ্যায়

দানধর্ম্মের প্রাধান্য—মৈত্রেয়-ব্যাসসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বিদ্যা, তপস্যা ও দান এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষ্যে মৈত্রেয়-বেদব্যাসসংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি বেদব্যাস ছদ্মবেশে বারাণসীমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবংশসম্ভূত মৈত্রেয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আসনপরিগ্রহ করিলে মুনিবর মৈত্রেয় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহারদ্রব্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই উৎকৃষ্ট সামগ্রীসমুদয় ভোজনপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিবার সময় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মৈত্রেয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়; সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আমি অতি বিনীতভাবে আপনাকে অভিবাদন করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যশীল হইয়াও এরূপ আহ্লাদিতচিত্তে, হাস্য, করিতেছেন কেন? এক্ষণে আপনাকে এরূপ আহ্লাদিত দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে আমার তপস্যার মহাফল দর্শন করিয়াছেন। আপনি জীবন্মুক্ত ও আমি সামান্য তপস্বী; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে এতাদৃশ হৃষ্ট দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, আপনার সহিত আমার অধিক বিভিন্নতা নাই।'

"তখন বেদব্যাস কহিলেন, 'মহাত্মন্! বেদপ্রমাণানুসারে একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়, তুমি সামান্য অন্নাদি দান করিয়াই সেই গতি লাভ করিবে বিবেচনা করিয়া আমি এতাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছি। বেদে অদ্রোহ, দান ও সত্যবাক্য প্রয়োগ এই তিন কার্য্যই পুরুষের অতি উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদোক্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগেরও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে ভোজনদান করা অপেক্ষা মহাফলপ্রদ কার্য্য অতি অল্পই আছে। তুমি অকপট হৃদয়ে আমাকে এই উৎকৃষ্ট ভোজনদ্রব্য প্রদান করিয়া মহাযজ্ঞসাধ্য লোকসমুদয় জয় করিয়াছ। আমি তোমার পবিত্র দান ও তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি। কেবল দানপ্রভাবেই তোমার শরীর ও গাত্রগন্ধ অতিপবিত্র হইয়াছে। তোমাকে দর্শন করিলেও পুণ্য জন্মে।

'দান, তীর্থস্নান ও তীর্থমৃত্তিকালেপন প্রভৃতি সমুদয় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শুভফলপ্রদ। বেদে যেসকল কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান সেসমুদয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দাতা ব্যক্তিরাই যথার্থ প্রাণদাতা, তাঁহাদিগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান সুন্দররূপে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সর্ব্বত্যাগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য। হে বৎস! তুমি এই দানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, অতঃপর তুমি সমধিক সুখলাভে সমর্থ হইবে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই যে দান, যজ্ঞ, সম্পত্তি ও অশেষ সুখলাভে অধিকারী হয়, ইহা আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই

পরিণামে দুঃখ এবং যে ব্যক্তি তপস্যাদি কষ্টসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে সুখভোগ করিয়া থাকে।

এই ভূমণ্ডলে যেসমুদয় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত। যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যাহারা অন্যের বিদ্রোহাচরণ প্রভৃতি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি সকার্য্য ও পরদ্রোহাদি অসৎকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে যত্নবান হয়েন, তাঁহাদিগকেই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কতকগুলি লোক পাপপুণ্য নাই মনে করিয়া অনায়াসে পরদ্রব্যহরণাদি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে কখনই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ দুরাত্মারা নিতান্ত পাপপরায়ণ। উহাদিগকে নিশ্চয়ই দেহান্তে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পুণ্যলাভে অধিকারী হইয়াছ, অতএব পরমাহ্লাদিতচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান প্রভৃতি সকার্য্যদ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি কর।’ ”

১২১তম অধ্যায়
সৎপাত্রে দানের প্রশংসা

"হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও এই বিষয়ে কিছু করিতে ইচ্ছা করি।'

"ব্যাস কহিলেন, 'মৈত্রেয়! এই বিষয়ে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রকাশ কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।'

"তখন মৈত্রেয় কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি বিদ্বান ও তপঃপরায়ণ; আপনি যে-দানসংক্রান্ত কথা কহিয়াছিলেন, উহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ। আপনি অতি সদাশয় ও পবিত্র স্বভাব। আপনি আমার আলয়ে আতিথ্যস্বীকার করাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমি বুদ্ধিবলে আপনাকে সিদ্ধ তপস্বী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনার দর্শনমাত্রেই যে আমাদিগের অভ্যুদয় লাভ হয়, কেবল আপনার অনুগ্রহই তাহার কারণ। আর আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, তাহাও আমার কর্ম্মফলনিবন্ধন সন্দেহ নাই।

'যিনি তপপানিরত, বেদজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে সমুদ্ভূত, তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারিলেই দেবতা ও পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে জ্ঞানবাদিগের আরাধ্য আর কেহ নাই। ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া থাকে এবং বর্ণচতুষ্টয়-বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না। যেমন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে কৃষক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতা উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও দানগ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে ধনীদিগের ধন নিতান্ত অনর্থক হইত। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্নদ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্মলাভ হয় না, প্রত্যুত উহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে।

'ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত উঁহারা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন; কিন্তু গৃহস্থের পরান্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ, গৃহস্থ। যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে-সন্তান উৎপন্ন করে, সে-সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গ্রহীতা অন্ন গ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতারও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বংশজাত, তপপানিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারাই সকলের পূজ্য।

যাঁহারা সেই সমস্ত স্বর্গপ্রদ সাধুগণের নির্দ্দিষ্টপথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে কদাচই মোহিত হইতে হয় না।' ”

১২২তম অধ্যায়
বিদ্যাদানের বৈশিষ্ট্য

“হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি মৈত্রেয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মৈত্রেয়! ভাগ্যবলে তোমার এইরূপ, জ্ঞান ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। সাধুলোক উৎকৃষ্ট গুণেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। রূপ, বয়স ও সম্পত্তি যে তোমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার কারণ দৈব-অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে তুমি দান অপেক্ষা যাহা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমুদয় বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আমি সেই বেদ-প্রমাণানুসারে দানের প্রশংসা করিতেছি, তুমিও বৈদিক মত অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ। ফলতঃ তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যে দান অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তপস্যা পরমপবিত্র ও বেদজ্ঞানের সাধন। তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ করা যায়। তপ ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মহত্ত্বলাভ হয়। মনুষ্য যাহা কিছু অসকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যাদ্বারা তৎসমুদয়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে। যে-কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না।

'এই জীবলোকে যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদয়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্যার বল অতি আশ্চর্য্য। মদ্যপায়ী, চৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সকল বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি যথার্থ চক্ষুষ্মান্; আর তপস্বী যেরূপ হউন না কেন, তাহাকেও চক্ষুষ্মান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও তপস্বী উভয়কেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত, তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। হিতানুষ্ঠানতৎপর মহাত্মারা অন্নদান করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় প্রাপ্ত হয়েন। পূজিত ব্যক্তিরা সতত অন্নদাতার পূজা ও সম্মানিত ব্যক্তিরা সতত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। অদাতা ব্যক্তি সর্ব্বত্রই হতাদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ ফললাভ হয়। জীব আকাশে বা পাতালেই অবস্থান করুক, তাহার অবশ্যই স্বকর্ম্মানুরূপ লোকলাভ হইবে। তুমি মেধাবী, সদ্বংশজাত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃংশস, ব্রহ্মচারী ও ব্রতপরায়ণ; অতএব তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া অভিলাষানুরূপ অন্নপান লাভ করিতে পারিবে।

'এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহস্থদিগের প্রশস্ত কার্য্যের উপদেশ দিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান হও। যে গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতিপ্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয়। যেমন সলিলদ্বারা দেহের মল ক্ষালিত এবং অগ্নিপ্রভাদ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ দান ও তপস্যাদ্বারা সমস্ত পাপই বিনষ্ট

হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তুমি বিস্মৃত হইও না। আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ হইবে।'

'মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।"

১২৩তম অধ্যায়
পতিব্রতাধর্ম্ম—শাণ্ডিলী-সুমনার কথোপকথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীদিগের ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী স্বর্গে সমারূঢ় হইলে, দেবলোকবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'দেবি! তুমি কিরূপ সুশীলতা ও সদাচারদ্বারা সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনলশিখা ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বলকলেবরে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে? তোমাকে দিব্যবস্ত্রধারণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃপ্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সমধিক তপস্যা, দান বা নিয়মদ্বারা তোমার এই লোকলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় সৎকার্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।'

"তখন চারুহাসিনী শাণ্ডিলী সুমনার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ অথবা কাষায়বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখন ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষবাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিলভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্যে, কি অপ্রকাশ্যে কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম; যে সমুদয় ভক্ষ্যবস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদয় ভক্ষণ করিতাম না। পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যেসকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং অন্যদ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করিতাম; আমার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশসংস্কার এবং গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ও গোরোচনাদ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; পরিবারপ্রতিপালনের নিমিত্ত

সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতাম না; গুপ্তবিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহসমুদয় পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম।

'হে দেবি! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়েন।

"হে ধর্ম্মরাজঃ মহানুভবা শাণ্ডিলী সুমনার নিকট পতিব্রতাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি প্রতি পর্ব্বে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি দেবলোক লাভ করিয়া নন্দনবনে অতুল সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।"

১২৪তম অধ্যায়
সামনীতির প্রশংসা—বিপ্র-রাক্ষসসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সাম ও দান এই উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ইহলোকে কেহ সাম এবং কেহ বা দানদ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া সাম অথবা দান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তৃক। যাহা হউক, আমার মতে ঐ দুইটির মধ্যে সামই উৎকৃষ্ট। সামদ্বারা দুর্দ্দান্ত প্রাণীগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ অরণ্যমধ্যে সামদ্বারা এক রাক্ষসের হস্ত হইতে যেরূপে মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষ্যে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"একদা এক বুদ্ধিমান সদ্বক্তা ব্রাহ্মণ কোন নির্জ্জন বনের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর নিশাচর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা মুগ্ধ না হইয়া সাত্ত্বাদদ্বারা বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন নিশাচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ব্রাহ্মণকুমার! আমার শরীর এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইল কেন? যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।'

"রাক্ষস এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ চিন্তা করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নিশাচর! আমার বোধ হয়, কোন বিদেশস্থ উদাসীন ব্যক্তি তোমার সমক্ষেই তোমার অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ তোমাকর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়াও আপনাদের দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তুমি গুণবান, বিনীত ও বিজ্ঞ হইয়াও নির্গুণ মূঢ়দিগের সৎকার লাভ করিতে দেখিতেছ। নীচব্যক্তিরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। তুমি গৌরবনিবন্ধন প্রতিগ্রহাদি নীচকার্য্যে বিরত হইয়া অতিকষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ। তুমি স্বীয় মহানুভবতানিবন্ধন স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যাহার উপকার করিয়াছিলে, সে তোমায় পরাজিত জ্ঞান করিতেছে। কামক্রোধপরত কুপথগামী মূঢ়দিগকে ক্লেশভোগ করিতে দেখিয়া তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। তুমি জ্ঞানবান হইয়াও প্রজ্ঞাবিহীন দুর্ব্বৃত্তগণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছ। কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি মিত্রভাবে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক তোমাকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি অর্থফলজ্ঞ [অর্থসিদ্ধিবিষয়ে অভিজ্ঞ], শাস্ত্রকুশল ও কৃতী হইয়াও তোমার গুণজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মানিত হইতেছ না। তুমি অসৎ সমাজে স্বীয় গুণসমুদয় ব্যক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হও নাই। বল, বুদ্ধি ও বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া কেবল তেজস্বিতানিবন্ধন মহৎপদলাভের বাসনা করিতেছ।

'তুমি বনবাসী হইয়া তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিলেও তোমার বান্ধবগণ ঐ কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে না। তোমার একজন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যুবা কামবিমোহিত প্রতিবাসী

আছে, সে পাছে তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করে, এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত তোমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। তুমি ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট যথাসময়ে উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিলেও ঐ বাক্য গৌরববিহীন হইয়া থাকে। তোমার একজন পরমাত্মীয় স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন অর্থসিদ্ধিরিষয়ে অভিজ্ঞ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তুমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইতেছ না। কোন ব্যক্তি তোমাকে প্রথমে তোমার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ সতত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছে। তুমি স্বীয় গুণপ্রভাবে লোকসমাজে পূজিত হইলে তোমার বান্ধবগণ তাহাদিগেরই প্রভাবে তোমাকে পূজিত জ্ঞান করিয়া থাকে। তুমি লজ্জাবশতঃ স্বীয় অন্তর্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শিথিলপ্রযত্ন [যত্নহীন] হইয়াছ। তুমি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকসমুদয়কে স্বীয় গুণদ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। স্বয়ং অবিদ্বান ও অল্পধন হইয়াও বিদ্যাবিক্রম ও দানলভ্য যশোলাভে তোমার বাসনা হইয়াছে। কখন তুমি চিরাভিলষিত ফললাভে সমর্থ হও নাই।

'যখন তুমি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা কর, তখন অন্যে তোমার সেই বিষয়ের বিঘ্ন করিয়া থাকে। তুমি নিরপরাধ হইয়াও অকারণে অন্যকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ। তুমি গুণবিহীন ও নির্দ্ধন হইয়া স্বীয় সুহৃদ্বর্গের দুঃখমোচন করিতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি সাধুদিগকে গৃহস্থ, অসাধুদিগকে বনচারী ও মুক্ত পুরুষদিগকে গৃহবাসে আসক্ত দেখিয়াছ। তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সময়োচিত বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি মনীষী হইয়া কৃপণের দত্ত অর্থদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ। পাপাত্মাদিগের উন্নতি ও পুণ্যবানদিগের অবসাদ দর্শন করিয়া তোমার মনে সর্ব্বদা অনুতাপ হইতেছে। তুমি সুহৃদ্বর্গের অনুরোধে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিদিগের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ অথবা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে কুমার্গশালী ও জ্ঞানবানদিগকে অজিতেন্দ্রিয় দেখিয়া তোমাকে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইতেছে। হে নিশাচর! এই সমুদয়ের অন্যতর কারণবশতঃই তোমার শরীর এরূপ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।'

"বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে রাক্ষস তাঁহার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার ও অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া বিদায় করিল।"

১২৫তম অধ্যায়
দেবপিতৃপ্রীতিকর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানবর্ণন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! শ্রেয়োলাভার্থী দরিদ্র এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে, উৎকৃষ্ট দান কি, কোন্ স্থলে কিরূপ দান করা কর্ত্তব্য, আর কাহাদিগকেই বা সম্মান করিতে হয়, আপনি এই সমুদয় বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস আমাকে এই সমস্ত বিষয় যেরূপ কহিয়াছেন, আমি তোমার সমক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর।

'মহাত্মা যম নিয়মপরতন্ত্র ও যোগযুক্ত হইয়া তপস্যার মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে-কার্য্যদ্বারা দেবগণ, পিতৃলোক, ঋষি, প্রমথ ও দিগ্‌গজগণ এবং লক্ষ্মী ও চিত্রগুপ্ত প্রীতিলাভ

করেন এবং যে-শাস্ত্রে সরহস্য মহাফলজনক ঋষিধর্ম্ম, মহাদানফল ও সর্ব্বজ্ঞফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহারা সেই কার্য্য ও সেই শাস্ত্র অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দোষশূন্য ও গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। একটি তৈলিক দশ পশুঘাতকের তুল্য, একটি শৌণ্ডিক দশটি তৈলিকের তুল্য, একটি বেশ্যা দশটি শৌণ্ডিকের সদৃশ ও একটি ক্ষুদ্র রাজা দশটি বেশ্যার অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজা দশসহস্র পশুঘাতীর তুল্য হয়েন। সুতরাং যে রাজা প্রধান, তিনি পঞ্চসহস্র পশুঘাতকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। অতএব ইঁহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। সাধু ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত অপবিত্র লোকের নিকট প্রতিগ্রহ না করিয়া ত্রিবর্গশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যে শাস্ত্রে পিতৃগণ ও দেবরহস্য কীর্ত্তিত আছে, সেই দেবরচিত শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। যে শাস্ত্রে মহাফলজনক সরহস্য, ঋষিধর্ম্ম, মহাযজ্ঞ ও সর্ব্বদানফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন, উত্তমরূপে ধারণ ও অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি নারায়ণস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়েন। যে মহাত্মা ভক্তিসহকারে অতিথিসেবা করেন, তাঁহার গোদান, তীর্থযাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা পরমশ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন ও যাঁহাদিগের মন পরমপবিত্র, সেই সমস্ত সাধুব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় অধিকার ও ধর্ম্মজনিত বিবিধ সুখভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রদ্ধে পিণ্ডদানাদির পারিপাট্য

"একদা এক দেবদূত মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণপরিবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের সভায় অলক্ষিতভাবে গমনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'সুররাজ! আমি অভীষ্টগুণসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে তিনটি সন্দেহ জন্মিয়াছে, উঁহারা অনুকম্পাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা ভঞ্জন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা কি নিমিত্ত শ্রদ্ধদিবসে স্ত্রীসম্ভোগে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন? কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, আর ঐ তিন পিণ্ড কাহার কাহার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে? ইহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য হইয়াছে।

"পিতৃগণ কহিলেন, 'দেবদূত! তুমি যে আমাদিগের নিকট তিনটি প্রশ্ন করিলে, আমরা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর। যে পুরুষ শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধাহ অবধি এক মাসকাল তাহার শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন। আর শ্রাদ্ধকালে অনুক্রমে যে তিনটি পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি জলে নিক্ষেপ, দ্বিতীয়টি প্রধান ভার্য্যাকে আহারার্থ প্রদান ও তৃতীয়টি হুতাশনে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য; শ্রাদ্ধবিধি এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ইহা প্রতিপালন করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বংশ ও ধনসমৃদ্ধির সমধিক বৃদ্ধি হয়।

"দেবদূত কহিলেন, 'পিতৃগণ! আপনারা জল, পত্নী ও বহ্নিতে পিণ্ডসংস্থাপনের কল্পনা করিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে পিণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কোন্ দেবতাকে পরিতৃপ্ত করে ও কিরূপেই বা পিতৃগণের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয়? প্রধানা ভার্য্যা যে পিণ্ডটি

শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিয়মানুসারে ভক্ষণ করে, পিতৃগণ তদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার কি শুভকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন এবং যে পিণ্ডটি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা কাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আপনারা এই কয়েকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন।

"তখন পিতৃগণ কহিলেন, 'দেবদূত! তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, উহা অতি বিস্ময়কর। আমরা তোমার এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। দেবতা ও মহর্ষিগণ পিতৃকার্য্যের সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু উহাদের মধ্যে চিরজীবী পিতৃভক্তিপরায়ণ স্বয়ম্ভূপ্রতিম লব্ধবর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত পিতৃকার্য্যের বিধি আর কেহই অবগত নহেন। যে পিণ্ডটি সলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তদ্দ্বারা ভগবান্ চন্দ্রের প্রীতি জন্মে। চন্দ্র ঐ পিণ্ডদ্বারা স্বয়ং প্রীত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে প্রীত করিয়া থাকেন। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ভক্ষণ করে, তারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই পত্নীর গর্ভে পুত্র প্রদান করেন; আর যে পিণ্ডটি অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবদূত। তিন পিণ্ডদ্বারা যেরূপ ফললাভ হয়, আমরা তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে শ্রাদ্ধদিবসে শ্রাদ্ধভোক্তার কি নিমিত্ত মৈথুন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধদিবসে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃস্বরূপ হইয়া শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, ঐ দিবস তাঁহার স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করা এবং স্নাত, ক্ষমাশীল ও শুচি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান তাহার নিশ্চয়ই বংশবৃদ্ধি হয়।

"পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে বিদ্যুৎপ্রভনামে আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী এক মহর্ষি ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া কীট, পিপীলিকা, সর্প, মেষ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগযোনিগত প্রাণীগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক যে বিপুল পাপসঞ্চয় করে, তাহাদিগের সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি?' মহর্ষি বিদ্যুৎপ্রভ এইরূপ প্রশ্ন করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যিনি তিন দিন কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করতীর্থ স্মরণপূর্ব্বক স্নান করিয়া গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, গোপুচ্ছে নমস্কার ও আহার পরিত্যাগ করেন, তিনি রাহুবদনবিমুক্ত শশধরের ন্যায় তির্য্যগযোনিবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, সন্দেহ নাই।'

"দেবরাজ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুররাজ! আমি এক্ষণে সূক্ষ্মতর ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বটকষায় [বটের আঠা] ও প্রিয়ঙ্গু[তন্নামক গন্ধদ্রব্য]দ্বারা অনুলিপ্ত ও সুবাসিত হইয়া ক্ষীরের সহিত যষ্টিক ধান্যের [যেটেন ধানের] অন্ন ভোজন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। একদা বৃহস্পতি, ভগবান্ স্থাণুর নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্য পর্ব্বতে আরোহণপুর্ব্বক নিরাহার, ঊর্দ্ধবাহু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নি দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম ও শীতকালে সূর্য্যের রশ্মিজালে সন্তপ্ত হয়, তাঁহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই।

“মহাত্মা বিদ্যুৎপ্রভ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণের মধ্যে অবস্থিত সুরগুরু বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! যে ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।’

অবশ্য-বর্জ্জনীয় কতিপয় কদাচারকীর্ত্তন

“তখন বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! যাহারা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করে, যাহারা বায়ুর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, যাহারা দুগ্ধপানের অভিলাষে বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ দোহনে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহারা হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের যে দোষ জন্মে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্য, অনিল, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনুসমুদয় স্বয়ং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা মনুষ্যগণের দেবতা। ইঁহারাই মনুষ্যগণকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে সমস্ত স্ত্রী বা পুরুষ সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে ষড়শীতিবৎসর দুর্ব্বৃত্ত ও কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া কালযাপন করিতে হয়। যাহারা বায়ুর দ্বেষ করে, তাহাদিগের সন্তান গর্ভাবস্থাতেই বিনষ্ট হয়। যাহারা হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের অগ্নিকার্য্য সময়ে হুতাশন হব্য ভোজন করেন না এবং যাহারা বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধপান করে, তাহাদিগের বংশে পুত্র উৎপন্ন হয় না। কুলবৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ এই সমস্ত পাপের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাহা নিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; আর যাহা কর্ত্তব্য, প্রাণপণে তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া উচিত। এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে যেন আপনাদিগের কদাচ কোন সংশয় না জন্মে।

পিতৃতৃপ্তিকর সদাচারবর্ণন

“শাস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা সুরাচার্য্য এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে দেবতা ও ঋষিগণ পিতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে মহানুভবগণ! অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের কোন্ কার্য্যদ্বারা আপনারা তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন?

“তখন পিতৃগণ কহিলেন, ‘হে মহাভাগগণ! সৎকর্ম্মশীল মনুষ্যগণের প্রতি আমরা যে-কার্য্যদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন, বর্ষাকালে দীপদান ও অমাবস্যাতে তিলোদকপ্রদানদ্বারা আমাদের নিকট আনৃণ্যলাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ দান অক্ষয় ও মহৎফলজনক, সন্দেহ নাই। আমরা ঐরূপ দানদ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগের পিতৃপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

‘“পিতৃগণ এই কথা কহিলে বৃদ্ধ মহর্ষি গার্গ্য তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে মহানুভবগণ! নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন করিলে কিরূপ ফলোদয় হয় এবং অমাবস্যাতে তিলোদক ও বর্ষাকালে দীপদান করিলেই বা কি ফললাভ হইয়া থাকে?’

“পিতৃগণ কহিলেন, ‘তপোধন! যদি নীলবর্ণ বৃষ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুক্তবন্ধন হইয়া লাঙ্গুলদ্বারা সরোবর হইতে সলিল সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে সেই সলিলদ্বারা বন্ধনমোচয়িতার পিতৃলোক ষষ্টিসহস্র বৎসর তৃষ্টিলাভে সমর্থ হয়েন। আর যদি ঐ বৃষ

শৃঙ্গদ্বারা নদ্যাদির কূল হইতে পঙ্ক সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে উহার বন্ধনমোচয়িতার পিতৃগণ সোমলোক লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য বর্ষাকালে দীপদান করিলে চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হয় এবং কদাচ তমোগুণে অভিভূত হয় না। যে-সমস্ত মনুষ্য অমাবস্যাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে তাম্রপাত্রে করিয়া মধুমিশ্রিত তিলোদক দান করে, তাহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। তাহাদের সন্তানগণ সতত হৃষ্টমনে কালযাপন করে এবং তাহাদের বংশ সন্তানসন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পিতৃলোকের নিকট আনৃণ্যলাভে সমর্থ হয়েন।'

১২৬তম অধ্যায়
বিষ্ণুপ্রীতিকর কতিপয় কার্য্য

"হে ধর্ম্মরাজ! পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"'বিষ্ণু কহিলেন, 'পুরন্দর! ব্রাহ্মণের নিন্দা আমার নিতান্ত অসহ্য। ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেই আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই। যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণদিগের অভিবাদন, ভোজনান্তে আমার পদদ্বয় বন্দন ও চক্রপূজা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট থাকি। যাহারা উৎখাত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ এবং বামন ব্রাহ্মণ ও সলিলোত্থিত বরাহ দর্শন করিয়া নমস্কার করে, তাহাদিগের অমঙ্গল বা পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা অশ্বত্থবৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীকে পূজা করে, তাহাদিগের জগৎসংসার পূজা করা হয়। আমি ঐ সমুদয় পদার্থেই অধিষ্ঠান করিয়া পূজা গ্রহণ করি। যত দিন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তত দিন অবধি আমি ঐ প্রকার পূজাতে প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। যাহারা অশ্বত্থবৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজায় পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য প্রকারে আমার পূজা করে, আমি কখনই তাহাদিগের পূজাগ্রহণ করি না; সুতরাং তাহাদের কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

"ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি প্রজাবর্গের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনি সমুদয় ভূতের প্রকৃতিস্বরূপ; তবে কি নিমিত্ত কেবল বামন ব্রাহ্মণ, সলিলোত্থিত বরাহ, চক্র, উৎখাত মৃত্তিকা ও পাদদ্বয়ের প্রশংসা করিলেন?

"তখন ভগবান বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'আমি চক্রদ্বারা দৈত্যগণের সংহার, চরণদ্বারা পৃথিবী আক্রমণ, বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে পরাজয় করিয়াছি। এই নিমিত্ত ঐ সমুদয়ের সৎকার করিলে আমি পূজিত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা ঐরূপে আমার পূজা করে, কুত্রাপি তাহাদিগের পরাভব নাই। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাহাকে অগ্রভাগ প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করিলে অমৃতভোজন করা হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সূর্য্যাভিমুখে অবস্থান করে, তাহার সমুদয় তীর্থস্নানের ফললাভ হয় এবং পাপের

লেশমাত্রও থাকে না। এই আমি পরম গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।'

"বিষ্ণু এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, বলদেব কহিলেন, 'এক্ষণে মানবগণের এক সুখাবহ রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ঐ রহস্য অবগত না হইয়া নিতান্ত ক্লেশে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গাভী, ঘৃত, দধি, সর্ষপ ও প্রিয় স্পর্শ করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত ভূতগণের অপসারণ করা এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট দর্শন না করা তপোধনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মাদি দেবগণনির্দ্দিষ্ট বিবিধ সৎকার

"দেবগণ কহিলেন, 'যে ব্যক্তি উদকপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া উপবাস ও ব্রতের সংকল্প করে, আমরা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া। থাকি এবং তাহার সমুদয় কামনা সফল হয়। অল্পবুদ্ধি মানবগণই ইহার অন্যথাচরণ করিয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়। উপবাসের সঙ্কল্প এবং বলিপ্রদানবিষয়ে তাম্রপাত্রই প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে করিয়াই বলি, ভিক্ষা, অর্ঘ্য ও পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তিলোদক দান করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পফললাভ হয়। আমরা যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

"ধর্ম্ম কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ, স্তুতিপাঠক, পরিচারক, গোরক্ষক, বণিক, শিল্পী, নট, মিত্রদ্রোহী, বেদাধ্যয়নবিমুখ বা শূদ্রাপতি হইলে তাহাকে হব্যকব্য প্রদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ কখনই পরিতৃপ্ত হয়েন না; প্রত্যুত বংশনাশ হইয়া থাকে। যাহার গৃহ হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করে, তাহার গৃহ হইতে অগ্নি, দেবতা ও পিতৃগণও নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। যে ব্যক্তি অতিথির সমাদর না করে, তাহাকে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীহরণ ও কৃতঘ্নতাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়।'

"অগ্নি কহিলেন, 'এক্ষণে ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলের উপর পদাঘাত করিলে যে দোষ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলের উপর পদাঘাত করে, তাহার অযশের পরিসীমা থাকে না। তাহার পিতৃগণ ভীত এবং দেবগণ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন। হুতাশন কখনই তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না। তাহাকে শতজন্ম নরকভোগ করিতে হয় এবং কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতিলাভ হয় না। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

"বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় মঘাত্রয়োদশীতে গচ্ছায়াযোগে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পিতৃগণকে পরমান্ন প্রদান করে, তাহার ত্রয়োদশ বৎসরকৃত শ্রাদ্ধের ফললাভ হয়।'

"গাভীগণ কহিল, 'যে ব্যক্তি "হে সমঙ্গে! হে অকুতোভয়ে! হে ক্ষেমে! হে সখি! হে ভূয়সি! তুমি বৎসের সহিত বিদ্যমান হইয়া ব্রহ্মপুরে ইন্দ্রের যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়াছিলে; তুমি আকাশপথ ও অগ্নিপথে অবস্থান করিলে দেবগণ নারদের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে সর্ব্বসহা নাম প্রদান করিয়াছেন" এই বলিয়া যে গাভীর অর্চ্চনা করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। সে ইন্দ্রলোক, গোলোক ও চন্দ্রসদৃশ কান্তি লাভ করিতে

সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্বসময়ে গোষ্ঠমধ্যে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার পাপ, ভয় ও শোকের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। গাভীগণ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইল।

"ঐ সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সপ্তমহর্ষি কমলযোনি ব্রহ্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিজবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! ইহলোকে যেসকল ব্যক্তি সচ্চরিত্র অথচ দরিদ্র, তাহাদিগের কিরূপে যজ্ঞফললাভ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

"তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'তপোধনগণ! তোমরা মানবগণের শ্রেয়স্কর অতি উৎকৃষ্ট গূঢ় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পৌষমাসে শুক্লপক্ষে রোহিণীনক্ষত্রে স্নাত ও পবিত্র হইয়া একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অনাবৃত প্রদেশে নির্ম্মিত মণ্ডপাদির উপর শয়ন করিয়া সমাহিতচিত্তে চন্দ্রের কিরণ পান করে, তাহার নিশ্চয়ই মহর্ষিজ্ঞের ফললাভ হয়। হে তপোধনগণ! তোমরা আমাকে যে পরমরহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।"

১২৭তম অধ্যায়

সূর্য্যপ্রমুখ অঙ্গিরা-আদি-মহর্ষিগণের মহোপদেশ

"সূর্য্য কহিলেন, 'পূর্ণিমাতে চন্দ্রোদয় হইলে যে ব্যক্তি ভগবান্ নিশানাথের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল ও ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান করেন, তাঁহার গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে আহুতি-প্রদানের ফললাভ হয়। অমাবস্যাতে ফলপুষ্পপরিশোভিত পাদপের কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র পত্রসম্পন্ন বৃক্ষচ্ছেদন করিলেও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অমাবস্যায় দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে চন্দ্রমার হিংসা করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়েন। দেবগণ পর্ব্বকালে তাহার প্রদত্ত হবিঃ পরিগ্রহ করেন না এবং তাহার বংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।

শ্রী কহিলেন, 'যে ব্যক্তির গৃহে মহিলাগণ প্রহারযন্ত্রণা ভোগ করে এবং পানভোজনপাত্র ও আসনসমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ পর্ব্ব-উপলক্ষ্যে তাহার সেই পাপময় গৃহে কদাচ হব্যকব্য ভোজন করেন না।

"অঙ্গিরা কহিলেন, 'যে ব্যক্তি সংবৎসরকাল সুবর্চ্চলা লতার [সূর্য্যমুখী পুষ্পবৃক্ষের লতার] মূল হস্তে ধারণপূর্ব্বক করঞ্জক [করঞ্জা] বৃক্ষের মূলে দীপ প্রদান করেন, তাঁহার প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত হয়।'

"গার্গ্য কহিলেন, 'অতিথিসঙ্কার, যজ্ঞশালায় দীপদান, পুষ্করতীর্থের নামকীর্ত্তন এবং দিবানিদ্রা, মাংসভোজন ও গোব্রাহ্মণের হিংসা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা ঐ সমুদয় কার্য্যকে মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তৎসমুদয়ের ফল ক্ষীণ হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত অতিথিসৎকারাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তাহার ফল কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈবকার্য্য, তীর্থযাত্রা বা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে যদি রজঃস্বলা, শ্বিত্ররোগগ্রস্তা বা পুত্রিবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার ঐ দ্রব্যভোজনে পরাঙ্মুখ হয়েন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশ বর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্রমনে ব্রাহ্মণদ্বারা স্বস্তিবাচন ও ভারত পাঠ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অক্ষয়ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

"ধৌম্য কহিলেন, 'ভগ্নভাণ্ড [ভাঙ্গা পাত্র], ভগ্নখট্বা [ভাঙ্গা খাট], কুক্কুর, কুক্কুট ও আবাসমধ্যে সঞ্জাত বৃক্ষ নিতান্ত অমঙ্গলজনক। যে ব্যক্তির গৃহে ভগ্নভাণ্ড থাকে, তাহাকে সতত কলহে কালাতিপাত করিতে হয়; যাহার গৃহে ভগ্নখট্বা থাকে, তাহার ধনক্ষয় হয় এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে কুক্কুট ও কুক্কুরদিগকে পোষণ করে, দেবগণ তাহার হবনীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব ভগ্নভাণ্ড ও ভগ্নখট্বা পরিত্যাগ করা এবং কুক্কুর ও কুক্কুটদিগের পোষণ না করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আর বৃক্ষমূলে সর্প ও বৃশ্চিকাদি বাস করিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আবাসমধ্যে বৃক্ষ রোপণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

"জমদগ্নি কহিলেন, 'যে ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র, সে এক অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও অন্যান্য নানাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা অধঃশিরা হইয়া তপস্যা করিলেও তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। মনের শুদ্ধি, যজ্ঞ ও সত্যের সমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধমনে ব্রাহ্মণকে একপ্রস্থ শক্তুদান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।' "

১২৮তম অধ্যায়
বায়ুবর্ণিত কতিপয় ধর্ম্মাধর্ম্ম

"বায়ু কহিলেন, "আমি এক্ষণে মানবগণের সুখাবহ ধর্ম্ম এবং দোষের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি, সকলে সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বর্ষাকালে চারি মাস পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দীপ ও তিলোদক দান, সাধ্যানুসারে খেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আহারার্থ পরমান্ন প্রদান ও হোমানুষ্ঠান করে, তাহার একশত পশুবন্ধযাগের ফললাভ হয়। এক্ষণে আর এক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি শূদ্র যজ্ঞাগ্নি আহরণ করিলে এবং স্ত্রীলোক ভ্রমবশতঃ যজ্ঞীয় ও যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যজাত মিশ্রিত করিলে তদ্বিষয়ে দোষের আশঙ্কা না করিয়া সেই অগ্নি ও দ্রব্যজাতদ্বারা হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। অগ্নিত্রয় তাঁহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়েন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন না এবং চরমে তাঁহাকে শূদ্রযোনিলাভ করিতে হয়। এক্ষণে মানবগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপ হইতে মুক্ত ও সুখী হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তিনদিন গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ ও ঘৃতদ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক বৎসর পরে দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধকালেও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হয়েন। এই আমি স্বর্গাভিলাষী মানবদিগের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।' "

১২৯তম অধ্যায়
লোমশকথিত পিতৃগণের হিতাহিত অনুষ্ঠান

"লোমশ কহিলেন, "যাহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া পরস্ত্রীসংসর্গে একান্ত আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা-স্ত্রীতে অনুরাগ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ। যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ডগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাহাদিগের প্রদত্ত হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না। অতএব পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা-স্ত্রীতে অনুরাগ প্রদর্শন ও ব্রহ্মস্ব অপহরণে পরাঙ্মুখ হওয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও আতপতণ্ডুল প্রদান করে, তাহার চন্দ্র ও মহোদধিকে [১] পরিবর্দ্ধিত করা হয়, সে তেজস্বী ও বলবান হইয়া থাকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অশ্বমেধযজ্ঞফলের চতুর্থাংশ ও ভগবান্ চন্দ্রমা প্রীত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফল প্রদান করেন।

‘এক্ষণে কলিযুগে মনুষ্যগণের যে যে ধর্ম্ম সুখাবহ, তাহা কহিতেহি, শ্রবণ কর। যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবগাহন ও শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে তিলপাত্র প্রদান এবং যাহারা পিতৃগণকে মধুমিশ্রিত তিলোদক, দীপ ও কৃষর দান করে, তাহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। সুররাজ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করে, তাহার গোদান, ভূমিদান ও ভূরিদক্ষিণ [প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত] অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ হয়। পিতৃগণ তিলোদকদানকে অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত করেন। দীপ ও কৃষর প্রদান করিলে তাঁহাদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। এই আমি দেবতা ও পিতৃলোকপূজিত মহর্ষি প্রদর্শিত পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।”

১৩০তম অধ্যায়
অরুন্ধতীবর্ণিত গোমাহাত্ম্য

“হে ধর্ম্মরাজ। অনন্তর মহর্ষি, পিতৃলোক ও দেবগণ তপঃপরায়ণা ভগবতী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভগবতি! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রতচারিণী, সচ্চরিত্রা ও তপোবৃদ্ধা। এই নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব আপনি ধর্ম্মের নিগুঢ়তত্ত্বসমুদয় কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

“তখন, অরুন্ধতী কহিলেন, ‘মহানুভবগণ! আপনারা যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের অনুগ্রহে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যাঁহাদিগের মন অতিশয় পবিত্র, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা অশ্রদ্ধান্বিত, অভিমানী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামী, তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন এক-একটি কপিলাদান, প্রতিমাসে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং শ্রেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে শতসহস্র গোদান করিয়া থাকেন, তিনিও অতিথির সন্তোষসম্পাদক মহাত্মার সদৃশ উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইতে পারেন না। এক্ষণে মনুষ্যগণের সুখাবহ আর একটি ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে মনুষ্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সলিলের সহিত কুশগ্রহণপূর্ব্বক গোশৃঙ্গ অভিষিক্ত করেন এবং নিরাহারে সেই গোশৃঙ্গস্খলিত সলিল আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণসেবিত যেসমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদয়ে স্নান করা হয়, সন্দেহ নাই। অতএব পরমশ্রদ্ধাসহকারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

“মহানুভবা অরুন্ধতী এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য যাবতীয় দেবতা, পিতৃলোক ও অন্যান্য প্রাণীগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে। তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিয়াছ। অতএব আমি প্রীতমনে বরপ্রদান করিতেছি, তোমার তপস্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হউক।’

যমকর্ত্তৃক বিবিধ দানধর্ম্ম-কীর্ত্তন

'যম কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি যে ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলে, তাহা পরমরমণীয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত যাহা কহিয়াছেন, আমার প্রীতিকর সেই সমস্ত ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ কর। মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যদিগের শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সমুদয় শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

'এই জীবলোকে মনুষ্য যেসমস্ত পাপপুণ্য সঞ্চয় করে, তৎসমুদয় কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না। ঐ সমুদয় পূর্ব্বকালে সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রামিত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে, মনুষ্য লোকান্তরিত [পরলোকপ্রাপ্ত] হইলে সূর্য্যদেব তাহার শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিলে মনুষ্যকে আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। অতঃপর যারা মনুষ্যের ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'মনুষ্য সতত পানীয়, দীপ, পাদুকাযুগল ও ছত্র প্রদান করিবে। পুষ্করতীর্থে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলাদান ও পরমযত্নসহকারে অগ্নিহোত্র রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। কালক্রমে সকলকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হয়। তথায় অহঙ্কারপরিপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একা নিপীড়িত হইয়া যারপরনাই ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুর্গতি হইতে মুক্ত হওয়া তাহাদের কোনরূপেই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব ইহলোকে যে কার্য্য করিলে পরলোকে ঐ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পানীয়দানই ঐ বিপদ উদ্ধারের উৎকৃষ্ট উপায়। উহা অল্পব্যয়েই সম্পাদিত হইতে পারে। পানীয়দান পরলোকে সুখজনক ও উহার ফল অতি মহৎ। যাঁহারা পানীয় দান করেন, তাহাদিগের নিমিত্ত পরলোকে পবিত্রসলিলা নদী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জল অক্ষয়, শীতল ও অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর। পানীয়দাতা পরলোকে সেই নদীর জল পান করিয়া থাকেন।

'এক্ষণে প্রদীপদান করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দীপদান করেন, তাঁহাকে আর তমোময় প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন তাঁহাকে অত্যুৎকৃষ্ট প্রভা প্রদান করিয়া থাকেন। দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল দর্শন করেন এবং তিনি স্বয়ং ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হয়েন। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতঃপর বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলাদান, বিশেষতঃ পুষ্করতীর্থে কপিলাদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি পুষ্করতীর্থে কপিলাদান করেন, তাঁহার বৃষের সহিত একশত গাভীদানের ফললাভ হয়। পুষ্করতীর্থে একমাত্র কপিলাদানে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ ভীষণ পাতকসমুদয় বিলুপ্ত হইয়া থাকে। অতএব পুষ্করতীর্থে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে কপিলাদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগল দান করেন, তাঁহার দুঃখ বা বিঘ্ন কিছুই থাকে না। যিনি ছত্রদান করেন তিনি পরলোকে সুখজনক ছায়ালাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্য পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া যাহা দান করে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিত হয়।'

'তখন ভগবান্ দিবাকর যমের মুখে চিত্রগুপ্তকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহানুভবগণ! আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিলেন। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এই সমস্ত বস্তু প্রদান

করেন, তাঁহাদিগের আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণঘাতী ভোঘ্ন, পরদারপরায়ণ, বেদে শ্রদ্ধাশূন্য ও মায়াজীবী, সেই সমস্ত পাপাচারনির পামরদিগের সহিত কথোপকথন করাও অনুচিত। যাহারা অতিশয় কদাচারী তাহাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই। উহারা লোকান্তরিত হইয়া নিশ্চয়ই পূয়শোণিতভোজী কৃমির ন্যায় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ, দেবতাগণ, স্নাতক ব্রাহ্মণ ও তপোধনগণ এরূপ দুরাচারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিহার করিতে সতত যত্নবান্ হইবেন।”

১৩১তম অধ্যায়
প্রেত-পিশাচাদির অধিকার স্থান

“হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর দেবতা, পিতৃলোক ও মহর্ষিগণ প্রমথদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে নিশাচর প্রমথগণ! তোমরা কিরূপ উচ্ছিষ্টশরীর, অপবিত্র ও নীচ ব্যক্তিদিগের হিংসা কর? লোকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমাদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমরা মনুষ্যের গৃহে উপদ্রব করিতে পার না? এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তোমরা ঐ সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন কর।’

“তখন প্রমথগণ কহিল, ‘যাহারা স্ত্রীসম্ভোগের পর পবিত্র না হয় এবং যাহারা প্রধান লোকের অপমান, মোহবশতঃ অবৈধমাংস ভোজন, বৃক্ষমূলে শয়ন, মস্তকে আমিষসংস্থাপন, জলে শ্লেষ্মা প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ অথবা মস্তকসংস্থাপন-স্থানে পদ ও পদসংস্থাপন-স্থানে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া শয়ন করে, সেই সমুদয় বহুচ্ছিদ্রসম্পন্ন, অপবিত্র লোকেরাই আমাদিগের বধ্য ও ভক্ষ্য। আমরা তাহাদিগকেই সর্ব্বদা নিপীড়িত করিয়া থাকি। কিন্তু যেসমুদয় মহাত্মার গাত্রে গোরোচনা ও হস্তে বচ বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহারা মস্তকে ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করেন, আমরা কখনই তাঁহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হই না। যেসকল গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত হয় আর যেসমুদয় গৃহে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম ও দন্ত, গিরিগুহাশায়ী বৃহৎ কচ্ছপ, যজ্ঞীয় ধূম, বিড়াল অথবা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বিদ্যমান থাকে, অস্মাসদৃশ [আমাদের মত-প্রেতপিশাচাদি] পিশিতাশন দারুণ নিশাচরগণ কখনই সে সমস্ত গৃহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এই আমরা আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।”

১৩২তম অধ্যায়
দিগ্‌গজগণকর্ত্তৃক বলিকর্ম্মবর্ণন

“হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে সুরগণ! ঐ যে অবিদূরে [নিকটে] রসাতলবাসী তেজস্বী মহানাগ অবস্থান করিতেছে, উহার নাম রেণুক। যদি তোমাদিগের ধর্ম্মের নিগুঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেসমুদয় মহাবলপরাক্রান্ত মহাগজ শৈলকানন-

সমাকীর্ণ পৃথিবী ধারণ করিতেছে তাহাদিগের নিকট রেণুককে প্রেরণ কর। রেণুক তাহাদের নিকট গমন করিলেই সমুদয় সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অবগত হইয়া তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

"ভগবান ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ অবিলম্বে মহানাগ রেণুককে দিগ্‌গজদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন রেণুক তাহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাগজগণ! আমি দেবতা ও পিতৃগণের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনারা আমার নিকট উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।'

"তখন দিগ্‌গজগণ রেণুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে মহানাগ! কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্লেষানক্ষত্রের যোগ হইলে দ্বেষ ও ক্রোধবিহীন হইয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপূর্ব্বক সায়ংকালে অনন্ত প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অক্ষয় নাগসমুদয় ও তাহাদিগের বংশোদ্ভব ভুজঙ্গমগণ আমার বল ও তেজোবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে বলি প্রদান করুন এবং ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর উদ্ধারসময়ে যেরূপ বলশালী হইয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ বললাভ হউক, এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বল্মীকোপরি হস্তিপলাশপুষ্প, নীলবস্ত্র ও নীলানুলেপনের সহিত গুড়তণ্ডুল বলি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে রসাতলবাসী ভূভারপীড়িত প্রাণীগণের নিতান্ত প্রীতিলাভ হয় এবং আমাদিগেরও ধরাধারণজনিত পরিশ্রম বিনষ্ট হয়। আমাদিগের মতে এপ্রকার বলিদানের তুল্য পরমধর্ম্ম আর নাই। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে যে কোন ব্যক্তি সংবৎসরকালে এইরূপে বলিপ্রদান করেন, তাঁহার ত্রিলোকবাসী মহাবলপরাক্রান্ত নাগসমুদয়ের শত বৎসর আতিথ্য করা হয়, তিনি অনায়াসে প্রভূত ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকেন।

"মহানাগ রেণুক দিগ্‌গজদিগের মুখে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ঋষিগণের নিকট গমনপূর্ব্বক উহা নিবেদন করিলে তাঁহারা উহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।"

১৩৩তম অধ্যায়
মহাদেবকর্ত্তৃ গোমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন

"অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, 'হে মহানুভবগণ! তোমরা ধর্ম্মের সারাংশ কীর্ত্তন করিলে। এক্ষণে আমিও কিঞ্চিৎ ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"যাহারা ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদিগের নিকটই সরহস্য মহাফল ধর্ম্ম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এক মাস প্রশস্তমনে গোসমুদয়কে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান ও দিবসের মধ্যে একবারমাত্র ভোজন করে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। গোসমুদয়ের তুল্য পরমপবিত্র আর কিছুই নাই। উহারা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসমাকীর্ণ ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহাদিগের শুশ্রূষা ও উহাদিগকে ভক্ষ্য প্রদান করেন, তাঁহার প্রতিদিনই প্রচুর ধর্ম্মলাভ হয়। সত্যযুগে আমি গোসমুদয়কে আমার নিকটবর্ত্তিনী হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও আমার যথোচিত

সৎকার করিয়া আমাকে একটি বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বৃষ আমার ধ্বজস্থানে অবস্থান করিতেছে। আমি নিরন্তর গোসমুদয়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বদা গোসমূহের পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনাদ্বারা উহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে উহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি গোসমুদয়কে একদিনের আহারোপযোগী ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করে, সে সমুদয় কর্ম্মফলের চতুর্থাংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।' ”

১৩৪তম অধ্যায়
কার্ত্তিকেয়াদির ধর্ম্মাচার-কথন

“কার্ত্তিকেয় কহিলেন, ‘এক্ষণে আমি স্বীয় অভিপ্রেত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

‘যে ব্যক্তি নীল বৃষের শৃঙ্গ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় কলেবরে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস স্নান করে, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না; সে সর্ব্বত্র আধিপত্যলাভ করিয়া থাকে এবং যতবার সে ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে, ততবারই পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এক্ষণে আর এক ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতে তাম্রপাত্রে মধুমিশ্রিত পক্কান্ন গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রকে বলিপ্রদান করে, তাহার সেই বলিপ্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, বায়ু ও বসুগণ পরম পরিতুষ্ট এবং চন্দ্র ও সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হয়েন। এই আমি পরমসুখবহ ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম।'

“বিষ্ণু কহিলেন, “যে ব্যক্তি ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক একমনে দেবতা ও ঋষিদিগের ধর্ম্মরহস্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন, ভয় বা পাপের লেশমাত্র থাকে না; সে সমুদয় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ফললাভ করে এবং দেবতা ও পিতৃগণ চিরকাল তদ্দত্ত হব্যকব্য ভোজন করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করেন, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরমপরিতুষ্ট হয়েন এবং ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ়ভক্তি হয়। লোকে মহাপাতক ভিন্ন অন্য যে-কোন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয়ই ধর্ম্মরহস্য শ্রবণমাত্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।'

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদেবপূজিত ব্যাসনির্দ্দিষ্ট দেবগণের ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা রত্নপূর্ণ বসুন্ধরা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে [বসুন্ধরা ও জ্ঞানসদৃশ]। ভক্তিবিহীন, নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নির্দ্দয়, হেতুবাদনিরত [কেবল যুক্তিবাদী], গুরুদ্বেষ্টা ও আত্মম্ভরি ব্যক্তির নিকট ইহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।”

১৩৫তম অধ্যায়
অন্নগ্রহণের ও বর্জ্জনের ক্ষেত্রনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে। বৈশ্য যদি সাগ্নিক ও চাতুর্ম্মাস্যনিরত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে ইহাদিগের পৃথিবীর, জলের ও মনুষ্যগণের মল ভক্ষণ করা হয়।

"ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যের একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে উঁহাদিগকে নিশ্চয়ই চরমে নরকে নিপতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন ও মানবগণের স্বস্ত্যয়ন [মঙ্গলচিন্তা], ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের কৃষাদি কার্য্যদ্বারা লোকের পুষ্টিসাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষণাদি কর্ত্তব্য কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র নিন্দা নাই। কিন্তু যে বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ তাহার অন্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যেসকল ব্রাহ্মণ অস্ত্রজীবী, চিকিৎসক, পুরাধ্যক্ষ, দৈবজ্ঞ ও দেবল এবং যাঁহারা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা শূদ্রতুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদিগের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অভোজ্যভোজননিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হয় এবং দেহান্তে তাঁহারা কুক্কুরের ন্যায় বীর্য্য, তেজ ও নিকৃষ্ট যোনি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে চিকিৎসকের অন্ন বিষ্ঠা, পুংশ্চলীর [বেশ্যার] অন্ন মূত্র, বিদ্যোপজীবীর অন্ন, শূদ্রার এবং শিল্পজীবী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ; ঐ সকল লোকের অন্ন ভক্ষণ না করা সাধুব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। খলের অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎকৃত ও অবজ্ঞাত অন্ন ভোজন করিলে সহসা তাঁহার পীড়া ও কুলক্ষয় উপস্থিত হয়; অতএব তাহা ভোজন করা কদাচ কর্তব্য নহে। পুরাধ্যক্ষের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালগৃহে, গোহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, সুরাপান-নিরত ও গুরুতল্পগামীর অন্ন ভোজন করিলে রাক্ষসকুলে এবং অর্পিত-ধনাপহারী ও কৃতঘ্নের অন্ন ভক্ষণ করিলে দেশবহিষ্কৃত শবরের [শবমাংসভোজর] গৃহে জন্মপরিগ্রহ হয়।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যাহার অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য এবং যাহার অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ আছে, তাহা প্রকাশ কর।"

১৩৬তম অধ্যায়
প্রতিগ্রহজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি ভোজ্যাভোজ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে আমার আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা ছেদন করুন। ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভোজ্য ও হব্যকব্য প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহাদের যে পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ ঘৃত ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সাবিত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে সমিধ্ আহুতি প্রদান করিবেন। তিনি মাংস, মধু ও লবণ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগ্রহের সময় অবধি সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও প্রকাশ্যে লৌহধারণ করিলে নিস্পাপ হইয়া থাকেন। ধন, বস্ত্র, স্ত্রী, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরস প্রতিগ্রহেরও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড ও তৈল প্রতিগ্রহ করিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে হয়। ধান্য, পুষ্প, ফল, পিষ্টক, জল, যাবক [যবনির্ম্মিত খাদ্য], দধি ও দুগ্ধ প্রতিগ্রহ করিলে শতবার সাবিত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। প্রেতোদ্দেশে দত্ত পাদুকা ও বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে সমাহিতচিত্তে শতবার সাবিত্রী জপ করা বিধেয়। গ্রহোদ্দেশে দত্ত ও জন্মশৌচগ্রস্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে পাপবিনাশ হয়।

"যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যাপোসনা, জপানুষ্ঠান ও পুনরায় ভোজন না করিলেই পবিত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অপরাহ্ণে ভোজন করিলে তাঁহার রজনীযোগে আহারে প্রবৃত্তি জন্মিবে না বলিয়াই অপরাহ্ণে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যিনি মৃতাশৌচের তৃতীয় দিবসে মৃতাশৌচসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তিনি দ্বাদশাহ প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণগণকে হবিঃ প্রদানপূর্ব্বক শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি মৃতাশৌচের দশ দিবস অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি অশৌচান্তে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণমন্ত্র জপ এবং রেবতীযাগ ও কুষ্মাণ্ড-হোম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যিনি মৃতাশৌচের চতুর্থ দিবসে অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি সাত দিবস ত্রিকালীন স্নান করিয়া পবিত্র হন এবং তাহার আপদ বিনষ্ট হয়।

"যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের আর উপায় নাই। যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শূদ্র শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও বান্ধবনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ, রেবতী-যাগ ও কুষ্মাণ্ডহোম এবং দূর্ব্বা ও হরিদ্রা প্রভৃতি মাল্যদ্রব্য স্পর্শ করা উচিত; তাহা হইলেই ঐ পাপের শান্তি হয়।"

১৩৭তম অধ্যায়
দানধর্ম্মের মহিমা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দান ও তপস্যা উভয়দ্বারাই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে ইহলোকে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দান ও তপস্যা উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। এক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত তপঃপরায়ণ নরপতিগণ দানদ্বারা যে সমুদয় লোক লাভ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি আত্রেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। উশীনরপুত্র নরপতি শিবি ব্রহ্মণার্থ স্বীয় পুত্র প্রদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রহ্মণার্থ স্বীয় তনয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার যশোরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। মহাত্মা দেবাবৃধ ব্রাহ্মণকে একশত কাঞ্চনময় শলাকাসংযুক্ত ছত্রপ্রদান করিয়া স্বর্গে বাস করিয়াছেন। নরপতি অম্বরীষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। জনমেজয় ব্রাহ্মণকে দিব্যযান এবং মহারথ কর্ণ ব্রাহ্মণকে স্বীয় কুণ্ডল প্রদান করাতে তাঁহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট লোকলাভ হইয়াছে।

"রাজর্ষি বৃষাদর্ভি ব্রাহ্মণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে সুখসম্ভোগ করিয়াছেন। বিদর্ভাধিপতি নিমি মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া বন্ধুবান্ধববর্গের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র পৃথিবী দান করাতে তাঁহার প্রার্থনাধিক উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ হইয়াছে। অনাবৃষ্টিসময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছেন বলিয়া অক্ষয় সুখসম্ভোগ করিতেছেন। দশরথতনয় রাম যজ্ঞে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয়লোক লাভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতেছে। নরপতি কক্ষসেন বশিষ্ঠকে ধনদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোকলাভ হইয়াছে। করন্ধমের পৌত্র বীক্ষিতের পুত্র মহাত্মা মরুত্ত মহর্ষি আঙ্গিরাকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পাঞ্চালপুত্র পরমধার্ম্মিক নরপতি ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রিয়ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

"মনুপুত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট লোকলাভ হইয়াছে। মহাযশাঃ রাজর্ষি সহস্রচিত্য ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় সম্ভোগ করিতেছেন। মহীপতি শতদ্যুম্ন মহাত্মা মৌদগল্যকে নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ হিরন্ময় গৃহ, মহাত্মা ভূমন্যু শাণ্ডিল্যকে পর্ব্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্যদ্রব্য, শল্যরাজ দ্যুতিমান ঋচীককে রাজ্য, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে স্বীয় সুমধ্যমা কন্যা, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্থ ও শান্তানাম্নী তনয়া এবং রাজর্ষি ভগীরথ কৌৎসকে হংসীনাম্নী যশস্বিনী কন্যা ও কোহলকে একলক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহাত্মা দান ও তপস্যাপ্রভাবে বারংবার স্বর্গে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যেসকল গৃহস্থ দান ও তপস্যাবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় পরাজয় করিয়াছেন, যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান, থাকিবে, তত দিন তাঁহাদিগের কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে। এই আমি তোমার নিকট শিষ্টাচরিত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণ কেবল দান, যজ্ঞ ও সন্তান উৎপাদনদ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমিও সতত দানযজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল

সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমার অন্য কোন সন্দেহ থাকে, কল্য তাহা ভঞ্জন করিব।”

১৩৮তম অধ্যায়
দানলক্ষণ ও দানপাত্র-নির্ণয়

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রজনীযোগে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন এবং পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “পিতামহ! দানপ্রভাবে যেসমুদয় নরপতি স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দান কয় প্রকার, তাহার ফল কি, কাহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য এবং দান করিবার কারণই বা কি?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! সমুদয় বর্ণকে অর্থদান করিবার, প্রথা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য এই পঞ্চবিধ কারণনিবন্ধন দান পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অতি উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয়। ইহাকেই ধর্ম্মনিমিত্তক দান কহে। ‘আমাকে দান করিতেছেন, আমাকে দান করিবেন ও আমাকে দিয়াছেন’, অর্থীদিগের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে অর্থনিমিত্তক দান কহে। ‘উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব ও ব্যক্তি অপমানিত হইলে ক্রোধপ্রযুক্ত আমার অনিষ্টসাধন করিবে’, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাকে ভয়নিমিত্তক দান কহে। ‘উহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে, উহাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করা কর্ত্তব্য’, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বয়স্যকে যে দান করা যায়, তাহাকে কামনিমিত্তক দান কহে। ‘আর ঐ ব্যক্তি দরিদ্র, উহাকে অল্পমাত্র দান করিলেই ও ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইবে’, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দয়াবশতঃ যে দান করা যায়, তাহাকে কারুণ্যনিমিত্তক দান কহে।

“হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ দান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দান করিলে পুণ্য ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ভগবান প্রজাপতি কহিয়াছেন, যথাসাধ্য দান করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।”

১৩৯তম অধ্যায়
বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি আমাদিগের কুলপ্রদীপ। কোন শাস্ত্রই আপনার অবিদিত নাই। আমাদের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে আপনিই আমাদিগের একমাত্র উপদেষ্টা। অতঃপর আপনার নিকট ধর্ম্মার্থসংযুক্ত পরিণাম সুখকর আশ্চর্য্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব যদি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদিগের হিতার্থ

এই আপনার সম্মানকারী সর্ব্বপার্থিবপূজিত মহাত্মা মধুসূদন ও এই সমুদয় নরপতির সমক্ষেই উহা কীর্ত্তন করুন।”

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা শান্তনুতনয় সস্নেহবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, “বৎস! পূর্ব্বে আমি এই মহাত্মা বাসুদেব ও ভগবান্ ভবানীপতির যেরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং রুদ্র ও রুদ্রাণীর যেরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিচিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“পূর্ব্বে কোন পর্ব্বতে এই ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব দ্বাদশবার্ষিক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নারদ, পর্ব্বত, বেদব্যাস, ধৌম্য, দেবল, কাশ্যপ ও হস্তিকাশ্যপ প্রভৃতি অসংখ্য দীক্ষাসম্পন্ন মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ স্ব স্ব শিষ্যগণসমভিব্যাহারে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হয়েন। ইনি সেই দেবতুল্য মহর্ষিগণকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন কেহ কেহ ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও কেহ কেহ বা অন্যান্যপ্রকার নূতন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর প্রীতমনে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা মধুসূদনের মুখ হইতে হঠাৎ ব্রহ্মচর্য্যজনিত তেজোরাশি বিনির্গত হইয়া তত্রত্য রাজর্ষি, মহর্ষি ও দেবগণের সমক্ষেই সেই মৃগপক্ষিশ্বাপদসম্বলিত বৃক্ষলতাদিসমাকীর্ণ পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্ববাসী প্রাণীগণ দারুণ দহনদাহে বিচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল।

“অনন্তর সেই সুদারুণ বহ্নি ক্রমে ক্রমে সেই পর্ব্বতের শিখরসমুদয় ভস্মীভূত করিয়া শিষ্যের ন্যায় এই বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ইঁহার পাদদ্বয়ে অবনত হইল। তখন ভগবান্ মধুসুদন সেই পর্ব্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে উহার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাসুদেব দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পর্ব্বত পূর্ব্ববৎপুষ্পিত বৃক্ষলতাতে সমাকীর্ণ এবং পক্ষী, শ্বাপদ ও সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুসমুদয়ে পরিপূর্ণ হইল।

“ঐ সময় মহর্ষিগণ সেই অচিন্তনীয় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারদর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ভক্তিভাবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, ‘হে তপোধন! আপনারা নিঃশঙ্ক, নির্ম্মম [মায়া-মমতা-মোহহীন] ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কেন?’

“মহর্ষিগণ কহিলেন, ‘প্রভো! আপনা হইতেই লোকসমুদয়ের সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে, আপনিই শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাস্বরূপ এবং ইহলোকে যেসমুদয় স্থাবরজঙ্গম বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনিই তৎসমুদয়ের পিতা, মাতা, প্রভু ও উৎপত্তির কারণ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার মুখ হইতে হুতাশন নির্গত হইতে দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি; অতএব আপনি অগ্রে এই বহ্নির উৎপত্তির কারণ আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন; পরে আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎসমুদয় আপনার নিকট নিবেদন করিব।’

“তখন বাসুদেব কহিলেন, ‘হে মহর্ষিগণ! প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় যে তেজ আমার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়া এই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিল, উহা বৈষ্ণবতেজ। আপনারা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও দেবতুল্য হইয়াও ঐ তেজোদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই আমার মুখ হইতে বহ্নি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব, আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আমি আত্মতুল্য পুত্রলাভের বাসনায় এই পর্ব্বতে

সমুপস্থিত হইয়া কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। আমার দেহস্থিত আত্মা অগ্নিরূপে বিনির্গত হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার নিকট মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ আমার পুত্ররূপে পরিণত হইবে শ্রবণ করিয়া আমার সমীপে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের ন্যায় আমার পাদদ্বয় বন্দনপূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে।

'এই আমি আপনাদের নিকট স্বীয় নিগুঢ় তত্ত্ব সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিলাম; আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আপনারা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ। আপনাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অতএব এক্ষণে আপনারা আকাশে বা পৃথিবীতে যে-কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনাদিগের বদনবিনিঃসৃত বচনসুধা পান করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আমি স্বীয় অপ্রতিহত প্রকৃতিভাবে কি পৃথিবী, কি স্বর্গস্থ সমুদয় অদ্ভূত বিষয়ই অবগত হইতে পারি যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আপনার প্রকৃতিভাবে যাহা অবগত হই, তাহা আমার আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না। বিশেষতঃ সাধুব্যক্তিরা যেসমুদয় বাক্য কীর্ত্তন করেন, তৎসমুদয় অতিশয় শ্রদ্ধেয় এবং পাষাণলিপির ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আপনাদিগের মুখবিনির্গত বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমি আপনাদিগের মুখে লোকের নির্ম্মল বুদ্ধিপ্রদ বাক্যসমুদয় শ্রবণ করিয়া উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিব, সন্দেহ নাই।

"এই মহাত্মা বাসুদেব তৎকালে মুনিগণকে এই কথা কহিলে তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেহ ইঁহার পূজা ও কেহ ইঁহার স্তব করিতে করিতে ইঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমরা তীর্থযাত্রাকালে হিমালয়পর্ব্বতে যে অচিন্ত্যনীয় বিষয় দর্শন করিয়াছি, আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই মহাত্মা বাসুদেবের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।' "

১৪০তম অধ্যায়
হরমাহাত্ম্য-হরপার্ব্বতী-সংবাদ

"হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষিগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে নারায়ণসুহৃৎ দেবর্ষি নারদ হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মাধব! পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতনাথ সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধিসমাযুক্ত অতিরমণীয় পুণ্যাশ্রম হিমালয়পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট যেসমুদয় ভূত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিকটাকার, কেহ দিব্যমূর্ত্তি, কেহ বা অতি কদাকার, কেহ কেহ সিংহ, কেহ কেহ ব্যাঘ্র ও কেহ কেহ বা হস্তীর ন্যায় আকারসম্পন্ন এবং কেহ কেহ শৃগাল, কেহ কেহ দ্বীপী, কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ উলূক, কেহ কেহ শুক, কেহ কেহ শ্যেন, কেহ কেহ মৃগ ও কেহ কেহ অন্যান্য পশুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ভগবান্ ভূতনাথ যে আশ্রমে বাস করিতেন, তাহা অসংখ্য মহোরগ, দিব্যপুষ্প, দিব্যজ্যোতি, দিব্যধূপ, গন্ধ, অতি উৎকৃষ্ট

মৃদঙ্গ, পণব ও বিবিধ ভেরীশব্দে পরিপূর্ণ ছিল। উহার কোন দিকে ভূতগণ ও কোন দিকে অপ্সরাগণ নৃত্যকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং কোথাও বা ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুন গুন শব্দে মধুপান করিতেছিল। মহাত্মা মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতা সিদ্ধগণ এবং মরুৎ, বসু, সাধ্য, হুতাশন, বায়ু, বিশ্বদেব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও লোকপালগণ সকলেই সমাহিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সমুদয় ঋতু সর্ব্বদা তথায় বিরাজমান ছিল। ওষধিসকল প্রজ্বলিত হইয়া একেবারে সেই বনকে আলোকময় করিয়াছিল এবং সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ সুমধুর অব্যক্তধ্বনি করিতে করিতে আহ্লাদে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। ফলতঃ মহাত্মা দেবদেবের তপঃপ্রভাবে ঐ পর্ব্বতের শোভার আর পরিসীমা ছিল না।

হরের তৃতীয় নেত্র উৎপত্তির কারণ

'ঐ সময় আমরা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে একদা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ভূতনাথকে সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে জীবগণের অভয়দাতা, দৈত্যসংহারকর্ত্তা, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাজুটধারী, ভগবান্ বৃষভধ্বজ ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিধেয়, সিংহচর্ম্মের উত্তরীয়, সর্পের যজ্ঞোপবীত ও লোহিতবর্ণ অঙ্গদ ধারণ করিয়া সেই বিচিত্র ধাতুশোভিত পর্য্যঙ্কসদৃশ গিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া একেবারে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলসুতা পার্ব্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক সমুদয় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণকলস কক্ষে লইয়া প্রমথপত্নীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে গিরিনদীসকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেবসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া পরিহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যবদনে স্বীয় করতলদ্বারা সহসা প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্কারশূন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

'অনন্তর সহসা মহাত্মা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক হিমালয়পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মৃগসমুদয় ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে সেই দ্বাদশদিবাকরসন্নিভ যুগান্তকালীন দহনসদৃশ ভীষণ হুতাশন একেবারে গগনস্পর্শী হইয়া অচিরাৎ বিবিধ ধাতু, শিখর ও বনৌষধির সহিত হিমালয়পত ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। ঐ সময় শৈলরাজপুত্রী পার্ব্বতী হিমালয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতপতি পার্ব্বতীর স্ত্রীস্বভাবসুলভ মৃদুভাব এবং তাঁহার পিতার দুরবস্থা দর্শননিবন্ধন কাতরভাব অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেশ্বর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র হিমালয় পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও পরমরমণীয় হইয়া উঠিল।

'তখন পতিপরায়ণা পার্ব্বতী স্বীয় পিতা হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার ললাটে তৃতীয় নেত্র

সমুত্থিত হইল এবং কি নিমিত্তই বা আপনি আমার পিতা হিমালয়কে বৃক্ষলতাদির সহিত দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব উহা আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।”

মহেশ্বর কহিলেন, ‘দেবি! তুমি অজ্ঞানবশতঃ হস্তদ্বারা আমার নেত্রদ্বয় সমাবৃত করাতে সমুদয় লোক আলোকবিহীন ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার এই নেত্রেরই তীক্ষ্ণতেজে তোমার পিতা হিমালয় দগ্ধ হইয়াছিল। আমি তোমার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি।”

‘পার্ব্বতী কহিলেন, ‘ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিগের মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং দক্ষিণদিকের মুখ অতি ভীষণ হইল; আপনার জটাসমুদয় কপিলবর্ণ ও ঊর্দ্ধগত হইল কেন? আপনার কণ্ঠদেশ যে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়াছে, ইহার কারণ কি এবং আপনি কি নিমিত্তই বা পিনাকপাণি, জটিল ও ব্রহ্মচারী হইলেন, এই সমুদয় বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অতএব আপনি এই একান্ত অনুরক্ত সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।”

১৪১তম অধ্যায়

শিবের চতুর্ম্মুখ ও বৃষারোহী হওয়ার কারণ

“নারদ কহিলেন, ‘শৈলরাজদুহিতা এই কথা কহিলে ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদয় রত্ন হইতে তিল তিল প্রমাণ সারাংশ গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমানামে এক স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদা সেই অসামান্যরূপলাবণ্যবতী রমণী আমাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলাম; সুতরাং সে যে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে আমার সুচারু বদন বিনির্গত হইল। এইরূপে সেই তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি চতুর্ম্মুখ হইয়াছি। আমি পূর্ব্বমুখদ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তরমুখদ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া, পশ্চিমমুখদ্বারা প্রাণীগণের সুখসমৃদ্ধি সম্পাদন ও এই ভয়ঙ্কর দক্ষিণমুখদ্বারা প্রাণীগণকে সংহার করিয়া থাকি। আমি লোকসমুদয়ের হিতসাধনার্থ জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পিনাকপাণি হইয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ আমার শ্রীলাভের বাসনায় আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বজ্রের তেজে আমার কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়; এই নিমিত্ত আমি তদবধি নীলকণ্ঠ হইয়াছি।”

“পার্ব্বতী কহিলেন, “হে দেবদেব! হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অসংখ্য উৎকৃষ্টবাহন বিদ্যমান থাকিতে বৃষভ আপনার বাহন হইল কেন?”

‘মহেশ্বর কহিলেন, “হে দেবি! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা পয়স্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর ঐ সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে উহাদের

সকলেরই বর্ণ একপ্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভীর বৎসের মুখবিনির্গত ফেনসমুদয় আমার গাত্রে নিপতিত হওয়াতে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া গোসমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। তাহাতেই গোসমুদয় আমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় অর্থতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক আমার বাহনের নিমিত্ত এই বৃষভ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আমি অন্যান্য বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃষে আরোহণ করিয়া থাকি।"

শ্মশানবাসাদি বিরুদ্ধ বিভূতির হেতু কথন

'পার্ব্বতী কহিলেন, "ভগবন্! দেবলোকে পরমরমণীয় বাসস্থানসমুদয় বিদ্যমান থাকিতেও আপনি কি নিমিত্ত কপাল, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত, বসা ও অস্ত্রসমূহে সমাকীর্ণ, গৃধ্র গোমায়ুসঙ্কুল চিতানল-পরিব্যাপ্ত অপবিত্র শ্মশানে বাস করেন?"

মহেশ্বর কহিলেন, "দেবি! আমি পবিত্রস্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই আমার পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্মশানে বাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। বিশেষতঃ আমার ভূতগণ ন্যগ্রোধশাখাসমাচ্ছন্ন ছিন্নমাল্যবিভূষিত শ্মশানেই বিহার করিয়া থাকে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ আমার মতে এই শ্মশান অপেক্ষা পবিত্রস্থান নিতান্ত দুর্ল্লভ। পবিত্রস্থানলাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরমপবিত্র মহাশ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন।"

'পার্ব্বতী কহিলেন, "ভগবন্! ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিবে, এই সমুদয় বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি আমার ও এই সমুদয় তপানুষ্ঠাননিরত বিবিধবেশধারী মহর্ষিগণের হিতসাধনের নিমিত্ত ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

মহাদেবকর্ত্তৃক বিবিধ গৃহস্থধর্ম্মকথন

'দেবী পার্ব্বতী এই প্রশ্ন করিবামাত্র আমরা বিবিধ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলাম। তখন মহেশ্বর পার্ব্বতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি! অহিংসা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শ্রম ও দান এই সমুদয় গৃহস্থদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ গার্হস্থ্যধর্ম্ম, পরদারবিরতি [পরনারী-গ্রহণে বিরক্তি], অর্পিত স্ত্রীর রক্ষা, অদত্তবস্তুর গ্রহণে অভিলাষ ও মধুমাংস পরিত্যাগ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্মের মূল। অন্যান্য ধর্ম্মসমুদয় এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মের শাখাস্বরূপ। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা যত্নসহকারে এই সমুদয় ধর্ম্ম পালন করিবেন।"

'পার্ব্বতী কহিলেন, "ভগবন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

মহেশ্বর কহিলেন, "দেবি! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ। উপবাসই ইহাদিগের পরমধর্ম্ম। ইঁহারা ধর্ম্মার্থসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন

কদাচ ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক এই পরমধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।”

‘তখন উমা কহিলেন, “ভগবন! চারিবর্ণের ধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সন্দেহ আছে, অতএব বিস্তারিত রূপে উহা আপনাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।”

‘মহেশ্বর কহিলেন, “পার্ব্বতি! ধর্ম্মরহস্যশ্রবণ, হোমানুষ্ঠান, গুরুকার্য্যসাধন, ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বন, সতত যজ্ঞোপবীত-ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করা ব্রাহ্মণের পরমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যসমাপনান্তে সমাবর্ত্তনস্নান করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্বীয় অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। শূদ্রান্ন পরিত্যাগ, সৎপথ-অবলম্বন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, সাগ্নিক হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, বিঘসান্নভোজন, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, অতিথিসেবা, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়রক্ষা এবং বিধিপূর্ব্বক পশুবন্ধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যজ্ঞানুষ্ঠান, একাহার ও অহিংসা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পরিজনগণ ভোজন করিলে পর স্বয়ং ভোজন করা শোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা ও স্বামীর চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পরমপ্রীতিলাভ হইয়া থাকে। গৃহদেবতাদিগকে নিত্য পুষ্প ও বলিদান এবং নিত্য গৃহে গোময়লেপন, উপবাস এ হোম করা গৃহস্থের প্রধানধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের গার্হস্থ্যধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

“অতঃপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম্ম। প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞফললাভে সমর্থ হয়েন। যে নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার সেই প্রজাপালনজনিত পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় অধিকৃত হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদাধ্যয়ন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীতধারণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভৃত্যগণের ভরণপোষণ, আরব্ধ কার্য্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায়-প্রকাশ, অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান, বেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান, সদ্বিচার, সত্যবাক্যপ্রদর্শন এবং আর্ত্তব্যক্তিকে সাহায্যদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ সংগ্রামে নিহত হয়েন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে।

“এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সতত পশুপালন, কৃষিবাণিজ্য-সম্পাদন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, সৎপথে অবস্থান, অতিথিসৎকার, জিতেন্দ্রিয়তা, শান্তিগুণ অবলম্বন এবং ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাশ্বত ধর্ম্ম। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধদ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

“অতিথিসকার, ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রের পরমধর্ম্ম। যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অতিথিসেবাতৎপর, সদাচারপরায়ণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজায় তৎপর হয়, তাহার তপঃসঞ্চয় ও অভিলষিত ফললাভ হইয়া থাকে। হে গিরিনন্দিনি! এই আমি তোমার নিকট চারিবর্ণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।”

‘পার্ব্বতী কহিলেন, “ভগবন্! আপনি চারিবর্ণের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদয় বর্ণের হিতকর, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

'মহেশ্বর কহিলেন, "প্রিয়ে! সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ বিধাতা এই ভূমণ্ডলে সমুদয়লোকের পরিত্রাণার্থ ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ; অতএব আমি অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সাধারণ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিব। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে মানবদিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বৈদিক, স্মার্ত্ত ও শিষ্টাচারসম্ভূত এই তিন প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদপারদর্শী, যিনি দান, অধ্যয়ন ও যজনকার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী ও অধ্যয়নজীবী না হয়েন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও পতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ছয় প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মণের সনাতনধর্ম্ম। নিয়ত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ জনসমাজে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট পুণ্যফলভাগী হইতে পারেন।

সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম

"অতঃপর সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নিয়ত শান্তিগুণ অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, ঈর্ষাপরিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত আবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা-পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্যবিন্যাস, অতিথিসৎকারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই পরমধার্ম্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও আচমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দিবারাত্রি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরমধর্ম্ম লাভ হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে; সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্যজনক কার্য্যের সাধন ও ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলব্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার একাংশদ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয়, এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বিশেষ ধর্ম্ম—মোক্ষধর্ম্ম

"অতঃপর নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ধর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম্ম কহে। এক রাত্রির অধিক কাল এক গ্রামে বাস না করা এবং সমুদয় জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আশপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয় বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধনবিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জনস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ [নিশ্চেষ্ট] হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রামে বা এক নদীতীরে অনেক দিন

অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মোক্ষার্থী সাধুব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম্ম অতি সৎপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। মোক্ষধর্ম্মাবলম্বীরা কুটীচক [১], বহূদক [২], হংস [৩] ও পরমহংস [৪[1]] এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।"

ঋষিধর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদি

'পার্ব্বতী কহিলেন, "ভগবন্! আপনি জীবলোকের শ্রেয়স্কর পথস্বরূপ গার্হস্থ্য, মোক্ষ ও সজ্জনাচরিত ধর্ম্ম বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ঋষিধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। মহর্ষিগণের যজ্ঞীয় ধূমের সৌরভে সমুদয় তপোবন। আমোদিত হয়; আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি; অতএব আপনি আমার নিকট উহাদিগের ধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন, করুন।"

'মহেশ্বর কহিলেন, "দেবি! মহর্ষিগণ যেরূপ ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে পদ্মযোনিকর্ত্তৃক গীত, যজ্ঞসম্পাদক, পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন জলের ফেন পান করিয়া দিনযাপন করেন, তাঁহারাই ফেনপায়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব-পরিমিত দেহসম্পন্ন মহর্ষিদিগকে বালখিল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তপঃসিদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ পান ও কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম, চীর বল্কল [গাছের বাকলের বস্ত্র] পরিধান করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে তপানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐ সকল তপানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা সমুদয় লোক আলোকিত করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন।

'দয়াধর্ম্মপরায়ণ চক্রচর [চক্রবৎ বিচরণশীল], সোমলোকচারী [চন্দ্রলোকবাসী] ও পিতৃলোক নিবাসী মহর্ষিগণ চন্দ্রকিরণ পান করিয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয়, সংপ্রক্ষাল [ত্রিকালশ্রয়ী], অশ্মকুট্ট ও দন্তোলুখলিক মহর্ষিগণ স্ব স্ব পত্নীসমভিব্যাহারে উঞ্ছবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করেন। অগ্নিতে আহুতিপ্রদান, পিতৃগণের অর্চ্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই ইঁহাদিগের পরমধর্ম্ম। কামক্রোধ পরাজয় করিয়া আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া সমুদয় মহর্ষিরই কর্ত্তব্য। উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ অর্থদ্বারা অগ্নিহোত্রযজ্ঞ, ধর্ম্মযজ্ঞ ও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান, নিত্যজ্ঞ সম্পাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা এবং অতিথিদিগের সৎকার করা ইহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঁহারা গোরসপানের বাসনা পরিত্যাগ, শমগুণ আশ্রয়, স্থণ্ডিলে শয়ন, যোগাবলম্বন এবং শাক, পর্ণ, ফল, মূল, বায়ু, সলিল ও শৈবাল ভোজন করিবেন। এই সমুদয় নিয়মদ্বারা ইহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। যখন গৃহ ধূমবিহীন, মুষলধ্বনিবিবর্জ্জিত ও অঙ্গারশূন্য হইবে, পরিজনগণ ভোজন করিয়া ভোজপাত্রসমুদয় পরিত্যাগ করিবে এবং ভিক্ষুকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিবে, সত্যধর্ম্মনিরত মহাত্মারা সেই সময়ে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। যাঁহারা গর্ব্ব

ও অভিমানাবিহীন, সতত আহ্লাদিত ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন, তাঁহদিগকেই যথার্থ ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।”

১৪২তম অধ্যায়
বনবাসী ঋষির ধর্ম্ম

'পাৰ্ব্বৰ্ত্তী কহিলেন, “নাথ! যে সমস্ত বানপ্রস্থাবলম্বী মহাত্মা নদীতট, নিকুঞ্জ, বন, পর্ব্বত ও ফলমূলসম্পন্ন অতিপবিত্র প্রদেশসমুদয়ে বাস করিয়া থাকেন, সেই স্বশরীরোপজীবী মহাত্মাদিগের নিয়ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি উহা কীৰ্ত্তন করুন।”

'মহেশ্বর কহিলেন, “দেবি! বানপ্রস্থদিগের যেরূপ ধৰ্ম্ম নিৰ্দ্দিষ্ট আছে, অননামনে তাহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ কর। বনবাসী সিদ্ধ মহাত্মাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া ত্রিকালীন অভিযেক, ইঙ্গুদী ও এরণ্ড তৈল ব্যবহার, পিতৃলোক ও দেবগণের অৰ্চ্চনা, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ সম্পন্ন এবং ফলমূল ও নীবারদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর যোগানুষ্ঠান, অরণ্যমধ্যে বীরাসনে অবস্থান, মণ্ডুকযোগসাধন, স্থণ্ডিলে শয়ন এবং শীতকালে সলিলে অবস্থান ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসেবন করিবেন। উঁহাদিগের অবভক্ষ [কেবল জলপায়ী], বায়ুভক্ষ, শৈলভক্ষ, অশ্মকুট্ট, দন্তোলুখলিক বা সংপ্রক্ষালন হইয়া, চীর বল্কল বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। হোম, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান, পোষ্যবর্গের প্রতিপালন, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ, দর্শপৌর্ণমাস যাগ ও নিত্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উঁহাদের পরমধর্ম্ম। উঁহাদের মধ্যে অনেকে দারসংযোগ-বিমুক্ত হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। স্রক ও ভাণ্ড ইঁহাদিগের পরমধন। ইঁহারা অগ্নিয়ের আরাধনা ও সৎপথে অবস্থান করিয়া পরমগতিলাভে সমর্থ হয়েন। ইঁহারাই শাশ্বত, ব্রহ্মলোক ও পবিত্র সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বানপ্রস্থধর্ম্ম কীৰ্ত্তন করিলাম।”

'পাৰ্ব্বতী কহিলেন, “নাথ! বনবাসী জ্ঞানবান মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারী ও কেহ কেহ দারবিহারী [বিবাহিত] হইয়া থাকেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগের ধৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন করুন।”

'মহাদেব কহিলেন, “দেবি! যেসমস্ত তপস্বী স্বেচ্ছাচারী [সন্ন্যাসী], মস্তকমুণ্ডন ও কাষায়বস্ত্রধারণই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। আর যাঁহারা দারসংযুক্ত, তাঁহারা রজনী উপস্থিত হইলেই গৃহে উপস্থিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় যথেষ্ট বিহার উঁহাদের ধর্ম্ম নহে। ত্রিকালীন স্নান, স্বেচ্ছাচারী ও দারবিহারী উভয়েরই বিহিত আছে। কিন্তু ঋষিনির্দ্দিষ্ট হোমের অনুষ্ঠান, সমাধি, সৎপথে অবস্থান ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসাধন প্রভৃতি পূর্ব্বকথিত যেসমস্ত বনবাসীদিগের ধর্ম্ম আছে, তৎসমুদয় কেবল দারনিরত ব্যক্তিদিগেরই বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

"স্বদারনিরত ঋতুকালাভিগামী বানপ্রস্থগণ ঋষিকৃত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। স্বেচ্ছানুসারে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যিনি সকলকেই অভয় প্রদান করেন, যিনি হিংসাদ্বেষশূন্য এবং যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও সরলতা প্রদর্শন ও সকল প্রাণীকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়। সমস্ত বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক স্নান ও সমুদয় প্রাণীকে সরলতা প্রদর্শন এই উভয়ই তুল্য, বরং বেদপাঠান্তে স্নান অপেক্ষা সরলতা প্রদর্শন অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সরলতাই যথার্থ ধর্ম্ম, কপটতাচরণ অপেক্ষা অধর্ম্মজনক কার্য্য অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ হয়। যে মহাত্মা সরলতায় সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি দেবগণের সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ হইবার অভিলাষ থাকে, সরলস্বভাব হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও হিংসাপরিশূন্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অধিকারী হয়েন। যিনি অনলস, সৎপথাবলম্বী ও সচ্চরিত্র, তিনি চরমে পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন।"

'পার্ব্বতী কহিলেন, "ভগবন্! আশ্রমপ্রতিপালননিরত তাপসেরা কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া থাকেন, মহাধন রাজা বা নির্দ্ধন দরিদ্রগণ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, আর বনবাসী তাপসগণ কি, কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা পরলোকে দিব্যস্থান অধিকার করিয়া দিব্যচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া থাকেন, আমার এই সমস্ত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।"

'মহাদেব কহিলেন, "দেবি! যাঁহারা উপবাসব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন এবং যাঁহারা অহিংসক ও সত্যবাদী হয়েন, তাহারা সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা মণ্ডূকযোগনিরত [ভেকের ন্যায় অনাহারে গিরিগুহাদিতে বাসনিরত] ও বিধানানুসারে নানাপ্রকার সৎকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে নাগগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি মৃগগণের সহিত বাস করিয়া মৃগমুখোৎসৃষ্ট তৃণসমুদয় ভক্ষণ করেন, তিনি পরম-আনন্দে সুরলোকে বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শীতক্লেশসহিষ্ণু হইয়া শৈবাল ও বৃক্ষের শীর্ণপত্র ভক্ষণপূর্ব্বক কালযাপন করেন, তাহার চরমে পরমগতিলাভ হয়।

"যিনি বায়ু বা ফলমূল ভক্ষণ অথবা সলিলমাত্র পান করিয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যক্ষলোকের ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি দ্বাদশ বৎসরকাল বিধানানুসারে গ্রীষ্মকালে পাঞ্চাগ্নির মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, অথবা যিনি দ্বাদশ বৎসরকাল পান-ভোজন-পরিত্যাগী হয়েন, তাঁহার পরজন্মে পৃথিবীর সাম্রাজ্যলাভ হইয়া থাকে। যিনি অনাবৃতপ্রদেশস্থ স্থণ্ডিলে নিরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া: অনশনে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবলোকে গমনপূর্ব্বক বিবিধ যান, শয়ন ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ গৃহসমুদয় উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষাবসানে মহাসাগরে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাহার বরুণলোকলাভ হয়। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপনপূর্ব্বক প্রস্তরদ্বারা আপনার চরণদ্বয় ভেদ করেন, তিনি গুহ্যকগণের মধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হয়েন।

“যিনি নির্ব্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া আত্মসাধনপূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়া দেবগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষান্তে অগ্নিমধ্যে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকলাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আত্মাতে আত্মসমাধানপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ ও মমতাশূন্য হইয়া দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপন করিয়া বৃক্ষে অগ্নি নিক্ষেপপুরঃসর সর্ব্বসমক্ষে দেহত্যাগবাসনায় গমন করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বকামসম্পন্ন, দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণ ও দিব্যচন্দনচর্চ্চিত হইয়া দেবগণের সহিত পরমসুখে বাস করিয়া থাকেন। যিনি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া দেহত্যাগে উৎসুক হয়েন, তাঁহার অক্ষয়লোকলাভ হইয়া থাকে এবং কামচারীবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে দেবলোকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন।

১৪৩তম অধ্যায়
ক্ষত্রিয়াদি জাতির উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণ

‘পার্ব্বতী কহিলেন, “ভগবন! আপনি সুর্য্যের নেত্র ও দন্ত উৎপাটন এবং দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন। আপনার তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। এক্ষণে আমার এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। ভগবান ব্রহ্মাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈশ্য কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া শূদ্রত্ব ও কোন্ সুকর্ম্মবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শূদ্রযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্বলাভ হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেই বা ব্রাহ্মণ্যলাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

মহেশ্বর কহিলেন, “দেবি! ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতসিদ্ধ; ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণত্বলাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অথবা লোভমোহবশতঃ বৈশ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহপ্রভাবে স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়েন। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা পরজন্মে স্বজাতি পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্বলাভ করিয়া থাকে।।

“হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এইরূপে শূদ্রত্বলাভ হয়। যে বিজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হয়েন, তাঁহার অবশ্যই অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মপ্রার্থী সাধুদিগের আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উগ্রজাতির অন্ন, বহুজনের আহারার্থ পরিপক্ক অন্ন, আদ্যশ্রাদ্ধীয় অন্ন, অশৌচান্ন, দূষিতান্ন ও শূদ্রান্ন ভোজন করা কদাচ কর্তব্য নহে। যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন পরিপাক না হইতে হইতেই কালকবলে

নিপতিত হয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অন্নভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মত্তলীলা সংবরণ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোহবশতঃ তাহাকে অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক অভোজ্য অন্ন ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন। ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, ভগ্নব্রত, অপবিত্র, বেদবিবর্জ্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ, শঠ, শূদ্রাপতি, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, নীচসেবানিরত, গুরুদ্বেষী ও গুরুদারাপহারী হইলে নিশ্চয় তাঁহার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হয়।

"বৈশ্য সদাচারনিরত হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে অবস্থান করিয়া অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্র যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথির প্রতি সমাদর, ঋতুস্নানের পর পত্নীর সহবাস, নিয়মিত ভোজন, শৌচাবলম্বন, শুচি ব্যক্তির অন্বেষণ, পরিবারবর্গের আহারান্তে ভোজন ও বৃথামাংস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যত্বলাভ হয়। বৈশ্য যদি সত্যবাদী, অহঙ্কারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবিহীন, শান্তিগুণাবলম্বী, যজ্ঞপরায়ণ, বেদানুরক্ত, পবিত্র ব্রাহ্মণের সৎকর্ত্তা ও সমুদয় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন, কামনাপরিত্যাগ, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান, অতিথিসৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করে, তাহা হইলেই সে অতিপবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জন্মাবধি সমুদয় সংস্কারদ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান অধ্যয়ন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা, আর্ত্তব্যক্তিদিগকে সাহায্যদান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ প্রদান, বিবিধ, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের শস্যের যষ্ঠাংশগ্রহণ, পরস্ত্রীগমনবাসনা পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবারমাত্র আহার, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রগৃহে কুশোপরি শয়ন, সমাহিতচিত্তে ত্রিবর্ণ সেবা, শূদ্রমাত্রকে অনুদান, পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথির তৃপ্তিসাধন, স্বীয় গৃহে অতিথির ন্যায় বাস, ত্রিকালে হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং গোব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার্থ সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হয়।

"হে দেবি! এইরূপে অতি হীনবর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্মপ্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে এবং ব্রাহ্মণ নীচবর্ণের অভক্ষণাদি অসৎকর্ম্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শুদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার মতে শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্ব্যবহারদ্ধারা সকলেই ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাহার হৃদয়ে নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব প্রকাশিত হয়,

সেই ব্রাহ্মণ। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ শ্রেণীবিভাগমাত্র। বেদপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণাচরণবিশিষ্ট জঙ্গম ক্ষেত্রস্বরূপ। ঐ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আপনার মঙ্গলবাসনা করেন, তাঁহার সাগ্নিক, বিঘসাশী, সৎপথাবলম্বী, সংহিতাধ্যায়ী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হওয়া উচিত। অধ্যয়নজীবী হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ এইরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী হইলেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া শূদ্রাদি নীচজাতির সংসর্গ পরিত্যাগ, দান, প্রতিগ্রহে অস্বীকার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

"হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূদ্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্বলাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।"

১৪৪তম অধ্যায়
স্বর্গলাভের অধিকারি-নির্ণয়

'পার্ব্বতী কহিলেন, "ভগবন্! মানবগণ কার্য্য, মন ও বাক্যপ্রভাবে কখন বন্ধনযুক্ত এবং কখন বা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে; এক্ষণে মনুষ্য কিরূপ চরিত্র, কার্য্য ও গুণসম্পন্ন হইলে স্বর্গলাভে অধিকারী হয়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

মহেশ্বর কহিলেন, "দেবি! তুমি আমার নিকট যে সর্ব্বপ্রাণীহিতকর অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সত্যধর্ম্মনিরত ও শ্রমসমূদয়ের লক্ষণবিহীন হইয়া ধর্ম্মলব্ধ অর্থ ভাগ করেন, তাঁহারাই স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্ববাদী ও সংশয়বিহীন হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কদাচ ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যাঁহারা বীতরাগ হইয়া কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে আসক্তি না জন্মে এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান, সচ্চরিত্র ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন, তাঁহারাই কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

"যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান, সকলের বিশ্বাসপাত্র, হিংসাবিহীন, সদাচারনিরত, পরধনে নিস্পৃহ, চৌর্য্যবিমুখ, স্বধনসন্তুষ্ট, স্বভাগোপজীবী, সংযতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র ও বেদবিরুদ্ধ, সুখসম্ভোগে বিরত হয়েন, যাঁহারা ধর্ম্মলব্ধ অর্থদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও ঋতুস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন এবং যাঁহারা পরস্ত্রীসংসর্গের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে মাতা, ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়।

জীবিকানির্ব্বাহ বা ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা এই নির্ম্মল পথ অবলম্বন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বর্গলাভের বাসনা করেন, তাঁহারা কদাচ ইহা অতিক্রম করিবেন না।"

স্বর্গ নরকজনক সদসৎ কার্য্য

‘পার্ব্বতী কহিলেন, “ভগবন্! কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে স্বর্গভোগ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

‘মহেশ্বর কহিলেন, “দেবি! যাঁহারা আপনার বা অন্যের হিতসাধনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, ধর্ম্মলাভ ও কামবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, যাঁহারা নির্দ্দোষ মধুর লোকের বাক্যে স্বাগতজিজ্ঞাসা ও সর্ব্বতোভাবে কপটতা পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা কাহারও প্রতি কটুবাক্য বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন না, মিত্রভেদকর [বন্ধুবিচ্ছেদজনক] পিশুনবাক্য প্রয়োগ করিতে যাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না, যাঁহারা পরদ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়বাদী ও সব্বভূতে দয়াবান হয়েন, যাঁহারা শঠতা ও অসদ্বাক্য ব্যবহার না করিয়া সর্ব্বদা মধুরবাক্যে লোকের সহিত আলাপ করেন এবং যাঁহারা ক্রূদ্ধ হইয়াও মর্ম্মভেদী পরুষবাক্য উচ্চারণ না করিয়া মিষ্টকথা কহেন, তাঁহারা স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব সর্ব্বদা এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের বাসনা করিবেন না।”

‘পার্ব্বতী কহিলেন, “ভগবন! কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিলে মানবগণের স্বর্গলাভ এবং কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা, উহাদের নরকভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

মহেশ্বর কহিলেন, “দেবি! ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলাভ করেন এবং কুটিল প্রকৃতির মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক নরকভোগ করিয়া থাকে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা নির্জ্জন গ্রাম, গৃহ বা বিপিনমধ্যে পরধন দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, নির্জ্জনে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াও যাঁহাদিগের মন বিচলিত না হয়, যাঁহারা কি শত্রু, কি মিত্র সকল লোকেরই সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা বিদ্বান্, পবিত্রস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বধনসন্তুষ্ট, শত্রুতাবিহীন, আয়াসশূন্য, সকলের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে যত্নশীল, প্রশান্তচিত্ত, সর্ব্বভূতে দয়াবান, শ্রদ্ধান্বিত, পবিত্র, পবিত্র ব্যক্তিদিগের প্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবেত্তা, শুভাশুভ কার্য্যের পরিণামদর্শী, ন্যায়পরায়ণ, গুণবান, দেব-দ্বিজভক্ত এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়েন, তঁহারাই স্বর্গলাভের যথার্থ অধিকারী। এই আমি তোমার নিকট স্বর্গলাভের পথসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। ইহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নরকভোগ করিতে হয়। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা ব্যক্ত কর।”

‘পার্ব্বতী কহিলেন, “ভগবন্! মনুষ্য কিরূপ কার্য্য বা তপস্যাদ্বারা দীর্ঘায়ু ও কিরূপ কার্য্যদ্বারা ক্ষীণায়ু হয় এবং ইহলোকে কি নিমিত্ত কেহ ভাগ্যবান, কেহ কুলীন, কেহ কুলভ্রষ্ট, কেহ প্রিয়দর্শন, কেহ অপ্রিয়দর্শন, কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত, কেহ মূর্খ এবং কেহ অল্প ক্লেশযুক্ত হইয়া কালহরণ করিয়া থাকে, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

মহেশ্বর কহিলেন, “দেবি! যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা উগ্রস্বভাব, প্রাণীগণের প্রাণহন্তা, উদ্যতদণ্ড, শস্ত্রপ্রহারে সমুদ্যত, নির্দ্দয়, জীবগণের উদ্বেগজনক এবং কীটপতঙ্গেরও আশ্রয়দানে বিরত

হয়, তাহারাই নরকে গমন করে। আর যাঁহারা এই সমুদয় আচরণে বিরত হয়েন, তাঁহারা সৎকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন। লোকে হিংসাপরায়ণ হইলে নরক এবং হিংসাবিহীন হইলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নরকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কোনক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহাকে ঐ মনুষ্যজন্মে ক্ষীণায়ু হইতে হয়। যাহারা পাপকার্য্যনিরত, হিংস্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হয়, তাহারাই পরজন্মে অল্পায়ু হইয়া থাকে, আর যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, সর্ব্বভূতে দয়াশীল, হত্যাবিমুখ এবং দণ্ডবিধান ও শস্ত্রপ্রহারে পরাঙ্মুখ হইয়া কাহারও হিংসা বা পরহিংসার অনুমোদন না করেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভপূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ ও পরিশেষে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা সৎকার্য্যনিরত সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের দীর্ঘায়ু হইবার এই প্রাণীহিংসানিবৃত্তিরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।”

১৪৫তম অধ্যায়
পুণ্য-পাপজনক কার্য্যাবলী

'পার্ব্বতী কহিলেন, "দেব! মনুষ্য কিরূপ স্বভাবসম্পন্ন, কি প্রকার কার্য্যানুষ্ঠাননিরত ও কি প্রকার দানশীল হইলে তাহার স্বর্গলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

'মহেশ্বর কহিলেন, "দেবি! যিনি ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকার এবং দীন, অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্নপান ও বস্ত্রপ্রদান করিয়া থাকেন, যিনি গৃহ, সভা, কূপ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং যিনি প্রীতমনে আসন, শয্যা, যান, রত্ন, ধন, ধেনু, ক্ষেত্র ও স্ত্রী প্রভৃতি প্রার্থনীয় বস্তুসকল অকাতরে দান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও অপ্সরাদিগের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিয়া পরিশেষে পুনরায় জীবলোকে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ জন্মে তাঁহার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হয়। তিনি ধনী ও ভোগশীল হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবান্ প্রজাপতি মহাত্মাদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ধনসত্ত্বে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাদিগকে অর্থপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহাদিগকে দানকৃপণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমস্ত লুব্ধস্বভাব পামরের নিকট দীন, অন্ধ, ভিক্ষুক, অতিথি প্রভৃতি যথার্থ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও ধন, বস্ত্র, সুবর্ণ, গো ও কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য কদাপি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল দানপরাঙ্মুখ অধার্ম্মিক নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকে নিপতিত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে নির্দ্ধন লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। ঐ জন্মে উহারা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে; উহারা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া লোকের দ্বারে গমন করিলেও লোকে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। হে দেবি! অদাতা কৃপণদিগের এইরূপই দুর্গতিলাভ হয়। যাহারা ধনমদমত্ত হইয়া আসনার্হ ব্যক্তিদিগকে আসন, পাদ্যার্থ ব্যক্তিকে পাদ্য, অর্ঘ্যার্হ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য, আচমনীয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আচমনীয় ও পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান না করে; আর যাহারা অভ্যাগত গুরুর প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে বিরত, অভিমানসম্ভূত লোভের একান্ত বশীভূত এবং মান্য ব্যক্তির অবমাননা ও বন্ধুবর্গের পরাভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। এই পামরেরা যদি কোনক্রমে বহুকালের পর নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলেও উহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট চণ্ডালাদির বংশে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

"যে ব্যক্তি অভিমানপরতন্ত্র নহেন, যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত অর্চ্চনা করেন, যিনি লোকের পূজনীয়, বিনয়ী, মধুরভাষী ও সকল বর্ণের প্রিয়কার্য্যে নিরত, যিনি কখনও কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না এবং যিনি সকলকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যর্থনা, সকলকেই যথোচিত সৎকার, পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান, গুরুকে যথোচিত সম্মান ও সতত অতিথিসংগ্রহে যত্ন প্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই

দেহান্তে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে ভূলোকে অতি উৎকৃষ্ট কুলে সমুৎপন্ন হয়েন। ঐ জন্মে তিনি অতিশয় ভোগশালী, ধর্ম্মপরায়ণ, সকলের নমস্য ও আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত দান করেন। বিধাতা স্বয়ং এই ধর্ম্মফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মনোমধ্যে ভয় উত্তেজিত করিয়া থাকে, যে নরাধম হিংসাপরবশ হইয়া হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা প্রাণীগণকে যন্ত্রণা প্রদান এবং ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জন্তুগণকে আক্রমণ করে, সে পাপাত্মা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঐ দুরাত্মা বহুকালের পর যদি কালক্রমে পুনরায় মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে উহাকে বিপজ্জালপরিপূর্ণ অতি নীচবংশে উদ্ভূত হইয়া সকলের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। আর যিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুতাবিহীন, সকলের পিতৃতুল্য ও দয়াবান হইয়া সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, যিনি হস্তপদাদিদ্বারা কোন জন্তুকেই যন্ত্রণা প্রদান করেন না এবং যিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া দিব্যভবনে দেবতার ন্যায় পরমসুখে বাস এবং পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আর কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। হে দেবি? এই আমি তোমার নিকট সাধুদিগের গতির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।"

কর্ম্মবশে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকউৎপত্তি

'পার্ব্বতী কহিলেন, "নাথ! এই জীবলোকে কতকগুলি তর্কবিতর্কসুনিপুণ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও কতকগুলি লোক প্রজ্ঞাবিহীন মূর্খ হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? আর কি নিমিত্তই বা কতকগুলি লোক জন্মাবধি অন্ধ, রোগার্ত্ত ও ক্লীব হইয়া থাকে? আমার এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।"

মহেশ্বর কহিলেন, "দেবি! যে সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বেদবিৎ ধর্ম্মপরায়ণ সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অশুভ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উহার প্রভাবে ইহলোকে সুখ ও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ঐসকল মহাত্মাই কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবান ও কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে পরজন্মে জন্মান্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসৎ অভিসন্ধি করিয়া বিবসনা কামিনীকে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে নিরন্তর রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে সকল দুরাত্মারা পশ্বাদির সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীসংসর্গে অনুরক্ত হয় এবং যাহারা গুরুদারাপহরণ ও গুরুহত্যা করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।"

'পার্ব্বতী কহিলেন, "ভগবন্! মনুষ্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে?"

'মহাদেব কহিলেন, "দেবি! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সতত শ্রেয়োলাভের পথ জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও গুণাকাঙ্ক্ষী হয়েন, তিনি দেহান্তে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া অসাধারণ

মেধাবী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়েন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের হিতার্থ শুভফলজনক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।”

‘পার্ব্বতী কহিলেন, “ভগবন্! এই ভূমণ্ডলে কতকগুলি মনুষ্য ধর্ম্মবিদ্বেষী, স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রতহীন, নিয়মভ্রষ্ট, রাক্ষসসদৃশ, হিংসাপরায়ণ ও অযাজ্ঞিক হয়, উহারা প্রাণান্তেও বেদবিদ ব্রাহ্মণগণের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ গমন করে না। আর কতকগুলি লোক ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রতনিরত, শ্রদ্ধাবান ও যাজ্ঞিক হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

‘মহেশ্বর কহিলেন, “দেবি! বেদে লোকধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা সেই বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ব্রতশীল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই সমস্ত ব্রহ্মরাক্ষস সদৃশ পাপাত্মা দেহান্তে নরকভোগের পর কোনক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া হোম, বষট্‌কার ও ব্রতবিহীন হইয়া কালযাপন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের শুভাশুভ বিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।''

১৪৬তম অধ্যায়
নারীগণের ধর্ম্মনিরূপণ

নারদ কহিলেন, "ভগবন! ভূতভাবন প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইবার বাসনায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে। তুমি উৎকর্ষ ও ধর্ম্মবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান। তুমি সাধ্বী, সুকেশী, কার্য্যদক্ষ, দম ও শান্তিগুণযুক্ত, মমতাপরিশূন্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত। ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, ইন্দ্রের শচী, মার্কণ্ডেয়ের ধুমোর্ণা, কুবেরের ঋষি, বরুণের গৌরী, সূর্য্যের সুবর্চ্চলা, চন্দ্রের রোহিণী, অগ্নির স্বাহা এবং কশ্যপের পত্নী অদিতি; ইঁহাদের সকলেরই সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ও সহবাস হইয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি শীলতা, কি ব্রত, কি সারাংশ, কি বীর্য্য, কোন বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা ন্যূন নহ। তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি। ভূমণ্ডলস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত কামিনীগণ তোমারই চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে। তোমার অর্দ্ধশরীরদ্বারা আমার অর্দ্ধশরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনুষ্যদিগের মঙ্গলসাধন করিয়া থাক। স্ত্রীজাতির শাশ্বত ধর্ম্মবিষয় তোমার অবিদিত নাই। অতএব তুমি এক্ষণে উহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কারণ, তুমি যাহা কীর্ত্তন করিবে, তাহা অবশ্যই এই জগতে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

"ভগবান্ ভূতভাবন এই কথা কহিলে, পার্ব্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সমুদয় জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। আপনার প্রসাদবলেই আমার বাক্তি প্রতিভাসিত [১] হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার জ্ঞানার্থ সরিদ্বরা, সরস্বতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু, দেবিকা, সিন্ধু, কৌশিকী, গোমতী এবং স্বর্গ হইতে সমাগত সমুদয় তীর্থে পরিবেষ্টিত দেবনদী গঙ্গা, ইহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আনুপূর্ব্বিক স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব। স্ত্রীজাতিরা স্বজাতিরই অনুধাবন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আমি নদীসমুদয়ের সহিত পরামর্শ করিলে উহাদের সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইবে; অতএব উহাদের সহিত পরামর্শ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' ভগবতী মহাদেবকে এই কথা কহিয়া হাস্যবদনে খ্রীধর্ম্মকুশল সরিদগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে নদীগণ! ভগবান ভূতপতি আমাকে স্ত্রীধর্ম্মবিষয়ক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উহাকে তাহার উত্তর প্রদান করিবার বাসনা করি। এই ভূমণ্ডলে বা স্বর্গমধ্যে কেহই একাকী বিজ্ঞানবিষয় স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমি তোমাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

"ভগবতী পার্ব্বতী অতি পবিত্র সরিদ্গণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে স্ত্রীধর্ম্মজ্ঞা সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি জগন্মান্যা হইয়াও নদীদিগকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যে ব্যক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়াও অন্যকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সম্মাননা করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্কপারদর্শী, জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন বক্তার নিকট প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কখন বিপগ্রস্ত হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি আত্মাভিমাননিবন্ধন অন্যকৃত সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সভায় বক্তৃতা করে, সে বুদ্ধিমান হইলেও তাহার বাক্য দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেবি! তুমি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও স্বর্গমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত; অতএব তুমি স্বয়ং স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন কর।

"সুরতরঙ্গিণী ভগবতী পার্ব্বতীকে সমাদরপূর্ব্বক এই কথা কহিলে তিনি বিস্তারিতরূপে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 'আমি স্ত্রীধর্ম্ম যতদুর অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পিতা, মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি-অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান কর্ম্ম। যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হয়েন এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্রবদনদর্শনজনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দম্পতিধর্ম্মশ্রবণে অনুরাগিণী, ভর্ত্তৃতুল্য ব্রতচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হয়েন এবং স্বীয় স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন, যিনি একান্তচিত্তে স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহার মন স্বামীচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়, স্বামী দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন, অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না, স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিপীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপটভাবে সমাদর প্রকাশ করেন, যিনি কার্য্যদক্ষা, প্রযতা, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী, যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন, যাঁহার মন স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে এবং যিনি প্রতিনিয়ত অনুদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন, যিনি বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন, যিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহমার্জ্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলিপ্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন, পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন, যাহা দ্বারা লোকসকল সন্তুষ্টও পরিতুষ্ট হয় এবং যিনি শুক্র ও শশুরের সন্তোসাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ধনলাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাহার হিতসাধনে নিরত হয়েন, তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্মের ফললাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গলাভে কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। হে দেবাদিদেব! এই আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্মভাগিনী হয়েন।'

"হে ধর্ম্মরাজ! ভগবতী পার্ব্বতী এই কথা কহিলে ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া স্বীয় অনুচর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তথা হইতে বিদায় করিলেন। তখন

যাবতীয় গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত ও নদীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।”

১৪৭তম অধ্যায়

শঙ্করকর্ত্তৃক বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

নারদ কহিলেন, “অনন্তর মহর্ষিগণ সর্ব্বলোক নমস্কৃত ভূতভাবন ভগবান মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন! আপনার নিকট মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।’

“মহেশ্বর কহিলেন, ‘হে মহর্ষিগণ! সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, দশবাহু, দৈত্যনিসূদন, শ্রীবৎসাঙ্ক, সর্ব্বদেবের পূজিত, সনাতন বাসুদেব পিতামহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মস্তক হইতে আমার, উদর হইতে ব্রহ্মার, কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থসমুদয়ের, রোম হইতে দেবতা ও অসুরগণের এবং দেহ হইতে মহর্ষি ও নির্ত্যলোকসমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ব্রহ্ম ও দেবগণের সাক্ষাৎ গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনিই স্থাবরজঙ্গমসম্বলিত পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দেবশ্রেষ্ঠ, দেবগণের অরাতিনিপাতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, সর্ব্বগ, সর্ব্বতোমুখ, পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহই নাই। তিনি সনাতন, মধুনিপাতন ও গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে অসংখ্য নরপতির বিনাশসাধন করিবেন। তিনি ভিন্ন কোন দেবতারই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই।

‘তিনি সর্ব্বনমস্কৃত ও সর্ব্বভূতের নায়ক রূপ। কি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, কি আমি, কি অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে পরম সুখে বাস করিয়া থাকি। সেই শাঙ্গচক্র খড়্গাধারী গরুড়ধ্বজ পুণ্ডরীকাক্ষ সতত লক্ষ্মীর সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। তিনি শীলসম্পন্ন, শম, দম ও বলবীর্য্যসমন্বিত, পরমসুন্দর, সর্ব্বোন্নত, ধৈর্য্যশীল, সরল, অনৃশংস, অলৌকিক অসমুদয়ে সুশোভিত, যোগমায়াযুক্ত, সহস্রাক্ষ, অনিন্দনীয়, মহামনা, বীর, মিত্রদিগের প্রশংসাকারী, জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহঙ্কারবিহীন, ব্রাহ্মণগণের হিতকর, বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়হর্ত্তা, মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বভূতের শরণ্য, দীনগণের প্রতিপালক, বিদ্বান, অর্থসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের নমস্কৃত, আশ্রিত, শত্রুদিগেরও পরিত্রাতা, ধর্ম্মবিদ, নীতিজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয়।

যাদববংশ-বিবরণ—বাসুদেবমাহাত্ম্য

‘তিনি দেবগণের মঙ্গলবিধানার্থ মহাত্মা মনুর বিশুদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। প্রথমে স্বায়ম্ভূব মনু হইতে অঙ্গ, অঙ্গ হইতে অন্তর্দ্ধামা, অন্তর্দ্ধামা হইতে হবির্দ্ধামা, হবির্দ্ধামা হইতে প্রাচীনবর্হি, প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতা; প্রচেতা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতি হইতে দাক্ষায়ণী, দাক্ষায়ণী হইতে আদিত্য ও আদিত্য হইতে বৈবস্বতমনু সমুৎপন্ন

হইবেন। সেই বৈবস্বতমনুর বংশে ইলা জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে পুরূরবার উৎপত্তি হইবে। পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি, যযাতি হইতে যদু, যদু হইতে ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টা হইতে বৃজিনীবান, বৃজিনীবান হইতে ঋষদগু ও ঋষদগু হইতে চিত্ররথ সমুদ্ভূত হইবে। ঐ চিত্ররথের পরম পরিশুদ্ধ বংশে শূর নামে এক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাযশস্বী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই শুর হইতে মহাত্মা বসুদেবের এবং বসুদেব হইতে বাসুদেবের উৎপত্তি হইবে।

‘ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ জরাসন্ধকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার প্রভাবে গিরিগহ্বরে রুদ্ধ নরপতিদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পরিশেষে অপ্রতিহত বলবীর্য্যপ্রভাবে সমুদয় নরপতির শাসনকর্ত্তা হইয়া দ্বারকায় অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন। অতএব তোমরা তৎকালে শাস্ত্রানুসারে গন্ধমাল্যাদিদ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় সেই সনাতন বাসুদেবের পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিও। যে ব্যক্তি আমাকে বা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে বাসনা করিবে, সে যেন সেই সনাতন বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার করে। ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মাকে ও আমাকে দর্শন করা হইবে। ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি সেই মধুসূদনের আশ্রয়গ্রহণ করিবেন, তিনি কীর্ত্তি, জয় ও স্বর্গলাভে সমর্থ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। অতএব সৎকার্য্যনিরত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা সর্ব্বদা সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করিবেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্মলাভ হইবে।

‘মহাত্মা হৃষীকেশ প্রজাগণের হিতচিকীর্ষ হইয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যে মহর্ষিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিয়া তপস্যা করিতেছেন। অতএব সেই ধর্ম্মপরায়ণ সনাতন হৃষীকেশকে নমস্কার করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি সজ্জনের ন্যায় বন্দিত হইলে বন্দনা, মানিত হইলে মাননা, পূজিত হইলে প্রতিপূজা, দৃষ্ট হইলে দর্শন এবং আশ্রিত হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। লোকপূজিত দেবগণও তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। অতএব প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বলরামের মাহাত্ম্য বর্ণন

‘হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদের নিকট বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সকল দেবতাকে দর্শন করা হয়। আমিও সেই সর্ব্বলোকপিতামহ মহাবরাহমূর্ত্তিধর জগৎপতিকে নিয়ত নমস্কার করিয়া থাকি। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্তিত্রয়ের দর্শনলাভ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করি। ঐ মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই বলদেবের রথে ত্রিশির সুবর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান থাকিবে এবং তাঁহার মস্তক মহানাগগণে পরিবেষ্টিত হইবে। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্রশস্ত্রসমুদয় তাঁহার নিকট সমাগত হইবে। পূর্ব্বে দেবগণ কশ্যপাত্মজ বলবান গরুড়কে ঐ মহাত্মার অন্তদর্শনে অনুরোধ করাতে গরুড় তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য

হইতে পারে নাই। সেই অনন্তদেব স্বীয় শরীর দ্বারা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া মহা আহ্লাদে রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। যিনি বিষ্ণু তিনিই অনন্তদেব এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব চক্রধারী কৃষ্ণ ও লাঙ্গলধারী বলদেব এই উভয়কে যত্নপূর্ব্বক দর্শন ও সম্মান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

'হে তপোধন! এই আমি তোমাদিগের নিকট যত্নপূর্ব্বক যদুবংশাবতীর্ণ নারায়ণকে পূজা করিবার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।"

১৪৮তম অধ্যায়
নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণের কৃষ্ণ-অভিনন্দন

নারদ কহিলেন, "বাসুদেব! মহাত্মা মহাদেব এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে জলদজাল [মেঘমালা] উদিত, বিদ্যুদ্দাম [বিদ্যুৎশ্রেণী] স্ফূরিত ও মেঘের গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হইল। মেঘ হইতে মুষলধারে বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র দেবগিরিতে মহর্ষিগণ মহাদেব বা ভূতগণকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর অবিলম্বেই নভোমণ্ডল হইতে জলদজাল অপসারিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শঙ্করের সহিত পার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তীর্থপর্য্যটন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে বাসুদেব! গিরিপৃষ্ঠে ভগবান্ মহাদেব যাহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিই সেই সনাতন ব্রহ্ম। পূর্ব্বে মহাদেব হিমালয় দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার তেজঃপ্রভাবে পুনরায় সেইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলাম। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।"

দেবকীনন্দন ভগবান্ বাসুদেব নারদের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কৃষ্ণ! তোমাকে দর্শন করিলে আমাদিগের যেরূপ আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, দেবলোকেও আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিলাভ হয় না; অতএব তুমি আমাদিগকে বারংবার দর্শন প্রদান করিও। ভগবান্ মহাদেব তোমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অণুমাত্রও মিথ্যা নহে। তুমি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছ এবং আমরা তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাক; এই নিমিত্তই আমরা তোমার প্রতি প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় এই তোমার নিকট হরপার্ব্বতীসংবাদবিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমরা নিতান্ত চপলস্বভাব, কোন গোপনীয় বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আমরা স্বীয় লঘুত্বনিবন্ধনই তোমার নিকট নানাপ্রকার কহিয়া থাকি। এই বিশ্বমধ্যে তোমার অবিদিত কোন বিস্ময়কর পদার্থই বিদ্যমান নাই। কি ভূলোকে, কি দ্যুলোকে, যে কোন স্থানে যে কোন পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ই তুমি অবগত আছ। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও

পুষ্টিলাভ হউক, অবিলম্বেই তোমার এক মহাপ্রভাবসম্পন্ন, দীপ্তিশীল, কীর্ত্তিমান ও তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবে। আমরা চলিলাম।' মহর্ষিগণ এই বলিয়া বাসুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

কৃষ্ণকীর্ত্তিপ্রসঙ্গে ভীষ্মের যুধিষ্ঠিরসমীপে নির্দ্দেশ

ভীষ্ম বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর শ্রীমান বাসুদেব হৃষ্টমনে বিধানানুসারে ব্রত সমাপন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে দেবী রুক্মিণী গর্ভধারণপূর্ব্বক দশম মাস পূর্ণ হইলে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অন্তরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, উঁহার নাম কাম।

"হে যুধিষ্ঠির! এই সেই মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রতিপূর্ব্বক তোমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমরাও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। ইনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্বর্গপথ বিদ্যমান থাকে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, এই বাসুদেব ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতার সমষ্টি। ইনি দেবাদিদেব মহাদেব ও সকল ভূতের আশ্রয়স্থান। ইহার আদি ও অন্ত নাই। ইনি অব্যক্ত স্বরূপ। এই বাসুদেব সুরগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি দুষ্কর কার্য্যের বক্তা ও কর্ত্তা। ইঁহারই আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার জয়, কীর্ত্তি ও সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে। ইনি তোমার নাথ ও পরম গতি। তুমি হোতৃস্বরূপ হইয়া যুগান্তানলকল্প কৃষ্ণরূপ স্রুব দ্বারা সমরাগ্নিতে অনেকানেক নৃপতিকে আহুতি প্রদান করিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন যখন জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিতান্ত শোচনীয়, সন্দেহ নাই। যখন এই কৃষ্ণের চক্রে মহাবল মহাকায় দানবগণ দাবানলে শলভের ন্যায় প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে, তখন হীনবল মনুষ্যেরা কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে?

"এই যুগান্তানলতুল্য মহাযোগী সব্যসাচী অর্জ্জুনও সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি নারায়ণের অংশ। এই মহাবীর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অনায়াসে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে হিমাচলে ভগবান্ শঙ্কর তপোধনগণের নিকট কৃষ্ণের যেরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণের পুষ্টি, তেজ, পরাক্রম, প্রভাব ও নম্রতা, অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। কৃষ্ণের ঐ সমুদয় গুণ অতিক্রম করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অধিক কি কহিব, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমরা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ও পরাধীন, সেই নিমিত্তই জানিয়া শুনিয়াও মৃত্যুর পথে পাদপ্রসারণ করিয়াছি। তুমি নিতান্ত সরলস্বভাবসম্পন্ন; সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে এবং প্রিয়তর প্রাণের বিনিময়ে প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হইয়া এতদিন রাজ্যগ্রহণ কর নাই।

"যাহারা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কালপ্রভাবেই কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে। আমিও কালপ্রভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছি। কালই সকলের ঈশ্বর। তুমি সেই কালকে বিলক্ষণ অবগত আছ। অতএব কাল যাহাকে স্পর্শ

করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার কদাপি। কর্ত্তব্য নহে। এই কৃষ্ণই সেই লোহিতলোচন দণ্ডধর কাল। এক্ষণে তুমি জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত শোকে কাতর হইও না। আমি তোমার নিকট মহর্ষি ব্যাস ও দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিও বিগতশোক হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছ। আমি উহা যতদূর কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতেই উঁহার মহিমার একপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

"আমি তোমার নিকট অনেকানেক মহর্ষির প্রভাব, বিশেষতঃ হরপার্ব্বতীসংবাদ কহিয়াছি। যিনি ঐ পবিত্র সংবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধারণ করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ, সমুদয় অভীষ্টসিদ্ধি ও দেহান্তে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি আপনার মঙ্গলকামনা করেন, কৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া, তাঁহার কর্ত্তব্য। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইহাকে অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ উমাপতি যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি নিরন্তর তৎসমুদয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। তুমি প্রজাপালননিরত হইয়া ধর্ম্মানুসারে জীবিতকাল অতিবাহিত করিলে দেহান্তে অবশ্যই তোমার স্বর্গলাভ হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধানই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

"সজ্জনসন্নিধানে আমি যে হর-পার্ব্বতী-সংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া বা শ্রবণ করিবার অভিলাষে বিশুদ্ধমনে শঙ্করের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবর্ষি নারদ শঙ্করের আরাধনা করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হও। বাসুদেবই মহাদেবের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত বদরিকাশ্রমে দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপানুষ্ঠান করেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তুমি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, ব্যাস ও আমার নিকট ইহা সম্যক অবগত হইয়াছ। এই বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই, জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণার্থ কংসের বিনাশসাধন করিয়াছেন। শাশ্বত পুরাণ-পুরুষের অদ্ভূত কার্য্যের ইয়ত্তা করা নিতান্ত দুষ্কর। যখন বাসুদেব তোমার প্রিয়সখা, তখন অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। দুর্য্যোধন লোকান্তরিত হইলেও আমি তাহার নিমিত্ত দুঃখিত হইতেছি। সেই দুর্ম্মতির দুর্ব্বুদ্ধিবশেই এই পৃথিবীর লোকক্ষয় হইয়াছে। তাহারই অপরাধে মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।"

মহাত্মা ভীষ্ম, সেই মহামান্য ব্যক্তিগণমধ্যে এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নৃপতিগণ কৃষ্ণের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণে মনে মনে তাঁহার যথোচিত সকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৪৯তম অধ্যায়
বিষ্ণুর সহস্রনাম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভীষ্মের নিকট নানাবিধ ধর্ম্ম ও পবিত্র বিষয় সমুদয় শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে প্রধান দেবতা কে, কাহার স্তব ও কাহার অর্চ্চনা করিলে শুভফল হয়, কোন ধর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে মানবগণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে দেবাদিদেব পরমপুরুষ বাসুদেবই অদ্বিতীয়। উহার সহস্র নাম উল্লেখ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উহার স্তব ও অর্চ্চনা করিলেই শুভফললাভ হয়। সেই অনাদিনিধন ত্রিলোকাধিপতি নারায়ণকে ধ্যান, নমস্কার ও তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, লোকনাথ ও সমুদয় ভূতের উৎপত্তির আদিকারণ। ভক্তিপূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষের স্তব করাই সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যিনি সমুদয় তেজ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট তেজ, সমুদয় তপস্যা অপেক্ষা প্রধান তপস্যা, যিনি সমুদয় ব্রত অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত, যিনি সমুদয় মঙ্গলের মঙ্গল, যিনি দেবতাদিগের দেবতা, যিনি সমুদয় জীবের পিতা ও পরব্রহ্মস্বরূপ এবং কল্পান্তে যাঁহাতে সমুদয় জীব বিলীন হয়, আমি এক্ষণে সেই লোকপ্রধান বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে পাপ ও ভয় এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ ঐ বিখ্যাত নামসমুদয় কীর্ত্তন করিয়া, গিয়াছেন।

"বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্কার, ভূতভব্যভৎপ্রভু, ভূতকর্ত্তা, ভূতভর্ত্তা, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, পূতাত্মা, পরমাত্মা, মুক্ত ব্যক্তিদিগের পরমগতি, অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর, যোগ, যোগবেত্তাদিগের নায়ক, প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর, নরসিংহ, শ্রীমান, কেশব, পুরুষোত্তম, শর্ব্ব, সর্ব্ব, শিব, স্থাণু, ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, সদ্ভাব, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু, শম্ভু, আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহাস্বন, অনাদিনিধন, ধাতা, বিধাতা, ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, অমরপ্রভু, বিশ্বকর্ম্ম, মনু, ত্বষ্টা, স্থবিষ্ট, স্থবির, ধ্রুব, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, কৃষ্ণ, লোহিতাক্ষ, প্রতর্দ্দন, প্রভূত, ত্রিককুৎ, ধাম, পবিত্র, মঙ্গল,পর, ঈশান, প্রাণদ, প্রাণ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, মাধব, মধুসূদন, ঈশ্বর, বিক্রমী, ধন্বী, মেধাবী, বিক্রম, ক্রম, অনুত্তম, দুরাধর্ষ, কৃতজ্ঞ, কৃত, আত্মবান, সুরেশ, শরণ, শর্ম্ম, বিশ্বরেতা, প্রজাভব, অয়ঃ, সংবৎসর, ব্যাল, প্রত্যয়, সর্ব্বদর্শন, অজ, সর্ব্বেশ্বর, সিদ্ধ, সিদ্ধি, সর্ব্বাদি, অচ্যুত, বৃষাকপি, অমেয়া, সমুদয় যোগ হইতে নির্গত, বসু, বসুমনা, সত্য, সমাত্মা, সম্মিত, সম, অমোঘ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃষকর্ম্মা, বৃষাকৃতি, রুদ্র, বহুশিরা, বভ্রূ, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা, অমৃত, শাশ্বত, স্থাণু, বরারোহ, মহাতপা, সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, ভানু, বিশ্বসেন, জনার্দ্দন, বেদ, বেদজ্ঞ, অব্যঙ্গ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, কবি, লোকাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, কৃতকৃত্য, চতুরাত্মা, চতুর্ব্যূহ, চতুর্দ্দন্ত, চতুর্ভুজ, ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন, ভোক্তা, সহিষ্ণু, জগতের আদি, অনঘ, বিজয়, জেতা, বিশ্বযোনি, পুনর্ব্বসু, উপেন্দ্র, বামন, প্রাংশু, অমোঘ, শুচি, উর্জ্জিত, অতীন্দ্র, সংগ্রহ, সর্গ, ধৃতাত্মা, নিয়ম, যম, বেদ্য, বৈদ্য, যোগী, বীরঘাতী, মাধব, মধু, অতীন্দ্রিয়, মহামায়া, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাশক্তি, মহাবীর্য্য, মহাদ্যুতি, অনির্দ্দেশ্যবপু, শ্রীমান, অমেয়াত্মা, মহাপতধারী, মহাধনুর্দ্ধর, মহীভর্ত্তা, শ্রীনিবাস, সাধুদিগের গতি, অনিরুদ্ধ, সুরানন্দ, গোবিন্দ, ইন্দ্রিয়তত্ত্ববেত্তাদিগের পতি, মরীচি, দমন, হংস, সুপর্ণ,

ভুজগোত্তম, হিরণ্যনাভ, সুতপাঃ, পদ্মনাভ, প্রজাপতি, অমৃত্যু, সর্ব্বদৃক, সিংহ, সন্ধাত, সন্ধিমান, স্থির, অজ, দুর্দ্ধর্ষণ, শাস্তা, বিশ্রুতাত্মা, দৈত্যঘাতী, গুরু, গুরুতম, ধাম, সত্য, সত্যপরাক্রম, নিমিষ, অনিমিষ, স্রগ্বী, বাচস্পতি, উদারধী, অগ্রণী, গ্রামণী, শ্রীমান্, ন্যায়, নেতা, সমীরণ, সহস্রমূর্দ্ধা, বিশ্বাত্মা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, আবর্ত্তন, নিবৃত্তাত্মা, সংবৃত, সংপ্রতর্দ্দন, অহঃ, সংবর্ত্তক, বহ্নি, অনিল, ধরণীধর, সুপ্রসাদ, প্রসন্নাত্মা, বিশ্বধারী, বিশ্বভোক্তা, বিভু, সৎকর্ত্তা, সৎকৃত, সাধু, জহ্নু, নারায়ণ, নর, অসঙ্খেয় , অপ্রমেয়াত্মা, বিশিষ্ট শাসনকর্ত্তা, শুচি, সিদ্ধার্থ, সিদ্ধসংকল্প, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিসাধন, বৃষাহী, বৃগভ, বিষ্ণু, বিষপর্ব্বা , বৃষোদর, বর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, বিবিক্ত, শ্রুতিসাগর, সুভুজ, দুর্দ্ধার, বাগ্মী, মহেন্দ্র, বসুদ, বসু, বহুরূপী, বৃহদ্রূপ, শিপিবিষ্ট, প্রকাশন, ওজ, তেজ, দ্যুতিধর, প্রকাশাত্মা, প্রতাপন, ঋদ্ধ, স্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র, চন্দ্রাংশু, ভাস্বরদ্যুতি, অমৃতাংশূদ্ভব, ভানু, শশবিন্দু, সুরেশ্বর, ঔষধ, জগৎসেতু, সত্যধর্ম্মপরাক্রম, ভূতভব্যভবন্নাথ, পবন, পাবন, অনল, কামঘাতী, কামকারী, কান্ত, কাম, কামদাতা, প্রভু, যুগাদিকর্ত্তা, যুগাবর্ত্ত, অনেকমায়, মহাশন, অদৃশ্য, অব্যক্তরূপ, সহস্রজিৎ, অনন্তজিৎ, ইষ্ট, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শিখণ্ডী, নহুষ, বৃষ, ক্রোধার্হ, ক্রোধকারী, কর্ত্তা, বিশ্ববাহু, মহীধর, অচ্যুত, প্রোথিত, প্রাণ, প্রাণদ, বাসবানুজ, জলনিধি, অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত, প্রতিষ্ঠিত, স্কন্দ, স্কন্দধর, ধুর্য্য, বরদ, বায়ুবাহন, বাসুদেব, বৃহদ্ভানু, আদিদেব, পুরন্দর, অশোক, তারণ, তার, শূর, শৌরি, জলেশ্বর, অনুকূল, শতাবর্ত্ত, পদ্মী, পদ্মনিভেক্ষণ, পদ্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ, পদ্মগর্ভ, শরীরপোষক, মহর্দ্ধি, ঋদ্ধ, বৃদ্ধাত্মা, মহাক্ষ, গরুড়ধ্বজ, অতুল, শরভ, ভীম, সমযজ্ঞ, হরি, হবি, সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, লক্ষ্মীবান, সমিতিঞ্জয়, বিক্ষর, রোহিত, মার্গ, হেতু, দামোদর, সহ, মহীধর, মহাভাগ, বেগবান, অমিতাশন, উদ্ভব, ক্ষোভণ, দেব, শ্রীগর্ভ, পরমেশ্বর, কারণ, কর্ত্তা, করণ, বিকর্ত্তা, গহন, গুহ, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, সংস্থান, স্থানদাতা, ধ্রুব, পরার্দ্ধ, পরমস্পষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট, শুভেক্ষণ, রাম, বিরাম, বিরজ, মার্গ, নেয়, নয়, অনয়, বীর, বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষ, প্রাণ, প্রাণদ, প্রণব, পৃথু, হিরণ্যগর্ভ, শত্রুঘ্ন, ব্যাপ্ত, বায়ু, অর্ধেক্ষজ, ঋতু, সুদর্শন, কাল, পরমেষ্ঠী, পরিগ্রহ, উগ্র, সংবৎসর, দক্ষ, বিশ্রাম, বিশ্বদক্ষিণ, বিস্তার, স্থাবর, স্থাণু, প্রমাণ, অব্যয়, বীজ, অর্থ, অনর্থ, মহাকোষ, মহাভোগ, মহাধন, অনির্ব্বিণ্ন, স্থবিষ্ঠ, ধর্ম্মযূপ, মহামখ, নক্ষত্রনেমি, নক্ষত্রী, ক্ষম, ক্ষাম, সমীহন, যজ্ঞ, ইজ্য, মহেজ্য, ক্রতু, সাধুদিগের গতি, সর্ব্বদর্শী, বিমুক্তাত্মা, সদজ্ঞ, উত্তমজ্ঞান, সুব্রত, সুমুখ, সূক্ষ্ম, সুঘোয, সুখদীপা, সুহৃৎ, মনোহর, জিতক্রোধ, বীরবাহু, বিদারণ, স্বাপন, স্ববশ, ব্যাপী, অনেকাত্মা, অনেকধর্ম্মবৃৎ, বৎসর, বৎসল, বৎসী, রত্নগর্ভ, ধনেশ্বর, ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মকর্ত্তা, ধর্মী, স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষর, অক্ষর, অবিজ্ঞতা, সহশ্রাংশু, বিধাতা, কৃতলক্ষণ, গভস্তিনেমি, সত্ত্বস্থ, সিংহ, ভূতমহেশ্বর, আদিদেব মহাদেব, দেবেশ, দেবপালক, গুরু, উত্তর, গোপতি, গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, শরীরস্থিত পঞ্চভূতের পালক, ভোক্তা, কপীন্দ্র, ভূরিদক্ষিণ, সোমপ, অমৃতপ, সোম, পুরজিৎ, পুরত্তম, বিজয়, জয়, সত্যসন্ধ, দশার্হ, সাত্ত্বতদিগের অধিপতি, জীব, বিনয়িতা, সাক্ষী, মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, অম্ভোনিধি, অনন্তাত্মা, মহাসমুদ্রশায়ী, অন্তক, অজ, মহার্হ, স্বভাবস্থিত, শত্রুবিজয়ী, প্রমোদন, আনন্দ, নন্দন, নন্দ, সত্যধর্ম্মা, ত্রিবিক্রম, মহর্ষি, কপিলাচার্য্য, কৃতজ্ঞ, মেদিনীপতি, ত্রিপদ, ত্রিদশাধ্যক্ষ, মহাশৃঙ্গ, কৃতান্তঘাতী,

মহাবাহ, গোবিন্দ, সুষেণ, কনকাঙ্গদী, গুহ্য, গভীর, গহন, গুপ্ত, গদাচক্রধারী, বেধা, স্বাঙ্গ, অজিত, কৃষ্ণ, দৃঢ়, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, বরুণ, বারুণ, বৃক্ষ, পুষ্পরাক্ষ, মহামনা, ভগবান্, ভগঘ্ন, নন্দী, বনমালী, হলায়ুধ, আদিত্য, জ্যোতিঃপ্রধান, সহিষ্ণু, গতিসত্তম, সুধা, খণ্ডপরশু, দারুণ, দ্রবিণপ্রদ, দিবস্পর্শী, সর্ব্বদৃক, ব্যাস, বাচস্পতি, অযোনিজ, ত্রিসামা, সামগ, সাম, নির্ব্বাণ, ভেষজ, ভিষক, সন্ন্যাসকারী, শম, শান্ত, নিষ্ঠা, শান্তি, পরায়ণ, শুভাঙ্গ, শান্তি, স্রষ্টা, কুমুদ, কুবলেশয়, গোহিত, গোপতি, গোপ্তা, বৃষভাক্ষ, বৃষপ্রিয়, অনিবর্ত্তী, নিবৃতাত্মা, সংক্ষেপ্তা, ক্ষেমকৃৎ, শিব, শ্রীবৎসক্ষা, শ্রীবাস, শ্রীপতি, শ্রীমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাতা, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধি, শ্রীবিভাবন, শ্রীকর, শ্রীধর, শ্রেয়, শ্রীমান, ত্রিলোকের আশ্রয়, স্বক্ষ, স্বঙ্গ, শতানন্দ, নন্দী, জ্যোতি, গণেশ্বর, বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা, সকীর্ত্তি, ছিন্নসংশয়, উদীর্ণ, সর্ব্বতশ্চক্ষু, অনীশ, শাশ্বত, স্থির, ভূশায়ী, ভূষণ, ভূতি, বিশোক, শোকনাশন, অচ্চিষ্মান, অচ্চিতকুম্ভ, বিশুদ্বাত্মা, বিশোধন, অনিরুদ্ধ, অপ্রতিরথ, প্রদ্যুম্ন, অমিতবিক্রম, কালনেমি, নিহন্তা, বীর, শৌরি, শুরজনেশ্বর, ত্রিলোকাত্ম্য, ত্রিলোকেশ, কেশব, কেশিহা, হরি, কামদেব, কামপাল, কামী, কান্ত, কৃতাগম, অনির্দ্দেশবপু, বিষ্ণু, বীর, অনন্ত, ধনঞ্জয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিবর্দ্ধন, ব্রহ্মবিৎ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, মহাক্রম, মহাকর্ম্মা, মহাতেজা, মহোরগ, মহাক্রতু, মহাযজ্ব, মহাযজ্ঞ, মহাহবি, স্তব্যকি, স্তবপ্রিয়, স্তোত্র, স্তুতি, স্তোত, রণপ্রিয়া, পুণ্য, পুরয়িতা, পুণ্য, পুণ্যকীর্ত্তি, অনাময়, মনোজব, তীর্থবর, বসুরেতা, বসুপ্রিয়, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বসু, বসুমনা, হরি, সঙ্গতি, সংস্কৃতি, সত্তা, সদ্ভুতি, সৎপরায়ণ, শূরসে, যদুশ্রেষ্ঠ, সন্নিবাস, সুযামুন, ভূতবাস, বাসুদেব, সর্ব্বাসুমিলয়, অনল, দর্পহা, দৃপ্ত, দুদ্ধর, অপরাজিত, বিশ্বমূর্ত্তি, মধামূর্ত্তি, দীপ্তমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিমান, অনেকমূর্ত্তি, অব্যক্ত, শত্তমূর্ত্তি, শত্তানন, এক, অনেক, সব, ক, কি, যত্তদ্বাচ্য, লোকবন্ধু, লোকনাথ, মাধব, ভক্তবৎসল, সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরঙ্গি, চণ্ডনাঙ্গদী, বীরহা, বিষম, শূন্য, ঘৃতাশী, অচল, চল, অমানী, মানদ, মন্য, লোকস্বামী, ত্রিলোককৃত, সুমেধা, মেধজ, ধন্য, সস্যমেধা, ধরাধর, তেজ, বৃষ, দ্যুতিধর, সর্ব্বশস্ত্রধরাগ্রগণ্য, প্রগ্রহ, নিগ্রহ, অব্যগ্র, অনেকশৃঙ্গ, পদাগ্রজ, চতুমূর্ত্তি, চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্যূহ, চতুর্গতি, চতুরাত্মা, চতুর্ভাব, চতুর্ব্বেদবিৎ, একপাৎ, সমাবর্ত্ত, নিবৃত্তাত্মা, দুর্জ্জয়, দূরতিক্রম, দুর্ল্লভ, দুর্গম, দুর্গাদুরাবাস, দুরারিহা, শুভাঙ্গ, লোকসারঙ্গসুতন্তু, তন্তুবর্দ্ধন, ইপ্রকর্ম্মা, মহাকর্ম্মা, কৃতকর্ম্মা, কৃতাগম, উদ্ভব, সুন্দর, সুন্দ, সুণ্ডুর, রত্ননাভ, সুলোচন, অর্ক, বাজসন, শৃঙ্গী, জয়ন্ত, সর্ব্ববিৎ, জয়ী, সুবর্ণবিন্দু, অক্ষোভ্য, সর্ব্বাক্, ঈশ্বরেশ্বর, মহাগর্ত্ত, মহাভূত, মহানিধি, কুমুদ, কুন্দর, কুন্দ, পর্জ্জন্য, পবন, অনিল, অমৃতাশ, অমৃতবপু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, সুলভ, সুব্রত, সিদ্ধ, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, ন্যাগ্রোধ, উদুম্বর, অশ্বত্থ, চাণুরান্ধ্রনিসূদন, সহস্রাচ্চি, সপ্তজিহ্ব, সপ্তধা, সপ্তবাহন, অমূর্ত্তি, অনঘ, অচিন্ত্য, ভয়কৃৎ, ভয়নাশন, অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, গুণভৃৎ, নির্গুণ, মহান, অধৃত, স্বশত, স্বার্থ, প্রাগ্বংশ, বংশবর্দ্ধন, ভারভৃৎ, যোগী, যোগীশ, সর্ব্বকামদ, আশ্রম, শ্রবণ, ক্ষাম, সুপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুর্দ্ধর, ধনুরর্ব্বেদ, দণ্ড, দময়িতা, দম, অপরাজিত, সর্ব্বসহ, নিয়ন্তা, নিয়ম, যম, সত্তাবান, সাত্ত্বিক, সত্য, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, অভিপ্রায়, প্রিয়ার্থ, অর্হ, প্রিয়কৃৎ, প্রীতিবর্দ্ধন, বিহারসগতি, জ্যোতি, সুরুচি, হুতভুগ্বিভু, রবি, বিরোচন, সূর্য্য, সবিতা, রবিলোচন, অনন্ত, হতভুক্, ভোক্তা, সুখদ, অনেকজ, অগ্রজ, অনির্ব্বিণ্ন, সদামী, লোকাধিষ্ঠান, অদ্ভুত, সনৎকুমার,

সনাতন, কপিল, কপি, অব্যয়, স্বস্তি, স্বস্তিকৃৎস্বস্তি, স্বস্তিকৃৎ, স্বস্তিদক্ষিণ, অরৌদ্র, কুণ্ডলী, চক্রী, বিক্রমী, উর্জ্জিতশাসন, শব্দাতিগ, শব্দসহ, শিশির, শর্ব্বরীকর, অক্রূর, পেশল, দক্ষ, দক্ষিণ, ক্ষমাবানদিগের অগ্রগণ্য, বিদ্বত্তম, বীতভয়, পুণ্য-শ্রবণ কীর্ত্তন, ঊত্তারণ, দুষ্কৃতি, পুণ্য, দুঃস্বপ্ননাশন, বীরহা, রক্ষণ, শান্ত, জীবন, পর্য্যবস্থিত অনন্তরূপ, অনন্তশ্রী, জিতমন্যু, ভয়াবহ, চতুরস্র, গভীরাত্মা, বিদিশো, ব্যাদিশো, দিশ, অনাদি, ভূলোকের ও ভুবলোকের ঐশ্চর্য্য, সুবীর, রুচিরাঙ্গদ, জনন, জনজন্মাদি, ভীম, ভীমপরাক্রম, আধারনিলয়, ধাতা, পুষ্পহাস, প্রজাগর, ঊর্দ্ধগ, সৎপথাচার, প্রাণদ, প্রণব, পণ, প্রমাণ, প্রাণনিলয়, প্রাণভৃৎ, প্রাণজীবনতত্ত্ব, তত্ত্ববিৎ, একাত্মা, জন্মমৃত্যুজরাতিগ, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, তরু, প্রণব, পিতা, পিতামহ, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যজ্বী, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞভৃৎ, যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞী, যজ্ঞভুক্ত, যজ্ঞসাধন, যজ্ঞানুবৃৎ, যজ্ঞগুহ্য, অন্ন, অন্নাদি, আত্মযোনি স্বয়ঞ্জাত, বৈখানস, সামগায়ন, দেবকীনন্দন, স্রষ্টা, ক্ষিতীশ, পাপনাশন, শঙ্খভৃৎ, নন্দকী, চক্রী, শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর, রথাঙ্গপাণি, অক্ষোভ্য ও সর্ব্বপ্রহরণায়ুধ।

"এই আমি তোমার নিকট ভূতভাবন ভগবান বাসুদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই সহস্রনাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না। উহা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণের দেহান্তে পাণ্ডিত্য, ক্ষত্রিয়ের বিজয়, বৈশ্যের অতুল সম্পদ, শূদ্রের সুখ, ধর্ম্মার্থীদিগের ধর্ম্ম, ধনার্থীদিগের ধন, কামীদিগের কামনা ও পুত্রার্থীদিগের পুত্রলাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমাহিতচিত্তে বাসুদেবের এই সহস্রনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বিপুল যশ, জ্ঞানীদিগের মধ্যে প্রাধান্য, অচলা লক্ষ্মী, বলবীর্য্য ও শ্রেয়োলাভ হয় এবং তিনি রোগবিহীন, দ্যুতিমান ও রূপে-গুণে বিভূষিত হইয়া অকুতোভয়ে কালহরণ করিতে পারেন। প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক এই সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলে রোগার্ত্তদিগের রোগ হইতে, বদ্ধদিগের বন্ধন হইতে, ভীতদিগের ভয় হইতে ও বিপন্নদিগের বিপদ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ও তাহার আশ্রিত হয়, সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করে। বাসুদেবের ভক্তদিগকে কদাচ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে ভীত হইতে হয় না। যাঁহারা ভক্তিমান্ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, শ্রীমান, ধৈর্য্যশালী, স্মরণশক্তিসম্পন্ন, কীর্ত্তিমান্ ও সুখী হইতে পারেন। যাঁহারা নারায়ণের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করেন, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ ও দুর্ব্বুদ্ধি সেই পুণ্যবান্দিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না।

"ভগবান্ বাসুদেবই স্বীয় বীর্য্যবলে চন্দ্র-সূর্য্য ও নক্ষত্রগণে সমলঙ্কৃত নভোমণ্ডল, দিক্‌সমুদয়, পৃথিবী ও সমুদ্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণসম্বলিত সমুদয় জগৎ তাঁহারই বশে অবস্থান করিতেছে। তিনি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৈর্য্য, দেহ-ও-জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদয় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ বাসুদেব ঐ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মহাভূতসমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদিকার্য্য, বেদ, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি একাকী

ত্রিলোকমধ্যে সমুদয় ভূতে অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও সুখলাভের বাসনা করেন, ভগবান্ বাসুদেবের এই ব্যাসোক্ত স্তব পাঠ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সর্ব্বদা ভূতভাবন কেশবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই পরাভূত হইতে হয় না।”

১৫০তম অধ্যায়
সাবিত্রীমন্ত্র ও পুণ্যশ্লোকগণের নামকীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি সমুদয় শাস্ত্রপারদর্শী ও বিজ্ঞতম। অতএব কোন মন্ত্র জপ করিলে ধর্ম্মলাভ হয়? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, কার্য্যারম্ভ ও শ্রাদ্ধকালে কোন মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শত্রুবিনাশ ও ভয়নাশ হয়, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি বেদব্যাসকীর্ত্তিত মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সাবিত্রী দেবী ঐ মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে ঐ মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিস্পাপ এবং যিনি ঐ মন্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী, কৃতার্থ ও উভয় লোকে সুখী হয়েন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত রাজর্ষিগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে অতি উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। ঐ মন্ত্র এই—‘মহাব্রতধারী বশিষ্ঠদেব, বেদনিধি পরাশর, মহাসর্প অনন্ত, অক্ষয় সিদ্ধগণ, ঋষিগণ এবং দেবাদিদেব বরদাতা সহস্রশীর্ষ ও সহস্রনামধারী জনার্দ্দনকে নমস্কার। অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, এ্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভ, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র, ইঁহারাই আবার শতরুদ্র নামে কীর্ত্তিত হয়েন। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য ইঁহারা সকলেই কশ্যপতনয়। ধর, সোম, সাবিত্র, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস এই আট মহাত্মা বসুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাসত্য, দস্র, ইঁহারা উভয়ে অশ্বিনীকুমার। উঁহারা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অশ্বরূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর।

“অতঃপর লোকদিগের যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ও চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের সাম্যদাতা মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মারা জীবমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া শোকের শুভাশুভ কার্য্য সমুদয় প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যু, কাল এবং বিশ্বদেব, পিতৃলোক, তপোধন ও সিদ্ধমহর্ষিগণ ইঁহারাই কার্য্যের সাক্ষ্যদাতা। ইঁহাদিগের নামকীর্ত্তন করিলে ইঁহারা শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রযতভাবে বিধাতৃবিহিত দিব্যলোকসমুদয়ে অবস্থান করেন। নিত্য এই মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ত্রিবর্গ ও পুণ্যলোক সমুদয় লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা, নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণপতি, বিনায়কগণ, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, ভূতগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সরিদ্গণ, আকাশ, মুপর্ণ, পন্নগেশ্বর, সিদ্ধগণ, স্থাবর, জঙ্গমগণ, হিমালয় পর্ব্বত, চারি সমুদ্র,

মহাদেবের অনুরূপ পরাক্রমযুক্ত অনুচরগণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, স্কন্দ এবং অম্বিকা ইঁহাদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না।

"অতঃপর ঋষিশ্রেষ্ঠগণের নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যবক্রীত, রৈভ্য, অৰ্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষীবান্, আঙ্গিরার পুত্রবর্গ। এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, এই সপ্ত মহর্ষি পূৰ্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ইঁহারা ভূমণ্ডলে শুভকাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে স্বর্গে দেবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল মহর্ষিদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিলে ইন্দ্রলোকে সম্মানলাভ করা যায়। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বশ্চাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, ঊর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য ইঁহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা ধৰ্ম্মরাজের পুরোহিত। দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অলির পুত্র সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা বরুণের পুরোহিত। অলি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকবংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র ও ঋচীকতনয় জমদগ্নি ইঁহারা উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু। এই সমুদয় ভিন্ন আর সাতজন মহর্ষি আছেন তাঁহারা সমুদয় দিকে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই সমুদয় মহর্ষির নাম কীৰ্ত্তন করিলে মানবগণের কীর্ত্তি ও মঙ্গললাভ হয়।

সাবিত্রীমন্ত্রাদি পাঠের ফল

"ধৰ্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত, কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা দিক্‌পালনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা যে যে দিকে অবস্থান করেন, সেই সেই দিকের অভিমুখীন হইয়া ইঁহাদিগের শরণাগত হওয়া উচিত। পরশুরাম, বেদব্যাস, দ্রোণাচাৰ্য্যপুত্র অশ্বত্থামা, লোমশ ও পূৰ্ব্বোল্লিখিত ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। সংবৰ্ত্ত, মেরু, সাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, সাঙ্খযোগ, নারদ ও মহর্ষি দুৰ্ব্বাসা ইহারা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদয় এবং ব্রহ্মলোকনিবাসী রুদ্রতুল্য প্রভাবশালী অন্যান্য মহর্ষিদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিলে লোকে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও পুত্রলাভে সমর্থ হয়।

"মানবগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পৃথিবীর পিতা বেশরাজতনয় মহারাজ পৃথু, ইলার গর্ভে বুধের ঔরসে সমুৎপন্ন সূৰ্য্যবংশোদ্ভব মহাত্মা পুরূরবা, ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ ভরত, সত্যযুগে গোমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা রন্তিদেব, বিশ্বজিৎ যজ্ঞকর্ত্তা তপোবলসমন্বিত দ্যুতিমান্ রাজর্ষি শ্বেতমহাদেবের প্রসাদে গঙ্গার আনয়নকর্ত্তা অন্ধকবধের হেতুভূত সগরবংশের উদ্ধারকরণ রাজর্ষি ভগীরথ এবং হুতাশনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর অন্যান্য কীর্ত্তিমান দেবতা, ঋষি ও ভূপতিদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিবে। সাংখ্যযোগ, হব্যকব্য ও সৰ্ব্বতির আশ্রয় পরব্রহ্ম। এই সমুদয় শব্দ সায়ং ও প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে মনুষ্যের মঙ্গললাভ, ব্যাধিনাশ ও সকল কাৰ্য্যে উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পূৰ্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের নাম কীৰ্ত্তন করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। উহারা সৃষ্টি পালনকর্ত্তা এবং বারিবর্ষণ ও বায়ুবহনের কারণ। ঐ মহাত্মারা শ্রেষ্ঠ, কাৰ্য্যদক্ষ,

ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয়। উঁহারা মনুষ্যের সমুদয় দুরদৃষ্ট দূর করিতে পারেন। উহারা পাপপুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ। যাঁহারা প্রাতঃকালে, গাত্রোত্থান করিয়া উহাদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের পথ অবিরুদ্ধ থাকে এবং তাঁহারা অগ্নিভয়, চৌরভয় ও দুঃস্বপ্নদর্শন প্রভৃতি সমুদয় অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ যজ্ঞদীক্ষাসময়ে সংযত হইয়া এই সমুদয় পবিত্র নাম পাঠ করেন, তাঁহারা ন্যায়বান, আত্মনিরত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াবিহীন, সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও স্বস্তিমান্ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হয়েন। রোগার্ত্ত ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিলে সমুদয় রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। গৃহমধ্যে উহা পাঠ করিলে কুলের মঙ্গল, ক্ষেত্রমধ্যে পাঠ করিলে শস্যসম্পত্তি ও বিদেশগমনসময়ে পাঠ করিলে পথিমধ্যে মঙ্গললাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব স্ত্রী, পুত্র, ধন, বীজ, ওষধি ও আপন হিতের নিমিত্ত উহা পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় সংগ্রামকালে ঐ সমুদয় নাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া অক্ষতশরীরে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হয়েন।

“যে ব্যক্তি দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষ্যে উহা পাঠ করেন, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার যজ্ঞে হব্যকব্য ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হয়েন। তাঁহাকে কখনই ব্যাধি, হিংস্রজন্তু, তস্কর হইতে ভীত হইতে হয় না এবং তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহারা অর্ণবযান, যান, প্রবাস ও রাজগৃহে এই সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের বালকগণ কখনই অকালে কালকবলে নিপতিত হয় না এবং তাঁহাদিগকে ভূপতি, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, অগ্নি, জল, পবন ও হিংস্র জন্তু হইতে কখনই ভীত হইতে হয় না। ফলতঃ সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করিলে চারিবর্ণেরই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা পরমপবিত্র সাবিত্রীমন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে পরমগতি লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা গোসমূহের মধ্যে এই মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের গাভীগণ বহুবৎসা হয়। কি বিদেশযাত্রা, কি প্রবাসে অবস্থান, সমুদয় সময়েই এই মন্ত্র পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। জপহোমপরায়ণ প্রতাত্মা মহর্ষিগণের উহার তুল্য পরম জপ্য মন্ত্র আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে মহর্ষি পরাশর এই সনাতন মন্ত্র ইন্দ্রের নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমি উহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঐ মন্ত্রকে সর্ব্বভূতের হৃদয় ও পুরাতন শ্রুতিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

“চন্দ্র ও সূর্য্যবংশোদ্ভব ভূপতিগণ পবিত্র হইয়া প্রাণীগণের পরমগতিস্বরূপ ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা দেবগণ, সপ্তর্ষি ও মহাত্মা ধ্রুবের নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য স্বয়ং সমুদয় বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ ও অন্যের অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারে। কাশ্যপ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সর্ব্বদা সাবিত্রীমন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষি ঋচীকের পুত্রগণ ভগবান্ বশিষ্ঠের নিকট ঐ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ সাবিত্রীমন্ত্র আশ্রয় করিয়াই দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বেদবেত্তা জ্ঞানবান ব্রাহ্মণকে সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন শত গাভী প্রদান করেন আর যিনি লোকসমাজে দিব্য-ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়েই তুল্যফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগুর নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মলাভ, বশিষ্ঠকে নমস্কার করিলে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, মহারাজ রঘুকে নমস্কার করিলে সংগ্রামে

জয়লাভ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নামকীর্ত্তনে রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাবিত্রীমন্ত্র সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর।”

১৫১তম অধ্যায়

ব্রাহ্মণসৎকারের শুভফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! এই জীবলোকে কাহারা পূজনীয় এবং কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণকে অবমানিত করিলে দেবতাদিগকেও অবসন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণকেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগের নিকট পুত্রের ন্যায় অবস্থান করা সকলেরই পক্ষে শ্রেয়স্কর। ঐ মনীষিগণ সমুদয় লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ। নিঃস্ব ভাবই তাঁহাদিগের সুখের কারণ। তাঁহারা প্রাণীগণের প্রিয়দর্শন, সকলের আশ্রয়স্বরূপ, ব্রতধারী, লোকস্রষ্টা, শাস্ত্রপ্রণেতা ও যশস্বী। উঁহারা সংযতবাক হইয়া কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তপস্যাই তাঁহাদের পরমধন এবং বাক্যই তাঁহাদিগের পরমবল। তাঁহারা ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থী ও সূক্ষ্মদর্শী। প্রজাগণ তাঁহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। উঁহারা সৎপথপ্রদর্শক, যজ্ঞনাশক ও সনাতন। উঁহারা নিরন্তর পিতৃপিতামহধৃত দুর্ব্বহ ব্রাহ্মণ্যভার বহন করিয়া থাকেন; অতি দুঃসময়েও ঐ ভারবহনে অবসন্ন হয়েন না। উঁহারা হব্যকব্যের অগ্রভাগভোক্তা এবং দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের মুখস্বরূপ। উঁহারা ভোজনদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেই ত্রিলোককে মহাভয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন। উঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, শ্রুতিনিষ্ঠ, সকল বিষয়ে সুনিপুণ, মোক্ষদর্শী, সকলের গতিজ্ঞানবিশারদ, অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ এবং সকল লোকের দীপ ও চক্ষুষ্মনদিগেরও চক্ষুঃস্বরূপ। আদি, মধ্য ও অন্ত সকলই উঁহাদের বিদিত আছে। উঁহারা সংশয়বিরহিত ও উৎকর্ষাপকর্ষ জ্ঞানসুনিপুণ। উঁহাদের চরমে পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। উঁহারা বিগতপাপ, নির্দ্বন্দ্ব, নিস্পরিগ্রহ, সম্মানের উপযুক্ত ও সম্মানিত। চন্দন ও পঙ্ক এবং ভোজন ও অভোজনে উঁহাদের সমান জ্ঞান। উঁহারা দুকূল, শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম ও মৃগচর্ম্ম অভিন্নবোধে পরিধান করেন। উঁহারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অনাহারে বহুদিবস অতিক্রমপূর্ব্বক দেহ শুষ্ক করিতে পারেন। উঁহারা কুপিত হইলে দেবতার অদেবত্ব, প্রসন্ন হইলে অদেবতার দেবত্ব সম্পাদন এবং নূতন লোকসমুদয় ও লোকপালগণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ মহাত্মাদিগের শাপপ্রভাবেই সাগরজল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। উঁহাদিগের কোপানল দণ্ডকারণ্যে অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। উহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ ও প্রমাণের প্রমাণ। অতএব উঁহাদিগকে অবমানিত করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। উঁহাদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ, কি বালক সকলেই সম্মানের উপযুক্ত। উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তপ ও বিদ্যায় সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা স্বজাতীয়দিগের নিকটে সম্মানজনক হইয়া থাকেন।

“যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন; সুতরাং যিনি বিদ্বান, তিনি যে পরমপাবন, তাঁহার আর বিচিত্র দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা কর্তব্য। অগ্নি সংস্কৃতই হউন বা অসংস্কৃত হউন, তাঁহার দেবত্ব কদাচ বিলুপ্ত হয় না, যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞগৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।”

১৫২তম অধ্যায়

বিপ্রপূজার ফল—পবন-কার্ত্তবীর্য্যসংবাদ

যুদ্ধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কি ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এই স্থানে পবন-কার্ত্তবীর্য্যসংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“হৈহয়বংশোদ্ভব সহস্রভুজসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং সমুদয় শাসন করিয়াছিলেন। মাহিষ্মতীপুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিনীতভাবে বহুদিন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা ও তাঁহাকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের ভক্তিভাবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যখন সমরাঙ্গনে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিব, তখন যেন আমার সহস্রবাহু উৎপন্ন হয়। আমি যেন স্বীয় বিক্রমবলে সমুদয় পৃথিবী পরাজয় ও ধর্ম্মানুসারে উহা শাসন করিতে পারি। আর আপনার নিকট আমার এই এক প্রার্থনা যে, আমি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইলে যেন সাধু ব্যক্তিরা আমাকে শাসন করেন।’

বরলাভে উদ্দীপ্ত কার্ত্তবীর্য্যের দর্প

“কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে দ্বিজবর দত্তাত্রেয় ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর মহর্ষির বরপ্রভাবে সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করিয়া সূর্য্য ও অনলসদৃশ রথে আরোহণপূর্ব্বক বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া কহিলেন, ‘ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশ ও পরাক্রমে কেহই আমার তুল্য নাই।’ মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, ‘রে মূঢ়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরা কখন প্রজাশাসন করিতে পারে না।’

“তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, ‘আমি সন্তুষ্ট হইলে জীবগণের সৃষ্টি এবং রোষাবিষ্ট হইলে সমুদয় জীবকে বিনাশ করিতে পারি। অতএব ব্রাহ্মণ কখনই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। “ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় কখন প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয় না।” তুমি এই হেতু

নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়কে তদপেক্ষা হীন বলিয়া কীর্ত্তন করিলে; কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদিচ্ছলে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখনই ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রজা প্রতিপালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা সেই, ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? তুমি আকাশ হইতে যাহা কহিলে, উহা মিথ্যা। অতঃপর আমি ভিক্ষোপজীবী আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয় পরাজিত ও বশীভূত করিব। ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কেহই আমাকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমি কখনই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহি। আজ আমি নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণপ্রধান জগৎকে ক্ষত্রিয় প্রধান করিব। সমরাঙ্গনে কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে।'

"মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিলে আকাশবাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী তাঁহার বাক্য-শ্রবণে একান্ত শঙ্কিত হইলেন।

"তখন পবনদেব অন্তরীক্ষ হইতে কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে এই দূষিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার কর। উঁহাদিগের অপকার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে। উঁহারা তোমাকে হয় বিনষ্ট, না হয় রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিবেন।'

"তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্র তুমি কে?'

"পবন কহিলেন, "আমি দেবদূত বায়ু, তোমাকে হিতোপদেশ, প্রদান করিতে আগমন করিয়াছি।'

"তখন কার্ত্তবীর্য্য পবনদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সমীরণ! আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণ, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, জল, পৃথিবীও আপনার সদৃশ নয়।' "

১৫৩তম অধ্যায়
কার্ত্তবীর্য্যের প্রতি পবনবর্ণিত ব্রাহ্মণপ্রভাব

"তখন পবন কহিলেন, 'মূঢ়! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের যৎকিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও আকাশ প্রভৃতি যাঁহার যাঁহার নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অঙ্গরাজের স্পর্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলে মহর্ষি কশ্যপ উহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পুর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অনায়াসে পৃথিবীস্থ সমুদয় সলিল পান করিয়া পরিশেষে সমুদয় পৃথিবী সলিলপূর্ণা করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা কোন সময়ে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমি তাঁহার ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্রমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার পাতিব্রত্য বিনষ্ট করিলে তাঁহার পতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই। সমুদ্র অগাধসলিলপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে লবণোদক হইয়াছে।

নির্ধূম হুতাশনসদৃশ তেজস্বী রূপবান্ শুক্রাচার্য্য মহর্ষি অঙ্গিরার অভিশাপে তেজোবিহীন হইয়াছেন। মহাত্মা কপিলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমধ্যে সগরসন্তানদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণের তুল্য জ্ঞান না করিয়া আপনার শ্রেয়োলাভের উপায় চিন্তা কর। অশেষক্ষমতাশালী মহাত্মারা গর্ভস্থ ব্রাহ্মণদিগকেও নিরন্তর নমস্কার করিয়া থাকে। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য সুবিস্তীর্ণ দণ্ডকরাজ্য এবং মহাত্মা ঔর্ব্ব ক্ষত্রকুলোদ্ভব তালজঙ্ঘকে বিনষ্ট করিয়াছেন। তুমি কেবল মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের প্রসাদেই দুর্ল্লভ রাজ্য, বল, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বদেবের হব্যবাহী ভগবান হুতাশনের উপাসনা করিয়া থাক। তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন। অতএব ব্রাহ্মণকে সর্ব্বভূতানুপালক ও জীবলোকের কর্ত্তা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াও এরূপ মুগ্ধ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

'হে মহারাজ! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থাবরজঙ্গমসম্বলিত সমুদয় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইতে শৈল, দিক, সলিল, পৃথিবী ও আকাশ সমুদ্ভূত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা অণ্ডজ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্মাণ্ডজ নহেন। তিনি যখন অজনাম ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম কোনরূপেই সম্ভাবিত হয় না। তিনি অণ্ড অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অজনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা সর্ব্বপ্রথমে সমুদ্ভূত হইয়া, অহঙ্কারাত্মক দেহ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সকলের আদিভূত ব্রাহ্মণ। অতএব তাঁহার তুল্য হইতে বাসনা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

"ভগবান সমীরণ এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।"

১৫৪তম অধ্যায়
ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ প্রভাবের প্রাধান্য নির্ণয়

"তখন বায়ু পুনরায় কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বে মহীপাল অঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই পৃথিবী দান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন, "আমি ব্রহ্মার কন্যা, সকল প্রাণীকে ধারণ করিয়া আছি, এই মহীপাল আমাকে প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে আমাকে ব্রাহ্মণসাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ইনি রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হয়েন, আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে আমি এই অধিষ্ঠানভূত ভূমিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করি।'

ভগবতী ধরিত্রী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ব্রহ্মলোকে প্রতি জানিতে পারিয়া যোগবলে স্বীয় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কশ্যপ ভূমির মধ্যে প্রবেশ করাতে উহার পুর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি হইল। উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে তৃণ ও ওষধি উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ভয় ও অধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া গেল।

মহর্ষি কশ্যপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর সেই ভূমির মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন পৃথিবী ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন।

'হে মহারাজ! মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব বল দেখি, সেই কশ্যপ হইতে কোন্ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ?

"ভগবান্ সমীরণ কশ্যপের এইরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবন পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি উতথ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ চন্দ্রের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ছিল। চন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের পর মহর্ষি উতথ্যকেই ঐ কন্যার অনুরূপ পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাও উতথ্যকে আপনার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিলাষে অতি কঠোর তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি অত্রি উতথ্যকে আহ্বানপূর্ব্বক চন্দ্রের সেই কন্যাটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন; উতথ্যও বিধানানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। জলাধিপতি বরুণের পূর্ব্বাবধিই ঐ সোমকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ ছিল। এক্ষণে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং একদা ঐ কন্যাকে যমুনাজলে অবগাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন। ঐ পুরী ছয়লক্ষ হ্রদে সুশোভিত, বিবিধ প্রাসাদসমাকীর্ণ ও সর্ব্বকামসম্পন্ন। উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী আর কুত্রাপি নাই। জলেশ্বর বরুণ সেই রমণীরত্নকে সেই পুরমধ্যে সমানীত করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

'এদিকে দেবর্ষি নারদ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতথ্যের কর্ণগোচর করিলেন। উতথ্য নারদের মুখে স্বীয় পত্নীহরণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "নারদ! তুমি অবিলম্বে বরুণের নিকট গমন করিয়া বল যে, হে জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত উতথ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ। তুমি লোকপালক, লোকের ত' বিলোপক নহ? ভগবান চন্দ্র উতথ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন: তুমি কেন সেই কন্যা অপহরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি উতথ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর।" উতথ্য এইরূপ আদেশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন করিয়া! কহিলেন, "জলেশ্বর! তুমি মহর্ষি উতথ্যের পত্নী অপহরণ করাতে তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিলে?" বরুণ তাঁহার মুখে ও এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "নারদ! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই মহর্ষিকে কহিও যে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী আমার নিতান্ত প্রিয়। আমি ইহাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" জলধিপতি এই কথা কহিলে, মহর্ষি নারদ অচিরাৎ উতথ্যের নিকট গমনপূর্ব্বক অপ্রফুল্লমনে তাঁহাকে কহিলেন, "তপোধন! বরুণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তোমার ভার্য্যা প্রতার্পণ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহাতে সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে গলহস্ত প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছে। সে কিছুতেই তোমাকে প্রদান করিবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর।" দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি উতথ্য বরুণের প্রতি

নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ সলিল সমুদয় স্তম্ভনপূর্ব্বক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় নীরাধিপতি বরুণ উতথ্যকর্ত্তৃক সলিল-সমুদয় পীয়মান দেখিয়া এবং সুহৃদগণকর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও সেই সোমকন্যাকে পবিত্যাগ করলেন না।

'অনন্তর মহর্ষি উতথ্য ক্রোধভরে ভূমিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "ধরিত্রি! এখন তোমার সেই ছয় লক্ষ হ্রদযুক্ত স্থান কোথায়?" মহর্ষি উতথ্য এই কথা কহিবামাত্র সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বরুণের পুর হইতে অপসৃত হইল এবং সেই স্থান ঊষরক্ষেত্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি উতথ্য সরস্বতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত হও। এই স্থানটি তোমাকে পরিত্যক্ত হইয়া অপবিত্র হউক।" স্রোতস্বতী উতথ্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন বরুণ স্বীয় পুরী নিতান্ত জলশূন্য দেখিয়া ভীতচিত্তে সেই সোমকন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক উতথ্যকে প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। মহর্ষি উতথ্য ভার্য্যাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নভাব ধারণপূর্ব্বক সমুদয় জগৎকে জলকষ্ট হইতে ও বরুণকে এই বিপজ্জাল হইতে নিম্মুক্ত করিয়া দিলেন।

"অনন্তর তিনি বরুণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'জলধিরাজ! এই আমি স্বীয় তপোবলে তোমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা প্রত্যাহরণ করিলাম। অতঃপর আর তোমার ইহার নিমিত্ত রোদন করা বৃথা।' মহর্ষি উতথ্যের এইরূপ প্রভাব ছিল, এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?' "

১৫৫তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণপ্রভাব-প্রসঙ্গে অগস্ত্যাদির বিভূতি

"হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে নরপতি কার্ত্তবীর্য্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন! এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ, পিতৃগণের স্বধা ও মানবগণের কর্ম্মকাণ্ডসমুদয় বিলুপ্ত করিলে, দেবগণ ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তেজঃপুঞ্জকলেবর ভাস্কর প্রতিম মহাতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তখন দেবগণ ঐ মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্নান্তে কহিলেন, "ভগবন্! দানবগণ আমাদিগকে পরাস্ত ও ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করিয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগকে এই উপস্থিত ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।"

"দেবগণ এই কথা কহিলে মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের অসুরহস্তে পরাভববৃত্তান্ত-শ্রবণে ক্রোধে কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহর্ষির সেই ক্রোধানলপ্রভাবে অসংখ্য দানব দগ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া শমনসদনে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় যেসকল দানব পৃথিবী ও পাতালতলে অবস্থান

করিয়াছিল, কেবল তাঁহারাই জীবিত রহিল। নরপতি বলি ঐ সময় পাতালতলে অবস্থানপূর্ব্বক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"এইরূপে অগস্ত্যের প্রভাবে স্বর্গস্থ দানবগণ দগ্ধ হইলে দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; মহর্ষি অগস্ত্যেরও ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল। অনন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি ভূমিস্থিত অসুরগণকে পরাজিত করুন। তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে দেবগণ! আমি তোমাদের অনুরোধে স্বর্গস্থ অসুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছি, কিন্তু আর এক্ষণে আমি অসুরবিনাশে সম্মত নহি; কারণ, বারংবার দানবদলন করিলে আমার তপোবল ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

"হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দানবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় অগস্ত্য হইতে শ্রেষ্ঠ?

"ভগবান সমীরণ এই কথা কহিলে মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবতাগণ মানসসরোবরতীরে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে খলীনামে পর্ব্বতাকার দানবসমুদয় উহা দর্শন করিয়া যাজ্ঞিকগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ দানবগণের মধ্যে যাহারা কোনক্রমে বিনষ্ট হইত তাহারা তাহাদের আত্মীয়কর্ত্তৃক ঐ মানসসরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া ভীষণাকার পর্ব্বত ও বৃক্ষসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক সেই শতযোজনসমুত্থিত সলিলরাশি বিলোড়িত করিতে করিতে তীরে গাত্রোত্থান করিত। ঐ দৈত্যগণ বলগর্ব্বে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাঁহারা ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদের পরাক্রমপ্রভাবে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠদেব দেবগণকে নিতান্ত দুঃখিত বোধ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয়প্রদান এবং অবলীলাক্রমে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই দৈত্যদিগকে এককালে ভস্মসাৎ করিলেন।

'ঐ সময় ঐ মহর্ষির তপপ্রভাবে মহানদী গঙ্গা মানসসরোবর ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ নদীদ্বারা সরোবর বিদীর্ণ হওয়াতে উহার নাম সরযূ হইয়াছে। যে-স্থানে সেই খলীনামে দৈত্যসমুদয় নিহত হইয়াছিল, ঐ স্থান অদ্যাপি খলীন নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

'হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে ব্রহ্মার বরে একান্ত গর্ব্বিত দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় বশিষ্ঠদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?"

১৫৬তম অধ্যায়
অত্রি ও চ্যবনঋষির প্রভাববর্ণন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমার নিকট মহর্ষি অত্রির কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যখন অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হয়, তৎকালে রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং ঐ সময়ে সমুদয় দেবগণকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে হইয়াছিল। পরাক্রান্ত দানবগণ ঐ সুযোগে অন্ধকারাবৃত দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ অসুরগণের শরে একান্ত কাতর হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অত্রির সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন! চন্দ্র-সূর্য্য অসুরগণের শরজালে বিদ্ধ হওয়াতে আমরা এই অন্ধকারময় প্রদেশে শত্রুবাণে বিদ্ধ হইতেছি; কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ বিধান করুন।"

'তখন অত্রি কহিলেন, "দেবগণ! আমি কিরূপে তোমাদিগের রক্ষাবিধান করিব, তাহা নির্দ্দেশ কর।" দেবগণ কহিলেন, "ভগবন! আপনি চন্দ্রসূর্য্যরূপী হইয়া তিমিরসমুদয় ধ্বংস করিয়া আমাদিগের শত্রুগণকে নিপাতিত করুন।" দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে মহাত্মা অত্রি তাঁহাদের বাক্যানুসারে প্রথমে প্রিয়দর্শন চন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় তপোবলে দানবগণের শরনিকরে বিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যকে উদ্ভাসিত করিলেন। তখন সমুদয় জগৎ তিমিরশূন্য ও দেবগণের অস্ত্রজালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ অত্রি এইরূপে তিমিররাশি ধ্বংস করিয়া আপনার তেজোবলে দেবগণের প্রবল শত্রু দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণও অসুরদিগকে মহাত্মা অত্রির তেজে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা অত্রির কার্য্য সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ঐ অগ্নিসহায়, চর্ম্মাম্বরধারী, ফলমূলভোজী মহাত্মা অত্রি হইতে এইরূপে দেবগণের রক্ষা ও অসুরগণের সংহার হইয়াছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা অত্রি হইতে শ্রেষ্ঠ?

"ভগবান সমীরণ এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন পবন পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে আমি মহাত্মা চ্যবনের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা চ্যবন দেবসমাজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "দেবরাজ! তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত সোমরস পান করিতে অনুমতি প্রদান কর।"

"তখন ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবান্ উহারা আমাদিগের পরিত্যজ্য ও অসম্মানিত, সুতরাং আমরা কখনই উহাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারিব না; অতএব আপনার

এরূপ অনুরোধ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাকে অন্য যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।'

"চ্যবন কহিলেন, 'দেবরাজ! ইঁহারা সূর্য্যের পুত্র। সুতরাং ইঁহারা অবশ্যই তোমাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারেন। অতএব তোমরা আমার বাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রেয়লাভে সমর্থ হইবে। যদি তোমার আমার বাক্য লঙ্ঘন কর তাহা হইলে তোমাদের বিপদের পরিসীমা থাকিবে না।'

"ইন্দ্র কহিলেন, 'মহর্ষে! আমি কখনই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব না। অন্যের যদি ইচ্ছা হয়, উহাদিগের সহিত সোমরস পান করুক।'

"তখন চ্যবন কহিলেন, 'দেবরাজ! যদি তুমি সহজে আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভূমিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করাইব। মহর্ষি চ্যবন এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হিতসাধনার্থ সহসা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রবলে সুরগণকে অভিভূত করিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি চ্যবনের সেই কার্য্য দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপুল শৈল ও বজ্র সমুদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভগবান্ চ্যবন ইন্দ্রকে ঐরূপ পর্ব্বত ও বজ্রহস্তে ধাবমান দেখিয়া সহসা জলনিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে বজ্র ও পর্ব্বতের সহিত স্তম্ভিত করিয়া মদনামে এক মন্ত্রাহুতিময় ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করলেন। ঐ পুরুষের দন্তসমুদয় শতযোজন বিস্তৃত ও দংষ্ট্রাসকল দ্বিশত যোজন বিস্তৃত। উহার বদনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে অতি ভীষণ হইয়া উঠিল এবং অধর ভূমিতল ও ওষ্ঠ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন মহার্ণবে তিমিমৎস্যের মুখে যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যসমুদয় বাস করে, তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার জিহ্বামূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"এইরূপে দেবগণের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! আমরা সকলেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব, এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অসম্মত না হইয়া মহাত্মা চ্যবনকে নমস্কারপূর্বক উহার ক্রোধশান্তি করুন।' দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ অগত্যা মহাত্মা চ্যবনের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার অভিলষিত বিষয়ে স্বীকার করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন সেই যজ্ঞে সমুদয় দেবতার সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইয়া অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্য ও স্ত্রীগণে সেই ভীষণমূর্ত্তি মদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই নিমিত্ত অক্ষক্রীড়াদিতে আসক্ত হইলে মনুষ্যমাত্রকেই অবসন্ন হইতে হয়; অতএব ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা চ্যবনের মাহাত্ম্য সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা চ্যবন হইতে শ্রেষ্ঠ?

১৫৭তম অধ্যায়
ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে কপ নামক দানব বধ

ভীষ্ম বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ চ্যবনের আহুতিময় মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হয়েন, ঐ সময় মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের অধিকৃত মর্ত্যলোক এবং কপ নামক অসুরগণ, স্বর্গ অপহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়লোক অপহৃত হওয়াতে দেবগণ নিতান্ত দুঃখিতমনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, 'পিতামহ! আমরা মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হইলে কপগণ স্বর্গ ও মহর্ষি চ্যবন আমাদিগের অধিকৃত মর্ত্তলোক অপহরণ করিয়াছেন।"

'তখন ব্রহ্মা কহিলেন, "হে সুরগণ! তোমরা অচিরাৎ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে পূর্ব্বের ন্যায় উভয়লোক অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।" কমলযোনি এই উপদেশ প্রদান করিলে দেবতারা ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেবগণ! আমরা কাহাদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিব?" দেবগণ কহিলেন, "আপনারা কপদিগের সংহারার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করুন।" তখন দ্বিজগণ কহিলেন, "আমরা অনায়াসে ঐ দুরাত্মাদিগকে মর্ত্যলোকে আনয়ন ও পরাজিত করিতে পারিব।"।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিয়া কপদিগের বিনাশসাধনার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন কপগণ, ঐ বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট ধনীনামে একজন দূতকে প্রেরণ করিল। ঐ দূত ব্রাহ্মণগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে দ্বিজগণ! কপগণ কোন অংশেই আপনাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন, তবে কেন বৃথা আপনারা তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন? তাঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, প্রাজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও সত্যব্রতপরায়ণ। লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের নিকট বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহারা রজঃস্বলা সংসর্গ, অসময়ে স্ত্রীসম্ভোগ বা বৃথামাংস ভোজন করেন না। প্রতিদিন প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন, বালকদিগকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান, সকলে মিলিত হইয়া শকটে গমন ও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন গর্ভবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধজন অভুক্ত থাকিতে ভোজন, প্রাতঃকালে ক্রীড়া ও দিবাভাগে শয়ন করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্যান্য বহুবি: গুণে বিভূষিত। অতএব আপনারা কেন বৃথা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে আপনারা এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হউন। তাহা হইলেই সুখী হইতে পারিবেন।"

'কপগণপ্রেরিত দূত এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দূত! আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব আমরা সেই দেবগণের শত্রু কপগণকে অবশ্যই বিনাশ করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

'ব্রাহ্মণগণ এইরূপে দূতের বাক্য অস্বীকার করিলে দূত কপগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, "হে মহাশয়গণ। ব্রাহ্মণেরা কোনরূপেই আপনাদিগের হিতসাধনে সম্মত নহেন।" দূত এই কথা কহিলে কপগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে ধ্বজ উন্নত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রাণবিনাশার্থ প্রজ্বলিত পাবক নিক্ষেপ

করিলেন। সেই ভীষণ হুতাশন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কপদিগকে বিনাশ করিয়া মেঘমণ্ডলের ন্যায় আকাশমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবতারাও সকলে সমবেত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এদিকে বিপ্রগণ যে কপদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কপগণের নিধনবৃত্তান্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন। তখন দেবগণ নারদের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণগণকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া পুনরায় ত্রিলোকমধ্যে আধিপত্য লাভ করিলেন।

বিপ্রপ্রভাব শ্রবণে কার্ত্তবীর্য্যের দম্ভ ত্যাগ

"হে ধর্ম্মরাজ! পবনদেব এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সমীরণ! আমি ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থই জীবনধারণ করিয়াছি, অতঃপর প্রতিনিয়ত উহাদিগকে নমস্কার করিব। আমি মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের প্রসাদবলেই এইরূপ যশোলাভ ও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, আমি যত্নপূর্ব্বক তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিয়াছি।

"তখন পবনদেব কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন কর। তুমি ইতিপুর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ, সেই অপরাধনিবন্ধন কালক্রমে ভৃগুবংশ হইতে তোমার ঘোরতর ভয় সমুপস্থিত হইবে।"

১৫৮তম অধ্যায়

ধর্ম্মকথনে ভীষ্মের বিশ্রাম—কৃষ্ণমাহাত্মকীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি কিরূপ ফল ও কিরূপ উন্নতিলাভের প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই মহামতি বাসুদেব তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে যেরূপ ফল ও উন্নতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবেন। দেখ, অদ্য আমার বাক্য, মন, চক্ষু ও কর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে এবং আমার জ্ঞানেরও তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই। বোধ হইতেছে, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই; অতি অল্পদিনমধ্যেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইবে। অতঃপর আর আমি তোমাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইতেছি না। তোমার নিকট ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম প্রায় সমুদয়ই কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এই বাসুদেবের মুখে শ্রবণ কর।

"আমি এই বাসুদেবকে বিলক্ষণ অবগত আছি। ইহার পূর্ব্বতন বলও আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে তোমার ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে ইনিই তাহা নিরাকরণ করিবেন। এই কৃষ্ণ স্বর্গ ও আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইঁহার দেহ হইতে পৃথিবী সম্ভূত হয় এবং ইনিই

বরাহমূৰ্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধন করেন। দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে এই সমস্ত বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে। এই বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গাঢ়তর অসীম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণ সত্যযুগে ধর্ম্মস্বরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে বলরূপে ও কলিতে অধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হয়েন। ইনিই দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। ইনিই বলিরূপে দানবগণের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

"এই বাসুদেব হইতে ভূত সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। ইনি এই জগতের রক্ষক; যখন ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখনই ইনি দেবতা ও মনুষ্যরূপে আবির্ভূত ও ধর্ম্মনিরত হইয়া লোক সমুদয়কে রক্ষা করেন। ইনি অসুরসংহারার্থ কার্য্য ও অকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, করিয়াছেন ও করিবেন। ঐ অসুরগণের মধ্যে যাহারা ইঁহার শরণাপন্ন হয়, ইনি কদাচ তাঁহাদিগকে বিনাশ, করেন না। ইনি সাক্ষাৎ চন্দ্র-সূর্য্য, রাহু ও ইন্দ্রস্বরূপ। এই বাসুদেব বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বসংহারক। ইনি শূলধারী, মনুষ্যরূপী ও ভীমমূৰ্ত্তি। লোকে ইহার অদ্ভুত কর্ম্মপ্রভাব অবগত হইয়া ইহাকে স্তব করিয়া থাকে। রাক্ষস, গন্ধৰ্ব্ব, অপ্সরা ও দেবগণও প্রতিনিয়ত ইঁহার স্তব করেন। ইনি ধনের পুষ্টিকর্ত্তা ও একমাত্র বিজিগীষু। যজ্ঞকালে ঋত্বিগণ ইহার স্তব করিয়া থাকেন। সামবেদ ইঁহারই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মমন্ত্রদ্বারা ইঁহারই গুণানুবাদ করেন। যজ্ঞে ইঁহার নিমিত্ত হবির্ভাগ কল্পনা করিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ গোবৰ্দ্ধনোদ্ধারণকালে ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ইঁনি গবাদি পশুর অধিপতি। ইঁনি ব্রহ্মরূপ পুরাতন গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবাদি মহাভূত সমুদয়ের প্রলয় দর্শন করিয়াছিলেন।

"এই বাসুদেব অসুরগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারসাধন করেন। লোকেইঁইহাকেই নানাপ্রকার ভোজ্য নিবেদন এবং ইঁহাকেই সমরবিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ ইঁহারই হস্তগত। ইনিই কুম্ভমধ্যে রেতঃসৃষ্টি করিয়া ঐ রেত হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপাদন করেন। ইনি বায়ু, অশ্ব, হস্তী, প্রভামণ্ডলসম্পন্ন সূর্য্য ও আদিদেব। ইনি পদক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগের সমক্ষেই প্রাদুর্ভূত থাকেন। ইনিই যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ইনি সূর্য্যরূপে প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া কাল বিভাগ করেন। ইঁহারই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। ইঁহারই করজাল ঊর্দ্ধভাগ, অধঃপ্রদেশ ও তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ এবং জীবলোকে আলোক প্রদান করে।

"বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। সূর্য্য ইঁহারই কিরণলাভ করিয়া ভূমণ্ডলে করজাল বিস্তার করেন। ইনি প্রতি মাসে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইনি বেদরূপী। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইঁহারই মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইনি শীত, উত্তাপ ও বৃষ্টিরূপ তিন নাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক কালচক্রকে বহন করিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্য্যার সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি মহাতেজস্বী, সর্ব্বগামী ও সকলের শ্রেষ্ঠ। ইনি একাকীই সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

"হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সৃষ্টিকর্ত্তা বাসুদেবের শরণাপন্ন হও। ইনি একদা হতাশনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থানপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ

করিয়াছিলেন। ইনিই উরগ ও রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া অগ্নিতে সমুদয় বস্তু আহুতি প্রদান করেন। ইনি অর্জ্জুনকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ইনিই অশ্বগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ যে রথের চক্র, ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃপ্রদেশে যাহার গতি, কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সরু এই চারিটি যাহার অশ্ব এবং শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিনটি যাহার বর্ণ সেই সংসাররথ ইঁহারই অধিকৃত। ইনিই বিশ্বসংসারের পুষ্টিসংহারকারক। ইনি অরণ্য ও পর্ব্বত সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

"এই বাসুদেব নদী লঙ্ঘনপূর্ব্বক বজ্রপ্রহরণোদ্যত শক্রকে পরাভব করিয়াছিলেন। ইনিই ইন্দ্রিয়স্বরূপ। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে ঋকসহস্র দ্বারা ইঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। ইনি ব্যতিরেকে আর কেহই মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে গৃহে অবস্থাপন [বাস করাইতে] করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইনি একমাত্র পুরাতন ঋষি।

'ইনি আপনা হইতে সমুদয়ের সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি বেদজ্ঞ। ইনি প্রাচীন বিধিসমুদয় লঙ্ঘন করেন না। ইনি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের ফলস্বরূপ। ইনি শুক্ল, জ্যোতি, তিন লোক, তিন লোকের পালক, তিন অগ্নি ও তিন ব্যাহৃতি [ভূঃ, ভূবঃ স্বঃ] বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি সংবৎসর, ঋতু, অর্দ্ধমাস, অহোরাত্র, কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, লব ও ক্ষণ। ইহা হইতেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, পর্ব্বত, পূর্ণিমা-নক্ষত্র, যোগ ও ঋতু-সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদগণ, প্রজাপতিগণ, দেবমাতা অদিতি, দিতি ও সপ্তর্ষিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা।

'ইনি বায়ুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দগ্ধ করিতেছেন; সলিলস্বরূপ হইয়া সমুদয় বস্তু নিমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ হইয়াও বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়সমুদয় জ্ঞাত হইতেছেন। ইনি বিধিস্বরূপ হইয়াও ধর্ম্ম, বেদ ও বলবিষয়ে যে সমস্ত বিধি বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অবলম্বন করেন। ইনি চরাচর বিশ্ব। ইনি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া প্রভা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন। ইনি পূর্ব্বে সলিল সৃষ্টি করিয়া পরে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি ঋতু, উৎপাত, বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ; বিদ্যুৎ, ঐরাবত ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূত। ইনি বিশ্বের আধারস্বরূপ। ইনি নির্গুণ ও জীবস্বরূপ। ইনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইনি সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। ইনি এই পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিবার অভিলাষে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি আপনার মহিমায় দেবতা, অসুর, মনুষ্য, ঋষি ও পিতৃগণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ। ইনি প্রাণীগণের অন্তকালে মৃত্যুমুখে আবির্ভূত হয়েন। এই জীবলোকে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ ও অশুভ, ইনিই তৎসমুদয়স্বরূপ। ইনি অচিন্তনীয়, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা জল্পনামাত্র।"

১৫৯তম অধ্যায়
কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিপ্রপূজা প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বাসুদেব! পিতামহ তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।"

বাসুদেব কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ব্রাহ্মণের গুণসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। একদা দ্বারাবতী নগরে প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "পিতঃ! ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোকের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়েন এবং তাঁহাদিগের পূজা করিলেই বা কি ফললাভ হয়, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।'

"প্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে, আমি তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! 'ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলে যে ফললাভ হয়, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুশীলন, মোক্ষলাভের উদ্‌যোগ, যশ ও শ্রীলাভ, রোগশান্তি এবং দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রের ন্যায় জগতের আনন্দজনক এবং উভয়লোকে সুখদুঃখদাতা। ব্রাহ্মণগণ হইতে সমুদয় কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। উঁহাদের অর্চ্চনা করিলে আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও বল পরিবর্দ্ধিত হয়। উঁহারাই সকলের আদি ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং আমি স্বয়ং ঈশ্বর মনে করিয়া কখনই উঁহাদিগকে অনাদর করিতে পারি না। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ করা তোমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের অগোচর কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে সমুদয় জগৎ ভস্মসাৎ করিয়া নূতন লোক ও লোকেশ্বর-সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব পরম তেজস্বী জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উপাসনা করিবেন।

রুক্মিণীসহ কৃষ্ণের দুর্ব্বাসা ঋষির সেবা

'পূর্ব্বে চীরবাসা, বিশ্বদণ্ডধারী, দীর্ঘকলেবর, দীর্ঘশ্মশ্রু, কৃশাঙ্গ, মহাত্মা দুর্ব্বাসা মনুষ্যলোক ও দেবলোকের সমুদয় চত্বর ও সভাতে এই কথা কহিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যে, আমি দুর্ব্বাসা, বাসার্থী হইয়া নানাস্থানে বিচরণ করিতেছি; অতএব আমাকে স্বীয় গৃহে বাস করাইতে যাহার বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর। কিন্তু অণুমাত্র অপরাধ দেখিলেই আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় দান করিবে, তাহাকে সতত সাবধান থাকিতে হইবে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিয়া পরিভ্রমণ করাতে কেহই তাহাকে আশ্রয়দান করিতে সম্মত হইল না। তখন আমি তাঁহাকে পরম যত্নসহকারে আহ্বানপূর্ব্বক আত্মগৃহে বাস করাইলাম।

'ঐ মহাত্মা কোন দিন বহু সহস্র ব্যক্তির ভোজ্য, কোন দিন অতি অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিতেন এবং কোন দিন বা আমার আবাস হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক আর প্রত্যাগমনও করিতেন না। তিনি অকস্মাৎ হাস্য ও অকস্মাৎ রোদন করিতেন। একদা তিনি স্বীয় শয়নমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যা, আস্তরণ ও নানালঙ্কারসমলস্কৃত কন্যাগণকে দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে বিনির্গত হইয়া আমাকে কহিলেন, "বাসুদেব! আমি পরমান্ন ভোজন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমাকে উহা প্রদান কর।"

'আমি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার মনোবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পরিজন দিগেরদ্বারা বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় বস্তু প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহার আজ্ঞামাত্র উত্তপ্ত পায়স আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন তিনি সেই পায়স ভোজন করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি অবিলম্বে আপনার সর্ব্বাঙ্গে এই পায়স লেপন কর।" দুর্ব্বাসা ঐরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র আমি অবিচারিতচিত্তে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট উত্তপ্ত পায়স লেপন করিলাম। ঐ সময় তোমার জননী রুক্মিণী সেই স্থানে সমুপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহার গাত্রে পায়স লেপনপূর্ব্বক তাহাকে রথে নিয়োজিত করিয়া আমার আবাস হইতে বহির্গত হইলেন এবং সারথি যেমন বাহনদিগকে প্রহার করে, তদ্রূপ আমার সমক্ষেই প্রতোদ্দারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে রুক্মিণীকে কষ্ট প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইল না।

'অনন্তর মহর্ষি সেই রথে সমারূঢ় হইয়া রাজমার্গে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় কতিপয় যদুবংশীয় ব্যক্তি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "এই ভূমণ্ডলে যেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ জন্মগ্রহণ না করে। ব্রাহ্মণের অতি অদ্ভুত প্রভাব। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি মহানুভবা রুক্মিণীকে রথে যোজিত করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? আশীবিষের বিষ তীক্ষ্ণ; কিন্তু ব্রাহ্মণকে তাহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্বরূপ আশীবিষ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, তাহার চিকিৎসক কেহই নাই।" পরমদুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপে রথারূঢ় হইয়া রাজমার্গে ধাবমান হইলে তোমার জননী পথিমধ্যে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিলেন। মহর্ষি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে যখন রুক্মিণী কোনরূপেই গমন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্টচিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কুৎসিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে ধাবমান হইলেন। আমিও পায়সদিগ্ধকলেবরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কহিতে লাগিলাম, "ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

দুর্ব্বাসার নিকট কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বরলাভ

"তখন সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি ক্রোধকে একেবারে পরাজিত করিয়াছ; তোমার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অপরাধ লক্ষিত হইলা না, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, অন্ন যেমন দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রিয়, তুমিও তদ্রূপ সমুদয় লোকের প্রিয়পাত্র হইবে। কোন লোকে তোমার পবিত্র কীর্ত্তি অপ্রচারিত থাকিবে না এবং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সকলের প্রিয় হইবে। তোমার যেসমুদয় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন হইয়াছে, তুমি তৎসমুদয় পূর্ব্ববৎ বা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন করিতে পারিবে। ঐ পায়স লেপন করাতে তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। তুমি যতকাল ইচ্ছা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে। তুমি কেবল স্বীয় পদতলে পায়স লেপন[2] না করিয়া আমার অপ্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।

"ভগবান্ দুব্বাসা প্রীত হইয়া আমাকে এইরূপ কহিলে, আমি স্বীয় শরীরকে অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন দেখিলাম। অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে!

তুমি ইহলোকে স্ত্রীজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট যশ ও কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তুমি পবিত্রগন্ধবিশিষ্ট হইয়া তোমার পতি কেশবের শুশ্রূষা ও তাঁহার সালোক্য লাভ করিবে। বাসুদেব ষোড়শসহস্র বধূর মধ্যে তোমার প্রতিই নিতান্ত অনুরক্ত হইবেন। অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপে ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কাল হরণ কর।'

"ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি 'ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করলাম। তৎপরে তোমার জননীর সহিত মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক প্রীতমনে স্বীয় গৃহে আগমন করিয়া দেখিলাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা যেসমুদয় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আমি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম।'

"হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রদ্যুম্নের নিকট মহাত্মা দুর্ব্বাসার মাহাত্ম্য যেরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট তাহা কহিলাম। অতএব আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে গোসমুদয় ও ধন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করুন। মহাত্মা ভীষ্ম আমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণগণের প্রসাদেই, ঐ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছি।"

১৬০তম অধ্যায়

কৃষ্ণের রুদ্রপ্রভাববর্ণন—দক্ষযজ্ঞধ্বংস

যুদ্ধিষ্ঠির কহিলেন, "মধুসূদন! তুমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত এবং মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও নামসমুদয় অবগত হইয়াছ তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতুহল উত্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি উহা কীর্ত্তন কর।"

তখন বাসুদের কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রযতভাবে যাহা পাঠ করিয়া থাকি, এক্ষণে ভগবান্ ভুতপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবী সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি এই ত্রিলোকের আদি-কারণ। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ নহেন। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিলে শত্রুগণ তাঁহার গাত্রগন্ধেই ভীত, কম্পিত, সংজ্ঞাহীন ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে রণস্থলে দেবগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিকটমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব

বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না।

"প্রজাপতি দক্ষ অতি সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভাগ কল্পনা না করাতে তিনি রোষভরে শরাসনে শরসংযোগপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই যজ্ঞ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সহসা দক্ষযজ্ঞ বিদ্ধ হইতে দেবগণের সুখলাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাদেবের জ্যাশব্দে সমুদয় লোক সমাকুল, দেবতা ও অসুরগণ বিষণ্ন, জল সংক্ষুব্ধ ও বসুন্ধরা বিকম্পিত হইয়া উঠিল। পর্ব্বতসমুদয় চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও আকাশমণ্ডল এককালে বিনষ্ট হইল। সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির কিছুমাত্র প্রভা রহিল না এবং লোকসমুদয় গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময় ঋষিগণ একান্ত ভীত হইয়া সমুদয় জগতের হিতকামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর প্রবলপরাক্রম রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ভগের নয়নদ্বয় উৎপাটিত ও পদাঘাতদ্বারা পুষার দন্তপংক্তি বিপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ রুদ্রের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু পিনাকপাণি তাঁহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত বিপদগ্রস্ত বোধ করিয়া শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবাদিদেব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবকে শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিমিত্ত উত্তমরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুনরায় যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া তাহার যেসমুদয় অঙ্গ অপহৃত হইয়াছিল, তৎসমুদয় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

ত্রিপুরাসুর-প্রভাবপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের বাহুস্তম্ভ

"পুর্ব্বে অসুরগণের লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিন পুরী ছিল। দেবরাজ ইন্দ্রও স্বীয় সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা ঐ অসুরপুরী বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অনন্তর দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবাদিদেব! দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ আমাদিগের সমুদয় কার্য্যেই উপদ্রব করিবে, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দৈত্যগণের পুরত্রয়ের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

"দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতপতি তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শল্য, সূর্য্যপুত্র যমকে পুঙ্খ, চারি বেদকে শরাসন, সাবিত্রীদেবীকে জ্যা এবং ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া পর্ব্বত্রয়সংযুক্ত ত্রিশূলদ্বারা অসুরদিগের সহিত সেই পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন পঞ্চশিখাসংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া সহসা পার্ব্বতীর ক্রোড়দেশে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালকটি কে? ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র পার্ব্বতীর ক্রোড়ে এই বালককে উপবিষ্ট দর্শন করিবামাত্র ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাকে বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান ভূতপতি সহসা তাঁহার সেই বজ্রসংযুক্ত পরিঘাকার বাহু

স্তম্ভিত করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবলে সেই বালককে ভুবনেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিলে, দেবগণ সকলেই তাঁহাকে ও পার্ব্বতীকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহু পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল।

"ঐ মহেশ্বর তেজঃপুঞ্জকলেবর দুর্ব্বাসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া বহুকাল আমার দ্বারকাপুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ উপদ্রব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি অবিকৃতচিত্তে তৎকৃত সমুদয় উপদ্রবই সহ্য করিয়াছিলাম। তিনি রুদ্র, শিব, অগ্নি, সর্ব্ব, সর্ব্বজিৎ, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঈশান, কাল, অনন্ত, মৃত্যু, ভব, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক, বিদিক, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াত্মা। তিনি কখন একধা, কখন দ্বিধা, কখন সহস্রধা, কখন শতসহস্রধা ও কখন বা তদপেক্ষা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। এক শত বৎসরেও কেহ তাহার সমুদয় গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।"

১৬১তম অধ্যায়
মূর্ত্তিভেদে রুদ্রমাহাত্মভেদ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি বহুরূপ ও বহুনামধারী মহাত্মা রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য আরও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ [একনেত্র], ত্র্যম্বক [ত্রিনেত্র], বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্ত্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক মূর্ত্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভীষণমূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এবং সৌম্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উহার শরীরের অর্ধাংশকে অগ্নি ও অর্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং উগ্রমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকে।

"মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বনিবন্ধন মহাদেবকে মহেশ্বরনামে নির্দ্দেশ করা যায়। উনি তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবলপ্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা ও শোণিতমিশ্রিত মজ্জামাংসভক্ষক বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র; উনি দেবগণের মধ্যে মহান; উহার বিষয়ের পরিসীমা নাই ও উনি বিশ্বসংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া উহার নাম মহাদেব। উনি ধূমরূপী বলিয়া উহার নাম ধূর্জ্জটি; উনি মনুষ্যগণের মঙ্গলকামনা করিয়া নিয়ত বিবিধ কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া উহার নাম শিব; উনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ ও স্বয়ং ঊর্ধ্বে অবস্থান করিয়া প্রাণীগণের প্রাণ বিনাশ করেন বলিয়া উহার নাম স্থাণু; উনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া উহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেব তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে। উনি কখন সহস্রাক্ষ ও কখন অযুতাক্ষ হয়েন এবং কখন বা উহার শরীরের সর্ব্বত্র চক্ষু বিদ্যমান থাকে। উনি পশুদিগের অধিপতি হইয়া সতত তাহাদিগের প্রতিপালন ও.তাহাদিগের সহিত বিহার করেন বলিয়া পশুপতিনামে অভিহিত হয়েন।

“উঁহার লিঙ্গ প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া সকলেই উঁহার পূজা করিয়া থাকে। লিঙ্গপূজায় উহার পরম প্রীতিলাভ হয়। যে ব্যক্তি উহার মূর্ত্তি এবং উঁহার লিঙ্গ পূজা করে, ঐ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গপূজয়িতারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতিলাভ হইয়া থাকে। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ উহার ঊর্দ্ধসমাস্থিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। লিঙ্গপূজা করিলে মহেশ্বর পরমাহ্লাদিত হইয়া পূজয়িতাকে উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করেন। শ্মশানভূমি উহার আবাসস্থান। যাঁহারা ঐ স্থানে উঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চরমে বারলোকগমনে সমর্থ হয়েন। ভগবান ভূতপতি দেবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থিত প্রাণ ও অপানবায়ুস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নানাপ্রকার বিকটমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও চরিত্রনিবন্ধন বেদে উহার নানাপ্রকার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ উঁহার বেদোক্ত ও ব্যাসোক্ত শতরুদ্রীয় পাঠ করিয়া থাকেন। উনিই সমুদয় লোককে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন।

“ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণ উহাকে বিশ্বরূপী, মহৎ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উনি দেবগণের আদি। উঁহার মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছে। উনি প্রাণান্তেও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করেন না। উনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও বিবিধ কামনা প্রদান করেন; আবার উনিই তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের যেসমুদয় ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, তৎসমুদয় উঁহারই ঐশ্বর্য্য। উনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের শুভাশুভ-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সমুদয় ভোগ্যবস্তুতে উঁহার প্রভুত্ব আছে বলিয়া উহাকে ঈশ্বর এবং উনি যাবতীয় মহবিষয়ের অধীশ্বর বলিয়া উহাকে মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উনি স্বীয় বিবিধ রূপদ্বারা এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমুদ্রমধ্যস্থিত বড়বামুখ উঁহারই বক্ত্র।”

১৬২ততম অধ্যায়
ধর্ম্মের প্রামাণ্য-নির্ণয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয় ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “পিতামহ। ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষ ও আগম এই দুইটির মধ্যে কোনটি প্রমাণ হইবে?”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আমার বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। যাহাই হউক, তোমার যদি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, আমি তাহা নিরাকরণ করিয়া দিতেছি। প্রত্যক্ষ ও আগম এই উভয় প্রমাণে অনায়াসে সংশয় জন্মিতে পারে, কিন্তু সেই সংশয়টি ছেদন করা নিতান্ত সুকঠিন। প্রজ্ঞাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ কারণ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের এককালে অসদ্ভাব স্বীকার বা তাহার অস্তিত্ব-বিষয়ে সংশয় করিয়া থালে। সেই সমস্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত [ভ্রান্তপথে চালিত] সন্দেহ নাই। যদি ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক হইল, তাহা হইলে আগমকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু অনলস, প্রাণযাত্রানির্ব্বাহে অভিনিবেশশূন্য ও তৎপর না হইলে আগমপ্রমাণ স্থির করা সহজ হয় না। হেতুবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল লোকের জ্যোতিঃস্বরূপ আগম অবলম্বন করিলে বিপুল

জ্ঞানলাভ করা যায়। হেতুবাদ নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অমূলক উহা কদাচই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! প্রত্যক্ষ, আগম ও বহুবিধ শিষ্ঠাচার এই তিনটির মধ্যে কোনটি প্রধান হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! বলবান্ দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্ম হ্রিয়মান [লুপ্তপ্রায়] হইলে, যদিও যত্নসহকারে তৎকালে তাহার মর্য্যাদারক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহা কালসহকারে নিশ্চয়ই ভিন্ন [ভগ্ন-বিচ্ছিন্ন] হইয়া যায় খায়। ঐ সময় তৃণদ্বারা যেমন কূপ সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ অধর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন দুষ্টলোকেরা অতএব ঐ সময় ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে ঐ সমস্ত শিষ্টাচার উচ্ছিন্ন করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হয়। অসচ্চরিত্র, শ্রুতিত্যাগপরায়ণ, ধর্ম্মবিদ্বেষী পরের বাক্য কদাচ সপ্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা বেগপরায়ণ, সন্তুষ্টচিত্ত ও ঐ সমস্ত পামরের বিদ্বেষী—অর্থ, কাম, লোভ ও মোহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত মহাত্মার নিকট গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করা উচিত। ঐ সমস্ত মহাত্মার চরিত্র কদাচ দূষিত হয় না এবং উঁহারা যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন কখনই পরিত্যাগ করেন না। ফলতঃ প্রত্যক্ষ, বেদ ও শিষ্টাচার এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আমি সংশয়রূপ দুস্তর-সাগরে নিপতিত হইয়াছি, উহার পাড় নিরীক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদ, প্রত্যক্ষ ও আচার এই তিনটিই ধর্ম্মের প্রমাণ হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মও তিন প্রকার স্বীকার করিতে হইবে।”

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম একমাত্র। ঐ তিনটি উহার প্রমাণ। ঐ তিন প্রমাণ প্রত্যেকেই যে পৃথক পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে; উহারা সমবেত হইয়াই ধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তিনটি যে ধর্ম্মের প্রমাণস্থল, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি আপনিই ঐ তিন প্রমাণানুসারে সংশয়চ্ছেদন করিবে। আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে যেন তোমার সংশয় উপস্থিত না হয়; অন্ধ ও জড়ের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে উহার অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত।

“অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম। তুমি এই সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, তোমার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তুমিও তাহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার কর। যে ব্যক্তি প্রমাণকে অপ্রমাণ বলে, সে নিতান্ত অপণ্ডিত, তাহার বাক্য কদাচ প্রমাণ হইতে পারে না; সে সকলেরই শোচনীয় অতএব তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের সৎকার ও সমাদর কর। ব্রাহ্মণেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। উঁহারাই এই তিননোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।”

ধর্ম্মদ্বেষী ও ধর্ম্মানুরাগীর গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যাহারা ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ঐ উভয়বিধ লোকদিগের মধ্যে কাহাদের কিরূপ গতিলাভ হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী, তাহারা রজ ও তমগুণে আচ্ছন্ন হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। আর যাঁহারা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন, সেই সমস্ত সত্য ও সরলতাপরায়ণ সাধু ব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহারা নিরন্তর আচার্য্যদিগের সেবা করিয়া ধর্ম্মকেই একমাত্র গতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যই হউক আর দেবতাই হউক, যাঁহারা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, সেই সমস্ত লোভমোহশূন্য মহাত্মারা নিশ্চয়ই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ব্রহ্মার প্রধানপুত্র ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মস্বরূপ। ধার্ম্মিকগণ একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কাহাদিগকে সাধু ও কাহাদিগকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহাদিগের উভয়ের কার্য্যই বা কি প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

সাধু ও অসাধুর লক্ষণ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অসাধু দুরাচার ও দুর্ম্মুখ। সাধু ব্যক্তিরা সুশীল ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। তাঁহারা কখন রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্যমধ্যে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করেন না; দেবতা, পিতৃগণ, ভূত, অতিথি ও কুটুম্বদিগকে আহার প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনারা আহার করেন; ভোজনকালে কথোপকথন বা আর্দ্রহস্তে শয়ন করেন না। উঁহারা সূর্য্য, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ; ভারাক্রান্ত বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, নগরাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও নরপতিদিগকে পথ প্রদান এবং সমাগত অতিথি, পোষ্যবর্গ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই উভয়কালই ভোজনের প্রকৃত সময়। এই সময়ের মধ্যে আর আহার গ্রহণ না করিলেই উপবাস করা হয়। হোমকালে বহ্নি যেমন আজ্যপাত্রের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষসংসর্গ প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্ত্তব্য। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পত্নীসংসর্গ না করিলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। সত্যবাক্য, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিনই তুল্য পদার্থ। অতএব নিয়ত নিয়মানুসারে গো-ব্রাহ্মণের পূজা করা কর্ত্তব্য।

"যজুর্ব্বেদানুসারে যে মাংসের সংস্কার করা হয়, তাহা ভক্ষণ, করা দোষাবহ নহে। পৃষ্ঠমাংস ও বৃথামাংস পুত্রমাংসের তুল্য। স্বদেশেই হউক আর ভিন্ন দেশেই হউক, অতিথিকে উপবাসী রাখা কদাচ বিধেয় নহে। উপাধ্যায়কে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান, পাঠসমাপনান্তে দক্ষিণা দান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাধ্যায়কে অর্চ্চনা করিলে দেহপুষ্টি, আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অবমাননা ও দূরদেশে প্রেরণ করা কদাচ বিধেয় নহে। উঁহারা দণ্ডায়মান থাকিলে উপবেশন করা নিতান্ত অনুচিত। উহা করিল আয়ুঃক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিবস্ত্রা স্ত্রী ও উলঙ্গ পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গোপনেই স্ত্রীসম্ভোগ ও আহার করা উচিত। গুরুজন অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ,

হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্বেষণের বিষয় ও সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছুই নাই।

"বৃদ্ধজনের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বৃদ্ধগণের সেবা করিলে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয়। বেদাধ্যয়ন ও ভোজনকালে দক্ষিণাপাণি উত্তোলন করা বিধেয়। প্রতিনিয়ত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংস্কৃত পায়স, যাবক, কৃশর ও হবিদ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, গ্রহগণের পূজা, ক্ষৌরকর্ম্মে মঙ্গলাচরণ, ক্ষুতকারীকে আশীর্ব্বাদ এবং ব্যাধিত ব্যক্তিদিগকে 'দীর্ঘায়ুরস্তু' বলিয়া অভিনন্দন করা উচিত। বিপদগ্রস্ত হইয়াও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি 'তুমি' এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বিদ্যাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তুমি এই বাক্য মৃত্যুতুল্য। বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি 'তুমি' বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। পাপাত্মাদিগের মনোমধ্যে নিয়ত পাপকার্য্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সজ্জনসমাজে তাহা গোপন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

"অসাধু ব্যক্তিরা 'আমি যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, ইহা দেবতা বা মনুষ্য কেহই জ্ঞাত হইতে পারে নাই', এই মনে করিয়া কত পাপকার্য্য গোপনে করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু উহা নিতান্ত দোষাবহ। পাপাচরণ করিয়া গোপনে রাখিলে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি হয়। অতএব পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহা গোপনে না রাখিয়া সাধুসমাজে প্রকাশ করাই উচিত। সাধুব্যক্তিদিগের নিকট পাপকার্য্য প্রকাশ করিলে, তাহারা কোন না কোন উপায়দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করিতে পারেন। যেমন লবণের উপর জলসেক করিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়, তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিক.. ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত অল্প পাপের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে।

"আশাগ্রস্ত হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে কালসহকারে উহা বিনষ্ট হয় সঞ্চয়কার দেহনাশের পর অন্যকর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়। পণ্ডিতব্যক্তিরা কহেন যে, মনের দ্বারাই লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। অতএব অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সকলেরই উচিত। একাকী ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয়, নহে। যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ধর্ম্মের বণিক বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। গর্ব্বিতভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবার্চ্চনা, অকপটভাবে গুরুজনের সেবা এবং সৎপাত্রে দান করিয়া পরলোকের হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

১৬৩তম অধ্যায়
কর্ম্মাধীন জীবের সৎপুরুষকার সার্থকতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই জীবলোকে হতভাগ্য মনুষ্য বলবান হইলেও কদাচ অর্থলাভ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ভাগ্যবান, সে নিতান্ত দুর্ব্বল ও বালক হইলেও অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। লাভের সময় উপস্থিত না হইলে যত্ন করিলেও অর্থ হস্তগত হয় না; কিন্তু লাভকাল উপস্থিত হইলে অনায়াসেই বিপুল বিত্ত হস্তগত হইয়া থাকে। অনেকে বহু যত্ন করিয়াও কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার অনেকে অনায়াসে

প্রভূত ধনের আধিপত্য লাভ করে। যদি মনুষ্য যত্নবান হইলেই সমুদয় ফললাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে বিদ্বান ব্যক্তিরা -- জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের উপাসনা করিতেন না। যখন মনুষ্য যত্ন করিয়াও ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে উহা লাভ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কোন ব্যক্তি অর্জ্জনস্পৃহার অধীন হইয়া প্রভূত আয় সত্ত্বেও অর্থলাভের চেষ্টা করিয়া দুঃখভোগ করে এবং কোন ব্যক্তি অর্থান্বেষণে বিরত হইয়াও পরমসুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে, কোন কোন নির্দ্ধন ব্যক্তি নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ধনবান এবং কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নির্দ্ধন হইতেছে।

"কেহ কেহ প্রযত্নসহকারে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও নীতিজ্ঞ হইতে পারে না, আবার কেহ কেহ নীতিশাস্ত্র স্পর্শ না করিয়াও মন্ত্রিত্বলাভে সমর্থ হয়। কখন কখন বিদ্বান ও মূর্খ উভয়কেই ধনবান, আবার কখন কখন ঐ উভয়কেই নির্দ্ধন হইতে দেখা যায়। যদি বিদ্যালাভ করিলেই লোকের সুখলাভ হইত, তাহা হইলে বিদ্বান ব্যক্তিরা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। জলদ্বারা যেমন লোকের পিপাসাশান্তি হয় তদ্রূপ যদি বিদ্যাবলেই লোকের সমুদয় কার্য্যসাধন হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, কেহ বিদ্যোপার্জ্জনে অযত্ন করিত না। আয়ুঃসত্ত্বে শতবাণে বিদ্ধ হইলেও লোকের প্রাণবিয়োগ হয় না, কিন্তু আয়ুঃক্ষয় হইলে লোকে তৃণাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণপরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং আপনার উন্নিতসাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? এই বিষয়ে আমি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি বহু যত্ন করিয়াও ধনলাভ করি না পারে, কঠোর তপানুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজবপন না করিলে কেহই ফলভোগের অধিকারী হয় না। মণীষিগণ কহিয়া থাকেন, মনুষ্য দানদ্বারা ভোগশীল, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাদ্বারা মেধাবী ও অহিংসদ্বারা দীর্ঘায়ু হয়। অতএব মনুষ্য সতত প্রিয়বাদী, লোকের হিতানুষ্ঠাননিরত, বিশুদ্ধস্বভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া যাত্রা পরিত্যাগ, দান ও ধার্ম্মিকগণের পূজা করিবে। দংশকীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীগণকে স্ব স্ব কর্ম্মরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব প্রাণীমাত্রকেই কর্ম্মের অধীন বিবেচনা করিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ কর।"

১৬৪তম অধ্যায়
কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বয়ং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে অথবা অন্যকে সকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, তাহার ধারে ধর্ম্মলাভের আশা থাকে; আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, সে কখই ধর্ম্মলাভ করিবার প্রত্যাশা করিবে না। কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহে কর্ত্তা। কালই প্রাণীগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। লোকে যখন ধর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, সেই সময়েই তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। অদৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কখনই ধর্ম্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞ

ব্যক্তির লক্ষণ। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যত্নসহকারে সময়ানুরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা আর এই ভূমণ্ডলে রজোগুণসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না মনে করিয়াই বুদ্ধিদ্বারা আত্মার উন্নতি করিয়া থাকেন। কাল কখনই যথার্থ ধর্ম্মকে অবিশুদ্ধ ও দুঃখের হেতুভূত করিতে পারে না, অতএব ধর্ম্মচারী ব্যক্তিদিগের আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, কালকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ধর্ম্মকে স্পর্শও করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মপ্রভাবেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিস্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকের প্রকাশক বলিয়া অভিহিত হয়।

"কেহ কাহাকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে, লোকভয়বশতঃই ছলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। শূদ্রবংশীয় সাধুব্যক্তিরা 'আমাদিগের কোন আশ্রমধর্ম্মেই অধিকার নাই' এইরূপ ছলবাক্য প্রয়োগ না করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণই পঞ্চভূতময় দেহ ধারণ করে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে উহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। উহারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই সকলে একভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি বল যে, ধর্ম্ম নিত্যপদার্থ, কিন্তু উহার ফল স্বর্গাদি অনিত্য হয় কেন! তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম্ম দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্ম অনিত্য; সুতরাং তাহার ফল অনিত্য; আর নিষ্কাম ধর্ম্মনিত্য, সুতরাং তাহার ফলও নিত্য। সমুদয় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মবলে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মসংযুক্ত সঙ্কল্প উদিত হইয়া গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ফলতঃ প্রাক্তন কার্য্যই লোকের সুখ-দুঃখের কারণ; সুতরাং তির্য্যগযোনিগত প্রাণীগণেরও সুখদুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

১৬৫তম অধ্যায়
পাপনাশন সুরনরাদির নাম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি, কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভ হয় এবং কি প্রকার কার্য্যদ্বারাই বা লোকের পাপ অপনীত হইয়া থাকে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট দেব, ঋষি, নদী ও পর্ব্বতসমুদয়ের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ নাম সমুদয় ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য অবুদ্ধিপূর্ব্বক বা বুদ্ধিপূর্ব্বকই হউক, ইন্দ্রিয়দ্বারা দিবা রাত্রি ও সন্ধিক্ষণে যে পাপানুষ্ঠান করে, শুচি হইয়া এই নাম সমুদয় কীর্ত্তন করিলে তৎসমুদয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই নাম সমুদয় পাঠ করে, তাহাকে কদাচ অন্ধ বধির হইতে হয় না। তাহার সতত মঙ্গল লাভ হয়; সে কদাচ তির্য্যগযোনি, সঙ্করযোনি ও নরক প্রাপ্ত হয় না; তাহার দুঃখ ও ভয় এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাহাকে মৃত্যুকালেও বিমোহিত হইতে হয় না। এক্ষণে আমি ঐ নামসমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

"সর্ব্বভূতনমস্কৃত দেবাসুর গুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী, বেদসমুদয়ের উৎপাদক লোককর্ত্তা-ভগবান্ বিষ্ণু, বিরূপাক্ষ উমাপতি মহাদেব, সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শচীপতি ইন্দ্র, যম ও তাহার পত্নী ধূমোর্ণা, বরুণ ও তাহার পত্নী গৌরী, কুবের ও তাঁহার পত্নী ঋদ্ধি, সুশীলা সুরভী, মহর্ষি বিশ্রবা, সঙ্কল্প, সাগর, গঙ্গা, মরুদগণ, অপঃসিদ্ধ বালখিল্যগণ, মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বরু, চিত্রসেন, দেবদূত, ঊর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, পিতৃগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দীক্ষা, ব্যবসায়, পিতামহ, দিবারাত্রি, মরীচিতনয় কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, গরুড়, সমুদ্র, কদ্রুপুত্র পন্নগগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুষ্কর, গঙ্গা, বেণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, কুলম্পুনা, বিশল্যা, করতোয়া, অম্বুবাহিনী, সরযু, গণ্ডকী, মহানদ, লৌহিত্য, তাম্রা, অরুণা, বেত্রবতী, কাবেরী, বঙ্কু, মন্দাকিনী, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, বিশ্বেশ্বরস্থান, বিমলসরোবর, পুণ্যতীর্থসঙ্কুল কুরুক্ষেত্র, ক্ষীরোদসমুদ্র, তপস্যা, দান, জম্বুমার্গ, হিরন্বতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী, বেদস্মৃতি, বেদবতী, মালব্য, অশ্ববতী, ভূমিভাগ, গঙ্গাদ্বার, ঋষিকুল্যা, চিত্রবহা, চর্ম্মন্বতী, কৌশিকী, যমুনা, ভীমরথী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, সরস্বতী, নন্দা, অপরনন্দা, মহাহ্রদ, গয়া, ফল্গু, দেবগণসম্বলিত ধর্ম্মারণ্য, মন্দাকিনী, ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপবিনাশন মানসসরোবর, দিব্যৌষধিসমন্বিত হিমালয়, বিচিত্র ধাতুসম্পন্ন ঔষধান্বিত বিন্ধ্য, সুমেরু, মহেন্দ্র, মলয়, রজতপূর্ণ শ্বেতশৃঙ্গবান, সুন্দর, নীল, নিষধ, দর্দ্দুর, চিত্রকূট, অঞ্জনাভ, গন্ধমাদন, সোমগিরি, দিক্‌বিদিক্, পৃথিবী, বৃক্ষগণ, বিশ্বদেব, আকাশ, নক্ষত্র ও গ্রহগণের নাম উচ্চারণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"আমি এক্ষণে সমুদয় দেবতার নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, প্রার্থনা করি, তাহারা সকলেই আমাকে রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি এই সমুদয় দেবতার নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সমুদয় পাপ ও ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের নামকীর্ত্তন

"অতঃপর সর্ব্বপাপবিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষীবান, ঔষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কম্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইঁহারা পূর্ব্বদিক্ মহর্ষি উন্মুচু, প্রমুচু, সুমুচু, স্বস্ত্যাত্রয়, মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু ও ঊর্দ্ধবাহু ইহারা দক্ষিণদিক্, উষদ ও তাঁহার সহোদরগণ, পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতক, কশ্যপ, একত, দ্বিত, ত্রিত, দুর্ব্বাস ও সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিক্ এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, বেদব্যাস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, পরশুরাম, উদ্দালকপুত্র শেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, হস্তিকশ্যপ, লোমশ, নচিকেতা, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ও ভৃগুপুত্র চ্যবন, ইঁহারা উত্তরদিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই আমি তোমার নিকট বেদবেত্তা, সর্ব্বপাপবিনাশন মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম।

“অতঃপর রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ নৃগ, যযাতি, নহুষ, যদু, পুরু, সগর, ধুন্ধুমার, দিলীপ, কৃশাশ্ব, যৌবনাশ্ব, চিত্রা, সত্যবান, দুষ্মন্ত, ভরত, চ্যবন, জনক, ধৃষ্টরথ, রঘু, দশরথ, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, দৃঢ়রথ, মহোদয়, অলর্ক, ঐল, দক্ষ, অম্বরীষ, কুকুর, রেবত, কুরু, সংবর, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, জহ্নু, বেণপুত্র, পৃথু, মিত্রভানু, প্রিয়ঙ্কর, ত্রসদস্য, শ্বেত, মহাভিষ, নিমি, অষ্টক, আয়ু, ক্ষুপ, কক্ষেয়ু, প্রতর্দ্দন, দিবোদাস, সুদাস, ঐল, নল, মনু, হরিদ্র, পৃষধ্র, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রাচীনবর্হি, ইক্ষ্বাকু, অনরণ্য, জানু, জঙ্ঘ ও কক্ষসেন।

“যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শুচি হইয়া এই সমুদয় ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদয় দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষির স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন যে, আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাতে পুষ্টি, আয়ু, যশ ও স্বর্গ প্রদান করুন। আমাকে যেন কখন শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারি।”

১৬৬তম অধ্যায়
ভীষ্মের আদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় প্রবেশ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবধুরন্ধর বীরজনোচিত-শরশয্যায় শয়ান মহাবীর ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র ও দানবিধি শ্রবণপূর্ব্বক সংশয়সমুদয় অপনোদন করিয়া পরিশেষে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলে পার্শ্বস্থিত নরপতিসকল চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ঐ সময় সত্যবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "গাঙ্গেয়! এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য নরপতির সহিত তোমার সমীপে উপস্থিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ইঁহাকে হস্তিনাগমনে অনুমতি কর।" ভগবান বেদব্যাস এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন! তুমি অচিরাৎ অমাত্যগণের সহিত স্বীয় পুরমধ্যে প্রবেশ কর। আর যেন তোমার মনোমধ্যে কোন গ্লানি উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি মহাত্মা যযাতির ন্যায় শ্রদ্ধা ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মনিরত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন, প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন এবং সুহৃদগণের যথোচিত সম্মান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গললাভ হইবে। বিহঙ্গম যেমন বলবান চৈত্যবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ তোমার সুহৃদগণ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করুন। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে হস্তিনায় গমন কর; ভগবান্ ভাস্করের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে, পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।"

মহাত্মা শান্তনুতনয় অনুমতি করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিব্রতা গান্ধারীকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, ঋষিগণ, মহাত্মা কেশব, পৌরবর্গ, জনপদবাসিগণ, অমাত্যসমুদয় ও অন্যান্য পরিবারদিগের সহিত হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন।

আনুশাসনিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৬৭তম অধ্যায়
স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায়[3]—ভীষ্মের স্বর্গারোহণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৌর ও জানপদগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিয়া যাহাদিগের পতি-পুত্রাদি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান সহকারে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাদিগের সম্মানবর্দ্ধন এবং ব্রাহ্মণ, বলপ্রধান ও নগরবাসীদিগের

আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক সেই হস্তিনায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে ধর্ম্মনন্দন সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া, ভীষ্মের মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া যাজকগণসমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে ভীষ্মের মৃতদেহ সংস্কার করিবার নিমিত্ত মাল্য, বিবিধ মহামূল্য রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ক্ষৌম, চন্দন, অগুরু ও কালীয়ক প্রেরণপূর্ব্বক পশ্চাৎ ভীষ্মের সংস্কৃতাগ্নিবাহক, পুরোহিত, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রথারোহণে পুর হইতে নির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা জনার্দ্দন, ধীমান্ বিদুর, যুযুৎসু ও যুযুধান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাজযোগ্য পরিচারকগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল এবং বন্দীরা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।

ভীষ্মের মৃত্যুকালে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন

মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই পুরী হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ ও অসিতদেবল তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন এবং নানাদেশ-সমাগত হতাবশিষ্ট রাজা ও অন্যান্য রক্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পিতামহকে প্রণাম করিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন দ্বৈপায়ন প্রভৃতি তত্রত্য সমুদয় মহাত্মা তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই ঋষিগণপরিধৃত ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! আপনার শ্রবণশক্তি ত' অপ্রতিহত আছে? আমি যুধিষ্ঠির, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমি আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। আর আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক ও আমার ভ্রাতৃগণ, কুরুজাঙ্গলবাসী হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ, মহাত্মা বাসুদেব এবং আপনার পুত্রস্বরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আমাদিগের সকলকে অবলোকন করুন। আপনার মৃত্যুর পর যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, আমি তৎসমুদয় প্রস্তুত করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি ভীষ্মের শেষ উপদেশ

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। তখন তিনি ধর্ম্মরাজের হস্তধারণপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি তোমাকে অমাত্যগণের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। আমি অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস এই সমুদয় নিশিতশরনিকরে শয়ান রহিয়াছি। ঐ অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস আমার শতবর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে।"

মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তোমার সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব সুনির্ণীত হইয়াছে। তুমি অনেক দিন বহুশ্রুত

ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াছ; সূক্ষ্ম দেবশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট তৎসমুদয় ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়াছ। ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ। অতএব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া গুরুশুশ্রূষানিরত পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন কর। গুরুবৎস সরলস্বভাব বিশুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। তোমার আত্মজগণ নিতান্ত ক্রোধান্বিত, লোভপরায়ণ, ঈর্ষাভিভূত ও দুরাত্মা ছিল; অতএব তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না।"

কৃষ্ণের নিকট ভীষ্মের সুগতি কামনা

মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! তুমি দেবদেবেশ, সুরাসুরনমস্কৃত, ত্রিবিক্রম, শঙ্খচক্রগদাধারী, বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরমপুরুষ, সবিতা, বিরাটরূপী, জীবস্বরূপ, অণুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন। এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ ও তোমার একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে, রক্ষা কর। আমি পূর্ব্বে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। অতএব তুমি এক্ষণে বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর; সন্ধি করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনকে ঐরূপ কথা বারংবার কহিলেও সে তৎকালে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমার বাক্য রক্ষা করিল না, সেই নিমিত্তই এক্ষণে তাহাকে কালকবলে নিপতিত হইতে হইল। ঐ দুরাত্মার দোষেই পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে। আমি তোমাকে পুরাণপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছি। আমি তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও বেদব্যাসের মুখে শুনিয়াছি যে, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা উভয়ে পূর্ব্বে নর-নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বদর্য্যাশ্রমে বাস করিয়াছিলে। এক্ষণে আমার দেহত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহান্তে পরমগতি লাভ করিতে পারি।"

ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বাসবাক্য

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ অনুনয় করিলে বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মন্! আমি আপনাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই বসুলোক লাভ করিবেন। আপনার পাপের লেশমাত্রও নাই। আপনি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃভক্ত। মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আপনার অনুগত রহিয়াছে।"

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসগণ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছি, অতএব তোমরা আমাকে অনুজ্ঞা কর। সত্য হইতে তোমাদিগের বুদ্ধি যেন কখন বিচলিত না হয়। সত্যের তুল্য পরম আর কিছুই নাই। সংযতাত্মা, তপানুষ্ঠাননিরত, ধর্ম্মশীল ও ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ হওয়া তোমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

শান্তনুতনয় এই বলিয়া সুহৃদগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি প্রতিদিন জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ঋত্বিগণের সবিশেষ সৎকার করিবে।"

১৬৮তম অধ্যায়

যোগমার্গে ভীষ্মের তনুত্যাগ—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম তত্রত্য ব্যক্তিগণকে এইরূপ কহিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক যথাক্রমে মূলাধারাদি স্থানে চিত্তকে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণরহিত হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ, পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদয় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় আকাশপথে উত্থিত হইল। ঐ সময় দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া শান্তনুনন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সেই ভীষ্মের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আকাশদেশে সমুত্থিত তেজোরাশি সকলের সমক্ষে বিলীন হইয়া গেল।

এইরূপে ভারতকুলধুরন্ধর মহাত্মা শান্তনুনন্দন দেহ পরিত্যাগ করিলে বিদুর ও পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়া কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য আহরণপূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে যুযুৎসু ও অপরাপর লোকসমুদয় দর্শকশ্রেণীমধ্যে পরিণত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বিদুর ইঁহারা উভয়ে মহার্হ পট্টবস্ত্রদ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদন করিলেন। তখন যুযুৎসু অতি উৎকৃষ্ট ছত্রধারণ, ভীমসেন ও অর্জ্জুন চামরগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান ও মাদ্রীতনয়দ্বয় তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করিলেন। কামিনীগণ তালবৃন্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ সকলে সমবেত হইয়া নিয়মানুসারে তৎকালোচিত শ্রাদ্ধ, হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং সামবেদবেত্তারা সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি মহাত্মারা ভীষ্মকে চিতায় আরোপিত করিয়া চন্দন কাষ্ঠ এবং কালীয়ক ও কালাগুরু প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধদ্রব্যদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। কৌরবগণ এইরূপে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক চিতার বামপার্শ্ব দিয়া ঋষিগণের সহিত ভাগীরথীতীরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, বাসুদেব এবং কুলকামিনী ও পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গার পুত্রশোকজন্য বিলাপ—কৃষ্ণের সান্ত্বনা

অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবতী ভাগীরথী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া শোকভরে রোদন করিতে করিতে কৌরবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কৌরবগণ! আমার পুত্র রাজোচিত সদ্ব্যবহার, প্রজ্ঞা ও বিনয়াদি গুণে বিভূষিত, বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগের সৎকারনিরত, পিতৃভক্ত ও মহাব্রতপরায়ণ ছিল। পূর্ব্বে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও বিবিধ দিব্যাস্ত্রদ্বারা ঐ

মহাবলপরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; ঐ মহারথ কাশীপুরীতে স্বয়ংবরসময়ে সমুদয় নরপতিকে পরাস্ত করিয়া কন্যাগণকে আনয়ন করিয়াছিল; এই পৃথিবীতে উহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীর কুরুক্ষেত্রে অনায়াসে পরশুরামকে পরাস্ত করিয়াছিল; এক্ষণে শিখণ্ডী আমার সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রকে নিহত করিল। হায়! যখন আজ সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না; তখন নিশ্চয়ই উহা প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।"

মহানদী গঙ্গা এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও বেদব্যাস তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, "দেবি! আর শোক করিবেন না। আপনার পুত্র অতি উৎকৃষ্ট রোকে গমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উনি অষ্টবসুর মধ্যে একজন, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শাপপ্রভাবে মর্ত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার নিমিত্ত আপনার শোক করা কর্তব্য নহে। মহাবীর ধনঞ্জয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাকে বিনাশ করা কখনই শিখণ্ডীর সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অস্ত্র ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় বসুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।"

ভগবান বাসুদেব ও মহর্ষি বেদব্যাস উভয়ে জাহ্নবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগপূর্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন বাসুদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্বর্গারোহণিকপর্বাধ্যায় সমাপ্ত

Notes

১-৪। সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক্ আচারগত পৃথক পৃথক্ নাম। কুটীচক সন্ন্যাসীরা পর্ণশালাপ্রিয়, ভিক্ষাজীবী, কেহ কেহ বা বন্ধুর অন্নে জীবনধারণকারী, শিখা-সূত্র-ওদণ্ড-কমণ্ডলুধারী ও বঙ্কলবস্ত্রপরিধায়ী। ইঁহারা ভস্ম মাখেন, গায়ত্রী জপ করেন এবং শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বহূদক—আত্মশুদ্ধির জন্য অনেক জল ব্যবহারে অভ্যস্ত, ইঁহারা অন্নদানে গৃহস্থপীড়নভয়ে সাতঘরে ভিক্ষাগ্রহণ, গোপুচ্ছলোমের রজ্জুদ্বারা নির্ম্মিত কৌপীনধারণ, বেদাধ্যয়নাদি ও বেদবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন। হংস—কামনা-বাসনাহীন, নির্লিপ্ত, পূর্ব্বাশ্রমচিন্তাত্যাগী, যথাপ্রাপ্ত বস্তুদ্বারা প্রাণধারণকারী। পরমহংস— মহাযোগী, সংযত, শুদ্ধচিত্ত, সমদর্শী, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার ও ব্রহ্মীভূত।

ঋষির আদিষ্ট বস্তুর অবজ্ঞাভয়ে পদতলে পায়স লেপন না করায় জরা ব্যাধের বাণ তদীয় পদতল বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

স্বর্গারোহণ মহাভারতের অন্তিম পর্ব্ব; ঐ স্বর্গারোহণ হইবে যুধিষ্ঠিরাদির। উহা তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বারসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ভীষ্মের স্বর্গারোহণে তাদৃশ বৈচিত্র কিছুই নাই; অতএব এখানে "স্বর্গারোহণিক" শিরোনাম অতিরিক্ত সন্নিবেশ।

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত
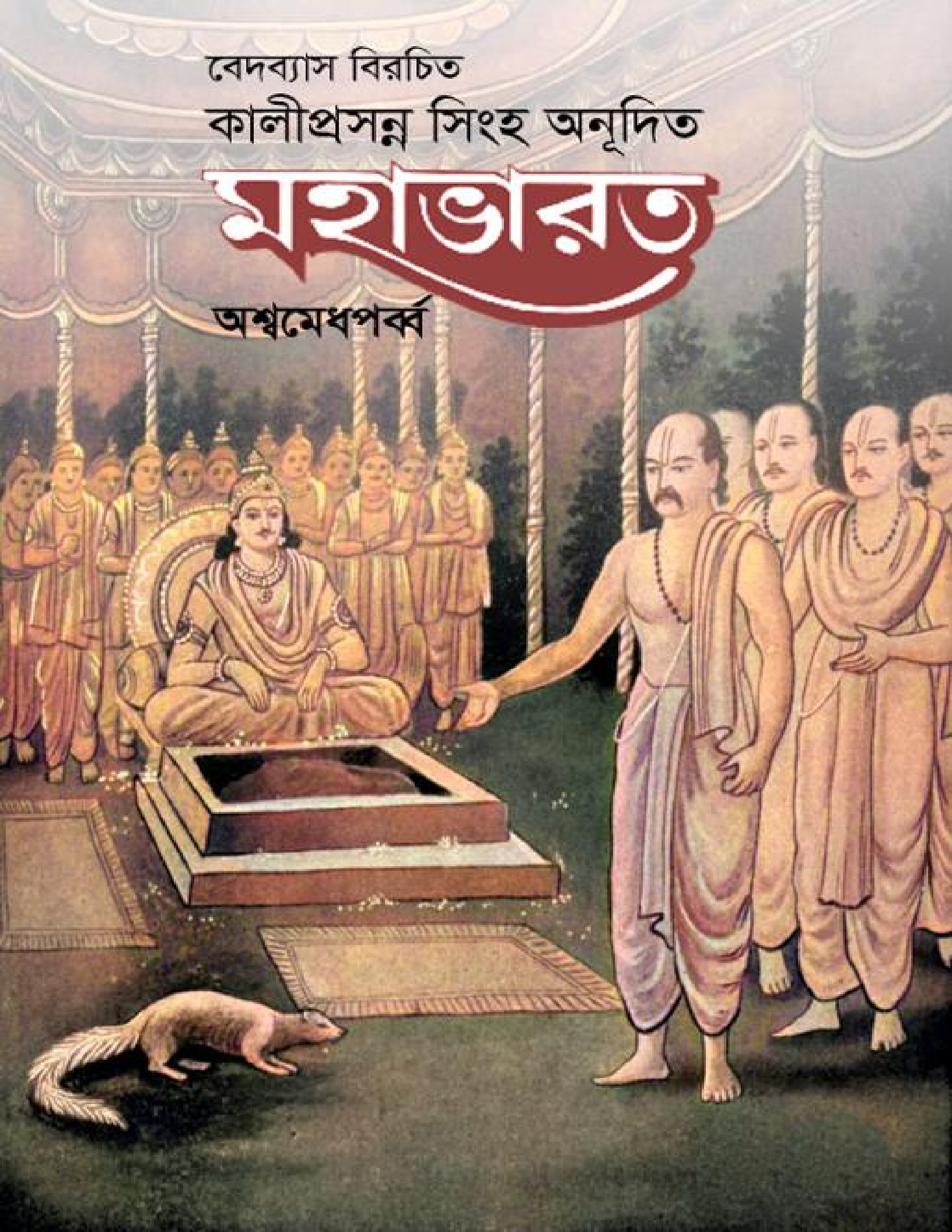
মহাভারত

অশ্বমেধপর্ব্ব

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

অশ্বমেধপর্ব্ব

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

১ম অধ্যায়
আশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্যাকুলিতচিত্তে গঙ্গার গর্ভ হইতে তীরে উত্থিত হইয়া ব্যাধবিদ্ধ মাতঙ্গের [হস্তীর] ন্যায় বাষ্পকুললোচনে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন ভীম বাসুদেবের নির্দ্দেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব "মহারাজ। ধৈর্য্যাবলম্বন করুন" এই বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন, অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাকে দুঃখিতচিত্তে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া যারপরনাই শোকাকুল হইলেন এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।।

শোকাকুল যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা

ঐ সময় পুত্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে ধরাশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হও। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী অধিকার করিয়াছ; অতঃপর ভ্রাতা ও অন্যান্য সুহৃদ্গণসমভিব্যাহারে ইহা উপভোগ কর। এক্ষণে তোমার ত' শোক করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখি না। আমার ও গান্ধারীর শতপুত্র স্বল্পলব্ধ ধনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগের শোক করা কর্ত্তব্য।

"আমি পূর্ব্বে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বজ্ঞ বিদুরের হিতকর বাক্য গ্রহণ করি নাই। ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর আমাকে দ্যূতক্রীড়াসময়ে কহিয়াছিল, "মহারাজ! দুর্য্যোধনের অপরাধে আপনার কুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে। এক্ষণে যদি আপনার কুলরক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার বাক্যানুসারে অনতিবিলম্বেই ঐ দুর্ব্বুদ্ধিকে পরিত্যাগ এবং যাহাতে উহার সহিত কর্ণ ও শকুনির সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার উপায়বিধান করুন। এক্ষণে অবিবাদে [বিনাতর্কে] দ্যূত নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করা আপনার কর্ত্তব্য। ঐ মহাত্মাই ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিবেন। অথবা যদি ধর্ম্মরাজের রাজ্যলাভে আপনার অভিমত না হয়, তাহা হইলে আপনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করুন। জ্ঞাতিগণ আপনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হউন।

"তৎকালে দূরদর্শী মহাত্মা বিদুর আমাকে বারংবার এইরূপ কহিলে আমি তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া দুর্য্যোধনেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বিদুরের বাক্য উলঙ্ঘনের সমুচিত ফল লাভ করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই এই বৃদ্ধাবস্থায় শোকদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক একবার আমাদিগের প্রতি নেত্রপাত কর।"

২য় অধ্যায়

কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা—যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ধীমান ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তূষ্ণীম্ভাব° অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তঁাহাকে নিতান্ত বিমনায়মান দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সমধিক শোক করিলে তঁাহারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। সোমরসদ্বারা দেবগণের, স্বধাদ্বারা পিতৃগণের, অপানদ্বারা অতিথিগণের এবং প্রার্থনাধিক অর্থদানদ্বারা দরিদ্রগণের তৃপ্তিসাধন করুন। যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছেন এবং যাহা কর্ত্তব্য, তাহারও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম, ব্যাস, নারদ ও বিদুরের অনুগ্রহে রাজধর্ম্মসমুদয় আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। অতএব মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করা আপনার বিধেয় হইতেছে না; এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে রাজ্যভার বহন করুন। যশোদ্বারা স্বর্গলাভ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, ভবিতব্যই এই লোক্ষয়ের কারণ। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। রণক্ষেত্রে যাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, আপনি কখনই তাহাদিগের দর্শনলাভ করিতে পারিবেন না।"

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি কিরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি আমার প্রতি সুহৃদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাক। এক্ষণে তুমি যদি প্রীতমনে আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি প্রদান কর তাহা হইলে আমার যারপরনাই প্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। মহাবীর কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্মের লোকান্তরপ্রাপ্তি হওয়াতে আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, এক্ষণে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে আমি এই ঘোরতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, যাহা দ্বারা আমার মনে পবিত্রতার সঞ্চার হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায়বিধান কর।"

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাস-সান্ত্বনা—কর্ত্তব্যের উদ্বোধ

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ শোকাবহ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই। তুমি এখনও বাল্যভাবে বিমোহিত হইতেছ। কিন্তু আমরা তোমাকে এইরূপ দেখিয়াও বারংবার বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছি। যাহাদিগের যুদ্ধই জীবিকা, তুমি সেই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছ। স্বধর্ম্মনিরত নরপতিগণ কখনই শোক-দুঃখে নিমগ্ন হয়েন না। তুমি আমার নিকট মোক্ষধর্ম্মসমুদয় শ্রবণ করিয়াছ। আমি বারংবার তোমার বিবিধ বিষয়ে সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে যখন উপদেশে কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই, তখন বোধ হইতেছে যে তুমি আমার নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছ, তদ্বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা না থাকাতে, তুমি তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না।

অজ্ঞানতা তোমাকে অচিরাৎত পরিত্যাগ করুক। তুমি সকল বিষয়েরই প্রায়শ্চিত্ত অবগত আছ এবং রাজধর্ম্ম ও দানধর্ম্মও সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ। অতএব সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় বিমোহিত হওয়া নিতান্ত অনুচিত।

৩য় অধ্যায়

বেদব্যাসকর্ত্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান উপদেশ

ব্যাস বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অদ্যাপি বিশেষরূপ জ্ঞানলাভে সমর্থ হও নাই। ইহলোকে কেহই স্বয়ং কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সকলেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সাধু বা অসাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব অনুতাপ পরিত্যাগ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকে পাপপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। অতএব যে যে কার্য্যদ্বারা মনুষ্যের পাপ ধ্বংস হয়, আমি তৎসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তিরা দান, তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবাসুরগণও পুণ্যলাভের নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভাবেই সমধিক পরাক্রান্ত হইয়া দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। অতএব তুমি দশরথাত্মজ শ্রীরাম ও তোমার পূর্ব্বপিতামহ শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত মহারাজ ভরতের ন্যায় যথাবিধানে রাজসূয়, সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর! অশ্বমেধ যজ্ঞ অতি উৎকৃষ্ট। যথাবিধি দক্ষিণাদানসহকারে ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত।"

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসাধক অর্থাভাবজ্ঞাপনে ব্যাসোক্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপালদিগের নিশ্চয়ই পবিত্রতালাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে উহা অনুষ্ঠান করা আমার পক্ষে সহজ নহে। আমার অল্পমাত্রও ধন নাই, আমি এই সমুদয় জ্ঞাতিবধের হেতুভূত হইয়াও কিছুমাত্র দান করিতে পারিলাম না। আমার ঐশ্বর্য্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। আর যেসমুদয় রাজপুত্র এই স্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাও নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করা আমার নিতান্ত অনুচিত। দুর্য্যোধনের অপরাধেই পৃথিবীর ভূপালগণের সংহার ও আমাদিগের অকীর্ত্তিলাভ হইয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অর্থলালসায় পৃথিবী একেবারে বীরশূন্য ও ধনশূন্য হইয়াছে। সুতরাং এ সময় অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ অশ্বমেধ-যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা দান করাই প্রধান কল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অন্যান্য প্রকার দক্ষিণাদান উহার অনুকল্প; কিন্তু অনুকল্প অবলম্বন করিতে আমায় কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না; অতএব আপনি এক্ষণে আমাকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করুন।"

তখন ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি চিন্তাকুল হইও না। তোমার ধনাগার এক্ষণে ধনশূন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অচিরাৎ উহা বিবিধ ধনে পরিপূর্ণ হইতে পায়ে। পূর্ব্বে মহারাজ মরুত্ত

হিমালয়পর্ব্বতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ প্রদান করাতে ব্রাহ্মণগণ তৎসমুদয় বহন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সমুদয় সুবর্ণ অদ্যাপি সেই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে তৎসমুদয় আনয়ন করিলে অনায়াসে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।”

৪র্থ অধ্যায়

মরুরাজের যজ্ঞবৃত্তান্ত—বংশানুকীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! মহাত্মা মরুত্ত কোন্ সময়ে পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন এবং কিরূপেই বা তাহার তাদৃশ সুবর্ণরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

বেদব্যাস কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে করন্ধমবংশসম্ভূত মহাত্মা মরুত্তের বিষয়ে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“সত্যযুগে প্রথমতঃ বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে মহারাজ প্রসন্ধির উৎপত্তি হয়। প্রসন্ধির ঔরসে মহাত্মা ক্ষুপ ও ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর একশত ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের সকলকেই রাজপদে অভিষিক্ত করেন। উঁহাদের সর্ব্বজেষ্ঠের নাম বিংশ; ধনুর্ব্বিদ্যায় উহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। উনি বিবিংশনামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা বিবিংশের ঔরসে পঞ্চদশ পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ, সত্যবাদী, দানধর্ম্মনিরত ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠভ্রাতা খলীনেত্র সমুদয় ভ্রাতাকে নিপীড়িত করিয়া বাহুবলে সমুদয় রাজ্য পরাজয়পূর্ব্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন।

“খলীনেত্র এইরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন, তথাপি প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া, তাঁহাকে রাজচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল। মহাত্মা সুবর্চ্চাও পিতাকে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে যথোচিত যত্নসহকারে প্রতিনিয়ত প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, পবিত্র ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সমুদয় প্রজাই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার কোষ ও বাহনসমুদয় বিনষ্ট হইল। ঐ সুযোগে অধীনস্থ ভূপালগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও পীড়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুবর্চ্চা ঐ সময় ভৃত্য ও পুরবাসিগণের সহিত যারপরনাই বিপদগ্রস্ত হইলেন। শত্রুগণ কেবল তাঁহার ধার্ম্মিকতানিবন্ধন তাঁহার প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে করদ্বয় সংপুটিত [অঞ্জলি বন্ধনাকারে মিলিত] করিয়া তাহাতে মুখমারুত [মুখবায়ু] সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক পরাক্রম প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি অনায়াসে সমুদয় বিপক্ষ ভূপতিকে পরাজিত করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি সেই মহাত্মা সুবর্চ্চার নাম করন্ধম বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে।

"ঐ মহাত্মা ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে অবিক্ষিৎনামে এক ইন্দ্রতুল্য রূপবলসম্পন্ন দুর্জ্জয় পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ অবিক্ষিৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে সমুদয় প্রজাই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞশীল, ধৈর্য্যশীল, সংযতেন্দ্রিয়, শমদমাদিগুণ সম্পন্ন, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান ও হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক যথাবিধানে শত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা অঙ্গিরা স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মাই অযুত-নাগের তুল্য পরাক্রমশালী, মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ মহারাজ মরুত্তকে উৎপাদন করেন। মহাত্মা মরুত্ত যজ্ঞাভিলাষী হইয়া হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী সুমেরুপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অসংখ্য সুবর্ণময় পাত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সুমেরুর অনতিদূরবর্ত্তী এক সুবর্ণময় পর্ব্বতের নিকটেই তাঁহার যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থানে স্বর্ণকারগণ নৃপতির আজ্ঞানুসারে অসংখ্য সুবর্ণময় কুণ্ড, পাত্র, স্থালী [চরুপুরোভাশাদি পাকপাত্র] ও আসন প্রস্তুত করিয়াছিল। মহারাজ মরুত্ত সেই উৎকৃষ্টস্থানে নানাদিগদেশস্থ ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

৫ম অধ্যায়

মরুত্তের পৌরোহিত্যে বৃহস্পতিকে অনুরোধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! মহীপতি মরুত্ত কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন? কি প্রকারে তাঁহার প্রভূত সুবর্ণলাভ হইল? এক্ষণেই বা সেই সুবর্ণরাশি কোন্ স্থানে নিপতিত হইয়াছে? আর কিরূপেই বা তাহা আমাদিগের হস্তগত হইবে, আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দেবতা ও অসুরগণ যেমন উভয়পক্ষই প্রজাপতি দক্ষের দৌহিত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ও তপোধন সংবর্ত্ত ইঁহারা উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন। কিয়দ্দিন পরে বৃহস্পতি, বিদ্বেষবশতঃ বারংবার সংবর্ত্তকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বর বেশে অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কুলপুরোহিত ছিলেন। এই ভূমণ্ডলমধ্যে করন্ধমের তুল্য বলবান ও সদ্ব্যবহারসম্পন্ন আর কেহই ছিল না। তিনি ধার্ম্মিক, ব্রতপরায়ণ ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ধ্যানবল ও মুখমারুতপ্রভাবে উৎকৃষ্ট বাহন, যোদ্ধা, নানাবিধ বন্ধু ও মহার্হ শয়নীয় সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় অসাধারণ গুণরাশিদ্বারা অন্যান্য সমুদয় নরপতিকে বশীভূত করিয়া আপনার অভিলাষানুরূপ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পরিশেষে সশরীরে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পুত্র অবিক্ষিৎ মহাবলপরাক্রান্ত যাতির ন্যায় ধার্ম্মিক এবং পিতার ন্যায় বিক্রম ও সদ্গুণশালী হইয়া বসুন্ধরাকে স্ববশে সমানীত করিয়াছিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মরুত্তরাজা সেই অবিক্ষিৎ নরপতির পুত্র। সসাগরা পৃথিবী মরুত্তের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

মরুত্ত-পৌরোহিত্যে ইন্দ্রের বাধাদান

"ঐ মহীপাল দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরিশেষে সুররাজ মরুত্তকে অতিক্রম করিবার মানসে বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া দেবগণসমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষ হন, তাহা হইলে কখনই মরুরাজার পৌরোহিত্য কার্য্য স্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর। কিন্তু মরুত্ত কেবল মর্ত্যলোকের অধিপতি। অতএব আপনি মৃত্যুবিহীন সুরগণের যাজক হইয়া কিরূপে মৃত্যুর বশবর্ত্তী মরুক্তরাজার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন? যাহা হউক, যদি আপনি মরুত্তের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে আপনি হয় মরুত্তকে পরিত্যাগ করিয়া আমার, না হয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মরুত্তের পুরোহিত হউন।'

"দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবেন্দ্র! তুমি জীবগণের অধিপতি। সমুদয় লোকই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি নমুচি, বিশ্বরূপ ও বলদৈত্যের নিহন্তা। তোমা হইতেই দৈত্যগণের দর্পচুর্ণ হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের ভরণপোষণ করিতেছ; অতএব তোমার পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া কিরূপে মর্ত্যলোকস্থিত মরুত্তের যাজনক্রিয়া স্বীকার করিব? এক্ষণে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে, আমি কদাচ মনুষ্যের যজ্ঞকার্য্যের স্রুব গ্রহণ করিব না। যদি অনল শীতল, পৃথিবী পরিবর্ত্তিত ও সূর্য্য প্রভারহিত হয়েন, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।'

"সুরগুরু বৃহস্পতি এই কথা কহিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বৃহস্পতি-প্রত্যাখ্যাত মরুত্তের নারদ-সাক্ষাৎকার

ব্যাস কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর বৃহস্পতি-মরুত্ত সংবাদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট 'মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, নরপতি মরুত্ত সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ বৃহত্তর যজ্ঞের আয়োজনপূর্ব্বক বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! পূর্ব্বে আমি আপনার বাক্যানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পূর্ব্বসঙ্কল্পিত যজ্ঞ আরম্ভ করিতে উৎসুক হইয়া উপকরণসমুদয় আহরণ করিয়াছি, অতএব আপনি আগমনপূর্ব্বক আমার যজ্ঞ সমাধান করুন।'

"তখন বৃহস্পতি কহিলেন, 'বৎস! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্যে বৃত ও তাঁহার নিকট মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি, অতএব আমি তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব না।'

“মরুত্ত কহিলেন, ‘ভগবন্! আমি আপনার পৈত্রিক যজমান, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি; অতএব আপনাকে অবশ্যই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।’

“বৃহস্পতি কহিলেন, ‘রাজন। আমি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়া কিরূপে মনুষ্যের পৌরোহিত্য করিব? অতএব তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, আমি কখনও তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিব না; অতঃপর তোমার যাহাকে অভিলাষ, যজ্ঞে বরণ কর।’

বৃহস্পতি এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে নরপতি মরুত্ত একান্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল; তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, “রাজন! আজ তোমাকে এরূপ দুঃখিত দেখিতেছি কেন? কোন অমঙ্গল ত হয় নাই? তুমি কোন স্থানে গমন করিয়াছিলে এবং তোমার অপ্রসন্নতারই বা কারণ কি? যদি বক্তব্য থাকে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি সাধ্যানুসারে তোমার দুঃখাপনোদন করিব।’

দেবর্ষি নারদ, এইরূপ কহিলে নরপতি মরুত্ত তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, ‘দেবর্ষে! আমি যজ্ঞের সমুদয় উপকরণ আহরণ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান। করিয়াছেন। অতএব আর আমার জীবন ধারণ করিতে বাসনা নাই। যখন গুরু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি দুষিত হইয়াছি।

নরপতি মরুত্ত এইরূপ দুঃখপ্রকাশ করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “রাজন! অঙ্গিরার কনিষ্ঠপুত্র পরমধার্ম্মিক সংবর্ত্ত দিগম্বরবেশে মানবদিগের বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলে তিনিই তোমার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।’

তখন নরপতি মরুত্ত নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘দেবর্ষে! আপনি আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাণদান করিলেন। এক্ষণে সংবর্ত্ত কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন, কিরূপে আমি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইব এবং তাঁহার নিকট কিরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে আমি কদাচ জীবনধারণ করিব না।’

মরুত্তের সংবর্ত্ত সাক্ষাৎকার—পৌরোহিত্য প্রার্থনা

“তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন, ‘মহারাজ! এক্ষণে মহাত্মা সংবর্ত্ত উন্মত্তের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের দর্শনবাসনায় বারাণসীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তথায় গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ সংস্থাপন কর। যিনি প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বরের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিয়া সেই মৃতদেহ দর্শন করিবামাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত্ত। ঐ মহাত্মা শবদর্শনানন্তর যে দিকে গমন করুন না কেন, তুমি তাঁহার অনুগমন করিবে। পরে কোন নির্জ্জনস্থানে উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কাহার

নিকট আমার বিষয় অবগত হইলে? তাহা হইলে তুমি কহিবে, আমি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। তুমি ঐ কথা কহিলে যদি তিনি আমার নিকট আগমন করিবার মানসে আমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তুমি নির্ভীকচিত্তে কহিও, নারদ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে নরপতি মরুত্ত তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের পুরীর দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ পুরীর দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া শবদর্শন করিবামাত্র তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত তাঁহাকে পৌরোহিত্যে স্বীকার করাইবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত নির্জ্জনস্থানে মহারাজ মরুত্তকে সম্মুখীন অবলোকন করিয়া তাঁহার গাত্রে পাংশু [ধূলা], কর্দ্দম [কাদা], শ্লেষ্ম [কফ] ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মরুত্ত তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহর্ষি সংবর্ত্ত সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া এক বহুশাখাসমাকীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সমাসীন হইলেন; মহারাজ মরুত্তও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন।

৭ম অধ্যায়
সংবর্ত্তের মরু-পৌরোহিত্য-প্রত্যাখ্যান

"তখন মহর্ষি সংবর্ত্ত নরপতি মরুত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! যদি তুমি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও, তাহা হইলে তুমি কাহার নিকট আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলে, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। সত্যকথা কহিলে তোমার সমুদয় মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে; আর যদি তুমি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।'

মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! আমি পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার গুরুপুত্র। আমি আপনাকে অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।'

সংবর্ত্ত কহিলেন, 'রাজন্! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারদ তামাকে যজ্ঞকুশল বলিয়া অবগত আছেন, এক্ষণে নারদ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন মত্তরু কহিলেন, 'ভগবন্! তিনি আমার নিকট আপনার বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমাকে আপনার নিকট আগমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।'

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত অতি কঠোরবাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আমি যজ্ঞকার্য্যে সমর্থ বটে; কিন্তু আমি বায়ুরোগগ্রস্ত ও বিকৃতবেশধারী, আমার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই; অতএব কিরূপে আমাদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে তোমার বাসনা হইতেছে? আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৃহস্পতি ইন্দ্রের যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত

রহিয়াছেন। তিনি কার্য্যদক্ষ; অতএব তাঁহার দ্বারা যজ্ঞাদি কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি আমার পরম পূজ্য; সুতরাং যদি আমি তোমার যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত হইব না। অতএব যদি তোমার আমাদ্বারা যজ্ঞ করাইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে বৃহস্পতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন কর। তাহা হইলে আমি তোমার যাজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিব।

সংবর্ত্তের যজ্ঞীয় নিয়মবন্ধন—পৌরোহিত্য-স্বীকার

"তখন মরুত্ত কহিলেন, "ব্রহ্মন! আমি ইতিপুর্ব্বে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। ইন্দ্র যজমান হওয়াতে তিনি আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বাসনা করেন না। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, আমি দেবপুরোহিত; মনুষ্যের যজ্ঞসম্পাদন করা আমার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ইন্দ্র আমায় তোমার পৌরোহিত্য করিতে নিষেধ করিয়া কহিয়াছেন যে, মরুত্তরাজা সর্ব্বদাই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে; অতএব তাহার যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত! হে ব্রহ্মন্! আপনার ভ্রাতা ইন্দ্রের সেই বাক্যে সম্মত হইয়াছেন। আমি স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ইন্দ্রের অনুরোধে আমার পৌরোহিত্য-সম্পাদনে সম্মত হয়েন নাই। এক্ষণে সর্ব্বাস্বান্ত করিয়াও আপনার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ইন্দ্রকে অতিক্রম করিতে আমার বাসনা হইতেছে। আর আমার বৃহস্পতির নিকট গমন করিবার অভিলাষ নাই। তিনি নিরপরাধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, 'রাজন্! যদি তুমি আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। আমি তোমার যাজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি ইঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার বিদ্বেষাচরণ করিবেন। সেই সময় আমার প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি থাকে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহভঞ্জন কর। নতুবা আমি কুপিত হইলে তোমাকে সবান্ধবে ভস্মসাৎ করিব।'

মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! আমি যদি আপনাকে কখন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে যত দিন সূর্য্য তাপপ্রদান করিবেন ও যত কাল পর্ব্বত সমুদয় বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল যেন আমার নরকভোগ হয় এবং আমি যেন কদাচ সুমতিলাভে ও বিষয় বাসনা পরিত্যাগে সমর্থ না হই।'

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, 'রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার যজ্ঞকার্য্যে হিত উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যেরূপ উৎকৃষ্ট অক্ষয় যজ্ঞোপকরণের উপদেশ প্রদান করি, তুমি সেইরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিলে অনায়াসে গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভব করিতে পারিবে। ধন বা যজ্ঞীয় উপকরণে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, কেবল যাহাতে আমার ভ্রাতা বৃহস্পতি ও সুররাজ ইন্দ্রের অপকার হয় এবং যাহাতে তুমি ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হও, আমি তদ্বিষয়েই সবিশেষ চেষ্টা করিব।

৮ম অধ্যায়

সংবর্ত্তের যজ্ঞোপকরণ-সংগ্রহব্যবস্থা

"সংবর্ত্ত কহিলেন, 'হে মহারাজ! অতঃপর তুমি যেরূপে উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয়ের অনতিদূরে মুঞ্জবান্নামে এক পর্ব্বত আছে। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানিপতি পার্ব্বতীর সহিত ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ, বৃক্ষমূল ও গুহাতে পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, দেবর্ষি, আদিত্য, মরুৎ ও রাক্ষসগণ এবং যম, বরুণ, কুবের ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সতত তাঁহার উপাসনা করেন। কুবেরের বিকৃতাকার অনুচরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাঁহার রূপ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার রূপ, আকার, তেজ, তপস্যা ও বীর্য্য নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।।

"তিনি মুঞ্জবান্পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঐ পর্ব্বতের কোন স্থানেই শীত, গ্রীষ্ম, প্রচণ্ড বায়ু, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, জরা, ক্ষুৎপিপাসা, মৃত্যু ও ভয় বিদ্যমান নাই! ঐ পর্ব্বতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণরাশি বিদ্যমান আছে। কুবেরের প্রিয়চিকীর্ষু অনুচরগণ সর্ব্বদা উহা রক্ষা করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ ভূত-ভাবনকে "হে দেবাদিদেব! তুমি সর্ব্ববেধা, রুদ্র, শিতিকণ্ঠ, সুরূপ, সুবর্চ্চা, কপর্দ্দী, করাল, হরিচক্ষু, বরদ, ত্রিনয়ন, পুষার, দন্তবিপাটক, বামন, শিব, যাম্য, অব্যক্তরূপ, সদ্বৃত্ত, শঙ্কর, ক্ষেম্য, হরিকেশ, স্থাণু, পুরুষ, হরিনেত্র, মুঙ্গ, কৃশ, উত্তারণ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, সহস্রাক্ষ, কামপূরক, গিরীশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, বিল্বদণ্ডধারী, সিদ্ধ, সর্ব্বদণ্ডধর, মৃগভেত্তা, মহান, ধনুর্দ্ধারী, ভব, বর, ব্যোমবক্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র, চক্ষুঃস্বরূপ, হিরণ্যবাহু, উগ্র, দিকপতি, লেলিহান, গোষ্ঠ, বৃষ্টি, পশুপতি, ভূতপতি, বৃষ, মাতৃভক্ত, সেনানী, মধ্যম, স্রুবহস্ত, যতি, বুদ্ধিস্বরূপ, ভার্গব, অজ, কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, তীক্ষ্ণ, বৈশ্বানরমুখ, মহাদ্যুতি, অনঙ্গ, সর্ব্বস্বরূপ, বিলোহিত, দীপ্ত, দীপ্তাক্ষ, মহৌজা, কপালমালাসম্পন্ন, সুবর্ণমুকুটধারী, মহাদেব, কৃষ্ণ, এ্যম্বক, অনঘ, ক্রোধন, নৃশংস, মৃদু, ক্রোধশালী, উগ্র, পতি, পশু, কৃত্তিবাসাঃ, দণ্ডী, তপ্ততপা, অক্রূরকর্ম্মা, সহস্রশিরা, সহস্রচরণ, ত্রিপুরহন্তা, বসুরূপ, দংষ্ট্রী, সুবর্ণরেতা, সুরূপ, অনন্ত, মহাদ্যুতি, পিনাকী, মহাযোগী, অব্যয়, ত্রিশূলহস্ত, ভুবনেশ্বর, ত্রিলোকেশ, মহৌজা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ধারণ, ধরণীধর, ঈশান, শিব, বিশ্বেশ্বর, ভব, উমাপতি, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, দশভুজ, দিব, বৃষধ্বজ, উগ্র, রৌদ্র, গৌরীশ্বর, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, পৃথু, পৃথুহর, বর ও চতুর্ম্মুখ, তোমাকে নমস্কার" বলিয়া প্রণাম কর। তুমি সেই সনাতন দেবাদিদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অবশ্যই তোমার সেই সুবর্ণরাশি লাভ হইবে। তাহা হইলেই তুমি তদ্দারা অতি উৎকৃষ্ট যজ্ঞপাত্রসমুদয় নির্ম্মাণ করাইতে পারিবে; অতএব তুমি অবিলম্বে স্বীয় দূতগণকে সুবর্ণবহনার্থ মুঞ্জবান্পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং তথায় গমন কর।

"মহাত্মা সংবর্ত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ মরুত্ত অচিরাৎ মুঞ্জবানপর্ব্বতে গমন ও ভগবান ভবানীপতির সন্তোষসম্পাদনপূর্ব্বক এই সুবর্ণরাশি লাভ করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিল্পকরেরা সুবর্ণময় পাত্রসমুদয় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ

করিল। এ দিকে সুরপুরোহিত বৃহস্পতি মহারাজ মরুত্তের দেবদুর্ল্লভ সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তাপিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা সংবর্ত্ত ঐ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন, বিবেচনা করিয়া তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইতে লাগিল।"

৯ম অধ্যায়

ভ্রাতৃসমৃদ্ধিতে অসহিষ্ণু বৃহস্পতিকে ইন্দ্র সান্ত্বনা

"ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সন্তপ্ত জানিয়া তাঁহার সন্তাপের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সুরগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুরাচার্য্য! আপনি ত' পরমসুখে নিদ্রিত হইয়া থাকেন? আপনার পরিচারকেরা ত' আপনাকে যথোচিত পরিচর্য্যা করে? আপনি ত' সতত সুরগণের সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকেন? দেবতারা ত' আপনাকে সতত প্রতিপালন করিতেছেন?'

"বৃহস্পতি কহিলেন, 'সুররাজ! আমি পরমসুখে নিদ্রিত হই। আমার পরিচারকেরা যথোচিত পরিচর্য্যাদ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমি নিরন্তর দেবগণের সুখ প্রার্থনা করি এবং দেবগণও আমাকে প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করিয়া থাকেন।'

"ইন্দ্র কহিলেন, 'সুরাচার্য্য! তবে আপনার মুখশ্রী কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ হইল? আর আপনার শারীরিক ও মানসিক দুঃখেরই বা কারণ কি? আপনি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করুন। যাহারা আপনার দুঃখের কারণ আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব।'

"বৃহস্পতি কহিলেন, "দেবরাজ! আমি শুনিয়াছি, রাজা মরুত্ত প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছে। আমার ভ্রাতা সংবর্ত্ত সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, সংবর্ত্ত মরুত্তের যাজনকার্য্য না করে।'

"ইন্দ্র কহিলেন, 'সুরাচার্য্য! আপনি দেবগণের পুরোহিত, আপনার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে এবং আপনি স্বভাববলে জরামৃত্যু উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব সংবর্ত্ত হইতে আপনার কি অপকারের সম্ভাবনা?'

অগ্নির বৃহস্পতি-পৌরোহিত্যে অনুরোধ

"বৃহস্পতি কহিলেন, 'সুররাজ! তুমি অসুরগণের মধ্যে যাহাদিগের সমৃদ্ধিশালী দেখ, দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদিগকেই সংহার করিয়া থাক। সুতরাং শত্রুর সমৃদ্ধিদর্শন যে নিতান্ত দুঃখাবহ, তাহা তোমার অবিদিত নাই। সংবর্ত্ত আমার প্রধান শত্রু, এক্ষণে তাহার সমৃদ্ধিদর্শনই আমার অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমার শত্রু পরিবর্দ্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়াই আমি এইরূপ বিবর্ণ হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে যে-কোন উপায়ে হউক, হয় সংবর্ত্ত, না হয় রাজা মরুত্তের নিগ্রহ কর।'

"সুরগুরু এই কথা কহিলে, দেবেন্দ্র অগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হুতাশন! তুমি এক্ষণে বৃহস্পতিকে রাজা মরুত্তের নিকট লইয়া গিয়া বল, এই সুরগুরু তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিবেন।'

"দেবরাজ এইরূপ অনুরোধ করিলে অগ্নি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! আমি তোমার বাক্য রক্ষা ও বৃহস্পতির সৎকারের নিমিত্ত দূতবেশে রাজা মরুত্তের নিকট ইহাকে লইয়া চলিলাম।' এই বলিয়া হুতাশন গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বন, উপবনসমুদয় বিমর্দ্দিত করিয়া অচিরাৎ বৃহস্পতির সহিত মরুত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

"তখন মরুরাজ হুতাশনকে সমুপস্থিত দেখিয়া সংবর্ত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! আজ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। হুতাশন স্বয়ং আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র উঁহাকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রদান করুন।'

"অগ্নি কহিলেন, 'রাজন্! আমি তোমার বাক্যেই আসন ও পাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ইন্দ্র আমাকে দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।'

"মরুত্ত কহিলেন, "ভগবন্! দেবরাজ ইন্দ্র ত' সুখে অবস্থান করিতেছেন? তিনি ত' আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং দেবগণ ত' তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন না?

"অগ্নি কহিলেন, 'রাজন্! পুরন্দর পরমসুখে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি এক্ষণে তোমার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর এই সুরগুরু বৃহস্পতি তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করুন।'

মরুত্তের বৃহস্পতি-পৌরোহিত্য প্রত্যাখ্যান

"মরুত্ত কহিলেন, 'মহাত্মন্! মহর্ষি সংবর্ত্ত আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। অতএব আমি বৃহস্পতির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে, উনি অমর পুরন্দরের পুরোহিত হইয়া এক্ষণে মৃত্যুবশবর্ত্তী মরুত্তের পৌরোহিত্য না করেন।

"তখন অগ্নি কহিলেন, 'রাজন! যদি তুমি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই যশস্বী হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও প্রজাপতিলোকসমুদয় পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সুরপতি ইন্দ্রের প্রসাদবলে স্বর্গমধ্যে কোন উৎকৃষ্ট লোকই তোমার অপ্রাপ্য থাকিবে না।

'অগ্নি এইরূপে মরুত্তকে প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হুতাশনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "অনল! তুমি অচিরাৎ প্রস্থান কর। আর কখন মরুত্তরাজার নিকট বৃহস্পতিকে লইয়া এ স্থলে আগমন করিলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধদৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব।' মহর্ষি সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে হুতাশন তাঁহার বাক্যে একান্ত ভীত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বৃহস্পতির সহিত তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক দেবসভায় সমুপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হুতাশন! আমি মরুরাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তুমি কি নিমিত্ত উহাকে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে? যজ্ঞদীক্ষিত নরপতি মরুত্ত তোমাকে কি কহিয়াছে, তাহা ব্যক্ত কর।

"অগ্নি কহিলেন, 'দেবরাজ! নরপতি মরুত্ত আপনার বাক্যে সম্মত হয় নাই। সে কৃতাঞ্জলিপুটে বৃহস্পতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মরুত্তকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে কহিল, সংবর্ত্ত আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। বৃহস্পতি যজ্ঞ করিলে যদি আমার উৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও প্রজাপতিলোকমুদয় লাভ হয়, তথাপি আমি সুরগুরুদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিব না।'

ইন্দ্রক্রোধ—শাপভয়ে অগ্নির দৌত্যে অনিচ্ছা

'ইন্দ্র কহিলেন, 'হুতাশন! তুমি পুনর্ব্বার মরুত্তরাজার নিকট গমন করিয়া তাহাকে আমার অনুরোধ বিজ্ঞাপন কর। যদি সে তাহাতেও আমার বচন রক্ষা না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব।'

"অগ্নি কহিলেন, 'রাজন! গন্ধর্ব্বাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র তথায় গমন করুন। আমার তথায় গমন করিতে শঙ্কা হইতেছে। ব্রহ্মচারী মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে কহিয়াছেন যে, যদি তুমি পুনরায় মরুত্তরাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে আগমন কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধদৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব।'

'ইন্দ্র কহিলেন, 'হতাশন। তুমিই সকলকে দগ্ধ করিয়া থাক। তোমা ভিন্ন দাহকর্ত্তা আর কেহই নাই। তোমার সংস্পর্শে সমুদয় লোক ভীত হয়; অতএব সংবর্ত্ত যে তোমাকে ভস্ম করিবেন, এ কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না।'

"অগ্নি কহিলেন, 'দেবেন্দ্র! আপনি অসংখ্য সৈন্যদ্বারা সসাগরা পৃথিবী ও সমুদয় স্বর্গলোক পরিবেষ্টিত করিতে পারেন, তবে বৃত্তাসুর কিরূপে আপনার স্বর্গলোক অপহরণ করিয়াছিল?

'ইন্দ্র কহিলেন, 'হুতাশন! আমি সামান্য যুদ্ধে ঐরাবতকে প্রেরণ, শত্রুদত্ত সোমরস পান ও দুর্ব্বলের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করি না। আমি স্বীয় বাহুবলে পৃথিবী হইতে কালকেয়গণকে, অন্তরীক্ষ হইতে দানবগণকে এবং স্বর্গ হইতে প্রহ্লাদকে দূরীভূত করিয়াছি। অতএব মর্ত্যলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া অপ্রহার করিতে সমর্থ হইবে?'

"অগ্নি কহিলেন, 'রাজন্! আপনি শর্য্যাতিরাজার যজ্ঞ স্মরণ করুন। মহর্ষি চ্যবন ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক হইয়া যখন অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমরস পান করেন, তখন আপনি তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। ঐ সময়ে আপনি সেই মহর্ষিকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাকে ঘোরতর বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহর্ষি চ্যবন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তপোবলে অনায়াসে আপনার বাহু স্তম্ভিত করিয়া মদ নামে এক ভীষণমূর্ত্তি অসুরের সৃষ্টি করিলেন। সে অসুরের বিকটমূর্ত্তিদর্শনে তৎকালে আপনাকে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিতে হইয়াছিল। ঐ অসুরের অধর পৃথিবী ও ওষ্ঠ স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার শতযোজনবিস্তৃত ঘোরতর সহস্র দন্ত, রজতস্তম্ভসদৃশ দুইশত যোজনবিস্তীর্ণ, দংষ্ট্রাচতুষ্টয়-দর্শনে তত্রত্য সকলেরই মনে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল। সেই অসুর

আপনার বিনাশাসনায় ঘোরতর শূল উদ্যত করিয়া আপনার প্রতি ধাবমান হয়। সেই সময় আপনি সেই বিকটমূর্ত্তি অসুরকে অবলোকন করিয়া যারপরনাই ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব হে দেবেন্দ্র! ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নাই। আমি ব্রহ্মাতেজ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব আমার সংবর্ত্তকে পরাজয় করিতে কিছুতেই বাসনা হয় না।"

১০ম অধ্যায়

ইন্দ্রপ্রেরিত ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে উপেক্ষা

"তখন ইন্দ্র কহিলেন, 'হুতাশন! ব্রহ্মবল যে অতি উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যে আর কেহই নাই, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু মরুরাজার পরাক্রম আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব।' সুররাজ পুরন্দর অনলকে এই কথা কহিয়া গন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! তুমি শীঘ্র মরুত্তরাজার নিকট গমন করিয়া সংবর্ত্তের সমক্ষে তাহাকে বল যে, মহারাজ! তুমি অচিরাৎ বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর, নচেৎ দেবরাজ তোমাকে বজ্রপ্রহার করিবেন।'

"সুররাজ এইরূপ আদেশ করিলে গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র অচিরাৎ মরুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ। আমার নাম ধৃতরাষ্ট্র; আমি গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে লোকাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যে নিমিত্ত আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, যদি আপনি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বজ্রপ্রহার করিবেন।'

"তখন মরুত্ত কহিলেন, 'গন্ধর্ব্বরাজ! মিত্রদ্রোহী যে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার যে কোন কালে নিষ্কৃতিলাভ হয় না, ইহা কি তোমার, কি ইন্দ্রের, কি বসুগণের, কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, কি মরুদগণের কাহারই অবিদিত নাই; অতএব আমি কখনই আমার পরমমিত্র সংবর্ত্তকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে পারিব না। সুরগুরু বৃহস্পতি বজ্রধর দেবরাজের পৌরোহিত্য করুন। মহাত্মা সংবর্ত্তই আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। আমি কদাচ ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।'

ইন্দ্রভীত মরুত্তের প্রতি সংবর্ত্তের অভয়বাণী

"ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মহারাজ! ঐ দেখুন, ভগবান শতক্রতু আপনার প্রতি বর্জ্য পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আকাশপথে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন; অতএব এই সময়ে স্বীয় হিতচিন্তা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

"গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে মহারাজ মরুত্ত আকাশে ইন্দ্রের ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া উপানুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মবিদগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা সংবর্ত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! সুররাজ অধিক দূরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না। কিন্তু উনি বজ্রপ্রহার করিলে নিশ্চয়ই আমাকে কালকবলে নিপতিত হইতে

হইবে; অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে অভয় প্রদান ও আমার মঙ্গলবিধান করুন। ঐ দেখুন, দেবরাজ বজ্রধারণপূর্ব্বক দশদিক আলোকিত করিয়া আগমন করিতেছেন। উহার ভয়ঙ্কর নিনাদে সভাস্থ সমস্ত লোকই নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে।'

'সংবর্ত্ত কহিলেন, 'মহারাজ! ইন্দ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অবিলম্বে সংস্তম্ভিনী বিদ্যাপ্রভাবে উঁহার সমুদয় কার্য্য স্তম্ভিত করিয়া তোমার ভয় নিবারণ করিব। আমি সমুদয় দেবতার অস্ত্র বিনষ্ট করিতে পারি। বজ্র দিক্‌মুদয়ে নিক্ষিপ্ত, বায়ু প্রবাহিত, কাননে বারিধারা নিপতিত, সমুদ্র প্লাবিত ও আকাশপথে সৌদামিনী লক্ষিত হউক, তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। হুতাশন তোমার মঙ্গলবিধান করুন বা না করুন এবং ইন্দ্র তোমার কামনা পূর্ণ করিতে বা বজ্রপ্রহার করিতে সমুদ্যত হউন, তাহার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই।'

"মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন! বাসবের বায়ুঘোষ [বায়ুবেগ তুল্য শব্দ]সম্বলিত ভীষণ বজ্রনিস্বন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বারংবার ব্যথিত হইতেছে। আমি কোনরূপে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইতেছি না।'

"সংবর্ত্ত কহিলেন, 'মহারাজ! ইন্দ্রের ভীষণ বজ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি বায়ুভূত হইয়া অবিলম্বে ঐ বজ্র সংহার করিতেছি। এক্ষণে তোমার আর কোন কার্য্যসাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর।'

ইন্দ্রের মরুত্ত যজ্ঞে আগমন—যজ্ঞভাগগ্রহণ

"মরুত্ত কহিলেন, 'ভগবন্! এক্ষণে দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সহসা এই যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনসমুদয়ে উপবেশনপূর্ব্বক স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।'

"মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ইদ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিয়া মরুত্তকে কহিলেন, "মহারাজ! ঐ দেখ, দেবরাজ আমার মন্ত্রবলে হরিদশ্বযুক্ত [সবুজবর্ণ-অশ্বযুক্ত] রথে সমারূঢ় হইয়া দেবগণের সহিত এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিতেছেন।'

"মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র মরুত্তরাজার যজ্ঞীয় সোমরস পান করিতে অভিলাষী হইয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত দেবগণপরিবেষ্টিত সুররাজকে সমাগত দেখিয়া পুরোহিতসমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সৎকার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সংবর্ত্ত পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবরাজ! আপনি ত' সুখে আগমন করিয়াছেন? আপনার আগমনে এই যজ্ঞ সমধিক শোভাসম্পন্ন হইল, এক্ষণে আপনি এই সোমরস পান করুন।'

"অনন্তর মহারাজ মরুত্ত পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রশান্তভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আজ আপনার আগমনে আমার যজ্ঞ ও জীবন সফল হইল। এই দেখুন, বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভগবান্ সংবর্ত্ত আমার যজ্ঞ সমাপন করিতেছেন।'

"ইন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ! এই দীপ্ততেজা ভগবান্ সংবর্ত্তের মাহাত্ম্য আমার অবিদিত নাই। আজ আমি এই মহাত্মাকর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া তোমার প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক

প্রীতমনে এই যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছি।’

“সংবর্ত্ত কহিলেন, ‘দেবরাজ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি এই সমাজমধ্যে ভাগসমুদয় যথাযোগ্য কল্পনা ও এই যজ্ঞে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।’

“মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে, দেবরাজ দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে সুরগণ! তোমরা অবিলম্বে স্বর্গীয় সভার তুল্য অতিসমৃদ্ধ বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে অসংখ্য স্তম্ভ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের নৃত্যগীতাদির স্থান প্রস্তুত কর। ঐ সভাতে গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করুক।’

“সুররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিলে দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দেবরাজ প্রীতমনে মরুত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘মহারাজ! আমি, তোমার পিতৃলোক ও অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তোমার প্রতি প্রীত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ অগ্নির প্রীতি নিমিত্ত লোহিত ছাগ, বিশ্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অন্যান্য দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করুন।’

“দেবরাজ এই কথা কহিবামাত্র যজ্ঞের উৎসব পরিবর্দ্ধিত হইতে আবদ্ধ হইল, দেবগণ স্বয়ং অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ স্বয়ং সদস্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বহনক্ষম বিপ্রগণের মরুদত্ত-স্বর্ণত্যাগ

“অনন্তর দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় পরমতেজস্বী মহাত্মা সংবর্ত্ত দেবগণের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাগ্রে দেবরাজ ও তৎপরে অন্যান্য দেবগণ সোমরস পান করিয়া প্রীতিলাভপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞভূমির নানা স্থানে রাশি রাশি সুবর্ণ সংস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই অপরিমিত সুবর্ণবহনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা উহার অধিকাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অল্পাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

“এইরূপে মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে তিনি সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণের পরিত্যক্ত সুবর্ণসমুদয় পাকার করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

“হে ধর্ম্মরাজ! মরুত্ত এইরূপ গুণশালী ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রভূত সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি সেই সমুদয় সুবর্ণ আনয়ন করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর।”

মহাত্মা বেদব্যাস এই বাক্য কহিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার এই বাক্যশ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার মানসে অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

১১শ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণ-উপদেশ—জীবাহঙ্কার-কথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, সধূম অনলের ন্যায়, নিতান্ত নিষ্প্রভ, দুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মরাজকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মরাজ! 'কুটিলতাই মৃত্যুর এবং সরলতাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ', এই বাক্যটি বিশেষরূপে বোধগম্য হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য, সকলই প্রলাপ মাত্র। আপনার কোন কার্য্যই সমাহিত হয় নাই। আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না? হে মহারাজ! এক্ষণে আমি জীবের সহিত অহঙ্কারের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"পূর্ব্বকালে অহঙ্কার পৃথিবীসমুৎপন্ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে সুগন্ধ আঘ্রাণরূপ বিষয়ভোগে নিতান্ত উৎসুক করিয়াছিল। তখন জীবাত্মা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অহঙ্কারের প্রতি বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার জলসমুৎপন্ন রসনেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে রসাস্বাদনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীবাত্মা অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। তখন অহঙ্কার জ্যোতিঃসমুৎপন্ন নয়নেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবাত্মাকে বস্তুদর্শনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীবাত্মা অহঙ্কারের প্রতি বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে অপসারিত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার বায়ুসমুৎপন্ন ত্বগিন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবকে স্পর্শানুভবে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীবাত্মা পুনরায় তাহার প্রতি বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। পরে অহঙ্কার আকাশসম্ভূত কর্ণেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবাত্মাকে শব্দশ্রবণে সমুৎসুক করিল। তখন জীবাত্মা ক্রোধভরে পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরিশেষে অহঙ্কার গত্যন্তর না দেখিয়া জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অহঙ্কার প্রবেশ করিবামাত্র জীবাত্মা মোহে একান্ত অভিভূত হইলেন। ঐ সময় গুরু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত করিলেন। তখন জীবাত্মা সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ বজ্রদ্বারা অহঙ্কারকে এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিগণের নিকট ও তৎপরে ঋষিগণ আমার নিকট এই রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

যজ্ঞকার্য্যে যুধিষ্ঠিরের উদ্বোধন

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। এই দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সহিত পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাকে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ। যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন

শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ, উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহারও দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়। অথবা যদি সুখদুঃখ জীবের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া আপনি এককালে উহা পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তথাপি সভামধ্যে পণ্ডিতগণসমক্ষে রজঃস্বলা দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ [১], আপনাদিগের অজিনধারণপূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গমন, মহারণ্যমধ্যে অবস্থান, জটাসুরকর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ, চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ, সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর অপমান, অজ্ঞাতবাস এবং দ্রৌপদীর গাত্রে কীচকের পদাঘাতজনিত অতীব দুঃখসমুদয় স্মরণ করা আপনার কদাপি উচিত নহে।

"পূর্ব্বে ভীষ্ম-দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্যসমুদয় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈত্রিক রাজ্য প্রতিপালন করুন।"

১৩শ অধ্যায়
কামনাত্যাগের উপদেশ—কামগীতা

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়সমুদয়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয়সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ আপনার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসারপ্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মালাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদয়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে।

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতে অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণীগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসম্বলিত সমুদয় জগতের আধিপত্যলাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে

ফলমূলাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয়সমুদয় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঐ সমুদয়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন।

"কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়, উহা সমুদয় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদয় মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনাসহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাহারাই এককালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

"অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহ আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্যদ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা আমাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত সমালোচনাদ্বারা আমাকে শাসন করিতে যত্নবান হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্যদ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যাদ্বারা আমাকে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমাকে সর্ব্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।'

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি আপনার নিকট কামগীত সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। অতএব কামনাকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুখসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, কামনাকে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপদ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দ্দর্শনলাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুখসমৃদ্ধ যজ্ঞসমুদয়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।"

১৪শ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের মনঃশান্তি—রাজ্যপালন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান কৃষ্ণ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জ্জুন ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ আশ্বাস প্রদান

করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এককালে বন্ধুবিয়োগজনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় আত্মীয়-স্বজনদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকার করিয়া প্রশান্ত মনে পৃথিবী শাসন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পরে একদা তিনি মহর্ষি ব্যাস, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধনগণ! আমি আপনাদিগের বিবিধ উপদেশপ্রভাবে সম্পূর্ণ আশ্বাস লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার আর অণুমাত্রও দুঃখ নাই। হে পিতামহ বেদব্যাস! আপনি আমাকে প্রভূত অর্থপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি অচিরাৎ ঐ অর্থ লাভ করিয়া উহাদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। অতঃপর আমরা আপনার প্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়া অবিলম্বে বিবিধ অদ্ভূত পদার্থপরিপূর্ণ হিমালয়ে গমন করিব। আপনি, দেবর্ষি নারদ ও দেবস্থান, আপনারা আমাকে বহুবিধ শুভবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে ব্যক্তির অদৃষ্ট মন্দ, সে দুঃখে নিপতিত হইলে কদাচ এইরূপ সদ্গুরুলাভে সমর্থ হয় না।"

মহাত্মা যুধিষ্ঠির অনুনয়সহকারে এই কথা কহিলে, তাঁহারা কৃষ্ণের ও অর্জ্জুনের অনুজ্ঞালাভপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের পারলৌকিক শুভসাধনোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান ও শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সেই প্রজ্ঞাচক্ষু মহাত্মাকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

১৫শ অধ্যায়

সদুপদেশদানান্তে কৃষ্ণের দ্বারকাগমনাভিলাষ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মণ! পাণ্ডবদিগের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ইঁহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহার অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন পরমাহ্লাদে নন্দনবনে বিচরণ করেন, তদ্রূপ মহা আহ্লাদে বিচিত্র বন, পর্ব্বতগুহা, পবিত্র তীর্থ, পল্বল[ক্ষুদ্র জলাশয়] ও নদী প্রভৃতি রমণীয় স্থানসমুদয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনপূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং ঋষি ও দেবতাদিগের বংশকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাসুদেব বিবিধ বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া ধনঞ্জয়ের সহস্র সহস্র জ্ঞাতি এবং পুত্রবিনাশজন্য শোকাপনোদন পূর্ব্বক তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত, মধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "পার্থ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবল এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রমপ্রভাবেই এই সসাগরা ধরণী পরাজিত করিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারে এই রাজ্য অকণ্টক হইয়া তাঁহার হস্তগত এবং ধর্ম্মানুসারেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। যেসকল অধর্ম্ম-প্রবৃত্ত রাজ্যলোলুপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সর্ব্বদা অপ্রিয়বাক্য ব্যবহার করিত, এক্ষণে তাহারা সকলেই পরলোকে গমন করিয়াছে। এখন রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অকণ্টকে এই

সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতেছেন। তোমার সহিত এই জনসমাজে বাস করিবার কথা দূরে থাকুক, অরণ্যে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীত হইয়া থাকি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান আমার একান্ত প্রিয়।

"আমি তোমার সহিত এই স্বর্গতুল্য পরমপবিত্র রমণীয় সভামধ্যে অবস্থান করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলাম। এ কাল পর্য্যন্ত আমি পুত্র, বলদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে দ্বারকানগরীতে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অতএব তুমি আমার দ্বারকাগমনে অনুমোদন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার উপদেষ্টা হইলেও যে সময়ে ভীষ্মদেব তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আমিও তাঁহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছি। তিনি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান ও স্থিরনিয়মসম্পন্ন। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকাগমন প্রস্তাব কর। দ্বারকানগরীতে গমনের কথা দূরে থাকুক, প্রাণরক্ষার নিমিত্তও আমি তাঁহার অপ্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সম্মত নহি। আমি সত্য কহিতেছি, কেবল তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত এই যুদ্ধাদিকার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমার এ স্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে।

"ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন সবলে নিহত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিবিধ রত্নপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী স্ববশে সমানীত করিয়াছেন, অতঃপর উনি সিদ্ধ মুনিগণে পরিবেষ্টিত বন্দিগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সমুদয় পৃথিবী প্রতিপালন করুন। এক্ষণে তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকাগমন প্রস্তাব কর। আমি ধন, প্রাণ প্রভৃতি সমুদয়ই যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার পরমপ্রিয় ও মান্য। এখন তোমার সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকাগমন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অমিতপরাক্রম অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলে, তিনি অতিকষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

আশ্বমেধিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

১৬শ অধ্যায়
অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মণ্! মহাত্মা মধুসূদন ও অর্জ্জুন বিপক্ষগণকে সংহারপূর্ব্বক সেই সভায় বাস করিয়া কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগের পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিয়া বাসুদেবের সহিত সেই সভাতে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা একদা সজ্জনগণসমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের ন্যায় রমণীয় সেই সভার কোন এক প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই সভার শোভা সন্দর্শন করিয়া বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মধুসূদন! যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্বনিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনরায় আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে, অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের পুনরায় গীতা-উপদেশ

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! আমি তোমার নিকট নিগূঢ় ধর্ম্ম ও নিত্যলোকসমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি যে বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি যারপরনাই দুঃখিত হইতেছি। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তৎসমুদয় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; অতএব আমি আর কোনক্রমেই তোমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। সেই ধর্ম্মোপদেশপ্রভাবে ব্রহ্মপদ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায়। এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারি না। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানসম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর। তুমি ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে।

"একদা কোন এক ব্রাহ্মণ স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক পরিভ্রমণপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিয়া মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! তুমি প্রাণীদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমাকে যে মোক্ষর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা শ্রবণ করিলে প্রাণীগণের মোহ নিরাকৃত হইয়া যায়। এক্ষণে আমি তাহা যথার্থতঃ কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর।

সিদ্ধিপথের উপদেশ—কাশ্যপ-সিদ্ধপুরুষ সংবাদ

‘পূর্ব্বে কাশ্যপ নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ লোকতত্ত্বার্থকুশল [জগতের তত্ত্বনির্ণয়ে অভিজ্ঞ], সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও পাপপুণ্যতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন [ব্রহ্মতেজোযুক্ত], অন্তর্দ্ধানগতিবেত্তা [সহসা অদৃশ্য হওয়া ব্যাপারে কুশলী], সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল ও শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ। উনি প্রাণীগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে যেরূপ গতিলাভ করিয়া থাকে, তৎসমুদয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। উনি চক্রধারী সিদ্ধগণের সহিত গমনাগমন, উপবেশন ও নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেন। তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান কাশ্যপ তাঁহার এইরূপ গুণগ্রাম অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কিয়দ্দিন, তথায় অবস্থান করিয়া শিষ্যের ন্যায় সেই মহর্ষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

‘তখন সেই সিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপের গাঢ়তর ভক্তিদর্শনে অনতিকালমধ্যে তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কাশ্যপ! আমি এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা বিবিধ কার্য্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতিলাভ ও দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি নিরন্তর সুখলাভ, করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় অতিকষ্টে উপলব্ধ হইলেও তাহা হইতে বারংবার পতন হইয়া থাকে। আমি কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ও মোহপ্রভাবে সতত পাপে লিপ্ত হইয়া অতি কষ্টকর অশুভ গতিসমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বারংবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমাকে বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য উপভোগ ও বিবিধ স্তনদুগ্ধ পান করিতে হইয়াছে। আমি বহুসংখ্যক জনকজননী দৃষ্টিগোচর করিয়াছি এবং বিবিধ সুখ ও বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবার আমার প্রিয় বিচ্ছেদ ও অপ্রিয়সংযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বহু যত্নে ধনসঞ্চয় করিয়া তাহার উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছি। আত্মীয়-স্বজন ও ভূপতিগণ বারংবার আমার অবমাননা করিয়াছেন।

‘আমি কতবার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কতবার বধবন্ধন যাতনা অনুভব করিয়াছি, কতবার আমাকে নরকযন্ত্রণা, যমযন্ত্রণা ও জরাব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। লৌকিক বিপদসমুদয় কতবার আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি এইরূপে বারংবার বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া লোকতন্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। এক্ষণে মনঃপ্রসাদনিবন্ধন আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। ঐ সিদ্ধিপ্রভাবে আর আমাকে এই সংসারে আগমন করিতে হইবে না। অতঃপর যে পর্য্যন্ত আমার মুক্তিলাভ ও জগতের প্রলয় না হইবে, ততকাল আমি আপনার ও এই লোকসমূহের শুভগতিসমুদয় প্রত্যক্ষ করিব।

‘‘আমি দেহত্যাগের পর এই সংসার হইতে এককালে সত্যলোকে গমন করিব এবং সেই সত্যলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। আমি আর কখনই এই মর্ত্যলোকে আগমন করিব না। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব বল, আমাকে তোমার কি

প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে? তুমি যাহা লাভ করিবার অভিলাষ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, এক্ষণে তোমার তাহা প্রাপ্ত হইবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি, তাহা স্বয়ং ব্যক্ত কর। আমি অচিরাৎ এই-সংসার পরিত্যাগ করিব, এই নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ ত্বরা প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমার চরিত্র দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাকে যেকোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ, তখন তোমার বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

১৭শ অধ্যায়
জীবাত্মার দেহ আশ্রয় ও দেহত্যাগ

কৃষ্ণ কহিলেন, "মহাত্মা সিদ্ধ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ কাশ্যপ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! জীবাত্মা কিরূপে এক দেহ পরিত্যাগ ও অন্য দেহ আশ্রয় করে আর কিরূপেই বা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই ক্লেশকর সংসার হইতে বিমুক্ত হয়? কিরূপে উহার শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর উহার কর্ম্মসমুদয় কোন্ স্থানে অবস্থান করে, এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন। করুন।'

"মহর্ষি কাশ্যপ এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাত্মা সিদ্ধ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যেসমুদয় আয়ুষ্করকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেইসমুদয় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুক্ষয় হয়। তখন সেই বিপরীতবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে; স্বীয় শরীরের অবস্থা, বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তুভোজনে প্রবৃত্ত হয়; কোন দিন অতিভোজন ও কোন দিন একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করে; কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ ও পরস্পরবিরোধী গুরুতর বস্তুসমুদয় ভোজনে আসক্ত হয়; কোন দিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে; কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয়; কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে; কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম সম্পাদনবাসনায় মল-মূত্রাদির বেগধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্যসেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশনিবন্ধন উদ্বন্ধনাদিদ্বারা দেহত্যাগ করে।

'এই আমি তোমার নিকটে যে নিমিত্ত জীবের দেহত্যাগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর জীবাত্মা যেরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরান্তর্গত উষ্মা [তাপ] বায়ুবেগবশতঃ প্রকোপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদয় মর্ম্মস্থান ভেদ করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মর্ম্মভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হয়।

'সমুদয় জীবই বারংবার জন্মমরণের বশীভূত হইয়া থাকে। জীব মৃত্যুসময়ে যেরূপ কষ্টভোগ করে, তাহাকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়। ঐ সময় সে তীব্র বায়ুপ্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্লেদে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের পৃথগ্‌ভাবসময়ে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে। তখন সেই দেহ বিশ্রী, বিচেতন এবং উষ্মা উচ্ছাসবিহীন হইয়া মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। জীবাত্মা ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদি বিষয়সমুদয়ের আস্বাদগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু উহাদ্বারা আহারসম্ভব [ভুক্তদ্রব্য হইতে জাত] প্রাণকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সনাতন জীবই শরীরের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করে। পণ্ডিতেরা শরীরের সন্ধিস্থানসমুদয়কে মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় মর্ম্ম ভিন্ন হইলে জীব ঐ সমুদয়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিকে রুদ্ধ করে। বুদ্ধি রুদ্ধ হইলে জীবাত্মা সচেতন হইয়াও কোন বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় সমীরণ সেই নিরধিষ্ঠান [আশ্রয়চুত] জীবকে মহাবেগে চালিত করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা সুদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনির্গত হয়।

কর্ম্মবশে স্বর্গ-নরকগামী জীবের কর্ম্মভেদ

'জীব এইরূপে দেহচ্যুত হইলেও তত্ত্বত্ত্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সমুদয় কর্ম্মে সমাবৃত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে। তখন জ্ঞানবান্ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ লক্ষণদ্বারা উহাকে পুণ্যবান বা পাপাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা চক্ষুদ্বারা অন্ধকারে উড্ডীয়মান খদ্যোতকে দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞানাপন্ন সিদ্ধ মহাত্মার জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম, মরণ ও গর্ভপ্রবেশ দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। শাস্ত্রে জীবের স্বর্গ, মর্ত্য ও নরক এই ত্রিবিধ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ এই কর্ম্মভূমিতে শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানেই তাহার ফলভোগ করে, কেহ কেহ পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অশেষ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল নরকভোগ করিয়া থাকে। জীব একবার নরকে নিপাতিত হইলে তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন, অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

'এক্ষণে জীবসমুদয় স্বর্গগামী হইয়া যে যে স্থানে অবস্থান করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে কর্ম্মগতি তোমার অবিদিত থাকিবে না। যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেহান্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য অথবা নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই সেই স্থান হইতে নিপতিত হইতে হয়। পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ বারংবার ঐ সমুদয় স্থানে গমন ও ঐ সমুদয় স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গেও উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নীচ ত্রিবিধ স্থান বিদ্যমান আছে, সুতরাং যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারাও আপন অপেক্ষা অন্যের শ্রীদর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত হয়েন। এই আমি তোমার নিকট জীবসমুদয়ের গতি কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর জীবের দেহপরিগ্রহের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।"

১৮শ অধ্যায়
জীবের গর্ভপ্রবেশ-বিবরণ

"সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, ইহলোকে ফলভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভ কার্য্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহপ্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। বনস্পতি হইতে যেমন ফলকালে বহু ফল সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পুণ্যফল এবং দুষ্টান্তঃকরণে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পাপফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

'আত্মা মনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে মনুষ্য যেরূপ স্বকর্ম্মে পরিবৃত হইয়া জন্মান্তরে গর্ভে প্রবেশ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শোণিতমিশ্রিত শুক্র স্ত্রীজাতির গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়। পরে জীব সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষ্মতা ও অলক্ষ্যত্বনিবন্ধন তিনি কুত্রাপি লিপ্ত হয়েন না। ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ জীবই সমুদয় লোকের বীজস্বরূপ, প্রাণীগণ উঁহারই প্রভাবে জীবিত থাকে। তাম্রাদি ধাতু যেমন সুবর্ণরসে সিক্ত হইলে তাহার সমুদয় অঙ্গ সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হয়, লৌহপিণ্ডমধ্যে বহ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমুদয় অবয়ব উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদয় শরীর জীবময় ও সচেতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অন্ধকার সময়ে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত সমুদয় বস্তু প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীবসমুদয় অঙ্গের পরিচালন করিয়া থাকে। জীবমাত্রেই শরীর আশ্রয়পূর্ব্বক জন্মগ্রহণের পর জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফলভোগ ও বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এইরূপে জীব যত কাল মোক্ষধর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ না হয়, তত কাল তাহার ফলভোগদ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্যক্ষয় ও বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কার্য্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

'হে ব্রাহ্মণ! এক্ষণে মানবগণ বিবিধ জন্মপরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, ব্রতচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাভ্যাস, শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, জীবের প্রতি দয়া, সরলতা, পরস্বাপহরণে নিস্পৃহতা, প্রাণীগণের অহিতচিন্তা পরিত্যাগ, পিতামাতার শুশ্রূষা, দয়া, শুদ্ধতা এবং গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের পূজা প্রভৃতি শুভকার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ঐরূপ ব্যবহারদ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবেই প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত দানাদি-সদাচারসমুদয় সাধুদিগের নিকট নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সদাচারই সনাতনধর্ম্মনামে অভিহিত হয়। যাঁহারা ঐ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। মানবগণ ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে একমাত্র সদাচার-উপদেশদ্বারাই তাহাদিগকে সৎপথে সমানীত করা যায়। অতএব সদাচারপরায়ণ হওয়া লোকের অবশ্য বিধেয়।

'যোগী ব্যক্তিরা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ, উঁহারা যোগবলে অচিরাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু

দানাদিধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিরা বহুকালে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। জীবগণ সকল জন্মেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই আত্মার জীবরূপে পরিণত হইবার প্রধান কারণ।

'হে দ্বিজবর! সর্ব্বপ্রথমে কে শরীর গ্রহণ করিল, এই বলিয়া মানবগণের মনোমধ্যে মহাসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সেই সংশয় অপনোদন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শরীরধারণপূর্ব্বক পরিশেষে অন্যান্য শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেহের অনিত্যত্ব ও জীবের বিবিধ দেহপরিগ্রহের নিয়ম করিয়াছেন। শরীরীদিগের দেহকে ক্ষর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অক্ষর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই তিন পদার্থমধ্যে দেহ ও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

'জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখদুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। যিনি এই জরামৃত্যু ও রোগের অধীন অচিরস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া সমুদয় জীবে সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে যেরূপে সেই শাশ্বত অব্যয় পরমপুরুষকে অবগত হওয়া যায়, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

১৯তম অধ্যায়
মুক্ত মানবের লক্ষণ

"ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে তপোধন! যে ব্যক্তি স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তাশূন্য হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়েন, যিনি সকলের মিত্র, সর্ব্বসহিষ্ণু, শান্তিনিরত, বীতরাগ, জিতেন্দ্রিয়, ভয়ক্রোধশূন্য ও অভিমানবিহীন, যিনি সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার এবং যিনি জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, প্রিয় ও অপ্রিয় সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, যিনি কাহারও দ্রব্যে স্পৃহা এবং কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, যাঁহার শত্রু ও মিত্র নাই, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনই পরিত্যাগ করিতে পারেন, যিনি অপত্যস্নেহশূন্য, যিনি ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক নহেন, যাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়, অপুনরাগমননিবন্ধন যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি কাম্যকর্ম্মবিহীন, যিনি এই জন্মমৃত্যু-জরাযুক্ত জগৎকে অনিত্য বলিয়া আলোচনা করেন, যাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যবুদ্ধি নিরন্তর জাগরূক থাকে, যিনি সতত আত্মদোষ দর্শন করেন এবং যিনি অগন্ধ, অরস, অস্পর্শ, অশব্দ, অরূপ, অপরিগ্রহ, অনভিজ্ঞেয় [ব্যাপারহীন—নিষ্কর্ম্মা], অহঙ্কারশূন্য, স্বয়ম্ভু, নির্গুণ ও গুণভোক্তা পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হয়েন, তিনি এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি বুদ্ধিবলে দৈহিক ও মানসিক সঙ্কল্পসমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি দাহ্য পদার্থবিহীন অনলের ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বসংস্কারনির্ম্মুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিস্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন, তিনিই মুক্ত হইয়া সনাতন প্রশান্ত নিত্য পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

যোগপথে মুক্তির উপায়প্রদর্শন

‘হে তপোধন! অতঃপর যোগিগণ যোগযুক্ত হইয়া যেরূপে বিশুদ্ধ চৈতন্যকে দর্শন করেন এবং যে সমস্ত নিগ্রহোপায় [সংযম] দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তীব্রতপানুষ্ঠান সহকারে ইন্দ্রিয়সমুদয়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে চিত্তকে ধারণপূর্ব্বক মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। তপস্বী ব্রাহ্মণ যোগবলে সতত মনদ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি হৃদয়ে আত্মাকে যোগ করিতে পারিবেন, তখনই তিনি একান্তমনে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবেন।

যেমন স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর [অদৃষ্টপূর্ব্ব] বস্তু দর্শনপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলে পুনরায় তাহার জ্ঞানলাভ হয়, সেইরূপ সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার অভিজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মুঞ্জা হইতে ঈষীকা [মুঞ্জতৃণজাত অতিসূক্ষ্ম তীরতুল্য অস্ত্র] নিষ্কাশনপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ যোগীব্যক্তি দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যখন যোগী যোগবলে আত্মাকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করেন, তখন ত্রিলোকের অধিপতিও তাঁহার নিকট আধিপত্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ সময় স্বেচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন। জরা, মৃত্যু, শোক ও হর্ষ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও দেবতা হইতে পারেন ও অচিরাৎ এই অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

‘লোকক্ষয় আরম্ভ হইলে তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। সমুদয় প্রাণী ক্লিশ্যমান হইলেও তাঁহার কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। সেই শান্তচিত্ত, নিস্পৃহ যোগী সংসর্গ ও স্নেহসমুৎপন্ন ভয়ঙ্কর দুঃখ ও শোকপ্রভাবে কখনই বিচলিত হয়েন না। শস্ত্রজাল তাঁহাকে সংহার ও মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা এই জীবলোকে আর কাহাকেও সুখী বলিয়া গণ্য করা যায় না। তিনি নিরুপাধিক আত্মাতে মনঃসংযোগপূর্ব্বক জরাজনিত দুঃখ পরিহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যোগৈশ্বর্য্য উপভোগপূর্ব্বক যোগে শিথিল-প্রযত্ন হওয়া যোগীর কদাপি উচিত নহে। যোগীর যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন স্বয়ং সুররাজ ইন্দ্র উপস্থিত হইলেও তিনি তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না।

ধ্যানযোগে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার

‘এক্ষণে ধ্যানপরায়ণ হইয়া যেরূপ গতি লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব শরীরের মধ্যে মূলাধার প্রভৃতি যে যে চক্রে অবস্থান করিবে, মনকে সেই সেই চক্রে সংস্থাপন করা আবশ্যক। মনকে দেহের বহির্ভাগে স্থাপন করা কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। যখন জীব সেই মূলাধারাদি চক্রে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সেই সময়ে সে কদাচই বহির্ব্বিষয়ে সংসক্ত হয় না। সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিঃশব্দ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মকে চিন্তা করাই যোগী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সনাতন ব্রহ্ম শরীরের সমুদয় অংশেই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে

সর্ব্বাঙ্গে চিন্তা করাই আবশ্যক। আপনার গৃহমধ্যে রত্ন সঞ্চিত থাকিলে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক মনকে দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অপ্রমাদে হৃদয়নিহিত পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এইরূপে নিরন্তর উদযোগসম্পন্ন ও প্রীতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিলে অনতিকালমধ্যেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীব তাহার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিলেই সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিতে পারে। সেই পরমাত্মাও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। মনঃস্বরূপ চক্ষু-প্রদীপকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু, মুখ, মস্তক ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বশকমান এই বিশ্বের আদ্যামধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, যোগী সর্ব্বাগ্রে দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত আত্মাকে দর্শন করিবেন এবং তৎপরে সেই আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া চিত্তনিরোধপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলেই মোক্ষলাভ হয়।

"হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সমুদয় রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম; তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর। সিদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

"হে অর্জ্জুন! দ্বারকায় সমাগত ব্রাহ্মণ আমাকে মোক্ষধর্ম্মমূলক এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। আমি এক্ষণে তোমার নিকট যে যে উপদেশ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ। তুমি সংগ্রামকালে রথারূঢ় হইয়া আমার নিকট অবিকল এই সমুদয় উপদেশই শ্রবণ করিয়াছিলে। অকৃতজ্ঞ ও চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি কদাপি ইহা সম্যক অবগত হইতে পারে না। এই ধর্ম্মোপদেশ দেবগণেরও গোপনীয়। তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই ইহা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহে।

'যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাত্মারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করা দেবগণের অভিপ্রেত নহে। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরমগতি। জীব জ্ঞানমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মে লীন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রও এই আত্মদর্শনরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসে পরমগতিলাভে সমর্থ হয়।

"এই আমি তোমার নিকট এই যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মসাধনোপায় ও সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অপেক্ষা সুখকর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই অসার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করে, সে এই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ পরমগতিলাভে সমর্থ হয়। ছয়মাসকাল প্রতিনিয়ত যোগসাধন করিলে যোগের ফললাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।"

২০তম অধ্যায়
জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি

কৃষ্ণ কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! এক্ষণে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বিজনপ্রদেশে সমাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘নাথ! শুনিয়াছি, কামিনীগণ পতির কর্ম্মানুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় কালহরণ করিতেছেন; অতএব জানি না, আপনার এই কর্ম্ম পরিত্যাগনিবন্ধন চরমে আমার কিরূপ দুর্গতি লাভ হইবে।

“প্রশান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পত্নীকর্ত্তৃক, এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘প্রিয়ে! ইহলোকে যেসমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা তন্মধ্যে কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় গুণহীন ব্যক্তি কার্য্যদ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন করে। উহারা মুহূর্ত্তকালও কর্ম্মবিহীন হইয়া কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণীগণ যতকাল মোক্ষলাভ করিতে না পারে, ততকাল বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দুরাত্মারা প্রায়ই উহার বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই নিমিত্তই আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা হৃদ্‌গত স্থান দর্শন করিতেছি। ঐ স্থানে নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্ম চন্দ্র ও হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছেন। জীবাত্মা ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া পঞ্চভূতকে ধারণপূর্ব্বক সংহারকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ব্রতপরায়ণ প্রশান্তমূর্ত্তি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারা সেই রূপরসাদি বিষয়াতীত, চক্ষু, কর্ণ ও মনের অগোচর, হৃদ্‌গত, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম হইতে সমুদয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

যোগিগণের অন্তর-প্রাণায়াম

“প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হয়। সমান ও ব্যান-বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান-বায়ু বিচরণ করে; সুতরাং প্রাণ ও অপান বায়ু রুদ্ধ হইলে সমান ও ব্যান-বায়ুও রুদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু উদান-বায়ু কোন বায়ুর আয়ত্ত নহে। ঐ বায়ু আপনিই প্রাণ-বায়ুকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে। এই নিমিত্ত প্রাণ ও অপান-বায়ু নিদ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে না। ফলতঃ উদান-বায়ু প্রাণাদি সমুদয় বায়ুকেই আয়ত্ত করিয়া রাখে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মারাই ঐ বায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। শরীরস্থ সমুদয় বায়ুর অন্তর্গত সমান-বায়ুমধ্যে জঠরানল সপ্তধা প্রদীপ্ত রহিয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি উহার শিখাস্বরূপ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটি সমিধ এবং ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা এই সাতটি ঋত্বিক শরীরস্থ অগ্নিতে রূপরসাদি সপ্ত বিষয়কে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন। সুষুপ্তিকালে গন্ধাদি গুণসমুদয় ইতর ব্যক্তির চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করিয়া জাগ্রদ্দশায় নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয়, কিন্তু যোগিগণের সেরূপ হয় না। স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের অন্তরেই ঐ সমুদয়

গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাবনিবন্ধন সতত আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ যোগশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।' "

২১তম অধ্যায়
অন্তর্যাগ—সূক্ষ্মবায়ুর স্বরূপে পরিণত

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে ভামিনি! এক্ষণে দশহোতৃ বিহিত অন্তর্যাগের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, মুখ, চরণ, কর, উপস্থ ও পায়ু এই দশবিধ হোতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতি, ত্যাগ, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ এই দশবিধ হবনীয় দ্রব্য। দিক্, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মিত্র এই দশবিধ অগ্নি। কর্ণাদি দশবিধ হোতা দিগাদি দশবিধ অগ্নিতে শব্দাদি দশবিধ হবনীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করেন। চিত্ত ঐ যজ্ঞের স্রুব এবং পাপপুণ্য উহার দক্ষিণাস্বরূপ। এই যজ্ঞ সমাপন হইলে অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হয়। ঐ জ্ঞান জগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞাতব্য বস্তুকে জ্ঞেয়, সমুদয় দ্রব্যের প্রকাশককে জ্ঞান এবং স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঐ জ্ঞাতা জীবাত্মা গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ। উনি শরীর হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছেন। আস্যদেশ আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। ঐ অগ্নিতে অন্নাদি বস্তুসমুদয় প্রক্ষিপ্ত হইলেই বাক্যরূপে পরিণত হয়। মন প্রাণ-বায়ুসহকারে সেই বাক্যের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে।'

"ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'ভগবন্! যখন মনোমধ্যে বাক্যের পর্য্যালোচনা না করিলে কখন তাহার আবির্ভাব হয় না, তখন বাক্য মনেরই অধীন; কিন্তু আপনার কথাদ্বারা বোধ হইতেছে, মন বাক্যের অধীন। এক্ষণে মন বাক্যের অধীন, কি বাক্য মনের অধীন, তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। আর সুষুপ্তিকালে প্রাণ মনের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও মনের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয় না কেন? ঐ সময়ে কে উহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে?'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! সুষুপ্তিকালে অপান-বায়ু প্রাণকে আপনার বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়া রাখে। মনই প্রাণের গতির অধীন; কিন্তু প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই নিমিত্তই মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। অতঃপর তুমি বাক্য ও মনের বিষয়ে। যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

'একদা বাক্য ও মন জীবাত্মার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো! আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?"

তখন জীবাত্মা কহিলেন, "আমার মতে মনই শ্রেষ্ঠ।" জীবাত্মা এই কথা কহিলে বাক্য তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভো! আমার প্রভাবে ত' আপনার অশেষবিধ বিষয়ভোগ হইয়া থাকে, তবে মন কি নিমিত্ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল?" বাক্য এই কথা কহিলে জীবাত্মা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মন জীবাত্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বাক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "ভদ্র! ইহলৌকিক দৃশ্যপদার্থসমুদয় ও পারলৌকিক স্বর্গাদি এই উভয়েই আমার অধিকার আছে। তন্মধ্যে ইহলৌকিক দৃশ্যপদার্থসমুদয় আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে অধিকার করিয়া থাকি; কিন্তু পারলৌকিক স্বর্গাদিতে তোমার সাহায্যদ্বারাই আমার অধিকার জন্মে। তুমি মন্ত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বর্গাদি

পারলৌকিক বিষয়সমুদয় প্রকাশ না করিলে উহাতে আমার অধিকার হয় না। অতএব ইহলৌকিক বিষয়ে আমার ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমার প্রাধান্য আছে। তুমি আপনার প্রাধান্যলাভের নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলে বলিয়াই আমি এই কথা কহিলাম।"

'ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীর নিকট বাক্য ও মনের বিয়য়ভেদে প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! মন অপেক্ষা বাক্যের প্রাধান্য কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। প্রাণ ও অপান মনের বৃত্তিবিশেষ। বাক্য সেই প্রাণ ও অপানের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাক্য প্রাণ-ব্যাপারের অভাবে নিতান্ত নীচ-ভাবাপন্ন হইয়া প্রজাপতির নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার শরণাপন্ন হওয়াতে প্রজাপতি প্রাণকে সতত বাক্যের সাহায্য করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রাণ সর্ব্বদা বাক্যের সাহায্য করিয়া তাহাকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করে। প্রাণের সাহায্য ব্যতীত বাক্য কখনই উচ্চারিত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই কুম্ভককালে কোন বাক্যই উৎপন্ন হয় না।

"বাক্য দুই প্রকার;—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। তন্মধ্যে ব্যক্ত বাক্যই প্রাণের অধীন। অব্যক্ত বাক্য জাগ্রত-স্বপ্নাদি সমুদয় অবস্থাতেই মনুষ্যের অন্তরে হংসমন্ত্র['হং' মন্ত্রে বায়ুঃ গ্রহণ ও 'সঃ' মন্ত্রে বায়ু ত্যাগরূপ প্রাণায়াম মন্ত্র]রূপে বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্তই অব্যক্ত বাক্যকে ব্যক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু ব্যক্ত বাক্য মনুষ্যের অশেষবিধ শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ধেনু যেমন দুগ্ধদ্বারা লোকের সবিশেষ হিতসাধন করে, তদ্রূপ আগমনরূপ ব্যক্ত বাক্য স্বর্গাদি ফলপ্রদাপূর্ব্বক তাহার সবিশেষ উপকার হয়। ব্রহ্মপ্রকাশক উপনিষরূপ মহাবাক্য মনুষ্যগণকে মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকে।'

'ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'নাথ! বাক্য কি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক উচ্চারিত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

'ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! আত্মা প্রথমতঃ বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মন জঠরানলে সন্ধুক্ষিত করে। জঠরানল সন্ধুক্ষিত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণ-বায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে। তৎপরে ঐ বায়ু উদান-বায়ুর প্রভাবে ঊর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যান-বায়ুর প্রভাবে কণ্ঠতাল্বাদি স্থানে অভিহত হইয়া বেগবশতঃ বর্ণোৎপাদনপূর্ব্বক বৈখরীরূপে [স্বররূপে] লোকের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমানভাবে পরিণত হয়।

২২তম অধ্যায়
অন্তর্যাগসাধনোপায়

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে শোভনে! অনন্তর অন্তর্যাগনিরত সপ্ত হোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঘ্রাণ, চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি অন্তর্য্যাগনিরত হোতা। ইহারা সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিয়া থাকে, কদাপি পরস্পর পরস্পরের গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

"ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'নাথ! ঐ সপ্ত হোতা লোকের সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরে পরস্পর পরস্পরের অপ্রত্যক্ষে কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং উহাদের স্বভাবই বা কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'ভদ্রে! পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই সকলের গুণ অবগত আছেন। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বজ্ঞ নহে, সুতরাং উহারা কখনই পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত হইতে পারে না। দেখ, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে সমর্থ নহে; একমাত্র নাসিকাই উহা আঘ্রাণ করিয়া থাকে। নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না; একমাত্র জিহ্বাই উহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি কখনই রূপ দর্শন করিতে পারে না; একমাত্র চক্ষুই উহা দর্শন করিয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বুদ্ধি কদাপি স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র ত্বকই উহা অনুভব করে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি কখনই শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না; একমাত্র কর্ণই উহা শ্রবণ করিয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, কর্ণ ও বুদ্ধি কদাপি সংশয় করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র মনই উহা করিয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ ও মন কখন নিশ্চয়জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; একমাত্র বুদ্ধিই উহা লাভ করে।

'এক্ষণে আমি ইন্দ্রিয়মনঃসংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "হে ইন্দ্রিয়গণ! আমা ব্যতীত তোমরা কোন কার্য্য করিতে পার না, আমি না থাকিলে নাসিকা আঘ্রাণ, জিহ্বা রসাস্বাদন, চক্ষু রূপসন্দর্শন, ত্বক স্পর্শানুভব এবং কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। আম ভিন্ন তোমরা সকলেই জনশূন্য গৃহের ন্যায়, প্রশান্তশিখ [শিখারহিত—নির্ব্বাণপ্রাপ্ত] অগ্নির ন্যায় একেবারে প্রভাশূন্য হইয়া থাক। আমি না থাকিলে জীবগণ কেবল তোমাদিগের সহায়বলে কখনই বিষয়জ্ঞানে সমর্থ হয় না; অতএব আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।"

"মন গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ভদ্র! যদি তুমি আমাদিগের সাহায্য ব্যতীত সমুদয় বিষয় সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতে, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতাম। যদি আমাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে তুমি ঘ্রাণরূপদর্শন, চক্ষুদ্বারা রসাস্বাদন, শ্রোত্রদ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বদ্বারা স্পর্শানুভব, বৃদ্বারা শব্দগ্রহণ এবং বুদ্ধিদ্বারা স্পর্শানুভব করিতে যত্নবান হও। বলবান্ ব্যক্তিরা কখনই নিয়মের বশীভূত হয় না, দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকে। যদি তুমি আপনাকে বলবান্ বোধ কর, তাহা হইলে এক্ষণে অপূর্ব্ব ভোগসমুদয় সম্ভোগ করাই তোমার উচিত। আমাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোগ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। শিষ্য যেমন গুরুপ্রদর্শিত বেদার্থের অনুগমন করে, তদ্রূপ তুমি নিদ্রাবস্থায় হউক, আর জাগরণাবস্থায় হউক, আমাদিগের প্রদর্শিত অতীত ও অনাগত বিষয়সমুদয় সম্ভোগ করিয়া থাক।

"বিমনায়মান সামান্যবুদ্ধি জীবগণ কেবল আমাদিগের প্রভাবেই প্রাণধারণ করিয়া থাকে। মনুষ্য বিবিধ সঙ্কল্প ও স্বপ্নজনিত বিষয় ভোগ করিয়া ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া

আমাদের সাহায্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর দেখ, আমরা বিষয়ভোগে নিবৃত্ত হইলেও জীব কেবল তোমারই নিমিত্ত সঙ্কল্পজনিত বিষয়ভোগে ব্যাপৃত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। তোমার লয় হইলেই জীব নিরিন্ধন [কাষ্ঠহীন] হুতাশনের ন্যায় নির্ব্বাণপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত নহি, সতত স্ব স্ব বিষয়েই অবস্থান করিয়া থাকি যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদিগের সহায়তা ভিন্ন তোমার কোন জ্ঞানলাভ হয় না। তোমার অভাবে আমাদিগের কেবল হর্ষেরই হানি হয়।"

২৩তম অধ্যায়

বায়ুসমীকরণ—প্রাণাদি বায়ুর প্রাধান্য বিতর্ক

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! অতঃপর অন্তর্যাগনিরত প্রাণাদি পঞ্চহোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণ, তাপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চহোতা সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

"ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'নাথ! আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার মুখে স্ব স্ব বিষয়ে অবস্থিত নেত্র-কর্ণাদি সাতজন হোতার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণাদি পঞ্চ হোতার বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রিয়ে! বায়ু প্রাণকর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া অপানরূপে, অপানকর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া ব্যানরূপে, ব্যানকর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া উদানরূপে ও উদানকর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া, সমানরূপে পরিণত হয়। উহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। উহারা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিয়াছিল, "ভগবন্! আমাদের মধ্যে কোন্ বায়ু প্রধান, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি যাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিব।" তখন ব্রহ্মা কহিলেন, "হে বায়ুগণ! তোমাদের পাঁচজনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় হইলেই অন্য চারিজন লয়প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চারিত হইলেই অন্য চারিজন সঞ্চরণ করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এক্ষণে তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।"

'ব্রহ্মা এই কথা কহিলে প্রাণ অপানাদি অন্য বায়ুচতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে বায়ুগণ! আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমার লয় হইলেই তোমরা সকলে লয়প্রাপ্ত হও এবং আমি সঞ্চারিত হইলেই তোমরা সকলে সঞ্চরণ কর। এই দেখ, আমি লয়প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমাদিগকে লীন হইতে হইবে।"

'প্রাণবায়ু অপানাদি বায়ু-চতুষ্টয়কে এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন সমান ও উদানবায়ু তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "প্রাণ! তুমি আমাদের ন্যায় অপানাদি সমুদয় বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান কর না, একমাত্র অপানই তোমার বশবর্ত্তী; তোমার লয় হওয়াতে আমাদের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে প্রধান নহ।" সমান ও উদান এই কথা কহিলে প্রাণ তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

'তখন অপানবায়ু অন্যান্য বায়ু-চতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব আমিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলে তোমাদিগকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

'অপানবায়ু এই কথা কহিবামাত্র ব্যান ও উদান তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "অপান! একমাত্র প্রাণই তোমার বশবর্ত্তী, সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।" ব্যান ও উদান এই কথা কহিলে অপান তাহাদের বাক্যে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন ব্যানবায়ু অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলেরই লয় হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

'ব্যানবায়ু এই কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "ব্যান! একমাত্র সমানই তোমার বশবর্ত্তী, সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।" প্রাণাদি বায়ুগণ এই কথা কহিলে ব্যান তাহাদের বাক্যে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন সমানবায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলে তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হইবে।"

'সমানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল, কিন্তু তন্নিবন্ধন অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়ের কিছুমাত্র হানি হইল না। তখন উদানবায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলে তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি সংলীন হই, তাহা হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

'উদানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "উদান! একমাত্র ব্যানই তোমার বশবর্ত্তী, সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।"

'এইরূপে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, প্রত্যেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে ব্রহ্ম তাহাদিগের সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বায়ুগণ! তোমরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তোমাদের মধ্যে একের লয় হইলে সমুদয়ের লয় হয় না, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের সকলকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছি। কিন্তু তোমরা কেহই স্বাধীন নহ। এই নিমিত্ত তোমাদের সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যায়। তোমরা আমার আত্মার স্বরূপ। তোমরা একমাত্র হইয়া স্থান ও কার্য্যভেদে পাঁচনামে

নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। এক্ষণে তোমরা সকলে পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে নিরত হইয়া পরমসুখে অবস্থান কর। তোমাদের মঙ্গললাভ হউক।”

২৪তম অধ্যায়

জীবদেহগঠন—বায়ুবিন্যাস ব্যবস্থা

“ব্রাহ্মণ বলিলেন, “হে প্রিয়ে! অতঃপর দেবমতনারদসংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি দেবমত দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! শরীরী জন্মগ্রহণ করিবার সময় প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর মধ্যে কোন্ বায়ু সর্ব্বপ্রথমে তাহার শরীরে সঞ্চারিত হয়?”

নারদ কহিলেন, “ব্রহ্মন্! শরীরী কোন কারণবিশেষদ্বারা জড়রূপে নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে অন্য কারণ আবির্ভূত হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ ও অপবায়ু উহাতে সঞ্চারিত হয়। ঐ বায়ুদ্বয় দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে অবস্থিত থাকে।”

“দেবমত কহিলেন, “ভগবন্! কোন্ কারণ দ্বারা জড়দেহ নির্ম্মিত হয়? ঐ দেহ নির্ম্মিত হইলে তাহার মধ্যে যে অন্য কারণের আবির্ভাব হয়, তাহাই বা কি এবং প্রাণ ও অপানবায়ু কিরূপে সর্ব্বপ্রথমে জড়দেহে সঞ্চারিত হয়?’

“নারদ কহিলেন ‘ব্রহ্মন্! পরমাত্মা দেহপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলে তাঁহার সঙ্কল্পপ্রভাবে শুক্রশোণিতরূপ পঞ্চভূতদ্বারা দেহের সৃষ্টি ও তন্মধ্যে জীবরূপে পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। শুক্র গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে প্রাণবায়ু উহাতে সঞ্চারিত হইয়া উহা বিকৃত করে। শুক্র প্রাণবায়ুদ্বারা বিকৃত হইলেই উহাতে অপান-বায়ুর সঞ্চার হয়। এইরূপে জড়দেহ নির্ম্মিত হইলে পরমাত্মা সেই দেহ ও তাহার কারণে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষিস্বরূপ দেহমধ্যে অবস্থান করেন। সমান ও ব্যানবায়ুর প্রভাবে শুক্রশোণিতের সৃষ্টি ও কামপ্রভাবে ঐ পদার্থদ্বয়ের উদ্রেক হয়। ঐ দুই পদার্থ উদ্রিক্ত হইয়াই স্থূলদেহের সৃষ্টি করে। স্থূলদেহ সৃষ্ট হইলে তন্মধ্যে প্রাণ ও অপানবায়ুর ক্রিয়াদ্বারা জীবের ঊর্দ্ধ্বগতি ও অধোগতি এবং ব্যান ও সমানবায়ুর প্রভাবে উহার তির্য্যগ্গতি ও ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে।

শান্তির লক্ষণ—পরমাত্মার পরিচয়

‘পরমাত্মা অগ্নিস্বরূপ, উঁহাতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন, বেদ উহার আজ্ঞা। ঐ বেদপ্রভাবেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তম ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভস্মস্বরূপ। জীবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আহুতিরূপ অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণ ও অপান ঐ হুতাশনরূপী পরমাত্মার আজ্যভাগদ্বয়স্বরূপ। উনি বিদ্যা, অবিদ্যা, উৎপত্তি, প্রলয় ও কার্য্য-কারণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বিষয়সমুদয় নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। উনি যে সঙ্কল্পদ্বারা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকাশিত হয়েন, সেই সঙ্কল্পদ্বারাই কর্ম্মসমুদয় বিস্তৃত হয়। অতএব ঐ সঙ্কল্পকে রোধ করিতে পারিলেই পরমাত্মার যথার্থ ভাব অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কার্য্য, কারণ

ও শুদ্ধ ব্রহ্মের একতাসম্পাদনের নাম শান্তি। ঐ শান্তির উদয় হইলেই সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন।' ”

২৫তম অধ্যায়
আধ্যাত্মিক যজ্ঞ

“ব্রাহ্মণ বলিলেন, ‘হে প্রিয়ে! অতঃপর চাতুর্হোত্রবিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ এই চারটি হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক, শ্রোত্র, মনঃ ও বুদ্ধি এই সাতটির নামকরণ; ইহারা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটির নাম কর্ম্ম; ইহারা পাপপুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা এই সাতটির নাম কর্ত্তা; ইহরা পূর্ব্বতন কর্ম্মানুরূপ শব্দাদির উৎপাদনকর্ত্তা জীব হইতেই উৎপন্ন হয়। আর ঐ ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা প্রভৃতি সাতজন যখন ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করে, তখন ঐ সাতজনকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঘ্রাণাদি ক্রিয়ার অভিমান পরিত্যাগই উহাদের উৎপত্তির কারণ।

‘যেসকল তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত ঘ্রাণাদির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হয়েন, তাঁহাদের নাসিকাদি ইন্দ্রিয়সমুদয়ই গন্ধঘ্রাণ প্রভৃতি ক্রিয়া-সমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকে; জীবাত্মা কখনই উহাতে লিপ্ত হয় না। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শব্দাদির উপভোগ করিতে বা উপভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া “আমরা গন্ধাদি উপভোগ করিতেছি; আমাদিগের নিমিত্ত গন্ধাদি প্রস্তুত হইতেছে” বিবেচনা করিয়া মমতানিবন্ধন মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। ঐরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয়পাননিবন্ধন নরকে নিপতিত হইতে হয়। উহারাই বিষয়ভোগনিবন্ধন বারংবার মৃত্যুমুখে প্রবেশ ও বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু যেসকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জগতের সমুদয় পদার্থের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। তাঁহারা অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে অনায়াসে বিষয়সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। বিষয়ভোগনিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট জন্মে না। অতএব মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদয়কে সংযত করিয়া মন্তব্য, বক্তব্য, শ্রোতব্য, দৃশ্য, স্পৃশ্য ও ঘ্রেয় বিষয় সমুদয় ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতিপ্রদান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

‘আমার অন্তঃকরণে সতত যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। পরব্রহ্ম ঐ যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ উহার স্তোত্র, অপান উহার শাস্ত্রমন্ত্র, সর্ব্বত্যাগ উহার দক্ষিণা, সত্যবাক্য প্রশাস্তার [যজ্ঞবিধিসমূহের পরিচালকের] বাক্য ও অপবর্গ [মোক্ষ] উত্তরাঙ্গ [চরম ক্রিয়া] কর্ম্মস্বরূপ। অহঙ্কার, মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতার স্বরূপ হইয়া ঐ যজ্ঞে স্তবপাঠ করিতেছে। হে প্রিয়ে! আমি এক্ষণে যেরূপ যজ্ঞবিধি কীর্ত্তন করিলাম, ঋগ্বেদে এই জপই কীর্ত্তিত হইয়াছে; সামবেদেও অন্তর্যাগানুষ্ঠানপূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে পশুস্বরূপ রিপুসমুদয়ের ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে। ভগবান নারায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বময়।

২৬তম অধ্যায়
গুরুরূপে নারায়ণের জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠান

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘ভগবান নারায়ণ সতত জীবের হৃদয়মধ্যে বাস করেন। তিনিই সকলের শাসনকর্ত্তা। তিনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ মহাত্মাই অদ্বিতীয় গুরু, উনিই অদ্বিতীয় শিষ্য এবং উনিই সকলের দ্বেষ্টা। উহার প্রভাবেই দানবগণ দম্ভযুক্ত হইয়াছে, উহার প্রভাবেই সপ্তর্ষিমণ্ডল দমগুণসম্পন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছেন। দেবরাজ উঁহাকেই গুরু বোধ করিয়া উঁহার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্পগণ উঁহার প্রভাবে সকল লোকের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে।

‘এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সর্প, দেবতা, ঋষি ও অসুরগণের যেরূপে দ্বেষভাবাদি লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

‘পূর্ব্বকালে দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, “ভগবন্! যাহাতে আমাদের শ্রেয়েলাভ হয়, আপনি আমাদিগকে এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। তাহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে প্রজাপতি তাঁহাদের সমক্ষে ‘ওঁ’ এই একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ সকলেই ঐ একাক্ষর শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সর্পদিগের মনে দংশন প্রবৃত্তি, অসুরদিগের মনে দম্ভভাব, দেবতাদিগের চিত্তে দানপ্রবৃত্তি ও মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে দমগুণের সঞ্চার হইল।

‘এইরূপে পূর্ব্বকালে একমাত্র উপদেষ্টার মুখে একমাত্র একাক্ষরশব্দ শ্রবণ করিয়া সর্প, দেবতা, ঋষি ও দানবগণের চিত্তে পৃথক পৃথক ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বময় নারায়ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি আপনিই আপনার গুরু। তিনি শিষ্যরূপে প্রশ্ন করিয়া গুরুরূপে উহা শ্রবণ ও অবধারণপূর্ব্বক উহার উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারই অভিলাষানুসারে সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি একাকী গুরু, বোদ্ধা, শ্রোতা ও দ্বেষ্টা। তিনি সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পাপকার্য্যে নিরত হইয়া পাপাচারী, পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইয়া পুণ্যচারী, ইন্দ্রিয় সুখে নিরত হইয়া কামাচারী এবং ইন্দ্রিয় পরাজয় ও ব্রতাদিকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মচারী নামে অভিভূত হইয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সাহায্যে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ সমিধ প্রদান ও ব্রহ্মরূপ জল প্রোক্ষণ করেন। পণ্ডিতগণ তাঁহারই উপদেশানুসারে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য অবগত হইয়া থাকেন।’

২৭তম অধ্যায়
বদ্ধের গহনকানন—মুক্তের আনন্দকানন

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘প্রিয়ে! এক্ষণে আমি সঙ্কল্পরূপ দংশমশকম্পন্ন, শোকহর্ষরূপী শীততাপযুক্ত মোহরূপ তিমির পরিপূর্ণ এবং লোভ ও ব্যাধিরূপ সরীসৃপে সমাকীর্ণ

সংসাররূপ অরণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। ঐ সংসারারণ্যের পথে কাম ও ক্রোধরূপ দুইটি শত্রু সতত অবস্থান করিয়া থাকে এবং উহাতে একাকীই গমনাগমন করিতে হয়।

“ব্রাহ্মণী কহিলেন, ‘নাথ! আপনি যে মহাবনের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই বন কোথায়? ঐ বনে কিরূপ বৃক্ষ, নদী ও পর্ব্বত সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কতদূর গমন করিলেই বা ঐ বন উপলব্ধ হইয়া থাকে?

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ বন হইতে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং সুখকর ও দুঃখজনক পদার্থ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহাদের আর শোক বা হর্ষের লেশমাত্র থাকে না। তৎকালে তাঁহারা আর কাহার হইতেও ভীত হয়েন না এবং তাহাদিগের হইতেও কেহ ভয় প্রাপ্ত হয় না। ঐ বনমধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি সাতটি মহদবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটি ঐ বৃক্ষ সমুদয়ের ফল; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সপ্ত দেবতা ঐ সমুদয় ফলভক্ষক অতিথি; মন, বুদ্ধি ও কর্ণনেত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ঐ অতিথিদিগের আশ্রয় এবং ঐ সপ্তবিধ ফলভোগজনিত দুঃখ সপ্তবিধ দীক্ষাস্বরূপ।

‘ঐ বনমধ্যে আরও কতকগুলি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মনোরূপ পাদপ, শব্দাদির অনুভবরূপ পঞ্চবিধ পুষ্প ও তজ্জনিত প্রতিরূপ পঞ্চবিধ ফল; চক্ষুরূপ বৃক্ষ, শ্বেতপীতাদি বর্ণরূপ পুষ্প ও তদ্দর্শনজনিত সুখদুঃখরূপ ফল; বিহিত-নিষিদ্ধ কার্য্যরূপ বৃক্ষ, পুণ্যকল্পরূপ পুষ্প ও স্বর্গনরকরূপ ফল; ধ্যানরূপ বৃক্ষ, সুখরূপ পুষ্প ও ফল এবং মন ও বুদ্ধিরূপ বৃক্ষদ্বয় মন্তব্য ও বোদ্ধব্যরূপ বহুসংখ্যক পুষ্প ও ফল উৎপাদন করিতেছে। ঐ বনে জীবাত্মারূপ ব্রাহ্মণ মন ও বুদ্ধিরূপ স্রুক ও স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ সমিধ আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় সমিধ আহুত হইয়া লয়প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ আবির্ভূত হয়। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় জীবাত্মারূপ ব্রাহ্মণ যে দীক্ষা গ্রহণ করেন সেই দীক্ষাও নিষ্ফল হয় না। ঐ দীক্ষার ফল পুণ্য, কিন্তু ঐ পুণ্য যজ্ঞকারী জীবাত্মাকে ভোগ করিতে হয় না; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বা ঐ যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির আত্মীয়গণই উহা ভোগ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ঐ দীক্ষার ফলরূপ পুণ্য ভোগ করিয়া, লয়প্রাপ্ত হইলে পরিশেষে নিরুপাবি ব্রহ্মরূপ মহাবন সুপ্রকাশিত হয়।

‘ঐ বনে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ বৃক্ষ মোক্ষরূপ ফল ও শান্তিরূপ ছায়া উৎপাদন করিয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান ঐ বনে আশ্রয়স্থান ও তৃপ্তি উহার জলপূর্ণ জলাশয়স্বরূপ। আত্মা ভাস্কররূপে সতত ঐ বন প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ঐ বনে গমন করিলে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। ঐ বন সর্ব্বব্যাপী; উহার অন্ত নাই। ঘ্রাণাদি বৃত্তিরূপ সাতটি স্ত্রী পৃথিবীর অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অনায়াসে। বশীভূত করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ বনপ্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। উহারা ঐ মহাত্মাদিগের নিকট সহসা সমুপস্থিত হইয়া, কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখে অবস্থান করে। ঐ মহাত্মাদিগের ইচ্ছানুসারে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ সমুদয়ের সহিত সমুদিত ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মারা কি যশস্বী, কি দীপ্তিশীল, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি বিজয়ী, কি সিদ্ধ, কি তেজস্বী সকলকেই আত্মাতে দর্শন

করিয়া থাকেন। উহাদের অতি নিগূঢ় হৃদয়াকাশে উপদেশরূপ পর্ব্বত হইতে জ্ঞানরূপ নদী-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরব্রহ্মে সঙ্গত হইয়া থাকে। উহারা ঐ প্রবাহ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদয় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা সতত শান্তিলাভেই অভিলাষী হয়েন, তাঁহারাই বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে লীন করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন।

'হে প্রিয়ে! শাস্ত্রে এইরূপ ব্রহ্মবন নির্দ্দিষ্ট আছে। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রলোচনাদ্বারা ঐ বনের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির উপদেশানুসারে উহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

২৮তম অধ্যায়
হিংসা ও অহিংসা—যাজ্ঞিক-যতিসংবাদ

"ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে ভদ্রে! আমি স্বয়ং গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ ও বিষয়কামনা করি না। প্রাণ ও অপান বায়ু যেমন প্রাণীগণের সুষুপ্তিকালে কামোদ্বেষের প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও স্বভাববশতঃ তাহাদের শরীরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অন্নপাকাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়গণও পূর্ব্বতন সংস্কারবশতঃ গন্ধঘ্রাণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা আপনাদিগের দেহমধ্যে যে বাহ্যবিষয়াতীত জীবাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, জরা ও মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। পদ্মপত্রে যেমন সলিলবিন্দু লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি কামদ্বেষশূন্য হওয়াতে বিষয়সমুদয় আমাতে লিপ্ত হইতে পারিতেছে না। জীবাত্মা জন্তুদিগের শরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক স্বভাবসমুদয় দর্শন করিতেছেন, তিনি ভিন্ন আর সমুদয় পদার্থই অনিত্য। নভোমণ্ডল যেমন সূর্য্যের কিরণজালে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না।

'এক্ষণে আমি এই উপলক্ষ্যে অধ্বর্য্যু-যতিসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে পশুপ্রোক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "ব্রহ্মন্! এরূপ হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে।" সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমি যজ্ঞে এই ছাগকে ছেদন করিলে ইহার, কিছুমাত্র অপকার হইবে না; প্রত্যুত যথেষ্ট উপকারই হইবে। এই পশু যজ্ঞে নিহত হইলে ইহার উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইবে। শাস্ত্র যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে প্রোক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিলে ইহার পার্থিবংশ পৃথিবীতে, জলীয়ভাগ জলে, চক্ষু সূর্য্য, শ্রোত্র দিক্‌সমুদয়ে এবং প্রাণ আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। আমি যখন শাস্ত্রানুসারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তখন কখনই আমাকে এই বিষয়ে অপরাধী হইতে হইবে না।"

‘সন্ন্যাসী কহিলেন, “ব্রহ্মন্! যদি এই যজ্ঞে ছাগের প্রাণবিয়োগ হইলে কেবল ইহার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা হইলে আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এই পশু পরাধীন। ইহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহাকে বধ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর যদি আপনি মন্ত্রদ্বারা এই পশুর প্রাণসমুদয়কে যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার নিশ্চেষ্ট শরীরমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব ইহাতে ও কাষ্ঠে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার বাধা কি?

“পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অহিংসাকেই সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব হিংসাবিহীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। যদি আমি কখন হিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতাম, তাহা হইলে আপনি আমার কার্য্যের অশেষ দোষ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমি সেরূপ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমার মতে যথাসাধ্য প্রাণীগণের হিংসা না করাই পরমধর্ম্ম। আমি কেবল প্রত্যক্ষ হিংসাকেই দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।”

যাজ্ঞিক কহিলেন, “প্রভো! এই জগতীতলস্থ সমুদয় পদার্থেরই প্রাণ আছে। অতএব যখন আপনি গন্ধঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, বায়ুসেবন, শব্দশ্রবণ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেছেন, তখন আপনাকে কিরূপে হিংসাবিহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হিংসা ভিন্ন কখনই আঘ্রাণাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ইহলোকে হিংসা ভিন্ন কাহারও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে আপনার মতে অহিংসা কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।”

‘সন্ন্যাসী কহিলেন, “ব্রহ্মন্! আত্মা দুই প্রকার—ক্ষর ও অক্ষর। পণ্ডিতেরা উপাধিযুক্ত আত্মাকে ক্ষর ও উপাধিবিহীন সনাতন আত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তির আত্মা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যক্তিরই হিংসাজনিত ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তির আত্মা ঐ প্রাণাদি হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, তাহাকে কদাপি হিংসাজনিত ভয়ে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণাদি হইতে পৃথকভাবে অবস্থানই অহিংসা।”

‘তখন যাজ্ঞিক কহিলেন, “ভগবন্! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহলোকে সাধুসংসর্গ লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল হইয়াছে। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আমার আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে। সুতরাং এই বেদবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠাননিবন্ধন আমাকে কখনই অপরাধী হইতে হইবে না।”

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্যের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণও মোহবিহীন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট সন্ন্যাসী ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনাদ্বারা

পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মার প্রাণাদি হইতে পৃথকভাবে অবস্থানই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।' ”

২৯তম অধ্যায়

হিংসার দোষ—কার্ত্তবীর্য্য-সমুদ্রসংবাদ

“ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে বরবর্ণিনি! অতঃপর আমি এই উপলক্ষ্যে কার্ত্তবীর্য্য-সমুদ্রসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'পূর্ব্বে সহস্রবাহুসম্পন্ন মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় শরপ্রভাবে সসাগরা পৃথিবী পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি একদা সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদ্র মূর্ত্তিমান হইয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, “বীরবর! আপনি আর আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন না, এক্ষণে আমাকে আপনার কোন্ কার্য্যসাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন, আমার আশ্রিত জীবজন্তুগণ আপনার ভীষণ শরপ্রভাবে নিহত হইতেছে; এক্ষণে আপনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করুন।”

'তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, “জলনিধে! আমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে পাই নাই, এই নিমিত্তই তোমার উপর শরনিক্ষেপ করিতেছি। এক্ষণে যদি ইহলোকে কেহ আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্র তাহার নাম নির্দ্দেশ কর, আমি অবিলম্বে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।”

পরশুরামসহ সমরে কার্ত্তবীর্য্যবধ

'সমুদ্র কহিলেন, “মহারাজ! আপনি মহর্ষি জমদগ্নির নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্র পরশুরামই আপনার সমকক্ষ।” সমুদ্র এই কথা কহিলে, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া বন্ধুবান্ধবগণসমভিব্যাহারে পরশুরামের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিয়া ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। ঐ সময় তাঁহার কোপানলপ্রভাবে কার্ত্তবীর্য্যের সৈন্যসমুদয় দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল এবং তিনি অচিরাৎ পরশুগ্রহণপূর্ব্বক বহুশাখাসমাকীর্ণ বিটপীর ন্যায় সহস্রবাহুসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্যকে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

'মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য নিপতিত হইলে, তাঁহার বান্ধবগণ এককালে সকলে খড়্গ ও শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক পরশুরামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর পরশুরামও সত্বর শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া একাকী তাহাদিগকে কালকবলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভার্গব এইরূপে অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিলে, সেই সমরাঙ্গনস্থ হতাবশিষ্ট ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ প্রায় সকলেই সিংহনিপীড়িত মৃগের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যেসকল ক্ষত্রিয় গ্রাম বা নগরমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পরশুরামের ভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং বেদ তিরোহিত প্রায় হইল এবং প্রজাগণ শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার

করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের ব্যতিক্রমনিবন্ধন দ্রাবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শবর দেশীয় সমুদয় ব্যক্তিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ

'এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের হস্তে নিহত ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে, ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর দুর্দ্দশানিবারণের নিমিত্ত বিধবা ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর পরশুরাম তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে যতবার ক্ষত্রিয়সমুদয় সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মহাবীর ভার্গব ততবারই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে পর একদা এই আকাশবাণী সবসমক্ষে পরশুরামের কর্ণগোচর হইল যে, "বৎস! বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করাতে তোমার কিছুমাত্র ফলোদয় নাই; অতএব তুমি এ ব্যবসায় হইতে অচিরাৎ নিবৃত্ত হও।"

'ঐ সময় পরশুরামের পুর্ব্বপুরুষ ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারাও আকাশ হইতে তাঁহাকে বারংবার নিবারণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি এক্ষণে ক্ষত্রিয়-বিনাশের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।" পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপে বারংবার ক্ষত্রিয়বধে নিবারণ করিলেও পরশুরাম পিতৃবধজনিত ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ও ঋষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পিতৃগণ! আমি ক্ষত্রিয়সংহারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে নিবারণ করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে।"

৩০ম অধ্যায়

ঋচীকঋষির উপদেশে পরশুরামের হিংসাত্যাগ

"ব্রাহ্মণ বলিলেন, তখন সেই ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় পরশুরামকে কহিলেন, "বৎস! ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমরা তোমার নিকট এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

"পূর্ব্বকালে অলর্কনামে এক মহাতপস্বী, পরমধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়া পরিশেষে বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ব্বক অতিসূক্ষ্ম পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিতে বাসনা করিয়া চিন্তা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; অতএব বাহ্য-শত্রু পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতি শরনিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মন চপলতানিবন্ধন মনুষ্যদিগকে বিবিধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ঐ দুরাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান; অতএব উহাকে জয় করিলেই সমুদয় ইন্দ্রিয়কে জয় করা হইবে। এক্ষণে আমি মনের প্রতি এই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

"অলর্ক এইরূপ অভিসন্ধি করিলে, মন তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অলর্ক! তুমি ঐ নরকলেবরভেদী শরনিকরদ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি

আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর পরিত্যাগ করিলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।”

“তখন অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে নাসিকাকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন, এই নাসিকা বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পুনরায় আমাকে সেই সকল গন্ধ আঘ্রাণে প্রলোভিত করে; অতএব আমি নাসিকার প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

“তখন নাসিকা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ‘অলর্ক! ঐ নরকলেবরভেদী শরনিকরদ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

“তখন অলর্ক ক্ষণকাল উহা চিন্তা করিয়া রসনাকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন, এই রসনাই বিবিধ সুস্বাদু বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া পুনরায় সেই সমুদয় বস্তুতে আমাকে প্রলোভিত করে; অতএব আমি ইহার প্রতি এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

“তখন রসনা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, “অলর্ক! তুমি ঐ সকল শরদ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি ঐ সমুদয় বাণ আমার প্রতি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে; অতএব যদি তোমার আমাকে পরাজিত করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

“রসনা এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্পর্শেন্দ্রিয়কে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন, এই ত্বকই বিবিধ স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় সেইসমুদয়ে আমাকে প্রলোভিত করে; অতএব আজ আমি এই কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে ত্বককেই নিপীড়িত করিব।

‘তখন স্পর্শেন্দ্রিয় কহিল, ‘অলর্ক! তুমি এতাদৃশ ভূরি ভূরি শরনিক্ষেপ করিয়াও আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শরনিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে; অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।’

‘স্পর্শেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কর্ণকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন, এই কর্ণই বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া বারংবার আমাকে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে; অতএব আজ আমি কর্ণের প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।’

“তখন কর্ণ কহিল, ‘অলর্ক! ঐ সমুদয় নরদেহভেদী শরদ্বারা তুমি কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। যদি তুমি আমাকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।’

“কর্ণ এই কথা কহিলে, অলর্ক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া নেত্রকে পরাজিত করিবার মানসে কহিলেন, এই নেত্রই বিবিধ রূপ দর্শন করিয়া বারংবার আমাকে তদ্বিষয়ে

প্রলোভিত করে। অতএব আজ আমি এই শাণিত শরনিকরদ্বারা নেত্রকেই নিপীড়িত করিব।'

"তখন নেত্র কহিল, "অলর্ক! এ সমুদয় নরদেহবিদারক শরদ্বারা তুমি কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় বাণ নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।'

'চক্ষু এই কথা কহিলে, অলর্ক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিকে জয় করিবার মানসে কহিলেন, বুদ্ধি স্বীয় জ্ঞানশক্তিদ্বারা বিবিধ কার্য্য নিশ্চয় করিয়া থাকে; অতএব আমি বুদ্ধির প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।'

"তখন বুদ্ধি কহিল, 'অলর্ক! তুমি ঐ সামান্য শরনিকরদ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় বাণ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে; অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন। অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।'

'মন, বুদ্ধি ও আঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক তাহাদিগের নিপীড়নে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া অলৌকিক বাণ লাভ করিবার অভিলাষে সেই বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই ইন্দ্রিয়নিপীড়ক অলৌকিক শরের অনুসন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে তিনি সমাহিতচিত্তে বহুকাল অনুধ্যানপূর্ব্বক যোগকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া একাগ্রমনে স্তিমিতভাবে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যোগবলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদয় ইন্দ্রিয় বশীভূত ও উৎকৃষ্ট সিদ্ধি হস্তগত হইল। তখন তিনি একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে, এ কাল পর্য্যন্ত আমি বৃথা ভোগসুখে আসক্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও বিবিধ বাহ্যাড়ম্বর করিয়াছি। এখন বুঝিতে পরিলাম যে, যোগ অপেক্ষা পরম সুখকর পদার্থ আর কিছুই নাই।"

'ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারা এইরূপে অলর্কের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া পরশুরামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস পরশুরাম! তুমি এক্ষণে এই সমুদয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়বধে বিরত হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।"

'পিতৃপুরুষগণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে মহাত্মা ভার্গব যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ পরমসিদ্ধি লাভ করিলেন।"

৩১তম অধ্যায়
হিংসাপ্রবর্ত্তক লোভের দমন উপায়

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, "প্রিয়ে! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি মনুষ্যের শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বৃত্তিভেদে ওই তিনটিই আবার নয় প্রকার হয়। প্রহর্ষ, প্রীতি ও আনন্দ এই তিনটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। বিষয়বাসনা, ক্রোধ ও দ্বেষাভিনিবেশ এই তিনটি রজোগুণের বৃত্তি। শ্রম, তন্দ্রা ও মোহ এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি। সর্ব্বশুদ্ধ এই তিন গুণের নয়টি বৃত্তি হইল। প্রশান্তস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে শমাদিরূপ শরসমূহদ্বারা এই সমস্ত অন্তঃশত্রুর বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ বাক্য প্রভৃতি বাহ্য শত্রুদিগের বিনাশে যত্ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে শান্তিগুণাবলম্বী মহারাজ অম্বরীষ এই বিষয়ে যেরূপ কার্য্য ও আত্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

মহাত্মা অম্বরীষের চিত্তে রাগাদি দোষসমুদয় প্রবল ও শমদমাদি গুণসকল উচ্ছিন্নপ্রায় হইলে, তিনি জ্ঞানবলে রাগাদির উপর আপনার আধিপত্যবিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি আপনার দোষসমুদয়কে যথোচিত নিগ্রহ ও শমদমাদির সমুচিত সমাদর করিয়া অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি দোষসমুদয়কে সম্যক পরাজিত করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যে একটি দোষ আছে, সে বধার্হ হইলেও আমি তাহাকে সংহার করিতে পারিলাম না। ঐ দোষপ্রভাবে মনুষ্য কোন বিষয়েই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না । মনুষ্য উহার বশবর্ত্তী হইয়া সতত নীচ কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কখনই উহা অনুধাবন করিতে পারে না। উহার প্রভাবেই জীব নানাপ্রকার অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ দোষের নাম, লোভ। উহাকে জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঐ লোভ হইতেই বিষয়তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়তৃষ্ণাপ্রভাবেই চিন্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে সমগ্র রাজসগুণ অধিকার করিয়া পশ্চাৎ তামসগুণসমুদয় প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সমুদয় গুণের প্রভাবেই বারংবার জন্মমৃত্যু স্বীকারপূর্ব্বক বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে। অতএব সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে লোভকে নিগ্রহ করিয়া দেহরূপ রাজ্যে রাজত্বলাভের চেষ্টা করিবে। এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব, স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা।' "

৩২তম অধ্যায়
মমতাত্যাগে সমতাবোধ—জনকদ্বিজসংবাদ

"বিপ্র বলিলেন, "হে প্রিয়ে! অতঃপর আমি ব্রাহ্মণ জনকসংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার অধিকারমধ্যে বাস করিতে পারিবেন না।" মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে ব্রাহ্মণ

তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! কোন কোন স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সেসমুদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।”

‘ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে মহারাজ জনক তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! যদিও এই পুরুষপরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলানগরীতে ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলিমধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ সত্ত্ব প্রতীত হইল না। এইরূপে আমি কোন পদার্থেই আপনার অধিকার নাই দেখিয়া মোহে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার মোহ নির্ম্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই অথবা আমি সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে অথবা সমুদয় পৃথিবীই আমার। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আপনি নিরুদ্বেগে যথা ইচ্ছা অবস্থান ও যথা ইচ্ছা ভোজন করুন।”

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, “মহারাজ! আপনার এই পিতৃপিতামহোপযুক্ত বিশালরাজ্য বশীভূত থাকিতে আপনি কিরূপে সমুদয় পদার্থে মমতাবিহীন হইয়াছেন এবং কিরূপ বুদ্ধিপ্রভাবেই বা আপনার রাজ্যসম্পর্ক ভিন্ন অন্য পদার্থসমুদয় আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।”

‘জনক কহিলেন, “ভগবন্! সমুদয় পদার্থই অচিরস্থায়ী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে এবং শাস্ত্রানুসারে কোন পদার্থেই কাহার অধিকার নাই, এই নিমিত্তই কোন পদার্থ আপনার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। আমি এইরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই সমুদয় বিষয়ে মমতাবিহীন হইয়াছি। এক্ষণে যে বুদ্ধিপ্রভাবে আমি স্বয়ং সমুদয়, বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত গন্ধঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ ও মন্তব্যবিষয়ে সমালোচনা করি না। এই নিমিত্তই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও মনঃ আমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সমুদয় বিষয়েই আমার অধিকার আছে। ফলতঃ আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। জগতের সমুদয় পদার্থই দেবতা, পিতৃলোক, ভূত ও অতিথিগণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করি।”

‘মহাত্মা জনক এই কথা কহিলে- ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আমি ধর্ম্ম, আজ তোমাকে, পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, এই ভূমণ্ডলমধ্যে তুমিই সত্ত্বগুণরূপ নেমিযুক্ত ব্রহ্মলাভরূপ দুষ্পরিচাল্য চক্রের প্রধান পরিচালক।

৩৩তম অধ্যায়
চরম মুক্তির উপায়

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, "শোভনে! তুমি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে আমাকে দেহাভিমানী সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি সেরূপ নহি। তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ বা ব্রতচারী যাহা ইচ্ছা বলিয়া উল্লেখ করিতে পার। আমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পুণ্যপাপে আসক্ত নহি। এই জগতে যেসমুদয় পদার্থ অবলোকন করিতেছ, আমি তৎসমুদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছি। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের নাশক, তদ্রূপ আমি এই জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থেরই সংহারকর্ত্তা। আমার বুদ্ধি কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত সর্ব্বত্রই আমার রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে। ফলতঃ বুদ্ধিই আমার ধনস্বরূপ।

'ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ভিক্ষু যিনি যে আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, সকলেরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ একপ্রকার । উহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লিঙ্গ ধারণ করিয়া একমাত্র বুদ্ধিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাদের সকলেরই বুদ্ধি শান্তিগুণযুক্ত। পৃথিবীস্থ নদীসমুদয় যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াও একমাত্র সাগরে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে যিনি যে প্রকার আচরণ করুন না কেন, চরমে সকলেই একমাত্র জ্ঞানপথে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যদিগকে ঐ পথে সমানীত করিয়া থাকে। শরীরদ্বারা কখনই ঐ পথে গমন করা যায় না। শরীর উৎপত্তি ও ক্ষয়শীল কর্ম্মপ্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই সমুদয় উপদেশবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমাকে কখনই পরলোকের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না। তুমি অনায়াসেই চরমে আমার আত্মাতে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।' "

৩৪তম অধ্যায়
পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার

"ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস প্রদান করিলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি সংক্ষেপে যেরূপ সুবিস্তীর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অল্পবুদ্ধি ও অকৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিও কোনরূপে উহার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইতেছে না। এক্ষণে কি উপায়ে আপনার ন্যায় জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি লাভ করা যায় এবং ঐরূপ বুদ্ধি কোন কারণ হইতেই বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, "প্রিয়ে! বুদ্ধি প্রথম অরণীকাষ্ঠ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণীকাষ্ঠ স্বরূপ। বেদান্তশ্রবণ ও জ্ঞানদ্বারা ওই উভয় কাষ্ঠ মথিত হইলে ঐ কাষ্ঠদ্বয় হইতে জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হয়।'

"ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'নাথ! জীব ব্রহ্মের অধীন, তবে কিরূপে লোক জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে?

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! জীব নির্গুণ ও দেহপরিশূন্য, কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ উহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে। এক্ষণে যাহাতে ভ্রম দূর হয় ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়, আমি সেই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ আত্মাকে অঙ্গবান্ বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ভ্রমর যেমন পুষ্পের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তন্মধ্যস্থিত মধু লক্ষ্য করে, তদ্রূপ যোগীরা শ্রবণমননাদি উপায় দ্বারা শরীরস্থিত আত্মাকে পৃথকভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা মোক্ষধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মীদিগের ন্যায় কোন বিষয়েই বিধি বা নিষেধ ব্যবস্থা নাই। ইহলোকে সাধ্যানুসারে পৃথিব্যাদি যত প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায় তৎসমুদয়ই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পৃথিব্যাদি পদার্থসমুদয় উত্তমরূপে অবগত হইয়া পরিশেষে যে পদার্থকে ওই সমুদয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই নাম পরব্রহ্ম। শমদমাদির অভ্যাসনিবন্ধনই ওই পরম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।'

বাসুদেব কহিলেন, "ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণ এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণীর জীবোপাধিজ্ঞান তিরোহিত ও ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইল।"

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "বাসুদেব! যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বাসুদেব কহিলেন, "অর্জ্জুন! আমার মনঃ ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি ব্রাহ্মণী এবং আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ।"

১৫তম অধ্যায়
জীবন্মুক্তি--জীব-ঈশ্বরের ঐক্য

অর্জ্জুন কহিলেন, "বাসুদেব! এক্ষণে তোমার প্রসাদবলে সূক্ষ্মবিষয় অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব তুমি যথার্থরূপে আমার নিকট পরম ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন, কর।"

তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! আমি এই উপলক্ষ্যে গুরুশিষ্যসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক শিষ্য আসনোপবিষ্ট স্বীয় উপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি মুক্তিপরায়ণ হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম; অতএব এক্ষণে আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।'

"শিষ্য এই কথা কহিলে আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যেসমুদয় বিষয়ে তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্যক্ত কর, আমি একাদিক্রমে তোমার সমুদয় সংশয় অপনোদন করিব। তখন শিষ্য কহিলেন, "ভগবন্! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার, আমার এবং এই অন্যান্য স্থাবরজঙ্গম পদার্থসমুদয়ের উৎপত্তির কারণ কে? জীবগণ কাহার প্রভাবে জীবিত রহিয়াছে? প্রাণীগণের পরমায়ু এবং সত্য ও তপস্যা কি পদার্থ? সাধুগণ কোন্ কোন্ গুণের প্রশংসা করেন? কোন্ কোন্ পথ মঙ্গলজনক এবং

কাহাকে পুণ্য ও কাহাকেই বা পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি আমার এই সমুদয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন। আপনি ভিন্ন এ সমুদয় প্রশ্নের সদুত্তরদাতা আর কেহই নাই। লোকে আপনাকে মোক্ষধর্ম্মপারদর্শী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমিও মুমুক্ষু হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার এই সমুদয় সংশয় অপনোদন করুন।'

"শান্তিগুণাবলম্বী, দমগুণসম্পন্ন, ছায়ার ন্যায় গুরুর একান্ত অনুগত, ব্রহ্মচর্য্যনিরত শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রতাবলম্বী, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি বেদবিদ্যানুসারে আমার নিকট যেসমুদয় প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানই পরব্রহ্ম এবং সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহার সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন ও ভিন্নভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতাপরিশুন্য হইয়া মায়া, সত্ত্বাদিগুণ ও সর্ব্বভূতের কারণকে অবগত হইতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ বীজপ্রভাবে প্রকৃতিকে অঙ্কুরিত, বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশারূপ পত্র, সঙ্কল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভঘটনারূপ ফলসম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া জ্ঞানরূপমহাখড়্গদ্বারা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখসম্ভোগ করিতে হয় না।

'এক্ষণে মনীষিগণ যাঁহাকে অবগত হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আদি, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের নিশ্চয়জ্ঞ, সিদ্ধিসমূহের পরিজ্ঞাত, নিত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা প্রজাপতি দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভার্গব, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও অত্রি কর্ম্মপথ পরিভ্রমণনিবন্ধন একান্ত শ্রান্ত হইয়া বৃহস্পতিকে পুরোবর্ত্ত করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন! কিরূপে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? কি প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়? কোন্ পথ আমাদিগের মঙ্গলজনক? সত্য ও পাপের লক্ষণ কি? মৃত্যু ও মোক্ষপথের বৈলক্ষণ্য কি এবং প্রাণীগণের উৎপত্তি ও বিনাশই বা কিপ্রকারে হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

মুক্তিকামীর কর্ত্তব্যনির্ণয়—বর্ণাশ্রমসেবা

'মহর্ষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধনগণ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে জীবিত থাকে। উহারা কর্ম্মদ্বারা আপনাদিগের নিত্যমুক্ত স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মমৃত্যুভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ। যখন উহা সগুণ হয়, তখন উহাকে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই হেতু ব্রাহ্মণেরা নিত্যযোগপরায়ণ, ক্রোধশূন্য, সন্তাপবিমুক্ত ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

“এক্ষণে যাঁহারা পরস্পরের তমঃপ্রভাবে কদাচই ধর্ম্ম অতিক্রম করেন না, সেই বিদ্যমান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক লোকভাবন ব্রাহ্মণগণের শুভসম্পাদনার্থ চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের নিত্য চতুষ্পদ ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ এবং বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মভাবলাভের নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই শুভজনক পথের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম, গার্হস্থ্য দ্বিতীয়, বানপ্রস্থ তৃতীয় ও সন্ন্যাস চতুর্থ। যে কাল পর্য্যন্ত যোগীদের আত্মজ্ঞানলাভ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহারা জ্যোতি, আকাশ, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন রূপ দর্শন করেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর তাঁহাদিগের বিভিন্নজ্ঞান থাকে না। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র ব্রহ্মই উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এক্ষণে মোক্ষের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ওই ধর্ম্মত্রয়ে অধিকার আছে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম সমুদয় বর্ণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাকে ওই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

“এই আমি তোমাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত পথসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। সাধু ব্যক্তিরা সঙ্কর্ম্মসহকারে ওই সমুদয় পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া ওই ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্যতম আশ্রয় করেন, তিনি কালসহকারে মুক্ত হইয়া প্রাণীগণের জন্মমৃত্যুদর্শনে সমর্থ হয়েন। অতঃপর যথার্থরূপে তত্ত্বসমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয় এবং জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতিকে তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। যে ব্যক্তি ওই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ফলতঃ যিনি ওই সমুদয় তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সবিশেষ অবগত হয়েন, তাহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। তিনি সমুদয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমুদয় লোকলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।”

৩৬তম অধ্যায়
গুণবৈষম্যে জীবের বদ্ধাবস্থা

ব্রহ্মা বলিলেন, “হে মহর্ষিগণ! ওই সমুদয়ের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে উহাদিগকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। আর যখনই সেই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ওই পুরমধ্যে একজন ইন্দ্রিয় অবস্থানপূর্ব্বক জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ওই পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া বিষয়সমুদয় অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। বুদ্ধি ওই পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিবশতঃ এই পুরকেই জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। জীব ওই পুরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।

“সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি প্রণালী স্ব স্ব বিষয় প্রবাহিত করিয়া এই পুরমধ্যস্থ জীবাত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয়পূর্ব্বক

অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ওই গুণত্রয় অপেক্ষা পরিহীন নহে। যে স্থানে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে রজঃ ও তমোগুণের এবং যে স্থানে রজোগুণের বা তমোগুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে সত্ত্বগুণের হীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তমোগুণের হ্রাস হইলেই রজোগুণ প্রকাশিত ও রজোগুণের হ্রাস হইলেই সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়।

তমোগুণের কার্য্য

"তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক [আবরণধর্ম্ম—জ্ঞানের আচ্ছাদক], উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহার প্রভাবেই মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং উহার প্রাদুর্ভাবদর্শনে মনুষ্যকে পরমাত্মা বলিয়া পরিগণিত করা যায়। রজোগুণ সৃষ্টির কারণস্বরূপ। উহা প্রথমতঃ আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতসমুদয় উৎপাদন করিয়া তৎপরে তৎসমুদয় হইতে পৃথিব্যাদি স্থূলভূতসমুদয় উৎপাদন করে। রজোগুণ সকল ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছে। দৃশ্য পদার্থসমুদয় এই গুণ হইতে উৎপন্ন রহিয়াছে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক। উহার প্রভাবে জীবের গর্ব্বরাহিত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা জন্মে।

"এক্ষণে আমি এই তিনগুণের কার্য্যসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চয়তা, স্বপ্ন, স্তম্ভ [গর্ব্ব], ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্যদূষণ [সৎকার্য্যের নিন্দা], অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্ বিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান ও অতিথি প্রভৃতিকে দান না করিয়া ভোজন, এইগুলি তমোগুণের কার্য্য। যেসকল পাপাত্মা ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহাদিগকেই তামসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট, পক্ষী, বিবিধ চতুস্পদজন্তু এবং উন্মত্ত, বধির, মূক ও অন্যান্য। পাপরোগাক্রান্ত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহাদিগের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট, তাহারাই তামস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাদিগের যেরূপে ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ ও পুণ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"স্বকর্ম্মনিরত শুভার্থী ব্রাহ্মণেরা, মূকাদি তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈদিক সংস্কারদ্বারা সংস্কৃত করিলে উহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা তামস প্রকৃতিপ্রভাবে পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ পরিগ্রহ করে, তামস যজ্ঞাদি কার্য্যে নিহত হইলে, প্রথমতঃ চণ্ডালাদি যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তৎপরে সেই সমস্ত যোনি হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার পরজন্মে অপকৃষ্ট যোনি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে তামস প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অবিবেকরূপ তমঃ,

চিত্তবিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াসক্তিরূপ মহামোহ, ক্রোধাত্মক তামি ও মৃত্যুসংজ্ঞক অন্ধতামিস্র।

"এই আমি স্বরূপ, গুণ ও যোনি অনুসারে তোমাদিগের নিকট এই তমোগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরা কখনই উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে, সে কদাপি উহাতে অভিভূত হয় না।"

৩৭ম অধ্যায়
রজোগুণের কার্য্য

'ব্রহ্মা বলিলেন, "হে মহর্ষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াস, সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্মের অনুভব, ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, দোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অতিমমতা, পরিবারপোষণ, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, লাভপ্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিদ্রা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞা পালন, সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয়গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার [দারপরিগ্রহ—বিবাহ করা], স্ত্রী, পুরুষ, দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্‌কার, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা [স্ত্রীতে অত্যন্ত আসক্তি] এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি এই সমুদয় গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যেসমুদয় ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভব্য ও বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনাযুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয়ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুদয় চরিতার্থ করে, তাহাদিগকেই রাজস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

"এই আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের কার্য্যসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আর কখনই ওই সমুদয়ে লিপ্ত হইতে হয় না।"

৩৮তম অধ্যায়
সত্ত্বগুণের কার্য্য

'ব্রহ্মা বলিলেন, "হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট সর্ব্বভূতের হিতকর পরমপবিত্র সত্ত্বগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, মমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিয়তা, অনৃশংসতা, অসংমোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপকার্য্যে নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনাপরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন, এই সমুদয় কার্য্য সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। যেসমুদয় ব্রাহ্মণ ঐ সমুদয় অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয় জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রম, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, পরিগ্রহ, ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য্যসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্রকায় হইতে সমর্থ হয়েন। উঁহাদিগকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ কর। উঁহারা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভিলষিত দ্রব্যসমুদয় লাভ ও অন্যের সুখসাধন করিয়া থাকেন।

"এই আমি তোমাদিগের নিকট সত্ত্বগুণের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ঐ গুণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত ও বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন।"

৩৯তম অধ্যায়
একত্র মিলিত গুণত্রয়ের কার্য্য

"ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে ঋষিগণ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ সর্ব্বদা প্রাণীগুণের দেহে অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথকভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহারা নিরন্তর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সত্ত্বে, তমোগুণ এবং তমঃ ও সত্ত্বগুণ সত্ত্বে, রজোগুণ কদাচ তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যনিবন্ধন প্রাণীগণের দেহে উহাদিগের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

'তির্য্যগযোনিগত প্রাণীগণের তমোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের রজঃ ও সত্ত্বগুণের, মনুষ্যগণের রজোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তমঃ ও সত্ত্বগুণের এবং দেবগণের সত্ত্বগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তমঃ ও রজোগুণের ন্যূনতা হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে শব্দাদি বিষয়সমুদয় প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের তুল্য পরমধর্ম্মের সাধন আর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গতি, রজোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যম গতি ও তমোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। তমোগুণ শূদ্রকে, রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে এবং সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে, কিন্তু উহাদিগের মিশ্রভাবনিবন্ধন কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে।

‘সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তস্করসমূহে তমোগুণের আধিক্য এবং আতপতাপিত পথিকগণে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান থাকে; এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলে তস্করগণ ভীত এবং পথিকগণ সমধিক দুঃখিত হয়। সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ, তাপ রজোগুণ এবং রাহুকৃতগ্রাস তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রকাশ ও অপ্রকাশনিবন্ধন পর্য্যায়ক্রমে গুণত্রয়ের প্রকাশ ও অপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়।

‘স্থাবরসমুদয়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহারা রজঃ ও সত্ত্বগুণে একেবারে বিরহিত নয়। মধুরাদি রস উহাদিগের রজোগুণ এবং স্নেহপদার্থ উহাদিগের সত্ত্বগুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি কাল এবং দান, যজ্ঞ, স্বর্গাদি লোক,, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ত্রৈকালিক বিষয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং প্রাণ, অপান ও উদানাদি বায়ু এই সমুদয়ই ত্রিগুণাত্মক। বস্তুতঃ ইহলোকে যেসমুদয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়েই তিনগুণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্মচিন্তানিরত পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, বিকার, প্রলয়প্রধান, প্রভব, লয়, অনুদ্রিক্ত, অন্ন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ ও ত্রিগুণাত্মকনামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতির এই সমুদয় নাম ও সত্ত্বাদি গুণের গতি সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বগুণবিমুক্ত হইয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন।”

৪০তম অধ্যায়

ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি—মহত্তত্ত্ব

“ব্রহ্মা বলিলেন, “হে ঋষিগণ! প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ মহত্তত্ত্বকে সমুদয় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। লোকে উহাকে মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ মহত্তত্ত্বকে সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ঐ মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উনি সমুদয় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহত্তত্ত্ব সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। উনি অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অব্যয় ও জ্যোতিস্বরূপ। ইহলোকে যাঁহারা বুদ্ধিমান, সদ্ভাবনিরত, ধ্যানপরায়ণ, যোগী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান, লোভপরিশূন্য, ক্রোধবিহীন, প্রসন্নচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি এবং মমতা ও অহঙ্কারপরিশূন্য, তাঁহারাই ঐ মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়া থাকেন। ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরমপুরুষ মহত্তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তাহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থান করেন এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন।’ ”

৪১তম অধ্যায়

সৃষ্টির ক্রমবিকাশ—অহঙ্কার

"ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে ঋষিগণ! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। উহা দ্বিতীয় সৃষ্টি। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। উহা চেতনাযুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিনামে অভিহিত হয়। উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। "অহং" এই অভিমানকেই অহঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞে নিরত অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ ঐ অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকেন। জীব বিষয়ভোগে অভিলাষী হইলে তামস অহঙ্কার পৃথিবাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া জীবের দর্শনাদি ক্রিয়াসম্পাদন এবং রাজস অহঙ্কার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের সৃষ্টি করিয়া উহার সন্তোষসাধন করিয়া থাকে।"

৪২তম অধ্যায়
সূক্ষ্মস্থূল ভূতাদির সৃষ্টিবিস্তার

"ব্রহ্মা বলিলেন, "হে তপোধনগণ! অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণীগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে। ঐ মহাভূতসমুদয় নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয়। ঐ প্রলয়কালে প্রাণীগণের ভয়ের আর পরিসীমা থাকে না। ঐ সময় যে যে মহাভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই মহাভূত তৎসমুদয়েই বিলীন হইয়া থাকে। এইরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূত বিলীন হইলেও স্মরণজ্ঞানযুক্ত যোগিগণের লয় হয় না। উঁহারা সূক্ষ্মশরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। শব্দাদি বিষয়সমুদয় সূক্ষ্ম; এই নিমিত্ত প্রলয়কালে উহাদিগের ধ্বংস হয় না। সুতরাং উহাদিগকে নিত্য আর স্থূলপদার্থসমুদয়কে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্মসমুৎপন্ন, মাংসশোণিতসংযুক্ত, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য শরীরসমুদয় স্থূলপদার্থ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু আর বাক্য, মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি অন্তরস্থিত পদার্থ সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘ্রাণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি অনায়াসেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

'এক্ষণে অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য ও মন এই একাদশটিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি এই ইন্দ্রিয়সমুদয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার হৃদয়েই পরমপদার্থ পরব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ঐ ইন্দ্রিয়সমুদয়ের মধ্যে নেত্র-কর্ণাদি পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদাদি পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যেসকল পণ্ডিত এই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতালাভে সমর্থ হয়েন।

'অতঃপর আমি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আকাশ প্রথম ভূত; কর্ণ উহার অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয়), শব্দ উহার অধিভূত (বিষয়) এবং দিকসমুদয় উহার অধিদেবতা (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। বায়ু দ্বিতীয় ভূত; ত্বক্ উহার অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বিদ্যুৎ উহার অধিদেবতা। তেজ তৃতীয় ভূত; চক্ষু উহার অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিদেবতা। জল চতুর্থ ভূত; জিহ্বা উহার অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিদেবতা। পৃথিবী পঞ্চম ভূত; ঘ্রাণ উহার অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিদেবতা।

'অতঃপর প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চরণ অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থান উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিদেবতা। পায়ু অধ্যাত্ম, পুরীষপরিত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিদেবতা। উপস্থ অধ্যাত্ম, শুক্র উহার অধিভূত ও প্রজাপতি উহার অধিদেবতা। হস্ত অধ্যাত্ম, কর্ম্ম উহার অধিভূত ও ইন্দ্র উহার অধিদেবতা। বাক্য অধ্যাত্ম, বক্তব্য উহার অধিভূত ও বহ্নি উহার অধিদেবতা। মনঃ

অধ্যাত্ম, সঙ্কল্প উহার অধিভূত ও চন্দ্রমাঃ উহার অধিদেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত ও রুদ্র উহার অধিদেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, মন্তব্য উহার অধিভূত ও ব্রহ্মা উহার অধিদেবতা।

'জীবগণের জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন বাসস্থান নাই। উহারা অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ চারি প্রকার জীবমধ্যে পক্ষী ও সরীসৃপগণ অণ্ডজ, কৃমিগণ স্বেদজ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্য ও চতুষ্পদ প্রাণীগণ জরায়ুজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—তপস্বী ও যাজ্ঞিক। বৃদ্ধজনেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধানুশাসন বিলক্ষণরূপে অবগত হয়েন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না।

'হে ঋষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট অধ্যাত্মবিধি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই অধ্যাত্মবিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি বিষয় ও পঞ্চমহাভূতের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনঃ নিস্তেজ হইলে কখন জন্মজন্য সুখলাভ হয় না। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা অনায়াসেই সেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

নিবৃত্তিধর্ম্ম-কথন

'হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তিবিষয়ক উপদেশ সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

'পণ্ডিতেরা গুণবিহীন, অভিমানশূন্য, অভেদদর্শী ব্রাহ্মণের সুখকে সর্ব্বসুখের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কূর্ম্ম যেমন দেহমধ্যে স্বীয় অঙ্গসমুদয় সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ যে মহাত্মা রজোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় কামনাসমুদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, সমাহিত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইয়া কামনাসমুদয় সংযমিত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়রোধদ্বারাই নিঃশঙ্ক মহাত্মাদিগের বিজ্ঞানানল প্রজ্বলিত হয়। যেমন কাষ্ঠদ্বারা হুতাশনের জ্যোতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রোধদ্বারা পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগপরায়ণ মহাত্মা যখন নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্মহৃদয়ে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে অগ্নি বর্ণরূপে, সলিল শোণিতাদিরূপে, বায়ু ত্বকরূপে, পৃথিবী অস্থি ও মাংসাদিরূপে এবং আকাশ শ্রবণরূপে অবস্থান করে। ঐ দেহে রোগ, শোক, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্রোত, নবদ্বার, ত্রিগুণ ও তিন ধাতু সতত'বিদ্যমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উহা বিনশ্বর বুদ্ধির অধীন, ব্যাধিসমাক্রান্ত ও মলিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

'অমরগণসম্বলিত [দেবগণের সহিত] সমুদয় জগতের উৎপত্তি, বিনাশ ও রোধের কারণস্বরূপ কালচক্র ঐ শরীরের উদ্দেশেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্য ঐ

শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয়সমুদয়কে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অপরিহার্য্য কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, অভিদ্রোহ ও মিথ্যাপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনিই হৃদয়াকাশে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ মহাকূলযুক্ত [প্রশস্ত তীরভূমিযুক্ত], মনোবেগরূপ সলিলরাশিদ্বারা সমাকীর্ণ, মোহহ্রদসম্বলিত, ভয়ঙ্কর দেহনদী উত্তীর্ণ হইয়া কামক্রোধ পরাজয় করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয়েন। যোগশীল ব্যক্তি হৃৎপদ্মে মনকে সংস্থাপিত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মের প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের হৃদয় ও আত্মা বলিয়া অভিহিত হয়েন। ব্রাহ্মণ, সুর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত ও মহর্ষিগণ নিরন্তর উহার স্তব করিয়া থাকেন।

৪৩তম অধ্যায়
অসাধারণ বিভূতিযুক্ত পদার্থের পরিচয়

“ব্রহ্মা বলিলেন, “হে মহর্ষিগণ! রজোগুণযুক্ত ক্ষত্রিয় মনুষ্যগণের; হস্তী বাহনগণের; সিংহ বনজন্তুগণের; মেষ গ্রাম্য পশুগণের; সর্প গর্ত্তবাসিদিগের; বৃষভ গোসমুদয়ের; পুরুষ স্ত্রীসমূহের; বধ জম্বু, অশ্বত্থ, শাল্মলী, শিংশপা, মেঘশৃঙ্গ ও কীচকবেণু [তলদা বাঁশ] বৃক্ষসমুদয়ের; হিমালয় পারিপাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস, কোষ্ঠবান, গুরুস্কন্ধ, মহেন্দ্র ও মাল্যবান পর্ব্বতদিগের; সূর্য্য উষ্ণ পদার্থ গ্রহসমুদয়ের; চন্দ্র ওষধি, ব্রাহ্মণ ও নক্ষত্রসমুদয়ের; যম পিতৃলোকের; সাগর নদীগণের; বরুণ জলজন্তুদিগের; অগ্নি পৃথিব্যাদি ভূতসমুদয়ের; বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের; বিষ্ণু বলবানদিগের; ত্বষ্টা রূপসমুদয়ের; শিব প্রাণীগণের; যজ্ঞ দীক্ষিত দেবতাদিগের; উত্তরদিক্ দিক্‌সমুদয়ের; কুবের রত্নসমুদয়ের এবং প্রজাপতিগণ প্রজাদিগের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবতী পার্ব্বতীকে কামিনীগণের মধ্যে এবং অপ্সরাগণকে বেশ্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়।

‘আমি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ও ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমার ও বিষ্ণুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কেহই নাই। ব্রহ্মময় বিষ্ণু দেবতা, নর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও দানব প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর ঈশ্বর ও নারদাদি যোগিগণের পরম ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। ব্রাহ্মণ উহাকে সতত হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া পরমসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

‘ভূপতিগণ সতত ধর্মলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মের হেতুভূত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল রাজার রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ নিয়ত কষ্টভোগ করেন, তাঁহারা ইহলোকে নিতান্ত নিন্দনীয় ও পরলোকে নীচগতি প্রাপ্ত হয়েন। আর যেসমুদয় ভূপতির রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ সতত পরিরক্ষিত হয়েন, তাঁহারা উভয়লোকেই অতি উৎকৃষ্ট সুখভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন।

‘অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থসমুদয়ের অসাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা পরমধর্ম্মের, হিংসা অধর্ম্মের, অকস্মাৎ আবির্ভাব দেবতাদিগের, যজ্ঞাদিকর্ম্ম মনুষ্যগণের, শব্দ আকাশের, স্পর্শ বায়ুর, রূপ তেজের, রস জলের, গন্ধ ধরিত্রীর, বর্ণাত্মক শব্দ বাক্যের, সংশয় মনের, নিশ্চয় বুদ্ধির, ধ্যান চিত্তের, স্বপ্রকাশত্ব জীবের, প্রবৃত্তি কাম্যকর্ম্মের ও সন্ন্যাস জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্যকরূপে প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই মোহ, জরা, মৃত্যু ও সুখদুঃখাদি হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতিলাভে সমর্থ হয়েন। এই আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থসমুদয়ের অসাধারণ ধর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রিয়-দেবতা ও গুণধর্ম্ম

'অতঃপর যে যে দেবতার সাহায্যে যে যে ইন্দ্রিয়দ্বারা যে যে গুণ পরিগৃহীত হয়, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ পৃথিবীর গুণ; উহা নাসিকাস্থিত বায়ুর সাহায্যে নাসিকাদ্বারা আঘ্রাত হইয়া থাকে। রস জলের গুণ; উহা জিহ্বস্থিত চন্দ্রের সাহায্যে জিহ্বদ্বারা আস্বাদিত হয়। রূপ তেজের গুণ; উহা নেত্রস্থিত আদিত্যের সাহায্যে নেত্রদ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পর্শ বায়ুর গুণ; উহা ত্বক্‌স্থিত বায়ুর সাহায্যে ত্বক্‌দ্বারা অনুভূত হয়। শব্দ আকাশের গুণ; উহা কর্ণস্থিত দিকসমুদয়ের সাহায্যে কর্ণদ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে। চিন্তা মনের গুণ; উহা হৃদয়স্থিত জীবের সাহায্যে প্রজ্ঞাদ্বারা সম্পাদিত হয়।

'বুদ্ধি নিশ্চয়-জ্ঞানদ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব চৈতন্যপ্রতিবিম্বদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। আত্মার জ্ঞাপক কিছুই নাই। উহা নির্গুণ ও একমাত্র অনুভবস্বরূপ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থকে ক্ষেত্রশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এক্ষণে আমি সেই ক্ষেত্রকে পুরুষ হইতে অভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছি। পুরুষ ক্ষেত্রকে সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞনামে অভিহিত হয়েন। ক্ষেত্রজ্ঞ আদিমধ্যান্তবিশিষ্ট অচেতন গুণসমুদয়কে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; কিন্তু গুণসমুদয় বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ক্ষেত্রজ্ঞকে অবগত হইতে পারে না। ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি প্রভৃতি সমুদয় তত্ত্ব হইতে অতীত। উঁহাকে কেহই অবগত হইতে পারে না। উনি আপনি আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন; এই নিমিত্তই ধৰ্ম্মতত্ত্বকুশল পণ্ডিতেরা গুণসমুদয় ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন।"

৪৪তম অধ্যায়
সৃষ্টপদার্থের আদিভূত বস্তু-নির্ণয়

"ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে তপোধনগণ! এক্ষণে যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের আদি এবং যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের অন্ত, আমি তাহা সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দিবস রাত্রির, শুক্লপক্ষ মাসের, শ্রবণা নক্ষত্রসমুদয়ের, শিশির [শীত ঋতু] ঋতুনিচয়ের, ভূমি গন্ধের, জল রসের, তেজঃ রূপের, বায়ু স্পর্শের, আকাশ শব্দের, সূর্য্য জ্যোতিঃপদার্থসমুদয়ের, অগ্নি দৃশ্য ভূতত্রয়ের [জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ পদার্থের], সাবিত্রী বিদ্যাসমুদয়ের, প্রজাপতি দেবগণের, ওঁকার বেদসকলের, প্রাণবায়ু বাক্যের, গায়ত্রী ছন্দের, সৃষ্টির পূর্ব্বকাল প্রজাগণের, গাভী চতুষ্পাদদিগের, ব্রাহ্মণ মনুষ্যসমুদয়ের; শ্যেন পক্ষীদিগের, আহুতি যজ্ঞসমুদয়ের, সর্প সরীসৃপগণের, সত্যযুগ সমুদয় যুগের, সুবর্ণ সমুদয় রত্নের, যব ওষধিনিচয়ের, অন্ন ভক্ষ্যদ্রব্যের, জল দ্রব দ্রব্য ও পানীয়সমুদয়ের, ব্রহ্মার আবাসস্থান প্লক্ষপাদপ [অশ্বত্থ বৃক্ষাদি] স্থাবকসমুদয়ের, আমি প্রজাপতিদিগের, অচিন্ত্যাত্মা স্বয়ম্ভূ ভগবান বিষ্ণু আমার, সুমেরু পৰ্ব্বতগণের, পূর্ব্বদিক্ দিক্‌মুদয়ের, গঙ্গা নদীগণের, সাগর জলাশয়সকলের, ভগবান বিষ্ণু দেব-দানব-ভূত-পিশাচ-উরগ-রাক্ষস-নর-কিন্নর-যক্ষগণসম্বলিত সমুদয় জগতের এবং গার্হস্থ্য সমুদয় আশ্রমের আদি। প্রকৃতি সমুদয় লোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। সূর্য্যের অস্তগমনসময় দিবসের, সূর্য্যের উদয়কাল রাত্রির, সুখ দুঃখের, দুঃখ সুখের, ক্ষয় সঞ্চিত বস্তুর, পতন উন্নত বস্তুর, বিয়োগ

সংযোগের এবং মরণ জীবিতকালের অন্ত। ইহলোকে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। উৎপন্ন পদার্থমাত্রেরই ধ্বংস হইবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়মসমুদয়ের ফলও কালক্রমে ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস হয় না। প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কারবিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞানপ্রভাবেই সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।”

৪৫তম অধ্যায়
কালচক্রের পরিচয়

“ব্রহ্মা বলিলেন, ‘হে ঋষিগণ! পণ্ডিতেরা জরা-শোক সমাক্রান্ত, ব্যাধিব্যসনসঙ্কুল, অনিয়মিত কালস্থায়ী, বিবিধাকারে পরিণত, সর্ব্বপাপের হেতুভূত, রজোগুণের প্রবর্ত্তক, দর্পের আধার, ত্রিগুণাত্মক, মৃত্যুর বশীভূত, ক্রিয়াকরণসংযুক্ত, মায়াময়, ভয়-মোহসমাকীর্ণ, কামক্রোধে পরিপূর্ণ, বাহ্যসুখাসক্ত, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নির্ম্মিত, সংসারকারণ, পাঞ্চভৌতিক জড়দেহকে কালচক্রস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ চক্র মনের ন্যায় ভীষণবেগে নিরন্তর লোকসমুদয়ে বিচরণ করিতেছে। বুদ্ধি উহার সার, মন উহার স্তম্ভ, ইন্দ্রিয়সমুদয় উহার বন্ধন, স্ত্রী উহার নেমি, শ্রম ও ব্যায়াম [ব্যাসদণ্ড] উহার নিঃস্বন, দিবা ও রাত্রি উহার পরিচালক, শীত ও গ্রীষ্ম উহার মণ্ডল, সুখ-দুঃখ উহার অর [চক্র], ক্ষুৎপিপাসা উহার কীলক [চাকা আটকাইবার খোঁটা], ছায়া ও আতপ উহার রেখা, পরিতাপ উহার বন্ধনপট্টিকা এবং লোভজনিত ইচ্ছা উহার নিম্নোন্নত প্রদেশে পতনজনিত আস্ফালন সেতু [উচ্চে-নীচে উঠা-পড়ার আশ্রয়স্থল]। এই কালচক্রই সমুদয় জগতের সৃষ্টি, সংহার ও রোধের কারণ। যে ব্যক্তি ঐ দেহরূপ কালচক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বসংস্কারবিহীন, সুখদুঃখাদি বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরমগতিলাভে সমর্থ হয়েন।

‘শাস্ত্রে গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহস্থাশ্রম ঐ সমুদয় আশ্রমের মূল। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, বেদবিহিত শাস্ত্রসমুদয় অধ্যয়ন করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। স্বদারনিরত, শিষ্টাচারসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা দেবতা ও অতিথিদিগের অবশিষ্টান্ন ভোজন, যথাশক্তি বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও দান করিবেন। কদাপি নিষিদ্ধ দেশে গমন, নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ, নিষিদ্ধ বিষয় দর্শন ও নিষিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিবেন না। যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন শুক্লবস্ত্রধারী পবিত্র এবং দান ও তপানুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা শিষ্টসংসর্গে বাস করা উঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা শিষ্টাচারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বেণুনির্ম্মিত যষ্ঠি ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবেন। উঁহাদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও পতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে যজন, অধ্যাপন ও সাধুদিগের নিকট প্রতিগ্রহ—এই ত্রিবিধ কার্য্যদ্বারা উহাদের

জীবিকানির্ব্বাহ এবং দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান—এই ত্রিবিধ কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অসাবধান হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। নিয়মধারী পবিত্রস্বভাব গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আচারপরায়ণ হইলে অনায়াসে স্বর্গলোক পরাজয় করিতে পারেন।”

৪৬তম অধ্যায়
ব্রহ্মচারী প্রভৃতির কর্ত্তব্যনির্ণয়

“ব্রহ্মা বলিলেন, ‘হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

‘স্বধর্ম্মনিরত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, গুরুহিতৈষী, পরমপবিত্র ব্রহ্মচারিগণ যথাবিধি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন। পবিত্র ও সমাহিত হইয়া উভয়কালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিল্ব বা পলাশদণ্ড ধারণ এবং ক্ষৌম, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম বা কাষায়বস্ত্র পরিধান করা উঁহাদিগের পরমধর্ম্ম। উঁহারা যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, স্বাধ্যায়নিরত, নিত্যস্নায়ী, অলুব্ধ ও যতব্রত হইয়া কটিদেশে শরমুঞ্জী[শারতৃণ]বিনির্ম্মিত মেখলা [কটিবন্ধ] ও মস্তকে জটাধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা পবিত্রজলদ্বারা দেবগণের তর্পণ করিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেই সকলের প্রশংসার আস্পদ হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সমাপনপূর্ব্বক বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সমুদয় লোক জয় করিয়া পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। উহাদিগকে কখনই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

‘নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যের পর দারপরিগ্রহ না করিয়াই বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বনে অবস্থানপূর্ব্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে স্নান করা বানপ্রস্থাশ্রমী মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য হইতে গ্রামে প্রত্যাগমন করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উহারা বন্য ফল, মূল, পত্র ও শ্যামাকদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যথাকালে অতিথিসৎকার ও উদাসীনদিগকে বাসস্থান প্রদান করিবেন। স্বধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া যথানিয়মে বনের [বনের ফুলভক্ষণ], জল পান ও বায়ু সেবন করা উঁহাদিগের আবশ্যক। ভিক্ষার্থীদিগকে ভিক্ষা প্রদান, ফলমূলাদিদ্বারা দেবার্চ্চনা ও অতিথিদিগের সৎকার করিয়া পরিশেষে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা স্পর্দ্ধাবিহীন, যজ্ঞাদিনিরত, পবিত্র, কার্য্যনিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে দয়াবান, ক্ষমাশীল, কেশশ্মশ্রুধারী, হোমনিরত, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ও সমাহিত হইলে সমুদয় লোক জয় করিতে পারেন।

‘হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ যে-কোন ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিতে বাসনা করেন, সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসধর্ম্মনিরত মহাত্মারা সর্ব্বভূতে দয়াবান, জিতেন্দ্রিয় ও কর্ম্মত্যাগী হইবেন। উঁহারা কোন ব্যক্তির নিকট ভক্ষ্যবস্তু যাচ্ঞা না করিয়া

অপরাহ্নে যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের গৃহসমুদয় ধূমশূন্য হয় এবং পরিবারগণ আহারান্তে ভোজনপাত্রসমুদয় পরিত্যাগ করে, সেই সময় আঁহাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান হওয়া সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা কদাচ লাভে পরিতুষ্ট বা অলাভে দুঃখিত হইবেন না। কেবল শরীরযাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্ত উঁহাদিগের উক্ত প্রকারে ভিক্ষা করা আবশ্যক। প্রাকৃত লোকের ন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া কোন ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিবেন না। যে সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহাকে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতে হয়। কটু, তিক্ত, কষায় বা মিষ্ট বস্তু ভক্ষণসময়ে মনঃসংযোগপূর্ব্বক আস্বাদগ্রহণ করা সন্ন্যাসীদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহারা কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবেন। শরীরযাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে কষ্ট প্রদান করা উঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

‘উঁহারা কদাচ নীচ লোকের নিকট ভিক্ষালাভের বাসনা করিবেন না, সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম গোপন করিয়া বিজনস্থানে বিচরণ করিবেন। শূন্যাগার, অরণ্য, বৃক্ষমূল, নদীতট অথবা পর্ব্বতগুহায় বাস করাই উহাদিগের কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে এক গ্রামমধ্যে এক রাত্রির অধিক বাস করা উহাদের নিতান্ত অনুচিত, কিন্তু উহারা সমুদয় বর্ষাকাল এক গৃহস্থের ভবনে অতিবাহিত করিতে পারেন। সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইয়া দিবসে কীটের ন্যায় নানাস্থানে বিচরণ করা উহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা রাত্রিকালে ভ্রমণ করিলে উঁহাদের অজ্ঞাতসারে পদাঘাতে কীটাদি জীবগণের প্রাণনাশ হইতে পারে, এই নিমিত্ত রজনীযোগে পরিভ্রমণ করা উঁহাদের কখনই উচিত নহে। উহারা কদাপি কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না এবং স্নেহের বশীভূত হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করিবেন না। উদ্ধৃত পবিত্রজলদ্বারা স্নান ও অন্যান্য কার্য্যসমুদয় সম্পাদন এবং অহিংসানিরত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সরল, ক্রোধশূন্য, অসূয়াবিহীন, শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিষ্পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাঁহাদিগের পরমধর্ম্ম। উঁহারা নিস্পৃহ হইয়া কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত উপস্থিত ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করিবেন। ধর্ম্মলব্ধ অন্নভক্ষণ করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। উঁহারা কদাচ কোন বিষয়ে কামনা করিবেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উঁহারা কেবল আত্মোদর পূরণের উপযুক্ত ভোজ্য গ্রহণ করিবেন। অন্যের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করা উঁহাদিগের উচিত নহে। আপনাদিগের ভোজ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দরিদ্রদিগের প্রদান করা উঁহাদিগের কর্ত্তব্য।

‘অযাচিত হইয়া কাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা উহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা একবার উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ভোগ করিবার অভিলাষ করিবেন না। কোন ব্যক্তির অধিকারস্থ মৃত্তিকা, সলিল, পত্র, পুষ্প ও ফলমূলাদি গ্রহণ করা কখনই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা কদাপি শিল্পকার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও সুবর্ণলাভের বাসনা করিবেন না। দ্বেষশূন্য, উপদেশবিহীন ও নির্ব্বিকার হওয়া উঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। উঁহারা অনুরোধ পরিত্যাগ, পবিত্র বস্তু ভোজন ও নিষ্কাম হইয়া প্রাণীগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। হিংসাযুক্ত কাম্যকর্ম্ম ও লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অন্যকে ঐ সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা সর্ব্বভূতে

সমদর্শী ও বাহ্যাড়ম্বরবিহীন হইয়া অল্পমাত্র পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবেন।

'স্বয়ং উদ্বিগ্ন হওয়া ও অন্যকে উদ্বেগযুক্ত করা উঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে। সর্ব্বভূতের বিশ্বাসপত্র ও সমাহিত হইয়া অতীত, অনাগত ও উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুকালের প্রতীক্ষা করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা চক্ষুঃ, মনঃ ও বাক্যদ্বারা কোন বস্তু দূষিত করিবেন না। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে কাহারও অনিষ্ট করা উঁহাদিগের নিতান্ত অনুচিত। উঁহারা নিরীহ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কর্ম্মত্যাগী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগক্ষেমবিহীন, নির্গুণ, প্রশান্তচিত্ত, শঙ্কাবিহীন, নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া ইন্দ্রিয়সমুদয়কে দেহমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

'যাঁহারা রূপরসাদি বিষয়াতীত, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বভূতস্থ নির্লিপ্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় না। পরমাত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেবতা, বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপস্যা ও ব্রতসমুদয়ের অগোচর। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সমাধিবলেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, অতএব সমাধির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া উহা আশ্রয় করা জ্ঞানবান্দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া গৃহে বাস করেন, জ্ঞানীদিগের ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা অমূঢ় হইয়াও মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকসমাজে অবজ্ঞাস্পদ [ঘৃণার পাত্র] হইতে হয়, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই উহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু-আচরিত ধর্ম্মের নিন্দা করা উঁহাদিগের বিধেয় নহে।

'যে মহাত্মা এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও মহাভূতসমুদয় এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ এই সমুদয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া একান্তমনে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, তিনিই সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত বায়ুর ন্যায় নিঃসঙ্গ ও শঙ্কাবিহীন হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।' ”

৪৭তম অধ্যায়
সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রশংসা

"ব্রহ্মা বলিলেন, "হে তপোধন! নিশ্চয়বাদী জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাসকেই উৎকৃষ্ট তপস্যা ও জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পরব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, নির্গুণ, নিত্য, অচিন্ত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বেদবিদ্যাতীত। উঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পণ্ডিতগণ রজোগুণবিমুক্ত ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানদ্বারা উঁহাকে অবলোকন ও উঁহার সমীপে গমন করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সন্ন্যাসরূপ উৎকৃষ্ট তপস্যাকে মোক্ষমার্গপ্রকাশক প্রদীপ, সদাচারকে ধর্ম্মের সাধন ও জ্ঞানকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জ্ঞানময় পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ হয়েন। যিনি দেহের সহিত জীবের একীভাব ও পৃথভাব এবং পরমাত্মার সহিত জীবের একত্ব ও পৃথক্ভাব সবিশেষ অবগত হইতে

পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা কোন বিষয়ে অভিলাষ বা কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, তিনি ইহলোকে অবস্থান করিয়াই ব্রহ্মের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন।

'যিনি প্রকৃতির গুণসমুদয় বিশেষরূপে অবগত, মমতাপরিশূন্য, নিরহঙ্কার ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববিহীন হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মসমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই শান্তিগুণের সাহায্যে নিত্য, নির্গুণ পরব্রহ্মকে অবগত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি মমতাপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ বীজ হইতে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত, বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশারূপ পত্র, সঙ্কল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফলসম্পন্ন, দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাখড়্গদ্বারা উহা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়। ঐ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী অবস্থান করে। উহাদের নাম জীব ও ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বর বুদ্ধি ও মায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়েন বলিয়া উঁহাদিগকে চৈতন্যময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঐ উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই পরমাত্মাই চৈতন্যময়। জীবাত্মা লিঙ্গশরীর হইতে বিমুক্ত হইলেই সর্ব্বদোষবিমুক্ত ও নির্গুণ হইয়া বুদ্ধ্যাদির চেতনকর্ত্তা পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন।"

৪৮তম অধ্যায়

আত্মবিষয়ক সাংখ্য-বেদান্তবাদ

"ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! কোন্ কোন্ মহাত্মা ব্রহ্মকে জগদাকারে পরিণত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তকালে উচ্ছ্বাসমাত্র কালও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নিমেষমাত্রও জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে নিরুদ্ধ করিলে চিত্তপ্রসন্নতাদ্বারা মুক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে দশ বা দ্বাদশবার প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণসমুদয় সংযত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ হয়। প্রাণায়ামদ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যক্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া উদ্রিক্ত [বিরক্ত-বিষয়বাসনায় পরাঙ্মুখ] হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণজ্ঞ মহাত্মারা সত্ত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন না। পুরুষ যে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, আমরা তাহা অনুমানদ্বারা অবগত হইয়া থাকি। পুরুষের সত্ত্বগুণ নাই, ইহা কোনরূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদৃষ্টি, সত্য, ঋজুতা, জ্ঞান ও সন্ন্যাস এই কয়েকটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণসমুদয় আত্মার নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং আত্মার সহিত সত্ত্বের একীভাবসম্পাদন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। এই মত নিতান্ত দূষণীয়। কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণসমুদয় যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহাদিগের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে? সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক বটে, কিন্তু আত্মার সহিত উহার

সবিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া উহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন মশক ও উড়ম্বরের, সলিল ও মৎস্যের এবং পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর একত্ব ও পৃথকত্ব উভয়েই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্বগুণ ও আত্মার একত্র ও পৃথকত্ব প্রতীত হয়।' ”

৪৯তম অধ্যায়

আত্মার নানাত্ববাদ—সাধনার বিবিধ পথ

“সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘ভগবন্! ধর্ম্মের বিবিধ গতি দর্শন করিয়া আমাদের মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগের কোনরূপেই বোধগম্য হইতেছে না। ইহলোকে কেহ কেহ দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ কহেন যে, দেহের নাশ হইলেই আত্মার ধ্বংস হয়। কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য, কেহ কেহ ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ একমাত্র, কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বিবিধ, কেহ কেহ প্রকৃতির সহিত মিলিত, কেহ কেহ পঞ্চবিধ ও কেহ কেহ বহুবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

‘জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আবার কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ মত নিতান্ত হেয়; কেহ কেই জটাবল্কলধারী, কেহ কেহ মুণ্ডিত, এবং কেহ কেহ দিগম্বর হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যধর্ম আশ্রয় করেন। কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজনে আসক্ত ও কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজন পরিত্যাগী হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্ম্মত্যাগের, কেহ কেহ মোক্ষের ও কেহ কেহ বিবিধ ভোগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রভূত ধনলাভের বাসনা করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি নির্ধন হইতে নিতান্ত অভিলাষী হয়েন। কেহ কেহ সতত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ সমুদয় নিতান্ত অলীক বলিয়া পরিগণিত হয়। কেহ কেহ সতত অহিংসা ধর্ম্মে নিরত থাকেন। আবার কেহ কেহ যারপরনাই হিংসাপরায়ণ হন। কেহ কেহ পুণ্যবান ও কেহ কেহ যশস্বী হইয়া কালহরণ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যকে অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিকে সদ্ভাবনিরত ও কোন কোন ব্যক্তিকে সংশয়মার্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ দুঃখনিবৃত্তি ও কেহ কেহ সুখপ্রাপ্তির অভিলাষে ধ্যান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যজ্ঞের, কেহ কেহ দানের, কেহ কেহ তপস্যার, কেহ কেহ বেদাধ্যয়নের, কেহ কেহ সন্ন্যাসলব্ধ জ্ঞানের ও কেহ কেহ স্বভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাহার কাহার মতে ঐ সমুদয় বিষয়ই প্রশংসনীয়, আবার কেহ কেহ ঐ সমুদয়ের মধ্যে একটিরও প্রশংসা করেন না।

“হে পিতামহ! আমরা ধর্ম্মের এইরূপ বিবিধ গতি-দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সনাতনধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। ইহলোকে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন, তিনি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সতত অনুরক্ত থাকেন। এই সমুদয় কারণবশতঃ আমাদিগের মন ও বুদ্ধি নানা দিকে ধাবমান হইতেছে; সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি এবং সত্ত্বগুণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কোনরূপেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা সবিস্তর আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।”

৫০তম অধ্যায়
অহিংসধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ

“মহর্ষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে তপোধনগণ! আমি এই উপলক্ষ্যে এক গুরু স্বীয় শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

‘সর্ব্বভূতে অহিংসাই পরমধর্ম্ম ও প্রধান কার্য্য। ঐ ধর্ম্মে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধগণ জ্ঞানকে মোক্ষসাধক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হইলেই মনুষ্য সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা হিংসাপরায়ণ, নাস্তিক ও লোভ-মোহে একান্ত আসক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। যাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কামনাপূর্ব্বক বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পরমসুখে কালাতিপাত করেন। আর যাঁহারা কামনাপরিশূন্য হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সাধুদর্শী ব্যক্তিদিগকে কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

“অতঃপর সত্ত্বগুণ ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণকে বিষয় এবং পুরুষকে বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উড়ুম্বরমধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ, উহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। পুরুষ যে ঐ গুণকে সর্ব্বদা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা ঐ গুণ কোনক্রমেই পরিজ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষ ঐ বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন।

‘পণ্ডিতগণ সত্ত্বগুণকে দুঃখাদিসংযুক্ত এবং পুরুষকে সুখদুঃখাদিবিহীন ও নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া উহা ভোগ করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক উহা উপভোগ করিয়া থাকেন। উনি সমুদয় গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়াও পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় উহাদের সহিত লিপ্ত হয়েন না। স্থূলদেহ ও পুরুষ যেমন পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ ও পুরুষ ইঁহারা পরস্পর নির্লিপ্ত হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন প্রদীপের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশস্থিত পদার্থ দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের সাহায্যে সংসারমধ্যে পুরুষের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। যেমন

প্রদীপে তৈলাদি বর্ত্তমান থাকিলেই উহা বস্তুসমুদয় প্রকাশিত করে এবং তৈলাদি নিঃশেষিত হইলেই উহা নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ কর্ম্মে সংযুক্ত থাকিলেই আত্মাকে প্রকাশ করে এবং কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইলেই বিনষ্ট হয়। যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও পদার্থসমুদয় বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইলেও পুরুষের বিনাশ হয় না।

জ্ঞানলাভে যোগের প্রয়োজনীয়তা

'যেমন সহস্র উপদেশ প্রদান করিলেও নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কোনরূপে প্রকৃত বিষয় বোধগম্য করিতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অল্পমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই অনায়াসে প্রকৃত বিষয়বোধে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যাঁহারা বুদ্ধিমান হয়, তাঁহারা অনায়াসেই ধর্ম্ম-পথ অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহাদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। পাথেয়পরিশূন্য ব্যক্তি যেমন পথিমধ্যে অতিকষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রাক্তনপুণ্যবিহীন ব্যক্তি যোগমার্গ অবলম্বন করিলে, যোগ সম্যক অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকের প্রাক্তন পুণ্যসঞ্চয় না থাকিলে সে কোনক্রমেই সম্যকরূপে যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাদচারে অপরিচিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ অদূরদর্শী ব্যক্তিরাই শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সংসারমার্গ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেমন দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সেই পথ অতিশীঘ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা অনায়াসে সংসারপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। যেমন পর্ব্বতশিখরে আরোহণোদ্যত ব্যক্তি ভূতলস্থিত রথারূঢ় ব্যক্তিকে রথদ্বারা পর্ব্বতারোহণে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া রথারোহণবাসনা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরমপদ ব্রহ্মপলাভের অধিকারী মহাত্মা শাস্ত্রের সাহায্যে ঐ পদ লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রত্যাগ করিবেন। রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন রথগমনোপযোগী পথ নিঃশেষিত হইলেই রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে গমন করে, তদ্রূপ ধীমান ব্যক্তিরা, চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত শাস্ত্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যোগতত্ত্ব অবগত হইলেই উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হংস, পরমহংসাদির পদে গমন করিয়া থাকেন। মূঢ় ব্যক্তি যেমন নৌকারোহণ না করিয়া মোহবশতঃ বাহুমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোরতর অর্ণব সমুত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনভিজ্ঞ লোক উপদেষ্টা ব্যতীত সংসারসাগর সমুত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আর বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অতি উৎকৃষ্ট ক্ষেপণী[১]সংযুক্ত নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক অনবরত পোত সঞ্চালন করিয়া পরিশেষে পরপারে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপদেষ্টার সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যেমন সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে গমন করিবার সময় নৌকা পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবার সময় উপদেষ্টাকে পরিত্যাগ করা উচিত। নাবিক যেমন স্নেহপ্রযুক্ত সর্ব্বদা নৌকাতে অবস্থানপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তি মোহজালে জড়িত হইয়া সতত এই সংসারমধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যেমন

নৌকারোহণ করিয়া স্থলপথে এবং রথারোহণ করিয়া জলপথে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসার কার্য্যে পরিভ্রমণ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফললাভ করিবেন।

'যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় হইতে অতীত, মুনিগণ তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ প্রধানের অপর নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে।

'শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ পঞ্চ মহাভুতের গুণ। প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চমহাভূত ইহারা সকলেই কার্য্য ও কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূতই মনের অগোচর নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ। তন্মধ্যে গন্ধ সুখকর, দুঃখজনক, মধুর, অম্ল, কটু, দূরগামী, মিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি জলের গুণ। তন্মধ্যে রসকে পণ্ডিতেরা মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ এই ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি তেজের গুণ। তন্মধ্যে শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও বর্ত্তুল এই দ্বাদশবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ। তন্মধ্যে স্পর্শকে রুক্ষ, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ, সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃদু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। ঐ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, সুখকর, অসুখকর ও দৃঢ় এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ। ঐ আকাশ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সনাতন পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যের বিধিজ্ঞ অধ্যাত্মকুশল ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন, তিনিই সেই পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।' "

৫১ম অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেক--জীবাত্মাপরমাত্ম বোধ

"ব্রহ্মা বলিলেন, "হে তপোধনগণ! আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টিসংহারের কারণ; বিবেকজা [বিবেক হইতে জাত জ্ঞান] প্রজ্ঞা আত্মার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সারথি যেমন অশ্বগণকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমুদয়, মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা সকলেই আত্মার ভোগের নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। দেহাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসংযুক্ত বুদ্ধিরূপ প্রতোদযুক্ত, মনোরূপ সারথিসম্পন্ন, দেহময় রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়া থাকেন। যখন ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসমুদয় মনোরূপ সারথিকর্ত্তৃক বুদ্ধিরূপ প্রতোদদ্বারা বশীভূত হয়, তখনই ঐ দেহরূপ রথ জীবের ব্রহ্মময়ত্বনিবন্ধন ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে ব্রহ্মময় রথের বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনি

কদাচ মোহপ্রাপ্ত হয়েন না। কি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূলপদার্থ; কি প্রকৃত্যাদি সূক্ষ্ম পদার্থ, সমুদয় পদার্থই পরব্রহ্মস্বরূপ। ঐ পরমপুরুষ সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। জীবাত্মা উহাতেই পরমসুখে বিহার করিতে থাকেন।

'প্রলয়কালে অগ্রে স্থাবরাদি বাহ্যপদার্থসমুদয় লয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ ভূতকৃত গুণ শব্দাদি সমুদয় বিলীন হইয়া যায় এবং পরিশেষে সূক্ষ্মদেহারম্ভক পঞ্চভূতের' লয় হয়। দেবতা, মনুষ্য, গন্ধ, পিশাচ ও রাক্ষসগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃই সৃষ্ট হইয়া থাকেন। যজ্ঞাদি বা ব্রহ্মাদি উহাদিগের সৃষ্টির মূল কারণ নহেন। মরীচি প্রভৃতি ভূস্রষ্টা মহর্ষিগণ মহাভূত হইতে বারংবার উৎপন্ন হইয়া সাগরোত্থিত উর্ম্মিমালার ন্যায় যথাসময়ে মহাভূতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুক্ত ব্যক্তি সূক্ষ্মভূত হইতেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়েন। ভগবান প্রজাপতি তপোবলে মনদ্বারা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলেই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলমূলাশী তপঃসিদ্ধ মহাত্মারা ক্রমশঃ সঙ্কল্পদ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্য দর্শন করিয়া থাকেন। আরোগ্য, ঔষধ ও বিবিধ বিদ্যা তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধ হয়। ফলতঃ সিদ্ধিলাভ তপস্যারই আয়ত্ত। যে বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ ও দুর্দ্ধর্ষ, তৎসমুদয়ই তপোবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপোবলকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন সুবর্ণচৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরা তপঃপ্রভাবেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পিতৃলোক, দেবতা, পশুপক্ষী ও বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় তপঃপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। দেবগণ তপোবলেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

যাঁহারা অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া সকামকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরহঙ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্যানযোগদ্বারা মমতাশূন্য হয়েন, তাঁহারা মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন; আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভপূর্ব্বক ধ্যানযোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়েন। যাঁহারা ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্যক অনুষ্ঠান না হইতে হইতেই প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমতঃ অজ্ঞান আবৃত হইতে হয়। পরিশেষে উহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপত্বলাভ করেন। যিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। জ্ঞানবান ব্যক্তি চিত্ত হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া সংযতভাবে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহারই নাম মন। ইহা পরম রহস্য। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয়কে জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণানুসারে এই সমুদয়ের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। মমতা, মৃত্যু ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনই ধর্ম্মের প্রশংসা করেন না; কেবল মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কর্ম্ম প্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হয়েন। বিদ্যাশক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা কার্য্যের। অনুষ্ঠানে একেবারে বিরত হইয়া থাকেন।

'পুরুষ বিদ্যাময়। উহাকে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি জিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয় সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন। ফলতঃ ইন্দ্রিয়সংযমাদিদ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বভূতে মিত্রভাব প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তিসমুদয়কে সুদৃঢ় করিয়া হৃৎপদ্মে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই অলৌকিক পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন। সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই মনুষ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নবসানে তৎসমুদয় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদয় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরমগতি। যোগিগণ ঐ আত্মপ্রসাদপ্রভাকে অতীত ও অনাগত কর্ম্মসমুদয় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিবৃত্তিধর্ম্মই বিয়রাগবিহীন জ্ঞানবান মহাত্মাদিগের পরম গতি, পরম ধর্ম্ম, পরম লাভ ও যারপরনাই উৎকৃষ্ট কার্য্য।

'যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তিধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা এই সনাতন ধর্ম্ম আশ্রয় কর, তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।'

"উপাধ্যায় এইরূপে শিষ্যের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের কথোপকথন কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! সর্ব্বলোক। পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তপোধনগণ উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে অভীষ্টলোক লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও তাঁহাদিগের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হও। নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।' উপাধ্যায় এইরূপ আদেশ করিলে মেধাবী শিষ্য তাঁহার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অচিরাৎ মোক্ষলাভ করিলেন।"

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে বাসুদেবের মুখে গুরু-শিষ্যসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! তুমি যে গুরু-শিষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলে, উহারা কে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন কর।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "বয়স্য! আমি গুরু এবং আমার মনই শিষ্য। এক্ষণে আমি কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই রহস্যবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি যুদ্ধকালেও তোমাকে এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার এই উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। অচিরাৎ সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। যাহা হউক, বহুদিন হইল, আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই; অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে দ্বারকায় প্রস্থান করি।"

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! চল, আজ আমরা হস্তিনায় গমন করি, তথায় তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিবে।"

৫২ম অধ্যায়

হস্তিনাপ্রস্থিত কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রিয়ালাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহামতি ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে ভগবান্ বাসুদেব দারুককে রথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। দারুকও অচিরাৎ রথ সংযোজিত করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তিনাগমনের নিমিত্ত অনুযাত্রীদিগকে [অনুগামী—অনুযায়ী লোকজন] সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলে তাঁহারা অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিল, “মহাশয়! আমরা সকলেই হস্তিনাগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছি।”

তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে রথারোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহাত্ম! রাজা যুধিষ্ঠির, তোমারই প্রসাদবলে জয়লাভ করিয়াছেন। তোমারই অনুগ্রহে আমাদের শত্রুসমুদয় নিহত ও রাজ্য নিষ্কন্টক হইয়াছে। তুমিই আমাদের পরম সহায়। আমরা নৌকাস্বরূপ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া এই দুস্তর কৌরব-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বময়! তুমি আমাকে যেরূপ অবগত আছ, আমিও তোমাকে তদ্রূপ অবগত আছি। তোমার তেজঃপ্রভাবেই সমুদয় জীব সমুৎপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তোমারই ক্রীড়া এবং স্বর্গ-মর্ত্ত তোমারই মায়ামাত্র। এই চরাচর বিশ্বসংসার তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জরায়ুজাদি চারি প্রকার জীব তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার হাস্যই নির্ম্মল জ্যোৎস্না, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামই সমুদয় ঋতু, তোমার প্রাণই সমীরণ, তোমার ক্রোধই মৃত্যু এবং তোমার প্রসন্নতাই লক্ষ্মীস্বরূপ৷ রতি, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বুদ্ধি, কান্তি ও চরাচর বিশ্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কল্পান্তকালে তুমিই নিধন [তিরোভূত—অন্তর্হিত] বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। অতি সুদীর্ঘকালেও তোমার গুণের ইয়ত্তা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। আমি দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত হইয়াছি। তুমিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক যেসমুদয় উপদেশ প্রদান। করিয়াছ, আমি তৎসমুদয়ই প্রতিপালন করিব।

“তুমি আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু হওয়াতেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। তুমি কৌরবসৈন্যগণকে ক্রোধানলে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার কর্ম্ম, তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরাক্রমপ্রভাবেই আমার সংগ্রামে জয়লাভ হইয়াছে। তুমি দুরাত্মা দুর্য্যোধন, মহাবীর কর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার বধোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি দ্বারকাগমনের নিমিত্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উহা আমার অভিমত। আমি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া যাহাতে তোমার দ্বারকায় গমন করা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তুমি অচিরাৎ আমার মাতুল বসুদেব এবং বলদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে।”

কৃষ্ণার্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরাদির সাক্ষাৎকার

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টজনসমাকীর্ণ হস্তিনায় গমন করিয়া প্রথমে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রালয়তুল্য রম্য ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, অপরাজিত যুযুৎসু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব এবং পরিচারিকাগণপরিবৃতা পতিপরায়ণা গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতি কৌরবকামিনীগণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই মহাপুরুষদ্বয় অন্ধরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে এবং গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে অভিবাদন ও বিদুরকে আলিঙ্গনপুরঃসর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমাগত সমুদয় ব্যক্তিকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন করিয়া পরমসমাদরে পান-ভোজন সমাপনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তখন অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় অমাত্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "হে মহাবীরদ্বয়! আমার বোধ হইতেছে, তোমরা কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমার নিকট আগমন করিয়াছ। অতএব এক্ষণে অচিরাৎ আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিবে, আমি অবিচারিত চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ মহাত্মা অর্জ্জুন বিনীতবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! বহুদিন হইল, আমাদিগের পরমসুহৃদ বাসুদেব দ্বারকা হইতে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে ইনি স্বীয় আবাসে গমন করেন।"

যুধিষ্ঠিরানুমোদনে কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মনন্দন কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! এক্ষণে তুমি পিতৃদর্শনার্থ নির্ব্বিঘ্নে দ্বারকায় গমন কর। মাতুল বসুদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলদেবের সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট আমার, ভীমসেনের, অর্জ্জুনের ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রণাম জানাইবে। আমাকে এবং আমার ভ্রাতৃগণকে যেন একেবারে বিস্মৃত হইও না। তোমার গমনবিষয়ে আমার কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু যখন আমি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন অবশ্যই তোমাকে এই স্থানে আগমন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বিবিধ রত্ন এবং স্বীয় মনোনীত বস্তুসমুদয় গ্রহণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা কর। আমরা তোমার প্রভাবেই শত্রুনিপাত ও পৃথিবী লাভ করিয়াছি।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আজ আমি আপনাকে পৃথিবীর অধীশ্বর দেখিয়া যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলাম। আপনি আমার গৃহস্থিত রত্নসমুদয়কে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবেন।” মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ অনুনয় করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পিতৃষ্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীমসেন, বিদুর, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে মধুরবাক্যে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া দারুক ও সাত্যকিকে বেগে রথচালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

৫৩ম অধ্যায়
শাপপ্রদানোদ্যত উতঙ্কের প্রতি কৃষ্ণের বিনয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব অনুগামিগণকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলে, অনুযাত্রিগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সকলেই তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যতক্ষণ নয়নগোচর করিতে পারিলেন, ততক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মহাত্মা মধুসূদনও প্রিয়সখা ধনঞ্জয়কে নির্নিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে অর্জ্জুন অতিকষ্টে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহামতি বাসুদেবও সুহৃদ্বিচ্ছেদনিবন্ধন অনতিপ্রফুল্লচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণের গমনমার্গে বহুবিধ শুভলক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। পবনদেব প্রবলবেগে বাসুদেবের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি, কর্কর [কাঁকর] ও কণ্টকসমুদয় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধ বারি ও দিব্যকুসুমসমুদয় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব গমন করিতে করিতে ক্রমে মরুধন্বপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সেই মহর্ষিকে পূজা করিয়া তাঁহার কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বাসুদেব! তুমি ত’ কুরুপাণ্ডবদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগের পরস্পর সন্ধি ও অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র সংস্থাপন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছ? তাহারা ত’ সকলেই এক্ষণে তোমার সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হইবে? কৌরবগণ এখন ত’ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে? নরপতিগণ এখন স্ব স্ব রাজ্যমধ্যে পরমসুখে অবস্থান করিতে পারিবে? আমি এত দিন যে প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি, তাহা ত’ সফল হইয়াছে?”

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ঋষিবর! আমি পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের সন্ধিসংস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলাম, কিন্তু কৌরবগণকে কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে সম্মত করিতে পারি

নাই। এক্ষণে তাহারা সকলেই সবান্ধবে নিহত হইয়াছে। বুদ্ধি বা বলদ্বারা কেহ কখন অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে পারে না। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর মহাবীর ভীষ্ম, বিদুর ও আমি, আমরা সকলেই কৌরবগণকে বারংবার সন্ধি করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা আমাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পাণ্ডুনন্দনদিগের সহিত সমরসাগরে অবগাহনপুর্ব্বক শমনসদনে গমন করিল। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পুত্রগণও নিহত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা জীবিত আছেন।"

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহর্ষি উতঙ্ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কেশব! তুমি বলপূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও তাহাদের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছ এবং বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলেও তুমি তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছ। ফলতঃ তোমার কপটতাপ্রভাবেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। অতএব আমি অচিরাৎ তোমাকে শাপ প্রদান করিব।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "তপোধন! আমি অতি বিনীতভাবে কহিতেছি, আপনি আমাকে শাপ প্রদান করিবেন না। এক্ষণে আমি আপনার নিকট বিস্তারিতভাবে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করুন। সামান্য তপঃপ্রভাবে আমাকে পরাভব করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আপনি যে কৌমার ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া অতি নির্ম্মল তপোলাভ এবং ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে গুরুর তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আপনি আমাকে শাপপ্রদান করিলে আপনার সেই বহুশ্রমর্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় হইবে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার তপস্যা বিনষ্ট হওয়া আমার অভিমত নহে।"

৫৪তম অধ্যায়
উতঙ্কনিকটে কৃষ্ণের অধ্যাত্মতত্ত্ব-কথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কেশব! তুমি অচিরাৎ আমার নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন কর, আমি উহা শ্রবণ করিয়া হয় তোমার মঙ্গল বিধান, না হয় তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "তপোধন! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন ভিন্নভাব আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আর রুদ্র, বসু, অপ্সরা, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও নাগগণ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভূতসমুদয় আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আমিও সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি। সৎ, অসৎ, অব্যক্ত, ক্ষর, অক্ষর এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্ম এই সমস্তই আমার স্বরূপ। আমি দেবতাদিগেরও দেবতা এবং নিত্য। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আমিই ওঙ্কারপ্রমুখ বেদ, ধূপ, সোম, চরু, দেবগণের তৃপ্তিকর হোম, হোতা, হব্য, অধ্বর্য্যু ও সদস্য। যজ্ঞকালে উদ্‌গাতা সামগানদ্বারা আমাকেই স্তব করিয়া থাকেন। শান্তিমঙ্গলবাচক মহাত্মারা প্রায়শ্চিত্তকালে নিরন্তর আমাকেই স্তব করিবেন। সর্ব্বভূতে দয়ারূপ প্রধান ধর্ম্ম আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় মানসপুত্র। আমি সেই ধর্ম্মরক্ষার্থ ত্রিলোকমধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সহিত বিবিধ রূপপরিগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি।

"আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রস্বরূপ এবং আমিই ভুতসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি যুগে যুগে নানাপ্রকার দেহপরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধার্ম্মিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি। আমি যখন দেবযোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার ন্যায়, যখন গন্ধর্ব্বযোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্ব্বের ন্যায়, যখন নাগযোনিতে অবস্থান করি, তখন নাগের ন্যায় এবং যখন যক্ষ ও রাক্ষসযোনিতে অবস্থান করি, তখন যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কৌরবগণের নিকট অতি দীনভাবে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। পরিশেষে আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার ভয়প্রদর্শনও করিয়াছিলাম। সেই অধর্ম্মপরায়ণ দুরাত্মারা তাহাতেও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হয় নাই। এক্ষণে তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে এবং পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপরায়ণতানিবন্ধন ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে তপোধন! এই আমি আপনার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।"

৫৫তম অধ্যায়
উতঙ্ক-প্রার্থনায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপপ্রদর্শন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বাসুদেব! তুমি সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আজ তোমার প্রসাদেই আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমাকে শাপপ্রদান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। আমার চিত্ত তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতঃপর তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া চরিতার্থ কর।”

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট যে রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটেও সেই রূপ প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবের সেই সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপদর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! তোমাকে নমস্কার। তোমার পদযুগলদ্বারা ভূমণ্ডল, মস্তকদ্বারা নভোমণ্ডল, জঠরদ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যভাগ এবং ভুজযুগলদ্বারা দিকসমুদয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই ভীষণ বিশ্বরূপ সংবরণপূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ কর।”

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ বিশ্বরূপ সংবরণ করিতে কহিলে ভগবান বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহর্ষে! আমি আপনার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি অচিরাৎ স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।”

তখন মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! আমি তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া চরিতার্থ হইয়াছি; আর আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই।” মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপে বরগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহর্ষে! আমার বিশ্বরূপ দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে; অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে বর গ্রহণ করুন।”

কৃষ্ণের বরদান—উতঙ্কের কৃষ্ণবিশ্বাসপরীক্ষা

মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মধুসূদন! এই মরুভূমিতে জল লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, অতএব যদি আমাকে বর প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন আমি ইচ্ছা করিলেই এই মরুভূমিতে অনায়াসে জললাভ করিতে পারি।”

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বাসুদেব তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপ সংবরণপূর্ব্বক কহিলেন, “মহর্ষে! আপনার সলিলের আবশ্যক হইলেই আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন।” বৃষ্ণিবংশাবতংস কেশব এই বলিয়া অবিলম্বে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহর্ষি উতঙ্ক নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জললাভের নিমিত্ত বাসুদেবকে স্মরণ করিলেন। ঐ সময় এক কুক্কুররথপরিবৃত [কুকুরের টানা রথ] শরকার্ম্মুকধারী [ধনুর্ব্বাণধারী] ভীষণাকার দিগম্বর চণ্ডাল তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ চণ্ডাল অনবরত মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল। সে উতঙ্ককে পিপাসার্ত্ত দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, “মহর্ষে! আপনাকে তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া

আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করিয়া আমার এই প্রস্রাব পান করুন।"

চণ্ডাল এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তাহার মূত্রপান করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া বরপ্রদ বাসুদেবকে বিবিধরূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চণ্ডালও তাঁহাকে বারংবার মূত্র পান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মহর্ষি উতঙ্ক কিছুতেই তাহাতে সম্মত না হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন চণ্ডাল মহর্ষিকে মূত্রপানে নিতান্ত অসম্মত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমক্ষেই কুক্কুরগণের সহিত অন্তর্হিত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে ভগবান্ তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। চণ্ডাল প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের মূত্র প্রদান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।" মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহামতি বাসুদেব তাঁহাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা দান করিয়া কহিলেন, "মহর্ষে! মনুষ্যকে প্রকাশ্যভাবে অমৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত আমি চণ্ডালরূপী ইন্দ্রদ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে তোমার নিকট অমৃত প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তোমাকে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করাতে তিনি প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে অসম্মত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'বাসুদেব! মনুষ্যকে অমরত্ব প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব তুমি তাঁহাকে অন্য বর প্রদান কর।' দেবরাজ এইরূপে অসম্মতি প্রকাশ করিলে আমি তাহাকে পুনরায় ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কেশব! যদি মহর্ষি উতঙ্ককে অমৃত প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তবে আমাকে অগত্যা ঐ বিষয়ে স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু আমি চণ্ডালরূপী হইয়া অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইব। যদি তিনি অমৃতগ্রহণে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা প্রদান করিব। আর যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমৃতলাভে বঞ্চিত হইবেন।'

"দেবরাজ আমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া চণ্ডালবেশে আপনাকে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আপনাকে বর প্রদান করিতেছি যে, আপনি সলিললাভের বাসনা করিলেই মরুভূমিতে সজল জলধর সমুদিত হইয়া আপনাকে সুস্বাদু জল প্রদান করিবে। ভূমণ্ডলে ঐ মেঘের নাম উতঙ্কমেঘ বলিয়া বিখ্যাত হইবে।" ভগবান্ হৃষীকেশ এইরূপ বর প্রদান করিলে মহাত্মা উতঙ্ক যারপরনাই প্রীত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি উতঙ্কমেঘ সেই মরুভূমিতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে।

৫৬ম অধ্যায়

উতঙ্কের তপোবল বৃত্তান্ত

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি উতঙ্ক এমন কি তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি গর্ব্বিত হইয়া জগদ্গুরু বিষ্ণুকেও শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি উতঙ্ক ঘোরতর তপস্যায় আসক্ত ও একান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি গুরুভিন্ন আর কাহারও অর্চ্চনা করিতেন না। ঐ মহাত্মার গুরুগৃহে বাসের সময় অন্যান্য ঋষিপুত্রগণ তাঁহার গুরুভক্তির পরকাষ্ঠাদর্শনে তাঁহার ন্যায় গুরুভক্তিপরায়ণ হইতে সতত বাসনা করিতেন। মহর্ষি গৌতম সমুদয় শিষ্য অপেক্ষা উতঙ্কের প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন। তিনি উতঙ্কের দমগুণ, পবিত্রতা, সাহসিক কার্য্য ও পূজাদ্বারা যারপরনাই প্রীত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সকলকে কৃতবিদ্য দেখিয়া গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত উতঙ্ককে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন না। ক্রমে উতঙ্কের বৃদ্ধাবস্থা সমুপস্থিত হইল, কিন্তু একান্ত গুরুভক্তিপ্রভাবে উতঙ্ক উহা অবগত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর একদা ঐ মহাত্মা কাষ্ঠানয়নার্থ গমন করিয়া অনতিবিলম্বে মস্তকে এক বৃহৎ কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ কাষ্ঠভারবহননিবন্ধন তিনি একান্ত ক্লান্ত এ নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া অতি সত্বর উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার রৌপ্যশলাকাসদৃশ একটি জটা সেই মস্তকস্থিত কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি ব্যগ্রতাসহকারে কাষ্ঠভার নিক্ষেপ করাতে উহা সেই কাষ্ঠের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই জটার শুক্লতা দর্শনে আপনাকে নিতান্ত বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি গৌতমের কন্যা স্বীয় পিতার আদেশানুসারে দ্রুতবেগে আগমনপূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া অঞ্জলিদ্বারা তাঁহার নয়নজল ধারণ করাতে অচিরাৎ উহা তাঁহার করযুগল দগ্ধ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন পৃথিবী অতিকষ্টে উতঙ্কের সেই নয়নবারি ধারণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উতঙ্কের অসাধারণ তেজঃ প্রকটিত হইলে মহর্ষি গৌতম যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আজ তুমি কি নিমিত্ত শোকাকুল হইলে?" তখন উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার প্রিয়চিকীর্ষা, আপনার প্রতি একান্ত ভক্তি ও একাগ্রচিত্ততানিবন্ধন আমার যে, বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও অনুধাবন করিতে সমর্থ হই নাই। আমি অদ্যাপি সুখের লেশমাত্রও অনুভব করিতে পারিলাম না। আপনার নিকট আমার একশত বৎসর অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ কত শত শিষ্যকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত আমাকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন না। এই নিমিত্ত আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।"

উতঙ্কের সমাবর্ত্তন—গুরুদক্ষিণাদানে প্রবৃত্তি

মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার শুশ্রূষায় একান্ত প্রীত হইয়াছিলাম বলিয়া এত দীর্ঘকাল যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার গৃহে গমনের বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ গৃহে গমন কর আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবন্! আমি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে কি প্রদান করিব, তাহা আদেশ করুন। আমি আপনার আদেশানুসারে অচিরাৎ উহা আহরণপূর্ব্বক আপনাকে অর্পণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব।"

তখন গৌতম কহিলেন, "বৎস! সাধুব্যক্তিরা গুরুর সন্তোষসাধনকেই গুরুদক্ষিণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি তোমার আচার-ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুতরাং তোমাকে আর কোন প্রকার দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে না। আজ তোমার বার্দ্ধক্য অপনীত ও তুমি ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায়, রূপবান্ হইবে। আমি এই স্বীয় কন্যাটিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে বিবাহ কর। এই কন্যা ব্যতীত আর কেহই তোমার তেজঃ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না।"

মহর্ষি গৌতম এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেই যশস্বিনী গৌতমকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় গৌতমকে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করুন।" তখন গৌতম কহিলেন, "বৎস! তুমি তোমার গুরুপত্নীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে অভিলষিত অর্থ প্রদান কর।" গৌতম এইরূপ আদেশ করিলে, উতঙ্ক অহল্যার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমি ধন ও প্রাণ, পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে সম্মত আছি; অতএব গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি আজ্ঞা করিলে ইহলোকে যে রত্ন একান্ত দুর্ল্লভ, আমি স্বীয় তপঃপ্রভাবে তাহাও আনয়ন করিব।"

তখন অহল্যা কহিলেন, "বৎস! তোমার অকপট ভক্তিদ্বারা আমি একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব আর তোমার অন্য দক্ষিণা-প্রদানের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে অভিলষিত স্থানে গমন কর।"

অহল্যা এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাহাতে প্রীত না হইয়া পুনরায় তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! যথাসাধ্য আপনার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমাকে কি প্রদান করিতে হইবে আপনি তাহা আদেশ করুন।"

গুরুদক্ষিণার্থ উতঙ্কের সৌদাসসমীপে গমন

উতঙ্ক এইরূপে বারংবার দক্ষিণা প্রদান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে অহল্যা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তবে যদি একান্তই আমাকে ধনদান করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি অবিলম্বে সৌদাসরাজমহিষীর কর্ণে যে মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আছে, তাহা আনয়ন কর।" গৌতমপত্নী অহল্যা এই কথা কহিবামাত্র উতঙ্ক তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া সেই. কুণ্ডলদ্বয় আনয়নার্থ রাক্ষসরূপী সৌদাসরাজার নিকট গমন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গৌতম উতঙ্ককে দেখিতে না পাইয়া পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! উতঙ্ককে দেখিতেছি না কেন?" তখন অহল্যা কহিলেন, "ভগবন্! উতঙ্ক আমার আজ্ঞানুসারে সৌদাসরাজমহিষীর কুণ্ডল আনয়নার্থ গমন করিয়াছে।" অহল্যা এই কথা কহিলে মহর্ষি গৌতম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! সৌদাসরাজা বশিষ্ঠদেবের শাপে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহার নিকটে উতঙ্ককে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। আমার বোধ হয়, এই রাক্ষসরূপী ভূপাল উতঙ্ককে বিনাশ করিবে।" অহল্যা কহিলেন, "ভগবন্! আমি না জানিয়াই তাহাকে প্রেরণ করিয়াছি। যাহা হউক, আপনার প্রসাদবলে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই।" তখন গৌতম কহিলেন, "জগদীশ্বর করুন, যেন উতঙ্কের কোন বিঘ্ন না হয়।"

৫৭তম অধ্যায়
উতঙ্ক-ভক্ষণোদ্যত রাক্ষস সৌদাসসহ সন্ধি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এদিকে মহাত্মা উতঙ্ক বনমধ্যে গমন করিতে করিতে মনুষ্যশোণিতলিপ্তকলেবর, সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারী বিকৃতদর্শন মহারাজ, সৌদাসকে নিরীক্ষণ করিলেন। সৌদাসের সেই ভীষণমূর্ত্তি, দর্শনে উতঙ্কের মনে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখ উপস্থিত হইল না; প্রত্যুত তিনি অসাধারণ সাহসসহকারে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ মহারাজ সৌদাস উতঙ্ককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! দিবসের ষষ্ঠকাল আমার আহারকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; এক্ষণে সেই ষষ্ঠকাল উপস্থিত হওয়াতে আমি ভক্ষ্যদ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আপনি ভাগ্যক্রমে আমার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছেন।"

সৌদাস এই কথা কহিলে উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা-আহরণার্থ এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, গুরুদক্ষিণা আহরণার্থী ব্যক্তিকে হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি আমাকে বধ করিবেন না।" তখন সৌদাস কহিলেন, "তপোধন! দিবসের ষষ্ঠভাগ আমার আহারকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব এসময়ে আমি আপনাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

উতঙ্ক সৌদাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! যদি আমাকে ভক্ষণ করিতে আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তদ্বিষয়ে অসম্মতি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমার একটি বাক্য আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। দেখুন, আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থে নির্গত হইয়াছি; এক্ষণে সেই দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় আপনার নিকট আগমন করিব। আর আমি গুরুর নিকট যাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনারই আয়ত্ত। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অত্যুৎকৃষ্ট রত্নসমুদয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভূমণ্ডলে দাতা বলিয়া আপনার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। অতএব আপনি আমাকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট

হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে। আমি ধর্ম্মবিষয়েও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না।"

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা আমারই আয়ত্ত হয়, তবে তাহা অবশ্যই আপনি প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে আমার নিকট প্রতিগ্রহ করা যদি আপনার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন।"

তখন উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! আমি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র, এই নিমিত্তই আপনার নিকট মণিকুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছি।"

সৌদাস কহিলেন, "তপোধন! আপনি যে মণিকুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিতেছেন তাহা আমার পত্নীর অধিকৃত। অতএব এক্ষণে অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি তাহা আপনাকে অবশ্যই প্রদান করিব।"

তখুন উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! যদি আমাকে দান করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ছল প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনি অনতিবিলম্বেই সেই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া সত্য প্রতিপালন করুন।"

মহারাজ সৌদাস উতঙ্ককর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! আপনি এক্ষণে আমার মহিষীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করুন। তিনি আমার অনুরোধ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনাকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিবেন।"

উতঙ্ক রাজা সৌদাসের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি কোন স্থানে আপনার পত্নীর সন্দর্শন পাইব, আর আপনি স্বয়ংই বা কি নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন না?"

তখন সৌদাস কহিলেন, "তপোধন! অদ্য আপনি তাঁহাকে এই কাননের কোন নির্ঝর-সমীপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি দিবসের ষষ্ঠকালে তাঁহার সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।"

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক অবিলম্বে রাজমহিষী মদয়ন্তীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার সন্নিধানে আপনার প্রয়োজন ও সৌদাসের অনুরোধ ব্যক্ত করিলেন। দীর্ঘলোচনা মদয়ন্তী উতঙ্কের মুখে স্বামীর অনুরোধ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! মহারাজ আপনাকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা ত' মিথ্যা নহে? যাহাই হউক, আপনি এক্ষণে আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনয়ন করুন। দেবতা, যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার এই মণিময় কুণ্ডলযুগল অপহরণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। কুণ্ডলযুগল ভূতলে সংস্থাপন করিলে রত্নলোলুপ ভুজঙ্গেরা, অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যক্ষেরা এবং ধারণ করিয়া নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলে দেবতারা উহা অপহরণ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত সতত সাবধান হইয়া আমাকে ইহা ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলদ্বয় দিবারাত্রি অনবরত সুবর্ণ উৎপাদন করে। রজনীযোগে ইহার প্রভায় গ্রহনক্ষত্রসমুদয়ের

প্রভা তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা পরিধান করিলে ক্ষুৎপিপাসাজনিত যন্ত্রণা এককালে নিবারণ হয় এবং বিষদ ও অগ্নিদ প্রভৃতি দুরাত্মা ব্যক্তিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকে না; খর্ব্বকায় ব্যক্তি এই কুণ্ডল ধারণ করিলে ইহা খর্ব্ব ও দীর্ঘকায় ব্যক্তি ধারণ করিলে ইহা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আমার এই কুণ্ডলের গুণ ত্রিলোকে প্রথিত আছে। এক্ষণে আপনি মহারাজের অভিজ্ঞান আনয়ন করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে ইহা প্রদান করিব।”

৫৮তম অধ্যায়
উতঙ্কের অভীষ্ট কুণ্ডলদ্বয়লাভ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সৌদাসরাজমহিষী ময়ন্তী এইরূপে ভর্ত্তার অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ সৌদাসের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! রাজ্ঞী আপনার অভিজ্ঞান ভিন্ন আমাকে কুণ্ডল প্রদান করিবেন না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন।”

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ব্রহ্মন্! আপনি রাজ্ঞীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিবেন যে, সৌদাস কহিয়াছেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ দুরবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছি, কখন যে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই, অতএব তুমি আমার মঙ্গলবিধানার্থ এই ব্রাহ্মণকে তোমার মণিময় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর।”

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিবামাত্র মহাত্মা উতঙ্ক মুদয়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক ভূপতির বাক্য অবিকল কীর্ত্তন করিলেন। রাজ্ঞীও উতঙ্কের মুখে ভর্ত্তার অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উতঙ্ককে স্বীয় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই কুণ্ডলযুগল গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সৌদাসের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ! আমি রাজ্ঞীর নিকট আপনার অভিজ্ঞানবাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি আমাকে এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সেই অভিজ্ঞানবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই, অতএব আপনি আমার নিকট উহার তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করুন।”

তখন সৌদাস কহিলেন, “ভগবন্! ক্ষত্রিয়েরা চিরকালই ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই উঁহাদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। এই দেখুন, আমি ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়াও ব্রাহ্মণের শাপেই এইরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছি। আমি কখন যে এই অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সুখে অবস্থান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই। ফলতঃ কোন রাজাই ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিয়া ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। আমি এইরূপ বিচার করিয়াই আমার, একান্ত প্রিয় এই মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আপনাকে প্রদান করিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করুন।” ভূপতি সৌদাস এই কথা কহিলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আমি অবশ্য পুনরায় আপনার

নিকট সমুপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন।”

তখন সৌদাস কহিলেন, “ভগৱন্! আপনি অচিরাৎ আমার নিকট স্বীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় ব্যক্ত করুন, আমি অবশ্যই যথাসাধ্য উহার উত্তর প্রদান করিব।”

উতঙ্ক কহিলেন, “মহারাজ! ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগের সত্যবাদী হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতে আমার বাসনা নাই, আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। কিন্তু আজ আপনার সহিত আমার মিত্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আমাকে বিনাশ করিলে আপনার মিত্রবিনাশজন্য পাতক হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মিত্রের অনিষ্টাচারণ করিলে সুবর্ণচৌর্য্যজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়; সুতরাং আমাকে বিনাশ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি যখন রাক্ষভাবাপন্ন হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, আমি আপনার নিকট প্রত্যাগত হইলেই আপনি আমাকে সংহার করিবেন। আপনার নিকট আমার প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য কি না, আমি আপনাকেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আত্মমত কীর্ত্তন করুন।”

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে আপনাকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি কদাচ আর আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবেন না।”

নাগকর্ত্তৃক উতঙ্কের কুণ্ডল অপহরণ

সৌদাসরাজা এইরূপে উতঙ্ককে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিলে মহাত্মা উতঙ্ক পরম পরিতুষ্ট হইয়া রাজমহিষী মদয়ন্তীর বাক্যানুসারে তৎপ্রদত্ত কুণ্ডলযুগল স্বীয় উত্তরীয় কৃষ্ণাজিনে বন্ধনপূর্ব্বক মহাবেগে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সেই পথিমধ্যস্থিত ফলভারাবনত এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক উহার শাখাতে সেই কুণ্ডলসম্বলিত মৃগচর্ম্ম বন্ধন করিয়া বিল্বলসমুদয় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার অনবধানতাবশতঃ কতকগুলি বিল্বফল সেই অজিনে নিপতিত হওয়াতে উহার বন্ধন শ্লথ ও উহা সেই কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল।

ঐ সময়ে ঐরাবতবংশসম্ভূত একটি ভুজঙ্গ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে ঐ ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র তরুতলে সমুপস্থিত হইয়া মুখদ্বারা সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই ব্যাপারদর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট ও খিদ্যমান হইয়া অবিলম্বে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নাগলোকের পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা সেই বল্মীক খনন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পঞ্চত্রিংশদ্দিবস অতীত হইল; তথাপি উতঙ্ক ঐ পথ প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠতাড়নে বসুন্ধরা নিতান্ত কাতর হইয়া সহ্য করিতে না পারিয়া সাতিশয় বিচলিত হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা উতঙ্কের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণবেশধারণপূর্ব্বক উতঙ্কের নিকট

সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! এ স্থান হইতে নাগলোক সহস্রযোজন অন্তর; সুতরাং আপনি এই দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিয়া কখনই তথায় গমন করিতে পারিবেন না।"

ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! যদি আমি নাগলোকে গমন করিয়া কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।"

কুণ্ডল-অন্বেষণার্থ উতঙ্কের নাগলোকগমন

উতঙ্ক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বজ্রপাণি সুররাজ তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাঁহার দণ্ডের অগ্রভাগে বজ্রাস্ত্র সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন সেই বজ্রের প্রহারে পৃথিবী অচিরাৎ বিদীর্ণ হওয়াতে নাগলোকগমনের দিব্যপথ প্রস্তুত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে মহা-আহ্লাদিত হইয়া সেই পথদ্বারা অবিলম্বে নাগলোকে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন ঐ লোক বহুযোজনবিস্তৃত, উহার চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্নবিভূষিত দিব্যপ্রাকারনিচয়, স্ফটিকসোপানসুশোভিত দীর্ঘিকা, নির্ম্মল সলিলপূর্ণ নদী ও বিহঙ্গমমুখরিত বিবিধ বনস্পতিসমুদয় বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ নাগলোকের দ্বারদেশ ঊর্ধে শতযোজন এবং বিস্তারে পঞ্চযোজন। ঐ সুবিস্তৃত নাগলোক দর্শন করিবামাত্র উতঙ্ক একান্ত বিষণ্ন হইয়া কুণ্ডলপ্রত্যাহরণবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইলেন। ঐ সময় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর অশ্ব তাঁহার নেপথে নিপতিত হইল। ঐ অশ্বের পুচ্ছ শ্বেত ও কৃষ্ণলোমে বিভূষিত এবং মুখ ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ। অশ্ব অচিরাৎ উতঙ্কের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "উতঙ্ক! তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুৎকার প্রদান কর, তাহা হইলেই কুণ্ডললাভে সমর্থ হইবে। ঐরাবতসম্ভূত এক নাগ তোমার কুণ্ডল আনয়ন করিয়াছে। তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুকারদানে ঘৃণা করিও না, তুমি পূর্ব্বে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে বারংবার ঐ কার্য্য করিয়াছ।"

তখন উতঙ্ক কহিলেন, "তুরঙ্গম! উপাধ্যায়ের আশ্রমে কিরূপে তোমার সহিত আমার সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।"

অশ্ব কহিল, "বিপ্র! আমি তোমার উপাধ্যায়েরও গুরু, আমার নাম অগ্নি। তুমি গুরুর প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার হিতসাধন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব তুমি শীঘ্র আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।"

উতঙ্কের কুণ্ডল উদ্ধার—গুরুদক্ষিণা প্রদান

অশ্বরূপী ভগবান্ হুতাশন এই কথা কহিলে উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন। তখন হুতাশন উতঙ্কের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় তাঁহার রোমকূপ হইতে অতি ভীষণ ধূমরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূম ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে নাগলোক একেবারে অন্ধকারময় হইয়া গেল। ঐরাবতগৃহে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। নাগরাজ অনন্ত ও অন্যান্য সর্পগণের গৃহসকল ধূমে পরিপূর্ণ হওয়াতে নীহারসমাচ্ছন্ন পর্ব্বত ও বনপ্রদেশের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন নাগগণ

হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে সকলেই একান্ত উত্তপ্ত ও ঐ ধূমপ্রভাবে আরক্তনেত্র হইয়া উহার তথ্যানুসন্ধানার্থ উতঙ্কের নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার মুখে উহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আমরা আপনার কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিতেছি; আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।" নাগগণ এইরূপে উতঙ্ককে প্রীত করিয়া পাদ্য-অর্থ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক সেই অপহৃত দিব্যকুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ! নাগগণ এইরূপে প্রবলপ্রতাপশালী উতঙ্ককে পূজা করিলে পর তিনি হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুগৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গুরুপত্নীকে কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক গুরুর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপে বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দিব্য কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট উতঙ্কের আশ্চর্য্য তপঃপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম।

৫৯ম অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী প্রবেশ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব উতঙ্ককে বর প্রদান করিবার পর কি কহিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব মহর্ষি উতঙ্ককে বর প্রদান করিয়া সাত্যকির সহিত বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নদ, নদী, বন ও পর্ব্বতসমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারকানগরীর উপকণ্ঠে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় রৈবতকপর্ব্বতে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। বাসুদেব সাত্যকির সহিত ঐ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ বিচিত্র রত্নময় কোষ, অতিমনোহর বহুমূল্য রত্নমাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও কল্পবৃক্ষসমূহে বিভূষিত হইয়া পরমরমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। গুহা ও নির্ঝরপ্রদেশসমুদয়ে অসংখ্য দীপবৃক্ষ [আলোকস্তম্ভ—প্রদীপযুক্ত স্তম্ভ] নিহিত থাকাতে দিবসের ন্যায় শোভা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুবর্ণময় ঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র পতাকাসমুদয় উড্ডীন হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। ক্রীড়ানিরত, মদমত্ত ও আহ্লাদিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের বাহ্বাস্ফোট, পরস্পর আকর্ষণ এবং কিলকিলা শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র গৃহ, বিপণি [বাজার], আপণ [দোকান], আহারবিহারসামগ্রী, বস্ত্র, মাল্য, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ এবং সুরা ও মৌরেয় [পানীয়—সরবৎ] মিশ্রিত ভক্ষদ্রব্য সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত দীন, অন্ধ ও দরিদ্রদিগকে অভিলষিত বস্ত্র প্রদান করিতেছেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা সকলেই ঐ পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন। ভগবান্ বাসুদেব ঐ পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়াতে উহা ইন্দ্রালয়সদৃশ হইয়া উঠিল।

মহাত্মা বাসুদেব কিয়ৎক্ষণ সেই পর্ব্বতের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া মহাদে সাত্যকির সহিত স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের অনুগমন

করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা মধুসূদন স্বীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে অভ্যর্থনা ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিষন্নবদনে পিতামাতার চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহারাও উঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে, বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

৬০তম অধ্যায়

বসুদেসমীপে কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বর্ণন

এইরূপে মহাত্মা কেশব আসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে, বসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি অনেকানেক ব্যক্তির মুখে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসংবাদ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু তুমি ঐ অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; এই নিমিত্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ এবং নানাদেশনিবাসী বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়ের সহিত ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ ও শল্যাদির কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তোমার মুখে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।"

পদ্মপলাশলোচন হৃষীকেশ পিতা বসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জননী দেবকীর সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক, কহিলেন, "পিতঃ! কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য অতি অদ্ভুত ও বহুল। শত বৎসর কীর্ত্তন করিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা যায় না। অতএব আমি উহা অতি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ, মহাবীর ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী ও মহাবীর শিখণ্ডী ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধ দশ দিবস হইয়াছিল। ঐ দশ দিবসের মধ্যে। উভয়পক্ষীয় অসংখ্য বীর কালকবলে নিপতিত হয়েন। পরিশেষে মহাবীর শিখণ্ডী অর্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া অনবরত শরনিকরবর্ষী মহাত্মা ভীষ্মকে সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন। ভীষ্মদেব সূর্য্যের উত্তরায়ণকাল পর্য্যন্ত শরশয্যায় শয়ান ছিলেন; পরে উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

"শান্তনুনন্দন শরশয্যায় শয়ান হইলে পর অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কৌরবগণের সেনাপতি হইয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হতাবশিষ্ট নয় অক্ষৌহিণী সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মিত্রপ্রতিপালিত বরুণের ন্যায় ভীমসেনকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সেনাসমুদয়ের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ঐ মহাবীর পিতৃপরাভববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দ্রোণসংহারাভিলাষে রণস্থলে অতি ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধকালে দিগ্বিদিক্ হইতে আগত বীরগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হয়েন। এই উভয় বীরের পাঁচ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পরিশেষে, মহাবীর দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

"দ্রোণের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ পাঁচ অক্ষৌহিণী কৌরবসেনা ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন তিন অক্ষৌহিণী পাণ্ডবসেনা লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দুই দিবস ঐ মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশেষে মহাবীর কর্ণ বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অর্জ্জুনের হস্তে নিপতিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমরে নিপতিত হইলে, কৌরবগণ নিতান্ত উৎসাহশূন্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে হতাবশিষ্ট তিন অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্যে স্থাপন করিলেন। পাণ্ডবেরাও স্বপক্ষীয় বহুসংখ্যক বীর নিহত হওয়াতে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে হতাবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্য প্রদানপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত মদ্ররাজের অর্ধ দিবসমাত্র সংগ্রাম হইয়াছিল। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ সংগ্রামস্থলে ভীষণ শরনিক্ষেপপূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিহত করিলেন। মদ্ররাজের নিধনের পর মহাবীর সহদেব জ্ঞাতিবিচ্ছেদের অদ্বিতীয় কারণ দুষ্ট শকুনিকে বিনষ্ট করেন।

"শকুনি রণশয্যায় শয়ন করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কুরুরাজকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই হ্রদমধ্যে নিরীক্ষণ করিলেন এবং পাণ্ডবেরা হতাবশিষ্ট সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সেই হ্রদ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজা দুর্য্যোধন ভীমের বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া গদাহস্তে সেই হ্রদমধ্য হইতে যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক গদাযুদ্ধে তাঁহাকে সংহার করিলেন। ঐ দিন রজনীযোগে হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্যগণ শিবির মধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সেই অবস্থায় বিনাশ করেন।

"এক্ষণে পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র ও সৈন্যসমুদয় নিহত হইয়াছে, কেবল তাহারা পাঁচজন, যুযুধান ও আমি আমরা এই কয়েক ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট আছি। আর কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা এই তিনজন জীবিত আছেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুও পাণ্ডবগণের আশ্রয়লাভ করিয়াছিল বলিয়া সমর হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। বিদুর ও সঞ্জয় দুর্য্যোধনের নিধনানন্তর ধর্ম্মরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হে তাত! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে যেসমুদয় ভূপতি নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে স্বর্গলাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছেন।

৬১তম অধ্যায়

অভিমন্যুনিধন-শ্রবণে বসুদেবের বিলাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে পিতার নিকট সমুদয় ভারতযুদ্ধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু পাছে তিনি দৌহিত্রবধ শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হয়েন, এই ভয়ে অভিমন্যুর বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন না। ঐ সময় অভিমন্যুজননী সুভদ্রা তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পুত্রের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল না দেখিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার অভিমন্যুর নিধনবিষয়

কীর্ত্তন করিলে না কেন?” বসুদেবনন্দিনী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা বসুদেব কন্যাকে ধরাশায়িনী দেখিয়া দৌহিত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! তুমি সত্যবাদী হইয়াও কি নিমিত্ত অভিমন্যুর বধ কীর্ত্তন করিলে না? যাহা হউক, এক্ষণে সুভদ্রানন্দনের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব তুমি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

শত্রুগণ আমার দৌহিত্রকে কিরূপে সংহার করিল? হায়! যখন, অভিমন্যুকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, কাল পূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার প্রিয় অভিমন্যু মৃত্যুসময়ে সংগ্রামমধ্যে তাহার জননী সুভদ্রা এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া কি কথা কহিয়াছিল? সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া ত’ সে শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয় নাই? মরণকালে তাহার মুখমণ্ডল কি নিতান্ত বিকৃত হইয়াছিল? যে মহাতেজাঃ অভিমন্যু বিনীতভাবে আমার নিকট আত্মপরাক্রমের শ্লাঘা করিত, যে সর্ব্বদাই আমার নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত; দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি মহাবীরগণ অন্যায় যুদ্ধে ত’ সেই বালককে বিনাশ করেন নাই?”

কৃষ্ণের বসুদেব-সান্ত্বনা

মহাত্মা বসুদেব দৌহিত্রশোকে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, ভগবান হৃষীকেশ দুঃখিতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “পিতঃ! অভিমন্যু সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কখন পলায়ন করে নাই। তাহার মুখ সততই অবিকৃত ছিল। সেই মহাবীর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতিকে নিপাতিত করিয়াছে। যদি এক এক বীর তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই পরাজিত হইত না। বজ্রধারী ইন্দ্রও একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অর্জ্জুন আমার উপদেশানুসারে সংশপ্তকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণ প্রভৃতি সপ্তরথী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বালক সুভদ্রানন্দনের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টনপূর্ব্বক এককালে তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। তাহাতেই দুঃশাসনতনয় তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। আপনার সেই প্রিয় দৌহিত্র যখন সমরে অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলাভ হইয়াছে; অতএব তাহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মারা কদাচ শোক-মোহের বশীভূত হয়েন না। মহাবীর অভিমন্যু মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং তাহার যে বীরগতিলাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করুন।

বসুদেব-শোকলাঘবার্থ সুভদ্রাদির শোক-উল্লেখ

“ঐ মহাবীর সমরশয্যায় শয়ন করিলে ভগিনী সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অন্যান্য কৌরবকুলকামিনীগণের সহিত রণস্থলে গমনপূর্ব্বক উহার মৃতদেহ ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া কুররীর ন্যায়: রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রুপদনন্দিনী তাহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “আর্য্যে!

এক্ষণে পুত্রগণ কোথায়? তাহাদিগকে দুর্শন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। দ্রৌপদী এই কথা কহিবামাত্র সমুদয় কুরুবনিতা ভুজদ্বারা তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুভদ্রা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! এক্ষণে তোমার ভর্ত্তা কোথায়? তুমি অবিলম্বে তাহার নিকট আমার আগমনবার্তা কীর্ত্তন কর। বৎস অভিমন্যু প্রতিদিন আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইত; আজ কি নিমিত্ত আগমন করিতেছে না? হা বৎস! তুমি যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে আগমন করিলে তোমার মহারথ মাতুলগণ বারংবার তোমাকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তুমি প্রতিদিন আমার নিকট সমুদয় যুদ্ধবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে; কিন্তু আজ আমাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়াও উত্তর প্রদান করিতেছ কেন? এই বলিয়া সুভদ্রা শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন।

"তখন পাণ্ডবজননী কুন্তী সুভদ্রাকে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! বাসুদেব, সাত্যকি ও অর্জ্জুন অভিমন্যুকে জীবিত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। মনুষ্যমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। অতএব তুমি পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। তোমার পুত্র সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছে। মহাত্মা ক্ষত্রিয়াদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রশোকে এরূপ ব্যাকুল হওয়া তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমার বধু উত্তরা গর্ভবতী হইয়াছেন, ইনি অবিলম্বেই এক সুকুমার নবকুমার প্রসব করিবেন।

'মহানুভবা কুন্তী সুভদ্রাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া শোকসংবরণপূর্ব্বক অভিমন্যুর শ্রাদ্ধবিধি সমাপন এবং যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেবের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ রত্ন ও অসংখ্য ধেনুদান করিলেন। তৎপরে তিনি বিরাটদুহিতা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! তুমি পতির নিমিত্ত আর শোক করিও না। এক্ষণে গর্ভস্থ বালককে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" যশস্বিনী কুন্তী এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তৎপরে আমি তাহার আজ্ঞানুসারে সুভদ্রার সহিত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এই আমি আপনার নিকট অভিমন্যুর নিধনবৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শোক সংবরণ করিয়া মনস্থির করুন।"

৬২তম অধ্যায়
অভিমন্যু-শোকে ব্যাসের যুধিষ্ঠিরাদি-সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভগবান্ হৃষীকেশ এইরূপে অভিমন্যুবধের আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে মহাত্মা বসুদেব তাঁহার বাক্য-শ্রবণে শোক পরিত্যাগ করিয়া দৌহিত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পিতার প্রিয়পাত্র স্বীয় ভাগিনেয়ের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া বস্ত্র ও অভিলষিত ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ, গাভী, শয়নীয় ও পরিধেয় বস্ত্রাদি লাভ হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া "আপনার ঐশ্বর্য্য সমধিক পরিবর্দ্ধিত

হউক” বলিয়া বাসুদেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বলদেব, সাত্যকি ও সত্যক ইঁহারা সকলেই অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ সমাপনপূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন।

এ দিকে হস্তিনানগরে পাণ্ডবগণ অভিমন্যু-বিয়োগজনিত শোকে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। বিরাটনন্দিনী উত্তরা স্বামিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বহুদিন অনাহারে কালাতিপাত করাতে তাহার গর্ভস্থিত বালকের বিঘ্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল। তখন মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় জ্ঞানচক্ষুঃ প্রভাবে ঐ বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্ব্বক কুন্তীকে সান্ত্বনা করিয়া উত্তরাকে কহিলেন, “ভদ্রে! শোক পরিত্যাগ কর। ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্যানুসারে তুমি অচিরাৎ পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে। তোমার ঐ পুত্র পাণ্ডবদিগের পরলোকগমনের পর অনায়াসে পৃথিবী প্রতিপালন করিবে।”

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উত্তরাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, “ধনঞ্জয়! অচিরাৎ তোমার এক পৌত্র জন্মিবে। উহার প্রভাবে এই সসাগরা ধরিত্রী ধর্ম্মানুসারে রক্ষিত হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে শোক পরিত্যাগ কর। আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। পূর্ব্বে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা মধুসূদনও তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ মহাবীর অভিমন্যু নিশ্চয়ই দেবগণসেবিত অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে; সুতরাং তাহার নিমিত্ত তোমার ও অন্যান্য কৌরবগণের শোক করা কখনই বিধেয় নহে।”

মহর্ষি বেদব্যাস ধনঞ্জয়কে এইরূপ সান্ত্বনা করিলে তিনি শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ, যুধিষ্ঠিরও তাঁহার আদেশানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানোপযোগী ধন আহরণার্থ একান্ত সমুৎসুক হইলেন।

৬৩তম অধ্যায়
মরু-পরিত্যক্তধনাহরণার্থ পাণ্ডবযাত্রা

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের নিমিত্ত কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? মরুত্তরাজা ভূগর্ভে যে অর্থরাশি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে উঁহার হস্তগত হইল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্যাসদেব প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ‘ভ্রাতৃগণ! আমাদিগের পরমহিতৈষী অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব, আমাদিগের পরমগুরু ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ও পিতামহ ভীষ্ম যাহা কহিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। উহা করিলে উত্তরকালে আমাদিগের সকলেরই মঙ্গল লাভ হইবে। ব্রহ্মবেত্তা বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে মঙ্গললাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি এই পৃথিবী

ক্ষীণরত্না দেখিয়া আমাদিগকে মরুত্তরাজার সঞ্চিত ধন আহরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই ধন আহরণ করিতে সমর্থ ও সম্মত হও, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এক্ষণে ভীমের এ বিষয়ে মত কি, উনি তাহা ব্যক্ত করুন।”

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাবীর বৃকোদর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, উহা আমার অভিমত। যদি আমরা সেই মরুরাজার নিহিত ধনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবান্ ভূতভাবন ও তাঁহার অনুচরগণকে প্রসন্ন করিয়া সেই ধন আনয়ন করিব। যেসকল ভীষণমূর্ত্তি কিন্নর ঐ ধন রক্ষা করিতেছে, ভগবান্ বৃষধ্বজ পরিতুষ্ট হইলে তাহারা অবশ্যই আমাদের আয়ত্ত হইবে।”

মহাবীর ভীমসেন এইরূপে মরু-নিহিত অর্থ আনয়নে সম্মতি প্রকাশ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যশ্রবণে যারপরনাই প্রীত হইলেন। অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ভীমসেনের সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ সকলে রত্নাহরণবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া শুভদিনে শুভনক্ষত্রে সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণও আদেশপ্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুকে রাজ্যরক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচন, মোদক, পায়স ও মাংসনির্ম্মিত পিষ্টকদ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সমাধান, সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ এবং শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও পৃথার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ আনয়নার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিক লোকসমুদয় পরম আহ্লাদে উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

৬৪তম অধ্যায়

হিমালয়স্থ ধনসংগ্রহে যুধিষ্ঠিরাদির যত্ন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে পাণ্ডবগণ কিরণজালমণ্ডিত আদিত্যগণের ন্যায় অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া রথনির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিয়া পরমানন্দে হিমালয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র সুশোভিত হওয়াতে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন; অনুযাত্রিকগণ পুলকিত হইয়া 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং সৈনিকগণের কোলাহলে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সরোবর, নদী, বন ও উপবন অতিক্রমপূর্ব্বক সেই সুবর্ণরাশিসম্পন্ন পর্ব্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তপোবলসমন্বিত ব্রাহ্মণগণ ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রসর করিয়া, তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে উহাতে আরোহণ ও শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেই শিবিরে শান্তিকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক রাজা, অমাত্য ও সৈনিকগণের যথোচিত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া আপনারা যথাস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে মদোন্মত্ত মাতঙ্গদিগের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র শিবির সন্নিবেশিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়গণ! আমাদিগের এ স্থানে অধিককাল বাস করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনারা অবিলম্বে দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিবার এক শুভনক্ষত্রযুক্ত পবিত্র দিন নিরূপণ করুন। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, তাঁহার হিতচিকীর্ষু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আজ অতি উত্তম দিন। অতএব আজ আমরা সলিল পান করিয়া অবস্থান করি; আপনারাও উপবাসী থাকুন।" ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই দিন উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়নপূর্ব্বক বিপ্রগণের শাস্ত্রীয় আলাপ শ্রবণ করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

৬৫তম অধ্যায়

ধনপ্রাপ্তির জন্য যুধিষ্ঠিরের শিবপূজা

বিভাবরী প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে ভগবান ভূতনাথকে পূজোপকরণ প্রদানপূর্ব্বক স্বার্থসাধনবিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।" ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহাদেবের অর্চ্চনার্থ উপকরণসামগ্রীসমুদয় আহরণ করিলেন। তখন বেদপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক চরু প্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপূত চরু এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স ও মাংসদ্বারা প্রথমতঃ মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে ভূতগণ,

যক্ষেন্দ্র কুবের, মণিভদ্র এবং অন্যান্য ভূতপতি ও যক্ষপতিদিগকে কৃশর [খিচুড়ি], মাংস, তিল ও বহুকলসপরিপূর্ণ ওদন [ভাত] প্রদত্ত হইল। পরিশেষে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গাভী প্রদান করিয়া নিশাচরদিগকে বলি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভূতনাথের সেই আবাসস্থান ধূপ ও নানাজাতীয় পুষ্পের গন্ধে পরিপূরিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে ভগবান্ রুদ্রদেব ও অন্যান্য গণপতিদিগের পূজা সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ গন্ধাদি পূজাপকরণ লইয়া, যে স্থানে স্বীয় অভিলষিত অর্থরাশি নিহিত ছিল, অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে বিচিত্র পুষ্প, অপূপ [পিষ্টক] ও কৃশর প্রদানপুরঃসর ধনাধ্যক্ষ কুবের এবং শঙ্খাদি নিধি ও নিধিপালদিগের পূজা সমাধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তখন দ্বিজাতিগণ পরমপরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সংগৃহীত সুবর্ণ হস্তিনায় আনয়ন অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ভৃত্যগণকে সেই প্রদেশ খনন করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র খনন করিতে আরম্ভ করিল। উহারা কিয়ৎক্ষণমাত্র ঐ প্রদেশ খনন করিলেই উহা হইতে সুবর্ণময় বহুবিধ বৃহৎ ভাণ্ড, ক্ষুদ্র ভাণ্ড, ভৃঙ্গার [গাড়ু], কটাহ [কড়া], কলস, শরাব [সরা] ও অন্যান্য অসংখ্য বিচিত্র পাত্র সমুদ্ধৃত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনা হইতে আগমন করিবার সময় ধনরক্ষণোপযোগী সিন্দুক প্রভৃতি বিবিধ পাত্র এবং অর্থবহনের নিমিত্ত ষষ্টি লক্ষ উষ্ট্র, এক শত বিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট, এক লক্ষ হস্তিনী, অসংখ্য মনুষ্য ও বহুসংখ্যক গর্দ্দভ আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই সমুদয় পাত্রে সেই সুবর্ণরাশি সংস্থাপন করিয়া বাহনগণের উপর সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন প্রত্যেক উষ্ট্রে অষ্টসহস্র, প্রত্যেক শকটে ষোড়শ সহস্র ও প্রত্যেক গজে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র সুবর্ণ পরিমিত ভার [উটে ২ মণ ২০ সের, গাড়ীতে ৫ মণ এবং গজে ৭মণ ২০ সের পরিমাণ ভার।] এবং ঘোটক, গর্দ্দভ ও মনুষ্যগণের উপর যথাযোগ্য ভার সন্নিবেশিত হইল। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সেই বিপুল সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে বাহনগণ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি, প্রতি দিন দুই ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

৬৬তম অধ্যায়
উত্তরা-গর্ভ হইতে মৃতাবস্থায় পরীক্ষিতের জন্ম

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব অশ্বমেধযজ্ঞের সময় উপস্থিত জানিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞের সাহায্য এবং দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা ও অন্যান্য অনাথা ক্ষত্রিয়কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত বলদেবকে অগ্রসর করিয়া সুভদ্রা এবং প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, চারুদেষ্ণ, শাম্ব, গদ, কৃতবর্ম্মা,

সারণ, নিশঠ ও উন্মুক প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর ও যুযুৎসু যদুবীরদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। তাঁহারাও পূজিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন।

বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা উপবেশন করিবামাত্র আপনার পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শবরূপে উত্তরার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময়ে অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদয় উত্তরার পুত্র হইয়াছে দেখিয়া প্রথমতঃ পুলকিতচিত্তে হর্ষসূচক শব্দ করিয়া উঠিল; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা সেই পুত্রকে মৃত দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা, বাসুদেব নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে যুযুৎসুর সহিত সত্বর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহানুভবা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুবনিতাদিগের সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আগমন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন।

মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিবামাত্র সত্বর তাঁহাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কুন্তী বাসুদেবের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাদিগের পরমগতি; তোমার প্রভাবেই এই কুল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এক্ষণে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে গতজীবিত [মৃতাবস্থায়] হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাকে জীবিত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পূর্ব্বে ইহার জীবনদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; অতএব সম্প্রতি সেই প্রতিপালন করিয়া আমাকে ও আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর। আমরা এই বালকের আশাতেই জীবিত রহিয়াছি, এই বালক আমার পতি ও শ্বশুর এবং তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর জলপিণ্ডের স্থল। অতএব আজ ইহাকে জীবিত করিয়া অভিমনুর প্রেতত্বমুক্তির উপায়বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অভিমন্যু উত্তরাকে কহিয়াছিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার গর্ভজাত পুত্র মাতুলালয়ে আগমনপূর্ব্বক বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নিকট ধনুর্ব্বেদ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যারপরনাই প্রতাপশালী হইবে, সন্দেহ নাই। তোমার ভাগিনেয়বধূ উত্তরা সর্ব্বদা অভিমন্যুর ঐ কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই বালকের জীবনদান করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর।" এই বলিয়া কুন্তী, ও অন্যান্য কুরুবনিতাগণ শোকাকুলতচিত্তে হাহাকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট বালকের জীবন। প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কুন্তীকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

৬৭তম অধ্যায়

পরীক্ষিতের প্রাণদানে সুভদ্রার কৃষ্ণ-প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর বসুদেবনন্দিনী সুভদ্রা একান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "মধুসূদন! এই দেখ, আজ অর্জ্জুনের পৌত্রও অন্যান্য কৌরবগণের ন্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা ভীমসেনের

নিমিত্ত যে ইষীকাস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, আজ সেই ইষীকা উত্তরার, অর্জ্জুনের ও আমার উপর নিপতিত হইল। হায়! আজ আমি অভিমন্যুর পুত্রকেও নিহত দেখিলাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই অভিমন্যুকে যারপরনাই স্নেহ করিতেন। এক্ষণে তাঁহারাই সেই অভিমন্যুর মৃতপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কি বলিবেন? আর অভিমন্যুর পুত্রকে মৃত নিরীক্ষণ করা তোমারও অল্প কষ্টের বিষয় নহে। হায়! আজ দ্রোণপুত্রের প্রভাবে পাণ্ডবগণকে নিতান্ত অবসন্ন হইতে হইল। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমি, দ্রৌপদী ও আর্য্যা কুন্তী আমরা সকলে অবনত মস্তকে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

পূর্ব্বে অশ্বত্থামা ইষীকাস্ত্রদ্বারা পাণ্ডবকুলকামিনীগণের গর্ভস্থ সন্তানদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলে যে, হে নরাধম ব্রাহ্মণাপসদ[ব্রাহ্মণাধম]! তোমার অভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না। আমি উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর পুত্রকে নিশ্চয়ই সঞ্জীবিত করিব। হে মাধব! আমি তোমার পরাক্রম বিলক্ষণ অবগত আছি। এক্ষণে তোমার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অভিমন্যুতনয়কে জীবিত কর। যদি তুমি আজ সেই পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। যদি তুমি জীবিত থাকিতে উত্তরার তনয় পুনরুজ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে তোমা হইতে আমার আর কি উপকার হইবে? অতএব জলধর যেরূপ বারিবর্ষণ করিয়া শস্যের জীবনদান করে, তদ্রূপ তুমি আজ কৃপা বিতরণপূর্ব্বক অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবন প্রদান কর। তুমি ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম, অতএব সত্য প্রতিপালন করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি মনে করিলে ত্রিলোকের জীবন প্রদান করিতে পার; অতএব মৃত ভাগিনেয়পুত্রের জীবন প্রদান করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আমি তোমার মাহাত্ম্য উত্তমরূপে অবগত আছি, এই নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর ও এই পুত্রহীনা ভগিনীর প্রতি দয়া। প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের কুলরক্ষা কর।”

৬৮তম অধ্যায়

উত্তরার বিলাপ—পুত্ররক্ষার্থ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মনস্বিনী সুভদ্রা এইরূপে করুণস্বরে বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ‘অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবিত করিব’ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন তাঁহার সেই অমৃতময় বাক্যশ্রবণে অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদয়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ অবিলম্বে অভিমন্যুতনয়ের জন্মভূবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ গৃহ বিবিধ মাল্যদ্বারা যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়াছে; উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃত, তিন্দুক [গাব—গাব কাঠের অগ্নির উগ্র উত্তাপ সদ্যপ্রসূত শিশুর তাপদানে বিশেষ উপযোগী] কাষ্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ ও শাণিত অস্ত্র প্রভৃতি রক্ষোঘ্ন দ্রব্যসমুদয় বিকীর্ণ রহিয়াছে, স্থানে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন।

বাসুদেব ঐ গৃহের ঐরূপ সজ্জা দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদী সত্বর বিরাটতনয়া উত্তরার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! এই দেখ, তোমার শ্বশুর অচিন্তাত্মা অপরাজিত ভগবান্ মধুসূদন তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন।" যাজ্ঞসেনী এই কথা কহিবামাত্র বাষ্পকুললোচনা বিরাটনন্দিনী উত্তরা অশ্রুসংবরণ করিয়া, বস্ত্রাবৃত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শনপূর্ব্বক করুণস্বরে কহিলেন, "ভগবন্! কেবল আমার পতি অভিমন্যু যে কালকবলে নিপাতিত হইয়াছেন, এরূপ নহেন, আজ আমাকেও পুত্রশোকে তাঁহার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল। এক্ষণে আমি বারংবার আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার এই ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ কুমারকে জীবিত করুন। যদি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি অশ্বত্থামাকে কহিতেন যে, এই ইষীকাদ্বারা উত্তরার প্রাণনাশ হউক, তাহা হইলে আমার প্রাণবিয়োগই হইত। কিন্তু আমাকে কখনই এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।

"হায়! ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা আমার এই গর্ভস্থ বালককে নিপাতিত করিয়া ব্রাহ্মণাধম দুর্ব্বুদ্ধি অশ্বত্থামার কি ফললাভ হইল? যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যদি আপনি আমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি এই কুমারে যাহা যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, দ্রোণপুত্র তৎসমুদয়ই উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আমার আর জীবনধারণে প্রয়োজন কি! আমি মনে করিয়াছিলাম যে, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে আপনার চরণে প্রণিপাত করাইব, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ফলতঃ আমার মনে যেসমুদয় আশা ছিল, মৃতপুত্রনিরীক্ষণে তৎসমুদয়ই এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনি একবার আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র-নিপাতিত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই পুত্র ইহার পিতার ন্যায় নৃশংস ও কৃতঘ্ন। তাহা না হইলে আজ এই পাণ্ডবকুলের বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিল কেন? হায়! আমার তুল্য জীবিতপ্রিয় নৃশংস রমণী আর কেহই নাই। আমার পতি অভিমন্যু সংগ্রামশায়ী হইলে আমি অচিরাৎ তাঁহার অনুগামিনী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পূর্ণ করিলাম না। এক্ষণে আমি দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে কি বলিবেন?"

৬৯তম অধ্যায়
কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের প্রাণদান

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পুত্রশোকাকুলা উত্তরা এইরূপে উন্মত্তার ন্যায় করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন তত্রত্য যাবতীয় কৌরবরমণী তাঁহাকে শোকসন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের সমুদয় গৃহ একেবারে আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিরাটকুমারী উত্তরা পুনরায় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অভিমন্যুর পুত্র। তোমাতে ত' অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই! তবে আজ তুমি কি নিমিত্ত ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিয়াও ইহাকে অভিবাদন করিতেছ না?

এক্ষণে তুমি তোমার পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিবে, পিতঃ! কাল পরিপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য আমার জননী উত্তরা মৃত্যুকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়াও আপনার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে দীনভাবে জীবনধারণ করিতেছেন। অথবা তোমার কথা কহিবারও প্রয়োজন নাই। আজ আমি ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বিষভোজন বা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিব।

"হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন! এক্ষণে পতি ও পুত্র উভয়ের বিরহেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। হা পুত্র! তুমি একবার গাত্রোত্থান কর। তোমার প্রপিতামহী কুন্তী, পিতামহী পাঞ্চালী ও সুভদ্রা এবং জননী আমি, আমরা সকলেই তোমার শোকে ব্যাধবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। ঐ তোমার পিতামহ সখা ভগবান্ বাসুদেব তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত রহিয়াছেন, তুমি গাত্রোত্থান করিয়া উহার মুখকমল দর্শন কর।" বিরাটকুমারী উত্তরা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপতিত হইলে কৌরববনিতারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন। তখন উত্তরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিষ্ঠ হইয়া বারংবার বাসুদেবকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

বিরাটতনয়া এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আচমনপূর্ব্বক সেই দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তরাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিও না। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। এই দেখ, আমি সর্ব্বসমক্ষে তোমার পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছি।"

ভগবান্ বাসুদেব উত্তরাকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বসমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন যে, "আমি কদাপি যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই নাই, সত্য ও ধর্ম্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমি ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি সতত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি, প্রিয়সুহৃৎ অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাপি বিরোধ হয় নাই এবং আমি ধর্ম্মানুসারে কংস ও কেশীকে নিপাতিত করিয়াছি; অতএব আমার সেই সমুদয় পুণ্যবলে এই অভিমন্যুর মৃতপুত্র অচিরাৎ জীবনলাভ করুক।" মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র সেই উত্তরাগর্ভসম্ভূত বালক সচেতন হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

৭০তম অধ্যায়

পরীক্ষিতের জন্মোৎসব—নামকরণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিসংহারপূর্ব্বক অভিমন্যুতনয়ের জীবনদান করিলে, ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং সেই বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকাগৃহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য রাক্ষসগণ অচিরাৎ সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল[1] এবং অন্তরীক্ষ হইতে বাসুদেবের প্রতি বারংবার সাধুবাদ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে উত্তরাগর্ভসম্ভূত বালককে হস্তপদসঞ্চালনাদি কার্য্য করিতে দেখিয়া কুরুকামিনীগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা

বাসুদেবের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তি বাচন করাইলেন। জলনিমগ্ন ব্যক্তি নৌকাপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং কৌরবপত্নীগণ মহা আনন্দিত হইয়া বারংবার কেশবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মল্ল, নট, দৈবজ্ঞ এবং সূত ও মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ কুরুবংশসমুচিত স্তুতিবাদদ্বারা জনার্দ্দনকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর উত্তরা যথাকালে উত্থিত হইয়া পুত্রের সহিত মহা আহ্লাদে বাসুদেরকে অভিবাদন করিলেন। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রফুল্লচিত্তে সেই সুকুমার নবকুমারকে বিবিধ মহামূল্যরত্ন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "যখন কুল পরীক্ষীণ [যুদ্ধে মরিয়া মরিয়া বংশক্ষয়] হইবার সময় এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহার নাম পরীক্ষিৎ হউক।" অনন্তর সেই বালক শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে হস্তিনানগরস্থ সমুদয় লোকের মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

সুবর্ণাদি ধনসহ পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশ

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পিতা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার, একমাস পরে পাণ্ডবগণ সেই অর্থরাশি সমভিব্যাহারে হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা পাণ্ডবগণ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদগমনার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। বিবিধ মাল্য, বিচিত্র পতাকা ও নানাপ্রকার ধ্বজদ্বারা হস্তিনানগর সমলঙ্কৃত হইল এবং ধনাঢ্য পুরবাসীরা স্ব স্ব গৃহসমুদয় বিবিধ গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ দেবালয়ে পূজা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। রাজমার্গ সমুদয় বিবিধ বিচিত্র পুষ্পদ্বারা সমলঙ্কৃত হইল। নগরের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে গায়কগণ সঙ্গীত ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করাতে ঐ নগর অলকাপুরীর ন্যায় শোভমান হইল এবং ইতস্ততঃ পতাকাসমুদয় পবনবেগে পরিচালিত হইয়া যেন কৌরবগণকে দিগদর্শন করাইতে লাগিল। ঐ সময় রাজপুরুষগণ রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজ সমুদয় রাজ্য রত্নাভরণে বিভূষিত হইবে।

৭১তম অধ্যায়

অশ্বমেধ যজ্ঞে বেদব্যাসের অনুমতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর শত্রুতাপন বাসুদেব অন্যান্য বৃষিবংশীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকট সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডুতনয়গণ তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের সহিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণের পদশব্দ ও রথচক্রের ঘর্ঘর নির্ঘোষে ভূমণ্ডল, স্বর্গমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এককালে সমাচ্ছন্ন হইল। পাণ্ডবগণ এইরূপে মহা আহ্লাদে সেই ধনরাশি লইয়া অমাত্য ও সুহৃদগণের সহিত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে এবং সর্ব্বপ্রথম ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া পরিশেষে গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং বিদুর ও যুযুৎসুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর অভিমন্যুতনয়ের অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। তখন তাঁহারা বাসুদেবের সেই অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে সত্যবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস হস্তিনানগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা যথানিয়মে পাদ্যঅর্ঘ্যাদিদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে যে অর্থরাশি আহরণ করিয়াছি, উহা অশ্বমেধ যজ্ঞে পর্য্যবসিত করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। এক্ষণে আপনি ঐ বিষয়ে অনুজ্ঞা করুন। আমরা সকলেই আপনার ও মহাত্মা বাসুদেবের একান্ত অধীন।”

তখন বেদব্যাস কহিলেন, “রাজন্! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা সমুদয় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তুমি ঐ যজ্ঞ সমাধান করিলে নিশ্চয়ই নিস্পাপ হইবে।”

কৃষ্ণসহ যজ্ঞবিষয়ক পরামর্শ

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠানে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “কেশব! তুমি জন্মগ্রহণ করাতে দেবকী সুসন্তানজননী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমি তোমাকে যে বিষয় অনুমতি করি, তুমি তাহাই সম্পাদন করিয়া থাক। আমি তোমার প্রভাবেই এই রাজ্যাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতেছি। তুমিই স্বীয় পরাক্রম ও বুদ্ধি-কৌশলে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি আমাদিগের পরম গুরু। তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই আমি নিস্পাপ হইব। তুমিই যজ্ঞ, তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই প্রজাপতি এবং তুমিই সমুদয় জীবের একমাত্র গতি, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।”

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “রাজন! আপনি নিতান্ত সৎস্বভাবসম্পন্ন ও বিনয়ী বলিয়াই আমাকে প্রশংসা করিতেছেন।

কিন্তু আমার মতে আপনিই সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। আপনি ধর্ম্মপ্রভাবেই কৌরবদিগের মধ্যে বিরাজিত হইয়াছেন। আপনার অশেষবিধ গুণ দ্বারাই আমি গুণবান হইয়াছি। আপনি আমাদিগের রাজা ও গুরু। এক্ষণে আপনিই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আপনার বিষয়ে অভিরুচি হয় আমাকে নিয়োগ করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, আপনি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, আমি তাহাই নির্ব্বাহ করিব। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাদিগের সকলের যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে।"

৭২তম অধ্যায়
যজ্ঞায়োজন—দিগ্বিজয়ে অর্জ্জুনের নির্ব্বাচন

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! এক্ষণে আপনি অশ্বমেধযজ্ঞের প্রকৃত কাল বিবেচনা করিয়া আমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করুন। আমার যজ্ঞ আপনারই আয়ত্ত।"

বেদব্যাস কহিলেন, "রাজন! যে সময়ে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পৈল, যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি, আমরা তিন জনে নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। চৈত্র-পৌর্ণমাসীতে তোমায় যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে যজ্ঞীয় সামগ্রীসমুদয় আহরণ এবং অশ্ববিদ্যাবিশারদ সারথি ও ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞীয় অশ্ব পরীক্ষা করিতে আদেশ কর। ঐ অশ্ব শাস্ত্রানুসারে উন্মুক্ত হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক তোমার প্রদীপ্ত যশঃশশাঙ্কের জ্যোতি বিস্তার করিয়া প্রত্যাগমন করিবে।"

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশানুসারে সমুদয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদয় যজ্ঞীয় সামগ্রী সমাহৃত হইলে, তিনি বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! যজ্ঞীয় উপকরণসমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে।" তখন মহর্ষি কহিলেন, "আমরাও যথাকালে তোমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছি। এক্ষণে ঐ যজ্ঞে কুর্চ্চ [যজ্ঞীয় কুশ-কাশ প্রভৃতি] প্রভৃতি আর আর যে সমুদয় দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, তুমি তৎসমুদয় সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করাও। অদ্যই তোমাকে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিতে হইবে। ঐ অশ্ব যেন সুরক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করে।"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! সেই অশ্বকে কিরূপে উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং তুরঙ্গম পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে, আপনি তদ্বিষয়ে আদেশ করুন।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! ভীমসেনের কনিষ্ঠ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, আজানুলম্বিতবাহু, অভিমন্যুর পিতা, নিবাতকবচান্তক, মহাবীর অর্জ্জুনই ঐ অশ্বকে রক্ষা করিবেন। তিনি অনায়াসে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিতে পারেন। তাঁহার নিকট দিব্য অস্ত্রশস্ত্র, দিব্যশরাসন ও দিব্যতূণীর বিদ্যমান আছে। তিনি ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব তাঁহারই উপর এই গুরুভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। ভীমসেন ও নকুল ইঁহারাও পরম তেজস্বী ও অমিত পরাক্রমশালী;

অতএব ঐ বীরদ্বয় রাজ্য প্রতিপালন করুন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হউন।”

মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভ্রাতঃ! তুমি এই-যজ্ঞীয় অশ্বের প্রতিপালনে নিযুক্ত হও। তুমি ভিন্ন আর কেহই এই অশ্বরক্ষায় সমর্থ নহে। যে যে ভূপতি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ না করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদিগের নিকট আমার এই যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিও। অতঃপর তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্ব লইয়া গমন কর।”

রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেন ও নকুলের প্রতি রাজ্যভার এবং সহদেবের প্রতি কুটুম্বদিগের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন।

৭৩তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞদীক্ষা—অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দীক্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে। পুরোহিতগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। তখন তিনি ঋত্বিকগণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ সুবর্ণমাল্য, কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ করাতে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষিত প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ঋত্বিক্গণ ও মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার তুল্য বেশভূষা ধারণ করিয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বেদব্যাস শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বের অনুগমনে উদ্যত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “অশ্ব! তোমার মঙ্গললাভ হউক, তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ এই স্থানে প্রত্যাগমন করিও।” মহাবীর ধনঞ্জয় এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অঙ্গুলি ধারণপূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন কম্পিত করিয়া মহাহ্লাদে সেই অশ্বের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় হস্তিনা-নগরস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ও অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। তাহাদিগের গাত্রসংমর্দ্দে দারুণ উত্তাপ সমুত্থিত এবং কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় উহারা “ঐ অশ্ব গমন করিতেছে, ঐ ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন; মহাবীর অর্জ্জুন ঘোটকের সহিত নির্ব্বিঘ্নে গমন ও প্রত্যাগমন করুন” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিল, “অত্যন্ত জনতা হওয়াতে আমরা অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইতেছি না; উহার সর্ব্বলোকবিশ্রুত ভীমনিনাদ [ভীষণ শব্দযুক্ত] গাণ্ডীব-শরাসনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পথিমধ্যে উহার ও ঐ অশ্বের যেন কোন বিপদ না হয়। উনি নিশ্চয়ই অশ্ব লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন আমরা উহাকে দর্শন করিব।”

উদারবুদ্ধি মহাবীর ধনঞ্জয় পুরবাসী স্ত্রী-পুরুষদিগের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বেদপারদর্শী শিষ্য ধনঞ্জয়ের শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং অন্যান্য বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমতঃ উত্তরদিকে গমন করিয়া অসংখ্য রাজ্য বিমর্পিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল। মহাত্মা অর্জ্জুনও ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে কত শত নরপতি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও আর্য্য প্রভৃতি যে সমুদয় ধনুর্দ্ধর পরাজিত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে নানাদেশসমাগত নরপতিদিগের সহিত অর্জ্জুনের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ সমুদয় যুদ্ধে কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করেন নাই। অতঃপর যে যে যুদ্ধ উভয়পক্ষের সন্তাপকর হইয়াছিল, সেই ঘোরতর সংগ্রামসমুদয়ের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

৭৪তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের ত্রিগর্ত্তদেশজয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ত্রিগর্ত্তদেশীয় যে সমুদয় বীর নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মহারথ পুত্রপৌত্রগণ আপনাদিগের অধিকারমধ্যে পাণ্ডবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সকলে সুসজ্জিত হইয়া ঐ অশ্বকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় যখন যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হয়েন, সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত ভূপতিগণের পুত্রপৌত্রদিগকে বিনাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ হওয়াতে অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদিগের শরবৃষ্টি সহ্য করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে অধার্ম্মিক ত্রিগর্ত্তগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও; প্রাণরক্ষা করাই তোমাদিগের শ্রেয়ংকল্প।” মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বারংবার নিবারণ করিলেও ত্রিগর্ত্তগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল না। তখন অর্জ্জুন শরজালদ্বারা ত্রিগর্ত্তাধিপতি সূর্য্যবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিগর্ত্তগণ রথচক্রের ঘর্ঘর-ঘোষে দিকসমুদয় প্রতিধ্বনিত করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূর্য্যবর্ম্মাও স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় সূর্য্যবর্ম্মার অনুচরগণ অর্জ্জুনের, বিনাশকামনায় তাঁহার প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরদ্বারা সেই সমুদয় শর ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবর্ম্মার কনিষ্ঠভ্রাতা মহাবীর কেতুবর্ম্মা ভ্রাতার সাহায্যার্থ অর্জ্জুনের সহিত

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ ধনঞ্জয় কেতুবর্ম্মাকে সমাগত দেখিয়া শরনিকরদ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কেতুবর্ম্মা পার্থশরে নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহারথ ধৃতবর্ম্মা রথারূঢ় হইয়া সংগ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক শরজালদ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ঐ বালকের অসামান্য হস্তলাঘব দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় ধৃতবর্ম্মা যে কোন সময়ে শরগ্রহণ, কোন্ সময়ে শরসন্ধান ও কোন্ সময়ে শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে ধৃতবর্ম্মার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাকে নিতান্ত বালক দেখিয়া দয়া করিয়া উহার প্রাণ সংহার করিলেন না।

অনন্তর মহাবীর ধৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনের হস্তে এক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন ঐ শরে বিদ্ধহস্ত ও বিমোহিত হওয়াতে তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীবশরাসন ভূতলে নিপতিত হইয়া ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃতবর্ম্মা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত হইতে রুধির মার্জ্জন ও পুনরায় সেই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামদর্শক লোকসমুদয় তদ্দর্শনে ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় ত্রিগর্ত্তদেশীয় অন্যান্য বীরগণ অর্জ্জুনকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া ধৃতবর্ম্মার সাহায্যার্থ ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য লৌহনির্ম্মিত শরনিকরদ্বারা তাহাদিগের মধ্যে অষ্টাদশ যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। ঐ অষ্টাদশ যোদ্ধা নিহত হইলে অন্যান্য যোধগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সংগ্রাম হইতে নানাদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।।

মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের প্রতি আশীবিষতুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! আজ আমরা আপনার কিঙ্কর হইলাম। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব।"

ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভূপালগণ! তোমরা যখন আমার বশীভূত হইলে, তখন আমি কখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিব না। অতঃপর আমাদের আজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে।" এই বলিয়া পাণ্ডুনন্দন সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

৭৫তম অধ্যায়

প্রাগজ্যোতিষপুরাধীশ বজ্রদত্তসহ যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগজ্যোতিষদেশে সমুপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগদত্তপুত্র মহাবীর বজ্রদত্ত সেই অশ্বকে স্বীয় অধিকারমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া, নগর হইতে বহির্গত হইয়া উহাকে গ্রহণপূর্ব্বক

নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ব্যাপার দর্শনে অচিরাৎ গাণ্ডীব আস্ফালনপূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু ঐরূপে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তখন তিনি পুনর্ব্বার নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বর্ম্মধারণ ও এক মত্তমাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত-চামর বীজন করিতে করিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিতে লাগিল।

মহাবীর বজ্রদত্ত এইরূঙ্গে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই পর্ব্বতাকার যুদ্ধদুর্ম্মদ মত্তমাতঙ্গকে তাঁহার অভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। গজরাজ বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে নিপীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের সমীপে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই নাগেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে ভূতলে। অবস্থানপূর্ব্বক বজ্রদত্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনলতুল্য অসংখ্য তোমর [স্থূলাকার শর] পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তোমরসমুদয় শলভ [পতঙ্গ-ফড়িং] সমূহের ন্যায় মহাবেগে অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরদ্বারা অর্ধপথেই সেই সমুদয় অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তোমর সমুদয় ছিন্ন হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য সুবর্ণপুঙ্খ শর পরিত্যাগ করিলেন।

মহাতেজাঃ বজ্রদত্ত সেই শরনিকরে বিদ্ধ, ও নিতান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু ঐ সময় তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। তখন তিনি পুনরায় সেই মত্তমাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া বিজয়লাভের বাসনায় তাঁহাকে অর্জ্জুনাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন মাতঙ্গের প্রতি আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। গজবর সেই সব্যসাচীনিক্ষিপ্ত শরজালে বিদ্ধ হইয়া শোণিতক্ষরণপূর্ব্বক গৈরিকধাতুধারাবর্ষী ভূধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

৭৬তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের প্রাগজ্যোতিষপুরজয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে তিন দিন বজ্রদত্তের সহিত ধনঞ্জয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত বজ্রদত্ত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পাণ্ডুনন্দন! আর অধিকক্ষণ তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না; আমি অবিলম্বেই তোমাকে নিপাতিত করিয়া তোমার শোণিতদ্বারা পিতার যথাবিধি তর্পণক্রিয়া সম্পাদন করিব। তুমি আমার বৃদ্ধ পিতা ভগদত্তকে সংহার করিয়াছ, কিন্তু আজ এই বালকের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।" এই বলিয়া বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে হস্তিসঞ্চালন করিলেন। গজবর বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে

তাড়িত হইয়া দূর হইতে অর্জ্জুনের উপর মদবারি নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইল।

মহাবীর ধনঞ্জয় সেই মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডাগ্রবিনির্গত সলিলে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত সলিলশীকরে সমাকীর্ণ নীলপর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতাকার গজরাজ মেঘের ন্যায় বারংবার গভীর শব্দ ও নৃত্য করিতে করিতে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইল। গাণ্ডীবধারী মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রদত্তের ভীষণ হস্তীকে সমাগত দেখিয়া কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। ঐ সময় পূর্ব্ববৈর স্মরণ ও কার্য্যের ব্যাঘাত দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধের উদয় হওয়াতে তিনি বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ শরনিকরদ্বারা সেই ভীষণ বারণকে [হস্তীকে] নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মত্তমাতঙ্গ অর্জ্জুনশরনিকরে সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর [সজারুর] ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে সেই মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুনও সুশাণিত শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার বাণসমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ সেই বীরদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের প্রতি সেই পর্ব্বতোপম হস্তীকে প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় ঐ নাগেন্দ্রকে পুনরায় সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক অগ্নিতুল্য নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন গজরাজ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া বজ্রবিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। হস্তী ভূতলশায়ী হইলে মহাবীর বজ্রদত্তও তাঁহার সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বজ্রদত্ত! তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। আমার আগমনসময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে ভূপতিগণ বা যোদ্ধাদিগকে নিপাতিত না করিয়া বিনয়পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিবে, মহাশয়গণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিবেন। হে ভগদত্তকুমার! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে তোমাকে বিনাশ করিব না। তুমি নির্ভয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন কর। আগামী চৈত্রপূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। তোমাকে ঐ দিবস হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক আমোদ-প্রমোদ করিতে হইবে।"

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মহারাজ বজ্রদত্ত তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

৭৭তম অধ্যায়

দেবগণ-সাহায্যে অর্জ্জুনের সিন্ধুযুদ্ধজয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! অতঃপর হতাবশিষ্ট সিন্ধুদেশীয় যোধগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যজ্ঞীয় অশ্ব সিন্ধুদেশে প্রবিষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় ভূপালগণ অর্জ্জুনকে আপনাদিগের অধিকারমধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে নির্ভয়চিত্তে নগর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে ধারণ করিলেন। ঐ সময় অশ্বরক্ষক মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের অবিদূরে [নিকটে] ভূতলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত রথারূঢ় সৈন্ধবগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিধন ও আপনাদিগের পরাজয় বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক জিগীষু [জয়াভিলাষী] হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া স্ব স্ব নাম, গোত্র ও কার্য্যসমুদয় কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় তৎকালে তাহাদের একটিও শরনিক্ষেপ করিলেন না।

অর্জ্জুন এইরূপে যুদ্ধে অনাস্থা প্রদর্শন করিলেও সৈন্ধবগণ [সিন্ধুদেশবাসীরা] রণে ক্ষান্ত হইলেন না; প্রত্যুত এককালে সহস্র রথ ও অযুত অশ্বদ্বারা পাণ্ডুতনয়কে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহাহ্লাদে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ঐ বীরগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘপরিবৃত সূর্য্য ও পিঞ্জর মধ্যগত পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার গাত্রে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বাণবিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ত্রিলোকমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাহু এককালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কেই গ্রাস করিল। উল্কাসমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সূর্য্যকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। কৈলাসপর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দেবর্ষিগণ দুঃখশোকসমন্বিত ও ভীত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমণ্ডল আকাশ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দিকসমুদয় ধূমাচ্ছন্ন হইয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিল এবং নভোমণ্ডল অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ-সম্বলিত অরুণবর্ণ মেঘজাল উদিত হইয়া মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলে মহাত্মা অর্জ্জুন নিতান্ত মোহাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীবশরাসন ও বলয় ভূমিতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সিন্ধুদেশীয় মহারথগণ যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবগণ অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও সপ্তর্ষিগণ তাঁহার বিজয়লাভের নিমিত্ত মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেবগণ অর্জ্জুনের বলাধানবিষয়ে [বলবৃদ্ধির জন্য] যত্নবান্ হইলে অচিরাৎ তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল। তখন তিনি সেই গাণ্ডীবধনু গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্ব্বক বারংবার

ভীষণ জ্যাশব্দ করিয়া, পুরন্দর যেমন বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ বীরগণের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরগণ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শলভনিচয়সমাকীর্ণ পাদপসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলে এবং অচিরাৎ তাঁহার জ্যাশব্দে নিতান্ত ভীত ও শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রু পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরদ্বারা তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করিয়া সংগ্রামমধ্যে অলাতচক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিকরে দিক্‌মুদয় সমাচ্ছন্ন হইল এবং তিনি শরজালদ্বারা সেই মেঘজালসদৃশ সৈন্যসমুদয়কে বিদারণপূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

৭৮তম অধ্যায়
সিন্ধুসীদিগের সহিত অর্জ্জুনের পুনর্যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সিন্ধুদেশীয় যোধগণকে পরাজিত করিয়া সংগ্রামস্থলে হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে সৈন্ধবগণ পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা, অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও মৃত্যুমুখে গমনোদ্যত দেখিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বীরগণ! তোমরা যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা কর। এক্ষণে তোমাদিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই আমি তোমাদের শরজাল নিবারণ করিয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। তোমরা অনন্য মনে আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি অবিলম্বেই তোমাদিগের দর্প চূর্ণ করিব।” মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে সৈন্ধবগণকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আগমন সময়ে মহাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি বিজিগীষু ক্ষত্রিয়গণকে নিহত না করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবে। এক্ষণে তাঁহার সেই বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি এই সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করি।

ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সিন্ধুদেশীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণকে পুনরায় সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে যোধগণ! আমি তোমাদিগের শ্রেয়োবিধানার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে, আমি কদাচ তাঁহার হিংসা করিব না। অতএব তোমরা আমার বাক্যানুসারে আপনাদিগের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও; নতুবা তোমাদিগকে যারপরনাই ভীত ও বিপন্ন হইতে হইবে।”

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, সিন্ধুদেশীয় বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পরাক্রান্ত সৈন্ধবগণ তাঁহার প্রতি অসংখ্য নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদয় আশীবিষতুল্য তীক্ষ্ণবাণ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া প্রত্যেক বীরকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন সিন্ধুদেশীয় বীরগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অসংখ্য প্রাস [ফলকযুক্ত বাণ] ও শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন ঐ সমুদয় অস্ত্র অর্ধপথে ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্রদ্বারা [মনসা কাঁটার মত কণ্টকযুক্ত বাণ] সেই বিজয়াকাঙ্ক্ষী সমাগত বীরগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ পলায়নপরায়ণ, কেহ কেহ, পুনরায় অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান ও কেহ কেহ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করাতে সংগ্রামস্থলে পরিবর্দ্ধিত সাগরের শব্দের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। সিন্ধুদেশীয় বীরগণ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়াও উৎসাহ সহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাঁহাদের অনেককে সংজ্ঞাশূন্য এবং সৈন্য ও বাহন সমুদয়কে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন।

দুঃশলার অনুরোধে সিন্ধুযুদ্ধে সন্ধি

এইরূপে সৈন্ধবগণ যারপরনাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রদুহিতা দুঃশলা সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বালক পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক যোধগণের শান্তিসংস্থাপনের নিমিত্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ভগিনী দুঃশলাকে সমাগত দেখিয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! আমাকে তোমার কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে, কীর্ত্তন কর।"

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে দুঃশলা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই বালক পুত্র তোমাকে অভিবাদন করিতেছে।" তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "ভগিনি! এক্ষণে আমার ভাগিনেয় সুরথ কোথায়?"

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে দুঃশলা নিতান্ত শোকাকুলিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আমার পুত্র সুরথ, পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ইহলোক পরিহার করিয়াছে।

এক্ষণে আমি তাহার মৃত্যুবৃত্তান্ত তোমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার ভর্ত্তা সংগ্রামশায়ী হইলে, বৎস সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি অশ্বের অনুসরণক্রমে যুদ্ধার্থী হইয়া এইস্থানে সমাগত হইয়াছ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সে নিতান্ত বিষণ্ন ও ভূতলে নিপতিত হইয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমি তাহাকে এইরূপে নিহত দর্শন করিয়া তাহার এই বালকপুত্র সমভিব্যাহারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি!"

ধৃতরাষ্ট্রতনয়া এই বলিয়া, নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তখন দুঃশলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আজ তুমি কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া তোমার এই অভাগিনী ভগিনী ও ভাগিনেয়পুত্রের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর। অভিমন্যু হইতে যেরূপ তোমার পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছে, তদ্রূপ আমার এই পৌত্রটি সুরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজ আমি যোধগণের শান্তিলাভার্থ বালকের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এই বালক তোমার হতভাগ্য ভাগিনেয়ের পুত্র; অতএব

ইহার প্রতি প্রসন্ন হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই দেখ, এই বালক নতশিরাঃ হইয়া তোমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তোমার নিকট শান্তিলাভের প্রার্থনা করিতেছে। এক্ষণে তুমি উহার পিতামহ নৃশংস নরাধম জয়দ্রথের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া এই বান্ধববিহীন অজ্ঞান বালকের প্রতি প্রসন্ন হও।"

দুঃশলা করুণস্বরে এই কথা কহিলে মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মের নিন্দা করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে কহিলেন, "ক্ষাত্রধর্ম্মে ধিক্! আমি ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সমুদয় বন্ধু-বান্ধবকে কালকবলে প্রবেশিত করিলাম।" এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহানুভবা দুঃশলা যোধগণকে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইতে আদেশ ও অর্জ্জুনকে যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক পুনরায় গাণ্ডীবহস্তে সেই কামচারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, মৃগের অগ্রগামী পিনাকপাণি দেবদেব মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ তুরঙ্গম স্বেচ্ছানুসারে নানা স্থান বিচরণ করিতে করিতে মণিপুরে সমুপস্থিত হইল, তখন মহাবীর অর্জ্জুনও তাহার সহিত ঐ স্থানে গমন করিলেন।

৭৯তম অধ্যায়

মণিপুরে—অর্জ্জুনযাত্রা—পুত্র বভ্রুবাহন সমাগম

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা ধনঞ্জয় মণিপুরে সমুপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজ বভ্রুবাহন তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র, ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রকে বিনীতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না, প্রত্যুত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এরূপ বিনীতভাব আশ্রয় করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যখন আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধকামনায় তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, তখন তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না? তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবহিষ্কৃত [যুদ্ধবিমুখতা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুপযুক্ত] বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; তোমাকে ধিক্! যখন তুমি আমাকে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও বিনীতভাবে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন তোমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। তোমাতে কিছুমাত্র পুরুষকার নাই। তুমি স্ত্রীজাতির ন্যায় নিতান্ত অসার। যদি আমি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার নিকট এইরূপ বিনীতভাবে আগমন করা তোমার পক্ষে দোষাবহ হইত না।"

উলুপীর উত্তেজনায় বভ্রুবাহনের যুদ্ধ

মহাবীর অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে এইরূপে তিরস্কার করিলে তিনি অধোমুখ হইয়া কর্ত্তব্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগকন্যা উলুপী ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া পৃথিবী বিদারণপূর্ব্বক আগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সপত্নীপুত্র অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন। তখন নাগনন্দিনী সপত্নীপুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার বিমাতা উলুপী, তোমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ ও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন উহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে উনি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।"

উলুপী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহাবীর বভ্রুবাহন তাঁহার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং অচিরাৎ কাঞ্চনময় বর্ম্ম ও সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া অসংখ্য তূণীর সম্পন্ন স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, দ্রুতগামী-অশ্ব চতুষ্টয়যুক্ত, হিরন্ময়, সিংহধধ্বজ-পরিশোভিত, বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক পিতার অভিমুখে ধাবমান হইয়া অস্ত্রশিক্ষাবিশারদ অনুচরদিগকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সেই তুরঙ্গমকে ধারণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় প্রীতমনে সেই রথারূঢ় পুত্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও আশীবিষতুল্য নিশিত শরনিকরদ্বারা অর্জ্জুনকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পিতাপুত্রের সংগ্রাম দেবাসুর-যুদ্ধের ন্যায় তুমুল হইয়া উঠিল।

পুত্রহস্তে অর্জ্জুনের পরাজয়

অনন্তর মহাবীর বভ্রুবাহন হাস্যমুখে মহাত্মা কিরীটির জত্রু [কন্টাস্থি—কণ্ঠের উভয়পার্শ্বস্থ হাড়] দেশ লক্ষ্য করিয়া এক আনতপর্ব্ব শরনিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণ অর্জ্জুনের জত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া, পন্নগ যেমন বল্মীক [উইমাটির ঢিপি] মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও মৃতকল্প হইয়া গাণ্ডীব শরাসন অবলম্বন ও দিব্যতেজ ধারণপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বীয় পুত্র বস্তবাহনকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আজ আমি তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়া তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেছি; তুমি স্থিরভাবে আমার সহিত সংগ্রাম কর।" এই বলিয়া ধনঞ্জয় বস্তবাহনের প্রতি অসংখ্য নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও অচিরাৎ ভল্লাস্ত্রদ্বারা সেই গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য নারাচনিকর দুই-তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া নিশিত শরনিকরদ্বারা বভ্রুবাহনের সুবর্ণময় তালতরুসদৃশ ধ্বজযষ্ঠি ছেদন করিয়া বৃহৎকায় অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এইরূপে রথ-ধ্বজশূন্য ও অশ্ববিহীন হইলে মহাবীর বভ্রুবাহন অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে অবস্থানপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও পুত্রের সেই অসাধারণ পরাক্রমদর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া শরনিকরদ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাবলপরাক্রান্ত বভ্রুবাহন পিতাকে সংগ্রামে বিমুখ বোধ করিয়া আশীবিষতুল্য শরনিকরদ্বারা তাঁহাকে নিপীড়নপূর্ব্বক বালসুলভ [বালকোচিত চাঞ্চল্যহেতু] চপলতানিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ে এক সুপুঙ্খ [পাখাযুক্ত] নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণে অর্জ্জুনের মর্ম্মভেদ হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয় মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা বভ্রুবাহন ইতিপূর্ব্বে বহু পরিশ্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনকে নিহত দর্শন করিবামাত্র তিনিও মোহাবিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

৮০তম অধ্যায়
অর্জ্জুনপতনে চিত্রাঙ্গদাবিলাপ--উলুপীতিরস্কার

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ও বভ্রুবাহন সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সমরভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া, মহীতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি সম্মুখে নাগরাজদুহিতা উলুপীকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "উলুপী! ঐ দেখ সমরবিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় আমার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ। তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। এই ত' তুমি পতিব্রতা! এই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! আজ তোমার নিমিত্তই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। যাহা হউক, যদি ধনঞ্জয় তোমার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি আমি বিনয়বাক্যে কহিতেছি, তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ উহার জীবনদান কর। হায়! পুত্রদ্বারা পতির বিনাশসাধন করিয়া তোমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তুমি ত্রিলোকমধ্যে ধার্ম্মিকা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ! সমরনিহত পুত্রের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, কিন্তু তুমি ঐ পুত্রদ্বারা যাহাকে আজ সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিয়াছ, আমি কেবল তাহারই নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি।"

শোকার্ত্তা চিত্রাঙ্গদা উলুপীকে এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! তুমি, কৌরবনাথ যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয়। এক্ষণে অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। এ সময় নিশ্চিন্ত হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান থাকা তোমার উচিত নহে। আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্বকে ত' মুক্ত করিয়া দিয়াছি। আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমি কত শত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলে?"

যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনরায় উলুপীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! ঐ দেখ, আমাদিগের পতি ধরাশয্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। তুমি পুত্রদ্বারা উঁহার বিনাশসাধন করিয়াও অনুতাপ করিতেছ না। আমি এই বালক বভ্রুবাহনের জীবন প্রার্থনা করিতেছি না, কেবল লোহিতলোচন ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত হউন, এই আমার প্রার্থনা। উনি বহুসংখ্যক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহার প্রতি অনাদর করিও না। বহু ভার্য্যা পরিগ্রহণ করা পুরুষদিগের দোষাবহ নহে। বিধাতাই পরিণয় কার্য্যের সংঘটন কর্ত্তা। তাঁহার নিয়মানুসারেই ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই পরিণয় সার্থক কর। আজ যদি তুমি এই পতিকে পুনরুজ্জীবিত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব।" শোকবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা উলুপীকে এই কথা কহিয়া বহুতর বিলাপ করিবার পর স্বামীর চরণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার মানসে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

স্বকৃত যুদ্ধে পিতৃপরাজয়ে বভ্রুবাহনের খেদ

ঐ সময় নরপতি বভ্রুবাহনের মোহ অপনীত হইলে, তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বীয় জননীকে সমরভূমিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! আজ আমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরবিজয়ী পিতাকে নিহত করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি! এই বীরপুরুষ সমরাঙ্গনে শয়ান হওয়াতে আমার জননী ইঁহার সহমৃতা হইবার মানসে ইঁহার সমীপে শয়ন করিয়াছেন। আজ যখন এই বিপুলবক্ষ মহাবাহু ধনঞ্জয়কে সমরে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আমার জননীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই উহা পাষাণময়। যখন এখনও আমার ও মাতার প্রাণবিয়োগ হইল না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলে কেহই প্রাণত্যাগ করিতে পারে না। আমি যখন পুত্র হইয়া স্বহস্তে পিতার বিনাশসাধন করিলাম, তখন আমাকে ধিক্! হায়! আজ কুরুবীর ধনঞ্জয়ের কাঞ্চনময় কবচ ভূতলে নিপতিত হইল। হে ব্রাহ্মণগণ! ঐ দেখুন, আমার পিতা অর্জ্জুন আজ মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। যেসকল ব্রাহ্মণ শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার কি শান্তি করিলেন? যাহা হউক, এক্ষণে এই নৃশংস পিতৃঘাতক দুরাত্মাকে আজ কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ শীঘ্র তাহার আদেশ করুন। অথবা এক্ষণে এই মৃত পিতার, চর্ম্মে সংবীত [আবৃত] হইয়া ইহার মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশবৎসর পরিভ্রমণ ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে নাগনন্দিনী উলুপী! আজ আমি অর্জ্জুনকে সমরে নিহত করিয়া তোমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে আমি আর প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না, অচিরাৎ পিতৃনিষেবিত পদবীতে [পিতার ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিব] পদার্পণ করিব। তুমি আমাকে গাণ্ডীবধন্বার সহিত কলেবর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদ অনুভব কর।"

মহারাজ! বভ্রুবাহন এইরূপ অনুতাপ করিয়া দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, "হে চরাচর ভূতগণ! হে ভুজগনন্দিনী! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে, যদি আজ আমার পিতা ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত না হয়েন, তাহা হইলে আমি

নিশ্চয়ই আজ এই সমরভূমিতে স্বীয় কলেরর শোষণ করিব। আমি পিতৃঘাতক; আমার নিষ্কৃতি কুত্রাপি নাই। আমাকে নিশ্চয়ই এই পিতৃবধনিবন্ধন ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। একজন সামান্য ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিলে একশত গোদানদ্বারা ঐ পাপ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করা যায়; কিন্তু পিতাকে বিনাশ করিলে কিছুতেই ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যখন আমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, পরম ধার্ম্মিক পিতা ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়াছি; তখন কখনই আমার নিষ্কৃতিলাভ হইবে না।”

উলূপীমায়ামোহিত অর্জ্জুনের মোহাপনোদন

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিয়া, পিতার শোকে একান্ত কাতর হইয়া আচমনপূর্ব্বক মাতার সহিত প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন নাগরাজকন্যা উলূপী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর ও প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবনমণি চিন্তা করিলেন। উলূপী চিন্তা করিবামাত্র ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী উহা গ্রহণপূর্ব্বক সৈনিকদিগের সমক্ষে বভ্রুবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস! শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। অর্জ্জুনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উহাকে পরাজিত করিতে পারেন না। তোমার পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই এই মায়াবিস্তার করিয়াছি। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করিয়াছিলাম। বৎস! তুমি এই বিষয়ে অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা করিও না। মহাত্মা ধনঞ্জয় শাশ্বত পুরাতন ঋষি। রণস্থলে ইন্দ্রও উঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। আমি এই দিব্যমণি সমানীত করিয়াছি। এই মণিপ্রভাবেই মৃতপন্নগেন্দ্রগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া থাকেন। তুমি এই মণি গ্রহণপূর্ব্বক তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর; তাহা হইলে উহাকে পুনরুজ্জীবিত দর্শন করিবে।”

উলূপী এই কথা কহিলে, অমিতপরাক্রম মহারাজ বভ্রুবাহন মহা আহ্লাদে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে সেই দিব্যমণি সংস্থাপিত করিলেন। মণি বিন্যস্ত হইবামাত্র মহাবীর অর্জ্জুন পুরুজ্জীবিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিতে করিতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতাকে উত্থিত অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন দুন্দুভিসকল তাড়িত না হইয়াও শব্দায়মান হইয়া উঠিল এবং সাধুবাদশব্দে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর শোককৃশা চিত্রাঙ্গদা এবং পন্নগনন্দিনী উলূপী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র বভ্রুবাহনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! আজ আমি সমরভূমিস্থ সমুদয় লোককে হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ান্বিত দেখিতেছি কেন? আর তোমার জননী চিত্রাঙ্গদা ও নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীই বা কি নিমিত্ত এই সমরভূমিতে সমাগত হইয়াছেন? আমি এইমাত্র অবগত আছি যে, তুমি আমার আদেশানুসারে এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু কামিনীগণের এ স্থলে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? ইহা আমি অবগত নহি। অতএব তুমি আমার নিকট উহার কারণ ব্যক্ত করিয়া বল।” মহাবীর ধনঞ্জয়

এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা বভ্রুবাহন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “পিতঃ! আপনি জননী উলুপীকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন।”

৮১তম অধ্যায়

উলুপীর মুখে অর্জ্জুনের পরাজয়কারণ-প্রকাশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নাগকন্যা উলুপীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত এই সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছ, আর বভ্রুবাহন-জননী চিত্রাঙ্গদাই বা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তুমি কি আমার অথবা বৎস বভ্রুবাহনের মঙ্গলকামনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছ? আমি বা আমার পুত্র বভ্রুবাহন আমরা কেহ ত’ অজ্ঞানবশতঃ তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই? তোমার সপত্নী রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন?”

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে নাগেন্দ্রদুহিতা উলুপী হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, “নাথ! আপনি আমার নিকট কোন অপরাধেই অপরাধী নহেন এবং বৎস বভ্রুবাহন ও উহার জননী চিত্রাঙ্গদাও আমার নিকট কোন অপরাধ করেন নাই। প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বদা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পরামর্শানুসারে বভ্রুবাহন আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে পরাজিত করিয়াছিল বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনার হিতসাধনার্থই বভ্রুবাহনকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনি শিখণ্ডীর সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা শান্তনুতনয়কে সংহারপুর্ব্বক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; যদি ঐ পাপের শান্তি না হইতে হইতেই আপনার প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতেন। এক্ষণে আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ বিনষ্ট হইল। অতঃপর আর আপনাকে নরকগামী হইতে হইবে না। পুর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপশান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

“শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামশায়ী হইলে সমুদয় দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে গমন ও স্নান করিয়া ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘দেবি! মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে বিরত হইলে সব্যসাচী অর্জ্জুন অন্য ব্যক্তিকে সহায় করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আজ আমরা উহাকে শাপ প্রদান করি।’ বসুগণ এই কথা কহিলে ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ঐ সময়ে আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম; বসুগণ আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছেন, দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে পিতৃভবনে প্রবেশপুর্ব্বক পিতার নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতা আমার মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্র নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া বসুদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক বারংবার আপনার

মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বসুগণ ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'নাগরাজ! অর্জ্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন উহাকে সংগ্রামস্থলে শরনিকরে নিপাতিত করিলেই তাঁহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।'

"বসুগণ এই কথা কহিলে আমার পিতা তাঁহাদিগের এই বাক্য-শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বীয় ভবনে আগমনপূর্ব্বক আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিলেন। আমি সেই নিমিত্তই এক্ষণে বভ্রুবাহনকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম। বোধ হয়, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আপনি ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত না হইলে নিশ্চয় আপনাকে নরকভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আপনি বভ্রুবাহনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। পুত্র আত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলেন।"

পত্নী-পুত্রের সম্ভাষণান্তে অর্জ্জুনের প্রস্থান

নাগনন্দিনী উলুপী এই কথা কহিলে মহাত্মা ধনঞ্জয় প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মহোপকার করিয়াছ।" এই বলিয়া তিনি উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার সমক্ষে মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! মহাত্মা যুধিষ্ঠির আগামী চৈত্র পুর্ণিমাতে অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। ঐ দিবস তুমি তোমার মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলুপীকে লইয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিও।"

তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন অশ্রুপূর্ণনয়নে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অশ্বমেধযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত হইব। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার মাতা ও বিমাতার সহিত আপনার এই মণিপুরের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আজিকার রাত্রি অতিবাহিত করুন। কল্য প্রাতে অশ্বের অনুসরণ করিবেন।"

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিলে, মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমাকে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হইতেছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আমার এই যজ্ঞীয় অশ্ব-ইচ্ছানুসারে নানা স্থানে বিচরণ করিতেছে। এ যে স্থলে গমন করিবে, আমাকে সেই স্থানেই গমন করিতে হইবে; সুতরাং আজ আমি কোনক্রমেই তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। এক্ষণে তোমার মঙ্গললাভ হউক; আমি চলিলাম।" মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রকে এই কথা কহিয়া তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রিয়তমা উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করলেন।

৮২তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক হস্তিনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে করিতে সহসা মগধপুরে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন করিলেন। তখন মগধাধিপতি সহদেবতনয় মেঘসন্ধি ঐ যজ্ঞীয় অশ্ব স্বীয় অধিকারমধ্যে সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র রথারোহণ ও সশরশাসন ধারণপূর্ব্বক পুর হইতে নির্গত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বালস্বভাবসুলভ চপলতানিবন্ধন ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “পাণ্ডুনন্দন! তোমার এই যজ্ঞীয় অশ্বকে অবলাজনকর্ত্তৃক রক্ষিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আমি আজ অবলীলাক্রমে ইহাকে অপহরণ করিব, তুমি ইহার মোচনবিষয়ে যত্নবান হও। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আমি আজ সমরাঙ্গনে তোমার উপর যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিব। এক্ষণে আমি তোমাকে অস্ত্রপ্রহার করিতেছি, তুমি আমাকে অস্ত্রপ্রহার কর।”

বলদর্পিত মেঘসন্ধি এই কথা কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “রাজন্! যাহারা আমার অশ্ব গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিব, জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির আমাকে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, উহা তোমারও অবিদিত নাই। এক্ষণে তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপর অস্ত্র প্রহার কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি।”

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ মগধরাজ মেঘসন্ধি ধনঞ্জয়ের উপর সহস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনও গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে মগধরাজের সেই শরসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক সদয়হৃদয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে শরাঘাত না করিয়া তাঁহার ধ্বজ, পতাকা, রথ, যন্ত্র ও অশ্বের উপর প্রদীপ্তাস্যসম্পন্ন [জ্বলিত বদনযুক্ত—বিষজ্বালায় অগ্নিতুল্য মুখ] পন্নগের ন্যায় শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় অনুগ্রহ করিয়া মেঘসন্ধিকে কলেবরে রক্ষা করিলে, তিনি স্বীয় বাহুবলে উহা রক্ষিত হইল বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কপিকেতন [বানরধ্বজ অর্জ্জুন] তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত আহত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন এতাবৎকাল মেঘসন্ধিকে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করেন নাই বলিয়াই সহদেবতনয় তাঁহার সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার উপর অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিলেও তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হয়েন নাই। কিন্তু এক্ষণে তিনি সেই বালককে বারংবার অত্যাচার করিতে দেখিয়া আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণপুর্ব্বক শরনিক্ষেপ করিয়া এককালে তাঁহার অশ্বগণের প্রাণসংহার, সারথির মস্তকচ্ছেদন, শরাসনকর্ত্তন এবং শরামুষ্টি ধ্বজ পতাকাসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মগধরাজ মেঘসন্ধি এইরূপে অশ্ব, সারথি ও শাসনবিহীন হইয়া সুবর্ণময় গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাকে গদাগ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া, অচিরাৎ সেই গদার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। গদা অর্জ্জুনের সেই ভীষণ শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূজঙ্গিনীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ধীমান ধনঞ্জয় মগধপতিকে রথ, শরাসন ও গদাবিহীন দেখিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিতে সম্মত হইলেন না; প্রত্যুত তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "তুমি বালক হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তোমার পক্ষে উহা যথেষ্ট হইয়াছে; অতএব এক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে নরপতিদিগকে সংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন; এই নিমিত্তই তুমি অপরাধী হইলেও আমি তোমাকে বিনাশ করিলাম না।"

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মগধপতি মেঘসন্ধি আপনাকে পরাজিত বিবেচনা করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম; আর আমার যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই। এক্ষণে আমাকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে, হইবে, তাহা আদেশ করুন।" তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! তুমি চৈত্রী-পূর্ণিমাতে নরপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইবে।" মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে মগধরাজকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব পুনরায় সমুদ্রতীর দিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশলদেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও স্বীয় গাণ্ডীবধনুপ্রভাবে বঙ্গাদিদেশীয় ম্লেচ্ছদিগকে ক্রমশঃ পরাস্ত করিতে লাগিলেন।

৮৩তম অধ্যায়
চেদী-আদি বিবিধ দেশ জয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বের অনুসরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই কামচারী তুরঙ্গম দক্ষিণদিক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইতস্ততঃ নানা দেশ বিচরণ করিতে করিতে রমণীয় চেদীদেশে সমুপস্থিত হইল। তখন শিশুপালপুত্র মহারাজ শরভ প্রথমে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তৎপরে ঐ অশ্ব ক্রমে ক্রমে কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত ও তঙ্গণদেশে গমন করিল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার সহিত সেই দেশে গমনপূর্ব্বক ভূপতিদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মানলাভ করিলেন।

অনন্তর তিনি সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে দশার্ণদেশে সমুপস্থিত হইলেন। দশাণাধিপতি মহাবীর চিত্রাঙ্গদ তাঁহাকে অধিকারমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া তাহার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাকে অচিরাৎ পরাজিত করিয়া নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি মহারাজ একলব্যের পুত্র অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিষাদগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন

মহাবীর অর্জ্জুন সেই নিষাদরাজ-তনয়কে বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে তাঁহার অনুচরগণের সহিত পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ সাগরের তীর দিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রাবিড়, অন্ধ, মহিষক ও কোল্বগিরিনিবাসী বীরগণ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন তিনি তাঁহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারাকানগরে সমুপস্থিত হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত দ্বারকায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র যদুবংশীয় বালকগণ যুদ্ধার্থী হইয়া সেই অশ্ব ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন বৃষ্ণ্যন্ধকপতি মহাত্মা উগ্রসেন ধনঞ্জয়ের সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সেই বালকগণকে নিবারণপূর্ব্বক বসুদেবসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া প্রীতমনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন মহাত্মা উগ্রসেন ও মাতুল বসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই অশ্ব ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের পশ্চিমকূল ও পঞ্চনদপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে গান্ধারদেশে সমুপস্থিত হইল।

৮৪তম অধ্যায়
শকুনিতনয়ের পরাভব—গান্ধারজয়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন শকুনির পুত্র মহারথ গান্ধাররাজ অর্জ্জুনকে অধিকারমধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে চতুরঙ্গিণী সেনাসমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকা উড্ডীন করিয়া ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গান্ধারনগরে যেসমুদয় যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শকুনির বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শরাসনধারণপূর্ব্বক পাণ্ডুতনয়ের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাবে যুধিষ্ঠিরের বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন, কিন্তু উঁহারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অশ্বকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অম্লানবদনে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শাণিতক্ষুরদ্বারা তাঁহাদিগের শিরচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর গান্ধারদেশীয় যোধগণ তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শাণিতশরনিকরে তাঁহাদের অনেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে গান্ধারদেশীয় যোধগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও নিহত হইলে শকুনিনন্দন স্বয়ং অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারপতিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “গান্ধাররাজ! মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে সংগ্রামে ভূপতিদিগের প্রাণসংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আজ তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হও।”

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, গান্ধারপতি অজ্ঞানবশতঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া অর্ধচন্দ্রাকার বাণদ্বারা গান্ধারপতির মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ অপনীত করিলেন। শিরস্ত্রাণ পার্থশরে অপনীত হইয়া জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় বহুদূরে নিপতিত হইল। গান্ধারদেশীয় বীরগণ ঐ ব্যাপার-দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জ্জুন রাজা বলিয়া গান্ধারপতির প্রাণসংহার করিলেন না। তখন গান্ধাররাজ পার্থের সেই অসাধারণ কার্য্যদর্শনে যারপরনাই শঙ্কিত হইয়া যোধগণের সহিত সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গান্ধারগণকে বেগে পলায়ন করিতে দেখিয়া নতপর্ব্বভল্লদ্বারা তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় অনেকানেক বীর নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে পলায়ন করিতে করিতে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরদ্বারা আপনাদিগের বাহুসমুদয় ছিন্ন হইলেও তাহা অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই চতুরঙ্গ গান্ধারসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া বারংবার সংগ্রামস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; কেহই অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুনের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না।

এইরূপে গান্ধারসৈন্যগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও নিঃশেষিতপ্রায় হইলে গান্ধাররাজ শকুনিতনয়ের জননী অর্দ্ধহস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া সত্বর

সংগ্রামস্থলে আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় মাতুলানীকে [মামীকে] সমরাঙ্গনে সমাগত দেখিয়া প্রযত্নসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া শকুনিনন্দনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যখন আমার সহিত তোমার ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তখন তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য কর নাই। আমি কেবল জননী গান্ধারী ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়াই তোমাকে বিনাশ করিলাম না। যাহা হউক, তোমার এইরূপ বুদ্ধি যেন আর কদাচ উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির চৈত্রী-পূর্ণিমাতে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ দিবস হস্তিনানগরে গমন করিও।"

৮৫তম অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রত্যাগমন—যজ্ঞস্থাননির্ম্মাণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন শকুনির পুত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় সেই কামবিহারী অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ অশ্ব ক্রমশঃ হস্তিনাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরগণের নিকট অশ্বের আগমন ও অর্জ্জুনের কুশলবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। গান্ধারাদি দেশে অর্জ্জুনের সহিত যেসমুদয় যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, ঐ সময় তৎসমুদয় তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট নক্ষত্রযুক্ত মাঘী-দ্বাদশীতে ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে আপনার সমীপে সমানীত করিয়া বৃকোদরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আমি চরমুখে শুনিলাম, তোমার অনুজ অর্জ্জুন অশ্বের সহিত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিতেছেন। মাঘীপূর্ণিমা আগত প্রায়; মাঘমাসও নিঃশেষিত হইল। যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক দিন বিলম্ব নাই; অশ্বও এক্ষণে নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে আদেশ কর।"

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনের আগমনবৃত্তান্ত-শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞতম স্থপতিদিগের সহিত যজ্ঞভূমি দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণগণের মতানুসারে একখণ্ড বৃহৎ ভূমি মনোনীত করিয়া উহার মধ্যে যজ্ঞকার্য্যের উপযুক্ত স্থান বিশুদ্ধ কাঞ্চনদ্বারা মণ্ডিত করাইলেন। তৎপরে স্থপতিগণ তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ঐ ভূমির অন্যান্য স্থানে বিবিধ রত্নবিভূষিত মণিময় কুট্টিম[চাতাল]যুক্ত শত শত প্রাসাদ, কনকময় বিচিত্র স্তম্ভ, বৃহৎ তোরণ এবং অন্তঃপুরচারিণী কামিনী, নানা দেশসমাগত নরপতি ও ব্রাহ্মণগণের বাসোপযোগী গৃহসমুদয় প্রস্তুত করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রিত নরপতিগণের আগমন—অভ্যর্থনা

সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, মহাত্মা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে নরপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নরপতিগণও ধর্ম্মরাজের হিতসাধনার্থ বিবিধ রত্ন, স্ত্রী, অশ্ব ও

আয়ুধ লইয়া হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল নরপতি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলে উঁহাদের শিবিরমধ্যে সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় ঘোরতর গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত নরপতিদিগের নিমিত্ত অন্ন, পানীয় ও অলোকসামান্য শয্যা এবং বাহনদিগের নিমিত্ত ধান্য, ইক্ষু ও গোরসপরিপূর্ণ বিবিধ গৃহসকল প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর বেদবিদ্যাসম্পন্ন বহুসংখ্যক মুনি ও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের আবাসস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। ঐ সময় স্থপতি ও অন্যান্য শিল্পিগণ যজ্ঞোপকরণসমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট নিবেদন করিল। ধর্ম্মরাজ উহা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন।

নৃপতিগণের সভারোহণ

এইরূপে সেই অশ্বমেধযজ্ঞের সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে হেতুবাদনিরত বাগ্মিগণ সভায় উপবেশনপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পরাজয়বাসনায় নানাপ্রকার হেতু প্রদর্শন করিয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং সমাগত নৃপতিগণ সেই ভীমসেনবিহিত যজ্ঞভূমির উপকরণসমুদয় দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞভূমির কোন স্থানে কনকময় বিচিত্র তোরণ, কোন স্থানে বিবিধ শয্যা, আসন ও বিহারসামগ্রী, কোন স্থানে জনতা, কোন স্থানে সুবর্ণময় ঘট, কটাহ [কড়া], কলস ও শরাব [শরা], কোন স্থানে সুবর্ণ বিভূষিত দারুময় [কাষ্ঠময়] যূপ, কোন স্থানে স্থলজাত ও জলজাত জন্তুসমুদয়, কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গম [পক্ষী], কোন স্থানে বৃদ্ধা স্ত্রী-সমুদয় এবং কোন স্থানে উদ্ভিজ [বৃক্ষ] ও নানাপ্রকার পর্ব্বতজ প্রাণীসমুদয় দর্শনে নরপতিগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় তত্রত্য সকল ব্যক্তিই মনে করিতে লাগিলেন যে, বুঝি সমুদয় জম্বুদ্বীপ এই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের আহারসামগ্রীর কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না। চতুর্দ্দিকে অন্নের পর্ব্বত, ঘৃত ও দধির নদী এবং রাশি রাশি অন্যান্য রাজভোগ্য সামগ্রীসমুদয় বিদ্যমান ছিল। সুবর্ণমাল্যধারী মণিকুণ্ডলমণ্ডিত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র পাত্রসমুদয়ে সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন সমাপন হইলে, এক একবার দুন্দুভিধ্বনি [স্বর্গস্থ ঢাকের বাদ্য] হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন যে কত শতবার দুন্দুভিধ্বনি হইল, তাহার সংখ্যা নাই।

৮৬তম অধ্যায়

অর্জ্জুনাগমনে কৃষ্ণের যজ্ঞ-বিষয়ক আশ্বাসবাণী

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভূপালগণকে সমাগত দেখিয়া, ভীমসেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! এই দেখ, পূজা পার্থিবগণ

আমার যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন; অতএব তুমি তাঁহাদের যথাবিধি সৎকার কর।” ধর্ম্মরাজ এইরূপ অনুজ্ঞা করিবামাত্র মহাত্মা ভীমসেন নকুল ও সহদেবসমভিব্যাহারে অভ্যাগত ভূপতিদিগের যথাযযাগ্য সম্মান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ বাসুদেব বলদেবকে অগ্রসর করিয়া যুযুধান, প্রদ্যুম্ন, গদ, নিশঠ, কৃতবর্ম্মা ও শাম্ব প্রভৃতি বৃষ্ণিগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ ভীমসেন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। তাঁহারও যথোচিত সৎকৃত হইয়া রত্নবিভূষিত গৃহসমুদয়ে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! অর্জ্জুন নানা স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অশ্বের সহিত প্রত্যাগমন করিতেছে।” ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! একজন দ্বারকাবাসী পুরুষের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সে আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক উহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছে। অতএব আপনি চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে অশ্বমেধ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।”

বাসুদেব এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন যে কুশলে প্রত্যাগমন করিতেছে, ইহা পরমসৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে সে যদি আমাদিগকে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া থাকে, তবে তাহা ব্যক্ত কর।”

তখন বাসুদেব কহিলেন, “মহারাজ! সেই দ্বারকাবাসী দূত আমার নিকট সমাগত হইয়া অর্জ্জুনের অন্যান্য বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “ভগবন্! মহাত্মা ধনঞ্জয় কহিয়াছেন যে, সময়ক্রমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও উপদেশ প্রদান করা দোষাবহ নহে; অতএব আমি তাঁহাকে কহিতেছি যে, যেসমুদয় নিমন্ত্রিত ভূপতি অশ্বমেধযজ্ঞে সমুপস্থিত হইবেন, তিনি যেন তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করেন। পূর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞে অর্ঘ্যপ্রদানকালে যেরূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সেইরূপ দুর্ঘটনায় প্রজাগণের ক্ষয় না হয়। মহাত্মা মধুসূদন যেন স্বয়ং এই বিষয়ে সম্মত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সাবধান করিয়া দেন। আর আমার পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন যখন আমাদিগের যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মরাজ যেন আমার অনুরোধে তাহাকে সমধিক সমাদর করেন। সে সর্ব্বদা আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে যারপরনাই ভক্তি করিয়া থাকে।”

৮৭তম অধ্যায়
অর্জ্জুনের আজন্মভ্রমণক্লেশের কারণকথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আহ্লাদিতচিত্তে সেই বাক্যে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বাসুদেব! তোমার অমৃতময় প্রিয়বাক্য-শ্রবণে আমার চিত্ত প্রফুল্লিত হইল। যাহা হউক,

এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া অনেকানেক নরপতির সহিত পুনরায় অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া আমার মনে এই চিন্তা জন্মিয়াছে যে, কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে প্রতিনিয়ত এতাদৃশ দুঃখভোগ করিতে হয়? তাহার সেই সুলক্ষণাক্রান্ত শরীরমধ্যে কি এমন কোন অশুভলক্ষণ। বিদ্যমান আছে যে, তন্নিবন্ধন তাঁহাকে নিয়ত এতাদৃশ কষ্টভোগ করিতে হয়? আমি ত' একাল পর্য্যন্ত তাহার গাত্রে কোন অশুভ লক্ষণ দর্শন করি নাই। এক্ষণে যে কারণে ধনঞ্জয়কে বারংবার বহুতর কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, যদি আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিবার কোন বাধা না থাকে তাহা হইল ব্যক্ত কর।"

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভোজবংশাবতংস মহাত্মা হৃষীকেশ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! অর্জ্জুনের পিণ্ডিকাদ্বয় কিঞ্চিৎ মাংসল, ইহা ব্যতীত আর আমি উহার কোন অশুভ লক্ষণ দেখিতেছি না। ঐ পিণ্ডিকাদ্বয়ের স্থূলতানিবন্ধন অর্জ্জুন নিয়ত পথভ্রমণ করিয়া থাকে।" মহাত্মা মধুসুদন এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। ঐ সময় দ্রৌপদী অসূয়াপ্রকাশপূর্ব্বক তির্য্যগভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুনের সখা মহাত্মা হৃষীকেশও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার সেই প্রণয়দৃষ্টিপাত প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরব ও তত্রত্য যাজকগণও অর্জ্জুনের ঐ কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

অশ্বসহ অর্জ্জুনের যজ্ঞভূমিতে আগমন

এইরূপে সকলে ধনঞ্জয়ের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা অর্জ্জুনের এক দূত তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া নগর সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া সেই প্রিয় সংবাদদাতা দূতকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে কৌরবধুরন্ধর মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া নগরমধ্যে আগমন করিতে আরম্ভ করিলে, উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সেই যজ্ঞীয় অশ্বের পদরেণু উত্থিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। তখন পুরবাসী লোকসমুদয় মহা আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ধনঞ্জয়! আমার সৌভাগ্যবশতঃ আজ আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিতে দেখিলাম। আজ মহারাজ যুধিষ্ঠির ধন্য হইলেন। আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি পৃথিবীস্থ ভূপাল সমুদয়কে পরাজিত করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারে? সগর প্রভৃতি যে সমুদয় মহাত্মা মহীপতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও এরূপ অদ্ভুত কার্য্য আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং পরে যেসমুদয় ভূপতি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনার ন্যায় এইরূপ দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কদাচ সমর্থ হইবেন না।"

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় হস্তিনাবাসী প্রজাগণের মুখে এইরূপে শ্রুতিসুখকর প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া অমাত্যগণসমভিব্যাহারে প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ

ধনঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের চরণবন্দনপূর্ব্বক পশ্চাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে যথাবিধি অভিবাদন এবং বাসুদেব, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মণিপুরাধিপতি মহারাজ বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলুপীর সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য বৃদ্ধ কৌরব ও অন্যান্য ভূপতিদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

৮৮তম অধ্যায়

মাতৃদ্বয়সহ বভ্রুবাহন-আগমন—পাণ্ডব-প্রীতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর ভবনে প্রবেশ করিয়া বিনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তাঁহার জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলুপী উভয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরবকামিনীগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও যদুবীরদিগের বনিতাগণ তাঁহাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং মনস্বিনী কুন্তী অর্জ্জুনের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট শয্যা ও আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী এইরূপে শ্বশ্রূকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর গৃহ হইতে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকট গমন ও তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ স্নেহভাবে প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর বভ্রুবাহন প্রদ্যুম্নের ন্যায় বিনীতভাবে বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক হেমখচিতদিব্যাশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিলেন।

ব্যাসের আগমন—যজ্ঞ-আরম্ভ

অনন্তর তৃতীয় দিবসে সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! যাজকেরা কহিতেছেন, এক্ষণে যজ্ঞীয় মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আজ অবধি তুমি অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ কর। তোমার এই যজ্ঞের যেন কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়। এই যজ্ঞ বহুসুবর্ণ যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞের প্রধান কারণ। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণগণকে তিন-গুণ দক্ষিণা প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে তিন-গুণ দক্ষিণা দান করিলে, তোমার তিন অশ্বমেধের ফললাভ ও জ্ঞাতিবধজনিত সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অশ্বমেধযজ্ঞান্তে স্নান করিলে যারপরনাই পবিত্রতা লাভ করা যায়।"

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ দিনই দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞনিপুণ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধযজ্ঞ

আরম্ভ করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কোন কার্য্যই স্খলিত বা অননুষ্ঠিত হইল না। সকল কার্য্যই যথাক্রমে সম্পাদিত হইতে লাগিল। যজ্ঞকার্য্যনিযুক্ত বিপ্রগণ যথাবিধি বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন করিয়া শাস্ত্রানুসারে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের মধ্যে কেহই অল্পজ্ঞান ছিলেন না। সদস্যেরা সকলেই ষড়ঙ্গবেত্তা, ব্রতপরায়ণ, চরিতব্রহ্মচর্য্য ও তর্কবিতর্ক-সুনিপুণ ছিলেন। এইরূপে সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মহাবীর ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে প্রতিদিন সেই ভোজনার্থীদিগকে অনবরত ভোজন করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ যজ্ঞদর্শনার্থ যেসকল লোক সমাগত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহই কৃপণ, দরিদ্র, ক্ষুধিত, দুঃখিত বা প্রাকৃত [বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধি] বলিয়া লক্ষিত হয় নাই।

অনন্তর ঘূপ উচ্ছ্রিত করিবার সময় সমুপস্থিত হইলে যাজকগণকর্ত্তৃক যজ্ঞভূমিতে ছয়টি বিশ্বনির্ম্মিত, ছয়টি খদিরনির্ম্মিত, ছয়টি পলাশনির্ম্মিত, দুইটি দেবদারুনির্ম্মিত ও একটি শ্লেষ্মাতক[শ্লেষ্মাতক বৃক্ষনির্ম্মিত]-নির্ম্মিত ঘূপ সমুচ্ছ্রিত হইল। তখন ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে শোভার নিমিত্ত তথায় অসংখ্য কাঞ্চনময় যূপ সংস্থাপিত করিলেন। ঐ সমুদয় যূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে যাজকেরা তথায় কাঞ্চনময় ইষ্টকদ্বারা এক অষ্টাদশ হস্ত পরিমিত, চারি স্তবকে সুসজ্জিত, ত্রিকোণযুক্ত, গরুড়াকার স্থণ্ডিল [যজ্ঞীয় মণ্ডপ] প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ দ্বারা উহার পক্ষদ্বয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক চয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ওই চয়নকার্য্য দক্ষ প্রজাপতির চয়নকার্য্যের ন্যায় সুসম্পন্ন হইল। তখন মনীষী ঋত্বিকগণ [ব্রতী পুরোহিতগণ] শাস্ত্রানুসারে নানা দেবতার উদ্দেশ্যে নানাবিধ পক্ষী, বৃষ ও জলচরসমুদয়কে সংস্থাপন করিয়া যূপ-সমুদয়ে তিন শত পশুর সহিত সেই অশ্বকে নিবদ্ধ করিলেন।

ঐ সময় ধর্ম্মরাজের সেই যজ্ঞভূমি দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিম্পুরুষ, কিন্নর, সিদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণেতা ব্যাসশিষ্যগণ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া নানা শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্যাবসানে নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীতদ্বারা ব্রাহ্মণগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।

৮৯তম অধ্যায়

অশ্বমেধসমাপ্তি—দক্ষিণদানে দ্বিজাতি-সন্তোষ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদয় পশু পাক করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের মহিষী শ্রদ্ধাদিগুণসম্পন্না দ্রৌপদী ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে সেই তুরঙ্গমের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ যথাশাস্ত্র সেই অশ্বের হৃদয়ের মেদ গ্রহণ করিয়া উহা পাক করিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উহার সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যোড়শজন ঋত্বিক সেই অশ্বের অবশিষ্ট অঙ্গসমুদয় লইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই

অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে, ভগবান বেদব্যাস শিষ্যগণসমভিব্যাহারে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সহস্রকোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং বেদব্যাসকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আমি তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়া পুনরায় উহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মণেরা ধনেরই অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি আমাকে পৃথিবীর পরিবর্ত্তে ধন দান কর।”

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদয় ভূপতিদিগের সমক্ষে ঋত্বিগণকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, “হে বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধযজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা-দান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত এক্ষণে এই অর্জ্জুননির্জ্জিত ধরণী আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি, আপনারা চাতুর্হোত্র-যজ্ঞের বিধানানুসারে ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করুন। আমি এক্ষণে অরণ্যে প্রবেশ করিব। ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবগণও ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। তখন সভাস্থ সমুদয় লোকের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আকাশমণ্ডলে বারংবার সাধুবাদ শ্রুত হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া হর্ষসূচক শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আমি তোমার দত্ত পৃথিবীকে তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি উহা গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দান কর।”

ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা কহিতেছেন, আপনি তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।” তখন ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের বাক্যে ভ্রাতৃগণের সহিত ঋত্বিকগণের উদ্দেশে বারংবার তিনগুণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত সেই ধনসমুদয় চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ঋত্বিকদিগকে প্রদান করিলেন।

প্রভূত দক্ষিণাদানে পুরোহিত-পরিতোষসাধন

এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিকগণকে পৃথিবীদানের পরিবর্ত্তে সুবর্ণরাশি প্রদানপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঋত্বিকগণ সেই সুবর্ণরাশি বিভাগ করিয়া উৎসাহসহকারে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যেসমুদয় অলঙ্কার, তোরণ, যূপ, ঘট, পাত্র ও ইষ্টক [সোনার ইট] বিদ্যমান ছিল, ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদয়ও বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ধন গ্রহণ করিবার পর সেই স্থানে যেসমুদয় সুবর্ণময় পাত্র অবশিষ্ট রহিল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণকর্ত্তৃক তৎসমুদয় গৃহীত হইল। ফলতঃ ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, তদনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর কেহই করিতে পারিবেন না।

সমাগত নৃপতিগণের বিদায়

এইরূপে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়া প্রীতমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান বেদব্যাস আপনার অংশ কুন্তীকে প্রদান করিলেন। মহানুভবা কুন্তী শ্বশুরের নিকট সেই প্রভূত সুবর্ণ লাভ করিয়া প্রীতমনে তাহা দ্বারা বিবিধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞান্তস্নান সমাপন করিয়া দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন সমাগত ভূপালগণ সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ সেই নানাদিগদেশাগত নৃপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণমধ্যবর্ত্তী গ্রহসমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরপতিদিগকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন ও স্ত্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি মহারাজ বভ্রুবাহনকে পরমসমাদরে আপনার সমীপে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিয়া মণিপুরে গমন করিতে অনুমতি এবং ভগিনী দুঃশলার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার বালক পৌত্রকে সিন্ধুরাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন[2]।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব, বলদেব ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট যথোচিত সৎকৃত ও সমাদৃত হইয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকাগমনমানসে হস্তিনা হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমুদয় ভূপতি বিদায় হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত মহা আহ্লাদে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধযজ্ঞ হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞস্থলে ধনরত্নের পরিসীমা ছিল না। ঐ স্থানে সুরার সাগর, ঘৃতের হ্রদ, অন্নের পর্ব্বত ও রসসমুদয়ের নদী প্রস্তুত হইয়াছিল। ওই যজ্ঞে কত শত লোক যে খাণ্ডব মিষ্টান্ন নির্ম্মাণ ও ভোজন করিয়াছিল এবং কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুবতী কামিনী এবং মত্ত ও প্রমত্ত ব্যক্তিগণ পরম আহ্লাদে নিরন্তর ওই যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছিল। মৃদঙ্গ ও শঙ্খনিনাদে ঐ স্থান একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তথায় ‘দান কর’, ‘ভোজন কর’ এই বাক্য ভিন্ন প্রায় আর কোন কথাই শ্রুতিগোচর হয় নাই; নানাদেশনিবাসী মানবগণ অদ্যাপি ঐ যজ্ঞের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন।

৯০তম অধ্যায়

নকুলমুখে অশ্বমেধের অপ্রশংসা

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকে, তবে আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধাবসানে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। আমি আপনার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধযজ্ঞে ব্রাহ্মণজাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব এবং দীন, দরিদ্র ও অন্ধগণের যথোচিত তৃপ্তিলাভ হইলে ধর্ম্মনন্দনের মহাদানের বিষয় দশদিকে প্রচারিত ও তাঁহার মস্তকে

পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে, এমন সময় এক নকুল গর্ব্বিতভাবে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। ঐ নকুলের চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক ও গাত্রের এক পার্শ্ব সুবর্ণময়। নকুল যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ বজ্রের ন্যায় গম্ভীরশব্দে পশুপক্ষিগণের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক পশ্চাৎ মনুষ্যবাক্যে ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে ভূপালগণ! এই অশ্বমেধযজ্ঞকে কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি বদান্য [কৃষক জমির ধান কাটিয়া লইয়া গেলে জমিতে যে দুই একটা ধানযুক্ত তৃণ থাকে, তাহার সংগ্রহদ্বারা জীবিকাকারী] ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ [১ প্রসৃতি-১ অঞ্জলি প্রমাণ।] সক্তু[ছাতু] দানের তুল্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না।"

নকুল গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাহার বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নকুল! তুমি কে এবং কোথা হইতে এই সাধুজনাকীর্ণ যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমার পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আমাদিগের বিদিত নাই। আমরা শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি। এই যজ্ঞে পূজাই মহাত্মারা যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতিসমুদয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির মাৎস্যবিহীন হইয়া বিবিধ দানদ্বারা ব্রাহ্মণগণের, ন্যায়যুদ্ধদ্বারা ক্ষত্রিয়গণের, পারণদ্বারা বৈশ্যগণের, অভিলষিত দানদ্বারা কামিনীগণের, অনুগ্রহদ্বারা শূদ্রগণের, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণের, ব্রাহ্মণাবশিষ্ট ধনরত্ন প্রদানদ্বারা অন্যান্য জাতীয় মানবগণের, শুদ্ধাচারদ্বারা জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের, পবিত্র হবনীয় বস্তুদ্বারা দেবগণের এবং রক্ষাদ্বারা শরণাগতগণের সন্তোষসাধন করিয়াছে। তবে তুমি কি নিমিত্ত এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমাকে দিব্যরূপসম্পন্ন ও সুবিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান হওয়াতে তোমার বাক্যে আমাদিগের অশ্রদ্ধা হইতেছে না, এই নিমিত্ত আমরা তোমায় বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি যে যে কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমুদয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন দরিদ্র অথচ বদান্য ব্রাহ্মণের অতিথিসেবা। ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে, নকুল হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে বিপ্রগণ! আমি গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকট মিথ্যা কথা কহি নাই। যথার্থই আপনাদের এই অশ্বমেধযজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সক্তুপ্রস্থ প্রদানের তুল্য নহে। এক্ষণে সেই বদান্য ব্রাহ্মণ যেরূপে স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং যেরূপে আমার এই অর্ধশরীর ও মস্তক সুবর্ণময় হইয়াছে, সেই অদ্ভুত বিষয় আপনাদিগের নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

'ইতিপূর্ব্বে অসংখ্য ধার্ম্মিকজনপরিপূর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পত্নী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিবারবর্গের সহিত ভোজন করিতেন; কোন কোন দিন তিনি ঐ সময়েও ভক্ষ্যলাভে সমর্থ হইতেন না; সুতরাং সেই সেই দিন তাহাকে পরিবারবর্গের সহিত উপবাসী থাকিয়া পরদিন ষষ্ঠভাগে আহার করিতে হইত।

"এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তথায় দারুণ দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় ঐ ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র সঞ্চিত বস্তু ছিল না এবং দেশীয় শস্যসমুদয়ও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত

হইয়া গেল, সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রায় প্রতিদিনই ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন উপবাসের পর একদা শুক্লপক্ষীয় মধ্যাহ্নসময়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চয়ার্থ নানাস্থানে বিচরণ করিলেন; কিন্তু উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা কোথাও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিলেন না; সুতরাং ঐ সময়েও তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত অতিকষ্টে প্রাণধারণ করিতে হইল।

"পরিশেষে ক্রমে ক্রমে দিবসের ষষ্ঠভাগ অতীত হইলে তিনি কোনক্রমে একপ্রস্থ যব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পরিবারগণ তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই যবদ্বারা সক্তু প্রস্তুত করিল।

"অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ জপ, আহ্নিক ও হোমক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সেই সক্তু বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাদিগের আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। বিশুদ্ধচিত্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তাঁহার নিকট আপনাদের গোত্র ও ব্রহ্মচর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে কুটীরমধ্যে আনয়ন করিলেন। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সমাগত অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, "ভগবন! আমি নিয়মানুসারে এই পবিত্র সক্তুলাভ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

"ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া অতিথিকে আপনার অংশ প্রদান করিলে, অতিথি অবিচারিতচিত্তে উহা ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু তদ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে অপরিতৃপ্ত দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে কিরূপে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই অতিথি ব্রাহ্মণকে আমার ভাগ প্রদান করুন। ইনি ইহা ভোজন করিলেই পরিতুষ্ট হইয়া গমন করিবেন, সন্দেহ নাই।

"পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ সেই অস্থিচর্ম্মবিশিষ্টা বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণীকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কীটপতঙ্গদিগেরও ভার্য্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি কিরূপে তোমার আহারসামগ্রী গ্রহণ করিব? পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীররক্ষা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃকার্য্যসমুদয়ই ভার্য্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে না পারে, তাহাকে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

"মহাত্মা ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আমাদিগের উভয়েরই ধর্ম্ম ও অর্থ একরূপ। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া এই সক্তু গ্রহণপূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন। স্ত্রীজাতির সত্য, রতি, ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয়সকলই পতির আয়ত্ত। পতিই স্ত্রীগণের পরমদেবতা। আপনি আমার রক্ষানিবন্ধন পতি, ভরণনিবন্ধন ভর্ত্তা ও পুত্রপ্রদাননিবন্ধন বরদ বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন। অতএব আমার এই সক্তু অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদানপূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করা আপনার

অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন আপনি স্বয়ং জরাগ্রস্ত, দুর্ব্বল ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বীয় ভাগ অতিথিকে প্রদান করিয়াছেন, তখন আমার ভাগ প্রদান করিবার বাধা কি?

“মনস্বিনী ব্রাহ্মণী এইরূপে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে আপনার অংশ অতিথিকে প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে, ব্রাহ্মণ পুলকিতচিত্তে সেই সক্তু গ্রহণপূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সক্তুগুলিও ভোজন করুন।’

তখন অতিথি ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই সক্তু গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহার তৃপ্তিলাভ হইলনা। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে পুনরায় নিতান্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন।

“তখন তাঁহার পুত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমার এই সক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করুন। আমার মতে এই সক্তু অতিথিকে প্রদানপূর্ব্বক আপনার প্রতিসাধন করা অপেক্ষা পুণ্যকর্ম্ম আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা যথোচিত যত্নসহকারে আপনাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুব্যক্তিরা সর্ব্বদা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। বৃদ্ধদশায় পিতাকে পালন করা যে পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আপনি এই সক্তুদ্বারা অতিথির তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া জীবিত থাকিলে, অনেক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা দেহিগণের পরমধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

“মহানুভব ব্রাহ্মণতনয় এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘বৎস! যদি তোমার সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম হয়, তথাপি তোমাকে আমার বালকের ন্যায় জ্ঞান হইবে। পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়া পুত্র হইতে অশেষ শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। বালকের ক্ষুধা অতিশয় বলবান্। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে অনাহারে প্রাণধারণ করা তাদৃশ কঠিন নহে। তুমি বালক, অতএব তোমার এই সক্তুলি অতিথিকে দান না করিয়া ভোজন করাই আবশ্যক। আমার বৃদ্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমাকে ক্ষুধায় তোমার ন্যায় ক্লেশভোগ করিতে হয় না এবং আমি দীর্ঘকাল তপানুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া মৃত্যুভয়েও নিতান্ত ভীত নহি।

“তখন ব্রাহ্মণকুমার পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার পুত্র। আপনাকে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনার আত্মস্বরূপ, সুতরাং আমাদ্বারা আত্মরক্ষা করিলে, আপনার আত্মদ্বারা আত্মরক্ষা করা হইবে। অতএব আপনি অচিরাৎ এ সক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদানপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করুন।

“ব্রাহ্মণকুমার এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় রূপবান্, সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয়। আমি অনেকবার তোমার সৎকার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার সক্তু গ্রহণ করিয়া, অতিথিকে প্রদান করিতেছি।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই পুত্রের ভাগ অম্লানবদনে অতিথি-ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। অতিথি-ব্রাহ্মণ সেই সক্তুলি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া যারপরনাই চিন্তাকুল হইলেন।

"তখন তাহার পবিত্রস্বভাবা পুত্রবধূ মহা-আহ্লাদিত চিত্তে স্বীয় সক্তুভাগ গ্রহণপূর্ব্বক শ্বশুরের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি এই সক্তুলি গ্রহণ করিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের সন্তোষনিবন্ধন আপনার পুত্র হইতে আমার গর্ভে সন্তানোৎপত্তি ও আপনার প্রসাদে আমার অক্ষয় লোকলাভ হইবে। আমার গর্ভে আপনার পৌত্র উৎপন্ন হইলে, সেই পৌত্রপ্রভাবে আপনি পবিত্রলোকে গমন করিতে পারিবেন। শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ [ধর্ম্ম, অর্থ, কাম] ও দক্ষিণ ইত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির [দক্ষিণ, আহবনীয়, গার্হপত্য] ন্যায় ত্রিবিধ স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ। ত্রিবিধ স্বর্গ পুত্র ও প্রপৌত্র প্রভাবেই লব্ধ হইয়া থাকে। পুত্রদ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় আর পৌত্র ও প্রপৌত্র দ্বারা সাধুনিষেবিত লোকসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।'

"সুশীলা পুত্রবধু এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! তুমি বায়ু ও রৌদ্রসেবনে নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গী ও বিবর্ণা এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতরা হইয়াছ। এ সময়ে আমি কিরূপে তোমার সক্তু গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিব? অতএব আমাকে সক্তু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা তোমার উচিত নহে। তুমি তপস্যায় অনুরক্তা ও ব্রতচারিণী, হইয়া প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন করিয়া থাক। আজ আমি তোমাকে অনাহারে কালহরণ করিতে দেখিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব? বিশেষতঃ তুমি বালিকা, ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে তোমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, অতএব এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

"ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমার গুরুর গুরু ও দেবতার দেবতা। এই নিমিত্তই আমি সক্তু প্রদান করিয়া আপনার হিতসাধনচেষ্টা করিতেছি। গুরুশুশ্রূষা করিলে দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্মসমুদয়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি প্রসন্ন হইলে আমার। উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ হইবে। এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও আপনার রক্ষণীয়া বিবেচনা করিয়া এই সক্তুগুলি গ্রহণপূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন।

"পুত্রবধু এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার ভক্তিসূচক বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার তুল্য সুশীলা ও ধর্ম্মনিরতা রমণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত। অতএব আমি তোমাকে বঞ্চনা না করিয়া তোমার সক্তু গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতেছি।' এই বলিয়া তিনি সেই সত্ত্ব গ্রহণপূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

সময়ানুযায়ী অন্নদানে বহু ফল

"তখন সেই অতিথি-ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সেই অলোকসামান্য কার্য্যদর্শনে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! আমি তোমার ন্যায়োপার্জ্জিত পবিত্র দানদ্বারা তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। স্বর্গনিবাসী দেবগণও তোমার এই দানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ দেখ, আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে স্তব করিতেছেন। দেবদূতগণ তোমার দানদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন এবং

ব্রহ্মলোকনিবাসী ব্রহ্মর্ষিগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া, তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে বাসনা করিতেছেন। তুমি বহুযুগ ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃগণের উদ্ধারসাধন করিয়াছ। দেবগণ তোমার তপস্যা ও দানপ্রভাবে তোমার প্রতি যারপরনাই প্রীত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি পরমসুখে স্বর্গে গমন কর। তুমিই এই কষ্টের সময়ে বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে সসমুদয় প্রদান করিয়া অতি দুর্লভ স্বর্গলোক জয় করিয়াছ।

ক্ষুধাদ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি বুভুক্ষাকে জয় করিতে পারেন, তিনি স্বর্গজয় করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তির দানে শ্রদ্ধা থাকে, তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় না। তুমি পুত্রকলত্রের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আমাকে সক্তু প্রদান করিয়াছ। ঐ দানদ্বারা তোমার বিপুল পুণ্যলাভ হইয়াছে।

'মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহা দান করিলে মহাফললাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গল [কপাটের খিল] স্বরূপ। মোহান্ধ ব্যক্তিরা উহাতে গমন করিবার কথা দুরে থাকুক, উহা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। তপানুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যথাশক্তি দান করিয়া অনায়াসে উহা দর্শন ও উহাতে গমন করিতে পারেন। যাহার সহস্র সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে শত সুবর্ণ প্রদান করিয়া যে ফললাভ করে, যাহার শত সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ সুবর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে। আর যাহার কিছুমাত্র ধন সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জলদান করিলেও উহাদের তুল্য ফললাভে সমর্থ হয়।

'পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেব নিতান্ত নির্দ্ধন হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে জলদান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। অতএব ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের যেরূপ প্রীতিসাধন করা যায়, অন্যায়লব্ধ মহামূল্য প্রভূত বস্তু দান করিয়াও তাঁহার তদনুরূপ প্রীতিসাধন করা যায় না। মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য গোদান করিয়া প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি পরকীয় গোদান করাতে তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হইয়াছে। মহারাজ শিবি আত্মমাংস প্রদান করিয়া পবিত্রললাকে গমনপূর্ব্বক স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। মনুষ্য কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পুণ্যলাভ করিতে পারে না।

'সাধুব্যক্তিরা ন্যায়োপার্জ্জিত বস্তুদ্বারা যেরূপ ফললাভ করিতে পারেন, ভূপতিগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে সমর্থ হয়েন না। মনুষ্য ক্রোধপ্রভাবে দানফলে বঞ্চিত ও লোকপ্রভাবে স্বর্গলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উপযুক্তকালে সৎপাত্রে দান করিয়া অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন। তুমি এই সক্তু দান করিয়া যেরূপ ফললাভ করিলে, বহুদক্ষিণ বিবিধ রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেরূপ ফললাভ হয় না। তুমি এই সক্তুপ্রস্থ দান করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ। অতএব এক্ষণে তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের নিমিত্ত দিব্যযান সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি সপরিবারে উহাতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান কর। আমি ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণবেশে

এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তোমায় পরীক্ষা করিলাম। তুমি স্বীয় পুণ্যবলে আপনার ও পরিবারবর্গের উদ্ধারসাধন করিলে। তোমার কীর্ত্তি ইহলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। এক্ষণে তুমি ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ কর।'

সপরিবার বিপ্রের সদগতিলাভ

"অতিথিরূপী ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দিব্যযানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতাম। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে, আমি বিবর হইতে বিনির্গত হইয়া সেই অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট সলিলসিক্ত সক্তুর উপর বিলুণ্ঠিত হইতে, লাগিলাম। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের তপস্যা ও তদ্দত্ত সক্তুর আঘ্রাণ ও উহার আশ্রমে আকাশ হইতে নিপতিত দিব্যপুষ্প সমুদয়ের গন্ধপ্রভাবে আমার মস্তক ও অর্ধশরীর সুবর্ণময় হইল। আমি তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট অঙ্গ সুবর্ণময় করিবার প্রত্যাশায় তদবধি বারংবার বিবিধ তপোবন ও যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের এই সুসমৃদ্ধ যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত আশ্বাসযুক্ত হইয়া এইখানে সমুপস্থিত হইয়াছি; এখানেও অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমি হাস্য করিয়া আপনাদিগের নিকট কহিয়াছি যে, এই মহাযজ্ঞ সেই মহাত্মা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ সক্তুদানেরও তুল্য নহে।"

নকুল সেই যজ্ঞভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া যথাস্থানে গমন করিল। তখন ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে সেই যজ্ঞস্থলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এই আমি আপনার নিকট তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। অতএব যজ্ঞই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গর্ব্ব করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

অসংখ্য মহর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া কেবল তপস্যাপ্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে অহিংসা, সন্তোষ, সুশীতল, সরল ব্যবহার, তপস্যা, ইন্দ্রিয়পরাজয় ও সত্য, এই সমুদয়ের মধ্যে কোনটিই যজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

৯১তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরযজ্ঞে নকুলের অশ্রদ্ধার কারণ জিজ্ঞাসা

জনমেজয় কহিলেন, ভগব। ভূপতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, মহর্ষিগণ তপানুষ্ঠান ও অন্যান্য বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার মতে যজ্ঞানুষ্ঠান দানাদিসমুদয় কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বকালে অনেকানেক ভূপতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তিসংস্থাপনপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসংখ্য বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই সমুদয় দেবরাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনসমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধ

অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, নকুল সেই যজ্ঞের নিন্দা করিল কেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। যজ্ঞের বিধি ও যজ্ঞফলের বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র মহাসমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ঋত্বিকগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গুণসমন্বিত হোতারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, দেবগণ আহুত হইতে লাগিলেন এবং অধ্বর্য্যুগণ [যজুর্ব্বেদী পাঠক] উৎকৃষ্টস্বরে, যজুর্ব্বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পশুবধের সময় সমুপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবরাজ! এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলকর নহে। পরম ধর্মলাভ করিতে বাসনা করিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে আপনাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। ইহাদ্বারা কখনই আপনার ধর্ম্মলাভ হইবে না। অতএব যদি আপনি ধর্মলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে ত্রৈবার্ষিক বীজদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। ঐরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরমধর্ম্ম ও মহৎ ফল লাভ করা যায়।"

যজ্ঞে পশুবধে বাদানুবাদ—চেদিরাজের অবিচার

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা শতক্রতু মোহবশতঃ তাঁহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন না। তখন তাপসগণ কেহ কেহ স্থাবর [শস্য] পদার্থদ্বারা ও কেহ কেহ জঙ্গম [পশু] পদার্থদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া ঘোরতর বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত দেবরাজের সহিত চেদিরাজ বসুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানের কিরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। আমরা কেহ কেহ পশুদ্বারা এবং কেহ কেহ বীজ ও ঘৃতদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।"

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, চেদিরাজ বসু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! যখন যে বস্তু উপস্থিত হইবে, তখন তদ্দারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।"

চেদিরাজ বসু এইরূপ মিথ্যাবাক্য কীর্ত্তন করাতে তাঁহাকে অচিরাৎ রসাতলে গমন করিতে হইল। অতএব সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি যেন বহুদর্শী হইয়াও সহসা সংশয়াত্মক কার্য্যের মীমাংসা না করে। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠাননিরত ও অশুদ্ধচিত্ত হইয়া অনাস্থাপূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার সমুদয় দানফল বিনষ্ট হইয়া যায়। অধার্ম্মিক হিংসাপরায়ণ দুরাত্মারা দান করিয়া কখনও ইহলোক ও পরলোকে কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে দ্রব্যসমুদয় উপার্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মলাভে সন্দিহান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই ধর্ম্মফলে বঞ্চিত হইতে হয়। কপট ধার্ম্মিক পাপপরায়ণ নরাধমেরা কেবল লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচারী ও মোহসমন্বিত হইয়া পাপকার্য্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জন

করে, তাহাকে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইতে হয়। দুরাত্মারা লোভমোহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত পাপাচরণপূর্ব্বক প্রাণীগণকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি মোহাক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মানুসারে অর্থলাভপূর্ব্বক দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে কখনই তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ ফল, মূল, শাক ও জল দান করিয়াই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন। পণ্ডিতেরা এইরূপ দানকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাযোগ, দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এ সমুদয়ই সনাতন ধর্ম্মের মূল। পূর্ব্বে অসংখ্য মহর্ষি এবং বিশ্বামিত্র, অসিত জনক, কক্ষসেন, আর্ষ্টিসেন ও সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি ভূপালগণ ন্যায়লব্ধ বস্তুসমুদয় দান ও সত্য ব্যবহার করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ন্যায়লব্ধ বস্তু প্রদান করিলে অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

৯২তম অধ্যায়

অকিঞ্চন অগস্ত্যের মহাযজ্ঞ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বহু পরিশ্রমলব্ধ সক্তুদানদ্বারা স্বর্গলাভবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনদানই উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের হেতু। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠান অল্প ধনসাধ্য নহে। অতএব কেবল ধর্ম্মলব্ধ ধনদ্বারাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভূত অর্থসঞ্চয় না থাকিলেই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা যায় না, ইহা কেবল ভ্রমমাত্র। এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মহাযজ্ঞ-বিষয়ক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলেই তোমার ঐ ভ্রম দূর হইবে।

পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদয় জীবের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়া এক দ্বাদশবার্ষিক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মূলাহারী, ফলহারী, অশ্মকুট্ট [জাঁতাপেষা শস্যভোজী], মরীচিপ [চন্দ্রকিরণপায়ী—চন্দ্রকিরণ মাত্র পানে পরিতৃপ্ত], পরিঘৃষ্টিক [ঘর্ষণাদিদ্বারা নির্ম্মলীকৃত শস্যভোজী, যেমন ঘর্ষণদ্বারা তিলের খোসা ছাড়াইয়া খাওয়া হয়। টীকাকার মতে পরিপৃষ্টক, অর্থ—দাতা যাহা দিয়া গ্রহীতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি মদীয় প্রদেয় যে-কোন বস্তুতে সন্তুষ্ট? যে গ্রহীতা তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট।], বৈদ্যসিক [পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে এইরূপ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে বৈঘসিক—বিঘসভোজী অর্থাৎ যজ্ঞে দেবপূজারীর পর দেবতার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদভোজী। বৈদ্যসিক অর্থ——দাতার সংগ্রহানুসারে গ্রহণ—তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, সামান্য হইলেও তাহার গ্রহণে সন্তুষ্ট।], অপ্রক্ষালক্ষক [অসঞ্চয়ী— সমস্ত লব্ধদ্রব্য দানে ব্যয় করিয়া রিক্তহস্ত] প্রভৃতি বিবিধ মহর্ষিগণ হোতৃত্বে বৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুতর সন্ন্যাসী ও যতিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। উঁহারা সকলেই দমগুণসম্পন্ন, হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিত, ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়। ঐ সকল মহাত্মারা ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক শুদ্ধাচারনিরত হইয়া পরমযত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ অগস্ত্যও স্বীয় সাধ্যানুসারে সেই যজ্ঞে উপযুক্ত অন্ন আহরণ করিয়াছিলেন।

অগস্ত্যের যজ্ঞে বিঘ্ন-অনাবৃষ্টি

এইরূপে মহর্ষি অগস্ত্যের সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ঐ সময় বিষম অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ করিলেন না। তখন একদা তাঁহার ঋত্বিকগণ আপনাদিগের কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক পরস্পর এই কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষি অগস্ত্য মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞে অন্নদান করিতেছেন, কিন্তু দেবরাজ অদ্যাপি বারিবর্ষণ করিলেন না। তবে কিরূপে অন্ন উৎপন্ন হইবে? বিশেষতঃ এই যজ্ঞ দ্বাদশবর্ষব্যাপী। ইহা সমাপ্ত হইবার এখনও অধিক দিন বিলম্ব আছে। বোধ হয় দেবরাজ এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, বারিবর্ষণ করিবেন না। অতএব এক্ষণে মহাতপা ঋষি অগস্ত্যের প্রতি অনুগ্রহ করা সকলেরই আবশ্যক।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র প্রতাপশালী মহর্ষি অগস্ত্য অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধনগণ! যদি ইন্দ্রদেব নিতান্তই দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি সঙ্কল্পদ্বারা দেবতা ও ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া চিন্তাযজ্ঞের [মানসযজ্ঞের—মানসপূজার মত মনঃকল্পিত উপহারদানে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের।], আহৃত দ্রব্যসমুদয় ব্যয় করিবার পরিবর্ত্তে ঐ সমুদয় স্পর্শ করিয়া স্পর্শযজ্ঞের কিংবা ব্যায়ামসাধ্য অন্যবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আমি বহুবৎসরাবধি এই বীজযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব ঐ বীজদ্বারাই নির্ব্বিঘ্নে এই যজ্ঞ সম্পাদন করিব। দেবরাজ বারিবর্ষণ করুন বা না করুন, কখনই আমার যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যদি দেবরাজ আমার অভ্যর্থনানুসারে বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে জীবন প্রদান করিব। যে যাহা আহার করিয়া থাকে, সে তাহাই আহার করিবে। এক্ষণে ত্রিলোকমধ্যে যেসমুদয় সুবর্ণ ও অন্যান্য ধন বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় অচিরাৎ এই স্থানে সমুপস্থিত হউক। স্বয়ং ধর্ম্ম, স্বর্গ, অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য স্বর্গবাসিগণ সকলেই এই যজ্ঞস্থলে আগমন করুন।" মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা কহিবামাত্র সেই যজ্ঞভূমিতে প্রভূত ধন ও ধর্ম্মাদি দেবগণের সমাগম হইল।

অগস্ত্য-তপঃপ্রভাবে দেবরাজের বারিবর্ষণ

তখন ঋষিগণ মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবলদর্শনে যুগপৎ হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! আপনার প্রভাবদর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমরা আপনার সঞ্চিত তপোবল বিনাশ করিতে বাসনা করি না। যথার্থ ন্যায়পথে যেসমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, আমরা সেই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ন্যায়পথে জীবিকা উপার্জ্জনপূর্ব্বক যজ্ঞ, হোম ও অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই আমাদের অভিপ্রেত। আমাদের মতে ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাই শ্রেয়ঃ। আমরাও ন্যায়ানুসারে যথাকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি এবং ন্যায়ানুসারেই তুপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছি। হিংসাপরিশূন্য বুদ্ধিই আপনার মতে প্রশংসনীয়। অতএব আপনি যজ্ঞস্থলে অহিংসাসহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই আমরা

আপনার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইব। আপনার এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে আমরা কখনই এ স্থান হইতে গমন করিব না। এই যজ্ঞসমাপ্তির পর আপনি আমাদিগকে অনুমতি করিলেই আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিব।”

যুধিষ্ঠির যজ্ঞে প্রকটিত নকুলের পরিচয়

তপোধনগণ এই কথা কহিলে দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্যের তপোবলদর্শনে চমৎকৃত হইয়া অচিরাৎ বারিবর্ষণপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে অগ্রে লইয়া সেই মহর্ষির নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ঐ দিবস অবধি অগস্ত্যের যজ্ঞসমাপ্তি পর্য্যন্ত যথাসময়ে ভূমণ্ডলে বারিবর্ষণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি অগস্ত্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া মুনিগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধাবসানে যে সুবর্ণশিরাঃ [১] নকুল যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মনুষ্যবাক্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল, সে কে? উহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি সেই নকুলের বিষয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেন নাই; এই নিমিত্ত আমিও উহা কীর্ত্তন করি নাই। এক্ষণে ঐ নকুল কে এবং কি নিমিত্ত মনুষ্যের ন্যায় উহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত, তাহা আপনার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে মহাত্মা জমদগ্নি শ্রাদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বয়ং হোমধেনু দোহনপূর্ব্বক তাহার দুগ্ধ এক পবিত্র নূতন ভাণ্ডে রাখিয়া ছিলেন। ঐ সময় ধর্ম্ম তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রোধরূপী হইয়া সেই দুগ্ধভাণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই মহর্ষির অনিষ্টাচরণ করিলে ইনি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা আমাকে জ্ঞাত হইতে হইবে।’ তিনি মনে মনে এইরূপ অনুধ্যানপূর্ব্বক সেই দুগ্ধ পান। করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। কিন্তু মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে ক্রোধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন সেই ক্রোধরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহর্ষে! যখন আজ আপনি আমাকে পরাজিত করিলেন, তখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে লোকে ভৃগুবংশীয়দিগকে যে অতিশয় ক্রোধশীল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া, থাকে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। আপনার তুল্য তপস্যানিরত ও ক্ষমাশীল আর কেহই নাই। এক্ষণে আমি আপনার একান্ত বশীভূত হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনার তপস্যার বিষয় চিন্তা করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।”

তখন মহাত্মা জমদগ্নি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে ক্রোধ! তুমি আমাকে পরীক্ষা করিলে, এক্ষণে যথাস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। আমিও তোমার প্রতি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এই দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়াছিলাম; অতএব তুমি শীঘ্র গমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর।”

জমদগ্নি এই কথা কহিবামাত্র ক্রোধরূপী ধর্ম্ম নিতান্ত ভীত হইয়া তথায় অন্তর্হিত ও অচিরাৎ পিতৃগণের শাপপ্রভাবে নকুলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি শাপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলে তাঁহারা কহিলেন, "তুমি ধর্ম্মের নিন্দা কর, তাহা হইলেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।" পিতৃগণ এই কথা কহিবামাত্র সেই নকুল ধর্ম্মার ও অন্যান্য যজ্ঞীয় প্রদেশসমূহে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞাদি কার্য্যের নিন্দা করিতে লাগিল। পরিশেষে সে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া, 'এই যজ্ঞ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সক্তুদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে' বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, সুতরাং তাঁহাকে নিন্দা করিবামাত্র উহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে।

অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

Notes

যাহার সন্তান হইয়া মরিয়া যাওয়ার যোগ থাকে, তাহার সূতিকাগৃহে রাক্ষসজাতীয় একপ্রকার ভূতযোনির প্রাদুর্ভাব হয়। মন্ত্রবলে রাক্ষস বিতাড়িত হইলে শিশু বাঁচিয়া যায়।

দ্বিগ্বিজয়ের নীতি অনুসারে যুদ্ধে রাজ্যজয়ান্তে অর্জ্জুন সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই যজ্ঞে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃশলাকে তখন তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। এই দিগ্বিজয়ে দুইটি অন্তরঙ্গের সহিত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হয়। একটি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের তনয় ভাগিনেয় সুরথ ও অপরটি মণিপুরপতি স্বীয় তনয় বভ্রুবাহন। অর্জ্জুন পত্নীদ্বয়সহ বভ্রুবাহনকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু দুঃশলার নিমন্ত্রণে নাম উল্লেখ না থাকিলেও বিদায়ের বেলায় তার নাম দৃষ্ট হয়। ভ্রাতার প্রতি ভক্তিবশতঃ দুঃশলা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া আসিতে পারেন; ভগ্নীর প্রতি গৌরবপ্রদর্শনার্থ পৃথকভাবে নিমন্ত্রণও হইয়া থাকিতে পারে।

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

আশ্রমবাসিক । মৌষল

মহাপ্রস্থানিক । স্বর্গারোহণ

বেদব্যাস বিরচিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

মহাভারত

আশ্রমবাসিক । মৌষল । মহাপ্রস্থানিক । স্বর্গারোহণ

বৈদ্যুতিন মুদ্রণ

Sisir Suvro

প্রাপ্তিস্থান

Sisirsuvro.blogspot.com

আশ্রমবাসিকপৰ্ব্ব

১ম অধ্যায়

আশ্রমবাসিকপরর্ব্বাধ্যায়—যুধিষ্ঠির-রাজ্যপালন

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ রাজ্যলাভ করিয়া কতদিন উহা ভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও পুত্রহীন অমাত্যহীন আশ্রয়বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রই বা কিরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শত্রুসমুদয় নিহত হইবার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ [ছত্রিশ] বৎসর উহা উপভোগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাঁহাদের রাজ্য প্রতিপালিত হয়। ঐ সময় বিদুর, সঞ্জয় ও বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, ইঁহারা সর্ব্বদা অন্ধরাজের সমীপে সমুপস্থিত থাকিতেন। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা ও চরণবন্দনা করিতেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী প্রতিনিয়ত গুরুপত্নীর ন্যায় গান্ধারীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ স্বীয় স্পর্শ ও শ্বশুরের ন্যায় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিনিয়ত মহার্হ [মহামূল্য] শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র, আভরণ ও রাজোচিত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসমুদয় ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শ্যালক মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য ও ভগবান্ বেদব্যাস সতত অন্ধরাজের নিকট সমুপস্থিত থাকিতেন। বেদব্যাসের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক ও রাক্ষসবিষয়ক নানাবিধ কথোপকথন হইত।

মহামতি বিদুর তাঁহার আদেশানুসারে ধর্ম্ম ও ব্যবহারবিষয়ক কার্য্যসমুদয় সন্দর্শন করিতেন। মহাত্মা বিদুরের সুনীতি প্রভাবে অতি সামান্য অর্থব্যয়ে সমস্ত নরপতিদিগের নিকট হইতে বহুতর প্রিয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। তিনি আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধনমোচন এবং বধার্হ ব্যক্তিদিগের প্রাণদান করিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাতে কদাচ বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেন না। তিনি বিহারযাত্রাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ উপভোগ্য বস্তু প্রদান করিতেন। ঐ সময়ে নানাবিধ পাচকগণ পূর্ব্বের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের পাককার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; পাণ্ডবগণ মহার্হ বস্ত্র ও বিবিধ মালা আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতেন; মৈরেয়, মৎস্য, মাংস, পানীয় ও মধু প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষ্যদ্রব্যসমুদয় আহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইত এবং যে সমুদয় ভূপতি বিহার উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার উপাসনা করিতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেতুর ভগিনী, জরাসন্ধের কন্যা ও অন্যান্য ভারতকুলকামিনীগণ সতত গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবিহীন হইয়াছেন; অতএব যাহাতে উহাকে কিছুমাত্র দুঃখভোগ করিতে না হয়, তোমরা তাহাই করিবে এই বলিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহারাও তাঁহার আদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সর্ব্বদা সবিশেষ যত্ন করিতেন; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতিনিবন্ধন যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, বৃকোদরের হৃদয় হইতে

তখনও তাহা অপনীত হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার সুখসাধনবিষয়ে তত যত্নবান হইতেন না।

২য় অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরাদির সেবায় ধৃতরাষ্ট্রের তুষ্টিসাধন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব ও ঋষিগণকর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্তুসমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সরলস্বভাব মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সেই সমুদয় বস্তু প্রদানপূর্ব্বক প্রীতমনে অমাত্য ও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "অন্ধরাজ আমার ও তোমাদিগের পরমপূজনীয়। অতএব যিনি উঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন, তিনি আমার সুহৃদ, আর যিনি উহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার শত্রুস্বরূপ হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে উনি স্বীয় পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইচ্ছানুসারে ধনদান করুন।"

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা সকলেই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ ধনদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বৃদ্ধ অন্ধরাজকে আমাদিগের নিমিত্তই পুত্রপৌত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইতে হইয়াছে; অতএব যাহাতে ইনি সেই শোকনিবন্ধন কালকবলে নিপতিত না হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইঁহার পুত্রগণ জীবিত থাকিতে ইনি যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ সুখভোগে কালহরণ করুন।

পাণ্ডবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিনীত, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও ভক্তিমান দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। ঐ সময় মহানুভবা গান্ধারীও পিতৃলোকপ্রাপ্ত পুত্রগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ ধনদান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিনিয়ত অন্ধরাজের যথাযোগ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কোন বিষয়ে পাণ্ডবগণের দোষ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাদের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারীও পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন না। অন্ধরাজ ও গান্ধারী তাঁহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদয় কঠিন হউক বা সহজ হউক, তিনি প্রীতমনে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্ধরাজ ধর্ম্মরাজের এইরূপ সদাচারদ্বারা পরম প্রীত হইয়া মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে স্মরণপূর্ব্বক যারপরনাই অনুতাপযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জপাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামে অপরাজয় ও ব্রাহ্মণদ্বারা স্বস্তিবাচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের আয়ুবৃদ্ধি

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রীতিলাভ হইল, পূর্ব্বে তিনি স্বীয় পুত্রগণ হইতেও সেরূপ প্রীতিলাভে সমর্থ হয়েন নাই।

ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রীত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারের বিষয় একবার স্মরণও না করিয়া অন্ধরাজের আজ্ঞানুসারে সমুদয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজের ভয়ে কেহই তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের বা দুর্য্যোধনের দোষকীর্ত্তনে সমর্থ হইত না। মহাত্মা বিদুর ও গান্ধারী ধর্ম্মরাজের সৌজন্যদর্শনে তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু ভীমসেনের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হইল না। ভীমসেন অন্ধরাজকে দর্শন করিবামাত্র মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইতেন; কেবল যুধিষ্ঠির উঁহার পরিচর্য্যা করিতেন বলিয়াই নিতান্ত অপ্রীতচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

৩য় অধ্যায়
ভীমের ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক শোক

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনপিতা ধৃতরাষ্ট্র এই উভয়ের প্রণয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সতত সাবধানে অন্ধরাজের পরিচর্য্যা করিতেন। কেবল মহাবীর বৃকোদরই তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র যখন স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিতেন, তখনই তিনি মনোমধ্যে বৃকোদরকে চিন্তা করিয়া যারপরনাই কষ্ট পাইতেন। মহাবীর বৃকোদরও ধৃতরাষ্ট্রের নামগন্ধ হইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। তিনি গোপনে গোপনে অন্ধরাজের অপ্রিয়কার্য্য সাধন এবং কপট পুরুষদ্বারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণা ও দুর্ব্ব্যবহারনিবন্ধন যে তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কোনক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে একদা মহাবাহু ভীমসেন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণকে স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনতিদূরে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদীর অজ্ঞাতসারে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে বাহ্বাস্ফোট [আস্পর্ধা] করিতে করিতে কহিলেন, “হে বন্ধুগণ! আমি এই পরিঘাকার বাহুযুগলপ্রভাবে নানাশাস্ত্রপারদর্শী ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে নিহত করিয়াছি। আমার এই চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয়প্রভাবেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছে।”

মহাবীর ভীমসেন এইরূপ বিবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে বুদ্ধিমতী গান্ধারী সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না; কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র ভীমের সেই ভীষণ বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইলেন। তখন তিনি অবিলম্বে স্বীয় সুহৃদগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বাষ্পকুলনয়নে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে বান্ধবগণ! যেরূপে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের অবিদিত নাই। আমিই ঐ ঘোরতর অনর্থের মূল। কৌরবগণ আমার পরামর্শানুসারেই সংগ্রামে

সম্মত হইয়াছিল। আমি যে জ্ঞাতিগণভয়াবহ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, মহাত্মা বাসুদেব ঐ দুরাত্মাকে উহার অমাত্যগণের সহিত নিহত করিতে উপদেশ প্রদান করিলে যে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করি নাই—বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভগবান বেদব্যাস, সঞ্জয় ও গান্ধারী আমাকে বারংবার হিতোপদেশ প্রদান করিলেও যে আমি পুত্রস্নেহে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হই নাই এবং মহামতি বাসুদেবের পরামর্শানুসারে যে গুণশালী মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে তাহাদের পিতৃপরম্পরাগত রাজ্য প্রদান করি নাই, সেই সমুদয় এক্ষণে সহস্র সহস্র শল্যস্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে।

"এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পর অবধি আমি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন আমি কোনদিন দিবার চতুর্থভাগে, কোনদিন বা অষ্টমভাগে ক্ষুধানিবারণার্থ যৎকিঞ্চিত্র আহার করিয়া থাকি। গান্ধারী ভিন্ন আর কেহই উহা অবগত নহে। আমার এইরূপ নিয়ম যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অনুতাপ করিবেন বলিয়া আমি কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করি না। প্রতিদিন অজিন ধারণপূর্ব্বক ভূতলে কুশোপরি শয়ান হইয়া এইরূপ জপানুষ্ঠান করিয়া থাকি। যশস্বিনী গান্ধারীও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার সমরবিশারদ শতপুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি কারণ, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে নিহত হইয়া অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।"

যুধিষ্ঠির-সমীপে ধৃতরাষ্ট্রের স্বীয় দুঃখজ্ঞাপন

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস কুন্তীনন্দন। তোমার মঙ্গললাভ হউক। আমি তোমাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরমসুখে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার প্রভূত মহামূল্য বস্তুসমুদয় দান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি। পুত্রবিহীন গান্ধারী ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন; যেসকল দুরাত্মা তোমার ঐশ্বর্য্য অপহরণ ও দ্রৌপদীর কেশাম্বর কর্ষণ [কেশ ও বসন] করিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সকলেই সময়ে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমার কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল আমার, আপনার ও গান্ধারীর পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি ধার্ম্মিকদিগের অগ্রগণ্য, রাজা ও জীবগণের পরমগুরু, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি আমাকে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে অনুমতি কর। আমি সুবলনন্দিনীর সহিত বল্কলপরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে অবস্থান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব। শেষাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করাই আমাদিগের কুলোচিত কার্য্য। আমি তথায় বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া পত্নীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট তপানুষ্ঠান করিব। তাহা হইলে তুমিও সেই তপস্যার ফলভাগী হইবে। কারণ, রাজ্যমধ্যে যেসমুদয় শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, রাজা অবশ্যই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন।"

যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র-সান্ত্বনা

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তাত! আপনি দুঃখিতচিত্তে কালহরণ করিলে, রাজ্য আমার কখনই প্রীতিকর হইবে না। হায়! আপনি এতদিন আহার পরিত্যাগ ও ভূতলে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, ইহা আমি বা আমার ভ্রাতৃগণ কেহই জানিতে পারি নাই। আমাকে ধিক! আমার তুল্য দুর্ব্বুদ্ধি রাজ্যলুব্ধ নরাধম আর কেহই নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিতেছেন বলিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে আমায় বঞ্চনা করিয়া অনাহারে কালাতিপাত করিয়াছেন। আপনি দুঃখভোগ করিলে, আমার রাজ্য, ভোগ্যবস্তু, যজ্ঞ ও সুখে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনার মুখে নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার রাজ্য ও আত্মাকে নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হইতেছে। আপনি আমাদিগের পিতা, মাতা ও পরমগুরু। অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা কোথায় অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি আপনার ঔরসপুত্র যুযুৎসুকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে যুবরাজ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভোগ করুন। আমি অরণ্যে গমন করি। আমি জ্ঞাতিবধজনিত অকীর্ত্তিতে বিলক্ষণ দগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি বনগমনপূর্ব্বক আমাকে পুনরায় দগ্ধ করিবেন না। এই রাজ্যে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আপনি রাজ্যেশ্বর, আমি আপনার অধীন; অতএব আমি কিরূপে আপনাকে অনুমতি প্রদান করিব?

"আমরা দুর্য্যোধনের অত্যাচার স্মরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যপ্রভাবেই আমাদিগকে তৎকালে মোহের বশীভূত হইয়া ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে। দুর্য্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র ছিল, আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ জ্ঞান করিবেন। জননী কুন্তী ও গান্ধারীতে আমার কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান নাই। অতএব যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার অনুগামী হইব। আপনি বনে গমন করিলে, এই নানারত্নবিভূষিতা সসাগরা পৃথিবী কখনই আমার প্রীতিকর হইবে না। অতএব আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই রাজ্যস্থ সমুদয় পদার্থে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আমরাও আপনার একান্ত বশবর্ত্তী। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষাদ পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শুশ্রূষা করিয়া মনের সন্তাপ নিবারণ করিব।"

বানপ্রস্থধর্ম্মে ধৃতরাষ্ট্রের বাসনা

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় অরণ্যবাস আশ্রয় করা আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম। আমি বহুদিন রাজ্যমধ্যে বাস করিয়াছি এবং তুমিও আমার যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছ। এক্ষণে আমাকে অরণ্যগমনে আদেশ কর।"

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া মহাত্মা সঞ্জয় ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বীরদ্বয়! এক্ষণে তোমরা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা কর। আমি স্বয়ং আর বাক্য চালনা করিতে পারি না। বার্দ্ধক্য ও

বহুক্ষণ বাক্যব্যয়নিবন্ধন আমার মন অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে।” অন্ধরাজ এই বলিয়া গান্ধারীকে অবলম্বনপুর্ব্বক সহসা মৃতব্যক্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য—বনবাসে অভিলাষ

তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে অকস্মাৎ মৃতকল্প দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হায়! যে মহাত্মা এক লক্ষ হস্তীর বল ধারণ করিতেন, যাঁহার বাহুবলে ভীমের লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ তিনি অবলাকে ধারণপূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিলেন। আমার তুল্য অধার্ম্মিক ও নরাধম আর কেহই নাই। আমাকে ও আমার শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক! আজ আমার নিমিত্তই ইঁহাকে এতদূর যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছে। আজ যদি ইনি এবং জননী গান্ধারী ভোজন না করেন, তাহা হইলে আমিও অনাহারে কালহরণ করিব।” এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সলিলসিক্ত হস্তদ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থল মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই রস ও ওষধিযুক্ত সুগন্ধময় পবিত্র করস্পর্শদ্বারা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! তুমি পুনর্ব্বার হস্তদ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ ও আমাকে আলিঙ্গন কর। তোমার করস্পর্শদ্বারা আমার জীবনলাভ হইল। আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ ও তোমাকে আলিঙ্গন করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি। আজ আমি দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিব স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়াতে ও তোমাকে বহুক্ষণ বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা, করাতে আমার শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার অমৃতরসাভিষিক্ত করস্পর্শদ্বারাই আমার চৈতন্যলাভ হইয়াছে।”

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সৌহার্দ্দ্যনিবন্ধন করদ্বারা তাঁহার সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তখন অন্ধরাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহারা নিতান্ত শোকাবেগনিবন্ধন যুধিষ্ঠিরকে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তখন পতিপরায়ণা গান্ধারী অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং সমুদয় কৌরবরমণী কুন্তীর সহিত সমবেত হইয়া বাষ্পকুললোচনে ধৃতরাষ্ট্রের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন।

বনবাস-সঙ্কল্পত্যাগে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ

অনন্তর অন্ধরাজ পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস! তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমি ভুয়োভুয়ঃ তোমার নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। বারংবার বাক্যব্যয় করিলে আমার মন নিতান্ত অবসন্ন হয়; অতএব আর তুমি আমাকে কষ্ট প্রদান করিও না।”

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে তত্রত্য যোধগণ তাঁহাকে বিবর্ণ, উপবাস-পরিশ্রান্ত ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শোক সংবরণপুর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, “পিতঃ! আমি আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যেরূপ উল্লসিত হই, রাজ্যভোগ ও জীবনরক্ষা করিতে

সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আপনি আমাকে প্রিয় জ্ঞান করেন, তাহা হইলে এক্ষণে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করুন। পরে আমি আপনার বনগমনবিষয়ে বিবেচনা করিব।” ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! আজ আমি তোমার অনুরোধে অবশ্যই পুরমধ্যে ভোজন করিব।”

৪র্থ অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের বনবাসে ব্যাসের অনুমোদন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহামতি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিতেছেন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হও। ধৃতরাষ্ট্র একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে, ইনি রাজ্যমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কখনই কষ্টভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। যশস্বিনী গান্ধারীও কেবল ধৈর্য্যবশতঃ পুত্রশোক সহ্য করিতেছেন। অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি উঁহাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান কর। উঁহারা কেন বৃথা রাজধানীতে প্রাণত্যাগ করিবেন? অচিরাৎ বনগমন করিয়া পুরাতন রাজাদিগের তুল্য-গতি লাভ করুন। চরমে বনগমন করাই রাজর্ষিদিগের প্রধান ধর্ম্ম।"

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও কুলগুরু। আপনি আমার পিতা ও আমি আপনার পুত্রস্বরূপ। ধর্ম্মানুসারে পুত্র পিতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহার আর সংশয় কি?" যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! নরপতি ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব আমি ইঁহাকে বনগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। তুমি ঐ বিষয়ে সম্মত হও। ইনি এক্ষণে বনে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করুন। তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যুদ্ধে বা বনমধ্যে বিধিপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা ভূপতিদিগের পরমধর্ম্ম। তোমার পিতা পাণ্ডু প্রতিনিয়ত পিতার ন্যায় ইঁহার সেবা করিয়াছেন। সেই মহাত্মা যে সময় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেন, সেই সময়ে এই অন্ধরাজ রত্নপর্ব্বতপরিশোভিত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উৎকৃষ্টরূপে প্রজাপালন ও গোসমুদয়ের বন্ধনমোচন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে তুমি বনগমন করিলে পর ইনি ত্রয়োদশ বৎসর পুত্রপরিরক্ষিত রাজ্যভোগ ও বিবিধ ধনরাশি প্রদান করিয়াছেন। তুমিও এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর ভৃত্যগণের সহিত ইঁহার ও গান্ধারীর যথোচিত সেবা করিলে। এক্ষণে ইঁহার তপানুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি ইঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এখন তোমাদিগের প্রতি উঁহার অণুমাত্র ক্রোধ নাই।"

মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপে বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের নগমনবিষয়ে অনুমতি করিতে অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মরাজ অগত্যা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্মত দেখিয়া অচিরাৎ স্বস্থানে গমন করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "তাত! আপনার যাহা অভিমত এবং ভগবান বেদব্যাস, মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। ইঁহারা সকলেই আমার মান্য ও কুরুকুলের হিতৈষী। এক্ষণে আমি

প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রথমতঃ আহার করুন; পশ্চাৎ অরণ্যাশ্রমে গমন করিবেন।”

৫ম অধ্যায়
বনবাসোদ্যত ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যপালনোপদেশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহামতি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত জীর্ণ গজপতির ন্যায় অতিকষ্টে মন্দগমনে আপনার আবাসাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বিদুর, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাহ্নকৃত্যসমুদয় সমাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী ও কুন্তীও অন্যান্য বধূগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আহার করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগের আহার সমাপন হইলে পাণ্ডবগণ ও বিদুরাদি মহাত্মারা আহার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি এই অষ্টাঙ্গসংযুক্ত [স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোব, রাষ্ট্র, দুর্গ, সৈন্য, পৌরবর্গ] রাজ্যে সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মানুসারে যেরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা বিদ্যাবৃদ্ধদিগকে [জ্ঞানে প্রবীণগণকে] উপাসনা, তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণ ও সেই বাক্যানুসারে অবিচারিতচিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ সমস্ত জ্ঞানবান লোকের সম্মাননা ও কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহারা সম্মানিত হইলে অবশ্যই তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবেন।

“তুমি অশ্বসমুদয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিবে; তাহা হইলে উহারা যত্নপরিরক্ষিত ধনরাশির ন্যায় উত্তরকালে অবশ্যই হিতকর হইয়া উঠিবে। যে মন্ত্রিগণ ছলপরিশুন্য ও দমগুণসম্পন্ন এবং যাঁহারা পিতা ও পিতামহের সময় অবধি কার্য্য সন্দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সমুদয় কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় অধিকারস্থ পরীক্ষিৎ চরদ্বারা শত্রুর অজ্ঞাতসারে সতত তাহার সমাচার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তুমি যে পুরমধ্যে বাস করিবে, তাহার প্রাচীর ও তোরণ সুদৃঢ় হওয়া এবং উহার মধ্যে ছয় প্রকোষ্ঠ, বিবিধ অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গ থাকা উচিত। ঐ পুর সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহার দ্বারসকল বৃহৎ, যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও সুরক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

“যেসকল ব্যক্তিদিগের কুলশীল বিশেষরূপে অবগত হইবে তাঁহাদিগের দ্বারাই কার্য্যসাধন করাইবে। আহার-বিহার, মাল্যপরিধান, শয়ন ও আসনে উপবেশনসময়ে সাবধানে আত্মরক্ষা করিবে। সৎকুলসম্ভূত সুশীল বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যেন তোমার অন্তঃপুরিকাগণকে সাবধানে রক্ষা করেন। কুল, শীল ও বিদ্যাসম্পন্ন, বিনীত, সরলস্বভাব, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। এই সকল ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত মন্ত্রণা করা বিধেয় নহে। মন্ত্রণাকালেও হয় সকলের সহিত, নচেৎ কোন কার্য্যব্যপদেশে অভিলষিত ব্যক্তিদিগকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়া

তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবে। মন্ত্রণাগৃহ নিভৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বন ও অনাবৃত স্থান মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ দুই স্থানে মন্ত্রণা করা কদাপি বিধেয় নহে। বানর, পক্ষী, জড় ও পঙ্গু ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রণাগৃহ হইতে বহিস্কৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রভেদ হইলে নরপতিদিগের যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা নিতান্ত সুকঠিন। মন্ত্রভেদ হইলে যে যে দোষ এবং মন্ত্রভেদ না হইলে যে যে শুভফল হয়, তৎসমুদয় তুমি মন্ত্রিদিগের নিকট সতত কীর্ত্তন করিবে।

"পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের দোষগুণ অবগত হইবার চেষ্টা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তুষ্টচিত্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে বিচারাসনে নিযুক্ত করিয়া যাহাতে তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করেন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান থাকিবে এবং তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ড করিলেন কি না, চরদ্বারা তাহার তথ্যানুসন্ধান করিবে। যাহারা উৎকোচ[ঘুষ]জীবী, পরদারাপহারী, উগ্রদণ্ডকর্ত্তা [অত্যধিক দণ্ডদাতা], মিথ্যাবাদী, অন্যের অনিষ্টকারী, লুব্ধস্বভাব, পরধনাপহর্ত্তা, অসৎকর্ম্মানুষ্ঠাননিরত, সভাভঙ্গকারী ও বর্ণদূষক, দেশকাল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের কখন সুবর্ণদণ্ড, কখন বা প্রাণদণ্ডের আদেশ করা বিধেয়।

"প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ ব্যায়ামকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধারণ এবং তৎপরে অলঙ্কারধারণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের যথাযোগ্য অর্থদানপূর্ব্বক সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালই দূত ও চরদিগের কার্য্যসন্দর্শনের উপযুক্ত সময়। নিশাশেষে নিদ্রাপরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ণয় এবং মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্নসময়ে স্বয়ং বিচরণপূর্ব্বক প্রজাদিগের কার্য্য দর্শন করা বিধেয়। তুমি সকল সময়েই কার্য্যের উপায়চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে, আবার উপযুক্ত সময়ে অলঙ্কৃত হইয়া সুস্থচিন্তে অবস্থান করিবে। কার্য্যসমুদয় চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তুমি ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদা কোষপরিবর্দ্ধনে যত্নবান হইবে। কোষপরিবর্দ্ধনবিষয়ে ঔদাসীন্য বা অন্যায় ব্যবহারদ্বারা কোষবর্দ্ধন কদাপি কর্তব্য নহে। চরদ্বারা ছিদ্রান্বেষণতৎপর শত্রুগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দুর হইতেই আত্মীয়পুরুষরা তাহাদিগের বিনাশসাধন করা কর্ত্তব্য। ভৃত্যপদাভিলাষী ব্যক্তিদিগের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে অভিলষিত পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আশ্রিত ব্যক্তিগণ কোন কার্য্যে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হউক বা না হউক, তাহাদের দ্বারা কার্য্যসাধন করা অবশ্য। কর্ত্তব্য।

"অধ্যবসায়সম্পন্ন, পরাক্রমশালী, কষ্টসহ [ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ], হিতাভিলাষী ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা উচিত। জনপদবাসী, শিল্পী প্রভৃতি লোসমুদয় গো, গর্দ্দভাদির ন্যায় কেবল আহারমাত্র গ্রহণ করিয়া, যাহাতে তোমার কার্য্যসাধন করে, তুমি তদ্বিষয়ে নিয়ত যত্নবান্ হইবে। সর্ব্বদা কি আপনার, কি শত্রুর উভয়েরই রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে। স্ব স্ব ব্যবসায়ে সুনিপুণ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে বিহারযাত্রাদির উপলক্ষে উৎসাহ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গুণী ব্যক্তিদিগের গুণ যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয় ও যাহাতে তাঁহারা গুণ হইতে বিচলিত না হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্র-আদিষ্ট বিবিধ রাজনীতি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বৎস! তুমি সতত আপনার, শত্রুদিগের, উদাসীনগণের এবং আপনার ও শত্রুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিসমুদয়ের মণ্ডলসমুদয় পরিজ্ঞাত হইবে। শত্রু, শত্রুমিত্র, শত্রুর পরাজয়ার্থী, শত্রুমিত্রের পরাজয়ার্থী, ছয় প্রকার আততায়ী এবং মিত্র ও মিত্রের মিত্র এই দ্বাদশবিধ লোকের বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ সুযোগ পাইলে অমাত্য, জনপদ, দুর্গ ও বলসমুদয় অনায়াসে ভেদ করিতে পারে; অতএব যাহাতে তাহারা ঐ কার্য্যে সমর্থ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবিধ লোকও মন্ত্রিদিগের আয়ত্ত। কৃষ্যাদি ষষ্টি প্রকার গুণকে নীতিবিশারদ আচার্য্যগণ মণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ ঐ মণ্ডলের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে রাজ্যরক্ষার ছয়প্রকার উপায় যথাস্থানে যথানিয়মে প্রয়োগ করিতে পারেন।

"স্ব স্ব ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন স্বপক্ষ বলবান্ ও শত্রুপক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন নরপতি শত্রুদিগকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ বলবান্ ও স্বীয় পক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা দ্রব্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখা ভূপালদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যখন রাজা যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তখন তিনি বিপক্ষদিগকে অল্পশস্যোৎপাদক ভূমি, পিত্তলাদি ধাতু ও ক্ষীণবল মিত্র প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন; কিন্তু অন্যে যখন তাহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট সমুপস্থিত হইবে, তখন তিনি উহার নিকট বহুশস্যোৎপাদক ভূমি, সুবর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু ও বলবান মিত্রসমুদয় গ্রহণে যত্নবান হইবেন। সন্ধি করা আবশ্যক হইলে ভূপতি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশ্বাসার্থ তাঁহার পুত্রকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া রক্ষা করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া রাজার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি বিবিধ যুক্তি ও উপায়দ্বারা বিপদ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিবেন।

"দীন, দরিদ্র ও অনাথদিগের প্রতি দয়া করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। যে রাজা স্বয়ং রাজ্যরক্ষা করিতে বাসনা করেন, তিনি শত্রুদিগকে ক্রমে ক্রমে বা এককালে স্তম্ভন [নিষ্ক্রিয়—হস্তপদাদির গতিশক্তিহীন], বিনাশ ও তাহাদের কোষভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যে রাজার উন্নতিলাভের বাসনা থাকে, অধীনস্থ রাজাদিগের হিংসা করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক তাঁহার আত্মীয়ভেদ করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সাধুদিগের প্রতি দয়া ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করা ভূপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক। বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বলদিগের প্রতি কদাচ অত্যাচার করিবেন না। যদি কোন পরাক্রান্ত রাজা দুর্ব্বল রাজাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে দুর্ব্বল ভূপতি প্রথমে মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া বেতসের ন্যায় নম্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক সামাদি উপায়দ্বারা এবং পরিশেষে কোষ, পৌরজন ও অন্যান্য প্রিয়বস্তুদানদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন।

যদি ঐ সমুদয় উপায়দ্বারাও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অগত্যা স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

৭ম অধ্যায়
যুদ্ধাদি রাজনীতি

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "সন্ধিবিগ্রহের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবল প্রতিযোগীর সহিত সন্ধিস্থাপন ও দুর্ব্বল প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। স্থিরচিত্তে আপনার বলাবল বিচার করিয়া পরিশেষে যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য। যদি শত্রু পরাক্রান্ত এবং তাহার সৈন্যসমুদয় বলবান্ ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান নরপতি তাহাকে আক্রমণ না করিয়া তাহার পরাজয়ের উপায় চিন্তা করিবেন। কিন্তু শত্রু যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ তাহার অভিমুখীন হইয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে শত্রুগণ বিপন্ন, ভেদযুক্ত, নিপীড়িত ও ভীত হয়, সতত তাহার উপায় চিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিশারদ ভূপতি আপনার ও শক্তবর্গের উৎসাহ, প্রভূত্ব ও মন্ত্রণা, এই ত্রিবিধ শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যদি আপনাকে অরাতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল [সাধারণ লোকবল] সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মিত্রবল অপেক্ষা ধনবল শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেণীবল, ভৃত্যবল ও আচারবল এ তিন বলই পরস্পর সমান।

"রাজাদিগকে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয়। ঐ সকল বিপদ উপেক্ষা না করিয়া সামাদি উপায়দ্বারা ঐ সমুদয় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ভূপতি দেশ, কাল এবং আপনার গুণ ও বল সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যে রাজা স্বয়ং উন্নতিশালী ও পরাক্রান্ত এবং যাঁহারা সৈন্যসমুদয় হৃষ্টপুষ্ট, তিনি অকালেও যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন। পরাক্রান্ত ভূপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও শরপূর্ণ তূণীরসম্পন্ন বীরগণকে সন্নিবেশিত করিয়া যুক্তিসহকারে শুক্রাচার্য্যের বিহিত নীতিশাস্ত্রানুরূপ শকট, বজ্র বা পদ্মব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। আপনার অধিকারমধ্যেই হউক বা অন্যের অধিকার মধ্যেই হউক, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নরপতি চরদ্বারা শত্রুদিগেরও স্বয়ং আপনার সৈন্য পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বলবান ব্যক্তিদিগকে সংগ্রামমুখে প্রেরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্রে আপনার বলাবল পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ সন্ধি সংস্থাপন বা যুদ্ধযাত্রা করাই শ্রেয়। যেকোনরূপে হউক, আপনার প্রাণরক্ষা ও উভয় লোকের মঙ্গলচিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

"যে ভূপতি এই সমুদয় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের হিতসাধন কর; নিশ্চয়ই ইহলোকে পরমসুখ ও পরলোকে

স্বর্গলাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা ভীষ্ম, বিদুর ও বাসুদেব তোমাকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও প্রীতিপূর্ব্বক তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপতির যেরূপ ফললাভ হয়, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেই তাঁহার সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।”

৮ম অধ্যায়
বনগমনাভিলাষী ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাসম্ভাষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “তাত! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি পুনরায় আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন। পিতামহ ভীষ্ম স্বর্গগমন করিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব এ স্থানে উপস্থিত নাই এবং মহামতি বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনার সহিত বনে গমন করিবেন। সুতরাং আপনার বনগমনের পর আর কে আমাকে উপদেশ প্রদান করিবে? আপনি আমার হিতৈষী হইয়া আজ আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি অবশ্যই তদনুসারে কার্য্য করিব। আপনি সুখী হউন।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব তুমি নিবৃত্ত হও। আর আমি বাক্যব্যয় করিতে পারি না।” অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীর ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী দেবী গান্ধারী সেই প্রজাপতিতুল্য ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “নাথ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনাকে বনগমনে আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি কোন দিন বনে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “গান্ধারি! আমি মহর্ষি বেদব্যাসকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছি; মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও আমার বনগমনবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি প্রজাগণকে এই স্থানে আনয়ন করাইয়া দ্যূতক্রীড়ানিরত মৃতপুত্রদিগের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ ধনদান করিয়া অচিরাৎ অরণ্যে গমন করিব।”

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তাঁহার আদেশানুসারে কুরুজাঙ্গলস্থ প্রজাসমুদয়কে আহ্বান করিলেন। তখন কুরুজাঙ্গলবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহাহ্লাদিত হইয়া রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। উহারা সমাগত হইলে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সেই সমুদয় প্রজা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সমবেত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে মহামান্য ব্যক্তিগণ! আপনারা চিরকাল কৌরবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। আপনাদিগের বিলক্ষণ সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। আপনারা কৌরবদিগের পরমহিতৈষী; কৌরবগণও সতত আপনাদের হিতসাধনে যত্নবান হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদিগকে অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হইতে হইবে।

“আমি মহর্ষি বেদব্যাস ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আমাদিগের সহিত আপনাদিগের যেরূপ চিরসৌহার্দ্য আছে, বোধ হয় অন্য দেশস্থ নরপতিদিগের সহিত সেরূপ নাই। এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই একে বৃদ্ধ হইয়াছি তাহাতে আবার আমাদের পুত্রসমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে; বিশেষতঃ আমরা অনেক দিন উপবাস করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়াছি, সুতরাং এ সময়ে বনগমন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমার যথেষ্ট সুখভোগ হইয়াছে। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের অধিকার সময়ে আমার এরূপ সুখভোগ হয় নাই। যাহা হউক, আমি একে জন্মান্ধ, তাহাতে আবার বৃদ্ধ ও পুত্র-পৌত্রবিহীন হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে বনগমন ভিন্ন আর আমার শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব আপনারা আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।”

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজাসমুদয় বাস্পাকুলনয়নে গদগদস্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহই কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিল না।

৯ম অধ্যায়
দুর্য্যোধনের দুষ্টকার্য্যের ক্ষমাপ্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে সেই শোকপরায়ণ প্রজাগণ কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া অপূর্ণনয়নে দণ্ডায়মান থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! নরপতি শান্তনু, ভীষ্মপরিরক্ষিত বিচিত্রবীর্য্য ও আমার প্রিয় ভ্রাতা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি আপনাদিগকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা যদি সুন্দররূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। দুর্য্যোধন যে সময়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, সে সময়ে সেও আপনাদিগের নিকট কোন অপরাধ করে নাই। পরিশেষে তাহারই দুর্নীতি ও আমার অপরাধনিবন্ধন - এই অসংখ্য নরপতি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমা হইতে যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আপনারা আর উহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বৃদ্ধ, পুত্রবিহীন, দুঃখিত ও পূর্ব্বতন নরপতিদিগের পুত্র বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। এই বৃদ্ধা গান্ধারীও আমার ন্যায় পুত্রহীনা ও শোকে একান্ত কাতরা হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

"আপনারা কি সম্পদ, কি বিপদ, সকল সময়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবেন। ধর্ম্মার্থকুশল অমিতপরাক্রম লোকপালসদৃশ ভীমাদি চারি ব্যক্তি যখন উহার মন্ত্রি, তখন উহাকে কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না। অতঃপর ভগবান ব্রহ্মার ন্যায় এই মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। আমি ইঁহাকে আপনাদিগের হস্তে এবং আপনাদিগকে ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা পুর্ব্বাবধি কখনই আমার উপর কুপিত হয়েন নাই। আপনারা একান্ত প্রভুভক্ত। এক্ষণে আমি গান্ধারীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেই অস্থিরবুদ্ধি, লোভমুগ্ধ, স্বেচ্ছাচারী, দুরাত্মা পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি করুন।"

দশম অধ্যায়
প্রিয়বাক্যে প্রজাগণের অভিনন্দনজ্ঞাপন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ: অনুনয়, করিলে পৌর ও জানপদ প্রজাগণ সকলেই বাষ্পকুলুলোচনে, পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিল। তৎকালে তাহাদিগের মুখ হইতে কোন কথাই বিনির্গত হইল না। তখন অন্ধরাজ পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ধার্ম্মিকগণ! আমি নিতান্ত বৃদ্ধ ও পুত্রবিহীন হইয়াছি, পিতা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে

অরণ্যগমনে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ধর্ম্মপত্নীর সহিত প্রণিপাতপুরঃসর করুণস্বরে বারংবার আপনাদিগকে কহিতেছি, আপনারা আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।”

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র করুণস্বরে এই কথা কহিলে, প্রজাগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া জনকজননীর ন্যায় শূন্যহৃদয়ে কেহ কেহ করদ্বারা ও কেহ কেহ বা উত্তরীয়বসনদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ক্রমে ক্রমে শোকবেগ সংবরণপূর্ব্বক একবাক্য হইয়া শাম্বনামক এক বেবেত্তা ব্রাহ্মণের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, “ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের বাক্য অন্ধরাজের নিকট কীর্ত্তন করুন।” তখন সেই বাক্যবিশারদ বেদবেত্তা মহাত্মা শাম্ব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! প্রজাগণ আপনাকে কহিতেছে, আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কৌরবগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সৌহার্দ্য আছে। আপনার বংশে কোন রাজাই প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ বা প্রজাদিগের অপ্রিয় ছিলেন না। সকলেই পিতামাতার ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও আমাদিগের অপ্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস আপনাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আপনি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আমরা আপনার অদর্শনে নিতান্ত শোকাকুল হইব। আপনার গুণসমুদয় কদাচ আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না।

“পূর্ব্বে মহারাজ শান্তনু, আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ও মহাত্মা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন, আপনার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধনও সেইরূপে রাজ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতাম। এক্ষণেও আমাদিগের যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত হইতেছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। অতএব প্রার্থনা করি, কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহস্র বর্ষ রাজ্যপালন করুন; তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইব। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরু, সম্বরণ ও ভরত প্রভৃতি পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণের রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্র নাই। আমরা আপনার প্রসাদে পরমসুখে কালহরণ করিয়াছি। আপনারা পিতাপুত্রে আমাদিগের কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই। আপনি কুলক্ষয়বিষয়ে দুর্য্যোধনের প্রতি যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক। এ বিষয়ে কি দুর্য্যোধন, কি শকুনি, কি কর্ণ, কি আপনি, আপনাদিগের কাহারও অপরাধ নাই। দৈববলেই কৌরবগণের ক্ষয় হইয়াছে।

“দৈব নিতান্ত দুর্নিবার্য্য। পুরুষকার কখনই উহাকে নিবারণ করিতে পারে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় যোধগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অষ্টাদশ দিবসের মধ্যেই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত করিলেন, ইহা দৈববল ভিন্ন কখন কি সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ সংগ্রামে শত্রুসংহার ও কলেবর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের পরমধর্ম্ম। এই নিমিত্তই সেই মহাবলপরাক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী বীরগণ পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব আর পুত্র দুর্য্যোধন,

আপনার ভৃত্যগণ, মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও আপনি, আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও ভূপতিগণের ক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। দৈববলেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দৈব ভিন্ন উহার অন্য কারণই নাই।

"আপনি সমুদয় জগতের গুরু। আমরা আপনাকে ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে কদাচ অধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান করি না। এক্ষণে প্রার্থনা করি, মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে বান্ধবগণের সহিত দুর্লভ স্বর্গসুখ অনুভব করুন। আপনিও তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মসমুদয় পরিজ্ঞাত হউন। পাণ্ডবগণের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টিপাত করিতে হইবে না। ঐ মহাত্মারা পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, সমুদয় স্বর্গলোক প্রতিপালন করিতে পারেন। উঁহারা সম্পন্ন হউন বা বিপন্ন হউন, প্রজাগণ সর্ব্বদা উহাদিগের বশীভূত থাকিবে। দীর্ঘদর্শী জিতেন্দ্রিয় মহারাজ যুধিষ্ঠির পুরাতন রাজর্ষিদিগের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উঁহার তুল্য দয়াবান, সরল ও পবিত্রস্বভাব আর কেহই নাই। উনি আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। উহার মন্ত্রিদিগের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্রদৃষ্টি বা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন নহেন। উঁহার ভীমসেন প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণও উহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সুতরাং তাহারা যে আমাদিগের অপ্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে।

"শিষ্টদিগের প্রতি সরলতা ও দুষ্টদিগের প্রতি তেজ প্রকাশ করা তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। আর মহানুভবা কুন্তী, দ্রৌপদী উলুপী ও সুভদ্রা ইঁহারাও কদাচ আমাদিগের প্রতিকূল ব্যবহার করিবেন না। আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠির এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না। প্রজাগণ,; অধার্ম্মিক হইলেও মহারথ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। অতএব আপনি এক্ষণে সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন।"

মহামতি শাম্ব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই কথা কহিলে তত্রত্য সমুদয় প্রজাই তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারংবার তাহাদিগের বাক্যে অভিনন্দনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গান্ধারীর সহিত আত্মভবনে প্রবেশ করিলেন।

১১শ অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্র-প্রার্থিত ধনদানে ভীমের অনিচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, অন্ধরাজ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাত্রা করিবেন। এক্ষণে তিনি সমরনিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণের শ্রাদ্ধ-সম্পাদনার্থ আপনার নিকট

কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ধনদ্বারা সৈন্ধবাপসদ [সিন্ধুরাজবংশের অধম] জয়দ্রথেরও শ্রাদ্ধ করিবেন।”

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মাননা করিলেন, কিন্তু জাতক্রোধ ভীমসেন দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য স্মরণ করিয়া বিদুরের সেই বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৃকোদর! আমাদিগের পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়া ভীষ্মদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আপনাকর্ত্তৃক নির্জ্জিত ধন যাচঞ্ঞা করিতেছেন। অতএব উহা প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি। পূর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমরা যা করিয়াছি, এক্ষণে তিনি আমাদিগের নিকট যা করিতেছেন। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, আজ তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনগমনে অভিলাষী হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে ধনপ্রদানে অনুমতি করুন। উহাকে ধন প্রদান না করিলে আমাদের অধর্ম্ম এবং অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। বরং আপনি ধন প্রদান করা উচিত কি না, তাহা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।”

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ধনঞ্জয়! আমরা স্বয়ং মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য বান্ধবগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিব এবং ভোজনন্দিনী কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উঁহাদিগের শ্রদ্ধার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাই বিধেয় নহে। আমাদিগের শত্রুগণ যেন কোন স্থানেই আহ্লাদিত না হয়। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যেসকল কুলাঙ্গারদ্বারা এই পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই ঘোরতর ক্লেশে নিপতিত হয়। তুমি কি দ্রৌপদীর ক্লেশাবহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? যখন তুমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও সোমদত্ত ইঁহারা কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। যখন তুমি ত্রয়োদশ বৎসর বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলে, তখন তোমার জ্যেষ্ঠতাতের পিতৃস্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? দুরাত্মা অন্ধরাজ যে দ্যূতক্রীড়ার সময় ‘এইবার আমাদের কি লাভ হইল’ বলিয়া বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা তুমি কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ?”

মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে এই কথা কহিলে, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন।

১২শ অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরাদির ধনদানে অনুমতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ঐ সময় অর্জ্জুন বৃকোদরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গুরু। আপনাকে আর অধিক বলা আমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের পূজ্য। বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন।"

ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মনন্দন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "ক্ষত্তঃ [হে বিদুর]। তুমি আমার আদেশানুসারে কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, তিনি পুত্র ও ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের শ্রাদ্ধার্থ যে পরিমাণ ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা আমার কোষ হইতে গ্রহণ করুন। ভীমসেন তাহাতে বিরক্ত হইবে না।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! যেন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদরের প্রতি কোপ প্রকাশ না করেন। বৃকোদর অরণ্যমধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিনিবন্ধন অনেক কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি আমার বচনানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে কহিবেন যে, তাঁহার যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি তৎসমুদয়ই যেন আমার গৃহ হইতে গ্রহণ করেন। বৃকোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন তিনি হৃদয়মধ্যে স্থানদান না করেন। অর্জ্জুনের ও আমার যেসমুদয় ধন আছে, তিনি সেই সমুদয় ধনেরই অধিকারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণগণকে তাহা দান ও অন্যান্য ব্যয় করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের নিকট ঋণশুন্য হউন। আমার ধনের কথা দূরে থাকুক, আমার এই শরীরও তাঁহার একান্ত অধীন।"

১৩শ অধ্যায়
ভীমের কটুক্তি ক্ষমাপণার্থ যুধিষ্ঠির-নিবেদন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে ধীমান বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন! আমি প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি এবং অর্জ্জুন উভয়ে আপনার বাক্যে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমাদিগের রাজ্য, ধন বা প্রাণ যাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের অভিলাষ হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন দুঃখসমুদয় স্মরণ করিয়া আপনার বাক্যে অতিকষ্টে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহারা উভয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বৃকোদরকে সম্মত করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ অনেক অনুনয় করিয়া কহিয়াছেন যে, মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া আপনার প্রতি যে কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন আপনি দুঃখিত না হন।

‘ঐ মহাবীর সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও যুদ্ধেই ব্যাপৃত থাকেন; এই নিমিত্তই উনি অদ্যাপি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে বৃকোদরের নিমিত্ত আমি ও অর্জ্জুন আমরা উভয়ে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের বিশেষতঃ ভীমের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি এই রাজ্য ও আমাদিগের প্রভু; অতএব পুত্র ও বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ তাহার যাহা অভিরুচি হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনি রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেষ ও ছাগ প্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও দীন-দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন। তিনি অন্নদান, পানীয়দান ও গোসমুদয়ের জলপানার্থ নিপানদান [পথিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানীয় জলের আধার স্থাপন] প্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। হে কৌরবেন্দ্র! রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ধনঞ্জয় আমাকে এই কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।”

১৪শ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের যথেচ্ছ ধনদান

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেইদিন অবধি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ধনদান করিয়া বনগমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সুহৃগণের প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্ব্বক অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, দাস, দাসী, মেষ, ছাগ, কম্বল, গ্রাম, ক্ষেত্র, অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী ও বারাঙ্গনাসমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই ধৃতরাষ্ট্রানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধযজ্ঞ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গণক ও লেখকগণ দিবারাত্রি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ‘মহারাজ! এই যাচক ব্রাহ্মণগণকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন’ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং অন্ধরাজ তাঁহাকে শত মুদ্রা প্রদান করিতে কহিলেন, তাহারা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা এবং যাঁহাকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহাকে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সলিলবর্ষী জলধরের ন্যায় ধনবর্ষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে প্রচুর পরিমিত বিবিধ মিষ্টান্নদ্বারা সমুদয় বর্ণের ব্যক্তিগণকে আহার করাইয়া পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে তিনি আপনার ও গান্ধারীর পারলৌকিক হিতসাধনার্থ পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ধনদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি অন্ধরাজ এইরূপে ক্রমাগত দশদিন অনবরত অর্থদান করিয়া পরিশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া দানযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের আনৃণ্য [ঋণমুক্তি] লাভ করিলেন। তিনি যে কয়েক দিন ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা নট ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করিয়াছিল।

১৫শ অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্র-বনযাত্রা—যুধিষ্ঠিরাদির অনুতাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর একাদশ দিবসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বল্কলাজিন [গাছের বাকল] পরিধানপূর্ব্বক গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরবধূগণের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনীগণের আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন অন্ধরাজ লাজদ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদানপূর্ব্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচৈঃস্বরে 'হা তাত! কোথায় চলিলেন' বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিতনয়না গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুররীর [উৎক্রোশ পাখীর] ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের বনিতাগণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল, ফলতঃ পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনেরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়াও তাহাদিগের সেইরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইল। যেসমুদয় কুলকামিনী পূর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকাভিভূত হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল।

১৬শ অধ্যায়
বনবাসার্থ কুন্তীর ধৃতরাষ্ট্রসহ গমন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থানসমুদয় হইতে স্ত্রী-পুরুষদিগের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ বিনীতভাবে অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে সেই নরনারীসঙ্কুল রাজমার্গ অতিক্রমপূর্ব্বক হস্তিনানগরের অত্যুচ্চ বহির্দ্বার হইতে বহির্গত, হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পিত হইয়া বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমুদয় পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞানুসারে কামিনীগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাসনা করিয়া স্বীয় জননী কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! আপনি বধূগণের সহিত নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন, বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অরণ্যে গমন করি। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং উহারই এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।"

বনবাসে যুধিষ্ঠিরাদির নিষেধ—কুন্তীর উপেক্ষা

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বাষ্পকুলিতলোচনে গান্ধারীকে ধারণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি সহদেবের প্রতি কখন তাচ্ছিল্য করিও না। সে তোমার ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আর পূর্ব্বে আমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ যে মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হয়। হায়! আমার তুল্য অভাগ্যবতী আর কেহই নাই। যখন সূর্য্যতনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, উহা লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমাকেই তাহার বধবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আর তাহার কিছুমাত্র প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার সদ্গতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। কদাপি দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজ কুরুকুলের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপানুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিব।"

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অপোবদনে চিন্তা করিয়া জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! এক্ষণে আপনার বুদ্ধি এরূপ বিচলিত হইল কেন? আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনই আপনার বনগমনবিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। পূর্ব্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্যসমুদয় কীর্ত্তনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে এরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভূপতিদিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল? আমাকে ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গহনকাননে বাস করিবেন? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।"

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজের এইরূপ করুণবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অপূর্ণলোচনে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! এক্ষণে পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগ ও

রাজধর্ম্মসমুদয় লাভ করিয়া আপনার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কেন? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীকে বীরশূন্যা করিলেন? আর আমরা যৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই বা কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন? এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যভোগ করুন।"

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভবা কুন্তী বাগমন-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী বিষণ্নবদনে রোদন করিতে করিতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রদিগকে বারংবার সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষণ্নচিত্তে ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৭দশ অধ্যায়
বিলাপকারী পুত্রাদির প্রতি কুন্তীর সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া, পুত্রগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসগণ! পুর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র, সুতরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, সুতরাং তোমাদিগের শত্রুর বশীভূত হওয়া কখনই উচিত নহে।

"তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। অতএব উহার চিরকাল বনে অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত। অযুত নাগের তুল্য পরাক্রমশালী, পৌরুষান্বিত ভীমসেনের ও বাসবসদৃশ বিক্রমশালী ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কালহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। বালক নকুল ও সহদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভামধ্যে এই দ্রুপদানন্দিনী কৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করা নিতান্ত অন্যায্য। আমি সমুদয় বিবেচনা করিয়াই তোমাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন পাঞ্চালী দ্যূতে পরাজিত হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর ন্যায় কম্পিত হইয়াছিলেন, যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞানবশতঃ দাসীর ন্যায় ইঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে। পাপাত্মা দুঃশাসন এই পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি এই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্দ্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদুলা-সঞ্জয়সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম।

"তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়, তাহার পুত্রপৌত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ভর্ত্তার রাজত্বসময়ে অশেষ সুখভোগ, বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি। আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত নহে; কেবল তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্যভোগের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক তপস্যাদ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্রলোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষা করিয়া তপস্যাদ্বারা এই কলেবর শুষ্ক করিব। তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া পরমসুখে রাজ্যসম্ভোগ কর। তোমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মন প্রশস্ত হউক।"

১৮শ অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রাদির বনপ্রবেশ—যুধিষ্ঠিরাদির নিবৃত্তি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধরাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কুন্তীকে বনগমন করিতে অবলোকন করিয়া কামিনীগণ অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন, "তোমরা অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন, সেসমুদয়ই যথার্থ। পাণ্ডবজননী মহাফলপ্রদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা দুর্গম অরণ্যে গমন করিবেন? উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে, অনায়াসে দানব্রতাদি আচরণ করিয়া উৎকৃষ্ট তপানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। উঁহার শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমরা উহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ কর।"

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজবাক্যসমুদয় কীর্ত্তন এবং স্বয়ং তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোনরূপেও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবকামিনীগণ কুন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ শোকদুঃখে একান্ত কাতর হইয়া অতি দীনভাবে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে যানারোহণপূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগর এককালে উৎসবশূন্য হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল। পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের ন্যায় একেবারে উৎসাহশূন্য ও শোকে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর গমন করিয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত তপোবনে নিয়মানুসারে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর

বিদুর ও সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশময় শয্যাদ্বয় প্রস্তুত করিলেন। যুধিষ্ঠিরজননী কুন্তী পরমসুখে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। বিদুর প্রভৃতি অনুগামিগণ তাঁহাদিগের নিকটে এবং যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে শয়ন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থানপুর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্ণকৃত্যসমুদয় সমাপন করিয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবস বনে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে সাতিশয় কষ্টজনক হইয়াছিল।

১৯তম অধ্যায়

বেদব্যাসসমীপে ধৃতরাষ্ট্রের আরণ্যকদীক্ষা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিদুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন অন্ধরাজ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসাধন এবং শিষ্যসমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, তখন বিদুরাদি অন্যান্য অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াসমুদয় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাহাদিগকে তীরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় যাজকগণ অন্ধরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রিয়াসমুদয় সমাপন হইলে অন্ধরাজ অনুযাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্ব্বে কেকয়-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। অন্ধরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শতযুপের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রাদির তপশ্চরণ—বিদুরাদিকর্ত্তৃক শুশ্রূষা

মহামতি শতযূপ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অন্ধরাজকে আরণ্যবিধিসমুদয় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপঃপরায়ণ হইয়া অনুচরগণকে তপানুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তী উভয়ে বল্কলাজিন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ জটা, অজিন ও বল্কল ধারণপূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরমধার্ম্মিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর উভয়ে চীরবল্কল ধারণপূর্ব্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

২০তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রসমীপে নারদের রাজর্ষি-স্বর্গবর্ণন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর নারদ, পর্ব্বত, দেবল, পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি শতযূপ এবং শিষ্যপরিবৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অন্যান্য সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলেই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনোদনার্থ বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কথাপ্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! শতকূপের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি সহস্রচিত্ত কেকয়দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্ম্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় ঘোরতর তপশ্চরণদ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোকলাভ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রলোকে গমনাগমন সময়ে অনেকবার তাঁহাকে দেবেন্দ্রসদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈবলেয়ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পৃষধ্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। সরিদ্বরা নর্ম্মদা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, সেই মান্ধাতৃতনয় নরপতি পুরুকুৎস এবং পরমধার্ম্মিক রাজা শশলোমা ইঁহারা উভয়ে এই তপোবনে তপানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপানুষ্ঠান কর; অচিরাৎ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার সালোক্য[সমান লোক—একত্র বাস]লাভে সমর্থ হইবে। ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্যলাভে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা বিদুর অচিরাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ এবং মহামতি সঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন। আমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে এই সমুদয় বিষয় অবগত হইয়াছি।"

ধৃতরাষ্ট্রের ভাবী স্বর্গলোলাভানন্দ

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া পরমসমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণও মহা আহ্লাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজর্ষি শতযূপ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবর্ষে! আপনার বাক্য শ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি তত্ত্বদর্শী। মানবগণ যে যেরূপ গতিলাভ করিবে, আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদয় অবলোকন করিতেছেন। আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোকলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

রাজর্ষি শতযূপ এই কথা কহিলে, দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ, সেই সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! আমি একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথায় পাণ্ডুরাজকে সমাসীন দেখিয়া আসন পরিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘোরতর তপস্যার কথা উত্থিত হইল। তখন আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে, ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে। তৎপরে তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য-অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক কুবেরভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে সঞ্চরণ করিবেন। হে শতযূপ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছ, এই নিমিত্তই আমি এই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।"

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে পরিতুষ্ট করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

২১তম অধ্যায়
মাতা প্রভৃতির বিরহে যুধিষ্ঠিরাদির বিষাদ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এ দিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণসমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাসনিবন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হস্তিনায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকাকুল হইয়া পরস্পরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হায়! পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মনস্বিনী গান্ধারী ও কুন্তী কিরূপে দুর্গম অরণ্যে বাস করিতেছেন? পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অসুখের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। পাণ্ডবজননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অতিকষ্টে কালহরণ করিতেছেন এবং অন্ধরাজের শুশ্রূষায় অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।"

পুরবাসী লোকসমুদয় এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ পুত্রবিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ, জননী কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের শোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া কিছুতেই অধিক দিন পুরমধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কি রাজ্যসম্ভোগ, কি স্ত্রীসংসর্গ, কি বেদাধ্যয়ন, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হইল না। তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজেবু বনবাস, জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা কর্ণ, দ্রৌপদীতনয় ও অন্যান্য সুহৃগণের নিধনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা পৃথিবীকে বীরশূন্য ও ধনশূন্য বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে কোনরূপেই তাঁহাদিগের শান্তিলাভ হইল না। পুত্রশোকসন্তপ্তা দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিষণ্নবদনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে উঁহারা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসম্ভূত মহাত্মা পরীক্ষিৎকে দর্শন করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

২২তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্‌যোগ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে এককালে বিরত হইলেন। ঐ সময় কোন বিষয়েই আর তাঁহাদিগের আমোদ রহিল না। তাঁহারা সততই শোকাবিষ্টের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ উঁহারা গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য হইয়াও তৎকালে শোকে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমাদের জননী নিতান্ত কৃশাঙ্গী। তিনি কিরূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন? পুত্রবিহীন অন্ধরাজ কিরূপে সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে কালহরণ করিতেছেন এবং হতবান্ধব জননী গান্ধারীই বা কিরূপে সেই দুর্গমবনে বৃদ্ধ অন্ধপতির শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছেন?"

সহদেবাদির সহগমনে সহানুভূতি

পাণ্ডবগণ এইরূপে কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন। তখন মহাত্মা সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল। উঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা আমার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি কেবল আপনার গৌরবনিবন্ধন আপনার নিকট ইহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। হায়! পূর্ব্বে যে মাতা রমণীয় অট্টালিকায় অবস্থানপূর্ব্বক পরমসুখে কালহরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে মস্তকে জটাধারণ ও কুশশয্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন? আমার কি কখন এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে যে, আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব? যখন রাজপুত্রী হইয়াও মাতাকে অরণ্যে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহলোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না।"

সহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! কখন আমি শত্রুকে দর্শন করিব? তাঁহাকে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আপনার বুদ্ধি ও মন ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয়। আজ আপনার প্রসাদে আমাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে; আমি শ্বশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।"

মহানুভবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সৈন্যাধ্যক্ষগণ! তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় সুসজ্জিত কর। সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। আমি অচিরাৎ অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, "তোমরা সত্বর বিবিধ যান, শিবিকা [পাল্কী], শকট [গাড়ী] ও আপণ[শকটবাহিত

বাজার]সমুদয় সুসজ্জিত কর। শিল্পকর ও এ কোষাধ্যক্ষেরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে-কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে সুরক্ষিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারেন। এক্ষণে তোমরা পাচক ও অন্যান্য লোকসমুদয়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্যভোজ্যসমুদয় শকটে সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর এবং আমরা কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব, এই কথা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দেও। আজই যেন পথিমধ্যে আমাদের বাসগৃহসমুদয় প্রস্তুত করা হয়।”

ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই দিবস পুরমধ্যে অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেইদিন অবধি পাঁচদিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২৩তম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রদর্শনার্থ সপরিবার যুধিষ্ঠিরের যাত্রা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির লোকপালসদৃশ অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদিগকে বনগমন করিতে আদেশ করিবামাত্র সৈন্যগণমধ্যে 'অশ্বযোজনা কর, রথযোজনা কর' এইরূপ ঘোরতর কোলাহল-শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদয় কেহ কেহ প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ কনকময় রথে, কেহ কেহ হস্তিপৃষ্ঠে ও কেহ কেহ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এবং অনেকে পাদচারেই ধাবমান হইল।

মহাবীর যুযুৎসু ও পুরোহিত ধৌম্য ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে আশ্রম-গমনে ক্ষান্ত হইয়া পুররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সৈন্যসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলে ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল; সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল এবং অসংখ্য রথারোহী সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে ধাবমান হইল।

ভীমকর্ম্মা ভীমসেন অস্ত্রশস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক পতাকার হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক গজারোহী সৈন্যসমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অনলসঙ্কাশ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি কুলকামিনীগণ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক অপরিমিত ধনদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীণাবেণুনিনাদযুক্ত হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল পাণ্ডবসৈন্যের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণসমভিব্যাহারে রমণীয় নদীতীরে ও সরোবরসমীপে বাস করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্রতোয়া যমুনানদী অতিক্রমপূর্ব্বক দূর হইতে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপের আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমদ্বয় দর্শনে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সকলেই মহাকোলাহল করিতে করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

২৪তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র-সাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের অনতিদূরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনীতভাবে পাদচারে সেই আশ্রমে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের সৈন্য, পুরবাসী ও অন্তঃপুরিকাগণ সকলেই যান পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ অন্ধরাজের সেই মৃগসমাকীর্ণ কদলীবনসুশোভিত আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে নিয়তব্রত তাপসগণ মহাকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। নরপতি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বাষ্পকুললোচনে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তাপসগণ! এক্ষণে সেই কৌরববংশধর আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত কোথায়?" তখন তাপসগণ কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে তিনি যমুনায় অবগাহন, পুষ্পচয়ন ও জল আনয়নের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আপনারা এই পথে গমন করুন।"

তাপসগণ এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ধাবমান হইয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়কে দর্শনপূর্ব্বক সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। সহদেব কুন্তীকে অবলোকন করিবামাত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তীও সেই প্রিয়পুত্রকে অবলোকন করিবামাত্র বাষ্পকুলনয়নে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া গান্ধারীকে কহিলেন, "মাতঃ! সহদেব আসিয়াছে।" তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ জননীকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আকর্ষণপূর্ব্বক সত্বর আগমন করিতে দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠস্বর ও স্পর্শদ্বারা পাণ্ডবগণকে অবগত হইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অমোচনপূর্ব্বক কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও স্বীয় মাতা কুন্তীর নিকট যথোচিত বিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের বারিপূরিত কলসসমুদয় গ্রহণ করিলেন।

ঐ সময় কৌরবকুলকামিনী ও অন্যান্য কুলরমণীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদয় একদৃষ্টে অন্ধরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক সমুদয় লোকের পরিচয় প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ সেই সমুদয় লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সকল আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে হস্তিনানগরস্থিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় সিদ্ধচারণসেবিত দর্শকগণসমাকীর্ণ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

২৫তম অধ্যায়
ঋষিগণের যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয়গ্রহণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপবিষ্ট হইলে, নানাদেশবাসী মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক

কহিলেন, “মহারাজ! আপনার আশ্রমে যেসমুদয় স্ত্রী-পুরুষ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার নাম যুধিষ্ঠির, কাহার নাম ভীমসেন, কাহার নাম অর্জ্জুন, কাহার নাম নকুল, কাহার নাম সহদেব ও কাহার নাম দ্রৌপদী, ইহা পরিজ্ঞাত হইতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।”

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য কৌরবরমণীদিগের পরিচয়প্রদানার্থ তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “মহর্ষিগণ! ঐ যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ দীর্ঘনেত্র মহাত্মা সিংহের ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, উহার নাম যুধিষ্ঠির। ঐ যে মত্তগজেন্দ্রগামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, উহার নাম বৃকোদর। ঐ মহাবীরের পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উহার নাম অর্জ্জুন এবং ঐ কুন্তীর সন্নিধানে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে যুবকদ্বয় অবস্থান করিতেছেন, উঁহাদিগের নাম নকুল ও সহদেব। ঐ দুই বীরপুরুষের তুল্য পরমসুন্দর, বলবান্ ও সচ্চরিত্র আর কেহই নাই।

“ঐ যে পদ্মপলাশাক্ষী শ্যামবর্ণা, পরমসুন্দরী রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন, উঁহার নাম দ্রৌপদী। ইঁহার পার্শ্বে চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গৌরবর্ণা, পরমরূপবতী, বাসুদেবভগিনী সুভদ্রা অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী পরমরূপবতী রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন, উনি অর্জ্জুনের ভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা। উহার অনতিদূরে যে নীলোৎপলবর্ণা রমণী অবস্থান করিতেছেন, উনিই ভীমসেনের কলত্র, উঁহার নাম কালী। এই যে চম্পকদামের ন্যায় গৌরবর্ণা রূপবতী রমণী লক্ষিত হইতেছে, উনি মহারাজ জরাসন্ধের দুহিতা; মাদ্রীর কনিষ্ঠপুত্র সহদেব উহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। উহার অনতিদূরে মাদ্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র নকুলের ভার্য্যা অবস্থান করিতেছেন; উহার নাম করেণুমতী। ঐ যে পরমাসুন্দরী রমণী বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করিতেছেন, উনি অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাটনন্দিনী উত্তরা। পূর্ব্বে দ্রোণ প্রভৃতি সপ্তরথী উঁহারই ভর্ত্তাকে অন্যায়-যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। আর ঐ যে শুক্লাম্বরধারিণী সধবাচিহ্নবিবর্জ্জিত রমণীগণকে দর্শন করিতেছেন, উঁহারা এই বৃদ্ধ অন্ধরাজের পুত্রবধূ। উহাদের পতিপুত্রগণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

“হে তপোধনগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সুবিস্তর ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলাম।”

মহামতি সঞ্জয় এই কথা কহিলে তাপসগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদয় বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক আশ্রমের অবিদূরে উপবেশন করিল।

২৬তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-ধৃতরাষ্ট্রের পরস্পর কুশলপ্রশ্নোত্তর

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অন্ধরাজ একে একে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! তুমি ত' ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? তোমার অনুজীবী, প্রজা, মন্ত্রী, ভৃত্য ও গুরুজনদিগের ত' কোন অমঙ্গল হয় নাই; তাঁহারা ত' নির্ভয়ে তোমার অধিকারমধ্যে বাস

করিতেছেন? তুমি ত' পূর্ব্বতন ভূপতিদিগের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছ? অন্যায়লব্ধ ধনদ্বারা ত' তোমার কোষ পরিপূরিত হয় নাই? তুমি ত' কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাক? ব্রাহ্মণগণ ত' তোমার নিকট যথাবিধি দানগ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হয়েন? কি শত্রু, কি পৌরবর্গ, কি ভৃত্য, কি আত্মীয়স্বজন, সকলেই ত' তোমার চরিত্রদর্শনে প্রীত হইয়া থাকে? তুমি ত' শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাক? তোমার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ত' স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন? তোমার রাজ্যে বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ত' অর্থের নিমিত্ত লালায়িত ও শোকাকুল হইতে হয় না? তোমার গৃহে কুলস্ত্রীগণ ত' যথোচিত সৎকৃত হইয়া থাকেন? আর তোমার রাজাধিকারলাভ হওয়াতে আমাদের নিষ্কলঙ্ক রাজবংশের ত যশোহানি হয় নাই?"

নীতিবিশারদ অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রসাদে আমার সমুদয় বিষয়েই মঙ্গললাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার তপস্যা ও শমদমাদিগুণ ত' পরিবর্দ্ধিত হইতেছে? আমার জননী কুন্তী ত' আপনার শুশ্রূষার অনুরক্ত হইয়া বনবাসক্লেশ সফল করিতে পারিবেন? শীতবাতবিশীর্ণা তপঃপরায়ণা জননী গান্ধারী ত' পুত্রশোকে কাতর হইয়া আমাদিগকে অপরাধী জ্ঞান করেন না? মহাত্মা সঞ্জয় ত' কুশলে তপানুষ্ঠান করিতেছেন? এক্ষণে মহাত্মা বিদুর কোথায়? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তোমার পিতৃব্য অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহাকে এই কাননের অতি নির্জ্জনপ্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন।"

বিদুরের সূক্ষ্মদেহ যুধিষ্ঠিরদেহে প্রবেশ

অন্ধরাজ এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ [গাত্রে ধূলামাখা] জটাধারী দিগম্বর মহাত্মা বিদুর সেই আশ্রমের অনতিদূরে লক্ষিত হইলেন। ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র সত্বর একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ক্রমে ক্রমে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তদ্দর্শনে 'হে মহাত্মন্! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি' বলিয়া মহাবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বিদুর সেই বিজন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মহাত্মা ক্ষত্তার নিকট সমুপস্থিত হইয়া, 'মহাশয়! আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়াছি' বলিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন।

মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজকে সেই নির্জ্জন প্রদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া যোগবলে তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়সমুদয় সংযোজিত করিয়া তাঁহার

দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর স্তব্ধলোচন [স্থিরনেত্র—স্পন্দনাদি-রহিত চক্ষু] ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াই রহিল। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বেদব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্তসমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুর বিষয়ক দৈববাণী

অনন্তর তিনি বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, "মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি উহার দেহ দগ্ধ করিবেন না। ইনি সান্তানিকনামক লোকসমুদয় লাভ করিতে পারিবেন। উহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে।"

ধর্ম্মরাজ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিদুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণে ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য লোকসমুদয়ের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অন্ধরাজ সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার প্রদত্ত জল ও ফলমূল গ্রহণ কর। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে, তখন তাহাকে সেই অবস্থানরূপ অতিথিসৎকার করিতে হয়।"

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অনুযাত্রিকদিগের সহিত তাঁহার প্রদত্ত ফলমূল ভোজন ও জলপানপূর্ব্বক সে রাত্রি বৃক্ষমূলে অতিবাহিত করিলেন। ঐ রজনীতে আশ্রমবাসীদিগের সহিত পাণ্ডবগণের শাস্ত্রবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল। তাঁহারা মহামূল্য শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক জননীর চতুর্দ্দিকে ধরাশয্যায় শয়ন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ফলমূলাদিদ্বারা আহারকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

২৭তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির আশ্রমভ্রমণ—তাপসতৃপ্তিসাধন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বাহ্নকৃত্যসমুদয় সমাপন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরকামিনী, ভৃত্য, পুরোহিত ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে আশ্রমসমুদয় অবলোকনে অভিলাষী হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, মুনিগণ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বেদীমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতেছেন। বেদীসমুদয় বানের [বন্য] পুষ্প, ফলমূল ও আজ্য[ঘৃতাহুতি]ধূমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মৃগগণ অশঙ্কিতচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের বেদাধ্যয়নশব্দ, ময়ূরগণের কেকারব, দাত্যূহ[ডাহুকপাখী]দিগের কলরব, কোকিলগণের কুহুরব ও অন্যান্য পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর সুমধুর নিস্বনে আশ্রম-অঞ্চল পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির

তাপসগণের নিমিত্ত সমানীত কাঞ্চনময় কলস, উডুম্বর, অজিন, মাল্য, স্রুক, স্রব, কমণ্ডলু, স্থালী, লৌহপাত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসমুদয় তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে তাপস যাহা প্রার্থনা করিলেন, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির আশ্রমের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুতর ধন দান করিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, অন্ধরাজ স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গান্ধারীর সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। মনস্বিনী কুন্তী শিষ্যার ন্যায় অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণ, ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে কুশাসনে সমাসীন হইলেন। কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সেই আত্মীয় পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণসমাবৃত বৃহস্পতির ন্যায় অতি মনোহর শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর শতকূপ প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রনিবাসী ঋষিগণ এবং শিষ্যসমবেত ভগবান্ বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইলেন। উঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি সকলে গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদের অভিবাদন করিলেন। তখন বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে আসনপরিগ্রহ করিতে আদেশপূর্ব্বক সমাগত ব্রাহ্মণগণকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

২৮তম অধ্যায়
ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্র-তপঃপরীক্ষাসূচক প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ কুশাসনে সমাসীন হইলে মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! এক্ষণে ত' নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপানুষ্ঠান হইতেছে? এখন ত' তুমি বনবাসের সুখ অনুভব করিতেছ? আর ত' এখন তোমার হৃদয়ে পুত্রশোক নাই? তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞানসমুদয় ত' নির্ম্মলরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে? তুমি ত' দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে অরণ্য-বিধির অনুষ্ঠান করিতেছ? ধর্ম্মার্থতত্ত্বদর্শিনী দুর্য্যোধনজননী গান্ধারী ত' আর শোকে অভিভূত হয়েন না? যিনি গুরুজনের শুশ্রূষার নিমিত্ত পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দেবী কুন্তী ত' অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া তোমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন? তুমি ত' ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়াছ? ইঁহাদিগের আগমনে তোমার মন ত' আহ্লাদিত হইতেছে? আর ত' তোমার মনের মালিন্য নাই? এখন ত' তুমি জ্ঞানলাভ করিয়া বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছ? নির্ব্বৈর, সত্য ও অক্রোধ এই তিনটি গুণ সমুদয় প্রাণীর পক্ষেই হিতকর। তোমার ত' ঐ তিন গুণের কোন ব্যাঘাত হয় নাই? এখন ত' আর তোমার বনবাসজন্য কোন কষ্ট উপস্থিত হয় না? বন্য ফলমূল আহার ও উপবাস করা ত' সহ্য হইয়াছে?

"সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা বিদুর যেরূপে ধর্ম্মরাজের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ। মহাত্মা ধর্ম্ম মাণ্ডব্যশাপে নরকলেবর ধারণপূর্ব্বক বিদুররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেবগণমধ্যে বৃহস্পতি ও অসুরগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য যেরূপ

বুদ্ধিসম্পন্ন, তোমাদের মধ্যে মহাত্মা বিদুরও তদ্রূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। মহর্ষি মাণ্ডব্য চিরসঞ্চিত তপোবল নষ্ট করিয়া ধর্ম্মকে শাপে অভিভূত করাতেই ঐ মহাত্মার জন্ম হয়। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে উঁহাকে উৎপাদন করিয়াছিলাম। ঐ মহামতি তোমার ভ্রাতা। উঁহার অসাধারণ ধ্যান ও মনের ধারণানিবন্ধন কবিগণ উঁহাকে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উনি সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমগুণদ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম্ম যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করিয়াছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ, ও পৃথিবী যেমন ইহালোক ও পরলোকে বিদ্যমান আছেন, ধর্ম্মও তদ্রূপ উভয়লোকেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ-কলেবর সিদ্ধগণই উঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয়েন। যিনি ধর্ম্ম তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির।

"এই দেখ, সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠির তোমার নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। যোগবলসম্পন্ন ধীমান বিদুর উঁহাকে দর্শন করিয়া উহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তোমারও মঙ্গলসাধন করিবেন। আমি কেবল তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ এক্ষণে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। পূর্ব্বে কোন মহর্ষি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আমি স্বীয় তপোবলপ্রভাবে সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিব। অতঃপর আমার নিকট তোমার যে-কোন বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতে বাসনা হইবে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করাইব।"

আশ্রমবাসিকপর্ব্বাধ্যায় সম্পূর্ণ

২৯তম অধ্যায়
পুত্রদর্শনপর্ব্বাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! এইরূপে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত অরণ্যবাস আশ্রয়, মহাত্মা বিদুর সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের দেহমধ্যে প্রবেশ ও পাণ্ডবগণ সেই ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে অবস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে কিরূপ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করাইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা সেইসমুদয় পুরবাসী ও সৈন্যসামন্তগণসমভিব্যাহারে তথায় কিরূপে কত দিন বাস করিলেন, এই সমুদয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনি ঐ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহার আশ্রমে বিবিধ পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য পানভোজনপূর্ব্বক পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মাস অতীত হইলে একদা ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় অন্ধরাজের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ তাঁহার যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনারাও উপবেশন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ, পর্ব্বত ও দেবল এবং গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও চিত্রসেন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র আসনসমুদয় প্রদান করিলেন।

মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরের সৎকারলাভে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সমুদয় আসনে উপবিষ্ট হইলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরববনিতাগণ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষিগণের দেবতা, অসুর ও পুরাতন মহর্ষি-বিষয়ক বিবিধ ধর্ম্মকথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদিগের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্চর্য্য দর্শন করাইবার মানসে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তোমার হৃদয়ের ভাব আমার অবিদিত নাই। তুমি গান্ধারীর সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছ এবং কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন। আমি তোমার পরিবারগণের সহিত একত্র বাসের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। আজ এই দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ আমার চিরসঞ্চিত তপোবল দর্শন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্রাদির স্ব স্ব মৃতসন্তানদর্শনাকাঙ্ক্ষা

অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আজ আমি আপনাদিগের সমাগমলাভে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আজ আমার জীবন সফল হইল। আর আমার ইষ্টগতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় ও পরলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই। আজ আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম। এক্ষণে কেবল সেই মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। ঐ পাপাত্মা অকারণে এই নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান এবং পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। মহাত্মা ভূপালগণ তাহারই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়! আমার পুত্রপৌত্রগণের এবং যেসমুদয় বীর আমার মিত্রের সাহায্যার্থ পিতা, মাতা ও পুত্রকলত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহলোক পরিহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি গতিলাভ হইল? আমি মহাবলপরাক্রান্ত মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণকে স্মরণ করিয়া কোনরূপেই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্র পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজ্যলোভেই কুরুকুল ক্ষয় করিয়াছে। আমি ঐ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিবারাত্রি দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি; কোনরূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার শান্তিলাভের উপায়বিধান করুন।"

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ করুণবাক্য প্রয়োগ করিলে গান্ধারী, কুন্তী, সুভদ্রা ও অন্যান্য বধূগণের শোক পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উঠিল। তখন পুত্রশোকবিধুরা বদ্ধনয়না [আবৃতনেত্রা —কাপড়ে ঢাকা] গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে শ্বশুর বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন! অদ্য ষোড়শ বর্ষ হইল, অন্ধরাজের পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি কোনরূপেই ইঁহার শান্তিলাভ হইতেছে না। ইনি সর্ব্বদাই পুত্রশোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কখনই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। অতএব আপনি ইঁহার সহিত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইয়া ইঁহাকে সুস্থ করুন। আপনি যখন তপোবলে নুতন

লোকসমুদয়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন এই অন্ধরাজের সহিত ইঁহার পরলোকগত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইবেন, তাহা বিচিত্র কি?

"এই দেখুন, আপনার পুত্রবধূগণের প্রিয়পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। ভূরিশ্রবার ভার্য্যা পতিশোকে নিতান্ত অভিভূতা হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতেছেন। ইঁহার শ্বশুর মহারাজ সোমদত্তও সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর আপনার যে একশত পৌত্র সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এই দেখুন, তাহাদিগের বনিতাগণ হাহাকারশব্দে রোদন করিয়া পুনঃ পুনঃ আমার ও অন্ধরাজের পুত্রশোক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে।হায়! আমার সোমদত্ত প্রভৃতি যে শ্বশুরগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের কি গতিলাভ হইয়াছে? যাহা হউক, এক্ষণে অন্ধরাজ, আমি ও কুন্তী আমরা আপনার প্রসাদে যাহাতে শোক হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।"

গান্ধারী ব্যাসের নিকট এই কথা কহিলে, কৃশাঙ্গী কুন্তী স্বীয় প্রচ্ছন্নজাতপুত্র কর্ণকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইলেন। তখন ভগবান বেদব্যাস তাঁহার ব্যাকুলভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! এক্ষণে তুমি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।"

৩০ম অধ্যায়
কুন্তীর কর্ণজন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ—কর্ণদর্শনকামনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন ভোজনন্দিনী কুন্তী পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অতিলজ্জিতভাবে বেদব্যাসকে প্রণতিপুরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি দেবদেব [জ্ঞানে মহাদেব-তুল্য] ও আমার শ্বশুর, অতএব আপনার নিকট আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"পূর্ব্বে একদা অতি কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভিক্ষার্থ আমার পিতার ভবনে সমুপস্থিত হইলে আমি পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময় এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার কোপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি স্বীয় বিশুদ্ধচিত্তপ্রভাবে কিছুতেই রোষাবিষ্ট হই নাই। তখন সেই বরদাতা মুনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বারংবার বরগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বারংবার অনুরোধ করাতে আমি শাপভয়ে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম।

"তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মের জননী হইবে এবং দেবগণের মধ্যে যাঁহাকে আহ্বান করিবে, তিনিই তোমার বশবর্ত্তী হইবেন।' এই কথা বলিয়া মহর্ষি তৎক্ষণাৎ তথায় অন্তর্হিত হইলেন। আমি তদ্দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তদবধি সেই ঋষিবাক্য কখনই আমার মন হইতে অপনীত হয় নাই।

'অনন্তর একদা আমি প্রাসাদোপরি আরোহণপূর্ব্বক নবোদিত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র সেই ঋষিবাক্য আমার স্মৃতিপথে অরূঢ় হইল। তখন আমি বাল্যনিবন্ধন ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলাম।

আমি আহ্বান করিবামাত্র ভগবান সহস্ররশ্মি স্বীয় দেহকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া একার্দ্ধদ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমিতে তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং অপরার্দ্ধদ্বারা আমার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দিবাকরকে দেখিবামাত্র আমরা কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বরাননে! বর প্রার্থনা কর।'

'তখন আমি কহিলাম, "ভগবন্। আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করুন।'

"আমি এই কথা কহিলে, তিনি আমাকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমাকে অবশ্যই বরগ্রহণ করিতে হইবে। আমার আগমন কখনই নিরর্থক হইবে না। যদি তুমি বরগ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিব।' ভগবান্ ভাস্কর এইরূপে ভয়প্রদর্শন করিলে, আমি সেই নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলাম, 'ভগবন্! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে বর প্রদান করিবেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার অনুরূপ পুত্রলাভ করিতে পারি।' আমি এই কথা কহিবামাত্র দিবাকর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমাকে মুগ্ধ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরিশেষে 'শোভনে! তুমি আমার অনুরূপ পুত্রলাভে সমর্থ হইবে' বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

"তিনি স্বর্গে গমন করিবার পর আমার এক সুকুমার নবকুমার জন্মিল। তখন আমি ঐ বৃত্তান্ত গোপন করিবার নিমিত্ত পিতার অন্তঃপুরে আগমন করিয়া সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলাম এবং অচিরাৎ সূর্য্যোদেবের প্রভাবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কন্যকাবস্থা [২] প্রাপ্ত হইলাম। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধসময়ে আমি সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকিয়াও কেবল স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলাম, পাপই হউক, আর নিষ্পাপই হউক, এক্ষণে আপনার নিকট উহা ব্যক্ত করিলাম। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার ও নরপতির মনোগত ভাবসমুদয় অবগত আছেন; অতএব আমাদিগের উভয়ের পুত্রদর্শনবাসনা পরিপূর্ণ করুন।"

কুন্তীদেবী এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শোভনে! তুমি যাহা কহিলে, সেসমুদয়ই সত্য। তুমি কন্যকাবস্থায় সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই। দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, উঁহারা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও প্রীতি-উৎপাদন এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তুমি মানুষী, অতএব দেবসম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন করাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে তুমি মনোদুঃখ করিও না। বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদয় দ্রব্যই পথ্য, সমুদয় বস্তুই পবিত্র, সমুদয় কার্য্যই ধর্ম্ম এবং সমুদয় দ্রব্যই স্বকীয়।"

৩১ম অধ্যায়

ব্যাস-আদেশে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির গঙ্গাতীরে গমন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কুন্তীকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভদ্রে! তুমি অবিলম্বেই পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সন্দর্শন করিবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে এবং দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদিগকে দর্শন করিবেন। আমি পূর্ব্বেই পরলোকগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার করাইতে বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি, কুন্তী ও নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিতে আমার সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। অতঃপর সেই সমরনিহত মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। উঁহারা অবশ্যম্ভাবী দেবকার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যেসমুদয় বীর নিহত হইয়াছেন, উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ কেহ অপ্সরা, কেহ কেহ পিশাচ, কেহ কেহ গুহ্যক, কেহ কেহ রাক্ষস, কেহ কেহ যক্ষ, কেহ কেহ সিদ্ধ, কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ দানব এবং কেহ কেহ বা দেবর্ষি।

“ধৃতরাষ্ট্রনামে যে গন্ধর্ব্বাধিপতি বিখ্যাত আছেন, তিনিই এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পতি হইয়াছেন। পাণ্ডুরাজ দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদুর ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহারা ধর্ম্মের অংশ। দুর্য্যোধন কলি, শকুনি দ্বাপর, দুঃশাসনাদি তোমার অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষস, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন বায়ু, মহাত্মা ধনঞ্জয় পুরাতন ঋষি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সপ্তমহারথিতে পরিবেষ্টন করিয়া যে মহাবীরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু চন্দ্রস্বরূপ। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, দ্রৌপদীর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির, শিখণ্ডী রাক্ষসের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অশ্বত্থামা রুদ্রদেবের এবং গাঙ্গেয় ভীষ্ম বসুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেবগণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বকার্য্যসাধনপূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যাহা হউক, আজ আমি তোমাদিগের চিরসঞ্চিত মনোদুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে গমন কর। সেই স্থানে সমরনিহত বন্ধুবান্ধবগণকে সন্দর্শন করিবে।”

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য সকল লোকেই সিংহনাদপরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ, অমাত্যগণ, মুনিগণ ও সমাগত গন্ধর্ব্বগণসমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই সমুদয় লোক ক্রমশঃ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সস্ত্রীক হইয়া পাণ্ডব ও স্বীয় অনুচরগণের সহিত অভিলষিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে মৃত নরপতিদিগের দর্শনবাসনায় গঙ্গাতীরে অবস্থানপূর্ব্বক নিশাসমাগম প্রতীক্ষা করাতে সেই দিবাভাগ তাঁহাদিগের পক্ষে শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

৩২ম অধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টিশক্তি—সকলের মৃত-আত্মীয়দর্শন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে। অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তত্রত্য লোকসমুদয় সায়ংকালীন বিধি সমাপনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্যাসদেবের নিকট সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় মহর্ষি ও পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত হইয়া পবিত্রচিত্তে সেই গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন। এবং গান্ধারী প্রভৃতি কৌরবরমণীগণ ও অন্যান্য লোকসমুদয় তথায় উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্রজলে অবগাহন করিয়া সংগ্রামনিহত কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদয় ও নানাদেশনিবাসী ভূপালদিগকে আহ্বান করিবামাত্র সেই জলমধ্যে পূর্ব্ববৎ কুরুপাণ্ডবসৈন্যের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্যসামন্তসমুদয়, পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয়গণ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, মহাবীর ঘটোৎকচ, কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব, মহাবীর ভগদত্ত, জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব, অনুজের সহিত বৃষসেন, দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, শিখণ্ডীর পুত্রগণ, অনুজের সহিত ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, নিশাচর অলায়ুধ এবং মহারাজ সোমদত্ত ও চেকিতান প্রভৃতি বীরসমুদয় সমুজ্জ্বল দিব্যমুর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বীরের যেরূপ বেশ, যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তৎকালে তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। ঐ সময় তাঁহারা সকলেই নিরহঙ্কার, নির্ব্বৈর ও নির্ম্মৎসর হইয়া দিব্যবস্ত্র, দিব্যকুণ্ডল ও দিব্যমাল্য ধারণপূর্ব্বক অপ্সরাগণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের নিকট গান ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল।

তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস তপোবলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভাবে দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া পরমাহ্লাদে পুত্রগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারী সংগ্রামনিহত পুত্রগণ ও অন্যান্য স্বরসমুদয়কে দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তত্রত্য অন্যান্য লোকসমুদয় সেই অচিন্তনীয় লোমহর্ষণ অদ্ভুত কাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া অনিমেষলোচনে অবস্থান করিতে লাগিল।

৩৩তম অধ্যায়

মৃতব্যক্তিগণের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সেই নিষ্পাপ ক্রোধমাৎসর্য্যবিহীন কুরু-পাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদয় দেবগণের ন্যায় পুলকিতচিত্তে পরস্পর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পুত্র পিতামাতার সহিত, ভার্য্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও সখা সখার সহিত মিলিত হইল। পাণ্ডবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ, অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণের সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে পরস্পর সুহৃদ্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যোধগণ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে বৈরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বন করিয়া অগাধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে কৌরব ও অন্যান্য ভূপালগণ স্ব স্ব পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত

সমবেত হইয়া স্বর্গবাসী রাজাদিগের ন্যায় পরমসুখে সে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে তথায় শোক, ভয়, ত্রাস, অসন্তোষ ও অযশের লেশমাত্রও ছিল না। সমাগত রমণীগণ স্ব স্ব পিতা ও পতির সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, সমাগত বীরগণ স্ব স্ব পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসও তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে গমনে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রথধ্বজের সহিত ভাগীরথীর সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া কেহ কেহ দেবলোকে, কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে, কেহ কেহ বরুণলোকে, কেহ কেহ কুবেরলোকে ও কেহ কেহ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। রাক্ষস ও পিশাচদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরকুরুতে এবং কেহ কেহ অন্যান্য স্থানে প্রস্থান করিল।

কুরুকামিনীগণের কলেবরত্যাগ—পতিলোকলাভ

এইরূপে সেই বীরসমুদয় অদৃশ্য হইলে, কুরুকুলহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বিধবা রমণীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সীমন্তিনীগণ! তোমাদের মধ্যে যাহার যাহার পতিলোকলাভে বাসনা আছে, তাহারা অবিলম্বে এই জাহ্নবীজলে অবগাহন কর।" বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র পতিব্রতা কৌরবকামিনীগণ সেই গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া অচিরাৎ মানুষদেহ হইতে মুক্তিলাভ ও দিব্যমূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক দিব্য-আভরণ ও দিব্যমাল্যে বিভূষিত হইয়া বিমানারোহণে পতিলোকে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা পরলোকে গমন করিলে তত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণ যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই নিহত ভূপতিদিগের পুনরাগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নানা দেশস্থ মানবগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই প্রিয়সমাগম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি উভয়লোকেই প্রিয়বস্তুসমুদয় লাভ করিয়া, বান্ধবগণের সহিত সুস্থশরীরে পরমসুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যে মহাত্মা অন্যকে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহার ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। মানবগণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তপানুষ্ঠাননিরত, শমগুণান্বিত, সদাচার, দানশীল, সরলস্বভাব, শুচি, হিংসাবিহীন, সত্যপরায়ণ, আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিলে নিঃসন্দেহেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন।

৩৪তম অধ্যায়

মৃতশরীরে আত্মার আবির্ভাবের যুক্তি

সৌতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে দুর্য্যোধনাদির পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার বাক্যশ্রবণে আমার পরম পরিতোষ হইল। এক্ষণে আমার মনে এই সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে যে, আমার পূর্ব্বপিতামহ দুর্য্যোধনাদি

মহাত্মারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগপর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে সেই শরীরে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করিলেন?

মহারাজ জনমেজয় এই কথা কহিলে, মহাপ্রভাবসম্পন্ন ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! ভোগ ব্যতীত কখনই কর্ম্মসমুদয়ের বিনাশ হয় না। কর্ম্মপ্রভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শরীর যেসমুদয় মহাভূতদ্বারা নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদয়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহনাশ হইলেও তাহাদের নাশ হয় না। লোকে পূর্ব্বতন অদৃষ্ট প্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয়। আত্মা সেই কর্ম্ম ও মহাভূতসমুদয়ে লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাভূতসমুদয়কে কখন পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পূর্ব্বতন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়; কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহার রূপের অন্যথা হইয়া থাকে। লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় বটে; কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর পূর্ব্বতন শরীরের মহাভূতসমুদয়দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ শরীর যে পূর্ব্বতন শরীর, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বচ্ছেদনসময়ে এই শ্রুত্যনুযায়ী বাক্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে যে, জন্তুগণ লোকান্তরে গমন করিলেও উহাদের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। আর তুমিও যজ্ঞভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিয়াছ যে, পশুগণ যজ্ঞে নিহত হইয়া দেবতাদিগের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করে। তুমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তোমার হিতার্থী দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমনপুর্ব্বক নিহত পশুদিগকে স্বর্গে নীত করিয়াছেন। যখন পঞ্চভূত ও আত্মা নিত্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন লোকের শরীর অনিত্য হইবে কেন? যাহারা মোহবশতঃ আত্মা নানা শরীর পরিগ্রহ করেন বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই আত্মীয়বিয়োগে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া থাকে। যাঁহারা সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়কে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংযোগজনিত সুখ ও বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না।

জীবাত্মা কেবল অভিমাননিবন্ধন পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়েন না। উনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিপ্রভাবে মোহ হইতে বিমুক্ত হইলে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্যের শরীর ও আত্মা উভয়ই অবিনশ্বর। লোকে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সে মনঃদ্বারা মানসিক ও শরীরদ্বারা শারীরিক কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

৩৫তম অধ্যায়
জনমেজয়ের পরলোকগত পিতার দর্শন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা বিদুর স্বীয় তপোবলে সিদ্ধিলাভ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদবলে আত্মতুল্য রূপসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের

দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। কুরুরাজ জন্মান্ধনিবন্ধন পূর্ব্বে কখনই পুত্রগণকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তৎকালে কেবল মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহেই উঁহার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ হইল। ঐ সময় মহর্ষির প্রভাবে অন্ধরাজের রাজধর্ম্ম, বেদ, উপনিষৎ ও বুদ্ধিনিশ্চয় বিষয়ে বিলক্ষণ অধিকার হইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা বৈশম্পায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ জনমেজয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্। আমি আপনার মুখে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। এক্ষণে যদি বরদাতা মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে আমার পিতার রূপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত ও কৃতার্থ হই এবং আপনার বাক্যেও আমার সমধিক আস্থা জন্মে। অতঃপর ঐ মহর্ষির প্রসাদবলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক।

মহারাজ জনমেজয় এই কথা কহিবামাত্র তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুর্ব্বের ন্যায় বয়োরূপসম্পন্ন অমাত্যগণপরিবৃত রাজা পরীক্ষিৎকে এবং শমীক ও তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীকে পরলোক হইতে তথায় সমানীত করিলেন। তদ্দর্শনে জনমেজয়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতাকে যজ্ঞান্তে স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নানসমাপনপূর্ব্বক জরৎকারুপুত্র আস্তীককে কহিলেন, ভগবন্! এই যজ্ঞস্থলে শোকনাশন পিতা সমুপস্থিত হওয়াতে আমার এই যজ্ঞ অতি অদ্ভূত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তখন আস্তীক কহিলেন, "মহারাজ! যাঁহার যজ্ঞে মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বয়ং সমুপস্থিত থাকেন, ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই তাঁহার হস্তগত হয়। এক্ষণে তুমি বিচিত্র উপাখ্যান, শ্রবণ করিয়া বিপুল ধর্ম্মলাভ করিলে, তোমার প্রভাবে সর্পসমুদয় ভস্মসাৎ হইল এবং তোমার সত্যবাক্যনিবন্ধন তক্ষক কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিল। এক্ষণে মহৎসংসর্গনিবন্ধন তোমার মনের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। তুমি ঋষিগণের যথোচিত পূজা করিয়াছ। চরমে নিশ্চয়ই তোমার, তোমার পিতার সালোক্য [সমান লোক—তুলা স্থান] লাভ হইবে। অতঃপর যাঁহারা পরমধার্ম্মিক ও সদ্ব্যবহারনিরত এবং যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে পাপবিনাশ হয়, তুমি তাঁহাদিগকে নমস্কার কর।"

মহাত্মা আস্তীক এই কথা কহিলে, রাজা জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

৩৬তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনা-গমনে ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ

অনন্তর পরীক্ষিত্নন্দন [জনমেজয়] ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাসের শেষ বৃত্তান্ত শ্রবণে অভিলাষী হইয়া বৈশম্পায়নকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহারা উভয়ে পুত্রপৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া শোকশূন্য হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ও অন্যান্য

লোকসমুদয় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণও স্ব স্ব পত্নী ও পরিমিত সৈন্যসমভিব্যাহারে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করিলেন।

ঐ সময় ত্রিলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কৌরবেন্দ্র! তুমি বেপবেদাঙ্গপারদর্শী পরমধার্ম্মিক জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষিদিগের নিকট বিবিধ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব, এক্ষণে আর শোকে সমাকৃষ্ট হইও না। পণ্ডিতব্যক্তিরা কখন স্বীয় দুরদৃষ্টনিবন্ধন ব্যথিত হয়েন না। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট দেবরহস্যসমুদয় শ্রবণ করিয়াছ এবং এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশায়ী পুত্রগণকে সুগতি লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে দেখিলে। অতঃপর ধীমান যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পত্নী, সুহৃদগণ ও ভাতৃগণের সহিত রাজ্যগমনে অনুমতি কর। উঁহারা সকলেই তোমার অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক মাসের অধিক কাল অতীত হইল, উঁহারা এই তপোবনে অবস্থান করিতেছেন। আর অধিক দিন অবস্থান করা উহাদের কর্ত্তব্য নহে। রাজ্য বিবিধ বিঘ্নের আস্পদ, অতএব নিয়ত যত্নপূর্ব্বক উহা রক্ষা করা উঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

অমিতপরাক্রম, মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার মঙ্গলাভ হউক। তোমার অনুগ্রহে আমার শোকসন্তাপসমুদয় দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যেন আমি তোমাদিগের সহিত হস্তিনানগরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমার পুত্রের কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আর আমার শোকের লেশমাত্র নাই। অতঃপর তুমি অচিরাৎ হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তোমাকে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন আমার তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে। আমি কেবল তোমার দর্শনে এ কাল পর্য্যন্ত এই তপঃকৃশ শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি। শীর্ণপত্রজীবিনী কুন্তী ও গান্ধারীও আর অধিককাল ইহলোকে অবস্থান করিবেন না। মহর্ষি বেদব্যাসের প্রভাব ও তোমার সমাগমে আমি পরলোকগত দুর্য্যোধনাদিকে দর্শন করিলাম। আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর আমি তোমার আদেশানুসারে ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিব। এক্ষণে তোমাতে আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও কুল প্রতিষ্ঠিত রহিল। তুমি কল্যই হউক বা অদ্যই হউক, হস্তিনানগরে গমন কর; আর বিলম্ব করিও না। তুমি অনেকবার রাজনীতি শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমাকে আর কিছু উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না।"

হস্তিনা-প্রত্যাবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তাত! আমি নিরপরাধী, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরগণ হস্তিনানগরে গমন করুন। আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার ও জননীদ্বয়ের শুশ্রূষা করিব।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে গান্ধারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! অমন কথা কহিও না। তুমি কৌরবদিগের বংশধর ও আমার শ্বশুরের জলপিণ্ডস্থল। তুমি এ কাল

পর্য্যন্ত আমাদিগের যথেষ্ট সেবা করিলে, এক্ষণে অচিরাৎ রাজধানীতে গমন কর। রাজার বচন রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

অন্ধরাজমহিষী গান্ধারী এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বাষ্পকুলিত নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! রাজা ও যশস্বিনী গান্ধারী আমাকে রাজধানীগমনে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত; আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গমন করিব? আপনার তপোবিঘ্ন করিতেও আমার বাসনা নাই। তপস্যা,-- অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। তপস্যাদ্বারা অতিমহৎ ফললাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভোগে অভিলাষ নাই। আমার মন সম্পূর্ণভাবে তপস্যায় অনুরক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পৃথিবী লোকশূন্যা হওয়াতে আর উহার প্রতিপালনে আমার কিছুতেই উৎসাহ হইতেছে না। আমাদিগের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, আর তাদৃশ সৈন্যসামন্তও নাই। পাঞ্চালগণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদের বংশরক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই। দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গনে উহাদিগকে নিঃশেষিতপ্রায় করিলে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, আচার্য্যতনয় রজনীযোগে তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। চেদি ও মৎস্যবংশও নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে কেবল বাসুদেবের প্রভাবে একমাত্র বৃষ্ণিবংশই অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কেবল ধর্ম্মসাধনার্থই রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয়। এক্ষণে আপনি নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের সকলকে দর্শন করুন। সকলের সহিত আর আপনার দর্শনলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে। জ্যেষ্ঠতাত এক্ষণে আপনাদের সহিত ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।"

কুন্তী-সান্ত্বনায় যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবাহু সহদেব বাষ্পকুললোচনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! আমি ত' কোনক্রমে মাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব আপনি অবিলম্বেই রাজধানীতে গমন করুন; আমি এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক রাজা ও মাতৃদ্বয়ের পদসেবা এবং ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিশুষ্ক করি।" সহদেব বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার বাক্যানুসারে হস্তিনানগরে গমন কর। তোমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হউক এবং তোমরা পরমসুখে অবস্থান কর। তোমরা এ স্থলে অবস্থান করিলে আমাদিগের তপস্যার ব্যাঘাত হইবে, তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ। হওয়াতে আমার উৎকৃষ্ট তপস্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে। আমাদিগের পরলোকগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই। অতএব তুমি এক্ষণে রাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হও।"

মনস্বিনী কুন্তী এইরূপে বহুবিধ সান্ত্বনা করিলে, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত স্থির হইল। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া অন্ধরাজের চরণবন্দনপূর্ব্বক অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যখন আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমরা অবশ্যই আহ্লাদসহকারে নগরে প্রতিগমন করিব।" ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ তাঁহাকে অভিনন্দন, ভীমসেনকে সান্ত্বনা

এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে অচিরাৎ হস্তিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্রৌপদী প্রভৃতি কৌরবপত্নীগণ শ্বশ্রূদ্বয় ও শ্বশুরের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় উষ্ট্রের চীৎকারধ্বনি ও অশ্বের হ্রেষারবে আশ্রমমণ্ডল পরিপূরিত হইল এবং সারথিগণ ‘অশ্বযোজনা কর, অশ্বযোজনা কর’ বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় পত্নী এবং সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সবান্ধবে নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিলেন।

পুত্রদর্শনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

৩৭তম অধ্যায়
নারদাগমনপৰ্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধৰ্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধৰ্ম্মরাজ তাঁহার কুশলবাৰ্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! বহুদিনের পর আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। আপনি কোন্ কোন্ দেশ দর্শন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনিই আমাদিগের পরমগতি। অতএব আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কোন্ কাৰ্য্য সাধন করিতে হইবে।"

ধৰ্ম্মরাজ এই কথা কহিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি বহুকালের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এরূপ বিবেচনা করিও না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থসমুদয় দর্শন করিয়া তপোবন হইতে আগমন করিতেছি।"

যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র-প্রশ্নে নারদের প্রত্যুত্তর

তখন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! গঙ্গাতীরনিবাসী মহাত্মারা আমার নিকট আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর তপানুষ্ঠানের বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি, জননী গান্ধারী ও কুন্তী এবং সূতপুত্র সঞ্জয় ইঁহারা সকলে কিরূপে কালহরণ করিতেছেন, আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংবাদ আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন।"

দেবর্ষি নারদ ধৰ্ম্মরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে যে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় আনুপূৰ্ব্বিক কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিহোত্র, পুরোহিত এবং গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ুভক্ষণপূৰ্ব্বক কঠোর তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থিচৰ্ম্মাবশিষ্ট হইল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গান্ধারী কেবল জলমাত্র পান করিয়া এবং কুন্তী একমাসের পর একদিন ও সঞ্জয় পাঁচদিনের পর একদিন মাত্র ভোজন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাজকেরাও বিধিপূৰ্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

নারদকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রাদির তনুত্যাগ-কথন

“এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সঞ্জয় অন্ধরাজের এবং তোমার জননী কুন্তী গান্ধারীর চক্ষুস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অন্ধরাজ গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময় দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সমুদয় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। মৃগযূথ ও সর্পসমুদয় সেই তীব্রদহনে দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অনাহারনিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া, কোনক্রমেই তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক সেই বিষম বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইল। তখন অন্ধরাজ সঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘সূতনন্দন! তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর; আমরা এই অনলেই জীবন পরিত্যাগ করিয়া, পরমগতি লাভ করিব।’

“অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতাও উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই বৃথাগ্নিদ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে আপনার সদ্গতিলাভের সম্ভাবনা নাই; আর এই অনল হইতে আপনার পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন করুন।’

“ওখন অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘মহাত্মন্। যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলে কখনই আমাদিগের অসদগতি হইবে না। বিশেষতঃ জল, বায়ু বা অনলসহযোগে অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা তাপসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন কর।’ এই বলিয়া কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া অনন্যমনে উপবেশন করিলেন। তখন সঞ্জয় তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপুর্ব্বক আত্মসংযম করিতে কহিলেন। অন্ধরাজও সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত আত্মসংযম করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রিয়রোধনিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর তাঁহারা তিনজনেই সেই দাবানলে সমাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতিকষ্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গাকুলে মহর্ষিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃত্তান্ত নির্দ্দেশপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন; ঐ সময় আমি সেই তাপসগণের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তোমাদিগকে উহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে যাত্রা করিলাম। আগমনসময়ে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর কলেবর আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাপসেরা সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজের এবং কুন্তী ও গান্ধারীর পরলোকগমনের বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের সদ্গতিলাভে শঙ্কা করিয়া কিছুমাত্র শোক করেন নাই। আমি তাঁহাদের মুখেও উঁহাদের মৃত্যুবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়াছি। যখন সেই কৌরবনাথ, গান্ধারী ও কুন্তী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নহে।”

দেবর্ষি নারদ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাদির পরলোকগমনবৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলে, মহাত্মা পাণ্ডবগণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় অন্তঃপুরে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল, পুরবাসিগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির মাতাকে স্মরণপূৰ্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে উৰ্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আমাকে ধিক্! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

৩৮তম অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সেই পুরবাসী ও অন্যান্য লোকসমুদয়ের রোদনধ্বনি উপরত [নিবৃত্ত] হইলে, ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাবেগ সংবরণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমরা জীবিত থাকিতেও যে তপানুষ্ঠাননিরত মহাত্মা অন্ধরাজ অনাথের ন্যায় অরণ্যমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, ইহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যখন প্রবলপ্রতাপশালী অন্ধরাজকেও দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম, পুরুষদিগের গতি নিতান্ত দুৰ্জ্জেয়। হায়! যে মহাত্মার মহাবলপরাক্রান্ত একশত পুত্র ছিল, যিনি অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহাকেও এক্ষণে দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল। পূৰ্ব্বে পরমসুন্দরী রমণীগণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহাকে তালবৃন্ত বীজন করিত [৬], আজ তিনি দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে গৃধ্রগণ তাঁহাকে পুচ্ছদ্বারা বীজিত করিতেছে। যিনি সূত ও মাগধগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, আজ এই নরাধমের কাৰ্য্যদোষে তাঁহাকে ধরাশয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

"আমি পুত্রবিহীনা জননী গান্ধারীর নিমিত্ত অনুতাপ করি না। তিনি পতির অনুগামিনী হইয়া ভর্ত্তৃলোক লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল যিনি পুত্রগণের এই সুসমৃদ্ধ রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইয়াছিলেন, সেই জননী কুন্তীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগের রাজ্য, বল, পরাক্রম ও ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মে ধিক! আমরা জীবন্মৃত। হায়! কালের গতি ত' অতিশয় সুক্ষ্ম। দেখুন, মনস্বিনী কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অৰ্জ্জুনের জননী হইয়াও রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক বনে গমন করিয়া অনাথার ন্যায় দাবানলে দগ্ধ হইলেন। আমি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অৰ্জ্জুন অনর্থক খাণ্ডববন প্রদান করিয়া, অনলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশনের তুল্য অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন আর কেহই নাই। পূৰ্ব্বে ব্রাহ্মণবেশে অৰ্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিনি কিরূপে তাহার জননীকে দগ্ধ করিলেন?

"হুতাশনকে ও অৰ্জ্জুনের সত্যপ্রতিজ্ঞায় ধিক! অন্ধরাজ বৃথানলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হায়! সেই মহাবনে তপানুষ্ঠাননিরত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রপূত পবিত্র অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বৃথানলে মৃত্যু হইল কেন? বোধ করি, যখন দাবানল আমার জননীর চতুৰ্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া 'হা ধৰ্ম্মরাজ! হা ভীমসেন! তোমরা শীঘ্র আমার নিকট

আগমন কর’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। তিনি সমুদয় পুত্র অপেক্ষা সহদেবের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেও এক্ষণে তাঁহাকে অনল হইতে রক্ষা করিল না।”

ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুগান্তকালীন প্রাণীগণের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই ক্রন্দনকোলাহলে প্রাসাদসমুদয় প্রতিধ্বনিত ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

৩৯ম অধ্যায়

নায়দের যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবগণ এইরূপে শোকাকুল হইলে, তপোধনগণের অগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বৃথানলে দগ্ধ হয়েন নাই। আমি গঙ্গাতীরনিবাসী মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, অন্ধরাজ গঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশকালে যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অনল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সমুদয় বন দগ্ধ হইয়া যায়। আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বীয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিহারপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। আপনি আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করিবেন না। আপনার জননী কুন্তীও গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করুন।”

ধৃতরাষ্ট্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ ও রাজভক্তিপরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভাগীরথীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পবিত্রজলে অবগাহনপূর্ব্বক যুযুৎসুকে অগ্রসর করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণক্রিয়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিজ্ঞ মানবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে সুহৃদগণ! তোমরা গঙ্গাদ্বারের সন্নিহিত কাননে সমুপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে কর্ত্তব্য কার্য্যসমুদয় সম্পাদন কর।” এই বলিয়া তিনি আত্মীয়গণকে গঙ্গাদ্বারে প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে একাদশ দিন[1] অতীত হইল। দ্বাদশ দিনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে সুবর্ণ, রজত, গাভী ও মহামূল্য শয্যাসমুদয় এবং গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তীর নামোল্লেখপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বস্তুসমুদয় প্রদান করিলেন। ঐ

সময় ব্রাহ্মণগণ শয্যা, খাদ্যদ্রব্য, মণি, রত্ন, যান, আচ্ছাদন ও সমলঙ্কৃত দাসী প্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ জননী কুন্তী ও গান্ধারীর উদ্দেশে তাঁহাদিগকে তৎসমুদয় প্রদান করিলেন।

অনন্তর দানক্রিয়া সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে যেসমুদয় লোক গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়াছিল, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থিসমুদয় গন্ধমাল্যাদিদ্বারা অর্চ্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও নরপতির নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। এইরূপে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে সমরনিহত পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগের উদ্দেশে বিবিধ বস্তু দান করিয়া পঞ্চদশ বৎসর নগরে ও তিন বৎসর বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নারদাগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

মৌশলপর্ব্ব

১ম অধ্যায়

মৌসলপর্ব্বাধ্যায়—যুধিষ্ঠিরের বিবিধ অনিষ্টদর্শন

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ বিবিধ দুর্নিমিত্তসমুদয় দর্শন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কর্করমিশ্রিত নির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ দক্ষিণাবর্ত্তমণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক আকাশে পরিমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহানদীসমুদয় স্রোতবিহীন ও দিক্‌মুদয় নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইল। অঙ্গারসমাযুক্ত উল্কাসকল গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণ ধুলিজালে সমাচ্ছন্ন হইল। উদয়কালে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধসমুদয় [মস্তকবিহীন দেহসমূহ] লক্ষিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিধিমণ্ডল শ্যাম, অরুণ ও ধূসর এই ত্রিবিধবর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন সেইসমুদয় ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার দুর্লক্ষণদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগের আর পরিসীম রহিল না।

যদুবংশধ্বংসশ্রবণে পাণ্ডবদিগের উদ্বেগ

কিয়দ্দিন পরে তিনি শুনিলেন, বৃষ্ণিবংশ মুসলপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। বলদেব ও বাসুদেব উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে বীরগণ! ব্রহ্মশাপে বৃষ্ণিবংশ ত' একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি?"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। শার্ঙ্গপাণি [শৃঙ্গনির্ম্মিত-ধনুকধারী] বাসুদেবের মৃত্যু সমুদ্রশোষের [সাগর শুকাইয়া] ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা সকলেই শোকে একান্ত অভিভত ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষন্নবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে মহারথ অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়েরা কি নিমিত্ত নিহত হইল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, বৃষ্ণিবংশমধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করেন।

ঋষিশাপে যদুবংশধ্বংস-প্রসঙ্গ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন! বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাবীরগণ তৎকালে কাহার শাপে কালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিতভাবে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক

কহিলেন, “হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন?”

সারণ প্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “দূর্ব্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। ঐ মুসলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন।”

মুনিগণ রোষারুণনেত্রে [ক্রোধরক্তবর্ণনেত্রে] সারণাদিকে [সারণ প্রভৃতি যাদবগণকে] এই কথা কহিয়া হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে কহিলেন যে, মুনিগণ যাহা কহিয়াছেন, নিশ্চয় তাহা ঘটিবে।’ এই কথা কহিয়া, তিনি সেই শাপনিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাম্ব বৃষ্ণ্যন্ধককুলনাশক [বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের নাশক] এক ঘোরতর মুসল প্রসব করিলেন। ঐ মুসল প্রসূত হইবামাত্র নরপতি সন্নিধানে সমানীত হইল। তখন তিনি রাজপুরুষগণদ্বারা সেই মুসল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ সময় আহুক, জনার্দ্দন, বলদেব ও বভ্রুর বাক্যানুসারে নগরমধ্যে এই ঘোষণা হইলে যে, আজ অবধি নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা হইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে নগরবাসী লোকসমুদয় সেই শাসন শিরোধার্য্য করিয়া সুরা প্রস্তুতকরণে এককালে বিরত হইল।

২য় অধ্যায়
যদুপুরে ধ্বংসসূচক উপদ্রব উপস্থিতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ এইরূপে সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরা বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন। ঐ পুরুষ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই, তাঁহারা তাঁহার প্রতি অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোনরূপেই তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিতেন না।

অনন্তর দিনে দিনে সেই নগরমধ্যে যদুবংশের বিনাশসূচক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে অসংখ্য মূষিক ও ভগ্ন মৃৎপাত্রসমুদয় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে মূষিকেরা গৃহমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখচ্ছেদনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহস্বামিগণ দিবারাত্রি অপ্রীতিকর শব্দে রোদন

করিতে লাগিল। সারসেরা উলূকের ন্যায় ও ছাগগণ শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কালপ্রেরিত রক্তপাদ পাণ্ডুবর্ণ কপোতগণ সতত যাদবদিগের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং গাভীর গর্ভে রাসভ [গাধা], অশ্বতরীর [খচ্চরের] গর্ভে করভ [করি-শিশু], কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুলীর [বেঁজীর] গর্ভে মূষিক উদ্ভূত হইতে লাগিল।

ঐ সময় কৃষ্ণ ও বলদেব ব্যতীত যদুবংশীয় আর সকলেই ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণের দ্বেষ এবং লজ্জাভয়পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পত্নীগণ পতিসংসর্গ ও পতিগণ পত্নীসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যাজককর্ত্তৃক প্রজ্বলিত হুতাশন নীল, লোহিত ও হরিদ্বর্ণ শিখা প্রকটিত করিয়া বামভাগে প্রবণ [উদ্দীপ্ত] হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকে প্রতিদিন উদয় ও অস্তগমনসময়ে কবন্ধগণে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাকশালামধ্যে সুসংস্কৃত অন্নসমুদয় আহার করিবার সময় তন্মধ্যে সহস্র সহস্র কীট লক্ষিত হইতে লাগিল। মহাত্মাদিগের জয় ও পুণ্যাহবাক্য কীর্ত্তন করিবার সময় অসংখ্য লোক সেই স্থান দিয়া ধাবমান হইতেছে বলিয়া বোধ হতে লাগিল; কিন্তু কেহই কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। যাদবগণ সকলেই নক্ষত্রসমুদয়কে পরস্পর নিপীড়িত দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বীয় জন্মনক্ষত্র কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না, তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইলে চতুর্দ্দিকে রাসভগণ ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

ঐ সময় একদা এয়োদশীতে অমাবস্যার সংযোগ হইলে মহাত্মা বাসুদেব উহা নিতান্ত দুর্লক্ষণ বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বীরগণ! ভারত-যুদ্ধকালে রাহু যেরূপ দিনে দিবাকরকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদিগের ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে।" তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এতদিনের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে গান্ধারী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সৈন্যসমুদয় ব্যহিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্তদর্শনে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ঘটনা দর্শন করিতেছি।"

মহাত্মা মধুসূদন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যদুকূল ধ্বংস করার বাসনায় বৃষ্ণিগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃষ্ণিগণও বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

৩য় অধ্যায়
যাদবনরনারীর দুর্লক্ষণ দুঃস্বপ্ন-দর্শন

বৈশম্পায়ন, বলিলেন, হে মহারাজ! ঐ সময় প্রতিদিন রজনীযোগে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের দুঃস্বপ্ন-দর্শন হইতে লাগিল। কামিনীগণ নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যেন, এক শুভ্রদশনা [স্বচ্ছদন্তবিশিষ্টা] কৃষ্ণবর্ণা রমণী হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের মঙ্গলসূত্র [সধবার চিহ্ন হস্তেবদ্ধ রক্তবর্ণের ডোরকাদি] অপহরণপূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে এবং

পুরুষগণ দেখিতে লাগিলেন যেন, ভয়ঙ্কর গৃধ্রগণ অগ্নিহোত্রগৃহ ও বাসগৃহমধ্যে তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। এইরূপ দুঃস্বপ্নদর্শনে তাঁহাদের চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ ও কবচসমুদয় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বাসুদেবের অগ্নিদত্ত বজ্রতুল্য চক্র সকলের সমক্ষেই আকাশে গমন করিল। উঁহার অশ্বসমুদয় দারুকের সমক্ষেই আদিত্যবর্ণ রথ লইয়া সাগরের উপরিভাগ দিয়া প্রস্থান করিল এবং অপ্সরাগণ বলদেবের তালধ্বজ ও বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অপহরণপূর্ব্বক দিবারাত্রি যাদবগণকে তীর্থযাত্রা করিতে আদেশ করিতে লাগিল।

যাদবদিগের প্রভাসযাত্রা—মদ্যপানমত্ততা

এইরূপ দুর্নিমিত্তসমুদয় উপস্থিত হইলে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ সকলেই সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মদ্য-মাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সৈন্যসমুদয়ের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক স্ত্রীগণের সহিত অনবরত পানভোজন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যোগবিদ্ অর্থতত্ত্ববিশারদ মহাত্মা উদ্ধব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে অবস্থিত অবগত হইয়া, তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কালবিপর্য্যয়নিবন্ধন তাঁহাকে নিবারণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাত্মা উদ্ধব বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া, তেজোদ্বারা শূন্যমার্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারথ যাদবগণ কালের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমাহৃত অন্নসমুদয় সুরামিশ্রিত করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে প্রভাসতীর্থ নট, নর্ত্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তূরীশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলদেব, সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্ম্মা বাসুদেবের সমক্ষেই সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সাত্যকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উপহাস ও অবমাননা করিয়া কহিলেন, "হার্দ্দিক! ক্ষত্রিয়মধ্যে কেহই এরূপ নির্দ্দয় নাই যে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যাদবগণ কখনই তাহা সহ্য করিবেন না।"

যাদবগণের পরস্পর কলহসূচনা

সাত্যকি এই কথা কহিলে মহারথ প্রদ্যুম্নও কৃতবর্ম্মাকে অবজ্ঞা করিয়া সাত্যকির বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বামহস্ত সঞ্চালনদ্বারা সাত্যকির ঐ বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শৈনেয়! মহারাজ ভূরিশ্রবা ছিন্নবাহু হইয়া সংগ্রামে প্রায়োপবেশন করিলে যখন তুমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছ, তখন তোমার তুল্য নৃশংস আর কেহই নাই।" কৃতবর্ম্মা এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার বাক্যশ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তির্য্যগভাবে তাঁহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাত্যকি স্যমন্তকমণির অপহরণবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া, কৃতবর্ম্মা অক্রূরদ্বারা যেরূপ মহারাজ সত্রাজিতের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামা সাত্যকির মুখে সেই পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র কোপাবিষ্টচিত্তে রোদন করিতে করিতে বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন। তখন সাত্যকি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সত্যভামাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভদ্রে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আজ ঐ পাপপরায়ণ কৃতবর্ম্মাকে দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর পথের পথিক করিব। পূর্ব্বে ঐ দুরাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সহায় করিয়া শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়াছিল। সেই পাপে আজ ইহার আয়ু ও যশঃ নিঃশেষিত হইয়াছে।”

মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বাসুদেবের সমক্ষেই খড়্গদ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক অন্যান্য বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সেই মদমত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ কালপ্রভাবে বিমোহিত হইয়া সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব কালের গতি বিবেচনা করিয়া তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া উচ্ছিষ্টপাত্রদ্বারা সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

যাদবগণের পরস্পর যুদ্ধ—ধ্বংস

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে ভোজ ও অন্ধকগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে, রুক্মিণীনন্দন মহারথ প্রদ্যুম্ন যুযুধানের পরিত্রাণার্থ সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক ভোজদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক অন্ধকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ভোজ ও অন্ধকদিগের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাঁহাদিগকে কোনক্রমে পরাজিত করিতে পারিলেন না। ঐ বীরদ্বয় কিয়ৎক্ষণমাত্র সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে বাসুদেবের সমক্ষেই সেই ভোজ ও অন্ধকগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব স্বীয় পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে বিনষ্ট দেখিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে একমুষ্টি এরকা [ঈষিকা—শরতৃণ] গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব এরকা-মুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্র উহা মুসলরূপে পরিণত হইল। তখন তিনি তদ্দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অন্ধক, ভোজ, শৈনেয় ও বৃষ্ণিগণও কালবশতঃ পরস্পর সেই এরকাঘাতে বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া একটিমাত্র এরকা গ্রহণ করিলেও উহা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ স্থানের সমুদয় এরকাই ব্রহ্মশাপপ্রভাবে মুসলরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সময় বীরগণ কোপাবিষ্ট হইয়া যেসকল এরকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদয় মুসল ও বজ্রস্বরূপ হইয়া অভেদ্য পদার্থ ভেদ করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুকুর ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ মত্ত হইয়া অনলে নিপতিত পতঙ্গের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তথা হইতে পলায়ন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। ঐ

সময় মহাত্মা মধুসূদন কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া মুসলীভূত এরকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ ও গদের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে তত্রত্য সমুদয় বীরের প্রাণসংহার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বভ্রু ও দারুক মহামতি মধুসূদনের সমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সেই বীরসমুদয়কে নিহত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "জনার্দ্দন! এক্ষণে ত' আপনি অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন। অনন্তর চলুন, আমরা তিনজনে মহাত্মা বলভদ্রের নিকট গমন করি।"

৪র্থ অধ্যায়

অর্জ্জুননিকটে কৃষ্ণের যাদবধ্বংসসংবাদ-প্রেরণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা বভ্রু ও দারুক এই কথা কহিলে মহামহিম বাসুদেব তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অমিতপরাক্রম বলভদ্রের উদ্দেশে গমন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, ঐ মহাবীর অতিনির্জ্জন প্রদেশে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা হৃষীকেশ বলভদ্রকে তদবস্থ দেখিয়া দারুককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সারথে! তুমি সত্বর হস্তিনানগরে গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট যাদবদিগের বিনাশবৃত্তান্তসমুদয় নিবেদন কর। তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দ্বারকায় আগমন করিবেন।" বাসুদেব এইরূপ আদেশ করিলে দারুক অবিলম্বে রথারোহণে কৌরবরাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

পুরনারীরক্ষার্থ কৃষ্ণের ব্যবস্থা

তখন মহাত্মা কেশব সমীপস্থ বসুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্র! তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুরকামিনীগণের রক্ষার্থ গমন কর। দস্যুগণ যেন ধনলোভে তাহাদিগের হিংসা না করে।"

মহাবীর বভ্রু ঐ সময় মদমত্ত ও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জনার্দ্দনের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিবামাত্র তিনি যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনি সেই ব্রহ্মশাপসম্ভূত মুসল এক ব্যাধের লৌহময় মুদগরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাহার প্রাণসংহার করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ বভ্রুকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় অগ্রজ বলভদ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মন্। আমি যেকাল পর্য্যন্ত কাহারও প্রতি স্ত্রীগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন না করি, সেই কাল পর্য্যন্ত আপনি এই স্থানে আমার প্রতীক্ষা করুন।"

এই কথা কহিয়া বাসুদেব অচিরাৎ নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় এখানে আগমন না করেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীদিগকে রক্ষা করুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব বনমধ্যে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা

করিতেছেন, অতএব আমি এক্ষণে তাঁহার নিকট চলিলাম। পূর্ব্বে আমি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কৌরব ও অন্যান্য নরপতিগণের নিধন দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আবার আমাকে যদুবংশের নিধনও প্রত্যক্ষ করিতে হইল। আজ যাদবগণের বিরহে এই পুরী আমার চক্ষুর শল্যস্বরূপ বোধ হইতেছে। অতএব আমি অচিরাৎ বনগমন করিয়া বলদেবের সহিত তীব্রতর তপানুষ্ঠান করি।”

বলদেবের অন্তর্দ্ধান

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া, পিতার চরণবন্দনপূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইবামাত্র অন্তঃপুরমধ্যে বালক ও বনিতাদিগের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন ধীমান বাসুদেব অবলাগণের রোদনশব্দশ্রবণে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “হে সীমন্তিনীগণ! মহাত্মা ধনঞ্জয় এই নগরে আগমন করিতেছেন। তিনি তোমাদিগের দুঃখমোচন করিবেন। অতএব তোমরা আর রোদন করিও না।”

এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জ্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্রসংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর, দিব্যনদীসমুদয়, জলাধিপতি বরুণ এবং কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিযণ্ড, দুর্ম্মুখ ও অম্বরীষ প্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইলে তাঁহার দেহ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভগবান্ বাসুদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেহত্যাগ করিলেন বিবেচনা করিয়া, চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই বিজনবনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন করিলেন।

ব্যাধবাণে আহত কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান

ঐ সময় পূর্ব্বে গান্ধারী তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন এবং তিনি উচ্ছিষ্ট পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্ব্বাসা যেসমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেইসমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্যপ্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গগমন-বিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহভঞ্জন, ত্রিলোকপালন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও মহাযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরানামক ব্যাধ মৃগবিনাশবাসনায় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকনপূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ওই শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহাদ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিধা হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণ-বাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেকবাহুসম্পন্ন, পীতাম্বরধারী, যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া

শঙ্কিতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন, তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সাধ্যগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন, মুনিগণ ঋগ্বেদপাঠ ও গন্ধকগণ সঙ্গীতদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহার অভিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

৫মে অধ্যায়

অর্জ্জুনের আগমন—দ্বারকা দুর্দ্দশাদর্শনে বিলাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এদিকে কৃষওসারথি দারুক হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট যদুকুলের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে, পাণ্ডবগণ উহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও ব্যাকুলিতচিত্ত হইলেন। তখন বাসুদেবের প্রিয়সখা মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক, মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দারুকের সহিত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরী অনাথা রমণীর ন্যায় নিতান্ত হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় বাসুদেবের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে দর্শন করিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের যে ষোড়শসহস্র মহিষী ছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পতিপুত্রবিহীনা রমণীগণের আর্তনাদবণে অর্জ্জুনের নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি তৎকালে কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না।

যাদবগণের দুর্দ্দশাদর্শনে অর্জ্জুনের বিলাপ

ঐ সময় সেই বীরশূন্যা দ্বারকাপুরীকে বৈতরণী নদীর [মৃতগণের যমপুরে যাওয়ার পথমধ্যে প্রবাহমান নদীবিশেষের] ন্যায় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে উহার জল, অশ্বসমুদয়কে মৎস্য, রথসমুদয়কে উড়ুপ [ভেলা], বাদিত্র [বাদ্য] ও রথনির্ঘোষকে তরঙ্গ, গৃহসোপানসমুদয়কে মহাহ্রদ, রত্নসমুদয়কে শৈবাল [শেওলা], পথসমুদয়কে আবর্ত্ত [জলঘূর্ণী], চত্বর সমুদয়কে স্তিমিত হ্রদ এবং বলদেব ও বাসুদেবকে মহানক্র [বৃহৎ কুম্ভীর] বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দ্বারকাপুরী ও বাসুদেবের বনিতাদিগকে হেমন্তকালীন নলিনীর ন্যায় নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট ও প্রভাশূন্য দর্শন করিয়া বাষ্পকুলিতলোচনে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন বাসুদেবমহিষী সত্যভামা, রুক্মিণী ও অন্যান্য রমণীগণ অর্জ্জুনের নিকট বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহাকে ধরাতল হইতে

উত্থাপনপূর্ব্বক কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
যদুবংশধ্বংসে বসুদেবের বিলাপ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন মনে মনে বাসুদেবের স্তব করিয়া স্ত্রীগণকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ধনঞ্জয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বাষ্পপূর্ণনয়নে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন।

মহাত্মা বসুদেব ভাগিনেয় অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিতান্ত দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও বান্ধবগণের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "ধনঞ্জয়! যাহারা অসংখ্য ভূপতি ও দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিল, আজ আমি তাহাদিগকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি। তুমি যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে প্রিয়শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতে এবং যাহারা বৃষ্ণিবংশের অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও বাসুদেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল, এক্ষণে তাহাদিগেরই দুর্নীতিনিবন্ধন এই যদুকুলের ক্ষয়-হইয়াছে। অথবা উহাদের এ বিষয়ে দোষ কি? ব্রহ্মশাপই ইহার মূল কারণ।

"পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ মহাবলপরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য, কাশীরাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও এই যদুকুল ক্ষয় হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমরা সকলেই যাঁহাকে সনাতন দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাক, তিনি এক্ষণে স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিলেন। বোধ হয়, গান্ধারী ও ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই।

"তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা দগ্ধ হইলে তিনিই তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় পরিজনদিগকে রক্ষা করিতে তাঁহার বাসনা হইল না। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, সখা ও ভ্রাতৃগণ সকলে নিহত হইলে, তিনি আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আজ এই যদুকুল একেবারে নিঃশেষিত হইল। আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে আপনি তাঁহার নিকট এই কুলক্ষয়ের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিবেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলে কখনই হস্তিনায় অবস্থান করিতে পারিবেন না। অর্জ্জুনের সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা এ স্থানে আগমন করিয়া যাহা কহিবেন, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহাদ্বারাই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন এবং এই বালক ও রমণীগণের রক্ষা হইবে। তিনি এই স্থান হইতে প্রতিগমন করিবামাত্র এই অসংখ্য প্রাচীর ও অট্টালিকাসম্পন্ন

দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বলদেবের সহিত কোন পবিত্রস্থানে সমুপস্থিত হইয়া কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিব।'

"অচিন্ত্যপরাক্রম মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া আমাকে বালকগণের সহিত এই স্থানে রাখিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া দিবারাত্রি বলদেব, বাসুদেব ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণপূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতেছি। আর আমার জীবনধারণ ও ভোজন করিতে প্রবৃত্তি নাই। এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকারলাভ হইল। অতএব তুমি অবিলম্বে বাসুদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এক্ষণে এই রাজ্য, স্ত্রী ও রত্নসমুদয় তোমারই অধিকৃত হইল; আমি অচিরাৎ তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব।"

৭ম অধ্যায়

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যাদব-নরনারীরক্ষা-ব্যবস্থা

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, শত্রুতাপন মহাবীর ধনঞ্জয় একান্ত বিমনায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতুল! আমি কোনক্রমেই এই কেশব ও অন্যান্য বীরগণপরিশূন্য রাজপুরীদর্শনে সমর্থ হইতেছি না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও আমি আমরা সকলেই এক আত্মা। এই যদুকুলক্ষয় শ্রবণ করিলে আমার ন্যায় তাঁহাদেরও যারপরনাই ক্লেশ হইবে। এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও মর্ত্যলোক হইতে প্রস্থানসময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর এ স্থানে অধিকদিন অবস্থান করা আমার উচিত নহে। আমি অচিরাৎ বৃষ্ণিবংশীয় বালক ও বনিতাদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব।"

মহাবীর ধনঞ্জয় মাতুলকে এই কথা কহিয়া দারুককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দারুক! আমি বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি, অতএব তুমি সত্বর আমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া চল।" এই কথা কহিয়া তিনি দারুকের সহিত মহারথ যাদবগণের নিমিত্ত শোক করিতে করিতে তাঁহাদের সভায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় আসনপরিগ্রহ করিলে অমাত্যগণ, প্রকৃতিমণ্ডল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই দীনচিত্ত মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! আমি অন্ধকদিগের পরিবারদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র ঐ নগরে রাজা হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে যান ও রত্নসমুদয় সুসজ্জিত কর। সপ্তমদিবসে সূর্য্যোদয়সময়ে আমাদিগকে এই নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে হইবে। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র সুসজ্জিত হও।"

বসুদেবের মৃত্যু—দেবকী প্রভৃতির সহমরণ

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাঁহারা সকলেই সত্বর সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের গৃহে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রবল প্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ সমুত্থিত হইয়া সমুদয় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নরযানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতচ্ছত্র ও যাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকাযানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নামে বসুদেবের পত্নীচতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কান বিভূশিত ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময়ে জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহাকে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার দেবকী প্রভৃতি পত্নীচতুষ্টয় তাঁহাকে প্রজ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ় হইলেন।

বসুদেব ও রামকৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

মহাত্মা অর্জ্জুন চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধকাষ্ঠদ্বারা পত্নীসমবেত বসুদেদের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্বলিত চিতানলের শব্দ সামবেত্তাদিগের বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য মানবগণ রোদনধ্বনিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি বজ্র প্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে বসুদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদিত হইলে, পরমধার্ম্মিক ধনঞ্জয় যে স্থানে বৃষ্ণিবংশীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুসলনিহত বৃষ্ণিগণকে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি জ্যেষ্ঠতানুসারে তাঁহাদিগের সকলের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অন্বেষণদ্বারা বলদেবের ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণপূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন।

যাদবনারীগণসহ অর্জ্জুনের হস্তিনাযাত্রা

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে শাস্ত্রানুসারে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রেতকার্য্যসম্পাদন করিয়া সপ্তমদিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদয় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজসমুদয়ে আরোহণপূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বাসুদেবের ষোড়শসহস্র পত্নী ও পৌত্র বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে

লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোকসমভিব্যাহারে দ্বারকানগরী হইতে বহির্গত হইলেন।

সমুদ্রের দ্বারকাপুরীগ্রাস

দ্বারকাবাসী লোসমুদয় নগর হইতে নির্গত হইলে পর মহাত্মা অর্জ্জুন উহাদের সহিত ঐ বিবিধ রত্নপরিপূর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশ অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দ্বারকাবাসী লোকসমুদয় সেই অদ্ভুত ব্যাপারসন্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া 'দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা' এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সেই যদুবংশীয় কামিনীগণ ও অন্যান্য যোধগণসমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে নদীতীর, রমণীয় কানন ও পর্ব্বতপ্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অতিসমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদদেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে দস্যুগণ, ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা কহিল, "ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতাসমভিব্যাহারে গমন করিতেছেন। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাঁদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব চল, আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্নসমুদয় অপহরণ করি।"

দস্যুগণকর্ত্তৃক দ্বারকারমণী-আক্রমণ

এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদশব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অনুচরগণের সহিত তাহাদের অভিমুখীন হইয়া সহাস্যবদনে তাহাদিগকে কহিলেন, "দস্যুগণ! যদি তোমাদিগের জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ প্রতিনিবৃত্ত হও, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই শরনিকরদ্বারা তোমাদিগকে নিহত করিব।" পাণ্ডুনন্দন এইরূপে তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিলেও তাহারা তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দ্বারকাবাসী লোকদিগকে আক্রমণ করিল।

রমণীগণের উদ্ধারে অর্জ্জুনের অসামর্থ্য

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রোষভরে স্বীয় গাণ্ডীবরাসনে জ্যারোপণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎকালে ঐ কার্য্য তাঁহার নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি অতিকষ্টে সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া দিব্যাস্ত্রসমুদয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময় কোনক্রমে সেই অস্ত্রসমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। তখন তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যের হানি ও দিব্যাস্ত্রসমুদয়ের অস্মরণনিবন্ধন নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণ সেই দস্যুগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না।

দস্যুগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল, মহাবীর অর্জ্জুন যত্নপূর্ব্বক সেই দিক রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া তূণীর হইতে শরসমুদয় নিষ্কাশনপূর্ব্বক দস্যুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার অক্ষয় তূণীরের মধ্যস্থ বাণসমূহও ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। শরসমুদয় নিঃশেষ হইলে, পাণ্ডুনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শাসনের অগ্রভাগদ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরাকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাহার সম্মুখ হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র, ভুজবীর্য্য ও তূণীরস্থ শরসমুদয়ের ক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাক স্মরণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

বজ্রের হস্তে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার-অর্পণ

অনন্তর তিনি সেই হৃতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশিসমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবতনগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকিপুত্রকে সরস্বতীনগরে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময় অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থানবিভাগ প্রদান করিয়া বজ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

৮ম অধ্যায়

আশ্রমাগত অর্জ্জুনের প্রতি ব্যাসের স্বাগত প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহাত্মা ধনঞ্জয় বেদব্যাসের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া 'মহর্ষে! আমি অর্জ্জুন, আপনার নিকট আগমন করিয়াছি' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহর্ষি পাণ্ডুনন্দনকে অবলোকনপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন ও আসনপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে একান্ত দুঃখিত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! কেহ কি তোমার গাত্রে নখ, কেশ, বস্ত্রাঞ্চল[2] বা কুম্ভমুখস্থিত সলিল প্রক্ষেপ করিয়াছে? তুমি কি রজঃস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? যুদ্ধে

কি কেহ তোমাকে পরাজয় করিয়াছে? আজ তোমাকে এমন শ্রীবিহীন দেখিতেছি কেন? তুমি ত' কাহারও নিকট কখনও পরাজিত হও নাই। যাহা হউক, যদি প্রকাশ করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আজ তোমার এরূপ শ্রীভ্রংশ হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে কীর্ত্তন কর।"

অর্জ্জুনের যাদবধ্বংসসহ নিজ পরাজয়জ্ঞাপন

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "ভগবন্! সেই নবজলধরসদৃশ নীলকলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর ও বলদেব উভয়েই কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশে যেসকল মহাত্মারা সিংহতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন, ব্রহ্মশাপনিবন্ধন প্রভাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুসলীভূত এরকাপ্রহারপূর্ব্বক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কালের কি আশ্চর্য্য গতি, যাঁহারা পূর্ব্বে অনায়াসে গদা, পরিঘ ও শক্তির প্রহার সহ্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সামান্য তৃণপ্রহারে নিহত হইলেন। এইরূপে সর্ব্বসমেত পাঁচলক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আর আমি বারংবার সেই প্রবল প্রতাপ যদুবংশীয়দিগের, বিশেষতঃ যশস্বী কৃষ্ণের, বিনাশবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। মহাত্মা বাসুদেব বিনাশ, সমুদ্রশোষ [১], পর্ব্বতসঞ্চালন [২], আকাশপতন এবং অগ্নির শৈত্যপ্রভাবের ন্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে বাসুদেব ব্যতীত আর ক্ষণকাল জীবনধারণ করিতে আমার বাসনা নাই।

কৃষ্ণনাশে সবিশেষ বিষণ্ণ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যপ্রশ্ন

"হে তপোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অপেক্ষাও ক্লেশকর আর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে আমি সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদুবংশ ক্ষয় হইবার পর আমি দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক তথা হইতে যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া আগমন করিতেছিলাম। পঞ্চনদদেশে দস্যুগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার সমক্ষেই অরণ্যে কামিনীগণকে অপহরণ করিয়াছে। তৎকালে আমি গাণ্ডীবশাসন ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। ঐ সময় আমার পূর্ব্বের ন্যায় বাহুবল রহিল না। আমি দিব্যাশাস্ত্রসমুদয় এককালে বিস্মৃত হইলাম। ক্ষণকালের মধ্যে আমার তূণীরস্থিত শরসমুদয় নিঃশেষিত হইল এবং যে শঙ্খচক্রগদাধায় চতুর্ভুজ পীতাম্বর পুরুষ আমার রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইয়া শত্রুসৈন্যসমুদয়কে দগ্ধ করিতেন, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঐ মহাপুরুষ পুর্ব্বে অরাতিসৈন্যগণকে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ মহাত্মার অদর্শনে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি এবং আমার সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে কিছুতেই আমি শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। সেই বীরবর জনার্দ্দন ব্যতিরেকে আর ক্ষণকাল আমার জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অবধি আমার দিক্‌কল শূন্যময় বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমি বীর্য্যবিহীন ও শুন্যহৃদয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। অতএব অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকাশ—মহাপ্রস্থানে ব্যাসের উপদেশ

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “পার্থ! বৃষি ও অন্ধকবংশীয় মহারথগণ ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ঐ বীরগণের নিধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মহাত্মা বাসুদেব উহা নিবারণে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে মহর্ষি-শাপখণ্ডনের কথা দূরে থাকুক, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারকেও অন্যরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সেই পুরাতন মহর্ষি কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবার নিমিত্তই বসুদেবের গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও তোমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন তোমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। এক্ষণে পৃথিবীর ভারাবতরণ করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।

“তুমি ও ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে গুরুতর দেবকার্য্য সংসাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছ, অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে প্রস্থান করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ। লোকের মঙ্গললাভের সময় সমুপস্থিত হইলেই সুবুদ্ধি, তেজ ও অনাগতদর্শন [ভবিষ্যৎ দর্শন] প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে, আবার অমঙ্গলসময় হইলেই তৎসমুদয়ের ক্ষয় হইয়া যায়। ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ। কালপ্রভাবেই সমুদয় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর [প্রভু] হইয়াও অন্যের আজ্ঞাবহ হয়। এক্ষণে তোমার অস্ত্রসমুদয়ের কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়াই উহারা যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে প্রতিগমন করিয়াছে। আবার যখন উহাদের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইবে, তখন উহারা পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে। এক্ষণে তোমাদিগের স্বর্গগমন সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়াই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ।”

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

মৌসলপরর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব

১ম অধ্যায়

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বাধ্যায়—পাণ্ডব কর্ত্তব্যনির্ণয়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ মুসলপ্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিলেন তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশ ও কৃষ্ণের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রস্থান করিবার মানসে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কালই প্রাণীগণের কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কালের অপরিহার্য্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির কর।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমিও অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে বাসনা করি।" তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া 'আমরাও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক

এইরূপে সকলে প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণপূর্ব্বক সুভদ্রাকে কহিলেন, "ভদ্রে! তোমার এই পৌত্র অভিমন্যুতনয় কৌরবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন আর আমি পূর্ব্বেই বাসুদেবের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করিয়াছি। অতঃপর এই অভিমন্যুতনয় হস্তিনায় অবস্থানপূর্ব্বক আমাদের রাজ্য এবং বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানপূর্ব্বক হতাবশিষ্ট যাদবগণকে প্রতিপালন করিবেন। তুমি এই বালকদ্বয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া উহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে।"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ধীমান বাসুদেব, মাতুল বসুদেব ও বলদেব প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বাসুদেবের উদ্দেশে মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয় ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সুস্বাদু দ্রব্যসকল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, পরিধেয় বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ ও দাসীসমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কুলগুরু কৃপাচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া পরীক্ষিৎকে তাঁহার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি যত্নসহকারে এই অভিমন্যুতনয়কে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইবেন।"

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের উদ্‌যোগ

অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রকৃতিমণ্ডলকে সমানীত করিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহারা একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, “মহারাজ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে!” প্রজাগণ এইরূপে বারংবার অনুনয় করিলেও কালতত্ত্বজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া, ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, দিব্যআভরণসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক বল্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও মনস্বিনী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় বেশধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাপ্রস্থান যাত্রা

অনন্তর পাণ্ডবগণ তৎকালোচিত যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক সলিলে অনল নিক্ষেপ করিয়া পত্নীর সহিত বনগমনার্থ বহির্গত হইলেন। কৌরবকামিনীগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক কুক্কুর তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। পুরবাসী ও নগরবাসী লোকসমুদয় বহু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিল; ‘কিন্তু মহারাজ! প্রতিনিবৃত্ত হউন’ এ কথা কাহারও মুখ হইতে বহির্গত হইল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা যুযুৎসুর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভুজগনন্দিনী [নাগকন্যা] উলুপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অবশিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে, তৎপশ্চাৎ মহাবীর ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন, তৎপশ্চাৎ যমজ নকুল ও সহদেব এবং তৎপশ্চাৎ যশস্বিনী দ্রৌপদী গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহির্গমনকালে যে কুক্কুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল, সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণের পৃথিবীপরিক্রমা—অর্জ্জুনের অস্ত্রত্যাগ

অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগরসমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত-সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এ কাল পর্য্যন্ত রত্নলোভনিবন্ধন গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডবগণ ঐ সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুনকে সেই শরাসন পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি; আমি পুর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পরাক্রমপ্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলাম। ভগবান হৃষীকেশের নিকট যে চক্র ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; অবতারভেদে পুনরায় ঐ চক্র তাঁহার হস্তগত হইবে। এক্ষণে অর্জ্জুনও গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করুন। এখন ঐ শরাসনে

উঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে আমি উঁহার নিমিত্ত বরুণের নিকট হইতে ঐ শরাসন আহরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি উহা বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন।"

হুতাশন এই কথা কহিলে, যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীবশরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অচিরাৎ সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন শরাসন ও তূণীর নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান হুতাশন সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, লবণ-সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া সমুদ্রজলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শনপূর্ব্বক পৃথিবী-প্রদক্ষিণবাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

২য় অধ্যায়

দ্রৌপদী প্রভৃতির পতন—প্রত্যেকতঃ হেতুনির্দ্দেশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে হিমালয়গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরুপর্ব্বত তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রমনিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী ত' কখন কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত ভূতলে নিপতিত হইলেন?"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজ উঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহদেব সেই স্থানে ধরাতলে পতিত হইল। মহাবীর ভীমসেন সহদেবকে নিপতিত দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমাদিগের কনিষ্ঠভ্রাতা সহদেব অহঙ্কারবিহীন এবং আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল; তবে কি নিমিত্ত উঁহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত। সেই পাপে আজ উঁহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সহদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং কুক্কুরের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা নকুল দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! নকুল, পরমধার্ম্মিক, অলৌকিক রূপসম্পন্ন ও আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়াও আজ কি পাপে ভূতলে নিপতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ধর্ম্মপরায়ণ নকুল ইহলোকে 'আমার তুল্য রূপবান আর কেহই নাই এবং আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিত, এই নিমিত্ত আজ উঁহাকে ধরাতলে নিপতিত হহতে হইল। তুমি আর উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জ্জুন দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতননিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিমনায়মান হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে নাই, তবে এক্ষণে কি পাপে উঁহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া 'আমি একদিনেই সমুদয় শত্রু সংহার করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু উহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাবীর বলদর্পনিবন্ধন সমুদয় ধনুর্দ্ধরকে অবজ্ঞা করিত। এই নিমিত্ত উঁহাকে আজ ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।"

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভীম ও সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর বৃকোদর অচিরাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বয়ে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আজ কোন পাপে আমায় ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?"

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে; এই নিমিত্ত তোমাকে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেবল সেই কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

৩য় অধ্যায়
দ্রৌপদী প্রভৃতির স্বর্গারোহণ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মনন্দন এইরূপে কিয়দ্দুর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া, ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর।" তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া দেবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সুররাজ! সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপাতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।"

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানুষদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ, করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠিরের আশ্রিতবাৎসল্যে কুক্কুরত্যাগে অনিচ্ছা

সুররাজ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।"

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আজ তুমি অতুল সম্পদ, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে। অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত আমাকে এই পরমভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

ইন্দ্র বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুকুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনও স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশনামক দেবগণ তাহার যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবেন্দ্র! ভক্তজনকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজ আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।"

ইন্দ্রকর্ত্তৃক কুকুরের দোষদর্শন

ইন্দ্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। কুকুরের যজ্ঞ, দান ও হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশনামক দেবগণ ঐ সমুদয় কার্য্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু; অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরমপবিত্র দেবলোকলাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিতাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ! ইহলোকে কাহারও মৃতব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি তাহাদের জীবন দান করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্তজনকে পরিত্যাগ করা শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ [৩] ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটি কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।"

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরীক্ষান্তে সশরীরে স্বর্গারোহণ

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে স্মরণপূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্য-দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণপূর্ব্বক অক্ষয়লোক লাভ করিতে পারিবে।"

ভগবান ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষিসমুদয় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া, যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে আরোপিত করিয়া আপনারা দিব্যবিমানসমুদয়ে সমারূঢ় হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক তেজোদ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

স্বর্গারূঢ় যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ-অভ্যর্থনা

তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "যে সমুদয় রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজ মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশঃ ও তেজোদ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদনপূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পুর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাপুরুষগণ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।"

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবাৎসল্য

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান

কর। কেন তুমি অদ্যাপি মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভূত হইতেছ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে। এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মানুষভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।”

দেবরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “সুররাজ! আমার প্রণয়িনী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।”

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

স্বর্গারোহণপৰ্ব্ব

১ম অধ্যায়
স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য; আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব আমার পূর্ব্বপিতামহ পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্বর্গলাভ করিয়া কে কোন স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

দুর্য্যোধনসহ একত্র বাসে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ স্বর্গলাভ করিবার পর যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন সাধ্য ও দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভামণ্ডলসম্পন্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সুরগণ! যে লোভাকৃষ্টচিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমরা পৃথিবী উৎসন্ন ও বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমাদিগকে বনমধ্যে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে দুরাত্মা সভামধ্যে গুরুজনসমক্ষে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীর কেশম্বরাকর্ষণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মার সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই, আর আমি উহার মুখদর্শন করিব না। এক্ষণে যে স্থলে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানেই গমন করিব।"

বিদ্বেষবুদ্ধিত্যাগে দেবর্ষি নারদের উপদেশ

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মনন্দন! অমন কথা কহিও না। স্বর্গে অবস্থান করিলে অন্যের সহিত বিরোধ থাকে না। দুর্য্যোধনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যেসক নরপতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা এবং দেবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের সৎকার করিয়া থাকেন। উনি সর্ব্বদা তোমাদিগকে হিংসা করিতেন বটে, কিন্তু ঐ মহাত্মা এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে মহাভয়ের সময় উপস্থিত হইলেও ভীত হয়েন নাই। উঁহার সেই পুণ্যবলে এই সম্পত্তিলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর তোমার দ্যূতপরাজয়, দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্লেশসমুদয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সুহৃদ্ভাবে সঙ্গত হও। এ স্বর্গভূমি, এ স্থলে বৈরভাব অবলম্বন করা উচিত নহে।"

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দেবর্ষে! যে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত মনুষ্য ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীগণের সহিত পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, যাহার বৈরনির্য্যাতনার্থ আমরা কোপানলে দগ্ধ হইয়াছি, যদি সেই দুরাত্মার সনাতন বীরলোকলাভ হইল, তাহা হইলে আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রবলপরাক্রম সত্যবাদী ভ্রাতৃগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? কুন্তীতনয় মহাবীর কর্ণের কোন লোক লাভ হইয়াছে? ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন? বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী, পাঞ্চালরাজ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ কোন্ লোক লাভ করিয়াছেন এবং অন্যান্য যেসমুদয় নরপতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন! ঐ সকল বীরের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।”

২য় অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের কর্ণাদি ভ্রাতৃদর্শন-বাসনা

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় দেবর্ষি নারদকে এই কথা কহিয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে সুরগণ! আমি ত’ এস্থানে অমিতপরাক্রম রাধেয় এবং মহাবীর উত্তমৌজা ও যুধামন্যুকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা কোথায়? আর শার্দ্দূলতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত যেসকল নরপতি ও রাজপুত্রগণ আমার নিমিত্ত সমরানলে শরীর আহুতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহারা কি এই স্বর্গালোকপরাজয়ে সমর্থ হয়েন নাই? যদি সেই মহারথগণ এই স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানেই অবস্থান করিব। আমি সেইসমুদয় মহাত্মা এবং জ্ঞাতি ও ভ্রাতৃগণ ব্যতীত এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না। জ্ঞাতিগণের উদকক্রিয়াসময়ে ‘বৎস! তুমি কর্ণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান কর’, মাতার এই বাক্যশ্রবণাবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বিশেষতঃ এই আমার এক মহাদুঃখের কারণ যে, আমি মাতারতুল্য [মাতার চরণযুগল তুল্য] সেই অমিতপরাক্রম কর্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়াও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না। আমরা কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে ইন্দ্রও আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহাবীর যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমার মতানুসারে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর; এক্ষণে আমি সেই বৃকোদর, ইন্দ্রপ্রতিম মহাবীর অর্জ্জুন, যমসদৃশ যমজ নকুল ও সহদেব এবং ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীকে দর্শন করিতে বাসনা করি। আমি আপনাদিগকে সত্য কহিতেছি, আর আমার এ স্থানে অবস্থান করিবার বাসনা নাই। ভ্রাতৃবিহীন হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিলে আমার কি সুখোদয় হইবে? যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, সেইখানই আমার স্বর্গ।”

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণদর্শন-প্রসঙ্গে নরকদর্শন

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস! যদি তোমার ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। আমরা সুরপতি ইন্দ্রের আদেশানুসারে তোমার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব।” এই কথা বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “দূত! তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরকে উঁহার আত্মীয়গণের নিকট নীত করিয়া তাঁহাদের সহিত উহার সাক্ষাৎকার করাও।” দেবগণ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া এক অতি ভীষণ পথ দিয়া তাঁহাকে আত্মীয়গণের নিকট লইয়া চলিলেন। ঐ পথ অতি দুর্গম ও ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই সতত ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। উহা পাপাত্মাদিগের দুর্গন্ধ, মাংসশোণিতের কর্দ্দম, দংশ, মশক, ভল্লুক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীটে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে। অয়োমুখ [লৌহতুল্য তীক্ষ্মমুখ] কাক ও গৃধ্রগণ এবং সূচিমুখ পর্ব্বতাকার প্রেতগণ উহাতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ প্রেতগণের মধ্যে কাহার কাহার কলেবর মেদ ও রুধিরে লিপ্ত এবং কাহার কাহার বাহু, কাহার কাহার ঊরু, কাহার কাহার হস্ত, কাহার কাহার উদর ও কাহার কাহার চরণ ছিন্ন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শবদুর্গন্ধযুক্ত অতি ভয়ঙ্কর স্থানে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, উষ্ণোদক পরিপূর্ণ নদী, নিশিত [শাণিত] ক্ষুরসমাকীর্ণ অসিপত্রবন [অস্ত্রের ন্যায় ধারালপত্রযুক্ত বন], লৌহময় ফলকসমুদয় ও তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্ত শাল্মলিবৃক্ষ [শিমুলগাছ] ঐ স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে লৌহকলসপরিপূর্ণ তৈল ক্কাথিত [জ্বাল দেওয়া—অতি উষ্ণ] হইতেছে এবং পাপাত্মারা নিরন্তর বিষম যন্ত্রণাভোগ করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই নিতান্ত দুর্গম স্থান দর্শন করিয়া দেবদূতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহাত্মন্! আর আমাদিগকে এরূপ পথে কত দূর গমন করিতে হইবে? ইহা কোন্ স্থান এবং আমার ভ্রাতৃগণই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “রাজন্! আগমনকালে দেবগণ আমাকে এই আদেশ দিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠির যে স্থানে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইবেন, তুমি তথা হইতে উঁহাকে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অতএব আপনি যদি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুন।” তখন দুঃখশোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানের দুর্গন্ধে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ করুণবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, “হে ধর্ম্মনন্দন! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পুণ্য-সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে আমরা পরমসুখী হইয়াছি। আমরা বহুকালের পর আপনাকে দর্শন

করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেছি; অতএব আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন। আপনার আগমনে আমাদিগের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে।”

পরমদয়ালু, রাজা যুধিষ্ঠির সেই করুণবাক্য শ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় বারংবার ঐরূপ বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি যে ঐ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তিনি কোনমতে তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন । তখন তিনি সেই পরিবেদনশীল [শোক] ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “হে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ! তোমরা কে? আর কি নিমিত্তই বা এ স্থানে অবস্থান করিতেছ?”

নরকে পতিত ভীমাদি-দর্শনে যুধিষ্ঠিরের দুঃখ

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একবারে চতুর্দ্দিক হইতে ‘আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্র এই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুদ্ধিষ্ঠির তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘হায়! কি দৈববিড়ম্বনা! আমার ভীমসেন প্রভৃতি ভাতৃগণ, কর্ণ, দ্রোপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে, উঁহাদিগকে এই পাপগন্ধযুক্ত ভীষণ স্থানে অবস্থান করিতে হইল। এই আমি ত’ ঐ পুণ্যাত্মাদিগের কোন দুষ্কৃত দেখিতে পাই না। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত পাপপরায়ণ হইয়াও অধর্ম্মনিরত অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরম পূজিত হইয়া এই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছে, আর আমার ভ্রাতৃগণই বা কি নিমিত্ত পরমধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপারদর্শী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত হইয়াও ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়াছে, আমি ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি আমার নিদ্রিতাবস্থা, না জাগরিতাবস্থা? আমার কি চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?”

রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুলিতচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দেবদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভদ্র! তুমি যাহাদিগের দূত, তাঁহাদিগের নিকট অচিরাৎ গমন করিয়া নিবেদন কর যে, আমি এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। আমি আর তথায় গমন করি না; আমার দুঃখিত ভ্রাতৃগণ আমার আগমনে পরম আহ্লাদিত হইয়াছে।” ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়সমুদয় ব্যক্ত করিলেন।

৩য় অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের কারণ কথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি অল্পকাল সেই অপবিত্র স্থানে অবস্থান করিলে, মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই তেজসীদিগের সমাগমে তত্রত্য তিমিররাশি একেবারে তিরোহিত, হইল। বৈতরণীনদী, কূট-শাল্মলী, লোহকুম্ভী-নরক, উত্তপ্ত লৌহফলক ও পাপাত্মাদিগের যাতনাসমুদয় আর লক্ষিত হইলো না। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ইতিপূর্ব্বে যেসমুদয় বিকৃত শরীর দর্শন করিতেছিলেন,

তৎসমুদয়ও এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পবিত্রগন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ সুশীতল বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত মরুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত বসুগণ এবং সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, পরমর্ষি ও অন্যান্য দেবগণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবরাজ ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! সমুদয় দেবতা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। অতঃপর আর তোমাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর। তোমার পরমসিদ্ধি ও অক্ষয়লোকলাভ হইয়াছে। তোমার নরকদর্শন হইল বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। সকল রাজাকেই এক একবার নরকদর্শন করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাতে তাহাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরকভোগ করে, সে পশ্চাৎ স্বর্গসুখের. অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্যসঞ্চয় করে, সে প্রথমে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্যসঞ্চয় ও অণুমাত্র পাপানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া তোমাকেই প্রথমে নরকদর্শন করাইলাম।

অশ্বত্থামার মৃত্যুরূপ মিথ্যাকথনের শাস্তি

"পূর্ব্বে তুমি ছলপূর্ব্বক গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অশ্বত্থামার বিনাশ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে ছলক্রমে নরক প্রদর্শন করান হইল এবং তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই পাপে ছলক্রমে নরকভোগ করিলেন। এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তোমার পক্ষীয় সমুদয় ভূপতিরই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর কর্ণও পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর। অনায়াসে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত দেখিয়া পরমপরিতোষ লাভ করিতে পারিবে। আদিত্যসদৃশ কর্ণের নিমিত্ত আর তোমার অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। তোমার মনস্তাপ দূর হউক। তুমি প্রথমে বহুতর কষ্টভোগ করিয়াছ। এক্ষণে শোকবিহীন হইয়া আমার সহিত পরমসুখে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা, দান ও অন্যান্য পুণ্যকার্য্যের ফলভোগ কর। আজ অবধি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে। অতঃপর তুমি রাজসূয়জিত লোকসমুদয় ও তপস্যার মহাফল উপভোগে প্রবৃত্ত হও। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ ও ভরত অন্যান্য ভূপতিসমুদয় অপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছেন, তুমি সেই লোকে অবস্থিত হইয়া পরমসুখ ভোগ করিবে। ঐ দেখ, তোমার অনতিদূরে ত্রৈলোক্যপাবনী দেবনদী মন্দাকিনী বিরাজমান রহিয়াছেন, তুমি উঁহার পবিত্রজলে অবগাহন করিলেই তোমার শোকসন্তাপ ও বৈর প্রভৃতি মানুষভাবসমুদয় একেবারে তিরোহিত হইবে।"

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-পরীক্ষান্তে মায়ানরক-নিবাস

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ধর্ম্ম স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও দমগুণদর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। এই আমি তৃতীয়বার তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু এবারেও তোমাকে স্বভাব হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ব্বে তোমার দ্বৈতবনে অবস্থানসময়ে আমি অরণিকাষ্ঠ অপহরণ করিয়া মায়াবলে তোমার ভ্রাতৃগণকে সংহারপূর্ব্বক তোমার নিকটে যেসমুদয় প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি অনায়াসে তাহার উত্তর করিয়াছিলে। তৎপরে তোমার মহাপ্রস্থানসময়ে আমি কুক্কুররূপে তোমাকে পরীক্ষা করিয়াও তোমার বুদ্ধি বিচালিত করিতে পারি নাই; আর এক্ষণেও তুমি ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গভোগ করিবে না, ইহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এখন বুঝিলাম, তোমার তুল্য বিশুদ্ধস্বভাব আর কেহই নাই। অতঃপর তুমি স্বচ্ছন্দে স্বর্গসুখ অনুভব কর। তোমার ভ্রাতৃগণ নরকভোগের যোগ্যপাত্র নহে; তুমি উহাদিগকে যে নরকভোগ করিতে দেখিয়াছ, দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলে ঐ নরকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমুদয় রাজাকে অবশ্যই একবার নরক দর্শন করিতে হয়, এই নিমিত্তই মুহূর্ত্তকাল তোমাকে সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। মহাত্মা অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, কর্ণ ও রাজপুত্রী দ্রৌপদী ইহাদিগের সকলেরই স্বর্গলাভ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন করিয়া ঐ মন্দাকিনীর পবিত্রজলে অবগাহন কর।"

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোকপাবনী মন্দাকিনীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্রজলে অবগাহন করিলেন। ঐ সলিলে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার মানুষদেহ তিরোহিত ও দিব্যমূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার অন্তর হইতে শোক ও বৈরভাব একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল; তখন তিনি ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঋষিদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে যে স্থলে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ক্রোধবিহীন হইয়া পরমসুখে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন।

৪র্থ অধ্যায়
যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণদর্শন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ স্থানে ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্মদেহ [ব্রহ্মময় বিগ্রহ] ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। চক্র প্রভৃতি ঘোরতর দিব্যাস্ত্রসমুদয় পুরুষরূপধারণপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছে এবং মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্থলে উপস্থিত হইবামাত্র সেই দেবপূজিত বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একদিকে শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাত্মা কর্ণ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় দিব্যমূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আর একদিকে মূর্ত্তিমান

পবনের পার্শ্বে দিব্যরূপধারী মহাত্মা ভীমসেন মরুদগণে পরিবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অন্যদিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট মহাত্মা নকুল ও সহদেব তেজঃপুঞ্জকলেবরে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অনতিদূরে উৎপলমালাধারিণী দ্রৌপদী স্বীয় রূপলাবণ্যে স্বর্গলোক আলোকময় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ইন্দ্রকর্ত্তৃক দ্রৌপদী প্রভৃতির পরিচয়প্রদান

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ইন্দ্রকে তাঁহাদের ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি যে পুণ্যগন্ধযুক্তা রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীকে দর্শন করিতেছ, ইনি অযোনিসম্ভূতা লক্ষ্মী। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি তোমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ইঁহাকে সৃষ্টি করাতে ইনি মহারাজ দ্রুপদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পাঁচজন গন্ধর্ব্ব তোমাদিগের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তুমি ঐ যে গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতেছ, উনি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র। ঐ দেখ, তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য্যপুত্র কর্ণ সূর্য্যের ন্যায় গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইঁহারই নাম রাধেয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ দেখ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় সাত্যকি। প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণ সাধ্য, দেবতা ও বিশ্বদেবগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত মহাত্মা অভিমন্যু ভগবান চন্দ্রের সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমার পিতা মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্রিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি দিব্যবিমানে সমারূঢ় হইয়া সতত আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূপাল ও যোধগণের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণে পরিবৃত হইয়া অনুপম সুখ অনুভব আর কেহ কেহ গুহ্যকদিগের গতিলাভ করিয়া উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় পরিভ্রমণ করিতেছেন।"

৫ম অধ্যায়

কৌরবাদির স্ব স্ব কর্ম্মগত গতিসাফল্য

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, সত্যজিৎ, দুর্য্যোধনের পুত্রগণ, শকুনি, কর্ণের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ, জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও অন্যান্য ভূপালসমুদয় কতকাল স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন? উঁহারা কি ভোগাবসানে স্ব স্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন অথবা তাঁহাদের অন্য গতিলাভ হইয়াছিল? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তপঃপ্রভাবে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনি ঐ সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্মভোগের অবসানে সকলেই যে স্ব স্ব প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, এরূপ নহে। এক্ষণে অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

আমার নিকট সংগ্রামনিহত বীরগণের মধ্যে যাহার যেরূপ গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই দেবগুহ্য বিষয় আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের লোক লাভ, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে প্রবেশ, কৃতবর্ম্মা মরুদগণের মধ্যে প্রবেশ, প্রদুম্ন সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত কুবেরলোক লাভ, মাহাত্মা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ইন্দ্রলোক এবং মহারাজ বিরাট, ধ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিশঠ, অক্রূর, শাম্ব, ভানু, কম্প, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, শল, ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর ও শঙ্খ বিশ্বদেবগণের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ চন্দ্রের পুত্র মহা বর্চ্চা অর্জ্জুনের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অভিমন্যুনামে বিখ্যাত হয়েন। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ঘোরতর সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিশেষে চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, শকুনি দ্বাপরের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অনলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্যান্য পুত্র রাক্ষসগণের অংশে জন্মগ্রহণ করে। তাহারা শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। মহাত্মা বিদুর ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বলদেব অনন্তরূপী হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন। উনি সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে প্রতিনিয়ত পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। সনাতন নারায়ণের অংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সেই মহাত্মা বাসুদেব নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ষোড়শসহস্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতীজলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্সরাবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন।

যুদ্ধমৃত কুরু-পাণ্ডবসৈন্যগণের গতি

ভীষণ সংগ্রামে ঘটোৎকচ প্রভৃতি যেসমুদয় রাক্ষস ও যেসমুদয় মহাবীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেবলোক ও কেহ কেহ যক্ষলোক লাভ করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের অনুগত নিশাচরদিগেরও ইন্দ্রলোক, কুবেরলোক ও বরুণলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ হইয়াছে।

হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট কৌরব ও পাণ্ডবগণের চরিত্র আদ্যোপান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সর্পসত্রাবসানে [সর্পযজ্ঞ সমাপনান্তে] মহারাজ জনমেজয় ভগবান্ বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ ভারত-ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহার যাজকগণ সেই যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্যসমুদয় সমাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি আস্তীক ভুজঙ্গমদিগের মুক্তিলাভনিবন্ধন পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ প্রভূত দক্ষিণা ও যথোচিত সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ জনমেজয় এইরূপে যজ্ঞ সমাপন ও ভারত শ্রবণ করিয়া পরিশেষে সেই তক্ষশিলা হইতে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ফলশ্রুতি—মহাভারতের মাহাত্ম্য

হে মহর্ষিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ব্যাসের আজ্ঞায় বৈশম্পায়নকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত পবিত্র ভারতোপাখ্যান সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ইহার তুল্য পবিত্র ইতিহাস আর

কিছুই নাই। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সাঙ্খযোগবেত্তা, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞানবিশারদ, ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাত্মা পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি বিস্তার করিবার নিমিত্ত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে এই অপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যে ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে এই পবিত্র ইতিহাস অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই বেদব্যাস-প্রণীত ভারতোপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ইহার কিয়দংশমাত্র শ্রবণ করান, তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয় অন্নপান লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ দিবসে মন ও ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সায়ংসন্ধ্যাসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক ইহার অল্পাংশমাত্র পাঠ করিলে অনায়াসে দিনকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; আর তিনি রাত্রিযোগে স্ত্রীসংসর্গনিবন্ধন যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে ইহার কিয়দংশমাত্র পাঠ করিলে তাঁহার সেই রাত্রিকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই পবিত্র ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও ইহাতে ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই মহাভারতের অর্থসমুদয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। এই মহাভারতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারিবর্গই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই। মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্মণ, রাজা ও গর্ভবতী স্ত্রীর এই জয়াখ্য পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গকামীদিগের স্বর্গ, জয়াকাঙ্ক্ষীদিগের জয় এবং, গর্ভবতী রমণীদিগের পুত্র বা সৌভাগ্যবতী কন্যা লাভ হইয়া থাকে।

মহাভারত-শ্লোকসংখ্যা—প্রকাশ-পারম্পর্য্য

মোক্ষলাভার্থী সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা বেদব্যাস ধর্ম্মকামনায় ষষ্টিলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া এই মহাভারত-সংহিতা প্রস্তুত করেন। ঐ ষষ্টিলক্ষ শ্লোকের মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ লক্ষ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ লক্ষ ও যক্ষলোকে চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মনুষ্যলোকে উহার একলক্ষ মাত্র শ্লোক বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ দেবগণকে, অসিতদেবল পিতৃগণকে, মহাত্মা শুকদেব রাক্ষস ও যক্ষদিগকে এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন মনুষ্যদিগকে এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া এই ব্যাসোক্ত বেদসম্মিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করান, তিনি ইহলোকে সুখসম্ভোগ ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া চরমে পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবান্ বেদব্যাসের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহাভারতের কিয়দংশ মাত্র অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহারও পরমসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বীয় পুত্র শুকদেবকে এই ভারতসংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই মহাভারতমধ্যে কীর্ত্তিত আছে যে, "মনুষ্যগণ এই সংসারমধ্যে অসংখ্য মাতা, পিতা ও পুত্রকলত্রের সহিত মিলিত ও তাহাদের বিয়োগে দুঃখিত হইয়া থাকে। এই সংসারে সহস্র সহস্র হর্ষের কারণ ও শত শত ভয়ের কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদয়

প্রতিনিয়ত মূঢ় ব্যক্তিদিগকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; পণ্ডিতদিগের নিকট কখনই আগমন করিতে পারে না। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৃথা রোদন করিতেছি, কেহই আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তই অর্থ ও কামে লিপ্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কাম, ভয়, লোভ বা জীবনরক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম ও জীব নিত্য এবং সুখ-দুঃখ ও জীবের উপাধি-শরীর অনিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্রচিত্তে মহাভারতের এই অংশটি পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমসিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সমুদ্র ও হিমাচলের ন্যায় এই মহাভারতও রত্ননিধি [রত্নের আকর—স্থূলরত্ন মণিমাণিক্যাদি থাকে সাগর ও পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে; আর মহাভারতে আছে জ্ঞানরত্ন; তাই মহাভারত জ্ঞানরত্নের আকর; রত্নকামনায় শ্রবণ করিলেও মহাভারতমাহাত্ম্যে তাঁহার ত আনুষঙ্গিক লাভ হয়ই—বিশেষতঃ জ্ঞানরত্নই লাভ হয়।] বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি সমাহিতচিত্তে এই পবিত্র ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই পরমসিদ্ধিলাভ হয়। যে মহাত্মা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুটবিনিঃসৃত [অধরোষ্ঠবিনির্গত] পাপনাশন পরমপবিত্র ভারতকথা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর পুষ্করজলে [পুষ্করতীর্থজলে—পুষ্কর হ্রদে] অভিষিক্ত হইবার আবশ্যক কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়
মহাভারত-শ্রবণ-বিধান—শ্রবণফল

হে মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারত-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, ভারতশ্রবণের ফল কি, উহা শ্রবণান্তে পারণ[উপবাসের পরদিন পিরণীয় ব্রাহ্মণভোজনান্তে উপবাস-কর্ত্তার নিজের জলযোগকে শাস্ত্র 'রণ' বা 'পারণা' বলিয়াছেন। এখানকার পারণ শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত নহে। পারণ শব্দের অর্থ যে তৃপ্তিজনক ব্যাপার, সে তৃপ্তি এ পারণেও আছে; তবে উপবাসান্তে জলযোগঘটিত নহে। এক একটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার পাঠসমাপ্তি যে দিন হয়, পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য সেই দিনের দেয় দানব্যাপারের নাম পারণ।]সময়ে কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য, কোন কোন্ পর্ব্ব সমাপন হইলে কি কি বস্তু প্রদান করা উচিত এবং উহার পাঠকই বা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তৎসমুদয়ই কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যেরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য এবং ভারতশ্রবণে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন। করিতেছি, শ্রবণ কর।

মহাভারতমধ্যে ক্রীড়ার্থ [লীলা করিবার জন্য] ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ দেবগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, লোকপাল, মহর্ষি, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ, গিরি, সাগর, নদী, গ্রহ, বৎসর, অয়ন ও ঋতুসমুদয় এবং মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ম্ভু ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগতের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ভারতপাঠসময়ে মনুষ্যগণ উহাদিগের নাম ও কার্য্যসমুদয় শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সংযত ও শুচি হইয়া আনুপূর্ব্বিক এই ইতিহাস শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে

ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন, গাভী, কাংস্যময় দোহনপাত্র, অলংকৃতা কন্যা, বিবিধ যান, বিচিত্র হর্ম্ম্য [অট্টালিকা], ভূমি, বস্ত্র, সুবর্ণ, অশ্ব ও মত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন, শয্যা, শিবিকা, অলংকৃত রথ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমুদয় দান করা কর্ত্তব্য; অধিক কি কহিব, এই মহাভারত-শ্রবণসময়ে ব্রাহ্মণগণকে আত্মদান, পত্নীদান ও পুত্রদান করিয়াও সন্তুষ্ট করা উচিত। ভারতশ্রবণাভিলাষী ব্যক্তি হৃষ্ট ও অসন্দিগ্ধচিত্তে সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক এই সমুদয় বস্তু প্রদান করিলে ক্রমশঃ মহাভারতশ্রবণ সমাপন করিতে সমর্থ হয়েন।

এক্ষণে সত্য, সরলতা, দমগুণ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতক্রোধ ব্যক্তি যে উপায়ে এই ভারতশ্রবণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পবিত্রতা ও শিষ্টাচারসম্পন্ন, শুক্লাম্বরপরিধায়ী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, ঈর্ষাপরিশূন্য, রূপবান, দমগুণযুক্ত, সত্যবাদী ও সম্মানার্হ ব্যক্তিকেই ভারতের পাঠকতাকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য। পাঠক পরমসুখে সমাসীন হইয়া সমাহিতচিত্তে অদ্রুত অনতিবিলম্বিত ও স্পষ্টরূপে পাঠ করিবেন পাঠকালে ত্রিষষ্টি বর্ণ উচ্চারণ ও কণ্ঠাদি অষ্ট স্থলের সাহায্যে বর্ণ নিঃসরণ হওয়া আবশ্যক[3]। পাঠক এই জয়াখ্য গ্রন্থপাঠের পূর্ব্বে নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিবেন। শ্রোতা এইরূপ নিয়মে অবস্থানপূর্ব্বক পাঠকের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিলে মহাফললাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

পারণ-দিন কর্তব্য

যিনি প্রথম পারণসময়ে বিবিধরূপে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি অপ্সরাগণসমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে দেবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করেন। যিনি দ্বিতীয় পারণ সমাপন করেন, তাঁহার অতিরাত্রযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দিব্যমাল্য, দিব্যবস্ত্র ও দিব্যগন্ধে বিভূষিত হইয়া রত্নময় দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। তৃতীয় পারণ করিতে পারিলে, দ্বাদশাহ উপবাসের ফললাভ এবং অপরিমিত-কাল দেবতার ন্যায় স্বর্গবাস হয়। চতুর্থ পারণ সমাপন করিতে পারিলে, বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি পঞ্চম পারণ সমার্পন করেন, তাঁহার বাজপেয়যজ্ঞের দ্বিগুণফললাভ হয় এবং তিনি অনায়াসে নবোদিত ভাস্করসদৃশ প্রজ্বলিত পাবকতুল্য দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রভবনে অপরিমিতকাল অবস্থান করিতে পারেন। ষষ্ঠ পারণ সমাপন করিতে পারিলে, পঞ্চম পারণের ফল অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং সপ্তম পারণ সমাপন করিতে পারিলে তদপেক্ষা তিন গুণ ফললাভ হয়। সপ্তমপারণসমাপনকর্ত্তা কৈলাসশিখরসদৃশ, বৈদূর্য্যমণিবেদিকাযুক্ত, মণিমুক্তাপ্রবালখচিত, অপ্সরাগণসমাকীর্ণ, দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় অনায়াসে সমুদয় লোক পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি অষ্টম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি মনের ন্যায় বেগশালী, চন্দ্রকিরণসমবর্ণতুরঙ্গমযুক্ত, দিব্যাঙ্গ নাসমাকীর্ণ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দিব্যবিমানে আরোহণ করেন ও অতিমনোহরমূর্ত্তি কামিনীগণের কমনীয় ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া পুনরায় তাহাদিগের নূপুরধ্বনি ও মেখলা শব্দশ্রবণে জাগরিত হয়েন। যিনি নবম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের ফললাভ হয় এবং

তিনি কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যমণিময় বেদিকা ও সুবর্ণময় অতি উৎকৃষ্ট গবাক্ষযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক দিব্যমাল্য, দিব্যবস্ত্র ও দিব্যগন্ধে বিভূষিত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন। যে ব্যক্তি দশম পারণ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন, তিনি কিঙ্কিণীজালজড়িত, ধ্বজপতাকাশোভিত, রত্নময় বেদি, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও প্রবালময় বলভী[ছাত]সংযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুবর্ণবিভূষিত অনলবর্ণ দিব্যমুকুট, দিব্যচন্দন ও দিব্যমাল্যে বিভূষিত হইয়া পরমসুখে লোকসমুদয়ে বিচরণ করেন এবং একবিংশতি সহস্র বৎসর গন্ধর্ব্বগণের সহিত ইন্দ্রালয়ে বাস করিয়া বহুদিন সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও শিবলোকে অবস্থানপূর্ব্বক পরিশেষে বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন।

আমার উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন যে, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এইরূপে ভরতশ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই এইরূপ ফললাভ হয়। পাঠকালে পাঠককে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ বাহন, রথাদি যানসমুদয়, কটক, কুণ্ডল, ব্রহ্মসূত্র [যজ্ঞসূত্রপৈতা], বিচিত্র বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোকলাভ হয়।

পর্ব্বানুষ্ঠান নির্ণয়

অতঃপর প্রত্যেক পর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের জাতি, দেশ, সত্য, মাহাত্ম ও ধর্ম্ম প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যেসমুদয় দ্রব্য প্রদান করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিশেষে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য।

আদিপর্ব্ব পাঠসময়ে শাস্ত্রানুসারে পাঠককে গন্ধ ও বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট মধু ও পায়স ভোজন করাইবে। আস্তীকপর্ব্বপাঠসময়ে ঘৃত, মধু ও ফলমূলযুক্ত পায়স ও গুড়ৌদন[চাউল-গুড়যোগে প্রস্তুত নাড়ু-বিবাহাদি শুভকার্য্যেও গুড়ৌদন প্রস্তুত করা হয়। বিবাহাদি কার্য্যে প্রস্তুত ঐ প্রকার নাড়ুর নাম— আনন্দনাড়ু।], অপূপ [পিষ্ঠক-পিঠে] ও মোদক [নারিকেলনাড়ু, খই-এর মোয়া প্রভৃতি] দ্বারা পাঠকের ভোজন সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সভাপর্ব্বপাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। আরণ্যকপর্ব্বপাঠসময়ে ফলমূলাদিদ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন এবং অরণীপর্ব্ব আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ণকুম্ভ, ধান্য, ফলমূল ও অন্ন প্রদান করা উচিত। বিরাটপর্ব্বপাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্র; উদযোগপর্ব্ব আরম্ভ হইলে, তাঁহাদিগকে গন্ধমাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত করিয়া অভিলাষানুরূপ আহার; ভীষ্মপর্ব্বপাঠসময়ে উৎকৃষ্ট যান ও সুসংস্কৃত অন্ন; দ্রোণপর্ব্ব পাঠসময়ে অতি উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য, শয্যা, শরাসন ও খড়গ; কর্ণপর্ব্বপাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য; শল্যপপাঠসময়ে গুড়ৌদন, মোদক, অপূপ ও বিবিধ অন্ন; গদাপর্ব্বপাঠসময়ে মুদগ[৬]মিশ্রিত অন্ন; ঐষিকপর্ব্বপাঠসময়ে ঘৃতান্ন এবং স্ত্রীপর্ব্বপাঠসময়ে বিবিধ রত্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। শান্তিপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বগুণসমন্বিত হবিষ্যান্ন ভোজন করাইরে। অশ্বমেধপর্ব্বপাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিবে। আশ্রমবাসিকপপাঠসময়ে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। মৌসলপপাঠসময়ে চন্দনাদি ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বপাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্যদ্রব্য

প্রদান করা উচিত। স্বর্গপর্ব্বপাঠসময়ে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে এবং হরিবংশ [হরিবংশ, মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বতিরিক্ত পরিশিষ্টস্থানীয় পৃথক্ গ্রন্থ। ভারতপাঠান্তে উহা পাঠ্য] সমাপন হইলে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক নিষ্ক[স্বর্ণমুদ্রা—মোহর]সংযুক্ত এক-একটি গাভী ও দরিদ্রদিগকে অর্দ্ধনিষ্কসংযুক্ত এক-একটি গাভী প্রদান করিবে। সমুদয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে সুন্দর-অক্ষরযুক্ত একখণ্ড মহাভারত পাঠককে প্রদান করা এবং হরিবংশপর্ব্বসমাপনসময়ে তাঁহাকে পায়সভোজন করান অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাঠকের লক্ষণ ও তদুদ্দেশ্যে দানাদি মাহাত্ম্য

শাস্ত্রকোবিদ ব্যক্তি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পাঠকদ্বারা সমুদয় মহাভারত-সংহিতা পাঠ করাইয়া ক্ষৌম বা শুক্লবস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক সংযতচিত্তে পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া গন্ধমাল্যদ্বারা মহাভারতপুস্তকের অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকারসহকারে প্রভূত সুবর্ণ দক্ষিণা ও বিবিধ অন্নপানীয় প্রদান, এবং নর, নারায়ণ ও অন্যান্য দেবগণের নাম কীর্ত্তন করিবেন। এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাহার অতিরাত্র-যজ্ঞের ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই।

এই মহাভারতের এক এক পর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রোতার এক এক যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। পাঠক উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগসহকারে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দসমুদয় উচ্চারণ করিয়া মহাভারত পাঠ করিবেন। ভারতপাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া অলঙ্কারাদি প্রদানদ্বারা পাঠককে পরিতুষ্ট করা শ্রোতার অবশ্য কর্ত্তব্য। পাঠকের তুষ্টিলাভ হইলে শ্রোতার উৎকৃষ্ট প্রীতিলাভ হয় এবং ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা ভারতপাঠাবসানে বিবিধ বস্তু প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিবেন।

এই আমি আপনার নিকট ভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিধি সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। যে ব্যক্তি শ্রেয়োলাভের বাসনা করেন, তাঁহার সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ ও শ্রবণান্তে পারণ করা আবশ্যক। নিয়ত মহাভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তির গৃহে মহাভারতপুস্তক থাকে, জয় তাঁহার হস্তগত হয়, সন্দেহ নাই। ভারতের তুল্য পবিত্র ও পবিত্রতাজনক আর কিছুই নাই। ভারতমধ্যে বিবিধ পবিত্র কথা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেবগণ সর্ব্বদা ভারতের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতই পরমপদস্বরূপ। ভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারত হইতে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মহাভারত, ক্ষিতি, গো, সরস্বতীনদী, বাসুদেব ও ব্রাহ্মণগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। পরমপবিত্র বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই হরিনাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। যাহাতে বিষ্ণুকথা ও বেদবাক্য সন্নিবেশিত আছে এবং যাহা পরমপবিত্র, ধর্ম্মের আকর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করা পরমপদাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যেমন সূর্য্যোদয় হইলে তিমিররাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া ভারতকথা শ্রবণ করিলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অষ্টাদশপুরাণ শ্রবণের ফললাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে হউক না কেন, বিষ্ণুভক্ত হইলেই বৈষ্ণ পদ লাভ করিতে পারে। কামিনীগণ পুত্রলাভবাসনায় এই বিষ্ণুকথাত্মক মহাভারত শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি উন্নতিলাভের নিমিত্ত হরিকথা শ্রবণ করেন, পাঠককে যথাশক্তি সুবর্ণ, সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গযুক্তা সবৎসা কপিলা ধেনু, অলঙ্কার, কর্ণাভরণ ও ভূমি দক্ষিণা প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন অথবা অন্যকে উহা শ্রবণ করান, তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পুত্রকলত্রের নিষ্কৃতিলাভ হইয়া থাকে। এই পবিত্র ইতিহাসের পাঠকার্য্য সমাপ্ত হইলে দশসহস্র হোম করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট সমুদয় ভারতোপাখ্যান সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত "মহাভারত" সমাপ্ত

Notes

১। ক্ষত্রিয়ের অশৌচ দ্বাদশ দিন। ব্রাহ্মণের যেমন দশ দিনে অশৌচান্ত হইয়া একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়েরও তদ্রূপ দ্বাদশ দিনে অশৌচান্ত হইয়া এয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত। দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, ঐ দিনের রাত্রি পর্য্যন্ত অশৌচ থাকে। মূল বচনেও আছে— "দ্বাদশেহনি তেভ্যঃ স কৃতশৌচো নরাধিপঃ। দদৌ শ্রাদ্ধানি বিধিরদ্দক্ষিণাবন্তি পাণ্ডবঃ।" বচনে যে 'বিধিবদ' বাক্য আছে, উহার অর্থ যথাবিধি। ঐ 'যথাবিধি' শব্দদ্বারা শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে করা হইয়াছিল, ইহাই বুঝিতে হইবে। বঙ্গানুবাদের 'পবিত্র হইয়া' কথায়ও দ্বাদশ দিনের অশৌচান্ত স্নানে পবিত্র হইয়া এইরূপই বুঝা যায়।

নখ ও কেশসংসৃষ্ট জল, বস্ত্রাঞ্চলের জল এবং কলসীর মুখস্থিত জল ঐ নষ্ট করে। নখ ও কেশসংসৃষ্ট জলের দোষ সহজেই অনুমেয়। পরিহিত বস্ত্র শরীরের দোষ আকর্ষণ করে, সেই দুষ্ট জল অঞ্চল দিয়া ঝরিয়া পড়ে; এ জন্য বস্ত্রাঞ্চল জল দুষ্ট। কলসীতে জল ভরিবার সময় কোন দুষ্ট পদার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা ভাসিয়া উঠিয়া কলসীর মুখে গিয়া স্থান লয়। এই জন্য কুম্ভমুখস্থিত জল দুষ্ট। কলসী ভরার পর একটা ঝাঁকি দিয়া মুখের খানিকটা জল ফেলিয়া দেওয়ার রীতিও নারীমহলে দেখা যায়।

বর্ণের উচ্চারণস্থান ৮টি—হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। বর্ণ—শিবমতে প্রাকৃত ও সংস্কৃত উভয়ে মিলিয়া ৬৩টি। স্বরবর্ণ ২১টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ক হইতে হ পর্যন্ত ৩৩টি এবং যমবর্ণ ২টি ও যুগ্মবর্ণ ২টি; এতদ্‌ভিন্ন অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপাধ্যানীয় এবং প্লুত—এই পাঁচটি। তন্ত্রে পঞ্চাশটি বর্ণের পরিচয় ‘পঞ্চাশল্লিপিভি', ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা পাওয়া যায়। তাহাতে স্বরবর্ণ বলা হইয়াছে ১৪টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩, অতিরিক্ত লকার এবং অনুস্বার ও বিসর্গ। উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে শিবোক্ত অতিরিক্ত স্বর সাতটি ও যম-যুগ্মবর্ণ চারটি এইমাত্র প্রভেদ। শিবোক্ত অতিরিক্ত স্বর সাতটি, যথা—প্রণব ওঁ দীর্ঘপ্রণব ঔ ও চন্দ্রবিন্দু ৩। অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দুস্থানীয় ৪; অনুস্বারের পর শ, ষ, স, হ থাকিলে এক প্রকার বর্ণের উৎপত্তি হয়, সাধারণতঃ উহার উচ্চারণ - ‘গ্ঁ’ এই আকারের হইয়া থাকে। যমবর্ণ ড়, ঢ় ২; যুগ্মবর্ণ ৎস হস ২।

চন্দ্রমোহন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক অনুবাদিত

হরিবংশ পুরাণ

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম

পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

হরিবংশ পর্ব্ব

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

অনুবাদিত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

শ্যামপুকুর ২ নম্বর অভয়চরণ ঘোষের লেন

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সন ১২৮৮ সাল

‘শিশির শুভ্র’ দ্বারা বৈদ্যুতিন মুদ্রিত

www.debalay.com

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়

নারায়ণ নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

নিখিল জগৎ যাঁহার বদনারবিন্দ নির্গলিত বাঙ্ময় অমৃত পান করিতেছে এবং যাঁহার ওষ্ঠপুট বিনিঃসৃত অপ্রমেয় কলুষনাশন শুভাবহ পবিত্র গীয়মান ভারত প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেছে, সেই পরাশর তনয় সত্যবতী হৃদয়নন্দন। ব্যাসদেব জয়যুক্ত হউন।

যিনি পিতামহ ব্রহ্মা হইতে ষষ্ঠ মহর্ষি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন সেই অংশাবতার নারায়ণ বেদমহানিধি অক্ষয্য বিভূতিমান্ অজ্ঞান তিমির নাশন বেদব্যাসকে বারংবার নমস্কার করি।

যিনি আদিপুরুষ পরব্রহ্মস্বরূপ, বেদসমুদায় যাহার যশোগান করিয়া থাকে। যিনি সত্যস্বরূপ এবং অদ্বিতীয় ও অবিনশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ; যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও নিত্য অনিত্য এবং নিত্যনিত্য বিশ্বাত্মস্বরূপ অথচ বিশ্ব হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিতেছেন। যিনি ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা জীবগণের মঙ্গলবিধাতা স্বয়ং আনন্দস্বরূপ সেই নিষ্পাপ পবিত্রাত্মা ভূতভাবন হরিকে প্রণাম করিয়া কুলপতি মহামুনি শৌনক নৈমিষারণ্যে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সৌতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সূত নন্দন! তুমি মধুর বাক্যে অতি বিস্তীর্ণ ভারতীয় উপাখ্যান আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে অন্যান্য মহীপতিগণ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস এবং দৈত্য সিদ্ধগণ ও গুহ্যকদিগের অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপ বিক্রম, ধর্ম্ম-নিশ্চয়, অনুত্তম জন্মবৃত্তান্ত সংবলিত পবিত্র পুরাণ, বিচিত্র কথা সমুদায়ও কীর্ত্তন করিলে। তোমার এই অমৃতায়মান বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আমার মন ও কর্ণ পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তুমি এতাবৎ কাল যাহা কিছু বর্ণন করিয়াছ তৎসমুদায়ই কুরুবংশীয়দিগের, বৃষ্ণি বা অন্ধকদিগের বংশোপাখ্যান কিছুমাত্র উল্লেখ কর নাই এক্ষণে তাহাই সম্যকরূপে কীর্ত্তন কর।

সৌতি কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! মহারাজ জনমেজয় ব্যাসশিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ বৈশম্পায়নকে বৃষ্ণি বংশ বিষয়ক যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সেই ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ রাজা জনমেজয় স্বকীয় বংশের ইতিহাস আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বৈশম্পায়নকে কহিলেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অর্থসমন্বিত শ্রুতিসঙ্গত পবিত্র মহাভারতোপাখ্যান বিস্তারিত রূপে আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। উহাতে মহাধনুর্দ্ধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথ বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নাম এবং কার্য্যকলাপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আমি উহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। আপনি উহাদের বংশবৃত্তান্ত বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত আছেন প্রত্যুত স্বচক্ষে সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব হে থপোধন! যে যে বংশে যে সকল মহাত্মা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন আপনি প্রজাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া তৎসমুদায় কর্ত্তন করুন। উহাদের আমূলবৃত্তান্ত জানিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

সৌতি কহিলেন, এই রূপে রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক সৎকৃত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাত্মা তপোধন বিস্তারিতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিতে আরম্ভ করলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! যাহা ধারণ অথবা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলে বংশসমন্বিত হইয়া স্বর্গলোকে নিহার করে সেই পবিত্র পাপ প্রমোচন বিস্তৃতার্থসমন্বিত বেদসংঙ্গত বিচিত্র মহাভারতীয় কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! যাঁহাকে অব্যক্ত সদসৎস্বরূপ নিত্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে পরমেশ্বর সেই প্রধান পুরুষকে সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অমিততেজ নারায়ণপরায়ণ সর্ব্বভূতের স্রষ্টা সেই প্রধান পুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। প্রথমে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতনিচয়ের সৃষ্টি হয়। অনন্তর সেই সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে জরায়ুজ প্রভৃতি প্রাণি সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই সৃষ্টি বিষয়ক চিরন্তন নিয়ম। আমি স্বকীয় জ্ঞানানুসারে সৃষ্টি প্রকরণ হইতে যথাশ্রুত বৃষ্ণিবংশ বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাতন পুন্যকর্ম্মা স্থির কীর্ত্তি মহাত্মাদিগের মাহাত্মাদি বর্ণন করিলে ও যশোবৃদ্ধি, শত্রুক্ষয়, আয়ুবুদ্ধি ও স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাশী হইয়া প্রথমে সলিল রাশির সৃষ্টি করিলেন। ঐ সলিলোপরি ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। জল নর হইতে সৃষ্ট হইল বলিয়া উহা নর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ জলই বিষ্ণুর আশ্রয়, সুতরাং ভগবান বিষ্ণু, নারায়ণ নামে খ্যাত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বীজ সলিলোপরি নিক্ষিপ্ত হয়; ঐ উদকশায়ী বীজ ক্রমে হিরণ্য বর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হইলে তন্মধ্যে ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ঐ অণ্ড মধ্যে এক বৎসর বাস করিয়া উহা দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উহার এক ভাগ স্বর্গ অপর ভাগ পৃথিবী নামে খ্যাত হইল। প্রভু ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যবর্ত্তিস্থানকে আকাশ করিলেন। এই সলিল পরিপ্লুত অণ্ডাকার পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া দশ দিকের বিধান করিলেন। অতঃপর উহাতে কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, অনুরাগ প্রভৃতির ও বিধান করিলেন। অনন্তর প্রজাগণকে সৃষ্টি করিতে অভিলাশী হইলেই মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ট, এই মনঃ সমুত্থিত সপ্ত প্রজাপতি সমুদ্ভূত হইলেন। এই সপ্ত প্রজাপতির জন্ম গ্রহণ করিবার পরে ব্রহ্মা হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎ কুমার, স্কন্দ, নারদ ও রোষাত্মক রুদ্রদেব এই সাতজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সপ্ত প্রজাপতি ও রুদ্রদেব প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর ভ্রাতৃগণ উহাতে বিরত রহিলেন। এই সপ্ত মহাবংশীয়গণই লোকোত্তর গুণসম্পন্ন ক্রিয়াবান্ প্রজাশালী। ইহাদের বংশে ভূরিশঃ মহর্ষি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্ব স্ব কুলকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর বিদ্যুৎ, বজ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, পক্ষী ও পর্জ্জন্য এবং সজ্ঞকার্য্য সমাধানার্থ ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়ের সৃষ্টি হইল। এই বেদত্রয়ের দ্বারা দেবগণ যজ্ঞভূক হইলেন। বশিষ্ঠ প্রজাপতির দেহ হইতে নানাবিধ ভূত অর্থাৎ প্রাণীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। অতঃপর ভগবান প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে এই রূপে আর প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি হয় না তখন তিনি স্বকীয় শরীর দুই ভাগে বিভক্ত করলে এক ভাগে পুরুষ অপরার্দ্ধে নারী এই দ্বিবিধ প্রজা উৎপন্ন হইল। এই রূপে যে সকল প্রজা সৃষ্ট হইল উহা দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

তদনন্তর বিষ্ণু হইতে যে বিরাটপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন ইনি মনু নামে অভিহিত হইয়া ছিলেন। এই সময়কে মন্বন্তর বলে এবং স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে যে সৃষ্টি হইতে লাগিল ইহারই

নাম দ্বিতীয় সৃষ্টি। মনুর পূর্ব্বে ভগবান নারায়ণ হইতে যে সৃষ্টি হয় উহাকে অযোনিজা প্রথম সৃষ্টি বলে। সৃষ্টি প্রকরণের এই আদি বৃত্তান্ত অবগত হইলে লোকে দীর্ঘজীবী, কীর্ত্তিমান্ ও পুত্রবান্ হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করে।

২য় অধ্যায়

হে মহারাজ! ভগবান বশিষ্ঠ এই রূপে অযোনিজ সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া স্বকীয় শরীরার্দ্ধ দ্বারা পুরুষ রূপ ধারণপূর্ব্বক অপরার্দ্ধসম্ভূতা শতরূপাকে পত্নী রূপে লাভ করিলেন। তদীয় মহিমা ও ধর্ম্ম বলে শতরূপা স্বীয় নামকে অর্থ করিয়া তুলিলেন। ঐ বহুরূপধারিণী শত রূপ দশ সহস্র বৎসর অতিদুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিয়া দীপ্ততপাঃ ঐ মহাপুরুষকে সন্তানোৎপাদনার্থ পতিত্বে লাভ করেন। ইহাঁর অপর নাম স্বায়ম্ভুব মনু। তাঁহারই এক সপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। এই বিরাট পুরুষের ঔরসে শতরূপার গর্ভে বীর নামে এক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই বীরপুরুষ হইতে প্রজাপতি বশিষ্ঠকন্যা কাম্যা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। হে মহাবাহো! কর্দ্দম নামক প্রজাপতির কাম্যা বলিয়া এক কন্যা ও সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু এই চারি পুত্র হয়। এই কাম্যা প্রিয়ব্রতকে পতি লাভ করিয়া বহু পুত্র প্রসব করেন।

প্রজাপতি অত্রি, উত্তানপাদকে পুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন। উত্তানপাদ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্ভূতা সূনৃতা নাম্নী দিব্য লাবণ্য সম্পন্না ধর্ম্ম তনয়ার পাণি গ্রহণ করেন। সুনৃতা যথাকালে ধ্রুব, কার্ত্তিমান, আয়ুস্মন্ ও বসু নামে চারি পুত্র প্রসব করিলেন। হে মহারাজ! ধ্রুব সুমহৎ যশঃ প্রাপ্তির আশয়ে তিন সহস্র দিব্য বৎসর কাল অতি কঠোর তপস্যা করলে ভগবান নারায়ণ প্রীত হইয়া সপ্তর্ষিগণের পুরোভাগে বৈকুণ্ঠধাম সদৃশ এক অচল স্থান প্রদান করিলেন। ধ্রুবের এইরূপ অভিমান, সমৃদ্ধি ও মহিমা সন্দর্শন করিয়া দেবাসুর গুরু শুক্রাচার্য্য ইহাঁর যশোগান করিতে লাগিলেন। কহিলেন, ধ্রুবের কি অদ্ভুত তপোবল। কি চমৎকারই বা তপস্যা! যাঁহাকে সম্মুখে করিয়া সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত রহিয়াছেন। ধ্রুবের পুত্র শ্লিষ্টি ও ভব্য। ভব্যের শম্ভু নামক এক পুত্র জন্মে। স্বকীয় পত্নী সুচ্ছায়ার গর্ভে শ্লিষ্টির পবিত্র স্বভাব পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহা দের নাম রিপু, রিপুঞ্জয়, রিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা। রিপু বৃহতী গর্ভে অতি তেজস্বী চাক্ষুষ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। চাক্ষুষ হইতে মহাত্মা অরণ্য প্রজাতির দুহিতা বীরণী পুষ্করিণীর গর্ভে মনুর জন্ম হয়।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা বৈরাজ প্রজাপতির দুহিতা লড্বলার গর্ভে মহাতেজা মনুর, ঊরু, পূরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্ট, অতিমাত্র, শ্রদ্যুম্ন ও অভিমন্যু এই দশ পুত্র জন্মলাভ করিল। ঊরু হইতে অগ্নিকন্যা অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় এই ছয় পুত্র প্রসব করেন। সুনীথ কন্যা এই অঙ্গ হইতে বেণ নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। এই সময়ে বেণের দেব দ্রোহিতা প্রভৃতি অহিতাচায় আরম্ভ হইলে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঋষিগণ প্রজাগণের হিত কামনা করিয়া ঐ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করেন। উহাতে এক তেজঃপুঞ্জ ঋষির জন্ম হয়। তদ্দর্শনে ঋষিগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন—এই মহা তেজাই প্রকৃতিবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া অতি গরীয়সী কীর্ত্তিলাভ করিবে। এই বেণপুত্র পৃথু নামে

বিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইনিই ক্ষত্ররাজন্য কুলের প্রথম রাজা। অনন্তর অনল সদৃশ অতিদ্যুতিশালী সেই মহারাজ পৃথু ধনুর্দ্ধারণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাজসূয়াভিষিক্ত নৃপতিগণের অগ্রগণ্য হইলেন। উহা হইতে কার্য্যকুশল সূত ও মাগধ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। প্রকৃতিবর্গের হিত কামনা করিয়া উহাদের জীবিকা সম্পাদনার্থ মহারাজ পৃথু দেব, দানব, ঋষি, পিতৃগণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, নাগলোক, উদ্ভিদ পর্ব্বতাদি সমন্বিত হইয়া গোরূপ-ধরা ধরাকে দোহন করেন। বসুন্ধরা এইরূপে দুহ্যমান হইয়া পৃথক পৃথক পাত্রে প্রার্থনানুরূপ যথেপ্সিত বস্তুজাত প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্বারাই জীবলোক প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনন্তর পৃথুর অন্তর্দ্ধান ও পালী নামে দুই পুত্র জন্মে। এই অন্তর্দ্ধানের ঔরসে শিখণ্ডিনীর গর্ভে হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। হবির্দ্ধানের ছয় পুত্র। ইহার প্রাচীন-বর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উহাদের মাতার নাম আগ্নেয়ধিষণা। হে মহারাজ! এই সময়ে প্রাচীনবর্হি হইতে প্রজা সৃষ্টির বাহুল্য হওয়াতে ইনি পিতা অপেক্ষাও অধিকতর মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এই প্রাচীন বর্হির ঔরসে সমুদ্র তনয়া সবর্ণার গর্ভে প্রাচীনা কুশ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই প্রচেতা নামে অভিহিত হইয়া ধনুর্ব্বেদ বিশারদ এবং অভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠিলেন। এই প্রচেতা সকল সমুদ্রশায়ী হইয়া দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপশ্চর্য্যা করিলে পৃথিবী বৃক্ষলতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন কি নভোমণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করিয়া বায়ুর গতি পর্য্যন্ত রোধ করিল। দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রজাগণের আর বিচরণ করিবার স্থান রহিল না, সুতরাং ভূরি ভূরি প্রজাক্ষয় আরম্ভ হইল, এবং সমুদায় প্রজাই চাক্ষুষ মনুর শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যাহৃত হইল। তখন তপোবলে এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইয়া প্রচেতাগণ তপশ্চর্য্যায় বিরত হইলেন এবং রোষ পরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন। এই বায়ু ভীষণতর প্রবল হইয়া বৃক্ষ সকল উন্মূলিত ও শুষ্ক করিতে লাগিল। এ দিকে প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ঐ সমস্ত বিটপিশ্রেণী ভস্মাবশেষ করিতে আরম্ভ করিল। পৃথিবী প্রায় বৃক্ষ শূন্য হইয়া উঠিল, অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে বৃক্ষাধিপতি সোম দেব প্রচেতাগণের সন্নিধানে গমন করিয়া তাহাদিগকে বিনয় নম্র বচনে কহিতে লগিলেন হে প্রচেতাগণ! তোমরা ক্রোধ পরিহার কর, পৃথিবী বৃক্ষ শূন্য হইয়াছে, এক্ষণে তোমাদের বায়ু ও অগ্নিকে শান্ত কর। আমি ভবিষ্য তত্ত্ব জানিতে পারিয়া এই বরবর্ণিনী কন্যারত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। এ কন্যা সমুদায় বৃক্ষের তেজোরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে ইহার নাম মারিষা। হে মহাভাগগণ! তোমরা ইহাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিলে সোম কুল বিস্তৃত হইবে। তোমাদিগের ও আমার তপোবলের অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ দ্বারা ইহাতে দক্ষপ্রজাপতি নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। সেই দক্ষ আপনাদিগের তেজঃপ্রভাবে অনল সদৃশ প্রখর তেজস্বী হইয়া এই দগ্ধ প্রায় ধরণীকে পুনর্ব্বার রক্ষা করিবে এবং প্রজাকুলের বৃদ্ধি করিবে। হে ভরতবংশাবতংস! তদনন্তর প্রচেততাগণ সোমদেবের বচনানুসারে ক্রোধ সংবরণ করিয়া যথাবিধি মারিষার পাণি পীড়ন করিলেন। অনন্তর ঐ দশ প্রচেতার মানসে মারিষার গর্ভাধান হইল। অতঃপর যথা সময়ে সোম দেবের অংশে ঐ গর্ভে মহাতেজা প্রজাপতি দক্ষ সমুৎপন্ন হইলেন। দক্ষপ্রজাপতি সোমবংশবিবর্দ্ধন অনেকগুলি পুত্রোৎপাদন করিলেন।

অনন্তর তিনি স্থাবর জঙ্গম দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি মনঃকল্পিত কন্যার সৃষ্টি করিলেন। এই সকল কন্যার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে অবশিষ্ট নক্ষত্র নামধেয় একবিংশতি কন্যা সোমদেবকে প্রদান করিলেন। ইহাদেরই গর্ভে গো, পক্ষী, নাগ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, অরোগণ প্রভৃতি নানা জাতির সৃষ্টি হইল। হে রাজেন্দ্র! এই সময় হইতে স্ত্রী পুরুষ সহযোগে প্রজা সৃষ্টির আরম্ভ হয়। ইতঃপূর্ব্বে, যে, মনন দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল উহা রহিত হইয়া গেল।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি পূর্ব্বে যখন দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও মহাত্মা দক্ষের জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন তৎকালে ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তৎপত্নী সমুদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখন আবার সেই মহাত্মা দক্ষ, কি রূপে প্রচেতোগণের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং কি রূপেই বা প্রজাপতি সোমদেবের দৌহিত্র হইয়া আবার তাঁহারই শ্বশুর হইলেন। এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া আমায় বুঝাইয়া দেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উৎপত্তি নিরোধ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রাণিমাত্রেরই নিয়ত ধর্ম্ম, তাহাতে ঋষি ও জ্ঞানিগণের মোহের বিষয় কি? যুগে যুগেই দক্ষ প্রভৃতি নৃপতিগণের এক বার উৎপত্তি আবার লয় প্রাপ্তি হইতেছে উহাতে বিচক্ষণ ব্যক্তির সংশয় হয় না। হে নরাধিপ! পূর্ব্বে উহাদের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠত্ব কিছুই ছিল না। কারণ তপোবলই ইহাদের উৎকর্ষাপকর্ষের হেতু হইত। হে মহারাজ! এই প্রজাপতি দক্ষ নৃপতির চরাচর সৃষ্টির বিষয় যিনি সম্যক্ অবগত হন তিনি পুত্রবান্ হইয়া চরমে স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন।

[এই স্থানে নানা পুস্তকে নানা রকম পাঠ দেখা যায়। কোন পুস্তকে লিখিত আছে ধ্রুব হইতে শম্ভূ দুই পুত্র উৎপাদন করেন। উহাদের নাম শ্লিষ্ট ও ভব্য। অপর পুস্তকে ভব্য স্থানে ধন্য পাঠ আছে।]

৩য় অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে বৈশম্পায়ন! আপনি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! প্রজাবিধাতা দক্ষ স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যেরূপে ভূত নিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহা আমি বর্ণন করিতেছি অবধান করুন। প্রভু প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে ঋষি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত পিশাচ, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতিকে মানসে সৃষ্টি করিয়া যখন দেখিলেন মানসসৃষ্ট প্রজাবর্গ আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন ঐ ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টির উৎকট বাসনা বশতঃ স্ত্রী পুরুষ সহযোগে বিবিধ প্রাণীর সৃষ্টি করাই শ্রেয়ঃ কল্প বলিয়া স্থির করিলেন। তখন তিনি বীরণ প্রজাপতির তপঃপরায়ণ লোকধারিণী অসিক্নী নাম্নী এক মহীয়সী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর মহামতি দক্ষ ঐ অসিক্নীর গর্ভে পঞ্চ সহস্র বীর্য্যবান পুত্র উৎপাদন করেন। এই মহাভাগ দক্ষ তনয়গণ সকলেই প্রজা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া একদা প্রিয়ম্বদ নারদ তাহাদের সন্নিধানে আসিয়া যে সকল কথা কহিয়াছিলেন,

তাহাতে উহাদিগের অনুদ্দেশ এবং আপনাকেও শাপগ্রস্ত অবশেষে বিনষ্ট হইতে হয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মপরায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মানসে নারদ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই দেবর্ষি নারদ হর্য্যশ্ব ও সবলাশ্ব প্রভৃতি দক্ষপুত্রগণকে বিবিধ উপদেশ ও শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরামর্শ প্রদান করিয়া একবারে নিরুদ্দেশ করিয়া দিয়াছেন জানিতে পারিয়া অমিত পরাক্রম দক্ষ রোষপরবশ হইয়া অভিসম্পাত দ্বারা নারদকে সংহার করিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণকে অগ্রে করিয়া স্বয়ং দক্ষের নিকট আসিয়া স্বীয় পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। তদনন্তর দক্ষ অভিসন্ধি করিয়া কহিলেন, আমি এই স্বকীয় কন্যা অসিক্লীকে প্রদান করিতেছি, ইহার গর্ভেই নারদ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে; অতএব ইহাকে লইয়া কশ্যপকে প্রদান করুন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিলেন। অভিসম্পাত ভয়ে মহর্ষি কশ্যপ কন্যা গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার গর্ভে নারদকে পুনরায় উৎপাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি নারদ কি জন্য প্রজাপতির পুত্রগণকে নিরুদ্দেশ করিলেন, উহা আমি যথার্থতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! একদা প্রজা বৃদ্ধি সমুৎসুক মহাবীর্য্য হর্য্যশ্ব প্রভৃতি দক্ষতনয়গণ দেবর্ষি নারদের সহিত সমবেত হইলে, নারদ কহিলেন, হে দক্ষত্মজগণ! হায় তোমরা কি মূর্খ। তোমরা কি এই পৃথিবীর পরিমাণের বিষয় কিছুই জান না! জানিলে কখনই প্রজা সৃষ্টির এত কামনা করিতে না। আচ্ছা বল দেখি, ইহার ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যভাগে প্রজা সৃষ্টি কিরূপে করিবে। নারদের এই কথা শ্রবণ মাত্র হর্য্যশ্বগণ পৃথিবার পরিমাণ জানিবার নিমিত্ত, চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিল। যেমন তটিনী কুল সমুদ্র উদ্দেশে গমন করিলে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না, ইহারাও তদ্রূপ অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হইল না। হর্য্যশ্বগণ এই রূপে প্রস্থান করিলে সৃষ্টিপরায়ণ প্রজাপতি দক্ষ বীরণ তনয়ার গর্ভে পুনরায় সহস্র পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের নাম সবলাশ্ব। সবলাশ্বগণ প্রজা বৃদ্ধি করিতে সমুৎসুক হইলে মহর্ষি নারদ মুখে পূর্ব্ববৎ উপদিষ্ট ও তিরস্কৃত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেবর্ষি নারদ যাহা কহিলেন, তাহাই সত্য, আমরা পৃথিবীর পরিমাণ কিছুমাত্র জানি না। অতএব পূর্ব্বতন ভ্রাতৃগণের পদবী অনুসরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। পৃথিবীর পরিমাণ জানিতে পারিলে আমরা তখন সুখস্বচ্ছন্দে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া ইহারও পূর্ব্ব ভ্রাতৃগণের ন্যায় তত্তৎপথাবলম্বী হইয়া কৌতুহল পূর্ণ সুস্থ হৃদয়ে ইতস্ততঃ প্রস্থান করিলেন। অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না।

এইরূপে সবলাশ্বগণ পলায়ন করিলে বিভু প্রজাপতি দক্ষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, নারদ! তুমি এখনই বিনষ্ট হও এবং গর্ভবাস যন্ত্রণা পুনরায় আশ্রয় কর। হে রাজন্! তদবধি অনুদ্দিষ্ট ভাতৃগণের অন্বেষণে অন্য ভ্রাতারা গমন করিলে প্রায়ই সত্বর বিনষ্ট হয় অতএব পণ্ডিতগণ ঈদৃশ কার্য্যে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। আমি শুনিয়াছি অতঃপর এই সমুদায় পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছে জানিয়া প্রজাপতি দক্ষ স্বকীয় ধর্ম্মপত্নী বীরণ তনয়াতে ষষ্টিসংখ্যক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। তখন এই সকল কন্যাকে কশ্যপ, সোমদেব, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য মহর্ষিবর্গ ভার্য্যার্থ প্রতিগ্রহ করিলেন। ধর্ম্মকে দশ,

কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমীকে চারি, বসুপুত্রকে দুই, অঙ্গিরা ও বিদ্বান কৃশাশ্বকেও দুই দুইটী করিয়া কন্যা দান করিলেন। ইহাদিগের নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহুর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটা ধর্ম্মের ধর্ম্মপত্নী। এই সকল ধর্ম্মপত্নীতে যে সমুদায় অপত্য জন্মিয়াছিল, তাহাদের নামও যথাক্রমে বলিতেছি অবধান করুন। বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বৎগণ, বসু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে ভানু, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তগণ, লম্বা হইতে ঘোষ, যামী হইতে নাগবীথী, অরুন্ধতী হইতে পার্থিব পদার্থ সকল, সঙ্কল্পা হইতে সর্ব্বাত্ম রূপ সঙ্কল্প এবং যামিনী নাগবীথী হইতে বৃষল সমুদ্ভূত হন। হে রাজন্! ভগবান্ দক্ষ সোম দেবকে যে সকল কন্যা প্রদান করেন, তৎসমুদায় জ্যোতিঃপ্রদ নক্ষত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যে সকল খ্যাতিমান্ দেবগণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর পুরোবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেছেন, উহারা অষ্টবসু নামে প্রখ্যাত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নামগুলি বিস্তারক্রমে বলিতেছি। প্রথমে আপ, অনন্তর ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। তন্মধ্যে আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত ও মুনি। লোকপ্রনাশন কাল ধ্রুবের পুত্র। সোমের পুত্র বর্চ্চা, যদ্দ্বারা উহার পিতা বর্চ্চস্বী নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবাহ এবং মনোহরার গর্ভে শিশির প্রাণ ও রমণ জন্মিয়াছেন। অনিলভার্য্যা শিবার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। অগ্নিপুত্র কুমার শরবনে জন্মিয়া শরীর কান্তিতে বন আলোকময় করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে কৃত্তিকাগণ ইহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন, তন্নিমিত্ত কুমার কার্ত্তিকেয় নামে বিশ্রুত হন। অনন্তর শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিনটীর জন্ম হয় সুতরাং ইহার কুমারের অনুজ। স্কন্দ ও সনৎকুমার ইহারা উভয়ে অগ্নির চতুর্থাংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। দেবল ঋষি প্রত্যুষের পুত্র। মহর্ষি দেবলের দুই পুত্র জন্মে। ইহারা ক্ষমাবান্ ও উদারচেতা ছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির যোগসিদ্ধা নামে এক ভগিনী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারিণী অনাসক্ত হইয়া সমস্ত জগৎ বিচরণ করেন। অষ্টম বসু প্রভাস, ইহাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিলে মহাবাহু প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা ইহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা হইতে জগতে সহস্র সহস্র শিল্পকার্য্যের অবতারণা হইয়াছে। ইহা হইতেই সমস্ত জগতের স্পৃহণীয় ভূষণ সকল সৃষ্ট হইয়াছে। ইনি যাবতীয় অমরবৃন্দের অতি বিচিত্র অদ্ভুত কারুকার্য্য সংশ্লিষ্ট রমণীয় বিমান সমুদায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইনি সর্ব্বশিল্পীর অগ্রগণ্য এবং ইহার প্রসাদই মানব কুলের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। সুরভি তপঃপ্রভাবে মহাদেবকে প্রীত করিয়া কশ্যপ হইতে একাদশ রুদ্রকে পুত্র রূপে লাভ করেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পুরাণ প্রসিদ্ধ রুদ্রগণ ত্রিভুবনে অধীশ্বর হইয়া অসংখ্যভাবে নিখিল চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ইহাদের নাম অজৈকপাদ অহির্ব্রধ্ন, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত ও কপালী।

হে ভরত শার্দ্দুল! এক্ষণে কশ্যপলোক বর্ণন করিব মনোনিবেশ করুন। রাজন্! কশ্যপের কতকগুলি সত্যব্রতা পত্নী ছিলেন। ইহাদের দ্বারাই লোকত্রয় রক্ষা হয়। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খশা, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধ, বশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি ইহারাই মহর্ষি কশ্যপভার্য্যা। পূর্ব্বকালে চাক্ষুষ মন্বন্তরে তূষিত নামে যে সুরাগ্রগণ্য দ্বাদশ দেবতা

ছিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকহিতার্থ সমবেত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! আইস আমরা শীঘ্র অদিতিগর্ভে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান মন্বন্তরে প্রসূত হই, তাহা হইলেই আমাদের শ্রেয়ো লাভ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! দেবগণ এই কথা বলিয়া এবং ঐ রূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া মরীচি তনয় কশ্যপের ঔরসে দক্ষ দুহিতা অদিতির গর্ভে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরাই বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ নামে দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইলেন। যে সমস্ত দেবতা চাক্ষুষ মন্বন্তরে, তূষিত নামে অভিহিত হইতেন তাঁহারাই এখন বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে আবিভূত ও প্রখ্যাত হইলেন। সোমদেবের যে সপ্ত বিংশতি পত্নীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে এক্ষণে তাহাদের উদরেও মহাপ্রভাবশালী অনেকগুলি পুত্র জন্মিল। অরিষ্ট নেমির পত্নীদিগের গর্ভে যোড়শ পুত্র উৎপন্ন হইল। বহুপুত্রের যে চারি পুত্র হইল তাহাদের নাম বজ্র, মেঘ, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুত। ব্রহ্মর্ষি সৎকৃত ঋক্ সকল প্রত্যঙ্গিরা হইতে সৃষ্ট হইল। দেবাস্ত্র সকল, কৃশাশ্ব দেবর্ষির সন্ততি। এই সমস্ত দেবগণই যুগ সহস্রান্তে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বসু প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা কামজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুতরাং দেবগণকেও জন্ম ও মরণ এই উভয় ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলিতে হইবে। সকল ভুবন প্রকাশক ভগবান্ মরীচিমালী দিবাকর যেমন গগনাঙ্গণে একবার উদিত হইয়া আবার অস্তমিত হন, দেবলোকেরও সেইরূপ যুগে যুগে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি, কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। এই সিংহিকা বিপ্রচিত্তির সহধর্ম্মিণী হইলেন। সিংহিকার গর্ভে যে সকল মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম সৈংহিকেয়। ইহাদের যে কত শত শত বা সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর।

হে মহাবাহো! এক্ষণে হিরণ্যকশিপুর বংশ পরম্পরা শ্রবণ করুন্। হিরণ্যকশিপুর অনুহ্রাদ, হ্রদ, প্রহ্রাদ ও সংহ্রাদ নামে বীর্য্যবান্ চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে হ্রাদের পুত্র হ্রদ, হ্রদের পুত্র আয়ু, শিবি ও কাল। প্রহ্রাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচন হইতে বলি উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। এই বলির ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্রমা, চন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ, গর্দ্দভাক্ষ ও কুক্ষি প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাণ অত্যন্ত বলশালী এবং দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় পাত্র। পূর্ব্বকালে এই বাণ তপশ্চর্য্যা দ্বারা ভগবান ভবানীপতি শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া 'আমি আপনার পার্শ্বদেশে বিচরণ করিব' এই রূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের বিদ্বান এবং মহাবলশালী পাঁচ পুত্র হয়। ইহাদের নাম ঝর্ঝর, শুকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ ও কালনাভ। দনুরও একশত পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই তীব্র বিক্রমশালী, তপস্যানিরত অথচ বিলক্ষণ বীর্য্যাতিশয় সম্পন্ন ছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান তনয়ের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি অবধান করুন। দ্বিমুর্দ্ধা, শকুনি, শঙ্কু শিরাঃ, শকুকর্ণ, বিরাধ, গবেষ্ঠী, দুন্দুভি, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান, ইরা, গর্গশিরাঃ, বৃক, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সর্ব্বজিৎ, বজ্রনাভ, বিক্রান্ত, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, মহাবাহু, মহাবল তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাশিরা স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাসুর তুহুণ্ড, সূক্ষ্ম, নিচন্দ্র, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোম, কেশী, শঠ,

বলক, মদ, গগনমূৰ্দ্ধা, মহাসুর কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, বীর্য্যশালী হয়গ্রীব, বৈসৃপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমায়, শম্বর, শরভ, শলভ এবং বিপ্রচিত্তি। এই দনুর পুত্রগণ সকলেই কশ্যপবংশসম্ভূত। বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত যে সকল দানবকুলের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল, হে নরাধিপ! ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি অনন্ত, সুতরাং উহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা করা আমাদের শক্তি-সাধ্য নহে। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা, শচী, উপদানবী হয়শিরাঃ, শর্ম্মিষ্ঠা ও বার্ষপর্ব্বণী, এই কয়েকটী পুলোমার দুহিতা। পুলোমা ও কালকা এই দুইটা আবার বৈশ্বানর তনয়া এবং উভয়েই বহুপুত্র। মহাপ্রভাবশালিনী কশ্যপভার্য্যা। মহর্ষি কশ্যপ ঐ উভয়ের গর্ভে এক ষষ্টি সহস্র চারি শত পুত্র উৎপাদন করেন। ইহারা অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার বর প্রসাদে হিরণ্যপুরবাসী হইয়া দেবগণের অজেয় ও অবধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ইহার সব্যসাচী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সমরক্ষেত্রে নিহত হয়। প্রভার পুত্র নহুষ, শচীর পুত্র সঞ্জয়, শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পূরু এবং উপদানবীর গর্ভে দুষ্মন্ত নামা এক পুত্র উৎপন্ন হয়। অতঃপর আর কতকগুলি অতি দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য দানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন হয়। দৈত্য দানব সংসর্গে ঐ সৈংহিকেয়দিগের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহাদিগের পরাক্রম অতীব তীব্রতর এবং বলও অপরিমেয় হইয়া উঠিল। ইহাদের নাম ব্যংশ, শল্য, বলশালী নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, রাহু, শুক, পোতরণ ও বজ্রনাভ। (এই রাহু সকলের জেষ্ঠ এবং চন্দ্র সূর্য্যের প্রমর্দ্দন কারী) মূক ও ভূহুণ্ড নামে হ্রদের দুই পুত্র হয়। সুন্দ পুত্র মারীচ তাড়কার গর্ভসম্ভূত। এই সুরসদৃশ বীর্য্যশালী দনুজ কুল বিবর্দ্ধন দানবগণের পুত্র পৌত্র যে কত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা কর দুষ্কর। অতি দীর্ঘকাল দুশ্চর তপশ্চর্য্যায় আসক্ত থাকিয়া সংহ্রাদ নামা দৈত্য, স্বীয় বংশে নিবাত কবচগণকে পুত্র লাভ করিল। মণিমতী নগরীতে ইহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের তিন কোটি সন্তান জন্মে। ঐ সমুদায় দৈত্য তপোমহিমায় দেবগণের অবধ্য হইয়া উঠিলেও কালের অখণ্ড্য নিয়মে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন হস্তে উহাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাম্রার গর্ভে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি, গৃধ্রিকা ও উলূকী এই কএকটী কন্যার জন্ম হয়। তম্মধ্যে কাকীর গর্ভে কাক, উলূকী হইতে উলূক, শ্যেনীর উদরে শ্যেন, ভাসী হইতে ভাস, গৃধ্রিকার গর্ভে গৃধ্র, শুচির গর্ভ জলচর, পক্ষিগণ এবং সুগ্রীবী হইতে অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে তাম্রাবংশ বলে। বিনতার অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র জন্মে। গরুড় স্বীয় ক্ষমতাবলে বিহগকুলের অধৃষ্যতা ও প্রাধান্য লাভ করিলেন। সুরমার গর্ভে প্রভূত বীর্য্যশালী বহুশীর্ষ গগনবিহারী উদ্যমশীল এক সহস্র সর্প জন্ম গ্রহণ করিল। এই সময়ে কদ্রুর গর্ভেও অনেক মস্তক অমিতবিক্রম সহস্র নাগ সন্ততি জন্মলাভ করিল। কিন্তু ইহারা সকলেই গরুড়ের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তন্মধ্যে অনন্তদেব, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্ম্মখ, সুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা ও মণি প্রভৃতি কতকগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের যে চতুর্দ্দশ সহস্র সন্তান সন্ততি জন্মে, তৎসমুদায়ই ভুজঙ্গভুক্ ক্রূবকর্ম্মা গরুড় কর্ত্তৃক নিহত হয়। এই নিমিত্তই দংষ্ট্রীকুল ক্রোধপরবশ খল প্রকৃতি হইয়া উঠিল। স্থলচর ও জলচর পক্ষি মাত্রেই ধরার সন্ততি।

সুরভি হইতে গো এবং মহিষকুল উৎপন্ন হয়। বৃক্ষ, লতা ও তৃণজাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ সমুদায় ইরা হইতে উদ্ভূত হইয়া ধরাতলের সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইল। যক্ষ রাক্ষস সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ খশা হইতে এবং মহাসত্ব দৃপ্ত বিক্রম গন্ধর্ব্বগণ অরিষ্টা হইতে আবির্ভূত হইল। অতএব হে মহারাজ! এই পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে কিছু পরিদৃশ্যমান পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে প্রায়শঃ তৎসমুদায়ের বীজ পুরুষ মহর্ষি কশ্যপ। অতঃপর ঐ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের বংশ পরম্পরা যে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। রাজন্! আমি যে সকল সৃষ্টি বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম এ সমস্তই স্বারোচিষ মন্বন্তরীয়। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে দীর্ঘকালসাধ্য মহা সমৃদ্ধ বরুণ যজ্ঞে ব্রহ্মা স্বয়ং হোতৃ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া যে সমুদায় প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই বিশেষ রূপে বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার মানস হইতে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি সমুৎপন্ন হইলে, লোক পিতামহ ব্রহ্মা উহাদিগকে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর দেব দানবগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সংঘটিত হইলে দিতি তনয়েরা নিহত হইল। তখন বিনষ্ট পুত্র দিতি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া শুশ্রূষা দ্বারা মহর্ষি কশ্যপের প্রসাদ প্রার্থিনী হইলেন। তখন মহাতপা কশ্যপ প্রীত হইয়া বর প্রদানে উদ্যত হইলে দিতি কহিলেন, ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি ইহাই প্রার্থনা করি যে, আমার গর্ভপ্রসূত পুত্র যেন ইন্দ্রকে সংহার করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি কশ্যপ "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতঃপর শান্ত ভাবে কহিলেন, দেবি! যদি তুমি শুচিব্রত হইয়া শত বৎসর গর্ভ ধারণ করতে পার, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র অবশ্যই ইন্দ্রহন্তা হইবে সংশয় নাই। দিতি "যথাজ্ঞা" বলিয়া তদীয় আজ্ঞা স্বীকার করিলেন। হে বসুধাধিপ! অনন্তর দিতি সতত পবিত্র হইয়া অবস্থান করিলে মহা মুনি কশ্যপ সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ এবং অমরগণের অবধ্য পুত্র কামনা করিয়া তাহার গর্ভাধান সমান পূর্ব্বক দুশ্চর তপশ্চরণার্থ এক পর্ব্বতে গমন করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও দিতির শুদ্ধাচারবিরোধী ছিদ্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। একোনশত বৎসর অতীত হইলে একদা দিতি ভ্রান্তি বশতঃ পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া সশস্ত্র গর্ভ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্র দ্বারা কুক্ষিস্থ শিশুকে সপ্তধা ছিন্ন করিলেন, বালক রোদন করিয়া উঠিল। ইন্দ্র উহাকে রোদন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন দেবরাজ, বিলক্ষণ রোষভরে উহার প্রতিখণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্তধা কর্ত্তিত করিলেন। এই রূপে ঐ কুক্ষি নিলীন শিশু হইতে উনপঞ্চাশত বায়ুর সৃষ্টি হইল। ইন্দ্র তৎকালে 'মারোদীঃ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে যে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ বায়ু সকল মারুত নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মারুতগণ পরিশেষে ইন্দ্রেরই সহকারী হইয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে মহারাজ জনমেজয়! এইরূপে ভূত সৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ভগবান বিষ্ণু উহাদিগকে এক একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেবগণের মধ্য হইতে এক জনকে উহাদিগের অধ্যক্ষ রূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। উহাদের নাম গণপতি। পৃথুই ঐ সকল গণপতিদিগের মধ্যে প্রধান ও আদিম ছিলেন।

হে রাজন! যে হরি এইরূপে দেবগণকে সর্ব্বাধিপত্য প্রদান করিলেন, তিনিই প্রধান পুরুষ, তিনিই বীর, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই জিষ্ণু এবং প্রজাপতি, পর্জ্জন্য ও তপন, তিনিই অব্যক্ত এবং নিখিল জগৎ তাঁহারই অধিকৃত। হে ভরতর্ষভ! যে ব্যক্তি ভূত সৃষ্টি বিষয়ক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, দেবগণের শুভাবহ জন্মবৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর এ জগৎ সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না, পরলোক ভয়ও এক বারে সুদূরপরাহত হইয়া যায়।

৪র্থ অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন রাজন্! লোক পিতামহ ব্রহ্মা বেণতনয় পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রধান প্রধান দেবগণের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন ভার সমর্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণজাতি, বৃক্ষ, লতা, পক্ষী, গ্রহ, নক্ষত্র, যজ্ঞ ও তপোরাজ্যে সোম দেবকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সলিলরাজ্যে বরুণকে, নৃপতি রাজ্যে বৈশ্রবণকে, বিশ্বদেব রাজ্যে বৃহস্পতি এবং ভৃগুবংশ রাজ্যে শুক্রাচার্য্যকে অধিপতি করেন। এইরূপে বিষ্ণুর প্রতি আদিত্যগণের, পাবকের প্রতি বসুগণের, দক্ষের প্রতি প্রজাপতিগণের, বাসবের প্রতি মরুৎগণের, অতি তেজস্বী প্রহ্লাদের প্রতি দৈত্য দানবগণের, নারায়ণের প্রতি সাধ্যগণের, মহাদেবের প্রতি রুদ্রগণের, রাজা বিপ্রচিত্তির প্রতি দানবগণের, সূর্য্য তনয় যমের প্রতি পিতৃ রাজ্যের, শূলপাণি মহাদেবের প্রতি যক্ষ, রাক্ষস, পর্থিব, ভূত ও পিশাচ বর্গের, হিমালয়ের প্রতি পর্ব্বতরাজির, সাগরের প্রতি নদী সকলের, চিত্ররথের প্রতি গন্ধর্ব্বগণের, বাসুকির প্রতি নাগলোকের, তক্ষকের প্রতি সর্প কুলের, ঐরাবতের প্রতি হস্তিব্যূহের, উচ্চস্রবার প্রতি বাজিরাজির গরুড়ের প্রতি পক্ষীগণের, শার্দ্দূলের প্রতি মৃগগণের (পশু রাজ্যের) প্লক্ষ অর্থাৎ অশ্বথ-বৃক্ষের প্রতি তরু শ্রেণীর, বায়ুর প্রতি গন্ধাশ্রিত দ্রব্য এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূত নিচয়ের, পর্জ্জনের প্রতি সাগর, নদী, মেঘবৃন্দ, বৃষ্টি ও আদিত্যগণের, শেষ—অনন্ত দেবের প্রতি দংষ্ট্রিগণের, কন্দর্পের প্রতি অপ্সরাগণের এবং সংবৎসরের প্রতি ঋতু, মাস, দিবস, পক্ষ, ক্ষপা (রাত্রি) মুহুর্ত্ত, তিথি, পর্ব্ব, নিমেষ, অয়নদ্বয়, এবং যোগ সমুদায়ের আধিপত্য প্রদান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লোক পিতামহ ব্রহ্মা এই রূপে রাজ্য সমুদায় বিভক্ত করিয়া দিপালগণকে স্থাপন করিলেন।

পূর্ব্বদিক্ পালনর্থ বিরাটতনয় সুধন্বা, দক্ষিণ দিক রক্ষার্থ কর্দ্দমপ্রজাপতির পুত্র মহাত্মা শঙ্খপদ নৃপতি, পশ্চিম দিকে অচ্যুততুল্য মহাত্মা রজঃপুত্র কেতুমান ও উত্তর দিকে, প্রজাপতি পর্জ্জন্য তনয় রাজা হিরণ্যরোমা অভিষিক্ত হইলেন। এই রূপে গণপতি ও দিগধিপতিগণকর্ত্তৃক স্বাধিকৃত প্রদেশ সমুদায় যথাবিধি আবহমান কাল হইতে অদ্যাপি পালিত হওয়াতে সপ্তদ্বীপা সাগরাম্বরা পৃথিবী জন পরিপূর্ণ গ্রাম ও নগরে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে মহারাজ পৃথু ঐ সকল গণপতি, দিগধিপতি ও রাজন্যগণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া বিহিত বিধানে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে, বৈবস্বত নামা মনুর হস্তে সমস্ত রাজ্যের অধিকার প্রদত্ত হইল। হে রাজেন্দ্র! যদি শুনিতে অভিলাষ হয় তবে ইহার রাজ্যপালন এবং পুরাণ প্রথিত কীর্ত্তি সমুদায় বিস্তার

ক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহাঁর বিষয় শ্রবণ করিলে সুকৃত লাভ, যশোবৃদ্ধি, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং অবশেষে শুভ স্বর্গবাস লাভ হইয়া থাকে।

জনমেজয় কহিলেন হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন! মহারাজ পৃথুর জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন এবং কিরূপেই বা তিনি পিতৃগণ, দেবগণ, মহর্ষিগণ, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, উদ্ভিদ, শৈল, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, দ্বিজগণ, মহাবল রাক্ষস বৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীকে দোহন করিলেন এবং তাহাদের পৃথক পাত্র ও দুহ্যমান পদার্থই বা কীদৃশ, আর কাহাকে বৎস কল্পনা করিলেন এবং দোহন কর্ত্তাই বা কে হইয়াছিলেন এই সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। হে তাত! মহর্ষিগণ কিজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া বেণরাজার পাণি মথিত করিয়াছিলেন তাহাও কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে মহারাজ! আমি মহীপতি বেণ নন্দন পৃথুর বৃত্তান্ত সম্যক কীর্ত্তন করিতেছি, একাগ্র হৃদয়ে পবিত্র চিত্তে শ্রবণ করুন। রাজন্! আমি কখন এই পবিত্র উপাখ্যান অশুচি, ক্ষুদ্রহৃদয়, অযোগ্য শিষ্য, চপল, কৃতঘ্ন ও অহিতাচারীর সন্নিধানে কীর্ত্তন করি না। আপনিই উহার প্রকৃত যোগ্য পাত্র ও যথার্থ শ্রোতা, অতএব সেই ধরণীধর পৃথুর কীর্ত্তিকর স্বর্গজনক, আয়ুঃপ্রদ মহর্ষি কথিত বেদ সম্মত রহস্য যথাযথ বর্ণন করিতেছি অবধান করুন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া মহারাজ পৃথুর অত্যদ্ভুত রহস্য নিত্য পাঠ করেন, অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য তাহাকে কখনই শোকগ্রস্ত হইতে হয় না।

৫মে অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে অত্রিবংশে মহামুনি অত্রি তুল্য গুণশালী ধর্ম্ম পরায়ণ এক অতি প্রভাবশালী অঙ্গ নাম প্রজাপতি ছিলেন। ধর্ম্মরাজ দুহিতা সুনীথার গর্ভে ঐ মহাত্মার বেণ নামক এক দুরাত্মা পুত্র জন্মে। সে কালক্রমে এরূপ লুব্ধ, কামাসক্ত ও ধর্ম্ম বিদ্বেষী হইয়া উঠিল যে তাহার শাসন কালে বৈদিক কার্য্যকলাপ একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ধর্ম্মবিগর্হিত লোক নিন্দিত অনুষ্ঠানই গৌরবের আস্পদ ও পুরুষকার বলিয়া সৎকৃত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণকে স্বাধ্যায় ও বষট্কার অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও যাগানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ করিল। ইতঃপূর্ব্বে দেবগণ যে সোম রস পিপাসু হইয়া যজ্ঞভূমিতে আহূত হইতেন ইহার রাজত্ব কালে তাহার আর নাম গন্ধও রহিল না। বিনাশ কাল উপস্থিত হইলে দুরাত্মাদিগের এই রূপ দুর্ম্মতিই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই বেণের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। বেণ মনে করিতে লাগিলেন এ ত্রিভুবনে আমি ভিন্ন আর কেহ পূজ্য নাই সুতরাং বেদোদ্দেশে যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল আড়ম্বর মাত্র। তথাপি ঐ রূপ অনুষ্ঠানে যদি কাহার প্রবৃত্তি জন্মে তবে আমাকেই উদ্দেশ করিয়া করিবে, কারণ আমিই উহার অদ্বিতীয় পাত্র ও লক্ষ্য, আমি যষ্টা (যাগ কর্ত্তা) আমি যজ্ঞ।

অনন্তর একদা মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ ইহার দুর্বৃত্ততায় নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া সেই অতি ক্রান্তমর্য্যাদ অনুচিতকার্য্যপ্রবর্ত্তয়িতা বেণকে কহিতে লাগিলেন। বেণ! আমরা বহু সংবৎসর ব্যাপক দীক্ষা কার্য্যে প্রবেশ করিব অভিলাষ করিয়াছি, তুমি নিরস্ত হও। অতঃপর

আর তুমি অধর্ম্মাচরণ করিও না, উহা সনাতন ধর্ম্মও নহে। তুমি অত্রিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রজাপতি হইয়াছ তাহার আর সংশয় নাই। অতএব যথা ধর্ম্ম প্রজা পালন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতও হইয়াছ। দুর্ব্বুদ্ধি অনর্থপরায়ণ বেণ মহর্ষিগণের ঈদৃশ বাক্যে হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন ঋষিগণ! আমি ভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা আর কে আছে, আমি কাহার কাছেই বা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিব, এই পৃথিবীতে জ্ঞান, বীর্য্য, তপোবল ও সত্যদ্বারা আমার সমান কে হইতে পারে? তোমরা নিতান্ত মূর্খ ও হীনচেতাঃ, সেই জন্যই আমাকে নিখিল প্রাণীর বিশেষতঃ সর্ব্ব ধর্ম্মের স্রষ্টা বলিয়া জানিতে পারিতেছ না। যাহাহউক তোমরা জানিবে আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে জল দ্বারা প্লাবিত করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোক অবরুদ্ধ করিতে পারি, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

মহর্ষিগণ ঐ মোহান্ধ ও নিতান্ত গর্ব্বিত বেণকে, এইরূপ বিবিধ মধুর অনুনয় বাক্যেও যখন শান্ত করিতে পারিলেন না তখন তাহাদের ক্রোধানল একবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং জাতক্রোধ মুনিগণ সমবেত হইয়া ঐ মহাবল গর্ব্বিত বেণকে নিগ্রহ করিয়া উহার বাম ঊরু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মথ্যমান ঊরু হইতে এক কৃষ্ণবর্ণ হ্রস্বকার পুরুষের জন্ম হইল। হে জনমেজয়! এই রূপে সেই কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিগণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিল। তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি উহাকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া “নিষীদ” (উপবেশন কর) এই বাক্যে তাহার ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন। হে প্রিয়ম্বদ! এই পুরুষই নিষাদ বংশের আদিপুরুষ, ইহা হইতেই ধীবর সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং ইহাদিগকে বেণকল্মষসম্ভূত বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বিন্ধ্য গিরিতে যে সকল অধর্ম্ম রতি তুম্বুরু ও তুখার নামে অসভ্য জাতি বাস করে তাহারাও এই বেণ বংশ সমুদ্ভূত। অনন্তর মহাত্মা ঋষিগণ পুনরপি জাতমন্যু হইয়া বেণের দক্ষিণ কর, অগ্নি মন্থন কাষ্ঠের ন্যায় সংরব্ধ করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মথ্যমান বাহু হইতে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ শরীর আশ্রয় করিয়া পৃথু উদ্ভূত হইলেন। এই মহাযশা পৃথু জন্মকালীনই একবারে বীরোচিত উজ্জ্বল কবচ পরিধানপূর্ব্বক ভুবনরক্ষার্থ কঠোর ধ্বনি আজগব নামক ধনুর্দ্ধারণ ও দিব্যশর সমষ্টি গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহীপতি পৃথুর উৎপত্তি হইলে জগতীতলস্থ প্রাণিসমুদয় অতীব প্রীতি লাভ করিল। হে পুরুষ ব্যাঘ্র! সৎপুত্র পৃথু কর্ত্তৃক পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বেণ মহীপতি ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। তখন সমুদ্র ও স্রোতস্বতীগণ সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও তীর্থজল আহরণপূর্ব্বক অভিষেকার্থ পৃথুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ লোক পিতামহ ব্রহ্মাও বৃহস্পতি প্রভৃতি দেববৃন্দ ও সর্ব্বপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পৃথুকে অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে ধর্ম্ম কোবিদগণ কর্ত্তৃক বিশ্বরাজ্যে প্রথম অধিরাজ পদে বিধিবৎ অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালক অতিদ্যুতিমান্ বেণ নন্দন, পিতা কর্ত্তৃক অপরঞ্জিত প্রজাগণকে সম্যক অনুরঞ্জন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণও সেই অনুরাগ বশতঃ তাহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিল। অধিক কি তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া অভিযান কালে সমুদ্রও স্তম্ভিত হইয়াছিল, পর্ব্বতগণও পথ প্রদান করিয়া ছিল। তিনি অপ্রতিহত ধ্বজ

হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার শাসন গুণে পৃথিবীও অকৃষ্ট পচ্যা অর্থাৎ কর্ষণাদি কারণ বিরহেও চিন্তা করিবা মাত্র শস্যশালিনী হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এমন কি ধেনুগণও সে সময়ে কামদুঘা হইয়া অভীষ্ট ফল প্রসবিনী হইয়া উঠিল। পত্রপুট সমুদায় মধুপূর্ণ হইল। এই সময়ে পিতামহ যজ্ঞে সোমরস কুণ্ড হইতে মহামতি সূত এবং প্রাজ্ঞ মাগধ উদ্ভূত হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ মহারাজ পৃথুর স্তুতি পাঠ করিবার জন্য ঐ সূত ও মাগধকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে সূত ও মাগধ! তোমরা উভয়ে মহারাজের স্তোত্র পাঠ কর, কারণ এ কার্য্য তোমাদের অনুরূপ এবং এই নরাধিপ পৃথুও উহার যথার্থ পাত্র। অনন্তর সূত ও মাগধ ঋষিগণকে কহিলেন, হে দেবর্ষিগণ! আমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা দেব ও ঋষিগণকে স্তব করি এবং যথাসাধ্য প্রীত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি কিন্তু এই মহীপতির কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি; আর ইহার তাদৃশ যশোলক্ষণও কিছু লক্ষিত হইতেছে না যে, তারা তেজস্বী মহীপালের প্রতি উৎপাদনের জন্য স্তুতি পাঠ করিতে পারিব। ঋষিগণ কহিলেন, তোমরা ইহার ভবিষ্যৎ গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া স্তব কর। এইরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা উভয়ে মহাবল পৃথু পরে যে সমুদায় ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে মহারাজ বেণনন্দন! আপনি সত্যবাদী, বদান্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরপতি। আপনার তুল্য শ্রীমান, জয়শীল, ক্ষমাবান, পরাক্রান্ত, দুষ্টনিগ্রহ কর্ত্তা এ জগতে আর কে আছে? আপনার মত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াশীল, মিষ্টভাষী লোক নিতান্ত বিরল। আপনি মান্যগণের সভাজয়িতা, যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, ব্রহ্মবাদী ও ধর্ম্মযোদ্ধা। আপনি শান্তশীল, রাজনীতিজ্ঞ, স্বকার্য্যনিরত এবং বিচারদক্ষ অপক্ষপাতী নৃপতি বলিয়া জগতে ঘোষিত হইতেছেন। হে রাজন্ জনমেজয়! সূত ও মাগধ এইরূপে মহীপতি পৃথুর স্তব করিল বলিয়া উহারা বন্দী বলিয়া জগতে প্রথিত হইল এবং তদবধি স্তুতি পাঠকগণ প্রথমে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তদনন্তর উহাদিগের স্তুতিপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া প্রজানাথ পৃথু সূতকে অনূপদেশ মাগধকে মগধরাজ্য প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া মহর্ষিগণ প্রজাবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রজাগণ! এই মহারাজই তোমাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি (জীবিকা) বিধান করিবেন। অনন্তর হে মহারাজ! সমস্ত প্রজা, মহর্ষির বাক্যানুসারে রাজা বেণতনয় পৃথুর নিকটে সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল হে রাজন্! আপনি আমাদের বৃত্তি নিরূপণ করুন। মহারাজ এইরূপে প্রজামণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হিত কামনা করিয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক পৃথিবীকে আক্রমণ করিলেন। পৃথিবী বেণ পুত্র ভয়ে নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া গোরূপ ধারণ করত অতি বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথুও ধনুর্ব্বাণ হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এইরূপে গোরূপ ধরা বসুন্ধরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি নানা জগতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায়ও একবারে নিস্তার পাইতে পারিলেন না। যেখানেই উপস্থিত হউন না কেন সম্মুখে সেই অগ্নিবৎ স্ফুলিঙ্গোদ্‌গারি অতি তীক্ষ্ণ শাণিত বাণ হস্তে অমরগণের অজেয় কোদণ্ডধারী মহাপুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিয়া আপনাকে নিতান্ত অশরণা ভাবিয়া সেই ত্রিলোকপূজ্য পৃথিবী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই শরণপ্রার্থিনী হইয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন! অধর্ম্ম স্ত্রীবধ করিয়া আত্মাকে কলঙ্কিত করিবেন না। হে লোকপাল!

আমি ব্যতীত আপনি কিরূপে প্রজা ধারণ করিবেন। এই সমস্ত লোক আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, আমিই এই জগৎ ধারণ করিতেছি, আমার বিনাশে প্রজা পুঞ্জ ও বিনষ্ট হইবে ইহা আপনার অনবগত নহে। অতএব যদি আপনি প্রজা বর্গের শ্রেয় প্রার্থনা করেন, তবে আমাকে বিনাশ করিবেন না, যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহারাজ! উপক্রম সকল উপায়ানুসারে আরব্ধ হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই উপায় উদ্ভাবন করুন, নতুবা প্রজা ধারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি আপনি কোপ সংযমন করুন। হে পৃথিবীপাল! শাস্ত্রে কথিত আছে স্ত্রী জাতি, তির্য্যগ জাতীয় হইলেও কখনই বধ্য নহে; আপনি ধর্ম্ম পরিহার করবেন না। এইরূপ বহুবিধ বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা নৃপতি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক পৃথিবীকে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পৃথু কহিলেন, হে বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি আপনার কিম্বা পরেরেই হউক এক ব্যক্তির হিতার্থে বহু প্রাণীর বিনাশ করে সে অবশ্যই ইহলোকে পাতকগ্রস্ত হইয়া থাকে, পরন্তু যে এক ব্যক্তিকে নিহত করিলে বহু প্রাণীর সুখ লাভ হয় তাদৃশ দুরাত্মাকে বিনষ্ট করায় পাতক বা উপপাতকের সম্ভাবনা দূরে থাকুক বরং বহু লোকের শ্রেয়ো লাভ ও সুকৃতই জন্মিয়া থাকে। অতএব হে বসুধে! যদি তুমি অদ্য আমার এই ভুবন হিতবাক্য প্রতিপালন না কর তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হনন করিব এবং আমার শাসন পরাঙ্মুখী তোমাকে প্রজা হিতার্থ এই নিশিত শরদ্বারা নিপাত করিয়া আত্মাকে জগৎ বিশ্রুত করিব ও নিখিল প্রজা স্বয়ংই ধারণ করিব। হে সাধুশীলে! তুমি সমগ্র প্রজা ধারণে সম্যক সমর্থ অতএব আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া প্রজা লোকের জীবিকা বিধান কর এবং আমারও দুহিতৃত্ব লাভ কর, তাহা হইলেই, তোমার বধর্থ এই ঘোর দর্শন উদ্যত শরকে প্রতিসংহার করি।

পৃথিবী কহিলেন, হে বীর! আপনি যাহা বলিতেছেন আমি উহা নিঃসন্দেহ করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আরব্ধ কার্য্য সমুদায় উপায়ানুসারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, যদ্বারা আপনি প্রজা ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন, তাদৃশ উপায় কি তাহার অনুসন্ধান করুন। আর যদি অভিলাষ করেন তবে আমাকে দোহন করিতেও পারেন কিন্তু অগ্রে বৎস নির্ব্বাচন করিতে হইতেছে কারণ বৎস ব্যতীত কখনই ক্ষীর প্রশ্রুত হইতে পারে না। আর আমাকে সর্ব্বত্র সমতলও করিতে হইতেছে নতুবা আমার সন্দ্যমান ক্ষীর কি রূপে সর্ব্বত্র প্রসৃত হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! বেণ তনয় পৃথু পৃথিবী কর্ত্তৃক এই রূপে অভিহিত ও আদিষ্ট হইয়া ধনুকের অগ্র ভাগ দ্বারা শত সহস্র পর্ব্বতকে স্ব স্ব স্থান হইতে উৎসারিত করিয়া উপর্য্যুপরি স্থাপিত করিতে লাগিলেন, ইহা দ্বারাই শৈলগণ বিলক্ষণ বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই রূপে মহারাজ পৃথু সমস্ত পৃথিবীকে সমতল করিলেন। অনন্তর অনেক মন্বন্তর অতীত হইলে বসুন্ধরা পুনরায় বিষম হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সমত্ব বিষমত্ব পৃথিবীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম সুতরাং চেষ্টাকৃত অন্যথাত্ব কখনই স্থায়ী হয় না। পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরে ঠিক

এই রূপ সম বিষম ছিল। সুতরাং সে সময়ে পৃথিবীর বিষম তলত্ব নিবন্ধন পুর বিভাগ, গ্রাম বিভাগ, শস্যক্ষেত্র, গোরক্ষা, কৃমি, বণিকপথ, সত্য, অমৃত, লোভ, মৎসরতা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সম্প্রতি বৈবশ্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, হে রাজেন্দ্র! বেণ পুত্র পৃথুর শাসন কাল হইতে তৎসমুদায়েরই সদ্ভাব হইল। হে অনঘ! পৃথিবীর যে যে স্থল সমতল হইল সেই সেই স্থানে সমস্ত প্রজালোক আহ্লাদ সহকারে বসতি কুরতে আরম্ভ করিল। শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে ফল মূলাদি আহরণ করিয়া প্রজা লোক অতি কষ্টে জীবিকা সম্পাদন করিত। অনন্তর মহারাজ পৃথু ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে গোরূপ ধরা পৃথিবী হইতে বিবিধ শস্য জাত দোহন করিলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! প্রজাগণ সেই অন্নদ্বারা অদ্যাপি জীবিকা ধারণ করিয়া আসিতেছে। রাজন! শুনিয়াছি অতঃপর ঋষিগণও সোম দেবকে বৎস কল্পনা করিয়া উহাকে পুনরায় দোহন করিয়াছিলেন। এবারে সুরগুরু বৃহস্পতি দোহন কর্ত্তা ও ছন্দোগণ অর্থাৎ বেদ চতুষ্টয় পাত্র, শাশ্বত তত্ত্বজ্ঞান দুই মান পদার্থ হইল। অনন্তর ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ ঐ পৃথিবীকে পুনর্ব্বার কাঞ্চন পাত্রে দোহন করেন। এবারে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং বৎস হইলেন, প্রভু সবিতা দোগ্ধা এবং অতি ঊর্জ্জস্কর যজ্ঞীয় হবি ক্ষীর স্বরূপে উৎপন্ন হইল। ইহা দ্বারাই অমরগণ জীবিকা সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। অন্য সময়ে অমিতবিক্রম পিতৃগণ যখন রজত পাত্র গ্রহণ করিয়া, প্রতাপশালী সূর্য্য তনয় যমকে বৎস ও লোক নাশন অন্তক নামা কালকে দোগ্ধা কল্পনা করিয়া দোহন করেন, তৎকালে সুধা ক্ষীররূপে উৎপন্ন হয়। তৎপরে নাগগণ তক্ষককে বৎস কল্পনা করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ঐরাবত ও ধৃতরাষ্ট্রকে দোহনকর্ত্তা করিয়া অলাবু পাত্রে বিষ দোহন করেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহীপতে! সমুদায় নাগ ও সর্পলোক ঐ বিষদ্বারাই অতি ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া জীবগণের শঙ্কাস্পদ হইয়া রহিয়াছে। ঐ বিষই উহাদের ভোজ্য, ব্যবহার্য্য; বীর্য্যসম্পাদক ও প্রধান আশ্রয়। শুনিয়াছি অতঃপর অসুরগণ লৌহ পাত্র গ্রহণ করিয়া শত্রু বিনাশিনী মায়াকে দোহন করিয়া লয়। প্রহ্লাদ পুত্র বিরোচন ইহাতে বৎস ও দৈত্য ঋত্বিক দ্বিমূর্দ্ধা মহাবল মধু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। এই মায়া দ্বারাই অসুরগণ অদ্যাপি মায়াবী হইয়া রহিয়াছে। উহা দ্বারাই অসুরগণের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অপরিমিত বল দেখিতে পাওয়া যায়!

এই মায়া দ্বারাই উহারা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সকলের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। মহারাজ! শোনা গিয়াছে এই সময় যক্ষগণও আম মৃন্ময় পাত্র লইয়া ধরিত্রীকে পুনরায় দোহন করেন। ইহাতে অক্ষয় অন্তর্দ্ধান বিদ্যা উৎপন্ন হয়। পুণ্যজন যক্ষদিগের দোহন সময়ে বৈশ্রবণ বৎস, মণিবরের পিতা মহাতেজা, তপঃপ্রভাবশালী, ত্রিশীর্ষ যক্ষ তনয় রজতনাভ দোহন কর্ত্তা হইয়াছিলেন, এই অন্তর্দ্ধান বিদ্যাবলে উহারা অন্যের অপ্রত্যক্ষ হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। অনন্তর রাক্ষস ও পিশাচগণ মিলিত হইয়া নরকপাল পাত্র করিয়া যখন বসুন্ধরাকে দোহন করেন, তখন রজত নাভ, দোগ্ধা, সুমালী বৎস হইলেন এবং রুধির ক্ষীররূপে প্রস্রুত হইল। এই রুধির বলে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও ভূতসমূহ অমর সদৃশ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। তদনন্তর অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া গন্ধর্ব্ব নিকর পদ্মপত্রকে পাত্র, চিত্ররথকে বৎস, সূর্য্যসম প্রখরতেজস্বী বলশালী মহাত্মা সুরুচিকে দোগ্ধা কল্পনা করিয়া যখন পুনর্ব্বার

পৃথিবীকে দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! তখন অতি পবিত্র গন্ধ রূপ ক্ষীর ক্ষরিত হইতে লাগিল। অতঃপর শৈলগণ মহাগিরি সুমেরুকে দোগ্ধা, হিমালয়কে বৎস ও অন্যতম শৈলকে পাত্র করিয়া মূর্ত্তিমতী ওষধি ও বিবিধ রত্নরাজি দোহন করিল। তদবধি গিরিগণ এত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। পরিশেষে লতা সমুদায় সমবেত হইয়া পত্রপুট রূপ পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক যখন পুনর্ব্বার ধরিত্রীকে দোহন করিতে আরম্ভ করিল, শুনিতে পাই তখন পুষ্পিত সালবৃক্ষ দোগ্ধা, প্লক্ষতরু (পাকুড়) বৎস হইয়া ছিল। উহাতে ছিন্নদগ্ধ প্ররোহণ রূপ দুগ্ধ বর্ষিত হয়।

হে মহারাজ! যিনি এই নিখিল চরাচর বিশ্বকে পোষণ করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব জগতের প্রতিষ্ঠা ও উৎপত্তির মূল, দোহন করিলে যিনি কামদুঘা হইয়া অভীপ্সিত সর্ব্বশস্য প্রদান করেন সেই এই ভূতধাত্রী অতি পাবনী বসুন্ধরা সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বকালে মধুকৈটভের মেদো রাশি দ্বারা সর্ব্বাবয়বে পরিপ্লুত হইয়াছিলেন; ব্রহ্মবাদিগণ সেই জন্য ইহাকে মেদিনী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অনন্তর ইনি বেণ নন্দন মহারাজ পৃথুর নিকটে দুহিতৃত্ব স্বীকার করেন বলিয়া ইহার অপর নাম পৃথী (পৃথুপুত্রী) হইয়াছে। মহাত্মা পৃথু কর্ত্তৃক এই বসুন্ধরা সংস্কৃত বিভক্ত হওয়াতে উহা এক্ষণে অশেষ শস্যের আকর এবং রাজধানী, গ্রাম, নগর প্রভৃতির ও আধার হইয়াছে।

মহারাজ পৃথু এইরূপ অলোক সামান্য প্রভাবশালিতা প্রদর্শন করাতে অখিল রাজন্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। অতএব তিনি সর্ব্বভূতের নমস্য ও পূজ্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সেই বেদ প্রবর্ত্তয়িতা সাক্ষাৎ সনাতন-ব্রহ্ম স্বরূপ পৃথু বেদবেদাঙ্গবেত্তা মহাভাগ ব্রাহ্মণদিগের ও নমস্কার্য্য। যে সকল সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয় পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ করেন তাঁহারা এই প্রবল প্রতাপ আদিরাজ পৃথুকে অবশ্য নমস্কার করিবেন। এই রাজা যোদ্ধৃবর্গেরও প্রথম সুতরাং যাঁহারা সমরক্ষেত্রে জয় প্রার্থী হইবেন তাহারা অগ্রে এই পৃথুকেই নমস্কার করিবেন। যে যোধ বীর এই পৃথুমহীপতির নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি নিঃসন্দেহ দুস্তর সময় সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জয় লাভ করিবেন এবং বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া অশেষ কুশলের আস্পদ হইবেন। পণ্যবৃত্তি ব্যবসায়ী প্রভৃত বিত্তশালী বৈশ্যগণও ইহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। কারণ এই মহাত্মা পৃথুই উহাদিগের ব্যবসায় বৃত্তি বিধান করিয়া যান। এক্ষণে ত্রিবর্ণ পরিচারক পবিত্র হৃদয় শূদ্রগণ যে শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই মহাত্মাকে নমস্কার করিবে সে বিষয়ে আর কথা কি?

রাজন্! আমি আপনার নিকটে পৃথু কর্ত্তৃক দুহ্যমান গোরূপ ধরা পৃথিবীর বৎস, দোগ্ধা, ক্ষীর ও পাত্র বিশেষের বিষয় সমস্তই বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে আপনার প্রীতি সম্পাদনের জন্য আর কি বর্ণনা করিব অনুমতি করুন।

৭ম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! যাবতীয় মনু ও তৎসংক্রান্ত সমগ্র কাল বিভাগ, মন্বন্তর এবং তাঁহাদিগের প্রথম সৃষ্টির বিষয় এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত

কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায়ের বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! মন্বন্তরের সমস্ত ইতিবৃত্ত শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করা যায় না; সুতরাং সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রৌচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি এই চতুর্দ্দশ মনু। এই সমুদায়ই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মনু নামে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর চলিতেছে, সুতরাং ইতঃপূর্ব্বে ছয় মনু অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর যে সাবর্ণি প্রভৃতি সপ্ত মনু অবশিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যৎকালে ক্রমশঃ সমগত হইবেন। আমি যাহা শুনিয়াছিলাম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ঐ সকল মন্বন্তরের ঋষি, ঋষিপুত্র ও দেবগণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

মরীচি, অত্রি, ভগবান অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই সাতজন ব্রহ্মার পুত্র। ইহাঁরাই পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থান পূর্ব্বক সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে পরিচিত ও বিরাজিত রহিয়াছেন। এই সমুদায় মনু ও যাম নামা দেবগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবিভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে স্বায়ম্ভুব মনুর মহাবীর্য্য দশ পুত্র জন্মে, উহাদের নাম অগ্নী, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবর্ণ ও পুত্র। হে রাজন্! ঋষিগণ ইহাকেই প্রথম মন্বন্তর বলিয়া গিয়াছেন। অনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর উপস্থিত হইল। স্বয়ং বায়ু বলিয়াছেন, এই মন্বন্তরে বশিষ্ঠ পুত্র ঔর্ব্ব, কশ্যপ, স্তম্ব, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত ও চ্যবন এই কয়েকজন মনু ছিলেন এবং তুষিত নামে দেবগণ তৎকালে আবির্ভূত হন। হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতিঃ, আপ, মূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, নভ ও ঊর্জ্জ এই কয়েকটী মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র। হে মহীপাল! ইহাঁরা সকলে মহাবীর্য্য পরাক্রান্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। ইহাকেই দ্বিতীয় মন্বন্তর বলে। অধুনা তৃতীয় মন্বন্তরের বিষয় বর্ণন করিব শ্রবণ করুন। বাশিষ্ঠ নামে পরিচিত সপ্ত বশিষ্ঠ তনয় এবং হিরণ্যগর্ভের ঊর্জ্জনামা মহাতেজা কতিপয় পুত্র ছিলেন। ইহাঁরাই এই মন্বন্তরের ঋষি। মহারাজ! মহাত্মা ঔত্তমির ঈষ, ঊর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভঃ এই দশ মনোরম পুত্র ঋষিতনয় এবং ভানুগণ দেবতা। অতঃপর চতুর্থ মন্বন্তরের উল্লেখ করিতেছি অবধান করুন্। এই মন্বন্তরের নাম তামস। তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জন্যু, ধামা, কপীবান্ ও অকপীবান্ এই সাত জন ঋষি। পুরাণে কথিত হইয়াছে, ইহাঁদের পুত্র পৌত্রের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে তামস মনুর কতিপয় পুত্রের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি। দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকন্মাষ, তন্বী, পন্থী ও পরন্তপ । ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। সত্যসমুদায় এ মন্ব স্তরের দেবতা। অনন্তর পঞ্চম মন্বন্তর উপস্থিত : হইল। এ মন্বন্তরে বেদবাহু, যদু, মহামুনি

বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পজ্জন্য, সোমতনয়, উর্দ্ধ বাহু, অত্রিনন্দন সত্যনেত্র ইহারই সপ্তঋষি। অভূতরজস, প্রকৃতি, পারিপ্লব ও রৈভ্য এ মন্বন্তরের দেবতা। ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বশী, নিরুৎ সুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ ও কৃতী সত্যবান এই কয়েকটী রৈবত মনুর পুত্র। অনন্তর ষষ্ঠ মনুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই সময়ে ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহারা সপ্ত মহর্ষি । চাক্ষুস নামে মনু এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং ইহা চাক্ষুষ মন্বন্তর নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মন্বন্তরে

আপ্য, প্রভূত, ঋতু, ত্রিদিববাসী পৃথুক ও লেখা এই পঞ্চ বিধ দেবগণ ছিলেন। অঙ্গিরা হইতে লড়লার গর্জে উরু প্রভৃতি যে মহাত্মা অতি বীর্য্য দশ পুত্র জন্মে, তঁাহারাই এই ষষ্ঠ মন্বন্তরে ঋষিতনয়। সম্প্রতি যে সপ্তম মন্বন্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাকে বৈবস্বত মন্বন্তর কহে। এই মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, ভগবান মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও ভগবান মহাত্মা ঋচীকপুত্র জমদগ্নি এই সাতজন ঋষি। সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, মরুদগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁরা দেবতা ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশজন মহাত্মা বৈবস্বত মনুর পুত্র। রাজন! যে সমুদায় মহাতেজা মহর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলাম ইহাঁদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্তান সন্ততিগণ কালক্রমে দিগদিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। সমুদায় মন্বন্তরের প্রারম্ভেই লোক সমূহের সম্যক ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের নিমিত্ত সাত সাতজন করিয়া মহর্ষি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকেন, একএক মন্তর অতীত হইলে চারিজন করিয়া সপ্তগণে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনপূর্ব্বক অক্ষয় স্বর্গলোকে প্রস্থান করেন। ইহাঁরা স্বর্গাধিরোহণ করিলে অন্যান্য তপোধন মুনিগণ ঐ স্থান পূরণ করিয়া তাহাদের অধিকৃত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ কুরুনন্দন! যাহা অতীত হইয়াছে ও যাহা বর্ত্তমান সেই সপ্ত মন্বন্তরের বিষয় ক্রমে ক্রমে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভাবী মন্বন্তর শ্রবণ করুন। ঐ অনাগত মন্বন্তর ছয়টী। ঐ সকল ভবিষ্যৎ মনু স্তরে সাবর্ণিনাম। পাঁচজন মনু আবির্ভূত হইবেন। তন্মধ্যে একজন সূর্য্যতনয় বলিয়া বৈবস্বত সবর্ণি নামে অভিহিত হইবেন। অপর চারিজন প্রজা পতি ব্রহ্মার পুত্র, ইহাঁরা সুমেরু পর্ব্বতে অতি মহৎ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মেরু সাবর্ণি নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই দক্ষ দুহিতা প্রিয়ার গর্ভসম্ভূত, সুতরাং দক্ষের দৌহিত্র। রুচি নামক প্রজাপতির রৌচ্য ও ভৌত্য নামে দুই পুত্র জন্মে, তাঁহারাও মনু, শেষোক্ত মনু রুচিভার্য্যা ভূতিদেবীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উঁহার নাম ভৌত্য হইয়াছে। অনন্তর সাবর্ণিমনুর সময়ে যাঁহারা মহর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রাম, ব্যাস, অত্রিপুত্র দীপ্তিমান্, ভারদ্বাজ দ্রোণপুত্র তেজস্বী অশ্বত্থামা, গোতমাত্মজ গৌতম, ইহার অপর নাম শরদ্বান, কুশিকনন্দন গালব, কশ্যপতনয় রুরু। এই কয়েকজনই ভবিষ্যৎ মনু, এই মুনিশ্রেষ্ঠ সপ্তর্ষিগণই সর্ব্বাশে ব্রহ্মার সদৃশ। ইহাঁরা আভিজাত্য, তপস্যা, মন্ত্র ও ব্যাকরণ দ্বারা ব্রহ্মালোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যে ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বিষয় জানিতে পারিয়া তপস্যারত ও নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তন তৎপর হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা মন্ত্র ব্যাকরণাদি জ্ঞান সমষ্টি দ্বারা সর্ব্বাংশে সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিশালী, ভার্য্যান্বিত গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে স্বরূপতঃ জানিয়া নিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণ সমুদায়ের বিশেষজ্ঞ হইবেন। ইহাঁরা সকলেই দীর্ঘায়ুঃ মন্ত্রপ্রণেতা, ঐশ্বর্য্যশালী ও দীর্ঘদর্শী। ইহাঁরা বুদ্ধিশক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ সমুদায়ও প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করিতে পারেন। ইহাঁরাই ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রবর্ত্তক, এই মহাভাগ সত্যধর্ম্মপরায়ণ সপ্তর্ষিগণই কৃতাদি যুগ চতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণের ও গার্হস্থাদি সর্ব্বপ্রকার আশ্রম সমূহের বিধান করিয়াছেন। ধর্ম্ম শিথিল ভাব প্রাপ্ত হইলেও এই বংশীয় মহাত্মারাই যুগে যুগে মন্ত্র ব্রাহ্মণকর্ত্তা হইয়া জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা যখন পরহিতার্থ যাচিত হইবামাত্র অভীষ্ট বরদান করিয়া থাকেন তখন ইহাদিগকে চিন্তা করিতে হইলে বয়স বা

কালের কিছুমাত্র অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। হে মহারাজ! এই সপ্ত মহর্ষির বিষয় আমি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে সাবর্ণমনুর ভবিষ্যৎ পুত্রগণের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

বরীয়ান্, অবরীয়ান্, সংমত ধৃতিমান, বসু, চবিষ্ণু, আৰ্য্য, ধিষ্ণু, রাজ, ও সুমতি এই দশটী সাবর্ণমনুর ভাবী পুত্র। এক্ষণে মেরু সাবর্ণদিগের মন্বন্তর কাল ও তৎসংক্রান্ত মুনিগণের নাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিব। পুলস্ত্যবংশীয় মেধাতিথি, কশ্যপ সন্তান বসু, ভৃগুনন্দন জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ তনয় সবন, অত্রিনন্দন হ্যবাহন ও পুলহ নন্দন সত্য, ইহাঁরাই এই মন্বন্তরের মনু। এই মন্বন্তরে দেবসম্প্রদায় তিনটী, ইহাঁরা দক্ষপুত্র রোহিত প্রজাপতির সন্তান। ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিধাম, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় এই নয়টী প্রথম সবর্ণিরপুত্র, দশম পৰ্য্যায়ে দ্বিতীয় সাবর্ণি মন্বন্তরে (দক্ষ মনুর সময়ে) পুলহ পুত্র হবিষ্মন, ভৃগুতনয় সুকৃতি, অত্রিপুত্র আপোমূৰ্ত্তি, বশিষ্ঠ তনয় অষ্টম, পুলস্ত্যপুত্র প্রমতি, কশ্যপপুত্র নভোগ, ও আঙ্গির পুত্র সত্য এই সাতজন মহর্ষি, দেবতাদিগের দুইগণ ইহাঁরই ঋষি মন্ত্রের অদ্বিতীয় লক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুত, উত্তমোজ, বীৰ্য্যবান, কূলিযঞ্জ, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবৰ্চ্চাঃ, এই দশটা দক্ষ সাবর্ণি মনুর পুত্র। একাদশ পর্য্যায়ে তৃতীয় সাবর্ণি (রুদ্রসাবর্ণ) মন্বন্তরে কাশ্যপ হবিষ্মান, ভার্গব হবিষ্মান্, আত্রেয় তরুণ, বশিষ্ঠপুত্র তনয়, আঙ্গিরা উদধিষ্ণ, পৌলস্ত্য নিশ্চয়, পুলহপুত্র, অগ্নিতেজাঃ এই সাতজন মহর্ষি আবির্ভূত হইবেন (এই সময়ে দেবগণ ত্রিধা বিভক্ত হইবেন, উঁহারা সকলেই ব্রহ্মার পুত্র, সংবৰ্ত্তগ সুশৰ্ম্মা, দেবানীক পুরূদ্বহ, মেধা, দৃঢ়ায়ুঃ, আদর্শ, পণ্ডক ও মনু তৃতীয় সাবর্ণির এই নয় পুত্র। অনন্তর দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির (ব্রহ্ম সাবর্ণি) সাতঋষি বশিষ্ঠাত্মজ দ্যুতি, অনিন সুতপাঃ, তপো মূৰ্ত্তি অঙ্গিরা, তপস্বী কাশ্যশ, পৌলস্ত্য তপোশন, পৌলহ তপোরবি, ভার্গব তপোধৃতিবিক্ষেপ। এই মন্বন্তরে দেবতাদিগের পাঁচগণ উঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মানস হইতে প্রসূত হইবেন। দেববায়ু, আহার, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মিত্রবাহ, সুবর্চ্চাঃ দ্বাদশ মনুর এই কয়েকটী পুত্র। অনন্তর ত্রয়োদশ পর্য্যায়ক ভাবিরৌচ্য মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ধৃতিমান্ অঙ্গিরা, পৌলস্ত্য হব্যপ, তত্ত্বদর্শী পৌলহ, নিরুৎসুক ভার্গব, অত্রিপুত্র—নিষ্প্রকম্প, কশ্যপাত্মজ নির্ম্মোহ, বশিষ্ঠ তনয় সুতপাঃ—এই সাতজন মহর্ষি হইবেন। ভগবান স্বয়ম্ভূর পুত্রগণ তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এই মন্বন্তরে দেবগণের মধ্যে গণনীয় হইবেন। চিত্রসেন, বিচিত্র, নর ধৰ্ম্মভৃত, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, সুতপাঃ নির্ভয় ও দৃঢ়—এই কয়েকটী ত্রয়োদশ মনু রুচির সন্তান। ভৌত্যনামা মনু চতুৰ্দ্দশ মন্বন্তরের অধিপতি। কশ্যপ তনয় অগ্নীধ্র, পৌলস্ত্য ভার্গব, ভৃগুনন্দন অতিবাহু, অঙ্গিরার পুত্র শুচি, আত্রেয় যুক্ত, বশিষ্ঠ বংশীয় শুক্র, পুলহাত্মজ অজিত—ইহাঁরাই- অন্তিম সপ্তর্ষি। হে ভরতর্ষভ! এই মন্বন্তরে দেবগণ পঞ্চধা বিভক্ত হইবেন। তরঙ্গ, ভীরু, বপ্র, তরস্বান উগ্র, অভিমানী, প্রবীণ, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল, এই কয়টী ভৌত্য মনুর পুত্র। মহারাজ! এই ভৌত্য মনুর

অধিকার শেষ হইলেই কল্পও পূর্ণ হইল। রাজন! আমি এই অতীত মনুগণের নাম ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত সংক্ষেপঃ কীর্ত্তন করিলাম। ইহাঁরা তপোবলে আসমুদ্র বিস্তৃত বিশাল জগৎ, সমস্ত প্রকৃতিবর্গ, গ্রাম নগর ও পত্তনাদির সহিত পূর্ণযুগ সহস্র কাল ব্যাপিয়া নিয়ত প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রতিদিনই ইহাঁদের অবিশ্রান্ত সংহার ও দেখিতে পাই।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া এই অতীত ও অনাগত মহর্ষিবর্গের নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন তিনি ইহলোকে দীর্ঘজীবী হইয়া অপার সুখ সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিতে ও সমর্থ হন সন্দেহ নাই।

৮ম অধ্যায়

জনমেয় কহিলেন, হে মহামতে ব্রহ্মন্! আপনি কৃপা করিয়া মন্বন্তর ও যুগ সমুদায়ের কাল পরিমাণ এবং ভগবান্ ব্রহ্মার দিন পরিমাণের বিষয় বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। হে অরিন্দম! এই মর্ত্ত্য জগতে সূর্য্য, কাল পরিমাণের প্রবর্ত্তয়িতা, সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা এক অহোরাত্র হইয়া থাকে অতএব তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মন্বন্তরদির সংখ্যা নিরূপণ করিতেছি শ্রবণ করুন, পঞ্চদশ নিমেষব্যাপক কালকে, কাষ্ঠা কহে ত্রিংশত কাষ্ঠাতে এক কলা হয়। ত্রিংশৎ কলায় এক মূহূর্ত্ত ও ঐ ত্রিংশৎ মুহুর্তে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে, চন্দ্র সূর্য্যের গতিদ্বারা এই অহোরাত্র নিয়মিত হইতেছে। পঞ্চদশ অহোরাত্রে একপক্ষ! অভিহিত হয়। দুইপক্ষে একমাস এবং মাস দ্বয়ে এক এক ঋতু হইয়া থাকে। তিন ঋতুতে এক অয়ন, অয়ন দ্বয়ে এক অব্দ অর্থাৎ বৎসর কথিত হয়। সংখ্যাতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ঐ অয়নদ্বয়কে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন উহাদের নাম দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। এই পক্ষদ্বয় সমন্বিত যে মানবীয় মাস হইল কালতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা উহাকে পিতৃগণের অহোরাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণপক্ষ তাহাদের দিন, শুক্লপক্ষ রাত্রি। হে মহারাজ! এই কারণেই কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের অহঃশ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানদর্শী প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, মানবীয় গণনায় যাহাকে বৎসর কহে, তাহাই দেবগণের এক অহোরাত্র। উত্তরায়ণ দেবগণের দিবা ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি বলিয়া উল্লিখিত হয়। দশগুণ দিব্য অব্দে মনুর এক অহোরাত্র, উহার দশগুণ মনুর এক পক্ষ, দশগুণীকৃত পক্ষে এক মাস, ঐ দ্বাদশ মাস দ্বারা এক ঋতু হইয়া থাকে। তিন ঋতুতে অয়ন ও দুই অয়নে বৎসর হয়। ইহারই চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ, চারি শত বৎসর সন্ধ্যা ও অন্য চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপ তিন সহস্র বৎসর ত্রেতা, দুই সহস্র বৎসর দ্বাপর ও এক সহস্র বৎসরে কলিযুগ পূর্ণ হইবে। ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ পরিমাণ ও পূর্ব্ববৎ ধরিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ যে যুগের যত সহস্র বৎসর পরিমাণ, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকেই তাবৎ শত বৎসরে পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে সমুদায়ে যুগ পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইল। ইহাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে চারি যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে রাজন্! ইহারই এক সপ্ততি যুগকে সংখ্যাতত্ত্ববিশারদগণ এক মন্বন্তর বলিয়া গণনা করিয়াছেন। মনুদিগেরও দক্ষিণ ও উত্তর

নামে দুই অয়ন আছে। ইহার এক অয়ন সমাপ্ত হইলে এক মনুর ও লয় ও অপর মনুর উদয় হয়। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ অয়নদ্বয় সমাপ্তিতে এক সংবৎসর। উহারই দশ সহস্র বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে, এবং তাহাই কল্প বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতঃপর এক সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক রাত্রি। এই রাতে সমুদায় পৃথিবী পর্ব্বত ও কাননাদির সহিত জলে মগ্ন হইয়া যায়। হে ভরতসত্তম! সেই যুগ সহস্র রূপ রাত্রি পূর্ণ হইলেই কল্পেরও অবসান হইল। রাজন্! একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর ও কীর্ত্তি বিবর্দ্ধন চতুর্দ্দশ মনুর বিষয় আমি আপনার নিকট পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই মনুগণই জগতে অদ্বিতীয় প্রভাবশালী প্রজাপতি, নিখিল বেদ ও পুরাণ ইহাঁদিগেরই যশোগান করিতেছে—অতএব ইহাঁদের নাম সঙ্কীর্ত্তন করা ও ধন্য ও পুণ্যকর। এই মন্বন্তর সমুদায় সম্পূর্ণ হইলেই সংহার ও সংহরান্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইতে থাকে তখন আবার নূতন মন্বন্তর ও আরম্ভ হইল। মহারাজ! এ সকল বিষয় এত বিস্তৃত ও গুরুতর যে শত বৎসর বলিয়াও শেষ করা যায় না। মন্বন্তর সমাপ্তি হইলে যখন নিখিল প্রাণীর সংহার আরম্ভ হয়, তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদসমন্বিত হইয়া কেবল মাত্র দেবগণ ব্রহ্মর্ষিবর্গের সহিত একত্র অবস্থান করেন। এইরূপে যুগ সহস্র পূর্ণ হইলে কল্পও শেষ হইল। তখন সমস্ত চরাচর বিশ্ব আদিত্যতেজে দগ্ধ হইয়া আদিত্যগণের সহিত লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রণী করিয়া সেই সুরশ্রেষ্ঠ হরি প্রভু নারায়ণ শরীরে প্রবেশ করে।

মহারাজ! যিনি কল্পান্তকালে এই পরিদৃশ্য মান সমুদায় জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন, সেই ভগবান নারায়ণই অব্যক্ত নিত্যদেব, এই অখণ্ড জগৎ তাঁহারই সৃষ্ট ও অধিকৃত। সেই একার্ণবীকৃত কল্পান্তে একমাত্র রাত্রিই উপস্থিত হয় এবং তৎকালে অপার সাগর মধ্যে একমাত্র প্রভু নারায়ণ, ব্রহ্মার এক সহস্র বৎসর শয়ান হইয়া সুপ্তি সুখ অনুভব করেন। ইহাই কাল রাত্রি বলিয়া জগতে অভিহিত হইয়াছে। এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মাও নিদ্রাযোগ প্রাপ্ত হইয়া রাত্রির অবসান পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন। অনন্তর ঐ যুগ সহস্রকাল অতীত হইলে রাত্রির অবসান হয়, তখন ভগবান্ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করেন। তখন পূর্ব্ব কল্পের সমুদায় স্মৃতি হইতে থাকে এবং তদনুরূপ চেষ্টাও প্রবর্ত্তিত হয়। কারণ ইহার পুরাতনী স্মৃতি ও সৃষ্টির অনুকূল ব্যাপার সমস্তই নিত্য, সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয়। কেবল কল্পান্ত মাত্র বিপর্য্যয় হয়, তদ্ভিন্ন দেবস্থান প্রভৃতি পূর্ব্বে যাহা কিছু যেভাবে ছিল, তৎসমুদায় সেইরূপেই সৃষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব্বে সংহার কালে যে সকল দেবতা, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগ প্রভৃতি ভূতনিচয় আদিত্য তেজে গন্ধাভূত হইয়া বিষ্ণু শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, যুগারম্ভে তাঁহারাই আবার সেই সেই আকার ধারণ করিয়া পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে যেমন ঋতু বিশেষে তদীয় বিবিধ চিহ্ন সকল পর্য্যায়ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মার রাত্রি কাল শেষ হইলে সেই সমুদায় সংহৃত পদার্থকে; ঠিক সেইরূপ আবির্ভূত হইতে লক্ষিত হয় এবং পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিতে থাকে।

হে ভরতসত্তম! যে মনুষ্য, দেবতা অথবা মহর্ষি বর্গ ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধ সঙ্গ হইয়া দেহাভিমান পরিহারপূর্ব্বক পরম ব্রহ্মে লীন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনরুদ্ভব হয় না।

রাজন্! সেই কালসংখ্যাতত্ত্বজ্ঞ, স্থূল ও সূক্ষ্মম স্বরূপ মহাদেব হরি, নারায়ণ প্রভু পরমেশ্বর যুগ সহস্রকে দিন ও যুগ সহস্রকে রাত্রিমান করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। সম্প্রতি অসুরকুলের বিনাশ ও সর্ব্বজনীন হিতকামনা করিয়া মহাত্মা হরি যে বিশুদ্ধ বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, হে মহাদ্যুতে! আমি সেই পুরাতন বৃষ্ণিবংশ কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে মহাত্মা বৈবস্বত মনুর নিসর্গাদির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

৯ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! মহর্ষি কশ্যপ হইতে দাক্ষায়ণী গর্ভে ভগবান সূর্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি যৎকালে মাতৃগর্ভে অণ্ডস্থ ছিলেন সেই সময়ে একদা ইহাঁর জননী কোন কারণ বশতঃ গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ বিনাশ শঙ্কায় ভয়াবিহ্বলচিত্তে রোরুদ্যমান হইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি কশ্যপ, পত্নীস্নেহবশতঃ অথবা অজ্ঞানবশতঃই হউক কহিলেন, "তোমার এই অণ্ডস্থ সত্ত্ব মৃত অর্থাৎ নষ্ট হইবে না" এই জন্য সূর্য্যের অপর নাম মার্ত্তণ্ড হইয়াছে। বৎস! এই কশ্যপাত্মজ মার্ত্তণ্ডদেব ক্রমে ক্রমে এরূপ প্রভূত তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন যে তদ্দারা ত্রিলোক পরিতপ্ত হইতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞা নাম্নী দেবী ইহাঁর পত্নী। সংজ্ঞা অতিশয় কোপনস্বভাব ও সুরেণু নামে ত্রিলোকবিখ্যাত ছিলেন। ইনি প্রদীপ্ত তপোবলে অলৌকিক রূপলাবণ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বামীর অত্যুষ্ণ প্রখরতেজ নিতান্ত অসহনীয় হওয়াতে অপ্রীতমনে কথঞ্চিৎ তৎসন্নিধানে কালক্ষেপ করিতেন। সূর্য্যমণ্ডলের তীব্রতেজে দগ্ধাঙ্গ হওয়াতে তাঁহার সুবর্ণ কান্তি একবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ইহার গর্ভে সূর্য্য দেবের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম প্রজাপতি সবি, ইনি শ্রাদ্ধদেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, অনন্তর যম ও যমুনা এই যমজ সন্তানদ্বয় উৎপন্ন হয়। সুতরাং যম দ্বিতীয় পুত্র ও যমুনা একমাত্র কন্যা। সংজ্ঞা সন্ততিগণও শ্যামবর্ণ হইল দেখিয়া স্বকীয় ছায়া দর্শনেও অসহিষ্ণু, হইয়া আত্ম সমানরূপা এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। এই কন্যা মায়াময়ী হইয়া সংজ্ঞার ছায়া হইতে সমুত্থিত হইল বলিয়া ইহার নাম ছায়া হইল। হে রাজন্! এই ছায়া জন্ম পরিগ্রহ মাত্র কৃতাঞ্জলিপূটে সংজ্ঞাকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে শুচিস্মিতে! . অজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব! হে বরবর্ণিনি! আমি আপনার অজ্ঞানুবর্ত্তিনী, যেরূপ আদেশ হয় উহা পালন করিতে আমি প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক কার্য্যবিশেষে নিয়োগ করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন।

সংজ্ঞা কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে পিতৃভবনে গমন করিব। তুমি আমার এই ভবনে নির্ব্বিকারহৃদয়ে সুখস্বচ্ছন্দে বাস কর এবং আমার এই বালকদ্বয় ও সুমধ্যমা কন্যাকে প্রতিপালন কর। কিন্তু দেখ যেন এই বৃত্তান্ত কোনরূপে ভগবান সূর্য্যের নিকট প্রকাশিত হয়। ছায়া কহিলেন, দেবি! আপনি সুখ স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছা গমন করুন। আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, যাবৎকাল আমার কেশাকর্ষণ অথবা অভিসম্পাত ভয়সম্ভাবনা না হইবে তত দিন কোনরূপে এ বৃত্তান্ত প্রাণান্তেও ব্যক্ত করিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! সবর্ণা ছায়া এইরূপে সম্মত হইলে তাহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সলজ্জ হৃদয়ে তপস্বিনী বেশে সংজ্ঞা পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পিতা বিশ্বকর্ম্মা কন্যাকে সহসা দেখিয়াই তাহার তৎকালিক আকার প্রকার দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামীর বিনানুমতিতেই সংজ্ঞা আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে, এই জন্যই তিনি পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি স্বামীর নিকট গমন কর। তোমার এই স্বৈরচারিতা আমার কোনক্রমেই অনুমোদিত নহে, তুমি আর বিলম্ব করিও না, এখনই প্রত্যাগমন করিয়া স্বামিসকাশে উপস্থিত হও। অতঃপর ক্রোধভরে নিরতিশয় তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই অনিন্দিতা সংজ্ঞা স্বকীয় রূপ আচ্ছাদন করিয়া পিতৃসদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়বা (অশ্বী) রূপে উত্তর কুরু প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তথায় তৃণপত্র জীবিনী হইয়া যথেচ্ছ রূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভগবান আদিত্যদেব দ্বিতীয় সংজ্ঞা ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করিয়া তাহার গর্ভে আত্মসদৃশ এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্র সর্ব্বাবয়বে পূর্ব্বজাত মনুর সদৃশ দেখিয়া ইহাঁর নাম মনু রাখিলেন, ইহাঁর অপর একটী নাম সাবর্ণ হইল। কালক্রমে ছায়ার গর্ভে যে দ্বিতীয় পুত্র হইল, তাঁহার নাম শনৈশ্চর। ছায়া অত্মগর্ভজাত এই দুই পুত্রের প্রতি যাদৃশ স্নেহ ও মমতা প্রদান করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বজাত সন্ততিবর্গের উপর তাদৃশ আদর বা অবেক্ষা করিতেন না। মাতার এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দর্শন করিলেও মনু সর্ব্বদাই ক্ষমা করতেন। কিন্তু যম, রোষপরবশত নিবন্ধন অথবা বালস্বভাবহেতুকই হউক, কিম্বা অবশ্যম্ভাবী ভাবা অর্থের গৌরববশতঃই হউক, উহা ক্ষমা করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত পাদোত্তোলন করিয়া তর্জ্জন করিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই সাবর্ণজননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধভরে যমকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। কহিলেন, তুমি যে চরণ আমার প্রতি উত্তোলন করিয়াছ, উহা এখনই স্থালিত হউক। যম এইরূপে অভিশপ্ত, মাতার বাক্যে নিতান্ত ব্যথিত, ভীত ও আকুলহৃদয় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রণামপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! মাতা আমার উপর অতি কঠোর শাপ প্রদান করিয়াছেন, আপনাকে উহার অপনয়ন করিয়া আমায় পরিত্রাণ করিতে হইবে। আমি জানিতাম, সমুদায় পুত্রের উপরই জননীর স্নেহ সমান। কিন্তু সেই জননী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকেই অধিক স্নেহ ও আদর অবেক্ষা করিয়া থাকেন, এই জন্যই আমি অদ্য চরণ উত্তোলন মাত্র করিয়াছিলাম, প্রহার বা গাত্রে স্পর্শও করি নাই। বাল্য বশতঃই হউক, অথবা অজ্ঞানতা নিবন্ধনই হউক, আমি এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছি এক্ষণে আপনাকে উহা ক্ষমা করিতেই হইবে। আমি মাতকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, হে লোকেশ! যাহাতে আমার সেই চরণ পাত না হয়, তাহার উপায়বিধান করুন।

সূর্য্য কহিলেন, বৎস! তুমি ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী, অতএব তোমার শরীরে যখন ক্রোধাবেশ হইয়াছে, তখন উহার অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়াই আমি তোমার মাতৃবাক্য অন্যথা করিতে পারিতেছি না। তবে তোমার মঙ্গলার্থ এই মাত্র করিতে পারি যে, কীট সমুদায় তোমার চরণের মাংস লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত যন্ত্রণার হ্রাস হওয়াতে তুমি সুখী হইতে পারিবে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে শাপ পরিহার দ্বারা তুমি নিস্তার পাইবে এবং তোমার মাতৃবাক্যের ও যাথার্থ্য রক্ষা

পাইবে। অনন্তর ভগবান আদিত্য সংজ্ঞা সমীপে উপস্থিত হইয়া মৃদু মধুরবচনে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংজ্ঞে! সকল পুত্রই তুল্যস্নেহের আস্পদ, তবে কি জন্য তুমি তাহাদের উপর স্নেহের ন্যূনাতিরেক করিয়া থাক, জানিতে ইচ্ছা করি। এইরূপে পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হইয়াও সংজ্ঞা উহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া উত্তর প্রদান করলেন না, বরং প্রশ্নেরই পরিহার করতে লাগিলেন। তখন উহার প্রকৃতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া ভগবান বিবস্বান যোগাসনে আসীন হইয়া আত্মমনঃ সমাধান পূর্ব্বক ক্ষণকাল ধ্যানস্থ রহিলেন, দেখিলেন এই পুরোবর্ত্তিনী কামিনী তাঁহার সেই বিশ্বকর্ম্মা তনয়া সংজ্ঞা নহে। অথচ তাহারই রূপ ধারণ করিয়া কপটবেশে আমার আবাসে প্রবেশপুর্ব্বক আমাকেই প্রতারিত করিতেছে। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উহার বিনাশার্থ শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন এবং কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ছায়া এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রতিজ্ঞারও অবসান হইল দেখিয়া তৎসমুদায় বৃত্তান্ত আমূলতঃ সূর্য্য সন্নিধানে প্রকাশ করিয়া কহিলেন। সূর্য্যও ঐ কথা শ্রবণমাত্র ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া রোষভরে ত্বষ্টার সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা এই সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন, সম্প্রতি ক্রোধোদ্দীপ্ত মূর্ত্তিমান, অগ্নির ন্যায় দিগদহনোন্মুখ বিভাবসু জামাতাকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন, কহিলেন, বৎস! তোমার এই ভীষণ উষ্ণরশ্মি সংজ্ঞার কমনীয় কোমলকান্তির নিতান্ত অসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্যই সংজ্ঞা উহা সহ্য করতে না পারিয়া বড়বারূপে কোমল সাদলপূর্ণ উত্তর কুরুপ্রদেশে বনে বনে বিচরণ করিতেছে। হে জগৎপতে! তুমি যোগাবলম্বন করিলেই দেখিতে পাইবে, সে নিতান্ত শুদ্ধচারিণী, নিত্য তপোরতা, দীন, ক্ষীণা, জটিলা, পর্ণমাত্রাপজীবিনী, হস্তিহস্তবিমর্দ্দিত পদ্মিনীর ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহানা হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ব্রহ্মচারিণীবেশে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কাল যাপন করিতেছে। হে অরিন্দমদেব! যদি অনুমোদিত হয়, তবে আমি অদ্যই তোমার এই অসহ্য তেজঃপুঞ্জ দুর্দ্দশ্য মূর্ত্তিকে কোমল ও কমনীয় রূপে পরিবর্ত্তিত করতে পারি।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে সূর্য্যের প্রখরভেজ তির্য্যগভাবে ঊর্দ্ধে উঠিত। কখন সমভাবে পতিত হইত না। এক্ষণে শ্বশুর বাক্যে সম্মত হইলে ত্বষ্টা স্বয়ং ঐ উগ্রমূর্ত্তিকে চক্রভ্রমিশযন্ত্রে আরোপ করিয়া ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ ঘর্ষণ বলে তেজের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া আসিল। তখন সেই রূপরাশি শাণশোধিত মণির ন্যায় অতীব কান্ত ও রমণীয় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং পুঞ্জীকৃত তেজোরাশি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া সুখমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, সুতরাং তাঁহার মুখশ্রী বিলক্ষণ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চক্র ভ্রমির ঘর্ষণ সময়ে মার্ত্তণ্ডমুখভ্রষ্ট সে মুখরাগ সমুদায় নিঃসৃত হইয়াছিল, উহা হইতে দ্বাদশ আদিত্যের সৃষ্টি হয়। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও অজঘন্য বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্যের আবির্ভাব হইল। সূর্য্য এই স্বদেহনিঃসৃত দ্বাদশ আদিত্যকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হই লেন। অনন্তর ত্বষ্টা গন্ধ, পুষ্প, বিবিধ অলঙ্কার ও ভাস্বর মুকুট দ্বারা যথাবিধি ভগবান বিবস্বানের সপর্য্যা কবিয়া কহিলেন, দেব! এক্ষণে তুমি উত্তরকুরু প্রদেশে ভার্য্যার নিকট গমন কর। তথায় নবীন তৃণ

দলাচ্ছাদিত অটবী মধ্যে তোমার ভার্য্যা বিচরণ করিতেছে। ভগবান আদিত্য শ্বশুরবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া যোগবলে স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তদীয় ভার্য্যা সংজ্ঞা তপোবলে অন্যের তানধিগম্য হইয়া অকুতোভয়ে অবলীলাক্রমে বড়বারূপে বিচরণ করিতেছে। তখন তিনি অশ্বরূপধারিণী স্বকীয় ভাষার সহিত সঙ্গত হইবার অভিলাষে সংজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সংজ্ঞা তাঁহাকে পর পুরুষ শঙ্কায় প্রত্যাখ্যান করিলেও ঘটনাক্রমে নাসিক বিবরাভ্যন্তরস্থালিতবীর্য্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হইল। ইহাঁর একের নাম নাসত্য অপরের নাম দস্র। ইহাঁর উভয়েই স্বর্গের চিকিৎসক সর্ব্বপ্রধান বৈদ্য হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় কান্তমূর্ত্তি ভার্য্যকে প্রদর্শন করাইলেন, সংজ্ঞাও স্বামীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব সেই মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন।

এ দিকে যম সেই বিমাতৃশাপে নিতান্ত খিন্নমনা হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়া ধর্ম্মরাজ উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন এবং ঐ শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অতি দ্যুতিমান্ হইয়া পিতৃগণের আধিপত্য ও লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাপতি মনু সাবর্ণ নামেই অভিহিত রহিলেন। তিনি ভাবী সাবর্ণিক মন্বন্তরে মনু হইয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হইবেন এক্ষণে সেই প্রভাবশালী মনু সুমেরুশিখরে ঘোর তপস্যায় আসক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ভাতা শনৈশ্চর গ্রহত্ব লাভ করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের বৈদ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশেষতঃ অশ্বসমূহের শান্তিবিধাতা হইয়াছেন। চক্রভ্রমিনিঃসৃত অবশিষ্ট আদিত্য তেজঃ সমূহ হইতে, বিশ্বকর্ম্মা সুদর্শন নামে এক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা বিষ্ণুর চক্ররূপে কল্পিত হইয়াছে, এই চক্রের তেজ কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। যমের কনিষ্ঠ ভগিনী যমুনা সরিদ্বর যমুনা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া লোক পূজা হইয়াছেন। শনৈশ্চর-ভ্রাতা দ্বিতীয় মনুও সাবর্ণ নামে ত্রিভুবন বিশ্রুত হইয়াছেন।

হে রাজন! যিনি এই দেবগণের জন্ম। বৃত্তান্ত অবহিত হইয়া শ্রবণ করিবেন, তিনি সমুদায় আপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রভূত কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

১০ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি বৈবস্বত মনুর জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রজাসৃষ্টিবিষয়ক বিবরণ শ্রবণ করুন। এই মহাত্মার আত্মসদৃশ নয় পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি। ইক্ষাকু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, তদনন্তর নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্য, প্রাংশু, নাভাগরিষ্ঠ, করূষ ও পৃষধ্রু এই নয় জন মনুর পুত্র। মনু ইহাদের জন্ম হইবার পূর্ব্বে পুত্র কামনা করিয়া মিত্র ও বরুণদেবকে উদ্দেশ করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞারম্ভ করেন। হে ভরতসত্তম! ঐ যজ্ঞে মহাত্মা মনু মিত্র ও বরুণ দেবের অংশে আহুতি প্রদান করিলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানব ও মুনিগণ সকলেই যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। মহামুনি মনুর কি আশ্চর্য্য তপোবল কি অদ্ভুত বীর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান, আহুতি প্রদত্ত হইবামাত্র ঐ যজ্ঞ ভূমি হইতে দিব্য বস্ত্র পরিধান দিব্যালঙ্কারভূষিত দিব্য শরীর যষ্টি পরম সুন্দরী ইলা নাম্নী এক কন্যার উৎপত্তি হইল। তখন দণ্ডধর মনু ইলাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমার অনুগমন কর। ইলা সেই পুত্রার্থী প্রজাপতিকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর

করিলেন, হে প্রজাপতে! আমি মিত্র ও বরুণের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি অতএব তাঁহাদেরই নিকটে অগ্রে গমন করিব। তাহাতে ধর্ম্ম নিহত হইয়া আমাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। এই কথা বলিয়া ইলা মিত্র ও বরুণ দেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে দেব! আমি আপনাদের উভয়ের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু মহাত্মা মনু আমাকে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া অনুগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি এক্ষণে কি করি আজ্ঞা করুন। অনন্তর মিত্র ও বরুণ ইঁহরা উভয়েই সেই ধর্ম্মপরায়ণ সাধ্বী ইলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বরবর্ণানি! তোমার ধর্ম্ম বুদ্ধি পূজ্যগণে প্রীতি, দমগুণ ও সত্যনিষ্ঠা দ্বারা আমরা বিলক্ষণ প্রীত হইয়াছি। হে মহাভাগে! তুমি আমাদের কন্যারূপে খ্যাতিলাভ করিবে, এবং তুমিই মনুর বংশধর পুত্র ও হইবে। তুমি ত্রিলোক মধ্যে সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইয়া সর্ব্বজগতের প্রিয় ধর্ম্মশীল হইবে এবং মনুর বংশ বিস্তার করিবে। ইলা এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পিতৃ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সোমতনয় বুধ তাঁহাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিয়া এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাহার নাম পুরুরবা। ইলা কন্যা রূপে এই পুরুরবাকে প্রসব করিয়াই স্বকীয় স্ত্রীরূপ পরিহার পূর্ব্বক পুরুষাকৃতি গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি সুদ্যুম্ন নামে অভিহিত হইলেন। অনন্তর ঐ সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব এই তিনটা পরম ধার্ম্মিক পুত্র হয়। হে রাজন! এই পুত্রত্রয়ের মধ্যে উৎকল উত্তর দিক, বিনতা পাশ্চাত্য প্রদেশ ও গয় পূর্ব্ব অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। গয় গয়াপুরীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর কালক্রমে মনু দিবাকর শরীরে বিলীন হইলে সমুদায় পৃথিবী তাঁহার ক্ষত্রতেজে দশধা বিভক্ত হয়। পৃথিবীর সমুদায় অংশই মনুর যজ্ঞ সমূহের আধার, সুতরাং সর্ব্বস্থান যূপদ্বারা আবৃত হইয়া ছিল, ঐ দশধা বিভক্ত পৃথিবীর মধ্যভাগ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু অধিকার করিলেন। সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে কন্যা ছিলেন সেই জন্য রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলেন না, কিন্তু মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের বাক্যানুসারে প্রতিষ্ঠান রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি উহা প্রাপ্তি মাত্রেই পুরুরবাকে প্রদান করিলেন এবং তদ্দ্বারাই ঐ রাজ্য শাসিত ও প্রতিপালিত হইতে লাগিল। অনন্তর ঐ রাজ্যে ধৃষ্ণুকা, অম্বরীষ ও দণ্ডক ইহাঁরা তিনজনে ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। এই প্রতিষ্ঠান রাজ্যে দণ্ডক মহীপতি এক অতি পবিত্র বিস্তৃত অরণ্য প্রস্তুত করেন। এই অরণ্য দণ্ডকারণ্য নামে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া ত্রিলোক বিখ্যাত এবং মুনিগণের তপশ্চর্য্যার প্রধান স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে গমন করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। হে ভরত বংশাবতংস! যিনি প্রথমে স্ত্রী পশ্চাৎ পুরুষরূপ ধারণ করিয়া ইলা ও সুদ্যুম্ন নামে ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তিনি তৎপুত্র পুরূরবাকে রাখিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। নারিষ্যের অনেকগুলি পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই শক নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, ধৃষ্ণুর রণপণ্ডিত ক্ষত্রনামা এক দুর্দ্দম পুত্র হয়। শর্য্যাতির এক কন্যা ও এক পুত্র, যুগপৎ জন্ম গ্রহণ করেন, পুত্রের নাম অনর্ত্ত, কন্যার নাম সুকন্যা। এই কন্যা মহর্ষি চ্যবনের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। আনর্ত্তের পুত্র মহাদ্যুতি রেব। আনর্ত্তের রাজধানী কুশস্থলী। রেবের ককুদ্মী রৈবত নামা এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে, ইনি শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং রাজধানী কুশস্থলী ইহাঁরই অধিকারে পড়িল।

একদা মহীপতি রৈবত কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার সভায় ক্ষণকাল গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত শ্রবণ করেন। রাজন্! দেবগণের ঐ মুহূর্ত্তমাত্র সময়েই এ দিকে নরলোকের বহুযুগ অতীত হইয়া গিয়াছিল, তিনি ঐ মুহূর্ত্ত পরে অবিকৃত অবস্থায় যখন স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, দেখিলেন ঐ নগরী যাদবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও ব্যাপ্ত হইয়াছে, এমন কি, তথায় বহুদ্বার শোভিত অতি রমণীয় দ্বারবতী নাম্নী এক নূতন নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে বসুদেব তনয় মহাত্মা কৃষ্ণের অনুগত বহুল ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ আধিপত্য করিতেছেন। অনন্তর মহারাজ রৈবত এই সমুদায় অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া, তদীয় দুহিতা সুব্রত রেবতীকে বলরামের হস্তে প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং সংশিতব্রত হইয়া তপঃসমাধানর্থ সুমেরুশিখরে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ভগবান বলরামও রেবতী সহবাসে সুখী হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

১১তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মলোকে বহু যুগ অতীত হইলেও কি জন্য রৈবত বা রেবতীকে জরা স্পর্শ করিল না এবং কিরূপেই বা তপশ্চরণার্থ সুমেরুশিখরগত মহাত্মা শর্য্যাতির সন্তান সন্ততিগণ অদ্যাপি পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এই দুই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অনঘ! ব্রহ্মলোকে জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, মৃত্যু বা ঋতুপর্য্যায়ের প্রসঙ্গ মাত্রও নাই ঐ সমুদায় মর্ত্ত্যলোকেরই ধর্ম্ম। মহাত্মা রৈবত মেরুশিখরে প্রস্থান করিলে তদীয় রাজধানী কুশস্থলী চতুর্দ্দিক হইতে পুণ্যজন রাক্ষসেরা আসিয়া আক্রমণ করিল এবং ঐ নগর একবারে উৎসন্ন করিল। তৎকালে ধার্ম্মিক রৈবত মহাত্মার একশত ভ্রাতা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা আততায়ী রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ পলায়িত ভ্রাতৃগণ যে যে প্রদেশে বসতি করেন সেই সেই স্থানে তত্তৎ বংশপরম্পরা কালক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ শত সহোদর তাঁহাদের অসংখ্য সন্ততিবর্গ লইয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে প্রায় সমুদায় পর্ব্বতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন; হে কুরুনন্দন! সেই জন্য তাঁহারা পার্ব্বত্য শার্য্যাত ক্ষত্রিয়নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলেন। নাভাগারিষ্টের পুত্রদ্বয় বৈশ্য ছিলেন, কালক্রমে উঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। করুষের পুত্রগণ যুদ্ধবিশারদ ক্ষত্রিয় করুষ নামে প্রসিদ্ধ। পৃষধ্র গুরুদেবের গোহত্যা করাতে শাপগ্রস্ত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজন্! পূর্ব্বে আপনার নিকটে বৈবস্বত মনুর নয় পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, এক্ষণে মনুর তাবৎ পুত্রের বিষয় আপনি সংক্ষেপে অবগত হইলেন। অনন্তর ঐ বংশে ক্ষুবৎ নামা এক জন মনুর জন্ম হয়, তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র জন্মে, তাঁহারা সকলেই ভূরিদক্ষিণ অর্থাৎ যজ্ঞশীল ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি, বিকুক্ষি অত্যন্ত ঔদরিক ছিলেন বলিয়া যুদ্ধকার্য্যে তৎপর ছিলেন না। কিন্তু তিনি পরম ধার্ম্মিক বলিয়া অযোধ্যায় আধিপত্য লাভ

করিয়াছিলেন। শকুনি প্রভৃতি তাঁহার পঞ্চাশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে এক পুত্র উত্তর দিকের এবং বশাতি প্রভৃতি অষ্টচত্বারিংশৎ পুত্র দক্ষিণ দিকের প্রভুত্ব ও রক্ষা কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

অনন্তর এক দিন ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, হে মহাবল! অদ্য আমি অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিব, তুমি মৃগয়া করিয়া মাংস আনয়ন কর, বিকুক্ষি তদনুসারে মৃগ বিনাশ করিয়া মাংস আনয়ন করিলেন বটে কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ শ্রাদ্ধার্থ সমাহৃত শশমাংস স্বয়ংই ভোজন করিলেন, এই জন্যই তিনি শশাদ নামে পরিচিত ও বশিষ্ঠ বাক্যানুসারে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, অনন্তর ইক্ষ্বাকুর পর লোক প্রাপ্তির পর সেই শশমাংসভোজী বিকুক্ষি পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। কালক্রমে শশাদের মহাবল পরাক্রান্ত এক পুত্র হয়। ইনি পূর্ব্বকালে আড়ীবক নামে দেবার সংগ্রামে বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদ্ অর্থাৎ স্কন্দে আসীন হইয়া অসুরগণকে পরাভূত করিয়া ছিলেন, সেই জন্য ইহার নাম ককুৎস্থ হইল। তৎপরে ককুৎস্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব, তৎপুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র শ্রাব। এই শ্রাব হইতে শ্রবন্তী নামক রাজধানী নির্ম্মিত হয়। শ্রাবের পুত্র মহীপতি বৃহদশ্ব, তৎপুত্র কুবলাশ্ব ইনি পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। এই কুবলাশ্বই ধুন্ধুকে বিনাশ করিয়া ধুন্ধুমার নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ধুন্ধুর বধোপাখ্যান শুনিতে অভিলাষ করি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুবলাশ্বের একশত পুত্র জন্মে। ইহাঁরা সকলেই অসামান্য ধনুর্দ্ধারী, বিদ্বান, বলবান, অপরাজেয়, ধার্ম্মিক, যজ্ঞ শীল ও ভূরি দক্ষিণ ছিলেন। মহারাজ বৃহদশ্ব পুত্র কুবলাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইনি যৎকালে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনগমন করেন, তৎকালে বিপ্রর্ষি উতঙ্ক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বনগমনে নিষেধ করিয়া কহিল, মহারাজ! প্রজা রক্ষা করা আপনার প্রধান কার্য্য ও কুলোচিত ধর্ম্ম। অতএব যথানিয়মে প্রজা রক্ষণাদি তাবৎ রাজকার্য্য অগ্রে সম্যক্ সমাধান করুন, পরে বানপ্রস্থাদি যতি ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। আর প্রজা পালনাদি রাজকার্য্য কোনরূপে অসম্পাদিত থাকিলে আপনি নিরুদ্বেগে তপশ্চরণ করিতেও সমর্থ হইবেন না। হে মহারাজ! আমিও আপনার প্রজা, আমার আশ্রমের অনতিদূরে উজ্জ্বালক নামে এক সুবিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ সমতল মরুভূমি আছে, উহা দেখিলে আপাততঃ সমুদ্র বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। ঐ স্থানে ধুন্ধু নামে এক মহাকায় রাক্ষস বাস করে। ধুন্ধু মধু নামক রাক্ষসের পুত্র। এই মহাবল রাক্ষস ঐ বালুকারাশির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া উহারই অভ্যন্তরভূমিতে লোকবিনাশ কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে শয়ান রহিয়াছে। সংবৎসর পরে যখন সে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তৎকালে শৈল, অরণ্য প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠে। তৎকালে তাহার সেই ভয়ানক নিশ্বাস বায়ুতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ধূলি উর্দ্ধদিকে উড্ডীন হইয়া সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সপ্তাহকাল অনবরত ভূমিকম্প হইতে থাকে। ধূম ও অঙ্গারসহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল অতি ভীষণ রূপে মুহুর্ম্মুহু উত্থিত হইতে থাকে। মহারাজ! এই ভয়ানক

দুষ্টরাক্ষসভয়ে আমরা কিরূপে আশ্রমে বাস করিতে পারিব, অতএব আপনি লোকহিতার্থ এই মহাকায় দুষ্ট রাক্ষসকে এখনই বিনাশ করুন। সে বিনষ্ট হইলে নিখিল জগৎ সুস্থ হইবে। আর এ দুরাত্মা কেবল একমাত্র আপনারই বধ্য। হে পৃথিবীপতে! আমিও ইহার পূর্ব্বযুগে ভগবান বিষ্ণুর নিকটে বরপ্রাপ্ত হইআছি যে, যে ব্যক্তি এই দুরন্ত রাক্ষসকে হত্যা করিবেন, বরদান দ্বারা তাঁহার তেজ বর্দ্ধিত করিব। মহারাজ! দিব্য শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও অল্পতেজঃ দ্বারা এই মহাতেজা ধুন্ধুকে দগ্ধীভূত করিতে কেহই সমর্থ হইবেন না। ইহার বীর্য্যের কথা কি বলিব, দেবগণও ইহার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন।

এই রূপে মহাত্মা মহর্ষি উতঙ্ককর্ত্তৃক প্রার্থিত ও অভিহিত হইয়া রাজর্ষি বৃহদশ্ব তদীয় পুত্র কুবলাশ্বকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, সুতরাং পুনরায় আর সেই পরিত্যক্ত অস্ত্র গ্রহণ করা মাদৃশ লোকের ন্যায্য নহে। এইটা আমার পুত্র, এই পুত্র কুবলাশ্বই ধুন্ধুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। এই কথা বলিয়া পুত্রকে ধুন্ধু বিনাশর্থ আদেশ করিয়া সংশিতব্রত হইয়া তপস্যার্থ পর্ব্বত বিশেষে প্রস্থান করিলেন। তখন মহীপতি কুবলাশ্ব স্বীয় শত পুত্র সমভিব্যাহারে করিয়া মহর্ষি উতঙ্কের সহিত ধুন্ধুবিনাশার্থ যাত্রা করিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান বিষ্ণুও লোকহিতকামনায় উতঙ্কের প্রার্থনানুসারে প্রভূত তেজের সহিত কুবলাশ্ব শরীরে প্রবেশ করিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বর্গলোকে অতি মহৎ আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। দেবগণ কহিতে লাগিলেন, অদ্য শ্রীমান মহারাজ কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার উপাধি লাভ করিলেন এবং তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে তদুপরি স্বর্গীয় মাল্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে আকাশে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনিও আরম্ভ হইল। অনন্তর বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহারাজ কুবলাশ্ব তনয়বর্গের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বালুকাপূর্ণ অব্যয় সমুদ্র খনন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর পিতার আজ্ঞাক্রমে পুত্রগণ সেই স্থান খনন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ধুন্ধু বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়া পশ্চিম দিক আবৃত করিয়া শয়ান রহিয়াছে। দর্শনমাত্র ধুন্ধু ক্রোধভরে মুখব্যাদান করিয়া অবিশ্রান্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্বমন করিতে লাগিল। হে ভরতকুলতিলক! যেমন চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়া অতি ভীষণ বেগে নদী মুখে প্রবেশ করিতে থাকে, তদ্রূপ সেই ধুন্ধুর মুখবিবর হইতে প্রবলবেগে জলস্রোত প্রধাবিত হইয়া ত্রিভুবন আকুলিত করিল। রাক্ষসমুখনিঃসৃত প্রজ্বলিত হুতাশন দ্বারা রাজার পুত্রগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল— শত সহোদরের মধ্যে তিনটী মাত্র অবশিষ্ট রহিল, লোকসমুদায় যৎপরোনাস্তি বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন বৈষ্ণবতেজে প্রভূত তেজোরাশিসম্পন্ন মহারাজ কুবলাশ্ব পুত্রগণের বিনাশ দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মহাবল ধুন্ধুকে আক্রমণ করিলেন। আক্রমণ করিবামাত্র যোগবলে তাহার সেই বারিময় বেগ অগ্রে পান করিয়া ফেলিলেন অনন্তর বহ্নিরও উপশম করিলেন এবং ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সেই মহাকায় দুরাত্মা রাক্ষস ধুন্ধুর প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহার মৃত দেহ মহর্ষি উতঙ্ককে দর্শন করাইলেন এবং আপনাকেও কৃতকার্য্য মনে করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। মহর্ষি উতঙ্কও শত্রুবিনাশ দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া মহারাজ কুবলাশ্বকে বর প্রদান করিলেন। সেই বর প্রসাদে রাজার বিত্তরাশি অক্ষয়

হইল এবং বিপক্ষ কুলের অপরাজেয় হইলেন। ধর্ম্মে রতি ও চরমে অক্ষয় স্বর্গবাস লাভ হইল। পুত্রগণও রাক্ষস যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গবাস আশ্রয় করিল।

১২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুবলাশ্বের যে তিন পুত্র অবশিষ্ট রহিল তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম দৃঢ়াশ্ব, কনিষ্ঠ দুইটীর নাম কুমার চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের হর্য্যশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে, তৎপুত্র নিকুম্ভ; নিকুম্ভ ক্ষত্রধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। নিকুম্ভের রণবিশারদ সংহতাশ্ব নামা এক পুত্র হয়। সংহতাশ্বের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে, পুত্র দুইটীর নাম অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব। কন্যা হৈমবতী দৃশদ্বতী নামে ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়া সজ্জন প্রসবিনী হইয়াছিলেন। এই কন্যা প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। প্রসেনজিৎ যথাকালে গৌরী নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌরী দুর্ভাগ্যবশতঃ ভর্ত্তৃশাপে অভিশপ্ত হইয়া নদীরূপে পরিণত হইলেন, ইহার নাম বাহুদা। গৌরীর যুবনাশ্ব নামে এক পুত্র জন্মিয়া ছিল। এই মহাত্মা মহীপতির পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতা স্বীয় ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া সসাগরা ধরায় একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। চিত্ররথ বংশীয় শশবিন্দু সুতা বিন্দুমতী নাম্নী এক অসামান্য রূপশালিনী সাধ্বী কন্যা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ইনি দশ সহস্র সহোদরের জ্যেষ্ঠ ভগিনী ছিলেন, এবং নিতান্ত পতিতা হইয়া জীবন ক্ষেপণ করিতেন। ইহাঁর গর্ভে মহীপতি মান্ধাতার দুই পুত্র হয়। একের নাম পুরুৎস, অপরের নাম মুচুকুন্দ। ইহারা উভয়েই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পুরুকৃৎসের পুত্র ত্রসদস্যু। মহীপতি ত্রসদস্যুর নর্ম্মদা নাম্নী ভার্য্যাতে সম্ভূত নামক এক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। সম্ভূতের পুত্র পার্থিব সুধা, তৎপুত্র ত্রিধন্বা, মহারাজ ত্রিধন্বার ত্রয্যারুণ নামে সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ এক পুত্র জন্মে। তৎপুত্র সত্যব্রত, ইনি মহাবলশালী ছিলেন বলিয়া বৈবাহিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্যের বিবাহিত পত্নীকে হরণ করিয়া আত্মদাররূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই দুরাত্মা কামান্ধ হইয়া বালচপলতাবশতঃ অজ্ঞান ৰা ঔৎসুক্য নিবন্ধন কোন পুরনারীকে হরণ করিল বলিয়া মহারাজ ত্রয্যারুণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া অধর্ম্মশঙ্কু জ্ঞানে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কহিলেন, তুই এ স্থান হইতে দূর হ, তোর ধ্বংস হউক, এইরূপ নিদারুণ বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া পিতাকে পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'আমি কোথায় যাইব'। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুই স্বপাক অর্থাৎ চণ্ডালগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস কর। হে কুলকলঙ্ক! আমি তোর মত দুরাত্মা পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হইতে ইচ্ছা করি না। সত্যব্রত পিতার বাক্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ভগবান্ বশিষ্ঠও তাহাকে নিবারণ করিলেন না। হে রাজন! সত্যব্রত এইরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চণ্ডালগণের বাসভূমির সমীপে বাস করিতে লাগিল। অতঃপর উহার পিতাও তপস্যার্থ বন প্রবেশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ভগবান্ ইন্দ্রও সত্যব্রতের পাপে তদীয় বসতি স্থানে দ্বাদশ বৎসর কাল একবারে বৃষ্টি রহিত করিয়া দিলেন। এ দিকে মহাতপা বিশ্বামিত্র স্বকীয় ভার্য্যাকে তৎপ্রদেশে পরিত্যাগ করিয়া সাগরের অনুপদেশে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তদীয় পত্নী অন্যান্য পুত্রগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত ঋষির ঔরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলে বন্ধন করিয়া গোশত মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইলে নৃপতিতনয় সত্যব্রত ঋষির তুষ্টি সম্পাদনার্থ অথবা অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশয়েই হউক, তাহার মুক্তি সাধন করিলেন এবং

স্বয়ংই তাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। এই মহাতপাঃ মহর্ষি কৌশিক গলদেশে বদ্ধ হইয়া বীর সত্যব্রত, কর্ত্তৃক মুক্তিলাভ করেন, সেই জন্য গালব নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সত্যব্রত ভক্তি, কৃপা অথবা প্রতিজ্ঞা বশতঃই হউক, বিনীত ভাবে বিশ্বামিত্র ভার্য্যাকে পোষণ করেন। তিনি বনেচর মৃগ, বরাহ ও মহিষদিগকে হনন করিয়া তাহাদের মাংস লইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম সন্নিহিত বৃক্ষশাখায় বান্ধিয়া রাখিতেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল উপাংশুব্রতে দীক্ষিত হইয়া কালযাপন করিলেন। পুত্রকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া স্বয়ং বন গমন করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ গুরু শিষ্য সম্বন্ধ বশতঃ রাজধানী অযোধ্যা সমুদায় রাজ্য এবং অন্তঃপুর নারীগণকে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত প্রবল ভবিতব্যতা নিবন্ধন বালককাল হইতেই বশিষ্ঠদেবের উপর নিয়ত জাতক্রোধ হইয়া আসিতেছেন, বিশেষতঃ পিতা কর্ত্তৃক নিষ্কাশিত হইবার সময়ে বশিষ্ঠ দ্বারা নিবারিত হইলেন না সেই জন্য আরও বিরক্ত হইয়াছিলেন। পাণি গ্রহণ মন্ত্রকে সপ্তম পদে শেষ করিতে হয়, কিন্তু সত্যব্রত উহা পালন করেন নাই। ধার্ম্মিক বশিষ্ঠ তাহাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া যে আশা ছিল, তাহা হইল না দেখিয়া মনে মনে জাতরোষ হইয়া রহিলেন। বস্তুতঃ বশিষ্ঠ তৎকালে গুণ বুদ্ধিতেই সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। সত্যব্রত তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। অভিপ্রায় এই যে, মহর্ষি তৎকালে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে সত্যব্রতের পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

সেই মহাত্মা সত্যব্রতের উপর যে তাহার পিতার অপরিতোষ জন্মিয়াছিল সেই মহাপাপেই ইন্দ্র দ্বাদশবর্ষ জল বর্ষণ বন্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাবল সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর সাধ্য দুর্ব্বহ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কুলের নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, কিন্তু একদা মাংসের অভাব হইলে সেই ক্ষুধার্ত্ত নৃপতনয় মহাত্মা বশিষ্ঠের কামদুষা পয়স্বিনাকে দেখিয়া ক্রোধ বা মোহ বশতঃ দশধর্ম্মাধীন হইয়া বধ করিলেন সুতরাং ঘোর মহাপাতকের অনুষ্ঠান হইল। ঐ মাংস বিশ্বামিত্র তনয়গণকে ভোজন করাইলেন এবং স্বয়ং ও উপযোগ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান বশিষ্ঠ পুনরপি ক্রুদ্ধ হইয়া সত্যব্রতকে কহিলেন।

রে ক্রূর! আমি নিশ্চয়ই তোমার পাপরূপ শঙ্কু নিরাকরণ করিতাম, যদি তুমি পুনর্ব্বার পাপদ্বয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা শঙ্কুদয় উৎপাদন না করিতে। তুমি প্রথমে পিতার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছ, অনন্তর গুরুর পয়স্বিনী গাভীকে হত্যা করিয়াছ, অপর উহার বৃথা মাংসও ভক্ষণ করিলে, অতএব এই ত্রিবিধ ঘোর মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছ, সুতরাং এই তিনটীই ব্যতিক্রম ধর্ম্ম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই ত্রিবিধ শঙ্কু আচরিত হইল বলিয়া সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদীয় পুত্র কলত্রের প্রতিপালয়িত বলিয়া

প্রীত হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বর প্রদান করিতে চাহিলেন। মহর্ষি বর প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে নৃপতি পুত্র ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গ বাস করিবার জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। মুনিও তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

অনন্তর দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি ভয় নিরাকৃত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং পুরোহিত হইলেন। দেবগণও বশিষ্ঠকে অনাদর করিয়া ত্রিশঙ্কুর সশরীর স্বর্গারোহণ অনুমোদন করিলেন। ত্রিশঙ্কুর কেকয় বংশোৎপন্না সত্যরথা নাম্নী পত্নীতে পুণ্যাত্মা হরিশ্চন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া সম্রাট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত। রোহিত অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, ইনি তদীয় রাজ্য স্বনামে প্রসিদ্ধ করি বার জন্য রোহিতপুর নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজর্ষি রোহিত রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিয়া পরিশেষে সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া স্বকীয় নগর ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। রোহিতের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চঞ্চু। চঞ্চুর বিজয় ও সুদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। সমস্ত ক্ষত্রগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠের নাম বিজয় হইল। তৎপুত্র রুরুক, ইনি ধর্ম্ম ও অর্থ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রুরুকের পুত্র বৃক হইতে বাহু জন্ম গ্রহণ করেন। হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক দুই ক্ষত্রিয় জাতি, শক ,যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পল্লব জাতির সহকারিতা লাভ করিয়া মহারাজ বাহুকে রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিল। এই বাহু মহীপতির সগর নামে এক পুত্র হয়। ইনি গর অর্থাৎ বিষের সহিত যুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন সেই জন্য সগর নামে কীর্ত্তিত হইতেন। সগর ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে থাকিয়া তৎ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ভার্গব ঔর্ব্ব সমীপে আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিলেন এবং তালজঙ্ঘ ও হৈহয়গণকে বধ করিয়া শক ও পহ্লব জাতির ধর্ম্মাধিকার নিরাস করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই মহীপতি পারদ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ধর্ম্ম বেত্তা ছিলেন।

১৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন হে তপোধন! মহারাজ সগর কি কারণে বিষযুক্ত শরীরে গর্ভচ্যুত না হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি জন্যই বা অচ্যুত মহীপতি অতি তেজস্বী শকাদি ক্ষত্রগণকে কুলোচিত ধর্ম্ম হইতে নিরাস করিলেন, তাহা বিস্তারতঃ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, হৈহয়, তালজঙ্ঘা ও শক জাতির সাহায্যে যবনগণ, পারদগণ, কাম্বোজগণ, পহ্লবগণ ও শকগণ এই পঞ্চজাতি মিলিত হইয়া ব্যসনাসক্ত মহারাজ বাহুর রাজ্য হরণ করিয়াছিল। বাহু হৃতরাজ্য হইয়া তৎকালে গর্ভ ভরালসা যাদবী পত্নীর অনুগত হইয়া বনপ্রস্থানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। পূর্ব্বে এই যাদবীকে তদীয় সপত্নী বিষ প্রদান করেন। তিনি সেই বিষ প্রয়োগে কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিলেও ভর্ত্তৃশোকে অধীর হইয়া আপনাকে নিতান্ত অশরণা দেখিয়া স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহর্ষি ঔর্ব্ব কারুণ্য বশতঃ তাঁহাকে

চিতারোহণে নিষেধ করিলেন এবং স্বকীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। অনন্তর যথাকালে ইনি সেই আশ্রমে থাকিয়া একটী পুত্র প্রসব করেন। মহারাজ! এই পুত্র গরযুক্ত হইয়া প্রসূত হইলেন বলিয়া সগর নামে অভিহিত হইলেন। মহাত্মা উর্ব্ব যথাকালে জাতকর্ম্মাদি সমাধান করিয়া মহাবাহু সগরকে নিখিল বেদ ও সমুদায় ধনুর্ব্বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিলেন। এই সগর অসাধারণ বুদ্ধি ও পরিশ্রমের গুণে শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। মহামুনি ঔ প্রীত হইয়া ইহাঁকে দেব দুর্দ্দম্য আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যেমন রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া পশুগণকে নিহত করেন, মহীপতি সগরও সেইরূপ আগ্নেয়াস্ত্রবলে সমর ক্ষেত্রে সমুদায় হৈহয়গণকে পরাভূত ও নিহত করিয়া এই জগন্মণ্ডলে অশেষ কীর্ত্তি লাভ করিলেন। অনন্তর শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণকে সমূলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, তাহারা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে কৃপানিধি বশিষ্ঠ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন এবং সগরকেও উহাদিগের হত্যাকরণে নিষেধ করিলেন। তখন মহারাজ সগর এক দিকে স্বকীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অপর দিকে গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন এই উভয় সঙ্কট দেখিয়া উহাদিগের ধর্ম্ম জীবন হরণ করিলেন এবং বেশেরও অন্যথা করিয়া দিলেন। শকগণের অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন, যবন, ও কাম্বোজগণের সর্ব্ব শিরোমুণ্ডন পারদগণের মুক্তকেশ, পহ্লবগণের শ্মশ্রু ধারণের আজ্ঞা প্রচার করিয়া বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত করিলেন।

অনন্তর খশ, তুখার, চোল, মদ্র, কিস্কিন্ধ কোন্তল, বঙ্গ, শাল্ব, কোঙ্কণক প্রভৃতি নিখিল বসুন্ধরাকে জয় করিয়া সেই ধর্ম্মবিজয়ী মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞসাধন অশ্বমোচন করিলেন। অশ্ব চরিতে চরিতে নানা দিগ্‌দেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ সমুদ্র কূলে উপনীত হইলে তথা হইতে অপহৃত হইয়া রসাতলে নীত হইল। তখন মহারাজ সগর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তদীয় পুত্রগণ ঐ স্থান খনন করিলেন। এবং ঐ খন্যমান মহার্ণব পথে প্রবিষ্ট হইলেন তথায় আদিদেব প্রজাপতি কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম কপিল রূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সগর সন্ততিগণ তাঁহারই উপর সন্দিহান হইয়া আক্রমণ করিলে মহর্ষি প্রবুদ্ধ হইয়া রোষ কষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন সমুখ তেজোরাশিদ্বারা তাহারা দগ্ধ ও ভস্মাবশেষ হইয়া গেল, চারি জন মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তাহাদের নাম বহকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও মহাবীর পঞ্চজন। ইহারাই সগরের বংশধর রহিলেন। হে নৃপ! অনন্তর ভগবান্ কপিলরূপী নারায়ণ হরি প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। কহিলেন, তোমার বংশ অক্ষয় থাকিবে এবং অপরিবর্ত্তিনী কীর্ত্তিও লাভ করিবে। আর যে সকল পুত্র চাক্ষুষ তেজে বিনষ্ট হইয়াছে, উহার অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর সমুদ্র মহামূল্য বস্তুজাত গ্রহণ করিয়া আসিয়া সগর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সগরের পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। এই কর্ম্ম দ্বারা সমুদ্র সাগরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অশ্ব সমুদ্র হইতেই অধিগত হইয়াছিল, সেই মহাযশা সগর অতঃপর শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করেন। ইহাঁর পুত্র যষ্টি সহস্র সংখ্যক ছিল।

১৫তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজবর! সষ্টিসহস্র সগর সন্ততি কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কি রূপেই বা তাহারা বিক্রমশালী ও বীর্য্যবান্ হইল— শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহারাজ সগরের তপোবলসম্পন্ন দুই ভার্য্যা ছিলেন, জ্যেষ্ঠ বিদর্ভরাজ দুহিতা, ইহার নাম কেশিনী। কনিষ্ঠার নাম মহতী, ইনি অরিষ্টনেমির দুহিতা, পরম ধর্ম্মশীলা ও পৃথিবীতে অপ্রতিম রূপশালিনী ছিলেন। ভগবান ঔর্ব্ব একদা পরম পরিতুষ্ট হইয়া উভয়কে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। সেই আদেশ অনুসারে একজন একমাত্র বংশধর পুত্র, দ্বিতীয়া প্রভূত বীর্য্যশালী বহুপুত্র প্রার্থনা করিলেন। মুনিও 'তথাস্তু' বলিয়া উভয়কেই প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলেন। তদনুসারে কোশনী সগরের ঔরসে অসমঞ্জা নামক এক পুত্র প্রসব করেন, এই মহাবল ভবিষ্যতে মহারাজ পঞ্চজন নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মহতী বীজপূর্ণা এক তুম্বী প্রসব করেন, তাহাতে তিলপরিমিত যষ্টিসহস্র গর্ভস্থ শিশু অবস্থিত ছিল। উহাদিগকে পৃথক পৃথক্ ধৃতপূর্ণ কুম্ভ মধ্যে রাখিয়া তাহাদের পোষণার্থ এক একজন ধাত্রী নিযুক্ত হইল। ঐ শিশুগণ ক্রমে ক্রমে কাল সহকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর এই রূপে দশ মাস উত্তীর্ণ হইলে বর্দ্ধিত পুত্রগণ ঘৃতকুম্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মহীপতি সগরের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। মহীপতি সগরের এই পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র পঞ্চজন নামক পুত্রই সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর হইলেন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান, তৎপুত্র দিলীপ, এই দিলীপই খট্টাঙ্গ নামে সর্ব্বজগতে বিশ্রুত। ইনি মুহূর্ত্ত কালের জন্য স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ অল্পকালের মধ্যে সত্যধর্ম্ম ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অনুসন্ধান করেন। ভগীরথিইহাঁর দায়াদ, প্রভু ভগীরথ অতি কঠোর তপস্যা বলে সরিদ্বরা গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। সেই ইন্দ্র সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত ভগীরথ এই কার্য্য দ্বারা জগতে অতুল্য কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে গঙ্গাকে দুহিতৃত্ব কল্পনা করিয়া সাগরের সহিত মিলন করাইয়া দেন, সেই জন্য বংশানুধ্যায়ী লোকেরা ইহাকে ভাগীরথী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভগীরথপুত্র শ্রুত, ইনি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তৎপুত্র নাভাগ, নাভাগ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সিন্ধুদ্বীপের পিতা অম্বরীষ নাভাগের পুত্র ছিলেন, সিন্ধুদ্বীপের অযুতাজিৎ নামে এক বীর্য্যবান পুত্র জন্মে, তৎপুত্র মহাযশা ঋতুপর্ণ। ঋতপর্ণের পুত্র নলসখ, ইনি দিব্যচক্ষুঃ সম্পন্ন, বলবান এবং অন্যের হৃদগত ভাব বুঝিতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তৎপুত্র সুদাস রাজা সুদাসের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সখিতা হইয়াছিল। সুদাসের পুত্র রাজা সৌদাস মিত্রসহ, ইনি কল্মষপাদ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। কল্মষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের অনমিত্র ও রঘু নামে পার্থিব শ্রেষ্ঠ সাধুতম দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের পুত্র রাজা দুলিদুহ। ইনি সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ছিলেন। তৎপুত্র দিলীপ, এই দিলীপ মহারাজ রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। মহাবাহু দিলীপের রঘু নামা এক পুত্র জন্মে। ইনি স্বকীয় বাহুবলে অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করিয়া নিখিল জগতে মহারাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রঘু হইতে মহীপতি অজের জন্ম হয়, অজের পুত্র দশরথ। দশরথ হইতে ধর্ম্মাত্মা, বিপুল যশঃশালী রাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামের

পুত্র কুশ নামে প্রথিত ছিলেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, তৎপুত্র নল, নলের তনয় নভঃ, তাহার পুত্র পুণ্ডরীক, ইনি ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ক্ষেমধন্বা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মেধার পুত্র দেবানীক, ইনি অতিশয় প্রতাপান্বিত নৃপতি ছিলেন। তৎপুত্র অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সুধধা নামে একজন রাজা ছিলেন। তদনন্তর সুধার নল নামে এক পুত্র জন্মে, এই ধর্ম্মাত্মা নল উক্‌থ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা উক্‌থের পুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র শঙ্খ, বিদ্বান শঙ্খের অপর নাম ব্যুষিতশ্ব। ব্যুষিতাশ্বের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের তনয় অর্থসিদ্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, শীঘ্র হইতে মরু জন্ম গ্রহণ করেন। মরু যোগবল আশ্রয় করিয়া কলাপ দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মরুর পুরাণ প্রসিদ্ধ দুই পুত্র জন্মে। একের নাম বৃহদ্বল অপরের নাম বীর সেন। বীরসেনের ইক্ষ্বাকু কুল ধুরন্ধর এক পুত্র জন্মে।

ইক্ষ্বাকু বংশসম্ভূত যে সকল প্রধান প্রধান রাজন্যগণের নাম কীর্ত্তিত হইল, অমিততেজা ঐ সমুদায় নৃপতিই সূর্য্যবংশজ বলিয়া জগতে প্রথিত হইয়াছেন। এই বিবস্বান সূর্য্যই আদিত্য, ইনিই শ্রাদ্ধদেব, ইনিই দেবতা ও প্রজাগণের পুষ্টিপ্রদ। যে ব্যক্তি এই সূর্য্য প্রভাব সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্যক্‌রূপে পাঠ করেন, তিনি প্রজাবান হইয়া সূর্য্য সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন এবং নিষ্পাপ ও রজোগুণ শূন্য হইয়া দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হন।

১৬তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রবর! বিবস্বান আদিত্য দেব কিরূপে শ্রাদ্ধদেবত্ব লাভ করিলেন, শ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ বিধিই বা কি? পিতৃগণের প্রথম সৃষ্টি, আর ঐ সকল পিতৃগণই বা কে, এ সমুদায় শুনিতে আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, আমি দ্বিজাতি মুখে শুনিয়াছি, স্বর্গস্থ পিতৃগণ দেবতাদিগেরও দেবতা, বেদার্থদর্শী মহাত্মারাও এই কথা বলিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের গণ এবং বল আর আমরা যে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি, তদ্বারা কিরূপে পিতৃগণকে প্রীত করে। প্রীত হইয়াই বা কিরূপে আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করিয়া থাকেন, এই সমুদায় শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করিয়া বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে সমুদায় সাধু প্রশ্ন করিলেন, উহা একদা মহাত্মা ভীষ্ম ভগবান্ মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ঐরূপে পৃষ্ট হইয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাই আবার শরতল্পশায়ী ভীষ্ম পূর্ব্বকালে যুধিষ্ঠির সমীপে কীর্ত্তন করেন, আমি সেই সমুদায় আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! পুষ্টিকাম লোকেরা কিরূপে পুষ্টিলাভ করেন, আর কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা লোককে শোকগ্রস্ত হইতে হয় না।

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! সর্ব্ব ফলকামী যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করেন, তিনি পবিত্র হৃদয়ে পরলোক গমন করিয়া সুখী হন। পিতৃগণও ঐ শ্রাদ্ধকর্ত্তা ধর্ম্মকামী হইলে, তাঁহাকে ধর্ম্ম, প্রাজার্থী হইলে প্রজা, এবং পুষ্টিকামী হইলে তাঁহাকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণি মাত্রেই কর্ম্মজনিত ফল ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং কেহ স্বর্গবাসী কেহ বা নিরয়গামী হইবে, এটী স্থির সিদ্ধান্ত। মনুষ্যগণও সর্ব্বদা ফলকামী হইয়া পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ উদ্দেশে ত্রৈপুরুষিক পিণ্ড দান দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ কিরূপে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিবে কিরূপেই বা নিরয়স্থ পিতৃগণ তাহার ফল প্রদানে সমর্থ হইবেন। আর ঐ উভয়বিধ পরলোকবাসীদের মধ্যে কে পিতৃগণ কাহারাই বা তাহা নহে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা কাহাকেই বা আমরা ভজনা করিব? আর কিরূপ দানেই বা তাঁহাদের উদ্ধার সাধন হয়। আমি শুনিয়াছি, স্বর্গে অমরবৃন্দ ও পিতৃলোককে ভজনা করিয়া থাকেন। হে কান্তিমন্! আমি এই সমুদায় বিস্তারতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অপরিমিত বুদ্ধিমান অতএব ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে অরিন্দম! যাহারা আমদের পিতৃগণ, যাঁহারা তাহা নহেন এবং যদুদ্দেশে আমরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি, তৎসমুদায় যথাশ্রুত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই সমুদায় বিষয় আমি পূর্ব্বকালে পরলোকগত পিতার নিকটে অবগত হইয়াছি। একদা শ্রাদ্ধকালে আমি পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদানে সমুদ্যত হইলে দেখিলাম, কেয়ুর প্রভৃতি হস্তাভরণ শোভিত রক্তাঙ্গুলিতল প্রদীপ্ত হস্তদ্বারা প্রদত্ত পিণ্ড প্রত্যাখ্যান করিয়া পিতৃদেব আমার নিকটে স্থান প্রার্থনা করিতেছেন, তখন এই অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করলাম। কিন্তু কিরূপ স্থান প্রদান করিলে পিতার তুষ্টিবিধান হইবে, তাহার বৈধ ব্যবস্থা যখন কিছুমাত্র উপলব্ধি হইতেছে না, তখন অবিচারিত হৃদয়ে আস্তীর্ণ কুশোপরি পিণ্ড প্রদান করিলাম। এই কার্য্যে পিতৃদেব যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, এবং মধুরবাক্যে আমায় কহিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি আমার সৎপুত্র, ধর্ম্মের প্রকৃত গূঢ় তাৎপর্য্য তুমি সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াছ এবং তুমিই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী। তোমাকর্ত্তৃক আমি পুত্রবান্ হইয়াছি এবং তোমা দ্বারাই আমি ইহলোক ও পরলোকেও কৃতার্থ হইলাম। হে দৃঢ়ব্রত! তুমি ধর্ম্মকার্য্যে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহাই জানিবার জন্য অদ্য আমার এই জিজ্ঞাসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, হে অনঘ! তুমি নিশ্চয় জানিবে, ধর্ম্মরক্ষকগণই চতুর্থ ফল অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, যে মূঢ় উহা রক্ষা করিতে অক্ষম তাহার পাপানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। রাজনগণই সেই ধর্ম্মাচরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজা যে ধর্ম্ম অনুসারে চলেন, প্রজারাও তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি শাশ্বত বেদ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আমার অতুল্য প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ, সেই জন্য আনন্দ সহকারে অদ্য তোমায় অনুত্তম বর প্রদান করিতেছি, তুমি আমার নিকটে সেই ত্রিলোকদুর্লভ বর গ্রহণ কর। তুমি যেকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, তাবৎকালের মধ্যে মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যখন তুমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিবে, তখনই মৃত্যুর প্রভুতা জন্মিবে নতুবা নহে। হে ভরতবংশাবতংস! যদি এতদ্ব্যতীত আর কোন প্রার্থয়িতব্য থাকে তাহা বল আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সেই বর প্রদান করিব। এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিলাম, হে সত্তম! আপনার প্রসন্নতা দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, অতঃপর যদি আমি আপনার নিকট আরও অনুগ্রহ প্রাপ্তির যোগ্য হই তবে, আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবেন, তন্মধ্যে আমি একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। এই

কথা শুনিয়া সেই পিতৃদেব আমায় কহিলেন, বৎস ভীষ্ম! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কর—আমি তোমার সমুদায় সংশয় নিরাস করিব। অনন্তর আমি কৌতূহলসমন্বিত হইয়া সেই স্বর্গলোকবাসী পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম। হে তাত! শুনিতে পাই, পিতৃদেবসকল দেবগণেরও দৈবতা তবে আমরা দেবগণ, পিতৃগণ অথবা অন্য কাহাকে ভজনা করিব। আর কিরূপেই বা অস্মৎকৃত শ্রাদ্ধে লোকান্তর প্রতি পিতৃলোককে তৃপ্ত করে, শ্রাদ্ধের ফলই বা কি এবং দেবতা, মনুষ্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ করিবে। এই সমুদায় বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় ও জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার কিছুই অবিজ্ঞাত নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর মহাত্মা ভীষ্মের এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া তৎপিতা শান্তনু কহিতে লাগিলেন, হে অনঘ! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদায় সংক্ষেপে বলিতেছি, অবধান কর। স্বর্গলোকে পিভর নামে কতকগুলি দেব লোক বাস করেন, তাঁহারা আদিদেবের পুত্র। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি সমস্ত লোকেই ঐ পিভরগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, ঐ শ্রাদ্ধ দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া তাঁহারাও নিখিল জগতের প্রতি সাধন করিবেন, ইহাই ভগবান্ ব্রহ্মার অনুশাসন। হে মহাভাগ! তোমরাও অতন্দ্রিত (অবহিত) হইয়া শ্রাদ্ধাগ্রভাগ দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রীত করিবে। তাহা হইলে সেই অভীষ্ট ফলদাতা তাঁহারাই তোমাদের শ্রেয়োবিধান করিবেন। অতএব তাঁহাদের নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া আরাধনা করিবে। এই রূপে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা প্রীত হইয়া স্বর্গস্থিত আমাদিগকেও আপ্যায়িত করিবেন। অতঃপর যাহা কিছু তোমার জিজ্ঞাস্য রহিল, উহা মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলিবেন, অতএব ইহাঁকে জিজ্ঞাসা কর। হে ভারত! সেই পিতৃভক্ত সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী মহামুনি মার্কণ্ডেয় আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

১৭তম অধ্যায়

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর পিতার আদেশানুসারে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে পিতৃসন্নিধানে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম। মহাতপাঃ ধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম! আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি পিতৃলোকের প্রসাদ বলেই দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছি। পিতৃভক্তিবলেই পূর্ব্বে আমি পরম যশ লাভ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বকালে আমি সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বহু যুগ যুগান্ত পর্য্যন্ত অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলাম, অনন্তর একদা দেখিতে পাইলাম, উত্তরগিরি হইতে তেজঃপুঞ্জে আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া এক অপূর্ব্ব বিমান আসিতেছে, অতঃপর ক্রমে সন্নিহিত হইলে দেখিলাম, ঐ বিমানস্থিত পর্য্যঙ্কোপরি প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় অতি তেজস্বী অঙ্গুষ্ঠপরিমিত এক পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন—দেখিলেই দোধ হয় যেন প্রজ্বলিত হতাশনোপরি অন্য এক জ্বলিতাগ্নি স্থাপিত হইয়াছে। আমি তখন তাঁহাকে ভক্তিভাবে

নতশিরা হইয়া প্রণামপূর্ব্বক পদ্য-অর্ঘ্যদ্বারা পূজা করিলাম। পূজা সমাধানান্তে সেই দুর্দ্ধর্ষতেজা মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বিনয় বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে বিভো! আপনাকে আমি কিরূপে জানিব। আমার বোধ হইতেছে, আপনি তপো বীর্য্যসমুদ্ভুত সাক্ষাৎ নারায়ণ গুণাত্মক, এবং দেবগণেরও দেবতা। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে কহিলেন, হে অনঘ! অদ্যাপি তোমার তপস্যা সম্যক্ আচরিত হয় নাই, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে জানিতে পারিতে। এই কথা বলিতে বলিতেই ক্ষণকালমধ্যেই অন্য এক দিব্য পুরুষাকৃতি ধারণ করিলেন। তাদৃশ রূপ ইতঃপূর্ব্বে আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই।

তখন তিনি কহিলেন, হে বিভো! তুমি আমাকে ব্রহ্মার তপোবীর্য্য-সমুদ্ভূত নারায়ণগুণাত্মক অগ্রজাত মানসপুত্র বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বকালে বেদচতুষ্টয়ে যাহার নাম সনৎকুমার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমি সেই সনৎকুমার। হে মহাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? আমার যে অন্য ভ্রাতৃগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার কনিষ্ঠ। সেই দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম সপ্ত ভ্রাতার বংশ বিদ্যমান আছে। ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি এই সাত জন আমার ভ্রাতা, ইহারা সকলেই বিদ্বান্ এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত। আমি যতিধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরমাত্মাতে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক প্রজাধর্ম্ম ও ভোগাভিলাষ পরিহার করিয়া যাদৃশ শরীরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তদবস্থই রহিয়াছি; সুতরাং আমাকে কুমার বলিয়া জানিবে। এই জন্যই আমি সনৎকুমার নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। অচলা ভক্তি সহকারে তুমি আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তপশ্চরণ করিয়াছ। আমিও যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া এই তোমার নয়ন গোচর হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব প্রার্থনা কর। এইরূপে ভগবান সনৎকুমার প্রীত হইয়া আমাকে বর গ্রহণার্থ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, আমি তাঁহাকে পিতৃলোকের সৃষ্টি ও শ্রাদ্ধের ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। হে অনঘ ভীষ্ম! তিনি এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার সমুদায় সংশয় ছেদ করিয়াছিলেন, অগ্রে আমার তপশ্চরণের কথা শেষ করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আমি তোমার এই রূপ প্রশ্নে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছি, এক্ষণে যথাযথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারই অর্চ্চনা করিবে এই উদ্দেশে দেবগণের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু দেবগণ তাহা না করিয়া স্বীয় সুখাভিলাষে আত্মসেবায় অনুরক্ত হইলেন। তখন তিনি উঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! তোরা স্বর্গস্থ হইলেও নষ্টসংজ্ঞ হইয়া থাকিবি। সেই অবধি তাহারা তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন এবং জগৎও তদনুবৃত্তিপর হইয়া মুগ্ধ হইল। অতঃপর দেবগণ প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিভু ব্রহ্মা লোকহিতার্থ তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যখন আমার অভিপ্রায়ের অন্যথা করিয়াছ, তখন উহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমাদের পুত্রগণের সমীপে জ্ঞান শিক্ষা কর, তাহা হইলেই তথা হইতে তোমরা পুনরায় জ্ঞানলাভ করিবে। তখন তাঁহারা অগত্যা অপ্রসন্ন হৃদয়ে পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্রগণও প্রথমতঃ প্রায়শ্চিতের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, সাধুগণ শরীর মন ও কর্ম্ম দ্বারা প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়াছেন, আর তাঁহারা স্বয়ং ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন। অতঃপর জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ!

তোমরা এক্ষণে লব্ধসংজ্ঞ হইলে, অতএব গমন কর। অনন্তর সেই অভিশপ্ত দেবগণ সেই কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া সংশয় নিরাসার্থ পুনরায় ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ইহারা আমাদেরই পুত্র, পুত্র হইয়া কি জন্য আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিল? ব্রহ্মা কহিলেন দেবগণ! জন্মদাতৃত্ব নিবন্ধন যেমন তোমরা তাহাদের পিতা সেই রূপ তত্ত্বজ্ঞানেপদেশ দ্বারা তাহারাও তোমাদের পিতৃপদ বাচ্য হইতে পারেন, ইহাতে আর সংশয় কি। অতএব তাহারা যে তোমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, তাহার আর অন্যথা হইবে না। এই কথা শুনিয়া দেবগণের সন্দেহ দূর হইল, তখন তাহারা হৃষ্টচিত্তে পুনরায় পুত্রগণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আমরা তোমাদের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তখন তোমরা আমাদিগের অবশ্য পিতৃ পদবাচ্য হইলে। এক্ষণে বল তোমাদের অভিলাষ কি, কি বরই বা প্রদান করিব। তোমরা যে আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তাহার অন্যথা হইবে না। অতএব এখন হইতে তোমরা পিতৃলোক হইলে তাহার আর সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন না করিয়া অন্য ক্রিয়া করিবেন, রাক্ষস, দানব ও নাগগণ তাহার ফলভাগী হইবে। পরন্তু পিতৃগণ তোমাদের কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তর্পিত হইয়া সোমদেবকে নিত্যকাল বর্দ্ধিত করিবেন। সোমদেব আবার এই রূপে আপ্যায়িত হইয়া সমুদ্র পর্ব্বতাদি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ আপ্যায়িত করিবেন। যাঁহারা পুষ্টি কামনায় শ্রাদ্ধ করিবেন, পিতৃগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের পুষ্টি বিধান করিয়া সন্তান সন্ততিও প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধে তিন পিণ্ড দান করিবেন, তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ প্রদান করিবেন। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মাও এই রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন অতএব অদ্য সেই বাক্যই দেবগণ ও পিতৃগণের সত্য হউক। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

সনৎকুমার কহিলেন, এই রূপে ঐ সমুদায় দেবলোক পিতৃলোক হইলেন এবং পিতৃলোকও দেবলোক হইলেন।

১৮তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে অরিন্দম গাঙ্গেয়! ভগবান্ দেবদেব তেজঃপুঞ্জ সনৎকুমার আমাকে ঐ সকল কথা কহিলে পর আমি পুনর্ব্বার তাঁহাকে সমুদায় সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম হে অমরশ্রেষ্ঠ! পিতৃগণের সংখ্যা কত, কোথায় বা তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং ঐ সকল দেবগণের মধ্যে কোন কোন দেব প্রবরই বা সোমদেব বর্দ্ধন হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রবণ করিলাম তৎসমুদায় আমূলতঃ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সনৎকুমার কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! স্বর্গে সপ্ত সংখ্যক পিতৃলোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে চারি জন মূর্ত্তিমান ও তিন জন অমূর্ত্ত। হে তপোধন! তাঁহাদের উৎপত্তি, ব্যক্তি, প্রভাব ও মহত্ত্ব বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাঁদের মধ্যে তিন জন প্রধান ও ধর্ম্মমূর্ত্তিধারী তাঁহাদের নাম ও লোক (আবাস স্থান) কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা অমূর্ত্ত তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ তাঁহারা সনাতন লোকে বাস করেন, তাঁহারা প্রজাপতি বিরাজ তনয়, এই জন্য বৈরাজ নামে প্রথিত হইয়াছেন, দেবগণ বিধি পূর্ব্বক তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই সনাতন লোক প্রাপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর সহস্র যুগের অবসানে ঐ বৈরাজ পুরুষেরাই আবার ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, এই জন্মে তাঁহারা স্মৃতি ও পরমোৎকৃষ্ট সাংখ্য যোগ অভ্যাস করিয়া সিদ্ধ ও পুনরাবৃত্তি রহিত যোগলভ্য গতি লাভ করিলেন। ইহাঁরাই যোগিগণের যোগ বর্দ্ধন পিতৃলোক। ইহাঁরাই পূর্ব্বকালে যোগবলে সোমদেবকে প্রীত করিয়াছিলেন। অতএব এই যোগিগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা নিতান্ত বিধেয়। মহাত্মা সোমপায়ীদিগের প্রথম সৃষ্টি উল্লেখ করিলাম। ইহাদের মনঃসম্ভূতা মেনা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। মেনা গিরিরাজ হিমালয়ের শ্রেষ্ঠা মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে কে পুত্র জন্মে, উহার নাম মৈনাক। মৈনাকের পুত্র শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চনামা মহাগিরি। এই ক্রৌঞ্চ বিবিধ রত্নরাজি বিরাজিত হইয়া অন্যান্য গিরিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। মেনার গর্ভে শৈলরাজ হিমালয়ের তিন কন্যা জন্মে। ইহাঁদের নাম একপর্ণা, অপর্ণা ও একপাটলা। ইহাঁদের তিন জনেরই দেব দানবগণের দুঃসাধ্য অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক লোকত্রয়কে চমৎকৃত ও সন্তাপিত করিয়াছিলেন। একপর্ণা একটা মাত্র পর্ণ আহার করিয়া, এক পাটলা এক মাত্র পাটল পুষ্প উপযোগ করিয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন। অপর্ণা যখন পর্ণ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া নিরাহারে অতি দুশ্চর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মেনা মাতৃস্নেহ বশতঃ ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া তাদৃশ গুরুতর ক্লেশকর তপস্যা হইতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে উ—বৎসে! মা—তপশ্চরণ করিও না—এই বাক্যে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই জন্য অপর্ণা তদবধি উমা নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই কন্যা তিনটীই জগতে কুমারী বলিয়া প্রসিদ্ধা হন এবং ইহাঁরাই তপঃশরীরধারিণী, যোগবলশালিনী, ব্রহ্মবাদিনী ও উর্দ্ধরেতাঃ। ইহাঁদের মধ্যে বরবর্ণিনী উমাই সকলের জ্যেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা। ইনি মহাযোগবলে মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করেন। একপর্ণাকে মহাত্মা অসিত দেবলের পত্নী রূপে প্রদত্ত হয়। এক

পাটলা জৈগিষব্যের পত্নী হইলেন। অপর্ণা ও একপর্ণা এই উভয়েরই স্বামী যোগাচার্য্য ছিলেন।

যেখানে মরীচিতনয়গণ অবস্থান করেন, যে স্থানে দেবপূজিত পিতৃগণও অবস্থান করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম সোমপদ। ঐ সোমপদবাসী পিতৃগণের নাম অগ্নিকান্তা, ইহাঁরা সকলে প্রভূত তেজঃসম্পন্ন। অচ্ছোদা নাম্নী নদী ইহাঁদের মানসী কন্যা,-ঐ নদীরূপা কন্যা হইতে যে সরোবর সমুত্থিত হয়, উহা অচ্ছোদ নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। অচ্ছোদা জন্মাবধি কখন পিতৃগণকে দেখিতে পান নাই। যখন সেই অশরীরী পিতৃগণকে প্রথম দর্শন করেন, তখন সেই বরবর্ণিনী তাঁহাদের মনঃ সম্ভূতা হইলেও স্বকীয় পিতৃগণকে চিনিতে পারিলেন না বলিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন। এই সময়ে তথায় আয়ুর পুত্র যশস্বী অমাবসু আদ্রিকা নাম্নী অপ্সরার সহিত আকাশগামী বিমানযানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, অচ্ছোদা তাঁহাকেই পিতৃত্বে বরণ করিলেন। তখন অন্য আর একজনকে অযথারূপে পিতৃ সম্ভাষণ করতে সেই কামরূপা অচ্ছোদা যোগভ্রষ্টা হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। ঐ পতন সময়ে তিন খানি বিমান ও তন্মধ্যস্থ ত্রসরেণু (ষট্‌পরমাণু পরিমিত) পরিমাণ পিতৃগণকে দেখিতে পাইলেন। ঐ পিতৃগণের শরীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এমন কি অপরিব্যক্ত, অর্থাৎ আছে বলিয়াই প্রতীতি জন্মে না। কিন্তু উহার তেজঃপ্রভাব দর্শন করিলে জ্বলন্ত অগ্নির উপর অন্য এক প্রজ্বলিত হুতাশন বলিয়া অনুমিত হয়। অচ্ছোদা অবাক্‌শির হইয়া পড়িতে পড়িতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমাকে পরিত্রাণ করুন, আমাকে পরিত্রাণ করুন" সেই পিতৃগণও আকাশস্থিতা কন্যাকে 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। তদনন্তর তিনি করুণ বাক্যে পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলে, তাঁহারা কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! তুমি স্বীয় দোষ বশতঃ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ। পুত্রি! এই স্বর্গলোকে যে সকল দেবগণ শরীরের দ্বারা যে কোন কার্য্য করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার ফল প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য লোকে গমনপূর্ব্বক স্বকর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব তুমিও সেই স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। পিতৃগণ এই কথা বলিলে পুনরায় তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কন্যার তাদৃশ কাতরোক্তি দেখিয়া সকলেরই হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, তখন তাঁহার বিশেষরূপে চিন্তা করিয়াও কর্ম্ম ফলের অবশ্যম্ভাবিত্বের আর অন্যথা নাই জানিয়া কহিলেন, বৎসে! এই মহাত্মা বসু মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইবেন তুমি ইহার কন্যা হইবে। এইরূপে তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার স্বকীয় দুর্লভ লোক স্বর্গলাভ করিতে পারিবে। পরাশরের ঔরসে তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে তারাই বেদ সমুদায় চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইবে। এবং তোমা হইতেই শান্তনুনন্দন কীর্ত্তিবর্দ্ধন ধর্ম্মজ্ঞ বিচিত্রবীর্য্য ও বিভু চিত্রাঙ্গদ এই দুই পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। এই সকল পুত্রের জনয়িত্রী হইয়া পুনরায় তুমি স্বর্গ লোক লাভ করিবে। কিন্তু তোমার এই পিতৃ বুদ্ধির ব্যতি ক্রম বশতঃ কুৎসিত জন্ম লাভ করিতে হইতেছে। অষ্টাবিংশ পরিমিত দ্বাপর যুগে মহারাজ বসুর ঔরসে ও অদ্রিকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে তোমার জন্ম হইবে বটে—কিন্তু তোমাকে মৎস্য যোনিজা হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে হইতেছে,—পিতৃগণ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে

অচ্ছেদা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যথাদিষ্ট জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, ইহাঁর নাম সত্যবতী। ইনি ধীবরপত্নী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেন বলিয়া দাসেয়ী নামে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন।

হে তপোধন! স্বর্গলোকে যথায় বর্হিষদ নামক পিতৃগণ বাস করেন, তাহার নাম বৈভ্রাজ লোক। সমুদয় দেবতা, যক্ষ, গন্ধ, রাক্ষস, নাগলোক, সুপর্ণগণ ঐ অমিততেজাঃ পিতৃগণের সতত অনুধ্যান করিয়া থাকেন। এই মহাত্মাগণ প্রজাপতি পুলত্যের সন্তান। দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে ইহাদিগের পীবরী নামে এক মানসী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। পীবরী যোগবলশালিনী, যোগমাতা ও যোগাচার্য্য পত্নী হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ স্ত্রীগণের অগ্রগণ্য হইবেন। ঐ যুগে পরাশর কুলে ব্যাসের ঔরসে অরণীর গর্ভে বিধূম পাবকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ মহাযোগী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক নামা এক মহাতপা জন্ম গ্রহণ করিবেন। শুকদেব পীবরীর পানি গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে এক কন্যা ও যোগাচার্য্য মহাবল চারি পুত্র উৎপাদন করিবেন। কন্যার নাম কী, পুত্রচতুষ্টয়ের নাম কৃত্বী, গৌর, প্রভু ও শম্ভু। কী অণূহের মহিষী ও ব্রহ্মদত্তের জননী হইবেন। ধর্ম্মাত্মা শুক যোগাচার্য্য মহাব্রত পুত্রতুষ্টয়ের উৎপাদন করিয়া তদীয় পিতা ব্যাসদেবের নিকট সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণানন্তর মহাযোগাবলম্বন করিয়া পুনরাবৃত্তি রহিত গতিলাভ করিবেন এবং সেই শাশ্বত অব্যয় অনুদ্বেগকর পরম ব্রহ্মপদে লীন হইবেন। হে মুনে! এই মূর্ত্তিরহিত ধর্ম্মমূর্ত্তিধারী পিতৃগণের সহিত, বৃষ্টি ও অন্ধক বংশীয় কথার সংশ্রব আছে। সুকাল নামে যে সকল পিতৃগণ আছেন, তাঁহারা প্রজাপতি বশিষ্ঠের পিতা। ইহাঁরা স্বর্গে জ্যোতির্ম্মণ্ডলপ্রদীপ্ত সর্ব্বকামসমৃদ্ধ উজ্জ্বল প্রদেশকে সমুজ্জল করিয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী তর্পণাদি দ্বারা ইহাঁদিগকে প্রীত করিয়া থাকেন। স্বর্গ বিশ্রুতা গৌ—ইহাদের— মনঃসম্ভূতা দুহিতা, ইহার অপর নাম একশৃঙ্গা, তোমার বংশেই এই কন্যার বিবাহ হয়, ইনি শুকদেবের প্রিয় মহিষী হইয়া সাধ্যগণের যশোবিস্তার করিয়াছেন।

হে তপোধন! এক্ষণে অন্য এক পিতৃগণের কথা উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, পূর্ব্বকালে সাধ্যগণ যাঁহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, মরীচিগর্ভ অর্থাৎ সূর্য্যলোক আশ্রয় করিয়া তাঁহারা অবস্থিত করিতেছেন। ক্ষত্রিয়গণ ফলকাম হইয়া ইহাঁদিগের উদ্দেশেও তর্পণাদি করিয়া থাকেন, ইহাঁদিগেরও যশোদা নাম্নী এক মানসী কন্যা জন্মে। ইনি বিশ্বমহতের পত্নী, বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ মহাত্মা দিলীপ রাজর্ষির জননী। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ এই দিলীপের অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে পরম পুলকিত হৃদয়ে গাথা সমুদায় গান করিয়াছিলেন। যাঁহারা শাণ্ডিল্য বংশোদ্ভূত মহাত্মা অগ্নির জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুসমাহিতচিতে এই সত্যবাদী মহাত্মা যজ্ঞশীল দিলীপকে অবলোকন করেন, তাঁহারা চরমে স্বর্গ লাভ করিবেন তাহার আর সংশয় নাই।

তৃতীয় পিতৃগণের নাম সুস্বধা, ইহাঁরা কর্দ্দম প্রজাপতির পিতা, দ্বিজবর মহাত্মা পুলহের অপত্য। ইহাঁরা স্বর্গে কামগ নামক লোকে বসতি করেন এবং ইচ্ছানুসারে আকাশে গমনাগমন করিতেও সমর্থ। ইহাঁদের মানসী-কন্যার নাম বিরজা, বিরজা যযাতির জননী এবং মহারাজ নহুষের মহিষী ছিলেন। এই তিন পিতৃগণের কথা কথিত হইল, এক্ষণে চতুর্থগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। এই চতুর্থ পিতৃগণ কবি শুক্রাচার্য্য হইতে স্বধার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহার হিরণ্যগর্ভ বংশসম্ভূত। তাঁহারা স্বর্গে যে

স্থানে অবস্থান করেন, তাহার নাম মানস লোক। ফলাভিসন্ধায়ী শূদ্রগণ ইহাদিগকে চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মানসী কন্যা সরিদ্বরা নর্ম্মদা। ইনি দক্ষিণাপথবাহিনী হইয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণিগণকে পবিত্র করিতেছেন। এই শ্রোতস্বতী পুরুকুৎসের পত্নী ও ত্রসদস্যুর জননী। হে তাত! যুগে যুগে ধর্ম্ম নষ্টপ্রয় হইলেও এই পিতৃগণের অবতারণবশতঃ প্রজাপতি মনু শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করেন। হে দ্বিজসত্তম! পিতৃগণের প্রথম সৃষ্টি হইলে এই মনুই প্রথম শ্রাদ্ধ করেন, সেইজন্য ইহাঁকে শ্রদ্ধদেব বলা যায়। শ্রাদ্ধের পাত্র রজত নির্ম্মিত অথবা রজতযুক্ত, ঐ পাত্রে স্বধা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক প্রীত হন। যে ব্যক্তি সোমদেব, অগ্নি ও যমকে আপ্যায়িত করিয়া উত্তরায়ণে অগ্নিতে তদভাবে জলেই বা হউক ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করেন, পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকেও সুখী করিয়া থাকেন। প্রত্যুত তাঁহারা প্রীত হইলে পুষ্টি, বহুল সন্তান সন্ততি, স্বর্গ ও আরোগ্য প্রদান করিয়া থাকেন; অধিক কি বলিব অন্য যাহা কিছু প্রার্থয়িতব্য আছে, তৎসমুদায়ই প্রদান করিতে পারেন। অতএব দেবকার্য্য অপেক্ষাও পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণের অগ্রেই পিতৃগণকে তৃপ্ত করিবে। পিতৃগণ আশু প্রসন্ন হন ইহাঁরা কখন ক্রুদ্ধ হন না অতএব তাঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পিতৃপুরুষেরা স্থিরপ্রসাদ অতএব হে ভার্গব সতত তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। হে মহর্ষে! তুমি পিতৃগণে বিশেষতঃ আমাতে বিলক্ষণ ভক্তিমান অতএব আমি অদ্যই তোমার শ্রেয়োবিধান করিব তুমি স্বয়ং উহা প্রত্যক্ষ কর। হে অনঘ! আমি তোমাকে সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি তুমি অবহিত হইয়া উহার ফলস্বরূপ এই গতি শ্রবণ কর। ভবাদৃশ সিদ্ধগণও চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা স্বর্গীয় যোগগতি ও পিতৃ পুরুষদিগের পরমাগতি দেখিতে পান না। দেবেশ সনৎকুমার সম্মুখস্থিত আমাকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া দেব দুর্লভ সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষু দান করিয়া প্রজ্বলিত দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় অভিলষিত প্রদেশে গমন করিলেন। হে কুরুরাজ! আমি তাঁহার অপার করুণা বশত: মনুষ্যগণের দুর্জ্ঞেয় যাহা শুনিয়াছিলাম তৎসমুদায়ই তুমি অবগত হইলে।

১৯তম অধ্যায়

হে তাত! পূর্ব্ব যুগে ভরদ্বাজতনয় বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যোগ ধর্ম্মানুরক্ত হইয়াও দুশ্চরিতবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন। এই রূপ অপচারবশতঃ যোগভ্রংশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সংজ্ঞা রহিত হইলেন। তখন তাঁহারা মোহবশতঃ মনে করিতে লাগিলেন, আমাদের যোগ বুঝি এই সলিল রাশির মধ্যে পলায়ন করিয়াছে—সুতরাং অতি মহৎ মানস সরোবরের পারে তাহার প্রাপ্তির আশয়ে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্ফলপ্রয়াস হইয়া কালধর্ম্মের অনুসরণ করিলেন। ইহাঁরা বহুকাল দেবলোকে বাস করিলেও এক্ষণে যোগভ্রষ্ট হইয়া কুরুক্ষেত্রে কৌশিকবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরা তখন হিংসাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মলোপ করিতে উদ্যত হইবেন সুতরাং ইহাদিগের কুৎসিত গতি লাভ হইবে। কিন্তু পিতৃগণের প্রসঙ্গতাবশতঃ এবং পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃত বলে তাঁহাদের প্রাক্তন জাতি ও কর্ম্মের স্মৃতি হইতে থাকিবে। তখন তাঁহাদের বর্ত্তমান জুগুপ্সিত

জাতির বিষয় চিন্তা করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনরায় ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মিবে এবং সমাহিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেন। অনন্তর স্ব স্ব কর্ম্মবলে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবেন, তদন্তর পূর্ব্ব জাতিকৃত যোগও প্রাপ্ত হইবেন এবং পুনর্ব্বার তপঃসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শাশ্বত স্থান লাভ করিবেন। হে ভীষ্ম! এই সমুদায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার নিরন্তর ধর্ম্মে মতি হইবে, যোগধর্ম্মে রত হইয়া তুমি পরম সিদ্ধি লাভ করিবে। দেখ যোগ অল্পবুদ্ধি লোকের নিতান্তই দুর্লভ, যদি কথঞ্চিৎ লাভ করিতে পারে কিন্তু উহা ব্যসনদোষে দূষিত হইয়া প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহারা অধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পরমারাধ্য গুরুগণকেও পীড়া দিতে সঙ্কুচিত হয় না। যাঁহারা অযাচ্য পদার্থ কদাচ যাচঞা করেন না শরণাগত ব্যক্তিবর্গকে প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীনগণকে দেখিয়া কদাচ অবজ্ঞা করেন না অথবা ধনমদে মত্ত হইয়া পড়েন না। যাঁহারা যুক্তিযুক্ত আহার বিহার ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাধ্যানুরূপ সঙ্গত চেষ্টা করেন এবং ধ্যান ও অধ্যয়নেও আসক্ত থাকেন। কদাচ উপভোগে রত হয়েন না। যাঁহারা মধু ও মাংস একত্র করিয়া কদাচ ভক্ষণ করেন না। যাঁহারা কামাসক্ত নহেন অথবা কখন বিপ্রবর্গের উৎপাদন করেন না। যাঁহারা অনায্য কথা মুখে আনেন না, আলস্যের বশীভূত হন না। যাঁহারা অত্যন্ত অতিমানী নহেন, গোষ্ঠীসুলভ আমোদেও আমোদিত নহেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে অতি দুর্লভ যোগ লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহারাই প্রশান্তহৃদয়, জিতক্রোধ, অভিমান ও অহঙ্কার বর্জ্জিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যতব্রত। হে বৎস! পূর্ব্বকালে বিপ্রবর্গ এই রূপ অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইয়া সতত আত্মদোষ ও আত্মকৃত প্রসাদ স্মরণ করিতেন। তাঁহার ধ্যান ও অধ্যয়নপর হইয়া শান্তিমার্গে অবস্থান করিতেন।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সমুদায় চিন্তা করিয়া তুমিও যোগধর্ম্ম আশ্রয় কর। লোকে যোগ ধর্ম্মরত হইলে পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যোগধর্ম্ম অপেক্ষা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। অতএব হে ভার্গব! তুমি সেই যোগধর্ম্ম অবলম্বন কর, তুমি কালের পরিমাণানুসারে আহার করিবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে, যথাকালে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করিবে, তাহা হইলেই যোগধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কথা বলিয়া ভগবান সনৎকুমার তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। আমি সেই দেবেশ সনৎকুমারের উদ্দেশে অষ্টাদশবৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম কিন্তু অষ্টাদশবৎসর আমার পক্ষে এক দিনের ন্যায় অনুভূত হয়, তাঁহার প্রসাদে আমার কিছুমাত্র গ্লানি বোধ হয় নাই ক্ষুধা পিপাসাও জানিতে পারি নাই, কাল পরিমাণও বুঝিতে পারি নাই। অনন্তর আমি কোন শিষ্য মুখে কালের বিষয় অবগত হইলাম।

২০তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! সেই দেব সনৎকুমার অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বাক্যানুসারে আমারও সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল। অনন্তর বিভু সনৎকুমার যে সমুদায় কৌশিক নন্দন দ্বিজাতিবর্গের কথা কহিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কুরুক্ষেত্রে দেখিতে

পাইলাম। ঐ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যিনি শীলতা ও অবদান পরম্পরা দ্বারা পিতৃবৰ্ত্তী নামে বিখ্যাত ছিলেন তিনি সপ্তমজন্মে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা হইয়াছেন। ইনি কাম্পিল্য নগরে পাখি বশ্রেষ্ঠ অনূহের পুত্র, শুকদেব কন্যা কৃত্বী ইহাঁর জননী।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! মহাতপা মার্কণ্ডেয় ইহাঁর বংশ পরম্পরায় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমি তাহাই তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! ব্রহ্মদত্তের পিতা অনূহ কাহার পুত্র আর কোন সময়েইবা আবির্ভূত হইয়াছিলেন? ইহাঁর পুত্র মহাযশাঃ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নরপতি ব্রহ্মদত্ত কীদৃশ বলবীৰ্য্যশালী ছিলেন এবং কিরূপেইবা সপ্তম নরাধিপ হইলেন? আমি নিশ্চয় জানি প্রভু ভগবান লোক পূজিত যোগাত্মা শুকদেব তদীয় দুহিতা কীৰ্ত্তিমতী কৃত্বীকে মন্দবীৰ্য্য ব্যক্তির হস্তে কখন সম্প্রদান করেন নাই। অতএব এই সকল বিষয় এবং মহারাজ ব্রহ্মদত্তের চরিত বিশেষতঃ শোনকাত্মজ দ্বিজাতিগণের বিষয় মহামুনি মার্কণ্ডেয় আপনার নিকট যেরূপ বলিয়াছেন তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বিস্তারিত রূপে উহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! আমি শুনিয়াছি আমার পিতামহ প্রতীপ রাজর্ষির সমকালে মহাভাগ যোগীশ্বর রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন। তিনি প্রাণিমাত্রেরই শব্দ বুঝিতে পারিতেন এবং সৰ্ব্ব প্রকার জীবের হিতকর কাৰ্য্যে অনুরক্ত ছিলেন। মহাযশাঃ যোগাচাৰ্য্য গালব ইহাঁর পরম সখা। ইনি তপোবলে শিক্ষা উৎপাদন করিয়া উহার ক্রম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যোগাত্মা কণ্ডরীক তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জন্মান্তরে তাঁহার যে সকল অমিত তেজা সহচর ছিলেন তাঁহারা ইহাঁর সপ্তজন্মেই সহায়তা করিয়াছেন। এক্ষণে পুরুবংশীয় মহাত্মা ব্রহ্মদত্তের বংশ পরম্পরা মহাভাগ মার্কণ্ডেয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমি তাহাই কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

বৃহৎক্ষত্রের সুহোত্র নামে এক ধর্ম্মশীল পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম হস্তী। সেই হস্তিনামা নৃপতি কর্ত্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম হস্তিনাপুর হইয়াছে। মহারাজ হস্তীর পরম ধাৰ্ম্মিক তিন পুত্র হয়। ইহাদের নাম অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরমীঢ়। তম্মধ্যে অজমীঢ়ের ধূমিনী নাম্নী পত্নীতে বৃহদিষুনামা এক পুত্র জন্মে, বৃহদির পুত্র বৃহদ্ধনুঃ। ইনি বৃহদ্ধৰ্ম্মা নামে বিখ্যাত কীৰ্ত্তিমান্ পরম ধাৰ্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ। এই বিশ্বজিতের সেনজিৎ নামে পৃথিবীপতি এক পুত্র ছিলেন। মহারাজ সেনজিতের লোকরঞ্জন চারি পুত্র হয়। রুচির, শ্বেতকেতু, মহিম্নার ও বৎস। অবন্তিকায় বৎসের রাজধানী ছিল। ইহাঁর উত্তরাধিকারিগণ পরিবৎস নামে বিখ্যাত। রুচিরের পুত্র মহাযশাঃ পৃথুসেন, পৃথুসেনের পুত্রের নাম পার, তৎপুত্র নীপ। হে রাজেন্দ্র! নীপের একশত পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই অতি তেজস্বী শস্ত্রবিদ্যা বিশারদ শূর ও বিলক্ষণ বাহুবল সম্পন্ন এবং সকলেই নীপনামে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। কাম্পিল্য নগরে সমর নামে ইহাঁদেরই এক বংশধর রাজা ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সময় প্রিয়। সমরের পর, পার ও সদশ্ব নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। পার পুত্র পৃথু, পৃথুর সুকৃতের ফলস্বরূপ সৰ্ব্বগুণান্বিত সুকৃতনামক এক পুত্র হয়। তৎপুত্র বিভ্রাজ, বিভ্রাজের তনয় মহারাজ অনূহ। এই অনূহের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইনি শুকদেবের জামাতা, কৃত্বী

ইহার ভার্য্যা।–ব্রহ্মদত্ত নামে যে রাজর্ষির কথা পূর্ব্বে বলিয়া ছিলাম সেই যোগাত্মা ইহাঁরই পুত্র। ব্রহ্মদত্তের পুত্র পরন্তপ বিষ্বক্‌সেন। বিভ্রাজ মহীপতি স্বীয় কর্ম্ম ফলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই বিভ্রাজ নৃপতিই ব্রহ্মদত্তের দ্বিতীয় পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বসেন নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজন! এই ব্রহ্মদত্তের গৃহে বহুকাল হইতে পূজনীয়া নামে এক পক্ষিণী বাস করিত; সে সর্ব্বসেনের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে। অনন্তর ইহাঁর আর এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম বিষ্বক্‌সেন ইনি অত্যন্ত বলশালী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। বিষ্বক্‌সেনের পুত্র মহীপতি দণ্ডসেন। দণ্ডসেনের ভল্লাট নামে এক পুত্র জন্মে, এই মহাত্মা অত্যন্ত বীর্য্যবান্ ও কুলবর্দ্ধন ছিলেন, কিয়ৎকাল পরে তিনি রাধেয় কর্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন। হে যুধিষ্ঠির! এই ভল্লাটের নষ্টমতি দুরাচার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া নীপবংশের কাল স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ইহাঁরই জন্য উগ্রায়ুধ সমুদায় নীপবংশের সমূলে উচ্ছেদ করে। ঐ দর্পিত অভিমানী সতত অবিনয়ী মদোন্মত্ত উগ্রায়ুধ আমা কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! উগ্রায়ুধ কাহার সন্তান কোন বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিল, কিজন্যই বা আপনি তাহাকে নিহত করিলেন, অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। অজমীঢ়ের পুত্র যবীনর। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধৃতিমান্, তৎপুত্র সত্যধৃতি। সত্যধৃতির অতিপ্রতাপশালী দৃঢ়নেমি নামে এক পুত্র জন্মে, দৃঢ়নেমির পুত্র মহারাজ সুধর্ম্মা। সুধর্ম্মার পুত্র প্রজাপতি সার্ব্বভৌম। ইনি সসাগরা ধরায় অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়া স্বকীয় নামের যথার্থতঃ সার্দ্ধকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার-মহৎবংশে পৌরবংশের আনন্দকর মহান্ নামে এক পুত্র জন্মে। মহানের পুত্র রুক্মরথ, রুক্মরথের পুত্র সুপার্শ্বনামে রাজা ছিলেন।

সুপার্শ্বের পুত্র ধার্ম্মিক সুমতি, তৎ পুত্র সন্নতি, ইনি বীর্য্যবান ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সেই সন্নতির পুত্র মহাবল কৃত। ইনি কোশলাধিপতি মহাত্মা হিরণ্যনাভের শিষ্য। তিনি সপ্রাচ্য বেদসংহিতাকে চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত করেন। কৃতকর্ত্তৃক প্রাচ্য সামবেদ বিভক্ত হইল বলিয়া তদধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ প্রাচ্যসামা ও কার্ত্তি নামে প্রখ্যাত হইলেন। পুরুবংশরঞ্জন মহাবীর উগ্রায়ুধ কৃতের পুত্র। ঐ মহাবীর স্বীয় অদ্ভুত পরাক্রমে পৃষত পিতামহ মহাতেজা পাঞ্চালরাজ নীপ মহীপতিকে বিনাশ করেন। উগ্রায়ুধের পুত্র মহাযশা ক্ষেম, সুবীর নামা নৃপতি ক্ষেম্যের বংশধর, সুবীর হইতে নৃপঞ্জয়ের জন্ম হয়। নৃপঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ, ইহাঁদিগকেই পুরুবংশীয় বলে।

বৎস! পূর্ব্বে উগ্রায়ুধের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐ উগ্রায়ুধ স্বীয় পরাক্রমে সমর ভূমিতে নীপবংশ ও অন্যান্য রাজন্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া রাজ্য বিস্তার করে, দুর্ব্বুদ্ধি উগ্রায়ুধ এই কার্য্যে বলদর্পে দর্পিত হইয়—পরিশেষে আমার পিতার পরলোকান্তে অশ্রোতব্য পাপ বৃত্তান্ত আমাকে শ্রবণ করাইবার জন্য দূত প্রেরণ করে।

যখন আমি পিতৃ বিয়োগে কাতর হইয়া অমাত্য পরিবৃত ধরণীতলে শয়ান রহিয়াছি সেই সময়ে উগ্রায়ুধের দূত আসিয়া কহিল, হে কুরুনন্দন ভীষ্ম! মহারাজ উগ্রায়ুধ আমাকে

আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তোমার জননী যশস্বিনী গন্ধকালী স্ত্রীগণের মধ্যে রত্ন স্বরূপ তাঁহাকে আমায় ভার্য্যার্থে প্রদান কর। তাহা হইলে তোমার রাজ্য বর্দ্ধিত হইবে এবং অভিলাষানুরূপ প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও তোমাকে প্রদান করিব। আমি পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী। হে ভারত! পৃথিবীতে ধন ও রত্ন যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আমার অধিকৃত, আমার দুর্জ্জয় প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য। চক্র দেখিলে অথবা উহার কথা শুনিবামাত্র যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক শত্রুগণ ভীত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। অতএব যদি রাজ্য, প্রাণ ও বংশের মঙ্গল ইচ্ছা থাকে তবে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, নতুবা কোনরূপে তোমার নিস্তার নাই। এই সময়ে আমি প্রস্তর শয়নে শয়ন করিয়াছিলাম। দূতমুখগত—প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দুরাত্মার এই অতি দারুণ জুগুপ্সিত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর উদ্দীপ্ত ও কম্পিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রচার করিলাম, সমুদায় সেনাপতি স্ব স্ব সৈন্য সামন্তের সহিত আমার আদেশে যুদ্ধার্থ এখনই প্রস্তুত হউক। তৎকালে বিচিত্র বীর্য্য নিতান্ত বালক ও অনন্য শরণ, সুতরাং আমিই যুদ্ধার্থ! প্রস্তুত হইলাম। আমাকে যুদ্ধার্থী মূর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় দেখিয়া মন্ত্রণাকুশল সচিবগণ দেবকল্প পুরোহিতবর্গ, অর্থদর্শী সুহৃদগণ শাস্ত্রজ্ঞ প্রিয় পণ্ডিতগণ, ইহাঁরা সকলেই সমবেত হইয়া আমায় যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন এবং উহার কারণও প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

মন্ত্রীরা কহিলেন, প্রভো! দুরাত্মার চক্র অতি ভীষণ, আপনার ও অশৌচকাল উপস্থিত হইয়াছে এ অবস্থায় কদাচ যুদ্ধ করা বিধেয় নহে। আমরা সাম দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় প্রয়োগ করিব ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে অশৌচান্তে আপনি পবিত্র হইয়া দেবতাদিগের অভিবাদনপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়ন করিয়া এবং বিপ্রগণকর্ত্তৃক অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করিয়া, তাঁহাদের ও অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক জয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করিবেন। প্রাচীণগণের অনুশাসন এই যে অশৌচকাল মধ্যে অস্ত্র প্রয়োগ অথবা সমরে প্রবেশ করিবে না। অতএব অগ্রে সামাদি ত্রিবিধ উপায় দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করতে চেষ্টা করুন তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি না হইলে তখন আপনি বিক্রম প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র যেমন শম্বরকে নিহত করেন সেইরূপে দুরাত্মার বধ সাধন করিবেন। নরনাথ! যথা সময়ে বিপ্রাদিগের, বিশেষতঃ বৃদ্ধগণের বাক্য অবশ্য শ্রোতব্য এইজন্য তাঁহাদের সেই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধোদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইলাম। তদনন্তর সেই শাস্ত্রকোবিদ বিজ্ঞগণ সামাদি উপায় সমুদায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এদিকে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দেবকৃত্যও আরম্ভ হইল, এইরূপ বিবিধ উপায় দ্বারা অনুনীয়মান হইলেও দুরাত্মার দুরভিসন্ধি কিছুতেই অপনীত হইল না। ইতোমধ্যে সেই পাপাশয়ের দুরন্ত চক্রও মদ্বিনাশার্থ প্রযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু পাপিষ্ঠের পরদারাভিলাষরূপ অসদভিপ্রায় বশতঃ চক্র স্বতঃই তৎক্ষণাৎ প্রতি নিবৃত্ত হয়। আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না। পূর্ব্বে সাধুগণ যাহার ভূয়সী নিন্দা করিয়া ছিলেন, কার্য্যতঃ সেই সাধুচক্র দুরাত্মার স্বকর্ম্ম দোষে নিস্ফল হইয়া গেল। যাহা হউক অতঃপর অশৌচান্ত হইলে বিপ্রবর্গ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইলাম এবং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে যুদ্ধার্থ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। অনন্তর উভয় দল সন্নিহিত হইলে যুদ্ধারম্ভ হইল। তিন দিবস দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় অবিশ্রান্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

আমি এই যুদ্ধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পরিশেষে আমারই অস্ত্র-প্রতাপে নির্দগ্ধ ও হতজীবন হইয়া দুরাত্মা উগ্রায়ুধ রণক্ষেত্রে আমার সম্মুখেই পতিত ও ধরাশায়ী হইল।

হে অরিন্দম! ইত্যবসরে পৃষত মহীপতি কাম্পিল্য নগর হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নীপ মহীপতি ও মহাবীর উগ্রায়ুধ উভয়েই গতাসু হইয়াছে দেখিয়া দ্রুপদ রাজার পিতা মহাপ্রতাপশালী পৃষত আমার আদেশানুসারে স্বকীয় পিতৃরাজ্য অহিচ্ছত্র, পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। অনন্তর তৎপুত্র দ্রুপদ রাজা হইলেন। ইনি দ্রোণকে নিরাকৃত করেন। পরে অর্জ্জুন স্বীয় বাহুবলে দ্রুপদকে রণস্থলে পরাভূত করিয়া অহিচ্ছত্র ও কাম্পিল্য এই উভয় নগরই দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করেন। বিজয়ী দ্রোণাচার্য্যও উহা প্রতিগ্রহ করিয়া কাম্পিল্য নগর দ্রুপদকে প্রত্যর্পণ করিলেন, ইহা তোমার অজ্ঞাত নাই। বৎস! এক্ষণে আমি তোমার নিকট দ্রুপদ, ব্রহ্ম দত্ত নীপ ও উগ্রায়ুধের বংশ পরম্পরা সম্যক রূপে কীর্ত্তন করিলাম।

যুধিষ্টির কহিলেন, হে বিভো গাঙ্গেয়! আপনি কহিলেন পূর্ব্বকালে পূজনীয়া নাম্নী পক্ষিণী ব্রহ্মদত্তের গৃহে বহু কাল বাস করিয়াছিল। তথাপি কি জন্য সেই মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অন্ধ করিয়া তাদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিল, এই পূজনীয়া কে, কিরূপেই বা ব্রহ্মদত্তের সহিত তাহার সখিতা জন্মিল এই সকল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিয়াছে আপনি উহার যথাযথ বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মদত্তের ভবনে পূর্ব্বে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজন! কোন শকুন্তিকার সহিত ব্রহ্মদত্তের সৌহার্দ্দ ছিল। এই পক্ষিণীর পক্ষ, পৃষ্ঠদেশ ও উদর শুক্লবর্ণ, মস্তক ইহার লোহিত বর্ণ! কাল ক্রমে ইহারা উভয়েই সুদৃঢ় সৌহৃদ্য পাশে বদ্ধ হইলে পক্ষিণী ব্রহ্মদত্তের ভবনে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিল। সে প্রতিদিন রাজ সদন হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রতীর, পল্বল সরোবর, নদী, পর্ব্বত, বন, উপবন কুঞ্জ এবং সুশীতল বায়ুসেবিত, বিকশিত কুমুদ-কহলার কমলকিঞ্জল্করভীকৃত, হংসসারসকারণ্ডবকলকূজিত তড়াগ প্রভৃতি প্রদেশে বিচরণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে কাম্পিল্য নগরে প্রত্যাগমন করিত। অনন্তর ধীমান্ ব্রহ্মদত্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা বিচিত্র কথার অবতারণা করিত। নানা স্থানে চরিতে চরিতে যাহা কিছু অপূর্ব্ব দর্শনীয় অশ্রুত পূর্ব্ব ঘটনা জানিয়া আসিত তৎসমুদায় মহারাজের নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিত। হে রাজশার্দ্দূল! একদা নৃপতি ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র জন্মিল। উহার নাম সর্ব্বসেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে ঐ পক্ষিণী পূজনীয়াও তাহার কুলায়ে এক অণ্ড প্রসব করে। ঐ অণ্ড কালক্রমে প্রস্ফুটিত হইল, হে পৃথিবীপতে! ঐ ডিম্ব স্ফুটিত হইয়া, বাহুপাদ ও মুখাবয়ব সংযুক্ত হইয়া, চক্ষুহীন পিঙ্গলবক্ত্র, মাংসপিণ্ড মাত্র বহির্গত হইল। কালক্রমে উহার চক্ষু স্ফুটিত হইল এবং পক্ষদ্বয় ও ঈষৎ উদ্ভূত হইতে লাগিল। অনন্তর তুল্য স্নেহ বশতঃ ঐ পক্ষিণী রাজপুত্র ও নিজপুতে দিন দিন প্রীতিমতী হইতে লাগিল। পক্ষিণী প্রতিদিন সায়ংকালে অমৃতায়মান দুইটা ফল চঞ্চুপুট দ্বারা আনয়ন করিয়া শিশুদ্বয়কে এক একটা প্রদান করিত। উহারাও ঐ অমৃত স্বাদোপম ফল ভোজন করিয়া পরম পুলকিত হইত। রাজন্! পূজনীয়া এইরূপে প্রতিদিনই বিচরণার্থ রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে সর্ব্বসেনের ধাত্রী ঐ চটক শিশুকে লইয়া রাজপুত্রের ক্রীড়ার্থ প্রদান

করিত। রাজপুত্র প্রতিদিন ঐ পক্ষিশিশুকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে কালাতিপাত করিত। একদা সর্ব্বসেন পূজনীয়া নির্ম্মিত নিলয় হইতে পক্ষিশাবককে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাহার গ্রীবাদেশ এরূপ দৃঢ়মুষ্টিতে নিগ্রহ করিল যে তদ্দারাই সে মুখব্যাদানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইল। রাজা এই ব্যাপার অবলোকনে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং পুত্রের দুর্ভঙ্গমুষ্টি মোচন করিয়া তাহার ধাত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। পক্ষিশাবক একবারে বিবৃতাস্যা হইয়া ধরাতলে পতিত রহিল। তদ্দর্শনে রাজা ব্রহ্মদত্ত সাশ্রুনয়নে দুর্ব্বহ শোকভরে নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সেই বন বিহারিণী পক্ষিণীও চঞ্চুপুট দ্বারা ফলদ্বয় গ্রহণ করিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল। আগমন মাত্রেই তাহার বালবৎসকে গতাসু দেখিয়া একেবারে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিল। তখন সে আপনাকে নিতান্ত দুর্ভাগা বলিয়া শাবক উদ্দেশে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।

পক্ষিণী কহিল, হা পুত্র! হা বৎস! তুমি দূর হইতে আমার শব্দ শুনিয়া আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছি মনে করিয়া অব্যক্ত কলস্বরে চাটুশত উচ্চারণ করিতে করিতে আমার নিকট উপস্থিত হইতে এবং আমার কতই আনন্দ বর্দ্ধন করিতে। হা পুত্র! তুমি ক্ষুধার্ত্ত, তবে কিজন্য এখনও তোমার পীতবর্ণ মুখব্যাদান করিয়া শোণবর্ণ তালু প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত হইতেছ না; আমি তোমাকে পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিয়াছি শব্দ করিতেছি তথাপি তোমার সেই মধুর চীচী ও কুচী শব্দ শুনিতে পাইতেছি না কেন? হা হৃদয়নন্দন! আমার অভিলাষ হইতেছে, তুমি বিবৃতাস্য হইয়া আমার নিকট বারি প্রার্থনা কর পক্ষ বিস্তার করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হও আমি তোমাকে সস্পৃহলোচনে এক বার অবলোকন করিব। হায়! আমার সে বাসনা চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া গেল। তুমি অকালে কালকবলে কবলিত হইলে!

এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া পূজনীয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ক্ষত্রিয়াধম! তুমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা, সনাতন ধর্ম্ম তুমি অবশ্য পরিজ্ঞাত আছ, তবে কিজন্য তুমি ধাত্রী দ্বারা আমার পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিলে? কি জন্যই বা স্বকীয় পূত্র দ্বারা আমার শিশুসন্তানকে আকর্ষণ করিয়া অকারণে নিহত করিলে বল। আমার নিশ্চয় দোধ হইতেছে তুমি অঙ্গিরা শ্রুতি কখন শ্রবণ কর নাই। অঙ্গিরা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শরণাগত, ক্ষুধার্ত্ত অথবা শত্রু কর্ত্তৃক উপদ্রুত আর যে চিরদিন আশ্রয়ে বাস করে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। যিনি এই সনাতনধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ তিনি কুম্ভীক নামক ঘোর নরকে পতিত হইবেন তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। দেবগণ ঈদৃশ দুরাত্মার আহুতি কেন গ্রহণ করিবেন পিতৃগণই বা তাহার স্বধা স্বীকার করিবেন কেন? মহারাজ! এই কথা বলিয়া সেই কোকার্ত্তা পক্ষিণী নির্ম্মম হইয়া রাজপুত্রের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিল। এইরূপে সে রাজপুত্রকে অন্ধীভূত করিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল।

অনন্তর রাজা পুত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পূজনীয়াকে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি যাহা করিমাছ আমি তাহার অণুমাত্র দোষ দিব না, তোমার সহিত আমার সখ্য পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ থাকুক, সখি! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় আমার আবাসে সুখে বাস কর। তুমি আমার পুত্রকে নিগ্রহ করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র রাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করিব না, তুমি দুঃসহ শোকভরে আমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছ এক্ষণে নিবৃত্ত হও।

পূজনীয়া কহিল, রাজন! আমি আত্মদৃষ্টান্তানুসারে তোমারও পুত্রস্নেহ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি অতএব তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠানের পর আমি এখানে আর বাস করিতে অভিলাষ করি না। এই বিষয়ে উশনার কয়েকটী গাথা বলিতেছি শ্রবণ কর। কুমিত্র, কুৎসিতদেশ, কুরাজা, কুসৌহার্দ্দ, কুপত্র আর কুভার্য্যা দূরতঃ পরিহার করিবে। কুমিত্রে সৌহার্দ্দ কোথায়, কুভার্য্যায় প্রীতি কোথায়, কুপুত্রে পিণ্ডের আশা নাই, কুরাজার সত্য রক্ষা হয় না। কুসৌহৃদে বিশ্বাস কোথায়, কুদেশে সর্ব্বদাই প্রাণসংশয় ঘটে, হরিবংশ কুরাজার নিকটে থাকিলে সর্ব্বদা ভয়ের সম্ভাবনা, কুপুত্রে সর্ব্বতোভাবে অসুখ। যে নরাধম অপকারীর প্রতি বিশ্বাস করে তাহাকে অল্পকালের মধ্যেই অনাথ ও দুর্ব্বল হইয়া হত জীবিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি একবার অবিশ্বস্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে তাহাকে আর কদাচ বিশ্বাস করিবে না। আর বিশ্বস্ত হইলেও তাহাকে অতি বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ বিশ্বাস হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়, ভয় হইতে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। যে মূঢ় রাজসেবাপর অথবা গর্ভসঙ্কর ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে কদাচ দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। হে রাজন্! এতাদৃশ লোক যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন সে অচিরে বিনষ্ট হয় তাহার আর সংশয় নাই। বুদ্ধিমান শত্রু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অর্থাৎ কপটমিত্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রথমতঃ শত্রুকে আয়ত্ত করে অনন্তর বল্লী যেরূপ মহাবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে ধ্বংস করে সেইরূপ ঐ দুর্ব্বুদ্ধিদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। বনস্পতি শরীরে বাল্মীকের ন্যায়—শত্রুসকল, মৃদু স্নিগ্ধ ও ক্ষীণ হইয়া শত্রুশরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। ভগবান ইন্দ্র ও এক সময়ে মুনিগণের নিকট 'আমি আপনাদের কিছুমাত্র বিদ্রোহাচরণ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ও পশ্চাৎ সলিল ফেনদ্বারা নমুচির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। হে রাজন্! শত্রু সুপ্ত, মত্ত অথবা প্রমাদাপন্নই হউক, বিষপ্রয়োগ, বহ্নিদান, শস্ত্রচালনা অথবা মায়া প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্যগণ উহাদিগকে নিহত করিবে। পুনর্ব্বার বৈরভয় উপস্থিত হইতে পারে এই শঙ্কায় সকলেই শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে। কারণ মহর্ষিগণ বলিয়া গিয়াছেন শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ ও অগ্নির শেষ থাকিলে পুনরায় মিলিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। শত্রু বিপক্ষের সহিত হাস্য পরিহাস করে এক পাত্রে ভোজন করে, একাসনে উপবেশন করে কিন্তু পূর্ব্বকৃত বিপ্রিয় কদাচ বিস্মৃত হয় না। শত্রুর সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলেও কদাচ বিশ্বাস করিবে না। দেখ শতক্রতু জামাতা হইয়াও পুলোমাকে নিহত করিয়াছিলেন। মৃগ যেমন ব্যাধ সমীপে কদাচ গমন করিবে না সেইরূপ অন্তরে গূঢ়বৈর কিন্তু মিষ্টভাষী লোকের নিকট প্রাজ্ঞব্যক্তির কখনই গমন করা বিধেয় নহে। বৈরভাবাপন্ন শত্রু বর্দ্ধিত হইলে কদাচ তাহার নিকটে বাস করিবে না। নদীবেগ যেমন তীরবর্ত্তী মহাবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে—ঐ বর্দ্ধিত শত্রুও

আসন্ন বিপক্ষকে সেইরূপ বিনাশ করে। শত্রু হইতে আমি উন্নত হইলাম ইহা কদাচ বিশ্বাস্য নহে। বস্তুতঃ কোনরূপে কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেও উদ্গত পক্ষ পিপীলিকার ন্যায় আত্ম বিনাশার্থই হইয়া থাকে। এই সকল গাথা মহর্ষি উশনা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ইহা পণ্ডিতমাত্রেরই আত্মরক্ষার্থ হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

আমি তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছি, অতএব আর তোমারে বিশ্বাস করিব না, এই কথা বলিয়া সেই পক্ষিণী আকাশমর্গে উড্ডীন হইল। হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মদত্তের ভবনে পূর্ব্বে পক্ষিণীকর্ত্তৃক যাহা ঘটনা হইয়াছিল তৎসমুদায় তোমার নিকট কথিত হইল। হে মহামতে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি আমাকে শ্রাদ্ধ বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ এবং মহামুনি মাকাণ্ডেয় সমীপে বিভু সনৎকুমার যাহা বলিয়া গিয়াছেন সেই পুরাতন ইতিহাস আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব শ্রবণ কর। আর সপ্তজাতির মধ্যে শ্রাদ্ধের ফল ও সুকৃতকে উদ্দেশ করিয়াও যাহা বলিয়াছেন ও গালব, কণ্ডরীক ও ব্রহ্মদত্ত এই তিন যোগাচার্য্য ব্রহ্মচারীর চরিতও কীর্ত্তন করিতেছি অবধান কর।

২১তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! শ্রাদ্ধ দ্বারা লোকস্থিতি রক্ষা হয়, শ্রাদ্ধ হইতে যোগ প্রবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্মদত্ত সপ্তজন্মেই যাহার ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ গোহত্যারূপ ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মপীড়া জন্মাইলেও কেবল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা যে ফললাভ করিয়াছিল, আর যাহা হইতে ধর্ম্ম বুদ্ধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাদৃশ শ্রাদ্ধের ফলের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বিভু সনৎকুমার যে সকল অধর্ম্মরত অথচ পিতৃভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের কথা কহিয়াছিলেন, দিব্য চক্ষু দ্বারা আমি হাদিগকে কুরুক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম। তাহারা বাগদুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, খসৃম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহারা যেমন ঐ সকল নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল কায্যতঃও স্ব স্ব নামের অর্থতা সম্পাদন করে। ইহারা কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের সন্তান গর্গমুনির শিষ্য। পিতার পরলোকান্তে ইহারা সকলেই ব্রতধারী হইয়া গুরু গর্গমুনির আদেশে তাঁহার গোচারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তখন ইহার এক সবৎস! দুগ্ধবতী কপিলাকে প্রতিদিন চরাইবার জন্য বনে লইয়া যাইত এবং ন্যায়তঃ রক্ষণাবেক্ষণ ও করিতে লাগিল। একদা তাহারা পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাল্যবশত অথবা অজ্ঞান বশতঃই হউক দুর্ব্বদ্ধি উপস্থিত হওয়াতে সেই গাভীকে হিংসা করিতে উদ্যত হইল। তন্মধ্যে কবি ও খস্বম ইহারা উভয়ে ঐরূপ অধর্ম্ম কার্য্য হইতে নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যখন ভ্রাতৃগণ কিছুতেই উহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না তখন শ্রাদ্ধানুরক্ত পিতৃবর্ত্তী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল যদি তোমরা নিতান্তই ইহাকে বধ করিবে সিদ্ধান্ত করিয়াছ তবে এস আমরা সকলে সমাহিত হইয়া পিতৃ উদ্দেশে ভক্তি সহকারে ইহার বধসাধন করি। ধর্ম্মবুদ্ধিতে পিতৃলোককে অর্চ্চনা করিয়া ইহার বধসাধন করিলে আমাদের অধর্ম্ম হইবেনা, পয়স্বিনীরও সদ্গতি হইবে। এই প্রস্তাবে ভ্রাতৃগণ তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইল। অনন্তর পিতৃগণ উদ্দেশে মন্ত্রপূত সলিলদ্বারা গাভীকে

প্রোক্ষণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া ভোজন করিল। অনন্তর গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল, আপনার ধেনু শার্দ্দূলকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে এই তাহার বৎস গ্রহণ করুন। গর্গ নিতান্ত সরল ও উদার প্রকৃতি ছিলেন সেইজন্য উহাদের দুষ্টাভিসন্ধির আর কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিলেন না। অতর্কিত হৃদয়ে বৎস প্রতিগ্রহ করিলেন। কিন্তু এইরূপে গোহত্যা ও অন্যায় আচরণ দ্বারা গুরুকে প্রতারণা করতে আয়ুক্ষয় হইয়া অল্পকালের মধ্যে দুরাত্মাদিগকে কালকবলে পতিত হইতে হইল। ইহারা গোহত্যারূপ কার্য্য ও গুরু সমীপে অনার্য্য ব্যবহার করাতে সকলেই ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু ইহারা যে পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত গাভীকে উৎসর্গ করিয়াছিল সেই পুণ্যফলে ব্যাধ কুলোচিত উগ্র ও হিংসাপরয়ণ হইলেও জ্ঞানোন্মেষ ও জন্মান্তরীয় স্মৃতির উপলব্ধি করিতে লাগিল। ইহারা দশর্ণ প্রদেশে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাধ হইয়া বাস করিতে লাগিল, সকলেই স্বধর্ম্মনিরত লোভ পরিশূন্য হইয়া মিথ্যাকে বর্জ্জন করিয়াছিল। অধিক কি প্রাণধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ হিংসা করিয়া কঞ্চিৎ কালক্ষেপ করিত। অবশিষ্ট কাল কেবল ধ্যান পরায়ণ হইয়া ব্যাধগণের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ইহাদের নাম-নির্ব্বের নির্বৃতি ক্ষান্ত নির্ম্মন্যু, কৃতি, বৈঘস ও মাতৃবর্ত্তী।

উহারা হিংসাধর্ম্মপরায়ণ ব্যাধকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও সেবা শুশ্রূষা ও অর্চ্চনা দ্বারা বৃদ্ধা মাতা ও পিতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। যখন ইহাদের মাতা পিতা কালধর্ম্মে লোকান্তর গমন করিলেন, তখন ইহারা বন প্রস্থানপূর্ব্বক কালানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। ইহারা শুভ কর্ম্ম ফলে পুনরায় রমণীয় কালাঞ্জর পর্ব্বতে সপ্তমৃগ রূপে জন্ম গ্রহণ করিল। ইহারা এ জন্মেও জাতিস্মর হইয়াছিল সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে যদি কোনরূপে কাহার ভয়েৎপাদন করিত তজ্জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইত। ইহাদের নাম উন্মুখ, নিত্যবিত্রস্ত, স্তব্ধ কর্ণ, বিলোচন, পণ্ডিত ঘস্মর ও নদী। জাতিস্মরত্ব নিবন্ধন মৃগগণ জন্মান্তরীণ বৃত্তান্ত অনুধ্যান করিয়া সর্ব্বদা দান্ত নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া বনে বনে বিচরণ করিত। এইরূপে শুভকর্ম্মা ধর্ম্মপরায়ণ বনেচর হইয়া যোগধর্ম্ম অনুধ্যান করত বনবিহার করিয়া বেড়াইত। অবশেষে তপস্বিসদৃশ আহার লাভ করিয়া মরুশাধন অর্থাৎ মরু পর্ব্বতে নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে ভারত! শুনিতে-পাই তাহাদের মরুসাধন সময়ে কালঞ্জর পর্ব্বতে যে সকল পদ চিহ্ন হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। বৎস! তাহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত শুভ কর্ম্মদ্বারা ক্রমে অশুভ বর্জ্জিত হইয়া শুভতর চক্রবাক যোনি লাভ করিল। তখন তাহারা সহচরীধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক মুনি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মচা জলচররূপে রমণীয় শরদ্বীপে বাস করিতে লাগিল। চক্রবাক্ জন্মে ইহাদের নাম সুমনা শুচিবাক্, শুদ্ধ, পঞ্চম, ছিদ্রদর্শন, সুনেত্র ও স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে পঞ্চম সপ্ত জন্মেই পঞ্চম হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, ষষ্ঠ কণ্ডরীক প্রতিজন্মেই ষষ্ঠ, সপ্তম সপ্তজন্মেই সপ্তম হইয়া অবতীর্ণ হন। এইরূপে সপ্তজন্মকৃত তপোবলে অশুভ নাশ করিয়া যোগের পুনরাবৃত্তি ও শুভ কর্ম্ম প্রতিস্ফুরণ হেতু পূর্ব্বজন্মে গুরুকুলে যে বেদ শ্রবণ করিয়াছিল, এক্ষণে বিহঙ্গাবস্থাতেও সে জ্ঞান অব্যাহত রহিল। তখন তাহারা ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মবাদী হইয়া যোগধর্ম্ম অনুধ্যানপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। একদা তাহারা সপ্তভ্রাতা সমবেত হইয়া কোন বনে বিচরণ করিতেছে, তৎকালে পুরুবংশীয় নীপেশ্বর বিভ্রাজনামা

মহীপতি অন্তঃপুর চারিগণে পরিবৃত হইয়া শরীর সৌন্দর্য্যে বনভূমি উদ্ভাসিত করিয়া ঐ বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অত্যুজ্জ্বল রূপ সম্পন্ন রাজাকে ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করতে দেখিয়া স্বতন্ত্রনামা চক্রবাক্ ঐ রূপ অবস্থা প্রাপ্তির অভিলাষ করিল। কহিতে লাগিল, যদি আমার কিঞ্চিন্মাত্রও সুকৃত, তপোৰল অথবা সংযম থাকে তবে যেন আমি এই রাজার ন্যায় অবস্থাপন্ন ও রূপবান হই। উপবাসসাধ্য নিষ্ফল তপস্যা দ্বারা আমি নিতান্ত খিন্ন হইয়াছি।

২২তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর তাহার সহচর অপর দুইটা চক্রবাক্ স্বতন্ত্রকে কহিল, ভ্রাতঃ তুমি রাজা হইবে আমরাও তোমার সচিব হইব এবং সর্ব্বদা হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব। স্বতন্ত্র 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলে তখন তাহার যোগবুদ্ধি প্রাদুর্ভুত হইল। পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, সুচিবাক্ স্বতন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক কহিল, ভ্রাতঃ তুমি যখন যোগধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগ বাসনায় এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ তখন তুমি কাম্পিল্য নগরে অবশ্য রাজা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তার ইহারাও উভয়ে তোমার পরম সখা থাকিয়া সচিব কার্য্য সম্পাদন করিবে। এইরূপে সপ্তচক্রবাকের মধ্যে চারিজন, ঐ রাজ্যাভিলাষী সহচর পক্ষিয়কে অভিসম্পাত করিয়া যোগভ্রষ্ট করিল। উহারা শাপগ্রস্ত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ হতচেতন হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল পরে উহারা যোগরত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রসাদ প্রার্থনা করিতে লাগিল।

অনন্তর সুমনা কহিল, ভ্রাতৃগণ! আমরা তোমাদের বাক্যে প্রসন্ন হইয়াছি, তোমরা অবশ্য শাপ মুক্ত হইবে এবং তির্য্যগ্‌যোনি ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য জন্মে পুনরায় যোগধর্ম্ম লাভ করিবে। স্বতন্ত্র! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর ভাষাও বুঝতে পারিবে, তোমাকর্ত্তৃকই আমরা পিতৃ প্রসাদ লাভ করিয়াছি, তুমি পিতৃ উদ্দেশে পয়স্বিনী গাভীকে প্রেক্ষণ করতে উপদেশ দিয়াছিলে। সেই জন্যই আমরা জ্ঞান যোগ লাভ করিয়াছি। যোগসাধনের উপায় স্বরূপ বাক্যসন্দর্ভগত একটা শ্লোক এই স্থলে উদাহৃত হইবে পুরুষান্তর হইতে উহা শ্রবণ করিয়া তোমরা যেগলাভ করিবে।

২৩তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভীষ্ম! তাহার এক্ষণে সপ্ত হংসরূপে মানস বিহারী হইয়া পুনরায় যোগ ধর্ম্ম আশ্রয় করিল। ইহাদের নাম পদ্মগর্ভ, অরবিন্দাক্ষ, ক্ষীরগর্ভ, সুলোচন, উরুবিন্দ, সুবিন্দু ও হৈমগর্ভ। ইহারা বায়ু ও জলমাত্র আহার করিয়া শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল। তৎকালে মহারাজ বিভ্রাজমান অন্তঃপুর চারিবর্গে পরিবৃত হইয়া নন্দন বন বিহারী ইন্দ্রের ন্যায় সেই রমণীয় কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মোগধর্ম্মরত হংসগণকে দেখিয়া নির্ব্বিন্ন হৃদয়ে তাহাদেরই বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে পুর প্রবেশ করিলেন। রাজার পরম ধার্ম্মিক অনূহনামা এক পুত্র ছিল। নিরন্তর ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান ও তর্ক করিত বলিয়া উহার নাম অনূহ হইয়াছিল। শুকদেব, সুলক্ষণাক্রান্ত,

সত্ত্বশীলগুণোপেতা যোগধর্ম্মরতা স্বীয় কন্যা কৃত্বীকে ভার্য্যাস্বরূপে এই অনূহকে প্রদান করেন। পূর্ব্বে সনৎকুমার ইহাকে পিতৃকন্যা বলিয়া আমার নিকট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি যোগধর্ম্মচারিণীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, এমন কি আত্মদর্শী মহাত্মারাও ইহাঁকে জানিতে পারে না। আমিও তোমাকে পিতৃকল্পে বলিয়াছি, ইনি যোগাত্মা, যোগপত্নী ও যোগমাতা। মহারাজ বিভ্রাজ পুত্র অনূহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া পৌরগণকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক, বিপ্রবর্গ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া প্রীত মনে যথায় হংসগণ যোগধর্ম্মাচরণ করিতেছিল সেই মানস সরোবরে তপশ্চরণার্থ প্রস্থান করিলেন। সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কামনা পরিহারপূর্ব্বক বায়ুমাত্রোপজীবী হইয়া ঘোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই হংসগণের অন্যতমের পুত্রত্ব লাভ করিয়া আমিও মহাযোগী হইব এই তাহার তপস্যার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশে অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিভ্রাজ এইরূপ মহৎ তপোবল সম্পন্ন হইয়া সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিভ্রাজ মহীপতি এই স্থানে তপস্যা করিলেন বলিয়া বন ও সরোবর উভয়েই বৈভ্রাজ নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই হংসগণের মধ্যে চারিজন যোগধর্ম্মী অপর তিন জন যোগভ্রষ্ট হইয়া দেহত্যাগানন্তর কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদাদি নামে পাপ পরিশূন্য হইয়া মানবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিল। ইহাদের মধ্যে চারিজন ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা ও বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়া জাতিস্মর হইলেন। অপর তিন জনের জাতিস্মরত্ব রহিল না। স্বতন্ত্র পক্ষি জন্মের সানুরূপ অনূহ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহা যশস্বী ব্রহ্মদত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। ছিদ্রদর্শী ও সুনেত্র ইহারা উভয়ে বাভ্রব্য ও বৎসের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রোত্রিয় দায়াদ (বেদপাঠসমাধ্যায়ী) হইলেন। ইহারা বেদ বেদাঙ্গে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া, জন্মান্তরীণ সহবাসও সঙ্কল্প নিবন্ধন এজন্মেও ব্রহ্মদতের পরম সখা হইলেন, তন্মধ্যে পঞ্চম (জন্মান্তরে কবি) পাঞ্চাল নামে অপর ষষ্ঠ (খস্বম) কণ্ডরীক নামে সপ্তম জন্মে বিখ্যাত হইলেন। পাঞ্চাল ঋক্‌বেদী আচার্য্য ছিলেন। কণ্ডরীক দুই বেদে অধিকারী ছিলেন বলিয়া ছন্দোগ ও অধ্বর্য্যু উপাধি লাভ করেন। অনূহনন্দন ব্রহ্মদত্ত সর্ব্বপ্রাণীর শব্দজ্ঞ হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। পাঞ্চাল ও কণ্ডরীকের সহিত রাজার বিলক্ষণ মিত্রতা জন্মিল। ইহারা তিন জনে কামবশবর্ত্তী সংসারধর্ম্মানুরক্ত হইলেও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাজ অনূহ ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মদত্তের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং পরমগতি লাভ করিলেন। অসিত দেবলের দুহিতা তেজস্বিনী সন্নতি ইহাঁর মহিষী ছিলেন। সন্নতি যোগধর্ম্মানুচারিণী হইয়া অবিকৃত ভাবে বিণীত হইয়া স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন, এইরূপে সপ্তজন্মেই পঞ্চম পাঞ্চিক, কণ্ডরীক ষষ্ঠ ও ব্রহ্মদত্ত সপ্তম ছিলেন।

অবশিষ্ট বিহঙ্গমগণ কাম্পিল্য নগরে শ্রোত্রিয়কুলে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের নাম ধৃতিমান, সুমনাঃ, বিদ্বান ও তত্ত্বদর্শী। ইহারা পূর্ব্ব জন্মকৃত সুকৃত বলে সকলেই যোগধর্ম্ম নিরত তত্ত্বদর্শী হইয়া সংসার বন্ধন মোচনপূর্ব্বক প্রস্থান করেন। প্রস্থানকালে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে, পিতা তাহাদিগকে কহিলেন, পুত্রগণ! আমি তোমাদের পিতা, আমাকে এই অবস্থা রাখিয়া গমন করিলে তোমাদের অধর্ম্ম হইবে। পিতার দারিদ্র্যমোচন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, এত দ্ব্যতীত

পিতৃ শুশ্রূষা প্রভৃতি পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মও অনেক অসম্পাদিত রহিয়াছে, তাহা না করিয়া তোমরা কিরূপে গমন করিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিল, পিতঃ! আপনি যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন আমরা তাহার উপায় বিধান করিতেছি। যৎকালে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত মন্ত্রিপরিবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন, তখন আপনি সেই নিষ্পাপ মহীপতির নিকটে গমন করিয়া এই মহার্থ শ্লোকটী শ্রবণ করাইবেন। এই শ্লোক শ্রবণে প্রীত হইয়া রাজা আপনাকে যথেষ্ট ভোগ্যবস্তু ও গ্রাম প্রভৃতি প্রদান করিবেন এমন কি আপনি তাঁহার নিকট যাহা কিছু অভিলাষ করিবেন তৎসমুদায়ই প্রদান করিতে পারেন। অতএব আপনি এক্ষণে যথেপ্সিত প্রদেশে গমন করুন। এই কথা বলিয়া পিতৃদেবের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক ভ্রাতৃচতুষ্টয় প্রস্থান করিলেন, যথাকালে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন।

২৪তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভীষ্ম! মহারাজ বিভ্রাজ ব্রহ্মদত্তের তনয়রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি পরম যোগী তপস্যানুরক্ত হইয়া বিশ্বসেন নামে প্রখ্যাত হইলেন। একদা মহারাজ ব্রহ্মদত্ত পত্নী সহকৃত হইয়া শচীসহচর ভগবান পুরন্দরের ন্যায় প্রীতমনে বনবিহার করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পিপীলিকার শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। মহারাজ প্রাণিমাত্রেরই শব্দ বুঝিতে পারিতেন সুতরাং এক পিপীলিকা তাহার ক্ষুদ্র ভার্য্যার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছে এবং তাহার ভার্য্যাও স্বামীর প্রার্থনায় ক্রুদ্ধ হইয়া যে রূপে চীৎকার করিতেছে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া ও বুঝিতে পারিয়া সহসা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বরবর্ণিনী মহিষীসতি স্বামীর ঈদৃশ অকস্মাৎ হাস্যের কারণ কি, বুঝিতে না পারিয়া আপনাকেই অপয়া মনে করিয়া দুঃখিতা ও লজ্জিত হইলেন এবং তদবধি আহার পরিত্যাগ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তখন রাজা প্রিয়তমার তাদৃশ ভাবান্তর ও ক্ষীণতার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া বিবিধ বিনয় বাক্যে মহিষীকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহিষী এই রূপে প্রসাদমান হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে উপহাস দ্বারা অবজ্ঞা করিয়াছেন অতএব এই অবজ্ঞাত জীবন আমি আর রাখিতে ইচ্ছা করি না। রাজা প্রিয়তমার বাক্য শুনিয়া তদীয় হাস্যের প্রকৃত কারণ জানাইলেন, কিন্তু মহিষী উহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন মানুষের এরূপ শক্তি কদাচ থাকিতে পারে না যে তাহারা পিপীলিকার শব্দ বুঝিতে পারিবে। দেবপ্রসাদ কিম্বা পূর্ব্ব জন্মকৃত সুকৃত, তপোবল অথবা তাদৃশ বিদ্যাব্যতীত কোন মনুষ্য পিপীলিকার শব্দ বুঝিতে পারে? যদি সত্য সত্যই আপনার তাদৃশ সামর্থ্যই থাকে যে আপনি সর্ব্ব প্রাণীর শব্দ বুঝিতে পারেন তবে যে উপায়ে আমি উহা জানিতে পারি ও প্রত্যয় করি তাহার উপায় বিধান করুন নতুবা আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি কখনই এ জীবন রাখিব না। মহিষীর এই পরুষ বাক্য শুনিয়া আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন মনে করিয়া ভক্তিভাবে দেবশ্রেষ্ঠ ভূতভাধন প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। ছয়রাত্রি অনাহারে সমাহিত চিত হইয়া আরাধনা করিলে প্রভু নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। সর্ব্ব ভূতানুকম্পী ভগবান

নারায়ণ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মদত্ত! কল্য প্রভাতে তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে, এই বলিয়া ভগবান সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

এ দিকে সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণচতুষ্টয়ের পিতা পুত্রগণের নিকট হইতে শ্লোক অধিগত হইয়া আপনাকে কৃত কৃত্যের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন আর কি উপায়ে মন্ত্রিসহকৃত রাজাকে উহা শ্রবণ করাইবেন তাহারই অবসর প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। এক্ষণে ঘটনাক্রমে তাঁহার সেই মনোরথ সিদ্ধ হইবার সময় উপস্থিত হইল। রাজা ভগবান্ নারায়ণ হইতে বরলাভ করিয়া জ্ঞানান্তে প্রীত মনে হিরন্ময় রথারোহণে পুর প্রবেশ করিতেছেন, দ্বিজবর কণ্ডরীক্ তাঁহার রথরশ্মি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, বাভ্রব্য চামর ব্যজন করিতেছেন, এই সময়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিসহচারী মহারাজকে পুত্রচতুষ্টয়দত্ত শ্লোক শ্রবণ করাইলেন। শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে-"যাহারা দশার্ণপ্রদেশে সপ্ত ব্যাধরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, যাহারা কালঞ্জর গিরিতে সপ্তমৃগরূপে বিচরণ করে, যাহারা শরদ্বীপে চক্রবাক ও মানস সরোবরে হংস রূপে অবতীর্ণ হয়, যাহারা প্রথমে কুরুক্ষেত্রে বেদপারগ ব্রাহ্মণরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে চারিজন অনেক দূর অগ্রসর হইল। কিন্তু তোমরা এখনও তাহাদিগের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া অবসন্ন হইতেছ।"

শ্লোক শ্রবণমাত্র নরাধিপ ব্রহ্মদত্ত, তাঁহার সচিব পাঞ্চাল ও কণ্ডরীক ইহারা তিন জনেই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন মন্ত্রিদ্বয়ের হস্ত হইতে রথরশ্মি ও ব্যজন স্খলিত হইয়া পড়িল। পৌরজন ও সুহৃদ্ধ তদ্দর্শনে অসুস্থ ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মুহুর্ত্তকাল ঐ অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুর মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের সেই সরোবর ও যোগের কথা স্মরণ হইতে লাগিল তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বিপুল অর্থ ও ভোগ্যবস্তু প্রদানপূর্ব্বক প্রীত করিলেন। অতঃপর রাজা ব্রহ্মদত্ত তদীয় পুত্র বিশ্বকসেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সস্ত্রীক বনগমন করিলেন। অনন্তর দেবলদুহিতা বিদুষী সন্নতি পরম আহ্লাদিত হইয়া যোগার্থ বনপ্রস্থিত রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কামাসক্ত হইয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, আপনার যে পিপীলিকার শব্দজ্ঞতা আছে তাহা আমি জানিলেও ক্রোধ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এই ক্রোধ হইতেই আমরা এক্ষণে সেই অভীপ্সিত পরম গতি লাভ করিতে পারি। যোগধর্ম্ম আপনি এক বারেই বিস্মৃত হইয়া ছিলেন আমি ক্রোব প্রদর্শন দ্বারাই উহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। রাজা মহিষীর এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া যারপর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সেই বনেই দুর্লভ গতি লাভ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কণ্ডরীকও অত্যুত্তম সাংখ্যযোগ আশ্রয় করিয়া স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা পূত ও সিদ্ধ হইয়া যোগগতি লাভ করিলেন। মহাতপা পাঞ্চালও বেদসিদ্ধক্রম আশ্রয় করিয়া কেবল শিক্ষাবলে যোগাচার্য্যগতি ও পরম যশ প্রাপ্ত হইলেন। এই সমুদায় পুরাবৃত্ত আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে গাঙ্গেয়! তুমি ইহা অবহিত হইয়া হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে। অন্য ব্যক্তিও যদি এই মহাত্মাদিগের চরিত হৃদয়ে ধারণ করেন তাঁহাদিগকেও কদাচ তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে না। হে ভারত! এই মহদর্থযুক্ত উপাখ্যান ও মহাত্মাদিগের গতি শ্রবণ করিলে যোগধর্ম্ম আসিয়া হৃদয়ে অনুক্ষণই

স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। ঐরূপ স্ফূর্ত্তিবশতঃ সে কোন না কোন সময়ে শান্তিলাভ করিবে এবং পরিশেষে এই পৃথিবীতে সিদ্ধগণের দুর্লভ যোগগতি লাভ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে ধীমান্ মার্কণ্ডেয় শ্রাদ্ধের ফল উদ্দেশ করিয়া সোমদেবের প্রীতিসাধনার্থ এইরূপ ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান সোমদেবই লোকের পরমারাধ্য। অতএব বৃষ্ণিবংশবর্ণন প্রসঙ্গে সোমদেবের বংশ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।

২৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! পূর্ব্বকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া মানস হইতে ভগবান অত্রিমহর্ষিকে সৃষ্টি করিলেন। ইনিই সোমদেবের পিতা। মহর্ষি অত্রি স্বীয় তনয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রাণীর হিতকামনা করিয়া অবস্থান করিতেন। কথিত আছে ঐ মহাত্মা অত্রি হিংসা বিরত হইয়া মোনাবলম্বনপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু কাষ্ঠকুড্য ও শিলার ন্যায় নিস্পন্দভাবে অনুত্তর নামক অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই তিনসহস্র দিব্য বৎসর এই ভাবে তপস্যা করেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ। যৎকালে এই মহাবল উর্দ্ধবেতাঃ মহর্ষি অত্রি অনিমিষ লোচনে তপস্যা করিতে ছিলেন তৎকালে তাঁহার শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জ নিঃসৃত হইয়া উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইল এবং নেত্রয়দ্ব হইতে অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল, ঐ অশ্রু হইতে দশদিক আলোকময় হইয়া উঠিল। তৎকালে দশদিক দেবীয়া মিলিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ অত্রিনেত্র সমুদ্ভূত তেজঃপুঞ্জ গর্ভস্বরূপে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ প্রখর জ্যোতি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। অনন্তর জগদাহ্লাদিকর তেজোময় গর্ভ সহসা দশদিকদেবীর সহিত সমস্ত জগৎ আলোকময় করিয়া হিমাংশুরূপে ধরাতলে পতিত হইলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা সোমদেবকে ভূপতিত দেখিয়া লোকহিত কামনায় রথোপরি আরোপিত করিলেন। সোমদেব বেদময় ধর্ম্মাত্মা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। আমি শুনিয়াছি সোম দেবের রথ শুভ্রবর্ণ সহস্র ঘোটকে বহন করিয়া থাকে। পরমাত্মারূপী ভগবান সোমদেব পতিত হইলে ব্রহ্মার সপ্তমানস পুত্র, অঙ্গিয়া, পুত্রসহকৃত মহামুনি ভৃগু সামাদি চতুর্ব্বেদদ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া অধিকতর বিবৃদ্ধ জ্যোতিঃ হইয়া ত্রিলোককে জ্যোতির্ম্ময় ও আপ্যায়িত করিলেন। অনন্তর যশোমূর্ত্তি সোমদেব সেই পরম রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া সাগরা পৃথিবীকে একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে হিমাংশু হইতে নিঃসৃত হইয়া যে তেজ পৃথিবীতে পড়িয়াছিল তারাই জ্যোতির্ম্ময়ী ঔষধি সকল উৎপন্ন হয়। ঐ ওষধি দ্বারা নিখিল জগৎ ও চতুর্ব্বিধ প্রজা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে জগতীপতে! ভগবান্ সোমদেবই জগতের পোষণ কর্ত্তা। এই ভগবান সোমদেব লব্ধতেজা হইয়া দশগুণিত দশপদ্ম পরিমিত কাল স্তবাদি দ্বারা তপস্যা করিলেন। যে রজতবার্ণা জলময়ী দেবীসকল এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, সোমদেব স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের নিধস্বরূপ হইলেন। তদ্ব্যতীত বেদবিৎ ব্রহ্মা তাঁহাকে বীজ, ওষধি, বিপ্রবর্গ ও জলরাশির আধিপত্য প্রদান

করিলেন। হে মহারাজ! সোমদেব এইরূপে বিশাল রাজ্যের অধিরাজ পদে অভিষিক্ত হইয়া লোকত্রয় ও গগনাঙ্গণকে আলোকময় করিলেন। প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ নক্ষত্রনামধেয়া ব্রতধারিণী সপ্তবিংশতি কন্যা তাঁহাকে ভার্য্যাত্বে প্রদান করিলেন। অতঃপর সোমদেব অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যাহাতে সহস্রশত গো দক্ষিণ প্রদান করিতে হয়, তাদৃশ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে ভগবান অত্রি হোতা, ভৃগু, অধ্বর্য্যু (ঋকবেদগাতা) হিরণ্যগর্ভ উদগাতা, [সামবেদ পাঠক] হইলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন, প্রভু নারায়ণ, সনৎকুমার প্রভৃতি আদ্য মহর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া স্বয়ং সদস্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! আমি শুনিয়াছি সোমদেব সেই ব্রহ্মর্ষি সদস্যগণকে যজ্ঞের দক্ষিণ স্বরূপ ত্রিলোক দান করিয়াছিলেন। সিনী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, এই নয়দেবী তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদেবর্ষি পূজিত সোমদেব অবভৃথ [যজ্ঞস্নান] প্রাপ্ত হইয়া দশদিক প্রভাময় করিয়া স্থিরভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিসংস্তুত অন্য দুর্লভ প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভে মত্ত হইয়া তাঁহার মতিভ্রম জম্মিল, তখন তিনি অবিনীত হইয়া উঠিলেন, একদা তিনি অঙ্গিরা তনয়গণকে অবমাননা করিয়া বৃহস্পতিভার্য্যা যশস্বিনী তাহাকে অপহরণ করেন। এই ঘটনা শ্রবণে সমস্ত ঋষিগণের সহিত দেব আসিয়া তারাকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলো, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সোমদেব কিছুতেই উহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শুক্রাচার্য্য ইহার পার্ষ্ণিগ্রাহী হইলেন। মহাতেজা রুদ্র পূর্ব্বে বৃহস্পতি পিতা অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন, তিনিও গুরুপুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মহাত্মা, রুদ্রদেব অক্ষশিরনামক যে পরমাস্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং যদ্দ্বারা দৈত্যগণের যশোরশি একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতি তীষণ আজগব শরাসন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এই দেব দানব সমরে প্রভূত লোককক্ষ হইতে লাগিল। তখন তুষিত নামক সুশীল দেবগণ দেবাদিদেব সনাতন ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় লোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুক্রাচার্য্যও শঙ্কর রুদ্রদেবকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত করিলেন এবং তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া কহিলেন তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্য জনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না, তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভপুত্র দস্যুহন্তমধ্যে প্রসব করি শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যঃ প্রসূত কুমার শরস্তম্বে পতিত হইয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহার শরীর কান্তিতে দেবশরীরকেও তিরস্কার করিতে লাগিল। অনন্তর প্রধান প্রধান দেবগণ সংশয়পন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? তারা দেবগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন সেই অচিরজাত দস্যুহন্তম স্বীয় জননী তারাকে সাপপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়া সংশয় নিরাসার্থ স্বয়ং পুনবার তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, তারে! তুমি সত্য করিয়া বল এই পুত্র কাহার? তখন তারা কৃতাঞ্জলিপুটে বরদাতা বিধাতাকে মৃদুবচনে কহিলেন, এই মাহাত্মা কুমার দস্যুহন্তম ভগবান্ সোমদেবের তনয়।

এইকথা শ্রবণমাত্র প্রজাপতি সোমদেব স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং মস্তক আগ্রাণ করিয়া তাহার নাম বুধ রাখিনেন। এই বুধ গগনাঙ্গণে অদ্যাপি চন্দ্রের প্রতিকূলদিকে উদিত হইয়া থাকেন। বুধ রাজপুত্রী ইলার গর্তে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাহার নাম পুরুরবা। মহারাজ পুরুরবার উর্ব্বশীর গর্ভে সপ্ত পুত্র জন্মে।

অনন্তর সোমদেব সহসা রাজযক্ষ্মা রেগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণমশুল হইতে লাগিলেন। তখন তিনি উহার প্রশমনার্থ স্বীয় পিতা ভগবান্ অত্রির শরণাপন্ন হইলেন। মহাতপা অত্রি তাহার পাপ শান্তি করিলেন। এইরূপে রাজযাক্ষ্মা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমগুল হইয়া উঠিলেন। এই কীর্ত্তিবর্দ্ধন সোমদেবের জন্মবৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহারাজ! সোমদেবের জন্মবৃত্তান্ত এবং করিলে প্রশংসা আরোগ্য দীর্ঘায়ু ও পুণ্যলাভ হয়। অবশেষে পাপ বিমুক্ত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

২৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! বুধের পুত্র পুরুরবা বিদ্বান্, তেজস্বী, অতিবদান্য, যাগশীল, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রম এবং শত্রুকর্ত্তৃক অপরাজেয় ছিলেন। এই মহীপতি যথাসময়ে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন এবং অদ্যতিরিক্ত অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতেন। কদাচ মিথ্যা কথা বলিতেন না, পুণ্যকার্য্যে ইহাঁর বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল, এই কান্তমূর্ত্তি মহারাজ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ফলতঃ তৎকালে ত্রিলোক মধ্যে তাহার তুল্য যশস্বী রাজা আর দ্বিতীয় ছিলেন না। যশস্বিনী উর্ব্বশী তাঁহার গুণগ্রামের পক্ষপাতী হইয়া আত্মাভিমান পরিহারপূর্ব্বক, ব্রহ্মবাদী, ক্ষমাশীল ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী সেই মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ উর্ব্বশী সহচারী হইয়া দেবসেবিত বিবিধ রমণীয় বনে এবং মহর্ষিগণপ্রশংসিত নানা পুণ্যতম প্রদেশে পরমহ্লাদ সহকারে বহুকাল পর্য্যটন করেন। রমণীয় চৈত্ররথ নামক বনভাগে পাঁচ বৎসর, মন্দাকিনী তীরে ছয় বৎসর, অলকানগরীস্থ নন্দনবনে সাত বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়া অবশেষে অভীষ্ট ফলপ্রদবর্ব্বক্ষস্বরূপ উত্তর প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আট বৎসর অতিবাহিত করেন। অনস্তর গন্ধমাদন পর্ব্বতের পাদদেশে দশ বৎসর বিহার করিয়া উত্তর মেরুশৃঙ্গে উপস্থিত হন, তথায় মনের সুখে উর্ব্বশীকে লইয়া আট বৎসর বাস করিলেন। অনন্তর প্রয়াগে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। রাজার দেবতনয় সদৃশ সাত পুত্র হয়। পুত্রগণ স্বর্গে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। ঐ সমুদায় মহাত্মা উর্ব্বশী পুত্রের নাম আয়ু, ধীমান —অমাবসু, বিশ্বায়ুঃ, ধর্ম্মাত্মা শ্রুতায়ুঃ, দৃঢ়ায়ু, বনায়ুঃ ও শতায়ুঃ।

জনমেজয় কহিলেন, হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! গন্ধর্ব্বপত্নী উর্ব্বশী দেবী হইয়া দেবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিজন্য মনুষ্য রাজা পুরুরবাকে পতিত্বে ভজনা করিলেন, তাহা আমাকে বলুন।

বৈশপায়ন কহিলেন, মহারাজ! উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হন। তখন তিনি মহারাজ পুররবা সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার পত্নীত্ব, স্বীকার করিয়া শাপ মোচনার্থ কহিলেন, রাজন! যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি আপনাকে নগ্ন দেখিব না, যাবৎ অকামা পত্নীতে

আপনি সঙ্গত হইবেন না, ইহা ভিন্ন আমার শয্যা সমীপে দুইটা মেষ চিরদিনের জন্য যাবৎ বন্ধ থাকিবে এবং আপনি যৎকাল পর্য্যন্ত এক সন্ধ্যা ঘৃতমাত্র আহার করিবেন, ততদিন আমি ভার্য্যাভাবে আপনার গৃহে বাস করিব অতএব আপনি দৃঢ়তার সহিত এই নিয়ম প্রতিপালন করুন, ইহার অন্যথা হইলে আমার শাপ মোচন হইবে,সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমি অন্তর্হিত হইব আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া সেই সমুদায় নিয়ম সম্যকরূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীও প্রীত মনে তাঁহার আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে শাপ মোহিত হইয়া সেই উর্ব্বশী একোনষষ্টি বৎসরকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। এদিকে মানুষ অবস্থায় উর্ব্বশী পৃথিবীতে বহুকাল যাপন করিতেছেন স্মরণ হওয়াতে গন্ধর্ব্বগণ নিতান্ত চিন্তান্বিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন।

হে মহাতাগগণ! সেই বরাঙ্গনা, মহাভাগা স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ উর্ব্বশী যাহাতে পুনরায় স্বর্গে আগমন করেন এবং দেবগণের সেবায় নিযুক্ত হন তাহার চিন্তা করুন। এই প্রস্তাবের পর বিশ্বাবসু নামা গন্ধর্ব্ব বাকপটুতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি শুনিয়াছ, উর্ব্বশী কতিপয় নিয়ম বন্ধনে রাজাকে বন্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন সেই নিয়মের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আসিতে পারিবেন, সেই নিয়মও আমার অপরিজ্ঞাত নহে, সমস্তই শুনিয়াছি অতএব আপনাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি সসহায় হইয়া তথায় গমন করিতেছি, এই কথা বলিয়া মহাযশাঃ বিশ্বাবসু প্রয়াগে গমন করিলেন, রাত্রিযোগে রাজার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ পুর্ব্বক শয্যাসমীপদ্ধ একটা মেষ অপহরণ করিলেন। চারুহাসিনী উর্ব্বশী পুত্র নির্ব্বিশেষে মেষদ্বয়কে প্রতিপালন করতেন। এক্ষণে তাহার অন্যতর মেষ অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া গন্ধর্ব্বের আগমন এবং নিজের শাপাবসান সময় বুঝিতে পারিয়া রাজাকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র মেষকে কে অপহরণ করিল। রাজা তৎকালে নগ্নাবস্থায় শয়ন করিয়া ছিলেন, এ অবস্থায় গাত্রোত্থান করিলে পাছে প্রিয়তমা তাঁহাকে তাদৃশ উলঙ্গ দেখিয়া নিয়ম ভঙ্গ বোধে পরিত্যাগ করেন, এই শঙ্কায় উঠিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎকাল পরেই দ্বিতীয় মেষটাও অপহৃত হইল। তখন দেবী উর্ব্বশী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, রাজন! নিতান্ত অনাথার ন্যায় আমার দ্বিতীয় পুত্রও কে অপহরণ করিল, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নগ্নবস্থাতেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মেষাপহারীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে সমস্ত রাজভবন প্রদীপ্ত করিতে লাগিলেন সুতরাং নৃপতিকে নগ্ন দেখিয়া কামরূপা অপ্সরা উর্ব্বশী অন্তর্হিত হইলেন। উর্ব্বশীকে অন্তর্হিত দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ মেষদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। রাজাও মেষদ্বয়কে পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু প্রিয়তমা উর্ব্বশীকে আর দেখিতে পাইলেন না। বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারই দোষে হৃদয়হারিণীকে হারাইলেন, তখন নিতান্ত শোকাকুল ও দুঃখে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবল পরাক্রান্ত পৃথিবীপতি পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় প্লক্ষ তীর্থে হৈমবতীনাম্নী পুষ্করিণীতে সুন্দরী উর্ব্বশী অবগাহন করিতেছেন এবং অন্যান্য পাঁচটী

অপ্সরার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। দেখিবা মাত্র শোকে ও দুঃখে অধীর হইয়া বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন, উর্ব্বশীও দূর হইতে মহারাজকে দেখিতে পাইয়া সহচরী সখীগণকে কহিলেন, দেখ, সখীগণ; আমি যাঁহার ভবনে এত কাল বাস করিয়াছি সেই মহাপুরুষ ঐ আসিতেছেন; এইকথা বলিয়া মহারাজকে দেখাইলেন। হে নরাধিপ! তাঁহারা সকলে নৃপতিকে দেখিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন সখি! ইহাকে দেখিয়া ইচ্ছা হইতেছে আমরাও মানব জন্ম গ্রহণ করি। সখি! তুমি ইহাঁর বাক্য শুনিয়া ইহাঁর মনের প্রসন্নতা সম্পাদন কর। অতঃপর উর্ব্বশী ইলা নন্দন মহারাজ পুরুরবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিভো! আমি তোমাকর্ত্তৃক গর্ভধারণ করিয়াছি অতএব সংবৎসরান্তে কতিপয় কুমার ভূমিষ্ঠ হইবে। এই সন্তানগুলি প্রসূত হইলে আমি তোমার ভবনে পুনরায় এক রাত্রি যাপন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই, এক্ষণে আপনি যথেচ্ছ প্রদেশে গমন করুন। অনন্তর মহাযশাঃ নরপতি উর্ব্বশী বাক্যে হৃষ্ট হইয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। সংবৎসর কাল অতীত হইলে উর্ব্বশী পুনরায় রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মহারাজ তাঁহার সহবাসে এক রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর উর্ব্বশী নৃপতিকে কহিলেন, রাজন্ গন্ধর্ব্বগণ আপনাকে বর দান করিবেন, অতএব তাঁহাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করুন এবং মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণের সহিত তুল্যতা প্রাপ্তির জন্যও প্রার্থনা করুন। মহারাজ উর্ব্বশীর বাক্যানুসারে অভীপিত বর প্রার্থনা করিলেন, গন্ধর্ব্বগণও তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ একটী স্থালী অগ্নিপূর্ণ করিয়া রাজাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি এই অগ্নি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে আমাদের সালোক্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রাজা সেই অগ্নি ও উর্ব্বশী গর্ভসম্ভূত পুত্রগণকে লইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, গমনকালে ঐ অগ্নিকে অরণ্যমধ্যে রক্ষা করিয়া পুত্রগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে গমন করেন। পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া অগ্নিসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় আর অগ্নি নাই একমাত্র অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার দেখিতে পাইলেন ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষ শমীরূপে পরিণত হইল। এই ব্যাপার অবলোকনে রাজা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া অগ্নিনাশের কথা যথাযথ বর্ণন করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বগণ তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া অরণী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। রাজাও তাঁহাদের আদেশানুসারে একটী অরণী নির্ম্মাণ করিয়া তদ্বারা ঐ বৃক্ষ হইতে অগ্নিমন্থনপূর্ব্বক উহাকে ত্রিধাবিভক্ত করিয়া যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। এই যজ্ঞে মহারাজ গন্ধর্ব্বগণের সালোক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে একমাত্র অগ্নিছিল গন্ধর্ব্বগণের বরপ্রসাদে মহারাজ ইলানন্দন তাহাকে ত্রিধাবিভক্ত করেন।

হে পুরুষোত্তম! এইরূপে মহাপ্রভাবশালী হইয়া রাজা পুরুরবা মহর্ষি সেবিত পবিত্র প্রয়াগ নগরীতে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নগর জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহার অপরনাম প্রতিষ্ঠান।

২৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উৰ্ব্বশী গর্ভে মহাত্মা পুরুরবার দেবকুমার তুল্য সাতপুত্র জন্মে। ইহারা ধীমান্ আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, ধর্ম্মাত্মা শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু বনায়ু ও শতায়ু এই সাত নামে বিখ্যাত ছিল। স্বর্গে ইহাদের জন্ম হয়, অমাবসুর পুত্র ভীম ও রাজা নগ্নজিৎ। শ্রীমান্ ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভ, ইনি সর্ব্বশাস্ত্র পারদশী রাজা ছিলেন, তৎপুত্র মহাবল সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র জহ্নু; ইনি কেশিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ জহ্নু, সর্ব্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ আহরণ করেন, ইহাকে পতিলাভ করিবার জন্য গঙ্গা স্বয়ং অভিসার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তাঁহার সমস্ত সভাস্থল জলপ্লাবিত করেন। তদ্দর্শনে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে কহিলেন, গঙ্গে! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ এখনই তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইবে, আমি এই জলরাশি পান করিয়া তোমার চেষ্টা বিফল করিয়া দিব, এই কথা বলিয়া গর্ব্বিতা গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। তখন মহর্ষিগণ রাজর্ষিপীত গঙ্গাকে জাহ্নবীনামে কল্পনা করিলেন। জহ্নু যুবনাশ্বের দুহিতা কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। এই অনিন্দিতা সবিদরা জহ্নু, ভার্য্যা কাবেরী যুবনাশ্ব শাপে গঙ্গার শরীরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। কাবেরী গর্ভে জহ্নুর সুনহ নামা এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। তৎপুত্র অজক অজকের পুত্র, মহীপতি বলাকাশ্ব তৎপুত্র কুশ, ইনি অতিশয় মৃগয়াশীল ছিলেন। কুশের কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ভ ও মুর্ত্তিমান এই দেবতুল্য তেজস্বী চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশিক বনেচর পহ্নবগণের সহিত প্রবৃদ্ধ হইয়া ইন্দ্র সদৃশ পুত্র লাভের বাসনায় অতি মহৎ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সেই অতি কঠোর তপশ্চরণ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া স্বয়ংই অংশরূপে তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। কুশিক পত্নী পৌরকুৎসীর গর্ভে ভগবান্ মঘবা স্বয়ং কুশিকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার নাম গাধি, মহারাজ গাধির পরমাসুন্দরী ভাগ্যবতী সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা হয়। গাধি তদীয় কন্যা ভৃগুপুত্র ঋচীককে প্রদান করেন। ঋচীক ভার্য্যার প্রতি প্রীত হইয়া আপনার ও মহারাজ গাধির পুত্র কামনা করিয়া চরু প্রস্তুত করিলেন এবং তদীয় ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কল্যাণি! তুমি এই চরু ভোজন কর এবং অপর ভাগ তোমার মাতাকে প্রদান করিবে, এই চরু ভোজনে তোমার মাতার ক্ষত্রিয় প্রধান অতি তেজস্বী এক পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র সমস্ত অরিমণ্ডলকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে অথচ সে সকলের অজেয়। তোমার দ্বিজ শ্রেষ্ঠ শমগুণালম্বী ধৈর্য্যশালী এক মহাতপা পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। ভৃগুনন্দন মহর্ষি খাচীক ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া নিত্য তপস্যা অরণ্য প্রবেশ করিলেন। গাধি ও তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে কন্যাকে দেখিবার জন্যি ঋচীকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সত্যবতী ঋষিপ্রদত্ত চরু গ্রহণ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধ বশতঃ মাতা উহার ব্যতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং স্বকীয় চরু দুহিতাকে প্রদান করেন, দুহিতার চরু স্বয়ং উপযোগ করিলেন। অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়ান্তকর গর্ভ ধারণ করিলেন, তখন শরীরকান্তিতে ঐ গর্ভ ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল, তদ্দর্শনে মহাত্মা ঋচীক যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া বরবর্ণিনী ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! চরুর বিপর্য্যয়হেতু

তুমি তোমার মাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার গর্ভে অতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র প্রকৃতি এক পুত্র জন্মিবে। তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মপরায়ণ তপস্যানুরক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। কারণ, আমি উহাতে সমস্ত বেদ নিহিত করিয়াছি।

ভাগ্যবতী সত্যবতী স্বামীর বাক্য শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় হইলেন এবং বিবিধ অনুনয়-বিনয় দ্বারা স্বামীকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, প্রভো! যাহাতে আপনা হইতে আমার ঐরূপ দুরাত্মা ব্রাহ্মণ পুত্র না হয় তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। মুনি কহিলেন ভদ্রে! তোমার একটী দুবৃত্ত সন্তান হইবে ইহা আমার কদাচ অভিপ্রেত নহে কিন্তু মাতা পিতার দোষেই তাদৃশ উগ্রকর্ম্মা পুত্র হয়, তোমারই অপরাধে এরূপ ঘটনা হইয়াছে। সুতরাং যাহা হইয়াছে তাহার আর অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কথা শুনিয়া দেবী সত্যবতী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, দেব! আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোক সৃষ্ট করিতে সমর্থ, এসামান্য বিষয়ের কথা আর কি বলিব অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমগুণাবলম্বী আর্জ্জব স্বভাব সম্পন্ন একটী পুত্র প্রদান করুন। হে ভগবন্! যদি নিতান্তই আপনার! অভিলষিত হয় যে, আপনি উহা অন্যথা করিবেন না তবে যেন আমাদের পৌত্র ঐরূপ গুণশালী হয়, পুত্র নহে। ঋষি দেবীবাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বরবর্ণিনি পুত্র ও পৌত্রে আমার কিছুই বিশেষ নাই অতএব তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই হইবে।

অনন্তর সত্যবতীর গর্ভে ভৃগুবংশাবতংস জমদগ্নির জন্ম হইল। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তপোনিষ্ঠ দান্ত ও শমপর হইয়া স্বীয়কুল সমুজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে রুদ্র ও বিষ্ণুর অংশগত চরুর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল এক্ষণে মহামুনি ঋচীক দেব যজনাদি দ্বারা তাহার সংশোধন করায় বৈষ্ণবাংশেই জমদগ্নির জন্ম হইল। সেই সত্য ধর্ম্মপরায়ণা সত্যবতী এই মহানদী রূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে কৌশিকী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহারাজ! ইক্ষ্বাকু বংশে-রেণু নামে এক নরপতি ছিলেন, তাহার কন্যা কামলী ইহার অপর নাম রেণুকা জমদগ্নি ঐ কামলীর গর্ভে তপোবলসম্পন্ন বিদ্বান এক পুত্র উৎপাদন করেন। ইনি সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ, বিশেষতঃ ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ছিলেন, ক্ষত্রিয়ারণ্যে প্রদীপ্ত দাবানলস্বরূপ রাম নামে বিখ্যাত হন। অতঃপর সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি ঋচীকের অপর দুই পুত্র জন্মে মধ্যমের নাম শুনঃশেফ, কনিষ্ঠের নাম শুনঃপুচ্ছ।

এদিকে কুশিকনন্দন গাধির বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র জন্মে, বিশ্বামিত্র তপস্যা, বিদ্যা ও শমগুণ দ্বারা ব্রহ্মর্ষি সমতা লাভ করিয়া অবশেষে সপ্তর্ষিমধ্যে গণনীয় হইলেন। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রের অপর নাম বিশ্বরথ। এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি ত্রিলোক বিখ্যাত যে সকল পুত্র জন্মে তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শালাবতীর গর্ভে দেবশ্রবা, কতি ও হিরণ্যাক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। কতি হইতে কাত্যায়ন বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, রেণু হইতে রেণুমান্ নামে একপুত্র জন্মে। এতদ্ভিন্ন সাঙ্কতি গালব, মুদ্‌গল, মধুচ্ছন্দ,জয়, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপও হারিত ইহারাও বিশ্বামিত্রের তনয়। এই সকল পুত্রদ্বারাই মহাত্মা কুশিকের বংশ বিশেষ বিখ্যাত। পানিন্ বভ্রু ধ্যানজপ্য পার্থিব, দেবরাত, শালস্কায়ন, বাস্কল, লোহিত, অদৃত, কারীষি, সৌশ্রুত, কৌশিক সৈন্ধবায়ন, দেবল, বেণু যাজ্ঞবল্ক্য অঘমর্ষণ, ঔডুম্বর অভিগ্লাত তারকায়ন, চুঞ্চুল ইহারাও বিশ্বামিত্রের বংশ। ইহারা শালাবতী, হিরণ্যাক্ষ সাঙ্কৃতি ও গালবের সন্তান। এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের আর দুই বংশধর

ছিল তাহাদের নাম নারায়ণি ও নর। হে মহারাজ! এই বংশে বহুঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুবংশীয় মহাত্মাদিগের সহিত কুশিক বংশীয় ব্রহ্মর্ষিদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। এই জন্যই এই উভয় বংশ হইতে ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধ চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বামিত্রের পুত্রদিগের মধ্যে শুনঃশেফ সকলের অগ্রজ, এই মুনিসত্তম শুনঃশেফ ভার্গব হইলেও কৌশিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি হরিদশ্বের যজ্ঞে পশুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণ ইহাকে পুনরায় বিশ্বামিত্র হস্তে প্রত্যর্পণ করেন সেই জন্য ইহার নাম দেবরাত হইয়াছে। দেবরাতাদি সাত জন এবং দৃষদ্বতীর পুত্র ইহারা সকলেই বিশ্বামিত্রের পুত্র। অষ্টকের পুত্র লৌহি, ইহাঁরাই জহ্নুগণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

ইহার পর আয়ুর বংশ পরম্পরা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

২৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! আয়ুর পাঁচ পুত্র, ইহারা সকলেই মহারথ ও ঘোরতর যোদ্ধা ছিলেন। রাহু দুহিতা প্রভার গর্ভে ইহাদের জন্ম হয়। ত্রিলোক বিখ্যাত এই পুত্রগণের মধ্যে প্রথমে নহুষ অনন্তর বৃদ্ধ শর্ম্মা অতঃপর যথাক্রমে রম্ভ রজি ও অনেনা এই পাঁচ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রজির পাঁচ শত পুত্র হয়। ইহারা ভগ বান্ ইন্দ্রের ত্রাসোৎপাদন করিয়া রাজেয় নামে। অভিহিত হইয়াছিলেন। একদা দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইহারা উভয়দলেই পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদের উভয় দলের মধ্যে কাহারা যুদ্ধে জয় লাভ করিবে, আপনি বলুন। হে ভূতেশ! আমরা আপনার বাক্যশুনিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে পক্ষে অতি প্রভাবশালী মহারাজ রজি অস্ত্রধারী হইয়া সমর ভূমিতে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইবেন তাহারাই জয়লাভ করিবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে পক্ষে রজি সেই পক্ষেই ধৃতি, ধৈর্য্য শালী লোকই শ্রীকে লাভ করে। যাহাদের স্মৃতি ও শ্রী এই উভয়ই আছে সেই স্থানেই ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। দেবাদিদেব ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদানবগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া জয়াভিলাষী উভয় দলেই নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ রজির সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই স্বর্ভাণু দৌহিত্র প্রভানন্দন পরমতেজস্বী সোম বংশ বিবর্দ্ধন রাজাকে যুদ্ধে বরণ করিবার অভি প্রায়ে কহিতে লাগিলেন আপনি আমাদের জয়ের নিমিত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণ করুন। অনন্তর অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ রজি স্বীয় স্বার্থ ও যশকে লক্ষ্য করিয়া সেই দেবদানবগণকে কহিলেন।

প্রথমতঃ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাসব! যদি আমি বীর্য্যবলে সমুদায় দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারি তবে আমিই ইন্দ্র হইব ইহা তোমার অনুমোদিত হইলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। দেবগণ সেই বাক্য শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই সম্পন্ন হইবে, তখন নৃপতি রজি অসুরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ যাহাতে সম্মত হইলেন, তোমরাও যদি উহাতে সম্মত হও তবে বল

আমি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই। দানবগণ স্বভাবতঃই দর্পিত তাহাতে আবার উহাদের স্বার্থ বুদ্ধিও বিলক্ষণ বলবর্ত্তী, সুতরাং সাহঙ্কার বাক্যে নৃপতিকে কহিল, রাজন্! আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ আমরা তাঁহাকে লইয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিব আপনি দেবগণেরই পক্ষাবলম্বন করুন। রাজাও তথাস্তু বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। তখন দেবগণ রাজাকে পুনর্ব্বার কহিলেন আপনি দৈত্যগণকে জয় করিয়া আমাদিগের ইন্দ্র হইবেন।

অনন্তর মহারাজ রজি বজ্রপাণি দেবরাজের অবধ্য সমুদায় দানবগণকে সমরে পরাভূত ও নিহত করিলেন। এইরূপে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীমান্ জিতেন্দ্রিয় প্রভু রজি দেবগণের অপহৃত শ্রী পুনরুদ্ধার করিলেন। অনন্তর শতক্রতু দেবগণের সহিত সেই মহাবীর্য্য রজির সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তাত! আপনি সমুদায় দেবগণের ইন্দ্র তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। আমি আপনার পুত্র, আমি কর্ম্ম দ্বারা আপনারই পুত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিব। ইন্দ্রের ঈদৃশ প্ররোচন বাক্যে মুগ্ধ ও প্রতারিত হইয়া মহারাজ রজি প্রীতমনে তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র বাক্যের প্রত্যুত্তর করিলেন। অনন্তর কালক্রমে সেই দেব সদৃশ মহীপতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুত্রগণ সমবেত হইয়া ইন্দ্র হইতে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য বলিয়া সমুদায় স্বর্গ অধিকার করিল। তাহারা পঞ্চশত ভ্রাতা, সুতরাং স্বর্গও পঞ্চশত ভাগে বিভক্ত করিয়া লইল। দেবরাজ এইরূপে হৃত রাজ্য ও যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বহু কাল অতীত হইলে মহাবল সুরগুরু বৃহস্পতি সমীপে উপস্থিত হইয়া আত্মবৃতান্ত নিবেদন করিলেন।

কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! রজির পুত্রগণ আমার রাজ্য, ভোজ্য, তেজ এমনি কি মন পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছে সুতরাং দুর্ব্বল কৃশ ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি এক্ষণে আমার নিমিত্ত বদরীমাত্র পুরোডাস্ [ভক্ষ্য] বিধান করুন তাহা হইলেও আমি কঞ্চিৎ সবল হইতে পারি।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে শত্রু! তুমি এ সমুদায় বৃত্তান্ত আমাকে পূর্ব্বে জানাও নাই, হে অনঘ! তুমি আমাকে পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত করিলে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ আমার অকরণীয় কিছুই থাকিত না। যাহা হউক এক্ষণে তোমার মঙ্গলার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব তাহার আর সংশয় নাই। বৎস! তোমার মন নিতান্ত বিক্লব দেখিতেছি এখন হইতে উহাকে প্রকৃতিস্থ কর আর তুমি বিমনা হইয়া থাকিবে না। আমি অচিরকালের মধ্যে তোমার রাজ্য ও যজ্ঞভাগ প্রদান করিব, এই কথা বলিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি দৈত্যগণের তেজ হ্রাস করিবার এমন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন যে তারা আপনা হইতেই দানবগণ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া সমস্ত সম্পদ হারাইল। এ দিকে দেবযজনাদি শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতি উহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত এক নাস্তিকবাদ শাস্ত্রের রচনা করিলেন। উহাতে সনাতন ধর্ম্মের উল্লেখ মাত্রও নাই প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি উহার বিদ্বেষেই পরিপূর্ণ। উহাতে তর্ক শাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল সুতরাং দুর্ব্বৃত্ত রজিপুত্রগণের একান্ত রুচিকর হইয়া উঠিল। কথাপ্রসঙ্গে যদি কখন ধর্ম্ম প্রধান শাস্ত্রের কথা উত্থাপিত হইত তাহা তাহাদের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইতে লাগিল। লঘুচেতা রাজেয়গণ বৃহস্পতিকৃত এই নূতন তর্ক প্রধান শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া ঘোর ধর্ম্মদ্বেষ্টা হইয়া উঠিল। তখন তাহারা ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল এবং ঐ সকল মতই

অতীব স্পৃহণীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এইরূপে অধর্ম্মরত হইয়া পাপিষ্ঠগণ সকলেই একবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রও দেবগুরু প্রসাদে দুর্লভ ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন।

রজি নন্দনগণ বৃহস্পতি প্রণীত শাস্ত্র বলে নিতান্ত সংমূঢ়চেতা হইয়া রাগোম্মত্ত, বিধর্ম্মী, ব্রহ্মবিদ্বেষী হইয়া হত বীর্য্য ও নষ্ট পরাক্রম হইয়াছিল সেইজন্য দেবরাজ কাম ক্রোধপরায়ণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া স্বীয় সুরৈশ্বর্য্যরূপ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! যিনি এই ইন্দ্রদেবের স্থানচ্যুতি ও পুনরায় তাঁহার স্বস্থান প্রাপ্তির কথা শ্রবণ বা ধারণ করেন তাহাকে আর কোন রূপ দৌরাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে হয় না।

২৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! রম্ভ অনপত্য ছিলেন। এক্ষণে আমি অনেনার বংশকীর্ত্তন করিব। অনেনার পুত্র মহাযশা রাজা প্রতিক্ষণ। প্রতিক্ষণের শৃঞ্জয় নামা ত্রিলোক বিখ্যাত এক পুত্র জন্মে। সৃঞ্জয়ের পুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়। বিজয়ের পুত্র কৃতি, তৎপুত্র হর্য্যত্বত্-হর্য্যত্বতের পুত্র প্রতাপশালী রাজা সহদেব, সহদেবের নদীন নামে ধর্ম্মাত্মা এক পুত্র জন্মে। নদীন নন্দন জয়ৎসেন, জয়ৎসেনের পুত্র সঙ্কৃতি। সঙ্কৃতির পুত্র ধার্ম্মিকবর মহা যশস্বী ক্ষত্রধর্ম্মা। ইহারাই অনেনার বংশ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন। ক্ষত্র বৃদ্ধের পুত্র মহাযশাঃ শুনহোত্র। সুনহোত্রের পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে প্রথম পুত্রের নাম কাশ দ্বিতীয় পুত্রের নাম শল তৃতীয় প্রভু গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র সুনক, সুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতেই বিভক্ত হইয়াছিল। শলের পূত্র আর্ষ্টিসেন, তৎপুত্র কাশ্য। কাশ্যের পুভ্র কশ্যপ ও দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার পুত্র ধন্ব, তৎপুত্র ধন্বন্তরি, ধম্ব বহুকাল তপস্যা করিয়া অবশেষে এই পুত্র লাভ করেন। দেব ধন্বন্তরি মনুষ্য রূপে মর্ত্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করেন।

জনমেজয় কহিলেন। মহাত্মন্! দেব ধন্বন্তরি কি জন্য ইহলোকে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইলেন, আমি জানিতে অভিলাষ করি আপনি উহা যথা যথ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! ধন্বন্তরির জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে অমৃত মন্থন সময়ে সমুদ্র হইতে ইনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উত্থানকালে ইহার তেজঃপুঞ্জে দিক্ সমুদয় বিভাসিত হইতে লাগিল। তখন ইনি সিদ্ধিকার্য্যোদ্দেশে ধ্যানপরায়ণ ছিলেন সম্মুখে ভগবান বিষ্ণুকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎকালে বিষ্ণু তাঁহাকে অজ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এই জন্যই তিনি অজ বলিয়া বিখ্যাত হন। অজ বিষ্ণুকে কহিলেন প্রভো! আপনি লোকনাথদিগেরও ঈশ্বর জগতের বিধাতা। আমি আপনার পুত্র আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাগ কল্পনা ও স্থান নির্দ্দেশ করুন। বিষ্ণু কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে যজ্ঞীয়দেবগণই যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন আর মহর্ষিগণ দেবগণমধ্যে সেই বিধিহোত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি তোমার জন্য হোমভাগ বিধান করিতে

আমার শক্তি নাই। তুমি এজন্মে দেবতাদিগের পুত্র হইয়াছ, দ্বিতীয় জন্মে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবে। গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধি হইবে। বৎস! তুমি সেই শরীর দ্বারাই দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। তখন দ্বিজাতি বর্গ চরু, মন্ত্র, ব্রত ও জপাদি দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিবেন। তুমিই আয়ুর্ব্বেদ আটভাগে বিভক্ত করিবে। এই সকল অবশ্যম্ভাবী বিষয় অজযোনি ব্রহ্মা পূর্ব্বেই জানিয়া রাখিয়াছেন। অতএব দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে তোমার পুনরুদ্ভব হইবে তাহার আর সংশয় নাই। ভগবান বিষ্ণু তাহাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে সুনহোত্র বংশাবতংস কাশীরাজ ধন্ব পুত্রকামনা করিয়া দীর্ঘকাল অতি মহৎ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে উপাস্য দেবতা আমায় পুত্র প্রদান করিবেন তিনিই যেন আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই অভিপ্রায়ে কাশীরাজ অজ দেবের আরাধনা করেন। অনন্তর ভগবান্ অজ তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নৃপতিকে কহিলেন হে সুব্রত! তোমার যে বর অভিলষিত হয় প্রার্থনা কর আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।

রাজা কহিলেন, ভগবন। যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আপনিই আমার কীর্ত্তিমান পুত্র হউন। অজদেব তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দেব ধন্বন্তরি ধন্বের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বরোগ প্রণাশন মহারাজ কাশীরাজ নামে অভিহিত হইলেন। ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনির নিকট অধিগত হইয়া আয়ুর্ব্বেদকে ভিষক্ ক্রিয়ার সহিত অষ্টধা বিভক্ত করেন। ঐ বিভক্ত ধনুর্ব্বেদে শিষ্যগণকে শিক্ষাদেন। ধন্বন্তরির তনয় কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র মহাবীর ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র প্রজানাথ দিবোদাস। এই ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। ইহার আধিপত্য সময়ে ক্ষেমক নামা রাক্ষস ঐ পুরী একবারে শূন্য করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। মতিমানমহাত্মা নিকুম্ভের শাপে বারাণসী নগরী সহস্র বৎসর কাল শূন্য হইয়াছিল। বারাণসী এইরূপে অভিশপ্ত হইবা মাত্র প্রজানাথ দিবোদাস রাজ্য প্রান্তে গোমতী তীরে এক রমণীয় নগর স্থাপন করেন। পূর্ব্বে বারাণসী ভদ্রশ্রেণ্যনামা কোন মহীপতির অধিকৃত ছিল ঐ ভদ্রশ্রেণ্যের একশত পুত্র। তাহারা সকলেই অসাধারণ ধনুর্দ্ধারী। বলীয়ান নৃপতি দিবোদাস ঐ পুত্রশতকে সমরে নিহত করিয়া তাহার সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! নিকুম্ভ কি জন্য বারাণসীকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন। আমার বোধ হইতেছে নিকুম্ভ সামান্য প্রভাবশালী নহে, যিনি তাদৃশ সিদ্ধিক্ষেত্রকে শাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর ঐ নিকুম্ভই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! পৃথিবীপতি রাজর্ষি দিবোদাস মহাসমৃদ্ধিশালী বারাণসী নগরী প্রাপ্ত হইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাদেব দারপরিগ্রহ করিয়া দেবীর প্রীতি সম্পাদনার্থ শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মহাদেবের আজ্ঞানুসারে অভিরূপ পারিষদগণ বিবিধ উপায়ে ভগবতী পার্ব্বতীর প্রীতিসাধন করিতে লাগিল, পার্ব্বতী যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার জননী মেনকা কিছুমাত্র আহ্লাদিত হইতেন না, বরং অনেকবার তাঁহাদের উভয়েরই নিন্দাবাদ করিতেন, কহিতেন, পার্ব্বতি! তোমার স্বামী পারিষদগণের সহিত নিতান্ত আচার ভ্রষ্ট, এবং দরিদ্র, শীলতা

তাহার কিছুমাত্র নাই। মাতাকর্ত্তৃক স্বামীর এইরূপ নিন্দাবার্ত্তা শ্রবণে বরদাত্রী পার্ব্বতী স্ত্রী স্বভাব বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন কিন্তু মাতার নিকট উহা প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাস্যমাত্র করিয়া রোষভরে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, দেব! আমি আর এখানে বাস করিব না আমাকে স্বীয় ভবনে লইয়া চলুন। তখন পার্ব্বতীনাথ মহাদেব ত্রিলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন অবশেষে পৃথিবীতেই বাসস্থান নির্ণয় করিয়া সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসী নগরী বাসার্থ মনোনীত করিলেন। কিন্তু ঐ নগরী দিবোদাসের অধিকৃত মনে করিয়া পার্শ্বস্থ নিকুম্ভকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি বারাণসী পুরীতে গমন করিয়া কৌশলক্রমে উহাকে জনশুন্য কর কিন্তু দেখিও তত্রত্য মহীপতি দিবোদাস অত্যন্ত পরাক্রান্ত।

অনন্তর নিকুম্ভ বারাণসী নগরে গমন করিয়া কঞ্চুক নামক একজন নরপতিকে স্বপ্ন প্রদর্শন করাইলেন, যে হে অনঘ! তুমি এই নগরীর প্রান্তভাগে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন কর, আমি তোমার শ্রেয়োবিধান করিব, রাত্রিযোগে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া পরদিনই মহারাজ দিবোদাসকে জানাইয়া কঞ্চুক নগরীদ্বারে যথাবিধি নিকুম্ভের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিল, এবং নগর মধ্যে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিল। অনন্তর গন্ধ মাল্য ধূপ নৈবেদ্য অন্নপানাদি বিবিধ বস্তুজাত দ্বারা মহাসমারোহে অত্যদ্ভুতরূপে প্রতিদিন নিকুম্ভের পূজা হইতে লাগিল। এইরূপে অর্চ্চিত হইয়া গণেশ্বর সকলকেই ভূরি ভূরি বর প্রদান করিতে লাগিলেন। পুত্রার্থীকে পুত্র, ধনার্থীকে ধন, আয়ুঃ প্রার্থীকে আয়ুঃ এমন কি যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিত তাহাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে পতিব্রতা নারীকুলশ্রেষ্ঠ রাজ মহিষী সুযশা নৃপতি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পুত্র কামনায় বিবিধ উপচার দ্বারা গণপতির পূজা করিলেন এবং পূজান্তে পুত্রার্থ বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি তথায় পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া যথাবিধি ভূতনাথের অর্চ্চনা পূর্ব্বক পুত্র কামনা করিতে লাগিলেন কিন্তু নিকুম্ভ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বর প্রদান করিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদি কোন রূপে রাজা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন তাহা হইলেই আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে রাজার ক্রোধাবেশ হইল, তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, এই ভুতটা আমারই নগরের সিংহদ্বারে অবস্থিতি করে, নাগরিকদিগের উপর প্রীত হইয়া শত শত বর প্রদান ও করিতেছে কিন্তু কি জন্য আমাকে পুত্রার্থ বর প্রদান করিতেছে না? আমারই নগরীতে সর্ব্বকাল বাস করিয়া আমারই লোকদ্বারা নিত্য নিয়মিত অর্চ্চিত হইতেছে, আমি প্রেয়সী মহিষী দ্বারা ব্যর্থ হইয়া পুত্র প্রার্থনা করিলাম কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৃতঘ্ন কিছুতেই আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিল না। অতএব ইহার আর পূজা বিধেয় নহে, বিশেষতঃ আমার অধিকারে আর কিছুতেই পূজা পাইবে না। আমি দুরাত্মাকে স্থান ভ্রষ্ট করিব। এই রূপ নিশ্চয় করিয়া দুরাত্মা দুর্ম্মতি রাজাধম দিবোদাস ভূতনাথের সেই প্রতিষ্ঠান স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। অতি প্রভাবশালী নিকুম্ভ স্বীয় আবাসস্থান ভগ্ন হইল দেখিয়া রাজাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, যে, তুমি যখন নিরপরাধে আমার স্থান নষ্ট করিলে তখন তোমার এই পুরী নিশ্চয়ই এখনই শূন্য হইয়া যাইবে। এই শাপেই তৎকালে বারাণসী একবারে জনশূন্য হইয়া গেল। নিকুম্ভ পুরীকে শাপ প্রদান করিয়া মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলেন। এদিকে

শাপ শ্রবণে নগরবাসী সমস্ত লোক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর শুন্য নগরীতে মহাদেব তদীয় আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেবী সহবাসে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী গৃহ বিপর্য্যাস হেতু তথায় প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহাদেবকে কহিলেন এই পুরীতে আমি বাস করিতে পারিতেছি না।

ভগবান ত্রিপুরান্তকারী ত্রিলোচন হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! এ গৃহ আমি পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার অবিমুক্ত গৃহ। আমি তথায় আর গমন করিব না, তুমি একাকিনী গমন কর। মহাদেব স্বয়ং বারাণসীকে অবিমুক্ত বলিয়াছিলেন সেই জন্য উহা অবিমুক্ত নামেও অভিহিত হইয়াছে, এই স্থানে সর্ব্বদেব পূজিত ধর্ম্মাত্মা দেব মহেশ্বর কৃতাদি যুগত্রয়ে দেবীর সহিত পরমসুখে বাস করেন। কলিযুগ উপস্থিত হইলে ঐ পুরী অন্তর্হিত হইবে বটে কিন্তু দেব উহাকে পরিত্যাগ করিবেন না, তিনি সর্ব্বদাই সন্নিহিত থাকিবেন। বারাণসী এইরূপে লোক শূন্য হইয়াছিল শাপাবসানে আবার তথায় অধিবসতি হয়।

ভদ্র শ্রেণ্যের দুর্দ্দম নামক এক পুত্র ছিল, উহাকে বালক বলিয়া দিবোদাস করুণাবশতঃ পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে দুর্দ্দম হৈহয় মহীপতির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি দিবোদাস হইতে অপহৃত স্বকীয় পিতৃরাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ভদ্র শ্রেণ্যের পুত্র মহাত্মা দুর্দ্দম দিবোদাসকে পরাভূত ও পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত বৈরনির্য্যাতন সঙ্কল্প সফল করিলেন। অনন্তর দৃশদ্বতীর গর্ভে দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামে মহাবীর পুত্র জন্মে। প্রতর্দ্দন বাল্যাবস্থাতেই দুর্দ্দমকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বীয় পিতৃরাজ্য প্রত্যাহরণ করিলেন, প্রতর্দ্দনের বৎস ও ভাগ নামে দুই বিখ্যাত পুত্র জন্মে। বৎসের পুত্র অলর্ক, তৎপুত্র সন্নতি। অলর্ক সত্য প্রতিজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজা ছিলেন। পুরাতন লোকেরা বলিয়া থাকেন, অলর্ক ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শতবর্ষ যৌবনাবস্থায় ছিলেন। লোপামুদ্রার প্রসাদেই তিনি এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপক যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রূপযৌবনশালী মহারাজ অলর্কের রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। এই মহাত্মাই শাপাবসানে ক্ষেমক নামক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া পুনরায় বারাণসী নগরীকে প্রতিষ্ঠিত ও পরম রমণীয় বেশে সজ্জিত করিলেন। সন্নতির পুত্র ধর্ম্মাত্মা সুনীথ। সুনীথের পুত্র মহাযশা ক্ষেম, ক্ষেমের পুত্র কেতুমান, তৎপুত্র সুকেতু। সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতুর মহাবীর সত্যকেতু নামে এক পুত্র জন্মে। সত্যকেতুর পুত্র মহারাজ বিভু, তৎপুত্র সুবিভু। সুবিভুর পুত্র সুকুমার, সুকুমার নন্দন ধার্ম্মিকবর ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর পুত্র প্রজানাথ বেণুহোত, তৎপুত্র ভর্গ। বৎস (অলর্কের পিতা ও প্রতর্দ্দনের পুত্র) হইতে বৎস বংশের ও ভার্গব হইতে ভৃগুবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারাই ভার্গব বংশীয় অঙ্গিরার পুত্র। এই বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ জাতীয় সহস্র সহস্র পুত্র জন্মে। ইহারা কাশিরাজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সকলেই কাশি নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে মহারাজ নহুষের বংশ পরম্পরা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

৩০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাতেজা নহুষের বিরজা নাম্নী পিতৃ কন্যাতে ইন্দ্র সদৃশ তেজস্বী ছয়পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের নাম যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, পঞ্চম ভব, ষষ্ঠ সুযাতি। তন্মধ্যে যযাতি রাজা হন। যতি সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যযাতি দ্বিতীয় ছিলেন। এই পরম ধার্ম্মিক রাজা ককুৎস্থের গো নাম্নী কন্যাকে পত্নীত্বে লাভ করেন। যতি মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাত্মরূপে মুনি হইলেন। অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে যযাতি পৃথিবী জয় করিয়া উশনার পুত্রী দেব যানীকে ভার্য্যাত্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর বৃষপর্ব্বা নামক অসুরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার পাণি গ্রহণ করেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু, শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য অনু ও পূরু জন্ম গ্রহণ করেন, দেরাজ ইন্দ্র প্রীত হইয়া মহারাজ যযাতিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল একখানি দিব্য রথ প্রদান করেন। এই রথ কাঞ্চনময় মনোজব তুল্য বেগগামী শুভ্র অশ্বযুক্ত হইয়া চালিত হইত। মহারাজ যযাতি এই রথে আরোহণ করিয়া অমিত পরাক্রমে ছয় দিনে সমস্ত পৃথিবী ও স্বর্গ লোক জয় করিয়াছিলেন।

এই রথ যাবতীয় পুরুবংশের অধিকারে ছিল। অনন্তর চেদিরাজ বসুর হস্তগত হয়। অবশেষে কুরুবংশের রাজা জনমেজয়ের হস্তে পড়িয়া উহার ধ্বংস হইল। হে রাজেন্দ্র! একদা রাজা জনমেজয় গর্গমুনির পরুষভাষী বালক পুত্রকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্ম হত্যা পাতকে লিপ্ত হন তাহাতে ধীমান গর্গ তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন। সেই শাপে তিনি বিরথ ও লৌহ গন্ধযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পৌরগণ ও জনপদবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি কুত্রাপি আর শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে মহামুনি শৌনক ইদ্রোতের শরণাপন্ন হইলেন। দ্বিজ শ্রেষ্ঠ শৌনক ইদ্রোত রাজার পাপক্ষালনার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। যজ্ঞের অবভৃথ (যজ্ঞান্তস্নান) দ্বারা রাজার লৌহগন্ধ অপনীত হইল। কিন্তু তাঁহার সেই দিব্য রথ আর পাইলেন না। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া উহা চেদিরাজ বসুকে প্রদান করেন। বসু আবার বৃহদ্রথকে প্রদান করেন। বৃহদ্রথ তাঁহার পুত্রের হস্তে অর্পণ করেন। হে কৌরব নন্দন! অনন্তর ভীম জরাসন্ধকে নিহত করিয়া সেই রথ কৃষ্ণকে প্রদান করেন। নহুষতনয় যযাতি সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবী পুত্রগণের নিমিত্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, মতিমান যযাতি দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে স্থাপন করিলেন, পশ্চিমদিকে দ্রুহ্য, উত্তর দিকে অনুকে মধ্যে পূরুকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারাই এই সপ্তদ্বীপা সপত্তন পৃথিবীকে স্ব স্ব প্রদেশে থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে অদ্যাপি পরিপালন করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার সন্ততি বর্গের বিষয় বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন।

রাজা যযাতি পঞ্চ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল তখন তিনি যদুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার জরা প্রতিগ্রহ কর। আমি তোমার রূপ যৌবন সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী ভোগ করিব।

যদু কহিলেন, রাজন্! আমি কোন ব্রাহ্মণকে অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, উহা অসম্পাদিত রাখিয়া আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যাবস্থায়

পান ভোজন বিষয়ে অনেক দোষ জন্মে অতএব আপনার জরা গ্রহণে আমি উৎসাহী নহি। হে রাজন! আমা অপেক্ষা আপনার অনেক প্রিয়তর পুত্র আছে অতএব জরা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অন্যতম পুত্রের নিকট প্রার্থনা করুন। মহারাজ যযাতি যদুর বাক্যে কুপিত হইয়া পুত্রকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, হে দুর্ব্বদ্ধে! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমার কোন আশ্রম আছে? ধর্ম্মাচরণই বা কি হইতে পারে? আমি তোমার যেরূপ গুরু তাহাতে আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম জগতে আর কি হইতে পারে? এই কথা বলিয়া রোষভরে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া কহিলেন, হে মূঢ়! তুমি যেমন আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া আমায় অনাদর করিলে সেই রূপ তোমারও সন্তান সন্ততিবর্গ রাজ্যহীন হইবে।

অনন্তর রাজা তুর্ব্বসু দ্রুহ্যয ও অনুর সমীপেও ঐ রূপ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু সকলেই উহার প্রত্যাখ্যান করিলেন, হে রাজর্ষি সত্তম! তখন সেই অপরাজিত নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া সকলকেই শাপ প্রদান করিলেন। যাহাকে যেরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। অনন্তর পূরুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৎস পূরো! যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমাতে জরা আধান করিয়া তোমার যৌবনে তরুণাবস্থা লাভ করিয়া রাজ্য ভোগ করি। প্রতাপশালী পূরু পিতৃ বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করিলেন। রাজা যযাতিও পূরুর যৌবন লাভ করিয়া পরম রাজ্যভোগসুখ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

হে ভরতসত্তম! মহারাজ যযাতি কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা বাসনার তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত উহার সীমা অনুসন্ধিৎসু হইয়া চৈত্ররথ নামক অরণ্যে বাস করিয়া বিশ্বাচী নাম্নী অপ্সরার সহিত বহুকাল বিহার করিলেন। যখন সেই নৃপতি তাদৃশ কাম্য বস্তুর উপভোগ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তখন তিনি পূরুর সমীপে আসিয়া স্বীয় জরা পুনরায় গ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ! সে সময়ে রাজা যযাতি যে কয়েকটী গাথা গান করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে কুর্ম্মশরীরের ন্যায় বাসনার সঙ্কোচ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। "কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা বাসনা কখনই শান্তি পায় না বরং ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নির ন্যায় অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পৃথিবীতে যে কিছু ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু অথবা স্ত্রী আছে তৎসমুদায় এক ব্যক্তির হইলেও তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে এই মনে করিয়া ভোগাভিলাষে কাহারও মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। ঐরূপ মুগ্ধ হইলেই শরীর মন অথবা বাক্য দ্বারাই হউক কোন প্রাণীতে আর পাপভার উপস্থিত হইবে না; তখন তিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাবে হিতকামনা করিয়া ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবেন। যখন লোকে অন্য হইতে ভয় পায় না অথচ স্বয়ং ও অন্যের ভীতির আস্পদ নহে, আর যখন কোন বস্তুতেই রাগ দ্বেষ উপস্থিত হয় না তখনই তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। যে ধনাশা দুর্ম্মতিদিগেরও দুস্ত্যাজ্য যাহা জরাগ্রস্ত লোকেরও জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণ নাশক রোগস্বরূপ উহা ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ সমুদায় জীর্ণ হইয়া যায় দন্ত পংক্তি স্খলিত হইয়া পড়ে কিন্তু তাদৃশ জরা জীর্ণ লোকের ধনাশা ও জীবিতাশা কিছুতেই জীর্ণ হয় না। এই জগতে যাহা কিছু কাম্য বা দিব্য সুখ আছে তৃষ্ণাকুল দুরাকাঙ্ক্ষ লোকে তাহার যোড়শ ভাগ সুখ ভোগেও সমর্থ নহে।" এই কথা বলিয়া কামনা পরিহার পূর্ব্বক সেই রাজর্ষি যযাতি সকলত্র হইয়া বন প্রবেশ করিলেন। তথায় বহুকাল অতি বিপুল

তপশ্চরণ করিলেন। অনন্তর ভৃগু পর্ব্বতে তপঃ সমাপ্তি করিয়া অনশনে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিলেন। তাঁহার বংশে সাধুতম পাঁচ জন রাজর্ষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারাই সমস্ত পৃথিবীতে সূর্য্যকিরণের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়াছেন। রাজন্! যে বংশে ভগবান্ বৃষ্ণিকুলোদ্ভব নারায়ণ হরি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই রাজর্ষি সৎকৃত যদু বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি মহারাজ যযাতির পবিত্র চরিত্র পাঠ অথবা শ্রবণ করেন তিনি সুস্থ, পুত্রবান্, আয়ুষ্মান ও কীর্ত্তিমান্ হইবেন।

৩১তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা পূরু, দ্রুহ্য, অনু, যদু ও তুর্ব্বসু, ইহাদের সকলেরই বংশপরম্পরা আমি পৃথকরূপে শুনিতে অভিলাষ করি এবং বৃষ্ণিবংশ প্রসঙ্গে আমার পূর্ব্বতন বংশ বৃত্তান্ত ও আপনি বিস্তারক্রমে যাথার্থতঃ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই অসামান্য পুরুষ কায়সম্পন্ন মহাত্মা পূরুর বংশ আমুলতঃ বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করিব এবং দ্রুহ্য, অনু, যদু ও তুর্ব্বসুরও বংশ বৃত্তান্ত বর্ণন করিব শ্রবণ করুন। পূরুর জনমেজয়নামা এক মহাবীর্য্য পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রচিন্বৎ, ইনি স্বকীয় ভুজবলে সমগ্র পূর্ব্বদিক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু, মনস্যুর পুত্র অভয়দ, তৎপুত্র রাজা সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র বহুগব, তাঁহার আত্মজ সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র রহম্পাতী, তৎসুত রৌদ্রাশ্ব সম্পাতি। রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে দশটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন তন্মধ্যে ঋচেয়ু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অনন্তরকৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, দশার্ণেয়ু, জলেয়ু মহাবল স্থলেয়ু, বননিত্য ও বনেয়ু এই দশটী পুত্র। ইহাঁর কন্যাও দশটী। তাহাদের নাম রুদ্রা, শূদ্র, ভদ্রা, মলদা, মলহা, স্বলদা, সুরসা, নলদা, গোচপলা ও স্ত্রীররত্ন কূটা। অত্রিবংশজাত ঋষিবর প্রভাকর ইহাদের ভর্ত্তাছিলেন। প্রভাকর রুদ্রার গর্ভে যশস্বী সোমদেবকে উৎপাদন করেন। যৎকালে দিবাকর রাহু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া গগনাঙ্গণ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছিলেন তমোরাশি সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিল, তখন ঐ মহর্ষি অত্রিই প্রভাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইনি সূর্য্যকে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'তোমার মঙ্গল হউক।' এই কথা বলিমাত্র দিবাকর আর ভূতলে পতিত হইলেন না। ইনিই অত্রিশ্রেষ্ঠ গোত্রসমুদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা। দেবগণ যজ্ঞস্থলে ইহাঁর যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ইনিই দশপুত্রিকাতে মহাবল পরাক্রান্ত অত্যুগ্র তপস্বী স্বনামক দশপুত্র উৎপাদন করেন। হে রাজন্! তাঁহারাই বেদপারগ গোত্র প্রবর্ত্তয়িতা ঋষি তাঁহারাই স্বস্ত্যাত্রেয় নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা অধিন লাভ করিতে পারেন নাই। কক্ষেয়ুর মহারথ তিন পুত্র ছিলেন। ইহাদের নাম সভানর, চাক্ষুষ ও পরমস্যু। সভানরের পুত্র বিদ্বান্ কালানল, কালানলের পুত্র ধর্ম্মাত্মা সৃঞ্জয় তৎপুত্র মহাবীর রাজা পুরঞ্জয়। হে মহারাজ! এই পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, দেবলোকপরিজ্ঞাত প্রথিতকীর্ত্তি রাজর্ষি মহাশাল জনমেজয়ের পুত্র ছিলেন। তৎপুত্র মহামনা, ইনি পরম ধার্ম্মিক শৌর্য্যশালী সুরগণ পূজিত উদারচেতা ছিলেন। হে ভরতকুল ধুরন্ধর! সুমনার ধর্ম্মজ্ঞ উশীনর ও মহাবল তিতিক্ষু নামে

দুই পুত্র জন্মে। উশীনরের রাজার্য্য বংশসম্ভূতা পত্নী ছিলেন ইহাদের নাম নৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা, পঞ্চমী, দৃশদ্বতী। উশীনরের বৃদ্ধ বয়সে তপোবল প্রভাবে ঐ পঞ্চপত্নীতে পাঁচটী কুলভূষণ পুত্র জন্মে। নৃগার পুত্র নৃগ, কৃমির পুত্র কৃমি, নবার পুত্র নব, দর্ব্বার পুত্র সুব্রত, দৃশদ্বতীর পুত্র শিবি, শিবির অধিকৃত রাজ্যের নাম শিবি, নৃপের রাজধানী যৌধেয়, নবের নবরাষ্ট্র, কৃমির কৃমিলা, সুব্রতের অম্বষ্ঠা নামে রাজধানী ছিল। এক্ষণে শিবির পুত্রদিগের বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। শিবির লোক-বিখ্যাত চারিপুত্র জন্মে। প্রথম পুত্রের নাম বৃষদ, দ্বিতীয় সুবীর, তৃতীয়ের নাম কৈকেয়, চতুর্থ মদ্রক।

অতিসমৃদ্ধ কৈকেয় ও মদ্র, বৃষদর্ভ ও সুবীর, স্ব স্ব নাম প্রসিদ্ধ এই চারি জনপদে তাঁহাদের রাজধনী ছিল। এক্ষণে তিতিক্ষুর বংশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। হে ভারত! তিতিক্ষুর নন্দন মহারাজ উষদ্রথ ইনি পূর্ব্বদিকে রাজা ছিলেন। হে মহারাজ! উষদ্রথের পুত্র ফেন, তৎপুত্রের নাম সুতপা। সুতপার পুত্র বলি, ইনি পূর্ব্বকালে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাঞ্চন নির্ম্মিত ইষুধি (তূনীর) ব্যবহার করিতেন এবং পরম যোগী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার বংশধর পাঁচ পুত্র জন্মে প্রথমতঃ অঙ্গ, অনন্তর বঙ্গ, সুহ্ম,পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ ইহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় সন্তান কিন্তু তাঁহার ঐ বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এক সময়ে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে বরপ্রদান করেন যে তুমি মহাযোগিত্ব লাভ করিয়া কর্ম্মপরিমিত আয়ু প্রাপ্ত হইবে। সংগ্রামে অজেয়তা, ধর্ম্মে প্রাধান্য, ত্রিলোক পরিদর্শন শক্তি ও পুত্রবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে। বলে অপ্রতিম ও ধর্ম্মতত্ত্বার্থের দর্শক হইবে। বর্ণচতুষ্টয়ের স্থাপয়িতা হইবে। এইরূপে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া মহারাজ বলি পরম নিবৃতি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ বলির যে পুত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি উহারা সকলেই তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র তাঁহার পত্নী সুদেষ্টার গর্ভে মহামুনির ঔরসে তাহাদের জন্ম হয়, এই পাঁচ পুত্রই অতি তেজস্বী ও মহা তপস্বী ছিলেন। ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহাত্মা বলি যোগাশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের অধৃষ্য ও কালাপেক্ষী হইয়া ঋষিরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে স্বকীয় অভীষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জনপদ সমুদায় পঞ্চপুত্রের নামানুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছিল যেমন অঙ্গের অধিকৃত স্থান অঙ্গ, বঙ্গের অধিকৃত স্থান বঙ্গ, ইত্যাদি এক্ষণে অঙ্গের পুত্রগণের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

অঙ্গের পুত্র মহারাজ দধিবাহন, দধিবাহনের পুত্র রাজা দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ। ইনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য তেজঃশালী, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ছিলেন। ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। ধর্ম্মরথ বিষ্ণু পদ নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ সমাধান করিয়া মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন। চিত্ররথের পুত্র দশরথ, ইনি লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইহার কন্যার নাম শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে মহারাজ লোমপাদের মহাযশা চতুরঙ্গ নামা কুলবর্দ্ধন এক পুত্র জন্মে। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষসুত কীর্ত্তিমান্ চম্প। চম্পের পুরীর নাম চম্পা, পূর্ব্বে ইহাকে মালিনী বলিত। মুনিবর পূর্ণভদ্রপ্রসাদে চম্পের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মে। ইহার জন্য বিভাণ্ডক সুত মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ মন্ত্রবলে ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়া ছিলেন। হর্য্যঙ্গের পুত্র রাজা ভদ্ররথ, ভদ্রথের পুত্র প্রজানাথ বৃহৎ কর্ম্মা, তংপুত্র বৃহদ্দর্ভ, বৃহদ্দর্ভ হইতে বৃহন্মনার জন্ম হয়। বৃহন্মনা জয়দ্রথ নামক এক

বীরপুত্র উৎপাদন করেন, জয়দ্রথের পুত্র দৃঢ় রথ। হে জনমেজয়! এই দৃঢ়রথের পুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র কর্ণ, কর্ণের নন্দন বিকর্ণ। বিকর্ণের অঙ্গকুল বৰ্দ্ধন শত সংখ্যক পুত্র ছিলেন।

মহারাজ! বৃহদ্দৰ্ভের রাজা বৃহন্মনা নামক যে পুত্র ছিলেন, তাঁহার দুই পত্নী। একের নাম যশোদেবী অন্যের নাম সত্যা, ইহাঁরা উভয়েই বৈনতেয় সুতা, ইহাঁদের বংশধর পুত্রও রহিয়াছেন। যশোদেবীর গর্ভে জয়দ্রথের জন্ম হয় । সত্যার পুত্র বিজয়। এই বিজয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্র উভয় ধৰ্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র মহাযশা সত্যকৰ্ম্মা। সত্যকৰ্ম্মার পুত্র সূত অধিরথ। এই সূত কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণকে লোক সূতজ বলিত। মহাবল কর্ণের কথা পূৰ্ব্বে আপনার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছি। তৎপুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুত্র বৃষ। এই অঙ্গমহীপতির বংশ জাত রাজন্যগণের বিষয় আমি আপনার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম। ইহাঁরা সকলেই সত্য ব্রত পূত্রবান্ মহাত্মা ও অদ্বিতীর ধনুৰ্দ্ধারী ছিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই রৌদ্রাশ্বতনয় ঋচেয়ুর বংশীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

৩২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একরাট্ নামক মহীপতির পুত্র রাজর্ষি ঋচেয়ু অতি দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট ছিলেন। ঋচেয়ু তক্ষক নন্দিনী জ্বলনা নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ঐ মহিষীর গর্ভে রাজর্ষি মহীপতি মতিনারের জন্ম হয়। মতিনার নৃপতির তংসু, প্রতিরথ ও সুবাহু নামক পরম ধার্ম্মিক তিনপুত্র এবং গৌরী নাম্নী এক কন্যা হয়, এই কন্যা মান্ধাতার জননী। পুলগণ সকলেই বেদার্থদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, বলবান্ অস্ত্রধারী ও যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। প্রতিরথের পুত্র নৃপতি কম্ব, কন্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে কম্ব নৃপতির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। ইহাঁর ইলিনী নামে এক কন্যা ছিলেন। ইলিনী ব্রহ্মবাদিনী ও স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তংসু ইহাঁর পাণি গ্রহণ করেন। তংশুর পুত্র সুরোধ। সুরোধ ধর্ম্মপরায়ণ প্রতাপশালী, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রান্ত রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা উপদানবী। উপদানবীর গর্ভে দুস্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ এই চারি পুত্র জন্মে। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত। ভরত শকুন্তলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বীর্য্যবান্ অযুত হস্তি তুল্য বলশালী হইয়া পৃথিবীকে একচ্ছত্রীকৃত করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদমন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই ভরত হইতেই তদীয় বংশ পরম্পরা ভারত নামে অভিহিত হইয়াছে। একদা রাজা দুষ্মন্তের প্রতি আকাশ বাণী হয় যে, হে নর দেব! মাতা কেবল পুত্রকে প্রসব করেন, বস্তুতঃ পুত্র পিতারই, পুত্র যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তৎস্বরূপই হইয়া থাকে। পুত্র পিতাকে যমসদন হইতে উদ্ধার করে অতএব হে দুষ্মন্ত! তুমি তাদৃশ পুত্রকে ভরণ পোষণ কর। শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না। শকুন্তলা যাহা বলিতেছেন উহা সত্য, তুমিই এই গর্ভের আধান করিয়াছ। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে মাতৃগণের কোপে মহীপতি ভরতের পুত্রগণ বিনষ্ট হয়। হে রাজন! অনন্তর দেবগণকর্ত্তৃক যজ্ঞবলে মহামুনি বৃহস্পতি নন্দন ভরদ্বাজ এই বংশে সংক্রামিত হইলেন। ধীমান্ ভরদ্বাজের সংক্রমন বৃত্তান্ত এইস্থলেই উদাহৃত হইয়া থাকে। ভরতের হিত কামনায় ভরদ্বাজ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সংক্রমণ করাইলেন, কিন্তু পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে প্রথমে সমুদায় ক্রিয়া বিতথ অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া যায়। তদনন্তর ঐ ভরদ্বাজ হইতেই ভরতের পুত্র জন্মিল, উহার নাম বিতথ রাখিলেন। এই বিতথ জন্ম গ্রহণ করিলেই ভরত ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজও বন প্রস্থান করেন। অনন্তর বিতথের সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল এই পাঁচ পুত্র জন্মে। সুহোত্রের দুই পুত্র হয়, প্রথম পুত্র মহাবল কাশিক দ্বিতীয় নৃপতি গৃৎসমতি গৃৎসমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কাশির পুত্র কাশয় ও দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার পুত্র শাস্ত্রজ্ঞ ধন্বন্তরি তৎপুত্রের নাম কেতুমান। কেতুমানের পুত্র বিদ্বান্ ভীমরথ। ইনি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইয়া সমুদায় রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

হে রাজন! এই সময়ে মহাত্মা মতিমান নিকুম্ভের শাপে সহস্র বর্ষ ব্যাপক দিবোদাসের রাজধানী বারাণসী নগরী একবারে জন শূন্য হইয়া যায়, তৎকালে ক্ষেমক নামা রাক্ষস ঐ শূন্যা বারাণসীতে নিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। দিবোদান ঐ শাপ শ্রবণ মাত্র গোমতী তীরে

ভদ্র শ্রেণ্যের শত পুত্রকে নিহত করিয়া এক পরম রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করেন। দিবোদাসের পুত্র মহাবল রাজা প্রতর্দ্দন। প্রতর্দ্দনের বংস ও ভার্গব নামে দুই পুত্র জন্মে। বংসের পুত্র অলর্ক তৎপুত্র সন্নতিমান্। এই মহীপতিই হৈহয়ের রাজ্য বল পূর্ব্বক অপহরণ করেন। এক সময়ে দিবোদাস যাহাকে বালক বলিয়া করুণা বশতঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র মহাত্মা দুর্দ্দম দিবোদাস কর্ত্তৃক অপহৃত স্বকীয় পিতৃরাজ্য এক্ষণে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ভীমরথের পুত্র অষ্টারথ নামে এক নৃপতি ছিলেন। হে মহারাজ! ঐ অষ্টারথ ক্ষত্রিয়োচিত বৈর নির্য্যাতন বাসনায় দুর্দ্দমের বালকপুত্রগণকে নিহত করিয়া স্বীয় পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করিলেন। কাশিরাজ অলর্ক ব্রহ্মপরায়ণ সত্যসঙ্গর ও রূপ-যৌবনশালী হইয়া ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত বৎসর বিশাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। ইনি লোপামুদ্রার প্রসাদ বলে ঐরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করেন। মহাবাহু অর্ক বারাণসীর শাপাবসানে ক্ষেমক রাক্ষসকে নিহত করিয়া পুনরায় তথায় অতি রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করেন। অলর্কের পুত্র ক্ষেমক, ইহার অপর নাম সুনীথ। সুনীথের পুত্র মহাযশা ক্ষেম্য, তৎপুত্র কেতুমান ও বর্ষকেতু। বর্ষকেতুর পুত্র প্রজানাথ বিভু, বিভুর আনর্ত্ত নামে এক বংশধর জন্মে, তৎপুত্র সুকুমার। সুকুমারের পুত্র মহারথ সত্যকেতু। এই সত্যকে অতি তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। বৎস হইতে বৎসভূমি ও ভার্গব হইতে ভৃগুভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই অঙ্গিরার পুত্র ভৃগু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল।

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! সুহোত্রের বৃহৎ নামে এক পুত্র জন্মে। বৃহতের অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও বীর্য্যবান্ পুরুমীঢ় এই তিন পুত্র জন্মে। অজমীদের পরমা সুন্দরী কীর্ত্তিমতী তিন পত্নী ছিলেন ইহাদের নাম নালী, কেশিনী ও ধূমিনী। কেশিনীর গর্ভে অতি প্রতাপশালী জহ্নু, নামা এক পুত্র জন্মে। এই জহ্নু সর্ব্বমেধ নামক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভাগীরথী গঙ্গা ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষে স্বয়ং অভিসার করিয়াছিলেন কিন্তু রাজর্ষি উহা অস্বীকার করায় গঙ্গা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমুদায় যজ্ঞীয় সভা জলপ্লাবিত করিলেন। হে ভরতসত্তম! এইরূপে সমুদায় যজ্ঞ ভূমি প্লাবিত হইল দেখিয়া মহারাজ জহ্নু, ক্রোধ পরবশ হইয়া গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গঙ্গে! এই দেখ আমি তোমার ত্রিলোকব্যাপ্ত সমুদায় জল পান করিতেছি, তাহা হইলে তুমি তোমার গর্ব্বোচিত ফল এখনই প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাত্মা মুনিগণ জহ্নু, সমীপে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক গঙ্গার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে ভাগীরথীকে দুহিতৃত্বে কল্পনা করিয়াছিলেন এই জন্য গঙ্গাকে জাহ্নবী বলিয়া থাকে। জহ্নু, যুবনাশ্ব পুত্রী কাবেরীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার শাপে কাবেরীর শরীরার্দ্ধ নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল। জহ্নুর পুত্র বীর্য্যবান অজক, অজকের পুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব, তৎপুত্র কুশিক, ইনি বনের পাহ্লবগণের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া বিলক্ষণ মৃগয়াশীল হইয়াছিলেন। মহারাজ কুশিক ইন্দ্রসদৃশ মহাবীর্য্য পুত্র কামনা করিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবান মঘবা ভীত হইয়া স্বয়ং ইহার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই পুত্রই মহারাজ গাধি নামে বিখ্যাত হন। গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বজিৎ এই তিন পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা হয়। এই সত্যবতীর

গর্ভে মহর্ষি পাচকের যমদগ্নি নামে এক পুত্র হইল বিশ্বামিত্রের ত্রিলোক বিখ্যাত দেবরাত প্রভৃতি অনেকগুলি সন্তান জন্মে, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করতেছি শ্রবন করুন।

রাজন্! দেবশ্রবা, কতি ও হিরণ্যাক্ষ এই তিনজন শালাবতীর গর্ভজাত। এই কতি হইতে কাত্যায়ন বংশ সমুদ্ভুত হইয়াছিল। রেণু হইতে রেণুমান্ জন্ম গ্রহণ করিলেন। সাংকৃতির পুত্র গালব ও মৌদ্গল্য। ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা কৌশিকের বংশ বলিয়া বিখ্যাত; পানিন্, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, সৌশ্রব, লৌহিত্য, যমদূত ও কারীষি প্রভৃতি এবং সৈন্ধবায়নগণ ইহারা সকলেই কৌশিক বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধ অন্যান্য ঋষিবর্গের সহিত সম্পাদিত হইত। হে মহারাজ! পুরু বংশীয় রাজন্যগণ ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ এই দুই ক্ষত্রিয় ও ব্রাক্ষণকুলের সম্বন্ধ বিলক্ষণ বিখ্যাত আছে। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে শুনঃশেফই সকলের অগ্রজ ছিলেন। মুনিসত্তম ভার্গব ভৃগু বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও কৌশিককত্ব লাভ করিয়াছিলেন এতড্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পুত্র ছিলেন। দৃশদ্বতীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের অষ্টক নামে এক পুত্র জন্মে। অষ্টকের পুত্র লৌহি। ইহাঁরা জহ্নুগণ বলিয়া বিখ্যাত।

এক্ষণে অজমীঢ়ের বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে ভরতবংশাবতংস। নীলিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের সুশান্তি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি, তৎপুত্র বাহ্যাশ্ব। বাহ্যাশ্বের দেবতুল্য পাঁচ পুত্র হয়, ইহাদের নাম মুদগল, সৃঞ্জয়, রাজা বৃহদিষু, বিক্রমশালী যবীনর ও পঞ্চম কৃমিলাশ্ব। শুনিয়াছি ইহারা পাঁচজনই সমস্ত দেশ শাসন ও প্রতিপালন করিতে সমর্থ ছিলেন, এই জন্যই ইহাঁদের অধিকৃত দেশ সমুদায়কে পাঞ্চাল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তৎকালে এই পাঞ্চাল দেশে ভূরি ভূরি অতি সমৃদ্ধ জনপদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুর্গলের পুত্র মহাযশা, মৌদগল্য। ইহারা সকলেই ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী দ্বিজাতি ছিলেন, ইহারা কম্ব ও মুদ্গলবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অঙ্গিরার পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন, মৌদগল্যের পুত্র সুমহাযশা ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেনা, ইন্দ্রসেনার বধ্রস্ব নামে এক পুত্র জন্মে। বধ্রস্ব হইতে মেনকার গর্ভে দুই যমজ সন্তান জন্মে। একটী পুত্র, অপরটী কন্যা। পুত্রের নাম রাজর্ষি দিবোদাস, কন্যা যশস্বিনী অহল্যা। এই অহল্যার গর্ভে শরদ্বানের পুত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র সত্যধৃতি, ইনি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী ও অতীব যশঃশালী ছিলেন। একদা সম্মুখে অপ্সরাবিশেষকে দেখিয়া সত্যধৃতির ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়াতে রেতঃস্খলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হয়। ঐ পতিত বীজ দ্বারা একটা পুত্র আর একটা কন্যা যুগপৎ উৎপন্ন হইল। ঐ সময়ে মহারাজ শান্তনু মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সদ্যঃ প্রসূত ঐ যমজ সন্তানদ্বয়কে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া কৃপার সঞ্চার হওয়াতে তাহাদিগকে রাজধানী লইয়া যান। এই জন্যই পুত্রের নাম কৃপ ও কন্যার নাম কৃপী হইল। ইহাঁরাই শারদ্বত ও গৌতম নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতঃ পর দিবোদাসের সন্ততিবর্গের বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু নামে এক রাজা ছিলেন। এই বংশ মৈত্রায়ণ-সোমনামা নৃপতি জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহা হইতেই মৈত্রেয় বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রগুণোপেত ভার্গব। মহাত্মা সৃঞ্জয়ের পঞ্চজন নামা এক পুত্র ছিলেন, তৎপুত্র মহীপতি সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র মহাযশা সহদেব, এই সহদেবের এ রাজা সোমক।

এই বংশ বিলয় প্রাপ্ত হইলে অজমীঢ়ের ঔরসে পুনরায় সোমক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোমকের জন্তু নামা এক পূত্র হয়, ইহাঁ হইতেই শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত, ইনি দ্রপদ মহীপতির পিতা ছিলেন। দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্ট্যদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। এই সোমক বংশীয়গণ আজমীঢ় নামে অভিহিত হইয়াছেন। হে পৃথিবীপতে! অজনীঢ়ের ধূমিনী নাম্নী যে তৃতীষা মহিষী ছিলেন তিনিই তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণের জননী। দেবী ধূমিনী পুত্র কামনা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর অতিদুশ্চর তপক্ষরণ করিয়াছিলেন। তপস্যা কাল তিনি যথাশাস্ত্র হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেন, পবিত্র ও মিতভোজিনী হইয়া অগ্নিহোত্র বেদিকায় কুশশয়নে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। এই সময়ে একদা মহারাজ অজমীঢ় তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় তপস্বিনী ধূমিনীর সহিত সহবাস লাভ করিলেন। তদ্বারাই ইহাঁর গর্ভে ধূম্রবর্ণ রূপবান্ ঋক্ষ নামক এক পুত্র জন্মে। ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ, তৎপুত্র কুরু। মহাত্মা কুরু প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া অতি রমণীয় সাধুসেবিত কুরুক্ষেত্র নামে এক অতি পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করেন। অতি বিস্তৃত ও সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত তদ্বংশীয়েরা এই কুরু হইতেই কৌরব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। সুধন্বা, সুধনু, মহাবাহু পরিক্ষিৎ ও অরিমেজয় এই চারিজন কুরুর পুত্র। সুধন্বার পুত্র মতিমান্ সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন। ইনি ধর্ম্ম ও অর্থ নীতি বিষয়ে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। চ্যনের পুত্র কৃতজ্ঞ, ইনি বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্র তুল্য প্রভাবশালী জগদ্বিখ্যাত এক পুত্র লাভ করেন। ইহাঁর নাম চৈদ্যোপরিচর, অপর নাম বসু, মহাত্মা বসু অসাধারণ বীর ছিলেন এবং স্বেচ্ছানুসারে গগনাঙ্গণে বিচরণ করিতে পারিতেন। চৈদ্যোপারিচর হইতে গিরিকার গর্ভে সাত পুত্র হয়। পুত্রগণ, মহারথ (ইনি মগধের অধিপতি ছিলেন) লোকপ্রসিদ্ধ বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ (ইহাঁকে লোকে মণিবাহন বলিত) মারুত, যদু ও মৎস্যকালী এই সাত নামে বিখ্যাত। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র বৃষভ। বৃষভ শাস্ত্রার্থদর্শী ও বীর্য্যবান ছিলেন। বৃষভের পূত্র ধার্ম্মিক পুষ্পবান, তৎপুত্র পরাক্রান্ত রাজা সত্যহিত নামে বিখ্যাত ছিলেন। উর্জ্জ নামক তাঁহার এক পুত্র হয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, উর্জ্জের পুত্র সম্ভব, সম্ভব হইতে জরাসন্ধের জন্ম হয়, জরাসন্ধ অর্দ্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভুমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। অনন্তর ঘটনাক্রমে যদৃচ্ছা গতা জরা নাম্নী রাক্ষসী কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই ইহাঁর নাম জরাসন্ধ রহিল। জরাসন্ধ সমুদায় ক্ষত্রগণের জেতা মহাবল রাজা ছিলেন। জরাসন্ধের পুত্র মহাপ্রতাপ সহদেব, সহদেবের পুত্র মহাযশা শ্রীমান উদাপু। উদাপুর শ্রুতশর্ম্মা নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। ইনি অতি প্রভাবশালী মগধের রাজা ছিলেন। পরিক্ষিতের (কুরুর অন্যতম পুত্রের) পুত্র, জনমেজয়; জনমেজয় হইতে তিন মহারথ পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ্যের নাম শ্রুতসেন, দ্বিতীয় উগ্রসেন, কনিষ্ঠ ভীমসেন।

ইহারা সকলেই সৌভাগ্যশালী পরাক্রান্ত ও বলশালী ছিলেন, জনমেজয়ের অপর দুই পুত্র জন্মে, একের নাম সুরথ, অপরের নাম মতিমান্। সুরথের পরাক্রমশালী বিদূরথ নামে এক পুত্র হয়। বিদূরথের পুত্র মহারথ ঋক্ষ। ইনি দ্বিতীয় ঋক্ষ নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। মহারাজ! আপনার বংশে দুই ঋক, দুই পরিক্ষিৎ, তিন ভীমসেন ও দুই জনমেজয় জন্মপরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীয় ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন, ভীমসেন হইতে প্রতীপের জন্ম

হয়। প্রতীপের শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক এই তিন মহারথ পত্র জন্মে। রাজন্! আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই এই শান্তনুর বংশ! হে নরেশ্বর! মহীপতি বাহ্লিকের রাজ্য সপ্তাঙ্গ সংযুক্ত ছিল। বাহ্লিকের পুত্র মহাযশা সোমদত্ত, সোমদত্তের ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল এই তিন পুত্র জন্মে। দেবাপি মুনিব্রত আশ্রয় করিয়া দেবগণের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইনি মহর্ষি চ্যবনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পুত্ররূপে প্রতিগৃহীত হইয়াছিলেন। হে পার্থিব! আপনার বংশীয় মহারাজ শান্তনু কুরু বংশ ধুরন্ধর রাজা ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বংশ বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ করুন। প্রভু শান্তনু গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামা এক পুত্র উৎপাদন করেন, ইনি কৌরবগণের পিতামহ ভীষ্ম নামে সর্ব্বত্র প্রখ্যাত ছিলেন। গন্ধকালীর গর্ভে ইহাঁর আর এক পূত্র জন্মে তাঁহার নাম বিচিত্রবীর্য্য। এই নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য শান্তনুর প্রিয় পুত্র ছিলেন। তাঁহারই ক্ষেত্রে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের প্রভ্রু ছিলেন। পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় হইতে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। আপনার পিতা পরিক্ষিত এই অভিমন্যুর আত্মজ।

রজন্! আপনি যে বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন সেই এই পৌরব বংশ কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অণু ও যদুর বংশ পরম্পরা বন করিব শ্রবণ করুন। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির গোভানু নামা এক পূত্র হয় তৎপুত্র ত্রৈসানু, ইনি অপরাজিত রাজা ছিলেন। ত্রৈসানু হইতে করন্ধমের উৎপত্তি হয়। করন্ধমের পুত্র মরুত। এই আবিক্ষিত মরুত্ত নৃপতির কথা আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই যজ্ঞ শীল ভূরিদক্ষিণ রাজা অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার সম্মতা নাম্নী এক মাত্র কন্যা হয়। রাজা সেই কন্যা সন্মতাকেও দক্ষিণা মহাত্মা সম্বর্ত্তকে প্রদান করেন। সম্মতার গর্ভে পুরুবংশীয় পুণ্যাত্মা দুষ্মন্তের জন্ম হয়। হে রাজন! মহারাজ যযাতির জরা সংক্রমণকালে তদীয় অভিসম্পাত বশতঃ তুর্ব্বসুর বংশ ও পুরুবংশে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। দুষ্মন্তের পুত্র প্রজানাথ রুরুত্থাম, রুরুত্থাম হইতে আক্রীড় নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার চার পুত্র তাঁহারা পাণ্ড্য, কেরল কোল ও চোল নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ইহাঁদের অধিকৃত সুসমৃদ্ধ জনপদও পাণ্ড্য চোল ও কেরল নামে অভিহিত ছিল। দ্রুহ্যুর বভ্রু ও সেতু নামে দুই পুত্র জন্মে। সেতুপুত্র অঙ্গার। ইনি মরুৎ পতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই বলিষ্ঠ অঙ্গার যৌবনাশ্ব সমরে চতুর্দ্দশ মাস অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নিহত হইলেন। অঙ্গারের পুত্র রাজা গান্ধার, ইহাঁ হইতেই তাহার রাজ্য গান্ধার নামে বিখ্যাত হইল। এই দেশীয় অশ্ব অতি উৎকৃষ্ট।

অণুর পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ঘৃত নামক এক পুত্র জন্মে। তৎপুত্র দুদুহ, দুদুহের পুত্র প্রচেতা, প্রচেনেন্দন সুচেতা। এই অণুবংশ কথিত হইল, এক্ষণে মহাতেজা জ্যেষ্ঠ যদুর বংশ বিস্তার ক্রমে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

৩৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুর দেবতনয় তুল্য পাঁচ পুত্র হয়। ঐ সকল পুত্রের নাম সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঞ্জিকা। সহস্রদের হৈহয়, হয় ও বেণুহয় এই তিন পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কার্ত্ত, কার্ত্ত তনয় সাহঞ্জ। এই নৃপতি সাহঞ্জ কর্ত্তৃক সাহঞ্জনী নামে এক পুরী নির্ম্মিত হয়। তাঁহার পুত্র মহা রাজ মহিষ্মান, মহিষ্মানের পুত্র অতি প্রতাপশালী ভদ্রশ্রেণ্য। ইনিই বারাণসী ক্ষেত্রের অধিপতি ছিলেন একথা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিআছি। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের পুত্র রাজা কনক। কনকের জগদ্বিখ্যাত চার পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম কৃতবীর্য্য দ্বিতীয় কৃতৌজা, তৎপরে কৃতবর্ম্মা, চতুর্থ কৃতাগ্নি। ঐ সকল পুত্রগণের মধ্যে কৃতবীর্য্যের সন্তান অর্জ্জুন। ঐ মহা বীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন প্রখর প্রভাকর প্রভাতুল্য রথে আরোহণ করিয়া একেশ্বর সহস্রবাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া সপ্ত দ্বীপের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া ছিলেন। ইনি দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে অত্রিনন্দন দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করেন। দত্তাত্রেয় পরম প্রীত হইয়া ইহাঁকে চারিটী বর প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম বরে তাঁহার প্রার্থিত সুমৎ বাহুসহস্র প্রদান করেন। দ্বিতীয় বরে বাহুবল দ্বারা অধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তি বর্গকে দমন শক্তি, তৃতীয় বর উগ্রতেজ দ্বারা নিখিল জগৎ পরাভূত করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন, চতুর্থ বরে সমঃ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া জয়লাভ ও সহস্র সহস্র অরিবধপূর্ব্বক প্রবলকর্ত্তৃক সমরক্ষেত্রে আত্মবিনাশ। অনন্তর যেমন যোগেশ্বরগণ যোগবলে বিবিধ মায়ার আবির্ভাব করিতে পারেন তাহার ও তদ্রূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সহসা সহস্র বাহু প্রাদুভূত হইত। তখন তিনি সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। হে জনমেজয়! শুনিয়াছি মহীপতি কার্ত্তবীর্য্য সপ্তদ্বীপে সপ্ত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সহস্রশত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল এবং সমুদায় যজ্ঞ ভূমিতেই কাঞ্চনযূপ আহিত ও কাঞ্চনময় বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবগণ বিমানযানে আসিয়া যজ্ঞক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণও প্রতিদিন আগমন করিয়া যজ্ঞীয় সভার শোভাবর্দ্ধন করিতেন। এই যজ্ঞে বরীদাসের পুত্র গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি নারদ শ্রুতিগাথা সকল গান করিয়াছিলেন।

দেবর্ষি নারদ ইহাঁর মহিমাদ্বারা বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিক্রম অথবা শাস্ত্রজ্ঞান ইহার কোন বিষয়েই কোন রাজা কোন কালে এই কার্ত্তবীর্য্যের অনুকরণ করিতে পারিবেন না। সপ্তদ্বীপস্থ প্রকৃতি পুঞ্জ ইহাঁকে কখন রথারোহণে খড়্গ চর্ম্ম শরাসনধারী হইয়া কখন বা পরম যোগীবেশে বিচরণ করিতেছেন দেখিতে পাইত। প্রভাবশালী মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের ধর্ম্ম ও শাসনগুণে তৎকালে রাজ্য মধ্যে অপচয়, শোক বা মতিভ্রম কিছুই ছিল না। ইনি পঞ্চাধিক অশীতি সহস্র বৎসর, সর্ব্বরত্নের অধীশ্বর হইয়া সম্রাট ও রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্ধে ও নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন। যোগবলসামর্থে ইনিই পশুপাল, ইনিই ক্ষেত্রপাল, বর্ষণকার্য্যে ইনিই পর্জ্জন্য ছিলেন। যৎকালে তাঁহার জ্যাঘাত কঠিন বাহুসহস্র বহির্গত হইয়া সমরক্ষেত্রে দিক্ সমুদায় ব্যাপ্ত করিত। তৎকালে তিনি শরৎকালীন সহস্র কিরণাবৃত ভাস্কেরেরন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিতেন। এই মহাদ্যুতি রাজা কর্কোটক সুত নাগগণকে জয় করিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে মনুষ্য লোকের সহিত একত্র বসতি করাইয়াছিলেন। ইনি যখন জল ক্রীড়ার্থ সমুদ্রসলিলে

প্রবেশ করিতেন তৎকালে তাঁহার ভুজসহস্রবললাদ্বিগ্ন সমুদ্রবেগ বর্ষাকালেও প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইত। তটিনী নর্ম্মদা ইহাঁর ভয়ে ভীত হইয়াই যেন ফেনমালা উদ্গিরণ পূর্ব্বক চঞ্চলোর্ম্মি বিস্তার করিয়া সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়াছেন। যখন তিনি বাহু সহস্র দ্বারা মহোদধিকে ক্ষুভিত ও আলোড়িত করিতেন তখন পাতালস্থ মহাসুরগণও ভীত হইয়া নিস্পন্দভাবে স্তব্ধ হইয়া তন্মধ্যেই বিলীন হইয়া থাকিত। দেবাসুরগণ সমবেত হইয়া মন্দর পর্ব্বত দ্বারা ক্ষীর সমুদ্রকে মথিত করিলে সমুদ্রের যেরূপ ভীষণ উদ্বেগ ও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, ইনিও সেইরূপ আপনার সহস্র বাহুর অসাধারণ বলদ্বারা ফেনায়িত ও তরঙ্গিত সাগরের তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া মৎস্যরাজ মহাতিমিকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তৎকালে রসাতলবাসী মহোরগগণ পুনরায় বুঝি সমুদ্র মন্থন উপস্থিত হইল মনে করিয়া অমৃতের উৎপত্তিশঙ্কায় উৎপতিত হইল কিন্তু সেই মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া নিশ্চলভাবে নতশিরা হইয়া রহিল। বায়ুও তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া, যারা সায়ংকালে কদলী তরুপল্লব অল্প অল্প সঞ্চালিত হয় তৎপরিমাণেই প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি পাঁচটী মাত্র শর দ্বারা অতি দর্পিত লঙ্কেশ্বরকে মোহিত করিয়া বলপূর্ব্বক শরাসন মৌর্ব্বীতে বন্ধন করিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে আনিয়া দৃঢ়শৃঙ্খলে বন্ধন করিযা রাখিয়া ছিলেন। অনন্তর মহামুনি পুলস্ত্য তদীয় পুত্র দুর্জ্জয় রাবণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ব্বক মহারাজ কাত্তবীর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিবিধ অনুনয় সহকারে পুত্রের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি মহর্ষি পুলস্ত্যকে সমুপস্থিত দেখিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া রক্ষকুলপতি রাবণকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাঁর বীরত্বের কথা আর কি বলিব যখন তিনি সেই সহস্র ভুজাবলম্বী শরাসনের জ্যাশব্দ করিতেন তখন বোধ হইত যেন প্রলয়কালীন ঘনঘটা হইতে অশনি সকল স্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে এবং রসাতল বিদীর্ণ করিতেছে। হায়! সেই মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যেরও হেমময় তালবন সদৃশ ভুবন ভার্গব তেজে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

অনন্তর একদা বহ্নি বুভুক্ষিত হইয়া রাজার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন বিভাবসুকে সপ্তদ্বীপ ভিক্ষা দিয়াছিলেন। বহ্নিও ভিক্ষালব্ধ পুর গ্রাম-পল্লী প্রভৃতি সমস্ত রাজ্য দগ্ধ করিবার বাসনায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরুষ শ্রেষ্ঠ মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের প্রভাবে কি শৈলশ্রেণী কি অটবীরাজি সমস্তই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সেই কার্ত্তবীর্য্যের সহায়তার বরুণাত্মজের রমণীয় শূন্য আশ্রমপর্য্যন্ত বনের ন্যায় ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বকালে বরুণদেব যাঁহাকে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, আপব নামে বিখ্যাত ভাস্কর মূর্ত্তি ইনিই সেই বশিষ্ঠ দেব।

মহা প্রভাবশালী আপব বশিষ্ঠ ক্রোধবশতঃ কার্ত্তবীর্য্যকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে হৈহয়! যখন তুমি আমার এই ক্ষুদ্র বনটী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পার নাই তখন অন্য এক ব্যক্তি তোমার এই দুষ্কর কার্য্য সমুদায় বিনষ্ট করিবে। অতি প্রতাপশালী মহাবাহু জমদগ্নিতনয় পরশুরাম বলপূর্ব্বক তোমার সহস্র বাহু ছেদন করিবেন, এবং সেই ভৃগুবংশাবতংস তপস্বীব্রাহ্মণই তোমাকে বিনাশ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অমিত্র কর্ষণ! যে মহীপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শাসনগুণে রাজ্য মধ্যে দ্রব্যাপচয়ের কথা মাত্রও ছিল না, বশিষ্ঠ

শাপে পরশুরাম হস্তে তাঁহারই নিধন প্রাপ্তি হইল। হে কুরুনন্দন! এই মহাবল রাজা পূর্ব্বে স্বয়ংই এই রূপ বর প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার এক শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে শূরসেন, শূর, ধৃষ্ণোক্ত, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ নামে পাঁচটী মাত্র পুত্র অবশিষ্ট ছিল। ইহারা সকলেই অস্ত্র কুশল বলবান্ শৌর্য্যশালী ধর্ম্মাত্মা যশস্বী ও মহাবীর্য্য ছিলেন। তন্মধ্যে জয়ধ্বজ অবন্তীদেশীয় নরপতি ছিলেন। জয়ধ্বজের পুত্র মহাবল তালজঙ্ঘ, তাঁহার একশত পুত্র জন্মে উহারা সকলেই তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত ছিলেন। হে মহারাজ! ইহাদেরই কুলে বীতিহোত্র, সুজাত, ভোজ, অবন্তি, তৌণ্ডিক ও তালজঙ্ঘগণ সমুদ্ভুত হইয়া স্ব স্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ভরত ও সুজাতগণের বংশ অতিবিস্তৃত সেই জন্য উহার আর কীর্ত্তন করিলাম না। বৃষ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মাগণ যদুবংশীয়। তন্মধ্যে বৃষই ঐ বংশের বংশধর। তৎপুত্র মধু, মধুর শত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে একমাত্র বংশধর বৃষণ। এই বৃষণ হইতে সমগ্র বৃষ্ণিবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। আর মধু হইতে মাধব, যদু হইতে যাদব ও হৈহয় উৎপন্ন হইয়াছে।

হে রাজন! যে ব্যক্তি এই কার্ত্তবীর্য্যের জন্ম বৃত্তান্ত প্রতি নিয়ত কীর্ত্তন করিবেন তাহার আর বিত্ত নাশ নাই, নষ্ট হইলেও তাহা প্রতিলব্ধ হইবে। হে নরপতে! এই আমি আপনার নিকট যযাতির পঞ্চ পুত্রের বংশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যিনি পঞ্চ মহাভূত সদৃশ এই পঞ্চ পুত্রের বিষয় শ্রবণ বা ধারণ করিবেন তিনি সমস্ত জগতের রাজা ও ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ সমর্থ এবং আয়ু, কীর্ত্তি, পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও ভূমি এই দুর্লভ পঞ্চবর লাভ করিবেন।

হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে অত্যুৎকৃষ্ট পৌরুষ সম্পন্ন ক্রোষ্টুর বংশ সম্ভূত যাগশীল ও পূণ্যকর্ম্মা বংশ বিবর্দ্ধন যদুর বংশ শ্রবণ করুন। এই বংশে ভগবান হরি বৃষ্টিকুলধুরন্ধর রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, উহা শ্রবণ করিলে লোকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

৩৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ক্রোষ্টুর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্য্যা ছিলেন। গান্ধারী অনমিত্র নামা এক মহাবল পুত্র প্রসব করেন। মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ষ নামক দুই পুত্র জন্মে। এই কুলবর্দ্ধন তিন পুত্র দ্বারা বৃষ্ণি বংশ ত্রিধাবিভক্ত হইয়াছে। মাদ্রীর পুত্রদ্বয় বৃষ্ণি ও অন্ধক নামে বিখ্যাত ছিলেন, বৃষ্ণির দুই পুত্র শফল্ক ও চিত্রক। মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা শ্বফল্ক যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন তথায় ব্যাধি ভয় কিম্বা অনাবৃষ্টি ভয় থাকিত না। কোন সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিভু কাশিরাজের রাজ্যে তিন বৎসরকাল বারিবর্ষণ করেন নাই! এই নিমিত্তই কাশিরাজ তাঁহাকে লইয়া পরম সমাদরে স্বরাজ্যে বাস করাইলেন। তখন মেঘকুলস্বামী ইন্দ্রও আর থাকিতে পারিলেন না বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শফল্ক কাশিরাজ নন্দিনী গান্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন ইনি প্রতি দিন বিপ্রবর্গকে গোদান করিতেন। গান্দিনী বহুকাল মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। ইনি যখন গর্ভস্থ থাকিয়া আর কিছুতেই প্রসূত হইতেছেন না তখন পিতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে? তুমি ভূমিষ্ট হও, তোমার মঙ্গল হউক কি জন্য তুমি প্রসূত হইতেছ না? তখন গর্ভস্থ দুহিতা

কহিলেন, যদি আমি প্রতি দিন গো দান করিতে পাই তাহা হইলেই ভূমিষ্ট হইব। অনন্তর পিতা তথাস্তু বলিয়া কন্যার মনোরখ পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর এই গান্দিনী গর্ভে শ্বফল্ক হইতে অক্রূর নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি দাতা, যজ্ঞশীল, বীর, বিদ্বান, অতিথি প্রিয় ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। অতঃপর উপমদ্গু, মদ্গু, মুদর, অরিমেজয় অরিক্ষিপ, উপেক্ষ শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্ম ধৃক্ যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, আবাহ, প্রতিবাহ এবং পরম সুন্দরী এক কন্যা জন্ম প্রহণ করিল। হে কুরুনন্দন! অক্রূরের উগ্রসেনা নাম্নী এক ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রসেন ও উপদেব নামে দেবতুল্য তেজস্বী দুই পুত্র জন্মে।

চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু সুপার্শ্বক গবেষণ, অরিষ্ট নেমি, অশ্ব, ধর্ম্মাত্মা সুধর্ম্মা, সুবাহু; বহুবাহু এই কয়েকটী পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা এই দুই কন্যা জন্মিয়াছিল। অশ্মকী গর্ভে দেব মীঢুষেরশূর নামা এক পুত্র জন্মে। মহিষী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে শূরের দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বসুদেব সর্ব্বজ্যেষ্ট, ইহাঁর অপর নাম আনক দুন্দুভি। ইনি যৎকালে জন্ম গ্রহণ করেন সেই সময়ে স্বর্গলোকে দুন্দুভিধ্বনি ও পুটহ নিনাদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহার ভবনে মহৎ পুষ্প বৃষ্টিও পতিত হয়। মর্ত্ত্যলোকে ইহাঁর রূপের তুলনা ছিলনা, এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ শূরের শরীর কান্তি চন্দ্রমার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। এই মহাত্মা শূরের দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাবৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, সমীক ও গণ্ডূষ এই কয়েকটী পুত্র ও পাঁচটী বরাঙ্গনা কন্যা হয়। কন্যাগণের নাম পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রুবা ও রাজাধিদেবী। ইহাঁরা সকলেই বীরমাতা ছিলেন। হে কুরুনন্দন! ভোজরাজ কুন্তি পৃথাকে দুহিতারূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে পূর সেই পূজ্য বৃদ্ধ কুন্তিভোজকে কন্যা প্রদান করিলেন, এই জন্যই পৃথা ভোজাত্মজা কুন্তি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। অস্ত্য হইতে শ্রুতদেবার গর্ভে জগৃহ নামা এক পুত্র জন্মে। চেদি রাজ দমঘোষের শ্রুতশ্রবা মহিষীর গর্ভে শিশুপাল নামক এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হয়। ইনিই পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যকশিপুনামে দৈত্যরাজ ছিলেন। পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে বৃদ্ধশর্ম্মার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র মহাবীর পরাক্রান্ত দন্তবক্র নামে করুষের অধিপতি ছিলেন। কুন্তিভোজ যে পৃথাকে কন্যা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা পাণ্ডু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই কুন্তির গর্ভে ধর্ম্ম হইতে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। বায়ু হইতে ভীমসেন ও ইন্দ্র হইতে ধনঞ্জয় জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, এই ধনঞ্জয় অর্জ্জুন জগতে অপ্রতিরথ বীর এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন। কনিষ্ঠ বৃষ্টিনন্দন অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনির পুত্র সত্যক, তৎপুত্র যুযুধান সাত্যকি।

দেবভাগের পুত্র মহাভাগ উদ্ধব। উদ্ধব পরম পণ্ডিত ও দেবশ্রবা নামে কীর্ত্তিত হইতেন। অনাবৃষ্টি অশ্বকীর গর্ভে যশস্বী-নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। নিনর্ত্তশত্রু, শত্রুঘ্ন দেবশ্রবার পুত্র। শ্রুতদেবার পুত্র একলব্য, ইনি নিষাদগণকর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া নৈষাদি নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হন। বৎসবান অপুত্রক ছিলেন, মহাপ্রতাপশালী শূরনন্দন বনুদেব ইহাঁকে স্বীয় ঔরস পুত্র কৌশিককে প্রদান করেন। বিষ্বক্সেন কৃষ্ণও অপুত্রক গণ্ডূষ মহীপতিকে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পঞ্চাল ও কৃতলক্ষণ এই চারি পুত্র দান করিয়াছিলেন। রুক্মিণীর গর্ভসম্ভূত কনিষ্ঠ পুত্র মহাবাহু সুদেষ্ণা সংগ্রাম ব্যতীত কখন থাকিতে পারিতেন না। ইনি যখন যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইয়া বহির্গত হইতেন

তৎকালে সহস্র সহস্র বায়স মৃদুমাংস লোভে তাঁহার অনুসরণ করিত। কনবকের তন্ত্রিজ ও তন্ত্রিপাল নামে দুই পুত্র হয়। গৃঞ্জিনের পুত্র বীর ও অশ্ব হনু। শ্যাম পুত্র শমীক। ইনি যথাকালে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি ভোজবংশের সম্মান রক্ষার্থ নির্ব্বিণ্ন হৃদয়ে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অজ্ঞাত শত্রু যুধিষ্ঠির তাঁহার শত্রু বিনাশ করিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে বীর বসুদেব তনয়গণের বংশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! এই বহুশাখা বিশিষ্ট অতি বীর্য্য বা ত্রিধা বিভক্ত বৃষ্ণিবংশ যিনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করেন তাঁহার বংশে কদাচ অনর্থোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

৩৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বসুদেবের বরবর্ণিনী চতুর্দ্দশ পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম পৌরবী, দোহিণী, মদিরা, ধরা, বৈশাখী ভদ্রা, সুনাম্নী সহদেবা, শান্তিদেবা, সন্দেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী। সুতনু এবং বড়বা এই দুই জন পরিচারিকা বেশধারিণী। পুরু বংশীয়া রোহিণী বাহ্লিকের কন্যা ছিলেন। ইনিই বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী। ইহার গর্ভে রাম, শারণ, শঠ দুর্দ্দম, দমন, শ্বভ্র, পিণ্ডারক উশীনর, এই কয়েকটী পুত্র এবং চিত্রা ও কুমারী নামে দুই কন্যা সর্ব্বশুদ্ধ দশটী সন্তান জন্মে। এই চিত্রা পরে সুভদ্রা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বসুদেবের দেবকী গর্ভে মহাযশা কৃষ্ণের জন্ম হয়। রেবতী গর্ভে রামের নিশঠ নামে এক প্রিয় পুত্র জন্মে। অর্জ্জুন হইতে সুভদ্রার গর্ভে মহারথ অভিমন্যুর জন্ম হয়। অক্রূরের পুত্র সত্যকেতু কাশি কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে বসুদেবের সৌভাগ্যবতী সাত পত্নীতে যে সকল বীর্য্যবান পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভোজ ও বিজয় এই দুইটী শান্তিদেবার গর্ভজাত পুত্র। সুদেবাতে বৃকদেব ও গদ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃকদেবী মহাত্মা অগাবহকে প্রসব করেন। ইনি ত্রিগর্ত্ত রাজের কন্যা। একদা যাদবকুল-পুরোহিত এই ত্রিগর্তরাজ পুরোহিত শিশিরায়ণ গার্গ্যের পুরুষত্ব পরীক্ষার্থী হইয়া তদনুরূপ কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেও অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাকে পুরুষত্ব হীন স্থির করিলেন এবং তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। মহামুনি গার্গ্য সেই মিথ্যাপবাদ শ্রবণে ক্রোধে অধীর ও লৌহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুরুষত্ব খ্যাপনার্থ দ্বাদশ বৎসর এক গোপ কন্যার সহিত সঙ্গত হইলেন। ইনি গোপকন্যাবেশধারিণী অপ্সরা বিশেষ, ইহাঁর নাম গোপালী। গোপালী শূলপাণি মহাদেবের নিয়োগ বশতঃ গার্গ্য সমাগমে গর্ভবতী হইয়া একপুত্র প্রসব করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই সদ্যপ্রসূত শিশু কোন অপুত্রক যবন কর্ত্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া উহারই অন্তঃপুরে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল সেই জন্যই ইহার নাম কাল যবন হইল। কালক্রমে ইনি মহাল পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। যে সকল অশ্বের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ বলীবর্দ্ধের ন্যায় কালবন সেই সকল অশ্বে আরোহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। একদা নৃপতি যুদ্ধকামী হইয়া প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণবর্গকে ডাকিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি নারদ ঐ

উভয় বংশের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দেন। অনন্তর যবনরাজ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধাস্পর্দী হইয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নিকট দূতও প্রেরিত হইল। দূত মুখে এই সংবাদ শ্রবণে ভীত হইয়া বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ মহামতি কৃষ্ণ ও সচিবগণের সহিত সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া পলায়নই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তখন তাঁহারা ভগবান্ মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া কুশস্থলীতে দ্বারবতী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। যিনি পর্ব্ব দিবসে সংযত হইয়া কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন তিনি অনৃনী হইয়া চিরজীবন সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন।

৩৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ক্রোষ্টুর মহাযশা বৃজিনিবান্ নামে এক পুত্র হয়। বৃজিনীবতের এক পুত্র, ইনি স্বাহাকৃত অর্থাৎ সাগ্নিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া স্বাহি নামে অভিহিত হইতেন। স্বাহির পুত্র বাগ্মির রাজা উষদগু, তৎপুত্র কর্ম্মঠ চিত্ররথ । চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভূরি পরিমাণে দক্ষিণ প্রদান করিতেন এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের সাধু চরিত অবলম্বন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। শশবিন্দুর পুত্র প্রথিত কীর্ত্তি রাজা পৃথুশ্রবা। পৌরাণিকগণ পৃথুশ্রবার পুত্রকে উভয় নামে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তরের পুত্র সুযজ্ঞ, তৎপুত্র যজ্ঞশীল উষত। উষতের পুত্র অরিন্দম শিনেয়ু, শিনেয়ুর রাজর্ষি মরুত্ত নামা একপুত্র জন্মে। মরুত্ত বিপুল ধর্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জ্যেষ্ঠ তনয় কম্বলবর্হিকে প্রাপ্ত হন। কম্বলবর্হির শত প্রসূতি নামে এক পূত্র হয়, তৎপুত্র রুক্সকবচ। রুক্সকবচ সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া শত শত কবচধারী ধনুর্দ্ধরকে নিহত করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ছিলেন। রুক্সকবচের শত্রুহন্তা পরাজিৎ নামে একপত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পরাজিতের পাঁচ পুত্র রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। তন্মধ্যে পালিত ও হরি এই দুইটী সন্তান পিতা বিদেহ রাজকে প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ রুক্মেষু পৃথুরুক্মের সহিত মিলিত হইয়া পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন। জ্যামঘ ঐ উভয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া অরণ্য বাস আশ্রয় করেন। ইনি কখন শান্ত কখন অপ্রশান্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইতেন। একদা তিনি অন্য দেশ জয় করিবার জন্য ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রথারোহণে যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি নর্ম্মদাকূলে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকাবতী নগরীকে অধিকার করেন। অনন্তর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতকে জয় করিয়া তথায় শুক্তিমতী নগরে বাস করিতে লাগিলেন। এই জ্যামঘ নৃপতির শৈব্যা নামে এক প্রগল্ভা পতিপরায়ণা ভার্য্যা ছিলেন। রাজা অপুত্রক হইলেও অন্য দারপরিগ্রহ করিলেন না। তিনি যেসময়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তৎকালে একটী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সসম্ভ্রম হৃদয়ে মহিষীকে কহিলেন এটী স্নূষা (পুত্রবধূ)। রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার স্নূষা? রাজা পুনরায় কহিলেন তোমারই, তোমার পুত্র জন্মিলে তাহারই সহিত ইহার বিবাহ দিব। ইহার নাম উপদানবী। কন্যা এই কথা শুনিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। কন্যার

তপস্যা বলে বৃদ্ধ বয়সে মহিষী শৈব্যার এক পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম বিদর্ভ। বিদর্ভ যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে পতিরতা শৈব্যা উপদানবীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। এই উপদানবীর গর্ব্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহারা উভয়েই বিদ্বান ও রণ বিশারদ ছিলেন। অনন্তর বিদর্ভের আর এক পুত্র জন্মে তাহার নাম ভীম, ভীমের পুত্র কুন্তি, কুন্তির রণদুর্দ্ধর্ষ অতি প্রতাপশালী ধৃষ্ট নামা এক পুত্র হয়। ধৃষ্টের আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর এই তিন পরম ধার্ম্মিক মহাবীর্য্য পুত্র জন্মে। দশার্হের পুত্র ব্যোম, ব্যোমের পুত্র জীমূত, তৎপুত্র বৃকতি, শকুনি দশরথের বংশধর। দশ রথ হইতে করম্ভের জন্ম হয়। করম্ভের দেবরাত নামক এক পুত্র সমগ্র পৃথিবীর রাজা ছিলেন। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের মধুরভাসী বিপুল কীর্ত্তি সুরসদৃশ এক পুত্র জন্মে। হে কুরুনন্দন! ইনি পুরুবংশোদ্ভবা ভদ্রবতীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মাধবগণের বংশধর মধু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মধু নৃপতির পত্নী বৈদর্ভীর গর্ব্ভে পুরুষোত্তম পুরুদ্বান্ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর ইক্ষাকুকুল সম্ভবা অপর এক মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ব্ভে সাত্বতগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন সর্ব্বগুণোপেত সত্ত্বান্ নামে এক পুত্র জন্মে।

মহারাজ! এই মহাত্মা জ্যামঘের উৎপত্তি বিবরণ পরিজ্ঞাত হইলে প্রজাবান হইয়া পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে।

৩৭ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্বগুণাবলম্বী সাত্বতগণকে কৌশল্যা প্রসব করেন। ইহাঁরা ভজমান, দেবাবৃধ অন্ধক ও বৃষ্টি এই চারি নামে অভিহিত ছিলেন, ভজমান ভজনশীল, মহারাজ দেবাবৃধ পরম মনোহর রূপবান, মহীপতি অন্ধক মহা বাহু, বৃষ্টি বিবিধ গুণে যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন হইয়াছিলেন। ভজমানের বাহ্যকসৃঞ্জরী ও উপবাহ্যকসৃঞ্জরী নামে দুই ভার্য্যা। এই উভয় ভার্য্যা হইতে ভজমানের বহুসংখ্যক পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে কৃমি, ক্রমণ, ধৃষ্ণু, শূর ও পুরঞ্জয় এই কয়েকটী বাহ্য সৃঞ্জরীর গর্ভজাত। আর অযুতাজিৎ সহস্রজিৎ শতাজিং ও দাসক, এই কয়েকটী উপবাহক সৃঞ্জরীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পুত্র কামনা করিয়া মহারাজ দেবাবৃধ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অবশেষে দুশ্চর তপস্যায় মনঃ সমাধান করিলেন। তিনি প্রতি দিন পর্ণাশায় নির্ম্মল সলিল স্পর্শ করিতেন তাহাতে অবগাহন করিতেন, এবং তদ্বারা আচমনও করিতেন। এই জন্য পর্ণাশা প্রসন্ন হইয়া ঐরূপপুত্র জননক্ষম একটী কন্যার অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। চিন্তারত চিত্তে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও এমন কোন নারী তাঁহার নয়ন গোচর হইল না যাহার গর্ব্ভে নৃপতি অভীপ্সিত পুত্র লাভ করিতে পারেন। তখন তিনি স্বয়ংই রাজাকে পতিত্বে বরণ করিবেন স্থির করিলেন। অনন্তর পর্ণাশা পরম মনোহর রূপধারণ করিয়া কুমারীবেশে মহারাজ দেবাবৃধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার অর্ধাঙ্গ ভাগিনী হইলেন। নৃপতিও তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মহিষীর গর্ভ সঞ্চার হইল। অনন্তর যথা সময়ে তিনি তেজস্বী এক পুত্র প্রসব করিলেন, ইহার নাম বভ্রু। বভ্রু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সর্ব্বগুণের আধার হইয়া

উঠিয়াছিলেন। পুরাণজ্ঞ মহাত্মারা এই মহীপতি দেবাবৃধের গুণগ্রাম বর্ণনাবসরে কহিয়া থাকেন 'মহারাজ দেবাবৃধ দূরেই থাকুন অথবা নিকটে থাকুন আমরা তাঁহাকে অনুক্ষণ সম্মুখে দেখিতে পাইতাম।' দেবতুল্য পিতার অনুরূপ নরনাথ বভ্রুর হস্তে সমরক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ষট্ ষষ্ট্যধিক সপ্ত সহস্র পুরুষ ও অমরত্ব লাভ করে। ইনি যজ্ঞশীল অতিবদান্য সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ব্রহ্মবাদী অস্ত্রকুশল নৃপতি ছিলেন। ইহাঁর বংশ অতি বিস্তীর্ণ।

মহারাজ! মৃত্তিকাবত নগরীতে যে সকল রাজণ্যগণ বাস করেন তাঁহারা ভোজ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ বংশে কাশ্য দুহিতার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শম ও কম্বলবর্হি নামে চারি পুত্র জন্মে। কুকুর তনয় ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র কপোতলোমা। তাঁহার পুত্র তৈত্তিরি, তৈত্তিরির পুত্র পুনর্ব্ব, পুনর্ব্বর পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের দুই যমজ সন্তান হয়। যমজ সন্তানদ্বয় কীর্ত্তিমান্ লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আহুক ও আহুকী নামে বিখ্যাত ছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে তরুণবয়স্ক অশ্বের ন্যায় উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া মহারাজ আহুক বিশুদ্ধ অনুজীবিগণে পরিবেষ্টিত অশীতি সংখ্যক ফলকধারী দ্বারা অনুসৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার অনুগামী হইত তাহারা সকলেই পুত্রবান শত দক্ষিণ, শত সহস্র অস্ত্রধারী, পবিত্র চরিত ও যাগশীল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সকলদিকেই তাঁহার আদেশে রোপ্য ও কাঞ্চন শৃঙ্খলযুক্ত একবিংশতি সহস্র হস্তী এবং উপাসঙ্গ, অনুকর্ষ ধ্বজ ও বরূখশালী মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষ দশ সহস্র রথ নিয়ত অবস্থান করিত। ভোজগণ কিঙ্কিণীযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া আহুকের অনুগত থাকিতেন। অন্ধকগণ আহুক ভগিনী আহুকীকে অবন্তিনাথের সহিত বিবাহ দেন। আহুকের কাশ্যা নাম্নী পত্নীতে সুর কুমার সদৃশ দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দেবকের দেবানুপ, দেব, সন্দেব ও দেবরক্ষিত এই চারি পুত্র হয়। এতদ্ভিন্ন সাতটী কুমারীও ছিল, ঐ সাত কুমারী বসুদেবকে প্রদান করেন। উহাদের নাম দেবকী, শান্তিদেবা সন্দেবা, দেবরক্ষিতা, বুকদেবী ও সুনাম্নী। উগ্রসেনের নয় পূত্র, তন্মধ্যে কংস সকলের অগ্রজ, অপর ভ্রাতৃ গণের নাম ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাধৃষ্টি ও পুষ্টিমান্। ইহাদিগের পাঁচ ভগিনী, ইহাদের নাম কংসা, কংসবতী সুতনু, কষ্ট্রপালী ও কঙ্কা। ইহারা সকলেই বিলক্ষণ রূপবতী ছিলেন। রাজন্! কুকুর বংশীয় উগ্রসেন ও তাহার অপত্যগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, যিনি এই অমিততেজা কুকুর বংশ শ্রবণ করেন তাঁহার বংশ বিলক্ষণ বিস্তৃতি লাভ করে।

৩৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভজমানের পুত্র মহারথ বিদূরথ। বিদূরথের রাজাধিদেব ও শূর নামে দুই পুত্র জন্মে, রাজাধিদেবের দত্ত, অতিদত্ত (ইহারা দুইজনে বিলক্ষণ বলবান্ ছিলেন) শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দত্তশর্ম্মা, দত্তশক্র ও শক্রজিৎ এই কয়েকটী অতিবীর্য্য পুত্র এবং শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা নামে দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ং ভোজ, স্বয়ং ভোজের পুত্র হৃদিক। তাঁহার যে কয়েকটী পুত্র জন্মে তাহারা সকলেই নিরতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। ঐ সকল পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা,

শতধন্বা মধ্যম। দেবর্ষি চ্যবন প্রসাদে শতধন্বার ভিষক্, বৈতরণ, সুদত্ত, অতিদত্ত এই চারিটী পুত্র, কামদা ও কামদত্তিকা নামে দুই কন্যা হয়। কম্বলবর্হির দেববান্ ও দত্তক নামে দুই পুত্র, দত্তকের অসমৌজা ও নাসমৌজা নামে দুই পুত্র জন্মে। অসমৌজা অপুত্রক বলিয়া অন্ধক তাঁহাকে সুদংষ্ট্র, সুচারু ও কৃষ্ণ এই তিন পুত্র প্রদান করেন।

ক্রোষ্টূর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্য্যা ছিলেন। গান্ধারীর গর্ভে মহাবল অনমিত্র উৎপন্ন হন। মাদ্রী যুধাজিৎ ও দেবমীঢুষের জননী। অনমিত্র অমিত্রগণের জেতা স্বয়ং অপরাজিত ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের দুই পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিৎ। প্রসেন দ্বারবতীতে অবস্থিতি কালীন পরমরমণীয় স্যমন্তক নামক মহামনি সমুদ্র হইতে লাভ করেন। সূর্য্য সত্রাজিতের প্রাণসম পরমসখা ছিলেন। মহারথ সত্রাজিৎ একদা নিশাবসানে অবগাহন ও সূর্য্যোপস্থান করিবার জন্য রথারোহণে সমুদ্রকূলে গমন করেন। তথায় সূর্য্যকে উপাসনা করিবামাত্র অস্পষ্ট মূর্ত্তি ভগবান দিবাকর তেজোমণ্ডলধারী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা অতঃস্থিত সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে জ্যোতিষ্পপতে! আমি আপনাকে আকাশে যেরূপ দেখিতে পাই, সম্প্রতি সম্মুখবর্ত্তী হইলেও সেই জ্যোতি মণ্ডলধারী অস্পষ্ট মূর্ত্তি একরূপই দেখিতেছি। তবে আপনার সহিত সখিতা লাভ করিয়া আমার বিশেষ কি ফল হইল? এই কথা শুনিয়া ভগবান বিভু স্বকণ্ঠ হইতে মণিরত্ন স্যমন্তককে উন্মোচন করিয়া একান্তে ন্যস্ত করিলেন। অনন্তর নৃপতি তাঁহাকে মূর্ত্তিধারী দেখিয়া পরম পুলকিত হৃদয়ে মুহূর্ত্ত কাল কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভগবান্ বিবস্বান্‌কে প্রস্থানোম্মুখ দেখিয়া সত্রাজিৎ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনি যদ্দারা এই সমস্ত লোককে সতত উদ্ভাসিত করিতেছেন ঐ মণিরত্নটী আমাকে প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করুন। সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উহা প্রদান করিলেন। মহীপতি মণিরত্নকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া নগরাভিমুখে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতিবর্গ ঐ সূর্য্য যাইতেছে বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। রাজা পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি পৌরজন কি অন্তঃপুরচারী নারীবর্গ সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। অনুন্তর নরপতি সত্রাজিৎ সেই পরম রমণীয় অত্যুৎকৃষ্ট মণিরত্ন স্যমন্তক ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করেন। বৃষ্ণ্যন্ধক নিকেতনে ঐ মণি হইতে সুবর্ণ ক্ষরিত হইতে লাগিল। তৎকালে ব্যাধি ভয় আর তথায় রহিল না, যথাকালে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। পরে গোবিন্দ উহা গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছিলেন কিন্তু সামর্থ্য সত্ত্বেও অপহরণ করিলেন না। একদা প্রসেন ঐ মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া মৃগয়ার্থ বন গমন করেন। তথায় এক সিংহ মণি দর্শনে লোভাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বধ সাধনপূর্ব্বক যেমন ধাবমান হইল পথিমধ্যে অমনি এক মহাবল ঋক্ষরাজ সিংহকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্নিহিত বিল মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ সকলেই 'কৃষ্ণ এই মণিরত্ন গ্রহণে লোলুপ ছিলেন, অতএব তিনিই ইহার বধের কারণ' মনে করিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণ এইরূপ লোককর্ত্তৃক শঙ্ক্যমান হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপে পারি মণি আহরণ করিব। অনন্তর প্রসেন মৃগয়ার্থ যথায় গমন করিয়াছিল কৃষ্ণও সেই বনোদ্দেশে আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। প্রসেনের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া প্রথমে

ঋক্ষবান্ অনন্তর পরম রমণীয় বিন্ধ্যগিরি অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দেখিতে পাইলেন প্রসেন অশ্বের সহিত নিহত হইয়া ভূপতিত রহিয়াছে কিন্তু মণি দেখিতে পাইলেন না। তদনন্তর প্রসেন শরীরের অনতিদূরে পদচিহ্ন সূচিত ঋক্ষ নিহত এক মহা সিংহ দেখিয়া স্থির করিলেন এই সিংহই প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, সিংহও আবার ঋক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। তখন মাধব ঐ ঋক্ষপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে এক গুহাদ্বার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ প্রকাণ্ড ঋক্ষবিলে প্রবেশ করিবামাত্র প্রমদা সমীরিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল। জাম্ববতের পুত্র রোদন করিতেছিল, ধাত্রী তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ঐ স্যমন্তক মণি লইয়া ক্রীড়া করাইতেছে, কহিতেছে 'সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, তোমার পিতা সেই সিংহকে বধ করিয়া এই মণিরত্ন আনিয়াছেন। হে সুকুমার! তুমি আর রোদন করিও না এই যে তোমার স্যমন্তক।'

এইরূপ সুস্পষ্ট শব্দ ও স্যমন্তক মণির নাম শ্রবণ করিয়া বিল দ্বারে হলায়ুধ বলদেব নায়ক যদুগণকে রাখিয়া শার্ঙ্গধন্বা ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ সেই বিল মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাম্ববতের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র উভয়ে ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। একবিংশতি দিবস অনবরত বাহু যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব সহচর যদুগণ সেই বিল দ্বারে থাকিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু বহু বিলম্ব হওয়াতে আর তাঁহারা তথায় প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না, দ্বারবতীতে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষ্ণ নিহত হইয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। এদিকে বাসুদেব মহাবল জাম্ববতকে পরাভূত করিয়া ঋক্ষরাজ দুহিতা জাম্ববতীর সহিত আত্ম দোষ ক্ষালনার্থ স্যমন্তক গ্রহণ করিলেন এবং ঋক্ষরাজ সমীপে বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বিল মধ্য হইতে নির্গত হইলেন। তথায় সহচরগণের কেহই নাই দেখিয়া একাকীই দ্বারবর্ত্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে মণি আহরণপূর্ব্বক কৃষ্ণ আত্ম বিশুদ্ধি খ্যাপন করিয়া সাত্বতগণের সভায় সর্ব্বজন সমক্ষে সেই মণি সত্রাজিৎকে প্রদান করিলেন। তখন শত্রুতাপন কৃষ্ণ সেই বিষম জনপরিবাদ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন।

সত্রাজিতের দশটী ভার্য্যা তাঁহাদের গর্ভে একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে তিনটী পুত্রই অধিক বিখ্যাত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভঙ্গকার, দ্বিতীয় বীর বাত-পতিত তৃতীয় উপস্বাবান্। হে নরাধিপ! ইহাঁর সর্ব্বদেশ বিখ্যাত তিনটী কন্যাও ছিলেন। তাঁহাদের নাম সত্যভামা ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনী। সত্যভামা বিবিধ গুণে ভূষিত হইয়া প্রমদাগণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ব্রতিনী ব্রত পরায়ণা ছিলেন। এই তিন কন্যা সত্রাজিৎ কৃষ্ণকে সম্প্রদান করেন। ভঙ্গকারের রূপ-গুণশালী সভাক্ষ ও নারেয় নামে দুই নরশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মে। যুধাজিতের পুত্র প্রশ্নি, ইনি মাদ্রীর গর্ভসম্ভূত। শ্বফল্ক ও চিত্রক এই দুই পুত্র প্রশ্নির। শ্বফল্ক কাশিরাজ দুহিতা গান্দিনীকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করেন। ঐ গান্দিনী প্রতিদিন বহু সংখ্যক গোদান করিতেন। গান্দিনীর গর্ভে বিখ্যাত মহাবাহু শ্রুতবান্, ভূরিদক্ষিণ যাজ্ঞিক অক্রূর, উপমদ্গু, মদ্গু, মুদর, অরিমর্দ্দন, গিরিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুতাপন অরিমেজয়, ধার্ম্মিক যতিধর্ম্মা গৃধ্র, ভোজ, অন্ধক, আবাহ, প্রতিবাহ এই কয়েকটী পুত্র, আর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক কন্যার জন্ম হয়। এই রূপযৌবন সম্পন্ন সর্ব্বজন মনোহারিণী বসুন্ধরা নাম্নী কন্যা শাম্বের বিখ্যাত মহিষী ছিলেন। উগ্রসেনীর গর্ভে অক্রূরের দুই পুত্র জন্মে, ইহারা উভয়েই দেবতুল্য তেজস্বী,

সুদেব ও উপদেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বসেন, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক ও গবেষণ, এই ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অরিষ্টনেমির পুত্র সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ সুবাহু ও বহুবাহু। ইহাঁর শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যাও ছিল।

হে কুরুনন্দন! যিনি কৃষ্ণের এই মিথ্যাপবাদ অবগত হন। মিথ্যাপবাদ তাঁহাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না।

৩৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ যে মণিরত্ন স্যমন্তক সত্রাজিৎকে প্রদান করিয়াছিলেন, অক্রূর শতধন্বার সাহায্যে উহা আত্মসাৎ করেন। অক্রূর ছিদ্রান্বেষী হইয়া অনিন্দিতা সত্যভামার নিকট সততই ঐ মণি প্রর্থনা করিতেন। একদা মহাবল শতধন্বা সত্রাজিতকে নিহত করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রিযোগে অক্রূরকে প্রদান করেন। হে ভরতর্ষভ! অক্রূর সেই মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া শতধন্বাকে শপথ করাইলেন, যে তুমি কখন এবিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না, যদি কখন কৃষ্ণ তোমাকে আক্রমণ করেন আমরা সকলেই তোমার সাহায্যার্থ গমন করিব। এখন দ্বারকানিবাসী সমস্ত লোকই আমার বশীভূত রহিয়াছে জানিবে।

এদিকে মনস্বিনী সত্যভামা পিতৃ বিয়োগে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রথারোহণে বারণাযত নগরে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত স্বামী সমীপে কীর্ত্তন করিলেন এবং শতধন্বাই এই নিদারুণ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া নিতান্ত শোকভরে স্বামী পার্শ্বে থাকিয়া অনবরত অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং পরলোকগত পাণ্ডবদিগের উদকক্রিয়া সমাধা করিয়া সাত্বকির প্রতি তৎকার্য্যের ভারাপণপূর্ব্বক ত্বরিত গমনে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তখন অগ্রজ হলায়ুধকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বিভো! সিংহ প্রসেনকে নিহত করিলে আমি যে রূপে মণিরত্ন প্রত্যাহরণ করিয়াছিলাম তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। তদনন্তর শতধা সত্রাজিৎকে বিনাশ করিয়াছে এক্ষণে ঐ স্যমন্তকের আমিই অধিকারী। অতএব আপনি শীঘ্র রথারোহণ করুন,মহাবল ভোজপতি শতধন্বাকে নিহত করিলে স্যমন্তক আমাদেরই অধিকারে আসিবে।

অনন্তর শতধন্বার সহিত কৃষ্ণের তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত অক্রূরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া শতধন্বা চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভোজ ও জনার্দ্দনের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া শক্তি সত্ত্বেও শঠতাপূর্ব্বক অক্রূর ভোজপতির আনুকূল্যার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন না। ভোজপতিও আপনাকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া ভয়াকুল হৃদয়ে পলায়নই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন। রাজন! শতধন্বার হৃদয়া নামে বিখ্যাত শত যোজন গামিনী এক বড়বা ছিল! ইনি একাল পর্য্যন্ত ইহারই সাহায্যে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। এক্ষণে পলায়ন মানসে ঐ অশ্বকে প্রধাবিত করিলে সে শত যোজন পথে উপনীত হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষীণ হইয়া পড়িল, তখন কৃষ্ণের রথও সন্নিহিত হইয়াছে দেখিয়া বড়বা ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে কৃষ্ণও রথারোহণে শতধন্বার অনুসরণ করিয়াছিলেন। অতি দূর পথ গমন করাতে তাঁহার অশ্বগণও ক্লান্তি বশতঃ গমনে অনিচ্ছুক ও উল্লম্ফন করিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! অশ্বগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে অতএব আপনি এই স্থানেই অবস্থিতি করুন। আমি পদব্রজে গমন করিয়া মণিরত্ন আহরণ করি। এই কথা বলিয়া সেই পরমাস্ত্রবিৎ ভগবান কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। শতধন্বা প্রাণ ভয়ে মিথিলাভিমুখে গমন করিতেছিল, কৃষ্ণ দ্রুতপদে গমন করিয়া তাঁহার বধসাধন করিলেন। এইরূপে মহাবল

ভোজকে নিহত করিলেন বটে কিন্তু স্যমন্তক দেখিতে পাইলেন না। তখন প্রতি নিবৃত্ত হইয়া রথসন্নিধানে উপস্থিত হইলে, বলরাম তাঁহার নিকট মণি প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন আমি উহা পাই নাই। রাম কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে শত শত ধিক্কার দিয়া কহিলেন, তুমি আমার ভ্রাতা সুতরাং সহ্য করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক আমি চলিলাম। দ্বারকায় আমার কি কাজ, তুমি কিম্বা বৃষ্ণিগণেও আমার প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া অরিমর্দ্দন রাম মিথিলায় প্রবেশ করিলেন। মিথিলাবাসী প্রকৃতি পুঞ্জও তাঁহাকে নানা উপায়ন দ্বারা সৎকৃত করিয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করিল।

এই সময়ে অতিমান অক্রূর অবিচ্ছেদে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ দীক্ষাময় কবচও ধারণ করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইলে কেহ আর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবেন না সুতরাং স্যমন্তকও রক্ষা পাইবে। মহাযশা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন গান্দী তনয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ষষ্টি বৎসর ভূরি ভূরি রত্ন, ধন, বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় এবং বহু দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাই এই যজ্ঞে প্রার্থিগণ যিনি যাহা প্রার্থনা করিতেন তাহাই তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইত। ইহার যজ্ঞ সমুদায় অক্রূর যজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

এই সময়ে অতি প্রভাবশালী রাজা দুর্য্যোধন মিথিলায় আগমন করিয়া বলরাম সমীপে গদা শিক্ষা আরম্ভ করেন। অনন্তর কিছু দিন অতীত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তথায় বিবিধ অনুনয়াদি দ্বারা অগ্রজের ক্রোধ শান্তি করিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। হে পুরুষর্ষভ! অনন্তর অক্রূম অন্ধকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবল সত্রাজিৎকে সবান্ধবে যুদ্ধে নিহত করিয়া দ্বারকা হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে কৃষ্ণ কেবল জাতিভেদ ভয়েই উহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অক্রূর বহির্গত হইলে ইন্দ্র তথায় বারিবর্ষণ রহিত করিলেন। অনাবৃষ্টি বশতঃ রাজ্যের ঘোর অনিষ্ট উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন কুকুর ও অন্ধকগণ তাহাকে প্রসন্ন করিয়া দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর দ্বারবতীতে উপস্থিত হইবা মাত্র সহস্র লোচন ইন্দ্র সমুদ্রের উপকূল ভাগে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনিও দ্বারকায় আগমন করিয়া কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে স্বকীয় কন্যা ও সুশীলা ভগিনী প্রদান করিলেন।

একদা কৃষ্ণ ঘটনাক্রমে জানিতে পারিলেন যে স্যমন্তক অক্রূরের নিকটেই রহিয়াছে, তখন তিনি সভাসীন সেই অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিভো! আমি শুনিয়াছি মণিরত্ন আপনারই হস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে উহা আমাকে প্রদান করুন, আর অপহ্নব করিবেন না। ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমার যে রোষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল উহা কালক্রমে নির্ব্বাণ প্রায় হইলেও অদ্য আবার প্রধূমিত হইতেছে। এই কথা শুনিয়া মহামতি অক্রূর তৎক্ষণাৎ সাত্ত্বত সভায় সর্ব্বজন সমক্ষে মণি আনিয়া কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। অনন্তর অরিন্দম বাসুদেবও তাঁহার ঈদৃশ মৃদুতা ও সৌজন্য সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া উহা তাহাকেই পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন গান্দিনী নন্দন অক্রূর কৃষ্ণ হস্ত হইতে মণিরত্ন স্যমন্তক প্রাপ্তি মাত্রেই গলদেশে ধারণ করিয়া দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

৪০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্ম! আমি পুরাণ বক্তা সাধুগণের নিকট অমিততেজা বিষ্ণুর বরাহ অবতারের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু তাহার চরিত, বিধি, কিম্বা ক্রিয়াকলাপ কিছুই অবগত নহি। তিনি কি প্রকার বরাহ তাঁহার মূর্ত্তিই বা কীদৃশ এবং তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কে, আচার ব্যবহার ও সামর্থ্যই বা কিরূপ তৎকালে কি কি অনুষ্ঠানই বা করিয়াছিলেন এ সমুদায় বিষয়ও আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। কেবল যে সমুদায় বিপ্লবর্গ যজ্ঞ দর্শনার্থ সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই মুখে এবং ব্যাস বর্ণিত মহাবরাহ চরিতে শ্রবণ করিয়াছি যে অরিসূদন নারায়ণ বরাহরূপধারণ করিয়া প্রলয় পয়োধি জল-নিমগ্না বসুন্ধরাকে বিশাল দশনাগ্র ভাগ দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই ধীমান্ রিপুমর্দ্দন ভগবান্ হরির বরাহাবতারের কার্য্য সমুদায় বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহার আবির্ভাব, তাৎকালিকী ক্রিয়া ও ব্রাহ্মী প্রকৃতি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

হে মহাত্মন! যিনি সমস্ত দেবের অধীশ্বর সেই রিপুকুল নিসূদন ভগবান্ ধীমান বিষ্ণু কিজন্য বসুদেবকুলে বাসুদেবত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিজন্যই বা অমরগণ বেষ্টিত পুণ্যজনালঙ্কৃত পবিত্রধাম দেবলোক পরিহার করিয়া মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন। যিনি দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রণেতা যে বিভু হইতে ভুর্ভুব সমুদ্ভূত হইয়াছে সেই প্রভু নারায়ণ কি জন্য স্বকীয় দিব্য আত্মাকে মানুষ লোকে নিয়োগ করিলেন। যে চক্রী একাকী মনুষ্য চক্রের অনাময় বিধান করিতেছেন যিনি জগতীতল সমুদায় জীবের রক্ষা করিতেছেন, যিনি ভূতাত্মারূপে নিখিল মহাভূতের সৃজন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি শ্রীগর্ভ স্বরূপ ও দেবগণের প্রার্থনানুসারে তাহাদেরই হিত কামনায় ত্রিবর্গ দ্বারা ত্রিবিধ লোক পরাজয় করিয়া ত্রিবর্গ প্রভব জগতের ত্রিবিধমার্গ সংস্থাপন করিয়াছেন। যিনি প্রলয় কালে দৃশ্য ও অদৃশ্য এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া তোয়ময় শরীর ধারণপূর্ব্বক অখিলব্রহ্মাণ্ড একার্ণবীকৃত করিয়া থাকেন। যে পুরাণ পুরুষ বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দশনাগ্রভাগ দ্বারা এই বসুধার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত এই অক্ষয় ত্রিলোক জয় করিয়া তাঁহাকেই প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত নরসিংহ বপু ধারণ করিয়া মহাবীর্য্য দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন, যে ভগবান হরি পূর্ব্বকালে ঔর্ব্ব ও সংবর্ত্তক নামে অনলরূপধারণ করিয়া পাতাল-তলে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য সমুদায় জলময় অর্ণব পান করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! যিনি সর্ব্বযুগেই সহস্র শীর্ষ, সহস্রার সহস্রদ, সহস্রচরণ দেব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, একার্ণবকালে যাঁহার নাভিনাল সমুৎপন্ন অপঙ্কজ পদ্ম লোক পিতামহ ব্রহ্মার গৃহরূপে পরিণত হইয়াছিল, যিনি তারকার সংগ্রামে সর্ব্বদেবময় সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক গরুড় বাহনে দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন। বলদর্পিত কালনেমির নিপাত সাধন করিয়াছেন এবং দৈত্যরাজ মহাসুর তারকাসুরকে পরাস্ত করিয়াছেন। যিনি ঘোর তিমির রূপ শাশ্বত যোগাবলম্বন করিয়া মহাসমুদ্র ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর প্রান্তে শয়ন করিয়া থাকেন, পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যার ফলে যাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন,

গর্ভাবসানে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি ত্রিলোকব্যাপী পদ দ্বারা দৈত্যগণকে পাতাল বাসী এবং দেবগণকে পুনরায় স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত করিয়া দিশাধিপত্যে দৈত্যাবরুদ্ধ, ইন্দ্রকে পুনঃস্থাপন করেন। যাহা হইতে যজ্ঞের পাত্র, দক্ষিণা, দীক্ষা, চমস, উলুখল, গার্হপত্য, অন্বাহার্য্য আহবনীয় অগ্নি, বেদি, কুশ, শ্রুব, প্রোক্ষণীয় পাত্র, যজ্ঞান্ত স্নান সামগ্রী সুধাদি ত্রিবিধ দ্রব্য, হব্য-কব্যপ্রদ ব্রাহ্মণগণ সৃষ্ট হইয়াছে। যিনি সুরগণকে হব্যভূক, পিতৃগণকে কব্যাদ করিয়াছেন। যিনি যজ্ঞ কার্য্যবিভাগার্থ বৈধমন্ত্রপূত যূপ, সমিৎ, স্রুব, সোম, পবিত্র পরিধেয়, বহ্নি স্থাপন স্থান, সদস্য, যজমান, অশ্বমেধাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যজ্ঞ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে পিতামহ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যদ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যুগপর্য্যন্ত সংখ্যা করিবার জন্য ক্ষণ, লব, কলা, কাষ্ঠা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিবিধ কাল, মুহুর্ত্ত, তিথি মাস, পক্ষ, সংবৎসর, ঋতু, কালযোগ, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধকার্য্য, শ্রুতি, স্মৃতি ও শিষ্টাচাররূপ ত্রিবিধ প্রমাণ, আয়ু, স্থাবর জঙ্গ মাত্মক শরীর, উপচয়, দ্বিপদাদির লক্ষণ, রূপ, সৌন্দর্য্য, ত্রিবিধ বর্ণ, লোকত্রয়, ত্রিবিধ বিদ্যা, অগ্নিত্রয় কালত্রয় ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ অপায়, গুণত্রয়, অনন্ত লোকত্রয়, পঞ্চভূতগুণাত্মকসর্ব্ব ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি মানব কুলের জন্ম মৃত্যু বিধান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্তা হইয়া জীব রূপে পুনরায় ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় সুখ উপভোগ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, যিনি ধর্ম্মাত্মাদিগের উপায় ও পাপাত্মাদিগের অপায় স্বরূপ, যিনি বর্ণচতুষ্টয়ের বিধাতা এবং চাতুর্হোত্রের রক্ষিতা, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা চতুষ্টয়ের পরিজ্ঞাতা, যিনি চতুর্ব্বিধ আশ্রমের আশ্রয়দাতা, যিনি দিগবকাশরূপ এবং আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র-সূর্য্যের জ্যোতিস্বরূপ, যিনি যোগীশ্বর ও নিশাবসানের হেতু, যিনি পরম জ্যোতি অথচ ঘোরতিমির রূপ, যিনি পর, অপর ও পরাৎ পর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বেদ সমুদায়, বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ, তজ্জনিত ধর্ম্ম ও গতি যে এক মাত্র বিভু নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সত্য, তপস্যা মুক্তি ও পরম পদ প্রভৃতি যাহার আয়ত্ত, যিনি দ্বাদশ আদিত্য ও দৈত্যকুল ধ্বংসকারী, যিনি যুগান্ত কালে অন্তক এবং অন্তকেরও অন্তক, যিনি লোক নিয়ন্তাদিগের নিয়ন্তা, পাবনের পাবন, বেদবাদিগের বেদ্য, প্রভুদিগের প্রভু, প্রিয় দর্শনগণের প্রিয়দর্শন, অগ্নিময়দিগের অগ্নি মনুষ্যগণের মনোরথ, তপস্বীদিগের তপস্যা, বিনয়ীদিগের বিনয়, তেজস্বীদিগের তেজ, সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের সৃষ্টি এবং জগতের অদ্বিতীয় কারণ, দেহিগণের দেহ এবং উপায়বান লোকের উপায়স্বরূপ, সেই অতি প্রভাবশালী বিষ্ণু কি জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া গোপত্ব স্বীকার করিলেন, কিরূপেই বা সামান্য স্ত্রীলোক তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিল, পৃথিবীতে তাঁহার আগমন বুদ্ধির আবশ্যকতাই বা কি?

বায়ু আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া অগ্নির জীবন রূপে পরিণত হইতেছে সেই অগ্নিদেবগণের জীবন, মধুসূদন আবার সেই অগ্নিরও জীবন। রস হইতে শোণিতের উৎপত্তি, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি জন্মিয়া থাকে। অস্থি

হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, শুক্র হইতে গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে, অতএব সেই গর্ভের মূল কারণ বলিতে হইবে। ঐ গর্ভে জলময় বিকার অর্থাৎ শুক্র প্রথম ভাগ, উহা সোমাত্মক রাশি বলিয়া কথিত হইয়াছে। গর্ভের উষ্ণ সম্ভব যে অগ্নি উহা দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ শোণিত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, উহা পাবকাত্মক। বস্তুতঃ রসাদি বস্তু সমুদায়ের সারাংশই শুক্র শোণিত। তন্মধ্যে কফাংশ হইতে শুক্র, পিতাংশ হইতে শোণিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফের স্থান হৃদয়, পিত্তের আধার নাভি। দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়ই মনের আবাস স্থান, নাভির যে অন্য প্রকোষ্ঠ আছে তাহাতেই দেব হুতাশন অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে মন প্রজাপতিরূপ, কফ সোমদেবতাস্বরূপ পিত্ত অগ্নিরূপ। সুতরাং সমস্ত জগতই অগ্নীষোমাত্মক প্রতিপন্ন হইল। এইরূপে অর্ব্বুদাকৃতি গর্ভ অন্নাদি রস পরিপাকে প্রবর্দ্ধিত হইলে পরমাত্মার সহিত সঙ্গত হইয়া প্রাণ বায়ু তাহাতে প্রবেশ করিয়া অঙ্গ সমুদায়ের নির্ম্মাণ ও পোষণ করিতে আরম্ভ করে। ঐ বায়ু শরীরস্থ হইয়া প্রথমতঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে অনন্তর প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাণ উহার প্রথম স্থান অর্থাৎ হৃদয়, অপান বায়ু পশ্চিমাঙ্গ অর্থাৎ জঘন হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত, উদান বায়ু ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ ঊরু হইতে শরীরের সমস্ত উপরিভাগ পরিবর্দ্ধিত, ব্যান বায়ু অঙ্গ সমুদায়কে সবল, সমান বায়ু সমস্ত অঙ্গ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে। অনন্তর পৃথিব্যাদির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

অতঃপর পৃথিবী, বায়ু, আকাশ অপ্‌ও জ্যোতি ইহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যারম্ভ করে। তন্মধ্যে শরীর পার্থিব বিকার, প্রাণ বায়ু বিকার শরীরছিদ্র সমুদায় আকাশ বিকার জলাংশ সকল জল বিকার এবং চক্ষু জ্যোতির্ব্বিকার মাত্র। এই সমুদায়ের মধ্যে তেজঃস্বভাব মন ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা। এই মনের বীর্য্যবলেই গ্রাম নগরাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

হে ব্রহ্ম! সেই পরম পুরুষ ভগবান বিষ্ণু এই সমস্ত সনাতন লোক সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং উপায়বানদিগের উপায়স্বরূপ হইলেও কি জন্য এই নিধন স্বভাব মর্ত্যলোকে মানবদেব ধারণ করিলেন। এই বিষয়ে আমার বিষম সংশয় ও মহান বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি আমার বংশের সকলের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছি। দেব ও দৈত্যগণ যাঁহাকে পরম দেব বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এক্ষণে সেই নারায়ণের অত্যদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত এবং বৃষ্ণির বংশোপাখ্যান শুনিতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। অতএব আপনি সেই প্রখ্যাত বলবীর্য্য অমিততেজা প্রথিত কীর্ত্তি বিষ্ণুর যথার্থ তত্ত্ব বর্ণন করুন।

৪১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার প্রতি গুরুতর প্রশ্ন ভার সমুদায় সমর্পণ করিলেন। ঈদৃশ প্রশ্ন সকলের ভাগ্যে সমুদিত হয় না। সৌভাগ্য বলেই অদ্য আপনার কৃষ্ণ কথা শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। অতএব আমিও এক্ষণে সেই ভগবান কৃষ্ণ লীলা চরিত যথাশক্তি বর্ণনা করি শ্রবণ করুন।

বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সহস্রাস্য, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রশীর্ষ সহস্রবাহু, সহস্রমুকুট, সহস্রদ ও সহস্রাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যিনি অব্যয় হবন, সবন, হব্য, হোতা, পবিত্রপাত্র, বেদী, দীক্ষা, চরু স্রুব, স্রুক্, সোম, শূর্প, মুষল, প্রোক্ষণীপাত্র ও দক্ষিণায়ন; যিনি যজুর্ব্বেদী ও সাম বেদাধ্যায়ী বিপ্র; যিনি সদস্য সদন, যূপ, সমিধ্, কুশ, দর্ব্বী, চমস, উলূখল এবং প্রাগবংশ, যজ্ঞভূমি, ঋত্বিক্ ও স্থণ্ডিল; যিনি রহস্য প্রমাণস্বরূপ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক, প্রায়শ্চিত্ত, অর্ঘ্য ও কুশ; মন্ত্র, যজ্ঞবহ, বহ্নিভাগ ও ভাগ-বহ; যিনি অগ্রেভুক্, সোমভুক, হুতার্চ্চি ও উদায়ুধ এবং যাঁহাকে যজ্ঞ স্থলে শাশ্বত বিভু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ধীমান্ দেবদেব বিষ্ণু বহু সহস্রবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রজাপতি বলিয়া থাকেন তিনি পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন।

মহারাজ! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন উহা অতি পবিত্র, শুভ ফলপ্রদ এবং উৎকৃষ্ট। ভগবান বিষ্ণু যে জন্য বসুদেবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন উহা আমি সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাদ্যুতি বাসুদেবের মাহাত্ম্য ও যে সকল চরিত শুনিতে পাওয়া যায় তৎসমুদায়ই সুরলোক ও মর্ত্যলোকের হিত সাধনার্থ। তিনি সর্ব্বজগতের হিতকামী হইয়া বারম্বার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আপনি শুদ্ধ ও প্রয়ত হইয়া সেই অতি পবিত্র অলৌকিক গুণসম্পন্ন তদীয় আবির্ভাব বিষয়িণী কথা শ্রবণে অবধান করুন। বিষ্ণু চরিত শ্রবণ পরম পবিত্র পুরাণ ও বেদ সদৃশ পুণ্য ফলপ্রদ। হে ভারত! যখনই ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয় তখনই তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ প্রাদূর্ভূত হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! তাঁহার এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি স্বর্গস্থ হইয়া নিরন্তর দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিতেছে, অপর এক মুক্তি প্রজা সংহারার্থ শয়ান থাকিয়া নিদ্রাযোগ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, উহার সঙ্গে তুলনা করিলে অধ্যাত্ম চিন্তন পর সমাধিমান লোক কিছুই নহে। এইরূপে যুগ সহস্র কাল সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া সেই দেব দেব জগৎপতি প্রভু নারায়ণ নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক সৃষ্টি কার্য্যে মনঃ সমাধান করেন। তখন লোক পিতামহ ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, কপিলদেব, দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, মহাযশা ত্র্যম্বক, বায়ু সমুদ্র, শৈলশ্রেণী, মহানুভব সনৎকুমার মহাত্মা ভগবান্ প্রজাকর মনু তাহার দেহ হইতে সমদ্ভূত হইতে থাকেন। তখন সেই প্রদীপ্ত হুতাশনতুল্য অমিত তেজা পুরাণ পুরুষ গ্রাম নগরাদিও সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। প্রলয় কালে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, দেবতা, অসুর, উরগ ও রাক্ষুস ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অর্ণবস্থিত অতি দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যপতি মধু ও কৈটভ যুদ্ধকামী হইয়া উপস্থিত হইলে সেই প্রভাবশালী ভগবান হরিই তাহাদিগকে নিহত করিয়া মুক্তিকর বর প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে যখন সেই কমলনাভ বিষ্ণু একার্ণব-সলিলে যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন তৎকালে ইহার পুষ্কর অর্থাৎ নাভিপদ্ম হইতে দেবগণ ও ঋষিগণ সমুদ্ভূত হন, সেই জন্য ইনি পৌষ্করাবতার নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মহারাজ! মহাত্মা ভগবান বিষ্ণুর বরাহাবতার অতি শ্রবণ রঞ্জন। এই অবতারে সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ লোক হিত কামনায় বারাহী মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া প্রলয় পয়োধি সলিল নিমগ্না মেদিনীকে বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা উদ্ধার করেন। বরাহাবতারের মূর্ত্তি অতি অদ্ভুত। উহা যজ্ঞবরাহ বিগ্রহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদ চতুষ্টয় ইহাঁর পাদরূপে পরিণত হয়, যূপ দশনপংক্তি, ক্রতু হস্ত, চিতি অর্থাৎ অগ্নি স্থান ইহার মুখ, অগ্নি জিহ্বা, দর্ভ নোমাবলী, দিবা

রাত্রি দিব্য চক্ষুর্দ্বয়, বেদাঙ্গ কর্ণ ভূষণ, আজ্য নাসা, শ্রুব তুণ্ড, সামগান মহৎ কণ্ঠস্বর, ধর্ম্ম ও সত্যই শরীর সৌন্দর্য্য, কর্ম্মবিক্রম ক্রিয়া, প্রায়শ্চিত্ত ঘোর নখরাবলী, যজ্ঞীয় পশু জানু, উদ্গাতৃগণ অস্ত্র, হোম লিঙ্গ ও মহৌষধি সকল বৃষণান্তর্গত ফলোন্মুখ বীজরূপ বীর্য্য, বায়ু অন্তরাত্মা, বেদস্ফিক্, বিকৃতসোমরস শোণিত, বেদি স্কন্ধ, হবি গন্ধ, হব্য কব্য বেগতিশয়, প্রাগবংশ শরীর, দক্ষিণা হৃদয়, উপাকর্ম্ম (বেদাধ্যয়ন) ওষ্ঠ রুচি, ধর্ম্মসন্তাপনার্থ মহাবীর রূপে পরিবর্ত্তন ভূষণ, বিবিধ ছন্দ গমন পথ, গুহ্য উপনিষদ আসন, ছায়া পত্নীরূপ সহায় হইল। তখন ইহার সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় শরীরের উন্নতি হইল। এইরূপে লোকহিতকামনায় মহাযজ্ঞ বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিবিধ দীক্ষায় অর্চ্চিত হইয়া যোগনিরত মহা যোগী ভগবান্ বিষ্ণু সাগরাম্ভ হইতে পৃথিবীর সমুদ্ধার করেন। এই বরাহাবতারের কথা কথিত হইল, এক্ষণে নরসিংহাবতারের বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! এই অবতারে ভগবান্ নারায়ণ নৃসিংহ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করেন। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে বলদর্পিত সুরলোক শত্রু, দৈত্যগণের আদি পুরুষ হিরণ্যকশিপু জলমাত্রোপজীবী, অবশেষে উপবাসপর হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর সুদৃঢ় আসনবন্ধ ও মৌনব্রতালম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযমন দ্বারা অতি কঠোর তপস্যা করেন। এইরূপ তপস্যা ও নিয়মাদি দ্বারা প্রীত হইয়া আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বসহায়ভূত রুদ্র, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দিক, বিদিক, নদী, সাগর, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, খেচর, মহাগ্রহ, দেবর্ষি, তপোবৃদ্ধ সিদ্ধগণ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, পুণ্যতম গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যসম অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিশালী হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া চরাচর গুরুলোক পিতামহ বেদবিদগ্রগণ্য শ্রীমান প্রজাপতি ব্রহ্মা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, ভক্ত! আমি তোমার এই তপস্যাদ্বারা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার নিকটে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, হে দেবাগ্রগণ্য লোক পিতামহ! আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন দেবতা অসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ উরগ রাক্ষস ও মানুষগণ আমাকে বিনাশ করিতে না পারে। তপস্বী ঋষিগণও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিতে না পারেন। আর অস্ত্র শস্ত্র কিম্বা গিরি ও পাদপ অথবা শুষ্ক ও আর্দ্র ইহার অন্যতম বস্তু দ্বারাও যেন আমার বধসাধন না হয়। যিনি বলপূর্ব্বক এক চপেটাঘাতে একবারেই আমাকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন তিনিই আমার অন্তক হইবেন। আমি সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই বায়ু, আমিই হুতাশন, আমিই সলিল, আমিই অন্তরীক্ষ, নক্ষত্র ও দশদিক, আমিই ক্রোধ, কাম, বরুণ, ইন্দ্র, যম, ধনাধ্যক্ষ কুবের, যক্ষ ও কিংপুরুষগণের অধিপতি হইব।

ব্রহ্মা কহিলেন বৎস! আমি তোমাকে এই সমস্ত অদ্ভুত বরই প্রদান করিলাম। তুমি সমস্ত অভিলষিত লাভ করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া ভগবান্ প্রজাপতি তথা হইতে আকাশমার্গে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত বৈরাজ নামক ব্রহ্ম সদনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও মুনিগণ ব্রহ্মার তাদৃশ অদ্ভুত বরপ্রদান শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন! আমারা শুনিলাম আপনি দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বর প্রদান করিয়াছেন সে সেই বর প্রভাবে দর্পিত হইয়া

আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে, অতএব আপনি আমাদের উপর প্রসন্ন হউন এবং উহার বধোপায়ও চিন্তা করুন। হে ভগবন্! আপনি স্বয়ম্ভু, আপনা হইতেই এই সমস্ত জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং আপনিই সকলের নিদান, হব্যকব্যের স্রষ্টা ও অব্যক্ত প্রকৃতি অতএব আপনার তত্ত্ব কে বুঝিবে! অনন্তর দেবগণের লোকহিতকর সেই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ প্রজাপতিদেব কহিতে লাগিলেন, দেবগণ! সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অবশ্য তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে ফল ভোগান্তে ভগবান্ বিষ্ণুই তাহার বধ সাধন করিবেন। এই কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ প্রীত হইয়া দেবগণ স্ব স্ব দিব্য ধামে প্রতিগমন করিলেন।

এদিকে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু বর প্রাপ্তি মাত্রেই অতি দর্পিত হইয়া সমস্ত প্রজাবর্গের উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। প্রথমেই সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ ব্রতধারী মহাভাগমুণিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদেরই উপরে নানা উপদ্রব আরম্ভ করিল, অতঃপর স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া সেই মহাবল দৈত্যরাজ ত্রিলোক সমস্ত অমরগণকে সমরে পরাস্ত করিয়া ত্রিলোক স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া স্বর্গ রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। এই বর মদোন্মত্ত দৈত্যপতি যৎকালে স্বর্গরাজ্যে বসতি করে তখন সমুদায় দৈত্যগণকেই যজ্ঞভাগী করিল, দেবগণ বঞ্চিত হইলেন। তখন আদিত্য, রুদ্র, বিশ্ব ও বসুগণ সমবেত হইয়া ত্রিলোক শরণ্য মহাবল ব্রহ্মরূপ দেব যজ্ঞময় ভূত ভব্য ভবিষ্য স্বরূপ সর্ব্বলোক নমস্কৃত সনাতন বিভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন, দেবেশ! আপনি আমাদের পরম দেব, আপনি আমাদের পরম গুরু, আপনি আমাদের ধাতা। হে বিকশিত কমললোচন! হে শত্রুকুল ক্ষয়কারিন্। সুরনাথ! দিতি বংশ বিনাশার্থ অদ্য আমারা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে হিরণ্যকশিপুর ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।

ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন অমরগণ! ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি। তোমরা সকলেই অচিরকালের মধ্যেই স্ব স্ব অধিকার লাভ করিতে পারিবে। প্রজাপতির বর প্রভাবেই সেই দানবেন্দ্র ইন্দ্রেরও অবধ্য হইয়া এত দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে আমি শীঘ্রই উহাকে সগণে বিনাশ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ হরি এই রূপে দেবগণকে বিদায় করিয়া স্বয়ং অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধ সিংহাবয়ব ধারণ করিয়া নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর সভা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তখন তাহার শরীর ঘোর ঘনঘটা সদৃশ নীলিমায় অলঙ্কৃত হইল স্বয়ং অভ্রবৃন্দের ন্যায় গভীর গর্জ্জন, করিতে লাগিলেন তাঁহার তেজঃপুঞ্জ নিবিড় মেঘাবলীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল এবং মেঘবৎ বেগবান্ হইয়া নরসিংহ দেব দৈত্যপতির সভায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে তথায় উপস্থিত হইয়াই সেই বলদর্পিত রক্ষিবর্গে সুরক্ষিত দুর্দান্ত সিংহ বিক্রান্ত অতি দর্পিত সভাসীন হিরণ্য কশিপুকে দেখিয়া হস্ত ধারণপূর্ব্বক এক চপেটা ঘাতেই তাহার প্রাণ সংহার করিলেন।

এই আমি নৃসিংহ অবতারের কথা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বামন অবতারের বিষয় পুনরায় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে এই অবতারে ভগবান বিষ্ণু দৈত্য বিনাশন বামন রূপ আশ্রয় করিয়া বলবান্ বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা অতি দুর্দ্দান্ত অক্ষুব্ধ যে সমুদায় মহাসুরগণকে বিক্ষোভিত করিয়াছিলেন আমি উহাদের নাম

নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্ হয়গ্রীব, বেগবান, কেতুমান, উগ্র, মহাসুর সোগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, পুষ্কল, সাশ্ব, অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, অশ্বশিরা, কুম্ভ সংহ্লাদ, গগণ প্রিয়, অসুহ্লাদ, হরি, হর, বরাহ, সংহর, রুজ, শরভ, শলভ, কুপন, কোপন, ক্রথ, বৃহৎকীর্ত্তি মহাজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃদুপ্রিয়, বায়ু, গবিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, বিক্ষর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক কালকেয়, বৃত্র, ক্রোধ, বিরোচন, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলম্বন, নরক, ইন্দ্রতাপন, বলদর্পিত কেতুমান্ বাতাপী, অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, খসৃম, শালবদন, করাল, কৌশিক, শর, একাক্ষ, চন্দ্রহন্তা রাহু, সংহার ও মৃদুস্বন। এই সকল দৈত্যগণের মধ্যে কেহ শতী, কেহবা চক্র, কেহবা পরিঘ, কেহ অশ্মযন্ত্র, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ শূল, কেহবা উলূখল, কেহ, পরশ্বধ, কেহ পাশ, কেহবা মুগ্দর হস্তে করিয়া আসিয়াছিল। কাহার কাহার হস্তে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ছিল, কেহ ভূষণপাণি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপে দানবগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া নানা বেশে অতি ঘোরদর্শন হইয়াছিল। ইহারা সকলেই মহা বেগ শালী এবং ইহাদের আকৃতি বিভিন্ন রূপ। ইহাদের কাধ্যে কাহার মুখ কুর্ম্ম, কাহার কুক্কুট, কাহার কাক, কাহার উলূক, কেহ খরমুখ, কেহ উষ্ট্র বদন, কেহবা বরাহ বদন, কেহ ভীষণ মকরবক্ত্র, কেহবা শৃগাল মুখ। কাহার মুখ মূষিক, কাহার দর্দ্দুর, কাহার ভয়ঙ্কর বৃক, কাহার মার্জ্জার, কাহার শশ, কাহার নক্র, কাহার মেষ, কাহার গো, কাহার অশ্ব, কাহার মহিষ, কাহার গোধা, কাহার শল্যক, কাহার ক্রৌঞ্চ কাহার গরুড়াস্য, কেহ খড়গমুখ, কেহবা ময়ূর বদন। ইহাদের পরিচ্ছদও বিবিধ রূপ। কেহ কেহ গজ চর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, কেহবা কৃষ্ণাজিন ধারী, কেহবা চীর সংযুক্ত গাত্র, কেহবা বল্কল পরিধান করিয়া আসিয়াছে। কেহ উষ্ণীষ, কেহ মুকুট, কেহ কুণ্ডল, কেহবা কবচ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর কতকগুলি লম্বশিখ, কতকগুলি কম্বুগ্রীব অসুরও তথায় উপস্থিত ছিল।

এইরূপ নানা বেশধারী অতি তেজস্বী দৈত্যগণ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা স্ব স্ব শরীর অলঙ্কৃত করিয়া এবং স্বীয় অস্ত্র শস্ত্রের প্রখর তেজঃপুঞ্জে সেই সভাস্থল উদ্ভাসিত করিতেছিল। এই সময়ে ভগবান হৃষীকেশ সভা প্রবিষ্ট হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া ঐ দৈত্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তখন তিনি অতি ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পদ প্রহারে ও চপেটাঘাতে দৈত্যকুল বিমর্দ্দিত করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূভার হরণ করিলেন। কথিত আছে এই অতুল বীর্য্য ভগবান বিষ্ণু যখন বিরাট মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হইলেন তৎকালে চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার স্তনদেশে, যখন তিনি আকাশে তখন নাভিতে আর যখন তদূর্দ্ধভাগে উঠিলেন তখন জানুদেশে অবস্থিত ছিলেন। এই মূর্ত্তিতে তিনি সমস্ত বলদর্পিত প্রধান প্রধান অসুরগণকে নিহত করিয়া সমস্ত পৃথিবী স্বায়ত্ত করিলেন এবং হৃত সর্ব্বস্ব ইন্দ্রকে পুনরায় ত্রিদিব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বেদবিৎ দ্বিজাতিবর্গ যাঁহার বহুল যশোগান করিয়া গিয়াছেন সেই বামনাবতারের বিষয় আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কৃপাবতার মহাত্মা ভগবান ভূতভাবন বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় অবতারের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! একদা দুর্দান্ত অসুরগণকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া দেবগণ পলায়ন পর হইলে পৃথিবীতে বেদবিহিত ক্রিয়া সমুদায় একবারে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল, যজ্ঞের নাম গন্ধও

রহিল না, চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ সঙ্কীর্ণ হইল, ধর্ম্ম শিথিলতা প্রাপ্ত হইল, অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, সত্য এক বারেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল, অসত্য আসিয়া সমস্ত জগৎ আক্রমণ করিল। তখন ধর্ম্মবিপ্লববশতঃ প্রজাগণ বিশীর্ণ প্রায় হইলে ভগবান বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে বেদবিহিত ক্রিয়া, যজ্ঞ ও অসঙ্কীর্ণ চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন, সেই বরপ্রদ ধীমা দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া এই কথা বলিয়া দেন, যে, রাজন আমার বর প্রভাবে তোমার এই বাহুদ্বয় সমরভূমিতে সহস্র বাহু হইবে। হে বসুধাধিপ! তুমি সমস্ত বসুধা সম্যক পালন করিবে। যুদ্ধস্থলে তুমি ঈদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য হইবে যে শত্রুগণ তোমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপও করিতে পারিবে না। মহারাজ! আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, মহাত্মা বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় অবতারের বৃত্তান্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মহা প্রভাবশালী জমদগ্নিতনয় পরশুরামরূপী বিষ্ণুর আবির্ভাব উল্লেখ করিতেছি অবধান করুন।

মহারাজ! এই অবতারে প্রভু নারায়ণ জমদগ্নিনন্দন রাম রূপধারণ করিয়া সহস্রবাহু রণ দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে সমরে নিপাতিত করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালে সমরক্ষেত্রে সৈন্যসামন্ত পরিবৃত রথ মেঘ গর্জ্জিত পৃথিবীপতি অর্জ্জুনকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত কুঠার দ্বারা তাঁহার ভুজবন ছেদন করেন। তিনি একমাত্র পরশু সহায় হইয়া কোটি কোটি ক্ষত্রিয় পরিবৃত হইয়া মেরুমন্দর ভূষিতা পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। অতিবলশালী ভৃগুনন্দন পরশুরাম এইরূপে পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়া সর্ব্বপাপ বিনাশার্থ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে তিনি প্রীত হইয়া মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত বসুন্ধরা দক্ষিণা প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন হস্তী, শ্বেতাশ্ব, রথ, প্রভূত স্বর্ণ, ধেনু প্রভৃতি বহুবিধ বস্তুজাত প্রদান করিলেন। সেই মহাযশা ভৃগুনন্দন লোকহিতকামনায় অদ্যাপি অত্যুৎকৃষ্ট মহেন্দ্র পর্ব্বতে দুশ্চর তপশ্চরণ করিতেছেন। এই আমি শ্রীবৎস লাঞ্ছিত দেবদেব ভগবান্ জামদগ্ন অবতারের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

হে মহারাজ! অনন্তর চতুর্ব্বিংশতি যুগে সেই পদ্মপলাশলোচন মহাবাহু প্রভু পরমেশ্বর আত্মাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই অবতারে তিনি রাক্ষসগণের নিগ্রহ ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার নিমিত্ত অতি প্রতাপশালী সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জ লোকরঞ্জন কলেবর ধারণ করিয়া রাম নামে প্রখ্যাত হইলেন। সর্ব্বভূত পতি রামের এই শরীরকে লোকে মানবেন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ধীমান্ মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইহাঁকে সুরবৈরি রাক্ষস কুল বিনাশার্থ দেব দুর্লভ কতিপয় পরমাত্র প্রদান করেন। মহাত্মা রাম বাল্যাবস্থাতেই ধ্যাননিরত মুনিগণের যজ্ঞবিঘ্নকর মহাবল মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়কে শরবর্ষণ প্রভাবে বিদূরিত করিয়া মহাত্মা জনক মহীপতির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া অবলীলাক্রমে অতি প্রকাণ্ড হর-কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পিতার নির্দ্দেশক্রমে লক্ষণানুচর হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করেন। চিরসহবাস সংস্কার বশতঃ ভগবতী লক্ষ্মী সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়া ইহাঁর পার্শ্বচারিণী ও বনবাস সহচরী হইলেন। সর্ব্বলোক হিতাকাঙ্ক্ষী রামচন্দ্র বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর জনস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক দেবগণের কার্য্যসাধন করেন। যৎকালে পুরুষসিংহ রাম-লক্ষ্মণের সহিত সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন তখন মহাবল পরাক্রান্ত বিরাধ ও কবন্ধ

নামে রাক্ষসকে নিহত করেন। ইহারা জন্মান্তরে গন্ধর্ব্ব ছিল, অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়া রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হয়। রামের হুতাশন সূর্য্য তড়িৎসন্নিভ, প্রতপ্ত কাঞ্চন খচিত, চিত্র পুঙ্খ, মহেন্দ্র বজ্র সদৃশ সাবৎ শরনিকরে নিহত হইয়া পুনরায় উহারা গন্ধর্ব্বলোক লাভ করিল। সুগ্রীবের নিমিত্ত মহাত্মা রাম বানরেন্দ্র মহাবল বালীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। যে যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসপতি রাবণ - দেবতা অসুর, রাক্ষস ও পক্ষিগণেরও অবধ্য, যাহাকে কোটি রাক্ষসে নিয়ত রক্ষা করিত, যাহার শরীর কান্তি ঘোর নীলাঞ্জন ও নিবিড় জলধর তুল্য, দেবগণ যে দুর্দ্ধর্ষ মহাকায় রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও কদাচ সাহস করিতে পারিতেন না, ভুতপতি রাম নেই ত্রৈলোক্য বিদ্রাবণ ক্রূরমতি দুরাচার শার্দ্দূল বিক্রম বলদর্পিত অপরাধী পুলস্ত্যতনয় সময় দুর্জ্জয় দশাননকে সমরাঙ্গণে ভ্রাতা, পুত্র, সচিব ও ক্রূরকর্ম্মা সৈন্যগণের সহিত সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। বর প্রসাদ দর্পিত মহাসুর মধুপুত্র লবণও অন্যান্য রাক্ষসগণ সমর ভূমিতে রণপণ্ডিত রাম কর্ত্তৃক নিহত হয়। ধার্ম্মিকবর রাম এইরূপ বিবিধ কার্য্য সমাধা করিয়া, অযোধ্যায় রাজসিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক অবাধে দশ-অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শুনিতে পাই মহারাজ রামচন্দ্রের শাসন সময়ে রাজ্য মধ্যে কে কখন কোন অশুভ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, বায়ু কখন প্রতিকূল ভাবে প্রবাহিত হয় নাই। পরধনাপহরণের কথাও ছিল না। রমণীগণ কখন অনাথ কিম্বা বিধবা হইয়া অশ্রু মোচন করিতেন না। রাম রাজ্যে প্রজাবর্গ নিতান্ত শান্ত ও বিনীত হইয়া পরম সুখে বাস করিত, তৎকালে রাজ্য মধ্যে জীবগণ কখন জল বায়ুর কষ্ট নিবন্ধন প্রপীড়িত হয় নাই। বৃদ্ধেরা কখন বালকের প্রেত কার্য্য করেন নাই। ক্ষত্রগণ ব্রাহ্মণের বৈশগণ ক্ষত্রিয়ের এবং শুদ্রগণ নিরহঙ্কৃত হৃদয়ে বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিত। ভার্য্যার প্রতি পতি, পতির প্রতি ভার্য্যা কখন অপ্রিয় আচরণ করিতেন না। তখন নিখিল জগৎ দস্যু তস্করাদি দ্বারা অনুপদ্রুত থাকিয়া শান্তি সুখ অনুভব করিতেছিল। একমাত্র রামই তখন রাজা ও পালয়িতা ছিলেন। লোক সমুদায় সহস্র বৎসরজীবী হইয়া সহস্র পুত্র লাভ করিত। রাম রাজ্যে রোগ শোকের কথাও ছিলনা। দেবতা ঋষি পুরাণবিৎ ও অন্যাদৃশ লোক সমুদায় সমবেত হইয়া রামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও গুণগান করিত। শ্যাম কলেবর যুবা আরক্তিম লোচন প্রসন্নবদন মিতভাষী রামচন্দ্র আজানুলম্বিত বাহু সিংহ স্কন্ধ ও সর্ব্বলোকাধিগম্য ছিলেন। ইনি একাদশ সহস্র বৎসরকাল অযোধ্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার রাজত্ব কালে নগর মধ্যে ঋক্ যজু ও সাম বেদই সংঘোষিত হইত এবং দীয়তাং ভুজ্যতাং ধ্বনিই নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। সত্ত্বগুণাবলম্বী অতি তেজস্বী রঘুকুলধুরন্ধর রাম স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে চন্দ্র সূর্য্যকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ভূরিদক্ষিণ শত সংখ্যক পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অযোধ্যা পরিহারপূর্ব্বক ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মহাবল রাঘবেন্দ্র এইরূপে দশ বদন রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক মর্ত্য লীলা সম্বরণ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ মাথুরকল্পে সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত মহাত্মা কেশব নামে বিখ্যাত হইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই অবতারে ভগবান্ কৃষ্ণ শাল্ব, সৈন্দ, কংস, দ্বিবিদ, অরিষ্ট, বৃষভ, কেশী, দৈত্যদারিকা পুতনা, কুবলয়াপীড়নাগ, চানূর, মুষ্টিক ও মানুষরূপী বহুতর দৈত্যের সংহার করিয়া অদ্ভুত যোদ্ধাবাণ দৈত্যের সহস্র

বাহু ছেদন করেন এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মহাবল যবন ও নরকাসুরকে নিহত করেন। তৎকালে পৃথিবীতে যে সমুদায় অধর্ম্মমতি দুরাচার রাজা অবস্থান করিত তিনিই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের সমস্ত ধনরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর নবম অবতার সময়ে জাতুকর্ণের পর ভগবান্ বেদব্যাস জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই সত্যবতী নন্দন মহাত্মা ব্যাসই একমাত্র বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁ হইতেই ভরত বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

রাজন্! আমি আপনার নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লোকহিতকর অতীত অবতারের বৃত্তান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভবিষ্যদবতারের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবান বিষ্ণু দশম অবতারে লোক হিতকামনায় সম্ভল গ্রামে বিষ্ণু যশা নামক ব্রাহ্মণের আলয়ে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কী নামে বিখ্যাত হইবেন। এই অবতারে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক সহচর থাকিবেন। এই অবতারে ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট পাষণ্ড নাস্তিকগণের সহিত প্রথমতঃ বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পরে রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি প্রদেশে সগণে বিশ্রাম সুখ সেবা ও শান্তিসুখ অনুভব করিবেন। অতঃপর রাজা, প্রজা, অমাত্য ও সৈনিকগণ সকলেই পরস্পরের অহিতাচরণ করাতে ঘোরতর গৃহ বিরোধ উপস্থিত হইয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন ও উৎসন্ন হইয়া যাইবে। অরাজকতা নিবন্ধন সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কলির সন্ধ্যাংশে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্লেশে পতিত হইয়া যেমন কলির অবসান হইবে অমনি তাহাদেরও শেষ হইয়া যাইবে। এইরূপে কলিযুগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। তখন স্বভাবতঃই লোকে ন্যায় পথ আশ্রয় করিবে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্ত এবং অন্য দিব্য গুণযুক্ত অনেক আবির্ভাব বৃত্তান্ত পুরাণে ব্রহ্মবাদি কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন সময়ে দেবতারাও বিমোহিত হন এবং শ্রুতি সমাহিত পুরাণ সমুদায়ও এই নিমিত্তই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমি তাঁহার অবতার বৃত্তান্ত কেবল উদ্দেশমাত্রে সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিলাম। দ্বিজাতিগণ বলিয়া থাকেন যে যাঁহারা সেই সর্ব্বলোক গুরু অমিত বীর্য্য কীর্ত্তনীয় প্রভু নারায়ণের প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন পিতৃলোক তাঁহাদের প্রতি প্রাত এবং যিনি সমাহিতচিত্তে যোগেশ্বর প্রভুর যোগমায়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবৎ প্রসাদে সর্ব্ব সম্পত্তি ও বিপুল ভোগের অধিকারী হইতে সমর্থ হন।

৪২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি ভগবান্ বিষ্ণুর বিশ্বময়ত্ব, সত্যযুগে হরিত্ব, দেবলোকে বৈকুণ্ঠত্ব মর্ত্যলোকে কৃষ্ণত্ব ও তদীয় ঈশ্বরত্ব এবং তাঁহার অতীত ও অনাগত দুরধিগম্য কর্ম্ম সমুদায়ের বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। যিনি স্বয়ং অব্যক্ত অথচ সমুদায় জগতেই তিনি ব্যক্তরূপ অনন্তাত্মা, যিনি অবিনশ্বর অথচ নশ্বর জগতের স্রষ্টা সেই ভগবান প্রভু নারায়ণ সত্যযুগে শরীর ধারণপূর্ব্বক হরি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সোম, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই শুক্র, তিনিই বৃহস্পতি।

তিনিই অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনি সুরশত্রু দৈত্য দানব ও রাক্ষসকুল বিনাশের নিমিত্ত যে অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উহা কেবল তাঁহার প্রসন্নতা মাত্র। পূর্ব্বকালে সেই প্রধান পুরুষ প্রভু নারায়ণই লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। সেই আদিপুরুষ প্রজাকল্পে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকেও সৃষ্টি করেন। ঐ, প্রজাপতিগণ পরবর্ত্তী কপাদি-মহর্ষি শরীর ধারণ করিয়া অত্যুত্তম ব্রহ্মবংশ বিস্তার করিয়াছেন। ঐ মহাত্মাদিগের হইতেই শাশ্বত বেদ বহুধা বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বেদই বিষ্ণুর অলৌকিক গুণ সমুদায়ের কীর্ত্তন করিয়া থাকে, সুতরাং বেদ পাঠই সেই সনাতন বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন মাত্র বলিয়া জানিবেন।

হে মহারাজ! এক্ষণে তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তনীয় বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রিয় দর্শন! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে বৃত্রাসুর বধ সমাপ্ত হইলে তারকাময় নামক ত্রিলোক বিখ্যাত এক ঘোরতর সংগ্রাম হয়। ঐ যুদ্ধে অতি ঘোরদর্শন সংগ্রাম দর্পিত দানবগণ, দেবতা, যক্ষ রাক্ষস ও উরগগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দৈত্য শর প্রহারে প্রহৃত ও ক্ষীণাস্ত্র হওয়াতে রণ পরাঙ্মুখ হইয়া দেবগণ ঐকান্তিক চিত্তে ত্রাণকর্ত্তা প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে নির্ব্বাণ অঙ্গার বর্ণ নিবিড় ঘনঘটায় চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের সহিত গগনাঙ্গণ সমাচ্ছন্ন হইল। মেঘাবলীর পরস্পর সংঘর্ষণ বশতঃ ঘোতর গভীর ধ্বনি মুহুর্ম্মুহু শ্রুত হইতে লাগিল, চঞ্চল চপলাবলী অনবরত স্ফূর্তি পাইয়া লোক লোচনকে চকিত করিতে লাগিল সপ্তবিধ বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। নিরন্তর বজ্রাঘাত, অত্যুষ্ণ বৃষ্টি পাত ও সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে আরম্ভ হইল, তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ঐ সমুদায় ঘোর উৎপাত উপস্থিত হওয়াতে অম্বরতল দহমান ও বিদীর্ণ বক্ষ হইয়াই রসিত হইতেছে। আকাশগামী বিমান সমুদায় কখন অধোমুখ কখন উর্দ্ধমুখ হইয়া একবার অত্যুচ্চ গগণাবলম্বী আবার তৎক্ষণাৎই প্রতিকূল বায়ুবশে রসাতলশায়ী হইতে লাগিল। অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন করিল; তখন কি দিঙ্মণ্ডল কি নভোমণ্ডল কিছুই আর লক্ষিত হয় না। বোধ হইতে লাগিল যেন অমাবস্যায় তামসী নিশা ঘোর তিমিরবর্ণ মেঘাবগুণ্ঠিতা হইয়া উপস্থিত হইল। চতুর্যুগাবসানে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে লোকের যাদৃশ ভয় সঞ্চার হয় ঐ সকল উৎপাত দর্শনে ও অবিকল তাহাই ঘটিল।

এই সময়ে ভগবান্ প্রভু নারায়ণ স্নিগ্ধ শ্যামল শরীর ধারণপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা তিমির সহকৃত জলদাবলীকে নিঃসারিত করিয়া স্বীয় দিব্য মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন, তাঁহার শরীরকান্তি ও রোমরাজি জলধর সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হওয়াতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, উজ্জ্বল পীতবসন পরিধান অঙ্গযষ্টিতপ্তকাঞ্চন ভূষণে ভূষিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ধূমরাশি সমাবৃত যুগান্তবহ্নি সমুত্থিত হইতেছে তাহার অংসদ্বয় অষ্টগুণ স্থূল, কিরীটাচ্ছন্ন কেশকলাপ এবং অস্ত্র শস্ত্র সকল চামীকর কিরণের ন্যায় প্রতিভাত হওয়াতে চন্দ্র সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত উচ্ছ্রিত গিরি কূটের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, হস্তে আনন্দকর খড়্গ, ভীষণ আশীবিষ সদৃশ শরনিকর, অদ্ভুত শক্তি, উদগ্র হলযন্ত্র এবং শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছিল, এই ক্ষমামূল শ্রীবৃক্ষ, শার্ঙ্গ-শৃঙ্গ-বিষ্ণুশৈল স্বরূপ ভগবান্ হরি এক অতি রমণীয় রথে আরূঢ় ছিলেন, ঐ রথ সুন্দর হরিদ্বর্ণ অশ্বে সংযোজিত এবং উহার ধ্বজোপরি সুপর্ণ সমাসীন ছিল; উহার চক্র সমুদায় চন্দ্র সূর্য্য, মন্দর গিরি উহার

অক্ষ, অনন্ত উহার রশ্মি, অত্যুজ্জ্বল সুমেরু উহার কূবর, তারকারাজি উহার বিচিত্র কুমুদমালা, গ্রহ নক্ষত্র সমুদায় উহার বন্ধন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তিনি যখন আকাশে অবস্থান করিয়া দেবগণকে অভয় প্রদান করিলেন, তৎকালে দৈত্য পরাজিত মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দিব্য রথারূঢ় ভগবান বাসুদেবকে দেখিতে পাইয়া জয়ধ্বনিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাগত হইলেন। অনন্তর সেই গগনবিহারী দেবপ্রিয় পুরুষোত্তম বিষ্ণু দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারণে দৈত্যকুল বিনাশ করিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! আর ভয় নাই এখন তোমরা শান্তি লাভ কর,—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এখনই দৈত্যগণকে পরাভূত করিব, তোমাদের ত্রিলোক রাজ্য তোমরা পুনরায় গ্রহণ কর। পূর্ব্বকালে অমৃত প্রাপ্তিতে দেবগণ যাদৃশ প্রীত হইয়াছিলেন এক্ষণে সেই সত্যসন্ধ বিষ্ণুর অমৃয়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া তাদৃশ পরম প্রীতি লাভ করিলেন। এই সময়ে সমস্ত অন্ধতমস একবারে নিঃসারিত হইল মেঘের আর চিহ্ন ও রহিল না, তখন সুন্দর সমীরণ-মৃদু মন্দ সঞ্চারে প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিক সমুদায় প্রসন্ন এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সমুজ্জ্বল হইয়া তারপতিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সূর্য্যমণ্ডল স্বীয় উজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিলেন। গ্রহগণের আর বিগ্রহ রহিল না। সরিৎ সমুদায় প্রসন্নসলিলা স্বর্গাদি লোকয়পদবী পরিষ্কৃত হইল। স্রোতোবেগ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পথে, পুনঃ প্রধাবিত হইল। সমুদ্র অক্ষুব্ধ, মানুষগণ নিঃশঙ্ক হৃদয় হইল। মহর্ষিকুল নিরাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞীয় পাবক নির্ব্বিঘ্নে স্বাদু হবির্ভোজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্ম কার্য্যে মনোনিবেশ করিল এবং দেবদেব বিষ্ণুর শত্রু নিপাত সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদে পুলকিত হইতে লাগিল।

৪৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বিষ্ণু স্বয়ং অভয় প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া দুর্জ্জয় দৈত্যবর্গ যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিল। প্রথমেই ময়দানব দ্বাদশ শত হস্ত বিস্তৃত, চতুশ্চক্র, সহস্র অক্ষযুক্ত, শত্রুরথ বিনাশক, আকাশগামী অবিনাশী দিব্য কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ তূনীর ও গদা পরিঘ প্রভৃতি বিপুল মহাস্ত্রে পরিশোভিত, কিঙ্কিণীজালে নিনাদিত দ্বীপিচর্ম্মে আবৃত, রত্নরাজিখচিত সুবর্ণজাল দ্বারা মণ্ডিত, বিবিধ কৃত্রিম প্রাণী ও স্বর্ণকেয়ূর বলয়ে পরিশোভিত হইয়া বহির্গত হইল। ইহার কূবর স্বর্ণমণ্ডলে মণ্ডিত হওয়াতে পরমশোভা ধারণ করিয়াছিল। যখন ঐ ভল্লুকবর্ণ রথ ধ্বজাপতাকাদি দ্বারা সুশোভিত ও মহারথী ময়দানবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া মেঘ গভীর ধ্বনিতে সমরক্ষেত্রে সাক্ষাত অর্ণব ও আদিত্য সমাযুক্ত মন্দরগিরির ন্যায় রণাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপস্থিত হইল, তখন উহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দিবাকর সুমেরু পর্ব্বতে অধিরোহণ করিয়াছেন। তারক নামক মহাসুরও ক্রোশ বিস্তৃত বায়সধ্বজ, শৈলসমাকীর্ণ, গাঢ় অঞ্জন বর্ণ, লৌহময় অষ্টচক্র, ঈশা ও কূবর সমাযুক্ত তিমিররশ্মিসমুদ্গারী মেঘবৎ গভীর গর্জ্জিত, লৌহজালজড়িত গবাক্ষযুক্ত, লৌহময় পরিঘ, শূল, ক্ষেপণীয়, মুদ্গর, প্রাশ, বিস্তৃত পাশ, অতি ভীষণ তোমর ও পরশ্বধ দ্বারা সুশোভিত লৌহময় সহস্র অশ্বতর সংযুক্ত রথে

আরোহণ করিল। ঐ রথ দেখিলে বোধ হয় যেন শক্রকুল বিনাশের নিমিত্ত দ্বিতীয় মন্দরগিরি উপস্থিত হইল। বিরোচন ক্রোধে মত্ত হইয়া গদাধারণ পূর্ব্বক উচ্ছ্রিত শৃঙ্গ শৈলের ন্যায় সৈন্যগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইল। হয়গ্রীব শত্রু বিমর্দ্দক সহস্র অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বরাহ নামক বীরও এই সময়ে বাহুসহস্রধৃত ধনুঃ সহস্র বিস্ফারিত করিয়া বৃক্ষ লতাদি পরিবৃত অচলের ন্যায় সেনামুখে উপস্থিত হইল। বলদর্পিত ক্ষর রোষাশ্রু বর্ষণপূর্ব্বক ক্রোধে দন্ত, ওষ্ঠ ও বদন বিকম্পিত করিতে করিতে সমর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অতিবীর্য্য ত্বষ্টা অষ্টাদশ বাজিবাহিত যানে আরোহণপূর্ব্বক ব্যূহীকৃত দানবদলে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্বেত কুণ্ডলধারী বিপ্রচিত্তিতনয় শ্বেত নামক মহাবীর যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া শ্বেতাচল হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইল। বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র অরিষ্ট শিলাস্ত্রধারী হইয়া শিলাবর্ষী ধরাধরের ন্যায় যুদ্ধ কামনায় প্রস্তুত হইল। কিশোর রণহর্ষাতিশয় বশতঃ উন্মুক্ত অশ্বশাবকের ন্যায় সমর প্রেরিত হইয়া দানব সৈন্যমধ্যে সমুদিত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইল। লম্বমান বসনা বগুণ্ঠিত, লম্বমান মেঘ সন্নিত প্রলম্বাসুর দৈত্য ব্যূহমধ্যে নীহারাচ্ছন্ন অংশুমালীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বক্রযোধী রাহু দশন ওষ্ঠ ও দৃষ্টিমাত্র অস্ত্র সহায় করিয়া হাসিতে হাসিতে দৈত্যগণ মধ্যে মহৎ উৎপাতস্বরূপ উপস্থিত হইল। অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহ অশে, কেহ গজস্কন্ধে, কেহ সিংহে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ বরাহে, কেহবা ভল্লুক পৃষ্ঠে, কেহ অশ্বতরে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ মেঘবাহনে, কেহবা পক্ষিবাহনে, কেহ পবনবাহনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধভূমি অলঙ্কৃত করিল। পদাতিগণ মধ্যে কেহ একপাদ, কেহ দ্বিপাদ ছিল। উহারা বিকৃতানন ও ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া রণোৎসাহবশতঃ সমর ভূমিতে নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ বা বাহ্বা স্ফোটনপূর্ব্বক দৃপ্তশার্দ্দূল ঘোষে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। কেহ বা অত্যুগ্র গদা পরিঘ ও শরাসনধারী হইয়া পরিঘাকৃতি বাহুদ্বারা দেবগণকে তর্জ্জনা করিতে লাগিল। অপর সৈন্যগণ প্রাণ, পাশ, খড়্গ, তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ, তীক্ষ্নধার শতঘ্নী, মুদ্‌গর, গণ্ডশৈল, শৈল, পরিঘ ও চক্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দৈত্যবল মহা আনন্দিত হইল। এইরূপে অসংখ্য দৈত্যসেনা সমাকুল যুদ্ধ মদোন্মত্ত বায়ু, অগ্নি, জল ও শৈলতুল্য অদ্ভুত বলরাজি উদ্ধত ভাবে মেঘ সৈন্যের ন্যায় দেবগণের সম্মুখীন হইয়া রণকাঙ্ক্ষায় উম্মত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

৪৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সমরক্ষেত্রে যে সমুদায় দৈত্যসৈন্য আগমন করিয়াছিল তাহাদের বিষয় আপনি বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে দেব সৈন্য ও বিষ্ণুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বিণীকুমারদ্বয় স্ব স্ব বল ও বাহন লইয়া যথাক্রমে রণ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। ইহাঁদের পুরোভাগে দিক্‌পালাগ্রগণ্য সহস্রলোচন ইন্দ্র সুরগজ ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে পক্ষিরাজ গরুড় তুল্য বেগশালী, সুচারু চক্রচরণ, সুবর্ণ

হীরকখচিত, সহস্র সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ কর্ত্তৃক অনুগত, তেজঃপুঞ্জ কলেবর সদস্য মহর্ষিগণ যাহার স্তব করিয়া থাকেন, বজ্রনিষ্পেষ সম্ভূত বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ সমন্বিত কামচারী ভূধরের ন্যায় ধারাধরগণ যাহাকে ধারণ করিয়া থাকে, যাহাতে আরোহণ করিয়া ভগবান্ মঘবা জগৎ পরিভ্রমণ করেন, যজ্ঞক্ষেত্রে স্থণ্ডিলোপরি সমাসীন হইয়া যাহার উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ গান করিয়া থাকেন, স্বর্গে নির্য্যান সময়ে দেবতূর্য্য সকল নিনাদিত হইলে অপ্সরোগণ যাহার পুরোভাগে নৃত্য করিতে থাকে সেই বংশকেতু বিরাজিত সহস্র অশ্ব সংযুক্ত মনোমারুতসম বেগবান্ ইন্দ্ররথ স্থাপিত হইল। উহা মাতলি সনাথ হইয়া দিবাকরকরোদ্ভাসিত সুমেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যম কালদৈবত মুদ্গর ও স্বকীয় দণ্ড উদ্যত করিয়া সিংহনাদে দৈত্যগণের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক দেবসৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমুদ্র চতুষ্টয় ও লোলজিহ্ব নাগলোকর্ত্তৃক সুরক্ষিত, শঙ্খ, মুক্তাময় অঙ্গ, ও শ্বেতদুকূলধারী, প্রবাল রুচিরাধর, নীলকান্তমণির ন্যায় শ্যামাঙ্গ, অত্যুত্তম হার বিভূষিত, পাশাস্ত্রধারী বরুণদেব সলিলময় শরীর ধারণ ও হস্তে কালপাশ গ্রহণপূর্ব্বক শশধর ময়ূখতুল্য শ্বেতকান্তি ফুৎকার যুক্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া উদ্বেলতরঙ্গ অর্ণবের ন্যায় যুদ্ধাস্পর্দ্ধী হইয়া দেবসেনার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অপরদিকে নীলকান্তমণির ন্যায় সমুজ্জল শ্যামবর্ণ, শঙ্খপদ্মধারী গদাপাণি যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণকর্ত্তৃক রক্ষিত, সমুদায় নিধির অদ্বিতীয় প্রভু বিত্তপতি শ্রীমান বিমানযোধী রাজরাজেশ্বর ভগবান কুবের পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাপেক্ষী হইয়া রহিলেন। তৎকালে ঐ শিবসখা ধন পতিকে দেখিলে দৈত্যগণপুনরাবর্ত্তী রণোৎসাহী সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। এইরূপে সহস্রলোচন ইন্দ্র পুর্ব্বদিক, যম দক্ষিণ দিক, বরুণ পশ্চিমদিক ও কুবের উত্তর দিকে থাকিয়া দেবসৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বাদশাত্মা দিবাকরও পরমশোভা সম্পন্ন, স্বকীয় রশ্মিজাল প্রদীপ্ত, উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত পরিবেশধারী, সুমেরুগামী, ত্রিদিবদ্বারশোভী, সর্ব্বলোক প্রকাশক, সপ্তাশ্ব ও সহস্র রশ্মিযুক্ত আকাশগামী দিব্যরথে আরোহণ করিয়া দেবগণ মধ্যে বিরাজমান হইলেন। দৈত্যগণ দেখিল অপরদিকে তারকারাজি বিরাজিত, ভূচ্ছায়লাঞ্ছিত বিগ্রহ, তিমির বিনাশন, জ্যোতিরীশ্বর, রসসমুদায়ের রসদাতা ওষধিনাথ, সুধানিধি, জগতের অন্নময় রস স্বরূপ, হিম প্রহরণ, প্রভু দ্বিজরাজ হিমাংশু শ্বেতাশ্বপরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া সুশীতল কিরণ বর্ষণ দ্বারা জগৎ আপ্লাবিত করিতেছেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণরূপে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছেন, যিনি সপ্তস্কন্ধরূপে সমস্ত চরাচর বিশ্বধারণ করিতেছেন, যিনি অগ্নির নিয়ন্তা, শব্দ মাত্রানুমেয়, সপ্তস্বরগতা গীতি যাঁহার উৎপত্তি মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাঁহাকে সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ, শরীর পরিশূণ্য শব্দযোনি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে সেই গগণবিহারী বেগশালী সর্ব্ব ভূতায়ু বায়ু উদ্ধূত ও জলদজালে মণ্ডিত হইয়া দৈত্যগণকে উৎপীড়িত করিয়া প্রতিকূলভাবে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। দেব গন্ধর্ব্বগণ বিদ্যাধরগণের সহিত সমবেত হইয়া নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত পন্নগের ন্যায় কোষ নিষ্কাষিত অসিগ্রহণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সর্পরাজগণ রোষময় বিষ উদ্গিরণপূর্ব্বক দেবগণের শররূপে মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক আকাশ পথে বিচরণ করিতে লাগিল। পর্ব্বতগণও শতশাখাবচ্ছিন্ন পাদপকুল-সমাকুল শৃঙ্গ নিবহদ্বারা দানব বল বিদলন করিবার জন্য সুরগণ সমীপে উপস্থিত হইল।

যিনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, পদ্মনাভ, যাঁহার একপদক্ষেপে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিলোক আক্রান্ত হইয়াছিল, যিনি যুগান্তকালীন সমুজ্জ্বল অগ্নি, চরাচর বিশ্বের একমাত্র প্রভু, সমুদ্রযোনি, মধুহন্তা হব্যভোজী, যজ্ঞেশ্বর। যিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, আত্মা ও শান্তিস্বরূপ। যিনি শান্তিকর শত্রু বিনাশী, জগতের বীজস্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের এক গুরু ও উদারমতি। যাহার করতলে নবোদিত পরিবেষধারী সূর্য্যমণ্ডল ও প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অতি প্রদীপ্ত তেজোময় করাল চক্র, যাঁহার বামহস্তে অসুর কুলঘাতিনী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা শত্রুগণের কালরাত্রিরূপা ভীষণগদা, অবশিষ্ট বাহুনিকরে শার্ঙ্গধনুঃ প্রভৃতি অতি প্রদীপ্ত বিবিধ আয়ুধ ধৃত হইয়াছে। যিনি বায়ু অপেক্ষাও বেগবান্ গগন বিক্ষোভণ, ভুজঙ্গ ভুক, মহর্ষি কশ্যপের নন্দন, যাহার মুখমণ্ডল বৃহদাকার ভুজগেন্দ্রদ্বারা পরিশোভিত যিনি অমৃত মন্থনাবসনে উন্মুক্ত মন্দর গিরির ন্যায় সমুন্নত। দেবাসুর সমরে যাহার পরাক্রমের শত শতবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, অমৃত আহরণের নিমিত্ত যাঁহার শরীর বাসবাস্ত্রে লাঞ্ছিত হইয়াছে, যিনি শিখা কেশ ও অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ এবং বিচিত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক ধাতু সমুদ্ভাসিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করেন, যিনি অন্ধকবলিত বক্ষস্থলাবলম্বী ভোগীর ভোগাবসক্ত সুধাংশুসমোজ্জল শিরোমণির দ্বারা বিভুষিত, প্রলয়কালীন ইন্দ্রচাপ বিচিত্রিত জলধরপটল সমাবৃত অম্বরতলের ন্যায় যাহার পক্ষ বিস্তারে সমস্ত গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, যাহার ভয়ঙ্কর শরীর নীল লোহিত ও পীতাদি বিবিধ বর্ণ পতাকায় অলঙ্কৃত, সেই অরুণানুজ খগরাজ সুবর্ণ পক্ষ সুপর্ণ বাহনে আরুঢ় হইয়া গদাচক্রধারী মহাযশা গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বাসুদেব অসুর বিনাশার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিতে লাগিলেন। পশ্চাদভাগে দেবগণ ও ঋষিগণ সমাহিতচিত্তে পরম মন্ত্রযুক্ত বাক্যে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন দেবসেনাগণ জয়শীল প্রদীপ্ততেজা সহিষ্ণু বিষ্ণুর তেজে সমর মদোন্মত্ত ও উৎসাহপূর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কুবের, যম, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রদীপ্ত হুতাশন প্রভৃতি লোকপালগণ সেনাগণের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগুরু বৃহস্পতি দেবপক্ষে, অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য দৈত্য পক্ষে জয়োচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

৪৫মে অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দেবতা ও অসুরগণ এই উভয় সৈন্য পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সম্মুখীন হইলে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ অসুরগণ বিবিধ অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া দেবগণের প্রতি তীব্রবেগে প্রধাবিত হইল। বোধ হইল যেন পর্ব্বত সকল পর্ব্বতগণকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছে। যেমন ধর্ম্ম অধর্ম্মের সহিত, বিনয় দর্পের সহিত সেইরূপ দেবতা অসুরগণের সহিত সমবেত হওয়াতে যুদ্ধ অতি বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন উভয় দলের রথ সমুদায় বেগে চালিত হইল, বাহন বাহনের প্রতি প্রধাবিত হইল, যোদ্ধৃবর্গ অসিহস্তে গগনমার্গে উল্লম্ফন আরম্ভ করিল, ধানুকগণ ধনুর্ব্বিস্ফারণপূর্ব্বক যুগপৎ অসংখ্য শরক্ষেপ, মুষলী মুষল নিক্ষেপ, মুদ্‌গরধারী মুদ্‌গর নিপাত আরম্ভ করাতে যুদ্ধক্ষেত্র অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। এমন কি তৎকালে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত

হইয়াছে ভাবিয়া সমস্ত জগৎ ত্রস্ত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দানবগণ রণক্ষেত্রে স্বহস্ত নিক্ষিপ্ত পরিঘ ও বেগচালিত পর্ব্বতপাত দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ বলদর্পিত, জয় মদোন্মত্ত অসুরাস্ত্রে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া বিষণ্নহৃদয়ে সমরভূমিতে কথঞ্চিৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দানবাস্ত্র প্রমর্দ্দিত দেবগণের মধ্যে পরিঘপ্রহারে কাহার মস্তক ভগ্ন হইল কাহার বা বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া অরিবত রুধিরধারা বহিতে লাগিল। এইরূপে দেবগণ ব্যথিত পরিশেষে পাশজালে সংযত হইয়া জড়ের নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। দানবীমায়া উচ্ছেদ করিতে কাহার আর শক্তি রহিল না। তখন তাঁহারা নিষ্প্রভ হতজীবিতের ন্যায় স্তম্ভিত ও চিত্রার্পিত প্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহাদের অস্ত্রজাত দানবীমায়ায় নিষ্ক্রিয় হইয়া স্বকীয় অসারতা প্রমাণ করিতে লাগিল।

তখন সহস্র লোচন ইন্দ্র স্বকীয় বজ্রাস্ত্রদ্বারা দানবগণের মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন ও শরজাল সংহার করিয়া ঘোর দৈত্যবলে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ পুরোবর্ত্তী অত্যুগ্র দৈত্যবল নিহত করিয়া তামসাস্ত্র দ্বারা সমস্ত রণক্ষেত্র ঘোরতিমিরে আচ্ছন্ন করিলেন। রণস্থল ঘোরতর তিমিরাব্ধি সলিলে মগ্ন হওয়াতে এরূপ সঙ্কুল হইয়া উঠিল যে তখন আর স্বপক্ষ বিপক্ষ বলিয়া উপলব্ধি করিবার বিবেক রহিল না। তখন দেবসেনা ইন্দ্রতেজে মায়াপাশ বিমুক্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক দৈত্যবল নিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। দৈত্যগণ ঐ তমঃপ্রভাবে নীলকান্তি হইয়া নিতান্ত ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য কলেবরে ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে দৈত্যবল সেই ঘনীভূত অন্ধকার মহার্ণবে প্রবিষ্ট ও ভয়াকুল হইয়া পতিত হওয়াতে সমস্তই গাঢ় তিমিরময় হইয়া পড়িল।

অনন্তর, যুগান্তকালীন যে লোকদহনী ঔর্ব্বানলময়ী মায়া সৃষ্ট হইয়াছিল, দৈত্যপতি ময়দানবও সেই মহামায়ার সৃষ্টি করিয়া দেবরাজের তমোময় মায়াকে একেবারে উচ্ছেদ করিল। তখন দৈত্যগণ সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেরর ধারণ করিয়া সমভূমি হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। এদিকে দেবগণ সেই ময় কল্পিত মায়াময় ঔর্ব্বানল তেজে দগ্ধকলেবর হইয়া শৈত্য সেবার নিমিত্ত শীতাংশু সুশীতল সলিলপূর্ণ চন্দ্রবিষয় নামক হ্রদ তীরে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ঔর্ব্বানলে নিতান্ত নিস্তেজ ও দহ্যমান হইয়াছিলেন, সুতরাং রক্ষা প্রাপ্তি বাসনায় দেবেন্দ্র সমীপে নিবেদন করিলেন। তখন দেবরাজকর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া বরুণ দেব সেই অসুরমায়ানলদগ্ধ সন্তপ্তহৃদয় সমস্ত সুরসৈন্যকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

দেবরাজ! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মর্ষিতনয় ঊর্ব্ব অতি কঠোর তপস্যা করেন, তপস্যাবলে তিনি ব্রহ্মার সদৃশ গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তপঃ প্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডল সূর্য্যপ্রভার ন্যায় সন্তপ্ত করিলে মুনিগণ, দেবতা, দেবর্ষি, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ইহারা সকলেই সমবেত হইয়া সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর উগ্রতপস্বী মুনি সমীপে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাকে ধর্ম্ম সংহিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ভগবন্! মহর্ষিকুলের মধ্যে আপনার বংশ একেবারে ছিন্নমূল বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। আপনি একাকীমাত্র, আপনার পুত্রও নাই, যদ্দারা বংশ রক্ষা পায়, তদনুকুল কোন চেষ্টাও দেখিতেছি না, আপনি চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া চিরদিনই ক্লেশ অনুভব করিলেন; ধ্যানপরায়ণ মুনিগণের মধ্যে বিপ্রকুল প্রায়ই এক একটা মাত্র পুত্র দ্বারা অবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে। সন্তানোৎপত্তি

ব্যতীত আমাদের সেই উচ্ছিন্ন প্রায় কুলের আর অস্তিত্বের আশা কি? আপনি তপোবলে প্রজাপতি সম দ্যুতিশালী হইয়া সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি বংশ রক্ষা ও আত্মবর্দ্ধনার্থ যত্নবান হইয়া রেতঃ সমাধানপূর্ব্বক আত্মসদৃশ পুত্র লাভ করুন।

ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে মহামুনি ঊর্ব্ব একান্ত ক্ষুণ্নহৃদয়ে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; মহর্ষিগণ! পূর্ব্বকালে বন্যফলমূলমাত্রজীবী মুনিগণের ইহাই শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুলপ্রসূত ব্রাহ্মণগণ সদাচার নিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মাকেও বিচলিত করিতে পারেন। গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণবর্গের নিমিত্ত যাজনাদি ত্রিবিধ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বনাশ্রমবাসী আমাদের নিমিত্ত একমাত্র বন্যবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাদের জল ও বায়ু ভক্ষণীয়, দন্ত অথবা প্রস্তরখণ্ড যাঁহাদের উদূখলের কার্য্য করে, অনাহার ও অতি ভীষণ পঞ্চতপাই যাঁহাদের নিত্যব্রত, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দুশ্চর ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তপস্বী বেশে পরম গতিই প্রার্থনা করিবেন। ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্মচর্য্যই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও পরলোকে ব্রহ্মণ্য লাভের একমাত্র সাধন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ধৈর্য্য ও তপস্যা উভয়ই রক্ষা পায়; অতএব যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপর হইয়া অবস্থান করেন তাঁহারাই স্বর্গবাসের যোগ্য। ইহলোকে যোগ ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না, সিদ্ধিলাভ না হইলেও যশোলাভের সম্ভাবনা নাই। আর সেই যশোমূল ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত জগতে আর শ্রেষ্ঠতর তপস্যাও কিছু নাই। ফলতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও পঞ্চভূতকে নিগ্রহ কবিয়া ব্রহ্মচর্য্যই একমাত্র অবলম্বনীয়, তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? যোগ ব্যতীত কেশমুণ্ডন, সঙ্কল্প না করিয়া ব্রতানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য এই তিনটীই কেবল দম্ভ প্রকাশমাত্র। যৎকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানসী প্রজাসমুদায় সৃষ্টি করেন তখন কলত্রকুল কোথায় ছিল? কোথায় সেই স্ত্রীসংযোগ, কোপ্রায়ই বা সেই কামার্ত্ত লোকের চিত্ত বিকার? অতএব যদি ভবাদৃশ অমিততেজা মহাত্মাদিগের তপোবীর্য্য বিদ্যমান থাকে তবে সেই প্রজাপতির ন্যায় মানস পুত্র সকল সৃষ্টি করুন। মনঃকল্পিত যোনিতে মনঃকল্পিত বীজের আধান করাই তপস্বিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দারসংযোগ ও তাহাতে বীর্য্যাধান করা তাঁহাদের ব্রতোচিত কার্য্য নহে। যদিও আপনারা ধর্ম্ম লোপ ভয়ে নির্ভীকহৃদরে সাধুজনোচিত উপদেশ সমুদায় প্রদান করিলেন, কিন্তু উহা আমার পক্ষে সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে না, এই দেখুন আমি দারসংযোগ ব্যতীতও আশরীর দ্বারা মানসে এক প্রদীপ্ততেজা পুত্র সৃষ্টি করিতেছি। সেই আমার আত্মাই আবার বন্যবৃত্তি বিধানে লোকদহনক্ষম দ্বিতীয়াত্মস্বরূপ পুত্র উৎপাদন করিবে।

এই কথা বলিয়া মহর্ষি ঊর্ব্ব তপঃপ্রভাবে হুতাশনোপরি উরুদেশ আধান করিয়া কুশদ্বারা পুত্র জননক্ষম অরণি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তারা ত্রিভুবন দহনাকাঙ্ক্ষী জ্বালামালী নিরিন্ধন এক অগ্নি তদীয় উরু নির্ভেদ করিয়া উদ্ভূত হইল। জামাত্রেই যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল এবং সক্রোধবচনে ঐ ঔর্ব্ব নামা মহানল পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, পিতঃ! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা, অনুমতি করুন আমি জগৎ দাহ

করিব। এই কথা বলিয়া সেই জগদন্তকারী বহ্নি ত্রিদিবগামিনী প্রজ্বলিত শিখাবলী দ্বারা দশ দিক্ উদ্দীপিত ও জীবগণকে দগ্ধ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে সর্ব্বলোক হিতাকাঙ্ক্ষী প্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন সুতাগ্নিদ্বারা উর্ব্বের উরুদেশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঔর্ব্ব কোপানল! সমস্ত ঋষি ও জগৎকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। অনন্তর তিনি মহামুনি উর্ব্বকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া কহিলেন হে মহর্ষে! তুমি ত্রিলোকের প্রতি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক এই তেজঃপুঞ্জ পুত্রকে আপাততঃ রক্ষা কর। পরে আমিই ইহার বাসস্থান নির্দ্দেশ ও অমৃত তুল্য অশন ব্যবস্থা করিব, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই তুমি আমার বচন শ্রবণ কর।

উর্ব্ব কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন আমার শিশুর প্রতি ঈদৃশ দয়া প্রকাশ করিলেন তখন আমি নিতান্ত অনুগৃহীত ও ধন্য হইলাম। আমার এ সন্তান এখন নিতান্ত বালক; ইহার যৌবন কাল উপস্থিত হইলে তদনুরূপ ভোগাভিলাষও বর্দ্ধিত হইবে, তৎকালে আপনি ইহার কিরূপ হব্য ব্যবস্থা করিবেন? ইহার নিবাসস্থানই বা কোথায় দিবেন? অনুরূপ ভোজ্যপদার্থই বা কি প্রদান করিনে?

ব্রহ্মা কহিলেন, ঋষিবর! বড়বামুখাকৃতি সমুদ্র মুখে তোমার পুত্রের বসতি হইবে। সে বিপ্র! যাহা আমার উৎপত্তিস্থান তাহাই আমার তোয়ময় দ্বিতীয় শরীর। তথায় তোমার পুত্রের বাসস্থান এবং সেই বারিময় হবিই অশনরূপে নির্দ্দেশ করিলাম, অতঃপর যখন যুগান্তকাল উপস্থিত হইবে তৎকালে তোমার এই পুত্র ও আমি উভয়ে মিলিত হইয়া সমস্ত জগৎ গ্রাসার্থ বিচরণ করিব। আমি এই সলিল ভোজী তোমার পুত্রকে প্রলয়াগ্নিরূপে নির্দ্দেশ করিলাম। এই অগ্নিই দেবতা অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সমস্ত জীবের দহনস্বরূপ হইবে। তখন সেই ঔর্ব্বানল তথাস্তু বলিয়া প্রদীপ্ত জ্বালাবলী সংহারপূর্ব্বক স্বকীয় যশোময় প্রভাকে পিতাতে নিহিত করিয়া স্বয়ং অর্ণব মুখে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা তথাহইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং মহর্ষিগণ ও ঔর্ব্বানলের প্রভাব জানিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক ঊর্ব্বকে কইলেন; ভগবন্! আপনার তপঃপ্রভাবে এই লোকপ্রত্যক্ষীভূত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রতি লোকপিতামহ ব্রহ্মাও পরিতুষ্ট হইলেন। এক্ষণে যদি আপনি ও আপনার পুত্র উভয়েই আমাকে কার্য্যদ্বারা পুত্ররূপে অনুগৃহীত করেন, তাহা হইলে আমি আমার আত্মাকে শ্লাঘ্য ও চরিতার্থ মনে করি। আমি আপনার নিতান্ত শরণাগত এবং আপনারই আরাধনায় একান্ত অনুরক্ত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ইহাতে যদি আমাকে অবসন্ন হইতে হয় তবে ভবাদৃশ সাধু জনেরই কলঙ্ক যোষিত হইবে।

উর্ব্ব কহিলেন, হে সুব্রত! তুমি যখন আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে তখন আমিও ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, অদ্য হইতে আমার প্রসারে তোমার আর কোন ভয়ই থাকিবেনা। তুমি আমার পুত্রকৃত এই মায়া গ্রহণ কর। ইহা নিরিন্ধন অগ্নিরূপা, ইহাকে অগ্নিও স্পর্শ করিতে পারে না। এই মায়া তোমারই বংশপরম্পরার অনুবর্ত্তিনী, থাকিবে। অরি নিগ্রহ কালে ইহা আত্মপক্ষের রক্ষা ও পরপক্ষের সংহার করিবে। মুনিবচনাবসানে

দানবের সেই মায়াগ্রহণ পূর্ব্বক পরম পুলকিত হৃদয়ে মহর্ষি ঊর্ব্বকে প্রণাম ও আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন।

হে দেবরাজ! পূর্ব্বকালে ঊর্ব্বতনয় পাবক যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই এই দেব দুরাসদ মায়া। যাঁহার তেজঃপ্রভাবে এই মায়ার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই ঊর্ব্বই আবার ইহাকে সৃষ্টি সময়ে অভিসম্পাত প্রদান করেন যে দৈত্যপতি হিরণ্য কশিপুর জীবিতকাল পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব সমভাবে থাকিবে। অতঃপর আর ইহার তাদৃশ শক্তি থাকিবে না। এক্ষণে যদি ইহাকে প্রতিহত করিয়া আপনাকে সুখী করিতে হয় তবে তোয়জন্মা নিশাপতি আমার সহায় হউন। আমি চন্দ্রমা ও যাদোগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার প্রসাদে এই মায়া বিনাশ করিতে পারিব তাহাতে আর সংশয় নাই।

৪৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ত্রিদশানন্দ বৰ্দ্ধন দেবরাজ হাতে সম্মত হইয়া শিশিরায়ুধ চন্দ্রমাকে সম্মুখে আহবান করিয়া কহিলেন, সোমদেব! অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের জয়লাভার্থ তুমি বরুণ দেবের সহায়তাকর। তুমি অপ্রতিম বীর্য্য এবং জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর ঈশ্বর। রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ তোমাকেই সর্ব্বলোকের রসাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তোমার ক্ষয়বৃদ্ধি মহাসমুদ্রের ন্যায় নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, তুমি জগন্মণ্ডলে দিবা রাত্রিরূপ কালের বিধান করিয়া স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলাকারপথে পরিভ্রমণ করিতেছ। জগতের ছায়াময় চিহ্ন যে তোমার অঙ্কে থাকিয়া শশ সংজ্ঞালাভ করিয়াছে, তাহা কি দেব কি নক্ষত্র কি যোগিগণ কেহই অবগত নহেন, তুমি আদিত্য পথেরও ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপরিভাগে থাকিয়া সমস্ত জগতীতলস্থ তিমির রাশি বিনাশপূর্ব্বক এই নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছ। তুমি শুক্লমরীচিমালী, হিমজ্যোতি, সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের অধিপতি শশাঙ্ক। তোমা হইতেই বৎসরের সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং তুমিই কাল যোগাত্মা। তুমি যজনীয়, তুমি যজ্ঞরস, তুমি নিত্য। তুমি ওষধিপতি, ক্রিয়ামূল ও ছন্দোযোনি। তুমি শীতল, শীতাংশু ও অমৃতের আধার। তুমি চপল ও শ্বেত বাহন। তুমি কান্তিমান্ লোকদিগের কান্তি, সোমপায়ীদিগের সোমরস। তুমি সৌম্য, সর্ব্বজগতের তিমির নাশক এবং তুমিই ঋক্ষরাজ অতএব তুমি এই মহারথী বরুণের সহিত মিলিত হইয়া গমন কর। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে আসুরীমায়া সমস্তলোক দগ্ধ করিয়া বৰ্দ্ধিত হইতেছে উহার শান্তি বিধান কর।

চন্দ্রমা কহিলেন, হে বরপ্রদ দেবরাজ! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন তদনুসারে আমি এখনই সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দৈত্য মায়াপকর্ষক শিশির বর্ষণ করিতেছি। আপনি এখনই দেখিতে পাইবেন ঐ রণোন্মত্ত দৈত্যগণ আমার শিশিরাস্ত্রপাতে হিমজড়ীকৃত হইয়া গর্ব্ব পরিহারপূর্ব্বক মায়াহীন হইয়া পড়িবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নিশাপতি নিঃসৃত ভীষণ হিমবৃষ্টি বাষ্পসমাকুল হইয়া মেঘবৃন্দের ন্যায় সেই ঘোর দৈত্যগণকে বেষ্টন করিল। পাশ ও শুক্লাম্বুধারী বরুণ ও নিশাকর উভয়ে সেই মহা সমরে অনবরত পাশ ও হিমাস্ত্রপাতে দৈত্যগণকে প্রহার করিয়া, অজস্র জল নির্গম বিক্ষোভিত মহা সমুদ্রের ন্যায় সমর ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তখন সম্বর্ত্তকাদি মেঘবৃন্দ যেমন বৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জগৎ প্লাবিত করে ইহারাও উভয়ে সেইরূপ অস্ত্র বর্ষণ করিয়া রণস্থল আপ্লাবিত ও দৈত্যগণকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শশাঙ্ক ও বরুণদেব উভয়ে মিলিত হইয়া হিম ও পাশাস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সেই দৈত্য মায়ার সংহার করিলেন। তখন দৈত্যগণ উভয়াস্ত্রে জড়ীভূত ও বদ্ধ হইয়া ছিন্ন শিখর অচলগণের ন্যায় গতিশক্তি বর্জ্জিত হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিল। হিমপাত নিবন্ধন সর্ব্ব শরীর অবশ হওয়াতে উত্তাপরহিত অগ্নির ন্যায় ভুতলে পতিত হইয়া গেল। তাহাদের প্রভাশূন্য বিচিত্র বিমান সমুদায় একবার উৎপতিত একবার ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল।

তৎকালে মায়াবী দানবপতি ময়দানব স্বপক্ষীয়গণকে পাশজালে জড়িত ও শীত রশ্মিতে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া স্বপুত্র ক্রৌঞ্চ নির্ম্মিত কামচারী পর্ব্বতময় মায়াস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ মায়া পর্ব্বতের অগ্রভাগ শিলাজাল, গণ্ডশৈল, সিংহ, ব্যাঘ্র ও ঈহামৃগ দ্বারা সমাকীর্ণ হওয়াতে যেন অট্টহাস্য করিয়া প্রধাবিত হইল। উহার শিখরভাগ পাদপ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, গুহামুখ কাননে আকীর্ণ, দৈত্যপতিকর্ত্তৃক সেই পার্ব্বতী মায়া নিক্ষিপ্ত হইলে উহার উপরিস্থিত বৃক্ষ সমুদায় বায়ুবেগে ঘূর্ণিত হইতে হইতে মহা শব্দে পতিত হইতে লাগিল অজস্র শিলাপাতও আরম্ভ হইল। তদ্বারা দেবসৈন্য সমুদায় নিহত ও দৈত্যসৈন্যগণ পুনরুজ্জীবিত হইতে লাগিল। তখন নিশাকর ও বরুণের মায়া একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। লৌহবৎ সুদৃঢ় শিলাবর্ষণ দ্বারা দেবগণ ব্যতিব্যস্ত ও আকুল হইয়া পড়িলেন। রণভূমি শিলাখণ্ড গণ্ডশৈল ও পাদপ পাতে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে পর্ব্বতকুল সঙ্কুল পৃথিবীর ন্যায় নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া পড়িল। তথায় দেবসেনার মধ্যে কেহ অশ্মলোষ্ট্র নিক্ষেপণে কেহবা শিলাবর্ষণে, কেহ কেহবা বৃক্ষপাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। কেহই আর অক্ষুন্ন রহিলেন না। একমাত্র ভগবান্ গদাধর— ভিন্ন সমুদায় অমর সৈন্যই ভ্রষ্ট কার্ম্মুক ও ভগ্নায়ুধ হইয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কেবলমাত্র শ্রীমান হরিই উহাতে বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত সহিষ্ণুতা বশতঃ তাঁহার ক্রোধাবেশও উপস্থিত হইল না। সেই অবসরজ্ঞ নীল-নীরদ-শ্যাম ভগবান্ জনার্দ্দন দেবাসুর বিমর্দ্দন রণস্থল সন্দর্শনে পরম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন ভগবান বিষ্ণু দেখিলেন ময়দানব সৃষ্ট মায়া অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল তখন আমি ও মারুতকে সম্বোধন করিয়া উহার উপশমনার্থ আদেশ করিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই তাঁহারা উভয়ে হৃষ্টচিত্তে সেই দৈত্যমায়া সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনিল অনল সংযোগে, অনল অনিল সহায়তায় নিতান্ত প্রসারিত হইয়া যুগান্তকালের ন্যায় দৈত্যসেনা দগ্ধ করিতে লাগিল। অগ্রে বায়ু তৎপশ্চাৎ অগ্নি ধাবমান হইয়া ক্রীড়া কৌতুকে দানবসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দানবগণের বিমান সমুদায় পাবক প্রভাবে ভস্মসাৎ হইল এবং মারুতবেগে অধঃপতিত হইয়া চুর্ণীকৃত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দৈত্যগণ একবারে হতাশ হইয়া পড়িল। ত্রিলোক বন্ধন মুক্ত হইল। এইরূপে দৈত্যমায়া ধ্বংস হইলে দেবগণ পরমাহ্লাদসহকারে চতুর্দ্দিক হইতে সাধু সাধু বলিয়া নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের জয়, ময়দানবের পরাজয় হওয়াতে দিক সমুদায় প্রসন্ন, ধর্ম্মকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত, চন্দ্রের পথ বিমুক্ত, সূর্য্য অয়নসঞ্চারী, সাধুগণ প্রকৃতিস্থ, মৃত্যু সময়ানুগত, হুতাশন আহুত, দেবগণ যজ্ঞভাগী হইলেন। দিক্‌পালগণ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন। পুণ্যাত্মাদিগের অভ্যুদয়, দুরাত্মাদিগের ক্ষয়

আরম্ভ হইল। দেবপক্ষ আহ্লাদিত, দৈত্যবর্গ পরাজিত হইল। ত্রিপাদ অধর্ম্ম, এক পাদ অধর্ম্ম প্রচলিত হইল। সৎপথের দ্বার উন্মুক্ত হইল। বর্ণ ও আশ্রম সমুদায় স্ব স্ব ধর্ম্মানুরক্ত, রাজা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইলেন। দেবগণের স্তুতি পাঠার্থ শ্রুতিগাথা সকল গীত হইতে লাগিল। লোক সকল পাপ শূন্য এবং গাঢ় তিমির একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইরূপে অগ্নিমারুত সংগ্রাম শেষ হইলে লোকত্রয় একবারে তন্ময় হইয়া উঠিল এবং মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবভয়, সম্প্রতি মারুতাগ্নিকৃত এই বিষম ব্যাপার শ্রবণ করিয়া মন্দরগিরির ন্যায় বৃহদাকার সম্পন্ন, রজতসংবৃতদেহ, কালনেমি নামে প্রতি শতানন ও শতশীর্ষ মহাসুর বাহুশত বিস্তার করিয়া শতশৃঙ্গ অচলের ন্যায় নিদাঘকালীন দাবদাহসংবর্দ্ধিত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সমরভূমিতে উপস্থিত হইল। তাহার মস্তকে ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল মুকুট, অঙ্গে শব্দায়মান অঙ্গভূষণ, শত হস্তে নিশিত শত অস্ত্র, কেশ ইহার ধূম্রবর্ণ হরিণদ্বর্ণ শ্মশ্রু, দন্তাবলী ওষ্ঠবহির্ভাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মুখবিবর ত্রিলোক ব্যাপী, চক্ষু বক্র, আয়তও রক্তবর্ণ। দেখিয়া বোধ হইল যেন সেই মহাসুর শরীর ভারে পৃথিবীকে নমিত, বাহুশত দ্বারা অম্বরতলকে উৎক্ষিপ্ত, পদপ্রহারে মহীধরগণকে দূরে নিক্ষিপ্ত, নিশ্বাসভরে সলিলবর্ষী মেঘবৃন্দকে চালিত ও দশদিক্ আচ্ছাদন করিয়া দেবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে তাঁহাদিগকে তর্জ্জনা করিতে করিতে সাক্ষাৎ তৃষিত কালান্তকের ন্যায় আগমন করিল। যৎকালে সেই দৈত্যপতি বিশাল অঙ্গুলিপর্ব্বশোভিত প্রসারিত-তলপ্রদীপ্ত মাল্যাভরণভূষিত অগ্রহস্ত দ্বারা দেবনিহত দানবগণকে গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা করিতে লাগিল তখন দেবগণ সাক্ষাৎ কালান্তকরূপ সেই ভীষণ মূর্ত্তি কালনেমিকে দেখিয়া ভয়চকিত লোচনে পুনঃ পুনঃ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। জীবগণ তাহাকে উগ্র মূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে দেখিয়া সাক্ষাৎ ত্রিবিক্রম নারায়ণ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অনন্তর অসুররাজ কালনেমি দক্ষিণচরণ উৎক্ষেপণপূর্ব্বক অমরগণকে ত্রাসিত করিয়া যখন সমভূমিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, তৎকালে তাহার অস্ত্র মারুতবেগবশে ঘুর্ণিত হইতে আরম্ভ করিলে উহাকে গাত্র সংসক্ত করিয়া বিষ্ণুসনাথ মন্দরগিরির শোভা ধারণ করিয়াছিল। দেবগণ তৎকালে তাহাকে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় ভয়াবহ মনে করিয়া ভয়াকুলচিত্তে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

৪৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহানুর কালনেমি দানবগণের প্রীতিসাধনোদ্দেশে নিদাঘাবসানে নবোদিত ধারাধরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দানবগণ তাহার সেই ত্রিলোক ব্যাপক আকৃতি দেখিয়া সুধাস্বাদনে শ্রান্তি পরিহার করিয়াই যেন উত্থিত হইতে লাগিল। ময়, তারক প্রভৃতি দৈত্যগণ তখন নির্ভীকচিত্তে জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠিল। যে সকল যুদ্ধাস্পর্দ্ধী দানবসৈন্য অস্ত্র অভ্যাস ও ব্যূহমধ্যে বিচরণ করিতেছিল তাহারা কালনেমিকে দেখিয়া নিতান্ত প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। ময়দানবের যুদ্ধ বিশারদ প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ শঙ্কা পরিহারপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন ময়, তারক, বরাহ, বীর্য্যবান হয় গ্রীব, বিপ্রচিত্তি নন্দ শ্বেত, খর, লম্ব, বলি পুত্র অরিষ্টকিশোর, উষ্ট্র, মুখযোধী মহাসুর রাহু এবং অন্যান্য তপোরত অস্ত্রকুশল দানবগণ কালনেমির সমীপে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে কেহ গুরুগদা, কেহ চক্র, কেহ পরশু, কেহ কালান্তক মুষল, কেহ ক্ষেপণীয় মুগর, কেহ শিলাখণ্ড, কেহ ভীষণ গণ্ডশৈল, কেহ পট্টিশ, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ কেহ উৎকৃষ্ট পরিঘ, কেহ লোকনাশিনী অতি গুরুতর শতঘ্নী, কেহ যুগ, কেহ যন্ত্র, কেহ সূক্ষ্মাগ্র নির্ম্মুক্ত অর্গল, কে পান, কেহবা প্রাস, কেহ লেলিহ্যমান বিচরণশীল সর্প সদৃশ সায়ক, কেহ বজ্র, কেহ দীপ্যমান তোমর, কেহ কোষ নিষ্কাসিত তীক্ষ্ণ অসি, কেহ শাণিত নির্ম্মল শূল প্রভৃতি উত্তমোত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া কালনেমিনায়ক সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন দৈত্য সেনাগণ বর্ষাকালীন জলদ পটল সমাচ্ছন্ন নিমীলিতনক্ষত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভামান হইল।

এদিকে দেবেন্দ্র নায়ক, নারায়ণপরায়ণ ভীষণ দেবসৈন্যগণও শীতোষ্ণরূপধারি-চন্দ্র-সূর্য্যকর প্রদীপ্ত, বায়ুবেগ সমন্বিত, নক্ষত্র পতাকাযুক্ত, জলধর বসনাবলম্বী, গ্রহ নক্ষত্রহাযুক্ত এবং যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, অমি ও বায়ু সুরক্ষিত হইয়া বিবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যক্ষগন্ধর্ব্বগণে মিলিত হইয়া সাগর প্রবাহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এই সময়ে ঐ উভয় দল সমাগত হওয়াতে অতি ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হওয়াতে ভূলোক ও দ্যুলোক একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। দৈত্যগণ দৃপ্ত হইলে, দেবগণ ক্ষমা, দেবগণ বিনীত হইলে, দৈত্যগণ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব ও অপর সাগর হইতে সমুদগত মেঘবৃন্দের ন্যায় উভয় সৈন্য হইতে সেনাদল বহির্গত হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে প্রধাবিত হইতে লাগিল। কুসুমিত পার্ব্বতীয় নিবিড় অরণ্য মধ্যে হস্তিযূথ যেমন সচ্ছন্দে বিহার করিতে থাকে সেইরূপ দেব দানবগণও হৃষ্টান্তঃকরণে উভয় সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে ভেরীসকল নিনাদিত ভূরি ভূরি শঙ্খ আধ্মাত হইতে লাগিল। সেই শব্দে পৃথিবী, আকাশ ও দিক সমুদায় পরিপূর্ণ হইল। জ্যাস্ফালন ধনুষ্টঙ্কার ও দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা দৈত্যদিগের সিংহনাদ একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। আর কতকগুলি পরস্পর দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একের বাহুদ্বারা অপরের বাহু ভগ্ন করিতে লাগিল। দেবগণ লৌহ নির্ম্মিত ঘোর, পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। দানবগণও গুরুগদা ও

নিস্ত্রিংশ নিক্ষেপে অমনগণকে ব্যথিত করিতে লাগিল। কথায় শরীর গদাঘাতে ভগ্ন, কাহায় শরীর শর প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইল। কেহ রণস্থলে নিপতিত, কেহ ন্যুব্জীকৃত হইয়া রহিল।

অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথিপণ আশুগামী অশ্ব সংযুক্ত রথ ও বিমানযানে আরোহণ করিয়া ক্রোধ ভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে সমরোৎসাহী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল, কেহবা যুদ্ধ পরাঙ্মুখ ও পলায়নপর হইল। একপক্ষীয় রথ অপর পক্ষীয় রথ দ্বারা, পদাতি পদাতিদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। নভোমণ্ডলে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় মহাশব্দে একের রথ অপরের রথে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল, কেহবা রথ চাপে দলিত হইয়া পড়িল, কেহবা রথ লইয়া বেগে গমন করিতেছিল। কিন্তু সম্মুখে সেনা সম্বাধ পাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কোন কোন দর্পিত বীর অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া বাহু উৎক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের বাহুসংসক্ত আভরণ সমুদায় শব্দায়মান হইতে লাগিল। কেহ অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কাহারো শরীর হইতে মেঘ নির্গলিত জলধারার ন্যায় রুধির ধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্রপ্রহার, গদা উত্তোলনদ্বারা রণস্থল অতি সঙ্কুল হইয়া ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দানবগণ নিবিড় মেঘ, দেবাস্ত্র সকল বিদ্যুতরূপ, তাহাতে আবার অনবয়ত অস্ত্র বৃষ্টি হওয়াতে যুদ্ধস্থল রণ-দুর্দ্দিন শ্রী ধারন করি।

এইসময়ে মহাসুর কালনেমি ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র সলিলবর্দ্ধিত-মেঘের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চঞ্চল বিদ্যুম্মানালাপরিশোভিত অশণিবর্ষী পর্ব্বতাকৃতি মেঘবৃন্দ ইহার গাত্রে সংলগ্ন হইবামাত্র ছিন্ন, ভিন্ন হইয়া পড়িল। ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, ভ্রুভঙ্গীযুক্ত স্বেদবর্ষী মুখ হইতে পবনাকুলিত অগ্নিস্ফূলিঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত-শিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল। তাহার বাহু সমুদায় বক্র ও উর্দ্ধভাবে বর্দ্ধিত হইয়া লোলজিহ্ব পঞ্চাস্য কালসর্পের ন্যায় দেবগণকে তর্জ্জনা করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় হস্তে বিবিধ অস্ত্র, শরাসন ও পরিঘ ধারণ করাতে উচ্ছ্রিত পর্ব্বতের ন্যায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। যখন ঐ মহাসুর কালনেমির গাত্রাবরণ পবনোদ্ধূত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল, তৎকালে সন্ধ্যাতপে রঞ্জিতশীর্ষ সাক্ষাৎ সুমেরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া সমরভূমি অলঙ্কৃত করিল। উরুবেগপরিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গও বৃহৎ বৃহৎ পাদপপ্রহারে দেবগণ বজ্রাহত মহাগিরির ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। বাহুচালিত অস্ত্র ও খড়্গ প্রহারে দেবগণের মস্তক ও বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কাহার আর চলৎশক্তি রহিল না। যক্ষ, উরগ ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে তাহার মুষ্টি প্রহারে কেহ নিহত কেহ বিদলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দেবগণ কালনেমির ভয়ে ত্রাসিত হইয়া সাধ্যসত্ত্বেও বিচেতন হইয়া পড়িল। সহস্রলোচন ইন্দ্রও তাহার শরজালে জড়িত হইয়া ঐরাবত পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত থাকিলেও সমরভূমিতে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। বরুণ পাশশূন্য হইয়া নির্জ্জল জলদের ন্যায় ও শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। লোকপাল শ্রেষ্ঠ বৈশ্রবণ-কুবের তাহার কালরূপী পরিঘ প্রহারে বিলাপ করিতে করিতে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে, যম সকলের প্রাণহর হইলেও ইহার অস্ত্র প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া স্বাধিষ্ঠিত দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিলেন।

এইরূপে সেই মহান কালনেমি সমস্ত লোকপালকে পরাভূত করিয়া এবং তাঁহাদের কার্য্য ভারও স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী স্বকীয় শরীর চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিল। অনন্তর সেই দৈত্যপতি রাহুনির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রপথে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া সোমদেবের শোভা ও সর্ব্বস্ব হরণ করিল এবং প্রদীপ্তরশ্মি সূর্য্যদেবকে স্বর্গদ্বার হইতে সঞ্চালিত করিয়া তাঁহার অয়ন, অধিকার ও দিন কর্ম্ম-সমুদায় স্বয়ং গ্রহণ করিল, অগ্নিকে দেবমুখে দেখিয়া স্বমুখে আনয়ন করিল। বায়ুকে পরিভূত করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিল। স্বকীয় অসাধারণ বীর্য্যবশতঃ বলপূর্ব্বক সমুদ্র হইতে আকর্ষণ করিয়া নদী সকলকে আপনার আজ্ঞাবহ করিল। কি স্বর্গস্থ কি পৃথিবীস্থ সমস্ত জলরাশিকে স্ববশে আনিয়া মহীধররক্ষিত ধরাতলে স্থাপিত করিল। তৎকালে সর্ব্বলোকাধিপত্য লাভ করিয়া সেই মহাসুর কালনেমি ভূতপতি ভগবান্ স্বয়ম্ভূর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং সেই দৈত্যপতিই সর্ব্বলোকময়, সর্ব্বলোভয়াবহ, সমস্ত লোকপালের অদ্বিতীয় অবয়বস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহাত্মক পাবক ও অনিলরূপী হইয়া অদ্বিতীয় অধীশ্বররূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিল। এইরূপে কালনেমি লোকদিগের সৃষ্টি ও স্থিতি সাধন পরমেষ্ঠীপদে আরূঢ় হইলে দৈত্যগণ দেবগণ যেমন লোকপিতামহ ব্রহ্মার স্তব করিয়া থাকেন তদ্রূপ তাহারও স্তব করিতে লাগিল।

৪৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বেদ, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য ও নারায়ণাশ্রিত এই পাঁচটাই কেবল অনুষ্ঠান বৈপরীত্যবশতঃ তাহার অনুবর্ত্তন করিল না। এইজন্য দানবেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-পদপ্রাপ্তির আশয়ে নারায়ণ সমীপে উপস্থিত হইল। দেখিল নবীন-নীরদ-শ্যাম বিদ্যুৎ সদৃশ পীতাম্বর শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ হরি সুবর্ণপক্ষ-শিখাধারী কশ্যপতনয় খগরাজ গরুড়াসনে আসীন হইয়া দানব বিনাশার্থ নির্ব্বিকার চিত্তে উৎকৃষ্ট গদা ঘূর্ণন করিতেছেন। দানবেশ্বর কালনেমি সেই অক্ষুব্ধচিত্ত বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিবামাত্র ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কহিতে লাগিল, ইনিই আমাদের পূর্ব্বতন দানবর্ষিদিগের শত্রু। ইনিই অর্ণববাসী মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া আমাদের দুর্দ্দম রিপু নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনিই অদ্য আমাদের সংগ্রাম স্থলে অস্ত্রধারী হইয়া বহু দৈত্যের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। যিনি দানবসীমন্তিনীদিগের সীমন্ত উদ্ধরণ করিয়া নির্লজ্জভাবে স্ত্রী-বালক-হন্তা নামে পরিচিত হইয়াছেন, ইনিই সেই দেবগণের বিষ্ণু ও স্বর্গবাসীদিগের বৈকুণ্ঠ। ইনিই কি ভুজঙ্গগণের অনন্ত ও স্বয়ম্ভুরও স্বয়ম্ভু। ইনিই সেই আমাদের বিপ্রিয়কারী দেবগণের আশ্রয়। ইনিই দুর্জ্জয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। ইহারই ছায়া আশ্রয় করিয়া দেবগণ যজ্ঞস্থলে মহর্ষিদত্ত ত্রিধাহুত আজ্য ভোজন করিয়া থাকে। ইনিই আমাদের দেব বিদ্বেষী সমুদায় দানবগণের বিনাশ মূল। যে চক্রধারায় আমাদের কুল একবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। ইনি সুরগণের নিমিত্ত জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই সূর্য্যতেজসমাযুক্ত চক্র অদ্যাপি শত্রু-ব্যূহ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমি সকলের অন্তকরূপে বিদ্যমান থাকিতেও ইনি দৈত্যগণের কালরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাহা হউক অদ্য আমি ইহার সমস্ত কার্য্যের প্রতিফল প্রদান করিব।

ভাগ্যক্রমেই অদ্য সেই দুর্ম্মতি বিষ্ণু আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এখনই আমার শরনিকরে নিষ্পিষ্ট হইয়া ইহাকে আমার নিকট প্রণত হইতে হইবে। অদ্য সৌভাগ্য বশতঃই রণস্থলে দৈত্যভয়াবহ নারায়ণকে বিনাশ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের ঋণমুক্তিলাভ করিব। ইহার আশ্রিতগণকেও এখনই বিনাশ করিতেছি। ইনি জন্মান্তরেও যুদ্ধস্থলে দানবগণকে নিপীড়িত করিয়া থাকেন। এই অনন্তদেবই পূর্ব্বকালে পদ্মনাভ নামে অভিহিত হইতেন। ইনিই সেই ঘোর একার্ণব সমরে দানবেশ্বর মধুকৈটভকে স্বীয় উরুদেশে রাখিয়া নিহত করিয়াছিলেন। ইনিই পূর্ব্বে আত্ম শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নরসিংহ আকার ধারণপূর্ব্বক একাকী আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দেবমাতা অদিতি ইহাকে শুভক্ষণেই গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ইনিই বলির যজ্ঞ সময়ে বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনটীমাত্র পদ বিক্রমে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনিই আবার সম্প্রতি তারকময় সমরে উপস্থিত হইয়া আমার হস্তেই দেবগণের সহিত নিহত হইবেন।

হে নরপতে! অসুরপতি কালনেমি রণস্থলে ভগবান নারায়ণকে এইরূপে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া যুদ্ধোদ্যম করিতে লাগিল। কিন্তু গদাধর তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত ক্ষমাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! দর্প বল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ক্রোধের বশবর্ত্তী না হইয়া যে ব্যক্তি বল প্রকাশ করিতে পারে তাহারই প্রকৃত বল। তুমি যখন ক্ষমাকে অতিক্রম করিয়া এই বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ তখন তুমি নিশ্চয়ই স্বীয় দর্পজনিত দোষেই নিহত হইলে। আমার মতে তোমাকে অধম ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিনা। অতএব তোমার ওরূপ বাঙ্মাত্র বলকে ধিক্। পুরুষশূন্য স্থানে স্ত্রীজনের তর্জ্জন গর্জ্জন শোভা পায়। হে দৈত্য! আমি তোমাকে আগম বিরোধী পুরাতন পদবীর কণ্টক স্বরূপ অবলোকন করিতেছি। প্রজাপতিকৃত বন্ধন ছেদ করিয়া কোন ব্যক্তি সুখী হইতে পারে? তুমি দেবগণের নিতান্ত ব্যাহন্তা অতএব অদ্যই তোমাকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান জনার্দ্দন রণস্থলে এইরূপ বাক্যে তিরস্কার করিলে দৈত্যরাজ কালনেমি হাস্য করিয়া ক্রোধ ভরে সমুদায় হস্তে আয়ুধ ধারণ করিল এবং একবারে শতহস্ত উদ্যত করিয়া ক্রোধে দ্বিগুণিত রক্ত চক্ষু হইয়া বিষ্ণুর বক্ষোদেশে সর্ব্ববিধ অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। ময় তার প্রভৃতি দানবগণও খড়্গা উদ্যত করিয়া বিষ্ণুর অভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং মহাবলপরাক্রান্ত সমস্ত দৈত্যগণ একবারে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ভগবান্ হরি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। বরং অচলের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর মহাসুর কালনেমি বাহুসমষ্টি দ্বারা অতি প্রকাণ্ড গদা উত্তোলন করিয়া গরুড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। দৈত্যপতির এই ব্যাপার অবলোকনে বিষ্ণু বিস্মিত হইয়া রহিলেন। পতগরাজ গরুড় এইরূপ আঘাতে ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বৈকুণ্ঠনাথ গরুড়কে ব্যথিত এবং স্বকীয় শরীরও ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া ক্রোধরক্তনয়নে চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং সুপর্ণের সহিত স্বীয় শরীরও বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহু সমুদায় বর্দ্ধিত হইয়া দশদিক আচ্ছন্ন করিল। তাঁহার শরীরও পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে দিক্ বিদিক্ আকাশ ও পৃথিবী সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। দেখিয়া বোধ হইল যেন বীর্য্যবলে অখিলব্রহ্মাণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার

বৃদ্ধি পাইতেছেন। সুরশ্রেষ্ঠ দেবগণের জয়ের নিমিত্ত নভস্থল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ঋষিগণ মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকস্থিত কিরীট দ্বারা স্বর্গ, অম্বর দ্বারা মেঘসমন্বিত আকাশ, পাদদ্বারা পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া ভুজবনদ্বারা দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন, সূর্য্যরশ্মি তুল্য প্রভাসম্পন্ন সহস্র সরযুক্ত অরিঘাতক প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্য ঘোরদর্শন যে সুদর্শন চক্র তাহার হস্তে ছিল উহা অতি সুদর্শন, বজ্রসার ও ভয়াবহ। উহার ধার সুবর্ণময়। ঐ চক্র দানবদিগের মেদ, অস্থি, মজ্জা ও রুধির দ্বারা লিপ্ত, প্রহার বিষয়ে অদ্বিতীয়। ইহার প্রান্তভাগ ক্ষুরাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং স্রগ্‌দাম-মালায় বিস্তৃত। এই কামরূপী, সর্ব্বত্রগামী চক্র বিধাতা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শত্রুপক্ষীয় লোক যতই প্রভাবশালী ও বীর্য্যবান হউক না কেন সকলকেই ইহার নিকটে ভীত হইতে হয়। এই চক্র মহর্ষিগণের রোষনিষ্ঠ এবং নিত্য রণদর্পে দর্পিত। ইহা প্রযুক্ত হইলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার নিক্ষেপ দেখিলে শোণিত পিপাসু রাক্ষস ও ভূতনিচয়ের আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। ভগবান লক্ষ্মীপতি গদাধর ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া সেই অপ্রতিমকর্ম্মা সূর্য্যসম প্রখর তেজোরাশি সম্পন্ন চক্র উদ্যত করিয়া স্বকীয় তেজঃদ্বারা দানবতেজ অপহরণপূর্ব্বক কালনেমির বাহু এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদগারী অট্টহাস্যসমাযুক্ত ঘোরদর্শন শত মস্তক ছেদন করিলেন। দানবপতি ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়াও কিছুমাত্র কম্পিত হইল না, সমর ভূমিতে ছিন্নশাখ-পাদপের ন্যায় কবন্ধবেশেই দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর গরুড় তদীয় বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া বায়ুসম বেগে উরস্তাড়ন দ্বারা কবন্ধরূপী কালনেমিকে পাতিত করিল। তখন সেই কালনেমির ছিন্নমূর্দ্ধা বাহুশূন্য কবন্ধ শরীর ঘূর্ণিত হইতে হইতে পৃথিবীকে বিকশিত করিয়া আকাশমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। দৈত্যরাজপতিত হইলে দেবতা ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া পরম পুলকিত চিত্তে বৈকুণ্ঠনাথকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দৈত্যগণ যাহারা বিষ্ণুর পরাক্রম দর্শন করিতেছিল তাহারা তদীয় বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া রণস্থলে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন নারায়ণ কাহার কেশাকর্ষণ, কাহার কণ্ঠ নিপীড়ন, কাহার মুখোৎপাটন, কাহারবা মধ্যদেশে ধারণ করিয়া নিহত করিলেন। তাহারা হতবীর্য্য ও গতাসু হইয়া গগনবর্ত্ম হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে সমস্ত দৈত্য নিহত হইলে ভগবান গদাধর ইন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। এই সময়ে তারকাময় সংগ্রাম নিবৃত্ত হইল দেখিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক দেব দেব হরিকে অর্চ্চনা করিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে ভগবন। আপনি অদ্য অতি গুরুতর কার্য্যসম্পন্ন করিলেন। এই দৈত্য বিনাশে দেবতাগণের বিষম শল্য উদ্ধৃত হইল আমরাও পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। হে বিষ্ণো! আপনি একাকীমাত্র যে কালনেমিকে বিনাশ করিলেন, উহার হন্তা আপনি ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে আর কেহই ছিল না। এই দুরন্ত দৈত্য নিখিল চরাচর জগৎ ও দেবলোককে পরাভূত এবং ঋষিগণকে উদ্বেজিত করিয়া আমার উপর পর্য্যন্ত গর্জ্জন করিতেছিল। অতএব আপনার এই মহৎ কার্য্যে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়াছি। জগতের কালস্বরূপ কালনেমি নিহত হইল। এক্ষণে আপনার ভদ্র হউক, আসুন আমরা স্বর্গে প্রস্থান করি । তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ সভাসীন হইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, হে অচ্যুত!

আপনি সেই সভায় উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ ও আমি বিধিপূর্ব্বক দিব্য বাক্যেতে আপনার স্তোত্র পাঠ করিব। হে বরদ! আপনি কি সুরশ্রেষ্ঠ, কি অসুররাজ সকলকেই বর প্রদান করিয়া থাকেন, তবে আমি আর আপনাকে কি বর প্রদান করিব; এক্ষণে ত্রিলোক আনন্দময় ও নিষ্কণ্টক হইল। অতএব মহাত্মা ইন্দ্রকে উহা প্রদান করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে ইন্দ্র প্রভৃতি ত্রিদশগণ! আপনারা সকলেই এখানে সমাগত হইয়াছেন। অতএব অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পুরন্দর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বিক্রান্ত কালনেমি প্রভৃতি দানবদল অদ্য আমাদের এই সমরে নিহত হইয়াছে। কেবল বিরোচন সুত বলিও মহাগ্রহ রাহু এই দুইজন মাত্র দৈত্য অদ্যকার সমরে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ইন্দ্র ও বরুণ স্বাভিলষিত দিক্ অধিকার করুন। যম দক্ষিণ দিক্, ধনাধিপকুবের উত্তর দিক পালন করুন। চন্দ্র তারাগণের সহিত মিলিত হইয়া যথাকালে পরিভ্রমণ করুন। সূর্য্য অয়নের সহিত ঋতু ও অব্দের বিধান করুন। আজ্যভাগ প্রবর্ত্তিত হউক। বিপ্রবর্গ দেববিধানে সদস্য সংকৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন। দেবগণ বলি ও হোমদ্বারা, মহর্ষিগণ স্বাধ্যায় দ্বারা, পিতৃগণ শ্রাদ্ধভোজী হইয়া যথাসুখ তৃপ্তিলাভ করুন। বায়ু স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করুন। অগ্নি ত্রিধাবিভক্ত হইয়া প্রজ্বলিত হউন। বর্ণত্রয় স্ব স্ব সদ্গুণদ্বারা জগত্রয়কে অনুরঞ্জিত হউন। যজ্ঞদীক্ষাক্ষম দ্বিজাতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত হউন। যাজকগণকে যথার্থ দক্ষিণা প্রদত্ত হউক। সূর্য্য লোকলোচনের, চন্দ্র রস সমুদায়ের, বায়ু জীবগণের জীবনের স্ব স্ব শুভকর্ম্ম দ্বারা তৃপ্তি সাধন করুন, ইন্দ্র বৃষ্ট সলিল হইতে যে সমুদায় নদীর সৃষ্টি হইয়াছে সেই ত্রৈলোক্য জননী স্রোতস্বতীগণ স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট পথে পূর্ব্বের ন্যায় সাগরে গমন করুন। হে দেবগণ! তোমাদের আর দৈত্য ভয় নাই এক্ষণে সুখশান্তি লাভ কর। তোমাদের স্বস্তিলাভ হউক। আমি সনাতন ব্রহ্মলোকে চলিলাম। দৈত্যগণ নিতান্ত প্রবঞ্চক ইহাদিগকে কি গৃহে কি স্বর্গলোকে বিশেষতঃ যুদ্ধস্থলে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। ইহারা ছিদ্র পাইলে আর রক্ষা নাই। মর্য্যাদা বুদ্ধি ইহাদের একবারেই নাই তোমরা সৌম্যমূর্ত্তি ও নিতান্ত সরল স্বভাব। আমি ইহাদের স্বভাব বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি, অতএব এই দুরাত্মারা সকলেই তোমাদের প্রতি অযোগ্য ব্যবহার করিবে, যখনই তোমরা উহাদিগের হইতে ভীত হইবে, তখনই আমি আগমন করিয়া তাহার প্রতিবিধানপূর্ব্বক তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ সত্যপরাক্রম মহাবল বিষ্ণু দেবগণকে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। হে রাজন! আপনি আমাকে তার সংগ্রাম প্রবিষ্ট যে বিষ্ণু ও দানবগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি সেই আশ্চর্য্যতম ঘটনা এই কীর্ত্তন করিলাম।

৪৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দানব বিনাশের পর দেবগণকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া সেই ভগবান ভূতভাবন নারায়ণ কমলযোনি দেবদেব ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া কি করিলেন? ব্রহ্মলোকে কোন স্থান কোন যোগই বা আশ্রয় করিয়াছিলেন? আর কিরূপ

নিয়মই বা ধারণ করিলেন? কিরূপেই বা তথায় অবস্থান করিয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নরার্চ্চিত বিপুল শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন? কিরূপেই বা গ্রীষ্মাবসানে নিদ্রিত, বর্ষাপগমে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন? কিরূপেই বা ব্রহ্মলোকে থাকিয়া সমস্ত জগতের ভারবহন করিয়া থাকেন? হে বিপ্রেন্দ্র? তাঁহার দিব্য চরিতই বা কি? এই সমুদায় তত্ত্ব আমি বিস্তারক্রমে পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া যে সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাই আমি অগ্রে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন। কিন্তু তাহার ক্রিয়াকলাপ অতিসূক্ষ্ম, দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়। তথাপি আমি যথাশক্তি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ইনি সর্ব্বলোকময়, ত্রিজগৎও আবার তন্ময়। ইনি স্বর্গীয় দেবতাত্মস্বরূপ, দেবগণও আবার তন্ময়। যাঁহারা অনুক্ষণ পারচিন্তায় রত তাঁহারাও ইহাঁর পারদর্শী বা তত্ত্বদর্শী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত জগতের পার ও তত্ব পরিজ্ঞাত আছেন। তিনি বাঙ্মনের অগোচর ও দেবগণেরও অন্বেষ্টব্য। তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পৈতামহপদ সন্দর্শনপূর্ব্বক অগ্রেঋষিযোগ্য বিধানে মহর্ষিগণকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর প্রাতর্য্যজ্ঞে মহর্ষিগণ আহুতি প্রদান করিতেছেন দেখিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাধানাতে অগ্নির বন্দনা করিলেন। ঐ অগ্নি ভগবানেরই রূপান্তরমাত্র। তিনিই অগ্নিরূপে মহর্ষিকর্ত্তৃক আহুত হইয়া যজ্ঞ ভাগ ভোজন করিতেছিলেন। সেই অচিন্তনীয় ভগবান বিষ্ণু পরম পূজনীয় ব্রহ্মবর্চ্চস ঋষিগণকে বন্দনা করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যজ্ঞস্থলে মহর্ষিকৃত চিহ্ন বিশিষ্ট লৌহবলয়াগ্র বিভূষিত শত শত উচ্ছ্রিত যূপ নিখাত রহিয়াছে। সেই স্থানে উদ্ধূত আজ্যধূম আঘ্রাণ, দ্বিজগণের বেদাধ্যয়ন শ্রবণপূর্ব্বক তদুদ্দেশেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে দেখিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সভাসীন ঋষি, দেবতা ও সদস্যগণ পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র পাণি ও অর্ঘহস্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমরা যে দেবলোকের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকি এবং দেবোদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করি তৎসমুদায়ই আপনার সাহায্যসাপেক্ষ তত্ত্বদর্শী বিদ্বান লোকেরা বলিয়া থাকেন এই জগৎ অগ্নি ও সোম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু লোক পিতামহ ব্রহ্মা সেই সোম, অগ্নি ও জগৎকে বিষ্ণুময় বলিয়া জানেন। যেমন একমাত্র দুগ্ধ হইতে দধি ও দধি হইতে সর্পি সমুদ্ভূত হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি ভূত-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানলে আপনাকেই সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন জীবগণের অগোচর পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতেছে, সেইরূপ আপনি স্বয়ং অগোচর হইলেও কি দেবতা, কি মর্ত্ত্য লোক সকলেই আপনাকে অবগত হইতেছে। যেমন এই পৃথিবীতে পঞ্চভূত হইতে দেহীদিগের ভূতেন্দ্রিয় সম্বন্ধ প্রাপ্তি হয় তদ্রূপ স্বর্গেও বিষ্ণু হইতে দেবগণের বল ও ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে আপনিই যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞ-ফলপ্রদ পবিত্র পরমাত্মরূপ এবং লোকপালক। যেমন মন্ত্র দ্বারা মন্ত্র উপাস্য হয় সেইরূপ আপনিই আপনার উপাস্য। অনন্তর ঋষিগণ ভগবান বিষ্ণুকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ মহাদ্যুতে! অদ্য আপনি আমাদের সমন্ত্রক যজ্ঞীয় আতিথ্য প্রতিগ্রহ করুন। আপনিই আমাদের যজ্ঞপূত পাদ্য গ্রহণের প্রধান পাত্র, আপনিই যে আমাদের মন্ত্রোক্ত পরম অতিথি তাহাও আমরা পরিজ্ঞাত আছি। আপনি যুদ্ধা গমন করিলে বিষ্ণু রহিত যজ্ঞ নিস্ফল, সুতরাং বিধেয় নহে বলিয়া আমাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। যজ্ঞের দক্ষিণান্ত হইলে আপনি তাহার ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অদ্য আমরা আপনার যজ্ঞারম্ভ করিব।

মহারাজ! ভগবান নারায়ণ ব্রাহ্মণগণকে তথাস্তু বলিয়া প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৫০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! ব্রহ্মর্ষি সংকৃত ভগবান হরি সভাগত ঋষিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আদিদেব কমলযোনি ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক পুরাণবেদ্য পবিত্র নারায়ণাশ্রয় নামক গুহ্যতম সদনে হৃষ্টান্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন স্বীয় সমুদ্রপ্রতিম বাসস্থান দেবগণ ও শাশ্বত মহর্ষিগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ঐস্থান সম্বর্ত্তকাদি মেঘসংশ্লিষ্ট, নক্ষত্রমণ্ডল-সঙ্কুল, ঘোর তিমির সমাচ্ছন্ন সুরাসুরগণের অনধিগম্য। তথায় বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যেও অধিকার নাই। কেবল মাত্র ভগবান পদ্মনাভের স্বীয় তেজ দ্বারাই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে প্রবেশ করিয়া জটাভার ধারণপূর্ব্বক সহস্র শীর্ষ হইয়া শয়নের উপক্রম করিলেন। তৎকালে জগতের অন্তকাল জানিয়া নয়ন বিহারিণী কালরূপিণী তিমিরাবয়বানিদ্রা মহাত্মা ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সেই ব্রত ধরাগ্রগণ্য বিষ্ণু একার্ণব বিধানানুসারে সমুদ্র সলিল শীতল দিব্য শয়নে শয়ন করিলেন। অনন্তর দেবতা ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত সেই শয়ান প্রভুর উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুপ্তাবস্থায় তাঁহার নাভিবিবর হইতে প্রজা পতির উৎপত্তিমূল, সূর্য্যসন্নিভ সুকুমার পরম মনোহর প্রস্ফুটিত সহস্রদল কমল উদ্ভূত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহামুনি নারায়ণ সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া সমুদ্যত করে ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব জগতের কালপর্য্যায় সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে নিশ্বাসপবনে চালিত হইয়া প্রজাপংক্তি নিঃসৃত হইল ঐ সমুৎপন্ন প্রজা সমুদায় ব্রহ্মাকর্ত্তৃক চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বেদোক্ত বিৰাৰে স্ব স্ব গতি লাভ করিল। কি ব্রহ্মা কি চিরন্তন ব্রহ্মর্ষিগণ কেহই সেই নিদ্রায় যোগপ্রবিষ্টতমসাচ্ছন্ন বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত নহেন, অধিক কি পিতামহ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ ভগবান্ কোথায় সুপ্ত ও কোথায় বা আসীন থাকেন এবং কে প্রবুদ্ধ, কে নিদ্রিত, কেই বা সুপ্তাবস্থায় সর্ব্বপরিজ্ঞাত, কে ভগবান, কে দ্যুতিমান, কেইবা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মমত এসমস্ত অবগত নহেন। দেবগণ দিব্য বুদ্ধিতে তাঁহার বিষয় বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কি জন্মতঃ তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। তবে তিনি স্বয়ং যে সকল গাথা (মন্ত্র) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদ্দারাই ঋষিগণ তাহার চরিত কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়া পুরাণাদিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব বেদ ও পুরাণ প্রভৃতিতে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র

পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রকৃততত্ত্ব তাঁহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। সেই দেবদেবের যে চরিত স্বভাব সিদ্ধ তাহাই কেবল লৌকিক ও বৈদিক শ্রুতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ভূতভাবন ভগবান্ মধুসূদন জীবগণের কাল বিধানার্থই কখন কখন আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং দৈত্য বিনাশার্থই প্রবুদ্ধ হন। গ্রীষ্মবসানে ইনি নিদ্রিত এবং বর্ষাপগমে জাগরিত থাকেন। সুপ্তাবস্থায় দেবগণ ইহাকে দেখিতে পান না সুতরাং মন্ত্রপূত যজ্ঞক্রিয়া সে সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। কারণ তিনিই যজ্ঞ, দেবতা, ও সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞাঙ্গ। যিনি যজ্ঞের একমাত্র লক্ষ্য তিনিই এই পুরুষোত্তম। শরৎকাল উপস্থিত হইলে যেমন তিনি জাগরিত হন, তেমনই যজ্ঞানুষ্ঠানও আরম্ভ হইয়া থাকে। ভগবান বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে জলপতি পুরন্দর বিষ্ণুর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এই বার্ষিকচক্র ধারণ করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণের যে তিমিররূপা মায়া পৃথিবীতে নিদ্রা নামে অবস্থান করিতেছে তাহা কেবল অমর্থক দ্বন্দ্বকারী ভুপতিদিগের ঘোর কালরাত্রি স্বরূপ। তাঁহার সেই তমোময়ী মায়া দিবসনাসিনী ও নিদ্রারূপে পরিণত হইয়া জগতীতলস্থ জীবগণকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের জীবনার্দ্ধ হরণ করিতেছে। এই নিদ্রায় আবিষ্ট হইলে ক্ষণে ক্ষণে জৃম্ভণ করিয়া মহার্ণব নিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় কেহই উহার বেগ সহ্য করিতে পারেন না সুতরাং তাহাতেই লীন হইয়া পড়েন। সেই নিদ্রাই রজনীতে সমস্ত লোকের অন্ন পরিপাক ও শ্রান্তি হরণ করে। রাত্রির অবসান হইলেই ইহারও অবসান হইয়া থাকে। কিন্তু জীবগণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে উহার আর অবসান হয় না, তখন প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করিয়া অপগত হয়। এই নিদ্রা বিষ্ণুর শরীরসম্ভবা এবং মায়াস্বরূপিণী। নারায়ণ ব্যতীত দেবগণের মধ্যে কেহই ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। এই ভূতমোহিণী কমল লোচনা নিদ্রা অল্পকাল মধ্যেই জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই লোকহিতকল্প নিদ্রা যখন কৃষ্ণ স্বয়ং ধারণ করিতেছেন, তখন পতিরতা পত্নীর ন্যায় ইহাকে সকলেরই ধারণ ও সেবা করা কর্ত্তব্য। এই নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া ভগবান বিষ্ণু জগৎ মুগ্ধ করিয়া স্বীয় আশ্রমে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এই সময়ে শয়ান বিষ্ণুর সহস্রবর্ষ অতীত হইলে সত্য ত্রেতাযুগ অতিক্রান্ত হইয়া গেল দ্বাপর যুগারম্ভে মহর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রবুদ্ধ হন।

ঋষিগণ কহিলেন, হে হৃষীকেশ! ভুক্তপূর্ব্ব মালার ন্যায় নিদ্রা পরিহার করুন। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবাদী ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার সহিত সমবেত হইয়া আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্তোত্রপাঠ করিতেছে। তুমি তোমার এই আত্মভূত ভূতগণের আত্মা, তুমি পৃথিবী, আকাশ, অগ্নি, অনল ও সলিলের অধিষ্ঠাতা। হে বিষ্ণো! দেবগণের সুন্দর বাক্য শ্রবণ কর। হে দেব! ঐ দেখ মুনিমণ্ডলের সহিত সপ্তর্ষিগণ দিব্য বাক্য দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। হে কমলোচন, পদ্মনাভ, মহাদ্যুতে। গাত্রোত্থান, কৃর, দেবগণের কার্য্যগুরুতা বশতঃ তোমার উত্থান সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন পরমার্জিত হৃষীকেশ জলময় জগৎ সংক্ষিপ্ত স্বকীয় তেজে তিমিররাশি দূরীভূত করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলেন। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে যেন কিছু বলিতে অভিলাষ করিতেছেন। তখন সেই নিদ্রা বিশ্রান্ত-লোচন ভগবান হরি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া তত্ত্ব দৃষ্টার্থযুক্ত ধর্ম্মমূলক বাক্য কহিতে লাগিলেন! বেগ দেবগণ! কোথায় বিগ্রহ উপস্থিত কোন

ব্যক্তি হইতেই বা তোমরা ভীত হইয়াছ? কাহার কি কার্য্য করিতে হইবে? কোন কার্য্যই বা অননুষ্ঠিত রহিয়াছে? কিম্বা দৈত্যগণকর্ত্তৃক কোন অনিষ্ট ঘটনাত হয় নাই? যাহা ঘটনা হইয়া থাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি শীঘ্র বল। এই আমি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মবিদ্গণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, কি করিতে হইবে বল।

৫১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদেবের পরম হিতকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন; হে অসুরান্তক মাধব! তুমি যখন দেবগণের সমর মহাসাগরের কর্ণধার এবং অভয়দাতা, তখন আর তাঁহাদের ভয়ের বিষয় কি? দেবরাজ ইন্দ্র শাসনকর্ত্তা, তুমি অরাতিকুলনিসূদন, এবং প্রজাবর্গ ধর্ম্মানুরক্ত থাকিতে দৈত্যভয়ের আর সম্ভাবনা কি? মানবগণ সত্য ও ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত, ব্যাধি ভয় হইতে মুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং অকাল মৃত্যু তাহাদিগকে অবলোকন করিতেও সমর্থ নহে। নরপতিগণও স্ব স্ব প্রাপ্য ষড়্ভাগমাত্র গ্রহণ করিতেছেন তাহাদের পরস্পর বিবাদ বিষম্বাদ কিছুমাত্র নাই। প্রত্যুত তাঁহারা অর্থদ্বারা প্রজাগণের শুভ সাধন করিয়া অবিরোধে স্ব স্ব কোষ ধনপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহারা ক্ষমাপর হইয়া অপরাধীর রূপ দণ্ড বিধানে স্ব স্ব সমৃদ্ধ জনপদবাসী বর্ণচতুষ্টকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিতেছেন। অন্য কোন দুষ্ট সত্বও তাঁহাদের কোন ভয়োৎপাদন করিতেছে না।

তাঁহারা অমাত্যগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ও চতুরঙ্গ বল সমন্বিত হইয়া সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্গুণ উপভোগ করিতেছেন। সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ, সকলেই বেদ পরায়ণ, সকলেই যথাকালে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, বেদপাঠ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের এবং পবিত্র শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন। কি বৈদিক কি লৌকিক কি ধর্ম্ম শাস্ত্রোদিত ক্রিয়াকলাপ ইহাদের কিছুই অবিদিত নাই, তাহারা পরাপর বিদ্যার গুঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করাতে রাজন্যবর্গ মহর্ষি সম তেজস্বী হইয়া পুনরায় যেন সত্য যুগ প্রবর্ত্তিত করিতে সমুৎসাহী হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রভাবে দেবেন্দ্র যথাকালে বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন। মারুতগণ যথানিয়মে সঞ্চরণ করিতেছেন, দিক্সমুদায় প্রসন্ন, পৃথিবী নিরুপত রহিয়াছে। গ্রহগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পদবীতে বিচরণ, চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া সৌম্যভাবে পরিভ্রমণ, সূর্য্য অয়নদ্বয় প্রবর্ত্তিত করিয়া পৃথিবী বেষ্টন করিতেছেন। হুতাশন বিবিধ হব্যে তৃপ্ত হইয়া শুভ গন্ধ বিতরণ করিতেছেন, হে ভগবন্! এইরূপে যথা নিয়মে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হওয়াতে পৃথিবী যখন সম্যক প্রীত রহিয়াছেন তখন আর কালভয় কেন হইবে? কিন্তু সেই প্রজ্বলিতকীর্ত্তি পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন বলদর্পিত রাজন্যগণের বলভরে পৃথিবী নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ঐরূপ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে আসন্ন বিপ্লবা নৌকার ন্যায় বিপন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার পর্ব্বত বন্ধন সকল শিথিল হওয়াতে যুগান্তের ন্যায় জলোচ্ছাসে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত বলিয়া লক্ষিত হইতেছেন। ক্ষত্রিয়গণের শরীর গুরুতা, তেজ, বল ও রাষ্ট্রবিস্তারে বসুধা নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অধিক কি প্রত্যেক

নগরেই কোটি কোটি সৈন্যপরিবৃত এক নরপতি, প্রত্যেক রাজ্যেই শতসহস্র গ্রাম, নৃপতিগণের সহস্র সহস্র বলবান সেনাপতি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীর আর কিঞ্চিৎমাত্র নির্ব্বৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই ইনি নিরাময় ও নিশ্চেষ্ট কাল সমভিব্যাহারে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে হে বিষ্ণো! আপনিই ইহার একমাত্র গতি। অতএব যাহাতে ইনি একবারে অবসন্ন না হন তাহার উপায় বিধান করুন। অত্রত্য লোকদিগের ইনিই একমাত্র কর্ম্মভূমি, হে মধুসূদন! ইনি উৎপীড়িত হইলে ক্রিয়াকাণ্ড একবারে লোপ হইয়া যাইবে, জগৎ দূষিত হইবে সুতরাং বিষম অনর্থেরই সম্ভাবনা, হে ভগবন্! ইনি যথার্থই রাজগণে প্রপীড়িত হইয়া শ্রান্তিবোধ করিতেছেন। ইনি অচলা হইলেও স্বাভাবিক ক্ষমা পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা ইহাঁর বিষয় যতদূর শুনিয়াছি তাহা তোমারও অজ্ঞাত রহিল না। এক্ষণে ইহাঁর ভারাপনয়নের জন্য তোমার সহিত একটা মন্ত্রণা স্থির করি। রাজন্যবর্গ রাজ্যবর্দ্ধন কামনায় সকলেই সৎপথে অবস্থান করিতেছেন। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ও ব্রাহ্মণদিগের মতানুবর্ত্তন করিতেছেন। সমস্তই সত্যময়, সত্যবাক্যপর। বর্ণমাত্রেই ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রাহ্মণগণ বেদানুরক্ত ও লোক্‌মাত্রেই বিপ্রপরায়ণ। এইরূপে যখন সকল মনুষ্যই ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া রহিয়াছে তখন যাহাতে সেই ধর্ম্মের কোন বাধা না জন্মে তাদৃশ মন্ত্রণা স্থির কর। এই পৃথিবীই সাধুদিগের গতি, পৃথিবীরও আবার ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত গত্যন্তর নাই। কিন্তু পৃথিবীর ভারলাঘব করিতে হইলে নৃপতিদিগকে বধ করাও কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব চল আমরা বসুন্ধরাকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রণার্থ সুমেরুশিখরে গমন করি।

৫২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! তখন সেই নব-নীরদ-শ্যাম-কলেবর ভগবান হরি মেঘাকুলিত অচলের ন্যায় জলধর গর্জ্জিত গভীরস্বরে তথাস্তু বলিয়া দেবগণের সহিত সুমেরুশিখরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন তাঁহার মুক্তাজড়িত মণিবিভূষিত কৃষ্ণবর্ণ শরীর জটামণ্ডলে আচ্ছন্ন হওয়াতে মেঘান্তরিত চন্দ্রমণ্ডলশোভিত আকাশমণ্ডলের শোভা ধারণ করিল। তাঁহার উদ্যত রোমাজি বিরাজিত বিস্তীর্ণ বলে শ্রীবৎস- পদলাঞ্ছন-স্তনদ্বয়াগ্রভাগ পর্য্যন্ত লম্বমান থাকায় পরমশোভা ধারণ করিতেছিল, সেই লোকগুরু সদাত্মা হরি পীত বসনদ্বয় পরিধান করাতে সন্ধ্যাভ্রযুক্ত ধরাধরের ন্যায়দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন। অগ্রে ব্রহ্মা, তৎপশ্চাৎ সুপর্ণবাহনে ভগবান কৃষ্ণ গমন করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার গমন পদবীতে দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই রত্নপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তাহার শিখরদেশে এক অপূর্ব্ব কামরূপিণী সভা সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। উহার স্তম্ভ সকল কাঞ্চনময়, তোরণ হীরক ও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা খচিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে নানা প্রকার মনঃ কল্পিত চিত্রে চিত্রিত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে শত শত বিমানে পরিশোভিত এবং উহার বাতায়ন সকল রত্নজালে মণ্ডিত ছিল। এইকাম প্রসারিণী রত্নভূষিত স্বর্ণাদি বিবিধ ধাতু সমাকীর্ণ দিব্য সভা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তথায় সর্ব্বদা সর্ব্ব ঋতু সুলভ কুসুমাবলী বিকশিত হইয়া দেবগণেরও

মনোহরণ করিতেছে। দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে তথায় প্রবেশপূর্ব্বক যথা নিয়মে যথা স্থানে স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। কেহ বিমানে, কেহ ভদ্রাসনে, কেহ পীঠাসনে, কেহ কুশাস্তরণে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রভঞ্জন বায়ু দেবগণের কোলাহল নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই সভামণ্ডপ নিস্তব্ধ হইল। তখন করুণভাষিণী ধরণী আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে ভগবন! তুমি আমাকে এবং সর্ব্ব প্রাণিসমাকীর্ণ জগৎকে ধারণ ও পোষণ করিতেছ। স্বীয় তেজ ও বল দ্বারা ধারণ করিতেছ বলিয়াই তোমার প্রসাদ বলে আমি এই সমস্ত ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তুমি যাহাকে ধারণ কর আমি তাহাকেই বহন করি, নতুবা আমার সাধ্য কি? অতএব এই নিখিল জগন্মণ্ডলে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা তুমি ধারণ করিতেছ না।

হে নারায়ণ! তুমিই প্রতিযুগে জগতের হিতকামনা করিয়া আমার অতি গুরুতর ভারের অপনয়ন করিয়া আসিতেছ। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমারই শরণাপন্ন; আমায় রক্ষা কর। দুরাত্মা দানব ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আমি নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াই তোমার শরণ প্রার্থনা করিয়া থাকি। আমি শত সহস্রবার দেখিয়াছি, যাবৎকাল মনঃ দ্বারাও তোমার শরণাপন্ন না হই তাবৎ কালই আমার বিলক্ষণ ভয় থাকে।

পূর্ব্বকালে কমলযোনি ব্রহ্মা আমাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দুই মৃন্ময় মহাসুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাসুরদ্বয় একমহার্ণবে যোগনিদ্রাবস্থা তোমারই কমল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় বিচেতন অবস্থায় অবস্থিতি করে। অনন্তর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বায়ু উহাদের শরীরাভ্যরে প্রবেশপূর্ব্বক জীবসঞ্চার করিয়াছিলেন। তখন ঐ অসুরদ্বয় জীবনলাভে বর্দ্ধিত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মা উহাদিগের গাত্রে হস্ত পরামর্শ করিয়া দেখিলেন একের শরীর নিতান্ত মৃদু, অপরের অতি কঠিন তদনুসারে একেরনাম মধু, অপরের নাম কৈটভ রাখিলেন উহাদের নামকরণ শেষ হইলে বলদর্পিত হইয়া যুদ্ধ কামনায় সেই একার্ণব জগত নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সেই একার্ণব সলিলে অন্তর্হিত হইলেন। পদ্মনাভ তোমাই নাতি হইতে যে পদ্ম সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহাই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার গূঢ় আবাস স্থান হইল।

এইরূপে তুমি ও ব্রহ্মা উভয়েই সেই সলিল রাশি মধ্যে শয়ান ছিলে, কিঞ্চিত্র বিচলিত হও নাই। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে যেখানে বহ্মা অবস্থান করিতেছিলেন মধু-কৈটভও তথায় উপস্থিত হইল। সেই মহাকায় দুর্দ্ধর্ষ ঘোরদর্শন অসুরদ্বয়কে আনিতে দেখিয়া ব্রহ্মা তোমাকে পদ্মনালদ্বারা আহত করিলেন। তুমিও আহত হইবামাত্র শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অহররের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলে। সেই একার্ণব সলিলে অসুরদ্বয় সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিয়াও শ্রান্ত হইল না। তখন সেই যুদ্ধ দুর্ম্মদ মধুকৈটভ অতি দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর পরম প্রীত হইয়া তোমাকে কহিল, আমরা তোমার সহিত যুদ্ধে পরম প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার হস্তে মৃত্যুই আমাদের শ্লাঘ্য। কিন্তু যে স্থান সলিল দ্বারা আপ্লুত নহে তথায় আমাদের

বিনাশ কর। হে সুরোত্তম! যুদ্ধস্থলে যিনি আমাদিগকে পরাভূত করিবেন তিনিই আমাদের পিতা, অতএব তোমার হস্তে নিহত হইলে তোমারই পুত্রত্ব স্বীকার করিব।

এইরূপ অভিহিত হইলে বাহুতে ধরিয়া তুমি তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়াছিলে। অসুরদ্বয় নিহত হইয়া সাগর সলিলে মগ্ন হইল। পরে ঐ উভয় শরীর একত্র মিলিত হইলে, জলোর্ম্মিমালায় আহত হইয়া তাহা হইতে মেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই মেদরাশিতে সমস্ত জল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন আর তাহাদের শরীরের চিহ্নমাত্রও রহিল না। আপনিও সেই সময়ে পুনরায় প্রজা সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। দৈত্যদ্বয়ের মেদ পুঞ্জে আমার সৃষ্টি হইল বলিয়া আমি মেদিনী নামে অভিহিত হইলাম। হে ভগবন্! তুমিই আমাকে স্বকীয় প্রভাব দ্বারা শাশ্বত জগৎরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছ। পূর্ব্বকালে তুমিই মার্কণ্ডেয় মুনির সমক্ষে বরাহরূপ ধারণ করিয়া একমাত্র বিশাল বিষাণ দ্বারা সলিল মধ্য হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। আরও একবার তুমি আমাকে ত্রিপাদ বিক্ষেপ দ্বারা বলি দানবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি জগতের নাথ এবং সকলের একমাত্র শরণ্য; আমি অনাথা ও নিতান্ত খিদ্যমানা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। অগ্নি যেমন সুবর্ণের গুরু, সূর্য্য যেমন মরীচিমালার গুরু, চন্দ্রমা যেমন তারকারাজির গুরু, তুমি নারায়ণও আমার সেইরূপ গুরু। আমি যে একাকিণী এই নিখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ধারণ করিয়া থাকি, ইহা কেবল তুমি আমাকে ধারণ করিতেছ বলিয়া। নচেৎ তাদৃশ শক্তি আমি কোথা হইতে পাইলাম? জমদগ্নি তনয় পরশুরাম আমার ভার অবতরণের জন্য রোষাবিষ্ট হইয়া একবিংশতি বার আমাকে নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তিনি বেদিতে সমারোপিত করিয়া নৃপশোণিতদ্বারা, আমার তৃপ্তি সাধন করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে মহর্ষি কশ্যপকে আমায় প্রদান করেন। আমি তাৎকালে ক্ষত্রিয়গণের মাংস, মেদ, অস্থি ও শোণিত ধরা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া ঋতুমতী যুবতীর ন্যায় মহর্ষি সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই ব্রহ্মর্ষি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উর্ব্বি! তুমি বীরপত্নী হইয়া কি জন্য ব্রতধারিণীর ন্যায় বিষ ও অবাঙ্মুখী হইয়া লক্ষিত হইতেছ?'

তখন আমি সেই লোকভাবন কশ্যপকে কহিলাম, হে ব্রহ্ম! মহাত্মা ভৃগুনন্দন পরশুরাম আমার পতিগণকে বিনাশ করিয়াছেন। আমি শস্ত্রজীবী, পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় বিহীন হইয়া বিধবা হইয়াছি, আমার নগর সমুদায় শূন্য হইয়া গিয়াছে, আর আমি জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমাকে তাদৃশ ভর্ত্তা প্রদান করুন, যিনি গ্রাম, নগর ও সাগরের সহিত আমাকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিতে সমর্থ হন; ভগবান্ প্রভু মহর্ষি আমার বাক্য শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি আমাকে মনুর হস্তে প্রদান করিলেন। আমি তদবধি সেই মনুপ্রভব পবিত্র মহৎ ইক্ষ্বাকু বংশ পতিত্বে লাভ করিয়া তদ্বংশীয় নৃপতি পরম্পরায় বহুকাল হইতে উপভুক্ত হইয়া আসিতেছি। সেই রাজর্ষিকুলসম্ভূত সহস্র সহস্র রাজন্যগণ আমায় উপভোগ করিয়াছে। বীরাগ্রগণ্য অনেক ক্ষত্রিয় আমাকে জয় করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ কাল-ধর্ম্মে আমাতেই লীন হইয়া গিয়াছেন, আমার নিমিত্তে সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ অনেক বল বা ক্ষত্রিয়গণের অসংখ্য বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে, অদ্যাপি হইতেছে। তৎসমুদায়ই যুষ্মৎ প্রবৃত্ত দৈবেরই পরিণাম। হে ভগবন্! এক্ষণেও ভার শৈথিল্য করিবার জন্য যদি আমার উপর তোমার করুণা থাকে,

তবে জগতের হিতের নিমিত্ত রণস্থলে রাজাদিগের বিনাশের হেতু নির্দ্দেশ কর। হে জগন্নাথ! তুমি আমার অদ্বিতীয় প্রভু, আমাকে অভয় প্রদান কর। আমি নিতান্ত ভারখিন্ন হইয়া তোমার শরণ প্রার্থিনী হইয়াছি। এক্ষণে বল আমার ভারপনয়ন করিবে ত।

৫৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! দেবগণ পৃথিবীর সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যাহিচিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই এই পৃথিবীর ভার লাঘবের উপায় নির্দ্ধরণ করুন। আপনি সর্ব্ব জগতের শরীর প্রবর্ত্তয়িতা। আপনা হইতেই এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এখানে মহেন্দ্র, যম, বরুণ, ধনপতি কুবের, নারায়ণ, চন্দ্র, ভাস্কর, অনিল, আদিত্যগণ বসুগণ, ভূতভাবন রুদ্রগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, ত্রিদিববাসি সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, উশনা, কালরূপ কলি, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, মহোরগগণ, শৈল প্রধান পর্ব্বতগণ, উর্ম্মিমালা-সঙ্কুল সাগর, গঙ্গা প্রভৃতি দিব্য সরিৎ আমরা সকলেই উপস্থিত আছি। আজ্ঞা করুন কাহার কি কার্য্য করিতে হইবে? হে বিভো সুরেশ্বর! যদি পৃথিবীর হিতসাধন করা আপনার কর্ত্তব্য হয় তবে বলুন আমাদিগকে কিরূপ অংশেই বা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে হইবে? আপনার আদেশ পাইলে কি পৃথিবীতে কি অন্তরীক্ষে, সভ্য বিপ্রকুলে অথবা রাজন্যকুলেই হউক সর্ব্বত্র আমরা অযোনিজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারি। অমরগণ বেষ্টিত লোকপিতামহ সেই ঐকমত্যাবলম্বী দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে দেবগণ! তোমরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছ, উহা আমারও অভিপ্রেত। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে আত্মানুরূপ শরীর ধারণ করিয়া ত্রিভুবনে অবতীর্ণ হও। তোমরা অবতীর্ণ হইলেই ত্রিভুবন শোভিনী পৃথিবীর উদ্ধারসাধন ও শোভাবর্দ্ধন হইবে। ভরতবংশীয়গণ রাজপদ গ্রহণ করিলে পৃথিবী যে নিতান্ত খিন্ন হইয়া পড়িবেন, ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া যাহা স্থির করিয়াছি শ্রবণ কর।

একদা আমি সমুদ্রের পশ্চিম তীরে উপবেশন করিয়া স্বীয় পৌত্র কশ্যপের সহিত বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ও লোকচরিত বিষয়ক বিবিধ কথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছিলাম। এই সময়ে সমুদ্র গঙ্গা, মেঘ ও মারুতগণের সহিত সমবেত হইয়া অতি বিষম তরঙ্গমালা বিস্তারপূর্ব্বক সত্বর গমনে আমার সমীপে উপস্থিত হইল। তাহার শরীর শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ প্রবাল ও মহার্ঘ মণি সমুদায় ইহার ভূষণ। যাদোগণলাঞ্ছিত সলিলবসনে ইহার শরীর আচ্ছাদিত ছিল। জলনিধি তৎকালে চন্দ্রমাসহযোগে মেঘ গভীর গর্জ্জনে যেন আমাকে পরাভব করিবার জন্যই বেলা অতিক্রম করিয়া চঞ্চল লবণাম্বু দ্বারা নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে আমার বোধ হইল সমুদ্র আমাকে উদ্বেজিত করিবার জন্যই তৎপ্রদেশে আগমন করিয়াছে। যাহা হউক অতঃপর আমি তাহাকে নির্ব্বন্ধাণির্ণয় সহকারে শান্ত হও, এই কথা বলিবামাত্র সাগর আত্মশরীর সঙ্কোচপূর্ব্বক তনুতা লাভ করিল। সুতরাং সে বেগ ও তরঙ্গ একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন তদীয় কলেবরে রাজশ্রী শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর আমি তোমাদের হিতসাধন সঙ্কল্প করিয়া পুনরায় গঙ্গা ও

সমুদ্রকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক কহিলাম, হে সমুদ্র! যখন তুমি রাজবেশে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ তখন তুমি রাজাই হইবে। তুমি ভরতকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে নরপতিত্ব লাভ করিবে। শান্ত হও এই কথা শ্রবণ মাত্র যখন তুমি তনুতা প্রাপ্ত হইয়াছ তখন তুমি জগতে শান্তনু নামে বিখ্যাত হইয়া বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিবে। আর এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আয়তাপাঙ্গী সরিদ্বরা গঙ্গামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তোমার অনুগামিনী হইবেন।

আমি এইরূপ অভিসম্পাত করিলে সমুদ্র নিতান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, হে প্রভো দেবদেব! কি জন্য আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। আমি আপনার নিতান্ত বশ্য পুত্র, আপনার কর্ত্তৃকই আমি সৃষ্ট হইয়াছি আপনিই আমার অদ্বিতীয় উৎকৃষ্ট আশ্রয়। তথাপি কিজন্য আত্মজ আমাকে অসদৃশ বাক্যে অভিশাপ প্রদান করিলেন? হে ভগবন্! আমি আপনারই নিয়োগক্রমে পর্ব্বদিনে বৃদ্ধি পাইয়া থাকি, যদি সেই অবস্থায় বেগসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিচলিত হই, তাহাতে আমার নিজের দোষ কি? যদি পর্ব্ব দিবসে পবনচালিত হইয়া আমার সলিল আপনাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, হে ভগবন! তাহাই কি আমার ঈদৃশ শাপের কারণ হইবে? উদ্ভূত প্রবল বায়ু, প্রবৃদ্ধ ধরাধর ও ইন্দুযুক্ত পর্ব্বদিন এই তিনটী কারণেই আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ কারণত্রয়ই আপনার কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে ব্রহ্মা! তাহাতেই যদি আমি অপরাধী হইয়া থাকি তবে এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার প্রযুক্ত শাপও নিবর্ত্তিত করুন। হে দেবেশ! শাস্ত্রানুসারে শরণাগতের অপরাধ ক্ষন্তব্য। আমি এক্ষণে নিতান্ত নিরাশ্রয় ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আর দেবী ভাগীরথীরও কোন দোষ নাই, ইনি কেবল আমার দোষেই অপরাধিনী হইয়াছেন অতএব আপনি ইহার প্রতিও প্রসন্ন হউন।

অনন্তর আমি মধুর বাক্যে মহার্ণবকে কহিলাম, হে মহোদধে! তুমি আমার শাপ প্রদানের উদ্দেশ্য ও দেবগণের প্রয়োজনীয়তা ইহার কিছুই পরিজ্ঞাত নহ। সেইজন্যই ভীত হইতেছ, বস্তুত ভয়ের বিষয় কিছুই নাই, শান্তিলাভ কর। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে সরিৎপতে! এই শাপের ভাবী প্রয়োজন কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই সাগরী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভরত বংশে অবতীর্ণ হও। তথায় স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে রাজশ্রী পরিবৃত পৃথিবীপতি হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিপালন করিবে। আর এই সবিদ্বরা গঙ্গাও মানুষীতনু ধারণ করিয়া তৎকালোচিত রমণীয় বেশে তোমার পরিচর্য্যা করিবেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি তথায় এই জাহ্নবীর সহবাসে পরমসুখে মনুষ্য জন্ম অতিবাহিত করিতে পারিবে। এমন কি তখন তুমি তোমার এই সলিলময়ী মূর্ত্তিও বিস্মৃত হইয়া যাইবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না গঙ্গার সহিত আমার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হও। বসুগণ স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের সমুৎপাদনের নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি ভারার্পণ করিলাম। তোমার সহযোগে এই জাহ্নবী অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণ করিবেন। বিভাবসু সদৃশ গুণসম্পন্ন দেবগণের প্রীতিবর্দ্ধন বসুগণকে এইরূপে উৎপাদন ও কুরুকুল বিস্তার করিয়া পুনরায় তুমি এই সাগরীয় শরীর পরিগ্রহ করিবে।

হে অমরগণ! পৃথিবী পার্থিব ভারে আক্রান্ত হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া তোমাদের হিতসাধনার্থ তৎকালেই পৃথিবীতে শান্তনু বংশের বীজরোপণ করিয়াছিলাম। তদনুসারে ত্রিদিববাসী বসুগণ সেই শান্তনুর বংশে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই সাতজন স্বর্গলোকে প্রত্যাগত হইয়াছেন, অষ্টম বসু গাঙ্গেয় ভীষ্ম অদ্যাপি সেই ভূলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ শান্তনুর দ্বিতীয়া ভার্য্যাতে অতি প্রতাপশালী দ্যুতিমান্ রাজর্ষি বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি বিচিত্রবীর্য্যের পৃথিবীপতি দুই পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে মহারাজ পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রীনামে দুই ভার্য্যা। ইহারা উভয়েই সুরকুমারী সদৃশ রূপ-যৌবনশালিনী ও পরম সুন্দরী। নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র পত্নী গান্ধারী। ইনিও অনুরূপ গুণশালিনী ভুবন বিখ্যাত ও পতিপরায়ণা।

এক্ষণে তোমরা সেই শান্তনু বংশ স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ভাবে বিভক্তকর। ঐ উভয় নরপতির পুত্রগণের মধ্যে অতি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। তাহাদের সেই দায়াদ সমরে অসংখ্য নরপতিগণ বিলয় প্রাপ্ত হইবে। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে লোকের যাদৃশ ভয় সঞ্চার হয় এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধও তাদৃশ ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। উহাতে নরপতি সকল পরস্পর বিষম সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া বল বাহনের সহিত একবারে উৎসন্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। তখন গ্রাম নগর প্রভৃতি জনপদ সকল শূন্য প্রায় হইলে পৃথিবীর ভার আর তাদৃশ গুরুতর থাকিবে না। আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে দ্বাপর যুগের শেষে পর্থিবগণ শস্ত্রাহত হইয়া বাহনের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। এই যুদ্ধে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারাও রজনীযোগে সুপ্তাবস্থায় শঙ্করাংশ অশ্বত্থামার প্রদীপ্ত অস্ত্রানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। এইরূপে সেই মহাপ্রলয়কারী যুগান্তকালোপম ক্রূরকার্য্য সম্পন্ন হইলে তৃতীয় যুগ দ্বাপর বৃত্তান্তেরও অবসান হইয়া যাইবে। তখন অতিভয়ানক ঘোরদর্শন কলিযুগের আবির্ভাব হইবে। এই যুগে অধর্ম্মের প্রবলতা ও ধর্ম্মের বিরলতাই লোকমাত্রকে আশ্রয় করিবে। সত্য উৎসন্ন, মিথ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। লোক সমুদায় রুক্ষ ও যশঃ প্রার্থী হইবে। তৎকালে আয়ু পরিমাণও নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িবে। অতএব আমার নির্দ্ধারিত উপায়ই তোমরা অবলম্বন কর। নৃপতিগণ বিনাশের এই পথই প্রশস্ত। আর তোমরা বিলম্ব করিওনা। শীঘ্র স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে ধর্মাংশ এবং গান্ধারীর গর্ভে বিগ্রহ মূল কলির অধর্ম্মাংশ নিয়োগ কর। ইহারাই পরস্পর বিরোধী পক্ষদ্বয় সংস্থাপন করিবে। তৎকালে অন্যান্য নৃপতিবর্গও কালপ্রেরিত হইয়া পৃথিবীর নিমিত্ত অনুরক্ত হৃদয়ে যুদ্ধ লালসায় উহার অন্যতর পক্ষ আশ্রয় করিতে থাকিবে। এক্ষণে এই লোক ধারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করুন। আমি নৃপতিগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং অনোঘ লোক বিশ্রুত উপায়ই অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি।

মহারাজ! লোক পিতামহ ব্রহ্মার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী নরপতিগণের বিনাশের নিমিত্ত কাল সমভিব্যাহারে যথাস্থানে গমন করিলেন। ব্রহ্মা দেবদ্বেষীদিগের নিগ্রহার্থ দেবগণকে আদেশ করিলে পুরাণ পুরুষ নারায়ণ, ধরণীধর অনন্ত, সনৎকুমার, সাধ্যগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, বরুণ, বসুগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয় ইহারা সকলেই স্ব স্ব অংশে অবনিতে অবতীর্ণ হইলেন। আমি আপনাকে

এই অংশাবতারের কথা পূর্বেই (আদিপর্ব্বে) বলিয়া আসিয়াছি। দেবগণ ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে কেহ অযোনিজ কেহবা যোনিজ পুরুষশ্রেষ্ঠরূপ ধারণপূর্ব্বক দৈত্য দানিবদিগের সংহারকর্ত্তা হইয়া পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষীরিকা বৃক্ষের ন্যায় পরিপুষ্ট ও বজ্রের ন্যায় কঠিন হইতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ অযুত হস্তীর শক্তিধারী, কেহবা অতিদুর্দ্ধর্ষ সিন্ধুবেগের ন্যায় বলশালী। ঐ সকল পরিঘায়ত বাহু ও পরিঘাস্ত্রধারী বীরাগ্রগণ্য পুরুষগণের শরীর এরূপ দৃঢ় ও সারবান্ হইয়া উঠিল যে গদা, পরিঘ ও শক্তি প্রহারেও তাহারা আপনাকে কিছুমাত্র ব্যথিত মনে করিতেন না। প্রত্যুত তাঁহারা সকলেই অবলীলাক্রমে গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিতে পারিতেন। শতসহস্র দেবগণ বৃষ্টিবংশ অলঙ্কৃত করিলেন, এবং কুরু, পাঞ্চাল ও সমৃদ্ধ যাজক ব্রাহ্মণদিগের কুলে বহুতর দেবগণ অবতীর্ণ হইয়া সকলেই সর্ব্বাস্ত্র পারদর্শী, বেদ ও ব্রত পরায়ণ, সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি ও গুণ সম্পন্ন, যজ্ঞশীল ও পুণ্যকর্ম্মানুরক্ত হইলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে শৈলগণকে পরিচালিত, মহীতল বিদারিত, আকাশ উৎপতিত মহোদধি ও বিক্ষোভিত করিতে পারিতেন।

এদিকে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া নারায়ণের প্রতি লোক রক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক স্বয়ং শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধন প্রাণের প্রভু প্রভাবশালী নারায়ণ প্রকৃতিপুঞ্জের হিত সাধনের নিমিত্ত যেরূপে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই সময়ে পুণ্যকর্ম্মা যশস্বী প্রভু নারায়ণ যযাতিবংশ সম্ভূত বসুদেবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।

৫৪ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যথাসময়ে এবং যথাস্থানে ভরতবংশে দেবগণের অংশাবতরণ সম্পন্ন হইল। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের, অর্জ্জুন ইন্দ্রের, ভীমসেন পবনের, নকুল ও সহদেব অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের, কর্ণ সূর্য্যের, বিদুর যমের, দুর্য্যোধন কলির, অভিমন্যু সোমদেবের, শ্রুতায়ুধ বরুণের, অশ্বত্থামা মহাদেবের, কণিক মিত্রের, ধৃতরাষ্ট্র কুবেরের এবং দেবক, অশ্বসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের অংশে অবতীর্ণ হইলেন। আর ইতঃপূর্বেই সুরগুরু বৃহস্পতি ও অষ্টমবর অংশে দ্রোণাচার্য্য এবং ভীষ্ম ইহারা উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রূপে দেবগণ স্বর্গলোক হইতে অবনীতলে অংশরূপে অবতীর্ণ হইলে নারায়ণাবতার দেবর্ষি নারদ দেবগণের সহায় হইয়া দেবসভাসীন ভগবান নারায়ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। আগমন কালে তাঁহার শরীর জ্যোতি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল, তাঁহার চক্ষু বালার্ক সদৃশ, মস্তকে বামপার্শ্ববনত বিপুল জটাভার, চন্দ্র কিরণের ন্যায় শুক্ল বসন, কক্ষদেশে প্রিয়তমা সখীর ন্যায় মহতী বীণা, গলদেশে কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় ও লম্বমান স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত, এক হস্তে দণ্ড ও অপর হস্তে কমণ্ডলু, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন। এই তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি নারদ গূঢ় সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ। সর্ব্বথা মহর্ষি লক্ষণাক্রান্ত, বিদ্বান ও গান্ধর্ব্ব বেদেও বিলক্ষণ পারদর্শী। তিনি এরূপ কলহ প্রিয় যে

কলির দ্বিতীয়াবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাক্‌পটুতা বিষয়ে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বেদচতুষ্টয়ের সম্পূর্ণরূপ গান করিয়া বেড়াইতেন, বিশেষতঃ তিনি ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে প্রধান উদগাতা। এই ব্রহ্মলোক বিহারী সনাতন নারদ রোষভরে দেবসভা মধ্যে বিষ্ণুকে কহিতে লাগিলেন।

হে মধুসূদন! দেবগণ মহীপতিগণের বিনাশের নিমিত্ত যে অংশাবতার স্বীকার করিয়াছেন তৎসমুদায়ই অনিমিত্ত ঘটনায় পর্য্যবসিত হইল। তুমি স্বর্গে থাকিলে কিরূপে তাঁহারা ক্ষত্রসমরে প্রবৃত্ত হইবেন। আমি নিশ্চয় জানি তোমার সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যই সফল হয় না। হে দেব! তুমি তত্ত্বদর্শী সুতরাং তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। ভুমি জানিয়া শুনিয়াও পৃথিবীর নিমিত্ত এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করা তোমার যোগ্য কার্য্য হয় নাই। তুমি চক্ষুষ্মান্‌দিগের চক্ষু, প্রভাবশালী মহাত্মাদিগের শ্লাঘ্য প্রভু, যোগীদিগের প্রধানতম যোগ ও গতিমানদিগের অদ্বিতীয় গতি। অতএব তুমি কি জন্য অংশাবতীর্ণ দেবগণকে দেখিয়াও পৃথিবীর সমুদ্ধারার্থ অগ্রে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইলে না? তুমি সহায় হইয়া কার্য্যভার প্রদান করিলেই তাঁহারা অর্পিত কার্য্য পরম্পরা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। সেইজন্য অদ্য আমি তোমার এই দেবসভায় উপস্থিত হইয়াছি। তোমাকে প্রেরণ করিবার আরও যে বিশিষ্ট কারণ আছে তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ভগবন্! পূর্ব্বে তারকাময় সংগ্রামে তুমি যে সকল দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলে, তাহারা এক্ষণে পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে যে অবস্থা লাভ করিয়াছে তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। পৃথিবীতে যমুনানদী তীরে অতি সমৃদ্ধ বহুজনপদাকীর্ণ মথুরা নামে এক অপূর্ব্ব মনোহর নগরী বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে ঐ স্থান বিবিধপাদপসঙ্কুল মহাসমৃদ্ধ মধুবন নামে বিখ্যাত ছিল। তথায় মহাবল পরাক্রান্ত রণদুর্জ্জয় সর্ব্বভূত ভয়াবহ প্রসিদ্ধ মধুনামক দৈত্যপতি বাস করিত। তাহার পুত্র লবণও পিতার অনুরূপ বল বিক্রমশালী হইয়া সেই স্থানেই বাস করিয়াছিল। ঐ লবণ বহুকাল তথায় ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করিয়া অতিদর্পে দেবতা ও মানবগণকে উদ্বেজিত করিয়াছিল। ঐ সময়ে রাক্ষস কুলনিসূদন সূর্য্যবংশাবতংস দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা রাজা রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতেছিলেন। ঐ ঘোর মধুবনবাসী দুর্ব্বুদ্ধি লবণ বলদর্পন্ধ হইয়া অযোধ্যা নগরী যুদ্ধের অযোগ্য ভূমি মনে করিয়া রামচন্দ্র সমীপে একজন দূত প্রেরণ করিল। ঐ দূত মহারাজ রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পরুষ বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল। রাম! দৈত্যপতি লবণ তোমার আসন্ন শক্র। মহীপালগণ সামন্ত শক্রকে বলশালী দেখিতে অভিলাষ করেন না। রাজব্রত অবলম্বন করিয়া যদি প্রজার হিতকামনা ও রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করিতে হয় তবে রিপু পরাজয় করা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য। বিশেষতঃ প্রজারঞ্জন কামনা থাকিলে অগ্রে ইন্দ্রিয় পরাজয় করা মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজন্যগণের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ ইন্দ্রিয় পরাজয়ই প্রকৃত জয়। যিনি যথা নিয়মে অবস্থান করিতে বাসনা করেন তাহার বিশেষতঃ মহীপতিগণের পক্ষে লোক ব্যবহার তুল্য নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা আর দ্বিতীয় নাই। যিনি মৃগয়াদি ব্যসন ব্যাপারকে অশ্রদ্ধেয় মনে করেন, ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে ধর্ম্ম যাঁহার মধ্যবর্ত্তী, বলবত্ত্বা বিষয়ে যিনি প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান, সামন্ত জনিত ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে

পারে না। ইন্দ্রিয় সমুদায় লোকের বিষম শত্রু, উহারা সহজ ধর্ম্মে একবার প্রবল হইয়া উঠিলে তখন আর কাহার নিস্তার নাই। যাহারা সেই ইন্দ্রিয় প্রীতিকর মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়েন তাঁহাদের আর ধৈর্য্য থাকে না। তখন তাঁহারা বিবেক বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া একবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। তুমি সামান্য স্ত্রীর নিমিত্ত অসাধারণ বলবান্ রাবণকে যে নিহত করিয়াছ উহা ন্যায়ানুগত মহৎ কার্য্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি না, বরং কুৎসিত কার্য্য বলিয়াই আমার প্রতীতি হয়। তুমি বনবাসপ্রবৃত্তব্রতধারী হইয়া নীচ রাক্ষস শরীরে যে শস্ত্র প্রহার করিয়াছ উহা কি সাধু সম্মত বিধি? ক্রোধ পরিহার করাই সাধুগণের প্রধান ধর্ম্ম। তাহাতেই সাধুদিগের যথার্থ সদগতি লাভ হয়। তুমি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া মোহ বশতঃ যে রাক্ষসকুল নিহত করিলে তাহাতে আশ্রমবাসীদিগেরও কলঙ্কস্পর্শ হইয়াছে। তুমি ব্রতচারী হইয়া গ্রাম্য ধর্ম্মানুসারে সামান্য স্ত্রীর নিমিত্ত যুদ্ধস্থলে যে রাবণকে বিনাশ করিয়াছ, সেই রাবণই ধন্য। রাবণ নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি ও অজিতেন্দ্রিয়, সেই জন্যই তুমি তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশ করিতে পারিয়াছ। যদি সমার্থ থাকে তবে অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ কর।

রাজন্! রঘুকুল ধুরন্ধর রাম পরুষভাষী দূতের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যগুণে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং সস্মিত বচনে কহিলেন, দূত! তুমি তোমার প্রভুর গৌরব বশতঃ আমাকে যাহা কিছু কহিতেছ তৎসমুদায়ই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আমি বেদমার্গানুগামী ও স্থিরপ্রকৃতি, সুতরাং আমি তোমার নিন্দাবাদের পাত্র নহি। যদি আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন সৎপথ ভ্রষ্ট হইয়া রাবণকে বিনাশ করিয়া থাকি অথবা সে আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া থাকে তাহাতে তোমার প্রভুর মস্তক ঘূর্ণন করিবার আবশ্যকতা কি? সৎ পথাবলম্বী সাধুগণ কাহার বাঙ্মাত্রেই দূষিত হন না। কোন্ ব্যক্তি সাধু কেইবা অসৎ ইহা দেখিবার নিমিত্ত দৈবই জাগ্রৎ রহিয়াছেন। যাহা হউক তোমার দূতকার্য্য সমাধা হইয়াছে এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। মাদৃশ লোক কখন আত্মশ্লাঘাপর নীচপ্রকৃতি লোকের উপর শস্ত্রচালনা করে না। এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুতাপন শত্রুঘ্নই সেই দুর্ব্বুদ্ধি দৈত্যপতিকে যুদ্ধে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন।

অনন্তর মানবেন্দ্র মহাত্মা রাঘবেন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহাবল শত্রুঘ্ন যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। দানবদূতও তাঁহার সমভিব্যহারে প্রস্থান করিল। অবিলম্বেই শত্রুঘ্ন সেই বৃহৎ মধুবন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক যুদ্ধাপেক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈত্যপতি লবণ দূতমুখে শত্রুঘ্নের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া যুদ্ধার্থ বন হইতে নির্গত হইল। অনন্তর ধনুর্দ্ধারী উভয়ে রণস্থলে পরস্পর সম্মুখীন হইলে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি শাণিত অতিতীক্ষ্ণ বাণসমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ বা শ্রান্ত হইল না। অনন্তর দানব সৌমিত্রির শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া শূলাস্ত্র পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বভূতকর্ষণ দেবদত্ত অঙ্কুশ গ্রহণপূর্ব্বক ঘোর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণ বিলম্বেই সেই অঙ্কুশ শত্রুঘ্নের গলদেশে যোজিত করিয়া পুরের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন স্বর্ণমুষ্টি অত্যুৎকৃষ্ট শাণিত খড়গ উত্তোলন করিয়া অঙ্কুশের সহিত সেই লবণ দৈত্যের দৃঢ় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধীমান্ সুমিত্রা নন্দন সৌমিত্রি এইরূপে সেই দানবকে নিহত করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাহার মধুবন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া

ফেলিলেন। অনন্তর পরম ধার্ম্মিক শত্রুঘ্ন তদ্দেশের মঙ্গল বর্দ্ধনার্থ তথায় পরম মনোহর এক নগর সংস্থাপন করিলেন। উহার নাম মথুরা হইল। এই রূপে ঐ মথুরা নগরী শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে মথুরাপুরী সুবিস্তীর্ণ প্রাকার বেষ্টনে পরিবেষ্টিত, পরম মনোহর দ্বারতোরণে সুশোভিত সমৃদ্ধ গ্রাম, নগর, বন, উপবন, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও অসংখ্যজনগণে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ প্রাণালীও অতি চমৎকার। তাহার চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রাচীরসহকৃত পরিখা মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখিলে বোধ হয় উহার চয়াট্টালক সমুদায় কেয়ুর, প্রাসাদরাজি কুণ্ডল, সুরক্ষিত দ্বার উহার মুখ, প্রাঙ্গনস্থান উহার হাস্য প্রকাশ করিতেছে। এখানে অসংখ্য বীরপুরুষগণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথের ইয়ত্তা করা যায় না।

ইহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, যমুনাতীরে শোভা পাইতেছে। ইহার উৎকৃষ্ট আপনশ্রেণী-ঘন-সন্নিবিষ্ট ও বহুদূর বিস্তৃত। রত্ন সঞ্চয় বিষয়েও বিলক্ষণ গর্ব্বিত হইয়া রহিয়াছে, উহার ক্ষেত্র সমুদায় উর্ব্বর। দেবরাজও যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। এখানকার নরনারী সকল সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত। লবণের পর তথায় শূরসেন কিছুকাল রাজত্ব করে। তদনন্তর মহাবীর্য্য কুমার তুল্য পরাক্রম ভোজবংশাবতংস উগ্রসেন নামক মহীপতি উহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। হে বিষ্ণো! তুমি তারকাময় সংগ্রামে যে মহাদৈত্য কালনেমিকে সংহার করিয়াছিলে, সেই মহাসুরই ইহার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কংস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই বিশালস্কন্ধ ভোজবংশ বিবর্দ্ধন সিংহবিক্রান্ত মহীপতি কংস ভূমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাত। কিন্তু নিতান্ত অসৎপথগামী। তাহার ভয়ে ভীত হইয়া কি রাজন্যবর্গ কি প্রজাগণ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বাহ্য প্রকৃতি যেরূপ ভয়ানক অন্তরাত্মাও তদনুরূপ ভীষণ। তাহাতে আবার দর্পের যোগ হওয়াতে তাহার নাম শ্রবণে প্রজাদিগের রোমহর্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার না আছে রাজধর্ম্ম, না আছে প্রজারঞ্জনের প্রবৃত্তি। সর্ব্বদা উগ্রমূর্ত্তিতে শাসন করাই ইহার একমাত্র জীবনোদ্দেশ্য। অধিক কি আত্মপক্ষীয় লোকও তাহার নিকটে থাকিয়া সুখী হইতে পারে না।

অন্যস্থানের কথা দূরে থাক আপনার রাজ্যেও শুভানুধ্যান কখন তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। ভবৎপরাভূত কালনেমি কংসরূপধারণ করিয়া মাংমাশী রাক্ষসের ন্যায় আসুরিকভাবে লোক সমুদায়কে উদ্বেজিত করিতেছে। অশ্বতুল্য পরাক্রান্ত হয়গ্রীব নামে যে দৈত্যছিল, সে এক্ষণে কংসের অনুজের ন্যায় কেশী নামে অশ্ব হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। হ্রেষারবপটু দুরাত্মা কেশী কেশরীর ন্যায় একাকী অপ্রতিহত প্রভাবে মানবগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেছে। বলিপুত্র অরিষ্ট কামরূপী মহাসুর বিষম ককুদ্‌শালী মহাবৃষভত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোহন্তা হইয়া উঠিয়াছে। দানব শ্রেষ্ঠ দিতির পুত্র রিষ্ট কুঞ্জরত্বলাভ করিয়া কংসের বাহন হইয়াছে। ভীষণ দৈত্য লম্ব প্রলম্ব নামে অবতীর্ণ হইয়া বট ও ভাণ্ডীর বন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। খর নামক মহাসুর ধেনুক নামে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে তালবনে অবস্থানপূর্ব্বক প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে। বরাহ ও কিশোর নামে যে দুই দৈত্য ছিল তাহারা এক্ষণে চানূর ও মুষ্টিক নাম ধারণ করিয়া মল্লবেশে কংসের সভায় অবস্থান করিতেছে। হে দানবান্তক! ময় তারক যে দুই মহাসুর ছিল তাহারাও এখন ভূলোকবাসী নরকাসুরের প্রাগজ্যোতিষপুরে বাস করিতেছে।

হে বিষ্ণো! এই সকল দৈত্য পূর্ব্বে তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিরাকৃত হইয়াছিল। তাহারাই ভূলোকে মানবীতনু ধারণ করিয়া সকলকে নিতান্ত উৎপীড়িত করিতেছে। সর্ব্বদা তোমার দ্বেষ করিয়া থাকে, তোমার ভক্তদিগকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিতেছে। তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত উহাদের আর ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। কি ভূলোক কি স্বর্গলোক কি সাগরগর্ভ কোথাও তুমি ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করে না। হে শ্রীধর! তুমি যাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলে ঐ দুরাচারদিগের এজন্মেও নিধন করিতে হলে তুমি ভিন্ন আর উপায়ান্তর দেখিনা। যাহারা সর্গ ভ্রষ্ট তাহাদের পৃথিবী ভিন্ন গতি নাই। আর যাহারা পৃথিবীতে থাকিয়া তোমার দ্বারা নিহত হয় তুমি প্রীত না হইলে তাহাদেরও স্বর্গ গমন দুর্লভ হইয়া উঠে। অতএব হে মাধব তুমি স্বয়ং পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হও, দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে তোমার আত্মাকে নিয়োগ কর। তোমার মূর্ত্তিসকল নিতান্ত অব্যক্ত, সুতরাং বিষ্ণুমূর্ত্তি ব্যতীত দেবলোকেও তোমার অন্য কোন রূপ দেখিতে পান না। তাঁহারা তোমার সেই সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছেন। এক্ষণে তুমি তথায় অবতীর্ণ হইলে কংসের ধ্বংস হইবে এবং যে কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবী আগমন করিয়াছিলেন তাহাও সিদ্ধ হইবে। হে হৃষীকেশ! তুমি ভারতবর্ষের কার্য্যগুরু, তুমিই চক্ষু, তোমারই উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। অতএব তুমি ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ সমুদায় দানবকুল বিনাশ কর।

৫৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবদের প্রভু মধুসূদন এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে নারদকে কহিলেন, নারদ! তুমি ত্রৈলোক্যের হিতের নিমিত্ত আমাকে যাহা কিছু কহিলে, তৎসমুদায়ই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে উত্তর বাক্য শ্রবণ কর। দানবগণ দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যে দৈত্য যেরূপ শরীর আশ্রয় করিয়া আপনাকে পোষণ করিতেছে, তৎসমুদায়ই আমি অবগত আছি। আমি জানি, কংস উগ্রসেনের পুত্র, কেশী তুরগরূপধারী দৈত্য, কুবলয়াপীড় নাগ, চানূর ও মুষ্টিক ইহারা দুইজন মল্ল অরিষ্ট বৃষভরূপধারী দৈত্য। তদ্ভিন্ন খর, মহাসুর প্রলম্ব, বলির দুহিতা পূতনা, বৈনতের ভয়ে যে কালিয় যমুনাহ্রদ আশ্রয় করিয়াছে তাহাদের বিষয় ও আমার অজ্ঞাত নাই। রাজমণ্ডল—শিরোমণি মহারাজ জরাসন্ধ, প্রাগজ্যোতিষপুরে নরকাসুর এবং শোণিতপুরে কুমার তুল্য পরাক্রম বাণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বাণ বাহুসহস্রবলে দেবগণেরও অজেয় হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর ভাবাপনয়ন আমারই উপর নির্ভর করিতেছে, এসমস্তই আমি জানিতে পারিতেছি। কিন্তু কিরূপে কংসাদি দৈত্যগণের বিনাশ ও দেবলোকের সম্মান বৃদ্ধি হইবে তাহারই অনুধ্যান করিতেছি। আমি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে কংসাদি অসুরগণ যে যেরূপে বিনষ্ট হয়, আমি ভূলোকে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সেইরূপে ধ্বংস করিব। আমি যোগবলে আত্মশরীর ও ভূলোকোৎপন্ন অপরাবৃত্তিশীল দেব শরীরে অনুপ্রবেশ করিয়া যুদ্ধস্থলে সুরগণের রিপুকুল সংহার করিব। জগতের হিত কামনা করিয়া দেবতা, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ আমারই অভিপ্রায়ানুসারে যেরূপ অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

নারদ! আমি পূর্বেও তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। যাহা হউক আমি যেদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে বেশে তাহাদিগকে বিনাশ করিব এক্ষণে এইলোক পিতামহ ব্রহ্মা তৎসমুদায়ের বিধান করুন এবং আমাকে বলিয়া দিন।

ব্রহ্মা কহিলেন, নারায়ণ! পৃথিবীতে যাহারা তোমার জনক জননী হইবেন, তুমি যে বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কুলের বংশধররূপে অতিবিস্তৃত যাদবকুল ধারণ করিবে এবং নিখিল দুর্দ্দান্ত দৈত্যবর্গ বিনাশ করিয়া স্বীয়কুলের মর্য্যাদা সংস্থাপন করিবে, তৎসমুদায়ই আমি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহর্ষি কশ্যপ মহাত্মা বরুণের যজ্ঞে তদীয় যজ্ঞসম্পাদিকা কতকগুলি পয়স্বিনী কামধেনু হরণ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কশ্যপভার্য্যা অদিতি ও সুরভির ইচ্ছা নহে যে ঐ সকল গাভি পুনরায় বরুণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। অনন্তর বরুণ একদা আমার সমীপে আগমন করিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পিতা কশ্যপ আমার ধেনুগুলি অপহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্যসম্পন্ন হইলেও উহা আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছেন না। তিনি অদিতি ও সুরভি এই দুই ভার্য্যার মতানুবর্ত্তী হইয়াই এইরূপ করিতেছেন। হে প্রভো? আমার সেই কামধেনুগুলির কিছুতেই বিনাশ নাই। তাহারা স্ব স্ব তেজে রক্ষিত হইয়া সমুদায় সাগরগর্ভে বিচরণ করে। মহর্ষি কশ্যপ ব্যতীত আর কাহার সাধ্য যে তাহাদিগের গাত্র স্পর্শ করে! হে দেব! উহারা আমাকে অতি উপাদেয় অমৃততুল্য দুগ্ধ প্রদান করে। ব্রহ্মন্! প্রভু হউন আর গুরুই হউন অথবা অন্যকেহ হউক ব্যথিত করিলে আপনি তাঁহাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। আপনিই আমাদের অদ্বিতীয় গতি, সুতরাং আপনি ব্যতীত আর আমাদের উপায়ান্তর নাই। যদি জগতে প্রভাবশালী লোকদিগের দণ্ডবিধান না হইত, তবে জগৎবন্ধন একবারে শিথিল হইয়া যাইতো। যাহা হউক কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনি আমার একমাত্র প্রভু। আপনি আমার ধেনুগুলি প্রদান করুন, তাহাহ ইলেই আমি সাগরে গমন করি আপনার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে গো আর ব্রাহ্মণই লোকস্থিতির প্রধান সাধন। আপনি অগ্রে সে গোগুলিকে রক্ষা করুন, তাহারাই আবার ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে। এইরূপে গো ব্রাহ্মণ সুরক্ষিত হইলে জগৎও রক্ষিত হইবে।

হে অচ্যুত! জলাধিপতি বরুণ কর্ত্তৃক আমি এইরূপে অভিহিত হইলে উহার তত্ত্বান্বেষণপূর্ব্বক বিশেষরূপে অবগত হইয়া কশ্যপকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলাম যে ‘মহাত্মা কশ্যপ যে অংশে গগা সমুদায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন পৃথিবীর সেই অংশে তিনি গোপত্বলাভ করুন। তাঁহার ভার্য্যা সুরভি ও দেবমাতা অদিতি ইহাঁরা উভয়েই তাঁহার অনুগমন করুন। এইরূপে কশ্যপ গোপত্ব লাভ করিয়া ভার্য্যাদয়ের সহিত পৃথিবীতে বিহার করিবেন। এক্ষণে সেই কশ্যপ স্বীয় অনুরূপ অংশে শরীরপরিগ্রহপূর্ব্বক বসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীতে গোপালনে নিযুক্ত হইয়াছেন। মথুরার অদূরে গোবর্দ্ধন নামে যে গিরি বিদ্যমান আছে, বসুদেব সেই স্থানে কংসের করদ হইয়া গোকুলের আধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার ভার্য্যাদ্বয় দেবকী ও রোহিণী নাম ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে

মধুসূদন! তুমিও লোকহিতের নিমিত্ত তথায় অবতীর্ণ হও। এই সমুদায় দেবগণ আশীর্ব্বচন দ্বারা তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছেন। তুমি তোমার আত্মনিয়োগ দ্বারা দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন কর। তুমি তথায় প্রথম গোপকুল-সুলভ-লক্ষণ ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হও। তুমি পূর্বে যেমন বামনাবতারে আত্ম গোপন করিয়া পৃথিবীর রক্ষা করিয়াছিলে, এখানেও সেইরূপ গোবেশধারী হইয়া আপনাকে বর্দ্ধিত কর। তথায় তুমি সহস্র সহস্র গোপকামিনীদিগের চিত্তরঞ্জক হইয়া বিহার করিবে। যখন তুমি গোরক্ষণার্থ বনভ্রমণ করিবে তখন বনমালা বিভূষিত তোমার শরীর সন্দর্শন করিয়া মনুজগণ কৃতার্থ হইবে। হে পদ্মপলাশলোচন! তুমি গোপগৃহে অবতীর্ণ হইলে বালক তোমাকে দেখিয়া তোমার তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞানতা নিবন্ধন লোক সকল বালকের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িবে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি বনে গোচারণই কর অথবা গোষ্ঠে অবস্থানই কর, সর্ব্বত্র গোপগণ তোমার ভক্ত ও চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া সহায় হইবে। তুমি যখন যমুনায় জলক্রীড়া করিবে তখন তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। তুমি বসুদেবের গৌরবাস্পদ জীবন স্বরূপ হইবে। তুমি পূর্ব্বে যাহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, এখানেও তিনিই তোমাকে পুত্র সম্বোধন করিবেন। কশ্যপ ব্যতীত তুমি আর কাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিবে? অদিতি ভিন্ন কেইবা তোমাকে গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ; হে মধুসূদন! তুমি এক্ষণে ভূপাল বিজয়ার্থ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবীতে গমন কর। আমরাও স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর ভগবান বিষ্ণু দেবগণকে শূন্য স্বর্গলোকে গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং স্বকীয় বাসস্থান ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর প্রদেশে গমন করিলেন। তথায় ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা অঙ্কিত হইয়া অদ্যাপি প্রতিপর্ব্বে যাহা অর্চ্চিত হইতেছে সেই সুমেরু পর্ব্বতের দুর্গম গুহায় পুরাতন শরীর বিন্যস্ত করিয়া বসুদেব গৃহে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

হরিবংশপর্ব্ব সমাপ্ত

বিষ্ণুপর্ব্ব

৫৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং এবং ত্রিদিববাসী অমরগণ স্ব স্ব অংশে পৃথি বীতে অবতীর্ণ হইলেন জানিয়া, দেবর্ষি নারদ কংসকে সংবাদ দিবার জন্য মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। স্বর্গ হইতে তথায় আগমন পূর্ব্বক মধু রার সন্নিহিত উপবনে অবস্থান করিয়া কংস সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মহারাজ কংস সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি নারদের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। কংস শ্রবণমাত্র স্বীয় ভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সত্বর গমনে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল পবিত্রাত্মা অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জ কলেবর সুর্য্যকান্তি শ্লাঘ্য অতিথি দেবর্ষি নারদ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন মহীপতি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যথা বিধি সপর্য্যা, এবং উপবেশনার্থ অগ্নিবর্ণ আসন প্রদান করিল। অনন্তর দেবেন্দ্র-সখা মহামুনি নারদ রাজদত্ত আসনে সমাসীন হইয়া সেই উগ্রসেন নন্দন অতি কোপন কংসকে কহিলেন, হে বীরাগ্রগণ্য! তুমি বিহিত বিধানে আমার অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনা করিলে। আমিও তোমার ঈদৃশ সৎকার লাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি উহা শ্রবণ ও ধারণ কর।

আমি স্বর্গ হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক অবশেষে সূর্য্য সন্নিভ বিস্তৃত সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। তথায় নন্দনকানন ও চৈত্ররথোদ্যান অবলোকন করিয়া দেবগণের সহিত নানা পুণ্যতীর্থসলিলে অবগাহন করিলাম। অনন্তর যাঁহার স্মরণমাত্র সকলের সর্ব্ববিধ কলুষ নাশ হয় সেই ত্রিপথগামিনী ত্রিধারা স্বর্ণদী গঙ্গাকে সন্দর্শনপূর্ব্বক ক্রমে বহু পুণ্যতীর্থে অবগাহন করি। তদনন্তর দেখিলাম ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মসদন দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ। তথা হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা বীণা হস্তে সুমেরু শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম অপূর্ব্ব ব্রহ্মসভা সজ্জিত রহিয়াছে। তথায় শুভ্র উষ্ণীষধারী, নানা রত্ন বিভূষিত বিচিত্র আসনোপবিষ্ট ব্রহ্মাদি দেবগণ মন্ত্রণা করিতেছেন। শুনিলাম তোমাকে সবংশে ধ্বংস করাই ঐ মন্ত্রণার উদ্দেশ্য। এই মথুরা পুরীতে দেবকী নামে যে তোমার পিতৃস্বসা আছেন তাঁহারই অষ্টম গর্ভজাত পুত্র তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইবেন। তিনি দেবগণের সর্ব্বস্ব তিনি দেবগণের অদ্বিতীয় গতি, তিনিই দেবগণের শরম রহস্য এবং তোমার মৃত্যু। সেই ভগবান স্বয়ম্ভু সকলের পরাৎপর ব্রহ্ম স্বরূপ। ইনিই তোমার পূর্ব্ব জন্মে অন্তক হইয়াছিলেন। এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শ্রবণ করাইলাম। এক্ষণে তুমি তোমার শ্লাঘাকর সেই মৃত্যুকে স্মরণ কর এবং দেবকীর গর্ভকৃত্তনেও যত্নপর হইবে। তোমাতে আমার নিরতিশয় প্রীতি আছে বলিয়াই এই সংবাদ বলিতে আসিয়াছি। তুমি সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধি উপভোগ কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নারদ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে কংস ক্ষণকাল ঐ বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দশন বিকাশপূর্ব্বক উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া পুরোবর্ত্তী ভৃত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখ, নারদ সর্ব্ব বিষয়েই নিতান্ত অনভিজ্ঞ সুতরাং তাঁহার বচন পরম্পরাও সর্ব্বত্র

উপহাসাস্পদ। আমি কি সমরে, কি মত্ত, কি প্রমত্ত, কিম্বা সুপ্তাবস্থাতেই হউক দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করিতে পারি না। আমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে এরূপ শক্তিধর জগতে আর কে আছে? অদ্য হইতে জীবগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি দেবগণের আনুগত্য বা অনুবর্ত্তন করিবে সে মনুষ্যই হউক, পক্ষী হউক অথবা পশুকুলই হউক, আমার হস্তে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। আমি তাহাকে একবারে সমূলে ধ্বংস করিব। আমার আজ্ঞাক্রমে বলিয়া দেও; হয়, কেশী, প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, বৃষভ, পূতনা ও কালিয় ইহারা কামরূপী হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করুক এবং যেখানেই আমাদের কোন প্রতিপক্ষ পক্ষ লক্ষিত হইবে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে সংহার করে। নারদ গর্ভস্থ শিশু হইতেও আমাদের ভয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন অতএব গর্ভস্থ প্রাণীকেও উপেক্ষা করা হইবে না, তাহাদেরও গতি প্রবৃত্তি অবশ্য বিজ্ঞেয়। তোমরাও স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে অভিলাষানুরূপ আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ কর। আমি তোমাদের নাথ, সুতরাং দেবগণ হইতে তোমাদের কিছু মাত্র ভয়ের বিষয় নাই। সেই বিপ্র নারদ নিতান্ত কলহপ্রিয় এবং ভেদ সাধনে বিলক্ষণ পটু। এমন কি দৃঢ়বদ্ধ সন্ধিস্থলেও উভয়ের ভেদ করিয়া প্রমুদিত হন। তিনি লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য যেন নিরন্তর অস্থির হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি নরপতিগণের বৈরানল উদ্দীপ্ত করিবার যন্ত্র। মহারাজ! এই রূপে সেই কংস কেবল বাক্যদ্বারা মহা আস্ফালন করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিল কিন্তু উদ্বেগানলে তাহার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতে লাগিল।

৫৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কংস ক্রোধভরে অধীর হইয়া আত্মীয় সচিবগণকে আজ্ঞা করিল; দেখ, সচিবগণ! তোমরা দেবকীর গর্ভকৃন্তনে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে। প্রথম হইতেই দেবকীর সমুদয় গর্ভ ধ্বংস করিবে। কারণ যাহাতে অনর্থোৎপত্তির শঙ্কা হয় তাহার মূল হইতেই উচ্ছেদ করা বিধেয়। দেবকী বিশ্বস্ত হৃদয়ে স্বেচ্ছানুসারে আমার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করুক। অন্তঃপুর নারীগণকে বলিয়া দেও তাহারা যেন প্রচ্ছন্নভাবে উহাকে রক্ষা করে। গর্ভকাল উপস্থিত হইলে বিশেষ রক্ষার সময় তৎকালে যেন আমার পত্নীরা বিশেষরূপ মাস গণনা করেন। গর্ভের পরিণামাবস্থায় যেন আমি উহার ফল জানিতে পারি। বসুদেবকেও অন্তঃপুর মধ্যে সর্ব্বদা অপ্রমত্তচিত্তে আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ দ্বারা রক্ষা করিতে হইতেছে। কিন্তু পুরনারীগণ অথবা অন্তঃপুর রক্ষিবর্গ যেন উহার কারণ উদ্ভেদ করিয়া না দেয়। এ সমুদায়ত মনুষ্যকার্য্য অবশ্যই মনুষ্য দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে কিরূপে উহার প্রতীকার করিতে হইবে তাহাও শ্রবণ কর। যদি মন্ত্র, ঔষধ, যত্ন ও আনুকূল্য যথা নিয়মে প্রয়োজিত হয় তবে মদ্বিধ লোকে দৈবকেও অনুকূল করিতে যে সমর্থ হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কংস নারদ মুখে আত্ম বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে দেবকীর গর্ভচ্ছেদন কৃতসঙ্কল্প হইয়া এইরূপে মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে অতিবীর্য্য ভগবান বিষ্ণুও ধ্যান যোগে কংসের দুষ্টাভিসন্ধি জানিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ‘ভোজপুত্র কংসত দেবকীর সপ্তম গর্ভ পর্য্যন্ত নষ্ট

করিবে। কিন্তু আমাকে অষ্টম গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া আত্মকার্য্য সমাধান করিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে পড়িল যে পাতালতলে মহাবল পরাক্রান্ত সুরকুমার সদৃশ প্রদীপ্ত কান্তি ষড়্‌গর্ভ নামে কালনেমির ছয় পুত্র গর্ভ শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। ইহারা পূর্ব্বকালে পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে অবজ্ঞা করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। উহারা সকলেই জটামণ্ডলধারী হইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা বর প্রদানার্থ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভো ভো দানব শার্দ্দূলগণ! আমি তোমাদের তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাদের যাহার যে বর অভিলষিত হয় প্রার্থনা কর আমি তাহাকে সেই বরই প্রদান করিব। তখন তাহারা সকলে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া কহিল, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যেন আমরা দেবতা, মহোরগ, শাপাস্ত্র মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণের বধ্য না হই। অনন্তর ব্রহ্মা সুপ্রীত হৃদয়ে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে তৎসমুদায়ই সফল হইবে। স্বয়ম্ভু ষড়্‌গর্ভদিগকে এরূপ বর প্রদান করিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর হিরণ্যকশিপু রোষবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কহিল, যেহেতু তোমরা আমাকে তাচ্ছীল্য করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মার নিকট বরপ্রার্থনা করিয়াছ, সেইজন্য তোমাদের উপর আমার স্নেহ একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাদিগকে পরম শত্রু স্বরূপ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলাম। যে পিতা তোমাদিগকে ষড়্‌গর্ভ এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছে, সেই পিতাই তোমাদিগকে গর্ভাবস্থায় বধ করিবে। তোমরা ছয়জনই একাদিক্রমে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। আর কংস তোমাদিগকে গর্ভস্থ অবস্থাতেই বিনাশ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর যড়্‌গর্ভ নামক অসুরগণ রসাতলের যে স্থানে জলরূপ গর্ভশয্যায় একত্র শয়ান রহিয়াছে, ভগবান বিষ্ণু তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন যড়্‌গর্ভগণ কালরূপিণী নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া জলগর্ভে নিদ্রা যাইতেছে। তখন তিনি স্বপ্নরূপে তাহাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন আকর্ষণ করিয়া নিদ্রাকে প্রদান করিলেন, এবং সেই সত্য পরাক্রম বিষ্ণু নিদ্রাকে কহিলেন, হে নিদ্রে! তুমি আমার আদেশানুসারে এই ষড়্‌গর্ভ নামক মহাসুরগণের প্রাণ গ্রহণ করিয়া দেবকী সন্নিধানে গমন কর এবং ইহাদিগকে যথাক্রমে সেই দেবকী গর্ভে সন্নিবেশিত কর। ইহারা ঐ গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যমালয়ে প্রস্থান করিলে কংস বিফল প্রযত্ন হইবে এবং দেবকীরও শ্রম সফল হইবে। তখন আমি তোমার এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ পৃথিবী মধ্যে আমার মত প্রভাব ও সর্ব্বলোকের নিকট সম্মান লাভ করিতে পার তাহার পায় বিধান করিব। দেবকীর সপ্তম গর্ভে যিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন তিনিই আমার অগ্রজ হইবেন। তুমি ঐ গর্ভ সপ্তম মাসে রোহিণী গর্ভে সংক্রামিত করাইবে। এইরূপ গর্ভ সঙ্কর্ষণ নিবন্ধন জন্ম হইবে বলিয়া তাঁহার নামও সঙ্কর্ষণ হইবে। তিনি শীতাংশুর ন্যায় শুভ্রবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবেন। এদিকে ভয়হেতু দেবকীর সপ্তম গর্ভপাত হইল বলিয়া সর্ব্বত্ত ঘোষিত হইবে। অনন্তর আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইলে কংস আমার বিনাশের নিমিত্ত সর্ব্বদা

সচেষ্ট রহিবে। এই সময়ে বসুদেবাগত নন্দ নামক গোপরাজের পত্নী গোপদুহিতা যশোদার নবম গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করিবে। তথায় তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইবে। এদিকে আমিও অর্দ্ধরাত্রে অভিজিৎ নক্ষত্রযোগে সুখে ভূমিষ্ঠ হইব। এইরূপে আমরা উভয়ে যুগপৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কংস ভয়ে গর্ভব্যত্যাস সংঘটন হইলে আমি যশোদা সমীপে গমন করিব, তুমি দেবকী সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। আমাদের গর্ভব্যত্যাস বশতঃ কংস মুগ্ধ হইয়া পড়িবে। অনন্তর কংস তোমাকে চরণে ধরিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, তুমি তখন শাশ্বতগগনে প্রস্থান করিবে। তখন তুমি আকাশে থাকিয়া আমার ন্যায় শরীর কান্তি আমার অগ্রজের ন্যায় মুখ সৌন্দর্য্য এবং আমার বাহু তুল্য বিপুল বাহু ধারণ করিবে। ঐ বাহুদ্বয়ে ত্রিশিখ, শূল কণকমুষ্টি খড়্গ, মধুপূর্ণ পাত্র, সুনির্ম্মল পঙ্কজ ধারণ করিবে। তোমার পরিধেয় নীল ঐশ্রেয় বসন এবং পীতাম্বর উত্তরীয় হইবে। তোমার শীতাংশুরশ্মি সমুজ্জ্বল হার দ্বারা এবং দিব্য কুণ্ডলে বিভূষিত হইবে। তোমার ভীষন কান্তি দেখিয়া ইন্দুরও সপত্নভাব উপস্থিত হইবে। তোমার শিরোদেশ অপূর্ব্ব মুকুট ও বিচিত্র কেশবন্ধন দ্বারা শোভিত হইবে। ভুজগসদৃশ তোমার ভীষণ বাহু দর্শনে দশদিক ভীত হইবে। ময়ূরপুচ্ছ শোভিত উন্নত ধ্বজ ও অঙ্গদ দ্বারা পরম শোভা ধারণ করিবে। অতঃপর ঘোরদর্শন ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার নির্দেশানুসারে কৌমার ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিদিব প্রদান করিবে। তথায় সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার আদেশানুসারে দিব্যানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে দেবতা মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া লইবেন এবং ভগিনী বলিয়া তোমাকে পরিগ্রহ করিবেন। কুশিক গোত্রানুসারে তুমি কৌশিকী নামে অভিহিত হইবে। সেই দেবেন্দ্র বাসবই তোমাকে পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যাচলে শাশ্বত স্থান প্রদান করিবেন। তখন তুমি অসীম জনপদালঙ্কৃত পৃথিবীকে শোভিত করিবে এবং তথায় থাকিয়া আমার অনুধ্যানপূর্ব্বক শুম্ভ নিশুম্ভ নামক পর্ব্বত বিহারী অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিবে। হে মহাভাগে! তুমি যখন স্বেচ্ছানুযায়িনী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিবে তৎকালে তোমার পূজা বিধান করিয়া যে যাহা কামনা করিবে তুমি তাহাকে সেইরূপ অভীষ্ট বর প্রদানেই সমর্থ হইবে। তুমি যখন প্রমথগণ কর্ত্তৃক অসুস্থত হইয়া মাংস ও বলির প্রতি অনুরাগিণী হইবে, তখন মানবগণ প্রতি নবমীতে পশূপহার প্রদানপূর্ব্বক তোমার পূজাকরিবে। যে ব্যক্তি আমার প্রভাব জানিতে পারিয়া তোমাকে প্রণাম করিবে, তাহার আর জগতে সন্তান সন্ততি কি ধন সম্পত্তি কিছুই দুর্লভ হইবে না। মানবগণ দুর্গম কান্তার মধ্যে বিবিধ সঙ্কটে অথবা দস্যু হস্তেই নিপতিত হউক কিম্বা অগাধ সমুদ্র সলিলেই মগ্ন হউক তোমার নাম স্মরণ করিবামাত্র তুমি তাহাদিগকে অনায়াসেই উদ্ধার করিতে পারিবে। হে কল্যাণি! যে ব্যক্তি মৎকৃত এইস্তোত্রপাঠদ্বারা তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিবে, তাহাকে আমি কদাচ বিস্মৃত হইবনা এবং সেও আমাকে কখন বিস্মৃত হইবেনা।

৫৮ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যেরূপ আর্য্যায় স্তব করিয়াছিলেন আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে দেবি! তুমি ত্রিভুবনেশ্বরী নারায়ণী, আমি

তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সিদ্ধি, তুমি শ্রী, তুমি ধৃতি, তুমি কীর্ত্তি, তুমি লজ্জা, তুমি বিদ্যা, তুমি সন্নতি, তুমি মতি, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রাত্রি, তুমি প্রভা, তুমি নিদ্রা, তুমি কালরাত্রি, তুমি আর্য্যা, তুমি কাত্যায়নী, তুমি দেবী কৌশিকী, তুমি ব্রহ্মচারিণী, তুমি কার্ত্তিকেয় জননী, তুমি অত্যুগ্র তাপসী, তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি তুষ্টি, তুমি পুষ্টি, তুমি ক্ষমা, তুমিই দয়া। তুমি যমের জ্যেষ্ঠাভগিনী, নীলকশয়বাসিনী, তুমি বহুরূপা, তুমি বিরূপা এবং অনেক বিধরূপধারিণী। হে মহাদেবি! তুমি বিরূপাক্ষী, বিশালাক্ষী এবং ভক্তগণের সর্ব্বথা রক্ষাকর্ত্রী। তুমি কি ঘোর পর্ব্বত শিখরে, কি স্রোতস্বতীতে, কি গুহামধ্যে, কি বন,কি উপবনে সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছ। শবর, বর্ব্বর ও পুনিন্দগণও তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তুমি ময়ূরপুচ্ছ লাঞ্ছিত হইয়া সর্ব্বলোক আক্রমণ করিয়া থাক। তুমি কুক্কুট, ছাগ, মেষ, সিংহ ও ব্যাঘ্র সমাকুল হইয়া বিন্ধ্যাচলে বসতি কর এবং তোমার চতুর্দ্দিক ঘণ্টা রবে ধ্বনিত হইতে থাকে। ত্রিশূল ও পট্টিশ তোমার অস্ত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পতাকা। তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী ও শুক্লপক্ষের একাদশী। তুমি বলদেবের ভগিনী ও কলহপ্রিয়া রজনী। তুমি সর্ব্বজীবের আবাস, সমস্ত জীবের ভক্তি ও সমস্ত জীবের মুক্তিরূপা। তুমি নন্দগোপসুতা, পূজ্যা ও অপরাজিতা। তুমি চীরবাস, সুবাসা, রৌদ্রী ও তুমিই সন্ধ্যা। তুমি আলুলায়িতকেশী ও সকলের মৃত্যুরূপা সুরা, মাংস ও বলি তোমার বিশেষ প্রিয় বস্তু। তুমি লক্ষ্মী কিন্তু দৈত্য দলনে তুমি অলক্ষ্মীরূপা। তুমি বেদের সাবিত্রী ও ভূতগণের মাতা। তুমি যজ্ঞীয় বেদীমধ্যে ঋত্বিক্গণের দক্ষিণা স্বরূপ। তুমি ঋষিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি ও দেবগণের জনয়িত্রী অদিতি। কৃষকদিগের তুমি সীতা ও ভূতগণের ধরণী। হে দেবি! তুমি যাত্রায় সিদ্ধি, সমুদ্রের বেলা, যক্ষগণের প্রথমাযক্ষী, নাগগণের সুরসা, কন্যাদিগের ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রমদাগণের সৌভাগ্য। তুমি ব্রহ্মবাদিনী, তুমি দীক্ষা, তুমিই পরম শোভাস্বরূপ। তুমি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রভা এবং নক্ষত্রবৃন্দের রোহিণী। কি রাজদ্বার, কি দুর্গম স্থান, কি নদীসঙ্গম সর্ব্বত্রই তোমার বিদ্যমানতা আছে। পূর্ণ পূর্ণিমাচন্দ্রে তুমি কলঙ্করূপা, তুমি বাল্মীকির কণ্ঠে সরস্বতী, বেদব্যাসের স্মৃতি, ঋষিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি, দেবগণের মনোবৃত্তি ও ভূতগণের তুমি সুরদেবী স্বরূপ। সকলেই তোমাকে এই রূপে আত্মকর্ম্মানুরূপ স্তব করিয়া থাকে। দেবরাজ ইন্দ্রের তুমি চারুদৃষ্টি ও সহস্র নয়নস্বরূপ। সর্ব্বজীবের তুমি ক্ষুধা এবং দেবগণের তৃপ্তি। তুমি দেবতাদের ধৃতি ও বসুগণের বসুমতী। তুমি আশা এবং কৃতকর্ম্মাদিগের সন্তোষ। এবার, তুমি দিক্, তুমি বিদিক্, তুমি অগ্নিশিখা ও প্রভা। তুমি পূতনা ও সুদারুণ রেবতী। তুমি সর্ব্বভূতমোহিনী নিদ্রা, তুমি ক্ষত্রিয়, বিদ্যাসমূহমধ্যে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি ওঙ্কার তুমিই বষট্। পুরাণ ঋষিগণ তোমাকে নারীগণের মধ্যে পার্ব্বতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিপরায়ণা নারীগণের মধ্যে তোমাকে অরুন্ধতী বলিয়া প্রজাপতির বাক্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তুমি বিবাদশীল ব্যক্তিবর্গের ভেদ, তুমি ইন্দ্রাণী বলিয়া বিশ্রুত হইয়াছ। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগতে তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছ। কি সংগ্রাম স্থল, কি প্রজ্বলিত হুতাশন, কি নদীতীর, কি চৌরভয়, কি নিবিড় অরণ্য, কি গভীর গুহা, কি প্রবাসস্থান, কি রাজদ্বার, কি শত্রুমর্দ্দন, কি প্রাণাত্যয় সর্ব্বত্রই তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর তাহাতে আর সংশয় নাই। হে দেবি! আমি তোমাতে হৃদয়, বুদ্ধি ও মন সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে কলুষ কলাপ হইতে পরিত্রাণ কর ও আমার

প্রতি প্রসন্ন হও। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্র হৃদয়ে এই ইতিহাস সঙ্গত পবিত্র স্তোত্র পাঠ করেন, ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তিন মাস মধ্যে তাঁহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। ছয় মাস পাঠ করিলে তিনি তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান, নয় মাস পাঠ করিলে তাঁহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন। অধিক কি একবৎসর পাঠে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। দ্বৈপায়ন বলিয়াছেন ইহাকে পূজা করিলে সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বধ, বন্ধন, ঘোর সঙ্কট, পুত্রনাশ ধনক্ষয়, ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু এই সমুদায়ই শান্তি লাভ করে।

৫৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! পূর্ব্বে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে দেবতা সদৃশী দেবকী যথাক্রমে সপ্তগর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। যখন তাহার এক একটী গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল; কংস তৎক্ষণাৎ লইয়া শিলাতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে একাদিক্রমে ষড়্গর্ভ নিহত করিলে দেবকী সপ্তম গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন যোগমায়া স্বীয় মায়া বলে আকর্ষণ করিয়া ঐ গর্ভ রোহিণীতে বিনিবেশিত করিলেন। অর্দ্ধরাত্র সময়ে রজস্বলা রোহিণীর গর্ভপাত হইল, অমনি নিদ্রা তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি ধরাতলে শয়ন করিয়া পড়িলেন। তিনি বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলেন না কেবলমাত্র স্বপ্নবৎ গর্ভটী পতিত হইল উপলব্ধি হওয়াতে মুহূর্ত্তকাল ব্যথিত হইলেন। তখন সেই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন ঘোর রজনীতে প্রত্নী রোহিণীর ন্যায় ধীমান বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া সেই গর্ভ তোমার উদরে অর্পিত হইল। এক্ষণে এই গর্ভে তোমার যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম সঙ্কর্ষণ রাখিবে। অনন্তর রোহিণীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তখন তিনি পুত্র প্রাপ্তিতে পরম পুলকিত ও কিঞ্চিৎ অবাঙ্মুখী হইয়া সোমপত্নী সুপ্রভা রোহিণীর ন্যায় গৃহ প্রবেশ করিলেন।

এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ কি হইল বলিয়া অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল। কংস এইকাল পর্য্যন্ত যাহার ভয়ে ভীত হইয়া দেবকীর সপ্তগর্ভ বিনষ্ট করিয়াছে এক্ষণে দেবকীর সেই অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল। রক্ষিবর্গ এই সময়ে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সেই গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিল। ভগবান হরি যৎকালে স্বেচ্ছানুসারে দেবকীর গর্ভবাস আশ্রয় করিলেন, সেই সময়েই যশোদাও বিষ্ণু-শরীর-সম্ভবা এবং তন্নিদেশবর্ত্তিনী যোগনিদ্রাকে গর্ভরূপে ধারণ করিলেন। অনন্তর গর্ভকাল সম্পূর্ণ না হইতেই অষ্টম মাসে তাঁহারা উভয়ে যুগপৎ পুত্র ও কন্যা প্রসব করিলেন। সেই এক রাত্রিতে ভগবান্ প্রভু নারায়ণ বৃষ্ণিকুলে দেবকীর গর্ভ হইতে এবং যোগনিদ্রাও গোপবধূ যশোদার গর্ভ হইতে প্রসূত হইলেন। একজন নন্দগোপের ভার্য্যা, অপর একজন দেবকীপত্নী ইহারা উভয়েই সমকালে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন আবার এক সময়েই উভয়ে অর্দ্ধরাত্রে অভিজিৎলগ্নে পুত্র ও কন্যা প্রসব করিলেন। ভগবান বিষ্ণু জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র সাগর সকল কম্পিত হইয়া উঠিল পর্ব্বত বিচলিত হইল, অগ্নি শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। বায়ু অনুকূল হইয়া বহিতে আরম্ভ করিল। ধূলি বিদূরিত, জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ জনার্দ্দন যে মুহূর্তে

জন্মগ্রহণ করিলেন তৎকালে অভিজিৎ নামক নক্ষত্রের যোগ হওয়াতে রাত্রি জয়ন্তী, যোগ উহার বিজয় নামে অভিহিত হইয়াছে; ঐ মুহূর্তে অব্যক্ত, শাশ্বত, পাপহর ভগবান প্রভু নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে জগৎ মুগ্ধ হইল। তৎকালে স্বর্গে দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আকাশ হইতে তথায় পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ শুভবাক্য দ্বারা স্তবপাঠ আরম্ভ করিলেন। হৃষীকেশ জন্মগ্রহণ করিলে নিখিল জগৎ আনন্দে মগ্ন হইল। ইন্দ্র দেবগণের সহিত স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বসুদেব সেই রাত্রিতে সমুৎপন্ন পুত্রকে শ্রীবৎস লাঞ্ছিত ও দিব্যলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া সাক্ষাৎ অধোক্ষজ স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রভো! এরূপ সংহার কর। আমি কংস ভয়ে নিতান্ত ভীত, সেই জন্যই বলিতেছি। হে অম্বুজলোচন! তোমার অগ্রজাত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রগুলি কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ নারায়ণ বসুদেব বাক্যে স্বীয়রূপ সংহার করিয়া কহিলেন পিতঃ! গোপপতি নন্দকে আমার পিতৃত্বে অনুমোদন করিয়া তাঁহার গৃহেই আমাকে লইয়া চলুন, সুতবৎসল বসুদেব সেই রাত্রিতেই সদ্যঃ প্রসূত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া দ্রুতপদে যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তথায় যশোদার অজ্ঞাতসারে স্বীয় পুত্র স্থাপন করিয়া, তদীয়া কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক দেবকীশয্যায় অর্পণ করিলেন। এইভাবে দেবকীর গর্ভ বিপর্য্যয় করিয়া বসুদেব আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া সিই রাত্রিতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর কংসসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমার একটা কন্যা হইছে। এই কথা শুনিবামাত্র বীর্য্যবান কংস রক্ষবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর গমনে বসুদেব দ্বারে উপস্থিত হইল এবং কর্কশস্বরে তাহাকে তর্জ্জনা করিয়া কহিল কি হইয়াছে আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। কংসের তৎকালোদিত বাক্য শুনিয়া তদীয় অন্তঃপুরিকাবর্গ সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। দেবকী বাষ্প গদ গদ স্বরে দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এবারে আমার একটা কন্যা জন্মিয়াছে। হে বিভো? তুমি যখন আমার সৌভাগ্য সম্পদ সপ্তপুত্র বিনষ্ট করিয়াছ, তখন এ তো কন্যা, এ যে তোমার হস্তে নিহত হইবে তাহাতে আর কথা কি? যদি ইচ্ছা হয় তবে আসিয়া দেখ; এই কথা বলিয়া দেবকী সেই গর্ভ শয়নক্লিষ্টা গর্ভলাল-ক্লিন্নকেশা অচিরজাত কন্যাকে কংসের সম্মুখে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ধরাতলে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্ম্মতি কংস হৃষ্টান্তঃকরণে কন্যার পাদ গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে শিলাতলে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে সেই রক্তপিণ্ড শিলা পৃষ্ঠে নিষ্পিষ্ট হইবামাত্র সহসা গর্ভতনূ পরিহারপূর্ব্বক দিব্য লাবণ্য সম্পন্ন এক অপূর্ব্ব কন্যারূপ ধারণ করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইল। তখন দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পরিধান নীল ও পীতবর্ণ বসন, স্তনদ্বয় গজকুম্ভের ন্যায়, জঘনদেশ রথের ন্যায় বিস্তীর্ণ, মুখকান্তি পূর্ণচন্দ্র সদৃশ উজ্জ্বল, বর্ণ বিদ্যুৎ সন্নিভ বিস্পষ্ট নয়ন বালার্ক সদৃশ এবং কন্ঠরব জলধরের ন্যায় গভীরমুক্তাকেশী দিব্য মাল্যানুলেপনা সেই চতুর্ভুজা ভূতগণ সমাকীর্ণ রাত্রিতে যে ঘোরতিমিরবর্ণ জলধর সমাবৃত মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যার ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কখন নৃত্য ও কখন হাস্য করিতে করিতে গগন বিহারিণী হইয়া মধুপান করিতে লাগিলেন এবং বিকট হাস্য করিয়া রোষভরে কংসকে কহিতে লাগিলেন, কংস! তুই আত্ম বিনাশের নিমিত্ত সহসা আমাকে যে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ দ্বারা আহত

করিয়াছিল, এই অপরাধে তোর বিনাশকাল উপস্থিত হইলে যখন শক্রু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইবি তখন আমি এই ভুজবলে তোর দেহ বিপাটিত করিয়া তোর উষ্ণ শোণিত পান করিব।

মহারাজ! সেই কন্যা এইরূপ ঘোরতর বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপপদবী অনুসরণপূর্ব্বক সগণে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই কন্যা দেবদেব নারায়ণের আজ্ঞানুসারে বৃষ্ণিভবনে পরম সমাদরে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই কন্যা ভগবান্ প্রজাপতির অংশ সম্ভূত। যদুবংশীয়গণ কেশবকে রক্ষা করিবার জন্য প্রসন্নচিত্তে এই দেবী যোগকন্যাকে পূজা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই যোগকন্যা কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া দিব্য শরীর ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে কংস তাঁহাকে স্বীয় মৃত্যু স্বরূপ স্থির করিয়া লজ্জিত ভাবে দেবকী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পিতৃষ্বসঃ! আমি মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যত্নপর হইয়া তোমার অন্যান্য শিশু সন্তানদিগকে নিহত করিয়াছি। কিন্তু হে দেবি আমার মৃত্যু অন্য মুক্তি হইতে উপস্থিত হইল। আমার সমুদায় যত্নই বৃথা হইল, প্রত্যুত আত্মীয় জনেরই উচ্ছেদ করিলাম। পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না. এক্ষণে তুমি সেই পুত্রদিগের নিমিত্ত চিন্তা পরিহার করিয়া শোক সন্তাপ দূর কর, কালবিপর্য্যয় বশতঃ আমি তাহাদের বিনাশের হেতু হইলাম বটে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, কালই মনুষ্যগণের শক্রু, কালই মনুষ্যদিগের পরিণাম ফলদায়ক, কালেই সকলে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাদৃশ লোক নিমিত্তমাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, হে দেবি! অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টাপাত কখনই প্রতীকার্য্য নহে। সুতরাং তোমার পুত্রগণের অপ্রতিবিধেয় যে অনিষ্ট সংঘটন হইয়া গিয়াছে তাহা অবশ্যই ঘটিত, তাহার আর সংশয় নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমি উহাদের নিধনের হেতু ও শক্রু বলিয়া পরিগণিত হইলাম। আর তুমি সেই পুত্রদিগের জন্য চিন্তা করিও না, শোক ও বিলাপ পরিত্যাগ কর। মনুষ্যদিগের গতি প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে, কারণ কালের নিয়ম লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য নহে। হে দেবকি! আমি পুত্রের ন্যায় তোমার চরণে পতিত হইলাম, আমার প্রতি ক্রোধ পরিহার কর। আমি নিশ্চয় জানি যে আমার দ্বারা তোমার যৎপরোনাস্তি অপকার সাধিত হইয়াছে।

দেবকী কংসের এইরূপ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অপূর্ণ লোচনে কাতরস্বরে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মাতার ন্যায় কহিতে লাগিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর। তুমি কালস্বরূপ হইয়া আমার সমক্ষেই যে আমার পুত্রগণকে নিহত করিয়াছ তাহাতে আমি তোমার অণুমাত্র দোষ দিব না। কৃতান্তরূপী কালই তাহার প্রধান কারন। গর্ভকৃন্তন জনিত তোমার এই অপরাধ আমি ক্ষমা করিলাম। তুমি আর আমার পদতলে পড়িয়া স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের নিন্দাবাদ করিও না। কি গর্ভ শয্যা, কি বাল্যাবস্থা, কি তারুণ্য, কি বার্দ্ধক্য কোন অবস্থাতেই মৃত্যু প্রতিনিবৃত্ত হয় না, এ সমস্তই কালের পরিপাক সুতরাং তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র তাহাতে আর সংশয় কি? পুত্র না হইলে হয় নাই বলিয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলাম না এই একমাত্র ক্ষোভ; কিন্তু হইয়াও যে না হওয়া হইল ইহা কেবল

বিধিবিলসিত ভিন্ন আর কি বলিব। অতএব হে পুত্র! তুমি গমন কর, আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছি ইহা আর মনে করিও না, প্রাক্তন কর্ম্মফল ও মাতা পিতার দোষেই পুত্র জাতমাত্রেই বিপন্ন হয়, ইহাতে আর কাহার দোষ দিব।

কংস দেবকীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু স্বানুষ্ঠিত কার্য্য বিফল হইল ভাবিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হৃদয়ে গমন করিল এবং তৎকালে চিন্তানলও প্রদীপ্ত হইয়া তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল।

৬০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বসুদেব ইতঃপূর্ব্বেই রোহিণীকে নন্দালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন তথায় রোহিণী পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর মুখকান্তি এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছেন। অতঃপর একদা গোপপতি নন্দ মথুরা নগরে আগমন করিলে বসুদেব তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন গোপবর! তুমি যশোদার সহিত ব্রজে প্রতিগমন করিয়া এই শিশুদ্বয়ের যথাবিধি জাতকর্ম্মাদি সমাধা কর এবং যাহাতে ইহারা উভয়েই সুখ স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত ও বুদ্ধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবে। ঘশোদা নন্দনের ন্যায় আমার পুত্র রোহিণী তনয়কেও তুল্য স্নেহ ও সমযত্নে প্রতি পালন করিবে। আমি এই পুত্র হইতেই পিতৃ লোকের নিকট পুত্রবান্ বলিয়া অভিহিত হইব। আমি একাল পর্য্যন্ত একটা পুত্রেরও মুখ দর্শন করিতে পারি নাই। আমি বিজ্ঞ হইলেও এই নির্দ্দয় শিশুঘাতী কংস ভয়ে নিতান্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। হে গোপরাজ নন্দ! তুমি বিশেষ সাবধান হইয়া যাহাতে আমার এই শিশু সন্তানটী রক্ষা পায় তাহার উপায় বিধান করিবে। শিশু পালনে অনেক বিঘ্ন ও বিপত্তি উপস্থিত হয়। আমার পুত্র জ্যেষ্ঠ, তোমার এটী কনিষ্ঠ, এই উভয়কেই সমদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে। এই সমবয়স্ক বালকদ্বয় কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যাহাতে সকলের প্রীতি বর্দ্ধন ও গোষ্ঠের শোভা সম্পাদন করিতে পারে তাহাতেও অবহিত থাকিবে। সকলেই বাল্যকালে ক্রীড়াসক্ত, অজ্ঞান, উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, তুমি এসকল বিষয়েও মনোযোগ রাখিবে। তুমি বৃন্দাবনে ঘোষপল্লীতে কদাচ বাস করিবে না। তথার পাপাত্মা কেশী সরীসৃপ, কীট ও শকুনি হইতে বিলক্ষণ ভয় আছে। আর গোষ্ঠেও গো ও বৎসগণ হইতে সর্ব্বদা ইহাদিগকে রক্ষা করিবে। হে নন্দ! রাত্রি শেষ হইয়াছে আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র প্রস্থান কর। ঐ দেখ তোমাকে সতর্ক করিবার জন্যই যেন পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কলরব করিয়া উঠিল।

অনন্তর নন্দ মহাত্মা বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট ও অনুজ্ঞাত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যশোদার সহিত দিব্য যানে আরোহণ করিলেন। এবং কুমারকে ও কুমারস্কন্ধ বাহ্যশিবিকাতে সমাহিতচিতে আরোহণ করাইলেন। অনন্তর যমুনাতীর সন্নিহিত সলিল ভূয়িষ্ঠ সুশীতল বায়ু সেবিত নির্জ্জন প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন অদূরে গোবর্দ্ধন গিরি কাননোপকণ্ঠে যমুনা পুলিনোপরি এক পরম রমণীয় জনপদ শোভা পাইতেছে। ঐ স্থান হিংস্র শ্বাপদশূন্য লতাগুল্মাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকাতে শীতল, মন্দমারুত হিল্লোল সম্পর্কে স্নিগ্ধ ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। পয়স্যন্দিনী পয়স্বিনীগণ তথায় তৃণভক্ষণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে অপূর্ব্ব জলাশয় সমসোপান পরম্পরায় পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা বৃষভগণের স্কন্ধাঘাতে ও বিষাণ সঙ্ঘর্ষণে পাদপশ্রেণীর ত্বক্ সমুদায় উন্মথিত হইয়া গিয়াছে উহার বনভাগ আমিষভোজী শ্যেন প্রভৃতি পক্ষি সমাকীর্ণও শৃগাল সিংহ প্রভৃতি বিবিধ বসা মাংসভুক দুষ্ট সত্ত্বদ্বারা পরিপূর্ণ। কোথাও শার্দ্দূলগণের ভীষণ শব্দে বনস্থল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার অন্যত্র কত কত পক্ষী বিচরণ করিতেছে। কোথাও বা স্বাদুফলভরে

অবনত হইয়া বিটপিরাজি বিরাজ করিতেছে, কোন স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণাস্তরণ দ্বারা ভূভাগ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানের নাম গোব্রজ। ইহার চতুর্দ্দিকে গোবৎস সকল হম্বারব করিয়া বেড়াইতেছে এবং গোপগণও শুভ শব্দে তাহাদিগকে শান্ত করিতেছে। স্থানে স্থানে গোপনারীগণ সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভালাপে পরম কৌতুকে কালাতিপাত করিতেছে। কোন স্থানে শকট সমুদায় গোলাকারে স্থাপিত রহিয়াছে। শস্য ক্ষেত্র সমুদায় কণ্টকাবৃতিদ্বারা বেষ্টিত এবং উহার প্রান্তভাগে বৃহৎ বৃহৎ বনপাদপ সকল পতিত রহিয়াছে। কোথাও বৎস বন্ধনোপযোগী রজ্জুসমাযুক্ত কীলক সকল প্রোথিত কোথাও বা করীষরাশি প্রকীর্ণ রহিয়াছে। কুটী ও মঠ সমুদায় কটদ্বারা আচ্ছন্ন। তত্রত্য জনগণ সকলেই হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ সকলেই প্রফুল্ল হৃদয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে সকল পতিত, কোথাও বা মন্থনদণ্ডের ঘর্ঘর শব্দ সমুদ্ভূত হইতেছে। কোথাও তক্র প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া তত্রত্য ভূপৃষ্ঠ আর্দ্র করিয়া ফেলিয়াছে এবং গোপাঙ্গনাদিগের মন্থান বলয়ের শব্দে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতেছে। অন্য স্থানে কাক পক্ষধারী গোপবালকগণ ক্রীড়াসক্ত হইয়া কোলাহল করিতেছে। গোরক্ষণ বাটীর দ্বার সমুদায় অর্গল রুদ্ধ ও তন্মধ্যে গোস্থান অতি পরিপাটী লক্ষিত হইতেছিল। কোথাও ঘৃতপাক আরম্ভ হওয়াতে তত্রত্য বায়ুসুরভিত হইয়া গৃহাঙ্গণ আমোদিত করিয়াছে। তরুণীগণ কেহ নীল, কেহ পীত বসন পরিধান করিয়া জনপদের অপূর্ব্ব শোভ সম্পাদন করিতেছে, আর কতকগুলি সখীভাবাপন্ন গোপকন্যা বনপুষ্পভরণে সুশোভিত হইয়া স্তনাবরণ পরিধানপূর্ব্বক যমুনাতীর দিয়া জলকলস মস্তকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে। মহামতি নন্দ হৃষ্টান্তঃকরণে সেই গোব্রজে প্রবেশ করিবামাত্র গোপবৃদ্ধগণ এবং বর্ষীয়সী গোপনারীগণ তাঁহার প্রত্যুদগমন করিল। অনন্তর বসুদেব রমণী দেবী রোহিণী যথায় অবস্থান করিতেছিলেন তথায় এক রমণীয় গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। বসুদেবও অবিলম্বে রোহিণী সুন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তদীয় নবোদিত দিবাকর তুল্য কৃষ্ণকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

৬১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গোপপতি নন্দ পূর্ব্বে এই স্থানে বাস করিতেন না বলিয়া তথায় গোপত্ব সম্পাদন করিতে তাঁহার বহুকাল অতিক্রান্ত হইল। যথা সময়ে বালকদ্বয়ের নামকরণ সম্পাদন করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম সঙ্কর্ষণ, কনিষ্ঠের নাম কৃষ্ণ রাখিলেন। বালকদ্বয় কৃতনামধেয় হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নবনীরদ-শ্যাম-কলেবর ভগবান্ হরি এই দেহান্তরগত কৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়া সাগরস্থিত অম্বুদের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। একদা কৃষ্ণ শকটের নিম্নদেশে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে যশোদা তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া স্নানার্থ যমুনায় গমন করিলেন। অনন্তর তিনি জাগরিত হইয়া হস্ত পদ বিক্ষেপ দ্বারা শৈশব সুলভ ক্রীড়া করিতে করিতে মধুরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে পাদদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক একপদ প্রহারে শকট উলটাইয়া ফেলিয়া স্তন্যপানাকাঙ্ক্ষায় রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে যশোদা স্নান সমাধানান্তে আর্দ্র শরীরে বদ্ধবৎসা সুরভির ন্যায় দ্রুতপদে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন কিঞ্চিন্মাত্রও

বায়ুর সঞ্চার নাই অথচ শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি ভরবিহ্বলচিত্তে হাহাকার শব্দ করিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি এইকাণ্ড করিল তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন বালক কুশলে আছে উহার কোন অনিষ্টপাত হয় নাই তখন তাঁহার হর্ষ ও ভয় যুগপৎ উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিলেন বৎস! তোমার পিতা নিতান্ত কোপন স্বভাব তিনি এ কথা শুনিলে আমায় কি বলিবেন! আমি কি জন্য তোমাকে শকটের নিম্নে নিদ্রিত দেখিয়া সহসা যমুনায় গমন করিলাম। আমার এ দুষ্ট স্নানের কি প্রয়োজন ছিল? নদী গমনেরই বা আমার আবশ্যকতা কি? আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই যে আমি তোমাকে কুশলী দেখিলাম।

এই সময়ে কাষায়বস্ত্রযুগলধারী নন্দ বন হইতে গোধন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন তাহার চক্রমৌলী শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, যুগ কাষ্ঠ দূরে নিক্ষিপ্ত এবং অক্ষ সমুদায় ভগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত ভীত ও ত্বরিত পদে আসিয়া বাষ্পকুল লোচনে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমার পুত্র আমার বালক কুশলে আছেত? উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বাসভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন পুত্র নির্ব্বিঘ্নে স্তনপান করিতেছে। তখন তিনি সুস্থ হইয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন। বৃষ উদ্ধত হয় নাই তবে কে আমার এ শকট বিপর্য্যস্ত কারিল? তখন যশোদা শঙ্কিত হৃদয়ে গদগদ স্বরে কহিলেন, কে ঐ শকট ঐরূপে উল্টাইয়া ফেলিয়াছে তাহার আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। আর্য্য! আমি বস্ত্র প্রক্ষালনার্থ যমুনায় গমন করিয়াছিলাম, আসিয়া দেখিলাম শকট ঐভাবে পড়িয়া আছে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে কয়েকটী বালক বলিয়া উঠিল—কেন, আমরা এইখানে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতেছিলাম দেখিলাম তোমার বালকই একপদ প্রহারেই শকট উল্টাইয়া ফেলি। এই কথা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগ্নচক্রের অক্ষ সমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশপূর্ব্বক শকট সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

৬২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে ভোজপতি কংসের ধাত্রী পূতনা সর্ব্বপ্রাণি ভয়ঙ্কর ঘোর শকুনি বেশধারণ করিয়া অর্দ্ধরাত্র সময়ে ক্রোধে পক্ষদ্বয় বিধূনন করিতে করিতে নন্দালয়ে উপস্থিত হইল। সেই ব্যাঘ্র নির্ঘোষনাদিনী পূতনা তথায় আসিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে শকটাক্ষ ক্ষীর প্রস্রবণে সিক্ত করিয়া নখর দ্বারা চক্র বিলিখন করিতে লাগিল। সে সময়ে ব্রজবাসী সমস্ত লোক ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। পূতনা অবসর বুঝিয়া কৃষ্ণকে স্তন পান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণও স্তন পান করিতে করিতে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত পান করিয়া ফেলিলেন। অনতি বিলম্বেই সেই পূতনা ছিন্নস্তনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। সেই শব্দে সমস্ত জনপদবাসীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গোপপতি নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপগণ শব্দ শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শব্দানুসারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল পূতনা চেতনা শূন্য ও ছিন্ন পয়োধরা হইয়া বজ্রবিদারির ন্যায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে

ভীত ও বিস্মিত হইয়া এ কি কাণ্ড! কেইবা একাজ করিল! কি আশ্চর্য্য! এরূপ অদ্ভুত ও আকস্মিক ঘটনাতো আমরা আর কখন দেখিনাই এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ সকলেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইলেন। কিন্তু উহার প্রকৃত কারণ কেহই অবধারণ করিতে পারিল না। অবশেষে কেবল কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য এই কথা বলিতে বলিতে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল।

অনন্তর নন্দও বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া সসভ্রমে যশোদাকে কহিতে লাগিলেন, কি কাণ্ড হইতে লাগিল আমি ত' ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বিষম বিস্ময় ও ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হে ভীরু! আমার শঙ্কা হইতেছে পাছে এই পুত্রটীর কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যশোদা নিতান্ত ভীতচিত্তে কহিতে লাগিল, নাথ! আমিওত ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই, বালককে ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রিত ছিলাম, বিষম শব্দে আমাকে জাগরিত করিয়াছে। যখন এইরূপ নানা তর্কবিতর্কেও কি নন্দ, কি যশোদা, কি অন্যান্য বন্ধু বান্দবগণ কেহই উহার কিছু অবধারণ করিতে সমর্থ হইল না। তখন কংস হইতে ভয় সম্ভাবনা মনে করিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন।

৬৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ্ অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে সৌম দর্শন বালকদ্বয় জানুদ্বারা ইতস্ততঃ গমণ করিতে শিখিলেন। তখন তাহাদের বালকত্ব নিবন্ধন সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এক ইইয়া উঠিল। উভয়েরই একরূপ শরীর সৌন্দর্য্য, একরূপ শয্যা, একরূপ উপবেশন, একরূপ অশন, এক রূপ বেশভূষা, এবং শরীর পুষ্টিও একরূপ হইতে লাগিল। বালকদ্বয়কে দেখিলে বোধ হয় উভয়েই এক আধার হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং একমাত্র দেহই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। উহাদের কি কার্য্য কি বীর্য্য উভয়ই সমান। এই বালকদ্বয় সেই বাল্যাবস্থাতেই নবোদিত চন্দ্র ও বালার্কসদৃশ তেজঃপুঞ্জ শরীরকান্তি অবলম্বন করিয়া কখন দেবভাব, কখন বা মনিষীভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক জনগণকে মোহিত করিতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান নারায়ণ দেবকার্য্যার্থ পৃথিবীতে গোপবালক রূপে অবতীর্ণ হইয়া অম্বরতলে চন্দ্র সূর্য্য কিরণ, সূর্য্য চন্দ্র কিরণেগ্রস্ত হইয়াই যেন পরস্পরাসক্ত ক্রীড়া করিতে মনোনিবেশ করিলেন। ভুজঙ্গ ভোগতুল্য ভীষণ ভুজ সমাযুক্ত বালকদ্বয় কখন পাংশু দিগ্ধাঙ্গ হইয়া দৃপ্ত করি শাবকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন ভস্মানুলিপ্ত কখন বা করীষ, কখন গোময় লিপ্ত শরীরে কুমার বেশধারী অগ্নির ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে জানু ঘর্ষণপূর্ব্বক বৎসশালা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলে: তদ্দর্শনে পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কখন তাঁহারা সমীপাগত ব্যক্তি বিশেষকে উদ্বেজিত করিয়া অনুদিত হইতেন। কখন বা মস্তকাবলম্বী কেশগুচ্ছ তাঁহাদের নেত্রোপরি নিপতিত হইয়া দৃষ্টি পথ আকুলিত করিত; কিন্তু কিছুতেই সেই চন্দ্রবদন সুকুমার কুমারদ্বয়ের গতি রোধ করিতে পারিত না। তাঁহারা পরম কৌতুহলে স্বেচ্ছানুরূপ ব্রজের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন, এইরূপে বালকদ্বয় এরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন যে পিতা তাহাদিগকে আর নিবারণ করিতে পারেন না। অনন্তর একদা যশোদা নিতান্ত

ক্রুদ্ধ হইয়া কমললোচন কৃষ্ণকে শকট সমিধানে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার কটিদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া বারম্বার ভৎসনা করিতে করিতে উলূখলে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কহিলেন, বৎস! তুমি এইবারে যাও দেখি কেমন করিয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া পুনরায় গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। যশোদা যেমন অনন্যমনা হইয়া গৃহ কার্য্যে আসক্ত হইলেন, কৃষ্ণও অমনি বাল্য লীলা প্রখ্যাপন এবং ব্রজবাসিগণের বিস্ময়োৎপাদনের নিমিত্ত বন্ধনাবস্থায় উলূখলের সহিত গৃহাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহের অনতিদূরে যমলার্জ্জুন নামে দুই বৃক্ষ ছিল। কৃষ্ণ উলূখল আকর্ষণ করিতে করিতে তন্মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, সহসা উলূখল ঐ বৃক্ষে রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গতি রোধ করিল। তখন তিনি বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিঞ্চিৎদূর হইতে ঐ বৃক্ষমূল রুদ্ধ উলূখল বলপূর্ব্বক আকর্শণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার

সেই আকর্ষণবেগে ক্ষণকাল মধ্যে বৃক্ষদ্বয় সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল এবং তাহার শাখা সমুদায় একবারে পূর্ণ হইয়া গেল। কৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। গোপগণকে স্বকীয় বল প্রদর্শন করাই তাঁহার এরূপ কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার বন্ধন রজ্জু আকর্ষণ প্রভাবে বিলক্ষণ দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছিল, যমুনাতীর পথবাহিনী গোপনারীগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত-হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে যশোদার নিকট উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিল, ‘যশোদে! শীঘ্র আইস শীঘ্র আইস বিলম্ব করিও না, দেখ কি ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে! ব্রজে যে দুই যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ ছিল, যাহাকে আমরা পূজা করিয়া কত অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতাম, সেই বৃক্ষ দুইটাই তোমার পুত্রের উপর নিপতিত হইয়াছে। আহা! বাছা দৃঢ়বদ্ধ বংসের ন্যায়, তাহার মধ্যে বন্ধনাবস্থায় থাকিয়া এখনও হাসিতেছে। অয়ি পণ্ডিত মানিনি! তুমি আপনাকে বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে কর কিন্তু তোমার মত বুদ্ধি শূন্য স্ত্রীলোক আর আমরা জগতে দেখি না। তুমি তোমার পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া কোন প্রাণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ আহা! বাছা কোথায় গিয়াছে তাহা তোমার মনেও পড়ে না। আহা বাছা মৃত্যু মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন উঠ, শীঘ্র যাও বাছাকে লইয়া আইস।

যশোদা সহসা এই কথা শুনিবামাত্র ভয়ে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতে করিতে তথার উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন সেই বিশাল বৃক্ষদ্বয় পতিত হইয়াছে তন্মধ্যে স্বকীয় শিশু বন্ধনাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া উলূখল আকর্ষণ করত হাস্য করিতেছে, এদিকে সেই সংবাদ শ্রবণে গোপগণের মধ্যে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল, ব্রজবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই আচর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল কি আশ্চর্য্য! ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, বজ্রপাত নাই, হাওয়ার সংঘর্ষণ নাই, তবে এই একটা পল্লী সমান আয়তন বৃক্ষদ্বয়কে কে পাতিত করিল? কিরূপেই বা ইহারা এরূপে উন্মোলিত হইল? হায় এই বৃক্ষ দুইটী উৎপাটিত হওয়ায় এস্থানের আর সে শ্রী নাই। আহা এই বৃক্ষ দুইটা যেন তোয়শূন্য জলদের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেহ কহিল আহা এই বৃক্ষ দুইটাই আমাদের এই ঘোষ পল্লীর কেমন শোভা সম্পাদন করিত। অন্য আর একজন গোপপতি নন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিল দেখ নন্দ! এই বৃক্ষ দুইটী তোমার উপর কেমন সদয়, উহারা উভয়েই সমুলে পতিত হইয়াছে কিন্তু

তোমার পুত্রের কিছুমাত্র অনিষ্ট করে নাই। এই ঘোষ পল্লীতে দেখিতেছি বিষম উৎপাত আরম্ভ হইল। প্রথমে শকট ভঙ্গ, তাহার পর পূতনা বিনাশ, এই দুই মহোৎপাত পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি এই অর্জ্জুন বৃক্ষ পতনরূপ তৃতীয় উৎপাতও সামান্য নহে। ফলতঃ এস্থানে আর বাস করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ এইরূপ উৎপাত শুভ লক্ষণ নহে।

তখন গোপপতি নন্দও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কৃষ্ণকে উলূখল হইতে মুক্ত করিয়া ক্রোড়ে করিলেন। যেমন মৃত ধন পুনরাগত হইলে পুনঃ পুনঃ অবলোকনেও লোকের তৃপ্তি হয় না সেইরূপ নন্দও কমলোচন কৃষ্ণকে বহুক্ষণ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার নয়নদ্বয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। অনন্তর যশোদাকে ভৎসনা করিতে করিতে পুত্র লইয়া গৃহাভিমূখে গমন করিলেন। তখন অন্যান্য গোপগণ সকলেই স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিল, এই সময়ে ভগবান কৃষ্ণ উদরে দাম বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তত্রত্য গোপীগণ তাঁহাকে দামোদর বলিয়া আহ্বান করিত। সুতরাং তদবধি তিনি জগতে দামোদর নামে অভিহিত হইয়াছেন। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ যখন নিতান্ত শিশু তৎকালে ঘোষ পল্লীতে তাহার এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

৬৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ উভয়ের বাল্যাবস্থা উংক্রান্ত হইলে ক্রমে বয়ঃক্রম সপ্তবর্ষ পূর্ণ হইল। তখন সেই কাকপক্ষধারী গোপবালকদ্বয় নীল ও পীত বসন পরিধানপূর্ব্বক শ্বেত ও পীত চন্দনে দিগ্ধাঙ্গ হইয়া গোবৎস চারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তাঁহারা গোচারণে প্রবৃত্ত হইয়া সুমধুর পর্ণ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করিতেন, তখন তাঁহারা পন্নগরাজ ত্রিশীর্ষের ন্যায় শোভমান হইতেন। উভয়েই কর্ণে ময়ূর পক্ষ, মস্তকে পল্লব ও অরবিন্দ ভূষণ, বক্ষঃস্থলে বনমালা ধারণ করাতে অচিরজাত কুসুম পরিশোভিত বনস্পতির শোভাহরণ করিলেন এবং গলে রজ্জু যজ্ঞোপবীত, করে তুম্ব ধারণ করিয়া বেণু বাদনপর হইয়া কোথায়ও হাস্য পরিহাস কোথায়ও ক্রীড়া, কোথায়ও বা পর্ণশয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুষুপ্তি সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৎস পরিচারণপূর্ব্বক বনস্থলীকে শোভিত করিয়া চঞ্চল অশ্বশিশুর ন্যায় মনের অনুরাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা শ্রীমান্ দামোদর অগ্রজ বলরামকে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এবনে গোপালগণের সহিত আর আমাদের ক্রীড়া করা বিধেয় হইতেছে না। এ সমুদয় কাননই আমাদের কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া এখন নিতান্ত হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। দেখুন আর সে তৃণ নাই, সে কাষ্ঠ নাই, পাদপও নাই। গোপগণ প্রায় ইহার সমস্ত বৃক্ষই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার যে সমুদায় অংশ ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপসমূহে পরিপূর্ণ থাকাতে পূর্ব্বে দৃষ্টি গোচর হইত না এখন তথায় অনায়াসে নির্ম্মল আকাশের ন্যায় সুখে দৃষ্টি সঞ্চার হইতেছে। গোষ্ঠে ও বৃতিবেষ্টনে, যে সমুদায় বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল, তৎসমুদায়ই অক্ষয়কান্তি গোপগণের গোষ্ঠাগ্নিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে

তৃণকাষ্ঠ সকল নিকটেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এখন উহা অতি দূর হইতে নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া আহরণ করিতে হয়, আর এ বনে জলাশয় ও নিতান্ত অল্প এবং বনস্পতি সকল এরূপ বিরল হইয়া উঠিয়াছে যে বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে আর বিশ্রাম স্থান পাওয়া যায় না। বৃক্ষ সকল অকর্ম্মণ্য হওয়াতে পক্ষিগণ এ বন পরিত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং যেখানে তৃণকাষ্ঠ জলাশয় ও আশ্রয় স্থান সমুদায়ই এরূপ বিরল হইয়া উঠিল তথায় আর কিরূপে অবস্থান করা যায়। এখানে আর সে আনন্দ নাই, সে অনুরাগ নাই, সে সুখস্পর্শ মারুত সঞ্চার নাই, সে বিহঙ্গকুলও নাই। এস্থান এখন নিব্যঞ্জন অন্নের ন্যায় শূন্য ও অতৃপ্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। এই বনজাত তৃণকাষ্ঠ নিরন্তর বিক্রীত হওয়াতে সমুদায় অরণ্য উৎসন্ন প্রায় হইয়া ঘোষপল্লী এখন নগর হইয়া উঠিল। শৈলের ভূষণ ঘোষ, ঘোষের ভূষণ বন, বনের ভূষণ গোধন, ঐ গোধনই আমাদের একমাত্র উপায়। অতএব যেখানে প্রভূত পরিমাণে তৃণকাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় চলুন আমরা সেই স্থানেই গমন করি। ধেনুগণ নবতৃণাস্বাদনে নিতান্ত উৎসুক। অতএব ধনবান্ ব্রজবাসীদিগের নবতৃণবহুল প্রদেশে গমন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট গৃহক্ষেত্র, দ্বার অথবা প্রাচীর বেষ্টনাদি কিছুই নাই। চক্রচারী পক্ষিকুলের ন্যায় ব্রজবাসীরা যখন যেখানে বাস করেন সেই স্থানই ব্রজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানকার শষ্পজাত গোময় ও গোমূত্রদ্বারা সিক্ত হইয়া ক্ষারবৎ বিস্বাদ হইয়া পড়িয়াছে। ধেনুগণ আর এ তৃণ ভোজন করিতেছে না, ভোজন করিলেও উহা দুগ্ধের অনুকূল নহে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে নবতৃণদলাচ্ছন্ন বিবিধ বনপাদপ পরিশোভিত রমনীয় সমতলক্ষেত্রে গোধন লইয়া প্রস্থান করি এবং শীঘ্র এস্থান পরিবর্ত্তন করি। শুনিতে পাই অনতিদূরে যমুনাতীরে এক অতি পরম রমণীয় বৃন্দাবন নামে বন আছে। তথায় পর্য্যাপ্ত তৃণ, স্বাদু ফল ভারাবনত বৃক্ষশ্রেণী পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঝিল্লি অথবা কণ্টকের নামও নাই। কদম্ব বৃক্ষে সমুদায় বন আছন্ন। তথায় সুশীতল বায়ু সতত সঞ্চরণ করাতে বনস্থলী স্নিগ্ধ ও সুখ সেব্য হইয়াছে, ঋতু সমুদায়ই যুগপৎ বিরাজ করিতেছে। উহার চারুচিত্র বনান্তরও গোপীগণের সুখসঞ্চার স্থান হইতে পারিবে। বনের অনতিদূরে অত্যুচ্চ গোবর্দ্ধন নামক একটী পর্ব্বত আছে। ঐ অত্যুচ্চ শিখর গোবর্দ্ধনগিরি নন্দনকাননস্থ মন্দরগিরির ন্যায় পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার মধ্যে উর্দ্ধে যোজন বিস্তৃত প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ন্যগ্রোধ বৃক্ষ এবং গাগনাবলম্বী নীল মেঘ সন্নিভ ভাণ্ডীর বন শোভা পাইতেছে। ঐ উভয়ের মধ্যদিয়া কলিন্দনন্দিনী যমুনা সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখিলে বোধহয় নন্দনবনের মধ্যদিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, ঐ স্থানে বিচরণ ও রমণীয় কালিন্দী সন্দর্শনে আমাদের নয়নের চরিতার্থতা লাভ হইবে। ফলতঃ ঐ স্থান সে সর্ব্বাবয়বে আমাদের যোগ্য বাসস্থান হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব সেই স্থানই ঘোষদিগের বাসস্থান হউক। এ নির্গুণ স্থান পরিত্যাগ করুন। এক্ষণে কোন একটা বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়া উহাদিগের ভয়োৎপাদন করিতে হইতেছে।

হে মহারাজ! ধীমান বাসুদেব বলরামকে এই কথা কহিতে কহিতে ক্ষণকাল চিন্তা করিবা মাত্র তাহার শরীর হইতে রক্তমাংসবসালোলুপ শত শত ঘোর দর্শন বৃক প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সমুদায় ভয়ঙ্কর বৃক দেখিয়া ব্রজবাসী, কি ধেনু, কি বৎস, কি গোপবৃদ্ধ, কি

গোপাঙ্গন সকলেরই অন্তঃকরণে অতি বিষম ভয় সঞ্চার হইল। তাহারা কোন দলে পাঁচ, কোন দলে দশ, কোন দলে বিংশতি কোন দলে ত্রিংশৎ, কোন দলে পঞ্চাশৎ কোন দলে শত প্রভৃতি মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই শ্রীবৎস লক্ষণাক্রান্ত কৃষ্ণ শরীর সম্ভূত কৃষ্ণ বদন, গোপকুল বিত্রাসক বৃক সমুদায় বৎস ভক্ষণ, রজনীতে বালক হরণ প্রভৃতি উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল এবং ব্রজধামবাসীদিগকে উৎসন্ন প্রায় করিয়া তুলিল। তখন গোপগণের মধ্যে ঘোরতর ভয় সঞ্চার হওয়াতে কেহ আর বনে প্রবেশ কি গোচারণ, কি বন হইতে কিছু আহরণ অথবা নদী মজ্জন প্রভৃতি কোন কার্য্য করিতেই সাহস করিতে পারিল না। তাহাদিগের ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অবশেষে সমস্ত ব্রজবাসী একবারে নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। সকলেই সমবেত হইয়া এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল।

৬৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এইরূপে বৃকগণ নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে ব্রজবাসী সমস্ত লোক সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। পরস্পর কহিতে লাগিলেন, যে বৃকগণ এখনও আমাদের সর্ব্বনাশ করে নাই। সেই পিঙ্গলকায় কৃষ্ণবক্ত্র বিশাল দশন নখকর্ষী বৃকগণ রাত্রিযোগে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। আমার পুত্র আমার ভ্রাতা, আমার বৎস, আমার গোধন বৃকে বিনাশ করিল বলিয়া ব্রজবাসীরা গৃহে গৃহে রোদন করিতেছে। তাহাদিগের রোদনধ্বনি এবং ধেনুগণের হম্বারবে এখানে বাস করাই দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। অদ্যই আমরা গোধন সমভিব্যাহারে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি। এক্ষণে যে স্থান আমাদের ও ধেনুগণের সুখসেব্য সেই স্থান মনোনীত করাই বিধেয়। মহৎ বন বৃন্দাবনই আমাদের সেই যোগ্য বাসস্থান হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অতএব আমরা সকলে সেই স্থানে গমন করি।

অনন্তর গোপপতিবৃন্দ বৃন্দাবনে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে গোপগণ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন শুনিয়া বৃহস্পতির ন্যায় মহৎ বাক্যে কহিলেন, যদি আমাদের বৃন্দাবনে গমন করাই শ্রেয়ঃসাধন হয় তবে আর বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র সকলকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ কর। অদ্যই আমাদের তথায় গমন করা স্থির সিদ্ধান্ত। অনন্তর ঘোষপল্লীতে এইরূপে ঘোষিত হইল যে তোমরা ধেনু ও বৎসগণকে শীঘ্র বৃন্দাবনে প্রেরণ কর এবং তীগু ও সমারোপিত শকট সকল যোজিত করিয়া সত্বর প্রস্তুত হও। এস্থান হইতে বৃন্দাবনে উপনিবেশ স্থাপনার্থ গমন কর। মহামতি নন্দের এই সাধুভাষিত শ্রবণ করিয়া সকলেই বৃন্দাবনে গমন করিবার জন্য মহাব্যগ্র হইয়া পড়িল। তখন উঠ, চল, আমরা চলিলাম, কেন বসিয়া আছ, যাও শকট যোজনা কর—এইরূপে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। সেই সাগর নির্ঘোষের ন্যায় উত্থান কোলাহলে ঘোষপল্লী পরিপূর্ণ হইল। গোপীগণ যখন গর্গরী ও ঘট মস্তকে ব্রজ হইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহির্গত হইতে লাগিল তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমণ্ডল হইতে তারাবলী স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগের স্তনাবরণ নীল, পীত ও অরুণ বর্ণে রঞ্জিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন পথিমধ্যে ইন্দ্রধনু সমুদিত হইয়াছে। পথগামী গোপগণের মধ্যে কাহার কাহার স্কন্ধে দামভার লম্বিত থাকাতে সঞ্চারশীল মঞ্জরিত বটবৃক্ষের ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। পরম সুন্দর দীপ্তিশালী শকট নিবহে ব্রজপদবী আকীর্ণ হইলে সমুদ্রসলিলে বায়ুবেগচালিত পোতসমূহের শোভা ধারণ করিল। এইরূপে ক্ষণকালেরমধ্যেই সেই ব্রজভূমি জনশূন্য হওয়াতে মরুভূমি তুল্য হইয়া উঠিল। কেবলমাত্র দ্রব্য সমূহের কণা সমুদয় প্রকীর্ণ থাকাতে কাকনিচয়ে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

এদিকে ক্রমে ক্রমে ঘোষবৃন্দ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ধেনুগণের হিত সাধনার্থ তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। শকট রক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। উহার মধ্যভাগ একযোজন প্রশস্ত এবং দুইযোজন দীর্ঘ। ঐ স্থানের পর্য্যন্তভাগে শকট সমুদায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত হইল।

চতুর্দ্দিকে কণ্টকাকীর্ণ শাখাসঙ্কুল দ্রুম এবং সকণ্টক বল্লী রোপণ দ্বারা সম্যক্ রক্ষিত হইল। মন্থন রজ্জু সমাযুক্ত মন্থন দণ্ড, জলপ্রোক্ষিত মন্থন ভাণ্ড, রজ্জু সমাকীর্ণ কীলক স্তম্ভ সংযত পরিবর্ত্তনশীল শকট, গর্গরী মধ্যবর্ত্তি মন্থনদণ্ডের উপরিভাগে পাশ, তদুপরি মনভাণ্ড প্রচ্ছাদনার্থ ছিন্ন শাখাবলম্বী তৃণ নির্ম্মিত কট সমুদায়, পবিত্র ধেনুরক্ষণ স্থান, উদূখল, পূর্ব্বমুখস্থিত দীপ্যমান হুতাশন, বস্ত্র ও চর্ম্মাচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক এই সমুদায় যথা স্থানে স্থাপিত হইল। গোপাঙ্গনারা জলানয়নার্থ গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে বৃন্দাবনের শোভা পর্য্যবেক্ষণ এবং পাদপসমূহের শাখা সমাকর্ষণ করিতে লাগিল। কি যুবা, কি বৃদ্ধ সমস্ত গোপগণ মহা ব্যগ্র হইয়া কুঠার হস্তে বন প্রবেশ পূর্ব্বক কাষ্ঠাহরণ ও বৃক্ষচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। এই সুস্বাদু ফল মূল পরিশোভিত জলাশয় বিশিষ্ট রমণীয় কাননে গোপগণের উপনিবেশ সংস্থাপিত হওয়াতে ঐ স্থান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। গাভীগণ নন্দনকানন সদৃশ বিবিধ বিহগকুলকূজিত বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইয়া কামদুঘা হইয়া উঠিল। ধেনু হিতাভিলাষী কৃষ্ণ পূর্ব্বেই এই স্থান মানসনেত্রে অবলোকন করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তথায় স্বয়ং বিচরণ করিয়া পরম পুলকিত হইতে লাগিলেন। মহামতি কৃষ্ণ যে সময়ে ব্রজাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তৎকালে ঘোর গ্রীষ্মের সময় বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র দেবগণ যেন অমৃতবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নব নব তৃণ সমুদায় বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ যেখানে স্বয়ং মধুসূদন লোক হিতার্থ বিরাজ করিতেছেন, তথায় মনুষ্য, ধেনু ও বৎসগণের অনিষ্টের সম্ভাবনা কি? সকলেই সেই কৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

৬৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সেই পরম সুন্দর বসুদেব তনয় কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনে গমন করিয়া বৎসযূথচারণে প্রবৃত হইলেন। তথায় গোপালগণের সহিত বনবিহার যমুনায় অবগাহন ও জলকেলি করিতে করিতে ক্রমে তাহাদিগের গ্রীষ্ম সময় অতিবাহিত হইল। অনন্তর কামোদ্দীপনী বর্ষা সমুপস্থিত হওয়াতে শক্রধনু-সমলঙ্কৃত হইয়া মহা মেঘ সমুদায় বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। ভূমি হইতে শস্পাঙ্কুর সকল উদ্ভূত হইল। প্রবল মেঘ বায়ু নবনীর শীকরে আর্দ্র হইয়া নবযৌবনশালিনী কামিনীর ন্যায় পৃথিবীতল পরিষ্কৃত করিল। নববর্ষা জলে সিক্ত হইয়া ইন্দ্রগোপকীট বনের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বন মধ্যে দাবানলের আর সম্পর্ক রহিল না। নব মেঘ দর্শনে কলাপধারী ময়ূর ময়ূরীগণ আহ্লাদে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কেকা রব করিতে আরম্ভ করিল। নব বর্ষাগমে কমনীয় কদম্বকুল বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিকের শোভা বিস্তার করিল। মধুপগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া মধুপান করিতে আরম্ভ করিল। কুটজ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বনস্থলীর হাস্য বিকাশ, কদম্বকুলের সৌরভে চতুর্দ্দিকে আমোদিত করিল। উষ্ণতা বিদূরিত বসুন্ধরা পরিতৃপ্ত হইল। পর্ব্বত শ্রেণী প্রখর সূর্য্য কিরণে ও দাবাগ্নিসন্তাপে নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে ধারাধর নিঃসৃত সলিলপাতে যেন উষ্ণোচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহামারুত সমুদ্ধৃত ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশতল অসংখ্য

রাজসদনাবৃত পৃথিবীতলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোথাও কন্দলী কুসুম হাস্য, কোথাও বা শিলীন্ধ্র পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রফুল্ল কদম্বকুসুমে বৃন্দাবন আলোকময় হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে নব জলধারা পতিত হওয়াতে পার্থিবগন্ধ সমুদ্ভূত ও বায়ু বেগবশে ইতস্ততঃ সঞ্চরিত হইয়া মানব হৃদয়ে অনঙ্গবিকার অঙ্কুরিত করিল। ভ্রমরগণের গুঞ্জন, ভেকগণের চীৎকার ধ্বনি, ময়ূরকুলের কেকারবে বসুন্ধরা পূর্ণ হইয়া উঠিল। নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিষম স্রোতোবেগ ও স্থানে স্থানে ঘোরতর আবর্ত্ত উপস্থিত করিল এবং তীরস্থিত বৃক্ষ সমুদায়কে পাতিত করিয়া সুদূর বিস্তৃত হইয়া উঠিল। নিরন্তর ধারা বর্ষণে পক্ষিগণ জড়প্রায় হইয়া আর্দ্রপক্ষে বৃক্ষ কোটরে নিস্পন্দভাবে নিলীন হইয়া রহিল। তোয়গর্ভ গগনাবলম্বী জলদাবলী ভীষণ শব্দে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলে, দিবাকর যেমন তাহার উদরে মগ্ন হইয়া রহিলেন। নূতন বৃক্ষের উদগম, সলিলপ্লাবন ও তৃণ সমুদয়ের পরিবর্দ্ধন বশতঃ গমনপদবী নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিল। বৃক্ষরাজি পরিশোভিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত, শিখর স্রোতোবেগে বজ্রাহত প্রায় বিদীর্ণ হইয়া অধঃপতিত হইতে লাগিল। জল স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখী, তদনুসারে মেঘ হইতে বৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ পর্ব্বতে পশ্চাৎ ধরাতলে নিপতিত হইয়া পল্বল, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় প্রপূরিত করিয়া বনরাজি প্লাবিত করিল। বন্য মাতঙ্গগণ শুণ্ডাদণ্ডের সহিত ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মেঘধ্বনিতুল্য শব্দ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘবৃন্দই অতিবৃষ্টির নিমিত্ত ধরাতলে নিপতিত হইয়াছে।

মহারাজ! এইরূপ প্রাবৃট প্রবৃত্তি ও নিবিড় জলদাবলী অবলোকন করিয়া রোহিণীনন্দন বলরাম কৃষ্ণকে কহিলেন, দেখ কৃষ্ণ, কেমন বলাকা বিভূষিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল যেন তোমারই গাত্র বর্ণ অপহরণ করিয়াই গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়াছে। এই কাল তোমার নিদ্রার সময়, এই সময়ে আকাশ তোমার গাত্রের উপমা ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রও এই সময়ে মেঘাবৃত হইয়া তোমার ন্যায় অজ্ঞাতবাস আশ্রয় করিয়াছেন। এই সময়ে নবনীরদ শ্যামবর্ণ নীলোৎপলকান্তি গগনমণ্ডল মেঘাকুলিত হওয়াতে কেমন ঘনতর শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে। এ দিকে দেখ গোবর্দ্ধন গিরির শিখরদেশ নীল নীরদ-সংযোগে যেন পৃথিবীকে বর্দ্ধিত করিতেছে। নদ নদীগণ যেন মদান্ধ হইয়াই অতি দর্পে মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। কৃষ্ণ-সারঙ্গগণ মদোন্মত্ত হইয়া কাননের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। এই সমুদায় হরিদ্বর্ণ কোমল শষ্পাবলী নববারি লাভে সন্তুষ্ট হইয়াই যেন শত শত পত্র উদিগরণপূর্ব্বক ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিতেছে। ফলতঃ এই ঘনাগম সময়ে কি শৈলশ্রেণী, কি কানন, কি শস্যক্ষেত্র, সকলেই সমশোভা ধারণ করিতেছে। হে দামোদর! প্রবল বায়ুবেগে উদ্ধূত হইয়া নব নীরদশ্রেণী প্রবাসীদিগকে ব্যাকুল করিবার জন্যই যেন প্রগল্‌ভতা সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। হে ত্রিবিক্রম! ঐ দেখ বাণ ও জ্যাবন্ধ রহিত ইন্দ্রধনু বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া তোমার মধ্যম পদে (আকাশ) কেমন সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। এ শ্রাবণ মাসে নভশ্চক্ষু ভগবান্ সূর্য্য আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছেন বটে কিন্তু আর তাদৃশ প্রভা নাই। সহস্ররশ্মি হইলেও এখন মেঘমণ্ডলে বীতরশ্মি হইয়া পড়িয়াছেন। চতুর্দ্দিকে বিশাল সমুদ্র সদৃশ মেঘমণ্ডল সমাকীর্ণ হইয়া অজস্র ধারাপাতে পৃথিবী আকাশ যেন পরস্পর সংযোজিত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে বৃষ্টি সহকৃত বায়ু নীপ, অর্জ্জুন ও কদম্ব কুসুমে পরিমল হরণ করিয়া মানব মনের অনঙ্গপীড়ার উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। মহা বর্ষা উপস্থিত, মেঘ

সমুদায় যেন লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, আকাশমণ্ডল অসীম অগাধ সমুদ্র সমন্বিত হইয়াই যেন শোভা পাইতেছে। আকাশ বারিধারারূপ নির্ম্মল নারাচ, বিদ্যুৎরূপ কবচ, শক্রচাপরূপ উৎকৃষ্ট শরাসন ধারণ করিয়া যেন যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। কি শৈলশ্রেণী, কি বনরাজি, কি বৃক্ষাবলী এ সমুদায়েরই শীর্ষদেশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অম্বরতল হস্তি সেনার ন্যায় জলবর্ষী মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সাগররূপ ধারণ করিয়াছে। দেখ এই সময়ের জললববাহী শীতল সমীরণ সমুদ্র সংক্ষোভ ও তৃণদলের উৎকম্পন বিধান করিয়া কেমন উদ্বেগকর হইয়া উঠিয়াছে। কি দিন, কি রাত্রি সমভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে অম্বরতলে চন্দ্র ও সূর্য্য একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছেন, দশ দিক ঘোর তিমিরে কবলিত সুতরাং দিনরাত্রির আর কিছুই বিভিন্নতা নাই। চতুর্দ্দিকে বায়ুচালিত শব্দায়মান মেঘ-সাহায্যে অম্বরতল যেন সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাগণ দিনকে রাত্রির ন্যায় মনে করিতেছে। দেখ, কৃষ্ণ! বৃন্দাবনে গ্রীষ্মজনিত ক্লেশ আর অনুভূত হইতেছে না, এখন এই কানন মেঘ শোভায় অলঙ্কৃত হইয়া নন্দনকাননের ন্যায় পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মহারাজ! এইরূপে বলবান শ্রীমান বলরাম কৃষ্ণের নিকট বর্ষাগুণ বর্ণনা করিতে করিতে ব্রজ ধামে গমন করিলেন। তথায় জ্ঞাতিজন সংসর্গে পরম সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

৬৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা কাকপক্ষধারী কামরূপী শ্রীমান্ কৃষ্ণ বলরাম ব্যতীত অন্যান্য রাখালগণের সহিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই শ্যাম কলেবর পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসমণি দোদুল্যমান থাকাতে সাক্ষাৎ শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জল শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরণের প্রভা বিকশিত সুকুমার কমলদলের ন্যায় তাম্রবর্ণ, তাহাতে আবার নূপুর সংসক্ত ছিল। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁহার বিক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মকিঞ্জল্ক সদৃশ পীতবর্ণ জন-মনোহর সূক্ষ্ম বসন পরিধান করাতে সন্ধ্যাকালীন জলদজালের শোভা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সুগোল অমরগণ প্রশংসিত হস্তদ্বয় দণ্ডরজ্জু লইয়া বৎস-বন্ধনার্থ সর্ব্বদা ব্যগ্র। বালসুলভ রমণীয় ওষ্ঠপুট সমাযুক্ত তাঁহার মুখমল পদ্মগন্ধে সুবাসিত। তাঁহার মস্তকস্থিত শিখা নির্ম্মুক্ত হইয়া বদনকমলে লম্বভাবে পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন পদ্মমণ্ডলে ভ্রমরপংক্তি সমাসীন হইয়াছে। তাঁহার মস্তক অর্জ্জুন, কদম্ব ও নীপ প্রভৃতি কুসুমরচিত মাল্যাভরণে অলঙ্কৃত হওয়াতে নক্ষত্রমালা পরবেষ্টিত অম্বরতলের ন্যায় শোভ ধারণ করিল। তদ্দ্বারা সেই নিবিড় মেঘ বর্ণ শ্যামতনু কৃষ্ণ তৎকালে সাক্ষাৎ ভাদ্রপদের শোভমান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কণ্ঠাবসক্ত মালায় একটা ময়ূরপুচ্ছ ও একটী নির্ম্মল পল্লব সংলগ্ন ছিল। উহা মন্দ মারুতহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হওয়াতে পরম শোভা ধারণ করিল। তিনি কোথায়ও গান, কোথায়ও ক্রীড়া, কোথাও বা শ্রুতি সুখকর পর্ণবাদ্য বাদন, কোথাও ধেনুগণকে প্রফুল্ল করিবার জন্য কামোদ্দীপক সুমধুর বেণু বাদন করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মেঘশ্যাম দ্যুতিমান প্রভাবশালী কৃষ্ণ কি গোকুলে, কি রমণীয় চিত্রবনে সর্ব্বত্র বিহার করিতে লাগিলেন।

তৎকালে বনের চতুর্দ্দিকে মেঘ গর্জ্জিত শ্রবণে ময়ূরগণ আনন্দে কামোদ্দীপক কেকারব করিতে আরম্ভ করিল। বনপথ সমুদায় নব নব তৃণরাজিতে সমাচ্ছন্ন, শিলীন্ধ্র, কন্দলী ও দন্তী প্রভৃতি পুষ্প বিকসিত, নব জলধারা অনর্গল নিম্মিলিত এবং মদনিশ্বাস সদৃশ কেশর-গন্ধ নিরন্তত বাহিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন যোষিদ্‌বৃন্দের ন্যায় বন যোষিৎও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। পরম সুদৃশ্য বনরাজি মধ্যে মারুতপ্রবাহ মহীরুহ স্কন্ধে আহত এবং তথা হইতে মৃদুমন্দ সঞ্চারে প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণকে সেবা করিতে লাগিল। কৃষ্ণও সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনে পুলকিত হইয়া মনের আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি গোধন লইয়া বন ভ্রমণ করিতে করিতে এক অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। উহার পত্র সমুদায় ঘনসন্নিবিষ্ট থাকাতে যেন মেঘাবলী ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের অত্যুচ্চ শিরোভাগ, গগনার্দ্ধভাগ এবং ইহার শাখা প্রশাখা সকল সমস্ত-পবন-পথ আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। বহুবিধ বিচিত্র বর্ণ বিহগকুলসেবিত সেই বিশাল বৃক্ষ, ফল, পুষ্প ও বনপল্লবে আকীর্ণ হওয়াতে ইন্দ্রচাপ বিভূষিত জলধরের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষটী লতা পুষ্পে মণ্ডিত, উহার নিম্ন দেশও বিস্তৃত, তথায় নিরন্তর বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকাতে অপূর্ব্ব ভবন শ্রী ধারণ করিয়াছে। উহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন ঐ বৃক্ষবর সমস্ত বনরাজির উপর আধিপত্য করিতেছে। উহার নিম্ন দেশে বৃষ্টিপাত বা আতপ সংসর্গের লেশ মাত্রও নাই, সুতরাং বনচরিগণ উহার তলে বসিয়া শ্রমাপনোদন ও বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। ঐ পর্ব্বত প্রমাণ বটবৃক্ষের নাম ভাণ্ডীর। সেই ভাণ্ডীর বট অবলোকন করিবামাত্র প্রভু কৃষ্ণ তথায় বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর সমবয়স্ক গোপবালকগের সহিত মিলিত হইয়া তথায় পরম সুখে দিবাভাগ অতিবাহিত এবং পূর্ব্বকালীন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি যখন ভাণ্ডীর তলে অবস্থা করিয়া তৎকালোচিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন গোপ বালকগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিবিধ ক্রীড়া সামগ্রী আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরমাহ্লাদে নানা প্রকার গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা কৃষ্ণানুরাগ বশতঃ কৃষ্ণ কেই উদ্দেশ করিয়া মধুর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। বীর্য্যবান কৃষ্ণও তন্মধ্যবর্ত্তী হইয়া কখন বেণু, কখন পার্ণবাদ্য, কখন তুম্বীবীণা বাদনপূর্ব্বক গোপগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা সতর্ক নয়নে গোচারণ করিতে করিতে ভগবান কৃষ্ণ যমুনা তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তীরদেশ পরম রমনীয় লতালঙ্কৃত পাদপসমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। যমুনা তরঙ্গরূপ অপাঙ্গ বিস্তার করিয়া কুটিল গমনে প্রবাহিত হইতেছে। তদুপরি সলিলকণাবাহী সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। কোথায়ও পদ্মোৎপল ও অন্যান্য জলজ পুষ্প বিকসিত, কোথাও বা জলজন্তু ও বিবিধ জলজ পদার্থে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উহার স্থানে স্থানে রমণীয় তীর্থ এবং জল অতি সুস্বাদু। কোন স্থানে গভীর হ্রদ বিদ্যমান আছে। বর্ষার আতি শয্য বশতঃ যমুনা অতি বেগে প্রবাহিত হওয়াতে স্থানে স্থানে তীরস্থিত বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া জল মধ্যে পতিত হইয়াছে। কোন স্থানে হংস, কারণ্ডব ও সারস প্রভৃতি জলচর দ্বন্দ্বচারী পক্ষি মিথুনগণ শ্রুতিসুখাবহ কলরব করিতেছে। সেই কলরবে যমুনা নিরন্তর মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। স্রোত উহার চরণ,

পুলিনদেশ নিতম্ব, আবর্ত্ত গভীর নাভি, পঙ্ক রোমাবলী, তটচ্ছেদ ক্ষীণ মধ্যদেশ তরঙ্গ-নিচয় মনোহর ত্রিবলী, চক্রবাক মিথুন স্তনদ্বয়, তীরপার্শ্ব আয়ত আনন, ফেনপুঞ্জ বিশদ দশনাবলী, হংস নির্ম্মল হাস্য, রক্তোৎপল দশনচ্ছদ, নিম্নাভিমুখতা নতভ্রূ, পদ্ম নেত্র, হ্রদ প্রশস্ত ললাট, রমণীয় শৈবল কেশরাশি, দীর্ঘস্রোত ভূজলতা, উভয় পার্শ্বস্থ স্থলভাগ আয়তকর্ণ, কারণ্ডব কুণ্ডল, হংসধবলিত-কাশকুসুম শুভ্র বসন, অন্যান্য তীরতরু সুন্দর ভূষণ, শ্রেণীবদ্ধ মীনদল নির্ম্মল মেখলা, জলসম্পৃক্ত পদ্মপত্রাদি দুকূল, সারসরব নূপুর, মৎস্য, কুম্ভীর ও কচ্ছপ অনুলেপন, মনুষ্যগণ এবং নিপানহিত শ্বাপদগণ ইহার শুন্য স্বরূপ জল পান করিতেছে। সুতরাং যমুনা যেন নবকামিনী বেশ ধারণ করিয়া চলিতেছেন।

রাজন্! মতিমান কৃষ্ণ শ্বাপদকুল-সেবিত আশ্রম সন্নিকৃষ্ট সমুদ্রমহিষী যমুনাকে সন্দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা নদীরও শোভা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ সেই যমুনা তটে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড হ্রদ তাঁহার নয়নগোচর হইল। উহা যোজন পরিমিত বিস্তীর্ণ এবং দেবলোকেরও দুস্তার্য্য। তৎকালে তথায় বায়ু সমাগম না থাকায় হ্রদ নিষ্কম্প গভীর সাগরের ন্যায় স্থির ভাবে রহিয়াছে। তাহাতে জলজন্তু কি জলচর পক্ষীর সম্পর্কও নাই। কেবল অগাধ জলে পূর্ণ হইয়া মেঘপূর্ণ গগনতলের ন্যায় গভীরভাবে অবস্থান করিতেছে। তীরদেশে অসংখ্য সর্পবিল বিদ্যমান থাকাতে ঐ স্থান নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া রহিয়াছে। বিষারণি সম্ভূত অগ্নিধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ঋষিগণ যজ্ঞান্ত স্নানের নিমিত্ত তথায় প্রবেশ করা দূরে থাকুক, পশুপক্ষিকগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইলেও তীরজাত তৃণদল অথবা নদীর সলিলকণা স্পর্শ করিতেও পারে না। গগনবিহারী পক্ষিকুলও তাহার উপর দিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ নহে। অধিক কি সেই জলে তৃণ সকল পতিত হইবামাত্র যেন তেজে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। উহার তীরদেশও চতুর্দ্দিকে সার্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত বিষম দুর্গম ঘোর বিষানলে জল প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। ব্রজধাম হইতে উত্তর দিকে ক্রোশ মাত্র পরিমিত স্থান কেবল নিরাপদ। তৎপরেই এই ভীষণ বিস্তীর্ণ হ্রদ দেখিয়া কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অগাধ বিষম প্রজ্জ্বলিত হ্রদ কাহার? ক্ষণকাল পরেই স্থির করিলেন, পূর্ব্বকালে পন্নগাশন পতগরাজ গরুড়ের ভয়ে যে কালিয় সমুদ্র বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই নীলাঞ্জনপ্রভ অতি ভীষণ উরগপতি কালিয় এই হ্রদে বাস করিতেছে। সেই জন্যই এই সাগর গামিনী যমুনা সর্ব্বাবয়বে দূষিত হইয়াছে। এই উগপতির ভয়েই মানবগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই জন্য এই অরণ্যও শ্বাপদসঙ্কুল গভীর বনপাদপ ও বিবিধ লতা বিতানে সমাকীর্ণ হইয়াছে। সর্পরাজ কালিয়ের বনচারী সচিব ও বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক ইহা সর্ব্বদা রক্ষিত হইতেছে। সেই জন্য এই বন নিতান্ত দুর্নিরীক্ষা এবং বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় অস্পর্শ হইয়া উঠিয়াছে। হ্রদের উভয় তট শৈবাল দ্বারা নিতান্ত মলিন এবং বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলেও পথ প্রবর্ত্তন এবং সর্পরাজ কালিয়কে নিগ্রহ করিয়া যাহাতে নদীর জল সকলের উপভোগ্য ও সুস্বাদু হয়, আর যাহাতে এই স্থানে ব্রজবাসীর সুখে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ ও সর্ব্বতীর্থের কুশলাশ্রয় হয় তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই উন্মার্গ প্রস্থিত দুরাত্মাদিগের নিগ্রহ করিবার জন্য আমি ব্রজে বাস ও গোপজন্ম স্বীকার করিয়াছি। অতএব এখন আমি এই কদম্ব বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক বাল্যলীলানুসারে হ্রদে

পতিত হইয়া কালিয়কে দমন করিব। ইহা দ্বারা আমার বাহুবীর্য্য জগতে প্রথিত হইয়া উঠিবে।

৬৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! তখন তিনি তীরে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধপরিকর হইয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে কদম্বশিখরে আরোহণ করিলেন। তথা হইতে সেই বনমালা-বিভূষিত পদ্মপলাশলোচন মেঘবর্ণ কৃষ্ণ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক মহাশব্দে হ্রদ মধ্যে নিপতিত হইলেন। তাঁহার পতন দ্বারা যমুনা নিতান্ত বিক্ষোভিত হওয়াতে ভিদ্যমান মেঘাবলীর ন্যায় জলরাশি অতি বেগে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পতন শব্দে সর্পভবন পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন মেঘরাশি সমঘোর কৃষ্ণবর্ণ কালিয় রোষকষায়িত নেত্রে জল হইতে উত্থিত হইল। উত্থানকালে সে ঘোরদর্শন অতিভীষণ পঞ্চবদন প্রসারিত করিয়া অনললাদ্গিরণ করিতে করিতে লোলরসনাদ্বারা যেন বিষম তর্জ্জনা করিতে লাগিল। তাহার অনলোদ্গারী ফণামণ্ডলে যেন সমুদয় হ্রদ পূর্ণ হইয়া উঠিল, রোষানলে শরীর স্ফীত এবং তেজঃপুঞ্জে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। মহাক্রোধে যেন যমুনার সমস্ত বারি প্রবাহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যমুনা ভীত হইয়াই যেন প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ স্বেচ্ছানুসারে সেই হ্রদ মধ্যে শিশুর ন্যায় স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া ক্রোধনলপূর্ণ তাহার মুখপরম্পরা হইতে শ্বাস মারুত সহকৃত সধূম অগ্নিশিখা সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে তাহার সেই উদ্দীপ্ত রোষানল যুগান্ত হুতাশনের ন্যায় সমীপবর্ত্তী তীরজাত বৃক্ষ সমুদায় একবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল, তাহার পুল, কলত্র, ভৃত্য প্রভৃতি মহোরগগণ ঘোরতর বিষানল উদ্গিগরণ করিতে করিতে আসিয়া অমিততেজা কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং তৎক্ষণাৎ শরীর বেষ্টনদ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং নিস্পন্দভাবে অক্ষুব্ধ পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সর্পগণ, চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে তীব্র বিষপূর্ণ তীক্ষ্ণ দশনদ্বারা দংশন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বীর্য্যবান কৃষ্ণের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিল না।

এদিকে গোপালগণ এই ব্যাপার অবলোকনে নিতান্ত ভীত হইয়া বাষ্পকুললোচনে রোদম করিতে করিতে ব্রজে উপস্থিত হইয়া গোপগণকে কহিল, কৃষ্ণ কালিয়হ্রদে নিমগ্ন হইয়া বিচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, তোমরা শীঘ্র এসো, কালিয় তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, আর বিলম্ব করিও না। নন্দকেও শীঘ্র সংবাদ প্রদান কর যে, তোমার কৃষ্ণ কালিয়হ্রদে পতিত হইয়া বিষম সর্প কালিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। নন্দ তাহাদের সেই বজ্রপাত সদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ভয়বিহ্বল হৃদয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া সেই হ্রদোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন, প্রতিপদেই তাহার পদ স্খলিত হইতে লাগিল। সেই সংবাদ শ্রবণে বলরাম ও আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত ব্রজবাসিগণ যেখানে সলিলগর্ভে প্রবিষ্ট

হইয়া কৃষ্ণ পন্নগরাজ কালিয়ের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন তথায় উপস্থিত হইলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপবর্গ সকলেই বাষ্পকুললোচনে হাহাকার করিতে করিতে হ্রদ তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন। সকলেই লজ্জিত বিস্মিত ও শোকার্ত্ত হইয়া কেহ কেহ হা পুত্র, কেহ কেহ হা ধিক্, কেহ কেহ বা হা হতোস্মি বলিয়া নিতান্ত দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিল। গোপনারীগণ যশোদাকে উদ্দেশ্য করিয়া আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিল। হা যশোদে! হা মন্দভাগিনি! তোমাকে আজ প্রিয় পুত্র কৃষ্ণকে কালিয় বশবর্ত্তী মৃতের ন্যায় সর্পবন্ধনে বদ্ধ দেখিতে হইল। হে যশোদে! তোমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণময়, নতুবা হৃদয়সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? হায় গোপপতি নন্দ কি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে! দেখ হ্রদতীরে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ লোচনে পুত্র মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিচেতন প্রায় অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্ণকে না পাইলে আর আমরা গৃহে প্রবেশ করিব না এখনই এই সর্পনিবাস হ্রদে যশোদার অনুপ্রবেশ করিব। যেমন সূর্য্য শূন্য দিন, চন্দ্রমা শূন্য রজনী, বৃষ শূন্য ধেনু সেইরূপ কৃষ্ণ শূন্য ব্রজে আমাদের প্রয়োজন কি? বিবৎসা ধেনুর ন্যায় আমরা কখনই কৃষ্ণকে ছাড়িয়া ব্রজে গমন করিতে পারিব না।

ব্রজবাসীদিগের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। নন্দ ও যশোদা বিষম শোকভরে বিলাপ করিতে করিতে অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শরীর মাত্রে ভিন্ন, বস্তুতঃ অভিন্নাত্মা রাম মহাক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! গোপকুল নন্দন! শীঘ্র বিষায়ুধ সর্পরাজ কালিয়কে দমন কর। এই মানুষ বুদ্ধি আমাদের বন্ধুবর্গ তোমাকে মানুষ বিবেচনা করিয়া বিপন্ন বোধে করুণস্বরে কতই বিলাপ করিতেছেন। রোহিণী নন্দন বলরামের সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সর্প বন্ধন ছিন্ন করিলেন, এবং বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক বিষম সর্প কালিয়কে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর অবলীলাক্রমে জলের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত উত্থিত তাহার ফণারাজি অবনত করিয়া মধ্য মস্তকে আরোহণ করিলেন। আরোহণ করিয়াই তদুপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। উরগপতি তাহার সেই নৃত্যে বিমর্দ্দিত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, হে কৃষ্ণ! আমি অজ্ঞান বশতঃই তোমার উপর ক্রোধ প্রদর্শন করিয়াছি। হে বরানন! আমি এক্ষণে বিষহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। পুত্র কলত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত আমায় কি করিতে হইবে, কাহারই বা বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে বল। আমাকে জীবন দান কর। তখন সর্পকুল নিসূদন ভগবান্ কৃষ্ণ উরগপতিকে অবনত দেখিয়া ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক কহিলেন, সর্পরাজ! তোমাকে আমি এই যমুনা হ্রদে থাকিতে দিব না। তুমি ভার্য্যা ও বন্ধুবর্গের সহিত সমুদ্র সলিলে প্রবেশ কর। যদি আমি পুনর্ব্বার এই যমুনার জলে অথবা স্থলেই হউক, তোমাকে কিম্বা তোমার পুত্র, ভৃত্য অথবা কোন আত্মীয়কেই হউক দেখিতে পাই তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিব। এ হ্রদের জল এখন নির্ম্মল হউক, তুমি মহার্ণবে গমন কর। তথায় সর্পাত্বকারী গরুড় হইতে তোমার বিলক্ষণ শঙ্কা আছে বটে, কিন্তু হে সর্পরাজ! তোমার মস্তকস্থিত এই আমার পদ চিহ্ন তাহাকে দেখাইলেই সে আর তোমাকে সংহার করিবে না।

তখন উরগ পুঙ্গব কালিয় কৃষ্ণের এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গোপগণের সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। কৃষ্ণও কালিয়কে দমন করিয়া হ্রদতীরে উত্তীর্ণ হইলেন। গোপগণ তাহাকে পাইয়া বিস্মিত ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক গোপপতি নন্দকে কহিতে লাগিল, গোপবর! তোমার পুত্র যখন এমন, তখন তুমিই ধন্য, তুমি সকলের প্রিয়পাত্র। হে অনঘ! আজ হইতে কি গোপকুল, কি ধেনুগণ, কি গোষ্ঠ, যাহার যে কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, আয়তলোচন কৃষ্ণই তাহা হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। এখন হইতে এই যমুনা পবিত্রসলিলা হইয়া মুনিজনসেবিতা হইল। ইহার তীরভূমিতে আমাদের ধেনুগণ এখন পরমসুখে ও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিবে। আমরা বাস্তবিকই ধন্য, কৃষ্ণ আমাদের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এরূপ ক্ষমতাপন্ন তাহা আমরা এতদিন কিছুই জানিতে পারি নাই। সেই পরম বিস্মিত গোপগণ এইরূপে কৃষ্ণগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে, দেবগণ যেমন চৈত্ররথ প্রদেশে গমন করেন, তদ্রুপ ব্রজধামে গমন করিল।

৬৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কালিয় দমন সংহিত হইলে রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে যমুনা তীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা তাঁহারা উভয়ে গোধন লইয়া বিচরণ করিতে করিতে রমণীয় গোবর্দ্ধনগরির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উত্তর দিকে যমুনা তীরে এক বৃহৎ রমণীয় তালবন দেখিতে পাইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সেই তালপর্ণাচ্ছন্ন রমণীয় বনে তাঁহারা উভয়ে পরম প্রীতমনে বৃষভ শিশুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থান সমতল, স্নিগ্ধ, প্রশস্ত এবং কুশ সমাকীর্ণ। উহার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, আরও তথায় লোষ্ট্র বা পাষাণ খণ্ডের সম্পর্কও নাই। তত্রত্য তাল বৃক্ষ সমুদায় বিশাল স্কন্ধ, অত্যুন্নত শ্যামপর্ব্ব, ফল পরিপূর্ণ হইয়া অতুচ্চ হস্তিহস্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে বাগ্মিবর দামোদর বলরামকে কহিলেন, আর্য্য! এই বনস্থলী পক্ক তালফলের গন্ধে কেমন সুবাসিত হইয়াছে। আসুন আমরা ইহার সুগন্ধি, সুস্বাদু রসস্ফীত শ্যামবর্ণ পক্ক তাল পাতিত করি। যখন ইহার গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এত তৃপ্তিকর, তখন আমার বোধ হয় এ ফলও অবশ্যই অমৃত তুল্য রসপূর্ণ হইবে। বলরাম কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হাস্য করিতে করিতেই যেন তালফল পাতিত করিলেন। উহার পতন শব্দে বৃক্ষ সমুদায় কম্পিত হইয়া উঠিল। এই তালবন মনুষ্য সমাগম শূন্য এবং নিরতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। এমন কি উহার নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিলে বোধ হয় কেবল নরমাংসলোপ রাক্ষসের আবাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। গর্দ্দভরূপধারী অতি দুর্দ্দান্ত প্রভূত বলশালী ধেনুক নামে দৈত্য তথায় বাস ও সতত খরযূথে পরিবৃত হইয়া মনুষ্য, পশু ও পক্ষীদিগকেও ত্রাসিত করিয়া অতি দর্পে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। করতালী শ্রবণে হস্তী যেমন মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তদ্রূপ সেই তাল পতনের ভীষণ শব্দ শ্রবণমাত্র ধেনুকও ক্রোধে অধীর হইয়া শব্দানুসারে ধাবমান হইল। দর্পবশতঃ তাহার কেশর সমুদায় উদ্ধূত হইয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় স্তব্ধ হইল, হ্রেষারবে বন পূর্ণ হইয়া উঠিল

এবং খুরক্ষেপে পৃথিবীতল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে সে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্ব্বক সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, রোহিণীনন্দন বলরাম তথায় ধ্বজার ন্যায় তালতলে অক্ষুব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র সেই দশনায়ুধ দুরাত্মা ধেনুক তাঁহাকে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মুখ বিবর্ত্তন করিয়া পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা নিরস্ত্র বলরামের বক্ষোদেশে আঘাত করিতে লাগিল। বলরামও তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে করতে তালবৃক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আঘাতেই তাহার ঊরু, কটী, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হওয়াতে নিতান্ত জঘন্যাকৃতি হইয়া তাল ফলের সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পতিত ও গতাসু হইল। তদ্দর্শনে রাম তাহার অন্যান্য জাতিগণকেও সেইরূপে নিহত করিলেন। তৎকালে সেই গর্দ্দভশরীরও ভূপতিত পক্ক তালসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভূতল যেন শরৎকালীন জলদাবৃত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে সেই গর্দ্দভাকৃতি ধেনুক সগণে বিনষ্ট হইলে পুনরায় সেই রমণীয় তালবনের শোভা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আর তথায় ভয়ের নাম গন্ধও রহিল না, সমস্ত বন পবিত্র ও শুভদর্শন হইয়া উঠিল। ধেনুগণ পরম সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। গোপগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় বিহার ও নির্ভীকচিত্তে সুখ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ধেনু সকল যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে দেখিয়া নাগেন্দ্রবিক্রম রাম ও কৃষ্ণ দ্রুমপর্ণ দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে সুখে শয়ন করিলেন।

৭০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পুলকিতচিত্তে সেই তালবন পরিত্যাগ করিয়া ভাণ্ডীর বনে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রবৃদ্ধ নব তৃণাচ্ছন্ন বনভাগ সন্দর্শন করিয়া বিচরণার্থ ধেনুগণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন বাহ্বাস্ফালন, কখন সঙ্গীত, কখন বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন, কখন ধেনু ও বৎসগণের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই স্কন্ধে নিয়োগপাশ, বক্ষে বনমালায় বিভূষিত হওয়াতে উদ্গত শৃঙ্গ বৃষভশিশুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। একের বস্ত্র সুবর্ণবর্ণ, অপরের বস্ত্র অঞ্জনবর্ণ; উভয়ের বস্তুশোভা পরস্পরের শরীরে প্রতিভাত হইয়া উভয়েরই বস্ত্র যেন একবিধ হইয়া উঠিল। উভয়েই যেন ইন্দ্রচাপভূষিত শুক্ল ও কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কুশাগ্র কুসুম দ্বারা মনোহর কর্ণভূষণ রচনা করিয়া কর্ণে পরিধানপূর্ব্বক বনমার্গে বন্যবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা অনুচর সমভিব্যাহারে গোবর্দ্ধন সন্নিধানে লোক প্রসিদ্ধ বাহ্যক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াও জয়লাভ করিতে লাগিলেন। যাহাদিগকে দেবগণ সতত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আর মানুষী লীলা অবলম্বন করিয়া তদীয় জার্চিগুণানুসারিণী ক্রীড়ায় অনুরক্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভাণ্ডীর বনে ক্রীড়াসক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নিবিড় শাখাসঙ্কুল এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ তরুমূলে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্যন্দোলিকা দ্বারা শিলাখণ্ড বিক্ষেপ এবং সমবয়স্ক গোপালগণের

সহিত বাহুযুদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধবিশারদ সিংহ বিক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় পরমাহ্লাদে স্বেচ্ছানুরূপ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ছিদ্রানুসন্ধায়ী প্রলম্ব নামক মহাসুর তাঁহাদিগের অন্যতরকে হরণ করিবার মানসে বন্যপুষ্পে বিভূষিত হইয়া গোপালবেশ ধারণপূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাস্য পরিহাস ও ক্রীড়াদ্বারা তাঁহাদিগের উভয়কেই প্রলোভিত করিতে লাগিল। দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব অমরগণের বিষম বিপক্ষ হইলেও যখন মানবীয় আকার ধারণ করিয়া গোপালবেশে গোপদলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন আর তাহার প্রতি সংশয় করিবার সম্ভাবনা কি? সুতরাং বলরাম ও কৃষ্ণ তাহাকে গোপবালক বলিয়াই স্থির করিলেন এবং সবান্ধবে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুরাত্মা প্রল ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়ের প্রতিই তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিল। সে তখন কৃষ্ণের অদ্ভুত বিক্রম নিতান্ত অসহ্য মনে করিয়া বলরামকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ সকলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ আজ আমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইব, দেখা যাউক কে কাহারে পরাস্ত করিতে পারে? এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামের সহিত, বলরাম প্রলম্বের সহিত এবং অন্যান্য গোপবালকও ঐরূপে দুই দুই জন করিয়া যুগপৎ দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেই পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করিবার জন্য প্রভূত বিক্রমে ধাবমান হইল। এইরূপে কৃষ্ণ শ্রীদামকে, বলরাম প্রলম্বকে এবং অন্যান্য কৃষ্ণপক্ষীয় বালক অন্যান্য গোপবালককে পরাস্ত করিলেন। ক্রীড়ায় এইরূপ পণ হইয়াছিল, যে যিনি পরাভূত হইবেন, জেতাকে স্কন্ধে করিয়া তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। তদনুসারে পরস্পর পরস্পরকে স্কন্ধে আরোপিত করিয়া মহা আহ্লাদে পুনরায় ভাণ্ডীর বটমূলে বেগে প্রত্যাগত হইল। কিন্তু প্রলম্ব প্রত্যাগত না হইয়া চন্দ্রাধিষ্ঠিত মেঘের ন্যায় বলরামকে স্কন্ধে আনোপণ করিয়া অতি বেগে বিপরীত দিকে গমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বলরামের ভার তাহার নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। তখন সে মহেন্দ্রাধিষ্ঠিত জলদের ন্যায় স্বকীয় শরীর পরিবর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর ভাণ্ডীর বট ও নীলাঞ্জন গিরির ন্যায় বিশাল হইয়া উঠিল, তাহার মস্তক দিবাকর করের ন্যায় সমুজ্জ্বল পঞ্চস্তবকযুক্ত মুকুটে উদ্ভাসিত হইল। প্রকাণ্ড মুখ, গ্রীবা অতি দীর্ঘ, চক্ষু শকট চক্রের ন্যায় গোল এবং ভীষণ দর্শন হওয়াতে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাহার পদভরে পৃথিবী যেন অবনত হইতে লাগিল। তাহার বসন ভূষণ ও মাল্যদাম সমস্তই তোয়ভারাবলম্বী জলদজালের ন্যায় লম্বিত হইয়া দুলিতে লাগিল। প্রলয়কালীন সর্ব্বলোকজিহীর্ষু অন্তক যেমন অর্ণব প্লাবিত সর্ব্বজগতের সংহার করিতে উদ্যত হয়, তদ্রূপ ভীষণাকৃতি প্রলম্বও রোহিণীনন্দনকে লইয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনতলে ঘোর তিমিরবর্ণ মেঘ চন্দ্রমাকে লইয়া প্রস্থান করিতেছে।

তখন শ্রীমান্ বিভুসঙ্কর্ষণ দৈত্যস্কন্ধে সমাসীন থাকিয়া সন্দিগ্ধহৃদয়ে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! এই পর্ব্বতপ্রমাণ দৈত্য মানুষীমায়া প্রদর্শন করিয়া আমাকে হরণ করিতেছে। এখন এই দুরাত্মাকে আমি কিরূপে দমন করিব? দর্পবলে ইহার শরীর দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত ও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণ বলরামের স্বভাব ও বল বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সেই জন্য তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্নিগ্ধ মধুরস্বরে প্রফুল্লবদনে কহিলেন, আর্য্য! কি আশ্চর্য্য আপনাতে মানুষীভাব দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি জগন্ময় এবং সকলের অনুসন্ধেয় পরম পদার্থ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। প্রলয়কালের আপনার সেই নারায়ণাত্মক মূর্ত্তি একবার স্মরণ করুন। মনে করিয়া দেখুন, তৎকালে আপনার আত্মা হইতেই ব্রহ্মা প্রভৃতি পুরাতন দেবগণ ও সলিল প্রভৃতি সমস্তই উদ্ভূত হইয়াছিল, আর ইহাও যেন একবার আপনার স্মৃতিপথে উদিত হয়, যে এই সমুদায়ই আপনার মূর্ত্তন্তর মাত্র। আকাশ আপনার শীর্ষ, জল মূর্ত্তি, ক্ষমা পৃথিবী, হুতাশন মুখ, জগৎ-প্রাণবায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস, মন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে পরিণত হইয়াছে। আপনি সহস্রানন, সহস্রাঙ্গ, সহস্রচরণ, সহস্রলোচন, সহস্রপদ্মনাভ, আপনিই সহস্রকিরণমালী এবং শত্রুন্তপ। আপনিই আপনাকে যেরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, দেবগণ তাহাই দেখিতে পান। যাহা আপনি পূর্বে কখন প্রকাশ করেন নাই, তাহা কোন ব্যক্তি অন্বেষণ করিতে সমর্থ হইবেন? এই জগতে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তৎসমুদায়ই আপনা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একমাত্র আপনার যাহা কিছু পরিজ্ঞাত আছে তাহা দেবতারাও জানিতে পারেন নাই। আপনার শরীর আত্মসম্ভূত, উহা দেবগণেরও প্রত্যক্ষ করিবার সাধ্য নাই। তবে আপনার যে কৃত্রিম রূপ আছে, তাহাই তাঁহারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। দেবগণও আপনার অন্ত দেখিতে পান না সেই জন্য আপনি অনন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আপনি সূক্ষ্ম, আপনি স্থূল, আপনি অদ্বিতীয়। অধিক কি যাঁহারা সূক্ষ্ম বলিয়া পরিগণিত, আপনি তাহাদেরও অনধিগম্য। আপনিই এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের স্তম্ভস্বরূপ, সুতরাং আপনাতেই এই শাশ্বত জগৎ অবস্থান করিতেছে। আপনিই এই সমস্ত জীবপ্রবাহের মূল কারণ, আপনিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন, অসীম চতুঃসমুদ্র আপনার শরীরের আয়তন। চাতুর্ব্বর্ণের বিভাগও আপনা কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়াছে। আপনি চতুর্যুগের ঈশ্বর এবং চাতুর্হোত্র যজ্ঞের ফলভোক্তা। লোকদিগের পক্ষে আপনাতে ও আমাতে কিছুই বিশেষ নাই। আমরা উভয়েই একাত্মা, কেবল জগতের হিতসাধনার্থই পৃথক্ শরীর ধারণ করিয়াছি। আমি শাশ্বত কৃষ্ণ, আপনি সনাতন অনন্ত। আমরা উভয়ে শরীরমাত্রে ভিন্ন হইয়া এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছি। আমি যাহা, আপনিও তাহা, সুতরাং আপনাতে ও আমাতে কিছুই বিশেষ নাই। আমরা উভয়েই সমবলশালী এবং অভিন্নশরীর। তবে কি জন্য আপনি আপনাতে মুগ্ধ হইতেছেন? হে দেব! বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহারে ঐ দুরাত্মা দেবশত্রুর মস্তক চূর্ণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আত্মবৃতান্ত স্মরণ হওয়াতে রাহিণীনন্দন বলরাম স্বকীয় ত্রিলোকব্যাপী বল সাশ্রয় করিয়া বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা দুরাত্মা, প্রলম্বের মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই এক আঘাই তাহার মস্তক ছিন্নকপাল হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর সে পদাঘাতে হতজীবিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তৎকালে তাহার প্রকাণ্ড শরীর ধরাতলে নিপতিত হইয়া গগনভ্রষ্ট ছিন্ন ভিন্ন ধারা ধরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহার গাত্র হইতে অজস্র শোণিতধারা প্রস্রুত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন শৈলশৃঙ্গ হইতে গৈরিকাক্ত সলিলপ্রবাহ বহির্গত হইতেছে। এইরূপে সেই প্রলম্বকে সংহার করিয়া স্বীয় বল সংহার করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ সমীপে সমাগত

হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ, গোপগণ ও দেববৃন্দ জয়োচ্চারণ ও আশীর্ব্বচন দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এই অশ্রান্ত কর্ম্মা বালক বলপূর্ব্বক দৈত্যকে নিহত করিলেন বলিয়া দেবগণ ইহাঁকে বলদেব নামে অভিহিত করিলেন। সেই দেবদুর্জ্জয় দৈত্য নিহত হইলে লোকেও তদবধি তাহার বলের পরিচয় প্রাপ্ত হইল।

৭১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এইরূপে কৃষ্ণ ও বলদেব বনবিচারী হইয়া বর্ষাকালের দুই মাস অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর ব্রজধামে আগমন করিয়া শুনিলেন, ব্রজে শক্রমহোৎসব উপস্থিত। উৎসবে গোপগণ মহাব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, তদ্দর্শনে কৃষ্ণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যে শক্র মহোৎসবে এত আনন্দ অনুভব করিতেছ, উহার ব্যাপারটা কি? তৎশ্রবণে একজন বৃদ্ধতম গোপ কহিলেন, বৎস! আমরা যে জন্য এই শক্রধ্বজ অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তাহা শ্রবণ কর। শক্র দেবগণের ঈশ্বর এবং মেঘ সমূহেরও অধিপতি। হে অরিসূদন কৃষ্ণ! ইহা তাহারই চিরন্তন উৎসব। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইলে তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মেঘগণ আয়ুধ সহকারে আগমনপূর্ব্বক নবসলিলবর্ষণ দ্বারা প্রভূত শস্যোৎপাদন করিয়া থাকেন। পুরন্দর ইন্দ্রই ঐ সমুদায় মেঘের জলদাতা এবং তাহারাও ইন্দ্রের আজ্ঞাকর ভৃত্য। সেই ভগবান্ ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত জগতকে প্রীত করিয়া থাকেন। তাহা হইতে শস্য সম্পাদিত হয়, সেই শস্যে অন্যান্য দেহিগণ ও আমরা জীবন ধারণ করি। সেই জন্য আমরাও আবার দেবগণকে প্রীত করিয়া থাকি। তাঁহারা প্রীত হইয়া বারিবর্ষণ করিলে শস্য বর্দ্ধিত হয়, তখন পৃথিবী তর্পিতা হইলে জগৎ অমৃতময় বলিয়া লক্ষিত হইতে থাকে। বৎস! সেই তৃণ ভক্ষণে বৃষভাদি সমস্ত গোধন পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। তখন ধেনুগণ দুগ্ধবতী ও বৎসবতী হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে থাকে। যেখানে মেঘগণ বৃষ্টিবর্ষণ করে, তথায় বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ ও তৃণাচ্ছন্ন হইবে। তথায় লোকসকল কখন বুভুক্ষায় কাতর হয় না। ইন্দ্র সূর্য্যকিরণ বা রস আকর্ষণ করিয়া মেঘবৃন্দকে দিব্য পয়োযুক্ত করেন। সেই মেঘ হইতে নূতন পবিত্র ক্ষীরসদৃশ জল ক্ষরিত হয়। ঐ জল মেঘরূপে পরিণত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইলে বিষম গর্জ্জন করিতে থাকে। বায়ুমুক্ত মেঘ উহাকে বহন ও যেগে চালিত করিয়া থাকে, সেই জন্যই উহার শব্দ পর্ব্বতবিদারক ঘোর বজ্রধ্বনিতুল্য শ্রুত হইতে থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সকল গগনবিচারী বস্ত্র নিষ্পেষযুক্ত স্বেচ্ছাবিহারী ভৃত্যের ন্যায় মেঘগণকে পরিচালিত করিয়া জলবর্ষণ করেন। ইন্দ্রের নির্দ্দেশক্রমেই মেষসমুদায় সমগ্র আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া দুর্দ্দিনের অবতারণা করিয়া থাকে। কখন বা উহার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, কখন সান্দ্র অঞ্জনের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে, কখন বা জলকণা বর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপে ভগবান্ দেবেন্দ্র মেঘমণ্ডল দ্বারা সমস্ত নভোমণ্ডলকে বিভূষিত করিয়া থাকেন এবং সূর্য্যরশ্মি সম্ভূত সলিলরাশিও সমস্ত জীবের হিতের নিমিত্তই পৃথিবীতে বৃষ্ট হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! ইন্দ্রপ্রসাদে এই প্রাবৃটকালের অবতারণা হইয়াছে বলিয়া সমুদায় রাজন্যবর্গ পরমাহ্লাদ সহকারে ইন্দ্র মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। আমরাও তদুপলক্ষে সেই সুরপতির উৎসব সহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকি।

৭২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণ দেব রাজের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত থাকিলেও গোপবৃন্ধের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, আমরা বনচারী গোপ, গোধনই আমাদের জীবিকার প্রধান সাধন; অতএব ধেনুগণ, গিরি ও অরণ্যই আমাদের দেবতা। যেমন কৃষকদিগের বৃত্তি কৃষি, বিপণিজীবীদিগের বৃত্তি পণ্য, তদ্রূপ গোপ আমরা, গোধনই আমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এইরূপ বৃত্তি বিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে, যে বিদ্যা সম্পন্ন, তাহার তাহাই পরম দেবতা। তাহাই তাহাদিগের অর্চ্চনীয়, তাহাই তাহাদের মহোপকারিণী বিদ্যা। যে একের ফল ভোগ করিয়া অন্যের আরাধনা করে, তাহার কি ইহলোক কি পরলোক কোন লোকেই অভীষ্ট লাভ হয় না, প্রত্যুত অনর্থেরই কারণ হইয়া উঠে। কৃষিকার্য্যের সীমা ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের সীমা বন, বনের সীমা গিরি, সেই গিরিই আমাদের অদ্বিতীয় গতি। শুনিতে পাই, আমাদের এই সম্মুখবর্ত্তী বনে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহারা ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্ব স্ব গহ্বরে বিহার করিয়া থাকে। তাহারা কখন সিংহ, কখন বা নখায়ুধশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া বনচ্ছেদোদ্যত লোকদিগকে ত্রাসিত করিয়া বনরক্ষা করে। যদি কখন কোন দুর্ব্বৃত্ত ঐ বনালয়জীবীদিগের উপর দৌরাত্ম করিতে উদ্যত হয়, পর্ব্বতগণ তৎক্ষণাৎ রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া সেই দুর্ব্বত্তগণকে সংহার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রই যজ্ঞ, কৃষকদিগের সীতা, আমাদিগের যজ্ঞ গিরি। অতএব গিরিযজ্ঞ করাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এক্ষণে গোপগণ সেই গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয় এই আমার একান্ত অভিলাষ। পর্ব্বতে অথবা বৃক্ষমূলে সুন্দর যজ্ঞভূমি নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ কর এবং পবিত্র যীয় পশু হনন করিবার জন্য সকলে সমবেত হও। আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন কি? ধেনুগণ শরৎকুসুমে বিভূষিত হইয়া গিরিবরকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনমধ্যে প্রবেশ করুক। সম্প্রতি শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে কি জল কি শষ্পাবলী সমস্তই ধেনুগণের পক্ষে সুস্বাদু হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ অপগত, জলাশয় সমুদায় স্বচ্ছ হওয়াতে রমণীয় শরৎ যেন আহ্লাদে হাস্য করিতেছে। বনভূমি কোথায়ও পুষ্পিত কদম্ব নিবহে শুভ্রীকৃত, কোথায়ও বা ঝিন্টিগুচ্ছে শ্যামবর্ণ, কোথায়ও বা কর্কশ তৃণরাশিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ময়ুরধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। জলধরগণ আকাশতলে জল, অশনি, বিদ্যুৎ ও বলাকা শূন্য হইয়া দন্তশূন্য কুঞ্জরের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। নদী সমুদায় নূতন জল, বৃক্ষ পত্র, মেঘ ও বায়ু প্রভৃতি দ্বারা নিতান্ত কলুষিত হইয়াছিল, এক্ষণে প্রসন্ন সলিলা হইয়াছে। শুভ্রমেঘ উষ্ণীষ, হংসশ্রেণী চামর এবং নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র শ্বেতচ্ছত্র রূপ ধারণ করাতে গগনমণ্ডল যেন রাজশ্রী লাভ করিয়াছে। জলদকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে হংসের উচ্চহাস্য এবং সারস শ্রেণীর আক্রোশ শব্দে জল সমুদায় নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তটস্থিত চক্রবাক্‌মিথুন যাহার স্তনদ্বয়, পুলিনদেশ যাহার নিতম্ব, হংসরাজি যাহার মধুর হাস্য সেই স্রোতস্বতীগণ পতি সমুদ্র উদ্দেশে দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। জলাশয় বিকসিত কুমুদকুলে পরিশোভিত এবং অম্বরতলও তারকা রাজিতে অলঙ্কৃত হইয়া যেন রাত্রিকালে পরস্পর স্পর্ধা করিতেছে। ধান্য সকল পরিপক্ক হওয়াতে ক্ষেত্র সমুদায় পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে;

তথায় মত্ত ক্রৌঞ্চগণ কলধ্বনি করিতেছে। এই সময়ে বৃষ্টির সম্পর্ক না থাকায় সমস্ত দিক্ অতি রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তদ্দর্শনে মনের আর স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। পুষ্করিণী, বাপী ও তড়াগ প্রভৃতিতে কমলকুল বিকসিত হইয়াছে। নদী, ক্ষেত্র ও সরোবরের শোভার আর পরিসীমা নাই। পদ্ম, রক্তোৎপল শ্বেতাজ ও নীল নলিনী প্রভৃতি জলজ কুসুম সকল বিকসিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ময়ুর ময়ূরীগণ স্ব স্ব মত্ততা পরিহার করিতেছে, বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। আকাশ অভ্রশূন্য হইয়া গভীর সমুদ্রের ন্যায় ধীরভর আশ্রয় করিয়াছে। বর্ষাবসান বশতঃ ময়ুরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করাতে তাহাদের উদ্গত পুচ্ছ একবারে ভূতলে পতিত হইয়াছিল তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন বনভূমি অসংখ্য নেত্রে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যমুনার পঙ্কসলিল তীরভূমি কাশকুসুম ও লতাবিতানে পরিব্যাপ্ত এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে আকীর্ণ হওয়াতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। শস্যক্ষেত্র, বন ও উপবন প্রভৃতি সর্ব্বত্র শস্য সমুদায় পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। বিহঙ্গমগণ মৎস্য ও শস্যের লোভে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া মধুর নিনাদে শব্দ করিতেছে। জলদগণ বর্ষাকালে যে সমুদায় শস্য জলসিক্ত করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তৎসমুদায় এক্ষণে পরিপক্কাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই সময়ে চন্দ্রমা মেঘাবলুণ্ঠন পরিত্যাগপূর্ব্বক শরৎ সুলভ সমুজ্জ্বল শোভায় শোভিত হইয়া নির্ম্মল আকাশে অবস্থান করিলেন। ধেনুগণ দ্বিগুণ দুগ্ধবতী, বৃষভগণ দ্বিগুণ মত্ত এবং বনভাগের শোভাও দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী মেঘনির্ম্মুক্ত, জল পদ্মযুক্ত হওয়াতে মানব মনও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সূর্য্যও জলদজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শরৎসময়োচিত অত্যুজল তীক্ষ্ণ রশ্মি দ্বারা জলাশয়ের সলিলরাশি শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিজিগীষু মহীপতিগণ সৈন্যগণের নীরাজনবিধি সমাধা করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রোদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ করিতেছেন। বন্ধুজীব কুসুম প্রস্ফুটিত হইল, তদ্বারা বনভূমি ঈষৎ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। সর্জ্জ, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বাণাসন, নিকুম্ভ, প্রিয় ও স্বর্ণপর্ণ। প্রভৃতি বনকুসুম বিকসিত হইয়া বনস্থলীর চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়াছে। সৃমর (মৃগ) ও পেচকবধূর শব্দে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইল। শরৎ কামিনী যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া গর্গর শব্দ সমাকুল ব্রজধামের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। বর্ষাকালে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদায় দেবগণের সহবাসে পরমসুখে বাস করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই সেই পতত্রিকেতন ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করুন। এক্ষণে বর্ষাকাল বিগত এবং শরং সময় উপস্থিত হইয়াছে। নীল লোহিত ও শুভ্রবর্ণ পক্ষিনিকরে এবং বিবিধ ফল পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া পর্ব্বত ইন্দ্রচাপ সমাযুক্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তদুপরি লতামণ্ডপ মণ্ডিত প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা সকল বৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মারুতহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইয়া ভবনশোভা বিস্তার করিতেছে। এখন আমাদের এই গিরি বর ও ধেনুগণকে অবিশেষে পূজা করা বিধেয় হইতেছে। অতএব ধেনুগণের শৃঙ্গ ও কর্ণ প্রভৃতিতে কর্ণভূষণ, ময়ূরপুচ্ছ, ঘণ্টা ও শরৎকালসুলভ বিবিধ পুষ্পে পরিশোভিত করিয়া মঙ্গল কামনায় তাহাদেরই অর্চ্চনা আরম্ভ কর। এদিকে গিরি যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান হউক। স্বর্গে দেবগণ ইন্দ্রের পূজা করুন, আমরা গিরিদেবের আরাধনা করি। যদি আমার প্রতি তোমাদের প্রীতি থাকে, অথবা আমি তোমাদের যথার্থ সুহৃৎ হই, তবে আমি বলপূর্ব্বকই তোমাদিগকে গোযজ্ঞ করাইব, তাহাতে

আর অণুমাত্র সংশয় নাই। গোধনই যে সতত সকলের পূজ্য তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যদি স্ব স্ব মঙ্গলার্থ এই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রীতিপূর্ব্বক স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে, তবে অবিচারিতচিতে যজ্ঞারম্ভ কর। আমি যাহা বলিলাম তৎসমুদায়ই সত্য, ইহার কিছুমাত্র মিথ্যা হইবার নহে।

৭৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! গোপগণ কৃষ্ণের সেই সমুদায় অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিঃশঙ্কহৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, কৃষ্ণ! তোমার এই সমুদায় সারগর্ভ বাক্য গোপগণের নিতান্ত আনন্দ বর্দ্ধক। উহা আমাদের সককেই প্রীত করিতেছে। আর তোমার বাক্য আমাদের হিতকর ও জ্ঞানপ্রদ; বিশেষতঃ গোধনের হিতসাধন ও বৃদ্ধি ব্যতীত অনিষ্টের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমরা জানি তুমিই আমাদের গতি, তুমিই আমাদের পরম শ্রদ্ধার ভাজন, তুমিই আমাদের অবস্থা পরিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, তুমিই আমাদের একমাত্র শরণ্য। তুমি আমাদের সর্ব্বথা অভয়প্রদ, তুমিই আমাদের পরম সুহৃৎ। বৎস! আমরা তোমা হইতে অশেষ কুশল প্রাপ্ত হইতেছি এবং গোকুলেরও আনন্দের সীমা নাই। আমরা হৃষ্টচিত্তে তোমারই জন্য স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছি। জন্মাবধি তোমার দুষ্কর কার্য্য, প্রভূত বলবিক্রম, সর্ব্বদিগব্যাপিনী কীর্ত্তি ও শৌর্য্যে আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। যেমন অত্যুগ্র প্রতাপ, দীপ্তি ও পূর্ণতা দ্বারা সূর্য্য অমরবৃন্দের মধ্যে প্রধান, তদ্রূপ তুমিও মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রূপ, লাবণ্য, প্রসন্নতা ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্তে তুমি নিশাকর তুল্য। কি বল, কি শরীরসৌন্দর্য্য, কি বাল্যলীলা, সকল বিষয়েই তুমি কার্ত্তিকেয়ের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছ। মর্ত্ত্যলোকে কেহ তোমার প্রতিযোগী নাই। হে বিভো! তুমি গিরিযজ্ঞানুষ্ঠনার্থ আমাদিগকে যাহা কিছু কহিলে, সমুদ্রবেলার ন্যায় কে উহার লঙ্ঘন করিতে পারিবে? অতএব ইন্দ্রমহোৎসব এই পর্য্যন্তই রহিল, এক্ষণে তুমি যাহার উল্লেখ করিতেছ, সেই গিরিযজ্ঞই আরম্ভ হউক। উহাদ্বারাই আমাদের এবং গোকুলের যথার্থ মঙ্গল হইবে। এই কথা বলিয়া সেই গোপবৃদ্ধ অন্যান্য গোপগণকে কহিল, অহে, তোমরা উৎকৃষ্ট দুগ্ধপাত্র সমুদায় আহরণ কর। উদপানের নিমিত্ত সুন্দর কুম্ভ সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। কল্পিত নদী ও বিস্তৃত দ্রোণী সমুদায় দুগ্ধদ্বারা পূর্ণ করা যাউক। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ, পেয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভোজ্যদ্রব্য এবং মাংস, ভাজন ও অপাত্র সমুদায় আহরণ কর। ঘোষপল্লীতে তিন দিনের মধ্যে যাহা কিছু দুগ্ধ হইবে তৎসমুদায়ই গ্রহণ কর, কেহ যেন উহা বিক্রয় না করে। যে সকল পশুর মাংস আমাদের ভোজনীয় তাহাই বলি প্রদান করা যাউক। গোপগণ সকলে সমবেত হইয়া এই গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। গোকুলবাসীরা হৃষ্টচিত্তে আনন্দকোলাহল করুক। তূর্য্যনিনাদ, বৃষভগণের গর্জ্জিত, বৎসের হম্বারব, ব্রজধামের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। দধির হ্রদ, শরাবর্ত্ত, দুগ্ধের কুল্যা, রাশীকৃত মাংস, পর্ব্বতাকার অন্ন স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হউক।

এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ পরম পুলকিত হইয়া মহাসমারোহে গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে গোপ, গোধন ও নারীদ্বারা যজ্ঞস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। যজ্ঞক্ষেত্রে

বহ্নিস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, চরুস্থালী, বিবিধ ভোজ্যবস্তু, গন্ধমাল্য ও ধূপদীপাদি উপকরণ সামগ্রী যথাস্থানে স্থাপিত হইল। গোপগণ পর্য্যাপ্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সমবধানপূর্ব্বক বিপ্রবর্গদ্বারা গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ যজ্ঞাবসানে মায়াপ্রভাবে গিরিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞীয় অন্ন, দধি, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি উত্তমোত্তম বস্তু সমুদায় ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপ্রবর্গও আহ্লাদ সহকারে সম্পূর্ণ ভোজন করিয়া প্রীতমনে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণও সেই দিব্য মূর্ত্তিতে ইচ্ছানুরূপ ভোজন ও দুগ্ধপান করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতরূপধারী স্রগদাম ভূষিত, চন্দনানুলিপ্ত গিরিশিখরাসীন ভগবান কৃষ্ণ সমিধানে প্রধান প্রধান গোপগণ গোপবালক কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। কৃষ্ণও নম্রভাবে তাহাদের সহিত আপনি আপনাকে বন্দনা করিলেন। তখন গোপগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই পর্ব্বতস্থিত দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, ভগবন্! আমরা আপনার বশবর্ত্তী দাস। এক্ষণে আমাদিগকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর গিরিবেশধারী কৃষ্ণ পর্ব্বতানুরূপ বাক্যে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, গোপগণ! যদি তোমাদের ধেনুগণের প্রতি অনুকম্পা থাকে, তবে অদ্য হইতে আমার পূজার বিধান কর। আমি তোমাদের শুভানুধ্যায়ী পরম দেবতা এবং অভীষ্ট ফলদাতা। আমার প্রভাবে তোমাদের গোধন সমুদায় সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহাদের লইয়া পরমসুখে বনে বনে পর্য্যটন করিতে পারিবে। আমার ভক্তদিগের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি তোমাদের সহিত পরমসুখে স্বর্গবাসের ন্যায় এই বনে পর্য্যটন করিব। তোমাদের মধ্যে এই যে নন্দ প্রভৃতি বিখ্যাত গোপগণ আছেন, আমি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বিপুল ধন দান করিব। এক্ষণে তোমরা আমার সমীপে সবৎসা ধেনুগণকে শীঘ্র আনয়ন কর তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইব।

তদনন্তর অসংখ্য ধেনুগণ বৃষভদিগের সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত গিরিবরকে বেষ্টন করিল। শত সহস্র গাভী মস্তকে পুষ্পস্তবক শৃঙ্গে কুসুমমালা পরিধান করিয়া আহ্লাদে ধাবিত হইতেছে গোপালগণ উহাদিগকে দমন করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। তাহারা স্বেচ্ছানুসারে স্ব স্ব অঙ্গে বিবিধ গন্ধ দ্রব্য অনুলিপ্ত করিয়া কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ বা শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছে। সকলেরই হস্ত ময়ূরপুচ্ছ ও ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত সুন্দর অঙ্গদ এবং নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রে শোভা পাইতেছে। এইরূপে গো, বৃষভ ও অসংখ্য গোপগণ তথায় সমবেত হইয়া পর্ব্বতের অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। গোপগণের মধ্যে কেহ কেহ বৃষভ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে, কেহ বা মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, কেহ বা দ্রুতবেগে গমন করিয়া বেগপলায়িত গাভিকে ধরিয়া আনিতেছে। এইরূপে ধেনুগণের নীরাজন মহোৎসব সমাধা হইলে গিরিবরের তৎকালোচিত মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। অতঃপর কৃষ্ণও গোপগণ সমভিব্যাহারে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত এই গিরিযজ্ঞ প্রদর্শনে আবালবৃদ্ধ বনিতা গোপগণ একবাক্যে কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিল।

৭৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এইরূপে ইন্দ্র মহোৎসব প্রতিরুদ্ধ হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধভরে সংবর্ত্তক নামক মেঘপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ দামোদর পরায়ণ নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া আমার উৎসবদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে। যদি তোমাদের রাজভক্তি থাকে এবং আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমাদের অভিমত হয়, তবে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। গোপগণের গোধনই প্রধান জীবনোপায় ও গোপত্ব সংস্থাপক। অতএব ঝড় ও বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকেই অবিচ্ছেদে সপ্তাহকাল নিপীড়িত কর। আমিও স্বয়ং ঐরাবত বাহনে তথায় গমন করিয়া ঘোর বজ্রধ্বনি তুল্য শব্দায়মান ঝড় ও বৃষ্টির অবতারণা করিতেছি। তোমরা অত্যুগ্র বর্ষণ ও নিদারুণ বায়ু সঞ্চালন দ্বারা সেই ধেনুগণকে আহত কর। তাহা হইলেই উহারা মৎসগণের সহিত অচিরে প্রাণত্যাগ করিবে।

কৃষ্ণ গোপগণের চিরাভ্যস্ত শক্রমহোৎসব নিষেধ করিলে, পাকশাসন ইন্দ্রও জলদগণকে আহ্বান করিয়া এইরূপে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ পর্ব্বতাকার মেঘ সমুদায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ প্রকাশ দ্বারা লোকলোচন চকিত করিতে লাগিল, ইন্দ্রধনু উদিত হইয়া মেঘমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিল। সমস্ত গগনাঙ্গন একবারে তিমিরাবৃত হইয়া উঠিল। মেঘ সমুদায় হস্তী, মকর ও সর্পের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া অতি বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা এই রূপে শত সহস্র গজযুথের ন্যায় পরস্পর গাত্র ঘর্ষণপূর্ব্বক নভস্তল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোরতর দুর্দ্দিনের অবতারণা করিল। কোথায়ও মনুষ্য হস্তাকৃতি, কোথায়ও হস্তিহস্ত, কোথায়ও বা বংশের ন্যায় আকৃতি ধারণ করিয়া অজস্র বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। মনুষ্যদৃষ্টিতে বোধ হইতে লাগিল যেন দুরবগাহ অসীম অগাধ সমুদ্র আকাশপথে অধিরোহণ করিয়াছে। সেই পর্ব্বত প্রমাণ জলধর দল আকাশের সর্ব্বত্র গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে বিহঙ্গগণের আর সঞ্চার রহিল না, মৃগগণ ভয় চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। নিবিড় মেঘা বরণে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। দুর্দ্দিনের পরিসীমা রহিল না। অতিবৃষ্টিনিবন্ধন গোপগণের শরীরও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আকাশ মণ্ডল নিরন্তর মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে কি তারা, কি গ্রহগণ সমুদায়ই অদৃশ্য। এমন কি চন্দ্র সূর্যের অংশু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া সমস্তই নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। মেঘ হইতে অনবরত বারি বর্ষণ হওয়াতে ব্রজধামের সর্ব্বত্র যেন প্রবল স্রোতস্বতী বহিতে লাগিল। ময়ুর প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের আর সে কলকূজিত রহিল না। নারী সমুদায় পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভেক সমুদায় পুনঃ পুনঃ উল্লম্ফন করিতে লাগিল। মেঘগর্জ্জন ও বজ্রধ্বনিতে তর্জ্জিত হইয়া যেন তৃণ ও কম্পিত হইতে লাগিল। গোপগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে কহিতে লাগিল, কি সর্ব্বনাশ! সমস্ত পৃথিবী একাণবীকৃত হইয়াছে, বোধ হয় প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। সেই বৃষ্টিবর্ষণরূপ বিষম উৎপাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধেনুগণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল এবং মধ্যে মধ্যে হম্বারবে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের জঙ্ঘা ও চরণ নিষ্কম্প, খুর ও আনন ক্রিয়া রহিত, শরীর কন্টকিত এবং উদর ও পয়োধর একবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। কোন কোন ধেনু একবারে প্রাণ বিসর্জ্জন

করিল, কেহ বা অতি শ্রান্ত ও কাতর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল, কোন কোনটী জল বর্ষণোৎপাতে উদ্বেজিত হইয়া বৎসের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটী অচির প্রসূত বালবৎসকে ক্রোড়ে করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। এইরূপে বর্ষাপ্রভাবে গোধন সমুদায় বিকলাঙ্গ, আহার বর্জ্জিত কৃশোদর হইয়া কম্পিত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিল। বালবৎসগণ ঊর্দ্ধমুখে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তৎকালে তাহাদের সেই কাতরতা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা 'হে কৃষ্ণ! আমাদিগকে পরিত্রাণ কর এই কথা বলিবার নিমিত্তই ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কৃষ্ণ তখন সমুদায় গোধনের তাদৃশ বিপৎপাত এবং গোপগণের আসন্ন মৃত্যু সন্দর্শন করিয়া বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর আপনা আপনিই বলিয়া উঠিলেন; এইত ইহার সুন্দর উপায় দেখিতেছি। এই সকানন পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণার্থ ইহার নিম্নদেশে গোধনদিগের বাসস্থান কল্পনা করি। আমি এই পর্ব্বতকে ধারণ করিলে উহা দ্বিতীয় পৃথিবীরূপ গৃহ হইয়া সমুদায় ব্রজবাসী ও গোধনগণের রক্ষা করিতে পারিবে এবং পর্ব্বতও আমার বশবর্ত্তী থাকিবে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিয়া সত্যপরাক্রম কৃষ্ণ স্বীয় ভুজবল প্রদর্শনার্থ দ্বিতীয় অচলের ন্যায় প্রভূত বিক্রমসহকারে সন্নিহিত পর্ব্বতকে হস্ত দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করিলেন। উহার শিখরদেশে ধারাবর্ষী জলধরগণ বিরাজ করিতেছিল, কৃষ্ণ সেই উৎপাটিত ভূধর বামহস্তে ধারণ করিলে গুহাকৃতি গৃহরুপে পরিণত হইল। ভূমি হইতে উৎপাটন সময়ে উহার উপরিস্থিত শিলাখণ্ড ও পাদপ সমুদায় বিচলিত এবং গুহার উপর নিপতিত হইতে লাগিল। উহার শিখর সমুদায় ঘূর্ণমান হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে শিলাখণ্ড সকল অতিবেগে উৎক্ষিপ্ত ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন অসংখ্য বিহঙ্গম প্রাণ ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। পার্শ্বদেশে গিরিনির্ঝরিণী সকল মেঘের সহিত মিলিত হইয়া ভীষণ প্রবাহে শিলাভঙ্গ করিতে লাগিল, পর্ব্বতও কম্পিত হইতে লাগিল। তত্রত্য জনগণ ঘোরতর বৃষ্টিপাত, শিলাপতন ও বায়ুপ্রবাহের শন শন শব্দ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। শৈলাকৃতি মেঘ সমুদায় পার্শ্বস্থ গিরি-প্রস্রবণের সহিত মিলিত হওয়াতে পর্ব্বত যেন পক্ষযুক্ত হইয়া উঠিল। তখন বিদ্যাধর, উরগ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কহিয়া উঠিল, দেখ দেখ পর্ব্বত পক্ষবান্ হইয়াছে; সেই পৃথিবী হইতে উন্মূলিত পর্ব্বত কৃষ্ণের করতলে বিন্যস্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন কাঞ্চন, রৌপ্য ও অঞ্জনের এক সমাবেশ হইয়াছে। বৃষ্টি প্রভাবে পর্ব্বতশৃঙ্গ সমুদায়ের মধ্যে কোন কোনটী শিথিল হইয়া পড়িল, কোন কোনটা অর্দ্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। গিরিবর কম্পিত হইলে তত্রত্য পাদপ সকল কম্পিত হইয়া চতুর্দ্দিকে কুসুম বিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রকাণ্ডশীর্ষ সর্পসকল ক্রোধভরে পর্ব্বতগুহা হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল, পক্ষীদিগের দুর্গতির আর সীমা রহিল না, তাহারা বৃষ্টিতে উদ্বেজিত এবং ভয়ে আকুল হইয়া এক একবার উর্দ্ধে উত্থিত আবার অধোমুখে পতিত হইতে লাগিল। সিংহ সকল ক্রোধে আস্ফালনপূর্ব্বক জলবর্ষী নিবিড় ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। শালগণ মধ্যমান দুগ্ধভাণ্ডের ন্যায় শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বত পৃষ্ঠ সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল, উহার যে সকল স্থান সমতল ছিল, তাহা বিষমতল ও নিতান্ত দুর্গম এবং যেস্থান

বিষম ছিল, তাহা সমতল হইয়া উঠিল। তখন ঐ মেঘাকুলিত পর্ব্বত অতিবৃষ্টিতে পর্য্যাকুল হইয়া রুদ্রদেবস্তম্ভিত ত্রিপুরপুরের ন্যায় আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল।

নীলজলধরপটলাচ্ছন্ন সেই বৃহৎ পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের বাহুদণ্ড দ্বারা ধৃত হইয়া ছত্রের আকার ধারণ করিল। পর্ব্বতের গুহামুখ সমুদায় জলদজালে আবৃত হইয়া নিমীলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল পর্ব্বত যেন বাহু-উপাধানে গগনাঙ্গনে শায়িত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। পর্ব্বতের উপ রিস্থিত বৃক্ষ সমুদায় পক্ষিরবশূন্য বনভূমিও ময়ূরগণের কেকারব বর্জ্জিত হইয়া খেচরাবৃত গিরি যেন নিরবলম্ব বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

পর্ব্বতগুহা সমুদায় ঘূর্ণিত, কম্পিত ও বিপর্য্যস্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল গিরিকানন ও শিখরাবলী যেন সজ্বরভাব ধারণ করিয়াছে। পবনবাহন মেঘ বৃন্দ গিরিশিখরে অবস্থান করিয়া মহেন্দ্রের আদেশে অজস্র বৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সেই ঘনসংবৃত ভূধর কৃষ্ণের ভুজাগ্রে লম্বমান হইয়া নৃপতি নিপীড়িত চক্রারূঢ় জনপদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মেঘ সমুদায়ও গিরিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন একটা বৃহৎ জনপদ অপর একটী নগরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

অনন্তর দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় গোপগণের রক্ষাকর্ত্তা কৃষ্ণ শৈল উত্তোলনপূর্ব্বক হস্তে ধরিয়া সস্মিতবচনে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, গোপগণ! আমি দৈববলে দেবগণেরও অসাধ্য গিরিগৃহ রচনা করিয়াছি, ইহাতে ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি কোন উৎপাতেরই সম্ভাবনা নাই, ধেনুগণ ইহাতে স্বচ্ছন্দে সুখে বাস করিতে পারিবে। এক্ষণে তোমরা সত্বর গোধন সমুদায় যথাস্থানে স্থাপিত কর। উহাদের যথানুসারে ও জ্যেষ্ঠানুক্রমে বল ও আকৃতি বিবেচনা করিয়া স্থান নির্দ্দেশ কর। আমি শৈলোৎপাটন করিয়া যে বৃহৎ স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি, এখন ব্রজের কথা দূরে থাকুক, ত্রিলোকও অবকাশ পাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া সেই গিরিগৃহের মধ্যে যেমন গোপগণ কলরব করিয়া উঠিল এবং ধেনুগণ হম্বারবে নির্দ্দিষ্টস্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল, তেমনি পর্ব্বত বহির্ভাগেও তুমুল মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। গোপগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে গোধন সমুদায় গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করাইল। কৃষ্ণও উচ্ছ্রিত স্তম্ভের ন্যায় এক হস্তে শৈলমূল আশ্রয় করিয়া প্রিয় অতিথির ন্যায় গিরিবরকে ধারণ করিয়া রহিলেন। অনন্তর গোপগণের ভাণ্ড ও শকটাদি যাহা কিছু ছিল,! তৎসমুদায়ই বর্ষণভয়ে উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইল। তখন বজ্রধারী ইন্দ্র কৃষ্ণের দেবদুঃসাধ্য সেই কার্য্য দেখিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইল, কখনই উহা আর সফল হইবে না।' এই ভাবিয়া জলদগণকে নিষেধ করিলেন। এইরূপে সপ্তাহ পরে দেবরাজ ইন্দ্র ভগ্নমনোরথ হইয়া মেঘগণকে, লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। আকাশ নির্ম্মল হইল, সূর্য্য প্রদীপ্ততেজা হইয়া দিঙ্মণ্ডল পূর্ব্ববৎ আলোকময় করিলেন। ধেমুগণ বিগতক্লম হইয়া যে পথ দিয়া পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়াছিল সেই পথ দিয়া পুনরায় নির্গত হইল। ঘোষগণ তখন বিশ্বস্তচিত্তে পুনরায় স্ব স্ব স্থান অধিকার করিল। কৃষ্ণও অবিচলিতহৃদয়ে প্রীতি পূর্ব্বক গিরিবরকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

৭৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিলেন, দেখিয়া ইন্দ্র যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি নির্জ্জলজলদাকৃতি মদজলসিক্ত মত্ত ঐরাবতে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন মহাত্মা অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরির একদেশে শিলাতলে আসীন রহিয়াছেন। পরস্পর সেই গোপবেশধারী তেজঃপুঞ্জ: কলেবর বালক সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তখন তিনি সেই নীরভারাবলম্বী নবনীরদ-শ্যাম, শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত কৃষ্ণকে অনিমিষ সহলোচনে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণ কাল সন্দর্শন করিয়া অবশেষে লজ্জিত হইতে লাগিলেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণ সেই বনমধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া লোকবৃত্তান্ত অনুধ্যান করিতেছেন, পন্নগাশে পতগরাজ গরুড় প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া তদুপরি ছায়া বিধান করিতেছে। অনন্তর তিনি ঐরাবত হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহার গলদেশে দিব্য মাল্য, গাত্রে দিব্য অনুলেপন, হতে বাজ্রায়ুধ শোভা পাইতেছিল। মস্তকে বালার্ক সমুজ্জল বিদ্যুদ্বিকাশ কিরীট এবং কর্ণে হীরকখচিত কুণ্ডল মুখ বৃদ্ধি করিতেছিল। বক্ষঃস্থলে সহস্রদল পদ্মসদৃশ কমনীয় পঞ্চস্তবক হার বিদ্যমান থাকাতে সমস্ত শরীর অলঙ্কৃত করিতেছিল। ইন্দ্র কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন; হে মহাবাহো! হে গোপকুলানন্দবর্দ্ধন! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কারী মেঘগণকেবর্ষণ করিতে আদেশ করিলে, তুমি যে প্রীতিপূর্ব্বক ধেনুগণকে রক্ষা করিয়াছ, উহা অমানুষিক কার্য্য তাহার সংশয় নাই। তদ্বারা আমিও পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি হিরণ্য গর্ভ ধারণের ন্যায় শূন্যপথে যে গিরিবরকে ধারণ করিয়াছ, উহাতে কে না বিস্মিত হইবে? তুমি আমার মহোৎসব প্রতিষেধ করিলে আমি রুষ্ট হইয়া সপ্তরাত্রিকাল এরূপ ঘোরতর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি। তুমি ব্যতীত কি দেবতা, কি অসুর কাহার সাধ্য আছে যে উহা নিবারণ করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! তুমি মনুষ্যদেহধারী হইয়া আমার প্রতি রুষ্ট হইলেও যে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবশক্তি গোপন করিয়াছ, উহাতে আমি পরম প্রীতি ও মহোপকার লাভ করিয়াছি। আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি মানবমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া যখন এইরূপ শক্তি ধারণ করিতেছ, তখন দেবকার্য্যও যে সম্যক সাধিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। হে বীর এক্ষণে আমাদের যে কিছু গুরুতর কার্য্য আছে, তৎসমুদায়ই সুসম্পন্ন হইবে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তুমি দেবগণের নেতা, সর্ব্বপ্রকার দুরূহ কার্য্য সাধনে তুমিই অগ্রবর্ত্তী। তুমি কি দেবলোক, কি মর্ত্ত্যলোক সকলেরই অদ্বিতীয় প্রভু। আমাদের সমস্ত ভার বহন করিতে পারে, তোমার মত এরূপ আর দ্বিতীয় দেখিতে পাই না। যেমন স্বয়ং অসমর্থ হইলে বৃষভকে ভার বহনে নিযুক্ত করে তদ্রূপ দেবগণের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে তুমি তাহা বহন করিয়া থাক। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই শরীরাভ্যন্তরে লীন রহিয়াছে। ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বর্ণ যেমন সমস্ত ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ট তুমিও সেইরূপ আমদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পঙ্গু যেমন দ্রুতগামী লোকের অনুগমন করিতে অসমর্থ, লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেইরূপ কি জ্ঞান, কি বয়স কোন বিষয়েই তোমার অনুগমন করিতে সমর্থ নহেন। যেমন পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, হ্রদের মধ্যে বরুণালয়, এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ দেবগণের

মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। জলের নিম্নদেশে পাতাললোক, তদুপরি পর্ব্বত, সেই পর্ব্বতের উপরে পৃথিবী, পৃথিবীর উপর মর্ত্ত্যলোক, তদুপরি পক্ষিগণের বিহায়ভূমি আকাশ; সেই আকাশের উপর স্বর্গেরদ্বার স্বরুপ সূর্য্যলোক, তাহার উপর বিমানচারী দেবগণের আবসভূমি দেবলোক বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই লোকে তুমিই আমাকে ইন্দ্র পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। স্বর্গলোকের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক। তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ নিয়ত অবস্থান করিতেছে। ঐ স্থানই সোমদেব প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর বিহারভূমি। তাহার উপর গোলোক, তথায় সাধ্যগণ গোগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সেই মহাকাশগত অতি মহান গোলোক সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তোমার তপোময় গতি তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছে। আমরা পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও উহার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই। দুষ্কৃতকারী অধার্ম্মিক লোকেরা অতি দারুণ নাগলোকাশ্রয় পাতালতলে অবস্থান প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মশীল-সর্ব্ব-লোকের বাসস্থান পৃথিবী। যাহারা বায়ু সদৃশ অস্থিরকর্ম্মা তাহাদের বাসভূমি আকাশ। যাহারা শমদমাদিগুণে বিভূষিত এবং সুকৃতিকর্ম্মা স্বর্গ তাদের সুখপ্রদ স্থান। ব্রহ্মমাত্রপরায়ণ লোকদিগের ব্রহ্মলোকই অত্যুৎকৃষ্ট বাসস্থান। তদুপরি গোলোক কেবল গোগণেরই আশ্রয়, উহা অন্যের নিতান্ত দুরারোহ, তপশ্চরণাদি যে কোন উপায়ে তাহাতে আরোহণ করিবার কাহার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সেই গোলোক পৃথিবীতে তোমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া অবসন্নপ্রায় হইয়াছিল; তাহাদের উপদ্রব সকল নিবারণ করিয়া তুমিই তাহাদের রক্ষা করিয়াছ। হে মহাভাগ! আমি গোধন ও ব্রহ্মার আদেশানুসারে তোমার সম্মানার্থ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; আমি ভূতপতি দেবরাজ ইন্দ্র। মাতা অদিতির গর্ভে জন্ম অনুসারে আমি তোমার অগ্রজ আমি বারিবর্ষণদ্বারা তোমার উপর যে তেজঃ প্রদর্শন করিয়াছি, উহা স্বীয় ধৈর্য্যগুণে ক্ষমা কর। এইরূপে সৌম্যমূর্ত্তি কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া ইন্দ্র পুনরায় কহিলেন, স্বর্গস্থ গোগণ ও ব্রহ্মা আমাকে যাহা আদেশ করিযাছে, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

তাঁহারা কহিয়াছেন, "তোমার এই গোরক্ষণ কার্য্য দ্বারা আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। তোমা কর্ত্তৃক অতি মহৎ ভূলোক ও গোলোক রক্ষিত হইয়াছে। বৎস ও বৃষভগণ পরিবর্দ্ধিত হইল। অধুনা হলবাহী বৃষগণ দ্বারা কৃষীবলগণ, পবিত্র ঘৃতদ্বারা অমরগণ এবং গোময় ব্যবহার দ্বারা লক্ষ্মীর তৃপ্তি সাধন হইবে। হে মহাবল! তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের প্রাণদাতা, অদ্য হইতে তুমি আমাদের রাজা ও ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত হও"। সেই জন্যই আমি দিব্য জলপূর্ণ এই কাঞ্চনঘট স্বহস্তে লইয়া আসিয়াছি, ইহা দ্বারা তুমি অভিষিক্ত হও। আমি দেবগণের ইন্দ্র, তুমি গোগণের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ এই জন্য এখন হইতে সমস্ত লোক তোমাকে গোবিন্দ নামে স্তব করিবে। গোগণ আমার উপরেও তোমারে ইন্দ্রত্ব স্থাপন করিয়াছেন সেই জন্য তোমাকে দেবতারা স্বর্গে উপেন্দ্র নামে কীর্ত্তন করিবেন। এই সময়ে আমি যে চারি মাসকে বর্ষাকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম, উহার শেষ দুই মাস শরৎকাল বলিয়া কল্পনা করিয়া তোমাকেই উপহার প্রদান করিলাম। আজি হইতে লোকে প্রথম দুই মাস বর্ষা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। ঐ দুই মাস শেষ হইলে লোকে আমার উদ্দেশে যে ধ্বজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে, এখন হইতে উহা তোমার পূজার্থ হইবে। এই এই সময় মৎপ্রেরিত জলদগণকে দেখিয়া ময়ূরগণ যে সদর্পে নৃত্য করিত, উহা এখন হইতে পরিত্যাগ করিবে। অন্যান্য যাহারা এই সময়কে বর্ষাকাল মনে করিয়া মত্ততা বশতঃ

অল্প পরিমাণে মেঘনাদের অনুকরণ করিত, তাহারাও এখন হইতে নীরব ও শান্তভাব ধারণ করিবে। অগস্ত্যও ত্রিশঙ্কুর অধিষ্ঠিত দিক্ আশ্রয় করিবেন। তখন সহস্ররশ্মি সূর্য্য স্বকীয় তেজ দ্বারা সমস্ত দিক, সন্তপ্ত করিয়া বিচরণ করিবেন। ময়ুরগণ নীরব, চাতক জলপ্রার্থী হইবে। নদীতট হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষী দ্বারা আকীর্ণ এবং শব্দায়মান বকশ্রেণীতে ব্যাপ্ত হইবে। বৃষভগণ মত্ত, ধেনুগণ হৃষ্ট ও দুগ্ধবতী, মেঘ সকল বারিবর্ষণে নিবৃত্ত, শস্ত্র সদৃশ নীল ও ভাস্বর নভলে হংসগণ বিচরণপ্রবৃত্ত, বাপী তড়াগ ও সরোবরে নলিনীকুল প্রস্ফুটিত এবং সমস্ত জলাশয়ের সলিল নির্ম্মল, ক্ষেত্র সমুদায় অবনতশীর্ষ-পরিপক্ক-ধান্যাবলীতে বিভূষিত, সলিল সমুদায় নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হইবে এবং শস্যক্ষেত্র সমুদায় বিবিধ শস্যে ও ইক্ষুযষ্টিতে পরিপূর্ণ হইয়া মুনিজনেরও মন হরণ করিবে। সমৃদ্ধ জনপদপরিপূর্ণ পৃথিবী যেন বিশাল হইয়া উঠিবে। শ্রেণীবদ্ধ ওষধি সকল ফলশালিনী হইয়া পরম শোভা ধারণ করিবে। সর্ব্বত্র যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। এইরূপে শরৎ প্রবৃত্ত হইলে তুমিও তখন সুপ্তোত্থিত হইবে। স্বর্গে দেবলোকের ন্যায় পৃথিবীতেও মানবগণ ধ্বজাকার যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক তোমার আমার অর্চ্চনা করিয়া নিরাময় লাভ করিবে।

তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র দিব্যতীর্থোদকপূর্ণ ঘট সমুদায় গ্রহণ করিয়া গোবিন্দকে অভিষেক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে স্বর্গীয় গাভিগণ তাঁহার মস্তকোপরি দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আকাশ মেঘগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। বনস্পতি সকল চতুর্দ্দিক হইতে সুধাংশু কিরণের ন্যায় পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করিল। আকাশপথে দেবগণ তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। মন্ত্রপরায়ণ মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী যেন একার্ণব মুক্ত হইয়া রমণীয় আকৃতি ধারণ করিলেন। সাগর সমুদায় প্রসন্ন, জগতের শুভশংসী মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সমুদায় স্ব স্ব কক্ষ হইয়া উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিল। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সমুদায় উপশমিত, রাজন্যবর্গের বৈরভাব একবারে তিরোহিত হইল। পাদপশ্রেণী নবপল্লব ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইল। হস্তিগণ মদস্রাব করিতে লাগিল; বনে মৃগগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না; পর্ব্বত সমুদায় মহীরুহ ও গৈরিকাদি ধাতু সমূহে বিভূষিত হইল। ভূলোক দেবলোকের ন্যায় যেন অমৃতরসে তৃপ্ত হইল। অনন্তর মন্দাকিনী সলিলে কৃষ্ণের অভিষেকক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে দেবদেব ইন্দ্র সেই দিব্য মাল্যাম্বরধারী কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গোধনদিগের রক্ষার নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছ উহা আমার প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন আমার আগমনের আর একটা কারণ আছে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কংস, তুরগাধমকেশী ও সতত অনিষ্টকারী অরিষ্টকে বিনাশ কর। অতঃপর রাজোচিত রাজ্যপালন করিবে। তোমার পিতৃষাসা কুন্তীরগর্ভে আমার অংশে মৎসদৃশ পরাক্রান্ত এক পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার নাম অর্জ্জুন। তোমার উপরেই তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বহিল। তুমি বন্ধুত্ব সংস্থাপন দ্বারা তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে তোমার ন্যায় স্বভাব সম্পন্ন হইয়া উঠিবে এবং সতত তোমার বশবর্ত্তী থাকিয়া বিপুল যশ লাভ করিতে পারিবে। সেই অর্জ্জুনই ভরতবংশের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী হইয়া তোমার অনুবর্ত্তন করিবে। তুমি ভিন্ন জগতে তাহার আর প্রীতিস্থান থাকবে না। ভারতযুদ্ধ তুমি ও তাহারই সম্পূর্ণ আয়ত্ত। তোমাদের উভয়ের যোগ হইলে সমস্ত নৃপতি নিধন প্রাপ্ত হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি ঋষি ও

দেবতাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি যে, কুন্তীর গর্ভে অর্জ্জুন নামে আমার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া সংগ্রাম প্রবিষ্ট রণদুর্ম্মদ অসংখ্য নরপতি ও বহু অক্ষৌহিণী সেনাগণকে একাকী ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শমন ভবনে প্রেরণ করিবে। তাহার অস্ত্র কৌশল ও ধনুর্ব্বিদ্যায় ক্ষিপ্রহস্ততায় অন্যান্য নৃপতিগণের কথা আর কি বলিব, তুমি ভিন্ন দেবগণও উহার অনুসরণ করিতে পারিবে না। সংগ্রামস্থলে সেই অর্জ্জুন যেমন তোমার বন্ধু ও সহায় হইবে, তুমিও সেইরূপ সহায়তা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। আর আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাহাকে অজ্ঞাত বিষয় সমুদায় জ্ঞাত করিয়া দিবে। তুমি আমাকে যে ভাবে দেখ তাহাকেও সেই ভাবে দেখিবে। তুমি রক্ষা করিলে মৃত্যু কখন তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। হে কৃষ্ণ! আমি যেমন তোমার প্রাণভূত, অর্জ্জুনকেও সেইরূপ মনে করিবে; তুমি পূর্ব্বকালে ত্রিপাদবিক্রম দ্বারা সকল ভুবন পরাজয় করিয়া বলির হস্ত হইতে ত্রিলোক গ্রহণপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মানুসারে আমাকে স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলে, দেবগণ তোমাকে সত্যময়, সত্যসন্ধ, সত্যবিক্রম জানিয়া শত্রুপরাজয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই অর্জ্জুন আমার তনয় ও তোমার পিতৃসার পুত্র। সে যাহাতে তোমার সহচর হইয়া তোমার সৌহার্দ্দ লাভ করিতে পারে তাহা করিবে। স্বস্থানে কি গৃহে কি রণস্থলে সর্ব্বত্র তুমি তাহার ভার বহন করিবে। তুমি অবশ্যই ভবিষ্যদর্শী, সুতরাং তোমাকে আমি আর অধিক কি বলিব, তুমি কংসকে নিহত করিলে চতুর্দ্দিক হইতে নৃপতিগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। ঐ সমুদায় যুদ্ধে অর্জ্জুন সমস্ত বীরাগ্রগণ্য অদ্ভুতকর্ম্মা যোদ্ধৃবর্গকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিবে,তোমারও যশের সীমা থাকে না। হে কৃষ্ণ! আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তৎসমুদায়ই তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে যদি আমি, দেববর্গ ও সত্য তোমার প্রিয় হয়, তবে আমি যাহা কিছু কহিলাম তৎসমুদায়ই তুমি প্রতিপালন কর।

ভগবান কৃষ্ণ ইন্দ্রের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং গোরক্ষণ বশতঃ গোবিন্দ নামের অধিকারী হইয়া পরম প্রীতমনে কহিতে লাগিলেন, হে শচীপতে! তোমার দর্শন প্রাপ্তিতেই আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমাকে যাহা কিছু বলিলে তাহার কিছুই অসম্পাদিত থাকিবে না। আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি; মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী আমার পিতৃষাসা কুন্তীর গর্ভে তোমা হইতে অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যুধিষ্ঠির ধর্ম্মতনয়, পবন হইতে ভীমসেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব এবং কন্যাবস্থায় সূর্য্য হইতে কর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া সূত লাভ করিয়াছেন, সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত আছি। অভিসম্পাত বশতঃ মহাত্মা পাণ্ডু উপরত হইলে ধৃতরাষ্ট্রয়ের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে, ইহাও আমার অজ্ঞাত নাই। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গে গমন করিয়া দেবগণকে সুখী কর। আমার সমক্ষে শত্রু হইতে কখন অর্জ্জুনের পরাভব হইবে না; প্রত্যুত অর্জ্জুনের নিমিত্তই অন্যান্য পাণ্ডবগণও যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষত শরীরে অবস্থান করিবে। ভারতযুদ্ধ সমাপ্ত হইলেই অর্জ্জুনকে কুন্তী সমীপে প্রেরণ করিব। হে দেবরাজ! তোমার তনয় অর্জ্জুন আমায় যাহা কিছু বলিবে, আমি তোমার প্রীতির নিমিত্ত তৎসমুদায় ভৃত্যের ন্যায় প্রতিপালন করিব।

সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রীতিযুক্ত ভগবান কৃষ্ণের এই সমুদায় প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তথা হইতে স্বর্গলোকে প্রদান করিলেন।

৭৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র স্বর্গ লোকে প্রস্থান করিলে গোবর্দ্ধনধারী শ্রীমান কৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের সহিত সমবেত হইয়া ব্রজে উপস্থিত হইলেম। তত্রত্য বৃদ্ধ গোপগণ এবং তৎসহচারী সমবয়স্ক বালকগণ পরমাহ্লাদসহকারে কহিতে লাগিল, কৃষ্ণ! তোমার স্বভাব ও ন্যায়পরতা সন্দর্শনে আমরা সকলেই নিতান্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। কৃষ্ণ! তোমার পরাক্রম দেবতুল্য, তোমার প্রসাদে ধেনুগণ বর্ষভয় হইতে পরিত্রাণ পাইল, আমরাও বিষম ভয় হইতে রক্ষা পাইলাম। হে গোবিন্দ! তোমার অমানুষিক কার্য্যকলাপ বিশেষতঃ গোবর্দ্ধন ধারণ সন্দর্শনে আমরা তোমাকে দেবতা বলিয়া বোধ করিতেছি। হে মহাবল! তুমি রুদ্র, কি মরুৎ না হয় দেবগণের অন্যতম হইবে। তুমি কি জন্য বাসুদেবকে পিতৃত্বে স্বীকার করিয়াছ; তোমার বল, বাল্যক্রীড়া, আমাদিগের মধ্যে গর্হিত গোপজন্মগ্রহণ ও তোমার অমানুষিক কার্য্য দেখিয়া আমাদের মনে বিলক্ষণ শঙ্কা হইতেছে। তুমি লোকপাল সদৃশ হইয়া কি জন্য আমাদের সহিত অযোগ্য আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইলে? কি জন্যই বা শোধনচারণে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি দেব কি দানব কি যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব ইহাদের মধ্যে যে কেহ হও না কেন আমাদের পরম বন্ধু, অতএব আমরা তোমাকে নমস্কার করি। যদি তুমি কোন কার্য্যব্যপদেশেই যদৃচ্ছাক্রমে আমাদের মধ্যে বাস করিয়া থাক, তবে আমরা তোমার অনুগত ও নিতান্ত বশীভূত জানিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! সেই কমললোচন কৃষ্ণ গোপগণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া সস্মিতবচনে কহিতে লাগিলেন, হে গোপগণ! আপনাদেরও পরাক্রম অসাধারণ, আপনারা আমাকে যাহা মনে করিতেছেন বস্তুতঃ আমি তাহা নহি। আমি আপনাদেরই স্বজাতীয় বন্ধু। অতঃ পর যদি আপনাদের আমার বিষয় কিছু শ্রোতব্য থাকে, তবে কাল প্রতীক্ষা করুন। কালক্রমে আমার সমস্ত বিষয় শুনিতে এবং আমার স্বরূপও অবগত হইতে পারিবেন। যদি আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দেসসন্নিভ শ্লাঘ্যবন্ধু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে তাহাই যথেষ্ট, অন্য বিষয় আর জানিষার আবশ্যকতা কি?

বসুদেবনয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া গোপগণ যৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আবৃতবদনে ইতস্ততঃ প্রস্থান করিলেন। তখন কৃষ্ণ চন্দ্রমার নবযৌবন এবং শরৎকালীয় সুধাধবলিত মনোহর নিশা অবলোকন করিয়া রতিক্রীড়ায় অভিলাষী হইলেন। অনন্তর সেই বীর্য্যবান কৃষ্ণ করীষলাঞ্ছিত ব্রজপথে দর্পিত বৃষভগণের এবং বলবান গোপবালকদিগের পরস্পর যুদ্ধযোজনা করিয়া দিলেন। স্বয়ং গ্রাহকগণের ন্যায় যে সকলকে গ্রহণ করিয়া অশেষ কৌতুক দেখাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে যুবতী গোপকন্যাদিগকে আহ্বান করিয়া নিজের শৈশবাবস্থাবশতঃ কেহ কিছু মনে করিবে না বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইলেন। সুকুমারী গোপনারীগণও গগননাদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তদীয় বদনকান্তি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ আদ্র হরিতালবৎ পীতবর্ণ রমণীয় কৌশেয়বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিলেন। বিচিত্র বনমালারচিত কেয়ূর পরিধান করাতে অত্যুজ্জ্বল শোভায় সমস্ত বন সুশোভিত হইল। গোপাঙ্গনারা পূর্ব্বেই কৃষ্ণের অদ্ভুতচরিত সন্দর্শনে মোহিত হইয়াছিল এক্ষণে তাঁহার

মধুরালাপে পরম প্রীত হইয়া কেহ কেহ দামোদর বলিয়া শ্লেষ করিতে লাগিল, কোন বরাঙ্গনা পীনপয়োধর যুক্ত বক্ষঃস্থলে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে গোপকামিনীগণ প্রতিদিন রাত্রিযোগে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলে মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃগণ নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু উহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, প্রত্যুত তাহারা কখন শ্রেণী বদ্ধ হইয়া সান্ত্বনাকারে তাহাকে বেষ্টন করিত, কখন বা দুই দুই জনে সমস্বরে কৃষ্ণচরিত গান করিত, কখন তাহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত, কখন তাঁহার অনুকরণ, কখন বা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। আর কয়েকটা গোপ সেই বন ভাগে হস্তাগ্র দ্বারা তালপ্রদান পূর্ব্বক কখন কৃষ্ণের ন্যায় নৃত্য, কখন গান, কখন বা মৃদুমধুর হাস্যে, কৃষ্ণের ন্যায় কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। এইরূপে ব্রজবালাগণ প্রথমে হৃষ্টচিতে কৃষ্ণের অনুকরণ, পরে তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক, অনন্তর তাঁহার ভাবে আর্দ্র হইয়া মনের অনুরাগে কৃষ্ণগুণগান এবং তদাসক্তচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণের অনুধ্যান শরীরে কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিত। আর কোন কৃষ্ণসারনয়না গোপাঙ্গনা প্রফুল্লবদনে ভাবব্যঞ্জক নেত্র দ্বারা কৃষ্ণকে পুনঃপুন অবলোকন করিতে লাগিল যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইল না। তাঁহার মুখপদ্ম যতই অবলোকন করিতে লাগিল ততই তাহাদের দর্শনলালসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রজনীযোগে রতিলালসায় অধরসুধাপান করিতে লাগিল। যখন আবার কৃষ্ণ কাহারও নিমিত্ত বিরহভাব প্রকাশ করিয়া হায় কি হইল বলিয়া অনুনয় করিতেন তখন তাহাদের আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না। তাহারা দিবাভাগে বেণী বন্ধন ও উৎকৃষ্ট বেশবিন্যাস করিত কিন্তু রজনী যোগে কৃষ্ণসহবাসে সমস্ত আকুলীকৃত ও বেণী আলুলায়িত হইয়া স্তনাগ্রে পতিত হইত। এইরূপে কৃষ্ণ গোপীচক্রে বেষ্টিত হইয়া পরম সুখে চন্দ্রমালঙ্কৃত শারদীয় নিশা যাপন করিতে লাগিলেন।

৭৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা প্রদোষ কালে ভগবান কৃষ্ণ ক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে অঙ্গারবর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বলচক্ষু বৃষরূপধারী অরিষ্ট, দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় গোধনদিগকে ত্রাসিত করিয়া গোষ্ঠে উপস্থিত হইল। ইহার সম্মুখস্থিত চরণদ্বয়ের খুর অতি তীক্ষ্ণ, লোল জিহ্বা ওষ্ঠপ্রান্ত পুনঃপুন লেহন করিতেছে। অতিদর্পে লাঙ্গল ঘূর্ণিত হইতেছে। স্কন্ধলগ্ন ককুদ্ অত্যুন্নত ও নিরতিশয় কঠিন। তাহার অঙ্গ সমুদায় বিষ্ঠা মূত্র দ্বারা অনুলিপ্ত, তাহাকে দেখিলে ভয়ে ধেনুগণের শরীর কম্পিত হইতে থাকে। কটিদেশ অত্যন্ত বিশাল, মুখ অতিশয় স্থূল, জানু সুদৃঢ় এবং উদর অতি বৃহৎ। আগমন সময়ে শৃঙ্গদ্বয় কম্পিত ও গলকম্বল দোদুল্যমান হইতেছিল। সম্মুখে কোন ধেনু উপস্থিতমাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার উপর আরূঢ় এবং নিতান্ত উদ্ধতভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল। তরুদলন-চিহ্ন মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিষাণাগ্রভাগ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত, তৎকালে যদি কোন বৃষভ বিপক্ষভাবে তাহার সম্মুখীন হইত তবে আর তাহার

নিস্তার নাই। এইরূপ সেই ভীষণাকৃতি গোগণের সাক্ষাৎ বিঘ্নস্বরূপ অরিষ্ট বৃষভরূপে গোষ্ঠে আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তথায় গর্ব্বিণী ধেনুগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের গর্ভপাত এবং নবপ্রসূতা গাভিগণকে আক্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেই শৃঙ্গায়ুধ অতি দুর্দ্ধর্ষ ভীষণমূর্ত্তি অরিষ্ট ধেনুগণকে প্রহার করিয়া বিনা যুদ্ধে তৃপ্ত হইল না, অবশেষে বৃষভগণকে আক্রমণ করিয়া গোষ্ঠ একবারে বংস ও বৃষশূন্য করিয়া ফেলিল। এই দুরাত্মা অরিষ্ট ক্রমশঃ কৃষ্ণের সমীপস্থ হইয়া মেঘবৃন্দের ন্যায় অশনিপাত শব্দে ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া ধেনুগণের বিষম ভয়োৎপাদন করিতে করিতে ক্রমশঃ সমাগত হইতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ সেই মহাকায় শব্দায়মান বৃষভকে আসিতে দেখিয়া করতালি প্রদান ও সিংহনাদ করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। বৃষরূপধারী সেই অরিষ্টও তদ্দর্শনে লাঙ্গল উত্তোলনপূর্ব্বক নেত্রঘূর্ণন করিতে করিতে মহাক্রোধভরে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কৃষ্ণ তদ্দর্শনে আর অগ্রসর হইলেন না, পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই অরিষ্ট কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিধন বাসনায় দ্রুতপদে আগমন করিতে লাগিল। নীলাঞ্জন পর্ব্বত সদৃশ সেই দুর্ম্মদ বৃষ অতিবেগে সন্নিহিত হইবামাত্র কৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষের ন্যায় তাহার মুখাগ্রভাগ ধারণ করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মহাবৃষ অরিষ্ট মুখ হইতে ফেন উদগীরণ এবং সশব্দে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহারা উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অবরোধ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন বর্ষাকালে উভয় দিক হইতে আসিয়া প্রকাণ্ড মেঘদ্বয় পরস্পর সংসক্ত হইয়াছে। অনন্তর কৃষ্ণ তাহার দর্পবল হনন করিয়া শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে পদার্পণপূর্ব্বক আর্দ্রবস্ত্র নিস্পীড়নের ন্যায় গলদেশ বিমর্দ্দিত করিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায় তাহার বামশৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া তদ্বারা তাহার মুখে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই দুরাত্মা দানব উৎপাটিত শৃঙ্গ ভগ্নাস্য ও ভগ্নস্কন্ধ হইয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় রুধির বমন করিতে করিতে হতচেতন হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল।

সেই বলদর্পিত অরিষ্ট দানব এইরূপে নিহত হইল দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সকলে কৃষ্ণকে সাধু বাদ প্রদান এবং তাঁহার কার্য্যকলাপের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বৃষ বিনাশ করিলে দিবা অবসান হইল সন্ধ্যা সমাগমে চন্দ্র সমুদিত হইলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ পুনরায় ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলেন। স্বর্গে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের উপাসনা করেন গোপগণও সেইরূপ কৃষ্ণের নানা প্রকার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

৭৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! কৃষ্ণ ব্রজে অবস্থান করিয়া দিন দিন অনলের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন শুনিয়া মথুরাধিপতি কংস ভয়বিহ্বলচিত্তে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পূতনা নিহত, কালিয় পরাজিত, ধেনুক কালগর্ভে লীন, প্রলম্ব নিপাতিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধন ধারণ দ্বারা ইন্দ্রের মনোরথ বিফলীকৃত, অদ্ভুত ক্ষমতা দ্বারা ধেনুগণ পরিত্রাত, ককুদ্বান অরিষ্টিও নিহত হওয়াতে গোপগণ আনন্দিত, রজ্জুর আকর্ষণে মহাবৃক্ষ নিপতিত এবং শকটভগ্ন

হইয়াছে। এই সমুদায় কৃষ্ণের অচিন্ত্যকার্য্য শ্রবণ করিয়া কংস আসন্নমৃত্যু বিবেচনায় বিকলেন্দ্রিয়, হতবুদ্ধি এবং মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন কেবল আপনাকে ঘোর বিপৎসাগরে মগ্ন ব্যতীত তাহার আর বুদ্ধির বিষয় রহিল না। অনন্তর একদা রাত্রিকালে সমস্ত মথুরাবাসী নিদ্রায় অভিভূত জনপদ নিস্তব্ধ কেবল অলঙ্ঘ্য শাসন মথুরাধীশ্বর কংস প্রাণভয়ে ব্যাকুল ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া পিতা, জ্ঞাতিবর্গ, দেবপ্রতিম বসুদেব, যদুবংশীয় কঙ্ক, সত্যক, কঙ্কানুজ দারুক, ভোজ, বৈতরণ, মহাবল বিকদ্রু, রাজা ভয়েসখ, ধনশালী বিপৃথু, বভ্রু, দানপতি অক্রূর, কৃতবর্ম্মা এবং অতি তেজস্বী ক্ষোভরহিত ভূরিশ্রবা প্রভৃতি যাদবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাত্মগণ! আপনারা সকলেই সর্ব্বকার্য্য পারদর্শী, বেদশাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত, ন্যায়বৃত্তাভিজ্ঞ, ত্রিবর্গের প্রবর্ত্তক, কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, সাক্ষাৎ দেবতুল্য এবং সদাচার নিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বদা অচলের ন্যায় ধৈর্য্যশালী, গর্ব্ব বিবর্জ্জিত এবং গুরুকুলে বাস করিয়া রাজাদিগের মন্ত্রণা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারগামী হইয়াছেন। আপনাদিগের যশঃপ্রদীপ সমস্ত জগৎ আলোকময় করিয়া রাখিয়াছে। বেদার্থ সমুদায় আপনারা সম্যক অবগত আছেন। আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রকৃতি, বর্ণচতুষ্টয়ের ক্রমও আপনাদের অবিদিত নাই। আপনারা নিয়ম সমুদায়ের বক্তা, নয়দর্শীদিগের নেতা, পররাষ্ট্রের ভেদকর্ত্তা, শরণাগতের রক্ষাকর্ত্তা। আপনাদিগের অস্খলিত চরিত্র, সম্পদ ও অভ্যুদয়দ্বারা স্বর্গলোকও অনুগৃহীত হয়, পৃথিবীর কথা আর কি বলিব। আপনাদিগের চরিত ঋষির ন্যায় প্রভাব প্রভঞ্জনের ন্যায়; ক্রোধ রুদ্রগণের ন্যায় এবং দীপ্তি মুনিবর অঙ্গিরার ন্যায়। আপনাদিগের পবিত্র কীর্ত্তির তুলনা জগতে আর নাই; যেমন সর্ব্বদিগবর্ত্তী কুলাচলসমুদায় পৃথিবীকে ধারণ করিতেছে বীরধর্ম্মাক্রান্ত আপনারা সেইরূপ এই যদুকুল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে ভবাদৃশ মহাত্মগণ আমার অনুকূল পরমসখা বিদ্যমান থাকিতে একটা বিষম শত্রু ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, কি জন্য উহা উপেক্ষিত হইতেছে? এই শত্রু ব্রজে নন্দগোপের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ নামে খ্যাত হইয়াছে। সে দেখিতে দেখিতে মেঘের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া আমার মূল হইতে উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি অত্যন্ত প্রণিধিবর্জ্জিত হইয়া নিতান্ত শূন্যহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি; আমারই অনবধান বশতঃ বসুদেব তাহাকে নন্দ গোপগৃহে গোপন করিতে পারিয়াছে; এক্ষণে সে দুরাত্মা উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় পূর্য্যমান অম্বুধির ন্যায়, গ্রীষ্মবসানে গর্জ্জিত মেঘের ন্যায় বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; আমি না জানি তাহার গতি প্রকৃতি, না জানি তাহার প্রকৃত তত্ত্ব, না জানি তাহার পরাক্রম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিতে পাই সে নন্দ গোপের পুত্র হইয়া অত্যদ্ভুত কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিতেছে; সে কি দেবতনয় না কি? তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না; কিন্তু তার যে সমুদায় অমানুষিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সে যেন দেবলোককেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

দেখুন মহাত্মগণ! সে যখন নিতান্ত শিশু, তৎকালে পূতনা রাত্রিযোগে শকুনীবেশে তাহাকে স্তন দান করিতে আরম্ভ করিলে সে স্তন্যপাননেচ্ছু হইয়া সেই দুর্জ্জয় পূতনার প্রাণ পর্য্যন্ত পান করিয়া ফেলিল। বহুকাল হইতে যমুনা হ্রদে কালিয় বাস করিত, ক্ষণকালের মধ্যে তাহাকে দমন করিয়া রসাতলে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত নাগপাশ ছিন্ন করিয়া

পুনরায় উত্থিত হইয়াছে। ধেনুককে তালশিখর হইতে পাতিত করিয়া তাহার জীবন হরণ করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহাকে দেবতারাও পরাভব করিতে পারে না সেই প্রলম্বাসুরকে বালক সে এক মুষ্টি প্রহারেই সামান্য লোকের ন্যায় যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে। বাসসের উৎসব ভঙ্গ করাতে তিনি ক্রোধভরে বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রতি দৃকপাতও করিল না, বরং গোধনদিগের রক্ষার্থ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিল। বৃষরূপী বলদর্পিত অরিষ্টের শৃঙ্গোৎপাটন করিয়া তদ্বারাই তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। সে কখনই বালক নহে, তবে বাল্যাবস্থা অবলম্বন করিয়া কেবল বাল্যলীলা প্রদর্শন করিতেছে। নতুবা এইরূপ দুরুহ ব্যাপার সমুদায় সম্পন্ন করা কি বালকের কার্য্য? ফলতঃ সে যে আমার ও কেশীর অদুরবর্ত্তী ভয়ের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সে নিশ্চয়ই আমার জন্মান্তরীয় মৃত্যু ছিল; নতুবা এ জন্মে আমারই অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থান করিবে কেন? কি জন্যই বা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সামান্য গোপত্ব স্বীকার করিবে? কেনই বা দেবপ্রভাবশালী হইয়া আমার ব্রজমধ্যে ক্রীড়া করিবে? অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে কোন দেবতা স্বীয় প্রকৃত রূপ আচ্ছাদন করিয়া শ্মশানস্থ অনলের ন্যায় ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছে। শুনিতে পাই পূর্ব্বকালে দেবতাদিগের নিমিত্ত বিষ্ণু বামনাবতার হইয়া এই পৃথিবী হরণ করিয়াছিলেন। প্রভাবশালী সেই নারায়ণই সিংহরূপ ধারণ করিয়া দানবদিগের পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন। হিমালয়শিখরে অচিন্ত্য রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরার ও তৎসংসর্গী দানবদিগের প্রাণসংহার করিয়াছেন। বৃহস্পতি তনয় কচরূপে শুক্রাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা গ্রহণ করিয়া দার্দুরী মায়া প্রভাবে দানবদিগের মধ্যে অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সহস্রশীর্ষ অবিনাশী শাশ্বত অনন্তদেব বরাহ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সাগরনিময় পৃথিবীর উদ্ধার করেন। আর এক সময়ে অমৃতের নিমিত্ত দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইলে সেই বিষ্ণু না কি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক পৃষ্ঠে করিয়া মন্দর গিরি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনিই আবার অমৃত উত্থিত হইলে মোহিনীমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে পরস্পর অতি নিদারুণ যুদ্ধ যোজনা করিয়া দেন। অতি কুৎসিত বামনমূর্ত্তিতে ত্রিপাদবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক হরণ করেন। দশরথগৃহে চতুরংশে বিভক্ত হইয়া রামরূপে রাবণকে নিহত করেন। সেই ভগবান নারায়ণ এইরূপে দেবকার্য্য সাধনার্থ নানা রূপ ধারণ করিয়া আত্মকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন অতএব আমার বোধ হয় নারদ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই সত্য। এই বালক হয় সেই ভগবান বিষ্ণু অথবা দেবপতি ইন্দ্রই হইবেন। আমারই বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাসুদেবের প্রতিই আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে, বসুদেবের বুদ্ধিকৌশলেই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইতেছে।

এক সময়ে খট্টাঙ্গ বনে আমি দেবর্ষি নারদের সহিত সঙ্গত হইলে তিনি আমায় কহিলেন, "কংস তুমি দেবকীর গর্ভ কৃন্তনে যে যত্ন করিয়াছ, তাহা বসুদেব রজনীযোগে বিফল করিয়া দিয়াছে। তুমি বসুদেবতনয়া মনে করিয়া যাহাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে সে যশোদার কন্যা, বসুদেবের নহে। বসুদেবতনয় কৃষ্ণ। তোমার মিত্ররূপী শত্রু বসুদেবই তোমার বধের নিমিত্ত রাত্রিযোগে ঐ উভয় গর্ভের ব্যত্যাস করিয়াছে। সেই

যশোদা কন্যা এক্ষণে পর্ব্বতবিহারী শুম্ভ নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয়কে নিহত করিয়া ঘোররূপী দস্যুগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত এবং বলি প্রদানে অর্জিত হইয়া প্রমথগণের সহিত গিরিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছে। দস্যুগণ সতত তাহাকে ময়ুরপুচ্ছে সুশোভিত করিয়া সুরা ও মাংসপূর্ণ পাত্র প্রদানে আরাধনা করিতেছে। সেই কন্যা স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে বিন্ধ্যাচলের যে স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে উহা দর্পিত কুক্কুটাদি শব্দে প্রতিধ্বনিত, বায়স নাদে সতত নিনাদিত, ছাগযূথ ও অবিষম্বাদী পক্ষিকুল দ্বারা ব্যাপ্ত, সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহ শব্দে প্রতিনাদিত, নিবিড় বনবৃক্ষ দ্বারা আচ্ছ, চতুর্দ্দিক মনোহর কান্তার দ্বারা পরিবেষ্টিত। দিব্য ভৃঙ্গার, চমর ও দর্পণ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত। তথায় শত শত দেবতুর্য্য নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে। অমরগণ তাহাকে পূজা করিতেছেন। সেই শত্রু বিত্রাস জননী সীমন্তিনী তথায় পরম সুখে বাস করিতেছে। আর নন্দগোপের তনয় যে কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই, বসুদেবের পুত্র, তোমার সহজ বন্ধু এবং মৃত্যু স্বরূপ।”

সেই বলিষ্ঠ বসুদেবতনয় কৃষ্ণ আমার সহজ বন্ধু বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমার নিদারুণ শত্রু। যেমন বায়স যাহার মস্তকে উপবিষ্ট হয় আমিষলোলুপ চক্ষুদ্বারা তাহারই নেত্রদ্বয় উৎপাটিত করে, এই বসুদেবও পুত্রকলত্র ও বন্ধু বান্ধবের সহিত আমার সম্বন্ধে তদ্রূপ। ইনি আমারই অঙ্গে প্রতিদিন প্রতিপালিত, আবার আমারই মুলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোবধ করিয়াও লোকে নিস্তার পাইতে পারে, কিন্তু বন্ধু কৃতঘ্ন হইলে তাহার আর কোন কালেই উদ্ধার নাই। যে কৃতঘ্ন কার্য্যানুরোধে অত্যন্ত প্রীতি প্রদর্শন করে, তাহাকে অচিরকালের মধ্যে পতিতদিগের পদবী অনুসরণ করিতে হয়। যে পাপিষ্ঠ নিরপরাধের প্রতি অনিষ্টাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোর নরক পথের অনুসরণ করিতে হয়। আমিই শ্লাঘ্য আত্মীয়জন হই অথবা তোমার পুত্রই শ্লাঘ্যতর হউক, বন্ধুত্ব ধর্ম্মে চলিতে গেলে উভয়কেই সান্ত্বনা করিতে হয়। নতুবা হস্তিদ্বয়ের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যেমন মধ্যবর্ত্তী তরুলতারই ধ্বংস হইয়া যায়, যুদ্ধাবসানে আবার উভয় মাতঙ্গে, মহারণ্যে একত্র অশনাদির অনুষ্ঠান করিয়া বিচরণ করিতে থাকে, তদ্রূপপ আত্মীয় অথবা অন্যই হউন আত্মীয়ের ভেদ সাধন করিতে গেলে, ঘিনি মধ্যস্থ থাকিয়া ঐরূপ কার্য্যে লিপ্ত হন, হয়ত তাঁহাকেই সমূলে উৎসন্ন হইতে হইবে। হে বসুদেব! তুমি সতত দুরভিসন্ধিতে শঠতাপূর্ব্বক অসূয়া ও বৈরভাব আশ্রয় করিয়া যে, বংশের বিরোধ সংঘটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা আমি জানিয়াও আত্মবিনাশের নিমিত্তই কালস্বরূপ তোমাকে পোষণ করিতেছি। রে মূঢ়! তোমা কর্ত্তৃকই যদুকুল শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইল। আমি একাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধ বলিয়া তোমাকে বৃথা সম্মান করিয়া আসিয়াছি। বয়ঃক্রম শত বৎসর কেশ সমুদায় শুভ্রবর্ণ হইলেই বৃদ্ধ হয় না। যাহার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে মনুষ্যমণ্ডলীতে তাহারাই বাস্তবিক বৃদ্ধ। তোমার স্বভাব নিতান্ত কর্কশ ও জ্ঞানও অতি সামান্য। শরৎকালের মেঘের ন্যায় তুমি কেবল মাত্র বৃদ্ধই হইয়াছ। তুমি মনে করিতেছ, কংস নিহত হইলে আমার পুত্র মধুরার রাজা হইবে; কিন্তু সেরূপ আশা করা তোমার দুরাশামাত্র, আর সেরূপ চিন্তাও তোমার বৃথা ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিপক্ষভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় তাদৃশ জিজীবিষু লোক জগতে কে আছে? তোমার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই তুমি আমার নিধন কামনা করিতেছ। কিন্তু দেখ আর আমি উপেক্ষা

করিব না, তোমার সমক্ষেই তোমার পুত্রদ্বয়ের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। আমি কখনও বৃদ্ধ, স্ত্রী বা ব্রাহ্মণের বধ সাধন করিনাই, করিবও না, বিশেষতঃ বন্ধুজনের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস। তুমি এইস্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমার পিতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ। তুমি আমার পিতৃষ্বসার ভর্ত্তা এবং যদুকুলে তুমি একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছ। তুমি রাজচক্রবর্ত্তীদিগের বিখ্যাত মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং ধর্ম্ম বুদ্ধি সাধু যদুবংশীয়েরা তোমার বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন, তুমি যদুবংশীয়দিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, কিন্তু কি করি; নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে হইতেছে তোমার এ কি ব্যবহার? আমার জয়ই হউক অথবা বিনাশ হউক সে জন্য আমি তত দুঃখিত হইব না, কিন্তু বসুদেবের দুর্নীতি দ্বারাই এরূপ ঘটনা হইল ইহা সাধুমণ্ডলীমধ্যে কীর্ত্তিত হইলে যাদবগণ যে লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিবে ইহাই অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, তুমি আমার বধোপায় চিন্তা করিয়া নিতান্ত অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছ এবং এতদ্বারা যদুকুলও নিন্দার ভাজন হইল। কৃষ্ণ ও আমি আমাদের এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ অনাসাধ্য বৈর উপস্থিত হইয়াছে, একতরের বিনাশ ব্যতীত উহার আর শান্তি নাই, যদুকুলও সুখী হইতে পারিতেছে না। এই কথা বলিয়া কংস দানপতি অক্রূরকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, যাহা হউক এক্ষণে অক্রূর আমার নির্দ্দেশক্রমে শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া তথা হইতে গোপপতি নন্দ এবং আমার করদ অন্যান্য গোপগণকে আনয়ন করুন। নন্দ গোপকে এই কথা বলিতে হইবে সে যেন বার্ষিক করগ্রহণ করিয়া সমস্ত গোপগণের সহিত শীঘ্র এখানে উপস্থিত হয়। আমি ভৃত্য ও পুরোহিতের সহিত বসুদেবনয় কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়কেই দেখিতে বাসনা করি। আমি শুনিতে পাই তাহারা উভয়েই কালোচিত যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ ও বিলক্ষণ যোদ্ধা এবং তাহাদেয় আকৃতিও বিলক্ষণ দৃঢ় ও যুদ্ধার্থ পরম কৌতূহলী। আমারও এখানে যুদ্ধপটু দুইজন মল্ল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে। তাহাদিগের সহিত উহাদিগকে যুদ্ধে যোজনা করিয়া দিব। তাহারা নাকি আমার পিতৃষ্বসার পুত্র, অমরগণের ন্যায় বীর, ব্রজে বাস করিয়া বনবিহার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে আমি একবার দেখিব, আর সেই ব্রজবাসীদিগকে বলিতে হইবে যে রাজা ধনুর্য্যজ্ঞ নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তোমরা তথায় উপস্থিত হইবে। আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে যথেচ্ছ প্রদান ও ভোজনের নিমিত্ত দধি দুগ্ধ ঘৃত ক্ষীর প্রভৃতি কোন বস্তুরই যেন অপ্রতুল না হয়। অক্রূর! তুমি শীঘ্র গমন কর রাম ও কৃষ্ণকে লইয়া আইস। আমি তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাহাদিগকে আনিতে পারিলে আমি পরম সুখী হইব। সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া যাহা কর্ত্তব্য ও হিতকর বলিয়া বিবেচনা হয় তাহাই করিব। যদি আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাকালে আগমন না করে তবে আমি তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। অথবা তাহার বালক, বালকের উপর ওরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবার আবশ্য কতা নাই। মধুর বাক্যদ্বারাই তুমি তাহাদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর। অক্রূর! যদি তুমি বসুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট না হইয়া থাক তবে আমার এই পরম দুর্লভ প্রীতি সম্পাদন কর। যাহাতে তাহারা উভয়েই এখানে আগমন করে তাহা তোমাকে করিতে হইবে।

এইরূপে অদূরদর্শী কংস কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বাক্যজালে ব্যথিত হইয়াও বসুতুল্য বসুদেব ক্ষমাগুণে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। প্রত্যুত গভীর সাগরের ন্যায় স্তিমিত ভাব অবলম্বন করিলেন। যাহারা তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবনতবদনে ও অনুচ্চস্বরে কংসকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। মহাতেজা অক্রূর দিব্যচক্ষু দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিয়া পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে জলনয়নার্থ প্রেরণ করিলে জলদর্শনে সে যেমন প্রীত হয় তদ্রূপ কৃষ্ণকে দর্শন করিতে পাইব এই আহ্লাদে পরম পুলকিত হইয়া অর তৎক্ষণাৎ মথুরা হইতে নির্গত হইলেন।

৭৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! সভাসীন যদুবংশীয় মহাত্মগণ কংসকে ক্ষিপ্ত দেখিয়া কর্ণে হস্তার্পণপূর্ব্বক মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই কংসের আয়ুঃশেষ হইয়াছে। সভামধ্যে অতি তেজস্বী বাগ্মিবর অন্ধক উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অশঙ্কুচিতচিত্তে অবিকৃতস্বরে কংসকে সম্বোধন করিয়া ধীরভাবে কহিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা প্রশংসনীয় হয় নাই। বিশেষতঃ আত্মীয় লোকের প্রতি ওরূপ বাক্যব্যয় সাধু বিগর্গিত ও অযুক্ত। হে বীর! যদি তুমি যাদব হইতে ইচ্ছা না কর তবে যদুবংশীয়েরা তোমাকে বলপূর্ব্বক যাদব করিতে চাহেন না। বৎস! তুমি শাসনকর্ত্তা হওয়াতে বরং বৃষ্ণিবংশীয়গণ আপনাদিগকে নিতান্ত অশ্লাঘ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। আমাদের বংশপ্রবর্ত্তয়িতা তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসমঞ্জাই ফিরিয়া আসিয়াছে। তুমি ভোজ হও, যাদব হও অথবা কংসই হও যে কোন ব্যক্তিই হও, তোমার মস্তক কেশযুক্তই হউক, জটাযুক্তই হউক অথবা মুণ্ডিতই হউক, কুলপাংসন উগ্রসেন তোমারদ্বারাই শোচনীয় হইতেছে। কারণ তুমি যাহার পুত্র তাহাকে দুর্জ্জন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। মনীষী ব্যক্তিরা কখন আত্মগুণ গরিমা প্রখ্যাপন করেন না। গুণ সমুদায় পরমুখে কথিত হইলেই প্রকৃত গুণপদ বাচ্য হইয়া থাকে। তুমি বালক, কুলনাশন ও মূর্খ ; সুতরাং তুমি যাহাদিগের শাসনকর্ত্তা, সেই যদুবংশ পৃথিবীস্থ ভূপালগণের মধ্যে যে নিন্দনীয় হইবে তাহার আর কথা কি? তুমি তোমার কথিত যে সমুদায় বাক্য সাধু বলিয়া মনে করিতেছ বস্তুতঃ উহা ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাপূর্ণ হওয়াতে অসাধু। উহা দ্বারা ফল কিছুই নাই, কেবল আত্মনীচতাই প্রকাশ হইল। ব্রহ্ম হত্যার ন্যায় নিরহঙ্কার পূজ্যতম গুরুলোকের অথবা অন্য কোন মহাত্মারই হউক অধিক্ষেপ কোন ব্যক্তি ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে? বৎস! বৃদ্ধগণ অগ্নিতুল্য; সম্মান প্রদর্শন করিলে তাহারা অবশ্য অধিগম্য হইবেন নচেৎ কোনরূপে ক্রোধোৎপাদন করিলে ইহলোকের কথাই নাই তাঁহারা লোকান্তর পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে পারে। বৎস! যে দান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তি আপনার অভ্যুদয় কামনা করেন, জলমধ্যে মীনগতির ন্যায় ধর্ম্মের গতি অন্বেষণ করা তাঁহার অগ্রে কর্ত্তব্য। মন্ত্রশূন্য আহুতি যেমন অগ্নির অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করে। তদ্রূপ তুমি অতি দর্পে অগ্নিতুল্য বৃদ্ধদিগকে মর্ম্মান্তিক বাক্য দ্বারা ব্যথিত করিলে। তুমি বসুদেবকে পুত্রের নিমিত্ত

যে প্রকার নিন্দা করিলে উহা তোমার বৃথা প্রলাপমাত্র, আমি উহাকে অনুচিত মনে করিয়া নিন্দাই করিতেছি। পুত্র দুর্জ্জন হইলে পিতা কখন তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারেন না, বরং পিতাকেই পুত্রের জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে বসুদেব যদি স্বীয় পুত্রকে প্রচ্ছন্নভাবে গোপন করিয়া থাকেন আর তাহাই যদি অকর্ত্তব্য বলিয়া তোমার মনে হয় তবে একবার তোমার পিতাকে স্মরণ কর। তুমি বসুদেব ও যদুবংশের নিন্দা করিয়া যাদবদিগের বৈরজনিত অগ্নি উৎপাদন করিলে। যদি পুত্রের নিমিত্ত বসুদেবের অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তবে উগ্রসেন কি জন্য তোমাকে বাল্যাবস্থাতেই নিহত করিলেন না। পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে সেই জন্য ধার্ম্মিক লোকেরা সন্তানকে পুত্র নাম প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ ইহারা উভয়েই যদুবংশীয় যুবা, তুমি ইহাদের জন্মাবধি যেমন বৈর ভাব ধারণ করিয়াছ, তাঁহারাও সেইরূপ তোমার প্রতি মনে মনে বৈরভাব আশ্রয় করিয়াছেন। আর তুমি বসুদেবকে ভৎসনা করাতে যদুবংশীয় লোক সমস্তই কম্পিত, কৃষ্ণও কুপিত হইয়াছেন। তুমি কৃষ্ণের দ্বেষ, বসুদেবের নিন্দা করিলে, বোধ হয় এই জন্যই এত অশুভ দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া ত্রাসোৎপাদন করিতেছে। রাত্রির শেষভাগে স্বপ্নে ভয়ঙ্কর সর্প দর্শনই বলিয়া দিতেছে মথুরা বিধবা। ক্রূর গ্রহ স্বাতি নক্ষত্রের সহিত সংসক্ত হইয়া আকাশে কিরণ বিতরণ করিতেছে। ঘোরদর্শন মঙ্গলগ্রহ চিত্রাতে বাক্রাতিচারে সংযুক্ত হইয়াছে। বুধ গ্রহ ঘোর তেজঃপ্রভাবে পশ্চিম সন্ধ্যা ব্যাপ্ত করিয়াছে। শুক্র সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া অগ্নির পথে বিচরণ করিতেছে। ধূমকেতুর পুচ্ছে ভরণ্যাদি ত্রয়োদশ নক্ষত্রের গতি রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আর সে পূর্ব্ববৎ নিশাকরের অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। তদ্বারা সূর্য্যেরও গতি রুদ্ধ হইয়া উঠি য়ছে। ভয়ঙ্কর শিব সমুদায় শ্মশান হইতে বহির্গত হইয়া নিশ্বাসভরে যেন অঙ্গারবর্ষণ করিতে করিতে সায়ং ও প্রাতঃকালে বিকট নাদ করত নগরমধ্যে বিচরণ করিতেছে। উল্কা সমুদায় ভীষণ শব্দে পৃথিবীতে নিপতিত হইতেছে। অকারণ পৃথিবী ও গিরিশৃঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। মৃগ ও পক্ষিগণ চীৎকার ধ্বনি করিয়া প্রতিকূলগতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হওয়াতে দিন যেন রাত্রিরূপে পরিণত হইয়াছে। দিক সমুদায় ধূমরাশিতে আচ্ছন্ন, বৃষ্টিপাত নাই কিন্তু ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। মেঘকুল বজ্র কঠোরস্বরে রক্তবৃষ্টি করিতেছে। দেবগণ স্থানভ্রষ্ট, বিহগকুল পর্ব্বতাবাস পরিত্যাগ করিতেছে। ফলতঃ দৈবজ্ঞগণ রাজ্যবিনাশের যে সমুদায় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সমুদায় দুর্নিমিত্তই উপস্থিত হইল দেখিতে পাইতেছি। তুমিও স্বজনদ্বেষী, রাজধর্ম্ম পারাঙ্মুখ, অকারণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছ, সুতরাং তোমার মৃত্যুভয়ও প্রত্যাসন্ন। হে দুর্ব্বদ্ধে! তুমি যখন মোহবশতঃ দেবতুল্য বৃদ্ধ বসুপ্রতিম বসুদেবের অপমাননা করিলে, তখন আর তোমায় শান্তিলাভ কোথায়? তোমার প্রতি আমাদের যে স্নেহ নিহিত ছিল তাহাও অদ্য হইতে আমরা পরিত্যাগ করিলাম। তুমি আমাদের বংশের অহিতকারী কণ্টক, সুতরাং আমরা তোমার আনুগত্য করিতে আর প্রস্তুত নহি। হায়! তোমারই নিমিত্ত যদুকুল এতদিনে ছিন্নমূল হইয়া পড়িল। সেই দানপতি অক্রূরই ধন্য। তিনি এখন ব্রজে গমন করিয়া পদ্মপলাশলোচন, অক্লিষ্টকর্ম্মা বন বিহারী কৃষ্ণকে দেখিয়া পরম পুলকিত হৃদয়ে আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিবেন। কৃষ্ণও জ্ঞাতি সমাগমলাভে তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিবেন। তোমার কাল নিকটবর্ত্তী, এ

সময়ে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই বসুদেবকে বলিতে পার। বুদ্ধিমান্ বসুদেব তোমার এ সমস্তই সহ্য করিবেন। কিন্তু হে কংস! যদি তোমার প্রকৃত কল্যাণ কামনা থাকে, তবে আমার মতে এখনই তুমি এই বসুদেবকে সহায় করিয়া কৃষ্ণের আবাসে গমন কর এবং তাহাতেই প্রীতি স্থাপন কর।

৮০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কংস অন্ধকের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিল না; প্রত্যুত রোষকষায়িত লোচনে স্বগৃহে প্রবেশ করিল। সভাসীন যাদবগণও আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক কংসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 'আর ইহার নিস্তার নাই, মৃত্যু নিতান্ত আসন্নতর' এই কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে অক্রূর কংসের আদেশানুসারে মনোবতুল্য বেগগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণদর্শনলালসায় নগর হইতে বহির্গত হইলেন। কৃষ্ণেরও অঙ্গগত শুভ নিমিত্ত সকল পিতৃতুল্য বান্ধবসমাগম সূচনা করিয়া দিল।

উগ্রসেনতনয় মথুরাধিপতি কংস ইতঃপূর্ব্বেই কৃষ্ণের বিনাশ সাধনোদ্দেশে কেশীনামক দুর্জ্জয় দৈত্যের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিল। সেই নরহান্তা দুর্দ্ধর্ষ কেশী দূতমুখে নৃপতির আদেশ শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক গোপগণের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি সে যখন কামচারী হইয়া ব্রজের সর্ব্বত্র উদ্ধতভাবে বিচরণ করিত, তখন তাহাকে নিবারণ করা দূরে থাকুক, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে অগ্রসর হয়। সে ক্রোধভরে নিতান্ত দুর্দ্দান্ত তুরগমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গোপালগণ ও ধেনুগণকে নিহত ও তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। সে বৃন্দাবনের যে অংশে অবস্থান করিত, ক্রমে ক্রমে উহা মানবগণের অস্থিতে পূর্ণ হইয়া শ্মশানবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। তাহার খুরদ্বারা পৃথিবী বিদীর্ণ, বেগে মহীরুহ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। হ্রেষারবে বায়ুকেও স্পর্দ্ধা এবং লম্ফ প্রদানে নভোমণ্ডল লঙ্ঘন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দুষ্ট অশ্ব ক্রমে ক্রমে মত্ত হইয়া স্বীয় শরীর অত্যন্ত বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাহার কেশর উদগত, ব্যবহার কংসের অনুরূপ হইল। দুরাত্মা তুরগরূপী দৈত্য গোপগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিয়া বনস্থলী একেবারে কম্পিত করিয়া তুলিল। তৎকালে তাহার ভয়ে সে বনে কি ধেনুগণ, কি বনজীবী মানবগণ কাহার আর প্রবেশ রহিল না। এমন কি নগরবাসীরা সেই বনপ্রবেশের দূরবর্ত্তী পথ পর্য্যন্তও স্পর্শ করিত না। একদা সেই মদোন্মত্ত নরমাংসলোলুপ কেশ কালপ্রেরিত হইয়া মনুষ্য শব্দানুসারে ভীষণমূর্তিতে ঘোষপল্লীতে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র গোপ গোপীগণ স্ব স্ব শিশুসন্তান লইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোথায় পলায়ন করিলে জীবন রক্ষা হয় ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে জগদাশ্রয় কৃষ্ণ সন্নিধানেই উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহাদিগকে ঐরূপ রোদন করিতে দেখিয়া অভয়প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং তাহার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। কেশীও উর্দ্ধমুখে বিস্তৃত নয়নে দশনবিকাশপূর্ব্বক শ্রুতিকঠোরস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কৃষ্ণের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। তখন তিনি তাহাকে আসিতে দেখিয়া, জলধর যেমন

শশাঙ্কের প্রত্যুদ্গমন করে, তদ্রূপ উহার প্রত্যুগগমন করিলেন। এ দিকে মনুষ্য বুদ্ধি কৃষ্ণহিতাকাঙ্ক্ষী গোপগণ কৃষ্ণকে কেশীর সমীপবর্ত্তী দেখিয়া কহিতে লাগিল, বৎস! তুমি বালক, সহসা উহার নিকটে গমন করিও না। ঐ পাপাত্মা হয়াধম নিতান্ত দুর্দ্দম্য, কংসের বহিশ্বর প্রাণতুল্য সহোদর অশ্বদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধস্থলে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই। শত্রুসৈন্য উহাকে দেখিলে ভয়ে অভিভূত হয়। ওটা সকলের অবধ্য এবং পাপকর্ম্মাদিগের অগ্রগণ্য। অরাতিঘাতী মধুসূদন গোপগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অতঃপর হয়দৈত্য কখন দক্ষিণাবর্ত্তে, কখন বা বামাবর্ত্তে কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পদপ্রহারে সমিহিত বৃক্ষ সমুদায় ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। তাহার কেশরায় মুখে এবং নিবিড় কেশাবৃত স্কন্ধদেশে ক্রোধজনিত স্বেদজল অনবরত বিশ্রুত হইতে লাগিল। শীতকালে চন্দ্রমণ্ডল নিঃসৃত নীহার যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ইহার মুখ হইতে ধূলিমিশ্রিত ফেনসমাকুল বারি বর্ষণ হইতে লাগিল।

হে ভরতবংশাবতংস! তাহার সেই চীৎকার ধ্বনিতে মুখবিবর হইতে ফেনসমাযুক্ত যে জলশীকর নির্গত হইতেছিল, তদ্বারা কমললোচন কৃষ্ণের সর্ব্বশরীর আর্দ্র হইয়া উঠিল। ধূলি সমুদায় তাহার খুরদ্বারা উদ্ধূত হইয়া মধূক পুষ্পের রেণুর ন্যায় কৃষ্ণের কেশরাশি একবারে পিঙ্গলবর্ণ করিল। লম্ফন, উল্লম্ফন ও খুরাস্ফালন দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিল এবং দন্তদ্বারা দন্ত নিষ্পেষ করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। সে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবা মাত্র সম্মুখস্থ চরণদ্বয় উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা একবারে তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। অনন্তর তাঁহার পার্শ্বদেশেও পুনঃ পুনঃ নিদারুণ পদপ্রহার করিতে আরম্ভ করিল এবং অবিলম্বেই মহা ক্রোধভরে আবার তীক্ষ্ণ দশনাস্ত্র দ্বারা তাঁহার হস্তাগ্রভাগ দংশন করিতে লাগিল। এই সময়ে উভয়ে পরস্পর সংসক্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিরণমালী মেঘের সহিত সমাগত হইয়া শোভা পাইতেছে। কেশী স্বভাবতঃই অদ্বিতীয় বলবান, তাহাতে আবার ক্রোধোন্মত্ত হইয়া দ্বিগুণ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। তখন সে স্বীয় উবস্তাড়নে কৃষ্ণের বক্ষোদেশ ভগ্ন করিতে মানস করিল। অমিততেজা কৃষ্ণও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাহু প্রসারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তখন সে আর উহা চর্ব্বণ বা বিদারণ করিতে পারিল না। অবশেষে দশনমূল পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া পড়িল এবং ফেনযুক্ত রুধির বমন হইতে লাগিল। ওষ্ঠবিপাটিত, গণ্ডদ্বয় বিদলিত এবং চক্ষুদ্বয় বিকৃত হইয়া যেন স্ফুটিত হইয়া পড়িল। হনুদেশ একেবারে নিলীন হইয়া পড়িল; চক্ষু রক্তবর্ণ, কর্ণ উৎক্ষিপ্ত ও চেতনা শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। অনবরত শরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল, পাদদ্বারা পুনঃ পুনঃ উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই পারিল না। অজস্র মলমূত্র বিসর্জন করিতে লাগিল। তখন সে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে নিতান্ত শ্রান্ত ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। আর চরণচেষ্টা রহিল না। কেশীর বক্ত্রমধ্যে বিলগ্ন থাকাতে, কৃষ্ণবাহু অর্দ্ধচন্দ্রাবৃত বর্ষাকালীন বক্রমেঘের শোভা ধারণ করিল। কেশীর শরীর কৃষ্ণের গাত্রে লম্বমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নিশানাথ রাত্রির অবসানে শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া সুমেরুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তাহার দন্তাবলী কৃষ্ণভুজদ্বারা উৎপাটিত ও ভূতলে পতিত হইয়া শারদীয় জল শূন্য মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

রাজন্! অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ এইরূপে স্বকীয় ভুজদ্বয় বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দুরাত্মা কেশীর মুখ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। তখন সে বিবৃতা, নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। শয়ন করিয়া মহাশব্দে চীৎকার ও অঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। তাহার মুখ হইতে রক্ত উদগার আরম্ভ হইল। ক্ষণকালের মধ্যেই তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়া আসিল। সেই মহা ভয়ঙ্কর অসুর কৃষ্ণ বাহুতে বিবৃতাস্য হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে অন্ধবিচ্ছিন্ন পর্ব্বত, দ্বিধা বিভক্ত হস্তী অথবা পিনাকি বিমর্দ্দিত মহিষাসুরের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তাহার চরণ, পুচ্ছ, কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকাদি সমস্ত অঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত রহিল। এদিকে মহাত্মা কৃষ্ণের ভুজদণ্ড কেশীর দন্ত প্রহারে অঙ্কিত হইয়া অরণ্যে গজেন্দ্র দশঙ্কিত প্রবন্ধ তালবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্ পদ্মপলাশলোচন কেশব কেশীকে নিহত ও তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। গোপ গোপীগণ সকলেই এই ব্যাপার অবলোকনে আপনাদিগকে নিরাপদ ও নিরুপদ্রব মনে করিয়া পরমাহ্লাদে মগ্ন হইল এবং স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়া প্রিয়বাক্যে কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

গোপগণ কহিল, বৎস কৃষ্ণ! তুমি ক্ষিতিচর হয়রূপী দৈত্যপতি কেশীকে নিহত করিয়া জগতের কণ্টক নিরাকৃত করিলে। বৃন্দাবন নিরাপদ হইল। এখন এখানে মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকলেই পরম সুখে বিচরণ করিতে পারিবে। এই দুরাত্মা আমাদিগের অনেক গোপ, গোধন ও বৎস এবং অন্যান্য জনপদবাসীদিগকেও নিহত করিয়াছে। এই পাপাত্মা নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিল যে, সমস্ত ভূলোক নির্লোক করিয়া স্বয়ং পরম সুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। যাহার জীবনেচ্ছা আছে, এমন কোন ব্যক্তি ইহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত? মনুষ্যলোকের কথা দূরে থাকুক দেবগণের মধ্যেও কেহ ইহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া নিস্তার পাইতে পারিতেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে আকাশচারী দেবর্ষি নারদ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ভগবান কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেব! আপনি কেশীকে নিহত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইহা আপনি ব্যতীত কি স্বর্গ কি ত্র্যম্বক-নিবাস কুত্রাপি ইহার আর মৃত্যু ছিল না। হে প্রভো! আমি কেবল আপনার উপর গাঢ় অনুরাগ বশতঃই নিতান্ত উৎসুক হইয়া এই যুদ্ধ দর্শনার্থ স্বর্গ হইতে সমাগত হইয়াছিলাম। আমি আপনার পূতনাবধ প্রভৃতি সমস্ত অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু হে গোবিন্দ! এই কেশীর নিধন দর্শনে যে কতদূর প্রীতিলাভ করিলাম তাহা আর বলিবার নহে। এই দুরাত্মা যখন স্বকীয় শরীর সম্যক সম্বর্দ্ধিত করিয়া অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত তখন বলসূদন দেবরাজ ইন্দ্রও ইহার সম্মুখে গমন করিতে নিতান্ত ভীত হইতেন। আপনি যে আয়তপর্ব্ব ভুজদণ্ডে ইহার কলেবর বিপাটিত করিলেন, বিশ্ববিধাতা ইহার বিনাশের উপায় স্বরূপ কেবল ঐ হস্তই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমার নিতান্ত অভিলাষ এবং সেই জন্যই বলিতেছি আপনি যখন কেশীকে বিনাশ করিয়াছেন তখন আপনি অদ্য হইতেই সমস্ত জগতীতলে কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন। আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। এক্ষণে আপনার কর্ত্তব্য মধ্যে যা কিছু অবশিষ্ট রহিল উহা অচিরকালের মধ্যেই সম্পন্ন করিতে

পারিবেন। আপনি অতঃপর কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলে নরলোকও আপনার বল আশ্রয় করিয়া দেবগণের ন্যায় পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে পারিবে। ভারত মহাযুদ্ধের কাল সন্নিহিত হইয়াছে। ক্ষিতিপতিগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গবাস আশ্রয় করিবেন, সেই জন্য এখন হইতেই বিমানচারী দেবগণ আকাশপথ পরিশোধিত করিতেছেন। স্বর্গেও তাঁহাদের নিমিত্ত যথাযোগ্য বাসস্থান সমুদায় কল্পিত হইতেছে।

হে কেশব! উগ্রসেনতনয় কংসকে নিহত করিয়া আপনি রাজ্যপদ গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিক হইতে রাজ্যগণ ঘোর সমরের অবতারণা করিবে। তখন পাণ্ডবগণ অপ্রতিমকর্ম্মা আপনাকে আশ্রয় করিবে। আপনিও নরপতিগণের ভেদকাল উপস্থিত হইলে যথাসময়ে পাণ্ডবপক্ষ আশ্রয় করিবেন। আপনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইলে আপনার প্রভাবে অন্যান্য ভূপালগণের আর সে প্রভুতা থাকিবে না, তাহাদের রাজলক্ষী তখন আপনাকেই আশ্রয় করিবে। হে জগৎপতে! আমার এই সকল বার্ত্তা শ্রুতি পরম্পরায় কি স্বর্গ, কি ভূলোক সর্ব্বত্রই প্রথিত হইয়া পড়িবে। হে কৃষ্ণ! আমি আপনার কার্য্য সমুদায় ও আপনাকে সন্দর্শন করিলাম। এখন চলিলাম, কংস নিহত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করিয়া আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিব। দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণও দেবসঙ্গীতাস্পদ মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ সমভিব্যাহারে ব্রজধামে প্রবেশ করিলেন।

৮১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর দিবসনাথ সূর্য্য স্বকীয় উজ্জ্বল কিরণমালা সংহার করিয়া ক্রমে ক্রমে অস্তাচল শিখরাবলম্বী হইলেন। সন্ধ্যারাগে আকাশমণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল আশ্রয় করিয়া আকাশের অপর দিকে সমুদিত হইলেন। বিহঙ্গমগণ সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া স্ব স্ব নীড়াবাসে বিলীন, সাধুগণ অগ্নিহোত্র বেদিকায় অগ্নি প্রজ্বালন করিতে সমুদ্যত, দিক্ সমুদায় অল্প অল্প অন্ধকারে আবৃত, ঘোষ পল্লীস্থ সকলেই সুপ্ত, শিবাবুল শব্দায়মান, মাংস ও আমিষ লোলুপ নিশাচরগণ আনন্দে পুলকিত হইল। রাত্রিকাল সমাগত দেখিয়া ইন্দ্রগোপ নামক কীট সমুদায় তস্করের ন্যায় প্রমুদিত, গৃহস্থগণের পাক সময় সমুপস্থিত, বনবাসী বানপ্রস্থগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ধেনুগণ ব্রজে প্রত্যাগমন করিলে দোহনকার্য্য আরম্ভ হইল। দোহনা বসানে বৎস সকল রুদ্ধ হইলে তাহারা পুনঃ পুনঃ হম্বারব করিতে লাগিল। গোপগণ গোবন্ধন রজ্জু বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান এবং বন্ধনার্থ দমন করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে স্তুপাকার করীষ রাশি সঞ্চিত ছিল, উহাতে অগ্নি প্রদত্ত হইলে জ্বলিয়া উঠিল। গোপগণের মধ্যে যাহারা কাষ্ঠাহরণার্থ বনগমন করিয়াছিল, তাহারা কাষ্ঠ ভারে অবনত স্কন্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দিনের অবসান ও রজনীর সমাগমে সূর্য্যকিরণ মন্দীভূত এবং জ্যোৎস্না কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উদয়াচল ও অস্তাচল উভয়েই যেন যুগপৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া আকাশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে দুই একটা নক্ষত্র নিতান্ত ক্ষীণজ্যোতিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিহগণ স্ব স্ব আবাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সময়ে দানপতি অক্রূর রথারোহণে ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই কৃষ্ণ বলরাম ও গোপপতি নন্দ গৃহে আছেন কি না ইহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুলোচনে প্রীতিপ্রফুল্লবদনে গৃহ ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণ গোদোহন স্থানে বৎস পরিবৃত হইয়া সবৎস বৃষের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। দেখিবামাত্র অর হর্ষ গদগদবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! নিকটে আইস। অনন্তর বটপত্রশায়ী, নিখিল শোভার আধার অব্যক্ত যৌবন সেই মহাত্মা কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই কি সেই পদ্মপলাশলোচন সিংহশাল সদৃশ বলশালী নবজলধশ্যাম কৃষ্ণ। ইহার আকৃতি অত্যুন্নত ভূধরের ন্যায়। ইঁহারই বক্ষঃস্থলে রণ বিজয়ী শ্রীবৎসহার লম্বমান। ঐ ভুজদ্বয়ই কি শত্রুকুল নিধনে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। ইনিই সেই পরমাত্মরূপী অব্যক্ত পুরুষ। ইহাকেই লোকে সর্ব্বাগ্রে পূজা করিয়া থাকেন। ইনিই গোপবেশধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইহার মস্তক উৎকৃষ্ট কিরীট এবং শেতচ্ছত্র দ্বারা পরিশোভিত কর্ণ ইহাঁর উজ্জ্বল কুণ্ডলে বিভূষিত থাকে। ইহাঁর বিস্তীর্ণ পীন বক্ষঃস্থল উৎকৃষ্ট হারের এবং আজানুলম্বিত সুগোল বাহুদ্বয়শালী ইহাঁরই শরীর কন্দর্পাসক্ত সহস্র সহস্র কামিনীর উপচর্য্যার যোগ্য। ইনিই সেই পীত বসনধারী সনাতন বিষ্ণু যে চরণযুগলে সমস্ত জগৎ আক্রান্ত হইয়াছিল ধরণীর আশ্রয়

স্বরূপ সেই পদদয়ে ইনি ভূতলে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহার মনোহর দক্ষিণ হস্তাগ্রভাগ সুদর্শনের এবং বামহস্ত গদা ধারণের যোগ্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। ইনিই জগতের হিত কামনায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই অদ্য ত্রিদশগণের ধুরন্ধররূপে মর্ত্ত্যলোকে শোভা পাইতেছেন। ভবিষ্যকুশল মানবগণ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন যে এই গোপ বালকই ভবিষ্যৎকালে ক্ষয়োম্মুখ যদুবংশ বিস্তৃত করিবেন। প্রবাহ যেমন সমুদ্রকে পূর্ণ করে তদ্রূপ ইহারই প্রভাবে শতসহস্র যদুবংশীয়গণ স্বকীয় বংশ বিস্তার করিবে। সত্যযুগের ন্যায় সমস্ত অরিমণ্ডল ও সামন্তচক্র নিহত হইয়া পুনরায় এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র ইহারই শাসনে অবস্থান করিবে। ইনি এই মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিয়া সমস্ত জগৎ বশীভূত করিবেন। এবং সমুদায় রাজন্যবর্গের উপর প্রভুতা ও একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। পূর্ব্বকালে ত্রিপাদ বিক্রমদ্বারা ত্রিলোক জয় করিয়া যেমন স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন তদ্রূপ অধুনাপি সমস্ত অরিমণ্ডল জয় করিয়া উগ্রসেনকে রাজা করিবেন। ইহা হইতেই সমস্ত বৈরভাব উৎসাদিত হইয়া থাকে। ইনিই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বহু তর্ক বিতর্ক দ্বারা শ্রুতি প্রতিপাদ্য পুরাণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বলোকের পূজনীয় হইবেন তাহার আর সংশয় নাই; আমি অদ্য ইহাঁর আলয়ে থাকিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি সেই ইহাঁর আদি বিষ্ণুমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ইহার পূজা করিব। ইনি মনুষ্যলোকেই অবতীর্ণ হউন আর গোপজাতিত্ব স্বীকার করুন কি আমি কি তত্ত্বদর্শী অন্যাদৃশ লোক সকলেই ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবে। আমি অদ্য রাত্রিতে ইহাঁর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইলে যদি মনস্থ করেন, তবে ব্রজবাসীদিগের সহিত ইহাঁকে লইয়া মধুরায় গমন করিব। পুণ্যাত্মা অক্রূর কৃষ্ণকে পাইয়া এইরূপে তাহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তৎসমভিব্যাহারে গোপপতি নন্দের সভায় প্রবেশ করিলেন।

৮২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অক্রূর কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে নন্দালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক গোপবৃদ্ধদিগকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, গোপগণ! মহারাজ কংস মহাসমৃদ্ধ ধনুর্য্যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন, অতএব তাঁহার আদেশানুসারে তোমাদের সকলকেই যথাযোগ্য বার্ষিক কর লইয়া তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। অনন্তর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! কল্যই মথুরায় গমন করিতে হইবে। তথায় গমন করিয়া সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ এবং তোমার সেই পুত্রশোকাকুল নিতান্ত দীনভাবাপন্ন পিতা বসুদেবকে সন্দর্শন করিবে। সেখানে তোমার পিতা বসুদেব নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছেন। দুষ্টবুদ্ধি কংস তাহাকে সতত নিগ্রহ করিতেছে। বিশেষতঃ তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত। এ সময়ে দুঃখ শোক নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কংসভয়ে নিরন্তর উদ্বিগ্ন, তাতে আবার তোমাদের অদর্শনে দিবারাত্রি অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতেছেন। বৎস গোবিন্দ! তথায় দেবাঙ্গনা সদৃশ তোমার মাতা দেবকীকেও দেখিতে পাইবে। তিনি একাল পর্য্যন্ত পুত্রকে স্তনদান করিতে পান নাই। তিনি তোমার শোকে নিতান্ত ক্ষীণা, মলিনা ও হতপ্রভা হইয়া

পড়িয়াছেন। বিবৎসা সুমুভির ন্যায় তোমার বিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। তাঁহার সেই মলিন বসন অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন চন্দ্রকান্তি রাহুগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি তোমার দর্শনলালসায় নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া নিরন্তর তোমার গমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি কেবল তোমার শোকেই নিতান্ত অবসন্ন ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছেন। জন্মাবধি তিনি তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন না। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তুমি তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়াছ, সুতরাং তোমার শৈশববাচিত প্রলাপবাক্য শ্রবণও অদ্যাপি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। হে বৎস! যদি দেবকী তোমাকে প্রসব করিয়া চিরদিন এইরূপ দুঃখভোগ করিলেন, তবে আর এ জগতে কোন ব্যক্তি পুত্র প্রার্থনা করিবে? নারীদিগের একমাত্র অনপত্যতা দুঃখ বিষম শোকাবহ বটে, কিন্তু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া যদি স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহার সে পুত্র জন্মে ধিক্কার দিয়া মাতা কেবল দুঃখভাগিনী হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ তুমি তাঁহার ইন্দ্র সদৃশ পুত্র, তোমার তুল্য গুণবান্ আর দ্বিতীয় নাই, লোক বিপন্ন হইলে তুমি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাক, কিন্তু তুমি যাহার পুত্র তাহার এরূপ দুঃখভোগ করা নিতান্ত যুক্তি ও বিধিবিরুদ্ধ।

তোমার মাতা পিতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় অন্যের ভৃত্যভাবে কালযাপন করিতে হইতেছে, আবার তোমার নিমিত্ত অদীর্ঘদর্শী সেই কংস কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন। এক্ষণে পৃথিবীর ন্যায় যদি তোমার গর্ভধারিণী দেবকীকে পূজনীয় মনে কর, তবে সেই শোকসলিলমগ্না দেবকী এবং সুতবৎসল, দুঃখসাগরনিমগ্ন বৃদ্ধ বসুদেবকে পরিত্রাণ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। বৎস কৃষ্ণ! তুমি তাঁহাদের পুত্র, তুমি তাঁহাদের সহিত পুত্রধর্ম্মে যুক্ত হইলে ধর্ম্মও লাভ করিতে পারিবে। যেমন যমুনাহ্রদে দুর্ব্বৃত্ত কালিয় নাগকে দমন করিয়া প্রকাণ্ড মহীধর সমূলে উৎপাটন করিয়া দর্পবনোন্মত্ত অরিষ্টের বিনাশ সাধন এবং পরপ্রাণহত্যা দুরাত্মা হয়রূপী কেশীর নিধন করিয়া যেরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছ, তদ্রূপ তোমার সেই নিতান্ত দুঃখিত বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে উদ্ধার করিয়া যাহাতে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পার তাহারই উপায় চিন্তা কর। তাঁহাদের দুঃখের কথা অধিক কি বলিব, দুরাত্মা কংস যখন সেই সভামধ্যে সর্ব্বজন সমক্ষে তোমার পিতাকে তিরস্কার করে, তৎকালে সভাস্থ সমুদায় লোককে তৎশ্রবণে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে হইয়াছিল। তোমার মাতা দেবকীও নিতান্ত পরাধীনা হইয়া গর্ভকৃন্তনজনিত বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে তনয়মাত্রেই জন্মগ্রহণ করিয়া পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করিবে অতএব তুমিও তাঁহাদের প্রতি সদয়ভাবে একবার দৃষ্টিপাত কর। তাহা হইলে তাঁহারা সেই দুস্তর শোকসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবেন এবং তুমিও মানুষঙ্গিক পরমধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অতিতেজস্বী কৃষ্ণ পিতৃব্য অক্রূরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উদারবাক্যে তাঁহার আদিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিঞ্চিন্মাত্রও কোষ প্রকাশ করিলেন না। নন্দ অতি গোপবর্গও অক্রূর মুখে কংসের আদেশ শ্রবণ করিয়া মথুরায় গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, বৃষ, মহিষ ও অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার সামগ্রী এবং বার্ষিক করসংগ্রহ করিয়া গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত নানাপ্রকার কথোপকথন দ্বারা সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর সুবিমল প্রাতঃকাল উপস্থিত

হইল; পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কলরব করিতে আরম্ভ করিল, রজনীর অবসান হওয়াতে চন্দ্ররশ্মি ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী অস্তমিত, নভোমণ্ডল অরুণরাগে রঞ্জিত, সুশীতল বিভাতবায়ু সর্ব্বতঃ সঞ্চরিত, তারকারাজি ক্রমে ক্ষীণকান্তি ও অদৃশ্য এবং নৈশরূপ অন্তর্হিত হইল। একদিকে দিবাকর সমুদিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, অপরদিকে নিশানাথ ক্ষীণজ্যোতি ও ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। ব্রজভূমি ধেনুগণে ব্যাপ্ত হইল, মন্থনভাণ্ড সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইল, গর্গরশব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিল। তরুণবয়স্ক বৎসগণ রজ্জুবদ্ধ হইল। ঘোষপল্লীর সমস্ত পথ গোপগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর গোপগণ বিবিধ দ্রব্যজাতপূর্ণ গুরুভাণ্ড সকল শকটে আরোপিত করিয়া স্বয়ং রথারোহণে সত্বরগমনে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শকট সমুদায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কৃষ্ণ বলরাম ও অক্রূর ইহাঁরা তিনজনে অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া তিনটী লোকপালের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যমুনা তীরে উপস্থিত হইলে অক্রূর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থানে রথবেগ সংবরণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থান কর। অশ্বগণকে রথরশ্মি হইতে উন্মুক্ত করিয়া তৃণ প্রদান কর এবং হয়ভূষণ রথেরও সংস্কার করিয়া আমার নিমিত্ত ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবে। আমি এই স্থানে যমুনাহ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক দিব্য বৈষ্ণব মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বলোকগুরু ভুজগেশ্বর অনন্তদেবের স্তোত্র পাঠ করিয়া এবং সেই ভগবান ভূতভাবন সহস্রশীর্ষ নীলবসনধারী শ্রীমান্ ভোগিপতিকে প্রণাম করিয়া আসিতেছি। সেই ধর্ম্মদেবের মুখ হইতে যে গরল নির্গত হইবে সেই অমৃত তুল্য গরল আমি দেবগণের ন্যায় পান করিব। অদ্য সর্পকুলের মঙ্গলের নিমিত্ত তথায় পরম মঙ্গলালয় দ্বিজিহ্ব ফনিপতি সমীপে এক সভা হইবে, উহা সন্দর্শন করিয়া আমি যাবৎ প্রত্যাগমন না করি, সেই কাল পর্য্যন্ত তোমরা উভয়ে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা কর।

তখৰ কৃষ্ণ হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, ধার্ম্মিক বর! আপনি গমন করুন। যাবৎ আপনি ভুজগেন্দ্র হ্রদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতেছেন, তাবৎ আমরা এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অধিক বিলম্ব করিবেন না। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা এখানে অধিক কাল থাকিতে পারিব না। অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা অক্রূর যমুনাহ্রদে নিমগ্ন হইলেন। হ্রদ পদবী দ্বারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন, তথায় মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় পরম সুদৃশ্য নাগলোক বিরাজ করিতেছে। তন্মধ্যে সহস্র বদন হেমতালবৎ উচ্ছ্রিতধজ, লাঙ্গলপাণি, মুষলবেষ্টিতোদর, নীলাম্বরধারী, এককুণ্ডলভূষিত, পাণ্ডুবর্ণ ধরাধারী অনন্তদেব, স্বদেহ কুণ্ডলিত শুভ্র আসনে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার হস্তদ্বয় স্বস্তিকচিহ্নযুক্ত বরপ্রদানে সমুদ্যত, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায, মস্ককস্থিত স্বর্ণমুকুট বামদিকে ঈষৎ বক্র, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণময় পদ্মমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত, বাহু সুদীর্ঘ, নাভি পদ্মের ন্যায় আয়ত, শরীর কান্তি জলশূণ্য মেঘের ন্যায় শুভ্র এবং প্রভামণ্ডলে সমুজ্জ্বল। বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণ একার্ণবাধীশ্বর সেই সমাজকে পূজা করিতেছেন। কম্বল ও অশ্বতর নামক নাগদ্বয় চামর বীজন করিতেছে। পন্নগেশ্বর বাকি সন্নিহিত, কর্কোটক প্রভৃতি সচিব মুখ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। অনন্তর তিনি একার্ণব জলপূর্ণ পঙ্কজশীর্ষ দিব্যকাঞ্চন ঘটদ্বারা স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাজোচিত বেশ ধারণ করিলেন। অতঃপর দেখিতে পাইলেন নবনীরদ-শ্যামবর্ণ, শ্রীবৎসপদলাঞ্ছিতবক্ষ, পীতবসনধারী কৃষ্ণ ও তৎপার্শ্বে প্রভু সঙ্কর্ষণের ন্যায় শশাঙ্ক সদৃশ

শুভ্র বিগ্রহ ধারণ করিয়া অপর এক দিব্য পুরুষ তৎসন্নিধানে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি সহসা কৃষ্ণকে কিছু বলিবার নিমিত উপক্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে তাঁহার বাকশক্তি স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে ভগবৎপরায়ণ অব্যয় ভুজগপতি মনে করিয়া বিস্মিতহৃদয়ে জল হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলেন, সেই অদ্ভুতরূপধারী রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই রথোপরি আসীন থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। অনন্তর পরম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অক্রূর পুনরায় সেই জলে নিমগ্ন হইলেন। যথায় সেই নীলাম্বরধারী সহস্রশীর্ষ শ্বেতবক্ত্র অনন্তদেব উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান কৃষ্ণ সে স্থানেও সন্নিহিত রহিয়াছেন। তখন তিনি বৈষ্ণব মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে সহসা জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই পথে রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। কেশব তাঁহাকে আগত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন! আপনি যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিয়া নাগ লোকের বৃত্তান্ত কিরূপ দেখিয়া আসিলেন? আপনি যেরূপ বিলম্বে আসিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া থাকিবেন, অতএব যাহা দেখিয়াছেন তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

অক্রূর কহিলেন, বৎস! এই চরাচর বিশ্ব সংসারে তুমি ব্যতীত আশ্চর্য্য বস্তু আর কি আছে? হে কৃষ্ণ! সেখানেও যে সর্ব্বলোকদুর্ল্লভ আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন করিয়াছি, এখানে তাঁহাকেই দেখিয়া পরম সুখানুভব করিতেছি। আমি এখানে সর্ব্বলোকবিস্ময়কর যাহার সহিত সঙ্গত রহিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক দর্শনীয় ও আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। এখন এস আমরা কংসের রাজধানীতে গমন করি; দিবাকর অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই আমাদের মথুরায় উপস্থিত হইতে হইবে।

৮৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! অনন্তর উদারমতি অক্রূর রথারোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত তথা হইতে যাত্রা করিলেন, ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল, দিবাকর রক্তবর্ণ আকার ধারণ করিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা কংসপালিত নমণীয় মথুরা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যসম তেজস্বী অক্রূর তাহাদের উভয়কে লইয়া স্বকীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমরা এখন তোমাদের পিতৃগৃহে গমনাভিলাষ পরিত্যাগ কর। তিনি তোমাদের নির্ম্মিত বৃদ্ধ বয়সে কংস কর্ত্তৃক দিবারাত্র তিরস্কৃত হইতেছেন। আমি তোমাদের এখানেও অবস্থান করিতে বলিতেছি না। এক্ষণে তোমাদের সেই পিতা যাহাতে সুখ লাভ করিতে পারেন, তাহারই উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সাধো! যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমরা উভয়েই নগর ও রাজবর্ত্ম সন্দর্শন করিতে করিতে অতর্কিতভাবে কংসের গৃহে গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অতঃপর বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও রাম মহাত্মা অক্রূরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া নগর সন্দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন। যেমন মত্ত কুঞ্জর আলানমুক্ত হইলে

যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, ইহাঁরাও তদ্রূপ অভিতঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক জন রজককে দেখিয়া তাহার নিকট অভিমত বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। রজক সেই কথা শ্রবণ মাত্র কহিল, কি হে, তোমরা কি বনেচর, নতুবা তোমাদের এত মূর্খতা কেন? তোমরা কি বুদ্ধিতে নির্ভয়ে এই সমুদায় রাজবস্ত্র প্রার্থনা করিতেছ। দেখিতে পাইতেছ আমি মহারাজ কংসের নানা দেশাহৃত বিবিধ বিচিত্র বসন লইয়া যাইতেছি, বিশেষতঃ ঐ সমুদায় বস্ত্রজাত উত্তমরূপে রঞ্জিত করিয়াছি। তোমরা কোন বনে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুগণের সহিত বর্দ্ধিত হইয়াছ? সেই জন্য এই রঞ্জিত বস্ত্র দর্শনে নিতান্ত লোলুপ হইয়া পরিধানার্থ প্রার্থনা করিলে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমরা নিতান্ত মূর্খ ও অল্পবুদ্ধি, তাহাতেই এই নগরে উপস্থিত হইয়া রাজবস্ত্র প্রার্থনাতে স্ব স্ব জীবিত ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছ। দুর্ব্বুদ্ধি রজক এইরূপে কালপ্রেরিত হইয়া বিষতুল্য বাক্য প্রয়োগ করিলে কৃষ্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া অশনিকল্প গৰু চপেটাঘাতে মূর্খের মস্তকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। সেই প্রহারেই রজক ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত ও গতাসু হইল। তখন তাহাকে নিহত দেখিয়া তদীয় পত্নীগণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে লোদন করিতে করিতে আলুলায়িতকেশে ত্বরিতগমনে কংসালয়ে উপস্থিত হইল। এদিকে তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া গন্ধলোপ হস্তীর ন্যায় মাল্য গ্রহণার্থ মালাকারদিগের আপনশ্রেণীতে গমন করিলেন। তথায় গুণক নামে প্রিয়ভাষী এক মালাকার বাস করিত। সেই সৌভাগ্যশালী প্রিয়দর্শন মাল্যজীবীর আপনে প্রভুত মাল্যদাম সজ্জিত ছিল। কৃষ্ণ মধুরবাক্যে অকাতরে তাহার নিকট মাল্যপ্রার্থনা করিলে সে পরমাহ্লাদ সহকারে এ সমস্তই তোমাদের এই কথা বলিয়া প্রচুর মাল্য প্রদান করিল। কৃষ্ণ পরম প্রীতমনে মাল্য পরিধানপূর্ব্বক তাহাকে বর প্রদান করিয়া কহিলেন, হে সৌম্য! তোমার লক্ষ্মী অচলা হইবে। মাল্যজীবী তাঁহার বাক্য শ্রবণে অবনতমস্তক হইয়া বর গ্রহণ করিল। সহসা ভয়োদ্বিগ্ন হওয়াতে পুনরায় আর কিছুই কহিতে পারিল না। বরং মনে মনে তাহাদিগকে যক্ষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিল।

অনন্তর তাঁহারা পুনরায় রাজমার্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক কুব্জা অনুলেপন হস্তে ঐ পথে গমন করিতেছে। তখন কৃষ্ণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অম্বুজপত্রাক্ষি। তুমি কাহার জন্য এই অনুলেপন লইয়া চলিয়াছ? আমায় বলিতে হইতেছে। তখন বিদ্যুৎ সদৃশ কুটিলগামিনী কুব্জা ঈষৎ হাস্য করিয়া অম্বুজলোচন কৃষ্ণকে জলদগম্ভীরস্বরে কহিল, আমি অনুলেপন লইয়া রাজার স্নানগৃহে গমন করিব। তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কেমন এক প্রীতি উপস্থিত হইতেছে, অতএব আমি এই স্থানে দাঁড়াইলাম, তুমি আসিয়া অনুলেপন গ্রহণ কর। হে সৌম্য! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি মহারাজ কংসের অনুলেপন দানে নিযুক্ত আছি এবং রাজার প্রিয়পাত্রও বটে। তখন কৃষ্ণ সেই সুহাসিনী কুব্জাকে তথায় দাণ্ডায়মানা দেখিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমাদের উভয়ের গাত্রানুলেপন প্রদান কর। আমরা বিদেশী মল্ল, তোমাদের এই নগরে অতিথি। মহারাজ কংসের এই সমৃদ্ধ নগর ও ধনুর্যজ্ঞ সন্দর্শনার্থ এখানে আগমন করিয়াছি। অনন্তর কুব্জা পুন রায় কহিল, বৈদেশিক! তোমার দর্শন আমার নিতান্ত প্রীতিকর হইয়াছে, অতএব এই রাজোচিত অনুলেপন প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর।

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে কুব্জাদত্ত অনুলেপন! সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া যমুনা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। পরে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য বিধানজ্ঞ কৃষ্ণ হস্তাগ্রভাগ দ্বারা কুব্জার পৃষ্ঠস্থিত মাংসপিণ্ড ঈষৎ নিপীড়িত করিলে কুব্জা স্বীয় পৃষ্ঠের স্ফীততা অপগত হইয়াছে শরীর-যষ্টিও সরলায়ত বল্লীর ন্যায় আয়ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল এবং প্রণয়রে কামোন্মত্তা কামিনীর ন্যায় কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিয়া কহিল, কান্ত! আমি তোমাকে এই অবরোধ করিয়া রহিলাম কোথায় যাইবে। দাঁড়াও আমাকে সঙ্গে লও। তদ্দর্শনে তাঁহারা পরম সন্তুষ্ট হইয়া করতালি প্রদানপূর্ব্বক হাসিতে লাগিলেন এবং কুব্জার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মধুর বাক্যে তাহাকে বিদায় করিলেন। এইরূপে তাঁহারা কুব্জার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া রাজ সদনে গমন করিলেন। অনন্তর সেই ব্রজবির্দ্ধিত গোপবেশধারী বালকদ্বয় স্ব স্ব হৃদ্গত ভাব গোপন করিয়া হিমালয় বন-প্রসূত বলোন্মত্ত সিংহশাবকের ন্যায় অতর্কিতভাবে একবারে ধনুর্গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সেই গন্ধমাল্য বিভূষিত বিখ্যাত ধনুর দর্শন লালসায় আয়ুধপালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে আয়ুধপাল! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। হে সৌম্য! যে ভীষণ ধনুর নিমিত্ত এই যজ্ঞ মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছে যদি বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে, তবে উহা কিরূপ ও কোথায় আমাদিগকে প্রদর্শন কর। এই কথা শুনিয়া আয়ুধপাল তাহাদিগকে সেই স্তম্ভ সদৃশ প্রকাণ্ড শরাসন প্রদর্শন করিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইহার বিদারণ বা জ্যা রোপণ করিতে পারেন না। কমললোচন অতিবীর্য্য কৃষ্ণ সেই দৈত্যপূজিত শরাসন দেখিবামাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে হস্ত দ্বারা গ্রহণ ও উত্তোলন করিয়া অবলীলাক্রমে জ্যারোপণ ও পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়া সেই উরগ সদৃশ গন্ধমাল্য সুশশাভিত বিষম ধনু দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। কৃষ্ণ ধনুর্ভঙ্গ করিয়া আর তথায় অবস্থান করিলেন না, সত্বরগমনে বলরামের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই ধনুর্ভঙ্গ শব্দে বায়ু নির্ঘোষের ন্যায় সমস্ত অন্তঃপুর বিচলিত ও দিক্ সমুদায় প্রপূরিত হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার অবলোকনে আয়ুধপাল নিতান্ত ভীত হইয়া কম্পিকলেবরে নৃপতি গোচরে সদর উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! এই মাত্র ধনুর্গেৃহে অতি বিস্ময়কর সর্ব্বলোকভয়াবহ যে বিষম কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, উহা আমি নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। রাজন! বলিতে পারি না কোথা হইতে কাহার সমভিব্যাহারে নীল পীতাম্বরধারী, শ্বেত পতানুলেপনে দিগ্ধকলেবর শিখাশোভিতশীর্ষ সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায় সুরকুমার সদৃশ বীরলক্ষণাক্রান্ত দুই বালক আমাদের অজ্ঞাতসারে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই সৌম্যদর্শন বালকদ্বয় সহসা ধনুর্গৃহে উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন তাহারা আকাশমার্গ হইতে তথায় অবতীর্ণ হইলেন। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম তাহাদের উভয়েরই দিব্য বস্ত্র পরিধান এবং গলদেশে অপূর্ব্ব মাল্য শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে এক জন পদ্মপলাশলোচন শ্যামতনু পীতাম্বর ও দিব্য মাল্যধারী ছিলেন, তিনিই আপনার দেবদুর্গ্রাহ লৌহসার ধনুরক্ত গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাতে জ্যানরোপণপূর্ব্বক নমিত করিলেন। অনন্তর সেই বাহুশালী মহাপুরুষ শরসংযোগ না করিয়াই আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আকর্ষণ করিবামাত্র মুষ্টি প্রদেশে ভীষণ শব্দ করিয়া সেই ধনু দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। তৎকালে পৃথিবী

বিচলিত হইয়া ছিল; সূর্য্য প্রভাশূন্য হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বোধ হইল যেন সেই ধনুর্ভঙ্গ শব্দে নভস্তল ঘূর্ণমাণ হইতেছে। আমি সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। হে শত্রুকুলভয়প্রদ! আমি ভয়বিহ্বল হইয়াই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। হে মহারাজ! অমিতবিক্রম তাঁহারা দুই জন কে, তাহার আমি কিছুই জানি না। একজন কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অপরটা অঞ্জন গিরি সন্নিভ। হস্তী যেমন, স্বীয় বন্ধন স্তম্ভ ভগ্ন করিয়া যথেচ্ছ গমন করে, তদ্রূপ সেই প্রভূত বলবিক্রমশালী দ্বিতীয় বালক শরাসন ভঙ্গ করিয়া অনুচর সমভিব্যাহারে বায়ুবেগে কোথায় চলিয়া গেলেন বলিতে পারিনা। মহারাজ কংস আয়ুধ পালের মুখে ধনুর্ভঙ্গ বার্ত্তা শ্রবণে তাহাকে বিদায় দিয়া চিন্তা করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন।

৮৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর ভোজপতি কংস গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত ও বিমনায়মান হইয়া ধনুর্ভঙ্গ বিষয়ে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! একজন সামান্য বালক নির্ভীকহৃদয়ে আসিয়া আমার মহাবল পরাক্রান্ত রক্ষিবর্গকে অগ্রাহ্য করি সকলের সমক্ষে সেই ভীষণ ধনু ভঙ্গ করিয়া কিরূপে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল? আমি যাহার নিমিত্ত লোকগর্হিত নিষ্ঠুর কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃস্বসার বংশধর ষড়গর্ভ বিনষ্ট করিলাম, আমার ভাগ্যে সেই ভয়ই উপস্থিত হইল? অতএব বুঝিলাম পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাধ্য। মহর্ষি নারদ যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, অদ্য আমার সম্বন্ধে তাহাই উপস্থিত হইল। মহারাজ কংস এইরূপ চিন্তার পরেই সেই গৃহোত্তম হইতে নির্গত হইয়া যজ্ঞ সভাস্থিত মঞ্চসজ্জা অবলোকনের নিমিত্ত সত্বর গমনে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সভামণ্ডপে সুদৃঢ় মঞ্চ সমুদায় পরস্পর সংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে। তাহার উত্তর দিকেই সুন্দর বড়ভিযুক্ত একৈক স্তম্ভ বিভূষিত উন্নত গৃহাবলী পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে উত্তমোত্তন বস্তুজাত প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত রহিয়াছে। মঞ্চে আরোহণার্থ প্রশস্ত সোপান সকল সংলগ্ন হইআছে। মধ্যস্থিত সিংহাসন সমুদায় পরম, সুদৃশ্য আস্তরণে আস্তৃত। মঞ্চের চতুর্দ্দিকের বিচরণ পদবীও বিলক্ষণ প্রশস্ত। উহার চতুর্দ্দিকে বেদি সকল কল্পিত হইয়াছে। মঞ্চগুলি এরূপ ভারসহ যে, বহুতর মানবের সমাগম হইলেও ভগ্ন হইবার নহে। রাজন্। যজ্ঞস্থান এইরূপে বিভূষিত দেখিয়া ধীমান্ কংস সচিবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সচিবগণ! কল্য তোমরা এই সকল মঞ্চে চিত্রিত প্রতিকৃতি, মাল্য, পতাকা, গন্ধদ্রব্য ও চিত্রপুত্তলিকালাঞ্ছিত আস্তরণ সকল, সংযোজনা কর। মঞ্চান্তর্গত পদবী ও গৃহচুড়া সমুদায়ও ঐরূপে সুসজ্জিত করিবে। মল্লগণের মঙ্গলার্ধ সভা পার্শ্বে করীষ রাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, ঘণ্টাযুক্ত বলয়াকৃতি তোরণেরও অনুরূপ শোভা বর্দ্ধন করিবে। সুদৃঢ় উদকপূর্ণ পানকুম্ভ সমুদায় শ্রেণীবদ্ধরূপে ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তদুপরি কাঞ্চনময় ঘট সমুদায় স্থাপন কর। সমাগত ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন কর, কুম্ভমাত্রেই সুগন্ধ দ্রব্য সমুদায় প্রদত্ত হউক। পুরবাসী ও রণবিশারদ বীরগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি বর্গকে নিমন্ত্রণ কর। মল্ল ও

দর্শকমণ্ডলীতে ঘোষণা করিয়া দিবে, তাঁহারা আসিয়া মঞ্চশোভা বর্দ্ধিত করিবেন। মহারাজ কংস সভার শোভা বৰ্দ্ধনার্থ এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অপ্রমিত বলশালী চাণূর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে অহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সেই মহাবীর্য্য বলশালী দীর্ঘবাহু মল্লদ্বয় মহারাজের আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণমাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে তধায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ কংস তাহাদিগকে সন্নিহিত দেখিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলে, যে চাণূর! হে মুষ্টিক! তোমরা উভয়েই এই ধরাতলে আমার শ্রেষ্ঠ মল্ল বলিয়া বিখ্যাত। বিশেষতঃ আমি তোমাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আমার দ্বারা যদি সেই সৎকার লাভ ও উপকার প্রাপ্তি তোমাদের স্মরণ থাকে, তবে তোমাদের স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে আমার একটা মহৎ উপকার সাধন করিতে হইবে। আমার পরম শত্রু কৃষ্ণ ও বলরাম নামে দুই গোপবালক একাল পর্য্যন্ত ব্রজে বৃদ্ধি পাইয়া বিলক্ষণ সমরদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তোমরা সভামধ্যে সেই বনেচর বালকদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। তাহারা উভয়েই বালক, চপলস্বভাব ও সর্ব্বথা ক্রিয়াকাণ্ড বর্জ্জিত বটে, কিন্তু তাহা বলিয়াই উপেক্ষা করিবে না এবং বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে। এই গোপবালকদ্বয় যদি সভামধ্যে নিহত হয়, তাহা হইলে এখন কি পরেও মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, নতুবা আর কোন রূপেই শ্রেয়োলাভের আশা নাই।

মহারাজ। সেই চাণূর ও মুষ্টিক কংসের স্নেগপূর্ণ বাক্য শ্রৰণ করিয়া যুদ্ধ মদোন্মত্ত হইয়া মহা আহ্লাদে কহিতে লাগিল, রাজর্! যদি সেই গোপাধম বালকদ্বয় প্রতিযোদ্ধৃবেশে আমাদের উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তাহারা প্রেতরূপ ধারণ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছে ইহা আপনি জানিয়া রাখুন। এইরূপ বাক্যপূর্ব্বক নৃপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিল।

তদনন্তর কংস হস্তিজীবী মহামাত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহামাত্র! কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে সভাদ্বারে রক্ষা কর। ঐ কুবলয়াপীড় অত্যন্ত বলবান, মদোন্মত্ত, চপল ও মনুষ্যের উপর নিতান্ত ক্রোধ পরবশ এবং প্রতিদ্বন্দী হস্তী পাইলে নিতান্ত উগ্রতাব ধারণ করে। যখন সেই বনেচর নীচাশয় বসুদেবতনয় রাম কৃষ্ণ সভাদ্বারে উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তাহাদের বিনাশের নিমিত ঐ হস্তীকে সঞ্চালিত করিবে। যদি তুমি এই গজেন্দ্র দ্বারা গোজীবী বালকষয়কে নিহত করিতে পার, তাহা হইলে আর আমায় তাহাদিগের মুখ দর্শন করিতে হয় না। বসুদেবও উহাদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া ছিন্নমূল ও নিরালম্ব সবান্ধবে ভার্য্যার সহিত আত্মবিনাশ করিবে। তড়িন্ন কৃষ্ণপরায়ণ মহামূর্খ যাদবগণও কৃষ্ণকে নিহত দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়িবে এবং সহজেই সকলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ হস্তী দ্বারাই হউক, অথবা মল্ল দ্বারাই হউক উহাদিগকে নিহত করিতে পারিলে আমি তখন পুরীকে যাদব করিয়া পরম সুখে বিচরণ করিব। আমি কৃষ্ণপক্ষীয় যাদবগণ অধিক কি পিতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি। নারদমুখে শুনিয়াছি, আমি তাদৃশ অল্পবীর্য্য উগ্রসেনের পুত্রও নহি, আমি অন্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

তখন মহামাত্র কহিল, রাজন্! পূর্ব্বকালে মহর্ষি নারদ কি জন্য এরূপ কথা কহিলেন? হে অমিল! আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, ইহা অতীব আশ্বর্য্য, আপনি পিতা উগ্রসেন

ব্যতীত অন্য হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। একজন সামান্যা স্ত্রীও যখন এরূপ জুগুপ্সিত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন আপনার মাতা তাদৃশ দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কিরূপে অগ্রসর হইলে উহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল হইয়াছে, অতএব বিস্তাক্রমে কীর্ত্তন করুন।

কংস কহিল, হে মহামাত্র! যদি তোমার উহা শ্রবণ করিতে এত কৌতূহল উপস্থিত হইয়া থাকে তবে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমি যথাযথ বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা দেবেন্দ্রসহ মুনিশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্রহ্মলোকবিচারী দেবর্ষি নারদ সুধাংশুর অংশুবৎ শুভ্রবসন পরিধান, মস্তকে জটামণ্ডল, গলদেশে কাষ্ণাজিনের উত্তরীয় ও স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া অপর প্রজাপতির ন্যায় সমস্ত বেদগান করিতে করিতে আগমন করিলেন। সেই ঋষিকে সমাগত দেখিয়া আমি তাঁহাতে পাদ্য অর্ঘ দ্বারা পূজা করত আসন প্রদানপূর্ব্বক উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে আমিও তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। তখন তিনি প্রীত মনে আমার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অবহিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে বীর! আমি তোমা কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক পূজিত হইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যাহা বলিব উহা শ্রবণ ও ধারণ কর।

একা আমি সুমেরুশিখরে দেবসভায় গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম তথায় সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন। শুনিলাম, সবান্ধবে তোমার বধোপায় চিন্তা করাই ঐ মন্ত্রণার উদ্দেশ্য। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবান বিষ্ণু দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। হে কংস! যিনি দেবগণের সর্ব্বস্ব ও একমাত্র গতি এবং পরম রহস্য, তিনিই এই দেবকীর অষ্টমগর্ত্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমার অন্তক হইবেন; অতএব এখন হইতে দেবকীর গর্ভ সমুদায় বিনষ্ট করিতে যত্ন কর। শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। হে মহাবল! এই উগ্রসেনও তোমার পিতা নহেন। মহাবীর্য্য সৌভপতি দ্রুমিল নামক দৈত্যপতি তোমার পিতা। আমি তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্রহ্মন! আমার মাতার সহিত দ্রুমিল দৈত্যপতি, কিরূপে সমাগম হইল ইহা আমি শুনিতে অভিলাষ করি। হে তপোধন! উহা আপনি বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন।

নারদ কহিলেন, মাজ! তোমার মাতার সহিত দ্রুমিলের সমাগম বৃত্তন্ত যথাযথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা সখীগণ সমভিব্যাহারে রজস্বলাবস্থাতেই তোমার মাতা বনদর্শন-কুতুহল বশতঃ সুষামুন নামক পর্ব্বতে আরোহণ করেন। তথায় তিনি পরম মনোহর দ্রুম-সনাথ সানুপ্রদেশে শিখর, কন্দর, নদী প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বিচরণ করিতে করিতে শ্রবণমনোহর কিন্নরীদিগের মধুর সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার অনঙ্গ পীড়ার আবির্ভাব হইল। ঐ সময় কামোদ্দীপক সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কদম কুসুমের গন্ধে বনস্থলী সুরভিত হইয়া উঠিল। মধুপগণ এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করিতে লাগিল। বকুলপুষ্প বৃক্ষ হইতে অনবরত ক্ষরিত হইতে লাগিল; কদম্বকুল প্রস্ফুটিত হইয়া দীপশোভা ধারণ করিল; পৃথিবী নবশষ্পাবলী ও ইন্দ্রগোপকীট দ্বারা আকীর্ণ হইয়া নবযৌবনা রমণীর ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল।

অন্তর দানবপতি শ্রীমান দ্রুমিল সূর্য্য সঙ্কাশ কামচারী রথে আহোরণ করিয়া তথায় উপনিত হইল। এবং সেই সুষামুন গিরি-সন্দর্শন লালসায় তথায় অবরোহণপূর্ব্বক সারথি সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। গৈরিকাদি বিবিধ বিচিত্র বর্ণ ধাতু সংসৃষ্ট ও স্বর্ণ রৌপময় গিরিশিখা নানাবিধ ফল পুষ্প শোভিত পাদপশ্রেণী, ঋষি, সিদ্ধ, কিন্নর, বিদ্যাধর, ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ বানর, শরভ, শশক, সৃমর, চারমরী, ঙক্ষ, রক্ষোগণ পর্য্যবেশণ করিয়া নদী, পর্ব্বত, কন্দর প্রভৃতি পরম রমণীয়স্থান সমুদায়ে বিচরণ করিতে লাগিল। বিচরণ করিতে করিতে দূর হইতে দেখিতে পাইল, সুরকামিনীর ন্যায় দিব্য লাবণ্যসম্পন্ন পরম রূপবতী তোমায় জননী সখীসহচরী হইয়া বনদেবীর ন্যায় কুসুমাচয়ন করিতেছেন। দেখিবা মাত্র বিস্মিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, সারথে। অনঙ্গপত্নী রতি অথবা দেবেন্দ্রগৃহিণী শচীর ন্যায় এই অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন বন বিহারিণী কামিনী কে? এ কি স্বর্গাঙ্গনা তিলোওমা না ভগবান লক্ষ্মীপতির উরুদেশসম্ভবা পুরুরবা ভার্য্যা স্ত্রীললামভূত উর্ব্বশী? শুনিতে পাই যৎকালে সুরাসুরগণ সমবেত হইয়া ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করে, তখন তথা হইতে লোকরঞ্জনী লক্ষ্মীর উৎপত্তি হইয়াছিল; ইনি কি সেই নারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মী? অথবা মেঘান্তর্ব্বর্ত্তিনী সৌদামিনীই বনবিহারিণীবেশ ধারণ করিয়াছে? দেখ উহার রূপে সমস্ত বন যেন আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। আমি উহার রূপে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কন্দর্পের বশীভূত হইয়া পড়িলাম। মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল, মন্মথ-শরে শরীর নিতান্ত বিফল হইয়া পড়িল। মাহুতিপ্রাপ্ত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় কামানল আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। এখন উহার নির্ব্বাণের উপায় কি? কি রূপেই বা এই হৃদয়গ্রাহিণীকে গ্রহণ করিতে পারিব।

রাজন! অতঃপর সেই দৈত্যপতি দ্রুমিল নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সারথে। তুমি কিয়ৎক্ষণ এইস্থানে থাকিয়া অপেক্ষা কর, আমি একবার দেখিয়া আসি, ঐ কামিনী কে? যতক্ষণ আমি প্রত্যাগমন না করিব, ততক্ষণ তুমি এই স্থানেই আমার আগমন প্রতীক্ষা করিবে। সারথি সম্মত হইল, তখন সেই কামনানলদগ্ধ দৈত্যরাজ অসিতাপাঙ্গী কামিনীকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু এভাবে গমন করিলে কদাচ অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া পবিত্র জলে আচমনপূর্ব্বক ধ্যান যোগ অবলম্বন করিল। তদ্দারা দেখিতে পাইল যে ঐ কামিনী মহারাজ উগ্রসেনের পত্নী, তখন সে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিয়া পরমাহ্লাদের সহিত তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল। বীর্য্যবান দৈত্যপতি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তোমার মাতাকে আলিঙ্গন করিলে, তিনিও পতিজ্ঞানে সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহার বীর্য্যাতিশয় দর্শনে শঙ্কিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সভয়চিতে কহিতে লাগিলেন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি আমার পতি নহ। তুমি কোন দুরাত্মা নীচাশয় হইবে, নতুবা আমার পাতিব্রত্য দূষিত করিয়া এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আমায় কলঙ্কিত করিবে কেন? হায়! আমি আজ কলঙ্কিনী। বন্ধুবান্ধবগণ আমায় কি বলিবেন? পতি পক্ষীয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ঘোর নিন্দায় নিন্দিত হইয়া চিরজীবন যাপন করিতে হইবে। তুমি এমন কুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে যে ঈদৃশ ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও অসহিষ্ণু

হইয়া এত অবিশ্বাসের কার্য্য করিলে, তোমার পরদারাভিলাষ যখন এত প্রবল, তখন তোমার মত অসাধু আর দেখিতে পাই না তোমাকে ধিক্।

এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া দানবেন্দ্র তোমার মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, অয়ি পণ্ডিতাভিমানিনি মূঢ়ে! আমি সৌভপতি বলবান দ্রুমিল। কেন আমাকে রোষভরে এত তিরস্কার করিতেছ? অবলাগণ মনুষ্য পতি আশ্রয় করিয়া যদি এইরূপে ব্যভিচারিণী হয় তবে তাহারা দূষণীয় বা কলঙ্কিত হয় না, বরং শুনিতে পাই এইরূপ ব্যভিচারদ্বারা অনেক কুলকামিনীরা অতি বীর্য্য দেবতুল্য তনয় সফল লাভ করিয়াছে। তুমি পতিধর্ম্মরতা হইয়া কেশবিধূননপূর্ব্বক যাহা ইচ্ছা হয় তাই বলিতেছ। যাহা হউক তুমি যখন আমাকে "কস্যত্বং" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ তখন তোমার কংস নামে এক অরিন্দম পুত্র হইবে এই বর আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া তোমার মাতা পুনরায় সরোষে ঐ বর প্রদানের নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দুর্ব্বুদ্ধে। তোমাকে ধিক! তুমি সমস্ত কামিনীকুলে কলঙ্কারোপ করিতেছ? নারীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যভিচারিণী ও অনেকেই পতিপরায়ণা। দেখ অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিপরায়ণা কামিণীগণ পাতিব্রত্যবলে ত্রিলোক রক্ষা করিতেছেন। আর তুমি আমাকে যে অরিবিনাশন পুত্র পাইবার কথা বলিলে তাহাও আমার অভিমত নহে। আর তোমার বর প্রভাবে আমার পতিকূলে যে পূত্র জন্মগ্রহণ করিবে সে তোমারই মৃত্যুরূপ হইবে।

দ্রুমিল এইরূপে কথিত হইয়া সেই অত্যুত্তম আশুগামী দিব্য রথে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে গমন করিল এবং তোমার মাতাও নিতান্ত দীনভাবে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহামাত্র! সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর তপোবলসম্পন্ন সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল ভগবান দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া সপ্তস্বরে বীণাবাদন ও সংগীত আলাপন করিতে করিতে ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। সেই ত্রিকালজ্ঞ ধীমান নারদ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সত্য। এক্ষণে কি বল কি বীর্য্য কি মদ কি নীতি কি প্রভাব কি ঐশ্বর্য্য কি তেজ কি পরাক্রম কি দান কোন বিষয়ে কোন পুরুষ আমার তুল্য হইতে পারে? দেখ আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র মাত্র। আমি পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও কেবল স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই সর্ব্বত্র বিহার করিতেছি। আমি পিতামাতা ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের নিতান্ত বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই গোপনিকৃষ্ট বলকদ্বয়কে নিহত করিয়া পশ্চাৎ অন্য সকলকে বিনাশ করিব। তুমি এখন মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক আঙ্কুশ, প্রাস ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সভাদ্বারে অবস্থান কর। আর বিলম্ব করিওনা।

৮৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পরদিন প্রভাত হইবামাত্র যুদ্ধদর্শন লালসায় পৌরগণ আসিয়া সভাগৃহ পূর্ণ করিল। সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিক সচিত্র অষ্টকোণ স্তম্ভ, অর্গলযুক্ত বেদিকা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির গবাক্ষ ও ঋৎকৃষ্ট শয়নাদিদ্বারা পরিশোভিত হইয়া মেঘমালাধিষ্ঠিত মহাসমুদ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। মাল্যদামবিভূষিত সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র সমাস্তীর্ণ প্রাঙ্মুখীন

মঞ্চাগার সকল শরৎকালীয় মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বিবিধ শিল্পি সমাহৃত পতাকাসমুদায় নিরন্তর উড্ডীন হইতে লাগিল। সভামণ্ডপের অপর পার্শ্বে শুদ্ধান্তচারিণী রমণীগণের সভা সন্দর্শনার্থ রক্তজালখচিত পতাকাযুক্ত যে সমুদায় গৃহাবলী প্রস্তুত হইয়াছিল, উহাতে যবনিকা নিক্ষেপ করাতে তৎসমুদায় যেন গগনবিচারী পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় শোভা ধারন করিল। চামর বীজন উপলক্ষে অলঙ্কার ধ্বনি ও তত্তন্নিষ্ঠ মণিসমূহের প্রভা প্রতিভাত হইতে লাগিল। বার বনিতাগণ বিমান সদৃশ অত্যুৎকৃষ্ট আস্তরণালঙ্কৃত মঞ্চ সমুদায়ের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া অপুর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে স্বর্ণকুম্ভ, পানপাত্র ও জম্বীরাদি উপদংশপূর্ণ পানরস সমুদায় স্থাপিত হইল। আরও বিচিত্র আস্তরণ সমাযুক্ত কাষ্ঠাসন যে কত সজ্জিত ছিল, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। উপরি স্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গবাক্ষযুক্ত কামিনীগণের দর্শনগৃহ সমুদায় অম্বরতল হংসাবলীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মধ্যস্থলে স্বর্ণস্তম্ভোপরি বিবিধ রত্নখচিত সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র সমাবৃত সুমেরু শৃঙ্গ সদৃশ কংসের সভামঞ্চ মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া পূর্ব্বদিক সমুজ্জ্বল করিতে লাগিল। অনন্তয় নানাদিগেশাগত বহুজনাকীর্ণ যজ্ঞসভা সংক্ষুদ্ধ সাগরের ন্যায় কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে নিস্তব্ধ হইলে মহারাজ সভার দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় মাতঙ্গকে স্থাপন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং রাজোচিত শুভ্রবস্ত্র পরিধান ও মুকুট ধারণপূর্ব্বক দর্শনাগারে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপবেশন করিতে পরিচারিকাগণ শুভ্র চামর দ্বারা বীজন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ধবলগিরিতে চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে। অপঃপর সভামধ্যে সিংহাসনে সমাসীন হইলে তৎকালীয় তাহার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে পুরকামিনীগণ জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে মল্লগণও কক্ষত্রয় অতিক্রম করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে তুর্য্যধ্বনি, বাহ্বাস্ফালন ও সৈন্যঘোষ সমুত্থিত হইতে লাগিল। বসুদেবনয় কৃষ্ণ ও বলরামও ঐ সমুদায় শব্দ শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদে সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় আগত হইবামার মহামাত্র দ্বারস্থিত হস্তীকে সঙ্কেত করিল। হস্তীও ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশবাসনায় শুণ্ড কুণ্ডলিত করিয়া তদভিমূখে ধাবিত হইল। তখন কৃষ্ণ দুরাত্মা কংসের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন দুর্ব্বুদ্ধি কংস হস্তীর সহায়তায় আমায় বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে, তখন আর উহার পরিত্রাণ নাই; শীঘ্রই উহার নিপাত হইবে। ইত্যবসরে হস্তীও মেঘবৎ বিষম গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। কৃষ্ণও অমনি তৎক্ষণাং করতালি প্রদান করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হলেন এবং তাহার শীকরযুক্ত কর গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বৈনতেয়ধৃত ভূধর বিবপ্রবিষ্ট সর্পের ন্যায় তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া হলায়ুধ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ক্ষণকাল পরেই আবার উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন তাহার দন্তমধ্যে থাকিয়া কখন বা পাদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় তাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ কখন শুণ্ডাকর্ষণ, কখন দন্তমধ্যে প্রবেশ ও নির্গমন, কখন বা পাদদ্বয়ের মধ্য হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার সেই

মদমত্ত হস্তী কৃষ্ণকে বিনাশ করিবে কি স্বয়ং প্রাণ ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তখন শরীর ব্যথায় চীৎকার করিয়া অবিলম্বেই জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইল। পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষিতিলে দন্তাঘাত করিতে লাগিল। গ্রীষ্মাবসানে নবনীরদ নিঃসৃত বারি প্রবাহের ন্যায় রোষভরে তাহার মুখ হইতে মদবারি নিঃসৃত হইতে লাগিল। ভগবান কৃষ্ণ এইরূপে ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়া বৈরনির্য্যাতন অভিপ্রায়ে হস্তীকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনতিবিলম্বেই তাহার মুখ ও কুম্ভে পদদ্বয় আধান করিয়া দন্ত দুইটী বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিয়া লইলেন এবং তদ্দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে সেই বজ্রতুল্য প্রহারেই বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বজ্রবিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। অনন্তর রণমত্ত কৃষ্ণ ও বলরাম সেই গজদন্ত প্রহারে তাহার পৃষ্ঠ রক্ষকদিগকেও বিনাশ করিলেন। অতঃপর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই যেন উভয়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদিগের সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফালন ও করতালি শ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; কংস তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ হইল। এদিকে পদ্মপলাশলোচন কষ্ট গজরাজকে বিনাশ করিয়া অগ্রজের সহিত সাভাস্থলে উপনীত হইলেন।

৮৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণ যখন করি দন্ত হস্তে এবং কেয়ুর সদৃশ গজরুধির ও গজমদরেখাঙ্কিত কলেবরে বলদেবের সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন উগ্রসেনতনয় কংস সেই আজানুলম্বিতবাহু বীরাগ্রগণ্য বসুদেবনন্দন কৃষ্ণকে রঙ্গমধ্যে বাহ্বাস্ফালনপূর্ব্বক পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া ভ্রমমাণ মৃগেন্দ্রের ন্যায়, সঞ্চরণশীল ধারাধরের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে মলিনবদনে রোষাবিষ্ট হইয়া খরতর অবলোকনে অবলোকন করিতে লাগিল। কৃষ্ণের বাহুদণ্ডে গজদন্ত লম্বিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতের একশৃঙ্গ চন্দ্রমার অর্দ্ধকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণের সিংহনাদ ধ্বনিতে সমস্ত সভাস্থল কলরবপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধস্বভাব কংস রোষায়িতলোচনে মহাবল চাণূরকে কৃষ্ণের সহিত এবং ভীষণাকৃতি মায়াবল মুষ্টিক বলরামের সহিত সমরে প্রবৃত্ত। হইবার নিমিত্ত আদেশ করিল। আদেশপ্রাপ্তি মাত্র চাণূর বিষম ক্রোধভরে অরুণনেত্র হইয়া সজল জলধরের ন্যায় যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। সভাস্থ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যাদবগণ কহিতে লাগিলেন, এই বাহুযুদ্ধে মভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে বিনা অস্ত্রে কার্য্যবলেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সলিলদ্বারা ইহার শ্রমাপনয়ন এবং অঙ্গে করীষমর্দ্দন ইহার ব্যবস্থা। তুল্যকক্ষ লোকের সহিত অর্থাৎ দণ্ডায়মানে, ভূমিস্থ ভূমিস্থে, বালকের সহিত বালকে, মধ্যাবস্থ মধ্যাবস্থে, কৃষ কৃশে, স্থবির স্থবিরে, বলিষ্ঠ বিলষ্ঠে যুদ্ধ ব্যাপার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে! ইহাতে অন্যতর পরাভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে আর কোনরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। সম্প্রতি কৃষ্ণ ও

অন্ধ্রকে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ইহা নিতান্ত অসদৃশ হইল, একজন বালক অপর বৃহদাকার ; সুতরাং এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

অনন্তর সভামধ্যে তুমুল কলরব হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ তম্মধ্যে বিচরণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি বালক, অন্ধ্র পর্ব্বত প্রমাণ শরীরধারী। মল্লযুদ্ধ সমান সমান বলশালীর সহিত হইলেই বাস্তবিক প্রীতিকর হয়। যাহা হউক উপস্থিত যুদ্ধে আমাকর্ত্তৃক কিছুমাত্র নিয়মের বিপর্য্যয় হইবে না। বাহুযোধীদিগের মত দূষিত করা আমার কদাচ অভিপ্রেত নহে। মল্লদিগের নিয়ম এই যে প্রথমতঃ অঙ্গে করীষ মর্দ্দন করিয়া জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে, অতঃপর রঙ্গভূমির মৃতিকা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। যুদ্ধতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে সংযম অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে হাস্তাদি দ্বারা ধারণ, স্থিরতা ধারণ করিয়া ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বন, শৌর্য্য অর্থাৎ পরাক্রম প্রদর্শন, ব্যায়াম-অঙ্গসঞ্চালনাদি, সৎক্রিয়া অর্থাৎ মর্ম্মস্থানে আঘাত না করা; অতঃপর বলপরিচয় এই ছয়টী রঙ্গভূমিতে জয়লাভের প্রধান কারণ। বৈরভাব প্রদর্শন করা এ যুদ্ধের ধর্ম্ম নহে। কিন্তু এই অন্ধ্র যখন বৈরতা সহকারে আমার সহিত বাহু যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমাকে প্রহার করিতে হইবে। সেই প্রহারে আমি জগৎ পরিতৃপ্ত করিব। এই বাহুযোধী চাণূর করুষদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার যেমন শরীর কর্ম্মও তদনুরূপ। এই দুরাত্মা অনেকবার যুদ্ধে নিপাতনের পরেও রঙ্গভূমিতে প্রতাপ প্রদর্শনার্থ অনেক মল্লকে নিহত করিয়া মল্লবৃত্তি দূষিত করিয়াছে। যাহারা শস্ত্রযোধী তাহারা শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে পারিলেই জয় লাভ করিল। মল্লযোদ্ধৃবর্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে পাতিত করিলেই জয়লাভ হইল। রণে জয়লাভ করিলে বিজয়ী যেমন শাশ্বতী কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। যুদ্ধে শস্ত্রাত ব্যক্তিও সেইরূপ স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। অতএব রণে জয়লাভই হউক, অথবা নিহতই হউক, উভয়থাই প্রশংসনীয়। মল্লযুদ্ধে বল ও কৌশল প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য। উহাতে নিহত হইলে স্বর্গলাভ হয় না, বরং নিন্দনীয়ই হইতে হয়। পণ্ডিতাভিমানী নৃপতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া তাহাদের প্রতাপ রক্ষার্থ যে অল্প স্বীয় দোষে নিহত হয়, তাহার বধ জনিত পাপভাগী সেই নৃপতিকেই হইতে হয়। কৃষ্ণ এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে বন মধ্যে মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদের উভয়ের অতি ভীষণ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কবচযুক্ত বাহুদ্বারা একজন প্রহার করে, আর একজন তাহার প্রতিকার করিতে লাগিল। উভয়েই ভূপতিত হইয়া বক্ষঃসংশ্লেষ দ্বারা বৃহৎ শৈলম্বয়ের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে মথিত করিতে আরম্ভ করিল। কখন মুষ্টিপ্রহার, কখন বা একজন অন্যকে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষণ শব্দ; কখন জানুদেশে, কখন বা কুক্ষিদেশে অঙ্গুলি নিষ্পেষ করিয়া ঘোরতর বজ্রকঠোরস্বরে পাদবিক্ষেপ ও জানু আস্ফালন এবং কখন কখন শিরোঘর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে অস্ত্র নাই কিন্তু বাহুতেজ ও বাহুবল সন্দর্শনে ও পরস্পর আস্ফালন ধ্বনিতে সভাস্থ সমুদায় লোক গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অপরাপর মঞ্চস্থিত জনগণ তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে কগিল। অনন্তর কংস ম্লানবদনে কৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক বামহস্ত দ্বারা তৌর্য্যত্রিকগণকে নিষেধ করিল। এদিকে মৃদঙ্গ ও তুর্য্য প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম নিষিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ হৃষীকেশ স্বয়ং মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া আকাশে

দেবতূর্য্য সমুদায় স্বয়ংই চতুর্দ্দিকে বাজিয়া উঠিল। কামরূপ দেবগণ কৃষ্ণের জয় বাসনা করিয়া বিমান যানে আরোহণপূর্ব্বক বিদ্যাধরগণের সহিত প্রচ্ছন্নবেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। সপ্তর্ষিগণ আকাশে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! মল্লরূপী দানব চাণূরকে শীঘ্র জয় কর।

এদিকে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ অনেকক্ষণ চাণূরের সহিত ক্রীড়া করিয়া অবশেষে যখন স্বকীয় বীর্য্য আশ্রয় করিলেন তখন কংস চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিল, পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল, মঞ্চ সমুদায় চূর্ণ হইয়া গেল। কংসের মুকুট হইতে অত্যুজ্জ্বল মণি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন কৃষ্ণ আসন্ন মৃত্যু চাণূরকে হস্ত দ্বারা অবনত করিয়া তাহার বলে জানুপাতপূর্ব্বক মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই হারে গৃহ ভিত্তিতে সমান কাঞ্চনময় ঘন্টান্বয়ের ন্যায় তাহার চক্ষুর্দ্বয় রুধিরাক্ত হইয়া বহির্গত হইল। এইরূপে সেই স্ফুটিতাক্ষ চাণূর হতজীবিত এবং জীবনান্তে রঙ্গমধ্যে ভূতলে পতিত হইল। তাহার সেই মৃত শরীর পতিত হইযা রঙ্গস্থল রুদ্ধ করিয়া ফেলল, উহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে বৃহৎ পর্ব্বত পতিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে বলদর্পিত চাণূর নিহত হইলে রোহিণীনন্দন বলরাম মুষ্টিককে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণও পুনরায় তোষলক নামক মল্লকে গ্রহণ করিলেন। মুষ্টিক ও তোষলক উভয়েই প্রথমে ক্রোধে অধীর হইয়া রাম ও কৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া মহা আস্ফালনে বিচরণ করিতে লাগিল। বলরাম কৃষ্ণ পর্ব্বতশিখরসদৃশ তোষলককে উত্তোলন করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে শত গুণ বল প্রয়োগপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে নিদারুণ! ব্যথিত ও মুমূর্ষু দশাপন্ন হইয়া অতি বেগে রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মহাবল সঙ্কর্ষণ অন্ধ্রক মল্লের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহাকে মহামল্লবেশে গতিবিশেষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই বজ্র যেমন বৃহৎ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ বজ্র নিষ্পেষঘোষে বলরাম একমাত্র মুষ্টি প্রহারেই তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহার মস্তিক বহির্গত হইয়া পড়িল, নয়ন ও বদন লম্বমান হইল। সে এইরূপে নিহত হইয়া ঘোর শব্দে পতিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম অন্ধ্রক ও তোষলককে এইরূপে নিহত করিয়া ক্রোধরক্ত নয়নে রঙ্গমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গন মল্ল শূন্য হইয়া ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। এই সময় নন্দ প্রভৃতি যে সমুদয় পোপগণ তথায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, তাহারা, সকলেই ভয়চকিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীর নেত্র দ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বহুদেবও কৃষ্ণকে তাদবস্থ দেখিয়া বাষ্পাকুলিত নেত্রে স্নেহাধিক্য বশতঃ যেন জরা পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় যৌবন লাভ করিলেন। বারবিলাসিনীগণ কৃষ্ণের তৎকালীন মুখপঙ্কজ নিমেষশূন্য-নেত্র-ভ্রমরদ্বারা পান করিতে লাগিল। কংস কৃষ্ণকে দেখিয়া ক্রোধে বিচলিত ও তার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ভ্রূমধ্য হইতে স্বেদজল নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। কেশবের কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে পূর্ব্বেই কংসের হৃদয়ানল ধূমায়িত হইতেছিল, সম্প্রতি রোষ-নিশ্বাস-বায়ুতে সন্ধুক্ষিত ও বিষম প্রজ্বলিত হইয়া অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন ক্রোধে ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল, মুখও রক্তবর্ণ হইয়া তাহা হইতে অজস্র স্বেদ নির্গত হওয়াতে বালার্ক-ময়ুখযুক্ত সলিল নিম্বন্দী বৃক্ষপত্রে শোভা ধারণ করিল। অনন্তর কংস প্রবৃদ্ধামর্ষ হইয়া অধিকৃত ভীষণাকার

পুরুষদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা এই বনের গোপবালকদ্বয়কে শীঘ্র সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও। আমি আর এই বিকৃত দর্শন পাপাত্মাদিগের মুখ দর্শন করিতে চাহি না। আর গোপগণের মধ্যে যেন কেহই আমার রাজ্যে অবস্থান না করে। দুর্ব্বুদ্ধি পাপিষ্ঠ নন্দকে লৌহনিগড়ে বন্ধ করিয়া নিগ্রহ কর। দুর্ব্বৃত বসুদেব আমার ভবনেই অবস্থান করিতেছে, উহাকে এখনই সমুচিত শাস্তি প্রদান কর। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণপরায়ণ যে সকল অন্যান্য গোপগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছে, উহাদের যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, তুৎসমুদয় হরণ করিয়া লও।

কংস এইরূপে অধীনস্থ লোকদিগের উপর আজ্ঞা প্রচার ও বসুদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের উপর তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে সত্য পরাক্রম কৃষ্ণ ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া তাহার প্রতি তীব্রদৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পিতা তিরস্কৃত, জ্ঞাতিগণ ব্যথিত, দেবকীকে জ্ঞানশূন্য দেখিয়া মহাবাহু কৃষ্ণ সিংহের ন্যায় মহাবিক্রম সহকারে কংসের বিনাশার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রঙ্গমধ্য হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুরবাসিগণ কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল এইমাত্র দেখিতে পাইল যে, কৃষ্ণ কংসের সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কংস কৃষ্ণকে পার্শ্বস্থ দেখিয়া কাল নিতান্ত আসন্নতর ভাবিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে মনে করিতে লাগিলেন এই বিভু গোবিন্দ বুঝি আকাশ হইতে এখানে আগমন করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহার পরিঘসন্নিত হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক কংসের কেশে ধরিয়া যজ্ঞসভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। কেশকর্ষণে তাহার মস্তক স্থিত হীরক খচিত স্বর্ণ মুকুট স্খলিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণ যেমন তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন, অমনি সে নিস্পন্দ ও হতচেতন হইয়া নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন সে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গতাসুপ্রায় হইল। আর কৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণও করিতে পারিল না। তাহার কর্ণ কুণ্ডলশূন্য, বক্ষ হারশূন্য, লম্বমান বাহুদ্বয় ভূষণশূন্য হইল। তখন কৃষ্ণ তাহার গলদেশে উত্তরীয় প্রদানপূর্ব্বক মঞ্চ হইতে অধঃপাতিত করিয়া সমাজ মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই আকর্ষণে কংসশরীরদ্বারা সমাজভূমি পরিখাকারে অঙ্কিত হইল। এইরূপে মহাদ্যুতি কৃষ্ণ ভোজপতিকে লইয়া ক্রীড়া করত তাহাকে নিহত করিয়া রঙ্গভূমির অদূরে তাহার মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন। তাহার সেই সুখোচিত রাজদেহ স্বকার্য্যদোষে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পাংশুপূরিত হওয়াতে নিতান্ত বিবর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উঠিল। তখন তাহার নিমীলিতনেত্র শ্যাম বদন মুকুটশূন্য হইয়া নিষ্পত্র পদ্মের ন্যায় শোভমান হইল। যুদ্ধ হইল না, বাণ-প্রহার-চিহ্ন গাত্রে নাই, কেবল সে কণ্ঠগ্রহ বশতঃই নিহত হইয়া বীরগণনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সহসা তাহার শরীরে সেই জীবিতাপহারী কৃষ্ণের সখর চিহ্ন সমুদায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। পদ্মশালাশলোচন কৃষ্ণ কংসকে এইরূপে নিহত করিয়া নিষ্কন্টক হওয়াতে আনন্দে দ্বিগুণিত প্রভাশালী হইয়া পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে কৃষ্ণকে পাইয়া আনন্দাশ্রুসেকে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ অন্যান্য

যাদবগণকে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুক্রমে সম্ভাষণ করিয়া সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা বলদেবও কংস ভ্রাতা পরাক্রান্ত সুনামাকে স্বীয় বাহুবলে নিহত করিলেন। এইরূপে সেই জিতক্রোধ রাম ও কৃষ্ণ চিরপ্রবাসের পর শত্রুমণ্ডলকে পরাভূত করিয়া প্রীত মনে পিতা বসুদেবের আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

৮৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! অনন্তর ভর্ত্তা কংস সিহত ও ক্ষীণপূণ্য গ্রহের ন্যায় ভূপাতিত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহার পত্নীগণ আসিয়া চুতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। এবং মৃগপতি উদ্দেশ্যে রোরুদ্যমানা মৃগীর ন্যায় শোকভরে হা হতোস্মি বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। কহিল হা নাথ! তুমি নিহত হইলে আমরা তোমার বীরপত্নী হইয়া একবারে হতাশ ও বান্ধবহীন হইয়া পড়িলাম। হে রাজশার্দ্দূল! আজ তোমার এই শেষাবস্থা দেখিয়া আমারা সবান্ধবে বিলাপ করিতেছি। হে বিভো! তুমি স্বর্গধামে গমন করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করাতে আজ আমরা ছিন্নমূল ও একান্ত অশরনা হইয়া পড়িলাম। হা নাথ! আমরা তোমার সংসর্গ লালসায় প্রণয়কোপ প্রদর্শন করিয়া লতার ন্যায় বিচেষ্টমানা হইলে এখন আর কে আমাদিগকে শয্যায় উঠাইয়া লইবে? হে সৌম্য! জল শূন্য পঙ্কজের ন্যায় তোমার সুগন্ধ নিশ্বাস মারুত সংযুক্ত কমনীয় মুখকমলকে সূর্য্য দগ্ধ করিতেছে, ইহাই কি যুক্ত? হে নাথ! তুমি সতত কুণ্ডল ধারণ করিতে ভালবাসিতে। তোমার কুণ্ডলদ্বয় লম্বমান হইয়া স্কন্ধে আসিয়া পড়িত। অদ্য সেই কর্ণদ্বয় কুণ্ডলশূন্য হইয়া একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। হে বীর! তোমার যে অর্কসদৃশ তেজঃপুঞ্জ মুকুট মস্তকের পরম শোভা সম্পাদন করিত, সে বিবিধ রত্নখচিত উজ্জ্বল মুকুট কোথায় গেল? তুমি বিদ্যমান থাকিতে যাহারা তোমার অন্তঃপুরকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, তুমি লোকান্তর গমন করিয়া এখন সেই তোমার কলত্রগণ না হইয়া কি করিবে? পতিপরায়ণা পত্নীদিগের স্বামীই একমাত্র সুখভোগের নিদান; সুতরাং স্বামী কখন তাদৃশ রমণীকে পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু তুমি আমাদিগকে পরিত্যাহ করিয়া গিয়াছ। হায়! কালের কি মহিয়সী শক্তি। যিনি সমুদায় শত্রুদিগের কাল স্বরূপ, সেই তোমাকেই আবার কালে সংহার করিল। হা নাথ! আমারা দুঃখ কাহাকে বলে তাহা কখনও জানিতে পারি নাই, চির দিনই সুখে বিহার করিয়া আসিতেছি, এখন বিধবা হইয়া কিরূপে সেই দুঃখভোগ সহ্য করিব? পতিব্রত্যানুলম্বিনী রমণীগণের পতিই একমাত্র গতি। তুমি আমাদের সেই গতি ছিলে। এক্ষেণে বলবান্ কৃতান্ত সেই তোমাকে হরণ করিল। ঘোর বৈধব্য আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, শোক ও সন্তাপ হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। হায়! জীবমাত্রকেই এই দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। আমরা এখন তোমার অভাবে রোদন করিতে করিতে কোথায় যাইব। কাল যেমন তোমার সহিত অতীত হইয়াছে আমাদের জীবনের আমোদ আহ্লাদও তাহার সহিত একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। হায়! মনুষ্য জীবন কি অনিত্য ও অসার! এই ছিলে, এখনই তোমায় হারাইলাম! হে মানদ! তোমার বিপদেই আমরা বিপন্ন। বৈধব্যদশাগ্রস্ত অবলারা সকলেই সমান অপরাধিনী। তুমি আমাদিগকে স্বর্গসুখে প্রতিপালন করিয়াছ। আমরা

সকলেই তোমার নিতান্ত অনুরক্ত। তবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ। হে দেব! আমরা অনাথা, তুমি আমাদের নাথ, আমরা কুররীর ন্যায় বিলাপ করিতেছি দেখিয়াও কি জন্য আমাদের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না? আমাদের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া বন্ধুজনোচিত শান্তি বিধান করাই তোমার কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া যখন তুমি গমন করিলে, তখন হে মহারাজ! তুমি নিশ্চিই নিদারুণ কার্য্য করিলে। কান্ত! তুমি গৃহস্থিত প্রিয় পরিজন পরিহার করিয়া লোকান্তরে গমন কিরলে, কখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে তথায় আমাদিগের অপেক্ষাও অধিক প্রীতিভাজন প্রিয়জন আছে। হে বীর! তোমার তি আর করুণার লেশমাত্রও নাই? থাকিলে আমরা তোমার এতগুলি ভার্য্যা আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছি তথাপি তোমার চৈতন্য হইতেছে না কেন? হায়! মনুষ্যদিগের পরলোক যাত্রা কি নিষ্ঠুর ব্যাপার। উহাতে কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া কলত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে গমন করে। স্ত্রীগণের পক্ষে বরং পতি না হওয়াও শ্রেয়স্কর, কিন্তু বীর পতি যেন কাহার হয় না। বীর হইলেই দেবকামিনীগণের স্পৃহনীয় হইয়া উঠেন, বীরগণও সুরবালাদিগকে পাইবার আশা করেন। হায়! কৃতান্ত অদৃশ্যভাবে রণপ্রিয় তোমাকে হরণ করিয়া আমাদের সকলের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল। হে জগতীপতে! তুমি জরাসন্ধ-বলকে বিনাশ করিয়াছ, সমরভূমিতে যক্ষগণকে পরাভূত করিয়াছ, তবে কি জন্য সামান্য মনুষ্যহস্তে নিহত হইলে? তুমি ইন্দ্রের সহিত বাণ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে কখন পরাভূত করিতে পারেন নাই, এখন কি নিমিত্ত সামান্য এক মানব হস্তে তোমার নিধন হইল? তুমি শরবর্ষণ দ্বারা অক্ষোভ্য অগাধ জলধিকে বিক্ষোভিত করিয়া পাশভৃৎ বরুণের নিকট হইতে তাহার রত্ন সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আনিয়াছিলে। ইন্দ্র মন্দবর্ষণ (অনাবৃষ্টি) আরম্ভ করিলে তুমি পৌরজনের হিত কামনায় সায়ক বর্ষণ এরা জলদগণকে ভেদ করিয়া, বলপূর্ব্বক বারিবর্ষণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলে। তোমার প্রতাপে অবনত হইয়া রাজন্যগণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন ও উৎকৃষ্ট আচ্ছাদন সকল উপহার প্রদান করিয়াছে। তুমি দেবতুল্য, শক্রগণ তোমার বলবীর্য্য বিলক্ষণ অবগত আছে, তবে কিজন্য এরূপ প্রাণান্তকর ভয় তোমার উপস্থিত হইল? হা নাথ! তুমি নিহত হওয়াতে আমরা বিধবা পদবাচ্য হইলাম। আমরা প্রমত্তা নহি, কিন্তু প্রমত্ত কৃতান্ত কর্ত্তৃক নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। নাথ! যদি তুমি নিতান্তই গমন করিবে এবং আমাদিগকে বিস্মৃত হইবে তবে 'আমি চলিলাম' এই কথাটি একবার মুখে বলিতে তোমার কি পরিশ্রম হইল? হে নাথ! প্রসন্ন হও, অমরা একান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি এবং এই আমরা তোমার চরণে পতিত হইলাম। হে মধুরাধিপ! তোমার আর দূর প্রবাসের প্রয়োজন নাই নিবৃত্ত হও। হে বীর! তুমি কিজন্য, পাংশুণাচ্ছন্ন ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিলে? ভূমিশয়নে শয়ন করিয়া কি তোমার শরীরের কষ্ট বোধ হইতেছে না? কে তোমাকে সহসা এই সুপ্তপ্রহার প্রদান করিয়া নারীকুলে দারুণ আঘাত করিল? ভর্ত্তৃমরণে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহাদেরই জন্য রোদন, বিলাপ ও পরিতাপ নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা এখনই তোমার অনুগমন করিব, আমাদের রোদনের প্রয়োজন কি?

এই সময়ে দীনা, কম্পিতকলেবরা, কংস জননী 'কোথায় আমার বৎস, কোথায় আমার পুত্র' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া দেখিলেন, পুত্র প্রভাশূন্য

চন্দ্রমার ন্যায় নিহত হইয়া ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে। দেখিবা মাত্র হৃদয়ে করাঘাত, করিয়া হা হতোস্মি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বধুগণের আর্ত্তনাদের সহিত বিষম শোকভরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পুত্রের মিলন বদন ক্রোড়ে লাইয়া কহিতে লাগিলেন, হা পুত্র! তুমি শূরব্রতে ব্রতী হইয়া জ্ঞাতিকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে, কি জন্য তুমি এত শীঘ্র প্রস্থান করিলে? হে পুত্র! তুমি কিজন্য এরূপ অনাচ্ছাদিত ও অনিয়মিত স্থানে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছ? তোমার মত লোকেরা ত কখনও এরূপ ভূমিশয্যায় শয়ন করে না, একদা অদ্বিতীয় বলবান রাবণ রাক্ষস সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি বীর্য্যবলে সমস্ত অমরগণকে পরাস্ত করিয়াছি, সুতরাং তাহাদিগের হইতে আমার আর ভয় নাই, কিন্তু জ্ঞাতিগণের নিকট হইতে যে ঘোরতর ভয় সম্ভাবনা আছে তাহা নিতান্তই অনিবার্য্য। আমার ধীমান্ পুত্রের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। এই শরীরান্তকর বিষম ভয় কেবল জ্ঞাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর তিনি বিবৎসা হরিণীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে পতি বৃদ্ধ-নৃপতি উগ্রসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন! একবার আসিয়া দেখুন, তোমার পুত্র মহীপতি কংসের কি দশা হইয়াছে। বজ্রাহত অচলের ন্যায় আজ তোমার পুত্র বীরশয়নে শয়ান রহিয়াছে। মহারাজ! আজ আমাদের পরলোকগত পুত্রের প্রেতকার্য্য করিতে হইবে। পৃথিবী বীরভোগ্যা, আমরা এখন পরাভূত হইয়াছি। সুতরাং, কৃষ্ণই এখন সর্ব্বময় প্রভু; বলুন, কৃষ্ণ আমার পুত্রের সৎকার করুন। মরণ পর্য্যন্ত লোকের বৈরভাব বদ্ধমূল থাকে। এখন মরণ হইয়াছে সুতরাং বৈরভাবেরও শান্তি হইয়া থাকিবে। এখন তিনি আসিয়া ইহার প্রেতকার্য্য করুন, কারণ মৃতের আর অপরাধ কি? পতি ভোজরাজকে এই কথা বলিয়া কংসমাতা পুত্রের মুখদর্শনে পুনরায় শোকবিহ্বলচিত্তে কেশ ছাড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হে নরপতে! তোমার এই ভার্য্যাগণ তোমাকে সুপতি লাভ করিয়া চিরদিন সুখে কালক্ষেপ করিয়াছে, এখন তোমাকে হারাইয়া কিরূপে ভগ্নমনোরথে কালযাপন করিবে? তোমার এই বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণের বশবর্ত্তী হইয়া সরোবর সলিলের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকিবেন, তাহাই বা আমি কিরূপে চক্ষে দেখিব? হে পুত্র! আমি মোতার জননী, কি জন্য আমার সিহত সম্ভাষণও করিতেছ না। তুমি এই সমুদায় পরিজন পরিত্যাগ করিয়া কোন্ দূরপথে প্রস্থান করিলে? হে বৎস! তুমি বীর ও নরপণ্ডিত। আমি নিতান্ত হতভাগিনী, নতুবা অনিবার্য্যে কৃতান্ত আমার ক্রোড় হইতে আক্ষেপপূর্ব্বক তোমায় লইয়া গেল। হে কুরধুরন্ধর! তোমার দান মানাদি প্রভূত সদ্‌গুণ দ্বারা ভৃত্যগণ পরম পরিতুষ্ট ছিল, তাহারা এখন তোমার জন্য রোদন করিতেছে। হে নৃপশার্দ্দূল! হে মহাবাহো! হে মহাবল! একবার গাত্রোত্থান কর। কি পুরবাসী, কি অন্তঃপুরবাসী সকলেই তোমার নিমিত্ত দীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তুমি উঠিয়া ইহাদিগকে পরিত্রাণ কর। মহারাজ কংসের মাতা ও পত্নীগণ এইরূপে বিলাপ করিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী দিনকর ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তগিরিশিখরে আরোহণ করিলেন।

৮৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর বিষম দুঃখভারগ্রস্ত উগ্রসেন পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া বিপান্নীর ন্যায় স্খলিতপদে কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থি হইয়া দেখিলেন কৃষ্ণ যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কংসনিধন অনুধ্যানপূর্ব্বক পরিতাপ করিতেছেন এবং কংসপত্নীগণের সকরুন বিলাপ শ্রবণে ব্যথিত হইয়া সভামধ্যে আত্মভৎসনাপূর্ব্বক স্বকৃত কার্য্যের পরীবাদ করিতেছেন। কহিতেছেন, হায়! আমি নিতান্ত বালচাপল্যবশতঃ ক্রোধপরবশ হইয়া এক কংসকে নিধন করিয়া সহস্র সহস্র অবলাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা-নলে পতিত করিলাম। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! আমাকর্ত্তৃক পতিবিরহিত হইয়া ইহারা যেরূপ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে, উহা শুনিলে অতি নীচাশয় লোকেরও হৃদয়ে করুণারসের সঞ্চার হয়। কৃতান্ত চরিতানভিজ্ঞ সরলা কামিনীগণের বিলাপবাক্য শ্রবণে কারুণ্যরসসম্ভূত শোকানল কাহার হৃদয় না আক্রমণ করে। এই কংস সাধুগণের একান্ত পরিপন্থী ও অধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। এই জন্য আমি পূর্ব্বেই মনে করিয়া রাখিয়া ছিলাম যে, এরূপ দুরাত্মা কংসের নিধনই শ্রেয়োজনক। যাহারা পাপাসক্ত নিষ্ঠুর দুর্ব্বুদ্ধি ও লোকবিদ্বিষ্ট জগতে তাহাদের জীবিত থাকা অপেক্ষা এরূপ অনায়াস মৃত্যুই শুভকর। কংস পাপকার্য্যে সতত লিপ্ত ও সাধুসমাজে বিলক্ষণ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাহার তাদৃশ ধিক্কারাস্পদ জীবনে কিরূপে দয়া থাকিতে পারে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গবাস। ইহলোকেও তারা অনেক কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাহার রাজ্যমধ্যে প্রজারা সুখী, স্ব স্ব কর্ম্মে আসক্ত এবং ধর্ম্মপরায়ণ, তাদৃশ রাজাকে দুর্নীতি কখন স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু লোক দুর্ব্বৃত হইলে কৃতান্ত তাহাকে স্বয়ংই নিগ্রহ করিয়া থাকে। যারা ধর্ম্মপরায়ণ এবং পারলৌকিক কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, সেইসমুদায় ধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগকে দেবতারাই রক্ষা করিয়া থাকেন। জগতে দুষ্কৃতকারী লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। দুষ্কৃতকারীদিগের বধ সাধন করা আপনাদিগের অনতিমত নহে, বরং সাধুকার্য্য বলিয়া অভিনন্দিত হইবে ভাবিয়া আমি এই দুরাত্মা কংসকে বিনাশপূর্ব্বক অসদনুষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ করিয়াছি। এক্ষণে আপনারা এই শোকাকুল নারীকুল, পুরবাসিবর্গ ও অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা করুন।

রাজন! মহাত্মা গোবিন্দ এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে উগ্রসেন পুত্রের অসদাচরণবশতঃ শঙ্কিতহৃদয় হইয়া অবনতবদনে যাদবগণ সমভিব্যাহারে সভা প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া বাষ্পগদগদস্বরে কাতরবচনে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় ক্রোধোপশান্তির নিমিত্ত আমার পুত্রকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মানুচারিণী কীর্ত্তলাভ ও স্বকীয় নাম প্রথিত করিয়াছ। সাধুসমাজে মাহাত্ম্যলাভ এবং শত্রুমণ্ডলকে ত্রাসিত করিলে। যদুকুল রক্ষা এবং তোমার বন্ধুবর্গকে গর্বিত করিলে। সামন্ত চক্র মধ্যে তোমার প্রতাপ প্রকাশিত হইল। এখন সুহৃদ্বর্গ ও অনেক নরপতি তোমাকে আশ্রয় করিবে। প্রজাপুঞ্জ তোমার অনুগত থাকিবে, দ্বিজাতিগণও তোমার স্তোত্র পাঠ করিবে। সন্ধি বিগ্রহ মুখ্য মন্ত্রি সমুদায় তোমায় নিকেট প্রণত থাকিবে। হে কৃষ্ণ! তুমি এখন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সেনাসঙ্কুল কংসের অখণ্ড রাজ্য গ্রহণ কর। আর ইহাতে ধন, ধান্য, রত্ন, আচ্ছাদন, স্ত্রী, হিরণ্য যান ও অন্যান্য বস্তু যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই তোমার নিযুক্ত পুরুষেরা রক্ষা করুক। কৃষ্ণ তোমার যুদ্ধকার্য্য স্বচ্ছন্দে

সমাহিত হইয়াছে, এখন তুমিই যদুবংশীয়দিগের শত্রুহন্তা, তুমিই তাহাদের গতি, তুমিই তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন; ফলতঃ তুমিই যাদবদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা। হে বীর! এক্ষণে আমার কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। তুেমি প্রসন্ন হইলে তোমার কোপানলদগ্ধ সেই দুষ্কৃতকর্ম্মা কংসের প্রেতকার্য্য সমাধা কর। আমি সেই লোকান্তরগত নরপতির ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ভার্য্যা ও বধুগণ সমভিব্যাহারে মৃগের সহিত বনে বিচরণ করিব। সম্প্রতি যথাবিধি চিতা প্রস্তুত ও তাহাতে অনল প্রদান অতঃপর প্রেত উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে পারিলেই আমি অনৃণী হইতে পারি, ইহাই আমার বিজ্ঞাপ্য; এ বিষয়ে তুমি আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। তাহা হইলেই তাহার সদগতি লাভ হইবে।

কৃষ্ণ তাঁহার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে তাত। আপনি যা কিছু কহিলেন, তৎসমুদায়ই সময়োচিত। হে রাজশার্দ্দূল! আপনার যেরূপ চরিত্র ও যে বংশে জন্ম এই দুরতিক্রমণীয় বিষয়ে আপনার বাক্যও তদনুরূপ। কংস লোকান্তর গমন করিয়াও রাজসম্মান লাভ করিবে। আপনি যেরূপ মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার অজ্ঞাত বিষয় কি আছে? তথাপি নিয়তি যে দুরতিক্রমণীয়, এ বিষয়ে আপনি অনভিজ্ঞ হইতেছেন কেন? সময় উপস্থিত হইলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম ভূতমাত্রকেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। বিদ্বান্, অর্থদান, দাতা, রূপবান্, ব্রহ্মবাদী, নীতিজ্ঞ, লোকপালসদৃশ ও মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত নৃপতিগণও কালের করাল হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। ধর্ম্মপরায়ণ, লোকচরিতাভিজ্ঞ, প্রজাপালনতৎপর, ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মানুরক্ত দান্ত মহীপতিগণও কালকবলে নিধন প্রাপ্ত হইতেছেন। শুভই হউক, আর অশুভই হউক যিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, সময় উপস্থিত হইলে দেহীমাত্রকেই তাহার তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। কালের এ মায়া অতি দুরধিগম্য; এমন কি উহা দেবগণেওর অবোধ্য। ইহাতে লোকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। এই কালসহকৃত কর্ম্মই সকলের কারণ। অতএব কংস পূর্ব্বকৃত কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া সেই কাল কর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছেন। এ বিষয়ে আমি কারণ নহি; কাল ও কর্ম্মই উহার নিদান। এই সূর্য্যময় নিখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড কালবলে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে, আবার কলধর্ম্মে সমুৎপন্ন হইতেছে। কালই সর্ব্বভূতের নিগ্রহানুগ্রহের কর্ত্তা। অতএব ভূতমাত্রেই কালের বশবর্ত্তী। হে নরাধিপ! আপনার পুত্র কংস আত্মদোষেই দগ্ধ হইয়াছে; আমি উহার কারণ নহি, একমাত্র কালই প্রধান কারণ। অথবা আমিই উহার কারণ তাহার আর সংশয় কি? কারণ কাল অন্য কারণকে আশ্রয় না করিয়া স্বয়ং কি করিতে পারে? রাজন! যাহাই হউক ফলতঃ কালই বলবান্, কালের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ক সূক্ষ্মাতত্ত্বজ্ঞ সমদর্শী মোক্ষতত্ত্বাভিজ্ঞ সিদ্ধগণই ইহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিয়াছেন। তাত! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

রাজন! আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। আমি ইহার আকাঙ্ক্ষাও করি না। রাজ্যলুব্ধ হইয়া আমি কংসকে নিহত করি নাই। কেবল লোকহিতকামনায় ও কীর্ত্তিলাভের প্রত্যাশায় আমি আপনার কুলকলঙ্ক পুত্র কংসকে সহোদরের সহিত বিনাশ করিয়াছি। আমি স্বেচ্ছাবিহারী করীম ন্যায় প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে সেই বনমধ্যে ধেনুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গোপবৃন্দের সহিত

বিচরণ করিব। আমি শত শত বার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহা বলিলাম তাহাই সত্য—আমার রাজ্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি আপনি তাহাই করুন। আপনি আমার মান্য ও যদুবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই রাজা হউন। হে রাজসত্তম। যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা আপনার কর্ত্তব্য হয়, যদি আপনার মনঃকষ্ট না থাকে, তবে আপনিই রাজপদে অতিষিক্ত হউন। আমি চিরকালের জন্য উহা পরিত্যাগ করিতেছি আপনি গ্রহণ করুন, আপনার জয় হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উগ্রসেন মহা কৃষ্ণের এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে লজ্জিতের ন্যায় অধোমুতে অবস্থান করিলেন, কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। তখন ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দ উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তখন সেই মুকুটধারী শ্রীমান মহীপতি উগ্রসেন কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া কংসের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেইরূপ কৃষ্ণের আদেশানুসারে প্রধান প্রধান যাদবগণ পুরপ্রবেশ পদবীতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সকলে কংস ও তার অনুজ সুনামাকে শিবিকায় আরোপন করিয়া, যমুনার উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। কথায় বিধিপূর্ব্বক প্রজ্বলিত চিতানলে উভয়ের শরীর ভষ্মসাৎ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যাদবগণ প্রেতোদ্দেশে অক্ষয় স্বর্গকামনায় পুন পুনঃ জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন। এইরূপে সলিলক্রিয়া সমাপন করিয়া উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে পুরীপ্রবেশ করিলেন।

৮৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণ এখন রোহিণীনন্দন বলরামের সহিত মিলিত হইয়া যাদবকুল সমাকীর্ণ মথুরা নগরীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়ে রাজশ্রী এবং যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্যলাভ করিয়া বিহার করিতে আরম্ভ করিলে মথুরা রত্নাকরভূষিতা হইয়াই যেন শোভিত হইতে লাগিল। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তাঁহারা উভয়ে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কাশী প্রদেশান্তর্গত অবন্তি নগরে সন্দীপনি সমীপে উপস্থিত হইলেন। সদাচারনিরত রাম ও কৃষ্ণ কিনীতভাবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া স্বকীয় বংশপরিচয় ও অধ্যয়ন প্রয়োজন নিবেদন করিলেন। অতঃপর গুরু-শুশ্রূষায় অভিনিবিষ্ট হইলে, ভগবান্ সন্দীপনি অহ্লাদসহকারে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং বিদ্যাদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরাগ্রগণ্য শ্রুতিধর বালকদ্বয় কতিপয় দিবসের মধ্যে চতুঃষষ্টি কলাপূর্ণ সাঙ্গ বেদ আয়ত্ত করিলেন। অচিরকালের মধ্যে গুরু তাহাদগিকে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ ও সমন্ত্রক অস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করাইলেন। তাঁহাদের অমানুষী মেধা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় ইঞাঁরা চন্দ্র ও সূর্য্যদেব হইবেন, মানুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন, এই দুই মাহাত্মা প্রতি পূর্ব্বেই দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন। অনন্তর কৃষ্ণ কৃতকার্য্য হইয়া গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, গুরো! আমাদিগের কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে? গুরু সন্দীপনি ইহাদের উভয়ের প্রভাব পূর্ব্বেই বিলক্ষণ অবগত

হইয়াছেন। এক্ষণে গুরুদক্ষিণার কথা হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, বৎস! আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছির। সেই পুত্রটী লবণ সমুদ্রে প্রভাস তীর্থে তিমি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া লোকান্তর গমন করিয়াছে, তুমি তাহাকেই আনিয়া গুরুদক্ষিণা দেও।

কৃষ্ণ অগ্রজের অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী কৃষ্ণ সমুদ্রে গমন করিযা তাহার জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্র সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হিইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, সমুদ্র! ভগবান সন্দীপনির পুত্র কোথায়? সমুদ্র কহিলেন, পঞ্চজন নামক এক মহাদৈত্য তিমিরূপগ্রহণ করিয়া সেই বালককে গ্রাস করিয়াছে। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই পঞ্চজন সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন কিন্তু সেই গুরুপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার নিকট হইতে পঞ্চজন নামক একটী শঙ্খ লাভ করিলেন। দেবতা ও মনুষ্যমণ্ডলীমধ্যে ইহাই পাঞ্চজন্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। অতঃপর সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। যম তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! আপনার আগমনের প্রয়োজন কি? আর আমাকেই বা কি করিতে হইবে। তখন ভগবান গোবিন্দ কহিলেন, আমার গুরুপুত্রটী প্রদান করিতে হইতেছে। যম তাঁহার বাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন না, সুতরাং উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনন্তর গদাধর যমরাজকে পরাভূত করিয়া বালক গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন। চিরবিনষ্ট গুরুধন যমসদন হইতে লাভ করিয়া কৃষ্ণ মুনি সমীপে আনিয়া দিলেন। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যাহার প্রেতত্ব লাভ হইয়াছিল, সে অদ্য অমিত তেজা কৃষ্ণের প্রভাবে পুনরায় শরীর ধারণ করিল। ইহা দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া সকলেই নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। জগৎপ্রভু বাসবানুজ কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, রাক্ষসানীত বহুবিধ রত্ন ও তাঁহার পুত্রকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলে মুনি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে গদা, পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়া অচিরকালের মধ্যে ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিলেন।

অনন্ত, সেই ভ্রাতৃদ্বয় অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া বিনীতবেশে গুরুদেবকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তথা হইতে মধুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন শুনিয়া উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে সসৈন্যে তাহাদিগের প্রত্যুদগমন করিলেন। তৎকালে শ্রেণী, প্রজা, মন্ত্রী, পুরোহিত আবালবৃদ্ধবনিতাগণে পুরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আনন্দকয় তুর্য্যধ্বনিতে জনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। রাজমার্গের চতুর্দ্দিকে পতাকা সমুদায় উড্ডীন হইয়া পরম শোধা ধারণ করিল। অন্তঃপুর মধ্যে আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। ফলতঃ ইন্দ্র-মহোৎসবে যেমন সকলে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, কৃষ্ণের আগমনেও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। যাদবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী গায়কগণ পুলকিতহৃদয়ে রাজপথে মনের অনুরাগে স্তব ও আশীর্ব্বাদযুক্ত গান করিতে লাগিল। কহিতে লাগিল, হে পুরবাসিগণ! অদ্য লোকবিখ্যাত কৃষ্ণ ও বলরাম স্বপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন 'তোমরা নির্ভয়ে বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ কর'। বস্তুতঃ কৃষ্ণ মথুরায় আগমন করিলে তৎকালে নগরীমধ্যে কাহার আর দৈন্য, মালিন্য অজ্ঞতা রহিল না। পক্ষিগণ মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। গো, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ প্রমুদিত হইল। তত্রত্য নর নারীগণ মনের সুখে বিচরণ করতে লাগিল। সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল, দিক সমুদায়

প্রসন্ন হইল। দেববর্গ সর্ব্বস্থানেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তৎকালে কৃষ্ণের আগমনে যেন পুনরায় সত্যযুগের অবতারণা হইল বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। এই সময়ে অরিমর্দ্দন কৃষ্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া শুভলগ্নে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাসনুগামী দেবগণের ন্যায় যদুবংশীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন উদয়াচলে উপস্থিত হন, সেইরূপ যদুনন্দন কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে হৃষ্টান্তঃকরণে বসুদেবগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় মূর্ত্তিমান সূর্য্য ও দেবরাজের প্রখরতেজে প্রদীপ্ত হইয়া স্বগৃহে অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় বিন্যাসপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবিধ বিচিত্র কুসুম পরিশোভিত ফলভরাবনত বৃক্ষরাজি বিরাজিত উদ্যানে এবং রৈবতগিরি সন্নিহিত পদ্মসঙ্কুল কারণ্ডবাদি বিবিধ জলচর পক্ষি সমলঙ্কৃত নির্ম্মল সলিলা নদীতীরে যাদবগণ পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অভিন্নত্মা ভ্রাতৃদ্বয় উগ্রসেনের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুকাল মথুরায় অতিবাহিত করিলেন।

৯০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ ও বলরাম যৌবন ও রাজশ্রী লাভ করিয়া যাদবাকীর্ণ বন ও আকরালঙ্কৃত মথুরা পুরীতে বাস এবং উভয়ে সঙ্গত হইয়া পরম সুখে তথায় বিহার করিতে লাগিলেন। রাজন! মহাবল মগধাধিপতি জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে কল্যাণিনী রূপযৌবনশালিনী দুই কন্যা ছিল। মহারাজ জরাসন্ধ ঐ দুই কন্যা কংসকে প্রদান করেন। কংস এই দুই ভার্য্যা লাভ করিয়া শ্বশুরের সাহায্যে পিতা উগ্রসেনকে আবদ্ধ ও যাদবগণকে অনাদর করিয়া পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতেছিল। এ কথা আমি আপনাকে অনেক বার বলিয়াছি। বসুদেব জ্ঞাতিগণের কার্য্য সাধনোদ্দেশে সতত উগ্রসেনের হিতানুষ্ঠানে আসক্ত থাকিতেন। কিন্তু কংসের উহা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক দুরাত্মা কংস নিহত হইলে উগ্রসেন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহীপতি জরাসন্ধ দুহিতৃদ্বয়ের মুখে কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া অনতিবিলম্বে যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া যদুকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে ষড়ঙ্গ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে বীরপত্নীতনয়া কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া বহির্গত হইলে যে সকল জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ও অসামান্য ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধবীর রাজন্যবর্গ ইহার প্রতাপে অবনত ও বশীভূত হইয়া ইহাঁরই হিতসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহারা সৈন্যসামন্ত লইয়া ইহাঁর অনুসরণ করিলেন। কারুষ, দন্তবক্র, বীর্য্যবান্ চেদিরাজ, কলিঙ্গাধিপতি মহাবল পৌণ্ড্র, আহ্বতি, কৈশিক, নরপতি ভীষ্মক, ভীষ্মকের পুত্র, রুক্মী, এই রুক্মী ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকেও আহ্বান করিয়া স্পর্দ্ধা করিত। বেণুদারি, শ্রুতর্ব্বা, ক্রাথ, অংশুমান, অঙ্গরাজ, বঙ্গাধিপতি, কাশীরাজ কৌশল্য, দশার্ণাধিপতি, সুহ্মেশ্বর, পরাক্রান্ত বিদেহাধিপতি, বলবান মদ্ররাজ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, বিক্রান্ত শাল্বরাজ, মহাবল দরদ, যবনাধীশ্বর, বীর্য্যশালী ভগদত্ত, সৌবীররাজ, শৈব্য, বলশালী পাণ্ড্য, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল লগ্নজিৎ, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, দরদাধিপতি, ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহাবল দুর্য্যোধনাদি, ইহারা এবং অতিভীষণ বলসম্পন্ন মহারথী নৃপতি সকল জনার্দ্দন কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে করিতে জরাসন্ধের অনুগমন করিলেন। ইহারা সকলে প্রভূত বলশালী সৈন্যগণকে অগ্রে করিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিতে আজ্ঞা করিল।

৯১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এই সমুদায় রাজন্যগণ মধুরার সহিত উপবনে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন মনে করিয়া বৃষ্ণিগণ কৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ হৃষ্টমনে বলরামকে কহিলেন, প্রভো! নরপতি জরাসন্ধ যখন এত সন্নিহিত হইয়াছেন, তখন দেবগণের প্রয়োজন সিদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ দেখুন বায়ুবেগশালী রথ সমূহের ধ্বজাগ্র সমুদায় লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখুন বিজিগীষু

নৃপতিবর্গের অত্যুচ্চ শশিপ্রভ শ্বেতছত্র সকল কেমন শোভা পাইতেছে। আরও দেখুন রথোপরিস্থ নির্ম্মল ছত্রপংক্তি আকাশস্থ শুভ্র হংসপংক্তির ন্যায় আমাদিগের অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। উপযুক্ত সময়েই নৃপতি জরাসন্ধ উপস্থিত হইয়াছেন। এই নৃপতিই আমাদের সমরশক্তি পরীক্ষার নিকষ স্বরূপ। ইনিই আমাদের সমরাঙ্গনে প্রথম অতিথি। আর্য্য! এই মহীপতি উপস্থিত হইলে আমরাই উভয়ে অগ্রে ইহার সম্মুখীন হইব এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধারম্ভও করিতে হইবে; এক্ষণে ইহার সৈন্যবল বিবেচনা করিয়া দেখুন।

সংগ্রামলোলুপ যদুপতি কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সুস্থমনে জরাসন্ধের অভিমুখে গমনোদ্যত হইয়াই যেন ঐ সমস্ত নৃপতি ও উহাদিগের সৈন্য সামন্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া আত্মমনে কহিতে লাগিলেন, এই সমস্ত নৃপতিই বিনাশ ধর্ম্ম পার্থিবপথে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারাই এখন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুসারে নিধন প্রাপ্ত হইবে। মৃত্যু যেন এই সকল নরপতিগণের শরীরে সলিল প্রোক্ষণ করিয়াছেন। আর এ সকল শরীর স্বর্গভোগোপযোগী বলিয়াও অনুমিত হইতেছে। এই সমুদায় নরপতিগণ ও উহাদের সৈন্যসামন্তে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভারগ্রস্ত হইয়া যে পৃথিবী স্বর্গে ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন উহা সঙ্গতই হইয়াছিল। পৃথিবী ইহাদেরই বল ও রাষ্ট্রদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া একবারে নিরবকাশ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে অচিরকালের মধ্যে শত শত নৃপতি নিহত হইয়া পৃথিবী একবারে জনশূন্য হইয়া পড়িবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এদিকে সর্ব্বভূপতির অধীশ্বর মহাদ্যুতি রাজা জরাসন্ধ সহস্র সহস্র নরপতি কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া মহাক্রোধ ভরে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার সংগ্রামিক রথ সমুদায় আরোহিসংযুক্ত অত্যুন্নত ও আয়ত অশ্বসংযুক্ত। ইহার রণোন্মত্ত মাতঙ্গসকল সুবর্ণশৃঙ্খল ও বৃহৎ ঘণ্টাসংযুক্ত হইয়া মহামাত্রাধিষ্ঠিত মেঘের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। আরোহী সমারূঢ় বল্গিত উল্লম্ফনকারী অশ্বগণ মেঘের ন্যায় বেগে চালিত হইতে লাগিল। খড়্গচর্ম্মধারী অসংখ্য পদাতি সকল বদ্ধপরিকর হইয়া লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক বিষম বিষধরের ন্যায় আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে, কম্পমান জলধরের ন্যায় চতুর্ব্বিধ সৈন্যের পুরোগামী হইয়া মহাবল রাজা জরাসন্ধ মধুরা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মেঘনির্ঘোষ, রথশব্দ, মত্তমাতঙ্গের বৃংহিত, অশ্বকুলের হ্রেষারব, পদাতিগণের সিংহনাদে মথুরা নগরীর দিক্‌সমুদায় ও উপবন সমস্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। নগরোপকণ্ঠে, সমুপস্থিত অসীম সৈন্য সামন্ত পরিবৃত জরাসন্ধকে দেখিয়া সাগরের ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। রণদৃপ্ত যোধগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফালন দ্বারা মেঘ সৈন্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। পবনসম বেগশালী রথ, জলদ সদৃশ মাতঙ্গ, বেগবান অশ্ব, পক্ষিগণ সদৃশ পদাতিলে মিশ্রিত হইয়া গ্রীষ্মাবসানে সাগরগত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। জরাসন্ধ প্রভৃতি মহীপালগণ পুরী বেষ্টন করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ শিবির সন্নিবেশ সন্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন শুভ্রবর্ণ জলধি পুরীর চতুর্দ্দিকে উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া অবস্থিত হইয়াছে। এইরূপে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন যুদ্ধলালসায় নগর আক্রমণার্থ সকলেই যুগপৎ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতঃপর যমুনার উপকূলে উপস্থিত হইলে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রলয়কালীন উদ্বেলিত সাগরের ভীষণ শব্দের ন্যায় সৈন্যদিগের তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন মহারাজ জরাসন্ধের আদেশানুক্রমে কুঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী প্রাচীন পুরুষবর্গ বেত্রহস্তে গোল নিবারণার্থ চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদায় সৈন্য স্তিমিতভাব অবলম্বন করিল। সৈন্যকুল নিঃশব্দ ও স্তিমিতভাব অবলম্বন করিলে লীনভুজঙ্গ ও সুপ্ত সুপ্ত মীন উদধির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর জরাসন্ধ বৃহস্পতির ন্যায় কহিতে লাগিলেন, নরপতিগণের যে সকল সৈন্য আছে, তাহারা শীঘ্র অগ্রসর হউক এবং নগরীর চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করুক। অশ্মযন্ত্র, ক্ষেপণীয় ও মুদ্গার সকল প্রয়োগযোগ্য করিয়া লও। নরপাল সমুদায় অন্য জনগণের সহিত যথাস্থানে অবস্থান করুক। লাল ও তোমরাস্ত্র সমুদায় ঊর্দ্ধে স্থাপন কর। টঙ্ক ও খনিত্র দ্বারা শীঘ্র পুরী বিদারণ করিতে আরম্ভ কর। অদূরে যুদ্ধমার্গবিশারদ নৃপতিগণ অবস্থান করুন। অদ্য হইতে যে কাল পর্য্যন্ত বসুদেবতনয় কৃষ্ণ ও বলরাম সমরক্ষেত্রে নিশিত শরদ্বারা নিহত না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সৈন্যগণ পুরী অবরোধ করিয়া অবস্থান করুক। টঙ্কাস্ত্রদ্বারা যাহাতে আকাশ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হয়, ভূপালগণ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আর কলিঙ্গাধিপতি মদ্র, চেকিতান, বাহ্লীক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, করুষাধিপতি দ্রুম, কিম্পুরুষ এবং পার্ব্বতীয় দানবগণ ইহারা নগরের পশ্চিম দ্বার শীঘ্র অবরোধ করুন। পুরুবংশীয় বেণুদারি, বৈদর্ভ, সোমক, ভোজাধিপতি রুক্মী, সূর্য্যাক্ষ, মালব, অবন্তীদেশাধিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, বীর্য্যবান্ দন্তবক্র, ছাগলি, পুরুমিত্র, মহীপতি বিরাট, কৌশাম্ব্য, মালব, শতধান্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, বাণ, পঞ্চনদ, ইহারা উত্তর দ্বার। উলূক, কৈতবেয়, অংশুমানের পুত্র বীর, একলব্য, বৃহৎ ক্ষেত্র, ক্ষত্রধর্ম্মানুরক্ত জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, শল্য, কৌরবগণ, কৈকয়গণ, বৈদিশ বামদেব, সাকেত নিবাসী শিনিপতি, ইহারা পূর্ব্বদ্বারে থাকিয়া বায়ু যেমন মেঘকে বিঘট্টন করে, তদ্রূপ পুরী বিদারণ করিতে ধাবিত হউন। আমি দয়দ ও বীর্য্যবান চেদিরাজ সসজ্জ হইয়া দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করি। এই রূপে এই পুরীর চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করুক। শৌরগণ বজ্রপাত সদৃশ তুমুল শব্দ অনুভব করিয়া ভয়প্রাপ্ত হউক। গদাধারী সৈন্যগণ গদা দ্বারা, পরিঘধারীরা পরিঘ দ্বারা এবং অন্যান্য অস্ত্রধারিগণ স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারা পুরী বিদারণ করিতে আরম্ভ করুক। অদ্যই এই সমস্ত নগর ভূমিসাত করিয়া নগরাঙ্গনকে ভগ্নপ্রাসাদ দ্বারা সমভূমি করিতে হইবে।

মহারাজ! এইরূপে রোষাবিষ্ট জরাসন্ধ স্বকীয়বল চতুর্ব্বূহে ব্যবস্থাপিত করিয়া সমস্ত নরপতি সমভিব্যাহারে যাদবগণকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। এদিকে যদুবংশীয়গণও স্বীয় বল ব্যূহীকৃত করিয়া তাহার প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। উভয় দলে দেবাসুরের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক দলের সৈন্যসংখ্যা অনেক অন্য দলের সৈন্য অল্প, সুতরাং অযোগ্য হইলেও যখন বসুদেবতনয় কৃষ্ণ ও বলরাম রথারোহণে নগর হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্র বিক্ষোভকারী বিষম ক্রুদ্ধ মকরস্বয়ের ন্যায় প্রতিপক্ষ

নৃপতিসৈন্যকে ক্ষুভিত ও ত্রস্ত করিয়া সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে এই ব্যাপার অবলোকনে জরাসন্ধ কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হৃদয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধ করিতে করিতে বসুদেবতনয় উভয়েরই পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র স্মরণ হইতে লাগিল। স্মরণ করিবামাত্র ঐ সমুদায় দীপ্তিশীল সুদৃঢ় মহাস্ত্র আকাশ হইতে সমরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সকল অস্ত্রই অতি ভীষণ রাক্ষস দ্বারা অনুসৃত মূর্ত্তিমান ও অতি বৃহৎ দিব্যমাল্য যুক্ত নৃপতিদিগের মাংস ভক্ষণে নিতান্ত লোলুপ, পতনকালে অস্ত্র প্রভায় দিক সমুদায় সমুজ্জল করিয়া খেচরগণের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক বেগে আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে সম্বর্ত্তক হল, সৌনন্দ মুষল, ধনুশ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গ ও কৌমদকী গদা এই চারি তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণবাস্ত্র যাদবসমরে তাঁহাদের উভয় কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বলরাম প্রথমেই দিব্য মালা সমন্বিত বিচরণশীল ভুজঙ্গমের ন্যায় পরম সুন্দর হলাস্ত্র দক্ষিণ হস্তে এবং শত্রু নিরানন্দকর মুষলশ্রেষ্ঠ বাম হস্তে গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণও এক হস্তে দর্শনীয়, লোকবিখ্যাত, মেঘগভীর ধ্বনি, শার্ঙ্গ নামক ধনুক, অপর হস্তে দেবপ্রশংসিত গদা ধারণ করিলেন। ঐ গদা কুমুদাক্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কৌমোদকী নামে বিখ্যাত। এইরূপে সাক্ষাৎ বিষ্ণু মূর্ত্তির ন্যায় বীরদ্বয় রাম ও কৃষ্ণ সশস্ত্র হইয়া বিপক্ষমণ্ডলীমধ্যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্রজ ও অনুজ নামধারী বসুদেবনয় কৃষ্ণ ও বলরাম আয়ুধ প্রহারে শত্রুগণকে প্রপীড়িত করিয়া দেবযুগলের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ রাম প্রকুপিত সর্পের ন্যায় হলাস্ত্র উদ্যম করিয়া শত্রুগণের অন্তকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে রথিগণের রথ আকর্ষণ করিয়া মাতঙ্গ ও অশ্বগণের উপর লাঙ্গল ও মুষলাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় রোষাবেশের চরিতার্থতা সম্পাদন করিলেন এবং প্রকাণ্ড অচলের ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়বর্গ রণক্ষেত্রে বলরাম কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ভয়াকুল চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জরাসন্ধের নিকটে উপস্থিত হইল। তখন জরাসন্ধ ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া কাতরতা অবলম্বন করিতেছ, তখন তোমাদের ক্ষত্রিয় বৃত্তিকে ধিক্! মনীষীরা বলিয়া থাকেন যে ক্ষত্রিয় সমরে বিরথ ও পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে তাহারা অসংখ্য ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। অতএব কিজন্য তোমরা সমরে ভীত হইতেছ? তোমাদের ক্ষত্রিয় জীবনে ধিক! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর, প্রতিনিবৃত্ত হও। অথবা রথারোহণে তোমরা আমার যুদ্ধ সন্দর্শন কর। আমি ঐ গোপবালকদ্বয়কে শীঘ্রই যমসদনে প্রেরণ করিতেছি।

অনন্তর ক্ষত্রিয়গণ জরাসন্ধ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে পুনরায় শর বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেহ কেহ স্বর্ণালঙ্কার ভুষিত অশ্বে, কেহ বা মেঘগভীরনিস্বন রথে কেহ কেহ মহামাত্রচালিত মেঘসঙ্কাশ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া সমর ভূমিতে উপস্থিত হইল। নৃপতিবর্গ শরীররক্ষক বর্ম্ম পরিধান, খড়্গ, জ্যা আরোপিত ধনু, তূণীর ও তোমরাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধ্বজা পতাকা চত্র ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিত রথে আরোহণ করিয়া চামর বীজনে বীজিত হইতে হইতে সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিল। রথিগণ সমরানুরাগ বশতঃ গুরুগদা, ক্ষেপণীয় ও মুদ্গর নিক্ষেপ করিতে করিতে সমরার্ণবে প্রবেশ করিল। এই সময়ে সুপর্ণধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবানন্দবর্দ্ধন

ভগবান কৃষ্ণ জরাসন্ধকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমতঃ তদুপরি অষ্ট বাণ, সারথির উপর পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন। জরাসন্ধ এইরূপে শর জালে বিদ্ধ হইয়া অশ্বগণকে রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেও বীর্য্যবান কৃষ্ণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তখন মহারথ চিত্রসেন এবং সেনাপতি কৈশিক তাহাকে বিপন্ন দেখিয়া কৃষ্ণকে শরনিকরে ব্যথিত করিতে লাগিল। কৈশিক বলরামকেও তিন বাণে বিদ্ধ করিল। বলরামও ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার ধনুক ছিন্ন করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং মহাবেগে ধাবিত হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা শত্রুগণকে ব্যথিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। চিত্রসেন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। ঐ সময়ে কৈশিক পঞ্চ ও জরাসন্ধ সপ্ত বাণদ্বারা বলরামকে আহত করিল। তদ্দর্শনে জনার্দ্দন কৃষ্ণ তিন তিন নারাচাস্ত্র দ্বারা উহাদিগের তিন জনকেই এবং বলদেবও প্রত্যেককে নিশিত পঞ্চ শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া অবশেষে চিত্রসেনের রথেশা ছেদন করিলেন। এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার ধনুকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বীর্য্যবান চিত্রসেন এইরূপে ছিন্নধন্বা ও বিরথ হইয়া মহাক্রোধভরে মুষলপাণি বলদেবকে নিহত করিবার মানসে গদা গ্রহণপূর্ব্বক প্রধাবিত হইল। বলদেবও চিত্র সেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নারাচাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইলে মগধেশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে তাহার অশ্বগণকে গদাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। পুনরায় সেই মহাবীর্য্য জরাসন্ধ বীরদর্পে বলদেবের প্রতিই ধাবিত হইল। রামও তখন মুষলাস্ত্র গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধের প্রতি অভিধাবিত হইলেন; এইরূপে পরস্পর পরস্পরের বিনাশ কামনা করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে চিত্রসেন মগধাধিপতি জরাসন্ধকে রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া জরাসন্ধকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে গজসৈন্য উপস্থিত হইলে রণসঙ্কুল হইয়া উঠিল; এই সময়ে মহাবল জরাসন্ধ বহু সৈন্য সমাবৃত হইয়া রাম-কৃষ্ণ-পুরোগামী ভোজগণের সম্মুখীন হইল; উভয় সৈন্য একত্র মিলিত হইলে শব্দায়মান ক্ষুভিত মহাসাগরে ন্যায় তুমুল সৈন্যঘোষ আরম্ভ হইল; সহস্র সহস্র বেণু ভেরী মৃদঙ্গ ও শখের ঘোর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে তুমুল সিংহনাদ বাহ্বাস্ফোটন ও আক্রোশ শব্দ আরম্ভ হইল। অশ্বগণের খুরক্ষেপ ও রথচক্রের নিষ্পেষণে ধুলিরাশি উত্থিত করিয়া সেনাদল পরস্পর আক্রোশ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। অথী, অশ্বারোহী, সহস্র সহস্র পদাতি ও পর্ব্বতোপম হস্তি সমুদায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। জরাসন্ধের যোদ্ধৃগণ বৃষ্ণিদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। শিনি, অনাধৃষ্ণি, বক্ষ, বভ্রু, বিপৃথু ও আহুক ইহারা সকলে বলদেবকে অগ্রে করিয়া সৈন্যের অর্দ্ধভাগ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া শত্রুসৈন্যের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিলেন। এইভাগ চেদিরাজ, জরাসন্ধ, উত্তরদেশীয় মহাবীর্য্য শল্য ও শাল্ব প্রভৃতি নৃপতিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল। অগাবহ, পৃথু, কঙ্ক, শতদ্যুম্ন ও বিদূরথ ইহারা হৃষীকেশকে অগ্রগামী করিয়া অপরার্দ্ধ ভাগে পরিবেষ্টিত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মক, মহাত্মা রুক্মী, দেবক, মদ্রপতি এবং মহাবীর্য্য ও অদ্ভুত বলশালী প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য যোধগণ কর্ত্তৃক এই ভগ রক্ষিত হইতে ছিল। শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস প্রভৃতি বজ্রনির্ঘোষ শরবর্ষণ দ্বারা উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সাত্যকি, চিত্রক, শ্যাম, বীর্য্যশালী যুযুধান, রাজাধিদেব, মৃদর,

মহারথ শ্বফল্ক, সত্রাজিৎ, চিত্রসেন, ইহারা বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শত্রুব্যূহের বামভাগে উপস্থিত হইলেন। মৃদর কৃষ্ণপক্ষের ব্যূহার্দ্ধভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বেণুদারি প্রভৃতি রাজন্যগণ, প্রতীচ্য যোদ্ধৃবর্গ ও বলবান ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ জরাসন্ধ পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিল।

৯২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতসম! অনন্ত মগধরাজ জরাসন্ধের অনুযায়ী নৃপতিবর্গের সহিত বৃষ্ণিবংশষদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রুক্মীর সহিত বাসুদেব, ভীষ্মকের সহিত আহুক, ক্রাথের সহিত বসুদেবের, বভ্রুর সহিত কৌশিক, গদের সহিত চেদিয়াজ, শম্ভুর সহিত দন্তবক্র এবং অন্যান্য বৃষ্ণিগণ অন্যান্য মহাত্মা নরপালের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইলেন। এইরূপে উভয় পক্ষে ক্রমাগত সপ্তবিংশতি দিবস যুদ্ধ চলিল। হস্তী হস্তীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, রথ রথীর সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা জরাসন্ধ রামের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইল। বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইহাঁদের উভয়ের যুদ্ধও সেইরূপ রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে স্মরণ করিয়া রুক্মীকে বিনাশ করিলেন না। কেবল শিক্ষা কৌশলে তাহার অগ্নি, অর্কাংশু, আশীবিষ ও বিষ তুল্য শরনিকরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য সৈন্যবর্গ একবারে নিহত হইতে আরম্ভ হইল। রাজন! ঐ উভয় পক্ষীয় সেনাগণের মাংস শোণিত দ্বারা যুদ্ধস্থল কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক কবন্ধ উত্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সৈন্যের কথা কি বলিব ঐ সমুদায় কবন্ধেরও ইয়ত্তা করা সহজ ব্যাপার নহে। অনন্তর মহারথী রাম আশীবিষ সদৃশ বাণক্ষেপে জরাসন্ধকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ধাবিত হইলেন। বীর জরাসন্ধও শীঘ্রগামী এক রথে আরোহণ করিয়া বলদেবের দিকে বেগে ধাবিত হইল। বিবিধ অস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়েই ক্ষীণা, নিহতাশ্ব হতসারথি ও বিরথ হইয়া সবশেষে গদা গ্রহণপূর্ব্বক উভয়ে উভয়ের দিকে ধাবমান হইল। পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। উভয়ে যখন সেই বিষম গদা উদ্যত করিয়া একত্র সমাগত হইলেন, তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন শিখরধারী পর্ব্বতদ্বয় একত্র মিলিত হইয়াছে। সর্ব্বসমক্ষে তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই মহাভুজ, উভয়েই ক্রোধ ভরে যুদ্ধাস্পর্দ্ধী হইয়া পরস্পর মিলিত হইলেন। উভয়েই গদাযুদ্ধে বিখ্যাত, উভয়েই রণপণ্ডিত এবং মহাবল। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে দেবগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি ও অপ্সরোগণ চতুর্দ্দিক হইতে যুদ্ধ দর্শনার্থ আগমন করিলেন। তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল যেন অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলে অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। এই সময়ে মহাবল জরাসন্ধ বলরামের প্রতি ধাবিত হইল। জরাসন্ধ বামমণ্ডল, বলদেব দক্ষিণ মণ্ডল আশ্রয় করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন মাতঙ্গদ্বয় পরস্পর দন্তাঘাত করিয়া ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিতে থাকে, সেইরূপ ইহাঁদিগেরও উভয়ের গদা নিপাত শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ রামের গদা-নিপাত-ধ্বনি অশনি শব্দের ন্যায় শ্রুত

হইতে লাগিল। বায়ু বেগবশে যেমন বিন্ধ্য গিরিকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ জরাসন্ধের করনিঃসৃত গদাও বলদেবকে কম্পিত করিতে পারিল না। মগধেশ্বর. বীর্য্যবত্তা, অসামান্য ধৈর্য্য ও শিক্ষাবলে বলদেবের গদানিপাত কথঞ্চিৎ সহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত উভয় বীরে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হওয়াতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর আবার পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। উভয়েই সমান যোদ্ধা, বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে বলরাম দেখিলেন গদাযুদ্ধে ইহার বিশেষ নৈপুণ্য আছে, সুতরাং এতদ্বারা কখনই ইহাকে পরাভূত করিতে পারা যাইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া গদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাক্রোধভরে মুষলাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন ক্রুদ্ধ বলদেব কর্ত্তৃক রণস্থলে অতি ঘোরদর্শন অমোঘ মুষল উদ্যত দেখিয়া সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এক আকাশবাণী হইল যে, বলদেব! তুমি ক্ষান্ত হও, এই জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে; অতএব উহাতে তোমার ক্ষোভেরও প্রয়োজন নাই, আমি উহার মৃত্যু উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি অচিরকাল মধ্যেই উহার প্রাণবিনাশ হইবে। এই কথা শুনিয়া জরাসন্ধ নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন, বলদেবও আর প্রহার করিলেন না। কি বৃষ্ণিগণ কি অন্যান্য রাজন্যবর্গ সকলেই যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধে নিরস্ত হইল, তাদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম একবারে শেষ হইয়া গেল। হে মহারাজ! এইরূপে দীর্ঘকাল পরস্পর প্রহার করিয়া অবশেষে মহীপতি জরাসন্ধ পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে ভগবান মরীচিমালী দিনমণিও অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রাত্রিকাল উপস্থিত, সুতরাং আর কেহ কাহার অনুসরণ করিতে পারিলেন না। কেশবরক্ষিত মহাবল যোধগণ স্ব স্ব সৈন্য লইয়া হৃষ্টচিতে পুরী প্রবেশ করিলেন। আকাশমার্গ হইতে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র কৃষ্ণ ও বলরামের হস্তগত হইয়াছিল, তাহারাও তখন অন্তর্হিত হইল। নরপতি জরাসন্ধ উন্মনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন।

যে সকল নৃপতিবর্গ তাহার অনুগমন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারাও স্বরাষ্ট্র উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন।

হে কুরুশার্দ্দূল! বৃষ্ণিবংশীয়গণ জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়াও আপনাকে বিজয়ী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহারা জানিতেন রাজা জরাসন্ধ, অতিশয় বলশালী, বিশেষতঃ তাঁহার উহার সহিত সংগ্রামে অষ্টাদশবার অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, কিন্তু কোন মতেই উহার বিনাশ সাধন করিতে পারেন নাই। মহারাজ জরাসন্ধের সহিত বিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যসামন্ত আগমন করিত, যাদবদিগের সৈন্যসংখ্যা অল্প সুতরাং ইহারাই পরা ভূত হইতেন। কিন্তু পরিণামে মহারথ বৃষ্ণিগণই সমরে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন।

৯৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বলবান কৃষ্ণ বলদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া যাদবব্যাপ্ত মধুরাপুরীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কংস-নিধন-বৃত্তান্ত পুনরায়

প্রবল প্রতাপ মহারাজ জরাসন্ধের স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। এই সময়ে অবসয় বুঝিয়া তাঁহার দুহিতৃদ্বয়ও যুদ্ধার্থ তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিলেন। জরাসন্ধ এইরূপে সপ্তদশবার যাদবদিগের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারথ যাদবগণও কোনরূপে ইহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ইন্দ্র সদৃশ, প্রভূত বলশালী রাজাধিরাজ মগধরাজ পুনরায় চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে অষ্টাদশবার কৃষ্ণের বধ সাধনের নিমিত্ত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পুনরায় সসৈন্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন যাদবগণ এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপাততঃ, শান্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাতেজা নীতিবিশারদ বিকদ্রু উগ্রসেনের সমক্ষে কমললোচন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস গোবিন্দ! প্রকৃত অবসর উপস্থিত, এই অবসরে আমি তোমার নিকটে এই বংশের আমূল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অতঃপর যদি আমার বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, তবে তদনুসারে কার্য্য করিও। পূর্ব্বকালে আত্মদর্শী, ভগবান বেদব্যাস এই যদুবংশের উৎপত্তি বিষয়ে আমাকে যাহা কহিয়াছেন, তাহাই যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। মনুবংশে ইক্ষ্বাকুসমুদ্ভব মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হর্য্যশ্ব নামে এক বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। মধু নামক দৈত্যের দুহিতা মধুমতী তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা। তাঁহার ন্যায় রূপবতী পৃথিবীতে আর কেহ ছিলেন না; এমন কি স্বর্গে যেমন ইন্দ্রের শচী, পৃথিবীতে সেইরূপ হর্য্যশ্বের মধুমতী। এই কমলাক্ষী অতিপ্রতিমা নিবিড় নিতম্বিনী কামরূপিণী মধুমতী গগনবিহারিণী রোহিণীর ন্যায় একান্ত পতিপরায়ণা ছিলেন, সুতরাং রাজা তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা মনে করিতেন, কামিনীও কেবল রাজাকেই কামনা করিতেন। হে মাধব! একদা সেই নরপতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অযোধ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিমিত আনুযাত্রিক ও প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত বনবাস আশ্রয় করেন। কালধর্ম্মজ্ঞ মহীপতি বনে থাকিয়া প্রিয়ার সহিত মনের সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

একদা তাঁহার সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করুন, আসুন আমরা উভয়ে আমার পিতৃগৃহে গমন করি। আমার পিতার রাজধানী মধুবন অতি রমণীয় স্থান। তথায় পাদপগণ অভিলাষানুরূপ ফলপুষ্পে পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমরা উভয়েই তথায় স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া বিহার করিতে পারি। হে পৃথিবীতে! আপনি আমার পিতা মাতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমার প্রিয়পাত্র বলিয়া ভ্রাতা লবণও আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসিয়া থাকেন। অতএব চলুন আমরা তথায় গমন করিয়া নন্দনকাননে অপ্সরাদ্বয়ের ন্যায় স্বরাজ্য নির্ব্বিশেষে ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে পারি। হে মহারাজ! আর আপনার সেই অভিমানী, আমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট এবং ধনমদে মত্ত ভ্রাতার বশ্যতা স্বীকার করিবার আর আবশ্যকতা নাই। আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। ওরূপ পরাশ্রয়ে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় গহিত জীবনকে ধিক্। অত এব চলুন আর বিলম্ব করিবেন না, আমরা পিতৃ ভবন মধুবনে গমন করি।

নরপতি হর্য্যশ্ব তাঁহার অগ্রজের প্রতি সম্যক অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু পত্নীর কামার্ত্ততা বশতঃ তাঁহারই বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি ভার্য্য সহকারে মধুপুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দানবেন্দ্র মধু মহারাজ হর্য্যশকে পরমসমাদরে

গ্রহণ করিলেন এবং স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। আমার যে কিছু রাজধন ও সম্পত্তি আছে এক মধু ব্যতীত সমস্ত গ্রহণ কর। আমি তোমাকে যাবতীয় রাজ্য প্রদান করিলাম, তুমি এই বনে পরম সুখে বাস কর। যদি কখন কোন শত্রু তোমায় আক্রমণ করে, তখন এই লবণ তোমায় সহায়তা করিবে। অমিত্রসাগরে লবণ তোমার কর্ণধার স্বরূপ জানিবে। আমার এই সমুদ্র পরম রমণীয় রাজ্য প্রতিপালন কর। আমার এই রাজ্য অসংখ্য গোধন ও গোপগণে পরিবেষ্টিত এবং সৌভাগ্যের আধার। তুমি এখানে বাস করিলে এই গিরি সমুদায় তোমার রাজধানীর দুর্গ হইবে এবং অতি বিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী হইয়া উঠিবে। সমুদ্রপ্রান্তে এই অনূপ (জলবহুল) রাজ্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তোমার এই রাজ্য আনর্ত্ত নামে খ্যাত ও কালক্রমে অতি বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে। তুমি এখানে পার্থিব ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া, সময়োপযোগী পরম সুখে বাস কর। তোমার বংশ যযাতি সম্বন্ধে যদু, অনু ও অবশেষে চন্দ্রবংশে পরিণত হইবে। বৎস! এক্ষণে আমি তোমাকে আমার এই সমুদায় বিভব ও রাজ্য প্রদান করিয়া তপশ্চরণার্থ বরুণালয় সমুদ্রে গমন করিব। তুমি লবণের সহিত মিলিত হইয়া আমার নিখিল রাজ্য পালন কর, তোমার বংশের উন্নতি হউক। মহাত্মা হর্য্যশ্ব তাহাই স্বীকার করিয়া তৎসমুদায় রাজ্য গ্রহণ করিলেন। দৈত্যপতি মধুও তপস্যার্থ বরুণালয়ে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা হর্য্যশ্ব রমণীয় গিরিশিখরে বাস করিবার নিমিত্ত অমরাবতীর ন্যায় এক পরম সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য আনর্ত্ত নামে বিখ্যাত হইয়া. অসংখ্য গোধন সমাকীর্ণ সুরাষ্ট্র হইয়া উঠিল এবং সেই বেলাভূমি বিভূষিত অনূপ রাজ্য ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইতে লাগিল; ক্ষেত্র সমুদায় শস্যশালী, গ্রাম নগর প্রভৃতি জনপদ সমুদায় প্রাচীর বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। রাজ্য বন্ধন মহারাজ হর্য্যশ্ব রাজধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক সেই সমৃদ্ধ রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁর শাসনগুণে প্রজাবর্গ নিতান্ত অনুরক্ত ও পরমাহ্লাদে নিমগ্ন হইল। সকলেই সর্ব্বত্র, মহারাজের যশোঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা হর্য্যশ্বের আচার ব্যবহার দ্বারা বর্দ্ধিত রাজ্য ক্রমে ক্রমে দুর্গরথ্যাদি দ্বারা সুদৃঢ় হইয়া উঠিল এবং সদ্বৃত্ত ও রাজনীতি প্রয়োগ দ্বারা কুলোচিত রাজলক্ষ্মীও স্ববশে আনীত হইলেন। কালক্রমে তাঁহার তনয়-বাসনা উপস্থিত হইলে মধুমতীর গর্ভে যদু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। যদুর জন্মকালীন আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজলক্ষণাক্রান্ত যদু ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া শত্রুকুলের দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা হর্য্যশ্বের এই একমাত্র পুত্রই পূর্ব্বতন মহাপুরুষ পুরুর ন্যায় বীর্য্যবান্ ও পৃথিবী পালনক্ষম হইয়া উঠিলেন। নরপতি যথাধর্ম্ম দশ সহস্র বৎসর অখণ্ড রাজ্যপালন করিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। পিতার পরলোকান্তে উৎসাহ সম্পন্ন শ্রীমান্ যদু প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অভিষেকান্তে নবোদিত সূর্য্যের স্যায় তেজঃপুরঞ্জ কলেবর ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাহার শাসন সময়ে তস্করাদির হয় একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। এই ইন্দ্রতুল্য যদু হইতেই যাদবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

মহীপতি যদু একদা গুণবতী পত্নীগণের সহিত তারকা পরিবৃত চন্দ্রমার ন্থায় সাগরগর্ভে জলক্রীড়া করিতে ছিলেন। ক্রীড়া করিতে করিতে ক্ষিপ্তের ন্যায় এক একবার সেই সাগরজল উত্তরণ করিতে তাঁহার অভিলাষ হইতেছিল। এই সময়ে সেই বীর্য্যবান নরপতি সর্পরাজ ধুম্রবর্ণ কর্ত্তৃক বেগে আকৃষ্ট হইয়া সর্পনিবাস পাতালপুরে নীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীস্থিত রাজপুরীর ন্যায় এক পরম রমণীয় নাগপুর বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য গৃহদ্বার সমুদায় মণিময় স্তম্ভদ্বারা নির্ম্মিত এবং মুক্তাজালে খচিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে শুক্লবর্ণ অসংখ্য শঙ্খ বিকীর্ণ রহিয়াছে। গৃহ সমুদায় বিবিধ রত্নরাশিতে বিভূষিত এবং নব পল্লব, অঙ্কুর ও শ্যামলপত্রবিশিষ্ট পাদপসমূহে উপশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ পুরী সাগরগর্ভবিহারিণী নাগপত্নীতে পরিপূর্ণ। কোথায়ও বা উজ্জ্বল চন্দ্রমার ন্যায় স্বর্ণস্বস্তিকে শোভমান। সেই মেঘমালা সদৃশ নাগবধূপূর্ণ নাগেন্দ্রভবনে মহীপাল যদু পরম সুখে প্রবেশ করিলেন; নাগগণ তাঁহার উপবেশ নার্থ এক অপূর্ব্ব পদ্মপত্র সমাস্তীর্ণ মৃণাল সূত্রের উত্তরচ্ছদ দ্বারা আচ্ছাদিত মণিময় পদ্মাসন প্রদান করিল। মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া তথায় উপবেশন করিলে বিজিপতি ধূম্রবর্ণ প্রশান্তভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি জন্মপরিগ্রহ করিলে তোমার পিতা একমাত্র বংশধর অতি তেজস্বী তোমাকে রাখিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত সমস্ত নৃপতিনিদান তোমার নামেই এই বংশের যাদব নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন; এই বংশে অনেক দেবকুমার, ঋষিকুমার ও নাগেন্দ্র তনয় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। হে নৃপসত্তম। যৌনাশ্বের ভগিনীর গর্ভে আমার সুশীল সুকুমারী পাঁচটা দুহিতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তুমি ধর্ম্মানুসারে বৈবাহিক নিয়মে এই পাঁচ কন্যার পাণিগ্রহণ কর এবং আমি তোমাকে যে বর প্রদান করি তাহাও প্রতিগ্রহ কর। কেন না তুমিই আমার বর প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। তোমা হইতে যে সমুদায় পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিবে, তাহারা ভৌষ, কৌতুর, ভোজ, অন্ধক, যাদব, দাশার্হ ও বৃষ্ণি এই সাত নামে খ্যাতি লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া সর্পরাজ ধূম্রবর্ণ জল সম্পৃক্ত কুশ সংযোগে সেই দেবেন্দ্র সদৃশ মহারাজ যদুকে স্বকীয় পাঁচ কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং প্রীতিপূর্ব্বক কন্যাগণের সমক্ষেই বরপ্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার এই পাঁচ কন্যাতে পিতৃ মাতৃকুলের প্রভাবানুরূপ মহাতেজী তোমার যে পাঁচ পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিবে, তাহারা সকলেই আমার বরপ্রসাদে সমুদ্রসলিলচারী কামরূপ নরপতি হইবে। অতঃপর যদুবর সেই বর ও কন্যালাভ করিয়া চন্দ্রমার ন্যায় সমুদ্রসলিল হইতে অতিবেগে উত্থিত হইলেন। তৎকালে তাঁহাকে সকলে পঞ্চতারাবেষ্টিত চন্দ্রমা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। মহারাজ সেই বৈবাহিকবেশে স্রক্ চন্দনানুলিপ্ত শরীরেই পুরপ্রবেশপূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে অনল সদৃশ পত্নীগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া পরম প্রীতি সহকারে স্বকীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

৯৪তম অধ্যায়

বিকদ্রু কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! বহুকাল পরে সেই পাঁচ নাগকন্যাতে মহারাজ যদুর মহাবল পরাক্রান্ত কুলধুরন্ধর পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উহাদের নাম মুকুল, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস ও হরিত। অতুল বিক্রম রাজা এই পাঁচ মহাভূত সদৃশ পঞ্চ পুত্রকে অবলোকন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তারা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে পঞ্চ অদ্রির ন্যায় পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তেজঃ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলদর্পে কহিতে লাগিল, তাত। আমরা এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে বিলক্ষণ বলশালী হইয়া উঠিয়াছি; আপনার আদেশে আমরা কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিব, শীঘ্র আজ্ঞা করুন। আপনার আদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আমরা নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি। তখন সেই নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা শার্দ্দূলবিক্রান্ত বীর্য্যাস্পর্দ্ধী পুত্রগণকে পরমাহ্লাদ সহকারে কহিলেন, বৎস মুচুকুন্দ! তুমি বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের উপরিভাগে যত্নপূর্ব্বক দুই পুরী সংস্থাপিত কর। পদ্মবর্ণ! তুমি সহ্য পর্ব্বতের উপরিভাগে দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিয়া শীঘ্র এক পূরী নির্ম্মাণ কর। বৎস সারস! তুমিও ঐ পর্ব্বতের পশ্চিমপারে চম্পক বিভূষিত রমণীয় প্রদেশে পরম সুন্দর এক নগর আপন করিবে। বৎস হরিত! সাগরগর্ভস্থ যে সমুদায় দ্বীপশ্রেণী পন্নগ রাজের অধিকৃত, তুমি তৎসমুদায় প্রতিপালন কর। আর মাধব আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মাত্ম ও সকলের শ্রেষ্ঠ, অতএব ইহাকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম, ইনি এই স্থানে থাকিয়া আমার এই পুরী পালন করুন। এইরূপে পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও পৃথক্ পৃথক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দিক্পাল সদৃশ পুত্রচতুষ্টয় রাজশ্রী-ছত্র চামর গ্রহণপূর্ব্বক যথাক্রমে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্ত রাজর্ষি মুচুকুন্দ নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী বিন্ধ গিরির দারুণ উপল-সঙ্কটপ্রদেশে বাসস্থান মনোনীত করিলেন। তত্রত্য গিরি কানন পরিষ্কৃত ও সমতল করিয়া চতুর্দ্দিকে গভীরসলিলা পরিখা ও তাহার উপরিভাগে বিচিত্র সেতু সমুদায় নির্ম্মাণ করিয়া পুরীর পরম শোভা সম্পাদন করিলেন। তদ্ভিন্ন মনুষ্য সমাগমোচিত প্রশস্ত রাজপথ, চত্বর, উপবন, ও দেবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই পুরী মহা সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া অলকাপুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গোধন, ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ হইল, ধ্বজা পতাকা উড্ডীন হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ইন্দ্রপরাক্রম নৃপশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচলের মহাশ্মময় প্রদেশে এই পুরী নির্ম্মাণ করিলেন বলিয়া ইহার নাম মাহিষ্মতী রাখিলেন। বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের পাদদেশে আর একটা পুরী নির্ম্মিত হইল, উহার নাম পুরিকা। পুরিকা শত শত পরম শোভাকর উদ্যানে বেষ্টিত এবং সমৃদ্ধ আপনশ্রেণী, চত্বরস্থানে পরিপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রভা ধারণ করিল। ধর্ম্মাত্মা অতিবীর্য্য মহারাজ মুচুকুন্দ এই দুই নিরাময় পরম সুন্দর মহতী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজধর্ম্মানুসারে উহা পালন করিতে লাগিলেন।

রাজর্ষি পদ্মবর্ণও সহ্যাদ্রির উপরিভাগে তরুলতাচ্ছন্ন বেণানদীতীরে অতি মনোরম এক নগর সংস্থাপন করিলেন। এই রাজ্য স্বল্পায়তন বলিয়া সমস্ত রাজ্য প্রাচীর বেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া লইলেন, ইহার রচনা প্রণালী দেখিলে বিশ্বকর্ম্মার রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই জনপদের নাম পদ্মাবত ও করবীর।

সারস যে অতি বিস্তৃত রমণীয় নগর সংস্থাপন করেন, তাহার নাম ক্রৌঞ্চপুর। এই নগর বহুল অশোক ও চম্পক বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছন্ন, ইহার মৃত্তিকা সমুদায় তাম্রবর্ণ এবং সর্ব্বপ্রকার ঋতুসুলভ পাদপশ্রেণীতে পরিবৃত। এই জনপদ বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অবশেষে বনবাসী নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

হরিতও সমুদ্রগর্ভস্থ নাগেন্দ্রপালিত দ্বীপ সমুদায় অধিকার করিয়া পালন করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় দ্বীপ রত্নরাশিতে পরিপূর্ণ এবং সুকুমারী কামিনীজনেও সমাকীর্ণ। তথায় মদ্গুর নামে বিখ্যাত ধীবরগণ সমুদ্রসলিলে নিমগ্ন হইয়া সাগর গর্ভ হইতে শঙ্খ সমুদায় আহরণ করে। কোন কোন ধীবর জলজ প্রবাল ও উজ্জ্বলকান্তি মুক্তা সমুদায় নিরন্তর সঞ্চয় করে। নিষাদগণ ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া বিবিধ রত্ন আহরণপূর্ব্বক বৃহৎ নৌকা পূর্ণ করিয়া লয়। অত্রত্য অধিবাসী মানবগণ সকলেই মৎস্য-মাংসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। রত্নদ্বীপবাসী বণিকগণ বিবিধ পণ্যজাত লইয়া আসিয়া কুবের তুল্য সেই মহারাজ হরিতকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক নৌকা পূর্ণ করিয়া দূরদেশে গমন করিয়া থাকে।

এইরূপে ইক্ষ্বাকুবংশ হইতে যদুবংশ নির্গত হইয়াছে। ঐ চারি পুত্র দ্বারা যদুর বংশ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই যদু স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুবংশধুরন্ধর মাধবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করেন। ঐ মাধবের পুত্র সত্ত্বত। ইনি বিলক্ষণ বীর্য্যবান, সত্ত্বগুণাবলম্বী এবং বিবিধ রাজগুণেও ভূষিত ছিলেন। সত্ত্বতের পুত্র মহারাজ ভীম। ঐ বংশ ভীম হইতে তৈম ও সত্ত্বত হইতে সাত্ত্বত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইনি যে সময় রাজ্য করেন, সেই সময়ে মহারাজ রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রজাপালন করিতে ছিলেন। তৎকালেই রামানুজ শত্রুঘ্ন লবণ দৈত্যকে বিনাশ করিয়া মধুবনের উচ্ছেদ সাধন করেন। সুমিত্রানন্দন বিভু শত্রুঘ্ন এই বনে এক পরম রমণীয় নগর সংস্থাপন করেন, তাহারই নাম মধু হইল। সেই এই মথুরা, কালবলে সেই রামচন্দ্র, ভরত ও সুমিত্রাতনয়দ্বয় বৈষ্ণবপদ লাভ করিলে লবণ-দৌহিত্র ভীম উত্তরাধিকারিতাবশতঃ ঐ নগর অধিকার করিয়া তথায় পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন রামতনয় কুশ রাজ্যশাসন করেন লব যুবরাজ, তৎকালে ভীমতনয় অন্ধক এই মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অন্ধকের রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। রমণীয় পর্ব্বতশিখরে রেবতের ঋক্ষনামা এক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঐ সময়ে সাগর সন্নিধানে এক পর্ব্বতও উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জন্য পর্ব্বত রৈবতক নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়। রৈবতক পুত্র রাজা বিশ্বগর্ভ, এই মহাযশা বিশ্বগর্ভ পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ মহীপাল বলিয়া বিখ্যাত হন। হে কেশব! তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যবতী তিন ভার্য্যা ছিলেন। ঐ তিন ভার্য্যার গর্ভে বিশ্বগর্ভের লোকপাল সদৃশ চারি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম বসু, বভ্রু, সুষেণ ও সভাক্ষ; ইহাঁরা সকলেই অসাধারণ বীর্য্যশালী ও লোকবিখ্যাত ছিলেন, ইহাঁদের দ্বারাই যদুবংশ বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কুন্তিরাজ্যে বসুর পুত্র বিভু বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার আর দুই সুকুমারী দুহিতার জন্ম হয়। একের নাম কুন্তী অপরের নাম সুপ্রভা। ভূবিহারিণী দেবী সদৃশ কুন্তী

মহাত্মা পাণ্ডুর মহিষী, সুপ্রভা চেদিরাজ দমঘোষের পত্নী। বৎস কৃষ্ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুখে তোমার বংশ বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছিলাম, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

হে কুলধুরন্ধরাগ্রগণ্য! তুমি আমাদের এই পরাভূতপ্রায় বংশে আমাদেরই মঙ্গল ও জয়ের নিমিত্ত সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই পৌরজনগণের মধ্যে এমন শক্তি কাহার নাই যে, জরাসন্ধের হস্ত হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিতে পারে; তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং দেবগুহ্য বিষয়েও তোমার অজ্ঞাত কিছু নাই। হে বিভো! জরাসন্ধকে বিনাশ করিতে একমাত্র তুমিই কেবল সমর্থ; আমরা তোমার বুদ্ধির অনুগামী হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছি। রাজন্যগণের মধ্যে জরাসন্ধই এক্ষণে অপ্রমেয় বলশালী এবং সকলের শ্রেষ্ঠ; আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, এমন কি এ অবস্থায় আর এক দিনও আমাদের এ পুরীর অবরোধ সহ্য করিতে পারিব না। ইহাতে অন্ন ও কাঠের অল্পতা হইয়াছে; দুর্গ জীর্ণ, পরিখা অসংস্কৃত, দ্বার অট্টালিকা ও যন্ত্র ইহার কিছুই নাই, বহু বিস্তৃত প্রাচীর বেষ্টনের আবশ্যক। আয়ুধাগারের সংস্কার করিতে হইবে এবং উহার জন্য আরও ইষ্টকের আবশ্যক; ইতঃপূর্ব্বে কংস স্বীয় প্রতাপে এই নগর রক্ষা করিত, সুতরাং সংস্কারের তত আবশ্যকতা ছিল না। সহসা তাহার বিনাশ হওয়াতে আমাদের হস্তে নূতন অসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এ সময়ে যদি ইহা কোন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে আর উহা কদাচ সহ্য করিতে পারিবে না; প্রত্যুত সৈন্যগণের পদদলিত ও শত্রুগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভগ্ন ও নিঃসন্দেহ সমস্ত জনগণের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। এই যাদবগণই যাহাদিগের অবরোধ করিয়া পরাভূত করিয়াছে, তাহারাও এক্ষণে রাজ্যলুব্ধ হইয়া সতৃষ্ণনয়নে ইতস্ততঃ করিতেছে। অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার বিধান কর। যদি আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করি, তাহা হইলে নৃপতিমণ্ডলীতে আমরা নিন্দনীয় হইব, অথবা অবরুদ্ধ হইয়া পুরীমধ্যে অবস্থান করিলেও লোকে আমাদিগকে ভীরু বলিয়া কুৎসা করিবে। হে কেশব! এবারে এই বিষম বিপক্ষ বিরোধে আর আমাদের নিস্তার নাই। কৃষ্ণ! বিশ্বাসবশতঃ তোমার কাছে আমার সমস্ত মত ব্যক্ত করিলাম। তুমিও আমার অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইলে, এক্ষণে আমাদের এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে কর তাহারই পরামর্শ স্থির কর। তুমি আমাদের সৈন্যগণের নায়ক, আমারাও তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত রহিয়াছি, আর এ বিরোধের মূলও তুমিই। এক্ষণে আত্মরক্ষা করিয়া যাহাতে আমরা রক্ষা পাই, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।

৯৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাযশা বসুদেব বিকল্প সেই বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! এই মহাত্মা বিকদ্রু সন্ধি প্রভৃতি ষড়বিধ রাজগুণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং মন্ত্রণা কুশল। ইনি যাহা কহিলেন, উহা সত্য, লোক হিতকর এবং রাজধর্ম্মানুস্যৃত।

পুরুষোত্তম কৃষ্ণ মহাত্মা বিকদ্রুর ও পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া একাগ্রচিত্তে উহার উত্তর বাক্য কহিতে লাগিলেন। আপনাদিগের নিকট যে সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিলাম উহা হেতুগর্ভ, ক্রমানুসারী, ন্যায়সঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত এবং কেবল মাত্র দৈবের উপরও নির্ভর

করিতেছে না, আমি উহার উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন। যথাক্রমে নীতি অনুসারে কার্য্য করাই রাজাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় এই ছয়টি গুণও রাজারা সর্ব্বদা চিন্তা করিবেন। নীতিপণ্ডিতদিগের বলবানের নিকট বাস করা কদাচ বিধেয় নহে। অবসরজ্ঞ ব্যক্তি নিজের শক্তি বুঝিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, নচেৎ অপসৃত হইবেন। আমি সমর্থ হইলেও অশক্তের ন্যায় এই মুহূর্তেই আর্য্য অগ্রজের সহিত অন্যত্র গমন করিব। অতঃপর সহ্য পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে পরম শোভাকর দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিব। তথায় রমণীয় করবীরপুর ও ক্রৌঞ্চপুর দর্শন করিয়া নগশ্রেষ্ঠ গোমন্ত ভূধয়ে উপস্থিত হইব। আমরা এখান হইতে গমন করিলে বিজয়ী জরাসন্ধ আর মথুরায় প্রবেশ করিবে না, দর্পন্ধ হইয়া আমাদিগেরই অনুসরণ করিবে। তখন তাহাকে সহ্যাদ্রির বনে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধৃত করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই কি পৌরগণ কি পুরী কি দেশ সকলেই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, শত্রুর পরাভব কাল উপস্থিত হইলে তাহাকে বিনাশ না করিয়া বিজিগীষু নরপতিগণ পররাজ্যে বাস কদাচ সহ্য করিতে পারেন না।

মহাবীর ও উদারচেতা কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে এই কথা বলিয়া নির্ভীক হৃদয়ে দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে কামচারী হইয়া শত শত রাজ্য ও জনপদ পরিভ্রমণপূর্ব্বক দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সহ্য পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই উহার প্রান্তবর্ত্তী করবীরপুর লাভ করিলেন। ঐ নগর স্ববংশীয় যাদবগণে অলঙ্কৃত এবং বেণানদীর তীরদেশে অবস্থিত। তথায় প্ররোহালঙ্কৃত এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ তরুমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন দীপ্ততেজা জটাবল্কলধারী স্কন্ধাবসক্তপরশু, অগ্নিজ্বালা সদৃশ গৌরবর্ণ সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর সাগরের ন্যায় অক্ষুবধ প্রকাণ্ড বিগ্রহ ক্ষত্রিয়ান্তকারী এক তপোধন উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্মুখে ক্ষীয়মাণ অগ্নি সংস্থাপিত রহিয়াছে, উহাতে যথাকালে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। মুনি আদিদেব দেবগুরুর ন্যায় যজ্ঞান্তে ত্রিকালীন স্নান করিয়া থাকেন। তাঁহার পার্শ্বে ধেনুকানাম্নী এক কামদুঘা পয়স্বিনী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মুনি অব্যয় ও অশ্রান্ত; দেখিলে বোধ হয় মন্দাগিরিশিখরে দিনমণির উদয় হইয়াছে, ইহার নাম ভার্গব পরশুরাম। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মহাত্মা কৃষ্ণ ও বলরাম কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক স্বস্থানস্থি অগ্নিদ্বয়ের ন্যায় তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিলেন, অনন্তর সেই লোকচরিতাভিজ্ঞ বাগ্মিবর কৃষ্ণ ঋষিবরকে সম্বোধন করিয়া বিনয়মধুরবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি; আপনি ভৃগুবংশীয় জমদগ্নিতনয় ঋষিশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী পরশুরাম, আপনি সায়ক প্রভাবে সমুদ্র কেও অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। আপনার একমাত্র শরনিপাতে শূর্পারক নামে এক নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা পঞ্চশত ধনু পরিমিত আয়ত এবং উর্দ্ধে পঞ্চশত পঞ্চহস্ত পরিমিত বিস্তৃত, এতদ্ভিন্ন সহ পর্ব্বতের উপরিভাগে যে এক অতিপ্রবৃদ্ধ মহৎ জনপদ ছিল, উহা আপনি উ ক্ষিপ্ত করিয়া সমুদ্রের অপর পারে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আপনি পিতৃনিধনবার্ত্তা স্মরণ করিয়া একমাত্র পরশুসহায়তায় মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহুকানন ছেদন করিয়াছেন। এই বসুন্ধরা অদ্যাপি আপনার পরশু অস্ত্র-নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধিরদ্বারা পঙ্কিল হইয়া রহিয়াছে। আপনি রেণুকানন ক্ষত্রিয়বিদ্বেষী

পরশুরাম আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি, আপনি কি এইস্থানে কি সংগ্রামক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই পরশু ধারণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকটে আমাদের কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, আশা করি আপনি অসঙ্কুচিতহৃদয়ে উহার উত্তর প্রদান করিবেন। ব্রহ্মন্ আমরা উভয়ে যমুনাতীরবর্ত্তী মধুরানিবাসী। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন আমরা যদুকুলসম্ভূত। যদুকুলশ্রেষ্ঠ ব্রতপরায়ণ বসুদেব আমাদের পিতা, তিনি আমাদিগকে জন্মাবধি ব্রজে রাখিয়াছিলেন। সেখানেও আমরা কংসভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিতহৃদয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছি। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমরা মধুরায় প্রবেশ করিয়া স্ববলপ্রভাবে দুরাত্মা কংসের প্রাণসংহার করিয়াছি। সেই রাজ্যে তাহার পিতা উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেও যেরূপ গোধনজীবী ছিলাম, এক্ষণেও সেইরূপ গোপবৃত্তি আশ্রয় করিলাম। অনন্তর জরাসন্ধ আমাদের পুরী অবরোধ করিলে তাহার সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা দুইজন মাত্রই তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছি। আমরা প্রজা ও নগর রক্ষার নিলিপ্ত নিরস্ত্র ও নিরুদ্যম হইয়া নগর হইতে নিঃসৃত হইয়াছি। আমাদের রথ, বর্ম্ম, অস্ত্রশস্ত্র অথবা সৈন্যবল কিছু নাই। জরাসন্ধ ভয়ে ভীত হইয়া পাদচারে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমাদের পক্ষে যাহা হিতকর হয় সেইরূপ মন্ত্রণা প্রদান দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন।

ভৃগুবংশীয় রেণুকানন রাম তাঁহাদের উভয়ের এই সমুদায় অনিন্দিত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত প্রত্যুত্তর বাক্য কহিতে লাগিলেন। বৎস কৃষ্ণ! আমি এই মাত্র কেবল তোমাদিগকে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্যই শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে না করিয়া একাকী মাত্র সমুদ্রের অপর পার হইতে এখানে আসিয়াছি। হে কমললোচন কৃষ্ণ। তোমার ব্রজে বাস, দানব বিনাশ, দুরাত্মা কংসের নিধন এবং জরাসন্ধের সহিত তোমার বিগ্রহ এই সমুদায় জানিতে পারিয়াই আমি এখানে আসিতেছি।

হে পুরুষোত্তম! তুমি জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও সনাতন প্রভু তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি; তুমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তই কেবল এই বালক বেশ ধারণ করিয়াছ। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তথাপি আমি তোমার বাক্যের যাহা উত্তর প্রদান করিতেছি, উহা কেবল আমার প্রতি ভক্তিবশতই শ্রবণ কর। হে গোবিন্দ! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক এই করবীর পুর নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই নগরও স্থাপিত হইয়াছে। এই নগরে বসুদেবতনয় বিখ্যাতনামা শৃগাল নামে এক মহীপতি বাস করিতেছেন। ইনি অত্যন্ত কোপন স্বভাব, গর্ব্বিত ও বিলক্ষণ মৎসরী। বীরগণের উপর বিদ্বেষবশতঃ ইনি সমস্ত দায়ার্দগণকে নিহত করিয়াছেন। অধিক কি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পুত্রগণের প্রতিও দারুণ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন; অতএব হে নরোত্তম! এই নিতান্ত রাজদূষিত ভয়ঙ্কর করবীর পুরে তোমার, অবস্থান আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে শত্রুতাপন তোমরা উভয়ে যেখানে থাকিয়া সেই বলবীর্য্যশালী জরাসন্ধকে নিপীড়িত করিতে পারিবে তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর।

বৎস! অদ্যই আমরা অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য এই পাবনী বেণ্বা নদী উত্তীর্ণ হইয়া রমণীয় যজ্ঞগিরিতে গমন করি। ঐ গিরি অতি দুর্গম, সহ্য পর্ব্বতের অপর শৃঙ্গ স্বরূপ। উহাতে অতি দুষ্কৃতকর্ম্মা মাংসলোলুপ তস্করগণ বাস করে, উহার অধিত্যকাপ্রদেশ

অতি বিচিত্র বিবিধ কুসুম পরিশোভিত বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ, তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া তথা হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক খট্টাঙ্গী নদী পার হইব। ঐ নদী নিকষোপল দ্বারা ভূষিত এবং উহার পাত গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় অতি রমণীয়। খট্টাঙ্গী মহাগিরি হইতে নিপতিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার প্রপাতান্তে অৰণ্যভূষণ তাপসগণ বাস করিতেছেন। আমরা তথায় গমন করিয়া সেই শান্তিমার্গপ্রস্থিত তপোধন বিপ্রগণকে দর্শন করিব, তাঁহারা যথার্থ সম্মানের যোগ্য, কিন্তু তাঁহারা সে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তথায় এই সমস্ত সন্দর্শনপূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইয়া রমণীয় অত্যুৎকৃষ্ট কৌঞ্চপুরে গমন করিব। কৃষ্ণ! তথায় তোমারই বংশীয় পরম ধার্ম্মিক মহাকপি নামে বিখ্যাত এক জন নরপতি বাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাত করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। আমরা তথায় এক দিন যাপন করিয়া পরদিন আনড়ুহ নামক সনাতন তীর্থে গমন করিব। তথা হইতে বহির্গত হইয়া সহ্য পার্শ্বস্থ বহুশৃঙ্গভূষিত বিখ্যাত গোমস্তগিরিতে গমন করিব। উহার একটা প্রধান শৃঙ্গ এত উচ্চ যে পক্ষিগণও উহাতে স্বচ্ছন্দে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না; ঐ শৃঙ্গ দেবগণের বিশ্রামস্থান এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলে আকীর্ণ, উহা স্বর্গের সোপান স্বরূপ যেন গগনালম্বী অট্টালিকা, উহাতে স্বর্গীয় বিমান সমুদায় সর্ব্বদা অবতরণ করে; উহা দেখিলে অপর একটী সুমেরু বলিয়া প্রতীতি হয়। দেবরূপী তোমরা উভয়ে উহার শীর্ষস্থিত মহাশৃঙ্গে আরোহণ করিলে উদয়াস্ত সময়ে জ্যোতিষ্পতি চন্দ্র সূর্য্য, উর্ম্মিমালা সমন্বিত দ্বীপবিভূষিত সপার সমুদ্র সন্দর্শন করিয়া পরম সুখে বিহার করিতে পারিবে। বনেচরবেশে ঐ গোমস্ত গিরির শিখরদেশে অবস্থান করিলে দুর্গ যুদ্ধোপলক্ষে তোমরাই জরাসন্ধকে জয় করিতে পারিবে। একতঃ তোমরা যুদ্ধদুর্ম্মদ তাহাতে আবার শৈলগত দেখিলে জরাসন্ধ কদাচ তোমাদের সহিত শৈলযুদ্ধে সমর্থ হইবে না; আর তোমরা সেই সুদারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে অচিরকাল মধ্যে দেখিতে পাইবে, দিব্যাস্ত্র সমুদায় তোমাদের নিকট সমাগত হইয়াছে। বৎস কৃষ্ণ! দেবগণও পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। এই স্থান যাদবগণ ও অন্যান্য রাজন্যগণের মাংসশোণিত দ্বারা কর্দ্দমময় হইয়া উঠিবে। চক্র, হল, কৌমোদকী গদা, সৌনন্দ মুষল এই সমুদায় বৈষ্ণবাস্ত্রও তৎকালে অতি ভীষণ কালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাল প্রেরিত মহীপতিগণের রুধির পান করিতে থাকিবে; দেবগণ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন এই সংগ্রাম চক্রমুষল নামে বিশ্রুত হইবে। হে সুর ভাবন! এই সময়ে রিপুকুল ও দেবগণ তোমার সুব্যক্ত বৈষ্ণবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। কৃষ্ণ! তুমি এক্ষণে সুরগণের বিজয়ার্থ তোমার স্বকীয় রূপ আশ্রয় করিয়া চিরবিস্মৃত সেই গদা ও চক্র ধারণ কর, এই বলরামও দেবশক্রু বধের নিমিত্ত ভীষণ হলায়ুধ ও অরিমর্দ্দন মুষল ধারণ করুন। ভূভার-হরণের নিমিত্ত পার্থিবগণের সহিত এই তোমার প্রথম যুদ্ধ পৃথিবীতে বিশ্রুত হইবে। এই যুদ্ধে আয়ুধপ্রাপ্তি, বৈষ্ণবমূর্ত্তি পরিগ্রহ, রাজশ্রী লাভ, তেজঃ প্রদর্শন ও ব্যূহ বিদারণ তোমার কার্য্য। এই অবধি পৃথিবীতে শাস্ত্র মূর্চ্ছিত সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। ইহার পরেই ঘোরতর ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। অতএব এক্ষণে তোমরা গিরিশ্রেষ্ঠ গোমন্তে গমন কর। জরাসন্ধ তোমাকে জয় করিবার জন্য উপস্থিতপ্রায়। তাহার লক্ষণ সমুদায়ই সূচিত হইতেছে। তোমরা উভয়েই এই হোমধেনুর

অমৃতকল্প দুগ্ধ পান কর, পান করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট পথে গমন কর, আর বিলম্ব করিও না, তোমাদের মঙ্গল হউক।

৯৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে সেই হোমধেনুর দুগ্ধপান করিয়া বলদর্প ভরে মত্ত মাতঙ্গগমনে গোমস্তগিরি সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। জমদগ্নিতনয় পরশুরাম পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে. অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্বর্গীয় পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে যেমন পথের শোভা সম্পাদিত হয়, সেইরূপ অগ্নিত্রয় তুল্য তাহাদের গমনেও গিরিবর্ত্ম পরম শোভা ধারণ করিল। পথিমধ্যে কয়েক দিবস যাপন করিয়া দেবগণের মন্দর প্রাপ্তির স্যায় তাঁহারা গোমস্ত গিরিতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পর্ব্বত বিবিধ বিচিত্র মনোহর লতাপাদপ দ্বারা বিভূষিত। গন্ধপ্রধান অগুরু দ্বারা সমস্ত স্থান আমোদিত, দ্বিরেফ মালায় সমাকীর্ণ, শিলাসঙ্ঘ ও ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপসমূহে নিতান্ত দুষ্প্রেবেশ্য এবং মেঘনিস্বন মত্ত ময়ূরগণের কেকারবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উহার গগনস্পৃক্ শিখরদেশে পাদপগণ জলদজাল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মত মাতঙ্গগণের দশনাঘাতে স্থানে স্থানে উপলখণ্ড সমুদায় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বিহঙ্গমকুলের কূজনে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়াছে। কোন স্থান দরীমুখভ্রষ্ট নদীপ্রপাতের ঝর ঝর শব্দে সমাচ্ছন্ন। কোথায়ও নব নব তৃণ দল, কোথায়ও বা নীলকান্ত মণিপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া বিচিত্রবর্ণ নীল নভস্তলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার সানু সমুদায় গৈরিকাদি ধাতু নিস্রবে দিগ্ধাঙ্গ এবং উহা হইতে প্রস্রবণ সকল ক্ষরিত হইতেছে। গোমন্তের উপরিভাগে সুরগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে পরম রমণীয় কামচারী মৈনাকের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার বিশাল অগ্রভাগ অতিশয় উন্নত। পাদদেশে গিরি-নির্ঝরিণী সকল প্রবাহিত হইতেছে ; দরীমুখ কাননে সমাচ্ছন্ন; শুভ্রবর্ণ অভ্রবৃন্দ তদুপরি লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। পনস, আম্রাতক, আম্র, বেতস, তিনিস, চন্দন, তমাল, এলাচ, মরিচ, শাখোটক, পিপ্‌পলী, বিচিত্র ইঙ্গুদ, সর্জ্জ, অত্যুন্নত শাল, নিম্ব, অর্জ্জুন, পাটলী, হিন্তাল, জম্বু, কদ্র, কন্দল, চম্পক, অশোক, বিল্ব ও তিন্দুক প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃক্ষ রাজিতে চতুর্দ্দিক পরিশোভিত। স্থলে যেমন স্থলজ কুসুম জলেও সেইরূপ জলজ কুসুমে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। কুটজ ও পুন্নাগ প্রভৃতি বিবিধ পুষ্প দ্বারাও উহার অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। নাগযূথ ও মৃগযূথ, সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পর্ব্বতের শোভা বিস্তার করিতেছে। সিদ্ধ, চারণ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ ইহার শিলাতলে উপবেশন ও পর্য্যটন করিয়া পরমসুখানুভব করিতেছেন। কোন স্থান সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদগণের ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাত্রিকালে বারিধারা সদৃশ চন্দ্রকিরণে বনভূমি আলোকময় হইয়া সকলের মন হরণ করিতেছে। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সকলেই এই পর্ব্বতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দিব্য বনস্পতিদিগের আমূলাগ্র বিকসিত পুষ্প সমূহে গিরিবর

পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই ভূধর কদাচ বজ্র-প্রহার-যাতনা সহ্য করে নাই এবং ইহাতে দাবাগ্নি ভয়েরও সম্ভাবনা নাই। দেবগণ ইহাতে পরমসুখে বাস করিয়া থাকেন। জলপ্রপাত-সম্ভূত স্রোতস্বতী এবং শিখরদেশস্থ জলশৈবাল দ্বারা পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে। আননাকৃতি কানন, মৃগরাজি বিরাজিত বনভূমি শোভার ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে। পার্শ্বদেশে পুঞ্জীকৃত উপলখণ্ডে গোমন্ত মেঘবিভূষিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। প্রমদাগণে বেষ্টিত হইয়া পতি যেমন শোভা ধারণ করেন, এই গোমন্তও তদ্রূপ পুষ্পিত পাদপশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত হইয়া সকলের মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে সুন্দরী দরী ও কন্দরী দ্বারা গিরিবরকে সদার বলিয়া বোধ হইতেছে। উহার শিখর সকল ওষধি দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং উহা বানপ্রস্থগণের আশ্রয় স্থান। ঐ স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন বনস্থলী কৃত্রিম স্বর্ণশলাকা দ্বারা উদ্ভাষিত হইতেছে। উহার পাদদেশ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং শিরোভাগ অতিশয় উচ্চ হওয়াতে আপাততঃ প্রতীত হয় যে, যেন পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এই উভয়কে উভয়ে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে।

মহারাজ! দেবপ্রতিম কৃষ্ণ, বলরাম ও পরশুরাম ইহাঁরা তিনজনে সেই ভূধরশ্রেষ্ঠ মনোহর গোমন্ত গিরিকে প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিবার জন্য, কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পক্ষিগণ যেমন গগন শিখরে আরোহণ করেন, এই পক্ষীন্দ্র-পরাক্রান্ত পুরুষত্রয়ও সেইরূপ পর্ব্বতোপরি বেগে আরোহণ করিলেন। তথা হইতে আবার দেবগণের ন্যায় উহার অত্যুৎকৃষ্ট শৃঙ্গবিশেষে আরোহণ করিলেন; তথায় মনঃকল্পিতের ন্যায় এক পরম সুন্দর বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। অতঃপর যদুপতি কৃষ্ণ ও বলরাম তথায় পরম সুখে বাস করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ জমদগ্নিতনয় মহামুনি পরশুরাম তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় অমিত জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! এখন আমি শূর্পারকপুরে গমন করিতে পারি? এখন আর তোমাদের ভয়ের বিষয় নাই; অন্যের কথা আর কি বলিব সমরক্ষেত্রে দানবগণও যদি তোমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধার্থ আগমন করে, তথাপি তোমাদের পরাভব হইবে না; আমি তোমার অনুগমন করিয়া পথিমধ্যে যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহ; দেবগণ তোমাদিগের আয়ুধ সমাগমের যে স্থান ও যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ সেই স্থান ও সেই সময় উপস্থিত; হে দেবাদিদেব! হে বৈকুণ্ঠ! হে বিষ্ণো! হে দেবস্তুত কৃষ্ণ! এক্ষণে আমি যে সর্ব্বলোকহিতকর তত্ত্ব কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

হে গোবিন্দ ! তুমি সর্ব্বলোকহিতার্থ যে মানব শরীর পরিগ্রহ করিয়া মানুষিক কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছ, জরাসন্ধের সহিত সংগ্রামই উহার প্রথম সূত্রপাত। অতএব তুমি স্বয়ং স্বীয় বল ও রণদুর্ম্মদ মূর্ত্তি বিধান কর। তোমাকে চক্রপাণি, গদাধারী ও অষ্টভুজ দেখিলে দেবরাজ ইন্দ্রেরও মনে ভয়সঞ্চার হইবে। হে সাধো! তুমি দেবগণের হিতকামনা ও স্বকীয় কীর্ত্তি বর্জ্জনার্থ অদ্য হইতে কৃতাস্ত্র হইয়া যে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইতেছ, উহা দ্বারা সমরপ্রবৃত্ত নৃপতিগণের স্বর্গদ্বারই বিমুক্ত হইল। হে মহাবাহো! এক্ষণে ধ্বজা ও বাহন কার্যের নিমিত্ত শীঘ্র বৈনতেয়কে আহ্বান কর। নরপতিগণ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধপ্রার্থী হওয়াতে স্বর্গগমনের নিমিত্তই প্রস্তুত হইতেছে বলিতে হইবে। এদিকে বসুধাও নরপতিগণের নিধন কাল অবগত হইয়া বৈধব্য লক্ষণ এক বেণী ধারণপূর্ব্বক তোমার

প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে অরিসূদন! তুমি মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ সমস্ত নরপতিই সমকামনায় প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সত্বর হও আর বিলম্ব করিও না। তুমি সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে দৈত্য নাশ, নরেন্দ্রগণের স্বর্গলাভ, দেবতাদিগের সুখবৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং আমার সৎকার করাতে আমি কি ভূলোক কি দেবলোক সর্ব্বত্রই সৎকৃত হইয়াছি। হে মহাবাহো! এক্ষণে আমি চলিলাম এবং তোমার কার্য্যসাধনেও সর্ব্বদা অবহিত রহিলাম। যখন যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখনি আমাকে স্মরণ করিবে। জামদগ্ন্য এই সমুদায় বলিয়া আক্লিষ্টকর্ম্মা বাসুদেবকে জয় শব্দ ও আশীর্বাদ প্রয়োগ দ্বারা সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

৯৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জমদগ্নিতনয় পরশুরাম তথা হইতে প্রস্থান করিলে, কামচারী যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণ ও বলরাম রমণীয় গোমন্ত ভূধরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের বক্ষোদেশ কণ্ঠলগ্ন বনমালায় বিভূষিত, পরিধান একের পীতাম্বর অপরের নীলাম্বর এবং বর্ণ কৃষ্ণ ও শ্বেত। উভয়কে দেখিলে গগনস্থিত ধরাধর বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহারা ধাতুদিগ্ধ কলেবর হইয়া রতি লালসায় শিখস্থিত বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন বা উদয়োন্মুখ জ্যোতিঃপতি চন্দ্রমা এবং গ্রহগণের উদয়াস্ত নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। একদা শৈলসন্নিভ ৰীর্য্যশালী ভগবান শ্রীমান সঙ্কর্ষণ একাকী শৈল শিখরে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রফুল্ল কদম্ব তরুর ছায়ায় উপবেশন করিলে মদগন্ধযুক্ত মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চয়ণ করিতে লাগিল। বায়ুবশে মদগন্ধ তাঁহার নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রজনীতে মদ্য পান করিলে প্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয় তদ্রূপ মদ পিপাসা বলবতী হইয়া তাঁহার মুখশোষ জন্মাইতে লাগিল। তখন তাঁহার পূর্ব্বতন অমৃত পান স্মরণ হওয়াতে আরও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মদিরান্বেষণে সেই কদম্ব বৃক্ষ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘ নিঃসৃত জল সেই প্রফুল্ল কদম্ব কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া মদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলরাম নিতান্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া আর্ত্তের ন্যায় সেই মদবারি পুনঃপুনঃ পান করিতে লাগিলেন। এই বারি পানেই তিনি মত্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার শরীর বিচলিত হইল, শরৎকালীন সুধাকর সদৃশ আনন ঈষৎ চঞ্চল লোচনে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সেই অমৃতবৎ দেবানন্দ বিধায়িনী বারুণী কদম্ব কোটরে সমুৎপন্ন হইল বলিয়া উহার নাম কাদম্বরী হইল। ঐ সময়ে প্রভু বলদেবকে কাদম্বরী মদে মত্ত দেখিয়া তিন দেবকন্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাদের নাম প্রিয়ম্বদা মদিরা, শশিপ্রিয়া কান্তি ও বরিষ্ঠা পদ্মাসনা লক্ষ্মী। তন্মধ্যে বারুণী কৃতাঞ্জলিপুটে মদবিহ্বল বলদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ত্রিদিবনাথ! আপনি শীঘ্র দৈত্যবল সংহার করুন। আমি আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যা বারুণী এই উপস্থিত হইয়াছি। হে বিমলানন! আপনি পাতালতলে অনন্তরূপে বাস করিতেন, তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন এই কথা বড়বামুখে শুনিয়া আমি ক্ষীণপুণ্যার ন্যায় আপনার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। আমি কুসুম কেশর ও

পুষ্প স্তবকযুক্ত মাধবীলতা মধ্যে বাস করি। সম্প্রতি বর্ষাকালে সুখাভিলাষিণী হইয়া এই কদম্ব বৃক্ষে বিলীন হইয়াছিলাম, আপনি তৃষিত, আমিও প্রচ্ছন্নবেশে আপনাকে অনুসন্ধান করিতেছি। হে অনঘ! অমৃত মন্থন সময়ে পিতা বরুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে ভাবে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, আজ আমি সেইরূপ পূর্ণ যৌবনা রহিয়াছি। আপনি সাগরতলে থাকিয়া আমাকে যেরূপ উপভোগ করিয়াছেন এখানেও সেইরূপ উপভুক্ত হইতে বাসনা করি। আপনিই আমার গুরু; অতএব হে অনন্ত! আপনা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছি না। হে দেব! আপনি ব্যতীত আমি আর কাহাকেও ভজনা করিতে পারিব না।

হে মহারাজ! মদিরা এই কথা বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, মদগলিত শ্রোণী ঈষদ ঘূর্ণিত লোচনাকান্তি সহবাস বাসনায় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম ও জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সস্মিত বদনে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি আপনাকে চন্দ্র অপেক্ষাও প্রিয়তর বলিয়া মনে করি। আপনি সহস্র শীর্ষ এবং আমার উপর আপনারই সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা। মদিরা যেরূপ স্বীয় গুণে আপনার উপর অনুরক্ত, আমিও তদনুরূপ।

অনন্তর ভগবতী পদ্মালয়া লক্ষ্মীও যিনি পূর্ব্বে ভগবান বলরামের বক্ষঃস্থলে অমলা মালার ন্যায় সংলগ্ন থাকিতেন তিনিই এক্ষণে পদ্মহস্ত হইয়া কমলানন রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাম! আপনি রমণীকুলের রঞ্জন। আপনি বারুণী কর্ত্তৃক যেমন অলঙ্কৃত হইয়াছেন এই কান্তি এবং আমিও চন্দ্রমার ন্যায় আপনাকে সেইরূপে আশ্রয় করিব। আপনার সহস্র শীর্ষ মধ্যে যাহা ভানুর ন্যায় শোভা ধারণ করিত সেই মুকুট আমি বরুণালয় হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। আর এই হীরকখচিত স্বর্ণময় শ্রবণভূষণ, আদিপদ্ম, সমুদ্রার্হ কৌশেয় নীল বসন ও সাগরগর্ভপুষ্ট স্থূল মৌক্তিক হার এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে অলঙ্কৃত করুন। হে মহাবাহো! এই আপনার অলঙ্কার ধারণের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

রাজন! শরচ্চন্দ্রমাসদৃশ কান্তিমান বলদেব সেই অলঙ্কারজাত ও সুরকুমারীত্রয়কে প্রতিগ্রহ করিয়া পরমশোভায় শোভিত হইলেন। অনন্তর সজল জলধর কান্তি কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গ্রহ নির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে একত্র সমাসীন হইয়া বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে যখন পরস্পর আলাপ করিতেছেন ইত্যবসরে বিনতানন্দন গরুড় মহাবেগে আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার শরীর দৈত্যাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত, দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভ বশতঃ দেবগণের শ্লাঘার তেজঃপুঞ্জ কলেবরে দিব্য মাল্যানুলেপন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে ক্ষীরোদসাগরে ভগবান্ বিষ্ণু দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে ছিলেন, তৎকালে বিরোচনপুত্র দৈত্যেন্দ্র বলি ইহার মস্তকস্থিত কিরীট অপহরণ করিয়া প্রস্থান করে। পতগরাজ গরুড় ঐ কিরীটের নিমিত্ত সমুদ্র মধ্যে দৈত্যগণের সহিত বিষম সমরে প্রবৃত হন। পরে বিজয়লাভ দ্বারা সমর শেষ হইলে বৈষ্ণব কিরীট গ্রহণপূর্ব্বক দেবতালয় গগনপথ অতিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন ভগবান বিষ্ণু কার্য্যান্তর বশতঃ মানবমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া মৌলিশূন্য মানুষের ন্যায় শৈল

শিখরে বিহার করিতেছেন। পতত্রিরাজ গরুড় তাঁহার হৃদগতভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন; তদনুসারে আহ্লাদ সহকারে আকাশ হইতেই সেই মুকুট তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত মুকুট কৃষ্ণের মস্তকে সংলগ্ন হইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে মধ্যাহ্নকালে মেরু শিখরাসীন দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইল। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন মুকুট বৈনতেয় কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে। তখন প্রফুল্লবদনে অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! দেবকার্য্য সিদ্ধির আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। দেখুন ইহাও একটী সংগ্রাম রচনার লক্ষণরূপে প্রতীত হইতেছে। আমি ক্ষীর মহোদধিতে শয়ান হইলে বৈরোচনি বলি গ্রাহ (হাঙ্গর) রূপে আমার যে মুকুট অপহরণ করে, গরুড় দিব্য মহেন্দ্রতুল্য রূপ ধারণ করিয়া তাহা উদ্ধার করিয়া এই আনিয়াছে। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে মহীপতি জরাসন্ধ সন্নিহিত। ঐ দেখুন বায়ুবেগগামী রথেরও ধ্বজা সমুদায় লক্ষিত হইতেছে। আর্য্য! আরও দেখুন ঐ সমুদায় বিজিগীষু রাজন্যবর্গের শশিপ্রভ শুভ্র ছত্র সকল বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। আহা! ইহাদের রথোপরি স্থিত ছত্রবৃন্দের শোভাই বা কত! যেন আকাশমার্গে পরম সুন্দর শুভ্রশোভাধারী হংসাবলী আগমন করিতেছে। আহা! ইহাদের নির্ম্মল অস্ত্রশস্ত্রের প্রভা দিবাকর কিরণে প্রতিফলিত হইয়া যেন দশদিক্ সমুদ্ভাষিত করিতেছে। পার্থিবগণ সমরভূমিতে এই সমুদায় অস্ত্রই আমার উপর নিক্ষেপ করিবে কিন্তু ইহার একটীও কার্য্যকর হইবে না, সমস্তই বিফলীকৃত হইয়া যাইবে। এই মহীপতি জরাসন্ধ যথাসময়েই আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে। এই মহীপতিই আমাদের যুদ্ধে নিকষ স্বরূপ এবং সমরাঙ্গণের প্রথম অতিথি। মহারাজ জরাসন্ধ স্বয়ং উপস্থিত না হইলে আমরা যুদ্ধারম্ভ করিতেছি না, আসুন এক্ষণে আমরা ইহাদের সেনাবল বিবেচনা করি।

অনন্তর সমরলোলুপ কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া জরাসন্ধের বধ বাসনায় হৃদয়ে সেনাবল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সমুদায় নৃপগণকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে যদুবর সনাতন মাধব মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে স্বর্গধামে ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহাদেরই নিমিত্ত মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত নৃপতি মৃত্যুপথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহাঁরাই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুসারে আশু বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। মৃত্যু এই সকল নৃপশ্রেষ্ঠদিগের শরীরে জলপ্রাক্ষণ প্রদান করিয়াছেন। আর ইহাদের শরীর ও স্বর্গগত বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। পৃথিবী যে এই সমুদায় নৃপসিংহের বলভারে নিপীড়িত ও গুরুভারশ্রান্ত হইয়া স্বর্গে লোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তই হইয়াছিল। বসুন্ধরা ইহাঁদিগেরই বল ও রাষ্ট্রবিস্তারে একবারে নিরবকাশ হইয়া উঠিয়াছেন। এক্ষণে অল্প কালের মধ্যেই পৃথিবীতল একবারে জনশূন্য হইয়া উঠিবে এবং নভস্তল নরেন্দ্রগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে।

৯৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সর্ব্ব মহীপতিশ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি জরাসন্ধ অসংখ্য সৈন্য সহকৃত নৃপতিগণ সমভিব্যাহারে গোমন্তগিরি সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অত্যায়ত ও অত্যুচ্চ তুরগ সমাহিত সাংগ্রামিক রথ, স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত বৃহৎ ঘণ্টাবসক্তগ্রীব মহামাত্রাধিষ্ঠিত জলধরোপম রণকুশল হস্তী, বায়ু ও বাণবৎ বেগগামী সাদি সমাযুক্ত হ্রেষমাণ বল্গিত অশ্বনিচয়, খড়্গাচর্ম্মধারী উৎপতনশীল নির্ম্মুক্ত উরগগণের ন্যায় উল্লম্ফনকারী অসংখ্য অতিবল পদাতি সৈন্য, এই চতুর্ব্বিধ সৈন্য পরিবৃত হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহারাজ জরাসন্ধ মেঘবৃন্দের ন্যায় আগমন করিতে লাগিলেন। মথনেমির ঘর্ঘর শব্দ, মত্ত মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি, তুরগগণের হ্রেষারব, পদাতিগণের কল কল শব্দে দিক্ সমুদায় প্রতিধ্বনিত এবং গুহাশয় সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদগণকে প্রতিগতি করিয়া সাগরাকারে লক্ষিত হইতে লাগিলেন। রাজন্যগণের যুদ্ধাস্পর্দ্ধী সৈন্য কুলের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটনে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘসৈন্য আগমন করিতেছে। বায়ুবৎ বেগগামী রথ, জলদোপম হস্তী, শুভ্রমেঘাভ অশ্ব ও বিচিত্র বর্ম্মধারী পদাতিদল এই চতুর্ব্বিধ সৈন্য একত্র সমবেত হওয়াতে গ্রীষ্মবসানে সাগরোপরিস্থিত জলধর পটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিবর্গ গোমন্তগিরির চতুর্দ্দিকে উহাকে বেষ্টন করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শিবির সন্নিবেশ শেষ হইলে পর্ব্বদিবসে পূর্ণচন্দ্রমা সহযোগে পূর্ণজলধির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সে দিন এইরূপে রাত্রির অবসান হইলে পরদিন ভূপালগণ যুদ্ধলালসায় পরম কৌতূহলী হইয়া শৈলশিখরে আরোহণার্থ সমবেত হইলেন। সমবেত নৃপতিগণ প্রথমতঃ ঐ গিরি পাদদেশে উপবিষ্ট হইয়া সমনুরাগে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যুগান্তকালীন উদ্বেলিত সাগরধ্বনির ন্যায় ক্ষিতিপালগণের তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তখন মহারাজ জরাসন্ধের আদেশানুসারে বেত্রহস্ত উষ্ণীষধারী বৃদ্ধ কঞ্চুক ‘গোল করিও না’ বলিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুপ্তমীন বিলীনগ্রহ মহোদধির ন্যায় সকলেই স্তিমিতভাব ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই মহার্ণব সদৃশ শৈল সমুদায় যোগাবলম্বীর ন্যায় নিস্তব্ধভাব আশ্রয়, করিলে মহীপতি জয়াসন্ধ উচ্চৈঃস্বরে বৃহস্পতির ন্যায় কহিতে লাগিলেন। মহীপালগণের সৈন্য সমুদায় শীঘ্র অগ্রসর হউক এবং অবিলম্বে পর্ব্বতের চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করুক। অশ্মযন্ত্র ক্ষেপণীয় ও মুদগর সমুদায় যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ কর। প্রাসাস্ত্র ও তোমরাস্ত্র সমুদায় পর্ব্বতোপরি বহন করিয়া লইয়া যাউক। শিল্পিগণ ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবার জন্য দৃঢ় অথচ লঘু অস্ত্র সমুদায় প্রস্তুত এবং অস্ত্রপাত নিবারণের জন্যও আশু কোন উপায় বিধান করুক। বীরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মত্ত হইয়া পড়িলে যাহাতে তাহাদের বাহন সমুদায় নিম্নে পতিত না হয় শীঘ্র তাহারও উপায় কর। ভূরি পরিমাণ টঙ্ক ও খনিত্র দ্বারা এই গিরিকেও বিদারণ করিতে আরম্ভ করুক। যুদ্ধবিশারদ ভূপতিগণ অদূরে বহু বিন্যাস করিয়া অবস্থান করুন। অদ্য হইতে যতদিন পর্য্যন্ত সেই বসুদেবতনদ্বয় নিপাতিত না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার সৈন্যগণ এই গিরি রাজকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিবে। এই শিলাযোনি অচলের

চতুর্দ্দিক এবং উহার উপরিস্থিত আকাশ পর্য্যন্ত অজস্র বাণবর্ষণদ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন কর যেন উহা হইতে একটী পক্ষীও অপহৃত হইতে না পায়। ভূপতিগণকে আমি যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি, ইহাঁরা পর্ব্বতের সেই সেই স্থানে আরোহণ করিয়া অবস্থান করুন। মদ্র, চেকিতান, বাহ্লিক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, করূষাধিপতি দ্রুম, কিম্পুরুষ ও পার্ব্বতীয় মানবগণ ইহাঁরা শীঘ্র পর্ব্বতের পশ্চিম পাশে আরোহণ করুন, পুরুবংশীয় রেণুদারি, বিদর্ভাধিপতি সোমমক, রুক্মী, ভোজরাজ, সূর্য্যাক্ষ, মানব, পাঞ্চালদেশের অধিপতি নরপতি দ্রুপদ, বিন্দ, অনুবিন্দ, বীর্য্যশালী দন্তবক্র, ছাগলি, পুরুমিত্র, মহীপতি বিরাট, কৌশাম্ব্য, শতধা, বিদূরথ, ভুরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, বাণ ও পঞ্চনদ ইহাঁরা পর্ব্বতের উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করুন। উল্ক, কৈতবেয়, অংশুমানের পুত্র বীর একলব্য, দৃঢ়াক্ষ, ক্ষত্রধর্ম্মা জয়দ্রথ, উত্তমৌজাঃ, শাল্ব, কেরলদেশীয় কৌশিক, বৈদিশ বামদেব, বীর্য্যবান সুকেতু ইহাঁরা বজ্রের ন্যায় পর্ব্বতের পূর্ব্বদিক্ বিদারণ করিতে করিতে বায়ু যেমন মেঘের অনুগমন করে, তদ্রূপ অভিমুখে ধাবিত হউন। আমি দরদ ও চেদিরাজের সহিত মিলিত হইয়া বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্ বিদারণ করিতে আরম্ভ করিব। এইরূপে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক বজ্রপাতের ন্যায় বিদারিত হউক। এতদ্ভিন্ন যাহারা গদাধারী তাহারা গদা, যাহারা পরিঘায়ুধ তাহারা পরিঘ ও অন্যান্য অস্ত্রধারিগণ স্ব স্ব অস্ত্রদ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিতে আরম্ভ করুক। হে বসুধাধিপগণ! তোমরা অদ্যই এই উচ্চ শিলাব্যাপ্ত বিষম ভূধরকে সমভূমি করিয়া ফেলিবে।

হে মহারাজ! অনন্তর পার্থিবগণ জরাসন্ধের সেই অনুশাসন বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগর যেমন পৃথিবী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ সেই গোমন্ত পর্ব্বতকে পরিবেষ্টন করিলেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সমুদায় ভূপালগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহীপতিগণ! এই বিষম দুর্গস্বরূপ নগশ্রেষ্ঠ গোমন্ত পর্ব্বতে যুদ্ধ করিতে গেলে আমাদের কি ফল হইবে? ইহার অত্যুচ্চ শিখর অত্যন্ত দুরারোহ। তাহাতে আবার বিশাল পাদপ দ্বারা উহা নিতান্ত দুপ্রবেশ্য হইয়া রহিয়াছে। উহার অন্যান্য স্থান বহু তৃণদ্বারা সমাচ্ছন্ন। অতএব আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নাই এবং অন্য উদ্যোগেরও আবশ্যকতা নাই; আসুন আমরা অদ্যই বহুতর তৃণকাষ্ঠ আহরণ করিয়া এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজালিত করিয়া দিই। সুকুমার ক্ষত্রিয়গণ বাণযুদ্ধেই বিলক্ষণ পটু; ইহাদিগকে অত্যুচ্চ দুরারোহ পর্ব্বতারোহে পাদযুদ্ধে নিযুক্ত করা কদাচ বিধেয় নহে। বিশেষতঃ অবরোধ বা আক্রমণ দ্বারা ইহাকে বিমর্দ্দন করা, দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। এইরূপ অবরোধ দুর্গযুদ্ধেই শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে, কিন্তু যদি নরপতিগণ এইরূপ গিরিসংশ্রিত হইয়াও অবরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হন তবে তাহাদিগকে অন্ন জল ও কাষ্ঠাদি বিহীন হইয়া নিশ্চয়ই নিপতিত হইতে হয়। আর আমাদিগের সংখ্যা অনেক এই মনে করিয়া যুদ্ধ প্রবৃত্ত এই যাদবদ্বয়কে অবজ্ঞা করাও নীতিসঙ্গত নহে। শুনিতে পাই ইহারা দেবতুল্য অপরিমিত বলশালী। ইহারা দেখিতে বালক বটে কিন্তু কার্য্যদ্বারা ইহাদিগকে অপরিমিত বলশালী বলিয়া বোধ হয়। ইহারা অতি দুষ্কর কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়াছে। অতএব আমার মতে এই গিরিবরকে শুষ্কতৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া অগ্নি দ্বারা প্রজালিত করা হউক। তাহা হইলেই বালকদ্বয় দগ্ধ হইয়া হতচেতন হইবে। আর যদি এই দাবদাহে দগ্ধাঙ্গ হইয়া

পর্ব্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় তবে অবশ্যই আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। তখন আমরা সকলে মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে পারি।

রাজন্যগণের হিতাকাঙ্ক্ষী চেদিরাজ এই কথা কহিলে সমস্ত নৃপতিবর্গ সৈন্য সামন্তের সহিত আহ্লাদপূর্ব্বক ঐ কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর কাষ্ঠ, তৃণ, বংশ ও শুকশাখ পাদপসকল আহরণ করিয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে সত্বর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন, তখন সূর্য্যকিরণোদ্দীপ্ত মেঘমালার ন্যায় পর্ব্বত প্রতিভাত হইতে লাগিল। পরাক্রান্ত ভূপতিগণ বায়ুর অনুকূলে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে অগ্নি প্রদান করিলে, উহা বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া ধূম ও অগ্নিশিখা উদগীরণ করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় ধূম ও অগ্নিশিখা বায়ুবশে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করিল। ক্রমে ক্রমে হুতাশন বিষম প্রজ্বলিত হইয়া মনোহর পাদপ সমাকীর্ণ পরম শোভাকর গোমন্ত গিরিকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। শৈলেন্দ্র দহমান হইয়া উল্কাপাত সদৃশ অসংখ্য শিলাখণ্ড যুগপৎ চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। সূর্য্য যেমন স্বীয় কিরণ বিকীরণ করিয়া মেঘের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হন, অগ্নিও সেইরূপ উদ্‌গতার্চ্চি হইয়া পর্ব্বতের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ধাতু গলিত, পাদপ সমুদায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল উদ্ভ্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন গিরিরাজ বিভাবসু দ্বারা দহমান ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। পর্ব্বত অনল শিখায় উত্তপ্ত হইলে কাঞ্চন, অঞ্জন, রজত সমুদায় গলিত হইয়া বহির্গত হইতে লাগিল এবং প্রজ্বলিতাঙ্গ হইলেও ধূমান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘ নিমগ্নের ন্যায় অসম্যক্ লক্ষিত হইতে লাগিল। অনবরত শিলা স্খলন, অঙ্গার বর্ষণ ও অনলোদ্‌গার দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘবৃন্দ হইতে উল্কাবৃষ্টি হইতেছে, অগ্নির প্রতাপে সলিলরাশি বাষ্পাকারে উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে জলপ্রপাত সকল শুষ্ক এবং ধূম অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়াগ্নিতে পর্ব্বত একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। পার্শ্বস্থ সর্প সকল অর্ধদগ্ধ হইয়া ফণা মণ্ডল বিস্তারপূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং আকুলনেত্রে বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে এক একবার ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল আবার অধোমুখে নিম্নে পতিত হইল। সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি বন্যজন্তু সমুদায় অগ্নির উত্তাপে ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। পাদপ সমুদায় বিষম উত্তপ্ত হওয়াতে তাহার গাত্র হইতে অজস্র নির্য্যাসজল বহির্গত হইতে লাগিল। বায়ু, ভস্ম ও অঙ্গার বহন করিয়া পিঙ্গলবর্ণ রূপ ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে লাগিল। ধূমরাশি দর্পিত মেঘের আকার ধারণ করিয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। শ্বাপদ ও বিহঙ্গমগণ পর্ব্বতের বৃহৎ গুহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অগ্নির ভয়ঙ্কর প্রতাপে গিরিবর একবারে বিদীর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বকালে বজ্রাস্ত্র দ্বারা বিদারিত হইয়া শৈলগণ যেমন শিলাবর্ষণ দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল এক্ষণে গোমন্তও অনলোত্তাপে উদ্দীপিত হইয়া সেইরূপ শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। যাঁহারা পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ব্যূহাকারে থাকিয়া অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বর্ম্মধারী ক্ষত্রিয়গণ এক্ষণে অগ্নির উত্তাপে আর নিকটে থাকিতে পারিলেন না, অর্দ্ধক্রোশ দূরে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! নরপতিগণ এইরূপে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দূরে নিষ্ক্রান্ত হইলে গোমন্ত গিরি দগ্ধ, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায় বিশীর্ণ, ধূমরাশিতে সমস্ত দুর্লক্ষ্য এবং পাদদেশ পর্য্যন্ত একবারে শিথিল হইয়া পড়িল। তখন বলদেব পদ্মপলাশ লোচন কেশিমথন সাক্ষাৎ মধুসূদন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া রোষভরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! ঐ সমুদায় শত্রুপক্ষীয় ভূপালগণ আমাদেরই উপর বৈরসাধনোদ্দেশে সানু, শিখরদেশ ও পাদপরাজির সহিত এই গিরিকে দগ্ধ করিতেছে। কৃষ্ণ! ঐ দেখ, অনলোত্তপ্ত ধুম সমাচ্ছন্ন গিরিসন্নিহিত অরণ্য হইতে পক্ষিগণের আর্ত্তধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। এই গোমন্তগিরি যদি কেবল আমাদের উভয়ের নিমিত্তই অদ্য এইরূপে দগ্ধ হয়, তবে ইহা জগতে আমাদেরই কুলের অকীর্ত্তিকর হইবে। অতএব হে গিরিপ্রভ! অদ্য ইহার নিকটে অঋণী হইবার নিমিত্ত আমি বাহুবলে সমস্ত নৃপতিগণকে নিহত করিব। আমি দেখিতে পাইতেছি, ঐ সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ পর্ব্বতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক রথারোহণে যুদ্ধাভিলাষে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া আমাদিগেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। এই কথা বলিয়া সেই বনমালালঙ্কৃত কাদম্বরী মদমত্ত নীলবসনধারী যুবা শ্রীমান বলদেব কর্ণে কমনীয় কুণ্ডল মস্তকে মনোহর মুকুট ধারণ করিয়া সুমেরু শৃঙ্গস্খলিত শারদীয় সুধাংশুর ন্যায় নরপতিগণের মধ্যে নিপতিত হইলেন। বলরাম লম্ফ প্রদান দ্বারা পতিত হইলে অমিতবিক্রম নবনীরদশ্যাম শ্রীমান কৃষ্ণও শিখরদেশ হইতে পর্ব্বতোপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। তথায় পদ প্রহারে নিপীড়িত হইয়া গিরিবর নিমগ্ন হইয়া পড়িল। তখন শীকরবর্ষী মাতলের ন্যায় ঐ গোমন্ত গিরি স্বকীয় গাত্র হইতে উপলসমন্বিত জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে বারিধারাকুল মেঘজাল যেমন উষ্ণরশ্মিকে আচ্ছন্ন করে তোপ এই সলিলোদগারী পর্ব্বতও ঐ ভীষণ হুতাশনকে আচ্ছন্ন করিয়া এক বারে সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। অতঃপর পদ্মপলাশলোচন দেবেন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান ঘনশ্যাম সৌম্যদর্শন শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃ পীতবসনধারী ভগবান কৃষ্ণ মস্তকে কিরীট ধারণ করিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক সেই গিরি শিখর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। উভয়ে লম্ফ প্রদান করাতে তাঁহাদের পদতাড়নে নিপীড়িত হইয়া মহীধর তীব্রপাবক শান্তির নিমিত্ত অজস্র বারিধারা উৎক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহীপতিগণের আর ভয়ের পরিসীমা রহিল না।

৯৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বসুদেবতনয়দ্বয় পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদানে পতিত হইলেন দেখিয়া নরপালসৈন্য নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও তাহাদের বাহন সকল স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর সমুদ্র বিক্ষোভকারী ক্রুদ্ধ মকদ্বয়ের ন্যায় বাহুযোধী যাদবদ্বয় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সময় স্থলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহাদের পূর্ব্বতন অস্ত্র সমুদায় স্মরণ হইতে লাগিল। তখন উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিবামাত্র অস্ত্র সমুদায় অম্বরতল হইতে আসিয়া সহস্র সহস্র রাজগণের মধ্যে সেই সমরপ্রার্থী মহাত্মা কৃষ্ণ ও বলরামের হস্তগত হইল। এই সমুদায় অস্ত্রই পূর্ব্বে মাথুর সমরেও অধিগত হইয়াছিলেন। অস্ত্রগুলি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সমুজ্জ্বল লেলিহান মুর্ত্তিমান্ বৃহৎ এবং সমরাঙ্গনে নৃপতিগণের

মাংস ভক্ষণে নিতান্ত লোলুপ। ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রব্যাদগণ আগমন করিতেছিল। উহারা দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া খেচরগণের ত্রাসোৎপাদনপূর্ব্বক প্রভাদ্বারা দশ দিক্ আলোকময় করিয়া আসিয়াছিল। তন্মধ্যে সম্বর্ত্ত নামা হল, সৌনন্দ মুষল, সুদর্শন চক্র, আর কৌমোদকী গদা এই চারি বৈষ্ণবাস্ত্র তাঁহাদের হস্তগত হইল। প্রথমতঃ সাত্বতশ্রেষ্ঠ রাম সেই দিব্যমালা সুশোভিত ধাবমান ভুজগেন্দ্রের ন্যায় অপ্রতিম হল দক্ষিণ হস্তে এবং শত্রুদিগের নিরানন্দকর সৌনন্দ নামক মুষল বামহস্তে গ্রহণ করিলেন। কেশবও একহস্তে দর্শনীয় অত্যুৎকৃষ্ট সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জধারী সুদর্শন নামক চক্র ও অপর হস্তে দেবপ্রশংসিত কৌমোদকী গদা প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অস্ত্রধারী হইয়া বীরদ্বয় সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় শত্রুগণের বিনাশার্থসমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়েই আয়ুধধারী, উভয়েই বীরদর্পে দর্পিত এবং অভিন্নাত্মা এক নারায়ণ কেবল শরীর মাত্রে ভিন্ন অগ্রজ ও অনুজ নামধারী রাম ও কৃষ্ণ, উভয়েই অমিত বলশালী, উভয়েই শত্রু প্রতিকারক। রাম বিষম ক্রুদ্ধ ভুজগেন্দ্রের ন্যায় হলযন্ত্র উদ্যত করিয়া শত্রুগণের সাক্ষাৎ কালান্তকরূপে সমরমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের রথাকর্ষণ এবং হস্তী ও অশ্বগণ বিমর্দ্দিত করিয়া স্বকীয় ক্রোধের সফলতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে হস্তিগণকে হলাস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া মুষলাস্ত্রে তাড়নাপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন অচলগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বলদেব কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিরথ হইয়া নৃপতিবর্গ নিতান্ত ভীত হইয়া মহারাজ জরাসন্ধের সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষয়িগণ! তোমরা যখন সময়ে ঈদৃশ কাতয়তা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়াছ, তখন তোমাদিগের ক্ষত্রবৃত্তিকে ধিক্! পরাক্রান্ত মহীপতিগণ সময়ে বিরথ হইয়া পলায়নপর হইলে পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে ভ্রুণহত্যাসম পাপভাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কি আশ্চর্য্য! একজন সামান্য পাদচারী দুর্ব্বল গোপবালকের সহিত যুদ্ধে ভীত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছ? অতএব তোমাদিগের ক্ষত্র জীবনকে ধিক! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর, শীঘ্র নিবৃত্ত হও। অথবা আমিই এই গোপবালকদ্বয়কে যাবৎকাল শমন ভবনে প্রেরণ না করি, তাবৎকাল রথারোহণে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ দর্শন কর।

তদনন্তর জরাসন্ধ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় শরবর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ণাভরণালঙ্কৃত অশ্বে, কেহ কেহ বা শশাঙ্ক সমপ্রভ রথে, কেহ কেহ বা মহামাত্র চালিত জলধর সদৃশ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া গমন করিয়া ছিলেন। নৃপতিগণ প্রায় সকলেই বর্ম্ম পরিধান খড়্গ ও অন্যাদৃশ বিবিধ আয়ুধ, জ্যারোপিত ধনু ও সায়কপূর্ণ তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক সচ্ছত্র চারু চামর যুক্ত হইয়া রথোনোহণে রণভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বসুদেবতনয় রাম ও কৃষ্ণ যুদ্ধকামনায় রণভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উভয় পক্ষ একত্র সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষ হইতেই অনবরত বাণবর্ষণ চলিতে লাগিল। নিদারুণ গদা প্রহারও আরম্ভ হইল। অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া অভিবৃষ্ট অচলদ্বয়ের ন্যায় স্থিরভাবে বিপক্ষ পক্ষে শরবর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষীয়দিগের

গুরুতর গদা প্রহার, ক্ষেপণীয় ও মুদগর প্রক্ষেপণে নিতান্ত ব্যথিত হইলেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না। তদনন্তর শঙ্খচক্র গদাধারী অম্বুদশ্যাম মহাতেজা কৃষ্ণ বায়ুসমন্বিত অনলের ন্যায় স্বকীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি তেজঃপ্রদীপ্ত অর্কতুল্য চক্র দ্বারা মনুষ্য, গজ ও মহারথদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। পার্থিবগণগদাপ্রহারে আহত ও লাঙ্গলাস্ত্রে আকৃষ্ট হওয়াতে হতচেতন হইয়া সমরস্থলে অবস্থান করিতে আর সমর্থ হইলেন না। চক্র প্রহারে ভগ্ন হইয়া নৃপতিগণের বিচিত্র রথ সমুদায় একবারে চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িল। যষ্টিবর্ষ বয়স্ক কুঞ্জরগণ মুষলক্ষেপে আহত ও ভগ্নদন্ত হইয়া শরৎকালীন মেঘবৃন্দের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন মাত্র করিতে লাগিল। অশ্বসাদী ও পদাতিগণ সুদর্শন চক্রের অনল জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বজ্রাহতের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে চক্র ও লাঙ্গলাস্ত্রে নিহত ও বিদলীকৃত হইয়া সৈন্যগণ প্রলয়কালে শবশরীরচ্ছন্ন পৃথিবীর ন্যায় সমভূমি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য নরপতিদিগের কথা আর কি বলিব তাহারা সেই মূর্ত্তিমান দিব্য বৈষ্ণবাস্ত্রের আক্রীড়ভূমি সমরাঙ্গণ অবলোকন করিতেও সাহস করিতে পারিলেন না। রথ সমুদায়ের মধ্যে কোন কোন রথ একবারে চূর্ণ, কোন রথের আরোহী নিহত, কোন রথ বা ভগ্নচক্র হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সেই চক্র লাঙ্গলসংসৃষ্ট ঘোর সমস্থলে দারুণ উৎপাত ও ভীষণাকার রাক্ষস সমুদায় উপস্থিত হইতে লাগিল। মনুষ্য, গজ, রথী ও অশ্ব ইহাদের মধ্যে কত যে কাষ্ঠবৎ বিপাটিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা করা কাহার সাধ্য? রণভূমি বিপন্ন নর পালগণের রুধিরে আর্দ্র হইয়া রক্তচন্দন দিগ্ধাঙ্গী ভীষণমুর্ত্তি কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যুদ্ধনিহত মনুষ্যগণের অস্থি, মজ্জা ও অন্ত্র এবং মাতঙ্গগণের রুধিরস্রোতে যুদ্ধভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। চতুর্দ্দিকে শিবাগণের অশিব শব্দ ও আর্ত্তনাদে রণস্থল ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

এইরূপে রুধিরহ্রদে পরিপূর্ণ অসংখ্য নরপতি, যোদ্ধা, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গম দেহে সমাকীর্ণ কঙ্কবল ও গৃধ্রগণের ভীষণ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া রণভূমি শ্মশান সদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলে সাক্ষাৎ কৃতান্তমূর্ত্তি ভগবান কৃষ্ণ শত্রু নিপাত করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা কেশব প্রলয়কারী মার্ত্তণ্ড ও প্রভঞ্জনের ন্যায় রণস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গুরুতর লৌহময়ী গদা গ্রহণপূর্ব্বক নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শূরাগ্রগণ্য নরপতিগণ! তোমরা এই সমুদায় হস্তী অশ্ব রথ পদাতি সমভিব্যাহারে আসিয়া কি জন্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলে? তোমরা অস্ত্রধারী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞও বট, তবে কি জন্য সমর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছ? আমি একমাত্র অগ্রজ বলদেবকে সহায় করিয়া রণমুখে পাদচারে তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। আর যিনি তোমাদিগকে রণস্থলে রক্ষা করিয়া থাকেন সেই অদোষদর্শী জরাসন্ধ কি জন্য এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন না।

এই কথা শুনিয়া সৈন্যমধ্যস্থিত মহাবল পরাক্রান্ত দরদ নামক মহীপতি হলায়ুধধারী আরক্তলোচন বলদেবের সম্মুখে আসিয়া কৃষক যেমন মহাবৃষভকে আদেশ করে সেইরূপে কহিল, অরিন্দম রাম! আইস আমার সহিত যুদ্ধ কর। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কিয়ৎকাল পরস্পর যুদ্ধ হইলে বলরাম দরদের গলে ধরিয়া

বলপূর্ব্বক আকর্ষণ ও তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করিলে মস্তক উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল দরদ, তৎক্ষণাৎ বিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। সেই নৃপবর দরদ বলদেব কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইল দেখিয়া মহারাজ জরাসন্ধ রণক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অতি ভীষণ লোমহর্ষণ যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন ইহাদের উভয়ের যুদ্ধও সেইরূপ হইয়া উঠিল। অতিবিক্রম বীরদ্বয় উভয়েই গদা গ্রহণ ও উত্তোলন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল; দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন শিখর সমাযুক্ত দুইটী ভূধর উভয় দিক হইতে একত্র মিলিত হইল। অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ সমর ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া কেবল তাঁহাদিগেরই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই গদাযুদ্ধে বিলক্ষণ বিখ্যাত, উভয়েই পরম পণ্ডিত, উভয়েই মহাবলশালী, উভয়েই প্রধাবনশীল মূর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় মত্ত বারণরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। এই সময়ে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, পরমর্ষি, যক্ষ ও সহস্র সহস্র অপ্সারোগণ যুদ্ধ দর্শনার্থ আগমন করিলেন। আকাশমণ্ডল ঐ সমুদায় দেব যক্ষাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ জরাসন্ধ বামমণ্ডল, বলদেব দক্ষিণ মণ্ডল অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। উভয় মাতঙ্গে যেমন দন্তে দন্তে প্রহার করে, তদ্রূপ গদাযুদ্ধবিশারদ বীরদ্বয় ও পরস্পর গদা প্রহার আরম্ভ করিলেন। ঐ গদা প্রহার শব্দে দশ দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। রামের গদা-নিপাত শব্দে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘোরতর বজ্রাঘাত হইতেছে। জরাসন্ধের গদা প্রহারে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া গেল। বায়ু যেমন বিন্ধ্য গিরিকে বিচলিত করিতে পারে না সেইরূপ জরাসন্ধের কর নিঃসৃত গদাপাতেও গদাধারিশ্রেষ্ঠ বলরামকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। মগধেশ্বর জরাসন্ধও শিক্ষা ও মহৎ ধৈর্য্য বলে রামের গদা নিপাত সহ্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সর্ব্বলোক সমক্ষে অন্তরীক্ষ হইতে এক আকাশবাণী হইল যে, "রাম! এই জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে, অতএব তুমি উহাতে ক্ষুন্ন হইবে না, আমি উহার মৃত্যুর উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তুমি ক্ষান্ত হও; মগধপতি অচিরকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিবে?" এই বাক্য শুনিয়া জরাসন্ধ নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন, হলায়ুধ নামও আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না।

হে মহারাজ! অতঃপর দীর্ঘকাল উভয় দলে যুদ্ধ হইলে অবশেষে মহারাজ জরাসন্ধ পরাভূত ও নিরস্ত হইলেন। এদিকে সৈন্যসংখ্যাও নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িল। তখন মহারথগণও ক্রমে ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিবর্গ ব্যাঘ্রাঘ্রাত মৃগযূথের ন্যায় সভয়চিত্তে কেহ হস্তীতে, কেহ রথে, কেহ অশ্বে প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই রণস্থল নরপতি ও ভগ্নদর্প মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ক্রব্যাদগণে পূর্ণ হইয়া ঘোররূপ ধারণ করিল। এইরূপে সমস্ত মহারথগণ প্রস্থান করিলে মহাদ্যুতি চেদিরাজ যাদব সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া কারুষ ও চেদিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে যদুনন্দন! আমি তোমার পিতৃষ্বসার ভর্ত্তা তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র; সেই জন্যই আমি সবলে তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি লঘুচেতা রাজা জরাসন্ধকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম

যে, হে দুর্ব্বুদ্ধে, ক্ষান্ত হও! কৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিও না। কিন্তু সে দুরাত্মা কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না ; প্রত্যুত আমার বাক্যেই দোষারোপ করিতে লাগিল। সেই জন্য অন্য আমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এখন সে তোমা কর্ত্তৃক রণে পরাস্ত হইয়া অনুচর বর্গের সহিত পলায়ন করিতেছে। আপাততঃ বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু উহাকে বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ও পুনরায় তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে পারে। অতএব তুমি এক্ষণে এস্থান পরিত্যাগ কর। এ গোমন্ত গিরি কেবল মৃত মানুষ দেহে পরিব্যাপ্ত ও ক্রব্যাদগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে; সুতরাং এ স্থান আর মানুষের বাসযোগ্য নহে। হে বীর! চল আমরা সম্প্রতি সৈন্য ও অনুচরবর্গের সহিত করবীর পুরে গমন করি। তথায় বসুদেবতনয় মহীপতি শৃগালের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই দুইখানি উৎকৃষ্ট রথ তোমাদের জন্যই প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছি। এই খড়্গ চক্র অক্ষ ও কূবর সংযুক্ত রথে শীঘ্রগামী অশ্বও যোজিত আছে, বলদেবের সহিত উহাতে শীঘ্র আরোহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক; চল আমরা করবীর নগরীস্থ মহীপতি শৃগালের সহিত সাক্ষাৎ করি। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর জগৎপতি কৃষ্ণ পিতৃষ্বসৃপতি চেদিরাজের ঐ সমুদায় বাক্য শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন, মহাত্মন? আপনি যখন এরূপ স্থানে ও ঈদৃশ সময়ে যুদ্ধান্ত আমাদিগকে বচনামৃতে অভিষিক্ত করিতেছেন তখন আপনি আমাদের পরম সুহৃৎ তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া হিতকর ও মধুরবাক্য প্রয়োগ করে এরূপ লোক জগতে নিতান্ত দুর্লভ। অদ্য আমরা আপনার দর্শন প্রাপ্তিতে সনাথ হইলাম। আপনি যখন আমাদের এরূপ সুহৃৎ তখন আমাদের আর কিছুই অপ্রাপ্য রহিল না। হে চেদিকুল ধুরন্ধর! জরাসন্ধই হউন অথবা তৎসদৃশ অন্য যে কোন নরপতিই হউন একমাত্র আপনার সহায়তায় আমরা সকলকেই নিহত করিতে সমর্থ হইব। আপনিই যদুবংশীয়দিগের প্রথম বন্ধু; এখন হইতে আপনি বহুতর রাজস্যগণের সহিত আমাদের যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে পাইবেন। অতঃপর যে সমুদায় নরপাল জীবিত থাকিবেন, তাঁহারা এই যুদ্ধকে চক্র ও মুষল সংগ্রাম নামে অভিহিত করিবেন। যাহারা এই গোমন্ত পর্ব্বতে নৃপতিগণের পরাজয় শ্রবণ অথবা ধারণ করিবেন, তাঁহাদের স্বর্গলোক প্রাপ্তি হইবে। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করুন আমরা আপনার সমভিব্যাহারে সেই নগরশ্রেষ্ঠ করবীরপুরে গমন করি।

মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা তিনজনে সাক্ষাৎ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় পবনাতিপাতী অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া অতি দূরতর পথের পথিক হইলেন। পথিমধ্যে তিন রাত্রি বাস করিয়া পরমরমনীয় করবীরপুর প্রাপ্ত হইলে, তথায় সুখে বাস করিবার জন্য শুভ প্রদেশে বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইলেন।

১০০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! তাঁহারা নগর মধ্যে সমাগত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ ইন্দ্রপরাক্রম শৃগাল নগরের অনিষ্টাশঙ্কায় সমরোপযোগী আদিত্যবর্ণ আয়ুধপূর্ণ

নেমিনির্ঘোষশালী মন্দর প্রতিম বিবিধ আভরণভূষিত হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযুক্ত বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া অনলোদ্দেশে শলভের ন্যায় কৃষ্ণের প্রতিকূলে ধাবিত হইল। এই রথ অক্ষয় বাণগর্ভ তূণীর পূর্ণ। ইহার নির্ঘোষ অর্ণবের ন্যায়। ইহার কূবর সুবর্ণময়, অক্ষ সমুদায় অত্যন্ত দৃঢ়,পতত্রিরাজ গরুড়ের ন্যায় ইহার বেগ, হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযুক্ত আকাশগামী ইন্দ্রের পুষ্পক রথের ন্যায় দীপ্তিশালী। পূর্ব্বকালে মহীপতি শৃগাল সূর্য্যদেবের নিয়ম প্রতিপালন করাতে স্ববিতা স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই রথ প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ঐ রথরশ্মি নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। অনন্তর কবচধারী সুবর্ণমালালঙ্কৃত শুভ্রবর্ণ উত্তরীয় ও উষ্ণীষধারী শৃগাল হস্তে সুতীক্ষ্ণ বাণ ও শাসন ধারণ করিয়া জ্যারোপিত বিষম ধনু পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ, ক্রোধে অনলজ্বালাযুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রস্থিত সুবর্ণাভরণ শোভায় উদ্ভাসিত সুমেরুর ন্যায় রথস্থহিমাচলের ন্যায় সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাহার সিংহনাদ, রথের ঘর্ঘর ধ্বনি ও গুরুত্বশতঃ পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। মূর্ত্তিমান অচলের ন্যায় ও দিকপালের ন্যায় শ্রীমান সেই শৃগালকে আসিতে দেখিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। শৃগাল শীঘ্রগামী রথে রোষাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ বাসনায় কৃষ্ণের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধকামী মহীপতি সমরাঙ্গণে কৃষ্ণকে দেখিয়া মেঘরাশি যেমন অচলের দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ বেগে প্রধাবিত হইলেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রতিযুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই বনমধ্যে মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ মহাতেজস্বী মোহান্ধ মহীপতি শৃগাল কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গোমন্ত পর্ব্বতে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ তাহা আমার অবিদিত নাই। ঐ যুদ্ধে প্রকৃত সেনানায়ক কেহই ছিলেন না, যে সকল ক্ষত্রিয় সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, হীনবল ও মূর্খ। বিশেষতঃ তাদৃশ দুর্ব্বল সেনাগণের অধিনায়ক হইয়া যে ঐ সমুদায় নরপতিগণ পরাভূত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এক্ষণে আমি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছি; ক্ষণকাল অবস্থান কর। আর আমি যখন তোমায় অবরুদ্ধ করিয়াছি, তখন আর কোথায় যাইবে? তুমি অসহায়, সুতরাং আমি সবলে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। তুমি যেমন একাকী আমিও তেমনি একাকী, আইস আমরা দুইজন মাত্র রণস্থলে যুদ্ধ করিব। সমর ক্ষেত্রে থাকিয়া তুমি নিহত হইলে আমি একমাত্র বাসুদেব হইব, অথবা আমি নিহত হইলে তুমিই অদ্বিতীয় বাসুদেব হইবে। ফলতঃ ধর্ম্ম যুদ্ধে আমাদের অন্যতর নিহত হউক।

ক্ষমাশীল বাসুদেব শৃগালের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ‘যতদূর সাধ্য প্রহার কর’ এই কথা বলিয়া চক্র গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর প্রতাপশালী শৃগাল ক্রোধে অধীর হইয়া কৃষ্ণের উপর ঘোরতর বাণ বৃষ্টি ও মুষল প্রভৃতি অন্যান্য শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় অস্ত্র অনলের ন্যায় লিঙ্গ উদ্গিরণ করিতে করিতে আসিয়া কৃষ্ণকে নির্দ্দয়রূপে আহত করিল। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তাহার সেই অস্ত্র প্রহারে ঈষৎ রোষাবিষ্ট হইয়া চক্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া শৃগালের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই চক্র একেবারে রণদৃপ্ত মহাবল যুদ্ধ কামুক অতিবীর্য্য শৃগালকে সংহার করিয়া পুনরায় স্বীয় প্রভু কৃষ্ণের হস্তে উপস্থিত হইল। এইরূপে চক্রাস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইলে নরপতি গতাসু হইয়া ধাতুধারাবর্ষী অচলের

ন্যায় শোণিতধারা বর্ষণ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইলেন। বজ্রপাত বিদীর্ণ গিরির ন্যায় রাজা নিপতিত হইয়াছেন শুনিয়া সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ সশঙ্কহৃদয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছিত ও মূর্চ্ছাবসানে লব্ধসংজ্ঞ হইয়া স্বামী শোকে দুঃখ ভরে অত্যন্ত অভিতপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, কেহ কেহ সেই স্থানেই প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিয়া শোকভরে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল। তখন কমললোচন অরিন্দম কৃষ্ণ মেঘগম্ভীরস্বরে সকলকে অভয় দান করিয়া চক্রধারণোচিত রজতবৎ অঙ্গুলিপর্ব্বশোভিত কর উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, সৈন্যগণ! ভয় নাই, আমি এই পাপাত্মার দোষে নিরপরাধ তোমাদিগকে কদাচ বিনাশ করিব না, আর ইহা শুরোচিত কার্য্যও নহে। এই কথা শুনিয়া সৈন্যগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে নিতান্ত কাতর হইয়া নোদন করিতে করিতে ধরণীপতিত ধরণীপতিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সচিবগণ প্রজাদিগের সহিত আসিয়া বিদীর্ণশৃঙ্গ অচলের ন্যায় বিদারিত বক্ষঃ ভূপতিরে দেখিয়া শোকে অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পৌরগণের রোদন শ্রবণ করিয়া শৃগালের মহিষীগণ পুত্রের সহিত রোদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন কৃষ্ণনিপাতিত শ্লাঘ্য পতি ভূমিপতি ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র স্তনে ও বক্ষঃস্থলে নির্দ্দয়রূপে করাঘাত ও কেশ আকর্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে করিতে বিষম শোকভরে ছিন্নমূলা লতার ন্যায় আলুলায়িতকেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শৃগালের বক্ষোপরি নিপতিত হইলেন। রাজমহিষীদিগের বাষ্প-পরিপূর্ণ-নেত্র-সমুদায় সলিলসিক্ত পঙ্কজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এইরূপে মহিষীগণ ভূমিপতিত পতিকে উদ্দেশ করিয়া বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক রোদন ও করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজপুত্র শক্রদেব তথায় আসিয়া অপূর্ণনয়নে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে মহিষীগণ দ্বিগুণ বেগে রোদন করিয়া উঠিলেন ও কহিতে লাগিলেন, বীর! এই তোমার বিক্রান্ত বালক পুত্র অদ্যাপি কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই। তুমি ব্যতীত এ কিরূপে তোমার আসনে উপবিষ্ট হইয়া পৈতৃকপদ রক্ষা করিতে পারিবে? আমরাও তোমার সহবাসসুখে তৃপ্ত হয় নাই, তবে কি জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকান্তঃপুরে গমন করিলে? বিধবা হইয়া আমরাই বা কি করিব?

এইরূপে কি পৌরগণ কি সচিবগণ কি মহিষীগণ সকলেই আর্ত্তস্বরে রোদন ও পরিতাপ করিতেছেন ইত্যবসরে পুত্রজননী কামিনীকুলভূষণ মহিষী পদ্মবতী পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বীর! আপনি বীরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই পরলোকগত মহীপতির এই পুত্র আপনার শরণাগত হইল। যদি এই বালক আপনার নিকট প্রণত হয় এবং আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, তাহা হইলে ইহাকে আর আপনার দারুণ অস্ত্র প্রহার সহ্য করিতে হইবে না। অথবা যদি এই অবোধ শিশু আপনার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে যত্নবান হয়, তাহা হইলেও ইহাকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় ধরণীতলে শয়ন করিতে হইবে না। হে মহাত্মন্! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রনির্ব্বিশেষে এই বিপন্ন বন্ধুর শরণাগত শিশুসন্তানটীকে রক্ষা করুন।

মহিষীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর যদুনন্দন সস্নেহবচনে কহিলেন, রাজপুত্রি! আমার আর ক্রোধ নাই, এই দুরাত্মার সহিত সমস্ত ক্রোধ অপগত হইয়াছে।

আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি, এখন আমাকে সেই বন্ধু বলিয়াই জানিবে। বিশেষত তোমার এই উদার বাক্য দ্বারা আমার সমস্ত অপরাগের কারণ একবারে অপনীত হইয়াছে। এই শৃগাল মহীপতির পুত্র শক্রদেবের প্রতি আমার পুত্রস্নেহ জন্মিয়াছে। আমি ইহার প্রীতির নিমিত্ত অভয় ও রাজ্য প্রদান করিলাম। মন্ত্রী পুরোহিত ও প্রকৃতিবর্গকে আহ্বান কর, আমি এখনি ইহাকে ইহার পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া অগ্রজ বলরামের সহিত প্রকৃতিবর্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সমস্ত প্রকৃতিবর্গ, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ শক্রদেবের অভিষেকের নিমিত্ত কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ সেই রাজপুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া অভিষেক কার্য্য সমাধা করিয়া সেই দিবসেই তথা হইতে প্রস্থান করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন দেবরাজ যেমন ত্রিদিবমার্গকে অলঙ্কৃত করিয়া গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বীর্য্যবান কেশব জয়লব্ধ হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া গমন, পদবীকে সুশোভিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা শক্রদের মাতৃগণ, প্রকৃতিবর্গ ও পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে লইয়া যুদ্ধনিহত মহারাজ শৃগালের মৃতদেহ শিবিকায় আরোপণ করাইয়া পশ্চিমাভিমুখে বহু দূরপথে গমন করিলেন। তথায় যথাশাস্ত্র পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক পিতৃলোকের পারলৌকিক হিতকামনায় নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমাধা করিলেন। অনন্তর শোক সংবিগ্নহৃদয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বনগরে প্রবেশ করিলেন।

১০১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! এদিকে বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ ও বলরাম করবীরপুর হইতে বহির্গত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে পাঁচ রাত্রি মাত্র বাস করিয়া ষষ্ঠ দিবসে মথুরা প্রাপ্ত হন। চেদিরাজ দমঘোষ তাঁহাদের সহচর থাকাতে আমোদ আহ্লাদ ও কথাবার্ত্তায় পাঁচ রাত্রি যেন তাঁহাদিগের পক্ষে এক রাত্রির ন্যায় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহারা মথুরায় উপস্থিত হইলে উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ পরমাহ্লাদ সহকারে সসৈন্যে তাঁহাদের প্রত্যুগমন করিলেন। মন্ত্রিগণ প্রকৃতিপুঞ্জ ও নগরীস্থ আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই যাদবগণের অনুসরণ করিলেন। ফলতঃ তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন মধুরা পুরীই তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দকর তূর্য্য সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল। রাজমার্গে পতাকামালা উড্ডীন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরম শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র মহোৎসব উপস্থিত হইলে গায়কগণ যেমন মনের অনুরাগে আহ্লাদ সহকারে রাজমার্গে গান করিতে থাকে, সেইরূপ রামকৃষ্ণের আগমনে যাদব-হিতাকাঙ্ক্ষী গায়কগণ মহা আহ্লাদে স্তুতিগর্ভ ও আশীর্ব্বাদযুক্ত সঙ্গীত সমুদায় গান করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "হে যাদবগণ! অদ্য লোকবিশ্রুত ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও গোবিন্দ মথুরায় সমাগত হইয়াছেন; এখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে পরম সুখে বাস কর এবং আমোদ আহ্লাদে নগরমধ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াও"। ফলতঃ তৎকালে নগর মধ্যে কাহার দৈন্য, মালিন্য বা অজ্ঞানতা কিছুই রহিল না। পক্ষিগণ স্পষ্টাস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। গো অশ্ব ও হস্তি সমুদায় আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। নরনারীগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বায়ু সুখস্পর্শ, দিক সমুদায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। অধিক কি মঠস্থিত গ্রাম্য দেবগণও যেন আনন্দ বিকাশ করিতে লাগিলেন। পুনরায় সত্যযুগের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তদনন্তর সেই অনিমর্দ্দন বীরদ্বয় শুভলগ্নে রথারোহণে পুরপ্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশকালে দেবগণ যেমন ইন্দ্রদেবের অনুগমন করেন, তদ্রূপ যাদবগণও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন উদয়াচলে গমন করেন, যদুনন্দন ভ্রাতৃদ্বয়ও সেইরূপ হৃষ্টান্তঃকরণে পিতা বসুদেবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ পিতার চরণ বন্দনান্তে মহারাজ উগ্রসেন ও অন্যান্য যদুপুঙ্গবগণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারাও সৎকৃত হইয়া প্রত্যভিনন্দন করিলে উভয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মাতৃভবনে গমন করিলেন। তথায় স্বগৃহে অস্ত্রশস্ত্র যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে করিতে পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অভিন্ন রাম ও কৃষ্ণ উগ্রসেনের অনুগত থাকিয়া কিছুকাল মথুরায় বিহার করিতে লাগিলেন।

১০২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এই ভাবে কিছুকাল অতীত হইলে একদা গোপগণের সৌহৃদ্য স্মরণ হওয়াতে বলরাম কৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে একাকী ব্রজে গমন করিলেন। পূর্ব্বে এক সময়ে যে সমুদায় রমণীয় অরণ্য ও সুরভি সরোবর উপভোগ করিতেন, এক্ষণে গমন করিতে করিতে তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে রমণীয় বনমালায়, বিভূষিত হইয়া অতি বেগে ব্রজ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া অরিন্দম বলদেব পূর্ব্বের ন্যায় গোপগণের সহিত জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুসারে প্রীতিপূর্ণবচনে সম্ভাষণ করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। গোপগণের সহিত কথোপকথনে যেরূপ তাঁহাদের প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন সেইরূপ মধুরবাক্যালাপে গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। মধুরভাষী বৃদ্ধ গোপগণ বলরামকে পাইয়া কহিতে লাগিলেন, এই যে আমাদের বলদেব বহুকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। হে মহাবাহো যদুনন্দন! তোমার কুশল ত? বৎস রাম! আজ তোমাকে দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। রাম! তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত শত্রুভয়ঙ্কর হইয়া পুনরায় যখন আমাদের নিকট আসিয়াছ তখন আমাদের আনন্দের আর পরিসীমা নাই। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করা তোমাদের কর্ত্তব্যই হইতেছে। অথবা প্রাণি মাত্রেই জন্মভূমি দর্শনে প্রীত হইয়া থাকেন। যাহা হউক তোমার আগমন আমাদের নিতান্ত প্রার্থনীয়। অতএব তোমার সাক্ষাৎকার প্রাপ্তিতে আমরা দেবগণের নিকটেও সম্মান লাভের যোগ্য হইলাম। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তুমি মন্দবুদ্ধি নরপতিগণ ও দুরাত্মা কংসকে নিহত করিয়া স্বীয় মহিমাগুণে উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছ। সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তিমি নামক দৈত্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছ, গোমন্ত পর্ব্বতে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সহিত ঘোরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দরদ নামক মহীপতির প্রাণসংহার ও জরাসন্ধকে পরাজয় করিয়াছ, ঐ সময়ে তোমাদের দিব্যাস্ত্রলাভ, পরে করবীরপুরে ভূপাল শৃগালকে নিহত করিয়া তাহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও নাগরিক লোকদিগকে সান্ত্বনা করিয়া মথুরায় প্রবেশ করিয়াছ এই সমস্তই আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

এই সমুদায় কীর্ত্তি দেবগণেরও কীর্ত্তনীয়। এতদ্বারা পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত ও সমুদায় নৃপতিগণও তোমাদের বশীভূত হইলেন। অদ্য তোমার আগমন দর্শনে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সৌভাগ্যশালী হইলাম। অদ্য আমরা বন্ধুবান্ধবের সহিত যথার্থই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তদনন্তর রাম চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত গোপগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মগণ! সমস্ত যাদবগণ অপেক্ষা আপনারাই আমাদের প্রকৃত সুহৃৎ। এই স্থানেই আমাদের বাল্যকাল গত হইয়াছে। আপনাদের দ্বারাই আমরা পোষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, কে ইহার অপলাপ করিবে? আপনারা গৃহে রাখিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইয়াছেন, আমরাও গোবন রক্ষা করিয়াছি। সুতরাং আপনারা সকলেই আমাদের আজন্ম সুহৃৎ। হলায়ুধ রাম গোপগণকে এই কথা বলিলে তাহারা সকলেই পুনরায় নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

তদনন্তর মহাবল রাম বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমবয়স্ক গোপগণের সহিত বনবিহার আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে দেশকালাভিজ্ঞ গোপালগণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া মদিরা আনয়নপূর্ব্বক পানার্থ তাঁহাকে প্রদান করিল। তখন রামও বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া উহা পান করিলেন। তদনন্তর তাহারা সদ্যোবিকসিত বিবিধ রমণীয় কুসুম, ফল, নানা প্রকার পবিত্র উপাদেয় ভক্ষ্য সামগ্রী, অনাঘ্রাত পদ্ম, ও প্রস্ফুটিত উৎপল প্রভৃতি আনয়ন কুরিয়া

তাহাকে সমর্পণ করিলেন। মস্তকে কুটিলকুন্তলোপরি ঈষৎ বক্ত কিরীট শোভা পাইতেছে। এককর্ণে সুন্দরকুণ্ডল দোদুল্যমান রহিয়াছে। বক্ষঃস্থল. লম্বমান বনমালায় ও আর্দ্র চন্দনে বিভূষিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন কৈলাস পর্ব্বতোপরি মন্দরগিরি শোভা পাইতেছে। শুভ্রকান্তি রাম নবজলধর সদৃশ নীল বসন পরিধান করিয়া ঘোর তিমির বেষ্টিত শশীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। স্কন্ধাবসক্ত ভুজগাকৃতি লাঙ্গল ও হস্তাগ্রসংসক্ত প্রদীপ্ত মুষল দ্বারা শোভমান হইয়া বলিশ্রেষ্ঠ রাম মত্ততাবশতঃ বিঘূর্ণিতবদনে শীত সমাগমে নীহারক্লিষ্ট চন্দ্রমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি যমুনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহানদী যমুনে! আমি তোমার সহিত সহবাস বাসনা করি, শীঘ্র মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার নিকটে আগমন কর। যমুনা বলদেবের সেই মতাবস্থোচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীস্বভাব সুলভ মোহবশতঃ তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন না। তদ্দর্শনে বলদর্পিত মদমত্ত রাম ক্রোধে অধীর হইয়া ভূমি কর্ষণের নিমিত্ত অধোমুখ হইয়া হস্তে হলাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠাবসক্ত পদ্মমালা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। উহার পুষ্পকোষ হইতে রেণুমিশ্রিত রক্তবর্ণ মদজল ক্ষরিত হইতে লাগিল। বলদেব কূলে থাকিয়া হলগ্রভাগ দ্বারা প্রতিকূলচারিণী বনিতার ন্যায় মহানদী যমুনাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ আকর্ষণে যমুনার জলস্রোত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, মৎস্যাদি জলচর সকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যমুনা ভয়বিহ্বলা কামিনীর ন্যায় সঙ্কর্ষণ ভয়ে ভীত হইয়া হলকৃত পথের অনুসরণপূর্ব্বক বেগে বক্রগমনে আসিতে লাগিলেন। পুলিনদেশ ইহার নিতম্ব, তোয়তাড়ন কম্পিত রক্তোৎপল ইহার ওষ্ঠ, তীরান্ত বিস্তৃত ফেনপুঞ্জ ইহার মেখলা, তরঙ্গ সমুদায় শিরোমালা, চক্রবাক মিথুন উন্নত স্তন, গভীর বেগ বক্রাঙ্গ, সচকিত মৎস্যগণ ভূষণ, শুক্লহংস অপাঙ্গ, কাশকুসুম পট্টদুকূল, তীরজাত শৈবালরাশি কেশপাশ, জল ইহার স্খলিত গমন। এই সাগরগামিনী কুটিলাপাঙ্গী যমুনা বেগে আকৃষ্ট হওয়াতে প্রথমতঃ রাজমার্গে অনন্তর লাঙ্গলক্ষুণ্ন পথে উন্মার্গগামিনী হইয়া বৃন্দাবন বনমধ্যে নীত হইলেন। পদে পদে উন্মত্তার ন্যায় শ্রোতোবেগ স্খলিত হইতে লাগিল, এই সময়ে জলচর পক্ষিগণ চীৎকার করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন যমুনাই বৃন্দাবন বনমধ্যে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। এইরূপে বলদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রবাহিনী বৃন্দাবন মধ্যে আসিয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক বিনয়নম্রবচনে তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! প্রসন্ন হউন। আমি এই ব্যভিচার কার্য্যে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। আমার সলিলরাশি বিপরীত রূপ ধারণ করিয়াছে। হে মহাবাহো! আপনি আমাকে আকর্ষণবলে উন্মার্গগামিনী করিয়া নদীদিগের মধ্যে অসতী বলিয়া ঘৃণিত করিলেন। আমি যখন সাগরে গমন করিব তখন আমার সপত্নীগণ আমাকে অসতী বলিয়া ফেন-হাস্যে হাস্য করিবেন। হে বীর! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি সুপ্রসন্নমনে আমায় অভয় দান করুন। ক্রোধ সম্বরণ করুন, আমি আপনার হলাকর্ষণে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। আপনার মন প্রসন্ন হউক। হে হলায়ুধ! এই আমি আপনার চরণে নিপতিত হইলাম। এখন আমি যে পথে যাইব উহা নির্দ্দেশ করিয়া অনুগৃহীত করুন।

হলায়ুধ রাম সাগরবধু যমুনাকে প্রণামাবনতা দেখিয়া মদস্খলিত বাক্যে কহিলেন, হে প্রিয় দর্শনে! তুমি আমার এই হলাকৃষ্ট পথে জলপ্লাবন করিয়া যথেচ্ছ প্রদেশে গমন কর;

এইমাত্র আমার আদেশ। যাবৎকাল জগতে লোকস্থিতি থাকিবে তাবৎ আমার এই কীর্ত্তি অক্ষুন্ন থাকুক।

ঐ সময়ে সমস্ত ব্রজবাসিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা যমুনাকর্ষণ সন্দর্শন করিয়া বলদেবকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিতে লাগিলেন। বলদেবও সেই মহাবেগামিনী যমুনা ও বৃন্দাবনবাসী জনগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক চিন্তিত হৃদয়ে গন্তব্য স্থান নিশ্চয় করিয়া পুনরায় মধুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মথুরায় সমুপস্থিত হইয়া পুর প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন ভূলোক শ্রেষ্ঠ সনাতন মধুসূদন গৃহমধ্যে আসীন রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র রাম বনবালা-সুশোভিত বক্ষে পান্থবেশে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। প্রভু গোবিন্দ সত্বর প্রত্যাগত হলধারী অগ্রজকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন। পরে উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট হইলে, জনার্দ্দন তাঁহাকে ব্রজবাসী সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও গোধন প্রভৃতির কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি তাঁহাদিগের কল্যাণ ইচ্ছা কর তৎসমুদায়ের মঙ্গল। তদনন্তর উভয়ে পিতা বসুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক পুরাতন বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

১০৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এই অবসরে কতকগুলি বার্ত্তাবাহী দূত লোকপাল গৃহতুল্য কৃষ্ণের ভবনে উপস্থিত হইয়া নরপতিদিগের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এই সংবাদ প্রদান করিল। এই কথা শ্রবণে যাদবগণ তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া কৃষ্ণের সভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রধান প্রধান যদু বংশীয়গণ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে দূতগণ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন! অনেকে বলিতেছেন বিদর্ভ নগরে দাক্ষিণাত্য রাজ্যগণের এক মহা সমাগম হইবে। ভোজরাজ পুত্র রুক্মের আদেশানুসারে তথায় নানাদিগ্দেশ ও জনপদ হইতে সত্বর গমনে বহুতর নৃপতি গমন করিতেছেন। মনুজগণের কথায় স্পষ্ট শুনিলাম যে, রুক্মিরাজের ত্রিলোক বিখ্যাত রুক্মিণী নাম্নী এক ভগিনী আছেন। তাহারই স্বয়ম্বর উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্যই সমস্ত ভূপালগণ সৈন্য সামন্তের সহিত তথায় গমন করিতেছেন। হে যদুনন্দন! অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সমাধা হইবে। সিংহ শার্দ্দূল বিক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গগামী সর্ব্বদ। যুদ্ধপ্রিয় পরস্পর ঈর্ষাযুক্ত শত শত মহাত্মা নরপতিগণ কেহ অশ্বে, কেই হস্তীতে, কেহ রথে আরোহণ করিয়া ত্বরিত গমনে গমন করিতেছেন। এত অসংখ্য নরপতি যখন তথায় সমবেত হইবে তখন আমরা কেন নিরুন্দ্যম হইয়া বসিয়া থাকি; আমাদের অভিলাষ যে তথায় বিজয়ার্থ সসৈন্যে গমন করি।

এই বাক্য শ্রবণমাত্র কেশবের হৃদয়ে যেন শল্য বিদ্ধ হইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ যাদবসৈন্য লইয়া নির্গত হইলেন। প্রধান প্রধান যাদবগণও সমরলালসায় দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক বলদৃপ্ত দেবগণের ন্যায় গর্বিতভাবে গমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এক হস্তে গদা অন্য হস্তে চক্র ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে

চলিলেন। অন্যান্য যাদবগণ সূর্য্যপ্রভ কিঙ্কিণীজাল নিনাদিত রথে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ সময়ে তত্ত্বদর্শী গোবিন্দ উগ্রসেনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নৃপশাল আপনি আর্য্য বলদেবের সহিত পুরীমধ্যে অবস্থান করুন। নতুবা আমরা সকলে পুরী হইতে বহির্গত হইলে শূন্য পুরী পাইয়া ক্ষত্রিয়গণ জঘন্য সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উহার উৎপীড়ন করিতে পারে। তাহারা নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, ছিদ্রদর্শী ও বিলক্ষণ ছলগ্রাহী। কেবল আমাদিগেরই ভয়ে জরাসন্ধের অনুগত হইয়া স্বর্গবাসী দেবলোকের ন্যায় সুখে বাস করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণের ঐ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা ভোজরাজ স্নেহপূর্ণ বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে মহাবাহো! হে যাদবানন্দবৰ্দ্ধন কৃষ্ণ! এখন আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমরা তুমি ভিন্ন এই পুরীমধ্যেই হউক অথবা অন্য স্থানেই হউক, পতিহীনা রমণীর ন্যায় কুত্রাপি সুখে বাস করিতে সমর্থ নহি। তুমি আমাদের নিকটে থাকিলে তোমার ভুজবলচ্ছায় আশ্রয় করিয়া অন্যের কথা আর কি বলিব দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করি না। অতএব যেখানে যেখানে তুমি বিজয়ার্থ গমন করিবে সেই সেই স্থানে আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন কর। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তবে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই অংশয়িত চিত্তে করুন।

১০৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এই কথা বলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ আশুগামী রথে গমন করিয়া সেই দিনই যখন দিবসনাথ ভাস্কর সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিলেন সেই সময়ে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের রাজধানীতে সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় সমস্ত রাজগণ সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের শিবিরে ভূতল সমাকীর্ণ হইয়াছে। রঙ্গস্থল বিস্তৃত। তদ্দর্শনে তিনি উপভোগোপযোগী রাজসী মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন এবং নৃপতিগণের ত্রাসোৎপাদন ও স্বীয় পুরাতন মূর্ত্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহাবল বৈনতেয়কে স্মরণ করিলেন। চিন্তা করিবামাত্র বিনতানন্দন গরুড় কৃষ্ণ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সৌম্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। আগমন কালে তাহার পক্ষনিপাতবেগে ঘোর ঝটিকা উপস্থিত হইয়া সকলকে কম্পিত করিতে লাগিল। সমস্ত লোক ভয়ে ভাব ধারণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সকলেই উরগগণের ন্যায় অধোবদনে কাঁপিতে লাগিলেন। তৎকালে কৃষ্ণ অচলের ন্যায় স্থিরভাবে থাকিয়া ঐ সমুদায় উৎপাতিক ঘটনা অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং পতগরাজ গরুড়ের আগমন অবধারণ করিলেন। অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলেন গরুড় দিব্য চন্দনচর্চ্চিত মাল্যভূষণে ভূষিত হইয়া পক্ষপবনে ভূমণ্ডল পুনঃ পুনঃ কম্পিত করিতে করিতে আসিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে লেলিহমান উরগের ন্যায় অস্ত্র সমুদায় বিষ্ণুর হস্তস্পর্শ লালসায় অবনত মস্তকে লীন হইয়া রহিয়াছে। চরণে পাণ্ডুরবর্ণ পন্নগপতি আকৃষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার শরীর সুবর্ণ পক্ষে আবৃত, দেখিলে ধাতুমান অচলের ন্যায় প্রতীতি হয়। সেই অমৃতাহারী ভুজগেন্দ্রনাশন দৈত্যকুল-

বিত্রাসন ধ্বজরূপ-বাহন মন্ত্রণাসহায় বিপদবন্ধু ধৈর্য্যশীল স্বীয় অপর দেহ স্বরূপ গরুত্মান্‌কে দেখিয়া শ্রীমান্ মধুসূদন হৃষ্টচিত্তে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে খেচয়শ্রেষ্ঠ! বিনতা হৃদয়নন্দন প্রিয়বন্ধো! তোমার কুশল ত? আইস আমরা কৈশিকের ভবনে গমন করি, অদ্য তথায় থাকিয়া স্বয়ম্বর প্রতীক্ষা করিব। তথায় হস্তী, অশ্ব ও রথগামী শত শত মহাত্মা নরপতি সমবেত হইয়াছেন দেখিতে পাই। এই কথা বলিয়া মহাবাহু শ্রীমান কেশব মহাবল গরুড় ও যাদবগণকে সমভিব্যাহায়ে লইয়া মহাত্মা কৈশিকেয় গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গরুড় ও মহারথগণ সমভিব্যাহারে বিদর্ভ রাজধানীতে উপস্থিত হইলে অস্ত্রধারী মহাবল নৃপতিগণ মহা আহ্লাদে তথায় বাসার্থ উপক্রম করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এই সময়ে নীতিবিশারদ কৈশিক গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে অর্ঘ্য আচমনীয় প্রদান দ্বারা যথাবিধি সৎকার করিয়া পুরীমধ্যে লইয়া গেলেন। ইতঃপূর্ব্বেই কৃষ্ণের নিমিত্ত দিব্য গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল, অধুনা তিনি সবলে ভূতপতি মহাদেব যেমন কৈলাস পর্ব্বতে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তথায় প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ বিবিধ ভোজ্য বস্তু ও বিচিত্র রত্নে সজ্জিত ছিল; কৃষ্ণ তথায় অর্চ্চিত হইয়া পরম প্রীতমনে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

১০৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! সমবেত নৃপতিবর্গ বৈনতেয়সহায় গোবিন্দ তথায় সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই চিন্তাবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদ মন্ত্রণাকুশল ভীমবিক্রম রাজন্যগণ মিলিত হইয়া দেবসভার ন্যায় রমণীয় সুবর্ণ সমুদ্ভাসিত ভীষ্মক সভায় উপস্থিত হইয়া বিচিত্র আস্তরণযুক্ত পরম মনোহর সিংহাসনে সমাসীন হইলে তম্মধ্যে দীর্ঘবাহু মহাবল জরাসন্ধ দেবসভায় দেবেন্দ্রের ন্যায় নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাগ্মিবর ভূপালগণ! হে মহামতি ভীষ্মক! আমি স্বকীয় বুদ্ধি অনুসারে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই যে কৃষ্ণনামে বিখ্যাত বলরাম বসুদেবতনয়, বৈনতেয় ও মহাতেজা যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কন্যালার্থ এখানে আগমন করিয়াছেন, ইনি অবশ্যই কন্যাপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। এক্ষণে এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহার অবধারণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই মহাবীর্য্য বসুদেবতনয়দ্বয় ইতঃপূর্ব্বে গোমন্ত পর্ব্বতে বৈনতেয় সহচর না থাকিলেও পদচারী হইয়া যে ঘোরতর যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। সম্প্রতি মহারথ যাদব, ভোজ ও অন্ধকদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে যে কিরূপ যুদ্ধ ঘটনা হইবে, তাহাও সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। বিশেষতঃ বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ যখন গরুড়াসনে আসীন হইয়া কন্যাপ্রাপ্তির জন্য সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইবেন, তখন কোন্ বীর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে? অধিক কি, সুরগণ সমাবৃত ইন্দ্রও সে সময়ে সমর্থ নহেন। শুনিতে পাই পূর্ব্বে এই পৃথিবী ঘোর একার্ণবে পাতাল তলে নিমগ্ন হইলে মহা প্রভাবশালী সেই আদিদেব বিষ্ণু বরাহরূপ অবলম্বন করিয়া উহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যাক্ষকেও সেই মুক্তিতে সংহার করেন। যে মহাবল পরাক্রান্ত

হিরণ্যকশিপু দেবতা, দানব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ,রাক্ষস ও নাগগণে অবধ্য ছিল। কি আকাশ কি পৃথিবীতল কি রাত্রি কি দিন কি শুষ্ক কি আদ্র ইহার মধ্যে কোন স্থানে বা কোন সময়ে যাহার বিনাশ ছিল না, ত্রিলোকমধ্যে কেহই যাহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই, তাহাকেও সেই বিষ্ণু নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিনাশ করিয়াছেন। অন্য এক সময়ে তিনি বামনরূপে কশ্যপ গৃহে অদিতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অদ্বিতীয় বলশালী বলিকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া পাতাল তলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়ের বরপ্রসাদে রণস্থলে সহস্রবাহু লাভ করিয়া বরদর্পে দর্পিত হইয়া উঠিলে, ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে সেই বিষ্ণুই রেণুকাগর্ভস্যুত জমদগ্নিতনয় রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া বজ্রকল্প একমাত্র পরশু প্রভাবে সপ্ত দ্বীপের আধিপত্য গ্রহণপূর্ব্বক সেই হৈহয়রাজকে নিহত করেন। অতঃপর ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথতনয় রামরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী রাবণকেও বিনাশ করেন। সত্যযুগে তারকাসুর সংগ্রামে অষ্টভুজ সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপেই অবতীর্ণ হইয়া গরুড়বাহনে বরলাভদর্পিত সমস্ত অসুরগণকে শমন সদনে প্রেরণ করেন। যাহার ভয়ে দেবগণও সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন, সেই দৈত্যপতি কালনেমিকে সূর্য্যপ্রভ চক্র দ্বারা নিপাত করেন। তদ্ভিন্ন ইনি সময়ে সময়ে বনেচর মহাবল পরাক্রান্ত কত কত অসুরগণকে যে সংহার করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। এই বসুদেবতনয় কৃষ্ণও বাল্যকাল হইতে প্রলম্ব, অরিষ্ট ধেনুক, শকুনি, কেশী, যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় কুবলয়াপীড় নামক গজ, চাণূর, মুষ্টিক ও বলবান কংসকে সগণে গোপবেশে অনায়াসে নিপাত করিয়াছেন। এরূপে অনেক দৈত্য দানব যাহারা ছদ্মবেশে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট সমাগত হইয়াছে তাহারাই শমন ভবনের পথিক হইয়াছে। সেই জন্যই আমি আপনাদের হিত কামনায় বলিতেছি যে, ইনি অবশ্যই অসুরান্তক বিষ্ণু হইবেন। ইনিই নারায়ণ, জগদ্‌যোনি, পুরাণ পুরুষ, সর্ব্বভূতের স্রষ্টা, স্থূল ও সূক্ষ্ম, নিত্য পদার্থ, সর্ব্বলোকের অনধিগম্য এবং সর্ব্ব জগতের নমস্কৃত। ইহার আদি নাই অন্ত নাই ও মধ্যও নাই। ইনি ক্ষর ও অক্ষর এবং অবিনাশী। ইনিই স্বয়ম্ভূ, অজ ও স্থাণু। ইনি চরাচর নিখিল বিশ্বের অজেয়। ইনি ত্রিবিক্রম ও ত্রিলোকনাথ। দেবরাজ ইন্দ্রের শক্রবিনাশন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে সেই জগৎপতি আদিদেবই মথুরায় রাজ চক্রবর্ত্তীদিগের অতি বিস্তীর্ণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা পতঙ্গরাজ গরুড় ইহার বাহন হইবেন কেন? বিশেষ জনার্দ্দন ক্যালার্থ সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলে কোন্‌ বলবান পুরুষ গরুড়ের সম্মুখে অবস্থান করিতে সাহসী হইবেন? স্বয়ম্বরের নিমিত্ত বিষ্ণু স্বয়ং আগমন করিয়াছেন এবং ইহার আগমনই বিশেষ অনর্থের হেতু বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব আমার যাহা বক্তব্য বলিলাম, এক্ষণে আপনারা অনন্তর কর্ত্তব্য চিন্তা করুন।

মহারাজ! মগধাধিপতি জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে মহাপ্রাজ্ঞ সুনীথ কহিলেন, এই মহাবাহু মগধ মহীপতি সমস্ত ভূপাল সমক্ষে যাহা কহিলেন, তাহাই যথার্থ। গোমন্ত পর্ব্বতে রাম ও কৃষ্ণ অতি দুষ্কর কার্য্যই সমাধা করিয়াছেন। হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিসঙ্কুল সমরে তাঁহাদের চক্র ও লাঙ্গলানলে অগণ্য সেনা দগ্ধ হইয়াছে। সেই জন্যই এই মগধরাজ ভাবী বিষয় চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিতেছেন। রাম ও কৃষ্ণ পদচারী হইয়া সময়ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে যখন অসংখ্য সেনাক্ষয় দুর্নিবার্য্য, তখন গরুড় সহায়

হইলে যে কি হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। নরপতিগণ! সমাগত সুপর্ণের পরাক্রমও আপনাদের অবিদিত নাই। আগমনকালে ইহার পক্ষবেগ পবনে খেচরগণ উদ্ধত হইয়া বেগে পরিভ্রমণ করিয়াছে, সমুদ্র ক্ষুভিত পর্ব্বত বিচলিত পৃথিবী বারম্বার কম্পিত হইয়াছে। কিন্তু বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল বলিয়া আমরাও চকিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। যখন এই কেশব যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া গরুড় বাহনে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন তখন কিরূপে মাদৃশ লোকে উহার সম্মুখীন হইতে পারিবে? এই স্বয়ম্বরপ্রথা রাজাদিগের নিরতিশয় আনন্দকর বস্তু। সেই জন্যই পুরাতন রাজর্ষিগণ যশ ও ধর্ম্মমূলক এই স্বয়ম্বরবিধির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অদ্য যেমন বিদর্ভ নগরে সেই স্বয়ম্বরোপলক্ষে ক্ষিতিপতি সমাজের সমারোহ, সেইরূপ আবার ঘোরতর সংগ্রামেরও সম্ভাবনা হইয়াছে। যদি এই নৃপদুহিতা স্বয়ম্বর বেশেসভায় উপস্থিত হইয়া নৃপতিমণ্ডলী মধ্যে অন্য কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করেন, তবে কোন বীর কৃষ্ণের ভুজবীর্য্য সহ্য করিয়া রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন? সুতরাং অদ্য এই স্বয়ম্বর মহোৎসবে একটা বিষম দোষই সংঘটিত হইল বলিতে হইবে। এক কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষে কৃষ্ণ ও নরপতিসমাজ আমরাও আগমন করিয়াছি। ফলতঃ এক কন্যার নিমিত কৃষ্ণের আগমন শুনিয়া আমাদের আগমন সর্ব্বথা গর্ত্তই হইয়াছে। অতএব মগধপতি যাহা বলিলেন তাহাই সঙ্গত।

১০৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! মহাত্মা সুনীথ এই কথা বলিলে করুষাধিপতি দন্তবক্র কহিতে লাগিলেন, মহীপতিগণ! মগধেশ্বর জরাসন্ধ ও ধীমান্ শিশুপাল যাহা কহিলেন, উহা আমাদের পক্ষে শ্রেয়োজনক ও যুক্তিযুক্ত। আমি বিদ্বেষ, অহঙ্কার বা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া এ বাক্যের প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কারণ এই রাজ সভায় নীতিশাস্ত্রসঙ্গত সমুদ্রের ন্যায় নিতান্ত দুরবগাহ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতে পারে এরূপ লোক নিতান্ত বিরল। কিন্তু আমি আপনাদিগের স্মরণার্থ যাহা কিছু বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন। বাসুদেব এই স্বয়ম্বর সভায় যে আগমন করিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যেমন আমরা আগমন করিয়াছি, তিনিও সেইরূপ সমাগত হইয়াছেন। অতএব এক কন্যার নিমিত্ত তাঁহার ও আমাদের যুগপৎ আগমনে কোনরূপ দোষ অথবা গুণ দেখিতে পাইতেছি না। আর গোমন্ত পর্ব্বতে যেমন আমরা সমবেত হইয়া উহার অবরোধ করিয়াছিলাম, কৃষ্ণও সেইরূপ বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই কিরূপে তাঁহার দোষ বলিতে পারেন? ঐ বীরদ্বয় কংসকে মুগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্দাবনবনে বাস করিতেছিলেন। তৎপরে দেবর্ষি নারদের বচনানুসারে কংস তাঁহাদিগের বিনাশ সাধনার্থই বৃন্দাবন হইতে আহ্বান করেন। তদনন্তর নাম ও জনার্দ্দন কংসালয়ে উপস্থিত হইলে কুবলয়াপীড় হস্তী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহারাও তৎক্ষণাৎ হস্তীকে বিনাশ ও তদ্বারা উত্তেজিত হইয়া রঙ্গসাগরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় বীর্য্যবত্তা প্রভাবে ভয়বিহ্বলচিত্ত সুতরাং গতাসুর ন্যায় সমাসীন মথুরাপতি কংসকে সগণে বিনাশ করিয়াছেন। আমরা বয়োজ্যষ্ঠ হইয়া এ বিষয়ে কিরূপে তাহাদের উপর দোষারোপ

করিতে পারি? পরে আমরা এই রাজা জরাসন্ধের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া মথুরা অবরোধার্থ সমাগত হইলে আমাদের অধিক বল দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণ স্বীয় সৈন্যবল ও নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে গোমন্ত পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমরাও আবার তথায় তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহারা অপ্রাপ্ত ব্যবহার ও পদচারী। আমরা হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতি বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলাম। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ হইল; কিন্তু যখন তাহারা অগ্রসর হইলেন না তখন আমরা ধর্ম্মানুসারে অগ্নিপ্রদান দ্বারা পর্ব্বতকেই প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিই। যদি সেই ভয়ঙ্কর দাবানলমধ্যে থাকিয়া অসহায় বালকদ্বয় দগ্ধ হইয়া যাইত, তাহা হইলে ত' কোন কথাই ছিল না। তাই যখন হয় নাই প্রত্যুত সে যুদ্ধে আমরাই পরাস্ত হইয়া আসিয়াছি, তখন যেখানে যেখানে আমরা উপস্থিত, সেই সেই স্থানে কৃষ্ণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? অতএব এক্ষণে কৃষ্ণের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। তিনি যে এই বিদর্ভ নগরে যুদ্ধের নিমিত্তই আগমন করিয়াছেন তাহা নহে। কন্যার নিমিত্ত আসিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা কি? এই মর্ত্য লোকে তিনি একজন প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তিনি পুরুষপ্রধান, দেবলোকেও তিনি দেবেশ। অধিক কি তিনি দেবলোক প্রভৃতি সমস্ত জগতের স্রষ্টা। দেবলোকের মধ্যে মূর্খতা ঈর্ষা ও মৎসরতা প্রভৃতি কিছুই নাই। তাঁহারা অল্পেই বিস্মিত বা অবসন্ন হন না। বিশেষতঃ বিপন্ন লোকের বিপদুদ্ধার করা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই যে দেবাদিদেব সর্ব্ব দেবময় প্রভু কৃষ্ণ গরুড় বাহনে এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহা কেবল স্বয়ম্বরচ্ছলে আত্মস্বরূপ প্রকাশার্থই, নতুবা আর কোন উদ্দেশ্য নাই। শত্রু বিনাশের নিমিত্ত কৃষ্ণ কখন সেনা সমভিব্যাহারে গমন করেন না। যখন ইনি যাদব, ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছেন, তখন এ যাত্রায় আমাদের প্রীতি সাধনই উদ্দেশ্য হইবে। অতএব হে নরাধিপগণ! চলুন আমরা অর্য্য ও আচমনীয় প্রদান করিয়া ইহার অতিথি সৎকার করি। এইরূপে ইহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে আমাদের আর কোন ভয় উদ্বেগ বা কোনরূপ চিন্তা থাকিবে না।

ধীমান দন্তবক্রের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর শাল্ব ভূপালগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহীপালগ ! আমাদের এত ভয় করিবার কি কারণ উপস্থিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না। কি জন্যই বা আমরা কৃষ্ণের ভয়ে কম্পিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে যাইব? পরের প্রশংসা ও আত্মবলের নিন্দাবাদ করা ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী নরপতিগণের ধর্ম্মও নহে। মহৎ রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাপুরুষের মত এরূপ দুর্ব্বদ্ধিই বা উপস্থিত হইতেছে কেন? আমি জানি যে কৃষ্ণ দেবাদিদেব, প্রভু সনাতন, সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, নারায়ণপরায়ণ, বৈকুণ্ঠ, ত্রিলোকমধ্যে অজেয়, চরাচরগুরু হরি এবং সর্ব্বলোক নমস্কৃত। কেবল কংস ও আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ভূভার হরণ ও লোক সংরক্ষণের নিমিত্তই তিনি দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অংশাবতারে ইহার কার্য্যকলাপও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। ইহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে চাক্রানলে দগ্ধ হইয়া যে আমাদিগকেও যমসদনে গমন করিতে হইবে তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই। হে রাজেন্দ্রগণ! আমি ইহাও জানি যে সকলেরই কালে আয়ুক্ষয় হয়,

তাহা কাহারও রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। অতএব অকালে কাহারও মৃত্যু হয় না, কিন্তু আবার কাল উপস্থিত হইলেও কে জীবিত থাকিতে পারেন না। ইহাই নিশ্চয় জানিয়া কোনরূপেই কাহার ভয় করা উচিত নহে। সেই যোগবিৎ ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যেন্দ্রগণের তপক্ষয় সন্দর্শন করিয়া যথাকালেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সেই দেবাদিদেব অবধ্য বিরোচনপুত্র বলবান্ বলিকে বন্ধ করিয়া পাতালবাসী করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ অন্যান্য কার্য্যও অনেক আছে। অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ ঘটিবে বলিয়া আর বিচারের আবশ্যকতা কি? কৃষ্ণের আগমন কিছু সংগ্রামের নিমিত্তও নহে। কন্যা যাঁহাকে বরণ করিবেন সে তাঁহারই হইবে। এ বিষয়ে আর যুদ্ধ কি? বরং আমাদের আহ্লাদের বিষয়ই বলিতে হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি নরপতিগণ এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ ভীস্মক স্বীয় পুত্রের জন্য এ বিষয়ে কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাবীর্য্য মদোন্মত্ত আমার পুত্র নিতান্ত উগ্রস্বভাব, অতিরথ ও রণাভিমানী। সে পরশুরামের অস্ত্রবলে অভিরক্ষিত হয় বলিয়া পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করে না। সুতরাং সে কৃষ্ণের প্রতাপ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। তাহা হইলেই যে সে কৃষ্ণ বীর্য্যে আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণবিদ্বেষী অত্যন্ত অভিমানী আমার পুত্র যে এবারে কৃষ্ণের হস্ত হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারিবে তাহার উপায় দেখিতেছি না। এক কন্যার নিমিত্ত পিতৃলোকের আনন্দ বর্দ্ধন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কি রূপেই বা কেশবের সহিত যুদ্ধ করিতে দিই। মূঢ় মদগর্ব্বিত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ আমার পুত্র কখনই কৃষ্ণের নিকটে অবনত হইবে না। সুতরাং অনল মুখে তুলরাশির ন্যায় কৃষ্ণের ক্রোধানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। করবীরেশ্বর মহীপতি শৃগাল অদ্বিতীয় বীর্য্যশালী ছিলেন। তিনিও চিত্রযোধী কৃষ্ণের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছেন। বলবান্ শ্রীমান্ কৃষ্ণ বৃন্দাবন বাসকালে গোবর্দ্ধন গিরিকে অনায়াসে উৎপাটিত করিয়া সপ্তাহকাল একহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের সহিত স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে অভিষেক ও উপেন্দ্র নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যমুনাহ্রদে বিষাগ্নি জ্বালা জ্বলিত কালান্তক যমোপম কালিয় নাগকে দমন করিয়াছেন। হয়রূপী মহাবীর্য্য দৈত্যপতি কেশীকে নিহত করিয়াছেন। এই কেশীকে দেবগণও পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সান্দীপনির পুত্র বহুকাল পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছিল, কৃষ্ণ সাগরজলে প্রবেশ করিয়া পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বিনাশ পূর্ব্বক যমালয় হইতে সেই মুনি পুত্রের উদ্ধার করেন। গোমন্ত পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ মনে হইলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই যুদ্ধে অসংখ্য রাজা, হস্তী, অশ্ব, রথ ও সৈন্যের সমাগম হয়, কিন্তু একমাত্র মহাবীর্য্য কৃষ্ণ বলরামকে সহচর করিয়া গজপ্রহারে গজগণ, রথ প্রহারে রথী ও রথবৃন্দ, সাদিপ্রহারে সাদিদল, চরণপ্রহারে পদাতি সকল একবারে ধ্বংস করিয়া ছিলেন। কি দেবতা, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি নাগগণ, কি দৈত্য, কি পিশাচ, কি গুহ্যক কেহ কখন এরূপ ঘোরতর গজ-অশ্ব ও রথ সংক্ষয় করিতে পারেন নাই। একমাত্র বাসুদেব ভিন্ন এরূপ ক্ষমতাপন্ন লোক মর্ত্যলোকে অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব।

মহাবাহু দ্যুতিমান দন্তবক্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য ও শ্রেয়ো জনক। আমি সেই মহাবীর্য্য কেশবকে সান্ত্বনা করিয়া যাহা পারি করিতে চেষ্টা করির।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! মহারাজ ভীষ্মক এইরূপে উভয় পক্ষের বলাবল চিন্তা করিয়া অবশেষে কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে বলিয়া অবধারণ করিলেন। অন্যান্য নীতিবিশারদ নরপতিগণও নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সভাভঙ্গসূচক বন্দিগণের স্তুতিপাঠ আরম্ভ হইল। তখন তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব বিশ্রামভবনে উপবিষ্ট হইলে পূর্ব্বপ্রেরিত দূতগণ আসিয়া স্ব স্ব নৃপতি গোচরে কৃষ্ণের অভিষেকবার্ত্তা নিবেদন করিল। কৃষ্ণের অভিষেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভূপতি সমাজের মধ্যে কেহ হৃষ্ট কেহ বা বিষ ও কেহ কেহ উদাসীনভাবে রহিলেন। মহীপতিগণ এই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ক্ষুব্ধ মহার্ণবের ন্যায় একবারে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তখন ভূপতিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মক নরপতি সমাজের অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভেদ অবলোকনে স্বকৃত ব্যতিক্রম চিন্তা করিয়া নিতান্ত দীনমনে তাঁহাদিগের প্রবোধ দিবার জন্য নৃপতিসমাজে গমন করিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রদূত কৈশিক সমীপে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রদত্ত লিপি প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে নৃপতি সাগরে প্রবেশ করিলেন।

১০৭তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! দেবদুর্জ্জয় মহাবীর্য্য কংসকে নিহত করিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ সয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত ও নৃপাসনে আসীন হইলেন না। কন্যার্থী হইয়া রাজসভায় আগমন করিলে কেহ তাহাকে অতিথিসৎকারোচিত অভ্যর্থনা করিলেন না। তথাপি তিনি ঈদৃশ অপমান কি জন্য সহ্য করিলেন? বিনতানন্দন গরুড়ও স্বয়ং মহাবল পরাক্রান্ত, তিনিই বা কি জন্য স্বীয় প্রভুর তাদৃশ হতাদর উপেক্ষা করিয়া রহিলেন? ইহা শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বৈনতেয় সহচর কৃষ্ণ বিদর্ভনগরীতে উপস্থিত হইলে। তাঁহাকে দেখিয়া মহামতি কৈশিক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্য কি আশ্চর্য্য দর্শনই সন্দর্শন করিলাম। ইহার দর্শন প্রাপ্তিতে আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষয় হইল। এই কমললোচন দেব দেব জনার্দ্দন কৃষ্ণ অপেক্ষা সৎপাত্র ত্রিলোকমধ্যে আর কে আছে? অতএব সেই সমাগত কৃষ্ণের কিরূপে অতিথি সৎকার করিব? সৎপাত্র লাভ করিয়া দান না করিলে ধর্ম্মলোপ হয়। ক্রথ ও কৈশিক ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্বীয় রাজ্যই প্রদান করিবেন স্থির করিয়া কেশব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই বিদর্ভাধিপতি বীরবর মহাত্মা ক্রথ ও কৈশিক উভয়েই ভক্তিভাবে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি আমাদিগের গৃহে আগমন করাতে অদ্য আমাদের জন্ম সফল ও জগদ্‌বিখ্যাত কীর্ত্তিলাভ হইল। আমাদের পিতৃলোক তৃপ্ত হইলেন। হে প্রভো! দেবেন্দ্র আপনাকে উপেন্দ্র পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, আমরাও আপনাকে অদ্য আমাদের রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। ছত্র, চামর, ব্যজন, ধ্বজ, সিংহাসন, বল, ধনপূর্ণ কোষ ও পুরী এবং

আমরা পর্য্যন্ত এ সমস্তই আপনার। আমরা যাহা করিলাম অনেক রাজা কিম্বা মহারাজ সন্ধই হউক কেহই ইহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধ আপনার বিষম শত্রু। কারণ তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন কৃষ্ণ কখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই, তাঁহার রাজ্যও নাই, তবে কিরূপে আমাদের রাজ্যমণ্ডলী মধ্যে উপবেশন করিবেন? তিনি স্বয়ংও অত্যন্ত অভিমানী মহাবীর্য্য ও বিষম তেজস্বী। সুতরাং তিনি কখন কন্যার নিমিত্ত স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন না। ভূপতিগণ স্ব স্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে মহা তেজস্বী কৃষ্ণ কিরূপে নীচ আসনে উপবেশন করিবেন? এই কথা শুনিয়া মহীপতি ভীষ্মক অনেক চিন্তার পর আমাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বিগ্রহ শান্তির মানসে আপনার বিশ্রামের নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি দেবগণেরও দেবতা এবং সর্ব্বলোক নমস্কৃত। সম্প্রতি মর্ত্যলোকে এই মানুষ সমাজে আপনি রাজপদ গ্রহণ করুন। তাহা হইলে মনুজেন্দ্রসমাজে আর যেন আপনার আসন প্রাপ্তির কোন আপত্তি না থাকে। আপনি এই বিদর্ভ নগরেই সমস্ত রাজ্যগণের উপর আধিপত্য করুন। হে মহাদ্যুতে! কল্য প্রভাতে আপনি শুভ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন। অদ্য আপনাকে যথাবিধি সংযমনক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকিতে হইতেছে। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে সমস্ত নরপতিগণকেই আপনার এই অভিষেকোৎসবে আসিতে হইবে।

মহাত্মা ক্রথ ও কৈশিক উভয়ে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সুরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া প্রণতি পুরঃসর রাজ্যগণ সমাবৃত সভামধ্যে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ দেবদূতের আগমনবার্ত্তা উল্লেখ করিলেন। পরে ইন্দ্র-সন্দেশ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, হে নরপতিগণ! বৈনতেয়সহচর ভগবান হরি অতিথিবেশে বিদর্ভ নগরীতে উপস্থিত হইয়াছেন ইহা আপনারা অবগত আছেন। সৎপাত্র উপস্থিত হইলেন দেখিয়া ধর্ম্ম হেতু বাসুদেবকে স্বরাজ্য প্রদত্ত হইয়াছে। তদনন্তর 'এই আসনে উপবেশন করুন' এই কথা বলিবামাত্র আকাশচারী কোন এক অলক্ষ্য মুর্ত্তি দেবদূত বলিয়া উঠিলেন, রাজন! আপনার উপভুক্ত আসন প্রভুকে প্রদান করিবেন না। ইহাঁর নিমিত্ত সর্ব্বরত্নভূষিত এই স্বর্ণময় দিব্য সিংহাসন বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রস্তুত করাইয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রেরণ করিয়াছেন। চরাচর নমস্কৃত দেবদেব হরিকে এই আসনে উপবেশন করাইয়া সমস্ত রাজগণ সমক্ষে অভিষিক্ত কর। যে সকল নরপতি কন্যা লাভের প্রত্যাশায় বিদর্ভ নগরে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ এই অভিষেক সমাজে উপস্থিত না হন, তিনি কৃষ্ণের বধ্য বলিয়া অবধারিত হইবেন। রাজরাজেশ্বর মহাত্মা ধনপতি কুবেরের কাঞ্চনময় নিধিসম্ভূত দিব্য অষ্ট কলস রাজগণে পরিবৃত হইয়া রাজাধিরাজ কৃষ্ণের অভিষেক প্রতীক্ষা করিতেছে। হে নরাধিপগণ! দেবরাজ ইন্দ্রের এই আদেশ আমি উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে আপনারা লিখিত পত্র দ্বারা সমস্ত ভূপতিবর্গকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণের অভিষেক কার্য্য সমাধা করুন।

হে নরপতিগণ! দেবদূত এই সমস্ত কথা বলিয়া কৃষ্ণের অভিষেকার্থ বালার্ক সদৃশ সিংহাসন প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। এক্ষণে আমি বলিতেছি, আপনারা যে যে এখানে সমাগত হইয়াছেন সকলেই কৃষ্ণের অভিষেক দর্শনার্থ আগমন করুন। ইন্দ্র স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন উহা কদাচ লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ নভোমণ্ডল হইতে সুবর্ণ

কলস সমুদায় স্বয়ংই কৃষ্ণের মস্তকে বারিধারা বর্ষণ করিবে; ঈদৃশ একান্ত দুর্লভ ও নিতান্ত অদ্ভুত কৃষ্ণাভিষেক সন্দর্শন করিলেও আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষয় হইবে। অতএব শঙ্কা পরিহার করিয়া আপনারা সকলেই আগমন করুন। আপনাদের নিমিত্ত আমি কৃষ্ণের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়াছি। তিনি কখন কাহার সহিত বৈরভাব অবলম্বন করেন না। তিনি অত্যন্ত সরলস্বভাব ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। বিশেষ মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত তাঁহার যে কোন বৈরভাব বদ্ধমূল আছে ইহা ' কোনরূপে উপলব্ধি হইল না। সম্প্রতি এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয় আপনারা অবধারণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! নরপতিগণ কৈশিকের এই সমুদায় বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন, এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শাসনানুসারে দেবদূত চিত্রাঙ্গদ অলক্ষ্য মুর্ত্তিতে পুনরায় জলদগম্ভীরস্বরে আকাশ হইতে কহিতে লাগিলেন, হে রাজেন্দ্রগণ! ত্রিলোকনাথ ইন্দ্র তোমাদিগের হিতকামনা ও প্রজাপালনের নিমিত্ত আদেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিয়া বাস করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে না। কৃষ্ণেতে প্রীতি আধান করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে পরম সুখে বাস কর। কৃষ্ণ প্রণত জনের সর্ব্বসন্তাপনাশক, আবার তাহার সহিত বৈরভাব আশ্রয় করিলে তিনি তাঁহার কালানল স্বরূপ হইয়া উঠেন। অতএব তাঁহার সহিত প্রণয় রাখিয়া নিরুদ্বেগে সর্ব্বত্র বিহার করিয়া বেড়াও। নরপতি সকল প্রকৃতিবর্গের, সুরগণ নৃপতিদিগের, ইন্দ্র দেববর্গের প্রভু, জনার্দ্দন সেই ইন্দ্রের দেবতা। সেই প্রভু বিষ্ণুই এই মানুষ লোকে নররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেশব নামে পরিচিত হইয়াছেন। ত্রিভুবনমধ্যে দেব দানব ও মানুষের কথা আর কি বলিব, কার্ত্তিকেয়সহচর ভগবান শূলপাণিও ইহাঁকে রণে পরাস্ত করিতে পারেন না। অতএব তোমরা দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা কেশবের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন কর। ইহা অপেক্ষা অভিলষণীয় পদার্থ আর কি হইতে পারে? রাজেন্দ্রগণের অভিষেক কার্য্যে নৃপতিদিগেরই অধিকার, সুতরাং বিদর্ভ নগরে ক্রথ কৈশিকসহ মিলিত হইয়া কৃষ্ণের অভিষেক তোমাদেরই বিধেয় হইতেছে। আর কৃষ্ণের সহিত প্রীতি সংস্থাপনের এই প্রকৃত অবসর। এই ভাবিয়া ভগবান্ মহেন্দ্র তোমাদিগের নিকট আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বিদর্ভনগরে অভিষিক্ত হইবেন ইহা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে। এই অভিষেকার্থ ক্রথ ও কৈশিক উভয়ে প্রস্তুত রহিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া অভিষেক মহোৎসব সমাপনপূর্ব্বক পুনরায় হৃষ্টান্তঃকরণে স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিবে। স্বয়ম্বর সভা একবারে শূন্য করিবারও আবশ্যকতা নাই। জরাসন্ধ, শিশুপাল, মহারথ রুক্মবান ও শাল্ব এই চারিজন নরপতি স্বয়ম্বরসভায় অবস্থান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! চিত্রাঙ্গদ সমীপে এই সমুদায় ইন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কৃষ্ণের নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন। তদনন্তয় তাঁহারা ধীমান্ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহীপতি ভীষ্মককে অগ্রে করিয়া যাত্রা করিলেন। মহাবাহু ভীষ্মক স্বীয় বলে পরিবৃত হইয়া উৎকণ্ঠিতচিতে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। দূর হইতে দেখিতে পাইলেন কৈশিক ভবনে কৃষ্ণের অভিষেকার্থ দেবসভা ধ্বজা পতাকায় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ সভা দিব্যরত্নপ্রভায় উদ্ভাসিত, পরম সুন্দর মাল্যদামে সুশোভিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যে সর্ব্বস্থান আমোদিত করিয়াছে। চতুর্দ্দিক বিমান যানে পরিবৃত

রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মুনিগণ আকাশে থাকিয়া চতুর্দ্দিকে গান করিতেছেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিপাঠ করিতেছেন। দেবদুন্দুভি সকল আপনা হইতেই বাজিতেছে। দেবগণ অম্বরতল হইতে পঞ্চাঙ্গ গন্ধচূর্ণ চতুর্দ্দিকে বিকিরণ করিতেছেন। অষ্ট দিক্‌পাল উপাবন হস্তে স্ব স্ব অধিকৃত দিগ্বিভাগে থাকিয়া কখন স্তোত্রপাঠ, কখন বা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। নরপতিগণ দূর হইতে তুমুল কোলাহল শুনিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে সকলেই সভা প্রবেশ করিলেন। মহাতেজা কৈশিক নরপতিগণকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়া পশ্চাৎ সভামধ্যে লইয়া গেলেন। নরপতিগণ আগমন করিয়াছেন এই সংবাদ কৃষ্ণের নিকট প্রদান করিলে শ্রীমান্ হরি সর্ব্বমঙ্গলে চর্চ্চিত হইয়া বহির্গত হইলেন। তদনন্তর সেই আকাশস্থিত সহকার সমন্বিত চেলকণ্ঠ দিব্যকলস সলিলবর্ষী জলদের ন্যায় কৃষ্ণের মস্তকে জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ কৈশিকও কাঞ্চন, রত্ন দিব্যমালা ও গন্ধচূর্ণ বিমিশ্রিত জলে কৃষ্ণকে যথাবিধি রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে সমস্ত নরেন্দ্রগণ সমক্ষে বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত হইয়া দিব্য আভরণ, দিব্য বস্ত্র, দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধানুলেপনে সংকৃত হইয়া ভগবান্ জনার্দ্দন রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক স্বীয় আসনে আসীন হইলেন। যাদব ও বিদর্ভবাসী নৃপতিগণ তাঁহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কামরূপী বলবান্ বৈনতেয় মানুষাকৃতি ধারণ করিয়া কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্রথ, কৈশিক ও সাত্যকি প্রভৃতি মহারথগণ এবং বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় মহারথগণ দেবগণের আদেশ অনুসারে বামপার্শ্বে আসীন হইলেন। শ্রীমান্ কৃষ্ণ ভাস্কর প্রতীম দিব্যাস্তরণ সমাস্তীর্ণ সিংহাসনে সুখে উপবিষ্ট হইলে দেবগণপরিবৃত, শচীপতির ন্যায় ভূপতিগণ তাহাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে সচিব নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী বাগ্মিবর কৈশিক কৃষ্ণকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! এই সমস্ত মহীপালগণ অজ্ঞানবশতঃ সামান্য মানুষ বিবেচনা করিয়া অপরাধী হইয়াছেন, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন কৈশিক। এক দিনের নিমিত্তও কাহার প্রতি আমার বৈরভাব নাই। বিশেষ ক্ষধর্ম্মাশ্রিত নরেন্দ্রগণের যুদ্ধই একান্ত কর্ত্তব্য ও পরমধর্ম্ম, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়াতে বরং অধর্ম্মই আছে। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি আমার কোপ করিবার কি কারণ হইতে পারে? যাহা অতীত হইয়াছে তাহার আর উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, যাহারা মরিয়াছেন তাহারা স্বর্গবাস আশ্রয় করিয়াছেন। মর্ত্ত লোকের ধর্ম্মই এই জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। সেই জন্য মৃত ব্যক্তির প্রতি শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক এক্ষণে আপনারাও আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমার বিপক্ষভাব পরিত্যাগ করুন।

১০৮তম অধ্যায়

এই সময়ে মহামতি নীতিকোবিদ বাগ্মিবর ভীষ্মক যথোচিত অনুনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! বালচাপল্য বশতঃ আমার পুত্র তাহার ভগিনী রুক্মিণীকে রাজগণের স্বয়ম্বর বিধানে সম্প্রদান করিতে অভিলাষুক হইয়াছে। কিন্তু উহা আমার অনুমোদিত নহে। আমার নিতান্ত অভিলাষ যে একটা সৎপাত্র দেখিয়া কন্যাকে সম্প্রদান করি। কিন্তু নিতান্ত বালকত্ব প্রযুক্তই আমার পুত্র তাহাতে সম্মত নহেন। অতএব হে দেবেশ! আমার পুত্রের এই দুর্নীতি নিবন্ধন অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্! আপনার পুত্র বালকত্ব নিবন্ধন এই সমুদায় নৃপতিমণ্ডলকে বিচলিত করিয়াছেন কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থ হইলে কি দুর্ব্বিনয়ই প্রকাশ পাইত। সমাগত নৃপতিগণ সকলেই চন্দ্র সূর্য্য সম তেজস্বী তপোবললব্ধ সৌভাগ্য এবং এই জগতে প্রখ্যাত রাজর্ষিকুল সম্ভূত। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু, লোকধর্ম্ম প্রস্তাবে বলিয়াছেন এবং আমিও বিদিত আছি যে, যদি কেহ মোহ বশতঃ ! একজন নৃপতির সমক্ষেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে তাহা হইলে রাজধর্ম্মানুসারে তাহাকে দণ্ডবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়। হে রাজেন্দ্র! তবে কিরূপে আপনার পুত্র এই অসংখ্য রাজগণের সমক্ষে সভামধ্যে অনায়াসে মিথ্যা কথা বলিতে সমর্থ হইলেন? আপনার পুত্র এই অনুপম রঙ্গস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন কিন্তু আপনি উহার কিছুমাত্র জানেন না, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতেছে। দেখুন আপনি অনল, ইন্দু ও অর্কসম তেজঃপুঞ্জ সমাগত রাজমণ্ডলকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক অতিথিসৎকার করিয়াছেন, আর রথ, অশ্ব, গজ ও মনুষ্য সমাগমে এই রাজধানীতে মহা সমারোহ উপস্থিত হইয়াছে। এ সমুদায়ই আপনার পুত্রের চেষ্টিত হইতে পারে তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই, কিন্তু আপনি এ সমস্ত জানিতে পারিলেন না তাহা আমি কিরূপে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি? ফলতঃ এস্থলে আমার আগমন আপনার হিতকর নহে, এই জন্য অপাত্রবোধে আপনি আমায় অতিথিসৎকারও করেন নাই। হে নরাধিপ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সৎপাত্রে কন্যা প্রদান করুন। আমি আসিয়াছি বলিয়া আপনার কন্যাদানের কি বাধা উপস্থিত হইতেছে? মনু প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন যাহারা কন্যাদানে বিঘ্ন উপস্থিত করে তাহাদিগকে পরিণামে ঘোর নরকে নিমগ্ন হইতে হয়। সেই জন্যই আমি আপনার রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই। বরং আপনি আমাকে অতিথি বলিয়া গ্রহণ করিলেন না জানিয়া লজ্জা বশতঃ সৈন্যগণের বিশ্রামার্থ এই বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে অতিথিপ্রিয় কৈশিক আমাদিগকে যথেষ্ট সমাদরে অতিথি সৎকার করিয়াছেন। আমরাও এখানে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্ ! কৃষ্ণের এই বজ্রপাত সদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি ভীষ্মক মৃদু মধুর বাক্যরূপ সলিলসেকে তাঁহার প্রজ্বলিত কোপানল শান্তি করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে দেবলোকেশ! প্রসন্ন হউন, হে মর্ত্য লোক প্রভো! আমায় রক্ষা করুন। আমি অজ্ঞানতিমিরে নিতান্ত আচ্ছন্ন, আমায় জ্ঞানচক্ষু প্রদান করুন। এই মনুষ্যলোকে চর্ম্মচক্ষুবশতঃ আপনাকে আমি সম্যকরূপে অবগত নহি। অবিবেকী লোক

প্রসিদ্ধ কার্য্যও সিদ্ধ করিতে পারে না। হে দেবাদিদেব! এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হউক। তাহা হইলেই আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যও সম্পন্ন হইবে। আর কার্য্য অসম্পন্ন হইতেছে দেখিলে মহাত্মারা কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় উহা সম্পন্ন ও ফলদ করিয়া তুলেন। এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, আর আমার জয়ের বিষয় কি? অতএব আমি যাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি উহা আপনি শ্রবণ করুন। হে দেবেশ! আমি স্বয়ম্বর বিধানে পার্থিবগণ সমীপে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমায় ক্ষমা করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! অধিক কথার প্রয়োজন কি? আপনি আমাকে কন্যাদান করুন বা নাই করুন, কে এ বিষয়ে আপনার নিয়ন্তা হইবে? আমায় কন্যাদান করিবেন না অথবা আমাকেই দান করুন ইহার আমি কিছুই বলিতে চাহি না। আপনার কন্যা রুক্মিণীর দেবমূর্ত্তিত্বই আমার সম্বন্ধের কারণ।

পূর্ব্বে হেমকূট পর্ব্বতে যখন দেবগণ সমবেত হইয়া অংশাবতারের কল্পনা হয় তৎকালে তাঁহারা প্রথমেই লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিয়া ছিলেন, লক্ষ্মী! তুমি পতির সহিত অগ্রে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হও। তথায় কুণ্ডিন নগরে ভীষ্মক পত্নীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেশবের জন্য প্রতীক্ষা কর। সেই জন্যই আমি আপনাকে অকপটভাবে কহিলাম এক্ষণে যাহা বিহিত বোধ হয় তাহাই অবধারণ করুন। আপনার রুক্মিণী নাম্নী কন্যা প্রাকৃত মানুষী নহেন, ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ব্রহ্মার বাক্যানুসারে কোন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আপনার ভবনে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। অতএব তিনি নরপতিদিগের স্বয়ম্বর সভার যোগ্য নহেন। এই কন্যা একমাত্র পাত্রেই দান করা কর্ত্তব্য, তাহাতে ধর্ম্মও রক্ষা হইবে। এই জন্যই বলিতেছি তাঁহাকে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত না করিয়া এক মাত্র সৎপাত্র দেখিয়া দান করুন। এই নিমিত্তই পতগরাজ গরুড় স্বয়ম্বর সভার বিঘ্ন করিবার জন্য দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। আমিও রাজাদিগের মহোৎসব এবং পদ্মাসন রহিত সেই পদ্মালয়া আপনার কন্যাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি। আর আপনি যে ক্ষমার কথা বলিতেছেন উহা আমার পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। নতুবা সৌম্য মূর্ত্তিতে আমি আপনার রাজ্য প্রবেশ করিব কেন? অপরাধীর গুণকীর্ত্তন ও দোষমার্জ্জন করাই ক্ষমা। আমি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, উৎসাহসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী। অতএব মাদৃশ লোকের হৃদয়ে কলুষতা কখন বাস করিতে পারে না। আমি যখন সেনা সমভিব্যহারে এখানে আগমন করিয়াছি তখন ক্ষমাই করা হইয়াছে। আমি কখন সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া শত্রুসৈন্য মধ্যে গমন করিব না। ক্ষমা বুদ্ধি না থাকিলেই আমি গরুড়বাহনে অরিসেনামধ্যে গমন করিয়া থাকি। আর সে সময় আমার হস্তে অর্কসঙ্কাশ আয়ুধ সমুদায় বিদ্যমান থাকে। হে রাজন্! আপনি বয়সে আমাদের পিতৃতুল্য মাননীয়। আপনি পুত্র নির্বিশেষে আপনার রাজ্য সম্যক প্রতিপালন করুন। হে রাজেন্দ্র! কলুষতা কাপুরুষেই বাস করিয়া থাকে। শূর সরলস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিতে কি কখন কলুষতা বাস করিতে পারে? আপনারা আমাকে সদ্বৃত্ত ও পিতৃবৎসল বলিয়া জানুন। এই বিদর্ভপতি ক্রথ ও কৈশিক ইহাঁরা উভয়েই আমাদিগকে অতিথিসৎকার দ্বারা বিশেষ সম্মানিত করিয়া স্বীয় রাজ্যও প্রদান করিয়াছেন। সেই দান ফলে ইহাঁর উৰ্দ্ধতন দশ পুরুষ স্বর্গস আশ্রয় করিয়াছেন। অতঃপর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যে

অধস্তন দশ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে তাহারাও এই পুণ্যফলে পরম সুখে বহুকাল নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিয়া অবশেষে অভিলষিত মোক্ষপথের পথিক হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিবে। আর যে সমুদায় মহাভাগ নরপালগণ আমার অভিষেকের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন তাহারাও কালক্রমে ত্রিদিবরাজ্যে গমন করিবেন। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি বৈনতেয় সহায় হইয়া ভোজরাজ পালিত নগরীতে প্রস্থান করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজ! যদুপুঙ্গব দেবদেব কৃষ্ণ রাজা ভীষ্মককে এই কথা বলিয়া ক্রথ কৈশিক ও অন্যান্য নরপতিগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক সভা হইতে নির্গত হইয়া রথসমীপে গমন করিলেন। তদনন্তর রাজর্ষি ভীষ্মক ও অন্যান্য মহীপতিগণ কেশবকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিষণ্নবদন হইলেন। এই সময়ে রাজা ভীষ্মক আদিদেব সায়ম্ভুবমূর্ত্তি সুরাসুরনমস্কৃত সহস্রপাৎ সহস্রাক্ষ সহস্রবাহু সহস্রশীর্ষ সমুজ্জ্বল সস্রমুকুটধারী দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনধারী দিব্য গন্ধানুলেপনে চর্চ্চিতাঙ্গ দিব্য ভূষণে অলঙ্কৃত বহুবিধ দিব্যাস্ত্রধারী চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় অত্যুজ্জ্বল রক্তকমলবৎ আরক্তলোচন রাজেন্দ্রদেব কৃষ্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কায়মনোবাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে দেবদেব! আপনি আদ্যন্তরহিত, আদিদেব, শাশ্বত নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বয়ম্ভূ, আপনি বিশাত্মা, আপনি স্থাণু ও আপনি বিধাতা। আপনি পদ্মনাভ জটাধারী দণ্ডী ও পিঙ্গল মূর্ত্তি। আপনি হংসকান্তি ও হংসরূপী এবং আপনিই সুদর্শন চক্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি বৈকুণ্ঠ, অজ, আপনি পরমাত্মা, আপনি সৎস্বভাবযুক্ত আপনি পুরাণপুরুষ, আপনি পুরুষোত্তম, মুক্ত ও নির্গুণ, আপনাকে নমস্কার। হে সুরোত্তম! আমি আপনার নিতান্ত ভক্ত অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে লোকনাথ! হে নাথ! তুমি বিষ্ণু, তুমি আমার আত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত সম্যক, অবগত আছ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! রাজা ভীষ্মক সর্ব্বজন সমক্ষে মহার্হ মণি, মুক্তা, হীরক ও বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত দেবদেব কৃষ্ণকে স্তব করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণরাশি প্রদান করিলেন। তদনন্তর মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, হে খগেন্দ্র! হে মনোমারুতবেগশালিন। তোমাকে নমস্কার। তুমি কামরূপী ত্রিদিববিহারী কশ্যপতনয় তোমাকে নমস্কার।

মহারাজ ভীষ্মক এইরূপে সংক্ষেপে কৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে বিবিধ উৎকৃষ্ট আভরণাদি দ্বারা সৎকারপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণও প্রস্থানোদ্যত সেই কৃষ্ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কেশবও সমস্ত মহীপালদিগের নিকট সৎকৃত হইয়া ও তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক দশদিক উজ্জ্বল করিয়া মধুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৌম্যমূর্ত্তি বিহুগরাজ গরুড় তাহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। গমনকালে চতুর্দ্দিকে অত্যুৎকৃষ্ট রথসমূহে পরিবেষ্টিত হওয়াতে এবং ভেরী ও পটহনিনাদ, শঙ্খধ্বনি, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, বীরগণের সিংনাদ ও রথের ঘর্ষধ্বনিতে প্রলয়কালীন মহামেঘের ন্যায় দিক সমুদায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর্য্য কৃষ্ণ প্রস্থান করিলে দেবগণ সভাভঙ্গ করিয়া সেই দিব্য আসন গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। এদিকে কৃষ্ণ ক্রোশমাত্র গমন করিয়া রাজন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন। তখন তাহারা প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় স্বয়ম্বরসভায় গমন করিলেন।

১০৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্ বসুদেবতনয় কৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলে সুরেন্দ্রকল্প দিব্যভূষণে ভূষিতাঙ্গ অন্যান্য ভূপালগণ গৃহ গমনে সমুৎসুক হইয়া বিদায় গ্রহণার্থ সভায় আসিয়া স্ব স্ব আসনে আসীন হইলেন। তখন নীতিশাস্ত্রবিশারদ নরনাথ ভীষ্মক শুভাসনোপবিষ্ট উজ্জ্বল বেশধারী সেই সমস্ত ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নরাধিপগণ! আপনারা স্বয়ম্বরের ফলাফল সকলেই সম্যক অবগত হইতে পারিয়াছেন। এক্ষণে আমার দুর্নীতি নিবন্ধন আপনাদিগকে যে বৃথা, কষ্ট দিয়াছি, উহা আমাকে বৃদ্ধ মনে করিয়া ক্ষমা করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া মহারাজ ভীষ্মক সেই সমস্ত নৃপতিবর্গকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন ও সম্ভাষণপূর্ব্বক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর ও মধ্যদেশীয় নৃপতিগণকে বিদায় দিলেন। তাঁহারাও সকলে হৃষ্টান্তঃকরণে যথোপযুক্ত রাজার সৎকারপূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। কেবল মহারাজ জরাসন্ধ, শিশুপাল, বীর্য্যশালী দন্তবক্র, সৌভপতি শাল্ব, রাজা মহাকূর্ম্ম, ক্রথ, কৈশিক বেনুদারি ও কাশ্মীরপতি প্রভৃতি মহৎকুল সম্ভূত দাক্ষিণাত্য নরপতিগণ ভীষ্মকের গূঢ় অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল রাজাধিপতি ভীষ্মক তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে ষড়্গুণালঙ্কৃত নীতি সমাযুক্ত মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মহীপতিগণ! আপনারা সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর; আপনাদিগের নীতিগর্ভ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আমি ঈদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলাম। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট আমি গুরুতর অপরাধ করিলেও আপনাদিগের অসামান্য সাধুতাগুণে উহা ক্ষমা করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নীতি কুশল রাজা ভীষ্মক এই সকল কথা বলিয়া স্বীয় পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় সেই সভা মধ্যে কহিতে লাগিলেন। আমি পুত্রের কার্য্য দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত আকুল হইয়াছি। আমি বিবেচনা করি এই সমস্ত লোকই বালক। কেবল একমাত্র সেই কৃষ্ণই পুরুষোত্তম। তিনিই কীর্ত্তিমান্ ও কীর্ত্তিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ। তিনিই স্বীয় বাহুবলে এই পৃথিবীতে বিপুল যশ স্থাপন করিয়াছেন। সেই স্ত্রীর ভাগ্যবতী দেবকীই ধন্য, যিনি ত্রিলোকপূজ্য কেশবকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং সতত স্নেহাশ্রুপূর্ণনয়নে সেই পদ্মপলাশলোচন অমরার্চ্চিত তনয়ের শোভাধার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতেছেন।

ভীষ্মক এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহীপতি শাল্ব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সেই রাজসভা মধ্যেই মধুর বাক্যে কহিলেম, রাজন! পুত্রের নিমিত্ত খেদ করিবেন না। রণে জয় ও পরাজয় ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম। মর্ত্ত লোকে ক্ষত্রিয়দিগের এই পথই শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ধর্ম্ম। সমরাঙ্গণে রথী ও অতিরথদিগের মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্রই অদ্বিতীয়। যুদ্ধ হলে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শত্রুগণকে নিপীড়িত করিতে একমাত্র আপনার মহাবাহু পুত্রই সমর্থ। ইনি পুণ্য বলে অতিভীষণ ভার্গবাস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণেরও অজেয় হইয়াছেন। ইনি সেই ভার্গবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে কোন্ মহাবীর উহা সহ্য করিতে পারেন? তবে এই যে কৃষ্ণের কথা বলিতেছেন ইনি মনুষ্য মধ্যে গণনীয় নহেন। ইনি সেই আদিপুরুষ ও অবিনাশী। ইহাঁর জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। সুতরাং এই জগন্মণ্ডলে অন্যের

কথা দূরে থাকুক, সয়ং শূলপাণিও ইহাঁকে পরাস্ত করিতে সমর্থ নহেন। আপনার পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিবলে সর্ব্বশাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। ইনি কেশবকে সর্ব্বলোকনিয়ন্তা আদিদেব বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। একমাত্র যবনাধিপতি কালযবন সময়ে ইহাকে জয় করিতে পারেন। কেননা বরপ্রসাদে সেই একমাত্র কালযবনই কৃষ্ণের অবধ্য। পূর্ব্বকালে মহামুনি গার্গ্য পুত্রকামনায় দ্বাদশ বৎসর লৌহচূর্ণ ভোজন করিয়া ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করেন। রুদ্রদেব তাঁহার সেই তপশ্চরণে প্রসন্ন হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তিনি মথুরাবাসীর অবধ্য এক পুত্র কামনা করেন। ভগবান্ রুদ্রদেবও তথাস্তু বলিয়া বর দান করেন। এইরূপে মহামুনি গার্গ বরলব্ধ পরমসুন্দর সেই কালযবন নামক পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং সেই পুত্র মথুরাবাসীদিগের অবধ্য। কৃষ্ণও মধুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই একমাত্র কালযবন মথুরায় আসিয়া কৃষ্ণকে জয় করিতে পারিবেন। নতুবা আর কাহার সাধ্য নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিলাম উহা যদি আপনাদের রুচিকর হয়, তবে যবনেন্দ্রপুরে দূত প্রেরণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সৌভপতি শাল্বরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসীন সমস্ত নরপতিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাই কর্তব্য বলিয়া মহাবল শাল্বরাজের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তখন মহীপতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈববাণী স্মরণ হওয়াতে বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! পূর্ব্বে নৃপতিবর্গ শত্রুভয়ে ভীত হইলে আমায় আশ্রয় করিয়া হৃতরাজ্য, ভৃত্যবল ও বাহনাদির উদ্ধার করিয়াছেন। অদ্য তাঁহারাই আমাকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। হায়! আমি অদ্য স্বপতিদ্বেষিণী রতিকামা কামিনীর ন্যায় কিরূপে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিব? হায়! দৈব নির্ব্বন্ধ নিতান্তই অনির্ণেয়, উহা কদাচ মানুষের অধিগম্য। কি আশ্চর্য্য! আজ, আমাকে কৃষ্ণ ভয়ে ভীত হইয়া অন্য কোন অধিক বলকে আশ্রয় করিতে হইল! হে নরদেবগণ! তোমরা আমাকে কি নিশ্চয়ই পরাশ্রয় গ্রহণ করাইবে? আমি কখনই তাহা করিব না। অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণই হউন আর বলদেবই হউন অথবা অন্য যে কেহ হউন না কেন, আমি আজ প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব। যুদ্ধেতে ইহাই আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত, ইহাই আমার পুরুষব্রত। ইহার অন্যথা করিয়া পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে আমি কদাচ সমর্থ নহি। তবে আপনারা সাধুবৃত এবং সেই যবনপতিও আপনাদের কখন কোন অনিষ্ট করেন না। অতএব আমি আপনাদের হিতের নিমিত দূত প্রেরণে সম্মত আছি। কিন্তু ঐ দূতকে আকাশমার্গে পাঠান উচিত হইতেছে, নতুবা কৃষ্ণ উহার বাধা জন্মাইতে পারেন। এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয়া স্থির করুন কোন্ ব্যক্তি গমন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। আমার মতে এই চন্দ্রসূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শ্রীমান্ সৌভপতি অর্কবর্ণ রথে স্বপুরে গমন করিতেছেন। ইনিই গমনকালে যাহাতে যবনপতি কৃষ্ণবিগ্রহে আমাদের সহিত মিলিত হন সেইরূপ বলিয়া যাইবেন।

হে মহারাজ! রাজা জরাসন্ধ পুনরায় সৌভপতিকে কহিলেন, রাজন্! নরপতিগণের সাহা য্যের নিমিত্ত আপনাকে যাইতে হইতেছে। যাহাতে যবনপতি কৃষ্ণকে জয় করেন এবং আমরাও যাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইতে পারি, আপনাকে সেইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে

হইবে। রাজা জরাসন্ধ সমস্ত ভূপতিগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহাত্মা ভীষ্মককে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণে সমাবৃত হইয়া স্বপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নৃপবর শাল্বও সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া অনিলগামী রথে আকাশমার্গে গমন করিলেন। দক্ষিণাত্যবাসী অন্যান্য রাজন্যবর্গ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মহীপতি জরাসন্ধের অনুগমন করিয়া অবশেষে স্ব স্ব নগরে গমন করিলেন। ভীষ্মক ও তৎপুত্র ইহাঁরা উভয়ে স্বকৃত দুর্নীতি চিন্তা করিয়া বিষণ্নহৃদয়ে কৃষ্ণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে গৃহ প্রবেশ করিলেন। এদিকে সাধুশীলা রুক্মিণী স্বয়ম্বর নিবর্ত্তন এবং কৃষ্ণের আগমনবশতঃ নৃপগণের দুষ্টাভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সখীগণের নিকট গমনপূর্ব্বক লজ্জাবনতমুখে কহিলেন, সখীগণ! আমি কমললোচন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহার গলে বরমাল্য প্রদান করিব না। ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়।

১১০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এদিকে যবনদিগের অধিপতি মহাবল রাজা কালযবন রাজ ধর্ম্মানুসারে স্বীয় অধিকার প্রকৃতিবর্গকে প্রতিপ লন করিতেছিলেন। তাহার বুদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং রাজোচিত ষড়্গুণ বিষয়ে সর্ব্বদা অব্যাহত থাকিত। তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্যসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা গুণগ্রামেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি বেদার্থদর্শী, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, রণদক্ষ, শূর, অদ্বিতীয় বলশালী ও সম্মন্ত্রিপরিচারক ছিলেন। তিনি একদা আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও সচিবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রমণীয় সভা মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে মলযাপন করিতেছিলেন এই সময়ে সহসা সুখস্পর্শ আনন্দোদ্দীপক সুগন্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। সভাস্থ লোকেরা 'একি' বলিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিল। সকলে উৎফুল্লনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রাজাও একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ভাস্করপ্রতিম স্বর্ণময় চক্র বিভূষিত দিব্যরত্নপ্রভাসম্পন্ন অত্যুৎকৃষ্ট ধ্বজা পতাকাযুক্ত মন ও মারুত সদৃশ বেগগামী তুরঙ্গচালিত শক্রবিত্রাসন, মিত্রানন্দবর্দ্ধন এক দিব্য রথ দক্ষিণ দিক্ হইতে আকাশমার্গে আগমন করিতেছে। উহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মা চন্দ্র, সূর্য্য ও স্বর্ণের শোভা অপহরণ করিয়া ঐ রথ নির্ম্মাণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম মণ্ডিত করিয়াছেন। রথোপরি অতি তেজসী শ্রীমান্ সৌভপতি শান্ত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ সময়ে যবনপতির এক জন মন্ত্রী অধিকৃত লোকদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য আনয়ন করিবার জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যবনপতি সয়ং সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অর্ঘ্যহস্তে প্রত্যুদগমনার্থ অগ্রসর হইয়া রথাবতরণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাতেজা শাল্বও যবনপতিকে সমাগত দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তদনন্তর একাকী রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মিত্রদর্শন লালসায় বিশ্রব্ধভাবে সভা প্রবেশ করিলেন। এবং যবনপতিকে অর্ঘ্যদানে উদ্যত দেখিয়া মহারাজ মধুরবাক্যে কহিলেন, হে মহামতে! আমি আপনার অর্ঘ্যের পাত্র নহি। কারণ মহারাজ জরাসন্ধ সমস্ত রাজন্যগণ সমক্ষে আমাকে দৌত্যকার্য্যে বরণ করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি সমস্ত নৃপতিগণের দূত হইয়া আসিয়াছি, সুতরাং হে মহারাজ! আমি রাজোচিত অর্ঘ্যপ্রাপ্তির যোগ্য নহি।

কালযবন কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি মহারাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক সমস্ত নরপালগণের দৌত্যকার্য্যে অভিষিক্ত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহা আমি জানিতে পারিতেছি। রাজন্! সেই জন্যই আমি পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদানরূপ সৎকার দ্বারা যথাবিধি আপনার অর্চ্চনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। কেননা আপনাকে পূজা করিলেই সমস্ত রাজমণ্ডলীর পূজা এবং আপনাকে সম্মান করিলেই সকলের সম্মান করা হইবে। অতএব হে নরেশ্বর! এক্ষণে আসুন, আপনি আমার সহিত দিব্য একাসনে উপবেশন করুন।

মহারাজ! তদনন্তর উভয়ে উভয়ের করমর্দ্দন ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া একত্র একাসনে উপবিষ্ট হইলে মহামতি কালযবন কহিলেন, রাজন্! দেবগণ যেমন শচীপতি

ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করেন, আমরাও সেইরূপ সেই মগধপতির বাহুবল আশ্রয় করিয়া নিরুদ্বেগে পরম সুখে বাস করিতেছি। তাঁহার আবার কি দুষ্কর কার্য্য উপস্থিত হইল যে, আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন? এক্ষণে তিনি আমার প্রতি কি আজ্ঞা করিয়াছেন সত্বর করিয়া বলুন। যতই দুষ্কর হউক না কেন আমি উহা সম্পন্ন করিব।

শাল্বরাজ কহিলেন, হে যবনাধিপ! রাজেন্দ্র মগধপতি যাহা কহিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন, নিতান্ত দুর্জ্জয় কৃষ্ণ জগতের কণ্টকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাহার দুর্ব্বৃত্ততা জানিতে পারিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই। তদনন্তর বহুতর নৃপতিবর্গ, সমগ্র বল ও বাহন এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার অধিষ্ঠিত গিরিবর গোমন্তকে অবরোধ করি। পরে চেদিরাজের যুক্তিগর্ভ বাক্যানুসারে উহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিপ্রদত্ত হয়। ঐ অগ্নি যখন শত সহস্র শিখায় প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ কষিয়া প্রজলিত হইয়া উঠিল, তখন হেমতালধারী বলরাম ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল। সেই ভীষণ সৈন্যসাগরে পতিত হইয়া বিচরণশীল নাগেন্দ্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে কখন লাঙ্গল বিক্ষেপ কখন লাঙ্গল দ্বারা আকর্ষণ কখন বা মুষলপাতে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ববৃন্দ একবারে নিপাত করিতে লাগিল। পরে মাতঙ্গপ্রহারে মাতঙ্গ, রথপ্রহারে রথী, অশ্বপ্রহারে অশ্বারোহী, পদাঘাতে পদাতিগণকে ধ্বংস করিয়া অসমতেজ রাম শত শত নৃপতি-সূর্য্য-সঙ্কুল-সমরে দিনশেষে দিনকরের ন্যায় বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর কেশরী যেমন ক্ষুদ্র মৃগশাবকের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ মহাবীর্য্য কৃষ্ণ অর্কসমপ্রভ চক্র গ্রহণপূর্ব্বক পাদবেগে গিরিকে কম্পিত করিয়া শত্রুসৈন্য মধ্যে পতিত হইল। পতন কালে কৃষ্ণের পাদবেগে শৈলরাজ নৃত্য করিতে করিতে তোয়ধারা বর্ষণে সমস্ত প্রদীপ্ত হুতাশন নির্ব্বাপিত করিয়া ঘূর্ণমান কলেবরে যেন রসাতলে প্রবেশ করিল। রাজন্! এইরূপে সেই জনার্দ্দন দীপ্যমান শিখর হইতে লক্ষ্য প্রদানে পতিত হইয়া প্রথমতঃ চক্রাস্ত্র দ্বারা সমস্ত সেনা বিদলিত করে, পরে চক্র পরিত্যাগ করিয়া গদা ও মুষল গ্রহণপূর্ব্বক তদ্বারা মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তি বৃন্দকে একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে সূর্য্যপ্রতিম মহীপতিগণ যাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছিলেন, চক্র লাঙ্গল বহ্নি উভয়ের রোষপবনে সন্ধুক্ষিত হইয়া সেই সমস্ত সেনা ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। এইরূপে কৃষ্ণের অস্ত্রপ্রভাবে ক্ষণকালের মধ্যে অশ্ব, মাতঙ্গ, রথ, রথী ও পদাতি সেনা একেবারে সমরস্থলে বিরল প্রচার হইয়া উঠিল। তখন আমি কৃষ্ণের চক্রানল নির্দ্দগ্ধ সেনাগণকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বয়ং রথবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণাগ্রজ রামও গদা ও হলাস্ত্র সহায় করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ঐ মহাবীর আমার দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাত করিয়া মত্ত কেশরীর ন্যায় হল ও সৌনন্দ মুষল পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ বজ্রপাত সদৃশ আমার উপর এক গদাঘাত করিয়া দ্বিতীয়বার প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া পূর্ব্বকালে কার্ত্তিকেয় যেমন শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন আমার প্রতিও সেইরূপ তীব্রদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন দগ্ধ করিতে

লাগিল। রণ ভূমিতে তাদৃশ রূপধারী বলদেবকে দেখিয়া এই মনুষ্যলোকে কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা রাখিয়া স্থির থাকিতে পারে? যখন সে কালদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জলদ গম্ভীরস্বরে অলক্ষিতভাবে কহিলেন, হলায়ুধ! ক্ষান্ত হও এ জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে। অতএব আর প্রহার করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি উহার বিনাশের নিমিত্ত অন্য উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমি ঐ বাক্য শ্রবণে চিন্তাবিষ্ট হইয়া নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমি নৃপতিগণের হিত কামনায় যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

শুনিয়াছি মহামুনি গার্গ্য আয়সচূর্ণ ভক্ষণ করিয়া দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুরাসুর বন্দিত ভগবান মহাদেবের আরাধনায় অভিলষিত সম্পদস্বরূপ আপনাকে লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা গার্গ্যমুনি রতপঃপ্রভাবে এবং সকলেন্দুশেখর ভগবান ভূতভাবন মহাদেবের বর প্রসাদে আপনি মথুরাবাসীদিগের অবধ্য হইয়াছেন। সূর্য্যরশিপ্রভাবে হিমরাশি যেমন লয় প্রাপ্ত হয়, আপনার প্রভাবেও কৃষ্ণ সেইরূপ বিলীন হইয়া পড়িবে। অতএব আপনি মহারাজ জরাসন্ধের বাক্য প্রতিপালনে যত্নবান হউন। কেশবের বিজয়ার্থ গমন করুন। আপনার সেনা দ্বারা মথুরা রাজ্য বিমর্দ্দিত ও কেশবকে নিহত করিয়া জগতে কীর্ত্তি প্রথিত করুন। বাসুদেব মথুরাবাসী, বলদেবও তাহার অগ্রজ। আপনি মথুরায় গমন করিয়া ঐ উভয়কেই অবশ্য জয় করিতে পারিবেন।

শাল্ব কহিলেন, রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ জরাসন্ধ আপনাকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, নৃপগণের হিতকর তৎসমুদায় আপনাকে কহিলাম। এক্ষণে আপনি সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

১১১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! যবনাধিপতি কালযবন শাল্বরাজের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতমনে কহিলেন, রাজন্! আমি অদ্য সমস্ত নরপতিগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণসমরে নিযুক্ত হইয়াছি শুনিয়া ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমার জীবন সার্থক হইল। যিনি ত্রিলোকের অজেয়, যাহাকে সুরগণ কি অসুরগণ কেহই পরাস্ত করিতে পারেন না, তাঁহাকেই জয় করিবার নিমিত্ত যখন সমস্ত নরপালগণ হৃষ্টান্তঃকরণে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন আমার জয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব তাঁহারা আমার প্রতি যাহা আদেশ করিয়াছেন আমি তাহাই করিব। ইহাতে আমার পরাজয় হইলেও আমি উহাকে জয় বলিয়া মনে করি। অদ্য তিথি, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও কপরণ এ সমস্তই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি কেশবকে জয় করিবার জন্য এই মুহূর্তেই মধুরায় যাত্রা করিব।

মহারাজ! যবনরাজ কালবন সৌভপতি শাল্ববকে এই কথা বলিয়া মহার্হ মণি ও ভূষণাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহার সৎকারপূর্ব্বক অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত ব্রাহ্মণবর্গ ও পুরোহিতদিগকে বহুসংখ্যক ধনদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অগ্নিতে যথা বিধি আহুতিপ্রদান এবং অন্যান্য বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণকে জয় করিবার

নিমিত্ত মধুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে ভরতসত্তম! মহীপতি শাল্বও তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হৃদয়ে কৃতার্থের ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বনগরে গমন করিলেন।

১১২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, মহাত্মন! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম ভগবান কৃষ্ণ বিদর্ভ নগর হইতে মধুরায় যাত্রাকালীন গরুড়কে সঙ্গে লইলেন কেন? এবং গরুই বা তৎকালে কি কার্য্য করিলেন। আর কি জন্যই বা মহাত্মা কৃষ্ণ তাহার উপর আরোহণ করিলেন না? হে ব্রহ্ম! হে মহামুনে! তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। আমার ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাদ্যুতি বিনতা বিদর্ভ নগর হইতে বহির্গত হইয়া যে অমানুষিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিতেছি প্রবণ কর। প্রভু কৃষ্ণ মথুরা নগরীতে গমনকালীন পথিমধ্যে যখন ভূপালগণকে কহিলেন, 'তবে আমি ভোজরাজ পালিত মধুরাতে গমন করি।' এই সময়ে মহামতি গরুড় মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমিও এখন গমন করি, এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণের বচনাবসানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, দেব! আমি এখন রৈবতক পর্ব্বতোপরি অতি রমণীয় কুশলী নামে যে নগরী আছে তথায় গমন করি। ঐ রৈবতক অতি বিস্তীর্ণ নন্দন প্রতিম পরম মনোহর পর্ব্বত। ঐ পরম সুন্দর কুশলীও সমুদ্র তীরস্থিত শৈলপ্রান্তে অবস্থিত। ইহা রাক্ষস, গজেন্দ্র, ভুজগ, ঋক্ষ, বানর, বরাহ, মহিষ ও ভূরি ভূরি মৃগযূথে আকীর্ণ এবং বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়াতে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ স্থান পুষ্প রেণুতেও পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিক পর্য্যবলোকন করিয়া যদি উহা আপনার বাসোপযোগী হয় তবে উহার কণ্টক উদ্ধারপূর্ব্বক পুনরায় আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছি।

রাজন্ পতগরাজ দেবপতি কৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ যাদবগণের সহিত মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন, নাগরিকগণ ও নর্ত্তকীগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার প্রত্যুদগমন ও অভ্যর্থনা করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রাহ্মন্! বহুতর নৃপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন এই কথা শুনিয়া মহীপতি উগ্রসেন কি করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ইন্দ্রপ্রেরিত চিত্রাঙ্গদ দূতরূপে উপস্থিত হইলে সমস্ত নরপতিগণ সমবেত হইয়া কৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিলে, নিধিপতি শঙ্খ দেবগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া কৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে যাদবপক্ষীয় নর পতিগণের মধ্যে মণ্ডলেশ্বরদিগকে শত সহস্র, চক্রবর্ত্তীদিগকে অর্ব্বুদ ও অন্যান্য লোকদিগকে দশ মুদ্রা করিয়া প্রদান করিলেন, অধিক কি তথায় যে সমুদায় লোক সমাগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহই রিক্ত হস্তে প্রতিগমন করেন নাই। দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ উগ্রসেন দেবোদ্দেশে মহা সমারোহে পূজা প্রদান করিলেন এবং বসুদেবের গৃহদ্বার হইতে বহিস্তোরণ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ধ্বজা পতাকায় অলঙ্কৃত করিলেন। চতুর্দ্দিকে নর্ত্তকগণের নৃত্য বাদ্য আরম্ভ হইল। নগরের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার ধ্বজা পতাকা উড্ডীন হইল। নগরদ্বার, পুরদ্বার, ও রাজভবন সুধাধবলিত হইল। চতুর্দ্দিকে বনমালা প্রদত্ত ও পূর্ণকুম্ভ

স্থাপিত হইল। রাজমার্গ সমুদায় চন্দন সলিলে অভিষিক্ত, ভূতল বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত হইল। রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে ধূপ, চন্দন, অগুরু, গুগগুল ও সর্জ্জরস (ধুনা) দগ্ধ হইতে লাগিল। বর্ষীয়সী পুরনারীগণ মঙ্গলসূচক স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোষিদ্বর্গ অর্ঘ্যহস্তে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধীমান্ উগ্রসেন এইরূপে নগরকে আনন্দময় করিয়া বসুদেব গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রিয়সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া রথোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এই শব্দ শ্রবণে মথুরাবাসী কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই এবং স্তুতিপাঠক সূত ও মাগধগণ বলরামকে অগ্রে করিয়া স্ব স্ব গৃহ হইতে নির্গত হইল। মহীপতি উগ্রসেনও দূর হইতে ধীমান্ কৃষ্ণের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র পাদ্য অর্য্য হস্তে করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন কৃষ্ণ দিব্যরত্ব বিভূষিত রমণীয় রথে আসীন রহিয়াছেন। অঙ্গে অত্যুজ্জ্বল রত্নপ্রভা সমন্বিত আভরণ, বলে দিব্যমালা শোভ পাইতেছে। উভয় পার্শ্বে ছত্র, চামর ও ব্যজন দ্বারা শোভমান হইয়া রহিয়াছেন। রথধ্বজ গরুড় সমন্বিত হইয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ উগ্রসেন এই রাজলক্ষণসম্পন্ন আসন্নতর অত্যুজ্জ্বল ভাস্করের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য কেশবকে অবলোকন করিয়া হর্ষগদগদস্বরে পাশ্ববর্ত্তী বলনিসূদন বলদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! ভগবান্ বিষ্ণু ছদ্মবেশে মথুরাতে আগমন করিতেছেন, কৃষ্ণকে দেখিয়া সহসা আমার এই বুদ্ধি উপস্থিত হওয়াতে রথে গমন করা আর উচিত হইতেছে না মনে করিয়া আমি রথ হইতে অবতরণ করিয়াছি। তুমি রথারোহণে গমন কর, আমি পাদচারে গমন করি। আর আমি শুনিয়াছি কৃষ্ণ নৃপমণ্ডলীমধ্যে স্বকীয় দেবভাবও প্রকটিত করিয়াছেন। সেই জন্যই আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি ইহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে স্তব করি।

রাজার এই বাক্য শ্রবণে মহাতেজা বলরাম কহিলেন, রাজন্! ইনি এখন পথিমধ্যে আগমন করিতেছেন, এ সময়ে আপনার স্তব করা বিধেয় হইতেছে না। আপনার স্তোত্র ব্যতিরেকেও ইনি আপনার উপর সর্ব্বদা সন্তুষ্ট আছেন, অতএব সন্তুষ্ট ব্যক্তির স্তোত্রপাঠে আপনার কি প্রয়োজন? আপনার সন্দর্শন প্রদানেই উহাঁর স্তব করা হইবে। হে রাজন্! উনি রাজেন্দ্রপদ প্রাপ্তিমাত্রেই আপনার গৃহে আগমন করিয়াছেন। ইনি যখন অমানুষিক দিব্য স্তোত্রে নিয়ত সংস্তুত হইতেছেন, তখন আর তাঁহাকে কি স্তব করিবেন ? এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। কেশবও নরপতি উগ্রসেনকে অর্ঘ্যহস্ত দেখিয়া রশ্মি সংযমন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বাগ্মিবর কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি যে আপনাকে মথুরারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, উহা ঐরূপেই থাকুক। হে মথুরাধিপতে! উহার অন্যথা করা আমার কদাচ কর্তব্য নহে। অর্ঘ্য, আচমনীয় ও পাদ্য এ সমস্ত আমাকে প্রদান করাও আপনার উচিত হইতেছে না। আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই এরূপ বলিতেছি। আপনিই মধুরার অধিপতি উহা আপনি অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি আপনাকে রাজ্য ধন প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তির অংশ প্রদান করিব। আমি অভিষেককালে অন্যান্য নরপতিগণকে যেমন লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছি, সেইরূপ আপনার নিমিতও বস্ত্রাভরণ ব্যতীত তৎপরিমিত

সুবর্ণমুদ্রা রক্ষা করিয়াছি। আপনি স্বর্ণবিভূষিত শুভ্ররথে শীঘ্র আরোহণ করুন। আর এই চামর, ব্যজন, ছাত্র, ধ্বজ এবং ভাস্করপ্রভ দিব্য আভরণালঙ্কৃত মুকুট এ ধারণ করুন। পুত্র পৌত্রে পরিবৃত হইয়া মথুরা রাজ্য প্রতিপালন করুন। অরিমণ্ডল পরাভূত করিয়া ভোজবংশ পরিবর্দ্ধিত করুন। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র দেবাদিদেব অনন্তরূপী ভগবান্ আর্য্যকে দিব্য আভরণ ও দিব্য বসন প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সমস্ত মথুরাবাসীদিগের নিমিত্ত দশ দশ মুদ্রা,সূ ত মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণের প্রত্যেকের নিমিত্ত সহস্র মুদ্রা, বৃদ্ধা গণিকাগণের প্রত্যেকের জন্য একৈক শত, আর রাজসহচর বিদ্রু প্রভৃতির নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন।

মহারাজ! এইরূপে যদুনন্দন কৃষ্ণ ধনদান দ্বারা মধুরাধিপতি মহারাজ উগ্রসেনকে অর্চ্চনা করিয়া মহা আনন্দে মধুরায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি দিব্য আভরণ, দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র এবং দিব্য অনুলেপনে শোভমান হইয়া ত্রিদশালয়ে দেবগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ভেরী ও পটহ নিনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষারব, বীরগণের সিংহনাদ, রথবৃন্দের ঘর্ঘরধ্বনি মিলিত হইয়া মেঘনির্ঘোষবৎ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। বন্দিগণ স্তোত্রপাঠ ও প্রজা সমুদায় প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা হরি তখন অনন্ত ধন দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু উন্নত স্বভাব ও নিরহঙ্কারবশতঃ তাহার কিছু মাত্র প্রকৃতি-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল না। প্রত্যুত প্রকৃতিবর্গ তাহাকে স্বীয় শরীর শোভায় দিনকরের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আসিতে দেখিয়া পদে পদে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল ইনিই সেই ক্ষীরোদসাগরবাসী শ্রীমান্ নারায়ণ। আমাদের সৌভাগ্যবলে সেই ভগবান্ বিষ্ণুই নাগপর্য্যঙ্ক পরিহারপূর্ব্বক আমাদের মথুরা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। ইনিই পূর্ব্বকালে মহাবীর্য্য দেবদুর্জ্জয় বলিকে বন্ধ করিয়া তাহার ত্রৈলোক্য রাজ্য দেবরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইনিই সেই কেশি নিহন্তা, ইনিই স্বীয় বাহুবীর্য্যপ্রভাবে সমস্ত দৈত্যগণকে নিপাত করিয়া অবশেষে মহাবীর্য্য কংশের প্রাণ সংহার করেন। রাজেন্দ্রপদ কামনা করিয়া মথুরারাজ্য সম্যক্ প্রতিপালন করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং রাজ পদে অভিষিক্ত অথবা রাজসিংহাসনে আসীন হন নাই। উহা মহারাজ উগ্রসেনকে প্রদান করিয়াছেন। পুরবাসিগণের এইরূপ পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সূত মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ কহিতে লাগিল, হে গুণোদধে! আমরা সামান্য মনুষ্যমাত্র, কিরূপে আমরা আপনার প্রভাব উৎসাহ সম্ভূত গুণগ্রামের এক জিহ্বায় বর্ণন করিতে পারিব? দেববুদ্ধি সহস্রভোগী নাগেন্দ্র বাসুকিও দ্বিসহস্র রসনা দ্বারা আপনার গুণগরিমার বর্ণন করিতে সমর্থ হন কি না সন্দেহ। অধিকন্তু এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড ভূলোকে আর কখন হয় নাই হইবে না এবং চক্ষে দেখা দূরে থাকুক কোন কালে কর্ণেও শুনি নাই যে, ইন্দ্রের নিকট হইতে সিংহাসন ও অভিষেকার্থ জলপূর্ণ কলস মর্ত্যলোকে স্বয়ং আগমন করে। অতএব যিনি ত্রিদশনাথ আপনাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন সেই নারীকুল-রত্ন ভাগ্যবতী দেবী দেবকীই এই পৃথিবীতে ধন্য।

রাজন! এইরূপ নানাপ্রকার জল্পনা শ্রবণ করিতে করিতে উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন ধীমান্ উগ্রসেন রথের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া কেশবকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রদান দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার

রথে আরোহণ করিয়া মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে তদ্রূপ সুবর্ণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ পিতৃভবন সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মথুরাধিপতি উগ্রসেনকে কহিলেন, প্রভো! আমার অভিষেককালে দেবরাজ ইন্দ্র যে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, উহা আমি আপাততঃ পিতৃভতনে স্থাপন করি। পরে আপনার সভায় লইয়া যাইব। ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি রোষ প্রকাশ করিবেন না। এদিকে বাসুদেব, দেবকী ও রোহিণী ইহার সকলেই আহ্লাদে মত্ত হইয়া সর্ব্বকার্য্য পরিহার করিলেন। এই সময়ে কংসমাতা অবসর বুঝিয়া কংস নানাদিগদেশ হইতে যে সমুদায় যত্নজাত আহরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। তখন কৃষ্ণ বিনয়গর্ভ মধুরবাক্যে মহীপতি উগ্রসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার মথুরারাজ্যের আকাঙ্ক্ষায় অথবা ধনলোভে আপনার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করি নাই। তাঁহারা কালধর্ম্মে নিহত হইয়াছেন, আপনি এখন বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন এবং অর্থীদিগকে ধন দান করুন আর আমার ভুজবল আশ্রয় করিয়া অরিমণ্ডলকে জয় করিতে সমুদ্যত হউন। কংসনাশজনিত সন্তাপ ও ভয় হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত করুন। আর যে সমুদায় অর্থরাশি আমাকে প্রদান করিয়াছেন উহা আমি প্রত্যর্পণ করিতেছি গ্রহণ করুন।

মহারাজ! শ্রীমান্ কৃষ্ণ এইরূপে রাজা উগ্রসেনকে আশ্বাসিত করিয়া অগ্রজের সহিত পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আনন্দপরিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। এই সময়ে মধুরা আর সে মথুরানগরী রহিল না, বোধ হইতে লাগিল যেন স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অলকাপুরী তথায় উপস্থিত হইয়াছে। পুরবাসি লোক বসুদেব গৃহ অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে এ বুঝি দেবলোক, ভূলোক নহে। অনন্তর কৃষ্ণ মহিষী-সহচর রাজা উগ্রসেনকে বিদায় দিয়া পিতৃভবনে প্রবেশপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যাসমাগমে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা সমাপনপূর্ব্বক উভয়ে বিবিধ কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঘোর উৎপাত লক্ষণ আবির্ভূত হইল। আকাশমার্গে মেঘ সমুদায় সহসা ভ্রমণ করিতে লাগিল, অবনীতলে মহীধর সকল বিচলিত হইল, সমুদ্র ভিত এবং পাতালবাসী নাগগণ শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। যাদবগণ ভয় কম্পিত হৃদয়ে ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাম ও কৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং ঘোরপক্ষ পবন দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, পতগরাজ গরুড়ই আগমন করিতেছে। অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলেন দিব্যমাল্যধারী ও দিব্য অনুলেপনে অনুলিপ্ত সৌম্যমূর্ত্তি বিহগরাজ আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে। পরে কৃষ্ণ সচিবপ্রধান ভক্তিমান্ ধৈর্য্যশালী গরুড়কে পাইয়া আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্নান্তে কহিলেন, হে খুগশ্রেষ্ঠ! বিনতা হৃদয়নন্দন। হে কেশবপ্রিয়! চল আমরা ভোজরাজের অন্তঃপুরে গমন করি। তথায় গমন করিয়া যে সমুদায় মন্তব্য বিষয় আছে উহার মন্ত্রণা করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর কৃষ্ণ, বলরাম ও গরুড় ইহাঁরা তিনজনে মন্ত্রণা করিবার নিমিত ভোজরাজগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ কৃষ্ণ কহিলেন, দেখ ব্রহ্মার বর প্রসাদে মহীপতি জরাসন্ধ আমাদের অবধ্য হইয়াছে। বিশেষ সমস্ত নরপতিগণ তাহার

সহায় থাকাতে অসংখ্য সৈন্যও সমবেত হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্যক্ষয় করিতে আমরা শতবর্ষ যুদ্ধ করিলেও সমর্থ হইব না। অতএব হে বৈনতেয়! আমি তোমাকে বলিতেছি এই মথুরাপুরীতে বাস করিলে আমরা কদাচ শ্রেয়োলাভ করিতে পারিব না, ইহাই আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

গরুড় কহিলেন, দেব! আমি আপনাকে, প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আপনার বাসার্থ কুশস্থলী সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া আকাশমার্গ হইতে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলাম, কুশস্থলী পুরলক্ষণোপযোগী অতি রমণীয় স্থান। উহার মধ্যে মধ্যে সাগরজল প্রবিষ্ট ও সজল স্থান সকল সন্নিবিষ্ট থাকাতে সে স্থান সতত সুস্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ উহার চতুর্দ্দিক সাগরে পরিবেষ্টিত বলিয়া দেবগণও উহার ভেদ সাধন করিতে পারেন না। উহাতে সর্ব্বপ্রকার রত্নের আকর আছে। তত্রত্য পাদপশ্রেণী অভিলাষানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ঋতুসুলভ কুসুম নিচয় যুগপৎ বিকসিত হইয়া নগরের সর্ব্বত্র পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার আশ্রমীরাই তথায় পরম সুখে বাস করিতেছে। যে সমুদায় গুণ বিদ্যমান থাকিলে নগর যথার্থ বাসোপযোগী হয়, তথায় তাহার কিছুই অসম্ভাব নাই। উহার সর্ব্বত্র লোকাকীর্ণ এবং সতত আমোদ আহ্লাদে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিক স্বর্ণকার বেষ্টন ও পরিখা দ্বারা পরিবৃত। তথায় অত্যুচ্চশেখর অট্টালিকা, বিচিত্র প্রাঙ্গণ, মনোহর রাজপথ, বিপুল দ্বার-তোরণ, রমণীয় গোপুর, বিচিত্র যন্ত্র ও অর্গল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থান মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে নিরন্তর সমাকীর্ণ। নানা দিগ্‌দেশজাত পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। দিব্য পুষ্প ও দিব্য ফলের অভাব নাই। বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদশ্রেণী ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ নগর সন্দর্শন করিলে শত্রুগণ ভয়ে ভয়াকুল হয়, মিত্রদিগের আনন্দের সীমা থাকে না। হে দেব! আপনি এই পরমসুন্দর নগরীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করাইয়া পুরদ্বারে ভুষণস্বরূপ তত্রত্য রৈবত পর্ব্বতকে নন্দনপ্রতিম সুরালয় করিয়া তুলুন। আপনি তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইলে কুমারগণ স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতে, নগরীরও শোভার সীমা থাকিবে না। পরিশেষে উহা ত্রিলোক মধ্যে দ্বারবতী নামে বিখ্যাত হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পরম রমণীয় হইয়া উঠিবে। আর যদি মহোদধি স্থান প্রদান করেন, তবে বিশ্বকর্ম্মা মণি, মুক্তা, প্রবাল ও বৈদুর্য্য মণি সদৃশ মনোজ্ঞ দিব্য রত্ন এবং ত্রিলোকজাত অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া অভিলাষানুরূপ স্থান নিরূপণ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবেন। আপনি তথায় গমন করিয়া স্বর্গস্থিত দেবতুল্য অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণময় স্তম্ভ সমাকীর্ণ, বিবিধ রত্নাভরণ ভূষিত নানা প্রকার ধ্বজা পতাকা সমন্বিত, দেব কিন্নরপালিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুধাধবলিত প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করান।

মহারাজ! বিনতানন্দন কেশবকে এই সমস্ত বাক্য বলিয়া অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ বলদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া গরুড়বাক্যই হিতকর বলিয়া স্থির করিলেন। অতঃপর স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া মহামূল্য আভরণাদি দ্বারা যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক গরুড়কে বিদায় দিলেন। তখন তাঁহারা তথায় স্বর্গলোকে অমরুদ্বয়ের ন্যায় পরম সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাযশা ভোজপতি তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বস্তভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, বৎস যাদবানন্দবর্দ্ধন! অদ্য আমি তোমায় কিছু বলিব বলিয়া আসিয়াছি, উহা তোমাকে শ্রবণ করিতে হইবে। হে অরিসূদন! আমরা পতিহীনা কামিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন এখানেই হউক অথবা অন্য স্থানেই হউক কোথায়ও বাস করিতে পারি না। আমরা তোমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া নরেন্দ্রগণের কথা দূরে থাকুক দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করি না। অতএব হে যদুনাথ! তুমি যথায় গমন করিবে সেই স্থানে আমাদিগকেও সহচর করিয়া লইয়া যাইবে। কৃষ্ণ রাজার এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আপনাদিগের যাহা অভিপ্রেত হয় তাহাই আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

১১৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণ একদা যাদব সভায় আসীন হইয়া সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ! আমাদিগের এই মথুরাপুরী যদুকুলের রাজ্য বিবর্দ্ধিনী। এখানে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রজধামে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। কিন্তু এখন আর আমাদের সে দুঃখ নাই। আমরা অরিমণ্ডল পরাজয় করিয়াছি। এ দিকে আবার সমস্ত নৃপমণ্ডলীমধ্যে বিশেষ জরাসন্ধের সহিত ঘোর বৈরভাবও উপস্থিত হইয়াছে। আর আমাদিগের সৈন্যসংখ্যাও অল্প নহে। অশ্বাদি বাহন অসংখ্য পদাতি সৈন্য, বিচিত্র রত্নরাশি ও বহুতর মিত্র বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু মথুরার পরিসর নিতান্ত অল্প এবং শত্রুগণও ইহাকে অনায়াসে আক্রমণ করিতে পারে। আর ক্রমেই আমাদের সৈন্যসামন্ত ও বন্ধুবান্ধব বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষতঃ আমাদিগের যে সমুদায় পদাতি সৈন্য ও অশ্বাদির পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গ নিযুক্ত আছে। তাহাদিগের এ স্থানে বাস করা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হে যদুপুঙ্গব! আমার অভিপ্রায় এই যে এখন আমাদের এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করাই বিধেয়। তদনুসারে আমি অন্যত্র পুরী নির্ম্মাণ করিব স্থির করিয়াছি, এ বিষয়ে আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে আমার এই বাক্য যদি আপনাদের অনুকূল হয় এবং এই সভাস্থলে সকলের অনুমোদিত হয় তা হইলে আমার এই বাক্য কালক্রমে আপনাদের শুভকর হইবে। তখন যাদবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে উত্তর করিলেন, বৎস! যদুবংশীয়গণের হিতের নিমিত্ত তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহারই অনুষ্ঠান কর। তদনন্তর বৃষ্ণিগণ একত্র উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, রাজা জরাসন্ধ আমাদের অবধ্য, উহার সৈন্যগণও অসংখ্য। ঐ বিপক্ষ রাজবর্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কেবল আমাদেরই সৈন্য সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আমরা শতবর্ষ যুদ্ধ করিলেও তাহাদের প্রভূত সৈন্য বিনাশ করিতে পারি না। অতএব আমাদের আর ইচ্ছা হইতেছে না যে । তাহাদের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করি।

এইরূপ মন্ত্রণার পর অন্যত্র গমন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এই সময়ে মহারাজ কালযবন সসৈন্যে মধুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য দিক হইতে অসংখ্য দুর্জ্জয় জরাসন্ধ বলও আসিয়া কালবনের সহিত মিলিত হইল। তৎশ্রবণে যাদবগণ কৃষ্ণ সমীপে

সমুপস্থিত হইলে কৃষ্ণ কহিলেন, আদ্য শুভদিন আছে অতএব আপনারা আজই এখান হইতে সসৈন্যে বহির্গত হউন। মহাত্মা কৃষ্ণের এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে তাঁহারা বসুদেবকে অগ্রে করিয়া পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে সমুদ্রের বিষম তরঙ্গের ন্যায় সৈন্য নির্ঘোষে দিক্ সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া মথুরা হইতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ হইল। যাদবগণ স্ব স্ব ধন, জাতি ও বন্ধু বান্ধব লইয়া কেহ কেহ সুসজ্জিত মত্ত মাতঙ্গে কেহ স্বর্ণালঙ্কৃত রথে কেহ বা অশ্বে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্যগণকে সজ্জিত ও তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমস্ত বৃষ্ণি ও সমরকুশল যাদবগণ কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পরম রমণীয় সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা সেই অভিমত স্থান প্রাপ্তিতে পরমাহ্লাদিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তত্রত্য কোন কোন স্থান বিবিধ বিচিত্র লতাকুঞ্জে সমাচ্ছন্ন, কোন স্থান নারিকেল বনে, কোন স্থান বা মনোহর নাগকেশর সমূহে আকীর্ণ, কোন স্থান কেতকী সমূহে বিভূষিত, কোন স্থান বহুল পন্নগবন, তালীবন, নিবিড় দ্রাক্ষাবনে শোভিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা তাদৃশ পরমসুন্দর স্থান লাভে স্বর্গগত দেবগণের ন্যায় পরমানন্দ লাভ করিলেন। তখন শত্রুন্তপ কৃষ্ণ পুরনির্ম্মাণাপযোগী বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, সাগরের উপকূলে সাগরসলিলসম্পৃক্ত সুস্নিগ্ধ সাগরসমীরণ-পরিসেবিত সিকতাময় তাম্রমৃত্তিকায় সমাকীর্ণ বাহনগণের হিতকর পুরলক্ষণসম্পন্ন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাসস্বরূপ এক অত্যুৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার অনতিদূরে মন্দর গিরির ন্যায় অত্যুচ্চ শিখরশালী রৈবতকনামা এক অতি বিস্তীর্ণ পর্বত বিরাজমান আছে। এই স্থানে মহামতি দ্রোণাচার্য্য বহুকাল বাস করিয়াছিলেন এবং উহা তদীয় শিষ্য একলব্যের আবাসভূমি। অসংখ্য মানবগণে সমাকীর্ণ এবং সর্ব্বরত্নের আকর। সিন্ধু রাজ ঐ স্থানে শারীফলকের ন্যায় অষ্টকোণবিশিষ্ট দ্বারবতী নামে এক বিহারভূমি নির্ম্মাণ করেন। কেশবও ঐ স্থান পুরী নির্ম্মাণার্থ মনোনীত করিলেন। তখন যাদবগণ তথায় সেনানিবেশ নির্ণয় করিলেন। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিলে যাদবগণ ও তদীয় সেনাপতিগণ স্কন্দাবার সমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ যদুকুলপতি ভগবান কেশব যাদবগণের সহিত তথায় বাসস্থান নিরূপণ করিয়া স্থান বিশেষে গৃহ বিশেষ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এইরূপে কেশিনিসূদন কৃষ্ণ কাল যবনের আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া জরাসন্ধ ভয়ে বারবতী নগরীতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া স্বর্গলোকে দেবগণের ন্যায় পরমসুখে বন্ধু বান্ধবের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

১১৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আমি আপনার নিকট সেই ধীমান, মনশী, মহাযোগী বাসুদেবনন্দন যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণের চরিত বিষয় বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। মধুর মধ্যদেশের ভূষণস্বরূপ অতি মনোহর স্থান। লক্ষ্মীও তথায় নিরন্তর বাস করিয়া

থাকেন। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট স্থান আর নাই; উহা ধন ধানে পরিপূর্ণ। সমস্ত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই তথায় বাস করিতেছিলেন। তথাপি ভগবান মধুসূদন বিনা যুদ্ধে উহা কি জন্য ত্যাগ করিলেন? হে দ্বিজসত্তম! সেই কালযবনই বা কৃষ্ণের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিল? মহাবাহু কৃষ্ণ সলিলবেষ্টিত দ্বারবতীতে উপস্থিত হইয়াই বা কি করে অনুষ্ঠান করিলেন? যে অতি দুর্দ্ধর্ষ কালযবনকে দেখিয়া তিনি পলায়ন করিলেন সেই কালযবনই বা কীদৃশ বীর্য্যবান? কার ঔরসেই বা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল? এই সমস্ত বিষয় আপনি যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাতপা গার্গ্য বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের গুরু। তিনি প্রথমতঃ দারপরিগ্রহ করিলেও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া কখন তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং তিনি উর্দ্ধরেতাঃ অবস্থায় চিরদিন কালক্ষেপ করিতেন। একদা তাঁহার শ্যালক রাজসভামধ্যে তাঁহাকে পুরুষত্ব হীন বলিয়া পরিহাস করেন। শ্যালকের পরিহাস শ্রবণে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া। মহামুনি গার্গ্য পুত্র কামনায় অজিতঞ্জয় নগরীতে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্বাদশবৎসরকাল লৌহচুর্ণ ভক্ষণ করিয়া অচিন্তনীয় মহাদেব শূলপাণির আরাধনা করেন। তাঁহার সেই তপশ্চরণে প্রসন্ন হইয়া মহাদেব 'অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়দিগের নিগ্রহ সমর্থ মহাতেজা এক পুত্র লাভ করিবে' বলিয়া বরপ্রদান করিলেন।

এ দিকে রাজা যবনপতিও অপুত্রক ছিলেন। তিনি মহামুনি গার্গ্য মহাদেবের নিকট তাদৃশ পুত্র প্রাপ্তির বরলাভ করিয়াছেন শুনিয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয় দ্বারা তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক ঘোষ পল্লীতে স্ত্রীগণমধ্যে তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। তথায় গোপালী নামে গোপবেশধারিণী এক অপ্সরা বাস করিতেন। তিনিই ঐ মহামুনির তেজ ধারণ করেন। অনন্তর ভগবান শূলপাণির প্রসাদে মহাতেজা গার্গ্যের সেই মানুষী গোপালীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত কালবন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই বালক শৈশবাবস্থায় অপুত্রক যবনপতির যত্নে প্রতিপালিত ও তাহারই অন্তঃপুরে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর কালক্রমে সেই যবনপতি লোকান্তর গমন করিলে ঐ কালযবন তদীয় সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অভিষেকের অব্যবহিত পরেই তিনি যুদ্ধবাসনা করিয়া ব্রাহ্মণবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কোন্ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করি। এই সময়ে মহর্ষি নারদ বৃষ্ণি ও অন্ধককুলের নাম নির্দ্দেশ করেন। এদিকে মহাত্মা মধুসূদনও নারদমুখে মহাদেবের বরদানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধমান কালবনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ কালযবন পরিবর্দ্ধিত হইয়া যৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন শক, তুখার, মদ, পারদ, তঙ্গন, খশ ও পহ্লব প্রভৃতি শত শত পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছগণকে আশ্রয় করিল। তখন কালযবন নানাবেশধারী বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রদীপ্ত শলভের ন্যায় দলবদ্ধ, দস্যুদলের ন্যায় ভীষণমুর্ত্তি ম্লেচ্ছগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শত সহস্র হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অন্যান্য অসংখ্য সৈন্যভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। উহাদের পদোত্থিত ধূলিতে সূর্য্যপথ অবরুদ্ধ হইল। অশ্ব ও উষ্ট্রগণের বিন্মূত্র দ্বারা নদী বহিতে লাগিল। অশ্ব ও শকৃৎ হইতে নদীর সৃষ্টি হইল বলিয়া উহা অশ্বশকৃৎ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

এইরূপে যবনসৈন্য মথুরাসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল শুনিয়া বৃষ্ণিকুলাগ্রগণ্য বাসুদেব জ্ঞাতিগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সম্প্রতি আমাদের যদুকুলের ঘোরতর অনর্থ উপস্থিত। আমি মহর্ষি নারদমুখে শুনিয়াছি,পিণাকধারী ভগবান্ ভূত ভাবনের বরপ্রসাদে আমাদের কুলের অবধ্য শত্রু হইয়াছে। সেই যবনপতি সামরিক উপায় সমুদায় যথাবিধানে প্রয়োগ পূর্ব্বক মদবলে মত্ত হইয়া যুদ্ধকাজ করিতেছে। জরাসন্ধও আমাদের চিরশত্রু। অন্যান্য নরপতিগণ আমাদের প্রতাপে প্রতপ্ত এবং যাহারা কংসবধে উত্যক্ত তাঁহার সকলেই জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। আর ইতঃপূর্ব্বে যে সমুদায় যুদ্ধ ঘটনা হয় তাহাতে আমাদেরই জ্ঞাতিবর্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি আমরা এ নগরীতে থাকিয়া আর কোনরূপেই উন্নতিলাভ করিতে পারি না।

মহারাজ! মহামতি কৃষ্ণ এই সকল কথা বলিয়া তথা হইতে পলায়নই স্থির করিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ যবনপতিকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঘোর অঞ্জনবর্ণ এক অতি ভীষণ প্রকাণ্ড কৃষ্ণ সর্পকে কুম্ভমধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধনপূর্ব্বক দূত রা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। দূতদ্বারা তথায় উপস্থিত হইয়া কুম্ভ উদঘাটনপূর্ব্বক যবনপতিকে সেই সর্প প্রদর্শন করিল এবং কহিল কৃষ্ণ আপনার এইরূপ শত্রু। কালযবন কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই ঘট তীক্ষ্নদংষ্ট্র পিপীলিকারা পূর্ণ করিয়া পুনরায় মুখ বন্ধনপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। পিপীলিকাগণ সশরীরে তীক্ষ্নদংষ্ট্র দ্বারা দংশন করিয়া তাহাকে একেবারে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। তদবস্থাপন্ন সর্প কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তদ্দর্শনে স্বীয় উপায় বিফল হইল দেখিয়া মধুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিলেন। অনন্তর মহাযশা বাসুদেব এইরূপে শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় আত্মীয়গণকে সংস্থাপিত ও আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পদাতিবেশে পুনরায় মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রোষ প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। মহাবল কৃষ্ণও তাহার সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে যবনপতি তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিল না।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে মহাবল পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় কীর্ত্তিমান মান্ধাতার পুত্র রাজা মুচুকুন্দ দেবাসুর যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে, দেবগণ তাঁহাকে বর গ্রহণার্থ অনুরোধ করেন। তৎকালে তিনি সমর ক্লান্তিতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অন্য কোন বরগ্রহণে প্রবৃত্তি হইল না কেবল এইমাত্র পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, আমি এক্ষণে কেবল নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে অভিলাষ করি। অতএব আমাকে এই বর প্রদান করুন যদি কোন ব্যক্তি আমার নিদ্রাভঙ্গ করে, তবে আমি তৎক্ষণাৎ ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রবহ্নি দ্বারা তাহাকে ভস্মসাৎ করিতে পারি। ইন্দ্রাদি দেবগণও তখন তথা বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। অনন্তর সেই শ্রমক্লান্ত রাজা মুচুকুন্দ দেবগণের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে আগমনপূর্ব্বক তাহার অন্যতর গুহায় শয়ন করিয়া রহিলেন। এইরূপে তিনি সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ দর্শন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে সুপ্তি সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

মহারাজ! বাসুদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই নারদমুখে অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ম্লেচ্ছ রাজ কালযবন কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া তিনি হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া মুচুকুন্দ গুহায় অতি বিনীতবেশে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে রাজর্ষির দর্শনপথ অতি ক্রম করিয়া মস্তকের দিকে অলক্ষিতভাবে লুকায়িত রহিলেন। দুর্ম্মতি যবনপতিও কৃষ্ণের অনুসরণ করিতে করিতে সেই গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ মহীপতি মুচুকুন্দ তথায় নিদ্রা যাইতেছেন। দেখিবামাত্র শলভ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত অগ্নিকে বিঘট্টিত করে তদ্রূপ সেই সুপ্ত মহীপতিকে শ্রীকৃষ্ণ বোধে পাদদ্বারা বিঘটিত করিতে লাগিল। তখন রাজর্ষি মুচুকুন্দ পাদস্পর্শে প্রবোধিত ও নিদ্রাভঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দেবরাজের নিকট তিনি যে বরলাভ করিয়াছিলেন তা তাঁহার স্মরণ হওয়াতে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া সম্মুখভাগে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নয়নজ্যোতিঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে অশনি যেমন শঙ্ক বৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে তদ্রূপ সেই রাজর্ষি মুচুকুন্দের নয়ন হুতাশন ক্ষণকালের মধ্যে দুরাত্মা কালযনকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তখন ধীমান্ বাসুদেব আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া সেই চির সুপ্ত মহীপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি, আপনি বহুকাল যাবৎ এই স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন। আপনি আমার মহৎ কার্য্য সাধন করিলেন, আপনার মঙ্গল হউক আমি চলিলাম।

মহারাজ! রাজা মুচুকুন্দু তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, একি? মানবাকৃতি এরূপ হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে! তবে বুঝি বহুকাল অতীত হওয়াতে যুগান্তরই উপস্থিত হইয়া থাকিবে। অনন্তর কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছ? আমি এই স্থানে কত দিন নিদ্রা যাইতেছি বলিতে পায় কি? যদি জানা থাকে তবে তাহাও বল।

বাসুদেব কহিলেন, হে নৃপতে! পূর্ব্বকালে বংশে নহুষতনয় যযাতি নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মে তন্মধ্যে যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি সেই যদুবংশীয় বসুদেবের পুত্র, আমার নাম বাসুদেব। আমি মহর্ষি নারদের নিকট শুনিয়াছি, আপনি ত্রেতাযুগ হইতে এই স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন, সম্প্রতি কলিযুগ উপস্থিত। দেববরপ্রসাদে আমার এক বিষম শত্রু অবধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, শতবর্ষ যুদ্ধ করিলেও আমি উহার নিপাত করিতে পারিতাম না। আপনি আমার সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুটিকে ভস্মাবশেষ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনার কি প্রিয়কার্য্য করিব আদেশ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজর্ষি মুচুকুন্দ কৃষ্ণমুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুহা দ্বার হইতে বহির্গত হইলেন। ধীমান্ কৃষ্ণ তখন কৃতকার্য্য হইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি বহিঃপ্রদেশে আসিয়া দেখিলেন পৃথিবী সমস্ত লোক খর্ব্বাকৃতি, উৎসাহ হীন, স্বল্পবল, হীনবীর্য্য ও অল্প পরাক্রম হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার স্বীয় রাজ্যও অন্যের অধিকৃত হইয়াছে। তখন তিনি প্রীতমনে কৃষ্ণকে বিদায় দিয়া তপশ্চরণার্থ হিমালয়ের মহাবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি তথায় কিয়ৎকাল তপশ্চরণ করিয়া অবশেষে সমাধিবলে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকর্ম্মফলে স্বর্গবাস আশ্রয় করিলেন। এদিকে মহামতি বাসুদেবও কৌশলক্রমে স্বকীয় শত্রু নিপাত করিয়া অবিলম্বে

তাহার সৈন্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া সেই নাথবির হিত বহুল হস্তী, অশ্ব, রথ, কর্ম্ম, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য সমুদায় আত্মবশে আনিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে দ্বারবতীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মহারাজ উগ্রসেনের হস্তে সমস্ত সমর্পণ করিলেন। তদ্দ্বারা দ্বারকাপুরী একবারে ধন, জন, রত্ন ও হস্তী অশ্বাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল।

১১৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পরদিন রজনী প্রভাত হইলে নির্ম্মল দিবসনাথ সমুদিত হইল। ভগবান হৃষীকেশ সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপন করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ স্থান নিরূপণ করিবার জন্য বনমধ্যে গমন করিলেন। প্রধান প্রধান যাদবগণও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দুর্গ নির্ম্মাণ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত শুভদিনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া চতুর্দ্দিকে মহানাদে পুণ্যাহ শব্দ সমুচ্চারিত হইলে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়া আদেশ করেন, সেইরূপ পদ্মপলাশলোচন বাগ্মিবর কৃষ্ণ যাদবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাদবগণ! দেখুন, আমি এই স্থান স্বর্গভূমির ন্যায় মনে করিয়া পুরীনির্ম্মাণোপযোগী বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছি। পুরী নির্ম্মিত হইলে উহার নাম যাহা করিতে হইবে তাহাও আমি অবধারণ করিয়াছি। এই পুরী প্রস্তুত হইলে দেখিতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে দ্বারবতী নামে খ্যাতিলাভ করিবে। অমরাবতীতে যেরূপ আয়তন, চত্বর, রাজমার্গ, অন্তঃপুর ও অন্যান্য চিহ্ন আছে, ইহাতেও তৎসমুদায়ই ঠিক সেই ভাবে করিতে হইবে। আপনারা এই স্থানে দেবগণের ন্যায় অন্যের দুর্জ্জয় হইয়া নিরাপদে ও পরমসুখে বাস করিবেন। প্রথমতঃ গৃহস্থান নিরূপণ করুন এবং ঐ স্থান যেন তিনটি প্রাঙ্গণে বিভক্ত হয়। প্রশস্ত রাজপথের ব্যবস্থা করুন। চতুর্দ্দিকে প্রাচীরস্থানপরিমাণ করুন। গৃহকার্য্য-নিপুণ শিল্পীদিগকে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করুন। অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত স্থানে স্থানে দূতগণকে প্রেরণ করুন।

কৃষ্ণ এইরূপে সকলকে আদেশ করিলে যাদবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা সূত্র হস্তে করিয়া গৃহের পরিমাণ আরম্ভ করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা যথাবিধি বাস্তুযাগাদির অনুষ্ঠান করাইলেন। অনন্তর মহামতি গোবিন্দ স্থপতিগণকে কহিলেন, তোমরা আমাদিগের নিমিত্ত এই স্থানে চত্বর, পথ ও ইষ্টদেবতালয় বিশিষ্ট মনোহর বাসগৃহ সমুদায় প্রস্তুত কর। যাদবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া কৃষ্ণ বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক দুর্গনির্ম্মাণোপযোগী সমুদায় উপাদান আহরণ করিতে লাগিলেন। স্থপতিগণ যথা নিয়মে নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বিবিধ উপাদান সামগ্রী গ্রহণ করিয়া প্রথমে দ্বারদেশ এবং ঐ দ্বারদেশে ব্রহ্ম, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র ও দৃষদোলূখল প্রভৃতি দেবগণের অধিষ্ঠান স্থান নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর শুদ্ধাক্ষ, ঐন্দ্র, ভল্লাট ও পুষ্পদন্ত এই চতুর্দ্দেবধিষ্ঠিত চতুর্দ্বার নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে মহাত্মা যাদবগণ গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে কৃষ্ণ কি উপায়ে শীঘ্র পুরীপ্রবেশ করিতে পারিবেন তাহার

অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। চিন্তামাত্র তাঁহার দেববাচিত যাদবানন্দবর্দ্ধিনী ক্ষিপ্রকারিণী নির্ম্মল বুদ্ধি সমুপস্থিত হইল। তখন তাহার মনে হইল প্রজাপতি পুত্র প্রধানতম দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বকীয় অভিলাষানুরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিবেন। অতঃপর নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষায় স্বর্গাভিমুখে আসীন হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। মহামতি শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ বিষ্ণো! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আপনার কিঙ্কর। ভগবান্ ইন্দ্র, বিভু শঙ্কর, আমার যেরূপ প্রভু ও মান্য আপনিও তদ্রূপ। তাহাতে আর কিছুমাত্র বিশেষ নাই। আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য এই আমি উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই ত্রিলোক বিধায়ক বাক্য দ্বারা আমায় আদেশ করুন, আমি আপনার কোন কার্য্য সম্পাদন করিব।

হে মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মার এই বিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কংসনিধনকারী ভগবান্ যদুপতি কৃষ্ণ পরম প্রীতমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, ভদ্র! দেবগুহ্য বিষয় তোমার কিছুই অজ্ঞাত নাই। আর আমরা যেরূপ স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকি তাহাও তুমি বিদিত আছ। এখানেও আমার জন্য সেইরূপ একটি গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতএব হে মহামতে! এই স্থানের চতুর্দ্দিকে আমার প্রভাবানুরূপ এমন একটি পুরী নির্ম্মাণ কর যেন উহা কোনরূপে স্বর্গের অমরাবতী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন না হয়। সেইরূপ গৃহ নির্ম্মাণে তুমিই একমাত্র সমর্থ। আর মর্ত্ত্যগণও আমার ও যদুকুলের ঐশ্বর্য্য এবং পুরীর শোভা সন্দর্শন করুন।

মতিমান্ বিশ্বকর্ম্মা এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা দেবারিনাশন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি যাহা কিছু কহিলেন, আমি তৎসমুদায়ই করিব। কিন্তু এ পুরী আপনার সমস্ত লোক নিবাসের পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে না। তবে তোয়নিধি যদি আর কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করেন তাহা হইলে এ পুরী অতি রমণীয় এবং আশানুরূপ বিস্তীর্ণ হইতে পারে। অধিক কি তখন উহাতে চতুঃসমুদ্রও মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন। কৃষ্ণও সাগর সমীপে আর কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করিবেন ইহা পুর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি বিশ্বকর্ম্মার বাক্য শ্রবণে সরিৎ পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমুদ্র! যদি আমার উপর তোমার সম্মান বুদ্ধি থাকে তবে দাদশ যোজন পরিমিত স্থান হইতে আত্মসঙ্কোচ কর। তুমি আমাকে ঐ দ্বাদশ যোজন পরিমিত স্থান প্রদান করিলে আমার পুরী পর্য্যাপ্ত পরিসর লাভ করিবে এবং তথায় আমার সমস্ত সৈন্য সামন্ত পরমসুখে বাস করিতে পারিবে।

নদনদীপতি সাগর কৃষ্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতসংযোগে দ্বাদশ যোজন জলাশয় স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা পুরী নির্ম্মাণোপযোগী যথেষ্ট স্থান হইল এবং সমুদ্রও কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা করিলেন দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। অনন্তর যদুনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিভো গোবিন্দ! এখন হইতে আপনারা পুর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করুন। আমি এখনই মানসে গৃহ পরিপূর্ণ পরম রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিতেছি। পুরীর দ্বার অতি রমণীয় হইবে এবং অন্যান্য দ্বার ও অট্টালিকা

সমুদায়ও অতি উৎকৃষ্ট হইবে। ইহার গৃহচূড়া সমুদায় পৃথিবী মধ্যে পর্ব্বত চূড়ার ন্যায় অত্যুন্নত হইবে। ইহার অন্তঃপুরও অতিশয় প্রশস্ত ও আপনার আনন্দকর হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা এই কথা বলিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক মানসে দেবপ্রশংশিত চিত্তরঞ্জন পুরী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরীর চতুর্দ্দিক প্রাকার বেষ্টনে বেষ্টিত এবং গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হইল। দ্বারতোরণ সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সংযুক্ত হওয়াতে বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। স্ত্রী, পুরুষ, বণিকগণ ও বিবিধ পণ্য দ্রব্যে পুরী পরিপূর্ণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন অমরাবতীই স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। পানীয়শালা প্রসান্নসলিলা বাপী ও উদ্যানাদি দ্বারা উপশোভিত হইয়া দ্বারবতী অবগুণ্ঠনবতী আয়তলোচনা কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উহাতে সমৃদ্ধ চত্বর, উত্তম উত্তম অট্টালিকাশ্রেণী সহস্র সহস্র সুপ্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইল। দারবতী সমুদ্রেরও শোভা বিস্তার করিয়া ইন্দ্র পুরীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ঐ স্থান পৃথিবীস্থ সমস্ত রত্নরাশির অদ্বিতীয় আধার হইয়া উঠিল। সুরগণের লোভনীয় ও সামন্ত চক্রের ক্ষোভকরী সেই দ্বারবতীর অত্যুচ্চ সৌধাবলী আকাশকেও নিরবকাশ করিয়া তুলিল। মানবগণের কোলাহলে নগর সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত এবং উহার মধ্যে নিরন্তর সমুদ্রপ্রবাহ প্রবাহিত হওয়াতে সুশীতল সমীরণ সঞ্চরিত হইতে লাগিল। উপকূলভাগ রমণীয় উপবন শোভায় শোভিত হওয়াতে তারকাবেষ্টিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ঐ পুরী সুবর্ণময় রক্ত বর্ণ প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত, কাঞ্চনপূর্ণ ভবনশ্রেণী, শুভ্র মেঘ সদৃশ তোরণ ও সৌধরাজি, কোথায়ও অত্যুচ্চ অট্টালিকার ছায়াবৃত রাজপথে আকীর্ণ হইয়া তত্রত্য জনগণের মনোহরণ করিতে লাগিল। যাদবানন্দবর্দ্ধন কৃষ্ণ অভিমত জনাকীর্ণ সেই দ্বারবতীকে নভোমণ্ডলস্থ শশধরের ন্যায় উদ্ভাসিত করিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মাও রত্নজাল সমাকুল সেই পুরী ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া রাখিয়া স্বর্গধামে প্রতি গমন করিলেন।

এই সময়ে লোকচরিতাভিজ্ঞ মহাত্মা কৃষ্ণ তত্রত্য জনগণকে কিছু কিছু ধনদান দ্বারা প্রীত করিবেন স্থির করিয়া একদা রাত্রিকালে কুবের পালিত নিধিপতি শঙ্খকে স্বভবনে আহ্বান করিলেন। নিধিরাজ শঙ্খও কৃষ্ণের আহ্বান জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারকাপতির নিকট সমাগত হইলেন। অনন্তর বিনয়াবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি সুরগণের ত্তবিরক্ষক, সম্প্রতি আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

তখন ভগবান হৃষীকেশ ধনপতি শঙ্খকে কহিলেন, হে নিধিপতে! এই নগরে যে সমুদায় লোক বসতি করে আমি তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও অভুক্ত, কৃশ, মলিনবেশধারী, যাচমান ও দরিদ্র দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি উহাদিগকে ধনদান দ্বারা পূর্ণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন নিধিপতি শঙ্খ কেশবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিধিগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, হে নিধিগণ! তোমরা এই দ্বারবতীর গৃহে গৃহে প্রচুর পরিমাণে ধনবর্ষণ কর। নিধিগণ প্রভুর আদেশানুসারে তাহাই করিল। অতঃপর দারকামধ্যে আর কেহই নির্দ্ধন রহিল না! একেবারে সকলেই ভাগ্যধর হইয়া উঠিল।

তদনন্তর যাদবহিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ পুরুষোত্তম তথায় থাকিয়াই পুনরায় বায়ুকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র জগৎপ্রাণ বায়ু তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই একান্তে সমাসীন দেবারাধ্য প্রভু কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমি সর্ব্বত্রবিহারী আশুগামী বায়ু। আমি যেমন দেবগণের দূত সেইরূপ আপনারাও। এক্ষণে আমি আপনার কি প্রিয়কার্য্য করিব? আজ্ঞা করুন।

কৃষ্ণ সেই দিব্যমূর্ত্তিধারী জগৎপ্রাণ মারুতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মারুত! তুমি শীঘ্র স্বর্গধামে গমন করিয়া তথায় সুধর্ম্মা নামে যে সভা বিদ্যমান আছে উহা দেবগণের নিকট হইতে তাহাদিগকে বলিয়া এই পুরীতে আনয়ন কর।

ধার্ম্মিকবর ও পরাক্রান্ত যাদবগণ দেবগণের ন্যায় ঐ অকৃত্রিম সভায় প্রবেশ করিবেন।

পবনদেব কৃষ্ণের আদেশপ্রাপ্তিমাত্র স্বীয় বেগাবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিদিবালয়ে গমন করিলেন। তথায় দেবগণকে যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণের আদেশ নিবেদন করিয়া সুধর্ম্মা সভা সমভিব্যাহারে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা অশ্রান্তকর্ম্মা কৃষ্ণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেবসভা প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। স্বর্গে যাহা দেবগণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল, কৃষ্ণ যাদবগণের নিমিত্ত দারবতীতেও ঐ সুধর্ম্মানাম্নী সভাকে স্থাপিত করিলেন। এইরূপে মহাত্মা কৃষ্ণ দারবতী নগরীকে স্বর্গীয়, পার্থিব ও জলজ বস্তুজাতদ্বারা রূপবতী কামিনীর ন্যায় বিভূষিত করিয়া পরিশেষে শ্রেণীবিভাগ, প্রকৃতিবিভাগ, সেনাপতি বিভাগ ও স্বামিবিভাগ আরম্ভ করিলেন। অগ্রে উগ্রসেনকে নরপতিপদে, অনাধৃষ্টিকে সেনাপতি পদে, বিকদ্রুকে মন্ত্রিপদে, কাশ্যকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং এতদ্ভিন্ন কুলমর্য্যাদাপালক স্থবির প্রধান দশজন যাদবকে সর্ব্বাধ্যক্ষ, রথকার্য্যকুশল দারুককে স্বীয় সারথ্য পদে ও রণপণ্ডিত সাত্যকিকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে লোকপালক কৃষ্ণ সমস্ত কার্য্য বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া যাদবগণের সহিত পরমসুখে মহীতলে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলদেব কৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে রেবতকন্যা সুশীলা রেবতীর সহিত পরিণয়কার্য্য সমাধা করিলেন।

১১৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এই সময়ে অতি প্রতাপশালী মহারাজ জরাসন্ধ চেদিরাজ শিশুপালের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশে সমস্ত রাজন্যগণের মধ্যে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণীর সহিত মহীপাল শিশুপালের বিবাহ হইবে। অনন্তর মায়াবিদ্যা বিশারদ ইন্দ্রপ্রতিম অমিতবিক্রম দন্তবক্রতনয় সুবক্র, অতিবীর্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণী পতি বাসুদেবপুত্র সুদেব, বীর্য্যশালী একলব্য পুত্র, কলিঙ্গ দেশাধিপতি পাণ্ড্যরাজপুত্র কৃষ্ণ বিদ্বিষ্ট বেণুদারি, ক্রথপুত্র অংশুমান, শ্রুতবর্ব্বা , অজাতশত্রু কলিঙ্গপতি, গান্ধারপতি, কৌশাম্ব্য পতি ও কাশ্যপতি প্রভৃতি সমস্ত রাজমণ্ডলীকে এই পরিণয়োপলক্ষে সংবাদ প্রদান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! বেদবিদ্যা বিশারদ মহারাজ রুক্মী কোন্ দেশে ও কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজর্ষি যাদবের বিদর্ভ নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি বিন্ধ্য গিরির দক্ষিণপার্শ্বে বিদর্ভনাম্নী এক নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রথ কৈশিক প্রভৃতি তাঁহার যে সমুদায় আর্য্যগুণসম্পন্ন মহাত্মা পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই বংশ পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হইয়াছিল। সেই বংশে ভীম মহীপতির পুত্রগণ বৃষ্ণিনামে খ্যাত হইলেন। ঐ বংশে ক্রথের পুত্র অংশুমান, কৈশিকের পুত্র ভীষ্মক। লোকে ইহাকে হিরণ্যরোমা নামে নির্দ্দেশ করিত। ভীষ্মক কুণ্ডিননগরে অবস্থান করিয়া অগস্ত্য পালিত দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসন করিতেন। তাঁহারই পুত্র রুক্মী, রুক্মিণী দুহিতা। মহাবল রুক্মী দ্রুমের নিকট দিব্য অস্ত্র সমুদায় এবং জমদগ্নিতনয় পরশুরামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন। রুক্মী ঐ সমুদায় অস্ত্রবলে প্রশ্রিত হইয়া কৃষ্ণের প্রতিও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন,এদিকে রুক্মিণী পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় রূপবতী হইয়া উঠিলেন। তৎশ্রবণে মহামতি কৃষ্ণ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে কামনা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সেই অসাধারণ বল বীর্য্যসম্পন্ন তেজস্বী জনার্দ্দনই আমার পতি হইবেন বলিয়া অভিলাষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রুক্মী কৃষ্ণকে কংসঘাতী বলিয়া বিদ্বেষবশতঃ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে মহাবল রাজা জরাসন্ধ ভীমদর্শন ভীষ্মক সমীপে চেদিরাজ শিশুপালকে কন্যা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বকালে চেদিরাজ বসুর বৃহদ্রথ নামা এক পুত্র হয়। তিনি মগধরাজ্যে গিরিব্রজ নামে এক নগর সংস্থাপন করেন। তাঁহারই বংশে জরাসন্ধের জন্ম হয়। চেদিরাজ দমঘোষও ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দমঘোষের শিশুপাল, দশগ্রীব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলী নামে পাঁচ পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা বসুদেব ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কাল ক্রমে ঐ পঞ্চ ভ্রাতাই অকুশল বীরলক্ষণাক্রান্ত ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন। দম ঘোষ ও জরাসন্ধ উভয়েই এক বংশীয় বলিয়া দমঘোষও জরাসন্ধের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিশুপালকে প্রদান করেন। তদবধি জরাসন্ধ শিশুপালকে পুত্রনির্ব্বিশেষে দর্শন ও প্রতিপালন করিতেন। শিশুপালও বৃষ্ণিশত্রু মহাবল জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রিয় চিকীর্ষু হইয়া বৃষ্ণিবংশের বহুতর অনিষ্টপাত উপস্থিত করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মহীপতি কংস এই জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। সেই কংস কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে বৃষ্ণিবংশের সহিত জরাসন্ধের বৈরভাব আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। এক্ষণে জরাসন্ধ শিশুপালের নিমিত্ত ভীষ্মক সমীপে রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিলে ভীষ্মক তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর মহারাজ জরাসন্ধ শিশুপালকে লইয়া তাঁহার বিবাহর্থ বিদর্ভ নগরে যাত্রা করিলেন। তৎকালে দন্তবক্র, পৌণ্ড্র, ধীমান্ বাসুদেব এবং অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গের অধীশ্বর প্রভৃতি তাহার অনুগমন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে ভীষ্মপুত্র রুক্মী প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক রাজন্যগণকে পরম সমাদরে গৃহে লইয়া গেলেন। এদিকে রাম ও কৃষ্ণ পিতৃস্বসার প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্রথ কৈশিক তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া স্বভবনে লইয়া গেলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন রুক্মিণী ইন্দ্রাণীর পূজা করিবার নিমিত্ত

বিবাহসূত্র হস্তে চতুরশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বহিঃস্থিত দেবমন্দিরোদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সমৃদ্ধ সেনাদল তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল। সাক্ষাৎ লক্ষীরূপা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রুক্মিণী দেবালয় সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সহসা কৃষ্ণের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি দেখিলেন যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা অথবা মুর্ত্তিমতী মায়াই যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিম্বা পৃথিবী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে বিচরণ করিতেছেন। চন্দ্রমরীচি যেন স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, পদ্মাসন না থাকিলে ইহাঁকে পদ্মালয়া বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ফলতঃ তাঁহার শরীরকান্তি এরূপ উজ্জ্বল যে, দেবগণও উহা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহার বর্ণ শ্যামশুক্লে বিমিশ্রিত, নয়নদ্বয় দীর্ঘ বিস্তৃত ও মনোহর অপাঙ্গযুক্ত। ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, নখরাবলী ঈষদারক্ত ও কিঞ্চিৎ উন্নত, যুগলের শোভার সীমা নাই, কেশরাশি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ ও কুঞ্চিত, শ্রোণি ও পয়োধর নিতান্ত পীন, দন্তপংক্তি অতিশয় শুভ্রবর্ণ তীক্ষ্ণ ও সমসন্নিবিষ্ট, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। ফলতঃ তৎকালে কি রূপ কি সৌভাগ্য কোন বিষয়েই তাঁহার তুল্য রমণীরত্ন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। কৃষ্ণ সেই শুরুদুকূলবাসা রূপবতী রুক্মিণীকে দেখিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন অনঙ্গ তাঁহার অন্তরাত্মাকে হতহুতাশনের ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ বলদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অতঃপর রুক্মিণী যখন দেবার্চ্চনা সমাপন করিয়া দেবালয় হইতে নির্গত হইতেছেন, সেই সময়ে কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া স্বকীয় রথে আরোহণ করিলেন, ঐ সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুমণ্ডল আসিয়া যেমন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল অমনি বলরাম এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে আহত ও বিদূরিত করিলেন। অতঃপর বিপক্ষগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সুসজ্জিত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র উন্নতধ্বজ রথে, অশ্বে ও মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া হলায়ুধ বলদেবকে বেষ্টন করিল। এদিকে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, অক্রূর, বিপৃথু, গদ, কৃতবর্ম্মা, চক্রদেব, সুদেব, মহাবল সারণ, বিক্রমশালী বিদূরথ, উগ্রসেনতনয় কঙ্ক, শতদ্যুম্ন, রাজাধিদেব মৃদর, প্রসেন, চিত্রক, অরিদান্ত, বৃহদুর্গ, শ্বফল্ক, সত্যক, পৃধু এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের প্রতি গুরুতর ভার সমুদায় সমর্পণ করিয়া স্বয়ং রুক্মিণী সমভিব্যাহারে দ্বারকাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দন্তবক্র, জরাসন্ধ ও বীর্য্যবান শিশুপাল ক্রোধে অধীর হইয়া চর্ম্মবর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক কেশবের বিনাশ বাসনায় তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। চেদিরাজও স্বীয় মহারথ ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ও বীর্য্যবান্ পৌণ্ড্রগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইলেন। এদিকে দেবতুল্য মহারথ বৃষ্ণিগণ মহেন্দ্র সদৃশ বলদেবকে অগ্রে করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। মহাবল জরাসন্ধ অতি বেগে আগমন করিতেছেন দেখিয়া সাত্যকি তাঁহাকে ছয় নারাচ অস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। অক্রূর নয় শরে দন্তবক্রকে বিদ্ধ করিলে কারূষ দশ বাণ দ্বারা তাঁহাকে প্রতি বিদ্ধ করিলেন। বিপৃধু সপ্ত শরে শিশুপালের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। শিশুপালও অমনি তৎক্ষণাৎ আট বাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিলে গবেষণ নামক মহাবীর ছয় বাণ, অতিদন্ত অষ্ট, বৃহদুর্গ পঞ্চবাণ প্রহারে যুগপৎ চেদিরাজ শিশুপালকে আক্রমণ করিলেন। শিশুপাল মহাক্রোধে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ

করিলেন এবং চারি বাণে বিপৃথুর চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা বৃহদুর্গের শিরচ্ছেদন করিলেন, অনন্তর গবেষণের সারথিকে যমদনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাল পরাক্রান্ত বিপৃথু স্বীয় রথ অশ্বহীন হইল দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বৃহদুর্গের রথে আরোহণ করিলেন এবং বিপৃথুর সারথিও সত্বর সেই রথে আরোহণ করিয়া অশ্ব চালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর সকলে সমবেত হইয়া মহাক্রোধে ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিয়া রথারূঢ় দর্পিত শিশুপালের উপর অজস্র বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অন্য দিকে চক্রদেব এক বাণ প্রহারে দন্তবক্রের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া পঞ্চবাণ দ্বারা পটুসকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ঐ উভয়ের মর্ম্মভেদী অতি তীক্ষ্ণ দশ শরে বিদ্ধ হইলেন। ঐ সময় শিশুপালভ্রাতা বলীও চক্রদেবকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া দূর হইতে পাঁচ বাণে বিদূরথকে ব্যথিত করিলেন। বিদুরথও সমরক্ষেত্রে অতি নিশিত ছয় শর দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিলেন। পুনরায় বলী তাঁহাকে ত্রিংশৎ বাণ দ্বারা গুরুতররূপে আহত করিলেন। কৃতবর্ম্মা রাজপুত্র পৌণ্ড্রকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তাহার সারথিকে বিনাশ করিলেন এবং রথের অত্যুন্নত ধ্বজাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পৌণ্ড্র তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ছয় শরক্ষেপে কৃতবর্ম্মাকে ব্যথিত করিয়া ভল্লা দ্বারা তাহার ধনুঃ ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তিনি কলিঙ্গরাজের প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। কলিঙ্গরাজও ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তোমরায়ুধ দ্বারা তাহার স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর্য্য কঙ্ক গজারোহণে আসিয়া তোমরাস্ত্র প্রহারে অঙ্গরাজের গজকে প্রহার করিয়া কতিপয় শর দ্বারা তাঁহাকে ও তাহার অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর চিত্রক শ্বফল্ক ও মহাবল সত্যক ইহারা সকলে মিলিয়া নিশিত নারাচাস্ত্রে কলিঙ্গরাজ সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে বলরাম ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দ্বারা বঙ্গরাজ মাতঙ্গকে বিনাশপূর্ব্বক তাহাকেও নিহত করিলেন। অতঃপর রাম রথে আরোহণ করিয়া অপ্রতিহত বীর্য্যপ্রভাবে রণস্থলে নারাচ অস্ত্রে অসংখ্য কৈশিক সৈন্যবিনাশ করিলেন। পরে ছয় বাণে মহাধনুর্দ্ধারী কারুষগণকে নিপাত করিয়া মগধসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। বহু সৈন্য বিনাশের পর মহাক্রোধভরে সেই ভীষণ মূর্ত্তি রাম রণোন্মত্তবেশে জরাসন্ধকে আক্রমণ করিলেন। জরাসন্ধও তাহাকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখীন হইল এবং তিন নারাচাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে ব্যথিত করিলেন। তখন সেই মুষলায়ুধ রামও ক্রুদ্ধ হইয়া অষ্ট নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিতরধ্বজও ছেদন করিয়া দিলেন।

মহারাজ! এইরূপে উভয় দলে দেবাসুরের ন্যায় অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবিশ্রান্ত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সহস্র সহস্র মাতঙ্গ রণশায়ী হইল। রথে রথে, অশ্বে অশ্বে, পদাতি পদাতিতে তুমুল সমর উপস্থিত হইল। একপক্ষীয় পদাতিগণ শক্তি ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষের পদাতিগণের মস্তক ছেদন করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় রণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অসি সমুদায় কবচের উপর পতিত হওয়াতে ভীষণশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। পক্ষিপংক্তির ন্যায় বাণপতনের শব্দেও দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন এই উভয়বিধ শব্দে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও বেণুর ধ্বনি এবং জ্যাঘোষ ও শস্ত্র পতন শব্দ একেবারে তিরোহিত হইয়া উঠিল।

১১৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন করিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, কী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা ভীষ্মকের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি গোবিন্দকে বিনাশ না করিয়া রুক্মিণীকেও না লইয়া এই কুণ্ডিননগরে আর প্রবেশ করিব না। ইহা আমি আপনার নিকট সত্য করিয়া বলিলাম। তখন সেই মহাবীর রুক্মী অত্যুন্নত ধ্বজ এবং বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ এক রথে আরোহণ করিয়া সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া মহাক্রোধে অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী নৃপতিগণ ক্রথপুত্র অংশুমান, শ্রুতর্ব্বা, বীর্য্যবান বেণুদারি, ভীষ্মক মহীপতির অন্যান্য মহারথ পুত্রগণ এবং ক্রথকৈশিকশ্রেষ্ঠ প্রধান প্রধান মহারথগণ সকলেই তাহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনেক দূর পথ গমন করিয়া নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণ তথায় রুক্মিণীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। দেখিবামাত্র রণমদোন্মত্ত রুক্মী ক্রোধে অধীর হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ কামনায় তথায় সৈন্যসামন্তগণ স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং মধুসূদনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অবিলম্বেই কৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া চতুঃষষ্টি নিশিত শরে কেশবকে বিদ্ধ করিলেন। জনার্দ্দনও তৎক্ষণাৎ সপ্ততি শরে রুক্মীকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবল কৃষ্ণ পুনরায় স্বীয় অস্ত্রবলে তাহার রথধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রুক্মী বহু যত্ন করিয়া উহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন দাক্ষিণাত্যনরপতিগণ রুক্মীকে তাদৃশ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া একেবারে সকলে সমবেত হইয়া কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিল। অমনি ঘোরতর যুদ্ধও আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ মহাবাহু অংশুমান নয় শরে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শ্রুতর্ব্বা পাঁচ, বেণুদারি সাত বাণে তাঁহাকে ব্যথিত করিলেন। বীর্য্যবান্ গোবিন্দও তৎক্ষণাৎ শরপ্রহারে অংশুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। অংশুমান দ্বারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথপার্শ্বে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি শ্রুতর্ব্বার অভিমুখে উপস্থিত হইয়া চারি বাণে তাহার চতুরশ্ব নিপাত করিলেন। বেণুদারির রথধ্বজ ছেদন করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত শরপাতে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় আবার শ্রুতবর্ম্মার প্রতি সাত বাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি তখন নিতান্ত ক্লান্ত ও মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া রথধ্বজ অবলম্বনপূর্ব্বক অবসন্ন শরীরে শয়ন করিলেন। এই সময় ক্রথ কৈশিকগণ চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে করিতে আসিয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। তখন জনার্দ্দন স্বীয় শরনিকরে তাহাদের সমস্ত নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোষাবিষ্ট কৃষ্ণের হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইলেন না। সকলেই তাঁহার বাণপ্রহারে নিহত হইলেন। এই সময়ে অন্য যাঁহারা ক্রোধভরে বীরদর্পে দর্পিত হইয়া কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে চতুঃ ষষ্টি শরে একবারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন আর সৈন্যগণ সমরক্ষেত্রে স্থির থাকিতে পারিল না ইতস্ততঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রুক্মী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অতি তীক্ষ্ণ পঞ্চ শরদ্বারা কেশবকে বিদ্ধ করিলেন। অতঃপর তিন শরে সারথিকে ব্যথিত করিয়া ধ্বজে আনতপর্ব্ব এক বিষম শর নিক্ষেপ করিলেন। কেশব রুক্মীর শরে বিদ্ধ হইয়া বিষম

রোষভরে একবারে তদুপরি চতুঃষষ্টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহায় শরাসনও ছেদন করিয়া দিলেন। তখন রুক্মী ছিন্নধেনু পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন আর এক কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। তাহাতে দিব্য অস্ত্র সমুদায় যোজনা করিয়া নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল কৃষ্ণও স্বকীয় অস্ত্রদ্বারা ঐ সমুদায় অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক তিন শরে পুনরায় তাহার ধনু ও রথেশাছেদন করিয়া দিলেন। তখন সেই বীর্য্যবান্ রুক্মী বিরথ ও ছিন্নধন্বা হইয়া অসিচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক মহাক্রোধে গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে উৎপতিত হইলেন। কিন্তু কেশব তাঁহাকে সন্নিহিত দেখিয়া স্বীয় অস্ত্রবলে তাহার খড়্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন নারাচ অস্ত্রে উঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। তখন সেই রুক্মী বিষম আর্ত্তনাদ করিয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত ও মূর্জিত হইলেন। ঐ সময়ে কেশব অন্যান্য নরপতিদিগের প্রতি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভূপালগণ রুক্মীকে তদবস্থ দেখিয়া আর তথায় থাকিতে পারিলেন না, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রুক্মিণী ভ্রাতাকে মূর্চ্ছিত ও ভূমি লুণ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার জীবন রক্ষার্থ স্বামিচরণে নিপতিত হইলেন। তখন কেশব তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলেন এবং রুক্মীকেও অভয় প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অন্যদিকে বৃষ্ণিগণ জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যগণকে পরাভূত করিয়া বলরামকে অগ্রে করিয়া হৃষ্টচিত্তে দ্বারকাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন।

হে মহারাজ! পদ্মপলাশলোচন ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকাভিমুখে প্রতিগমন করিলে তা রণস্থলে সমুপস্থিত হইয়া রুক্মীকে স্বীয় রথে আরোপণ করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন; বীর্য্যমদ গর্ব্বিত রুক্মী ভগিনীকে আনিতে পারিলেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হওয়াতে পুনরায় আর কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। সুতরাং তিনি বিদর্ভ নগরের অন্য এক স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত, এক অতি বৃহৎ সুশোভন পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী ভোজকট নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়। মহাতেজা রুক্মী ঐ ভোজকটের দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া এবং রাজা ভীষ্মক কুণ্ডিন নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভু কৃষ্ণ বলদেব ও বৃষ্ণিগণের সহিত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি রুক্মিণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। সেই পতিব্রতা অশেষ গুণ সম্পন্ন রূপবতী রুক্মিণী কেশবের জ্যেষ্ঠা পত্নী হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম যেমন সীতাকে পাইয়া ইন্দ্র যেমন শচী পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণও সেইরূপ ইহাঁকে পাইয়া পরম প্রীতমনে ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ট, সুদেষ্ণ, মহাবল প্রদ্যুম্ন, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু ও চারু এই দশটি পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, অর্থকুশল, অস্ত্রবিশারদ ও যুদ্ধদুর্ম্মদ ছিলেন। মহাবাহু মধুসূদন রুক্মিণী ব্যতীত কলিন্দ কন্যা মিত্রবিন্দা, অযোধ্যাপতি রাজা নগ্নজিতের কন্যা সত্যা, রাজা জাম্ববতের কন্যা জাম্ববতী, কেকয়রাজদুহিতা রোহিণী, মদ্ররাজসুতা লক্ষণা, সত্রজিতের কন্যা সত্যভামা ও অপ্সরঃপ্রতিমা শৈব্যকন্যা তন্বী এই সাত কন্যা এবং তদ্ভিম যোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পত্নীগণ সকলেই অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু অলঙ্কারাদি ও অভিলাষানুরূপ ভোগ্যবস্তুতে পরিতৃপ্ত এবং কৃষ্ণও তাহাদিগকে সমব্যবহার প্রদর্শনে প্রীত করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় পত্নীর গর্ভে সহস্র সহস্র পুত্র

জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা সকলেই কাল ক্রমে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, অসাধারণ বলশালী, মহারথ, যাগশীল, পুণ্যকর্ম্মা ও ভাগ্যধর ছিলেন।

১১৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে বীর্য্যবান শত্রুতাপকারী রুক্মী স্বকীয় দুহিতার বিবাহের নিমিত্ত স্বয়ম্বর সভার আহ্বান করিলেন। ঐ সভায় আহূত হইয়া কত কত রাজা রাজপুত্রগণ বিবিধ বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হইয়া নানাদিদেশ হইতে আসিয়া বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেশবতনয় প্রদ্যুম্নও অন্যান্য কুমারগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এই পরম রূপলাবণ্যবতী রুক্মিদুহিতার নাম সুভাঙ্গী। সুভাঙ্গী প্রদ্যুম্নকে পতিত্বে কামনা করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্নও তাহার প্রতি তদনুরূপ অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। অন্তর স্বয়ম্বর সভা সজ্জিত হইলে নৃপতিগণ তথায় আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইলেন। বিদর্ভী সুভাঙ্গীও স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া বরমাল্য হস্তে সভা প্রবেশপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের গলদেশে বর মাল্য প্রদান করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সিংহহননক্ষম যুবা কেশবতনয় প্রদ্যুম্ন যেমন অসামান্য রূপবান ছিলেন, রাজপুত্রী সুভাঙ্গীও কি রূপে, কি গুণে, কি বয়োধর্ম্মে সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার অনুরূপ সহধর্ম্মিণী হইলেন। অধিক কি তিনি নারায়ণী ইন্দ্রসেনার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি অভিলাষবতী হইয়াছিলেন। যাহা হউক রাজকুমারীর বরমাল্য প্রদানের পর স্বয়ম্বর সভা ভঙ্গ হইলে মহীপতিগণ স্ব স্ব নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রদ্যুম্ন ও বৈদর্ভী সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রতিগমন করিলেন।

কালক্রমে এই রুক্মিতনয়া সুভাঙ্গীর গর্ভে সুরকুমার সদৃশ এক কুমার জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ বেদার্থদর্শী, নীতিশাস্ত্র বিশারদ, কার্য্যকুশল ও ধনুর্ব্বেদে অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। এই সময় রুক্মীর রুবতী নাম্নী একটি পরমসুন্দরী পৌত্রী জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণ ঐ রুক্মবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার অভিলাষ করিয়া নরপতি রুক্মীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কেশবের সহিত রুক্মীর চিরবৈর বিদ্যমান থাকিলেও প্রদ্যুম্নের অনুরাগ, ভগিনীর একান্ত আগ্রহ ও অনিরুদ্ধেরও অসামান্য গুণবত্তা দর্শনে সেই চিরপ্ররূঢ় বিদ্বেষভাব পরিহারপূর্ব্বক সেই পাত্রেই কন্যাপ্রদানে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন কৃষ্ণ পুত্র, কলত্র-রুক্মিণী, বলদেব ও অন্যান্য বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে বিদর্ভ নগরে যাত্রা করিলেন। এদিকে মহীপতি রুক্মী যে সমুদায় আত্মীয় বন্ধু জাতি ও রাজন্যগণকে বিবাহপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহারাও ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ তিথি শুভ নক্ষত্র ও শুভ লগ্নে পরমাহ্লাদে অনিরুদ্ধের বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। এইরূপে অনিরুদ্ধের সহিত বিদর্ভরাজ নন্দিনীর পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইলে বৈদর্ভ ও যাদবগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। যাদবগণ তথায় অমরগণের ন্যায় পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অশ্মকদেশাধিপতি ধীমান বেণুদারি, ঋক্ষপতি শ্রুতর্ব্বা, চাণূর, ক্রথনন্দন অংশুমান, কলিঙ্গের অধীশ্বর মহাবল জয়ৎসেন, নৃপতি পাণ্ড্য ও শ্রীমান ঋষিকাধিপতি এই সমুদায় মহাঋদ্ধিশালী দাক্ষিণাত্য ভূপালগণ মন্ত্রণা করিয়া রুক্মী সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং উহাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনি অক্ষক্রীড়ায় বিলক্ষণ পণ্ডিত, আমাদেরও ইচ্ছা যে আপনার সহিত ক্রীড়া করি। আর শুনিতে পাই পাশক্রীড়ায় বলরামেরও বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, কিন্তু তাঁহার ক্রীড়াবিষয়ে তাদৃশী ব্যুৎপত্তি বা পারদর্শিতা নাই। অতএব আমরা সকলে ক্রীড়া করিতে বসিলে বলদেব কদাচ নির্ব্ব্যাপার হইয়া থাকিতে পারিবেন না, অবশ্যই আমাদের সহিত ক্রীড়া করিতে আসক্ত হইবেন। তখন আমরা আপনাকে অগ্রে করিয়া বলরামকে জয় করিতে পারিব, এই আমাদের অভিলাষ।

মহারাজ! নরপতিগণের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া রুক্মী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। অনন্তর নরপতিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে শুভ্রমাল্য ও অনুলেপনে বিভূষিত হইয়া কাঞ্চনস্তম্ভ সুশশাভিত মাল্যদাম বিভূষিতাঙ্গণ চন্দনবারি-সিক্ত রমণীয় সভায় প্রবেশপূর্ব্বক জয় বাসনায় সুবর্ণময় আসনে সমাসীন হইলেন। পরে সেই সমুদায় অক্ষকোবিদ ভূপতিগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া বলদেবও তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ক্রীড়ার্থ সকলে প্রস্তুত রহিয়াছেন। তখন তিনিও হৃষ্টান্তঃকরণে ক্রীড়া করিতে সম্মত হইলেন। দাক্ষিণাত্য নরপতিগণ ছলক্রমে তাহাকে জয় করিবার মানসে তথায় সহস্র সহস্র মণি আনিয়া রাখিয়া ছিলেন। অনন্তর প্রণয়ভঙ্গসূচক কলহনিদান দুর্ম্মতিগণের ক্ষয়কারী পাশক্রীড়া আরম্ভ হইল। বলদেব রুক্মীর সহিত ক্রীড়াপ্রবৃত্ত হইয়া সহস্র নিষ্ক ও দশ সহস্র সুবর্ণ পণ রাখিলেন। রুক্মী যত্নপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া বলদেবকে পরাভূত করিলেন। পুনরায় ঐরূপ পণ করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইল। এবারেও রুক্মীরই জয় লাভ হইল। এইরূপে কেশবাগ্রজ পুনঃ পুনঃ পরাভুত হইয়া একবারে কোটি বর্ণ পণ করিলেন। এবারেও সেই কপটাচারী রুক্মী ‘ইহাও আমি জয় করিয়াছি’ বলিয়া হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা ও বলদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, এই বলদেব সকলের অজেয় কিন্তু অদ্য আমার নিকটে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও দুর্ব্বলের ন্যায় পরাভূত হইলেন। সুতরাং আমি ইহার অপরিমিত সুবর্ণও লাভ করিলাম। তৎকালে কলিঙ্গরাজ ঐ বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে দন্তাবলী প্রদর্শনপূর্ব্বক অনবরত হাসিতে লাগিলেন। বলদেব স্বভাবতঃ জিতক্রোধ হইলেও রুক্মীর ঐরূপ বিষদিগ্ধের ন্যায় কর্কশ বাক্য শ্রবণে দগ্ধাঙ্গ হইয়া সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ মহাবল সঙ্কর্ষণ স্বকীয় অসামান্য ধৈর্য্যগুণে চিত্তকে সংযুত করিয়া কহিলেন, এবারে আমার দশ সহস্র কোটি আর একটি পা রহিল, কিন্তু এখন এই কৃষ্ণ লোহিত অঙ্গ সমুদায় সরজস্কপ্রদেশে পাতিত করিয়া তোমাকে এই পণ গ্রহণ করিতে হইবে। রুক্মী এই বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং প্রফুল্লহৃদয়ে অক্ষ পাতিত করিলেন। এবারে বলদেবেরই ধর্ম্মতঃ জয় হইল, কিন্তু ভীষ্মক তনয় রুক্মী উহা স্বীকার করিলেন না, প্রত্যুত উহা নয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। বলদেব তাহাতেও কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। রুক্মী পুনরায় গর্ব্বিতভাবে বলিয়া উঠিলেন আমিই জয়ী হইয়াছি। তখন বলদেব সেই কপটবাক্য শ্রবণে আর

ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না; বিলক্ষণ রোষাবিষ্ট হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতেছেন, ঐ সময় আকাশবাণী হইয়া জলদ গম্ভীরস্বরে মহাত্মা বলদেবের ক্রোধকে উদ্দীপিত করিয়া বলিল, "বলদেবই যথার্থ বলিয়াছেন। এবারে ধর্ম্মানুসারে বলরামেরই জয়। ইনি স্বয়ং কিছু না বলিলেও পণিত বস্তু বলরামেরই প্রাপ্য"। সদস্যগণ, কাহার জয় ইহা মনে মনে জানিতে পারিতেছেন কিন্তু বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন না। নভস্তল হইতে এই সত্য ও সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্কর্ষণের ক্রোধ বিষয়বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি রোষকষায়িতনেত্রে সভা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এক সুবর্ণময় অষ্টাপদ আকর্ষণ করিয়া তদ্দারা সেই কপটব্যসনী ক্রূরভাষী রুক্মিণী-ভ্রাতাকে একবারে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই ক্রোধমুর্ত্তিতে কলিঙ্গরাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া গুরুতর প্রহারে তাহার দন্ত সমুদায় উৎপাটিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং খড়্গ সমুদ্যত করিয়া অন্যান্য নরপতিগণের ত্রাসোৎপাদনপূর্ব্বক অদ্ভুত বলশালী বলরাম সভাগৃহের সুবর্ণময় এক স্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া ক্রথকৈশিকদিগকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীষণ করীন্দ্রের ন্যায় সেই স্তম্ভ হস্তে সভাদ্বার হইতে নির্গত হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে সেই যাদবশ্রেষ্ঠ বলদেব দুর্ম্মতি কপটাচারী রুক্মীয় প্রাণসংহার করিয়া সিংহ যেমন ক্ষুদ্র নৃগগণকে ত্রাসিত করে, সেইরূপ অন্যান্য নরপতিগণের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক স্বজনবর্গে পরিবৃত হইয়া স্বকীয় শিবিরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কেশবসন্নিধানে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত আমূলতঃ কীর্ত্তন করিলেন। মহা দ্যুতি কৃষ্ণ তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া একটিও বাক্য কহিলেন না। অনন্তর রুক্মিণী প্রিয়ভ্রাতাৰ নিধন বার্ত্তা শ্রবণে, বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং শোকে ও ক্রোধে অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শোকভরে কহিতে লাগিলেন পূর্বে শূর শক্রুনাশন বাসুদেব ইহাঁকে নিহত করিলেন না, অদ্য বলদেব সেই ইন্দ্রপ্রতিম প্রভূত বলশালী আমার সহোদরকে অষ্টাপদ নিক্ষেপ দ্বারা নিহত করিলেন?

এইরূপে সেই মহাবীর্য্য দ্রুম-ভার্গব-শিক্ষিত রণদক্ষ নিত্য যজনশীল ভীষ্মকতনয় নৃপতি কী নিহত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সকলেই বিমনায়মান হইলেন। হে ভরতকুলধুরন্ধর! এই আমি মহারাজ রুক্মীর নিধন ও তৎসম্পর্কে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত বৈরভাব প্রভৃতি সমস্তবৃত্তান্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর তথা হইতে সমস্ত ধনাদি গ্রহণপূর্ব্বক রাম ও কৃষ্ণ বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে দ্বারবতীতে প্রস্থান করিলেন।

১১৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! পুরাণ তত্বজ্ঞ মহাত্মা পণ্ডিতগণ যাহাকে অসামান্য বলশালী দুর্জ্জয় তেজোরাশি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এবং লোকে যাহাকে নাগরাজ অনন্তদেব, ও মহাবীর্য্য আদিদেব বলিয়া জানেন, আমি সেই ধরণীধর ধীমান্ বলদেবের শেষ মাহাত্ম্য ও কর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। অতএব আপনি তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাণে ইহাকে নাগরাজ, ধরণীধর, শেষ, তেজোনিধি অজেয়, পুরুষোত্তম, যোগাচার্য্য, মহাবীর্য্য, বেদমন্ত্রমূল শ্রীমান বলদেব বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। ইনি গদাযুদ্ধে মহাবীর্য্য জরাসন্ধকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু বধ করেন নাই। যে সকল নৃপতিবর্গ জরাসন্ধের সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাও বলদেব কর্ত্তৃক পরাভূত হন। ভীম পরাক্রম ভীমসেন যিনি অযুত হস্তীর বলধারণ করিতেন, তিনিও অনেকবার ইহাঁর সহিত বাহুযুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন। একদা জাম্ববতীপুত্র শাম্ব হস্তিনা নগরে আসিয়া দুর্য্যোধন কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তৎকালে চতুর্দ্দিক হইতে রাজগণ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। বলদেব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে মোচন করিবার নিমিত্ত স্বয়ংতথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কিছুতেই তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন না। তখন তিনি বিষম ক্রোধে পূর্ণ হইয়া অনিবার্য্য অভেদ্য অপ্রতিম ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ দিব্য লাঙ্গলা সমুদ্যত করিয়া কৌরবপুরী একবারে গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করিবার মানসে তাহার প্রাকারভিত্তিতে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তখন হস্তিনানগর ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন অবিলম্বে স্বীয় কন্যার সহিত শাম্বকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং তৎসন্নিধানে গদাযুদ্ধ শিক্ষার্থ আপনিও শিষ্য হইলেন। হে রাজেন্দ্র! তদবধি সেই পুরী যেন ঘূর্ণিত হইয়া গঙ্গাভিমুখে অবনতমস্তকে রহিয়াছে। বলদেবের এই অদ্ভুতকর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন ভাণ্ডীরবনে মহাবীর বলরাম যে সমুদায় অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, উহা সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত। তিনি তথায় এক মুষ্টিপ্রহারে প্রলম্বকে নিহত করেন। মহাকায় ধেনুক নামা দৈত্যপতিকে পর্ব্বতশীর্ষে নিক্ষেপ করেন। গর্দ্দভ রূপধারী সেই দৈত্য তথায় পতিত ও গতাসু হইয়া ভূতলে আসিয়া পড়ে। অধিক কি সেই মহাপ্রভাবশালী হলধারী স্বীয় হলাকৃষ্ট পদবীতে সমুদ্রগামিনী মহানদী যমুনাকেও নগরাভিমুখে দ্রুতবেগে তরঙ্গিত করিয়াছেন।

হে মহারাজ! সেই অপ্রমেয় অনন্তরূপী মহাত্মা বলদেবের মাহাত্ম্য আমি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। এতদ্ভিন্ন সেই পুরুষপ্রধান রামের বহুবিধ মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তিকলাপ অভিহিত হইয়াছে উহা আপনি পুরাণ হইতে বিস্তারক্রমে উপলব্ধি করিবেন।

১২০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! রুক্মীর নিধনের পর মহাবীর্য্য বিষ্ণু দ্বারকায় গমন করিয়া কি করিলেন, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! ভগবান যদুনন্দন যাদবগণে পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিদর্ভ নগরে যে সমুদায় বিবিধ রত্নরাশি লাভ করিয়াছিলেন তৎসমুদায় রাক্ষসদিগের দ্বারা আনয়নপূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। ঐ সময়ে কতকগুলি দৈত্য দানব বরদর্পে দর্পিত হইয়া বিষম উৎপাত আরম্ভ করে; তিনি তাহাদিগকেও নিহত করেন।

অনন্তর সমস্ত দেবগণের শঙ্কাম্পদ দেবরাজের ঘোর শত্রু নরকাসুর নামা এক দৈত্যপতি মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নের ন্যায় জগতে আভিভূত হইল। সে কি দেবতা, কি মানব, কি ঋষিগণ সকলেরই প্রতি কুলাচারী হইয়া সমস্ত কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। অনন্তর একদা সেই নরকাসুর বিশ্বকর্ম্মার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কশেরু নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে গজরূপে হরণ করে। এই সময়ে তাহার হৃদয়ে ভয় বা করুণাদির লেশমাত্র ছিল না সুতরাং সে ঐ বরবর্ণিনীকে প্রমর্দ্দিত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুরের আধিপত্য গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্য দানবগণকে আদেশ করিল যে, তোমরা অদ্য প্রভৃতি কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক, কি পৃথিবী, কি রত্নাকর, সর্ব্বত্র যেখানে যত ধনরত্ন পাইবে তৎসমুদায় আহরণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা নানাদিগদেশ হইতে ধন, রত্ন ও বিবিধ বস্ত্র আহরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে স্বয়ং উহার কিছুই উপভোগ করিত না। অনন্তর গন্ধর্ব্বকন্যা, দেবকন্যা, মনুষ্য কন্যা ও সপ্তবিধ অপ্সরোগণ হরণ করিয়া আনিল। ঐ রমণীগণের সংখ্যা ষোড়শ সহস্র একশত। উহারা সকলেই এক বেণীধারিণী হইয়া সতীব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিল। তাহাদের বাসের নিমিত্ত নরক মহীপতি মণি পর্ব্বতের উপরিভাগে মুরু নামক দৈত্যাধিকৃত প্রদেশে অলকাসদৃশী এক অতি রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিল। তথায় ঐ সমস্ত নারীগণ, প্রাগজ্যোতিষ পতি ও মুরুর দশ পুত্র বাস করিত। প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ উহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা নরকাসুরের উপাসনা করিত। এই এক মাত্র নরকাসুর ব্রহ্মার বরপ্রসাদে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে সকল ঘোর দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, উহা পূর্ব্বকালে সমস্ত অসুরগণ মিলিত হইয়াও কখন করিতে পারে নাই। এই মহাসুর কুণ্ডল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অদিতিরও অবমাননা করিয়াছিল। তাহার হয়গ্রীব, নিসুন্দ, বীর পঞ্চনদ ও পুরু নামে চারি যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্বারপাল ছিল। মুরু স্বকীয় পুত্র সহস্রের সহিত সমবেত হইয়া আকাশপথ পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া অবস্থান করিত। সর্ব্বদা রাক্ষসগণের সহচর হইয়া মহাত্মাদিগের ত্রাসোৎপাদন করিত।

হে মহারাজ! এই সকল দুরাত্মাদিগের বিনাশ করিবার নিমিত্তই শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসিধারী জনার্দ্দন বৃষ্ণিবংশে দেবকীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। এই বিখ্যাতকীর্ত্তি পুরুষোত্তমের বাসার্থ দেবগণ নানা উপায়ে ইহার দ্বারকানিবাস বিধান করেন। ঐ

দ্বারকাপুরী ইন্দ্রভবন অপেক্ষাও অতি রমণীয়, মহার্ণবে পরিবেষ্টিত ও পঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা উপশোভিত। তন্মধ্যে কাঞ্চনময় তোরণশালিনী এক পরম সুন্দর সভা বিদ্যমান আছে। ঐ সভা দাশার্হী নামে বিখ্যাত, যোজন পরিমিত স্থান ইহার পরিসর, রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ তথায় আসীন হইয়া সমস্ত লোকযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। একদা তাঁহারা সকলে সভায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত ও অদূরে কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অন্তরীক্ষকে উদ্ভাসিত করিয়া তন্মধ্য হইতে প্রভাজাল সমাবত শুভ্রমাতঙ্গ সমারূঢ় দেবগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্র ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছেন দৃষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাম ও কৃষ্ণ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে ইন্দ্র তাহাদের সম্মুখে ঐরাবত হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দ্বারকাবাসী সকলে তাঁহাকে পরম সমাদরে অর্চ্চনা করিলেন। পুরন্দর এইরূপে অর্জ্জিত হইয়া জনার্দ্দন, রাম, মহারাজ উগ্রসেন, আহুক ও অন্যান্য বৃষ্ণিগণকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণও বলদেব সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবরাজ সভা সমুজ্জ্বল করিয়া তথায় আসীন হইলে অর্ঘ্যাদি প্রদান দ্বারা যথাবিধি তাঁহার সমুদাচার প্রদর্শিত হইল।

১২১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাতেজা বাসব তদীয় অনুজ উপেন্দ্রের চিবুকে হস্ত পরামর্শ করিয়া প্রশান্তবাক্যে কহিলেন, দেবকী নন্দন! মধুসূদন! অমিত্রকর্ষণ! অদ্য আমি তোমার নিকটে যে জন্য আগমন করিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। রাক্ষসপ্রকৃতি নরক নামে একজন দিতিনন্দন ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত হইয়া অদিতির কুণ্ডলদ্বয়ও বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে। সে নিরন্তর দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। তোমার ও ছিদ্রান্বেষণে সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। অতএব তুমি সেই দুরাত্মাকে শীঘ্র বিনাশ কর। এই কামচারী অতি বীর্য্য মহাতেজা বিনতানন্দন গরুড়ও এই স্থানে উপস্থিত আছেন, ইনি তোমাকে অন্তরীক্ষপথে, তথায় লইয়া যাইবেন। সেই ভূমিতনয় নরকাসুর সর্ব্বলোকের অবধ্য। তুমি উহাকে নিহত করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।

দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভগবান কমললোচন কৃষ্ণ নরকাসুরকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তদনন্তর সত্যভামাসহচর কৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি ধারণ করিয়া দেবেন্দ্রের সহিত গরুড় বাহনে প্রস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে আবহ প্রবহাদি সপ্ত মারুতপথ অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন। ইন্দ্র ঐরাবতে, কৃষ্ণ গরুড়োপরি গমন করিতেছেন, উহা দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন চন্দ্র ও সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হইয়াছেন। এই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইন্দ্র ও কেশবের স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। অনন্তর উভয়েই অন্তর্হিত হইলেন। দেবরাজ বাসব স্বকর্ত্তব্য মনে করিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন, কৃষ্ণও প্রাগজ্যোতিষ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে বায়ু গরুড়ের পক্ষ পবন দ্বারা আহত হইয়া প্রতিকূল গমনে বহিতে লাগিল। খেচরগণ গর্জ্জিত মেঘের সহিত চীৎকার করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ

করিল। ক্ষণকালের মধ্যে কৃষ্ণ আকাশে থাকিয়া দূর হইতে দানবগণকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই দেখিতে পাইলেন যে, পর্ব্বত দ্বারে হস্তী, অশ্ব, রথ ও অন্যান্য বাহন এবং ষট্ সহস্র মৌরব পাশাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহারাজ! অনন্তর সেই নীলজলদমূর্ত্তি পীতাম্বর চতুর্ভুজ ভগবান নারায়ণ শঙ্খ চক্র গদা ও অসি ধারণপূর্ব্বক গরুড়োপরি আসীন থাকিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃস্থলে বনমালা দোদুল্যমান থাকাতে চন্দ্রোদয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। মস্তকে সূর্য্য সমুজ্জ্বল কিরীট বিদ্যুৎসনাথ চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ জ্যা আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলেন। অশনি শব্দের ন্যায় সেই ভীষণ জ্যাঘোষ দৈত্যগণের শ্রুতিগোচর হইবামাত্র তাহা বুঝিতে পারিল যে, স্বয়ং বিষ্ণুই সমুপস্থিত হইয়াছেন। তখন মুরু নামক মহাসুর কালান্তবেশে ক্রোধে নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইল। কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াই সেই কাঞ্চনমণ্ডিত হীরকখচিত মহাশক্তি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। ঐ শক্তি অস্ত্র প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগে আসিতেছে দেখিয়া জনার্দ্দন সুবর্ণপুঙ্খ এক ক্ষুরপাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং তদ্বারা সেই দানবনিক্ষিপ্ত শক্তি দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। শক্তি ছিন্ন হইল দেখিয়া দৈত্যপতি মুরু ক্রোধে বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া পুনরায় ক্রোধরক্ত লোচনে ভীষণ গদা গ্রহণ করিল। অনন্তর সেই গদা নিক্ষেপ করিবামাত্র ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় ঘোরতর শব্দে কৃষ্ণের দিকে আসিতে লাগিল, কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ শরাসনে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ যোজিত করিয়া আকর্ণপূর্ণ সমাকর্ষণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত বাণ অর্দ্ধপথেই সেই স্বর্ণভূষিত গদা ছেদন করিল। অতঃপর ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই দুরাত্মার মস্তকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে মৌরব পাশ সমুদায় ছেদন করিয়া তাহার আত্মীয়বর্গ এবং নরকাসুরের যে সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস সৈন্য তথায় বিদ্যমান ছিল তৎসমুদায়কে নিহত করিলেন। তদনন্তর সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভগবান্ দেবকীনন্দন দেখিতে পাইলেন, মহাবল নিসুন্দ, দৈত্যপতি হয়গ্রীব বহুসংখ্যক দানবীসেনা ও অন্যান্য রণদক্ষ যোদ্ধবর্গ সমভিব্যাহারে প্রবেশ মার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহাবল নিসুন্দ কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সত্বর রথে আরোহণ করিয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ দিব্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। কেশবও তৎক্ষণাৎ অতি নিশিত সপ্ততি শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং যে সকল শর তাঁহার অভিমুখে প্রচণ্ডবেগে আসিতেছিল তৎসমুদায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অন্তরীক্ষ মধ্যে ছেদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তত্রত্য সমস্ত সৈন্যসামন্তগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং অজস্র শরজাল বর্ষণ করিয়া একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভগবান্ মধুসূদন সেই সমস্ত সেনাগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড মেঘাস্ত্রের অবতারণা করিলেন। তখন সেই মেঘাস্ত্র হইতে অনবরত শরবর্ষণ হইতে লাগিল। সৈন্যগণের প্রত্যেকের শরীরে পাঁচ পাঁচ শর বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিল। দানবগণ তদ্দর্শনে ভয়ে আকুল হইয়া রণস্থল হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন নিসুন্দ স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বয়ং রণস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক শরবর্ষণদ্বারা পুনরায় কেশবকে আচ্ছন্ন করিল। তৎকালে তাহার সেই শরবর্ষণ প্রভাবে রণস্থলও একবারে এরূপ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল

যে, সূর্য্য আর লক্ষিত হয় না, দিক্ সমুদায় একবারে দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ এক দিব্য সূর্য্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তারা সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া শরসন্ধানে তাহার সমুদায় শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ত ক্ষণাৎ এক শরে তাহার ছত্র, তিন শরে রথেশা, চারি বাণে চতুরশ্ব ছেদন করিলেন। অনন্তর পাঁচ শরে তাহার সারথিকে বিনাশ করিয়া এক শরে রথের ধ্বজযষ্টি নিপাতিত করিলেন। অবশেষে এক নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! তখন অতি প্রতাপশালী হয়গ্রীব নিসুন্দকে পতিত দেখিয়া এক পর্ব্বতোপম প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উৎপাটনপূর্ব্বক সহসা কৃষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে অস্ত্র বিশারদ কেশব দিব্য পর্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা উহা সপ্তখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি শার্ঙ্গনির্ম্মুক্ত বহুবিধ ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। দেবাসুরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নানবিধ অস্ত্রপাতে রণভূমি আকীর্ণ হইয়া ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। ভগবান বিষ্ণু গরুড়ে থাকিয়া মহাসুরদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দানবগণ কৃষ্ণের মহালাঙ্গল, শাণিতশর ও সুতীক্ষ্ণ খড়গ প্রহারে একবারে জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ বা চক্রানলে দগ্ধ হইয়া অম্বরতল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ বা গদাঘাতে গতাসু হইয়া তাহারই সম্মুখে নিপতিত হইল। কেহ কেহ বা ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাঁহার উপর অজস্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। অসুরগণ কৃষ্ণশরে প্রপীড়িত হইয়া বিকৃতাঙ্গ ও রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চিত্রযোধী দৈত্যগণ কেশবাস্ত্রে ভগ্নাস্ত্র হইয়া সশঙ্কহৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর হয়গ্রীব এই সমুদায় ব্যাপার অবলোকনে ক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া পুনরায় দশব্যাম এক বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক হস্তে ধরিয়া মহাবেগে কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। অবিলম্বে সেই মেঘবর্ণ দানব কৃষ্ণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় শিক্ষা কৌশলে তাহার উপর সেই বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। বৃক্ষ মহাবেগে ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে যখন কৃষ্ণের সন্নিহিত হইল, তখন ভগবান্ জনার্দ্দন সত্বরতা অবলম্বনপূর্ব্বক একবারে সহস্র বাণ প্রয়োগে সেই বৃক্ষকে আলেখ্যার্পিত চিত্রখণ্ডের ন্যায় অনায়াসে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পর ক্ষণেই হয় গ্রীবের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া এক নিশিত শর শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অতি বেগে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দানবপতির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইল। যে দৈত্য একাকী সহস্র বৎসরকাল সমরাঙ্গণে দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিল, অদ্য সেই মহাবল দুর্দ্দান্ত দানব অপারতেজা দুর্জ্জয় যদুনন্দনের হস্তে এক বাণেই পঞ্চত্ব লাভ করিল।

অনন্তর সলিলপ্রধান লোহিতাঙ্গ প্রদেশে বিরূপাক্ষ ও দুরাত্মা পঞ্চনদ প্রভৃতি মহাসুরগণকে নিহত করিলেন। এইরূপে সেই ভগবান্ পুরুষব্যাঘ্র দেবকীনন্দন অষ্টলক্ষ দৈত্যসেনা নিপাত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন। এই নগর সন্দর্শন করিয়া তাহার বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং পরম বেশ ভুষায় অলঙকৃত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন। মহাবল কেশবও তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। ঐ শঙ্খ সংবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘ গর্জ্জিতের ন্যায় ঘোর গভীর শব্দে ত্রিলোক পূর্ণ করিয়া তুলিল। নরকাসুর সেই শব্দ

শ্রবণে ক্রোধে লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া অষ্ট লৌহ চক্র সংযুক্ত দ্বাদশ শত হস্ত পরিমিত কাঞ্চনময় রত্ন খচিত রথে আরোহণ করিল। উহার উপবেশন বেদি বিলক্ষণ প্রশস্ত। উহার ধ্বজ যষ্টি কাঞ্চন ও হীরক খচিত। উহার পতাকা সুবর্ণ দণ্ডে সংলগ্ন হইয়া উড্ডীয়মান হইতেছে। কূবর বৈদূর্য্যমণি মণ্ডিত। মহাবীর নরকাসুর সেই লৌহজাল সমাকীর্ণ বিচিত্র চিত্র বিরাজিত অষ্টাশ্ববাহিত বিবিধ অস্ত্রপূর্ণ হেমপরিষ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যাকালীন ভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ইহার গাত্রসংলগ্ন বর্ম্ম বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। শরীর কান্তি একত্র বদ্ধ অসংখ্য উল্কানলের ন্যায়। মস্তকে দিবাকর ও হুতাশনের ন্যায় সমুজ্জ্বল কিরীট বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল। ধূম্রবর্ণ বৃহৎকায় রক্তলোচন বিকটানন বিবিধ কবচধারী অসংখ্য দৈত্যদানব ও রাক্ষসগণ সজ্জিত হইয়া ইহার সহচর হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ খড়্গ চর্ম্মধারী হইল, কেহ কেহ বা পৃষ্ঠদেশে তূণীর ধারণ করিল, কেহ শক্তিহস্ত কেহ বা শূলপাণি হইয়া বহির্গত হইল। ইহাদের হস্তী, অশ্ব ও রথবেগে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। এইরূপে তত্রত্য সমুদায় বীরগণ চর্ম্ম বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। সেনানায়ক সাক্ষাৎ কালপ্রতিম নরকাসুরও ঐ সমস্ত সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া হইয়া বহির্গত হইল। তৎকালে সহস্র সহস্র ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও পণবাদি বিবিধ বাদ্য ঘোরশব্দে বাজিয়া উঠিল, নরক মহীপতি ঐ সমুদায় তুমুল মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইল, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই বিকৃতানন দৈত্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে গরুড়াসীন কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। এবং অজস্র বাণবর্ষণ দ্বারা কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করিয়া শক্তি, শূল, গদা, প্রাস ও তোমরাস্ত্র প্রভৃতি বহুতর অস্ত্রে আকাশমণ্ডলও সমাচ্ছন্ন করিল।

এদিকে নীলনীরশ্যম কৃষ্ণও জলদনিস্বন শার্ঙ্গধনু গ্রহণ ও বিস্ফারিত করিয়া দানবগণের প্রতি, অনবরত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। সেই বাণবর্ষণপ্রভাবে দানবসৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া সমরাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণের সহিত ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত। তাহারা কৃষ্ণশরে প্রপীড়িত হইয়া ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। কাহার হস্ত, কাহার গ্রীবা, কাহার মস্তক, কাহার মুখ ছিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ চক্রাস্ত্রে দ্বিখণ্ড, কেহ বা শর প্রহারে বিদীর্ণবক্ষা হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। শক্তি অস্ত্রপাতে কাহার হস্তী, কাহার অশ্ব, কাহার রথ দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। কাহার কাহার শরীর গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে হস্তী অশ্ব ও রথ প্রভৃতি দানবীসেনা বিপাটিত ও প্রমর্দ্দিত হইয়া পড়িলে, তখন নরকাসুরের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহারাজ! আমি এই সংগ্রাম সংক্ষেপে বর্ণন করিব শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে মধুনামক দৈত্যপতির সহিত মধুসূদনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই সুর বিত্রাসন নরকের সহিতও ইহাঁর সেইরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর কালান্তক সদৃশ নরক ক্রোধারুণনেত্রে ইন্দ্রচাপ সদৃশ এক ভীষণ শরাসন গ্রহণ করিল। কেশবও প্রভাকরকর সদৃশ এক বাণ গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ ক্ষণকালের মধ্যে বহুতর দিব্যাস্ত্র দ্বারা নরকের রথ পরিপূরিত করিয়া তুলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল নরকার উত্তম উত্তম অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেশব অসুরপ্রযুক্ত ভীষণ অস্ত্র সমুদায় বজ্র নির্ঘোষে তুমুল শব্দ করিতে করিতে সমাগত হইতেছে দেখিয়া চক্রাস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় ছিন্ন

করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর এক শর প্রহারে তাহার সারথিকে যমদনে প্রেরণ করিয়া দশবাণে তাহার রথ, রণধ্বজ ও অশ্বগণকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই অপর এক শরে তাহার গাত্রবর্ম্ম পর্য্যন্ত স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন সে নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় আকার ধারণ করিল। এইরূপে দানবপতি হতাশ্ব, হতসারথি, বিরথ ও বিতনুত্র (বর্ম্মবিহীন) হইয়া লৌহশর বিমলজ্বালাযুক্ত ইন্দ্রের বজ্র সদৃশ সুদৃঢ় এক শূলাস্ত্র গ্রহণ করিয়া কেশবের উপর বেগে নিক্ষেপ করিল। সেই সুবর্ণ সমুজ্জ্বল শূলাস্ত্র আপতিত হইতেছে দেখিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণ এক ক্ষুরোপাস্ত্র দ্বারা উহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অত্যুগ্র প্রদীপ্ত চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। নরকাসুরের শরীর সেই চক্রপাতেই দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বোধ হইল যেন গিরিশৃঙ্গ ক্রকাচাস্ত্রে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পতিত হইয়াছে। সূর্য্যদেব যেন সর্ব্বদেব প্রভু কৃষ্ণকে পাইয়া অস্তমিত হইয়াছে। যেন গৈরিক শৃঙ্গ বজ্রাস্ত্রে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সময়ে পৃথিবী পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া দুইটা কুণ্ডলহস্তে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, আবার আপনিই গ্রহণ করিলেন। বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ আপনার ক্রীড়ার বস্তু। অতএব আপনি যখন যে রূপ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিবেন, কার্য্যতঃও তাহাই হইবে, সে বিষয়ে আর কথা কি? এক্ষণে আপনি এই কুণ্ডল দুইটী গ্রহণ করুন এবং আমার পুত্রের প্রজাবর্গ পালন করুন।

১২২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রপয়াক্রম ভগবান উপেন্দ্র ভূমিপুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া তাহার ভবন সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ উহার ধনাগারে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন অক্ষয় ভাণ্ডার প্রভূত ধন, বিবিধ রত্ন, রাশীকৃত মণি, মুক্তা, প্রবাল ও বৈদূর্য্য মণিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অন্য স্থানে মরকত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও হীরকরাশি স্তুপাকারে রহিয়াছে। কোথায়ও বা অগ্নিবর্ণ সুবর্ণশয্যা ও মহার্হ সিংহাসন সজ্জিত রহিয়াছে। চন্দ্রকিরণবৎ উহার প্রতিভা দ্বারা সমস্ত গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শয্যার দণ্ড সমুদায় হিরণ্যনির্ম্মিত, অতি মনোহর ও শীতরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল। তথায় বর্ষমান অম্বুদের ন্যায় এক প্রকাণ্ড ছত্র আছে। উহার চতুর্দ্দিকে বিশুদ্ধ সুবর্ণের শত সহস্র ধারা (ঝালর) বিদ্যমান আছে। শুনিয়াছি এই ছত্র পূর্ব্বকালে নরকাসুর বরুণের নিকট হইতে আহরণ করিয়াছিল।

মহামতি কৃষ্ণ নরকাসুরের ধনাগারে যে সমুদায় রত্ন ও বিপুল ধনরাশি অবলোকন করিলেন, উহা কখন ধনাধিপ কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র কিম্বা যম কখন চক্ষে দেখেন নাই অথবা কর্ণেও শুনেন নাই। ভূমিপুত্র নরকাসুর, নিসুন্দ ও দানবপতি হয়গ্রীব নিহত হইয়াছে দেখিয়া হতাবশিষ্ট কোষাধ্যক্ষ দানবগণ তৎসমুদায় রত্ন, ধনরাশি, মহামূল্য অন্যান্য বস্তুজাত এবং অন্তঃপুর, কেশবকে সমর্পণ করিয়া কহিল, মহাত্মন্! এই সমস্ত বিবিধ ধনরত্ন,

প্রবালখচিত অঙ্কুশ, কাঞ্চনসূত্রনির্ম্মিত বন্ধনশৃঙ্খল, চাপ তোমন, রুচির পতাকা ও বিবিধ বিচিত্র পৃষ্ঠান্তরণ সমাযুক্ত বৃহদাকার বিংশতি সহস্র মাতঙ্গ, দ্বাবিংশতি সহস্র হস্তিনী, অষ্টলক্ষ দেশীয় অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব, গোধন আপনার যত ইচ্ছা হয় তত, অতি সূক্ষ্ম লোমজ বসন, শয়ন, আসন, কামবিহারী প্রিয় দর্শন পক্ষিগণ, চন্দন, অগুরু কাষ্ঠ, কুঙ্কুম,আর ত্রিলোকাহৃত সমস্ত ধন এই সমুদায়ই ধর্ম্মানুসারে আপনার প্রাপ্য হইয়াছে, অতএব তৎসমুদায় আপনার ভবনে প্রেরণ করি। দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক ও নাগলোকে যে সমুদায় ধন ও রত্ন দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদায়ই এই নরকাসুরের গৃহে বিদ্যমান আছে। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হৃষীকেশ তৎসমুদায় রত্ন সন্দর্শন ও গ্রহণ করিয়া দানবদিগের দ্বারা দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর হিরণ্যধারাবর্ষী বারুণ ছত্র স্বয়ং উৎক্ষিপ্ত করিয়া মূর্ত্তিমান্ অম্বুদাকৃতি গরুড়োপরি আরোহণ করিলেন। অনন্তর তথা হইতে গিরিবর মণি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নির্ম্মল পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল। হেমবর্ণ মণিপ্রভা দিবাকর কিরণকেও পরাভূত করিয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মধুসূদন তত্রত্য বৈদূর্য্যমণিসদৃশ নীলবর্ণ তোরণ, পতাকা, দ্বার ও শিখর সমুদায় অবলোকন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। বিদ্যুন্মাল বিরাজিত মেঘবৃন্দের ন্যায় সেই মণিপর্ব্বত কাঞ্চনখচিত বিচিত্র বিতান শোড়িত প্রাসাদাবলীতে উপশোভিত হইয়া পরম মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে । ভগবান্ মধুসূদন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি পরমাসুন্দরী নিবিড়নিতম্বা গন্ধর্ব্বকন্যাও অসুরদুহিতা রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রক্ষিবর্গ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহারা সেই স্বর্গতুল্য স্থানে থাকিয়া অভিলাষবর্জ্জিত সুখিনী দেবকন্যার ন্যায় কালক্ষেপ করিতেছিল। তাঁহারা সকলেই নিয়মাবলম্বন, এক বেশী ধারণ ও কষায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। ব্রতোপবাসে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, কেবল কৃষ্ণদর্শন লালসাই তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক ছিল। সম্প্রতি যদুকুলসিংহ তথায় আগমন করিয়াছেন, শুনিবামাত্র নরকাসুর মহাসুর মুরু হয়গ্রীব ও নিসুন্দ নিহত হইয়াছে স্থির করিয়া কামিনীগণ কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। ইহাদিগের রক্ষণার্থে যে সমুদায় বৃদ্ধ দানব রক্ষিবর্গ নিযুক্ত ছিল, তাহারাও বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া কৃষ্ণকে প্রণিপাত করিল। তখন সমাগত রমণীগণ সেই বৃষভলোচন সুধাংশুবদন কৃষ্ণকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল। কহিল পূর্ব্বে পবনদেব ও সর্ব্বহৃদয়াভিজ্ঞ মহর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন যে, শঙ্খ চক্র গদা ও অসিধারী দেব নারায়ণ শীঘ্রই ভূমিপুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া আমাদের স্বামী হইবেন, এ কথা যথার্থ। অদ্য আমরা সেই চিরশ্রুত প্রিয়দর্শন অরিন্দম মহাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

অনন্তর বাসবানুজ কমললোচন মাধব সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া শিবিকাবাহকদিগকে কহিলেন, তোমরা ইহাদিগকে শীঘ্র বহন করিয়া লইয়া যাও। এই কথা শ্রবণ করিকমাত্র বায়ুসম বেগগামী সহস্র সহস্র বাহক রাক্ষস কিঙ্কর আসিয়া বিষম কোলাহল আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাবল বাসুদেব স্বকীয় বাহুবলে সেই পরম শোভাকর চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ মণিকাঞ্চনময় তোরণ সমাযুক্ত এবং পক্ষী, মাতঙ্গ, সর্প,

মৃগ, শাখামৃগ, ন্যঙ্কু, বরাহ প্রভৃতি। জীব সমূহে সমাকীর্ণ ; প্রশস্ত শিলাতল, সুদীর্ঘ জলপ্রপাত, পাদপশ্রেণী ও বিচিত্র শিখর বিশিষ্ট অতি অদ্ভুত পরমসুন্দর ভাস্বর মণিপর্ব্বতের শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া পতগরাজ গরুড়পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়া স্বয়ং ভার্য্যা সত্যভামার সহিত তদুপরি আরোহণ করিলেন। পক্ষিরাজ গরুড় অবলীলাক্রমে সেই পর্ব্বত শৃঙ্গ ও ভার্য্যাসহ জনার্দ্দনকে পৃষ্ঠে লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইলেন। সেই হিমাদ্রি শিখরোপম পক্ষিরাজের পক্ষপবনে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। পর্ব্বতশৃঙ্গ কম্পিত বৃক্ষ সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, মেঘ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও কতকগুলি সঙ্গে সঙ্গে চালিত হইতে লাগিল। বিহগরাজ কেশবের আদেশানুসারে ক্রমশঃ চন্দ্র সূর্য্যের গমন পদবী অতিক্রম করিয়া বায়ু বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর গন্ধর্ব্বগণ-সেবিত সুমেরু পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে উপস্থিত হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বগণ, মরুৎ, সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আলয় সমুদায় ভগবান কেশবের নেত্রপথে পতিত হইল। ঐ সমুদায় উত্তীর্ণ হইলে মহেন্দ্রালয় প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রবিষ্ট হইবামাত্র গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন কৃষ্ণ কুণ্ডলদ্বয় প্রদানপূর্ব্বক সস্ত্রীক তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক বিবিধ রত্নাদি দ্বারা সৎকৃত এবং সত্যভামাও পৌলোমী ইন্দ্রাণী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া সকলে মিলিয়া দেবমাতা অদিতির সমৃদ্ধিসম্পন্ন দিব্য ভবনে গমন করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তপঃপরায়ণা ভাগ্যবতী অদিতি চতুর্দ্দিকে অপ্সরোগণে বেষ্টিত ও উপাসিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। দেখিবামাত্র দেবরাজ পুরন্দর জনার্দ্দনকে অগ্রে করিয়া সত্যভামা শচী সমভিব্যাহারে মাতার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন এবং সকলেই তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্র কৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, এই মহাত্মাই আপনার কুলদ্বয় উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণের সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। যশস্বিনী দেবমাতা অদিতি তখন পুত্রদ্বয়কে পরমাহ্লাদ সহকারে আলিঙ্গন ও যথাবিধি অভিনন্দন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কহিলেন বৎস কেশব! তুমি সর্ব্বলোকের অজেয় ও অবধ্য হইয়া আমার পুত্র দেবেন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্র সকলের পূজ্য হইবে। আর তোমার এই সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ দিব্যগন্ধশালিনী মনোরমা সতত প্রিয়দর্শনা স্ত্রীর বধূ সত্যভামা আমার বরপ্রসাদে স্থিরযৌবনা হইবেন। তুমি যাবৎ মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে তাবৎ জরা ইহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এইরূপে মহাবল কৃষ্ণ দেবমাতা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত এবং দেবরাজ কর্ত্তৃক ধনরত্নে অর্চ্চিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া সত্যভামার সহিত গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। পরে দেবগণের ক্রীড়াস্থান পরিক্রমণ এবং সুরষিগণের নিকট সম্মানলাভ করিয়া ক্রমে ইন্দ্রের ক্রীড়াকাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন সুরগণসেবিত চিরকুসুমিত পুণ্যগন্ধ হৃদয়গ্রাহী অতি সুন্দর এক দিব্য পারিজাত বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। এই পাদপমূলে গমন করিলে লোকমাত্রেই জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। দেবগণ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। অমিতপরাক্রম কৃষ্ণ তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক ঐ মহাদ্রুম উৎপাটনপূর্ব্বক গরুড়োপরি স্থাপন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা অপ্সরোলোকে উপস্থিত হইয়া দিব্য অপ্সরোগণকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অপ্সরোগণও কৃষ্ণের পশ্চাদাসীন

সত্যভামার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর তাঁহারা আকাশমার্গে দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাবাহু দেবরাজ কৃষ্ণের পারিজাতহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উহার অনুমোনই করিলেন প্রত্যুত কহিতে লাগিলেন, অদ্য আমি কৃষ্ণের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি।

মহারাজ! শত্রুতাপন কৃষ্ণ এইরূপে দেবগণ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও তাঁহাদের স্মৃতিপাঠ শ্রবণ করিতে করিতে স্বর্গধাম হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে তাদৃশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যাদবীপুরীতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ভগবান শ্রীমান বাসবানুজ কৃষ্ণ অতি মহৎকার্য্য সমাধা করিয়া গরুড় বাহনে দ্বারকায় আগমন করিলেন।

১২৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি ধীমান কৃষ্ণের কেবল মাথুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আপনি ত' তাঁহার সমস্তই অবগত আছেন, অতএব তিনি দ্বারকায় গমন করিয়া দারপরিগ্রহের পর যাহা কিছু করিয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভু কৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করিলে দারপরিগ্রহের পর তাঁহার বড় ষড়্গুণযুক্ত যে সমুদায় কীর্ত্তিকলাপ জগতে প্রথিত আছে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাপ্রতাপশালী বাসুদেব দেবী রুক্মিণীকে দারপরিগ্রহ করিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রৈবত পর্ব্বতে গমন করিলেন। দেবী রুক্মিণীর উপবাসাবসানে তাঁহার পরণোপলক্ষে ব্রাহ্মণগণের পূজা ও তৃপ্তিসাধন করাই তাঁহার গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাসুদেব মহর্ষি নারদের আদেশানুসারে পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অন্যান্য ষোড়শ সহস্র পত্নীগণও অনুরূপ সমৃদ্ধি সহকারে তথায় গমন করিলেন। ভগবান হরি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রতপারণ দিবসে ধার্ম্মিকবর বন্দনীয় হিতবাদী সদ্বংশজাত পুণ্যকর্ম্মা বেদাধ্যায়ী ঋত্বিকপ্রধান ধনার্থী মহাত্মা দ্বিজাতিগণকে প্রার্থনানুরূপ ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া জ্ঞাতিগণকেও বিহিতবিধানে পরিতৃপ্ত করিলেন। এই রূপে ব্রতপারণ শেষ হইলে ভগবান ধর্ম্মবৎসল কৃষ্ণ ভীষ্মকতনয়া প্রিয়তমা ভার্য্যা রুক্মিণীর বহু প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা বাসুদেব রুক্মিণীর সহিত একাসনে আসীন হইয়া বিস্রব্ধ আলাপে পরস্পর পরমসুখে কালক্ষেপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপ্রমেয়াত্মা মহামতি বাসুদেব মহর্ষি নারদকে পাইয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। পরমার্চ্চনীয় মুনিবর নারদ কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইয়া তাঁহার হস্তে একটা পারিজাত পুষ্প প্রদান করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা রুক্মিণীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ভোজদুহিতা রুক্মিণী কৃষ্ণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সেই অমলপত্রকুসুম গ্রহণপূর্ব্বক আঁহার ইঙ্গিতানুসারে স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। একতঃ তিনি নারায়ণ মনোরমা, ত্রিলোকীর সমস্ত রূপের আধার, তাহাতে আবার সেই মনোহর পারিজাত পুষ্প মস্তকে ধারণ করাতে শোভার আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মুনিবর ব্রহ্মার পুত্র নারদ রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! পতিব্রতে! এ পুষ্প তোমারই উপযুক্ত। এই পুষ্প তোমার সংসর্গ লাভ করিয়া অদ্য যথার্থই অলঙ্কৃত হইল। হে কল্যাণিনি! হে ভর্ত্তৃবৎসলে! এই জন্যই লোকে তোমার এত গৌরব করিয়া থাকে। এ পুষ্পও কখন ম্লান হয় না এবং সংবৎসরকাল অভিমত গন্ধ প্রদান করিয়া থাকে। হে দেবি! ইচ্ছা করিলে ইহা হইতে কখন শৈত্য কখন উষ্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। এ অত্যুৎ কৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত রসদানেও সমর্থ। ইহাকে সেবা দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে মানুষের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাকে। দেবি! তুমি ইহার নিকট অন্যান্য যে কোন পুষ্প অভিলাষ করিবে তাহাও তৎক্ষণাৎ লাভ করিতে পারিবে। ইহা সৌভাগ্যের আধার ও ধার্ম্মিকজনের ধর্ম্মপ্রদ। যিনি ইহাকে ধারণ করেন কদাচ তাঁহার অশুভমতি উপস্থিত হয় না। আর তুমি যখন ইহার নিকট যেরূপ বর্ণ দেখিতে অভিলাষ করিবে সেইরূপ বর্ণই ধারণ করিয়াছে দেখিতে পাইবে। আবার ইচ্ছানুসারে উহা কখন স্থূল কখন ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহাকে যে স্থানে রাখিবে তথায় দুর্গন্ধ কদাচ স্থান পায় না প্রত্যুত সদ্গন্ধেই সে স্থান আমোদিত করিয়া থাকে। এ পুষ্প যে গৃহে রাখিবে তথায় রাত্রিতে প্রদীপের আবশ্যক হইবে না। আর তুমি চিন্তা করিবামাত্র ইহার নিকট সন্তানক পুষ্পের অম্লান মালা, পুষ্পবস্ত্র ও পুষ্পমণ্ডপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ইহাকে নিকটে রাখিলে দেবগণের ন্যায় কদাচ তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্বরা বা কোনরূপ গ্লানি উপস্থিত হইবে না। ইচ্ছা করিলে তানলয় সংযুক্ত ও মধুরবাদ্য সহকৃত তোমর গুণানুগানও করিবে। এইরূপে সংবৎসরকাল তোমার নিকটে থাকিয়া বৎসর পূর্ণ হইবামাত্র পুনরায় স্ব-তরুতে গিয়া সংলগ্ন হইবে। হে সুব্রতে! সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা দেবগণের সৎকারের নিমিত্তই পারিজাতের এই সমুদায় নৈসর্গিক গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভবকদী হিমালয়দুহিতা উমা, দেবমাতা অদিতি, পৌলোমী ইন্দ্রাণী, বেদমাতা সাবিত্রী, দেবী লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেবপত্নী এবং দেবগণ ও বসুগণ সকলেই ইহাকে ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক বৎসরের অধিক কাল উহা কাহার নিকট থাকে না।

হে ভোজনন্দিনি! আমি আজি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে তোমার ষোড়শ সহস্র সপত্নীর মধ্যে তুমিই কেশবের যথার্থ প্রিয়া এ সর্ব্বপ্রধানা। অতএব অদ্য তোমায় সমস্ত সপত্নীগণকেই আত্মাভিমানে শিথিল প্রযত্ন হইতে হইবে। মধুসূদন যখন তোমাকেই এই মন্দার কুসুম প্রদান করিলেন তখন তোমার সৌভাগ্য ও অপ্রতিম যশ সর্ব্বত্র প্রথিত হইল। দেবী সত্রাজিতী সত্যভামা সর্ব্বদা আপনার সৌভাগ্যগর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন কিন্তু অদ্য তাহার সে গর্ব্ব কত দূর সঙ্গত তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। শাম্বমাতা পান্ধারী এবং এই মহাত্মার অন্যান্য ভার্য্যাগণ সকলেরই মনে ঐরূপ সৌভাগ্যের আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল অদ্য তাহাদেয় সে আশা একবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। হে দেবি! অদ্য তোমার সৌভাগ্যরূপ অদ্বিতীয় জৈত্ররথ বহির্গত হইল, উহা আর সহস্র মনোরথ রথেও পরাভূত করিতে পারিবেনা। হে দেবি! হে সর্ব্বশোভনে! হে সৌভাগ্যবতি ভোজনন্দিনি! তুমিই যে

মহাত্মা কৃষ্ণের জীবিত সর্ব্বস্ব তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। নতুবা তোমাকে এই ত্রৈলোক্য-রত্ন-সর্ব্বস্ব দান করিবেন কেন? অতএব বোধ হয় তোমাকেই কেশব স্বীয় জীবনও প্রদান করিয়াছেন।

মহারাজ! যৎকালে মহর্ষি নারদ এইরূপে যথার্থ বাক্যে রুক্মিণীর বহুপ্রশংসাবাদ করিতেছিলেন, তখন সত্যভামার প্রেরিতা পরিচারিকা এবং অন্যান্য সপত্নীগণের পরিচারিকাগণও তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা উহা অবলোকন এবং নারদের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্ত্রীস্বভাববশতঃ অগ্রই এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। উহা শ্রবণ করিয়া কেশবের অন্যান্য পত্নীগণ কুলগত গুহ্য বিষয়ের ন্যায় উহা লইয়া পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিল। এবং হৃষ্টান্তঃকরণেই রুক্মিণীর গুণাতিশয্য কীর্ত্তন করিয়া কহিতে লাগিল। রুক্মিণী পুত্রের মাতা তাহাতে আবার আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠা সুতরাং এরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্তি তিনিই যোগ্য হইতে পারেন কিন্তু রূপ যৌবন সম্পন্না অতুল বিক্রম বিষ্ণুর প্রিয়াভিমানিনী সৌভাগ্যগর্ব্বিতা দেবী সত্যভামা তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ঐকথা শ্রবণমাত্র ঈর্ষা ও অভিমান একবারে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তখন তিনি বর্দ্ধিত অগ্নিশিখার ন্যায় রোষাকুলিতচিত্তে কুঙ্কুমকষায়িত বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া তারকা যেমন সজল জলধরের মধ্যে প্রবেশ করে তদ্রূপ নির্জ্জন ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ঈর্ষাজনিত ক্রোধানলে দগ্ধাঙ্গ হওয়াতে তাঁহার শরীর কান্তি একবারে প্রভা পরিশূন্য মলিন হইয়া উঠিল। তিনি ললাট দেশে হেমন্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়রোষসূচক শুভ্র দুকূল বন্ধন করিয়া তৎপার্শ্বে সরস রক্তচন্দন লেপন করিলেন। অনন্তর এক বেণী ধারণ করিয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক দীর্ঘ উপাধানদ্বয় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মধ্যে মধ্যে যখন সপত্নীর সৌভাগ্য স্মরণ হইতে লাগিল অমনি ক্রোধে মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অলঙ্কার সমুদায় গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দেবী সত্যভামা সামান্য পরিচারিকার বচনানুসারে অকারণ ক্রোধ পরবশ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে করস্থি কমল নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

১২৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! মহর্ষি নারদ তথায় উপবিষ্ট হইয়া রুক্মিণীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন দেখিয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি তাঁহার পরিচর্য্যার ভার সমর্পণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ মাধব কোন কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রাণপ্রিয়তমা সত্যভামা অভিমানভরে কুপিতা হইয়াছেন জানিতে পারিয়া রমণীয় রৈবতক পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মারচিত সত্যভামার গৃহে সত্বর গমনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দারুককে দ্বীরদেশে অবস্থান করিতে বলিয়া স্নেহ বশতঃ প্রণয়িণীর প্রণয়কোপ ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কিত হৃদয়ের ন্যায় ধীরে ধীরে তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দূর হইতে দেখিতে পাইলেন দেবী ক্রোধাগারে পরিচারিকাগণে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধ বশতঃ মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে ছেন। কখন নখরছিন্ন, করস্থিত কমল মুখপদ্মে সংলগ্ন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কখন আকুঞ্চিতাগ্র চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখন পূর্ব্বক অধোমুখে

অবস্থান করিতেছেন। কখন বা পৃষ্ঠদিকে মুখ ফিরাইয়া 'সে আবার আমা হইতে সৌভাগ্যবতী' বলিয়া বারম্বার হাস্য করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া বাম করতলে মুখকমল নিবেশিত করিয়া চিন্তা করিতে বসিলেন। কখন পরিচারিকাগণের হস্ত হইতে স্নিগ্ধ চন্দন গ্রহণপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে লেপন এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এক একবার শয্যায় শয়ন করিতেছেন আবার তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উত্থিত হইতেছেন।

মহামতি বাসুদেব দূর হইতে প্রেয়সীর এই রূপ বিবিধ রোষলক্ষণ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর যখন পুনরায় তিনি অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া উপাধানের উপর সন্নিবেশিত করিলেন, সেই সময় জনার্দ্দন 'ইহাই প্রকৃত অবসর' মনে করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা পরিচারিকাগণকে আত্ম নিবেদন নিষেধ করিয়া নিঃশব্দে সত্বর গমনে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন গ্রহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সহাস্যবদনে বীজন করিতে লাগিলেন। পারিজাত পুষ্প সংস্পর্শে তাঁহার গাত্র মানুষদুর্লভ দিব্যগন্ধে সুরভিত হইয়াছিল, সত্যভামা সহসা সেই অত্যদ্ভুত গন্ধ আঘ্রাণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একি! কোথা হইতে এ গন্ধ আসিল! বলিয়া মুখাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন, কিন্তু পৃষ্ঠদেশে যে কৃষ্ণ বসিয়া আছেন তাহা তখনও দেখিতে পাইলেন না। তিনি তখন শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকাগণকে গন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহারা তাহার বাক্যের উত্তর প্রদান না করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অধমুখে ভূমিতে জানু পাতিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। অতঃপর দেবী সত্যভামা মনে করিলেন হয় ত' এই অপূর্ব্ব গন্ধ মেদিনী হইতে উদগত হইতেছে। নতুবা এ গন্ধ কোথা হইতে আসিবে। অথবা অন্য কোন বস্তুরই বা হইবে। যাহা হউক কি এ, অনুসন্ধান করিতে হইল। এই কথা বলিয়া যেমন ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেন, অমনি দেখিতে পাইলেন, লোকভাবন কৃষ্ণ পৃষ্ঠ দেশে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'হাঁ এইরূপই সম্ভব' এই কথা বলিয়া বাষ্পকুল লোচনে অভিমান ও প্রণয়কোপে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার চারু ওষ্ঠদ্বয় প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। অধোমুখে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মুখ বিবর্ত্তন করিয়া মুহূর্ত্তকাল এইরূপ অবস্থান করিয়া রহিলেন। অতঃপর কুটী বিস্তার করিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টিতে করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক হরিকে কহিলেন, আজ যে বড় শোভা দেখিতেছি। এই কথা বলিবামাত্র পদ্মপত্র হইতে যেমন নীহার বারি প্রশ্রুত হয়, তোপ তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে প্রণয়কোপজনিত অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। শ্রীবৎসলাঞ্ছিত কমললোচন প্রভু কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া প্রণয়কোপ জনিত উদ্যত বাষ্পবারি মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে নীলাম্বুজনয়নি! হে সুন্দরি! পদ্মপত্র হইতে জল নিষেকের ন্যায় তোমার কমললোচন হইতে অদ্য বারিধারা নিপতিত হইতেছে কেন? তোমার সুচারু বদন আজ কি জন্য প্রভাতকালীন চন্দ্রমা এবং মধ্যাহ্নকালীন পঙ্কজের ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিল? আজ কি জন্য তোমার অতি প্রিয় কুকুম ও মহাজনরঞ্জিত বসন পরিত্যাগ করিয়া শুক্লাম্বর পরিধান করিয়াছ? তুমি ত' কখন দেবার্চ্চনার সময় ব্যতীত শুক্ল বসন পরিধান কর না হে সুগাত্রি! তুমি বল দেখি, কি জন্য আজ তোমার গাত্র আভরণ শূন্য হইয়াছে? হে

প্রিয়দর্শনে! যে বদন সতত অলকাচিত্রে চিত্রিত থাকে, সে বদন আজ কি জন্য শুক্লবসনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছ? হে আয়তাপাঙ্গি! আজ কেন তুমি ললাটদেশে সরসচন্দন বিলেপন করিয়া উহার স্বাভাবিক শোভা বিলুপ্ত করিয়াছ? আজ কেন এরূপ বেশ অবলম্বন করিয়া আমায় মনঃপীড়া প্রদান করিতেছ? চন্দনরস বিলেপিত হইয়া কপোলপ্রণয়ী অলকাপত্রের সপত্নভাব ধারণ করিয়াছে, রত্নাভরণ শূন্য হওয়াতে তোমার নিতম্ব গ্রহনক্ষত্র শূন্য নভোমণ্ডলের ন্যায় একবারে শোভা রহিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণচন্দ্রবিদ্বেষী মিতভাষী উৎপল সুরভি সহাস্যবদনে আজ আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? কি জন্যই বা আমার প্রতি সে কটাক্ষদর্শন তিরোহিত হইল? এক্ষণে তুমি দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত অঞ্জনদূষিত অশ্রুবর্ষণ পরিত্যাগ কর। অয়ি মনস্বিনি! আর রোদন করিও না, ক্ষান্ত হও। বদন শোভাপহারী অঞ্জনাবিল নেত্রজল আর মোচন করিও না। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি ত' তোমার জগদ্বিখ্যাত সেই কিঙ্করই আছি, তবে কি জন্য আমায় পূর্ব্বের ন্যায় আজ্ঞা প্রদান করিতেছ না? দেবি! আমি কি তোমার কোন অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছি যে তাহাতেই তুমি আত্মাকে এত কষ্ট প্রদান করিতেছ? সুন্দরি! আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি ত' কখন শরীর মন অথবা বাক্য দ্বারাও তোমার কোন অপ্রিয়কার্য্য করি নাই। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আমার অন্যান্য পত্নীদিগের মধ্যে তোমার প্রতিই বহু মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। তোমাতে আমার যেরূপ স্নেহ ও মমতা আছে তাহা আর কাহার উপর নাই, অধিক কি প্রাণান্তেও সে প্রীতি বিচলিত হইবার নহে। দেবি! আমি অন্তরের সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, ক্ষমা ও গন্ধ যেমন মেদিনীর, শব্দাদি যেমন আকাশের, দীপ্তি যেমন অগ্নির, প্রভা যেমন দিবাকরের, অচলাকান্তি যেমন চন্দ্রমার স্বাভাবিক গুণ, তোমার প্রতি আমার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ তদ্রূপ।

জনার্দ্দন এইরূপ মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিলে সত্যভামা নেত্রজল মার্জ্জনা করিয়া মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি ত' জানিতাম আপনি আমারই। কিন্তু অদ্য জানিলাম তাহা নহে, আমার প্রতি আপনার স্নেহ প্রতি সামান্য। কালগতি যে অনিত্য ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি লোকচরিত পর্য্যন্ত কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমি মনে করিয়াছিলাম এ জীবনে আপনিই আমার আমিও আপনার। আমি অধিক আর কি বলিব আপনার হৃদয় আপনিই জানিতে পারিতেছেন। আপনি বাক্যে যেন মধুবর্ষণ করিয়া থাকেন কিন্তু অন্তর আপনার কপটতায় পূর্ণ; আপনার অকৃত্রিম স্নেহ যাহা কিছু আছে তাহা বরং অন্যের উপরেই অধিক।

হে পুরুষোম! আমি নিতান্ত সরলভাবা ও আপনাতেই একান্ত অনুরাগিণী, সেই জন্যই আমাতে আপনার এত অবজ্ঞা ও এত কপটতা। যাহা হউক এক্ষণে আমার যাহা শুনিবার তাহা শুনিলাম, যাহা দেখিবার তাহাও দেখিলাম; স্নেহের ফলোদয়ও যথেষ্ট হইয়াছে আর আবশ্যক নাই। সম্প্রতি যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহই থাকে তবে অনুমতি করুন, আমি তপস্যা করি। কারণ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী লোকের পক্ষে কি তপস্যা, কি ব্রতানুষ্ঠান, কিছুরই ফলোদয় হয় না।

১২৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই সাধুশীলা পতির কল্যাণিনী সত্যভামা এই কথা বলিয়া স্বামীর বাস্ত্রান্তভাগ গ্রহণপূর্ব্বক মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া পুনরায় অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন। তখন মহামতি কৃষ্ণ প্রণয়কুপিতা অভিমানবতী সাধ্বী সত্যভামাকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, অয়ি কমললোচনে! তোমার এই শোকাবেগ আমার অঙ্গ সমুদায় নিতান্তই দগ্ধ করিতেছে। অয়ি সর্ব্বাঙ্গলোভনে! তোমার এই শোকের কারণ কি? কি জন্যই বা ঈদৃশ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অনুগত ভর্ত্তার শ্রোতব্য হয়, যদি কোন বাধা বিপত্তি না থাকে তবে আমার প্রাণের শপথ; সত্য করিয়া বল তোমার এইরূপ শোকের কারণ কি ?

অনন্তর সত্যভামা অধোমুখে অবস্থান করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদগদ স্বরে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আপনিই পূর্ব্বে আমার সৌভাগ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন বলিয়া আমার সৌভাগ্য জগতে প্রথিত হইয়াছে। দেব! আমি তদবধি আপনার প্রিয় বলিয়া সেই সৌভাগ্যগর্ব্ব মস্তকে ধারণ করিতেছি। সেই জন্যই সমস্ত নারীসমাজ আমায় এত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অদ্য সেই আমি সপত্নীগণের মধ্যে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িলাম এবং জনসমাজেও নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইলাম। আমি পরিচারিকাদিগের মুখে শুনিলাম, অদ্য দেবর্ষি নারদ একটি পারিজাত পুষ্প আনিয়া আপনাকে প্রদান করেন, উহা আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়া আপনার প্রিয়জনকে প্রদান করিয়াছেন। সেই কুসুমরত্ন প্রদান করাতে তাহার প্রতিই আপনার সমধিক সমাদর স্নেহ ও বহু সম্মান প্রকাশ করা হইয়াছে। আর মহর্ষি নারদও আপনার সমক্ষে তাহার বহু স্তুতিবাদ করিয়াছেন, আপনিও উহা হৃষ্টচিত্তে শ্রবণ করিলেন, যদি আপনার অগ্রেই সে এত প্রশংসার পাত্র হইল তবে আর এ দুর্ভাগ্যজন আপনাকে কি বলিবে। প্রভো! যদি প্রথমে প্রণয়রস প্রদান করিয়া অবশেষে এইরূপ সন্তাপিত করিবেন ইহাই আপনার উচিত কার্য্য হইল তবে আর কেন অনুমতি করুন আমি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হই। হে কমললোচন! আমি স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমা অপেক্ষা আপনার আর কেহ প্রিয়পাত্র আছে। সেই অতুলতেজা মহর্ষি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না; কিন্তু আপনার সমক্ষেই যে ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছেন শুনিলাম তাহাতেই আমার শোক-সাগর উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনিই এক সময়ে বলিয়াছিলেন জগতে সকলেই সম্মানের নিমিত্তই জীবন ধারণ করে, আজ সেই সম্মান বর্জ্জিত হইয়া আমার আর জীবন ধারণের ফল কি বলুন? যাহা হইতে আমার রক্ষা হইবে অদ্য তাহা হইতেই আমার ভয় উপস্থিত হইল, যিনি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি আমায় আর রক্ষা করিবেন না। হায়! আমি এখন পরিত্যক্ত! তবে আমার আর উপায় কি? আমি এখন কোথায় যাইব? চন্দ্র-কিরণের অভাবে কুমুদিনীর যেরূপ দুর্গতি উপস্থিত হয় অদ্য আমারও সেই দশা উপস্থিত হইল। আমি দেবতাগণের যেমন প্রিয়কার্য্য করিয়াছিলাম সেইরূপ মোহবশতঃ অপ্রিয় কার্য্যও অনেক করিয়াছি, অদ্য তাহারই ফলে আমি আপনার প্রিয় হইয়াও অপ্রিয় হইলাম। আমি আপনার প্রিয় হইয়া বসন্ত-কুসুমপরিশোভিত যে রৈবতক পর্ব্বতে বিহার করিতাম, তথায় আপনার অপ্রিয় হইয়া

কিরূপে আর বিহার করিব? আপনার প্রিয়া বলিয়া যে সুমধুর কোকিল-কাকলি-বিমিশ্রিত পুষ্পগন্ধবাহী সুবিমল সমীরণ সেবা করিতাম, অদ্য আপনার অপ্রিয় সুতরাং ভাগ্যহীন হইয়া কিরূপে উহা উপভোগ করিব? আমি আপনার অঙ্কে আসীনা হইয়া যেসমুদ্রে জলকেলি করিয়াছি, আজ আমি হতভাগিনী হইয়া একাকিনী সেই জলনিধিকে কিরূপে চক্ষে দেখিব? 'সাত্রাজিতি! তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ প্রিয়জন নাই' আপনি আমাকে যে এই কথা বলিতেন, উহা অদ্য কোথায় রহিল? অথবা আমার পর আর কে উহা স্মরণ করিবে? এখন আমি আপনার নিকটে অবজ্ঞাত হইয়াছি সুতরাং শ্বশ্রূদেবীই কি আর এ অভাগিনীকে সেইরূপ আনন্দ প্রস্ফুরিতনেত্রে অবলোকন করিবেন। আর আপনি যখন আমাকে সামান্য লোকের তুল্য বলিয়াও দৃকপাত করিলেন তখন আর আপনার মৌখিক স্নেহব্যঞ্জক কপটতাপূর্ণ প্রণয়েই বা আবশ্যক কি। হে শত্রু তাপন! আমি আপনাকে একাল পর্য্যন্ত কপটাচারী ধূর্ত্ত বলিয়া জানিতাম না কিন্তু অদ্য আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি আপনি পক্ষপাতী ,চপল ও লোকবঞ্চক ধূর্ত্ত। স্বর, বর্ণ, আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা আপনাকে জানিতে পারি নাই। বস্তুতঃ আপনি শঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাক্যে আপনি মধুবর্ষণ করিয়া থাকেন।

ভগবান কৃষ্ণ দেবী সত্যভামাকে এইরূপ ঈর্ষাপরতন্ত্র ও অভিমানিনী দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি কমললোচনে। হৃদয়েশ্বরী প্রেয়সি! তুমি ওরূপ কথা আর মনেও করিও না, আমি অধিক আর কি বলিব, আমি তোমারই জানিবে। তবে সেই মহর্ষি আমার প্রীতিসাধন হইবে মনে করিয়া তাহাকে যে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছেন, তাহা কেবল সরলতা ও অনুরোধপরতন্ত্রতাই তাহার একমাত্র কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অয়ি হৃদয়বাসিনি! যদি তাহাও আমার অপরাধ হইয়া থাকে তবে এই আমার প্রথমাপরাধ তোমায় ক্ষমা করিতে হইবে। পারিজাতের কথা তোমায় আর কি বলিব, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি একটি কেন যত ইচ্ছা হয় আমায় বল তাহাই আনিয়া দিতেছি। অধিক কি তুমি বলিলে সেই পারিজাত মহাবৃক্ষ একবারে স্বর্গ হইতে আনিয়া তোমার গৃহদ্বারে স্থাপন করিয়া দিব, যতকাল ইচ্ছা রাখিতে পায়।

এইরূপে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া হরিবল্লভ সত্যভামা কহিলেন, নাথ! যদি সেই পারিজাত বৃক্ষ এখানে আনিয়া দিতে পারেন তবে আর আমার কোন ক্ষোভই থাকিবে না। বরং আমার মনোরথ সিদ্ধিই হইবে। আমি সমস্ত সীমন্তিনীগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া বিখ্যাত হইব।

তখন জগৎপ্রভু অপ্রতিমশক্তি মধুসূদন 'তবে তাহাই প্রথমকল্প' এই কথা বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে সত্যভামার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর সর্ব্বাত্ম সর্ব্বভূতভাবন সাধুগণের অভীষ্ট ফলদাতা প্রভু জগন্নাথ স্নানান্তে আবশ্যক কর্ম্ম সমুদয় সমাধা করিয়া দেবর্ষি নারদকে ধ্যান করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ যোগবলে কৃষ্ণমনোরথ জানিতে পারিয়া সাগরসলিলে অবগাহনপূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান কৃষ্ণ ও সত্যভামা উভয়েই দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। কৃষ্ণ জলপূর্ণ ভৃঙ্গার আনয়ন করিলেন, সত্যভামা স্বয়ং তাঁহার পাদপ্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর জগদগুরু কেশব উপবেশনার্থ তাহাকে আসন প্রদান করিয়া

পবিত্রহৃদয়ে পরমান্ন আনিয়া দিলেন। উদারবুদ্ধি বাগ্মিবর মুনি ত্রিলোকস্বামী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে সেই পরমান্ন ভোজন করিলেন। ভোঙ্গনাতে পরম প্রীত হইয়া আচমনানন্তর কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও প্রীতমনে অবনতমস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সাত্রাজিতী দেবী সত্যভামা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহর্ষি নারদ সজল দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তুমি এখন যেমন পতিপরায়ণা রহিয়াছ চিরকালই ঐরূপ থাক। বিশেষতঃ আমার তপোবলে তুমি এখন অপেক্ষাও সৌভাগ্য শালিনী হও।

সত্যভামা মুনিবর নারদের বাক্য শুনিয়া একবারে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। ধীমান্ কৃষ্ণ ঐ সময় মহর্ষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন। পরে সত্যভামাও তৎকালোচিত আবশ্যককর্ম্ম সমাধা করিয়া ভর্ত্তার অনুজ্ঞায় গৃহান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শেষান্ন ভোজন করিলেন। অনন্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়া মুনিবরকে প্রণামপূর্ব্বক স্বামী সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে নারদ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অধোক্ষজ! অনুমতি কর, অদ্য আমি ইন্দ্রলোক গমন করি। তথায় দেবতা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আদিদেব মহেশ্বরকে নমস্কারপূর্ব্বক সঙ্গীত আলাপন করিবেন। দেবদেব ভবানীপতির পূজার নিমিত্ত প্রতি মাসেই ইন্দ্রসদনে এইরূপ গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে। ভগবান ভবানীপতিও তথায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া অমরপতি অদ্রিঘাতী ইন্দ্রের ভক্তিসহকৃত অনুষ্ঠিত কার্য্য সমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বদিন তথায় তরুরাজ পারিজাতের পুষ্প প্রদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। হে প্রভো! এই যে তোমার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্প আনিয়াছি উহা সেই তরুবর পারিজাতের সম্পত্তি। ইহা দেব লোকেরই উপভোগ্য। হে কমললোচন! মহেন্দ্র পত্নী শচী সতত ইহার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তরুবরও তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সৌভাগ্য সম্পদ প্রসব করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কশ্যপ অদিতির পূণ্যকার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই মহাবৃক্ষ পারিজাতের সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বকালে একদা মহাতেজা তপোনিধি মরীচিনন্দন কশ্যপ অদিতির প্রতি প্রীত হইয়া বর গ্রহণার্থ তাঁহাকে অনুমতি করেন। তৎকালে অদিতি বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, তপোনিধে! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি যাহাতে অভিমত ভূষণে ভূষিত হইতে পারি, যাহাতে আমি চিরদিন স্থির যৌবনা হইয়া পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীল হই, যাহাতে আমাকে কোন রোগ কিম্বা শোক অভিভূত করিতে না পারে, ইচ্ছামাত্রে আমার সম্মুখে নৃত্য গীত আরম্ভ হয়, ফলতঃ যাহাতে আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী সর্ব্বথা বর্দ্ধিত হয়, আপনাকে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।

তদনন্তর তপোনিধি অদিতির প্রিয়কামনা করিয়া সর্ব্বকামপ্রদ দিব্যগন্ধামোদিত বিকসিত কুসুমরাজি বিরাজিত ত্রিশাখ পরম সুদৃশ্য সর্ব্বজন মনোহর ঐ পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করিলেন। উহাতে সর্ব্বপ্রকার পুষ্পই দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক-শাখায় এইরূপ পুষ্প, অন্য শাখায় পদ্ম ও অপর শাখায় ভিন্নরূপ বহুবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। মহামুনি কশ্যপ মন্দর বৃক্ষ হইতে সার আকর্ষণ করিয়া এই বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। সেই জন্য উহা সমুদায় বৃক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তদনন্তর একদা অদিতি স্বীয় পুণ্য

ও সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ঐ তরুমূলে কশ্যপকে বান্ধিয়া রাখিয়া আমায় প্রদান করেন, আমি নিষ্ক্রিয় লইয়া তাহাকে মুক্ত করি। ঐরূপ ইন্দ্রাণী ইন্দ্রকে, মোহিণী সোমদেবকে, ঋদ্ধি কুবেরকে বান্ধিয়া আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। পারিজাত এইরূপ সৌভাগ্যপদ বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষ গঙ্গার পরপারে জন্মিয়াছে বলিয়া পারিজাত নামে অভিহিত হইয়াছে। মন্দার পুষ্পও উহাতে প্রস্ফুটিত হয়। সেই জন্য উহাকে মন্দার বৃক্ষও বলিয়া থাকে। যাহারা ইহার বিষয় কিছুই অবগত নহে তাহারা ইহাকে দারু বলিয়াও আহ্বান করিয়া থাকে। যাহা হউক বস্তুতঃ ইহা কোবিদার, পারিজাত ও মন্দার এই তিন নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। এই দিব্য কুসুমরত্ন তাহারই সম্পত্তি।

১২৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! তদনন্তর মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ ত্রিদিবালয়ে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলে, অপ্রমেয় পরাক্রম ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ত' স্বর্গধামে গমন করিতেছেন। ত্রিপুরারি দেবদেব মহাদেবের ধীমান সদস্যগণের সম্বর্দ্ধনান্তে আমি আজ্ঞা করিতেছি ইহা মনে না করিয়া ইন্দ্রকে কহিবেন, ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান কশ্যপ অদিতির প্রিয় সাধনোদ্দেশে যে পারিজাত তরুর সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা না কি দান করিতে পারিলে পরম সৌভাগ্য ও পুণ্য এ উভয়ই লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে অদিতি প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ দেবীগণ ব্রতোপলক্ষে ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার সেই বৃক্ষটি আপনাকে দান করিয়া ছিলেন। সেই কথা শুনিয়া আমার পত্নীগণ পুণ্য, দানধর্ম্ম ও আমার প্রীতির নিমিত্ত আপনাকে দান করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। অতএব সেই পারিজাত বৃক্ষটি যেন আমার দ্বারকায় পাঠাইয়া দেন। দেবীরা উহা দান করিলে তিনি যেন পুনরায় স্বর্গে লইয়া যান। আপনি জানেন আমি তাহার পুরাতন ভ্রাতা। সেই ভ্রাতৃবৎসলতার অনুরোধে আমার এই পত্নীগণের অভীষ্ট সিদ্ধি করাও তাঁহার অন্যায্য নহে। আপনি এই সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন এবং যাহাতে পারিজাতটি আমায় প্রদান করেন, তাহা আপনাকে করিতে হইবে। হে তপোধন! আপনার দৌত্যকার্য্যে কিরূপ নৈপুণ্য জন্মিয়াছে এবার তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু সমস্ত কার্য্যই আপনাকর্ত্তৃক সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

ভগবান্ নারায়ণ এই সকল কথা কহিলে, তপোধন মহর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, যদুনন্দন! আমি দেবরাজকে এ সকল কথা বলিব কিন্তু বোধ হয় তিনি উহা কোনরূপেই প্রদান করিবেন না। হে জনার্দ্দন! পূর্ব্বে দেবতা ও মানবগণ একত্র মিলিত হইয়া পর্ব্বতোত্তম মন্দর গিরিকে জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে ঐ পারিজাত বৃক্ষ সমুত্থিত হয়। লোকবিধাতা ভগবান মহাদেব উহাকে মন্দর গিরিতেই আরোপণ করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। তৎকালে ইন্দ্র স্বয়ং শঙ্কর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ঐ বৃক্ষটি প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, প্রভো! এটি শচীর ক্রীড়াবৃক্ষ হইবে, অতএব আপনি ঐ বৃক্ষটি আমাকে প্রদান করুন। মহাদেবও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া উহা আর মন্দর পর্ব্বতে স্থাপন করিলেন না। হে মহাবাহো! সেই পূর্ব্বকাল হইতে ঐ

পারিজাত ইন্দ্রাণীর ক্রীড়াবৃক্ষরূপে মহেন্দ্রের অধিকারে রহিয়াছে। এদিকে প্রভু উমাপতি উমার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত মন্দরকন্দরে দুই শত ক্রোশ বিস্তৃত স্থানে অতি বিস্তীর্ণ এক পারিজাত বনের সৃষ্টি করিলেন। ঐ বন এরূপ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে যে, তথায় চন্দ্র সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয় না, সদাগতির গতিও রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তথায় শীত উষ্ণের প্রভাবমাত্র নাই। মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে সেই বন স্বয়ং প্রভাশালী হইয়া শোভা পাইতেছে। তথায় প্রমথগণের সহিত স্বয়ং মহাদেব ও আমি ভিন্ন আর কাহার প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তত্রত্য পারিজাত তরুগণ নিরন্তর, চতুর্দ্দিকে কাঙ্খিত মহারত্ন সমুদায় বর্ষণ করিতেছে। লোকনাথ দেবদেব পার্ব্বতীনাথের আদেশানুসারে ঐ সমুদায় রত্ন প্রমথগণই উপভোগ করিয়া থাকে। হে মহাত্মন্! সে পারিজাত বনের গুণ, সৌরভ ও প্রভা এ পারিজাত অপেক্ষা অনেক অধিক। বৃক্ষ সমুদায় মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সতত প্রমথগণের সহিত বৃষভধ্বজ সেই দেবদেব মহাদেবেরই উপাসনা করিয়া থাকে। তত্রত্য সমুদায় বৃক্ষই রুদ্রতেজে রক্ষিত হইয়া নিরুপদ্রবে ও পরম সুখে সেই মন্দর পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা পর্ব্বতরাজ-দুহিতা পার্ব্বতীরও নিতান্ত প্রিয়।

একদা মহাবল পরাক্রান্ত পাপমতি অন্ধক নামক মহাসুর বলদর্পে দর্পিত হইয়া ঐ পারিজাত বনে প্রবেশ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা সকলের অবধ্য, ইহার বল বৃত্রাসুর অপেক্ষাও দশ গুণ বেশী। কিন্তু সে পারিজাত বনে প্রবেশ করিবা মাত্র অমিত্রঘাতী দেবদেব মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল। অতএব তাহারা যে আপনাকে পারিজাত বৃক্ষ প্রদান করিবেন ইহাও আমার বিবেচনায় বোধ হইতেছে না। বিশেষতঃ ইন্দ্রাণী উহাকে সতত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পারিজাতও তংকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তাহাদের উভয়কেই অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে।

বাসুদেব কহিলেন, হে তপোধন! তৎকালে ইন্দ্রাণী শচীর অনুরোধে যে পারিজাত বৃক্ষটা স্বয়ং লইয়া যান নাই তাহাতে মহাদেবের মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যেমন সর্ব্বপ্রাণীর ও সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা এবং সকলের জ্যেষ্ঠ, তদনুরূপ কার্য্যই হইয়াছে। ভগবন্! আমি বলদৈত্যে-নিসূদন দেবরাজের কনিষ্ঠ, অতএব জয়ন্তের ন্যায় আমি তাঁহার সর্ব্বথা প্রতিপাল্য। বিশেষতঃ আপনার অসাধ্য কোন কার্য্যই জগতে নাই। অতএ যে কোন উপায়ে তাহাকে প্রীত করিয়া আমার প্রার্থনাটী আপনাকে সফল করিতে হইবে। হে মুনে! আমি সত্যভামার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহার পুণ্য কার্য্যের নিমিত্ত স্বর্গলোক হইতে পারিজাত তরু এই স্থানে আনিয়া দিব। এক্ষণে কিরূপে উহা মিথ্যা করিতে পারি। হে দেবর্ষে! আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন মিথ্যা কথা বলি নাই, এক্ষণে যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায় তবে আমার উপর লোকেই বা আস্থা থাকিবে কেন? সকল লোকে ধর্ম্মপরায়ণ হয় ইহা আমার প্রার্থনীয়, তবে কিরূপে আমি সেই ধর্মপ্রবর্ত্তয়িতা হইয়া স্বয়ং মিথ্যা কহিব। অতএব কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি রাক্ষসগণ, কি অসুরগণ, কি যক্ষ, কি নাগলোক ইহাদের মধ্যে যিনিই হউন না কেন আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে কদাচ চিরদিন সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। আর অমরপতি ইন্দ্র যদি আপনার প্রার্থনাতেও পারিজাত প্রদান না করেন, তবে শচীপ্রদত্ত দিব্য অনুলেপন ভূষিত তাঁহার সেই বক্ষঃস্থলে আমার গদা পতিত হইবে। আপনি ইহা

প্রশান্তভাবে তাহাকে বলিয়া প্রার্থনা করিবেন। যদি তাহাতেও তিনি সম্মত না হন, তাহা হইলে আপনিও নিশ্চয় জানিবেন তথায় আমার গমন অবশ্যম্ভাবী।

১২৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। সে রাত্রি তথায় বাস করিয়া মহোৎসব দর্শনেই ব্যাপৃত রহিলেন। ঐ মহোৎসব উপলক্ষে আদিত্যগণ, মহাত্মা বসুগণ, যাহারা স্বীয় শুভকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তৎসমুদায় বিদ্বান্ রাজর্ষিগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধ, চারণ, তপোধন ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মনুগণ, মহাত্মা সুপর্ণ, মহাবল মরুৎগণ ও অন্যান্য অসংখ্য স্বর্গবাসিগণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপরিভাগে অমিতবিক্রম মহাদেব স্বীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সহস্র সহস্র কাল্পান্তেও যাঁহাদের ক্ষয় নাই, দেবগণ যাঁহাদিগকে সতত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ সত্যসন্ধ ধর্ম্মপরায়ণ দেবেন্দ্রতুল্য মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কশ্যপ তনয় রুদ্রগণ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, রুদ্রতনয় ভগবান কার্ত্তিকেয়, সরিদ্বরা গঙ্গা, বিভাবসু, তুম্বুরু, বাগ্মিবর ভারি, ইহাঁরা সকলেই তাঁহার নেতৃত্বকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ তপোরত সন্মার্গানুসারী সাধুজন শুভফল কামনায় দেবগণকে অর্চ্চনা করিতেছেন, যাঁহারা বিষয় বাসনা পরিহারপূর্ব্বক স্বাধ্যায়বান্ ও সতত ধর্ম্মচারী হইয়া দেবকৃত্য ও পিতৃকৃত্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, অমরগণ শুভার্থী হইয়া তাঁহা দেয়যথোচিত সৎকার করিতেছেন। গন্ধর্ব্বপতি শ্রীমান চিত্ররথ আহ্লাদপূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত দেববাদ্য বাদন করিতেছেন ঊর্ণায়ু, চিত্রসেন, হাহা হুহু, উম্বর, তুম্বুরু প্রভৃতি কতকগুলি গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত করিতেছেন। উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, হেমা, রম্ভা, হেমন্ত, ঘৃতাচী ও সহজন্যা প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য গীত দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছে। জগৎ পতি ভূতভাবন মহাদেব এইরূপে মহেন্দ্র কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে সভাভঙ্গের পর স্বাভিলষিত প্রদেশে প্রদান করিলেন। অনন্তর তাহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া রাজর্ষিগণ দেবগণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে সকলে প্রস্থান করিলে পুরন্দর স্বীয় সদস্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরায় সভামধ্যে সমাসীন হইলেন। এই অবসরে মহর্ষি নারদ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর স্বীয় সিংহাসন সন্নিধানে তাঁহার উপবেশনার্থ কুশগর্ভ স্বীয় আসনানুরূপ দিব্য আসন প্রদান করিলে তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অমরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমি অতুলবিক্রম ভগবান বিষ্ণুর দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি। মহাত্মা কৃষ্ণ কোন কার্য্য সাধনোদ্দেশে আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে উহা আপনাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

তখন অনন্য সাধারন তেজঃসম্পন্ন বিপন্ন বন্ধু ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র পরম আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ পূরুষশ্রেষ্ঠ কেশব আমাকে কি আদেশ করিয়াছেন

সত্বর বলুন। এবারে মহাত্মা কৃষ্ণ আমাকে বহুকালের পর স্মরণ করিয়াছেন। নারদ কহিলেন, হে মহেন্দ্র! আমি তোমার অনুজ ভ্রাতা পুরুষশ্রেষ্ঠ কশ্যপ-বংশাবতংস কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিয়া ছিলাম। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম উমাসহচর বৃষভধ্বজের ন্যায় ভগবান কৃষ্ণ রৈবতক পর্ব্বতে রুক্মিণীর সহিত একত্র উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মহাতেজা কৃষ্ণের পত্নীগণের বিস্ময়োৎপাদনের নিমিত্ত আমি একটি পারিজাতপুষ্প কৃষ্ণের হতে অর্পণ করি। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর আযি ঐ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পুষ্পরত্নের গুণ সমুদায় যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। মহাতেজা কশ্যপ যেরূপে উহার সৃষ্টি করিয়া অদিতিকে প্রদান করেন, অদিতি আবার পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত কশ্যপের কণ্ঠে মালা প্রদান করিয়া আমাকে প্রদান করেন। অনন্তর দেবী শচী আপনাকে ও অন্যান্য দেবীগণ অন্যান্য দেবগণকে যেরূপে আমায় সমর্পণ করিয়াছিলেন, অতঃপর কশ্যপাদি মহাত্মারা যেরূপে নিষ্ক্রয় প্রদান করিয়া আমার নিকট হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করেন তৎসমুদায় ও বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে তাঁহার সত্যভামা নাম্নী এক পত্নী পুণ্যসঞ্চয়ার্থ ঐ পারি জাত কৃষ্ণ সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন। আপনার কনিষ্ঠ সেই কৃষ্ণ তাহা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর মহাবল বিষ্ণু! আমাকে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

তিনি আপনাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিয়াছেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে অসুরনাশন! আমি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং আমি আপনার অবশ্য পালনীয়। বিশেষতঃ আপনার বধূ-ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত আপনার নিকট পারিজাত তরুবরকে প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব যাহাতে তাহার মনোরথসিদ্ধি হয়, বৃক্ষটি এখানে আইসে তাহা আপনি করুন। হে লোকনাথ! মর্ত্ত্যলোকে এরূপ সৌভাগ্যলাভ নিতান্ত দুর্লভ। এক্ষণে মানবগণ আমার প্রভাবে অমরগণের সৌভাগ্য সম্পৎ সন্দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! মহেন্দ্র বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর নারদকে কহিলেন, দ্বিজবর! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন। আমি অতুলবিক্রম কৃষ্ণের আদেশ বিষয়ে যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিতেছি।

মহর্ষি নারদ আসনে সমাসীন হইলে, তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্র স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বৃত্রনাশন ইন্দ্র স্বীয় বলবীর্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া তপোধন নারদকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আমার বাক্যে জনার্দ্দনকে কুশল জিজ্ঞাসানন্তর কহিবেন, আমি যেমন জগতের প্রভু তিনিও সেইরূপ তাহাতে সংশয় নাই। এই পারিজাত কি অন্যান্য রত্ন যাহা কিছু এখানে আছে, তৎসমুদায়েই তাঁহার অধিকার আছে তাহাও সত্য। কিন্তু তিনি এখন ভূভারহরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে সমস্ত মর্ত্ত ধর্ম্মও আশ্রয় করিতে হইয়াছে, অতএব তিনি তীর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া পুনরায় এই দেবলোকে আগমন করিলে আমি অবশ্যই বধুর মনোরথ সিদ্ধ করিব। এক্ষণে সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত স্বর্গীয় রত্ন সমুদায় ভূলোকে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে না, পূর্ব্বে তাহারও এইরূপ অভিমতি ছিল। এখন যদি আমি সেই নিয়মের অন্যথা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে প্রজাপতিগণই বা আমাকে কি বলিবেন?

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার পুত্র পৌত্রগণকে লইয়া জগতের সমস্ত কার্য্যের নিয়ম সমুদায় বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, আজ আমি তাহার সেই প্রবর্ত্তিত পদবী লঙ্ঘন করিয়া চলিতে গেলে তিনি তাহা শুনিয়া অবশ্যই শাপ প্রদান করিবেন। আরও দেখুন যাহার যেরূপ মর্য্যাদা আছে তাহা যদি আমরাই পরস্পর ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করি, তবে দৈত্যগণ কি তৎপক্ষীয় অপর লোকেই হউক, সে মর্য্যাদা কেন রক্ষা করিবে? তখন তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে নিয়ম সমুদায় ভঙ্গ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি সর্ব্বদা দেবলোকের সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন যদি এখন একমাত্র স্ত্রীর নিমিত্ত এই পারিজাত তরুবরকে এখান হইতে লইয়া যান, তবে সমুদায় দেবগণই নিতান্ত বিমনায়মান হইবে। ভগবান স্বয়ম্ভু মনুষ্য লোকের উপভোগের নিমিত্ত যে সমুদায় বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন কালপর্য্যয় বিবেচনা করিয়া ভ্রাতা আমার হাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। আর তিনি এখানে থাকিলেও আমার উপভোগ্য বস্তুতে ন্যায়তঃ তাহার অধিকার নাই। তিনি কি জানেন না যে, জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশ যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতিক্রম করিলে পাপস্পর্শ হয়। আর আমার বোধ হয় এরূপ স্ত্রীবশ্যতা প্রকাশ পাইলে জগতে মহাত্মা কৃষ্ণের অযশোঘোষণা হইবে। তিনি যখন মর্ত্ত্যলোকে মানুষভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন জ্যেষ্ঠ ভাতার আদেশ তাঁহার অবশ্য পালনীয়। স্বর্গরত্ন এই পারিজাত বিলুপ্ত হইলে যৎপরোনাস্তি আমার অবমাননা করা হয়। বিশেষতঃ জ্ঞাতি হইতে এইরূপ অপমাননা নিতান্তই নিন্দনীয়। ভগবান কমলযোনি সাধুদিগের নিমিত্ত যে সকল ধর্ম্ম অর্থ কাম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, মধুসূদন তথায় থাকিয়া তাহারই সেবা করুন। আজ যদি আমি পারিজাত তরুকে মহীতলে প্রেরণ করি, তবে আর আমাকে কে সম্মান করিবে? অধিক কি পৌলোমী শচীও আর আমাকে পুর্ব্বের ন্যায় সমাদর করিবে না। প্রত্যুত মানবগণ পৃথিবীতে পারিজাতকে দেখিতে পাইয়া তাহার স্পর্শে স্বর্গফল লাভ হইল মনে করিয়া আর কেন স্বর্গের নিমিত্ত যত্নবান হইবে? হে তপোধন নারদ! আরও দেখুন যদি মনুষ্যগণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও পারিজাতের গুণ সমুদায় সেবা করিতে অধিকারী হইল তবে দেবতা আর মনুষ্যে বিশেষ কি? মনুষ্যগণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া যে কিছু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে এখানে আসিয়া তাহারই ফল ভোগ করিতে পারে, কিন্তু একবার পারিজাতের গুণ জানিতে পারিলে আর তাহারা কখনই স্বর্গের নিমিত্ত যত্ন করিবে না। স্বর্গে যাবতীয় রত্নের মধ্যে পারিজাতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই যদি মর্ত্ত্যলোকে উপভোগ করিতে অধিকারী হইল তবে সমস্ত জগৎ একই হইয়া উঠিল বলিতে হইবে। পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গফল লাভ করিলে মানবগণ কেন আর যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে? তাহারা এখন হইতে যজ্ঞের আর নামও করিবে না। অমরগণের তুল্যতা লাভ করিয়া আর তাহারা পূর্ত্ত প্রদান করিবে না। হে তপোধন! মানবগণ স্বর্গপ্রাপ্তির বাসনায় শ্রদ্ধাবান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, জপ ও আহ্নিকাদি দ্বারা সতত আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছে কিন্তু তাহারা পারিজাত তরুর গুণ অবগত হইতে পারিলে আর কেন তৎসমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? একেবারেই ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিবে? আমরা তদভাবে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িব। মানবগণ যজ্ঞ দানাদি দ্বারা আমাদিগকে প্রীত করে, আমরাও সুবৃষ্টি বর্ষণে তাহাদিগকে শস্য প্রদান করিয়া থাকি। সেই শস্যে তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে পারিজাত পাইয়া তাহার মাহাত্মে যদি তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, জরা,

মৃত্যু, দুর্গন্ধ ও অসৎকার্য্যসম্ভূত ইতি প্রভৃতি কোন উপদ্রবই না রহিল তবে আর যজ্ঞাদির আবশ্যকতা কি? অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সমুদায় কারণে পারিজাত তরুকে ভূতলে লইয়া যাওয়া কোনক্রমে যুক্তিসঙ্গত নহে, আপনি এই সকল কথা কৃষ্ণকে বুঝাইয়া বলিবেন। আর যাহাতে ভ্রাতা আমার অসন্তুষ্ট না হন, আমার প্রীতির জন্য আপনি তদ্বিষয়েও যত্নবান হইবেন। আপনি বধূগণের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট হার বহুমূল্য মণি রত্ন, চন্দন, অগুরু, বিচিত্র বস্ত্র সমুদায় লইয়া যান, ভ্রাত কেশব মর্ত্ত্যলোকোপযোগী যাহা কিছু অভিলাষ করেন, তৎসমুদায় প্রদান করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু স্বর্গগৌরব বিনষ্ট করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ কি রত্ন কি মূল্যবান বহু পরিমিত বিচিত্র ভূষণ যাহা তাহার ইচ্ছা হয় তৎ সমুদায়ই প্রদান করিতেছি কিন্তু আমি কোন ক্রমেই সর্ব্বদেবপ্রিয় এই পারিজাত প্রদান করিতে পারিব না।

১২৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! বাক্য বিশারদ মহাত্মা ধার্ম্মিকবর নারদ দেবরাজের ঐ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! হে বলনিসূদন! আপনাতে আমার যথেষ্ট সম্মানবুদ্ধি আছে। আমি অবশ্য আপনার হিতকর বাক্যই তাঁহাকে বলিব। আর আমি আপনার অভিপ্রায়ও জানিতাম তদনুসারে আপনার বলিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, পূর্ব্বকালে দেবরাজ মহেশ্বরকেও পারিজাত প্রদান করেন নাই এবং সংক্ষেপতঃ তাহার যুক্তি সমুদায়ও প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু আপনাকে বলিতে কি, তিনি তাহা কিছুই শুনিলেন না, গ্রাহও করিলেন না! কহিলেন, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতত পালনীয় সুতরাং আমার প্রার্থনায় সম্মত হইবেন। অতঃপরও আমি তাহাকে বারম্বার বিবিধ কারণদর্শাইয়া কহিলাম, তথাপি তাহার বুদ্ধি কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না, বরং আমার বাক্যাবসানে হাস্য করিয়া সরোষবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! কি দেবগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি রাক্ষস, কি অসুর সম্প্রদায়, কি পন্নগশ্রেষ্ঠ অনন্তদেব, কেহই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। আপনি যান, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি অমররাজকে বলুন, অতঃপর আমার এই প্রার্থনাতেও যদি তিনি পারিজাত প্রদান না করেন, তবে তাহার যে বক্ষে শচী চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য অনুলেপন করেন, সেই বক্ষঃস্থলে আমার গদাপাত অনিবার্য্য।' হে মহেন্দ্র! আপনার অনুজ উপেন্দ্রের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এক্ষণে যাহা আপনার ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় তাহারই অবধারণ করুন। কিন্তু যদি এবিষয়ে আমার মত জানিতে চান তবে বলিতেছি দ্বারকায় পারিজাত প্রেরণ করাই আপনার শ্রেয়ঃকল্প।

এইরূপে মহর্ষি নারদকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া বলনিসূদন দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও নিরপরাধ। তথাপি যদি আমার প্রতি তাঁহার ঐরূপ ব্যবহার করা উপযুক্ত হয় করুন। তাহাতে আমি আর কি করিতে পারি? নারদ! ইতঃপূর্ব্বেও তিনি অনেক প্রতিকূল কার্য্য করিয়া আমার অবমাননা করিয়াছেন, সে সমুদায়ই তিনি আমার ভ্রাতা বলিয়া সহ্য করিয়াছি। দেখুন

খাণ্ডবদাহকালে তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া আমার প্রেরিত মেঘ সমুদায়কে বিদূরিত করিয়া দেন। গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াও আমার যৎপরোনাস্তি অবমাননা করেন, আর এক সময়ে বৃত্রাসুর বধের নিমিত্ত আমি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি, তিনি তৎকালে বলিয়া উঠিলেন, 'সর্ব্ব প্রাণীতে আমার সমভাব।' তখন আমি স্বীয় বাহুবীর্য্য প্রভাবেই তাহাকে নিহত করি। কিন্তু হে মহর্ষে! আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতঃপর যখন দেবাসুরের ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল তখন আবার তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে আর আমি অধিক কি বলিব তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। নারদ! তুমি সাক্ষী রহিলে, আতিভেদ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমার বক্ষস্থলে গদা প্রহার করিলে পৌলোমীর অশ্রুপাত ব্যতীত তাঁহার আর কি ফলোদয় হইবে? আমাদের পিতা কশ্যপ অদিতি আমার মাতার সহিত উদবাস আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও একথা বলিতে হইতেছে। ভ্রাতা আমার অজিতাত্মা হইলেও রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া লঘু গুরু বিবেকও হারাইয়া বসিয়াছেন। নতুবা আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ, সুতরাং গুরু হইলেও একমাত্র স্ত্রীবাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে আমার প্রতি ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলেন। অতএব যে স্ত্রীকর্ত্তৃক ভ্রাতা বিষ্ণুও পরাজিত হইলেন সেই স্ত্রীকে ধিক্, তাঁহার রজো গুণকে ধিক, তমোগুণকেও ধিক্। হে মহামুনে! একমাত্র কামানুরাগবশতঃ অত্যুচ্চ কশ্যপকুলের গৌরব, মাতৃবংশ দক্ষকুলের মহত্ত্ব কি কৃষ্ণের একবার স্মৃতিপথে উদিত হইল না। জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠতা, দেবকুলের রাজা বলিয়াও কি একবার সম্মানবুদ্ধি উপস্থিত হইল না। পূর্ব্বকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, 'সহস্র সহস্র পুত্র কলত্র অপেক্ষাও একমাত্র সদ্বৃত্ত জ্ঞানসম্পন্ন ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠ।' ভ্রাতার সমান বন্ধু নাই। অন্য যে কেহ হউক না কেন সকলেই চেষ্টাকৃত সুহৃৎ। একথাও আমার পিতা প্রজাপতি ও মাতা বলিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ সোদর ভ্রাতাই পরম বন্ধু ইহা আমার পিতা বলিয়াছেন।

হে মহামতে! একদা পাপাত্মা দানবগণ মহাদর্পে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলে আমি তাহাদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই। আত্মপ্রশংসা বাক্য মুখে ব্যক্ত করা অবশ্যই দূষণীয়। কিন্তু কি করি অবসর উপস্থিত, এ সময় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐ যুদ্ধে ধনুর্দ্ধারী দানবগণ অমরগণের বরপ্রসাদে বিষ্ণুর শরাসনের জ্যা ছেদন করিয়া অবশেষে তাঁহার মস্তক পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া ফেলিল। আমি তখন মনে করিলাম আমার সম্মুখে এই ঘটনা হইলে পিতা মাতা আমায় কি বলিবেন? সুতরাং আমি স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর ধারণপূর্ব্বক অতি যত্নে তাহাতে সেই ছিন্ন মস্তক সংযোজিত করিয়া রুদ্রতেজে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। তখন ভ্রাতা আমার বহু প্রশংসা করিয়া পুনরায় ধনুগ্রহণপূর্ব্বক সদর্পে উত্থিত হইলেন। হে তপোধন! আর এক সময়ে কনিষ্ঠ বলিয়া স্নেহবশতঃ আমার প্রাপ্যভাগও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছি।

হে অনঘ! আমি রাজা সুতরাং অন্যান্য যুদ্ধে আমাকেই অগ্রে প্রহার করিতে হয়, কিন্তু এ যুদ্ধে আমি তাহা করিতেছি না, তিনিই যেন সংগ্রাম স্থলে অগ্রে আমাকে প্রহার করেন। হে মুনি সত্তম! বলিতে কি তিনি যখন যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন আমি সেই সেই সময়েই আত্ম শরীরের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তিনি

আমার এই ভবন ভাঙ্গিয়া একেবারে সর্ব্বলোকের উপরিভাগে আর একটী স্বীয় ভবন সন্নিবেশিত করিলেন। তাহাতেও আমার যথেষ্ট অবমাননা করা হইয়াছে। আমি কেবল উহা কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবশ্য পালনীয় ইহাই মনে করিয়া ভ্রাতৃগৌরব রক্ষার জন্য সহ্য করিয়াছি। মাতাও কনিষ্ঠ পুত্র ও বালক বলিয়া সে বিষয়ে কোন কথাই বলিলেন না। আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম ভ্রাতা কেশব সর্ব্বজ্ঞ, বলবান বীরধর্ম্মাক্রান্ত ও মাননীয়দিগের সম্মান রক্ষক; কিন্তু এখন দেখিতেছি সে সমস্তই বিফল হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে আপনি গমন করুন এবং তাঁহাকে বলুন যে আমি শত্রুকর্ত্তৃক আহুত হইলে কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ নহি। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় আসুন অথবা সহ্য করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। তিনি ভার্য্যার বশবর্ত্তী হইয়া যদি যথেচ্ছাচার করিতে ইচ্ছা করেন তবে অগ্রেই আমায় প্রহার করুন। তিনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া রণাঙ্গ কি শাঙ্গ, কি গদা অথবা নন্দক দ্বারাই হউক দৃঢ়তররূপে আমাকে প্রহার করুন। অতঃপর যদি ভ্রাতৃস্নেহ আমার মনোবিকার উপস্থিত না করে তবে আমি যথাসাধ্য প্রহার করিব। কিন্তু ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবেন চক্রপাণি আমাকে যাবৎ সমরে পরাভূত না করিতেছেন তাবৎকাল আমি কিছুতেই উহাকে পারিজাত প্রদান করিব না। হে তপোধন! আমি তাহার জ্যেষ্ঠ, তিনি আমার কনিষ্ঠ হইয়া যদি সমরে আহ্বান করেন তবে কিরূপে সেই স্ত্রীবশীভূত হরিকে ক্ষমা করিব? ভগবন্! আপনি অদ্যই কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় গমন করুন। তথায় গমন করিয়া কৃষ্ণকে বলুন আমি অপরাজিত থাকিয়া পারিজাতের কথা দূরে থাকুক তাঁহার পত্রার্দ্ধও প্রদান করিব না। আর তাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাও বলিবেন তিনি যেন সম্মুখ সমরে আমার নিকট হইতে পারিজাত লইয়া যান। কোন ছল অবলম্বন করিয়া যেন অপহৃত না হয়। কারণ ঐরূপ কপটতা নিতান্ত ঘৃণিত সুতরাং তাদৃশ কপটতাচারী লোককে ধিক্।

১২৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাগ্মিবর নারদ মহেন্দ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! রাজন্যগণের নিকট প্রিয় কথা বলা সকলেরই কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে অপ্রিয় হইলেও পরিণামহিতকর বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন জিজ্ঞাসিত না হইলে প্রভুদিগের নিকট কোন কথাই ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। যে কোন কার্য্য উপস্থিত হউক না কেন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। আপনি লোকচরিত বিষয়ে অভিজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত। সেই জন্য আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও আমি আপনাকে কিছু বলিতেছি, যদি অভিরুচি হয় তবে উহা গ্রহণ করুন। যে সকল সুহৃদ বন্ধুর পরাভব দেখিতে ইচ্ছা করেন না, বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলেও যদি বন্ধুর কোন গূঢ় বিষয় তাহার বিদিত থাকে তবে যথা সময়ে সেই ন্যায়ানুগত বাক্য বন্ধুর কর্ণগোচর করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও যাহা পরিণামে হিতকর তাহাই সাধুদিগের বক্তব্য। সাধুরা ইহাকেই প্রণয়ের ঋণমুক্ত বলিয়া অবগত আছেন। কেহ অপ্রিয় কথাও শুনিতে ভালবাসেন না, তাহা বলিয়া কেবল অসত্য বলিলেও

ধর্ম্ম নষ্ট হয়। যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র উপকার নাই অথচ অপ্রিয়, সাধুরা তাহাকে অবাচ্য বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমার যাহা অবশ্য বক্তব্য তাহা বলিতেছি এবণ করুন, তাহার পর যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া আপনার বোধ হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন।

হে বলনিসূদন! ভ্রাতায় ভ্রাতায় অথবা বন্ধুতে বন্ধুতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করা কেবল শত্রুদিগেরই আনন্দকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে সুরপতে! হিতসম্বন্ধযুক্ত যে কার্য্য তাহাকেই কার্য্য বলে, তদ্বিপরীতই অকার্য্য। যাহা পরিণামে পরিতাপকর হয় বিধান ও বুদ্ধিমান লোকে কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না, নীতি শাস্ত্রে তাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া গণনা করে না। আপনার এই উপস্থিত কার্য্যের পরিণাম শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না। হে বিবুধাধিপ! এ বিষয়ের কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতেছি অনুধাবন করুন।

যে একমাত্র হরি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, বিবুধগণ যাঁহাকে প্রকৃতির ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধান পুরুষ বলিয়া বিদিত আছেন, তাঁহারা যাঁহাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের আদিকারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অব্যক্ত জগৎকারণের ইনিই ব্যক্ত অংশমাত্র। সুতরাং এই কৃষ্ণই সর্ব্বজীবের আত্মা। ইহা হইতেই নিখিল চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান ভূতভাবন মহাদেবও ইহা হইতে বিভিন্ন নহেন। যশস্বিনী উমা যেমন প্রকৃতির প্রধান অংশ, রুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রীগণও তাঁহার সেইরূপ প্রধান অংশ। তিনি ব্যক্ত, তিনি সর্ব্বময়, তিনি বিষ্ণু, তিনিই স্ত্রীসংজ্ঞাবান এবং তিনিই লোকভাবন। উমা যেমন অক্ষয়প্রকৃতি, মহেশ্বর যেমন গুণময়, নারায়ণও সেইরূপ গুণময়, অক্ষয় শাসনকর্ত্তা ও লোবভাবন। মহাদেব যেমন সর্ব্বসংহর্ত্তা অধোক্ষজ, মহাতেজা বিষ্ণুও তেমনি সর্ব্বকর্ত্তা ও লোকনিয়ন্তা। ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ ও প্রজাপতিগণ পশ্চাৎ সেই মহাত্মা রুদ্রদেব হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন।

হে দেবেশ! বেদে বিষ্ণু পুরাণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ফলতঃ তিনি অচিন্ত্য, অপ্রমেয় ও গুণাতীত। পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যাদ্বারা এই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদানার্থ উদ্যত হইলে অদিতি তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া তৎসদৃশ এক পুত্র প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম! আপনি আমাকে আপনার তুল্য এক পুত্র প্রদান করুন। তখন ভগবান বিষ্ণু কহিলেন, দেবি! আমার তুল্য আর দ্বিতীয় পুরুষ জগতে নাই। অতএব আমিই অংশরূপে আপনার পুত্রত্ব স্বীকার করিব। হে সুরেশ্বর! সর্ব্বস্রষ্টা মহাতেজা দেব নারায়ণই আপনার ভ্রাতৃরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই লোকে তাঁহাকে উপেন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এইরূপে দেব হরি মহর্ষি কশ্যপের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই সনাতন বিষ্ণু জগতের হিতকামনায় অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান মূর্ত্তি সমুদায় পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছেন। সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা জগৎপতি কেশব জগতের হিতোদ্দেশেই কৃষ্ণরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন মাংসপিণ্ড স্নেহরসে পরিব্যাপ্ত সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ প্রভাবশালী বিষ্ণু শরীরে পরিব্যাপ্ত। সেই ব্রহ্মণ্য দেব সর্ব্বাত্মা, গুণাতীত, বৈকুণ্ঠদেব সর্ব্বভাবন নারায়ণই মধ্যে মধ্যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি সমস্ত দেবেরই পূজ্য। তিনিই পদ্মনাভ, তিনিই বিভু, তিনিই প্রজাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই অনন্তরূপে পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সত্যযুগে শ্বেত, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপর যুগে পীত এবং কলিযুগে কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি দিব্যরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে, নরসিংহ শরীর ধারণ করিয়া

হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। তিনি জগতের হিতকামনায় বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলনিমগ্ন এই পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন। তিনি বামনরূপ আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে জয় এবং বলিকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অমিতবিক্রম বিষ্ণু দেবগণের চিরাভিলষিত লক্ষ্মীও আপনাকে প্রদান করেন। অনন্তর তিনি আপনার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত অনেকবার প্রধান প্রধান দেবশত্রুকে বিনাশ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র শত্রু বিপক্ষভাবে উপস্থিত হইলেও তিনি কখন তাহাকে সংহার করেন না, ইহাই তাঁহার চিরন্তন ব্রত। সেই পরমাত্মরূপী ভগবান রামাবতারে রাবণকে নিহত করিয়াছেন এবং প্রভূত বলশালী সিংহ যেমন মাতঙ্গগণকে বিনাশ করে তদ্রূপ তিনিও আপনার অনেক শত্রু নিপাত করিয়াছেন। অধিক কি তিনি এখনও কেবল জগতের হিতের নিমিত্তই এই মর্ত্ত্য লোকে বসতি করিতেছেন, তিনিই উপেন্দ্র, তিনিই জগতের নাথ, তিনিই পুরুষোত্তম। আমি দেখিয়াছি, এই হরি পূর্ব্বে জটা কৃষ্ণাজিন ও দণ্ড ধারণ করিয়া শুষ্ক তৃণরাশিতে উদ্দীপ্ত হতাশনের ন্যায় দানব দলের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আমি এক সময়ে দেখিলাম পৃথিবী একবারে দানবসাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, আবার দেখিলাম মহাত্মা কৃষ্ণ জগতের হিতার্থ হইয়া উহা দানব শূন্য করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব হে দেবেন্দ্র! আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই পারিজাত দ্বারকায় লইয়া যাইবেন। বাসব! আপনি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ কৃষ্ণকে প্রহার করিতে পারিবেন না, আপনিও তাঁহার জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তিনি কখনই আপনাকে প্রহার করিবেন না। আমি আপনাকে সমস্ত কথাই বলিলাম যদি ইহা আপনি শ্রবণ না করেন, তবে বরং আপনার নীতিকোবিদ হিতৈষী মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহারাজ! মহেন্দ্র এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্গুরু নারদকে কহিলেন, মুনিবর! আপনি যাহা বলিতেছেন, আমিও কৃষ্ণের প্রভাব সেইরূপই জানি। তিনি সেইরূপ প্রভাবশালী বলিয়াই সাধুচরিত স্মরণ করিয়া আমি তাহাকে পারিজাত প্রদান করিলাম না। ইহা নিশ্চয়ই আছে যে তাদৃশ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ অল্পের নিমিত্ত কদাচ রোষাবিষ্ট হইতে পারেন না, ইহা মনে করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম। ফলতঃ মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সতত সহিষ্ণু জ্ঞানবান বৃদ্ধদিগের মতানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। ধার্ম্মিক বর মহাত্মা কৃষ্ণ সামান্য কারণে কখনই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিতে পারিবেন না। তিনি যখন আমার মাতাকে বরদান করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন তখন তাঁহার পুত্রগণের জ্যেষ্ঠতাও সহ্য করিতে হইবে। যখন তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া উপেন্দ্র নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের সম্মানও রক্ষা করিতে হইবে। তিনি পুরাতন অবতারে জ্যেষ্ঠত্বপদ গ্রহণ করিলেন না কেন? এখন যদি সেই পদই গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন তবে করুন, তাহাতে আর আমি কি করিব।

মহারাজ! বলনিসূদন কিছুতেই পারিজাত প্রদান করিবেন না, ধীমান নারদ ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যদুবৃষভাধিষ্ঠিত কুশস্থলীতে প্রতিগমন করিলেন।

১৩০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ রমণীয় স্বারকায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণ স্বগৃহে সত্যভামার সহিত সুখাসীন হইয়া পারিজাত বিষয়েরই অনুধ্যান এবং নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সত্যভামার মনোরঞ্জন করিতেছেন। তাঁহার শরীরকান্তিতে গৃহ পরিসর আলোকময় হইয়া রহিয়াছে। তিনি নারদকে সমাগত দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর নারদ যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলে কৃষ্ণ হাস্যবদনে তাঁহাকে পারিজাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি নারদ তখন ইন্দ্র যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমুদায় কৃষ্ণ সন্নিধানে যথাযথ বর্ণনা করিলেন।

কৃষ্ণ নারদ মুখে সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদকে কহিলেন, তবে কল্য আমাকে অমরাবতীতে গমন করিতে হইল। এই কথার পর তাঁহারা উভয়েই সমবেত হইয়া সাগরে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া কৃষ্ণ নির্জ্জন প্রদেশে নারদকে কহিলেন, তপোধন! আপনি অগ্রে মহেন্দ্রভবনে গমন করিয়া মহাত্মা অমরপতিকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলুন তিনি কখনই আমার সহিত সম্মুখ সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি পারিজাত লইয়া যাইতে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি।

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে নারদ তথা হইতে স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ তৎসমুদায় বৃহস্পতি সন্নিধানে কহিলেন। বৃহস্পতি ঐ কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, শতক্রতো! আমি একবার ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়াছি আর তুমি এদিকে দুর্নীতি অবলম্বন করিয়া মন্ত্রভেদপূর্ব্বক বিষম অনর্থ ঘটাইয়া বসিয়াছ। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কি জন্য এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? অথবা ভবিতব্যই সমস্ত ঘটনার মূল। এই সমস্ত জগৎই যখন ভবিতব্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না, তখন আর তোমারই বা অপরাধ কি? যাহা হউক সহসা কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে। তাহা করিলে নিজেরই সম্ভ্রমের হানি হয়।

ইন্দ্র কহিলেন, মহাত্মন্! যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় উপদেশ দিন। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা ত্রিকালজ্ঞ ধীমান বৃহস্পতি ক্ষণকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া দেবরাজকে কহিলেন, আপাততঃ তুমি যতদূর পার চেষ্টা কর, সপুত্রে জনার্দ্দনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও আমিও অন্য উপায় দেখিতেছি, যতদূর পারি ন্যায্য উপায়াবলম্বনে ত্রুটি করিব না। বৃহস্পতি এই কথা কহিয়া ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত মহামুনি কশ্যপকে নিবেদন করিলেন। ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর কশ্যপ ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, হাঁ এইরূপ যে হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তিনি যখন মহর্ষি দেবশর্ম্মার অনুরূপ পত্নীকে কামনা করিয়াছেন তখন সেই মুনিশাপ বশতঃ অবশ্যই এইরূপ ঘটনা হইবে। আমি ঐ দোষ শান্তির নিমিত্ত এই উদবাসব্রত আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। যে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা হউক এক্ষণে আমি তাহার প্রসূতির সহিত তথায় গমন করিতেছি। তথায় উপস্থিত হইয়া উভয়কেই বলিয়া দেখি, যদি দৈব

বিসংবাদী না হন তবে কার্য্যকর হইতে পারে। নতুবা আমি আর কি করিব। তখন বৃহস্পতি তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! তবে আপনাকে যথাসময়েই তথায় উপস্থিত হইতে হইয়াছে। কশ্যপ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিয়া বৃহস্পতির বিদায় দিলেন এবং আপনিও অদিতির সহিত প্রমথাধিপ রুদ্রদেবের অর্চ্চনার নিমিত্ত গমন করিলেন। তথায় তিনি বরার্থী হইয়া মহাত্মা বৃষভধ্বজ সোমদেবের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর বেদোক্ত ও স্বকৃত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে ভগবন্! যাঁহার একমাত্র পাদবিক্ষেপে এই নিখিল জগৎ আক্রান্ত হইয়াছিল তুমি সেই বিষ্ণু। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই শিল্পসম্ভূত। তুমি সমস্ত জগতের স্রষ্টা, তুমি ঈশ, তুমি একমাত্র ধর্ম্মপ্রাপ্য পরমদেব, তুমি সর্ব্ব, তুমি ধৃতিমান্‌দিগের পরম আশ্রয়, তুমিই বিশ্বেশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। যিনি দেবগণের অধিপতি, কলুষ বিনাশন, যাঁহার মহত্ত্ব হইতে এই বিশ্বের বিস্তার হইয়াছে, জল স্থলময় বিশ্ব যাহার কুক্ষি লীন হইয়া রহিয়াছে, তুমি সেই বিশ্বেশ্বর। আমি তোমার শরণাগত। তুমি অহিতবিনাশক, যতিরূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রদত্ত শালাবৃকগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি বিরূপাক্ষ, তুমি প্রিয়দর্শন, তুমি পুণ্যনিদান বিশ্বেশ্বর আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি একমাত্র বিভু সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি সংহারকর্ত্তা, তুমি তেজস্বীদিগের তেজ, অথচ সুকৃতমান লোকের নিকট কখনই অধৃষ্ট নহ, তুমি সোমপায়ী ও মরীচিপায়ীদিগের মধ্যে বরিষ্ঠ, তুমি আমাকে তোমার শাশ্বত তেজঃ প্রদানে পোষণ কর। তুমি অথর্ব্ববেদের প্রতি পাদ্য, তুমি পঞ্চশীর্য্য, তুমি ভুতযোনি, কৃতী দানবগণের ঘোর শত্রু, যজ্ঞে সংস্কৃত যজ্ঞীয়হুত তোমারই ভোজ্য, অতএব হে দেব! আমি তোমারই শরণাপন্ন। স্থাবর জঙ্গম যে বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তুমি সেই বিশ্বের আত্মা, তুমি লোকান্তরগত জীবগণের প্রীতিপ্রদ দেব, তুমি রথারোহণে উর্দ্ধপথে গমন করিয়া থাক, হে বিশ্বেশ্বর! তুমি আমার প্রতি সতত প্রসন্ন হও। তুমি জীবগণের অন্তরে বিচরণ করিতেছ, ধর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক বেদের চারু শাখা সকল তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে, তুমি মহাবল, তুমি ধর্ম্মনায়ক, তুমি পূজ্য, তুমি সহস্র নেত্র, তুমি অসংখ্যপথে উপাসকদিগের ফল দান করিয়া থাক, অতএব হে মহাদেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে ভূতনাথ! তুমি শুচি, তুমি যোগলভ্য, বেদ সমুদায় তোমারই প্রশংসা গান করিয়া থাকে, তুমি পাপস্পর্শশূন্য, তুমি সর্ব্ব, তুমি শম্ভু, তুমি জগতের ধুরন্ধর, তুমি গোপতি, তুমি চন্দ্রশেখর, তুমি ব্যালাদি হিংস্র জন্তুর আধার, তোমাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করি। হে শূলপাণে! তুমি সমস্ত কার্য্যের আশু ফলদাতা, তুমি বৃষভরূপ ধর্ম্ম, তুমি রত্নসমুদায়ের আধার, তুমি পবিত্র, তুমি ব্রতধারী, তুমি বিতথ, তুমি সমদর্শী, অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে প্রভো! তুমি অনন্তবীর্য্য, তুমি আদিদেব, তুমি যজ্ঞ সমুদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য, যাগশীলদিগের অভিযোজ্য, তুমি হবিঃ, তুমি হবির্ভুক, তুমি ধর্ম্ম ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজরূপ, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন। হে গুণাতীত! তুমি বিষ্ণু স্বরূপ, তুমি যশঃস্বরূপ, তুমি প্রপঞ্চস্বরূপ, তুমি কান্তরূপ, শুদ্ধাত্মা, তুমি পুরুষ, তুমি সত্যধাম এবং তুমি দুষ্কৃতকারীদিগের মোহদাতা, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগীদিগের ওঙ্কার, তোমার কার্য্য সমুদায় অতি মনোহর, তুমি দৃঢ়ব্রত, তুমি দৃঢ়ধন্বা, তুমি যুদ্ধপ্রিয়, তুমি শূর, তুমি ধনুর্ব্বেদের অভিজ্ঞ, তুমি অস্ত্রমধ্যেও শ্রেষ্ঠ, তুমি পশুদিগের পতি এবং এই জীবমান

জগৎ তোমা হইতেই সংহার প্রাপ্ত হয়, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব! তুমিই জগতে একমাত্র বন্ধু, তুমি অতীত, অনাগত, তুমি শত্রুতাপন, তুমি বিভাজ্য, তুমি বিভাজক, অতএব তুমি আমায় রক্ষা কর। হে ঈশ! তুমি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তুমিই জগৎপ্রাণ মরুগণের শ্রেষ্ঠ প্রাণ, তুমি তোমার দয়ালুতাবশতঃ সকলের অদ্বিতীয় মিত্র, তুমি সামবেদের গীয়মান প্রতিপাদ্য, অতএব আজ আমাকে শ্রেয়োদান কর। যে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই অত্যুৎকৃষ্ট ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ঐশ্বর্য্যাদি যড়্গুণে পরিতৃপ্ত এবং যিনি ওঙ্কারভূত এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই আবার অবস্থান করিতেছেন, তুমি সেই ব্রহ্মা স্বরূপ, তুমি কামাদি দোষনাশক, তুমি বিবিধ অঙ্গ দ্বারা বহুরূপী, তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমি অতীন্দ্রিয় পদার্থেরও প্রকাশক, তুমি বিদ্বান, তুমি সম্পূর্ণ, তুমি বিষয়স্পর্শী, তুমি শম্ভু, তুমি প্রাণদাতা, তুমি কৃত্তিবাসা, তুমি ষড়্বিধ রস স্বরূপ, তুমি প্রাণপতি, তুমি শঙ্কর, তুমি কন্দর্প বিনাশক, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি পুষ্টিবিধায়ক, তুমি বিপ্রগণের ধর্ম্মবক্তা, তুমি যজ্ঞশীলদিগের ফলদাতা, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, তুমি সমরবিজয়ী, তুমি ঈশ, তুমি দেবদেব, অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে দেব! তুমি অগ্নিরূপে দেবগণের আস্য, তুমি দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশক, তুমি সোমযাগ, তুমি সংসারবৃক্ষের অন্তকারী, তুমি কর্ম্মসাক্ষী, তুমি ভূতগণের আশ্রয় ও ভূতপতি, তুমি গুরুগণেরও গুরু, অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে রুদ্র! তুমি অনুদ্ধত যজ্ঞকর্ত্তা, তুমি জগতের আদি অন্ত ও মধ্য স্বরূপ। তুমি চিরদিন একস্বভাব, দেবব্রতে তুমি নানারূপধারী, তুমি স্বর্গনিয়ন্তা, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন।

হে ঈশ! তুমি অজিনধারী, তুমি ব্রতপরায়ণ, তুমি মেখলাধারী, তুমি আশুতোষ, অথচ ক্রোধযুক্ত, তুমি নিষ্পাপ, তুমি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত স্বরূপ, তুমি ক্ষেত্র, তুমি গুণী, জটাজুটধারী, তুমি বন্দনীয়দিগের বন্দনীয়, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি দেবগণেরও দেবতা, পবিত্র বস্তুর ও পাবন, তুমি কৃতীদিগেরও কৃতী, তুমি মহৎ অপেক্ষাও মহৎ, তোমার মূর্ত্তির সীমা নাই, তুমি সকলের স্তবনীয়, তুমি গোপতিগণের পতি, অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে দেব! তুমি সকলের হৃদয়চারী পুরুষ, তোমার নামের মহিমা কে জানে? তুমি প্রণব, তুমি প্রদীপরহিত অথচ স্বপ্রকাশ, তুমি মুক্তিপ্রদ মহামন্ত্রের একমাত্র কারণ, তুমি শুভদা ও গুণী, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি জগৎ ও জীবের প্রসূতি। কিন্তু তোমার প্রসূতি কেহ নাই। তুমি সূক্ষ্ম, তুমি পঞ্চভূত হইতে পৃথক, কিন্তু পঞ্চভূত তোমা হইতে পৃথক্ নহে। তুমি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছ আবার তোমাতেই সর্ব্বজগৎ বিলীন হইয়া থাকে, তুমি দাতা, তুমি স্বাদ, তুমিই আনন্দময়, তুমিই রত্নস্বরূপ, অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে বিশ্বাত্মন! তুমি সকলের অন্তর্য্যামী সেই জন্য সকলেরই নিকটবর্ত্তী, বিশেষতঃ সাধকদিগের আরও সন্নিহিত, তুমি শ্রদ্ধাবান্দিগের শ্রদ্ধাবৃত্তির প্রণেতা, তুমি সৎকার্য্যশালী সাধুদিগের একমাত্র অন্বেষ্টা বস্তু এবং ষড়্গুণের পূরক অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে দেবদেব! তুমি কি অন্তর্গত কি বাহ্য সর্ব্বপ্রকার পাপের বিনাশক, তুমি স্বয়ং কর্ত্তা, তুমিই আবার সর্ব্বভূতের উপাদান, তোমা হইতেই ক্রোধাদির বিকার সকল উপস্থিত হয়। তুমি অস্ত্রধারী, তুমি সুকৃতীদিগের অত্যুৎকৃষ্ট বল, অতএব তুমি আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। হে বিশ্বনাথ! তুমি পূর্ব্বকালে ঘোরতর

অস্ত্র প্রয়োগে মায়াবী ঘোর পাতকী ত্রৈপুর অসুরদিগকে দগ্ধ করিয়া ভুবনকে নিষ্কণ্টক করিয়াছ। তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে রক্ষা কর। মহারাজ দক্ষ দেবোপভোগ্য যজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলে তুমি স্বয়ং তাহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলে; তখন সে তোমারই শরণাগত হইবার নিমিত্ত প্রধাবিত হয়। অতএব হে দক্ষযজ্ঞান্তকারি! এক্ষণে আমায় রক্ষা কর। যিনি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি করিয়া রুদ্ররূপে সংহার করেন, যিনি যজ্ঞ হলে দীক্ষিত হইয়া সামগানপূর্ব্বক জগতের পালন করিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তুমি ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের আধার। অতএব আমার সন্ততি দেবেন্দ্রকে রক্ষা কর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহার সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের ত্রৈকালিক পরিণাম, বিশেষতঃ যাহার সত্ত্বগুণাতিরেকবশতঃ পালনকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই বিষ্ণুরূপী দেব হইতে কৃষ্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি ইন্দ্রাদি রক্ষাকর্ত্তাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, দুষ্কৃতকারীদিগের নিহন্তা, তিনি পিতামাতার ন্যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালন করিতেছেন, কিন্তু যিনি উহার বাধা জন্মাইতে উদ্যত হন তিনি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করেন। যাঁহার তেজে পুত্রগণের সহিত ব্রহ্মা, দ্বিজগণ, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন, সেই হরি মঙ্গল কামনা করিয়া তোমার সেবা করিয়া থাকেন। তোমা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ এবং তোমাতেই তাহারা বিলীন হইয়া যায়। তুমি ধৃতি, বিভূতি ও তুমিই শ্রুতিস্বরূপ। এই স্ত্রী পুরুষাত্মক জগতের কারণ কেবল তুমি ও উমা ব্যতীত তৃতীয় নাই। অতএব তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।

রাজন। ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি কশ্যপ এইরূপে স্তব করিলে ভগবান বৃষভধ্বজ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে কহিলেন, প্রজাপতে! তুমি যে জন্য আমার স্তব করিতেছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। মহাত্মা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ইহাঁরা উভয়েই শীঘ্র স্বাস্থ্য লাভ করিবেন। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন পারিজাত লইয়া যাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহেন্দ্র তপঃপ্রদীপ্ত মহামুনি দেবশর্ম্মায় ভার্য্যাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তপোধন তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন। সেই জন্যই এরূপ ঘটনা হইআছে। যাহা হউক এক্ষণে তুমি এই দাক্ষায়ণী এবং অদিতির সহিত মহেন্দ্র সদনে গমন কর। তোমার পুত্রদ্বয়ের মঙ্গল হইবে। তখন মরীচি পুত্র জ্ঞানবান কশ্যপ মহাদেবের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিদশগণগুরু সেই রুদ্রদেবকে প্রণামপূর্ব্বক পরম সন্তুষ্ট হৃদয়ে দেবালয়ে গমন করিলেন।

১৩১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্ত মহাতেজা কৃষ্ণ সূর্য্যোদয়কালে রৈবতক পর্ব্বতে মৃগয়া ব্যপদেশে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে সিনিপুঙ্গব. সাত্যকিকে স্বরথে লইয়া প্রদ্যুম্বকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার অনুগমন কর। অনন্তর রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দারুককে কহিলেন, দারুক! তুমি এই স্থানে রথ লইয়া অবস্থান কর। অশ্বগণকে বিশ্রাম করা এবং আমার জন্য দুইপ্রহরকাল অপেক্ষা করিবে। আমি পুনরায় এই রথেই দ্বারকায় প্রবেশ করিব। ভগবান অমিতবিক্রম ধীমান কৃষ্ণ সারথি দারুককে এইরূপ আদেশ করিয়া সাত্যকিসহচর হইয়া জয় কামনায় গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। শত্রুসূদন প্রদ্যুম্ন আকাশগামী অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ধীমান হরি পারিজাত হরণ বাসনায় মুহূর্ত্তকালের মধ্যে দেবোদ্যান নন্দন কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ অধোক্ষজ দেখিতে পাইলেন সেই স্থানে নানাঅস্ত্রধারী অতি দুর্দ্ধর্ষ বীর দেবযোদ্ধৃগণ অবস্থান করিতেছেন। মহাবল কৃষ্ণ ঐ সমুদায় দেবরক্ষিবর্গের সমক্ষেই অবলীলাক্রমে পারিজাত তরুকে উৎপাটিত করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোপণ করিলেন। তখন পারিজাত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কেশব সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মহাত্মা কেশব তদ্দর্শনে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৃক্ষবর! তোমার ভয় নাই। অনন্তর পারিজাত প্রস্থান করিল দেখিয়া অধোক্ষজ মনোহর অমরাবতী প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পারিজাতরক্ষক দেবতাগণ ইন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পারিজাতহরণ বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তখন প্রভু ইন্দ্র জয়ন্ত সমভিব্যাহারে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শত্রুনাশন কৃষ্ণ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া ইন্দ্র কহিলেন, মধুসূদন! কি এ! কেন এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? গরুড়াসীন কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, আপনার বধূর পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠানার্থ আমাকে এই পারিজাত তরু লইয়া যাইতে হইতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, হে কমললোচন! তুমি এরূপ কার্য্য করিও না। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ না করিয়া কদাচ পারিজাত লইতে পারিবে না। হে মহাবাহো! তুমি অগ্রে আমাকে প্রহার কর। তোমারই প্রতিজ্ঞা সফল হউক, আমার প্রতি কৌমোকাদী নিক্ষেপ কর।

হে ভরতবংশাবতংশ! অনন্তর কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া অশনি সদৃশ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা মহেন্দ্র বাহন গজরাজ ঐরাবতকে বিদ্ধ করিলেন। তখন বজ্রায়ুধ ইন্দ্র ও দিব্যশরক্ষেপে গরুড়কে ব্যথিত করিলেন। অতঃপর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেশব যে সকল বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইন্দ্র তাহা স্বীয় বাণপ্রহারে ছেদন করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ যে সমুদায় শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণও স্বীয় বাণবলে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। মহেন্দ্রের শরাসন ও কৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনু এই উভয়ের ভীষণ শব্দে স্বর্গবাসী দেবগণ পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত ও হতচৈতন্য হইতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, উভয়েই সমর ব্যাপৃত, ইত্যবসরে মহাবল জয়ন্ত আসিয়া গরুড়পৃষ্ঠ হইতে পারিজাত হরণ করিবার উপক্রম করিল। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে আহ্বান করিয়া

কহিলেন, বৎস! নিবারণ কর। তদনুসারে মহাপ্রতাপশালী রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিবারণ করিতে উপস্থিত হইলেন। জয়শীল জয়ন্ত তখন রথারোহণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে আসিয়া শরপ্রহারে প্রদ্যুম্নের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন। এদিকে কমললোচন কামদেবও আশীবিষ তুল্য শরনিকরপাতে ইন্দ্রতনয় জয়ন্তকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর জয়ন্ত ও রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন উভয়ে তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েই অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উভয়েই বলবান, উভয়েই শরপ্রয়োগপটু, উভয়েই তাহার প্রতিকারপরায়ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন।

হে কুরুনন্দন! ঐ সময় এক মহাবল পরাক্রান্ত প্রবরনামা কোন দেবদূত আসিয়া পারিজাত হরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রবর দেবরাজ ইন্দ্রের সখা, অস্ত্রবিদ্যাতে ইনি বিলক্ষণ দক্ষ, শত্রু তাপকারী, ব্রহ্মার বরলাভে ইনি সকলের অবধ্য ও তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন। ইনি স্বীয় তপোবলে জম্বুদ্বীপ হইতে আগমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত সখিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সাত্যকিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সাত্যকে! এই প্রবরকে শরপাতে নিবারণ কর। কিন্তু তুমি ইহার প্রতি সতর্ক হইয়া বাণপ্রয়োগ করিবে, দেখিও যেন গুরুতর রূপে আঘাত না হয়। এই প্রবর ব্রাহ্মণ সন্তান, বরং তুমি ইহার চপলতা সহ্য করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে প্রবর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গরুড়স্থিত সাত্যকির প্রতি ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন। সিনিপৌত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি তখন শরক্ষেপে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, প্রবর! আমি আর কি বলিব! তুমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সহস্র অপরাধ করিলেও যদুবংশীয়দিগের অবধ্য। যাহা হউক তুমি স্বপদে অবস্থান কর। প্রবর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বীরবর! তোমায় ক্ষমা করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। সাধ্যমত যুদ্ধ কর। আমি জমদগ্নিতনয় পরশুরামের শিষ্য। আমার নাম প্রবর, আমি ধীমান ইন্দ্রের সখা। দেবগণ আমাকে মধুসূদন মনে করিয়া কদাচ আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। হে যাদব! অদ্য আমি সেই বন্ধুতার ঋণে মুক্তিলাভ করিব। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয়ের অস্ত্রপ্রহারে স্বর্গধাম কম্পিত হইয়া উঠিল, অসংখ্য স্বর্গবাসিগণ বিচলিত হইল। এদিকে কৃষ্ণতময় কামদেব জয়ন্তকে, জয়ন্ত কামদেবকে আক্রমণপূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এসো, অস্ত্র গ্রহণ কর, অদ্যকার রণে তোমায় আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এই কথা বলিয়া পরস্পর জয় বাসনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ শচীপুত্র জয়ন্ত দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রুক্মিণীতনয়ও তৎক্ষণাৎ নিশিত শরনিকরপাতে সেই আপতিত প্রজ্বলিত দিব্যাস্ত্র স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। স্তম্ভিত বাণ এক আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রে পতিত হইল। অনন্তর দানবিমর্দ্দী সেই অস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের রথ একবারে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল, কিন্তু রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নকে দগ্ধ করিতে পারিল না। পারিবে কি! অগ্নি যতই উদ্ধতভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠুক না কেন অগ্নিকে কদাচ দগ্ধ করিতে পারে না। প্রদ্যুম্নও তৎক্ষণাৎ সেই প্রজ্বলিত রথ হইতে অপহৃত হইলেন। অতঃপর মহারথ বিষ্ণুতনয় বিরথ হইয়া আকাশে অবস্থানপূর্ব্বক

জয়ন্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহেন্দ্রতনয়! তুমি আমার প্রতি যে দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে, ওরূপ শত শত অস্ত্রেও আমায় দগ্ধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তোমার শিক্ষানৈপুণ্য ও চেষ্টা যতদূর পার প্রদর্শন কর। সংগ্রামে আমায় পরাভব করা তোমার কার্য্য নহে। প্রথমতঃ তোমাকে অস্ত্রধারী রথা রূঢ় দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ ভয় সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু এখন তোমার বল বুঝিতে পারিয়াছি। আর তোমাকে ভয় করি না। এখন তুমি পারিজাতকে মনে মনে স্পর্শ কর। আর তোমাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে হইবে না। তুমি দিব্যাস্ত্র বলে যে রথ দগ্ধ করিয়াছ, উহা আমার মায়াময় রথ। আমি মায়াবলে এরূপ সহস্র সহস্র রথের এখনই সৃষ্টি করিতে পারি।

কামদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাবল জয়ন্ত স্বীয় তপোবল সমুৎপন্ন এক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। প্রদ্যুম্নও স্বকীয় শরজাল দ্বারা উহা নিবারণ করিলেন। তখন জয়ন্ত অপর চার অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া প্রদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন, অন্য এক অস্ত্রে উর্দ্ধদিকে আকাশপথ রোধ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রতনয় যে সমুদায় বিষম উল্কাসদৃশ মহাস্ত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন কৃষ্ণতনয় তৎসমুদায় স্বীয় অস্ত্রে অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন এবং অবিলম্বে জয়ন্তের প্রতি কতকগুলি অতি তীক্ষ্ণ শরও প্রয়োগ করিলেন। এই সময় স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মাগণ প্রদ্যুম্নের তাদৃশ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, লঘুহতা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সিনিপুঙ্গব সাত্যকি শাণিত শরনিক্ষেপে প্রবরের শাসন ও অঙ্গুলিত্রাণ ছেদন করিয়া দিলেন। তদনন্তর প্রবর মহেন্দ্রদত্ত বজ্রনির্ঘোষ অন্য এক মহৎ ধনু গ্রহণ করিলেন। বিপ্রবর প্রবর সেই সুদৃঢ় ধনুকে সূর্য্যরশ্মিসম বাণ সমুদায় যোজিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্বারা সাত্যকির অপূর্ব্ব ধনু ছেদন এবং সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। তখন ধীমান সাত্যকি অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া প্রবরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েই মর্ম্ম ভেদী নিশিত শরনিক্ষেপে উভয়ের বর্ম্ম ও গাত্র মাংস পর্য্যন্ত ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবর অন্য এক শরদ্বারা সাত্যকির ধনুঃখণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তিন শরে তাঁহাকে গুরুতররূপে ব্যথিত করিলেন। অতঃপর সাত্যকি অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন ইত্যবসরে প্রবর ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া তাহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি গদাঘাতে আহত হইয়া আর শরাসন গ্রহণ করিলেন না, হাসিতে হাসিতে খড়্গ ও চর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন। ঐ সময়ে প্রবর তাহার উপর শত শত বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন যদুনন্দন সাত্যকিকে কিঞ্চিৎ বিহস্তেরর ন্যায় দেখিয়া যেমন এক নীলাকাশসদৃশ নির্ম্মল খড়্গ প্রদান করিলেন, প্রবর অমনি ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহার সেই খড়্গ দ্বিখণ্ডিত, বাণ প্রহারে খড়্গ মুক্তি নিপাতিত এবং অন্য পরক্ষেপে তাহার গাত্রবর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। অনন্তর তাহার হৃদয়ে এক শক্তি প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবর সাত্যকিকে নিতান্ত ক্লান্তের ন্যায় জানিয়া পারিজাত হরণ বাসনায় রথারোহণে গরুড় সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। গরুড় তাঁহার

দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া চঞ্চুপুটাক্ষেপে তাঁহাকে দুই ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে বেগে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাঁহার রথ চুর্ণ হইয়া গেল এবং স্বয়ংও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন জয়ন্ত তাঁহাকে রথ হইতে পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া সত্বরগমনে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বকীয় রথে আরোপণ করিয়া সমাশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রদ্যুম্নও পিতৃব্য সাত্যকিকে বারম্বার পতিত ও মুহমান দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ তাঁহার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করাতে তিনি বিগতক্লম হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তখন যুদ্ধবিশারদ প্রদ্যুম্ন পারিজাতের দক্ষিণপার্শ্বে এবং সিনিপুঙ্গব যুদ্ধধীর সাত্যকি বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে জয়ন্ত এবং প্রবর উভয়ে এক রথে আরোহণ করিয়া গরুড়ের দিকে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমারা গরুড়ের নিকট কখন গমন করিও না। পতগরাজ বিনতানন্দন গরুড় অসাধারণ বলবান। তোমরা আমার দক্ষিণে ও বামপার্শ্বে অস্ত্রধারী হইয়া অবস্থান কর। আমি যুদ্ধ করিতেছি অবলোকন কর।

দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে উভয় পার্শ্বে থাকিয়া দেবরাজ ও জনার্দ্দনের যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বজ্রনিস্বন ভীষণ বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া গরুড়ের সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশীল গরুড় উহা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিলেন না, প্রত্যুত ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তখন সহসা মহাবল গজরাজ ও পক্ষীন্দ্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই পরাক্রান্ত, উভয়েই মহা বল, উভয়েই দুর্দ্ধর্ষ, উভয়েই রণপণ্ডিত। গজপতি ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া স্বীয় দন্ত শুণ্ড ও মস্তক দ্বারা পন্নগাশন গরুড়কে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পতগরাজও অতি তীক্ষ্ণ নখরূপ অঙ্কুশ আঘাতে ও পক্ষনিপাতে গজরাজকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকাল গজপক্ষীর যুদ্ধ সর্ব্বলোকের বিস্ময়কর ও দর্শকদিগের ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল পতগরাজ দারুণ নখরাঙ্কুশযুক্ত পদ প্রহারে ঐরাবতের মস্তকে প্রহার করিবামাত্র ঐরাবত নিতান্ত ব্যথিত হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐরাবত জম্বুদ্বীপে পারিপাত্র নামক গিরিপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। মহাবল ইন্দ্র করুণাসৌহার্দ্দ ও পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐরাবত স্বর্গ ভ্রষ্ট হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। দৃষ্টিপ্রলয়কারী মহাবল পারিজাতবাহী গরুড়ের সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দেবরাজ সেই পারিপাত্র পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া ঐরাবতকে সুস্থ করিলে পুনরায় উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই ঘোর আশীবিষ তুল্য অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বজ্রায়ুধ ইন্দ্র ঐরাবতশত্রু গরুড়ের প্রতি পুনঃ পুনঃ বজ্র ও অশনিপাত করিতে লাগিলেন। গরুড় স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় বলবান, তাহাতে আবার তপোবল প্রভাবে সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্রের সেই বজ্র ও অশনি প্রহার অনবরত সহ্য করিতে লাগিলেন। বরং জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষা করা বিহিত মনে করিয়া প্রতি প্রহারেই এক একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল গরুড়কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে গিরিবর পারিপাত্র নিতান্ত বিশীর্ণ হইয়া করুণস্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে ক্রমশঃ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। প্রবিষ্ট হইতে কিঞ্চিত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশপথে গরুড়ের উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এই সময়ে

প্রদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি একবার দ্বারকায় গমন করিয়া শীঘ্র দারুকের সহিত রথ লইয়া আইস। আর বলভদ্র ও কুকুরাধিপ পিতাকে বলিবে আমি ইন্দ্রকে জয় করিয়া কল্যই দ্বারকায় গমন করিব। তখন ধর্ম্মাত্মা প্রদ্যুম্ন যে আজ্ঞা বলিয়া পিতার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তকালমধ্যে তিনি যাদবপতি ও বলদেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দারুক সমভিব্যাহারে রথারোহণে পুনরায় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

১৩২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিয়া যথায় ঐরাবতপৃষ্ঠে আসীন হইয়া দেবরাজ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই পারিপাত্র গিরিতে পুনরায় গমন করিলেন। গিরিবর পূর্ব্বেই মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রিয়চিকীর্ষায় শাণপাদ রূপ ধারণপূর্ব্বক বসুন্ধরাগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে হৃষীকেশ পরম প্রীতিলাভ করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে গরুড়ও পারিজাত পৃষ্ঠে তাঁহার অনুগমন করিলেন। মহাবল প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি ইহাঁরা উভয়ে গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া পারিজাত রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দিবসনাথ অস্তমিত ও রজনী সমা গত হইল। পুনরায় দেবরাজ ও কৃষ্ণে যুদ্ধও উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ ঐরাবতকে দারুণ প্রহারে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট দেখিয়া দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহহ! আপ নার গজরাজ ঐরাবত গরুড়ের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, এদিকে রাত্রিও উপস্থিত, অতএব অদ্য ক্ষান্ত হউন। কল্য আবার আপনার অভিলাষানুরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

ইন্দ্র তখন 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। হে রাজন! অনন্তর ধর্ম্মাত্মা দেবেন্দ্র পুষ্করতীর্থ সন্নিধানে গমন করিয়া পর্ব্বত পরিবৃত স্থান কল্পনা করিয়া তথায় বাস করিতে লাগি লেন। সেই রজনীতে ব্রহ্মা, মহর্ষি কশ্যপ, অদিতি, সমস্ত দেবগণ, মুনিগণ, সাধুগণ, বিশ্বগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান নারায়ণও পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির সহিত সেই রমণীয় পারিপাত্র পর্ব্বতে হৃষ্টান্তঃকরণে বাস করিতে লাগিলেন। পারিপাত্র ইতঃপূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিবশতঃ শাণপ্রমাণ রূপ ধারণ করিয়া ছিল, সেই জন্য কৃষ্ণ এখন প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। কহিলেন, পর্ব্বতবর! তুমি আমার জন্য শাণপাদ রূপ ধারণ করিয়াছ, অতএব তুমি পৃথিবীতে শাণপাদ নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি পুণ্যবলে একার্দ্ধে হিমালয় সদৃশ অপরার্থে সুমেরুতুল্য হইয়া পৃথিবীমধ্যে পুণ্যগিরি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। তোমাতে বহুবিধ চিত্র মৃগ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

মহারাজ! কেশব পর্ব্বতকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া ভগবান বৃষভধ্বজ দেবদেব মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক সরিদ্বরা ভাগীরথীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। স্মরণ করিবামাত্র বিষ্ণুপদী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া তাহাতে অবগাহনপূর্ব্বক গঙ্গোদক ও বিল্বদল হস্তে সর্ব্বদেবপ্রভু রুদ্রদেবকে আবাহন করিলেন।

তদনন্তর দেবপ্রবর সৌম্যমূর্ত্তি মহাদেব তথায় আসিয়া সেই বিল্বদল ও গঙ্গোদকের উপর অধিষ্ঠান করিলেন। তখন কেশব পারিজাত পুষ্পে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া বাক্যদ্বারা সেই সর্ব্বদেবনিয়া মহেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন।

হে দেব! তুমি রুদনত্ব ও দ্রবণত্ব হেতু বলিয়া রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছ, অর্থাৎ তুমি সমস্ত জীব পক্ষীকে মায়াপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া চরম সময়ে আবার তুমিই সেই মায়া-পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাক। অথবা জীবসজ্ঘ জাতমাত্রেই রোদন করিতে থাকে কিন্তু তুমিই তাহাদিগকে সংসার হইতে বিদ্রাবিত কর, এই জন্য তোমাকে লোকে রুদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি ভক্তগণের ভক্ত, বৎসলদিগের বৎসল, অতএব অদ্য আমাতে কীর্ত্তি যোজনা কর। কি ভোগবিলাসী নগরবাসী সংসারী, কি অরণ্যনিবাসী সংসারবিতৃষ্ণ সন্ন্যাসী, এই উভয়বিধ লোকেরই তুমি পতি। তুমি পশু অর্থাৎ দেবগণের বিখ্যাত দেবতা, সেইজন্য তোমাকে পশুপতি বলে। তুমি সর্ব্বকর্ম্মা, তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতম দেব আর কেহই নাই। হে দেব দেব! তুমি জগৎপতি, তোমা হইতেই দেবশত্রুগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়। তুমি মহত্তম ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তুমি আদ্য, তুমি প্রীতিপ্রদ, তুমি প্রাণদ, অতএব সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী সাধু বিদ্বানগণ তোমাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হে অত্যন্ত ধীর! হে অক্ষরেশ! তুমি অব্যক্ত, তুমি অক্ষয়, তোমা হইতে এই ব্যক্ত জগতের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া তোমাকে ভব নামে নির্দ্দেশ করে। হে দেবাতিদেব! কি দেবতা, কি অসুর, কি অন্যান্য জীব সকলেই তোমার নিকট পরাভূত হইয়া তোমাকে মহেশ্বরপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত তোমাকে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। তুমি বিশ্বকর্ম্মা নামেও অভিহিত হইয়াছ। দেবগণ শ্রেয়প্রার্থী হইয়া সর্ব্বকাল তোমাকে পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তোমা অপেক্ষা পূজ্য আর কে আছে? হে বরদ! তোমার বীর্য্যের ইয়ত্তা নাই। তুমি সাধুদিগের অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাক, তোমা হইতে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জন্য তুমি ভগবান্ ও দেবদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছ। হে দে ! তোমা হইতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তুমিই সেই ত্রিলোকী মধ্যে যাবতীয় জীব আধান করিয়াছ, সেই জন্য অগ্রে তুমি ত্র্যম্বক নাম প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি অপ্রমেয় কীর্ত্তি, তুমি ত্রিদশনাথ। হে শ্রীকর! তুমি শত্রুগণের শাসনকর্ত্তা, কেহ কখন তোমাকে পরাস্ত করিতে পারে না, তুমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সকলেরই কি অন্তর্গত, কি বাহ্য সমুদায় ভাব অবগত হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিয়া থাক।

তুমিই আবার সাধুদিগের মঙ্গল বিধান কর, সেই জন্য তুমি শর্ব্ব। তুমি অর্ক অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী, তুমি নিত্যকাল ভক্তগণের মঙ্গল বিধান, শত্রুদিগের উচ্ছেদ সাধন কর, সেই জন্য ধর্ম্মজ্ঞ সাধুগণ তোমাকে শঙ্কর নামে অভিহিত করিয়াছেন। হে সর্ব্বস্বামিন্! হে ঈশান! পূর্ব্বে সুর রাজ ইন্দ্র তোমাকে কুলিশপ্রহারে ব্যথিত করিলে তুমি তাহা বৎসলতাগুণে সহ্য করিয়াছিলে, সেই জন্যই তোমার কণ্ঠ নীলবর্ণ হওয়াতে জগতে তুমি নীলকণ্ঠ উপাধি লাভ করিয়াছ। ইহলোকে যে সমুদায় পুংচিহ্ন অথবা স্ত্রীচিহ্ন, কি স্থাবর কি জঙ্গম যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই তুমি। এই নিমিত্ত তোমার তত্ত্বজ্ঞ বিপ্রবর্গ তোমাকে ত্রিগুণাত্মক এবং উমাদেবীকে লোক ধাত্রী বলিয়া নির্দ্দেশকরেন। বেদে ঐ দেবী উমাকে মায়াস্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। ঐ মায়া হইতেই মহত্তত্ত্বের

উৎপত্তি হয়। তুমি যজ্ঞদীক্ষিত যোগীদিগের যজ্ঞস্বরূপ। হে দেব! ইহা আর অদ্ভুত নহে যে তোমার তুল্য কেহ হয় নাই, হইতেছে না, হইবেও না। হে দেবদেব! কি আমি কি ব্রহ্মা কি কপিল কি অনন্ত কি ব্রহ্মার বীরপুত্রগণ আমরা সমুদায়ই তোমা হইতে প্রসূত হইয়াছি। অতএব তুমি সকলের ঈশ্বর, তুমিই সকলের কারণ।

মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা কৃষ্ণ স্তব করিলে ভগবান বৃষভধ্বজ দক্ষিণ বাহু প্রসারণ করিয়া গোবিন্দকে কহিলেন, হে সুরোত্তম! তোমার অভিলষিত বিষয় লাভ হউক। তুমি অবশ্যই পারিজাত লইয়া যাইতে পারিবে, সে জন্য আর তুমি মনঃক্ষুন্ন হইবে না। হে প্রভাবশালি! তুমি যখন মৈনাক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিয়াছিলে, আমি তৎকালেই তোমাকে বর প্রদান করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর। তুমি অবধ্য ও অজেয়, অধিক কি তুমি আমা অপেক্ষাও বীর হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি যে স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিলে উহা দ্বারা যে সকল ব্যক্তি আমাকে স্তব করিবে তাহারা ধর্ম্মভাগী হইবে। এবং অবশ্যই সমরে জয় লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইবে। আর আমিও অদ্য হইতে বিল্বোদকেশ্বর নাম গ্রহণ করিলাম। এতদ্ভিন্ন তুমি আমাকে যে স্থানে স্থাপন করিবে আমি তথায় থাকিয়া সকলের অভিলষিত মনোরথ পূর্ণ করিব। কেশব! আর যিনি এই স্থানে থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার উপাসনা করিবেন, তিনি তিন রাত্রির মধ্যে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইবেন। গঙ্গাদেবীও এই স্থানে অবিন্ধ্যা নামে খ্যাত হইবেন। যিনি এই স্থানে মন্ত্রপাঠ করিয়া গঙ্গাকে স্মরণ করিবেন, তিনি গঙ্গাস্নানের সম্যক্ ফলভাগী হইবেন। হে জনার্দ্দন! এই অবসরে আমি তোমাকে আর একটা কথা বলিতেছি, উহা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তোমাকে উহা পালন করিতে হইবে। কেশব! এই পর্ব্বতের নিম্নদেশে ষট্‌পুর নামে দানবদিগের এক নগর আছে, তথায় পর্ব্বতগুহাভ্যন্তরে হিংস্র প্রকৃতি, দুরাত্মা, জগৎকণ্টক, দানবগণ ছদ্মবেশে বাস করে। তাহারা ব্রহ্মার বর প্রসাদে দেবগণের অবধ্য হইয়াছে। তুমি এক্ষণে মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, অতএব তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর।

হে মনুজেশ্বর! মহাদেব এই কথা বলিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে গোবিন্দ পুনরায় গিরিবরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তোমার নিম্নদেশে কতকগুলি মহাসুর বাস করে, জগতের হিতকামনা করিয়া আমি তাহাদিগকে অবরোধ করিব। তাহা হইলে আর তাহারা বহির্গত হইতে পারিবে না। এইরূপে রুদ্ধ করিয়া আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব। হে মহাগিরে! তাহাদিগের বিনাশ সাধনের পর আমি পুনরায় তোমার নিকট উপস্থিত হইব। যে ব্যক্তি তোমার উপর আরোহণ করিয়া আমার প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিবে, তাহার গোসহস্র দানের তুল্য ফল লাভ হইবে। আর যিনি তোমার শিলাখণ্ড দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিবেন তিনি আমার সালোক্যলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন। বরদাতা কৃষ্ণ এইরূপে গিরিবরকে বরপ্রদানে অনুগৃহীত করিয়া তদবধি তথায় বাস করিতেছেন। এই নিমিত্ত বিষ্ণুলোক প্রার্থী মহাত্মগণ ঐ পর্ব্বতের প্রস্তর দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

১৩৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর। মহামনা কৃষ্ণ বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তৎকালে দেবরাজ পুষ্কর সন্নিধানে দেবগণে বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। রথারূঢ় কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। তখন সাধুগণের অভীষ্ট ফল দাতা বাসব জয়ন্ত সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইলে এক পারিজাতের নিমিত্ত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুবল নিসূদন বিষ্ণু সরলপাতী শরজালে দেবেন্দ্রসৈন্য ব্যথিত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বীর, উভয়েই শস্ত্র প্রহারে বিলক্ষণ দক্ষ, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কেহ কাহার শরীরে শরক্ষেপ করিলেন না। জনার্দ্দন অতি তীক্ষ্ণ পর্ব্বযুক্ত দশ বাণে ইন্দ্রের এক এক অশ্বকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রও ঘোরতর অস্ত্র প্রয়োগে কৃষ্ণসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৃষ্ণ অসংখ্য শরক্ষেপে গজরাজ ঐরাবতকে ব্যথিত করিলে, মহাতেজা ইন্দ্রও পতগরাজ গরুড়ের উপর অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রুবিদারণ মহাত্মা নারায়ণ ও সুপতি ইন্দ্র উভয়েই ভূমিতলে রথারূঢ় হইয়া সমস্ত দিন যুদ্ধ করিলেন। সলিলোপরিস্থিত নৌকার স্যায় নিখিল বসুধা কম্পিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে দিগ্‌গাহ উপস্থিত হইয়া দেশ সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। শত শত মহীরুহগণ ঘূর্ণিত হইতে হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা মানবগণও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। শত শত বজ্রাঘাত হইতে আরম্ভ হইল। নদী সমুদায় প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঘোরতর বায়ু বহিতে লাগিল। উল্কা সকল নিষ্প্রভ হইয়া অনবরত ভূতলে পড়িতে লাগিল। রথচক্রের ভীষণ ধ্বনিতে প্রাণিগণ মুহুর্ম্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। জলের উপরিভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশের সর্ব্বত্র গ্রহমণ্ডলীতেও পরস্পর সংঘর্ষণবশতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত শত জ্যোতিষ্কমণ্ডল স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। দিগ্‌গজ সকল ভিত হইয়া উঠিল। গর্দ্দভাকৃতি অরুণবর্ণ ছিন্ন ভিন্ন মেঘজালে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ঐ সমুদায় মেঘ হইতে ঘোরতর শব্দ সহকারে উল্কাপাত ও শোণিত বর্ষণ হইতে লাগিল। কি ভূমি, কি স্বর্গ, কি নভোমণ্ডল, কিছুই আর লক্ষিত হয় না। মুনিগণ ও মহাত্মা বিপ্রগণ যুদ্ধপ্রবৃত্ত সুরবীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া জগতের হিতকামনায় মন্ত্রজপ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা ব্রহ্মা মহর্ষি কশ্যপকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুব্রত! তুমি বন্ধু অদিতির সহিত গমন করিয়া তোমার পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধনিবৃত্ত কর। মুনিও তথা বলিয়া রথারোহণে পুত্রদ্বয়ের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন মহাবল ইন্দ্র ও উপেন্দ্র মাতার সহিত পিতাকে সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত সেই পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। অদিতি তখন উভয়ের গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমর অসোদর ভ্রাতার ন্যায় কেন এরূপ বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমরা সামান্য বিষয়ের জন্য কেন এরূপ ঘোরতর অনর্থ সংঘটন করিতেছ। তোমাদের এরূপ করা আমার পুত্রের

অনুরূপ কার্য্য নহে। এক্ষণে পিতা মাতার কথা যদি তোমাদের গ্রাহ করা উচিত বলিয়া বোধ হয় তবে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মাতার এই বাক্যে সম্মত হইয়া মহাবল বীরদ্বয় পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি সকল লোকের প্রভু, তুমিই আমাকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছ। তবে কি জন্য আবার আমার অবমাননা করিতেছ। হে কমললোচন! তুমি আমার ভ্রাতৃত্ব স্বীকার এবং জ্যেষ্ঠত্ব সম্মান প্রদর্শন করিয়া কি জন্য এখন তৎসমুদায় লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ইন্দ্র এই কথা বলিলে উভয়ে জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া যেখানে মাতা অদিতি ও মহাত্মা কশ্যপ অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলোচন কৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়ে যেখানে পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, মুনিগণ ঐ স্থানকে প্রিয়সঙ্গমন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

হে কুরুনন্দন! অনন্তর কশ্যপ ইন্দ্রকে অভয় দান করিয়া দেবগণ, ধর্ম্মচারী ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কশ্যপ, অদিতি, ইন্দ্র ও জনার্দ্দনের সহিত এক বিমানে গমন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দেবগণ, অনুরূপ সম্পদযুক্ত হইয়া পৃথক পৃথক বিমানে স্বর্গের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অনন্তর সকলে রমণীয় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সে রাত্রি তথায় বাস করিলেন। ধর্ম্মবৎসলা শচী অদিতি ও মহাত্মা কশ্যপের পরিচর্য্যা করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব অদিতি সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর বাক্যে হরিকে কহিলেন, বৎস উপেন্দ্র! ক্ষান্ত হও, পারিজাত লইয়া দ্বারকায় গমন কর। বধু সত্যভামার চিরাভিলষিত পুণ্য কর্ম্ম সমাপন হইলে পুনরায় আনিয়া নন্দনবনে যথাস্থানে তরুবর পারিজাতকে স্থাপন করিবে। তখন কৃষ্ণ ও মহাত্মা নারদ উভয়েই ধর্ম্মপরায়ণা দেবমাতা অদিতির নিকট তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ পিতা, মাতা, দেবেন্দ্র ও ইন্দ্রাণী শচীকে প্রণিপাত করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মনস্বিনী ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাণী কৃষ্ণভার্য্যাদিগের নিমিত্ত বিবিধরাগরঞ্জিত ও শুভ্র বহুবিধ বসন এবং সর্ব্বরত্ব শ্রেষ্ঠ বহুবিধ ভূষণ সমুদায় প্রদান করিলেন। কৃষ্ণও তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া অমরগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। সাত্যকি ও পুত্র প্রদ্যুম্ন সঙ্গে চলিলেন।

তিনি প্রথমে রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তথায় তরুবর পারিজাতকে রাখিয়া সাত্যকীকে দ্বারকায় পাঠাইয়া দিলেন। কহিয়া দিলেন তুমি দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণকে বলিবে, আমি অমরালয় হইতে পারিজাত তরু আনয়ন করিয়াছি, অদ্যই দ্বারবতীতে প্রবেশ করাইব। অতএব তাহারা যেন নগরের শোভা সম্পাদন করেন। সাত্যকি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযথ আদেশ করিয়া শান্ত প্রভৃতি অন্যান্য কুমারগণের সহিত প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর মহারথ প্রদ্যুম্ন। গরুড়পৃষ্ঠে পারিজাতকে অগ্রে রাখিয়া তৎপশ্চাৎ স্বয়ং উপবেশনপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ তৎপশ্চাৎ শৈব্যাদি অশ্ব যুক্ত রথে, তৎপশ্চাৎ অন্য এক উৎকৃষ্ট রথে শাম্ব ও সাত্যকি আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। তাহার পর অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহাত্মা কৃষ্ণের

অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলে দ্বারকায় উপস্থিত হইলে যাদবগণ ও নগরবাসিগণ সাত্যকির মুখে পারিজাতবিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া এবং কৃষ্ণের এই অদ্ভুত, কার্য্য সন্দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মর্ত্ত্যবাসিগণ সেই দিব্য কুসুম শোভিত পারিজাতকে দেখিতে পাইয়া দুষ্টচিত্তে সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কিছুতেই তাহাদের নয়নের তৃপ্তি সাধন হইল না। বৃদ্ধগণ সেই অদ্ভুত অচিন্ত্য মদমত্ত-কেলিপরায়ণ-কলকূজিত-পক্ষিকুলাকীর্ণ পারিজাত তরু অবলোকন করিয়া স্ব স্ব জরাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অন্ধগণ তথায় আগমন করিবামাত্র ক্ষণকালের মধ্যে দিব্য চক্ষু লাভ করিতে লাগিলেন। তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র রোগক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ একবারে সমস্ত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিল। সেই বৃক্ষশাখায় বসিয়া শ্বেতবর্ণ কোকিলগণ মধুরস্বরে সঙ্গীত আলাপন করিতে লাগিল দেখিয়া মর্ত্ত্যবাসী জনগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, সকলেই জনার্দ্দনকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক নমস্কার করিতে লাগিলেন। বৃক্ষের অনতিদূরবর্ত্তী জনগণ বৃক্ষ হইতে বিবিধ বাদ্য ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। যিনি যেরূপ গন্ধের আশা করেন, তিনি সেইরূপ মনোহর গন্ধই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর যদুনন্দন কৃষ্ণ রমণীয় দ্বারকপুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে মহাত্মা বসুদেব ও মাতা দেবকীর চরণবন্দনা করিলেন। পশ্চাৎ কুকুরাধিপ উগ্রসেন, ভ্রাতা বলদেব ও অন্যান্য সম্মানার্হ দেবতুল্য বৃদ্ধ যাদবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া পারিজাত সমভিব্যাহারে সত্যভামার গৃহে উপস্থিত হইলে, সত্যভামা তদ্দর্শনে পরম প্রীতি সহকারে কৃষ্ণকে যথেষ্ট সৎকারপূর্ব্বক অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পারিজাতও গ্রহণ করিলেন। তৎকালে এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাবগুণে তাঁহার ইচ্ছামাত্র ঐ পারিজাত এক একবার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত দ্বারকাপুরী আচ্ছাদন করিতে লাগিল, আবার খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল, এমন কি তৎকালে কখন হস্ত প্রমাণ কখনও বা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইতে লাগিল। পতিপরায়ণ সত্যভামার মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আর আহ্লাদ ধরে না। তখন তিনি পুণ্য ব্রতানুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন। জম্বুদ্বীপের মধ্যে যেখানে ব্রতোপযোগী যে কোন বস্তু পাওয়া যায় মহাত্মা কৃষ্ণ তৎসমুদায় আহরণ করিলেন। অনন্তর সত্যভামা ব্রত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত মহর্ষি নারদকে ব্রাহ্মণস্থলে বরণ করিবেন বলিয়া প্রার্থনা করিলে বাসবানুজ কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্মরণ করিলেন।

১৩৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! অনন্তর কৃষ্ণ স্মরণ করিবামাত্র বাগ্মিবর তপোধন নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া ব্রত গ্রহণার্থ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইলে সেই সর্ব্বকামফলপ্রদ, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা আদিদেব কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া

হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতস্নান মহামুনি নারদকে গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অন্নাদি নানাবিধ ভোজ্য বস্তুদ্বারা ভোজন করাইলেন। পরে সুভগা সত্যভামা কৃষ্ণের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া সেই মালা পারিজাত তরুতে বন্ধন করিলেন। তদনন্তর জলপ্রক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে ধেনু সহস্র, পর্ব্বতাকার স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিরত্ন, তিল, ধান্য ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যজাত সমন্বিত কৃষ্ণকে নারদকে প্রদান করিলেন। মুনি সত্তম নারদ তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কহিলেন, কেশব! সত্যভামা জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন, অতএব এখন তুমি আমারই। এক্ষণে আমার অনুগমন কর এবং আমি যাহা বলিব তাহাও তোমাকে সম্পাদন করিতে হইবে। কেশব উহা প্রথমকল্প বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাং গমন করিতে লাগিলেন। নারদ আবার পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! এই স্থানে থাক, আরবার 'আমি চলিলাম' বলিয়া নানাবিধ পরিহাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের কণ্ঠদেশ হইতে পুষ্প মালা উন্মোচন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ? তুমি তোমার নিষ্ক্রয় স্বরূপ আমাকে এক সবৎসা কপিল গাভি, তিল, কৃষ্ণাজিন, শূর্প ও কাঞ্চন প্রদান কর। বৃষভধ্বজ মহাদেবও এইরূপ নিষ্ক্রয়েরই বিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাহাই হউক এই কথা বলিয়া নারদের আদেশানুসারে কার্য্য সমাধা করিলেন। অনন্তর মধুসূদন হাস্য করিতে করিতে মহর্ষি নারদকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি আপনার উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব আপনি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। আপনি যাহা প্রার্থনা করিবেন আমি তাহাই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি চিরদিন এইরূপ প্রীত থাকুন, আপনার অনুগ্রহে আমি যেন আপনার সালোক্য প্রাপ্ত হই, যেন আমি অযোনিজ হই এবং জন্মান্তরেও যেন ব্রহ্মণ্যলাভ করিতে পারি এই আমার অভিলাষ।

সনাতন সাধুগতি মহামতি বিষ্ণু তথা বলিয়া নারদকে অভিলষিত বর প্রদান করিলে তিনি পরম সন্তোষলাভ করিলেন। হরিবল্লভা সত্যভামা এই ব্রতোপলকে কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রাণী বাসুদেবকে যে সমুদায় বাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় যথাক্রমে তাঁহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন। তৎকালে পারিজাতও দ্বারকায় অবস্থান করিয়া স্বীয় মহিমা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এদিকে কৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে তপোধন নারদ অন্যান্য যে সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দ্বারকায় আসিয়া পারিজাতের বিভূতি সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সহিত পাণ্ডবগণ, কন্যার সহিত শ্রুতশ্রবা, সপুত্রক ভীষ্মক ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এক বৎসর অতীত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ পুনরায় পারিজাত লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সেই অপরিমিত পরাক্রম ধীমান কৃষ্ণ তথায় ইন্দ্রের সহিত একত্র অবস্থিত পিতামাতাকে দেখিতে পাইয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলে তিনি কহিলেন, বৎস! আমার অভিলাষ এই যে, যেন তোমাদের সৌভ্রাত্র চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে। অতএব আমার এই মনোরথ তুমি পূর্ণ

করিবে। অতঃপর মধুসূদন 'তথাস্তু' বলিয়া মাতার বাক্য স্বীকার করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া দেবরাজকে কহিলেন, হে দেবস্বামিন্! আমি মহাত্মা মহাদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি, পারিপাত্র পর্ব্বতের নিম্নদেশে যে সকল দানবদল বাস করে আমাকেই তাহাদিগের বিনাশ করিতে হইবে। অতএব অদ্য হইতে দশ রাত্রির মধ্যে আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব। মহাত্মা প্রবর ও মহাবীর জয়ন্তকে আমার কার্য্যের সাহায্যার্থ উর্দ্ধে আকাশপথে অবস্থান করিতে হইবে। ঐ সকল দানব ব্রহ্মার বরে দেবগণের অবধ্য হইয়াছে। অতএব আমরা মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব। এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবরাজ পরমাহ্লাদ সহকারে কহিলেন, তবে তাহারা অবশ্য যাইবে, তুমি সে বিষয়ে যত্ন কর। এই কথা বলিয়া প্রীতমনে তাহাকে এক অত্যুৎকৃষ্ট সাগরসম্ভূত কিরীট ও কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন।

১৩৫তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি দ্বৈপায়ন প্রসাদে সমস্তই অবগত আছেন। এক্ষণে পুণ্যক বিধির বিষয় আমি শুনিতে অভিলাষ করি, আপনি তাহাই বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! পূর্ব্বে ভগবতী উমা এই পুণ্যক বিধির সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। উহা যেরূপে ইহলোকে ব্রতরূপে প্রথিত হইয়াছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত লইয়া দ্বারকায় গমন করিলে ধীমান মুনিশ্রেষ্ঠ নারদও তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজন্! ঐ সময়ে মহাদেবের আদেশানুসারে দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ সংগ্রামে ষট্‌পুর প্রভৃতি দৈত্যগণ নিহত হইয়া যুদ্ধের অবসান হইলে একদা কৃষ্ণের সহিত দেবর্ষি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ নারদ একত্র উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে ভীষ্মকতনয়া রুক্মণী, জাম্ববতী, দেবী সত্যভামা গান্ধাররাজপুত্রী ও অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ পতিরতা কৃষ্ণপত্নীগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে রুক্মিণী দেবর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মুনিবর! আপনি ধর্ম্মবেত্তা মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বাগ্মিবর এবং ত্রিকালজ্ঞ। অতএব আপনাকে পুণ্যক বিধির উৎপত্তি, কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, উহার ফলই বা কি, কোন কোন বস্তু উহাতে দান করিতে হয় এবং কিরূপ সময়েই বা আরম্ভ করিবার আবশ্যক এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। এই সকল বিষয় শুনিবার জন্য আমাদের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

নারদ কহিলেন, অয়ি বিদর্ভপুত্রি! পূর্ব্বে ভগবতী উমা আমার সমক্ষে পুণ্যকবিধির অনুষ্ঠান বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায় আমি কীর্ত্তন করিতেছি সপত্নীগণের সহিত শ্রবণ কর। দেবী উমা পবিত্রহৃদয়ে পুণ্যার্থ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাবসানে অদিতি প্রভৃতি দক্ষসুতাগণ, পুলোমদুহিতা ইন্দ্রাণী, সোমপত্নী ভাগ্যবতী রোহিণী, পূর্ব্বফাল্গুণী, রেবতী, শতভিষা, মঘা এবং গঙ্গা, সরস্বতী, চেলগঙ্গা, বৈতরণী, গণ্ডকী ও অন্যান্য নদী লোপামুদ্রা প্রভৃতি যাঁহারা জগৎ ধারণ করিতেছেন, গিরি নন্দিনীগণ, অগ্নিকন্যাগণ, অগ্নিপ্রিয়া দেবী স্বাহা, যশস্বিনী সাবিত্রী, কুবেরকান্তা ঋদ্ধি, বরুণপত্নী, যমপত্নী, বসুপত্নী,

শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কীর্ত্তি, আশা, মেধা, প্রীতি, মতি, খ্যাতি, সন্নতি এবং অন্যান্য পতিপরায়ণা সর্ব্বলোকহিতকরী দেবীগণকে নিমন্তণ করিলেন। অনন্তর পর্ব্বতাকার তিল, রত্ন, ধান্য ও বিবিধ রাগরঞ্জিত বহুবিধ উৎকৃষ্ট বসনাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা সকলে সেই পার্ব্বতীর উপহার সমুদায় প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া একত্র উপবেশন করিলে কথা প্রসঙ্গে পুণ্যক ব্রতের বিচিত্র কথা উত্থিত হইল। সমবেত সাধ্বীগণের অভিপ্রায়ানুসারে সোমনন্দিনী অরুন্ধূতী ঐ পুণ্যক বিধির কথা উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উমা তাহাদের প্রতি সাধনের জন্য সমস্ত কহিতে লাগিলেন। তৎকালে আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ব্রতদত্ত রত্নমেরু আমাকেই প্রদান করিয়াছিলেন। আমি উহা প্রতিগ্রহ করিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণসাৎ করি। দেবী অরুন্ধতী আমার সমক্ষে ঐ ব্রতানুষ্ঠান বিধি জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবতী পার্ব্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! আমি পূর্ব্বে এই ব্রত-বিধি যেরূপ অবলোকন করিয়াছি, তাহাই আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর।

১৩৬তম অধ্যায়

অয়ি শুচিস্মিতে! ভর্ত্তার প্রসাদে যৎকালে আমার সকল বিষয়ের অভিজ্ঞা জন্মিল, তৎকালে আমি পুণ্যকবিধির শুভানুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং স্বামীর আজ্ঞানুসারে স্বয়ং উহার অনুষ্ঠানও করিয়াছি। এই পুণ্যব্রত বহু পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত ছিল, উহা নিত্য। পুরাণে কথিত আছে যে, সতীত্ব যাঁহার নিত্যানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, কদাচ যিনি তাহা হইতে বিচলিত হন না, এ ব্রতানুষ্ঠানে তাঁহারই অধিকার। হে শুভে অরুন্ধতি! দান, উপবাস ব্রত প্রভৃতি যে কোন পুণ্যকার্য্য আছে তৎসমুদায়ই অসতীদিগের পক্ষে নিষ্ফল। যে অসতী ভর্ত্তাকে বঞ্চনা করেন, কোন পুণ্যফলই তাঁহার হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে নিয়রগামিনী হইতে হয়। সাধ্বী, সুশীলা, পতিপরায়ণা, ধর্ম্মচারিণী, সৎপথগামিনী রমণীরাই এই জগৎ সংসার ধারণ করিতেছেন। বলিতে কি যাঁহারা সতত প্রিয় বাদিনী, শুচিতা, ধৈর্য্যশালিনী এবং শুভানুষ্ঠানই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সাধুবাদিনী কামিনীগণ কর্ত্তৃকই এই নিখিল সংসার রক্ষা পাইতেছে। ভর্ত্তা ব্যাধিগ্রস্ত হউন, অথবা দীন দুঃখী হউন, পত্নী কখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। ইহাই স্ত্রীগণের সনাতন ধর্ম্ম। পতি দুষ্কৃতকারী অথবা পতিত কিম্বা নিগুণই হউন, একমাত্র সাধ্বী স্ত্রীই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। স্ত্রী বাগদূষিত হইলে সাধুরা শাস্ত্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ব্যভিচারিণী হইলে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।। সুকৃত অনুসারে সদগতি কামনা করিয়া ব্রতই করুন আর উপবাসই করুন সকল স্থলেই স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ব্যভিচারিণী সহস্র! সহস্র কল্পান্তেও সদগতিলাভ করিতে পারে না, চিরকাল তাহাদিগকে সহস্র সহস্র তির্য্যগ্‌যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়। যদিও কখন তাহারা মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহাদিগকে কুকুরাশী চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে। সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন ভর্ত্তাই স্ত্রীগণের দেবতা স্বরূপ। স্বামী যাঁহার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট তিনি সতী, তাঁহাকেই ধর্ম্মচারিণী বলে। যিনি পতির প্রতি ভক্তিমতী না হইয়া কৌতুহলবশতঃ অন্য কাহাকেও দেখিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারও সদগতি নিতান্ত দুর্ল্লভ। যাঁহাদিগের মন পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত,

কায়মনোবাক্যে কদাচ যাঁহারা পতিকে অতিক্রম করেন না, তাঁহাদিগেরই পুণ্যক ব্রতানুষ্ঠানের যথার্থ ফল লাভ হইয়া থাকে।

অয়ি কল্যাণি! আমি তপঃপ্রভাবে পুণ্যক ব্রতের বিধি যেরূপ দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করিব, সকলে শ্রবণ কর। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান সমাধান্তে ব্রতই কর আর উপবাসই কর অগ্রে পতির অনুমতি গ্রহণ করিবে। অনন্তর শ্বশ্রু ও শশুরের চরণবন্দনা করিয়া সাক্ষত ও কুশযুক্ত ঔড়ুম্বর পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধেনুর দক্ষিণ শৃঙ্গ অভিষিক্ত করিতে হয়। তদনন্তর ঐ ধৌতশৃঙ্গ সলিল স্নাত ও প্রয়তভাবাপন্ন স্বামীর ও আপনার মস্তকে নিষেক করিতে হয়। সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, ঐ জলে স্নান করিলেই ত্রিলোকস্থিত সর্ব্বতীর্থেই স্নান করা হয়। উপবাস অথবা যজ্ঞানুষ্ঠান উভয় স্থলেই ঐরূপ স্নানবিধি স্ত্রী পুরুষের পক্ষে সাধারণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। তৎকালে সূচিকার্য্যসম্পন্ন আসন বা শয্যা ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। স্বয়ংই পাদপ্রক্ষালন করা বিধেয়। সে দিবস অশ্রুপাত, ক্রোধ বা কলহ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা করিলে ব্রতই হউক অথবা উপবাসই হউক সমস্তই বিফল হইয়া যায়। সে দিবস শুক্লাম্বর পরিধান করাই বিধেয়, কিন্তু তন্মধ্যে উরুদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া আর এক খানি বস্ত্র পরিধান করিবে। পাদরক্ষার্থ তৃণময় পাদুকাও ব্যবহার করিতে হয়। ব্রত কিম্বা উপবাস দিবসে অলক্তক কিম্বা অলঙ্কার পরিধানাদি প্রসাধন কার্য্য একবারেই নিষিদ্ধ। অঞ্জন, গন্ধদ্রব্য লেপন কি পুষ্পমাল্য ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য নহে। দন্ত কাষ্ঠ, শিরস্ত্রাণ ও বিলেপন ব্যবহার নিষিদ্ধ। শৌচকার্য্যের নিমিত্ত কেবল মৃত্তিকাই প্রশস্ত। মস্তকে বিল্ব, হরিতকী অথবা আমলকী মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে। মৃত্তিকা মিশ্রিত সলিলে স্নান করা উচিত নহে। তৈলমর্দ্দন একবারেই পরিত্যাগ করিবে। গোযান, উষ্ট্রযান অথবা খরযান আরোহণ করিবে না। ব্রত বা উপবাস দিবসে নগ্ন হইয়া স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। নদী, তড়াগ, প্রশস্ত দীর্ঘিকা কিম্বা কমলিনীনুশোভিত পরিষ্কৃত জলে অবগাহন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কিন্তু যদি অবরুদ্ধা রমণীগণের পক্ষে সুবিধার না হয়, তবে নূতন কলসে জল আনয়ন করিয়া স্নান করাই সনাতন বিধি। আমি তপোবলে এই রূপ স্নানই অবলোকন করিয়াছি।

১৩৭তম অধ্যায়

ব্রতারম্ভের পূর্ব্বকৃত্য সকল এইরূপে উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় উমা কহিতে লাগিলেন, বংসে অরুন্ধতি! ভর্ত্তৃদৈবত অবলাগণ সর্ব্বাবয়বে এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সম্বৎসর অথবা ছয়মাস কিম্বা এক মাসই হউক অবস্থানের পর একাদশটা সাধ্বী স্ত্রীকে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিয়া আবাহন করিবে। তাঁহারা আগমন করিলে প্রথমতঃ দেশকালানুসারে মূল্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রয় করিতে হইবে। অনন্তর সলিল প্রোক্ষণ ধারা ঐ সকল স্ত্রীজন আচার্য্যকে প্রদান করিবে। আবার আচার্য্য নিকট হইতে নিষ্ক্রয়দানে ক্রয় করিয়া তাহাদের স্ব স্ব স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিবে। তদনন্তর এক মাস অতীত হইলে শুক্ল নবমী তিথিতে যথাবিধি পূজাদি সমাপন করিয়া ব্রত উদযাপন করিবে। সিদ্ধির নিমিত্ত আদি অন্তে উপবাস কবিতে হয়। এইরূপে তৎকালে ত্রিয়াত্র সাধ্য ব্রত

হইয়া থাকে, ব্রতদিবসে ভর্ত্তাকে ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া বিবাহ সময়ের ন্যায় একত্র স্নান, একত্র অলঙ্কার পরিধান, একত্র মাল্য ধারণ করাই বিহিত। স্নানকালে ব্রতধারিণী জলপূর্ণ কলস হস্তে করিয়া ভর্ত্তার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাঁহাকে স্নান করাইবে। ঐ মন্ত্র মনে মনেই হউক অথবা বাক্যেই হউক উচ্চারণ করিতে হয়। "হে আপ! তুমি ঋষিদিগের দেবী অর্থাৎ প্রভব, তুমি বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছ, তুমি দিব্য, যজ্ঞস্থলে তুমি মদৎ এই সংজ্ঞালাভ করিয়াছ, তুমি সর্ব্বজীবের শুভকর, তুমি ধর্ম্মধারক, তুমি হিরণ্যবর্ণ, তুমি পাবক অতএব তুমি মঙ্গলতম রসদ্বারা আমার শ্রেয়ো বিধান কর"। সর্ব্বত্র ইহাই স্নানমন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এতভিন্ন স্ত্রীদিগের নিমিত্ত যে সকল অন্যান্য পৌরাণিক মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আমি যেন স্বামীর শুভকরী হই, নির্দ্ধনতাবশতঃ যেন কখন দুঃখ না পাই, আমি যেন গুণবতী ও ধর্ম্মপরায়ণ হই, আমি যেন ভর্ত্তার মনের অনুবর্ত্তন করি এবং আমি যেন তাঁহার আদরের বস্তু বলিয়া সম্মানিত হই। কর্ম্ম দ্বারা, কি মন দ্বারা, কি বাক্য দ্বারা, কখন যেন আমি ভর্ত্তার প্রতি রোষরক্তা না হই, প্রত্যুত সর্ব্বদাই যেন তাহার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকি। আমি সকল বিষয়েই যেন সপত্নীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি। আমি যেন পুত্রবতী হই, আমার মন যেন পবিত্র, রূপ যেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। আমি কখন যেন রিক্তহস্তা না হই এবং আমি যেন সুভগা, অদরিদ্রা ও গুণবাদিনী হইতে পারি। আমার স্বামী যেন আমার প্রতি প্রিয়ম্বদ, আমার মুখাপেক্ষী ও আমার ভক্ত হন। অধিক কি, আমি যেন তাঁহার মতি, আমি যেন তাহার গতি ও আমি যেন তাঁহার প্রীতিস্বরূপ হই। চক্রবাক মিথুনের ন্যায় যেন পরস্পর আমাদের অনুরাগ থাকে, যেন কোন কালেও আমাদের মনোবিকার উপস্থিত না হয়। যাঁহারা সতীত্বগুণে এই বিশ্ব সংসার ধারণ করিতেছেন আমি যেন সেই সাধ্বী সীমন্তিনীগণের সালোক্য লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। ভূমি, বায়ু, জল, আকাশ, অগ্নি, স্থূল সূক্ষ্মবেত্তা পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব ও মুনিগণ ইহারা সকলে আমার ভক্তি ও ব্রতে সাক্ষী থাকিয়া আমাকে স্মরণ করুন। সত্ত্বাদি অভিমান ও জরায়ুজাদি সংজ্ঞাযুক্ত যাঁহাদিগের দ্বারা শরীরীদিগের এই ভৌতিক বিধির সৃষ্টি হইয়াছে, সর্ব্বোপাধিক তাঁহারাও আমার এই ব্রত ও ভক্তিবিষয়ে সাক্ষী থাকুন। চন্দ্র, সূর্য্য, পুণ্যসাক্ষী যম, দশ দিক্ আমার এই আত্মা, ইহাঁরা সকলেও আমার এই ব্রত ও ভক্তিবিষয়ে সাক্ষী হউন।

পুরাণ শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রতারম্ভা দিবস হইতেই প্রতিদিন এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্ববস্তুর অভিমন্ত্রণ অর্থাৎ সংস্কার করিবে। অনন্তর স্নান করিয়া ভর্ত্তাকে স্বয়ংকৃত সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রযুগল দান করিবে। আর যদি কোন বিঘ্ন বশতঃ তাহা না হইয়া উঠে তবে স্বকৃত সূত্রমিশ্রিত অত্যুৎকৃষ্ট শুভ্রবর্ণ অন্য একখানি বস্ত্র প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর শুদ্ধাচার জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞানকোবিদ ব্রাহ্মণকে ভর্ত্তার সহিত যথাশক্তি ভোজন করাইবে এবং ঐ ব্রাহ্মণকেও বস্ত্রযুগল, শয্যা, যান, গৃহ, ধান্য, দাসদাসী, যথা শক্তি অলঙ্কার ও রত্নরাশি প্রদান করিতে হইবে। দানীয় বস্তু সমুদায় ধান্য ও তিলমিশ্রিত করিয়া বিবিধবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদনপূর্ব্বক দান করা কর্ত্তব্য। শক্তি থাকিলে হস্তী ও অশ্বও প্রদান করা বিহিত, অভাবে গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লবণ, নবনীত, গুড়, মধু, সুবর্ণ, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, সর্ব্ব প্রকার রস, বিবিধ কুসুম, স্বর্ণ, রৌপ্য, ঔড়ুম্বর, সর্ব্বপ্রকার ফল, নানাপ্রকার

বস্ত্র, কাষ্ঠপ্রতিমা, শিলাপ্রতিমা, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, দুর্ব্বা এবং অন্যান্য যে কোন অভীপ্সিত দ্রব্য দ্বারাই হউক আমাকে ও মহেশ্বরকে পূজা করিতে হইবে। কাল দেশ ও বিভব অনুসারে অল্পই হউক অথবা অধিকই হউক যাহা দান করিতে হইবে তৎসমুদায়ই ভর্ত্তার অনুমতি সাপেক্ষ। তিলপাত্র, কপিলাধেনু, কাংস্য, কৃষ্ণাজিন, বস্ত্রসমন্বিত জলপাত্র, আদর্শ, ময়ূরপুচ্ছ ও অজিন এই সমুদায় বস্তু অবশ্য দেয়। হে বরবর্ণিনি! ব্রতোপলক্ষে এই সমস্ত বস্তু দান করিলে সর্ব্বাভিলাষ সম্পূর্ণ হয়। যিনি ঐ সমুদায় দ্রব্যজাত প্রদান করিতে পারেন, তিনি পুরনারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। তিনি পুত্রবতী, ধনশালিনী, সুশীলা, সৌভাগ্যবতী, রূপবতী, মুক্তহস্ত ও শুভদর্শনা হইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পরম রূপবতী ও গুণশালিনী কন্যাও লাভ করিতে পারেন। ঐ কন্যাও মাতার অনুরূপ সৌভাগ্যবতী, ধনশালিনী, প্রধান, পুত্রবতী হইয়া থাকে।

অরুন্ধতি! এই ব্রত আমিই অগ্রে করিয়াছিলাম সেই জন্য উহা উমাব্রত নামে খ্যাত হইয়াছে। স্ত্রীদিগের পক্ষে এই ব্রত অত্যুৎকৃষ্ট, উহা সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টফল প্রদান করিতে পারে। অতএব স্ত্রীজনমাত্রেরই উহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমি সর্ব্বপ্রভব বৃষভধ্বজের প্রধান মহিষী হইব বলিয়া তাঁহাকে এই ব্রতে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। ব্রতাবসানে স্ত্রীগণকে ভোজন করাইবে এবং দেশ কালানুসারে তাহাদের অভিলষিত বস্তু সমুদায় প্রদান করিবে। ব্রতের নিমিত্ত যে সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী সমাহৃত হয়, ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছানুসারে তাহার এক একটি বস্তু এক একজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগকে পায়স ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। এ ব্রতে প্রাণিবধ করা শাস্ত্রে বিধান নাই।

অয়ি কল্যাণ সোমপুত্রি! আমি মহাদেবের প্রসাদে আর একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেও দেখিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, নারীগণ পুত্রফল প্রার্থিনী হইয়া এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রতানুষ্ঠান দিবসেগোশৃঙ্গধৌত জলে পূর্ব্বোক্তরূপে স্নান করিয়া জলপূর্ণ ঘট দান করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাসে পূর্ব্বোক্ত বিধানে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। অথবা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের অন্যতর যে কোন মাসে করিলেও চলিতে পারে। মাসদ্বয় অথবা এক মাস পূর্ণ হইলে শর্করোদক, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু কিম্বা জল দ্বারা প্রপূরিত করিয়া ঘট দান করিবে। উহা একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রতাচারী, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকেই দান করিতে হয়। এই ব্রতানুষ্ঠানের ফল পুত্র লাভ। কিন্তু যদি ব্রতচারিণী কন্যাকামনা করিয়া উহার অনুষ্ঠান করেন, তবে তাহার কন্যালাভও হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই ব্রতের দক্ষিণা ধেনু অথবা কাঞ্চনই প্রশস্ত। ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দান করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞোপবীত দান করাও এ ব্রতের অঙ্গ, যাঁহারা পুত্র কামনা করেন তাঁহারা পুংনক্ষত্রযোগে, যাঁহারা কন্যার আশা করেন তাঁহারা স্ত্রীনক্ষত্রযোগে এই ব্রত দান করিবেন। সংবৎসর পূর্ণ হইলে ব্রতচারিণী ভর্ত্তার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ঘটদানপূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসীতে সুবর্ণসূত্র নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত দান করিবে। এইরূপ যজ্ঞোপবীত দান করিলে ব্রতচারিণীর সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। শক্তি অনুসারে ইহার দক্ষিণাও সুবর্ণ যজ্ঞোপবীত দান করিবে। যে কাল পর্য্যন্ত এই ব্রতাচরণ করিতে হইবে তন্মধ্যে ধান্যই হউক আর ফলই হউক কোন নূতন বস্তুই ভক্ষণ করিবে না। পুষ্পের উপভোগও ইহাতে নিষিদ্ধ। ব্রতচারিণীকে এক বৎসর একাহার করিয়া থাকিতে হয়। প্রতিদিন বাহ্মণ ভোজনান্তে

স্বামীকে ভোজন করাইবে। যে স্ত্রী এইরূপে একবৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনি সৌভাগ্যশালিনী রূপবতী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবেন এবং কখন তাঁহাকে বিধবা হইতে হইবে না। আর যিনি সংবৎসর মধ্যে বার্ত্তাকু ভোজন পরিত্যাগ করিতে পারেন সুতবিয়োগদঃখ তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় না। শশক ও মৃগমাংস ভোজন ইহাতে একবারেই নিষিদ্ধ। যিনি ভর্ত্তার সুখাভিলাষ ইচ্ছা করেন, তিনি অলাবু, কলম্বী ও কাঞ্চন ভোজন পরিত্যাগ করিবেন। স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন করিবেন। দিবালোকেই ভোজন করা বিহিত, সংবৎসরের মধ্যে রাত্রিতে কোন ভোজ্য বস্তু উপভোগ করিবে না। ইহাতে প্রতিষ্ঠালাভ হয়, আর কোনপ্রকার উদ্বেগও থাকে না এবং জীবৎপুত্রা হইয়া সপত্নীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণ নির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তি দান করিতে হয়। উহা একজন কুলমর্য্যাদাসম্পন্ন যশস্বী দরিদ্র বাহ্মণকে প্রদান করাই বিহিত। ঐরূপ দান করিবার পূর্ব্বে বাহ্মণকে ফল, পুষ্প ও বিবিধ ভোজ্য বস্তু প্রদান করিতে হয়। এই সমুদায় কার্য্য দিবাভাগেই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কিম্বা যদি রাত্রিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয় তবে ব্রতচারিণী পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন বাহ্মণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কাঞ্চন নির্ম্মিত চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিবেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে লবণ ও বস্ত্র প্রদান করিতে হয় এবং স্বয়ং সংযত হইয়া চন্দ্রনক্ষত্রপূত ভোজ্যবস্তুর উপযোগ করিবেন। যিনি রাত্রিতে এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করেন তিনি সুরকুমারীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী, রূপবতী, পুত্রবতী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার সর্ব্বগাত্র চন্দ্রের ন্যায় শীতল হয়। পৌর্ণমাসী তিথিতে চন্দ্রোদয় হইলে অক্ষত কুশযুক্ত পুষ্প দ্বারা অর্য্যদান এবং দধিসংযুক্ত যব দ্বারা বলি প্রদান করা বিধেয়। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ হয়। ব্রতচারিণী মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও যদি সূর্য্যদর্শন না করিয়া ভোজন করেন তবে তাঁহার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয়।

১৩৮তম অধ্যায়

ভগবতী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, বৎসে অরুন্ধতি! এক্ষণে যে সমুদায় পুণ্যক ব্রতানুষ্ঠানে স্বীয় শরীরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে হয় তাহারই উল্লেখ করিতেছি সকলের সহিত শ্রবণ কর। কৃষ্ণাষ্টমী অথবা প্রতিপদ তিথিতে ভর্ত্তৃ দৈবত যে রমণী শুক্লবসন পরিধান ও সদাচারপূর্ব্বক ফলমূলাহারিণী হইয়া অন্ততঃ এক একটি বাহ্মণ ভোজন করাইবেন এবং তাঁহাকে স্বকৃত গোবালনির্ম্মিত রঞ্জু, চামর, ধ্বজা ও যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত মিষ্টান্ন প্রদান করিবেন; তাঁহার কেশরাশি তরঙ্গিত, সূক্ষ্মা ও শ্রোণিদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া থাকে। আর যিনি শিরঃশোভা কামনা করিয়া কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে মস্তকে গোময় অথবা শ্রীফল বিলেপনপূর্ব্বক গোমূত্র প্রদান করিয়া পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিবেন এবং গোমুত্র পান করিবেন, তাঁহাকে কদাচ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, প্রত্যুত শিরঃরোগও তাঁহাকে উপতাপিত করে না, তিনি বিগতজ্বরা ও সুভগা হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারেন। অয়ি সুচিস্মিতে! যে রমণী ললাটদেশকে রমণীয় করিতে অভিলাষ করেন, তিনি প্রতিপদ তিথিতে একাহার অথবা কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া এক বৎসর

অতিবাহিত করিবেন। অনন্তর বাহ্মণকে রৌপ্যপট্ট প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে কামিনীদ্বয়ের সুরূপতা সম্পাদন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস অথবা শাকমাত্র ভোজন করিয়া একবৎসর কালযাপন করিবেন। অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবচন করাইবেন। তদনন্তর সুপক ফল কিম্বা মাষকলায় কিম্বা লবণ কিম্বা ঘৃত অথবা মৃগনাভি দ্বারা ভ্রুদ্বয় রচনা করিয়া তঁহাকে দান করিতে হয়। আর যে সীমন্তিনী স্বকীয় শ্রবণদ্বয়ের শোভাতিশয় সম্পাদনে অভিলাষিণী হইবেন তিনি শ্রবণানক্ষত্র উপস্থিত হইলে কেবল যবচূর্ণমাত্র ভোজন করিয়া তাহাকে অতিক্রমণ করিবে। এইরূপে একবৎসর পূর্ণ হইলে দুইটি হিরন্ময় কর্ণ নির্ম্মাণ করিয়া ঘৃতাভিষেকপূর্ব্বক দুগ্ধ সহকারে বাহ্মণসাৎ করিতে হয়। যিনি ললাটপর্য্যন্ত বিস্তৃত অতি সুন্দর নাসা প্রাপ্তির আশা করেন তিনি পুষ্পোদগম পর্য্যন্ত তিলগুল্মে জলসেক করিবেন। অনন্তর পুষ্প হইলে উপবাস করিয়া সর্ব্বদা তাহাতে জলসেক করিতে হয়। অতঃপর বৃক্ষ হইতে পুষ্প উন্মোচনপূর্ব্বক ধৃতমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া বাহ্মণকে প্রদান করিবেন। যে অবলা স্বকীয় চক্ষুদ্বয় লোকরঞ্জন করিতে কামনা করেন তিনি ভোজ্যবস্তু দুগ্ধ অথবা ঘৃতমিশ্রিত করিয়া আহার করিবেন। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই বিদুষী কামিনী পদ্মপত্র এবং উৎপলপত্র বহুপরিমাণে আনয়ন করিয়া দুগ্ধের উপর নিক্ষেপপূর্ব্বক বাহ্মণকে প্রদান করিবেন। পত্রগুলি যেন একবারে দুগ্ধমধ্যে নিমগ্ন না হয়, উপরে ভাসিয়া থাকিবে। এইরূপ করিলে স্ত্রীজনমাত্রেই কৃষ্ণসার সদৃশ চক্ষু লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে প্রমদা ওষ্ঠদ্বয়কে সর্ব্বাবয়বে সুন্দর করিতে অভিলাষ করেন, তিনি একবৎসরকাল মৃন্ময়পাত্রে জল পান করিবেন। আর প্রতি নবমী তিথিতে অযাচিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন অর্থাৎ সে দিন যাহা কিছু ভোজন করিতে হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা করিবেন না। অতঃপর বৎসর পূর্ণ হইলে প্রবাল দান করিতে হয়। তদ্দ্বারা ব্রতচারিণী বিম্বফলসদৃশ আভাসম্পন্ন ওষ্ঠদ্বয় লাভ করিয়া থাকেন এবং পুত্র, ধন ও শরীরসৌন্দর্য্য প্রভৃতিও প্রাপ্ত হন। যিনি সুন্দর দন্ত পাইতে বাঞ্ছা করেন, তিনি শুক্লাষ্টমীর দিবস দুটীও অন্ন ভোজন করিবেন না। বৎসর পূর্ণ হইলে রৌপ্যময় দন্ত সমুদায় নির্ম্মাণ করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, তদ্বারা তিল পুষ্প সদৃশ প্রভাশালী দন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। এবং সৌভাগ্য ও পুত্রও লাভ হইয়া থাকে। যে নারী সর্ব্বথা রমণীয় মুখ কান্তি প্রার্থনা করেন, তিনি পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রোদয় হইলে পয়ঃপক্ক যবচূর্ণ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন। এইরূপে বৎসর পূর্ণ হইলে রজতময় চন্দ্র প্রস্তুত করিয়া বিকসিত পদ্মে স্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই তিনি পূর্ণ চন্দ্রাননা হইতে পারিবেন। যে নারী স্তনদ্বয়কে তৃণরাজ (তাল) ফলোপম করিতে স্পৃহাবতী, তিনি দশমী তিথিতে বাগযত হইয়া অযাচিত বস্তুর উপযোগ করিবেন। অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে কাঞ্চনময় বিল্বদ্বয় ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয় এবং ব্রতান্তে দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকমাত্রেই সৌভাগ্যবতী বহুপুত্রা ও চির দিনের নিমিত্ত উন্নতস্তনশালিনী হইয়া থাকেন। ক্ষীণোদরত্ব যাঁহার প্রার্থনীয়, তিনি এক বৎসর পর্য্যন্ত একাহার করিবেন বিশেষতঃ প্রতি পঞ্চমী তিথিতে অল্প জল কিছুই ভোজন করিবেন না। হে কল্যাণি! এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া এক

বৎসর অতিক্রান্ত হইলে দক্ষিণার সহিত বিকসিত কুসুম শোভিত জাতীলতা নিয়তব্রত ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। অয়ি ক্ষীণমধ্যে! যদি কোন নারী স্বীয় হস্তদ্বয় সুরূপসম্পন্ন করিতে চাহেন, তবে তিনি শাকমাত্র উপযোগ করিয়া দ্বাদশীতিথি যাপন করুন। সংবৎসর পূর্ণ হইলে সুবর্ণনির্ম্মিত পদ্মযুগল কুলমর্য্যাদাপন্ন ব্রাহ্মণকে দান করুন। যিনি শ্রোণি দেশের বিশাল সম্পাদন করিতে স্পৃহাবতী, তাঁহাকে ত্রয়োদশী তিথিতে একবার মাত্র অযাচিত বস্তু ভোজন করিতে হইবে। হে বরাননে! অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে প্রজাপতি বদনাকৃতি লবণ, অঞ্জনাঙ্কিত তদাকৃতি সম্পন্ন কাঞ্চন এবং রত্নখচিত রক্তবসন প্রদান করিতে হয়। তদ্বারাই অভিমত শ্রোণিলাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি বাক্যে মধুরত বাঞ্ছা করেন তাহাকে এক বৎসরই হউক অথবা এক মাসই হউক, লবণ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং প্রতিদিন দক্ষিণার সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লবণ অনুরূপ বাহ্মণকে প্রদান করা বিহিত। তাহা হইলেই পূর্ব্বাপেক্ষা বাক্যের শতগুণ মাধুর্য্যবৃদ্ধি পাইবে। হে সোমনন্দিনি যদি কোন স্ত্রী গুঢ় গুলফা হইতে বাসনা করেন, তবে তাঁহাকে ষষ্ঠী তিথি মাত্রেই সলিলসিক্ত অন্ন ভোজন করাই বিহিত। আর অগ্নিই হউক, অথবা ব্রাহ্মণই হউক, কদাচ পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবেন না, যদি কদাচিত কোনরূপে ঐ উভয়ে পাদস্পর্শ হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে হইবে। আর ইহাও মনে করিয়া রাখা উচিত যে, একপাদ দ্বারা অন্য পাদমর্দ্দন করিয়া প্রক্ষালন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপরায়ণ পতিরতা কামিনী এইরূপ তাচরণ করিয়া বৎসরান্তে সুবর্ণ দ্বারা দুইটী কূর্ম্ম নির্ম্মাণ করাইবেন। অতঃপর কূর্ম্মদ্বয় ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে কাঞ্চনালঙ্কৃত দুইটী পদ্ম অধোমুখে স্থাপন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণকে বিবিধ বস্তুও প্রদান করা বিহিত। আর যিনি সর্ব্ব গাত্রকে অতি মনোহর করিতে অভিলাষ করেন, তিনি বসন্ত শরৎ, আষাঢ় অথবা মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অতিথির ন্যায় পিতা; মাতার পরিচর্য্যা করিয়া ব্রাহ্মণোদ্দেশে ধৃত ও লবণ দান করিবেন। স্বয়ং গৃহ মার্জ্জন, বিলেপন ও বলিকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। মিথ্যা অথবা কর্কশ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবেন না। শাক ভোজন ইহাতে একেবারেই নিষিদ্ধ।

১৩৯তম অধ্যায়

পার্ব্বতী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, বৎসে! যে পতিব্রতা রমণী স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে গুণশালী দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে প্রতি সপ্তমীতেই একাহার করিয়া দিনযাপন করিতে হয়। অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত হিরন্ময় বৃক্ষ প্রদান করিলেই শুভ বন্ধুমতী হইতে পারেন। অয়ি নারীকুলপ্রধানে! যে কামিনী করঞ্জবৃক্ষমূলে প্রতিদিন দীপ দান করিয়া বৎসর পূর্ণ হইলে সুবর্ণ প্রদীপ প্রদান দ্বারা উদ্‌যাপন করিতে পারেন, তিনি কান্তিমতী পতিপ্রিয়া পুত্রবতী হইয়া দীপের ন্যায় উজল কান্তি ও সপত্নীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি প্রতিদিন সকলকে ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করেন, যিনি কখন কাহাকে মর্ম্মপীড়া দেন না, দিবা নিদ্রা প্রভৃতি ব্যসন সমুদায় যাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, পতি যাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, যিনি সতত শুদ্ধান্তঃকরণে সকলের প্রতি মধুরবাক্য প্রয়োগ করেন কদাচ রুক্ষবাক্যে কাহাকেও

সম্ভাষণ করেন না, যিনি সতত শ্বশুরদেব ও শ্বশ্রূদেবীর সেবায় আসক্ত থাকিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন, সেই সত্যধর্ম্মপরায়ণ। পতিব্রতা সীমন্তিনীগণের আর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? উপবাসেরই বা আবশ্যকতা কি? একমাত্র পবিত্র গার্হস্থ্যই তাঁহাদের সমস্ত ব্রতের ফল প্রদান করিতে সমর্থ।

অয়ি সুমধ্যমে! যে নারী পতিপরায়ণ হইয়াও দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত ও বিধবা হইয়াছেন, পুরাণশাস্ত্রবিহিত কোন ধর্ম্ম তাঁহাদের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এক্ষণে আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। বিধবা রমণী চিত্রপটেই হউক অথবা মৃত্তিকা দ্বারাই হউক, পতির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সাধুধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহার পূজা করিবেন। ব্রতানুষ্ঠান ও উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য বিশেষতঃ ভোজন কাল উপস্থিত হইলে সেই আলেখ্য অথবা মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তির নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। এইরূপে যিনি বিধবা হইলেও পতিভক্তি পরায়ণ হইয়া জীবিতকাল অবসান করিতে সমর্থ, তিনি যে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে আর সংশয় নাই।

ভগবতী উমা পুণ্যকব্রতের উল্লেখ প্রসঙ্গে বিবিধ ব্রত ও উপবাস বিধির কথা কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি সোমসুতে! ব্রত ও উপবাস উপলক্ষে যে সকল বিধির উল্লেখ করিলাম, অদ্য হইতে দেব পত্নীগণ এবং মহাত্মা নারদ তৎসমুদায়ই জানিতে পারিলেন। আর এখন হইতে অদিতি, ইন্দ্রাণী ও তুমি ঐ সকল পুরাণোক্ত ব্রতবিধি পতিপরায়ণ। কামিনীগণের নিকট কীর্ত্তন করিবে। তদ্ভিন্ন ভগবান বিষ্ণু যখন যেরূপে অবতীর্ণ হইবেন তৎকালে তাঁহার পত্নীগণও ঐ সমস্ত ব্রতবিধির অনুষ্ঠান বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন। যাহা হউক পতিভক্তি, বাঙ্মাধুর্য্য ও সরলতাই অবলাজনের প্রধান ধর্ম্ম।

অনন্তর নারদ কহিলেন, দেবী উমা এই সমুদায় কথা কহিলে অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবীগণ উঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিতে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। তুমি যে উমাব্রতবিধির অনুষ্ঠান করিলে, অতঃপর অদিতি গৃহে গমন করিয়া তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি কশ্যপকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা দেবী সাবিত্রীও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। বিশেষের মধ্যে এই যে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে স্থানে স্থানে পূজা, নমস্কার ও দ্বিগুণ জপ উল্লিখিত হইয়াছে। যে রমণী এই সাবিত্রী ও অদিতির অনুষ্ঠিত ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভর্ত্তৃকুল, পিতৃকুল ও আত্মাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইন্দ্রাণী যে বৃতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও উমাব্রত। তবে উহাতে রক্তাম্বর পরিধান ও সামিষ ভক্ষণ এই দুইটা অধিক। ইহাতে চতুর্থ দিবসে উপবাস করিয়া শতসংখ্যক পূর্ণকুম্ভ দান করিতে হয়। ভগবতী গঙ্গা যে ব্রতের অনুষ্ঠান করেন তাহাও এই উমাব্রতের অনুরূপ। ঐ যশস্কর ব্রতের বিশেষ কার্য্য এই যে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গঙ্গাজলেই হউক কি অন্য জলেই হউক প্রত্যুষে স্নান করা বিহিত। অয়ি হরিপ্রিয়ে! এই গঙ্গানুষ্ঠিত ব্রত করিতে হইলে সহস্র পূর্ণকুম্ভ প্রদান করিতে হয়। ব্রতচারিণী তদ্দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন এবং একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। যমভার্য্যা যে ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার নাম যামরথ। হে হরিবল্লভে! এই ব্রত

হেমন্তকালে অনাবৃত স্থানেই কর্ত্তব্য। ব্রতচারিণী স্নান সমাধান্তে শুদ্ধচারিণী হইয়া পতিকে প্রণামপূর্ব্বক অনাবৃত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা বলিবে যে, আমি এই যামরথ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া হিমরাশি পৃষ্ঠে ধারণ করিলাম, আমি যেন পতিব্রতা জীবপুত্র হইয়া সপত্নীগণের মধ্যে আধিপত্য করিতে পারি। পতিপুত্রের সহিত দীর্ঘজীবন, লাভ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারি এবং পরিণামে যেন আমার পতিলোক লাভ হয়। যেন আমাকে কদাচ যমসদন দর্শন করিতে না হয়। আমি যেন অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কারে। ভূষিতা, স্বজনপ্রিয়া, গুণবতী ও ধনবতী হইতে পারি। অনন্তর ব্রাহ্মণহস্তে মধু ও কৃষ্ণতিল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পায়সায় ভোজন করাইবেন। হরিপ্রিয়ে! পূর্ব্বে ভগবতী উমা যে সকল ব্রতের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন পূর্ব্বোক্ত অমর পত্নীগণ প্রায়ই তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি বলিতেছি, তোমরাও আমার তপোবলে সেই উমাচরিত কল্যাণকর শুভ পুণ্যব্রতের ফলসকল সন্দর্শন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর দেবী রুক্মিণী উমার বরপ্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সমস্ত ব্রতফল অবলোকনপূর্ব্বক স্বয়ং তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্তই উমাতের অনুরূপই হইল, কেবল বৃষদান, রত্নমালা প্রদান এবং সর্ব্বপ্রার্থনীয় অন্নদান অপেক্ষাকৃত অধিক হইল। জাম্ববতীও উমাব্রত সেইরূপেই অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাতে অতি মনোহর রত্নবৃক্ষ দান অধিক হইল। সত্যভামা উমার ন্যায় সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু পীতবসন প্রদান ইহাতে বেশী হইল। অতঃপর রোহিণী, ফাল্গুনী ও মঘা ইহারা, সকলে ঐ উমাকৃত ব্রত সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন। শতভিষা ঐ পুণ্যকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলে নক্ষত্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৪০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রিয় শিষ্য, সুতরাং আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনি পারিজাত হরণে যে ষট্পুরের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ষটপুরনিবাসী দুর্দ্দান্ত দানবগণ ও অন্ধকারের বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অক্লিষ্টকর্ম্মা ভগবান্ রুদ্রদেব যৎকালে ত্রিপুরাসুরের নিধন করেন তৎকালে বহুসংখ্যক অসুরগণ সেই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু রুদ্রদেব এক ত্রিপুরাসুর ব্যতীত আর কাহাকেও শরাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করেন নাই। অসুরগণের সংখ্যা কম নহে, অন্যূন ষষ্টিশত সহস্র হইবে। তৎকালে তাহারা জ্ঞাতি বধ নিবন্ধন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া মহর্ষিগণসেবিত সাধুজনমনোহর জম্বুদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিল। তাঁহারা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া উর্দ্ধমুখে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শত সহস্র বৎসর পদ্মযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি উড়ম্বর বৃক্ষ, কতক গুলি কপিত্থবৃক্ষ, কতকগুলি শৃগালবাটী বৃক্ষ, অন্য কতকগুলি বটমূল আশ্রয় করিয়া বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। তখন লোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের তপস্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া বরদানার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কহিলেন,

দানবগণ! বরপ্রার্থনা কর। আমি তোমাদের তপশ্চরণে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। দানবগণ পূর্ব্ব হইতেই মহাদেবের উপর বিদ্বিষ্ট ছিল এক্ষণে প্রজাপতিকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত ও সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! রুদ্রদেব আমাদের যথেষ্ট অনিষ্টসাধন করিয়াছেন, অতএব তাঁহারই প্রতি বৈরনির্য্যাতন আমাদের ইচ্ছা, তদ্ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

হে কুরুনন্দন! তদনন্তর সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, দানবগণ! ভগবান্ মহেশ্বর এই নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা, তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে এরূপ লোক জগতে কে আছে? অতএব এ বিষয়ে তোমাদের বৃথাশ্রম।

হে মহারাজ! যাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্তও নাই সেই মহেশ্বর সোমদেবের উপাসনা করিয়া যাহারা স্বর্গে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছিল, তাহারা কেহই অন্য বরের প্রার্থনা করিল না। আর যাহারা মহাদেবের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিল তাহারাই বহ্মার বাক্যে সন্মত হইল। যে দুরাত্মা অসুরগণ অসম্মত হইয়াছিল, ব্রহ্মা তাহাদিগকে পুনরায় কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা রুদ্রদেবের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তি ব্যতীত আর কি বর অভিলাষ কর বল। তখন তাহারা কহিল, প্রভো! তবে আমাদের এই বর দিন, যেন আমরা সমস্ত দেবগণের অবধ্য হইতে পারি। আর আমাদের বাসের নিমিত্ত পৃথিবীর তলদেশে ছয়টি পুরী নির্ম্মিত হউক। সেই ঘট্‌পুর যেন সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয় এই আমাদের অভিলাষ। আমরা তথায় গমন করিয়া সুখে বাস করিব। রুদ্রদেব আমাদের বহু জ্ঞাতি বিনাশ করিয়াছেন। ত্রিপুর বধ দর্শন করিয়া আমরা নিতান্ত ভীত হইয়াছি। অতএব যাহাতে সেই রুদ্র হইতে আর আমাদের ভয় উপস্থিত না হয় তাহারই উপায় বিধান করুন।

পিতামহ কহিলেন, অসুরগণ! তোমরা যদি সৎপথাবলম্বী সাধুজনপ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে উৎপীড়িত না কর, তবে দেবগণ এবং শঙ্করেরও বধ্য হইবে না। যদি মোহবশতঃ ব্রাহ্মণদিগের অনিষ্ট সাধন কর তাহা হইলে অবশ্যই নিধনপ্রাপ্ত হইবে। বাহ্মণই জগতের একমাত্র গতি। অতএব বাহ্মণদিগের প্রতি অহিতাচরণ করিলে ভগবান বিষ্ণু হইতে তোমাদের ভয় সম্ভাবনা রহিল। কারণ সেই জনার্দ্দনই সর্ব্বথা সর্ব্বজীবের হিতসাধন করিতেছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

হে রাজন! অনন্তর যে সকল ধর্ম্মচারী অসুরগণ মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিল, ভগবান ত্রিপুরনাশন সোমদেব শুভ্র বৃষভে আরোহণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অসুরগণ! তোমরা যখন বৈর, দম্ভ ও হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে আমি এই বর প্রদান করিতেছি যে, যে সকল সৎক্রিয়ারত মুনিগণ তোমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত তোমরা স্বর্গে গমন কর। তোমাদের স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম দেখিয়া আমি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। যাহারা এই স্থানে কপিত্থমূলে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিবে তাহারা ব্রহ্মবাদী হইয়া অবশেষে আমার সালোক্য লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া মাসান্তে অথবা পক্ষান্ত বানপ্রস্থ বিধানানুসারে আমার অর্চ্চনা করিবে,

সে সহস্র বৎসর সাধ্য তপস্যার ফল লাভ করিতে পারিবে। এই স্থানে ত্রিরাত্রি যথানিয়মে অবস্থান করিলেই অভীপিত ফল লাভ করিতে পারিবে এবং অর্কীপে গমন করিয়া ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন নিম্নতর প্রদেশে গমন করিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে তাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবে না। এই আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম। আর যে আমাকে শ্বেতবাহন নামে অর্চ্চনা করিবে সে সর্ব্ববিষয়ে শঙ্কিত হৃদয় হইলেও আমার সালোক্য লাভ করিতে পারিবে। উড়ম্বর, বট, কপিথ, শৃগাল বাটী বৃক্ষমূলে যে সকল দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মাত্মা মুনিগণ অবস্থান করেন তাহাদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিলেও অভীপ্সিত গতি লাভ হইবে। ভগবান শ্বেতবাহন মহাদেব এই কথা বলিয়া তাহাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমন করিলেন। আমি জম্বুমার্গে গমন করিব, আমি জম্বুমার্গে বাস করিব এই সংকল্প করিলেও রুদ্রলোকে বিচরণ করে।

১৪১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! এই সময়ে ষড়ঙ্গযুক্তচতুর্ব্বেদবেত্তা ধর্ম্মগুণান্বিত বাজসনেয়িগণের মধ্যে বিলক্ষণ বিখ্যাত যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য ব্রহ্ম দত্ত নামক বিবর ধীমান বসুদেবের নিমিত্ত ষট্পুর নগরে মুনিজনসেবিত আবর্ত্তা নাম্নী নদীতীরে সংবৎসরব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ করেন। এই বিপ্রবর বন্ধদত্ত বসুদেবের সহধ্যায়ী, পরমসখা, উপধ্যায় ও অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্) ছিলেন। ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির নিকটে গমন করেন, বসুদেবও সেইরূপ দেবী দেবকীর সহিত যজ্ঞদীক্ষিত ষট্পুরস্থ বক্ষদত্তের সমীপে গমন করিলেন। এই যজ্ঞে অপর্য্যাপ্ত আত্মদান ও প্রভূত দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়া ছিল। যজ্ঞস্থলে ব্রতধারী মহাত্মা মুনিগণ, ব্যাস, আমি, যাজ্ঞবল্ক্য, সুমন্তু, জৈমিনি, ধৃতিমান জাজলি ও দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মচারিণী দেবকী বসুদেবেয় বিভবানুসারে অর্থিগণের অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিল। জগৎস্রষ্টা বাসুদেবের প্রভাবলেই এতাদৃশ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল।

যজ্ঞারম্ভ হইলে ষট্পুরবাসী নিকুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণ বরদর্পিত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক কহিল, ওহে! আমাদিগের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ কল্পনা কর, আমরা ইহাতে সোমরস পান করিব। আর আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা ব্রহ্মদত্তের অনেকগুলি রূপবতী কন্যা আছে, সে গুলি সম্প্রতি পাত্রসাৎ করিবার যোগ্য হইয়াছে, অতএব ঐ সকল কন্যা আমাদিগকে প্রদান কর। এতদ্ভিম এস্থলে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন আছে, তাহাও আমাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। নতুবা আমরা বলিতেছি এখানে যজ্ঞ করিতে পারিবে না।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অসুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাসুরগণ। পুরাণশাস্ত্রে তোমাদের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ বিহিত হয় নাই। অতএব কিরূপে আমি তোমাদিগকে যজ্ঞীয় সোমরস পান করিবার অধিকার প্রদান করিব? বরং তোমরা একথা সমাগত বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ প্রধান প্রধান ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা কর। আর তোমরা যে কন্যার কথা বলিতেছ, তাহাদের বিষয় আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। অন্তর্ব্বেদীতে অনুরূপ বরহস্তেই কন্যা সম্প্রদান করিব। রত্ন সকল প্রীতিপূর্ব্বক হইলে দান করিতে প্রস্তুত আছি।

কিন্তু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইলে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ আমাদের সহায় থাকিতে সহজে প্রদান করিব না।

এই কথা শ্রবণমাত্র নিকুম্ভ প্রভৃতি ষট্পুরবাসী পাপাত্মা অসুরগণ মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অবশেষে কন্যাগণকেও হরণ করিয়া লইয়া গেল। তদ্দর্শনে বসুদেব মহাত্মা কৃষ্ণ, বলভদ্র ও গদকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র কৃষ্ণ তৎসমুদায় ঘটনা জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্নকে কহিলেন, বৎস! শীঘ্র ষট্পুরে গমন করিয়া মায়াবলে দৈত্যাপহৃত কন্যাগণকে উদ্ধার কর। আমিও যাদবসৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতেছি। মহাবল কামদেব পিতার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র নিমেষমাত্রে ষট্পুরে উপস্থিত হইলেন। রুক্মিণীতনয় ধীমান প্রত্যুষ তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অসুরগণকে মায়াময়ী কন্যা প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তের দুহিতৃবর্গকে উদ্ধার করিলেন। আর দেবকীকে কহিলেন, ভয় নাই। এদিকে দুরাত্মা দৈত্যগণ সেই মায়াময়ী কন্যা হরণ করিয়া মহা আহ্লাদে ষট্পুরে প্রবেশ করিল। যজ্ঞভূমিতে পুনরায় যথাবিধি কার্য্যারম্ভ হইল। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইল।

রাজন! এই সময়ে ধীমান্ ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞোপলক্ষে যে সমুদায় রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে যজ্ঞ দর্শনার্থ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মহারাজ জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনাদি, মালবগণ, অঙ্গনগণ, রুক্মী, আহ্বতি, নীল, নার্ম্মদ, বিন্দ, অনুবিন্দ, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য অস্ত্রধারী মহাত্মা নৃপতিগণ আসিয়া ষট্পুরের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীমান্ নারদ তদ্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ত' যুদ্ধের সময় উপস্থিত। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ ও যাদবগণ একত্র সমবেত হইতেছেন। এই স্থলে যাহাতে উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহারই যত্ন করা যাউক। এইরূপ চিন্তা করিয়া মহর্ষি নারদ অবিলম্বে দৈত্যরাজ নিকুম্ভ ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিকুম্ভ অন্যান্য দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া মহর্ষিকে অর্চ্চনা করিল। ধর্ম্মাত্মা তপোধন আসনপরিগ্রহ করিয়া নিকুম্ভকে কহিতে লাগিলেন, নিকুম্ভ! তুমি যদুবংশীয়দিগের সহিত বিরোধ করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? ব্রহ্মদত্তও যে কৃষ্ণও সে। অতএব কৃষ্ণ ব্রহ্মত্তের অদ্বিতীয় সহায় ও পরমবন্ধু। ধীমান্ ব্রহ্মদত্ত বসুদেব পুত্রের প্রীতিসাধনের জন্য পঞ্চশত ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইশত ভার্য্যা ব্রাহ্মণ কন্যা, একশত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্যা, আর এক শত শূদ্রা। এই ভার্য্যাগণ সকলেই ধীমান্। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসার শুশ্রূষা করিয়াছিল। পুণ্যকর্ম্মা মুনিবর দুর্ব্বাসা সেইজন্য ইহাদিগকে বর প্রদান করেন যে, ইহাদের সকলেরই একবারে দুই দুইটা সন্তান হইবে; একটি পুত্র ও একটি কন্যা। এইরূপে ঐ সকল ভার্য্যাগণ যখন যখন স্বামীসংসর্গ করিয়াছে, তখন তখনই মহর্ষি বর প্রভাবে অনুপমরূপসম্পন্ন এক কন্যা ও এক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণের গাত্র হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বপুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়। সকলেই স্থিরযৌবনা, সকলেই পতির প্রতি নিতান্ত অনুরাগিনী। হে দিতি নন্দন! অধিক কি বলিব, ইহার মহর্ষির বর প্রভাবে নৃত্যগীত প্রভৃতি অপ্সরোগণের গুণ সমুদায়ও লাভ করিয়াছে। পুত্রগণও রূপবান সর্ব্বশাস্ত্রার্থদশী এবং বর্ণধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে আসক্ত। ধীমান ব্রহ্মদত্ত

সমস্ত কন্যাগণকে প্রায় যাদবদিগের হস্তেই প্রদান করিয়াছেন। যে একশত কন্যা অদাত্তা ছিল, তাহাদিগকে তুমি হরণ করিয়া আনিয়াছ, এক্ষণে ঐ কন্যাগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যাদবগণ নিশ্চয়ই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। সম্প্রতি সদযুক্তি আশ্রয় করিয়া সমাগত রাজন্যগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণকে রক্ষা করিতে না পারিলে বড়ই লজ্জাকর হইয়া উঠিবে। অতএব এই সময়ে মহাত্মা ভূমি পালগণের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য বহুবিধ রত্ন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অতিথিসৎকার করাও কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি শুনিয়াছি যজ্ঞ দর্শনোপলক্ষে যাবতীয় নরপতি এখানে উপস্থিত হইবেন।

মহারাজ! নারদমুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিকুম্ভাদি অসুরগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সমাগত নরপতিদিগকে পঞ্চশত কন্যা ও বহুবিধ রত্ন লইয়া উপহার প্রদান করিল। ভক্তিবৎসল নরপতিগণ ঐ সমস্ত কন্যা ধনরত্ব পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। কেবল পাণ্ডুপুত্রগণ উহার অংশ গ্রহণ করিলেন না। কারণ ইতঃপূর্ব্বেই মহাত্মা নারদ নিমেষমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণকে উহার অংশ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তখন ভূপালগণ অসুরগণের তাদৃশ উপহার - প্রাপ্তিতে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অসুরগণ! আপনাদের ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই, আপনারা সাক্ষাৎ দেবযোনি বিশেষ। আপনাদের ব্যবহার দর্শনে আমরা যৎপয়োনাস্তি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে বলুন, ক্ষত্র ধর্ম্মের অবিরোধী আপনাদের কি প্রিয়কার্য্য করিতে পারি। ভবাদৃশ স্বর্গীয় বীরগণের নিকট ক্ষত্রিয়গণ কখন এরূপ সৎকারলাভ করিতে পারেন নাই।

অনন্তর দেবদ্বেষী নিকুম্ভ নরপতিগণের বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া ক্ষত্রধর্মের মাহাত্ম্য ও সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক কহিল, রাজন্যগণ! সম্প্রতি বিষম শত্রুগণের সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ঐ যুদ্ধে আপনারা আমাদের সাহায্য করেন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। পুণ্যাশয় ক্ষত্রিয়গণ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ ব্যতীত সমুদায় ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মদত্তের পত্নীগণ যজ্ঞ ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন এই সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বারাবতী রক্ষার্থ নৃপতি আহুকের প্রতি ভারার্পণ করিয়া মহাদেবের বাক্য অনুস্মরণপূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ষট্‌পুর নগরে উপস্থিত হইলেন। পাছে নগরোপরোধ উপস্থিত হয় এই শঙ্কায় পুরবহির্ভাগে যজ্ঞভূমির অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শিবিরের চতুর্দ্দিকে তৃণগুল্ম রোপণপূর্ব্বক বিপক্ষের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া উহার রক্ষার ভার প্রদ্যুম্নের হস্তে অর্পণ করিলেন। বীরচূড়ামণি প্রদ্যুম্নও সতর্ক হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৪২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পরদিন প্রভাতে ভগবান্ লোকলোচন কমলিনীনায়ক উদয়গিরি শিখরে সমাসীন হইলে মুহূর্ত্তকালমধ্যেই বলদেব কৃষ্ণ ও সাত্যকি উৎসাহপূর্ণ প্রফুল্লহৃদয়ে আবর্ত্তা ও পুণ্যসলিলা গঙ্গাজলে অবগাহনান্তে বিল্লোদকেশ্বর মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক অঙ্গুলিত্রাণ এবং চর্ম্মবর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধসজ্জায় গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তৎকালে ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় সৈন্যগণের রক্ষার্থ তাহাদের অগ্রে আকাশপথে মহাবীর প্রদ্যুম্নকে স্থাপন করিয়া, যজ্ঞভূমি রক্ষার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে নিযুক্ত করিলেন। অবশিষ্ট সেনাগণকে গুহাদ্বার রক্ষার্থ আদেশ করিয়া মহেন্দ্রসখা প্রবর এবং জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত তাঁহারা উভয়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তখন মহাত্মা জয়ন্ত ও প্রবরকেও আকাশপথে নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে রণদুন্দুভি, শঙ্খ, মুরজ ও অন্যান্য বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শাম্ব ও গদ ইহারা মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া শারণ উদ্ধব, ভোজ, বৈতরণ, ধর্ম্মাত্মা অনাধৃষ্টি, বিপৃথু, পৃথু, কৃতবর্ম্মা, সুসংষ্ট্র, শক্রুমর্দ্দন বিচক্ষু, ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার, চারুদেষ্ণ ও অনিরুদ্ধকে সহায় করিয়া ব্যূহের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট যাদবসেনাসকল রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল।

এদিকে যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণও বিবিধ যানে আরোহণপূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে ও অত্যুজ্জ্বল কিরীট, মুকুট ও অঙ্গদ প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মহাদর্পে ষট্‌পুর হইতে বহির্গতি হইল। অসুরগণের মধ্যে কেহ গর্দ্দভে, কেহ মেঘধ্বনিতুল্য হস্তীতে, কেহ মকরে, কেহ অশ্বে, কেহ মহিষে, কেহ গণ্ডারে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ কচ্ছপে, কেহ কেহ বা ঐ সমুদায় বাহনযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। ঘোর ঘনঘটার ন্যায়য় তুমুল শব্দে অসংখ্য শঙ্খ ও তূর্য্য প্রভৃতি রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে দিক্ সমুদায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেব সেনাগ্রগামী সুরপতির ন্যায় নিকুম্ভ অসুরসেনার অগ্রে অগ্রে চলিল। কি নভস্তল, কি ভূতল, সমুদায় স্থান রণমদোন্মত্ত অসুরসেনাতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তাহাদের ভয়ঙ্কর সিংহনাদে দিক্‌সমুদায় পূর্ণ হইল। তখন অসুরগণের সাহায্যার্থ কৃনিশ্চয় রাজন্যবর্গও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে চেদিরাজ শিশুপাল, তৎপশ্চাৎ দুর্য্যোধনাদি এক শত ভ্রাতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন রথে আরোহণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন গন্ধর্ব্বপুর ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। এদিকে শ্রুতি কঠোর ঘর্ঘর ধ্বনিতে পদরাজের রথ সমুদায় রণভূমিতে উপস্থিত হইল। রুক্মী ও আহ্বতি যুদ্ধার্থ বন্ধপরিকর হইয়া তাল প্রমাণ ধনুর্দ্বয় কম্পন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শল্য, শকুনি, মহীপতি ভগদত্ত, জরাসন্ধ, ত্রিগর্ত্ত ও উত্তরের সহিত বিরাট, ইহাঁরা সকলেই জয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। অনন্তর নিকুম্ভ আশীবিষ তুল্য শত শত বাণ নিক্ষেপ দ্বারা ভীমদর্শন যাদবসেনাগণকে ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে যদুবংশীয় সেনাপতি অনাবৃষ্টি আর সহ্য, করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ রণভূমিতে

অগ্রসর হইয়া শিলাশাণিত চিত্রপুঙ্খ শত শত ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই বাণবর্ষণে কি নিকুম্ভ, কি তাহার রথ কি অশ্ব কি রথধ্বজ আর কিছুই লক্ষিত হয় না, সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন মায়া নিপুণ রণবীর নিকুম্ভ মায়াজাল বিস্তার করিয়া অনাধৃষ্টিকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। স্তম্ভিত হইবামাত্র যদুবীরকে ষট্পুরগুহায় প্রবেশিত করিয়া রুদ্ধ করিল। অনন্তর পুনরায় মায়াবল আশ্রয় করিয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইল। এবারেও মায়াবলে মহাবীর কৃতবর্ম্মা, চারুদেষ্ণ, ভোজ বৈতরণ, শনৎকুমার, জাম্ববতীতনয়, নিশঠ, উম্মুক প্রভৃতি যাদবগণ ও বহুসংখ্যক ভোজবংশীয়দিগকে স্তম্ভিত করিয়া সেই ষট্পুরগুহায় প্রবেশিত করাইল এবং সত্বর তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। নিকুম্ভ যৎকালে এই সমুদায় বীরগণকে গুহার মধ্যে লইয়া যায়, তৎকালে মায়াশক্তিতে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। তদ্দর্শনে যদুবংশ বর্দ্ধন ভগবান কৃষ্ণ, বলদেব ও সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, পরবীরহন্তা শাম্ব এবং অতি দুর্দ্ধর্ষ অনিরুদ্ধ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক যাদবগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর শার্ঙ্গায়ুধ কৃষ্ণ স্বকীয় শার্ঙ্গ ধনুতে জ্যারোপণপূর্ব্বক তৃণরাশিতুল্য সেই অসুর সৈন্যমধ্যে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় অবতীর্ণ হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কালপ্রেরিত শলভকুলের ন্যায় দৈত্যগণ প্রদীপ্ত হুতাশনতুল্য সেই কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। তাহারা সহস্র সহস্র শতঘ্নী, সহস্র সহস্র পরিঘ, অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত শূল ও পরশ্বধ, গিরিশৃঙ্গ, প্রকাণ্ড বৃক্ষ, বৃহৎ বৃহৎ শিলা লইয়া কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বীরদর্পে মত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গ, অশ্ব ও রথ তুলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু নারায়ণ রূপ অগ্নি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্ফুলিঙ্গরূপ বাণবর্ষণে সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রাজন্! বৃষভগণ যেমন শরৎকালীয় বারিবর্ষণ সহ্য করে, তোদ্রূপ সেই মহাতেজা জগৎহিতকর সাধুশরণ্য ভগবান শত্রুতাপন যদুবৃষও অসুরগণপ্রক্ষিপ্ত অজস্র বাণবর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে বালুকাসেতু যেমন মেঘমুক্ত বারিপ্রবাহ সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ অসুরগণও কৃষ্ণশরাসন নির্ম্মুক্ত বাণ সমুদায় সহ্য করিতে পারিল না। বিবৃতাস্য সিংহের সম্মুখে যেমন বৃষভগণ অবস্থান করিতে অসমর্থ, অজস্রশরবর্ষী কৃষ্ণের অগ্রভাগেও সেইরূপ প্রধান প্রধান অসুরগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা কৃষ্ণশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে জীবন রক্ষার নিমিত্ত উর্দ্ধদিকে আকাশপথে উত্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেখানেও নিস্তার পাইল না, ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত ও প্রবর ইহরা উভয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদগারী ঘোর শরনিকরপাতে তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। ছিন্নমস্তক সমুদায় তরুশীর্ষচ্যুত তাল ফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। দৈত্যগণের ছিন্নবাহু সকল গতপ্রাণ পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় অনবরত ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন ক্ষত্রিয়গণকে নিক্ষেপ করিবার জন্য ঘোর মায়াময়ী গুহাকে নির্ম্মাণ করিয়া অলক্ষিতভাবে তথা হইতে নির্গত হইলেন। এই সময়ে মহাবীর কর্ণ রণভূমিতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনন্দন ভীষণ সিংহনাদ দ্বারা

মায়াময়ী গুহাকে প্রতিধ্বনিত করিয়া গদ, ধর্ম্মাত্মা সারণ, শাম্ব এবং ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা মায়াময়ী গুহাতে প্রবিষ্ট হননাই তৎসমুদায় যাদবগণের সহিত সমবেত হইয়া বলপূর্ব্বক কর্ণকে প্রমর্দ্দিত করিয়া, রাজা দুর্য্যোধন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, শল্য, নীল, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, জরাসন্ধ, ত্রিগর্ত্ত, মালব, মহাবল বাসত্যগণ অস্ত্রবিশারদ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও আহুতি, মাতুল রুক্মি, রাজা শিশুপাল, ভগদত্ত ইহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি আপনাদের সম্বন্ধ ও গুরুত্ব অবশ্যই সম্মান করি। সেইজন্যই আপনাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। কিন্তু বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবের আজ্ঞানুসারে আপনাদিগকে এই ভীষণ গুহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিব আর নিকুম্ভ শাম্বরী মায়া আশ্রয় করিয়া যে সকল যাদবগণকে মায়াময়ী গুহাতে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাদিগকেও উদ্ধার করিব। প্রদ্যুম্ন এই কথা বলিলে ক্ষত্রিয় সেনা পতি শিশুপাল যাদবগণ বিশেষতঃ প্রদ্যুম্নের প্রতি বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। প্রদ্যুম্নও তখন বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া মহাবল শিশুপালকে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে প্রমথশ্রেষ্ঠ নন্দী তথায় উপনীত হইয়া সহস্র পাশ অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিল, যদুনন্দন! গতরাত্রিতে বিল্বোদকেশ্বর তোমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে এই সমুদায় কন্যা মুগ্ধ ধনলুব্ধ নৃপতিগণকে পাশাস্ত্রে বন্ধন কর।

হে মহাবাহো! অসুরগণকে নিঃশেষরূপে নিহত কর। অতঃপর মহাত্মা কৃষ্ণকে এই সমুদায় জানাইবে। অনন্তর মহাবীর্য্য প্রদ্যুম্ন হরদত্ত পাশ অস্ত্র দ্বারা ভগদত্ত, রাজা শিশুপাল, আহ্বতি ও রুক্মি প্রভৃতি সমস্ত রাজন্যগণকে বন্ধন করিয়া সেই মায়াময়ী গুহা মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। অনন্তর স্বীয় তনয় অনিরুদ্ধকে উহার রক্ষাভার প্রদান করিয়া অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গুহামধ্যে বদ্ধ হইয়া রুদ্ধ বীর্য্য বিষম সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৃষ্ণতনয় ক্রমে ক্রমে সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় আত্মসাৎ করিলেন।

রাজন্! এইরূপে ভূপালগণকে রুদ্ধ করিয়া সুস্থচিত্তে অসুরসণকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। প্রথমতঃ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া দ্বিজবর ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বিশ্বস্তচিত্তে আরব্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। ভয় করিবেন না। ঐ দেখুন মহারাজ দুর্য্যোধন কি অবস্থায় রহিয়াছেন। আর আপনি ইহাও নিশ্চয় জানিবেন যে, পাণ্ডবগণ যাহার রক্ষাকর্ত্তা দেবতাই হউন, অসুরই হউন, অথবা অন্যাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই হউন কাহার নিকট তাহার ভয় সম্ভাবনা নাই। অসুরগণ আপনার কন্যাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। ঐ দেখুন তাঁহারা আমার মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যজ্ঞভূমিতেই অবস্থান করিতেছেন।

১৪৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ক্ষত্রিয় নরপতিগণ এইরূপে অনুচরবর্গের সহিত আবদ্ধ হইলে, অসুরগণের হৃদয়ে বিষম ভয় সঞ্চার হইল। বিশেষতঃ কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি যুদ্ধদুর্ম্মদ যাদবগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া ভয়বিহবলচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন দানব শ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ ক্রোধভরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে

লাগিল, বীরগণ! তোমরা কি বুদ্ধিতে আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ভয়াকুল হৃদয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে? মোহবশতঃ নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিই তোমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিলে কোন্ শুভলোকে তোমরা উপস্থিত হইতে পারিবে? তোমরাই না জ্ঞাতি বধামর্ষ প্রদীপ্ত হইয়া শত্রু নিপাত করিয়া উহার ঋণমুক্তি লাভ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে? সে প্রতিজ্ঞা যে এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে, সমরে অবতীর্ণ হইয়া দুরন্ত শত্রু সংহার করিতে পারিলে ইহলোকেই তাহার ফল ভোগ করিতে পারিবে। সম্মুখসমরে নিধন প্রাপ্ত হইলেও স্বর্গ সুখ লাভ করিতে পারিবে। আর পলায়ন করিলে গৃহে উপস্থিত হইয়া কোন্ সুখের প্রত্যাশা আছে? কিরূপেই বা স্ব স্ব পত্নীগণের নিকটে এই কাপুরুষতার পরিচয় দিবে? ধিক্! তোমাদের লজ্জা হইতেছে না।

রাজন্! নিকুম্ভের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুরগণ লজ্জিত ও উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণবেগে যাদবগণকে আক্রমণ করিল। তখন উভয়দলে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দানবগণ যুদ্ধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বিপক্ষদিগের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় যাহারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইল, ধনঞ্জয় প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। যাহারা আকাশে উঠিল, ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবর তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অধঃপাতিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বর্ষাকালীন স্রোতস্বতীর ন্যায় ভীমদর্শন শোণিত নদী প্রবাহিত হইয়া দুর্ব্বলচিত্তে অভূতপূর্ব্ব ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। অসুরগণের রক্ত প্রবাহ জল, কেশরাশি শৈবাল, রথচক্র কূর্ম্ম, রথ সকল তাহার আবর্ত্ত, মাতঙ্গগণ শৈল, ধ্বজদণ্ড সকল তীরস্থিত পাদপশ্রেণী, চীৎকারধ্বনি কল্লোল শব্দ, গোবিন্দশৈল তাহার প্রভবস্থান, শোণিত বুদবুদ তাহাতে ফেরাশি, অসিরূপ মৎস্য দ্বারা তরঙ্গাকুল।

নিকুম্ভ স্বপক্ষের ক্ষয় ও বিপক্ষ পক্ষের জয় হইতে লাগিল দেখিয়া স্বীয় বীর্য্যবলে আকাশপথে উত্থিত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর জয়ন্ত ও প্রবর বজ্রনির্ব্বিশেষ শরবর্ষণ দ্বারা তাহার পথ অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রণদুর্ম্মদ নিকুম্ভ আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া ক্রোধে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে প্রবরের উপর ভীষণ পরিঘ প্রহার করিল। সেই নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত হইয়া প্রবর ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। জয়ন্ত তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিলেন। অবিলম্বেই প্রবর সুস্থ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অসুরের দিকে প্রধাবিত হইলেন। নিমেষ মধ্যে নিকুম্ভের অভিমুখীন হইয়া তাহার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। নিকুম্ভও পরিষ প্রহারে জয়ন্তকে ব্যথিত করিল। কিন্তু জয়ন্তের নিস্ত্রিংশ প্রহারে নিকুম্ভের শরীর কম্পিত হইতেছিল, এই জন্যই সেই মহাসুর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আমাদের জ্ঞাতি বধ করিয়া বিষম শত্রুতা করিয়াছে, অতএব তাহারই সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ইন্দ্রতনয় জয়ন্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃথা আপনাকে ভ্রান্ত করিকেন, এই রূপ নিশ্চয় করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল এবং যে স্থানে কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে দেবরাজ দেবগণের সহিত যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইয়া ঐরাবতপৃষ্ঠে আকাশপথে অবস্থান

করিতেছিলেন। জয়ন্তের সহিত সমরে অসমর্থ হইয়া নিকুম্ভ পলায়ন করিল মনে করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তিনি সাধু সাধু বলিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর মোহ নির্ম্মুক্ত পরম সখা প্রবরকেও আলিঙ্গন করিয়া দেবদুন্দুভি বাদন করিতে আজ্ঞা করিলেন।। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল।

রণদুর্জ্জয় কেশব অর্জ্জুনের সহিত যজ্ঞভূমির অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া নিকুম্ভ অতি কঠোরস্বরে সিংহনাদ করিয়া প্রথমতঃ পরিঘ প্রহারে পতত্রিরাজ গরুকে ব্যথিত করিল। অনন্তর বলদেব, সাত্যকি, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বসুদেব, শাম্ব ও বীর্য্যবান্ কামদেবকে পরিঘ প্রহারে ব্যথিত করিতে লাগিল। এইরূপে দৈত্যপতি মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অতর্কিতভাবে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ যাদব ও পাণ্ডবগণ তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না! তখন হৃষীকেশ প্রমথাধিপ দেবদেব বিল্বোদকেশ্বরকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র তাহার তেজঃপ্রভাবে সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, কৈলাস শিখরের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীর দৈত্যপতি যেন সমস্ত গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে এবং যুদ্ধার্থ জ্ঞাতিনাশন বিষমশত্রু কৃষ্ণকে আহ্বান করিতেছে। অনন্তর গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন স্বীয় ধনুতে জ্যারোপণপূর্ব্বক সেই অসুরনিক্ষিপ্ত পরিঘে ও তাহার গাত্রে পুনঃ পুনঃ অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই শিলাশাণিত বাণ সমুদায় তাহার গাত্রে ও পরিঘে সংলগ্ন হইবামাত্র কুণ্ঠিতাগ্র হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবল পার্থ স্বীয় বাণ সকল বিফল হইল দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! এ কি? আমার যে সমুদায় বজ্রতুল্য শর পর্ব্বতকেও ভেদ করিতে পারে, সে আজ অসুরগাত্রে পড়িয়া নিতান্ত অসারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার বিস্ময়োৎপাদন করিল। কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি এই নিকুম্ভের আশ্চর্য্য জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, বিস্তারক্রমে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে এই মহাবল দুর্দ্দান্ত দেবশত্রু নিকুম্ভ উত্তরপ্রদেশে গমন করিয়া শতসহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করে। সেই তপস্যায় ভগবান্ মহাদেব পরম সন্তুষ্ট হইয়া বর গ্রহণার্থ আজ্ঞা করিলে, দুরাত্মা দানব এই ত্রিলোকীমধ্যে দেবাসুরের অবধ্য তিনটি দেহ প্রার্থনা করে। ভগবান্ বৃষভধ্বজ কহিলেন, মহাসুর! আমি তোমাকে ঐরূপ বরই প্রদান করিলাম। কিন্তু যদি তুমি মোহবশতঃ আমার, কি ব্রহ্মার, কি বিষ্ণুর অথবা বিপ্রবর্গের অহিতাচরণ কর তবে তুমি বিষ্ণুর বধ্য, সুতরাং তাঁহারই হস্তে তোমার মৃত্যু আছে। অন্যের হস্তে তুমি কদাচ নিহত হইবে না। তুমি নিশ্চয় জানিবে আমি কি ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুই হউন, ব্রাহ্মণই সকলের একমাত্র গতি। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই এই সর্ব্বশাস্ত্রের অবধ্য দৈত্যপতি তোমার সম্মুখীন হইয়াছে। এই দৈত্য সেই বরপ্রসাদে অন্যের দুরাক্রম্য তিনটি দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইতি পূর্ব্বে ভানুমতীর অপহরণকালে উহার এক শরীর আমিই বিনাশ করিয়াছি, ইহার এই ষট্পুরদেহ অবধ্য। ইহার অন্য এক দেহ তপস্যানুরক্ত হইয়া অদিতির শুশ্রুষা করিতেছে। ফলতঃ ইহার এই ষট্পুরদেহই অতি ভয়ঙ্কর ও দুর্দ্দম্য। এই আমি নিকুম্ভচরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে বীর! সম্প্রতি ইহার বধের নিমিত সত্বর হও, অন্য কথা পরে হইবে।

মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রণদুর্জ্জয় দৈত্যপতি ষট্‌পুর নামক গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভগবান্ মধুসূদনও তাহার অনুসন্ধানার্থ সেই গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ গুহা অতি ঘোরদর্শন ও অন্যের নিতান্ত দুষ্পবেশ্য। উহাতে চন্দ্র সূর্য্যের আলোক কোনকালে প্রবেশ করে না। কিন্তু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ইহার অভ্যন্তরভাগ উদ্ভাসিত করিতেছে। এই স্থানে সুখ, দুঃখ, শীত ও উষ্ণ সমস্তই ইচ্ছানুসারে অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজন্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি অবিলম্বেই সেই ভীষণ শত্রু নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের অনুমতি অনুসারে সকলে সমবেত হইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল যাদবগণ ঐ গুহায় রুদ্ধ হইয়া ছিল কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে রুক্মিণীতনয় তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। মুক্ত হইবামাত্র নিকুম্ভ বধার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া হৃষ্টচিত্তে জনার্দ্দন সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পূর্ব্বনিরুদ্ধ নৃপতিগণকেও মুক্ত করিতে বলিলেন। প্রতাপশালী কামদেব তাহাদিগকে মুক্ত করিলে বীর গণ্য নরপালগণ লজ্জায় অধোবদন প্রভাপরিশূন্য হইয়া মোনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গোবিল জয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া সমরোদ্যত নিকুম্ভকে আক্রমণ করিলেন। পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু, উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিকুম্ভ পরিঘ প্রহারে কৃষ্ণকে গুরুতর আঘাত করিল, কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ ভীষণ গদাঘাতে নিকুম্ভকে ব্যথিত করিলেন। এইরূপে পরস্পর প্রহার করিতে করিতে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইলেন। যাদবগণ ও পাণ্ডবগণও ঐ যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তদ্দর্শনে মুনিগণ তাহাদিগের হিতকামনা করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বেদোক্ত স্তোত্রপাঠ দ্বারা দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ভগবান কেশব চেতনালাভ করিয়া উত্থিত হইলেন। পরে দানব পতিও সংজ্ঞালাভ করিলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই মহাবৃষভ ও মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ ও বাস্ফোটনপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহমার্জ্জারের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল যে, হে মহাবল! এই দেবদ্বিজবিদ্বেষী দানবকে চক্র দ্বারা বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম ও বিপুল যশঃ লাভ কর। কৃষ্ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক দৈত্যকুলান্তকারী সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় করিয়া দৈত্যপতির সমুজ্জ্বল-কুণ্ডল-শোভিত মস্তককে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। কুণ্ডলপ্রদীপ্ত সেই ছিন্নমস্তক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মত্তময়ূয় পতনের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

রাজন্! সেই দুর্জ্জয় শত্রু জগৎকণ্টক নিকুম্ভ নিহত হইলে দেব বিল্বোদকেশ্বর যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন। আকাশমণ্ডল হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সমস্ত জগৎ বিশেষতঃ মুনিগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। ভগবান কৃষ্ণ যাদবগণকে শত শত দৈত্যকন্যা প্রদান করিলেন, ক্ষত্রিয়গণকে বারম্বার সান্ত্বনা করিয়া বিচিত্র রত্ন, অত্যুৎকৃষ্ট বসন সমুদায় প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে অশ্বযুক্ত ষট্‌সহস্র রথ দান করিলেন। অনন্তর গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ দ্বিজবর ব্রহ্মদত্তকে ঘট্‌পুর প্রদান

করিলেন। অতঃপর আরব্ধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে শঙ্খ চক্র গদাধারী কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণ ও পাণ্ডবগণকে স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া বিল্বোদকেশ্বরের উৎসব আরম্ভ করিলেন। উৎসব দিবসে অপর্য্যাপ্ত মাংস সূপ রাশীকৃত অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির আয়োজন হইল। মল্লপ্রিয় কৃষ্ণ ঐ উৎসব উপলক্ষে যুদ্ধকুশল মল্লগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা যথাসময়ে আসিয়া মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রভূত ধন ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাবল কৃষ্ণ মাতা পিতা ও যাদবগণের সহিত সমবেত হইয়া ব্রহ্মদত্তকে অভিবাদনপূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথি মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে প্রকৃতিবর্গ আসিয়া তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিল। অনতি বিলম্বে দ্বারবতী নগরীতে উপস্থিত হইয়া পরম রমণীয় হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ পুষ্পমালাসুশোভিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হে মহারাজ! চক্রপাণির এই ষট্‌পুর বৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ অথবা পাঠ করিবেন, তাহার যুদ্ধ জয় অপুত্রের পুত্রপ্রাপ্তি ও নির্দ্ধনের ধনলাভ হয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্ত, বদ্ধগণ বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকেন। ইহা পুংসবন, গর্ভাধান ও শ্রাদ্ধকালে পাঠ করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে আর যিনি প্রভূত বলবিক্রমশালী মহাত্মা অমরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের এই জয়বৃত্তান্ত সতত পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বসাপ হইতে মুক্ত হইয়া চরমে পরমগতি লাভ করেন।

যাঁহার হস্ত ও পদদ্বয় বিচিত্র মণি ও সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিত, যিনি অর্কের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন যিনি চতুঃসমুদ্রে চারি আত্মস্বরূপ, যিনি সহস্র নামা, যিনি জগৎগুরু, সেই ভগবান কৃষ্ণের জয় হউক।

১৪৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিবর! আমি অপূর্ব্ব ষট্‌পুর বধোপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। পূর্ব্বে আপনি এই উপাখ্যান মধ্যে যে অন্ধক বধের উল্লেখ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহাই বর্ণন করুন। হে বাগ্মিবর! ভানুমতীর হরণ ও নিকুম্ভের বধ বৃত্তান্তেও আমার নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ঐ সমস্ত দৈত্যকুল নিহত হইলে দিতি মরীচিতনয় কশ্যপের আরাধনার নিমিত্ত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যা, শুশ্রূষা, অনুকূলতা ও প্রিয়বাদিতা দ্বারা মহর্ষি কশ্যপ পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, অয়ি সুব্রতে! আমি তোমার প্রতি অতীব প্রীত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দিতি কহিলেন, ভগবন্! দেবগণ আমার পুত্রদিগকে একবারে সংহার করিয়াছেন। সেইজন্য আমি এখন অপুত্র হইয়া পড়িয়াছি। আপনি আমাকে একটি দেবেরও অবধ্য ও অজেয় পুত্র প্রদান করুন।

কশ্যপ কহিলেন, অয়ি দেবি! কমলোচনে! মহাদেব ব্যতীত অন্য সমস্ত দেবের অবধ্য তোমার পুত্র হইবে। মহাদেবের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই, অতএব তোমার পুত্রকে মহাদেবের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। অনন্তর অবিতথবাদী কশ্যপ

দিতির সহিত আলিঙ্গন করিলে তাঁহার অঙ্গুলিগর্ভ হইতে এক পুত্র প্রসূত হইল। এই পুত্র সহস্রবাহু, সহস্রশীর্ষ, দ্বিসহস্র নয়ন ও দ্বিসহস্র চরণ। এই পুত্র অন্ধ হইলেও পথিমধ্যে অন্ধের ন্যায় গমন করিত সেই জন্য লোকে ইহাকে অন্ধক নাম প্রদান করিয়াছিল। অন্ধক আপনাকে দেবগণের অবধ্য জানিয়া সকলের প্রতি উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। সে বলপূর্ব্বক সকলের সর্ব্বরত্ন হরণ করিল। স্বীয় বীর্য্যপভাবে স্বর্গ হইতে অপ্সরোগণকে আনিয়া আত্মনিবাসে বসতি করাইল। সর্ব্বলোভয়ঙ্কর পাপাত্মা অন্ধক নিরন্তর পরদারাপহরণ পরদ্রব্য বিলুণ্ঠন প্রভৃতি অসৎকার্য্যে আসক্ত থাকিয়া অবশেষে যাবতীয় অসুরগণকে সহায় করিয়া ত্রিলোক জয় করিতে সমুদ্যত হইল।

ভগবান ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পিতা কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার পুত্র অন্ধক ত্রিলোকের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপদ্রবে সমস্ত জগৎ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে বিভো! এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি উপদেশ প্রদান করুন। আমি জ্যেষ্ঠ হইয়া কিরূপে তাহার অত্যাচার সহ্য করিব? আর আমি শুনিয়াছি সে দিতির প্রিয়পুত্র। কিরূপেই বা আমি তাহাকে প্রহার করিতে পারি। আমি তাঁহার পুত্রকে বিনাশ করিলে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। মহর্ষি কশ্যপ দেবেন্দ্রের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তাহাকে নিবারণ করিতেছি। তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক।

অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ দিতিকে সমভিব্যাহারে করিয়া অন্ধক সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে তাহাকে বুঝাইয়া আপাততঃ ত্রিলোকবিজয় হইতে নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু দুরাত্মা অন্ধক দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হইল না। সে তখন নানা উপায় অবলম্বন করিয়া অমরগণকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। দুর্ম্মতি কখন নন্দন কাননে উপস্থিত হইয়া তাহার বৃক্ষ সমুদায় একবারে উচ্ছিন্ন করিল। স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক উচ্চৈঃশ্রবাসুত অশ্বগণকে অপহরণ করিল। একদা সে বলদর্পিত হইয়া দেবগণের সমক্ষেই তাঁহাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বর্গস্থিত দিগ্‌গজসুত মাতঙ্গ সকল বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিল। দেবপ্রীতির নিমিত্ত যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা তপশ্চরণ করিতেছিল, দুরাত্মা দেবকণ্টক অন্ধক তাহাদিগকে একবারে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন! তৎকালে দুর্ম্মতি অন্ধকের ভয়ে ভীত হইয়া বায়ু সশঙ্কহৃদয়ে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিলেন, সূর্য্যের আর সে পূর্ব্ব রূপ কিরণ বিকীর্ণ করিবার সাধ্য কি? চন্দ্র তখন দুরাত্মার ইচ্ছাব্যতীত নক্ষত্রমালা পরিবৃত হইয়া যে উদিত হইবেন তাহার আর ক্ষমতা রহিল না। গগনাঙ্গনে বিমান প্রচার একবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। অধিক কি সেই ঘোর নারকী দুরাত্মা বলদর্পান্ধ অন্ধকের ভয়ে পৃথিবীতে ওঙ্কার কি বষট্‌কার এই শব্দদ্বয়েরও একবারে লোপাপত্তি হইয়া উঠিল। পাপাত্মা ক্রমে ক্রমে উত্তর কুরুপ্রদেশ, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল ও জম্বুদ্বীপকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কি দেবগণ, কি দুর্দ্দান্ত দানবগণ, কি অন্যবিধ প্রাণী সকলেই তাহার ভয়ে ভীত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ নিতান্ত উপদ্রুত হইয়া উহার বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধীমান্ বৃহস্পতি কহিলেন, রুদ্রদেবব্যতীত আর কেহই এই দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিবেন না। কারণ পূর্ব্বে মহর্ষি কশ্যপ। দিতিকে বর প্রদানকালে বলিয়াছিলেন, একমাত্র মহাদেবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে আমার ক্ষমতা নাই, নতুবা

অন্য কেহই তোমার পুত্রের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে সংহার করিতে হইলে সেই মহাদেবই অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইতেছে। এই পাপিষ্ঠ ত্রিলোকস্থিত সর্ব্বপ্রাণীকেই যৎপরোনাস্তি যাতনা প্রদান করিতেছে ইহা জানিতে পারিলে জগৎপ্রভু ভগবান্ বিভু শঙ্কর অবশ্যই সকলের অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। তিনিই সাধুদিগের একমাত্র গতি। অসৎ হইতে সাধু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা করা সেই জগদ্গুরু; দেবদেব মহাদেবের নিত্যব্রত। অতএব চলুন আমরা মহর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া তাহারই শরণাপন্ন হই। তিনিই এ বিষয়ের একটা উপায় করিতে পারিবেন। কারণ তিনি মহা দেবের বয়স্য।

বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তপোধনগণ সকলেই নারদ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া আপনাদিগের অভীপ্সিত বিষয় প্রার্থনা করিলে, তিনিও 'তথাস্ত' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলে মহর্ষি নারদ মনে মনে কর্ত্তব্য বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই ইতিকর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইলে যথায় ভগবান্ বৃষভধ্বজ মহাদেব অবস্থান করিতেছিলেন সেই রমণীয় মন্দর বনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে উপস্থিত হইলেন, শূলপাণির প্রিয়বয়স্য মুনিসত্তম নারদ তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন বৃষভধ্বজের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ত্রিদশালয়ে উপস্থিত হইলেন। আগমন কালে তত্রত্য মন্দার তরুর পুষ্প দ্বারা এক অপূর্ব্ব মালা গ্রন্থনপূর্ব্বক কণ্ঠদেশে ধারণ করিলেন। ঐ মালার সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতে লাগিল। অনন্তর দুরাত্মা বলদর্পান্ধ অন্ধক যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্ধক তাহাকে দেখিয়া তদীয় কণ্ঠস্থিত মালার সুগন্ধ আঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহামুনে! আপনি এ কমনীয় পুষ্পজাতি কোথায় লাভ করিলেন? ইহার গন্ধ ও বর্ণ যেন ক্ষণে ক্ষণেই বর্দ্ধিত হইতেছে। স্বর্গের মন্দার কুসুমকেও সর্ব্বথা অতিক্রম করিয়াছে। তপোধন! যদি আমরা আপনার অনুগ্রহভাজন হই তবে বলুন, কোন্ ব্যক্তি এই পুষ্প আনয়ন করিতে সমর্থ ।

রাজন! অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ তপোধন নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! অতি বিশাল মন্দর নামক পর্ব্বতে সর্ব্বপ্রাণীর স্পৃহনীয় এক বৃহৎ বন আছে। ঐ বন ভগবান্ শূলপাণির। তাহাই এইরূপ পুষ্পের আকর। মহাদেবের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না। প্রমথগণ বিবিধ অস্ত্র ও বিকটাকার নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিয়া উহাকে রক্ষা করিতেছে। মহাদেব উহাদের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া কেহই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে, তাহারা সর্ব্বপাণীর অবধ্য। ভুতভাবন সর্ব্বাত্ম ভূত ত্রিলোকের সোমমূর্ত্তি মহেশ্বর এই বনে নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে কশ্যপনন্দন। সেই ত্রিলোক স্বামী মহাদেবকে অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিলেই এ পুষ্প লাভ করিতে পারা যায়। স্ত্রীর মণিরত্ন অথবা অন্যান্য যে কোন মহামূল্য রত্নই হউক আকাঙ্ক্ষা করিলে এই হরবল্লভ মহীরুহগণ তৎসমস্তই উৎপাদন করিয়া থাকে। হে অতুলবিক্রম! তথায় সূর্য্যের উত্তাপ বা চন্দ্রের আলোক প্রবেশ করে না। স্বকীয় জ্যোতিঃ প্রভায় সমস্ত বন আলোকময় হইয়া রহিয়াছে।

সে স্থানে দুঃখের লেশমাত্র নাই। তথায় প্রবেশ করিয়া মনে মনে কামনা করিলেও পাদপগণ অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধ বিতরণ করে, ইচ্ছা করিলে বিবিধ সুগন্ধ বসন, চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ ভোজ্য বস্তুও প্রদান করিয়া থাকে। তথায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আত্মগ্লানি অথবা দুশ্চিন্তা কিছুই থাকে না। অধিক কি শত বৎসর বর্ণনা করিলেও তাহার গুণের ইয়ত্তা হয় না। ফলতঃ সে স্থানে যে সকল গুণ আছে, তাহা স্বর্গ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। হে অসুর শ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি তথায় একদিনমাত্র বাস করিআছে সেও অসংখ্য ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহা স্বর্গেরও স্বর্গ, সুখেরও সুখ। আমার মন ঐ স্থানকে সর্ব্বজগতের সর্ব্বস্ব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে।

১৪৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্ধক নারদ মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্দর গিরিতে গমন করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইল। অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রান্ত দানব বহুসংখ্যক অসুরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাক্রোধে শঙ্করালয় মন্দরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মন্দর গিরি ঘোর ঘনঘটায় সতত সমাচ্ছন্ন ও অসংখ্য মহৌষধিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে কিন্নরগণ মনের অনুরাগে সঙ্গীত আলাপ করিতেছে, কোথাও মাতঙ্গগণ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা বিকসিত কুসুমরাজি বিরাজিত বনরাজি বায়ুবেগে আন্দোলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতই নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে বিচিত্র ধাতু সকল বিগলিত হইয়া পড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন গিরিবর চন্দন লেপন করিয়া অঙ্গশোভা সম্পাদন করিয়াছে। কোথাও পক্ষিগণের সুমধুর স্বর শ্রবণে বোধ হয় যেন পর্ব্বত স্বয়ং গান করিতেছে। শুভ্রপাদ হংসগণ ইতস্ততঃ পতিত হইয়া পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিতেছে। কোথাও অসুরনাশন মহাবল মহিষগণ বিচরণ করিতেছে। চন্দ্র কিরণবৎ শুভ্রবর্ণ সিংহগণ হিমরাশিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। মৃগকুল পর্ব্বতের সর্ব্বত্র পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে।

বলদর্পিত অন্ধক সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তাহার অধিষ্ঠাতা মূর্ত্তিমান গিরিবরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহাগিরে! তুমি অবশ্যই অবগত হইয়াছ যে, আমি পিতার বরপ্রভাবে সর্ব্ব প্রাণীর অবধ্য হইয়াছি। এই চরাচরময় ত্রৈলোক্য আমারই বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। ইচ্ছা হইলেও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এরূপ লোক ত্রিভুবনের মধ্যে কে আছে? অতএব আমি বলিতেছি তোমার শিখরে যে পারিজাত বন আছে উহা আমাকে দেখাইয়া দেও। আমি শুনিয়াছি উহার পুষ্প সমুদায় না কি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিতে পারে এবং সর্ব্বরত্নের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠরত্ন স্বরূপ। আমি সেই বন উপভোগ করিব বলিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। তুমি ক্রোধ করিলেই বা আমার কি করিতে পারিবে। বরং আমি নিগ্রহ করিলে তোমায় রক্ষা করিতে পারে এরূপ লোক এ জগতে নাই।

গিরিবর মন্দর দৈত্যপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে বলদর্পিত অন্ধক মহাক্রুদ্ধ হইয়া শ্রুতিকঠোরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল। রে পর্ব্বতাধম! আমি প্রার্থনা করিলেও তোমার উহা গ্রাহ্য হইল না। এই জন্য আমি এই

দণ্ডেই তোমায় চুর্ণ করিতেছি। এখনই আমার বল দেখিতে পাইবে। এই কথা বলিয়া মহাবীর্য্য অন্ধক অন্যান্য অসুরগণের সহিত পর্ব্বতের বহু যোজন বিস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক অন্য শৃঙ্গে নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা চূর্ণ হইয়া গেল। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে নদীসমুদায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহারাও কম্পিত হইয়া উঠিল, ভূধর বিদীর্ণ হইতে লাগিল, ভগবান্ রুদ্রদেব এই সমুদায় জানিতে পারিয়া পর্ব্বতের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দৃষ্টিপাতমাত্র গিরিবর পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। সেই সকল হস্তী ও মৃগযুথ পূর্ব্বের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। নভশ্চ্যুত নদী সমুদায় পুনরায় রমণীয় কানন প্রদেশে পূর্ব্ববৎ বহিতে লাগিল। অনন্তর অসুরগণ যে সকল শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিল, দেব প্রভাবে তৎসমুদায় অসুরগণকেই সংহার করিতে লাগিল। আর যাহারা শান্তভাবে কোন গিরি শৃঙ্গ আশ্রয় করিল, উৎক্ষিপ্ত শৃঙ্গ কেবল তাহাদিগকে বিনাশ করিল না। তদ্দর্শনে অন্ধক বিষম ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল এই বন যাহার আমি তাহা কেই আহ্বান করিতেছি, তিনি স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন। পর্ব্বত! তুমি কি জন্য ছল গ্রহণ করিয়া আমার সেনাগণকে সংহার করিতেছ?

অন্ধকে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শূল পাণি বৃষারোহণে অন্ধকের বিনাশ বাসনায় শূল উদ্যত করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রমথগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তৎকালে মহাদেবের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল, সাগর প্রতিকূল স্রোতে বহিতে লাগিল, তাহার জল জ্বলিয়া উঠিল। মহাদেবের গাত্র হইতে তেজ নির্গত হইয়া দিক সমুদায় দগ্ধ করিতে লাগিল। গ্রহগণ স্খলিতগতি হইয়া পরস্পর সংঘর্ষণ হওয়াতে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর্ব্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। মেঘগণ ধূমসহকৃত অঙ্গারবর্ষণ আরম্ভ করিল। চন্দ্ররশ্মি উত্তপ্ত, সূর্য্যকিরণ শীতল হইয়া উঠিল। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বেদগান ভুলিয়া গেলেন। ঘোটকী গোবৎস, ধেনুগণ অশ্বশাবক প্রসব করিতে লাগিল। বৃক্ষ সকল ছিন্ন হয় নাই অথচ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া ভয়াবশেষ হইতে লাগিল। বৃষভ সকল গাভীগণকে নিগ্রহ করিতে লাগিল। গাভীগণও বৃষভ আরোহণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ, যাতুধানগণ ও পিশাচগণও চতুর্দ্দিকে বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ মহাদেব জগতের ঐরূপ বিপরীতভাব অবলোকন করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় শূলাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। নিক্ষিপ্ত শূল অতি ভীষণমূর্তিতে দুরাত্মা অন্ধকের বক্ষস্থলে পতিত হইয়া তাহাকে একবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অন্ধক জগৎ পবিত্যাগ করিল, জগৎও নিষ্কণ্টক হইল। তখন দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ শঙ্করের স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। আকাশপথে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ত্রিলোক সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইল। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, জপ, হোম ও যজ্ঞারম্ভ করিতে লাগিলেন। গ্রহমণ্ডলী প্রকৃতি, স্রোতস্বতী সকল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সলিলোপরি প্রজ্বলিত বহ্নি নির্ব্বাপিত, দিক সমুদায় প্রসন্ন হইল। গিরিরাজ মন্দর পূর্ব্ববৎ শোভা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান্ প্রভু সোমদেব তথায় দেবগণকে পরমসুখে বিহার করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং পারিজাতবনে বিহার করিতে লাগিলেন।

১৪৬তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকটে শ্রোতব্য অন্ধকবধ শ্রবণ করিলাম। ধীমান্ দেবদেব মহাদেব অন্ধককে সংহার করিয়া ত্রিলোকের শান্তি স্থাপন করিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি নিকুম্ভের দ্বিতীয় দেহ কিরূপে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহার কারণই বা কি এক্ষণে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজর্ষে! আপনি যখন অমিততেজা ত্রিলোকস্বামী ভগবান কৃষ্ণের চরিত শ্রবণে ঈদৃশ শ্রদ্ধাবান, তখন আমি তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। অতুল পরাক্রম বিষ্ণু দ্বারকা বাস কালে একদা পিণ্ডারক তীর্থ দর্শনোপলক্ষে সমুদ্র যাত্রা করেন। নরপতি উগ্রসেন ও বসুদেবের হস্তে নগরের ভার অর্পণ করিয়া অন্যান্য সকলেই বহির্গত হইলেন। সকলেরই পৃথক পৃথক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে চলিল। বলদেব, ধীমান জনার্দ্দন ও কুমারগণ পৃথক পৃথক যাত্রা করিলেন। রূপবান্ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কুমারগণের সহিত সহস্র গণিকা নির্গত হইল। হে বীর! অতিবিক্রম যাদবগণ দৈত্যকুল জয় করিয়া সহস্র সহস্র গণিকা আনয়নপূর্ব্বক দ্বারবতীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা কুমারগণের সাধারণ ক্রীড়া নায়িকা হইয়াছিল। কুমারগণ ইচ্ছানুসারে এই সমুদায় বারযোষিদ্গণকে উপভোগ করিতেন। স্ত্রীর নিমিত্ত যাদবগণের মধ্যে কোন বৈরভাব উপস্থিত না হয় এই অভিপ্রায়ে ধীমান্ কৃষ্ণ দ্বারকায় ঐ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলরাম একমাত্র অনুরাগবতী রেবতীতে আসক্ত ছিলেন। অতি প্রতাপশালী যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম বনমালায় বিভূষিত হইয়া কাদম্বরী সেবনপূর্ব্বক রেবতীর সহিত চক্রবাক্ মিথুনের ন্যায় সাগর জলে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ কমললোচন কৃষ্ণও ষোড়শসহস্র কামিনীগণের সহিত জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যেকের সহিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, কেশব আমার সহিত জলবাস করিতেছেন, কেশব আমারই প্রিয়। ফলতঃ কৃষ্ণ উপভোগাদি দ্বারা সকলকেই প্রীত করিলেন। সকলের গাত্রেই নখর চিহ্ন, সকলেই ক্রীড়া কৌতুকে সন্তুষ্ট। কৃষ্ণের সমাদর বশতঃ সকলেই তাঁহার প্রতি আদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমিই কৃষ্ণের অদ্বিতীয় প্রেয়সী এই মনে করিয়া তাঁহাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, সকলেই আপনা আপনি আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন। তাহারা মুকুরতলে আত্মদেহ অবলোকন করিয়া স্বামীর গোত্র নাম উল্লেখপূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। অনিমিষনয়নে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত ও মনঃ সমাধান করিয়া যেন তাঁহাকে পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে নারায়ণভার্য্যাগণ, সকলেই নারায়ণে মনঃ সমাধান ও সমভাবে দৃষ্টিপাত করাতে কেহ কাহার দ্বেষ বা ঈর্ষা করিলেন না। প্রত্যুত একের প্রতি সকলের সমান অনুরাগ বশতঃ সকলেরই মূর্ত্তি দ্বিগুণতর মোহিনী হইয়া উঠিল। নারায়ণ সকলেরই মনোরথ সমভাবে চরিতার্থ করিতেছিলেন বলিয়া মহিষীদিগের সকলেরই মস্তক গর্ব্বভরে সমান সমুন্নত হইয়া উঠিল। ভগবান্ হরি এইরূপে সাগর জলে বিশ্বরূপ বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত মহিষীগণের সহিত জলক্রীড়া সমাধা করিলেন। হে বীর! কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে লবণ তোয়নিধি একবারে লবণপরিশূন্য হইল। তখন মহোদধির জল স্বচ্ছ ও

সুগন্ধময় হইয়া উঠিল। মেঘ যেমন মহাসাগরে বর্ষণ করে, সেইরূপ কৃষ্ণমহিষীগণ কেহ গুল্ফ কেহ জানু, কেহ ঊরু, কেহ স্তনপর্য্যন্ত সমুদ্রজলে মগ্ন করিয়া ইচ্ছানুরূপ কৃষ্ণের উপর সলিলসেক করিতে লাগিলেন। ধারাধর যেমন কুসুমিত লতার প্রতি বারিবর্ষণ করে, গোবিন্দও সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রতি বারি বিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন হরিলোচনা কামিনী কৃষ্ণের কাণ্ঠাশ্লেষপূর্ব্বক দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ আমায় ধরিয়া রাখ নতুবা পড়িয়া যাই। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কোন কামিনী কাষ্ঠময় ভেলকাকৃতি, কেহ কেহ বা ক্রৌঞ্চাকৃতি, কেহ কেহ বা ময়ূরাকৃতি, কেহ মাতঙ্গাকৃতি, কেহ কেহ বা মকরাকৃতি, কেই বা মীনাকার ধারণ করিয়া কৃষ্ণের আনন্দ উৎপাদনপূর্ব্বক সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য কয়েকটী মহিষী স্তনকুম্ভ মাত্র অবলম্বন করিয়া সন্তরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত পরম প্রীতি সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যেরূপ কার্য্য করিলে কৃষ্ণের আনন্দ উপস্থিত হয়, পতিহিতকাঙ্ক্ষিণী নারায়ণমহিষীগণ সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পদ্মপলাশলোনা কোন কোন কামিনী সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক কটাক্ষাদি শাণিত শরে তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণের মধ্যে যিনি যে ভাবে কৃষ্ণকে পাইতে অভিলাষ করেন, অন্তর্যামী ভগবান্ মধুসূদন সেই ভাবেই তাহার মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে বশে আনয়ন করিলেন। সনাতন ভগবান্ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ও সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইলেও দেশ কালানুরূপ মূর্ত্তিপরিগ্রহ বশতঃ কান্তাগণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কালোচিত মূর্ত্তিধারী কৃষ্ণকে পাইয়া সকল অঙ্গনাই মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমরা কুলশীলের অনুরূপ পতি লাভ করিয়াছি। কৃষ্ণের সরলভাব ও সহাস্য সম্ভাষণে সকলেই প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন এবং বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমারগণও স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া পৃথক পৃথক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বগুণাধার বীরগণ সমুদ্রে ক্রীড়াসক্ত হওয়াতে সাগর জল অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল। হে রাজন্! ঐ সমুদায় কামিনী বলপূর্ব্বক আহৃত হইলেও সাধু ব্যবহারদ্বারা কুমারগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। উহাদের নৃত্যগীত প্রভৃতিতে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতাও ছিল। তৎকালে তাহাদের নৃত্যগীত ও অভিনয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া যাদবগণ নিতান্ত প্রীত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর কৃষ্ণ পঞ্চচুড়া প্রভৃতি ইন্দ্র ও কুবেরপালিতা অপ্সরোগণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র তাহারা তথায় আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণচরণে পতিত হইল। জগৎপ্রভু অপ্রমেয়াত্মা কৃষ্ণও তাহাদিগকে উঠাইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনিগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত যাদবগণের ক্রীড়াযুবতী হইয়া অশঙ্কিত হৃদয়ে প্রবেশ কর এবং তোমাদের নৃত্যগীত ও অভিলাষোপযোগী বাদ্যবাদন প্রভৃতি গুণগ্রাম প্রদর্শন দ্বারা যাদবগণকে সুখী কর। এইরূপ করিলে আমি তোমাদিগের শ্রেয়োবিধান করিব। তোমরা জানিবে যে যাদবগণ আমারই শরীর স্বরূপ।

সেই প্রধান প্রধান অঙ্গরাগণ কৃষ্ণের ঐ সমুদায় বাক্যশ্রবণান্তে তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যাদবগণের ক্রীড়াযুবতীত্ব স্বীকারপূর্ব্বক প্রবেশ করিল। তাহারা প্রবিষ্ট হইবামাত্র বিদ্যুদালোকসম্পন্ন মেঘবৃন্দের ন্যায় মহোদধি একবারে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল।

তাহারা তখন জলে থাকিয়া স্থলের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক জলবাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর স্বর্গের ন্যায় এখানেও সম্যক অভিনয় আরম্ভ হইল। আয়তলোচনা অঙ্গনাগণ গন্ধদ্রব্য অনুলেপন মাল্য ও দিব্যবস্ত্র পরিধান, হাব, ভাব, ভ্রুভঙ্গী, কটাক্ষ, হাস্য পরিহাস ও প্রণয়কোপ প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিলাস চেষ্টা দ্বারা সকলেরই মনোহরণ করিতে লাগিল। কখন কখন মদিরামত্ত যাদবগণকে লইয়া আকাশে উৎক্ষেপ করিতে লাগিল, তথায় বায়ুপথে নানা প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের পর আবার নিয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে প্রভু কৃষ্ণও যাদবগণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য পরমাহ্লাদসহকারে ষোড়শ সহস্র রমণীগণের সহিত সমবেত হইয়া আকাশবিহার আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য বীরগণ অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অদ্ভুত লীলা সন্দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। বরং গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহ রৈবতক পর্ব্বতে, কেহ গৃহে, কেহ অভিমত কাননে গমন করিয়া পুনরায় ক্রীড়াস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রজল পূর্ব্বে অপেয় ছিল, এক্ষণে অতুল পরাক্রম ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুর আজ্ঞায় সম্পূর্ণ পানোপযোগী হইয়া উঠিল। কমললোচনা রমণীগণ সেই সলিলরাশির উপর স্থলপথের ন্যায় বেগে ধাবিত হইতে লাগিল, কখনও বা কুমারগণের হস্তে ধরিয়া জলনিমগ্ন হইতে লাগিল। তাহারা অভিলাষ করিবামাত্র ভোজ্য, পেয়, চোষ্য ও লেহ এই চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য উপস্থিত হইতে লাগিল। অম্লানকুসুমমাল্য ধারিণী স্বর্গাঙ্গনাগণ এইরূপে বিবিধ উপায়ে যাদবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া স্নান অনুলেপন সমাধা করিলেন। অনন্তর সায়ং কাল উপস্থিত হইলে পরম প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে যাদবগণ গৃহনির্ব্বিশেষে নৌকাযানে আরোহণ করিলেন। তখন তাঁহাদের নৌকাবিহার আরম্ভ হইল। বিশ্বকর্ম্মা এই সমুদায় নৌকামধ্যে পূর্ব্বে চতুষ্কোণ, বৃত্তাকার ও স্বস্তিকগৃহ এবং কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু সদৃশ দিব্যপ্রসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার তোরণ সমুদায় নানাপ্রকার চিত্রকর্ম্ম ও বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি দ্বারা উপশোভিত। উহার আকার কোনটি বৃকের ন্যায়, কোনটি ক্রৌঞ্চ সদৃশ, কোনটি শুকতুল্য, কোনটি বা গজের আকার ধারণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত হওয়াতে পরম শোভার আস্পদ হইয়াছে। সেই ভীষণ উত্তাল তরঙ্গাকুল সাগরবক্ষে স্বর্ণ সমুদ্ভাসিত নৌকাসমুদায় লইয়া কর্ণধারগণ অবস্থান করিতেছিল। ঐ সমুদায় জলযান তিন ভাগে বিভক্ত, কতকগুলি অত্যুন্নত চিক্কণকান্তি, কতকগুলি; সামগ্রীসম্ভারপূর্ণ, আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়াতরণী। নৌকা সমুদায় শ্রেণীবদ্ধ, তাহার গুণ বৃক্ষ সকল সারি সারি বিদ্যমান থাকিয়া সমুদ্রের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ইহাতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অধিক কি স্বর্গে যে সমুদায় বিনোদন স্থান ও সুখকর সামগ্রী আছে ইহাতেও তৎসমুদায়ের অভাব ছিল না। নৌকাগুলির মধ্যে নন্দনকাননসন্নিভ রমণীয় উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাননস্থ পাদপশাখায় বিবিধ বিচিত্র পক্ষিকুল মধুরস্বরে গান করিয়া যাদবগণের মনোহরণ করিতে লাগিল। স্বর্গজাত শুভ্রবর্ণ কোকিলকলাপ যাদবগণের ইচ্ছানুরূপ কলস্বরে গান করিতে লাগিল। চন্দ্রাংশুসম সুধা ধবলিত হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে ময়ুরগণ বনকুক্কুট দ্বারা পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। পতাকা পরিশোভিত মহীরুহগণ বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে গান

করিয়া সকলের মন হরণ করিল। ঋতু সমুদায় আকাশ হইতে স্ব স্ব ঋতুসুলভ পুষ্পরাজি বিকিরণ করিতে লাগিল। সুখস্পর্শ শ্রান্তির সমীরণ বিকসিত-কুসুম-রজঃ সংসর্গে চন্দনবৎ শীতল হইয়া চতুর্দ্দিকে বহিতে লাগিল। যাদবগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে; বাম দেবের প্রসাদে কি ক্ষুধা, কি পিপাশা, কি শ্রান্তি, কি শোক ইহার কিছুই তাহাদিগকে অনুভব করিতে হয় নাই। অতি তেজস্বী যদুবংশীয়গণ তৎকালে কেবল নৃত্য গীত ও তূর্য্যধ্বনিতে মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপরাক্রম যাদবগণ সমুদ্রের বহুযোজন বিস্তীর্ণ সলিলাঙ্গনে বিহার করিতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ইতঃ পূর্ব্বেই মহাত্মা কৃষ্ণের ভার্য্যাগণের নিমিত্ত বিবিধ যান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ত্রিলোকমধ্যে যে কোন উৎকৃষ্ট রত্ন আছে তৎসমুদায়ই উহাতে নিহিত হইয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত পৃথক পৃথক্ বাসস্থানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐসকল স্থান বৈদুর্য্যমণি ও অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ দ্বারা বিভূষিত এবং সর্ব্ব প্রকার ঋতুসুলভ পুষ্পমালায় আকীর্ণ হওয়াতে অপূর্ব্ব ধারণ করিয়া মনোহর গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছিল। যদুসিংহগণও তথায় পরমসুখে বাস করিতেছিলেন, স্বর্গবাসী দেবগণ মঙ্গলসূচক স্তোত্র পাঠে তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

১৪৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে আজানুলম্বিত বাহু বলদেব কাদম্বরীপানে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া অর্দ্ধস্ফুট মধুরসরে সম্ভাষণ করিতে করিতে রেবতী সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বেতকলেবর সরসচন্দনে চর্চ্চিত হওয়াতে দ্বিগুণতর শুক্ল শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রয়ান সময়ে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল। সেই মদিরাকুললোচন বলরামের শরীরকান্তি চন্দ্রমরীচির ন্যায় স্বচ্ছ, তাহাতে নীল জলধরের ন্যায় নীলবসন পরিধান করাতে অম্বুদমধ্যবর্ত্তী সম্পূর্ণমণ্ডল ভগবান্ শশাঙ্কের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল। তাঁহার বামকর্ণে নির্ম্মল কুণ্ডল দোদুল্যমান, অপর কর্ণে অপূর্ব্ব পদ্ম বিভূষণ বিরাজমান ছিল। রাম সহাস্যবদনে প্রিয়ার সকটাক্ষ বদনসুধাকর সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভগবান্ কংসনিসূদন কেশবের আজ্ঞানুসারে অপ্সরোগণ বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক স্ব স্ব রূপরাশি বদ্ধিত করিয়া রেবতীকে সন্দর্শন করিবার মানসে স্বর্গশোভাসম্পন্ন বলদেবের আলয়ে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া রেবতী ও বলরামকে প্রণামপূর্ব্বক বাদ্যোদ্যম ও তানলয় সহকারে কেহ নৃত্য কেহ সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বলদেব ও রেবতীর আজ্ঞানুসারে তাঁহারা হস্তপদাদি সঞ্চালন ও হাব ভাব ভঙ্গী ও কটাক্ষাদি অভিনয় ব্যঞ্জক ভাব সমুদায় প্রদর্শনপূর্ব্বক হৃদয়গ্রাহী অর্থযুক্ত মনো মত সঙ্গীত আলাপনপূর্ব্বক সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। কেহ বা তত্তদ্দেশানুসারী ভাষাবলম্বন ও আকৃতি এবং বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হস্তে তাল দিয়া বিবিধ ভাবভঙ্গীসহকারে গান করিতে লাগিল। কেহ কেহ কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণের পূর্ব্বচরিত অবলম্বন করিয়া মঙ্গল স্তুতিগান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও রাম যেরূপে কংস ও প্রলম্বকে বধ করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে

যেরূপ চাণূর নিপাত হইয়াছিল, যেরূপে কৃষ্ণ যশোদা সন্নিধানে দামোদরত্ব লাভ করিয়া জগতে প্রথিত কীর্ত্তি হইয়াছিলেন, যেরূপে অরিষ্ট ও ধেনুকের বধ সাধন হয়, যেরূপে ব্রজধামে ইহাঁদের বাস ও শকুনিবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ; সময়োপযোগী বৃকগণের সৃষ্টি, যমুনা হ্রদে কালিয় দমন, হ্রদ হইতে শঙ্খ প্রভৃতি নিধি ও পদ্মোৎপল উত্তোলন করেন, জনার্দ্দন কৃষ্ণ যেরূপে গাভীগণের রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, যেরূপে কৃষ্ণ চন্দন পেষিকা কুব্জাকে কুব্জভাব হইতে মুক্ত করেন, যিনি জন্ম রহিত হইয়াও স্বীয় অবামন মূর্ত্তিকে বামনরূপে অবতারণা করিয়াছিলেন, বলরাম যেরূপে দেবশত্রু সৌভপতিকে বিনাশ, হলায়ুধ নাম ধারণ, গান্ধার কন্যার পরিণয়কালে মহাবল ও মহারথ রাজন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম এবং তাহাদিগের রথ সমুদায় যোজন দূরে নিক্ষেপ ও সেই রথে তাঁহাদের মূর্চ্ছা, সুভদ্রাহরণকালে এবং বালাহক ও জম্বুমালীর সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়াছিলেন, যেরূপে বলরাম ইন্দ্র সমক্ষেই যুদ্ধ জয় করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় হরণ করিয়াছিলেন, চারুরূপা অপ্সরোগণ এই সমুদায় এবং অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র কথাসম্বন্ধ রাম ও কৃষ্ণের প্রীতিকর সঙ্গীত সমুদায় গান করিতে লাগিল। বলদেবও তৎকালে কাদম্বরীপানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রেবতীর সহিত করতালি প্রদান পূর্ব্বক অপ্সরোগণের গানের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং গান করিতে লাগিলেন। অপ্সরোগণের সহিত বলদেব গান করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার হর্ষ বর্দ্ধনার্থ মহাত্মা কৃষ্ণ ও সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া মহা আহ্লাদসহকারে গান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন সমুদ্রযাত্রা! উপলক্ষে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও সুভদ্রা সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনন্তর ধীমান গদ, সারণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, সত্যভামানন্দন মহাবীর্য্য চারুদেষ্ণ, বীরাগ্রগণ্য বলদেবতনয় নিশঠ ও উম্মুক, অক্রূর, সেনাপতি শঙ্কু এবং অন্যান্য যদুবংশীয়গণ সকলেই আনন্দে ক্রীড়াসক্ত হইয়া গান বাদ্য করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! কৃষ্ণ প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া যাদবগণ সকলেই মহোল্লাসে গান বাদ্য ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে সেই আনন্দ কোলাহল প্রতিধ্বনিত হইয়া জলযান সমুদায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে উদারকীর্ত্তি যাদবগণ গানবাদ্যে অত্যাসক্ত হইয়া আনন্দমগ্ন হইলে, সমস্ত জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠিল এবং সর্ব্ব পাপের প্রশমন হইল।

হে রাজন! এই সময়ে দেবলোকের অতিথি বিপ্রবর মহর্ষি নারদ মধুকেশিহন্তা কৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া যাদবগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাহ্লাদে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার জটাকলাপ একদেশে বিগলিত হওয়াতে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পূর্ব্বে ভগবান রাসপ্রণেতা কৃষ্ণই এই স্থলের গীতবাদ্যের প্রধান নায়ক ছিলেন, এক্ষণে অপ্রমেয়াত্মা দেবর্ষি নারদ তাহার মধ্যগত হইয়া তত্রত্য গীতবাদ্যের নেতা হইলেন। তিনি তখন নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া গান করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সত্যভামা, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুভদ্রা, বলদেব ও দেবী রেবতীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। নারদ স্বভাবতই আমোদ প্রিয় ও পরিহাসশীল, তাহাতে এই তরঙ্গিত আমোদস্রোতে পতিত হইয়া অতি ধৈর্য্যশালিনী সত্যভামা প্রভৃতিকেও হাসাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ধীমান নারদ নানা প্রকার বাগ্‌জাল ও অনুকরণ প্রভৃতি দ্বারা হাতের উপর হাস্য এবং চীৎকারের উপর

চীৎকার করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ইঙ্গিতজ্ঞা, যুবতীগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিচিত্র বস্ত্র ও মনোহর রত্ন ও স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পের মাল্য প্রভৃতি তাঁহাকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে গীতবাদ্য শেষ হইলে ভগবান কৃষ্ণ মহামুনি নারদের হস্তে ধরিয়া অর্জ্জুন ও সত্যভামা সমভিব্যাহারে জলক্রীড়ার্থ পুনরায় সমুদ্রজলে পতিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের আদেশানুসারে সমস্ত যাদবগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদলের অধিনায়ক বলদেব ও অপরদলের অধিনায়ক কৃষ্ণ। এই সময়ে কৃষ্ণ করযোড়ে বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সমুদ্র সন্নিধানে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে অম্ভোনিধে! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের জল কেলির অনুরূপ তোমার জল যেন ইচ্ছানুরূপ পেয় ও অপেয় হয় এবং সুগন্ধি, মিষ্ট, কুম্ভীরাদি শূন্য হইয়া আমাদের প্রীতিপ্রদ হয়। আর তুমি আমাদের হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রার্থনারূপ বস্তু সমুদায়ও দান করিবে। আর আমার প্রভাবে তোমার জলস্থিত মৎস্যসকল সুবর্ণবর্ণ ও মণি মুক্তা খচিতোর ন্যায় পরম সুদৃশ্য ও সকলের মনোরঞ্জক হইবে। আর তোমার সলিলে অসংখ্য রত্ন সকল বিরাজমান থাকিবে এবং সুগন্ধ ষট্পদ সেবিত রসপূর্ণ চিত্ররঞ্জক লীলাকমল ও উৎপল সমুদায় বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভা সম্পাদন করুক। আর তুমি সৈরেয় সাধ্বীক প্রভৃতি দেবভোগ্য মদিরা কুম্ভপূর্ণ করিয়া জলের স্থানে স্থানে রক্ষা কর এবং উহার সুবর্ণময় পানপাত্র সমুদায়ও স্থাপন করিবে। হে তোয়রাশে! তোমার জলরাশি পুষ্পবাসিত সুগন্ধ বিস্তার করুক। তোমার জল যেন স্ফীত বা উদ্ধত হইয়া যাদবগণের কষ্টকর না হয়। ফলতঃ সস্ত্রীক যাদবগণ যাহাতে তোমার সলিলে পতিত হইয়া স্বচ্ছন্দে জলকেলি করিতে পারে তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান হইবে।

হে মহারাজ! কৃষ্ণ সমুদ্রকে এই সমুদায় কথা বলিয়া অর্জ্জুন সহচারী হইয়া জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই দেবী সত্যভামা কৃষ্ণের ইঙ্গিত অনুসারে দেবর্ষি নারদের গাত্রে জলনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মদিরাপানমত্ত বলদেব রেবতীর হস্ত ধারণ করিয়া টলিতে টলিতে সমুদ্রসলিলে পতিত হইলেন। কৃষ্ণতনয়গণ ও প্রধান প্রধান যাদবগণ রামের পক্ষ আশ্রয় করিয়া সাগরসলিলে নিপতিত হইলেন। ইহাদের বসন ভূষণ সকল নানাপ্রকার রাগে রঞ্জিত, হৃদয় প্রফুল্ল, মদিরাপানবশতঃ চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ। নিশঠ, উন্মুক প্রভৃতি অবশিষ্ট যাদবগণ কণ্ঠদেশে সন্তানক পুষ্পের মাল্য ধারণ ও বিচিত্র বস্ত্রাভরণ পরিধানপূর্ব্বক মদমত্তবেশে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। অসামান্য বীর্য্যসম্পন্ন, চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্তগাত্র ঐ সমুদায় যাদবগণ জলযন্ত্র হস্তে করিয়া দেশকালানুরূপ তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত আলাপ করিতে করিতে আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। শত শত অপ্সরোগণও কৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে নানাবিধ স্বরসমন্বিত অতি রমণীয় শ্রুতি সুখকর বাদ্যযন্ত্র সমুদায় বাজাইতে আরম্ভ করিল। এই সকল স্বর্গাঙ্গনাগণের আকাশ গঙ্গার সলিলে জলকেলি ও বাদ্যবাদন বিষয়ে বিশেষ পটুতা জন্মিয়াছিল, তাহাতে আবার স্থিরযৌবন প্রসাদে সতত কামরসোন্মত্ত থাকাই তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। সুতরাং সমুদ্রবক্ষেও যে তাহারা অক্ষুব্ধভাবে হৃষ্টান্তঃকরণে জলদর্দুর বাদ্য বাদনপূর্ব্বক গান করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? পদ্মকোরকবৎ বিশালনয়না অপ্সরাদিগের শিরোদেশে পদ্মবিভূষণ বিদ্যমান থাকাতে তাহারা

রবিকিরণবিকসিত সাক্ষাৎ পদ্মশোভাই অপহরণ করিল। হে রাজন্! যদৃচ্ছাক্রমেই হউক অথবা দেববিধান হেতুই হউক নভোমণ্ডল চন্দ্র সহস্রদ্বারা আকীর্ণ হইলে যেরূপ শোভা ধারণ করে, সমুদ্রও শত শত অবলাজনের মুখচন্দ্রমা দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। নভোমণ্ডলস্থিত নীলজলধরপটল বিদ্যুদালোকে দীপ্যমান হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করে এক্ষণে সমুদ্রও অসংখ্য কামিনীগণের অঙ্গ প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া তদ্রূপ অপূর্ব্ব শোভার আস্পদ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহর্ষি নারদ ও ভগবান্ নারায়ণ উভয়েই বলদেব ও তৎপক্ষীয়দিগের উপর জলসেচন আরম্ভ করিলেন। বলরামও স্বীয় দল বল লইয়া কৃষ্ণপক্ষীয়দিগের উপর সলিলক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম ও কৃষ্ণের পত্নীগণ বারুণীসেবনে মত্ত হইয়া অনুরাগবশতঃ পরস্পরের গাত্রে জলযন্ত্রমুক্ত সলিলক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে জলকেলিতে মত্ত হইয়া সকলেই আরক্ত নেত্র, পরস্পর কলহ ও অভিমানে রত হইয়া নারী পুরুষবৎ প্রগলভভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাসক্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন রথাঙ্গপাণি কৃষ্ণ তাদৃশ অতি প্রসক্তি জানিতে পারিয়া সকলকেই জলকেলি করিতে নিষেধ করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্রেই সকলে নিরস্ত হইল। ভগবান কৃষ্ণও তৎকালে অর্জ্জুন ও নারদের সহিত সমবেত হইয়া জলবাদ্য করিতেছিলেন। যাদবগণ নিতান্ত অভিমানী হইলেও কৃষ্ণের আদেশ কদাচ লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না, সুতরাং সকলেই শান্তভাবে নিবৃত্ত হইলে সতত প্রীতিদায়িনী প্রণয়িনীগণ আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নৃত্য শেষ হইলে ভগবান ধীমান কৃষ্ণ জলসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর চন্দনাদি অনুলেপন সামগ্রী আনয়নপূর্ব্বক অগ্রে মহর্ষিকে প্রদান করিলেন, পশ্চাৎ স্ব স্ব শরীরে লেপন করিলেন। যাদবগণ কৃষ্ণকে জল হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া সকলেই জলসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিবিধ সুগন্ধিদ্রব্যে অঙ্গ সংস্কার সমাধা করিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে পানভূমিতে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় জ্যেষ্ঠানুক্রমে সকলে উপবেশনপূর্ব্বক সুস্বাদু অন্ন জল ও বিবিধ উমোত্তম ভোজ্য বস্তু উপযোগ করিতে লাগিলেন। পাচকগণ বিবিধ সুস্বাদু ভোজ্য বস্তু পরমযত্নে পাক করিয়াছিল, প্রধান পাচকের আদেশানুসারে ঐ সমুদায় শাক, সূপ, শূল্যমাংস ও অন্যান্য মৃগ, পক্ষি প্রভৃতির মাংস পরিবেশন করিতে লাগিল। যাদবগণ পরিতুষ্টহৃদয়ে ঐ সমুদায় প্রদত্ত বস্তুজাত উপযোগ করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে মৈরেয় মাধ্বীক প্রভৃতি মাদক দ্রব্যও পান করিতে লাগিলেন।

উদ্ধব এবং ভোজপতি প্রভৃতি যে সকল মহাত্মগণ মদ্য মাংস ভোজন করিতেন না, তাঁহারা পরমপ্রীতি সহকারে শাক, সূপ, দধি দুগ্ধ, শর্করা যুক্ত ক্ষীর রসাল প্রভৃতি বহুবিধ ফল ভোজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুসাদু সুগন্ধ সুশীতল জলপান করিয়া ভোজন শেষ করিলেন।

বীরাগ্রগণ্য যাদবগণ এইরূপে পানভোজনে তৃপ্ত হইয়া পুনরায় কান্তাসহচর হইয়া কান্তাভিনীত মনোহর গীতাবলি গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ রজনীসমাগমে সভা মধ্যে আসীন হইয়া দেবগন্ধর্ব্বগণ যে সমুদায় গান করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন সেই ছালিক্য সঙ্গীত আরম্ভ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন মহর্ষি

নারদ ছয় রাগ ও ষড়্গ্রামাদির একতা বিধান করিয়া বীণাযন্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং ঝল্লীষক যন্ত্র, নরদেব অর্জ্জুন সুস্বরবংশী, অপ্সরোগণ মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর নর্ত্তকীগণ সভা মধ্যে প্রবেশ করিলে অভিনয়চতুরা রম্ভা প্রফুল্ল হৃদয়ে অগ্রে উত্থিত হইল। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরাঙ্গনা রম্ভার অভিনয় সন্দর্শনে রাম ও কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর খঞ্জন গঞ্জনাক্ষী উর্ব্বশী, তদনন্তর হেমা, তৎপরে মিশ্রকেশী, অনন্তর তিলোত্তমা, অতঃপর মেনকা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান অপ্সরোগণ অভীপ্সিত কামরসব্যঞ্জক অভিনয় ও মনোমত গান করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ বাসুদেবও স্বয়ং অননুরক্তচিতে নৃত্যগীতাদি ও তাম্বূল প্রদান দ্বারা ঐ সমুদায় অপ্সরাকে প্রীত করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ মর্ত্ত্যবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই ছালিক্য সঙ্গীত স্বর্গলোক হইতে ভূলোকে আনয়ন করেন। সেই রমণীয় সঙ্গীত রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নের হস্তে প্রদত্ত হয়। উদারবুদ্ধি প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের প্রভাবে প্রথমতঃ উহার প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করেন। এই গান ইন্দ্রতুল্য কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি পঞ্চজন কর্ত্তৃক গীত হইলে নরলোকবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহরণ করিত। এই শুভাবহ ছালিক্য সঙ্গীত গান করিলে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত মঙ্গলের আস্পদ; ইহাতে যশ, পুণ্য, অভ্যুদয় বৃদ্ধি করে। এই গান উদারকীর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণের অতি প্রিয় বস্তু। ইহাতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি, দুঃস্বপ্ন নাশ ও পাপমোচন করিয়া লোককে সর্ব্বত্র জয়শীল করিয়া তুলে। অধিক কি যখন উদারকীর্ত্তি মহারাজ রেবত স্বর্গলোকে গমন করিয়া এই গান শ্রবণ করেন তখন তাঁহার চতুঃসহস্র যুগ এক দিবসের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। যেমন এক দীপ হইতে সহস্র সহস্র অন্য দীপের সৃষ্টি হয় তদ্রূপ প্রথমতঃ ঐ গান কুমারজাতিতে, তদনন্তর গন্ধর্ব্বজাতিতে সংক্রান্ত হইয়াছিল। তৎপরে উহা কৃষ্ণ নারদ ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদবগণও উহা সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন। লোকে যেমন নদীসমুদায়ের সৃষ্টি ও সমুদ্রে পতনমাত্র অবগত আছেন তোদ্রূপ এই ছালিক্য সঙ্গীতের উৎপত্তি ও গুণোদয়মাত্র বিদিত হইয়াছেন। হিমালয়ের পরিমাণ পরিজ্ঞাত হওয়াও দুষ্কর নহে, কিন্তু তপস্যা ব্যতীত মুর্চ্ছনা, ষড়্ গ্রাম ও যথাযথ প্রয়োগ কৌশল সহকৃত ছালিক্য গীত পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

হে রাজন্! মর্ত্ত্যলোকে নরগণ এই গানের কোমল অংশ আরম্ভ করিয়া অতি কষ্টে শেষ করিয়া থাকেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণই এই গানের যথার্থ প্রয়োগাভিজ্ঞ, সেই জন্যই গন্ধর্ব্বলোকের এত প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবান কৃষ্ণ লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই গান মর্ত্ত লোকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান যাদবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। যাদবগণ কোন বিশেষ উৎসবসময়ে কি বৃদ্ধ কি বালক কি যুব সকলেই এক মিলিত হইয়া এই সঙ্গীত করিতে থাকেন। প্রথমে বালকেরা আরম্ভ করে পশ্চাৎ বৃদ্ধেরা আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়া উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। যাদবগণ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং অসামান্য বীরধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাঁরা স্বকীয় বংশমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া সকলের প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। ইহারা কেবলমাত্র প্রীতিকে অগ্রে করিয়াই সকলের সহিত সৌহার্দ্দ করিতেন, বয়োজ্যষ্ঠ বা কনিষ্ঠ বলিয়া কিছুমাত্র প্রভেদ জ্ঞান করিতেন না, ছালিক্য সঙ্গীত শেষ হইলে যাদবগণ পুত্রাদির সহিত সভা হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অপ্সরোগণও হৃষ্টান্তঃকরণে কংসসূদনকে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিল।

১৪৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! যদুবংশীয়গণ এইরূপে ক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন, এদিকে অতি দুর্দ্ধর্ষ দেবশত্রু নিকুম্ভ নামক দুর্ব্বুদ্ধি দানব অবসর বুঝিয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন ভানুতনয়া ভানুমতীকে হরণ করিল। কিছুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্ন এই দুরাত্মা দানবপতির ভ্রাতৃকন্যা প্রভাবতীকে হরণ করেন এবং উহার ভ্রাতা বজ্রনাভকেও নিহত করিয়াছিলেন, সেই বিষম শত্রুতা দুরাত্মা দানবের হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরুক ছিল, এক্ষণে তাহারই প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মায়াবলে যদুনারীগণকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদেরই সমক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে ভানুমতীকে হরণ করিল। এই ছিদ্রানুসন্ধায়ী দানবাধম নিকুম্ভ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ভানুর দুরাক্রম্য উপবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল, অবসর প্রাপ্তিমাত্র ভানুমতীকে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। তখন অপহৃতা ভানুমতী চীৎকার ধ্বনিতে রোদন করিয়া উঠিলে নারী পুরমধ্যে সহসা ঘোর আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। ভানুর অন্তঃপুর মধ্যে সহসা এইরূপ আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল শ্রবণমাত্র মহাবীর বসুদেব ও আহুক কবচ পরিধানপূর্ব্বক সত্বরগমনে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা দৈত্যপতিকে দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেই বেশেই কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। শত্রুবিনাশন কৃষ্ণও সেই ঘোর অবমাননা শ্রবণ করিবামাত্র অর্জ্জুনকে সহচর করিয়া সর্প কুলনাশন গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যাত্রা কালে 'বৎস! তুমি রথারোহণে আমাদের অনুসরণ কর' প্রদ্যুম্নকে এইরূপ আদেশ করিয়া গরুড়কে কহিলেন তুমি শীঘ্র গমন কর।

এদিকে রণদুর্জ্জয় দৈত্যপতি যৎকালে বজ্র নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময়ে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাহার সম্মুখীন হইলেন। মহাতেজা মায়াবীদিগের অগ্রগণ্য প্রদ্যুম্নও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকুম্ভকে দেখিবামাত্র আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, দেবতুল্য বীর্য্যশালী নিকুম্ভ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কতকগুলি কণ্টকাকীর্ণ গুরু গদা গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বামহস্তে কন্যা ভানুমতীকে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গদা প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন সেই বিষম শত্রুকে তৎক্ষণাৎ নিপাত করিতে পারিতেন, কিন্তু কি জানি কন্যার শরীর আহত হয় এই শঙ্কায় তাহাকে গুরুতর আঘাত করিতে পারিলেন না। ইহারা সকলেই কন্যার উপর করুণাপরবশ হইয়া কেবল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেবল অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী রণকুশল অর্জ্জুন সর্প উষ্ট্রকে বেষ্টন করিয়া আক্রমন করিলে যেরূপে সর্প বিনাশ করিতে হয় সেই বিধি অবলম্বন করিয়া বিতস্তিপ্রমাণ বাণ সমুদায় অসুরগাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ নিক্ষিপ্ত বাণ সমুদায় অর্জ্জুনের শিক্ষাবলে কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দৈত্যপতির গাত্রেই বিদ্ধ হইতে লাগিল। তখন মহাসুর নিকুম্ভও আসুরীমায়া অবলম্বন করিয়া তথা হইতে কন্যা লইয়া অন্তর্হিত হইল। এই মায়া

আর কেহই অবগত ছিলেন না। কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন ইহাঁরা তিন জনেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দুরাত্মা নিকুম্ভ শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিল। অর্জ্জুন কন্যাকে রক্ষা করিয়া সেই শুকশরীরেই মর্ম্মভেদী বিতস্তিপ্রমাণ বাণ সমুদায় অতি বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দুরাত্মা দৈত্যপতি এইরূপে সপ্ত দ্বীপ নিখিল পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিল। অরিমর্দ্দন কৃষ্ণ বীর অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাসুর নিকুম্ভ যেমন গোকর্ণ লঙ্ঘন করিবে, অমনি উহার শীর্ষদেশ হইতে চেলগঙ্গার পুলিনদেশে কন্যার সহিত পতিত হইল। হে মহারাজ! এই গোকর্ণ মহাদেবের তেজোযুক্ত, কি দেব, কি অসুর, কি তপোধন মহর্ষিগণ কেহই ইহাকে লঙ্ঘন করেন না।

হে ভরতসত্তম! এই সময়ে রণদুর্জ্জয় মহাল পরাক্রান্ত রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন অবসুর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ ভানুমতীকন্যাকে উদ্ধার করিলেন। এদিকে কৃষ্ণার্জ্জুনও অতি ঘোর নিশিত বাণ সমুদায় বর্ষণ করিয়া তাহাকে জরীভূত করিলেন। এইরূপে গুরুতর প্রহারে ব্যথিত হইয়া মহাসুর নিকুম্ভ উত্তর গোকর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিল। গরুধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর নিকুম্ভ জ্ঞাতিনিবাস ঘটুপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। মহামতি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তখন তাহার দ্বার অবরোধ করিয়া সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে কন্যা লইয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন; কন্যাকে স্বপুরে রাখিয়া পুনরায় দানবাকীর্ণ ষট্পুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন ইহারা তিন জনেই দৈত্যসংহারে কৃতসংকল্প হইয়া তথায় অবহিতচিতে অবস্থান করিয়া রহিলেন।

হে নরপতে! অনতিবিলম্বেই সেই ভীম পরাক্রম অতি দুর্দ্ধর্ষ মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যরাজ নিকুম্ভ যুদ্ধ করিবার মানসে সজ্জিত হইয়া পুর হইতে নির্গত হইল। নির্গত হইবামাত্র রণ বিশারদ অর্জ্জুন গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বাণবর্ষণে তাহার আগমনপথ একবারে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নিকুম্ভ ঐ সমস্ত নিক্ষিপ্ত শর অপসারিত করিয়া অতিবেগে অর্জ্জুনের মস্তকে বহু কীলকাকীর্ণ এক গুরুতর গদা প্রহার করিল। সেই প্রহারেই অর্জ্জুন রুধির বমন করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর সেই মায়াবী গর্ব্বিত নিকুম্ভ অতি দর্পভরে হাসিতে হাসিতে আসিয়া প্রদ্যুম্নের মস্তকেও সেইরূপে গদা প্রহার করিল, সেই সময়ে প্রদ্যুম্ন অন্যদিকে মুখ বিবর্ত্তন করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন; সহসা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উভয়েই গুরুতর প্রহারে মূর্চ্ছিত হইলেন দেখিয়া ভগবান গোবিন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া কৌমদকী গদা উত্তোলনপূর্ব্বক নিকুম্ভের দিকে ধাবিত হইলেন। উভয়েই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ উভয়েই অসামান্য বীর; উভয়েই ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত যুদ্ধ দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন, তদ্দর্শনে শত্রুতাপন হৃষীকেশ দেবগণের প্রিয়কামনা করিয়া বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ কৌশল সন্দর্শনপূর্ব্বক নিকুম্ভকে সংহার করিতে মানস করিলেন। অবিলম্বেই তাই সম্পাদিত হইল। মহাবাহু সমরপণ্ডিত কেশব কৌমদকী ঘূর্ণন

করিতে করিতে অপূর্ব্ব বিচিত্র মণ্ডল সমুদায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহাসুর নিকুম্ভও শিক্ষাকৌশলে বহু কীলকাবৃত গুরু গদা ঘূর্ণন করিয়া বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাঁহারা উভয়েই মহাবৃষভের ন্যায় গর্জ্জন, মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃংহিত এবং ক্রুদ্ধ শালাবৃকের ন্যায় পরস্পর তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাসুর নিকুম্ভ ঘোর সিংহনাদ করিয়া সুস্পষ্ট অষ্ট ঘণ্টাম্বর সংযুক্ত এক ভীষণ গদাপাতে কৃষ্ণের মস্তকে প্রহার করিল। কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ মহাগদা ঘূর্ণন করিয়া নিকুম্ভের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু জগদগুরু কৃষ্ণ নিকুম্ভের গদা প্রহারে বিকলচিত্ত হইয়া ক্ষণকাল গদা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরক্ষণে আর ঐ অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে সমস্ত জগৎ হাহাকার করিয়া উঠিল। মহাত্মা নরদেব বাসুদেব তাদৃশী অবস্থায় পতিত হইলেন দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতমিশ্রিত আকাশগঙ্গার শীতল সুগন্ধিজল তাঁহার শরীরে স্বয়ং অভিষেক করিতে লাগিলেন। হে ভরতনন্দন! ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই এই অবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। নতুবা সমরক্ষেত্রে হরিকে মূর্চ্ছিত করিতে পারে এরূপ লোক জগতে কে আছে?

অনন্তর মূর্চ্ছাবসানে রিপুনাশন কৃষ্ণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চক্র উদ্যত করিয়া নিকুম্ভকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! এইবারে তুই আমার এই অস্ত্রবল প্রতিরোধ কর্। দুরন্ত অসুর মায়াপ্রদর্শনে বিলক্ষণ পারদর্শী; সে তখন সেই শরীর পরিত্যাগ করিয়া মায়াবলে উর্দ্ধে উত্থিত হইল। জনার্দ্দন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তিনি মনে করিলেন, নিকুম্ভ মূর্চ্ছিত হইয়াছে সুতরাং তিনি বীরধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া উহার মূর্চ্ছাপনয়ন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রদ্যুম্ন ও কুন্তীতনয় অর্জ্জুন উভয়ে লব্ধসংজ্ঞ হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা উভয়েই নিকুম্ভসংহারে কৃতসংকল্প হইয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলে মায়াতত্ত্ববিৎ প্রদ্যুম্ন নিকুম্ভের মায়া বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, পিতঃ! দুর্ম্মতি নিকুম্ভ এখানে নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রদ্যুম্ন এই কথা বলিবামাত্র কৃষ্ণ সম্মুখবর্ত্তী অসুরদেহ তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ড করিয়া দিলেন এবং অর্জ্জুনের সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। কি পৃথিবীতল কি আকাশ সর্ব্বত্র সহস্র সহস্র নিকুম্ভ, সহস্র সহস্র কৃষ্ণ, সহস্র সহস্র অর্জ্জুন এবং সহস্র সহস্র প্রদ্যুম্ন আবির্ভূত হইয়াছে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অসংখ্য নিকুম্ভ আসিয়া কেহ অর্জ্জুনের ধনু, কেহ কেহ অর্জ্জুনের শর, কেহ কেহ উহার হস্ত, কেহ উহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া একবারে আকাশপথে উত্থিত হইল। তৎকালে এইরূপে আক্রান্ত হইয়া কোটি কোটি অর্জ্জুন লক্ষিত হইতে লাগিল, সুতরাং কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুনের ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না। অনন্তর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতনয় অর্জ্জুন ভিন্ন ঐ সমুদায় নিকুম্ভ দেহ দুই দুই খণ্ডে দ্বিখণ্ড করিলেন। দুই ভাগে ছিন্ন হইয়া প্রত্যেক নিকুম্ভই আবার দুই দুই নিকুম্ভ হইয়া উঠিল। তখন ভগভান কৃষ্ণের দিব্যজ্ঞান আবির্ভূত হইলে, তিনি উহার সমস্ত মায়া উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইলেন এবং অবিলম্বেই সমস্ত মায়ার সৃষ্টিকর্ত্তা ও অর্জ্জুনাপহারক প্রকৃত নিকুম্ভকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র অসুরনাশন মধুসূদন সর্ব্বজন সমক্ষে শাণিত চক্রধার দ্বারা দুরাত্মার শিরচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মস্তক ছিন্ন হইলেই দুরাত্মা মহাসুর অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল।

এদিকে মহারথ পার্থও নভোমণ্ডল হইতে পতিত ছিলেন দেখিয়া কৃষ্ণের আদেশানুসারে প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আকাশপথেই ধারণ করিলেন। নিকুম্ভ ভূমিতলে পতিত হইলে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নারদকে বন্দনা করিলেন। মহাত্মা নারদ তৎকালে যদুকুলোৎপন্ন ভানুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভানো! যাদবনন্দন! তোমার কন্যা অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া হৃদয়ে ক্ষোভ করিবে না। তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার দুহিতা ভানুমতী একদা রৈবতোদ্যানে বাল্যক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া মহামুনি দুর্ব্বাসার ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিল। মহর্ষি রোষপরবশ হইয়া তোমার দুহিতাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, এই কন্যা নিতান্ত দুর্ব্বিনীত, অতএব ইহাকে শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে হইবে। অতঃপর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি ঋষিগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষির কোপ শান্তি করিতে চেষ্টা করি। আমরা সকলেই বিবিধ অনুনয় করিয়া তাহাকে কহিলাম, হে মুনে! এই কন্যা নিতান্ত বালিকা, বালক বালিকাদিগের প্রকৃতিই স্বভাবতঃ চঞ্চল। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য। অতএব আপনার মত ব্যক্তির এরূপ বালিকার প্রতি কোপ প্রদর্শন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের অনুরোধে আপনাকে এই নিরপরাধা বালিকার শাপমোচন করিতে হইতেছে। আমরা এইরূপে বিজ্ঞাপন করিলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা দয়াপরবশ হইয়া অধোমুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কন্যা অবশ্যই শত্রুহস্তে পতিত হইবে। তবে আমি বলিতেছি তদ্দ্বারা উহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। প্রত্যুত এই কন্যা ভবিষ্যতে অনুরূপ পতি লাভ করিয়া বহু পুত্রা ধনবতী ও সৌভাগ্যশালিনী হইবে এবং উহার গাত্র হইতে নিরন্তর সুগন্ধ নির্গত হইবে। তখন কুমারী এ শোক একবারেই বিস্মৃত হইতে পারিবে। অতএব হে বীর! তোমার এ কন্যা ধার্ম্মিকবর বীর্য্যশালী শ্রদ্ধাবান পাণ্ডুতনয় সহদেবকে প্রদান কর। অনন্তর মহামতি ভানু মহর্ষি নারদের বচনানুসারে স্বীয় কন্যা ভানুমতীকে সহদেব হস্তে সম্প্রদান করিলেন। কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে কোন দূত সহদেব সন্নিধানে প্রেরিত হইয়া ছিল, তদনুসারে সহদেব দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া ভার্য্যাসহ পুরে প্রস্থান করেন।

যিনি এই কৃষ্ণবিজয়বার্ত্তা শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করেন, সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার বিজয়লাভ হইয়া থাকে।

১৪৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! আমি আপনার নিকট ভানুমতীর হরণবৃত্তান্ত, কেশবের বিজয়, দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে ছালিক্যানয়ন, অমিততেজা বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সাগরক্রীড়া এই সমুদায় পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিলাম। কিন্তু হে ধার্ম্মিকর! আপনি নিকুম্ভবধ কীর্ত্তন কালে যে বজ্রনাভ বধের কথা উল্লেখ করিলেন, এক্ষণে উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, অতএব প্রসন্নহৃদয়ে আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলধুরন্ধর! আমি আপনার নিকটে বজ্রনাভবধবৃত্তান্ত এবং কামদেব ও শাম্বের জয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে নরপতে! সুমেরু পর্ব্বতের শিখর দেশে বজ্রনাভ নামে বিখ্যাত মহাসুর বহুকাল তপস্যা করে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করেন। তখন দানবশ্রেষ্ঠ বজ্রনাভ কহিল, হে দেব! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর প্রদান করুন 'যেন আমি সমস্ত দেবগণের অবধ্য হই। আর বজ্রপুর নামক এমন একটি পরম সুন্দর পুরী প্রদান করুন, যেন উহা সর্ব্ব রত্নের আকর হয় এবং ইচ্ছা করিলে বায়ুও যেন উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তুরও সর্ব্বদা সম্ভাব থাকে, আর শত শত শাখানগর ও উদ্যানও যেন উহার চতুর্দ্দিকে সংসৃষ্ট হয়।' ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, তাহার বরপ্রসাদে দৈত্যপতির সমস্ত প্রার্থনানুরূপ হইয়া উঠিল। মহাসুর বজ্রনাভ তখন বজ্রনগরে বাস করিতে লাগিল। দেব শত্রু কোটি কোটি অসুরগণ সেই বরলব্ধ বজ্রাসুরের অনুজীবী হইয়া হৃষ্টপুষ্ট কলেবরে ব্রজপুরে, রমণীয় প্রধান প্রধান শাখানগরে ও উদ্যানে বাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে দুষ্টমতি বজ্রনাভ বরলাভে দর্পিত হইয়া সমস্ত জগৎ উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কি স্বনগর কি অন্য নগর কোথাও আর অত্যাচারের সীমা রহিল না। রাজন! একদা বজ্রনাভ দেবালয় স্বর্গধামে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে কহিল, হে পাকশাসন! আমি ত্রিলোক শাসন করিতে অভিলাষ করিয়াছি, অতএব আমাকে সেই ত্রিলোকের প্রভুত্ব প্রদান কর অথবা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই সমস্ত জগৎ মহাত্মা কশ্যপের সুতরাং আমাদের উভয়েরই সাধারণ।

রাজন! তখন দেবরাজ বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া বজ্রনাভকে কহিলেন, সৌম্য! আমাদের পিতা মহামুনি কশ্যপ যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত আছেন, যজ্ঞ শেষ হইলে যাহা ন্যায্য হয় তাহা তিনিই করিবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া দানব পিতা কশ্যপ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমুদায় নিবেদন করিল। কশ্যপ কহিলেন, বৎস! এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যাহা যোগ্য হয় আমি করিব। পুত্র! তুমি এক্ষণে প্রশান্তভাবে বজ্রপুরেই বসতি কর। এই কথা শুনিয়া ব্রজনাভ স্বনগরে গমন করিল।

এদিকে দেবপতি মহেন্দ্রও বহুদ্বারশোভিত দ্বারাবতীতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবকে নির্জ্জনে বজ্রনাভবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে জনার্দ্দন কহিলেন, দেব! সম্প্রতি পিতা বসুদেব অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিত হইলে আমি বজ্রনাভকে সংহার করিব এবং তাহার পুর মধ্যে কিরূপে প্রবেশ করিতে পারা যায় তাহারও উপায় অনুধ্যান করিব। আমি শুনিয়াছি দানবপতি ইচ্ছা না করিলে তথায় বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে না। অনন্তর দেবরাজ মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্বর্গলোকে প্রতি গমন করিলেন।

এদিকে মহাত্মা বসুদেবের যজ্ঞ হইতে লাগিল। যজ্ঞ হইতেছে ঐ সময়ে মহাবীর কৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়েই বজ্রপুর প্রবেশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভদ্র নামে এক নট যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া নাট্যপ্রদর্শন দ্বারা সমাগত মুনিগণকে সন্তুষ্ট করিল। মুনিগণ

পরম প্রীত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। নট বর প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইলে, দেবরাজ ও কৃষ্ণের অনুরোধে সরস্বতী তাহার স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিলেন। তখন সে অশ্বমেধ দর্শনার্থ সমাগত মুনিগণকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে মুনিগণ! আমাকে এই বর প্রদান করুন, সমস্ত বিজাতিগণই যেন আমার সহিত ভোজন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। আমি আকাশগামী হইয়া যেন সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারি। বিশেষতঃ সকলের শুভানুষ্ঠানে আমার মন যেন আসক্ত থাকে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সর্ব্বভূতেরই যেন আমি অবধ্য হই। জীবিতই হউক কিম্বা মৃতই হউক যে কোন বেশে আমি যেন সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারি। জরা কিম্বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত না হইয়া যেন আমি এইরূপ বাদ্যবাদন করিতে পারি এবং মুনিগণ কি অন্য লোক যেন আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। রাজন্! ব্রাহ্মণগণ এইরূপ প্রার্থনায় সম্মত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া বরপ্রদান করিলেন। তখন সে নটশ্রেষ্ঠ ভদ্র বরপ্রসাদে অমরের ন্যায় সপ্তদ্বীপ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। কখন দানবপুর, কখন উত্তরকুরু, কখন ভদ্রাশ্ব প্রদেশ, কখন কেতুমাল, কখন বা কালাম্র দ্বীপ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পর্ব্বদিবসে যাদবপরিবৃত দ্বারকায় আগমন করিত।

অনন্তর ভগবান সুরনাথ ইন্দ্র স্বর্গনিবাসী হংসগণকে আহ্বান করিয়া মধুরবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হংসগণ! তোমরাও মহর্ষি কশ্যপের সন্তান দেবপক্ষী, সুতরাং তোমরা আমাদের ভ্রাতা। দেবগণের সুকৃতিবলে তোমরা তাহাদের বিমানবাহী হইয়াছ। সম্প্রতি দেবকার্য্য উপস্থিত, দেবগণকে ঘোরশক্রু নিপাত করিতে হইবে অতএব তোমরা আমাদের সহায় হইয়া তৎকার্য্য সম্পাদন কর। আর আমি তোমাদের সহিত যে সকল পরামর্শ বা মন্ত্রণা করিব কদাচ উহা প্রকাশ করিবে না। দেবতাজ্ঞা প্রতিপালন করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যপকার আছে। হে হংসশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, অতএব তোমরা এক্ষণে বজ্রনাভ নামক দৈত্যের অন্তঃপুরদীর্ঘিকায় প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ কর। তথায় সাক্ষাৎ চন্দ্রপ্রভার ন্যায় প্রভাবতী নামে বজ্রনাভের এক দুহিতা আছে। প্রভাবতী ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নস্বরূপ। শুনিয়াছি প্রভাবতীর মাতা মহাদেবী পার্ব্বতীর বরপ্রসাদে ঐ কন্যালাভ করিয়াছে। ঐ কন্যা বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক স্বয়ম্বরার্থ আদিষ্ট হইয়াছে। এখন সে স্বেচ্ছানুসারে পতিকে বরণ করিবে। অতএব তোমরা তথায় থাকিয়া প্রভাবতীর নিকট মহাত্মা প্রদ্যুম্নের গুণ বর্ণনা কর। এরূপে ইহার রূপ, গুণ, কুল, শীল ও বয়সের প্রশংসা করিবে যে তদ্দ্বারা যেন দৈত্যকুমারীর মন আকৃষ্ট হয়। যখন কুমারী প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবে। তখন তোমারা অতি সাবধানে এই সংবাদ প্রদ্যুম্নকেও জানাইবে। প্রদ্যুম্নের অনুরাগও আবার প্রভাবতীকে জ্ঞাত করাইবে। ফলতঃ যখন যেরূপ আবশ্যক হয় স্বীয় বুদ্ধিবলে সেইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া আমাদের হিতানুষ্ঠানার্থ সকল কার্য্য সমাধা করিবে। বজ্রপুরে অবস্থানকালে তোমাদের মুখমণ্ডল ও নেত্র যেন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। আর যখন যেরূপ ঘটনা হয় প্রতি দিনই তৎসমুদায় আমাকে এবং দ্বারবতী নগরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকে জানাইবে। যে কাল পর্য্যন্ত অতি প্রভাবশালী মহাত্মা প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভতনয়া রূপলাবণ্যবতী প্রভাবতীকে হরণ না করেন তৎকাল পর্য্যন্ত বিশেষ যত্নবান্ হইয়া তোমরা তথায় অবস্থান করিবে। তত্রত্য

অসুরগণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দেবলোকের অবধ্য ও দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবপুত্র প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদবগণ যুদ্ধে তাহাদিগকে সংহার করিবেন। ভদ্র নামক নটও বরপ্রসাদে সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, ব্রজনাভবিনাশন যাদবগণ তাহারই বেশ ধারণ করিয়া বজ্রপুরে প্রবেশ করিবেন। অতএব আমি যাহা যাহা বলিলাম আর তোমরা স্বয়ং যাহা ভাল বিবেচনা কর, সময় উপস্থিত হইলে আমাদিগের হিতকামনা করিয়া তৎসমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। হে হংসগণ! তোমরা জানিবে যে বজ্রনাভের ইচ্ছা ব্যতীত দেবগণও তথায় কোন রূপে প্রবেশ করিতে পারেন না।

১৫০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হংসগণ বাসবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রপুরে প্রস্থান করিল। এই নগর তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত, মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করাও তাহাদের অভ্যাস ছিল। ঐ সমুদায় পক্ষী বজ্রপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কাঞ্চনময় অতি সুখস্পর্শ পদ্মোৎপলাকীর্ণ রমণীয় দীর্ঘিকা সকলে পতিত হইল। তাহারা পূর্ব্বেও ঐ সমুদায় দীর্ঘিকায় গমন করিত কিন্তু সম্প্রতি তাহারা তথায় গমন করিয়া মধুরসংস্কৃত বাক্যে আনন্দিত মনে পরস্পর আলাপ করিয়া সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিল। এই সকল হংসকুল একতঃ স্বর্গনিবাসী, স্বভাবতই মধুরভাষী, তাহাতে আবার সুস্পষ্ট মধুরস্বরে পরস্পর কথোপকথন করিয়া অন্তঃপুর দীর্ঘিকায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের উপর বজ্রনাভের প্রীতিসঞ্চার হইল। তখন দৈত্যপতি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, হংসগণ! তোমরা মধুরভাষী; স্বর্গেই তোমরা নিয়ত বিহার করিয়া থাক তথাপি আমার গৃহে কোন উৎসব উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলেই তোমরা এখানে আগমন করিবে। ইহা তোমাদের গৃহ, তোমরা স্বর্গ নিবাসী হইলেও নির্ভয়ে বিশ্রব্ধ হৃদয়ে এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে। দানবপতি এই কথা বলিলে তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রজনাভের পুর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সকলের সহিত পরিচয় করিতে আরম্ভ করিল এবং মনুষ্যবাক্যে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ দানবকুমারীগণ তাহাদের বিবিধ সঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর একদা সুচারুহাসিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বজ্রনাভদুহিতা প্রভাবতী একাকিনী বিচরণ করিতেছে দেখিয়া হংসগণ তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত হংসগণের বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। অবশেষে শুচিমুখী নাম্নী হংসীর সহিত তাহার সখিতা জন্মিল। একদা শুচিমুখী রাজনন্দিনী প্রভাবতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া মধুরবাক্যে নানাপ্রকার উপাখ্যানের অবতারণা ও বিবিধ মনোহর গল্প করিয়া তাহার বিশ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, সখি! প্রভাবতি! আমি তোমাকে কি রূপ কি গুণ, কি সাধুশীলতা সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ত্রৈলোক্যসুন্দরী বলিয়া বিবেচনা করি, হে দেবি! সেই জন্যই অদ্য আমি তোমাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেছি। হে ভীরু! হে চারুহাসিনি। তোমার যৌবনকাল অতিক্রান্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। যৌবন একবার অতিক্রান্ত হইলে সলিলবেগের ন্যায় আর কদাচ ফিরিয়া আসিবে না। হে দেবি! হে কল্যাণি! আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, স্ত্রীলোকদিগের কামোপভোগ তুল্য প্রীতিকর বিষয় আর কিছুই নাই। হে সর্ব্বাঙ্গশোভনে! তোমার পিতা তোমাকে স্বয়ম্বরার্থ আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি কি দেবতা, কি অসুরকুলোৎপন্ন কাহাকেই অদ্যাপি পতিত্বে বরণ করিতেছ না। হে সুশ্রোণি! তোমার কুলের উপযুক্ত কত কত রূপবান গুণবান্ শৌর্য্যশালী পাত্র আসিয়া তোমার মনোমত না হওয়াতে লজ্জিত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। যাহারা আগমন করিয়াছিলেন, তুমি তাহাদের মধ্যে কাহাকেই কি কুল কি রূপে তোমার যোগ্য বর বলিয়া বিবেচনা কর নাই। রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নই বা এখানে কি জন্য আসিবেন? হে চারুসর্ব্বাঙ্গি!

এই ত্রিলোক মধ্যে যাহার রূপ কুল গুণ ও শৌর্য্য বীর্য্যের তুলনা আর নাই। সেই ধর্ম্মাত্মা প্রদ্যুম্ন দেবগণের দেবতা, দানবদিগের দানব এবং মানুষদিগের মধ্যে মহা বল মনুষ্য। দেবি! তাহাকে দর্শন করিলেই ধেনুগণের আপীনের ন্যায় ও স্রোতস্বতীর স্রোতের ন্যায় স্ত্রীলোকমাত্রেরই জঘন স্থল গলিত হইতে থাকে। আমি তাঁহার মুখের সহিত পূর্ণচন্দ্রের, নয়নের সহিত পদ্মপলাশের, গতির সহিত মৃগেন্দ্রের গতির তুলনায় সাহস করিতে পারিলাম না। সর্ব্বশক্তিমান বিষ্ণু সর্ব্বজগতের সার আকর্ষণ করিয়া অনঙ্গকে অঙ্গ প্রদানপূর্ব্বক স্বকীয় পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যিনি বাল্যকালে পাপাত্মা শম্বরাসুরকে সংহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার মায়া লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার শীলতার কিঞ্চন্মাত্রও ব্যতিক্রম হয় নাই। ফলতঃ যে যে গুণ তুমি মনে মনে কল্পনা করিয়া থাক, যাহা সর্ব্ব জগতের স্পৃহণীয়, এই প্রদ্যুম্নে তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে। ইনি কান্তিতে হুতাশনতুল্য, ক্ষমাতে পৃথিবীর সমান, তেজে সূর্য্য সদৃশ ও গাম্ভীর্য্যে হ্রদোপম।

তখন প্রভাবতী শুচিমুখীকে কহিল, সুন্দরি! আমি পিতা ও ধীমান্ নারদের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, ভগবান্ বিষ্ণু মানুষলোকে অবতীর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু তিনি না কি দৈত্যদিগের পরম শত্রু, সেই জন্য তাঁহার সম্বন্ধ অবশ্য পরিত্যজ্য। তিনি প্রদীপ্ত চক্র, শার্ঙ্গধনু ও ভীষণ গদা দ্বারা দৈত্যকুল একবারে দগ্ধ করিয়া দিয়াছেন। শাখানগর অথবা দেশমধ্যে যে সকল অসুর বাস করিতেছেন, তাহাদের হিতের নিমিত্ত দানবনাথ এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন। হে শুচিস্মিতে! স্ত্রীলোক মাত্রেরই অভিলাষ এই যে, পিতৃকুল অপেক্ষা পতিকুল শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব যদি তাহার এখানে আসিবার কোন উপায় হয় তবে আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হইব এবং কুলও পবিত্র হয়। হে মধুরবাদিনি! বৃষ্ণিবংশাবতংস প্রদ্যুম্ন যাহাতে আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব হইতে পারেন, তাহার উপায় কি আছে আমায় বল। ভগবান হরি যে দৈত্যকুলের অত্যন্ত বৈরী ও বিষম শঙ্কার আস্পদ; এ কথা আমি বৃদ্ধা অসুর কামিনীদিগের মুখে শুনিয়াছি। মহাত্মা পদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত এবং তিনি যে মহাবল কালান্তকোপ শম্বর দৈত্যকে সংহার করিয়াছেন তাহাও আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। হে সাধুশীলে! তথাপি প্রদ্যুম্ন আমার হৃদয়ে নিরন্তর বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সমাগমের কোন উপায়ই দেখিতে পাই না। সখি! আমি তোমার নিতান্ত দাসী আমি তোমাকে দূতী করিয়া পাঠাইতে অভিলাষ করি, তুমি বিদুষী, বল কি উপায়ে তাহার সহিত আমার মিলন হইতে পারে?

তখন শুচিমুখী সহাস্যবদনে প্রভাবতীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, হে চারুহাসিনি! আমি তোমার দূতী হইয়া তথায় গমন করিতেছি, আর তোমার এই উদার ভক্তিও আমি তাহাকে জানাইব এবং যাহাতে তিনি তোমার নিকট আগমন করেন, তাহাও করিব। তুমি সাক্ষাৎ কামেরই কামিনী হইয়া সফল মনোরথ হইবে ইহা আমি সত্য করিয়া বলিলাম পরে ইহা স্মরণ করিও। হে আয়তলোচনে! সম্প্রতি তুমি তোমার পিতার নিকটে বল যে, আমি নানা প্রকার মনোহর গল্প করিতে পারি এবং নানা দিগ্‌দেশীয় লোকের চরিতও অবগত আছি, তাহা হইলেই তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কিঞ্চিৎ মমতা প্রদর্শন করিলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।

হংসী কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া প্রভাবতী পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং হংসী যেরূপ আদেশ করিয়াছিল প্রভাবতী অবিকল তাহাই বলিল। অনন্তর দানবেন্দ্র হংসীকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুচিমুখি! আমি প্রভাবতীর নিকটে শুনিয়াছি তুমি না কি নানাপ্রকার গল্প করিতে পার? অয়ি অনিন্দিতে! বল দেখি এই জগতের মধ্যে তুমি কোথায় কি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছ? সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক যাহা কেহ কখন দেখিতে পায় নাই এমন কোন আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে পাইয়াছ কি ?

হে নরপতে! তখন পক্ষিণী, মহাদ্যুতি দৈত্যে কে সম্বোধন করিয়া কহিল, দানবরাজ! শ্রবণ করুন। আমি সুমেরু পার্শ্বে শাণ্ডিলী নামে এক সাধুশীলাকে সন্দর্শন করিয়াছি, তাঁহার কর্ম্ম সমুদয় অতি আশ্চর্য্য এবং মনও তাঁহার উদার। তথায় কৌশল্যা নাম্নী এক মনস্বিনী বাস করেন, ইনি শাণ্ডিলী হইতেও শ্রেষ্ঠ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর কার্য্যেই ইনি সর্ব্বথা দীক্ষিত হইয়া রহিয়াছেন। শৈলপুত্রী পার্ব্বতী ইহার প্রিয়সখী। এতদ্ভিন্ন আর এক নটকে দেখিয়াছি, তিনি মুনিদত্ত বর প্রভাবে ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। তাহার নৃত্যাভিনয় সন্দর্শনে সন্তুষ্ট না হয় এমন লোক ত্রিজগতে নাই। তিনি কখন উত্তরকুরুপ্রদেশ কখন কালাম্রদ্বীপে, কখন ভদ্রাশ্ব, কখন কেতুমান প্রভৃতি নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্ব যে সকল বিবিধ গান ও নৃত্য করিয়া থাকেন তৎসমুদায়ই তাহার পরিজ্ঞাত আছে। তাঁহার নৃত্য সন্দর্শন করিয়া দেবগণ মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

বজ্রনাভ কহিল, হংসি! আমি অল্পদিন হইল একথা সিদ্ধচারণদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। অয়ি পক্ষিনন্দিনি! তাহাকে দেখিবার জন্য আমার বিলক্ষণ কৌতূহলও আছে কিন্তু সে লব্ধবর হইলেও নট ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং কিরূপে তাহার তোষামোদ করিব?

হংসী কহিল, হে দৈত্যেন্দ্র! সেই নট সপ্তদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও গুণবান্ লোকের কথা শুনিতে পাইলেই তিনি তথায় আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকেন। হে বীর! যদি আপনার গুণগ্রামের বার্ত্তা তাঁহার কোনরূপে কর্ণগোচর হয় তাহা হইলেই আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে নট আপনার পুরীতে আগমন করিয়াছেন।

ব্রজনাভ কহিল, হংসি! তবে তুমিই যাহাতে সেই নট আমার রাজ্যে আগমন করে তাহার উপায় বিধান কর। তোমার মঙ্গল হউক, এখনই তথায় গমন কর। এই কথা বলিয়া বজ্রনাভ হংসগণকে বিদায় দিলেন। হংসগণও তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাত্মা কৃষ্ণকে জানাইল। তখন ভগবান কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে আহ্বান করিয়া প্রভাবতীর সহিত মিলন ও ব্রজানাভের বধসাধন এই উভয় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর দৈবী মায়া আশ্রয় করিয়া হরি যাদবগণকে নটবেশে প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে প্রদ্যুম্ন নায়ক, শাম্ব বিদূষক, বীরগদ পারিপার্শ্বিক এবং অন্যান্য যাদবদিগকে নৃত্য ও বাদ্যকরী বারবিলাসিনী করিয়া সাজাইলেন। এইরূপে ভদ্র ও ভদ্রের সহচরবেশধারী মহারথ যাদবগণ দেবকার্য্য সাধনার্থ প্রদ্যুম্ন নির্ম্মিত রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকা হইতে যাত্রা করিলেন। হে মহারাজ! এই সকল যাদবদিগের মধ্যে যিনি যাহার বেশ ধারণ করিলেন তিনি তাহার সমস্ত গুণও অধিকার করিলেন। পুরুষ বেশধারী পুরুষের,

স্ত্রীবেশধারী স্ত্রীর রূপ স্বর প্রভৃতি সমস্ত লাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বজ্রনগরের অনতিদূরে স্বপুর নামক দানবাকীর্ণ একটি শাখানগরে উপস্থিত হইলেন।

১৫১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! স্বপুরবাসী দৈত্যগণ পূর্ব্বেই এই নটের বিষয় অবগত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহাকে পাইয়া অভিনয় দর্শন মানসে নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর তাহারা নটের অভ্যর্থনার নিমিত পরমাহ্লাদ সহকারে তাহাকে ভূরি ভূরি রত্নরাশি প্রদান করিল। বরপ্রাপ্ত নটও তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ প্রথমতঃ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে উপনগরবাসী দানবদিগের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বন করিয়া নাটকাভিনয় আরম্ভ হইল। রাবণবধকামনায় অপ্রমেয় বিষ্ণুর জন্মগ্রহণ, গণিকাদিগের সাহায্যে মহারাজ দশরথ ও লোমপাদ কর্ত্তৃক মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের ও শান্তার আনয়ন সুন্দররূপে অভিনীত হইল। অভিনয় প্রদর্শনার্থ নটগণ কেহ রাম কেহ লক্ষণ কেহ ভরত কেহ শত্রুঘ্ন কেহ ঋষ্যশৃঙ্গ কেহ শান্তার রূপ ধারণ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে তৎকালজীবী বৃদ্ধ দানবগণ বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিল, 'কি আশ্চর্য্য! ইহাদের রূপ প্রকৃত বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মিয়া দিতেছে। ফলতঃ নটগণের নেপথ্য-পরিপাটি, অভিনয়, প্রস্তাবনা, স্মৃতিশক্তি ও প্রবেশ দর্শন করিয়া দানবগণ একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। আনন্দভরে তন্ময়তা ও বিস্ময়বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। নাট্যবিশেষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বস্ত্র, কণ্ঠী, বলয় ও বৈদূর্য্যমণি ভূষিত মনোহর হার প্রদান করিতে লাগিল। নটগণ প্রভূত অর্থপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া অসুর ও মুনিগণের নামগোত্র উল্লেখ করিয়া ছন্দোবন্ধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিল। তখন শাখানগরবাসী দৈত্যগণ এই দিব্যরূপ নটের আগমনবার্ত্তা ব্রজনাভের নিকট প্রেরণ করিল। দৈত্যপতি এই সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক কহিল নটকে বজ্রপুরে আনয়ন কর। এই কথা শ্রবণমাত্র তাহারা নটবেশধারী যাদবগণকে রমণীয় বজ্রপুরে প্রবেশ করাইল। তদনন্তর দানবপতি তাহাদিগের বাসার্দ্ধ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত এক মনোহর গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল এবং তাহাদের অভীপ্সিত ভোজ্য বস্তু শতগুণ করিয়া প্রদান করিল। অনন্তর মহাসুর বজ্রনাভ মহাকাল নামক রুদ্রদেবের উৎসব আরম্ভ করিল। সৈন্যসামন্তগণকে উৎসব দর্শনার্থ আহ্বান করিলে তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নটগণ পথশ্রান্তি দূর করিলে তাহাদিগকে নানাপ্রকার রত্নাদি প্রদানপূর্ব্বক অভিনয় করিতে আদেশ করিল এবং চক্ষুর সম্মুখে যবনিকাদিদ্বারা আবৃত করিয়া তন্মধ্যে অন্তঃপুরিকাগণকে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং জ্ঞাতি বন্ধু সমভিব্যাহারে অভিনয় দর্শনার্থ উপবিষ্ট হইল। ভীষণকর্ম্মা নটবেশধারী যাদবগণও নেপথ্যবিধান সমাধা করিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নাট্যের উদ্যোগ করিলেন। তাঁহারা স্বর সংযোগ করিয়া কাংস্য বেণু মৃদঙ্গ পটহ ও বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। তৎপরে স্ত্রীবেশধারী যাদবগণ মনের প্রীতিকর ও শ্রোত্র সুখাবহ দেবসঙ্গীত ছালিক্যগান করিতে লাগিলেন। অতঃপর নিষাদাদি সপ্তস্বর সমন্বিত গঙ্গাবতরণ নামক সঙ্গীত গ্রাম ও মূর্চ্ছনাযোগে গান করিতে লাগিলেন। সেই তানলয় বিশুদ্ধ পরম সুন্দর

গঙ্গাবতরণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অসুরগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল এবং মধ্যে মধ্যে উল্লম্ফনপূর্ব্বক স্ব স্ব আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। নটবেশধারী প্রদ্যুম্ন, গদ ও বীর্য্যশালী শাম্ব নান্দীবাদন করিতে লাগিলেন। নান্দী সমাপ্ত হইলে রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন অভিনয়ের সহিত গঙ্গাবতরণব্যঞ্জক শ্লোকাবলি সুন্দররূপে পাঠ করিলেন। তাহার পর রম্ভার অভিসারসম্বন্ধীয় নলকূবর নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। পূর রাবণরূপে এবং মনোবতী রাম্ভাবেশে প্রবেশ করিলেন। প্রদ্যুম্ন নলকূবর শাম্ব তাহার বিদূষক হইলেন। যদুনন্দনগণ মায়া আশ্রয় করিয়া কৈলাসেরও অবতারণা করিলেন। নলকূবর ক্রুদ্ধ হইয়া দুরাত্মা রাবণকে যেরূপে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন, যেরূপে রম্ভাকে সান্ত্বনা করা হইয়াছিল, তৎসমুদায় যাদবগণ সুন্দররূপে অভিনয় করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মা নারদের কীর্ত্তিকলাপ অভিনীত হইল। অমিততেজা যাদবগণের এই রূপ নৃত্য গীতাভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অসুরগণ পরমানন্দ লাভ করিল। তখন তাহারা অত্যুৎকৃষ্ট ভূরিমাণ বস্ত্র, রত্ন, আভরণ, বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত ও তরলমণি খচিত হার, বিচিত্র বিমান, আকাশগামী রথ, দিব্য হস্তিসমুৎপন্ন আকাশগামী হস্তী সুখস্পর্শ দিব্য সরসচন্দন, গন্ধ প্রধান গুরু অগুরু, চিন্তামাত্র সর্ব্বকামফলপ্রদ। চিন্তামণি প্রভৃতি নানাপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় পুরস্কার দান করিল। অধিক কি এইরূপ পুরস্কার দানেই তাহাদিগকে নির্দ্ধন করিয়া ফেলিল। দানবপত্নীগণও যাহার যা কিছু ধনরত্ব ছিল তৎসমুদায়ই প্রদান করিল।

এদিকে প্রভাবতীর সখী হংসী প্রভাবতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, সখি! আমি যাদবপালিত রমণীয় দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া ছিলাম। তথায় নির্জ্জনে চারুলোচন প্রদ্যুম্নের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অয়ি শুচিস্মিতে! আমি তোমার অনুরাগের কথাও তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছি। অয়ি কমললোচনে! তিনিও হৃষ্টান্তঃকরণে অনুরাগবশতঃ সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন; অদ্য প্রদোষকালে তোমার নিকট আগমন করিবেন। অতএব অদ্য তোমার প্রিয়সমাগম হইতেছে। হে মানিনি! যদুকুল নন্দনেরা কখন মিথ্যা কহেন না। এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভাবতী আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল এবং হংসীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখি! তুমি ত’ এই স্থানেই বাস করিয়া থাক, অদ্য তোমাকেও আমার আলয়ে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে।

আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া কেশবনন্দনকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আর তুমি এখানে শয়ন করিলে আমি নির্ভয়েও থাকিতে পারিব। হংসী তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিল।

অনন্তর প্রভাবতী হংসীকে সহচরী করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। বিশ্বকর্ম্মা রচিত এই প্রাসাদোপরি প্রিয়সমাগম বাসনা করিয়া তথায় সমাগমোচিত সমস্ত আয়োজন করিল। সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, হংসী প্রভাবতীর নিকট অনুজ্ঞালাভ করিয়া প্রদ্যুম্নকে আনিবার নিমিত্ত গমন করিল। সে বায়ুসম গতিতে প্রদ্যুম্ন সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রভাবতীকে কহিল, হে আয়তলোচনে! রুক্মিণীতনয় কামদেব আগমন করিতেছেন, তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

এদিকে জিতাত্মা ধীমান প্রদ্যুম্ন প্রভাবতীর নিমিত্ত ভ্রমরকুলসমাকুল অতি সুগন্ধ মালা নীত হইতেছে দেখিয়া মধুকররূপে সেই মালামধ্যে বিলীন হইয়া রহিলেন। অনন্তর

মাল্যহারিণীগণ সেই ষটপদাবৃত মাল্য লইয়া প্রভাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মুখে স্থাপন করিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগম হওয়াতে ভ্রমরগণ প্রস্থান করিল। অতঃপর ষট্পদরূপী যদুবীর ভ্রমর সহায় বিহীন হইয়া মন্দ মন্দ গমন করিয়া প্রভাবতীর কর্ণোৎপলে বিলীন হইলেন। এই সময়ে প্রভাবতী হংসীকে কহিল, সখি! অদ্য মনোহর পূর্ণচন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিয়া আমার অঙ্গ সমুদায় দগ্ধ হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। হৃদয়ের উদ্বেগ এত বৃদ্ধি হইতেছে কেন? এ আবার কি ব্যাধি উপস্থিত হইল? বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে। এই শীতরশ্মি নবোদিত পূর্ণনিশাকর উদিত হইলে শুনিতে পাই, এমন কি আমিও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিহারই অতিশয় প্রীতিকর হইয়া উঠে, অনুরাগও দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হয়। আমার ভাগ্যে এ কি হইল! সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। হায়! এরূপ চপল স্ত্রী-স্বভাবকে ধিক্। আমি মনে যেরূপ কল্পনা করিয়াছি, যদি আজ আমার ভাগ্যে সে প্রিয়সমাগম না ঘটে, তবে নিঃসন্দেহ ঐ শোচনীয় কুমুদিনীর ন্যায় আমাকেও দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। হায়! আমি মনস্বিনী হইলেও মদন-সর্পে দষ্ট হইলাম। চন্দ্ররশ্মি স্বভাবতই শীতল জগতের আনন্দকর এবং সুখাবহ, তবে কি জন্য আমার অঙ্গ সমুদায় দগ্ধ করিতেছে। পুষ্পপরাগবাহী বায়ুও স্বভাবতঃ শীতল, কিন্তু আমার ভাগ্যে দাবাগ্নি সদৃশ হইয়া কি জন্য আমার এই সুকোমল অঙ্গ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে? আমার মনে হইতেছে ধৈর্য্যাবলম্বন করি, কিন্তু কিছুতেই দগ্ধ হৃদয় ধৈর্য্য মানিতেছে আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল, মধ্যে মধ্যে মোহ ও হৃদকম্প উপস্থিত হইতেছে, আমার দৃষ্টি ঘূর্ণিত হইতেছে, হায়! আমার কি হইল? আমার বোধ হইতেছে আমি এ যাত্রায় কিছুতেই নিস্তার পাইব না।

১৫২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! তৎকালে প্রদ্যুম্ন দানবন্দিনীকে সর্ব্বথা অনুরাগতী দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হংসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হংসি! তুমি দৈত্যকুমারীকে বল আমি স্বপদগণের সহিত ষট্পদস্বরূপ ধারণপূর্ব্বক মাল্য পুষ্পে বিলীন হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি প্রভাবতীরই আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস; যাহা ইচ্ছা করুন। এই কথা বলিয়া স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাহার সমুজ্জ্বল-শরীর-প্রভায় সমস্ত হর্ম্মতল আলোকময় হইয়া উঠিল, চন্দ্রপ্রভা মলিন হইয়া গেল। পর্ব্বদিবসে চন্দ্রোদয় হইলে যেমন সরিৎপতি উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কন্দর্পকে দেখিয়া প্রভাবতীর অনুরাগ-পয়োধি একবারে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। তখন কুমারী লজ্জাবনতমস্তকে অথচ কিঞ্চিৎ বক্রভাবে কটাক্ষপাতপূর্ব্বক নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন প্রদ্যুম্ন স্বীয় করপল্লব দ্বারা সুন্দরীর চারুভূষণালঙ্কৃত করতল ধারণপূর্ব্বক রোমাঞ্চিত শরীরে কহিতে লাগিলেন, অয়ি বরারোহে! বহু আয়াস দ্বারা অদ্য তোমায় এই চন্দ্রানন সন্দর্শন করিলাম; কিন্তু কি জন্য তুমি অধোবদনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলে? আমাকে সম্ভাষণই বা করিতেছ না কেন? হে বরাননে! বদনপ্রভা মলিন করিও না। তোমার শঙ্কার বিষয় কি? আমি তোমার দাস, বরং এক্ষণে দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। হে ভীরু! তোমার এরূপ সশঙ্ক অবস্থা আর

আমি দেখিতে পারিতেছি না, শঙ্কা পরিহার কর। আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এবং সময়োচিত গন্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা আমায় কৃতার্থ কর।

অনন্তর যদুনন্দন আচমনপূর্ব্বক মণিস্থিত অনল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে সময়োচিত পুষ্পাদি দ্বারা আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর তাহার অত্যুৎকৃষ্ট আভরণালঙ্কৃত কর গ্রহণ করিয়া পাণিগ্রহণকার্য্য সমাধা করিলেন এবং সর্ব্বজগতের শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষী সেই হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। হুতাশনও কৃষ্ণতনয়ের সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দক্ষিণা প্রদত্ত হইল। অনন্তর যদুনন্দন পক্ষিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি দ্বারদেশে গমন করিয়া আমাদের দ্বারপালিকা হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হংসী যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক গমন করিলে প্রদ্যুম্ন সেই চারুলোচনা প্রভাবতীর দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক শয়নস্থানে লইয়া গেলেন। এবং তথায় প্রভাবতীকে উরুদেশে উপবেশন করাইয়া বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া অবশেষে বারম্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। অনন্তর মধুকর যেমন পদ্ম মধুপান করে, সেইরূপ তাহার অধরসুধা পান করিলেন। তথায় সম্ভোপেগাপযোগী সমুদায় সামগ্রীরই সদ্ভাব ছিল, রতিপণ্ডিত কামদেব তাহাকে উদ্বেজিত না করিয়া সে রাত্রি সুখসম্ভোগে অতি বাহিত করিলেন।

এইরূপে প্রদ্যুম্ন প্রভাবতীর সহিত যামিনী যাপন করিয়া অরুণোদয়কালে, প্রভাবতীর ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নটালয়ে গমন করিলেন। কিন্তু মন তাঁহার দানবকুমারীর নিকটেই রহিল। ছদ্মবেশধারী মহাত্মা যাদবগণ দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের আদেশ এবং দৈত্যপতি বজ্রনাভের বিজয়োদ্‌যোগ প্রতীক্ষায় নটবেশেই তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যত দিন পর্য্যন্ত মহামুনি কশ্যপের যজ্ঞ শেষ না হইল, তত দিন দেবতা কি অসুরদিগের মধ্যে কোন উপদ্রবই উপস্থিত হইল না। ধর্ম্মাত্মা ধীমান্ যাদবগণ তথায় থাকিয়া বজ্রনাভের ত্রৈলোক্য বিজয়োদ্‌যোগ প্রতীক্ষা করিতেছেন, এই সময়ে রমণীয় বর্ষা ঋতু উপস্থিত হইল। মনোবেগগামী হংসগণ দিবারাত্রি কুমারগণের সংবাদ লইয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্র সন্নিধানে যাতায়াত করিতে লাগিল। এদিকে প্রদ্যুম্ন হংসগণে অভিরক্ষিত হইয়া প্রতি রাত্রিতেই প্রভাবতী আলয়ে উপস্থিত হইয়া সম্ভোগসুখে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের আজ্ঞায় হংসগণ বজ্রপুরে বাস করিয়া প্রচ্ছন্নবেশধারী যাদবগণকে রক্ষা করিতেছে, কালবশে মোহিত হইয়া হতবুদ্ধি দানবগণ ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিল না। তখন রুক্মিণীতনয় মায়াবলে নটালয়ে আত্মপ্রতিকৃতি রাখিয়া দিবাভাগেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবতীর আলয়ে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। হংসগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। দানবগণ ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। বরং তাহারা যাদবগণের নম্রতা, বিনয়, সাধু লতা, কার্য্যদক্ষতা, বিলাসিতা ও পাণ্ডিত্যাদি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া উঠিল। এদিকে যাদব নারীদিগেরও রূপলাবণ্য, গন্ধমাল্য, কথাবার্ত্তা ও সরলতাদি দ্বারা অসুরকামিনীগণও মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

হে মহারাজ! বজ্রনাভের সুনাভ নামে এক ভ্রাতা ছিল। তাহার দুই কন্যা। ইহারা উভয়েই অসামান্য রূপবতী ও গুণশালিনী। একের নাম চন্দ্রবতী ও অপরের নাম গুণবতী। তাহারা প্রতি দিনই প্রভাবতীর আলয়ে গমনাগমন করিত। ক্রমে তাহারা প্রভাবতীকে

সম্ভোগাসক্ত দেখিয়া বিশ্বস্তহৃদয়ে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল। প্রভাবতী কহিল, আমি এক বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি, উহা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত পতি লাভ করিতে পারা যায় । উহার এমন আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, তদ্বারা কি দেব কি দানব যাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ হইবে, তাহাকেই আমার নিকট আসিতে হইবে। ঐ দেখ আমি সেই মন্ত্রবলে বরণীয় মনোহর কান্তি দেবপুত্র প্রদ্যুম্নকে আনয়নপূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করিয়া সম্ভোগ সুখে কালাতিপাত করিতেছি। তখন ভগিনীদ্বয় রূপযৌবনসম্পন্ন তাঁহাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারুহাসিনী প্রভাবতী পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ নিয়ত ধর্ম্মানুরক্ত, দানবগণ কেবল দাম্ভিক। দেবগণ তপস্যারত, ইহারা বিলাসী, দেবগণ সত্যানুরাগী ইহারা মিথ্যাপ্রিয়। যেখানে ধর্ম্ম, তপস্যা ও সত্য বিদ্যমান আছে, সেই স্থানেই জয়। অতএব আমার ইচ্ছা যে তোমরাও আমার মত দুইটা দেবপুত্রকে পতিত্বে বরণ কর। আমি তোমাদিগকে সেই পতিদেবত মন্ত্রপ্রদান করিতেছি। এই আমার মন্ত্রপ্রভাবে এখনই তোমরা অভীষ্ট পতি লাভ করিতে পারিবে।

এই কথা শুনিবামাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে ভগিনীদ্বয় চারুলোচনা প্রভাবতীর নিকট তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিল। তখন প্রভাবতী এই বিষয় যদুনন্দন প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পিতৃব্য গদ ও বীর শাম্বের নাম উল্লেখ করিয়া কহিলেন, ইহারা উভয়েই রূপবান সুশীল ও রণকার্য্যেও বিলক্ষণ দক্ষ।

তখন প্রভাবতী ভগিনীদ্বয়কে কহিল, দেখ পূর্ব্বে ভগবান্ দুর্ব্বাসা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন এবং কহিয়া দিয়াছিলেন যে তোমার সুখ সৌভাগ্য নিয়ত অব্যাহত থাকিবে এবং চিরকৌমারও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। আর ইহার প্রভাবে কি দেব কি দানব কি যক্ষ যাহাকেই অভিলাষ করিবে, তিনিই তোমার পতিরূপে উপস্থিত হইবেন। অতএব তোমরাও এই বিদ্যা গ্রহণ কর। অদ্যই তোমাদের প্রিয়সমাগম হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রবতী ও গুণবতী উভয়েই ভগিনী প্রভাবতীর নিকট হইতে হৃষ্টচিত্তে মন্ত্র গ্রহণ করিল। অনন্তর ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তাহারা গদ ও শাম্বকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এদিকে গদ ও শাম্বও প্রদ্যুম্নের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়াচতুর কৃষ্ণতনয় মায়া বলে তাহাদিগকে এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করা ইলেন যে এ ঘটনা আর কেহই জানিতে পারিল না। তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গান্ধর্ব্ববিবাহে উভয়ের পাণিগ্রহণ করিলেন। গদ চন্দ্রবতীর, কেশবতনয় শাম্ব গুণবতীর পতি হইলেন। তখন যদুপুঙ্গবগণ ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া অসুর কুমারীদিগের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

১৫৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ক্রমশঃ ভাদ্র মাস উপস্থিত হইল। এই সময়ে নভোমণ্ডল নিবিড় জলধর পটলে সমাচ্ছন্ন। তদ্দর্শনে পূর্ণচন্দ্র নিভানন কামদেব চারু বিলাসনয়না প্রভাবতীকে কহিলেন, অয়ি সুগাত্রি! তোমার মুখ মণ্ডল সদৃশ সুচারু কান্তি চন্দ্রমণ্ডল আর লক্ষিত হইতেছে না। তোমার কেশ কলাপ তুল্য জলদাবলী তাহাকে

একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল তোমার স্বর্ণাভরণ ভূষিত অঙ্গ যষ্টির ন্যায় ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে প্রভা বিস্তার করিয়া যেন হাসিয়া উঠিতেছে। ধরাধর নিকর ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া তোমার হার যষ্ঠির ন্যায় ধারাবর্ষণ করিতেছে। বলাকা শ্রেণী তাহার পার্শ্বে থাকিয়া তোমার দন্তপংক্তির ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। পদ্ম সমুদায় নিমগ্ন, জলবেগ বর্দ্ধিত হওয়াতে সরোবরের আর সে শোভা নাই। নিবিড় অরণ্য মধ্যে শুভ্রদন্ত মত্ত মাতঙ্গগণ যেমন পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মরাল মালা সুশোভিত এই জলদাবলীও বায়ুবেগে চালিত হইয়া যেন সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অয়ি বরাননে! ঐ দেখ, তোমার অপাঙ্গ সদৃশ বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনু সমুদিত হইয়া গগনতল সুশোভিত ও মেঘমণ্ডলকে বিভূষিত করিয়া কামি জনের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। প্রিয়ে! ঐ দেখ শিখিকুল মেঘধ্বনি শ্রবণে কেমন আহ্লাদিত হইয়া মনোহর পুচ্ছ উত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। উহা দেখিলে কার না আনন্দ জন্মে। আর কতক গুলি চন্দ্রবিম্ববৎ সুভ্র সৌধাবলীতে আরোহণ করিয়া ক্ষণকাল উহার শোভা বিস্তারপূর্ব্বক আবার কেমন বড়ভির উপর নিপতিত হইতেছে। আর কোন কোন ময়ুর আর্দ্রপক্ষে বৃক্ষ শীর্ষে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল তাহার উজ্জ্বল মুকুট শোভা বিস্তার করিয়া আবার নব শাদ্বল শোভিত ভূমিতলে পতিত হইতেছে। চন্দনপঙ্কের ন্যায় সুশীতল সমীরণ ধারাপাত ভেদ করিয়া অনঙ্গবন্ধু কদম্ব, শাল ও অর্জ্জুন পুষ্পের সৌরভাপহরণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। এই সমীরণ রতিশ্রান্তিজনিত উদ্ভূত ঘর্ম্মবিন্দু বিনাশ করিতে সমর্থ, এবং নব মেঘোদয়েরও হেতু। হে চারু গাত্রি! যদি এই সমীরণ প্রবাহিত না হইত তবে কখন এই মেঘকালও আমার প্রিয় হইতে পারিত না। সম্ভোগ সুখাবসানে এরূপ শ্রান্তির সুগন্ধ মৃদু মন্দ বায়ুসঞ্চার অপেক্ষা জগতে সুখকর বস্তু আর কি আছে? অয়ি সুগাত্রি এই সময়ে মহানদীর পুলিনদেশ পর্য্যন্ত জলপূর্ণ হওয়াতে হংসগণ মহাহৃষ্ট হইয়া বক ও সারসগণের সহিত মানস সরোবরে গমন করিয়াছে। হে আয়ত চারুনেত্রে! সুতরাং হংসাদি জলচর পক্ষিগণ নদী ও সরোবর পরিত্যাগ করাতে ইহাদের আর সে শোভা নাই। এই সময়ে জগৎপ্রভু কৃষ্ণ অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। নিদ্রাদেবী অবসর জানিয়া লক্ষ্মীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এখন তাহাকেই ভজনা করিতেছেন। এই ভগবান্ নারায়ণের নিদ্রাসময়ে পদ্ম তুল্য নির্ম্মল কান্তি শশধর মেঘজালে পরিবৃত হইয়া তাহারই মুখমণ্ডলের অনুকরণ করিতেছেন। ঋতুগণ কৃষ্ণের প্রসাদন প্রাপ্তির আশায় কদম্ব, নীপ, অর্জ্জুন ও কেতকী প্রভৃতি পুষ্পমালা প্রদান করিতেছে। বিষদিগ্ধবক্ত্র সর্পকুল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া যে সমুদায় মহীরুহ ও পুষ্পকে স্পর্শ করিতেছে কি আশ্চর্য্য! ভ্রমরগণ আবার সেই সমুদায় কুসুমরাজি ও পাদপশ্রেণীকে আশ্রয় করিয়া মধুপান করত লোকের কৌতূহল বর্দ্ধন করিতেছে। অয়ি চারুলোচনে! তোয়ভারাতিশয়াক্রান্ত জলধরভারাবনত নভোমণ্ডল এখনই পতিত হইবে এই শঙ্কাতেই যেন তোমার চারুবদন, স্তন ও ঊরু ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। সুন্দরি! ঐ দেখ, মেঘ সমুদায় বলাকাবলীতে পরিবৃত হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত কেমন শস্যোৎপাদক বারিধারা বর্ষণ করিতেছে। যেমন নৃপতিগণ স্ব স্ব বীর্য্যবান মাতঙ্গগণকে বনহস্তীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রয়োগ করেন, সেইরূপ পবনদেবও জল ভারাবনত মেঘবৃন্দকে আকর্ষণ করিয়া পরস্পর যেন যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। জলধরগণ নভোমণ্ডলে থাকিয়া বায়ু সহকারে পবিত্র ও সুগন্ধি

জলবর্ষণপূর্ব্বক জলদপ্রিয় চাতক ও ময়ূরকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ভেকগণ এত দিন নিদ্রিত ছিল এক্ষণে তাহারা বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া দলবদ্ধ হইয়া স্ত্রীদিগের সহিত রব করিতে আরম্ভ করিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, দ্বিজাতিগণ সত্যধর্ম্মপ্রিয় স্বকীয় শিষ্য পরিবৃত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতেছেন।

প্রিয়ে! জলদকালের আর এক প্রধান গুণ এই যে, এই কালে শয়ন সময় উপস্থিত না হইলেও গভীর মেঘনিস্বনে ভীত হইয়া কামিনীগণ সহসা স্ব স্ব প্রিয়জন আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের অপার আনন্দ বর্জ্জন করে। কিন্তু আমার মতে ইহার দোষ এই যে, তোমার আননতুল্য পূর্ণ নিশাকর মেঘরূপ রাহুগ্রস্ত হইয়া একবারে অন্তর্হিত হইয়া যান। হে ভীরু! যখন আবার এই জগৎপ্রদীপ চন্দ্রমা মেঘাবরণ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তখন সকলে ইহাকে প্রবাস প্রতিনিবৃত্ত বন্ধুজনের ন্যায় হৃষ্টচিতে সোৎসুকনয়নে সন্দর্শন করিবে। ইনি বিরহিণীদিগের সাক্ষীস্বরূপ। যখন তাঁহারা প্রিয়সমাগম লাভ করেন, তখন ইহাঁর দর্শন অতীব প্রীতিকর ও অপার আনন্দের আস্পদ হইয়া উঠেন। ফলতঃ ইনি যুক্তাবস্থায় নেত্রের পরমাহ্লাদকর, বিযুক্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ দাবাগ্নি সদৃশ। অতএব পতিপরায়ণা কামিনীদিগের পক্ষে এই এক শশাঙ্কই কখন প্রিয় কখন অপ্রিয় উভয়ই হইতেছেন। অয়ি প্রভাবশালিনি! তোমার পিতৃভবনে চন্দ্রমার উদয় না হইলেও সতত চন্দ্রপ্রভা বিরাজমান রহিয়াছে। সুতরাং তুমি ইহার গুণাগুণ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব আমি উহার সমস্ত গুণাগুণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

জগৎপূজ্য ভগবান চন্দ্রমা স্বীয় সুকৃতি ও তপোবলে যে ব্রাহ্মণ রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, উহা অন্যের পক্ষে নিতান্ত দুর্ল্লভ। সামবেদাধ্যায়ী বিপ্রবর্গ যজ্ঞস্থলে ইহাঁরই পবিত্র ও উদার গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহাবীর্য্য প্রথিতকীর্ত্তি মহারাজ পুরুরবা যাঁহার পুত্র, ভগবান্ চন্দ্রমা তাঁহার পিতা। এই জগৎপূজ্য সুধাকর সকলের অন্নোৎপাদক অগ্নিস্বরূপ। যৎকালে পুরূরবা গন্ধর্ব্বলোক হইতে অগ্নি আনয়ন করেন, পথিমধ্যে ঐ অগ্নি অন্তর্হিত হইয়া যান। তখন মহাত্মা চন্দ্র শমীবৃক্ষ হইতে উহার পুনরায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বে অপ্সরা প্রধান উর্ব্বশীকে কামনা করিয়াছিলেন। হে সুগাত্রি! পূর্ব্বে মুনিগণ ইহাঁর অমৃতময় সর্ব্বশরীর পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাঁরই বংশে ধীমান রাজচক্রবর্ত্তী আয়ু জন্মগ্রহণ করিয়া আমি সাযুজ্য লাভ করত স্বর্গে পূজ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ নহুষও এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছেন। জগৎপ্রণেতা দেবাতিদেব ভগবান হরি জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহার বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দক্ষসুতাগণ যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার বংশে যদুবংশাবতংস ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাত্মা নৃপতি বসু জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মবলে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার বংশে মহীপতি যদু জন্মগ্রহণ করিয়া অতি বিস্তীর্ণ ভোজ বংশের অবতারণা করিয়াছেন। যাঁহার বংশে শঠ, নাস্তিক, প্রতারক, অধার্ম্মিক, হীনবীর্য্য ও অসুন্দর নৃপতি কেহই নাই। অয়ি কমলায়তাক্ষি! তুমি সেই বংশের বধূ হইয়াছ। তুমিও যেরূপ গুণসমুদায়ের অসামান্য আস্পদ তাহাতে বংশের অনুরূপ শ্লাঘাই রক্ষা হইয়াছে। যিনি নারায়ণ, যিনি স্বয়ম্ভূ, যিনি লোকনাথ, যিনি দেবগণের আশ্রয়, যিনি পুরুষোত্তম তিনিই তোমার শ্বশুর। অতএব সেই সাধুপিয় ভগবান্ দেবদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর।

১৫৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অমিততেজা মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমাগত অমিত বিক্রম দেব ও অসুরগণ যেমন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, অমনি দানবপতি বজ্রনাভও মহামুনি কশ্যপের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া আপনার ত্রিলোকবিজয়াকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল। তখন কশ্যপ কহিলেন, ব্রজনাভ! যদি তুমি আমার বাক্য শ্রোতব্য বলিয়া বিবেচনা কর, তবে আমি বলিতেছি, বৎস! তুমি পুত্র স্বজন সমাবৃত হইয়া বজ্রপুরে সুখে বাস কর। ইন্দ্র স্বভাবতঃ তোমা অপেক্ষা অধিক তপোবলসম্পন্ন, তোমা অপেক্ষা ক্ষমতাও তাহার অধিক; বিশেষতঃ সে ইন্দ্র বেদতত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণান্বিত। অতএব সেই ইন্দ্রই সর্ব্বজগতের রাজা। আর যখন তিনি সর্ব্বপ্রাণীর হিতকরকার্য্যে অবহিত থাকিয়া সমভাবে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখন তিনি সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্রও বটেন। তিনিই সাধুদিগের একমাত্র গতি। অতএব তুমি তাহাকে কখনই জয় করিতে পারিবে না। প্রত্যুত পাদবিঘাট্টিত সর্পের ন্যায় তাহাকে রোষিত করিলে তোমাকেই বিনষ্ট হইতে হইবে।

হে ভরতকুলনন্দন! কালপাশপরিবৃত মুমূর্ষুর ঔষধের ন্যায় কশ্যপবাক্য বজ্রনাভের প্রীতিকর হইল না। তখন দুর্ব্বুদ্ধি বজ্রনাভ মনে মনে ত্রিলোকবিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া লোকভাবন কশ্যপকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় হইল। গৃহে আসিয়া জ্ঞাতি বন্ধু ও অন্যান্য অসংখ্য যোদ্ধৃবর্গকে আনয়নপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য জয় করিবার বাসনায় যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। এই সময়ে মহাবল দেব কৃষ্ণ ও ইন্দ্র বজ্রনাভের বধোদ্দেশে হংসগণকে প্রেরণ করিলেন। হংসগণ বজ্রপুরে উপস্থিত হইলে যাদবগণ তাহাদের মুখে কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া বিষম চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, বজ্রনাভ প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পতিপরায়ণা দানবকুমারীগণ গর্ভভারে আক্রান্ত, বিশেষতঃ তাহাদের প্রসবের কালও উপস্থিত। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? এইরূপ আলোচনা করিয়া হংসগণকে কহিলেন, তোমরা এই সংবাদ অগ্রে মহাত্মা কৃষ্ণ ও দেবরাজকে প্রদান কর। পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করা যাইবে। হংসগণ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও ইন্দ্র সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে নিবেদন করিল। উঁহারা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হংসগণ! তোমরা প্রশ্ন প্রভৃতি যাদবগণের নিকট গমন করিয়া বল তাহাদের ভয় নাই, আমরা বলিতেছি, তাহাদের অত্যুৎকৃষ্ট গুণশালী, কামরূপী পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহারা গর্ভে থাকিয়াই সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ অবগত হইতে পারিবে। ভবিষ্যদ্বিষয় ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রণা কিছুই তাহাদের অবিদিত থাকিবে না। তাহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যুব ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত হইয়া পড়িবে।

মহারাজ! হংসগণ এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় বজ্রপুরে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া কেশব ও ইন্দ্র যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তৎসমুদায় যাদবগণকে যথাযথ নিবেদন করিল। এই সময়ে প্রভাবতী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দের আদেশানুসারে প্রভাবতীর পুত্র একেবারে যুবা, সর্ব্বজ্ঞ এবং পিতার অনুরূপ

গুণশালী হইয়া উঠিল। ইহার একমাস পরেই দেবী চন্দ্রবতীও এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রও সদ্য যৌবন লাভ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পিতার অনুরূপ গুণ সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন। তাহার নাম চন্দ্রপ্রভ হইল। এই সময়ে গুণবতীরও এক পুত্র হইল। তাহার নাম গুণবান হইল। গুণবান্ কেশব ও ইন্দ্রের কৃপাবলে সদ্য যৌবন লাভ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় সমস্ত গুণ অধিকার করিলেন। অতঃপর একদা অচিরপ্রসূত বর্দ্ধমান ভ্রাতৃত্রয় হর্ম্মপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া আকাশ রক্ষক দানবগণ বিস্মিত হইয়া দানবপতি বজ্রনাভের নিকট গমনপূর্ব্বক এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় নিবেদন করিল এবং কহিল, রাজন্! আমাদের বোধ হয় এই ঘটনা কেবল ইন্দ্র ও কেশবের কৌশলেই সংঘটিত হইয়াছে। স্বর্গজয়াকাঙ্ক্ষী দুর্দ্ধর্ষ দানবপতি উহা শ্রবণমাত্র তাহাদিগকে আদেশ করিল, তোমরা এখনই তথায় গমন করিয়া সেই গৃহধর্ষীদিগকে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে। অসুর আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রেই চতুর্দ্দিক হইতে ধর মার্ শব্দ করিতে করিতে কন্যাভবন পরিবেষ্টন করিল। ঐরূপ কোলাহল শ্রবণ করিয়া পুত্র বৎসলা জননীগণ ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে মহাবীর প্রদ্যুম্ন সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই আমরা জীবিত থাকিতে তোমাদিগের শঙ্কার বিষয় কি? দৈত্যগণই বা তোমাদের কি করিতে পারে? তোমরা ক্ষান্ত হও এখনই নিরাপদ হইতে পারিবে। অনন্তর বিমনায়মানা প্রভাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ গদাহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহারা সকলেই তোমার সম্বন্ধে আমার সর্ব্বথা পূজ্য ও মাননীয়। কিন্তু ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তোমার ভগিনীদ্বয়কেও জিজ্ঞাসা কর, এক্ষণে যদি আমরা কিছু না বলি, ক্রমাগতই সহ্য করিতে থাকি তবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আর যুদ্ধ করিলে নিশ্চয়ই বিজয়। দানবগণ আমাদিগকে বধ করিবার মানসেই বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা ঘোর অরিচক্রান্ত মধ্যে পতিত হইয়াছি।

প্রভাবতী এই কথা শুনিয়া রোদন করিতে করিতে ভূমিতে জানু পাতিয়া প্রদ্যুম্নের চরণে নিপতিত হইলেন এবং শিরে বদ্ধাঞ্জলি সংযোগপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যপুত্র! শত্রুনিসূদন! শস্ত্র গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আপনি জীবিত থাকিলেই পুনরায় পুত্র কলত্রকে দেখিতে পাইবেন। অতএব আপনি আর্য্যা বৈদর্ভী ও অনিরুদ্ধকে স্মরণ করিয়া এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করুন। ধীমান্ মহামুনি দুর্ব্বাসা আমায় বর দিয়াছিলেন যে, তুমি বৈধব্য-বর্জ্জিত, পতিপ্রিয় ও জীবপুত্রা হইবে। সেই জন্যই আমার হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সেই সূর্য্যাগ্নিসদৃশ মহাতেজস্বী মহর্ষির বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এই বলিয়া মনস্বিনী প্রভাবতী পবিত্র জলে আচমন করত তীক্ষ্ণধার অসি আনয়নপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নহস্তে প্রদান করিলেন। প্রদ্যুম্নও হৃষ্টান্তঃকরণে সেই প্রিয়দত্ত অসি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রভাবতীর ন্যায় চন্দ্রবতীও গদকে এবং গুণবতীও শাম্বকে অসি প্রদান করিলেন।

এই সময়ে মহামতি প্রদ্যুম্ন হংসকেতুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি এই শাম্বকে সহায় করিয়া এই স্থানে দানবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি আকাশে ও দিক্‌সমুদায়ে যুদ্ধ করিতেছি। এই কথা বলিয়া মায়াবলে এক রথের সৃষ্টি করিলেন। নাগশ্রেষ্ঠ সহস্রশীর্ষ অনন্তদেবকে ঐ রথের সারথি করিলেন। ঐ মায়াকল্পিত রথ সন্দর্শন

করিয়া প্রভাবতী যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। প্রদ্যুম্নও অতঃপর তৃণরাশির মধ্যে হুতাশনের ন্যায় সেই শত্রুসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আশীবিষতুল্য অসংখ্য শর এবং ভেদন ও গোধন প্রভৃতি অস্ত্রনিপাতে দানবগণকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। অসুরগণও রণে মত্ত হইয়া প্রাণপণে কমললোচন কৃষ্ণতনয়ের উপর অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্নও সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাহার কেয়ুর ও বলয়শোভিত বাহু, কাহারও কুলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। সমর ভূমি ক্ষুরাস্ত্রছিন্ন মস্তক ও খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গদ্বারা একেবারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবরাজ ইন্দ দেবগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে আহ্লাদিতহৃদয়ে দানব ও যাদবের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। যে সকল দানব শাম্ব ও গদকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বেগে তদভিমুখে প্রধাবিত হইল, তাহারা মহোদধি প্রবিষ্ট জলজন্তুর ন্যায় আর প্রত্যাগমন করিতে পারিল না, বীরদ্বয়ের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানেই শয়ন করিয়া রহিল। তৎকালে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে দেখিয়া দেব পতি ইন্দ্র স্বীয় রথ গদের নিকট প্রেরণ করিলেন। উহার সারথ্যকার্য্যে মাতলিপুত্র সুবর্চ্চাকে নিযুক্ত করিলেন। শাম্বের নিমিত্ত হস্তিরাজ ঐরাবতকে প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যুম্নের সহায়তা করিবার জন্য জয়ন্তকে প্রেরণ করিলেন। এবং প্রবরকে ঐরাবতে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। এই রূপে সর্ব্বকর্ম্মব্যবস্থাভিজ্ঞ দেবরাজ লোকভাবন সুরেশ্বর ব্রহ্মার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অপ্রমেয় পরাক্রম জয়ন্ত, বিপ্রবর প্রবর, মাতলিপুত্র ও ঐরাবতকে যাদবগণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলে, চতুর্দ্দিক হইতে সকলে বলিতে লাগিল এইবারে দুর্ম্মতি বজ্রনাভের তপস্যা ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, যাদবগণের হস্ত হইতে এবার আর কিছুতেই নিস্তার পাইবে না।

অনন্তর প্রদ্যুম্ন ও জয়ন্ত ঘোরতর শরজাল বর্ষণ করিয়া অসুরগণকে আক্রমণ করত তাহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রাসাদতলে উপস্থিত হই লেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রণদুর্জ্জয় কামদেব গদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতৃব্য! ভগবান্ দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই অশ্বযুক্ত রথ এবং শাম্বের নিমিত্ত ঐরাবত প্রেরণ করিয়াছেন। মহাবল মাতলিপুত্র রথের সারথি, আর মহামতি প্রবর ঐরাবতের যন্তা। অদ্য দ্বারকায় রুদ্রদেবের অর্চ্চনা হইতেছে, অর্চ্চনা শেষ হইলে কল্য দ্বারকা পতি স্বয়ং এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তিনি আগমন করিলেই তাহার অনুমতি অনুসারে সবান্ধবে বজ্রনাভকে সংহার করিব। দুরাত্মা দানব স্বর্গজয়াকাঙ্ক্ষায় উদ্যত হইয়াছে, অতএব আমাদিগকে উহার সংহারের উপায় করিতে হইতেছে। তিনি স্বয়ং ইহাকে সপুত্রে সংহার করিবেন না। এই কালের মধ্যে বিশেষ অবহিত হইয়া শত্রুজয় করুন ইহাই আমার অভিলাষ। বিশেষতঃ সর্ব্বথা কলত্র রক্ষা করা বিজ্ঞলোকের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহলোকে কলত্র ধর্ষণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

রাজন্! মহাবল যদুনন্দন প্রদ্যুম পিতৃব্য গদ ও শাম্বকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মায়া বলে কোটি কোটি দিব্যরূপ স্বীয় মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন। এবং অবিলম্বে দৈত্যকৃত নিবিড় অন্ধকার একবারে দূরীকৃত করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। শরীরস্থ জীবাত্মার ন্যায় প্রদ্যুম্ন সমুদায় শত্রুর প্রত্যেককে যুগপৎ আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া জীবগণ চমৎকৃত হইতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ করিতে

করিতে সে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। অসুরগণের তিন ভাগ সমরাঙ্গণে নিহত হইল। প্রত্যুষ সময়ে কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতেছেন, জয়ন্ত ঐ অবসরে গঙ্গা সলিলে সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিলেন, অনন্তর জয়ন্ত আসিয়া যুদ্ধভার গ্রহণ করিলে প্রদ্যুম্নও আকাশ গঙ্গার পবিত্র জলে সন্ধ্যা বন্দনা করিতে লাগিলেন।

১৫৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন,মহারাজ! অনন্তর লোকলোচন ভগবান্ সূর্য্য সমুদিত হইলে বেলা ছয় দণ্ড সময়ে ভগবান হরি উরগশত্রু গরুড়বাহনে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। খগরাজের বেগ হংস বায়ু ও মনের গতি অপেক্ষাও অধিক, সুতরাং পক্ষিরাজ নিমেষমধ্যে আকাশপথে আগমন করিয়া ইন্দ্র সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগি লেন। এইরূপে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র উভয়ে একত্র সমবেত হইলে প্রভু কৃষ্ণ অরত্রাস পাঞ্চজন্য গভীরধ্বনিতে প্রধ্মাপিত করিলেন। শত্রুসংহারকারী প্রদ্যুম্ন সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র তথায় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এই গরুড়বাহনে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমন কর এবং দৈত্যপতি বজ্রনাভকে সংহার কর। বীর প্রদ্যুম্ন এইরূপে আদিষ্ট হইলে সুরপ্রধান ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে বজ্রনাভসমীপে গমন করিলেন, সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ বীর প্রদ্যুম্ন সমভূমিতে উপস্থিত হইয়া বজ্রনাভের উপর বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার বক্ষঃস্থলে এক অতি ভীষণ গদা প্রহার করিবামাত্র সে মৃতবৎ অচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দৈত্যপতি সংজ্ঞালাভ করিলে রণ দুর্জ্জয় কৃষ্ণতনয় তাহাকে কহিলেন, দানবরাজ! আশ্বস্ত হও। তখন দানব কামদেবের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিল, যাদব! আমি তোমার বীর্য্যকে সাধুবাদ করি, তুমি আমায় শ্লাঘা কর, শত্রুও বটে কিন্তু স্থির হও এবারে আমার প্রহার করিবার সময়। এই কথা বলিয়া দানব শত শত মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় সিংহনাদ করিয়া বহু কণ্টকাকীর্ণ ঘণ্টারব নিনাদিত ঘোরতর এক গদা নিক্ষেপ করিল। এই গদা প্রহারে ললাট দেশে আহত হইয়া যদুনন্দন ভূমিপরিমাণে রুধির বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ শত্রুনাশন কৃষ্ণ পুত্রের তাদৃশী অবস্থা সন্দর্শন করিয়া তাহার পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত সমুদ্র সলিলসম্ভূত পাঞ্চজন্য বাদন করিলেন। সেই শব্দে মহাবল পদ্যুম্ন চেতনালাভ করিয়া উত্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর বিশেষতঃ কৃষ্ণ ও বাসবের আনন্দের সীমা রহিল না। অনন্তর কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে দৈত্যকুলান্তকারী ক্ষুরাগ্রবৎ অতি তীক্ষ্ণ সহস্রধার তদীয় চক্র প্রদ্যুম্নের হস্তে উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার এবং ইন্দ্রের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক শত্রুবিনাশের নিমিত্ত ঐ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত চক্র অতি বেগে প্রধাবিত হইয়া সকলের সমক্ষে অসুরপতির মস্তক তাহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। দুর্জ্জয় দানব ব্রজনাভ চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুগণের অশ্রুজলের সহিত ভূতলে পতিত হইল। এদিকে রণদর্পিত সুনাভ নামক তদীয় ভ্রাতা হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে থাকিয়া যাদবগণের

বিনাশ বাসনায় অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিল। মহামতি গদ সেই দুর্দ্দান্ত বিষম দৈত্যকে সমরক্ষেত্রে অস্ত্র প্রহারে নিহত করিলেন। মহাবীর শাম্বও অন্যান্য সমরমধ্যস্থ দুর্জ্জয় অসুরগণকে নিশিত শরনিপাতে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দানবপতি বজ্রনাত নিহত হইল দেখিয়া নিকুম্ভ নারায়ণের ভয়ে আকুল হইয়া ষট্পুরে প্রস্থান করিল। তখন ইন্দ্র ও কৃষ্ণ উভয়ে বজ্রপুরে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া তত্রত আবালবৃদ্ধ অসুরগণকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। সকলেই যুদ্ধদর্শনে মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল; কৃষ্ণ ও সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগের ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন। মহাবল ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ইহাঁরা উভয়ে কি ভবিষ্যৎ কি বর্ত্তমান সকল বিষয়েই মহামতি বৃহস্পতির মতানুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এক্ষণেও তাঁহার পরামর্শে বজ্রনাভের রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে একাংশ জয়ন্তপুত্র বিজয়কে, দ্বিতীয়াংশ প্রদ্যুম্ন পুত্রকে, তৃতীয়াংশ শাম্বপুত্রকে, চতুর্থাংশ গদপুত্র চন্দ্রপ্রভকে প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন ব্রজনাভের যে চারি কোটি গ্রাম, বজ্রপুর সদৃশ সমৃদ্ধ সহস্র শাখানগর, কম্বল, অজিন, বসন ও বিবিধ রত্ন বিদ্যমান ছিল, তাহাও চতুর্থ বিভক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দেবপতি বাসবের আজ্ঞানুসারে দেবদুতি সমুদায় বাজিতে লাগিল। ইন্দ্রদের স্বয়ং ঋষিগণের সমক্ষে মন্দাকিনী জলে তাহাদিগের অভিষেককার্য্য সমাধা করিলেন। জয়ন্ত পুত্র বিজয়ের স্বর্গগতি নিয়তই রহিয়াছে। দানব দৌহিত্রদিগেরও স্বর্গগমন নির্দ্ধারিত হইল।

এইরূপে অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিয়া ভগবান্ ইন্দ্র জয়ন্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার বংশের একজন ও কেশবংশের তিন জন রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; তুমি ইহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। অদ্য হইতে ইহারা আমার আদেশে সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য হইল। স্বর্গে গমনাগমনও ইহাদের অব্যাহত রহিল। তুমি ইহাদিগকে দিগগজ শাবক, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের তনয় ও বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত রথ প্রদান কর। তাহা হইলেই ইহারা ইচ্ছামত কি স্বর্গ কি দ্বারকা পুরী উভয়ই গমনাগমন করিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন শাম্ব ও গদকে দ্বারকার আকাশপথে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত ঐরাবতপুত্র শত্রঞ্জয় ও রিপুঞ্জয় নামক দুই হস্তিশাবক অর্পণ কর। উহা দ্বারা ইহাঁরা আকাশপথে দ্বারকায় গমন এবং এখানেও পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতে পারিবেন।

ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ আদেশ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। দ্বারকাপতি কেশবও দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহাবল শাম্ব, গদ ও প্রদ্যুম্ন সেই অচিরলব্ধ রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য আরও ছয়মাস তথায় বসতি করিলেন। মহারাজ! ঐ সকল রাজ্য অদ্যাপি মেরুর উত্তর পার্শ্বে বিদ্যমান আছে। আর যাবৎ জগৎ বিদ্যমান থাকিরে তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সমুদায় রাজ্য বিলুপ্ত হইবে না। মৌষল যুদ্ধ উপলক্ষে যাদবগণ স্বর্গারোহণ করিলে প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও গদ ইহা বজ্রপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করেন।

মহারাজ! আমি লোভাবন কৃষ্ণের প্রসাদে আপনার নিকট প্রদ্যুম্নের ঔৎকর্ষের বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করিলাম। মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশ আছে, যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত পাঠ বা

শ্রবণ করিবেন, তিনি ধন্য হইবেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি, আয়ু, শত্রুনাশ, বংশোন্নতি, আনোগ্য, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও বিপুল যশোলাভ হইবে।

১৫৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া দূর হইতে স্বর্গতুল্য দ্বারকাপুরী দেখিতে পাইলেন। উহার চতুর্দ্দিক প্রকৃতিবর্গের আনন্দকোলাহলে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উহার স্থানে স্থানে মণি পর্ব্বত, স্থানে স্থানে যন্ত্র, কোন স্থানে ক্রীড়াগৃহ, কোন স্থানে রমণীয় উদ্যান, কোন স্থানে বড়ভিনিচয়, কোন স্থানে বিচিত্র চত্বর শোভা পাইতেছে। বাসুদেব দ্বারকায় উপ হইলে দেবরাজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শিল্পিবর! যদি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তুমি পুনরায় দ্বারকাপুরীকে শত শত উদ্যানাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া আমার পুরীর সদৃশ কর। আর এই ত্রিলোকমধ্যে যাহা অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন আছে, তৎসমুদায় আহরণ করিয়া পুরীমধ্যে যথাস্থানে বিন্যস্ত কর। কৃষ্ণ দেবকার্য্য সাধনোদ্দেশে সর্ব্বদা উদ্যত থাকিয়া ঘোর সমরক্লেশ নিরন্তর সহ্য করিতেছেন। অতএব তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা আমাদের সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি তথায় সত্বর গমন করিয়া আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য কর।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের আদেশমাত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রপুরীর ন্যায় দ্বারকার সম্যক্ শোভা সম্বর্দ্ধন করিলেন। অনন্তর বিভু নারায়ণ পুনরায় গরুড় বাহনে দূর হইতে দ্বারকাপুরী বিশ্বকর্ম্মারচিত বিচিত্র রচনায় অলঙ্কৃত হইয়াছে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া দেখিতে লাগিলেন, দ্বারকার চতুর্দ্দিকে পাদপরাজি বিরাজিত গঙ্গা ও সাগর সদৃশ পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখামধ্যে হংস সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল আনন্দে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে, পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। নভোমণ্ডল যেমন মেঘমালায় আবৃত হইয়া শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ স্বর্ণবর্ণ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিতেছে। তন্মধ্যে নন্দনকাননের ন্যায় পরমশোভাকর উদ্যান বিরাজমান রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে মণিকাঞ্চনময় তোরণ এবং রমণীয় সানু ও উপত্যকা বিরাজিত রৈবতক পর্ব্বত। দক্ষিণ দিকে পঞ্চবর্ণ লতা বিরচিত বৃতি। পশ্চিমদিকে ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ মনোহর ক্ষুপ নামা গিরি। উত্তর দিকে মন্দর চূড়ার ন্যায় পণ্ডুরবর্ণ অত্যুচ্চ বেণু সকল দিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রৈবতক পর্ব্বতের উপরিভাগে বিচিত্র পঞ্চবর্ণ বন, পঞ্চজন দৈত্যের অতি বিস্তীর্ণ উপবন এবং সর্ব্বঋতুসুলভ বিবিধ পাদপশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন লতাবেষ্টিত প্রান্ত মেরুপ্রভ বন, ভার্গববন, পুষ্কর নামক বৃহৎ বন, রুদ্রাক্ষ, বীজক, মন্দার, শতাবর্ত্ত, করবীর প্রভৃতি নানাপ্রকার বন সমুদায় তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে নীলকান্ত মণিসদৃশ নীলবর্ণ পত্র পদ্মমালা সুশোভিত মন্দাকিনী এবং রমণীয় পুষ্করিণী পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বহুতর দেবতা ও গন্ধর্ব্ব কেশবের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিশ্বকর্ম্মারচিত রৈবতক গুহামধ্যে বাস করিতেছেন। পবিত্রসলিলা মহা নদী একবারে পঞ্চাশৎ মুখ হইয়া নগরমধ্যে

প্রবেশপূর্ব্বক দ্বারকার চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। পুরীর উচ্চতা অতীব বিস্ময়কর। উহার চতুর্দ্দিকে অতি গভীর সলিলা পরিখা এবং সুধাংবলিত প্রাচীর। কোন কোন স্থানে অতি তীক্ষ্ণ যন্ত্র, শতঘ্নী ও লৌহনির্ম্মিত চক্র সমুদায় স্থাপিত রহিয়াছে। গৃহচূড়া প্রায়ই সুবর্ণজালে মণ্ডিত। দেবপুরীর ন্যায় উন্নত-পতাকা-পরিশোভিত কিঙ্কিনীযুক্ত আট সহস্র রথ স্থানে স্থানে অবস্থান করিতেছে। নগরের দৈর্ঘ্য দ্বাদশ ও প্রশস্ত্য অষ্ট যোজন। উপনগরের সহিত উহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। পুরীমধ্যে রাজপথ দৈর্ঘ্যে চারিটী ও পরিসরেও চারিটী সুতরাং উহাতে যোলটী চতুষ্পথ আছে। এই সকল পথ মহাত্মা শুক্রাচার্য্য স্বয়ং আসিয়া এক মূলপথে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। অত্রত্য মহারথ যাদবগণের কথা আর কি বলিব, এখানকার স্ত্রীজনেরাও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে। উহাতে বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে সাতটা ব্যূহপথ রচনা করিয়া দিয়াছেন।

মহামতি কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মাচিত এই সমুদায় অপূর্ব্ব উদ্যানাদি এবং কাঞ্চনমণিময় সোপানযুক্ত অত্যুচ্চ অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। প্রাসাদচত্বর অসংখ্য লোকে সতত আকীর্ণ থাকাতে মহা কোলাহলপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উহার শিখরদেশ কাঞ্চনময় ও ভাস্বর তাহাতে আবার উন্নত ধ্বজপতাকা প্রদত্ত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গ সমুদায় শোভা পাইতেছে। কোন কোন গৃহের শিখরদেশ পুষ্পবৃষ্টি সদৃশ পঞ্চবর্ণ সুবর্ণে খচিত, উহার অভ্যন্তরভাগ মেঘধ্বনির ন্যায় গভীর শব্দে পরিপূর্ণ। উহা দেখিলে বোধ হয় যেন বিভিন্নাকৃতি পর্ব্বতসমূহ একত্র বিরাজমান রহিয়াছে। উহার দীপ্তি দাবাগ্নিসদৃশ অতিশয় উজ্জ্বল। বোধ হয় যেন উহার প্রভামণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্যও হীনপ্রভ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিয়াছে। সেই উপবন সুশোভিত এবং বাসুদেব, ইন্দ্র ও গৃহরূপ মেঘে অলঙ্কৃত দ্বারকাপুরী দেখিলে বোধ হয় যেন মেঘ মণ্ডিত গগনমণ্ডল শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে বাসুদেবের গৃহ চারি যোজন আয়ত ও চারি যোজন বিস্তীর্ণ। ইহারই মধ্যে রমণীয় অট্টালিকা ও ক্রীড়াপর্ব্বত সমুদায় বিরাজিত আছে। ইহার পার্শ্বে সর্ব্বজনলোভনীয় অত্যুচ্চ মেরুশৃঙ্গবৎ উন্নত শীর্ষ কাঞ্চন নামক অট্টালিকা রুক্মিণীর নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎপার্শ্বে সুধাধলিত, মণিময় সোপানযুক্ত ভোগবান্ নামে যে প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায় উহা সত্যভামার গৃহ। উহার রচনা প্রণালী অতি পরিপাটী, তাহাতে আবার সূর্য্য কিরণের ন্যায় ভাস্বরপতাকা সকল উড্ডীন থাকাতে দ্বিগুণতর শোভা ধারণ করিতেছে। জাম্ববতীর গৃহও অতি মনোহর, উহার চতুর্দ্দিক ধ্বজাপতাকায় আকীর্ণ। উহা দেখিলে প্রতিক্ষণেই নূতন বলিয়া প্রতীত জন্মে। ঐ সমুদায় অট্টালিকার মধ্যভাগে সাগর সদৃশ অতি অপূর্ব্ব সুমেরু নামক এক গৃহ আছে। যেমন দিবাকর কিরণে অন্যান্য প্রভা মাত্রেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে তদ্রূপ সেই সুমেরু গৃহের প্রভায় অন্যান্য গৃহাবলী একবারে যেন মলিন হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা এই গৃহ কৈলাস শিখরের অনুরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার আভা উদয়োন্মুখ ভাস্করের ন্যায়, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় এবং প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। উহাতে গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারী বাস করিতেন। অনতিদুরে পদ্মকূট নামে অন্য এক অট্টালিকা আছে, উহার আভা উজ্জ্বল পদ্মের ন্যায়, শোভাও অতি চমৎকার। ইহার পার্শ্বে যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রাসাদ সজ্জিত ছিল, তাহার নাম সূর্য্যপ্রভ। দেবী লক্ষণ তাহাতে বাস করিতেন। তাহার নিকটে দেবী মিত্রবিন্দার অট্টালিকা। উহার প্রভা বৈদূর্য্যমণির ন্যায়

হরিতবর্ণ। লোকে ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিত। বাসুদেবমহিষী মিত্রবিন্দার এই গৃহ অন্যান্য সমুদায় অট্টালিকার ভূষণস্বরূপ। এই জন্য মহর্ষিগণ ও ইহার শোভায় মুগ্ধ হইতেন। সুনন্দার প্রশস্ত ভবনের নাম কেতুমান্। কেতুমান্ সদনকে দেখিয়া দেবগণও অনেকবার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সমস্ত অট্টালিকার মধ্যভাগে এক যোজন বিস্তীর্ণ বিরজা নামে এক প্রকাণ্ড গৃহ বিরাজমান আছে। তাহার শোভা অতি চমৎকার। বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ত্রিলোকমধ্যে যে কোন উৎকৃষ্ট রত্ন আছে তৎসমুদায়ই ইহাতে নিহিত হইয়াছিল। কোন দেবতা, ব্রাহ্মণ কিম্বা ঋষিগণ আগমন করিলে মহাত্মা কেশব এই গৃহে আসিয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। উহার উপরিস্থিত পতাকা দণ্ড সমুদায় সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দূর হইতে ঐ সমুদায় ধ্বজ পতাকা সন্দর্শন করিয়া লোকে কৃষ্ণের গৃহপথ বিজ্ঞাপিত করিত। ধ্বজদণ্ডপরিমিত রত্নজালও প্রদত্ত হইয়াছিল। যদুসিংহ বৈজয়ন্ত নামক অচল এবং বিশ্বকর্ম্মা ষষ্টিসংখ্যক তালের ন্যায় অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত উন্নত লোকবিশ্রুত হংসকূট নামক পর্ব্বতের চূড়া সমুদায় কিন্নরগণের সহিত নাগলোকের সমক্ষেই উৎপাটন করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিয়াছিলেন। অত্যুচ্চ সুমেরু শৃঙ্গ, যাহা সূর্য্যের গমনপথ রোধ করিয়াছিল, যাহাতে শত শত পুণ্ডরীক ও অসংখ্য হিরন্ময় বিমান বিরাজমান ছিল, যাহা সুবর্ণময় বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত, যাহাতে সর্ব্বোষধি বন পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ইন্দ্রের আদেশানুসারে তৎসমুদায় উৎপাটন করিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছিলেন, কেশব স্বয়ং পারিজাত বৃক্ষ তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। এই পারিজাত আনয়ন কালে দেবরক্ষীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পুরীমধ্যে বিশ্ব কর্ম্মা অসংখ্য পুষ্করিণী ও অসংখ্য সরোবরও খনন করিয়াছিলেন। ঐ সমুদায় জলাশয়ের মধ্যে কুমুদিনীকুল বিরাজ করিতেছে, বিবিধ রত্নময় পদ্মিনীগণ বিকসিত হইয়া তাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, মণিময় ও হেমময় প্লবঙ্গমগণ তথায় কেলি করিতেছে। উহার উপকূলে বিবিধ পাদপশ্রেণী রত্নপুষ্প ও রত্নফলভরে অবনত হইয়া সরোবর ও পুষ্করিণীর পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। তদ্ভিন্ন কত শত সাল, তাল, তমাল, কদম্ব, বহুশাখাকীর্ণ বট এবং হিমালয় সম্ভত কি সুমেরুজাত বৃক্ষ সমুদায় আহরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা কেশবের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তথায় রোপণ করিয়াছিলেন। তথায় পুষ্পবৃক্ষেরও ইয়ত্তা ছিল না। কি রক্ত, কি পীত, কি শ্বেত, কি অরুণ বর্ণ সর্ব্বপ্রকার কুসুমাবলী বিকসিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বঋতুতে সমভাবে ফল প্রদান করে এরূপ শত শত বৃক্ষও তথায় রোপিত হইয়াছিল।

তত্রত্য নদী ও হ্রদ সমুদায় সুশীতল বালুকা ও নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। জলাশয়ের জলভাগ কোথাও জলজপুষ্প, কোথাও জলজবৃক্ষ, কোথাও বা জলজপুষ্প সমাকীর্ণ হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভার আস্পদ হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন নদীর বালুকারাশি সুবর্ণ বর্ণ। উহার পর্য্যন্তভূমিতে মত্তময়ুরাকল বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতেছে, কোথায়ও বা কোকিল কুল মধুরস্বরে রব করিতেছে। তত্ত্বত্য বনভাগে হস্তিযুথ, গো, মহিষ, বরাহ, মৃগ ও বিবিধ পক্ষীও বাস করিয়াছে। ফলতঃ দ্বারকানগরীতে যে সমুদায় অত্যুচ্চ

অট্টালিকা, হিরন্ময় প্রাসাদ, বৃহৎ বৃহৎ শৈল, নদী, সরোবর, রমণীয় বন ও উপবন প্রভৃতি যাহা কিছু বিদ্যমান ছিল, তৎসমুদায়ই বিশ্বকর্ম্মার রত্ননির্ম্মিত।

১৫৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষভলোচন কৃষ্ণ এইরূপে তারকাপুরীর শোভা সন্দর্শন করিতে করিত শতপ্রাসাদশোভিত স্বীয় ভবনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, ঐ গৃহে অযুত সহস্র মণিময় শুভ্রবর্ণ স্তম্ভ বিরাজিত রহিয়াছে। উহার তোরণ মণি, বিক্রম ও রজত দ্বারা খচিত এবং কাঞ্চনময় বেদিকাযুক্ত হওয়াতে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিয়াছে। তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ সকল বিরাজিত আছে। উহার তত্ত্ব সমুদায় স্ফটিক নির্ম্মিত। গৃহমধ্যে অনেকগুলি কৃত্রিম বাপীও কল্পিত হইয়াছিল। উহার জলে পদ্ম ও অতি সুগন্ধ রজোৎপল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সোপান সমুদায় বিচিত্র মণিকাঞ্চনে নির্ম্মিত, তাহাতে আবার অপূর্ব্ব রত্নসকল বিন্যস্ত রহিয়াছে। তথায় মদমত্ত ময়ূর ও কোকিলকুল নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছে। উহার প্রাচীর শিলাময়, উর্দ্ধে শত হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা এই পুরী অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ফলতঃ এই গৃহ সর্ব্বাংশেই ইন্দ্রভবনের অনুকরণ করিয়াছে।

অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া প্রীতমনে স্বীয় শ্বেতবর্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। সেই শত্রুকুল ভয়ঙ্কর শঙ্খনাদে সমুদ্র ক্ষুভিত ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। যাদবগণ শঙ্খশব্দ শ্রবণমাত্র সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমতঃ গরুড়কে দেখিতে পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তদুপরি সূর্য্যসদৃশ তেজঃপুঞ্জ কলেবর শঙ্খচক্রগদাধারী কৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন মহাশব্দে ভেরী তূরী বাজিতে লাগিল। পৌরগণ মহা আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। অনন্তয় বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ বসুদেবকে অগ্রে করিয়া বাদ্যোদ্যম করিতে করিতে মহা আহ্লাদে কৃষ্ণের প্রত্যুদগমনার্থ অগ্রসর হইলেন। মহীপতি উগ্রসেন সত্বরগমনে বাসুদেবগৃহে উপস্থিত হইলেন। এদিকে দেবকী, রোহিণী ও আহুকপত্নী প্রভৃতি দেবীগণ উৎসুকচিত্তে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া স্ব স্ব গৃহে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ সেই গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়াই স্ব-ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পতগরাজ তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইলে তাহা হইতে গৃহদ্বারে অবতীর্ণ হইয়া যদুনন্দন কৃষ্ণ সমাগত যাদবগণকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলদেব, আহুক, গদ, অক্রূর প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া মণিপর্ব্বত ও দেবরাজপ্রিয় পারিজাতসমভিব্যাহারে গৃহে প্রবেশ করিলেন। পারিজাত প্রভাবে তত্রত্য যাবতীয় লোক আপনাদিগকে দেবতুল্য মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। অতঃপর অমেয়াত্মা শত্রুজিৎ কেশব অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া সশৃঙ্গ মণিপর্ব্বত ও বৃক্ষোত্তম পারিজাতকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং জ্ঞাতিগণের অনুজ্ঞা লইয়া নরকাসুর যে সমুদায় রমণীগণকে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বস্ত্র, আভরণ, ভোগ্যবস্তু, দাসী, ধনরাশি, চন্দ্রাংশুসম হার, অত্যুজ্জ্বল মণি প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, রেবতী ও আহুক কর্ত্তৃক উহারা যথোচিত সম্মাননা লাভ করিয়াছিলেন।

রাজন! এই সময়ে দেবী সত্যভামা পারিজাত প্রাপ্তিসৌভাগ্য লাভ করিলেন। ভীষ্মকতনয়া রুক্মিণী সমস্ত পরিবারবর্গমধ্যে প্রধান বলিয়া গণণীয় হইলেন। উল্লিখিত কামিনীগণকেও যথাযোগ্য বাসোপযোগী গৃহাবলী প্রদত্ত হইল।

১৫৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব পতত্রিরাজ গরুড়কে বন্ধুনির্বিশেষে সমাদর করিয়া গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। গরুড়ও তাঁহার অনুজ্ঞালাভে প্রীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক 'প্রভো! কার্য্যকালে আমি পুনরায় আসিব' এই বলিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল। গরুড় পক্ষপবন প্রভাবে মকরালয় সমূদ্রকেও ক্ষুভিত করিয়া মহাবেগে পূর্ব্বসাগরাভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর কৃষ্ণ বৃদ্ধ পিতা বসুদেব, রাজা উগ্রসেন, বলদেব, সাত্যকি, সান্দীপনী, বিপ্রবর গার্গ্য এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ভোজ ও অন্ধকবংশীয় বৃদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বীর্য্যলব্ধ রত্ন সমুদায় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী কোন রাজপুরুষ নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিল, 'বেদবিদ্বেষী দৈত্যগণ নিহত হইয়াছে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের জয়, ভগবান্ মধুসূদন যুদ্ধজয় করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।' নগরবাসীরা এই সংবাদ শ্রবণে আনন্দে ঘোষণাকারীকে যথোচিত পুরস্কৃত করিতে লাগিল।

অনন্তর জনার্দ্দন প্রথমে সান্দীপনীকে অভিবাদন করিয়া বিনয়পূর্ব্বক বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতি আহুককে প্রণাম করিলেন। পরে রামের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ পিতার চরণযুগল বন্দনা করিয়া অন্যান্য যাদবগণের নাম গ্রহণপূর্ব্বক যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। তদনন্তর সভা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সকলেই সর্ব্বরত্নময় বিবিধ দিব্য আসন পরিগ্রহ করিলে যে সমুদায় ধনরত্ব যুদ্ধ হইতে আহৃত হইয়াছিল, কৃষ্ণ তৎসমুদায় কিঙ্করগণকে সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। কিঙ্করগণ আদিষ্ট হইবামাত্র সমস্ত ধনরাশি উপস্থিত করিলে তখন যাদবগণের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ হইল। এই সময়ে কৃষ্ণের আদেশানুসারে সেই মণিতোরণ সমন্বিত সভামধ্যে সকলে স্ব স্ব আসনে সমাসীন হইয়া গিরিগুহাসীন সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে অত্যুৎকৃষ্ট কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইলে মহারাজ উগ্রসেন তাহাদের সম্মুখে এবং তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন।

১৫৯তম অধ্যায়

এইরূপে সকলে সভামধ্যে যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মগণ! আমি আপনাদিগেরই পূণ্যকীর্ত্তি ও তপোবল প্রভাবে পাপাত্মা ভৌম নরকাসুরকে নিহত এবং মণিপর্ব্বতস্থিত কন্যাগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া পর্ব্বতের শিখরদেশ পর্য্যন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক এখানে আনিতে পারিয়াছি। আর এই সমস্ত ধনরাশি আমার কিঙ্করগণ বহন করিয়া আনিয়াছে। এক্ষণে আপনারাই এই সমুদায়ের সম্পূর্ণ প্রভু; যাহা অভিরুচি হয় করুন। এই কথা বলিয়া বাসুদেব মৌনাবলম্বন করিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণি অন্ধক ও ভোজবংশীয়গণ পরমাহ্লাদে পুলকিত হইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি যখন দেবগণেরও নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে

নানাদিগ্‌দেশসমাহৃত বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায়দ্বারা সম্যক্‌ পালন করিতেছেন তখন এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। অনন্তর যাদব ও আহুক পত্নীগণ কৃষ্ণকে দেখিবার অভিলাষে প্রীতমনে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। দেবকী প্রভৃতি সাতজন ও শুভাননা রোহিণী রাম ও কৃষ্ণকে একাসনে আসীন দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। এদিকে রাম ও কৃষ্ণ মাতৃগণকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং অগ্রে রোহিণীকে অভিবাদন করিয়া দেবকীর চরণ বন্দনা করিলেন। এই সময়ে রাম ও কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া দেবকী মিত্র ও বরুণের সহিত সঙ্গত দেবমাতা অদিতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর যশোদাতনয়া, যাহাকে লোকে অনংশা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যিনি এক ক্ষণে ও এক মুহূর্তে কৃষ্ণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যাহার নিমিত্ত কংসকে সগণে নিপাত করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি বাসুদেবের আজ্ঞায় এতাবৎ কালপর্য্যন্ত বৃষ্ণিভবনে অবস্থান করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে পরম সমাদরে প্রতিপালিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া একালপর্য্যন্ত কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন সেই কামরূপিণী যোগমায়া রাম কৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রিয়সখীর ন্যায় দক্ষিণহস্ত ধারণ করিলেন, রামও তৎক্ষণাৎ তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিলে উভয়ে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী ভগিনী অনংশাকে সাক্ষাৎ পদ্মহস্তা পদ্মালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় দেখিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীগণ তাহার মস্তকে লাজ বিসর্পণ, মাল্য অক্ষত ও বিবিধ পুষ্প বিক্ষেপপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতি গমন করিলেন। এই সময়ে যাদবগণ সকলেই জনার্দ্দনের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তিমান্‌ মহাবাহু কৃষ্ণও দেবগণতুল্য সেই যাদবগণের সহিত না কথাপ্রসঙ্গে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! যাদবগণ এইরূপে সভামণ্ডপে বসিয়া রহিয়াছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদুপুঙ্গবগণ মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নারদ কৃষ্ণের গাত্রে হস্ত পরামর্শ করিয়া পরমাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর যাদবগণও স্ব স্ব আসনে সুখে উপবেশন করিলে মহর্ষি নারদ তখন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মনুজশ্রেষ্ঠ বাদবগণ! আমি দেবরাজ মহেন্দ্রের আদেশে সম্প্রতি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজশার্দ্দূলগণ! এক্ষণে আমি মহাত্মা কৃষ্ণের বাল্য কাল হইতে পরাক্রম সমস্ত, ক্রিয়াকলাপ ও অদ্ভুত কীর্ত্তি সমুদায় কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন।

উগ্রসেনতনয় দুর্ম্মতি কুলাঙ্গার কংস সমস্ত যাদবগণকে পরাস্ত এবং স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে বন্দীকৃত করিয়া স্বীয় শশুর জরাসন্ধের বুদ্ধিবলে যাদব, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণকে যৎপরোনাস্তি অবমাননাপূর্ব্বক স্বয়ং মথুরারাজ্য অপহরণ করে। তৎকালে প্রতাপশালী বাসুদেব জ্ঞাতিগণের হিতসাধন ও উগ্রসেনকে রক্ষা করিবার জন্য গোপনে স্বীয় পুত্রকে অন্যত্র লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়া ছিলেন। সেই পুত্র এই ধর্ম্মাত্মা মধুসূদন গোপগণের সহিত মধুরার উপবনে বাস করিয়া অতি অদ্ভুত কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়াছেন। ইনি একদা শকটের নিম্নদেশে শয়ন করিয়া শকুনিবেশধারিণী অতিভীষণ

রাক্ষসীকে নিহত করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে পুতনা নামে এক ঘোররূপা রাক্ষসী জনার্দ্দনকে বিষদিগ্ধ স্তন্যদান করিয়া অবশেষে স্বয়ং প্রাণ হারাইল। তদ্দর্শনে সকলে বলিতে লাগিল এবারে আমাদের কৃষ্ণের পুনর্জ্জন্ম বলিতে হইবে। সেই অবধি ইহার নাম অধোক্ষজ হইল। এই পুরুষোত্তম শৈশবাবস্থায় বাল্যক্রীড়ায় রত হইয়া যে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শকটকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ছিলেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অন্য এক সময়ে যশোদা ইহাঁর চপলতা নিবারণের জন্য উলূখলে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়ছিলেন, কিন্তু ইনি সেই উলুখলের সহিত গমন করিয়া যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিলেন। তদবধি ইহার নাম দামোদর হইয়াছে। যমুনাহ্রদে কালিয় নামে এক অতি ভীষণ সর্প বাস করিত, তাহাকে দমন করিতে পারে এরূপ কেহ ত্রিজগতে ছিল না কিন্তু ইনি বাল্যলীলায় আসক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই যমুনাহ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে দমন করিয়াছিলেন। কংসালয়ে আসিবার সময় প্রভু কৃষ্ণ অক্রূরের সমক্ষে যেরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, নাগলোকেও সেই রূপ ধারণ করিয়া নাগগণকর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন দেখিয়া অক্রূর বিস্মিত হইলেন। ধীমান কৃষ্ণ গোধন সকলকে শীত বাতে নিতান্ত কষ্ট পাইতে দেখিয়া সপ্তরাত্রিকাল গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি শৈশবাস্থায় গোধনরক্ষার নিমিত্ত অতি ভীমকায় মহাবল নরান্তকারী দুরাত্মা বৃষভরূপধারী রিষ্টাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে মহাবল অতি দুর্দ্দান্ত ধেনুককে গোরক্ষাজন্যই শমনসদনে প্রেরণ করেন। সুনামা নামক দৈত্যরাজ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল কিন্তু ইনি তখন বৃকগণ সৃষ্টি করিয়া তদ্বারাই তাহাদিগকে অপসারিত করিয়াছেন। ইনি যখন গোপবেশে বলরাম সহচর হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন, তৎকালেই কংসের হৃদয়ে বিলক্ষণ ভয় সঞ্চার হয়। সুতরাং সে ইহাঁকে বিনাশ করিবার আশায় যে দংষ্ট্রায়ুধ দুরন্ত হয়রূপ অসুরকে প্রেরণ করে সেই দুরাত্মাই ইহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল। ইহাঁরা উভয়ে অন্যান্য গোপবালকের সহিত যৎকালে বনবিহার করিতেছিলেন সেই সময়ে কংসের অমাত্য মহা প্রলম্বাসুর তথায় আসিয়া বলদেবকে হরণ করিতে চেষ্টা করে, ধীমান্ বলরাম তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এক মুষ্ট্যাঘাতেই তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। বসুদেবতনয় এই কুমারদ্বয় সাক্ষাৎ দেবকুমারসদৃশ। মহামুনি গার্গ ইহাঁদের জন্মাবধি সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন এবং তৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া ইহাঁরা মহাবীর্য্য ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছেন। ইহাঁরা যখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করেন তৎকালে ইহাঁদিগকে হিমালয়জাত অতি বীর্য্যে মত্ত সিংহ শাবকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই দেবপুত্রের ন্যায় দ্যুতিমান বীর লক্ষণাক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় যৎকালে গোপীগণের মন হরণ করিয়া গোষ্ঠে গোষ্ঠে বিচরণ করিতেন তৎকালে কি বেগ, কি যুদ্ধ, কি নানাপ্রকার ক্রীড়া, কোন বিষয়েই গোপালগণ ইহাঁদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইহাঁরা উভয়েই বিশাল বক্ষ, উভয়েই মহাবাহু, উভয়েই সালস্কন্ধের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া কংস মন্ত্রিগণের সহিত নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িল। যখন দেখিল আর কোনরূপেই উহাদিগকে নিগ্রহ করিতে পারিল না তখন বিষয় ক্রোধের বীশীভূত হইয়া সবান্ধবে বসুদেবকে এবং তদীয় পিতা

উগ্রসেনকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া দস্যু তস্করের ন্যায় কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। সেই জন্য ইহাকে বহুদিন কায়ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে দুরাত্মা কংস জরাসন্ধ, আহ্বতি ও ভীষ্মক মহীপতির বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া পিতা উগ্রসেন ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া মধুর রাজ্য স্বয়ং শাসন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে মথুরাপতি কংস ভগবান্ মহেশ্বরের উদ্দেশে স্বনগরে এক মহা উৎসব আরম্ভ করে। তদ্রূপলক্ষে নানাদিগদেশ হইতে মল্লগণ ও স্ব স্ব কার্য্য কুশল নর্ত্তক ও গায়কগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। নানাজনপদ হইতে প্রধান শিল্পিগণকে আনাইয়া তদ্বারা মহাসমৃদ্ধিশালী রঙ্গস্থান নির্ম্মিত হইল। তথায় সহস্র সহস্র মঞ্চ স্থাপিত হইল। পৌর ও জনপদগণ ঐ সমুদায় মঞ্চোপরি অধিরূঢ় হইয়া উপবিষ্ট হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণে রঙ্গস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তখন ভোজপতি কংস রাজোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া সেই মহাসমৃদ্ধিশালী রঙ্গমধ্যে বিমানারোহী সুকৃতিমান ব্যক্তির ন্যায় আরোহণ করিল। রঙ্গভূমির দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামে প্রভূত অস্ত্রসমষ্টির ন্যায় এক মত্ত হস্তীকে স্থাপন করিল এবং রঙ্গমধ্যে মহাবীর্য্য প্রধান প্রধান শূরগণকে রক্ষা করিল। অনন্তর যখন শুনিল চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় মহাতেজা পুরুষ ব্যাঘ্র রামকৃষ্ণ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তদবধি তাঁহাদিগকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত বিষম চিন্তাকুল হইয়া একবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। ইহাঁরাও উভয়ে সেই অত্যুত্তম সমাজের কথা শ্রবণ করিয়া শার্দ্দূল যেমন গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অক্ষুব্ধহৃদয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ঘরদেশে উপস্থিত হইবা মাত্র রক্ষিবর্গ তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ আরোহীর সহিত কুবলয়াপীড় হস্তীকে সংহার করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় চাণূর ও অন্ধ্র নামক দুই বীরকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দুরাত্মা কংসকে একবারে অনুজের সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে যদুসিংহ কৃষ্ণ যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন উহা দেবগণেরও অসাধ্য। কেশব ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ এরূপ দুষ্করকার্য্য করিতে সমর্থ হইত? পূর্ব্বতন প্রহ্লাদ, বলি ও শম্বারাসুর প্রভৃতি যে সম্পদ কখন লাভ করিতে পারে নাই, ইনি আপনাদের জন্য তৎসমুদায় আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। ইনি দৈত্যপতি মুরু, পঞ্চজন ও শৈলসজ্ঘ নিঃসৃত সুন্দ এবং ভীষণ শত্রু নরকাসুরকে নিহত করিয়াছেন। দেবমাতা অদিতি ইহা হইতেই কুণ্ডলদ্বয় পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে স্বর্গে দেবগণের মধ্যে ইহার আর যশের পরিসীমা ছিল না।

হে বীতমৎসর যাদবগণ! দেবরাজ ইন্দ্র আমায় প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা এক্ষণে ভগবান কৃষ্ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া কি শোক, কি দুঃখ, কি ভয়, কি অন্যবিধ বিপত্তি সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ। অতএব এই সময়ে নির্ম্মৎসরহৃদয়ে আপনার বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। ধীমান কৃষ্ণ অতি দুষ্কর দেবকার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদের মঙ্গল হউক। হে যদুশ্রেষ্ঠগণ! যদি আমার দ্বারা আপনাদের কোন প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন হয় তবে আমি অতি যত্নপূর্ব্বক সমাধা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আমি আপনাদেরই, আপনারাও আমার, সুতরাং আমাকে আপনারা সম্যক্ বশ্য বলিয়া জানিয়া রাখিবেন। যেখানে লজ্জা সেইখানেই শ্রী, যেখানে শ্রী, সেইখানেই নম্রতা। মহাত্মা কৃষ্ণে সেই লজ্জা, শ্রী ও নম্রতা সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৬০তম অধ্যায়

নারদ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে যাদবগণ! এই মহাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মৌরবপাশ সমুদায় একবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। ইনি নিসুন্দ ও নরকাসুরকে নিহত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুরের গমনপথ পরিষ্কার করিয়াছেন। ইনি স্বীয় ধনুষ্টঙ্কার শব্দে ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিতে যুদ্ধাস্পর্দ্ধী রাজ্যগণের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার জন্মিয়া দিয়াছেন। এই যদুবীর কৃষ্ণ রুক্মিণীহরণকালে পথিমধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত রুক্মী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছিলেন, কিন্তু ইনি স্বীয় শঙ্খ চক্র গদা ও অসিমাত্র সহায় করিয়া সেই অসংখ্য মেঘসম সৈন্যসমবেত দাক্ষিণাত্য মহারথগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত রুক্মীকে সমরে পরাস্ত করিয়া মেঘগম্ভীরধ্বনি সূর্য্যসঙ্কাশ রথে রুক্মিণীকে লইয়া দ্বারকায় আগমন করেন। জারুখীনগরীতে আহুতি, ক্রাথ, শিশুপাল, সসৈন্যবক্র ও শতধন্বা ইহাঁর নিকট পরাভূত হইয়া গিয়াছেন। ইহার রোষানলে পতিত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন, কালযবন ও সৌভপতি শাল্ব একবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষোত্তম স্বীয় চক্রপ্রভাবে সহস্র সহস্র পর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া দ্রুমসেনকে প্রোথিত করিয়াছেন। নিমেষমাত্র মহেন্দ্রশিখরে বিচরণ করিয়া ইরাবতী নগরীতে সূর্য্যাগ্নিসম মহাতেজা রাবণানুচর গোপতি ও তালকেতু নামা দুই ভোজবীরকে সমরভূমিতে নিহত করিয়াছেন। ইহাঁর দৃষ্টিপাতমাত্রে নিমি ও হংস নামে দুইজন দৈত্য অনুচরের সহিত ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। ইনি বারাণসী নগরীকে দগ্ধ করিয়া কাশীপতিকে সগণে ধ্বংস করিয়াছেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণ আনতপর্ব্ব শরদ্বারা ময়দানবকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রসেনতনয়কে আনয়ন করিয়াছিলেন। লোহিতকূট পর্ব্বতে মহাবল বরুণ যাদোগণের সহিত ইহাঁর নিকট পরাস্ত হইয়া যান। ইনি স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রকেও লক্ষ্য না করিয়া দেবগণ সুরক্ষিত মহেন্দ্রভবনস্থ পারিজাত তরুকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ইনি পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মৎস্যরাজ ও বঙ্গনৃপতি প্রভৃতি এক শত নরপতিগণকে নিহত করিয়া প্রিয়দর্শনা গান্ধাররাজকুমারী গান্ধারীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন ইহাঁরই সাহায্যে সমস্ত অরিমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। ইনিও অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া দ্রোণ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনকে জয় করিয়াছেন। ইনি বভ্রুর প্রিয়কামনা করিয়া বলপূর্ব্বক সৌবীররাজদুহিতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বেণুদারীর নিমিত্ত ইনি যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া অশ্ব, রথ ও গজসঙ্কুলা পৃথিবীকে জয় করেন। ইনি জন্মান্তরে তপস্যাবলে বলিরাজের নিকট হইতে ত্রিভুবন হরণ করিয়াছিলেন। যাহার ব্রজ অশনি গদা ও খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রবলে যমও প্রাগজ্যোতিষনগরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। সেই মহাবীর্য্য মহাসমৃদ্ধ বলির পুত্র বাণ সগণে ইহার নিকটে পরাভূত হইয়াছেন। মহাবল জনার্দ্দন কংসের অমাত্য মহাকায় পীঠ ও তৎপুত্র অলি লোমাকে নিহত করিয়াছেন। এই মহাযশা পুরুষ ব্যাঘ্র কৃষ্ণ মানুষরূপী দৈত্য জম্ভাসুর, ঐরাবত ও বিরূপকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। যমুনাহ্রদে অতি দুর্দ্ধর্ষ নাগরাজ কালিয়কে দমন করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি যুদ্ধে যমকে পরাস্ত করিয়া সান্দীপনির মৃতপুত্রকে ফিরিয়া আনিয়াছেন।

মহারাজ! যাহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা বিদ্বেষ করিয়া থাকে, এই মহাত্মা কৃষ্ণই সেই সমস্ত দুরাত্মাকে শাসন করিয়া থাকেন। ইনি দেবরাজের প্রীতির নিমিত্ত ভৌম নরকাসুরকে সংহার করিয়া কুণ্ডল আহরণপূর্ব্বক দেবমাতা অদিতিকে প্রদান করেন। এইরূপে মহাযশা কৃষ্ণ দেব ও দৈত্যগণকে সর্ব্বদা অভয় ও ভয় প্রদান করিয়া সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও প্রভু হইয়াছেন। ইনি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত লোকে ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রতিগমন করিবেন। মহাযশা কৃষ্ণ এই বহুরত্ন সমাকীর্ণ, শতযূপলাঞ্ছিত, বহুবিধ ভোগ্যবস্তু পরিপূর্ণ ঋষিসেবিত রমণীয় দ্বারকাপুরীকেও ভোগাবসানে বরুণালয়ে প্রেরণ করিবেন। ইনি ইহা পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া সূর্য্যসদন সদৃশ এই দ্বারকাকে একেবারে সলিল রাশিতে প্লাবিত করিবেন। মধুসূদন ব্যতীত কি দেবতা, কি অসুর, কি মনুষ্য ইহাদের মধ্যে কুত্রাপি এমন কোন ব্যক্তিই নাই, হইবেও না যে, তিনি এই মহানগরীকে রক্ষা করিয়া বসতি করিতে পারেন। এই কৃষ্ণই বিষ্ণু, নারায়ণ, সোম দেব, সূর্য্য ও সর্ব্বজগতের স্বয়ং প্রসবিতা। ইনি অচিন্ত্য, অপ্রমেয় এবং স্বেচ্ছাবিহারী। ইনি আপনাদিগের হিতসাধন করিয়া স্বস্থানে গমন করিবেন। বালক যেমন ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করে, ইনি সেইরূপ সমস্ত জীবগণকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ইহাঁর প্রভাবের ইয়ত্তা করিতে পারে এরূপ লোক জগতে কেহ নাই। ইনিই পরাৎপর বিশ্বরূপ, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। ও মহারাজ! এইরূপে ভগবান কৃষ্ণের কত শত সহস্র বার স্তব করা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার কার্য্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই যিনি পূর্ব্বকালে তপোবলে দিব্যচক্ষু দ্বারা সমস্ত প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইতেন সেই মহাযোগী, ধীমান ব্যাসদেব, তপশ্চক্ষে সমস্ত সন্দর্শন করিয়া এই ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষের বাল্য ও মধ্যবয়সের এই সমুদায় কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

রাজন্! দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের আদেশানুসারে কৃষ্ণের এইরূপে স্তব করিলে যদুবংশীয়গণ সকলেই তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নারদ যাদবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলে গোবিন্দ সেই সমাহৃত সম্পত্তি সমুদায় যাদব ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারাও ঐ সমুদায় ধনসম্পত্তি বিনিয়োগ দ্বারা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখে দ্বারকাপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

১৬১তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহাত্মা কৃষ্ণের বহুসহস্র পত্নীগণের মধ্যে আটটীকে প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ঐ আট জনের সন্তান সন্ততির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণের পত্নী গণের মধ্যে আট জনই প্রধান। ইহাঁরা সকলেই বীর প্রসবিনী। ইহাঁদের গর্ভে যে সমুদায় পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। রুক্মিণী, সত্যভামা, নগ্নজিতী, শৈব্যা সুদত্তা, জালহাসিনী লক্ষ্মণা, কলিন্দতনয়া মিত্রবিন্দা, পৌরবী জাম্ববতী এবং মদ্ররাজতনয়া সুভীমা এই কয় জন স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধান। প্রথমে রুক্মিণীর তনয়দিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

রুক্মিণীর প্রথমে প্রদ্যুম্ন নামে এক পুত্র জন্মে, ইনি শম্বর নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৃষ্ণিসিংহ মহারথ চারুদেষ্ণ। অনন্তর চারু ভদ্র, চারুগর্ভ, সুদংষ্ট্র, দ্রুম, সুসেন, চারুগুপ্ত, বীর্য্যবান্ চারুবিন্দ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ চারুবাহু, আর চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সত্যভামার গর্ভে ভানু, ভীমরথ, ক্ষুপ, দীপ্তিমান রোহিত ও জলান্তক আম্ররাক্ষ এই কয় পুত্র এবং ভানু, ভীমরিকা, তাম্রপক্ষা ও জলন্ধমা এই চারি কন্যা সমুৎপন্ন হইয়াছিল। জাম্ববতীর পুত্র, সমিতিশোভন শাম্ব, মিত্রবান ও মিত্রবিন্দ, সুনীথ এবং মিত্রবতী নামে এক কন্যা। নাগ্নজীতির গর্ভে ভদ্রকায় ও ভদ্রবিন্দ নামে দুই পুত্র এবং ভদ্রাবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শৈব্যা, সুদত্ত, সংগ্রামজিৎ, সত্যজিৎ, সেনজিৎ ও শূর সপত্নজিৎ এই চারি পুত্র প্রসব করেন। বৃকাশ্ব, বৃকনির্ব্বৃতি ও কুমার বৃকদীপ্তি এই তিনটি মদ্ররাজতনয়া সুভীমার পুত্র। লক্ষ্মণা হইতে গাত্রবান্, গাত্রগুপ্ত ও বীর্য্যবান গাত্রবিন্দ এই কয়েকটি পুত্র এবং গাত্রবতী নামে এক কন্যা প্রসূত হইয়াছিল। কালিন্দীর দুই পুত্র অশ্রুত ও শ্রুতসম্মত। তন্মধ্যে এই অশ্রুতকে শ্রুতসেনার হস্তে প্রদান করিয়া ভগবান মধুসূদন আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এই পুত্র আমাদের উভয়েরই উত্তরাধিকারী হইবে।

মহারাজ! মহাত্মা গদের শৈব্যতনয়া বৃহতীর গর্ভে অঙ্গদ, শ্বেত ও কুমুদ নামে তিন পুত্র এবং শ্বেতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। গদের অপরা পত্নীর গর্ভে অগাবহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনস্তম্ব, স্তম্ব ও স্তম্ববন এই কয়েকটি পুত্র এবং চিত্রা ও চিত্রবতী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বনস্তম্বের পুত্র নিবেশন ও কন্যা স্তম্ববতী। উপাসঙ্গের পুত্র বজ্রাসু ও ক্ষিপ্র। কৌশিকীবংশসম্ভূতা যুধিষ্ঠিরতনয়া সুতসোমার পুত্র যুধিষ্ঠির। পরে ইহাঁর আর দুই পুত্র হয়, একের নাম কাপালী অপরের নাম গরুড়। ইহাঁরা উভয়েই মায়াযুদ্ধে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন।

রাজন্! যে সকল পুত্রের নামোল্লেখ করিলাম, এতদ্ভিন্ন অনেক পুত্র আছে। কথিত আছে কেশবের পুত্রসংখ্যা লক্ষ হইবে। তম্মধ্যে অশীতি সহস্র পুত্র বীর ও রণবিশারদ ছিলেন। বৈদর্ভীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র হয় এই অনিরুদ্ধও বিলক্ষণ রণপটু ছিলেন। রেবতীর গর্ভে বলদেবের দুই পুত্র জন্মে, একের নাম নিশঠ অপরের নাম উল্মুক। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় দেবতুল্য রূপবান ছিলেন। সুতনু ও নারাচী এই দুইটিও বসুদেবের পত্নী ছিলেন। পৌণ্ড্র ও কপিল নামে উহাঁদের দুই পুত্রও জন্মে। সুতনুর পুত্র পৌণ্ড্র এবং নারাচীর পুত্র কপিল। এই উভয়ের মধ্যে পৌণ্ড্র রাজা হইয়াছিলেন, কপিল ভোগবাসনা পরিহারপূর্ব্বক বনপ্রস্থান করেন। বসুদেব হইতে শূদ্রার গর্ভে আর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে; ইহার নাম জরা। জরা সমস্ত ধনুর্দ্ধারী নিষাদগণের প্রভু ছিলেন। কাশ্যার গর্ভে ইহাঁর আর এক বলবান্ পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম সুপার্শ্ব। অনিরুদ্ধের পুত্র সামুব্রজ এই সানুব্রজের পূর্ব্বে বজ্র নামে অনিরুদ্ধের আর এক পুত্র হয়। বজ্র হইতে প্রতিরথ, প্রতিরথ হইতে সুচারু সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ অনমিত্রের পুত্র শিনি। শিনি হইতে সত্যবাক্ ও মহারথ সত্যক এই দুই পুত্র জম্মপরিগ্রহ করেন। তন্মধ্যে সত্যকের পুত্র যুযুধান। যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, তৎপুত্র তূণি, তূণির পুত্র যুগন্ধর। এই যুগন্ধরই বংশের শেষ পুত্র। ইহা হইতেই যদুবংশ শেষ হইল।

১৬২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি ইতঃ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, যে মহামতি প্রদ্যুম্ন শরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে ঐ অসুরপতি নিহত হইল, তাহার উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে আপনি তাহারই আমূলবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান বাসুদেবের লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীর গর্ভে শম্বরান্তকারী কন্দর্পরূপধারী প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মদিন হইতে সপ্তম দিন পূর্ণ হইলে নিশীথকালে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ শম্বরার সূতিকাগৃহ হইতেই ঐ কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে হরণ করিল। দেবায়াভিজ্ঞ কৃষ্ণ এই বিষয় জানিতে পারিয়াও যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবকে নিগ্রহ করিলেন না। শম্বর-কৃতান্ত কর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্তজীবিত হইয়াই তাহাকে হরণপূর্ব্বক স্বনগরে উপস্থিত হইল। দৈত্যপতির মায়াবতী নামে এক পরম রূপবতী অসাধারণ গুণশালিনী ও শুভদর্শনা এক মহিষী ছিল। একালপর্য্যন্ত সন্তানের মুখদর্শন মায়াবতীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। শম্বর এই শিশুকে লইয়া স্বীয় আত্মজের ন্যায় মায়াবতীকে প্রদান করেন। মায়াবতীও ঐ শিশুকে দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং মহা আনন্দে পুনঃ পুনঃ বালকের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সমস্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনিই আমার জন্মান্তরে স্বামী ছিলেন। এই আমার সেই নাথ পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। আমি ইহাঁরই নিমিত্ত দিবা রাত্রি চিন্তা ও শোকসাগরে মগ্ন হইয়া ক্ষণকালের জন্যও কোথায়ও সুখ শান্তি লাভ করিতে পারি না। দেবাদিদেব ভগবান্ শূলপাণি ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে অনঙ্গ করিয়াছিলেন। অতএব আমি এখন জানিয়া শুনিয়া কিরূপে ইহাকে মাতৃভাবে স্তন দান করিব। আর আমি ইহাঁর ভার্য্যা হইয়া কিরূপেই বা পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ধাত্রী হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন এবং রসায়ন প্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মায়াবতী তাঁহাকে এইরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দানবীমায়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যখন সেই প্রিয়দর্শন প্রদ্যুম্ন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন এবং নারীগণেরও ইঙ্গিত সমুদায় বুঝিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে কামিনী মায়াবতী তাঁহাকে কান্তভাবে বাসনা করিয়া সস্মিতবদনে হাবভাবাদি দ্বারা প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রদ্যুম্ন সেই চারুহাসিনী মায়াবতীকে এইরূপ অনুরক্তা দেখিয়া কহিলেন, অয়ি চপলে! তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া আমায় অন্যভাব প্রদর্শন করিতেছ কেন? আমার বোধ হইতেছে তুমি স্ত্রীজনসুলভ দুষ্টস্বভাববশতঃ এরূপ চপলতা প্রকাশ করিতেছ । নতুবা আমার প্রতি পুত্রভাব পরিত্যাগ করিয়া এরূপ বিপরীতভাব অবলম্বন করিবার কারণ কি? হে সৌম্যে! আমি তোমার পুত্র, তবে এরূপ বিকৃতভাবের কারণ কি, জানিতে বাসনা করি। নারীগণের স্বভাব স্বভাবতই চপলাপাতের ন্যায় চঞ্চল। উহা পর্ব্বত শিখরাসক্ত মেঘের ন্যায় পুরুষের প্রতি সতত অনুরক্ত হয়। হে শুভে! আমি তোমার পুত্রই হই অথবা অন্যই হই তোমার এরূপ ইচ্ছার কারণ কি? শুনিতে অভিলাষ করি।

রাজন্ ! কামদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্যথিতহৃদয়ে তাঁহাকে নির্জ্জনে আহ্বান পূর্ব্বক মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি আমার পুত্র নহ, শম্বরও তোমার পিতা নহেন। তুমি রূপবান্ পরাক্রমশালী বৃষ্ণি বংশসম্ভূত। তুমি রুক্মিণীহৃদয়নন্দন বাসুদেবের পূত্র। তুমি জন্মগ্রহণ করিলে সপ্তম দিবসে সূতিকাগৃহ হইতেই আমার স্বামীকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলে। আমার স্বামী মহাবল পরাক্রান্ত শম্বর বলপূর্ব্বক ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী তোমার পিতা বাসুদেবের গৃহধর্ষণ করিয়া তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। হে বীর! তোমার মা রুক্মিণী, তোমাকে হারাইয়া বিবৎসা সৌরভীর ন্যায় নিরন্তর শোকভরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতেছেন। তোমার পিতা গরুড়ধ্বজ কেশব ইন্দ্র হইতেও মহত্তর; কিন্তু শম্বর তোমাকে শৈশবস্থাতেই এখানে আনয়ন করিয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। অতএব হে কান্ত! তুমি বৃষ্ণিকুমার, শম্বরের পুত্র নহ। হে বীর! দানবগণ কখন তোমার মত পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন না। আমি এই জন্যই তোমাকে পতিত্বে কামনা করিয়াছি, আমি তোমার জননী নহি। হে সৌম্য! আমি তোমার রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছি। এই জন্যই আমার এইরূপ চেষ্টা, এই জন্যই আমার এত অনুরাগ। অতএব হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! এক্ষণে আমার মনোরথ পূর্ণ কর। এই আমি তোমাতে আমার সমস্ত অনুরাগের কারণ উল্লেখ করিলাম।

মহারাজ! চক্রায়ুধ ভগবান্ কৃষ্ণের নন্দন সর্ব্বমায়াভিজ্ঞ প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর নিকট এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধভরে শম্বরকে উদ্দেশে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রে দুরাত্মন্ দানব! আমি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন; তুমি কেশব শিশুকে নির্ভয়ে হরণ করিয়াছ। আমি অদ্যই তোমার ভয়োৎপাদন কৰিব। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণতনয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন আমি কি উপায়ে ইহার ক্রোধোৎপাদন করি, কি রূপেই বা ইহাকে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করি। মন্দবুদ্ধি দুরাত্মা দানব যাতে আপনা হইতে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে প্রথমে এরূপ কি কার্য্যেরই বা অনুষ্ঠান করি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তোরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া স্থির করিলেন, দুরাত্মার মেরু শৃঙ্গের ন্যায় যে অত্যুচ্চ সিংহকেতুবিভূষিত রমণীয় চিত্রধ্বজ সিংহদ্বারের উপর শোভা পাইতেছে, উহা আমি নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পাতিত করিব। এই ধ্বজচ্ছেদ শুনিতে পাইলেই শম্বর নিশ্চয়ই যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবে। তাহা হইলেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, তখন আমি সমরভূমিতে দুরাত্মাকে নিহত করিয়া দ্বারকায় গমন করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া প্রদ্যুম্ন স্বীয় ধনুকে জ্যারোপণ করিলেন। তদনন্তর তাহাতে শরসংযোগ করিয়া মহাবাহু কামদেব শম্বরের ধ্বজরত্ন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

কালরূপ শম্বর এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র মহা ক্রোধে পুত্রগণকে আজ্ঞা করিল, বৎসগণ! তোমরা শীঘ্র ঐ রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নকে বধ কর। ও আমার নিতান্ত অপ্রিয়কারী; আমি আর উহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি না। তদীয় পুত্রগণ, শম্বরবাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রদ্যুম্নের বিনাশ বাসনায় বদ্ধপরিকর হইয়া বহির্গত হইল। চিত্র সেন, অতিসেন, বিষকৃসেন, জিত,

শ্রুতসেন, সুষেণ, সোমসেন, সেনানী, সৈন্যহন্তা, সৈনিক, সেনস্কন্ধ, শনক, জনক, সকল, বিকল, শান্ত, শান্তান্তকর, কুম্ভকেতু, সুদংষ্ট্র ও কেশি প্রভৃতি শম্বরতনয়গণ কেহ চক্র, কেহ তোমর, কেহ শূল, কেহ পট্টিশ, কেহ অসি, কেহ পরশ্বধ অস্ত্রগ্রহণ করিয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন প্রদ্যুম্নকে আহ্বানপূর্ব্বক সমরভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে মহাবীর প্রদ্যুম্ন সত্বর রথা রোহণপূর্ব্বক শরাসন হস্তে লইয়া সংগ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর শম্বরপুত্রগণের সহিত কেশবতনয়ের লোমহর্ষণ তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময়ে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মহোরগগণ, সিদ্ধ ও চারণগণ সমভিব্যাহারে দেবরাজ বিমানারোহণে যুদ্ধদর্শনার্থ আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নারদ, তুম্বুরু ও হাহা হূহূ প্রভৃতি গায়কগণ অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তৎপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজের প্রতিহারী একজন গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রকে নিবেদন করিল, দেব! এই যুদ্ধ নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। শম্বরের এক শত পুত্র, কৃষ্ণাত্মজ প্রদ্যুম্ন একাকী মাত্র। এই যুধ্যমান বহুজনের সহিত একাকী প্রদ্যুম্ন কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন? বলনিসূদন ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি ইহার পরাক্রম জান না, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি কন্দর্প, পূর্ব্ব জন্মে হরকোপানলে ভস্মীভূত হইলে, কামপত্নী রতি অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা দেবদেব ত্রিলোচনকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। মহাদেব তাহার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, যৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া দ্বারকায় অবস্থান করিবেন, তখন তোমার ভর্ত্তা তাঁহারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি ত্রিলোকমধ্যে অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়া শম্বর নামক মহাসুরকে বিনাশ করিবেন। ইনি জন্ম গ্রহণ করিলে সপ্তমদিবসে শম্বর মায়াপ্রভাবে রুক্মিণীক্রোড়স্থিত প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। অতএব তুমি শম্বরগৃহে গমন করিয়া তাহার ভার্য্যারূপে অবস্থান কর। তথায় তোমার নাম মায়াবতী হইবে। তুমি মায়াবলে শম্বরকে মুগ্ধ এবং তথায় থাকিয়া বালকরূপী স্বীয় কান্তকে পরিবর্দ্ধিত করিবে। ঐ বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে শম্বরকে সংহার করিয়া তোমায় লইয়া দ্বারকায় গমন করিবেন এবং আমি যেমন শৈলপুত্রীর মনোরঞ্জন করি শম্বরও তদ্রূপ তোমার মনোরঞ্জন করিবেন।

দেবদেব পুরুষোত্তম মহাদেব এইরূপ আদেশ করিয়া মেরুসন্নিভ সিদ্ধ চারণসেবিত কৈলাসধামে গমন করিলেন। কামপত্নী রতিও উমাপতিকে প্রণাম করিয়া শম্বরগৃহে গমন করত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সেই মহাবাহু প্রদ্যুম্ন। ইনি নিঃসন্দেহ সপুত্র দুরাত্মা শম্বরকে নিহত করিবেন।

১৬৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শম্বর পুত্রগণের সহিত রুক্মিণীনন্দনের তুমুলসংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই সময়ে ভীষণ দৈত্যগণ মহা ক্রোধে সমবেত হইয়া শাণিত শর, শক্তি, পরশ্ব, চক্র, তোমর, কুন্ত, ভুষুণ্ডী ও মুষল প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় চতুর্দ্দিক হইতে প্রদ্যুম্নের উপর অতিবেগে যুগপৎ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কৃষ্ণতনয়ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

স্বকীয় শাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যুগপৎ পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ দ্বারা এক একটি করিয়া বিপক্ষ অস্ত্র সমুদায় ছেদ করিতে লাগিলেন। তখন অসুরগণ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নের বধবাসনায় অজস্র শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর কামদেব রোষাবেশে সত্বর অন্য এক ধনু গ্রহণ করিয়া শম্বরের মহাবীর্য্য দশ পুত্রকে একবারেই শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। পরক্ষণেই অপর এক ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপে চিত্রসেনের শিরচ্ছেদন করিলেন। অতঃপর হতাবশিষ্ট দানবগণ সকলে মিলিয়া কামদেবকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শরবর্ষণ করিতে করিতে সম্মুখদিকে ধাবিত হইল। মহাতেজা প্রদ্যুম্ন সেই সমরোন্মত্ত বাণবর্ষী শত ভ্রাতাকেই শরনিকরপাতে সমরশায়ী করিয়া পুনায় সমরাকাঙ্ক্ষী হইয়া সংগ্রামভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে শম্বরাসুর রণস্থলে শত পুত্র নিহত হইয়াছে শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া সারথিকে কহিল, সারথে! শীঘ্র আমার রথ আনয়ন কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র প্রণাম করিয়া সসৈন্য রথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিল। ঐ রথ সর্পবল্লাযুক্ত সহ ভল্লুকে সংযোজিত ছিল। উহার চতুর্দ্দিক ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত এবং কিঙ্কিণী মালায় অলঙ্কৃত ছিল। ঈহা মৃগ, পংক্তিরচনা ও নক্ষত্রচিত্র দ্বারা রথের চতুর্দ্দিক পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার কূবর স্বর্ণ নির্ম্মিত। ইহার পতাকা সমুদায় অতিশয় উন্নত ও রমণীয় সিংহকেতনে অঙ্কিত। ইহার রথ সমুদায় অতি পরিপাটি, লৌহ নির্ম্মিত ঈশা ব্রজের ন্যায় সুদৃঢ়, মন্দরগিরির উচ্চ শিখরের ন্যায় অত্যুচ্চ ধ্বজাগ্র ভাগ সুচারু চামর দ্বারা অলঙ্কৃত। উহার হেমদণ্ড সমুদায় নক্ষত্রমালায় বিভূষিত হওয়াতে পরমসুন্দর হইয়াছে। ফলতঃ রথের শোভা অপূর্ব্ব। শম্বর কাঞ্চনময় বর্ম্ম পরিধান, ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যুদ্ধবাসনায় সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। প্রস্থানকালে চার জন প্রধান মন্ত্রী, দুর্দ্ধর, কেতুমালী, শত্রুহন্তা প্রমর্দ্দন নামক অগাধ সৈন্যসাগর, দশ সহস্র নাগ, দুই শত রথ, আট সহস্র অশ্বসৈন্য এবং দশ সহস্র পদাতিসৈন্য যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় তাহার সঙ্গে চলিল। যাত্রাকালে নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত সমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল। গৃধ্রগণ আকাশমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মেঘে সমস্ত আকাশ একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; বোধ হইতে লাগিল যেন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে। মেঘ সমুদায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল এবং মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতে লাগিল। শৃগাল সকল ভীষণ চীৎকার করিয়া সৈন্যগণের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। গৃধ্রগণ দানবগণের শোণিতপিপাসু হইয়া ধ্বজাগ্রে পতিত হইতে লাগিল। রথের সম্মুখভাগে কবন্ধ সকল দৃষ্টিগোচর হইল। দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইয়া যেন পরিঘ পরিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শম্বরের বাম নয়ন বাম বাহু স্পন্দিত হইয়া ভয় সূচনা করিতে লাগিল। অশ্বগণের পদস্খলন হইতে লাগিল। কাক আসিয়া শম্বরের মস্তকে পড়িতে লাগিল। দেবগণ কর্কর ও অঙ্গারমিশ্রিত রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে সহস্র সহস্র উল্কাপাত আরম্ভ হইল। সারথির হস্ত হইতে অশ্বরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

মহারাজ! শম্বর এই সমুদায় দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়াও উহার প্রতি লক্ষ্যই করিল না, প্রত্যুত মহাক্রোধে প্রদ্যুম্নের নিধনাকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হইল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পণব, আনক ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সমুদায় একবারে বাজিয়া উঠাতে পৃথিবী

যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। উহার ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া মৃগ পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণতনয় তৎকালেও অসংখ্য সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া স্থিরভাবে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘোর শত্রুর বধোপায় চিন্তা করত রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দৈত্যপতি শাম্ব মহাক্রুদ্ধ হইয়া একবারে সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্নও লঘুহস্ততাবশতঃ অর্দ্ধপথেই ঐ সমস্ত বাণচ্ছেদন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ শরাসন গ্রহণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই শর প্রহারে সৈন্যমধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল না যে তাঁহার বাণাঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। তখন সমুদায় সৈন্য প্রদ্যুম্নের শরাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভয়ে শম্বর সন্নিধানে উপস্থিত হইল। এইরূপে সেই সমুদায় সৈন্যদিগকে পলাইতে দেখিয়া শম্বর মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া সচিবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যোদ্ধৃগণ! শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি আজ্ঞা করিতেছি এখনই গমন করিয়া রিপুতনয়কে প্রহার কর; শত্রুকে উপেক্ষা করিলে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় শরীর নাশ করে। অতএব দুরাত্মাকে শীঘ্র বধ কর।

এই কথা বলিবামাত্র সৈন্যগণ তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ক্রোধভরে শরবর্ষণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে মকরকেতন রোষভরে ধনু উদ্যত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাতেজা রুক্মিণীতনয় আনতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি শরে দুর্দ্ধরকে, ত্রিষষ্টি বাণে কেতুমালীকে, সপ্ততিশরে শত্রু হন্তাকে, দ্ব্যশীতি বাণে প্রমর্দ্দনকে বিদ্ধ করিলেন। বীর সচিবগণও এইরূপে ব্যথিত হওয়াতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মকরধ্বজ ঐ সমুদায় বাণ স্বসমীপে উপস্থিত হইবার অর্থেই ছেদন করিয়া প্রত্যেক যোদ্ধার প্রতি ষষ্টি ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা সর্ব্বজন সমক্ষে দুর্দ্ধরের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে কঙ্কপত্র সুশোভিত চার নারাচ অস্ত্রে তাহার চার অশ্ব, এক নারাচে, যোক্ত্র, আর এক নারাচে ছত্র ও ধ্বজ, ষষ্টি নারাচে যুগ, চক্র ও অক্ষ ছেদন করিলেন। পরক্ষণেই কঙ্কপত্রযুক্ত শাণিত এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করিয়া দুর্দ্ধরের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্তবাণ হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার প্রাণ হরণ করিয়া নির্গত হইল। সে তখন গতায়ু, ভ্রষ্টশ্রী, হতপ্রভ হইয়া ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল।

রাজন্! দুর্দ্ধর নিহত হইলে বীরাগ্রগণ্য দানবপতি কেতুমালী বিষম ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ ভ্রুকুটিবদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিতে বলিতে অতিবেগে প্রদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইল। কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নও ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে তদ্রূপ সেই দৈত্যপতির প্রতি শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক আহত হইয়া দানবামাত্য তাঁহার বধ বাসনায় চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন ঐ কৃষ্ণচক্রে সদৃশ দীপ্তিমান অস্ত্রকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক উহাকে ধারণ করিয়া তদ্বারাই কেতু মালীর মস্তক ছেদন করিলেন। রুক্মিণীতনয়ের এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সকলেই চমৎকৃত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেতুমালী নিহত হইল দেখিয়া শক্রুহন্তা প্রমর্দ্দন সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রদ্যুম্নকে আক্রমণ করিল। তাহারা সকলেই কৃষ্ণতনয়ের বিনাশ বাসনায় চক্র, প্রাস, তোমর, ভিন্দিপাল, কুঠার, মুদগর ও অসংখ্য বাণ যুগপৎ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কামদেবও লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিয়া সেই সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র স্বীয় অস্ত্রবলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। অনন্তর ক্রোধপরবশ হইয়া গজ, গজারোহী, রথ রথী, সারথি ও অশ্বগণকে বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সৈন্যমধ্যে কেহই আর অক্ষত রহিল না। মকরধ্বজ এইরূপে সমস্ত সৈন্য মর্দ্দন করিয়া অতি ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন, মুক্তাহার ঐ নদীর তরঙ্গ, মাংস ও মেদ ইহার পঙ্ক, ছত্র সমুদায় ইহার দ্বীপ, শরসকল ইহার আবর্ত্ত, রথ ইহার পুলিনদেশ, কেয়ুর কুণ্ডল ও ধ্বজ সমুদায় ইহার বিবিধ মৎস্য, মাতঙ্গগণ ইহার গ্রাহ, অসি সকল ইহার নক্র, কেশকলাপ শৈবাল, শ্রোণিসূত্র সকল উহার মৃণাল, উৎকৃষ্ট আনন সমুদায় ইহার বিকসিত পদ্ম, চামর ইহার হংস, ছিন্ন মস্তক সমুদায় উহার তিমিরূপ ধারণ করাতে উহার মধ্যে প্রবেশ করা দূরে থাক উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু রুক্মিণীতনয় কিছুতেই ক্ষুব্ধ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি সেই ভীষণ নদী-তরঙ্গ বিলোড়িত করিয়া শক্রুহন্তার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শক্রুহন্তাও ক্রুদ্ধ হইয়া এক উত্তম শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর প্রদ্যুম্নের হৃদয়ে পতিত হইলে, প্রদ্যুম্ন তদ্দ্বারা ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। প্রত্যুত সেই মুমূর্ষু শক্রুহন্তাকে বিনাশ করিবার জন্য অবিলম্বে শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অগ্নি উদগীরণ করিতে করিতে বজ্রের ন্যায় ঘোর শব্দ করিয়া দুরাত্মা দৈত্যের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ভিন্নহৃদয় হওয়াতে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় শিথিল হইয়া গেল। তখন সে রুধির বমন করিতে করিতে একেবারে জন্মের মত ধরাতলে শয়ন করিল।

মহারাজ! শক্রুহন্তাকে পতিত হইতে দেখিয়া প্রমর্দ্দন এক ঘোর মুষল হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর প্রদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রে দুর্ব্বুদ্ধে ! তুই এই সমুদায় সামান্য লোকের সহিত যুদ্ধ করিয়া বড়ই রণপাণ্ডিত্য দেখাইতেছিস, তোর পিতা আমাদের শক্রু, আজ আমি তাহার পুত্রহন্তা হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। পুত্র মরিলে তাহাকেও নিহত করা হইবে। রে দুর্ব্বদ্ধে! তোর পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেই দেব লোকেরও ক্ষয় হইল। তাহা হইলেই সমস্ত দানবগণ হতশক্র হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবেন। আর তুই অদ্য আমার অস্ত্রে নিহত হইলে তোর শোণিত-জলে শম্বরপূত্রগণের উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিব। তুই আজ আমার হস্তে নিহত হইয়াছিস্ এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র মন্দভাগিনী ভীষ্মসুতা করুণস্বরে বিলাপ করিবে। তোর চক্রধারী পিতাও তুই নিহত হইয়াছি জানিয়া নিতান্ত ভগ্নাশ হইয়া পড়িবে এবং তোর শোকেই সেই মন্দবুদ্ধি অচিরে প্রাণত্যাগ করিবে। এই কথা বলিয়া সেই প্রমর্দ্দন রুক্মিণীতনয়কে এক পরিষ প্রহার করিল। মহাপ্রতাপশালী মহাতেজা কৃষ্ণতনয় অসুরপতির পরিঘ প্রহারে ব্যথিত হইয়া দুই হস্তে তাহার রথ উত্তোলনপূর্ব্বক বলপূর্ব্বক ধরাতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আঘাতে রথ চুর্ণ হইয়া গেল। তখন সে উল্লম্ফনপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইল এবং পদাতি বেশে অবস্থান করিয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক সহসা বেগে প্রদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইল। প্রদ্যুম্নও বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত

হইতে গদাগ্রহণ করিয়া তদ্বারাই তাহার প্রাণসংহার করিলেন। দৈত্যগণ সকলেই প্রমর্দ্দনকে নিহত দেখিয়া সমরাঙ্গন হইতে ভয়ে পলায়ন করিল। মাতঙ্গগণ যেমন কেশরীকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে না তদ্রূপ ইহারাও তাঁহার সম্মুখে আর দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। সারমেয়দর্শনে মেষ যেমন অবসন্ন হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে থাকে, দানবসৈন্য সমুদায়ও সেইরূপ প্রদ্যুম্নের ভয়ে ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। শোণিতাক্তবাস্ত্রা মুক্তকেশ বিবর্ণা দৈত্যসেনা রজলা যুবতীর ন্যায় আত্মগোপন করিতে লাগিল। মন্মথ শরপীড়িতা কামিনী যেমন রতিসময়ে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর ক্ষণকালও তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করে না, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গৃহগমনে উৎসুক হয়, সেইরূপ দানবসেনা সকল কামদেব শরে ব্যথিত হইয়া ভীতচিত্তে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

১৬৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শম্বর মহাক্রুদ্ধ হইয়া সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সারথে! শীঘ্র রথ লইয়া শত্রু সন্মুখে স্থাপন কর। ঐ দুরাত্মা অপ্রিয়কারী শত্রুকে আমি এখনই শরনিপাতে নিহত করিব। সারথি স্বামিবাক্য শ্রবণমাত্র স্বর্ণালঙ্কারভূষিত ঋক্ষগণকে চালিত করিল। প্রশ্ন সেই রথ আসিতেছে দেখিয়া প্রফুল্ললোচনে শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণ খচিত বাণ সন্ধান করিলেন এবং শম্বর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সেই শরক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। দেবশত্রু শম্বর সেই প্রহারে হৃদয়ে ব্যথিত হওয়াতে অবসন্ন ও অবশেষে বিচেতন হইয়া রথশক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া ধনুগ্রহণপূর্ব্বক বিষম ক্রোধে একেবারে নিশিত সপ্তশর নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্নও সপ্ত শর প্রয়োগ করিয়া ঐ শরমধ্য পথেই ছেদন করিলেন এবং একেবারে শাণিত সপ্ততি শরে তাহাকে নিপীড়িত করিলেন। পরক্ষণেই আবার ক্রোধবশতঃ পর্ব্বতোপরি ধারাবর্ষণের ন্যায় তাহার উপর অজস্র শত সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই শরনিকরপাতে দিক্‌বিদিক্ সমুদায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তখন দিনকরও আর লক্ষিত হয় না। অনন্তর শম্বর বৈদ্যুতাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকার সমুদায় অপসারণপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের রথোপরি শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। হে রাজন্! প্রদ্যুম্নও লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব স্বীয় শরদ্বারা তদীয় অস্ত্র সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণতনয় কর্ত্তৃক ঐ রূপ শরবর্ষ ব্যর্থ হইল দেখিয়া কালরূপী শম্বর মায়াবলে এক একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ আনিয়া প্রদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্ন সেই বৃক্ষ আসিয়া পতিত হইতেছে দেখিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই আগ্নেয় অস্ত্রপ্রভাবে আপতিত বৃক্ষ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন দৈত্যপতি পর্ব্বতন্ত্র পরিত্যাগ করিল। প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা উহা উৎসারিত করিয়া দিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে মহাপ্রতাপশালী দেশশত্রু শম্বর এক অদ্ভুত মায়ার সৃষ্টি করিল। ঐ মায়াবলে প্রদ্যুম্নের রথের উপর অসংখ্য সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, তরক্ষু, বানর, বারিদ তুল্য হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন গান্ধার্ব্বাস্ত্র দ্বারা

ঐ সমুদায় জীবাস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মায়া বিফল করিয়া দিলেন। সে মায়াও ব্যর্থ হইল দেখিয়া শম্বর ক্রোধান্ধ হইয়া অন্য এক মায়ার সৃষ্টি করিল। এই মায়া বলে উদ্ভিন্নদন্ত যষ্টি বৎসর বয়স্ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তির সৃষ্টি হইল। ঐ হস্তিবৃন্দে মহামাত্র সকল অধিরূঢ় ছিল। উহারা রণমদগর্ব্বিত হইয়াই যেন আগমন করিতে লাগিল। তখন কমল লোচন কৃষ্ণতনয় উহা মায়াময়ী সৃষ্টি বুঝিতে পারিয়া স্বয়ংও সিংহীমায়ার অবতারণা করিলেন। ধীমান্ রুক্মিণীতনয়ের এই মায়াময় সিংহসৃষ্টিতে সূর্য্যোদয়ে রজনীর ন্যায় সমস্ত মায়া তিরোহিত হইয়া গেল। হস্তিমায়াও নিহত হইল দেখিয়া দানবের আর এক নূতন মায়ার সৃষ্টি করিল। ঐ মায়ার নাম সম্মোহনী। পূর্ব্বে ময়দানব এই মায়ার প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিল। বীর্য্যবান্ কামদেব সংজ্ঞা দ্বারা উহার নিরাকরণ করিলেন। তদ্দর্শনে শম্বর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীমায়ার অবতারণা করিলেন। প্রতাপশালী রুক্মিণীতনয় সিংহগণকে আসিতে দেখিয়া গান্ধর্ব্বাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক শরভী মায়ার সৃষ্টি করিলেন। বায়ু যেমন জলধরগণকে অপসারিত করে তদ্রূপ এই দংষ্ট্র নখায়ুধ বলোন্মত্ত অষ্টাপদ শরভগণ সিংহ সমূহকে বিদ্রাবিত করিল।

মহারাজ! সিংহীমায়াও বৃথা হইল দেখিয়া শম্বর চিন্তা করিতে লাগিল কিরূপে ইহাকে বিনাশ করিব? হায়! আমি এই দুরাত্মাকে শৈশবাবস্থায় নিহত না করিয়া কি মূর্খতাই করিয়াছি! এখন দুর্ম্মতি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কৃতাস্ত্র হইয়াছে। এখন ইহাকে রণস্থলে কিরূপে নিহত করিব? তবে আমার নিকট এক অতি ভীষণ সর্প মায়া বিদ্যমান আছে। ঐ মায়াবলেই এই দুরাত্মা মায়াবী দগ্ধ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই মায়া অসুরঘাতী দেবদেব মহাদেব আমায় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে সেই আশীবিষসঙ্কুল মহামায়ারই সৃষ্টি করি। তাহা হইলেই দুরাত্মা নিহত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া অসুররাজ শম্বর সর্পমায়ার সৃষ্টি করিল। সর্পগণ রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত প্রদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিল। বৃষ্ণিকুমার আপনাকে নাগপাশে বদ্ধ দেখিয়া সর্পকুলনাশিনী সৌপর্ণী মায়ার স্মরণ করিলেন, স্মরণ করিবামাত্র সুপর্ণ আসিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবিষ সর্প সমুদায় তিরোহিত হইয়া গেল। তখন সর্পমায়াও ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া দেবতা ও অসুরগণ সকলেই একবাক্যে প্রদ্যুম্নকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! হে বীর রুক্মিণীতনয়! তুমিই সাধু, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি এই দুর্জ্জয় মায়াকে অনায়াসে দূরীকৃত করিলে। এই জন্য আমরা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

এদিকে সর্পমায়াও বিফল হইল দেখিয়া শম্বর পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিয়া স্থির করিল, কালদণ্ড স্বরূপ হেমভূষিত আমার যে মুদগর আছে, তাহাই ইহার বিনাশার্থ প্রয়োগ করি। মুদগর কি দেব, কি দানব, কি মনুষ্য, কোথায়ও প্রতিহত হইবার নহে। পূর্ব্বকালে ভগবতী পার্ব্বতী পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমায় এই মুদগর প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস শম্বর! তুমি এই হেমভূষিত মুদগর গ্রহণ কর। ইহা আমি অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া লাভ করিয়াছিলাম। মায়ান্তকরণ নামক এই অস্ত্র সর্ব্বদৈত্য বিনাশ করিতে সমর্থ। আমি ইহারই দ্বারা অতি ভীষণ মহাল নাগবিহারী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে সগণে বিনাশ করিয়াছিলাম। প্রাণসংশয়কাল উপস্থিত হইলে তুমি ইহার প্রয়োগ করিবে। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অতএব আমি শত্রু বিনাশার্থ সেই মুদগরশ্রেষ্ঠকে

প্রয়োগ করিব। এই সময় দেবরাজ শম্বরের হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া নারদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি শীঘ্র প্রদ্যুম্নের রথে গমন কর। গমন করিয়া ঐ মহাবাহুকে পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দেও এবং শম্বর বিনাশার্থ অসুরসূদন প্রদ্যুম্নকে অভেদ্য কবচ ও বৈষ্ণবাস্ত্র প্রদান কর।

নারদ দেবরাজকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া সত্বর তথায় গমন করিলেন এবং আকাশপথে থাকিয়া মকরকেতনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কুমার! দেখ, আমি দেবর্ষি নারদ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। দেবরাজ আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি পূর্ব্ববৃতান্ত স্মরণ কর, ইহাই তাহার বিজ্ঞাপ্য। তুমি পূর্ব্বজন্মে কামদেব ছিলে; হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া অনঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াহ। সম্প্রতি বৃষ্ণিবংশে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া প্রদ্যুম্ন নামে প্রখ্যাত হইয়াছ। তুমি জন্মপরিগ্রহ করিলে সপ্তম রাত্রিতে শম্বর তোমায় সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। তৎকালে তোমার পিতা ভগবান কেশব দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত এই শম্বরের বধ কামনায় এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শম্বরভার্য্যা যে মায়াবতীকে দেখিতেছ, ইনিই তোমার পূর্ব্বতনী কল্যাণী ভার্য্যা রতি। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত তিনি শম্বরগৃহে বাস করিয়াছেন। তিনি স্বীয় দুহিতা মায়াকে গৃহে রাখিয়া দুরাত্মাকে মুগ্ধ করিবার জন্যই তৎকালে প্রেরিত হইয়া ছিলেন। অতএব হে বীর! তুমি এই সমুদায় স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা শম্বরকে বিনাশপূর্ব্বক ত্বদীয় ভার্য্যা মায়াবতীসমভিব্যাহারে সত্বর দ্বারকায় প্রস্থান কর। এই মহাপ্রভ কবচ ও বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ কর। দেবরাজ ইহা সংগ্রহ করিয়া তোমায় দিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন আমি তোমায় আর একটি কথা বলিতেছি নির্ভয়চিত্তে উহার প্রতিপালন করিবে। এই দেবশত্রু শম্বর সম্প্রতি তোমার প্রতি যে মুদগর নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, উহা অতি ভয়ানক। পার্ব্বতী প্রীত হইয়া সর্ব্বশত্রুবিনাশন ঐ মুদগর শম্বরকে প্রদান করিয়াছিলেন। কি দেব, কি দানব, কি মনুষ্য কেহই উহার নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। ঐ অস্ত্র প্রতিঘাতের নিমিত্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে স্মরণ করিবে। রণোৎসাহীমাত্রেই ইহার প্রশমনের নিমিত্ত দেবীকে স্তব ও প্রণাম করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন উহার শান্তির আর কোন উপায়ই নাই। ঘোর শত্রু সম্মুখে উপস্থিত, এখন তুমি সমরে যত্নবান হও। আমি চলিলাম; এই কথা বলিয়া মহর্ষি নারদ ইন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

১৬৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শম্বর মহাক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুদ্গর গ্রহণ করিল। মুদ্গর গ্রহণ করিবামাত্র তদীয় প্রভাপটলে যেন দ্বাদশসূর্য্য সমুদিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পর্ব্বত সমুদায় বিচলিত, পৃথিবী কম্পিত, সাগর উন্মার্গগামী, দেবগণ ক্ষুব্ধ হইল। গৃধ্রকুল আকাশপথে চক্রাকার ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঘন ঘন উল্কাপাত ও রুধিরবর্ষণ আরম্ভ হইল। পবন প্রতিকূল বেগে বহিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন এই সমুদায় দুর্নিমিত্ত সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে শঙ্করপ্রিয়া দেবী পার্ব্বতীকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং

অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে দেবি কাত্যায়নি! তুমি কার্ত্তিকেয়জননী; তুমি ত্রিলোকমায়া, তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। তুমি শত্রুবিনাশিনী, তুমি গৌরী ও গিরিশগেহিনী, তোমাকে নমস্কার। তুমি শুম্ভ নিশুম্ভঘাতিনী, তুমি সর্ব্বলোকের কালরাত্রি, তুমি কুমারী, তুমি কান্তারবাসিনী দেবী, আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করি। তুমি বিন্ধ্যকামিনী, তুমি দুর্গতিনাশিনী, তুমি রণদুর্গা, তুমি রণপ্রিয়া, তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি অপরাজিতা, তুমি শত্রুতাপনী, তুমি ঘন্টাহস্তা, তুমি ঘণ্টামালায় আবৃতা, তুমি ত্রিশূলধারিণী, তুমি মহিষাসুরঘাতিনী, তুমি সিংহবাহিনী তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সিংহকেতনা, তুমি একানংসা, তুমি যজ্ঞসৎকৃতা গায়ত্রী, তুমিই বিপ্রগণের সাবিত্রীরূপা, অতএব তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার। হে দেবি! তুমি আমাকে এই দুর্জ্জয় সংগ্রামে রক্ষা কর এবং বিজয় দান কর।

মহারাজ! কামদেব এইরূপে স্তবপাঠ করিলে দেবী পার্ব্বতী উহা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস রুক্মিণীনন্দন! এই দেখ আমি আসিয়াছি। হে মহাবাহো! এক্ষণে বরপ্রার্থনা কর, আমার দর্শন কখন নিষ্ফল হয় না। প্রদ্যুম্ন ভগবতী পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমায় অভীপ্সিত বর প্রদান করুন। হে বরদে! আমি এই বর প্রার্থনা করি, যেন সমস্ত অরিমণ্ডলের মধ্যে আমার জয় হয় এবং আপনি শম্বরকে যে ঘোরতর মুদ্গর প্রদান করিয়াছেন। উহা যেন আমার গাত্রে সংস্পর্শ হইলেই পদ্মমালার আকার ধারণ করে। তখন দেবী তথাস্তু বলিয়া বরপ্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে কামদেবও হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় রথে পুনরায় আরোহণ করিলেন।

এই সময়ে মহাবীর্য্য শম্বর মহাক্রোধে সেই ভীষণ মুদ্গর ঘূর্ণিত করিতে করিতে প্রদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিল। মুদ্গর কন্দর্পের সন্নিধানে আসিয়া পদ্মমালার ন্যায় তাহার কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন প্রদ্যুম্ন নক্ষত্রমালা পরিবৃত তারাপতির ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া কৃষ্ণতনয়ের অশেষবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে রুক্মিণী তনয় কামদেব নারদ হইতে লব্ধ বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধনুতে সন্ধানপূর্ব্বক কহিলেন, 'শর! যদি আমি রুক্মিণীর গর্ভে মহাত্মা কেশবের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকি তাহা হইলে তুমি সময় ভূমিতে শম্বরকে নিহত কর'। এই কথা বলিয়া মহামনা প্রদ্যুম্ন শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক সেই বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ক্রব্যাদগণের হর্ষবর্দ্ধন সেই বাণ প্রভামণ্ডল বিস্তার করিয়া যেন লোকত্রয় দগ্ধ করিতে লাগিল এবং অবিলম্বে শম্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। দানবের শরীরে মাংস, শোণিত অস্থি চর্ম্ম ও স্নায়ুর আর কিছুই রহিল না। সমস্তই অস্ত্রতেজে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মহাকায় দুরাত্মা দানব এইরূপে নিহত হইলে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিপ্রচিত্তি ও তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরোগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবরাজ প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত তদুপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এইরূপে দৈত্যপতি শম্বর মধুমথনতনয় প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক সমরভূমিতে বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা নিহত হইলে দেবগণের রিপুভয় অপগত হইল। তখন তাঁহারা মকরকেতনের অশেষবিধ প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। এদিকে কন্দর্পও প্রিয়তমা কান্তার ন্যায় শ্রীলাভ করিয়া সেই সমরক্লান্ত বেশেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া রতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

১৬৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! এই কালান্তক সদৃশ শম্বর সময়ে তাদৃশ পরাক্রান্ত, রণদুর্জ্জয় ও অসামান্য মায়াভিজ্ঞ ছিল, কিন্তু রণপণ্ডিত প্রদ্যুম্নের হস্তে তাহার সমস্ত বিক্রম ও মায়া বিফল হইয়া গেল। অষ্টমী তিথিতে রণস্থলে তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল। প্রদ্যুম্ন ঋক্ষবন্ত নগরে থাকিয়া এইরূপে ভীমবিক্রম শম্বরকে নিহত করিয়া মায়াবতী সমভিব্যাহারে আকাশপথে পিতৃ ভবনে যাত্রা করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই সেই কেশবপালিত দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইয়া মায়াবতী সমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে পিতার অন্তঃপুরে অবতীর্ণ হইলেন। কেশবমহিষীগণ তাঁহাকে রতিসহচর কন্দর্পের ন্যায় সহসা আসিতে দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত, হৃষ্ট ও ভীত হইলেন। এবং উভয়েরই তাদৃশ অলৌকিক শরীরকান্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিতান্ত বিনীত ও একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া ক্রমশঃ সকলেরই হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। এই সময়ে পুত্রশোকাতুরা রুক্মিণী তাঁহাকে দেখিয়া পুত্রলালসায় অভিভূত হইয়া বাষ্পকুললোচনে সপত্নীগণের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়সখীগণ, আমি কল্য নিশার শেষ ভাগে স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন কংসারি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া শীতরশ্মির ন্যায় শুভ্রবর্ণ অতিসুন্দর মুক্তাহার আমার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। পরক্ষণেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুচারুকেশা শুক্লাম্বর বিভূষিতা কোন কামিনী আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পদ্মহস্তে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া সুশীতল সলিল আনয়নপূর্ব্বক আমায় স্নান করাইয়া দিলেন এবং পরম সুন্দর পদ্মময়ী মালা হস্তে করিয়া মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আমার গলদেশে সেই মালা অর্পণ করিলেন। সখীজন সমক্ষে এইরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবী রুক্মিণী কুমারের প্রতি সস্পৃহ লোচনে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘায়ু কন্দর্পতুল্য রূপবান প্রিয়দর্শন যাহার পুত্র সেই কামিনীই ধন্যা। বৎস! তোমাকে পুত্রলাভ করিয়া কোন রমণী এই সংসারে যথার্থ ভাগ্যবতী হইয়াছেন? কি জন্যই বা সভার্য্য হইয়া তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? হায়! যদি নিষ্ঠুর বলীয়ান কৃতান্ত হরণ না করিত তবে আমার প্রদ্যুম্নও এতদিন এই বয়সে উত্তীর্ণ হইয়া ঠিক এইরূপই হইত। আমার মনে হইতেছে তুমি অবশ্যই বৃষ্ণিকুমার হইবে। এ অনুমান আমার মিথ্যা হইবার নহে। আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমাতে একমাত্র চক্রচিহ্ন ব্যতীত আর সমস্ত চিহ্নই বিদ্যমান আছে। প্রভু নারায়ণের ন্যায় তোমার বদন, কেশ ও কেশপ্রান্ত আর তোমার উরুদেশ, বক্ষ ও হস্তদ্বয়ও আমার শ্বশুর হলধারীর ন্যায়। তোমার শরীর প্রভায় যেন সমস্ত বৃষ্ণিবংশ উজ্জল

করিতেছে। বৎস! তুমি কে? কি আশ্চর্য্য তোমায় দেখিয়া যেন নারায়ণের অপর এক দিব্য মূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে।

এই সময় কৃষ্ণ নারদমুখে শম্বরের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যুম্ন বধূ মায়াবর্তী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিবামাত্র পরমাহ্লাদ সহকারে রুক্মিণীকে কহিলেন, দেবি! ইনি তোমার সেই ধনুর্দ্ধারী জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন। ইনি মায়াযুদ্ধবিশারদ শম্বরকে বিনাশ করিয়া তাহার যে মায়াবলে দেবগণকে নিপীড়িত করিত, সে মায়া বিফল করিয়া দিয়াছেন। আর এই সাধুশীলা কামিনী তোমার তনয়ের ভার্য্যা। ইনি মায়াবতী নামে খ্যাত হইয়া শম্বরের পত্নীরূপে তাহারই গৃহে বাস করিতেন। বস্তুত ইনি শম্বরের পত্নী ছিলেন না। পূর্ব্বকালে মন্মথ হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়া অনঙ্গতা প্রাপ্ত হইলে কামপত্নী রতি শম্বরকে মায়ারূপে মুগ্ধ করিয়া তথায় বাস করিতেন মাত্র। কখন শম্বরকে ভজনা করেন নাই। ইনি আমার পুত্রের পত্নী, তোমারও পুত্রবধূ। ইনি আমার লোক রমণীয় পুত্রের সাহায্য করিবেন; বহুকাল পরে আমার সেই অপহারিত পুত্র পুনরায় গৃহে আসিআছে, এক্ষণে তোমার সেই পুত্র ও জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে গৃহে প্রবেশিত কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন দেবী রুক্মিণী কৃষ্ণের নিকট এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন, আহা! আজ আমি ধন্য হইলাম, আমার বীরপুত্র গৃহে আগমন করিয়াছে। বহুকাল হইল আমি পুত্রকে হারাইয়াছিলাম; আজ আমার সেই পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়কেই লাভ করিলাম। ইহাদের মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া আমার জন্মসার্থক ও মনোরথ পূর্ণ হইল। বৎস! এস বধূর সহিত গৃহ প্রবেশ কর। এই সমস্ত বাক্য শ্রবণমাত্র প্রদ্যুম্ন পিতা মাতা ও বলদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। অনন্তর বাসুদেব পুত্রকে রুক্মিণী পুত্রবধুকে লইয়া আলিঙ্গনপুর্ব্বক আনন্দভরে উভয়ে উভয়ের মত আঘ্রাণ করিলেন। পরে অদিতি যেমন শচী ও ইন্দ্রকে গৃহে প্রবেশিত করেন, দেবী রুক্মিণীও সেইরূপ বধুর সহিত পুত্রকে গৃহে প্রবেশিত করিলেন।

১৬৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময় বলদেব অতি অদ্ভুত আহ্নিকমন্ত্র সমুদায় কীর্ত্তন করেন। ঐ মন্ত্র সন্ধ্যাকালে জপ করিলে সমস্ত পাপ বিমুক্ত হইয়া আত্মার পবিত্রতা লাভ করিতে পারা যায়। বলদেব ঐ মন্ত্র কীর্ত্তন করিলে পরে ভগবান্ বাসুদেব, ধর্ম্মার্থী মুনিগণও ঐ মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থলে আমি উহার উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

হে সুরাসুরগুরো! জগৎপতে ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে রক্ষা কর। ওঙ্কার, বষট্কার, সাবিত্রী, বিধিত্রয়, সাঙ্গোপাঙ্গ, ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ববেদ, পুরাণ, ইতিহাস, খিল, অখিল, অঙ্গ, উপাঙ্গ ও ব্যাখ্যান সকল আমায় রক্ষা করুন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, সত্ত্ব, রজ ও তম, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, অন্যান্য বায়ু সকল যাহাতে এই জগৎ আয়ত্ত রহিয়াছে; মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি

মহর্ষিগণ কশ্যপাদি চতুর্দ্দশ মুনি আমাকে রক্ষা করুন। দশ দিক্ নরনারায়ণ দেব, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, হ্রী স্ত্রী লক্ষ্মী স্বধা মেধা তুষ্টি পুষ্টি স্মৃতি ও ধৃতি; অদিতি, দিতি, দনু ও সিংহিকা প্রভৃতি দৈত্যমাতৃগণ;হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, শ্বেত, ঋষভ, পারিযাত্র, বিন্ধ্য, বৈদুর্য্য, সহ্য, উদয়, মলয়, সুমেরু মন্দর, দর্দুর, ক্রৌঞ্চ, কৈলাস ও মৈনাক প্রভৃতি ভূধর সকল আমাকে রক্ষা করুন। অনন্তদেব বাসুকি, বিশালাক্ষ তক্ষক এলাপত্র শুক্তিকর্ণ কম্বল অশ্বতর হস্তিভদ্র পিঠরক কর্কোটক ধনঞ্জয় পূরণক করবীরক সুমনাস্য দধিমুখ শৃঙ্গারপিণ্ড ত্রিলোক মণিনাগ নাগরাজ অধিকর্ণ হারিদ্র এবং অন্যান্য নাগগণ আর যাহাদের নামোল্লেখ করা হইল না তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। চার সমুদ্র সরিদ্বরা গঙ্গা সরস্বতী চন্দ্রভাগা দেবিকা ইরাবতী, বিপাসা শরযূ যমুনা কুল্মাষী রথোষ্মা বাহুদা হিরণ্যদা প্লক্ষা ইক্ষুমতী বৃহদ্রথা চর্ম্মণ্বতী বধূসরা এবং অন্যান্য উত্তরপথগামিনী নদী সমুদায় সলিল দ্বারা আমায় অভিষিক্ত করুন। সিপ্রা চর্ম্মণ্বতী মাহী শুভ্রবতী বেণ্বা গোদাবরী সীতা কাবেরী কোঙ্কণাবতী কৃষ্ণবেণ্বা শুক্তিমতী তমসা পুষ্পবাহিনী তাম্রপর্ণী জ্যোতিরথা উৎপলা উডুম্বরাবতী বৈতরণী নর্ম্মদা বিদর্ভা বিতস্তা ভীমরথী এলা মহানদী কালিন্দী গোমতী আর যেসকল দক্ষিণাপথগামিনী নদী অকীর্ত্তিত রহিল তাহারা এবং শোননদ ইহাঁরা সকলেই সলিলসেক দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। সিন্ধু বেগবতী বনমালিকা পূর্ব্বভদ্রা অপরভদ্রা নির্ম্মলা বরদ্রুমা বেত্রবতী প্রস্থাবতী লুণ্ঠনদী সরস্বতী মিত্র ইন্দুমালা মধুমতী উমা গুরুনদী বিমলোদকা বাপী বিমলা, বিমলোদা মত্তগঙ্গা পয়স্বিনী এই সমুদায় এবং অন্যান্য পশ্চিম দিগ্বর্ত্তিনী নদী সমুদায় সলিলসেকে আমায় অভিষিক্ত করুন। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী যিনি পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, যাঁহাকে মহাদেব মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি আমার পাপ সমুদায় দগ্ধ করুন। প্রভাস প্রয়াগ নৈমিষ পুষ্কর তঙ্গাতীর্থ কুরুক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র গৌতমাশ্রয় রামহ্রদ বিনশন রামতীর্থ গঙ্গাদ্বার কনখল যেখানে সোমদেব বিরাজ করিতেছেন, কপালমোচন তীর্থ বিখ্যাত জম্বুমার্গ, সুবর্ণবিন্দু কণকপিঙ্গল পুণ্যাশ্রম বিভূষিত দশাশ্বমেধিক বদরিকাশ্রম, ইহা নারায়ণের আশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফল্গুতীর্থ ভদ্রবটতীর্থ পুণ্যতম লোকামুখ গঙ্গাসাগর মগধদেশীয় তপোদ ও গঙ্গোদ্ভেদ, মহর্ষিসেবিত এই সকল তীর্থ এবং যে সকল তীর্থ অকীর্ত্তিত রহিল ঐ সমুদায় তীর্থ সলিল দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্ম অর্থ কামযশ শম দম বরুণাংশ পর্জ্জন্য যম নিয়ম কাল লয় সন্নতি ক্রোধ মোহ ক্ষমা ধৃতি বিদ্যুৎ মেঘ সমুদায় প্রমাদ ও উন্মাদরূপধারিণী ওষধি যক্ষ শিপাচ গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধ চারণ রাত্রির খেচর প্রিয়বিগ্রহ লম্বোদর ও পিঙ্গাক্ষ প্রভৃতি দংষ্ট্রিগণ পর্জ্জন্যসহকৃত মরুগণ নক্ষত্র গ্রহগণ শিশিরাদি ঋতু সকল মাস অহোরাত্র সূর্য্য চন্দ্রমা আমোদ প্রমোদ প্রহর্ষ শোক ক্রোধ তম তপ সত্য শ্রুতি সিদ্ধি স্মৃতি, রুদ্রাণী ভদ্রকালী ভদ্রষষ্ঠী বারুণী ভাসী কালিকা শণ্ডিলী আর্য্যাকুহূ সিলীবালী ভীমা বেত্রবতী রতি একানংশ কুষ্মাণ্ডী দেবী কাত্যায়নী লোহিত্যায়নমাতা দেবকন্যাগণ এবং দেবপত্নী গোলন্দা আমাকে সবান্ধবে রক্ষা করুন। যাহাদের আভরণ ক্রিয়াকলাপ ও আকার ইঙ্গিত নানাপ্রকার যাহারা নানাদেশে বিচরণ করেন, যাহারা নানাপ্রকার অস্ত্রে শস্ত্রে বিভূষিত, যাহাদের মেদ মাংস মজ্জা ও মদ্য প্রভৃতিতে বিলক্ষণ অভিরুচি, যাঁহাদের মুখ মার্জ্জার ব্যাঘ্র হস্তী ও সিংহ কঙ্ক বায়স গৃধ্র ও ক্রৌঞ্চের ন্যায়, সর্প যাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত চর্ম্মবসন পরিধান যাঁহাদের

মুখমণ্ডল শোণিতাক্ত চক্ষু রক্তবর্ণ খর ও ভেরীধ্বনির ন্যায় কণ্ঠরব, যাঁহার ক্রোধ ও মৎসরতায় পরিপূর্ণ অতি রমণীয় প্রাসাদমধ্যে যাঁহারা সতত বাস করেন, যাঁহারা মত উন্মত প্রমত্ত ও হাস্যমুখ, যাঁহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, যাঁহাদের কেশরাশি পিঙ্গল ছিন্ন উৰ্দ্ধোত্থিত কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ, যাঁহাদিগের শরীরে অযুত হস্তী ও বায়ু সদৃশ বল বিদ্যমান আছে, যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ একহস্ত কেহ এক পাদ কেহ এক লোচন কাহার আনন সৰ্ব্বদা কম্পিত, কাহার এক পুত্র, কাহার দুই পুত্র, কাহার বা বহুপুত্র, কেহ মুণ্ডনপ্রিয়, কেহ মুখমণ্ডী, কেহ বিড়ালী, কেহ পূতনা, কেহ গন্ধপূতনা, কাহারও নাম শীত, কাহারও নাম বাত, কাহার নাম বেতালী, কাহার নাম রেবতী, কাহার নাম গ্রহ, কেহ হাস্যপ্রিয়, কেহ ক্রোধপ্রিয়, কেহ বসন প্রিয়, কেহ প্রিয়ম্বদ, কেহ সুখপ্রসাদা, কেহ সুখপ্রদা, কেহ ব্রাহ্মণপ্রিয়, কেহ রাত্রিচরী, কেহ বা পৰ্ব্বদিবসে ভীষণমূৰ্ত্তি ধারণ করিতে ভালবাসেন, সেই সকল মাতৃগণ পুত্রের ন্যায় নিয়ত আমাকে রক্ষা করুন। যাহারা পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, যাহারা রুদ্রদেবের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, যাঁহারা কুমার কার্ত্তিকেয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বিষ্ণু শরীর হইতে সমুৎপন্ন, যাঁহারা মহাবীৰ্য্য, মহাবল, ভীষণ মূৰ্ত্তি ও দর্পান্ধ; যাঁহারা ক্রুদ্ধ ক্রূরস্বভাব ও সুরবিগ্রহকারী; যাঁহারা রাত্রিচর, কেশরী, দংষ্ট্রী ও যুদ্ধপ্রিয়; কেহ লম্বোদর, কেহ স্থূল জঘনশালী, কাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; যাহাদের হস্তে শক্তি ঋষ্টি শূল পরিঘ প্রাস চৰ্ম্ম অসি পিণাক বজ্র মুষল ব্রহ্মদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় যাহাদের একান্ত প্রিয়; যাঁহারা দণ্ডী কুণ্ডী শূর ও জটামুকুটধারী; যাঁহারা বেদ বেদাঙ্গকুশল, যাঁহারা নিয়ত যজ্ঞোপবীত, ব্যাল ও কুণ্ডলধারী; যাঁহারা নানাবিধ বস্ত্র পরিধান এবং বিচিত্র মালা ও অনুলেপন ধারণ করিতেছেন; যাঁহাদের মুখ গজ অশ্ব উষ্ট্র ঋক্ষ মাৰ্জ্জার সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় এবং বরাহ উলূক গোমায়ু মৃগ আখু ও মহিষের ন্যায়; যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বামনাকৃতি কেহ বিকটাকৃতি, কেহ কুব্জ কেহ ভীষণ মূৰ্ত্তি কেই ছিন্নকেশা; আর যাহাদের মধ্যে শত সহস্র জন সহস্র জটাধারী; কেহ কেহ কৈলাস পৰ্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কেহ বা সূৰ্য্য কান্তি, কেহ মেঘবর্ণ কেহ বা নীলগিরির ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়াছে; কেহ একপাদ, কেহ দ্বিপাদ, কেহ দ্বিশির কেহ মাংসবিহীন, কেহ তালজঙ্ঘ, কেহ বা ব্যাদিতানন হওয়াতে ভীষণ মূৰ্ত্তি হইয়াছে। যাঁহারা বাপী তড়াগ কূপ সমুদ্র সরোবর শ্মশান শৈল মহীরুহ অথবা শূন্যাগারে বাস করেন ঐ সমুদায় গ্রহগণ আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন।

মহাগণপতি নন্দী, মহাবল মহাকাল, মহেশ্বর ও বিষ্ণুশরীর সমুৎপন্ন ভয়াবহ জ্বরদ্বয়, গ্রামমণ্ডল, গোপাল, ভৃঙ্গরীটি দেব বামদেব, ঘণ্টাকর্ণ করন্ধম, শ্বেতমোদ, কপালী, জম্ভক, শত্রুতাপন, মজ্জন, উন্মজ্জন সন্তাপন, বিলাপন, নিজঘাস, ঘস, তৃণাকর্ণ, প্রশোষণ, উল্কামালী, ধম ধম. জ্বালাজিহ্ব, প্রমৰ্দ্দন, সংঘট্টন সংকুচন, কাষ্ঠভৃত, শিবঙ্কর, কুষ্মাণ্ড, কুম্ভমূৰ্দ্ধা, রোচন, বৈকৃত, অনিকেত, সুরাবিঘ্ন, শিব, অশিব, ক্ষেমক, পিশিতাশী, মুরারিলোচন, ভীমক, গ্রাহক, উগ্রময়, অৰ্য্যকনামা উপগ্রহ, নামক গ্রহ চপল, লোমবেতাল, তামস, সুমহাকপি, হৃদয়োদ্বৰ্ত্তন, চণ্ড, কুণ্ডাশী, কঙ্কণপ্রিয়, হরিশ্মশ্রু প্রভৃতি গ্রহগণ এবং মন ও মারুতসম বেগশালী গরুড়তনয়গণ, পাৰ্ব্বতীর ক্রোধসম্ভূত গণপতিগণ, যাঁহারা শক্তিমান, দ্যুতিমান, বেদপরায়ণ, সত্যসন্ধ, সমরাঙ্গণে শত্রুহন্তা এবং যাঁহারা দিবারাত্রি দুর্গে বসতি করেন ও যাঁহাদের গুণ সমুদায় কীৰ্ত্তিত হইয়াছে এবং অকীৰ্ত্তিতও আছে তাঁহারা সগণে

আমায় রক্ষা করুন। নারদ, পর্ব্বত, গন্ধর্ব্বগণ, অঙ্গরোগণ, পিতৃগণ, কারণ, কার্য্য, আধি, ব্যাধি, অগস্ত্য, গালব, গার্গ্য, শক্তি, ধৌম্য, পরাশর, কৃষ্ণাত্রেয়, ভগবান অসিত দেবল, অনল, বৃহস্পতি, উতথ্য, মার্কণ্ডেয় শ্রুতশ্রবা, দ্বৈপায়ন, বিদর্ভ, জৈমিনি, মাঠর, কঠ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, মহর্ষি লোমশ, উতঙ্ক, রৈভ্য, পৌলোম, দ্বিত, ত্রিত, কালবৃক্ষীয়, মেধাতিথি, সারস্বত, যবক্রীত, কুশিক, গৌতম, সম্বর, ঋষ্যশৃঙ্গ, স্বস্ত্যাত্রেয়, বিভাণ্ডক, ঋচীক, জমদগ্নি, তপোনিধি ঔর্ব্ব, ভরদ্বাজ, স্থূলশিরা, কশ্যপ, পুলহ, ক্রতু, বৃহদগ্নি, হরিশ্মশ্রু, বিজয়, কণ্ব. দীর্ঘতপা বৈতণ্ডী, বেদ, অংশুমান্, শিব, শুনঃশেক, শুনঃপুচ্ছ, শুনোলালুল, অষ্টাবক্র, দধীচি, শ্বেতকেতু, উদ্দালক, ক্ষারপাণি, শৃঙ্গী, গৌরমুখ অগ্নিবেশ্য, শমীক, প্রমুচু, মুমুচু প্রভৃতি মুনিগণ এবং ব্রতধারী অন্যান্য যে সকল মুনিগণের নাম অকীর্ত্তিত রহিল সেই শরলাশয় শ্লাঘাস্পদ শান্ত মুনিগণ সর্ব্বদা আমার শান্তিবিধান করুন। অগ্নিত্রয়, বেদত্রয়, বিদ্যায়, কৌস্তুভ মণি, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, বৈদ্য ধন্বন্তরী, অমৃত, গো, সুবর্ণ, দধিগৌর সর্ষপ, গৌরাঙ্গী মনস্বিনী কন্যা, শ্বেতছত্র, যব, অক্ষত, দুর্ব্বা, হিরণ্য, গন্ধ, বালব্যজন, অপ্রতিহত চক্র, মহোক্ষ, চন্দন, বিষ শ্বেতবৃষভ, মত্তকরী, সিংহ ব্যাঘ্র, গিরি, পৃথিবী, লাজ, ব্রাহ্মণ, মধু, পায়স, স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত্ত, প্রিয়ঙ্গব, শ্রীফল, গোময়, মৎস্য, দুন্দুভি, পটহ নিস্বন, ঋষিপত্নী, কন্যাগণ, সুন্দরধনু, বোচনা, রুচক, নদীসমুদায়ের সঙ্গমোদক, সুপর্ণগণ, শতপত্র, চকোর, জীবজীবক, নন্দীমুখ, ময়ুর, হীরক, মুক্তা, মণি ও ধ্বজ ইহারা আয়ুষ্কর মঙ্গলকর ও কার্য্যসিদ্ধিকর।

মহারাজ! পুর্ব্বে বলদেব আয়ু শ্রী ও বিজয় আকাক্ষা করিয়া এই সমস্ত স্তোত্র ক্লেশাপহারক মঙ্গলময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ, শ্রবণ অথবা পর্ব্বে পর্ব্বে স্নান করিয়া জপ করিবেন, তাঁহার বধ, বন্ধনক্লেশ, শোক কিম্বা পরাভব কদাচ হইবে না। তিনি ইহলোকে পরমসুখ লাভ করিয়া পরলোকে সদগতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই পবিত্র বেদ সম্মত স্বর্গপ্রদ বহুপুত্রজনন শুভকর স্তোত্র মানবগণের পক্ষে কীর্ত্তিকর, আয়ুবর্দ্ধন ও জ্ঞানপ্রদ। অতএব শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সকলেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

১৬৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে আত্মঘাতী শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে হরণ করে সেই দিন হইতে এক মাসের মধ্যেই জাম্ববতীর গর্ভে মহাত্মা শাম্বের জন্ম হয়। মহাবীর বলদেব এই শাম্বকে বাল্যাবস্থা হইতেই অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। যাদবগণ ইহাকে দ্বিতীয় বল দেব বলিয়া গণনা করিতেন। শাম্ব জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণ কুশলিনী দ্বারকাপুরীতে অমরা বতীনিবাসী দেবগণের ন্যায় পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। অধিক কি তৎকালে দ্বারকার সৌভাগ্য সন্দর্শনে ইন্দ্রও ঈর্ষাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। নৃপতিবর্গ জনার্দ্দনের ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর কিছুকাল পরে হস্তিনানগরে দুর্য্যোধনের যজ্ঞ উপলক্ষে নানাদিগ্‌দেশ হইতে রাজন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সমবেত নরপতিগণ দূতমুখে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এবং তিনি স্বজন পরিবৃত হইয়া সাগর মধ্যস্থিত দ্বারকাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছেন

শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সকলে তথায় গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় দুর্য্যোধনাদি এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি ভূপালগণ পাণ্ড্য চোল কলিঙ্গ বাহ্লিক দ্রাবিড় খশ প্রভৃতি নৃপতিবর্গ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসমভিব্যাহারে গোবিন্দ বাহুবলপালিতা দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রৈবতক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত স্থান সমুদায় মনোনীত করিয়া স্ব স্ব শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কমললোচন কৃষ্ণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রধান প্রধান যাদবগণ সমভিব্যাহারে নরপতিগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া শরৎকালীয় শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর যদুনন্দন সমুদায় রাজন্যগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক যথাযোগ্য বিবিধ আসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং কাঞ্চনময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভাস্থল যাদবগণ ও অন্যান্য নরপতিগণে অধিষ্ঠিত হওয়াতে তৎকালে ব্রহ্মসদনস্থ সুরাসুর পরিবৃত দেবসভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা পরস্পর নানাপ্রকার কথা প্রসঙ্গ করিয়া সদালাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঘোরতর বায়ু মেঘ সমুদায়কে চালিত করিয়া বেগে বহিতে আরম্ভ করিল। বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও বঘ্রাঘাতও আরম্ভ হইল, ভীষণ শব্দে মেঘ সমুদায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই জটাজুট মৌলি বীণাপাণি সাক্ষাৎ হুতাশন তুল্য তেজঃপুঞ্জ কলেবর ইন্দ্রসুহৃৎ মহর্ষি নারদ সেই দুর্দ্দিন ভেদ করিয়া নৃপতিসভায় অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইবামাত্র সেই দুর্দ্দিনলক্ষণ অদ্ভুত মেঘবৃন্দ সমস্ত অপসারিত হইল। মহর্ষি তখন নৃপসাগরমধ্যবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুরুষোত্তম! দেবগণের মধ্যে তুমিই আশ্চর্য্য বস্তু; তুমিই ধন্য। হে মহাবাহো! তোমার সমান জগতে আর কেহ নাই। নারদ এই কথা বলিলে প্রভু কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি দক্ষিণাদ্বারাই আশ্চর্য্য ও ধন্য হইয়াছি। মহর্ষি নারদ এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! যথেষ্ট হইয়াছে; আর কথার প্রয়োজন নাই, আমি এখন চলিলাম। অনন্তর তপোধন নারদ প্রস্থানোনমুখ হইলে ভূপালগণ কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাত্মন! মহর্ষি নারদ আপনাকে আশ্চর্য্য ও ধন্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন আপনিও উহার উত্তর প্রদানস্থলে দক্ষিণাসহকারে আশ্চর্য্য ও ধন্য হইলাম বলিয়া বাক্যশেষ করিলেন কিন্তু আমরা উহার কিছুমাত্র মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিলাম না। যদি উহা আমাদের শ্রোতব্য হয় তবে আমরা উহার মর্ম্মাবগত হইতে অভিলাষ করি।

তখন কৃষ্ণ কহিলেন, অবশ্যই আপনাদের শ্রবণ করিবার অধিকার আছে; মহর্ষি নারদ আপনাদিগকে এবিষয় শ্রবণ করাইবেন। এই কথা বলিয়া তিনি নারদকে কহিলেন, তপোধন! আপনি যাহা কহিলেন এবং আমি উহার যাহা প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম এ উভয়ের তাৎপর্য্যার্থ আপনিই নরপতিগণকে বুঝাইয়া দিউন।

নারদ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাঞ্চনময় অতি সুন্দর পীঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া নরপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সমাগত ভূপালগণ! আমি আপনাদিগের এ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি একদা গঙ্গাতীরে ত্রিসন্ধ্যার স্নানার্থী হইয়া বিচরণ করিতেছিলাম, এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হইয়া সূর্য্য সমুদিত হইলে দেখিতে পাইলাম গিরি শিখরাকৃতি কপালদ্বয় সমাযুক্ত, ক্রোশদ্বয় পরিমিত দীর্ঘ এবং এক ক্রোশ বিস্তৃত চার চরণযুক্ত আর্দ্র পঙ্ক ও গজচর্ম্মের ন্যায় রাশীকৃত

শৈবাল-সমাবৃত-দেহ এক কূর্ম্ম সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। আমি সেই জলচরকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলাম, কূর্ম্ম! তোমার শরীর অতি আশ্চর্য্য অতএব আমার মতে তুমিই ধন্য, কেন না তুমি ঈদৃশ কপালদ্বয়ে সমাবৃত হইয়া নিঃশঙ্কহৃদয়ে জলমধ্যে বিচরণ করিতেছ, আর কাহাকেও তোমায় গ্রাহ্য করিতে হয় না।

কূর্ম্ম আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুষ্য বাক্যে কহিল, বিভো! আমি কিরূপে আশ্চর্য্য বা ধন্য হইলাম? এই গঙ্গাই ধন্য, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যতম আর কি আছে? কারণ ইহাতে আমার মত অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

তখন আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গঙ্গা সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলাম, হে সরিদ্বরে! তুমিই ধন্যা। তুমি যখন এইরূপ মহাকায় অসংখ্য জীবে উপশোভিত হইয়া তাপসকুলের আশ্রম সমুদায়ের রক্ষাবিধানপূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিতেছ তখন তোমা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর জগতে কি আছে? গঙ্গা আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া কহিলেন, দেবগন্ধর্ব্ববাসবপ্রিয় নারদ! হে কলহপ্রিয়! তুমি আমায় কিসে ধন্য বা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিলে? এই জগতে সমুদ্রই ধন্য ও আশ্চর্য্য। কারণ উহাতে আমার মত শত শত অতি বিস্তীর্ণ নদী প্রবাহিত হইয়া পতিত হইতেছে। তখন আমি ঐ ত্রিপথগামিনী গঙ্গার বাক্যশ্রবণ করিয়া সমুদ্রসমীপে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, হে মহার্ণব! তুমিই আশ্চর্য্য এবং তুমি ধন্য। কেন না তুমি এই সমস্ত সলিলরাশির আকর। আর এই সমুদায় লোকপ্রশংসিত জগৎপূজিত নদী সমুদায় বারিপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া তোমাতে নিপতিত হইতেছে।

সমুদ্র আমার এই বাক্য শ্রবণে জলতল উদ্ভেদপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আমি ধন্য বা আশ্চর্য্য কিছুই নহি। হে মুনে! আমি যে পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছি, এই পৃথিবীই ধন্য ও আশ্চর্য্য। উহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য বস্তু আর জগতে কিছুই নাই। সমুদ্র বাক্যে আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ধরিত্রী সন্নিধানে গমন করিলাম। অনন্তর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, অয়ি বসুন্ধরে! তুমি সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তিনিদান অতএব তুমিই ধন্য। তোমার ক্ষমা অতি আশ্চর্য্য, এই ক্ষমাগুণে তুমি চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছ। ক্ষমাগুণশালী মুনিগণ তোমাতে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, অতএব তুমি আশ্চর্য্য। তখন পৃথিবী আমার এই স্তুতিবাক্যে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ধৈর্য্য পরিহারপূর্ব্বক আমায় কহিলেন, হে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত কলহপ্রিয় নারদ! আমি ধন্য বা আশ্চর্য্য কিছুই নহি। এই ধারণ শক্তি আমার কিছুই নাই। আমার এই ধৃতি পরকীয়া, স্বকীয়া নহে। যে সকল পর্ব্বতগণ আমাকে ধারণ করিতেছে তাহারাই ধন্য এবং সেই জগতের সেতুভূত ভূধরগণই আশ্চর্য্য। অতঃপর আমি পর্ব্বতগণের সন্নিধানে গমন করিলাম। গিরিবরদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভূধরগণ! দেখিতেছি, তোমরাই ধন্য। কারণ এই পৃথিবীতে তোমরাই নিত্য, কাঞ্চন, অত্যুত্তমরত্ব বিশেষতঃ ধাতু সমুদায়ের তোমরাই একমাত্র আধার। অতএব তোমরা ভিন্ন আশ্চর্য্য বস্তু আর কি আছে? স্থাবর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতগণ আমার এই বাক্য শবণ করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে আমায় কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আমরা ধন্য নহি,

চমৎকারিত্বও আমাদের কিছু নাই। যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, দেব লোকের মধ্যে সেই প্রজাপতিই শ্রেষ্ঠ।

তখন আমি সর্ব্বলোকপ্রভাব অব্যয় লোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি নিশ্চয় করিলাম এবারে আমার প্রশ্নের উত্তর পাইব এবং এই স্থানেই আমার প্রশ্নের শেষ হইবে ভাবিয়া কমলযোনি চতুর্ম্মুখ দেব স্বয়ম্ভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া অবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলাম, হে সর্ব্ব দেবপ্রভো! আপনি সর্ব্ব জগতের গুরু, সুতরাং একমাত্র আপনিই ধন্য ও আপনিই আশ্চর্য্য। আপনার সমান জগতে আর কিছুই নাই। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আপনা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। দেব দানব মনুষ্য এবং ইন্দ্রিয়াত্মক ভূতগণ প্রভৃতি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ সমুদায়ই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আপনিই দেবগণের সনাতন দেবতা, আপনা হইতে সমস্ত লোক সৃষ্ট হইয়াছে।

তদনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমাকে কহিলেন, নারদ! তুমি আমাকে ধন্য ও আশ্চর্য্য বলিতেছ কেন? বেদ সমুদায়ই পরম আশ্চর্য্য ও ধন্য। তত্ত্বার্থদর্শী ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব নামক যে বেদ চতুষ্টয় এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছে, যাহাতে যথার্থ সত্য নিহিত রহিয়াছে, আমাকে সেই সত্যময় বলিয়া জানিবে। বেদ সমুদায় আমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, আমিও তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছি।

স্বয়ম্ভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বেদগণের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলাম, বেদগণ! তোমরাই ধন্য, পবিত্র ও আশ্চর্য্যতম। ব্রাহ্মণগণ তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, এই জন্যই প্রজাপতি বলিয়াছেন তোমরাই বিপ্রগণের আধার। কি শ্রুতি কি তপস্যা তোমাদিগের হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে।

তখন বেদগণ আসিয়া আমার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, নারদ! আমরা শ্রেষ্ঠ নহি, অস্মৎপরায়ণ যজ্ঞ সমুদায়ই ধন্য ও আশ্চর্য্য। যজ্ঞের নিমিত্তই বিধাতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যজ্ঞই আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ আমরা স্বাধীন নহি। ব্রহ্মা হইতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব থাকিতে পারে কিন্তু যজ্ঞ আমাদের হইতেও শ্রেষ্ঠ।

এই কথা শুনিয়া আমি গৃহস্থগণের অগ্নি সমক্ষে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞগণকে কহিলাম, হে যজ্ঞগণ! তোমাদিগেরই যথার্থ অত্যুৎকৃষ্ট তেজ দেখিতে পাইতেছি। ব্রহ্মা ও বেদ সমুদায় বলিয়াছেন, এই জগতে তোমাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠতর আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছু নাই। অতএব তোমরাই ধন্য। তোমরা দ্বিজাতিগণের স্ববংশীয়। এই জন্যই তোমাদিগের হইতে অগ্নি সমুদায় তৃপ্তিলাভ করেন। অগ্নি হইতে যজ্ঞাংশ লাভ করিয়া ত্রিদশগণ তৃপ্ত হন। মহর্ষিগণও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। আমি এই কথা বলিলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমুদায় আমায় কহিলেন, মুনে! তুমি যে আশ্চর্য্য ও ধন্য শব্দ আমাদিগের উপর প্রয়োগ করিলে, পরম পুরুষ বিষ্ণুই উহার যথার্থ পাত্র। তিনিই আমাদের এক মাত্র গতি। আমরা অগ্নিতে আহুত যে আজ্যাদি ভোজন করিয়া থাকি, উহা সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিষ্ণুই আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আমি এই কথা শুনিয়া সেই বিষ্ণুকে অন্বেষণ করিবার

নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে দেখিলাম কৃষ্ণ আপনাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই সভায় বিরাজমান রহিয়াছেন।

হে ভূপালগণ! এই জন্যই আমি তোমাদের সভায় উপস্থিত হইবামাত্র জনার্দ্দনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি আশ্চর্য্য ও তুমিই ধন্য। কৃষ্ণও তাহার সমুচিত উত্তর প্রদান কয়িয়া আমার প্রশ্নের শেষ করিয়া দিয়াছেন। বুঝিলাম দক্ষিণাসহকৃত বিষ্ণুই যজ্ঞসমুদায়ের গতি। সুতরাং কৃষ্ণ যে 'দক্ষিণা দ্বারা' এই মাত্র বলিয়াছেন, তাহাই আমার বাক্যের পর্য্যাপ্ত উত্তর। প্রথমে কূর্ম্ম যাহা বলিয়াছিল উহা পরম্পরায় এই সদক্ষিণ পরম পুরুষকে প্রতিপন্ন করিল। আপনারাও আমাকে যে বাক্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, তাহাও কথিত হইল। আপনাদের মঙ্গল হউক আমি চলিলাম। এই কথা বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলে মহীপতিগণ বিস্মিত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা যদুপতিও যাদবগণের সহিত স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

১৬৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি মহাবাহু জগতীপতি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। আমি সেই ধীমান মহাত্মা কৃষ্ণের চরিত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গোবিন্দ চরিত শতবর্ষ বলিলেও শেষ করিতে পারা যায়না। যাহা হউক তাঁহার অন্য একটি আশ্চর্য্য প্রভাব বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। শরশয্যাগত ভীষ্ম অর্জ্জুনকে ভগবান কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আদেশ করিলে গাণ্ডীবধন্বা রাজন্যগণ পরিবৃত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি একদা পরমাত্মীয় যাদবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দ্বারকায় গমন করিয়াছিলাম। তথায় ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পরম সমাদরে বাস করিতেছি। একদিন মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা মধুসূদন শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে একাহসাধ্য ব্রতানুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে এক ব্রাহ্মণ ভয়ালচিত্তে পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর বলিতে বলিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কহিলেন, হে বিভো! আপনি রক্ষাধিকারে নিযুক্ত আছেন, সুতরাং রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এক্ষণে আমায় পরিত্রাণ কর। যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনি রক্ষিত লোকের ধর্ম্মের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। বাসুদেব কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভয় নাই; আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি সত্য করিয়া বলুন আপনার ভয়ের কারণ কি? যতই দুষ্কর হউক না কেন, আমি আপনাকে রক্ষা করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্ম! যতবার আমার পুত্র জন্মে, ততবারই হরণ করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে তিনটি পুত্র হরণ করিয়াছে আপনি চতুর্থটিকে রক্ষা করুন। হে জনার্দ্দন! অদ্য আমার ব্রাহ্মণীর প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে, জাতমাত্রেই হরণ করিবে, অতএব

আপনি এই সময়ে উহার রক্ষাবিধান করুন। এবার যাহাতে আমার পুত্রটি আমি পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় করুন। কৃষ্ণ তখন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আমি অদ্য যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি, কিন্তু সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি তাঁহার বাক্যশ্রবণ করিয়া কহিলাম, যদি অভিমত হয় তবে আমায় নিয়োগ করুন, আমি ব্রাহ্মণকে বিপদ হইতে রক্ষা করিব। কৃষ্ণ আমার বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, পারিবে ত? এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। তখন তিনি আমায় লজ্জিত জানিয়া পুনরায় কহিলেন, যদি রক্ষা করিতে পার তবে তুমিই গমন কর। মহাবাহু রাম ও মহাবল প্রদ্যুম্ন ব্যতীত সমস্ত যাদব সৈন্য ও মহারথগণ তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক। তদনন্তর আমি যাদবসেনায় পরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণকে অগ্রে করিয়া গমন করিলাম।

১৭০তম অধ্যায়

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে আমি সেই গ্রামে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া বাহনদিগের বিশ্রামর্থ আদেশ প্রদান করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলাম। অতঃপর যখন সমস্ত সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করি, তখন নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইতে লাগিল। শকুনি ও মৃগগণ কর্কশস্বরে চতুর্দ্দিকে রব করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে দিগ্‌দাহ উপস্থিত হইল, পশ্চিমাকাশ জবাকুসুমবৎ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিলে দিবাকর নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। ভয়ানক উল্কাপাত আরম্ভ হইল, পৃথিবীও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। এই সমুদায় ভীষণ লোমহর্ষণ উৎপাত সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন আমি সৈন্যগণ ও যুযুধান প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলাম। সকলেই সুসজ্জিত হইয়া রথারোহন করিলে আমিও রথারোহণে বদ্ধপরিকর হইয়া অবহিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

অনন্তর নিশীথকাল অতীত হইলে ব্রাহ্মণ ভয়বিহ্বলচিতে আমাদের নিকট আসিয়া কহিল, আপনারা সাবধান হইয়া অবস্থান করুন। এই আমার ব্রাহ্মণীর প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে, দেখিবেন যেন বঞ্চনা না করে। এই কথা বলিবার মুহূর্ত্তকাল পরেই ব্রাহ্মণের ভবনে ঘোর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। ঐ হরণ করিল ঐ হরণ করিল বলিয়া ভীষণ রোদনধ্বনি গৃহমধ্য হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই আকাশ পথেও সদ্যোজাত শিশুর হুঁ হাঁ শব্দ শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু রাক্ষসকে দেখিতে পাইলাম না। তৎকালে আমি বাণে বাণে সমস্ত আকাশ দিক বিদিক সমুদায় আচ্ছন্ন করিলাম কিন্তু কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না, বালক অপহৃত হইল। তখন ব্রাহ্মণ নিতান্ত আর্ত্তস্বরে আমায় যৎপরোনাস্তি কটুক্তি দ্বারা ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণ স্তম্ভিত ও আমি হত চৈতন্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। তখন ব্রাহ্মণ আমায় তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "বলে ছিলি আমি রক্ষা করিব; বিলক্ষণ রক্ষা করিলি। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই কেবল অমিতপরাক্রম কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র হইয়া এত দূর স্পর্দ্ধিত হইয়াছিস্। যদি গোবিন্দ স্বয়ং আসিতেন তবে কখনই এ অত্যাহিত ঘটিতে পারিত না। রে মূঢ়! রক্ষা করিতে পারিলে

যেমন রক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ হয়, তেমনি রক্ষা করিতে না পারিলেও তাহার অধর্ম্মের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে হয়। তুই বলিয়াছিলি রক্ষা করিব, কৈ রক্ষা করিতে পারিলি না? ধিক্ তোর গাণ্ডীবকে, ধিক তোর বীর্য্যকে, ধিক তোর যশকে।"

আমি তখন ব্রাহ্মণকে আর কোন কথাই না বলিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ উদ্দেশে দ্বারবতীতে প্রস্থান করিলাম। লজ্জা ও শোকে আমার হৃদয় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ছিল। বারবতীতে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ আমাকে তাদৃশ লজ্জিত ও শোক সন্তপ্ত দেখিয়া আমাকে আশ্বাস প্রদান ও ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া দারুককে কহিলেন, সুগ্রীব, শৈব্য, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বযোজনা করিয়া রথ আনয়ন কর। অনন্তর রথ সজ্জিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ, আমি ও ব্রাহ্মণ এই তিন জনে তাহাতে আরোহণ করিলাম। তখন কৃষ্ণ দারুককে নামাইয়া আমায় কহিলেন, তুমিই সারথ্য কর। অনন্তর আমরা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলাম।

১৭১তম অধ্যায়

অর্জ্জুন পুনরায় কহিতে লাগিলেন, তদনন্তর আমরা কত শত পর্ব্বতমালা, নদ নদী ও বন অতিক্রম করিয়া অবশেষে মকরালয় সমুদ্রে উপস্থিত হইলাম। তখন জলনিধি স্বকীয় দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, প্রভো! কি করিতে হইবে আমায় আজ্ঞা করুন। মহামতি জনার্দ্দন সমুদ্রের পূজা প্রতিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নদীপতে! তুমি আমার রথবর্ত্ম প্রদান কর। সমুদ্র এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। প্রভো! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে অগাধ করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে যদি আপনি আমার মধ্য দিয়া পথ গ্রহণ করেন তবে অন্যেও সেই পথে গমন করিবে। বিশেষতঃ জপমোহিত রাজন্যবর্গ আমায় কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহারা সেই পথে গমন করিতে আরম্ভ করিবেন। অতএব এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহারই আজ্ঞা করুন।

অনন্তর বাসুদেব কহিলেন, সাগর! তুমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং আমার অনুরোধে আমার বাক্য প্রতিপালন কর। আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তখন সমুদ্র কহিলেন, প্রভো! আমি অভিসম্পাত ভয়ে নিতান্ত ভীত হই, অতএব আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহাই স্বীকার করিলাম। আপনি এই ধ্বজসুশোভিত রথ লইয়া সারথির সহিত যে পথে গমন করিবেন আজ্ঞা করুন, আমি তাহার জল শোষণ করিতেছি। কৃষ্ণ কহিলেন, সাধো! আমি তোমাকে পূর্ব্বে বরপ্রদান করিয়াছি যে, তোমার জল কদাচ শুষ্ক হইবে না, নরলোকের মধ্যে কেহই তোমার রত্ন সঞ্চয় জানিতে নিতে পারিবেন না। অতএব তুমি জলস্তম্ভন কর, আমি তদ্বারা রথ লইয়া গমন করিব। তাহা হইলে কোন মনুষ্যই তোমার রত্নের পরিমাণ করিতে পারিবেন না।

তখন সাগর তথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালনে স্বীকার করিলে আমরা সেই ভাস্বর মণিবর্ণ স্তম্ভিত জলের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। ক্ষণকালমধ্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ

হইয়া উত্তরকুরুপ্রদেশ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত অতিক্রম করিলাম। অনন্তর জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, নীল, রজত পর্ব্বত, মহামেরু, কৈলাস ও ইন্দ্রকুট নামক সপ্ত পর্ব্বত বিবিধ অদ্ভুত মূর্ত্তি বর্ণ ও রূপ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমরা কি করিব আজ্ঞা করুন। মধুসূদন সেই সমাগত পর্ব্বতগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, পর্ব্বতগণ! আমরা তোমার গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিব, অতএব আমার রথ গমনের পথ প্রদান কর। তাঁহারা যে অজ্ঞা বলিয়া আমাদের অভিমত পথ প্রদানপূর্ব্বক সেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। অবিলম্বেই আমরা গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম, ক্রমে অন্ধকার আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। আর কিছুই লক্ষিত হয় না। সূর্য্য যেমন মেঘমধ্যে অতি কষ্টে গমন করেন, আমাদের রথও সেইরূপ গাঢ় তিমিররাশি মধ্যে কষ্টে সৃষ্টে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম অন্ধকার গাঢ় হইয়া পঙ্কীভূত হইয়াছে। অশ্বগণ অতি কষ্টে রথ বহন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই বোধ হইতে লাগিল তিমিররাশি পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। তখন আমাদের অশ্বের গতিও রোধ হইল। মহারাজ! এই সময়ে ভগবান কৃষ্ণ চক্র দ্বারা সমস্ত অন্ধকার বিপাটিত করিয়া আমাদিগকে আকাশ ও অত্যুৎকৃষ্ট রথবর্ত্ম প্রদর্শন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্ধকার দর্শনে আমার মনে যে ভয়সঞ্চার এবং চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে অপসারিত হইল। অনন্তর দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে আকাশপথে তেজঃপ্রজ্জ্বলিত এক প্রকাণ্ড পুরুষবিগ্রহ সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণ উহা অবলোকন করিবামাত্র সেই তেজঃ সাগরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সেই স্থানেই রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলাম। মুহুর্ত্তকাল পরেই মহাপ্রভাবশালী কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের অপহৃত পুত্র চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে ঐ চারিটিই প্রদান করিলেন। মহারাজ! ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপহৃত তিন এবং সদ্যোজাত পুত্রকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। আমিও যৎ পরোনাস্তি প্রীত ও বিস্মিত হইলাম।

হে ভরতর্ষভ! তদনন্তর আমরা যে পথে গমন করিয়াছিলাম ব্রাহ্মণের পুত্র কয়েকটা লইয়া সেই পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। ক্ষণকাল মধ্যেই দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বারকায় আসিয়া দেখিলাম তখনও বেলা দুই প্রহর অতীত হয় নাই। তদ্দর্শনে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর বিস্মিত হইলাম। মহাযশা কৃষ্ণ সপুত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ আনন্দিতমনে প্রস্থান করিলেন।

১৭২তম অধ্যায়

অর্জ্জুন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ ঋষিকল্প বহুশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া আরব্ধ ব্রত সমাপন করিলেন। পরে তিনি স্বয়ংও বৃষ্ণিগণ, ভোজগণ ও আমার সহিত একত্র ভোজন করিয়া বিবিধ বিষয়ের কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও তখন অবসর বুঝিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম এবং যে সমুদায় অদ্ভুত বিষয় দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কহিলাম, হে কমললোচন! আপনি কিরূপে সেই অগাধ সমুদ্রের জলস্তম্ভন করিলেন? কি রূপেই বা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রথের পথ সৃষ্টি করিলেন? কিরূপে তাদৃশ নিবিড় অন্ধকার বিপাটিত করিয়া আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিলেন? কি রূপেই বা সেই ভীষণ তেজঃপুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন? প্রভো! ব্রাহ্মণের পুত্রচতুষ্টয় জাতমাত্রেই তিনি কি জন্য তাহাদিগকে অপহরণ করিয়াছিলেন, আর এরূপ দীর্ঘ পথকেই বা আপনি কিরূপে তত সংক্ষিপ্ত করিলেন? এবং এত অল্পকালমধ্যে আমাদের যাতায়াত কিরূপে সম্পন্ন হইল? এই সমুদায় যথাযথ কীর্ত্তন করুন।

বাসুদেব কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যে অতি মহৎ ব্রহ্মতেজোময় মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছ, তিনি আমারই দর্শন পাইবার জন্য ব্রাহ্মণ বালকগণকে হরণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন কেবল ব্রাহ্মণের নিমিত্তই আমি তথায় গমন করিব। আর তাহার শরীর হইতে যে তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হইতেছিল উহা আমারই সনাতন তেজ। উহা আমারই স্থূল সূক্ষ্মময়ী সনাতনী প্রকৃতি। যোগিশ্রেষ্ঠগণ ঐ প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! আমার সেই প্রকৃতিই আত্মতত্ত্ববিৎ যোগী ও তপস্বীদিগের গতি। সমস্ত জগৎ ঐ পরমব্রহ্ম পদকে ভজনা করিতেছে। আমাকেই সেই পরম তেজঃ বলিয়া জানিবে। যাহার জল স্তম্ভিত হইয়াছিল সেই সমুদ্রও আমি, স্তম্ভনকর্ত্তাও আমি। তুমি যে বিবিধ বেশধারী সপ্ত পর্ব্বতকে দেখিতে পাইয়াছিলে তাহাও আমি। পঙ্কবৎ ঘোর তিমিরও আমি এবং তাহার বিপাটকও আমি। আমি ভূতগণের কাল, আমিই তাহাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। চন্দ্র, আদিত্য, মহী, শৈল, সরিৎ, সরোবর ও চতুর্দ্দিক এই সমস্তই আমার আত্মা। চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম; চতুর্বিদ্যাও আমা হইতে প্রসূত হইয়াছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিবে সমস্ত বিষয়েরই একমাত্র আমিই কর্ত্তা।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবত্ হে সর্ব্বভূতেশ! তবে আমি আপনারই স্বরূপ জানিতে অভিলাষ করি। আমি আপনার নিতান্ত, শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছি এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আপনার স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। আপনাকে নমস্কার।

ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রাহ্মণ, আমিই তপস্যা, আমিই সত্য, আমিই উগ্র, আমিই বৃহৎ, আমিই অণু, আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার প্রিয়, সেই জন্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, অন্য হইলে বলিতাম না। আমি যজুর্ব্বেদ, আমিই সামবেদ, আমিই ঋক্, আমি অথর্ব্ববেদ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ঋষি দেবতা ও যজ্ঞ এ সমুদায়ই আমার তেজ। হে কৌন্তেয়! পৃথিবী, বায়ু,

আকাশ, জল ও তেজ; চন্দ্র, সূর্য্য, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস ও ঋতু; মুহূর্ত্ত, কলা, ক্ষণ, সম্বৎসর, বিবিধ মন্ত্র এবং যে কোন শাস্ত্র; বিদ্যা ও বেদিতব্য এ সমস্তই আমা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। হে ভারত! সৃষ্টি, প্রলয়, নিত্য অনিত্য ও নিত্যনিত্য এ সমস্তই আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, তদবধি আমার মন কৃষ্ণেতে সেই ভাবেই রহিয়াছে। আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তৎসমুদায়ই আপনাকে কহিলাম। আপনিও এই মহাপুরুষের কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহাত্মা জনার্দ্দনের আরও অনেক মাহাত্ম্য আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মনে মনে পুরুষোত্তম গোবিন্দকে পূজা করিলেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং তথায় যে সমস্ত ভূপালগণ উপবিষ্ট ছিলেন সকলেই এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

১৭৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শুনিতে পাই ধীমান্ যদুসিংহের কর্ম্ম সমুদায় অপরিমেয়। অতএব হে মহামতে! আপনি তাঁহার যে সমুদায় অসাধারণ অত্যদ্ভুত অসংখ্য গুহ্য চরিত সর্ব্বথা পরিজ্ঞাত আছেন, যাহা শুনিতে শুনিতে আমার আনন্দ উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে তাহা আপনি পুনরায় বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি সেই অতুলবিক্রম উদারচেতা মহাত্মা কৃষ্ণের আশ্চর্য্য কর্ম্ম অনেকই কীর্ত্তন করিয়াছি, আর তাঁহার কার্য্য সমুদায় বলিয়াও শেষ করা নিতান্ত অসম্ভব, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

ধীমান যদুসিংহ দ্বারকায় বাসকালে অনেক প্রধান প্রধান ভূপালগণের রাজ্য সমুদায় কম্পিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যদুবংশের ছিদ্রান্বেষী বিচক্র নামক দানবকে নিহত করেন। মহাত্মা কেশব প্রাগজ্যোতিষনগরে গমন করিয়া দুর্দ্দান্ত শত্রু দুরাত্মা নরকাসুরকে শমন সদনের অতিথি করিয়াছিলেন। বাসবকেও রণে পরাভূত করিয়া বলপূর্ব্বক পারিজাত হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে ভগবান্ বরুণও লোহিত হ্রদে ইহাঁর নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। কারুষ দন্তবক্র ইহার নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন। শিশুপালের শত অপরাধ পূর্ণ হইলে পর কৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। মহারাজ! শোণিতপুরে বলিনন্দন সহস্রবাহু বাণভূপতি সাক্ষাৎ দেবদেব মহাদেবকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া বাস করিত। সে কেশবের নিকট পরাভূত হইয়া কেবল তাঁহার কৃপাবলেই প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। অগ্নিগণ পর্ব্বতের মধ্যে থাকিয়াও ইহাঁর হস্তে পরিত্রাণ পাইতে পারিলেন না। তিনি শাল্বকে পরাজিত, সৌভপতিকে নিপাতিত, সাগরকে বিক্ষোভিত, পাঞ্চজন্য বশীকৃত, হয়গ্রীবকে নিহত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কত শত মহাবল নরপতিবর্গ যে তাঁহার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। জরাসন্ধের নিধনে অনেক ভূপতি তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। তিনি একাকী মাত্র রথে থাকিয়া বহুসংখ্যক

ক্ষত্রিয়গণকে পরাভব করত গান্ধাররাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নিতান্ত শোকাকুল হইলে একমাত্র কৃষ্ণই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁরই সাহায্যে ইন্দ্রের খাণ্ডববন দগ্ধ হয়। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে যে গাণ্ডীব ধনু প্রদান করেন, তাহারও মূলীভূত কারণ কৃষ্ণ। এই মহাত্মাই ঘোর ভারতযুদ্ধের দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাঁ কর্ত্তৃক যদুবংশ বৃদ্ধি পায়। ভারতযুদ্ধের প্রারম্ভ কালে তিনি কুন্তী সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধাবসানে তোমার পুত্রগণকে পুনরায় তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব। তিনিই মহাযশস্বী রাজাকে ঘোর অভিসম্পাত ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। দুর্দ্দান্ত কালবনও ইহা হইতে নিধন প্রাপ্ত হয়। মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক দুই মহাবীর্য্য বানর এবং জাম্বু যুদ্ধবিষয়ে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও ইহাঁর নিকট পরাস্ত হয়। মহামুনি সান্দীপনির পুত্র এবং তোমার পিতা ইহারা উভয়েই কৃতান্তের করকবলিত হইয়াও কেবল কৃষ্ণের প্রভাবলেই পুনরায় জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ জনমেজয়! এতদ্ভিন্ন যে সমুদায় রাজা ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর রণভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তৎসমুদায় আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকট বর্ণন করিয়াছি।

১৭৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি আপনার প্রসাদে ধীমান যদুসিংহের অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় পুনরায় শ্রবণ করিলাম। হে দ্বিজসত্তম! পুরাতত্ত্ববেত্তাদিগের আপনিই শ্রেষ্ঠ; আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। অতএব আপনি ইতঃপূর্ব্বে যে বাণরাজের কথা উল্লেখ করিলেন, এক্ষণে আমি তাহাই বিস্তারক্রমে শুনিতে অভিলাষ করি। এই মহাসুর বাণ কিরূপে দেবদেব মহাদেবের পুত্রত্ব লাভ করিল, আর কি জন্যই বা মহাত্মা প্রভু শঙ্কর স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করিতেন। শুনিতে পাই ভগবান্ কার্ত্তিকেয় প্রমথগণ সমভিব্যাহারে মহাসুর বাণের সহিত একত্র বাস করিতেন। এই বাণই অসামান্য বলশালী অসুরপতি বলির এক শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইহার সহস্র বাহু ছিল, সেই সহস্র বাহুতে শত সহস্র অস্ত্রও ধারণ করিত। এবং ভীষণকায় শত শত মায়াভিজ্ঞ অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিত, সেই দুর্দ্দান্ত অসুর বাণকে বাসুদেব কিরূপে রণে পরাস্ত করিলেন, কিরূপেই বা সে দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থ হইয়া জীবমুক্তি লাভ করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজি! অমিততেজা কৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে বাণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রণস্পর্দ্ধী মহাবল বলিপুত্র রুদ্র ও কার্ত্তিকেয়ের সহায়তা লাভ করিয়াও যেরূপে যে স্থানে কৃষ্ণের নিকটে পরাজিত হইয়া জীবমুক্তি লাভ করিয়া ছিল, মহাত্মা শঙ্কর সন্নিধানে যেরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুত্রত্ব লাভ করিয়াছিল এবং যে কারণে মহামতি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হয়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। একদা মহাবীর্য্য বলিপুত্র বাণ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, পার্ব্বতীনন্দন কুমার কার্ত্তিকেয় ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার শরীরকান্তিতে সমস্ত দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তদ্দর্শনে

অসুরপতি বাণ মনে মনে স্থির করিল আমিও যেরূপে পারি ভগবান বৃষভধ্বজের পুত্রত্ব লাভ করিব। এইরূপ স্থির করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার নিমিত্ত ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সে তপঃকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবশেষে স্বীয় শরীর পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া ফেলিল। তখন ভগবান পার্ব্বতীনাথ তাহার প্রতি নিতান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া পার্ব্বতীর সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মহাসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার তপস্যায় নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন বাণ সনাতন দেবদেব মহেশ্বরকে নিবেদন করিল, প্রভো ত্রিলোচন! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমায় এই বর প্রদান করুন যেন আমি দেবী পার্ব্বতীর পুত্রত্ব লাভ করি। মহাদেব তাহার প্রার্থনায় সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া ভগবতীকে কহিলেন, দেবি! তুমি ইহাকে পুত্ররূপে প্রতিগ্রহ কর। এ তোমার কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ হইবে। কার্ত্তিকেয় অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে অগ্নিজাত রুধিরপুরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তথায় ইহার বাসস্থান হইবে। ঐ পুর পরম শোভাসম্পন্ন শোণিতপুর নামে অভিহিত হইবে। ইহাকে আমি স্বয়ং রক্ষা করিব, সুতরাং ইহার প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারিবে না। তদনন্তর সেই বাণ শোণিত নামক নগরে বাস করিয়া দেবগণের ত্রাসোৎপাদন পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। পরে সেই সহস্রবাহু বাণ বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া নিরন্তর দেবগণের সহিত যুদ্ধ বাসনা করিতে লাগিল। এই সময়ে কুমার কার্ত্তিকেয়ও প্রীত হইয়া তাহাকে অগ্নিবর্ণ ধ্বজ এবং দীপ্ততেজা ময়ূরবাহন প্রদান করিলেন। সে মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সংগ্রামবলে কি দেবগণ কি গন্ধর্ব্বগণ কি যক্ষ কি পক্ষগগণ কেহই তাহার সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে পারিতেন না। মহাসুর বলির পুত্র ত্রিলোচন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত, সুতরাং সে দর্পান্ধ হইয়া বারম্বার যুদ্ধে জয় লাভ করিলেও কিছুতেই তাহার তৃপ্তিলাভ হইত না। এক যুদ্ধের পরেই পুনরায় যুদ্ধের বাসনা করিত, অবশেষে সে মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিল, প্রভো! আমি আপনার প্রসাদে দেবগণ, সাধ্যগণ ও মরুগণকে সসৈন্যে বহুবার পরাজিত করিয়াছি, যাহারা এই প্রদেশে আসিয়া পরমসুখে বাস করিতেছিল আমি তাহাদিগকেও পরাভূত করিয়াছি। এখন তাহারা আমার পরাজয় বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পুনরায় স্বর্গপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমিও যে আর যুদ্ধ করিতে পাই, তাহারও আশা নাই। যদি আমি যুদ্ধ করিতে না পাইলাম, তবে আর আমার জীবন ধারণের ফল কি? আমার বাহু সহস্রই বা কি করিবে? অতএব আপনি বলুন আমার আর যুদ্ধ পাইবার সম্ভাবনা আছে কি না? যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুতেই আমার অনুরাগ নাই।।

ভগবান্ বৃষভধ্বজ দৈত্যপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস বাণ! যেরূপে তোমার সহিত পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইবে তাহা শ্রবণ কর। বৎস! তোমার ঐ সুবর্ণদণ্ডধ্বজ এখন স্বস্থানে স্থাপিত রহিয়াছে, উহাই যখন ভগ্ন হইয়া পড়িবে তখন তোমার যুদ্ধ কাল উপস্থিত হইবে। বাণ এই কথা শুনিয়া মহা আনন্দে পুলকিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে প্রসন্ন বদনে মহাদেবের চরণে প্রণিপাত করিল এবং কহিতে লাগিল, ভগবন্! সৌভাগ্যক্রমেই আমি সহস্র বাহু ধারণ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্য বলেই

আমি আবার সহস্রলোচন দেবরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিব। এই কথা বলিতে বলিতে সেই শত্রুতাপন বলিপুত্রের গণ্ডস্থল আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সে পাঁচ শতবার কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ মহাদেবকে পূজা করিয়া অবশেষে আনন্দে তাহার চরণে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, বৎস! উঠ উঠ, তুমি তোমার বাহু সহস্র ও কুলের অনুরূপ যুদ্ধই প্রাপ্ত হইবে। হে বীর! তোমার সেই যুদ্ধ পৃথিবীতে অতুল্য বলিয়া গণনীয় হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা ত্রিলোচন কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে অসুরপতি বাণ আহ্লাদভরে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পূজা করিল এবং মহাদেবের নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল। স্বকীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া যে স্থানে সেই বৃহৎ ধ্বজা রোপিত ছিল, তথায় উপবেশনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে কুণ্ড নামক অসুরকে আহ্বান করিয়া কহিল, অহে তোমাকে আমি একটী প্রিয় সংবাদ প্রদান করিব।

রাজন! কুষ্মাণ্ড এই কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ দুর্ম্মদ বাণকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! আপনি আমাকে কি প্রিয়সংবাদ প্রদান করিবেন। হে দৈত্যপতে! আপনার নয়নদ্বয় যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। আপনার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, আপনি দেবদেব মহাদেবের প্রসাদে কিম্বা মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের অনুগ্রহে কোন এক অনির্ব্বচনীয় বর লাভ করিয়া থাকিবেন। হে মহাসুর! অভীপিত কোন বস্তু আপনি অধিগত হইয়াছেন তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি কি শিতিকণ্ঠ মহাদেবের প্রসাদে এবং কার্ত্তিকেয়ের রক্ষাগুণে ত্রৈলোকের একাধীশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন? ভগবান্ নীলকণ্ঠও কি প্রীত হইয়া আপনাকে ঐ ত্রৈলোক্য রাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন? অথবা দেবরাজ ইন্দ্রই কি আপনার ভয়ে ভীত হইয়া পাতালে প্রস্থান করিল? কিম্বা দিতি সুতগণকে কি আর বিষ্ণু হইতে ভয় পাইতে হইবে না? যাহার চক্রভয়ে ভীত হইয়া দৈত্যগণ সলিল বাস আশ্রয় করিয়াছে, সেই শাঙ্গ গদাপাণি কৃষ্ণ সমরস্থলে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে আর কি আমাদিগকে ভয় করিতে হইবে না? এখন হইতে কি দৈত্যগণ আপনার বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাতাল নিবাস পরিত্যাগ করিয়া বিবুধালয় আশ্রয় করিবেন? হে রাজন! আপনার পিতা বলি বিষ্ণুর পরাক্রমে অভিভূত হইয়া বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি কি সলিলরাশি উদ্ভেদ করিয়া পুনরায় ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন? আমরা কি আবার সেই বিরোচননন্দন তোমার পিতাকে দিব্যমাল্য ও দিব্যবসন পরিধান করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন দেখিতে পাইব? পূর্ব্বে যে বিষ্ণু ত্রিপাদবিক্রমে এই ত্রিজগতকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, যাহার স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষ শঙ্খধ্বনি শবণ করিয়া মহাসুরগণ দিগদিগন্ত আশ্রয় করিয়াছিল, সেই নারায়ণকে যুদ্ধে জয় করিয়া আমরা কি পুনরায় দেবগণকে বন্দীভাবে পুনরায় এই পুরে প্রত্যায়ন করিতে পারিব? অথবা বৃষভধ্বজ কি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন? সেই জন্যই কি আপনার হৃদয় ঈদৃশ উচ্ছ্বসিত হইয়া আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতেছে? যাহা হউক আমার বোধ হইতেছে আপনি মহাদেবের প্রসাদে এবং কার্ত্তিকেয়ের অভিমতিতে আমাদের এই অধিষ্ঠানভূত সমস্ত জগতের একাধিপত্য লাভ করিয়া থাকিবেন।

মহারাজ বাগ্মিবর বাণ কুণ্ডের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, কুষ্মাণ্ড! আমি যখন বহুদিন অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও যুদ্ধ করিতে পাইলাম না, তখন হৃষ্টচিত্তে দেবদেব শিতিকণ্ঠ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, দেব! আমার যুদ্ধাভিলাষ নিতান্ত বদ্ধিত হইয়াছে। অতএব মনের প্রতিবর্দ্ধন কোন যুদ্ধ প্রাপ্ত হইব কি? এই কথা শুনিয়া সেই অরাতিঘাতী মহেশ্বর হাস্য করিয়া আমায় এই প্রিয় সংবাদ বলিয়া দিয়াছেন যে, বাণ! তুমি অচিরকাল মধ্যেই এক তুমুল যুদ্ধ প্রাপ্ত হইবে। এই ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হইয়া পড়িলেই সেই বিষম সমরের সময় উপস্থিত হইবে, এ কথাও বলিয়া দিয়াছেন। তদনন্তর আমি পরম প্রীতমনে ভগবান বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিয়া এই তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।

কুষ্মাণ্ড বাণ মহীপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আমি আপনার মুখে যাহা শুনিলাম উহা ত’ শুভকর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না। এইরূপে উভয়ে কথোপকথন করিতেছে, ইত্যবসরে সেই অত্যুচ্চ ময়ুরধ্বজ ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হইয়া অতিবেগে পতিত হইল। উন্নত ধ্বজ পতিত হইল দেখিয়া অসুরপতি বাণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন সে মনে করিতে লাগিল আর যুদ্ধের বিলম্বই নাই। কিন্তু এদিকে পৃথিবী বজ্রের আঘাতে কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই বজ্রও ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া বিষম শব্দ করিতে লাগিল। বৃষদংশগণ চতুর্দ্দিকে গর্জন করিয়া উঠিল। দেবরাজ ইন্দ্র শোণিতপুরের সর্ব্বত্র শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উল্কা সমুদায় সূর্য্যকে ভেদ করিয়া ধরণী তলে নিপতিত হইতে লাগিল। সহসা সহস্র সহস্র শোণিত ধারা চৈত্যবৃক্ষের উপরিভাগে পতিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন অসংখ্য তারাপাত আরম্ভ হইল। পর্ব্বদিন না হইলেও রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিল। প্রলয়কালের ন্যায় ঘোর শব্দ হইতে লাগিল। ধুমকেতু দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিয়া সমুদিত হইল। নিরন্তর প্রবল বায়ু মহা বেগে বহিতে লাগিল। সূর্য্য সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইলে উহার প্রান্তভাগে শ্বেত ও লোহিত বর্ণে, স্কন্ধদেশ কৃষ্ণবর্ণে, পরিধি বিবিধ বর্ণে আচ্ছন্ন করিল, প্রভামণ্ডল বিদ্যুৎ সদৃশ হইয়া উঠিল। মঙ্গল গ্রহ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া বক্রভাবে কৃত্তিকাতে উপস্থিত হইয়া যেন বাণের জন্মনক্ষত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিল। দানবকন্যাগণ পরম সমাদরে যাহার অর্চ্চনা করিত সেই বহুশাখা প্রশাখা বিশিষ্ট চৈত্যবৃক্ষও ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপ বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়াও বলমদোন্মত্ত বাণ কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না। কিন্তু তত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞ মন্ত্রির কুষ্মাণ্ড বাণের ভাব দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, যে সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে, ইহা বাণের পক্ষে কদাচ শুভকর হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া উন্মনা হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, বাণ! সহসা যে সকল উৎপাত উপস্থিত হইল দেখিতে পাইতেছ, ইহা তোমার পক্ষে কখনই শুভফলপ্রদ হইবে না। প্রত্যুত এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ তোমার রাজ্যনাশেরই কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি আমাদের রাজা, তোমার দুর্নীতিবশতঃ আমি এবং অন্যান্য মন্ত্রী, ভৃত্যগণ ও তোমার অনুগত জন সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। শত্রু ধ্বজ তরুর যেরূপ পতন হইল এই অজ্ঞানবশতঃ রণাকাঙ্ক্ষী বৃথা হুঙ্কারকারী বাণেরও সেইরূপ অচিরে পতন হইবে। দেবদেব মহাদেবের প্রসাদে ত্রৈলোক্য জয় হইয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু এখন যেরূপ দর্পান্ধ হইয়া

উঠিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় বিনাশ হইবে দেখিতে পাইতেছি। বোধ হয় এই কারণেই এরূপ সময়ে বাণ প্রীতমনে দৈত্যকামিনীগণের সহিত মদ্য পান আরম্ভ করিল।

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে কুষ্মাণ্ড রাজভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং ঐ সকল উৎপাত দর্শনের ফলাফল চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল রাজা প্রমত্ত, দুর্ব্বুদ্ধি, তাহাতে আবার ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছেন সুতরাং এরূপ লোক যে দর্পান্ধ হইয়া যুদ্ধ বাসনা করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি? অতএব বুঝিলাম, উপস্থিত মহোৎপাত সমুদায় যে ভয় সূচনা করিয়া দিতেছে ইহা মিথ্যা হইবার নহে। ভগবান্ ত্রিলোচন ও কার্ত্তিকেয় ইহাঁরা উভয়েই এই নগরে বাস করিতেছেন, তাই বলিয়াই কি এই সকল দুর্নিমিত্ত অনিমিত্ত ঘটনামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে? আমাদের দোষ কি দোষ বলিয়াই গণ্য হইবে না? এই সকল দোষ নিশ্চয়ই আমাদের পরাভব করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। নৃপতির দোষে দানবগণও নিতান্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। যিনি দানবগণের সম্পূর্ণ প্রভু, ত্রিভুবনের অধীশ্বর সেই শঙ্কর ও কার্ত্তিকেয় আমাদের এই নগরীতে বাস করিতেছেন, কার্ত্তিকেয় মহাদেবের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, বাণ তদপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তথাপি যখন বাণ কেবল স্বীয় মদমত্ততা প্রদর্শন করিবার জন্যই যুদ্ধবাসনা খ্যাপন করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিতে গিয়াছে, তখন আর কিছুতে রক্ষা নাই। কিন্তু যদি বিষ্ণুপুরোগামী ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাদেবের নিকট অভয় লাভ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারাই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, নতুবা মহাদেব ও কার্ত্তিকেয় সহায় থাকিতে বাণের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন ব্যক্তি সমর্থ হইবেন? ফলতঃ দেববাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত, এই যুদ্ধেই দৈত্যকুলেরও নাশ হইবে।

তত্ত্বদর্শী কুষ্মাণ্ড এইরূপে চিন্তাবিষ্ট হইলে তাহার কল্যাণময়ী বুদ্ধিতে নিশ্চয় করিলেন যাহারা দেবগণের সহিত সর্ব্বদা বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই দৈত্যপতি বলিবন্ধনের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

১৭৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা প্রভু মহেশ্বর পার্ব্বতীসমভিব্যাহারে পরম রমণীয় নদী তীরে ক্রীড়া ও বিহার করিতে আরম্ভ করিলে চতুর্দ্দিকে শত শত অপ্সরোগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় আসিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পারিজাত, সন্তানক এবং সর্ব্বঋতুসুলভ তীরস্থিত বনজাত কুসুমের সৌরভে সমস্ত তীরদেশ এবং আকাশ পর্য্যন্ত আমোদিত করিল। পার্ব্বতীনাথ সহস্র সহস্র বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ ও পণব বাদ্যসহকৃত অপ্সরোগণের সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণও সূত মাগধদিগের ন্যায় স্তুতিপাঠ দ্বারা সেই শুভ্রকান্তি দিব্যমাল্যবিভূষিত রক্তাম্বর দেবদেব বরদাতা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবীর আজ্ঞানুসারে চিত্রলেখানাম্নী এক প্রধান অপ্সরা পার্ব্বতীর রূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের মানভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে দেবী

ভগবতী ও অপ্সরোগণ হাস্য করিয়া উঠিলেন। অনন্তর ভূতনাথের পারিষদ্গণও পার্ব্বতীর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে কতকগুলি রহস্যপণ্ডিত পারিষদ মহাদেবের বেশ ধারণ করিয়া তাহার ভাবভঙ্গী দেখাইতে লাগিল এবং অপ্সরোগণও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেবীর সমস্ত লীলা ও বদনভঙ্গীর অনুকরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবী হাস্য করিয়া উঠিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে কিলকিল শব্দে বিষম হাস্য ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মহাদেবও অতুল আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

এইস্থলে বাণদুহিতা ঊষা পার্ব্বতী সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহাদিগের ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিতে ছিলেন। তিনি দেখিলেন দ্বাদশ আদিত্যসম তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ মহাদেব দেবীর প্রীতি সাধনোদ্দেশে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, ইহা অবলোকন করিয়া ঊষা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যাঁহারা পতির সহিত সমবেত হইয়া এইরূপ ক্রীড়া করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ঊষা মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিলেও পর্ব্বতনন্দিনী উহা জানিতে পারিয়া এবং আন্তরিক ভাবও বুঝিয়া মধুরস্বরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎসে ঊষে! যেমন শত্রুতাপন ভগবান শঙ্কর আমার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তুমি অচিরাৎ এইরূপ পতিলাভ করিয়া তাহার সহিত এইরূপে ক্রীড়া করিতে পারিবে। তখন পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঊষা পুনরায় উদ্বেগাকুলনয়নে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কত দিনে আমি স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারিব? হিমালয়দুহিতা এবারেও তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, ঊষে! যৎকালে তুমি স্বামীর সংসর্গ লাভ করিতে পারিবে তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসের দ্বাদশী তিথিতে রাত্রিযোগে যখন তুমি হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবে, সেই সময়ে যিনি তোমায় স্বপ্নবস্থায় সম্ভাষণ করিবেন তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। এই কথা শুনিয়া দৈত্যকন্যার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, তিনি তখন আনন্দোৎফুল্লনয়নে সখীগণে সমবেত হইয়া সহাস্যবদনে ক্রীড়া করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্নরকন্যা, যক্ষকন্যা, নাগকন্যা, দৈত্যকন্যা ও অপ্সরোদুহিতা ইহারা সকলেই ঊষার সখী ছিলেন। তাহারা দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে করতালি প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবীর বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, তিনি তোমার নিমিত্ত অচিরেই তোমার রূপ ও বংশানুরূপ পতি কল্পনা করিয়া দিবেন। ঊষা সখীদিগের ঐ সকল বাক্য সমাদরে গ্রহণ করিয়া মনে করিতে লাগিলেন সত্য সত্যই দেবী আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তদনন্তর নারীগণ সমস্ত দিন পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া ও বিহার করিয়া দিবাবসানে কেহ অশ্বে কেহ রথে কেহ নরযানে কেহ আকাশপথে সকলেই স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। দেবী পার্ব্বতীও তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ঊষা সখীগণে বেষ্টিত হইয়া হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন,এই সময়ে দেবী পার্ব্বতী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কোন পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় তাহাকে সম্ভোগ করিলেন। এইরূপে সম্ভূক্ত হওয়াতে কুমারীভাব নষ্ট হইল দেখিয়া তিনি স্বপ্নাবস্থাতেই রোদন এবং হস্তাদি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল পরেই রোদন করিতে করিতে শোণিতাক্ত বসনে সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র ঊষা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করিলেন। তখন চিত্রলেখানাম্নী কোন

সখী ঊষাকে এইরূপে রোরুদ্যমান ও ভয়বিহ্বলা দেখিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিল, ঊষে! ভয় নাই, ভয় নাই। সখি! কেন তুমি রোদন করিয়া উঠিলে? তোমার পরিতাপেরই বা কারণ কি? তুমি যে বলিতনয় বাণের দুহিতা। হে সুভ্রু! জগতে তোমার ত' কোন ভয়েরই বিষয় নাই। হে বামোরু! তোমার পিতা সমরে দেবগণেরও সাক্ষাৎ অন্তকস্বরূপ, ইহাতেও কি তোমার ভয় করা উচিত? তুমি সর্ব্বদা নির্ভয়ে থাকিবে। উঠ উঠ আর ওরূপে পরিতাপ করিও না। হে কল্যাণি! দৈত্যকুল-দেবতা তোমার মঙ্গল করুন। অয়ি বরাননে! কস্মিনকালেও তোমার এ গৃহে ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। সখি! তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, দেবরাজ , শচীপতি ইন্দ্রও দেবগণ সমভিব্যাহারে কত বার তোমার পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। কৈ, কখন কি আমাদের নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছেন? তোমার পিতা দূর হইতেই তাঁহাকে পরাভূত করিয়া নিষ্কাসিত করিয়া দিয়াছেন। অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত বাণপুত্র শ্রীমান্ তোমার পিতাই দেবগণকে ভয়াকুল করিয়া রাখিয়াছেন।

সখী চিত্রলেখা এই সকল কথায় সান্ত্বনা করিলে যশস্বিনী বাণনন্দিনী ঊষা তাহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কহিলেন সখি! বলিব কি? আমার যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আর ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে অভিলাষ করিতেছে না। এই কথা বলিয়া স্বপ্নবিবরণ কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় কহিলেন, সহচরি! বল দেখি, আমি এখন কিরূপে সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দেবশত্রু পরন্তপ আমার পিতাকে এই কথা বলিব? হায়! আমার মহাবীর্য্য পিতার নির্ম্মল বংশে আমিই কলঙ্কিনী হইয়া বংশদূষণী হইলাম। এখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ, আর জীবনধারণের ফল কি বল। যদি স্বপ্নবস্থাতেই কোন অভিমত পুরুষের সহিত আমার সমাগম হইত, তাহা হইলে আমার তত আক্ষেপের বিষয় হইত না, কিন্তু আমি যখন জাগরিত হইয়া উঠিয়াছি তখন আমার এ দশা কে করিল? আমি কন্যা অবস্থায় এইরূপে ধর্ষিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করি। হায়! আমি এরূপ কুলাঙ্গার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম যে, আমাকে কুলকলঙ্কিনী হইয়া অবশেষে নিরাশ্রয় হইতে হইল? যে নারী সাধ্বীগণের অগ্রগণ্যা, তাঁহারই জীবন ধারণ সার্থক।

এইরূপে কমললোচনা ঊষা সখীগণে বেষ্টিত হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সমাগত সখীগণ তাঁহাকে এইরূপে অনাথার ন্যায় রোদন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া বাষ্পকুলিতলোচনে কাতরসুরে কহিতে লাগিল, দেবি! দূষিত মনে কোন কার্য্য করিলেই দোষ হইয়া থাকে, কিম্বা শুভাশুভের ফলভাগীও হইতে হয়। তুমি ত' তাদৃশ দুষ্ট মনে কিছুই কর নাই তবে কেন দোষ স্পর্শ হইবে? তোমার মন বিশুদ্ধ, তথাপি যদি স্বপ্নাবস্থায় উপভুক্ত হইয়া থাক তাহাতেও তোমার সতীব্রত ভঙ্গ হইতেছে না। ব্যভিচারদোষও তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। হে কল্যাণি! মর্ত্যলোকে স্বপ্নকৃত দোষ দোষই নহে। দেবি! ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বিপ্রশ্রেষ্ঠ বুধগণ বলিয়া থাকেন, যে নারী মন, বাক্য বিশেষতঃ কর্ম্ম এই তিনের দ্বারা দূষিত হন তাঁহারাই পাপীয়সী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। হে ভীরু! তোমার মনকেও কখনই কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইতে দেখি নাই, তুমি নিয়তই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছ। তবে কি জন্য তুমি দোষদুষ্টা হইবে? আমরা জানি তুমি সতী সাধ্বী শুদ্ধস্বভাবা এবং মনস্বিনী হইয়া যদি স্বপ্নবস্থায় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়া থাক, তাহাতে তোমার ধর্ম্মলোপ হইতেছে না। অয়ি ভাবিনি! প্রথমে যাহার

মন দুষ্ট হইয়া পশ্চাৎ কার্য্যেও পরিণত করে, তাহারাই অসতীপদবাচ্য হইয়া থাকেন। তুমি সতী কুলকামিনী অসামান্য অবস্থায় উপনীত হইলে, তখন আর কাহার দোষ দিব একমাত্র কালই ইহার নিদান।

কুষ্মাণ্ডদুহিতা সেই রোরুদ্যমানা বাষ্পকুললোচনা ঊষাকে এই সকল কথা বলিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বিশালাক্ষি! অয়ি বরাননে! তুমি আর শোক করিও না। তুমি নিষ্পাপই রহিয়াছ। আমার স্মরণ হইয়াছে, এক্ষণে প্রকৃত কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভাবিনি! তুমি একদা দেবদেব মহাদেব সন্নিধানে পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মনে মনে পতিসহচারিণী হইয়া ঐরূপে বিহার করিতে অভিলাষ করিয়া ছিলে, তৎকালে দেবী পার্ব্বতী তোমার হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া দেখ। তিনি তোয়ায় বলিয়াছিলেন বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে নিশাযোগে তুমি হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া স্বপ্নবস্থায় স্ত্রীধর্ম প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিয়া উঠিবে এবং তৎকালে শত্রুসন্তাপকারী বীর পতিও তোমার লাভ হইবে। দেবী তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াই এই বর প্রদান করিয়াছেন। তাহাই এক্ষণে অবিকল ঘটিয়াছে, তাহার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব হে ইন্দুনিভাননে! তবে তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ? সখীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবীর বাক্য স্মরণ হওয়াতে বাণপুত্রীর সমস্ত শোক অপনীত হইল এবং তাহার নেত্রদ্বয়ও তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, সখি! যৎকালে ভগবান পার্ব্বতীনাথ ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবী আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায়ই এখন আমার স্মরণ হইল। তিনি আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে। সখি! যদি সেই শঙ্করগেহিনী ইহাঁকেই আমার পতিত্বে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে আমি কিরূপে ইহাকে জানিতে পারি, তুমি তাহার উপায় বিধান কর।

অর্থতত্ত্বচতুরা কুষ্মাণ্ডদুহিতা ঊষার বাক্যশ্রবণে পুনরায় কহিতে লাগিল, দেবি! তাঁহার কুল শীল অথবা পৌরুষ ইহার একটাও আমরা অবগত নহি। অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব পুরুষকে তুমি সুপ্তাবস্থায় একবার মাত্র দেখিয়াছ। হে ভীরু! তিনি ত' রতিতস্কর, আমরা তাহাকে কিরূপে জানিব? হে অসিতাপাঙ্গি! তুমি তাহার জন্য ব্যাকুল হইও না। সখি! যিনি স্বীয় বিক্রমে আমাদের এই অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমায় সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি কখনই প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। আমাদের নগর অদ্বিতীয় শত্রুসংহারকারী বলিয়া জগতে বিখ্যাত। কি আদিত্যগণ কি বসুগণ কি রুদ্রগণ কি মহাবীর্য্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় যিনি যতই পরাক্রান্ত হউন না কেন এই শোণিতপুরে কাহার প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। যে অরিসূদন বাণ মহীপতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া এই নগরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন তিনি যে শত শত গুণে অলঙ্কৃত তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অয়ি সুলোচনে! যে নারীর এরূপ যুদ্ধবিশারদ স্বামী হয় না তাহার জীবন বা ভোগসুখে প্রয়োজন কি? তুমি যখন দেবীর প্রসাদে তাদৃশ গুণশালী সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় পতি লাভ করিয়াছ তখন তুমিই ধন্য তুমিই বাস্তবিক পার্ব্বতীর অনুগ্রহের আস্পদ। এক্ষণে তিনি যাহার পুত্র এবং যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহার নামই বা কি এই সমুদায় যেরূপে জানিতে হইবে আমি তাহার উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। এই কথা শুনিয়া

দানবনন্দিনী কহিলেন, সখি! তবে বল আমি কিরূপে ঐ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পারিব? সকলেই আত্মকার্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকেন সুতরাং আমি ত' এ বিষয়ে কিছু উপায় দেখিতেছি না। যাহাতে আমি জীবন প্রাপ্ত হইতে পারি তাহা তুমি চিন্তা করিয়া বল।

ঊষার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুষ্মাণ্ডদুহিতা পুনরায় সেই রোরুদ্যমান সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিশালাক্ষি! চিত্রলেখা নাম্নী অপ্সরা তোমার সখী। সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে। অতএব তুমি তাহাকে শীঘ্র এই বিষয় বিজ্ঞাপন কর। তাহার অপরিজ্ঞাত বিষয় জগতে কিছুই নাই। কুষ্মাণ্ডতনয়া কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে ঊষা তখন হর্ষোৎফুল্লনয়নে প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে আনয়ন করিলেন। চিত্রলেখা প্রণয়বশতঃ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে ঊষা কৃতাঞ্জলিপুটে নিতান্ত কাতর সূরে কহিতে লাগিলেন, সখি! আমি তোমাকে যাহা বলিব অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অয়ি কমললোচনে! যদি তুমি অদ্য আমার প্রাণপ্রিয় পদ্মপলাশলোচন মত্তমাতঙ্গবিক্রম কান্তকে আনিয়া দেও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে আমার এ জীবন বিসর্জ্জন করিব। চিত্রলেখা ইহা শ্রবণ করিয়া মৃদু মধুরবচনে ঊষার আনন্দোৎপাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি সুব্রতে! আমি ইহা কিরূপে জানিতে পারিব? সখি! তোমার হৃদয়াপহারকের কুল, শীল, বর্ণ, রূপ ও বাসস্থান ইহার আমি কিছুই অবগত নহি। তবে আমি বুদ্ধিবলে এই পর্য্যন্ত করিতে পারি যে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাহারা প্রভাব, আভিজাত্য (কুলমর্য্যাদা) রূপ ও গুণে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মনুষ্যলোকেও যাহার লোকবিখ্যাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মধ্যে তোমার নিকটে উপস্থিত করিব। তুমি সেই সমুদায় আলেখ্যগত মহাত্মগণকে সন্দর্শন করিলেই তোমার কান্তকে চিনিতে পারবে। তখন তিনি আর আমাদিগের দুরধিগম্য হইতে পারিবেন না।

হিতচিকীর্ষু চিত্রলেখা এই কথা বলিলে ঊষাও তথাস্তু বলিয়া তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর সুন্দরী চিত্রলেখা লঘুহস্ততা নিবন্ধন সপ্তদিনের মধ্যেই সমস্ত আলেখ্য যথাযথ প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সমুদায় হস্তলিখিত চিত্রপট বিস্তারপূর্ব্বক সখী জনসমক্ষে প্রিয়সখী ঊষাকে সন্দর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ইহাঁরা দেশমধ্যে দানববংশের শ্রেষ্ঠ, ইহাঁরা কিন্নর, ইহাঁরা উরগ কুলোৎপন্ন, ইহাঁরা যক্ষ, ইহাঁরা রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁরা গন্ধর্ব্ব, ইহাঁরা ভোগবিলাসী দৈত্যকুলোৎপন্ন বলিয়া বিখ্যাত এতদ্ভিন্ন যাঁহারা মর্ত্যলোকের মধ্যে বিশিষ্টতম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহারাও এই পটে চিত্রিত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি এই সমুদায় আলেখ্য দর্শন কর। আমি সকলকেই অবিকল চিত্রিত করিয়া আনিয়াছি। তুমি স্বপ্নে যাহাকে অবলোকন করিয়াছিলে যদি তিনি ইহাঁর মধ্যে থাকেন তবে তাঁহাকে বাছিয়া লও।

তদনন্তর মত্ত কামিনী ঊষা ক্রমে ক্রমে সমস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেবগণ তদনন্তর দানব, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণকে অতিক্রম করিয়া পরে যদুবংশীয়গণকেও অতিক্রম করিলেন, অনন্তর যদুনন্দন ভগবান কৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে তৎসন্নিহিত মহামতি অনিরুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তিনি বিস্মিত হইয়া উৎফুল্লনয়নে চিত্রলেখাকে কহিলেন, সখি! এই তোমার সেই চৌর। ইনিই হর্ম্ম্যতলে সুপ্তাবস্থায় আমায়

কলঙ্কিণী করিয়া আসিয়াছেন। আমি ইহাঁর রূপ দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। অয়ি ভাবিনি! এখন তুমি ইহার কুল, শীল, গুণ, আভিজাত্য ও বাসস্থান এবং ইহার নামই বা কি এই সমুদয় যথার্থ করিয়া বল। আমি তোমার মুখে শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা পরে স্থির করিব।

চিত্রলেখা কহিল, হে বিশালাক্ষি! ইনিই কি তোমার কান্ত? ইনি যে ত্রৈলোক্যনাথ ধীমান কৃষ্ণের পৌত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইহাঁর মত পরাক্রমশালী ত্রিজগতে আর নাই। ইনি পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া অন্য ভূধরকে চূর্ণ করিতে পারেন। তুমি যখন ঈদৃশ গুণশালী যদুপুঙ্গবকে পতি লাভ করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য। ত্রিলোচনগেহিনী পার্ব্বতী তোমার ঈদৃশ সাধুশীল যোগ্য বর প্রদান করিয়া অপার অনুগ্রহই প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঊষা কহিলেন, হে বিশালাক্ষি! আমি যাহাতে সেই কান্তসমাগম লাভ করিতে পারি তাহার ভার তোমাকেই লইতে হইতেছে। একার্য্য অন্যের সাধ্য নহে। তুমি ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আকাশপথে যথেচ্ছ গমন করিতে পার এবং শিল্প উপায়াবধারণেও তোমার বিলক্ষণ পটুতা আছে, অতএব তুমিই আমার হৃদয়নাথকে আনিয়া দেও। হে ভীরু! সখীজনের সুখশান্তিবিষয়ে কোন তর্কই নাই, যাহাতে আমার কান্ত সন্নিধানে উপস্থিত হইলে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পার, তাহারই উপায় অনুধ্যান কর। আপৎকালে মিত্র কার্য্য করিলেই বিজ্ঞলোকে তাঁহাকে মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমি কামশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি, আমার দুরবস্থার এক শেষ হইয়া উঠিয়াছে, এ সময়ে তুমি আমার জীবন দান কর। সুন্দরি! যদি তুমি আমার সেই দেব তুল্য প্রিয় স্বামীকে অদ্যই আনয়ন করিয়া না দেও, তবে আর আমি এ জীবন ধারণ করিতে পারিব না, নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

ঊষার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া চিত্রলেখা কহিল, অয়ি সুচিস্মিতে! অয়ি কল্যাণি! তোমাকেও আমার বাক্য শ্রবণ করিতে হইতেছে। দেবি! তোমার পিতৃভবন যেমন সর্ব্বাবয়বে রক্ষিত হইতেছে, সেই দ্বারকাপুরীও সেইরূপ, বরং ইহা অপেক্ষাও দুষ্প্রবেশ্য। তাহার দ্বার সমুদায় লৌহময় কপাট দ্বারা রুদ্ধ থাকে, তাহাও গুপ্ত সুতরাং আগন্তুক লোকের পক্ষে নিতান্ত দুর্লক্ষ্য। বৃষ্ণি কুমার অন্যান্য দ্বারকাবাসীদিগের দ্বারা সতত সুরক্ষিত হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ইহার প্রান্তভাগে সলিলপূর্ণ পরিখা খনন করিয়া দিয়াছেন। উহা আবার সাক্ষাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার আদিষ্ট পুরুষ সিংহদিগের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। ঐ পরিখার উপরেই বিশাল দুর্গ প্রাচীর। উহা ধাতুময় পর্ব্বত দ্বারা রচিত হইয়াছে। এইরূপ সাতটি প্রাচীরে নগর বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। অপরিচিত লোকের সাধ্য কি যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব তোমার আত্মাকে, আমাকে ও তোমার পিতাকে রক্ষা কর।

ঊষা কহিলেন, সখি! তুমি যোগপ্রভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পার। কোন স্থানই তোমার দুষ্প্রেবেশ্য নহে; আমি আর তোমায় অধিক বলিতে চাহি না। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, শ্রবণ কর। পূর্ণচন্দ্র সদৃশ অনিরুদ্ধ বদন যদি আমি দেখিতে না পাই, তবে নিশ্চয়ই যমসদনে প্রবেশ করিব। অতএব তুমি যদি আমায় জীবিত দেখিতে অভিলাষ কর, তবে আমার দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া গমন কর। যদি কখন আমি তোমার সখী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকি, যদি আমি তোমাকে প্রণয়সম্ভাষণ করিয়া থাকি, তবে আমার কান্তকে

শীঘ্র আনিয়া দেও। আমি তোমারই নিতান্ত শরণাগত হইলাম। জীবন যাইবে, স্বজন ধ্বংস হইবে, কুলক্ষয় হইবে, এ সমুদায় কামার্ত্ত লোকে বিবেচনা করিতে পারে না। যে কোন কার্য্য যতই গুরুতর হউক না কেন যত্নাতিশয্যে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। সেই দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিতে এক মাত্র তুমিই সমর্থ। আমি তোমায় বিনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার কান্ত দর্শন করাও।

চিত্রলেখা কহিল, সখি! ক্ষান্ত হও। তোমার এই অমৃতায়মান বাক্য পরম্পরায় আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। তোমার এই মনোহর প্রিয় ভাষিতই আমাকে সমুদ্যত করিয়া তুলিয়াছে, আর তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। এই আমি চলিলাম। আমি এখনই দ্বারকায় প্রবেশ করিয়া বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর মহাবাহু তোমার কান্ত অনিরুদ্ধকে অদ্যই এই স্থানে আনয়ন করিব। দৈত্যদিগের অশিবকর ও কুলক্ষয়কারী এই সত্য বাক্য বলিয়া মনোবেগশালিনী চিত্রলেখা তংক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। এদিকে ঊষা সখীগণে সমাবৃত হইয়া পতিচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। অনন্তর সখীজনের প্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া মহর্ষি তপোধনগণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক তৃতীয় মুহূর্তে বাণপুর হইতে প্রস্থান করিল। ক্ষণকালমধ্যেই কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, দ্বারকা কৈলাস শিখরসদৃশ শত শত প্রাসাঙ্গরাজিতে সুশোভিত হইয়া নভোমণ্ডল তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

১৭৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর চিত্রলেখা দ্বারবতী প্রাপ্ত হইয়া প্রাসাদসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া কিরূপে অনিরুদ্ধের প্রবৃতি জন্মাইতে হইবে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইলেন,ভগবান দেবর্ষি নারদ সলিলাশয়ে আসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে চিত্রলেখার নয়নদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন সে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক অধোমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে নারদ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ? আমি উহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। চিত্রলেখা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সেই লোকপূজিত ত্রিদিবনিবাসী দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগবন্! শ্রবণ করুন। শোণিত পুরে বাণ নামে এক মহাসুর বাস করে। তাহার পরম রূপবতী ঊষানাম্নী এক কন্যা আছেন। দেবী পার্ব্বতীর বর প্রসাদে তিনি প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধকে স্বপ্নমাত্রে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই পতি রূপে বরণ করিয়াছেন এবং নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি সেই সখী ঊষার দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া অনিরুদ্ধকে তথায় লইয়া যাইবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। কিন্তু কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি উহার উপায় বিধান করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন। আমি মহাত্মা অনিরুদ্ধকে লইয়া গেলে আপনি এই সংবাদ ভগবান কৃষ্ণকে প্রদান করিবেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি এই উপলক্ষে মহাসুর বাণের সহিত কৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। কারণ সেই মহাসুর বাণ যুদ্ধার্থ সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে অনিরুদ্ধ কদাচ তাহাকে জয় করিতে পারিবেন না। সেই সহস্রবাহু মহা প্রতাপশালী বাণকে জয় করিতে একমাত্র মহাবাহু প্রভু কৃষ্ণই সমর্থ হইতে পারেন। ভগবন্! আমি যে জন্য এখানে আসিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি তাহা নিবেদন করিলাম। হে মহামুনে! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কিরূপে মহামতি পুণ্ডরীকাক্ষ এই বিষয় অবগত হইতে পারিবেন? কিরূপেই বা আমি অনিরুদ্ধকে হরণ করিব? কিরূপেই বা আমি কৃষ্ণের ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইব? মহাবাহু কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন। তিনি পৌত্র শোকে সন্তপ্ত হইলে আমায় যে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে মহাত্মন্! এই বিষয়ে আপনার প্রসন্নতাই আমার বাঁচিবার একমাত্র উপায়। অতএব যাহাতে ঊষা পতিলাভ করিতে পারেন, অথচ আমিও বিপন্ন না হই, আপনাকেই তাহার উপায় চিন্তা করিতে হইতেছে।

চিত্রলেখার মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাহাকে কহিলেন, বৎসে! ভয় নাই, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি কন্যা পুরেপ্রবেশ করিয়া অনিরুদ্ধকে লইয়া প্রস্থান কর। যদি এই উপলক্ষে পরে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তবে সেই সময় তুমি আমাকে স্মরণ করিবে। অয়ি অনঘে! যুদ্ধদর্শনার্থ আমার পরম কৌতূহল আছে। উহা দর্শন করিতে পাইলে আমিও নিতান্ত প্রীতিলাভ করিব এবং আমার কৌতূহলও তৃপ্ত হইবে। আমি তোমাকে এই সর্ব্বলোক বিমোহিনী তামসী বিদ্যা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। ইহার প্রভাবেই তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

মহর্ষি নারদ এই কথা বলিলে চিত্রলেখা ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং পুনরায় সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নারদকে প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। অবিলম্বে দ্বারবতীমধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে দেখিতে লাগিল, অগ্রে কামদেবের বৃহৎ অট্টালিকা, তৎপার্শ্বেই অনিরুদ্ধের গৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার দ্বারদেশে সুবর্ণ বেদিকার উপর পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত আছে। উহার তোরণ স্বর্ণ ও বৈদূর্য্য মণি দ্বারা খচিত এবং মাল্যদামে বিভূষিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, উহার উপরিস্থিত প্রাসাদকণ্ঠে বিবিধ বর্ণ মণি ও প্রবালাদি দ্বারা খচিত হওয়াতে নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। মধ্য ভাগে দেবগন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছেন। প্রদ্যুম্ন তনয় অনিরুদ্ধ এই ভবনেই সুখে বাস করিতে ছিলেন। অপরপ্রধান চিত্রলেখা সহসা তম্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অনিরুদ্ধ পরম সুন্দরী নারীগণের মধ্যে তারকাবেষ্টিত তারাপতির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। নারীগণ চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া ও বিহার করিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছেন। তিনি তন্মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ যক্ষপতি কুবেরের ন্যায় পরম শোভা ধারণপূর্ব্বক মাধ্বীকমধু পান করিতেছিলেন। তথায় বিশুদ্ধ তানলয় সহকৃত বাদ্য ও মধুর সঙ্গীত হইতেছে। অন্যদিকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্ত্রীগণ নৃত্য করিতেছেন। কিন্তু চিত্রলেখা দেখিল, তাঁহার হৃদয় কিছুতে আকৃষ্ট নহে। তিনি যেন অনন্যমনে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। কিছুতেই তাঁহার মনের সন্তোষ বিধান করিতে পারিতেছে না। কি ভোগাভিলাষ কি মধুপান সকল বিষয়েই তিনি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। চিত্রলেখা তাহাকে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারি, তাহার হৃদয়ে কেবল সেই স্বপ্নই বিরাজমান রহিয়াছে। তখন তাঁহার ভয় ও উৎকণ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে অপনীত হইল কিন্তু অনিরুদ্ধ স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়া শক্রধ্বজের ন্যায় শোভা পাইতেছেন দেখিয়া যশস্বিনী চিত্রলেখা মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করি? কিরূপেই বা মঙ্গল হইবে? প্রচ্ছন্নভাবে এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে তামসী বিদ্যাবলে সভাস্থ সমস্ত কামিনীগণকে আচ্ছন্ন করিল। তদনন্তর আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রাসাদতলে উপস্থিত হইল এবং অনিরুদ্ধকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া আত্মদর্শনপূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া স্নিগ্ধমধুরবাক্যে কহিল, হে বীর! হে যদুনন্দন! আপনার সর্ব্ব বিষয়ে কুশল ত’? দিবাভাগ প্রদোষকাল ইহারা ত’ আপনাকে সুখ বিতরণ করিতেছে। হে মহাবাহো! আমার কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। ঊষা আমার সখী, আমি তাঁহারই কথা বলিব। আপনি যাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন, যাঁহার কৌমার হরণ করিয়াছেন এবং যিনি আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন আমি তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি, হে সৌম্য! সেই কামিনী আপনার দর্শন প্রাপ্তি লালসায় নিরন্তর রোদন করিতেছেন, অনবরত জৃম্ভন, মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরিতাপ করিতেছেন। হে বীর! যদি আপনি গমন করেন, তাহা হইলেই তিনি জীবন ধারণ করিতে পারিবেন, নতুবা তাহাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদুনন্দন! যদিও গৃহস্থিত সহস্র নারীতে আপনার মনোরঞ্জন করিতেছেন তথাপি একমাত্র আপনাতেই অনুরাগিণী কামিনীর পাণিগ্রহণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবী পার্ব্বতীর বরপ্রসাদে আপনিই তাঁহার মনোমত পতি হইয়াছেন। চিত্রপটে আপনার আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আমি তাহাঁকে প্রদান করিয়া

আসিয়াছি, কেবল তদ্দর্শনেই তিনি কোনরূপে জীবনধারণ করিতেছেন। আপনার দর্শনলালসায় সেই আলেখ্য ক্রোড়ে রাখিয়া দিনযামিনী যাপন করিতেছেন। অতএব আপনি তাঁহার প্রতি অনুকুল হইয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করুন। সখী ঊষা আপনার চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, আমরাও আপনার পদতলে নিপতিত হইলাম। যদুনন্দন! আমি তাঁহার কুলশীল, রূপগুণ ও পিতার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শবণ করুন। বিরোচনতনয় বলি নামে এক জগদ্বিখ্যাত অসুরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাবীর বাণ শোণিতপুরের রাজা। এই মহাসুরই আমার সখী ঊষার পিতা। সখী আমার আপনাকে কামনা করিয়া গতচিত্তে কেবল আপনারই অনুধ্যান করিতেছেন। অতএব আপনাকে না পাইলে তিনি আর কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। দেবী ভগবতীও যে তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছেন তাহার আর সংশয় নাই। এখন সেই কল্যাণিনী সুশ্রোণী অবলা আপনার সহিত মিলন হইলেই প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।

রাজন! চিত্রলেখার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অনিরুদ্ধ কহিতে লাগিলেন, শোভনে! আমি তাঁহাকে স্বপ্নে সন্দর্শন করিয়া অবধি কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছি বলিতেছি শবণ কর। আমি কি দিন কি রাত্রি সর্ব্বক্ষণই কেবল তাহারই রূপ, কান্তি, গতি, সংযোগ ও রুদিত চিন্তা করিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছি। চিত্রলেখে! যদি আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি এবং আমার সহিত যদি তুমি সখ্য ইচ্ছা কর, তবে আমায় লইয়া চল, আমি প্রিয়াকে দেখিতে অভিলাষ করি। অনিরুদ্ধের এই অভিলষিত জানিতে পারিয়া চিত্রলেখা নিতান্ত প্রীত হইল। তদনন্তর তথা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে সেই স্ত্রীজনমধ্যস্থিত যুদ্ধ দুর্ম্মদ প্রদ্যুম্নতনয়কে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধচারণসেবিত আকাশপথে উৎপাতিত হইল। মনোবেগগামিনী চিত্রলেখা এইরূপে অনিরুদ্ধকে লইয়া সহসা শোণিতপুরে প্রবেশ করিল; অতঃপর মায়াবলে অনিরুদ্ধকে অন্যের অদর্শন করিয়া যে স্থানে ঊষা বাস করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র ঊষা সেই অপূর্ব্ব ভূষণে অলঙ্কৃত বিচিত্র অস্ত্রধারী ও কন্দর্পসম রূপবান্ অনিরুদ্ধকে সখীসমভিব্যাহারে সহসা আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। প্রিয়সমাগম সন্দর্শন করিয়া কামিনীর নয়নদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কর্ত্তব্যপরায়ণা ঊষা সেই প্রাসাদতলে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রিয়তম যদুনন্দনের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুরবাক্যে কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভীতচিত্তে কহিলেন, হে সখি! কার্য্যবিশারদে। তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে, এক্ষণে ইহা গোপনে রাখিতে পারিলেই মঙ্গল নতুবা জীবন সংশয় উপস্থিত হইবে। অতএব বল কি রূপে ইহা গোপন করিব?

চিত্রলেখা কহিল, সখি! আমার এ বিষয়ে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে পুরুষকারই শ্রেষ্ঠ। অবলম্বিত পুরুষকার ক্ষণকালের মধ্যে দৈবকে বিনাশ করিতে পারে। যদি দেবীর প্রসন্নতা অনুকূল হয় এবং তুমিও সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক অবহিতচিত্তে ইহা গোপনে রাখিতে চেষ্টা কর তবে উহা কদাচ প্রকাশ হইবে না।

সখী চিত্রলেখার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবনন্দিনী আশ্বস্ত হৃদয়ে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক কহিলেন, সখি! তুমি যাহা বলিলে তাহাই সত্য, আমি আর ঐজন্য উদ্বিগ্ন হইব না। এই কথা বলিয়া অনিরুদ্ধকে কহিলেন, যে সুভগচৌরকে আমি স্বপ্নে অবলোকন করিয়াছি, যাঁহার নিমিত্ত আমরা এত দুঃখভোগ করিতেছিলাম, যাঁহাকে প্রিয়কামনা করিয়া দুরাশা করিয়া ছিলাম, সৌভাগ্যবলে অদ্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। হে মহাবাহো! নারী হৃদয় নিতান্ত কোমল; সেই জন্যই আপনার কুশল জিজ্ঞাসায় উহা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত'? ঊষার এই অর্থযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া যদুনন্দনও শুভতর বাক্যে উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে ঊষার নয়ন যুগল হইতে দরদরিত ধারায় আনন্দবারি বহিতে লাগিল। তখন যদুসিংহ হস্ত দ্বারা তাঁহার নয়নাশ্রু মার্জ্জিত করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক হৃদয়গ্রাহী বাক্যে কহিলেন, হে বরারোহে! অয়ি অমৃত ভাষিণি! তোমার প্রসাদে আমার সর্ব্বত্র কুশল! অয়ি শুভদর্শনে! আমি রাত্রিকালে স্বপ্নবস্থায় যে নারীপুর একবারমাত্র অবলোকন করিয়া ছিলাম, অদ্য তোমার প্রসাদে সেই অপূর্ব্ব দেশ সন্দর্শন করিতে পাইলাম। আর যেরূপে আমি এই স্থানে আসিতে পারিয়াছি, ইহাও তোমার প্রসন্নতার ফল। দেবী পার্ব্বতীর বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, অতএব তাঁহার প্রসন্নতা জানিতে পারিয়া তোমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত, অদ্যই আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি; এখন আমি তোমারই শরণাগত, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অনিরুদ্ধ এই কথা বলিলে ঊষা তাঁহাকে সত্বর নির্জ্জন গৃহান্তরে লইয়া গেলেন এবং বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সভয়চিতে কান্তের সহিত একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর গান্ধর্ব্ব ধর্ম্মানুসারে বিবাহ বিধি সমাধা করিয়া উভয়ে চক্রবাক মিথুনের ন্যায় একত্র সঙ্গত হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ঊষা দিব্য মাল্য ধারণ ও বিবিধ সুগন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়া এইরূপে অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন, আমার এ বিষয় আর কেহই জানিতে পারে নাই সুতরাং নিঃশঙ্ক হৃদয়ে কান্তসহবাসে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু যৎকালে মহামতি অনিরুদ্ধ দিব্য বসন, দিব্য মাল্য, দিব্য অনুলেপন ধারণ করিয়া ঊষার ভবনে প্রবেশ করেন, তৎকালেই বাণ-রক্ষী এই বিষয় অবগত হইয়া অন্য এক চরদ্বারা বাণ মহীপতির নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করে। অমিত্রঘাতী মহাবীর বাণ চরমুখে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সেই কিঙ্কর সেনাকেই আদেশ করিল, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া গমন কর এবং এখনই দুর্ম্মতিকে বিনাশ কর। যে দুরাত্মা আমার পবিত্র কুল দূষিত করিয়াছে, যৎকর্ত্তৃক আমার দুহিতা ঊষা বলপূর্ব্বক ধর্ষিত হওয়াতে আমার বংশ, মর্য্যাদাও বিধ্বস্ত হইল, আমি কন্যাকে এখনও সম্প্রদান করি নাই, যে দুরাত্মা সেই কন্যাকে বলপূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কি সাহস! কি বীর্য্য? দুর্ম্মতির ধৃষ্টতারও সীমা নাই। দুরাত্মা আমার এই ভবনে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করিল । ইহার মত মহামুর্খও ত' আর জগতে নাই।

এই কথা বলিয়া বাণ পুনর্ব্বার কিঙ্কর সেনাকে আদেশ করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রেই একত্র সমবেত ও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যথায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছিলেন, তদভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা হস্তে নানা প্রকার অস্ত্রধারণ এবং স্ব স্ব গাত্র বিবিধবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অনিরুদ্ধের বধ বাসনায় মহাক্রোধভরে ভীষণ

সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্নতনয় সহসা গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি এ? ব্যাপারটা কি? অনন্তর দেখিতে লাগিলেন সৈন্যগণ বিবিধ অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া তদভিমুখে আগমন করিতেছে। ক্রমে ক্রমে তাহারা আসিয়া তাহারই অধিষ্ঠিত বৃহৎ প্রাসাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

তৎকালে যশস্বিনী ঊষা স্বগৃহের চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা আমারই সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই আগমন করিয়াছে; আমারই কান্তকে বিনাশ করিবার জন্যই এরূপে সমবেত হইয়াছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাহার নয়নযুগল বাষ্পভরে আকুল হইয়া উঠিল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি হা কান্ত হা কান্ত বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। মৃগলোচনা ঊষাকে এইরূপে রোদন করিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ননন্দন তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! ভয় নাই, আমার সন্নিধানে থাকিয়া তোমার ভয়ের বিষয় কি হইতে পারে? আমি কিছুমাত্র তোমার ভয়ের কারণ দেখিতেছি না, বরং তোমার আনন্দেরই সময় উপস্থিত হইল। অয়ি যশস্বিনি। তোমার পিতার সমস্ত ভৃত্যবর্গও যদি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেও আমি অণুমাত্র চিন্তা করি না। হে ভীরু! তুমি আমার বিক্রম দর্শন কর। এই কথা বলিয়া মহাবীর অনিরুদ্ধ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অমনি তাঁহার কান্তভাব অপনীত হইল, মুর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় মহাবীরবেশে দশনাবলিদ্বারা দশনচ্ছদ দংশন করিয়া অতিবেগে সেই সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

হে মহারাজ! তদনন্তর বাণসৈন্যের সহিত অনিরুদ্ধের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এদিকে চিত্রলেখা উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া দেব দর্শন নারদকে স্মরণ করিল। এইরূপে স্মৃত হইবা মাত্র মুনিপুঙ্গব নারদ নিমেষমাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সমরস্থলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া অনিরুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীর! বৎস অনিরুদ্ধ! তোমার মঙ্গল হইবে। আমি নারদ তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া এই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহাবল প্রদ্যুম্নতনয় দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন পূর্ব্বক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি হৃষ্টচিতে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বাণসৈন্যগণ ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মহাবীর অনিরুদ্ধ তাহাদের সেই গর্জ্জিত শ্রবণে প্রতোদপীড়িত হস্তীর ন্যায় উত্তেজিত হইয়া প্রাসাদতল হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাভুজ অনিরুদ্ধ দশনাবলী দ্বারা ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক ভীমবেশে আগমন করিতেছেন দেখিয়াই সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। নানাযুদ্ধবিশারদ অনিরুদ্ধ অন্তঃপুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অতুল্য পরিঘ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের বধোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারাও তখন চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া কেহ বাণ বর্ষণ, কেহ গদা নিক্ষেপ, কেহ অসিপাত, কেহ মুষল, কেহ পট্টিশ, কেহ শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। আর কতকগুলি সমরপতি শস্ত্রপ্রয়োগদক্ষ দানব মহাক্রোধে আসিয়া পরিঘ ও নারাচ অস্ত্রে প্রদ্যুম্নতনয়কে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। বর্ষাকালে সজল জলধর যেমন আকাশমণ্ডলে অবস্থান করিয়া গভীর ধ্বনিতে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করে, সূর্য্য যেমন

তদুপরি স্বকীয় প্রখর কিরণ বর্ষণপূর্ব্বক স্থিরভাবে বিচরণ করিতে থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বভূতপ্রিয় প্রদ্যুম্নতনয় সেই সৈন্যসাগরের মধ্যে অবিচলিত হৃদয়ে বিচরণ করিতে করিতে সিংহনাদপূর্ব্বক ঘোর পরিঘ প্রহার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দণ্ডকাষ্ঠ ও অজিনাম্বরধারী নারদ সন্তুষ্ট হইয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অমিততেজা অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক ভয়ঙ্কর পরিঘ প্রহারে ব্যথিত হইয়া দানবসৈন্যগণ বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ক্ষিপ্রপরাক্রম অনিরুদ্ধ এইরূপে রণস্থলে সৈন্যগণকে বিদূরিত করিয়া আনন্দিতমনে গ্রীষ্মবসানে নভোমণ্ডলস্থ ধারাধরের গভীর রবানুকারী সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিষ্ঠতিষ্ঠ বলিয়া পুনরায় তাহাদিগের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা নিতান্ত ব্যথিত, ভীত, রণপরাঙ্মুখ ও পলায়নপর হইয়া দানবপতি বাণসন্নিধানে উপস্থিত হইল, তৎকালে মহাত্মা অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়াতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনবরত রুধিরধারা পতিত হইতেছিল এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছিল, মনের শান্তি একবারে তিরোহিত হইয়াছিল, ভয়বিহ্বল হওয়াতে লোচন ঘূর্ণিত হইতেছিল। দৈত্যপতি বাণ সৈন্যগণকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া কহিতে লাগিল, ভয় নাই, ভয় নাই। হে দানবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলে একত্র হইয়া যুদ্ধ কর। এই কথা বলিয়া পুনরায় সেই ভয়লোচন দানবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, এ কি? তোমরা ত্রিলোকবিখ্যাত যশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া কি জন্য ক্লীব পুরুষের ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া বৈক্লব্য আশ্রয় করিলে? যাহার ভয়ে ভীত হইয়া তোমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছ, এই ব্যক্তিই বা কে? তোমরা উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে নানা প্রকার যুদ্ধে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলে, তাহার কি পরিণাম এই হইল? অদ্য আর আমি রণস্থলে তোমাদের সাহায্য চাহি না, তোমরা নিপাত হও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

এইরূপে তাহাদিগকে বহুভৎসনা করিয়া বাণ অন্যান্য দশসহস্র বীরসৈন্যকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন। এই প্রমাথগণভূয়িষ্ঠ সৈন্যগণ আদিষ্ট হইবামাত্র নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রৌদ্র বেশে শত্রুনিপাত বাসনায় বহির্গত হইল। এই প্রদীপ্তলোচন সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া। একভাগ বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত মেঘবৃন্দের ন্যায় নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অপর ভাগ ক্ষিতিতলে থাকিয়া ভীমকায় হস্তিযুথের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে করিতে প্রধাবিত হইল। যাহারা অন্তরীক্ষে গমন করিতেছিল তাহারাও তখন বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর শব্দে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সমরক্ষেত্রে ঐ উভয় দলই একত্র মিলিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে কেবল থাক্ থাক্ শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অনিরুদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া অবিচলিত চিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা সাধারণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, একাকী অনিরুদ্ধ সহস্র সহস্র মহাবীর্য্য দানব সৈন্যের সহিত অক্ষুব্ধহৃদয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল অনিরুদ্ধ দানবগণের প্রক্ষিপ্ত পরিখ ও তোমরাস্ত্র ধারণ করিয়া তদ্বারাই তাহাদিগকে নিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবগণ পুনরায় পরিঘ প্রহার করিল, অনিরুদ্ধ তাহাও ধারণ করিয়া দ্বারা মহাবল দানবসৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা মহাক্রোধে চর্ম্ম ও নিস্ত্রিংশ নিক্ষেপ করিল, একমাত্র শত্রুন্তপ অনিরুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিয়া তদ্দারা তাহাদিগকে প্রহার ও অকুতোভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দানবসৈন্যগণ দেখিতে লাগিল, তিনি কখন ভ্রান্ত কখন উদ্ভ্রান্ত কখন আবিদ্ধ কখন আপ্লুত কখন বিদ্রুত কখন প্লুত প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার গতিতে বিচরণ করিতেছেন। তিনি একাকী কিন্তু শত্রুগণ দেখিতে লাগিল তিনি যেন সহস্র সহস্র হইয়া ব্যাদিতানন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় রণমধ্যে বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন। তদনন্তর মহাবীর্য্য দানবগণ অনিরুদ্ধের অস্ত্রপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত এবং সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হওয়াতে ঘোর আর্ত্তনাদ করিয়া পুনরায় রণস্থল হইতে কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ রথে আরোহণপূর্ব্বক দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বাণ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই মহারণে দানবগণের হৃদয়ে এরূপ ভয়সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাহারা স্বপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে সহসা সন্নিহিত হইতে দেখিলেও চমকিয়া উঠিতে লাগিল এবং ঘন ঘন রুধিরবমন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বিষাদভরে রণপরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। ইহাদের ভয়ের কথা অধিক কি বলিব, ইতঃপূর্ব্বে দেবগণের সহিত যে সমুদায় যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, তাহাতেও দৈত্যগণ কখন এরূপ ভয় অনুভব করে নাই। কতকগুলি গিরিশৃঙ্গ প্রমাণ ভীষণকায় মহাশূলাস্ত্রধারী দানব সমরে পরাজিত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ভয়বিহ্বলহৃদয়ে বাণের আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশাল গগনতলে ধাবিত হইল, কেহ বা তদবস্থায় রণভূমিতেই পতিত হইয়া রহিল।

এইরূপে সমস্ত দৈত্যসৈন্যগণ পরাভূত হইয়া একবারে রণস্থল পরিত্যাগ করিল, একটীও আর অবশিষ্ট রহিল না দেখিয়া বাণ যজ্ঞীয় প্রদীপ্ত হুতহুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে অন্তরীক্ষচারী মহর্ষি নারদ তদ্দর্শনে অনিরুদ্ধের প্রতি প্রীত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক রণাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে বীর্য্যবান বাণ মহাক্রোধে কুষ্মাণ্ডচালিত রথে আরোহণ করিয়া যে স্থানে অনিরুদ্ধ স্বরস্থিত অসি উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তথায় উপস্থিত হইল। তাহার বাহুসহস্রে পট্টিশ, অসি, গদা, শূল ও পরশ্বধ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান থাকাতে শত শত ধ্বজাবিশিষ্ট ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার অঙ্গুলি সমুদায় গোধাচর্ম্মবিহিত অঙ্গুলিত্রাণ পিহিত, সহস্র বাহুতে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দীপ্তি পাইতেছে। দানবশ্রেষ্ঠ সশর শরাসন বিস্ফারিত করিয়া ক্রোধরক্ত নয়নে সিংহনাদপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রে দুর্ম্মতি! থাক্ থাক্। বাণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপরাজিত প্রদ্যুম্নতনয় তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু দেবাসুরের যুদ্ধকালে যেরূপ রথারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিল, বাণের রথও সেইরূপ কিঙ্কিণীজলে শব্দায়মান রক্তবর্ণ ধ্বজাপতাকাবিশিষ্ট এবং ভল্লূক চর্ম্মে আবৃত ছিল। সহস্র অশ্বে ঐ রথ বহন করিতেছিল।

যদুনন্দন দানবপতিকে তাদৃশ রথারোহণে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার শরীর যেন তেজঃপ্রভাবে স্ফীত হইয়া সমরোৎসাহে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অসি চর্ম্মধারী বীর অনিরুদ্ধ যুদ্ধ লালসায় আদি দৈত্যবধোদ্যত নরসিংহের ন্যায় সুচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে বাণও খড়্গচর্ম্মধারী প্রদ্যুম্ন তনয়কে পাদচারে আসিতে দেখিয়া তাহার বধ বাসনায় অতুল আনন্দলাভ করিতে লাগিল। বাণ মনে করিল, এ

একজন তনুত্রবিহীন খড়্গপাণি সামান্য মানুষমাত্র, এ আবার মহাবল সৈন্যগণ কর্ত্তৃক কিরূপে অজেয় হইল? এইরূপ চিন্তা করিয়া যুদ্ধার্থ অভিমুখে ধাবিত হইল এবং 'ধর মার' বলিয়া আক্রমণ করিল। প্রদ্যুম্নতনয় বাণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে হাস্য করিয়া তদভিমুখে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময় বাণপুত্রী ঊষা ভয়াকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক প্রবোধবচনে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় রণস্থলে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর দৈত্যপতি বাণ অনিরুদ্ধকে বধ করিবার কামনায় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রক নামক বহুতর শর নিক্ষেপ করিল। অনি রুদ্ধও তাহার পরাজয় বাসনায় ঐ সমস্ত বাণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বাণ পুনরায় অনিরুদ্ধমস্তকে ঐ ক্ষুদ্রক বাণ অনবরত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনিরুদ্ধ চর্ম্মফলক দ্বারা আপতিত সহস্র সহস্র বাণ নিবারিত করিয়া উদয়াচলে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। সম্মুখগত হস্তীকে পাইলে সিংহ যেমন তাহাকে পরাভব করে, সেইরূপ অনিরুদ্ধও অভিমুখাগত বাণকে এইরূপে পরাভব করিয়া রণস্থলে তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বাণ অতি তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী সহস্র সহস্র বাণ তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনিরুদ্ধ এইরূপে আহত হইয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। অসুরপতি তাহার ধাবন কালেও তদুপরি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবাহু যদুনন্দন বাণশরে নিতান্ত বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, অতি দুষ্কর কার্য্য করিবার বাসনায় বাণের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাহার উপর অসি, মুষল, পট্টিশ, শূল, তোমর ও অসংখ্য বাণ বৃষ্টি হইতেছিল, সুতরাং তাঁহার শরীর হইতে অজস্র রুধির ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু তিনি ইহাতেও কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। বরং সহসা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার রথ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে রথে ছেদন করিলেন এবং অবিলম্বে রথবাহী অশ্বগণকেও খড়্গ প্রহারে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন যুদ্ধবিশারদ বাণ পুনরায় বাণবর্ষণ, তোমর ও পট্টিশক্ষেপে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তদ্দর্শনে দানবগণ 'আমাদের শত্রু নিহত হইয়াছে' মনে করিয়া আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু অনিরুদ্ধ পুনরায় এক লম্ফপ্রদানে সেই সমস্ত বাণাবরণ ভেদ করিয়া রথপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বাণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মহাক্রোধে ঘোররূপ অতি ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিল। ঐ শক্তি দেখিতে সাক্ষাৎ অগ্নি ও আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যমদণ্ডের ন্যায় উগ্রদর্শন। উহার চতুর্দ্দিকে শত শত ঘণ্টা মালাকারে লম্বমান ছিল। উহা নিক্ষেপ করিবামাত্র ভয়ঙ্কর উল্কার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া চলিতে লাগিল; তখন পুরুষোত্তম অনিরুদ্ধ ঐ জীবনান্তকারী শক্তিকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উল্লম্ফন দ্বারা উহাকে ধারণ করিলেন এবং ঐ শক্তি দ্বারাই বাণকে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করিলেন। শক্তি দানবের দেহ ভেদ করিয়া বসুধাতলে প্রবেশ করিল। দৈত্যপতি শক্তি প্রহারে গাঢ়তর বিদ্ধ, ব্যথিত ও অবশেষে ধ্বজদণ্ড আশ্রয় করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর মূর্চ্ছাবসানে কুষ্মাণ্ড তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দানবেন্দ্র! কি জন্য আপনি এই সমুদ্যত প্রবল শত্রুকে উপেক্ষা করিতেছেন? এ আপনার সামান্য শত্রু নহে। আমি এখন দেখিতে পাইতেছি এ মহাবীর বিষম শত্রুর কিছুতেই ক্ষোভ বা আকার বৈলক্ষণ্য নাই। প্রত্যুত আপনাকে লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি

বলিতেছি, আপনি এখনই মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করুন নতুবা আর গত্যন্তর নাই। মায়াযুদ্ধ ব্যতীত কিছুতেই ইহাকে বধ করিতে পারিবেন না। প্রভো! প্রসন্ন হউন আত্মাকে এবং আমাকে রক্ষা করুন, উপেক্ষা করিতেছেন কেন? এখনই ইহাকে সংহার করুন, আমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন না।

কুষ্মাণ্ডের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর দৈত্যপতি উত্তেজিত হইয়া ক্রোধভয়ে কর্কশবাক্যে কহিতে লাগিল, আমি এখনই ইহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব; গরুড় যেমন সর্পকুলকে ধারণ করে, সেইরূপ এখনই ইহাকে ধারণ করিতেছি; এই কথা বলিয়া বাণ রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় সহসা তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। অপরাজিত প্রদ্যুম্নতনয় বাণকে অন্তর্হিত জানিতে পারিয়া স্বীয় বিক্রমভরেই তথায় দণ্ডায়মান হইয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান্ বলিতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া তামসী মায়া আশ্রয়পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অনিরুদ্ধের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত নিক্ষিপ্ত শর সর্পাকৃতি ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার দেহ রাশি রাশি সর্প দ্বারা বেষ্টিত হইল; তখন তিনি সর্পকুলে বেষ্টিত ও সর্ব্বাঙ্গ বদ্ধ হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় নিস্পন্দ করিয়া রাখিল। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদ্গারী সর্পমুখ বাণ সমুদায় তাহাকে সর্ব্বথা বেষ্টন করিয়াছে, তাহার গতিপ্রবৃত্তি নিরোধ করিয়াছে, তিনি নির্ব্ব্যাপার নিস্পন্দ, কিন্তু তথাপি তিনি ভীত বা ব্যথিত নহেন বরং পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে রণস্থলে অবস্থান করিয়া রহিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর দৈত্যপতি বাণ ধ্বজদণ্ড আশ্রয়পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কর্কশবাক্যে অনিরুদ্ধকে তর্জ্জনা করিতে লাগিল এবং কুষ্মাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া কহিল, কুষ্মাণ্ড! শীঘ্র এই কুলাঙ্গারকে বধ কর। এই দুরাত্মাই আমার কুল দূষিত করিয়াছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া কুষ্মাণ্ড কহিল, রাজন! আমি এই সময়ে আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, যদি ইচ্ছা হয় তবে আপনি শ্রবণ করুন। অগ্রে জানুন এই ব্যক্তি কাহার পুত্র, কোথা হইতেই বা আগমন করিয়াছে, কেই বা ইহাকে এখানে আনয়ন করিল? রাজন্! আমি ইহাকে অনেকবার রণস্থলে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে আমার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, ইহার পরাক্রম সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সদৃশ। এ রণস্থলে দেবকুমারের ন্যায় যেন ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর এ ব্যক্তি অসাধারণ বলবান প্রগাঢ় বীর্য্যশালী এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। হে দৈত্যপতে! ইহাকে বধ করিতে গেলে বাস্তবিক মহান্ দোষই আমাদিগকে স্পর্শ করিবে। বিশেষতঃ গান্ধর্ব্ববিবাহের রীত্যনুসারে আপনার তনয়া ইহার পাণি গ্রহণও করিয়াছেন, অতএব তাহাকে আর সম্প্রদান করা যাইবে না, কেহ গ্রহণও করিবেন না। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া বধ করুন। আমার মতে অগ্রে ইহার সম্বন্ধে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া শেষে বধ্য অথবা পূজ্য, ইহার অন্যতর কোনটী স্থির করিবেন। ইহার বধে অনেক দোষ আছে কিন্তু রক্ষা করিলে অনেক গুণ। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ সর্ব্বথা সম্মানেরই যোগ্যপাত্র। সর্পগণ ইহাকে বেষ্টন করিয়া বিলক্ষণ ব্যথিত করিতেছে তথাপি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করিতেছেন না। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইনি একজন সদ্বংশজাত ধৈর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমশালী এবং অদ্বিতীয় সাহসী। রাজন্! আপনি বিবেচনা

করিয়া দেখুন, ইহার মত যশস্বী বীর্য্যশালী ও প্রধান পুরুষ জগতে নিতান্ত বিরল। কারণ বধরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও আমাদিগকে গ্রাহই করিতেছেন না। ইনি যদি আপনার মায়া প্রভাবে বদ্ধ না হইতেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমাদিগকে এক এক করিয়া সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিতেন। ইনি যুদ্ধে সর্ব্ব প্রকার কৌশলই পরিজ্ঞাত আছেন, অতএব ইহাকে আপনা অপেক্ষাও বরং অধিক বীর্য্যবান বলা যায়। গাত্রে ইহার অজস্র শোণিতপাত হইতেছে, সর্পগণ দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়াছে, তথাপি ত্রিশিখা ভ্রুকুটী করিয়া আমরা যে এখানে রহিয়াছি তাহা লক্ষ্যই করিতেছেন না। ইনি ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইলেও যেন স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া আপনাকেও গ্রাহ্য করিতেছেন না। এই বীর্য্যবান যুবা কে? ইনি দ্বিবাহু হইয়াও সহস্রবাহু আপনার সহিত সম্মুখ সমরে অক্ষুব্ধহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে বীর! ইনি যখন এই অবস্থায় পড়িয়াও আপনাকেও গ্রাহ করিলেন না তখন এই অসাধারণ, বলবীর্য্যশালী মহাপুরুষ কে? ইহা আপনার অবশ্য জ্ঞাতব্য। রাজন্! যদি অভিরুচি হয় তবে এক বার জানিয়া দেখুন। আপনার এই কন্যা অন্য কাহার নহেন, ইহার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাঁর সহিতই বহির্গত হইবেন। যদি ইনি আপনার অভিমত কোন মহদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কন্যার যোগ্য পাত্র হন তবে অবশ্যই আপনাকে ইহাঁর সম্মান রক্ষা করিতে হইতেছে। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি ইহাঁকে রক্ষা করুন। এই কথা বলিয়া কুষ্মাণ্ড নিরস্ত হইল।

মহাত্মা কুষ্মাণ্ড এই সকল কথা বলিলে মহাবল দৈত্যপতি বাণ 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিল। অনন্তর ধীমান অনিরুদ্ধের রক্ষাকার্য্যে প্রধান প্রধান রক্ষিবর্গকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং স্ব ভবনে গমন করিল। এদিকে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ মহাবল অনিরুদ্ধকে মায়াবলে বদ্ধ হইতে দেখিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়েই কৃষ্ণকে সংবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য হইতেছে চিন্তা করিয়া দেবর্ষি আকাশমার্গে দ্বারকায় কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন অনিরুদ্ধ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ক্রূরমতি দানব এই যুদ্ধেই প্রাণ হারাইবে দেখিতেছি। মুনিবর দ্বারকায় গমন করিয়া শঙ্খচক্রগদাধারীকে এই বিষয় যথাযথ জানাইবেন তাহা হইলেই ইহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। এদিকে ঊষা অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বেষ্টিত দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বাষ্পপূর্ণলোচনে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে অনিরুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি ভীরু! অয়ি চারু লোচনে! রোদন করিতেছ কেন? ভয় করিও না। হে সুশ্রোণি! তুমি এখনই দেখিতে পাইবে, মধুসূদন অবিলম্বেই আমার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার শঙ্খধ্বনি, বলদেবের বাহ্বাস্ফোটন শুনিয়ামাত্রেই দানবগণ নিধন প্রাপ্ত হইবে। অধিক কি দানবকামিনীগণের গর্ভ পর্য্যন্ত নিপতিত হইবে।

মহারাজ! ঊষা অনিরুদ্ধের বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু পিতার তাদৃশ নৃশংস ব্যাপার আলোচনা করিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন।

১৭৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অনিরুদ্ধ ঊষার সহিত বাণপুরে বলিপুত্র অসুররাজ বাণকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইলেন, তখন তিনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি প্রথমতঃ অনন্ত অক্ষয় আদি দেব সনাতন দেবপ্রবর প্রভু নারায়ণকে নমস্কার করিয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃতা বরদাত্রী দেবী কাত্যায়নীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনিরুদ্ধ কহিলেন, দেবি! আমি আত্মহিত কামনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূতহৃদয়ে তোমার স্তব করিব বাসনা করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে মহেন্দ্র-বিষ্ণুভগিনি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি গৌতমী, কংস ভয়দাত্রী এবং যশোদর আনন্দবৰ্দ্ধিনী, তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! তুমি গোকুলসতা, তুমি পবিত্র, তুমি নন্দগোপনন্দিনী, তুমি প্রজ্ঞা, তুমি দক্ষা, তুমি শিবা, তুমি পুণ্যা, তুমি দনুপুত্র-প্রমর্দ্দিনী, তুমি সর্ব্বদেহস্থা, তুমি সর্ব্বভূত-নমস্কৃত। তোমাকে নমস্কার। তুমি দর্শনী, পূরণী, মায়া, শশিবক্ত্রা, শশিপ্রভা, শান্তি ধ্রুবা, জননী, মোহনী, তোষণী, দেবতা ও ঋষিগণের স্তবনীয়া এবং সর্ব্বপ্রাণীর নমস্যা তোমাকে নমস্কার। তুমি কালী, কাত্যায়নী, দেবী, ভয়দা, ভয়নাশিনী, কামগমা, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মচারিণী, সৌদামিনী, মেঘরবা, বেতালী, বিপুলাননা, যূথমাতা, মহাভাগ, শকুনি ও রেবতী। তুমি তিথি সকলের মধ্যে পঞ্চমী ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী ও চতুর্দ্দশী। তুমিই সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, তুমিই সমুদায় নদী, তুমিই দশ দিক। তুমি নগর, উপবন, উদ্যান ও অট্টালিকায় বাস করিয়া থাক। তুমি হ্রী, শ্রী, গার্গী, গান্ধী, যোগিনী ও সর্ব্বদা যোগদাত্রী। তুমি কীর্ত্তি, তুমি আশা, তুমি দিক্, তুমি স্পর্শা, তুমি সরস্বতী তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবগণের মাতা, সাবিত্রী, ভক্তবৎসল, তপস্বিনী, শান্তিকরী, একানংশা, সনাতনী, কৌটার্য্যা, মদিরা, চণ্ডা, ইলা ও মলয়বাসিনী। তুমি ভূতধাত্রী, ভয়করী, কুষ্মাণ্ডী , কুসুমপ্রিয়া ও দারণী । মন্দরগিরি, বিন্ধ্যাচল ও কৈলাস পর্ব্বত তোমার বাসস্থান। তুমি বরাঙ্গনা, সিংহরথা, বহুরূপা, বৃষধ্বজা, দুর্ল্লভা, দুর্জ্জয়া, দুর্গা, নিশুম্ভভয়দর্শিনী, সুরাপ্রিয়, সুরা, ইন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী ও শিবা। তুমি কিরাতী, চীরবসনা, চৌরসেনাগণের নমস্কৃতা, আজ্যপা, সোমরসপায়িনী, সৌম্য এবং সর্ব্বপর্ব্বতবাসিনী। তুমি শুম্ভ নিশুম্ভমথনী, গজকুম্ভোপমস্তনী, সিদ্ধসেনজননী ও সিদ্ধ চারণগণসেবিতা। তুমি বরবর্ণিনী, কুমার কার্ত্তিকেয় তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি পর্ব্বতনন্দিনী পার্ব্বতী। তুমিই পঞ্চশত দেবকন্যা, তুমিই আবার দেবপত্নী। তুমি কদ্রুর সহস্র পুত্রের পুত্রপৌত্রগণের উৎকৃষ্ট পত্নী। তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি স্বর্গে অপ্সরোগণের মাননীয়া। তুমি ঋষিপত্নীগণ, যক্ষগণ ও গন্ধর্ব্বগণের সেবিতা। কি বিদ্যাধর কামিনী, কি সাধ্বী মানবী, কি অন্যবিধ সীমন্তিনী সকলেরই তুমি একমাত্র আশ্রয় স্বরূপা। ত্রিজগতের সকলেই তোমার নিকটে প্রণত হইয়া রহিয়াছে; কিন্নরগণ উচ্চৈঃস্বরে তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। তুমি অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, অথবা তুমি যাহা তাহাই, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে গৌতমি! লোকে তোমাকে এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে বিশালাক্ষি! এই দেখ আমি তোমার চরণদ্বয় আশ্রয় করিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া আমার বন্ধন মুক্ত কর। তুমি সকলেরই বন্ধনমুক্ত করিতে সমর্থ।

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর এই সমুদায় নাম কীর্ত্তন করিবেন, তাহার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মারুত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের এবং বসুগণ, বিশ্বগণ,

সাধ্যগণ, মরুৎসহচারী পর্জ্জন্য, ধাতা, ভূমি, দশদিক, গো, নক্ষত্র কুল, গ্রহগণ, নদীসমস্ত, হ্রদসমুদায়, সাগর সমুদায়, বিবিধ বিদ্যাধর, গগণবিহারিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত জগতের নাম কীর্ত্তন করা হইবে। আর যিনি সমাহিত চিত্তে দেবীর এই পবিত্র স্তব পাঠ করিবেন সপ্তম মাসে দেবী তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিবেন। হে কাত্যায়নি! হে বরদে! হে বামলোচনে! তুমি অষ্টাদশভুজা, তুমি দিব্যাভরণভূষিতা, তোমার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হারে অলঙ্কৃতা, তুমি অত্যুজ্জ্বল মুকুটালঙ্কৃত, আমি তোমাকে স্তব করিতেছি, নমস্কার করিতেছি। হে মহাদেবি! আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর, আয়ু, পুষ্টি, ক্ষমা ও ধৃতি প্রদান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! অনিরুদ্ধ এই রূপে স্তব পাঠ করিলে দুর্দ্ধর্ষপরাক্রমা শরণবৎসলা মহাদেবী পার্ব্বতী অনিরুদ্ধের হিতের নিমিত্ত বাণ পুরে সেই বন্ধনালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র অনিরুদ্ধের বন্ধন সমুদায় বিমুক্ত হইয়া গেল। ভগবতী তখন সেই অসমসাহসী অনিরুদ্ধকে সান্ত্বনাবচনে বুঝাইয়া স্বীয় অপার করুণা প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর অনিরুদ্ধ ঊষা কর্ত্তৃক অপহৃত চিত্ত হইয়া এই নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ভগবতীর প্রসাদে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করাতে তাহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন তিনি ভক্তিভাবে সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর ভগবতী স্বহস্তে তাঁহার বর্জ্জতুল্য দৃঢ় লৌহ পঞ্জর ভঙ্গ করিয়া প্রসন্নবদনে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস অনিরুদ্ধ! চক্রধারী ভগবান্ দৈত্যনিসূদন অবিলম্বেই এখানে আসিয়া তোমার বন্ধন মুক্ত করিবেন। তুমি সময় অপেক্ষা কর। তিনি বাণের বাহুশত ছিন্ন করিয়া তোমাকে স্বীয় নগরীতে লইয়া যাইবেন।

এই সময় মহামতি কৃষ্ণ নারদমুখে বাণপুরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণপুত্রীর সহিত অনিরুদ্ধকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত গরুড়বাহনে আরোহণ করিলেন। অনিরুদ্ধও পুনরায় ভগবতীকে স্তব করিতে লাগিলেন; কহিলেন, হে দেবি! হে বরপ্রদে! হে শিবে! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে সুরবৈরনাশিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সদাশিবে! হে কামচারিণি! হে সর্ব্বহিতৈষিণি! তোমাকে নমস্কার। হে মহিষমর্দ্দিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বদা শত্রুতাপিনি! তোমাকে নমস্কার। হে যশস্বিনি তুমি ব্রহ্মাণী, তুমিই ইন্দ্রাণী, তুমি রুদ্রাণী, তুমি সর্ব্বভূতগণের মঙ্গলদায়িনী, তুমি আমাকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর; আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জগন্নাথে! হে জগৎপিয়ে! হে দান্তে! হে মহাব্রতে! হে ভক্তপ্রিয়ে! হে জগন্মাতঃ! হে শৈলপুত্রি! হে বসুন্ধরে! তোমাকে নমস্কার। হে বিশালাক্ষি! তুমি আমাকে নিস্তার কর। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বরি! তুমি রুদ্রপ্রিয়া, তুমি মহাভাগা, তুমি ভক্তগণের বিপদ্বিনাশিনী, আমাকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ভয় ও ত্রাস হইতে ত্রাণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে এই পবিত্র আর্য্যাস্তব পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

১৭৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধগৃহে সহসা প্রিয়স্বামী অলক্ষিত হইলেন দেখিয়া কামিনীগণ সমবেত হইয়া একবারে নাথবিরহিণী কুরীর ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। কহিতে লাগিলেন, হায়! কি হইল! নাথ কোথায় গেলেন। এই যে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, সহসা কে হরণ করিল? হায়! কৃষ্ণ আমাদের রক্ষাকৰ্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে অনাথার ন্যায় ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে রোদন করিতে হইল। যাঁহার বাহুচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, আদিত্যগণ ও মরুদগণ স্বর্গে পরম সুখে বাস করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে জগৎ কম্পিত হয়, আমরা সেই কুলের বধু হইয়াছি, আমাদেরই আজ এই মহদয় উপস্থিত হইল! অনিরুদ্ধ তাহার পৌত্র স্বয়ং অসামান্য বীর তথাপি তাঁহাকে কে হরণ করিল? যে ব্যক্তি এইরূপ দুঃসহ কার্য্য করিয়া তাহার ক্রোধোৎপাদন করিয়াছে, সে দুর্ম্মতি নিশ্চয়ই জগতে কাহাকেও ভয় করে না। অথবা যে দুরাত্মা ব্যাদিতানন মৃত্যুর দশনপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে সেই দুর্ম্মতিই ঈদৃশ কাৰ্য্য করিয়া বাসুদেবকে সমরার্থ আহ্বান করিয়াছে। যদুপুঙ্গব কৃষ্ণের নিকটে এইরূপ অপরাধ করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্র হইলেও সে কি রূপে জীবন ধারণ করিতে পারিবে? হায়! নাথকে হরণ করাতে আমরা কি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলাম, কি দুৰ্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম, প্রিয়বিরহে আমাদিগকে কৃতান্তবশবৰ্ত্তী হইতে হইল। এইরূপে সেই পরমাঙ্গনাগণ রোদন ও পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নেত্র হইতে অনবরত অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের বাষ্পপূর্ণ নয়নাবলী বর্ষাগমে সলিলসিক্ত সরোজকুলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এইরূপে সেই রোরুদ্যমানা কামিনীগণের কুটিলপক্ষরাজিবিরাজিত পরমমনোহর নয়নাবলী ক্রমে ক্রমে রুধিরাক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; প্রাসাদতল হইতে সহসা ঘোর রোদনধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন সহস্র সহস্র কুররী আকাশমণ্ডলে থাকিয়া একেবারে রোদন করিয়া উঠিয়াছে। তখন যদু বংশীয় পুরুষশ্রেষ্ঠগণ সেই ভীষণ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনিরুদ্ধের গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অনিরুদ্ধের গৃহ হইতে কি জন্য এরূপ রোদনধ্বনি শ্রুত হইতেছে, কৃষ্ণ আমাদের রক্ষাকৰ্ত্তা থাকিতে কোথা হইতে এ ভয় উপস্থিত হইল, যাদবগণ স্নেহবশতঃ বিষম অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া গদ গদ স্বরে এইরূপ বলিতে বলিতে গুহানিঃসৃত দুৰ্দ্দান্ত সিংহের ন্যায় স্ব স্ব গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। এদিকে কৃষ্ণের সভায় রণভেরী বাজিয়া উঠিল। ভেরী শ্রবণে সকলেই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, ব্যাপারটা কি? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অনিরুদ্ধগৃহে যেরূপ হইয়াছিল তাহাই আর বলিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ যাদবগণ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধে ও দুঃখে তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং বাষ্প পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলেই নিস্তব্ধ হইলে বিপৃথু দেখিলেন, যোদ্ধৃকুলশ্রেষ্ঠ মহামতি কৃষ্ণও নিতান্ত উন্মনা হইয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তখন তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষে! তুমি কি জন্য এ সময়ে এরূপ চিন্তাকুল হইলে? আমরা সকলে তোমাই বাহুবল

আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি। কৃষ্ণ! তোমাকে আশ্রয় করিয়া যাদবগণ অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার সমুদায়ও সমাধা করিয়া আসিতেছেন। অধিক কি দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার উপর জয় পরাজয়ের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া স্বর্গধামে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তুমি কি জন্য এরূপ চিন্তিত হইলে? তোমার জ্ঞাতিগণ তোমার ভাগ্য দর্শনে সকলেই একেবারে শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। হে মহাভুজ! তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার কর। এরূপ সময়ে তুমি চিন্তাবিষ্ট হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে চলিবে না। তুমি বৃথাচিন্তা পরিহারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোনিবেশ কর।

বিপৃথু কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বাগ্মিবর কৃষ্ণ অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় কহিতে লাগিলেন, বিপৃথো! আমি এই আপতিত ঘটনা আলোচনা করিয়া অতি বিষম চিন্তায় মগ্ন হইয়াছি। কিন্তু চিন্তা করিয়াও কর্ত্তব্যে বিষয়ের কিছুই উপায়াবধারণ করিতে পারিতেছি না। সেই জন্য আমি তোমার বাক্যেরও উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে এই সভায় যাদবগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, এখন প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় কি তাহা আপনারাও অবধারণ করুন এবং আমিও যে কারণে চিন্তিত হইয়াছি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছে একথা প্রচারিত হইলে পৃথিবীতে যত রাজন্যগণ আছেন সকলেই আমাদিগকে বন্ধু-বান্ধবের সহিত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ মনে করিবেন। পূর্ব্বে শাল্ব আমাদিগের রাজা আহুককে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তৎকালে তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আমরা তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলাম। তৎপরে প্রদ্যুম্ন বাল্যকালে শম্বর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, সে স্বয়ংই শম্বরকে সমরে নিহত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। এবারে আমার এই দুঃখ হইতেছে যে, অনিরুদ্ধকে কে কোথায় লইয়া গেল জানিতেও পারিতেছি না। হে মানবশ্রেষ্ঠগণ! এরূপ বিপদে যে আমি আর কখন পড়িয়াছিলাম তাহা ত' আমার মনে হয় না। যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিয়া আমার মস্তকে ভস্মাচ্ছাদিত পদ নিক্ষেপ করিয়াছে, আমি তাহাকে সবংশে সমরে সংহার করিব। কৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সাত্যকি কহিলেন, কৃষ্ণ! অনিরুদ্ধের অন্বেষণের নিমিত্ত চরপ্রয়োগ কর। তাহারা পর্ব্বত বন প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া অনুসন্ধান করুক। তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া আহুককে কহিলেন, মাহাত্মন! আপনি চরগণকে আহ্বান করিয়া অনিরুদ্ধের অন্বেষণার্থ শীঘ্র নিযুক্ত করুন। এই কার্য্যে গূঢ় ও বাহ্য উভয়বিধ চরকেই আদেশ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা নরপতি আহুক কৃষ্ণের বচন শ্রবণমাত্র সত্বর হইয়া অনিরুদ্ধের অন্বেষণার্থ চরগণকে আদেশ করিলেন। কহিয়া দিলেন, তোমরা অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ কর। কি গূঢ় কি প্রকাশ্য উভয়বিধ স্থানেই অন্বেষণ করিবে। কেহ অশ্বে আরোহণ করিয়া বেণু বেষ্টিত লতাপিহিত স্থান সমুদায় এবং রৈবতক পর্ব্বত, খাক্ষবান্ গিরি ও তাহাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল উদ্যান বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই এক এক করিয়া অনুসন্ধান কর। তোমরা সহস্র সহস্র অশ্বে ও রথে আরোহণ করিয়া সত্বর নিঃশঙ্ক চিত্তে সমুদায় উদ্যানেই গমন করিয়া যদুনন্দনকে অন্বেষণ করিবে।

এই সময়ে সেনাপতি অনাধৃষ্টি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, হে প্রভো! যদি অভিমত হয় তবে আমি কিছু বলিতে অভিলাষ করি শবণ করুন। আমি অনেকক্ষণ হইতে আপনাকে বলিব বলিয়া মনে করিতেছি। অসিলোমা, পুলোমা, নিন্দ ও নরকাসুর নিহত হইয়াছে। ভৌম, শাব্দ, সৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক অসুরকেও আপনি নিপাত করিয়াছেন। ভীষণশত্রু হয়গ্রীবকেও আপনি সবংশে সংহার করিয়াছেন, আপনি দেবগণের জন্য সময়ে সময়ে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত শত্রুই নিঃশেষিত করিয়াছেন, সুতরাং এখন আর কোন রাজাই আপনার শত্রু নাই। হে গোবিন্দ! আপনি যুদ্ধ করিয়া সমুদায় শত্রুকে সবংশে নিহত করিয়াছেন। কিন্তু, পারিজাত হরণে ঐরাবতপৃষ্ঠস্থিত যুদ্ধবিশারদ ইন্দ্রকে যে আপনি বাহুবীর্য্যবলে পরাভূত করিয়াছেন, কেবল তাহারই সহিত আপনার মহান্ বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব বোধ হয় ইন্দ্র সেই বৈনির্য্যাতন করিবার জন্যই অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া থাকিবেন। নতুবা আর কাহার সাধ্য যে আপনার সহিত এরূপ বৈর নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অনাবৃষ্টি এই কথা বলিলে ধীমান্ কৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, হে তাত! সেনাপতে! আপনি ওরূপ শঙ্কা করিবেন না। দেবগণ কখন এরূপ নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা অকৃতজ্ঞ, ক্ষুদ্রচেতা মূঢ় ও নির্ব্বোধও নহেন। কেবল দেবগণের নিমিত্ত দৈত্যকুল সংহারে আমার বিশেষ যত্ন; তাহাদেরই প্রীতিসাধনের নিমিত্ত আমি সমরক্লেশ সহ্য করিয়া দর্পিত মহাসুরগণকে নিহত করিতেছি। আমার মন প্রাণ দেবকার্য্যের জন্যই অর্পিত হইয়াছে; দেবভক্তি দেবপরায়ণতাই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেবগণ আমাকে এরূপ জানিয়া কি জন্য আমার অনিষ্ট করিবেন। তাঁহারা উদার প্রকৃতি, সত্যপ্রিয় ও নিয়তভক্ত বৎসল, অতএব তাঁহাদের হইতে আমার কোন অনিষ্ট শঙ্কাই নাই। আপনি অনভিজ্ঞতাবশতই এরূপ বলিতেছেন। আমার অনুমান হয় কোন পুংশ্চলীই এরূপ কার্য্য করিয়াছে; মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের এরূপ কার্য্য কখনই সম্ভব হয় না।

মহারাজ! চিন্তানিমগ্ন অদ্ভূতকর্ম্মা কৃষ্ণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাগ্মিবির অক্রূর সস্নেহ মধুরবাক্যে কহিলেন, প্রভো! ইন্দ্রের যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদায়ই আমাদের কর্ত্তব্য এবং আমাদের করণীয় সমুদায়ই ইন্দ্রের কার্য্য; সুতরাং দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, আমরাও দেবগণকে রক্ষা করিব। আপনি মধুনিহন্তা বীর দেবদেব সনাতন বিষ্ণু, কেবল দেবগণের নিমিত্তই এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ অক্রুরের এই বাক্যে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, এই কার্য্য দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই করেন নাই। প্রদ্যুম্নতনয়কে কোন পুংশ্চলী নারীই অপহরণ করিয়াছে। দৈত্যকুমারীগণ মায়াবিদ্যায় বিলক্ষণ পটু, তাহারাই কেহ হরণ করিয়া থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্য কোন ব্যক্তি হইতে ভয় সম্ভাবনা নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! মহাত্মা কৃষ্ণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবেই যে এইরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া যাদবগণ একবাক্যে কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে সূত ও মাগধগণও মধুর শব্দে স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল; ইত্যবসরে পূর্ব্ব প্রেরিত চরগণ সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৃদু ও গদগদস্বরে কহিতে

লাগিল, রাজন্! আমরা উদ্যান, সভাস্থল, শৈল, পর্ব্বতগুহা, নদী, সরোবর প্রভৃতি সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কুত্রাপি অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইলাম না। ঐ সময় কৃষ্ণের চরেরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারাও কহিল, যদুনন্দন! আমরা সমুদায় দেশ দেখিয়া আসিলাম কিন্তু কুত্রাপি প্রদ্যুম্নতনয়ের অন্বেষণ পাইলাম না। এক্ষণে যদি কোন অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয় তাহা আমাদিগকে আজ্ঞা করুন।

তদনন্তর সকলে দুঃখিত হৃদয়ে বাষ্পপূর্ণ লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ইহার পর আর কর্ত্তব্য কি? তন্মধ্যে কেহ কেহ রোষপরবশ হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। কাহার বা নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল, কেহ বা ভ্রূকুটি করিয়া অর্থসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইরূপ চিন্তা ও 'আমাদের অনিরুদ্ধ কোথায় রহিল' বলিয়া নানাপ্রকার জল্পনা করিতে করিতে সকলেই অতি দুঃসহ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিতান্ত বিমনা হইয়া অতি কষ্টে সে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধকে হরণ করিল এই কথা বারম্বার বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রত্যুষ সময়ে মহাবাহু কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত তদীয় আলয়ে ঘোররবে তূর্য্য ও শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। নির্ম্মল প্রাতঃকালে দিবাকরও ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ একাকী হাসিতে হাসিতে যাদবগণের সভায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যাদবগণ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সকলেই সভাগৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণের সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তখন উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঋষির সমুচিত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, সমিতিদুর্জ্জয় বিমনায়মান প্রভু কৃষ্ণ মহর্ষিকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই অতি সুন্দর আস্তরণমণ্ডিত শুভ্রাসনে সমাসীন হইয়া যাদবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক ন্যায়ানুগত বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, যাদবগণ! তোমরা অদ্য কি জন্য এইরূপ চিন্তাবিষ্ট নিঃসঙ্গ উন্মনা ও উৎসাহহীন হইয়া যেন নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছ? মহাত্মা নারদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাসুদেব কহিলেন, ভগবন! শ্রবণ করুন। গত রাত্রিতে কোন্ ব্যক্তি অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। তাহার নিমিত্ত আমরা সকলেই যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছি। হে ব্রহ্মন্! যদি আপনার এই বৃত্তান্ত বিদিত কিম্বা শ্রুত হইয়া থাকে তবে সেই প্রিয় ও শুভসংবাদ প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।

মহাত্মা কেশব এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ সহাস্য বদনে কহিলেন, মধুসূদন! বলিতেছি শ্রবণ করুন। দৈত্যপতি বাণের সহিত একাকী অনিরুদ্ধের দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় এক ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অপ্রতিমতেজা বাণের ঊষা নাম্নী এক কন্যা আছে, তাহারই নিমিত্ত অপ্সরা চিত্রলেখা তোমার অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পূর্ব্বে দৈত্যরাজ বলির সহিত ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এই উভয়ের যুদ্ধ ও সংগ্রাম স্থলে সেইরূপই হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই অদ্ভুত মহাযুদ্ধ স্বচক্ষে

আদ্যোপান্ত সমস্ত দর্শন করিয়াছি। যুদ্ধ প্রবৃত্ত বাণ কিছুতেই অনিরুদ্ধকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে মায়াযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক নাগপাশে তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে।

হে গরুড়ধ্বজ! বাণ অনিরুদ্ধকে বধ করিতেও আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তুমি আর বিলম্ব করিবে না, যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। জয়াকাঙ্ক্ষীদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার এ সময় নহে। বীর পুরুষ এরূপ সময়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি প্রাণ রক্ষা করেন তবে তাঁহার সে প্রাণেই বা প্রয়োজন কি ?

মহারাজ! মহর্ষি নারদমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রতাপশালী বীর্য্যবান্ বাসুদেব যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সমুদায় আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক হইতে চন্দন চূর্ণ ও লাজ বর্ষণ আরম্ভ হইল। তখন নারদ কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গরুড়কে স্মরণ কর। অন্য বাহনে তথায় তুমি প্রবেশই করিতে পারিবে না। যে পথে গমন করিতে হইবে উহা অতি দুর্জ্জয় পথ।

হে জনার্দ্দন! যে স্থানে সম্প্রতি অনিরুদ্ধ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই বাণপুর এখান হইতে একাদশ সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। মনোবেগগামী মহাবীর্য্য অতি প্রতাপশালী বিনতানন্দনই কেবল এক মুহূর্ত্তমধ্যে তোমাকে লইয়া বাণ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারেন। অতএব গোবিন্দ! তুমি তাহাকে আহ্বান কর, সেই পতগরাজই তোমাকে লইয়া গিয়া বাণকে দেখাইয়া দিবেন।

রাজন্! নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হরি গরুড়কে স্মরণ করিলেন। মহাবল বৈনতেয় স্মৃত হইবামাত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়গর্ভ মধুরবাক্যে মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হে পদ্মনাভ! হে মহাবাহো! কি জন্য আপনি আমায় স্মরণ করিয়াছেন; ভগবন্! যদি আমা দ্বারা আপনার কোন কার্য্য সাধন হয় তবে আমি উহা স্বরূপতঃ শুনিতে অভিলাষ করি। হে বিভো! আজ্ঞা করুন আমি এই পক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা কাহার রাজ্য নাশকরিব? গোবিন্দ! আপনার প্রভাবে আমার এই বল কে না জানে? হে বীর কোন্ মহামূর্খ অদ্য দর্পান্ধনিবন্ধন আপনার গদাবেগ ও চক্রাগ্নি উপেক্ষা করিয়া শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছে? কাহার নিমিত্ত অদ্য আপনি সিংহমুখ হলাস্ত্র প্রয়োগ করিবেন? প্রভো! কাহার দেহই বা অদ্য আপনার অস্ত্রে নির্ভিন্ন হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবে? কাহার প্রাণই বা আপনার শবে অদ্য মুগ্ধ হইয়া পড়িবে? কেই বা অদ্য সপরিপারে যমালয়ে উপস্থিত হইবে।

ধীমান্ বিনতানন্দন এই কথা বলিলে, বাসুদেব কহিলেন, পক্ষিবর! শ্রবণ কর। বলির পুত্র বাণ শোণিতপুরে তদীয় দুহিতা ঊষার নিমিত্ত প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। অনিরুদ্ধও কামার্ত্ত হইয়া তথায় মহাবিষ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পতগরাজ! তাহারই উদ্ধার করিবার জন্য আমি তোমায় আহ্বান করিয়াছি। তুমি পক্ষিকুলের শ্রেষ্ঠ; তোমার মত বেগশালী জগতে আর কেহ নাই। তুমি ব্যতীত তথায় গমন করিতে আর কাহার সাধ্য নাই। অতএব প্রদ্যুম্ন তনয় যেস্থানে বাস করিতেছে আমাকেও

তথায় শীঘ্র লইয়া যাও। হে বীর! তোমার পুত্রবধূ বিদর্ভ নন্দিনী পুত্রের নিমিত্ত অনবরত রোদন করিতেছেন, তোমার প্রসাদেই ইনি আজ পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। হে পন্নগনাশন! হে মহাভুজ! তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত মিলিত হইয়া অমৃত আহরণ করিয়া আনিয়াছিলে। হে মহাবল! তুমি আমার আত্মা, তুমি আমার ধ্বজ, তুমি আমার ভক্ত। হে পতগেশ্বর! আমার প্রতি তোমার যে সখ্যভাব ও ভক্তি আছে অদ্য তাহার উপযুক্ত কার্য্য কর। বেগে তোমার সমান কেহ নাই। তুমিই পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে সুপর্ণ! আমি নিশ্চয় জানি পূর্ব্বকালে তুমিই একাকীমাত্র তোমার মাতাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলে। অন্য এক সময়ে তুমি পক্ষবিক্ষেপমাত্র দ্বারা সমস্ত দেবগণকে পরাভূত করিয়াছিলে। তুমি স্বীয় বিক্রমবশতঃ সমুদায় সুরগণকেও পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়াছিলে। অতএব তুমি আমাকে সেই অগম্য দেশে লইয়া চল। আমার বিজয় এখন তোমারই আয়ত্ত। তুমি গুরুতায় সুমেরু তুল্য, লঘুতায় পবন সদৃশ। তোমার তুল্য বিক্রমশালী কোনকালে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। হে সত্যসন্ধ! হে মহাভাগ! হে বিনতানন্দন! হে মহাদ্যুতে। তুমি অদ্য অনুরুদ্ধ হইয়া আমার সাহায্য কর ।

গরুড় কহিলেন, হে মহাভুজ কৃষ্ণ! আপনার এই বাক্য অতীব অদ্ভুত, কেশব! আপনার প্রসাদেই আমি সর্ব্বত্র বিজয়ী। হে মধুসূদন! আপনি আমাকে যে স্তব করিলেন, তাহাতে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। কৃষ্ণ! আপনিই আমার স্তবনীয়, সুতরাং আমি আপনাকে স্তব করিব, তাহা না হইয়া আপনি আমায় স্তব করিলেন। আপনি বেদের অধ্যক্ষ, দেবগণের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বকামপ্রদ। আপনার দর্শন কখনই নিষ্ফল হয় না।

এই কথা বলিয়া বিনতানন্দন কৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে প্রভো! তুমি বর প্রার্থীদিগের অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাক। তুমি চতুর্ভুজ, তুমি চতুর্ম্মূর্ত্তি, তুমি চাতুর্হোত্রেরও প্রবর্ত্তক। তুমি চতুরাশ্রমবেত্তা, তুমি চতুর্ব্বিধ হোতা, তুমিই মহাকবি। তুমি ধনুর্দ্ধারী, তুমি চক্রধর, তুমি শঙ্খধর এবং দেহান্তরে তুমিই ভূমিধর বলিয়া প্রখ্যাত ছিলে। হে প্রভো! তুমি হলধারী, তুমি মুষলী, তুমি চক্রী, তুমিই দেবকীতনয়। তুমি গোবর্দ্ধনধারী, তুমি গোধনপ্রিয়, তুমি কংস হন্তা। তুমি চাণুর মহাসুরের নিধনকর্ত্তা তুমি আদিমল্ল, তুমি মল্লগণের উৎপাদক, তুমি মল্লপ্রিয়, মহামল্ল ও মহাপুরুষ। তুমি বিপ্রপ্রিয়, বিপ্রহিত, বিপ্রজ্ঞ ও বিপ্রভাবন। তুমি বেদ প্রতিপাদ্য, বরেণ্য, মহান এবং তুমিই দামোদর বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছ। তুমি প্রলম্বাসুর, কেশী ও অসিলোমাকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি রাবণ ও বালির প্রাণসংহার করিয়া বিভীষণ ও সুগ্রীবকে রাজ্যদান করিয়াছ, তুমি বলির রাজ্য অপহরণ কর। তুমি রত্নাপহারক, তুমিই সমুদ্রোদ্ভূত মহারত্ন। তুমি বরুণনামে অভিহিত এবং সরিৎসমুদায় তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তুমি খড়্গধর ধনুর্দ্ধারী এবং ধনুর্দ্ধরদিগের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। লোকে তোমাকে মহাধনুর্দ্ধারী ধনুঃপ্রিয় দাশার্হ বলিয়া জানে। হে সুব্রত! তুমি গোবিন্দ নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত, তুমিই জলধি, তুমি আকাশ, তুমিই ঘোর অন্ধকার ও সমুদ্রমন্থনকারী, তুমিই মহান। তুমি বহুফলশালী স্বর্গ, তুমি স্বর্গধর, তুমি মহী, তুমিই মহামেঘ, তুমি বীজোৎপাদক। তুমি ত্রৈলোকের মন্থন কর্ত্তা, তুমি ক্রোধ, তুমি লোভ, তুমিই সকলের মনোরথ। তুমি সকলের সর্ব্বকামনা পূর্ণ করিয়া থাক অথচ তুমিই আবার কামনারূপী, তুমি সর্ব্বধনুর্দ্ধর। তুমি সম্বর্ত্ত, বর্ত্তন, প্রলয়, নিলয় ও মহান্। তুমি

হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, রূপবান, পুরুষোত্তম। তুমি ঈশ্বর, তুমিই মহাদেব, তুমি অসংখ্য গুণসম্পন্ন। ভগবন্! তুমি দেব, সনাতন ও স্তবনীয় হইয়া আমাকে স্তব করিতেছ। তোমার কটাক্ষপাতে অতি ভীষণ ঘোর প্রাণিগণও যমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তির্য্যগ্ নরক প্রাপ্ত হয়, আর তুমি কৃপাকটাক্ষ করিয়া যাহাদের প্রতি একবারমাত্র অবলোকন কর, তাহারা ইহলোকে পরমসুখে থাকিয়া চরমে পরম স্বর্গলাভ করে। হে মহা বাহো! এই আমি আপনার নিতান্ত আজ্ঞাকর ভৃত্য আপনার আদেশ পালনার্থ উপস্থিত হ য়াছি। আপনার জয় হউক গরুড় এই কথা বলিয়া পুনরায় কেশবকে কহিলেন, হে বীর! হে মহাবল! আমি প্রস্তুত হইয়াছি আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। এই কথা বলিয়া গরুড় মহা আনন্দে কৃষ্ণের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর মাধব গরুড়ের কণ্ঠশ্লেষপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! শত্রু বিনাশার্থ এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। এইরূপে প্রীতিসহকারে অর্থ দান করিয়া মহাবাহু পুরুষোত্তম কৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি ধারণপূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তদুপরি আরোহণ করিলেন। যিনি চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্বেদ, চতুর্দ্দন্ত এবং ষড়ঙ্গবেত্তা; যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, কমললোচন, উর্দ্ধরোমা; যাহার ত্বক সমুদায় কোমল, অঙ্গুলি ও নখ সমুদায় সমান; যাহার নখ ও অঙ্গুলির মধ্যভাগ রক্তবর্ণ; যাহার স্বর স্নিগ্ধ ও গম্ভীর, বাহু গোল ও আজানুলম্বিত, মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ এবং যিনি পরাক্রমে সিংহের ন্যায়; যিনি সূর্য্যসহ স্রেরন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া প্রকাশ পান; যিনি সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপে দীপ্তি পাইতেছেন; যিনি প্রভু ও ভূতভাবন; প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইয়া যাহাকে বড় গুণ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন; প্রজাপতিগণ, সাধ্যগণ ও ত্রিদশগণের মধ্যে যিনি নিত্য ; সেই মহাভাগ প্রতাপশালী কৃষ্ণকেশ বলবান্যম্নশীল সর্ব্বপ্রিয় মহাভুজ কৃষ্ণ দ্বারকারক্ষার্থ সমুচিত আজ্ঞা প্রদান করিয়া যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সূত মাগধগণ এবং বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের পশ্চাতে দেব হলায়ুধ উপবেশন করিলেন, তৎপশ্চাৎ শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন উপবিষ্ট হইলেন।

হে মহাবাহো! তুমি বাণ ও তাহার অনুচর বর্গকে রণস্থলে জয় কর। যুদ্ধস্থলে তাহারা কেহই তোমার সম্মুখ রণে অবস্থান করিতে পারিবে না। পরাক্রমপ্রভাবে বিজয়লক্ষ্মী তোমারই হস্তগত হইবে। সমস্ত দৈত্যসেনা ও দৈত্যেন্দ্র বাণকে তুমি যুদ্ধে জয় করিবে। চতুর্দ্দিক হইতে সিদ্ধ চারণ ও মহর্ষিগণের এই সমস্ত আকাশ বাণী শ্রবণ করিতে করিতে কেশব যুদ্ধার্থ গমন করিলেন।

১৭৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খশব্দ এবং সূত মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ ও অন্যান্য নরগণ সকলেই কৃষ্ণকে অতি ভীষণ শত্রুর সহিত সমরোন্মুখ দেখিয়া জয় ও আশীর্ব্বাদ সূচক স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ চন্দ্র সূর্য্য ও ইন্দ্র সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া পরম শোভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বিনতানন্দন আকাশমার্গে উড্ডীন হইলেন; তৎকালে উভয়ের তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতঃপর পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ বাণের নিধনাকাঙ্ক্ষায় অষ্টভুজ এক বৃহৎ

পৰ্ব্বতাকার শরীর ধারণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে অসি, চক্র, গদা ও বাণ সমুদায় এবং বাম পার্শ্বে চর্ম্ম, ধনু, বজ্র ও শঙ্খ স্থাপন করিলেন। তখন তিনি সহস্র শীর্ষ ধারণ করিলেন। বলদেবও সহস্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সশৃঙ্গ কৈলাস পৰ্ব্বত অবস্থান করিতেছে; যেন পরুড়কে আশ্রয় করিয়া সহস্রনিশাকর সমুদিত হইতেছে। যিনি সংগ্রামে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিবেন সেই মহাত্মা মহাবাহু প্রদ্যুম্নের শরীরও সনৎকুমার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। বলবান গরুড় বায়ুপথ রোধ করিয়া আকাশপথে অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষবিক্ষেপ দ্বারা পৰ্ব্বত সমুদায় কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর গরুড় বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধচারণগণের সুখকর মার্গে উপনীত হইলেন। এই সময়ে বলরাম অসামান্য সমর সমুৎসুক কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! আমরা কি জন্য সহসা এরূপ প্রভাহীন হইয়া পড়িলাম? পূর্ব্বে ত' কখন আমাদের এরূপ হয় নাই। আমরা সকলেই সুবর্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। কি এ; আমরা কি সুমেরু পৰ্ব্বতের সন্নিহিত হইয়াছি? তখন ভগবান কৃষ্ণ কহিলেন, আমার বোধ হয় বাণের নগর সন্নিহিত হইয়াছে। তাহারই রক্ষায় নিমিত্ত প্রজ্জ্বলিত হুতাশন চতুর্দ্দিক হইতে নির্গত হইতেছে। ঐ আহবনীয় অগ্নির প্রভা আমাদের গাত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে এইরূপ বর্ণ বৈরূপ্য জন্মিয়া থাকিবে।

রাম কহিলেন, কৃষ্ণ! যদি আমরা নগরের সন্নিহিত হইয়া থাকি এবং সেই জন্যই আমাদের শরীর এরূপ নিষ্প্রভ হইয়া থাকে তবে তুমি বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বল এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য। কিরূপ কার্য্যই বা আমাদের পক্ষে হিতকর হইবে? কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৈনতেয়! এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ বিষয়ে তুমিই আমাদিগকে উপদেশ দেও। তোমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় উহা আমি স্থির করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কামরূপী মহাবল গরুড় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের সহস্র মুখ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর মহাল বৈনতেয় সত্বর আকাশগঙ্গায় গমন করিয়া অবগাহন ও প্রভূত পরিমাণে জলপান করিয়া অগ্নির উপরিভাগে অবস্থান করিয়া ঐ জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ বিনতানন্দন অগ্নি নিৰ্ব্বাপণের এইরূপ উপায় অবলম্বন করাতে সমস্ত উদ্দীপিত অগ্নির একেবারে উপশম হইল। তদ্দর্শনে সুপর্ণ বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, অহো! এই অগ্নির কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! এই অগ্নিই যুগক্ষয়ে সমস্ত বিশ্বসংসার দগ্ধ করিয়া থাকেন; সেই অগ্নি অদ্য ধীমান কৃষ্ণেরও বর্ণ বৈরূপ্য ঘটাইল। অতএব আমি বোধ করি ত্রিলোকমধ্যে এই অগ্নিত্রয়ই সৰ্ব্বপ্রধান।

অনন্তর পাবক প্রশান্ত হইলে মহাবল পক্ষিরাজ কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পক্ষবিক্ষেপে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রুদ্রানুচর অগ্নিগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিবিধ ভয়াবহ মুর্ত্তিধারী এই তিনজন গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া কি জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? ইহারাই বা কে? এইরূপ নানাবিতর্ক করিয়া স্থূলবুদ্ধি অগ্নিগণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা যাদবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সংগ্রামে আসক্ত হইলে তথা হইতে তুমুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ঘোরতর সিংহগর্জ্জিতের ন্যায় সেই শব্দ শ্রুত

হইয়া বাণ এক দূতকে আহ্বান করিয়া কহিল, দূত! তুমি শীঘ্র গমন কর; কোথায় এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া আসিবে; আর বিলম্ব করিও না, এখনই গমন কর। বাণের এইরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রেই মনোবেগতুল্য দ্রুতগামী এক পুরুষ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং সত্বর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাসুদেবের সহিত অনলগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কল্মষ, কুসুম, দহন, শোষণ ও মহাবল তপন এই পঞ্চবিধ প্রখ্যাত স্বাহাগ্রাহ্য অগ্নি এবং স্বধাগ্রাহ্য পিঠর, পতগ, স্বর্ণ, অগাধ ও ভ্রাজ এই পঞ্চবিধ অগ্নি স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বষট্কারাশ্রয় জ্যোতিষ্টোমবিভাগীয় মহাদ্যুতি অগ্নিদ্বয়ও যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এই উভয় অগ্নির মধ্যে ভগবান মহর্ষি অঙ্গিরা আগ্নেয় রথে আরোহণপূর্ব্বক সমুজ্জ্বল শূলাস্ত্র উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং নিশিত শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া মহামতি কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, অগ্নিগণ! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর। আমি এখনই তোমাদিগের ভয় জন্মাইয়া দিতেছি। আমার অস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়া এখনই তোমাদিগকে ভয়ে পলায়ন করিতে হইবে। কৃষ্ণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গিরা প্রদীপ্ত ত্রিশূল হস্তে কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন এখনই কৃষ্ণের প্রাণ গ্রহণ করিয়াই অঙ্গিরা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু কৃষ্ণ অবিলম্বে যম, অর্ক ও অগ্নিতুল্য প্রভাশালী অতি তীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রনামক মহাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সেই প্রদীপ্ত ত্রিশূল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। তদনন্তর মহাযশা কৃষ্ণ তূণাকর্ণনামক সাক্ষাৎ অন্তকতুল্য প্রদীপ্ত অস্ত্র দ্বারা অঙ্গিরার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। সেই প্রহারেই অঙ্গিরার সর্ব্বশরীর রুধিরাক্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিহ্বল ও নিস্তব্ধ হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। অবশিষ্ট ব্রহ্মতনয় অগ্নি সমুদায় সত্বর বাণপুরে প্রস্থান করিলেন।

১৮০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা বাণপুরে উপস্থিত হইলে নারদ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! এই সেই শোণিতপুর অবলোকন কর। এই নগরে মহাতেজা রুদ্রদেব বাণের শুভ সাধন ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগবতী পার্ব্বতী এবং কার্ত্তিকেয়ের সহিত বাস করিতেছেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহামুনে! এক্ষণে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করুন। কিন্তু শুনুন যদি রুদ্রদেব বাণকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলেও আমরা যথাসাধ্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।

কৃষ্ণ ও নারদ উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে গরুড় দ্রুতবেগবশতঃ নিমেষমাত্রে শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মেঘ যেমন চন্দ্রকে উদ্গিরণ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণ মুখে শঙ্খযোজনা করিয়া মুখমারুত দ্বারা উহা পূর্ণ করত সেই শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। মহাবীর্য্য কৃষ্ণ এইরূপে শঙ্খবাদনপূর্ব্বক তত্রত্য সকলের ভয়োৎপাদন করিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা বাণের পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে সহসা সেই শঙ্খধ্বনি ও ভেরী নিস্বন শ্রবণ করিয়া বাণসৈন্য সকল চর্ম্ম বর্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধার্থ

সসজ্জ হইতে লাগিল। অনন্তর বাণের আদেশে কোটি কোটি কিঙ্করসৈন্য প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে সেই অসংখ্য নীলাঞ্জন কান্তি অক্ষয় সৈন্যসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘোরতর ঘনঘটায় দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে। অনন্তর দৈত্য দানব রাক্ষস ও প্রমাথ শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্যাদিতানন যক্ষরাক্ষস ও দানবগণ চতুর্দ্দিক হইতে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ প্রভৃতি চারিজনের গাত্র হইতে রুধির পান করিতে লাগিল, তখন মহাবল বলভদ্র সেই সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! মহাবাহো! শীঘ্র ইহাদিগের ভয়োৎপাদন কর। ধীমান্ বলভদ্র কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া অস্ত্রবিদ গ্রগণ্য সাক্ষাৎ কালান্তক সদৃশ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ তাহাদের বধ করিবার নিমিত্ত আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অগ্রে ক্রব্যানাস্ত্রে অসুরগণকে দূরে নিঃসারিত করিয়া ঐ যে স্থানে শূল পট্টিশ শক্তি ঋষ্টি পিনাক ও পরিঘাস্ত্র লইয়া সৈন্যগণ অবস্থান করিতেছিল তথায় সত্বর গমন করিলেন। তথায় প্রমথগণভূয়িষ্ঠ সৈন্যগণ নানাপ্রকার ভীষণমূর্ত্তি পর্ব্বত ও মেঘ সদৃশ অসংখ্য বাহনে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘবৃন্দ বায়ুবেগে চালিত হইতেছে যেন পর্ব্বত সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অনন্তর সেই যোধগণ শূল, গদা, মুষল, কুলিশ ও পট্টিশ হস্তে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল।

বলরাম গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া সেই সমুদায় সৈন্য সন্দর্শনে কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি এই সমুদায় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি। কৃষ্ণ কহিলেন, ভগবন্! আমারও ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আমি প্রাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিব, সুপর্ণ আমার সম্মুখে, প্রদ্যুম্ন বামপার্শ্বে এবং আপনি আমার দক্ষিণে থাকিয়া এই ঘোর যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, রোহিণীনন্দন গিরিশৃঙ্গসদৃশ গদা মুষল ও লাঙ্গলাস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় যেন সমস্ত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধবিশারদ অতি বলশালী রাম লাঙ্গলাগ্র দ্বারা সৈন্যগণকে আকর্ষণ করিয়া মুষল প্রহারে তাহাদিগকে প্রোথিত করিতে লাগিলেন। পুরুষব্যাঘ্র মহাবল প্রদ্যুম্ন শরজালবর্ষণে যুধ্যমান দানবগণের চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। স্নিগ্ধাঞ্জনকান্তি শঙ্খচক্রগদাধারী জনার্দ্দন বারম্বার শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধীমান্ বিনতানন্দন পক্ষবিক্ষেপ, তুণ্ডাঘাত ও নখপ্রহারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া অনেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ভীমবিক্রম দৈত্যসেনগণ এইরূপে যাদবগণকর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ এইরূপে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ কালান্তক সদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি জ্বর ভস্মাস্ত্র লইয়া সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জ্বরের তিন পা, তিন মস্তক, ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কণ্ঠস্বর সহস্র সহস্র ঘন গর্জ্জিতের ন্যায়। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখ ব্যাদান করিয়া জৃম্ভন করিতেছে, শরীর যেন অত্যন্তনিদ্রায় অভিভূত ও অলস হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় মুখমণ্ডলকে সমাকুল

করিতেছে। গাত্র সমুদায় রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিল, চিত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায়; সে ক্রোধভরে তর্জ্জন করিয়া বলদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, কি, বড়ই যে বলমদে মত্ত হইয়া কে রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছে তাহা ত দৃক্পাতও করিতেছ না। থাক্ থাক্ আর তোমাকে প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না। এই কথা বলিয়া প্রলয়াগ্নিতুল্য ঘোরতর মুষ্টি উদ্যত করিয়া বলরামের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তদভিমুখে প্রধাবিত হইল। কিন্তু বলরামও অসংখ্য মণ্ডলাকার পথে এরূপ দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে প্রহার করিতে অবসরই পাইল না। তখন অপ্রতিমতেজা জ্বর সহসা ভস্ম লইয়া তাঁহার পর্ব্বতাকার শরীরে নিক্ষেপ করিল। ভস্ম তাঁহার বক্ষোদেশে পতিত হইল। তথা হইতে স্বলিত হইয়া সেই প্রজ্বলিত ভস্ম সুমেরু শিখরে নিপতিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার শৃঙ্গ সমুদায় বিদীর্ণ হইয়া গেল। বক্ষো লগ্ন অবশিষ্ট ভস্মে বলদেবও জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও জৃম্ভন করিতে করিতে নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিলেন। নেত্রের আকুলতা ও গ্লানি উপস্থিত হইল, শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তিনি তখন ক্ষিপ্তচিত্তের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিচেতন প্রায় হইয়া কৃষ্ণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! মহাবাহো! আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমি নিতান্তই দগ্ধ হইলাম। বৎস! কিরূপে আমার ইহা শান্তি হইবে?

অমিততেজা বলদেব এই কথা বলিলে যোদ্ধৃবর কৃষ্ণ ভয় নাই বলিয়া পরমস্নেহসহকারে সহাস্য বদনে যেমন তাহার সহিত আলিঙ্গন করিয়াছেন অমনি তাহার তাপশান্তি হইল। মধুসূদন এইরূপে বলদেবের দাহ মোচন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জ্বরকে কহিলেন, জ্বর! এস, আসিয়া যুদ্ধ কর। তোমার যে কিছু শক্তি ও পুরুষত্ব আছে তৎসমুদায়ই যুদ্ধে প্রদর্শন করাও। এই কথা বলি মাত্র মহাবল জ্বর দক্ষিণ হস্তদ্বয় দ্বারা জ্বালাগর্ভ ভয়ঙ্কর ভস্ম নিক্ষেপ করিল। যোদ্ধৃবর কৃষ্ণের গাত্রে উহা পতিত হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই উহা নির্ব্বাপিত হওয়াতে অগ্নির সমস্ত উত্তাপ শান্তি হইল। জ্বর তখন ভুজগাকার বাহু উদ্যত করিয়া কৃষ্ণের গ্রীবাদেশে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল, কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃস্থলে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। এইরূপে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ ও জ্বর এই দুই পুরুষ সিংহের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর্ব্বতের উপর ঘন ঘন বজ্রপাত হইলে যেরূপ শব্দ হইতে থাকে এই উভয়ের ঘোর সংগ্রামে সেইরূপ মুষ্টিপাত শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে তথায় কেবল 'এরূপ প্রহার কর্ত্তব্য নহে' এইমাত্র উচ্চশব্দ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। তদনন্তর সেই মহাযুদ্ধে শরীরধারী ভগবান জগৎপতি গগনচারী হইয়া স্বীয় বাহুবলে জগতের প্রলয় উপস্থিত করিয়াই যেন কণকাভরণভূষিত জ্বরকে নিপীড়িত করিলেন।

১৮১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শক্রনিসূদন কৃষ্ণ জ্বরকে মৃতবোধ করিয়া যেমন তাহাকে বাহু বলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিবেন অমনি বাহুস্পৃষ্টমাত্রে তাঁহাকে আর পরিত্যাগ না করিয়া অতর্কিতভাবে তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহার শরীরে জ্বরাবেশ হওয়াতে পুনঃ পুনঃ পদস্খলন, রোমাঞ্চ, জৃম্ভন, শ্বাসপতন, আলস্য ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। মহাযোগী শক্রতাপন কৃষ্ণ ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহার শরীরে জ্বরাবেশ হইয়াছে। তখন তিনি সেই জ্বর বিনাশের নিমিত্ত অন্য এক জ্বরের সৃষ্টি করলেন। ভীমপরাক্রম তেজস্বী কৃষ্ণ এই ঘোররূপী উগ্রমূর্ত্তি সর্ব্বজীনভয়ঙ্কর বৈষ্ণব জ্বরকে আদেশ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলে পূর্ব্ব প্রবিষ্ট জ্বরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ হস্তে সমর্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহাকে গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বাণবেধ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তখন জ্বর উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমায় পরিত্রাণ করুন আমায় পরিত্রাণ করুন।' ঐ সময় আকাশ হইতে দৈববাণী হইল যে, হে কৃষ্ণ! হে যদুনন্দন! হে অনঘ! হে মহাবাহো! জ্বরকে বিনাশ করিবেন না, বরং উহাকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়া ত্রিকালগুরু জগন্নাথ হরি তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। জ্বরও কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে কহিল, হে যদুনন্দন গোবিন্দ! আমার কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, নিবেদন করিতেছি, আপনাকে উহা শ্রবণ করিতে হইবে। হে দেব! আমার যাহা অভিলাষ আছে তাহা আপনাকে সম্পাদন করিতে হইবে। হে দেবেশ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন; জগতে যেন আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্বর না থাকে।

কৃষ্ণ কহিলেন, বরপ্রার্থীদিগকে বর প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। জ্বর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহাই হইবে। তুমি পূর্ব্বের ন্যায় একমাত্র জ্বরই থাকিবে; দ্বিতীয় জ্বর যাহা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে উহা আমার শরীরে লীন হউক।

রাজন! মহাযশা কৃষ্ণ জ্বরকে এই সকল কথা বলিয়া পুনরায় কহিলেন, জ্বর! তুমি এই জগতে স্থাবর জঙ্গম ও সর্ব্বজাতির মধ্যে যেরূপে বিচরণ করিবে তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। যদি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তোমার আত্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয় ভাগে স্থাবর, তৃতীয় ভাগ দ্বারা মানবগণকে ভজনা কর। এইরূপে তোমার যে তৃতীয় ভাগ হইবে তাহারই চতুর্থাংশ পক্ষিকুলমধ্যে বিচরণ করিবে। অবশিষ্টাংশ দ্বারা তুমি মনুষ্যমধ্যে ঐকাহিক, খোরক ও চতুর্থক নামে বিচরণ করিবে; অবশিষ্ট জাতির মধ্যে তোমাকে যেরূপে বাস করিতে হইবে তাহাও আমি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে তুমি কীট, পত্রমধ্যে সঙ্কোচ অথবা পাণ্ডু, ফলমধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনীতে তুমি হিম, পৃথিবীতে ঊষর, জলমধ্যে নীলিকা, ময়ূরদিগের মধ্যে শিখোদ্ভেদ, পর্ব্বতের মধ্যে গৈরিক, গোগণের মধ্যে অপস্মারক ও খোরক নামে অভিহিত হইয়া আমার প্রসাদে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে। তুমি মহীতলে এইরূপে বিবিধরূপী হইয়া তোমার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। তোমাকে

দর্শন বা স্পর্শ করিলেই প্রাণীমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে, দেবতা ও মনুষ্য ব্যতীত তোমার এ প্রভাব আর কেহই সহ্য করিতে পারিবেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্বর পরম সন্তুষ্ট হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক কহিল, মাধব! আপনি সর্ব্বজাতিতে আমার প্রভুত্ব স্থাপন করায় আমি কৃতার্থ হইলাম। হে পুরুষর্সভ! এক্ষণে আমি আপনার কোন প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে অভিলাষ করি, আজ্ঞা করুন কি কার্য্য করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিব। অসুরকুল প্রমাথী ত্রিপুরবিনাশন হয় আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু রণস্থলে আপনি যখন আমাকে পরাভূত করিলেন, তখন আপনি আমার প্রভু আমি আপনার কিঙ্কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! জ্বরের বাক্য শুনিয়া বাসুদেব কহিলেন, জ্বর! আমার মনোগত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। তখন জ্বর কহিল, আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমি ধন্য ও নিতান্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। হে চক্রায়ুধ! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। কৃষ্ণ কহিলেন, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রণাম করিয়া এই মহাযুদ্ধে তোমার এবং আমার যে পরাক্রম, ভুজবল ও অস্ত্রবল প্রদর্শিত হইল, ইহা পাঠ করিবে, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সে যেন বিগতজ্বর হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! কৃষ্ণ এই কথা বলিলে মহাবল জ্বর যদুসিংহকে ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

১৮২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর তাঁহারা তিনজনে তিন অগ্নির ন্যায় গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমরে অনবরত বাণবর্ষণদ্বারা দৈত্যসৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অন্য দিকে ঘোরতর দানবীসেনা চক্র চক্রপ্রহার, লাঙ্গলাস্ত্র পাত ও বাণবর্ষণ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তৃণরাশি প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠসংযোগে বিষম বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ কৃষ্ণ শরাগ্নিও সৈন্যেন্ধনযোগে অত্যন্ত বিবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। প্রলয়াগ্নিসদৃশ সেই ভীষণ সমরানলে সহস্র সহস্র দানবসৈন্য ভস্মসাৎ হইতে লাগিল।

এই সময় সেই দানবসেনামধ্যে দৈত্যপতি বাণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, সৈন্যগণ তোমরা কি জন্য ভয়বিহ্বল হইয়া এরূপ লঘুতা প্রদর্শন করিতেছ? দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইতে পলায়ন করাও কি তোমাদের উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে? আর কি জন্যই বা কবচ, অসি গদা প্রাস খড়্গ চর্ম্ম পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন করিতেছ? তোমাদের জাতি ধর্ম্ম ও হরসংসর্গ একবার মনে করিয়া দেখ। এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, আর পলায়ন করিতে হইবে না।

দৈত্যপতি বাণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবসৈন্যগণ চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে যেরূপ ভয়সঞ্চার হইয়াছিল তাহাতে আর প্রত্যাগমন করিতে পারিল না। তাহারা ভয় মোহিত হইয়া প্রায়ই রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবলমাত্র প্রমাথগণ তথায় অবশিষ্ট রহিল। সেই ভগ্নাবশিষ্ট সৈন্য পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল, তৎকালে বাণের সখা ও প্রধান অমাত্য বীর্য্যবান্ কুষ্মাণ্ড সৈন্য সমুদায়কে পলায়িত দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল, সৈন্যগণ! এই দেখ তোমাদের অধিপতি বাণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। এই ভগবান শঙ্করও এই কুমার কার্ত্তিকেয় যুদ্ধস্থলে উপস্থিত আছেন। তথাপি তোমরা কি নিমিত্ত রণে ভঙ্গ দিয়া মোহবশতঃ পলায়ন করিতেছ। যাহা হউক এখন তোমরা প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া ও যুদ্ধ কর। ভয়মোহিত সৈন্যগণ কুষ্মাণ্ডবাক্য শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু চক্রাগ্নি প্রভাব মনে করিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অমিততেজা কৃষ্ণকর্ত্তৃক এই রূপে সমস্ত বল ভঙ্গ হইল দেখিয়া মহাদেব ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন বাণের রক্ষার্থ এক অতি প্রভাশালী রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কুমার কার্ত্তিকেয় অগ্নিবর্ণ অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহাবীর্য্য নন্দী প্রভু মহাদেবের রথেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেব ওষ্ঠ সন্দংশনপূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন; তাঁহার সেই সিংহযুক্ত ঘোরনির্ঘোষ রথ যেন আকাশকে পান করিয়াই চলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ রূপধারী ভয়াবহ বিকটাকার সহস্র সহস্র প্রমথগণ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে কেহ সিংহমুখ, কেহ ব্যাঘ্রমুখ, কেহ নাগমুখ, কেহ অশ্বমুখ, কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ খরমুখ, কেহ গজমুখ, কেহ অশ্বগ্রীব, কেহ ছাগমুখ, কেহ গোমায়ুমুখ, কেহ মার্জ্জারমুখ, কেহ বা মেষবক্ত্র। ইহাদিগের মধ্যে কাহার গলদেশে সর্পযজ্ঞোপবীত, কেহ বা চীরবসনধারী, কাহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ, কাহার কেশকলাপ জটা হইয়া পড়িয়াছে, কাহার বা উর্দ্ধগামী হইয়া রহিয়াছে। কেহ বা নগ্নাবস্থায় শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি করিতে করিতে আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সৌম্যমূর্ত্তি, কেহ বা পুষ্পমালা পরিধান করিয়াছে। কেহ বা দিব্য অস্ত্র, কেহ বা অন্যবিধ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছে। প্রমথগণের মধ্যে কেহ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে। সকলেরই দশনাবলী বৃহৎ ও রক্তাক্ত, সকলেই অত্যন্ত মাংস লোলুপ ও বলিপ্রিয়।

এইরূপে প্রমথগণ দেবদেব শত্রুমর্দ্দন মহাদেবকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সমরোদ্যত হইয়া মহোৎসাহে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর অক্লিষ্ট কর্ম্মা রুদ্রদেবের দিব্য রথ দেখিয়া কৃষ্ণ গরুড়ারোহণে যুদ্ধার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদনন্তর প্রভূত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাদেব ক্রোধে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের প্রতি শত শত নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ সেই হর শনিকরপাতে ব্যথিত হইয়া ক্রোধ বশতঃ এক অত্যুৎকৃষ্ট পার্জ্জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন হরি হরপ্রভাবে প্রপীড়িত হওয়াতে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন; নাগসমুদায় উর্দ্ধমুখে বিচলিত হইতে লাগিলেন; পর্ব্বত সমুদায় জলধারায় আকুল হইয়া স্খলিত হইতে লাগিল; কোন কোন পর্ব্বত স্ব স্ব শিখরসমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; দিক বিদিক্ ভূমি আকাশ প্রভৃতি

সমুদায় স্থানই যেন প্রজ্বলিতের ন্যায় লক্ষ্য হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে বজ্রপাত আরম্ভ হইল; ভীষণমূর্ত্তি অশুভ শিবাসকল ঘোর রবে শব্দ করিয়া উঠিল; ইন্দ্র ঘোরতর শব্দ করিয়া শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; উল্কাপাত হইয়া বাণ-সৈন্যগণের সম্মুখভাগ আচ্ছন্ন করিল; বায়ুর গতি একেবারে রুদ্ধ হইল; জ্যোতিষ্কমণ্ডল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; ওষধি সমুদায় প্রভাশূন্য, গগণচারিগণ গতিপ্রবৃত্তিশুন্য হইল; ইত্যবসরে ব্রহ্মা ত্রিপুরান্তকারী রুদ্রদেবকে সমরে উদ্যত, দেখিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ আকাশপথে থাকিয়া যুদ্ধসন্দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিষ্ণুর সেই পূর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত পার্জ্জন্য অস্ত্র জ্বলিতে জ্বলিতে রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। ঐ অবকাশে নতপর্ব্ব সহস্র সহস্র বাণ চতুর্দ্দিক হইতে রুদ্রদেবের রথোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য রুদ্রদেবও তখন ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়ঙ্কর আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই অস্ত্রে এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হয়। ঐ শরাগ্নিতে আচ্ছন্ন ও দহমান হইয়া কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও গরুড় এই মহাকায় চারজনই একবারে অলক্ষিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। অসুরগণ এইবারে কৃষ্ণ নিহত হইয়াছে বলিয়া মহানন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ মহা প্রতাপশালী বাসুদেব যুদ্ধক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ উহা সহ্য করিয়া বরুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব ঐ বরুণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তারা সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র একবারে শান্তিলাভ করিল। আগ্নেয় অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া মহাদেব পুনরায় প্রলয়াগ্নি সদৃশ পৈশাচ, রাক্ষস রৌদ্র ও আঙ্গিরস এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্র যুগপৎ নিক্ষেপ করিলেন। বাসুদেবও ঐ সকল অস্ত্রের প্রশমনের নিমিত্ত বায়ব্য, সাবিত্র, বাসব ও মোহন এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে স্বীয় অস্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা মহাদেবের অস্ত্র নিবারণ করিয়া মহাবল কৃষ্ণ সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় ব্যাদিতানন বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র প্রধান প্রধান অসুয়গণ, অসুরসৈন্যগণ, ভূত ও যক্ষগণ ভয়মোহিত হইয়া চকিতনয়নে দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

রাজন! এইরূপে, প্রমথগণভূয়িষ্ঠ সৈন্যগণ ভয়বিহবল হইয়া পলায়ন করিলে দৈত্যপতি বাণ; মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ অস্ত্রধারী মহারথ মহাবীর ঘোর দৈত্যসেনায় পরিবৃত হইয়া দেবগণপরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ জপ, মন্ত্রপাঠ ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অসুরপতি কুবেরের ন্যায় মুক্তহস্তে তাহাদিগকে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র, ধেনু, ফল, স্বর্ণমুদ্রা ও রাশি রাশি ধন দান করিতে লাগিল। তাহার সহস্রসূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথ অসংখ্য কিঙ্কিণীজালে ও অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণে মণ্ডিত থাকাতে তাহার দীপ্তি সহস্র চন্দ্র ও অযুত নক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনই যেন দীপ্তি পাইতে লাগিল। মহাভুজ কার্ম্মুকধারী অসুরপতি যাদবগণের বিনাশ বাসনায় উগ্র মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দানবানীত সেই রথে আরোহণ করিল। এই সময়ে মহারথসঙ্কুল দৈত্যসাগর যাদবগণের প্রতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন বাতবিক্ষোভিত মহার্ণব ভীষণ তরঙ্গাকুল হইয়া লোকবিনাশের নিমিত্ত সমুদ্যত হইয়াছে। রাজন্! এইরূপে ভীষণমূর্ত্তিধারী সৈন্য ও মহারথগণ সশর শরাসন উদ্যত করিয়া সপর্ব্বত কাননের ন্যায় অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল, তৎপশ্চাৎ বাণ অবস্থিতি করিয়া রহিল।

১৮৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। কি রুদ্রদেব, কি নন্দী, কি রথ, কিছুই আর লক্ষিত হয় না। তৎকালে ক্রোধে ও বলদর্পে মহাদেবের শরীর দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্রিপুরান্তকর চতুর্ম্মুখ বাণ গ্রহণ করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অন্তর্যামী মহাত্মা বাসুদেব উহা জানিতে পারিয়া লঘুহস্ততানিবন্ধন অগ্রেই জৃম্ভণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অসুর ও রাক্ষসগণের বিজেতা মহাবল মহাদেব ঐ জৃম্ভণাস্ত্রে বিমোহিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার আর সংজ্ঞা রহিল না। অনন্তর রণমদোন্মত্ত বাণ মহাদেবকে পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত করিয়া কহিল, আপনি অন্য বাণ সৃষ্টি করুন। তখন তিনি আপনাকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিমোহিত দেখিয়া যেমন অন্য শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, অমনি স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ মহাবল সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান কৃষ্ণ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ প্রস্থাপিত করিতে লাগিলেন। তখন জগতীতলস্থ সমস্ত জীব মহাদেবকে বিমোহিত দেখিয়া এবং পাঞ্চজন্যের ভীষণ শব্দ ও ধনুকের আস্ফালন শুনিয়া একবারে ভয়াকুল হইয়া পড়িল। এই অবসরে রুদ্রদেবের পারিষদ্‌গণ মায়াযুদ্ধ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে প্রদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু বীর্য্যবান মকরকেতু সেই সমুদায় পারিষদ্‌গণকে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া শরজালবিস্তার দ্বারা দানবগণের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাদেব জৃম্ভণকালে যেমন মুখব্যাদান করিয়াছেন, অমনি তাঁহার বক্ত্রমধ্য হইতে অগ্নিজ্বালা নির্গত হইল। ঐ অগ্নিতে দশদিক্ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে ধরণীদেবী উভয়পক্ষীয় মহাত্মগণ দ্বারা নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া কম্পিত কলেবরে উদারপ্রকৃতি ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেব মহাবাহো! আমি রুদ্রদেব ও কৃষ্ণেরভারে আক্রান্ত হইয়া ইহাঁদিগের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে পুনরায় বুঝি আমাকে একার্ণব হইয়া যাইতে হয়। হে লোকপিতামহ! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার এ ভার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহাতে আমার এ ভার লঘু হয় এবং যাহাতে সমস্ত চরাচর ধারণ করিতে পারি তাহারই উপায় বিধান করুন। তদনন্তর ব্রহ্মা কশ্যপপুত্রী পৃথিবীকে কহিলেন, ধরিত্রি! আর ক্ষণকাল আত্মধারণ কর, এখনই লঘু হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! ভগবান্ ব্রহ্মা এই সমুদায় দেখিয়া রুদ্রদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেব! ভুমি স্বয়ং ইহার বধ বিধান করিয়া কি জন্য আবার উহাকে রক্ষা করিতেছ? হে মহাবাহো! কৃষ্ণের সহিত তোমার যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য নহে। কারণ কৃষ্ণ তোমারই দ্বিধাকৃত আত্মা, সুতরাং এ যুদ্ধ কৃষ্ণের সহিত না হইয়া আপনার সহিতই হইতেছে। এই কথা শুনিয়া অবিনাশী প্রভু মহাদেব কৃষ্ণদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে সমস্ত চরাচরভূত ত্রিলোক অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে তন্মধ্যে ধনুর্ব্বাণহস্তে বিমুগ্ধ দেখিতে লাগিলেন। তখন দ্বারবতীতে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও তাহার স্মরণ হইল। সুতরাং ব্রহ্মার বাক্যের আর কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া কৃষ্ণদেহ হইতে বিনির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, আর আমি কৃষ্ণের

সহিত যুদ্ধ করিব না। এখন পৃথিবীর ভার লাঘব হউক। অনন্তর কৃষ্ণ ও রুদ্র উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরম প্রীতিসহকারে সমর হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে সেই পরম যোগিদ্বয় যে পরস্পরযুক্ত হইয়াছিলেন উহা আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। কেবল একমাত্র লোকপিতামহ ব্রহ্মাই উহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ব্রহ্মা এই সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া পার্শ্বস্থিত দীর্ঘদর্শী মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি একদা রাত্রিযোগে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলাম, মন্দর গিরির পার্শ্বদেশে পদ্মবনে হরি হররূপ হর হরিরূপ ধারণ করিয়াছেন। হর শঙ্খচক্রগদা পাণি হইয়া পীতাম্বর ধারণ করিয়াছেন। হরি ত্রিশূল, পট্টিশ ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। হর গরুড়ধ্বজ, হরি বৃষভধ্বজ হইয়াছেন। ভগবন্! এই সমুদায় দেখিয়া আমার নিতান্ত বিস্ময় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে আপনি ইহার যথাযথ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পিতামহ! শিব বিষ্ণুরূপী, বিষ্ণুও শিবরূপী এ উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদই নাই। ইহাঁরা উভয়েই সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। ইহাঁদের আদি মধ্য ও অন্ত নাই; ইহাঁরা উভয়েই অবিনাশী; তথাপি ইহাঁদিগের হরিহরাত্মক রূপবিষয়ে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র, যিনি রুদ্র তিনিই পিতামহ। রুদ্র বিষ্ণু ও পিতামহ ইহাঁরা তিন জনই এক মূর্ত্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁরা তিন জনেই বরদাতা, লোককর্ত্তা, লোক নাথ ও স্বয়ম্ভূ। ইহাঁরা সকলেই অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। যেমন জল মধ্যে জলপ্রবেশ করিলে জলমূর্ত্তিই হইয়া যায়, সেই রূপ বিষ্ণু রুদ্রশরীরে প্রবেশ করিলে রুদ্রমূর্ত্তিই হইয়া থাকেন। যেমন অগ্নির সহিত অগ্নি মিশ্রিত হইলে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই হয় না, সেইরূপ রুদ্র বিষ্ণুদেহে লীন হইলে বিষ্ণু ভিন্ন আর কিছুই হয় না। ফলতঃ রুদ্র অগ্নিময় বিষ্ণু সোমাত্মক, এই জন্যই এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডও অগ্নীষোমাত্মক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাঁরা উভয়ে কি স্থাবর কি জঙ্গম সকল পদার্থেরই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা।

ইহাঁরাই জগতের কল্যাণদাতা ও সর্ব্বময় প্রভু। জগতের উপাদান ও সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়েরও ইহাঁরাই সৃষ্টিকর্ত্তা। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালরূপী। ইহাঁরা দুই জনেই বক্তা, ইহাঁরাই প্রভাময়। ইহাঁরা উভয়েই স্রষ্টা ও পালয়িতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁরা তিনজনে মেঘরূপে বর্ষণ করেন, সূর্য্যরূপে প্রভা বিস্তার, বায়ুরূপে বহন করিতেছেন।

পিতামহ, আমি আপনার নিকট এই গুহ্যতম বিষয় ব্যক্ত করিলাম। যে ব্যক্তি ইহা নিত্য শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি রুদ্রদেব ও বিষ্ণুর প্রসাদে চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। এক্ষণে আমি সেই সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা দেবদেব হরিহরকে ব্রহ্মার সহিত স্তব করি। রুদ্রদেবের উপাস্য যেমন বিষ্ণু, বিষ্ণুর উপাস্যও তদ্রূপ রুদ্রদেব। ইহাঁরা উভয়েই একাত্মা, দৃশ্যতঃ দ্বিধাভূত হইয়া নিত্য জগতে বিচরণ করিতেছেন। শঙ্কর হইতে বিষ্ণু ভিন্ন নহেন, বিষ্ণু হইতেও রুদ্র ভিন্ন নহেন, এই জন্যই ইহাঁরা পূর্ব্বকালে একত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। আমি সেই সংহতচারী রুদ্র ও কৃষ্ণকে নমস্কার করি। সেই ত্রিনেত্র ও দ্বিনেত্রকে নমস্কার। পিঙ্গললোচন ও পদ্মলোচনকে নমস্কার। কুমার গুরু ও প্রদ্যুম্ন গুরুকে নমস্কার। ধরণীধর ও গঙ্গাধরকে নমস্কার। ময়ুরপিচ্ছ ও কেয়ূরধারীকে নমস্কার। কপালমালী ও বনমালীকে নমস্কার। চর্ম্মাম্বরধারী ও পীতাম্বরকে নমস্কার। লক্ষ্মীপতি ও উমাপতিকে নমস্কার।

খট্টাঙ্গধারী ও মুষল ধারীকে নমস্কার। ভস্মাঙ্গরাগ ও কৃষ্ণাঙ্গধারীকে নমস্কার। শ্মশানবাসী ও আশ্রমবাসীকে নমস্কার। বৃষভবাহন ও গরুড়বাহনকে নমস্কার। অনেকরূপী ও বহুরূপীকে নমস্কার। প্রলয়কর্ত্তা ও সাগরশায়ীকে নমস্কার। ভৈরবমূর্ত্তিধারী ও বহুরূপধারীকে নমস্কার। বিরূপাক্ষ ও সৌম্যলোচনকে নমস্কার। দক্ষযজ্ঞবিনাশক বলির নিয়ন্তাকে নমস্কার। পর্ব্বতবাসী ও সাগরশায়ীকে নমস্কার। দেবারিনাশন ও ত্রিপুরবিনাশনকে নমস্কার। নরকাসুরঘাতন ও মদনকারীকে নমস্কার। অন্ধকনাশী ও কৈটভঘাতীকে নমস্কার। সহস্রহস্ত ও অসংখ্য বাহুকে নমস্কার। সহস্রশীর্ষ ও বহুশীর্ষকে নমস্কার। হে ভগবন্ বিষ্ণো! হে ভগবন শিব! তোমাদিগকে নমস্কার। হে দেব! হে দেবপূজিত! হে যজুঃসমবেদগীত! হে দেবারিনাশন! হে সুরপূজিত! হে কামিগণের কর্ম্ম! হে অমিতপরাক্রম! হে হৃষীকেশ! হে স্বর্ণকেশ? তোমাদিগের উভয়কেই নমস্কার।

রাজ! ভগবান্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্যাস, ধীমান নারদ, ভারদ্বাজ, গর্গ, মহাত্মা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাৎস্য সুমন্তু, অগস্ত্য, পুলস্ত্য ও মহাত্মা ধৌম্য প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একত্র সমবেত হইয়া রুদ্র দেব ও বিষ্ণুর এই স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। এই হরিহরাত্মক স্তোত্র যে ব্যক্তি নিয়ত পাঠ করিবেন, তিনি রোগবিমুক্ত ও বলবান্ হন। তাঁহার সৌভাগ্য সম্পৎ লাভ হয় এবং স্বর্গ হইতে কখন তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে হয় না। তিনি অপুত্র হইলে পুত্রলাভ করেন, কুমারীগণ ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে তাহাদের সৎপতি লাভ হয়। গুর্ব্বিণী ইহা শ্রবণ করিলে সৎপুত্র লাভ করেন। যথায় এই স্তোত্র পাঠ হয় তথায় রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, বা বিনায়কগণের ভয় থাকে না।

১৮৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর মহাত্মা মহাদেব ও কৃষ্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে। পুনরায় কৃষ্ণের সহিত অতি ঘোরতর লোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে কুমার কার্ত্তিকেয় কুষ্মাণ্ড চালিত রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ বলদেব ও প্রদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কার্ত্তিকেয় অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জন করিতে করিতে তিনজনের প্রতি অত্যুগ্র শতশর নিক্ষেপ করিলেন; এইরূপে শর প্রহারে ব্যথিত হইয়া সাক্ষাৎ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় রুধিরাক্ত কলেবরে তাঁহারা কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রদীপ্ততেজা সমর কুশল ইহাঁরা তিন জনেই বায়ব্য, আগ্নেয়, ও পার্জ্জন্য এই ত্রিবিধ অস্ত্র কুমারের প্রতি যুগপৎ নিক্ষেপ করিলেন; কুমারও তৎক্ষণাৎ অন্য তিন অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা ঐ অস্ত্রত্রয় নিবারণ করিয়া শৈল, বারুণ ও সাবিত্র এই ত্রিবিধ অস্ত্রে তিনজনকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্নের অস্ত্র মায়ায় ভীষণ ধনুর্ব্বাণবারী কার্ত্তিকেয়ের বাণ সমুদায় ব্যর্থ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে গুহ ক্রোধে অধীর হইয়া দশন দ্বারা ওষ্ঠ সন্দংশনপূর্ব্বক অতি দুর্দ্ধর্ষ সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় ব্রহ্মশিরোনামক, অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন অত্যুগ্র অতি দুর্দ্ধর্ষ লোক বিনাশন দুঃসহ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে সকলে হাহাকার করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অস্ত্রতেজ প্রবৃদ্ধ হইয়া জগৎ ম্লানীভূত করিলে অতিবীর্য্য প্রভু কেশিমথন কেশব স্বীয় চক্র গ্রহণ করিলেন; মহাত্মা

কেশবের এই অস্ত্র জগদ্বিখ্যাত এবং পৃথিবীতে এমন কোন অস্ত্র নাই যে, উহা তদ্বারা উপশমিত বা হীনপ্রভ না হয়। গ্রীষ্মান্তে নিবিড় ঘনঘটা যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে ক্ষীণপ্রভ করিয়া থাকে সেইরূপ কৃষ্ণের চক্রাস্ত্র নিক্ষেপে কুমারের ব্রহ্মশির নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় গুহ বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি অতি ঘোররূপা সর্ব্বলোক ভয়াবহ শত্রু নাশিনী এক কাঞ্চনময়ী অমোঘ শক্তি গ্রহণ করিলেন; উহার দীপ্তি প্রকাণ্ড উল্কা ও যুগান্তকালীন অগ্নির সদৃশ। চতুর্দ্দিকে কিঙ্কিণী মালা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কার্ত্তিকেয় সেই শক্তি ক্রোধভরে নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ গর্জ্জনে সমস্তলোক ত্রস্ত হইল; নিক্ষিপ্ত শক্তি কৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গগনতল উজ্জ্বল করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে ইন্দ্রাদিদেবগণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই শক্তি কৃষ্ণকে দগ্ধ করিল। কিন্তু মহাবল কৃষ্ণ সেই মহাশক্তি সন্নিহিত হইবামাত্র একমাত্র হুঙ্কার ধ্বনিতে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তাদৃশ শক্তি ভূতলে পতিত ও ব্যর্থ হইলে ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদায় দেবগণ কৃষ্ণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী বাসুদেব পুনরায় দৈত্য বিনাশন চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ কালে মহাদেবের আদেশানুসারে দিগ্‌বাসা দেবী কোটবী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুমারকে রক্ষা করিবার জন্য রণস্থলে উভয়ের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই দেবী কোটবী পার্ব্বতীর অষ্টমাংশ, ইহার নাম লম্বা। অদ্ভুত রূপলাবণ্যবতী কণক শক্তিহস্তা সেই দেবী লম্বাকে মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া মহাবাহু কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমাকে ধিক্! তুমি শীঘ্র এস্থল হইতে নিঃসৃত হও। আমি যাহাকে নিশ্চয় বধ করিব, স্থির করিয়াছি, কেন তুমি তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তৎকালে দেবী কোটবী বিভু বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারের রক্ষার্থ বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন,দেবি! তুমি এখনই কার্ত্তিকেয়কে লইয়া শীঘ্র রণস্থল হইতে প্রস্থান কর। নতুবা কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। অদ্য আমার সম্মুখে যিনি উপস্থিত হইবেন, আমি তাহারই সহিত যুদ্ধ করিব। এই কথা বলিয়া উপেন্দ্র স্বীয় চক্রাস্ত্র প্রতিসংহার করিলেন। এদিকে দেবী কোটবীও ধীমান কৃষ্ণের বচনশ্রবণে কার্ত্তিকেয়কে লইয়া মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে কুমার দেবীকর্ত্তৃক রক্ষিত ও সমরভূমি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে বাণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং ক্ষণকাল চিন্তার পর স্থির করিল আমিই মাধবের সহিত যুদ্ধ করিব।

১৮৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মহাশব্দে ভেরী ও তুরী বাদিত হইতে লাগিল; বীরগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বাণ যুদ্ধার্থ কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল, এদিকে অপ্রতিমতেজা কৃষ্ণও বাণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, দেখিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাণ গরুড় পৃষ্ঠাসীন যদুপুঙ্গব কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া ক্রোধ ভরে কহিল, কৃষ্ণ! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, আজ আর তোমাকে জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে হইবে না; দ্বারকা বা দ্বারকাবাসী বন্ধুগণকেও আর তোমায় দেখিতে হইবে না। মাধব! এখনই তুমি বৃক্ষাগ্রভাগ সমুদায় সুবর্ণ বর্ণ দেখিবে। তুমি আজ নিতান্তই কাল প্রেরিত হইয়া মরিবার নিমিত্ত ওই সমরে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ। হে গরুড়ধ্বজ! তুমি অষ্টভুজ, সহস্রবাহু আমার সহিত অদ্য তোমায় যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব তোমার আর পরিত্রাণ নাই। অদ্য আমি তোমাকে সমরে পরাভূত ও নিহত করিলে এই শোণিত পুর হইতেই একবার মাত্র তুমি দ্বারকা পুর স্মরণ করিবে। আমার এই যে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র-সমাযুক্ত নানাপ্রকার অঙ্গদ বিভূষিত বাহু সহস্র দেখিতেছ উহাই যুদ্ধসময়ে কোটীবাহু হইয়া পড়িবে। দৈত্যবর এইরূপে মহা আস্ফালন সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমুদ্রগর্ভ হইতে বাতোদ্ধূত তরঙ্গমালা সকল মহাবেগে সমুত্থিত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; ক্রোধে তাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বোধহইল যেন, বহ্নি ও সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হইয়া জগৎ দগ্ধ করিতেছে। মহর্ষি নারদ তাহার তাদৃশ সগর্ব্ব বাক্যশ্রবণে নভস্তলকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন মহাশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মুনি কৌতুহল পরবশ হইয়া উৎফুল্ললোচনে সর্ব্বত্র প্রায় পর্য্যটন করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে যুদ্ধ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যোগাসন আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব কহিলেন, বাণ! বৃথা গর্জ্জন করিতেছ কেন? শূরগণ কদাচ বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করেন না। তর্জ্জনে প্রয়োজন কি? এসো যুদ্ধে অগ্রসর হও; দিতিনন্দন! যদি বাক্য দ্বারাই যুদ্ধে জয় লাভ হইত, তাহা হইলে তোমার এই বহু অসম্বদ্ধপ্রলাপে অবশ্য তুমি জয়ী হইতে পারিতে। কিন্তু তাহা হইতেছে না। আইস হয় আমাকে জয় কর, অথবা পরাভূত হইয়া চির কালের নিমিত্ত দীনভাবে অবাঙ্মুখ হইয়া ধরাতলে শয়ন কর। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ মর্ম্মভেদী অমোঘ বাণ সমুদায় তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই শরে বিদ্ধ হইয়া বাণও কৃষ্ণের প্রতি শর বর্ষণ আরম্ভ করিল। অনন্তর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল; দৈত্যপতি ঐ যুদ্ধে পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা, তোমর, শক্তি, মুষল ও পট্টিশ প্রভৃতি সাক্ষাৎ হুতাশনতুল্য অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা কেশবকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। বাণ সহস্র বাহুবলে গর্ব্বিত হইয়া কেশবকে দ্বিবাহু মনে করিয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল; অষ্টবাহু কেশবও শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করিয়া সহস্রবাহুর সহিত অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দানবপতি বাণ কৃষ্ণের লঘু হস্ততা দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু তপোবলে যে অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রলাভ করিয়া ছিল, সেই অস্ত্র গ্রহণ করিল। ঐ

অস্ত্র যুদ্ধে কুত্রাপি প্রতিহত হয় না প্রত্যুত শত্রুকুল বিনাশ করিয়া থাকে। হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় প্রীত হইয়া ব্রহ্মা স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বলিতনয় বাণ সেই দিব্য পরমাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। অস্ত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র সমস্ত দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সেই অস্ত্র হইতে অতি ঘোরতর সহস্র সহস্র বাণ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল; তৎকালে গাঢ়তর অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই পরিজ্ঞাত রহিল না। দানবগণ সাধু সাধু বলিয়া দৈত্যপতিকে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। দেবগণের মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তদনন্তর ঐ অস্ত্র হইতে মহাবেগে স্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করিতে করিতে ঘোরতর বাণ বৃষ্টি আরম্ভ হইল; বায়ুগতি ও মেঘসঞ্চরণ রুদ্ধ হইয়া পড়িল; বাণবিসৃষ্ট অস্ত্রে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া মধুসূদন অতিবেগশালী কালান্তককল্প পার্জ্জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র সমস্ত তিমিররাশি তিরোহিত এবং অগ্নির উত্তাপও প্রশমিত হইল। এইরূপে পার্জ্জন্যাস্ত্রে দানবাস্ত্র ব্যর্থ হওয়াতে দানবগণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া নিতান্ত ক্ষুন্ন হইয়া পড়িল। দেবগণ আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া দৈত্যপতি ক্রোধে অধীর হইয়া পুনরায় সেই গরুড়পৃষ্ঠস্থিত কেশবের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ করিল। মুষল পট্টিশাস্ত্র নিক্ষেপে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শত্রুনিসূদন কৃষ্ণও তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া অবলীলাক্রমে স্বকীয় বাণ দ্বারা সেই সমুদায় বাণ বৃষ্টি নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত যখন দুই মহাবীরে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে তৎকালে কৃষ্ণ স্বীয় শার্ঙ্গ শরাসন বিনির্ম্মুক্ত বজ্রসার শর দ্বারা দৈত্যপতির রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা তিল পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। পরক্ষণেই আবার তাহার গাত্রাবরণ কবচ, মস্তকস্থিত মহাপ্রভ মুকুট, হস্তধৃত কার্ম্মুক ও অঙ্গুলিত্রাণ সমুদায় ছেদন করিয়া দিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ এক নারাচাস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলে তদ্দ্বারা দৈত্যপতির হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই মর্ম্মান্তিক প্রহারেই তাহাকে হতচেতন ও মূর্চ্ছিত করিয়া পাতিত করিল। প্রাসাদ শিখরাসীন মহর্ষি নারদ দৈত্যপতিকে তাদৃশ নিপীড়িত ও মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া কক্ষবাদনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং অঙ্গুলিস্ফোটনপূর্ব্বক কি ভাগ্য কি ভাগ্য বলিয়া কহিতে লাগিলেন, অহো! আমার জন্ম সফল এবং জীবন ধন্য হইল। আমি অদ্য দামোদরের পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম; হে মহাবাহো! হে দেবপূজিত বাণকে জয় কর। যে জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ তাহাও সফল হউক। নারদ এইরূপে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া শাণিত শরনিকরপাতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দৈত্যপতি বাণ ও কৃষ্ণ উভয়ের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, ইত্যবসরে উভয় মহারথীর ধ্বজদ্বয়ে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দৈত্যপতির ময়ূর ও কৃষ্ণের গরুড় উভয়ে মহাক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষ প্রহার তুণ্ডাঘাত ও চরণতাড়ন দ্বারা পরস্পর গুরুতর আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বিনতা নন্দন বিষম ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া মহাবেগে প্রদীপ্ততেজা ময়ূরের উপর নিপতিত হইল। পতিত হইয়াই চঞ্চুপুট দ্বারা তাহার মস্তক ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ পক্ষ দ্বারা প্রহার এবং পাদপ্রহারে তাহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিল। মহাবল গরুড় এইরূপে অতিবেগে কখন আকর্ষণ, কখন বিকর্ষণ করিয়া অবশেষে ভূতলে পতিত করিল।

ময়ূর হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন মরীচিমালী প্রভাকরই গগনমণ্ডল হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে ময়ূর পতিত হইলে মহাবল বাণ ও তৎসঙ্গে নিপতিত হইল; নিপতিত হইয়া দৈত্যরাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে আত্মকার্য্য চিন্তা করিতে লাগিল। কহিল, আমি রণমদোন্মত্ত হইয়া সুহৃদ্বাক্য অবহেলা করিয়াছি, সেই পাপেই অদ্য আমাকে এই সমুদায় দেব ও দৈত্যগণের সমক্ষে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল।

ঐ সময় অন্তর্যামী ভগবান্ রুদ্রদেব বাণকে রণস্থলে তাদৃশ বিষণ্ণ ও হীনবীর্য্যপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহার রক্ষার্থ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর গম্ভীর স্বরে পাশ্ববর্ত্তী নন্দীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, নন্দিকেশ্বর! তুমি আমার এই সিংহসমাযুক্ত দীপ্তিমান রথে আরোহণ করিয়া যথায় বাণ অবস্থান করিতেছে তথায় গমন কর এবং তাহাকে এই রথ প্রদান করিয়া যুদ্ধে যোজনা কর। আমি এই স্থলেই অবস্থান করিব; যুদ্ধার্থ সৈন্যগণমধ্যে আর গমন করিতেছি না। তুমি বাণকে এই রথ প্রদান করিলেই সে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। তুমি তথায় থাকিয়া তাহাকে রক্ষা কর; আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র গমন কর।

মহারথী নন্দী মহাদেবের বাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা বলিয়া রথারোহণে তাথা হইতে বহির্গত হইল। সত্বর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া বাণকে মৃদুস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, দৈত্যপতে! মহাবল! শীঘ্র আগমন করিয়া এই রথে আরোহণ কর। আমি সারথি হইতেছি, আর বিলম্ব করিও না, রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর। বাণ নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অমিততেজা ধীমান্ মহাদেবের সেই ব্রহ্মনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিল। আরোহণ করিয়াই অতিবীর্য্য দৈত্যরাজ মহা ক্রোধে সর্ব্বানিঘাতন প্রদীপ্ত ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র গ্রহণ করিল। ঐ অস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সকলেরই হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। পূর্ব্বকালে লোকরক্ষার নিমিত্ত কমলযোনি স্বয়ং উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ স্বীয় চক্রাস্ত্রে উহাকে নিরস্ত করিয়া বিখ্যাতকীর্ত্তি সমরে অপ্রতিমতেজা বাণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাণ! তুমি ইতঃপূর্ব্বে আত্মগৌরব প্রকাশ করিবার জন্য কত কথাই বলিয়াছিলে, এখন তোমার তৎসমুদায় সাহঙ্কার বাক্য কোথায় রহিল? এই ত' আমি যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতেছি। এসো, যুদ্ধ কর, পুরুষত্ব প্রদর্শন করাও। পূর্ব্বকালে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামক এক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাঁহারও সহস্রবাহু ছিল, কিন্তু রাম তাঁহাকে সমরভূমিতে দ্বিবাহু করিয়াছিলেন। অদ্য তোমারও বাহুবীর্য্য সম্ভূত দর্প সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই আমি এখনই রণস্থলে তোমার দর্পোপশমন করিতেছি। যাবৎকাল আমি তোমার দর্পকর ভুবনচ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎকাল তুমি অবস্থান কর। আজ আর আমার হস্ত হইতে তোমার পরিত্রাণ নাই।

এই সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই পরম দুর্লভ অতি দারুণ দেবাসুরতুল্য যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া হর্ষাতিশয়বশতঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্য দিকে প্রমথগণ মহাত্মা প্রদ্যুম্নের নিকটে পরাভূত হইয়া দেবদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইল।

ঐ সময় পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্ণ বর্ষাকালীন ধারাধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া বাণের বাহু সমুদায় ছেদন করিবার নিমিত্ত সহস্রধার চক্র গ্রহণ করিলেন। ঐ চক্রে সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল, বজ্র, অশনি, ইন্দ্র, ত্রেতাগ্নি, ব্রহ্মচর্য্যাগ্নি, ঋষিগণের তপস্যা ও জ্ঞান,

পতিব্রতা কামিনী, মৃগ, পক্ষী, নাগ, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ ও ত্রৈলোক্যের যাবতীয় তেজ এবং স্বীয় তেজ নিহিত করিলেন। সমস্ত তেজ সমবেত হওয়াতে চক্রাস্ত্র অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণ বাণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহারও শরীর হইতে তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাদেব কৃষ্ণকে চক্রপাণি দেখিয়া ঐ তেজঃপুঞ্জপূর্ণ অপ্রমেয় সমুদ্যত চক্রাস্ত্র অনির্ব্বার্য্য বোধ করিয়া রুদ্রাণীকে কহিলেন, পার্ব্বতি। কৃষ্ণ যে চক্রাস্ত্র ধারণ করিয়াছেন ত্রিলোকমধ্যে কাহার সাধ্য নাই যে উহা নিবারণ করে। অতএব উহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই তুমি রণস্থলে গমন করিয়া বাণকে রক্ষা কর। দেবী ভগবতী ত্রিলোচনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লম্বাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, লম্বে! তুমি বাণকে রক্ষা করি বার জন্য শীঘ্র গমন কর। অনন্তর হিমালয় দুহিতা যোগাবলম্বনপূর্ব্বক লোকলোচনের অদৃশ্য ভাবে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং একমাত্র তাহাকে আত্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন। অনন্তর তথা হইতে অন্তর্দ্ধানপূর্ব্বক বাণকে রক্ষা করিবার জন্য বিবাসা হইয়া বাসুদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

মহারাজ! কৃষ্ণ তখন সেই দ্বিতীয় রুদ্রপ্রিয়া দেবী লম্বাকে পুনর্ব্বার নগ্নবেশে সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, 'অসিতাপাঙ্গি! তুমি বাণকে রক্ষা করিবার জন্য পুনরায় আমার সম্মুখে রণস্থলে উপস্থিত হইলে? আমি উহাকে নিঃসন্দেহ বিনাশ করিব। কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণ রক্ষার্থিনী দেবী লম্বা মধুর বাক্যে তাহাকে এই কথা কহিলেন, মহাভাগ! তুমি যে সর্ব্বলোকের সৃষ্টি কর্ত্তা পুরুষোত্তম, মহাদেব, অনন্ত, অব্যয়, পদ্মনাভ, হৃষীকেশ, জগতের আদিপুরুষ, তাহা আমি বিদিত আছি। কিন্তু দেব! তুমি অদ্য অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী আমার বাণকে বিনাশ করিতে পাইবে না। বাণকে অভয় প্রদান করিয়া আমায় জীবপুত্রী কর। হে মাধব! আমি ইহাকে বর প্রদান করিয়াছি এবং রক্ষা করিতেও আগমন করিয়াছি, অতএব আমার এ উদ্যম বিফল করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

দেবী এই কথা বলিলে, পরপুরঞ্জয় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, ভাবিনি! তুমি আমার সত্য বাক্য শ্রবণ কর। বাণ বাহুসহস্রবলে মহাদর্পিত হইয়া আমার প্রতিও আস্ফালন করিতেছে। অতএব অদ্য আমি উহার ঐ সমস্ত বাহু ছেদন করিব, দুইমাত্র বাহু অবশিষ্ট রাখিব। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি তদ্দ্বারাই জীবপুত্রী থাকিতে পারিবে অথচ ও আর অসুরদর্প আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি স্পর্ধা করিতে পারিবে না। অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ এই কথা বলিলে 'দেবদেব! এই আমার বাণ রহিল' এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

তখন যোদ্ধৃবর মহাবাহু বাগ্মিবর প্রভু কৃষ্ণ কার্ত্তিকেয়জননী দেবীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদায় দিয়া রোষভরে বাণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাণ! যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর। নিতান্ত অশক্তের ন্যায় রণস্থলে কোটবীকে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করিতেছ কেন? তোমাকে ধিক! তোমার পৌরুষকেও ধিক! এই কথা বলিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ নিমীলিত লোচনে বাণকে লক্ষ্য করিয়া চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ! যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমস্ত লোক মুগ্ধ হইত; ক্রব্যাদগণ ও ভূতগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না; কোপোজ্জ্বলিত গদাধর সেই চক্রাস্ত্র সমুদ্যত করিয়া নিক্ষেপ করিলে, উহাতে তৎক্ষণাৎ অলাত চক্রের ন্যায়, দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় বাণের রথ পথে উপস্থিত হইয়া এরূপ

দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল যে তাহার আর অবয়ব সংস্থান কিছুই লক্ষ্য হয় না। এইরূপে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে করিতে অতিবেগে বাণের সন্নিহিত হইয়া তাহার সমস্ত বাহু পর্য্যায়ক্রমে ছেদন করিল, দুইটীমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। এইরূপে সেই ভীষণ চক্রাস্ত্র বাণকে ছিন্নশাখ দ্রুমের ন্যায় দ্বিবাহু রাখিয়া পুনরায় কৃষ্ণের করে উপস্থিত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দৈত্যবিনাশনচক্র এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে অজস্র রুধিরস্রাবে বাণের শরীর প্লাবিত হইয়া উঠিল। তখন ছিন্নবাহু মহাবল দৈত্যপতি তাদৃশ রুধির প্রবাহ সন্দর্শনে মত্ত হইয়া স্বীয় শরীর পর্ব্বতাকার করিল এবং মুহুর্মুহু ঘন গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে কুপিত হইয়া অরিসূদন কৃষ্ণ তাহাকে একবারে বিনাশ করিবার জন্য পুনরায় চক্রাস্ত্র ক্ষেপণ করিতে উদ্যম করিলেন। মহাদেবও তৎক্ষণাৎ কার্ত্তিকেয় সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! মহাবাহো! পুরুষোত্তম! আমি তোমাকে বিলক্ষণ বিদিত আছি। তুমি মধুকৈটভহন্তা, তুমি দেব দেব, তুমি সনাতন, তুমিই লোকের একমাত্র গতি, এই সমস্ত জগৎ তোমা হইতে প্রসূত হইয়াছে। ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি অসুর, কি মানুষ, কেহই তোমাকে জয় করিতে পারে না। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি এই অনিবার্য্য অসংহার্য্য শত্রু ভয়ঙ্কর সমুদ্যত চক্রকে সংহৃত কর। হে কেশিনিসূদন! আমি এই বাণকে অভয় প্রদান করিয়াছিলাম, তুমি ইহাকে নিহত করিলে আমার বাক্য মিথ্যা হইয়া যায়। এইজন্য আমিই তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমার বাক্য রক্ষা কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, দেব! আপনার বাণ জীবিত থাকুক; এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম।

আপনি দেবগণ ও অসুরগণের সর্ব্বথা পূজ্য, আপনাকে নমস্কার, আমি চলিলাম। আমার এখনও কর্ত্তব্যকার্য্য অসম্পাদিত রহিয়াছে। অনুমতি করুন, আমি তাহা সম্পাদন করিতে গমন করি।

১৮৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ মহাদেবকে এই কথা বলিয়া গরুড়ারোহণে যেখানে প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ শররুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথায় সত্বর গমন করিলেন। কৃষ্ণ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলে নন্দী বাণকে শুভকর বাক্যে কহিলেন, বাণ! তুমি এই ক্ষতার্ত্ত শরীরেই দেবদেব মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হও। বাণ নন্দীরবাক্যে সত্বর গমনে সমুদ্যত হইলে, প্রতাপশালী নন্দী তাহাকে তাদৃশাবস্থাপন্ন অবলোকনে রথে আরোপণ করিয়া মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, বাণ! তুমি দেবসন্নিধানে উপনীত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে, তাহা হইলে তোমার শ্রেয়ো লাভের সম্ভাবনা আছে। জীবিতপ্রার্থী ভয়বিহ্বলচিত্ত বাণ নন্দীবাক্যে প্রণোদিত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভয়োদ্বিগ্ন মনে মহাদেবের সম্মুখে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল মহাদেব তাহাকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হত চৈতন্য প্রায় বারম্বার নৃত্য করিতেছে দেখিয়া করুণার বশীভূত

হইয়া পড়িলেন এবং কহিলেন, বৎস বাণ! তোমার দুরবস্থা দর্শনে আমারও হৃদয়ে শোক সঞ্চার হইতেছে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

বাণ কহিল, বিভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন; আমি যেন চিরদিন অজয় ও অমর হইয়া থাকিতে পারি। এই আমার প্রথম প্রার্থনা।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হইয়া চিরদিন জীবিত থাকিবে, তোমার মৃত্যু নাই। তুমি আমার নিতান্ত অনুগ্রহভাজন অতএব এতদ্ভিন্ন অন্য যে কোন বর অভিলাষ থাকে তাহাও প্রার্থনা কর।

বাণ কহিল, দেব! আমি যেমন ব্রণপীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপে নৃত্য করে তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতা সম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপে নৃত্য করিবে তাহার এইরূপ ফললাভই হইবে। এক্ষণে তোমার মনোগত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে তাহাও প্রদান করিব।

বাণ কহিল, হে ভব! চক্রাস্ত্র প্রহারে আমার দেহে যে অতি তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, উহা আপনার তৃতীয় বরে শান্তিলাভ করুক।

মহাদেব কহিলেন, হে অসুরেন্দ্র! তোমার শরীরে চক্র প্রহারজনিত আর কোন যন্ত্রণাই থাকিবে না। প্রত্যুত তুমি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। বংস , আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া চতুর্থ বর প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, যাহা আকাঙ্ক্ষা থাকে প্রার্থনা কর।

বাণ কহিল, হে বিভো! তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন আমি যেন আপনার প্রমথ গণের প্রধান হইয়া চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাতি লাভ করিতে পারি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাদ্যুতি মহাদেব 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া পুনরায় কহি লেন, বৎস! তুমি আমার আশ্রয়ে থাকিয়া আমার সংসাবশতঃ দিব্যরূপ, অক্ষতগাত্র নীরোগ ও অকুতোভয় হইবে। হে প্রখ্যাত বলবীর্য্য! আমি তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। এবং যদি তোমার অন্য কোন সাধু প্রার্থনা থাকে, তাহাও আমার নিকট ব্যক্ত কর। তখন বাণ কহিল, হে দেবসত্তম! বাহুচ্ছেদ জনিত যেন আমার অঙ্গ বৈরূপ্য না থাকে। দ্বিবাহু হইলেও যেন আমার অঙ্গসৌষ্ঠবের ব্যাঘাত না হয়।

মহাদেব কহিলেন, হে মহাসুর! তুমি আমার নিকটে যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে তৎসমুদায়ই তোমার সিদ্ধ হইবে। তুমি আমার ভক্ত, ভক্তকে অদেয় আমার কিছুই নাই। অতএব তুমি যাহা কিছু প্রার্থনা করিলে তৎসমস্তই তোমার পূর্ণ হইৰে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান ত্রিনেত্র এই কথা বলিয়া প্রমথগণে বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বলোক সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

১৮৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাণ এইরূপে বহুতর বরলাভ করিয়া প্রীতমনে মহাকালত্ব প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের সহিত গমন করিল। এদিকে বাসুদেব বারম্বার নারদকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ভগবন্! অনিরুদ্ধ কোথায় নাগবন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছ? আপনি যথার্থ করিয়া বলুন। স্নেহবশতঃ আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বীর প্রদ্যুম্নতনয় অপহৃত হওয়াতে সমস্ত দ্বারকাপুরী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে মুক্ত করাই আমাদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব আমি শীঘ্র তাহাকে মুক্ত করিয়া দেখিতে বাসনা করি। তাহার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে। ভগবন্! আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, বলুন বৎস কোথায় রুদ্ধ রহিয়াছে।

দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিলেন, মাধব! অনিরুদ্ধ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া কন্যাপুরে অবস্থান করিতেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে বাণের অন্তঃপুর হইতে পরি চারিকা চিত্রলেখা আসিয়া নিবেদন করিল, হে দেব! এই আমাদের মহাপ্রতাপশালী মহাত্মা দৈত্যপতির অন্তঃপুর; আপনি স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করুন। অনন্তর বলদেব, কৃষ্ণ, সুপর্ণ, প্রদ্যুম্ন ও ইহাঁরা সকলেই অনিরুদ্ধকে মোচন করিবার জন্য কন্যাপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় যে সকল শররূপী মহাসর্প অনিরুদ্ধের শরীর পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহারা গরুড়কে দেখিবামাত্র সহসা তাহার শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া স্ব স্ব শবপ্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মহাত্মা বাসুদেব অনিরুদ্ধকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া স্নেহ ভরে তাহার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধও তখন পরম প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবদেব! আপনি সর্ব্বদাই রণবিজয়ী; রণস্থলে আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে, এরূপ লোক জগতে কে আছে? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও রণস্থলে আপনার সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন।

ভগবান কহিলেন, বৎস! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ কর। এখন আমরা দ্বারকা পুরীতে গমন করিব। এইরূপ অভিহিত হইলে অনিরুদ্ধ ও কুমারী ঊষা উভয়ে বাণ পরাভূত হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অনস্তর অনিরুদ্ধ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পর্য্যায়ক্রমে মহাবল বিখ্যাতকীর্ত্তি বলদেব, মহাত্মা মাধব, মহাবীর্য্য খগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণ, অবশেষে বিচিত্র কর্ণধারী প্রভু মকর কেতুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন, তৎপশ্চাৎ অসুরকুল নন্দিনী ঊষা সখীগণে পরিবৃত হইয়া অতিবল বলদেব, চতুর্ভুজ বাসুদেব, অপ্রতিহত বেগশালী গরুড়কে অভিবাদন করিয়া সলজ্জভাবে পুষ্পবাণধারী প্রদ্যুম্নের চরণে প্রণিপাত করিলেন।

এই সময়ে তেজপুঞ্জ কলেবয় দেবর্ষি নারদ দেবেন্দ্রের আদেশানুসারে বাসুদেবের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! আজ কি আনন্দের দিন, সৌভাগ্যক্রমে আপনি অনিরুদ্ধের সহিত সমাগত হইয়াছেন। তখন কৃষ্ণ অনিরুদ্ধাদির সহিত তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। নারদও সমুচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, বিভো! অনিরুদ্ধের এই বীর্য্যলব্ধ বিবাহ কার্য্য এই স্থানেই আজ সমাধান করুন। বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয়গণের সকৌতুক বচন পরম্পরা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। মহর্ষি নারদের এই বাক্য

শ্রবণ করিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনার সেইরূপ অভিলষিত হইয়া থাকে তবে তাহাই হউক। শীঘ্র আয়োজন করুন।

ইত্যবসরে বাণ সচিব কুষ্মাণ্ড বৈবাহিক সম্ভার সমুদায় সংগ্রহ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে দেব! আমি শরণাগত, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অভয় প্রদান করুন। মধুসূদন ইতিপূর্ব্বেই নারদের মুখে কুষ্মাণ্ডের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া তাহাকে অভয় প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সম্প্রতি সম্মুখগত দেখিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রিবর কুষ্মাণ্ড! আমি পূর্ব্বেই দেবর্ষি নারদমুখে তোমার সাধুশীলতা জানিতে পারিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত পরম সুখে কাল যাপন কর। এই রাজ্য আমি তোমাকেই দান করিলাম; তুমি আমার আশ্রয়ে থাকিয়া চিরজীবী হও।

মহারাজ! ভগবান কৃষ্ণ এইরূপে মহাত্মা কুষ্মাণ্ডকে অভয় প্রদান করিয়া অনিরুদ্ধের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবান্ বহ্নি স্বয়ং আসিয়া বিবাহস্থলে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের শুভ লগ্ন স্থিরীকৃত হইলে, অপ্সরোগণ কৌতুক করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনিরুদ্ধও ভার্য্যার সহিত মঙ্গলস্নান সমাধা করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ আসিয়া বিবাহসভার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া স্নিগ্ধ মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ধীমান শক্রু নিসূদন কৃষ্ণ সমস্ত দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অনিরুদ্ধের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরে বর দাতা রুদ্রদেব, ভগবতী পার্ব্বতীও কার্ত্তিকেয়কে আমন্ত্রণ করিয়া দ্বারকা গমনে সমুৎসুক হইলেন। এই সময়ে মন্ত্রিবর কুষ্মাণ্ড কৃষ্ণকে দ্বারকা গমনে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার প্রীতি সাধনোদ্দেশে কহিল, পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার নিকট আমার কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, শ্রবণ করুন। বরুণহস্তে দৈত্যপতি বাণের কতকগুলি গোধন আছে। মাধব! উহারা অমৃতকল্প দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। ঐ দুগ্ধ পান করিলে মনুষ্যমাত্রেই অত্যন্ত বলশালী ও অন্যের অপরাজেয় হইয়া উঠে।

কুষ্মাণ্ড এই কথা বলিলে, বাসুদেব প্রীত হইয়া বরুণালয় গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কেশবকে মধুরসম্ভাষণে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় ভবন ব্রহ্মালোকে গমন করিলেন। ইন্দ্র দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণহিতাকঙ্ক্ষী অন্যান্যলোক যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও কৃষ্ণের সহিত দ্বারকাগমনে সমুৎসুক হইলেন। বাণমহিষী ঊষাকে সখীগণ সমভিব্যাহারে ময়ূরবাহনরথে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বলদেব, কৃষ্ণ, মহাবল প্রদ্যুম্ন ও বীর্য্যশালী অনিরুদ্ধ গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, তেজস্বী বিহগবর গরুড় আকাশ পথে উড্ডীন হইলেন। তখন তাঁহার পক্ষ পবন বেগে তরুগণ উম্মলিত, মেদিনী কম্পিত, দিক্সমুদায় আকুলিত, অম্বরতল ধূলিধূসরিত প্রভাকর ক্ষীণ জ্যোতি হইলেন।

বাণ বিজয়ী যাদবগণ এইরূপে গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে তাঁহারা দূরবর্ত্তী আকাশ হইতে দেখিতে পাইলেন সমুদ্রের উপকূলে সেই সমুদায় দিব্যদুগ্ধ প্রস্রবিনী বাণধেন্দুগণ বিচরণ করিতেছে, ইতঃপূর্বে কৃষ্ণ কুষ্মাণ্ড মুখে ঐ সমুদায় গোধনের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখিয়া অর্থবিশারদ অনাদি নিধন ভগবান পুরুষোত্তম গরুড়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গরুড়! এই সমুদায় বাণগোধন যে স্থলে বিচরণ করিতেছে তথায় গমন কর। সত্যভামা আমায় বলিয়া দিয়াছেন, বাণের যে সকল গোধন আছে, শুনিতে পাই তাহাদিগের দুগ্ধ পান করিয়া অসুরগণ কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না। অন্যান্য প্রাণিগণও তাহাদিগের দুগ্ধপান করিলে সকলেই বিগতজ্বর হইয়া থাকে অতএব যদি কার্য্য বিপ্রতিপত্তি না ঘটে তবে ঐ সকল গোধন আমার জন্য লইয়া আসিবেন। যদি কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, তবে আনিবার প্রয়োজন নাই।

গরুড় কহিলেন, দেব! আমি ঐ সমুদায় গোধন দেখিতে পাইতেছি সত্য, কিন্তু উহারা আমাকে দেখিয়া সহসা বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। এক্ষণে কর্তব্য কি? আজ্ঞা করুন। গরুড় এই কথা বলিয়া পক্ষবায়ুতে সাগরকে বিক্ষোভিত করিয়া সহসা সাগরগর্ভে প্রবেশ করিলেন। গরুড়কে এইরূপে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে দেখিয়া বরুণের অনুচরগণ

সসম্ভ্রমে বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ দুর্জ্জয় বরুণসৈন্যগণ যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া ধীমান্ কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র বরুণসৈন্য আসিয়া পন্নগারি ও কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। কিন্তু মহাত্মা কেশবের বাণ বর্ষণে সমস্ত বরুণসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহারা সকলেই কৃষ্ণের প্রহারে পলায়নপর হইয়া বরুণালয়ে প্রস্থান করিল। অনন্তর প্রদীপ্ত অস্ত্রধারী ষষ্টিসহস্র বরুণ রথী যুদ্ধার্থ আগমন করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণের শরজালাগ্নিতে চতুর্দ্দিক ভস্মীভূত হইতে লাগিল; তখন সেই দুর্দ্ধর্ষ বরুণসৈন্য আত্মপরিত্রাণের আর উপায় না পাইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা তথায় অবশিষ্ট রহিল, তাহারাও বীরাগ্রগণ্য বলশালী বলদেব, জনার্দ্দন প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রপ্রহারে এবং গরুড়ের তুণ্ডাঘাতে নিহত হইল।

অক্লিষ্টকর্ম্ম কৃষ্ণকর্ত্তৃক সমস্ত বল ভগ্ন হইল দেখিয়া বরুণ বিস্মিতহৃদয়ে স্বয়ং কেশবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তাহাকে নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর শুভ্রবর্ণ, করে উৎকৃষ্ট শরাসন, মস্তকে অজস্রজলস্রাবী শ্বেতচ্ছত্র। সলিলপতি স্ববলে ও পুত্রপৌত্রাদি সমভিব্যাহারে অবস্থান করিয়া মহাক্রোধে স্বীয় মহাধনু আস্ফালন করিয়া মহাবেগে ধাবিত হইলেন এবং সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের ন্যায় শরজাল বর্ষণে কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে জনার্দ্দনও পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রথাপিত করিয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা দিক্ সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। বরুণদেব কৃষ্ণের নির্ম্মল শরপ্রহারে ব্যথিত হইয়াও অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বাসুদেব ঘোর বৈষ্ণবস্ত্র ধারণ করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন এবং অবিলম্বে বরুণের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সলিল পতে! এই শত্রুমর্দ্দন ঘোরদর্শন বৈষ্ণবাস্ত্র তোমকেই বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত করিয়াছি। ক্ষণকাল স্থির হইয়া অবস্থান কর।

মহাবল বরুণদেবও সেই বৈষ্ণবাস্ত্রে স্বীয় বারুণাস্ত্র সংযোজিত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বৈষ্ণবাস্ত্র প্রশমনের নিমিত্ত বরুণাস্ত্র হইতে অনবরত জল নিঃসৃত হইতে লাগিল। যেমন বরুণাস্ত্র হইতে জলরাশি নিঃসৃত হইয়া বৈষ্ণবাস্ত্রে নিপতিত হয় অমনি বৈষ্ণবাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এরূপে বরুণাস্ত্র দগ্ধ হইয়া গেলে বৈষ্ণবাস্ত্র পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই প্রজ্বলিত বৈষ্ণবাস্ত্র প্রভাবে সমস্ত দিক্ দগ্ধ হইতে লাগিল, বরুণসৈন্য সকল ভয়াকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে বরুণদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! তুমি তমোগুণে মুগ্ধ হইতেছ কেন? স্থূল সূক্ষ্মারূপা তোমার পূর্ব্বপ্রকৃতি স্মরণ কর এবং এই উপস্থিত তমোগুণকে পরিহার কর। হে যোগেশ্বর! হে মহামতে! সত্ত্বগুণ আশ্রয় করাই তোমার প্রকৃতি; পঞ্চভূতাশিত দোষ সমুদায় এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। হে বিভো! তোমার এই যে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি পরিদৃশ্যমান হইতেছে আমি উহার জ্যেষ্ঠমূর্ত্তি। সুতরাং জ্যেষ্ঠতানিবন্ধন আমি তোমার মান্য; তবে কি জন্য আমাকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলে? হে যোদ্ধৃবর! অগ্নি কখন অগ্নির উপর বিক্রম প্রকাশ করে না, অতএব ক্রোধ পরিহার কর। তুমিই জগতের মূল কারণ; সুতরাং তোমার উপর প্রভুত্ব করা কাহার সাধ্য? পূর্ব্বে তুমিই যে বিকৃতাত্মিকা প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাই এই সমস্ত

জগতের বীজ রূপে পরিণত হইয়াছে। তোমার সেই প্রকৃতিই অগ্নিতে তেজ, সোমদেবে আলোক প্রদান করিয়াছে। তুমি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। তবে কি জন্য আমাতে মুগ্ধ হইতেছ? তুমি অজেয়, তুমি শাশ্বত,তুমি দেব, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি ভূতভাবন, তুমি অক্ষয়, তুমি অব্যয়, সর্ব্বত্র তোমার বিদ্যমানতা আছে, অথচ তুমি কুত্রাপি নাই। হে মহাদ্যুতে! আমি তোমার রক্ষণীয় অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে অনঘ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই সমস্ত জগতের নিদান; তোমা হইতে এই জগৎ বহুলীকৃত হইয়াছে। হে মহাদেব! বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় আমাদিগকে লইয়া তোমার ক্রীড়া করিবার প্রয়োজন কি? আমি প্রকৃতির বিদ্বিষ্ট নহি,প্রকৃতি দূষিত হয় ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। হে পুরুষর্ষভ! যখন যখন প্রকৃতির বিকার উপস্থিত হয় তখন তুমি অবতীর্ণ হইয়া উহার প্রশমন করিয়া থাক। তোমার ক্রোধাদি বিকারাবির্ভাব কেবল দুষ্টদমনের নিমিত্তই হইয়া থাকে। তুমি সর্ব্বদা অধার্ম্মিক ও মূঢ়দিগকেই দমন করিয়া থাক। যখন এই জগৎ তম বা রজোগুণে সংসৃষ্ট হয় তখনই মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। হে সর্ব্বজ্ঞ! পরাবরজ্ঞানও তোমার অপ্রতিহত, তুমি প্রজাপতির ন্যায় ঈশ্বর ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কি জন্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছ?

ধীরপ্রকৃতি লোকরঞ্জন প্রকৃতি চিত্তাভিজ্ঞ। কৃষ্ণ বরুণদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং হাস্যবদনে কহিলেন, দেব! এই উপস্থিত বিরোধ শান্তির নিমিত্ত আমাকে ধেনুগুলি প্রদান করুন।

বরুণ কহিলেন, দেব! পূর্ব্বে বাণের সহিত আমার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে আমি জীবিত থাকিতে এ গোধন গুলি অন্য কাহাকেও প্রদান করিব না। এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা করি। নিয়মভঙ্গ করিলে যে চরিত্র দোষ জন্মে, তাহা তোমারও অবিদিত নাই। সাধুরা নিয়মভঙ্গকে কখনই প্রশংসা করেন না। হে মধুসূদন! নিয়মভঙ্গ করিলে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। অধার্ম্মিক লোকেরা কখনই পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে না। হে মাধব! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। নিয়মসম্বন্ধে যাহা সত্য তাহাই আমি তোমায় কহিলাম, এক্ষণে যদি তুমি আমাকে অনুগ্রহ ভাজন বলিয়া বোধ কর তবে আমায় রক্ষা কর; অন্যথা আমার বিনাশ করিয়া গোধনগুলি লইয়া যাও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বরুণদেব এই কথা কহিলে, যদুবংশ বর্দ্ধন কৃষ্ণ নিয়ম ভঙ্গ করা অনুচিত মনে করিয়া হাস্য করিতে করিতে বরুণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! যদি আপনি বাণের সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া থাকেন তবে আমি কি জন্য উহা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিব? আপনি সত্যভ্রষ্ট হন, ইহা আমার অভিলষিত নহে। অতএব আপনার প্রীতির জন্য গোধনগুলি পরিত্যাগ করিলাম। আপনিও মুক্ত হইলেন; এক্ষণে আপনি অভীষ্ট প্রদেশে গমন করুন।

অনন্তর বরুণদেব মহা আনন্দে ভেরীতুরী বাদন পূর্ব্বক অর্ঘ্য আনয়ন করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিলেন। যদুনন্দন কৃষ্ণও বরুণদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অভয়প্রদান পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে বলদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্র সহচারী হইয়া দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মরুগণ, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, আকাশগামী কিন্নরগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যক্ষ, রাক্ষসগণ,

বিদ্যাধরগণ এবং অন্যান্য সিদ্ধচারণ প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাভাগ দেবর্ষি নারদও বাণজয় ও বরুণের প্রিয়কার্য্য সাধিত হইল দেখিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে দ্বারকায় গমন করিলেন। চক্রগদাধর কৃষ্ণ দূর হইতে কৈলাস শিখর সদৃশ প্রাসাদরাজি এবং কন্দর শোভিত দ্বারকা সন্দর্শন করিয়া পুরবাসিগণকে সতর্ক করিবার জন্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধাপিত করিলেন। পুরবাসিগণ সেই শঙ্খধ্বনি ও আনুযাত্রিক দেবগণের কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। সকলেই পূর্ণকুম্ভ স্থাপন, লাজ বিসর্পণ ও বহুবিধ পুষ্পোপহার দ্বারা স্ব স্ব দ্বারদেশ সজ্জিত করিয়া দ্বারকা পুরীর শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পথ সমুদায় পরিষ্কৃত ও রত্নমালায় সুশোভিত হইয়া উঠিল। বিপ্রবর্গ অর্ঘ্যহস্তে, স্তুতিপাঠকগণ বিবিধ স্তব পাঠে গরুড়াসীন নীলাঞ্জন বর্ণ, পরম শোভাধারী মহাবল কেশিসূদন কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা আরম্ভ করিল। তিনি দ্বারকার উপবনে উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও চারণগণ চতুর্দ্দিক হইতে স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন। দ্বারকাবাসিগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং পরমানন্দ সহকারে একবাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমাদিগের সাত্বতপতি মহারথ পুরুষোত্তম গরুড়ারূঢ় হইয়া অতি দূরপথ অতিক্রম করিয়া দুর্জ্জয় বাণ দৈত্যকে পরাস্ত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। জগৎপতি কৃষ্ণ স্বয়ং যখন আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, তখন আমাদের তুল্য ধন্য ও অনুগৃহীত আর কে আছে?

দ্বারকাবাসিগণ এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে মহারথ দেবগণ বাসুদেবভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বাসুদেব, বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিত্তদ্ধ সুপর্ণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র দেব বিমান সমুদায় আকাশমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় বিমান হংস, ঋষভ, মৃগ, নাগ, বাজি, সারস ও ময়ুর বাহনে সংযোজিত ছিল। নানাবেশধারী বিমান সমুদায় আকাশমার্গে থাকিয়া শোভা পাইতেছে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ সহস্র সহস্র প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কুমারগণকে মধুর ও স্নেহপূর্ণবাক্যে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, কুমারগণ! এই দেখ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সাধ্যগণ। ইনি দানব ভয়ঙ্কর মহাভাগ সহস্রলোচন নাগবাহন ইন্দ্র, ইহাঁরা সপ্তর্ষি; ইহাঁর অন্যান্য মহাত্মা ঋষিগণ, ইহাঁরা চক্রধারী, এই সকল সাগর, হ্রদ, দিক্, বিদিক্, বাসুকি প্রভৃতি মহাবল নাগগণ, গোগণ, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, নক্ষত্র, রাক্ষস ও কিন্নরগণ; সকলেই আমার প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। তোমরা ইহাঁদিগকে যথাক্রমে বন্দনা কর।

কুমারগণ বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা দেবগণকে যথাক্রমে প্রণাম করিলেন। পৌরগণ দেবগণকে সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহাদিগকে পূজা করিবার জন্য পূজোপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, অহো! আমরা বাসুদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া অদ্য কি মহৎ আশ্চর্য্যই সন্দর্শন করিলাম। অনন্তর চন্দন চূর্ণ পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য প্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত স্বর্গবাদিগণকে পূজা করিলেন এবং লাজ বিসর্পণ, ধূপদান, স্তোত্র পাঠ ও প্রণতি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা শেষ করিলেন।

এই সময়ে মহাবীর্য্য বাসব আহুক, বাসুদেব, যদুনন্দন শাম্ব, সাত্যকি, উল্মুক, মহাবল বিপৃথু, মহাভাগ অক্রূর, নিশঠ ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক সভাসীন অন্ধককে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সমস্ত যাদবগণকে কহিলেন, এই তোমাদের যদুনন্দনকৃষ্ণ মহাত্মা মহাদেব ও কার্ত্তিকেয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে পৌরুষগুণে যশোলাভ করিয়া বাণকে রণস্থলে পরাস্ত করিয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিয়াছেন। দৈত্যপতি বাণের সহস্র বাহু ছিল, এই কৃষ্ণ তাহার প্রায় সমস্ত বাহু ছেদন করিয়া দুইমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। যে নিমিত্ত মহাত্মা কৃষ্ণের মনুষ্যলোকে জন্ম হইয়াছে, তাহার আর প্রায় অসম্পাদিত রহিল না। আমাদের আর কোন বিষয়ে কষ্ট রহিল না। এক্ষণে তোমরা মাধ্বীকমধু পান করিয়া পরমসুখে বিহার কর। সুখে তোমাদের কালাতিপাত হউক। মহারাজ! সহস্রলোচন দেবেন্দ্র এইরূপে দৈত্যবিনাশন কৃষ্ণকে স্তব করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণপূর্ব্বক সমস্ত দেবগণের সহিত স্বর্গ লোকে গমন করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ ও যক্ষ, রাক্ষস এবং কিন্নর প্রভৃতি সকলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ও জয়শব্দ দ্বারা সভাজন করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিলেন। এইরূপে পুরন্দর প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে মহাবল যদুনন্দন যাদবগণকে একে একে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং সকলের সহিত সমবেত হইয়া মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৮৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবাহু আহুক হর্ষোৎফুল্লনয়নে দ্যুতিমান কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যদুনন্দন! অদ্য আমাদের কি আনন্দের দিনই উপস্থিত হইয়াছে, অদ্য আমরা সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াছি। অনিরুদ্ধ আমাদের কুশলে প্রত্যাগত হইয়াছে, দর্শন করিলাম। ভাগ্যবতী ঊষা সখীগণে পরিবৃত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে অনিরুদ্ধের সহিত বিহার করিয়া বেড়াইতেছেন। অতএব আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অনিরুদ্ধের উপলক্ষে একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কুষ্মাণ্ডদুহিতা রামা ঊষার সখীভাবে আগমন করিয়াছে, ঐ মহা ভাগকে লইয়া বৈদর্ভী গৃহপ্রবেশ করুন। তুমি উহাকে শাম্বহস্তে প্রদান কর। অবশিষ্ট কুমারীগণকেও যথাক্রমে কুমারগণের হস্তে অর্পণ কর। অদ্য অনিরুদ্ধগৃহে মহোৎসব আরম্ভ হউক। তোমার গৃহে বিবিধ মঙ্গল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তথায় অন্তঃপুরনারীগণ কেহ বাদি বাদন, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বা সঙ্গীত আলাপন করিতেছে। কেহ কেহ পরমানন্দে পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, কেহ কেহ বা নানা প্রকার মাল্যধারণ ও অপূর্ব্ববস্ত্র পরিধান করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কেহ মধুপান করিয়া অন্যের দিকে বেগে প্রধাবিত হইতেছে। কেহ কেহ আনন্দে অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেবী রুদ্রাণী ঊষাকে সখীগণে পরিবৃত করিয়া ময়ূর বাহন রথে প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ কুলনন্দিনী পরম রূপবতী ঊষাকে এক্ষণে গৃহে প্রবেশিত কর।

অনন্তর দেবকী, রেবতী ও বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী প্রভৃতি রমণীগণ যথোচিত মঙ্গলাচরণ করিয়া ঊষাকে অনিরুদ্ধগৃহে প্রবেশিত করিলেন। অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া স্নেহ ও হর্ষে তাঁহাদের নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় তুর্য্যধ্বনি ও

স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গল কার্য্য আরম্ভ হইল। এইরূপে ঊষা গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক হর্ম্ম্যতলে অবস্থান করিয়া যদুপুঙ্গব অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইলেন এবং বিভবানুরূপ উপভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তখন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী বিপুলনিতম্বা মানব রূপধারিণী অপ্সরা চিত্রলেখা ঊষা ও তদীয় সখীগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ত্রিদিবালয়ে গমন করিলেন। এইরূপে অন্যান্য সখীগণও ঊষার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলে সেই অসুরসুন্দরী প্রথমতঃ মায়াবতীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইলেন। প্রদ্যুম্নগৃহিণী মায়াবতী স্বীয় পুত্রবধুকে দেখিয়া অপার আনন্দসলিলে মগ্ন হইলেন এবং অপূর্ব্ব বস্তু ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত যাদবকামিনীগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ আহ্লাদ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুকুলধুরন্ধর! যেরূপে ভগবান্ বিষ্ণু রণস্থলে দৈত্যপতি বাণকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং যেরূপে তাহাকে জীবন্মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর যদু নন্দন আরও কিয়ৎকাল দ্বারকায় অবস্থানপূর্ব্বক যাদবগণে পরিবৃত, এবং পরমসুখ সম্পদ লাভ করিয়া অপ্রতিপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিয়া ছিলেন। হে পৃথিবীপতে! এইরূপে এবং এই সকল কারণে সেই প্রভাবশালী শ্রীমান্ বিষ্ণু বসুদেব কুলে দেবকীর উদরে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ ও বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

মহারাজ! নারদ প্রশ্নের পর আপনি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় আমূলতঃ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। বিষ্ণুর মাথুর কল্পে যে যে স্থলে আপনার সংশয় ছিল তাহাও আমি কীর্ত্তন করিয়াছি। ফলতঃ জগতে আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই নাই। কেবল একমাত্র কেশবই আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য কল্পেও সেই বিষ্ণু ব্যতীত আর কিছুই আশ্চর্য্য নাই। সেই একমাত্র কেশবই ধন্য; কি দেবতা, কি দৈত্য, কি অন্য, কুত্রাপি বিষ্ণু ব্যতীত ধন্যতর আর কিছুই নাই। তিনিই আদিত্য, তিনিই বসুগণ, তিনি রুদ্র, তিনিই মরুদগণ, তিনিই আকাশ, তিনিই পৃথিবী, তিনিই দিক, তিনিই সলিল, তিনিই জ্যোতিষ্কমণ্ডল, তিনিই ধাতা, তিনিই বিধাতা, তিনিই সংহর্ত্তা, তিনিই কাল, তিনিই সত্য, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই তপস্যা, তিনিই সনাতন; তিনিই নাগগণের মধ্যে অনন্ত, তিনিই রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর; এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সেই একমাত্র নারায়ণ হইতে প্রসূত হইয়াছে। তিনিই সর্ব্বজগৎ এবং সমস্ত দেবগণের স্বামী, সেই সনাতন বিষ্ণুকে সমস্ত দেবগণ তর্চ্চনা করিতেছেন। অতএব হে ভরতকুলনন্দন! আপনি তাঁহাকে নমস্কার করুন।

হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকটে বাণ যুদ্ধ ও কেশবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণে আপনি বংশপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। অন্য যে ব্যক্তি এই অত্যুত্তম বাণযুদ্ধ ও কেশবমাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন অধর্ম্ম কখন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। রাজন্! আপনি যজ্ঞ সমাপনের পর আমাকে যে কৃষ্ণচরিত জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, উহা আমি সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। এই অখিল আশ্চর্য্য পর্ব্ব যিনি শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিবেন। যিনি প্রতিদিন

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সমাহিতচিতে ইহা পাঠ করিবেন, কি ইহলোকে কি পরলোকে কোন পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; প্রত্যুত তিনি ব্রাহ্মণ হইলে সর্ব্বজ্ঞ, ক্ষত্রিয় হইলে বিজয়ী, বৈশ্য হইলে ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এবং শূদ্র হইলে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবেন। কোন অশুভ তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না, তিনি দীর্ঘকাল পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবেন।

সৌতি কহিলেন, হে ঋষিবর! পরীক্ষিততনয় মহারাজ জনমেজয় বৈশম্পায়নমুখে যে হরিবংশ শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন আমি তাহাই কোথায়ও সংক্ষেপে, কোথায় বা বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়?

বিষ্ণুপর্ব্ব সমাপ্ত

ভবিষ্যপৰ্ব্ব

১৯০তম অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, হে লোমহর্ষতনয়! তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি পরিজ্ঞাত আছি, অতএব মহারাজ জনমেজয়ের পুত্রসংখ্যা কত? এবং কাহার উপরই বা মহাত্মা পাণ্ডবগণের বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তোমার নিকট শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা ও নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন কর।

সৌতি কহিলেন, মুনিবর! পরীক্ষিততনয় মহারাজ জনমেজয়ের কাশ্যানাম্নী পত্নীতে দুই পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, একের নাম চন্দ্রাপীড়, অন্যের নাম সূর্য্যাপীড়। চন্দ্রাপীড় পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন, সূর্য্যাপীড় ধর্ম্মমার্গ আশ্রয় করিয়া মোক্ষপথের অনুসন্ধিৎসু হন। চন্দ্রাপীড়ের মহাধনুর্দ্ধারী একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অতি বদান্য যাগশীল সত্যকর্ণ হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার ভ্রাতা শ্বেতকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অপুত্রত্ব নিবন্ধন বহু ভ্রাতৃবতী চারুরূপা সুচারু তনয়া সহধর্ম্মিণী মালিনীকে লইয়া বন প্রস্থান করেন। কথিত আছে, সেই বনগমনের কিয়ৎ কাল পরেই যদুবংশনন্দিনী মালিনীর গর্ভসঞ্চার হয়। তখন প্রজানাথ শ্বেতকর্ণ স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষাচরিত মহাপ্রস্থান পথের অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় সহধর্ম্মিণী মালিনীও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, পথি মধ্যেই তাঁহার এক পরমসুন্দর রাজীবলোচন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তথাপি সেই পতি পরায়ণ কামিনী সদ্যপ্রসূত তনয়কে পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদীর ন্যায় পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সুকুমার কুমার গিরিকুঞ্জে পতিত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে সেই ভাগ্যধর বালকের পুষ্টির নিমিত্ত মেঘগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তৎকালে পৈপ্পলাদ ও কৌশিক নামক প্রবিষ্টার দুই পুত্র যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তদ্দর্শনে কৃপা পরবশ হইয়া শিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল জলে প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার পার্শ্বদ্বয় রুধিরাক্ত রহিল দেখিয়া পুনরায় এক শিলাতলে ঘর্ষণ করিলেন। ঐরূপ ঘর্ষণ করাতে তাহার পার্শ্বদেশ অজের ন্যায় শ্যাম বর্ণ হইয়া উঠিল। তদনুসারে তাঁহারা তাহার নাম অজপার্শ্ব রাখিলেন। অনন্তর ঐ বিপ্রদ্বয় কুমারকে লইয়া ঋষিবর বেমকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বেমকপত্নী তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদ্বয়ও তাহার সহায় হইয়া রহিলেন। এই তিন ব্যক্তিরই পুত্র পৌত্রগণ তুল্য কালজীবী হইয়াছিলেন। সুতরাং তদ্বারাই পাণ্ডবগণের এই পৌরববংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে নহুষতনয় ধীমান রাজা যযাতি জরা সংক্রমণকালে পরমপ্রীত হইয়া এই শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন যে, যত কাল চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহপরিবেষ্টিত এই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে, তাবৎকাল মধ্যে মহী কখনও পৌরবশূন্য হইবে না।

১৯১তম অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ব্যাসশিষ্য ধীমা বৈশম্পায়ন যেরূপে নিখিল হরিবংশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই সর্ব্বপাপপ্রণাশন ইতিহাসসমন্বিত অমৃততুল্য হরিবংশ সেইরূপেই কীর্ত্তন করিলে। উহা শ্রবণ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ জনমেজয় সর্প যজ্ঞাবসানে এই অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস শ্রবণ করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

সৌতি কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্পসত্রের পর রাজা জনমেজয় এই অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া যাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। সর্পযজ্ঞ সমাপনের পর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন, অনন্তর ঋত্বিক, পুরোহিত ও আচার্য্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মহাত্মগণ! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিব বাসনা করিয়াছি। আপনারা অশ্ব উন্মোচন করুন।

ঐ সময়ে মহাত্মা সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ জনমেজয় মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া অর্ঘ্য পাদ্য ও আসন প্রদান দ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। উভয়ে যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইলে সমুদায় সদস্যগণ মহর্ষিদর্শনে পুলকিত হইয়া তথায় আসিয়া চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। তখন বেদ বেদাঙ্গ ও সংহিতাদি বিষয়ের নানাপ্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল। এইরূপে বহুবিধ শাস্ত্রার্থতত্ত্ব আলোচনার পরে মহীপাল জনমেজয় স্বীয়প্রপিতামহ ও পাণ্ডবপিতামহ সেই ঋষিবরকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ঐশ্বর্য্যবিধায়ক মহাযশস্কর যে অত্যুৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন উহা ক্ষীরপরিপূর্ণ শঙ্খের ন্যায় মধুর এবং বহুল শ্রুতিসারার্থ পরিপূর্ণ; উহা শ্রবণ করিয়া সম্বৎসরকাল আমার সম্বন্ধে যেন নিমেষমাত্রের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছে। অমৃতপানে অথবা স্বর্গসুখভোগে যাদৃশ তৃপ্তিলাভ হয় না, সেইরূপ আপনার এই মহাভারতীয় কথা শ্রবণেও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিনা। ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অজ্ঞাত বিষয় কিছুই নাই। অতএব এই কুরুকুল নাশের হেতু নির্দ্দেশ করুন। আমার বোধ হয় রাজসূয় যজ্ঞই ইহার প্রধান কারণ হইবে। দুর্দ্ধর্ষরাজন্যগণের উপদ্রব যেমন তাঁহাদের ধ্বংসের একমাত্র নিদান, রাজসূয় যজ্ঞও সেইরূপ যুদ্ধের মূল; আমি শুনিলাম পূর্ব্বে সোমদেব এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ সমাপনের পরই ঘোরতর তারকাময় সংগ্রাম উপস্থিত হয়; অনন্তর বরুণদেব ঐ মহাক্রতুর অনুষ্ঠান করিলেও সর্ব্বভূতবিনাশন দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। অন্য এক সময়ে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র এই যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাহাতেও ক্ষত্রিয়নাশন, আড়ীবক যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব আমার বোধ হয় আর্য্য যুধিষ্ঠিরের এই মহাযজ্ঞ রাজসূয়ানুষ্ঠানই ভারতযুদ্ধের মূল; আপনি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পিতামহ। কি অতীত কি অনাগত সর্ব্ববিষয়েই আপনার সর্ব্বজ্ঞতা আছে। আপনি আমাদের আদিপুরুষ ও নাথ; আপনি জানেন, এই যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সম্পন্ন করা বড়ই দুষ্কর, সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ না হইলেও উহা প্রজাক্ষয়ের কারণ হইয়া উঠে। তথাপি আপনি

কিজন্য এই প্রজাক্ষয়কর তুমুল-যুদ্ধ-মূল মহাযজ্ঞ রাজসূয় হইতে আমার পুরুষগণকে নিবারণ করিলেন না? রাজন্যগণ দুর্ম্মন্ত্রীপরায়ণ হইলেই অনাথের ন্যায় সকল বিষয়েই অপরাধী হইতে পারেন। কিন্তু আপনি যাঁহাদিগের নেতা তাঁহাদিগকে ওরূপে নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হইতে হইবে কেন?

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ কালবশেই ওরূপ বিরুদ্ধ পথে গমন করিয়াছিলেন, উহার ভবিষ্য ফল আমায় জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ের উল্লেখ করি না। বিশেষতঃ ভবিতব্য বিষয়ের নিবারণেও আমার সামর্থ্য নাই। কালগতি নিবারণ করা কাহার সাধ্য? তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি এখন তোমাকে ভাবি বিষয়ের সমস্ত কথা বলিতে পারি এবং শুনিয়াও তুমি কার্য্য বিশেষ হইতে ক্ষান্ত হইতে পার। কাল কখন পুরুষদের অধীন হয় না। কাললিখন নিতান্ত দুর্লঙ্ঘ্য, অশ্বমেধ যজ্ঞ ক্ষত্রিয়দিগের অনুষ্ঠেয় কার্য্য মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে বটে কিন্তু তুমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বাসব উহার বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন। যদি তুমি পুরুষকারবলে কোনরূপে ঐ দৈব প্রতিবন্ধক পরিহার করিতে পার, তথাপি ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এই বিঘ্নোৎপাদন বিষয়ে কি ইন্দ্র কি উপাধ্যায় কি যজমান কাহার কোন অপরাধ নাই। একমাত্র কালই দুরতিক্রমণীয়। কালবলে যজ্ঞ লোপ হইবে বলিয়া বিধাতাই ঐরূপ বিঘ্নের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে পুনরায় প্রজা সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ কালক্রমে দ্বিজাতিগণও যজ্ঞফলবিক্রেতা হইয়া উঠেন। ফলতঃ কালই এই চরাচর বিশ্বের সমস্ত কার্য্যাকার্য্যের নিদান।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন! অশ্বমেধযজ্ঞ নিবৃত্তিবিষয়ে কি কারণ উপস্থিত হইতে পারে যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে আমি উহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হই।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! একমাত্র ব্রহ্মকোপই তাদৃশ যজ্ঞ বিঘ্ন বিষয়ে কারণ হইবে। অতএব তুমি তাহারই পরিহারের নিমিত্ত যত্ন কর। তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। হে পরন্তপ! তুমি যে বাজিমেধযজ্ঞের উদ্যোগ করিয়াছ, যাবৎকাল পৃথিবী থাকিবে তাবৎকাল কোন ক্ষত্রিয় আর উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! ব্রহ্মকোপানলতেজে এখন যে অশ্বমেধের অবসান হইয়া গেল, উহার নিমিত্তই কি আমি হইলাম? ইহা শ্রবণ করিয়া আমার ভয় ও লজ্জা যুগপৎ উপস্থিত হইতেছে। মাদৃশ সুকৃতসম্পন্ন লোক তবে কিরূপে পাশজড়িত বিহঙ্গমের আকাশগমনের ন্যায় কলঙ্কিত হইয়া পরলোকে গমন করিতে সাহসী হইবে? অতএব আপনি যেমন যজ্ঞবিষয়ে ভাবি অনিষ্ট সন্দর্শন করিতেছেন সেইরূপ যদি উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে কোন উপায় থাকে তবে তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! যেমন তেজ অন্য তেজ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া তেজ মধ্যেই বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ অশ্বমেধযজ্ঞ দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জ্ঞানরূপে অবস্থান করিবে। অনন্তর কলিযুগে সেনানায়ক অতিতেজস্বী কোন ব্রাহ্মণ কশ্যপকুলে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞেরও প্রত্যাহরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে

প্রলয়কর শ্বেত গ্রাহেরও আবির্ভাব হইবে। তখন ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত ফলও মনুষ্যগণের বলবিধান করিবে। তখন তাঁহারা ঋষিগণ সংগোপিত যুগান্তকদ্বারে সুখে বিচরণ করিতে পারিবেন। তখন তাহাদের ইন্দ্রিয় সমুদায় পূর্ব্বপ্রকৃতি পরিত্যাগ করিবে। তখন দানমূলক ধর্ম্ম নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিবে। চতুরাশ্রমেরই ধর্ম্মপ্রচার শিথিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু মানবগণ অল্পতপোবলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। অতএব হে জনমেজয়! সেই যুগান্ত কালে যাহারা কিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হইবে তাহারাই ধন্য।

১৯২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! এখন সেই কাল আসন্ন অথবা দূরবর্ত্তী তাহার আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না। কেবল অল্পায়াসে সেই কলিকালসুলভ প্রভূত-পুণ্য-লাভ করিবার প্রত্যাশায়ই আমরা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখন সমস্ত যুগের অবসান হইয়া কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব তাহারই মাহাত্ম কীর্ত্তন করুন।

শৌনক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে প্রজা সমুদ্বেগকর প্রনষ্টধর্ম্ম কলিযুগ উপস্থিত; অতএব আপনি তাহারই বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।

সৌতি কহিলেন, হে মহামতে! মহারাজ জনমেজয় কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া ভগবান্ বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ভবিষ্য বিষয়ের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! নৃপতিগণ কলিযুগে আত্মরক্ষণতৎপর হইয়া কাহাকে রক্ষা করিতে অথবা বলিভাগ আহরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। যথার্থ ক্ষত্রিয়গণ রাজপদ লাভ করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ শুদ্রোপজীবী, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাচার হইবে। শ্রোত্রিয়গণ ধনুর্দ্ধারী, ধৃত বিক্রয়ী হইয়া পড়িবে; পংক্তি ভেদের কথামাত্রও থাকিবে না; কলিযুগে মানবগণ শিল্পজীবী ও অসত্যপরায়ণ হইয়া মদ্য ও আমিষপ্রিয় হইয়া উঠিবে; বন্ধু ভার্য্যাকে ভজনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবে না; তৎকালে চৌরগণই রাজধর্ম্ম অনুষ্ঠান ও রাজবর্গ চৌর ব্যবহার অবলম্বন করিবে। ভৃত্যগণের নির্দ্দিষ্ট বেতন থাকিবে না, তাহারা যথেচ্ছ অর্থ শোষণ করিবে; ধনের গৌরব বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইবে, সাধু বৃত্তির কিছুমাত্র সম্মান থাকিবে না। পতিত ব্যক্তির উপর কিছুমাত্র ঘৃণা থাকিবে না; পুরুষগণ ক্রিয়াকাণ্ডরহিত, মুক্তকেশ ও শিখাবর্জ্জিত হইবে; জনপদমাত্রেতেই অন্নবিক্রয়ীর অভাব থাকিবে না। ব্রাহ্মণগণ বেদবিক্রয়ী ও প্রমদাগণ যোনিবিক্রয়ী হইয়া পড়িবে; সকলেই ব্রহ্মবাদী, সকলেই বাজসনেয়ী হইয়া উঠিবে; শূদ্রগণ 'ভো' এই সম্মান সূচক শব্দ প্রয়োগের ভাজন হইবে। দ্বিজাতিগণ তপস্যা ও যজ্ঞের ফল বিক্রয় করিবেন। ঋতু সমুদায় ক্রমে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। শূদ্রগণ শুক্লদন্ত প্রফুল্লনেত্র মুণ্ডিতশির কাষায় পরিধায়ী হইয়া বুদ্ধ মতানুসারে ধর্ম্মাচরণ করিবে; শ্বাপদগণের প্রাচুর্য্য ও ধেনুসংখ্যার হ্রাস হইবে; বস্তুমাত্রেরই স্বাদ ন্যূনহইয়া আসিবে; ম্লেচ্ছগণ মধ্যদেশে ও মধ্যদেশবাসীরা ম্লেচ্ছদেশে বাস করিবে; প্রজাগণ ক্রমশঃ নীচপথগামী হইয়া পড়িবেন; দ্বিবৎসর বয়স্ক বৎসগণকে কর্ষণোপযোগী করিয়া লইবে; মেঘ সকল এরূপ আশ্চর্য্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে যে, বলীবর্দ্দের এক শৃঙ্গ সিক্ত এবং অপর শৃঙ্গ শুষ্ক থাকিবে; সুতরাং পল্বল কর্ষণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর থাকিবে

না; সকলেই পরস্পর চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৌরকুলের উন্নতি সাধন করিবে; দরিদ্রগণ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিলেই তদ্দ্বারা আপনাকে বিলক্ষণ ধনাঢ্য মনে করিতে থাকিবে; ধর্ম্মাচরণের আর নাম গন্ধও থাকিবে না। ভূমি সমুদায় মরুপ্রায় ও নীরস হইয়া পড়িবে; পথ সকল তস্করগণে আবৃত হইবে; লোকমাত্রেই প্রায় বাণিজ্যোপজীবী হইবে; যে সকল পিতৃদত্ত বস্তু শাস্ত্রানুসারে অবিভাজ্য, তাহাও পুত্রগণ সকলে বিভাগ করিয়া লইবে; সকলে লোভপরতন্ত্র হইয়া পরধন হরণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলিবে; কামিনীগণ রূপ, লাবণ্য ও রত্নালঙ্কারে আস্থাশূন্য হইয়া কেবলমাত্র কেশবিন্যাস দ্বারাই আত্মশরীরের ভূষণ সম্পাদন করিবে; গৃহস্থগণ স্রক্ চন্দনাদি বিলাসদ্রব্যে বঞ্চিত হইয়া একমাত্র ভার্য্যাই প্রধান উপভোগ্য বস্তু বলিয়া আদর করিবে এবং সর্ব্বথা ভয়বিহ্বলচিতে বাস করিবে; সমস্ত পৃথিবী বৃথা রূপগর্ব্বিত দুশ্চরিত্রা নারীগণে পরিবৃত হইয়া পড়িবে; স্ত্রীগণের সংখ্যা অধিক পুরুষসংখ্যা অল্প হইবে; এই সমস্ত কলিযুগের লক্ষণ। তৎকালে যাচকসংখ্যাও অনেক হইবে; কিন্তু কেহ কাহাকে প্রদান করিবে না; প্রতিগ্রহ বিষয়েও বর্ণবিচার থাকিবে না; সকলেই সকল জাতির দান গ্রহণ করিবে; প্রজামাত্রেই রাজদণ্ড চৌরদণ্ড ও অগ্নিদণ্ডে নিতান্ত ক্ষীণ ও বিব্রত হইয়া পড়িবে; শস্যবপন নিষ্ফল হইবে; পুরুষগণ তরুণাবস্থায় বৃদ্ধতুল্য হইয়া পড়িবে; ফলসিদ্ধি হউক বা না হউক চেষ্টা করিয়াই আপনাকে সুখী মনে করিবে; বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ঘোরতর বায়ু বহিতে থাকিবে এবং তৎসঙ্গে কর্করাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে; পরলোকের বিদ্যমানতা বিষয়ে সকলেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবে; রাজ্যগণ বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া ধন ও ধান্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। দ্বিজাতিগণ আবশ্যক না হইলেও শপথ ও অঙ্গীকার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবে না। শিক্ষিতগণও ঋণের অপলাপ করিবে; শান্ত প্রকৃতি হৃষ্টচিত্ত ব্যক্তি কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারিবে না; ক্রোধনেরই অল্পায়াসে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হইবে; ধেনুগণের অভাবে লোক অজাকুল পোষণ করিবে; শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য মহামুর্খদিগের অভিপ্রায়ানুসারে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বৃদ্ধের উপদেশ ব্যতীতও সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িবে। জগতে অকবি আর কেহই থাকিবে না। ক্রিয়াকাণ্ডবর্জ্জিত বিপ্রগণ ক্ষত্রিয়দিগকে সৎপথে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তাহারা তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিবে। হে রাজন! যাহাদের যজ্ঞে অধিকার নাই সেই সুরাপায়ী জারজাত ব্রহ্মবাদী পতিত শূদ্রগণই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণগণ ধন তৃষ্ণায় অযাজ্য যাজন ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে। ভো শব্দ প্রয়োগ করিয়া কেহ কাহাকেও সম্বোধন করিবে না। নারীসকল একমাত্র শঙ্খালঙ্কার ধারণ করিবে। নক্ষত্র সমুদায় বিবর্ণ, দিক্ সকল কলুষিত হইয়া থাকিবে। সন্ধ্যারাগে দিগ্‌দাহ হইতে আরম্ভ হইবে। পুত্র পিতাকে, বধূ শ্বশ্রূদেবীকে কার্য্যে নিয়োগ করিবে। শিষ্যগণ বাক্যবাণে গুরুকে ও তর্জ্জনা করিতে থাকিবে। কলিযুগে মানবগণ ভিন্ন জাতীয় প্রমদাগণের সম্ভোগ করিতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িবে। মতাবশতঃ তাহাই আবার স্বমুখে ব্যক্ত করিতে বিলক্ষণ উৎসুক হইয়া উঠিবে। অগ্নিহোত্রানুষ্ঠায়ী নরগণ ভিক্ষা ও বলি প্রদান না করিয়া কার্য্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই অগ্রভাগ ভোজন করিবে। কামিনীগণ নিদ্রিত পতিকে, পুরুষগণ প্রসুপ্তা ভার্য্যাকে বঞ্চনা করিয়া অন্য পুরুষে ও অন্য নারীতে আসক্ত হইবে। ব্যক্তি মাত্রেই

ব্যাধিবর্জ্জিত বা মনঃপীড়াশুন্য থাকিবে না, সকলেই অসূয়াপরবশ হইয়া পড়িবে। অনিষ্ট চেষ্টা মানুষের একটা ভূষণ হইয়া পড়িবে।

১৯৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! কলিকালবশতঃ ব্যক্তিমাত্রেই এইরূপে কলুষিত হইয়া উঠিলে, কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? তাহাদিগের আচার ব্যবহার, চেষ্টা, কর্ম্ম, আকৃতি ও আয়ুপরিমাণ কিরূপ হইবে? কিরূপে কত দিনেই বা আবার সত্যযুগের অবতারণা হইবে?

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! অতঃপর ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইলে সকলেই অধার্ম্মিক শীলব্যসনী হইয়া উঠিবে, সুতরাং অল্পায়ু হইয়া পড়িবে। অল্পায়ু হওয়াতে বলহানি, দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বিবর্ণতা, বিবর্ণতায় ব্যাধিপীড়া, ব্যাধি প্রযুক্ত নির্ব্বেদ, নির্ব্বেদ হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান, ঐ আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পুনরায় ধর্ম্মশীলতা উপস্থিত হইবে। তখন কেহ কেহ ধর্ম্মোদ্দেশে ধর্ম্মমার্গ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিবে। কেহ মধ্যস্থ বৃত্তি অবলম্বন কেই বা হেতুবাদপরায়ণ হইয়া বহুবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে বিমর্ষ হইয়া পড়িবে। কতকগুলি পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই উভয়বিধ প্রমাণমধ্যে কেহ অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিবেন, কেহ বা প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন প্রমাণই স্বীকার করিবেন না। কেহ কেহ বেদসিদ্ধ মত অগ্রাহ্য করিবেন। তৎকালে রমণীগণ ধর্ম্মের ভান করিতে থাকিবে। তৎকালে মন্দবুদ্ধি মূঢ়চেতা পণ্ডিতাভিমানী নাস্তিকতাপরায়ণ নরগণ ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িবে। কেবল বাদবিতণ্ডায় কৌতূহলী হইয়া উঠিবে।

বৎস! এইরূপে ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলে কতিপয় অবশিষ্ট লোক যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সত্য ও দানধর্ম্মকে আশ্রয় করিবে। ফলতঃ যৎকালে প্রায় সমস্তলোক অভক্ষ্যভক্ষক, নির্ঘৃণ, নির্লজ্জ ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে, যখন ক্ষত্রিয়গণ বিপ্রবর্গের চিরাগত ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিবে, যখন জ্ঞান ও বিদ্যার প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, যৎকালে অল্পায়াসে তপঃফল সিদ্ধিলাভ করিবে, যখন ঘোরতর যুদ্ধ, প্রবল ঝটিকা, মুষল ধারে বারিবর্ষণ ও মহাভয় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কলিযুগের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া সমস্ত জগৎ দূষিত হইয়া উঠিবে। তখন বিপ্ররূপ রাক্ষস ও স্বার্থপর মহীপতিগণ আবির্ভূত হইয়া পৃথিবী উপভোগ করিতে আরম্ভ করিবে। তখন বেদাধ্যয়ন বষট্কারের নাম গন্ধও থাকিবে না। সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ ও ঘোরতর অভিমানী হইয়া উঠিবে; রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণরূপে মিথ্যাব্রত ধারণ করিয়া সমস্ত গ্রাস করিবে; লোকমাত্রেই মূর্খ, স্বার্থপর, লুব্ধ, নীচপ্রকৃতি, জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধায়ী, আচারভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পররত্নাপহারক, পরদারাপহারী, কামাত্মা, দুরাত্মা, ছলগ্রাহী ও অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে; ঐ সমুদায় তুল্যধর্ম্মী লোক সত্যযুগোৎপন্ন মুনিগণকে কেবলমাত্র মৌখিক সম্মান করিবে, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করিবে না। তখন তাহারা শস্যাপহারী, বস্ত্রাপহারী, অন্নাপহারী ও করণ্ডাপহারী হইয়া উঠিবে। অধিক কি তস্করগণও অন্য তস্করের দ্রব্যাপহরণ করিতে আরম্ভ করিবে। যখন এইরূপে তস্কর দ্বারা তস্করের ক্ষয়কাল উপস্থিত হইবে তখনই লোকের কিঞ্চিৎ মঙ্গল হইবে। যখন অবশেষে তাহারা হতসর্ব্বস্ব, ক্ষুভিত, ক্রিয়াকাণ্ডবিবর্জ্জিত হইয়া উঠিবে বর্ণের

প্রভেদমাত্র থাকিবে, তখনই করভার প্রপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ অরণ্যবাস আশ্রয় করিবে। তখনও পুত্রগণ পিতৃদেবকে বধুগণ শ্বশ্রূদেবীকে কার্য্যে নিয়োগ করিবে। শিষ্যগণও গুরুর প্রতি বাক্য বাণ প্রয়োগ করিতে থাকিবে। যাগযজ্ঞের নাম গন্ধও থাকিবে না। কি রাক্ষসগণ, কি শ্বাপদ, কি কীট, কি মূষিক, সকলেই তখন মানবগণের উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তৎকালে লোকের কি দুরবস্থাই উপস্থিত হইবে তাহা বলিতে হৃদয়ের শোণিত সমুদায় শুষ্ক হইয়া যায়। পরিবারস্থ একব্যক্তিও আরোগ্য সুখ অনুভব করিতে পারিবে না। উদরান্নের জন্যও সকলে হাহাকার করিতে থাকিবে। যাহারা রক্ষক তাহারাই তখন ভক্ষক হইয়া পড়িবেন। ভূপতিগণ ধনলুব্ধ হইয়া সকলের সর্ব্বস্ব হরণ করিবার অভিপ্রায়ে দেশে দেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন। মানবগণ নির্ধন ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সপরিবারে শিশুগণকে স্কন্ধে লইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে স্বদেশ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কৌশিকী নদীর অপর পারে উপস্থিত হইবে। সকল লোকই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, মেকল ও ঋষিজনসেবিত গিরিগুহা আশ্রয় করিবে। কি হিমালয়ের পার্শ্ব দেশ কি লবণ সাগরের উপকূল কি গভীর অরণ্য কুত্রাপি বিন্দুমাত্র স্থান পতিত থাকিবে না। সর্ব্বত্রই ম্লেচ্ছ গণের সহিত সকলে বাস করিবে। পৃথিবীর কোন স্থানই শূন্য বা অশূন্য থাকিবে না। শস্ত্রধারী রক্ষাকর্ত্তাই তখন অপহর্ত্তা হইয়া পড়িবে। মনুষ্যমাত্রেই তখন মৃগ, মৎস্য, পক্ষী, শ্বাপদ, মুনি জনোচিত চীরবসন বিবিধপর্ণ, বল্কল অজিন দ্বারা বাস নির্ম্মাণ করিয়া পরিধান করিবে। সকলেই কাঠশঙ্কু দ্বারা বৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ধান্য বীজ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক অজ, মেষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র প্রভৃতি পশুপালন করিবে। জলের নিমিত্ত নদীকূল আশ্রয় করিয়া স্রোতস্বতীর স্রোত অবরোধ করিবে; সকলেই পকান্ন বিক্রয় করিবে। বৃক্ষরুহ যেমন মূল দ্বারা বৃক্ষকে জড়াইয়া তাহারই রস আকর্ষণ করে, সেইরূপ মনুষ্যগণও আত্মপরিবার মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করিবে, লোক সমুদায় বহু অপত্যশালী হইবে, কিন্তু পুত্রগণ পুত্রধর্ম্ম পরাঙ্মুখ হওয়াতে তাহাদিগকে একরূপ অপুত্রাবস্থাতেই অবস্থান করিতে হইবে। কেহই কুললক্ষণ রক্ষা করিবে না। ধর্ম্মের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না। ত্রিংশৎবর্ষে লোকের আয়ুঃশেষ হইয়া পড়িবে; যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা রুগ্ন, দুর্ব্বল, বিষয়ব্যাকুল ও রজোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং রোগনিবন্ধন ইন্দ্রিয় সকল এক বারে নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। আয়ুর অল্পতাবশতঃ লোকের হিংসাবৃত্তিও ন্যূন হইয়া আসিবে, তখন তাহাদের সাধুদর্শন ও সাধু শুশ্রূষাও একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া পড়িবে। ক্রমে দুর্ব্যবহারের ক্ষয় ও সত্যের আবির্ভাব আরম্ভ হইবে। মনোরথ চরিতার্থ না হওয়াতে পুনরায় বুদ্ধ ধর্ম্মের আদর হইতে থাকিবে। কুলক্ষয় সন্দর্শনে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আর তত প্রবৃত্তি থাকিবে না।

এইরূপে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্মশুশ্রূষা, সত্য, দান ও প্রাণরক্ষণে যত্নাতিশয় হইয়া উঠিলে ক্রমশঃ চতুষ্পাদ ধর্ম্মের পুনঃসঞ্চার ও তদ্দারা ধর্ম্মবিশ্বাসী পরিবর্ত্তনশীল জনগণেরও সর্ব্বথা মঙ্গল সাধন হইতে থাকিবে; তখন তাহারা ধর্ম্মই কি সুস্বাদু বস্তু বলিয়া সর্ব্বত্র উহার প্রচার করিতে আরম্ভ করিবে। পূর্ব্বে যেমন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের লোপ হইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইবে, সকলের মনে এই

রূপ ধর্ম্মভাব উপস্থিত হওয়াতে সত্যযুগেরও পুনরবতারণা হইবে। একমাত্র সদাচারই সত্যযুগের পরিচায়ক, তদ্বিপরীতেই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে।

কাল একমাত্র কিন্তু চন্দ্র যেমন তমসাচ্ছন্ন হইলে, বিবর্ণ হইয়া যায় আবার তমোমুক্ত হইলেই পুনরায় পূর্ণচন্দ্র প্রতিভাত হইয়া সমস্ত জগৎ সুধাধবলিত করিয়া থাকে তদ্রূপ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে কলিযুগের আবির্ভাব হওয়াতে জগৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে আবার ধর্ম্ম ভাবের উদ্রেক হইলেই সেই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সত্যযুগ অবতীর্ণ হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানই পরম ব্রহ্ম, তাহাকেই আবার বেদার্থ কহে।

ঋষিগণ যুগ বিশেষে কালধর্ম্মানুসারে কার্য্যফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে ইহলোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে এবং আয়ুরও হ্রাসবশতঃ শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ হইয়া আসিতেছে। বিধাতা যেমন নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন তদনুসারেই আহবমান কাল এই যুগ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে, জীবলোকও সেই যুগ ধর্ম্মানুসারে ক্ষণকালও একভাবে স্থির থাকিতে পারে না। নিয়তই ক্ষয়োদয় হেতু পরিবর্ত্তমান হইয়া বিচরণ করে।

১৯৪তম অধ্যায়

সৌতি কহিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপে অতীত ও সমাগত কালমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মহারাজ জনমেজয়কে আশ্বাসিত করিলেন। তখন সভাস্থ সকলে কহিতে লাগিলেন, আমরা মহর্ষির বাঙ্ময় অমৃত রস পান করিয়া যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত হইয়াছি। ফলতঃ অমৃতধারা বর্ষণে ও চন্দ্রপ্রভা প্রকাশে লোকের যাদৃশ আনন্দ অনুভূত হয়। মহর্ষির সেই মধুর বাক্য শ্রবণেও সভাস্থ সকলেরই তপ তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল। সেই ধর্ম্মকামার্থ সমন্বিত করুণাব্যঞ্জক বীরজনের হর্ষবর্দ্ধন, রমণীয় উপাখ্যান সমুদায় শ্রবণ করিয়া কেহ অশ্রুমোচন, কেহ তাহার অনুধ্যান করিতে লাগিলেন; অনন্তর মহর্ষি সভ্যগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সভা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক 'আবার দেখা হইতেছে' এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে বিপ্রগণ, তপোধন মহর্ষিগণ, ঋত্বিকগণ ও মহীপতিগণ কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে আসীন হইলেন। অতঃপর মহারাজ জনমেজয় ঘোরতর সর্পকুলের প্রতি বৈরনির্য্যাতন সাধন করিয়া মুক্তবিষ সর্পের ন্যায় ক্রোধ পরিশূন্য হইলেন। মহামুনি আস্তিক হোমাগ্নিপ্রদীপ্ত-শিরা-তক্ষককে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় আশ্রম পদে প্রতিগমন করিলেন। নরপতি জনমেজয়ও স্বজন পরিবৃত হইয়া হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, প্রজাগণও পরমাহ্লাদিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞে যথাবিধি দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞীয় অশ্ব বিধিপূর্ব্বক হনন করিয়া নিপাতিত করিলে, কাশীরাজ-তনয়া মহিষী বপুষ্টম সেই মৃত অশ্বের সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে দেবরাজ সেই রাজমহিষীকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেখিয়া তাহার কামনা করিলেন। তখন তিনি অশ্ব শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক মহিষীর সহিত সঙ্গত হইলেন। নিহত অশ্ব সহসা জীবিত হইয়া উঠিল

দেখিয়া যজ্ঞদীক্ষিত মহারাজ জনমেজয় হোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই অশ্ব ত' নিহত হয় নাই, ইহাকে পুনরায় বিনাশ করুন; তখন মহাজ্ঞান সম্পন্ন হোতা স্বীয় জ্ঞানবলে ঐ সমস্ত ইন্দ্রের কার্য্য জানিতে পারিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন। নরপতি জনমেজয় ইন্দ্রের তাদৃশ দুশ্চেষ্ঠিত জানিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ইন্দ্র! যদি আমার যজ্ঞ ফল, তপঃফল ও প্রজাপালনে ধর্ম্মের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে তবে আমি বলিতেছি আমার সেই কর্ম্মফলে অদ্য হইতে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে তাহাতে যেন অস্থিরচিত্ত ও অজিতেন্দ্রিয় তোমাকে কেহ অর্চ্চনা না করেন। এই কথা বলিয়া ঋত্বিক্‌গণকেও সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋত্বিকগণ! তোমাদিগকেও বলিতেছি, তোমাদিগের অমনোযোগ বশতই আমার যজ্ঞে এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তোমরাও আর আমার অধিকারে বাস করিতে পাইবে না। এখনই আমার রাজ্য হইতে সবান্ধবে বহির্গত হও।

রাজা এই কথা বলিলে বিপ্রবর্গ রোষাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা নারীপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিষম ক্রোধে পত্নীদিগকে তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, তোমরা এখনই এই পাপীয়সী দুষ্কৃতচারিণী বপুষ্টমাকে আমার গৃহ হইতে দূর করিয়া দেও। এই কুল ধর্ষিণী আমার মস্তকে সরজস্ক পাদ বিক্ষেপ করিয়াছে। উহা হইতে আমার মান, যশ ও সম্ভ্রম সমস্তই দূষিত হইয়া উঠিল; অতএব উপভুক্ত মাল্যদামের ন্যায় ঐ পাপীয়সীকে আর আমি দেখিতেও ইচ্ছা করি না। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরপুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত দেখিয়াও তাহাকে গৃহে অবস্থান করিতে অনুমোদন করে, তাহাকে সুস্বাদু বস্তুর উপভোগ ও সুখশয়ন হইতে একবারেই বঞ্চিত হইতে হয়।

রাজা জনমেজয় বিষম ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া এইরূপ তিরস্কার করিতেছেন ইত্যবসরে বিশ্বাবসু নামা গন্ধর্ব্বরাজ তথায় আসিয়া নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে ত্রিশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন উহা কখন ইন্দ্র সহ্য করিতে পারেন না। তিনিই রম্ভা নাম্নী অপ্সরাকে আপনার যজ্ঞ বিনাশের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই রম্ভাই কাশীরাজের দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়া আপনার পত্নী হইয়াছিলেন। সেই রম্ভাই এই বপুষ্টমা; ইনি নারীকুলের রত্নস্বরূপ এবং ইহার মত সাধ্বী জগতে আর কেহ নাই। কেবল ইন্দ্রই আপনার যজ্ঞ বিনাশ কামনায় এই ছিদ্র ধরিয়া যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছেন।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কি যজ্ঞ কি সম্পদ সকল বিষয়েই আপনি ইন্দ্রতুল্য। পাছে যজ্ঞফলে আপনি তাহার ইন্দ্রত্ব লোপ করেন এই ভয়েই তিনি বিলক্ষণ শঙ্কিত ছিলেন; সেই জন্যই আপনার যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছেন। দেবেন্দ্র আপনার যজ্ঞ বিঘ্ন কামনা করিয়া এইরূপ মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক যজ্ঞনিহত অশ্বশরীরে প্রবেশ করিয়া আপনি যাহাকে বপুষ্টমা মনে করিতেছেন সেই রম্ভাতে সঙ্গত হইয়াছেন। আপনি যজ্ঞকর্ত্তা গুরুগণকেও তিরস্কার করিলেন। সুতরাং তারা কি আপনি কি বিপ্রগণ সকলেই যজ্ঞফল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। বাসব যেমন আপনা হইতে শঙ্কিত ছিলেন বিপ্রগণ হইতেও সেইরূপ; কিন্তু একমাত্র মায়াবলে ঐ উভয় হইতেই পরিত্রাণ পাইলেন।

নতুবা ইন্দ্র মহাতেজস্বী ও বিজিগীষু হইয়াও কি জন্য এই লোকনিন্দিত স্বীয় নপ্তৃদাপহরণে প্রবৃত্ত হইবেন। ইন্দ্রেতে যে সমুদায় অসাধারণ গুণ আছে, তৎসমুদায় আপনাতেও বিদ্যমান রহিয়াছে; কি অসামান্য বুদ্ধি, কি ধর্ম্মজ্ঞান, কি দমগুণ, কি পরমেশ্বর্য্য, কি কীর্ত্তি, ইহার কোন অংশেই আপনি নন নহেন। তথাপি যে এইরূপ যজ্ঞ বিঘ্ন উপস্থিত হইল, দুরতিক্রমণীয় একমাত্র কালই ইহার কারণ। ইহাতে কি ইন্দ্র কি গুরুগণ কি আপনি কি বপুষ্টমা কাহার কোন দোষ নাই। ইন্দ্রও সেই কালপ্রেরিত হইয়া স্বীয় প্রভাবলে অশ্বশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে রোষিত করিয়াছেন। এক্ষণে যদি সুখের আশা থাকে, তবে দৈবের অনুকূলবর্ত্তী হইয়া অবস্থান কর। শ্রোতোবেগের প্রত্যাবর্ত্তন করা যেমন দুঃসাধ্য দৈবের প্রতিকূলাচরণ করিয়া সুখী হওয়াও সেই রূপ দুষ্কর, আপনি মনের ক্ষোভ পরিহার করিয়া এই নিরপরাধ স্ত্রীরত্নকে উপভোগ করুন। নিরপরাধা কামিনীকে পরিত্যাগ করিলে তাহারাও অভিসম্পাত প্রদান করিতে পারেন। হে রাজন! স্ত্রীজাতির দোষ তত ধর্ত্তব্য নহে, তাহাতে ইনি আবার দিব্যাঙ্গনা, সুতরাং ইহার দোষ অবশ্য মার্জ্জনীয়। সূর্য্যের প্রভা, অগ্নিশিখা ও যজ্ঞ-হুতাশনের আহুতির ন্যায় স্ত্রীগণ পরধর্ষিত হইলেও কখন দূষিত হন না। এই জন্যই পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, বরং যত্নপূর্ব্বকই তাঁহাদিগের প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সুশীল ভার্য্যা গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় সতত পূজনীয়।

১৯৫তম অধ্যায়

সৌতি কহিলেন, এইরূপে বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়া মহারাজ জনমেজয় বপুষ্টমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, তখন তিনি মিথ্যা শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া মনকে সুস্থির করিলেন। তখন তিনি পুনরায় রাজ্য পালনে মনোনিবেশ করিলেন, বপুষ্টমাও লোকনিন্দা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। রাজা পূর্ব্ববৎ বিপ্রসেবা এবং যাগযজ্ঞ ও দানাদি সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডেরই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কদাচ অন্যথা করা যায় না; এই জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস আমায় পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলেন 'কালধর্ম্মে যজ্ঞকার্য্য কদাচ সফল হইবে না' মহারাজ জনমেজয় এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বসন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। এবং যথাবিধি প্রজাপালন করিয়া মনের সুখে বপুষ্টমার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি মহাত্মা বেদব্যাসের এই মহাকাব্য পাঠ করিবেন তিনি সর্ব্বলোকপূজ্যতা, দীর্ঘায়ু ও অতি দুর্লভ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারেন। দেবেন্দ্রের এই পাপমোক্ষণ বিষয় পাঠ করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। প্রত্যুত তাহার কোন কামনাই অসম্পূর্ণ থাকে না। তিনি অভিলষিত বিবিধ ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়া চিরকালের জন্য সুখী হইয়া থাকেন। যেমন কোন পুষ্পপ্রভব বৃক্ষবীজ হইতে বৃক্ষকে বৃদ্ধি করে, সেইরূপ মহর্ষি প্রভাব বাক্যে মহর্ষিরই মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে । ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে অপুত্রের পুত্রলাভ, স্থানভ্রষ্ট লোকের পুনর্ব্বার স্বস্থানপ্রাপ্তি, ব্যাধিগ্রস্ত লোকের রোগমুক্তি হইয়া থাকে। কদাচ তাহাকে বন্ধন গ্রস্ত হইতে হয় না, তাহার পুণ্য ক্রিয়া সফল

হইয়া থাকে। মহর্ষি বিরচিত এই বাক্য পরম্পরা যে কন্যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহার সৎপতি লাভ এবং সেই পতি হইতে স্বজন হিতকারী সর্ব্বগুণসম্পন্ন শক্রমর্দ্দন পুত্রও জন্ম গ্রহণ করে। ঐ পুত্রও পৃথিবীতে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া শক্রমণ্ডলী জয় করিতে সমর্থ হয়। বৈশ্য ইহা শ্রবণ করিলে তাহার অতুলৈশ্বর্য্য লাভ হয়। শূদ্রগণ সদগতি প্রাপ্ত হয়। মহাত্মগণের এই পুরাণচরিত অধ্যয়ন করিলে মানবগণের নৈষ্ঠিকী বুদ্ধির উদয় হয়, সেই বুদ্ধিবলে সমস্ত সংশয় দূরীকৃত হইলে মানব বীতরাগ হইয়া পরম সুখে ভূলোকে বিচরণ করিতে থাকে।

হে ঋষিগণ! আমি আপনাদিগের নিকট মহর্ষি বেদব্যাস রচিত অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মগণের আশ্চর্য্য উপাখ্যান কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বিস্তারক্রমে আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পুনরায় আপনারা স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে আমূলতঃ স্মরণ করিলে পরম সুখে জগতে বিহার করিতে পারিবেন। এক্ষণে আপনাদিগের আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় ব্যক্ত করুন, আমি বলিতেছি।

১৯৬তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে যোগিবর! আপনি এক্ষণে সেই একার্ণবশয়ান ভগবান্ পদ্মনাভের সৃষ্টিকার্য্য এবং পূর্ব্বে কিরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে দেবগণ ও ঋষিগণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন, নিখিল যোগই বা কিরূপ, এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। ভগবন্! আমি সেই মহাত্মা নারায়ণের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না প্রত্যুত শ্রবণলালসা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইতেছে। আপনি বলুন সেই ভগবান পুরুষোত্তম কতকাল শয়ান এবং কতকালই বা জাগরিত থাকেন; তিনি স্বয়ং কালযোনি হইয়া কিরূপে কালে শয়ন করেন; আবার গাত্রোত্থান করিয়াই বা কিরূপে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। হে মহামুনে! পূর্ব্বকালে কাহারা প্রজাপতি ছিলেন, কিরূপে সেই সনাতন বিষ্ণু এই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন। শুনিতে পাই, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রলয়-পয়োধি-জলে একার্ণবীকৃত হইলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি দেবতা, কি অসুরগণ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি অনল, কি অনিল, কি আকাশ, কি মহীতল, সমস্তই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; তৎকালে এক মাত্র ভূতপতি মহাতেজা বিরাটমূর্ত্তি সুরগুরুশ্রেষ্ঠ প্রভু নারায়ণ কিরূপে কোন্ কোন্ বিধি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। হে ভগবন্! আমরা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপবিষ্ট এবং আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বিষ্ণুর ভূত ভবিষ্যৎ অবতারবিষয়ক মহিমা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুকুলর্ষভ! ভগবান নারায়ণের মহিমা শ্রবণে আপনার যে স্পৃহা জন্মিয়াছে ইহা আপনার কুলোচিত ধর্ম্ম। যাহা হউক এক্ষণে আমি আদি দেবগণ ও বাগ্মিবর মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াহি এবং সুরগুরু সদৃশ পরাশরতনয় শ্রীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তপোবলে অবগত হইয়া আমায় যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই আমি যথাশক্তি ও যথাশ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ভরতবংশাবতংস!

আমি একজন সামান্য ঋষিমাত্র, আমার সাধ্য কি যে সেই নারায়ণের মহিমা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে পারি। অধিক কি সাক্ষাৎ বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাও তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত নহেন।

আমি শুনিয়াছি, আপনি যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি সমস্ত দেবগণ ও মহর্ষিগণেরও অতি গোপনীয় পদার্থ। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পরম তত্ত্ব, সর্ব্বযজ্ঞে যজনীয়, আত্মতত্ত্ববিদেরা তাঁহাকে সতত অনুধ্যান করিয়া থাকেন; তিনিই কর্ম্মচারীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু। তিনিই দৈব ও দৈবাতীত বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি ভূতাত্মা ও ভূতগণের অধিষ্ঠাতা এবং মহর্ষিগণের পরমারাধ্য পদার্থ। তিনিই সত্য, তিনিই বেদলক্ষিত, যতিগণ তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ তিনিই কর্ত্তা, তিনিই কারক, তিনিই বুদ্ধি, তিনিই মন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি প্রধান পুরুষ ও নিয়ন্তা প্রভৃতি যাহা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তিনি তৎস্বরূপ। তিনি কালের অধীন নহেন বরং কালকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এবং স্বাধীনভাবে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনিই পঞ্চবিধ প্রাণস্বরূপ। তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই। তিনি পঞ্চবিধরূপে এই পঞ্চভূতের নির্ম্মাণ করিতেছেন, আবার মায়া বলে সমস্তই আত্মাতে বিলীন করিতেছেন। সেই ভগবান নারায়ণই স্বয়ং সমস্ত করিতেছেন, তিনিই আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হইতেছেন। তিনিই আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন, তিনিই আবার আমাদিগকে ব্যাকুল করিতেছেন। আমরা নির্বৃত হইয়া তাহারই যজ্ঞ করিব এবং তাঁহাকেই অভিলাষ করিব। তিনিই বক্তা, তিনিই বাক্যের প্রতিপাদ্য, তিনিই অহঙ্কার, তিনি শুভকর শ্রোতব্য তিনিই কথনীয়; তিনিই বাক্য, তিনিই শ্রুতি, তিনিই বিশ্ব তিনিই বিশ্বপতি তিনিই রহস্য; ফলতঃ জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়ই একমাত্র সেই নারায়ণস্বরূপ। কি সত্য অসত্য, কি কার্য্য কারণ, কি স্থাবর জঙ্গম, কি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সমস্তই তাঁহার স্বরূপ। তিনি পুরুষ প্রবর, তিনিই প্রভু, তিনিই বরিষ্ঠ।

১৯৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি যে সত্যযুগের কথা বলিয়াছি, উহা চার সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। তাহার সন্ধি আট শত বৎসর। এই যুগে ধর্ম্ম চতুষ্পদ, অধর্ম্ম একপামাত্র। এই কালে মানবগণ সাধুশীল ও স্বধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া কার্য্য করে। বিপ্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ, রাজন্যগণ রাজধর্ম্মানুরাগী, বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্যে তৎপর, শূদ্রগণ শুশ্রূষারত হইয়া থাকেন, তৎকালে সত্য তপস্যা ও ধর্ম্মই বৃদ্ধি পায়। সকলেই সাধুচরিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান ও প্রশংসা করিতে থাকেন। কি, ধার্ম্মিক কি নীচকুলোদ্ভব সকলেরই ব্যবহার সত্যযুগে একবিধ হইয়া থাকে।

তদনন্তর ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। তাহার সন্ধিকালও ছয় শত বৎসর; এই যুগে তিন পাদ ধর্ম্ম ও দুই পাদ অধর্ম্ম; সত্য যুগের ন্যায় ইহাতেও সত্য ও উৎসাহের বৈলক্ষণ্য হয় না; কিন্তু মানবগণ ধর্ম্মলালসায় মহাব্যগ্র হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই বিকারবশতঃ চতুর্ব্বর্ণ মধ্যেই দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইতে থাকে। বিধাতা ত্রেতাযুগকে এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হে কুরুরাজ! দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর। ইহার সন্ধিকাল চার শত বৎসর। এই যুগে বিপ্রবর্গ অর্থলোভী ও জ্ঞানিগণ রজোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন; এই সময়ে মানবগণ শঠ প্রবঞ্চক ও নীচাশয় হইয়া পড়ে; ইহাতে ধর্ম্ম দ্বিপাদ ও অধর্ম্ম ত্রিপাদ হয়; কৃতযুগের ধর্ম্মসেতু এই সময়ে ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে থাকে; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিনাশ ও আস্তিকতা ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়; ব্রত ও উপবাসের নাম গন্ধও থাকে না।

অতঃপর অতি ভীষণ কলিযুগের আবির্ভাব হয়। এই যুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর; ইহার সন্ধি দুই শত বৎসরে পূর্ণ হয়। কলিযুগে ধর্ম্ম একপামাত্র, অধর্ম্ম চারপাদ; এই যুগে মানবগণ ঘোরতমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া কামপরায়ণ হইয়া উঠে; উপবাসের নামও থাকে না, সাধু লোকের একবারে অসদ্ভাব হইয়া পড়ে; তৎকালে সত্যও দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; সকলেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া স্নেহবন্ধন একবারেই পরিত্যাগ করে; আস্তিক ও ব্রহ্মবাদী লোক বিরল হইয়া উঠে। বিপ্রগণ শূদ্রাচার ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণচার ধারণ করে; সকলেই আশ্রমের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং জাতিমাত্রেই প্রায় বর্ণসঙ্কর হইয়া উঠে। লোকমাত্রেই অগম্যাগমন ও বেদে বিষম সন্দেহ করিতে থাকে।

হে মহারাজ! এই দ্বাদশ সহস্র বৎসরই এক দিব্য যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারই এক সপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হয়। এই মন্বন্তরের চতুর্দ্দশগুণে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ব্রহ্মার এক দিন গত হইলে রুদ্রদেব সমস্ত শরীরীর প্রাণ সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তখন সমস্ত দেবতা ব্রাহ্মণগণ, দৈত্য দানবগণ, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, ভুজগগণ, পর্ব্বত, নদী, পশুজাতি, তির্য্যগ্‌জাতি কীট ও পতঙ্গাদি কেহই আর নিস্তার পায় না।

সেই মহাভূতপতি ভূতভাবন মহাদেব পঞ্চভূতাত্মক জগৎ সংহার করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিনাশ করিতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি প্রখরসূর্য্য হইয়া চক্ষু নাশ, বায়ুরূপে প্রাণসংহার বহ্নিরূপে সমস্ত দিগ্‌দাহ ও মেঘরূপে সর্ব্বলোক প্লাবিত করিতে থাকেন।

১৯৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সেই মহাযোগী নারায়ণ সপ্তমূর্ত্তি বিভাবসু হইয়া স্বীয় প্রদীপ্ত কিরণজালদ্বারা সাগর সমুদায় শোষণ করেন। অনন্তর সেই রশ্মিতে নদী, কূপ ও পর্ব্বত স্থিত সলিলরাশি গ্রহণ ও বসুধাকে সহস্রধা বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য রস সমুদায় আকর্ষণ করেন। অতঃপর রসান্তর সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণকে বিতরণ করিতে থাকেন; তখন সেই পদ্মপলাশলোচন পুরুষোত্তম তৎসমুদায় জীবগণকে স্বীয় শরীরে লীন করেন। তিনি বলবান বায়ুস্বরূপ হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিধুননপূর্ব্বক দেবতা ও অন্যান্য দেহীদিগের পাণবায়ু সংহার করিতে থাকেন; তৎকালে পঞ্চইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গন্ধাদি এবং শরীরাদি পার্থিব গুণ সকল পৃথীকে, জিহ্বারস ও স্নেহ প্রভৃতি সলিলগুণ সমুদায় সলিলকে, রূপ ও চক্ষুরাদি জ্যোতিগুণ সমুদায় জ্যোতিকে, স্পর্শ প্রাণবায়ু ও অঙ্গ বিক্ষেপাদি বায়ব্য গুণ সমুদায় বায়ুকে আশ্রয় করে। তদনন্তর ঐ সমুদায় অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয় সেই অন্তকালস্থায়ী একমাত্র ভগবান হৃষীকেশকে আশ্রয় করে। তখন

সেই ভগবান পুরুষোত্তম ঐ অগ্নি ও বায়ুমিশ্রিত, রূপাদি গুণ সকলকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দেন। ঐ মিশ্রিত গুণের পরস্পর সংঘর্ষণে ঘোরতর পাবক শতধা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ঐ অত্যুগ্র অগ্নির নাম সম্বর্ত্তক; সম্বর্ত্তক প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বত, পাদপ, গুল্ম, লতা, তৃণ, দিব্য বিমান, বিবিধ নগর, পুণ্যাশ্রম, দিব্যস্থান এবং অন্যান্য আশ্রয়স্থান প্রভৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে থাকে। এইরূপে ত্রিলোক ভস্মীভূত হইলে সেই সহস্রাক্ষ মহাতেজা লোকগুরু ভগবান নারায়ণ মহামেঘ স্বরূপ হইয়া পুনর্ব্বার সলিলবর্ষণ দ্বারা ঐ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করেন। তদনন্তর সেই ক্ষীরসদৃশ সুস্বাদু পবিত্র সলিলসেক দ্বারা ধরাতল ক্রমশঃ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পরক্ষণেই সমস্ত জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে আর তখন জীব সঞ্চার থাকে না। তখন কি সূর্য্য কি পবন কি আকাশ প্রভৃতি সমুদায় মহাভূতগণও সেই অমিত তেজা সনাতন পুরুষের অন্তরে লীন হইয়া যায়। এইরূপে সেই অমিতবুদ্ধি সনাতন বিষ্ণু কখন শোষণ, কখন পান, কখন জীবকল্পনা, কখন দাহ, কখন সন্তাপ প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া এক অতি অপূর্ব্ব রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী একার্ণবশয়নে শয়ন থাকিয়া যোগাবলম্বনে দশ সহস্র শত বৎসর অতিবাহিত করেন। তৎকালে সেই অব্যক্ত মহাপুরুষকে কেহই জানিতে পারেন না।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! আপনি যে একার্ণববিধির কথা উল্লেখ করিলেন, উহা কিরূপ? অর্থাৎ উহার কি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে? আর যোগই বা কিরূপ? আর আপনি যে পুরুষের কথা বলিলেন তিনিই বা কে? এবং যোগীই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান নারায়ণের একার্ণববিধির এই পর্য্যন্ত নিরূপিত সময়, ইহা কেহই বুঝিতে পারেন না। কারণ তৎকালে তাঁহার এমন কোন পার্শ্বচর থাকেন না যে তিনি উহা দেখিতে পারেন বা পরিমাণ করিতে পারেন অথবা জানিতে পারেন। সুতরাং সেই একমাত্র সনাতন প্রভু ব্যতীত আর কে উহা জানিতে সমর্থ হইবেন?

১৯৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সমস্ত জগৎ একার্ণবীভূত হইলে মহাদ্যুতি প্রভু নারায়ণ সমস্ত সলিল আচ্ছাদন করিয়া মহার্ণব সদৃশ রজোমধ্যে একাকী শয়ন করেন। কিন্তু এই মহাবাহু স্বয়ং রজোগুণশূন্য। ইহাঁকেই ব্রাহ্মণেরা অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রভু আত্ম রূপ প্রকাশ দ্বারা যখন তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক কালত্রয় ব্যাপিয়া শয়ন করেন তখন তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানও তিরোহিত হইয়া যায়। তিনিই পুরুষ ও যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন পুরুষাখ্যাধারী যে কোন পদার্থ লক্ষিত হয় তাহাও সেই পুরুষোত্তম স্বরূপ।

হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মপরায়ণ ঋত্বিক নামধারী যে সকল বিপ্রবর্গ যজ্ঞকার্য্য সমাধান নিমিত্ত তাঁহারই দেহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন সম্প্রতি আমি তাঁহাদিগের বিষয় ও নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ তিনি সামবেদের গানকর্ত্তা উদ্গাতা ও ব্রহ্মাকে মুখ হইতে সৃষ্টি করেন। অনন্তর হোতা ও অধ্বর্য্যুকে বাহু হইতে, পরে প্রস্তার,

মিত্রাবরুণ প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিহর্ত্তা ও হোতাকে উদর হইতে, অধ্যাপক ও নেতা এই দুই জনকে ঊরুদ্বয় হইতে, অগ্নীধ্র ও ব্রহ্মণ্যকে পাণিদ্বয় হইতে, গ্রাবাণ ও সুনেতা এই উভয়কে বাহুদ্বয় হইতে সৃষ্টি করিলেন। জগৎপতি ভগবান এই ষোড়শ সংখ্যক ঋত্বিকগণকে সৃষ্টি করিলে তাঁহারা প্রণব ও অর্থ ভাবনাদি ষোড়শবিধকার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই যাজ্ঞিক বেদবক্তা ও অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু। অতএব এই যজ্ঞময় পুরুষই বেদ, বেদও আবার ঈশ্বরময় ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদাঙ্গ, উপনিষৎ ও বৈদিকী কার্য্যকলাপও সেই ঈশ্বরময়।

সম্প্রতি ভগবান্ একার্ণবে শয়ন করিলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবানের বরপ্রসাদে বহুসহস্রবর্ষজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয় প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ভগবৎকুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করেন; তথায় তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে তিনি সেই সাগরশয়ান ভগবানের জঠরমধ্যে থাকিয়াই পৃথিবীস্থ পুণ্য তীর্থ, পুণ্যাশ্রম, নানাস্থান, দেশ রাষ্ট্র, বিচিত্র নগর দর্শন করিয়া অবশেষে জপহোমাদিতে রত হইয়া ঘোর তপস্যা আরম্ভ করেন। অনন্তর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ যখন মুখবিবর দিয়া নিঃসৃত হন, তখন বিষ্ণু মায়াপ্রভাবে আপনাকে আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন সমস্ত জগৎ একার্ণবীভূত ও ঘোর তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভয়সঞ্চায় হইল এবং আত্ম জীবিতবিষয়েও সন্দিহান হইতে লাগিলেন। তাহার পর সেই সলিলশায়ী দেব ভগবানকে দেখিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহামুনি মার্কণ্ডেয় মাধ্যস্থ অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; একি, আমার কি মোহ উপস্থিত হইল? অথবা স্বপ্নই দেখিলাম, অথবা মনের কোন অভূতপূর্ব্ব ভাবই উপস্থিত হইয়াছে। নতুবা এরূপ অসম্বন্ধ ও অযুক্ত বিষয় ত' কখন সত্য হইতে পারে না। এখানে চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, পর্ব্বত ও ভূতল কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, অতএব এ আবার কোন্ লোক?

এইরূপ চিন্তার পর দেখিতে পাইলেন সেই মহার্ণবমধ্যে সজল জলধরের ন্যায় এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতোপম পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে সমস্ত সমুদ্ভাষিত হইয়াছে। গাম্ভীর্য্যগুণে জাগরিত বলিয়া বোধ হইতেছে, পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস বহিতেছে। তদ্দর্শনে মুনিবর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইনি কে জানিবার নিমিত্ত নিকটে গমন করিলেন। নিকটে গমন করিবামাত্র পুনরায় তাঁহার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া মোহবশতঃ উহা স্বপ্নবৎ বোধ করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বে যেরূপ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন তদ্রূপ তাহার সেই কুক্ষিমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নানাতীর্থ, পুণ্যাশ্রম ও বহুবিধ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে পাইলেন দেবকুক্ষিস্থ যাগশীল ব্রাহ্মণগণ যথোচিত দক্ষিণা করিয়া শত শত যজ্ঞ সমাপন করিতেছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ও সদ্বৃত্ত আশ্রয় করিয়া চতুরাশ্রমোপযোগী স্ব স্ব কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে শত সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু উদরের অন্ত দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা মুনিবর মার্কণ্ডেয় পুনরায় মুখবিবর হইতে নির্গত হইলেন। নির্গত হইয়াই দেখিলেন

ন্যগ্রোধবৃক্ষশাখায় এক বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আর কুত্রাপি কিছু নাই। সমস্ত জগৎ একার্ণব, চতুর্দ্দিকে নীহারজালে সমাচ্ছন্ন। সেই অন্ধীভূত ভীষণ জগতে কোথায়ও আর জীবসম্পর্ক নাই । তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিষয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। কিন্তু শঙ্কা বশতঃ তিনি আর সেই সূর্য্যসঙ্কাশ বালকের নিকট গমন করিতে সাহসী হইলেন না। তখন তিনি সলিলরাশির একান্তে অবস্থান করিয়া সশঙ্কহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছিলাম তিনিই কি দেবমায়া প্রভাবে এই রূপ বালকরূপে অবস্থান করিতেছেন?

মহারাজ! চতুর্দ্দিকে সুগভীর নিস্তব্ধ সমুদ্র, মহামুনি মার্কণ্ডেয় একাকী তদুপরি ভাসমান হইয়া শান্ত ও ভয়বিহ্বলচিত্ত হইয়া কিছুমাত্র মনের শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। তখন সেই বালকরূপধারী অন্তর্য্যামী ভগবান নারায়ণ মেঘগম্ভীর স্বরে মুনিবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ভয় নাই, সম্প্রতি তুমি আমার নিকটে আগমন কর। হে মুনে! মার্কণ্ডেয়! তুমি নিতান্ত বালক সেই জন্যই ওরূপ ভয়াবুল হইয়াছ। ভয় নাই নিকটে আইস।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি জীবনের কত সহস্র বৎসর অতিক্রম করিলাম; কিন্তু আমাকে অদ্যাপি কেহত নাম ধরিয়া আহ্বান করে না। অধিক কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ব্রহ্মাও আমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন অতএব দেবগণ মধ্যেও ত' এরূপ সমুদাচার সম্ভাবিত নহে। তবে কে আমার তপোবল ও দীর্ঘ জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেছে। যে আমার তাদৃশ ঘোর তপস্যা পরাভবপূর্ব্বক মার্কণ্ডেয় নামে সম্বোধন করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যুকাল আসন্নতর তাহাতে আর সংশয় নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহামুনি মার্কণ্ডেয় মোহবশতঃ রোষভরে এইরূপ বলিলে ভগবান্ পুরুষোত্তম পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি সেই পুরাতন হৃষীকেশ, তোমার জন্মদাতা পিতা ও আয়ুঃ প্রদাতা গুরু। তবে তুমি কিজন্য আমার নিকট আগমন করিতেছ না? পূর্ব্বকালে তোমার পিতা মহামুনি অঙ্গিরা পুত্র কামনা করিয়া ঘোরতর তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া ছিলেন। তাহাতেই আমি তোমাকে ঘোরতপস্বী অনলসম তেজস্বী অপরিমিত কালজীবী মহর্ষি করিয়া প্রদান করিয়াছিলাম। নতুবা একার্ণবশায়ী যোগাবলম্বী ক্রীড়াকারী আমার স্বরূপ সন্দর্শনে আত্মসম্ভূত তুমি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি সমর্থ?

ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘায়ু লোকপূজিত মহাতপা মার্কণ্ডেয় প্রহৃষ্ট বদন ও বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে মায়াবলে এই একার্ণব মধ্যে অবস্থান করিয়া বালকবেশে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আপনার সেই মহামায়ার বিষয় আপনার নিকট স্বরূপতঃ জানিতে অভিলাষ করি। আর সম্প্রতি ইহাও জিজ্ঞাসা করি, জগতে আপনার এই মুক্তি কোন নামে প্রসিদ্ধ? লোকে আপনাকে কি বলিয়া জানিবে? সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড যেরূপ জলাকীর্ণ দেখিতেছি ইহার মধ্যে ত' কোন জীবই অবস্থান করিতে পারে না, অতএব আমি বিবেচনা করি আপনি কোন অচিন্তনীয় পদার্থ হইবেন।

ভগবান্ কহিলেন, মার্কণ্ডেয়! আমি নারায়ণ, আমি ব্রহ্মা, আমা হইতেই সমস্ত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা আমিই সকলের সংহর্ত্তা আমি মহেন্দ্র পদে অবস্থান করিলে লোকে আমাকে শক্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আমি ঋতুগণের মধ্যে বৎসর। আমি যুগনামেও অভিহিত হইয়া থাকি। যুগাবর্ত্তও আমি। আমি সর্ব্ববিধ প্রাণী ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা। আমি সমস্ত দেবতাস্বরূপ, ভুজগণের মধ্যে আমি শেষ নামে পরিচিত; পক্ষি মধ্যে আমিই গরুড়। আমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ ও সহস্র পাদ; আমি আদিত্য আমি যজ্ঞ পুরুষ আমি দেবযজ্ঞ। আমি হব্যভুক্ অগ্নি; আমিই যাদঃপতি সমুদ্র। পৃথিবীতে যে সকল তপোনিরত দ্বিজেন্দ্রগণ বহুজন্মে অবরুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে জ্ঞানবলে সেই জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন; আমি তাঁহাদের সেই জ্ঞান স্বরূপ। আমি জ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত বিশ্বকে আত্মস্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করি। আমি যোগীদিগের মধ্যে প্রধান যোগবিৎ। আমি সর্ব্বভূতের কৃতান্ত এবং বিশ্ব সংসারেরও কালস্বরূপ। আমি কর্ম্ম, আমি ক্রিয়া, আমি জীব, আমি সকলের ধর্ম্মসাধন; অথচ আমি সর্ব্বভূতের ক্রিয়াতীত; আমার জনয়িতা কেহ নাই, স্বয়ং আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি নিত্য। আমি প্রধান পুরুষ, আমি দেব, আমি অনাদি, আমি অক্ষয় ও অব্যয়। আমি সমস্ত আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম ও তপস্যা; আমি ক্ষীরোদ সাগরবাসীদের হয়গ্রীব, আমি সৎ, আমি সত্য, আমিই অদ্বিতীয় প্রজাপতি। আমি সাংখ্য, আমি যোগ, আমিই সর্ব্বলোকের পরমপদ অর্থাৎ মুক্তি; আমি যজনীয়, আমি ভব, আমি বিদ্যাধিপতি, আমি জ্যোতিঃ, আমি বায়ু, আমি ভূমি, আমিই আকাশ। আমি ক্ষীরোদ সাগর, আমি সমুদ্র, আমিই বড়বানল। আমি জল, আমি নক্ষত্র, আমি দশ দিক্, আমি বর্ষ, আমি সোম, আমি পর্জ্জন্য, আমি রবি, আমি সম্বর্ত্তক অনল নাম পরিগ্রহ করিয়া সলিলময় হবি পান করিয়া থাকি। আমি পুরাণ পুরুষ এবং সেই পুরুষপরায়ণ ও আমি; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ও আমা হইতে সম্ভূত হইআছে। বৎস! তুমি যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, যাহা কিছু শুনিতে পাইতেছ, যাহা অনুভব করিতেছ, তৎসমুদায়ই আমা হইতে উৎপন্ন।

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বে আমিই সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এখনও আবার আমিই সৃষ্টি করিব।

হে মার্কণ্ডেয়! যুগে যুগে আমা দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইবে। তুমি জানিবে, এ নিখিল জগৎ আমারই। যদি তুমি আমার সেবার্থ হইয়া ধর্ম্ম প্রার্থনা কর তবে আমার কুক্ষিমধ্যে বিচরণ কর, সুখী হইতে পারিবে। আমার এই শরীর মধ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই অবস্থান করিতেছেন, আমি স্থূল, সূক্ষ্ম ও অপরাজিত। আমি একাক্ষর ও দ্বক্ষর মন্ত্রস্বরূপ। আমি ত্রিপাদ গায়ত্রী এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের পরম নিদর্শন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই ভগবান্ মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে যেরূপে আহ্বান করিয়া ছিলেন এবং যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বেদান্ত প্রসিদ্ধ বাক্যগুলি মহাত্মা বেদব্যাস পুরাণ মধ্যে নিহিত করিয়া গিয়াছেন।

রাজন! অনন্তর বিশ্বরূপ ভগবান সেই মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে কুক্ষিমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। মুনিবর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ও হংসখ্য অব্যয় পুরুষের সেবা পরায়ণ হইয়া পরম সুখে

বিহার করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! কাল বিপর্য্যয় সময়ে এই জগৎ সমস্ত একার্ণব হইয়া চন্দ্র সূর্য্যাদি তিরোহিত হইলে সেই হংসাখ্য মহাপ্রভ বিবিধ অক্ষয় শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে পুনরায় জগৎসৃষ্টি করিয়া বিচরণ করিতে থাকেন।

২০০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর বিভুনারায়ণ আপবাখ্য শরীর ধারণ করিয়া কুম্ভ সম্ভব আত্মদেহ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন; তদনন্তর অনন্ত শক্তি ঈশ্বররূপধারণ করিয়া জগৎসৃষ্টির উপকরণীভূত আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই আকাশশূন্য সলিলময় দুর্লক্ষ্য জগতে তপস্যানিত সলিলশায়ী ভগবান চিন্তা করিতে করিতে মহার্ণবকে ঈষৎ বিক্ষোভিত করিলেন, সেই বিক্ষোভবশতঃ উর্ম্মিমালা উপস্থিত হইয়া এক সূক্ষ্ম ছিদ্র সমুদ্ভূত করিল। সেই সূক্ষ্ম ছিদ্রই আকাশ; তদনন্তর তিনি শব্দময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; ঐ সলিল সম্ভূত অক্ষোভ্য মূর্ত্তিই সমীরণ। ঐ মারুতমূর্ত্তি লব্ধাবকাশ হইয়া ক্রমে আত্মশরীর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন; তখন আকাশ ও সমীরণ উভয়ের সমর্দ্দনে সমুদ্র বিষম ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। সমুদ্রের সেই বিক্ষোভবশতঃ উর্ম্মিমালা সকল পরস্পর আহত হইয়া সমুদ্রসলিল মন্থন করাতে প্রভু স্বয়ং ঘোরশিখাযুক্ত বৈশ্বানর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই অনলে বিস্তর সলিল শোষণ করিতে লাগিল; এইরূপে জলনিধির সলিল ক্ষয় হওয়াতে ক্রমে ছিদ্রবর্দ্ধিত হইয়া আকাশের আয়তন বৃদ্ধি করিতে লাগিল; এই রূপে ঈশ্বর প্রথমতঃ আত্মতেজঃ সম্ভূত অমৃতরস তুল্য পবিত্র জলের সৃষ্টি করিয়া জল হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু এবং ঐ জল বায়ু ও আকাশের সংঘর্ষণে পৃথিবী ও অনলের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ দেব নারায়ণ ঐ পঞ্চ মহাভূত দর্শনে পরম প্রীত হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত তাহার নিদানীভূত ব্রহ্মার জন্মবিষয় চিন্তা করিলেন।

হে মহারাজ! যিনি অন্য কল্পে পৃথিবীমধ্যে তপোনিরত দ্বিজেন্দ্রগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, যিনি জ্ঞানবান্, যিনি জন্মান্তর সংসর্গ হইতে একবারে নির্ম্মুক্ত যিনি প্রধান যতি, যিনি স্বচক্ষে বিশ্বের আত্মাকে সন্দর্শন করিয়াছেন, যোগবিৎ জগদীশ্বর সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বজনবিজ্ঞেয় ঐশ্বর্য্যবান্ পরম বিক্রমশালী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মপদে নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়া ভগবান্ হরি নিশ্চিন্ত হন এবং সেই মহার্ণবমধ্যে কখন শয়ন কখন বহুবিধ ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে থাকেন। তদনন্তর ভগবান্ স্বীয় নাভিদেশ হইতে এক সহস্রদল হিরন্ময় পদ্ম সমুৎপাদিত করেন। উহাতে রেণুসম্পর্কমাত্র নাই, কিন্তু উহার গন্ধে সর্ব্বদিক্ আমোদিত করে। উহার প্রভা হুতাশনের প্রজ্বলিত শিখা ও শরৎ কালীন নির্ম্মল ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তখন সেই চারুদর্শন অতিতেজঃপুঞ্জধারী নাভিকমল মহাত্মা নারায়ণের শরীরোপরি বিরাজিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করে।

২০১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ সেই যোগবিদগ্রগণ্য সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বজীবস্রষ্টা সর্ব্বতোমুখ দেব ব্রহ্মাকে সেই বহু যোজনবিস্তৃত সূর্য্যাদি সর্ব্বতেজোময় গন্ধাদি সর্ব্ব গুণময় এবং পার্থিবলক্ষণযুক্ত হিরন্ময় পদ্মে যোজন করিলেন। পুরাণবেত্তা মহর্ষিগণ এই পদ্মকে নারায়ণসম্ভূত অত্যুৎকৃষ্ট পৃথিবীরুহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যিনি পদ্মাসনা দেবী তাহাকে পৃথিবী এবং যাহারা তাহার সারভূত গর্ভাঙ্কুর তাহাদিগকে দিব্য পর্ব্বত বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঐ সমুদায় পর্ব্বতের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হিমবান্, সুমেরু, নীল, নিষধ, কৈলাস, ক্রৌঞ্চবান্, গন্ধমাদন, শিখরত্রয়শোভিত পরম রমণীয় পবিত্র মন্দর, গিরিশ্রেষ্ঠ উদয়, অস্ত ও বিন্ধ্য। এই সকল পর্ব্বত দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহাত্মগণের আশ্রয়, অতি পবিত্র এবং সর্ব্বপ্রাণিগণের অভীষ্ট ফলপ্রদ। এই সকল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশ জম্বুদ্বীপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই জম্বুদ্বীপ যাজ্ঞিকগণের বসতিস্থান; সুতরাং ইহা কর্ম্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহার গর্ভ হইতে দেবামৃত রসোপম যে সলিল রাশি নিঃসৃত হয় তাহাই শত শত নদীরূপে পরিণত হইয়া দিব্যতীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহারাই মহাবেগে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। ঐ পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে সকল কেশর আছে, তাহারাই পৃথিবীস্থ অসংখ্য ধাতুপর্ব্বত। হে নরাধিপ! উহার যে সমুদায় পত্র অতিশয় উর্দ্ধগামী হইয়া রহিয়াছে, তৎমুদায় অতি দুর্গম শৈলব্যাপ্ত ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহার নিম্নস্থ পদ্মপত্রের অধোভাগ বিভাগক্রমে কিয়দ্দংশ দৈত্যদিগের এবং কিয়দ্দংশ উরগগণের বাসার্থ কল্পিত হইয়াছে ইহাকে পাতাল কহে। তাহার নিম্নে কেবলমাত্র উদকময় স্থান। এই স্থানে মহাপাতকগ্রস্ত মানবগণ মগ্ন হইয়া থাকে। ঐ পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে জলরাশি বিদ্যমান আছে, উহা একার্ণব বলিয়া কথিত হয়। ঐ একার্ণবের চতুর্দ্দিগবর্ত্তী জলরাশিকে চার জলসাগর কহে। ইহাই নারায়ণের আদ্য মহাপুষ্কর সম্ভব। ইহাকে মহর্ষিগণ পুষ্করপ্রাদুর্ভাব নামে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টি প্রারম্ভেই পুরুষোত্তম এইরূপ পদ্ম সৃষ্টি করেন বলিয়া বেদতত্ত্বার্থদর্শী যাজ্ঞিক পুরাণ মহর্ষিগণ যজ্ঞস্থলে পদ্ম বিধির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ বিধাতা এইরূপে পদ্মপ্রণালীদ্বারা পর্ব্বত ,দেশ, নদী প্রভৃতির সন্নিবেশ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! সেই অপ্রতিম প্রভাবশালী প্রভা করতুল্য অপ্রতিমদ্যুতিমান্ যোগিবর প্রভু স্বয়ম্ভূ যখন এক মহার্ণবে শয়ান থাকেন তখনি এইরূপ জগন্ময় পদ্মনিধির সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন।

২০২তম তধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সহস্র যুগের শেষ অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন অবসান হইলে আবার যেমন চতুর্যুগের আদিভূত সত্যযুগের প্রারম্ভ হইবে অমনি তৎকালে প্রথমেই তমোগুণ সম্ভূত মধুনামা মহাসুর এবং রজোগুণ সম্ভূত কৈটভ তাহার সহায়ভূত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারা উভয়েই কামরূপী এবং ইহাদের মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর। ইহাদের পরিধেয় বসন একের কৃষ্ণ ও অপরের রক্তবর্ণ; উভয়েরই দন্ত শ্বেত, উজ্জ্বল ও

তীক্ষ্ণ। একের মস্তকে কিরীট, অপরের মস্তকে মুকুট, উভয়ের বাহু কেয়ূর ও বলয়ে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। চক্ষু মহাবৃষভের ন্যায় তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, বাহু আজানুলম্বিত, ইহাদের আপাদমস্তক শরীর এরূপ প্রকাণ্ড যে, দেখিলে বোধ হয় যেন দুইটি পর্ব্বত গতিশীলতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের শরীর কান্তি ঘোর নীল বর্ণ মেঘের ন্যায়। ইহাদের মুখ প্রথমোদিত সূর্য্যের ন্যায়, ইহাদের হস্ত বিদ্যুৎসম্পৃক্ত তাম্রবর্ণ মেঘের ন্যায় সুতরাং দেখিতে অতি ভীষণ। তাহারা উভয়েই অসাধারণ বলবান, এমন কি প্রতি পদক্ষেপেই যেন সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। সাগর শয়ান অরিসূদনকেও যেন কম্পিত করিয়া সেই পুষ্করতীর্থে বিচরণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে নারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যোগিশ্রেষ্ঠ প্রদীপ্তদেহ ব্রহ্মা চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাসৃষ্টিয় মানসে বিশ্ব দৈবত, মানস পুত্র ঋষি ও অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এদিকে ক্রূরমতি দৃপ্তদানবদ্বয় যুদ্ধ কামনায় রোষকষায়িত লোচনে তাঁহার নিকট গমন করিয়া ক্রোধভরে কহিল, ওহে! তোমার ত' চার মুখ দেখিতেছি, মস্তকেও শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ আছে, নিশ্চিন্ত হইয়া এই পুষ্কর মধ্যে অবস্থান করিতেছ, মোহবশতঃ আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছ না। তুমি কে? তোমায় এখানে কে প্রেরণ করিয়াছে? তুমি কোথা হইতে উদ্ভুত হইলে? কে তোমার স্রষ্টা, কেইবা তোমার রক্ষা কর্ত্তা, তোমার নামই বা কি? এখন আইস, আমাদের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু জানিবে আমরা উভয়েই পরমেশ; আমাদের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে।

ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি এই জগতে 'ক' এইনামে অভিহিত ও নিতান্ত অপরিজ্ঞাত, আমি সেই যোগরত স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মা। তোমরা আমাকে জানিতে পারিতেছ না।

মধুকৈটভ কহিল, মহামতে! আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত জগতে আর কেহ নাই। আমরাই রজ ও তমোগুণ প্রভাবে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। আমরা যোগিদিগের রজঃ ও তমোময় দুঃখ লক্ষণ। ধর্ম্মশীল সাধুরা আমাদিগের দ্বারা প্রতারিত হয়। আমরা সর্ব্ব প্রাণীর, অপরাজেয় প্রতিযুগেই আমরা সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকি। আমরাই অর্থ, আমরাই কাম, আমরাই যজ্ঞ, আমরাই লোকের স্বর্গফলপ্রদ। অধিক কি যাহাতে সুখ, যাহাতে আনন্দ, যাহাতে উন্নতি, যাহাতে অবনতি, যাহাতে ন্যায়, যাহাতে অন্যায়, এই সমুদায় মধ্যে যাহা কিছু প্রার্থিত তৎসমুদায়ই আমরা।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দৈত্যপতে! যে গুণ যোগিগণের পরম আদরণীয়, যাহা পূর্ব্বে আমি সংগ্রহ করিয়াছি, গুণাধার নারায়ণ তাহাই প্রদান করিয়া আমাকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যিনি যোগরত মহাত্মাদিগের পরমারাধ্য ও অক্ষয় সত্ত্বগুণস্বরূপ, যাহা হইতে রজঃ ও তমগুণের সৃষ্টি হইয়াছে, যিনি কি সাত্ত্বিক কি অন্য সমুদায় জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ইন্দ্রিয় নিয়ন্তা দেবই তোমাদিগের রণকণ্ডু উপশমিত করিবেন।

বৈশম্পায়ন করিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মধুকৈটভ সেই বহু যোজনবিস্তৃত অর্ণবশায়ী শ্রীমান হৃষীকেশ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিল, দেব! আমরা তোমাকে বিশ্বযোনি অদ্বিতীয় পুরুষপ্রধান বলিয়া অবগত আছি। তোমার উপাসনার নিমিত্তই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি। আপনার দর্শন কখন নিষ্ফল হয় না; আপনি সত্যস্বরূপ এবং পরম কারুণিক ঈশ্বর; অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি।

আমাদের প্রার্থনা এই যে তুমি বরপ্রদানে অনুগৃহীত কর। হে অমোঘ দর্শন! হে অজিতঞ্জয় ! তোমাকে নমস্কার।

ভগবান কহিলেন, হে অসুরসত্তম! তোমরা আমার কাছে কি বর প্রার্থনা কর শীঘ্র বল। আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছি, এখন যদি তদপেক্ষাও অধিককাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ কর তবে তাহাও তোমাদের সিদ্ধ হইবে, কিন্তু আমার অভিলাষ এই যে তোমরা আমার বধ্য হও। তোমরা উভয়েই মহাত্মা অতি তেজস্বী ও ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ।

মধুকৈটভ কহিল, হে সুরশত্রুবিনাশন! হে প্রভো! যে স্থানে কোন জীবেরই দেহপতন হয় নাই, আমাদিগকে সেই স্থানে নিহত কর; তদ্ভিন্ন আমরা তোমার পুত্রতা লাভ করিতে পারি তাহারও অভিলাষ করি।

ভগবান কহিলেন, মধুকৈটভ! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমরা কল্পান্তরে আমার পুত্র হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহারাজ! অতঃপর সেই বিশ্বসংহর্ত্তা মহাদ্যুতি সনাতন বিষ্ণু এইরূপে বর প্রদান করিয়া সেই রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন ভবভাবনোপম দৈত্যদ্বয়কে স্বীয় ঊরুদেশে স্থাপন করিয়া একবারে দলিত করিলেন।

২০৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই বেদবিদগ্রগণ্য মহাবাহু ব্রহ্মা সেই নাভি-কমলে অবস্থানপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মা একতঃস্বতই বিলক্ষণ তেজস্বী তাহাতে আবার তপঃপ্রভা দ্বারা দ্বিগুণিত তেজঃপুঞ্জ ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ তমোহর সহস্রাংশুর ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। এদিকে অচিন্ত্যাত্মা সনাতন অক্ষয় পুরুষ নারায়ণ আত্মশরীর স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিদ্বয়ে পরিণত হইলেন। এক মুর্ত্তিতে মহাতপা অতিতেজস্বী যোগাচার্য্য, অন্য মূর্ত্তিতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কপিলনামা মতিমান সাংখ্যাচার্য্য। ইহাঁরা উভয়েই যোগী ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ এবং দেবর্ষিদিগের স্তবনীয়। সেই বেদার্থদর্শী উর্জ্জিততেজা মহাত্মদ্বয় অমিততেজা ব্রহ্মার সমিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি বিশ্বাত্মা সুতরাং তোমার তেজ সর্ব্বব্যাপী, তুমি সকলের প্রতিপালক, লোক গুরু মহান। ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূ ভুর্বঃ স্ব এই তিন ব্যাহৃতি মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ঐ তিন ব্রহ্মশ্রুতি হইতে তিন লোক সৃষ্ট হয়। রাজন্! তন্মধ্যে প্রথমতঃ তাহার মানস হইতে ভূ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ভূ উৎপন্ন হইয়াই ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার কি সাহায্য করিব? বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহামতে! এই যে বরদ যোগাচার্য্য নারায়ণ এবং এই, যে নারায়ণরূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবকে দেখিতেছ, ইহারা তোমাকে যাহা বলিবেন তুমি তাহাই সম্পাদন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে তাহার ভূরাখ্য মানসপুত্র কপিলদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, আমি আপনাদিগের

শুশ্রূষার্থ প্রস্তুত, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

তখন নারায়ণ ও কপিলদেব উভয়ে কহিলেন, হে মহামতে! যাহা সত্যস্বরূপ, যাহা অক্ষয় যাহা অষ্টাদশ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিস্বরূপ, যাহা অমৃত স্বরূপ সেই পরাৎপর ব্রহ্মকে স্মরণ কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তরদিকে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন।

তদনন্তর মহাচেতা প্রভু ব্রহ্মা চিন্তারতচিত্তে পুনরায় দ্বিতীয় মানসপুত্র ভুবকে সৃষ্টি করিলেন। এই দ্বিতীয় মানসপুত্র ভুব সৃষ্ট হইয়া লোকপিতা ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, প্রভো! আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। ব্রহ্মা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভুবকেও নারায়ণ ও কপিলদেবের নিকটে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুবও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরম পদ লাভ করিলেন।

এইরূপে দ্বিতীয় পুত্র প্রস্থান করিলে প্রভু কমলযোনি পুনরায় স্বীয় মানস হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি কুশল 'ভূর্ভব' নামে আর এক পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। এই তৃতীয় পুত্রও পূর্ব্বের ন্যায় আদিষ্ট হইয়া নারায়ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ! কথিত আছে এইরূপে ব্রহ্মার তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয়, ভগবান নারায়ণ ও যতীশ্বর কপিলদেব তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় সেই পরম ব্রহ্মে লীন হইলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ব্রতধারী হইয়া পুনরায় ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রভু ব্রহ্মা তৎকালে একাকীমাত্র থাকিয়া বহুকাল তপস্যা করেন। এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে স্বীয় শরীরার্দ্ধ হইতে শুভলক্ষণ এক ভার্য্যা সমুৎপাদিত করিলেন। ঐ ভার্য্যা কি তপস্যা, কি তেজ, কি নিয়ম সব্বাংশেই তাহার অনুরূপা এবং লোক সৃষ্টিবিষয়েও বিলক্ষণ কুশলিনী। মহাতপা ব্রহ্মা সেই ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত প্রজাপতি এবং বহুবিধ জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি লোকমাতা ত্রিপদা গায়ত্রীর সৃষ্টি করিলেন। ঐ গায়ত্রী হইতে চতুর্ব্বেদের আবির্ভাব হইল। অতঃপর আত্মকার্য্য সৌকর্য্য লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোককর্ত্তা কতকগুলি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ইহাঁরাই প্রজাপতি বলিয়া বিখ্যাত হন এবং ইহাদিগের হইতেই সমস্ত সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিশ্বেশ নামা মহাতপা আত্মজই সর্ব্বাগ্রজ। এই বিশ্বেশ সর্ব্বাশ্রমোপযোগী পবিত্র ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া ছিলেন। তাহার পর দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা ও মনু এই কয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই অথর্ব্ববেদসম্ভূত ও মহর্ষি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের ত্রয়োদশ কন্যা হইতেই বহুসংখ্যক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, খসা, প্রাধা, সুরসা, বিনতা ও কদ্রু এই দ্বাদশ ও সপ্তবিংশতি নক্ষত্র এই সমস্ত দক্ষর কন্যা, এই সময়ে মরীচি তপোবলে কশ্যপ নামে এক পুত্র লাভ করেন। দক্ষ স্বীয় প্রথমোক্ত দ্বাদশ কন্যাকে ঐ কশ্যপহস্তে প্রদান করেন। নক্ষত্রনামধেয়া পুণ্যলক্ষণা রোহিণী প্রভৃতি সপ্ত বিংশতি কন্যা সোমদেবকে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মৈকদর্শী ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও সর্ব্বকামসম্পন্না শুভলক্ষণা দেবী মরুত্বতী এই পাঁচ কন্যাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের পত্নীত্বরূপে প্রদান করিলেন; অনন্তর যিনি ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়া ছিলেন সেই কামরূপিণী পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী সুরভি

নামে গোরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন লোকসজ্জন কৌশলজ্ঞ জগদর্চ্চিত ব্রহ্মা গোকুল সৃষ্টি করি বার জন্য সেই কামধেনুরূপিণী সুরভিতে সঙ্গত হইলেন। উহা হইতে তাঁহার একাদশ পুত্র উৎপন্ন হয়। উহারা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদের শরীরের কান্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায়, দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা দেহপ্রভায় সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মার চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে করিতে রোদন করিছিলেন সেই জন্যই তাঁহারা রুদ্রনামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাঁদের নাম নির্ঋতি, সর্প, অজ, একপাদ, মৃগব্যাধ, পিনাকীদহন, অহির্ব্রধ্ন, কপালী ও অপরাজিত মহাতেজা সেনানী। ইহাঁরাই একাদশ রুদ্র। এতদ্ভিন্ন ঐ সুরভি হইতে গোবৃষ, অকৃষ্ণমাষ, অক্ষত, ক্ষুদ্রসৈকত, অজ, অত্যুত্তম অমৃত, উৎকৃষ্ট ওষধিসকল সৃষ্ট হইল। অতঃপর ধর্ম্ম হইতে লক্ষ্মীর গর্ভে কাম, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, চ্যবন, ঈশান, সুরভি, অরণ্য, মরুত, বিশ্বাবসু, বলধ্রুব, মহিষ, তণূজ, অনঘবিধান, বৎসর, বিভূতি, অসুরমর্দ্দন পর্ব্বত, বৃষ ও নাগগণের সৃষ্টি হয়। এই সর্ব্বলোকনমস্কৃতা সাধ্যা পরে বাসব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া আরও সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র দেব মরুত, দ্বিতীয় ধ্রুব, তৃতীয় বিবস্বান্, চতুর্থ সোমদেব, পঞ্চম পর্ব্বত, ষষ্ঠ যোগেন্দ্র, সপ্তম বায়ু, অষ্টম নিকৃতি নামা বসু। এই আট জন ধর্ম্ম হইতে সাধ্যাতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বার গর্ভসম্ভূত বিশ্বদেবগণও ধর্ম্মের পুত্র। মহাবাহু সুধর্ম্মা, মহাবল পরাক্রান্ত শঙ্খপাদ, উক্থ, মহাবাহু বপুস্মান্, অনন্ত ও মহীরণ ইহারা চাক্ষুষ মনুর সন্তান। এতদ্ভিন্ন তাহার আরও কয়েকটী সন্তান হয়; উহাদের নাম বিশ্বাবসু, সুপা, মহাযশা বিভু, ভাস্কর প্রতিম তেজস্বী ঋষিপুত্র রুরু। বিশ্বেদেবগণ দেবমাতা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। মরুত্বতী হইতে যাঁহারা সমুৎপন্ন হন তাঁহারা দেব মরুত্বান্ নামে অভিহিত। ঐ সকল পুত্রের নাম অগ্নি, চক্ষুঃ, হবিঃ জ্যোতিঃ, সাবিত্র, মিত্র, অমর শরবৃষ্টি, মহাভুজ সংক্ষয়, বিরজ, শুক্র, বিশ্ববসু, বিভাবসু, অশ্মন্ত, চিত্ররশ্মি, নিষ্কুষিত, নহুষ আহুতি, চারিত্র, ব্রহ্মপন্নগ, বৃহন্ত ও শত্রুতাপন বৃহদ্রূপ ইহাঁয়াই মরুদগণ। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ ত্বষ্টা, বরুণ অংশ, অর্য্যমা রবি, পূষা, মিত্র, বরদ মনু ও পর্জ্জন্য। ইহাঁর দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত এবং দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আদিত্য ভার্য্যা সরস্বতীর গর্ভে রূপশ্রেষ্ঠ ও বলশ্রেষ্ঠ নামে পরম রূপবান্ দুই পুত্র জন্মে। অনন্তর অদিতি হইতে দেবগণ ও দিতিগর্ভে দৈত্যগণ, দনু হইতে দানবগণ, সুরমা হইতে সরীসৃপগণ, কালা হইতে কালকেয়গণ, খসা হইতে রাক্ষসগণ, গ্রহমাতা সিংহিকা হইতে গন্ধর্ব্বগণ, অনাযুষা হইতে ব্যাধি ও ঈতিগণ প্রাধা হইতে অপ্সরোগণ, ক্রোধা হইতে ভূত পিশাচ পক্ষিগণ গুহ্যক ও সুরভিনয় গোগণ ব্যতীত সমুদায় চতুষ্পদ সমুৎপন্ন হয়। বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। দেবী কদ্রু হইতে সমুদায় পর্ব্বত ও পন্নগগণ জন্মে।

রাজন্! মহাত্মা নারায়ণের পুষ্কর প্রাদুর্ভাব সময়ে এইরূপে বিশ্বসংসারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই পুষ্কর প্রাদুর্ভাব আমি ভগবান্ দ্বৈপায়নপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম। যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহাই আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তনও করিলাম। মহর্ষিগণ ইহার যথেষ্ট স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যিনি অবহিতচিতে এই অত্যুৎকৃষ্ট পৌরাণিক বৃত্তান্ত

শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে শোকতাপ শূন্য হইয়া সর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ এবং পরকালে স্বর্গফল উপভোগ করিতে পারেন।

২০৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার নিকট বহুগুণ প্রশংসিত অন্যোন্যসম্ভূত পূর্ব্ব পুরুষদিগের পরমোৎকৃষ্ট দিব্য চরিত শ্রবণ করিলাম। উহা সুললিতবহুবিধছন্দ,বিস্তৃতসমাস, সরল ও শ্রুতিমধুর পদ বিন্যাসাদি দ্বারা রচিত হইয়াছে। উহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ, ব্রাহ্মণগণের প্রভাব, যোধগণের পরাক্রম, বৈরনির্য্যাতন, দুস্তর প্রতিজ্ঞা সাগর হইতে সমুত্তরণ এবং পরাজিত মহীপতিগণের স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি সমুদায় বিষয় অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ঘোরতর সংগ্রামে যে সমুদায় রাজ্যগণ রণভূমিতে শয়ন করেন, তাঁহাদের রাজ্যসমুদায় তৎপুত্রেরাই অধিগত হইয়াছিলেন সুতরাং ক্ষত্রিয়বিরোধ একেবারে বংশ পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভগবদনুগৃহীত কৌরবরাজই তন্মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। আপনি এই সমুদায় বিষয় এবং চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ ও তাহাদের ধর্ম্ম, বীরগণের স্বর্গফল হেতু কর্ম্মকাণ্ডও পৃথক পৃথক রূপে অনেকবার কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে দ্বিজ! এতদ্ভিন্ন আপনি যে মানবগণের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ ও তাহার কারণ; তীর্থভ্রমণ, কর্ম্মক্ষয় ও দানযোগে যে ফল লাভ হয়, এই সমুদায় বিষয় অনেকবার কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা কেবল আপনার ভুতানুকম্পাবশতঃ জ্ঞান গৌরব প্রদর্শনার্থ নহে। যাহা হউক আপনি যে সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, উহা আমি দিব্যচক্ষু লাভ করিলেও একদিনে বলিয়া শেষ করিতে সমর্থ নহি। এক্ষণে হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান বিষয় বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছি।

২০৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! আপনি যে বেদ সম্পর্কযুক্ত কর্ম্মাতীত ব্রহ্মবিষয় শুনিতে অভিলাষ করিয়াছেন, উহা আমি কহিতেছি, ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যিনি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত কারণ, যিনি সৎ ও অসৎ এই উভয়াত্মক, যাঁহার কিছুমাত্র অপূর্ণতা নাই, যিনি আত্মযোনি, যিনি অচিন্ত্য ও অব্যক্ত, যাহার বিনাশ নাই, যিনি চতুর্যুগের প্রভবিতা, যিনি অসম্ভত, যিনি অজাত, যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ যাহাকে অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া জানেন, সেই পরবক্ষ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন, সকল বস্তু দর্শন করিতেছেন, সমুদায় বিষয় শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার মুখ ও মস্তক সকলদিকেই ব্যাপ্ত আছে, এইরূপে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

সেই সর্ব্বব্যাপক অব্যক্ত চিদানন্দ ব্যক্তরূপ দেহে অবস্থান করিয়া বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি কোন কালেই দৃশ্যমান নহেন। যেমন অগ্নি কাষ্ঠমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করে, সেই রূপ সেই চিদাত্মা অচিন্ত্য পুরুষ সর্ব্বজীবে গূঢ়ভাবে বিচরণ করিতেছেন। সেই পরমেষ্ঠী প্রজাপতি কালভেদে ও অবস্থাভেদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হইয়া থাকেন। তিনিই যথার্থতঃ সর্ব্ব লোকের প্রভু ও সর্ব্বলোকের নাথ। সেই দুর্জ্ঞেয় নারায়ণসম্ভূত আত্মা

হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি অব্যক্ত হইলেও বাসনাদি সংস্কারবশতঃ ব্রহ্মযোগে ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়া প্রভু শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, তিনিই জঙ্গমাত্মক সমস্ত চরাচরেরও প্রভু। তিনি 'সোঽহং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিব বলিয়া ছিলেন, সেই জন্যই এই সমস্ত প্রজা তাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তিনিই সর্ব্বসম্ভূতপ্রভব। ফলতঃ কি অহঙ্কারতত্ত্ব, কি অন্যান্য পদার্থ এই বিশ্ব সংসার সমস্তই তাহা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার অবলম্বন কিছুই নাই, তিনি দুর্জ্ঞেয় ও জয়শীল। তিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ, তিনিই ব্রহ্মশব্দের প্রতিপাদ্য। তিনি স্বয়ং অব্যক্ত হইলে ও পঞ্চবিধ উপাধি ধারণ করিয়া বেদোক্তবিধানে বিবিধ ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি অর্থে বায়ু সৃষ্টি করিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সলিলরাশির সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সলিলে এই বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছে; তিনি বিধাতার ও বিধাতা। তিনি এই সমস্ত বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন বলিয়া ধাতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার পঞ্চভূতসৃষ্টিপ্রণালী ক্রমে ক্রমে আকাশ, বায়ু ও সলিল হইতে এই স্থূলতর পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই বায়ুসম্ভূত সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে সাগরজলে নিমগ্ন ছিল। ভগবান্ উহাকে পৃথিবীসংজ্ঞা প্রদান করিবার বাসনা করিয়াছিলেন; সেই জন্যই উহার সলিলভাগ পৃথক হইয়া পড়ে। অনন্তর ঘনত্ব ও দ্রবত্ব এই উভয় ধর্ম্মনিবন্ধন লোকে উহা ভূ ও সলিল এই পৃথক্ নামে অভিহিত করিয়াছে। সলিলসম্ভূতা এই পৃথিবী যখন প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন থাকিয়া অতি গম্ভীরস্বরে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! আমি এই জলমধ্যে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি; আমাকে উদ্ধার করিয়া ঊর্দ্ধে স্থাপন করুন। তেজোমুর্ত্তিময়ী সর্ব্বভূত ধাত্রী ধরিত্রীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মহার্ণবমধ্যে পতিত হইলেন এবং পৃথিবীকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিলেন। এই দুষ্কর কার্য্য সমাধা করিয়া যোগবলে একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই আকাশ, তাহা হইতে লোকবিধাতা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ব্রহ্মা অদ্যাপি প্রাণিগণের হিতকামনায় সূক্ষ্মাজ্ঞান ও যোগবলে এই ধরণীকে ধারণ করিতেছেন। অনন্তর সূর্য্যদেব পৃথিবীর মধ্যদেশ ভেদ করিয়া সমুদ্ভূত হইলেন। তিনি যখন উর্দ্ধে উত্থিত হন, তৎকালে তাঁহার রশ্মিজালে যেন সমস্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সূর্য্যমণ্ডল হইতে অন্য এক মণ্ডল নিঃসৃত হইল। ব্রহ্মঘোনি ব্রহ্মা সৌম্যমূর্ত্তি অবলম্বন ও তাহাতে সোমদেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সোমমণ্ডল হইতে নিশ্বাসবায়ু নির্গত হয়। উহাই আবার জ্যোতিবিবর্দ্ধনবর্ণাত্মক জ্যোতিঃ। ঐ জ্যোতিই বেদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ নারায়ণ সেই জ্যোতিঃসম্ভূত যোগময় জ্ঞান হইতে বেদনিদান দিব্য সনাতন পুরুষকে সৃষ্টি করেন। সেই সনাতন পুরুষের দ্রবত্ব জল, ঘনত্বই পৃথিবী, ছিদ্র আকাশ, জ্যোতিঃ চক্ষু এবং স্পন্দনই বায়ু। এইরূপে সেই সনাতন পুরুষ হইতে পাঞ্চভৌতিক পুরুষ শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তিনি সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা, সর্ব্বভূতেই তিনি সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান জীবগণের প্রজ্ঞানিহিত; যোগ ধর্ম্মে ঐ সত্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইলেই আত্মা ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান উপস্থিত হয়। যে তপনরূপী অগ্নি দেহীদিগের শরীরে জঠরাগ্নিরূপে নিয়ত ৰাস করিয়া পঞ্চভূতের সহিত সঙ্গত হইয়াছে, তাহাকেই অজ্ঞলোকে আত্মা ও তত্ত্বদর্শীরা ঈশ্বর বলিয়া

নির্দ্দেশ করেন। ঐ আত্মা পূর্ব্ব সংস্কারের গুণাগুণ বশতঃ কখন ক্ষয় কখন বৃদ্ধি, কখন শান্তি, কখন অশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় বিমোহিত মূঢ়গণ ব্রহ্মজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া স্বকীয় কর্ম্মফল অনুসারে উৎপত্তি ও নিধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা যাবৎকাল ব্রহ্মের বিষয় স্বরূপতঃ জানিতে না পারে, সুতরাং ব্রহ্মানন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকে তাবৎ তাহাদিগকে বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু যখন যোগধর্ম্ম সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় তখনি তাহারা অনায়াসে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদপূর্ব্বক চরমে পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারে। এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মার ইহলোককে নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া বিষয়বাসনাদি একবারে পরিত্যাগ করেন। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। তখন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের গর্ভ প্রবেশ, গর্ভনির্গমন, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি কর্ম্মফল সন্দর্শন করিতে থাকেন এবং স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল সকলও প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাদিগেরও মোক্ষোপায় সকল জানিতে পারেন। যে প্রলোভন প্রবল হইয়া বায়ু বিলোড়িত সমুদ্রের ন্যায় মনুষ্যগণকে বিচলিত করে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জ্ঞানচক্ষু বলে সেই হৃদয়গ্রাহিণী বাসনাকে সংযত করিয়া ফেলেন। যিনি জ্ঞানবলে ঐরূপ বিষয়ভোগবাসন হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, কাঁহার চিত্তশুদ্ধি ও যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং সেই জ্ঞান বলে আত্মাকে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন। যখন জীবের যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখন তিনি সেই জ্ঞানবলে তেজোমূর্ত্তি ব্রহ্মার ন্যায় ইহলোক ও পরলোকের সৃষ্টি ও সংহার করিতে সমর্থ হন এবং নরকোপ কর্ম্মফলে যাহারা তির্য্যকযোনি প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকেও তিনি ব্রহ্মার্পিত চিত্ত দ্বারা মুক্ত করিতে পারেন। কর্ম্মফল দ্বারা ভোগ ও মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলের কোন সংশ্রব নাই।

২০৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সূর্য্যদেব উত্থানকালে পৃথিবীর মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়াছিলেন, তদ্দারা বসুধার যে ছিদ্র সমুৎপন্ন হয় তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ অচল সুমেরু সংস্থাপিত হইয়াছে। উহাতে পর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষপূরক কল্পদ্রুম ও কামধেনুর বিদ্যমান আছে বলিয়া তাহার নাম পর্ব্বত এবং চলিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া তাহার নাম অচল হইয়াছে। তাহার বিস্তীর্ণ পৃষ্ঠদেশে পরম জ্যোতির্ম্ময় বিপুলৈশ্বর্য্যশালী পুরুষাকৃতি ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা বসতি করেন। সেই পরমাত্মা হইতেই ঐরূপ জ্যোতির সৃষ্টি হইয়াছে, পর্ব্বত শীর্ষনিহিত সেই জ্যেতির্ম্ময় পদার্থই পুরুষ বিগ্রহ। সেই পুরুষের মুখভাগ হইতে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় যে চতুর্ভুজ চতুর্ব্বদন তেজোময় অন্য এক পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনিই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ব্রহ্মের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন সেই জন্য তাহার নাম ব্রহ্মা হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্বে যে মহাবরাহরূপ ভগবান সলিলগর্ভ হইতে দেবী পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাও এই ব্রহ্মমূর্ত্তি।

মহারাজ! লোকতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা বলেন, এই ব্রহ্মস্থান এক অলৌকিক পদার্থ। সুমেরু পদসন্ধিতে যে অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে, উহাই ব্রহ্মালোক। তাহার উচ্চতা শতসহস্র যোজন, বিস্তার উহার চতুর্গুণ। অথবা দিব্যজ্ঞানবলে ক্রমাগত বহুসহস্রবৎসর গণনা করিলেও কেহ উহার দৈর্ঘ্য বা বিস্তারের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। হে রাজেন্দ্র! উহার চতুর্দ্দিক চার শিলা দ্বারা পরিবেষ্টিত; ইহারও দৈর্ঘ্যবিস্তারের ইয়ত্তা করা যায় না, যোগযুক্ত ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ইহার দৈর্ঘ্যবিস্তার শত শত কোটি যোজন হইবে।

রাজন্ ! ভগবান ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত সমবেত হইয়া স্বীয় তেজ দ্বারা দেবেন্দ্র, একাদশ রুদ্র, বসুগণ দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বদেব, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু, সূর্য্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত পৃথিবী ও রাজন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। যে বিষ্ণুতেজ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, বেদবিৎ বাহ্মণগণ তাহাকেই ব্রহ্মতেজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ এই লোকত্রয়ই সেই ব্রহ্মাতেজে প্রতিষ্ঠিত, আবার সেই অব্যক্ত ব্রহ্মময় তেজও যোগিগণ যোগবলে হৃদয়ে ব্যক্তরূপে ধারণ করিয়াছেন; অচ্ছলবাদীরা ভক্তিভাবে যে সকল বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই নিত্যকর্ম্ম। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ উহাকেই হিতকর কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে; উহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। যে তেজ এই বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছে, উহা সেই পরব্রহ্মের এক অংশমাত্র। উহার প্রভাব অনন্ত বলিয়া সত্যব্রত পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বিশ্ব শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

মহারাজ! সেই নির্ব্বাণপদাভিলাষী ব্রহ্মবিদ গ্রগণ্য সনাতন ব্রহ্মা স্বীয় বিশ্বময় অংশকে স্ফূল রূপ ও মনোময় অংশকে সূক্ষ্মরূপ দেখিয়া সৃষ্টি কার্য্যের সৌকর্য্য সাধনার্থ ঐ উভয়বিধ রূপকে স্ত্রী পুরুষরূপে পরিণত করিয়া বিপুল ভোগে আসক্ত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারই সলিলধারারূপ বিগ্রহ হইতে সোমদেবের সৃষ্টি হইয়াছে। তদনন্তর ভগবান সেই ধারাবর্ষণ দ্বারা মহেশ্বরকে জীবগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া অম্বরতলে ঘোরতর নাদ করিতে আরম্ভ করেন। তদ্বারাই নদীর সৃষ্টি হয়। সেই নদী ব্রহ্মালোককে পবিত্র করিয়া গো অর্থাৎ পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, সেই জন্য তাহার নাম গঙ্গা হইল। ঐ গঙ্গা সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন আখ্যা ধারণ করিয়াছেন। তদনন্তর ইহলোক ও পরলোকে স্বীয় মাহাত্ম্য খ্যাপনের নিমিত্ত শত সহস্র তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ নদীসলিল দ্বারা ধান্যাদি বীজসমুদায় অঙ্কুরিত হইয়া জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছে। ঐ বীজ ও মনুষ্যাদি জীবগণই মনীষীদিগের কার্য্যারম্ভের মূল কারণ। ব্রহ্মার মুখপদ্ম হইতে যে অক্ষরময়ী বাণী নিঃসৃত হয়, তাহাই বেদ নামে অভিহিত হইআছে। বেদ ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে নির্গত হইয়া ছিল বলিয়া চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ীভূত উপদেশসুরূপ। ঐ বেদের জ্ঞানময় পুণ্য নিদান সনাতন চারি পাদ আছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মাই ঐ অনন্ত বেদের অধিপতি। ধর্ম্মেরও চতুষ্পদ। ধর্ম্ম সেই চতুষ্পদ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন। ঐ চার পাদ চার আশ্রম স্বরূপ, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম, পবিত্র গার্হস্থাশ্রম দ্বিতীয়, তপোভার সম্পন্ন বানপ্রস্থাশ্রম তৃতীয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সন্ন্যাসশ্রম চতুর্থ, ধর্ম্মের এই চার পাদই স্বর্গের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণ মননাদি দ্বারা যে

অতি গুহ্য যোগ জ্ঞান জন্মে সেই জ্ঞান বলে মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় তখন আর বেদের প্রামাণ্য আবশ্যকতা করে না। গৃহস্থগণ এইরূপে যোগরত হইলে পিতৃগণ তাঁহাদের কার্য্য দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করেন; মেরু শিখরাসীন ঋষিগণও তদ্দর্শনে মেঢ্রের উপর পাদদ্বয় নিহিত করিয়া; জানু সন্ধিতে গ্রীবাযরোধ পৃষ্ঠদেশ সংনমন সহাস্য বদনে নাভিদেশে হস্তদ্বয় উত্তান ভাবে সংস্থাপনাদি দ্বারা অঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হন। তখন সেই যোগীশ্বর যোগবলে প্রাণ সংযমন অভ্যাস করিয়া জীবাত্মাকে নাষিকা যুগলের মধ্যে সংস্থা পনপূর্ব্বক মনোমধ্যে বিষ্ণুরূপ কল্পনা করিয়া লন। এইরূপ করাতে ইন্দ্রিয়সমুদায় বাহ্যবিষয় পরিত্যাগ করে। তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিধারী বিষ্ণু সমুদ্ভাসিত হইয়া নভোমণ্ডলবিহারী পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়মন্দিরকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করিতে থাকেন। অতঃপর ব্রহ্মযোগ বশতঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ মধ্যে জ্ঞানালোক এরূপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে যেন দ্বিতীয় দিবাকরই সমুদিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। ফলতঃ ক্রিয়ানুসারে ধরিতে গেলে শাশ্বত ব্রহ্ম কখন নিয়ম কখন নিয়ন্তৃত্বরূপে প্রতিভাত হন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই ললাট মধ্যস্থ দ্বিধাভূত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পদার্থকে মূঢ়াত্মারা কদাচ লাভ করিতে পারে না। জীবগণ মাত্রেরই চক্ষু মধ্যে সেই পরম জ্যোতি চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতি বিম্বরূপে নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা ধ্যানযোগে চিত্তকে সুস্থির করিয়া আত্মানুসন্ধানে আসক্ত হন, তাঁহারাই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ। ফলতঃ যাঁহারা বেদজ্ঞ এবং সত্যবতপরায়ণ তাদৃশ ব্রাহ্মণগণই তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হন, অন্যের সাধ্য নহে। কারণ তাঁহারা যোগ মাহাত্ম্য বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। উৎকট বিষয়ভোগ বাসনা তাহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া হিংসাদি বিবিধ কুৎসিত কর্ম্মে আসক্ত ও অন্তরাত্মাকে ব্যাকুলিত করিয়া তুলে। সুতরাং তাদৃশ বিষয়াসক্ত চিত্ত মানবগণ যোগী হইলেও সেই পরমানন্দ ভোগে বঞ্চিতই হইয়া থাকে। অতএব শ্রেয়াংশে যখন এত বিঘ্ন; বিষয় ভোগে যখন মন এত আকৃষ্ট হয় তখন কর্ত্তব্য হইতেছে যে ঐরূপে মন আকৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে হৃদয়স্থিত সেই পরম জ্যোতিঃ পদার্থের সহিত সংযোগ করাইয়া একেবারে ‘সোঽহং’ ভাবনায় ব্যাপৃত রাখে। তাহা হইলেই সিদ্ধকাম হইবার সম্ভাবনা আছে। ঐ বিশুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিই আকাশাদি মহাভূতগণের কারণ, উহাই অকারাদি বর্ণ চতুষ্টয় ঘটিত ওঙ্কারাত্মক পরম পুরুষ, ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ শাশ্বত তেজোময় অব্যক্ত চৈতন্যরূপী মহাপুরুষকে কদাচ সাক্ষাৎ করিবার সম্ভাবনা নাই।

তিনি রূপাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যগুণের অতীত ; কিন্তু তেজোগুণ সম্পন্ন, তিনি রূপবিহীন হইলেও সুবিমল চন্দ্রকিরণের ন্যায় অতীব দীপ্তিশালী; তিনি চতুর্ব্বেদাত্মক, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, মস্তক হইতে অথর্ব্ব বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ বেদ চতুষ্টয় জাত মাত্রেই স্ব স্ব উপাধি লাভ করিয়াছেন বলিয়া বেদনামে অভিহিত হইয়াছেন। ঐ বেদ হইতে ব্রহ্ম যজ্ঞ নামে এক সনাতন পুরুষের সৃষ্টি হয়। অথর্ব্ব বেদ হইতে যে ভাগ সৃষ্টি হয় তাহাই ঐ পুরুষের মস্তক, ঋক্ বেদ হইতে গ্রীবা ও বাহুদ্বয়, সামবেদ হইতে হৃদয় ও পার্শ্বদেশ, যজুর্ব্বেদ হইতে বস্তি, শীর্ষ, কটি, জঙ্ঘা, ঊরু ও চরণ নির্ম্মিত হয়। এইরূপে চতুর্ব্বেদ হইতে চতুর্ভাগাত্মক দিব্যরূপী যজ্ঞপুরুষ কল্পিত হইয়াছে।

মহারাজ! এই বেদময় যজ্ঞপুরুষই কি ইহলোক কি পরলোক সর্ব্বত্রই সর্ব্ব প্রাণীর পক্ষেই সুখাবহ। যিনি যোগসিদ্ধ কর্ম্ম সাধ্য সর্ব্বভূত প্রভব সনাতন ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিতে সমর্থ, তিনিই বেদবিৎ; তিনিই ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করিয়া সিদ্ধ পদবীধারণ করিতে পারেন। ফলতঃ যাহারা মুক্তিলাভের নিমিত্ত মনঃসংযমাদি করিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন, তাদৃশ বেদ পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বৈষ্ণব যজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! কাষ্ঠাদি সংযোগবিহীন হইলে অনল যেমন আপনা হইতেই নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ ভোগ্যবস্তু না পাইলে মনও স্বতই প্রতিনিবৃত হইবে। অতএব মন একবার সমাধিতে লীন হইলে পুনরায় বিষয়াকৃষ্ট হইবার কারণ কি, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন উহার বাহ্যকারণ কিছুই নাই। কিন্তু শারীরিক বা মানসিক কোন গূঢ় কারণ থাকাতেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। যে জ্ঞান দ্বারা মর্ত্যগণ সেই গূঢ় কারণ জানিতে পারিবেন সেজ্ঞা ন সাধারণতঃ অতি দুর্লভ, ব্রতপরায়ণ দেবেতারা বলিয়া গিয়াছেন কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। হে মহীপতে! ঐ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রের অনুশীলন, উপযুক্ত আচার্য্যেয় উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত বিনয় নম্রতা প্রদর্শন, ব্রহ্ম যজ্ঞের অনুষ্ঠান, শুচি হইয়া ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আচার্য্যের উপাসনা এবং সায়ং প্রাতঃকালে ন্যাসাদি ধারণা ইত্যাদি সদনুষ্ঠানে আসক্ত হইবে। তাহা হইলেই অন্তরায় সমুদায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতএব সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মে মনঃ সমাধান করাই মুক্তি লাভের প্রধান সাধন। ঐরূপ করিতে পারিলেই পরমোৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদ লাভ হয়। ফলতঃ চিত্তের প্রসন্নতা ও বিকার রাহিত্য এই দুইটী ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের প্রধান উপাদান; সুতরাং চিত্ত নির্ব্বিকার হইলেই অনায়াসেই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন আর জন্মনিবন্ধন দুঃখ ভোগ, মমতা বা স্নেহ বন্ধনের লেশমাত্রও থাকে না। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই উভয় দ্বারা যাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় তিনিই সনাতন ব্রহ্ম।

মহারাজ যাঁহার বেদার্থদর্শী, বিনীত এবং সর্ব্ব প্রকার ভোগ্য বস্তুতে একবারে স্পৃহাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা কালযোগে বিগর্হী অর্থাৎ দ্বারাদি সংসর্গকে ঘৃণিত মনে করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব পদ বিদিত হইতে সমর্থ, তাহাদিগকে আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না। যদিও কার্ম্মানুষ্ঠান পুনর্জন্মের প্রতিষ্ঠাপক, কিন্তু উহা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষ প্রাপ্তিই সাধন হয়। ফলতঃ ফলাভিসন্ধি থাকিলেই জীবগণ বদ্ধ হইয়া থাকে, উহা না থাকিলেই মুক্তি পায়। অতএব যাহারা সামান্য ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, তাহারা সংসারে আবদ্ধ হয় আর তাহা না করিলেই ইন্দ্রিয়বন্ধনবিমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ হয়; আর তাহাকে মনুষ্যবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ইহলোকে আগমন করিতে হয় না।

২০৭তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! সম্প্রতি আপনি যোগোপসর্গ, যোগস্বরূপ, ধ্যাতব্যপদ, সিদ্ধি ও সিদ্ধিগুণ এই কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করুন; আমি উহা বিশদরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উহা আমি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ব্রহ্মাদি যোগীদিগেরও বিবিধ প্রকার যোগোপসর্গ ঘটিয়া থাকে। চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদি গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্ম চিন্তা করিলেও যাঁহার সম্যক বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, তাঁহারও যোগসিদ্ধিবিষয়ে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। জীবগণের নবদ্বার বিশিষ্ট দেহমধ্যে কামক্রোধাদি অনেকগুলি উপসর্গ আছে। ধীশক্তিবলে উহাদিগকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে শরীরাভ্যন্তরে একপ্রকার তেজের উদ্ভব হয়। ঐ তেজ মস্তকমধ্যে উত্থিত হইয়া ঘোরতর ধূমোদগমন করিতে থাকে। ঐ ধূম নীল, লোহিত, পীত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠারাগ, কপোতগ্রীব, বিশুদ্ধ বৈদূর্য্যমণি, পদ্মরাগমণি, স্ফটিকমণি, নাগেন্দ্রগাত্র চন্দ্রকিরণ ও ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় বিবিধবর্ণ। সেই বিবিধ বর্ণ ধূম সমুদায় মেঘবৎ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে বোধ হয় যেন পক্ষবান পর্ব্বত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। অতঃপর ঐ সমুদায় ধূম ঘনীভূত হইয়া সজলজলধরের আকার ধারণ করে। অনন্তর তাহা হইতে বারিধারা নিপতিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে থাকে। এইরূপে ধূম সমুদায় উপশমিত হইলেই যোগীর মস্তক হইতে এক ঘোরতর অগ্নি শত শত শিখায় আবৃত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন তাঁহার সর্ব্বগাত্র হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় শত সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে। এইরূপে জলধরমণ্ডলী হইতে যে পরিমাণে ধারাবর্ষ হইতে থাকে যোগীবরের গাত্র হইতে সেই পরিমাণে অগ্নি স্ফুলিঙ্গও নিঃসৃত হইতে থাকে। তদনন্তর ঐ সমস্ত বারিধারা প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিজ্বালা একবারে নির্ব্বাপিত করে। এইরূপে ঐ দুই উপসর্গ উপশমিত হইলে পুনরায় ঘোরতর বায়ুর উদ্ভব হয়। এই বায়ু আকাশাদি গুণসম্ভূত, সূক্ষ্ম প্রাণবায়ুর বিবর্দ্ধন। ইহার বেগ ও নির্ঘোষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বলও অল্প নহে। হে মহারাজ! এই ঘ্রাণগোচর বায়ু শরীরস্থ সলিল ও অনল প্রভৃতি মহাভূতের সহিত সঙ্গত হইয়া প্রাণ শব্দে বাচ্য হয়। ইহারাই আবার পরস্পর সমবেত হইয়া পৃথকৃবিধ শত সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করে। ফলতঃ এই অগ্নি, বায়ু, জল, ভুমি প্রভৃতি ধাতু সমুদায় সেই ব্রহ্মনিয়োগে সংহত হইয়া পৃথিবীর বীজরূপে পরিণত হইয়াছে।

মহারাজ! তখন সেই যোগীর নেত্রদ্বয়মধ্যে যে ব্রহ্মবস্তুর আবির্ভাব হয়, তিনিই সূক্ষ্ম ও বিরাট নামে অভিহিত। তৎকালে সেই যোগীই স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সর্ব্বজগতের আধার; প্রলয়কর্ত্তা ভগদ্বিষ্ণুরূপ ধারণ করেন। তাহা হইতেই তখন বহুতর সূক্ষ্ম ও বিরাট বস্তু সৃষ্টি হইতে থাকে। ফলতঃ তিনিই তখন সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া উঠেন। তৎকালে সুখদুঃখাদি ভোগবান্ অন্যান্য জীবগণ ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঐ যোগীর শরীরে প্রবেশ করিতে থাকে। তাহা হইতেই ব্রহ্ম বিবিধ মূর্ত্তি নিঃসৃত হইয়া ধরণীদেবীকে বিদীর্ণ করিয়া দশদিক্ আশ্রয় করে। কি পার্থিবগণ, কি ঋষিগণ সকলেই সেই যোগীবরকে লাভ করিয়া তাহাতেই লীন হন এবং পার্থিব সম্বন্ধও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মহারাজ! এইরূপে যোগিগণ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই ইন্দ্রিয়বন্ধন হইতেও বিমুক্ত হন।

সুতরাং উহ পরিণামে যে প্রকৃতি লাভ করেন উহা কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের কদাচ প্রাপ্য নহে। কারণ কর্ম্ম সমুদায় অনিত্য; তাহা হইতে নিত্যবস্তুর অধিগম হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। কর্ম্মবলেই এই অনন্ত সংসার অচ্ছিন্ন তন্তুর ন্যায় পুনরাবর্ত্তন করিতেছে সুতরাং কর্ম্মই সংসার প্রবাহের মূলকারণ। প্রথমতঃ ধূম হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়; মেঘ হইতে নির্ম্মল সলিল, সলিল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ফল, ফল হইতে রস, রস হইতে জীবগণের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। যিনি সনাতন ব্রহ্ম তিনিও এই রসাত্মক। তপঃশ্রান্ত সত্যবত পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বিবিধ কারণে এই রসাত্মক ব্রহ্মকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অব্যক্ত হইলেও মায়াবলে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বজীবে বিচরণ করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানরত জীবগণ সেই বিবিধ বেশধারী সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্মকে সামান্য, চক্ষুতে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। যাহারা তপোবলে সমস্ত পাপরাশিকে ভস্মসাৎ করিতে পারিয়াছেন সেই ব্রহ্মবাদী যতিগণই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি তাঁহাদের ভ্রূযুগল মধ্যে মেঘনির্ম্মুক্ত সুধাংশুর ন্যায় বিরাজমান থাকেন। তখন তাঁহার নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া যোগধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকেন। তখনি তাঁহাদের সেই যোগধর্ম্মের যথার্থ ফল লাভ হইয়া থাকে।

মহারাজ! এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের শত শতবার প্রলয় ও সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি, নিধন ও পরমৈশ্বর্য্যাদি যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে তৎসমুদায়ই সেই একমাত্র ভগবান ব্রহ্মাই বিধান করিতেছেন। সেই কর্ম্মফল বিধাতাই লোকস্থিতি ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত ভূতগণকে কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিয়া থাকেন। সহস্র যুগসমন্বিত দ্বাদশ সহস্রযুগে তাহার এক যুগ হয়। ইহাকেই ব্রহ্মযুগ বলে। ইহাই সর্ব্বযুগের আদি অর্থাৎ সত্য যুগ। ঐরূপ সহস্রযুগের অবসান হইলে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়া সমস্ত সংহার করে। তৎকালে সত্ত্বাদি কারণ গুণসম্ভূত এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়া সেই সূক্ষ্ম স্বরূপ পরম ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়।

২০৮তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সত্য যুগ ও কলিযুগের মাহাত্ম্য উত্তমরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি পূর্ব্বতন অন্য যুগদ্বয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন। আমি উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উহা আমি বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। যোগাসক্তচিত্ত ভগবান ঈশ্বর ঐশ্বর্য্য লাভানন্তর প্রজাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া স্থাণুর ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি রজোগুণে আকৃষ্ট হইয়াই জীবসৃষ্টির বাহুল্য করিয়াছেন। তিনি মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানময় পদে আসক্ত রহিয়াছেন। তাঁহা হইতেই আবার তাদৃশ প্রভাবশালী

সহস্র সহস্র পদের সৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ! যে বাহ্মণ সতত বেদবিহিত ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই স্বানুষ্ঠিত যোগবল হইতে পরমেশ্বর্য্য ও বিপুল জ্ঞানলব্ধ হন। তদনন্তর ঐ জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য কেবল পরোপকারের নিমিত্তই নিয়োগ করিতে থাকেন। এইরূপ নির্ব্বিকার কার্য্য দ্বারা সেই ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ আকাশরূপ ঐশ্বর্য্যে লীন হন। এই সম্প্রাপ্ত আকাশই নির্ম্মল অক্ষয় ব্রহ্ম। কি ব্রহ্মবাদী, কি যতি, কি অন্যবিধ মানব দেহিমাত্রেরই এইরূপ ঐশ্বর্য্যযোগ হইলে তাহারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই লীন হইতে পারেন। ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানবশতঃ যে আকাশ রূপ ঐশ্বর্য্যের উদ্বোধ হইল, ঐ উদ্বোধনন্তরই আবার তিনি বায়ুস্বরূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। এই রূপে বহুবিধ মহাবল তৈজস বিকার হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইলে যখন তাহার ধ্রুব ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ পরম ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তখনি তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁহার শরীর হইতে নিরালম্ব তেজোময় ব্রহ্মপদার্থ নির্গত হইয়া নিরালম্ব বায়্বাদি মহাভূত আশ্রয় করিয়া অদৃশ্যভাবে গগনাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকেন। ইহলোকে মানবগণ ইন্দ্রসদৃশ বহুনেত্রশালী হইলেও তাহাকে দেখিতে পায় না। যে ব্রহ্মসত্তম সাধুগণ সর্ব্বকর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ওঙ্কারভূত বিশুদ্ধ চৈতন্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ। মনীষী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এই ওঙ্কারই পরমব্রহ্ম। ঐ ওঙ্কার বিশুদ্ধ চৈতন্য সহকারে সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করে। দ্বিজাতিগণ ‘ওম্’ এই মহাশব্দকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। উহা অবিনাশী, নিত্য ও বায়ুস্বরূপ। এই ওঙ্কার রূপবর্জ্জিত হইলেও বিবিধ ধাতুর সহিত সঙ্গত হইয়া রূপবান্ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ঐ ওঙ্কারভূত ব্রহ্ম স্বাধীনভাবে সর্ব্বজীবে বিচরণ করিতেছেন, সুতরাং কিছুতেই আসক্ত নহেন।

হে মহারাজ! যে সকল বিশুদ্ধ চেতা দান্ত মনীষী ব্রাহ্মণ যশঃস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর সহিত মিলিত হন, যাঁহারা ব্রহ্মলোক ও অত্যুত্তম বৈষ্ণবপদ আকাঙ্ক্ষা করেন, যাঁহারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির নিমিত নির্ব্বিকারচিত্তে বিবিধ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন, যাহারা সংসারে জন্ম গ্রহণ করিব বলিয়া আর বাসনা করেন না, তাঁহারাই ঐ ওঙ্কাররূপ বেদাত্মক পরব্রহ্মকে একাগ্রচিত্তে নিরন্তর অনুধ্যান করিতে থাকেন। তাঁহারা সেই মাল্য ত্রিতয়রূপ ওঙ্কারোপহার দ্বারা সত্যপরাক্রম বিষ্ণুরূপ পরমাত্মার পূজা করেন। ফলতঃ বেদই যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বনীয় তাঁহারা সেই বেদপ্রমাণানুসারে যোগ ও বিষ্ণুপূজা এই উভয়বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বেদবেত্তা ব্রহ্মাভিজ্ঞ ব্রহ্মবাদী শুদ্ধান্তঃকরণ কর্ম্ম নির্ম্মুক্ত সত্যব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যে মহাত্মাকে মোক্ষকালে দেখিতে পান তিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমাদ্ভুত বৈষ্ণব তেজ, তিনি রস, তিনিই ঐশ্বর্য্য। কিন্তু বায়্বাদি প্রবল বিকার সত্ত্বেও, কদাচ তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তির আশা নাই। সেই ঘোররূপ বিঘ্নসমুদায় মহাত্মগণের হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করে। তাহারা সলিলরূপে সাধুর হৃদয় আচ্ছাদন করে, তখন তাহারা ক্ষুব্ধ ও বিচেতন হইয়া পড়েন। কখন বা ঐ সমুদায় বিকার অতিশয় শীত ও অতুষ্ণ উর্ম্মিমালারূপে উদিত হইয়া একবারে সাধুর হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন তাহারা মনে করেন, যেন মহার্ণবমধ্যে নিমগ্ন হইয়া শরীর দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই উহার আর নিবৃত্তি হইবে না। কখন বোধ করেন নদীতীর ভগ্ন হইয়া তাহার সলিল রাশিতে একবারে নিমগ্ন হইয়া পড়িলাম, আর উঠিতে পারিব না। আবার কখন মনে করেন

জলনিমজ্জননিবন্ধন প্রবল শীতে শরীরপাত করিল। কখন মনে হয় অন্ন বস্ত্রের সংস্থানও রহিত হইয়া গেল। কখন বোধ হয় গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতে শুভ্রবর্ণ জলরাশি স্রোতবেগে আসিয়া মস্তকে নিপতিত হইতেছে। কখন বা বোধ করেন যেন সলিলপূর্ণ শুক্ল ও পীতবর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমান্ সুগভীর জ্যোতি মস্তকের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিতেছে।

মহারাজ! যোগসাধনসময়ে এই সমুদায় বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাদিগকে নিরোধ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণগণ পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হইয়া থাকেন। এক বার সিদ্ধ হইলে তাঁহারা যোগবলে না করিতে পারেন এরূপ কার্য্যই জগতে নাই। তাঁহাদের জিহ্বাগ্র হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে সহস্র সহস্রধারাবর্ষী মেঘোৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই অতি প্রভাবশালী সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বজীবে ধাতু পোষণার্থ নানাবিধ রসের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহারা যখন সেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির হেতুভূত যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থ হৃদয়ে অবস্থান করেন, তৎকালেও কোথা হইতে উহার বিঘ্নকর নানা প্রকার বিকার ও তৈজস ঐশ্বর্য্য উদিত হইয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিতে আরম্ভ করে। বোধ হয় যেন কতকগুলি ঘোরতর বিকটাকার রক্ত লোচন গম্ভীরমূর্ত্তি নরবিগ্রহ ও উদ্যত করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করে; যেন তাহারা চক্ষু উৎপাটন করিয়া লয়, যেন তাহারা জিহ্বাগ্রভাগ শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। যেন তাহারা বিবৃতাস্য হইয়া বারম্বার চীৎকার করিতে থাকে। আবার যেন তৎক্ষণাৎ নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া কখন নৃত্য কখন সঙ্গীত আলাপ দ্বারা পরম প্রীতি সাধন করিতে থাকে। পরক্ষণেই আবার যেন স্ত্রীবেশে মোহিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মৃদুমধুরবাক্যে সহাস্যবদনে কণ্ঠাশ্লেষপূর্ব্বক চিত্তাকর্ষণ করিতে থাকে। অতঃপর কিঞ্চিৎ বিরক্তি ভাব সন্দর্শন করিলেই একবারে সকলে চরণ যুগলে নিপতিত হইয়া প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় কতই অনুনয় বিনয় করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা মন হরণ করিতে থাকে।

মহারাজ! যোগসাধনের এই প্রকার বহুবিধ উপদ্রব আছে। এই সমস্ত বিঘ্নকর বিভীষিকা যিনি উপশমিত করিতে সমর্থ সেই ব্রাহ্মণই ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া যথার্থ সিদ্ধ হইতে পারেন। অগ্নিজালার ন্যায় আদিত্যরশ্মির ন্যায় তাঁহার সেই তেজোরূপ ঐশ্বর্য্য জলবিন্দুরূপে পরিণত হয়। তখন উহার জ্যোতিরূপে আকাশপথে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকে। পরিশেষে সেই জ্যোতির্ম্ময় দেহ দিব্য চন্দ্র সূর্য্যের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া ধ্রুবনক্ষত্রকে অবলম্বনপূর্ব্বক কাল পরিমাপক অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সংবৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, কলা, কাষ্ঠা, দিবা, রাত্রি, নিমেষ, উম্মেষ, নক্ষত্রগতি ও গ্রহগতিরূপে জগতে বিরাজ করিতে থাকেন। কিন্তু যদি সেই যোগী রজঃ ও তমোময় বিকাসম্ভূত পার্থিব ঐশ্বর্য্যে এক বার মুগ্ধ হন, তাহা হইলে তাহার যোগাসন যতই দৃঢ় হউক না কেন তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে একবারে অধঃপতিত হইতে হয়। কেবলমাত্র লোভকে জয় করিতে পারিলেই ঐ সমস্ত বিকারসম্ভূত ঐশ্বর্য্যকে তৃণতুল্য মনে করিয়া সমস্ত বিঘ্নকে দূরীভূত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু যিনি ঐরূপ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠেন, তাহার যোগসিদ্ধি দূরে থাকুক দুঃখের আর অবধি থাকে না। তখন তিনি পুনঃপুনঃ ব্যথিত হইয়া বসুধাতলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন। কি ভৌতিক, কি অন্যবিধ বিবিধ বিষয়বসনা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে

থাকে। তখন পার্থিব ঐশ্বর্য্যের দাস হইয়া পড়েন। তখন সত্য সত্যই সেই যোগভ্রষ্ট বিষয়াসক্ত সাধুকে মূর্ত্তিমান শক্তি, তোমর, নিস্ত্রিংশ গদা ও ক্ষুরধার সদৃশ অসি দ্বারা বিপাটিত করিয়া শেষকালে মর্ম্মভেদী শরনিকরপাতে তাঁহাকে বিদারিত করিয়া ফেলে।

মহারাজ! এই সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি নিরোধ করিয়া আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিলেই যোগিগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারেন। তখন বিকার নাশ ও সমাধিযোগবশতঃ তাঁহার সমস্ত পার্থিব ঐশর্য্যভোগ হইতে থাকে। যাবৎ দেহপাত না হয় তাবৎ তিনি দিব্য পুরুষ সংসর্গে দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ দিব্যার্থ শ্রবণ করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারেন। কর্ম্মবন্ধন সমুদায় তাঁহার একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় আর কিছুতেই তিনি অবসন্ন হন না। পরিণামে অক্ষয় কৈবল্য লাভ করিয়া একেবারে সর্ব্বান্তর্যামী হইয়া উঠে।

২০৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি যে যোগের কথা উল্লেখ করিলাম উহা মানবগণের অবলম্বনীয়। উহাতে অনেক বিঘ্ন আছে, ফলও অল্প; এই জন্যই লোকপিতামহ ব্রহ্মা অন্য এক অসাধারণ যোগ আশ্রয় করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক কেবলমাত্র অন্তরাত্মরূপে ব্রহ্মযোগ আশ্রয় করেন। অনন্তর সেই যোগবলেই অবলীলাক্রমে সর্ব্বাঙ্গ ধারণ করিয়া মানসে প্রজাসৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নেত্র হইতে পরম রূপ লাবণ্যবতী অপ্সরা, নাসিকা হইতে বিচিত্রাম্বরধারী নৃত্য গীত ও বাদিত্রকুশল শত সহস্র তুম্বরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব সৃষ্ট হয়; তদনন্তর সেই যোগ ভগবান প্রভু স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মাযোগবলে চারুনেত্রা সুকেশী অপুর্ব্বযুগলসম্পন্না চারুবদনা শত পদ্মপত্র বিরাজমানা ধর্ম্মচারিণী সুভাষিণী সর্ব্বলোক পূজনীয়া বেদরূপিণী, মূর্ত্তিমতী শ্রীকে সৃষ্টি করেন; এইরূপে সেই সর্ব্বভূতাত্মরূপী ভগবান ব্রহ্মা চক্ষু হইতে মনঃকল্পিত অপ্সরা এবং নাসিকা হইতে গন্ধর্ব্বগণকে সৃষ্টি করিয়া গন্ধর্ব্বগণের নিমিত্ত সঙ্গীতশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিপ্রগণের নিমিত্ত সামগীতাত্মক বেদশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেন। অতঃপর তাঁহার পাদদ্বয় হইতে অসংখ্য নর, কিন্নর, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, গজ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ এভৃতি চতুষ্পদ জন্তু এবং তাহাদের পোষণার্থ বহুবিধ জাতির উৎপত্তি হয়। যাহারা কর্ম্মপ্রাপ্তির আশায় হস্তদ্বারা ভোজন করিতে আরম্ভ করিল, তিনি তাহাদিগের নিমিত্ত মনঃকল্পিত কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। আবার তিনি জীবমাত্রের মুখাভিলাষ করিয়া প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ুকার্য্যেরও সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে গোধন, বাহু হইতে পক্ষিগণ এবং বিবিধ আকারধারী জলচরগণ সমুৎপন্ন হয়। তাহা হইতে কাম ক্রোধাদি বিবর্জ্জিত ব্রহ্মবংশকর জ্বলিততেজা দিব্যমূর্ত্তি মুনিবর অঙ্গিয়াও প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার যুগল মধ্য হইতে ব্রহ্মবংশ প্রবর্ত্তয়িতা যোগিবর পরমধার্ম্মিক ভৃগুললাট মধ্য হইতে কলহপ্রিয় ঋষিবর নারদ, মূর্দ্ধা হইতে মহাযোগী সনৎকুমার সমুৎপন্ন হইয়াছেন। অনন্তর সেই লোকপিতামহ প্রজাপতি শাশ্বত রজনীর সোমদেবকে ব্রাহ্মণগণের রাজ্যপদে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে, নিশাকর ঘোর তপস্যাবলে গ্রহগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বকীয় প্রভামণ্ডলে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যোগ সিদ্ধ হইয়া সেই ভগবান্

লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বকীয় গাত্র হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিলেন। ফলতঃ সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে স্বর্গাদি সর্ব্বস্থান, পৃথক পৃথক ভূতগণ এবং বিবিধ যোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

রাজন্! এই প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মময় যজ্ঞ, ইনিই প্রকৃতসাংখ্যযোগ, ইনিই বিজ্ঞান, ইনি চার্ব্বাক্দিগের স্বভাব, ইনিই নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদিগের প্রকৃতি ও পুরুষ, ইনিই ঈশ্বর হইতে কখন ভিন্ন কখন অভিন্ন, ইনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সকলের সংহর্ত্তা, ইনি কালরূপী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইনিই আবার কালক্ষয়, ইনিই জ্ঞেয়, ইনিই বিজ্ঞান অর্থাৎ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন ইনি তাঁহার তৎস্বরূপ।

২১০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার নিকট সর্ব্বযুগের আদি ব্রহ্মযুগ অর্থাৎ সত্য যুগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে ক্ষত্রযুগ অর্থাৎ ক্ষত্রধর্ম্মের বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। শুনিয়াছি এই যুগ নাকি বহুবিধ যজ্ঞকার্য্য পরিব্যাপ্ত এবং বিবিধ নিয়মেও পরিপূর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! আমি আপনার নিকট ক্ষত্রযুগের বিষয় বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন। এই যুগ প্রজাগণের যজ্ঞানুষ্ঠান ও বহুবিধ দান ধর্ম্ম দ্বারা সৎকৃত হইয়াছে। যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মুনিগণ মুক্তি সাধন নির্ব্বাধ বৈধকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা আবার মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিয়ত যজ্ঞাদি কার্য্য ও সমদমাদিগুণে অত্যাসক্ত হইয়া উঠেন, যাঁহার কেবল মাত্র ঈশ্বর প্রীতি উদ্দেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, বেদ যাঁহাদিগের এক মাত্র সাধন, সেই বেদভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ হওয়াতে যারা ব্রহ্মচর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যাঁহারা অন্যের পাবন, তাহারাই কল্লান্তরে জ্ঞানসিদ্ধ ও সমাহিতমতি শুদ্ধচরিত ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হন। এইকল্পে ইন্দ্রিয়াতীত যোগাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মসম্ভব প্রজাপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রভূত প্রজা সৃষ্টি করেন, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণ, উগ্রতম রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয়গণ, আর ঐ উভয়ের চিকার হইতে বৈশ্য এবং তমোগুণ বিকার হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু, আদিকালে শ্বেত, লোহিত, পীত ও নীল এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের সৃষ্টিকরাতেই জগতের প্রজাগণও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহারা একাকৃতি ও দ্বিপদ হইলেও ধর্ম্মের পার্থক্য নিবন্ধন কর্ম্মফল ভিন্ন হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছেন। বেদোক্ত কর্ম্ম সমুদায় প্রথম বর্ণত্রয়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের বেদাধিকার। মহাযোগী কর্ম্মফলদাতা বিষ্ণুরূপী প্রভু প্রাচেতস দক্ষ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবলে যাহার যেরূপ কর্ম্মফল তদনুসারে তাহাকে উচ্চ নীচ বংশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শূদ্রগণ কর্ম্ম কাণ্ড বিবর্জ্জিত এই জন্য তাহারা তাদৃশ সৎকার লাভ করিতে পারে নাই এবং উপনয়ন সংস্কারাদি দ্বারা বোধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। মথ্যমান অরণি হইতে যে ধূমোদ্গম হয় তাহা যেমন কোন কার্য্যকরই হয় না, সেইরূপ শূদ্রগণ শত শত যোনি পরিভ্রমণ করিলেও উপনয়ন সংস্কার ও বেদ অনধিকার নিবন্ধন

কোন কালেই ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারী হয় না। অন্য যে তিনবর্ণ ব্রহ্মযোনি দক্ষপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাবল সম্পন্ন। তাঁহাদের উৎসাহ বীর্য্য ও তেজের ইয়ত্তা নাই।

২১১তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তো যুগের যাহা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম যাহা জানিলে সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য সেই সনাতন পুরুষের দর্শন লাভ করিতে পারিব তাহাই শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! পূর্ব্বকালে পুরুষোত্তম দক্ষ যোগবলে স্বীয় শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার একভাগে নারী ও অপর ভাগে পুরুষরূপ অবলম্বন করিয়া মেরুশিখরে আসীন ছিলেন। এই সময় তিনি সেই শরীরার্দ্ধসম্ভূতা সর্ব্বজনমনোরমা পরমসুন্দরী রমণী হইতে কতক গুলি পদ্মনিভাননা কন্যা উৎপাদন করিয়া পুনরায় সেই নারীরূপ পরিহারপূর্ব্বক পরম মনোহর পুরুষরূপ আশ্রয় করিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই কান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যাগণকে ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমদেবকে সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করিয়া স্বয়ং সমাহিত চিত্তে পরম পবিত্র আধ্যাত্মিক যোগ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রদেশে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তপস্যা আরম্ভ করিয়া তথায় মৃগগণের সহিত বিচরণ এবং তৃণ ও ফল মূলাদি দ্বারা জীবিকা ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে মৃগগণ স্বভাবসিদ্ধ হিংসা দ্বেষ পরিহার করিয়া পরমসুখে বিচরণ করিতে লাগিল। যাঁহারা তপোবলে চিত্তবিকারকে দগ্ধ করিয়াছেন, সেই তপোনিরত পুণ্যকর্ম্মা ব্রাহ্মণগণও তাঁহার তপঃফল সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি অচির কালের মধ্যেই ইন্দ্রিয়গণকে ঘোর সংগ্রামে পরাভূত করিয়া চিত্তকে বশীভূত করিলেন। তখন তিনি সর্ব্বতা লাভ করিয়া কর্ম্মফললক্ষণা সিদ্ধি দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলে।

মহারাজ! এই সময়ে অতি বদান্য মান প্রবীর মানবগণও চরমে সস্ত্রীক বনগমনপূর্ব্বক মৃগসহচারী ও নিরামিষভোজী হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন, স্তোত্র সংসিদ্ধ বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই দেহকে ব্রহ্মের প্রথম অধিষ্ঠান স্থান করিয়া লন। সেই জন্য জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় মুক্তিমার্গানুসন্ধায়ী বসুধাচারী অভিযুক্ত যতিগণ উহাকেই ব্রহ্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহারাজ! যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রহ্মার মানস সম্ভূত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মপদে বিলীন হন, তাহাদিগকেও প্রাক্তনকর্ম্ম ফলে পুনরায় সংসার শ্রমে আসিয়া বিচরণ করিতে হয়। অতএব প্রাক্তন ফল অতিক্রম করা নিতান্ত দুরূহ। যে সকল প্রজা একবারে সমাধিবলে অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিল, তাহারাও কালবলে পুনরায় ব্যক্তীভাব আশ্রয় করে, কি স্থাবর কি জঙ্গম কি স্থূল কি সূক্ষ্ম সকলেই কাল যোগবশতঃ কখন যোগ কখন বা যোগজ্ঞান শূন্য হইতেছে। যাহা হউক এই সমস্ত দক্ষ কন্যাগণ কালধর্ম্মজ্ঞ: অক্ষয় পুরুষ মহর্ষি কশ্যপের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রসব করিয়াছেন। ফলতঃ, কি আদিত্যগণ, কি বসুগণ, কি বিশ্বদেবগণ, কি মরুগণ, কি অনেকশীর্ষনাগগণ, কি সাধ্যগণ, কি পন্নগগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি কিন্নরগণ, কি যক্ষগণ, কি পক্ষিগণ, কি পক্ষবা গরুড়, কি

পশুগণ সহকৃত ধেনুগণ, কি মানবমণ্ডলী, কি জলজাল, কি ভূধর শ্রেণী, কি হস্তী, কি সিংহ, কি ব্যাঘ্র, কি অশ্ব, কি খড়্গী, কি বিষাণধারী, কি বৃষভ, কি মৃগ, কি চতুঃ শৃঙ্গধারী হরিণগণ, কি পদ্মপর্ণবৎ সুন্দরবর্ণ পন্নগ গণ, কি এতদ্ভিন্ন বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত কামরূপী প্রাণিগণ এবং অসামান্য রূপ, গুণ, শরীর, সাধুতা ও পরাক্রমশালী মুনিগণ সকলেই এই সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে পুনঃ পুনঃ সমুদ্ভূত হইয়া আসিতেছেন। আত্মতত্ত্ব বেদপরায়ণ ধর্ম্মচারী মহাত্মগণ যে মানসলোক হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, দেবগণও সেই মানস লোক হইতে সমুদ্ভূত হইয়া স্বর্গ লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

হে রাজন! এতদ্ভিন্ন যে সকল গৃহস্থগণ গুরু শুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া অবশেষে তপঃসিদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা যোগগতি প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা সস্ত্রীক উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শিলাতলে অবস্থানপূর্ব্বক ধৈর্য্যগুণে অতি কঠোর ব্রতচর্য্যার অনুষ্ঠান বশতঃ কর্ম্ম জন্য ফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও চরমে কৃতকৃতার্থ হইয়া এই স্বর্গলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

২১২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যদেশ অতি রমণীয় স্থান। উহা নানাবিধ ধাতুদ্বারা রঞ্জিত, সমতল ক্ষেত্র বহু পাপ শ্রেণীতে সমাচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ ও শীতল। উহাতে তৃণের ও কণ্টকের লেশমাত্রও নাই এবং মনঃশিলাদি নানাপ্রকার ধাতুর রঞ্জিত থাকায় পরম সুদৃশ্য হইয়াছে। তথায় নিয়ত পঞ্চস্বরে বেদত্রয় পাঠ হইতেছে। জটাজিনধারী জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রযজ্ঞপরায়ণ ব্রহ্মহিতব্রত বিপ্রগণ সেই সুমেরু পৃষ্ঠে একমাত্র বহ্নিস্থাপন করিয়া ব্রহ্মাকে সম্মুখে লইয়া সমাহিত চিত্তে মন্ত্রভেদে অগ্নির নাম ভেদমাত্র করিলেন। এই অগ্নি এক হইলেও বেদপারগ মুনিগণ কর্ত্তৃক ত্রিধাসংস্কৃত হওয়াতে ত্রেতাত্ব লাভ করিয়াছেন। সেই এক মাত্র মহান অগ্নি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আজ্যসংযুক্ত স্বাহাকার মন্ত্রপূত আহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বলোক-সৎকৃত-ব্রাহ্মণ-নির্ম্মাতা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সেই পদ্মানন শিখাধারী জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মা দণ্ড, চর্ম্ম, শর ও খড়্গ ধারণ করিয়া সমাহিত চিত্তে পুষ্কর মধ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণবর্গ ইন্দ্রপোক্ত সামবেদ গান করিতে লাগিলেন। ঐ যজ্ঞ কার্য্যোপযোগী যে সমুদায় ঘৃত, ক্ষীর, যব, ব্রীহি ও আজ্যাদি আহৃত হইয়াছিল তৎসমুদায় বেদবিহিত বিধানানুসারে সেই অগ্নিতে পরমব্রহ্মপদ উদ্দেশ করিয়া সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর সমীগর্ভোত্থিত আগ্নেয়ী অরণিমনপূর্ব্বক পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নিতে অন্য এক অগ্নির আধান করিলেন। যজ্ঞ কার্য্যোদ্দেশে হুতাশন মুখে যেরূপ আজ্যাদি বিবিধ বস্তুর আহুতি প্রদত্ত হয় হুতাশনও তদনুসারে হব্যময় ফলও প্রদান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই যজ্ঞবিধানজ্ঞ ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বিবিধ দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যাহা হউক এই যজ্ঞে বৃহস্পতি স্বয়ং বেদ চতুষ্টয় পাঠ করেন। ঐ বেদগান শিক্ষাগুণে রাগ ও উদাত্তাদিস্বর সংযুক্ত হইয়া এরূপ শ্রুতি মধুর হইয়া উঠিল যে সাক্ষাৎ সরস্বতীরই কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমুচ্চারিত বেদ ধ্বনিতে সেই ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বিতীয়

ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই যজ্ঞবেদিতে উপবেশন করিয়া বৃহস্পতি অনাময় বেদগান আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন বর চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ সমুদীরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। অনন্তর সমিধ, কলসপূর্ণ সামরস, স্রুক স্রবাদি পাত্র সমুদায়, যব, ধান্য, আজ্য, পশু, সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু এবং সুবর্ণাদি দ্রব্য সমুদায় ঐ যজ্ঞে প্রদত্ত হইল। বেদবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানময় দেবতা অন্যান্য তেজোমূর্ত্তিধারী দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া উদ্গীথাদি উপসনা সহকারে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবান ব্রহ্মা শমী সম্ভূত আগ্নেয়ী অরণিমন্থন করিয়া বেদোক্ত বিধানে প্রথমতঃ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সদস্যগণ চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া যজ্ঞের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নানা বিচিত্র কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। তপঃপরায়ণ বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ পুঞ্জ কলেবর ঋত্বিক্গণও যজ্ঞের পরমশোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। মহাদেব বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। এই যজ্ঞভূমিতে সমস্ত দেবগণ আগমন করিলেন। বেদবদাঙ্গ পারদর্শী বিনীত ব্রহ্মবাদী তপঃশ্রান্ত মহর্ষিগণও এই যজ্ঞ সন্দর্শন করিয়া স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক অশেষবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ যজ্ঞস্থলে ত্রিবিধ অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। বেদপাঠকগণ ইন্দ্র প্রোক্ত স্তোত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যজুর্ব্বেদও যথা বিধি অধীত হইতে লাগিল। তপশ্রোন্ত ব্রহ্মপরায়ণ সত্যব্রত মুনিগণও এই যজ্ঞানুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য সেই ব্রহ্মসম্ভূত পুরাণ ঋষি বৃহস্পতি স্বয়ং ব্রহ্মকার্য্যে এবং হোতৃকার্য্যে ব্রতী হইলেন। যজমান এইরূপে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া যজ্ঞফল সমস্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিলেন।

অদিতি বিষ্ণুর তাদৃশ মহিমা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তপশ্চর্য্যা দ্বারা শেষ গর্ভে তাহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। হে রাজন! সেই বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ, তিনিই অজ, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই নির্দ্বন্দ্ব, তিনিই পরিগ্রহশূন্য, তাহা হইতে ইন্দ্রাদি সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট পদের সৃষ্টি হইয়াছে,পরেও হইবে। সে পদের ধ্বংস নাই, পরিমাণ নাই, কর্ম্ম প্রাপ্যও নহে। নির্দ্দোষ মুনিগণ তাঁহার আত্মা।

মহারাজ! সেই একমাত্র বিষ্ণুপদ ব্যতীত সমস্ত পদার্থই দোষাঘ্রাত। রূপসরাদি বিষয় সমুদায় আকর্ষণ শক্তি দ্বারা একেবারে মনকে কলুসিত করিয়া ফেলে। যদিও রূপাদি সংসর্গ পরিহার করা দেহীদিগের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর; তথাপি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ে যাঁহারা মুগ্ধ না হন, তাঁহারই যথার্থ নিষ্পরিগ্রহ অর্থাৎ মুনিপদ বাচ্য হন। মুনিরা পরিগ্রহ ধর্ম্ম শুভ হইলেও তাহাকে অবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তৎপরিহারই যথার্থ বিদ্যার লক্ষণ। যখন ব্রহ্মবাদিগণ সেই মুনিত্ব প্রতিপাদক বিদ্যা বলে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তখন আর তাঁহাদের রাগদ্বেষাদি বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় না। বেদজ্ঞান, ব্রতমান ও ইন্দ্রিয়সংযমনাদি দ্বারা সাধুগণ যে স্বর্গলোক আশ্রয় করেন, বৃদ্ধগণ উহাকেই লোক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথায় হব্যভোজী দেবগণ লাব্ধাধিকার হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যজমানগণও স্ব স্ব কর্ম্ম ফল অনুসারে অমৃতপদলাভ করিয়া পত্নী সহচারী হইয়া নিরুদ্বেগে পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! সেই যজ্ঞাবসানে যজ্ঞফলদাতা ভগবান নারায়ণ সর্ব্বভূতের উপর কারুণ্যবশতঃ নির্ম্মলান্তঃকরণে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক যজমানগণকে সেই শৈলেন্দ্র প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মণাদি জাতিগত ভেদ বিদ্যমান থাকায় তাঁহারা সর্ব্বোদ্যম সহকারেও মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়ীভূত সেই শৈলের কোন অংশই ভেদ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহারা নিতান্ত শ্রান্ত ও বিষণ্ন হইয়া পুনরায় বসুধাতলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে গিরিবর সেই দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণকে প্রণামপূর্ব্বক প্রশান্ত মধুরস্বরে কহিলেন, হে ইন্দ্রিয়াসক্ত যজমানগণ! আপনারা এরূপ পরস্পরবিরোধী হইলে দিব্য শত বর্ষেও বলপূর্ব্বক এ পর্ব্বত ভেদ করিতে পারিবেন না। যখন আপনার সমাহিত চিত্তে এই ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন তখনই অনায়াসেই নির্ব্বৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন। রাগ দ্বেষ দ্বারা শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই শাশ্বত ব্রহ্মনিষ্ঠা জন্মে। অতএব অপেক্ষা কর, সময় উপস্থিত হইলে আমি তোমাদিগকে ভেদনকার্য্যে নিয়োগ করিব। তখন কি শিলাতল, কি চতুর্দ্দিক বিস্তৃত শিখর, কি ধাতু, কি বিশীর্ণপার্শ্ব বিবর, কি নাগগণ, কি গুহাশায়ী ব্যালগণ কেই আর প্রতিবন্ধক থাকিবে না, বরং আপনাদিগের স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত পথ প্রদর্শক হইবে। যজমানগণ গিরিবরের এই সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

২১৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলনন্দন! সেই গার্হস্থ্যধর্ম্মী দ্বিজগণ শৈলেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ অবধি দিন দিন বলি হোম ও দেবপূজা প্রভৃতি সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; সেই তপঃপ্রার্থী মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ ঐ পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মসদন নামক তৃণকন্টকশূন্য সমিধ কুশাদিপূর্ণ অতি পবিত্র স্থান মনোনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক পরমপদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এই স্থান অতি রমণীয়। কি গৃহধর্ম্মনিরত পবিত্রচেতা গৃহিগণ, কি নিস্পৃহ মুনিগণ, কি অন্যান্য কর্ম্মফলাসক্ত দ্বিজসত্তমগণ, কি অগ্নিহোত্রস্নায়ী চীরবল্কলবাসা জিতক্রোধ সমাহিতমতি জিতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থিগণ, সকলেই তথায় বাস করিতে অভিলাষ করে।

রাজন! যাঁহারা পূর্ব্বাচরিত ক্রম অবলম্বন করিয়া যত্নপূর্ব্বক যথাবিধি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই সনাতন পুণ্যলাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন সমাপন না করিয়া গৃহগমন, কি কোন কঠোরব্রতাবলম্বন, কি বানপ্রস্থাদি দ্বারা আত্মপরিত্যাগ কিম্বা এক বারেই গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ঋক্, যজু, সাম, এই বেদত্রয়ের মধ্যে কোন একটিতে অধিকার না হইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিগ্রহ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাঁহারা দারপরিগ্রহ পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি গৃহস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান করিলেই তাহার ফল লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নমাত্র, না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন, ধার্ম্মিক রাজন্যবর্গ তাঁহাদিগকে শূদ্রকর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া বেদাধ্যয়ন বা বেদের সমাদর না করেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণই বলি না।

অতএব যে ব্রাহ্মণ স্বীয় উন্নতির অভিলাষ করেন তিনি বেদাধ্যয়ন না করিয়া কোন কার্য্যই আরম্ভ করিবেন না।

২১৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বেদপরায়ণ যাগশীল নারদাদি দেবর্ষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য জাত দ্বারা বাক্ষ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া মধুর বচনে ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মার স্তোত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদের সেই যজ্ঞ সন্দর্শন এবং সর্ব্বভূতহিতকর প্রীতিবর্দ্ধন স্তব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাগ্যবশতই তোমাদের, এরূপ যজ্ঞে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। তদনন্তর মহর্ষি কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কশ্যপ! তুমিও পৃথিবীতে গমন করিয়া পুত্রগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। তোমার সুরাসুরাদি পুত্রগণ সার্ব্বিক রাজসিক ও তামসিক এই প্রকার প্রকৃতি অনুসারে সম্পূর্ণদক্ষিণ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। সুরাসুরগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'অগ্রে আমরা যজ্ঞ করিব অগ্রে আমরা যজ্ঞ করিব' বলিয়া ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করিল। পরক্ষণেই ঘোরতর জিগীষাবশতঃ উভয়দলেই বাস্ফোটনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত মহর্ষিগণ এবং বেদবেদাঙ্গপারগ বহুতর বাক্ষ্মণগণ তাঁহাদিগকে নিরন্তর নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করিল না। প্রত্যুত গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভের ন্যায় পরস্পর জয়াভিলাষে যুদ্ধারম্ভ করিল। অনেকেই নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতবৎ নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কতকগুলি মহাবল পরাক্রান্ত দেবতা ও অসুরগণ ঘোরতর গর্জন করিয়া মহাক্রোধে পক্ষবান্ পক্ষীর ন্যায় বাহু বিস্তার করিয়া পরস্পরকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নৌকা যেমন বীরপুরুষের পদভরে আক্রান্ত হইয়া গভীরজলে টলিতে থাকে, সেইরূপ পৃথিবীও তাঁহাদের পদভরে আক্রান্ত হইয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। শব্দায়মান বৃষভকুলের ন্যায় পর্ব্বত সমুদায়ও নিতান্ত বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। বায়ুবেগপ্রভাবে নদীসমুদায় বিক্ষোভিত হইল।

মহারাজ! অনন্তর মধুদৈত্যের সহিত বিষ্ণুর ঘোররর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ মহাপ্রলয়ের ন্যায় অতি ভীষণ হইলেও একবারমাত্র ধারাধর যেমন অগ্নির বিষম উত্তাপকে ক্ষণকালের মধ্যে শান্তি করে, সেইরূপ ভগবান নারায়ণ মধুদৈত্যের সমস্ত বল ও পরাক্রম একবারে উপশমিত করিলেন।

২১৫তম অধ্যায়

মহারাজ! সেই মহাবল পরাক্রম দিতিনন্দন মধু বুদ্ধিবৈপরীত্যবশতঃ ইন্দ্র সম্পত্তির বাসনা করিয়া দুর্ভেদ্য লৌহনির্ম্মিত পাশাস্ত্র দ্বারা মহেন্দ্রকে পর্ব্বতমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর যুদ্ধমদে মত্ত হইয়া প্রথমেই সর্ব্বাগ্রগণ্য বিষ্ণুকে আহ্বান করিতে লাগিল। তৎকালে কশ্যপপুত্রগণ কালবশবর্ত্তিতানিবন্ধন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কিয়দ্দংশ দৈত্যপক্ষ কিয়দ্দংশ দেবপক্ষ আশ্রয় করিল। মধুপক্ষীয়গণ অতি ভীষণ গদা গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। ঐ সময়ে গীতবাদ্যবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ হাস্যসহকারে গীত বাদ্য ও নৃত্য করিতে লাগিল। বীণাবাদ্য স্বভাবতঃই অতি মধুর, তাহাতে আবার সম্বন্ধ তানলয় সহকৃত হওয়াতে মধুপক্ষায়গণের মন একবারে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। এইরূপে

কমলযোনির নিয়োগবশতঃ সত্যবাদী গন্ধর্ব্বগণ দৈত্যদিগের মনোবিকার উৎপাদন করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বদিগের মধুর সঙ্গীতে দৈত্যপতির মন আকৃষ্ট হইলেও সে সিংহনাদ করিয়া মধুরিপুর অভিমুখে উপস্থিত হইল। তৎকালে অন্যান্য অসুর ও সুরগণেরও মন বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

এদিকে ভগবান বিষ্ণু এইরূপে দৈত্যপতির মন আকর্ষণ করিয়া অগ্নি যেমন নিগুঢ়ভাবে কাষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তদ্রূপ যোগবলে মন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় উজ্জ্বলহৃদয় ঋষিগণ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পিতামহকে অগ্রে করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন দৈত্যরাজ মধু রোষকষায়িতলোচনে বিষ্ণুর শঙ্খধারণোপযোগী হস্তের উপর আঘাত করিল। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ দৈত্যবরের বক্ষস্থলে এক চপেটাঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই দৈত্য পতি রুধির বমন করিতে করিতে জানু সঙ্কুচিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। পতিত ব্যক্তিকে প্রহার করা বীরোচিত কার্য্য নহে এই মনে করিয়া অচিন্ত্যশক্তি যুদ্ধবিশারদ বিষ্ণু আর তাহাকে প্রহার করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরেই দৈত্যরাজ বিষম ক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় ভূতল হইতে উত্থিত হইল। তখন তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সে দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। অনন্তর উভয়েই অতি রোষভরে কর্কশবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তর্জন গর্জন করিতে বাহুযুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয়েই জয়াকাঙ্ক্ষী, উভয়েই বাহুবলশালী, উভয়েই যুদ্ধবিশারদ, উভয়েই তপঃশ্রান্ত, উভয়েই সত্যপরাক্রম। উভয় বীরেই দৃঢ়তর প্রহারপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যুধ্যমান বীরদ্বয়কে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন পক্ষবান্ গিরিদ্বয় স্ব স্ব পক্ষ বিস্তার করিয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কখন উভয়েই পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন। কখন বা সমরমদিরায় উন্মত্ত হইয়া ভীষণ মাতঙ্গদ্বয়ের দন্তাঘাতের ন্যায় পরস্পর নখর প্রহারদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই ক্ষত স্থান হইতে অজস্র রুধিরধারা নিপতিত হইতে লাগিল; দেখিয়া বোধ হয় যেন বর্ষাকালে পর্ব্বতদ্বয় অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত কাঞ্চনসমুদায় নির্গলিত হইতেছে। উভয়েরই কলেবর রক্তাক্ত, উভয়েই পদাঘাতে পৃথিবী বিদারণ করিতে সমুদ্যত। দুই বীরে পরস্পর নিদারুণ প্রহার করিয়া মাংসলোপ বিস্তৃত পক্ষ পক্ষিদয়ের ন্যায় ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সিদ্ধগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া পরমার্থ সংযুক্ত বাক্য দ্বারা সত্যপরাক্রম বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ভগবন্! শরীর সমুদায় ধাতু নির্ম্মিত, তন্মধ্যে নির্লিপ্তভাবে যে চৈতন্যের সত্ত্বা আছে, সেই চৈতন্যেই দেহ সংযুক্ত তেজোময় সনাতন ব্রহ্ম। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জীবমাত্রেই সূক্ষ্মভূত হইয়া তাহাতে লীন হয় এবং সময় উপস্থিত হইলে আবার সেই সমুদায় সূক্ষ্মভূত উপাদান সকল বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমুৎপন্ন হইতে থাকে। সেই সুরূপ বহুরূপ কামফলদাতা ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে ত্রিভুবনস্থ সমস্ত জীবগণকে প্রবোধিত করিয়া নির্লিপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন। তিনি যোগাত্মা হইলেও নানাকারণবশতঃ মানষী তনু আশ্রয় করিয়া নানারূপে এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। তিনি পরব্রহ্ম, তিনি সূক্ষ্মভূত আত্মা, তিনিই ঈশ্বর। তিনি বেদরূপে

ব্রাহ্মণহৃদয়ে, যুদ্ধরূপে ক্ষত্রিয় মনে, দানরূপে বৈশ্যগণে এবং পরিচর্য্যরূপে শূদ্রান্তঃকরণে বাস করিতেছেন। তিনি ক্ষীর প্রদানে ধেনুরূপী, যজ্ঞীয়প্রোক্ষণে তিনি অশ্ব, পিতৃগণে তিনি উষ্মারূপী, দেববৃক্ষে হবি এবং দর্শ, পূর্ণমাস, পিণ্ড ও পিতৃযজ্ঞ এই চার; আর মন, বাক্য ও প্রাণ এই তিন; সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তবিধ অন্নরূপী হইয়া পিতৃগণের সহিত এই ত্রিলোক পালন করিতেছেন। হে ঈশ! তুমিই চন্দ্র সূর্য্যাত্মক; তুমি কখন তেজোময় মূর্তিধারণ করিয়া সমস্ত প্রকাশ করিতেছ, আবার কখন তমোময় মূর্ত্তিতে সমস্ত আচ্ছন্ন করিতেছ। সপ্তধাবিভক্ত পিতৃগণ যে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, তাহাও তোমারই স্বরূপ।

হে বিভো! তুমিই সেই বিষয়াদি পঞ্চভূত, তুমিই সেই অহঙ্কারাদি পঞ্চতন্মাত্র, তুমিই সনাতন, তুমিই দিব্য, তুমিই শাশ্বত, তোমা হইতেই ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সমস্ত তেজের মূল কারণ, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি তোমা হইতে তেজ গ্রহণ করেন; এই জন্যই (আদান করেন বলিয়া) তোমার নাম আদিত্য হইয়াছে। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে তুমিই সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া খর-কিরণ-বর্ষণে ভস্মীভূত করিয়াই যেন সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাক। তুমি চন্দ্র, সূর্য্য ও বসুগণের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বসন্ধি সেই সেই ঘোর অমাবস্যাতে গূঢ়ভাবে এই ত্রিলোক বিচরণ করিয়া থাক। তুমি যাগশীল ব্যক্তিবর্গের কর্ম্মফলদাতা এবং পুষ্টিবর্দ্ধন। তুমি যে কার্য্যের যাহা নিমিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছি, তাহার কখন বিপর্য্যয় হয় না। তুমি পক্ষে পক্ষে বালভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত চন্দ্ররূপে বনস্পতি, ওষধি ও পৃথিবীকে যুগপৎ প্রাপ্ত হইতেছ। হে ভূতেশ! হে বিভো! এই পৃথিবীতে ভূতগণের পোষণের নিমিত্ত যাহা কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে তুমি তৎসমুদায় স্বরূপ। এই পৃথিবীতলে তুমিই দ্বিবিধ শাশ্বত ধর্ম্ম। তুমি দেব যজ্ঞ, তুমি মন্ত্রবাক্য, তুমি আত্মযজ্ঞ, তুমি লোকাতীত! যে চন্দ্র ও সূর্য্য স্বর্গের দ্বিবিধ পথ স্বরূপ; সেই পিতৃযান নির্ম্মল চন্দ্রও তুমি এবং দেবযান সেই ভাস্করও তুমি। তুমি উৎপর হও নাই অথচ মায়াবলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে একীভূত করিয়া এই বিশ্ব সংসারে অসংখ্য জীবরূপে বিচরণ করিতেছ। তুমিই একমাত্র পুরাতন বিরাট পুরুষ। তোমার ক্ষয় ও পরিমাণ কিছুই নাই, তুমিই সমস্ত কার্য্য ও অকার্য্যের মূল অথচ তুমি স্বয়ং সর্ব্ববিষয়েই নির্লিপ্ত। তুমি তেজোরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ, বায়ুরূপে আকাশে বিচরণ করিতেছ, তুমি মহত্তত্ব, অহঙ্কারত ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্তমূর্ত্তি দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। শম দমাদি সাধন প্রলয়কালীন সংহার, ধারণ, পোষণ, ইন্দ্রিয়পরিচালন ও বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই তুমি বিধাতা। নিষ্পাপ, ক্রিয়ানুষ্ঠান বশতঃ সত্যপথগামী সর্ব্বজীবে সমানুরাগী জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ নিয়ত তোমারই সেবা করিয়া থাকেন।

মহারাজ! সিদ্ধ মুনিগণ এইরূপে স্তব করিলে ভগবান্ নারায়ণ স্বীয় প্রকাণ্ড দেহ হয়শির নামক মূর্ত্তিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তাঁহার সেই বেদময় রূপ এবং সর্ব্বদেবময় শরীর আবির্ভূত হইল। ঐ মূর্ত্তির শিরোদেশে মহাদেব, হৃদয়ে ব্রহ্মা অবস্থান করিলেন। শরীর হইতে নবোদিত সূর্য্যরশ্মি নিঃসৃত হইতে লাগিল। চন্দ্র সূর্য্য চক্ষুদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। জঙ্ঘাতে বসুগণ সর্ব্বসন্ধিতে সাধ্য ও দেবগণ, রসনাতে দৈববৈশ্বানর, বাগিন্দ্রিয়ে বাগ্‌বাণী, জানুদেশে মরুগণ ও বায়ু অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাজ! ভগবান্ বিষ্ণু সুরগণেরও বিস্ময়কর সেই অদ্ভুত প্রকাণ্ড রূপপরিগ্রহ করিয়া ক্রোধরক্তলোচনে দৈত্যপতিকে নিপীড়িত করিলেন। সে পতিত হইলে তাহার শরীর মেদ ও রক্তের যারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া রক্তাংশুক পরিবৃতা কামিনীর ন্যায় শোভমান হইল। এইজন্যই অসুরগণ পৃথিবীকে মেদিনী নামে অভিহিত করিয়াছে।

২১৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মধুদৈত্য নিপতিত হইল দেখিয়া সেই পুষ্করবাসী জীবমাত্রেরই আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সকলেই হৃষ্টচিত্তে গান ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সুপার্শ্বনামা গিরিবারের বহুবিধ ধাতু রঞ্জিত শৃঙ্গ সমুদায় কাঞ্চন দ্বারা মণ্ডিত হইয়া যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল। অন্যান্য পর্ব্বতগণেরও অত্যুন্নত শিরভাগ সমুজ্জ্বল ধাতুরঞ্জিত হওয়াতে বিদ্যুৎপরিশোভিত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গিরিগণের পক্ষপবনে উদ্ধূত হইয়া অঞ্জনবর্ণ বালুকাসমুদায় গিরিশিখর আচ্ছাদন করিলে মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আর কতকগুলি পর্ব্বতের শিখরসমুদায় অভ্রভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল; তত্রত্য পাদপগণ পক্ষাঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল সুতরাং তত্রত্য কাঞ্চনাদি ধাতুসমুদায় উচ্ছিন্ন হইল; তখন উহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভূধর আকাশেই অবস্থান করিতেছে। আর কতকগুলিপক্ষযুক্ত শিখরশালী স্ফটিকমণিব্যাপ্ত সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্তমণিবিভূষিত কাঞ্চনময় পর্ব্বত পক্ষবায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বিহঙ্গমগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। শ্বেতধাতুব্যাপ্ত মহাশৈল হিমালয়ও সূর্য্যকিরণ প্রকাশিত, পঞ্চমধ্যবিনিঃসৃত উজ্জ্বল মণি এবং তাম্রবর্ণ পুষ্পসুশোভিত কাঞ্চনময় শিখর দ্বারা পরম শোভা ধারণ করিল। স্ফটিকমণিব্যাপ্ত উচ্চশিখর মন্দর গিরিও বজ্রগর্ভ নিরালম্ব স্বর্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শৃঙ্গবান ধাতুবিভূষিত অত্যুন্নত তোরণাকৃতি নিবিড় পাদপরাজিবিরাজিত কৈলাস পর্ব্বতও তৎকালে গন্ধর্ব্বগণের বাদ্যোদ্যম, কিন্নরগণের সঙ্গীত, সুর কন্যাগণের বিহার দ্বারা ক্রীড়াপর্ব্বত হইয়া উঠিল। ফলতঃ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়াদি দ্বারা কৈলাস গিরি নিতান্ত মনোদ্দীপক হইয়া উঠিল। নীলনীরদবৎ শ্যামবর্ণ বিন্ধ্যগিরির শৃঙ্গ সমুদায় গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় ঘোর নীলবর্ণ; তদুপরি আদিত্যরশ্মি নিপতিত হইয়া দ্বিতীয় মেঘের আকার ধারণ করিয়াছে। তত্রত্য তরুগণ পুষ্পস্তবকে পরিশোভিত হওয়াতে বর্ষাকালীন অবাতবিক্ষোভিত বিদ্যুদ্বিলসিত মেধাবলীর ন্যায় শোতা ধারণ করিল। তরুসমাশ্রিত লতামণ্ডপে বিহঙ্গগণ বিলীন থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন বিচিত্র কনকভূষণে ভূষিত হইয়া মাতঙ্গগণ শোভা পাইতেছে। বসন্তসময়ে কুসুমসুশোভিত লম্বমান লতা সকল মারুতবেগে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং অনবরত পুষ্পবর্ষণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তটাঘাতনিবন্ধন বারিবিন্দু উচ্ছ্বলিত হইয়া বেলা অতিক্রম করিতেছে। বহু শাখাপল্লব সুশোভিত বৃহৎস্কন্ধ সারবান্ পাদপ সমুদায় বিপুল ফলশালী হইয়া যেন বসুন্ধরাকে ধারণ করিতেছে। মধুপ্রিয় মধুকর ও

মধুকরী এবং মধুপানমত্ত বিগঙ্গমগণ মধুররে গান করিয়া যেন কামদেবের আগমন সময় সূচনা করিতে লাগিল।

মহারাজ! ভগবান নারায়ণ মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়া তথায় মধুবাহিনী নামে এক নদী প্রবাহিত করিলেন। উহার উভয়পার্শ্বে অতি সুন্দর সুন্দর ঘাট সমুদায় নির্ম্মিত হইল। মধ্যস্থান গভীর জলে পরিপূর্ণ; উহার বালুকা রাশি অঙ্গাবর্ণ। নির্ম্মল জলপ্রবাহ বিবিধ বিচিত্র কুসুমদামে পূর্ণ হওয়াতে পরম সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। শ্রোতস্বতী ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপরতন্ত্র ঋষিগণের বাক্যানুসারে পুষ্কর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া কপিলাধেনুরূপ ধারণ করিয়া অতিবিস্তীর্ণ ব্রহ্মযজ্ঞে মধুর দুগ্ধ প্রদান করিয়াছিলে। মহারাজ! সেই প্রধানপুরুষ ভগবান নারায়ণ কেবল কূটস্থবস্তুর অনুসন্ধানের নিমিত্তই পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকেন। তিনিই আবার শুদ্ধ শাশ্বত পরমাদ্ভূত পরমাত্মাকে ভজনা করিয়া থাকেন। বেদবাক্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রমধ্যে যে অজ্ঞানতিমিরবিনাশন জ্ঞানের উদয় হয়, উহাও অভ্রান্ত নহে। ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইলে যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইতে প্রকৃতি, পুরুষ ও আত্মা এই তিনের পার্থক্য উপলব্ধি হইতে থাকে।

রাজন! অহঙ্কারতত্ত্ব এক বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভেদ্য। গুরুপদেশ উহার দ্বারস্বরূপ; সত্ত্বাদি গুণত্রয় উহার জীবন। অন্যের কথা আর কি বলিব সিদ্ধ মহর্ষিগণও উহার আনুগত্য, পরিত্যাগ করিতে পারেন না। উহার মোহিনীশক্তি বিচিত্র কাঞ্চন নির্ম্মিত সুচিত্র বেদিকার ন্যায়। ইহা কি জাগ্রত অবস্থা, কি হয় সকল অবস্থাতেই অপরিহার্য্য।

মহারাজ! পুষ্কর পরিভ্রমণান্তে ব্রহ্ম যজ্ঞ সমাধা করিয়া বিপুলদক্ষিণ প্রজাপতি স্বয়ং বলিয়াছেন, যেমন মহামেরুর রূপ পঞ্চবিধ ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অহঙ্কারবলে অদ্ভুতদর্শন হইয়াও চেতনাসম্পন্ন হইয়াছে, আমিও সেইরূপ কল্পনা দ্বারা এই রূপকে বিবিধ ভাগে কল্পনা করিব। অনন্তর পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় দ্বারা তিন লোক প্রত্যক্ষ করিব। তাহার পর ষষ্ঠেন্দ্রিয় অর্থাৎ মানস দ্বারা ধর্ম্মচারিণী বৃত্তির সৃষ্টি করিব। সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাম ও মোহের বশীভূত হইয়া সেই সম্পত্তিরই অনুধ্যান করেন এবং তাহাতে আসক্ত হন, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়াদি বাসনা হইতে বিমুক্ত তাঁহারা নিষ্পরিগ্রহ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া অবস্থান কয়েন। সকলেরই দেহ পঞ্চমহাভূতনির্ম্মিত সুতরাং তাহাদের চেষ্টাও ভিন্নরূপ; এই নিমিত্ত কেহ আর আমাকে লাভ করিতে পারে না। তবে যাঁহারা প্রণবাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে অনেকবার স্মরণ করিয়াছেন, তপঃপ্রভাবে যাহাদের পাপরাশি একবারে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই আমার অব্যক্তরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। যাঁহারা ধর্ম্মমার্গ আশ্রয় করিয়া উহার ক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে পাইতে আশা করে, তাঁহারা স্বর্গ জয় করিয়া অনায়াসে আমার দর্শন লাভ করিতে পারে। যিনি দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ববশে আনিতে পারেন তিনিই মরুস্থিত অত্যুচ্চ অহঙ্কার পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অবিদ্যার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, তিনি পরলোকেও নন্দন ও কাম্যক বন প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাহারা আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া সদ্বিদ্যা আশ্রয়পূর্ব্বক এই পুষ্কর তীর্থে ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় শরীর ক্ষয় করিবেন, তাহারা সিদ্ধিলাভ এবং বহুবিধ অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া পরম সুখে ইহলোক এবং পরলোক অতিবাহিত

করিবেন। যৎকালে সমাধিনিরত যোগিগণ স্বীয় তপঃ প্রভাব অন্যকে দর্শন করাইতে পারেন তখন তাঁহারা সদ্বিদ্যাপ্রভাবে গৌরীসিদ্ধ নামে অভিহিত: হইয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া উঠেন। মূলাধারাদি ছয় প্রকার আনাভিসন্ধিতে অভিজ্ঞতা জন্মিলে আর তাহাকে যোগভ্রষ্ট হইতে হয় না। তখন তিনি পঞ্চভূতবন্ধন হইতে মুক্ত হন, ক্রিয়ানুষ্ঠানেরও আর আবশ্যকতা থাকে না। অপরাধী যেমন সহস্র গুণ কর প্রদান করিয়া রাজকোপ হইতে মুক্তি পায়, সেইরূপ বিপ্রসম্মান ও নিষ্কাম অর্থ দান দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতিলাভ করা যায়। ঈশ্বর প্রতিনিবন্ধন প্রভূত পুণ্যফল লাভ হয়। অধিক কি সেই দানফলে দানকর্ত্তার পূর্ব্বপুরুষ গণও পরলোকে সুখলাভ করেন। ব্রাহ্মণসংকুল যজ্ঞে যাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ ও ভক্তি আছে, তাঁহারা তাহাতে যজ্ঞান্ত স্নান করিয়া ঐরূপ যথেষ্ট পুণ্যফল প্রাপ্ত হন। হে তপোধনগণ! আমি যজ্ঞসম্বন্ধীয় যে সকল কথা কহিলাম, উহা উপদেশমাত্র নহে, উহা আমার বরস্বরূপ জানিবে। ধর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মাচরণ করিলে অবশ্যই উহা ফলবান হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।

২১৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! সেই সত্যসাধন পরমধার্ম্মিক কমললোচন ভগবান নারায়ণ মোক্ষপ্রার্থী হইয়া পুষ্করতীর্থে পবিত্র পর্ব্বতোপরি একপদে অবস্থান করিয়া আত্মাতঃ আত্মসমর্পণপূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন, উহা কেবল লোক শিক্ষার নিমিত্ত। ভগবান সোমদেবও স্বয়ং সর্ব্বগাত্রে ভস্ম বিলেপনপুর্ব্বক নয় সহস্র বৎসর একাগ্রচিত্তে তপশ্চরণ করেন। তৎকালে তাঁহার রূপরসাদি বিষয় সকলের উপলব্ধি মাত্র ছিলনা। তারা তিনি ব্রাহ্মী সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বকীয় তেজঃপ্রভায় অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরাভবপূর্ব্বক জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার রসাত্মক সম্পদ বলে বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া কি স্বর্গ, কি আকাশ, কি পৃথিবী সর্ব্বত্রই দৃশ্য মান হইতেছেন, মহাযোগী দেবদেব মহেশ্বর ও স্বীয় রূপ অন্তর্হিত করিয়া বৃষরূপে দক্ষিণ পাদ উত্তোলন ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া নয় সহস্র এক শত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বায়ু তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঘনীভূত হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর যখন তিনি বিবৃতাস্য হইয়া উদ্গার উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন তখন ঐ বায়ু ফেনীভূত হইয়া মুখবিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। ঐ ফেন সমুদায় তরলও নহে কঠিনও নহে। কেবল নির্য্যাস মাত্র। ঐ বায়ু জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করে। তখন ঐ সজল বায়ু ফেনাকার পরিত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে মেঘরূপে পরিণত হয়। সেই ঘনীভূত নীলবর্ণ মেঘ হইতে ভূতলে করকাপাত আরম্ভ হয়। ঐ করকা শুষ্কও নহে কঠিনও নহে। তদনন্তর ঐ বায়ু ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করেন। অতঃপর বহ্নিও সেই পুষ্কর তীর্থে বিশাল জটা ধারণ চীর বল্কল পরিধান, অনাহার ও মৌনাবলম্বন করিয়া চতুঃসহস্র বৎসর নিরতিশয় অধ্যবসায় সহকারে তপস্যা করেন। তৎকালে তাঁহার স্বকীয় তেজ হইতে অন্য এক মহাগ্নি সমুদ্ভূত হয়। ঐ অগ্নি ত্রিধা বিভক্ত হইয়া স্বর্গ প্রকাশন, স্বর্গবাসী ও তমোনুদ নামে বিখ্যাত হইল। তন্মধ্যে স্বর্গবাসী

অগ্নি স্বর্গে অবস্থান করিয়া তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, স্বর্গ প্রকাশন হইতে যে ধূম নির্গত হয় সেই ধূম ভূলোকে মনুষ্য লোকের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অগ্নি হইতেই সূর্য্যের তেজও সংহৃত হইয়াছে এবং মর্ত্তবাসী যোগী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত জীবের তেজও আকৃষ্ট হইয়াছে।

মহারাজ! মহাতেজা সর্ব্বত্রগামী জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা পুষ্পমিত্র নামক যক্ষও এই পুষ্কর তীর্থে অবস্থান করিয়া সমাহিত চিত্তে তপস্যা করিয়া ছিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে যে পরিমিত ধারা ভূতলে নিপতিত হয় যক্ষপতি ততকাল এখানে অবস্থান করিয়া তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। এই অগণিত সহস্র বৎসর তিনি ভূমিতে জানু পাতিত করিয়া অনিমিষনেত্রে নভোমণ্ডলে নয়নার্পণপূর্ব্বক সূর্য্য মণ্ডলে জগৎ অবলোকন করেন। তাঁহার নেত্র সূর্য্যমণ্ডলে নিহিত হওয়াতে সূর্য্যরশ্মির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর সূর্য্য হইতে যে পরিমাণে কিরণজাল নিঃসৃত হয় তাহার নেত্রও সেইরূপ সহস্র সহস্র হইয়া উঠিল। এইরূপে বহু নেত্র লাভ এবং উহা তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য রশ্মির সহিত মিলিত হওয়াতে তিনি যজ্ঞীয় দূত হুতাশনের ন্যায় দ্যুতিধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সেই তপোবলে চিরজীবী হইয়া অবশেষে প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভাস্বরনেত্রে আদিত্য লোক লাভ করেন। অনন্তর কর্ম্মক্ষয় অথবা যুগক্ষয় বশতই হউক সেই যক্ষরাজ পুনরায় বসুধাতলে উপস্থিত হইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করেন। ঐ তপস্যা শেষ হইলে তিনি মেরু শিখরে আসিয়া নরবাহন কুবেরত্ব লাভ করিলেন, তখন অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া অভিলষিত ভোগ্যবস্তু উপভোগপূর্ব্বক পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তপঃফলদাতা বিষ্ণুও পরিণামে তপোবলে জগৎপ্রকাশিত হইয়াছেন। ফলতঃ সেই সনাতন বিষ্ণু ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন পুরুষই নাই যে, যক্ষরাজ কুবেরের তুল্য তপশ্চরণ করিতে পারে।

মহারাজ! বহুশীর্ষ নাগরাজ বাসুকি ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মারূপী ব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া তপস্যা করেন। সত্যপরায়ণ বলবান ব্রহ্মসম্ভূত ধর্ম্মাত্মা নাগরাজ অনন্তদেবও বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক অবাক্‌শির হইয়া লম্বমান হন। অনন্তর তিনি জিহ্বা লেহন করিতে আরম্ভ করিলে শরীর হইতে বিষক্ষরণ হইতে লাগিল। এই রূপ তিনি অনাহারে সহস্র বৎসর অতীত করেন। তাঁহার শরীর হইতে যে বিষ নিঃসৃত হইয়াছিল, উহা কালকূট নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ কালকূট অতি ভয়ানক বস্তু, উহার নাম শ্রবণ করিলেও লোকে ভয়াকুল হইয়া উঠে, কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। ঐ নিদারুণ প্রাণনাশক বিষ সমস্ত পৃথিবী ভুজগমাত্রে অনুসৃত হইয়াছে, এমন কি বহুতর স্থাবর জঙ্গম মধ্যেও অনুগত হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছে। হে ভরত বংসাবতংস! ঐ তীক্ষ্ণ বিষযুক্ত জীবগণ অত্যন্ত হিংস্র। তাহারা সেই হিংস্র স্বভাব নিবন্ধন এমন কি আপনার অঙ্গও আপনি বিনাশ করে। অনন্তর মহাভাগ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত বেদাক্ষরময় বিষহর এক মন্ত্রও সৃষ্টি করিলেন। সেই মন্ত্র এই-

গরুত্মান্ বিততৈঃ পক্ষৈঃ নখাগ্রৈঃ সলিলং মহীং
সমা সহস্রং সংপূর্ণং বলাগ্রেণা বলম্বতে।
পর্ণভারৈশ্চ বিকাচৈ বিশীর্ণৈর্ব্বসুধাতলে,

ররাজ বসুধাচৈব তৈঃপর্ণের্ব্বহু চিত্রিতৈঃ।

হে মনুষ্যে। এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাণি মাত্রেই কি ইহলোক কি দেবলোক সর্ব্বত্রই বিষ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। তাহারা নক্ষত্র মালা বিরাজিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় সীয় শরীরের শোভাধারণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্মাত্মা ইন্দ্রও হেমন্তকালে পুষ্করজলে প্রবেশপূর্ব্বক সঙ্গত্যাগ ও ইন্দ্রিয় সংযমন করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। তৎকালে তাঁহার জটারাশি মধ্যে বহু মৎস্য বাস করিয়াছিল। অনন্তর বিপুল দেহধারিণী ধর্ম্মমতি পৃথিবীও স্বতলে গমনপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া একাগ্রচিত্তে একশত সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। হে মহারাজ! যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন, যিনি ব্রহ্মযোনি, যাঁহার আদি নাই অন্তও নাই, যিনি জীবরূপে সর্ব্বদা বিষয় ভোগ করিতেছেন, যিনি পরমাত্মস্বরূপ, যাঁহার আত্মার পরিমাণ নাই, যাঁহার আকার মাই, যিনি সমাধি বলে অথবা ব্রহ্মযোগ বশতঃই হউক দিবাতে উপবিষ্ট এবং রাত্রিতে স্থিরভাবে অবস্থান করেন, সেই সত্যসন্ধ ধর্ম্মাত্মা নারায়ণই সকলের অভীষ্ট ফলদাতা। এই পৃথিবীতে তপশ্চরণার্থ তাঁহার যে কর সমুদ্যত হয় তাহাই বিপুল আকাশে তপনরূপ ধারণ করিয়া চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদির আশ্রয়ীভূত ঘোর নিশাতমকে বিনাশ করে। পৃথিবী যে দক্ষিণ হস্ত সমুদ্যত করিয়া তপস্যা করিয়া ছিলেন, সেই হস্তও মহামনস্বী মহাযোগীস্বরূপ ধর্ম্ম। সোমদেব হইতে ঘোরতিমিররূপা অবিদ্যার উপশম হয়। কারণ ঐ আকার প্রকারশূন্য অক্ষয় ছায়ারূপা অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয়ভাবে ভূমিলিঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া পরিণামে চন্দ্রমণ্ডলে বিলীন হয়। পৃথিবীও তপঃপ্রবর্ত্তক তীর্থস্নানাদিকার্য্য সমাধা করিয়া দুশ্চর তপশ্চরণ দ্বারা পরিণামে চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ঐরূপ চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশের পর আবার সূর্য্যকিরণে আকৃষ্ট ও শুদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হন। কারণ যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে ঐ সলিলবস্বনা পৃথিবী বিষ্ণুতেজে অতি সূক্ষ্ম আকার ধারণপূর্ব্বক একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। তদনন্তর সূর্য্যরশ্মিতে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় কাঞ্চনজড়িত স্ফাটিক মণির ন্যায় তটবেষ্টিত নদীরূপে পরিণত হন। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশনিবন্ধন তদীয় রশ্মিসাগরে অভিভূত হইয়া একেবারে লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়া পড়েন। আবার যখন সেই রশ্মিমণ্ডল হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া যোগার্থ প্রধাবিত হন, তখন আকাশগঙ্গার আকার ধারণ করেন। তখন তিনি সুগন্ধি তরুলতার শীতল ছায়ায় পরিবৃত এবং দিব্যগন্ধযুক্ত বিবিধ সরোজনিকরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন। তখন ইহার জঘনদেশ কাঞ্চনভূষণ ও স্ফটিকমেখলায় অলঙ্কৃত, পদ্মরেণুতে বর্ণ ঈষৎ পীতবর্ণ, চক্রবাক কর্ণভূষণ হইল এবং পুষ্পমালা পরিবৃত নীলবর্ণ জলরাশি সুদীর্ঘ কেশপুরে শোভা ধারণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন কোন স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পরমাসুন্দরী কামিনী মন্থরগমনে বহুদূর গমন করিতেছেন। সেই এই লোকধাত্রী ধরিত্রী প্রথমতঃ তপশ্চরণ মাহাত্ম্যে চন্দ্রশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ গঙ্গারূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাত্মভূত পুষ্করে সঙ্গত হওয়াতে পাবনত্ব লাভ করিয়াছেন। অগ্নিতুল্য তেজস্বী তপোবলে নিষ্পাপকলেবর ঋষিগণ লোকশিক্ষার্থ ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব চার পাদযুক্ত বেদচতুষ্টয় যথাক্রমে গ্রথিত করিলে এই চন্দ্রমণ্ডলনিঃসৃত লোকহিতৈষিণী তপস্বিনী দেবী ব্রহ্মবাদিনী সরস্বতীরূপে সরসংযোগসহকারে সেই চার বেদই পাঠ করিয়াছিলেন। ইনিই মেরুপৃষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া মন্দগমনে মন্দরপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায়

উপস্থিত হইয়া উহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রত্যন্ত পর্ব্বত বিদারণপূর্ব্বক ঘোরতর শব্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জীবমাত্রেই ঐ শব্দ শ্রবণে বিস্মিত হইয়া উঠিল। অনন্তর বিরামসময় উপস্থিত হইলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; সত্যবাদিনী দেবী আর বাঙ্নিষ্পত্তিও করিলেন না, তখন জীবমাত্রেই নিস্তব্ধ হইল। তাহারা বলপূর্ব্বক বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে ইচ্ছা করিলেও বলিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর সেই ভগবতী সরস্বতী সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ মনে মনে স্বরযোগ বিভাগ করিয়া উচ্চৈঃসরে বাক্য কহিয়া উঠিলেন। তখন সমস্ত দেহিগণ তাহা হইতেই বাক্যকথন শিক্ষা করিল এবং সকলেই আনন্দভরে গান করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুগণ, অশ্বিনগণ, চীরবসন, জটা ও মঞ্জুমেখলধারী গন্ধর্ব্বগণ, কিরগণ, নাগগণ এবং বরুণপ্রভৃতি অন্যান্য মনীষিগণ সকলেই তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপ প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণও তপস্যাপ্রবৃত্ত হইয়া শরীর শুষ্ক করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে ভগবান বিষ্ণু স্বীয় মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া যজ্ঞাদিফলভূক দ্বিতীয় বিষ্ণুত্ব অর্থাৎ চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই মূর্ত্তিতে সেই মহাযোগী ভগবান আদিত্যাদি সহচরগণকে সম্যক রক্ষা করিতেছেন। এইরূপে সেই সনাতন বিষ্ণু দ্বিধাকৃত হইয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রভূত পুণ্করমধ্যে স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত বিধূম পাবকের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন এবং তিনি এই কর্ম্মক্ষেত্রভূত জগতে লোকশিক্ষার নিমিত্ত তদীয় মনঃকল্পিত অগ্নি আধান করিয়া পৃথিবীকে সন্তাপিত করিয়াই যেন সয়ং তপস্যা করিতেছেন। ইনিই কর্ম্মরূপে জীবগণের চরমে সদ্গতি প্রদান করিতেছেন। ঐ বিষ্ণুরূপ অগ্নি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখারূপ আদিত্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর অনুসৃত হইয়া অত্যুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র গমন করিতে পারেন না, সেইরূপ বিষ্ণুরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিতেও কোন ব্যক্তি সমর্থ নহে। ঐ অগ্নি বিধূম অনলের ন্যায় সর্ব্বত্র দীপ্তি পাইতেছেন। ঋত্বিকগণ সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকল্প প্রদীপ্ত বিষ্ণুরূপ অগ্নিকে যজ্ঞস্থলে বিবিধরূপে কল্পনা করিয়াছেন। যে কালপর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপন না হন, তাবৎকাল সেই বিষ্ণুরূপ অগ্নিকে বিষ্ণু সয়ং রক্ষা করিয়া তথায় অবস্থান করেন ইহা কেহই জানিতে পারে না। এই অগ্নিরূপী বিষ্ণুই আবার শত শত শরীর ধারণ করিয়া মেঘনায়ক ঐরাবতরূপ ধারণ কয়েন। তদনন্তর প্রাণিগণের প্রাণবর্দ্ধন সেই ঐরাবতরূপী নারায়ণ লোকহিতার্থ সুশীল বারিসেক যারা অন্নাদি পোষণ করিয়া জীবগণের অন্তঃস্থিত জঠরানল শান্তি করেন। অতঃপর সেই মহাযোগী অসমশক্তি বিষ্ণু সিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মে আত্ম সমাধানপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে তিনি আপাদমস্তক সমস্ত শরীরকে সঙ্কোচ করিয়া সহস্রদল পদ্মে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করেন।

হে মহারাজ! এই যোগধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ; ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিকল্প নাই। ইহা জীবমাত্রেই কি ইহলোক কি পরলোক সর্ব্বত্র সুখাবহ। হে পরন্তপ রাজন! ইতঃপূর্ব্বে যে যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐ যজ্ঞে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণাকার প্রজ্জ্বলিত হুতাশনতুল্য তেজস্বী দৈত্যগণ মায়াময় নগরে সংবৃত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া যজ্ঞবিঘ্নার্থ উপস্থিত হয়। উপস্থিত হইয়াই যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণের নিমিত্ত গিরিশৃঙ্গ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কখন বা বলদর্পে অন্ধ হইয়া মায়াবলে মেঘরূপ ধারণপূর্ব্বক বারিবর্ষণ করিতে

লাগিল। তখন অগ্নি, প্রলয়কালীন আদিত্যের ন্যায় শিখা বিস্তার করিয়া সমস্ত পৰ্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন দৈত্যগণ আর সে অনলতাপ সহ্য করিতে পারিল না। ঐ অগ্নি সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় বিষম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দৈত্যগণ ভগ্নোদ্যম ও ভগ্ন পরাক্রম হইয়া গন্ধমাদন পৰ্ব্বতে গমনপূৰ্ব্বক নিতান্ত বিষণ্ন বদনে তদীয় শিখরে উপবেশন করিল। এ দিকে ঐ যজ্ঞীয় হুতাশনও আকাশ মার্গে সমুপস্থিত ও বিদ্যুতের সহিত মিলিত হইয়া অন্তরীক্ষচারী দৈত্যগণকে দগ্ধ করিয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐরাবত বিপ্রবর্গের বদনোদ্গত মন্ত্রবলে প্রেরিত ধারাবর্ষী মেঘরূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টিমান্ পর্জ্জন্যের ন্যায় বিপ্রসন্তানগণকে সম্মানিত করিয়া ধরাতলে প্রভূত বারি বর্ষণ, করিতে লাগিল।

২১৮তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন! এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা তপোবলে সিদ্ধ হয় না। অতএব জিজ্ঞাসা করি দেবগণ তপস্যাসক্ত হইয়া অতঃপর কি কি কার্য্য করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বিষ্ণুময় দেবগণ যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইলে ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণগণ পুষ্কর হইতে অগ্নি আনয়নপূর্ব্বক যথাবিধি প্রজ্বালিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া হুতাশন ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া যোরতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে ঐ তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া তাহা হইতে এক পুরুষবিগ্রহ সমুত্থিত হইল। ঐ পুরুষ ব্রহ্মদণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের তেজঃপুঞ্জ দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি শরীরপ্রভায় সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। ফলত ইনিই বিষ্ণু; ইহার হস্তে অসি, চর্ম্ম, শাসন, গদা, লাঙ্গল, চক্র, শর, চর্ম্ম, পরশ্বধ, শূল, বজ্র, খড়্গ, শক্তি, উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক, মুষল ও লাঙ্গল এই ঘোড়শবিধ অস্ত্র বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য দেবগণ স্ব স্ব যোগবললব্ধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া ইহার সহচর হইলেন। দেবেন্দ্র শতপর্ব্ব বজ্র, রুদ্রদেব শূল ও পিনাক, মৃত্যু দণ্ড ও পাশাস্ত্র কাল শক্তি, ত্বষ্টা পদ্মশু, কুবের পরশ্বধ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ সময়ে বিশ্বকর্ম্মা ও ত্বষ্টা বহুবিধ অন্ত্রও প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর অগ্নিরূপধারী পরমাত্মা বিষ্ণু ইন্দ্র, প্রতাপশালী সূর্য্য এবং মহাত্মা রুদ্রদেবকে রথ প্রদান করিলেন। তৎকালে ত্বষ্টা বেদবিধানানুসারে সৈন্যসংগ্রহ এবং বিশ্বকর্ম্মা বহুবিধ বিমান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সত্য পরাক্রম বিষ্ণুও স্বীয় শরীরাংশভূত পুষ্কর হইতে বহুতর সেনার সৃষ্টি করিলেন। সূর্য্য ও নক্ষত্র নিচয়ের অবস্থানজন্য স্বর্গস্থান কল্পিত হইল। এই স্থানে অবস্থান করিয়া ইন্দ্র সমরভূমিতে বহুদৈত্যের বিনাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মরূপী ভগবান বিষ্ণু দৈত্যগণের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে মনে করিয়া নির্ব্বিকার ও সমাহিতচিতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাববলে আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য ও রৌদ্র এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহাবল দৈত্যগণও তপোবল ও শিক্ষাবলে বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পরিবৃত এবং মহাবীর্য্য চতুরঙ্গ বলে বেষ্টিত হইয়াও ক্ষণকালের মধ্যে দেবসমর নিতান্ত অসহ্য মনে করিতে লাগিল। তখন তাহারা রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাণ্ডবিভূষিত রথে মন্দর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে তপঃফলদাতা মহাযোগী বিষ্ণুও নিমেষ মধ্যে দৈত্যগণের চতুরঙ্গবল সংহার করিয়া বসুধাতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যগণও চর্ম্ম ও চীরবসন পরিধায়ী ব্রাহ্মণ এবং সুরগণের সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার অন্য তপস্যা আরম্ভ করিল।

২১৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তৎকালে এইরূপ বিবিধ উৎপাতকারী মহাগ্রহ বিদ্যমান সত্ত্বে প্রজাগণ কিরূপে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর প্রজাপরায়ণ প্রজাপতি ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া প্রজাপালক বেণতনয় পৃথুকে রাজ্য পালনের নিমিত্ত রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে প্রজাগণও মহীপতি পৃথুকে পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ইনি আমাদের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, বৃত্তি দাতা এবং শিল্প প্রবর্ত্তয়িতা। সৌভগ্যবলেই বিধাতা ইহাঁকে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা রাজা করিয়াছেন। এই সময় দেবগণ তপঃশ্রান্ত হইয়া গন্ধমাদন শিখরে বিশ্রামার্থ সুখশয়ন করিয়া ছিলেন। ইতোমধ্যে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল। তখন বসন্তকাল সুলভ কুসুমাবলী ক্রমশঃ বিকসিত হইয়া সৌরভ ভরে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ঐ গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া কি দেবগণ কি অসুরগণ সকলেই মত্ত হইয়া উঠিলেন। একতঃ পার্থিবগন্ধ মাত্রেই অতি উৎকৃষ্ট সুখকর ও মনোহারী, তাহাতে আবার পুষ্প সৌরভ বায়ুবশে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে দৈত্যগণ সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত, প্রফুল্লচিত হইয়া উঠিল এবং সুখামৃত রসে অভিষিক্ত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এই পুষ্পেরই যখন এত মাধুর্য্য তখন না জানি ইহার ফলের কতদুর মধুরতা। দেহীদিগের শুভাশুভ কার্য্যদর্শনে যেমন তাহাদের কর্ম্মবুদ্ধির অনুমান হয়, আমরাও সেইরূপ অনুমান বলে কামরূপী বিশাল মন্দর পর্ব্বতদ্বারা সমুদ্র হইতে ওষধি সকল মন্থন করিব। তদনন্তর অমৃত মন্থন করিয়া উহা পান করিলে নিশ্চয়ই অমরত্ব লাভ করিতে পারিব। মহাবল বিষ্ণু আমাদের অগ্রণী হইবেন। আমরা তাঁহার সাহায্যে পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়ই শত্রুগণের সহিত উপভোগ করিতে পারি। আর আমরা এই মন্দর স্থিত শাখাপল্লব বিরাজিত পুষ্প ফল সুশোভিত বৃক্ষ মাত্রকে গিরিগুহা হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া পৃথিবীতে লইয়া যাইব। এইরূপ কথোপকথন করিয়া দিতিসন্তানগণ বাহু প্রসারণপূর্ব্বক মন্দর উৎপাটনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ধাবিত হইল। দৈত্যগণের এইরূপ উদ্যম দর্শনে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন। দানবেরা গিরি সন্নিধানে গমন করিয়া উহার উদ্ধার্থ বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃত কার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে সেই বিশাল পর্ব্বতশিখরে জানু পাতিয়া সমাধিবলে মনঃসংযমনপূর্ব্বক ঘোর তপস্যা করিতে লাগিল। তপস্যাবলে পাপরাশি ভস্মসাৎ হইলে তখন তাহারা অবনত মস্তকে ব্রহ্মার শরণাগত হইল। অন্তর্য্যামী ভগবান লোক পিতামহ তাহাদের, অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ত্রিলোক হিতকামনায় আকাশবাণীচ্ছলে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবগণ! তোমরা স্বয়ং কখনই এ গিরি উদ্ধৃত করিতে পারিবে না; আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুগণ, দেবগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের সহিত সমবেত হইয়া উহার উদ্ধারার্থ চেষ্টা কর। তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। তখন তোমরা অনায়াসে এই সারবান্ গিরিকে হত্যামলকের ন্যায় হস্তে তুলিয়া অমৃত আহরণে সমর্থ হইবে। বাহুবলশালী দৈত্যগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলের নিকট গমন করিল এবং অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সকলেই মিলিত হইয়া কায়মনোযত্নে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মন্দর মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে বহু কল্পনা করিয়া সহস্র বৎসর কাল সমুদ্রকে মন্থন করিতে লাগিল। ঐরূপে মথিত হইলে প্রথমতঃ ওষধি পরে অমৃত উত্থিত হইল। অসুরগণ অমৃত প্রাপ্তি মাত্রেই লোভ বশীভূত হইয়া উহা হরণ করিল। তদনন্তর প্রভূত তেজোবলশালী দেবগণ পুনরায় মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহা হইতে ধন্বন্তরি, মদ্য, দেবী লক্ষ্মী, কৌস্তুভমণি, নির্ম্মল শশাঙ্ক,

উচ্চৈঃশ্রবা নামক অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব উত্থিত হইয়া অবশেষে পুনর্ব্বার অমৃত উৎপন্ন হইল। তখন দেবগণ সেই অমৃত পানে উদ্যত হইয়া সন্নিহিত রাহুকে কহিলেন তোমাদের মধ্যে অন্য কোন দৈত্য এ অমৃত পান করে নাই ত? নারায়ণ এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ চক্রাস্ত্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। এদিকে দেবী পৃথিবী ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই দেবগণ ও সনাতন ঋষিগণসেবিত অমৃত ইন্দ্রহস্ত হইতে অপহরণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

২২০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর! বিষ্ণুর পরক্রমবলে দৈত্যগণ নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্য দানবগণ স্বীয় বলক্রমে কি করিতে ইচ্ছা করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল দৈত্য ও মানবগণ স্বকীয় পরাক্রমবলে পুনরায় রাজ্য এবং দেবগণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! শুনিতে পাই দৈত্যপতি বলি ত্রিলোকৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রার্থী হইয়া যিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বলি তাহাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিতেন। ঐ দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞ কিরূপে সম্পন্ন হয় এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত দানবশ্রেষ্ঠ মহীপতি বলি প্রভূত স্বর্ণ দান করিয়া যে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিল, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে তাদৃশ যজ্ঞ পূর্ব্বে আর কখন অনুষ্ঠিত হয় নাই। মহাসুর বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে মহাব্রতধারী বেদার্থদর্শী ব্রাহ্মণগণ, পরমযোগী সিদ্ধগণ, বিবিধ ধর্ম্মযজনবিশোষিতদেহ বালখিল্যাদি ঋষিগণ, ধর্ম্মপরায়ণ অন্যান্য অনেক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ, বিপ্রগণ পূজনীয় মহাভাগ সহস্র সহস্র ঋষিগণ যজ্ঞ দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বিপুল ধনরত্ন আহরণ করিয়া মহাসমৃদ্ধিতে যজ্ঞ হইতে লাগিল; দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সপুত্রে যাজন কার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ইতোমধ্যে সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু সেই যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে বলি তাঁহাকে কহিলেন, আপনার যাহা অভিলষিত হয়, বলুন আমি আপনাকে তাহাই দান করিব । ভগবান বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহাই প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে সত্যপরাক্রম বিষ্ণু দিব্য বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়া ত্রিপাদক্ষেপে ত্রিলোক আক্রমণ করিলেন। তখন দৈত্যগণ হৃতরাজ্য হইয়া পাতালতলে গমন করিল; দানবী সেনাগণও প্রাস, অসি, তোমর, যন্ত্র, লগুড়, ধ্বজপতাকাযুক্ত রথ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, কোষ, পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রসহকারে দৈত্যগণের সহিত পাতালতলে প্রবেশ করিল। তখন বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ পরম অহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্রকে ত্রিলোকাধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইন্দ্রও স্বধামৃত দ্বারা ঐ সমুদায় পিতৃলোককে তর্পণ করিলে ব্রহ্মা আবার সেই দিব্য অমৃত ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এই কার্য্য দ্বারা ইন্দ্র অক্ষয়ত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর পিতামহ করস্থিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত হইয়া উঠিল। সেই শঙ্খ শব্দ শ্রবণ করিয়া ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক ‘ইন্দ্র

আমাদের নাথ হইলেন' বলিয়া পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ মন্দরবাসী জীবমাত্রেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

১২১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই বিষম কাণ্ড সংঘটনের পর হইতে সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করিল। তখন দেবতা ও মনুষ্য একত্র পরম সৌহার্দ্দভাবে এই পৃথিবীতে বাস করিতে লাগিলেন। সকলেই সমাধিপরতন্ত্র হইয়া প্রেমাশ্রুজলে সিক্ত হইতে লাগিলেন। দেবগণ স্বয়ং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

রাজন্! এই সময়ে দেবগুরু ভগবান্ বৃহস্পতি ঋষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রচেতানন্দন দক্ষ প্রজাপতিকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। দক্ষ মূঢ়তানিবন্ধন সেই যজ্ঞে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করেন নাই। রুদ্রদেব উহা অবগত হইয়া মহাক্রোধে ঐ পশুভূত দক্ষের সমুচিত শান্তি বিধানে সমুদ্যত হইলেন; নন্দী তাঁহার সহচর হইল, এই পুরুষবিগ্রহধারী পরম ধার্ম্মিক নন্দী রুদ্রদেবেরই অংশ। ইনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই স্বীয় আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেই পরমাত্মভূত রুদ্রমূর্ত্তি হইতে সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে বিবিধাকার বিকটমূর্ত্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল। কেহ সুরূপ, কেহ কুরূপ, কেহ বা বিরূপাক্ষ, কেহ ঘটোদর, কেহ কেহ ঊর্দ্ধনেত্র, কাহার শরীর অতি দীর্ঘ, কাহার হ্রস্ব, কেহ শিখাধারী, কেহ জটাধারী, কেহ ত্রিনেত্র, কেহ শঙ্কুকর্ণী, কাহার পরিধান চীরবসন, কাহার পরিধান চর্ম্ম, কাহার হস্তে কূট মুদ্গরর, কেহ কেহ ঘণ্টা কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা ধারণ করিয়াছে। কেহ কটকধারী, কেহ কুণ্ডলধারী, কেহ ডিণ্ডিম, কেহ ভেরী, কেহ মৃদঙ্গ, কেহ বেণু, কেহ শঙ্খ, কেহ মুরজ ধারণ করিতেছে, কেহ কেহ করতলে তালপ্রদান করিতেছে। এই সমস্ত সহচরে পরি বেষ্টিত হইয়া ভগবান্ মহাদেব পিনাক ধারণ করিলে, উগ্রায়ুধধারী সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি ঐ সমস্ত ভীষণাকার সহচরসমভিব্যাহারে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া অতি ঘোরতর উৎপাত আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কালীন প্রদীপ্তহুতাশন শিখাজালে পরিবৃত হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। অনন্তর নন্দী ও পিনাকপাপি উভয়ে সেই মহাযজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুচর নিশাচরগণ স্বীয় যূপ সমুদায় উৎপাটনপূর্ব্বক চীর ও চর্ম্মবসন পরিধায়ী মুনিগণকে ত্রাসিত করিয়া ধাবিত হইল; আর কোন কোন তাম্রলোচন অনুচরগণ জিহ্বা বিস্তার করিয়া যজ্ঞীয় হবির্ভোজনে প্রবৃত হইল; কেহ কেহ যজ্ঞের পশু সকলকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ যূপ উৎপাটিত করিয়া পশুদিগকে প্রহার করিতে লাগিল; কেহ জলসেচন দ্বারা বহ্নি নির্ব্বাণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল; কেহ কেহ সোমরস অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল; আর কতকগুলি জবাকুসুমবৎ রক্তলোচন নিশাচর পদ্মদলসন্নিভ হস্ত প্রসারণ করিয়া যজ্ঞীয় কুশ সমুদায় হরণ করিল; কেহ যূপাগ্রভাগ ভগ্ন, কেহ বা কলস সমুদায় উৎক্ষেপণপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; যজ্ঞভূমির শোভা সম্পাদনার্থ যে সমুদায়

কাঞ্চন বৃক্ষ আরোপিত হইয়াছিল, কেহ কেহ তৎসমুদায় ছেদন, কেহ বা শরনিকরপাতে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ সঞ্চিত সুবর্ণ রাশি দূরে প্রক্ষেপ, কেহ বা হিরন্ময় পাত্র সমুদায় চুর্ণ করিয়া ফেলিল; কেহ কেহ অরণি সকলের মন্থন আরম্ভ করিল; এইরূপে রুদ্রানুচরগণ নানাপ্রকার উৎপাত করিয়া যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া ফেলিল এবং নখপ্রহারে তত্রত্য সমুদায় লোককে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।

তখন সেই মহাযজ্ঞ এইরূপে দিবারাত্র ভিদ্যমান হওয়াতে উদ্বেলিত মহার্ণয়ের ন্যায় ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। এদিকে মহাদেবও ভগবান্ স্বয়ম্ভর পূর্ব্বপ্রদত্ত সশর শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে সেই কীচকবংশসম্ভূত কঠোর ধনুতে শসন্ধানপূর্ব্বক যজ্ঞদেবকে প্রহার করিলেন। বাণ বিদ্ধ হইবামাত্র যজ্ঞ আর ভূলোকে অবস্থান করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশপথে ব্রহ্মার নিকট ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই শরবিদ্ধ কলেবরে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি মৃগরূপ যজ্ঞকে গম্ভীরস্বরে মৃদু বচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যজ্ঞ! তুমি মহাদেবের আনতপর্ব্ব ত্রিশিরা শর দ্বারা বিজিত হইয়াছ, অতএব তুমি ঐরূপেই রুদ্রদেবের সহিত এক আকাশমণ্ডলে অবস্থান করিবে। তুমি এখানে নক্ষত্রগণের শীর্ষদেশে অবস্থান করিয়া মৃগশিরা নাম গ্রহণপূর্ব্বক পরমসুখে সঞ্চরণ কর। তোমার সোমদেবত্ব লাভ হইবে। তুমি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীমধ্যে শাশ্বত ধ্রুবরূপে অবস্থান করিবে। বাণাহত হইয়া এখানে অতিবেগে ধাবনকালে তোমার শরীর হইতে যে রুধির উত্থিত হইয়াছে, ঐ রুধির বহুবর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রায়ুধ নামে অভিহিত হইবে। ঐ ইন্দ্রধনু বর্ষাকালে বৃষ্টির সূচক হইবে। ইহার দর্শনে জীবগণ সুখ দুঃখ উভয়ই অনুভব করিবে; অদ্যাবধি সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে এই বিচিত্রবর্ণ অদ্ভুতদর্শন ইন্দ্রায়ুধ অবলোকন করুক। উহা রাত্রিতে কখনই দৃষ্ট হইবে না, দিবসের শেষ ভাগেই লক্ষিত হইবে। ঐ ইন্দ্রধনু ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হইবে।

হে মহারাজ! এদিকে দক্ষপক্ষীয় শত শত ধনুর্দ্ধারী ও বাণপাণি যোদ্ধবর্গ রুদ্রভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যজ্ঞস্থলে ভগবান্ পিনাকপাণি নন্দী ও রুদ্রগণের সহিত অবস্থান করিয়া যুগান্তকালীন সমুদ্যত প্রদীপ্ত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহামতি বিষ্ণুও এক হস্তে বিপুল শার্ঙ্গধনু, এক হতে চক্র, অন্য এক হস্তে সঘন্টা গদা, অপর হস্তে খড়্গ ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি গোচর্ম্মবিহিত অঙ্গুলিত্রাণ পরিধান করিয়া অগ্রহস্তে শঙ্খ ধারণপূর্ব্বক রুদ্রদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন সুধাংশু সুশোভিত সজল জলধর শোভা পাইতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে আদিত্যগণ ও বসুগণ দিব্যাস্ত্রে বিভূষিত হইয়া সমুজ্জ্বল অনলের ন্যায় অবস্থান করিলেন। মরুদগণ ও বিশ্বদেবগণ রুদ্রপক্ষ আশ্রয় করিলেন; গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, যক্ষ, পন্নগ ও ন্যস্তদণ্ড ঋষিগণ মধ্যস্থ অবলম্বন করিয়া লোকহিতকামনায় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; কোন পক্ষই আশ্রয় করিলেন না।

অনন্তর উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইলে প্রথমত বীরাগ্রগণ্য রুদ্রদেব বিষ্ণুর হৃদয় ও সমস্ত অঙ্গসন্ধিতে অতি তীক্ষ্ণধার শর নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্মসম্ভব সেই বিষ্ণু তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; রোষেরও উদ্রেকমাত্রও হইল না। অনন্তর তিনি শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপ করিয়া শরযোজনা করিলেন। সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের

ন্যায় সেই শর নিক্ষিপ্ত হইলে মহাদেবের জক্রদেশে বিদ্ধ হইল। মহাদেব তাদৃশ বাণে বিদ্ধ হইয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সামান্য বজ্রপাত কি মন্দাগিরির দৃঢ়সন্ধি ভঙ্গ করিতে পারে? যাহা হউক অতঃপর সনাতন বিষ্ণু সহসা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা মহাদেবের কণ্ঠদেশ গ্রহণ করিলেন। শুভ্রাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ নিপতিত হওয়াতে ভগবান মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

তখন রুদ্রদেব বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! তুমি দেব, তোমার আদি নাই অন্তও নাই। তুমি জীবের আগমাচার্য্য অর্থাৎ বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রের উপদেষ্টা; কার্য্যবিশেষে তোমাকে বিচলিত করিতে পারে না। তুমিই সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা, তুমি আবার সংহর্ত্তা, অণুমাত্র ক্রোধও তোমাতে স্থান পায় না সেই জন্যই তুমি যাবতীয় পদার্থমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ। অতএব হে দেব। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

মহারাজ! যিনি স্বয়ং নিখিল জীবগণের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছেন, তিনিই আবার নারায়ণকে জীবেশরূপে কল্পনা করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে শুভতর মধুর বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল; সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন হে দেব সনাতন! তোমাকে নমস্কার।

এই সময়ে রুদ্রসম্ভব বলবান নন্দী ক্রোধে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া পিনাক উত্তোলনপূর্ব্বক বিষ্ণুর মস্তকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন সর্ব্বভূতপতি সুরোত্তম ভগবান হরি ঈষৎ হাস্য করিয়া নন্দীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দৃষ্টিপাতমাত্র নন্দী স্তম্ভিত হইল; এদিকে বিষ্ণুও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষমাগুণে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। সেই অচিন্ত্য অপ্রমেয় অজেয় শত্রুতাপকারী সনাতন হরি শান্তভাবে অবস্থান করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকারী অগ্নি নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা নিষ্কাম সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু প্রসঙ্গচিত্তে রুদ্রদেবের নিমিত্ত ভাগ কল্পনা করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তখন বিষ্ণু পুনরায় যজ্ঞ সন্ধি সংযোজিত করিলেন। বিষ্ণু ও রুদ্রের সেই ঘোর সংগ্রামে সেনাগণ প্রথমে যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, সে সেই পক্ষে অবস্থান করিল। এই যুদ্ধ জগতে দক্ষযজ্ঞবিনাশন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; রাজন! যজ্ঞ সনাতন পদার্থ এবং সর্ব্বজীবের হিতকর। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ! মহাত্মা ভগবান নারায়ণের ইহাই পুষ্কর প্রাদুর্ভাব। মহামতি দ্বৈপায়ন পুরাণে পুষ্কর বিষয়ক প্রস্তাবে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, মহর্ষি প্রশংসিত তৎসমুদায় আমি আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই অত্যুৎকৃষ্ট পুরাণ বিষয় অবহিতচিত্তে শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে অধিকারী হন। কোনকালে বা কোন লোকে তাঁহাকে শোকতাপের মুখাবলোকন করিতে হয় না। আর যে অমিত বুদ্ধিমান শুচি ও প্রযতচিত্ত হইয়া এই পুরাণকথিত দিব্য কথা পাঠ করিয়া অন্যকে শ্রবণ করাইবেন তিনিও সমস্ত অধ্যাত্মবিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া স্বর্গলোকে বিহার করিতে পারিবেন।

২২২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পুরাণে অমিততেজা বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব শ্রবণপ্রসঙ্গে সাধুদিগের মুখে বরাহ অবতারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার কিরূপ চরিত, কিরূপ ব্যবস্থা, বরাহ অবতারের প্রয়োজনীয়তাই কি, তাহার কিরূপ কার্য্য, গুণ, সন্ততিই বা কি, তাঁহার কি প্রকার? মনীষিতা, তিনি যোগময় কি যজ্ঞময়, তাঁহার আকার প্রকার কিরূপ, তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, তাঁহার আচার ও প্রভাবই কিরূপ, তিনি পুরাকালে কি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার আমি কিছুই অবগত নহি; অতএব আপনি সেই বরাহ চরিত সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন। সম্প্রতি যজ্ঞোপলক্ষে মহাত্মা দ্বিজাতিগণও সমবেত হইয়াছেন, আমি ইহাঁদের সমক্ষে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বকালে অরি সূদন ভগবান নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয় জলধিজল-নিমগ্ন পৃথ্বীকে দশনাগ্রভাগ দ্বারা যেরূপে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি অতি উদার বেদময়বাক্যে অলঙ্কৃত, অদ্ভুতকর্ম্মা সেই কৃষ্ণের ব্রহ্মসম্মিত বিবিধ শ্রুতিসম্মত কৃষ্ণদ্বৈপায়নসমীরিত মহাবরাহ অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শুচি ও বাক্‌যত হইয়া শ্রবণ কর। এই শ্রুতিসম্মত পুরাতন বৃত্তান্ত নাস্তিকের নিকট কদাচ কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। কারণ এই অখিলপুরাণশাস্ত্রে কথিত নারায়ণ চরিত্রকে পণ্ডিতগণ সাংখ্যযোগ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যিনি যথার্থ ভক্তিমান এবং উহার তাৎপর্য্যার্থ পরিগ্রহ করিতে সম্যক অধিকারী তাহাকেই ঐ সমুদায় গুঢ়বিষয় বিজ্ঞাপন করা বিধেয়। বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিগণ, মানস সৃষ্ট ও অন্যান্য পুরাতন মহর্ষিগণ, বসুগণ, অপ্সরোগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ ,দৈত্যগণ, পিশাচগণ, নাগগণ, নানাবিধ ভূতগণ, এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও ম্লেচ্ছাদি আছে, তাহারা এবং চতুষ্পদ ও তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবগণ, অন্যান্য অঙ্গম জীবগণ, অথবা যাহার জীব এই সংজ্ঞালাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই সেই নারায়ণের আত্মস্বরূপ। যুগসহস্রান্তে ব্রহ্মার দিন অবসান হইয়া আসিলে যখন প্রলয়কর সর্ব্বপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হয়, তৎকালে ভগবান্ হিরণ্যরেতা ত্রশিখি অনলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত জীবগণকে শোষণ করিতে আরম্ভ করেন; তখন কি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, কি ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র, কি সর্ব্ববিদ্যা, কি ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই সেই তেজে দগ্ধাঙ্গ, বিবর্ণ ও বিষণ্ন মুখকান্তি হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি দেবগণ সমভিব্যাহারে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া সেই হংসাখ্য মহদক্ষস্বরূপ মহাযোগী প্রভু নারায়ণ শরীরে বিলীন হইয়া যায়।

মহারাজ! যেমন নিয়তই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে, সেইরূপ জীবগণও একবার নারায়ণ শরীরে প্রবিষ্ট আরবার উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ যুগসহস্র অতীত হইলে এক কল্পও শেষ হইয়া যায়। তখন জীবকৃত সমস্ত নিঃশেষ হইয়া উঠে; তখন একমাত্র ভগবান জগদ্গুরুই সুর অসুর পন্নগ প্রভৃতি সর্ব্বলোক সংহার করিয়া আত্মোদরে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। যিনি অব্যক্ত শাশ্বত দেব, যাঁহার কুক্ষিদেশে জগৎ ব্রহ্ম লীন হইয়া থাকে, তিনিই এই জগৎ পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। যখন সূর্য্যের রশ্মি তিরোহিত, চন্দ্রকিরণ অস্তমিত, ধূম, অগ্নি ও পবন অন্তর্হিত হয়, যখন যজ্ঞ ও তপস্যার নামমাত্রও থাকে না, যখন আকাশে পক্ষিসম্পাত, পথে জীবসঞ্চারবহিত হয়, যখন আলোক দূরীভূত হওয়াতে ঘোর তিমির জগৎ আচ্ছন্ন করে, যখন সমস্ত লোক অদৃশ্য হইয়া পড়ে,

কর্ম্মকাণ্ডের কথাও থাকেনা, যখন সর্ব্বসম্পাত কোলাহল শান্ত হয়, বৈরভাব আর জগতে স্থান পায় না, যখন লোকমাত্রেই নারায়ণরূপ স্বভাবে বিলীন হইয়া যায়; তখন সেই শীতবসনধারী আরক্তলোচন নবনীরদশ্যাম শিখাসহস্রশোভিত জটাভারধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, রক্তচন্দনচর্চ্চিত একমাত্র পরমেষ্ঠী হৃষীকেশ শয়ন করিবার উপক্রম করেন। তৎকালে তিনি বিদ্যুৎসহকৃত ধারাধরের পরম শোভা ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। তখন তাঁহার গলদেশে সহস্র সহস্র পুণ্ডরীকমালা দোদুল্যমান হইতে থাকে। তদীয় পত্নী লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহার দেহ আশ্রয় করিয়া শয়ন করেন। লোকপিতামহ ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতিও সেই শরীরে নিদ্রাভিভূত হইয়া বিচেতন হইয়া পড়েন। তখন অমিতবিক্রান্ত ভগবান নারায়ণ কোন অনির্ব্বচনীয় যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া শয়ন করেন।

এইরূপে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সেই বিবুধাধিপ পুরুষোত্তম প্রভু শক্তিবলে স্বয়ং পুনরায় জাগরিত হন। জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকেন। তখন সেই বাক্‌পতি স্বীয় প্রাজাপত্যধর্ম্মে পিতৃগণ, দেবগণ, মানবগণ প্রভৃতি সর্ব্বলোকের বিধান করেন। রাজন্! তিনিই কর্ত্তা, তিনিই বিকর্ত্তা, তিনিই সংহর্ত্তা, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ধাতা, তিনিই বিধাতা, তিনিই সংযম, তিনিই নিয়ম। কি বেদ, কি বেদবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কি মোক্ষ, কি গতি, কি ধর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি তপস্যা, কি সত্য এ সমুদায়ই একমাত্র নারায়ণের অধীন, নারায়ণ অপেক্ষা আর কেই শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, হইবেও না। তিনিই স্বয়ম্ভূ, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই ত্রিভুবন স্বামী, তিনিই বায়ু, তিনিই যজ্ঞ, তিনিই প্রজাপতি, তিনি সৎ, তিনি অসৎ, তিনিই প্রজাকর। দেবগণ যাহা জানিতে অভিলাষ করেন, তাহা তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা দেবতারাও জানেন না। কি সপ্ত প্রজাপতি কি সপ্ত মহর্ষি কি সমস্ত দেববর্গ কেহই ইহাঁর অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, সেই জন্য ইনি অনন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রকৃত রূপ কি তাহা দেবগণও দেখিতে সমর্থ নহেন। তবে যখন ইনি স্বয়ং মূর্ত্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তখনই কেবল দেবগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। যখন তিনি আত্মদর্শন করান তখনই তাহারা দেখিতে পান। যাহা তিনি দেখান না, তাহা কে অনুসন্ধান করিতে সমর্থ? তিনিই সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ, তিনিই অগ্নি ও মারুতের গতি, তিনিই কি তেজঃপদার্থ, কি তপশ্চর্য্যা কি অমৃত এই সমুদায়েরই মূল কারণ। তিনিই চতুর্ব্বিধ আশ্রমের প্রবর্ত্তয়িতা, তিনিই চাতুর্হোত্রের ফলভুক্। তিনি চতুঃসাগরের অন্ত, তিনিই চতুর্যুগের নিবর্ত্তক। সেই মহাযোগী ভগবান নারায়ণই এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিয়া আত্মোদরে ধারণপূর্ব্বক সহস্র বৎসরের পর আবার উহার বীজভূত অণ্ড প্রসব করেন। সেই অণ্ড হইতেই সুর, অসুর, দ্বিজ, ভুজগ, অপ্সরোগণ দ্রুম ওষধি ভূধর যক্ষ গুহ্যক শ্রুতিধর ও রাক্ষসকুল দ্বারা পরিবৃত এই নিখিল জগৎ সমুৎপন্ন হয়।

২২৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বেদে উল্লিখিত আছে যে, ঐ জগদাধারভূত অণ্ড প্রথমতঃ হিরন্ময় ছিল। তাহাতেই প্রজাপতির মূর্ত্তি নিহিত থাকে, সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে

বিভু নারায়ণ ঐ অণ্ড উর্দ্ধমুখ, করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করেন, পরে লোকসৃষ্টিনিদান ভগবান্ উহাকে অধোমুখে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পুনরায় আট ভাগ করিয়া ফেলেন। উহার উর্দ্ধতন ছিদ্রই আকাশ, অধোভাগ রসাতল; ঐ আকাশই পুণ্যাত্মাদিগের প্রধান গতি। যিনি দেবলোক সিসৃক্ষাবশতঃ অণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই উহার অষ্টধা বিভক্ত ছিদ্রও করিয়াছেন। ঐ সমুদায় ছিদ্রই দিক্ বিদিক্ এই দুই নামে অভিহিত হইয়াছে। অণ্ডবিভাগকালে উহা হইতে যে সকল খণ্ড নিঃসৃত হয়, তৎসমুদায়ই নানারাগে রঞ্জিত বিচিত্র মেঘরূপে পরিণত হয়। অণ্ডমধ্যে যে সকল দ্রবাংশ নিহিত ছিল, তাহাই ভূমণ্ডলে স্বর্ণরূপে পরিণত হইয়াছে। উহার ক্লেদাংশে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাই এই পরিদৃশ্যমান মহাসমুদ্র। এই সমুদ্রই প্রলয়কালে একার্ণবী কৃত আকার ধারণ করে। সুবর্ণময় অণ্ডবিভাগ কালে দেবলোক সৃষ্টিবাসনায় উহায় যে ভাগ উর্দ্ধমুখ করিয়া খণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা হইতে যে জল ক্ষরিত হয় তদ্বারা কাঞ্চনগিরি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ গিরি নির্ম্মাণাবসানে যে জল অবশিষ্ট থাকে, তদ্বারাই দিক বিদিক অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ প্রভৃতি সমুদায় স্থান আপ্লুত হয়। ফলতঃ ঐ জল যে যে স্থানে নিপতিত হয় সেই সেই স্থানে পর্ব্বতের উদয় হইয়াছে। এইরূপে বহু যোজন বিস্তৃত নিবিড় কাননপূর্ণ সহস্র সহস্র অত্যুচ্চ শিখরধারী ভূধরগণে পরিবৃত হইয়া পৃথিবীও গুরুভারে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে আবার নারায়ণাত্মক প্রভূত দিব্য জল পৃথিবীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। তখন তাদৃশ গুরুভার নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে ধরণী উহা ধারণ করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ অধঃপাতে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে পৃথিবীকে নিতান্ত নিপীড়িত এবং রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লোকহিত কামনায় উহার উদ্ধারার্থ কৃতসংকল্প হইলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন এই নিরপরাধ পৃথিবী আমার তেজঃপ্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, পঙ্কনিমগ্না দুর্ব্বল গাভীর ন্যায় রসাতলে প্রবেশ করিতেছে।

ঐ সময় পৃথিবীও আপনাকে বিপন্ন মনে করিয়া ভগবান্ নারায়ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! তুমি ত্রিবিক্রম, তুমি অমিতবিক্রম, তুমি মহানৃসিংহ, তুমি চতুর্ভুজ, তুমি পরম মনোহর শার্ঙ্গধনু, চক্র গদা ও অসিধারণ করিয়া রহিয়াছ, তুমি সকলের অভীষ্ট ফলদাতা অতএব তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ বলিয়াই আমি ধারণ করিতে পারি। তুমি এই নিখিল জীবপ্রবাহকে ধারণ ও পোষণ করিতেছ; আমাকেও রক্ষা করিতেছ, সেই জন্যই আমি তোমার প্রসাদে পশ্চাৎ ধারণ করিতে পারিয়াছি। অতএব তুমি যাহা ধারণ কর আমিও তাহাকে ধারণ করি। তুমি যাহা ধারণ কর না, আমিও তাহা ধারণ করিতে পারি না। জগতে এরূপ কোন পদার্থই নাই, যাহা তুমি ধারণ কর নাই। হে বীর! হে নারায়ণ! তুমি জগতের হিতকামনায় যুগে যুগেই আমার গুরুভার অপনয়ন করিয়া থাক। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি দুরাত্মা দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যখন যখন তোমার শরণাগত হইয়াছি, তখনই তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর। এক্ষণেও আমি তোমার নিতান্ত শরণাগত; আমি দানবগণের ও তোমার তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রসাতলে গমন করিতেছি, আমায় রক্ষা কর। যাবৎকাল আমি তোমার শরণাগত না হই, তাবৎকালই আমার ভয়; কিন্তু আমি শত শত বার দেখিয়াছি, যখন মনের সহিত তোমার শরণাপন্ন হই, তখন আর আমার ভয় কোথায়?

অতঃপর ভগবান নারায়ণ পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! ভয় নাই, তুমি এখনই শান্তিলাভ করিবে। এই আমি তোমাকে তোমার অভীপ্সিত উপযুক্ত স্থানে আনয়ন করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন তাহার দিব্যরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এই পৃথিবীত জলনিমগ্ন হইয়াছে, এক্ষণে আমি কোন রূপ আশ্রয় করিয়া ইহার উদ্ধার সাধন করিব। ক্ষণ কাল চিন্তার পরেই সেই প্রভু নারায়ণ জলক্রীড়া প্রিয় পৃথিবীসমুদ্ধরণক্ষম যজ্ঞ বারাহ রূপকে স্মরণ করিলেন। তখন তিনি সেই বাঙ্ময় ব্রহ্মরূপিণী মূর্ত্তি ধারণ করিলে নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন তাহার নিকট গমন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাঁর শরীর বিস্তৃতিতে দশ যোজন এবং উচ্চে শত যোজন হইয়া উঠিল। শরীরকান্তি নীল মেঘের ন্যায় ঘোর তিমিরবর্ণ, কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায় গভীর। অবয়বসংস্থান প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ, দন্ত শ্বেত প্রদীপ্ত অত্যুগ্র, চক্ষু বিদ্যুৎ ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জল এবং আদিত্যের ন্যায় অতি তেজস্বী, তাঁহার স্কন্ধ অতিশয় স্থূল আয়ত ও বৃত্তাকার। তাঁহার বিক্রম দৃপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায়, কটীদেশ পীন, উন্নত ও বৃষের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত।

ভগবান বিষ্ণু এইরূপ যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার্থ রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পদচতুষ্টয় চতুর্ব্বেদ, যূপ তাঁহার দন্ত, ক্রতু তাঁহার হস্ত, চিতি তাঁহার মুখ, অগ্নি তাঁহার জিহ্বা, দর্ভ সমুদায় তাঁহার রোমাবলী, প্রণব উহার শীর্ষদেশ, অহোরাত্র তাঁহার চক্ষুদ্বয়, বেদাঙ্গ তাঁহার শ্রুতিভূষণ, আজ্য তাঁহার নাসা, শ্রুব উহার তুণ্ড, সাম বেদধ্বনি তাঁহার মহান্ কণ্ঠস্বর, সত্যধর্ম্ম তাঁহার শরীর-সৌন্দর্য্য, সাধুপদ্ধতি তাঁহার পাদ বিহরণ, ক্রিয়াময় গোনাদাদি উহার ঘোণা, পশু উহার জানু, মখ উহার আকৃতি, উদ্গাতা উহার অস্ত্র, হোম উহার লিঙ্গ, বীজ ও ওষধি উহার মহাফল, বায়ু উহার অন্তরাত্মা, সত্র উহার স্ফিক, সোমরস উহার শোণিত, বেদি উহায় স্কন্ধ, হবি উহার গন্ধ, হব্য কব্য উহার বেগ, প্রাগবংশ উহার দ্যুতিমান্ শরীর, দক্ষিণা উহার হৃদয়, উপাকর্ম্ম উহার ওষ্ঠকান্তি, হোমাগ্নি উহার নাভিভূষণ, নানাপ্রকার ছন্দ উহার গতিপথ, গুহ্য উপনিষদ উহার আসন, ছায়া উহার পত্নী এবং শরীর উহার মণি শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত।

লোকগুরু মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ প্রজাপতি নারায়ণ এই যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া। সহসা পাতালতলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সলিল সমাচ্ছন্ন রসাতলগতা পৃথিবীকে লোকহিতের নিমিত্ত দশনাগ্রভাগ দ্বারা উদ্ধার করিলেন। অনন্তর পৃথিবীধর বিষ্ণু পৃথিবীকে স্বস্থানে আনিয়া প্রথমতঃ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আবার সহসা ধারণ করাতে ধরাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মেদিনী তদবধি পরম নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়াছেন। অনন্তর ভগবতী ধরণী এইরূপে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সেই উদ্ধারকর্ত্তা বিষ্ণুকে নমস্কার করিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকহিতের নিমিত্ত সাগরাম্বুধরা ধরার উদ্ধার সাধন করেন। অতঃপর তদুপরি লোক স্থাপন বাসনায় সেই পদ্মপলাশলোচর মহাযশা বিষ্ণু পৃথিবীর স্থান বিভাগ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

২২৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পৃথিবী তখন জলরাশির উপর ভাসমান হইয়া বিস্তীর্ণ নৌকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেহের বিস্তৃতিবশতঃ আর জলমগ্ন হইলেন না। তখন ভগবান বিষ্ণু কিরূপে পৃথিবীর স্থান বিভাগ করিবেন, কিরূপে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নতিবিধান করিবেন, কিরূপে নদী সমুদায় খনন করিবেন; গমনপথ, উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বিস্তার করিবেন, তাহারই অনুধ্যান করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল চিন্তার পর পৃথিবীকে চতুষ্কোণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মহাসমুদ্র বেষ্টন করিয়া দিলেন; পৃথিবীর মধ্যস্থলে সুবর্ণময় মেরু পর্ব্বত স্থাপন করিলেন। তাহার বিস্তার শত যোজন, উর্দ্ধে সহস্র যোজন, উহার শৃঙ্গ সমুদায় সুবর্ণমণ্ডিত এবং বালার্কসদৃশ সমুজ্জ্বল। তদুপরি হিরন্ময় প্রকাণ্ড স্কন্ধসমাযুক্ত নানাবিধ পাদপশ্রেণীকে ফল পুষ্পে সুশোভিত করিয়া কল্পনা করিলেন। অনন্তর তথা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া তথায় উদয়াচল সংস্থাপন করিলেন; এই পর্ব্বত শতযোজন বিস্তৃত, উচ্চতা তাহার দ্বিগুণ; তদনন্তর তথায় সৌমনস নামক এক পর্ব্বত স্থাপন করিলেন; ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগ নানা রত্নে খচিত হওয়াতে সন্ধ্যাকালীন বিবিধ বিচিত্র বর্ণ মেঘের ন্যায় শোভ ধারণ করিল; তাহার পর শতযোজন সমুন্নত সহস্রশৃঙ্গসমাকীর্ণ নানা মণি বিভূষিত পাদপপরিপূর্ণ অন্য এক পর্ব্বতের কল্পনা করিলেন। বিশ্বশিল্পী প্রজাপতি নারায়ণ ঐ পর্ব্বতে সর্ব্বজীবনমস্কৃত স্বকীয় আসন সংস্থাপন করিয়া আত্মবাসস্থান নির্ণয় করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় অতঃপরই ঘোর তুষারমণ্ডিত অসংখ্য গুহা ও দুর্গম অটবীসমাকুল মহাশৈল হিমালয়ের স্থাপন করিলেন; উহাতে তুষারসম্ভবা পরম সুন্দর পুলিনদেশ সুশোভিত বসুধারানাম্নী এক নদী প্রবাহিত করিলেন; ব্রাহ্মণগণ সেই বেগবতী স্রোতস্বতীকে পাইয়া পরম প্রীতিসহকারে উহার সেবা করিতে লাগিলেন; ঐ তটিনী শঙ্খ ও মুক্তা বিভূষিত পবিত্র শতমুখে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বদিক সুশোভিত করিয়া তুলিল। নদীতীরস্থ বৃক্ষ সমুদায় ফলপুষ্পভরে অবনত হইয়া গিরির উপরিভাগ পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন করাতে শোভার আর ইয়ত্তা রহিল না।

এইরূপে পূর্ব্বদিকের শোভা সম্পাদন করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলেন; তথায় অর্দ্ধকাঞ্চন ও অর্দ্ধরজতময় এক রমণীয় পর্ব্বত সংস্থাপন করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতের এক পার্শ্বে সূর্য্য ও অপর পার্শ্বে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। গিরিবরের উভয়বিধ বর্ণ যুগপৎ সমবেত হওয়ায় যেন চন্দ্র সূর্য্য তেজে সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল; অনন্তর সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ পরম রমণীয় দিব্য মহীরুহব্যাপ্ত ভানুমান নামক মহাগিরি সংস্থাপিত হইল। তদনন্তর কুঞ্জরাকৃতি কুঞ্জরগিরি, কাঞ্চনগুহাপরিবৃত বহুযোজনবিস্তৃত ঋষভাকার ঋষভ পর্ব্বত, কাঞ্চনশৃঙ্গ ও চন্দনবৃক্ষ সুশোভিত শতযোজন সমুন্নত পুষ্পিত মহেন্দ্র নামক

শৈলেন্দ্র, তৎপরে মলয়গিরি, এই গিরির শিখর সমস্ত সুবর্ণ বর্ণ, ইহার উপরিভাগে অসংখ্য বিবিধ রত্ন বিরাজিত রহিয়াছে, অত্যুন্নত মহীরুহগণ বিচিত্র কুসুমে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, ইহার তেজে চন্দ্র সূর্য্যও তিরস্কৃত হয়, অন্যান্য পর্ব্বতেরও ক্ষোভ জন্মে। তদনন্তর শিলাজাল সমাকুল মৈনাকের সৃষ্টি করিলেন; মৈনাক সৃষ্টির পর বিন্ধ্যাচল স্থাপন করেন। বিন্ধ্যাচল অতি রমণীয় পর্ব্বত, ইহার আয়তি ও বিস্তৃতির সীমা নাই। সহস্র সহস্র শিখর দ্রুমলতাদি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। তদনন্তর উহার দক্ষিণভাগে উন্নতপুলিনা দুগ্ধবৎ স্বাদুললিলা পয়োধরা নাম্নী স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিলেন। ইহার আবর্ত্ত অতি ভয়ঙ্কর, সলিলরাশি কলকলধ্বনিতে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ দিককে মুখরিত করিতেছে। ইহার শত শত তীর্থ (ঘাট) যেন অপাঙ্গ বিস্তার করিয়া কটাক্ষ করিতেছে। পবিত্র জলে দক্ষিণদিক আপ্লাবিত।

মহারাজ! ভগবান নারায়ণ এইরূপে দক্ষিণ দিকের নদী ও পর্ব্বত সংস্থান সমাধা করিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তথায় শত যোজন উচ্চ এক বিশাল অস্তগিরি সংস্থাপন করিলেন । ঐ গিরি অত্যুন্নত হিরন্ময় বিচিত্র শিখরনিকরে পরিশোভিত এবং কাঞ্চনময় শিলা ও গুহাজালে অলঙ্কৃত করিলেন। উহার উপরিভাগ ভাস্বর শাল তাল বৃক্ষে এবং পরম সুন্দর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে তথায় ষষ্টিসহস্র পর্ব্বত সন্নিবেশিত করিলেন। এই সমুদায় গিরি কি শরীকান্তি, কি উজ্জ্বলতা, কি উন্নতি, কি বিস্তৃতি সকল বিষয়েই সুমেরুন তুল্যস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিল। অনন্তর প্রভু তৎপার্শ্বে ষষ্টিযোজন বিস্তৃত এবং যষ্টিযোজন সমুন্নত স্বকীয় বরাহমূর্ত্তির অনুরূপ বরাহনামক পর্ব্বত সংস্থাপন করিলেন। পুনরায় ঐ প্রদেশে বৈদূর্য্যনামক এক দিব্য গিরিও সংস্থাপিত হইল। উহার শিলাসমুদায় রজত ও কাঞ্চনময়; উহার পার্শ্বে অন্য এক পর্ব্বত সন্নিবেশিত হইল, তাহার নাম শঙ্খ পর্ব্বত। ইহার বর্ণ শঙ্খের ন্যায় শুভ্র এবং আকার প্রকারও তদনুরূপ। ইহার উপরিভাগে অসংখ্য শ্বেতপাদপ এবং পরমশোভাকর সহস্র শৃঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে মহাদ্রুম পারিজাত স্থাপিত হইল। ঐ পারিজাতের মণিময় ও হিরন্ময় দিব্য পুষ্প বিকসিত হইয়া দিক্‌মুদায় আলোকময় করিয়া তুলিল। এইরূপে সমস্ত পাশ্চাত্য প্রদেশ বিবিধ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত করিয়া সেই বরাহরূপ ভগবান বিষ্ণু তথায় পরম রমণীয় পবিত্রসলিলা ঘৃতধারানাম্নী প্রবাহিনী প্রবাহিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে পশ্চিম প্রদেশের পর্ব্বত সংস্থাপন সমাধা করিয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। তথায় প্রথমতঃ সুবর্ণময় ভাস্করপ্রতিম অন্তরীক্ষব্যাপী এক বিশাল পর্ব্বত সংস্থাপন করিলেন। উহার নাম সৌম্য গিরি। ঐ প্রদেশে সূর্য্যসম্পর্ক না থাকিলেও ঐ পর্ব্বত প্রভায় সমুদায় স্থান সর্ব্বদা আলোকময় হইয়া থাকিত। অধিক কি যেমন সূর্য্যকিরণে অন্যান্য গ্রহগণ একবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন, তদ্রূপ এই পর্ব্বত প্রভায় সূর্য্যও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর সহস্রশৃঙ্গ নানাতীর্থসমাকুল ও বিবিধ রত্ন বিরাজিত যে পর্ব্বত স্থাপন করিলেন, ইহার নাম অস্তগিরি। অতঃপর মনোহর গুণসম্পন্ন শৈলশ্রেষ্ঠ মন্দর এবং কুসুমগন্ধমোদিত গন্ধমাদন স্থাপিত হইল। ঐ গন্ধমাদন শিখর হইতে শুভদর্শনা সুবর্ণ সলিলা. এক তরঙ্গিণী তটিনী প্রবাহিত করিলেন। উহার নাম জম্বু; তদনন্তর ত্রিশিখর,

পুষ্কর ও শুভ্র মেঘবর্ণ কৈলাস পর্ব্বত স্থাপন করিলেন। তন্মধ্যে মধুধারাবাহিনী শতমুখী নাম্নী এক দিব্য স্রোতস্বতীরও সৃষ্টি করিলেন।

মহারাজ! যৎকালে এই সমুদায় পর্ব্বতের সৃষ্টি হয় তখন উহারা পক্ষযুক্ত ও কামচারী ছিল; প্রভু নারায়ণ এইরূপে পৃথিবীর সমুদায় স্থান বিভাগ ও সমাধা করিয়া দেবতা ও অসুরদিগের উৎপতিবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

২২৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভূতভাবন দেবাদিদেব নারায়ণ জগৎ সৃষ্টিকামনায় যখন চিন্তা করিতেছেন, তৎকালে সহসা তাঁহার মুখ হইতে এক পুরুষবিগ্রহ নির্গত হইল। ঐ পুরুষ নির্গত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগবন! আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন। তখন দেবদেব জগৎপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি আত্মবিভাগ কর, এই কথা বলিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইলেন। দীপ নির্ব্বাণ হইলে যেমন তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও আলোক থাকে না, সেইরূপ সেই ভাস্বরমূর্ত্তি জগৎপতি অন্তর্হিত হইলে তাঁহার আর কোন চিহ্নই রহিল না।

তদ্দর্শনে মহান বিস্মিত হইয়া পুরুষ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজন্! যে সমুদায় যাহাকে সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভই এইরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। ইনিই প্রথমে ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করেন। সেই জন্যই ইনি প্রজাপতি, সেই জন্যই সর্ব্বাগ্রে ইহার যজ্ঞভাগ কল্পিত হইয়াছে।

প্রজাপতি কহিতে লাগিলেন, এক মহাত্মা আমাকে ‘আত্মবিভাগ কর’ এই কথা বলিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। এখন আমি কিরূপে আত্মবিভাগ করিব, এ বিষয়ে আমার বিষম সংশয় উপস্থিত হইতেছে। এই কথা বলিয়া যখন প্রজাপতি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, তৎকালে আকাশ হইতে সহসা ‘ওম্’ এই শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই ভগবান বিষ্ণুই কি পৃথিবী কি স্বর্গ কি আকাশ সর্ব্বত্র সেই মহান শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ শব্দ অভ্যাস করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার হৃদয় হইতে বষট্কার শব্দ পুনরায় সমুত্থিত হইল। অনন্তর ভূ আকাশ ও অন্তরীক্ষব্যঞ্জক স্মৃতিময় পবিত্র মহাব্যাহৃতি সমুদায় উদ্ভুত হইল। পরে চতুর্বিংশতি অক্ষরাত্মিক ছন্দোময়ী দেবী উৎপন্ন হইলেন। তখন প্রভু প্রজাপতি তাহার দিব্য পদ স্মরণ করিয়া দেবী সাবিত্রীর দৃষ্টি করিলেন। তাহা হইতে তিনি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডময় ঋক্যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর তাঁহার মানস হইতে সন, সনক, বিভু সনাতন, বরদাতা সনক, বিভু সনৎকুমার ও রুদ্র এই ছয়জন মহর্ষি সমুৎপন্ন হইলেন। যোগনিরত যতিগণ ও বিজাতিগণ ব্রহ্মা, কপিলদেব ও ব্রহ্মযোগী এই ছয় মহর্ষিকে সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন। অতঃপর ভগবান্ স্বয়ম্ভ মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রজাপতি মনু এই আট মহর্ষিকেও মানস হইতে সৃষ্টি করিলেন। উহাঁরাই দেবতা অসুর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রাণীর পিতৃগণ স্বরূপ; ইহাঁরা এবং ইহাঁদিগের হইতে যে সমুদায় প্রজা সমুৎপন্ন হয় তাঁহারা যুগ সহস্রান্তে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সকলেই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিবেন। পুনরায় সহস্র বৎসরের

পরেই আবার প্রজাসমুৎপাদক ঐ সমুদায় দেবগণের উৎপত্তি হইতে থাকে। কিন্তু কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা প্রতিযুগেই ঐ সমুদায় দেবগণের জন্ম ও নামের বিশেষ হইয়া থাকে। অনন্তর ভগবানের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে তদীয় ভার্য্যা সমুৎপন্ন হইলেন। এই ভার্য্যার গর্ভে দক্ষের যে সমুদায় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই লোকমাতা বলিয়া জগতে বিখ্যাত। ঐ সমুদায় কন্যা হইতে এই জগৎত্রয় প্রজাপরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; অদিতি, দিতি, দনু, প্রাধা, মুনি, খসা, অনাযুষা, কদ্রু, বিনতা, সুরভি, ইরা, ক্রোধবসা ও সুরসা এই ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে প্রদান করেন। অনন্তর সৃষ্টিকৌশলজ্ঞ দক্ষ মনে মনে প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তাসক্ত হইয়া অরুন্ধতি, বসু, কামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বা এই দশ কন্যা ব্রহ্মপুত্র মনুকে প্রদান করেন। তদনন্তর কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্রিয়া, মতি, পুষ্টি ও লজ্জা এই কয়েকটি কমললোচনা পূর্ণচন্দ্রাননা মনোরমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ধর্ম্মকে প্রদান করেন। যে সলিলাত্মক প্রভু অত্রিমুনির নয়ন হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছেন সেই পতি তিমিরারি ভগবান মরীচিমালী চন্দ্রমার হস্তে রোহিণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি কন্যা প্রদান করেন; কালক্রমে ইহাদের গর্ভে যে সমুদায় পুত্র পৌত্রাদি জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, পুষা, ধাতা, পুরন্দর, ত্বষ্টা, ভগ, অংশ, সবিতা ও পর্জ্জন্য এই সমুদায় লোভাবন দেবগণ অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। শুনিতে পাই দিতির গর্ভে কশ্যপের দুইটিমাত্র পুত্র জন্মে, একের নাম হিরণ্যকশিপু, অপরের নামহিরণ্যাক্ষ। ইহারা উভয়েই অত্যন্ত বীর্য্যবান এবং অপরিমিত বিক্রমশালী। তপস্যা বিষয়ে ইহারা পিতার তুল্য সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর মহাবল শালী পাঁচ পুত্র হয়; উহাদের নাম প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, বিক্রমশালী হ্রদ এবং অনুহ্রদ। প্রহ্লাদের বিনোচন, জম্ভ ও কুজম্ভ এই তিন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। বিরোচনের পুত্র বলি, বলির পুত্র বাণ, বাণের পুত্র পরপুরঞ্জয় ইন্দ্রদমন। দনুর গর্ভে অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই বংশপরম্পরায় বিখ্যাত ও মহাবল পরাক্রান্ত। তন্মধ্যে বিচিত্তিনামা জ্যেষ্ঠতনয় রাজপদে অভিষিক্ত হন। ক্রোধারও অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হয়। তাহারা সকলেই অতিশয় উদ্ধত স্বভাব, ক্রোধপরতন্ত্র ও খলপ্রকৃতি ছিল। সিংহিকা চন্দ্রসূর্য্য বিমর্দ্দনকারী রাহুকে প্রসব করেন। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত চক্ষু নীল মেঘ-সমপ্রভ পরম দারুণ সাক্ষাৎ কালান্তকগণ কালার পুত্র। কদ্রুর বহু পুত্র মধ্যে সহস্রশীর্ষ শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিনজন প্রধান, ইহাঁরা সকলেই লোকমর্য্যাদাভিজ্ঞ, ধর্ম্মাত্মা, বেদবেত্তা, জীবহিতকারী, বরদাতা ও কামরূপী। বিনতার পুত্র তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ ও আরুণি। প্রাধার গর্ভে প্রথমতঃ অনবদ্যা, অমূকা, অনূনা, অরুণপ্রিয়া, অনুগা ও সুভগা এই কয়েকটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষ্মণা, ক্ষেমা ও মনোরমা রম্ভা এই আটটি অপ্সরার জন্ম হয়। এই অপ্সরোগণ পুণ্যলক্ষণাক্রান্তা, ভাগ্যবতী এবং দেব ও ঋষিগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছিল। মুনিরও অনেকগুলি কন্যা জন্মে। তাহারাও অপ্সরা নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ সমুদায় কন্যার নাম অমিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা ও শারদ্বতী। বিশ্বাবস্থা ও ভরণ্য এই দুই জন গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত; মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, অনুম্লোচা, প্রম্লোচা, ও মনোবতী এই

একাদশ কন্যা বৈদিকীঅপ্সরা নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা প্রজাপতির মানস হইতে সম্ভূত হইয়া ত্রিভুবনের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। অমৃত, গো, রুদ্রগণ ও ব্রাহ্মণ এই চতুষ্টয় সুরভির অপত্য বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! আমি যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ইহাঁরা সকলেই কশ্যপের সন্তান। সম্প্রতি মনু বংশপরম্পরা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুতীর গর্ভে মরুৎগণ, বসুর গর্ভে বসুগণ, ভানু হইতে ভানুগণ, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তগণ, জন্মগ্রহণ করেন। লম্বা, নাগবীথী ও জামিজা হইতে ঘোষের উৎপতি হয়। পার্থিব পদার্থ মাত্রেই অরুন্ধতী হইতে সমুৎপন্ন হয়। সংকল্পা হইতে সঙ্কল্প ধর্ম্ম পুত্র জগৎপ্রিয়, কামদেব লক্ষ্মী হইতে, আবার সেই কামদেব হইতে রতির গর্ভে হর্ষ ও যশের জন্ম হয়। সোমদেবের পুত্র বর্চ্চা, ইনি রোহিণী গর্ভ সম্ভূত; ভগবান্ মরীচিমালী সোমদেব উদয়কালে এই মহাপ্রভাশালী বর্চ্চার সহকারিত্ব লাভ করিয়া তাদৃশ তেজস্বী হইয়া উঠেন।

রাজ! এইরূপ সহস্র সহস্র পুত্র ও স্ত্রীগণের পরস্পর সম্মিলনই এই প্রকাণ্ড জগতের মূল। ভগবান্ প্রজাপতি দেহীদিগের ক্ষমতা সন্দর্শনে যথাযোগ্য আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব দশদিক্, ক্ষিতি, অর্ণব, খেচর, পাদপ শ্রেণী, ঔষধ, উরগ, সরিৎ, সুর, অসুর, ভুবনস্রষ্টা প্রজাপতিগণ, নভোমণ্ডল, পার্থিবক্রিয়া যজ্ঞ ও ভূধর প্রভৃতি যাহা কিছু দৃশ্যমান পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই সেই একমাত্র বিশ্ববিধাতাই সৃষ্টি করিয়াছেন।

২২৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিয়া আদিত্য সমতেজা বজ্র ও কবচধারী জয়শীল ইন্দ্রকে ত্রিলোক ও দেবগণের রাজা করিলেন। এই দেবরাজ স্মৃতিসহায় ইন্দ্র অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে অধ্বর্য্যুগণ ইহাঁকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন এবং জাতমাত্রে কুশ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ছিলেন, সেই জন্য ইনি কৌশিক নামও অধিগত হইয়াছেন। এইরূপে সহস্রলোচন ইন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইলে ব্রহ্মা অন্যান্য রাজ্য বিভাগ করিয়া তাহার অধিপতি নির্ব্বাচন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ যজ্ঞ, তপঃকার্য্য, গ্রহনক্ষত্র, দ্বিজাতি ও ওষধিরাজ্যে সোমদেবকে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর প্রাজাপত্যপদে দক্ষকে; জলাধিপত্যে বরুণদেবকে ; পিতৃগণাধিপত্যে সর্ব্ব বিনাশমূল বৈশ্বানর ও যমকে ; সর্ব্বপ্রকার গন্ধ, অশরীরী জীব, শব্দ, আকাশ ও বল এই সমুদায়ের রাজ্যে বায়ুকে; সর্ব্বপ্রকার ভূত, পিশাচ, মাতৃগণ, গোগণ, সমস্ত উৎপাত, সমস্ত গ্রহ, সমস্ত ব্যাধি, ঈতি ও সমুদায় প্রেতগণের রাজ্যে মহাদেবকে; যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, ধন ও রত্ন এই সমুদায়ের আধিপত্যে কুবেরকে; দংষ্ট্রিবর্গের রাজ্যে শেষকে; নাগাধিপতি বাসুকিকে সমস্ত সরীসৃপরাজ্যে তক্ষককে ; সাগর, নদী, মেঘ ও বৃষ্টিরাজ্যে আদিত্যগণের কনিষ্ঠ পর্জ্জন্যকে; গন্ধর্ব্বগণের আধিপত্যে চিত্ররথকে; অপ্সরোগণের আধিপত্যে কামদেবকে, সমস্ত চতুষ্পদ ও সমস্ত বাহনগণের আধিপত্যে মহেশ্বরধ্বজ শ্রীমান গোবৃষকে; দৈত্যগণরাজ্যে হিরণ্যাক্ষ ও. কৌরবরাজ্যাভিষিক্ত

হিরণ্যকশিপুকে; সমস্ত দানব ও সমস্ত অসুরগণের আধিপত্যে মহাবল বিচিত্তিকে; কালকেয়গণের কর্ত্তৃত্বে মহাকালকে ও অনায়ুষার পুত্রগণের আধিপত্যে বৃত্রাসুরকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সিংহিকার তনয় রাহু নামে যে মহাগ্রহ ছিলেন, তাঁহাকেই সমস্ত উৎপাত ও সমস্ত অশুভের পতিত্বে নিযুক্ত করিলেন। ঋতু, মাস, যুগ, পক্ষ, ক্ষপা, দিবা, তিথি, পর্ব্ব, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ যোগ ও গণনার আধিপত্যে সংবৎসর; চক্ষু পক্ষী ও সর্পগণের রাজ্যে মহাবল পরাক্রান্ত গরুড়; যোগ ও সাধ্যগণের আধিপত্যে জবাকুসুমসমপ্রভ গরুড়ভ্রাতা অরুণ অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর দেবরাজ মহেন্দ্র অরুণপুত্র বিরথকে পূর্ব্বদিকের পালনকার্য্যে, আদিত্যতনয় মহাযশা ধর্ম্মরাজকে দক্ষিণদিক্ পালনে, কশ্যপের ঔরসপুত্র সলিলপতি বরুণকে পশ্চিম দিক্ পালনে এবং মহেন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান একলোচন পিঙ্গল নামা পুলস্ত্যপুত্রকে উত্তরদিকের পালনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মহারাজ! লোকভাবন স্বয়ম্ভূ এইরূপ রাজ্য বিভাগ করিয়া দেবগণকে স্বর্গরাজ্যে পৃথক পৃথক স্থান প্রদান করিলেন। কেহ সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, কেহ বহ্নির ন্যায় প্রভাশালী, কেহ বিদ্যুতের ন্যায় দ্যুতিমান, কেহ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল স্থান সমুদায় লাভ করিলেন। ঐ সমুদায় স্থান বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত বহুশত যোজন বিস্তৃত এবং অভিলাষানুরূপ ফলোৎপাদক। এই সকল স্থান সুকৃতিসম্পন্ন লোকেরই প্রাপ্য, পাপিষ্ঠ দুরাত্মারা কদাচ ঐ স্থান লাভ করিতে পারে না। পুণ্যাত্মারা সুকৃতিবলে যে লোক প্রাপ্ত হন, তাহা সৌম্যাকৃতি তারাগণের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বদানিরত, দান্ত, সরলস্বভাব, সত্যবাদী, দীনপ্রতিপালক, ব্রহ্মবাদী, লোভ বর্জ্জিত ও রজোগুণবিরহিত হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই স্বীয় তপঃপ্রভাবে ঐ মুক্তলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

রাজন্! লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে তনয় গণকে স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মসদন পুষ্করে আরোহণ করিলেন; দেবগণও পিতামহদত্ত অধিকার লাভানন্তর মহেন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ত্রিলোকাধিপত্য ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অধিগত হওয়াতে তাঁহার যেমন স্বর্গবাসের অধিকারী হইলেন, তেমনি আবার যশোলাভ করিতে লাগিলেন। যেমন যজ্ঞীয় অংশভাগী হইলেন তেমনি অপার আনন্দও প্রাপ্ত হইলেন।

২২৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর একদা ভগবানের মায়াবশতঃ পক্ষধর ভূধরগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক মাতঙ্গগণের ন্যায় হ্রদমজ্জনান্তে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে অসুরপতি হিরণ্যাক্ষ অসুরপুর পালন করিতেছিলেন। হ্রদমজ্জনান্তে ভূধরগণ অসুরদিগের সন্নিধানে গমন করিয়া দেবতাদিগের একাধিপত্যের বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রূরমতি অসুরগণ পৃথিবী হরণার্থ যুদ্ধের সম্পূর্ণ আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল। ভীমপরাক্রম অসুরগণ চক্র, অশনি, খড়্গা, ভূষণ্ডী, ধনুক, প্রাস, পাশ, শক্তি, মুষল ও গদা প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সজ্জিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ চর্ম্ম বর্ম্ম পরিধান করিয়া, মত্তমাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কেহ অশ্বে, কেহ অশ্বযুক্ত রথে, কেহ উষ্ট্রে কেহ বৃষে কেহ মহিষে কেহ গর্দ্দভে আরোহণ করিল। কেহ কেহ বা স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া পদাতিবেশে সজ্জিত হইল। এই রূপে মহাসুরগণ সুসজ্জিত হইয়া সমরাভিলাষে : হিরণ্যাক্ষকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহা আহ্লাদে-বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণও দৈত্যদিগের সমরোদ্যোগ পরিজ্ঞাত হইয়া আপনারাও চতুরঙ্গ দলে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের সম্যক উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা গোধাচর্ম্ম বিহিত অঙ্গুলিত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক বাণপূর্ণ তূণীয় এবং অত্যুগ্র অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। দেবসেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। অনন্তর দেবগণের তূর্য্য ও ভেরী মহাশব্দে বাজিয়া উঠিলে অসুরপতি হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ পুরন্দরের অভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর সেই দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যপতি পরশু, নিস্ত্রিংশ, গদা, তোমর, শক্তি, মুষল, ভিন্দিপাশাস্ত্রে বাসবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; অতঃপর ঘোরতর অস্ত্র বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেগপ্রভাবে ঐ সমুদায় অস্ত্র শস্ত্রের গাত্র হইতে ক্রমাগত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সমুদায় নির্গত হইতে লাগিল; অন্যান্য পরাক্রান্ত দানবগণ সেই সময়ে অতি তীক্ষ্ণ পরশ্বধ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, খড়্গ, ক্ষেপনীয়, মুদগর, গণ্ডশৈল, অট্ট সদৃশ বিপুল অশ্ম, গুরুঘাতনী, শতঘ্নী, যুগ, যন্ত্র এবং বিদারণশীল অর্গল দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণও সেই ধুম্রকেশ, হরিদ্বর্ণশ্মশ্রু, বিবিধাস্ত্রধারী সন্ধ্যাভ্রবৎরক্তবর্ণদেহ, অত্যুজ্জ্বল কিরীটধারী, নীল পীতাম্বর শুভ্র বৃহৎ ও ঊর্দ্ধমুখ দন্তধারী, আজানুবাহু, সিংহনেত্রে, বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত, উদ্যতায়ুধ অসুয়গণে পরিবেষ্টিত, মহাবীর্য্য, দৈত্যগণের অভয়প্রদ, প্রলয়াগ্নিতুল্য সাক্ষাৎ অন্তকসদৃশ হিরণ্যাক্ষকে আসিতে দেখিয়া সকলেই তাহাকে নিদারুণ নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। আর কতকগুলি ধনুর্ব্বাণধারী দেবসৈন্য হিরণ্যাক্ষকে জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় রণস্থলে আসিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ইন্দ্রের পশ্চাৎ ভাগে পলায়ন করিতে লাগিল। দৈত্যসেনাগণ সুবর্ণজড়িত উজ্জ্বল কবচ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গন নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডলের শোভা ধারণ করিল। অনন্তর উভয় সেনাদল একত্র সমবেত হইলে ঘোররত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কাহার বাহু ভঙ্গ হইল, গদাঘাতে কাহার শরীর চূর্ণ হইয়া গেল, নিশিত শরনিপাতে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। কেহ কেহ ভূতলে নিপতিত হইল, কেহ বা ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রতিপক্ষের রথ ভঙ্গ করিল, কেহ বা রথ সম্পাতে বিমর্দ্দিত হইয়া গেল। ক্ষণকালের মধ্যে এরূপ সৈন্য সম্বাধ হইয়া উঠিল যে আর কেহ তাহার মধ্যে রথ চালনা করিতে পারে না। দেবসেনারূপ মহামেঘ সমুদিত হইলে তন্মধ্যে দেবাস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ, শোভা পাইতে লাগিল; তখন পরস্পর অজস্র বাণবর্ষণ আরম্ভ হইলে যুদ্ধ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। তখন মহাবল দিতিনন্দন হিরণ্যাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বদিবসে অর্ণবের ন্যায় স্বীয় শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ক্রোধোদ্দীপ্ত দানবের মুখ হইতে সহসা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; সেই অগ্নির উত্তাপে তৎসমীপবর্ত্তী বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর দানবগণ ঘোরতর অস্ত্রবর্ষণ করিয়া সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন অত্যুচ্চ পর্ব্বতগণ সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া

রহিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে হিরণ্যাক্ষের বাণ প্রভাবে দেবগণ আর চলিতে বা অগ্রসর হইতে পারিলেন না; অনেকেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ সমরে ভীত হইয়া এরূপ হতবুদ্ধি হইয়া উঠিলেন যে, বিশেষ যত্নবান হইয়া একপদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; সহস্রলোচন ইন্দ্রও তাহার অস্ত্রপ্রভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐরাবত পৃষ্ঠে থাকিয়াও এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধস্থলে আর তাঁহার একপাদও চলিবার সামর্থ্য রহিল না। এইরূপে সেই দৈত্যপতি সমস্ত দেবগণকে পরাভূত এবং ইন্দ্রকে স্তব্ধ করিয়া নিখিল জগৎকে স্বীয় করতলস্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তখন দেবগণ দেখিতে লাগিলেন, অসুরপতি সজল জলধরের ন্যায় গভীর গর্জন করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে স্বরস্থিত শরাসন বিধূনন করিয়া আস্ফালন করিতেছে।

২২৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুরপতি, স্তম্ভিত, দেবগণ পরাজিত হইলে চক্রগদাধর নারায়ণ স্বয়ং হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার জন্য মানস করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে পর্ব্বত প্রমাণ বরাহ মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সম্প্রতি অসুরান্তকারী ভগবান তাঁহার সেই মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সমরাঙ্গনে আগমন করিলেন; তিনি উপস্থিত হইয়াই নির্ম্মল চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল এক অপূর্ব্ব শঙ্খ এবং সহস্রকোটি পর্ব্বতপ্রমাণ চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ! যিনি সমস্ত দেবগণের দেবতা, যিনি মহাবুদ্ধি, যিনি মহাযোগী ও মহেশ্বর। দেবগণ যাঁহাকে নানা পূজ্য উপাধি প্রদান করিয়া সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বজীবে শ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, সাধুগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যিনি লোকদিগের ভাবন, যিনি অব্যয়; যিনি সুরেন্দ্রগণের বৈকুণ্ঠ, ভোগিগণের মধ্যে অনন্ত, যোগবেত্তাদিগের বিষ্ণু, যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের যজ্ঞ, যাঁহার প্রসাদে দেবগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিদত্ত ত্রিধাহুত আজ্য ভোজন করিতেছেন। যিনি দৈত্যগণের সম্বন্ধে ভীষণ নিধনাগ্নি, দেবগণের একমাত্র আশ্রয়। যিনি পবিত্র বস্তুরও পাবন, স্বয়ম্ভূরও বিভু! যাহার চক্র যুগে যুগেই দানবকুলে প্রবিষ্ট হইয়া বীর্য্য বলে অতিদৃপ্ত দানবকুলকে আকুলিত করিয়া তুলেন। সেই বলদর্পিত জগৎপূজ্য দেব নারায়ণ যখন মুখ মারুতে দৈত্যবিমোহন পুরাণ শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া দৈত্য জীবন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন দানবগণ সেই অসুর ভয়াবহ ঘোর শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্ষুভিত হৃদয়ে দশদিক্ অবলোকন করিতে লাগিল; তদনন্তর মহাসুর হিরণ্যাক্ষ মহাক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া 'এ কে রণস্থলে উপস্থিত হইল' বলিয়া সেই বরাহরূপী পুরুষবিগ্রহ শঙ্খচক্রধারী দেবদুঃখ বিমোচন দেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে চন্দ্রসূর্য্য মধ্যবর্ত্তী নীল পয়োধরের ন্যায় অসুরসূদন নারায়ণ এক হস্তে শঙ্খ অপর হস্তে চক্র ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্ত হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অসুরগণ খড়্গাদি অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া নারায়ণের প্রতি ধাবমান হইল; পরে সেই অতি বলশালী দৈত্যগণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। কিন্তু হরি কম্পমান

অচলের ন্যায় সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অতিবীর্য্য মহাতেজা দানব হিরণ্যাক্ষ এক প্রজ্বলিত শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মহাবরাহ-বক্ষে নিক্ষেপ করিল। শক্তি দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাবল বরাহ ঐ সমীপাগত মহাশক্তিকে দেখিয়া একমাত্র হুঙ্কারদ্বারা তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। এইরূপে শক্তি প্রতিহত হইল দেখিয়া ব্রহ্মা তখন অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান বিষ্ণুর নিকটে এ সামান্য শক্তিতে কি করিতে পারে?

তদনন্তর ভগবান বিষ্ণু প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় চক্রাস্ত্র দ্বারা দানবেন্দ্রের শিরচ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। দানব দণ্ডায়মান রহিল কিন্তু তাহার মস্তক বজ্রনিহত শৃঙ্গের ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে মহাবল দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে অন্যান্য দানবগণ ভয়চকিত চিত্তে দশদিকে পলায়ন করিল। এদিকে সেই বরাহরূপধারী চক্রপাণি ভগবান্ নারায়ণ যুগান্তকালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় সমরাঙ্গনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

২২৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান পুরুষোত্তম এইরূপে সমস্ত দৈত্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণকে মুক্ত করিলেন। তখন সমস্ত দেবগণ উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দেবরাজকে অগ্রে করিয়া নারায়ণ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! মহাবাহো! অদ্য আমরা আপনার প্রসাদে ও বাহুবলে যমের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবন প্রাপ্ত হইলাম। ভগবন্! আপনার শাসনসত্ত্বে দিতিনন্দনগণ আমাদের কি করিতে পারে? যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আপনার পাদশুশ্রূষা করিতে অভিলাষ করি। পদ্মপলাশলোচন নারায়ণ দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ। তোমাদের সমস্ত শক্ত নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে তোমাদের ঐশ্বর্য্য ও যজ্ঞভাগ উভয়ই লাভ হইল; অতএব আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়োগ যথানিয়মে প্রতিপালন কর। বিশেষতঃ ইন্দ্র! তুমি কি সৎ, কি অসৎ সকলের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য বিধান আছে, তাহার সম্যক অনুষ্ঠান কর। ব্রতাবলম্বী মুনিগণ তপোবলে স্বর্গে গমন করুন। যাঁহারা পুনঃপুনঃ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা সেই স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভাগী হউন। ধর্ম্মশীল সাধুগণের সদ্ভাব ও দুরাত্মা পাপিষ্ঠগণের অভাব হউক। সর্ব্বাশ্রমবাসিগণই সাধুশীল হইলে তাহাদের স্বর্গ লাভ হউক। যাহারা সত্যশূর, দানশূর, রণশূর ও অসূয়াশূন্য, তাহারা স্বাধিকার লাভ করুক। আর যাহারা অবিশ্বাসী, কামপরায়ণ, অর্থলোলুপ, শঠ, বেদবিদ্বেষী, নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করুক। অমরগণ! আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিলাম, তৎসমুদায়ই পালন কর, তাহা হইলে আমি সত্ত্বে কখন কোন শত্রু তোমাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে না।

রাজন্! শঙ্খচক্রগদাধারী দেব নারায়ণ এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তৎকালে সমস্ত দেবগণমধ্যে মহান বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা বরাহসম্বন্ধীয় এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া তদুদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক নাকপৃষ্ঠে গমন করিলেন।

অনন্তর দেবগণ স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় আধিপত্য লাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও পুনরায় ত্রিভুবনের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া যশোলাভ করিতে লাগিলেন। ধরণীও দানবগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শান্তি লাভ করিলেন। তখন পুরন্দর এ বিষয়ে মহীধরগণেরই কৃতাপরাধ বুঝিতে পারিয়া পৃথিবীর স্থৈর্য্যসম্পাদন করিবার জন্য তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদনপুর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করিলেন। সমুদায় পর্ব্বতেরই পক্ষ ছিন্ন হইল, কেবল একমাত্র মৈনাকই দেবগণের সহিত নিয়মবিশেষে বদ্ধ হইয়া সপক্ষ রহিলেন।

মহারাজ! পুরাণতত্ত্ববিৎ বিপেন্দ্রগণ পুরাণে মহাত্মা নারায়ণের আদ্য বরাহমূর্ত্তির আবির্ভাব এইরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরচিত বিবিধ শ্রুতিসম্মত এই নারায়ণচরিত অশুচি, পাপাত্মা, নৃশংস, ক্ষুদ্র, নীচাশয়, গুরুদ্বেষী, কুশিষ্য, কৃতঘ্নদিগের সন্নিধানে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা আয়ু, মহী ও যশ কামনা করেন তাঁহাদেরই এই দেবজয়ের বিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইহা অতি পুরাতন, বেদসঙ্গত, শান্তিদায়ক, পবিত্র, বিজয়প্রদ ও মহাস্বস্ত্যয়ন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি মহাত্মা বরাহবতারের বিষয় আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা যজ্ঞাদি পুণ্য ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করেন, পরমাত্মরূপ সেই ভগবান্ বিষ্ণুকেই তাঁহার পূজা করা হয়। অতএব হে রাজন্! আপনি সেই লোকনাথ দেবগণের আশ্রয়, ব্রাহ্মণদিগের গতি, জীবহিতকর স্বয়ম্ভূ, নারায়ণরূপী মহাবরাহকে নমস্কার করুন।

২৩০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিকট বরাহাবতারের কথা উল্লেখ করিলাম, সম্প্রতি নারায়ণ যে নৃসিংহমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছেন, সেই নৃসিংহাবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে অতি প্রভাব শালীদৈত্যদিগের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পঞ্চ শতাধিক একাদশ সহস্রবৎসর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া জলবাসে অতিবাহিত করেন। অনন্তর শম, দম ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কিছুকাল অতীত করিলে তাহার তাদৃশ নিয়ম ও তপস্যা দর্শনে ব্রহ্মা প্রীত হইলেন। তখন সেই চরাচর গুরু ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য শ্রীমান্ ভগবান্ স্বয়ম্ভূ আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দিক, বিদিক্, নদী, সাগর, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও আকাশবিহারী মহাগ্রহ প্রভৃতি দেবগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, সপ্তর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ, পুণ্যাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া হংসযুক্ত অর্কবর্ণ দীপ্তিমান রথে আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যপতি সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সেই দৈত্যেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুব্রত! আমি তোমার তপস্যায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার যথার্থ ভক্ত। এক্ষণে তোমার যাহা অভিলষিত হয় বর প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হউক।

তখন দানবপতি হিরণ্যকশিপু আমাকে কৃতার্থ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন। হে সর্ব্বলোকপিতামহ! আমাকে এই বর প্রদান করুন, দেবগণ, কি অসুরগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি যক্ষ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি মানুষ, কি পিশাচ ইহাদের

মধ্যে কেহই যেন আমাকে বিনাশ করিতে পারে না। তপঃপ্রভাবশালী ঋষিগণও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আমায় শাপ প্রদান করিতে না পারেন। যেন অস্ত্র শস্ত্র, গিরি, পাদপ, শুষ্ক ও আর্দ্র পদার্থ দ্বারাও আমার বিনাশ না হয়। এতড্ভিন্ন ইহাও আমার প্রার্থনীয় যে, কি স্বর্গ কি পাতাল কি আকাশ কি অবনি কি রাত্রি কি দিন ইহার কুত্রাপি যেন আমার মৃত্যু না হয়। তবে যিনি একমাত্র পাণিপ্রহার দ্বারা সবলবাহনে আমার জীবন নাশ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই যেন আমার মৃত্যুস্বরূপ হন। এই জগতে আমিই যেন সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই বায়ু, আমি হুতাশন, আমি সলিল, আমিই অন্তরীক্ষ, আমি নক্ষত্র, আমি দশ দিক্, আমিই কাম, আমিই ক্রোধ, আমিই বরুণ, আমিই বাসব, আমিই যম, আমি ধনাধ্যক্ষ কুবের, আমিই যক্ষ, আমিই কিম্পুরুষগণের অধিপতি, আমিই মহাসমরে দিব্য মূর্ত্তিমান অস্ত্র হইব। হে দেব! সমস্ত দেবলোক আমারই উপাসনা করিবে।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস দৈত্যপতে! আমি তোমাকে এই সমস্ত অদ্ভুত বরই প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রভাবে সমস্ত অভীষ্টই লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহারাজ! এই কথা বলিয়া সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আকাশপথে ব্রহ্মর্ষিসেবিত স্বকীয় বৈরাজ নামক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব্ব ও নাগগণ এই বরপ্রদানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের সহিত পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সে নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিপীড়িত করিবে। এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, যাহাতে তাহার বধসাধন হইতে পারে, তাহারও উপায় বিধান করুন। এই লোকহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক প্রভু হব্যকব্যস্রষ্টা ভগবান দেব প্রজাপতি সুশীতল বচনায়ু দানে দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, দেবগণ! তপঃফল অনিবার্য্য; সে যেরূপ তপস্যা করিয়াছে, তাহার ফল সে অবশ্য লাভ করিবে। উহার অবসানে ভগবান বিষ্ণুই তাহার বধ সাধন করিবেন। পঙ্কজযোনি ভগবান ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব দিব্য স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এদিকে সেই দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু বরলাভ মাত্রেই দর্পিত হইয়া সমস্ত প্রজাগণের উপর বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ আশ্রমবাসী সত্যধর্ম্মপরায়ণ শান্তপ্রকৃতি ব্রতধারী মুনিগণ ব্রাহ্মণগণের উপরই ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বীর্য্যবান্ মহাসুর ত্রিভুবনস্থ সমস্ত লোক ও পরাভূত করিয়া স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে যখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু বরমদে উন্মত্ত ও কালপ্রেরিত হইয়া দেবগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত এবং দৈত্যগণকেই যজ্ঞভাগী করিল, তখন আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, দেবগণ, যক্ষগণ, দ্বিজগণ ও মহর্ষিগণ সকলে সমবেত হইয়া একমাত্র শরণ্য বেদময় যজ্ঞময় - স্বরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানস্বরূপ সর্ব্বলোক নমস্কৃত সনাতন বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ নারায়ণ! হে প্রভো! আমরা তোমার শরণাপন্ন; দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমিই আমাদের বিধাতা, তুমিই আমাদের পরম গুরু, তুমিই আমাদের পরম দেব, তুমিই ব্রহ্মাদি দেবগণের শ্রেষ্ঠ; হে পদ্মপলাশলোচন! হে শত্রু পক্ষক্ষয়কারিন্! দৈত্যবংশ বিনাশের নিমিত্ত তুমি আমাদের আশ্রয় হও।

বিষ্ণু কহিলেন, অমরগণ! আর ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর। অচিরকালের মধ্যেই তোমাদের স্বর্গাধিকার পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত হইবে। আমি এখনই সেই বরদর্পিত অমরেন্দ্রেরও অবধ্য দানবেন্দ্রকে সগণে নিহত করিতেছি।

মহারাজ! এই কথা বলিয়া ভগবান্ প্রভু নারায়ণ দেবগণকে বিদায় দিলেন এবং কি উপায়ে দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপুর বধসাধন করিবেন তাহারই অনুধ্যান করিতে করিতে হিমালয়পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে দৈত্য দানব ও রাক্ষসদিগের ভয়াবহ এক অপূর্ব্ব নৃসিংহমূর্ত্তি আশ্রয় করাই স্থির হইল। তখন অর্দ্ধভাগ মনুষ্য অর্থভাগ সিংহাকৃতি রূপ আশ্রয় করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। একমাত্র ওঙ্কার তাহার সহায় হইল; এইরূপে নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিলম্বে হিরণ্যকশিপুর সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই মূর্ত্তি তেজে ভাস্করসদৃশ, কান্তিবিষয়ে সাক্ষাৎ সুধাকরের ন্যায়। তিনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক হস্ত দ্বারা অপর হস্ত স্পর্শপূর্ব্বক অসুপতির অতি বিস্তীর্ণ অপূর্ব্ব মনোহর সভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সভার বিস্তার শত যোজন, দৈর্ঘ্য সার্দ্ধশতযোজন এবং উন্নতি পঞ্চযোজন। ঐ সভা নিরবলম্ব আকাশে অবস্থিত এবং ইচ্ছা হইলে সর্ব্বত্র পরিচালিতও হইতে পারে। উহাতে অভিষণীয় কোন বস্তুরই অসম্ভাব নাই, প্রত্যুত তথায় গমন করিলে জরা, শোক ও শ্রম ক্লান্তি ইহার কিছুই থাকে না। এই শান্তিবিধায়িনী শুভকরী সভা শুভ্রাসনে মণ্ডিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। এই সভা বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ইহার মধ্য দিয়া সলিলরাশি প্রবাহিত হইতেছে। ফলকুসুম-সুশোভিত রত্নময় অগণ্য পাদপশ্রেণীতে সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত। স্থানে স্থানে নীল, পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, লোহিত ও শ্যামবর্ণ বিতান ও শত শত মঞ্জরীযুক্ত গুল্ম সমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে। শ্বেতাভ্রসদৃশ সেই সভাস্থল সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন উহা সলিলোপরি ভাসমান হইয়া রহিয়াছে। উহার সর্ব্বত্র বিবিধ বিচিত্র মনোহর আসন বিন্যস্ত আছে। দিব্যগন্ধে সমুদায় স্থান আমোদিত করিয়া রাহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, বরং সুখেরই পরাকাষ্ঠা অনুভব হয়; শীতোষ্ণ উভয়ই সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় উপস্থিত হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা বা গ্লানি ইহার আর কিছুই থাকে না। ইহার দিব্য মণিময় সমুদায় বিবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে এরূপ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে যে, কোনকালে উহার কক্ষ আছে বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি উহার প্রভা চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিকেও অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে; ফলতঃ ঐ সভা সর্ব্বথা হৃদয়গ্রাহী, তথায় কি দিব্য, কি মর্ত্য, কোনরূপ ভোগ্যবস্তুরই অভাব নাই। প্রভূত সুস্বাদু ভোজ্য ও পেয় বস্তু সর্ব্বদা সঞ্চিত রহিয়াছে। সুগন্ধি মালা এবং নিয়ত পুষ্প ফল সুশোভিত পাদপশ্রেণী তথায় পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। উষ্ণতার প্রাদুর্ভাব হইলে শীতল জল দ্বারা উহার শীতলতা এবং শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে উষ্ণতা সম্পাদিত হইতেছে। নদী ও সরোবরের তীরদেশে যে সমুদায় বৃক্ষশ্রেণী আরোপিত ছিল, উহাদের প্রকাণ্ড শাখা সমুদায় পুষ্প, নবপল্লব, অঙ্কুর ও লতাবিতানে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত গমন করাতে অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে; সুগন্ধি পুষ্প, সুরস ফল, সুশীতল সলিল, সরোবর ও সমস্ত তীর্থ এই সভায় বিরাজ করিতেছে। কমল, পুণ্ডরীক, সুগন্ধি শতপত্র,

রক্ত কুবলয়, নীলকুমুদে ঐ সমুদায় সরোবর পরিপূর্ণ। তথায় সরোবরপ্রিয় ক্রৌঞ্চ, রাজহংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস ও কুবরগণ ইতস্ততঃ কেলি করিতেছে। স্ফটিক, মণি তুল্য শুভ্রবর্ণ কলহংস ও সারসীগণ সুস্বরে গান করিতেছে। কোথায় পুষ্পমঞ্জরীধারিণী নানাপুষ্পসুশোভিত সুগন্ধ মনোহর লতা সকল বৃক্ষাগ্রভাগ অলঙ্কৃত করিয়াছে। কোন স্থানে কেতক, অশোক, পুন্নাগ, তিলক, অর্জ্জুন, চূত, নীপ, কদম্ব, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, শাল্মলী, পাটলী, বেতস, হরিদ্রক, শাল, তাল, পিয়াল ও মনোহর চম্পক এবং অন্যান্য পুষ্পিত বৃক্ষসমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে। কোথাও প্রজ্বলিত হতাশনতুল্য প্রভাশালী স্কন্ধযুক্ত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বহু তালপ্রমাণ উন্নত বিক্রম কৃষ্ণ, কোথাও অঞ্জনবর্ণ অশোক, পর্ণাশ ও বঞ্জুলক বৃক্ষ শোতা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা বরুণ, বৎসনাত পনস, চন্দন, নীল, সুমনা, পীত, অশ্বত্থ, তিন্দুক, প্রাচীন আমলকী, লোধ্র, মল্লিকা, ভদ্রদারু, আম্রাতক, জম্বু, লকুচ, শৈলবালুক, সর্জ্জরস, কুন্দুরু, পুন্নাগ, কুটজ, রক্তকুবরক, নীপ ও অগুরু বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। কোথাও কদম্ব,কামরাঙা, দাড়িম, বীজপূরক, কালীয়ক, দুকূল, হিঙ্গু, তৈলপর্ণী, খর্জ্জুর, নারিকেল, চর্ম্মবৃক্ষ, হরীতকী, মধুক, সপ্তপর্ণ, বিল্ববৃক্ষ বিদ্যমান আছে। কোথাও লতাবৃত গুল্ম এবং ফলপুষ্পোশোভিত নানা প্রকার লতা শোভমান হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ কুসুম সুশোভিত ফলভারাবনত অগণ্য মহীরুহগণ চতুর্দ্দিকে বিরাজমান আছে। তাহাদের অগ্রশাখায় নানাদিক্‌দেশ হইতে চকোর, শতপত্র মত্তকোকিল ও সারিকা প্রভৃতি রক্ত পীত অরুণবর্ণ পক্ষিগণ আসিয়া উপবেশন করিতেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

২৩১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সভা মধ্যে উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু এক অতি উৎকৃষ্ট দিবাকরসদৃশ সমুজ্জ্বল আস্তরণ সংবৃত লম্ব পরিমিত দিব্য সিংহাসনে আসীন রহিয়াছে। দিব্যগন্ধ সুশীল পবিত্র সমীরণ তাহার চতুর্দ্দিকে মন্দ মন্দ সঞ্চয় করিতেছে। দেবতা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ বিশুদ্ধ তান লয় সহকারে সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, সৌরভেয়ী, সমীচী, মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা, উর্ব্বশী এবং অন্যান্য নৃত্যগীত বিশারদ সহস্র সহস্র অপ্সরোগণ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর মনোরঞ্জন করিতেছে। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুও দিব্যকুল, বিচিত্র বস্ত্রাভরণে অলঙ্কৃত ও সহস্র পত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট আছে। বরলব্ধ অন্যান্য দৈত্যগণ সেই মহাবাহু হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেছে, তন্মধ্যে বিরোচন পুত্র বলি, নরক, পৃথিবীঞ্জয়, প্রহ্রাদ, বিচিত্তি, মহাসুর গর্ব্বিষ্ঠ, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, সুনতি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, সুরূপ, মহাবল বিরূপ, দশগ্রীব, বালী, মহাবল মেঘবাসা, ঘটাভ, বিকটাভ, সংহ্রাদ, ইন্দ্রতাপন ইহারাই প্রধান। এই সমুদায় দৈত্যদানবগণ সকলেই ভাস্করকুণ্ডলধারী, সকলেরই গলদেশে মালা, সকলেই বাগবিতণ্ডায় বিলক্ষণ পটুতা প্রদর্শন করিতেছে, সকলেই পূর্ব্বাচরিত কঠোর ব্রতানুষ্ঠানবলে বরলাভ করিয়াছে, সকলেই শূরলক্ষণাক্রান্ত, সকলেই মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এই সমুদায়

এবং অন্যান্য বহুতর দৈত্যদানবগণ দিব্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মহাত্মা হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ সর্ব্বদা সমুদ্যত রহিয়াছে। কেহ কেহ সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় গমনাগমন করিতেছে। ফলতঃ ইহাদের আভরণ কি বসন, কি অস্ত্র শস্ত্র, কি কবচ, কি ধ্বজ, কি বাহন সকলই বিচিত্র। বিশেষতঃ সেই হিরণ্যমুকুটধারী পর্ব্বত প্রমাণ দানবগণের বাহুলগ্ন কেয়ুর দর্শন করিলে ইন্দ্র ধনুরই ভ্রান্তি জন্মে। সভাগৃহের স্বর্ণবেদিকা সকল বিচিত্রমণি এবং নির্ম্মল হীরকখণ্ডদ্বারা খচিত এবং উহার রুচির গবাক্ষ সমুদায় গজদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত। ভগবান্ নরসিংহরূপী নারায়ণ সেই সভাসমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট নির্ম্মল সুবর্ণহারবিভূষিত দিনকর-কর-ভাস্বর অসংখ্য দৈত্যসেবিত দিতিতনয় হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

২৩২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় সেই মহাবাহু আকুঞ্চিত কেশর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি ভগবান নৃসিংহদেবকে ভীষণ কালচক্রের ন্যায় সমাগত, দেখিয়া হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণ কহিতে লাগিল, হায় কি চমৎকার শঙ্খ, কুন্দ ও ইন্দু, বিনিন্দিত রূপ! এমন বিচিত্র রূপ ত' কখন দেখি নাই। এই কথা বলিয়া সকলেই বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া এক দৃষ্টে সেই নরসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। এই সময়ে হিরণ্যকশিপুর পুত্র বীর্য্যবান্ প্রহ্লাদ দিব্যচক্ষুতে সেই সমাগত দেবমূর্ত্তি ক্ষণকাল দর্শন করিয়া দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি দৈত্যদিগের আদি; আপনার নিকটে বলিতে কি, এরূপ অপূর্ব্ব নরসিংহ মূর্ত্তি ত' আর কোনকালে দেখি নাই, কর্ণেও শুনি নাই। ইহাঁকে দর্শন করিয়া অবধি আমার মন যেন বলিয়া দিতেছে, ইনি কোন অব্যক্ত দিব্য প্রভাবশালী, ইহা হইতেই আমাদের দৈত্যকুল বিনষ্ট হইবে। এই মহাত্মার শরীরে কি দেবতা, কি সাগর, কি নদী, কি হিমালয়, কি পারিপাত্র, কি অন্যান্য কুলাচল, কি চন্দ্র, কি নক্ষত্র, কি আদিত্য, কি অগ্নি, কি ধনদ, কি বরুণ, কি যম, কি শচীপতি ইন্দ্র, কি মরুগণ, কি গন্ধর্ব্ব, কি তপোন ঋষিগণ, কি নাগ, কি যক্ষ, কি পিশাচ, কি ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ, সমস্তই সন্দর্শন করিতেছি। ইহাঁর ললাটদেশে স্বয়ং ব্রহ্মা ও পশুপতি প্রতিভাত হইতেছেন। মহারাজ! অধিক কি বলিব, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণে যেমন সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই নরসিংহ শরীরে কি স্থাবর, কি জঙ্গমাত্মক ভূতনিচয়, কি আপনি, কি আমি, কি এই সমস্ত দৈত্যগণ, কি শত শত বিমান, কি এই সভা, এমন কি সমস্ত ত্রিভুবন ও শাশ্বত লোকধর্ম্মপর্য্যন্ত সমস্তই লক্ষিত হইতেছে। ইহাতে প্রজাপতি, মহাত্মা মনু, গ্রহগণ, যোগগণ, মহী, নভোমণ্ডল, উৎপাতকাল, ধৃতি, স্মৃতি, সত্ত্ব, রজ, তম, তপ, দম, মহানুভব সনৎকুমার, বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, মোহ ও পিতৃগণকেও দেখিতে পাইতেছি।

২৩৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! দনুজাধিপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্রাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত অনুচর দানবগণকে আদেশ করিল, তোমরা এই অপূর্ব্বমূর্ত্তিধারী সিংহকে শীঘ্র ধারণ কর। যদি তাহাতে কোনরূপ সংশয় উপস্থিত হয় তবে উহাকে একেবারেই বধ কর। দানবগণ এই বাক্য শ্রবণমাত্র হৃষ্টচিত্তে মহা আস্ফালনপূর্ব্বক ভীমবিক্রম মৃগেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। তদ্দর্শনে মহাবল নৃসিংহ ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া তদীয় সভা একবারে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সভা ভগ্ন হইলে অদ্ভুতবিক্রম হিরণ্যকশিপু স্বয়ং তাঁহার উপর ঘোরতর অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্ব-শস্ত্র শ্রেষ্ঠ অতি ভয়ঙ্কর দণ্ডাস্ত্র, অত্যুগ্র কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ধর্ম্মচক্র, অপরাভূত মহাচক্র, ইন্দ্রচক্র, ভীষণ ঋষিচক্র, ত্রৈলোক্যসংহারক মহৎ পিতামহচক্র, বিচিত্রাশনি, শুষ্কাশনি, আর্দ্রাশনি ভয়ানক শূল, কঙ্কাল, মুষল, ব্রহ্মশিরনামক অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ঐষিকাস্ত্র, ইন্দ্রাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শৈশিয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, মথনাস্ত্র, কাপালাস্ত্র, কিঙ্করাস্ত্র, অপ্রতিহত শক্তি, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শিরোনামাস্ত্র, শিশিরপ্রভ সোমাস্ত্র, পৈশাচাস্ত্র, অপরাজিত অদ্ভুত সর্পাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, পৈশাচাস্ত্র, সন্তাপন, বিলাপন, জৃম্ভন, পাতন ও অতি দারুণ ত্বাষ্ট্রস্ত্র এবং অন্যের ক্ষোভকারী কিন্তু স্বয়ং অক্ষোভ্য মহাবীর্য্য মুদ্‌গর, মুগ্ধকর মায়াময় সংবর্ত্তাস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, অতি প্রিয় আনন্দকর অসি প্রস্বাপন, প্রমথন, ও বরুণাস্ত্র। অপ্রতিহতগতি পাশুপত অস্ত্র। এই সমুদায় অস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধাস্ত্র নরসিংহের উপর প্রদীপ্ত হুতাশনের উপর ঘৃতাহুতির ন্যায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গ্রীষ্ম সময়ে সূর্য্য যেমন হিমাচলের কিরণবর্ষণ করিয়া তাহাকে সমাচ্ছন্ন করেন, তদ্রূপ অসুরপতিও প্রদীপ্ত অস্ত্রবর্ষণে সিংহরূপী হরিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাগর যেমন মৈনাক পর্ব্বতকে জলমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে সেইরূপ দৈত্যগণের সৈন্যসাগর অমর্ষ পবনে উদ্বেলিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে নৃসিংহদেবকে একবারে আপ্লাবিত করিল। তাহারা প্রাস পাশ, খড়্গ, গদা, অসি, মুষল, বজ্র, অশনি, শিলা, মহান, মুদগয়, কূটপাশ, শূল, উলূখন পর্ব্বত, প্রদীপ্ত শতঘ্নী ও দারুণ দণ্ডাস্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে হরিকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু অতিবীর্য্য মহাত্মা হরি তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। দানবগণ সমুদ্যত বাহুদণ্ডে পাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের বজ্র ও অশনির ন্যায় অতি বেগে আসিয়া চতুর্দ্দিকে নৃসিংহকে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ত্রিশীর্ষ নাগ শিশুগণ চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে ; সুবর্ণমালালঙ্কৃত দানবগণ চীনবসন পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মুক্তামালায় সুসজ্জিত করাতে বিশালপক্ষ হংসের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। আর কতকগুলি বায়ুতুল্য পরাক্রমশালী সৈন্যগণের মুকুটবিভূষিত শিরোদেশে কেয়ুর, মাল ও বলয়প্রভায় প্রতিভাত হইয়া প্রভাতকালীন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় শোভ ধারণ করিল। পাদপ পরিবৃত ভূধর যেমন ধারাবর্ষী জলধরপটলে আচ্ছন্ন হইলে ঘোরতিমিরময় হইয়া উঠে, সেইরূপ দৈত্যসেনাগণের নিরন্তর প্রক্ষিপ্ত প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভগবান নৃসিংহদেবও একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। মহাবল দৈত্যসেনাগণ সমবেত হইয়া এইরূপে ঘোরতর অস্ত্রজালে ব্যথিত করিলেও প্রতাপশালী ভগবান্ নারায়ণ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না বরং হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন অগ্নিতুল্য তেজস্বী দিতিসুতগণ তাঁহার সেই নৃসিংহ মূর্ত্তিতে একান্ত ভীত হইয়া বায়ুবশে সাগরোত্থিত উর্ম্মিমালার ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহাদের

শরীর উদ্দীপিত হইয়া উঠিল; তখন মহাসুরগণ সকলে একস্থানে উপস্থিত হইয়া শত শত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অতিবেগবান্ যুগান্তককল্প বাণসমুদায় নৃসিংহের উপর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।

২৩৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সমুদায় দৈত্যগণের মধ্যে কাহার মুখ খরাকৃতি, কাহার মুখ মকরাকার, কাহার মুখ সর্পের ন্যায়, কেহ কেহ বানরমুখ, কেহ বরাহমুখ, কাহার মুখ নবদিত অর্ক সদৃশ, কাহার মুখ ধূমকেতুর ন্যায়, কেহ কেহ অর্দ্ধচন্দ্র মুখ কেহ বা অগ্নিমুখ, কেহ হংসমুখ, কেহ কেহ কুক্কুটাস্য, কেহ ব্যাদিতাস্য, কেহ পঞ্চাস্য, কেহ লেলিহান, কেহ কাকমুখ, কেহ গৃধ্রমুখ, কাহার জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, কেহ ত্রিশীর্ষ কেহ কেহ উল্কা মুখ আর কতকগুলি বলদর্পিত দানব মহাগ্রহ তুল্য। এইরূপ নানামুখ ও বিবিধ আকৃতিধারী দানবগণ সেই কৈলাসশিখরতুল্য অবধ্য মৃগেন্দ্রের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু কিঞ্চিৎমাত্রও ব্যথিত করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে মহাক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জিত সর্পের ন্যায় পুনরায় মৃগেন্দ্রবক্ষে ঘোরতর শরপাত করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। যেমন খদ্যোতকুল আকাশে উত্থিত হইয়া পর্ব্বত শরীরে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ দানবশরসমুদায়ও মৃগেন্দ্র শরীরে লীন হইয়া গেল। অনন্তর তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া শত শত চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত চক্রাস্ত্র উচ্চ আকাশে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহগণ যুগপৎ সমুদিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান নৃসিংহ ঐ সমুদায় পাবকার্চ্চিসদৃশ প্রজ্বলিত চক্রাস্ত্র সকল একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। যৎকালে ঐ সমুদায় চক্রাস্ত্র তাঁহার মুখবিবরে প্রবেশ করে তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ মেঘোদরমধ্যে বিলীন হইতেছে।

মহারাজ! এই ব্যাপার দর্শনে দৈত্যবর হিরণ্যকশিপু স্বয়ং এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিল। ঐ শক্তি হুতাশন ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া নৃসিংহদেব একমাত্র ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনিতে তাহাকে চুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই শক্তি এইরূপে মৃগেন্দ্র কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া পতিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহকৃত এক প্রকাণ্ড উল্কা আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে নিপতিত হইতেছে। ঐ সময় নৃসিংহদেব কতকগুলি নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে উহার দূর হইতে নীলোৎপলদলের মালার ন্যায় উজ্জ্বল দর্শন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। প্রবলবায়ু যেমন তৃণাগ্র সমুদায় দূরে অপসারিত করে তদ্রূপ নৃসিংহদেব বিক্রম প্রকাশ করিয়া গর্জ্জন করিবামাত্র সমস্ত দৈত্যসৈন্য একবারে উৎসারিত হইল। অনন্তর দৈত্যগণ আকাশপথে উত্থিত পর্ব্বতপ্রমাণ শিলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই শিলাবর্ষণ দশদিকব্যাপ্ত খদ্যোতকুলের ন্যায় তাঁহার গাত্রে নিপতিত

হইতে লাগিল। ধারাধরগণ যেমন সলিলবর্ষণ দ্বারা রজত পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে দৈত্যগণ শিলাবর্ষণ দ্বারা সেইরূপ অরিন্দম মৃগেন্দ্রকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সমুদ্রগণ যেমন মহাবেগে আক্রমণ করিয়া মন্দরগিরিকে বিচলিত করিতে পারে না তদ্রূপ দৈত্যগণ প্রাণ পণে চেষ্টা করিয়া সেই দেবদেব নৃসিংহদেবকে বিচলিত করিতে পারিল না। শিলাবর্ষণ নিস্ফল হইলে দৈত্যগণ মুষলধারায় জলবর্ষণ আরম্ভ করিল। এই সলিলধারা বর্ষণে কি দিক্ কি বিদিক্ কি নভোমণ্ডল সর্ব্বস্থান আচ্ছন্ন করিয়া উঠিল। তৎকালে ঐরূপ ধারাবর্ষণের সহিত ঘোরতর প্রবলবায়ুও বহিতে লাগিল সুতরাং জগতে যেন আর কিছুই জ্ঞাতব্য রহিল না। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানেই ধারা সংযোগ হইল। কিন্তু নৃসিংহদেবকে স্পর্শও করিতে পারিল না। কারণ সেই মৃগেন্দ্ররূপী ভগবানের মায়াবলে তাঁহার মস্তকের উপর মেঘের সম্পর্ক ছিল না; কেবল তাঁহার পার্শ্বদেশে অনবরত বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে অশ্মবর্ষ নিবারিত ও জলবর্ষণ বিশোষিত হইলে দানবগণ মায়াবলে বায়ুচালিত ঘোরতর অগ্নির সৃষ্টি করিল। ঐ মহাভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত হুতাশন চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা বিস্তার করিয়া আকাশপথে আগমন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে মহাবল দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকর্ত্তৃক এই অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভীষণ অগ্নিও অপ্রতিমতো নারায়ণকে দগ্ধ করিতে পারিল না। দ্যুতিমান্ সহস্রলোচন ইন্দ্রই মেঘগণকে প্রেরণ করিয়া জলবর্ষণ দ্বারা ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। অনলমায়াও ব্যর্থ হইল দেখিয়া দানবগণ যুদ্ধকালে পুনরায় মায়া বিস্তার করিয়া ঘোর তিমিরের কল্পনা করিল। ঐ তিমির প্রভাবে চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। তখন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্ত অদৃশ্য হইয়া পড়িল। কেবলমাত্র ভগবান নৃসিংহদেবই স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দানবগণ দেখিতে লাগিল তাঁহার ললাটদেশে ত্রিশিখা ভ্রুকুটি ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

২৩৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সমস্ত নিহত হইয়া গেলে দৈত্যগণ নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া হিরণ্যকশিপুর শরণাপন্ন হইল। হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রোষারুণিতনেত্রে যেন সমস্ত দগ্ধ করিতে লাগিল। মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল; সাগর সমুদায় ক্ষুব্ধ হইল, সকানন ভূধরগণ বিচলিত হইতে লাগিল; সমুদায় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘোর উৎপাত ও ভয়সূচক আবহ প্রবহাদি সপ্তবিধ বায়ু তীব্র বেগে বহিতে আরম্ভ করিল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে সকল গ্রহগণের উদয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা আকাশমণ্ডলে সমুদিত হইয়া মহা আহ্লাদে পরমসুখে বিচরণ করিতে লাগিল। নিশাকর অতিচারী হইয়া যোগবিশেষে মিলিত হইয়া গ্রহ নক্ষত্রগণের সহিত গগনমার্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । ভগবান্ দিবাকর একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। রাহুগ্রহ তৎকালে অদৃশ্য থাকিলেও নভস্তলে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠিল। গগনবিহারী ভগবান্ সূর্য্য অসিতবর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর ধূমশিখা উদ্গিরণ করিতে

লাগিলেন। সোম দেবের উপরিভাগে যে সপ্তসূর্য্য বিদ্যমান আছেন; তাঁহারাও ঘোর তিমিরবর্ণ আকার ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। ইহার বামে ও দক্ষিণে শুক্র এবং বৃহস্পতি সমুদিত হইলেন। শনৈশ্চর মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বালার্কসদৃশ লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিলেন। যুগান্তকর গ্রহগণ সুমেরু গিরির কনক শৃঙ্গে যুগপৎ আরোহণ করিলেন। নক্ষত্রগণবেষ্টিত চন্দ্রমা সপ্তগ্রহে পরিবৃত হইয়া চরাচর বিনাশের নিমিত্ত রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে সমুদিত হইলেন। রাহু সূর্য্যকে গ্রহণ করিয়া উল্কা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। ঐরূপে আহত উল্কা সমুদায় প্রজ্বলিত ও ঘোরদর্শম হইয়া চন্দ্রের উপর পতিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রও শোণিত বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। আকাশ হইতে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল। পতনকালে বিদ্যুতের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া অতি কঠোরতর বজ্র ধ্বনি আরম্ভ করিল। পাদপগণ অকালে পুষ্প ফল প্রসব করিতে লাগিল। লতা সমুদায়ও অকালে ফলবতী হইয়া দৈত্যক্ষয় সূচনা করিতে লাগিল। ফলের উপর ফল ও পুষ্পের উপর পুষ্প সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। দেব প্রতিমা সকল কখন উন্মীলিত, কখন নিমীলিত, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন বা বিলাপ করিতে করিতে কখন ধূমোদ্গিরণ কখন অগ্ন্যুদিগরণপূর্ব্বক যুগান্তকাল বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। কি গ্রাম্য কি বন্য মৃগপক্ষিগণ মিলিত হইয়া ভৈরবনাদে চীৎকার করিতে লাগিল। নদী সমুদায় কলুষমলিনা হইয়া প্রতিকূলবেগে বহিতে লাগিল। দিক্ সকল রক্তবর্ণ রেণু দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আবিল হইয়া উঠিল। পূজার্হ বনস্পতিগণ পূজাপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়া বায়ুবশে নিহত ভগ্ন ও শায়িত হইতে লাগিল। লোকক্ষয়কর সূর্য্য অস্তাচলাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও প্রাণিগণের ছায়া পরিবর্ত্তিত হইল না। তৎকালে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর গৃহের উপরিভাগে, ধনাগারে ও অস্ত্রাগারে মদ্য বর্ষণ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ আয়ুধাগারের সমুদায় স্থান ধূমপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন হিরণ্যকশিপু এই সমুদায় মহোৎপাত অবলোকন করিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন! কি নিমিত্ত এই সমস্ত মহোৎপাত উপস্থিত হইল; শুনিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে।

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে মহাসুর! যে নিমিত্ত এই সমুদায় অতি ভীষণ মহোৎপাত লক্ষিত হইতেছে উহা আমি বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর; হে দৈত্যেন্দ্র! যে রাজার অধিকারে এই সমুদায় উৎপাত উপস্থিত হয়, হয় তাহার রাজ্য নাশ অথবা রাজা স্বয়ংই নিহত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক এরূপ কার্য্য কর যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারে; এই সমুদায় লক্ষণ দর্শনে আমার বোধ হইতেছে অচিরাৎ তোমার ঘোর অনিষ্ট সংঘটন হইবে, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। শুক্রাচার্য্য দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিয়া তোমার মঙ্গল হউক এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! শুক্রাচার্য্য গমন করিলে দৈত্যপতি একান্তে আসীন হইয়া ব্রহ্মবাক্য অনুস্মরণপূর্ব্বক অতি দীনভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল এবং মনে মনে কহিতে লাগিল, এই যে ঘোরতর উৎপাত দেখিতে পাইতেছি, উহা আমাদেরই অসুরকুল বিনাশ ও সুরগণের বিজয়ের নিমিত্তই কাল প্রেরিত হইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। এইরূপ

চিন্তার পরেই হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া ওষ্ঠ দংশন ও গদা গ্রহণপূর্ব্বক তীব্রবেগে প্রধাবিত হইল। তখন তাহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। নাগেন্দ্রগণ ও ভয়বিহ্বল চিত্তে মহীধর পৃষ্ঠ হইতে স্খলিত হইতে লাগিল, নাগগণ বিষজ্বালাকুল বক্ত্র হইতে অগ্নি উদগীরণ করিতে লাগিল। চতুঃশীর্ষ, পঞ্চশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ পন্নগগণ এবং বাকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এলাপত্র, কালিয়, বীর্য্যবান মহাপদ্ম, সহস্রশীর্ষধারী নাগ, হেমতালধ্বজ শেষ, অনন্ত ও মহীপাল ইহারা স্বভাবতঃ নিষ্কম্প হইলেও দৈত্যরাজভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। যে সমস্ত ধরণীধর জলমধ্যে থাকিয়া চতুর্দ্দিকে পৃথিবীকে ধারণ করিতেছে, তাহারাও কম্পিত হইয়া উঠিল। পাতালতলবাসী সলিলরাশি, যাহারা কোনকালে বিচলিত হয় না, তাহারাও সহসা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভাগীরথী, সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণবেণা, তুঙ্গবেনা, মহাভাগা, গোদাবরী, চর্ম্মণ্বতী, নদনদীপতি সিন্ধু, স্ফটিকমণির ন্যায় স্বচ্ছসলিলশোণ, স্রোতস্বিনী নর্ম্মদা, বেত্রবতী, গোকুল পরিবৃতা গোমতী, সরস্বতী, মহী, কালমহী, পুষ্পবাহিনী তমসা, ইক্ষুমতী, মহানদী দেবিকা, বিবিধ রত্নবিভূষিত জাম্বুনদ, সুবর্ণাকরমণ্ডিত সুবর্ণ কুড্য ও শৈলকাননবিভূষিত মহান লৌহিত্য প্রভৃতি নদ নদীগণও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কৌশিক, রজতাকরবিশিষ্ট দ্রবিড়, মহাগ্রামসম্পন্ন মগধ, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, পহল, বিদেহ, মালব ও কাশি কোশল প্রভৃতি দেশসমুদায়ও কম্পিত হইয়া উঠিল।

মহারাজ! বিনতানন্দন সুপর্ণের কৈলাস শিখরের ন্যায় অত্যুচ্চ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিল। রক্তসলিল লৌহিত্য সাগর এবং শ্বেতমেঘ সদৃশ শুভ্রবর্ণ ক্ষীরোদ সমুদ্রও মহাবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে পর্ব্বতের উপরিভাগে সুবর্ণবেদিকা সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, ধারাধরগণ যাহাকে সতত সেবা করিতেছে, যাহাতে সূর্য্যকিরণের দীপ্যমান সুবর্ণময়শাল তাল তমাল এবং পুষ্পিত কর্ণিকার প্রভৃতি পাদপশ্রেণী বিরাজমান রহিয়াছে, সেই শতযোজন সমুন্নত উদয়াচল ধাতুমণ্ডিত অয়োমুখনামা বিশাল পর্ব্বত এবং তমালবৃক্ষ পরিবৃত সুগন্ধময় মলয়গিরি পর্য্যন্তও কম্পিত হইয়া উঠিল। সুরাষ্ট্র বাহ্লীক মদ্র, আভীর ভোজ, পাণ্ড্য, অঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্তক, ঔড্র, পৌণ্ড্র, বামচূল, কেরল প্রভৃতি দেশবাসীগণ এবং অপ্সরোগণে সহিত দেবগণও ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধ-চারণ-সেবিত বিবিধ বিচিত্র বিহগকুল, কুসুমিত লতা ও বৃক্ষরাজি সুশোভিত পরম মনোহর অগস্ত্যভবন, যাহার স্বর্ণময় শৃঙ্গে অপ্সরোগণ বাস করেন, যে পর্ব্বত সাগরভেদ করিয়া সজল শরীরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে সকলেই মনে করিয়াছিল, যে চন্দ্র সূর্য্যের সহিত প্রিয়বয়স্যভাব স্থাপন করিবার নিমিত্তই শিখরভাগ দ্বারা গগনতল নির্ভেদপূর্ব্বক অতি উচ্চ গগণে সমুত্থিত হইলে সেই পরম শোভাকর প্রিয়দর্শন পুষ্পিতক পর্ব্বত চন্দ্র সূর্য্যের ময়ূখমালার ন্যায় দীপ্যমান, সাগরসলিলসমাবৃত শতযোজন বিস্তৃত পরম সুন্দর বিদ্যুত্বান্ পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে নিরন্তর বিদ্যুম্মালার সম্পাত হইতেছে। যাহাতে বৃষভগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে, সেই শ্রীমান ঋষভ পর্ব্বত অগস্ত্যভবনের ন্যায় প্রকাণ্ড কুঞ্জর পর্ব্বত, বিশালরথ্যা অতি দুর্গম্য নাগপুরী এবং রসাতলবাহিনী ভোগবতীও কম্পিত হইয়া উঠিল। মহামেঘগিরি পারিযাত্র গিরি, চক্রবান গিরি, বরাহ গিরি স্বর্ণময় প্রাগজ্যোতিষ নগর, যাহাতে দুর্দ্দান্ত অসুরপতি নরকাসুর বাস করিত; মেঘগম্ভীরধ্বনি পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ মেঘনামা বিশালগিরি, এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে যষ্টিসহস্র পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে। বালার্কসদৃশ দেবনিলয় মহাগিরি সুমেরু, হেমশৃঙ্গ

নামক মহাশৈল, মেঘসখ গিরি এবং যাহার কন্দর দেশে যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ নিয়ত বাস করে, যাহাতে বিটপিশ্রেণী পুষ্পফলে সুশোভিত পরম মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে; সেই শৈলেন্দ্র কৈলাসও বিচলিত হইয়া উঠিল। কাঞ্চনসরোজবিরাজিত বৈখানস সরোবর হংসমালাকুল মানস সরোবরও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল; সরিদ্বরা কুমারীও অস্থিরপ্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত, মন্দরগিরি, ইহাকে সর্ব্বদা তুষারমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়; ঊষীরবীজ গিরি, মহেশ্বরাধিষ্ঠিত অদ্রিরাজ হিমালয়, প্রজাপতির আবাস ভূমি পুষ্কর পর্ব্বত, বালুকগিরি, ক্রৌঞ্চগিরি, সপ্তর্ষিশৈল, ধূমবর্ণ পর্ব্বত এই সমস্ত ও অন্যান্য অচলশ্রেণী কম্পিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ তৎকালে হিরণ্যকশিপুর ক্রোধে কি নদী, কি সাগর, কি কপিলদেব, কি ব্যাঘ্রনামা মহীপুত্র, কি খেচর, কি পাতালবাসী নিশাপুত্রগণ, কি অঙ্কুশাস্ত্রধারা অতি ভীষণ উর্দ্ধগামী বেগবান্ মেঘনামা রুদ্রগণ সকলেই কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

২৩৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও মহাবলশালী মরুদ্গণ সকলে সমবেত এবং সূর্য্য সম তেজঃপুঞ্জকলেবর মৃগেন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; তম্মধ্যে লোকয় নিমিত্ত ব্যথিতহৃদয় দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভগবান নৃসিংহদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেব! এই লোকনাশন দুরাচার দুষ্টমতি দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করুন। হে দৈত্যনাশন! তুমি ব্যতীত ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারে এমন লোক জগতে আর কেহই নাই। অতএব লোকহিতের নিমিত্ত ইহাকে বিনাশ করিয়া ত্রিলোকের শান্তি বিধান করুন; তুমি ভিন্ন শরণ্য আর কেহই নাই, কোনকালে যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই।

রাজন! দেবাদিদেব নারায়ণ দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি গভীর ধ্বনিতে সিংহনাদ করিলেন। মহাত্মা মৃগেন্দ্রের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণের মন ও হৃদয় বিপাটিত হইল। পরক্ষণেই তদীয় অনুচর ক্রোধবশগণ, কালকেয়গণ, বৈগলেয়গণ, বীর্য্যবান্ সৈংহিকেয়গণ, ভয়ঙ্কর শব্দায়মান সংহ্রদীয়গণ, বিদ্বেষগণ, ব্যাঘ্রলোচন ক্ষিতিকম্পন মহীপুত্র কপিলগণ, পাতালতলবাসী খেচর, নিশাপুত্রগণ, মেঘনির্ঘোষ, অঙ্কুশাস্ত্রধারী উর্দ্ধগামী, ভীমবেগ, ভীষণকর্ম্মা, অর্কলোচন অন্যান্য দৈত্যগণ এবং মেঘের ন্যায় ঘোর আকৃতি, বেগ, গর্জ্জন ও দ্যুতিধারী দৃপ্ত অসুর হিরণ্যকশিপু শূল বজ্র হস্তে নৃসিংহের অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন নৃসিংহরূপী ভগবান নারায়ণও একমাত্র ওঙ্কারসহায়ে উল্লম্ফন প্রদানপূর্ব্বক ভীষণ নখর প্রহারে দৈত্যপতির হৃদয় বিদারণ করিয়া সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন।

মহারাজ! ভীষণশক্র দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে কি পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক কি আকাশ ও আকাশ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি গণ, কি দিক্, কি নদী, কি শৈল, কি মহার্ণব, সমস্তই প্রসন্নতালাভ করিল।

২৩৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দেবতা, ঋষি ও তপোধনগণ মহা আনন্দে দেবাদিদেব সনাতন বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে দেব! তুমি লোকহিতের নিমিত্ত এই যে নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলে, পরমার্থদর্শী মহাত্মগণ তোমার এই মূর্ত্তিকে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিবেন এবং মুনিগণ সমস্ত লোক ও সমস্ত জীবপ্রবাহমধ্যে তোমার এই মৃগেন্দ্রমূর্ত্তি প্রখ্যাপিত করিয়া গান করিতে থাকিবেন। হে বিভো! আমরা তোমারই প্রসাদে পুনরায় স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইলাম। দেবগণ এই কথা বলিলে ব্রহ্মা পরম প্রীত হইয়া নৃসিংহদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! তুমি অক্ষর, অব্যক্ত অচিন্ত্য, পরমগুহ্য, কূটস্থ, সনাতন, অনাময়, আদি পুরুষ। সাংখ্যযোগে তোমার যেরূপ তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, তাহা তুমিই জান। তুমি মায়াময় শাশ্বত পুরুষ। তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম, তোমা হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; তুমি আমাদের আত্মা, তুমি আমাদের প্রভু, সুতরাং আমরাও তুমি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমার মূর্ত্তিই চতুর্ব্বেদরূপে চতুর্ধা বিভক্ত; তুমি সর্ব্ব লোকগুরু, তুমিই প্রভু। তুমি চতুর্যুগসহস্রের কর্ত্তা, তুমি সর্ব্বলোকান্তকারীরও অন্তক। তুমি চাতুর্হোত্র যজ্ঞ, তুমি চতুরাত্মা, তুমিই সনাতন; তোমা হইতেই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠালাভ করে। তোমার বল ও পৌরুষের ইয়ত্তা নাই। কপিল প্রভৃতি যতিগণের তুমিই একমাত্র গতি; তোমার আদি অন্ত ও মধ্য নাই, তুমি সকলের আত্মা, তুমিই পুরুষোত্তম। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি সংহর্ত্তা তুমিই ভূতভাবন। তুমি ব্রহ্মা, তুমি রুদ্র, তুমি মহেন্দ্র, তুমি বরুণ, তুমি যম, তুমি কর্ত্তা, তুমি বিকর্ত্তা। পরাসিদ্ধি, পরমদেব, পরমমন্ত্র, পরম তপস্যা, পরম ধর্ম্ম ও পরম যশ, এ সমুদায়ই তুমি। তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ; পরম শরীর, পরমধাম, পরমযোগ, পরমাবাণী, পরমরহস্য, পরমাগতি, পরমসত্য, পরমহবি, পরমপবিত্র, পরমমার্গ, পরমযজ্ঞ এবং পরমহোত্র এ সমস্তই তুমি এবং তুমিই সর্ব্বাগ্রগণ্য পরম পুরুষ। তুমি পরাৎপর, তুমি পরম পদ, তুমি পরমপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তুমি পরম দেবতারও পরম দেবতা, তোমা অপেক্ষা প্রভু আর কেহই নাই। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমিই পরমতত্ত্ব, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধাতারও ধাতা, লোকে তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্বোৎকৃষ্ট যশ, তুমিই পরমারাধ্য পবিত্র বস্তু; তোমাকেই সকলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি পরমগুহ্য তুমি পরমমন্ত্র। তুমি পরম যোগ দ্বারা গুপ্ত এবং তুমিই সর্ব্বপ্রধান পুরাতন পুরুষ বলিয়া খ্যাত হইয়াছ।

মহারাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে দেবাদিদেব নারায়ণের স্তব করিয়া স্বীয় ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তদনন্তর সূর্য্যধ্বনি ও অপ্সরোগণের নৃত্য গীত শেষ হইলে সেই অব্যক্ত প্রকৃতি গরুড়ধ্বজ দেব নারায়ণ নরসিংহ রূপ পরিত্যাগ এবং স্বীয় পুরাতন মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া অষ্টচক্র অতিপ্রদীপ্ত ভূতবাহন রথে; ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরকূলস্থ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ! এইরূপে নৃসিংহদেব দেবশত্রু হিরণ্যকশিপুকে পূর্ব্বকালে বিনাশ করিয়াছিলেন।

২৩৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিকটে নরসিংহাবতারের কথা উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে যে মূর্ত্তিতে অতি প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অতি মনোহর পরম সুন্দর বামনরূপ আশ্রয় করিয়া বলবান বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপাদবিক্রমে সমুদ্রসন অসংখ্য উর্ব্বীধর পরিবৃতা উর্ব্বীকে আত্মসাৎপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বামনাবতারের বিষয় পুনরায় বিস্তারক্রমে বর্ণনা করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! যিনি পুরাণে পুরাণাত্মা বিভু নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, যিনি পদ্মনাভ মহাবাহু লোকদিগের নিত্য সিদ্ধ প্রকৃতি, যিনি আদি অন্ত মধ্য রহিত, যিনি ত্রিলোকের আদিপুরুষ, যিনি সনাতন দেবদেব, যিনি দেবাধ্যক্ষ, যিনি কৃষ্ণ, যিনি লোকনমস্কৃত, যিনি হব্য কব্যের ভোক্তা, যিনি স্রষ্টা, তিনি আবার কিরূপে দেবমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অনুজ হইলেন? তিনি আবার কি জন্যই বা বামনত্ব লাভ করিলেন? এ বিষয়ে আমারও বিষম সংশয় ও মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে, অতএব আপনি তাহার অবতারের বিষয় বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাণ কবিগণ, ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেই ঋষিগণপ্রশংসিত অপূর্ব্ব কথা এক্ষণে আমিও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মরীচিতনয় সুর গুরু প্রজাপতি কশ্যপের দুই ভার্য্যা ছিলেন। একের নাম অদিতি, দ্বিতীয়ের নাম দিতি। ইহার উভয়েই ভগিনী ছিলেন। অদিতির গর্ভে ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশটী কশ্যপের পুত্র জন্মে। দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহারা উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, হ্লাদ, সংহ্লাদ, জম্ভ ও অনুহ্লাদ এই পাঁচটী মহাবল পুত্র হয়। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। এই মহাতেজস্বী বলবান্ দৈত্যদিগের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশবিস্তার হইলে বহুসহস্র দৈত্যগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। নরসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে দেবকুল বিনাশ করিবার জন্য তাহারা বলিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিল। তাহারা দেখিল, বলি হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ধার্ম্মিক, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, শৌর্য্যশালী, অধ্যয়নাসক্ত, সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, পরাবরার্থবিৎ, তত্ত্বদর্শী, তেজস্বী, ও কৃতজ্ঞ, তখন তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সেই বিরোচন তনয় বলিকে দৈত্যধিপত্যে দিব্য অভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিল। এইরূপে সহাস্য বলি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক কাঞ্চনকলসপূর্ণ তীর্থ সলিল দ্বারা তাহাকে হিরণ্যকশিপুর পদে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর অতুলবীর্য্য বলি সিংহাসনে উপবেশন করিলে দানবগণ চতুর্দ্দিক হইতে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং সকলে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিল, হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি অবগত আছ যে, তোমার পিতা হিরণ্যকশিপু এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে নিহত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সেই পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। হে

সুসূদন! এক্ষণে তোমার সেই পিতামহ রাজ্য প্রত্যাহরণ কর; ইহাই আমাদের অভিলাষ। আমরাও প্রাণপণে তোমার সাহায্য করিব, তুমি স্বীয় অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া সুখী হও। অতএব হে বিভো! তুমি এই সহস্র সহস্র অসুরগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গে দেবপতি ইন্দ্রকে সগণে পরাজয় কর। তোমার মত অমিত বলবিক্রমশালী জগতে আর কেহ নাই। তুমি স্বীয় গুণে তোমার পিতামহের ন্যায় প্রভূত যশোলাভ করিতে পারিবে।

২৩৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অসামান্য বলশালী মহামতি দৈত্যপতি বলি তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদপূর্ব্বক সমাগত অসংখ্য অসুরগণকে কহিলেন, তোমরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও; আমি অদ্যই সমস্ত জগৎ জয় করিব। বিরোচনতনয় বলির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ দুর্ম্মদ দানবগণ মহাড়ম্বরে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিল। বীর্য্যবান মহাপদ্ম, নিকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, কাঞ্চনাক্ষ, কপিস্কন্ধ, ব্যঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, সিতকেশ, ঊর্দ্ধবক্ত্র, বজ্রনাভ, শিখী, জটী, সহস্রবাহু, বিকচ, মীনাক্ষ, প্রিয়দর্শন, একাক্ষ, একপাদ, একমুণ্ড, বিদ্যুদক্ষ, চতুর্ভুজ, গজোদর, গজশিরা, গজগন্ধ, গজেক্ষণ, অষ্টদংষ্ট্র চতুর্দংষ্ট্র, মেঘনাদী, জলন্ধম, করাল, জ্বালজিহ্ব, শতাঙ্গ, শতলোচন, সহস্রপাত, কৃষ্ণমুখ, মহাসুর কৃষ্ণ, রণোৎকট, শৈলকম্পী, কুলাকুল, সমুদ্র, রসভ, চণ্ড, ধূম্র প্রিয়ঙ্কর, গোব্রজ, গোখুর, রৌদ্র, গোদন্ত, স্বস্তিক, ধ্রুব, মাংসপ, মাংসভক্ষক, বেগবান্, কেতু, শিবি, পঙ্কদিগ্ধশরীর, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাহনু, সমপ্রভ, বিকুম্ভাণ্ড, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, শ্বেতশীর্ষ, চন্দ্রহনু, চন্দ্রহা, চন্দ্রতাপন, বিক্ষর, দীর্ঘকণ্ঠ, মদ্যপ, মারুতশাসন, কালকঞ্জ, মহাক্রোধ, শলভ, কুলভ, ক্রথ, সমুদ্রমথন, নাদী, মহাবল বিদর্ভ, প্রলম্ব, নরক, বালী, খসৃম, কাললোচন, বরিষ্ঠ, গবিষ্ঠ, ভূতলোন্মথন, বিভু, সুপ্রসাদ, কিরীটী, সূচীবক্ত্র, সুবাহু, খঞ্জবাহু, বরুণ, কলভোদর, সোমপ, দেবযাত্রী, প্রবর, বীরমর্দ্দন, শুশ্রূষু, চণ্ডশক্তি, কুশনেত্র ও শশিধ্বজ প্রভৃতি দানবগণের নাম আমার যতদূর স্মরণ হইল তাহারই উল্লেখ করিলাম। এতদ্ভিন্ন আরও মারীচির কীর্ত্তিবর্দ্ধন বহুতর দানবগণ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বহুসহস্র রথে আরূঢ় হইয়া চর্ম্ম বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল; তাহারা সকলেই দিব্যমাল্য, দিব্যবস্ত্র, দিব্য কবচ পরিধান এবং দিব্য অনুলেপন ও অত্যুচ্চ ধ্বজ ধারণ করিয়া মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক স্যন্দনধ্বনিতে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া মহাবেগে নির্গত হইল। তাহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, সকলেই দিব্যাস্ত্রধারী, সকলেরই হস্ত ভুজঙ্গফণার ন্যায় ভীষণ, সকলেই দুর্জয় সকলেই দুর্দ্ধর্ষ সকলেই রক্তনেত্র। সেই চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিতুল্য বীর্য্যবান্ মহেন্দ্র বজ্রসদৃশ বেগশালী হরিৎ ও ধূম্রবর্ণ কেশকলাপধারী দৈত্যগণ যখন মহাবল পরাক্রান্ত অতিবীর্য্য কোটি রথসৈন্য পরিবৃত সহস্রবাহু বলিপুত্র মহারথ বাণকে অগ্রে করিয়া ঘোররবে গমন করিতে লাগিল; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন শরৎকালীন ঘোর ঘনঘটার ভীষণ নিনাদে দিকসমুদায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা সকলেই মায়াবী, সকলেই শূর, সকলেই অস্ত্রযোধী, সকলেই বর প্রসাদে বলমদোন্মত্ত, সকলেরই শরীরকান্তি কাঞ্চনশৈলের ন্যায়, সকলেরই পরিধান কৌশেয়বস্ত্র। কাহার মস্তকে উষ্ণীষ, কাহার মস্তকে কিরীট, কাহার

মস্তকে মুকুট; সকলেই দিব্যভূষণে ভূষিত, সকলেরই গাত্রে হিরণ্যকবচ, সকলেরই ধ্বজ পতাকা হিরণ্য নির্ম্মিত; সকলেই রথারূঢ় হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন শারদীয় আকাশে গ্রহগণ সমুদিত হইয়াছে। তাহারা প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সুবর্ণনিষ্ক পরিধান করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত কিংশুক পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত অনুচরের মধ্যগত হইয়া প্রাবৃট্কালীন মেঘের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার রথ ত্রিনল্ব পরিমিত, উহা বিচিত্র অক্ষ ঈশা ও ধ্বজ দ্বয় দ্বারা সুশোভিত। উহার পত্র রচনাও অতি চমৎকার। রথের চতুর্দ্দিক সুবর্ণজালে আচ্ছাদিত এবং তাহার মধ্যভাগ গদা পরিধ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা পূর্ণ হইল। দৈত্যপতি বাণ শক্তি ও গদা হস্তে রথোপরি আসীন হইলে বালিখিল্বগণপরিবৃত সূর্য্যের ন্যায় অসংখ্য দৈত্যসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল। মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ ব্যাদিতানন পাঁচ জন সেনাপতিকর্ত্তৃক ঐ রথ রক্ষিত হইতে লাগিল। উহাদের নাম সুবাহু, মেঘনাদ, ভীমবেগ, গগনমূর্দ্ধা ও কেতুমান্।

মহারাজ! এইরূপে দৈত্যপতি বাণ তদীয় সুবর্ণরজতমতি পতগরাজ গরুড়াকৃতি ও জলদ গভীরধ্বনি রথে অবস্থান করিয়া সুরসৈন্যগণের সংহারার্থ সমুদ্যত হইয়া রহিল। ঐ সময়ে অনায়ুষার পুত্র মহাসুর বল শতসহস্রভাস্বর রথে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং সহস্র ভল্লুকযযাজিত নীল লৌহময় বায়সধ্বজ দুর্জ্জয় রথে আরোহণ করিল। ঐ বল নামা অসুর নীলবসন পরিধান করিয়া বৈদূর্য্য পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সেই একার্ণব সদৃশ সৈন্যসাগরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রভাতকালে সমুদ্রস্থিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তাহার মস্তকে কাঞ্চনতুল্য অত্যুৎ কৃষ্ট শোভাকর কিরীট বিদ্যমান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তড়িদ্গুণে অরুণবর্ণ শিখরপ্রদীপ্ত গিরিরাজই শোভা পাইতেছে। এদিকে নমুচি নামক মহাসুরও ষষ্টিসহস্র রথ লইয়া বহির্গত হইল। ঐ সমুদায় রথই মেঘরবানুকারী গর্দ্দভসংযুক্ত। রথিগণ সকলেই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী; সকলেই বেগবান্ এবং মহাবল পরাক্রান্ত। অতিবীর্য্যশালী নমুচি স্বয়ং যে রথে আরোহণ করিয়াছিল উহা সর্ব্বরত্ন দ্বারা ভূষিত এবং সহস্র ব্যাঘ্রে সংযোজিত ছিল। অসুরেন্দ্রের শার্দ্দূল ধ্বজ হিরন্ময় রথ অন্যান্য রথমধ্যে স্থাপিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যে মধ্যাহ্নকালীন দিবসনাথই শোভা পাইতেছে। সেই ভীমবেগ মহাবল নমুচি নীলাম্বর পরিধানপূর্ব্বক শরাসন হস্তে করিয়া সাক্ষাৎ হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

তৎকালে ময়দানবও কিঙ্কিণীজালঘোষিত সুবর্ণপরিষ্কৃত ধ্বজপতাকাসমাযুক্ত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় এক রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। ঐ রথ চার চক্রযুক্ত; উহার আয়তন আটনল পরিমিত, উপরিভাগ স্বর্ণজালে মণ্ডিত এবং অন্যান্য অঙ্গ ব্যাঘ্র চর্ম্ম দ্বারা পরিবৃত। অসংখ্য ঈহা মৃগ উহাতে সংযোজিত ছিল। রথের রচনাবলীও অতি চমৎকার; উহাতে শত শত বাণপূর্ণ তূণীর, শক্তি, তোমর গদা, মুগ্দার এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র স্থাপিত হইল। লম্বকেশর সহস্র ঋক্ষসংযুক্ত সিংহকেতন ঐ রথ সন্দর্শন করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন রজতগিরি শোভমান হইতেছে। ময়দানব ঐ রথে গমন করিতে আরম্ভ করিলে নির্ম্মল রজতবিন্দু সুশোভিত সুবর্ণজড়িত মণি সমুজ্জ্বল বিচিত্র রচনাযুক্ত অযুত শত সহস্র রথ তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল।

২৪০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! অনন্তর ঘোর তিমিরবর্ণ মহাদৈত্য পুলোমা শক্রুরথসংহারক এক লৌহময় রথে আরোহণ করিল। ঐ রথের আকার বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় এবং উহার সমস্ত অভ্যন্তরভাগ লৌহজালে আকীর্ণ। চলিতে আরম্ভ করিলে উহার চক্রনেমিধ্বনিতে যেন সমুদ্রও ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ঐ রথ গদা পরিঘ খড়্গা তোমর পরশ্বধ, শক্তি মুদ্গার প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয় যেন সজল জলধরে পরিপূর্ণ। উহাতে বায়ুসমবেগশালী সহস্র সহস্র উষ্ট্র সংযুক্ত ছিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ পুলোমা উহাতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে সূর্য্যবর্ণ তেজঃ প্রদীপ্ত ষষ্টি সহস্র রথ উহার অনুসরণ করিল। সেই খড়্গা ধ্বজ মহারথে দৈত্যপতি অবস্থান করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন উদয়াচলে কিরণমালী সবিতাই সমুদিত হইয়াছেন। মহাত্মা পুলোমা সুবর্ণ খচিত মহা গদা ধারণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন সৈন্য সাগরমধ্যে উচ্ছ্রিত শিখ ধূমকেতু উদিত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল হয়গ্রীব হয়গ্রীবাকৃতি মহা সুর ও শত সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া যে রথে আরোহণ করিল, উহার আকার ধারাধরের ন্যায় ঘোর তিমিরবর্ণ এবং উহা শক্রসৈন্য বিমর্দ্দন। সেই শ্বেতশৈলাকৃতি শুভ্রকুণ্ডলধারী মহারথ হয়গ্রীব যুদ্ধ বাসনায় ভয়ঙ্কর রথে অবস্থান করিলে। শ্বেতশৃঙ্গ অচলের ন্যায় শোভমান হইল। অতঃপর যখন দৈত্যপতির সেই নাগধ্বজ সপ্তচূড় বৈদূর্য্যমণি শোভিত প্রবাল খচিত রথ বেগে চলিতে আরম্ভ করিল তখন দেবেন্দ্রানুগামী দেবগণের ন্যায় শত শত মহাবীর্য্য মহারথ অসুরসৈন্য তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল।

এই সময়ে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীমান। প্রহ্লাদও এক দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইল। সর্ব্বমায়াধারী শত যজ্ঞানুষ্ঠাতা অনলার্চিসম তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রহ্লাদ রথারোহণ করিলে অসংখ্য রথ ও সৈন্য তাহার সাহায্যার্থ সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইল। ইহারা সকলেই অমিতবীর্য্য, সকলেই কুণ্ডলধারী, সকলেরই কণ্ঠধ্বনি দুর্দ্দিননাদী মেঘের ন্যায়। এই সমুদায় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া প্রহ্লাদ দেবগণ পরিবৃত সাক্ষাৎ ভগবান্ পিতামহের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। সেই মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম দৃপ্ত দানব সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থান করিলে সমস্ত সুরসৈন্যগণ তাহাকে অঙ্কুশবৎ দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দৈত্যপতি ধৈর্য্যগুণে অগাধ সমুদ্রের ন্যায়, শরীর তাহার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায়, তেজ তাহার ভাস্করের ন্যায় ক্ষমা তাহার পৃথিবীর ন্যায়। প্রহ্লাদ যখন তালধ্বজ সেই প্রদীপ্ত রথে সমরক্ষেত্রে গমন করিতে আরম্ভ করিল তখন শত শত দানবগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। এই অনুযাত্রিগণ সকলেই হিরণ্যকবচধারী, সকলেই রত্নভূষণে ভূষিত, সকলেই দিব্যাঙ্গরাগধারী এবং সকলেই সুবর্ণজড়িত বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি রচিত অঙ্গদ পরিধান করিয়াছে। ইহারা সকলেই রণোৎসাহী, কদাচ রণক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহে। ইহারা স্ব স্ব রথে উপবেশন করিয়া আকাশস্থ মহাগ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যস্থিত পরমধার্ম্মিক সত্য পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় অসূয়াশূন্য

অগ্নি, বায়ু, বরুণও মেঘতুল্য পরাক্রান্ত দৈত্যপতি প্রহ্লাদ সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।

অতঃপর সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ মহামায়াবী রথযূথাধিপতি মহারথ শম্বর এক অতি দিব্য রথে আরোহণ করিল। ইহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, বাহু আজানুলম্বিত, কর্ণে ইহার উজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল দোদুল্যমান রহিয়াছে। শরীর ইহার মেঘের ন্যায় গাঢ় নীলবর্ণ; দিব্যমাল্য ও দিব্য অনুলেপনে চর্চ্চিতাঙ্গ। মস্তকে বিদ্যুৎ ও অর্ক সমুজ্জ্বল মুকুট, গাত্রে মণিরত্নচিত্রিত বৈদূর্য্যমণি-মধ্য সুবর্ণ কবচ পরিধান করাতে সন্ধ্যামেঘসমাচ্ছন্ন অস্তাচলের ন্যায় শোভমান হইল। ঐ শম্বরাসুর রথ চালনা করিলে অসামান্য বলশালী চিত্রযোধী কালকল্প ত্রিংশৎ শত সহস্র দৈত্যসেনা তাহার অনুগমন করিল। ঐ সমরশোভাকর ক্রৌঞ্চধ্বজ রথে শুক্লবর্ণ সহস্র ঘোটক সংযুক্ত ছিল। উহার প্রভা বিদ্যুতের ন্যায়, শব্দ অতি ভীষণ, বেগও ভয়ঙ্কর। সেই রথে আরূঢ় হইয়া দৈত্যরাজ শোভা পাইতে লাগিল।

২৪১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হিরণ্য কশিপুরপুত্র শক্রপুরজেতা অনুহ্রদও যুদ্ধলালসায় বহির্গত হইল। ইহার রথ চার চক্রযুক্ত তিননল পরিমিত এবং সিংহমুখ বক্রগামী মহাবীর্য্য অশ্বগণে সংযোজিত ছিল। ভয়ঙ্কর গভীরধ্বনিতে ঐ রথ চালাইতে আরম্ভ করিলে কি কানন, কি পর্ব্বত, এমন কি পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। ঘোর সিংহনাদী লক্ষ লক্ষ দৈত্যগণ হেমমালাজড়িত রথে আরোহণ করিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিল। ঐ সমস্ত অসুরগণের মধ্যে কেহ পরিঘ, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ প্রাস, কেহ পাশ, কেহ পরশ্বধ, কেহ শূল, কেহ মুদ্গার, কেহ সুবর্ণকোষ নির্ম্মুক্ত বজ্র ধারণ করিয়াছিল। সকলেই অত্যুৎকৃষ্ট কবচ ধারণ করিয়া স্ব স্ব রথে অবস্থান করিতে লাগিল। তন্মধ্যে অনুহ্রদ তদীয় অত্যুন্নত বিশাল পর্ব্বত সদৃশ, সত্ত্ব ও বলের অনুরূপ কাঞ্চনরত্নচিত্রিত অপ্রতিম রথে অবস্থান করিয়া সমর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর অগ্নিমতেজঃপুঞ্জকলেবর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পবিত্রাত্মা মহাবল বিরোচন এক প্রকাণ্ড রথে আরোহণ করিল। এই বলির পিতা বিরোচন ব্যূহনির্ম্মাণনিপুণ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। ইন্দ্র যেমন সমস্ত দেবগণের মধ্যে প্রধান, বিরোচনও সেইরূপ সমস্ত অসুরগণের শ্রেষ্ঠ। ইহার রথ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিক কিঙ্কিণীজালে পরিবেষ্টিত এবং উৎকৃষ্ট বেগগামী সহস্র অশ্বে সংযোজিত ছিল। ইহার রচনাবলি স্বর্ণ ও প্রবাল দ্বারা রচিত; উহার উপর শ্রেণীবদ্ধ মুক্তাফল লম্বমান থাকাতে আরও সুদৃশ্য হইয়াছিল। দৈত্যেন্দ্র এই গজধ্বজ সন্ধ্যামেঘবৎ বিবিধবর্ণ পতাকালঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল।

অনন্তর বিরোচনকনিষ্ঠ বীর্য্যবান কুজম্ভ মণি কাঞ্চনবিভূষিত বহুসহস্র রথে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্য এক রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। অনুযাত্রিগণ সকলেই মদবলগর্ব্বিত, সকলেই সমরপ্রিয়, সকলেরই হস্তে প্রাস, পাশ ও গদা বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাসুর কুম্ভের আকার প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায়, বর্ণ মর্দ্দিত অঞ্জনের ন্যায়, মস্তকে অত্যুজ্জ্বল

ভাস্করমণিবিভূষিত কিরীট শোভা পাইতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ রত্নখচিত বিচিত্র কবচে আচ্ছাদিত। তাহার প্রকাণ্ড প্রদীপ্ত শরীর অবলোকন করিলে স্বর্গদ্বার স্থিত সূর্য্য বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। সেই রণদক্ষ অসামান্য বীর্য্যবান্ অগাধ বলবুদ্ধিসম্পন্ন মহাসুর কুম্ভ সেই তালধ্বজ প্রকাণ্ড সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া দানবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মেরুশিখরাসীন ভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।

এই সময়ে অসিলোম নামে মহাসুরও যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। ইহার শরীর অতি প্রকাণ্ড, মুখ বিকটাকার ও রক্তবর্ণ, চক্ষু শকটচক্রের ন্যায়, দন্ত অতি বিশাল, পরিধান কৃষ্ণবসন, মস্তকে কিরীট, যুদ্ধাস্ত্র প্রকাণ্ড পর্ব্বত। ফলতঃ ইহার মূর্ত্তি সর্ব্বাবয়বেই ভীষণ। ঐ দৈত্যবর যাত্রা করিলে সহস্র সহস্র ত্রিদশশত্রু দানবগণ বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া উহার সহচর হইল। ইহাদেরও প্রধান যুদ্ধাস্ত্র পর্ব্বত ও বৃক্ষ; ইহারা সকলেই ঘোর ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জন করিতে করিতে আকাশে উত্থিত হইয়া বর্ষাকালে নীল নীরদের ন্যায় সমস্ত নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল।

অতঃপর অনায়ুষার পুত্র দৈত্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন বৃত্র নামক মহাসুর এক দিব্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে নির্গত হইল। এই মহাকায় দৈত্যের মুখ তাম্রবর্ণ, উদর লম্বিত, জিহ্বা দীপ্ত, শ্মশ্রু হরিত বর্ণ, লোমসমুদায় উর্দ্ধমুখ, অঙ্গ নীলবর্ণ, গ্রীবা লোহিতবর্ণ, বাহু আজানুলম্বিত, দন্ত শ্বেত, পরিধান রক্তবস্ত্র এবং ভূষণ স্বর্ণকেয়ূর। বিকটমূর্তি দানব মায়াবীদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য; ইহার শত শত কিঙ্কিণীনিনাদিত রক্তধ্বজপতাকাশালী চক্রকেতু সুবর্ণ সমুজ্জ্বল রথে সহস্র অশ্ব সংযোজিত ছিল। তপ্তকাঞ্চনবিন্দুবৎ পিঙ্গললোচন দৈত্যরাজ অন্যান্য রথসৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বীয় অপূর্ব্ব রথে অবস্থানপূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সমুদিত সূর্য্যচক্রের ন্যায় কালচক্রোপম চক্রায়ুধধারী একচক্রনামা দৈত্যবর কালস্বরূপ লৌহ ও শিলাস্ত্রধারী দৃপ্ত দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন দিব্য ভাস্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। উহার সমভিব্যাহারে অশীতি সহস্র অদ্ভুত যোদ্ধা মহারথিগণ লৌহ ও কাঞ্চনময় বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিল। ইহারা সকলেই ঘোরদর্শন, মহাকায়, মহাবলপরাক্রান্ত ও রুধির লোচন। যখন ওষ্ঠপুট সন্দংশন করিয়া সুরসৈন্যগণের বধোদ্দেশে তাহারা সমরসজ্জা করিল, তৎকালে সমরদুর্জ্জয় সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় সেই অসুরগণকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন নীলবর্ণ পয়োধরগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া বিরাজ করিতেছে। এইরূপে সেই সাগরসদৃশ গভীরাকৃতি নীল বক্র দুর্দ্ধর্ষ মায়াবী বিশালকায় কিরীটধারী সুবর্ণভূষিত দৈত্যসেনাগণ স্ব স্ব অস্ত্র ধারণ করিয়া উদ্বেলিত মহোদধির ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে যখন গমন করিতে লাগিল, তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়া আকাশবিহারী পক্ষবান্ পর্ব্বতের ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল।

অনন্তর বৃত্র ভাতা বলদৈত্য সুরসৈন্যগণের বধের নিমিত্ত বলিপুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল; তাহার গলদেশে সুবর্ণমালা, দন্ত অতি বৃহৎ, কর্ণে সুন্দর কুণ্ডল, পরিধান রক্তবসন, নয়নদ্বয় সুগোল, মস্তকে কিরীট, হস্তে বৃহৎ কোদণ্ড ও বিশাল পরম সুন্দর বাণ গ্রহণ করিয়া সেই মত্ত মাতঙ্গ ও শার্দ্দূল পরাক্রম সমর দুর্জ্জয় তাল প্রমাণ বৃহৎকায় দানব সর্পধ্বজ গর্দ্দভযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগে নির্গত হইল; চক্রের

ভীষণ ধ্বনিতে বজ্রনির্ঘোষও পরাভূত হইতে লাগিল। সুবর্ণপট্টবিভূষিত, শূল ও মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র পরিপূর্ণ বহুসহস্র রথ সজল জলধরের ন্যায় আসিয়া তাহার অনুগমন করিল। এইরূপে সেই পবনসম বেগশালী বিশাল পক্ষ বিকসিত পঙ্কজবৎ গৌরবর্ণ দৈত্যেন্দ্র উল্লিখিত রথে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

এই সময়ে মহাবীর্য্য বিকটমূর্ত্তি পর্ব্বতাকার শতশীর্ষ শতোদর পীতাম্বর ও পীতমাল্যধারী সিংহিকাতনয় রাহু পরম মনোহর সুবর্ণ ও বৈদূর্য্য মণি ভূষণে বিভূষিত হইয়া কাঞ্চনপরিষ্কৃত মণিজাল জড়িত, শত শত পতাকা ও অশ্বযুক্ত রথে সত্বর আরোহণ করিল। আরোহণ করিয়াই যখন ঘোররবে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল তখন পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল; দৈত্যপতির হিরণ্ময় দিব্য রথধ্বজ ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ছিল। উহার পরিচ্ছদ লৌহনির্ম্মিত এবং ময়ূর পক্ষের ন্যায় বিচিত্র; এই অসুরপতি যখন সুর শত্রুগণের অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইল তৎকালে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ মহাবেগবান্ অন্যান্য বহুসংখ্যক রথ তাহার অনুসরণ করিল; তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রদীপ্ত কিরণমালী দিবাকরই অস্তাচলে গমন গমন করিতেছেন।

দনুবংশবিবর্দ্ধন কশ্যপতনয় শ্রীমান্ বিপ্রচিতি পুত্র পৌত্রগণের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। এই দৈত্যবর সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা বেদার্থদর্শী তপোবল সম্পন্ন; স্বয়ম্ভূ, স্বয়ং ইহাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন। সেই বরপ্রসাদে অসুরপতিও স্বয়ং অন্যকে বর দান করিয়া থাকে; মহাদ্যুতি অসুরেন্দ্র তপোবলে ঈশিত্ব, বশিত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় ষড়ৈশ্বর্য্য গুণশালী হইয়াছিল। ইহার পুত্র পৌত্রগণ সকলেই মায়াবী, শূর অস্ত্রধারী ও রণদুর্জ্জয়; ইহাদের শরীর কমলোদরের ন্যায় রক্তবর্ণ, মেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, রজতময় কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উজ্জ্বল; ইহাদের সমস্ত রথই ময়দানবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; ঐ হংসধ্বজ শ্বেতবর্ণ শ্বেতদণ্ড শত্রু-রথ বিমর্দ্দন রথ সমুদায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শারদীয় মেঘবৃন্দের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; বিচিত্রিপক্ষীয় দৈত্যগণের মধ্যে সকলেরই পরিধান শ্বেতবসন, সকলেরই গলদেশে শ্বেতপুষ্পের মাল্য, মস্তকে শ্বেতছত্র, কর্ণে শ্বেত কুণ্ডল, বক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তাহার; ফলতঃ ইহারা সকলেই মহাগ্রহ তুল্য শত্রু ভয়ঙ্কর শরীর ধারণ করিয়া দেবগণের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল; এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি দৈত্য রক্ত ও চিত্রিত বসন পরিধান এবং বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অনুগমন করিয়াছিল ; দৈত্যপতি স্বয়ং কৈলাস শিখরাকৃতি আটনল আয়ত ত্রৈলোক্য বিজয়নামক রথে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; এই রথে চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সহস্র অশ্বসংযোজিত ছিল; শত শত পতাকা রথোপরি উড্ডীন হইতেছিল; সেই বিবিধ অস্ত্রপূর্ণ রথোপরি হংস, ইন্দু ও কুন্দসদৃশ বিশাল শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করাতে শ্বেতপর্ব্বতোপরি সমুদিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দানবমুখ্য কেশী, যাহার লোচন তাম্রবর্ণ ও দীপ্তিমান, যাহার আকৃতি নীল মেঘের ন্যায় ঘোর তিমির বর্ণ, মহাগ্রহের ন্যায় শত্রুভয়ঙ্কর, যাহার পরিধান বিচিত্র বসন, যাহার গলদেশে বিচিত্র মাল্য শোভা পাইতেছে, সেই রক্তাভরণ ভূষিত শতাক্ষ, শত বাহু, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রু, শঙ্কুকর্ণ মহানাদী উগ্রদর্শন মহাবল দৈত্যপতি কোটিঘণ্টানিনাদিত দিব্য মহিষসংযুক্ত মহামেঘাকৃতি নানাবর্ণ বিচিত্র পতাকা বিভূষিত উষ্ট্রধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া সমরার্থ

নির্গত হইল। এইরূপে কেশী যখন দেবগণের অভিমুখে যাত্রা করিল, তৎকালে দ্বিপঞ্চাশত সহস্র রথী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, ইহাদের আকৃতি গাঢ় অঞ্জনের ন্যায়। অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মুখমণ্ডল হইতে দন্ত নির্গত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বলাকা যুক্ত মেঘমালা সমুদিত হইয়াছে। দৈত্যপতির শিরোভাগে বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত সুবর্ণময় উজ্জ্বল কিরীট বিদ্যুৎসহকৃত ভাস্কর প্রভা ধারণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন হিমাচল শিখর দাবানল প্রায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময়ে সুরহন্তা অসুরপতি বৃষপৰ্ব্বা সূর্য্য যেমন সুমেরুশিখায় আরোহণ করেন তদ্রূপ ভার সহমহামূল্য এক বৃহৎ রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। উহার কূবর সুবর্ণ দ্বারা চিত্রিত; চক্রনেমি রজতময়, উজ্জ্বল আভা সূর্য্যরশ্মি, নক্ষত্র ও বিদ্যুৎসদৃশ। কেয়ূর ও মুক্তাখচিত অঙ্গদ প্রভৃতি সামরিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং সহস্রতার বৰ্ম্ম পরিধান করাতে বৃষপৰ্ব্বা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে সমস্ত দৈত্যসেনাগণ সমরোল্লাসে বদ্ধপরিকর হইয়া নির্গত হইলে অবশেষে বল মদোন্মত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর বলি দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত বিদ্যুৎপ্রভ ষোড়শ নল পরিমিত বিশাল রথে আরোহণ করিল। মহারাজ বলির নেত্রদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত গোল ও কিংশুকবৎ রক্তবর্ণ। হস্তদ্বয় অঙ্গুলি ত্রাণ পিহিত। দৈত্যবর রথে আরোহণ করিলে গজানন, বিকটাকৃতি সুবর্ণ পরিচ্ছদবিভূষিতাঙ্গ, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শব্দায়মান সহস্র দিতি নন্দনগণ রথরক্ষার্থ নিযুক্ত হইল, এই দেবরথ সদৃশ মহারথ সহস্র মায়াভিজ্ঞ ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে অসংখ্য ঈহামৃগ অঙ্কিত ছিল। বীরগণের সমস্ত রথ অগ্র অগ্রে চলিতে আরম্ভ করিলে ঐ রথ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যাত্রাকালে দৈত্যরাজ বলি গলদেশে কিঙ্কিণীজালজড়িত হেমময় শতপদ্ম সুশোভিত বিজয়দায়িনী নিৰ্ম্মল বিচিত্র পুষ্পময়ী মালা পরিধান করিল। ঐ প্রভাবিচিত্র মালা পরিধান করিয়া সৰ্ব্বসমৃদ্ধিযুক্ত বিশাল বাহুবলি তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় অথবা শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের ন্যায় কিম্বা সুমেরু পৰ্ব্বতের কাঞ্চনময় শৃঙ্গে নবোদিত সূর্য্য রাগে রঞ্জিত মেঘজালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রাস, পাশ, স্বর্ণমণ্ডিত চৰ্ম্ম, খড়্গ, পরশ্বধ, ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ বিচিত্র শরাসন, দিব্যগদা, বজ্র, শক্তি, দিব্য শূলা, প্রদীপ্ত বাণ ও নারাচ পূর্ণ বিবিধ তূণীর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র রথমধ্যে স্থাপিত হওয়াতে প্রকাণ্ড উল্কার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। বিনীত সুদ পরিচারকগণ সুবর্ণ ও মণিমুক্তাবিভূষিত পরিচ্ছদ পরিধানপূৰ্ব্বক রথ বেদিতে দণ্ডায়মান হইয়া বালব্যজন দ্বারা বলিকে বীজন করিতে লাগিল। অধঃশিরা, বাজিশিরা, দুরাপ, শিবি, মতঙ্গ, বিকচ, শতাক্ষ, জয়, নিকুম্ভ, কুপথ এই দশ জন দানব দানবাধিপতির রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র পদাতিসৈন্য দানবরাজের রক্ষার্থ শতঘ্নি, চক্র, অশনি ও শক্তিহস্তে বায়ুতুল্য বেগে অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইল। দৈত্য রাজের যুদ্ধনির্য্যাণকালে চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝর্ঝর, ডিণ্ডিম ও মহাঘোষ দুন্দুভি প্রভৃতি রণবাদ্য সকল তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কাঞ্চন বেদিকা সংলগ্ন কাঞ্চনমণ্ডিত দণ্ড সুবর্ণখচিত পতাকাযুক্ত অত্যুচ্চধ্বজা সমুদায় সূর্য্যের আভা ধারণ করিল। দৈত্যপতির মস্তকস্থিত সুবর্ণময় প্রকাণ্ড অসিপত্র ও কণ্ঠস্থিত সুবর্ণময়ী মালার শোভায় চতুৰ্দ্দিক্ আলোকময় হইয়া উঠিল। দৈত্যর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজ বলির

মঙ্গলার্থে মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। বেদবিদ্যাবিশারদ দৈত্যহিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ পুরোহিতগণ সমাহিতচিত্তে জয়কর মন্ত্রপাঠ ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ণ আরম্ভ করিলেন। দৈত্যরাজ পবিত্রহৃদয়ে ধনপতি কুবেরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র অত্যুৎকৃষ্ট ধেনু, গ্রামরত্ন ও সুবর্ণমুদ্রাদি প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বহু কিঙ্কিণী সমাকুল অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণচিত্রিত তদীয় রথ সহস্র সূর্য্য, সহস্র চন্দ্র, অযুত তারকাজালবেষ্টিত সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল বলি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া দেবসৈন্য বিনাশের নিমিত্ত রথোপরি আসীন হইলে তাহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। যেমন প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ঘোরতর বায়ুবেগ প্রভাবে ভীষণ তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র লোকবিনাশের নিমিত্ত অতিবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যসাগর দেবসৈন্য বিনাশের নিমিত্ত অতিবেগে প্রবাহিত হইল। লোকবিত্রাসন সেই দৈত্যসেনাগণ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ ও ধনুর্ব্বাণ সমুদ্যত করিয়া ক্রমে ক্রমে যখন দৈত্যরাজ বলির পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কাননযুক্ত পর্ব্বত সমুদায়ই শোভা পাইতেছে।

২৪২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি দৈত্যসেনাগণের বিষয় বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে দেবসৈন্যগণের বিষয় আমূলতঃ বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ভগবান দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণের যুদ্ধসমুদ্যোগ শ্রবণ করিয়া মরুগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বগণ, সাধ্যগণ, অষ্টবস্তু, যক্ষ, রাক্ষস, মহোরগগণ, সমুদায় বিদ্যাধরগণ, মহারথ গন্ধর্ব্বগণ, মহার্ণবগণ, শৈলগণ, মহাবীর্য্য রুদ্রগণ, যম, কুবের, জলাধিপতি বরুণ, মহাত্মা সিদ্ধগণ, মনস্বী পিতৃগণ, শত শত রাজর্ষিগণ ও যোগসিদ্ধগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা দৈত্যবিনাশের নিমিত্ত শীঘ্র সুসজ্জিত হউন।

শত্রুসম বিক্রমশালী মহাত্মা দেবগণ দেবরাজের বাক্য শ্রবণ ও আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই সকলে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। সকলেই বিচিত্র কবচ ধারণ, বিবিত্র ধ্বজ ও নানাবিধ অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রণোৎসাহে সমুৎসাহী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ বৃষে, আরোহণ করিলেন। অনন্তর হরিতশ্মশ্রু হরিতনেত্র ইন্দ্র হরিদ্বর্ণ অশ্বযোজিত ঐরাবতধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া সমরার্থ প্রস্তুত হইলেন। এই আদিত্যবর্ণ সুনাভ বৃহৎ রথ স্বয়ম্ভূকর্ত্তৃক মহাদেবের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার সুবর্ণরচনাবলি ও কাঞ্চনমাল্যদাম অতি অপূর্ব্ব। ইহার কূবরাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় বিদ্যুৎ প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইয়াছে। দেখিতে কৈলাসশৃঙ্গের ন্যায় অতি মনোহর, চক্র সমুদায়ও অতি পরিপাটী। উহার সর্ব্বাঙ্গ তারাসহস্র দ্বারা খচিত এবং দেবোচিত মাল্যদামে পরিবৃত। উহার ধ্বজ অতিশয় উন্নত, অক্ষ অক্ষয়, ফলতঃ উহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত অঙ্গই জ্বলিতেছে।

মহারাজ! সেই দীপ্তিশালী মহাবেগ রথে আরোহণ করিয়া ভগবান শচীপতি লোকনাথ বজ্রায়ুধধারী দেবরাজ মহেন্দ্র সহস্রতারাপ্রদীপ্ত হুতাশন ও আদিত্যসম প্রভাসম্পন্ন বর্ম্ম, সূর্য্যপ্রভ কিরীট ও সুবর্ণময়ীমালা পরিধানপূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মারচিত ভাস্কর রশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত অত্যুগ্র মহাসুরগণের রুধিরপায়ী শতপর্ব্ব বজ্রাস্ত্র, মহাগ্রহতুল্য মহৎ অশনিদ্বয়, অমোঘ শক্তি, অতি ভীষণ চক্রাস্ত্র, মহৎ শরাসন, খড়্গ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমরার্থ নির্গত হইলেন। পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিয়া যে অমৃত উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও তড়িৎসম প্রভাশালী অদিতিদত্ত মণি কুণ্ডল ধারণ করিয়া যখন গমন করিতে লাগিলেন তৎকালে সেই কুণ্ডলপ্রভায় দিক বিদিক্ সমস্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রভু সুররাজ যখন সমরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সহস্র নয়নও সমোল্লাসে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন শুভ্র মেঘবৃন্দ সহস্র তারাকুলে বেষ্টিত হইয়া শারদীয় নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়াছে। অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, ঔর্ব্ব, বৃহস্পতি, নারদ ও পর্ব্বত প্রভৃতি দেবর্ষিগণ জয় ও আশীর্ব্বাদসূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সেই অত্যুর্জ্জিত বলবীর্য্যশালী দেবেন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পুরন্দর দেবরাজের অশ্বগণ মাতলিকর্ত্তৃক চালিত হইয়া সুররাজকে লইয়া এরূপ বেগে ধাবমান হইল যেন তাহার পাদবিক্ষেপে নভস্তলকে সদর্পে আকর্ষণ করিতেছে। অক্ষয় পুণ্যশ্লোক ব্রহ্মর্ষি, সুরর্ষি ও রাজর্ষিগণও সকলে সমবেত হইয়া শূল, পরশ্বধ, প্রদীপ্ত শরাসন, অশনি গ্রহণ ও সূর্য্যকিরণ সন্নিভ হিরন্ময় বর্ম্ম পরিধান করিয়া অমিত্রতাপন মহাতেজা দেবরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ধনেশ্বর কুবেরও অশ্বসহস্রযুক্ত সুদৃঢ় মহার্হ দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত গদা হস্তে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। অগ্নি ও ধূমের ন্যায় ভীষণাকার রাক্ষস ও নিশাচরগণ বিবিধ বিশাল অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রুদ্রসখা কুবেরের অগ্রে অগ্রে চলিল। লোহিতলোচন মর্দ্দিত অঞ্জনবর্ণ যক্ষগণ প্রাস, গদা ও অসি হস্তে চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর পুণ্যাত্মা প্রভু প্রাণপতি ধার্ম্মিকবর সূর্য্যতনয় ভগবান যম, সূর্য্য ও বিদ্যুৎপ্রভ শতাশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিলেন। পাপনির্লিপ্ত দেহ তপঃপ্রদীপ্ত পিতৃগণ এবং বিবিধ অস্ত্রধারী ভুবনপ্রধান ভীষণ ভূতগণ সেই লোকপাল কৃতান্তের অনুগমন করিলেন। তখন ব্যাধিপতি মহাবল কৃতান্ত হিরন্ময় কমলদল নির্ম্মিত মনোহর মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহা সুরগণের নিধনার্থ ভীষণ দণ্ড এবং অস্থি, মেধ, আমিষ ও শোণিতলিপ্ত ভয়ঙ্কর মুদ্গর গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাধিগণে পরিবৃত হইয়া ধাবমান হইলেন। অসুরদর্পহন্তা মহাত্মা জলাধিপতি বরুণদেব সুবর্ণ মণ্ডিত ত্রিশীর্ষ ভুজগব্যাপ্ত কুন্দ ও ইন্দুসদৃশ শুভ্র বর্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক বৈদূর্য্য ও মণিমুক্তাদি রচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পাশহস্তে অসুরনিপাত মানসে যাত্রা করিলেন। জলদেবতাগণ ও জলজাত জীবসমুদায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভীষণ ভুজঙ্গগণ তাঁহার পূজা ও মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কৈলাসশৃঙ্গবৎ শুভ্রদেহ অপ্রমেয় বিগ্রহ অমৃতপায়ী মহাত্মা সমুদ্রনাথ অর্কসমপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধসজ্জায় আকাশপথে যাত্রা করিলেন। তদীয় তনয়গণ ও মহোরগগণ তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। যৎকালে তিনি রথারূঢ় হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের রমণীয়

মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক অকুতোভয়ে নভোমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জীবমাত্রেই বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উর্দ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ধাতা, অর্য্যমাংশ ভগ, বিবস্বান, পর্জ্জন্য, মিত্র, শশী, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা ও পূষা প্রভৃতি দেবগণ অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রাশ্বসদৃশ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। ঐ সমুদায় অশ্ব উরশ্ছদ, ধ্বজ, কিঙ্কিণী, বৈদূর্য্যমণি ও কাঞ্চননির্ম্মিত ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত দেবসেনার মধ্যে কাহার পরিচ্ছদ প্রভা দিবাকরের ন্যায়, কাহার প্রজ্বলিত হুতাশনশিখরের ন্যায়, কাহার নিশাকরের ন্যায়, কাহার বিদ্যুদগ্নির ন্যায়, কাহার নীলমেঘের ন্যায়, কাহার কৃষ্ণবর্ণ লৌহের ন্যায় উজ্জ্বল। দেবগণ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত ঐ সমুদায় মহাপ্রভ ও সুবর্ণপদ্মরচিত মালা পরিধান করিয়া বায়ু ও সলিলপ্রবাহের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ধার্ম্মিকবর তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পরম রূপবান্ মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুবর্ণচিত্রিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। এই সময়ে অসামান্য বলশালী মনুতনয় বসুগণ, কেহ রথে, কেহ বৃহৎকায় নাগ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণ অসি হস্তে লইয়া দৈত্যবধার্থ যাত্রা করিলেন। অরুণ ও ধূমবর্ণ দেহ রুদ্রগণ শুভ্রবর্ণ বৃষে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এইরূপে মহাবীর্য্য অসামান্য রণোৎসাহী দীপ্ততেজা স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেবগণ নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যখন সমোল্লাসে গমন করিতে লাগিলেন, তখন উহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহাদের তেজোরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাঁহাদের কণ্ঠে উজ্জ্বল সুবর্ণমালা বিদ্যমান থাকাতে চপলারাজিবিরাজিত ধারধরের শোভাধারণ করিয়াছেন। তপঃপ্রদীপ্ত সূর্য্যমরীচিবর্ণ বীর্য্যবান বিশ্বেদেবগণ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইহাঁরা সকলেই দুর্দ্ধর্ষ, সকলেই রণমদোন্মত্ত, সকলেই পদ্মমালায় সুশোভিতকণ্ঠ। ইহাঁদের রথ সমুদায় সুবর্ণবর্ণ; তাহাতে আবার বৈদূর্য্যমণিমুক্তাদিদ্বারা খচিত হওয়াতে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। রথমধ্য সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ। উহার উপরিভাগে সুবর্ণজালমণ্ডিত নির্ম্মল শ্বেতসূত্র দেখিলে বোধ হয় যেন অগ্নিই জ্বলিতেছে। উরচ্ছদ, ধ্বজ ও কিঙ্কিণীমালায় সুসজ্জিত রথাশ্বসকল পবনবেগে ধাবিত হইল। কৈলাসশৃঙ্গ প্রমাণ মহাকায় মহাবল দিগগজ সমুদায় তাহাদের সহিত গমন করিতে লাগিল। অতঃপর মহা প্রভাবশালী উগ্রায়ুধধারী প্রদীপ্তমুখকান্তি দেবগণ ও সাধ্যগণ বিবিধ সুবর্ণমালা পরিধান করিয়া যখন বেগে গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে বোধ হইতে লাগিল প্রজ্বলিত মহোল্কা দ্রুতবেগে নিপতিত হইতেছে; যেন ভাগীরথীর তরঙ্গমালা বেগে প্রধাবিত হইতেছে। সেই জয়শীল মহাবল বরেণ্য সাধ্যগণের তেজঃপ্রভায় দিক বিদিক আলোকময় হইয়া উঠিল। ব্রহ্মবিদ্গণ তাহাদিগকে নমস্কার ও ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ তাহাদের পূজা ও গন্ধর্ব্বসমুদায় তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অসুরপতির বিনাশের নিমিত্ত তাহাদের সেই মণিমুক্তাদিবিভূষিত ও চর্ম্মবসমুজ্জ্বল শরীরকান্তি দ্বিগুণতর হওয়াতে যেন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। কি দেবগণ, কি সাধ্যগণ, উভয়দলেরই ধ্বজশোভা, শরীরকান্তি, বর্ম্মপ্রভার আর অবধি রহিল না। চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। মহারথ দেবগণ এইরূপে মহাস্ত্র ধারণ ও উগ্রমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া শত্রুসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহারা সকলেই অতি বীর্য্য, সকলেই রণোৎসাহসম্পন্ন, সকলেরই আকার ও শব্দ ভীষণ জলধরের

ন্যায়, সকলেই রণমদোন্মত্ত, সকলেরই শরীর রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত এবং সুগন্ধি মাল্য ও বসন দ্বারা বিভূষিত, সকলেই বাহু আজানুলম্বিত, সকলেরই চক্ষু রক্ত বর্ণ, সকলেরই গলদেশে সুবর্ণপদ্মমালা, সকলেই অভীপ্সিত বিবিধ অস্ত্রধারী, সকলেই কামরূপী, সকলেরই অঙ্গে দৈত্যাস্ত্রনিবারণ বৈদূর্য্য ও সুবর্ণখচিত মহাপ্রভ বর্ম্ম, সকলেরই স্কন্ধে ও পৃষ্ঠদেশে অসিপ্রভায় শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে দেবসৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া অসুরঘাতিনী গদা হস্তে দেবরাজকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে অসুরবিনাশার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

২৪৩তম অধ্যায়

মহারাজ! অনন্তর উভয়দলের সৈন্যগণ একত্র মিলিত হইয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকালে মহোদধিগণ স্ব স্ব বেলা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বসংহারার্থ উভয়দিক হইতে একত্র সঙ্গত হইল। মহাবল রণমদোন্মত্ত করিওাকৃতি বাহু দুর্দ্ধর্ষ শত শত বীরগণ উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ম্ম পরিধান এবং ঘোর অশনি, খড়্গা, বজ্র, শক্তি, কাঞ্চনপট্টনদ্ধ মহতী গদা, মুদ্গর, শূল ও বৃক্ষসমুদায় বিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক গভীর জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে উভয়দল পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে দন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল। সুরগণের মধ্যে পঞ্চম বীর মহাবল দেব শ্রেষ্ঠ সাবিত্র অসুরপতি বাণের সহিত, অতি দুর্দ্ধর্ষ বসুগণের মধ্যে ধ্রুব অনাযুষার পুত্র মহাসুর বলের সহিত, বলবান বায়ু সসজ্জ হইয়া পর্ব্বতাকার মহাদৈত্য পুলোমার সহিত, সুরবর ধর ব্যাদিতাস্য সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় সৈন্য সামন্ত পরিবৃত অসুররাজ নমুচির সহিত, সুরশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা ময়দানবের সহিত, হয়গ্রীব নামক অসুর অমিতবীয্য ভাস্কর প্রতিমতেজা মহাবীর পূষার সহিত, মহাবীর্য্য মহা মায়াবী যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাসুর শম্বর ভগের সহিত, দৈত্যগণের মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তি শরভ ও শলভ ইহারা উভয়ে শিশিরাস্ত্র ধীমান্ সোমদেবের সহিত, বলবান্ বলির পিতা মহাবল বিরোচন সাধ্য বিষ্বকসেনের সহিত, হিরণ্যকশিপুর তনয় মহাতেজা কুজম্ভ প্রাসাস্ত্রধারী অংশের সহিত, প্রদীপ্ত মুখ বিকটাকার পর্ব্বতাস্ত্র অসুরপতি অসিলোমা বলবান্ মারুতের সহিত, অনাযুষার পুত্র বৃত্রনামা মহাসুর দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদয়ের সহিত, চক্রধারী অতি দুর্দ্ধর্ষ দিতিতনয় একচক্র দেব সাধ্যের সহিত, মদ্যপানবশতঃ লোহিতনেত্র বীর্য্যবান বৃত্রভ্রাতা মহাসুর বল মৃগব্যাধ রুদ্রের সহিত, বিকৃতাকার শতশীর্ষ সহোদর রাহু অজৈকপাদের সহিত, বর্ষাকালীন জলধরা কৃতি দানবশ্রেষ্ঠ কেশ ধনেশ্বর কুবেরের সহিত, অতিবীর্য্য বৃষপর্ব্বা বলব বিশ্বদেব বিষ্কম্ভুর সহিত, মহাবীর প্রহ্লাদ স্বীয় বীরতনয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তকরূপধারী কালের সহিত যুদ্ধারাম্ভ করিল। অনন্তর মহাবল অনুহ্রাদ ভীষণ গদাধারী ধনপতি কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয় পক্ষের সেনাদল কম্পিত করিল। পরে দৈত্যগণের আনন্দবর্দ্ধন দৈত্যেন্দ্র বিপ্রচিতি মহাত্মা বরুণের সহিত, অসামান্য বলশালী দানবপতি বলি মহাবল দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইল। অন্যান্য দেবগণ ও অসুরগণ ঘোরতর

সিংহনাদপূর্ব্বক প্রাস অসি শর ও শক্তি প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর সমরস্থলে পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে সকল মহোৎপাত আবির্ভূত হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়ই এই সমরে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সপ্তবিধ মারুত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পর্ব্বত সমুদায় সহসা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। গগনাঙ্গনে সপ্তসূর্য্য সমুদিত হইয়া মহার্ণবগণকে শুষ্ক করিতে আরম্ভ করিল। মথ্যমান বায়ুবশে পৃথিবীও বিদার্ণ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রায়ুধলাঞ্ছিত ঘোর ঘনঘটা আবিভূত হইয়া ভীষণ শব্দে দিক্ সমুদায় ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন করিল। জীবগণ ভয়াবিবহ্বল চিত্তে বিষম আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। যুগান্তকালের ন্যায় দেবগণের মধ্যে ক্রূর গ্রহ সমুদিত হইতে লাগিল। কি আকাশমণ্ডল, কি দিক্, কি ভূমি, কি ভাস্কর, কিছুই আর লক্ষ্য হয় না; সমস্তই রণোধিত ধূলিপটলে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তন্মধ্যে আবার ধূমসহকৃত তুমুল বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে সমস্ত দিক্ নিরতিশয় গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! আমি যে সমুদায় মহোৎপাতের নাম নির্দ্দেশ করিলাম, ঐ সমুদায় এবং তদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ দেবনির্ম্মিত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া কি পৃথিবী, কি,আকাশ, সর্ব্বত্রই সমভাবে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই দেব দৈত্যগণের সমরক্ষেত্র অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। তখন কমলযোনি দেবগুরু ব্রহ্মা সমস্ত সুরগণ ও সঙ্গবেদচতুষ্টয়, বিদ্যা ও সিদ্ধ মহর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাস্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধদর্শনমানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ রথ বিবিধ মণিময় সহস্রস্তম্ভযুক্ত হওয়াতে বিচিত্র শোভাধারণ করিয়াছিল। রথের চতুর্দ্দিক প্রতপ্ত সুবর্ণজালে জড়িত এবং উহার মধ্যে শত শত আনন্দভেরি নিনাদিত হইতেছিল। নক্ষত্র ও চন্দ্রকিরণে রথের সার্ব্বাবয়ব আলোকময় এবং সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত ও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা বিভূষিতাঙ্গ। তদীয় পুত্র পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি ও অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ সেই রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া ঋক্ ও সামবেদোক্ত স্তোত্রপাঠে সেই বরদ দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাবক, সাঙ্গবেদ, মখদেবতা ও অন্যান্য জীবমাত্রেই সেই ভুবনেশ্বর মহানুভব স্বর্গাধিপতি স্বয়ম্ভূর সেবা করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন পাবকযোনি মহর্ষিমুখ্য বৈখানসগণ এবং সমস্ত দেবপুরোহিতগণ সমরদর্শনে সমুৎসুক হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্যদিকে দিবাকর বাগ্মিবর ষট্‌যোগেশ্বর নররূপী দেব নারায়ণ গগনমণ্ডলে অবস্থান করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে যুদ্ধদর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ণশশধরের ন্যায় কমনীয় কান্তি চতুর্ব্বেদধর ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে অত্যুজ্জ্বল প্রভা নির্গত হইয়া নবোদিত শরৎকালীন চন্দ্রমার ন্যায় সমস্ত দিক্ তিমিরশূন্য ও আলোকময় করিল।

২৪৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণের ভীষণ সিংহনাদে যেন ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে আবার গোমুখাকৃতি ডম্বর, ভেরী, মুরজ, ঝর্ঝরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি মহাস্বন বাদ্যযন্ত্র সমুদায়

ঘোররবে বাজিয়া উঠিল। তখন সেই রণভূমিতে স্বর্গীয় শূরগণের অভিমত ঘোরতর লোমহর্ষণ যুদ্ধ যজ্ঞ উপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর শব্দে রণভূমি মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দানব প্রহ্লাদ ঐ যজ্ঞের নেতা, যুদ্ধপ্রবর্ত্তক বিরোচন উহার অধ্বর্য্যু, নমুচি উহার হোতা, বৃত্রাসুর উহার পরিচারক ও অন্যান্য দৈত্যগণ উহার মন্ত্র স্বরূপ হইল। প্রবল পরাক্রান্ত পুত্রগণও পিতৃগণের অনুসরণ করিল। দৈত্যবর বাণ ঐ যজ্ঞের যষ্টা হইল। দুর্জ্জয় ব্রাহ্ম, পাশুপত, ঐন্দ্র ও স্থূলাকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ উহার মন্ত্রস্বরূপ হইল; অনুহ্রদ ঐ সমুদায় মন্ত্র উত্তমরূপে যোজনা করিতে লাগিল। শত্রুভয়ঙ্কর শ্রীমা ময় দৈত্য উহার উদ্গাত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জনপূর্ব্বক দেব সৈন্যগণকে নিরারণ করিতে লাগিলেন। হুতাশন তুল্য দ্যুতিমান মহাবল রাজা বলি জপ্যমন্ত্র ও হোমের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদে ব্রতী হইলেন। এইরূপে বৈরেন্ধন সহকৃত ঘোরতর যুদ্ধানল প্রজ্বালিত হইল। অসুরগণ রথবেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক মন্ত্রপূত আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ঘোরতর ভেরীনাদ বেদপাঠস্বরূপ হইয়া সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত হইতে লাগিল। বল, বলক ও মহাসুর পুলোমা ইহারাই চমসরূপে যজ্ঞকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। এই মহাফলোৎপাদক যুদ্ধযজ্ঞে নির্ম্মল বিবিধ দণ্ডসমাযুক্ত রথপংক্তিই যুপকার্য্য সমাধা করিল। কর্ণি, নালীক, নাচ, বৎসদন্ত, মহাশব্দ তোমর ও চাপনিচয় উহার সোমকলসস্বরূপ হইল। অস্থি, অন্ত্র, কপাল ও মস্তক এই যজ্ঞের পুরোডাস, রুধিরস্রোত ইহার আজ্য, সৈন্যমণ্ডল উহার যাজ্ঞীয় কাষ্ঠ, গদা সমুদায় উহার পাষাণ স্বরূপ। হয়গ্রীব, অসিলোমা, রাহু, কেশী, বিরোচন, জম্ভ, মহাবল কুজম্ভ ও বিপ্রচিত্তি ইহারা সদস্য হইল। রথাক্ষ সদৃশ বাণ সমুদায় ইহার স্রুক, ধনুষ্কোটি ও শারাসন-জ্যা উহার স্রুব হইল। তৎকালে বৃষপর্ব্বা প্রতিস্থানিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। মহাসেনারূপ পত্নী সহচরী হইয়া বলি সেই রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইল। দিতি নন্দন মহাবাহু শম্বর ঐ যজ্ঞের পশুবন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। যে মহাসুর অগ্নিস্থাপনকার্য্যে সাক্ষাৎ হুতাশনতুল্য সেই প্রতাপশালী কালনেমি এই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ হইল। দৈত্যগণ গত জীবিত সুরসেনাগণের দেহপুঞ্জে যজ্ঞকার্য্য ঘোরতর বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। উগ্রমূর্ত্তি দিতিপুত্রগণ ঘোররর গর্জ্জন করিয়া মহা আহ্লাদে দেবগণের কধিররূপ সোমরস পান করিতে লাগিল। মহাদৈত্য বলি যখন সুরসমরে বিজেতৃত্বপদ লাভ করিতে লাগিল তখন সমরজ্ঞাবসানে যে তাহার যজ্ঞান্তস্নান অবশ্যম্ভাবী তাহাতে সংশয় কি? ভূরিদক্ষিণ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ব্রতধারী যজ্ঞকর্ত্তা মহা সুরেন্দ্রগণ, প্রাণপণ করিয়া ত্রৈলোক্য হরণার্থ যুদ্ধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইল। সকলেই কৃষ্ণাজিন পরিধায়ী, সকলেই ব্রতাবলম্বী, সকলেই মুঞ্জমেখলাধারী, সকলেরই কার্য্য এক, সকলেই ত্রৈলোক্য জয়াকাঙ্ক্ষী।

মহারাজ! তখন সুর ও অসুরসৈন্য এই উভয়দলের মধ্য হইতেই মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। নানাবিধ অস্ত্রধারী ত্বরিতগতি যোদ্ধৃবর্গের আস্ফালনগর্ভ ও আক্রোশপূর্ণসিংহনাদে মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনিতে, অশ্বপুঞ্জের হ্রেষারবে, শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের ভীষণ নির্ঘোষে, রথচক্রের ঘরশব্দে রণস্থল সর্ব্বথা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। দেব ও দানব সৈন্যগণ শস্ত্রপাণি হইয়া অতি অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় সম্পন্ন করিতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত মাতঙ্গগণ ও রথবৃন্দ সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যুদ্বিলসিত মেঘাবলিই শোভা পাইতেছে। শক্তি, ঋষ্টি, প্রদীপ্ত গদা, শূল, খড়্গা, পরশ্বধ

প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের প্রভাপুঞ্জে চতুর্দ্দিক আলোকময় হইয়া উঠিল। বিবিধাকার সম্পন্ন অসংখ্য রথের শিরোদেশ কনকমণ্ডিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতই জ্বলিতেছে। উজ্জ্বল ভাস্করসদৃশ প্রভাশালী কবচ পরিধান করাতে কি দেব, কি অসুর, উভয়বিধ সৈন্যগণই আকাশবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঋষভাক্ষ দেবগণ সেনা মুখে শোভা পাইতে লাগিলেন। রণবীরগণের বিচিত্র আয়ুধসহকৃত নানাবর্ণ পতাকা সকল বায়ুবশে আন্দোলিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। ধ্বজা, অলঙ্কার, বস্ত্র, চর্ম্ম ও কবচ এ সমুদায়ই সূর্য্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল, তাহার উপর আবার ভাস্করপ্রভা পতিত হওয়াতে যেন সমস্তই সূর্যরশ্মি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অপ্রমেয় পাদচারী সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল শুভ্রবর্ণ হইয়া উঠিল। গিরিশিখরাকৃতি দীপ্তাম্বরধারী উভয়দলের সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরক্ষণেই ঘোরতর অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ হইল। মুষল, মুদ্গর, শূল, লৌহশলাকা, উলূখল, বজ্র, অশনি, খড়্গ ও বৃক্ষপ্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিরন্তর নিক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। শাণিত অতি তীক্ষ্ণ বাণসমুদায় অজস্র বর্ষণ হইতে লাগিল।

মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে, ইত্যবসরে দৈত্যপতি বাণ সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্রকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বধ বাসনায় অন্য এক দুর্ভেদ্য শরাশন গ্রহণ করিল। তখন দৈত্যপুঙ্গব বাণ আহুতিপ্রাপ্ত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বিষমতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া সূর্য্য যেমন স্বীয় প্রখর কিরণবর্ষণে গভীর সাগরের সলিল শোষণ করিতে আরম্ভ করেন, সেইরূপ বাণবর্ষণ দ্বারা দেবগণের সমুদ্রতুল্য মহাসেনা শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মহাবেগবান সাবিত্রদেব, মহেন্দ্র যেমন পর্ব্বতের উপর অশনি নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ এক অত্যুৎকৃষ্ট শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শক্তি পতনকালে প্রকাণ্ড উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কিন্তু অদ্ভুত যোদ্ধা বাণ ক্ষুর অস্ত্র দ্বারা উহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া দেবদসত্তম সাবিত্র তখন সুতীক্ষ্ণ দানবমর্দ্দী আশীবিষতুল্য বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত পীতধার চন্দ্রপ্রভ এক অসি গ্রহণ করিলেন। প্রজ্বলিত মহাপ্রভ খড়্গ ধারণ করিয়া সুরবর সাবিত্র রণমুখে দণ্ডায়মান হইলে রক্তলোচন মহাকায় বলিনন্দন বাণ তাহাকে সম্মুখীন দেখিয়া অর্ককিরণ সদৃশ অশনিপ্রতিম বাণ সমুদায় তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার সুবর্ণপুঙ্খ দীপ্তাগ্র উগ্রবেগ আশীবিষতুল্য অন্য কতকগুলি সুদৃশ্য শর গ্রহণকরিয়া আকর্ণপূর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক সাবিত্রের চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে লাগিল। দৈত্যপতির এই সমস্ত অগ্নিপ্রভ দৃঢ়চাপবিনির্ম্মুক্ত শরজালে জলধরসমাচ্ছন্ন কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় সাবিত্রকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন আর তিনি তাদৃশ অবস্থায় অবস্থান করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে রথ লইয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইল।

তদ্দর্শনে মহা আনন্দিত হইয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্ররথের প্রতি ধাবমান হইল। ঐ সময়ে অসুরশ্রেষ্ঠ বলনামক দৈত্য এক প্রকাণ্ড গদা গ্রহণপূর্ব্বক ধ্রুবনামা কোন বসুর মস্তকে প্রহার করিল। সেই ভয়ঙ্কর গদাপ্রহারে ধ্রুবের স্কন্ধদেশ ও বিচিত্র বর্ম্ম একবারে মথিত হইয়া গেল; তদ্দর্শনে অন্যান্য বসুগণ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা মেঘাবলি যেমন সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে,

সেইরূপ বলদৈত্যকে আবৃত করিলেন। দৈত্যপতি সেই বাণবর্ষণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইয়া শত্রুগণের মস্তকে গুরুতর গদাপ্রহার আরম্ভ করিল। অশনি প্রহারের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমর্থিত হইতে লাগিল; দেবসৈন্যগণ তখন চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই বজ্রনির্ঘোষ গদাপাত শব্দে রথিগণ আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারাও মহাত্রস্ত হইয়া রথপরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে ঐ বিক্ষিপ্ত মহারথগণ একবারে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া দানবপতির উপর অজস্র বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ক্ষুরপ্র, ভল্লাস্ত্র, বৎসদন্ত ও শিলীমুখ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র মুহু মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তড়িৎপুঞ্জ, অর্ক ও প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্য তেজস্বী মহাবাহু দৈত্যবর সাক্ষাৎ ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় ঐ দেবচাপনির্ম্মুক্ত বাণসমূহ যেন অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র দ্বিতীয় মহার্ণবের ন্যায় অতি বেগে ধাবিত হইলে যেন দিক সমুদায় স্তম্ভিত হইয়া উঠিল; দেবগণ সিন্ধুবেগাহত মহীধরের ন্যায় নিপীড়িত হইয়া উঠিলেন। বায়ু যেমন স্বীয় বেগ প্রভাবে মহীরুহগণকে কম্পিত ও মর্দ্দিত করে, তদ্রূপ দানবপতিও স্বকীয় পরাক্রমে দেবকুল কম্পিত করিয়া তুলিল।

এই সময়ে অন্য দুই বসুর সহিত বলদৈত্যের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শত্রুতাপন আপ ও অনিল মেঘের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দৈত্যপতি ঐ সমস্ত বাণ আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিল। ধ্রুব তদ্দর্শনে নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া পুনরায় বলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং উভয়েই ঘোরতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই মহাবীর, উভয়েই সৎকুলোৎপন্ন, উভয়েই যশস্বী, উভয়েরই নখ শার্দ্দূলের ন্যায়, উভয়েরই দন্ত মহামাতঙ্গের ন্যায়। উভয়ে মহাবেগে রথচালনা করিয়া শরনিপাতে এরূপ প্রহার করিতে লাগিল যে উভয়েরই শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল এবং উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। তদনন্তর উভয়ে সহসা অসি ধারণ করিয়া মণ্ডলাকার গতিতে বিবিধ রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাক্রোধে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল এবং সেই খড়্গাঘাতে উভয়ের দিব্য চর্ম্ম ও শরাসন ছেদন করিয়া উভয়েই বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয়েই বিশাল বক্ষ, উভয়েই আজানুলম্বিত বাহু, উভয়েই বাহুযুদ্ধে বিলক্ষণ পারদর্শী। যখন উভয়ে পরিঘবৎ বিশাল বাহু প্রসারণ করিয়া পরস্পর নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতের উপর বজ্রাঘাত হইতেছে। যেন হস্তিদ্বয় দন্তে দন্তে, যেন মহাবৃষভদ্বয় শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রোষভরে মুহূর্ত্তকাল এইরূপ পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিয়া অবশেষে দেবধ্রুব পরাজিত হইয়া বল দৈত্যের ভয়ে রথ পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্বাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

২৪৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে কুদ্ধ নমুচি মহাত্মা ধরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন বীরদয় মহাক্রুদ্ধ হইয়া যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন উভয়ে

উভয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। বসুশ্রেষ্ঠ ধর হেমপৃষ্ঠ দুর্ভেদ্য ধনু বিস্ফারিত করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরজাল বর্ষণে এমন কি সূর্য্যের প্রভা পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে নমুচি ঈষৎ হাস্য করিয়া ধরের প্রতি শিলাশাণিত অতি প্রদীপ্ত বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারথ দৈত্যপতি প্রথমতঃ নয়শরে ধরকে বিদ্ধ করিলে বসুশ্রেষ্ঠ অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় মহা ক্রোধে নমুচির প্রতি ধাবমান হইল। নমুচিও তাঁহাকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া মত্তমাতঙ্গ যেমন অন্য মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ অতিবেগে প্রধাবিত হইল। অনন্তর দৈত্য বর শত ভেরীর ন্যায় শব্দায়মান মহাশঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সৈন্যসাগর বিক্ষোভিত করিয়া তুলিল। একপক্ষের ঋষ্যবর্ণ অশ্ব অপর পক্ষের হংসবর্ণ অশ্বে মিলিত হইলে সমরস্থল ঘোর সঙ্কুল হইয়া উঠিল। দৈত্যবর বাণ বর্ষণে বসুকে আচ্ছাদন করিল। ফলতঃ উভয় রথ পরস্পর সম্মুখীন হইল দেখিয়া দেবসৈন্য ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। উভয়ে ক্রোধভরে লোচন রক্তবর্ণ করিয়া পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ভীষণ শালদ্বয় অথবা মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। সেই রণস্থল নর, অশ্ব, রথ ও মত্ত বারণসঙ্কুল হইয়া যেন যমপুরীর ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। অন্যান্য মহারথ ও যোধগণ উভয়ের সেই যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কাহার জয় কাহারই বা পরাজয় হইবে, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ উভয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই অজস্র শাণিত শর বর্ষণ করিয়া একবারে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন, ধারাবর্ষী মেঘদ্বয় অনবরত বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে। যখন তাহারা সুবর্ণনির্ম্মিত ভাস্করপ্রভ বাণক্ষেপ আরম্ভ করিল, তখন বোধ হইতে লাগিল যে, যেন উল্কাপাতেই আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কখন কখন প্রতীত হইতে লাগিল যেন মত্ত সারসগণ শরৎকালীন নভোমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্ষণকালের মধ্যে দেবগণের মৃত অশ্ব ও গজশরীরে সমরক্ষেত্র আকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নভস্তল মেঘকর্ত্তৃক আবৃত হইয়াছে। অনন্তর দৈত্যরাজ নমুচি সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ প্রজ্বলিত তীক্ষ্ণধার এক চক্র গ্রহণ করিয়া সুরবর ধরের প্রতি নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার রথধ্বজা, অস্ত্র ও অশের সহিত দগ্ধ হইয়া গেল। চক্রতেজে রথ প্রজ্বলিত হইয়া ভস্ম হইতেছে দেখিয়া বসুদত্তম ধর ভয়বিহ্বলচিত্তে আকাশপথে প্রস্থান করিল। বলগর্ব্বিত অসুররাজ নমুচি এইরূপে স্বরবর ধরকে পরাভূত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে দেবসৈন্যের দিকে গমন করিল।

এই সময়ে দেবপক্ষীয় বিশ্বকর্ম্মা ও দানব পক্ষীয় ময়দানব ইহারা উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইহারা উভয়েই বিখ্যাত, উভয়েই অসংখ্য মায়াভিজ্ঞ, চিরবৈর ইহাদের পূর্ব্ব হইতেই বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি রণস্থলে উভয়ের সমাগম হওয়াতে ঘোরতর প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। ত্বষ্টা যেমন স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে বহুবিধ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিয়া বলগর্ব্বিত পরাক্রান্ত ময়দানবকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন, সেইরূপ ময়দানবও মহাবেগবান স্বর্ণবিভূষিত শাণিতাগ্র তীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপে ত্বষ্টাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিল। ত্বষ্টা তখন মহাক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া ময়দানবকে প্রহারপূর্ব্বক শরজাল বর্ষণে দৈত্যসেনগণের জীবন আকর্ষণ করিয়াই যেন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে আবার কনকদণ্ড ও বৈদূর্য্যমণি চিত্রিত এক ভয়ঙ্কর শক্তি গ্রহণ

করিয়া দৈত্যেন্দ্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ময়দানব তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণাগ্র সপ্ত শরদ্বার সেই বজ্রতুল্য লৌহময়ী ভয়ঙ্কর গদাছেদন করিয়া ফেলিল। মহাসুর ময় এইরূপে সেই গদা ব্যর্থ করিয়া মহা ক্রোধে বিশ্বকর্ম্মার প্রাণ হরণ করিয়াই যেন ময়ূরপিচ্ছ শোভিত বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ত্বষ্টাও অমনি প্রজ্বলিত বেগবান্ নতপর্ব্ব শরদ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করিয়া দিলেন। এইরূপে সেই মহাবল বীরদ্বয় অবসর সময়ে যেমন পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেইরূপ গর্জ্জমান বৃষদ্বয়ের ন্যায়, বলবান শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদও আরম্ভ করিল। যেমন পরস্পরের আঘাত প্রতিঘাত চলিতেছিল, সেই রূপ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ ও মহাক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় দৃষ্টিপাতও আরম্ভ হইল। ইহারা যখন আকর্ণ পূর্ণ সন্ধান করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি বাণক্ষেপ করিতে লাগিল তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ মাতঙ্গদ্বয় পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর ময়দানব মহাক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ খচিত সর্ব্বপ্রাণহর এক গদা গ্রহণ করিয়া ত্বষ্টার উপর নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে ভূধর যেমন চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ অসুরপতির এই গদা প্রহারে ত্বষ্টার অশ্ব সকল একবারে ভূতলশায়ী হইল। পরে ময়দানব বিষম ক্রোধে দুই ক্ষুরাস্ত্র প্রয়োগে ত্বষ্টার রথধ্বজ ছিন্ন করিয়া অপর দুই বাণে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিল; ত্বষ্টা তখন হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে ময়দানব এইরূপে রিপু পরাজয় করিয়া ধনুর্ব্বিস্ফারণপূর্ব্বক রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন জয়শ্রী তাহাকে সেবা করিতেছে, যেন তাহার শরীরকান্তি দীপ্যমান হুতশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, যেন কালান্তক যমই দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে; যেন দাবাগ্নি দেবসৈন্যরূপ কানন একেবারে দগ্ধ করিতেছে। তাহার পর দৈত্য অতিতীক্ষ্ণ বিবিধাকার বাণ ও চতুর্দ্দশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ঐ সমস্ত বাণ দেব ত্বষ্টার শরীরে নিপতিত হইয়া কালপ্রেরিত বিষম ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় তাহার রক্ত পান করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন রোষাবিষ্ট ভুজগগণ বিল মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইআছে। ঐ সময়ে ত্বষ্টাও সুবর্ণবিভূষিত চতুর্দ্দশ নারাচাস্ত্রে ময়কে প্রতিবিদ্ধ করিলেন; ঐ বাণ সমুদায়ও ময়দানবের দক্ষিণ হস্ত বিদারণ করিয়া বেগবান ভুজগের ন্যায় ভূমিপ্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি সমুদায় ভূতলে প্রবেশ করিতেছে। অনন্তর ময়দানব শোণিতাশন অতি তীব্র তিনটি বাণ পরিত্যাগ করিলে সেই বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ত্বষ্টা তৎক্ষণাৎ রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক লজ্জিতহৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তিনি হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন দেখিয়া দৈত্যপতির আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন সেই দৈত্যেন্দ্র অতি মনোহর সুবর্ণ সমুজ্জ্বল স্বীয় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া রণস্থলে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বলদর্পিত দানবশ্রেষ্ঠ পুলোমা শ্বেতাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র সর্ব্বজীবশরীরান্তরচারী সাক্ষাৎ কালান্তক সদৃশ বলবান বায়ুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। যেমন কোন মত্ত মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দী মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয়, তদ্রূপ পবন ও পুলোমার জ্যাস্ফালন

শ্রবণমাত্র দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্যপতিও অবসর বুঝিয়া এরূপ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল যে, তারা দশদিক এক বারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন সূর্য্যকিরণে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তদ্দর্শনে বায়ুও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন গর্জ্জিত সর্পের ন্যায় তাঁহার ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল। চক্ষুদয় কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এদিকে দৈত্যপতির শরাসন নির্ম্মুক্ত ময়ূরপিচ্ছাশোভিত সুবর্ণ পুঙ্খ বাণ সমুদায় নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন দৈত্যরাজ পুলোমার কি শরাসন, কি ধ্বজ, কি পতাকা, কি ছত্র, কি ঈশ, সমুদায় স্থান হইতে যেন অনবরত সহস্র সহস্র বাণ প্রসব করিতে লাগিল। এইরূপে দিতিতনয় সুবর্ণনির্ম্মিত অতি তীক্ষ্ণ যে সমুদায় বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তৎসমুদায়ই বায়ু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শলভবৃত্তি আশ্রয় করিল।

অনন্তর পবনদেব তাহাকে মহাক্রোধে সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া প্রাণপণে তাহার প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার বেগ প্রতিহত হইল না দেখিয়া একবারে পুঞ্জীকৃত বাণরাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই আবার নতপর্ব্ব বিংশতি বাণ একবারে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে আকাশ অন্য দশ বায়ু সাধু সাধু বলিয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। সেই লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে পুলোমার সৈন্যগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া ধাবিত হইল। অনন্তর বর্ষাকালীন বলাহকগণ যেমন বারিবর্ষণ দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তাহারাও সেইরূপ শরবৃষ্টি দ্বারা পবনদেবকে আবৃত করিয়া ফেলিল। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন সোমদেবকে ব্যথিত করে, তদ্রূপ পুলোমাপক্ষীয় সপ্ত মহারথও মহাক্রুদ্ধ হইয়া পবনদেবকে নিপীড়িত করিতে লাগিল।

অনন্তর বায়ু নানারত্নালঙ্কৃত করিশুণ্ডাকৃতি ভুজণ্ড সমুদ্যত করিয়া ঐ সপ্তমহারথের মস্তকে এরূপ গুরুতর আঘাত করিলেন যে, তদ্বারাই তাহারা একবারে পঞ্চত্ব লাভ করিল। ঐ সময়ে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুলোমাও প্রাণপণে বায়ুর প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিয়া ছিল। কিন্তু পবনদেব উহা তৎকালে লক্ষ্য ও করিলেন না; তাঁহার সেই ভুজদণ্ড প্রহারে মহারথগণের অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়াছিল এবং তাহাদের শিরস্থিত মুকুট ও শরীরস্থ বর্ম্ম সমুদায় শোণিতাক্ত হওয়াতে গৈরিকার্দ্র পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত হইল দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, মত্ত মাতঙ্গগণ অথবা পুষ্পিত পাদপশ্রেণী নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ হইতে যে রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার সহিত রণভূমি-পতিত দেবদৈত্যপক্ষীয় অশ্ব গজের রুধিরস্রোতে মিলিত হইয়া ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধিনী অতি ঘোররূপা শোণিতময়ী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্বারা রণস্থলও অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। গত প্রাণ সহস্র সহস্র যক্ষ, রাক্ষস, খেচর, ধ্বজা, পতাকা, রথ, ঘণ্টাবিভূষিত বিদীর্ণকুম্ভ হস্তী, সুবর্ণপুঙ্খ উজ্জ্বল নারাচ, দেবদানবনির্ম্মুক্ত আশীবিষতুল্য প্রাস, তোমর, ভল্ল, শক্তি, খড়্গা, পরশ্বধ, সুবর্ণময় শরাসন, গদা, মুষল, পট্টিশ, স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদ, কেয়ূর, মুকুট সুন্দর কুণ্ডল, বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ এবং হার মণি ও গতজীবিত সৈন্যগণ রণস্থলে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গ্রহ ও তারা কুলসঙ্কুল

নভোমণ্ডল শোভা পাইতেছে। ফলতঃ দেবদৈত্যগণের পরাক্রমানুরূপ মৃত হস্তী অশ্ব ও ভগ্নরথ দ্বারা রণস্থল অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

মহারাজ! অনন্তর পুলোমাপক্ষীয় সহস্র সহস্র দৈত্যসেনাগণ গদা মুষল হস্তে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া পবনদেবকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মাতঙ্গ যেমন অঙ্কুশ প্রহারে ব্যথিত হয়, পবনদেবও সেইরূপ তাহাদের সেই বাণ বর্ষণে আহত হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি অষ্টশত দৈত্যসেনা সংহারপূর্ব্বক পথ প্রস্তুত করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ বিস্তীর্ণ পথ অদ্যাপি আকাশমণ্ডলে লক্ষিত হইয়া থাকে। উহা বায়ুপথ নামে বিখ্যাত হইয়াছে, সিদ্ধগণ উহাকে সতত দর্শন করিয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে মহাবীর্য্য হয়গ্রীব নামক দৈত্য রণস্থলে আসিয়া পূষার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোতর সিংহনাদ আরম্ভ করিল। পরে হেমজালবিভূষিত তাহার বিষম ধনু বিস্ফারিত করিয়া ক্রোধরনেত্রে পূষার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। সে যখন এক হস্তে শরাসন অপর হস্তে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক শরবর্ষণ আরম্ভ করিল, তখন তাহার লঘু হস্ততানিবন্ধন এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন দৈত্যপতির হস্তস্থিত অগ্নিচক্রোপম প্রদীপ্ত শরাসন কেবল মণ্ডলাকারে অবস্থান করিতেছে, কখন জ্যা আকর্ষণ, কখন শসন্ধান, কখনই বা বাণমোচন করিতেছে, তাহার আর কিছুই লক্ষ্য হয় না।এইরূপে সেই দৈত্যপতির চাপবিনির্ম্মুক্ত সুবর্ণ পুঙ্খ শরজালে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এমন কি সূর্য্যের প্রভাপর্য্যন্ত আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন সেই গিরিশৃঙ্গ সদৃশ সুদৃঢ় শরাসন হইতে বাণ সমুদায় নিঃসৃত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন শ্রেণীভূত বকশ্রেণীই গমন করিতেছে। হয়গ্রীবের প্রক্ষিপ্ত এই সমস্ত বাণই গন্ধপত্র, শিলাশাণিত, কাঞ্চনবিভূষিত সরলা ও মহাবেগশালী। এই সমস্ত নিশিত বাণ চাপ বলে উদ্ধৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন গ্রীষ্মবসানে সহস্র সহস্র খদ্যোৎকুল আকাশে উঠিয়া বিচরণ করিতেছে।

এইরূপে মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ দৈত্যরাজ হয়গ্রীবও পূষার উপর বাণবর্ষণ করিয়া তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদনন্তর সুরবর পূষার অদ্ভুত বলবীর্য্য, পরাক্রম, উদ্যম ও সাহস অবলোকন করিয়া দেবগণ চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পূষা সেই সমুদ্র হইতে সমুদ্ধৃত বারিধারার ন্যায় শরবৃষ্টি গ্রাহ্যই করিলেন না। প্রত্যুত মহাক্রোধে শরাসন গ্রহণ করিয়া হয়গ্রীবের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার প্রকাণ্ডধনুক হেমপৃষ্ঠ ও ঘোর নিস্বন। দেখিলে দ্বিতীয় ইন্দ্রধনু বলিয়া প্রতীত হয়। অনন্তর সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া যেমন মণ্ডলাকার করিলেন, অমনি তাহা হইতে অনবরত বাণ নিঃসৃত হইয়া আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। ঐ সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ বাণ নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া বিস্তৃত মালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কিন্তু হয়গ্রীবের নতপর্ব্ব বাণদারা ঐ সমস্ত বাণ বিশ্বর্ণ হইতে লাগিল। তথাপি পূষা স্বীয় নামাঙ্কিত অসমুজ্জ্বল সুবর্ণ পরিষ্কৃত অত্যুগ্র দিব্য শরনিকরপাতে হয়গ্রীবকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তখন হয়গ্রীব আর সহ্য করিতে পারিল না; একেবারে ক্রোধে পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অতি তীক্ষ্ণশর বর্ষণ আরম্ভ করিল, তদ্বারা পূষার ধ্বজা, পতাকা, ধনু, রথরশ্মি ও অশ্বযোক্ত্র একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর আর চার বাণে রথের

অশ্বগণকে নিহত করিয়া সারথিকে রথ হইতে পাতিত করিল। এইরূপে পূষা হয়গ্রীব কর্ত্তৃক বিরথ হইয়া সিন্ধুর মহাতরঙ্গের স্যায় ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া মৃত্যুর মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াই যেন ইন্দ্রপথে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে সুরবর ভগের সহিত দৈত্যপতি শম্বরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরবরের ধনুও অতি প্রকাণ্ড, উহার শব্দ বজ্রধ্বনি তুল্য, জ্যা অত্যন্ত দৃঢ়। সম্বর মহাক্রোধে সেই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রথাক্ষসদৃশ বহুতর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবসৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগদেবও সেই বিরুপাক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি সম্বরকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে অধরকম্পিত করিয়া সত্বর তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগ তথন ভীষণ জ্যাঘোষ দ্বারা দিক্‌ সমুদায় পূর্ণ করিয়া ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক শরনিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। এই রূপে শরবর্ষণ করিতে করিতে যখন সম্বর সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছেন তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, কোন মত্তমাতঙ্গ অন্য এক প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি অথবা মহাবৃষভ অন্য বৃষভের প্রতি ধাবমান হইতেছে। অনন্তর উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইলে মহাবেগশালী ধনুর্দ্বয় গ্রহণ করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে এক বারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধও তখন ঘোরতর হইতে লাগিল। সেই অপ্রমেয় নিরুপম যুদ্ধে পরস্পর এরূপ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, উভয়ের সন্নতপর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত বাণ সমুদায় উভয়ের শরীরে পতিত হইয়া উহাদের কাংস্যময় বর্ম্মভেদপূর্ব্বক শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। এইরূপে ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে রুধিরধানায় উভয়ের শরীর আপ্লুত হইয়া উঠিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরদ্বয় পরস্পর কটাক্ষপাত করিতে যত্নবান হইলেও নিশিত শর নিপাতের নিমিত্ত কেহ কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই অবসর পাইলেন না। অনন্তর কালান্তক যমোপম শম্বর ক্রোধরক্তনয়নে ভগের প্রতি বিষম নারাচাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল গরুড় যেন আকাশে থাকিয়া মহোরগগণকে প্রোথিত করিতেছে। কিন্তু ভগ ঐ সমুদায় অস্ত্র স্বসন্নিধানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই আকাশপথে স্বীয় তীক্ষশরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্বরবর সুতীক্ষ্ণ মহাবেগশালী দিবাকর সমপ্রভ চতুঃষষ্টি বাণ যুগপৎ নিক্ষেপ করিল; ঐ সকল অস্ত্র ভগের শরীরে পড়িয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল; এইরূপে উভয়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শম্বর এই সময়ে মায়া জাল বিস্তার করিয়া সমুদায় স্থান ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তখন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না, কেবলমাত্র বজ্রধ্বনির ন্যায় ঘন ঘন জ্যা শব্দ শ্রত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই ভুগের অস্বনাশ ও রথধ্বজ ছেদন করিয়া ধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শর বর্ষণ আরম্ভ করিল; সুবর স্বীয় অস্ত্রবলে ঐ সমুদায় বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন; তথাপি তাহার শরীরে দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও। অক্ষত রহিল না। অনন্তমায়াভিজ্ঞ দ্যুতিমান দেবসেনা বিনাশন শম্বরের মায়াবলে ও লঘুহস্ততা গুণে সুরবর প্রতারিত হইতে লাগিলেন, তিনি প্রথমতঃ মনে করিলেন, দৈত্যপতি শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, পরক্ষণেই আবার দেখিতে পাইলেম সে হতজীবন হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ পরেই আবার অসুর পতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়া শত শত শম্বর হইয়া যুদ্ধ করিতেছে; ক্ষণকালের পর আবার এই সমুদায় ভাব পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকাণ্ড গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে। এইরূপে

কখন দেশমাত্র, কখন ভীষণ পৰ্ব্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া আকাশ বিহারী মেঘের ন্যায় কখন উৰ্দ্ধে কখন অধোভাগে কখন পার্শ্বে বিচরণ করিতে লাগিল। কখন বা বিকটাকার ঘোরতর ভয়ঙ্কর মূৰ্ত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত দেবসেনাগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

মহারাজ! সিংহ দর্শন করিয়া মৃগগণ যেমন ভয়ে পলায়ন করে সেইরূপ সেই বিকৃত মূৰ্ত্তি ভীম দর্শন শম্বরকে দেখিয়া দেবগণ ভীত হইয়া চতুৰ্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শম্বর অন্য এক সুদীর্ঘ দেহ ধারণ করিয়া সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া আকাশপথে আগমন করিতে লাগিল; আগমন কালে সে নভস্তলে থাকিয়াই দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সংবৰ্ত্তক নামা মেঘের ন্যায় বারিবর্ষণে পৃথিবী আপ্লাবিত করিল। পরক্ষণেই আবার ভীমপরাক্রম শতাবৰ্ত্ত ও শতশিখ অগ্নিমূৰ্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল; মুহূৰ্ত্তকাল পরেই আবার দৃষ্ট হইতে লাগিল, মহাসুর শতশীর্ষ শতোদর মহাশৈল কৈলাস পৰ্ব্বতের ন্যায় মূৰ্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে; তখন আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ যে সকল দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন তৎসমুদায়ই অসুরপতি গ্রাস করিয়া ফেলিল; গন্ধৰ্ব্ব নগরাকৃতি সেই অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বর রথারূঢ় হইয়া এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা তথা হইতে অন্তর্হিত হইল, তখন কেহই আর তাহাকে দেখিতে পায় না। সেই অদ্ভুত যোদ্ধা শম্বরের মায়ার সীমা ছিল না, সে মায়াবলে অন্তর্হিত হইলে দেবগণ শঙ্কিত হৃদয়ে চতুৰ্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন; সুরবর ভগও সেই দানব সমরে ভীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আর রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিলেন না; রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজের শরণাগত হইলেন।

মহাপ্রতাপশালী দানবে এইরূপে ভগদেবকে পরাস্ত করিয়া যে স্থানে মহাতেজা অতি প্রভাশালী বহ্নি অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কর্কশ স্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, বৈশ্বানর! এই আমি তোমার সাক্ষাৎ অন্তকরূপে উপস্থিত হইয়াছি। এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল; এই সময়ে মহাবল দ্বিজরাজ সোমদেব অসুর সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত শিশিরাস্ত্র গ্রহণ করিয়া দ্যুতিমান গ্রহগণ পরিবৃত কৈলাস শিখরের ন্যায় সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দানবসৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকালীন সাক্ষাৎ অন্তকই দণ্ডপাণি হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার শিশিরাস্ত্রপাতে রথ ও অশ্বসফল প্রোথিত হইয়া গেল। তিনি মহাবেগে রথ সমুদায় আকর্ষণ করিয়া দাবাগ্নির ন্যায় দানবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অস্ত্রবলে রথিগণ রথোপরি, গজারোহিগণ গজে, অশ্বারোহিগণ অশ্বপৃষ্ঠে, পদাতিগণ ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। বায়ু যেমন বেগবলে সমস্ত বনস্পতিকে কম্পিত করে, তদ্রূপ মহাতেজা চন্দ্রমাও শিশিয়াস্ত্র পাতে সমুদায় দৈত্যসেনাগণকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন; তখন ভগবান সোম দেবের অস্ত্র সমুদায় শত্রুশোণিতে আৰ্দ্র হইয়া পশুহনন প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের রুধিরাক্ত পিনাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে পরম শোভাকর মহাবল সোমদেব পলায়নোদ্যত স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারিত করিয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে যুগান্তকালীন সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃবর্গ তাহাকে মৃত্যুর ন্যায় আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল;

ফলতঃ সোমদেব যেদিকে শিশিরাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই দৈত্যসেনাগণ বিশীর্ণ হইতে লাগিল, এইরূপে তিনি যখন স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দৈত্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই ঘোরতর সংগ্রামে কাল স্বয়ং মুখব্যাদান করিয়া সমস্ত অসুরসৈন্য গ্রাস করিতেছে।

শশাঙ্ক সমরস্থলে ঐরূপে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া দৈত্যদিগের চন্দ্র ও ভাস্কর উভয়ে তালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিতে করিতে বৃষ্টিমান মেঘদ্বয়ের ন্যায় তথায় আসিয়া অজস্র শরবর্ষণে চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিল। অনন্তর সুর ও অসুরগণের কার্ম্মুক বিস্ফারণে সমরস্থলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে দিক সমুদায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাতঙ্গগণের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, বাদ্যমান ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ভীষণ শব্দে নভোমণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল। জয়াকাঙ্ক্ষী সমর সমুৎসুক যোদ্ধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া গোষ্ঠস্থিত বৃষের ন্যায় মহা আস্ফালনপূর্ব্বক শরবর্ষণ আরম্ভ করিল; ঐ শরবর্ষণে উভয় পক্ষীয় কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও মালা বিভূষিত অসংখ্য সৈন্যগণ ছিন্নমস্তক হইয়া সমর ভূমিতে পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশে প্রস্তর বৃষ্টি হইতেছে। বাণছিন্ন শরাসনযুক্ত কবচ সংবৃত অলঙ্কৃত বাহুর সহিত রুধিরাক্ত কলেবর, কুণ্ডলবিভূষিত শশাঙ্কতুল্য মুখ, ভাস্বর ঊরু, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য গজ বাজিদিগের শরীর পতিত হইয়া মুহূর্তকালমধ্যে সমভূমি আকীর্ণ করিল। চাপরূপ বিপুলমেঘের উদয় হইলে শক্ররূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহাতে বাহনগণের গভীর নির্ঘোষেই বজ্রধ্বনির স্বরূপ হইয়া উঠিল। অচিরে শোণিত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে দেবতা ও অসুরগণের তুমুল যুদ্ধ অতি ভীষণ আকারই ধারণ করিয়াছিল।

২৪৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, উভয় পক্ষীয় সৈন্য অনবরত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শরবর্ষণ নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল, অশ্বগণ আরোহী নিহত হওয়াতে স্বেচ্ছানুসারে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কি গজারোহী কি অশ্বারোহী কি রথী অনেকেই আর সমর ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। বেগবান শূর বীরগণের জ্যাঘোষ ও করতলধ্বনিতে আর কিছুই জানিবার উপায় রহিল না।

অমিততেজা যোধগণের শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ প্রহারে উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে ছিম বাহু ছিন্ন মস্তক ও ছিন্নশরাসন রাশীকৃত হইয়া উঠিল। অশ্ব, কুঞ্জর ও রথ যে কত চূর্ণীকৃত ও নিপতিত হইল তাহার আর ইয়ত্তাকরা যায় না। তাহাদের গাত্র বিশ্রুত রুধির প্রবাহে ঘোরতর শোণিতময়ী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সৈনিকগণের কেশজাল ঐ নদীর শৈবালরূপে ভাসমান হইতে লাগিল। এদিকে দানবনিপীড়িত দেবগণের মধ্যে ভীষণ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। ফলতঃ দেবদৈত্যগণের এরূপ মহাভয়ঙ্কর ঘোর দর্শন অদ্ভুত যুদ্ধ আর কখন কেহ দৃষ্টিগোচর করে নাই।

এই সময় দৈত্যবর বিরোচন মহা ধনুর্দ্ধারী লোহিত নেত্র সাধ্যবর বিষ্বকসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। বিশ্বসেনও তাহাকে আসিতে দেখিয়া তিনশরে তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। বিরোচন সাধ্যশরে ব্যথিত হইয়া ক্রোধে অঙ্কুশাহত গজপতি এবং অধ্বর প্রতিষ্ঠিত আহুতি প্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সাতবাণ দ্বারা বিকৃসেনকে বিদ্ধ করিল। বিষ্বক্সেন দানবশরে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া মুর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন এবং ধ্বজদণ্ড আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে দৈত্যসৈন্য মধ্যে কিয়ৎক্ষণ অবস্থানের পর আশ্বাসিত হইয়া পুনর্ব্বার ধনুরাস্ফালনপূর্ব্বক যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন। অসামান্য বলবান্ বিরোচনও নিশিত শর নিপাতে সমস্ত সুরসৈন্যদিগকে একে বারে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিল। মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় তাহার ঘোরতর সিংহনাদ মুহুর্মুহু শ্রুত হইতে লাগিল। এদিকে দেবগণ সেই অশ্মবর্ষী বিদ্যুৎবিরাজিত প্রচণ্ড মেঘের ন্যায় শব্দায়মান উদ্যতাস্ত্র অনুরণণের শরবর্ষণে মহাত্রস্ত হইয়া রথিগণ রথ পরিত্যাগ অশ্বারোহীগণ অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক পদাতিগণ পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা বজ্রধ্বনির ন্যায় কার্ম্মুক নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে রণস্থলেই লীন হইয়া পড়িল। ফলতঃ তৎকালে বিরোচন ভয়ে সকলেই ভীত হইয়া দেবরাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। যে চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি সৈন্য সাধ্যবব বিষ্বকসেনের শরীর রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল, তাহারাও বিরোচন হস্ত হইতে নিস্তার পাইল না। মহাবাহু দৈত্যরাজ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পক্ষবিস্তার করিয়া বরুথিনী ভেদপূর্ব্বক সৈন্যগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট রথী, সাদী নিষাদী ও পদাতিগণ সমভিব্যাহারে বিশ্বসেন বিরোচনের প্রতি ধাবমান হইল। তাহারা সকলেই অসি, চর্ম্ম, গদা, শক্তি, পরিঘ, প্রাস, তোমর হস্তে করিয়া মহাশব্দে সিংহনাদ করিতে করিতে দৈত্যপতির সম্মুখীন হইল।

অনন্তর দানব অসি উদ্যত করিয়া মহাবেগে রণস্থলে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই রথিগণের ধনুক ও মস্তক ছেদন করিয়া পাতিত করিতে লাগিল এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রমৃত, প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার যুদ্ধ পদবী প্রদর্শন করিতে লাগিল; তাহার খড়্গ প্রহারে কেহ মর্ম্মাহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিত হইল; কোন কোন দেবহস্তী দানবাস্ত্রে হতারোহী ও বিদীর্ণপৃষ্ঠ হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দেবসৈন্যই বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল; বিবিধ তোমর, চাপ ও মহামাত্রের অসংখ্য মস্তক ছিন্ন হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। দানবের খড়্গ প্রহারে মাতঙ্গগণ ও অশ্বগণ একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল, মহারথিগণের মস্তক ও শরাসন ছিন্ন হইল, অনন্তর মহাবল দানব বেগে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক খড়্গপ্রহারে কখন রথী, কখন সারথি, কখন বা রথধ্বজ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল; কাহাকেও বা পাদপ্রহারে প্রোথিত করিল, কাহাকেও ভীষণ সিংহনাদে ত্রাসিত করিল; তদ্দর্শনে কেহ কেহ এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, সেই ভয়েই তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত অপহরণ করিল।

এইরূপে হস্তী, অশ্ব, রথী ও সুরসৈন্যগণের ক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, ইত্যবসরে দৈত্যবর কুম্ভ অন্যতম আদিত্য অংশের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই মত্ত বারণবিক্রম

কুজম্ভ অচলের ন্যায় সমরস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অতিতীক্ষ্ণ অসংখ্য ভাস্বর শর নিপাতে রথারূঢ় সহস্র সহস্র সুর সৈন্যকে নিপীড়িত করিল। অধিক কি সেই বাণ পথের সম্মুখে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। অন্যান্য জীবগণ ভয় বিহ্বলচিত্তে ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্ধকার সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিল। দেবগণের পরাজয়ই ক্রমশঃ লক্ষিত হইতে লাগিল; অসামান্য বিক্রমশালী অংশও অসুরপতির দশ সহস্র বেগবান কুঞ্জরকেও ব্যথিত করিলেন; অরিন্দম দানব স্বীয় গজসৈন্য সমুদায় বেগে প্রত্যা গমন করিতেছে দেখিয়া এক অতি দুর্ভেদ্য প্রস্তরবৎ কঠিন প্রকাণ্ড গদাগ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর গজসৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই গদাপ্রহারে অনেক হস্তীই ভগ্নদন্ত হইয়া পড়িল; কাহার কুম্ভস্থল, বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন ঐ সমুদায় কুঞ্জর আর প্রহারব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দানবশ্রেষ্ঠ কুজম্ভ তৎকালে দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল ঘোরদর্শন অমাত্যদানবগণ কুজম্ভের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিল, তাহারাও অতি তীক্ষ্ণ নির্ম্মল নারাচাস্ত্রে গজসেনাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল; ঐ সময় কুজম্ভও ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, দাত্র ও অঞ্জলিক অস্ত্র দ্বারা উহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। ঐ সকল ছিন্ন মস্তক অঙ্কুশযুক্ত ছিন্ন বাহু পতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডলে প্রস্তর বৃষ্টি হইতেছে; গজারোহী যোধগণের মস্তক ছিন্ন হওয়াতে এক একটি ছিন্ন শীর্ষ তাল বৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল; ঐ সময় দেববর অংশের মত্ত মাতঙ্গ আসিতেছে দেখিয়া কুজম্ভ মহাক্রোধে একবাণে তাহার কুম্ভস্থল বিদ্ধ করিল, বিদ্ধ হইবামাত্র সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ সমর বিমুখ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এইরূপে গজসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া গদাযুদ্ধ বিশারদ কুজম্ভ প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে গদা প্রহার আরম্ভ করিল; দেবগণ দেখিতে লাগিলেন, তাহার সেই ভীষণ গদাপ্রহারে পর্ব্বত প্রমাণ হস্তী সমুদায়ও সমরে পতিত হইতে লাগিল; দেবেন্দ্রের বজ্রপ্রহারে পর্ব্বতগণ যেমন বিশীর্ণ হইয়া পড়ে অসুরপতির গদাপ্রহারেও সেই রূপ হস্তসৈন্য মাত্রেই বিশীর্ণ হইয়া পড়িল; তখন দেবগণ তাহাকে মূর্ত্তিমান অন্তক বলিয়া মনে করিলেন। মৃগেন্দ্রের গন্ধে যেমন অন্যান্য মৃগগণ বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, সেই সুরগণও কুম্ভের দর্পে একেবারে বিশীর্ণ হইয়া পড়িলেন। সে যখন গজশোণিতাক্ত আয়সী গদা হস্তে করিয়া ক্রোধ পূর্ণ কলেবরে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুখব্যাদনপূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, প্রলয় কালে ভগবান ত্রিপুরারি প্রজা সংহারের নিমিত্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; যেমন গোপালদণ্ড দর্শন করিয়া গোগণ ভীত হয় সেইরূপ গদাহস্ত দানবকে দেখিয়া মহাগজ সমুদায়ও দমিত হইয়া উঠিল। সুরগণ দেখিতে লাগিলেন, ভীম পরাক্রম দানব দণ্ড উদ্যত করিয়া আকাশপথে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ

করিতেছে; যে সমুদায় হস্তীসৈন্যের আরোহিগণ নিহত হইয়াছিল, তাহারা দৈত্যপতির পদপ্রহার ও বাণপাত সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে মৰ্দ্দিত করিয়াই ধাবমান হইল; তৎকালে সেই পলায়মান হস্তিবৃন্দকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভীষণ বায়ুপ্রভাবে মেঘগণ দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে। এইরূপে দৈত্যবর কুজম্ভ সমস্ত গজসৈন্যদিগকে অপসারিত করিয়া সমর ভূমিতে স্বয়ং সংবর্ত্তককালের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

২৪৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দেবরাজের আজ্ঞানুসারে তদীয় সমস্ত সৈন্য সেই ভীষণ গৰ্জ্জনকারী দৈত্যসেনাগণকে আক্রমণ করিল। হস্তী, রথ ও অশ্ব প্রভৃতি দুৰ্দ্ধৰ্ষ অপার সৈন্যসাগর যখন শঙ্খ ও দুন্দুভি বাদিত করিয়া পৰ্ব্বদিবসে বিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় অগ্রসর হইতেছিল, তখন দিক সমুদায় রজোন্ধকারে একেবারে অন্ধকারময় হইয়া উঠিল; কিন্তু অসামান্য বলশালী কুজম্ভ বেগে আসিয়া সেই সৈন্য সাগর স্তম্ভিত করিয়া মেরুর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায় মান হইল। অনন্তর কুম্ভ ঘোরতর গদাপ্রহার আরম্ভ করিলে দেবগণ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তখন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দৈত্যপক্ষীয় অসিলোমার সহিত দেবপক্ষীয় হরি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পরস্পর শরবর্ষণ আরম্ভ হইল।

সূৰ্য্য সমুদিত হইলে অন্ধকাররাশি যেমন দূরে উৎসারিত হয়, তদ্রূপ সেই দানবপতি বলবান অসিলোমা ধূমকেতুর ন্যায় সুরসৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া সমস্ত সৈন্যগণকে উৎসারিত করিতে লাগিল; দৈত্যপতির রথ সহস্র রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান ভীষণ মূৰ্ত্তি অতি দুৰ্দ্ধৰ্ষ দুর্নিবার্য্য ক্রূরমতি অসিলোমা সেই রথে উপবেশন করিয়া সলিলবর্ষী মেঘের ন্যায় অজস্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই বিকট দর্শন অসিলোমা শরজাল বিস্তার করিয়া যখন সৈন্যগণের মস্তকচ্ছেদ করিতে লাগিল তখন বোধ হইল যেন শরসমুদায় তাহার দন্ত, অসি যেন জিহ্বা বিস্তৃত শরাসন যেন তাহার বদন। সে সাক্ষাৎ সংহারকর্ত্তার ন্যায় যেন সুর সৈন্য সমুদায় গ্রাস করিতেছে। পরশুধারী শ্রীমান অসুরপতি সমরাঙ্গনে ব্যাঘ্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মহা মেঘ সমুদিত হইয়াছে। জ্যানির্ঘোষ উহার বজ্র ধ্বনি, বাণবর্ষণ উহার বারিধারা, ধনু উহার বিদ্যুৎ গুণ প্রাপ্ত হইল। সৈন্যগণকে দেখিয়া সাগর ভ্রম উপস্থিত হইল। উদ্যত বাহু সমুদায় উহার গ্রাহগণ, কার্ম্মুক উহার তরঙ্গমালা, বাণাবর্ত্ত উহার মহাহ্রদ, গদা ও অসি উহার মকর, ধনুর্জ্যা উহার বেলা, নারাচ সমুদায় উহার মীন, সিংহনাদ উহার গভীর ধ্বনি। অশ্ব, গজ, পদাতি ও রথ সমুদায় সেই সাগরে মগ্ন হইতে লাগিল। মহাবল দানব শ্রেষ্ঠ অসিলোমা যখন দেবসৈন্যগণকে বিমৰ্দ্দিত করিতে লাগিল, তখন দেবগণ সেই উজ্জ্বল কাঞ্চনপ্রত বৰ্ম্মধারী অসুরপতির প্রতি আর দৃষ্টিপাত ও করিতে পারিলেন না। সকলেই দেখিতে লাগিলেন যেন মধ্যাহ্নকালীন সূৰ্য্য প্রখরতর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, যেন গ্রীষ্মান্তে প্রজ্বলিত হুতাশন শিখাবিস্তার করিয়া দাবদাহ উপস্থিত করিয়াছে। উভয়দলের

সৈন্যগণ ঘোরতর সিংহনাদ আরম্ভ করিলে সকলেই মুগ্ধ ও আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণ আত্মগৌরব মনে করিয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। বরং দ্বিগুণিত উৎসাহ সহকারে তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। রুধির প্রবাহে সমরভূমি কৰ্দ্দমময়ী হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। সৈন্যগণ এরূপ ভয়বিহ্বল হইয়াছিল যে তাহাদের আর দিক্ বিদিক্ কিছুই জ্ঞান রহিল না। অনবরত বাণবর্ষণ করিতেছে, ঐরূপ অস্ত্রবৃষ্টি করিতে করিতে অবশেষে এরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল যে, কে বা আত্মপক্ষ কেই বা পরপক্ষ, তাহার আর জ্ঞান পর্যন্ত রহিল না। কেহ কেহ মহাক্রোধে ওষ্ঠপুট সন্দংশনপূৰ্ব্বক মস্তকচ্ছেদন, অন্যের কেশাকর্ষণ করিয়া কেহ বা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বজ্রকল্প ভীষণ মুষ্টিপ্রহারে কাহার প্রাণসংহার করিল।

মহারাজ! এইরূপে স্বর্গফলপ্রদ বীরগণের ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অশ্ব অশ্বের প্রতি, গজ গজের প্রতি, বীর বীরের প্রতি, মহা বেগে ধাবমান হইল। কি সুরগণ, কি অসুরগণ, উভয় পক্ষেরই পরাক্রম অসীম, উভয় পক্ষই মহা রথ পূর্ণ, উভয় দলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। কেহ মুক্তকেশ, কেহ ছিন্ন কবচ, কেহ বিরথ, কেহ ছিন্ন কাৰ্ম্মুক হইয়া কেবল হস্ত তাড়না ও পদ প্রহার দ্বারাই যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সময়ে মহারথ হরি নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা অসিলোমার শরাসন ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পরক্ষণেই আবার শত শত আনত পৰ্ব্ব শরক্ষেপে দৈত্যপতির শরীর বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ দৈত্যপতির বিশাল দেহে অৰ্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়া পৰ্ব্বত গাত্রে অৰ্দ্ধপ্রবিষ্ট নাগগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার শরীর হইতে অজস্র ধারায় রুধির ধারা নির্গলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন সুমেরু পৰ্ব্বতের গাত্রহইতে গৈরিক, ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

অনন্তর অসিলোমা মহাক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক শরাসন গ্রহণপূৰ্ব্বক সুবর্ণ পুঙ্খ শাণিত বাণসমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় হরির গাত্রে বিদ্ধ হইয়া অনল ও সর্পবিষের ন্যায় মৰ্ম্মব্যথা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল এবং সহস্র সহস্র বাণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে, দেখিলে বোধ হয় যেন ঘোর ঘনঘটাবলী কোন পৰ্ব্বত বিশেষকে একেবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দৈত্যবর পুনৰ্ব্বার এক কৃতান্ততুল্য সূৰ্য্যসন্নিভ অপ্রতিম বাণ সন্ধান করিয়া সুরবরের প্রতি নিক্ষেপ করিলে তিনি সেই ভীষণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া মূৰ্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। অমনি চতুৰ্দ্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। সূৰ্য্য নভস্তল হইতে স্খলিত হইলে যেমন সমস্ত জগৎ বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, এই সুরবর হরির পতনেও সেইরূপ সমস্ত লোক মহা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মহাসুর অবিলম্বেই আবার তাঁহার এক ত্রিংশৎ সহস্র যোধগণের উপর অস্ত্রক্ষেপ আরম্ভ করিল; তখন জয়লক্ষ্মী দানবের পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া, দৈত্যরাজ প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় দীপ্যমান ও যুদ্ধমদে মত্ত হইয়া অন্য এক ভীষণ কৰ্ম্মুক গ্রহণপূৰ্ব্বক ইন্দ্ররথের প্রতি ধাবমান হইল।

এই মহাযুদ্ধে অশ্বিনী কুমারদ্বয় সসৈন্যে আসিয়া বলবান দেবশত্রু বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বৃত্রাসুর ধনুৰ্ব্বাণ ও অসিধারণপূৰ্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং অচলের ন্যায় স্থিরভাবে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুগণের লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি ও জ্যা

আস্ফালন আরম্ভ করিলে জীব মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ পর্য্যন্ত সকলেই সেই অর্ণবধ্বনিতুল্য শঙ্খরব শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন; অতঃপর তাঁহারা গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শক্তি, শূল ও পরশ্বধ, প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত অস্ত্র দৈত্যপতির উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর একমাত্র ভীষণ ভল্লাস্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর প্রিয়দর্শন দৈত্যবর কি অন্তরীক্ষচারী কি ভূতলবিহারী সকলেরই শরীর বিদ্ধ করিল। মুহূর্তমধ্যে তাহার শর প্রহারে যক্ষ ও রাক্ষসগণের শরীর ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী প্লাবিত করিতে লাগিল। অনেকেরই মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তখন বিদীর্ণ কলেবর দেবগণ সমবেত হইয়া মহাবেগে সেই অসুরপতি বৃত্রাসুরকে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন অভ্রবৃন্দ দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু আদিত্য যেমন স্বীয় কিরণ সহস্র বর্ষণ করিয়া সর্ব্বজীবকে প্রতপ্ত করেন, সেইরূপ দানবপতিও মর্ম্মভেদী সায়কপাতে দেবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ সেই বাণপ্রহারে বিবিধ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন কিন্তু অসুরপতির কিঞ্চিন্মাত্র মোহ লক্ষিত হইল না। তখন মহারথ দেবগণ পুনরায় তাহার প্রতি অসি, শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, তোমর, পরশ্বধ ও ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। বৃত্র সেই সমুদায় অস্ত্রে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া বিষমক্রোধে অতি তীক্ষ্ণ বাণসমুদায় তাঁহাদের উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবগণ আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। সকলেই আর্ত্তস্বরে ঘোরতর চীৎকারপূর্ব্বক অসুরের ভয়ে গদা, শক্তি, শূল ও অসি প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র রণস্থলে পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিলেন; অনন্তর শূলগদাপাণি বিশালবক্ষ, মহাভুজ দৈত্যরাজ সমস্ত চরাচর বিশ্বকে ত্রাসিত করিয়া সমরাঙ্গনে আস্ফালন করিতে লাগিল। তৎকালে একমাত্র মহাবীর অশ্বিনীকুমারই কেবল এক হস্তে প্রকাণ্ড কোদণ্ড অন্য হস্তে শূলাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সেই অপ্রতিম যোদ্ধা বৃত্রাসুরের প্রতি ধাবমান হইল। অবিলম্বে তাহার সম্মুখীন হইয়াই তিন বৎসদন্ত বাণে উহার পার্শ্বদেশ ব্যথিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধারী গদাযুদ্ধ বিশারদ বৃত্র ব্যথিত হইবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুদৃঢ় গলগ্রহণ ও বেগে কুমার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তদ্বারা তাহাকে প্রহার করিল। অনন্তর অশ্বিনীকুমারও এক প্রকাণ্ড শূলাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দৈত্যরাজ গদা প্রহারে সে শূল চূর্ণ করিয়া গরুড় যেমন সর্পের প্রতি ধাবমান হয় তদ্রূপ তাহার দিকে ধাবিত হইল; অনন্তর লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইয়া সেই ভীষণ গিরিশৃঙ্গাকৃতি গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে পাতিত করিল। অশ্বিনীকুমার সেই গদাপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট স্বীয় শূলাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যথায় দেবরাজ যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; এদিকে বৃত্রাসুর ভীম পরাক্রম অশ্বিনীকুমারকে পরাস্ত ও জয়লক্ষ্মীকে হস্তগত করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিল।

২৪৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেম, মহারাজ! সেই মহা যুদ্ধে রণাজি নামা একজন দেবতা দৈত্যবংশীয় ধীমান্ একচক্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ মহাস্ফালনকারী একচক্রের সৈন্য ও রথমার্গ শরবর্ষণ দ্বারা অবরোধ করিলেন। পট্টি শাস্ত্রযোধী মহাবীর্য্য অসুরগণও শূল, ভুষুণ্ডী, গদা ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার সেই শূলাস্ত্র এমন ভয়ানক যে, চরাচর মধ্যে কাহার সাধ্য নাই যে, উহা নিবারণ করিতে পারে। পর্ব্বত শিখরাকার দেবগণ ও অসুরগণ সকলেই মহাবীর্য্য ও মহারথ, উভয় দলেই পরস্পর ঘোরতর আক্রমণ করিল। মহাসুর হিরণ্যকশিপুর রথের ন্যায় ইহারও রথে শত শত অশ্ব যোজিত ছিল। ঐ সমুদায় অশ্বের চরণপাতে রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে এবং একচক্রের বিষম বাণপাতে শত শত অমরগণেরও মৃত্যু উপস্থিত হইল। দৈত্যপতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সমপর্ব্ব অতিলঘু বিচিত্র শর সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া দেবগণের শত সহস্র আয়ুধ ছেদন করিল। দেবগণও অতি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা অসুরদিগের হস্তী, অশ্ব, রথ ও বহুতর সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন; তখন দিতিসুতাগণ স্ব পক্ষীয় সৈন্যগণের ক্ষয় হইতেছে জানিতে পারিয়া শরাসন হস্তে প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহারা অতি তীক্ষ্ণ শরনিকর পাতে কি দিক্ কি বিদিক সমস্ত অবরোধ করিয়া দেবগণকে ব্যথিত করিতে লাগিল; তখন মহাবাহু রণাজি অতি তীক্ষ্ণ প্রজ্বলিত ভীষণ মথনাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সহস্র সহস্র নিশিত শূলাস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু মহাসুর একচক্র স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে ঐ সমস্ত শলাস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিল। পরক্ষণেই আবার রণজির উপর দশ নিশিত শর নিক্ষেপ করিল। সাধ্যবর তাহার সেই অস্ত্রবেগ সংহার করিয়া অতিবেগশালী অপর কতকগুলি অতি তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা তাহার সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাদিগের গাত্র সমুদায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রাবৃট্কালীন অতিবৃষ্টির ন্যায় রুধির ধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। এদিকে দৈত্যগণও বজ্রস্পর্শ বেগবান সরলপাতী শর নিক্ষেপে দেবগণকে ত্রাসিত করিয়া তুলিল।

এই সময়ে দানব একচক্র রণস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিল এক দিকে একদল সৈন্যগজ আসিতেছে; উহাদিগের সর্ব্বশরীর উৎকৃষ্ট আভরণে অলঙ্কৃত, গর্জ্জন সমুদ্র ধ্বনির ন্যায় গভীর। সকলেই মত্ত, সুসজ্জিত, দর্পিত, কুলীন, বীর্য্যবান, প্রতি দ্বন্দিহন্তা এবং মহামাত্রকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। তর্দ্দশনে অসুরপতি দ্বিতীয় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঐ সমুদায় সুশিক্ষিত ঐরাবতকল্প সৈন্যগজকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দৈত্যশরে প্রহৃত হইলেও হস্তিগণের গণ্ডস্থল হইতে ত্রিধারা হইয়া মদধারা নির্গলিত হইতে লাগিল। ধারাধরের ন্যায় গভীরতর গর্জ্জন করিয়া অত্যুচ্চ মহাদ্রির ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল; গদাযুদ্ধবিশারদ দৈত্যবর গদাপ্রহারে সেই সমুদায় সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদাবৃত সৈন্যগজকে, প্রবল বায়ু যেমন ঘোর ঘনঘটাকে উৎসারিত করে সেইরূপে সমুৎসারিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত গজসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া মহাসুর পুনর্ব্বার অশ্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; এই সকল অশ্বদিগের মধ্যে কাহার বর্ণ শুকপক্ষীর ন্যায়, কাহার ভল্লুকের ন্যায়, কাহার বা ময়ূরের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি পারাবত বর্ণ, কতকগুলি হংসবর্ণ, কতকগুলি ক্রৌঞ্চবর্ণ। ইহাদের চক্ষুও নানাপ্রকার, কাহার চক্ষু মল্লিকার ন্যায়, কাহার চক্ষু অতি কদাকার। মহাবাহু অপ্রতিমতো ভীমপরাক্রম একচক্র মনোজব তুল্য

বেগশালী ঐ অশ্বসৈন্যগণকেও গদা প্রহারে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। তখন অচিন্ত্য বিক্রম গদাযুদ্ধবিশারদ শ্রীমান রণাজি দৈত্যবরের এইরূপ সমরব্যাপার অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ পরিতুষ্ট হইল। রণজিও রথারোহণে ইন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এদিকে মহাসুর একচক্রও ত্রিংশৎ শত সহস্র সৈন্য সংহার করিয়া বিধূম পাবকের ন্যায় রণস্থলে বিরাজমান রহিল।

ঐ যুদ্ধে বলনামা মহাসুর মহাত্মা মৃগব্যাধ নামক রুদ্রদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল; মৃগব্যাধের পারিষদ্গণ বলকে দেখিয়া হুতহুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কেহ মত্ত মাতঙ্গে, কেহ দিব্যরথে, কেহ কেহ মহাবেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি তীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইল; রণস্থলে উপস্থিত হইয়াই সেই মহাবেগ, মহাবল, মহামতি, মহোৎসাহ, মহাকায়, মহারথ মহাসুরকে নবোদিত সহস্ররশ্মির ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক ঘোরতর অস্ত্র সমুদায় তাহার পর্ব্বত প্রমাণ মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দানব সেই সমুদায় অস্ত্রে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া গভীর সিংহনাদে দশদিক্ পূর্ণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইল। তদ্দর্শনে সুরবর মৃগব্যাধ ও রথারোহণ, ও শরাসনে জ্যা রোপণ করিয়া হৃষ্টমনে তাহার অনুসরণ করিলেন; অনুসরণ করিয়াই তদুপরি তুমুল বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন গ্রীষ্মবসানে ধারধর ধারাবর্ষণে ভূধরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; এইরূপে মৃগব্যাধ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া দানব আকাশতলে জলদজালের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদপূর্ব্বক আরও দূর আকাশে সমুত্থিত হইল এবং তথা হইতে পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে পতিত হইয়া মৃগব্যাধের রথ একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল; তখন মৃগব্যাধ রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া অবস্থিতি করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার পারিষদগণ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া মুদ্গর হস্তে আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইল; দানবও তাহাদের সহিত উত্থিত হইয়া সেই বিমল আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল; অনন্তর যেরূপ বৃক্ষ স্কন্ধে পরশু প্রহার করে রুদ্রদেবের পারিষদগণ তাহার মস্তকোপরি সেইরূপ মুদ্গর প্রহার করিতে লাগিল। অসুরবর সেই ভীষণ প্রহারে ব্যথিত হইয়া তাহাদের বেগ প্রতিরোধপূর্ব্বক গরুড় বিক্রমে পুনর্ব্বার ভূতলে অবতীর্ণ হইল। অতঃপর সেই মহাবল অসুরপতি এক বিশাল শাল বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া সমস্ত রুদ্রানুচরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু দানবপতিও তাহাদের প্রহারে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; অনন্তর দানবের মৃগাদি জীবজন্তু সমন্বিত ও পাদপ সমাযুক্ত এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ সমুৎপাটিত করিয়া রুদ্রদেবের পারিষদগণের উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রহারেই সমস্ত রুদ্রানুচর অবসন্ন হইয়া পড়িল, যাহার অবশিষ্ট ছিল দৈত্য পতি তৎসমুদায়কেও নিহত করিল। অনন্তর যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় দানব এক অশ্বকে লইয়া অন্য অশ্বের উপর, এক হস্তী ধরিয়া অন্য হস্তীর উপর, এক রথ লইয়া অন্য রথের উপর ও একজন যোদ্ধাকে ধরিয়া অন্য যোদ্ধার উপর বলপূর্ব্বক পাতিত করিয়া সমস্ত সুরসৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলিল; এইরূপে যে সকল হস্তী ও অশ্ব নিহত হইল এবং যে সমুদায় রথ ঈশার সহিত ভগ্ন হইয়াছিল, তদ্বারা সমস্ত রণভূমি

রুদ্ধমার্গ হইয়া ত্রিদশগণেরও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে দৈত্যেন্দ্র বল ও রুদ্রদেব মৃগব্যাধ উভয়ে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধে অজৈকপাদনামে ত্রিলোক বিখ্যাত দ্বিতীয় রুদ্র রাহুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; ইহাদের তুমুল যুদ্ধেও অতি লোমহর্ষণ ব্যাপার সমুদায় সংঘটিত হইয়াছিল; পরস্পর জিগীষু বীরগণের দেহ হইতে দুস্তর ঘোরতর শোণিতময়ী নদী প্রবাহিত হয়। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের কেশপাশ তাহাতে শালস্বরূপ হইয়াছিল। রুদ্রদেব বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া মুর্ত্তিমান্ রৌদ্ররসের ন্যায় কি অসুরগণ কি শতমুখরাহু, কি তাহার অশ্ব কি সারথি সকলকেই প্রহার এবং তদীয় কাঞ্চনখচিত রথ একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; এদিকে সুরপতিরে একজন মহাবল পারিষদ রথশক্তি গ্রহণ করিয়া তদ্বারা দানবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। রাহু, রুদ্রদেব ও তাঁহার পারিষদ কর্ত্তৃক এইরূপে বিদীর্ণ গাত্র হওয়াতে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া এক তলপ্রহারেই রুদ্রদেবের রথ মর্দ্দিত করিল। অতি তীক্ষ্ণ শর প্রহারে রুদ্র ও তাহার অনুচরবর্গকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন রুদ্রও সেই বাণ বর্ষণকারী বিকটমূর্ত্তি দৈত্যকে সন্নত পর্ব্ব বণ প্রহারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে শোণিত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য যেমন স্বীয় কিরণ জাল বর্ষণ করিয়া সুমেরুকে আচ্ছন্ন করেন তদ্রূপ নীল পর্ব্বতাকৃতি দানবও তীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করিয়া রুদ্রদেবকে ব্যথিত করিতে লাগিল। রণস্থলে শূল শক্তি ও পরশ্বধ হস্তে করিয়া কত কত পর্ব্বতাকার কামরূপী দানবগণ যে নিপতিত হইয়াছিল তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। এই সময় ভেরী, মৃদঙ্গ, পনব, শঙ্খ, পটহের ধ্বনি এবং নিপতিত দানবগণের আর্ত্তনাদ ও দেবগণের সিংহনাদে সমরস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল। চক্রসমুৎকীর্ণ ও অশ্ব খুরোত্থিত ধূলিপটলে যোদ্ধৃবর্গের গমন পদবী ও চক্ষু রোধ করিয়া ফেলিল। তখন সেই যুদ্ধমেদিনী শস্ত্ররূপ পুষ্পোপহার পূজিতা এবং মাংস শোণিতরূপ কর্দ্দমে দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। ভল্লাস্ত্র, খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, শত শত সাংগ্রামিক রথ, রণনিহত কুঞ্জর, দেব, দানব, রথচক্র, রথা, রথযুগ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল বিষম সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল। পরস্পর বদ্ধবৈর ও জয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ এবং সৈন্যগণ, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ শূরগণ, অজৈকপাদ ও রাহু ইহারা সকলেই পরস্পর ভয়ঙ্কর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

তথায় সমুপস্থিত সৈন্যগণের এরূপ ভীষণ কোলাহল শব্দ হইতেছিল যে, প্রলয়কালীন উদ্বেলিত সমুদ্রই যেন ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে।

এইযুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমদর্শন ধূম্রাক্ষ নামা আর একজন রুদ্র গদা, পট্টিশ ও শূলাস্ত্রধারী কেশীর সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে তাহাকে এক শক্তি প্রহার করিলেন। এই সময় ঘোররূপ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী ভীমাক্ষ ও ভীমদর্শন রুদ্র প্রিয় অনুচরবর্গও তথায় আসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল। এদিকে সমুজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলধারী দুর্জ্জয় কেশী রথারোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। উগ্রবীর্য্য রণবীর কেশী সমরস্থলে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মধ্যে মধ্যে তাহার মুখ হইতে অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। তাহার স্কন্ধদেশ সিংহের ন্যায়, বিক্রম শার্দ্দূলের ন্যায়, শরীর প্রভা মহাজলধরের ন্যায়, কণ্ঠরব মৃদঙ্গ ধ্বনির ন্যায়। দানবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কেশী যখন

সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইল তৎকালে তাহার সিংহনাদে স্বর্গ পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ শব্দে দেবসৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

এইরূপে দেবতা ও দৈত্য উভয় পক্ষীয় বীরগণ সময়োল্লাসে একত্র সমবেত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে সকলে ভীত ও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃগণ সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, সকলেই বীর, সকলেই সর্ব্বায়ুধধারী, সকলেই পরস্পর জিঘাংসু। যুদ্ধারম্ভে মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় উভয় পক্ষের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত বিশ্ব সংসার কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেবদৈত্যগণের চরণোত্থিত অরুণ বর্ণ ধলি পটল সমুত্থিত হইয়া দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন আর ধ্বজা, পতাকা, বর্ম্ম, উরগ অস্ত্র শস্ত্র, রথ বা সারথি কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল মাত্র রণ বীরগণের তুমুল সিংহনাদ মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; তখন কে বা আত্ম পক্ষ, কে বা পরপক্ষ তাহার আর কিছুই জানিবার উপায় রহিল না। দৈত্যগণ দানবদিগকে দেবগণ দেবতাদিগকেই প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে রণভূমি উভয় পক্ষের শরীরনিঃসৃত রুধিরপ্রবাহে আর্দ্র হইয়া উঠিল। ধূলি নিবারিত হইল, যুদ্ধ নিহত বীরশরীরে রণস্থল আকীর্ণ হইয়া উঠিল। দেবতা ও দানবগণ শূল, শক্তি, গদা, খড়্গ, পরিঘ, প্রাস, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। রুদ্র পারিষদ্‌গণ পরিঘাকার বাহু ও পর্ব্বত প্রহারে যেমন দানবগণকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন, দানবগণও সেইরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল এবং বাণ বর্ষণও আরম্ভ করিল।

এই সময়ে সংগ্রামপ্রিয় দানব সত্তম কেশী মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া এক ঘোরতর বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। দুর্জ্জয় রুদ্রানুচরগণ সেই অস্ত্রাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও ঘূর্ণিত হইয়া বজ্রাহত মহাবৃক্ষের ন্যায় রণস্থলে পতিত হইল। তখন দৈত্যগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। রুদ্রদেবের সহিত কেশীর এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধই হইয়া গিয়াছে।

২৪৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! লোহিতার্কবর্ণ দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বা অদ্ভুতবিক্রম নিষ্কম্ভু নামা বিশ্বদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; দানব শত্রুপক্ষীয় সৈন্য একবার মাত্র অবলোকন করিয়া মহাক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় হস্তস্থিত শরাসন বিধূননপূর্ব্বক সারথিকে আহ্বান করিয়া কহিল, সারথে! শীঘ্র রথ লইয়া ঐ স্থানে স্থাপন কর। ঐ দেখ, সমুদায় দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া সমরে আমাদের সৈন্য সমুদায় ধ্বংস করিতেছে। ইহারাই যে দানবসৈন্য বিনাশ করিয়া আমার কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছে ইহা নিতান্ত সামান্য নহে। অতএব অদ্য আমি এই যুদ্ধাস্পর্দ্ধী দেবগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, এই কথা বলিবামাত্র সারথি বেগে রথ চালাইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, মহাসুর; ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুগণের প্রতি বিষম শরজাল বিস্তার করিল। দেবগণ বৃষপর্ব্বার শরনিপাতে

এরূপ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইতে লাগিলেন যে তাহাদের যুদ্ধ করা দূরে থাকুক সময়ে অবস্থান করিবার ও সামর্থ্য রহিল না। সুতরাং তাঁহারা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল নিষ্কম্ভু জ্ঞাতিগণকে এইরূপ বিপন্ন ও মৃত্যু দশাপন্ন অবলোকন করিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া রণ স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ পুনরায় চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন। এবং নিষ্কম্ভুর অস্ত্রবল সন্দর্শনে আপনাদিগকেও বলবান্ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষপর্ব্বা রণস্থল মধ্যবর্ত্তী অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান নিষ্কম্ভুকে দেখিয়া ইন্দ্রের জলধারা বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাবল নিষ্কম্ভু সেই অসংখ্য বাণপাত গ্রাহ্যই করিলেন না প্রত্যুত অবিকৃত চিত্তে সৈন্য সামন্ত পরিবৃত হইয়া রণমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া যখন বৃষপর্ব্বাভিমুখে বেগে ধাবমান হইলেন, তৎকালে পৃথিবীও কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীরও তখন তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত বিভাবসুর ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। কমললোচন শ্রীমান্ সুরবর রথ পরিত্যাগ করিয়া বিপুল শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট অত্যুচ্চ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া বৃষপর্ব্বার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষপর্ব্ব তৎক্ষণাৎ ঐ মহাবৃক্ষ এক হস্তে ধারণ করিয়া ঘোর সিংহনাদপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিতে করিতে তদ্বারাই নিষ্কম্ভুর গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী প্রভৃতি দেবসৈন্যকে একবারে শমন সদনে প্রেরণ করিল। তখন অন্যান্য দেবগণ সেই প্রাণহন্তা মহাক্রুদ্ধ সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় বৃষপর্ব্ব নিকটে আসিতেছে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বীরবর নিষ্কম্ভু মহাক্রোধে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মর্ম্মভেদী ত্রিংশত শাণিত শরে দৈত্যপতিকে বিদ্ধ করিলেন। দৈত্যগণও তাঁহাকে এরূপে প্রতিবিদ্ধ করিল যে, সেই প্রহারেই দেববর নিষ্কম্ভু সমরস্থলে অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে সমস্ত দেবগণ মুক্তকেশ, ভগ্নদপ ও পরাজিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বৃষপর্ব্বার ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাহারা এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে পলায়ন কালেও পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং একজন অন্যের উপর পতিত হইয়া পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে নিষ্কম্ভুর সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন।

মহারাজ! এই যুদ্ধে হিরণ্যকশিপুতনয় মহাবীর্য্য রক্তলোচন প্রহ্লাদ দেববর কালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দানববীর প্রহ্লাদের যুদ্ধ যাত্রা কালে শুক্রাচার্য্য তাহার জয়ের নিমিত্ত সত্বর হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান, ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার প্রভৃতি স্বস্ত্যয়ন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বায়ু তৎকালে আজ্যগন্ধ বহনপূর্ব্বক সুরভি হইয়া বহিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য বিবিধ বিজয়াবহ মাল্য নিবেদন করিয়া প্রহ্লাদের মস্তকে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন। তাঁহার দশ সহস্র শিষ্য এবং অন্যান্য দানবদিগের শান্তির নিমিত্ত মন্ত্রজপ এবং অথর্ব্ব বেদোক্ত ব্রহ্ম স্তুতি আরম্ভ করিলেন। এইরূপে রণ প্রবেশের উপযোগী সমস্ত বৈজয়িক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, সমরে অপরাঙ্মুখ ব্রতপরায়ণ কৃতস্বস্ত্যয়ন দানবগণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক দৈত্যেন্দ্র বলিকে অর্চ্চনা করিয়া প্রহ্লাদ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। প্রহ্লাদ ঐ সময়ে শত্রুরথবিদারক বিবিধ অস্ত্র সমাকীর্ণ সচক্র পর্ব্বতের ন্যায় এক দিব্য রথে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন

বর্ষাগমে সুমেরু শিখর আকাশ ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে, প্রহ্লাদ দেখিতে পরম সুন্দর; তাহাতে আবার নানাপ্রকার অস্ত্র ও ধনুর্দ্ধারণ এবং উজ্বল বর্ম্ম, তনুত্র ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করাতে নিতান্ত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল। তদীয় সমরপ্রিয় সৈন্যগণ পদ্মমালায় বিভূষিত হইয়া বন্ধুগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় দর্পিত ও কিঙ্কিণী সমাযুক্ত সৈন্য সহস্র বূহাকারে তাহার অগ্র অর্থে চলিতে লাগিল। ঐ ব্যূহের একপার্শ্বে সপ্ততি রথ, অন্যপার্শ্বে সপ্ততি গজ সৈন্য এবং উহার মধ্যস্থলে কালনেমি নামা মহাসুর ধনুর্ব্বিস্ফারণ ও ঘোর সিংহনাদপূর্ব্বক বিকট হাস্য করিতে লাগিল। এইরূপে শক্রুতুল্য তেজস্বী মহাবলশালী শত সহস্র দানবসৈন্য মহাদ্যুতি অসুরবরের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিতে লাগিল। সেই দানব ব্যূহের কি পার্শ্বদেশ কি সম্মুখভাগ এরূপ বিস্তৃত ও বর্দ্ধমান যে দেবগণ উহা ভঙ্গ করিবার কল্পনাও করিতে পারিলেন না। তাহার পর যে কত শত সহস্র দানবসৈন্য ধনু ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গমন করিতে লাগিল তাহার আর সংখ্যা করাই যায় না। তাহারা গমন কালে গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, পট্টিশ ও মুদ্গর ধারণ করতে সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীতি হইতে লাগিল। যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ মহাবীর্য্য যোধগণ সমরস্থলে উপস্থিত হইয়া কখন ঘোরতর গর্জ্জন, কখন ভীষণ সিংহনাদ কখন বা মহা আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময় সহস্র সহস্র তূর্য্যও বাজিয়া উঠিল। অনন্তর অশ্বের হ্রেষারব, গজগণের বৃংহিত মেঘ গর্জ্জন তুল্য দুন্দুভির নির্ঘোষ, শঙ্খ শব্দ ও পটহ ধ্বনি এই সমস্ত যুগপৎ বাদিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলই ঘোররবে আক্রোশ করিতেছে। তখন মহাবীর প্রহ্লাদ সাগর সদৃশ ভয়ঙ্কর সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাক্রোধে কালান্তক যমের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, অপ্রতিমতেজা দৈত্যবরের ঘোরতর সিংহনাদে ত্রিভুবনস্থ সমস্ত জীব বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। অন্তরীক্ষ হইতে বিষম উল্কাপাত আরম্ভ হইল। বায়ুও প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। শিবাগণ বিকটস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদগীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর্য্য যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রহ্লাব ঈষৎ হাস্য করিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ! অদ্য তোমরা আমার বাহুবীর্য্য প্রত্যক্ষ কর! এখনি দেখিতে পাইবে দেবগণ আমার শরনিপাতে আর কেহই পরিত্রাণ পাইবে না, সকলেই নিহত হইয়া সমর ভূমিতে শয়ন করিবে। আমার সৈন্যগণের মধ্যে যাঁহাদের বন্ধুবান্ধব এই সময়ে দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে তাহারা সেই শক্রগণের মাংসে আত্মীয় প্রেত কৃত্য সমাধান করুন ।

সমস্থলে এই যে সমরবেণু সমুত্থিত হইয়া দিবাকরকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমি উহা শক্রুশোণিত দ্বারা প্রশমিত করিতেছি। এখনই আমার পর সমুদায় খদ্যোত শ্রেণীর ন্যায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পতিত হইতে থাকিবে। তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে আনন্দ উপভোগ কর। দেবগণ হইতে ভয় পরিত্যাগ কর। আমি অদ্য রণস্থলে দেবশ্রেষ্ঠ কালকে নিহত করিব। আমি আমার অন্তকসদৃশ বাণ দ্বারা সমস্ত দেববর্গকে পরাস্ত করিয়া মহারাজ বলিকে সন্তুষ্ট করিব, এই যে আমার তূণীর ও আশীবিষ তুল্য বাণ অবলোকন করিতেছ এ সমস্তই অক্ষয় জানিবে। জীবনাকাঙ্ক্ষী কোন্ ব্যক্তি আজ আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? অদ্য আমি সমস্ত রিপুগণকে বিনাশ করিয়া সকলের তুষ্টি বিধান করিব এবং

রাজগণেরও অনুরাগ ভাজন হইব। নিহত হইলেও স্বর্গবাস ক্লিপ্তই রহিয়াছে। অতএব সদ্গতি প্রাপ্তির এমন সদুপায় আর কি আছে? এক্ষণে হেদানবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ভরকে পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া সমস্ত শত্রু নিপাত কর। তাহা হইলেই নন্দন কাননে বিহার করিতে পারিবে।

দানবশ্রেষ্ঠ প্রহ্রাদ স্বকীয় সৈন্যগণকে এই কথা বলিয়া সমস্থলে কালসৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। প্রহ্রাদ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও মহাশূর। ইহাঁর পরাজয় কেহ কখন দেখিতে পায় নাই। সুতরাং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ও বাহু বলদর্পিত। তাহাতে আবার ষষ্টিসহস্র রথসৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ তাহার যে সকল পুত্রগণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাও সকলে ভূরিদক্ষিণ শতযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, ক্ষমাগুণশালী ধর্ম্মপরায়ণ, নিত্যব্রতপরায়ণ, দাতা, প্রিয়বক্তা, শাস্ত্রবাদী, স্বদারনিরত, দান্ত, ব্রহ্মবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, নিত্যহোমানুষ্ঠায়ী, নিত্যবেদাধ্যয়নাসক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী। ইহারা অনেকবার যুদ্ধক্ষেত্রে স্ব স্ব বিক্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সম্প্রতি সেই মত্তমাতঙ্গবিক্রম সমরসমুৎসুক ক্রোধরক্তলোচন তনয়গণ পাদপ্রহারে সম্মুখবর্ত্তী পাদপ সকল ভগ্ন করিয়া ওষ্ঠ সন্দংশনপূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শব্দে বীরগণের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। সৈন্যগণ বেণুবাদন, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক হইতে লম্ফ উল্লম্ফন প্রদানপূর্ব্বক আসিয়া রণস্থল একেবারে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। বাণপাণি ক্ষমাগুণরহিত মহাভুজ দানবগণ তালপ্রমাণ শরাসন হস্তে করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে সুরাসুরগণের অজেয় কৃতান্ত সমরে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের সকলেরই শরীর তপ্ত কাঞ্চনাভরণে বিভূষিত, সকলেরই পরিধান শ্বেতবসন, সকলেই মানী, সকলেই জয়াকাক্ষী, সকলেই স্বর্গাভিলাষী, সকলেই বীর, সকলেই শত্রুসংহারে উদ্যত। এইরূপে দৃপ্ত দৈত্যসেনা ধ্বজ পতাকাযুক্ত হস্তী অশ্ব ও রথসঙ্কুল হইয়া সমরভূমিতে শোভা পাইতে লাগিল।

এদিকে মহাকায় ভীমবিক্রম কালও ব্যাধিগণে পরিবৃত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে সমর যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিয়া দেখিতে পাইলেন দানবী সেনা ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে মহা আনন্দে তাঁহারই সহিত যুদ্ধ মানসে বেগে আগমন করিতেছে। তখন তিনি আর তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। ব্যাধিগণের সহিত সত্বর সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রোধরক্তনয়নে দণ্ড, মুগর ও পট্টিশ প্রহারে সমস্ত সৈন্য এবং প্রহ্লাদকেও আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাধিগণও শর, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, বিচিত্র পরশু, অপূর্ব্ব ধনু ও শতঘ্নী অস্ত্রে সমস্ত দানবসেনা ব্যথিত করিতে লাগিল; যেমন বহুসংখ্যক ব্যাধি বহুসংখ্যক অসুরগণকে প্রহার করিতে লাগিল, তেমনি আবার বহুতর অসুরগণও ব্যাধিদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ শূলাস্ত্রে ব্যথিত হইল, কেহ পরশুধারে একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, কেহ কেহ বা পরিঘ ও অন্যবিধ উৎকৃষ্ট অস্ত্রে আহত হইল। কেহ খড়্গ প্রহারে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; ব্যাধিগণও দানবগণের বিবিধাস্ত্রে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উঠিল। দানবগণও আবার ব্যাধিগণকর্ত্তৃক নির্ম্মল তীক্ষ্ণধার খড়্গ, প্রাস, তোমর ও মুগর দ্বারা আহত, কেহ বা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত, কেহ মুষ্টিপ্রহারে গুরুতর আহত হইয়া দন্তে দন্ত সংযোগ ও চক্ষুস্থির

করিয়া রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল। ঘোর আর্ত্তনাদ ও সিংহনাদ উভয় যুগপৎ সমুত্থিত হওয়াতে রণস্থল হইতে এক অভূতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর শব্দ সমুদ্গত হইতে লাগিল; এইরূপে মুষ্টি প্রহারে চূর্ণমস্তক ও চপেটাঘাতে পিষ্টদেহ হইয়া উভয়পক্ষীয় বীরগণ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল; ক্রমে তাহাদের শরীর শোণিত প্রবাহে রক্তসলিলা নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; বস্ত্র উহার ফেন, ধ্বজা, উহার আবর্ত্ত, ছিন্ন বাহু উহার মহাসর্প, শূল ও শক্তি উহার মহামৎস্য, চাপ উহার গ্রাহ, রথের ঈশা সমুদায় উহার উপস্তম্ভ, ধ্বজদণ্ড সমুদায় উহার তীরস্থ পাদপরাজি স্বরূপ হইয়া উঠিল; ঐ নদী ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া মহাশব্দে নিঃসৃত হইল। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ ও সুরশ্রেষ্ঠ কাল এই উভয় মেঘ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া স্ব স্ব শরাসনরূপ শক্রধনু ও অঙ্গদরূপ বিদ্যুৎ শোভায় শাভিত হইয়া শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহামেঘকান্তি বীরদ্বয়ের মধ্যে যখন একজন রথে অন্যজন নাগপৃষ্ঠে আসীন হইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন উভয়দিকে অম্বুগর্ভ জলধরদ্বয়ই শোভা পাইতেছে; উভয়েরই শরীর তপ্ত কাঞ্চনরচিত বর্ম্ম ও কণ্ঠদেশ দিব্যহারে সুশোভিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন একদিকে সূর্য্য ও অপরদিকে জ্বলন্ত অনল সমুদিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড অচলাকৃতি বীরদ্বয় বজ্রসম-বাণ-পাতে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকেই প্রহার করিতে লাগিলেন। যখন উভয়ে পরস্পর ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন কাহারও আর জীবনের প্রতি দৃকপাতও রহিল না; ঐ যুদ্ধে প্রধান প্রধান বীর পুরুষগণও শরপ্রহারে ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ ও নিতান্ত ক্ষীণজীবিত হইয়া পড়িল। তাহাদের বক্ষঃস্থল রুধিরপ্রবাহে প্লাবিত হইয়া গেল। এইরূপে কেহ পতিত, কেহ পাতিত কেহ বা পতনোম্মুখ হইয়া রণস্থল পূর্ণ করিয়া ফেলিল; মহাবাহু মহাবল যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরদ্বয়ের এরূপ ক্ষিপ্রহস্ততা যে তাহারা কখন শরগ্রহণ, কখনই বা উহার সন্ধান করিতেছেন, ইহা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দেখিতে চেষ্টা করিলেও কেহই তাহার স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল এইমাত্র লক্ষিত হইতে লাগিল যে প্রথম আকর্ষণে শরাসন যে মণ্ডলীকৃত হইয়াছিল তদবস্থায়ই রহিয়া গিয়াছে। অবশেষে প্রহ্লাদের বাণবর্ষণে, অন্তকসেনাগণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, বায়ুবশে মেঘ সমুদায় যেমন দিক দিগন্তে নীত হয়, সেইরূপ তাহারাও বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন প্রহ্লাদ কালের দর্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার অন্যান্য সেনা মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে এই বীরদ্বয়ের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ অদ্ভুত যুদ্ধ আর কোনকালে হয় নাই, হইবেও না। এই অদ্ভুতবীর্য্য প্রহ্লাদ ব্রণাঙ্কিত শরীরে জয়শ্রী লাভে বর্দ্ধিত হইলেন এবং কালও তদ্রূপ অবস্থায় রণাঙ্গন হইতে অপহৃত হইলেন।

২৫০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রহ্লাদের অনুজ মহাবল অনুহ্রাদ ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যক্ষ সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিল, মহাপ্রতাপশালী অসুরবর অনুহ্রাদ মহাক্রোধভরে সসৈন্যে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ ধনাধিপতি কুবেরকেই প্রহার করিতে লাগিল; দেবগণও তখন উদ্যতায়ুধ হইয়া

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসুরপতি তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখনই শরাসন হস্তে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিল; অপ্রমেয় সাগরক্ষুভিত হইলে যেরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত করে, তদ্রূপ এই যুদ্ধসাগরের মধ্যেও মহা আবর্ত্ত উপস্থিত হইল। দেবগণ ও অসুরগণের শরীরপাতে সমর ভূমি এরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত পৃথিবী পর্ব্বতমালায় আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্রমাসে পুষ্পিত কিংশুকদ্বারা সুমেরু পৃষ্ঠ রঞ্জিত হইলে যেরূপ শোভা ধারণ করে, মণভূমিও বীররক্তে রঞ্জিত হইয়া সেইরূপ শোভমান হইল; যে সকল হস্তী অশ্ব ও বীরগণ নিহত হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত হইয়াছিল তদ্বারা যমরাজ্য বিবর্দ্ধিনী ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল; মেদ ও মল উহার মহাপঙ্ক, বিস্তৃত অস্ত্র উহার শৈবাল, ছিন্ন শরীর ও খণ্ডিত মস্তক সমুদায় উহার মীন, অঙ্গের অন্যান্য অবয়ব সকল উহার বালুকারেণু, গৃধ্রগণ হংস, কঙ্ক উহার শব্দায়মান সারস, বশা উহার বিস্তৃত ফেনরাশি, উৎক্রোশ পক্ষীর শব্দ পরস্পরা উহার কুলু কুলু ধ্বনি স্বরূপ হইয়া উঠিল; বর্ষাকালে হংস-সারস-শোভিতা নদী যেমন ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্যকে ভয় প্রদর্শন করে, এই রণভূমিগত শোণিত নদীও সেইরূপ কাপুরুষগণের ভয় বিবর্দ্ধিনী হইয়া উঠিল; দেবতা ও দানবগণ ঐ দুস্তর নদী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন গজযুথপতিগণ পদ্মরজঃসমাকীর্ণ তটিনীকে আলোড়িত করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।

অনন্তর অনুহ্রাদ রথোপরি আসীন হইয়া যক্ষ সেনার উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতেছে দেখিয়া যক্ষপতি কুবের মহাক্রুদ্ধ হইয়া আকাশপথে বায়ু চালিত অভ্রবৃন্দের ন্যায় দৈত্যবল বিচলিত করিয়া তুলিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অনুহ্রাদ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণিং স্বীয় সূর্য্যভাস্বর রথে অতিদ্রুতবেগে কুবেরের প্রতি ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে শাসন আকর্ষণ করিয়া নিশিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ নিক্ষিপ্ত বাণ সমুদায় কুবেরের শরীর বিদ্ধ করিয়া তৎপৃষ্ঠস্থিত অন্যান্য যক্ষ ও রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর্য্য যক্ষরাজ সেই অনলোপম নিশিত শরে আহত হইয়া মহাক্রোধে অনুহ্রাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। অবিলম্বে সমস্ত যক্ষগণের সহিত সমবেত হইয়া শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। শরৎকালে সহসা বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলে বৃষভগণ যেমন উহা নিবারণ করিতে না পারিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করে, দৈত্যপতি ও সেইরূপ কুবেরের নিদারুণ বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া নিমীলিত নয়নে সহ্য করিতে লাগিল। অনন্তর মহাক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড শাখা পল্লব ও ফলসমাকীর্ণ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক কুবেরের মহাবেগশালী অশ্বদিগের উপর নিক্ষেপ করিল; অশ্বগণ সেই আঘাতেই পঞ্চত্ব লাভ করিল। তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া দানবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এইরূপে দেব ও দৈত্যগণের মধ্যে ঘোর সমর উপস্থিত হইল। উভয়েরই চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, উভয়েই পরস্পরের বধবাসন করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিবিধ ঘোরতর বাণ-সমু দায় নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া দানবগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন; দানবগণও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শর নিপাতে দেবগণকে সমর ভূমিতে পাতিত করিতে লাগিল; অনন্তর দানবগণ মহাকুদ্ধ হইয়া অনল সদৃশ কঙ্কপত্রযুক্ত সরলপাতী শাণিত শরে দেবগণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ

করিল। ত্রিদশগণ সেই মহাবল অসুরগণের অস্ত্রে বিদারিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে ভীষণ গদা, পট্টিশ, শূল, মুগর তীক্ষ্ণাগ্রশর ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অসুরগণ তদ্দারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পড়িল। শর প্রহারে কাহার শরীর বিদীর্ণ, খড়্গাঘাতে কাহার বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে পুনরায় বিশাল বৃক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ শিলা গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিল; নিক্ষিপ্ত মাত্রেই সেই সমুদায় শিলা ও মহাবৃক্ষের আঘাতে শত সহস্র দেবগণ একবারে মথিত হইয়া পড়িলেন। দৈত্যগণ ও অমনি সিংহনাদ করিয়া উঠিল। এইরূপে বিপুল শিলাবৃষ্টি, বহুশাখ পাদপক্ষেপ এবং পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপাল পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রবর্ষণে যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। কাহার মস্তক ছিন্ন হইল, কেহ বিদলিত, কেহ আহত, কেহ ভূমি পতিত, কেহ রুধিরার্দ্র, কেহ তাড়িত, কেহ পলায়িত, কেহ বিদীর্ণবক্ষ, কেহ ছিন্নপাদ, কেহ কেহ বা ত্রিশূলপাতে গত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল, একপক্ষের অস্ত্রবর্ষণ, অপর পক্ষের শিলা ও পাদপক্ষেপদ্বারা যুদ্ধস্থল বিষম সঙ্কুল হইয়া পড়িল। তখন ধনুকের জ্যাঘোষ, মধুর তন্ত্রিনিষন, মুমুর্ষুগণের হিক্কা তাল প্রদান, রণনিপীড়িত যোধগণের আর্ত্তস্বর সঙ্গীতস্বরূপ হওয়াতে রণস্থল গন্ধর্ব্ব সমাজ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই সময়ে কুবের ধনুপাণি হইয়া শরবর্ষণে দানবগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। দানবসৈন্য কুবেরের ভয়ে দিকদিগন্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া পিতৃতুল্য পরাক্রম অনুহ্রাদ ক্রোধে অধীর হইয়া প্রকাণ্ড শিলা কুবেরের রথের উপর নিক্ষেপ করিল। ঐ পতনোন্মুখী বিপুল শিলা সন্দর্শনে কুবের গদাগ্রহণপূর্ব্বক বেগে লক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে সেই প্রকাণ্ড শিলা চক্র, কূবর, অশ্ব, ধ্বজ ও শাসনের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে কুবেরের রথ চূর্ণ করিয়া স্কন্ধ বিটপ সমাযুক্ত পাদপপাতে সুরগণের বিষম লাঞ্ছনা করিতে আরম্ভ করিল; ঐ পাদপপ্রহারে কেহ ছিন্ন শীর্ষ, কেহ ভগ্নপাদ হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ধরণীতলে শয়ন করিতে লাগিল; এই রূপে সমস্ত সুরসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া অবশেষে এক ভয়ঙ্কর গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক কুবেরাভিমুখে ধাবিত হইল। মহাবল অতিবীর্য্য ধনাধিপতি কুবের ও তাহাকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গদা উত্তোলন ও গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দানবপতি নিকটে আসিবামাত্র ধনপতি মহাক্রোধে সেই বহুকণ্টকা গদা তাহার বক্ষস্থলে পাতিত করিলেন কিন্তু দৈত্যপতি তাহা লক্ষ্যই করিল না; প্রত্যুত সেই গিরিশৃঙ্গ তাঁহার মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। ধনপতি সেই গিরিশৃঙ্গের আঘাতে নিতান্ত বিকলাঙ্গ ও রক্তচক্ষু হইয়া উৎপাটিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ভীমবিক্রম যক্ষ ও রাক্ষসগণ মহাত্মা ধনপতিকে বিচেতন দেখিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রভু বিশ্রবার পুত্র মহূর্ত্তকাল ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়াই লব্ধসংজ্ঞ হইলেন এবং মহাক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া মহাশব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহনাদে ত্রিভুবন প্রতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল যেন বজ্রধ্বনি হইতেছে, যেন পর্ব্বত সমুদায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

যক্ষপতি একবার নিহত হইয়াও পুনর্ব্বার গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহাক্রোধে আগমন করিতেছেন দেখিয়া অসুরগণ 'ইহার আর মৃত্যু নাই' স্থির করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অরাজ অনুহ্রাদ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আদানপূর্ব্বক

কহিলেন, অহে অসুরগণ! তোমরা কালনেমি, সুনেমি, মহানেমি প্রভৃতি দানবদিগকে এবং স্বীয় আভিজাত্য ও বলবীর্য্য বিস্মৃত হইয়া সামান্য দানবের ন্যায় ভীত হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? হে মহাবীর্য্যগণ! ক্ষান্ত হও! প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কি জন্যই এত ব্যতি ব্যস্ত হইয়া পড়িলে? আর ইহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে না। যক্ষপতি কেবল তোমাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র। আমি এখনই স্বীয় বিক্রমবলে উহাকে বিনাশ করিতেছি। তোমরা নিবৃত্ত হও।

অসুরগণ অনুহ্রাদের ঐ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতি নিবৃত্ত হইল এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রণস্থলে উপস্থিত হইয়া মহাক্রোধে দেবসৈন্যগণকে পুনরায় প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে সময়ে দৈত্যগণের অস্ত্রশস্ত্র প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং মেঘগম্ভীরনিস্বন দর্পোদ্ধত দানবগণ কেহ কেহ কেবল ভুজপ্রহার, কেহ কেহ প্রকাণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ, কেহ কেহ শিলাপাত, কেহ বা মুক্তিপ্রহার, কেহ কেহ চপেটাঘাত, কেহ বা নখাঘাত, কেহ কেহ বৃহৎ শাখা সমন্বিত পাদপক্ষেপে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে দাবদাহ উপস্থিত হইয়া যেমন বন সমুদায় দগ্ধ করিতে থাকে সেইরূপ অনুহ্রাদও মহাক্রূদ্ধ হইয়া দেবগণের সৈন্যসাগর মথিত করিতে লাগিল। তখন মহাযোদ্ধবর্গের মধ্যে অনেকেই রুধিরার্দ্র কলেবরে সময় শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল; বোধ হইতে লাগিল যেন লোহিতবর্ণ পুষ্প সমাকীর্ণ পাদপশ্রেণী ছিন্নমুল হইয়া পতিত হইয়া রহিয়াছে। মহাবিক্রমশালী ধনপতি যুধ্যমান অনুহ্রাদের উপর আশীবিষ তুল্য নিশিত বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনুহ্রাদ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, তাহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় বহির্গত হইতে লাগিল। তখন দানবপতি মহাক্রোধে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় যক্ষপতির প্রতি সহস্র সহস্র বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সমুদায় শরপ্রহারে কুবেরের শরীর ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ হইতে অজস্র রুধিরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতগাত্র হইতে রুধির প্রস্রবণ নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। অনন্তর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই পুনরায় রোষারুণিতনেত্রে ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া অসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দানব অর্দ্ধ পথেই স্বীয় গদাপ্রহারে সেই গদা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন কুবের অন্য এক গদা গহণ করিয়া পুনর্ব্বার বেগে অসুরপতির দিকে ধাবমান হইলেন; মহাবল অনুহ্রাদ তাহাকে আসিতে দেখিবা মাত্র কৈলাসগিরি সদৃশ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবিত হইল। তৎকালীন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সে সমস্ত সুরগণের অজেয়, সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ, যেন সমস্ত ত্রৈলোক্য গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। ধনপতি তাৎকালিক তাহার সেই ভয়াবহরূপ সন্দর্শন করিয়া ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক মহেন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

২৫১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্যদিকে দৈত্যপতি বিপ্রচিতি ক্রোধভরে মহাসর্পের ন্যায় কতকগুলি প্রদীপ্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া বরুণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দৈত্যপতির সেই শরজালে ব্যথিত হইয়া জলেশ্বর প্রথমতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সর্ব্বলোক প্রভু ভগবান বিষ্ণুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতে অসমর্থ, সেইরূপ জলাধিপ বরুণদেবও বিপ্রচিত্তির সম্মুখে অবস্থান করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাহাতে আবার দানবগণ সর্ব্বতোমুখ বজ্রনামক ব্যূহ রচনা করিয়া দেবসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; বিপ্রচিত্তির মুখমণ্ডলজ্যোতি সূর্য্যমণ্ডল অথবা অনলশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মহাতেজা বরুণদেবও বিপ্রচিত্তিকে জয় করিবার অভিলাষে অতি তীব্র দৃষ্টিতে যেন তাহাকে দগ্ধ করিয়াই অবলোকন করিতে লাগিলেন। দৈত্যবর কৈলাস শিখরাকার যমদণ্ড সদৃশ দৈত্যভয় বিনাশন স্রগ্‌দাম বিভূষিত, কাঞ্চনপট্টনিবদ্ধ ঘোরতর এক গদা গ্রহণ করিল। গদা গ্রহণ করিয়াই উহা ভ্রামিত করিতে লাগিল এবং মুখব্যাদানপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল; তাহার কণ্ঠদেশে নিষ্ক, ভুজদ্বয়ে অঙ্গদ ভূষণ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডলদ্বয়, মস্তকে অপূর্ব্ব মালা ও হস্তে লৌহময় পরিঘ বিদ্যমান থাকাতে ইন্দ্রধনু সুশোভিত বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত শব্দায়মান মেঘের ন্যায় শোভমান হইল। অনল যেমন সংঘর্ষিত হইলে অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করে, দানব বায়ুমধ্যে পরিঘাস্ত্র ঘূর্ণিত করিয়াও সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার সেই পরিঘঘূর্ণনে বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বনগর, অমরাবতী, সিদ্ধলোক এবং গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যবিভূষিত নভোমণ্ডল ঘূর্ণিত হইতেছে। পরিঘালঙ্কৃত দৈত্যরূপ অনল সুরেন্ধন সংযোগে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। তখন সমস্ত ত্রিদশগণ ও বরুণদেবও ভয়ে স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। একমাত্র দেবরাজ বাসবই নির্ভীকচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দানব সেই ভাস্করপ্রতিম ভীমদর্শন ভীষণ পরিঘ বরুণদেবের সেনার উপর পাতিত করিল। সেই পতনেই দশ সহস্র দেব সৈন্য আহত হইল কিন্তু পরিঘও দেবগণের গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইয়া অসংখ্য উল্কার ন্যায় আকাশপথে শোভা পাইতে লাগিল; পুনরায় সেই পরিঘ গ্রহণ করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে বরুণদেবের উপর নিক্ষেপ করিল কিন্তু উহা বরুণ শরীরে পতিত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার কণা সমুদায় উৎক্ষিপ্ত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন অনন্ত খদ্যোতমালা অম্বরতলে শোভা পাইতেছে। জলাধিপ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না বরং ভূপৃষ্ঠ অচলের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যে আহত ও ব্যথিত হইয়াছে। সেই জন্যই তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অরিমর্দ্দন অমিতবিক্রম বরুণ অমর্ষবশতঃ স্বীয় সর্ব্বসৈন্য সঙ্কোচ করিয়া তোয়ময় মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। তখন চার সমুদ্র ও পন্নগগণ কূর্ম্ম ও মীনগণ তাঁহার সেই শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছশরীর পরিবেষ্টন করিল।

তখন পাণ্ডুর-বসন পরিধায়ী শ্রীমান বরুণ নানারত্নখচিত অঙ্গদ ও পাশাস্ত্র ধারণ করিয়া দেখিতে পাইলেন স্বীয় সৈন্য নিকটে আগমন করিয়াছে; দেখিবামাত্র মহাক্রোধে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। সৈন্যগণ! যদি দানবগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমি এখনি এই দুরাত্মাকে নিপাত করিতেছি। এই কথা শ্রবণমাত্র অর্ণব সমাশ্রিত পন্নগগণ জয়াভিলাষে বিষম গর্জ্জন করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে দৈত্যগণকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা নালীক, নারাচ, গদা, মুষল ও অসিপ্রহারে দৃপ্তদানবগণকে একবারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল; মহাবল পরাক্রম দানবসত্তম বিপ্রচিত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ বিভূষিত সূর্য্যসন্নিভ গারুড়াস্ত্রের কল্পনা করিল। সেই গারুড় শরপাতে দুর্জ্জয় পন্নগগণ প্রশমিত হইয়া ক্ষতবিক্ষত শরীরে সমরভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন মহাগজ অন্য গজদ্বারা প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। দৈত্যপতি প্রদীপ্ত শরনিকরপাতে সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত দেবসেনাগণকে উত্তপ্ত করিলে, বরুণ ক্ষুব্ধ হইয়া বেগে ধাবমান হইলেন; দানব পূর্ব্বেই ব্যথিত ও ভগ্নদেহ হইয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি বরুণকে মহাক্রোধে আসিতে দেখিয়া হতচেতনের ন্যায় দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পাশাস্ত্রধারী বরুণ কেবল দেবরাজের সম্মান রক্ষার্থই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বরুণ সৈন্যগণও এই সময়ে পর্ব্বতাগ্র ও মুষ্টিপ্রহারে মহাসুর বিচিত্তিকে মর্ম্মান্তিক নিপীড়িত করিল; মহাবীর্য্য অসুরবরও প্রথমতঃ অস্ত্র, অনন্তর শিলাপাত দ্বারা সেই সমুদায় বলোৎকট বরুণসৈন্যদিগকে অপসৃত করিয়া অনলতুল্য মহাবেগশালী শরপ্রহারে অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। আহুতি প্রাপ্ত অগ্নি যেমন অধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে সেইরূপ বরুণের হয় বিনাশ করিয়া বিপ্রচিত্তির তেজও নিতান্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তখন দানব সূর্য্যসন্নিত শীঘ্রগামী শরনিকরপাতে বারুণী সেনা একবারে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিল। এইরূপে বরুণ সেনাগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষীণাস্ত্র, কেহ ছিন্নদেহ, কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ বা শূল, শক্তি ও ঋষ্টিপ্রহারে রুধিরাক্ত কলেবরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বরুণদেবও অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন।

২৫২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি স্বয়ম্প্রভা শাণ্ডিল্যার পুত্র, যিনি ঋত্বিগ্‌দত্ত হব্য বহন করেন, যিনি হিরণ্যরেতা, যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, যিনি দেবদূত, যাহার বর্ণ ও গ্রীবা লোহিতবর্ণ, যিনি হর্ত্তা, দাতা, হবি, কবি ও পাবক, যিনি সর্ব্বদেবের আনন স্বরূপ, বিশ্ব সংসার যাঁহার ভোজ্য, যিনি বেদাত্মা, সুবর্চ্চস্ক, সহস্রার্চ্চি, বিভাবসু, কৃষ্ণবর্ত্মা ও চিত্রভানু। যিনি দেবগণের অগ্রণী, যিনি চিত্র, যিনি একরাট, লোকসাক্ষী, দ্বিজগণপ্রদত্ত আহুতি যাঁহার অতিপ্রিয়বস্তু, যিনি অর্চ্চিষ্মান বষট্‌কৃত, হব্যভুক্ শমীগর্ভ, স্বযোনি, সর্ব্বকর্ম্মকারী, যিনি সর্ব্বভূতের পাবন, সর্ব্বদেবের তপোনিধি, যিনি সমস্ত পাপের শান্তিদায়ক, ঘৃতপ্রাশন করা যাঁহার সতত অভ্যাস, যিনি প্রাণিগণের জঠরে থাকিয়া শরীর রক্ষা করিতেছেন এবং

বহিশ্চররূপে জীবমাত্রের দেহ ভস্মীভূত করিতেছেন। যিনি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখাদ্বারা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, যিনি শুচিরোমা, যজ্ঞ যাহার অবয়বস্বরূপ, যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রভু, যিনি হব্যভাগী, যিনি যজ্ঞীয় সোমরস পান করিয়া থাকেন, যিনি মহাতেজা, যিনি সমুদায় জীবের ঈশ, সর্ব্বভূতের ত্রাতা, অন্যে যাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে সমর্থ হয় না, যিনি সকলের পাবন, ঐশ্বর্য্য ও আত্মস্বরূপ, যিনি স্বধাধিপ, স্বাহা যাঁহার পত্নী, সাম ও অন্যান্য বেদ যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যিনি দেব দেব, ক্রোধনস্বভাব রুদ্রাত্মা, ধুমকেতু, ধুমশিখ, নীলবাসা সেই সুরোত্তম হিরণ্যরে ভগবান্ হুতাশন দেবগণের পরাজয় সন্দর্শনে দৈত্যগণকে সমূলে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে বায়ুচক্র ও লোহিতাশ্বসংযুক্ত দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করিয়া সহস্র সহস্র অযুত অযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দৈত্যসেনা দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

যিনি সর্ব্বজীবের দেহমধ্যে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া প্রাণরূপে অবস্থান করিতেছেন, যিনি সকলের নিয়ন্তী, প্রভু ও সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ, যিনি প্রভঞ্জন এবং যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বজীবকে নিঃশেষে বিনাশ করেন যিনি সপ্তস্বরগত হইয়া সঙ্গীত নিদান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি আকাশময় দেব, যিনি শব্দোৎপত্তির নিদান, যিনি কর্ত্তা, বিকর্ত্তা দূরগ, গতিমান্ ব্যক্তিদিগের উপায় ও প্রভু। শব্দ উচ্চারণের মূলীভূত কারণ বলিয়া ব্রহ্মা যাহাকে সনাতন বেদকর্ত্তা বলিয়া উপাধি প্রদান করিয়াছেন, যাহার মূর্ত্তি নাই কিন্তু মহাভূতমধ্যে প্রধান বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন, সেই অগ্নিসখা প্রভু সমীরণ সারথ্য স্বীকার করিয়া শমীগর্ভ অগ্নিকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রজ্বলিত শিখা সমুদায় স্বর্গ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া দশদিক আলোকময় করিল। বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়াগ্নিই দানবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ক্রমে শোণিত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। মেদ ও মজ্জা উহার মহাপঙ্ক, কেশকলাপ উহার শৈবাল ও শাম্বল যোদ্ধৃবর্গের মস্তক সকল উহার উপলখণ্ড এবং যুদ্ধনিহত গজবৃন্দের প্রকাণ্ড দেহ তটস্বরূপ হইয়া উঠিল। বহ্নি সেই নদীস্রোতে সমস্ত দৈত্যগণকে ভাসাইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দিতিনন্দনগণ ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেও অবশেষে পরাজিত হইয়া পড়িল। সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে পরিবেষ্টিত হইয়া কাহার মুকুট, কাহার কেশজাল, কাহার গাত্র, কাহার ভুজ, কাহার আনন, কাহার ঊরু, কাহার ছত্র, কাহার ধ্বজ, কাহার রথ একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সুতরাং অন্যান্য অসুরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। রথধ্বজ সমুদায় রণভূমির সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া রহিল। পাবকপরাভূত যে সকল দৈত্যসেনা পলায়ন করিতে লাগিল তাহারা এরূপভীত হইয়া ছিল যে কাহার সাধ্য হইল না পুনরায় পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করে। তাহারা মনে করিতে লাগিল "কি দিক্ কি আকাশ, কি মেঘগণ সমস্তই দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভগবান্ কমলযোনি স্বয়ম্ভূ বুঝি ইহাকে যুগান্তকর করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই সময়ে মহামায়াধর ময় ও শম্বর নামক দৈত্যদ্বয় মায়াবলে বারিবর্ষণশীল মেঘ ও বরুণ মায়ার সৃষ্টি করিল। ঐ মেঘ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতাকার বারিবর্ষণ আরম্ভ করিল। তদ্বারা দৈত্যনাশন সেই ভয়ঙ্কর অগ্নির তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। তখন কীর্ত্তিমান মহাতেজা বৃহস্পতি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে

হিরণ্যরেতঃ! হে মহাবল! তুমি সুশিখ, তুমি জ্বলন, তুমি অক্ষয়, তুমি সর্ব্বভুক্। হে অনল! তুমি সপ্তজিহ্ব, তুমি সকলের ক্ষয় কর, তুমি লেলিহান। হে বিভো! বায়ু তোমার আত্মা, মহীরুহগণ তোমার শরীর, তুমি যেমন জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তেমনি জলও আবার তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে মহাভাগ! তোমার শিখাসমুদায় কি উর্দ্ধ, কি অধ, কি পার্শ্ব সকল দিকেই সঞ্চরণ করিতেছে। হে অগ্নে! তুমিই এই জগতের সর্ব্বস্বরূপ; কারণ তুমি সর্ব্বপ্রাণীকে ধারণ করিতেছ, তুমিই প্রতিপালনও করিতেছ, সুতরাং তোমাতেই সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমিই একমাত্র হব্যবাহ, তুমিই আবার পরম হবি, সাধুগণ যজ্ঞস্থলে তোমাকেই উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে প্রভো! প্রাণিগণ যাহা কিছু ভোজ্য বা পেয় বস্তু ভোজন ও পান করে, তাহা তাহাদের নাম মাত্র; বস্তুতঃ তুমিই তৎসমুদায় পান ও ভোজন করিয়া থাক। তোমা হইতেই লোকে বিজয় প্রাপ্ত হয়, তোমাতেই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে হব্যবাহ! তুমিই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই সময় উপস্থিত হইলে সংহার করিয়া থাক। একমাত্র তুমিই কেবল জাতবেদারূপে সমস্ত জগতে তাপ প্রদান করিতেছ, সুতরাং তুমি ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে তাপ দাতা আর দ্বিতীয় নাই। হে দেব! তুমিই ইন্দ্র, তুমিই সমুদ্র, তুমি যজ্ঞস্থলে সর্ব্বাগ্রে ভাগ হরণ করিয়া থাক; তুমিই বিশ্বের ভূতি, তুমি বিশ্বের প্রসূতি, তুমিই প্রজাগণের প্রতিষ্ঠাতা।

হে ভগবন্! তুমিই তোমার রশ্মিমণ্ডল হইতে সলিল সৃষ্টি করিতেছ; তুমিই ওষধি, তুমি আবার ওষধিদিগের ও রস। হে অনল! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তুমি বিশ্বসংসার সংহার করিয়া থাক, আবার সৃষ্টিসময়েও সমস্ত সৃষ্টি করিতে থাক। বেদচতুষ্টয় তোমাকেই সর্ব্বভূতের নিদান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তুমি দেবগণের হিতের নিমিত্ত রগস্থলে উপস্থিত হইয়া দানবগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, শত শত যজ্ঞস্থলে যে সলিল অর্চ্চিত হইয়া থাকে, তাহাও তোমা হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে; অতএব পাবক! তুমি সেই আত্মসম্ভূত জল হইতে কি জন্য বিষন্ন হইতেছ? হে সুরসত্তম! হে দৈত্যনিসূদন! হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে সহস্রভুক্! হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! তুমি অদ্য অসুরগণের হস্ত হইতে দেবগণকে পরিত্রাণ কর।

২৫৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অগ্নি বৃহস্পতির এই সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযজ্ঞে আহুতি প্রাপ্ত হইয়াই যেন পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। সেই প্রদীপ্ত হুতাশনশিখায় দৈত্যগণের সমস্ত মায়া একবারে দগ্ধ ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন তাহারা নিতান্ত হতবীর্য্য হইয়া বলির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে বাগ্মিবর প্রহ্লাদ দৈত্যপতি বলিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে অসুরসত্তম! আমি শুনিয়াছি ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তদ্দারা আপনিই ত স্বয়ং অগ্নি, আপনিই ভাস্কর, আপনিই সলিল, আপনিই তারাপতি, আপনিই নক্ষত্র, আপনিই দিক, আপনিই আকাশ, আপনিই পৃথিবী। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয় স্বরূপও আপনি। আপনি তাঁহার প্রসাদে ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, যুদ্ধে অপরাজয়, প্রভুত্ব, বশিত্ব, অমিতবল, সর্ব্বজীবের উপর আধিপত্য, যোগীশ্বরত্ব ও

বীরত্ব এই সমস্তই অধিগত হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অমিতত্ব ও লঘুত্ব প্রভৃতি যে সমুদায় সাত্বিক্‌গুণ আছে তৎসমুদায়ও লাভ করিয়াছেন, হে রাজন্! ভগবান্ ব্রহ্মা যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, অতএব আপনি এই দেবরাজ ইন্দ্র ও অনুচর সহকৃত দেবগণকে পরাজয় করুন।

মহাত্মা প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ বলি মহাসন্তুষ্ট হইয়া যেখানে ইন্দ্ররথ অবস্থান করিতেছিল সেই স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইল। তখন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও শুভাবহ পশুগণ সহসা সেই গমনোদ্যত সুসজ্জিত পরম শ্রীমান্ অসুরেন্দ্র বলিকে প্রদক্ষিণ করিল। জটাভারধারী তপস্বিগণ দৈত্যপতির মঙ্গলার্থ যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কবিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অসুরেশ্বর বিবিধ রত্নখচিত সমুজ্জ্বল কাঞ্চন নির্ম্মিত ভূষণে ভূষিত হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, বর্ষাকালে বায়ুবেগ প্রভাবে মেঘসমুদায় যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বীয় সৈন্যগণও শত্রুবলে ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তদনন্তর দেখিতে লাগিল শত্রুসৈন্য সমুদায় অনলকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হওয়াতে পর্ব্বদিবসে সমুদ্রবেগের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে। দেখিবা মাত্র দৈত্যরাজ মহাক্রোধে শূল, শক্তি, ঋষ্টি, গদা, অসি ও অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে করিতে ভীষণ কেশরীর ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অথবা জলদকালে মহামেঘের ন্যায় সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দিব্যাস্ত্র সমুদায় ধূম, ভুজবেগ বায়ু, পৌরুষ ও বিক্রম ইন্ধনস্বরূপ হওয়াতে মহাবল বলি রণস্থলে ঘোররূপী কালাগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন এই অগ্নিতে সমস্ত প্রজা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।

২৫৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন এক মাত্র ইন্দ্র ভিন্ন সমস্ত দেবসৈন্য বলির শত শত শরপ্রহারে ভিন্নদেহ ও পরাজিত হইয়া ইন্দ্র সন্নিধনে গমন করিলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুরপতে! তুমি ইন্দ্র, তুমি ধাতা, তুমি সর্ব্বলোকের প্রভু; তুমি অনুপম কান্তি, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই। হে সুরেশ্বর! আমরা সকলেই অসুরভয়ে সসৈন্যে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি, মহাসুরগণ তাহাদের রথ, রথচক্র ও রথধ্বজ চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে; গদা, মুষল ও পট্টিশাস্ত্র প্রভাবে আমাদের সহস্র সহস্র রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ফলতঃ দৈত্যেন্দ্র রণস্থলে যে কি ভয়ানক কাণ্ডই উপস্থিত করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হে ত্রিদশাধিপতে! দৈত্যরাজ তোমার সমস্ত সেনা বিনাশ করিয়া ফেলিল আর উপেক্ষা করিতেছ কেন? হে শরণ্য! আমরা এক্ষণে তোমারই শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা কর।

অমরপতি দেবগণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধে সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অসুরগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি দিবাকরের ন্যায় ভাস্বর মুকুট ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীরকান্তি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় উজ্জ্বল; হস্তে নানারত্নখচিত অঙ্গদ, রোমাবলী ময়ূরের ন্যায়, চক্ষু ধূম্রবর্ণ, শত হস্ত ও সহস্র লোচন, শ্মশ্রু

হরিতবর্ণ, ধ্বজ নাগচিহ্নে চিহ্নিত, হস্তে বস্ত্র ও ধনু, সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আবৃত, শরীর প্রভা শতসূর্য্যের ন্যায়। শতশীর্ষধারী শ্রীমান্ যোগিবর দেবরাজ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে সহস্র সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল; সামবেদাধ্যায়ী মহর্ষিগণ মন্ত্রজপ ও স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতের দুর্দ্দম্য অদিতি নন্দন মহেন্দ্র শতপর্ব্বযুক্ত মহাভয়ঙ্কর শত্রুবিদারণ সর্ব্বতোমুখ বিকট হাস্যকারী অতি প্রদীপ্ত বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমস্ত অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; দেবরাজ ও দৈত্যরাজ উভয়েই অত্যন্ত বীর্য্যশালী সুতরাং উভয়ের যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এই সময়ে প্রহ্লাদ দৈত্যপতির জয়সূচক স্তুতি পাঠ করিলে বলি তদ্দ্বারা প্রবোধিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অসুরেন্দ্রের সহিত সুরেন্দ্রের এইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল দেখিয়া অন্যান্য দেবতা ও অসুরে ও ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বলির উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহা বাহু বলি ঐ সমুদায় ছেদন করিল। তদ্দর্শনে মহাবল ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অতি দুর্ব্বার শত্রুদারক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই প্রলয়াগ্নি সদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র দর্শন করিবামাত্র ধীমান দৈত্য পতি আকাশে উত্থিত হইয়া বারুণাস্ত্রের কল্পনা করিল। তদ্দ্বারাই উহা প্রশমিত হইয়া গেল।

অনন্তর রণোন্মত্ত ইন্দ্র দৈত্যপতিকে একেবারে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে মহাক্রোধে এক পর্ব্বতাকার বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় এক অশরীরিণী আকাশবাণী উপস্থিত হইয়া হরিবাহন ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহাবাহো! হে স্বরানন্দবর্দ্ধন পুরন্দর! হে সুরশ্রেষ্ঠ! ক্ষান্ত হও তুমি বলিকে জয় করিতে পারিবে না। এই দৈত্য বলি স্বীয় তপঃপ্রভাবে ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট যে বরলাভ করিয়াছে তদ্দ্বারা বাস্তবিকই অধিক বলবান হইয়াছে। হে সুরেশ্বর! তুমি কিম্বা অন্য কোন দেবতাই ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। যিনি ইহাকে জয় করিবেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

যিনি ব্রহ্মার সর্ব্বস্ব ধন, যিনি দেবগণের গতি, পরমরহস্য এবং একমাত্র লক্ষ্য, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, যিনি শ্রীমান্, যিনি পরাবর গতি ও প্রভু, যিনি দৃশ্যমান হইয়াও অদৃশ্য, যিনি মহা ভূত, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু যিনি সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ, সহস্রপদ, যাহার হস্তে শঙ্খ চক্র ও গদা বিদ্যমান রহিয়াছে। যিনি পীত বসন পরিধান করেন, যিনি সুরারিগণের বিনাশ কর্ত্তা, যিনি স্বয়ং জেতা কিন্তু অন্যের অজয্য সেই শ্রীমান ভগবানই ইহাকে স্বয়ং জয় করিবেন।

দেবরাজ এই অশরীরিণী পরমাশ্চর্য্য দিব্যবাণী শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত রণক্ষেত্র হইতে নির্গত হইলেন। হরিবাহন ইন্দ্র তথা হইতে অপসৃত হইলে যুদ্ধভূমিতে দানবগণের অতি ভীষণ সিংহনাদ হইতে লাগিল, অনন্তর ঘোরতর সৈন্যকোলাহল উপস্থিত হইয়া যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এই সময়ে যোধগণের বহ্বাস্ফালনপূর্ব্বক জয়ধ্বনি, শঙ্খনাদ, রণবাদ্যের ঘোরতর শব্দ এবং জয়কোলাহল একত্র মিশ্রিত হইয়া এক তুমুলকাণ্ড উপস্থিত করিল। তখন দৈত্যরাজ ও সসৈন্যে বন্ধুবান্ধবের সহিত বহির্গত হইয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর শোভা ধারণ করিল।

২৫৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবগণ নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া সমরচেষ্টায় বিরত হইলে ত্রিলোকরাজ্য দৈত্যগণেরই করতলস্থ হইল। ময় ও শম্বর দৈত্যপতি মহাবল বলির জয়ঘোষণা করিল। দিক্‌সমুদায় পবিত্র এবং চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ধর্ম্মপথ প্রবর্ত্তিত হওয়াতে দিবাকর অয়নস্থ হইলেন। প্রহ্লাদ, শম্বর, ময় ও অনুষ্যদ ইহারা চারিজনে চতুর্দ্দিকের আধিপত্য লাভ করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। আকাশও দৈত্যদিগের অধিকৃত হইল। পূর্বে দেবগণ যে সমুদায় যজ্ঞের শোভা সম্পাদন করিতেন, এক্ষণে দৈত্যগণের প্রতি সেই ভার অর্পিত হইল। লোক সমুদায় প্রকৃতিস্থ সৎপথপ্রবর্ত্তিত হইল। পাপের আর নামগন্ধ ও রহিল না। সিদ্ধগণ তপস্যায় আসক্ত হইলেন; তখন ধর্ম্ম চতুষ্পদ ও অধর্ম্ম একপাদমাত্র রহিল। রাজ্যগণ প্রজাপালনে তৎপর হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। আশ্রমবাসীরাও আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। অসুরগণ সকলে সমবেত হইয়া বলিকে স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিল; অসুরগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া হর্ষনিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে পদ্মাসন বরদাত্রী বীরসেবিনী লক্ষ্মী পদ্ম হস্তে বলির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বলি শ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি দৈত্যরাজ! দেবগণকে পরাস্ত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যুদ্ধস্থলে অসামান্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া দেবরাজকে পরাভূত করিয়াছ অতএব তোমার অলোকসামান্য সাহস ও বিক্রম সন্দর্শন করিয়া আমি স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। রাজন্‌! তুমি যে অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহাতে এরূপ কার্য্য করা কিছুই বিস্ময়কর নহে। তোমার পিতামহ যে এই ত্রিলোকরাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন তুমি তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছ। বিশেষতঃ তোমার রাজ্যে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব হে অমিতবিক্রম! তুমি এই অক্ষয় ত্রিলোক রাজ্যভোগ কর।

সর্ব্বজনমনোহারিণী সৌম্যমূর্ত্তি বরদাত্রী লক্ষ্মী বলিকে এই কথা বলিয়া তাহার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে হ্রী, কীর্ত্তি, দ্যুতি, প্রভা, ধৃতি, ক্ষমা, ভূতি, নীতি, বিদ্যা, দয়া, মতি, স্মৃতি, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, মুক্তি, শ্রুতি, প্রীতি, ইড়া, কান্তি, শান্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম দেবীগণ এবং নৃত্যগীতবিশারদ সমস্ত অপ্সরোগণ সেই মহারথ ইন্দ্রপদাভিষিক্ত বলিকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। চরাচর বিশ্বমধ্যে দৈত্যগণেরই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল; ব্রহ্মবাদী বলিরই অতুল ঐশ্বর্য্য অধিগত হইল।

২৫৬তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবগণ তখন কি করিতে লাগিলেন? কিরূপেই বা পুনরায় স্বর্গরাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সেই দিব্য আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমনপূর্ব্বক অদিতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যে আকাশবাণী শ্রুত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন।

অদিতি কহিলেন, বৎস! যদি তোমরা এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া থাক তবে ত' তোমরা সমস্ত দেবগণে মিলিত হইয়াও বিরোচন সুত বলিকে বিনাশ করিতে পারিবে না। এক মাত্র সহস্রশীর্ষ পুরুষই তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ। তাহার উচ্ছেদ করা অন্য কাহার সাধ্য নহে; অতএব চল, সেই দৈত্যরাজ বলির পরাজয়ের নিমিত্ত কি উপায় হইতে পারে, তাহা একবার তোমাদের পিতা ব্রহ্মবাদী কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করি। এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবগণ অদিতির সহিত কশ্যপসন্নিধানে গমন করিলেন। দেখিলেন প্রদীপ্ত কলেবর সুরাসুর-গুরু তপোনিধি ভগবান্ কশ্যপ আসীন রহিয়াছেন; তিনি ত্রিষবণ সলিল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কৃত করিয়া পরম সুন্দর শুভ্রকান্তি ধারণ করিয়াছেন; তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন ভাস্করপ্রভা অথবা অনলশিখাই প্রতিভাত হইতেছে। দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তপস্যামগ্ন তাহার স্কন্ধদেশে উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন, পরিধান বল্কল ও অজিন মস্তকে জটাভার যেন আহুতি প্রাপ্ত মন্ত্রপূত হুতাশন দীপ্তি পাইতেছে; সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ননিরত। ব্রহ্মবাদীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আদিত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জলেবর। সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রজাপতি। আত্মভাব বিশেষে তিনি তৃতীয় প্রজাপতি। মানসপুত্রগণ যেমন ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হন সেইরূপ দেবশ্রেষ্ঠগণ অদিতির সহিত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে ইন্দ্র যাহা শুনিয়াছিলেন তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।

লোককর্ত্তা ভগবান্ কশ্যপ পুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিবার বাসনা করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! চল, আমরা এক্ষণে সেই পরমাদ্ভুত ব্রহ্মলোকে গমন করি। তোমরা যে দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছ উহা একবার ব্রহ্মার নিকটে তামাদিগকেই বলিতে হইতেছে। এই কথা বলিয়া মহর্ষি কশ্যপ অদিতির সহিত ব্রহ্মর্ষি গণসেবিত ব্রহ্মসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; দেবগণও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত স্বর্গবাসী দেবগণ স্ব স্ব কামচারী যানে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সেই তপোরাশি অব্যয় ভগবান ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে অতিবিস্তীর্ণ পরমোৎকৃষ্ট তাহার মহতী সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেই মঙ্গলদায়িনী শত্রুসংহার কারিণী রমণীয় সভামধ্যে মধুকরগণ অতি মধুর সুরে সামগানবিমিশ্রিত গান করিতেছে। বেদ বেদাঙ্গপারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ বিশেষতঃ ঋগ্নে দজ্ঞ মহানুভবগণ যথাপদ ও যথাক্ষর ঋগ্বেদ গান করিতেছেন। অতিবিস্তীর্ণ যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিধি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মর্ষিগণের বেদ ধ্বনিতে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যজ্ঞ কার্য্যনিপুণ, স্তোত্রপাঠপটু, সুশিক্ষিত শরনির্ব্বাচন দক্ষ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, মীমাংসা, হেতুবাদ প্রভৃতি তর্কবিদ্যাপারদর্শী, মধুরষর ও সুমধুরভাষী দ্বিজেন্দ্রগণের যথাবিহিত স্বরসংযোগে ব্রহ্মসদন পর্য্যন্ত শব্দায়মান হইতেছে। সুরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া এবং ঐ সমুদায় বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহারা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মেমনঃ সমাধান করিয়া বিস্ময়বিকসিতনয়নে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠগণ কশ্যপের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া পুনর্ব্বার পরমগুরু ব্রহ্মাকে মানসে প্রণাম করিলেন। কোথায় একবিধ স্বর কোথাও বা বিবিধ স্বর সংযুক্ত হংসধ্বনির ন্যায় গম্ভীর অথচ উচ্চৈঃস্বরে সমুচ্চরিত সুমধুর বেদধ্বনি তাঁহারা পুনরায় শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর

ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া দেখিলেন, সভার অন্য এক স্থানে ব্রতধারী জপহোমপরাঙ্মুখ জিতেন্দ্রিয় বিপ্রগণ বিরাজ করিতেছেন; লোক পিতামহ সুরাসুরগুরু শ্রীমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় অসীন রহিয়াছেন, তথায় দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ, বিদ্যা, মন, অন্তরীক্ষ, বায়ু, তেজ, জল, মহী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য কারণ, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়, ক্রিয়া, ক্রতু, সংকল্প, প্রাণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, দ্বেষ, হর্ষ, শুক্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, বুধ, শনৈশ্চর, রাহু, প্রভৃতি গ্রহগণ মরুগণ, বিশ্বকর্ম্মা, নক্ষত্রগণ, দিবাকর, নিশাকর, দুঃখনিবারিণী সাবিত্রী, সপ্তবিধ বাণী, সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র, গাথা, নিগম, ভাষ্য, সর্ব্বশাস্ত্র, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, মাস, অর্দ্ধমাস, ছয়ঋতু, সংবৎসর, চারযুগ, সন্ধ্যা, রাত্রি ও সতত ভ্রমণকারী শাশ্বত অব্যয় কালচক্র ইহারা সকলে এবং এতদ্ভিন্ন অনেকেই সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভর উপাসনা করিতেছেন। ধার্ম্মিকবর কশ্যপ পুত্র ত্রিদশগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সর্ব্বতেজোময় ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত অচিন্ত্য বিগতক্লম পরমাসনে আসীন পর মেষ্ঠী ব্রহ্মাকে দূর হইতে প্রণাম করিলেন। অবনতমস্তকে যাহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া একবার মাত্র প্রণাম করিতে পারিলেই লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও বিগতক্লম হইয়া শান্তিপদ লাভ করে, সেই দেবপ্রভু ঈশ্বর মহাতেজা ব্রহ্মা কশ্যপের সহিত দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন।

২৫৭তম অধ্যায়

হে মহাবল সুরোত্তমগণ! তোমরা যে নিমিত্ত সকলে সমবেত হইয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছ, তাহা আমি অগ্রেই জানিতে পারিয়াছি। তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। যিনি দানবমুখ্য বলিকে জয় করিবেন, তিনি কেবল সুরারিগণেরই একমাত্র বিজেতা নহেন। তিনি এই সমস্ত ত্রিলোকেরও বিজেতা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা; যিনি সর্ব্বভূতের বিধাতা, বিশ্বের ধাতা, যিনি সনাতন, যিনি সকলের আদি, যিনি আমারও পিতাসরূপ, যে মহাত্মা সেই অতুলবীর্য্য বলিকে সমস্ত জগতের অজেয় করিয়াছেন, তিনি সকলের নিদান এবং আমাদিগেরও আদি। তিনি অচিন্ত্য বিশ্বাত্মা ও যোগী; তিনিই শত্রুগণের সংহর্ত্তা। তিনি যে কে, তাহা তোমরাও অবগত নই। কিন্তু সেই পুরুয়োত্তম তোমাদিগকে, আমাকে এবং নিখিল বিশ্বকে জানিতেছেন, তিনি এক্ষণে সমাধি অবলম্বন করিয়া যে স্থানে দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন আমি তাহা তাঁহারই প্রসাদে অবগত আছি, বলিতেছি শবণ কর।

হে দেবগণ! ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে এক অতি পরম রমণীয় স্থান আছে; মনীষিগণ উহাকে অমৃত নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তোমরা তথায় গমন করিয়া ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ কর। তাহা হইলেই বর্ষাকালীন সজল জলধরের গভীর শব্দের ন্যায় তাঁহার সুস্পষ্ট স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী শ্রবণ করিতে পারিবে। দেবাদিদেব পরমাত্মারূপী ভগবানের সেই বাণী অভয়দাত্রী, শিবদারিনী, সংস্কারবর্ত্তী, সর্ব্বপাপবিনাশিনী, সত্য, অব্যর্থ ও মনোহারিণী জানিবে। তাঁহার ব্রত সমাপ্ত হইলেই

তোমরা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিতে পারিবে। তোমরা সকলেই বরদ সুতরাং আমি আর তোমাদিগকে কি বর প্রদান করিব। তবে আমি এই কথা বলিতেছি, যখন সেই ভগবান ভূতভাবন যোগাত্মা তোমাদিগকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইবেন তখন কশ্যপ প্রণতিপূর্ব্বক আপনি আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন এই কথা বলিয়া যেন বরপ্রার্থনা করেন, আর তোমরা কহিবে আপনি আমাদের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করুন। তাহা হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিবেন; তখন তোমরা বর গ্রহণে কৃত কার্য্য হইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিবে।

হে মহারাজ! লোকপিতামহ ভগবান কমল যোনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অদিতি, কশ্যপ ও সমস্ত ত্রিদশবর্গ তাঁহার চরণবন্দনাপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহারা ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মার নির্দ্দিষ্ট সরিৎপতি ক্ষীরোদ সাগরের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সাগর, সকানন পর্ব্বতসমুদায় এবং বিবিধ দিব্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া যে স্থানে উপস্থিত হইলেন উহা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময়; সূর্য্যের আলোক তথায় প্রবেশ করে না। সেই ভীষণ ঘোরতর স্থানে প্রাণিমাত্রেরও সঞ্চার নাই। ঐ স্থান কত দূর ব্যাপিয়া আছে তাহারও ইয়াত্তা হয় না। এই স্থানই অমৃত নামে অভিহিত। দেবগণ কশ্যপের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সহস্রবর্ষব্যাপক সর্ব্বকামফলপ্রদ দিব্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সেই যোগাত্মা সহস্রাক্ষ সুরেশ্বর দেব নারায়ণের প্রসন্নতার জন্য, আত্মভূতির জন্য কখন ব্রহ্মচর্য্য, কখন মৌন, কখন যোগাসন এবং শমদমাদি অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ কশ্যপ তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত বেদোক্ত পরম পবিত্র স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

২৫৮তম অধ্যায়

কশ্যপ কহিলেন, হে দেবদেবেশ! হে একশৃঙ্গবরাহ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বৃষার্চ্চিষ, সিন্ধুবৃষ ও বৃষাকপি; তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, তুমি সুরনির্ম্মিত, তুমি অনির্ম্মিত, তুমি ভদ্র, তুমি কপিল, তুমি বিশ্বসেন, তুমি ধ্রুব, তুমি ধর্ম্ম, তুমি ধর্ম্মরাজ, তুমি বৈকুণ্ঠ, তুমি ত্রেতাবর্ত্ত, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্যও নাই। তুনি ধনঞ্জয়, তুমি শুচিশ্রবা, তুমি অগ্নিজ, বৃষ্ণিজ, অজ ও অজয়; তুমি অমৃতেশয়, তুমি সনাতন, তুমি বিধাতা তুমি ত্রিকাম, ত্রিধাম, তুমি ত্রিককুদপালী ককুদ্বান্, তুমি দুন্দুভি, তুমি মহানাভ, লোকনাভ, পদ্মনাভ, তুমি লোকনাথ, তুমি বিরিঞ্চি, বরিষ্ঠ, বহুরূপ; তুমি ক্ষর ও অক্ষর; তুমি বিরূপ ও বিশ্বরূপ, তুমি সত্যাক্ষর ও হংসাক্ষর, তুমি হব্যভুক, তুমি খণ্ডপরশু, তুমি শুক্র, তুমি মুক্তকেশ, তুমি হংস, মহাহংস, মহদক্ষর, তুমি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, তুমি সূক্ষ্মম ও পরমসূক্ষ, তুমি ইন্দ্র, তুমি বিশ্বমূর্ত্তি, তুমি সুরাজ, তুমি নীল, তুমি তম ও রজোগুণ শূন্য অথচ তম রজ ও সত্ত্ব, এই গুণ ত্রিতয় স্বরূপ, তুমি সর্ব্বলোক, সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠ, তুমি সুতপ, তপোগ্র, অগ্র, অগ্রজ, তুমি ধর্ম্মনাভ ও গভস্তিনাভ, তুমি ধর্ম্মনেমি, তুমি সত্য ধাম, সত্যাক্ষর গভস্তিনেমি, তুমি চন্দ্ররথ, তুমি নিষ্পাপ, তোমার বাসস্থান সমুদ্র তুমি অজ, তুমি একপাদ, তুমি সহস্রশীর্ষ, তুমি সহস্র সম্মিত, তুমি মহাশীর্ষ, তুমি সহস্রলোচন, তুমি সহস্রপাদ। তুমি, অধোমুখ,

মহামুখ, মহাপুরুষ ও পুরুয়োত্তম। তুমি সহস্রমূর্ত্তি, সহস্রাস্য, সহস্রভুজ, সহস্রপ্রভ। বেদ সমুদায় তোমাকেই সহস্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। হে বিশ্বদেব! হে বিশ্বসম্ভব? তুমিই সমস্ত দেবগণের সৌভাগ্য, তুমি বিশ্বের একমাত্র গতি, তুমি বিশ্বের একমাত্র আধার, আবার তোমাকেই বিশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করে। হে বরদ! তুমি বষট্‌কার, তুমিই বৌষট্ তুমি ওঙ্কার. তুমি যজ্ঞভাগীদিগের অগ্রগণ্য। তুমি শতধার, তুমি সহস্রধার, তুমিই ভূত, তুমি ভুবন, তুমি স্বধা তুমিই ব্রহ্মময়, তুমিই বক্ষময়, তুমি ব্রহ্মাদি তুমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী, তুমি পূষা, তুমি বায়ু, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি হন্তা, তুমি নেতা, তুমি মন্তা তুমিই হোম্যহোতা, তুমি শ্রুক্ শ্রুবাদি যাবতীয় যজ্ঞীয় উপকরণ তুমি যজ্ঞ, তুমিই আবার যজ্ঞকর্ত্তা এবং প্রজ্বলিত যজ্ঞীয় হুতাশনও তুমি। তুমি গতিমান্‌দিগের গতি, মোক্ষ ও মোক্ষবিধাতা। তুমি গুহ্য, তুমি সিদ্ধ, তুমি ধন্য, তুমি পরম যোগ, তুমি সোম, তুমি দীক্ষা, তুমি দক্ষিণ, তুমিই বিশ্ব। তুমি অত্যন্ত স্থির, তুমি অত্যন্ত বৃদ্ধ, তুমি বিশ্বেন্দ্র, তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনারায়ণ ও নারায়ণ। তুমি মনুজগণের আশয়, তোমার বর্ণ ও তেজ আদিত্যের ন্যায়, তুমি মহাপুরুষ, সুরশ্রেষ্ঠ। হে আদি দেব! তুমি পদ্মতাস পদ্মেশয় পদ্মাক্ষ ও পদ্মগর্ভ। হে বিশ্বদেব! তুমি বিশ্বতোমুখ, বিশ্বাক্ষ, বিশ্ব সম্ভব ও বিশ্বভুক। হে ভূতাত্মন্! তোমার বিক্রম কি স্বর্গ, কি মর্ত্য, কি পাতাল, সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। তুমি চরাচরের বিভু, প্রভাকরের প্রভু, স্বয়ম্ভু ও ভূতগণের আদি। হে মহাভূত! তুমিই বিশ্ব ও বিশ্বপাতা, তোমা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হই আছে। তুমি পবিত্র, তুমি হোত্র, তুমি সত্য, তুমি তেজ, তুমি হবি. তুমি বিশৃভুক। হে সুরা সুরগুরো! তুমি ঊর্দ্ধকর্ম্মা, তুমি দিবস্পতি, তুমি ওতপ্রোত, তুমি বিশ্বস্পর্শী, তুমি বিশ্বপতি, তুমি ঘৃতাচি, তুমি মহাদেব, নৃদেব দেবস্তুত, অনন্তকর্ম্মা, বংশপ্রবর্ত্তয়িতা, প্রাগবংশ, তুমিই এই বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিতেছ। আমরাও তোমার শরণাগত বরপ্রার্থী, অতএব আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

২৫৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ কশ্যপের এই পরম সুন্দর স্তব শ্রবণ করিয়া প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের সকলের প্রতিই নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তোমাদের মঙ্গল হউক; এক্ষণে তোমাদিগের যাহা অভিলষিত হয়, বর প্রার্থনা কর; আমি তাহাই প্রদান করিব। দেবগণ তাহার স্পষ্টাক্ষরযুক্ত বাক্যপরম্পরা আকাশ হইতে আসিতেছে বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইলেন না; তখন দেবগণের মধ্য হইতে কশ্যপ কহিতে লাগিলেন, হে অমরোত্তম! তুমি যখন আমাদের উপর প্রতি হইয়াছ, তখনই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, কেননা তুমিই আমাদের একমাত্র গতি; তবে যদি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ কর, তবে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার পুত্রত্ব স্বীকার কর এবং ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা হইয়া দেববৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন কর, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অদিতি কহিলেন, ভগবন্! আমি তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার পুত্র হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

অনন্তর দেবগণ কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! তুমি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত দেবগণের ভ্রাতা, ভর্ত্তা, বিধাতা ও শরণ্য হও, ইহাই আমাদের অভিলাষ; তুমি অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার করিলে বাসব প্রভৃতি দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব দেব শব্দের বাচ্য হইবেন; অতএব তুমি কশ্যপের পুত্রত্ব স্বীকার কর, ইহা আমাদের প্রার্থনা।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণ ও কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের সকলেরই অভিলাষই পূর্ণ হইবে, তোমরা স্ব স্ব অভিলষিত প্রদেশে গমন কর। আমি বলিতেছি, যে কোন ব্যক্তি তোমাদের শত্রু হউক না কেন, সে কখন এক মুহূর্ত্তকালও আমার অগ্রে অবস্থান করিতে পারিবে না। আমি অচির কালের মধ্যে দেবশত্রু সমস্ত অসুরগণ বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিব। হে দেবসত্তমগণ! আমি আমার পরমেষ্ঠীয় কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণকে হব্যভোজী এবং পিতৃগণকেও কব্যভোজী করিব। দেবমাতা অদিতি ও অমিতাত্মা কশ্যপ! আপনাদেরও মনীষিত সম্পাদন করিব। এক্ষণে আপনারা যথাগত প্রদেশে স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বিশ্বেদেবগণ, কশ্যপ, অদিতি, সাধ্যগণ, মরুগণ, মহাবল বাসব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ সেই সুরেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া পবিত্র পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী কশ্যপাশ্রমে গমন করিলেন। অবিলম্বে সেই ব্রহ্মর্ষিসেবিত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সকলেই স্বাধ্যায় নিরত হইয়া অদিতিগর্ভ-প্রতীক্ষায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন। কালক্রমে অদিতির গর্ভ সঞ্চার হইল। ক্রমে ক্রমে গর্ভ পুষ্ট হইয়া উঠিলে পরম পবিত্র অপূর্ব্বতেজ ধারণ করিল। অনন্তর দিব্যসহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সেই দেবশরণ অসুরনাশন বালক ভূমিষ্ঠ হইলেন। ইনি গর্ভবাসকালে প্রধান প্রধান দেবগণ ও ত্রিলোক স্থিত যাবতীয় মহাত্মাগণের তেজ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি সেই তেজঃপুঞ্জকলেবরে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না! দৈত্যগণের হৃদয়েও ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল।

২৬০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সপ্তপ্রজাপতি, সপ্তমহর্ষি, মহামুনি ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভাস্কর অস্তমিত হইলে যিনি সমুদিত হন সেই ভগবান্ অত্রি প্রভৃতি মুনিগণ কশ্যপাশ্রমে আগমন করিয়া অচিরজাত বালককে সন্দর্শন ও নমস্কার করিতে লাগিলেন। অতঃপর মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রজাপতি দক্ষ, বশিষ্ঠপুত্র ঔর্ব্ব, স্তম্বকশ্যপ, কপীবান, অকপীবান্ দত্তোলি, চ্যবন, এই সাতজন বাশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত, হিরণ্যগর্ভনয়, ঔর্ব্বজাত ও সুতোগণ, গার্গ, পৃথু, অগ্র্য, জান্য, বামন, দেববাহু, যদুধ্র, সোমজ পর্জ্জন্য, হিরণ্যরোমা, দেবশিরা, সত্যনেত্র, বিশ্বগণ, অতিবিশ্ব, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহারা আসিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঐ

সময়ে অপ্সরোগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। আকাশে গন্ধর্ব্বগণের তূর্য্যধ্বনি হইবা মাত্র তুম্বুরু অন্যান্য গন্ধর্বের সহিত আগমন করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাশ্রুতি, চিত্রশিরা, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোমায়ু, সূর্য্যবর্চ্চা ও সোমার্চ্চা এই সাতজন এবং যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি নন্দি, চিত্ররথ, ত্রয়োদশ শালিশির, চতুর্দ্দশ পর্জ্জন্য, পঞ্চদশ কলি, যোড়শ নারদ, হাহা হুহু নামা গন্ধর্ব্ব ও মহাদ্যুতি হংস এই সমস্ত দেবতা গন্ধর্ব্বগণ কেশবকে সেবা করিতে লাগিলেন। সুমধ্যমা, চারুমধ্যা, প্রিয়মুখ্যা, বরাননা, অনূকা, কামী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অদ্রিকা, লক্ষণা, রম্ভা, মনোরমা, অমিতা, সুবাহু, বিষ্ঠা, সুভগা, উর্ব্বশী, চিত্রলেখা, সুগ্রীবী, সুলোচনা, পুণ্ডরীক সুগন্ধা, সুরথা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতি, মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিকা ও পুঞ্জিকস্থলা প্রভৃতি সহস্র সহস্র সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত, অপ্সরোগণ পরমাহ্লাদের সহিত তথায় আগমন করিয়া কেহ কেহ নৃত্য কেহ সুমধুর গান করিতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা বিষ্ণুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই কশ্যপতনয় ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, প্রজ্বলিত বহ্নিসম তেজস্বী দ্বাদশ আদিত্যও কশ্যপালয়ে আসিয়া মহাত্মা সুরেশ্বরকে নমস্কার করিলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, মহাযশা নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, অপরাজিত পিনাকী, হবন, প্রভু কপালী, স্থাণু, ভব ও একাদশ রুদ্র ইহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, মহাবল মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ, আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মহাভাগ শেষানুজগণ, বাসুকি, কচ্ছপ চাপকুঞ্জ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, তেজঃপ্রদীপ্ত দুর্দ্দম্য মহাক্রোধ মহাবল অন্যান্য নাগগণ সকলেই আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিতে লাগিল; অনন্তর লোককর্ত্তা দেবগুরু ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত মহাত্মগণের সহিত আগমন করিয়া কহিলেন, যাহা হইতে এই সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে সেই প্রভাবশালী সনাতন লোকনাথ শ্রীমান বিষ্ণুই এই জন্মগ্রহণ করিলেন; এই কথা বলিয়া ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক দেবর্ষিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

মহারাজ! ভগবান্ সুরনাথ এইরূপে কশ্যপ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাহার শরীরকান্তি নবজলধরের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, আকার বামনের ন্যায়; বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, সর্ব্বাঙ্গে রোমরজি বিরাজ করিতেছে; অপ্সরোগণ উৎফুল্লনয়নে সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। তাহার তেজঃপুঞ্জের কথা আর অধিক কি বলিব যদি আকাশপথে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হন তাহা হইলে এই মহাত্মার শরীরকান্তির সহিত কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে; ফলতঃ তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইতে লাগিল, ইনি সুরর্ষি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিকালভাবন, শুচিরোমা, বিশালবক্ষ, সর্ব্বতেজো ময় ও জগৎপ্রভু।

অতঃপর সেই বামনরূপী ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি পুণ্যাত্মগণের গতি, পাপিষ্ঠগণের অশরণ, মহাত্মা যোগীগণ যাহাকে পরম যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অষ্টধা বিভক্ত গুণ যাঁহার ঐশর্য্য, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাহাকে লাভ করিয়া সংযতেন্দ্রিয় মোক্ষমার্গান্বেষী ব্রাহ্মণগণ জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, সর্ব্বামীর পক্ষেই যিনি তপোরূপ, মনুজগণ দুশ্চর ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অনাহারে থাকিয়া যাহাকে আরাধনা করে, যিনি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, যিনি সহস্রশীর্ষ, যিনি রক্তলোচন, স্বর্গলিপ্সু বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ সতত

যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, যিনি সেই যজ্ঞ, যিনি এক হইয়াও নানাস্থানবাসী, যিনি অনুপম কবি, বেদ সমুদায় যাহাকে সর্ব্বাভিজ্ঞ বলিয়া গান করিয়া থাকে, যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে যাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুতা, যিনি ধর্ম্মজ্যোতি, চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার চক্ষু স্বরূপ, আকাশ যাঁহার শরীর সেই মহাতেজা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ দেবগণের মনোগত ভাব জানিতে পারিলেও সম্প্রতি বালকতা নিবন্ধন অজ্ঞাতের ন্যায় সমাগত দেবগণকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে? কোন্ বরই বা তোমাদের প্রার্থনীয়? তাহা আমাকে বল; তোমাদের যাহা কিছু অভিলষিত থাকে, আমি তাহাই তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহাত্মা বামনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! ঘোরতর তপস্যা ও ব্রহ্মার বর প্রভাবে দৈত্যরাজ বলি অলোক সামান্য বলবিক্রমশালী হইয়া ত্রিলোক জয় করিয়াছে, আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আমাদের সকলেরই অবধ্যও হইয়াছে। তাহাকে দমন করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ, অন্য আর কাহার সাধ্য নাই। আপনি আমাদের শরণ্য, বরদ ও দেব। ভূতমাত্রেই ভয়ার্ত্ত হইলে আপনিই তাহা শান্তি করিয়া থাকেন, আমরা সেই দৈত্যভয়ে নিতান্ত ভীত, হৃতসর্ব্বস্ব, ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে সুরেশ্বর! আপনি ঋষিগণ ও সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত, অদিতি ও কশ্যপের প্রীতি সাধনার্থ পিতৃগণের যথাযোগ্য কব্য ও দেবগণের হব্য রক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হউন। এই আমাদের অভিলাষ; হে মহাবাহো! দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিলোকাধিপত্ব লাভ করিলেই ঐ সমুদায় রক্ষা হইবে, অতএব আপনি ইন্দ্রের নিমিত্ত সেই অক্ষয় ত্রিলোক রাজ্য দৈত্য হস্ত হইতে প্রত্যায়ন করুন। দৈত্যপতি সম্প্রতি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে; এক্ষণে যথাকর্ত্তব্য চিন্তা করুন।

২৬১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবগণ এই কথা বলিলে বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণু দেবগণের আনন্দ বিধান করিয়া কহিলেন, দেবগণ? তবে বেদপারগ মহাতেজা অঙ্গিরাতনয় মহর্ষি বৃহস্পতি আমাকে সেই স্থানে লইয়া চলুন, আমি সেই যজ্ঞীয়সভায় উপস্থিত হইয়া ত্রৈলোক্য প্রত্যাহরণার্থ যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর মহাতেজা শ্রীমান্ বৃহস্পতি বামনকে লইয়া ধীমান দানবেন্দ্রের সভায় গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে ভগবান্ বালকরূপী বামন মৌঞ্জী যজ্ঞোপবীত, ছত্র, দণ্ড ও অজিনধারণ করিয়া বালক হইলেও বৃদ্ধবেশে সুরগুরুর সহচারী হইলেন। ব্রহ্মাদিদেবগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই সুরশ্রেষ্ঠ অচিন্ত্যাত্মা বামন বিরোচনতনয় বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞীয় সভার দ্বারদেশে সাংগ্রামিক পরিচ্ছদধারী দ্বারপালগণ যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি সহসা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মন্ত্রবিশারদ ঋত্বিক্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া দৈত্যরাজ বলি যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, বলী বামন সেই ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কুল যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া শুক্রাদি ঋত্বিক্‌গণ সমক্ষে ও বলির সন্নিধানে যজ্ঞকে

আত্মরূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বেদতত্ত্বজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ, মহর্ষিগণ ও মুনিগণ শ্রোতা; একমাত্র অপরিণতবয়স্ক বালক বক্তা। বিবিধ শ্রুতি ও আগমসিদ্ধ প্রমাণপ্রয়োগ, অখণ্ড্য যুক্তি প্রদর্শন, নানাপ্রকার হেতুবাদাদি দ্বারা সেই সনাতন ভগবান যজ্ঞকার্য্যদক্ষ যজ্ঞরূপ বিষ্ণু প্রমাণ করিলেন যে, আত্মাই যজ্ঞ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন তাঁহার সেই বাকপটুতা, গভীর দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান ও জটিল বিরুদ্ধবাদী মুনিগণের নানাপ্রকার মতভেদের যথার্থ মীমাংসা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে সকলেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মীমাংসিত বিষয়ের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক কেহ আর বাঙনিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিতেও সাহস করিলেন না। সামান্য বালকের তর্কজালে বৃদ্ধ উপাধ্যায় ঋত্বিক্‌গণ নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন দেখিয়া দৈত্য রাজ বলি নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তখন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বামনাকৃতি মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে, কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন, আগমনের প্রয়োজনই বা কি? আপনার তুল্য সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ ত' আমি আর কখন অবলোকন করি নাই। দেখিতে আপনাকে নিতান্ত বালক বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু বুদ্ধিতে সমস্ত মহিমাদিগের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানবিষয়েও আপনাকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছে আপনার বাক্যও সাধুজনোচিত। আপনার যেরূপ অলৌকিক রূপ দেখিতেছি, তাহা কি দেবতা, কি ঋষিগণ, কি নাগগণ, কি যক্ষগণ, কি অসুরগণ, কি রাক্ষসগণ, কি পিতৃগণ, কি গন্ধর্ব্বগণমধ্যে কাহারই সম্ভব হয় না। ফলতঃ আপনার মত পরমমনোহর প্রিয়দর্শন রূপ আর কখন চক্ষে দেখি নাই। আপনি যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন আমি আপনাকে নমস্কার করি। আজ্ঞা করুন আমি আপনার কোন্ কার্য্য সমাধা করিব।

মহারাজ! উপায়তত্ত্বজ্ঞ অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ বামন বলিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবল দানবেন্দ্র! তোমার এ যজ্ঞ সর্ব্বাবয়বে সুসংস্কৃত হইয়াছে ইহাতে ভক্ষ্যভোজ্যের অভাব নাই। পূর্ব্বকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন তোমার এ যজ্ঞ সব্বাংশে তাহাই তুল্য। দেবরাজ ইন্দ্র ধর্ম্মরাজ যম এবং জলাধিপতি বরুণ যে সমুদায় যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই তোমার এই যজ্ঞে পরাভূত হইল। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলও বিস্তর; ইহার অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বপাপ বিনাশ ও স্বর্গমার্গ প্রদর্শন করে। ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া গিয়াছেন, অশ্বমেধ সর্ব্বকামময়, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞমধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা সুবর্ণশৃঙ্গ, লৌহপুর, বায়ুসমবেগবান্, সত্যনেত্র, কাঞ্চনবৎ গৌরবর্ণ মহাত্মা মহানুভব অশ্বমেধ সমস্ত বিশ্বের নিদান এবং পরম পবিত্র যজ্ঞ। নরগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বেদবিন্দু বিপ্রবর্গ ইহাকে সাক্ষাৎ বৈশ্বানর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেমন আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম, যেমন মনুষ্যমধ্যে দ্বিজাতি যেমন অসুরদিগের মধ্যে তুমি, সেইরূপ যজ্ঞমধ্যে অশ্বমেধ শ্রেষ্ঠ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দৈত্যপতি বলি বামন সমীরিত এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে কহিল, দ্বিজবর! আপনার অভিলাষ শ্রবণে আমি নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, অতএব যাহা অভিরুচি হয়, প্রার্থনা করুন আমি আপনাকে তাহাই প্রদান করিব; আপনার মঙ্গল হউক।

বামন কহিলেন, দৈত্যপতে! আমি তোমার নিকট রাজ্য যান রত্ন ও স্ত্রী ইহার কিছুই অভিলাষ করি না। যদি তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক এবং ধর্ম্মে যদি তোমার যথার্থ মতি থাকে, তবে অগ্নিশরণার্থ আমারে ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রদান কর।

বলি কহিলেন, হে বাগ্মিবন্ধু বিপ্রেন্দ্র! ত্রিপাদমাত্র ভূমিতে আপনার কি হইবে? আপনি আমার নিকট শতসহস্রপাদ স্থান প্রার্থনা করুন, আমি তাহাই আপনাকে প্রদান করি। উভয়ের এই পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! হে মহাসুর! তুমি ইহার বিষয় কিছুই জান না সেই জন্যই যথেপ্সিত বরপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইতেছ। ত্রিপাদভূমিও প্রদান করিতে স্বীকার করিও না। তুমি নিশ্চয় জানিবে ইনি মায়াচ্ছন্ন ভগবান্ হরি। দেবরাজ ইন্দ্রের হিতকামনায় বামনরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই ব্রাহ্মণকুমারবেশে এখানে আগমন করিয়াছেন।

শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিলে দৈত্যরাজ ধ্যান নিমীলিতনেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর হর্ষগদগদরে স্বর্ণভৃঙ্গ হস্তে লইয়া বলিয়া উঠিল, উত্তম, যদি তাহা হয় তবে ইহা অপেক্ষা যোগ্যপাত্র আর কে আছে? এই কথা বলিয়া বিপ্রবর বামনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে বিপ্রে! হে কমললোচন! আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রাঙ্মুখ হইয়া এই উপবেশন করিলাম। এক্ষণে বলুন কি পরিমিত ভূমি প্রদান করিব? ত্রিপাদভূমির আর পরিমাণ কি? আর আমি আপনাকে যে জলপ্রদান করিতেছি, উহা অভীপ্সিত ভূমি প্রার্থনা করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করুন।

এই সময়ে শুক্রাচার্য্য পুনরায় কহিতে লাগিলেন, দৈত্যপতে! আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি তুমি ইহাকে কিছুই দান করিতে পাইবে না; কি জন্য ইহাকে দান করা কর্ত্তব্য নহে, ইনিই বা কে, তাহাও তুমি আমাকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়াছ; তথাপি যখন ইহাঁর প্রীতি কামনা করিতেছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইলে; এই কথা শুনিয়া দৈত্যরাজ কহিতে লাগিল, “ইনি কি সেই বিষ্ণু, ইনিই সেই সকলের নাথ, আমার যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে ইনি আমার নিকট যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, তৎসমুদায় এই প্রভু দেবদেবকে প্রদান করিব; কেননা এই বিষ্ণু ব্যতীত শ্রেষ্ঠ দানপাত্র আর কে আছে?”

বামন কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র! আমাকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান কর, তাহাই আমার পর্যাপ্ত হইবে। আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার আর অন্যথা হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাতেজস্বী বামনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচনতনয় বলি কৃষ্ণাজিননির্ম্মিত উত্তরীয় গ্রহণপূর্ব্বক দানার্থ জলপূর্ণ ভৃঙ্গার ধারণ করিলেন; এদিকে বামনও অসুরেন্দ্রকে নিগ্রহ করিবার মানসে শীঘ্র দৈত্যক্ষয় কর করপ্রসারণ করিলেন। তখন দৈত্যপতি প্রাঙ্মুখ হইয়া প্রসন্নমনে যেমন বামনহস্তে জল প্রদান করিতে উদ্যত হইল; অমনি আকারজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ প্রহ্লাদ তৎকালিক সেই অচিন্ত্যাত্মা অমিতবীর্য্য অসুরসৌভাগ্যজিহীর্ষু বামনের অভূত পূর্ব্ব মূর্ত্তি, সন্দর্শনে দৈত্যপতিকে নিষেধ করিয়া কহিল, বৎস! ক্ষান্ত হও, এই বামনরূপ বিপ্র কুমারহস্তে জল প্রদান করিও না; ইনি

নিশ্চয়ই তোমার প্রপিতামহহন্তা মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণু; ইনি কেবল তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন।

বলি কহিল, হায়! আমি এরূপ পাত্রে দান না করিয়া আর কাহাকে প্রদান করিব? এরূপ অনুগ্রহকারী লোকপিতামহ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম পাত্র প্রভুকেই বা কিরূপে লাভ করিতে পারিব? হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি যখন এই কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছি, তখন আমি অবশ্যই ইহাকে প্রদান করিব।

প্রহ্লাদ পুনরায় কহিতে লাগিল, দানবের! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যে ব্রাহ্মণ বুদ্ধিতে ইহাকে দান করিতে সমুদ্যত হইয়াছ, ইনি সে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণকুমার নহেন। ব্রাহ্মণের রূপ কখন এরূপ হইতে পারে না, ইহাঁর আকার প্রকার দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি সেই নরসিংহ পুনরায় আগমন করিয়াছেন।

প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণে দৈত্যপতি বলি তাহাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিয়া কহিল, যে কোন ব্যক্তি 'দেহি' এই বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করুন যদি কোন অসুর তাহা প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ দান করিতে অস্বীকার করেন, তবে উভয়েরই অলক্ষ্মীর অংশ সেই অসুর শরীরে প্রবেশ করে, আর আপনি ইহাও জানিবেন যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন তাহাকে বন্ধু বান্ধব ও বংশপরম্পরার সহিত ঘোর নরকে গমন করিতে হয়; আমি অলক্ষ্মীভয়ে নিতান্ত ভীত সুতরাং আমি ইহাঁকে বসুন্ধরা দান করিব, অন্য কোন ব্রাহ্মণ ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপাত্র নহেন সুতরাং আমি ইহাঁকে বসুন্ধরা দান করিব। আমি যখন ইহাঁকে বামনরূপে যাচঞা করিতে দেখিয়াছি তখন হইতে আমার অপার আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আমি ইহাকে দান করিব কিছুতেই নিষেধ মানিব না; এই কথা বলিয়া দৈত্যপতি বটুরূপী বামনকে পুনরায় কহিল, বিপ্রবর! সামান্য ত্রিপাদমাত্র ভূমি দ্বারা আপনার কি কার্য্য সিদ্ধ হইবে? বলুন, আমি আপনাকে সাগরবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী প্রদান করিতেছি।

বামন কহিলেন, দানবসত্তম! আমি সমস্ত পৃথিবীর অভিলাষী নহি; ত্রিপাদ ভূমি প্রাপ্ত হইলেই আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন দৈত্য রাজ বলি 'তথাস্তু' বলিয়া অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমিই সম্প্রদান করিল; তাহার হস্তস্থিত উৎসর্গবারি বামনহস্তে পতিত হইবামাত্র বামন অমনি অবামন রূপ ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বলিকে স্বীয় সর্ব্বদেবময় রূপ দর্শন করাইলেন। দৈত্যরাজ দেখিতে লাগিল, পৃথিবী তাহার পদদ্বয়, আকাশ মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাহার চক্ষুদ্বয়, পাদাঙ্গুলি সমুদায় পিশাচগণ, হস্তাঙ্গুলি সমুদায় গুহ্যকগণ, তাঁহার জানুতে বিশ্বেদেবগণ, জঙ্ঘাদ্বয়ে সুরোত্তম সাধ্যগণ, নখরাজিতে যক্ষবৃন্দ বিরাজ করিতেছেন। অপ্সরোগণ তাঁহার শরীরস্থলেখা, বিদ্যুৎ তাঁহার অবলোকন, সূর্য্যমরীচিমালা তাঁহার কেশ রাশি, তারকা সমুদায় তাঁহার রোম কূপ, মহর্ষিগণ রোমরাজি, দিক্ সকল তাঁহার শ্রোত্রদ্বয়, বিদিক্ বাহু, মহাবল বায়ু তাঁহার নাসা, চন্দ্রমা, তাঁহার প্রসন্নতা, ধর্ম্ম তাঁহার মন, সত্য তাঁহার বাণী, দেবী সরস্বতী তাঁহার জিহ্বা, মহাদেবী অদিতি তাঁহার গ্রীবা দীপ্তিমান সূর্য্য তাহার তালু, স্বর্গদ্বয় তাহার নাভি, মিত্র ও ত্বষ্টা তাঁহার হৃদয়, বৈশ্বানর তাঁহার মুখ, প্রজাপতি তাঁহার বৃষণ, ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার হৃদয়, মহামুনি

কশ্যপ তাঁহার পুংস্ত্ব, বসুগণ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ, মরুদগণ তাঁহার সর্ব্বসন্ধি, সর্ব্ববিধ ছন্দ তাঁহার দন্ত পংক্তি, জ্যোতিষ সকল তাঁহার বিপুল কান্তি, মহাদেব রুদ্র তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহার্ণব তাঁহার ধৈর্য্য, গন্ধর্ব্ব ও মহাবল ভুজঙ্গগণ তাঁহার উদর, লক্ষ্মী তাঁহার মেধা, ধৃতি তাঁহার কান্তি, সর্ব্ববিদ্যা তাঁহার নিতম্বস্থল, পরমাত্মায় উৎকৃষ্ট বাসস্থান তাঁহার ললাট, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময় তপস্যা, বেদ সমুদায় তাঁহার কক্ষ ও স্তন, যজ্ঞ তাঁহার ওষ্ঠ, দ্বিজগণের চেষ্টিতই তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান ও পশুবন্ধস্বরূপ হইল। মহাসুরগণ ভগবান বিষ্ণুর সেই দেবময় বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া মহাক্রোধে পতঙ্গের অনল পতনের ন্যায় তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

২৬২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে যে সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণ মহাত্মা বিরাটমূর্ত্তিধারী ভগবান বিষ্ণুকে আক্রমণ করিয়া ছিল, তাহাদের নাম এবং প্রধান প্রধান অস্ত্র শস্ত্র ও আভরণাদির বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, অয়ঃ শির, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্ হয়গ্রীব, মহাবেগশালী কেতুমান্, উগ্র, মহাসুর সোগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, অশ্বারোহী ও অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, অশ্বশিরা, কুম্ভ,সংহ্রাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্রাদ, হরি, হর, বরাহ, সংহর, অরুজ, বৃষপর্ব্বা, বিরুপাক্ষ, মুনীন্দ্র, চন্দ্রলোচন, নিষ্প্রভ, সুপ্রভ, নিরুদর, একবক্ত্র, মহাবক্ত্র, কালসন্নিভ, দ্বিবক্ত্র, বৃহৎকীর্ত্তি মহাজিহ্ব শঙ্কুকর্ণ, শরত, শলভ, কুপথ, কাপথ, ক্রথ, দীর্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃদুপ্রিয়, বায়ু, গরিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, বিক্ষর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকাক্ষ, বৃত্র, ক্রোধ, বিমোক্ষণ, গরিষ্ঠ, হবিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, পৃথু, ইন্দ্রতাপন, বাতাপি, বলদর্পিত কেতুমান্, অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, খসৃম, কালবদন, করাল, কেশি, একাক্ষ, রাহু, তুহুণ্ড, সমল ও সৃপ, ইহারা এবং এতদ্ভিন্ন আরও বহুতর দৈত্যগণ সেই ত্রিলোক আক্রমণকারী ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল।

অসুরগণের মধ্যে কাহার হস্তে পাশাস্ত্র কাহার হস্তে শতঘ্নী, কাহার হস্তে চক্র, কাহার হস্তে পরশ্বধ, কাহার হস্তে প্রাস, কাহার হস্তে মুদগর, কেহ বা পরিঘপাণি, কেহ শূলপাণি, কেহ পটিশহস্ত, কেহ মুষল পাণি, কাহার হস্তে মহাশিলা, কাহার হস্তে মহাবৃক্ষ, কাহার হস্তে গদা, কাহার হস্তে ভুষুণ্ডী, কাহার হস্তে বজ্র, কাহার হস্তে অসি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহাদেরর আকৃতিও ভিন্নপ্রকার; কেহ কূর্ম্ম বক্ত্র, কেহ কুক্কুটবক্ত্র, কেহ হংস, কেহ শিশুমার মুখ, কেহ মার্জ্জারমুখ, কেহ শুকবক্ত্র, কেহ বা অশ্ববদন, কেহ গোবক্ত্র, কেহ বভ্রুবক্ত্র, কেহ বা মৃগবক্ত্র, কেহ শল্যকি বক্ত্র, কেহ গজবক্ত্র, কেহ নকুলাস্য, কেহ শ্যেনাস্য, কেহ পারাবতাস্য, কেহ বানরানন, কেহ ছাগানন, কেহ মহিষানন, কেহ শৃগালানন, কেহ রৌদ্রানন, কেহ ক্রৌঞ্চানন, কেহ চক্রবাকমুখ, কেহ গোধাবক্ত্র, কাহার মুখ ঘোর নক্রের ন্যায়, কাহার মুখ ভীষণ ভল্লকের ন্যায়, কাহার মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কাহার মুখ গণ্ডারের ন্যায়, কাহার মুখ সিংহের ন্যায়। কাহার মুখ ময়ুরের ন্যায় ; ইহাদের পরিধান কাহার গজচর্ম্ম নির্ম্মিত বসন, কাহার কৃষ্ণাজিন, কেহ বা চীর সংবৃত গাত্র। কেহ কয়ুগ্রীব, কেহ

লম্বশিখ, কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ মুকুটধারী কেহ কুণ্ডলধারীকেহ বা কিরীটধারী। এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণ বিবিধ প্রদীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র ও নানা বেশ ধারণ করিয়া গন্ধমাল্যে বিভূষিত হইয়া মহাত্মা হৃষীকেশকে আক্রমণ করিল। তখন বিভু অম্বর সূদন হরি পাদপ্রহারে ও চপেটাঘাতে সমস্ত দৈত্য গণকে প্রমর্দ্দিত করিয়া ত্রিপাদ বিক্ষেপ দ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত ত্রিলোক হরণ করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে আদিত্য সন্নিভ রশ্মি নির্গত হইয়া ত্রিলোক আলোকময় করিল। অতীতবেদী দ্বিজাতিগণ বলিয়া থাকেন, যৎকালে ভগবান্ ত্রিবিক্রম এক পাদ বিক্ষেপে ধরাতল আক্রমণ করেন তৎকালে চন্দ্রসূর্য্য তাহার স্তনমধ্যে, যৎকালে আকাশ আক্র মণ করিলেন তখন সকিথ (উরু) দেশে, যখন তিনি স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তৎকালে পাদমূলে অবস্থান করিয়াছিলেন। লোকনমস্কৃত প্রভাবশালী হরি এইরূপে সমস্ত লোক ও অসুর গণকে পরাস্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বসুধা প্রদান করিলেন। অনন্তর বলিকে বাস করিবার জন্য পাতালতলে সুতল নামক স্থান প্রদান করি লেন। ধীমান্ বলিও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন এবং বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি তথায় থাকিয়া কি কার্য্য করিব আদেশ করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে মহাভাগ! হে সুব্রত! তুমি প্রার্থনা কর আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি। আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক এবং সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হউক। আমি তোমার প্রতি এইমাত্র আদেশ করিতেছি যে, ইন্দ্রবাক্য কদাচ অগ্রহ করিবে না, তাহা হইলেই শ্রেয়েলাভ করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া মধুরবাক্যে পুনর্ব্বার তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অসুরবর! তুমি আমায় যে জলদান করিয়াছ, আমি যখন উহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর তোমার দেবতা কিম্বা দৈত্য হইতে প্রাণের শঙ্কা নাই। তুমি এখন নির্ভীকহৃদয়ে অনুচর ও দৈত্যগণের সহিত পাতাল তলে প্রবেশ কর; তথায় প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রসাদে সুতল নামক স্থানে পরম সুখে বাস কর। কিন্তু মনে করিয়া রাখিবে অমিততেজা দেবরাজ মহেন্দ্রের আজ্ঞা কখন লঙ্ঘনীয় নহে। অন্যান্য দেবগণ ও তোমার পূজ্য অতএব তাঁহাদিগকেও ভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহা হইলেই স্বর্গীয় অতীপ্সিত সুখভোগ তুমি সম্পূর্ণ অধিকারী হইবে। কি ইহলোক কি পরলোক সর্ব্বত্র সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া আমার প্রসাদে পুনরায় বিবিধ পরিচ্ছদ ও দৈত্যাধিপত্য লাভ করিতে পারিবে। তুমি যে সমুদায় সদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহারও ফলভোগ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু মৎপ্রণোদিত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে পাতাল নাগ গণ তাহাদের শরীরবেষ্টনে তোমায় বন্ধন করিয়া ফেলিবে। সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ, অতএব তাঁহাকেও প্রতিদিন নমস্কার করাও তোমার কর্ত্তব্য।

বলি কহিল, হে দেবদেব! হে মহাভাগ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে সর্ব্বলোক মহেশ্বর! আজ্ঞা করুন, আমি সেই পাতালতলে কিরূপে অবস্থান করিব? কিরূপেই বা আমার অশনক্রিয়া সম্পন্ন হইবে? কোন বস্তুই বা আমার অক্ষয় তৃপ্তিকর হইবে।

ত্রিবিক্রম কহিলেন, দৈত্যরাজ! শ্রোত্রিয়শূন্য শ্রাদ্ধ, ব্রতশূন্য অধ্যয়ন, দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞ, ঋত্বিক শূন্য আহুতি প্রদান, শ্রদ্ধারহিত দান, অসংস্কৃত হবি এই ষড়্বিধ ভাগ তোমারই

নির্দ্দিষ্ট রহিল। যাহারা আমাকে অথবা আমার ভক্তগণকে বিদ্বেষ করে, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহারা দান কিম্বা যজ্ঞ করে এবং অগ্নিহোত্রী হইয়াও যাহারা বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়াতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আমার প্রসাদে তৎসমুদায়েরই পুণ্যফল তুমিই অধিগত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! দৈত্যপতি বলি মহাত্মা বিষ্ণুর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া দেবাজ্ঞা স্বীকারপূর্ব্বক পাতলতলে প্রবেশ করিল। এই সময়ে ভগবান বিষ্ণুও রাজ্য বিভাগ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রকে পূর্ব্বদিক্ যমকে দক্ষিণ দিক্ বরুণদেবকে পশ্চিমদিক ধনাধিপতি কুবেরকে উত্তরদিক্ প্রদান করিলেন। অধোভাগে নাগরাজের এবং উর্দ্ধভাগে সোমদেবের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। এইরূপে ত্রৈলোক্যের বিভাগ কার্য্যে সমাধা করিয়া অজিতপ্রভু বিষ্ণু দেবগণের শোকাপনয়ন ও ইন্দ্রকে সর্ব্বভূতের আধিপত্য প্রদানপূর্ব্বক মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ অমিততেজা ভগবান্ বামনদেব অন্তর্হিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এদিকে মহামতি কৃষ্ণ স্বর্গে প্রস্থান করিলে বিরোচনতনয় বলি কম্বল ও অশ্বতরাদি সপ্তশিরানাগে বদ্ধ হইয়া পাতালে নীত হইল, এই সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দৈত্যপতি বলি নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে মুনি কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন, দানবরাজ! আমি তোমাকে মুক্তির উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই দেবাতিদেব ধীমান্ কৃষ্ণের এক অতি অপূর্ব্ব স্তব আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, উহা পবিত্র হৃদয়ে ও একাগ্রচিত্তে পাঠ কর, তাহা হইলে অদ্যই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বিরোচনতনয় এই কথা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ পবিত্র ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নারদসমীপে স্তব অধ্যয়ন করিতে লাগিল। অবিলম্বে ঐ স্তব কণ্ঠস্থ্ করিয়া মহাসুর বলি তদ্গতচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। কহিল, ভগবন! তুমি অনন্ত পতি, তুমি অক্ষয়, তুমি মহাত্মা, তুমি জলেশয়, তুমি দেব, তুমি পদ্মনাভ, তুমি বিষ্ণু, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি যে সপ্ত সূর্য্যসদৃশ তেজঃপুঞ্জ কলেবর অবলম্বন করিয়া একবার ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে সেই অন্তকেরও অন্তক সত্যময় শরীর দ্বারা আমায় মুক্ত কর। যৎকালে চন্দ্র সূর্য্য গগনাঙ্গণ হইতে একবারে অন্তর্হিত, যজ্ঞ তপঃক্রিয়ার আর নাম গন্ধও থাকে না, তখন তুমি পুনরায় সৃষ্টি কামনা করায় যে মূর্ত্তিতে চিন্তামগ্ন হইয়া থাক, সেই সত্যময় মূর্ত্তি দ্বারা আমাকে মুক্ত কর। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তোমার তৎকালিক যে শরীরে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সরিৎ, ভুজগ ও পর্ব্বত প্রভৃতি চরাচর বিশ্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন সেই সত্যময় শরীর দ্বারা আমাকে মুক্ত কর। হে যোগিন্! তুমি যে মূর্ত্তিতে ত্রিলোক পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র বিদ্যাকে সহায় করিয়া যোগরত হইয়াছিলে, সেই মূর্ত্তিতে আমায় মুক্ত কর। পূর্ব্বকালে মহামুনি মার্কণ্ডেয় তোমার জঠরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে চরাচরগত পদার্থজাত অবলোকন করিয়াছিলেন সেই সত্যস্বরূপে আমায় মুক্ত কর। তুমি যে মূর্ত্তিতে জলশয্যায় শয়ান থাকিয়া একবার যোগনিদ্রায় অভিভূত হও, আবার ত্রিলোক সৃষ্টিবিষয়িণী চিন্তাতেও ব্যাপৃত হইয়া থাক, সেই সত্যময় মূর্ত্তিতে আমায় মুক্ত কর। তুমি যদ্দ্বারা বেদজ্ঞপুরস্কৃত বরাহমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া প্রলয় জলধিমগ্ন ধরাকে উদ্ধার করিয়াছ,

সেই সত্য দ্বারা আমায় মুক্ত কর। হে হরে! যে মূর্ত্তিতে, তুমি বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়া পিতৃগণেরও পিণ্ডত্রয় রক্ষা করিয়াছ, সেই সত্যরূপে আমায় মুক্ত কর। হে দেব! যৎকালে সমস্ত দেবগণ হিরণ্যাক্ষ ভয়ে ভীত হইয়া দিগদিগন্তে পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন যে মূর্ত্তিতে তুমি তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ কর এবং চক্রাস্ত্র দ্বারা অসুরপতির মস্তক ছেদন কর সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। পূর্ব্বকালে তুমি যে মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া একমাত্র হুঙ্কারবলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে অস্থি মস্তিষ্ক ও মস্তক ভঙ্গপূর্ব্বক নিহত করিয়াছ সেই সত্যরূপে আমায় মুক্ত কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার সম্মুখ হইতেই যে দানবদ্বয় দেবগণকে অপহরণ করিয়াছিল তুমি হয়শিরোমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সেই মধুকৈটভকে বিনাশ করিয়াছ এবং যে মূর্ত্তিতে বেদ রক্ষার ভার ব্রহ্মার উপর অর্পণ করিয়াছিলে সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ ও মহোরগগণ, তোমার যে সত্যময়রূপ সন্দর্শন করিতে সমর্থ নহেন সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। তুমি যে মূর্ত্তিতে অপান্তরতম নামক দেবতরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদসমুদায়ের ব্যাখ্যা করিয়াছ সেই সত্যস্বরূপে আমায় পরিত্রাণ কর। তুমি যে মূর্ত্তিতে বেদ, যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, পিতৃযজ্ঞ ও হবি রক্ষা করিতেছ সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। পূর্ব্বকালে দীর্ঘতপা নামে কোন তপস্বী শুরুশাপে জন্মান্ধ হইলে তুমি যে মূর্ত্তিতে তাঁহাকে চক্ষুষ্মান করিয়াছ সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। তোমার ভক্ত গজেন্দ্র ভীষণ গ্রাহকবলে কবলিত হইয়া অতি দীন ভাবে তোমায় আহ্বান করিলে তুমি তাহাকে যে মূর্ত্তিতে মোচন করিয়াছিলে সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। তুমি অক্ষয়, তুমি অব্যয়, তুমি ভক্ত বৎসল, তুমি বেদ প্রতিপাদ্য, তুমি উচ্ছ্রিত গণের নিহন্তা তুমি সত্যস্বরূপ, তুমি আমায় এই বন্ধন হইতে মুক্ত কর। তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা, তৃণ, শার্ঙ্গ ধনু ও গরুড়কে আমি অবনত মস্তকে নমস্কার করি। তাহারা প্রসন্ন হইয়া আমায় রক্ষা করুন।

মহারাজ! বলির এইরূপ কাতরোক্তি ও স্তোত্র পাঠ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান হরি নাগহন্তা গরুড়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, গরুড়! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া বলিকে নাগবন্ধন হইতে মুক্ত কর। গরুড় আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই অতুল বিক্রমে পক্ষ ব্যজনে ক্ষিতিবিদারণপূর্ব্বক যথায় বলি অবস্থান করিতেছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইল। গরুড় তথায় আগমন করিয়াছেন জানিবামাত্র নাগগণ ভীত হইয়া অসুরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগবতী পুরীতে প্রস্থান করিল। দৈত্যপতি বলি বিষ্ণুর প্রসাদে নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল।

অনন্তর গরুড় সেই কৃষ্ণচিন্তানিমগ্ন ভ্রষ্ট শ্রী বন্ধন হইতে বিমুক্ত অসুরবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবেন্দ্র! প্রভু বিষ্ণু তোমায় বলিয়া দিয়াছেন, তুমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র, স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত এই পাতালতলে বাস কর। এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরেও গমন করিবে না। যদি ইহার অন্যথা করিয়া নিয়ম ভঙ্গ কর তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মন্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। দানবেন্দ্র পক্ষীন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, খগেশ্বর! আমি মহাত্মা অনন্তদেবের আজ্ঞা অনুমাত্রও লজ্জন করিব না, কিন্তু তিনি আমার জীবিকার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উপায় বিধান করুন, যদ্দ্বারা আমি এখানে সুখে অবস্থান করিতে পারি। বলির বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় কহিলেন, ভগবান্ হরি তোমার

জীবিকা পূর্ব্বে স্থির করিয়া দিয়াছেন। যে সমুদায় যজ্ঞ বিধিহীন ঋত্বিকশূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত হইবে তৎসমুদায় যজ্ঞভাগ দেবগণ প্রতিগ্রহ করিবেন না উহাতে তোমারই অধিকার রহিল। তুমি সেই যজ্ঞভাগে প্রীত হইয়া এই স্থানেই সুখে বাস কর। এই কথা বলিয়া গরুড় প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! অনন্তদেবের এই স্তব যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত পাপ একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার পাঠে গোহত্যাকারী গোবধ ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। অপুত্রের পুত্র, কুমারীগণের অভীপ্সিত পতি লাভ হয়। ইহার শ্রবণে গর্ভিণী অনায়াসে পুত্র প্রসব করে। ইহা সকলের পক্ষেই সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ। মোক্ষান্বেষী যোগিগণও ইহা পাঠ করিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ এই বামন প্রাদুর্ভাব ও তাঁহার যশ সতত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্রমনে এই স্তব পাঠ করিবেন তাঁহার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হইবে, তাঁহার আর সংশয় নাই। যে ব্যক্তি পর্ব্বদিবসে মহাত্মা বামন প্রাদুর্ভাবের বিষয় ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন তিনি মহাবল বিষ্ণুর ন্যায় শত্রু জয় করিতে সমর্থ তিনি ইহলোকে পরম যশ লাভ করিয়া চরমে সদগতি প্রাপ্ত হন। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে সর্ব্বলোকের প্রিয় হইয়া মেধাদিগুণ সমন্বিত বহুপুত্র লাভ করিতে পারা যায়। দেবদেব জনার্দ্দনও তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং কোন কামনাই তাঁহার অসম্পাদিত থাকিবে না।

২৬৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিষ্ণু তপোবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শী নারদাদি মুনিগণের সহিত কি জন্য শঙ্করালয় হিমালয়ে গমন করিয়াছেন? শুনিতে পাই তিনি তথায় মহাদেবকে দেখিয়া ঘোরতর তপস্যা দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া ছিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণও তথায় উপস্থিত হইয়া দেবশঙ্কর ও প্রভুহরি উভয়কেই সন্দর্শন ও অর্চ্চনা করেন। ইহারা উভয়েই দেব প্রধান উভয়েই পুরাতন, উভয়েই জগৎযোনি, সৃষ্টি সংহারকারী, উভয়েই একাত্মা দ্বিধা বিভক্ত শরীর মাত্র। পরস্পর সমাবেশবশতঃ উভয়েতেই পালনকর্ত্তৃত্ব আছে। উভয়ে গিরি শ্রেষ্ঠ কৈলাসে উপস্থিত হইয়া কি করিলেন ঋষিগণই বা একত্র উভয়ের সন্দর্শন পাইয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এই সমস্ত আপনি আদ্যোপান্ত যত্নপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান কৃষ্ণ যে কারণে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন যেরূপে দেবদেব বৃষবাহন শঙ্করের দর্শন পাইয়াছিলেন যেরূপে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথায় মুনিগণের আগমন এবং উভয়ের ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত ভগবান দ্বৈপায়ন আমার সঙ্গে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন আমি সেই ভগবাহন মহাশক্তি কেশবকে প্রণাম করিয়া যথাশক্তি কীর্ত্তন করিতেছি, হে সুব্রত! আপনি যত্নপূর্ব্বক উহা শ্রবণ করুন। এই পবিত্র

উপাখ্যান পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের নিকটেই বক্তব্য। শুশ্রূষাশূন্য নৃশংস তপোবর্জ্জিত স্বাধ্যায়হীন লোকের নিকট কদাচ বাচ্য নহে। এই অত্যদ্ভুত মহাপুণ্য হরিহরের কৈলাস বৃত্তান্ত শ্রবণ, স্বর্গকর যশস্কর ধন্য, বুদ্ধিশুদ্ধি প্রদ, পুণ্যাত্মগণের ধ্যাতব্য। বেদার্থদর্শী নারদাদি তপোধনগণ এই বেদার্থনিশ্চিত কৈলাস বৃত্তান্ত নিত্য অনুধ্যান করিয়া থাকেন। হে ভূপতে! নরকাদি অসুরগণ এবং অন্যান্য বিপক্ষ নৃপতিবর্গ নিহত হইলে কিয়ৎ পরিমাণে শত্রুগণ অবশিষ্ট সত্ত্বেও পুরুষোত্তম জগৎপতি বৃষ্ণিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকা পুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন এবং রুক্মিণীর সহিত সর্ব্বদা সহবাসনিবন্ধন পরমসুখে তাহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদা রাত্রিযোগে জগৎপতি হরি রুক্মিণীর সহিত বিবিধ মনোহর বিস্রব্ধ আলাপপ্রসঙ্গে একত্রশয়ন করিয়া রহিয়াছেন ইত্যবসরে দেবী রুক্মিণী প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমার একটী অভিলাষ, উহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। আপনি আমাকে এরূপ এক পুত্র দান করুন, সে যেন অসামান্য বলশালী রূপবান্ বৃষ্ণিকুল ধুরন্ধর, বীর্য্যবান্, তপোনিধি, সর্ব্বশাস্ত্রাদর্শী রাজনীতিবিশারদ, সংক্ষেপঃ আপনারই ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়। আপনি জগৎপতি, সর্ব্বদাতৃত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব আপনাতেই নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ শুশ্রূষানিরত ভক্তগণের কথা আমি আর কি বলিব। আমি আপনার ভক্ত, জগৎপতে যদি আমাতে আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে আমায় বীর্য্যবান পুত্র প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রিয়তমা মহিষী রুক্মিণীকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রুক্মিশত্রু যদুকুলধুরন্ধর দেবপতি কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, অয়ি মানিনি! তুমি আমার নিকট যেরূপ পুত্র কামনা করিতেছ আমি তোমাকে তাদৃশ গুণ সম্পন্ন পুত্রই প্রদান করিব। দেবি! তুমি যে আমার নিতান্তই ভক্ত। সে বিষয়ে আর কথা কি? আমি অবশ্য তোমাকে শত্রুনিবর্হন পুত্র প্রদান করিব। পুত্র হইতে সমস্ত লোক জয় হয়, পুত্রই সাধুগণের কামধেনু স্বরূপ। পুন্নামে যে এক অতি ঘোরতর দুঃখকর নরক আছে উহা হইতে পরিত্রাণ করিতে একমাত্র পুত্রই সমর্থ; এই জন্যই লোকে কি ইহলোক কি পরলোক উভয় লোকই পুত্রের কামনা করিয়া থাকে। পুত্রবান পুরুষের অনন্তলোক শুভাবহ হইয়া থাকে। পতিই গর্ভরূপে জায়ার উদরে প্রবেশ করিয়া দশম মাসে পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রবান্ লোক হইতে ইন্দ্রও ভয় পাইয়া থাকেন অতএব তৎকর্ত্তৃক কে না পরাভূত হইল? অপুত্র ব্যক্তি কোন লোকই প্রাপ্ত হইতে পারেন না কিন্তু কুপুত্র কোন কার্য্যকরই নহে। তদপেক্ষা বন্ধ্যাও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কুপুত্র হইতে নরক এবং সুপুত্র হইতে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। অতএব সাধুগণ বিনীত শ্রুতবান দয়াপর ও ধার্ম্মিক পুত্রেরই কামনা করিয়া থাকেন। এই জন্য আমি তোমাকে বিদ্বান ও ধার্ম্মিক পুত্রই প্রদান করিব। এই আমি পুত্রের নিমিত্ত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতেছি। আর আমি ব্রহ্মচর্য্য ও তপশ্চরণ দ্বারা ভগবান্ ভবানীপতি শঙ্করের আরাধনা করিব। তিনি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই আমাকে অভিলষিত পুত্র প্রদান করিবেন। অনন্তর পার্ব্বতীর সহিত প্রভু মহাদেবকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে মুনিজনসেবিত বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিব। ঐ স্থান অতি পবিত্র এবং অগ্নি হোত্র বেদিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ভাগীরথী প্রবাহ প্রবাহিত হওয়াতে

অপূৰ্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। শত শত মৃগ, পক্ষী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বনচরগণ তথায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ঐ স্থান ফলভারাবনত বদরী, কদলী ও বেতসী জড়িত মহাবৃক্ষে আচ্ছন্ন,বানরগণ লম্ফ প্রদানে মহীরূহ সকলকে বিক্ষোভিত করিতেছে। বেদতত্ত্বার্থদর্শী মুনিগণ ব্রহ্মবাদী সিদ্ধগণ, ইতিহাসবিং ও পুরাণজ্ঞ মহর্ষিগণ ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূৰ্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকেন। এই স্থানে প্রবেশ করিয়া সুকৃতালয়া মহাদেবী সন্নিধানে গমন করিব। এই কথা বলিয়া দেবদেব জনার্দ্দন বিরত হইলেন।

২৬৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হইলে জগৎপতি কৃষ্ণ কৈলাস গমনে কৃতসংকল্প হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিপ্রগণকে যথেষ্ট দক্ষিণা ও গোদানরূপ স্বস্ত্যয়ন সমাধাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তথায় অত্যুৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া বৃষ্ণিগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। আহূত হইবামাত্র বলভদ্র, হার্দ্দিক, শঠ, সারণ, উগ্রসেন, যাহার বুদ্ধিবলে যাদবগণ পরমসুখে বাস করিতেছেন, যিনি যদু ও বৃষ্ণিগণের নেতা, যাহার নীতি হইতে দেবগণও ভীত হইয়া থাকেন, যাঁহার বুদ্ধিকে সহায় করিয়া বিষ্ণু পৃথিবী শাসন করিতেছেন সেই বীরবর নীতিবিশারদ দেবপ্রভ উদ্ধব ও অন্যান্য যদুবংশীয়গণ আগমন করিলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যাদবগণ! আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন। বাল্যকাল হইতে দুষ্টনিগ্রহার্থ আমাকে যে আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। আমি বাল্যাবস্থাতেই পূতনা ও কেশী প্রভৃতিকে নিহত করিয়া গোরক্ষার্থ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলাম। অনন্তর দেবগণের সমক্ষে ইন্দ্র আমায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। পরে আমি কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছি। অতঃপর দ্বারবতী নির্ম্মাণ; ঐ সময়ে বহুতর রাজন্যগণ আমাকর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাবীর জরাসন্ধও আমার বলে নিগৃহীত হইয়াছেন। গোমন্ত পর্ব্বত হইতে আগমন কালে শৃগাল নামক মহীপতিও আমাকর্ত্তৃক নিহত হয়। তদনন্তর দুরাত্মা নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া জগৎ নিষ্কণ্টক করিয়াছি। কিন্তু হে যদুকুলধুরন্ধরগণ! সেই নরকাসুরের সখাপুণ্ড্র দেশাধিপতি মহাবীর পৌণ্ড্র আমার ঘোর শত্রু। এই পৌণ্ড্র মহাবীর দ্রোণের শিষ্য অসামান্য বলবান্ ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা, রণকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ, নীতি বিশারদ; সে সকলের নিয়ন্তা, যোদ্ধা, দ্বিতীয় জামদগ্ন্যের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় বিশেষতঃ সর্ব্বদা আমার ছিদ্রান্বেষী। সে যদি আমাদের কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে পায় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। একেবারে দ্বারবতীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। হে রাজন্যগণ! সেই পুণ্ড্রাধিপতি এরূপ বলবান যে অল্পায়াসে তাহাকে দমন করা কাহার সাধ্য নহে। অতএব আপনারা শরাসন গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা অবহিত চিত্তে অবস্থান করুন। সে যেন কোন রূপে এই যদুকুলাশ্রয়া পুরীর বাধা জন্মাইতে না পারে। হে নৃপগণ! আমি এক্ষণে কোন কারণ বশতঃ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিব। তথায় ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছি; যাবৎকাল আমি প্রত্যাগমন না করি তাবৎ আপনারা বিলক্ষণ সমাহিত চিত্তে অবস্থান করুন। পুণ্ড্রক যদি কোনরূপে এই পুরী মদ্বিরহিত শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, আর আমি বিবেচনা করি, সে এই পুরীকে যাদবশুন্য করিতেও সমর্থ; আপনারা খড়্গ, পাশ, পরশ্বধ ও কর্ষণীয় পাষাণ প্রভৃতি স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সুসজ্জিত হউন। বারবতীর চতুর্দ্দিকে যে সমুদায় মহাদ্বার আছে, উহা যত্নপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দিউন; গমনাগমমের জন্য একমাত্র দ্বার মুক্ত রাখিবেন। আপনাদের মধ্যে কাহার কোথায় যাইবার অভিলাষ হইলে মুদ্রা ব্যতীত যাইতে দিবেন না। দ্বরপালকে মুদ্রা না দেখাইলে যেন কেহ পুরী মধ্যে প্রবেশ

করিতে না পায়; আমার আগমন কাল পর্য্যন্ত এইরূপে বিশেষ সতর্ক হইয়া অবস্থান করিবেন। এই সময়ের মধ্যে মৃগয়া করাও আপনাদের কর্ত্তব্য নহে; পুরীর বাহিরে ক্রীড়া করিতেও গমন করিবেন না। কে আত্ম পক্ষ, কেই বা পরপক্ষ, তাহাদের গতিপ্রবৃত্তিই বা কিরূপ ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিবেন।

২৬৫তম অধ্যায়

মহারাজ! ভগবান্ সমস্ত যাদবগণকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় সাত্যকিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, যোদ্ধৃবর সাত্যকে! তুমি সর্ব্বদা গদা, খড়্গ, শর, শরাসন ও তলত্র ধারণ করিয়া অবহিতচিত্তে এই বহুনৃপাশ্রয়া দ্বারবতীকে রক্ষা করিবে। রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে না, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বাদীগণের সহিত বাদ বিতণ্ডাদি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিবে। তুমি যোদ্ধা বলবান ও ধনুর্ব্বেদাভিজ্ঞ; দেখিও যেন লোকে আমাদিগকে উপহাস না করে।

সাত্যকি কহিলেন, হে জগন্নাথ! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন উহা আমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে যথাশক্তি পালন করিব। মাধব! আপনার পুনরাগমন পর্য্যন্ত কামপালের শাসনে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় বিচরণ করিব। হে গোবিন্দ! যদি আপনার প্রসন্নতা থাকে তবে রণস্থলে শত্রু নিগ্রহ করা আমার কিছুই দুষ্কর নহে। অধিক কি, ইন্দ্র, যম, কুবের, ও বরুণ প্রভৃতি দিকপালগণকেও আমি রণে পরাস্ত করিতে পারি অন্যান্য রাজার কথা আর কি বলিব? আপনি গমন করুন, অভীষ্ট লাভ করুন। আমি আপনার আদেশে নিয়ত যত্নবান্ রহিলাম।

পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ পুনরায় উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আপনাকে আমি আর কি বলিব? আপনার নীতিবলেই এই দ্বরবতী পুরী রক্ষিত হইবে। সম্প্রতি আপনি উহা রক্ষা করিয়া আমার সাহায্য করুন, এ কথা বলিতেও আমি লজ্জিত হইতেছি; কেননা আপনিই আমাদের নেতা, সমস্ত বিদ্যাতেও পারদর্শী, আর এ সময়ে কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্যই বা কি তাহাও আপনি সর্ব্বতো বিদিত আছেন, সুতরাং কোন্ বুদ্ধিমান লোক মহাবিজ্ঞ আপনাকে উপদেশ দিতে সমর্থ। অতএব আপনার নিকট আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। আমি নিরস্ত হইলাম।

উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো! গোবিন্দ, আমি জানিলাম, আমার প্রতি আপনার দয়া ও প্রীতির সীমা নাই; যাহার প্রতি আপনার এত দয়া তাহার আর দুষ্কর কি আছে? ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন আপনি সর্ব্বজগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা ও হর্ত্তা। আপনি সর্ব্বকার্য্যে প্রভব, আপনি বক্তা, আপনিই শ্রোতা, আপনিই প্রমাণজ্ঞ। আপনিই ধ্যাতা, ধ্যানময় ও ধ্যেয়। আপনিই দেবশত্রুগণের জেতা এবং দেবগণের রক্ষাকর্ত্তা; আপনি আমাদের নাথ বলিয়াই আমরা সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া সুখে জীবন যাপন করিতেছি। আমার যে নীতিজ্ঞান আছে, উহারও নায়ক আপনি। আপনি ব্যতীত নীতিতত্ত্ব আর কে অবগত আছে বলুন। আপনিই সমস্ত কার্য্যের নায়ক ইহা আমার স্থির সিদ্ধান্ত। নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, নয়মার্গ অতি দুরবগাহ। উহা সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডভেদে চতুর্ধা বিভক্ত। নিগ্রহ

করিতে হইলে ভেদ অথবা দণ্ড ইহার অন্যতর অবলম্বনীয়। সমানস্থলে সাম প্রয়োগ করিতে হয়; এই তিনটি উপায়ই যেখানে পরাস্ত হইয়া যায় সেই প্রবল শত্রুর প্রতি দানরূপ মহাভেদ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাই নীতিদিগের অভিপ্রায়, এই সমস্ত বিষয়ে আপনাকেই নিয়ামক বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অধিক কি জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়ই আপনাতে নিহিত রহিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এই কথা বলিয়া নীতিবিশারদ উদ্ধব, মৌনাবলম্বন করিলে, ভগবান্ কৃষ্ণ সভাসীন হলায়ুধ, উগ্রসেন ও হার্দ্দিক্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান যদুবংশীয়গণকে সম্বোধন করিয়া ঐরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। বিশেষতঃ বলভদ্রকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি গদা ধারণ করুন। গদাধারী হইয়া অবহিতচিত্তে পুরী রক্ষা করুন। আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকিলে জগতের অনিষ্ট করিতে পারে এরূপ সাধ্য কাহার আছে?

অতএব হে আর্য্য! আপনি গদাধারী সর্ব্বদা সাবধানে পুরী রক্ষা করিবেন, ক্রীড়াসক্ত হইবেন না। দেখিবেন যেন আমাদিগকে উপহাসাস্পদ হইতে না হয়; উৎসাহই একমাত্র অবলম্বনীয়। নিরুৎসাহকে যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবেন। রাম এই কথা শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর সভাভঙ্গ হইলে সকলেই স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। তখন যদুপতি কৃষ্ণ কৈলাস গমনে অভিলাষী হইলেন।

২৬৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর জগৎপতি কৃষ্ণ পক্ষিরাজ গড়ড়কে স্মরণ করিলেন, কহিলেন, বৎস গরুড়! শীঘ্র গমন কর। স্মৃত মাত্র মহাত্মা খগরাজ, যিনি অসামান্য বলবিক্রমশালী, যাঁহার মূর্ত্তি যজ্ঞময়, যিনি যোগশাস্ত্রনেতা সামবেদ যাঁহার মস্তক, ঋগবেদ যাঁহার পক্ষ, যিনি পক্ষ বলে রাক্ষস ও অসুরগণকে পরাভূত করিয়াছেন, সেই পুরাণত্মা পিঙ্গলবর্ণ জটিলাকৃতি তাম্রতুণ্ড সোমহর সর্পকুলান্তকারী দানবীগর্ভসম্ভূত বিষ্ণুবাহন কমললোচন সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় মহাবীর্য্য পক্ষিরাজ আসিয়া কেশব সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহি কহিলেন, হে প্রভো! হে জগৎপতে! আপনাকে নমস্কার। হে দেবদেবেশ! হে হরে! হে স্বামী! আপনাকে নমস্কার! তখন কেশব তাহার গাত্রে হস্ত পরামর্শ করিয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিব; ভগবান শূলপাণি শাশ্বত দেব শঙ্করকে দর্শন করিব অভিলাষ করিয়াছি। গরুড় যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। জগদ্বন্ধু পার্শ্ববর্ত্তী যাদবগণকে সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবল গরুড় দেবজনার্দ্দনকে পৃষ্ঠে লইয়া গভীর গর্জ্জনে ত্রিলোক কম্পিত, পাদতাড়নে অগাধ জলধিকে বিক্ষোভিত এবং পক্ষ ব্যজনে অচলকুলকে বিচলিত করিয়া আকাশ পথে উড্ডীন হইলেন। তদ্দর্শনে আকাশ দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ অভিমত বচনবিন্যাসপূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষ মহামতি বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হে দেব জগন্নাথ! হে বিষ্ণো! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অজয়! হে ভূতভাবন! আমরা তোমাকে নমস্কার করি। হে দৈত্যনাশন!

পরমসিংহ রূপ তোমাকে নমস্কার। হে দেব! হে নারায়ণ! হে কৃষ্ণ! হে হরে! হে হর! জেতার ও তুমি অজেয় যোগিগণের পরমারাধ্য ও পরমগতি, তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মযোনে! হে সনাতন! তুমি আদিকর্ত্তা তুমি পুরাণপুরুষ তুমি সকলের ঈশ! তুমি নির্গুণ অথচ গুণাত্মা, তুমি ভক্তি প্রিয় ও ভক্তবৎসল তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশর! তোমার মূর্ত্তি, অচিন্ত্য তোমাকে নমস্কার করি। রাজন! দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়মান হইয়া ঐ সমুদয় স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যেখানে পূর্ব্বকালে স্বয়ং বিষ্ণু লোকহিত কামনায় দশ সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তথাবিধ তপস্যা দ্বারা আত্মাকে নর ও নারায়ণ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন, যাহার মধ্য দিয়া লোকপাবনী সরিদ্বরা গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন, ইন্দ্র বেদ পরায়ণ বৃত্রকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপক্ষালনার্থ যেখানে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন, যেখানে সিদ্ধগণ দেব জনার্দ্দনকে ধ্যান করিয়া সিদ্ধ কাম হইয়াছেন, রাম লোকভয়ঙ্কর রাবণকে নিহত করিয়া যথায় দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবগণ ও মুনিগণ শুচিব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যে স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যেখানে জগৎপ্রভু কেশব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিত্য বাস করেন এবং মুনিগণের সহিত সমাগত হইয়া নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, মনুজগণ যাহার স্মরণমাত্রেই স্বর্গলাতে সমর্থ হয়, মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে পবিত্র স্থানকে স্বর্গের সোপান বোধে সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, যেখানে স্থান মাহাত্ম্যে শত্রুগণও মিত্র হইয়া উঠে যাহা পুণ্যশীল ধার্ম্মিকদিগেরই স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, দেবগণ যথায় বিষ্ণুর অরাধনা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন, বীতমৎসর ঋষিগণ যাহাকে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই বদরিকাশ্রম সন্দর্শন করিবার মানসে ভগবান বিষ্ণু তত্বদর্শী মুনিগণের সহিত মহাপুণ্য ঋষি জনসেবিত তত্রত্য তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। সন্ধ্যাসমাগমে মৃগগণ চতুর্দ্দিক হইতে তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিল। মুনিগণ সায়ংকালীন হোমার্থ অগ্নিহোত্রানল প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন। পক্ষিগণ কল কূজিত স্বরে স্ব স্ব নীড়ে উপস্থিত হইয়া নিলীন হইতে লাগিল। দুহ্যমান ধেনুগণের দুগ্ধধারা ধ্বনিতে আশ্রম পূর্ণ হইয়া উঠিল। মুনিগণ চতুর্দ্দিকে পবিত্র কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতভাবন জনার্দ্দনের ধ্যান করিতে লাগিলেন। কোন মুনি প্রজ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রপূত হবি দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ জনার্দ্দন দেবগণের সহিত আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলে মুনি তাঁহাকে অতিথি লাভ করিয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক যথাবিধি সৎকার করিলেন। কৃষ্ণ তথায় এইরূপে সৎকৃত হইয়া অনতিদূরবর্ত্তিনী তপোময়ী বদরীতে প্রবেশ করিয়া গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান দীপালোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। কৃষ্ণ কথায় অমরগণের সহিত অবস্থান করিলেন।

২৬৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মুনিগণ দেবদেব বিষ্ণুকে তথায় অবস্থান করিতে দেখিয়া সায়ন্তন অগ্নিহোত্র বিধি সমাপন ও সাধু অতিথিগণকে সৎকারপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঐ সকল দীর্ঘতপা সমাধিনিরত মুনিগণের মধ্যে কেহ জটাধারী,

কেহ মুণ্ডিতশীর্ষ, কাহার শরীর লক্ষিতশিরা ও ধমনী দ্বারা আকীর্ণ; কাহার শরীর রুক্ষ, কাহার বা নিতান্ত নীরস, আর কতকগুলি বেতালের ন্যায় কান্তিমান। কেহ ব্রতাবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়নে দীক্ষিত হইয়াছেন, কেহ আহার পরিত্যাগ করিয়া ঘোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। কোন কোন বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুপরারণ মুনিগণ কেবল বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিতেছেন। কাহার মুক্তিমার্গ আসন্ন, কেহ ধ্যানপরায়ণ, কেহ ধ্যানযোগে হৃদয়ে বিষ্ণু সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেছেন, কেহ সংবৎসরমধ্যে একবারমাত্র আহার করিয়া থাকেন, কেহ জলবিচারী, কেহ বা তপঃপ্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকেও বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন। তৎকালে বশিষ্ঠ, বামদেব, রৈভ্য, ধূম্র, জাজলি, কশ্যপ, কণ্ব, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, অশ্বশিরা, শঙ্খনিধি, কুণি, দিব্যলোচন পরাশরতনয়, মহামনা যাজ্ঞবল্ক্য, কক্ষীবান অঙ্গিরা, দীর্ঘতপা অসিত, বেল ও মহাতপা বাল্মিকী এতভিন্ন আরও বহুতর মুনিগণ সকলেই সেই সনাতন বিষ্ণুকে দর্শন করিবার মানসে স্ব স্ব পর্ণশালা হইতে অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। হরিদর্শন মানসে তাঁহারা তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রণাম করিলেন। কহিলেন, হে কৃষ্ণ হে দেবদেব! হে কেশব! তোমাকে নমস্কার। হে প্রণবরূপিন! হে জগন্নাথ! হে হরে! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে কেশব! তোমাকে নমস্কার। বিপ্রগণ জগৎপতিকে এইরূপে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেব! এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য গ্রহণ করুন। অদ্য আমরা সর্ব্বথা কৃতার্থ হইলাম, কারণ জগৎপতি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! হে হরে! আজ্ঞা করুন, আমরা এক্ষণে কি করিব। কৃষ্ণ কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সমস্তই করিয়াছেন; আপনাদের তপস্যা বৃদ্ধি হউক, এই কথা বলিয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক সকলকেই অগ্নিহোত্র ও ভৃত্যাদিবিষয়ক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণও 'আপনার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বত্র কুশল' এই কথা বলিয়া নীবার ও ফলমুলাদি দ্বারা সমস্ত দেবগণের সহিত যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিতে লাগিলেন। ভগবান হরি তাঁহাদের আতিথ্য উপযোগ করিয়া পরম প্রীত মনে তথায় রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

২৬৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর যাদবপতি ভগবান বিষ্ণু পূর্ব্বে যে স্থানে স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গার উত্তর তীরস্থিত প্রদেশসকল দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন; তথায় গমন করিয়া বহুকালের পর পূর্ব্বপরিচিত মনোহর তপোবন সন্দর্শনে প্রীত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ জগৎপতি কৃষ্ণ তত্রত্য পুণ্যাশ্রমে আসীন হইয়া মনঃসমাধানপূর্ব্বক কোন এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমুজ্জ্বল দীপের ন্যায় তেজঃপুকলেবর দেবগুরু হরি সমাধিতে মনঃসংযোগ করিয়া অবস্থান করিলে সহসা চতুর্দ্দিক হইতে ঘোরতর শব্দ প্রাদুভূত হইল। কেবল ভোজন কর, আমোদ কর, চল চল মৃগগণকে ধরিয়া আন, কুক্কুরগণকে এই স্থলে ছাড়িয়া দেও, কেহ বলিয়া উঠিল, এই যে আমাদের বিষ্ণু, এই আমাদের কৃষ্ণ; এই

আমাদের হরি; এই আমাদের অচ্যুত। হে বিষ্ণো! হে দেবেশ! হে স্বামি! হে মাধব! হে কেশব! তোমাকে নমস্কার। মৃগয়াকারীদিগের এইরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ শব্দে ভীত হইয়া মৃগ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র সমুদায় সমুদ্ধূত মহাবাতবিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল, গজগণের বৃংহিতধ্বনিতে দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। ত্রিলোকত্রাসকর তাদৃশ শব্দে হরির সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাত্রিযোগে এরূপ ঘোরতর শব্দ কোথা হইতে সমুত্থিত হইতেছে।

এইরূপ স্তুতিগর্ভ শব্দই বা কাহার? আমার বোধ হইতেছে কোন ব্যক্তি মৃগয়ার্থ আগমন করিয়াছে; তাহারই সারমেয়গণ বনমধ্যে সঞ্চরণ করাতে মৃগ সমুদায় ভীত হইয়া আমার স্তুতি বাক্যের সহিত চতুর্দ্দিক্ হইতে এই মহান শব্দ সমুত্থাপিত করিয়াছে; এইরূপ চিন্তা করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে করিতে বহুতর মৃগ অতি বেগে আসিয়া তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল; তৎপশ্চাৎ সারমেয়গণ, তদনন্তর শত শত দীপমালায় রণস্থলী আলোকময় করিল। কেশব দেখিতে লাগিলেন, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই বিকটাকার বিকৃতাস্য ভূত ও পিশাচগণ চীৎকার করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। তম্মধ্যে কেহ আমমাংস ভোজন, কেহ বা অনবরত শোণিত পান করিতেছে, মৃগগণ তাহাদের শরে হত ও আহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছে, কোন কোনটা বা বিদ্ধমাত্র দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে। এইরূপে মুহূর্ত্তকালমধ্যে সহস্র সহস্র মৃগ আসিয়া যে স্থানে ভগবান্ কেশব উপবিষ্ট রহিয়াছেন তথায় উপস্থিত হইল। শুনিতে পাই ঐ সমস্ত মৃগ দ্বারা কৃষ্ণ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ সময়ে অতি ভীষণ রূপধারিণী বিকটাকার পুত্রবতী পিশাচীগণ কেশব সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সারমেয় সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। ভগবান বিষ্ণু এই সমস্ত অবলোকনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই ভীষণ শব্দ কাহার? এই বা কে? কেই বা ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়া আমায় প্রীত করিতেছে? আমার প্রসাদে কেই বা দুর্ল্লভ মুক্তি পাইতে অধিকারী হইল? এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় তথায় উপবিষ্ট রহিলেন।

২৬৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে ঘোরদর্শন বিকৃতানন অত্যুন্নত দেহ পিঙ্গলরোমা দীর্ঘজিহ্বা দীর্ঘকায় মহাহনু লম্বকেশ বিরূপদর্শন বিশাচদ্বয় হা হা হী হী শব্দ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে তাহারা মাংস ভোজনে আসক্ত ও রুধির পানে ব্যাপৃত ছিল। সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রজালে বেষ্টিত, উদর নিতান্ত কৃশ, কতকগুলো সব লইয়া হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে স্বজাতি সদৃশ বিবিধ বিকটস্বরে হাস্য করিয়া উঠিতেছে, অসম্বন্ধ বহুবিধ বাক্য কহিতেছে, ঊরুর আঘাতে মহাবৃক্ষ সকল কম্পিত করিতেছে, কখন ওষ্ঠ প্রান্ত লেহন, কখন বা দন্ত দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কট কট শব্দ সমুত্থাপিত করিতেছে। শরীরের অস্থি স্নায়ু ও ধমনী সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; বলিতেছে, হে কৃষ্ণ! হে মাধব! হে বিষ্ণো! আমি কোন কালে তোমার দর্শন পাইব? তুমি এখন কোথায় রহিয়াছ, তুমি আমাদের স্বামী, তুমি কোথায় বাস করিতেছ, কোথায় গেলেই

বা তোমার দর্শন পাই। অথবা হে দেবেশ! তুমি কোথায়? একথা আর বলিবার আবশ্যকতা কি? তুমি কোথায়ই বা না রহিয়াছ? তুমি পদ্মপলাশলোচন, তুমি ইন্দ্রানুজ, তুমি হরি, ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকে পুণ্ডরীকাক্ষ অজ ও বিষ্ণু নামে অভিহিত করেন। আমরা তোমাকে দেখিতে নিতান্ত অভিলাষী; শুনিতে পাই, অন্তকালে এই জগত্রয়ই তোমাতে প্রবেশ করে। তুমি বিশ্বকর্ত্তা, তোমাকে আমরা সম্প্রতি কিরূপে দর্শন করিব? এই জীবাধিষ্ঠিত লোক তুমিই বিস্তার করিয়াছ, তোমার দর্শন প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা নিতান্ত লোলুপ। কিন্তু নাথ! আমাদের এই নীচ ও জঘন্য বৃত্তি লোকমাত্রেরই বিদ্বিষ্ট, এই নরমাংসাস্থি কলুষিত সর্ব্বলোক ভয়প্রদ পৈশাচীবৃত্তি কেনই বা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে আক্রমণ করিল? হায়। ইহা আমাদের প্রাক্তনেরই ফল। জন্মান্তরে আমরা যে কত পাপই করিয়াছিলাম তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না, নতুবা এরূপ জঘন্য কার্য্যেতে সর্ব্বদা আমাদের এত মহতী প্রীতি জন্মিল কেন? যাবৎকাল সেই দুষ্কৃতির ফল ভোগ নির্দ্দিষ্ট আছে তাবৎকালই যে এই বাণিপীড়নকারিণী সর্ব্বলোক বিদ্বিষ্ট এই অবস্থা ভোগ করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা জন্ম জন্মান্তরে অনেক দুষ্কার্য্য করিয়া থাকিব নতুবা তাহার এই বিষময় ফল এখনও নিবৃত্ত হইতেছে না কেন? আমরা সম্প্রতি জীবহিংসার্থ সগণে সমুদ্যত হইয়াছি। এই সংসারে বাল্যকালে লোকমাত্রেরই চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে তখন তাহারা কিছুই জানিতে পারে না।

অনন্তর যৌবনকাল উপস্থিত হইলে মন সর্ব্বদা বিষয়কৃষ্ট হয়, সুতরাং তখনও কিছু জানি বার সামর্থ্য থাকে না। তদনন্তর বার্দ্ধক্য, এই সময়ে জরা ও ব্যাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্টকর রোগ উপস্থিত হইয়া সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে বিকল করিয়া ফেলে, তখন শুভচিন্তা আর হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায় না। অতঃপর মৃত্যু, মৃত্যুর পরেই পুনর্ব্বার গর্ভবাস আশ্রয়, সেই বিষ্ঠা মূত্র ও সলিলময় গর্ভমধ্যে থাকিয়া যে জীবগণ কি দুঃখভোগ করে তাহা আর বাচ্য নহে। অনন্তর ঘোর গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইলেই পুনরায় সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। সংসারের এরূপই মহিমা যে লোকমাত্রেই জানিয়া শুনিয়াও হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি বহুবিধ পাপকার্য্যেই সর্ব্বথা আসক্ত হইয়া পড়ে, প্রাকৃতবুদ্ধি মর্ত্ত্যগণ উহা হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারে না এমন কি শত শত উপায় রূপ শস্ত্রপাতেও উহা ছিন্ন হয় না। প্রত্যুত নরহত্যা, চৌর্য্য সাধুলোকের অপমানাদি বিবিধ কুৎসিত কার্য্য দ্বারা ধন হরণ করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। সুতরাং তখন মূর্খগণ প্রাণিপীড়ন করিতে যে বিলক্ষণ যত্নবান হইয়া পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি? যিনি আদিদেব পুরাণ পুরুষ ও ব্রহ্মবাদীদিগের আত্মস্বরূপ সেই শঙ্খ চক্র গদাধারী দেব হরিই কেবল সর্ব্বদা এই দুঃখমূল সংসারের একমাত্র ঔষধ। অতএব আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে সেই হরিকেই সন্দর্শন করি। এই কথা বলিতে বলিতে পিশাচদ্বয় হরির সম্মুখে উপস্থিত হইল।

২৭০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই মাংসভক্ষণকারী দীপধারী ঘোরদর্শন পিশাচদ্বয় উপস্থিত হইলে ভগবান বিষ্ণু তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন,

পিশাচদ্বয়ও সেই সুখাসনাসীন লোকনাথ দেবকীনন্দন বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মনুজেন্দ্র! তুমি কে? এই পশুসমাকীর্ণ ঘোর বনে কি জন্যই বা আগমন করিয়াছ? এই বনে মনুষ্যের নাম গন্ধও নাই। ইহা কেবল ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণেই পরিব্যাপ্ত, পিশাচগণ ইহার সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। তোমার শরীর অতি কোমল ও মনোহর চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায়, বর্ণ শ্যাম, পদ্মের ন্যায় শরীরকান্তি আমাদেরও নিতান্ত প্রীতিকর যেন তুমি সাক্ষাৎ শ্রীপতি বিষ্ণুর ন্যায় এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ইন্দ্র, কি ধনপতি কুবের, কি ধর্ম্মরাজ যম, অথবা বরুণ? এই নির্জ্জন বনে ধ্যানময়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছ? হে মনুজ! সত্য করিয়া বল, জানিবার নিমিত্ত আমাদের নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে।

পিশাচদ্বয়কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশালবিক্রম বিষ্ণু কহিলেন, প্রকৃতিস্থিত মনুষ্যগণ আমাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করেন। আমি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মই পালন করিতেছি। আমি প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষাকর্ত্তা এবং দুষ্টগণের শাস্তা। সম্প্রতি বেব উমাপতিকে দর্শন করিবার মানসে কৈলাসগমনে অভিলাষ করিয়াছি। এই আমার বৃত্তান্ত, এক্ষণে বল তোমরা দুইজন কে? এই ব্রাহ্মণাশ্রমে তোমাদের আসিবার কারণই বা কি? এই বদরী অতি পবিত্র স্থান; ইহা কেবল বিপ্রগণেরই আশ্রয়নীয়, ক্ষুদ্র লোক এখানে কখন আশ্রয় পায় না। তপোরত তপস্বী ও সিদ্ধগণই এই স্থানের সেবা করিয়া থাকেন। কুক্কুর বা মাংসভোগী পিশাচগণ এই স্থানে কদাচ দৃষ্ট হয় না। এ স্থান মৃগয়ার যোগ্য নহে, অত্রত্য মৃগগণও বিনাশ্য নহে। নীচাশয়, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। আমি এখানকার শাসনকর্ত্তা; যদি কেহ এই সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে শাসন করিব তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এক্ষণে বল তোমরা দুইজন কে? আর এই সমস্ত সৈন্যসামন্তই বা কাহার? আর মনে রাখিবে, ইহার পরেই মুনিদিগের আশ্রম; তথায় তোমাদের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তথায় তোমরা প্রবেশ করিলে তপস্বীদিগের তপঃকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। অতএব যাবৎ তোমদের বক্তব্য সমাপন না হয়, তাবৎকাল এই স্থানেই অবস্থান কর। নতুবা আমি বলিতেছি বলপূর্ব্বকই তোমাদিগকে নিবারণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাহারা উভয়ে কৃষ্ণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে একজন ঘোররূপ দীর্ঘবাহু পিশাচ কহিল, ভদ্র! যদি শুনিতে ইচ্ছা হয় তবে আমি আদিদেব পুরাণপুরুষ বরেণ্য জগৎপতি বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি মাংসভোজী ঘোরদর্শন দ্বিতীয় যমতুল্য ঘণ্টাকর্ণ নামে পিশাচ। রুদ্রসখা ধনপতি কুবেরের আমি সহচর। আর এই যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতেছ, ইনি আমার অনুজ। ইনিও একজন কালান্তক যমসদৃশ। আমার এই মৃগয়াও বিষ্ণুপূজার নিমিত। আর এই যে সেনা ও কুক্কুর সমুদায় দেখিতেছ উহা আমারই। আমি মহাশৈল কৈলাস পর্ব্বত হইতে আসিয়া পিশাচবেশে এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। অধিক কি পাছে আমার কর্ণবিবরে বিষ্ণুর নাম প্রবেশ করে এই ভয়ে আমি পূর্বে কর্ণদ্বয়ে ঘণ্টাবন্ধন করিয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতাম। তাহার পর আমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করি। তথায় গমন করিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং

নিরন্তর তাহাকেই স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। ভগবান আশুতোষ আমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বরগ্রহণার্থ আমায় অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম; ভগবান্ ত্রিলোচন মুক্তিপ্রার্থী আমাকে কহিলেন, বৎস! ভগবান বিষ্ণুই সকলের মুক্তিদাতা। অতএব তুমি বদরী তপোবনে গমন করিয়া তাঁহারই আরাধনা কর। বদরী নারায়ণের আশ্রম; তুমি তথায় থাকিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ভগবান দেবদেব শূলপাণি এই কথা বলিলে আমি সেই গরুড়ধ্বজ গোবিন্দকে পরম দেব বলিয়া জানিতে পারিয়া মুক্তি প্রার্থনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছি; সম্প্রতি আমি অন্য এক কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, যদি কৌতুহল থাকে তবে তাহাও শ্রবণ কর। পশ্চিম সাগরের তটে যদু ও বৃষ্ণিবংশসমাকীর্ণ সাগরতরঙ্গ সমাকুল দ্বারবতী নামে এক পুরী আছে। লোক হিতের নিমিত্ত পুরুষোত্তম বিষ্ণু তথায় বাস করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা স্বগণে বহির্গত হইয়াছি।

যিনি বিষ্ণু, যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি ত্রিলোকের স্রষ্টা, পাতা, কর্ত্তা ও হর্ত্তা, যিনি জগৎপতি, যিনি সমস্ত আদিরও আদি, যাহা হইতে এই সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থের জন্ম হইয়াছে, যিনি সকলের মূলকারণ, সেই ভগবান হরিই সম্প্রতি আমাদের দ্রষ্টব্য। যাহার প্রসাদে প্রথমতঃ একমাত্র জগতের উৎপত্তি হয়; অনন্তর দেব গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ প্রভৃতি প্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জগদ্যোনি সনাতন দেব জনার্দ্দনকে দর্শন করিতে সম্প্রতি আমরা সমুদ্যত হইয়াছি। যাহার উদর হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, আবার কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে সেই উদরে লীন হইয়া যাইবে; সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই বিশ্ব যাঁহার বশবর্ত্তী, সেই দেব পুরুষোত্তমকে দেখিবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমরা উদ্যত হইয়াছি। যিনি সকলের স্রষ্টা, রক্ষাকর্ত্তা ও হর্ত্তা, তিনিই আমাদের হরি। সেই ভুবনেশ্বর পুরাণপুরুষ অনাদি প্রভাবশালী অব্যয় হরিকে আমরা দেখিতে অভিলাষ করিয়াছি। যিনি জগৎপতি ও সমস্ত জগতের এক মাত্র নিবাসস্থান, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া শিশুত্ব অবলম্বন ও বটপত্রে শয়নপূর্ব্বক বালকোচিত হস্তপদাদি বিক্ষেপ করিতে থাকেন, পুরাতন দেব মুনি মার্কণ্ডেয় যাঁহার উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্জ্জগতের ন্যায় অবিকল এই বিশ্বসংসার দেখিতে পাইয়াছিলেন, আদিকালে সর্ব্বজগৎ আত্মোদরে লীন করিয়া একার্ণবীভূত অগাধ জলধিজলে শয়ন করিলে দেবী লক্ষী চামর হস্তে যাহার সেবা করিতে থাকেন, আদি সৃষ্টিকালে যাঁহার নাভি হইতে সপত্র সুবর্ণপ্রভ অতি বিশাল পদ্ম নির্গত হইলে লোকগুরু বিধাতা তাহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে যিনি মুনিগণ প্রশংসিত অপূর্ব্ব বরাহমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক রসাতল নিমগ্না এই বিশাল বসুমতীকে স্বীয় দশনাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পুরাণপুরুষ পুরুষোত্তম সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বসাক্ষী যজ্ঞরূপী যজ্ঞপতি অগৎপতি প্রভু হরিকে দেখিবার নিমিত্ত আমরা সমুদ্যত হইয়াছি। বেদে যাঁহাকে সত্ত্বময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, সেই সর্ব্বদেবময় পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে আমরা দেখিতে অভিলাষী। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়তদর্শী মহাত্মগণ যাহাকে বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, পুরাবিদ্গণ যাঁহাকে অজ ও আত্মারূপে উল্লেখ করিয়াছেন, পুরাতন মহর্ষিগণ যাহাকে আদ্য, বরদ ও পরমতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সৃষ্টিকালে যাহাতে এই সর্ব্বজগৎ অনুস্যূত থাকে, সেই সর্ব্বগামী জগৎপতি দেব

জনার্দ্দনকে দেখিবার নিমিত্ত অদ্য আমরা সমুদ্যত হইয়াছি। সম্প্রতি আর আমি কি বলিব, আমরা অন্যত্র চলিলাম, তুমিও অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান কর। সম্প্রতি প্রায় মধ্যরাত্র উপস্থিত, আর বৃথা বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। এই কথা বলিয়া পিশাচরাজ সেই বনের সমতলভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক অভীপ্সিত মাংসরাশি ভক্ষণ এবং বহুপরিমাণে রুধির পান করিল। অতঃপর মুখ প্রক্ষালনাদি আচমনক্রিয়া সমাধা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ও অন্ত্রপাশ সমুদায় পার্শ্বদেশে স্থাপন করিল। পরে কুক্কুরদিগকে যত্নপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া কুশযুক্ত আসনে জলপ্রক্ষেপপূর্ব্বক তদুপরি উপবিষ্ট হইল এবং একাগ্রচিতে সমাধিবিষয়ে যত্নবান্ হইয়া ভক্তবৎসল হরিকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। কহিল, ভগবান্ চক্রধারী বাসুদেবকে আমি নমস্কার করি। প্রভো! তুমি গদাধারী বাসুদেব ধীমান্ তোমাকে নমস্কার। কেশব! তুমি নারায়ণ ও প্রভাবশালী বিষ্ণু; তোমাকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করি যেন তোমার নাম কীর্ত্তনবশতঃ আমার মন পবিত্র হয়, হে নাথ! যেন এরূপ ঘোর পাপজন্ম আর না হয়। হে বিভো! পুনর্ব্বার এই সংসারে যেন আমায় আর আসিতে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি অর্থীদিগের কল্পবৃক্ষস্বরূপ, যে যাহা প্রার্থনা করে, তুমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাক। অতএব হে গোপতে! আমি তোমার স্মরণে যেন দেবদূতত্ব লাভ করিতে পাই। আর তোমার চক্রপ্রহারে আমার এই শরীর যেন বিনষ্ট হয়। হে দেবেশ! আমার আর একটি প্রার্থনা এই যে যেখানেই আমার জন্ম হউক, তুমি আমার হৃদয়ে সতত বিরাজমান থাকিবে। আমি বারম্বার নমস্কার করিতেছি, তুমি আমার প্রার্থনা নিষ্ফল করিও না। আর মৃত্যুসময়েও আমি যেন তোমায় বিস্মৃত না হই। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্ত ও প্রতিক্ষণেই যেন তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থান করিও। আমি নৃশংস পিশাচ আমাতে আর দয়া কি, এই মনে করিয়া আমারে নিগ্রহ করিও না। হে দেব! আমি তোমার ভৃত্য ইহা মনে করিয়া যাহাতে পরপীড়ায় আর আমার প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই বিধান কর।

হে কেশব! তোমার প্রসাদে সম্প্রতি আমার ইন্দ্রিয়গণ যেন আর ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্ত না হয়। অন্তকাল উপস্থিত হইলে পৃথিবী যেন আমার ঘ্রাণ, সলিল যেন আমার রসনা, সূর্য্য যেন আমার চক্ষু, বায়ু যেন আমার স্পর্শ, আকাশ যেন আমার শ্রোত্র, মন ও প্রাণ আকর্ষণ করে। হে বিষ্ণো! তুমি সূর্য্যতেজা, তোমাকে নমস্কার; সেই সূর্য্য রূপে তুমি আমায় রক্ষা কর। হে জনার্দ্দন! তুমিই বায়ু, তুমি আকাশ তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে দেব! মন সর্ব্বগামী, উহাকে তুমি বিষয়ান্তর হইতে রক্ষা কর। কারণ মন বিপর্য্যস্ত হইলে নিশ্চয়ই পুরুষকে নিহত করিয়া থাকে এবং পরপীড়াত্মক ঘোর পাপেও সংযোজিত করিয়া দেয়। অতএব হে জনার্দ্দন! আমার মনকে তুমি সতত রক্ষা কর, যেন উহা কলুষিত না হয়। যাহার মন কলুষিত তাহাকে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাবৎ মন পবিত্র থাকে তাবৎকাল বাহ্যেন্দ্রিয়গণও নির্ম্মল কিন্তু মন একবার কলুষিত হইলে আর তাহারা তদ্রূপ কার্য্যকর হয় না, অপবিত্র বস্তু মুষ্টিমধ্যে ধারণ করিয়া বহিঃপ্রক্ষালন করিলে কি অঙ্গের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে? কখনই নহে। হে জনার্দ্দন! এই জন্যই আমার চিত্তকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা কর। দেব! ইন্দ্রিয়গ্রামও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ; উহাদিগকেও তুমি ব্যতীত আর কে দমন করিবে? হে জগন্নাথ! পরপরিবাদ হইতে আমার বাক্যকে এবং পরদ্রব্য ও পরকলত্র হইতে আমার মনকে রক্ষা কর। নাথ! তোমার

প্রসাদে তোমার প্রতি যেন আমার অচলাভক্তি থাকে, আর সৰ্ব্ব ভূতেই যেন আমার দয়ার উদ্রেক হয়। হে দেবদেব! আমি আর অধিক কি বলিব, তোমাকে আমার এই বাক্যটি শ্রবণ করিতে হইবে যে, আমি কি সুখ, কি দুঃখ, কি রাগ, কি ভোজন, কি গমন, কি জাগ্রদবস্থা, কি স্বপ্নাবস্থা সকল সময়েই যেন আমার মন তোমার প্রতি আসক্ত থাকে। এই কথা বলিয়া হীনমতি ভগবদ্‌ভক্ত পিশাচ অস্ত্রপাশে আত্মদেহ দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক অনন্যচিতে সমাধিস্থ হইল। অনন্তর নাসিকা সমালোকন ও সনাতন বেদ পাঠ করিয়া একাগ্র চিত্তে সেই জগদ্‌যোনি পীতাম্বর শিবদাত আদি পুরুষ অনাময় নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানগম্য হরিকে ধ্যান করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া নির্ব্বাতপ্রদেশে দীপশিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে ব্রহ্মবাচক প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিল। অবশেষে সেই একাগ্র হৃদয়কে বিষ্ণুতে সমাধান ও জগৎপতি বিষ্ণুকে আপন হৃদয়রূপ কমলদলে বিনিবেশিত করিয়া মহান মহাযোগীর ন্যায় পরম সুখে উপবিষ্ট রহিল।

২৭১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ভগবান বিষ্ণু দেখিলেন যে, পিশাচ তৎকালে কেবল আত্মচিন্তাতেই আসক্ত, আত্মাতেই অবস্থিত একান্তে থাকিয়া নিয়ত আত্মসাক্ষাৎকার মাত্র প্রার্থনা করিতেছে। আর দিবারাত্র কেবল হে বাসুদেব! হে কৃষ্ণ! হে মাধব! হে জনার্দ্দন! হে হরে! হে বিভো! হে ভূতভাবন! হে ভাবন! হে নরকারে! হে জগন্নাথ! হে নারায়ণ! এই কথা বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করিতেছে ফলতঃ তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, পিশাচ মাংস ভক্ষণই করুক আর শোণিত পানই করুক কিম্বা অসংখ্য পশুহত্যাই করুক; কি স্বপ্নবস্থা, কি জাগ্রদবস্থা, কি ভোজনকাল, কি গমনকাল, কি অবস্থান সময় সকল অবস্থাতেই আমাকে আহ্বান করিতেছে। আর আমিই যে উহার সৰ্ব্বকাৰ্য্যের প্রবর্ত্তক তাহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছে, অতএব ইহার পরিণাম অবশ্য শুভাবহ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া ভগবান জগন্নাথ নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং অবিলম্বেই সেই অনন্যদর্শন জগৎপতি তাহার পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আত্মদর্শন প্রদান করিলেন। তখন সে ঘোররূপী পিশাচ দেখিতে লাগিল তাহার হৃদয়মন্দিরে পীতবসনধারী, পদ্মপলাশ লোচন, নবনীরদশ্যাম, শঙ্খ চক্র গদাদাধী গরুড়াসীন ভগবান্ হরি সমুদিত হইয়াছেন। তাহার গলদেশে অপূৰ্ব্ব মালা দোদুল্যমান, মস্তকে কিরীট, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি বিরাজ করিতেছে। সেই চতুর্ভুজ মধুরভাষী নিশ্চল সৰ্ব্বব্যাপী অনাদিনিধন সনাতন সত্যস্বরূপ শিবদাতা হরিকে হৃদয়ে দেখিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া কহিতে লাগিল, হায়! আমি আজ কৃতার্থ হইলাম। আমার জন্মসার্থক ও ক্রিয়া সফল হইল। আজ আমি সেই মঙ্গলময় হরিকে দর্শন করিলাম, তিনি প্রসন্ন হইয়া আমায় দর্শন দিলেন। আজ আমার বন্ধনসকল শিথিল হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয় সমুদায় এতদিনে বশ্য হইল। হরিস্মরণে মনকে সংযত করিলাম । ঈর্ষা নিরস্ত হইল, আমি সৰ্ব্বথা প্রীত হইলাম। এই যে আমার অনুজ ইনিও হরিভক্ত, এখন বোধ হইতেছে, কালক্রমে ইনিও মুক্ত হইয়া হরিসাযুজ্য লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঘণ্টাকর্ণ অন্ত্রপাশ সমুদায় ছিন্ন

করিয়া ফেলিল। অনন্তর প্রাণায়াম হইতে প্রাণ সমুদায় নিৰ্ম্মুক্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিল।

২৭২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিশিতাশন ঘণ্টাকর্ণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিবামাত্র দেখিতে পাইল, ইতঃপূৰ্ব্বে সমাধিতে যাঁহাকে হৃৎপদ্মমধ্যে দর্শন করিতেছিল, সেই জগদ্গুরু ভগবান্ হরি সেই ভাবেই সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, তাহার হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল, অমনি সে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল, এই সেই বিষ্ণু, এই সেই বিষ্ণু, আমি ইহাকেই সমাধি অবস্থায় হৃদয়মধ্যে যে ভাবে দর্শন করিয়াছি এখনও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছি। এই কথা বলিয়া সে পুনরায় আনন্দ গদগদস্বরে কহিতে লাগিল, ইনিই সেই চক্রী, ইনিই সেই সশর শার্ঙ্গ ধনুৰ্দ্ধর, ইনিই সেই গদাধারী, ইনিই সেই রথারোহ, ইহাঁরই করকমলে ধ্বজা ও তূণ শোভা পাইতেছে, ইনিই সেই সহস্র শীর্ষ, ইনিই সেই সমুদায় অমরগণের প্রভু, ইনিই জগৎপ্রসূতি, ইনিই সৰ্ব্বজগতের আধার, ইনিই বিষ্ণু, ইনিই সেই জিষ্ণু, ইনিই সেই জগন্নাথ, ইনিই সেই পুরাণপুরুষ, ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ইনিই সেই বিশ্বস্রষ্টা, ইনিই সেই সনাতন প্রভু, ইহাঁরই বক্ষঃস্থলে সেই পরম সুন্দর সমুজ্জ্বল কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে। যাঁহার প্রসাদে এই জগৎ ও সুধাংশু সুশোভিত রজনী শোভা পাইতেছে, যিনি বিশাল দশনাগ্র দ্বারা প্রলয়-জলধি-জল-নিমগ্না পৃথীকে ধারণ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই বহরূপধারী হরি সম্মুখে দণ্ডায়মান। যিনি পূৰ্ব্বে দানবমুখ্য উগ্রবীৰ্য্য বলিকে বলপূৰ্ব্বক বন্ধন করিয়া ত্রিলোকাধিপত্য দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়া ছিলেন এবং তৎকালে পুরাতন মুনিগণ ভক্তিপূৰ্ব্বক যাহার স্তোত্র পাঠ করেন, ইনিই সেই বামনরূপধারী হরি। যিনি ভীষণদশনপ্রভাবে রণস্থলে দানবগণকে নিহত করিয়া নিখিল বিশ্বকে নিষ্কন্টক করিয়াছেন, ইনিই সেই জনার্দ্দন। যিনি একদা একমাত্র হস্ত দ্বারা মন্দরগিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সমুদ্র মন্থনকালে সমস্ত অসুরগণকে পরাস্ত করিয়া কেবল দেবগণকে অমৃত দান করিয়াছিলেন, যিনি মধুকৈটভ নামক ঘোরতর দানবদ্বয়কে নিহত করিয়া অগাধ জলধি সলিলে দেবী লক্ষ্মীর সহিত নাগশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, লোকে যাহাকে আদ্য, বিপুল, জগৎপতি, সকলের বিধাতা, অজ, জনি, অণু অপেক্ষাও অণু, স্থূল অপেক্ষাও অতি স্থূল, হরি ও বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, প্রলয় কালে যাহার কুক্ষিমধ্যে এই সৰ্ব্বজগৎ নিলীন হইয়া যায়, আবার সৃষ্টিকালে যাহা হইতে সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ইনি সেই বিষ্ণু আমার অগ্রে সমুপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহার ইচ্ছামত্রেই এই সৰ্ব্বজগতের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়, যিনি ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জামদগ্ন্য নামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন, যিনি অগ্রে মৃগব্যাধশিষ্য পশ্চাৎ মহাদেবের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া একমাত্র কুঠারাস্ত্রবলে রণস্থলে সহস্রবাহু অতিবীৰ্য্য কাৰ্ত্তবীৰ্য্যের ভুজবন ছেদন করিয়া কালসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া অবশেষে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া ছিলেন, অনন্তর যিনি রঘুকুলে

জন্মগ্রহণ করিয়া রামনামে অভিহিত হইয়াছিলেন, যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা সীতা ও অনুচর লক্ষণ সমভিব্যাহারে বনগমন করিয়া সমুদ্রের সেতুবন্ধন করেন এবং অতি তীক্ষ্ণ আশুগামী শরদ্বারা রক্ষপতি রাবণকে নিহত করিয়া বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করেন; অতঃপর যিনি বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হইয়া বা দেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, যিনি সঙ্কর্ষণকে সহায় করিয়া গোকুলে ক্রীড়া করিতেন, শিশুরূপধারী যিনি উত্তানশায়ী হইয়া পূতনাদত্ত স্তন পান করিতে করিতে তাহার প্রাণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছেন, যিনি অপহরণ করিয়া দুগ্ধ পান ও দধিপিণ্ডক ভক্ষণ করাতে রোষপরবশ মাতাকর্ত্তৃক রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া সেই অবস্থাতেই যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়কে উম্মলিত করিয়াছেন, যিনি গোকুলবাসিনী গোপীদিগের সহিত সমাবৃত হইয়া বিবিধ ক্রীড়াসক্ত হইয়াছিলেন, যিনি গোপবালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে মহাহ্রদ কালীয়হ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক বীর্য্যাতিশয় প্রদর্শন করিয়া নাগপতিকে দমন করিয়াছিলেন। যিনি তালবনে উপস্থিত হইয়া ধেনুকনামা মহাসুরকে তালফলের সহিত ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ দানবকে নিহত করিয়া গোপগণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। যে উগ্রপৌরুষ মহামতি কৃষ্ণ মেঘসমাগমে পর্ব্বত ধারণ করিয়া ইন্দ্রশক্তিকে তিরস্কৃত এবং গোপগোপীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, যিনি মায়ামানুষদেহধারী হইয়া গোপীগণের হৃদয়ে বাস করিয়া কান্তাধরের ন্যায় তাহাদের অধরসুধা পান করিয়াছেন, যিনি অক্রূরকর্ত্তৃক আহুত হইয়া যমুনাজলে যেরূপে অর্চ্চিত হইয়াছিলেন, নাগলোকেও আবার সেই ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিমধ্যে রজককে বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া অভিলাষানুরূপ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রামের সহিত মধুপুরীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর মাল্যকাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অতীপিত মাল্যগ্রহণ এবং মাল্যকামীকে প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করেন, পরে কুব্জার হস্ত হইতে সুরভি অনুলেপন লাভ করিয়া তাহাকে পরম মনোহর রূপরাশি প্রদান করেন; পরক্ষণেই যিনি কংশগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রকাণ্ড ধনুচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রলয়কালীন জলদমালার ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ করিয়াছিলেন; যিনি অতি দুর্দ্দম্য প্রকাণ্ড হস্তীকে বিনাশ করিয়া তদীয় বিশাল বিষাণ গ্রহণপূর্ব্বক সভাপ্রবেশ ও তথায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে কংস ভয়বিহ্বলচিত্তে জড়প্রায় হইয়া যায়; তদনন্তর যে মহাবীর মধুসূদন মহামল্ল শত্রুনিহন্তা চাণূরকে কংসসমক্ষে নিহত করিয়া যাদবগণকে প্রীত করেন এবং অবিলম্বে পিতৃবিদ্বেষ্টা ঘোরশত্রু কংসকে ধ্বংস করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন; অনন্তর মহা মুনি সান্দীপনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক বিবিধ বিদ্যা অভ্যাস এবং তাঁহাকে পুত্রদান করেন; যিনি ঘোর শত্রু নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া বিপ্রগণ, মুনিগণ, বীরগণ ও দেবগন প্রভৃতি সর্ব্বজগতের রক্ষা করিয়াছিলেন, অন্য সেই জগৎপতি জনার্দ্দন বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, সাযুজ্যও লাভ করিলাম। হরি যাঁহার দর্শনপথে উপনীত হন মুক্তি তাঁহার করতলস্থিত, অদ্য সেই হরি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমি জন্মান্তরে কত পুণ্যই যে সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। সেই পুণ্যফলেই আজ আমি হরিদর্শন করিলাম। অদ্য আমি পুণ্যবান, অদ্য আমার সংসারবন্ধন ছিন্ন হইল। হে ভগবন্! সম্প্রতি আমি আপনাকে কোন বস্তু প্রদান করি, বলিবই বা কি? আপনার কিরূপ প্রিয়কার্য্যই বা সম্পাদন করিব আজ করুন।

মহারাজ! পিশিতাশন পিশাচ এই কথা বলিয়া বিকটস্বরে হাস্য করিয়া হর্ষনিনাদ ও বিকৃত হাস্য করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং কহিতে লাগিল, হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে যাদবেশ্বর! হে কেশব! তোমাকে বারম্বার নমস্কার।

২৭৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই পিশাচ বহুক্ষণ হাস্য করিয়া সত্বর একটা পূর্ব্বনিহত ব্রাহ্মণের শব লইয়া আসিল। ঐ কেশসমাকীর্ণ বিবর্ণ কুৎসিত শবকে দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড এক সুন্দর পাত্রে রাখিয়া তাহাতে জল প্রোক্ষণ প্রদান করিল। অনন্তর জনার্দ্দনকে, প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনম্রবচনে কহিল, ভগবন্! জনার্দ্দন! প্রভো! এই আপনার যোগ্য ভোজ্য বস্তু প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে হরে! আমার প্রদত্ত এই বস্তু আপনার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেন না আমি আপনার নিতান্ত ভক্ত, সুতরাং মদ্দত্ত বস্তুতে আপনার দ্বৈধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ভক্তিনম্র দাস যাহা প্রদান করে, প্রভুকে তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে। নূতন সংস্কৃত, অত্যুত্তম ব্রাহ্মণ শবকেই পিশিতাশন পিশাচদিগের শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট ভোজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ভগবন্ যদি কোন দোষ না হয়, তবে ইহা গ্রহণ করুন। এই কথা বলিয়া পিশাচ পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে শবশরীরের একখণ্ড মাংস লইয়া বিষ্ণুকে প্রদান করিতে সমুদ্যত হইল। তদ্দর্শনে ভগবান যদুপুঙ্গব হরি উহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া মনে মনে তাহার বহুপ্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় ইহার কি অচলাভক্তি। সর্ব্বান্তঃকরণে আমার প্রতি ইহার স্নেহ ও কারুণ্য দর্শনে আমি বাস্তবিকই প্রীত হইলাম। এইরূপ চিন্তার পর সেই পিশিতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! এরূপ ভোজ্য আমায় প্রদান করিতে হইবে না। এই অত্যুত্তম ব্রাহ্মণশব মাদৃশ লোকের অস্পৃশ্য। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই ব্রাহ্মণকে সর্ব্ব পূজ্য বলিয়া বিবেচনা করেন; কেবল ক্রূরকর্ম্মা পিশাচগণই ইহাদের হিংসায় প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে বৎস! ব্রহ্মহত্যা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মহিংসা করিলে ঘোরনরকে পতিত হইতে হয়। এই জন্যই ইহা আমাদের অস্পৃশ্য, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। যাহা হউক তোমার উক্তি দর্শনে আমি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, ভক্তিই মনকে নির্ম্মল করে, যাহার মনঃশুদ্ধি জন্মিয়াছে আমি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকি। এই কথা বলিয়া ভগবান্ হরি স্বীয় কোমল হস্ত দ্বারা পিশাচের গাত্র স্পর্শ করিলেন; স্পৃষ্ট হইবামাত্র সে সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় রূপ ধারণ করিল। তখন তাহার কেশ দীর্ঘ ও কুঞ্চিত, বাহু দীর্ঘ, লোচন পরম সুন্দর হইল। অঙ্গুলি, নখ, বদন ও নাসিকার আর শোভার সীমা রহিল না। সেই পদ্মপলাশলোচন, পদ্মবর্ণ ও পদ্ম কেশরভূষিত পিশাচ তৎকালে কেয়ুর, অঙ্গদ ও কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানবান ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মহামতি বিষ্ণুর করস্পর্শে সে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীতপাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সিদ্ধগণের ন্যায় স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া উঠিল। ফলতঃ তাহার তাদৃশ স্বর্গ দুর্লভ রূপ. কঠোর তপস্বী মুনিগণও অদ্যাপি লাভ করিতে পারেন নাই। রাজন্! যে ব্যক্তি জনার্দ্দনকে ধ্যান করে, যে তাঁহার মন্ত্র জপ

করে, যে তাঁহার সর্ব্ব আশ্রিত, তাহাকে কদাচ অবসন্ন হইতে হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র তাহার শ্রেয়োলাভ অপ্রতিহত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

মহারাজ! অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আদেশানুসারে অক্ষয় স্বর্গবাস লাভ করিলে, যাবৎ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে বাস করিবেন, তাবৎ তুমিও স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া ইন্দ্রপতনের পর আমার সাযুজ্য লাভ করিতে পাইবে। তোমার এই ভ্রাতারও বাসবের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত স্বর্গবাস হইবে। এক্ষণে তোমার যাহা অভিলষিত হয় বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিব।

ঘণ্টাকর্ণ কহিল, হে দেব জনার্দ্দন! আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, অদ্য আপনার সহিত আমার যে সম্মিলন হইল, যিনি উহা সংযতহৃদয়ে স্মরণ করিবেন, তাঁহার যেন আপনাতে অচলা ভক্তি থাকে, মন পবিত্র হয়, কদাচ উহার মনোমালিন্য উপস্থিত না হয়, ঘণ্টাকর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবপতি কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর তাহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি এখন স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রের আতিথ্যস্বীকার কর। দেবরাজ তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই কথা বলিয়া ভগবান কৃষ্ণ সেই পিশাচনিহত ব্রাহ্মণের জীবন দান করিলেন। ব্রাহ্মণ উত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল, কৃষ্ণও তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া অগ্নিহোত্রযাজী সিদ্ধ মুনিগণ সন্নিধানে গমন করিলেন। এদিকে ঘণ্টাকর্ণও কেশবের আজ্ঞানুসারে স্বর্গলাভ করিল। অতএব হে রাজন! যদি মনঃশুদ্ধি অভিলাষ করেন, তবে এই ঘণ্টা কর্ণ বৃত্তান্ত পাঠ করুন। উহা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই মন পবিত্র হইবে।

২৭৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু মুনিগণ সমীপে সেই মহাত্মা পিশাচের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মুনিগণও তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হায়! আপনার দর্শনলাভে পিশাচ কি অপূর্ব্ব কর্ম্মফলই লাভ করিল। অনন্তর ভক্তবৎসল বিষ্ণু তাঁহাদের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ও পরম প্রীত হইয়া সে রাত্রি তথায় যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে ভগবান্ মরীচিমালী উদয়গিরিশিখরে সমুদিত হইলে বিষ্ণু মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মগণ! সম্প্রতি আমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতেছি, আপনাদিগকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ! যে স্থানে যতব্রত বিশ্বেশ্বরগণ তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যেখানে বিশ্রবাতনয় ধনপতি কুবের বহুকাল মহাদেব শঙ্করের উপাসনা করিয়াছিলেন, যথায় অপূর্ব্ব হংসবিরাজিত প্রকাণ্ড মানস নামক সরোবর অদ্যাপিবিদ্যমান রহিয়াছে, যথায় ভৃঙ্গিরিটি গাণপত্য লাভ করিয়া মঙ্গলালয় মহাদেবের পার্শ্ব চররূপে তাঁহার সেবা করিতেছে, যেখানে সিংহ, বরাহ, হস্তী, ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ মৃগগণের সহিত সহজবৈর

পরিহপূর্ব্বক পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া একত্র বাস করতেছে। যথায় গঙ্গাদি স্রোতস্বিনী সমুদায় উৎপন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে, যথায় প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মার শিরচ্ছেদন করিয়াছিলেন, যথায় বৃহৎ বৃহৎ বেত্রসমুদায় উৎপন্ন হইয়া ভূতগণের দণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথায় পূর্ব্বকালে ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া গিরিবর স্বীয় দুহিতাকে জগৎপতি শঙ্কর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন; যেখানে সেই উমাসহচর হইয়া পার্ব্বতীনাথ সতত বিহার করিতেছেন। যথায় হরি বহুকাল তপস্যা করিয়া শত পত্র দান করিয়া অবশেষে স্বীয় নেত্র পর্য্যন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক জগৎপতির উপাসনা করাতে চক্রাস্ত্র লাভ করিয়া ছিলেন, যথায় সিদ্ধ ও কিন্নরগণ প্রিয়াসহচর হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মধুপান ও ক্রীড়া করিতেছেন, পুলস্ত্যে নন্দন রাবণ বিংশতি হস্ত দ্বারা যাহাকে উত্তোলন করিতে গিয়া অসমর্থ হওয়াতে বিরত হইয়াছিল, দেবকীনন্দন হরি সেই মহাশৈলে আরোহণ করিয়া মানসসরোবরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গরুড়বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ জটাবন্ধন ও চীর পরিধান করিলেন। অনন্তর সেই মনুষ্যরূপধারী জগৎপতি কৃষ্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপক তপশ্চরণাভিলাষে সংযত চিত্ত হইয়া গ্রীষ্মসময়ে মৃত্তিকাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রথমতঃ ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে তিনি শাকমাত্র উপযোগ করিয়া অভীষ্ট মন্ত্র জপ ও বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মানুষমূর্ত্তিধারী ভগবান্ স্বয়ং জগতের একাধিপতি হইয়া কি উদ্দেশে তপস্যা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? তিনি যখন সেই দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরচিন্তায় আসক্ত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন, তখন বিঘ্ন সকল সুদূরপরাহত হইল। কশ্যপতনয় গরুড় হোমসাধন ইন্ধন আহরণ করিতে লাগিলেন, চক্ররাজ পুষ্প সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, শঙ্খ চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে ব্যাপৃত হইল। খড়্গ যত্নপূর্ব্বক বহুতর কুশ আহরণে প্রবৃত্ত হইল। কৌমোদকী গদা তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। দানব ভয়ঙ্কর অত্যুৎকৃষ্ট শার্ঙ্গ ধনু তাহার পুরো ভাগে ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাপালনার্থ অবস্থান করিতে লাগিল, ভগবান মাধব সম্মুখে অগ্নি স্থাপন করিয়া আজ্যাদি বিবিধ হব্য বস্তু দ্বারা তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন। এইরূপে অগ্নির ও তদীয় সপ্তার্চ্চির পূজা শেষ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত প্রভৃতি অঙ্গযজ্ঞসমুদায় সমাধা করিলেন। তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ একমাস একাহার, পরে ছয় মাসের মধ্যে একদিনমাত্র অনন্তর বৎসর মধ্যে একদিনমাত্র আহার করিয়া সর্ব্বকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাসন্যূন দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল; তখন জগৎপতি কৃষ্ণ অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিয়া কখন মন্ত্রপাঠ কখন বা পবিত্র প্রণব উচ্চারণ করত ধ্যানমগ্ন হইয়া আসীন রহিলেন।

২৭৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে সেই তপস্যাসক্ত ভগবান কেশবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র ঐরাবতে, কিঙ্করবেষ্টিত যম মহিষবাহনে, শ্বেতচ্ছত্র ও শ্বেতব্যজনসমাযুক্ত বরুণ হংসবাহনে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। এদিকে দেবগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সিদ্ধগণ, মুনিগণ এবং নৃত্য-গীতবিশারদ অপ্সরোগণও তাহার সন্দর্শন মানসে তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেবগণ মুনি ও ঋষিগণ সেই

কৈলাসশিখরে সমবেত হইলেন। পর্ব্বত, নারদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঋষি ও সমস্ত দেবগণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে কহিতে লাগিলেন, দেখ কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড ত' কখন হয় নাই, হবেও না। যোগিগণ যাহাকে ধ্যান করেন, সেই জগৎপতি কৃষ্ণ আবার স্বয়ং তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক অবশ্য ইহার একটা গূঢ় কারণ থাকিতে পারে।

অনন্তর জগৎপতি কৃষ্ণের ব্রত সমাপ্ত হইলে সকলের প্রভু জটা খড়্গ শরধারী ভগবান্ শশিশেখর ভবানীপতি ভবানীসহচর ও ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রিয়সখা কুবেরের সমভিব্যাহারে বৃষভবাহনে সেই লোকহিতৈষী নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে যাত্রা করিলেন। গমনকালে তিনি এক হস্তে দর্ভ কুণ্ডিকা অপর হস্তে দীপিকা, অন্য হস্তে বীণা ও ডিণ্ডিম অপর হস্তে প্রকাণ্ড শূল ধারণ করিলেন; গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকে জটাভার বিদ্যমান থাকাতে শরীর ঈষৎ পিঙ্গল ও তাম্রবর্ণ। তাঁহার দৃষ্টি উমার স্তনদ্বয়ে নিহিত হইলে পার্ব্বতী তাঁহার কণ্ঠশ্লেষ পূর্ব্বক অধরসুধা পান করিলেন। গঙ্গা তাঁহার শীর্ষদেশে বিরাজমান ছিলেন; মধ্যে মধ্যে তাহারও প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভস্মাঙ্গরাগে অনুলিপ্ত, জটামণ্ডল সর্পবন্ধনে বদ্ধ এবং শরীর নরকপালে সুশোভিত হইল।

মহারাজ! সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাহাকে পুরাতন একমাত্র প্রধানপুরুষ, অন্যমতাবলম্বীরা যাহার গুণসমুদায়কে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যিনি পূর্ব্বকালে কণাদ নামে অভিহিত, যিনি অজ, যিনি মহেশ্বর, যিনি দক্ষযজ্ঞ নিহত করিয়া দেব ও অসুরগণকেও বিনাশ করিয়া ছিলেন, তত্ত্বজ্ঞানীরা যাঁহাকে, ভূততত্ত্বজ্ঞ, ভূতেশ ভূতভাবন বামদেব, বিরূপাক্ষ, শৈবেরা যাহাকে মহাদেব, সহস্রাক্ষ, কালমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ রুদ্র, বিশ্বেশর, শিব, অপ্রমেয়, অনাধার, নগ্ন, নাগোপবীত, আদি ও সনাতন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, শশী ও যজমান যাহার এই অষ্টমূর্ত্তি; সেই মহাদেব, মহা যোগী, গিরীশ, নীললোহিত, আদিকর্ত্তা ভূমিভর্ত্তা শূলপাণি উমাপতি বিশ্বেশ্বর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন।

২৭৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান ভূতভাবন যাত্রা করিলে তাঁহার অগ্রে সহস্র সহস্র ভূতগণ গমন করিতে লাগিল; কেহ ঘণ্টাকর্ণ, কেহ বিরূপাক্ষ কেহ কুণ্ডধারী, কেহ দীর্ঘরোমা, কেহ দীর্ঘভুজ, কেহ নিরঞ্জন, কেহ বৃহৎবক্ত্র, কেই শতমুখ, কেহ শতোদর কেহ কুণ্ডোদর, কেহ মহাগ্রীব, কেহ স্থূলজিহ্ব, কেহ দ্বিবাহু, কেহ পার্শ্ববক্ত্র, কাহার সিংহমুখ, কাহার স্কন্ধ উন্নত, কাহার হনু বৃহৎ, কাহার তিনবাহু, কাহার পঞ্চবাহু, কাহার মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কাহার মুখ শ্বেতবর্ণ, এতদ্ভিন্ন দীর্ঘাস্য, দীর্ঘলোচন বহুবিধ ভূতগণ কখন নৃত্য, কখন হাস্য, কখন বা কক্ষাস্ফোটন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। আর কতকগুলি ভীমদর্শন, বিকৃতাস্য পিশাচ শব লইয়া কখন ভক্ষণ কখন বহন কখন রুধির পান কখন বা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চলিতে লাগিল। সেই ভীষণমূর্ত্তি অতি দীর্ঘ পিশাচগণের শরীরে শিরা সকল উদগত হইয়াছে, অনেকেই বীর, অনেকেরই শূলাগ্রে শব বিদ্ধ

রহিয়াছে; অনেকেরই শরীর শিরোমালায় বেষ্টিত এবং অস্ত্রপাশে বদ্ধ। কেহ ডিণ্ডিম বাদন ও অট্টহাস্য দ্বারা বসুন্ধরাকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কেহ কপাল ধারণপূর্ব্বক ভীষণমূর্ত্তি, কেহ জটিল, কেহ মুণ্ডিতশির। এইরূপ বহুবিধ ঘোরদর্শন বিকৃতানন পিশাচগণ এবং ঈশ্বরধ্যানপরায়ণ সাঙ্গ বেদাধ্যায়ী মুনিশ্রেষ্ঠগণ আগমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কুণ্ডলধারী কেহ কুশচীর পরিধায়ী কেহ কৌপীনবসন, কেই বা রঞ্জিত বসন পরিধান করিয়াছেন; কেহ ভক্তিপূর্ব্বক মহেশ্বরকে স্তব করিতেছেন।

এইরূপে একদিকে মুনিগণ, অন্যদিকে প্রমথগণ অপরদিকে সিদ্ধগণ ও নৃত্যগীতকুশল গন্ধর্ব্বগণ প্রিয়া ও প্রিয়সহচর হইয়া গান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর একদিকে বিদ্যাধরগণ শঙ্করের স্তব করিতে লাগিল। অপ্সরোগণ পুরোভাগে নৃত্য করিতে করিতে চলিল। এই রূপে ঘোর পিশাচগণ, ভূতগণ, কিন্নরগণ, অঙ্গরোগণ ও মুনিগণ বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বলোকপ্রভব জটাধারী সাক্ষাৎ প্রণবস্বরূপ মহাদেব যেখানে উদার বিক্রম প্রভু বিষ্ণু কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, যেখানে লোকপালগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে উপস্থিত হইয়াছেন; তথায় লোকভাবনী ভবানী ও গঙ্গা সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন।

২৭৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষভবাহন শঙ্কর এইরূপে বহুবিধ ভূত ও পিশাচাদি সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, জটাচীরধারী জগৎপতি ভগবান হরি তপস্যায় নিমগ্ন; পবিত্র হব্যবস্তু দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছেন, গরুড় হোমসাধন কাষ্ঠ আহরণ করিতেছেন, চক্র কুসুম, খড়্গ কুশ সংগ্রহ করিতেছেন, গদা তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, ইন্দ্রাদি দেবগণ মুনিগণের সহিত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু সকলের চিন্তাতীত হইয়াও স্বয়ং ধ্যান নিমগ্ন।

এই সময়ে ভগবান্ ভূতভাবন বৃষ হইতে অবতীর্ণ এবং তাহাকে দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। এদিকে ভূত, পিশাচ, রাক্ষস, গুহ্যক ও বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনিগণ জয় শব্দ করিতে লাগিলেন। কহিতে লাগিলেন, হে দেব! হে জগন্নাথ! হে রুদ্র! হে জনার্দ্দন! হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে নারায়ণ! হে পুরাণাত্মন্! হে হরেশ্বর! হে আদিদেব! হে শঙ্কর! হে ভাব! হে কৌস্তুভশোভিতাঙ্গ! হে বিভূতিভূষণ! হে চক্রগদাপাণে! হে শূলিন্! হে ত্রিলোচন! হে মৌক্তিক দীপ্তাঙ্গ! হে নাগভূষণ! তোমার জয় হউক, এই কথা বলিয়া সকলেই প্রণাম করিলেন।

অনন্তর ভগবান বিষ্ণু বৃষভধ্বজ ত্রিলোচন দেব শঙ্করকে সমগত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

হে শিতিকণ্ঠ! হে নীলগ্রীব! হে শোচি! হে বিধাতঃ হে উপবাসিন্! তোমাকে নমস্কার। হে মীঢুষ! হে গদাধর! হে হর! হে বিশ্বতনু! হে বৃষরূপিন! হে অমূর্ত্ত! হে পিনাকধারিন!

তোমাকে নমস্কার। হে কুব্জ! হে কূপ্য! হে শিব! হে শিবরূপিন! হে তুণ্ড! তুষ্য! হে তুটিতট! হে শান্ত! হে গিরিশ! তোমায় নমস্কার। হে হর! হে হরিহর! হে ঘোর! হে অঘোর! হে ঘোরাঘোরপ্রিয়! হে ঘণ্ট! হে অঘণ্ট! হে ঘটিঘট! তুমি সৰ্ব্ব, তুমি শান্ত, তুমি ভূতাধিপতি তোমাকে নমস্কার। হে বিরূপ রূপ! হে পুর! হে পুরহারি! তুমি আদ্য তুমি বিজ্ঞ, তুমি শুচি, তুমি অষ্টরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি পিনাকপাণি, তুমি শূলধারী, তুমি খট্টাঙ্গহস্ত, তুমি কৃত্তিবাস, তুমি আকাশ মূৰ্ত্তি, তুমি হর তুমি হরিরূপ, তুমি তিগ্মতেজা, তোমায় নমস্কার। হে দেব! তুমি ভক্ত প্রিয়, তুমি ভক্ত বরদাতা, তুমি অভ্রমূর্ত্তি, তুমি জগন্মূর্ত্তিধর তোমাকে নমস্কার। হে ভূতভাবন্! তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি ভূতপতি, তুমি করাল, তুমি সুণ্ড, তুমি বিকৃত, তুমি কপর্দী, তুমি অজ, তুমি ভাবন, তুমি হরিকেশ, তুমি পিঙ্গল, তোমাকে নমস্কার। হে আদিদেব! তুমি অভীষুপাণি, তুমি ভীরুজনের ভয়হরী, তুমি ভীতিস্বরূপ, তুমি ভয়প্রদগণের ভয়প্রদ, তুমি দক্ষ যজ্ঞধ্বংসকারী, তোমাকে নমস্কার। হে উমাপতে! হে কৈলাসবাসিন্! তুমি ভব. তুমি ভবরূপী, তুমি কপালহস্ত, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি এ্যক্ষ, তুমি শিব তোমাকে নমস্কার! হে চন্দ্রশেখর! তুমি বরদ, তুমি বরেণ্য, তুমি ইধ্ম, তুমি হবি, তুমি ধ্রুব, তুমি কৃশ, তুমি শক্তিযুক্ত, তুমি নাগপাশপ্রিয়, তুমি বিরূপ, তুমি সুরূপ, তুমি ভদ্র, তুমি ভদ্রপ্রিয়, তুমি ভদ্ররূপধারী, তোমাকে নমস্কার। হে ঘটভূষণ! তুমি ঘণ্টাভূষণ! হে তীব্র! তুমি তীব্ররূপী এবং তুমি তীব্ররূপপ্রিয়, হে নগ্ন! তুমি নগ্নরূপী এবং নগ্নরূপপ্রিয়, হে ভূতবাস! তুমি সৰ্ব্বাবাস তোমাকে নমস্কার। হে সৰ্ব্বাত্মন্! হে ভূতিদায়ক! হে বামদেব! হে মহাদেব। তোমাকে নমস্কার। ভগবন্! তোমাকে স্তব করিতে পারি এরূপ বাক্য সঙ্গতি আমার কোথায়? হে স্তবনীয়! তোমার স্তব করিতে কাহার জিহ্বই বা স্ফূৰ্ত্তি পাইতে পারে? প্রভো! আমি তোমার ভক্ত, আমাকে পরিত্রাণ কর। হে সৰ্ব্বাত্মন্! হে সৰ্ব্বভূতেশ! হে হর! তুমি আমাকে সতত রক্ষা কর। হে দেব! হে জগন্নাথ! তুমি সৰ্ব্বপ্রকারে সৰ্ব্বলোক রক্ষা কর। হে ভক্তপ্রিয়! তুমি তোমার ভক্তগণকে সৰ্ব্বদা রক্ষা কর।

২৭৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর বৃষভধ্বজ শূলপাণি উমাপতি ভগবান্ রুদ্র দেবতা ও মুনিগণ সমক্ষে চক্রধারী বিষ্ণুর কর স্বীয় কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবদেবেশ! হে জনার্দ্দন! হে চক্রপাণে! তুমি কি জন্য এরূপ তপস্যাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছ? তুমি স্বয়ং প্রভু, লোকে তোমারই নিমিত্ত তপস্যা করিয়া থাকে। তোমার আবার প্রার্থনা কি? দেব! তুমি পুত্রের নিমিত্ত পূর্ব্বে একবার তপস্যা করিয়াছিলে, তৎকালে আমি তোমার অভীপ্সিত পুত্রও প্রদান করিয়াছিলাম। তবে আর সম্প্রতি তপশ্চরণ কি জন্য? যাহা হউক তৎকালে যাহা ঘটনা হইয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর।

হে দেবেশ! পূর্ব্বে কৃতযুগে কোন কারণবশতঃ আমি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া দশ সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করি। এই বরবর্ণিনী উমা পিতার আদেশে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ইন্দ্র আমার তাদৃশ কঠোর তপস্যা সন্দর্শনে ভীত হইয়া অমাধি ভঙ্গের জন্য কন্দর্পকে প্রেরণ করেন। কন্দর্প বসন্ত সহচর হইয়া আমার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক শরাসনে শর সন্ধান করিয়া আমায় লক্ষ্য করিলেন। তৎকালে ইনি পুষ্পাদি আহরণ করিয়া আমার সেবা করিতেছিলেন। কিন্তু কন্দর্পকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধোদয় হইল। ক্রুদ্ধ হইবামাত্র আমার এই নেত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তৎকালে এই কার্য্য যে ইন্দ্রেরই ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। অনন্তর ব্রহ্মার উত্তেজনায় তাহার প্রতি দয়ার উদ্রেক হইল; হে জগৎপতে! তখন আমি তাহাকে তোমারই পুত্ররূপে নিয়োজিত করিলাম। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি প্রদ্যুম্ন নামে বিশ্রুত হইয়াছেন, ইনিই সেই স্মর; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই কথা বলিয়া দেব শঙ্কর শ্রবণসমুৎসুক মুনিগণকে বিষ্ণুর যথার্থ তত্ত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উমার সহিত একত্র আসীন হইয়া অঞ্জলি বন্ধন করিবামাত্র মুনিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, কিন্নরগণ সকলেই বিষ্ণুর উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাদেব কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে প্রকৃতিসংজ্ঞক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক। তাহারা তোমাকেই আবার তাহার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। হে বিষ্ণো! তুমি সেই মহত্তত্ত্ব রূপে পরিণত হইয়া সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছ; সেই ঘোর মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। হে জগন্নাথ! আদিকালে সেই তুমিই তাহার বহিঃপরিণাম। হে প্রভো! সেই অহঙ্কার হইতে মহৎকারণীভূত পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে; সেই পঞ্চভূত পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চাত্মক। চক্ষু, ঘ্রাণ, স্পর্শ, রসনা, শ্রোত্র ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয় ঐ সমস্ত ভূতগণের প্রেরক। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বাগাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকেও তুমি যথাস্থানে নিয়োজিত করিয়াছ। তুমি যখন রজোগুণের সহিত মিলিত হও, তখনি জীবগণের সৃষ্টি, যখন সত্ত্বগুণের সহিত যুক্ত হও, তখন পালন, যখন তমোগুণে আকৃষ্ট তখন সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাক। অতএব তুমি এই ত্রিবিধগুণযুক্ত হইয়াই সৃষ্টি স্থিতি ও

প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। তুমি এককালে ঐ ত্রিবিধভূতই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাক। হে জগদ্গুরো! তুমি জীবগণের উপভোগার্থ অল্প সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ। অতএব তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সর্ব্বপ্রকার ভোগবান হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা, পালন সময়ে বিষ্ণু এবং সংহারসময়ে রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাক। হে দেব! ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি এই সমস্ত তোমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। তুমি সহস্রশীর্ষ, তুমি সহস্র লোচন, তুমি সহস্রপদ, তুমি সহস্রমুখ, তুমি সহস্রাত্মা, তুমি দিবস্পতি; তুমি অতি সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বত্রগামী হইয়া সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছ, দশাঙ্গুল স্থানও অতিক্রম কর নাই। এই সর্ব্বজগৎ যাহা সমুদ্ভুত হইয়াছে এবং পরেও হইবে, তৎসমুদায়ই তুমি; তোমা হইতেই বিরাট, তোমা হইতেই সম্রাট সমুদ্ভুত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! তোমার মুখ হইতে লোকক্ষক ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে লোকরক্ষণতৎপর রাজন্যগণ, ঊরু হইতে বৈশ্যগণ ও পাদমূল হইতে শূদ্রগণ প্রাদুভূত হইয়াছে।

হে দেবেশ! এইরূপে তোমার শরীর হইতে বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইলে যিনি সর্ব্বজীবের সুখপ্রদ, শীতরশ্মি ও অমৃতপ্রভ, সেই চন্দ্রমাও তোমার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর লোচনস্বরূপ, যাহার ময়ূখমালায় সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, সেই মরীচিমালী সূর্য্য তোমার চক্ষু হইতে, মুখ হইতে সলিলরাশি ও অগ্নি, নাসিকা হইতে বায়ু, পাদমূল হইতে পৃথিবী, শ্রোত্র হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে কেশব? তুমি এইরূপে সর্ব্বজগতের সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ। এই জন্যই ধাতুর ব্যাপ্তি-অর্থ দেখিয়া তোমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে। নার শব্দে জল বুঝায়, উহা তোমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় সেইজন্যই তোমাকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে; হে দেব! তুমি প্রাণিগণকে হরণ কর, সেই জন্য হরি নামে বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি জীবগণের শং অর্থাৎ মঙ্গলবিধান করিতেছ সেইজন্য শঙ্কর নামও প্রাপ্ত হইয়াছ। বৃহত্ব ও বৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকরত্ব আছে বলিয়া তুমি ব্রহ্মা, মধু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়াছ বলিয়া তুমি মধুসূদন, হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ঈশ বলিয়া তুমি হৃষীকেশ, ক, ব্রহ্মার নাম, আমি সমস্ত দেহীর ঈশ, আমরা উভয়ে তোমার অঙ্গসম্ভূত বলিয়া তুমি কেশব নাম ধারণ করিয়াছ। মা অর্থাৎ বিদ্যা তুমি তাহার ধব অর্থাৎ স্বামী বলিয়া তোমাকে মাধব, গো অর্থাৎ বাণী, তুমি তাহা বেদ অর্থাৎ জ্ঞাত আছ বলিয়া তোমাকে গোবিন্দ, ত্রি অর্থাৎ তিন বেদ তুমি তাহাকে আক্রমণ কর বলিয়া তোমাকে ত্রিবিক্রম, অণু বলিয়া তোমাকে বামন, মনন যোগ্য বলিয়া তোমাকে মুনি, যমন হেতু তোমাকে যতি, তপ শরণবশতঃ তোমাকে তপস্বী, তোমাতে সমস্ত ভূত বাস করে সেইজন্য তোমাকে তপস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

হে প্রভো! তুমি সর্ব্ববেদের গায়ত্রী, ছন্দ সমুদায়ের সাবিত্রী, অক্ষর মধ্যে তুমি বর্ণ সংশ্রিত অকার, রুদ্রগণের মধ্যে আমি, বসুগণের মধ্যে তুমি পাবক, বৃক্ষমধ্যে তুমি অশ্বত্থ, লোকমধ্যে তুমি লোকগুরু ব্রহ্মা, পর্ব্বতমধ্যে তুমি সুমেরু, দেবর্ষিগণের মধ্যে তুমি নারদ, দৈত্যগণের মধ্যে তুমি জ্ঞানবান্ ভক্তবৎসল প্রহ্লাদ, সর্পকুলমধ্যে তুমি বাসুকি, গুহক মধ্যে তুমি কুবের, জলচরদিগের মধ্যে তুমি বরুণ, নদীমধ্যে তুমি ত্রিপথ গামিনী গঙ্গা, তুমি সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত। তোমা হইতেই এই বিশ্ব সম্ভূত হইয়াছে, তোমাতেই

আবার সমস্তই লীন হইয়া যাইবে। তুমি এবং আমি আমরা উভয়েই সর্ব্বত্রগামী, হে দেব! হে জগৎপতে! তোমার ও আমার কি শব্দগত, কি অর্থগত, কিছুতেই কিঞ্চিন্মাত্র পার্থক্য নাই। ইহলোক তোমার যে সকল নাম প্রথিত আছে, আমিও সেই সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকি; তোমার উপাসনাই আমার উপাসনা, তোমার বিদ্বেষই আমার বিদ্বেষ। যাহা হইতে তোমার বিস্তার, তাহা হইতে আমিও বিস্তৃতিলাভ করিয়া ভূপতি হইয়াছি। হে দেব! জগতে তোমা বিরহিত হইয়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, যাহা সম্প্রতি বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, তৎসমুদায়ই তুমি, আর কিছুই নহে। হে প্রভো! দেবগণ স্ব স্ব গুণ দ্বারা তোমাকে সতত স্তব করে। তুমি ঋক্, তুমি যজু এবং তুমিই সামবেদ। দেব! আমি আর তোমাকে কি বলিব? তুমি ভূতভাবন, তুমিই সকলের আত্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মাধব, তুমি কেশব, তুমি দেব, সমস্তই তুমি। হে সর্ব্বাত্ম! হে হরে! হে পুরনাভ! হে ঈশ্বর! তোমাকে আমি নমস্কার করি এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বন্দনা করি।

২৭৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাদেব দেবপতি বিষ্ণুকে এই কথা বলিয়া মুনিগণকে কহিলেন, হে পরমভক্ত ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সকলেই ইহাকে সন্দর্শন করিবার জন্য সমাগত হইয়াছ। জানিবে ইনিই এ জগতে পরম পদার্থ; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু ত্রিলোকমধ্যে আর কিছু নাই। ইনিই তোমাদের তপস্যা, ইনিই তোমাদের সর্ব্বদা ধ্যেয়, ইনিই তোমাদের পরম শ্রেয়, ইনিই তোমাদের পরম ধন, ইনিই তোমাদের মানবজন্মের কার্য্য, ইনিই তোমাদের তপস্যার ফল, ইনিই তোমাদের পুণ্যনিলয়, ইনিই তোমাদের সনাতন ধর্ম্ম, ইনিই তোমাদের মোক্ষদাতা, ইনিই তোমাদের মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইনিই সাক্ষাৎ পুণ্যদাতা, ইনি তোমাদের কর্ম্মফল; ব্রহ্মবাদী বিদ্বানগণ ইহাকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন; ইনিই বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য, ইনিই ব্রহ্মবিদগণের সতত প্রার্থনীয়; সাংখ্য যোগাবলম্বীরা ইহাঁকেই সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন; একমাত্র এই হরিই সত্ত্বগুণাবলম্বী তোমাদের চিন্তনীয় পদার্থ; এই জগতে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব আর কেহই নাই। হে বিপ্রগণ! তোমরা সতত ওঁম্ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া এই কেশবকে ধ্যান কর। তাহা হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ধ্যান করিলেই ইনি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, প্রসন্ন হইলেই অতি দৃঢ় সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে। যদি তোমরা হরিকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্বদা ইহাকে ধ্যান কর। ইনিই সংসার-বিভবের ধ্বংসকর্ত্তা, ইনি তোমাদের গুরু; অতএব ত্রিগুণাত্মক বিষ্ণুকে স্মরণ কর, পাঠ কর, যত্নপূর্ব্বক মনঃসংযম কর। হে তপোধনগণ! চিত্তশুদ্ধি হইলেই বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া থাকেন। আমাকে ধ্যান করিলেও কেশবকে জানিতে পারিবে। কেশবের উপাসনা করিলেও আমার উপাসনা করা হয়। হে বিপ্রগণ! অদ্য আমি তোমাদিগকে এই উপায় বলিয়া দিলাম; ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবে না।

মহারাজ! ভগবান মহাদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুণ্যশীল মুনিগণ সমস্ত উপদেশ যথাবৎ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের সংশয়েরও বিনাশ হইল। তখন তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেব! অদ্য আপনার প্রসাদে আমাদের সমুদায় সংশয় ছিন্ন হইল; আপনি যাহা যাহা বলিলেন তাহাও আমরা সম্যক্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অদ্য আমরা যে জন্য এখানে আগমন করিয়াছিলাম, আপনাদের উভয়ের সমাগমে আমাদের সে সমুদায় মোহন্ধকার একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। হে দেবেশ! আপনি যাহা বলিলেন, এ সমস্তই আমাদের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃসাধন তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব এখন হইতে আপনার উপদেশানুরূপ হরিবিষয়ে যত্ন করিব। এই কথা বলিয়া মুনিগণ পরম প্রীতমনে হরিকে প্রণাম করিলেন।

২৮০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ভগবান্ রুদ্রদেব অর্থযুক্ত শ্রুতিসমন্বিত বাক্যবিন্যাস দ্বারা বিশ্বপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন। মুনি তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন; মহেশ্বর কহিলেন, হে ভগবান্! বাসুদেব! যাহার মরীচিমালায় এই সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, তুমি সেই সূর্য্যস্বরূপ, তোমাকে বারংবার নমস্কার। যিনি সুশীতল কিরণ বিতরণ করিয়া এই ত্রিলোকের তাপ হরণ করিতেছেন, তুমি সেই শীতাংশুরূপী বিষ্ণু, তোমাকে নমস্কার। যিনি বিশ্বাত্মা, ভূতভাবন রূপে সমস্ত জীবগণকে জীবিত রাখিতেছেন, হে দেব! তুমি সেই সর্ব্বাত্মা বায়ুস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। যিনি সতত হস্ত দ্বারা কুশ চীরাদি এবং বেদচতুষ্টয় ধারণ করিতেছেন, তুমি সেই ব্রহ্মা, তোমাকে নমস্কার। যে বিশ্বদর্শী ভগবান প্রলয়কালে ক্রোধাত্মা ও বিকৃতরূপ পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত লোক সংহার করেন, তুমি সেই রুদ্ররূপী তোমাকে নমস্কার। তুমি সৃষ্টিকালে সমস্ত জীবগণকে প্রাণ দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু তুমি অজ অর্থাৎ তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। তুমি সেই বিশ্বস্রষ্টা বিষ্ণু, তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেবেশ! সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র তুমিই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছ, অতএব তুমিই প্রধান, তোমাকে বারংবার নমস্কার। হে হরে! তুমি এই পৃথিবীতে প্রাণিগণের সম্বন্ধে গন্ধরূপে বিদ্যমান রহিয়া, অতএব হে গন্ধাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রাণিগণের সুখের নিমিত্ত সর্ব্বত্র রসরূপে অবস্থান করিতেছ ; অতএব হে বিশ্বরূপ! হে রসাত্মন! তোমাকে নমস্কার। যিনি তেজোবলে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন, যিনি পরম দয়ালু, যিনি সতত ভূতগণের হিতানুষ্ঠানে রত, সেই ভাস্বররূপী জগন্নাথ তোমাকে নমস্কার। যে বায়ুতে সুখদুঃখকর শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ গুণ বিদ্যমান আছে, সেই স্পর্শাত্মা বায়ুরূপ হরি তোমাকে নমস্কার। সকলের কর্ণবিবর-প্রবিষ্ট যে শব্দ গুণ আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছে সেই শব্দাত্মা বিষ্ণু তোমাকে নমস্কার। যিনি মায়া বলে মানুষ দেহ ধারণ করিয়া এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তুমি সেই মায়াবী দেব, তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি আদি বীজ, তুমি নির্গুণ অথচ গুণাত্মা, তুমি অচিন্ত্য, তুমি সুচিন্ত্য, তুমি চিন্তাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি হর, তুমি হরিরূপী, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ব্রহ্মপদ দাতা, তুমি ব্রহ্মবিৎ, তুমি ব্রহ্মাত্মা তোমাকে নমস্কার।

তুমি সহস্রশীর্ষ, তুমি সহস্রকিরণ, তুমি সহস্রবক্ত্র, তুমি সহস্রনয়ন, তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বকর্ত্তা, তুমি বিশ্বরূপী তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূতাবাস, তুমি ইন্দ্রিয়, তুমি পূজ্য, তুমি বিষয় তোমাকে নমস্কার। তুমি অশ্বশিরা, তুমি বেদের আভরণ, তুমি অগ্নি, অগ্নিপতি, তুমি জ্যোতিঃপতি, তুমি সূর্য্য, তুমি সূর্য্যবপু, তুমি তেজঃপতি, তুমি সোম, তুমি সৌম্য, তুমি শীতাত্মা, তুমি বষট্‌কার, তুমি স্বাহা ও স্বধারূপী, তুমি যজ্ঞ, তুমি হব্য, তুমি হব্যসংস্কারক, তুমি স্রুব, তুমি পাত্র, তুমি প্রধান যজ্ঞাঙ্গ, তুমি প্রণবদেহ, তুমি ক্ষর, তুমি অক্ষর, তুমি বেদ, তুমি বেদরূপী, তুমি শাস্ত্র, তুমি শাস্ত্ররূপী, তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী, তুমি শূলপাণি, তুমি চর্ম্মধারী, তুমি নিত্যবরদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি বুদ্ধপ্রিয়, বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ, তুমি সুখস্বরূপ, তুমি হরি, তুমি বিষ্ণু, তুমি সর্ব্বাত্মা। অতএব হে গুরো। তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বলোকেশ! হে সর্ব্ববক্ত্র! হে স্বভাব শুদ্ধ! হে যজ্ঞবরাহ! হে বিভো! হে হরে! তোমাকে বারম্বার নমস্কার। হে জনার্দ্দন! তুমি দেব, তুমি বাসুদেব, তুমি ধীমা, তুমি কৃষ্ণ, তুমি সর্ব্ব তুমি সর্ব্ববাস তোমাকে আবার নমস্কার। তুমি সর্ব্বলোক পরিত্রাণ কর।

এইরূপে ভূতপতি মহাদেব নারায়ণের স্তব করিয়া মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা এই সৎকৃত স্তোত্র পাঠ করিয়া জনার্দ্দনকে লাভ করিতে পারিবে। সেই সর্ব্বভূতের শরণ্য তোমাদিগের শ্রেয়ো বিধান করিবেন। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এই পাপবিমোচন স্তব ধারণ অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ করিবেন, হরি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহার মঙ্গল বিধান করি বেন তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। অতএব হে মুনিগণ! যদি তোমাদের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির অভিলাষ হয় তবে ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অবশ্য ভক্তবৎসল কেশবকে ধ্যান কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ রুদ্রদেব ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত সগণে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর মুনিগণ সেই নারায়ণ হরিকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া সকলেই পরম নির্বৃত্তি লাভ করিলেন, সকলেই বিস্মিত, সকলেই কৃতার্থ হইলেন। এদিকে লোকপালগণও বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব আলয়াভিমুখে সগণে প্রস্থান করিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু সায়ংকালে শঙ্খ, চক্র, গদা, শড়্গ, শরাসন তূণ ও তলত্র ধারণপূর্ব্বক পক্ষীন্দ্র গরুড়োপরি আসীন হইয়া সেই মুনিজন নিষেবিত বদরিকাবনে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক শুভাসনে আসীন হইলেন। মুনিগণও যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

২৮১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে অসামান্য বলবান সাহসী যোদ্ধা নৃপবর পৌণ্ড্র স্বীয় বিপুলবিক্রম ও বলমদে মত্ত হইয়া যাদবশত্রু ও ঘোরতর কৃষ্ণবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। সে একদা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত রাজন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, নৃপগণ! আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছি, প্রধান প্রধান নৃপতি মাত্রেই আমার নিকট পরাভূত হইয়া আমারই শাসনাধীন হইয়াছেন। কেবল একমাত্র বৃষ্ণি বংশীয়গণ কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বলোন্মত্ত ও বিষম গর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা আমার শত্রুতা করে

এরূপ লোক জগতে আর কেহ নাই, সকলেই আমায় কর প্রদান করিবে। একমাত্র কৃষ্ণ চক্রবলে মত্ত হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। আমি শঙ্খ চক্র গদাধারী, আমার শার্ঙ্গ শরাসন, শর ও তূণীর আছে, আমার মত সহায় আর কাহার নাই, এই মনে করিয়া তাহার অহঙ্কারের সীমা নাই। এই জগতে বাসুদেব বলিয়া যে আমার বিখ্যাত নাম ছিল, গোপতনয় মদবলে গর্ব্বিত হইয়া সে নামটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে, আমারও মহাঘোর সহস্র ধার অতি নিশিত সুদর্শ নামে যে চক্র আছে তাতে তাহার চক্রের গন্ধ খর্ব্ব করিতে পারে। আমারও ঘোর নিস্বন দিব্য শাঙ্গ নামে মহাধনু আছে, এই আমার অতি দুর্ভেদ্য কৌমোদকী নাম্নী মহতী গদা, এই আমার নন্দকনামে সুদৃঢ় বিপুল খড়্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই খড়্গ সহায় করিয়া আমি কালান্তক যমকেও লক্ষ্য করি না, তাহার খড়্গাচ্ছেদ করিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অতএব আমিও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, আমিও শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধারী, আমিও তনুত্রবান সুতরাং আমি সমরাঙ্গণে কৃষ্ণকে নিশ্চয়ই পরাভব করিব, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। হে রাজন্যগণ! এখন হইতে তোমরা আমাকেই শঙ্খী, চক্রী, গদা ও শাঙ্গ ধনুর্দ্ধারী বীর বাসুদেব বলিয়া আহ্বান করিবে। আর সেই গোপদায়ক যদুনন্দনকে ঐ সকল নামে উল্লেখ করিবে না। অদ্য আমি আমার পরমবন্ধু মহাত্মা নরকাসুরের নিধনকারী সেই গোপবালককে নিহত করিয়া একাকী মাত্র বাসুদেব নামে পরিচিত হইব। যদি কেহ আমাকে ঐ নামে আহ্বান না কর, তবে নিশ্চয় জানিবে আমি তোমাদিগকে স্বর্ণনিষ্ক ও ধান্য প্রভৃতির শত শত ভারদণ্ড করিব।

মহারাজ! যাহা মনে করিলেও অসহ্য হইয়া উঠে, মহীপতি পৌণ্ড্র সভাস্থলে সেইরূপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে, যাঁহারা কেশবের বলবীর্য্য বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিলেন, সেই সমস্ত বীর্য্যবান নরপতিগণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ হাঁ তাহাই হইবে বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা মদোন্মত হইয়া কহিতে লাগিল, কেশবকে জয় করিবে তাহার কথা কি?

২৮২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সর্ব্বলোকাভিজ্ঞ মুনিবর দেবর্ষি নারদ কৈলাস পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পৌণ্ড্র নগরাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিল; মহর্ষি রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্রক মহীপতি মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান এবং অত্যুৎকৃষ্ট বসনাবৃত শুভ্র আসন প্রদান করিলে মুনিবর তদুপরি সমাসীন হইলেন। তখন বলগর্ব্বিত পৌণ্ড্র কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঋষিবর! আপনি সকল কার্য্য ও সকল বিষয়েই অতি সুপণ্ডিত। দেবগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মহাত্মগণ ইহাঁরা সকলেই আপনাকে জানেন; আপনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত। আপনি অবাধে সকল সময় সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন; সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনার অগম্য স্থান নাই, অতএব বলুন দেখি, আপনি যেখানে যেখানে গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে লোক আমাকে তপঃসিদ্ধ

লোকবিখ্যাত বীর্য্যবান্ পৌণ্ড্র মহীপতি বাসুদেব বলিয়া বিদিত আছে কি না? আমি কি শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ খগড় তূণীরধারী ও তলত্রবান্ বলিয়া বিখ্যাত নহি? আমি কি সমস্ত রাজ সিংহের বিজেতা, সর্ব্বদা সকলের দাতা, সমুদায় রাজ্যের ভোক্তা ও পাতা নহি? আপনি জানেন আমি সমস্ত বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শত্রুসৈন্যমধ্যে আমাকে জয় করিতে পারে, এরূপ জগতে আর কেহ নাই। আমি কি আত্মীয় স্বজনগণের রক্ষা কর্ত্তা নহি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শুনিতে পাই সেই গোপদারক না কি আমার বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছে; আমার নাম ধারণ করিতে পারে এরূপ শক্তি তাহার কি আছে? তাহার কি আমার ন্যায় বল আছে, কি বীর্য্যই আছে? কিছুই নাই। সে কেবল বৃথা বাল্যকাল হইতে আমার নাম ধারণ করিতেছে। হে বিপ্রেন্দ্র! ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন এই জগতে আমিই এক বাসুদেব। সেই যদুপতি কৃষ্ণ যতই বলবান হউক কেন তাহারে পরাস্ত, বৃষ্ণিগণকে অপবাহিত করিয়া দ্বারকাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিব। হে মহামতে! এই যে সমস্ত রাজনগণকে দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই আমার বশীভূত ও অনুগত। অতি দ্রুতগামী বহুতর অশ্ব, বায়ুবেগশালী রথ সমুদায়, সহস্র উষ্ট্র এবং দশ সহস্র মত্তহস্তী আমার বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই সমস্ত সৈন্য সহায় করিয়া রণস্থলে কেশবকে নিশ্চয়ই নিহত করিব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে ব্রহ্মন্! নারদ! সম্প্রতি আপনি আমার এবং ইন্দ্রপুরী মধ্যে সংবাদ প্রচার করুন, আপনাকে নমস্কার।

নারদ কহিলেন, রাজন! যতদূর পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আছে তাহার সর্ব্বত্র আমি গমনা গমন করিয়া থাকি। কুত্রাপি কোন কার্য্যে আমার গতি প্রতিরোধ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। কিন্তু আমি বলিতে পারিতেছি না যে সেই দেব চক্রপাণি জনার্দ্দন সমস্ত দুষ্টগণকে সবান্ধবে নিহত করিয়া যখন স্বয়ং পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তখন আর কোন ব্যক্তি তাহার সমকক্ষ হইয়া বাসুদেব নাম ধারণ করিতে পারিবে । কোন ব্যক্তিই বা এরূপ বাক্য প্রয়োগে সাহসী হইবে? তবে মূঢ় প্রাকৃত লোকেরাই অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ কদাচিৎ এরূপ বলিলেও বলিতে পারে। তিনি অচিন্ত্য পরাক্রম, তিনি শার্ঙ্গধান্বা, তিনি গদাধর, তিনি আদিদেব, তিনি পুরাণপুরুষ, তিনিই তোমার এ দর্প চূর্ণ করিবেন। তোমার যে শার্ঙ্গ ধনু ও খড়্গের কথা বলিতেছ উহা দ্বারা তুমি কখনই তাঁহার অস্ত্র ছেদন করিতে পারিবে না; আমার বোধ হইতেছে এবারে তোমার উপহাসাস্পদ হইবারই কাল উপস্থিত হইয়াছে।

২৮৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিলে মদবলগর্ব্বিত মহারাজ পৌণ্ড্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাজ্যগণের সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বিপ্রর্ষে! আমি আপনাকে কি বলিব, আমি আপনাদের সকলেরই রাজা, আপনারা ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা শাপ প্রদানে বিলক্ষণ পটু সেই জন্যই ভয় করি; নতুবা আমার বাসনা যে, আপনি এক্ষণে অভিলষিত প্রদেশে গমন করেন। নৃপবর পৌণ্ড্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে মহর্ষি নারদ তাহার বাক্যের কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আকাশ পথে কৃষ্ণোদ্দেশে গমন করিলেন। অবিলম্বে

বদরিকারণ্যে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং পৌণ্ড্র মহীপতি যাহা যাহা বলিয়া ছিল তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। ভগবান বিষ্ণু নারদমুখে ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তাহার যাহা ইচ্ছা বলুক, আমি কল্য তাহার দর্প চূর্ণ করিতেছি; এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

এদিকে সত্য প্রতিজ্ঞ মহাবাহু পৌণ্ড্র অসংখ্য অশ্ব, বহু সহস্র গজ, সহস্র সহস্র পদাতিসৈন্য সমভিব্যাহারে কোটি কোটি অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। একলব্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গও বহুশত সহস্র পদাতিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া তাহার সহচারী হইলেন। তাহাদিগের সমভিব্যাহারে অষ্ট সহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী, অর্ব্বুদ পরিমিত পদাতি সুসজ্জিত হইল। মহারাজ! সেই নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্র এই সমস্ত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নবোদিত দিনকরের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিল। অনন্তর নিশীথ সময়ে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিল। রজনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সুতরাং সৈন্য সমুদায় আলোক হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল। রাজগণ অত্যুচ্চ অপূর্ব্ব রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সকলেরই রথ পট্টিশ, অসি, গদা, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, ধ্বজা পতাকা সমুদায় চতুর্দ্দিকে; উড্ডীন হইতেছে, কিঙ্কিণীজালে রথ মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই ধনুর্ব্বাণধারী অসিপ্রাসসংযুক্ত গদাসঙ্কুল সৈন্যগণ একত্র সমবেত হইয়া দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন দিগ্‌দাহ প্রবৃত্ত ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, যেন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সমুদিত হইয়াছে। এইরূপে অসামান্য বলবীর্য্যশালী মহাদ্যুতি পৌণ্ড্র আলোকহস্ত সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া জগৎপতি কৃষ্ণ ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের বিনাশবাসনায় পুরদ্বারে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে যত্নপূর্ব্বক শিবির সন্নিবেশ করিয়া সমস্ত সহচারী রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, নৃপতিগণ! তোমরা এক্ষণে আমার নাম উচ্চারণ করিয়া ভেরীবাদনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ঘোষণা কর যে, 'অতিবীর্য্য মহারাজ পৌণ্ড্রক কৃষ্ণবাহুবলাশ্রিত তোমাদিগের বিনাশ কামনায় আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে হয় যুদ্ধ কর নতুবা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। এই কথা বলিবামাত্র যাদবগণকে জানাইবার নিমিত্ত সকলে অগ্রসর হইল, সহস্র সহস্র আলোক প্রজ্বলিত করিয়া রাজবর্গ ও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ লালসায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সিংহনাদপূর্ব্বক পুরদ্বারে উপস্থিত হইল এবং ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে কহিতে লাগিল কোথায় এখন বৃষ্ণিবংশাগ্রগণ্য জগৎপতি মহাবীর সাত্যকি? কোথায় বা হার্দ্দিক্য? কোথায় সে যাদবদত্তম বলভদ্র? আইস যুদ্ধ প্রদান কর। এইরূপে সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া পর্য্যটন করিতে লাগিল।

২৮৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর যাদবগণ সেই রাত্রিকালে ঘোরতর অস্ত্রশস্ত্রসমাকুল মহাবায়ু সমুদ্ধত প্রলয়কালীন সাগরের ন্যায় সৈন্য সমুদায় সন্দর্শন করিয়া ঘোর বিপদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে আলোকমালা প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সাত্যকি, বলভদ্র,

হার্দ্দিক্য, নিশঠ, মহাবুদ্ধি উদ্ধব, মহাবল উগ্রসেন প্রভৃতি সমস্ত যাদবগণ এবং অন্যান্য সমরপারদর্শী বীরগণ কবচ ধারণ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইলেন। অনন্তর রথী সাদী নিষাদী প্রভৃতি মহাত্মা পুরুষসিংহ ধনুর্দ্ধারিগণ চতুর্দ্দিকে দীপালোকে বেষ্টিত হইয়া কোথায় পৌণ্ড্রক কোথায় পৌণ্ড্রক এই কথা বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। দীপালোকে সমস্ত স্থানের ঘোরতিমির বিদূরিত হইল। অনন্তর শত্রুগণের সহিত বৃষ্ণি বংশীয়দিগের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। লোম হর্ষণ ভীষণ শব্দে সমুদায় স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল; তখন অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, রথে রথে, সাদীতে সাদীতে, খড়্গধারীতে খড়্গধারীতে, গদাধারীতে গদাধারীতে, তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাত্মা যোদ্ধৃগণের ভীষণ শব্দে বোধ হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের শব্দই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঐ উহারা বেগে আসিয়া আমাদিগকে প্রহার করিল। ঐ এক জন বিশালবাহু খড়্গধারী বীর্য্যবান পুরুষ এইদিকে আসিতেছে; ইহার হস্তে ভীষণ শর রহিয়াছে। ইহার গদাপ্রহারে আমরা নিতান্ত নিপীড়িত হইলাম। ইনি রথী, ইনি ধনুর্ব্বাণ হস্ত, ইনি গদা পাণি, ইনি তূণীরধারী, ইনি কবচধারী, ইনি পট্টিশ ধারী, ইনি কুন্তপাণি হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছেন। এই বিশাল বিষাণশালী মাতঙ্গ সর্ব্বত্র সকলের প্রতি ধাবমান হইতেছে; এই শৌর্য্যশালী মহাবীর বায়ুবেগে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেছে এবং শর দ্বারা শর, দণ্ড দ্বারা দণ্ড কুন্ত দ্বারা কুন্ত, পরিঘ দ্বারা পরিঘ বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৈন্যগণের মধ্যে এইরূপ মহাকোলাহল আরম্ভ হইল।

মহারাজ! এইরূপে যেমন ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে তুমুল শব্দও সমুত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে বিকটাকার অসংখ্য ভূতগণ বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক কঠোর স্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একে গভীর রাত্রি, তাহাতে আবার ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়াতে রণস্থলে কি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল তাহা আর বক্তব্য নহে। নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেই নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। কেহ বা আলুলায়িত কেশে রণপতিত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কেহ বা অস্ত্র শস্ত্র হস্তে করিয়াই ভূতলে নিপতিত হইলেন; সহস্র সহস্র বীর মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া রণশায়ী হইলেন। ফলতঃ সেই ভীষণ সমরাঙ্গণে পরস্পর পরস্পরের বধবাসনা করিয়া যেরূপ শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহাতে আর কেহই অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না; অনেকেই গতাসু হইয়া যমরাজ্য বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কালান্তক যমোপম নিষাদপতি এ লব্য ধনুর্ব্বাণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণকে শর বর্ষণে ব্যথিত করিতে লাগিল। সে প্রথমতঃ নতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি শরে নিশঠকে আহত করিয়া পরে দশবাণে সারণকে, পাঁচবাণে হার্দ্দিক্যকে, নবতি শরে উগ্রসেনকে, সপ্তবাণে বসুদেবকে, দশবাণে উদ্ধবকে, পঞ্চবাণে অক্রূরকে বিদ্ধ করিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগণকে নিশিত শর প্রহারে ব্যথিত ও যাদবী সেনাগণকে বিদ্রাবিত করিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, এই অসামান্য বলবীর্য্যশালী আমি একলব্য আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাবল সাত্যকি তুমি এখন আর কোথায় যাইবে? মদমত্ত গদাপাণি

হলধরই বা এখন কোথায়? এই কথা বলিয়া এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল যে সেই শব্দ শ্রবণে যেন সিংহও বিস্মিত হইয়া উঠিল।

২৮৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে হতাবশিষ্ট যাদব সৈন্যগণ ভীত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলে দীপ সমুদায় নির্ব্বাণ হইল। একেবারে চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। তখন মহীপতি পৌণ্ড্রক যাদবগণকে পরাস্ত করিলাম মনে করিয়া স্বীয় সেনাপতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে রাজেন্দ্রগণ! তোমরা টঙ্ক, কুন্ত, কুঠার প্রভৃতি পাষাণবিদারক অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া শীঘ্র পুরীর চতুর্দ্দিকে গমন কর এবং অবিলম্বে চতুর্দ্দিকের প্রাচীরসমুদায় ও প্রাসাদশ্রেণী ভেদ কর। অনন্তর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় কন্যা, দাসী এবং উৎকৃষ্ট রত্ন ও ধন সমুদায় গ্রহণ কর।

এই কথা বলিবামাত্র সামন্তগণ তৎক্ষণাৎ কুঠারাদি অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুরীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল এবং পৌণ্ড্রকের আদেশানুরূপ প্রাচীর ও অট্টালিকা সকল বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে টঙ্কাঘাতের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বদ্বারের প্রাচীর সমুদায় ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিল। তখন সাত্যকি সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যাদবেশ্বর কেশব আমার হস্তে পুরী রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া ভগবান্ মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কৈলাস শিখরে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমারই পুরী রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্বর সুদৃঢ় বর্ম্মপরিধান এবং অঙ্গদ, কুণ্ডল, তূণ, আশীবিষতুল্য শর, প্রকাণ্ড ধনু ও অসি ধারণপূর্ব্বক পুত্র সংস্কৃত দারুকানীত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। পুনর্ব্বার দীপসমুদায় প্রজ্বলিত হইল। তখন মহাবীর্য্য বলদেবও এক অতি ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ বাসনায় গদা ও শাণিত শর গ্রহণ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় যাদবসত্তম মহাবল উদ্ধব অভিমত গজে আরোহণপূর্ব্বক রণবিষয়ক নীতি সমুদায় চিন্তা করিতে করিতে ঘোররবে গমন করিলেন। অন্যান্য হার্দ্দিক্য প্রভৃতি বৃষ্ণিগণও সকলে সমবেত হইয়া কেহ রথে, কেহ গজে আরোহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ দীপিকালোক বিভাসিত পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে সকলে সমবেত হইয়া পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলে ধনুর্ব্বাণ গদা ও তূণীরধারী মহাবীর সাত্যকি শরাসনে মহাশর বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিয়া আকর্ণপূর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রেই প্রাচীর বিদারণ প্রবৃত্ত নরসত্তম নৃপতিগণ পরাভূত হইয়া পৌণ্ড্রক সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ সর্পভোগ তুল্য এক নিশিত শর শরাসনে সন্ধান করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই আমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছি,এখন কোথায় তোমাদের সেই মহাবুদ্ধি রাজসত্তম পৌণ্ড্রক? আমি কেশবভৃত্য, দুরাত্মা নৃপাধম পৌণ্ড্রকে নিধন করিবার বাসনায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি এক্ষণে একবার দেখিতে পাইলেই তাহাকে বিনাশ করিব। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে

তাহার মস্তক ছেদন করিয়া অদ্য আমি গৃধ্র ও কুক্কুরগণকে বলি প্রদান করিব। এই রাত্রিকালে মহাত্মা যাদবগণ নিদ্রিত সকলেই এই সময় কোন মহীপতি চৌরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঈদৃশ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়? অতএব দুরাত্মা পৌণ্ড্রক কদাচ রাজবলসম্পন্ন নহে, এ এক জন সম্পূর্ণ চৌর। যদি উহার সামর্থ্য থাকিত তবে ঐ নৃপাধম কখন এরূপ চৌর্য্য অবলম্বন করিত না। এইরূপ চৌর্য্যাসক্ত রাজার আবার বাহুবল কি? এই ত্রিলোক মধ্যে আমিত তাহার গমনের স্থান দেখিতে পাই না। এই কথা বলিয়া মহাবল সাত্যকি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সুদৃঢ় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে শর যোজনা করিলেন।

ধীমান্ সাত্যকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি পৌণ্ড্রক কহিল, সেই স্ত্রী হন্তা পশুহন্তা কর্ত্তাভিমানী গোপালক তোমার কৃষ্ণ এখন কোথায়? সে এখন আমার বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়া কোথায় অবস্থান করিতেছে। সে আমার প্রিয়সখা নরকাসুরের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে; আমি এইযুদ্ধে তাহাকেই নিপাত করিলে প্রস্থান করিব। আমার সহিত যুদ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে; তুমি যথা ইচ্ছা পলায়ন কর। অথবা ক্ষণকাল অপেক্ষা কর তাহা হইলেই আমার বল দেখিতে পাইবে। আমার এই অসামান্যশরে এখনই তোমার শিরশ্ছেদন করিতেছি, তুমি নিহত হইলে দেবী পৃথিবী তোমার শোণিত পান করিয়া প্রীত হইবেন, তোমার সেই গোপদারকও এখনই শুনিবে, যে, সাত্যকি নিহত হইয়াছে। শুনিতে পাই তুমি তাহার সহায় বলিয়া নাকি বড়ই সে গর্ব্ব করিয়া থাকে, সে গর্ব্ব আর থাকিতেছে না, এখনই উহা ধ্বংস হইবে। হে সূক্ষ্মবুদ্ধে! শুনিলাম সেই গোপদারক তোমার উপর নগর রক্ষার ভারার্পণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছে। যদি সামর্থ্য থাকে তবে বাণ গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া পৌতুক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

২৮৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বৃষ্ণিপুঙ্গব সাত্যকি মহাক্রুদ্ধ হইয়া বাসুদেবকে স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, রে দুরাত্মন! বাসুদেবের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে এমন নৃপাধম জগতে কে আছে? যাহার জীবনেচ্ছা আছে সে কখন জগৎপতি কৃষ্ণের প্রতি এরূপ বাক্যবিন্যাস করিতে কদাচ সমর্থ নহে। মৃত্যু তোকে নিতান্তই আক্রমণ করিয়াছে সেই জন্যই এরূপ বাক্য বলিতে সাহসী হইয়াছিস। এখনই তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইবে। পৌণ্ড্রক! আর তোর রক্ষা নাই। এখনি আমি তোর মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিব। যাবৎ তোর মস্তক দেহ হইতে নিপতিত না হইতেছে, তাবৎ তোর বাসুদেব নাম বিদ্যমান থাকিবে। যিনি সর্ব্ব জগতের নাথ, যিনি সকলের প্রভু, যিনি সর্ব্বত্রগামী, সেই ভগবান্ কৃষ্ণই কল্য অদ্বিতীয় বাসুদেব নাম গ্রহণ করিবেন। যদি সম্প্রতি ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং সমুপস্থিত নহেন তাহা হইলে আমিই তোর মস্তক পাতিত করিতেছি। অতঃপর আর তোকে বীর্য্যবত্তা দেখাইতে হইবে না। যাবৎ আমার হাতে প্রাণ হারাইতে না হয় তাবৎ কাল যাহা কিছু অস্ত্রবীর্য্য ও বল বিক্রম থাকে প্রকাশ করিয়া লও। এই আমি ধনুর্ব্বাণ, গদা ও খড়্গ ধারণ করিয়া তোর নিধনার্থ উপস্থিত হইয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি আর তোকে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে না। আজ তোকে দেখিতে পাইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি এখনি তোর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কুক্কুরদিগকে বলি প্রদান করিব।

মহারাজ! এই কথা বলিয়া মহাবল সাত্যকি শরাসনে শর সন্ধান ও আকর্ণপূর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই শাণিতশরে বিদ্ধ হইবামাত্র প্রতাপশালী বাসুদেব তৎক্ষণাৎ সন্নতপর্ব্ব দশশরে সাত্যকিকে ব্যথিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর সাক্ষাৎ অন্তক সদৃশ শাণিত নারাচাস্ত্র শরাসনে যোজনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিল। ঐ নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্র মহাবেগে সাত্যকির ললাটদেশে বিদ্ধ হইল; সাত্যকি সেই আঘাতে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া রথোপরি নিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে প্রতিপক্ষগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অতঃপর রাজা পৌণ্ড্র দশবাণে সাত্যকির সারথি এবং পঞ্চবিংশতি বাণে ঘোটক চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিল। সারথি ও অশ্বগণ রুধিরাক্ত কলেবরে সেই বাসুদেবের সমক্ষেই নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে বাসুদেবও স্বকীয় রথোপরি আসীন হইয়া বিষম সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সেই সিংহনাদেই সাত্যকি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তখন তিনি স্বীয় সারথি ও অশ্বগণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, অরে দুরাত্মন্! আর তোকে বীর্য্যবত্তা দেখাইতে হইবে না, এখনই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। এই কথা বলিয়া বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন; সেই প্রহারেই বাসুদেব ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার বক্ষঃস্থল হইতে অত্যুষ্ণ রুধিরধারা অনবরত বিশ্রুত হইতে লাগিল। অবিলম্বেই শ্বসৎ ফণীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রথোপরি অবসন্ন হইয়া পতিত হইল। তখন আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

জ্ঞান মাত্র রহিল না। তখন সাত্যকি দশবাণে বাসুদেবের রথবিদ্ধ করিয়া এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহার ধ্বজচ্ছেদ করিলেন।

অনন্তর বাণপ্রহারে অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিয়া সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়িল। পরক্ষণেই আবার দশবাণে রথচক্র সমুদায় তিল প্রমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল সাত্যকি ঘোর চীৎকার করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গের সমক্ষে সপ্ততিসংখ্যক বাণ প্রয়োগে বাসুদেবকে নিপীড়িত করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র শলভাকারে বা দেবের মস্তকে, পার্শ্বদেশে, পৃষ্ঠে ও সম্মুখে পতিত হইতে লাগিল। সেই তৃষার্ত্ত শরবিদ্ধ বাসুদেব অসাধারণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নির্ধন মনস্বীর ন্যায় কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহাবল বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিল। সাত্যকি সেই শরে বিদ্ধ হইবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সপ্তবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাঁচশরে তাহার ধনুচ্ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বাসুদেবও তৎক্ষণাৎ ছিন্নধনু পরিত্যাগ ও গদাগ্রহণপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিতে করিতে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া মহাবেগে সাত্যকির বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। যদুনন্দন সেই গদা বাম হস্তে ধারণ করিয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বাসুদেব অবিলম্বে দশ শক্তি অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর গদা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দারা প্রহার করিতে প্রবৃত হইলেন।

২৮৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর গদাপাণি বৃষ্ণিনন্দন সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্র গদাঘাতে বাসুদেবকে ব্যথিত করিলেন। বল দর্পিত বাসুদেবও সাত্যকির প্রতি গদাপ্রহার করিতে লাগিল। উভয়ে যখন গদা সমুদ্যত করিয়া পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন বনমধ্যে দর্পিত সিংহদ্বয় পরস্পরের বধ বাসনায় ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বাম মণ্ডল আশ্রয় করিলেন। বাসুদেবও তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ মণ্ডল অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়ে উভয়ের বক্ষঃস্থলে গদাপ্রহার করিল। এইরূপে পৌণ্ড্রক গুরুতর আহত হইয়া জানুপাতিয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বীরবর উত্থিত হইয়া সাত্যকির ললাটদেশে গুরুতর গদাঘাত করিল। সাত্যকি সেই গদা প্রহারে কিঞ্চিৎ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই গাত্রোত্থান করিয়া তাহার গাত্রে এক গদাঘাত করিলেন। মহাবীর বাসুদেব তখন দ্বিতীয় কালান্তক যমের ন্যায় কোপারুণিতনেত্রে তাহাকে পান করিয়াই যেন পুনর্ব্বার বৃষ্ণিনন্দনকে আঘাত করিলেন। এই আঘাতে বৃষ্ণিনন্দন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন, তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন আসন্ন মৃত্যুই উপস্থিত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় দুইহস্তে দৃঢ়রূপে গদা ধারণ করিয়া তদ্বারা বাসুদেবের লৌহময়ী অতি গুর্ব্বী গদা দ্বিখণ্ড করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

মহা বল বাসুদেব তখন ভগ্ন গদা পরিত্যাগ করিয়া বামহস্তে সাত্যকিকে ধারণ এবং দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি বন্ধনপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে ঘোরতর প্রহার করিল। বৃষ্ণিবীর সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ গদা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসুদেবের উপর তলপ্রহার আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর তলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন জানুতে জানুতে, বাহুতে বাহুতে, মস্তকে মস্তকে, বক্ষে বক্ষে, প্রহার প্রবৃত্ত হইয়া বিলক্ষণ মুষ্টামুষ্টি চলিতে লাগিল। মহারাজ! যেমন সন্নিকৃষ্ট বৃক্ষদ্বয় পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নি উত্থিত হইয়া ঘোরতর শব্দ উত্থাপিত করে, তদ্রূপ উভয় বীরের গাত্র ঘর্ষণে ভীষণ শব্দ উদ্গত হইতে লাগিল। একে নিশীথ সময় সমস্ত নিস্তব্ধ, তাহাতে বিখ্যাত বীরদ্বয়ে ঘোরতর মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উভয় পক্ষীয় সেনাদল উভয়েরই জীবনে সন্দিহান হইতে লাগিল। কেহ মনে করিতে লাগিল, এবারে আর সাত্যকি নিস্তার নাই; কেহ মনে করিতে লাগিল পৌণ্ড্রকই মহাত্মা সাত্যকিহস্তে নিহত হইবে। অথবা উভয়েই যুগপৎ রণ নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নতুবা বীরদ্বয়ের যুদ্ধ যুদ্ধোপরমেয় আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। কি আশ্চর্য্য বীর্য্য, কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য কি চমৎকার বল! বস্তুতঃ ইহারাই প্রকৃত বলশালী, পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরগণে বহুতর সমর হইয়া গিয়াছে কিন্তু এরূপ সংগ্রাম কখন দেখি নাই অথবা শুনিতেও পাই নাই।

মহারাজ! সেই নিশীথ সময়ে এইরূপ ঘোরতর সমর সন্দর্শন করিয়া উভয় পক্ষের সৈন্যগণ ঐ রূপ নানাকথা কহিতে লাগিল। অনন্তর উভয়েই বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে সাহসা ভূমিতে পতিত হইল। তখন সাত্যকি বাসুদেবের উপর দশ মুষ্টি প্রহার করিলেন। বাসুদেবও সাত্যকিরে পঞ্চমুষ্টি প্রহারে ব্যথিত করিল; তখন উভয়ের চটচটা শব্দে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড যেন বিস্মিত ও বিষম ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

২৮৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে নিষাদপতি একলব্য মহাক্রুদ্ধ হইয়া এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রুতবেগে বলদেবকে আক্রমণ করিল। বলদেব তাহাকে আসিতে দেখিয়া দশ নারাচে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর জগৎপতি দশ বাণে তাহার শাসন ছেদন, অপর বাণে সারথিকে বিনাশ, ত্রিংশৎ বাণে তাহার রথ ভগ্ন করিয়া ভল্লাস্ত্রে রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বীর্য্যবান একলব্য দৃঢ় মৌর্ব্বীযুক্ত দশতাল প্রমাণ এক প্রকাণ্ড ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে বলদেবের প্রতি শরক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর্য্য বলদেব সেই শরে বিদ্ধ হইয়া গর্জ্জিত শেষের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দশবাণে পুনরায় তাহার সেই ধনুও মুষ্টিদেশে ছেদন করিলেন। তখন একলব্য ছিন্নধনু পরিত্যাগ করিয়া সত্বর এক প্রকাণ্ড খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলদেবকে প্রহার করিল। প্রতাপশালী যদুবীর ঐ খড়্গ গাত্রে পতিত হইবার অর্থেই অতি নিশিত পঞ্চশরে উহা তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন।

তখন নিষাদপতি দ্বিতীয় এক লৌহময় খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলদেবের সারথিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। এই সময়ে বলদেবও দশবাণে তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন।

অনন্তর একলব্য ঘণ্টামালা সমাকুল এক ঘোরতর শক্তিগ্রহণপূর্ব্বক বলদেবের উপর নিক্ষেপ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল; সেই ঘোরশক্তি বলদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সেই শক্তি ধারণ করিয়া তদ্বারাই তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। নিষাদপতি স্বকীয় শক্তিতে ব্যথিত হইয়া নিতান্ত বিহ্বলহৃদয়ে ভূতলে পতিত হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল এই প্রহারেই তাহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

হে রাজেন্দ্র! এই সময়ে একলব্যের অসংখ্য সৈন্য সামন্তগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল; তন্মধ্যে অষ্টাশীতি সহস্র যোদ্ধা কেহ গদা, কেই খড়্গ, কেহ মহাধনু, কেহ শক্তি, কেহ পরশ্বধ, কেহ পট্টিশ, কেহ শূল, কেহ পরিঘ, কেহ প্রাস, কেহ তোমর, কেহ কুন্ত, কেহ কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া শলভকুল যেমন দীপ্যমান হুতাশনে পতিত হয়, সেইরূপ মহাতেজা পরশুরামের ন্যায় অসামান্য শক্তিমান্ বলদেবের নিকটে দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল; উপস্থিত হইয়া কেহ কুঠার, কেহ কুন্ত, কেহ পরশ্বধ কেহ গদা, কেহ শক্তি দ্বারা বলদেবকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু অসামান্য বলশালী হলধর ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় হলাস্ত্রে ক্রমে ক্রমে সকলকে আকর্ষণ করিয়া মুষলপ্রহারে নিপীড়িত করিলেন। পার্ব্বতীয় সহস্র সহস্র নিষাদগণ এইরূপে প্রহৃত হইয়া একবারে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট মহাবল নিষাদগণকেও শর প্রহারে নিহত করিয়া বিষম সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর সেই রাত্রিকালে পিশিতাশন ঘোরতর পিশাচগণ সেই সমুদায় শব আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগের শোণিত পান এবং মাংসচ্ছেদন করিয়া ভোজন করিতে লাগিল।

২৮৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ক্রব্যাদগণ সকলে শব পাইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে এরূপ ঘোরতর হাস্য করিতে লাগিল যে, সেই হাস্যে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পিশিতাশন রাক্ষস সকলে বাহু রুধির পান করিয়া শিখাপর্য্যন্ত সমুদায় শবশরীর ভক্ষণপূর্ব্বক মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কাক, বলাক, গৃধ্র, শ্যেন, গোমায়ু প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ ও ইতস্ততঃ মাংস ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে নিষাদপতি একলব্য সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিল, চতুর্দ্দিকে পার্ব্বতীয় নিষাদগণ নিহত হইয়া ধরাতলশায়ী হইয়াছে। তখন সে মহাক্রোধে গদা গ্রহণপূর্ব্বক বলদেবের প্রতি পুনরায় ধাবমান হইল। সন্নিহিত হইবামাত্র তাঁহার স্কন্ধদেশে এক গদাঘাত করিল। তখন মদমত্ত হলায়ুধও মহাবাহু নিষাদপতির প্রতি অতিবেগে এক গদা প্রহার করিলেন। এইরূপে উভয়ের তুমুল গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রলয়কালে সমুদায় সাগর উচ্ছসিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হয়, ইহাদের উভয়ের যুদ্ধেও সেইরূপ গগনস্পর্শী তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। পাতালতলবাসী নাগরাজ বাসুকীপর্য্যন্ত ভিত হইয়া উঠিল। কি পৃথিবী, কি অন্তরীক্ষ সমস্ত স্থান ঐ শব্দে পূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে রণপণ্ডিত মহীপতি পৌণ্ড্রক বৃষ্ণিনন্দন সাত্যকির প্রতি এক গুরুতর

গদাঘাত করিল। মহাবল সাত্যকিও তাহার উপর গদানিক্ষেপ করিয়া প্রতি প্রহার করিলেন। রাজন! এই চারিজন যুদ্ধ স্থলে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ভীষণ শব্দে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুভিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে রণধূলি সমুত্থিত হইয়া গগনাঙ্গণ আচ্ছন্ন করাতে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল একবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ক্রমে ঊষার আবির্ভাব হওয়াতে তমোরাশি অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ভগবান্ মরীচিমালী উদয়গিরি শিখরে আসীন হইলেন; তদ্দর্শনে রজনীনাথ ধীরে ধীরে অস্তাচলে অন্তহিত হইলেন। তখন পর্য্যন্ত দেবাসুরের ন্যায় বীরচতুষ্টয়ের ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল।

২৯০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হইলে জগৎপতি দেবকীনন্দন বদরিকাশ্রম হইতে দ্বারাবতীতে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া তথা হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অতি বেগে আগমন করিতে করিতে পথিমধ্যেই ঘোরতর সমরনির্ঘোষ শ্রুত হইতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এরূপ শব্দ কোথা হইতে সমুত্থিত হইতেছে? বোধ হয় ইহা আর্য্য সাত্যকিই সংগ্রাম ধ্বনি হইবে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দুরাত্মা পৌণ্ড্র দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইয়াছে; তাহারই সহিত মহাত্মা যদু ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে এরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃষ্ণিপুঙ্গবগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ভগবান নারায়ণ মহারব পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। সেই শব্দে সাগরকূল পূর্ণ হইয়া উঠিল। উহা শ্রবণ করিয়া যাদবগণ মনে করিতে লাগিলেন, ইহা নিশ্চয়ই পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ হইবে; ভগবান্ বাসুদেব আসিতেছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। তখন আর তাহাদের ভয়ের লেশমাত্রও রহিল না। পরক্ষণেই তাহারা গরুড়কে দেখিতে পাইলেন, অনন্তর সকলে দর্শন করিতে লাগিলেন, যাদবের দেবকীনন্দন তদুপরি আসীন রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র সূতমাগধগণ অগ্রসর হইয়া সেই কমলোচন ভগবান বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিল। যাদবগণ ক্রমে ক্রমে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন মাধব গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলে গুরুত্মন্! তুমি পুনরায় স্বর্গে গমন কর। এই বলিয়া গরুড়কে বিদায় দিয়া দারুককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি আমার রথ আনয়ন করুন। আদেশমাত্র দারুক সত্বর রথ আনয়ন করিয়া কহিলেন, ভগবন! রথ প্রস্তুত, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে আমায় আজ্ঞা করুন। এই কথা বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, এদিকে গরুড় প্রস্থান করিলে, কেশব সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যদুনন্দন প্রথমে স্বপক্ষীয় যুদ্ধপ্রবৃত্ত মহাত্মা যোদ্ধৃবর্গকে উৎসাহিত করিবার মানসে মহাশঙ্খ পাঞ্চ জন্য প্রধ্মাপিত করিলেন।

তখন বাসুদেব পৌণ্ড্র রণসমুৎসুক কৃষ্ণকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সাত্যকিকে পশ্চাদ্বীর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইল। কিন্তু সাত্যকি ক্রোধভরে পৌণ্ড্রকে

নিবারণ করিয়া কহিল, রাজন! তুমি কখনই আমার নিকট হইতে অন্যের নিকট গমন করিতে পাইবে না; ইহা সনাতন ধর্ম্মও নহে। অগ্রে আমাকে জয় করিয়া পশ্চাৎ যথা ইচ্ছা গমন কর। হে বীর গণ্য! তুমিও ত' ক্ষত্রিয়, আমি রণোৎসুক হইয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে অন্যত্র গমন করা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নহে। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি তোমার রণগর্ব্ব এখনি সংহার করিতেছি। এই কথা বলিয়া সাত্যকি দ্রুতবেগে গমনোদ্যত পৌণ্ড্রের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ সম্মুখে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু পৌণ্ড্র তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিতে করিতে যতদূর সাধ্য পরাক্রমের সহিত তাহার মস্তকে এক গদা প্রহার করিলেন; তদ্দর্শনে ভগবান কৃষ্ণ সাত্যকির যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সাত্যকে! ক্ষান্ত হও, যাহা ইচ্ছা তাহাই উহাকে করিতে দেও। এইরূপে কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সাত্যকি নিরস্ত হইলেন।

অনন্তর পৌণ্ড্রক মহীপতি বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওহে যাদব! ওহে গোপাল! তুমি এতক্ষণ কোথায় গমন করিয়াছিলে? আমি বাসুদেব, তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। আমি বহুবলে সমন্বিত হইয়া আসিয়াছি, তোমাকে সবলে নিহত করিয়া এই মহীতলে আমি একমাত্র বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইব। গোবিন্দ! তোমার নাকি ত্রিভুবন বিখ্যাত সুপ্রভ এক মহৎ চক্র আছে, তাহা অদ্য আমি এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সম্মুখে রণস্থলে চূর্ণ করিব। তুমিই কেবল একাকী শার্ঙ্গ নহ, আমারও শার্ঙ্গশরাসন আছে। আমাকেও শঙ্খ চক্র গদাধর বলিয়া জানিবে। বীর্য্যশালী লোক মাত্রেই আমাকে শঙ্খচক্রগদাধারী বলিয়া জ্ঞাত আছেন। তুমি প্রথমে দুর্ব্বল বালক, বৃদ্ধ, অজ্ঞ ও স্ত্রী প্রভৃতি অনেক সংহার করিয়াছ, গোহত্যাও অনেক করিয়াছ সেইজন্য তোমার গর্ব্বের সীমা নাই। যদি তুমি আমার সম্মুখে ক্ষণকাল অবস্থান কর তাহা হইলে এখনই তোমার সে গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। আর যদি যুদ্ধ করিতে বাসনা হয় তবে অস্ত্র গ্রহণ কর। পৌণ্ড্রক এই কথা বলিয়া বাণ গ্রহণপূর্ব্বক জগৎপতির পার্শ্বদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

তখন ভগবান কৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! পাতকী প্রভৃতি যাহা কিছু আমাকে বলিতে ইচ্ছা হয় তাহা তুমি স্বচ্ছন্দে বল। আমি গোঘাতক, বালঘাতক ও স্ত্রীহন্তা এ কথাও সত্য। শঙ্খী, চক্রী, গদী ও শার্ঙ্গী প্রভৃতি নাম সমুদায়ও আমার বৃথা। এক্ষণে তুমিই শঙ্খচক্রগদা ও শার্ঙ্গধর হও। কিন্তু আমি তোমাকে কিছু বলিতে অভিলাষ করি যদি ইচ্ছা হয় শ্রবণ কর। আমি জগৎপতি বিদ্যমান থাকিতে বলশালী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ওরূপ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে? তোমার অসুরান্তকর ঘোরতর যে মহৎ চক্র আছে বলিতেছ, তাহাও সত্য, উহা বাক্যে আমার চক্রের তুল্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ বা বীর্য্যতঃ নহে। তোমার অন্যান্য অস্ত্রেও আমার অস্ত্রের শব্দ সাদৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমি একজন গোপও বটে; কিন্তু প্রাণিমাত্রেরই প্রাণদান করাই আমার কার্য্য। সর্ব্বজগতের মধ্যে আমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা আমিই দুষ্টগণের শাস্তা। অতএব হে নৃপাধম। শস্ত্রধারী আমি রণস্থলে বিদ্যমান থাকিতে আমাকে পরাজিত না করিয়া ওরূপ আত্মশ্লাঘার প্রয়োজন কি?

যদি ক্ষমতা থাকে তবে আমাকে বিনাশ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার। এই আমি রথারোহণপূর্ব্বক চক্র, গদা, অসি ও শরাসন ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছি, এক্ষণে তুমিও বর্ম্ম পরিধান ও রথারোহণ করিয়া প্রস্তুত হও। এই কথা বলিয়া ভগবান বিষ্ণু সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

২৯১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর প্রতাপশালী বাসুদেব এক নিশিতশর গ্রহণ করিয়া পৌণ্ড্রকে বিদ্ধ করিলেন। পৌণ্ড্র ও তৎক্ষণাৎ দশ বাণে বৃষ্ণিনন্দন যদুপতিকে বিদ্ধ করিয়া পঞ্চ বিংশতি বাণে দারুককে, দশবাণে অশ্বদিগকে এবং সপ্ততিবাণে পুনরায় বাসুদেবকে ব্যথিত করিল। অনন্তর কেশিসূদন যদুনন্দন মহাত্মা কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে বহুক্ষণ হাস্য করিয়া শাশরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাতে সুতীক্ষ্ণ এক নারাচাস্ত্র সন্ধান করিলেন।

সেই অস্ত্র নিক্ষেপে পৌণ্ড্রের রথধ্বজ ছিন্ন হইল এবং সারথিরও মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর আর চার বাণে তাহার অন্য চতুষ্টয়কে নিহত করিয়া রথকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পার্ষ্ণি সারথিদ্বয় হতজীবন হইয়া নিপতিত হইল। রথচক্র খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পৌণ্ড্রক ও কেশব উভয়েই সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইবামাত্র পৌণ্ড্রক এক শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিয়া বাসুদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। কেশব সেই খড়্গ শতধা খণ্ডিত করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর পৌণ্ড্র কালসদৃশ এক ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে বৃষ্ণিনন্দন কেশবের উপর নিক্ষেপ করিল। জগৎপতি তাহাকেও দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে পৌণ্ড্র মহাঘোর সহস্রার মহাপ্রভ ত্রিংশৎ ভার সমন্বিত লৌহময় অমিত্র হন্তা ভয়ঙ্কর চক্র গ্রহণ করিয়া কেশবকে আহ্বান করিয়া কহিল, হে দর্পকারিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! এই তোমার চক্রবিনাশন নিশিত আমার ভীষণ চক্র দর্শন কর। ইহা দ্বারাই এই সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গের সমক্ষে তোমার দর্প খর্ব্ব করিব। তোমারই জন্য আমি এই অন্য দুরাসদ চক্র প্রস্তুত করিয়াছি। যদি শক্তি থাকে তবে ইহাকে বিদারণ কর। এই কথা বলিয়া মহাবল পোণ্ড্র উহাকে শতঘূর্ণিত করিয়া তথা হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক কেশবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। এবং তৎক্ষণাৎ ঘোর শব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভগবান দেবকীনন্দন এই ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পৌণ্ড্রের কি আশ্চর্য্য বীর্য্য কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য; এই কথা বলিয়াই স্বীয় অত্যুৎকৃষ্ট রথে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময়ে পৌণ্ড্রক অন্য এক শিলা গ্রহণ করিয়া কেশবের প্রতি পুনরায় নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ভগবান্ যদুকুলধুরন্ধর হরি তৎক্ষণাৎ উহা ধারণ করিয়া উহা দ্বারাই পৌণ্ড্রকে আহত করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে কেশব কিছু কাল পৌণ্ডের সহিত ক্রীড়া করিয়া অবশেষে সেই কৃষ্ণাবতার বিষ্ণু যে অস্ত্রে দৈত্য ও দানবকুল একেবারে ধ্বংস করিয়াছেন, যাহা দৈত্যমাংস ও রুধিরে লিপ্তসর্ব্বাঙ্গ হইয়া আছে, যাহার নাম শ্রবণে দৈত্য নারীগণের গর্ভ বিমুক্ত হইয়া যায় দেবগণ কাহাকে আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য মনে করিয়া নিত্য অর্চ্চনা করিতেন, সেই রক্ত

পিপাসু সুবর্ণমণ্ডিত সহায় দৈত্য ভীষণ নিশিত চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপমাত্র পিশিতাশন চক্র নৃপসম পৌণ্ড্রের দেহ বিদারণ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণের করকমলে আসিয়া উপস্থিত হইল। পৌণ্ড্র গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল, অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে পৌণ্ড্র মহীপতিকে নিপাত করিয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। যাদবগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

২৯২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অসামান্য বীর্য্যবান বলরাম নিষাদপতি একলব্যের বক্ষঃস্থলে ভীষণ শক্তি প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোক বিখ্যাত নিষাদপতি ক্রুদ্ধ হইয়া রণমত্ত বলদেবের উরঃস্থলে এক গদাঘাত করিল। মহাবল বলভদ্র সেই গদা প্রহারে আহত হইয়া দুই হস্তে এক অতি ভয়ঙ্কর প্রাণহারিণী গদা গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে একলব্য মহাভীত হইয়া মকরালয় সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। রামও গদাহস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একলব্য সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে পঞ্চযোজন পথ অতিক্রম করিয়া এক দ্বীপে প্রবেশপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল।

যদুনন্দন, বলরাম এইরূপে একলব্যকে জয় করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মণি রত্ন সুশোভিত যাদবী সভায় প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপর সমরাসক্ত উগ্রসেনও সেই সভায় আগমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য যাদবগণও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিবীরগণ যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলে কেশব সকলকেই সমুচিত সমাদর ও সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাত্মগণ! আমি পরম মনোহর কৈলাস শিখর দর্শন করিয়াছি; তথায় ভগবান্ শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রীত হইয়া আমারে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ সকলেই তথায় আগমন করিয়াছিলেন, দেব শঙ্কর আমাকে দেখিতে পাইয়া কতই স্তব করিয়া গমন করিলেন। কিন্তু তথায় এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। একদা রাত্রিতে অতি ঘোর মূর্ত্তি বিকটদর্শন দুইজন পিশাচ আমার কথা বলিতে বলিতে মৃগয়া করিতেছিল, দেখিলাম তাহাদের অন্তঃকরণ আমাতেই একান্ত অনুরক্ত। তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়া পরমাহ্লাদসহকারে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। তাহারা উভয়েই তপস্বী, উভয়েই ভক্তিনম্র, উভয়েই মহাত্মা। তাহাদের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া আমি উহাদের স্বর্গবাস ব্যবস্থা করিলাম; অতঃপর মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া অদ্য আমি এখানে আসিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর বৃষ্ণিবংশীয়গণ কৃষ্ণকে আমরা তোমার আশ্রয়ে সর্ব্বথা কৃতার্থ হইলাম এই কথা বলিয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। তখন ভগবান হরিও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সত্যভামা ও রুক্মিণীসন্নিধানে যথাবৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারাও প্রতিমান্ কেশবকে পাইয়া পরম প্রীত হইলেম।

মহারাজ! এই আমি আপনার নিকটে মহাত্মা কেশবের সমস্ত চরিত বর্ণনা করিলাম। তিনি এইরূপে অপ্রতিহতপ্রভাবে ক্রূরকর্ম্মা নরকাসুর নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্র, হয়গ্রীব, নিশুম্ভ, সুন্দ ও উপসুন্দ প্রভৃতি দুষ্টগণকে নিগ্রহ করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল শাসন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণগণ ও মুনিগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারাও ইহার অর্চ্চনা করিয়াছেন। মহাত্মা কেশব বিপ্রগণকে বহুধন ও অসংখ্য গো দান করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অগ্নি হোত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মুনিগণকে, বহুযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং স্বধাদান দ্বারা পিতৃগণকে সর্ব্বদা প্রীত করিয়াছেন। তাঁহার শাসন কালে রাজ্য নিষ্কণ্টক, ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজাবর্গ নিরাপদে ও পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছে।

২৯৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে তপোধন! আমি শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান বিষ্ণুর চরিত পুনরায় বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। কারণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া আমি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না; কোন ব্যক্তিই বা সেই দেবদেব চক্রধারী হরির কথা দিবারাত্রি শ্রবণ বা স্মরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? হরিকথা শ্রবণই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষার্থ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিজন্য হংস ও ডিম্ভকের সহিত মহাত্মা কেশবের লোকবিস্ময়কর বিষম যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল? কিজন্যই বা মহাত্মা বিচক্র নামক দানবের সহিত তাঁহার যুদ্ধকাণ্ড উপস্থিত হয়? শুনিতে পাই এই বিচক্র যাদবদিগের মিত্র ছিলেন। হংস ও ডিম্ভক ইহারা উভয়েই নাকি অত্যন্ত বীর্য্যবান পরশুরামের শিষ্য; সর্ব্বাস্ত্র পারদর্শী ও বীর। ইহারা আবার মহাদেবের নিকটে বরলাভও করিয়াছিলেন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, এই উভয়ের সহিত জগৎপতি কেশবের ভয়ঙ্কর সমর হইয়া গিয়াছে। ইহারা উভয়ে কাহার পুত্র? কিরূপেই বা যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল? একচক্রের শাণিতশূলধারী সহস্র দানবসৈন্য ছিল। ইহারা সকলেই দানবপতির জয়াকাঙ্ক্ষী, এবং যুদ্ধবাসনা করিয়া সর্ব্বদা যদুবংশীয়গণের ছিদ্রান্বেষণ করিত। এই দুর্দ্ধর্ষ একচক্র নাকি দেবাসুরযুদ্ধে সমস্ত দেবগণকে পরাস্ত করিয়াছিল। কেশবও তাহার বধার্থ সর্ব্বদা যত্ন করিয়াছিলেন।

২৯৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শাল্বগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পরম দয়ালু পবিত্রস্বভাব নর পতি ছিলেন। তিনি জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ ও বেদজ্ঞ বলিয়া সতত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; তাঁহার পরম রূপবতী এবং অসামান্য গুণশালিনী দুই ভার্য্যা ছিলেন। ইহারা উভয়েই অনপত্যনিবন্ধন ব্রতপরায়ণ হইয়া বাস করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গে বাস করিয়া শচীসহবাসে পরমসুখে অবস্থান করেন, মহারাজ ব্রহ্মদত্তও সেইরূপ মহিষীদ্বয়ের সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। মিত্রসখ নামে এক ব্রাহ্মণ তাহার

প্রিয়সখা ছিলেন; এই বেদবেদান্তদর্শী মহাযোগী বিপ্রবরও রাজার ন্যায় পুত্রমুখদর্শনে অধিকারী হইতে পারেন নাই। মহারাজ যজ্ঞদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্বয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল দেবদেব শঙ্করের আরাধনা করেন। এদিকে ব্রাহ্মণও পুত্রের নিমিত্ত বিষ্ণুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ভগবান পার্ব্বতীনাথ নরপতিকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া প্রীত হইলেন। অনন্তর একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে আত্মদর্শন প্রদান করিয়া কহিলেন, সুব্রত! আমি তোমার আরাধনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হউক। রাজা এই বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার দুইটি পুত্রলাভ হয় এই আমার প্রার্থনা। ভগবান বৃষভধ্বজ তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; নরপতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এদিকে বিপ্রবর বিদ্বান মিত্রসহ ভক্তিসহকারে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত দেবপতি কেশবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়া আত্মসদৃশ এক পুত্র প্রদান করিলেন। মহিষীদ্বয় শঙ্করাংশে এবং ব্রাহ্মণপত্নীও বৈষ্ণবাংশে গর্ভধারণ করিলেন। রাজমহিষীদ্বয় যথাকালে শঙ্করপ্রসাদলব্ধ দুই মহাবীর্য্য পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা মহা আনন্দে পুত্রদ্বয়ের যথা বিধি নামকরণাদি সংস্কারকার্য্য সমাপন করিয়া বিপ্রবর্গকে বহুধন দান করিলেন। বিপ্রবর মিত্রসহও সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণসদৃশ এক পুত্রলাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। রাজকুমারদ্বয় ও বিপ্রতনয় তিন জনেরই শরীর কান্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনজনেই বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রে ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। নৃপতি তনয়দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক হইল। ব্রাহ্মণ স্বীয় তনয়ের নাম জনার্দ্দন রাখিলেন। কুমারগণের মিত্রভাব ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

২৯৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কালক্রমে হংস ও ডিম্ভকের তপশ্চরণের অভিলাষ জন্মিল। তাঁহারা যাঁহার অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই উমাপতি শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থে গমন করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীর্য্য ও অস্ত্রবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ইহাই তাহাদের তপস্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা পবিত্র হৃদয়ে বায়ু ও জলমাত্র পান করিয়া একাগ্রচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে দেবাদিদেব! হে শঙ্কর! আমরা তোমারে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি হর, তুমি সর্ব্ব, তুমি শিবানন্দ, তুমি নীলগ্রীব, তুমি উমাপতি, তুমি বৃষভধ্বজ, তুমি বিরূপাক্ষ, হর্য্যক্ষ, তুমি জগৎপতি, তুমি ভক্তিপ্রিয়, তুমি গিরীশেশ, তুমি বামদেব, তুমি শিব, তুমি অচ্যুত, তুমি সদ্যোজাত, তুমি মহাদেব, তুমি দেব দেব, তুমি গুহাশয়, তুমি ভূতভাবন, তুমি ভূতেশ, তুমি প্রণবাত্মা, তুমি সদাশিব। ইত্যাদি নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহারা দিবারাত্র শঙ্করের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন এবং হৃৎপদ্মে বিরূপাক্ষকে আধানপূর্ব্বক ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন; এইরূপে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া মোনাবলম্বনপূর্ব্বক পাঁচবৎসর অতিবাহিত করিলেন। তাঁহাদের তাদৃশ তপস্যা সন্দর্শনে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী দেবদেব শঙ্কর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। তখন হংস ও ডিম্ভক সম্মুখে দণ্ডায়মান ত্রিযজ্ঞোপবীতী শূলপাণি উমাপতি চন্দ্র শেখর শঙ্করকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত মনে প্রণাম করিলেন।

তখন ভগবান্ কহিলেন, বৎস! আমি তোমাদের উপর নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমাদের মঙ্গল হউক এক্ষণে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় বর প্রার্থনা কর। মহারাজ! তখন তাঁহারা উভয়ে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে এইরূপ বর প্রদান করুন যেন, আমাদিগকে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না পারে ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যেন রৌদ্রাস্ত্র সমুদায় আমাদের সংগ্রহ হয়। মহেশ্বরাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র ব্রহ্মশিরো নামক মহাস্ত্র, পরশু, অভেদ্য কবচ ও দুশ্ছেদ্য দিব্যধনু যেন আমাদের অধিগত হয়; এতদ্ভিন্ন আমরা যখন যুদ্ধ যাত্রা করিব, তৎকালে যেন দুইটি মহাভূত আমাদের সহায়তা করেন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং সন্নিহিত সর্ব্বজন হিতাকাঙ্ক্ষী কুণ্ডোদর ও বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস কুণ্ডোদর! বৎস বিরূপাক্ষ! তোমরা উভয়ে ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই বলশালী বীরদ্বয় যখন ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তোমরা দুইজনই ইহাদিগের সাহায্য করিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ভূতভাবন হর ভৃঙ্গিরিটির সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃদ্বয় দেবদত্ত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ, ধনুর্দ্ধারণ ও দুর্ভেদ্য কবচ পরিধান করিয়া দেবদানবের অজেয় হইয়া উঠিলেন। তখন দেব দেব নীললোহিত শঙ্করের প্রতি তাহাদের আর ভক্তির সীমা রহিল না ; তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক মস্তকে জটাজুট, সর্ব্ব শরীরে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অহোরাত্র কেবল হে শিব! হে শান্ত! হে মহাদেব! হে ধীমন্! তোমাকে নমস্কার এইরূপ স্তব করিতে করিতে সর্ব্বদা মহানন্দে মগ্ন রহিল। তৎকালে তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবানীপতি বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর তাহারা স্বীয়, ভবনে উপস্থিত হইয়া অগ্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া পশ্চাৎ পিতৃসখা এবং মাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা মহাবুদ্ধি জনার্দ্দন কালক্রমে বুদ্ধিবলে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যোগ বলে ইন্দ্রিয় সমুদায় জয় করিয়া পীতবসনধারী হৃষীকেশ ভগবান বিষ্ণুর অরাধনাপূর্ব্বক তাঁহাকে লাভ করিলেন। অনন্তর হংস, ডিম্ভ ও জনার্দ্দন তিনজনেই দারপরিগ্রহ করিলেন। ইঁহারা সকলেই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে আসক্ত, স্বদারনিরত, গুরুশুশ্রূষা তৎপর হইয়া কেবল ধর্ম্মই সারপদার্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

২৯৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর একদা বীরবর হংস ও ডিম্ভক জনার্দ্দনের সহিত হস্তীরথ ও অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া শাণিত শরনিপাতে সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি বিবিধ হিংস্র জন্তু এবং মৃগগণকে নিপাত করিতে লাগিলেন। কুক্কুরগণ তাহাদের সঙ্গে ধাবমান হইল। ঐ দীর্ঘলোচন বিপুলাকৃতি বরাহ আগমন করিতেছে; ঐ একটা সিংহ যাইতেছে, ইহাকে শর প্রহারে বিদ্ধ কর; ঐ একটা সরীসৃপবিদ্ধশৃঙ্গ মহিষ, ঐ কতকগুলি মৃগ শাবকগণের সহিত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ শুভ্রবর্ণ শশককুল বেগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। শাবকগণ স্তন পান করিতে করিতে ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হইতেছে। ইহাদিগকে বিনাশ করিও না। ববং কুক্কুরদিগের দ্বারা বেষ্টন করিয়া উহাদিগকে ধারণ কর। এইরূপে মৃগয়াসক্ত ক্ষত্রিয়গণ ও ব্যাধগণের ঘোর কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক মৃগ, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদগণকে নিহত করিয়া তাঁহারা উভয়ে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিনমণিও গগন প্রাঙ্গনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া খরতর কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আমরা মৃগয়াসক্ত হইয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব আর মৃগয়ায় প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা পুষ্কর সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে সেই মুনিজননিষেবিত সরসীতীরে উপস্থিত হইলে সুস্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলে তাঁহাদের শান্তি দূর এবং শরীর শীতল হইল, অনুচরবর্গ সকলেই সেই সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হংস, ডিম্ভ ও জনার্দ্দন ইহারা তিনজনে সরোবরের একদেশে থাকিয়া শ্রান্তিদূর করত সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মুনিজন সমীরিত মধ্য দিনোচিত যজ্ঞীয় সুমধুর বেদধ্বনি তাহাদের শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। সেই বেদপাঠ শ্রবণে তাহাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সেই মুনিগণের যজ্ঞ দর্শনে অভিলাষী হইয়া সৈন্য সামন্তগণ তথায় স্থাপনপূর্ব্বক কতিপয় শরমাত্র গ্রহণ করিয়া তিনজনেই গমন করিলেন। পদব্রজে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন জপ হোমপরায়ণ মুনিগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষি কশ্যপ বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

২৯৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন এবং হংস ও ডিম্ভক সেই যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিয়া মুনিগণকে নমস্কার করিলেন। শিষ্যসমন্বিত মহাত্মা মুনিগণও তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও আসমাদি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেন। বিপ্রবর জনার্দ্দন ও নৃপতিদ্বয় মুনিগণের সপর্য্যাগ্রহণান্তে প্রীতমনে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর হংস মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমার পিতা কোন যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই যজ্ঞ সমাপন হইলেই আপনারা আমার পিতার যজ্ঞে গমন করিবেন। আমি দিগবিজয় করিয়া ধার্ম্মিকবর আমার পিতাকে

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই স্থির করিয়াছি। আপনারা সশিষ্য হইয়া যজ্ঞীয় উপকরণাদি সঙ্গে লইয়া আমার আলয়ে আগমন করুন। আমরা অদ্যই দিগবিজয়ার্থ বহির্গত হইব। আমাদের যেরূপ সৈন্য সংগ্রহ আছে তাহাতে আমরা দিগবিজয় করিতে কিছুতেই অসমর্থ নহি। অধিক কি আমরা সমর ভূমিতে অবর্ত্তীর্ণ হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই অমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। আমরা কৈলাসনাথ দেবদেব মহাদেবের নিকট বর লাভানন্তর বিবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনারা জানিবেন কোন শত্রুই আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। মদবল গর্ব্বিত হংস এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

মুনি কহিলেন, রাজন্! যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্য সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব কিন্তু এখন আমরা এইস্থানেই অবস্থান করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর তাঁহারা তথা হইতে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুষ্কর সরোবরের উত্তর তীরে গমন করিলেন। যেখানে ভগবান দুর্ব্বাসা বাস করিতেছেন, যেখানে নিয়তচিত্ত মন্ত্রবেদপরায়ণ ব্রহ্মোপাসক লোকহিততৎপর যতিগণ নির্ম্মল নিরহঙ্কার ও কৌপীনধারী হইয়া আত্মস্বরূপ, ব্রহ্ম স্বরূপ, জগদ্‌যোনি, শুভ, শান্ত, অক্ষর, সর্ব্বতো সুখ, বেদান্তমূর্ত্তি, অব্যক্ত, অনন্ত, শাশ্বত, মঙ্গল দাতা, নিত্যযুক্ত, বিরূপাক্ষ, ভূতাধার, অনাময়, সর্ব্বতোমুখ, দুর্ব্বাসার উপাস্য বিশ্বেশ্বর বিভু বিষ্ণুকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতেছেন। যথায় তর্কনিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞ সুনির্ম্মলচেতা দুর্ব্বাসার শিষ্য হংস ও পরমহংস প্রভৃতি মহাত্মগণ অবস্থান করিতেছেন তথায় উপস্থিত হইয়া হংস ও ডিম্ভক দেখিতে পাইলেন, মহাবুদ্ধি উর্দ্ধরেতা ভগবান দুর্ব্বাসা পরমপদ ধ্যান করিতেছেন। মহারাজ! যিনি ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন, যাঁহার সেই ক্রুদ্ধমূর্ত্তি অবলোকন করিতে দেবগণও সাহসী হইতে পারেন না, সেই মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ স্বরূপ রুদ্রাত্ম বিশ্বরূপধারী রক্তকৌপীনবসন পরমহংস ভগবান্ দুর্ব্বসাকে দেখিয়া তাহার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই কাষায়বস্ত্রধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটি কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বা কোন্ আশ্রম? গৃহস্থই ত ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থই ধর্ম্মরূপী, গৃহস্থই বর্ণশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সব্বজীবের মাতা, গৃহস্থই সকলের জীবন। যে মূঢ় সেই সব্বোৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রম আশ্রয় করে সে ত উন্মত্ত, বিকৃতরূপ ও মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্বী কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিয়া থাকে; এই সামান্য বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণও যেন কিছু ধ্যান করিতেছে, ইহাই বা কি? যাহা হউক আমি এই দুরাকাঙ্ক দুর্বুদ্ধি আশ্রমান্তরকারী ব্রাহ্মণগণকে গৃহস্থাশমে স্থাপন করিয়া গৃহী করিব। ইহারা যেরূপ ঘোর মূঢ়বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে না হইলে বল প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ মহামূর্খই বা এই দুর্ম্মতিগণের উপদেষ্টা তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না, ফলতঃ ইহাদিগকে ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত না করিয়াও আমরা সুখী হইতেছি না। এই রূপ চিন্তা করিয়া বীরদ্বয় বিপ্রবর জনার্দ্দনের সহিত অগ্রসর হইলেন।

২৯৮তম অধ্যায়

মহারাজ! দুর্ভাগ্যবশতঃ ও মোহবশতঃ হংস ও ডিম্ভক ইহারা উভয়েই সহসা সেই অতীন্দ্রিয় দুর্ব্বাসা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি তোমার ত কাণ্ডজ্ঞান নাই, তুমি এ কি কার্য্য করিতেছ? তুমি যাহা আশয় করিয়াছ ইহাই বা কোন আশ্রম? তুমি গৃহস্থাশম পরিত্যাগ করিয়া এ কোন্ পদসাধন করিতেছেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে ঘোরতর দম্ভই এরূপ অনুষ্ঠানের মুল কারণ, নতুবা আর কোন হেতুই ইহাতে উপলব্ধি হয় না। হে মূঢ়! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে। তুমিই সকলকে নরকে পাতিত করিবে। মূর্খ তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ, আবার পরকেও নষ্ট করিতেছ? হায় এরূপ মহামুর্খ দুষ্ট বুদ্ধির কি কেহ শাসনকর্ত্তা নাই। আছে, অবশ্য তোমারও শাসনকর্ত্তা আছে। এ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গৃহী হও, যত্নপূর্ব্বক পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই স্বর্গলাভ করিতে পারিবে; স্বর্গই মানবগণের পরম সুখাস্পদ। অতএব হে বিপ্র! যদি জীবিত স্পৃহা থাকে তবে আমি যাহা বলিলাম, তাহাই তোমাদের শ্রেয়স্কর।

ধর্মাত্মা বিপ্রবর জনার্দ্দন ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভীতচিত্তে মহর্ষিকে প্রণামপূর্ব্বক রাজ পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, এরূপ কর্কশবাক্য উভয়লোকেরই অশ্রাব্য। যদি সবান্ধবে জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তবে কোন্ মূঢ় এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইতে পারে? আমি বলিতেছি এরূপ বাক্য কদাচ মুখে আনিও না। আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি, ইনিই তোমাদের কালস্বরূপ; নিতান্তই তোমাদের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, আর তোমাদের অব্যাহতি নাই; এবার ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইবে। ইহাঁরা জ্ঞানপ্রদীপ্তচেতা পবিত্রাত্মা যতি। জ্ঞানাগ্নিবলে সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া সম্প্রতি প্রাণাগ্নিতে প্রাণ সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছেন। তোমরা ব্যতীত এরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করা আর কাহার সাধ্য? অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিলাম তোমাদের জীবিতকাল পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই চারি আশ্রমের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে এই চতুর্থ ভিক্ষুকাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে মহাবুদ্ধি এই আশ্রমে অবস্থান করেন, তিনিই প্রকৃত পুণ্যাত্মা। তোমরা কখন বিনীতবেশে বৃদ্ধসেবা কর নাই, সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে কোন জ্ঞানও লাভ করিতে পার নাই; সেইজন্যই তোমাদের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইল। জীবনসত্ত্বে, আমি এরূপ বাক্য কখনই শুনিতে চাহি না, কিন্তু কি করি, তোমরা দুইজনেই আমার মিত্র, সেই জন্যই সহ্য করিতে হইল। হে রাজন! তোমার গুরুসন্নিধানে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছ, তাহা দুঃখেরই কারণ হইয়াছে। অন্যের জ্ঞানলাভ ধর্ম্মের হেতু হয় কিন্তু তোমাদের সেই জ্ঞান কেবল পাপের নিমিত্তীভূত হইয়া উঠিয়াছে। যদি পুনরায় আমাকে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিতে হয় তবে নিশ্চয় জানিবে আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। কিম্বা শিলাতলে নিপতিত হইব, অথবা বিষপান করিব, না হয় মহাতরঙ্গে ঝাঁপ দিব, না হয় তোমাদের সমক্ষেই এ জীবন বিসর্জ্জন করিব। অতএব তোমরা এ কথা আর মুখে আনিও না, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

২৯৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহামুনি দুর্ব্বাসা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদ্গারী এক চক্ষে তাহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণপর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন; যেন ত্রিলোক ভস্মসাৎ হইল। কিন্তু অপর চক্ষে অতি প্রসমভাবে বিপ্রবর জনার্দ্দনকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে সেই রোষারুণনেত্রে নৃপতিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা শীঘ্র নিপাত হও, শীঘ্র নিপাত হও। এখনি এখান হইতে দূর হও, আর বিলম্ব করিও না, আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমি সমস্ত নরপতিকে এই মুহূর্ত্তেই দগ্ধ করিতে পারি। আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলা কাহার সাধ্য? সম্প্রতি আমি তোমাদিগকে আর কি বলিব, সেই শঙ্খচক্রগদাধারী লোকবিখ্যাত ভগবানই যেন তোমাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যতীশ্বর ঋষিবর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন নৃপবর হংস মহর্ষি বাহু ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রূরবুদ্ধিতে তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য যতিগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বিপ্রবর জনার্দ্দন তৎক্ষণাৎ মিত্রভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া হা কষ্ট! হা কষ্ট! তোমরা একি কর, তোমাদের সাহসই বা কিরূপ, এই কথা বলিয়া যথাশক্তি নিবারণ করিতে লাগিলেন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ দুর্ব্বাসা তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইলেও মৃদুস্বরে সেই হংস ও ডিম্ভককে কহিলেন, হে রাজকুলাধম! আমি শাপপ্রদানে তোমাদিগকে নিহত করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা যতি, সুতরাং তাহা করিতেছি না। যিনি জগৎপতি, যিনি যাদবেশ্বর, যিনি শঙ্খচক্রগদাপাণি, তিনিই তোমাদের এ গর্ব্ব চূর্ণ করিবেন। সেই জগৎপতি যদু কুলধুরন্ধর কেশব জগতের শাসনকর্ত্তা থাকিতে তোমাদের জীবিত থাকাই এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। তোমরা যখন এরূপ লোকবিদ্বিষ্ট অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন ধর্ম্মপথস্থিত জরাসন্ধও আর তোমাদিগকে বন্ধু বলিতে ইচ্ছা করিবেন না। এই কারণেই তিনি তোমাদের সহিত বন্ধুতা পরিত্যাগ করিবেন। মগধ মহীপতি এই বৃত্তান্ত শবণ করিলে যদি তোমাদিগকে ক্ষমা করেন, তবে তাঁহারও ধর্ম্মনাশ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই, সেইজন্যই তোমাদের সহিত সৌহার্দ্দ একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন।

এই কথা বলিয়া হংসকে তথা হইতে বারম্বার যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে বিবর! তোমার সর্ব্বথা মঙ্গল হউক, জনার্দ্দনে তোমার ভক্তি হউক। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্যলাভ কর। অদ্য হউক, কল্য হউক অথবা পরশ্বই হউক, তুমি সর্ব্বদাই সাধু থাকিবে; কি ইহলোক, কি পরলোক, কোন লোকেই সাধুর বিনাশ নাই। এক্ষণে তুমি গমন কর; এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পিতার নিকট কীর্ত্তন করিবে।

৩০০তম অধ্যায়

মহারাজ! অনন্তর হংস ও ডিম্ভক উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাক্রোধভরে মহর্ষির শিক্য, কমণ্ডলু, দারুময় দ্বিদল, দণ্ড ও পাত্র সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই স্থানে ব্যাধগণ

দ্বারা মাংসদগ্ধ করাইয়া ভক্ষণপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দনও স্নেহবশতঃ তাহদের অনুসরণ করিলেন; কিন্তু তৎকালে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এবারে আর এই রাজপুত্রদ্বয়ের কিছুতেই নিস্তার নাই, ইহার নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইল।

এদিকে তাহারা সকলে প্রস্থান করিলে যতি শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা পলায়নপরতন্ত্র যতিগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যতিগণ! চল আমরা এই পুণ্য তীর্থ পুষ্কর পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে বিশাম পূর্ব্বক দ্বারকা পুরীতে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচক্র গদাধারী দেব যদুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট নিবেদন করি। কারণ তিনিই ধর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তিত করিয়া এই সমস্ত জগৎ রক্ষা করিতেছেন। তিনিই সকলের মূল, তিনিই লোকগুরু, তিনিই যতাত্মা, তিনিই তত্ত্ব জ্ঞানীদিগের নিতান্ত প্রিয়; তিনি সমস্ত কন্টক উন্মূলিত করিয়া এই পৃথিবী শাসন করিতেছেন। অতএব তিনি যে এই ঘোর দুরাত্মা পাপিষ্ঠদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এক্ষণে যাহাতে অদ্যই আমরা তাহার সন্নিধানে গমন করিতে পারি তাহারই উপায় বিধাম কর এবং দুরাত্মারা যে অতি সাহসে আমাদের পাত্র সমুদায় ভগ্ন করিয়া গিয়াছে, উহাও তাঁহাকে প্রদর্শন করাইতে হইবে।

মহারাজ! জ্ঞানচক্ষু যতিগণ তথাস্তু বলিয়া ঐ সমুদায় ভগ্ন দারুময় শিক্য, দ্বিদল, ছিন্নবস্ত্র, কৌপীন, ভগ্নকমণ্ডলু ভগ্নকপাল প্রভৃতি অন্যান্য | বস্তু সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক কেশবোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ঈশ্বরংশসম্ভূত মহামুনি দুর্ব্বাসা পঞ্চসহস্র যতি সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। এক অহোরাত্রেই কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই লোমশ কেশবর্জ্জিত দান্ত মহাত্মা যতীশ্বরগণ বাপীতে অবগাহন এবং আচমনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া কণ্টকোন্মূলনকারী সভাসীন ভগবান কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন।

৩০১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময়ে কমললোচন পীতবসনধারী শাশ্বতদেব, যিনি শ্যাম বর্ণ, লম্বমান উত্তরীয় ও অপূর্ব্ব কিরীট প্রভৃতি ভূষণ সকল যাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, যাহার কেশকলাপ নীল, অথচ কুঞ্চিত, যিনি অব্যক্ত, নিত্যস্বরূপ, যিনি সকল, যিনি নিষ্কল, যিনি মঙ্গল বিধাতা, সেই যদুবীর সভামধ্যে আসীন ও কুমারগণে বেষ্টিত হইয়া সাত্যকির সহিত পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দান আমার পশ্চাৎ তুমি পাইবে, এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ পাশগ্রহণ করিলেন। বসুদেব ও উদ্ধব প্রভৃতি যাদবগণ আসিয়া সভার একদেশে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বকালে রাম যেমন সুগ্রীবের সহিত ক্রীড়াসক্ত হইয়াছিলেন, ভূতভাবন ভূতাত্মা কৃষ্ণও সেইরূপ অনন্যমনে সাত্যকির সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে ক্রীড়া করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল; তখন তাহাদের একবার ক্রীড়া শেষ হইল। ইতঃপূর্ব্বেই মহর্ষি দুর্ব্বাসা দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বারবানকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে ছিলেন। সম্প্রতি অবসর বুঝিয়া তাঁহারা সকলে সভা প্রবেশ করিলেন। মহামুনি দুর্ব্বাসা অগ্রে অগ্রে

চলিলেন, দীর্ঘতপা অন্যান্য যতিগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সভায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন পদ্মপলাশলোচন ভগবান বিষ্ণু সাত্যকির সহিত পুনরায় ক্রীড়া করিতে আসক্ত হইয়াছেন। তাহার হস্তে অক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে; তখন তাহার এক চক্ষু অক্ষে, অপর চক্ষু যতিগণে আকৃষ্ট হইল; তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র কৃষ্ণ, সাত্যকি, বলভদ্র, বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, প্রভৃতি যাদবগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একি একি বলিতে বলিতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন সে সময়ে মহামতি দুর্ব্বাসা যেন ক্রোধভরে ত্রিলোক দগ্ধ করিতেছেন, যেন মনোমধ্যে কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছেন, যেন অন্তস্তাপে দগ্ধ হইতেছেন। তাঁহার পরিধান অৰ্দ্ধকৌপীন বসন, হস্তে ভগ্নদণ্ড, হংসকৃত অবমাননায় ক্রোধে তাহার অন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, তিনি যদুপতি কৃষ্ণের প্রতি এরূপে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহার নেত্রদ্বয় হইতে ঘোরতর অগ্নি নির্গত হইতেছে। যাদবগণ তাঁহার তাদৃশ মূর্ত্তিদর্শনে ভীত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, জানি ইনি অদ্য ক্রুদ্ধ হইয়া কি দুর্ঘটনাই উপস্থিত করেন, আমাদের প্রভু কৃষ্ণই বা কি বলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! এই আসন; তৎকালে কৃষ্ণও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! এই আসনে সচ্ছন্দে উপবেশন করুন; আমি আপনার কিঙ্কর।

অনন্তর যতিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা আসনপরিগ্রহ কবিলে অন্যান্য বীতমৎসর যতিগণও যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন কিরীটধারী কৃষ্ণ অর্ঘ্যাদিপ্রদানদ্বারা তাঁহার যথোচিত সম্বৰ্দ্ধনাপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি বলুন, কিজন্য আপনার এখানে শুভাগমন হইয়াছে? আপনার আগমনে বোধ হইতেছে যেন আপনাদের কোন গুরুতর আগমন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আপনারা নিষ্পাপ কলেবর সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। আমাদের নিকটে আপনাদের কোন স্পৃহাই নাই। স্পৃহাবান লোকেরাই ক্ষত্রিয়দিগের নিকটে গমন করিয়া থাকেন। আপনাদের সে স্পৃহা বা প্রার্থনা কিছুই দেখিতেছি না; অনেক ভাবিয়াও আপনাদিগের আগমন কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেবলমাত্র অনুমান হইতেছে অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে; নতুবা এরূপ আগমনক্লেশ স্বীকার করিবেন কেন? এক্ষণে আমরা নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছি যদি কোন কারণ থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দেশ করুন।

মহারাজ! দেবদেব চক্রপাণি জনার্দ্দনকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে বিপ্রর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধ পুনরায় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার দৃষ্টিপাতে ত্রিলোক দগ্ধ করিতেছে অথবা সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তথাপি তিনি সহাস্য বদনে কহিলেন, যাদবেশ্বর! 'আমি জানি না' একথা বলিতেছ কেন? আমি জানি তুমিই মহাদেব! তুমি জান না বলিলে আমাকে বঞ্চনা করা হয়; হে বিষ্ণো! আমরা পুরাতন লোক, পূর্ব্ববৃত্তান্ত অনেক পরিজ্ঞাত আছি। তুমি দেবদেব, কেবলমাত্র মায়াবলে এই মানুষ কলেবর ধারণ করিয়াছ। হে জগতীপতে! কিজন্য তুমি আত্মগোপন করিতেছ? ব্রহ্মবিদ্গণ যাহাকে সতত চিন্তা করেন, যে পদ প্রাপ্তির আশা করেন তুমি সেই মূর্ত্তি, তুমি সেই পরম পদ। পূর্ব্বকালে বহুচিন্তা করিয়াও

যাঁহাকে স্থির করিয়া পারি নাই, পরিণামে বহুকষ্টে যাহাকে জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, যাহা হইতে এই বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই পরম পদ। হে বিশ্বেশ! পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞানজিজ্ঞাসু চিত্তে যাঁহাকে স্থূল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই এই পরম বপুঃ ! যিনি কর্ম্মপ্রাপ্য, যাহা স্মরণ করিয়া আমরা নির্ব্বৃতি লাভ করিয়া থাকি, প্রাকৃত লোকেরা প্রত্যক্ষ করিয়াও আপনার সে মূর্ত্তি অবধারণ করিতে সমর্থ নহে, হে দেব! হে হরে! আমরা তাদৃশ মুঢ় বুদ্ধি নহি। আপনি যে জানি না এই কথা বলিতেছেন ইহা ত একটা প্রবধ বাক্য মাত্র। হে কেশিনিসূদন! যাহারা আপনাকে সকলের মূলকারণ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ প্রত্যুত্তর বাক্যে ফল কি?

বেদান্ত পাঠ করিয়া তোমার যে বিখ্যাত তেজ বিচারিত হয়, বিজ্ঞানবিৎ নিষ্পাপ কলেবর যোগিগণ যাহার মূর্ত্তি হৃৎপদ্মমধ্যে অবলোকন করিয়া থাকেন, বেদশাস্ত্রে যাঁহাকে পরম বৈষ্ণব তেজ বলিয়া পঠিত হয়, তোমার সেই এই ঐশ্বরিকরূপ আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি। যাঁহাকে ওঙ্কার ও বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করে সেই ওঙ্কার তুমি এবং সেই বাক্যও তুমি, ইহা আমি জানি না এ কথা বলিবেন না। যদি তুমি গোপনে আমায় কিছু বলিতে ইচ্ছা কর তবে তাহা বলিতে পার, কিন্তু আমি জানি না এ কথা বলা কখনই উপযুক্ত হইতেছে না। হে কেশব! যাহা হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইয়াছে আবার প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যাহাতে লীন হয়, আমি পরিজ্ঞাত আছি এ তোমার সেই শরীর। হে ভূত ভব্যেশ! তুমি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা কর্ত্তারূপে প্রতিভাত হইতেছ। আমি তোমাকে যখন যেরূপে স্মরণ করি তখন তুমি সেইরূপে আমার হৃদয়ে বিরাজ কর। হে বিভো! আমি যখন তোমাকে বায়ুরূপে চিন্তা করি, তখন তুমি আমার হৃদয়ে বায়ু, যখন আকাশরূপ বলিয়া ধ্যান করি তখন তুমি আকাশ, যখন তোমাকে পৃথিবী স্বরূপ ভাবনা করি তখন তুমি পৃথিবী, যদি কখন রস স্বরূপ চিন্তা করি, তখন রস, যখন তোমাকে তেজো মূর্ত্তিতে ভাবনা করি, তখন তুমি তেজস্বরূপ, যখন তোমাকে চন্দ্রমা মনে করি, তখন তোমার চান্দ্রমসরূপ অবলোকন করিয়া পরম প্রীত হই। যখন তোমাকে সূর্য্যরূপ চিন্তা করি তখন তুমি আমার হৃদয়রোজে সূর্য্যরূপে বিরাজ করিয়া থাক। অতএব ইহা আমার প্রিয় সিদ্ধান্ত যে, তুমি সর্ব্বরূপী। তাহাতে 'আমি জানিনা' এ কথা বলা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে বিষ্ণো! তুমি আমাদের রক্ষার্থই এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু একবারও আমাদের বিষয় চিন্তা কর না ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলেই তোমার নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু তুমি আমাদের ঈদৃশী দুরবস্থা স্মরণ করিতেছ না। আমি মনে করিতেছি এই অবধিই আমাদের প্রাপ্য ভাগ লুপ্ত হইল। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, নতুবা তোমায় স্মরণপথ হইতে বিচ্যুত হইব কেন?

হে প্রভো! হংস ও ডিম্ভক নামে দুইজন ক্ষত্রিয় কুমার মহাদেবের বরপ্রসাদে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগকে উদ্বেজিত করিয়াছে। তাহার গার্হস্থ্য ধর্ম্মই যে একান্ত শ্রেয় এই কথা বলিতে বলিতে ইতস্ততঃ পর্য্যটনপূর্ব্বক আমাদিগকে নানা কুৎসিতবাক্যে অপমান করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও ঘোর অনিষ্টাচরণ করিয়াছে তাহাও বলিতেছি, এই দেখ আমাদের দারুময় শিক্য, পাত্র, দ্বিদল ও বেণুক সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তাহাদের সাহস ও দুশ্চেষ্টিতের কথা আর কি বলিব, এই দেখ আমার পরিহিত সর্ব্বস্বধন

কৌপীন পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, আর আমাদের কমণ্ডলু নাই, উহা কপালমাত্রে শেষ হইয়াছে, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সতত আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, তাহাতেও যদি এইরূপ উৎপাত উপস্থিত হয় তবে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? বুঝিলাম আমাদের মত হতভাগ্য জগতে আর কেহ নাই। হে জগৎপতে! এক্ষণে বলুন আমাদের উপায় কি? কাহারই বা শরণাপন্ন হইব? তাহারা যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই ত্রিলোক ধ্বংস করিবে। তাহারা যেরূপ বলবান ও বলমদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর তাহাদের নিকট কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র কাহার নিস্তার নাই। বাসব প্রভৃতি দেবগণও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। ভীমপরাক্রম ভীষ্ম কি রাজা বাহ্লীক, কি জরাসন্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিগণের ত কথাই নাই। হে কৃষ্ণ! হে হরে! সেই গিরীশবরলব্ধ নিতান্ত উদ্ধত বীরদ্বয়ের শঙ্কাস্পদ একমাত্র তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই। অতএব তুমি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া লোক এর রক্ষা কর। নতুবা তোমার এই রক্ষাকর্ত্তা নাম একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অধিক আর কি বলিব তুমি এই ত্রিলোক রক্ষা কর, রক্ষা কর। ক্রোধমূর্চ্ছিত দুর্ব্বাসা এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন।

৩০২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি দুর্ব্বাসার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া যাদবেশ্বর কেশব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ক্ষমা করুন, এ সমস্তই আমার দোষ। এক্ষণে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। কি মহাদেব, কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি যম, কি বরুণ, কি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যিনিই বরদান করুন না কেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি হংস ও ডিম্ভককে সমরাঙ্গনেসবলে নিহত করিয়া আপনাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিব। এক্ষণে আপনারা ক্রোধ পরিহার করুন। আমি সেই দুরাত্মা নৃপতিদ্বয়কে নিহত করিয়া আপনাদিগের রক্ষা করিব। আমি জানি এবং পূর্ব্বে শুনিয়াছি দুরাত্মা হংস ও ডিম্বক তীব্র দণ্ডধারী হইয়া আপনাদিগের প্রতিও ঘোর উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা একে ত অসামান্য বলশালী তাহাতে আবার গিরীশের বরদর্পে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জরাসন্ধের নিতান্ত প্রিয়চিকীর্ষু, সুতরাং তাহাদিগের বধ করাও অল্পায়াস সাধ্য নহে, কারণ রাজা জরাসন্ধ তাহাদের হিতের নিমিত্ত সমরস্থলে প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত আছে। অতএব হে বিবর! যেখানে জরাসন্ধ সাহায্য করিতে না পারে সেই স্থানেই তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, তাহারা উভয়ে যে যে স্থানে গমন করে সেই সেই স্থান এখন হইতে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে যে বিনাশ করিব তাহাতে আর সংশয় নাই। এক্ষণে আপনার স্বস্থানে গমন করিয়া স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হউন। আমি অচির কালের মধ্যেই তাহাদিগকে জয় করিব।

মহারাজ! ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই সমুদায় বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া যাদবেশ্বর কেশবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বজগতের যথার্থ হিতকারী, তোমার মঙ্গল হউক। হে জগৎপতে! তোমার অসাধ্য কি আছে? তুমি ত্রিধাম

তুমি সর্গসংহারের মূলকারণ। তুমি দেবগণের ও দেব, তুমি সকলের প্রতি সমদর্শী। তুমি বিষ্ণু, তুমি দেব, তুমি হরি, তুমি কৃষ্ণ, তুমি চক্রপাণি তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বভাবশুদ্ধ, শুদ্ধাত্মা, তুমি নিয়তাত্মা, তুমি শব্দগোচর, তুমি দেবপতি, তুমি ভক্তবৎসল, তোমাকে নমস্কার। আমি অজ্ঞানবশতঃ অথবা জ্ঞানবশতঃই হউক তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি ক্ষমা কর। জগন্নাথ তুমিই বলিয়াছ তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব হে ভগবন্! তুমি আমায় ক্ষমা কর, সাধু ব্যক্তিরা ক্ষমাবান্ই হইয়া থাকেন।

ভগবান্ কহিলেন, বিপ্রবর! আমরাও সর্ব্বদাই ক্ষমা করিয়া থাকি, এক্ষণে আপনিই আমদিগকে ক্ষমা করুন। সন্নাসীদিগের ক্ষমাই প্রধান সাধন ও শ্রেষ্ঠধন। তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় ক্ষমাই মুক্তিমার্গের অদ্বিতীয় উপায়। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা কর্ম্ম, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যশ, ক্ষমাই স্বর্গের সোপান। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ক্ষমাকে আপনারা রক্ষা করিবেন। আপনারা সকলে যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন, আপনারা যতীশ্বর, অতএব আমি অদ্য আপনাদিগকে অর্চ্চনা করিব। হে বিপ্রগণ! আপনারা সকলেই যতি এবং সকলেই ভিক্ষুক অতএব অদ্য আমার ভবনে আপনাদিগকে ভোজন করিতে হইবে।

অনন্তর তাঁহারা তথাস্তু বলিয়া তথায় ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিষ্ণু স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া চতুর্ব্বিধ ভোজ্য বস্তু সমুদায় প্রস্তুত করাইলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া অতি কোমলবস্ত্র ছেদনপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক খণ্ড প্রদান করিলেন। তাহারা কৃষ্ণের এইরূপ অভ্যর্থনায় একান্ত প্রীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

৩০৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান কৃষ্ণও হংস ও ডিম্ভকের বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হংস ও ডিম্ভক বীর্য্যশালী মহীপাল পিতা ব্রহ্মদত্ত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে কহিতে লাগিল, পিতঃ! আপনি মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করুন। এই মাসের মধ্যেই যাহাতে আপনার যজ্ঞ সমাধা হয় তন্নিমিত্ত আমরা অদ্যই হস্তী অশ্বরথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে দিগ্‌বিজয়ার্থ যত্নপর হইব। এবং যজ্ঞ সাধনার্থ সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে সচেষ্ট হইব। ব্রহ্মদত্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া তবে তাহাই হউক বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন।

বিপ্রবর জনার্দ্দন তাহাদিগের তাদৃশ সাহস দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য কদাচ সম্পন্ন হইবে না। অনন্তর প্রিয়বয়স্য হংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির কর। দেখ, তুমি যে কার্য্যে উদ্যত হইয়াছ, উহা মহাত্মা ভীষ্ম, জরাসন্ধ, নৃপশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক ও বীরশ্রেষ্ঠ যাদবগণ বিদ্যমান থাকিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে বলিতে পারি না। আমার বোধ হইতেছে উহা একরূপ দুঃসাহরিক কার্য্যই হইতেছে। কারণ সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় বৃদ্ধ ভীষ্ম অসাধারণ বলবান যে ভৃগু নন্দন পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার জয়

করিয়াছিলেন, ভীষ্ম সমস্ত ক্ষত্রিরগণের সমক্ষে তাহাকেই জয় করিয়াছেন। জরাসন্ধের পরাক্রমও তোমার অজ্ঞাত নাই। বৃষ্ণিবীরগণ বিলক্ষণ রণপণ্ডিত এবং অস্ত্রবিশারদ, বিশেষতঃ তন্মধ্যে কৃষ্ণ একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ; তিনি জরাসন্ধের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করিও শ্রান্ত হন নাই। সমরাঙ্গণে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে এরূপ লোক জগতে নাই; বলমদমত্ত বলভদ্র ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক সংহার করিতে পারেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। বীরবর সাত্যকিও রণস্থলে সকল শত্রুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ; অন্যান্য যাদবগণও কৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকিয়া বিলক্ষণ গর্ব্বিত হইয়াছেন, তাহাতে অবার ইতঃপূর্ব্বেই আমরা যতিগণের সহিত ঘোরতর বিরোধ করিয়া আসিয়াছি। শুনিলাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা সমস্ত যতিগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছেন। যদি তাই হয় তবে সম্প্রতি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে উদ্ধার পাও তাহারই চেষ্টা কর। তাহার পর রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও।

হংস কহিলেন, মন্দবুদ্ধি ভীষ্ম বৃদ্ধ হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের সম্মুখে অবস্থান করা তাহার সাধ্য নহে। যাদবগণের কথায় ত আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তাহারা কি রণস্থলে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে? হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি নিশ্চয় জানিবে, কৃষ্ণই হউক, আর মত বলভদ্রই হউক, কিম্বা সাত্যকিই হউক, কাহার সাধ্য নাই যে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে। তবে যে ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধের কথা বলিতেছ, তিনি আমার প্রিয়বন্ধু। যাহা হউক, ভ্রাতঃ! তুমি সম্প্রতি সত্বর সেই দ্বারকায় গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে যদুপতি কৃষ্ণকে বল, 'আমি অচিরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি আপাততঃ কর প্রদান কর। অনন্তর যথাসময়ে বহুলপরিমাণে লবণ লইয়া উপস্থিত হইবে, দেখিও যেন বিলম্ব না হয়।' বিপ্রবর! তুমি আমার প্রিয়বন্ধু, সেই জন্যই আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিতেছি; তুমি সত্বর তথায় গমন কর, আমার কথায় আর আপত্তি করিও না, আপত্তি করিলে আমি তোমার অনিষ্ট করিব।

মহারাজ! দ্বিজবর ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন এইরূপে অভিহিত হইলে মিত্রতানিবন্ধনই হউক, আর স্নেহবশতই হউক, হংসবাক্যের আর কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না। প্রত্যুত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্যই হউক আর কল্যই হউক কিম্বা পরশ্বই হউক সেই জগদ্‌যোনি ভগবান্ শঙ্খচক্র গদাধারী কৃষ্ণকে দর্শন করিতে আমি অবশ্য যাইব। অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন হৃষীকেশ মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক একাকী দ্বারকা সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন।

৩০৪তম অধ্যায়

মহারাজ! নিদাঘকালে দিনকর খর কিরণোত্তাপিত পিপাসার্ত্ত পান্থ যেমন সলিল দর্শনে বেগে তদভিমুখে ধাবিত হয় সেইরূপ বেদবিৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দনও হরিদর্শনলোলুপ হইয়া অশ্বারোহণে অতি বেগে ধাবমান হইলেন। গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, হংস আমার যথার্থই প্রিয় বন্ধু, অদ্য আমাকে এই কর্ম্মে প্রেরণ করিয়া প্রকৃত বন্ধুর কার্য্যই

করিয়াছেনন, সেইজন্যই আজ আমি কৃষ্ণদর্শন করিতে পাইব। আমি যখন অদ্য দ্বারকাবাসী বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিব তখন আমা অপেক্ষা ধন্য আর কে আছে? আমার মনস্বিনী জননীও অদ্য ধন্য হইবেন, কেননা আমি কৃষ্ণদর্শনে কৃতার্থ হইয়া প্রত্যাগত হইলে আমার ভাগ্যবতী মাতাও আমাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবেন। আজ আমি সেই ভগবান শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধারী বিষ্ণুর বিকসিত হেমাজ্জ কিঞ্জল্ক সদৃশ মুখমণ্ডল, শঙ্খচক্রগদাধারী বনমালাভূষিত নীলনলিনীদলবৎ শ্যামবপু এবং পদ্মপলাশ সদৃশ লোচনদ্বয় সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বদুঃখ দূর করিব এবং চিরনির্ব্বৃতি লাভ করিব। সেই যোগাত্মা সৌম্যনেত্রে আমায় কি অবলোকন করিবেন? আমায় কি প্রিয় বাক্য বলিবেন? স্বস্তি বাক্য কি প্রয়োগ করিবেন? আমি চক্রধারীর ত্রৈলোক্য সুন্দর মনোহর শরীর অবলোকন করিব। তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে। হায়! সেই ভগবান বিষ্ণুর রত্নহার বিভূষিত বক্ষঃস্থলের শোভাই বা কত; কেমন সুন্দর পীত বসন, কিবা লম্বহার, কিবা মৃদু হাস্য-স্ফুরিত অধর। আমি তাঁহাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতেছি কিন্তু বোধ হইতেছে যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতেছি। তাঁহাকে স্মরণ করাতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, যেন তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে চলিয়াছি। বোধ হইতেছে যেন সেই শঙ্খচক্রগদাধারী আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন, যেন আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। এই যে তিনি এই কথা বলিবার নিমিত্ত যেন আমার জিহ্বা স্ফুরিত হইতেছে। কৃষ্ণ! তুমি কর প্রদান কর, একথা বলাও আমার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর। তাঁহার সম্মুখে গমন করিয়া আমি কিরূপে এরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিব? যে, বিষ্ণু তুমি ভূপতি হংসের করদ তুমি তাহার আজ্ঞা পালন কর। হে হরে! হে যদুপুঙ্গব! তুমি হংসের কর প্রদান কর, বহু পরিমাণে লবণও তোমাকে দিতে হইবে একথাও আমি প্রাণ থাকিতে বলিতে পারিব না। হায়! আমার মত মহামূর্খ ও নির্লজ্জ লোক ত আর জগতে নাই; কেননা আমি স্বচ্ছন্দে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এ দিকে যখন মিত্রভাবে ঐ উদ্দেশেই গমন করিতেছি তখন না বলিয়াই কিরূপে থাকিব? অতএব যতই অবিনয় হউক না কেন হংসের সহিত মিত্রতাবশতঃ আমায় বলিতেই হইতেছে। সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অন্যের সহিত মিত্রভাবও ঘোর কষ্টকর। অথবা তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সকলের অন্তর্য্যামী এবং প্রাণিমাত্রেরই হিতানুষ্ঠানে একান্ত অনুরক্ত সুতরাং আমার মনোগত ভাব তিনি অবশ্যই সর্ব্ব পরিজ্ঞাত আছেন। তাহা হইলে আমি হংসের মিত্রভাবে উপস্থিত হইয়া যাহা বলিব তজ্জন্য আমার দোষ তিনি কখনই গ্রহণ করিবেন না। হে ভগবন! আমি অতি অপ্রিয় কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি কিন্তু আপনি আমায় সর্ব্বথা রক্ষা করিবেন। হে জগন্নাথ! হে বিষ্ণো! হে কেশব! হে ত্রিকালস্বামিন্! হে যাদবেশ্বর! আমি তোমার নীলকুঞ্চিতকেশ, কম্বুগ্রীব, শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল, মহাবাহু রত্নাচ্ছায়াবিরাজিত চক্রধারী অচিন্ত্যবিভব মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইব। আজি আমার মানসজ্বর শান্তি হইবে, আজি জন্ম সার্থক, যজ্ঞ সফল, নয়ন সার্থক হইবে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি আমার মুখবিবর হইতে তাদৃশ ঘোরতর কর্কশ বাক্য নিঃসৃত হইলে তিনি প্রীত হইবেন কি না। যাহা হউক অদ্য আমি নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া একবার সেই জগদীশ্বরকে অবলোকন করিব এবং বারম্বার তাঁহার আপাদমস্তক দর্শন করিব, নেত্র যুগলে আজ তাঁহার মোহনমূর্ত্তি

পান করিব। তাঁহার সেই স্বর্গফলনিদান শিবদাতা পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইব। তাহার মেঘ গভীর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া কর্ণ সুশীতল করিব। হে জগৎপতে! আমি যেন তোমার পাদপদ্ম অবলোকন করিতেছি, আমি যেন তোমার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিতেছি, তোমার বিশ্বময়ী মূর্ত্তি ও অবলোকন করিতেছি। হে বিষ্ণো! আমি নিতান্ত অপ্রিয় বাক্য বলিতে সমুদ্যত, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, যাহার কর্ণদ্বয় দোদুল্যমানকুণ্ডলদ্বারা পরিশোভিত, যাহার সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন, যাঁহার বাহুদ্বয়ে রত্নখচিত সমুজ্জ্বল কেয়ুর, বামহস্তে দীপ্তিমান মহাশঙ্খ, যাহার বর্ণ রশ্মিজাল প্রদীপ্ত, যাহার বদনমণ্ডল নবোদিত ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর, সেই পীতবসনধারী বিস্তৃত বক্ষ তোমার মধুরমূর্ত্তি এখনি বা অন্য সময়ে কখন দর্শন করিব? আমি যখন তোমার সেই মধুরমূর্ত্তি অবলোকন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি তখনি কৃতার্থ হইয়াছি। আমি অদ্যই বলভদ্রের সহিত সেই জগদ্গুরু বিষ্ণুকে দর্শন করিব। সম্প্রতি তোমার কৌস্তুভ প্রভা প্রতিভাত বক্ষ, পীতাম্বরধারী, পদ্ম পলাশলোচন, কিরীট সুশোভিত মস্তক, চক্রপাণি, গদাধর, পদ্মহস্ত, তেজোময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর শরীর আমার মঙ্গল বিধান করুন। বিষশাস্ত্ররূপ মহাসর্পযোগে নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ মন্দর পর্ব্বতদ্বারা বেদোদধি মন্থন করিয়া যে নারায়ণখ্য অমৃত উদগত হইয়াছে, দেবগণ নিরন্তর যে সুধাপান করিয়া থাকেন, আমি অদ্য সেই অপূর্ব্বসুধা পান করিব। মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে সতত ধ্যান করেন, যিনি অমেয়, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত, যিনি স্থূল, যিনি অতি সূক্ষ্ম, যিনি অদ্বিতীয় অথচ অনেক, যিনি আদ্য, যিনি ত্রিলোকজনক জ্যোতিস্বরূপ, যিনি ত্রিদশগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই অচ্যুতখ্য অচিন্ত্য দেব আমার চক্ষু ও হৃদয়ে বিরাজমান হউন। বিপ্রবর জনার্দ্দন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া বেগে অশ্ব চালনাপূর্ব্বক দ্বারবতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

৩০৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দৌবারিক কর্ত্তৃক সমস্ত বিজ্ঞাপিত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি দেবেশ প্রভু নারায়ণ বলভদ্রের সহিত এক মহাসনে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে শৈনেয় সাত্যকি ও উগ্রসেন, পার্শ্বে মহর্ষি নারদ উপবিষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসাসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেছেন। প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত, অঙ্গরোগণ নৃত্য করিতেছেন। সূতমাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ স্তবপাঠ, সামবেদাধ্যায়ী বিপ্রগণ সামগান দ্বারা মধুসূদনের যশোগান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দ্বিজবর জনার্দ্দনের আহ্লাদের সীমা রহিল না, তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 'ভগবন্! আমি জনার্দ্দন প্রণাম করি এই কথা বলিয়া অবনত মস্তকে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পরে বলভদ্রকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর পুনরায় কহিলেন, হে দেবদেবেশ! আমি হংস ও ডিম্ভকের দূত। বিপ্রেন্দ্র এই কথা বলিলে, মাধব কহিলেন, তুমি অগ্রে এই বিষ্টরাসনে উপবেশন কর। পশ্চাৎ যাহা প্রয়োজন থাকে বলিও। তখন জনার্দ্দন উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। পরে হরি তাহাকে বাক্য দ্বারা সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

কহিলেন, ব্রহ্মদত্ত, নৃপতিশ্রেষ্ঠ হংস ও ডিম্ভকের কুশল ত? তোমার পিতাও কুশলে আছেন? আমি হংস ও ডিম্ভকের বীর্য্যবত্তার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। এক্ষণে আমার নিকটে যাহা বক্তব্য থাকে ব্যক্ত কর।

জনার্দ্দন কহিলেন, জগন্নাথ! ব্রহ্মদত্ত, আমার পিতা এবং হংস ও ডিম্ভক সকলেরই কুশল। ভগবান কহিলেন, মহীপতি হংস ও ডিম্ভক তোমায় কি বলিয়া দিয়াছে? হে দ্বিজসত্তম! তুমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন কর। আমি তোমার মুখে শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিবেচনা করিব। তুমি যখন দূত হইয়া আসিয়াছ, তখন তোমার বাচ্যাবাচ্য কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। দূতের কার্য্যই এই, মহীপতিগণ যাহা বলিয়া দিবেন, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিবে। অতএব বক্তব্য বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহাই আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

কেশব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জনার্দ্দন কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেন কিছুই জানেন না, এ কি বলিতেছেন? আপনি সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী; জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহার মধ্যে আপনার অবিদিত কি আছে? আপনি মনে মনে সমস্তই প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করিতেছেন, তথাপি আমাকে বলিতে আদেশ করিতেছেন কেন? হে জগতীপতে! হে বিষ্ণো! বিদ্বান্‌গণ আপনার মহিমা গান করিয়া থাকেন। আপনি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎও আপনাতে অবস্থান করিতেছে। ইচ্ছা করিলে আপনিই সমস্ত অবগত হইতে পারেন। কি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ আপনার অবেদ্য কি আছে? আপনি সর্ব্বগামী। আপনাকর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে এই চরাচরমধ্যে এমন একটি বস্তুও নাই। হে জগতীপতে! আপনি সর্ব্বভূতের ইন্দ্র, আপনিই সংহারকারী রুদ্র, আপনি সর্ব্বলোকের রক্ষা কর্ত্তা বিষ্ণু, আপনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। তথাপি 'তুমি বল' একথা বলিতেছেন কেন? হে মাধব! বিদ্বানগণ আপনাকে সতত জ্ঞানাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রাণবিদগণ আপনাকে প্রাণ, শব্দবেত্তারা আপনাকে শব্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি আমাকে বলিতে বলা বাহুল্যমাত্র। যাহা হউক যখন আমাকে বলিতে আদেশ করিতেছেন তখন আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন।

সম্প্রতি ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সেইজন্য হংস ও ডিম্ভক উভয়েই আমাকে আপনাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ, লবণগ্রহণ ও আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা আদেশ করিয়াছেন সম্প্রতি আমার নিকটে কর প্রদান করুন, পশ্চাৎ প্রচুর পরিমাণে লবণ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইবেন।

বিপ্রেন্দ্র জনার্দ্দন এই কথা বলিলে, প্রভু কৃষ্ণ বহুক্ষণ হাস্য করিয়া কহিলেন, দূত! তোমার যাহা বক্তব্য বলিলে। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তাহাদিগকে কর প্রদান করিব, সুতরাং আমি তাহাদিগের করদ; ইহা একরূপ অল্প ধৃষ্টতার কথা নহে। আমার নিকট হইতে কররূপে কোনবস্তু গ্রহণ করিতে হইবে একথা ত কখন শুনি নাই। দূতকে এই কথা বলিয়া যাদবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাদবগণ! ইহা অপেক্ষা হাস্যকর আর কি আছে? মহীপতি ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, হংস ও ডিম্ভক ঐ যজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা। দুরাত্মারা আমাদের নিকট হইতে করপ্রাপ্তির অভিলাষ করে, আমাকে

লবণ বহন করিয়া তাহাদিগের যজ্ঞে গমন করিতে হইবে। যদুসত্তমগণ! আমি তাহাদের করদ, সুতরাং তাহাদের নিকট পরাজিতও হইয়াছি। কি হাস্যের কথা! শুন দুরাত্মাদিগের কথা শুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলভদ্র প্রভৃতি সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। সাত্বতগণ ‘কৃষ্ণ করদ কৃষ্ণ করদ’ বলিয়া হাস্য করিতে করিতে করতালি প্রদান করিতে লাগিলেন, সেই হাস্য ও করতালির শব্দে রোদসী, পূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে বিপ্রবর জনার্দ্দন আত্মমিত্রের নিন্দা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! দৌত্যকার্য্য কি কষ্টকর! আমাকে এই কার্য্য করিতে হইল? এই বলিয়া লজ্জায় অপোমুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

৩০৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সকলে এই রূপ হাস্য করিতে আরম্ভ করিলে কেশিসূদন কেশব দূতকে কহিলেন, দূত! তুমি এক্ষণে গমন কর; গমন করিয়া আমার বচনানুসারে হংস ও ডিম্ভককে বলিবে, আমি শীঘ্রই শার্ঙ্গমুক্ত শিলাশাণিত তীক্ষ্ণবাণ অথবা নিশিত অসি দ্বারা তাহাদিগের উপযুক্ত কর প্রদান করিব। আমার কর প্রহিত চক্র তাহাদের উভয়েরই শিরচ্ছেদ করিবে, তাহাদের ধৃষ্টতাবৃদ্ধি করিবার জন্য যিনি বর প্রদান করিয়াছেন, সেই রুদ্রদেবও যদি তাহাদিগের রক্ষার্থ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন, আমি তাহাকেও পরাস্ত করিয়া উহাদিগের মস্তক ছেদন করিব। যেস্থানে গমন করিয়া আমার সহিত তাহাদের সঙ্গতি হইবে তাহাও যেন নির্দ্দেশ করিয়া আমায় সংবাদ দেয়। আমি তথায় সবলবাহনে উপস্থিত হইব, তাহারাও যেন নির্ভয়ে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হয়। পুষ্করই হউক, কি প্রয়াগই হউক অথবা মথুরাই হউক ইহার যে কোন স্থানে আমি জানিতে পারিলেই যাইতে প্রস্তুত আছি। অথবা যদি তুমি মিত্রতানিবন্ধন তাহাদিগকে এ সকল কথা বলিতে অসমর্থ হও, তবে এই সাত্যকিই বলিবেন; ইনি তোমার সহিত গমন করিতেছেন। তুমি উভয় পক্ষের সাক্ষী রহিলে। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি ইহা, নিশ্চয় জানিবে যে, তোমার উপর আমার প্রভূত স্নেহ আছে, অতএব তুমি এই দুঃখ সঙ্কুল সংসারমধ্যে সর্ব্বদা বিজয়ী ও আমার ভক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিবে।

৩০৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সাত্যকিকে কহিলেন, সাত্যকে! তুমি এই বিপ্রবর জনার্দ্দনের সহিত গমন করিয়া হংস ও ডিম্ভকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার আদেশানুসারে তাহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিবে, বলপূর্ব্বক বলিবে আমার সহিত যেন তাহাদের সমরাঙ্গনে সাক্ষাৎ হয়। তুমি ধনু ও অঙ্গুলিত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া একাকী অশ্বারোহণে গমন কর। সাত্যকি আদেশ মাত্র তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাং এক অশ্ব আনয়নপূর্ব্বক গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর জনার্দ্দন ভগবান কৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলে অনন্যসহায় সাত্যকি তৎসমভিব্যাহারে

অশ্বারোহণপূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। যাদবেশ্বর কৃষ্ণ দূতকে বিদায় দিয়া কি ধৃষ্টতা কি ধৃষ্টতা বলিয়া হংস ও ডিম্ভককে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ সাত্যকি সমভিব্যাহারে শাল্বনগরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মদত্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অগ্রে সাত্যকিকে আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং অন্য এক প্রশস্ত আসনে আসীন হইলেন। অনন্তর সাত্যকিকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক হংস ও ডিম্ভককে কহিলেন, ইহার নাম সাত্যকি, ইনি দূতবেশে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হংস কহিলেন, ইনি আগমন করিয়াছেন ইহা আমি অগ্রেই শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি দর্শন করিলাম। আমি শুনিতে পাই, ইনি অসামান্য পরাক্রমশালী বীর। ধনুর্ব্বেদ, বেদ, বিবিধ শাস্ত্র ও শস্ত্রবিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী। ইহাকে দর্শন করিয়া আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বাসুদেব, বলভদ্র, সমস্ত সাত্বতগণ এবং উগ্রসেন প্রভৃতি সকলের কুশল ত? স্যত্যকি ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, হাঁ সমস্তই কুশল। এই সময়ে বাক্যবিশারদ হংস জনার্দ্দনকে কহিলেন, চক্রীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে? আমাদের সমীহিত কার্য্য সিদ্ধ হইল? বৃথা কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই, তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

৩০৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! হংস এই কথা বলিলে ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন মনে মনে নারায়ণকে স্তব করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, বয়স্য! আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ জনার্দ্দন এক অপূর্ব্ব আসনে আসীন রহিয়াছেন। উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কারে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত, দীপ্তিমান রত্নপ্রভায় শরীর সমুদ্ভাসিত হইতেছে। পুরাতন যতি ও মুখ্য মুনিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। বন্দী মাগধগণ স্তব করিতেছে। পুরাতন কবি ও অমরগণ তত্ত্বনিরূপণ করিতেছেন। তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত অধরযুগল প্রবালের ন্যায় অরুণবর্ণ, তাঁহার শরীরকান্তি প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার নাভি বিকসিত সুবর্ণপদ্মের ন্যায় মনোহর। আমি দেখিলাম, সেই জগদগুরু কৃষ্ণ পার্শ্বেপবিষ্ট যাদবগণকে মধুরবচনবিন্যাসে অনুগৃহীত করিতেছেন। আরও দেখিলাম পুরাতন মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই বেদার্থনিধিকে বিধিবৎ নিরূপণ করিতেছেন। আমি সেই ত্রিলোকহিতকর প্রভু হরিকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলাম। তিনি জগন্ময়, কেবল জগতের হিতের নিমিত্তই শত্রু মণ্ডলীকে পরিভূত করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। আমি দেখিলাম ভীষ্মতনয়া রুক্মিণীরূপধারিণী লক্ষ্মীও সেই অম্ভোনিধিশায়ী ভক্তবৎসল বিভু হরির সহিত বিহার করিতেছেন। কখন যাদবগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছেন কখন বা বিহার করিয়া বেড়াইছেন। যাদবমুখ্য প্রভু কৃষ্ণ এইরূপ সমস্ত যদুবংশীয়গণকে সুখী করিয়া স্বয়ং অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। আমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দলাভ করিলাম এবং ঈষৎ নিমীলিতনেত্রে তাহার শরীর সুধা পান করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। আমি যখন যখন সেই অম্ভোজবুগলধারী প্রভু ভূতভাবন

বিভু আদ্য বিভাবসু কৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছি, তখন তখনই পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিতেছি। তাঁহার বক্ষঃ স্থলে কৌস্তভ মণি বিরাজ করিতেছে, তিনি শত শত চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া যখন তোমার কর প্রদানের কথা আমার নিকট শ্রবণ করিলেন, তখন বিদ্বেষবশতঃ কহিতে লাগিলেন, সে দুরাত্মারা কোথায়? কোথায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কোথায় বা তাহারা আমার পুরোবর্ত্তী হইবে? হংস আবার আমায় করপ্রদান করিতে হইবে বলিয়া আদেশ করে? নারদ ও যতীশ্বর দুর্ব্বাসার নিকট বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন আমি ব্রহ্মসূত্রবক্তা মুনীশ্বর এবং দেব হরিকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার বন্ধুর সর্ব্বথা অসাধ্য কার্য্যেরই আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক এখন হইতে আর ওরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। প্রিয়বয়স্য! আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমার আর কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। এই সাত্যকি উপস্থিত, এক্ষণে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে তাহা ইনিই তোমাকে বলিবেন।

মহারাজ! দ্বিজবর জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হংস নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, অরে ব্রাহ্মণদায়াদ! এ তোমার কি কথা? এখন আমরা উভয়ে ত্রিলোক জয় করিতে অভিলাষ করিয়াছি; এ সময়ে কাহার সাধ্য যে, আমাদের সম্মুখে ওরূপ কথা বলিতে পারে? কৃষ্ণ একজন বিলক্ষণ মায়াবী, সে মায়াবলে তোমাকে একবারে ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে, সেইজন্যই তোমার ঈদৃশ মহান্ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। যে শঙ্খচক্রগদাধারী, বনমালা বিভূষিত, বৃষ্ণিবীরগণ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাহার যশোগান করিতেছে; সূত ও মাগধগণ তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক স্তোত্র পাঠ করিতেছে; তাহার যশোরাশিতে এই লোকমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইতেছে; তাহার চার হস্ত সৈন্য সামন্তবেষ্টিত তাহার সভা এই সমুদায় যাহা কিছু দেখিয়াছ, সমস্তই সেই চক্রীর মায়া। সুতরাং সেই দুরাত্মা ঐন্দ্রজালিকায় তোমার ভ্রম উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। অহে ব্রাহ্মণ! তুমি যে তাহার সহিত আমার তুলনা করিতেছ, এ কেবল তোমার বিপ্রসুলভ চপলতামাত্র। তোমার সহিত আমার বন্ধুতা আছে, সেইজন্যই আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, নতুবা কখনই এতদূর সহ্য করিতাম না। রে মূঢ়! হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি এখনই এস্থান হইতে প্রস্থান কর। পৃথিবীর যথায় ইচ্ছা হয় গমন কর, শীঘ্র গমন কর। আজ আমি প্রথমে সেই গোপদারককে জয় করিয়া সমস্ত যাদবগণকে পরাস্ত করিব, ইহাই আমার প্রথম সঙ্কল্প। বিপ্র! তুমি আমার সহিত চিরকাল ভোজন করিয়া এক্ষণে আমার শত্রুপক্ষের স্তব করিতেছ? ধৃষ্টতাপূর্ব্বক আমারই সম্মুখে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? তোমার যথা ইচ্ছা হয়, শীঘ্র গমন কর। অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও বিপ্রবধ কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। হংস বিপ্রকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার সাত্যকিকে কহিল, অরে যাদব দায়াদ ! তুই এখানে কি জন্য আসিয়াছিস্? নন্দতনয় কি বলিয়া দিয়াছে? কি জন্যই বা সে আমাকে করপ্রদান করিল না?

সাত্যকি কহিলেন, হংস! সেই শঙ্খচক্রগদাধারী বলিয়া দিয়াছেন, শিলাশাণিত শার্ঙ্গ মুক্ত নিশিত শর অথবা তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারাই হউক, তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া কর প্রদান করিবেন। রে দুরাত্মন! তুই কার কাছে কর প্রার্থনা করিতেছিস্? ভগবান কৃষ্ণের নিকট হইতে কর গ্রহণের অভিলাষ অপেক্ষা আর কি ধৃষ্টতা হইতে পারে? হে নৃপাধম! হে নরাধম! যে ব্যক্তি জগন্নাথের নিকট হইতে কর প্রাপ্তির অভিলাষ করে, তাহার জিহ্বাচ্ছেদ

বিধেয়। তুই ত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তোর কথা দূরে থাক তাহার শার্ঙ্গরব ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তি জীবনের আকাক্ষা রাখিতে পারে? গিরীশের বরদর্পেই বা কাহার সাধ্য আছে যে, কৃষ্ণের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ বলভদ্র প্রভৃতি আমরা তাহার সহায় রহিয়াছি। তন্মধ্যে বলভদ্র প্রথম, আমি দ্বিতীয়, কৃতবর্ম্মা তৃতীয়, বলবান্ নিশঠ চতুর্থ, বভ্রু পঞ্চম, উৎকল ষষ্ঠ, অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ ধীমান্ তারণ সপ্তম, সারঙ্গ অষ্টম, বিপৃথু নবম, ধীমান্ উদ্ধব দশম। আমরা এতগুলি সসৈন্যে প্রস্তুত রহিয়াছি। সেই শঙ্খ চক্রগদাধারী লোকরক্ষক কৃষ্ণ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আমরা অগ্রে থাকিয়া অহর্নিশ তাঁহার সাহায্য করি। আমাদের সাহায্যেরই বা প্রয়োজন কি? বলমদোন্মত্ত তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সেই বাসুদেব ও বলভদ্র স্বয়ংই সমর্থ। যে গিরীশ তোমাদিগকে বর প্রদান করিয়া পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন তোমরা সশরধনুর্দ্ধারী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কেবল তিনিই একমাত্র সহায় হইতে পারেন। কিন্তু ত্রৈলোক্য ত্রাণকর্ত্তা বিষ্ণু স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে এবং আমরা সকলে ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বচর থাকিলে কাহার সাধ্য যে, করপ্রার্থী হইয়া তাহার সম্মুখে গমন করিতে পারে? অথবা আমাদিগেরই বা প্রয়োজন কি? যিনি ত্রিলোক রক্ষা করিতেছেন তিনি একাকীই নিশিত শরনিপাতে তোমাকে যমসদনে প্রেরণ করিবেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন তোমরা পুষ্কর, গোবর্দ্ধন গিরি, মথুরা কিম্বা প্রয়াগ ইহার যে কোন স্থানে বল প্রদর্শন করাও। শঙ্খচক্রগদাধারী ভাবান বিষ্ণু স্বয়ং বিদ্যমান থাকিতে অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিতে পারে? অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক কোন ব্যক্তি ঐরূপ কথা মুখাগ্রে আনিয়াই সুখ প্রাপ্তির আশা করে। অতএব কৃষ্ণের নিকট কর প্রার্থনা করা তোমার কেবল জড়তা, মূর্খতা ও চমৎকারিত্বমাত্র। রে মূঢ়? যদি পুনরায় এরূপ অভিলাষ কর তাহা হইলে জগতে নিতান্তই উপহাস্পদ হইবে; সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

৩০৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হংস ও ডিম্ভক এই কথা শ্রবণ করিয়া মহক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তখন তাহারা রোষকষায়িত নেত্রে নৃপতিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত দিক দগ্ধ হইতেছে। অনন্তর হস্তে হস্ত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক কহিলেন, কোথায় সে নন্দতনয় কোথায়? "সবলমদোন্মত্ত বলভদ্রই বা কোথায়? এই কথা বলিয়া সাত্যকির প্রতি" দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মহা আস্ফালন করিয়া কহিলেন, রে যাদবদায়াদ! তুই আমার সমক্ষে থাকিয়া কি বলিতেছিস? রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূরীভূত হ। তুই দূত, তোকে আর কি বলিব? নতুবা এরূপ পরুষপ্রলাপীকে এই দণ্ডেই বধ করিতাম। তুই নিতান্ত নির্লজ্জ, সেইজন্যই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলি। আমরা এখন সমস্ত জগৎ শাসন করিতে উদ্যত হইয়াছি। এ সময়ে মর্ত্ত্যলোকে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, আমাদিগকে করপ্রদান না করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? আমি সমস্ত গোপালগণকে নিহত যাদবগণকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিব। নরাধম! তুই এখান হইতে প্রস্থান কর। দূত অবধ্য বলিয়া তুই

অনেক অসম্বন্ধ প্রলাপ করিলি। দেবপতি মহাদেব আমাদের বরদাতা, অস্ত্রদাতা এবং রণস্থলে রক্ষা কর্ত্তা। আমি রণস্থলে গোপালগণকে নিহত করিয়া পিতাকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিব। তুই যাহাদের নামোল্লেখ করিলি তাহারা ত যুদ্ধে নিতান্ত কাতর। উহাদিগকে সবলে সংহার করিয়া পশ্চাৎ কেশবকে পরাস্ত করিব। তাহারা যতই সৈন্য সংগ্রহ করুক না কেন কেহই আমার হস্তে নিস্তার পাইবে না। তাহারা প্রাস মুষল গ্রহণ করুক কবচ পরিধান করুক, সহস্র সহস্র রথে আরোহণ করুক, সহস্র সহস্র গদা পরিঘ ধারণ করুক। যত পারে ইন্ধন শরাসন ও তোমরধারী বল সঞ্চয় করুক, ছত্রধ্বজ, ঘণ্টা, আয়ুধযুক্ত সেনাপতি সহস্র উপস্থিত হউক সকলকে আমি নিপাত করিব। তুই দূত, অবধ্য, তোর ও মরণ ভয় নাই, অতএব এখান হইতে প্রস্থান কর। কল্য অথবা পরশ্বই হউক, পুষ্করে সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে তোর কেশব, বলভদ্র ও অন্য যে সকল নৃপতিদিগের কথা কহিতেছিস তাহাদের কিরূপ বীর্য্য এবং আমরাই বা কিরূপ বল ধারণ করি, তাহাও জানিতে পারিবি।

সাত্যকি কহিলেন, রে দুরাত্মগণ! কল্যই হউক আর পরশ্বই হউক তোমার বিনাশার্থ এই আমি চলিলাম। আমি যদি দূত হইয়া না আসিতাম, তবে এই দণ্ডেই তোমাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিতাম । তুই যেরূপ কটুভাষী তাহাতে কল্য বা পরশ্ব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতাম না; কি বলিব, দৌত্য মানবগণের অতি দুঃখকর পদার্থ, নতুবা এখনি স্বীয় বাহুবীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তোদের মত দুরাত্মা নৃপাধমকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া নির্ব্বৃতি লাভ করিতাম। যাহা হউক, যিনি শঙ্খচক্রগদাপাণি, শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধারী, যাহার মস্তকে কিরীট শোভা পাইতেছে, যাহার কেশ কলাপ নীল ও কুঞ্চিত, যাহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, যিনি সর্ব্বলোকপ্রভব, যিনি বিশ্বরূপী যাহার মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় পরমসুন্দর সেই দৈত্য দানবহন্তা যোগিধ্যেয় পুরাতন শ্যামল সত্য বিক্রম সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ত্রিলোকনাথই সমরাঙ্গণে নিশিত শরনিপাতে তোদের দর্প খর্ব্ব করিবেন। এই কথা বলিয়া সাত্যকি অশ্বারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

৩১০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শিনিপুঙ্গব সাত্যকি দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া হংস ডিম্ভকের সহিত যে সমুদায় কথোপকথন হইয়াছিল তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর পর দিন প্রাতঃকালে কেশিসূদন কেশব প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা হস্তী তুরঙ্গ রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া প্রস্তুত হও। ভেরী, পণব, প্রাস, অসি, পরিঘ ও ধ্বজা পতাকা প্রভৃতি অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি সমুদায় গ্রহণ কর। দেখিও যেন কোন বিষয়ে কিঞ্চিমাত্র ত্রুটি না হয়; সেনাপতিগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তথাস্তু বলিয়া সমস্ত সুসজ্জিত করিলেন। তখন বনমালা বিভূষিত যদুপতি কেশব এবং নীলবসনধারী শ্বেতকান্তি হলধর সৈন্যগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাক্ষাৎ শশধরের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন। মহাবল সাত্যকি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্যাগ্রে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য যদুবীরগণও সুদৃঢ় ধনু ও

বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও কবচ পরিধান করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন চক্রপাণি ভগবান্ হরি দারুকানীত রথে আরোহণ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা অসি শূল ও ভীষণ শার্ঙ্গ শরাসন ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরিধান পীতবসন, হস্তে অঙ্গুলিত্রাণ, বক্ষস্থলে অপূর্ব্ব পদ্মমালা দোদুল্যমান হওয়াতে সেই রথারূঢ় নব জলধর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের আর শোভার সীমা রহিল না। বিপ্রগণ হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিক হইতে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। সূত মাগধ ও পৌণ্ড্রগণ যশোগান আরম্ভ করিল। তখন তিনি সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে শত্রুভয়বর্দ্ধন মহারব শঙ্খ মুখমারুতে পূর্ণ করিয়া প্রথাপিত করিলে প্রতিধ্বনিতে রোদসী পূর্ণ হইয়া উঠিল, দিক্ সমুদায়ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই শঙ্খ প্রধ্মাত হইবামাত্র সহস্র সহস্র শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি রণবাদ্য সমুদায় জলদগম্ভীর ধ্বনিতে বাজিয়া উঠিল। অনন্তর পুণ্যবর্দ্ধন পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইয়া নরপতিগণ তত্রত্য সরোবর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অতঃপর যোদ্ধবর্গ স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া যুদ্ধার্থ হংস ও ডিম্ভকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ গোবিন্দ সেই সুশোভন সরোবর অবলোকনে পরমপ্রীত হইয়া আচমন করিলেন। অতঃপর যতিগণকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে শত্রুবর্গের আগমন প্রতীক্ষায় পরম সুখে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৩১১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে হংস ও ডিম্ভক প্রকাণ্ড ধনুর্দ্ধারণ করিয়া দুই রথে আরোহণপূর্ব্বক পুষ্করাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই মহাভূত দ্বয় অগ্রসর হইয়া যখন সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক লোকসংহারকারক অন্য দুই রুদ্রাবতারের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত পৃথিবী সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। শত শত সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুসরণ করিল। অনন্তর দশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল।

মহারাজ! ইতঃপূর্ব্বে বিচক্র নামা এক মহাবল পরাক্রান্ত পর্ব্বতাকার দানবের সহিত ইহাদের বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। এই বিচক্রের বলবত্তার কথা কি বলিব, বজ্রধারী ইন্দ্র ও ইহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। পূর্ব্বে দেবাসুর-যুদ্ধ সময়ে এই মহাবাহু বীরাগ্রগণ্য বিচক্র দেবগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া ছিল; অন্য এক সময়ে সে প্রভাবশালী বিষ্ণুর সহিতও যুদ্ধ করে। সে দ্বারবতীতে উপস্থিত হইয়া যাদবগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যাহাহউক এক্ষণে সেই মহাবীর বিচক্র ঐরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বহুসহস্র পরিঘায়ুধ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া হংস ও ডিম্ভকের সাহায্যার্থে সমুদ্যত হইল।

এই বিচক্রের সহিত আবার হিড়িম্ব নামক একজন রাক্ষসের অত্যন্ত মিত্রতা হইয়াছিল এমন কি হিড়িম্ব বিচক্রের নিমিত্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে বিচক্রের রণপ্রয়াণ বার্ত্তা শ্রবণ

করিয়া শিলা শূল অসি ও পট্টিশধারী অন্যান্য রাক্ষসের সহিত আসিয়া তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল। সর্ব্ব শুদ্ধ তাহার অশীতি সহস্র রাক্ষস সেনা ছিল। তাহার শিলা পরিঘপাণি হইয়া হিড়িম্বের অনুসরণ করিল। ক্রমে ক্রমে দৈত্যপতি বিচক্র ও রাক্ষসেশ্বর হিড়িম্বের সৈন্য সমুদায় হংস ও ডিম্ভকের সৈন্যগণের সহিত পথিমধ্যে মিলিত হইল। তখন তাহার সেই মহাসৈন্য অত্যাশ্চর্য্য ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোকের ভয়প্রদ হইয়া উঠিল। হংস ও ডিম্ভক এই সমস্ত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কেশব বিনাশবাসনায় পুষ্করাভিমুখে ধাবমান হইল। মহীপতি জরাসন্ধ যাদবগণের সহিত এই যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও ব্রহ্মশাপভয়ে তাহাদের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন না। হংস ও ডিম্ভকের আনুমাত্রিক নৃপতিগণ ঘোরতর সিংহনাদপূর্ব্বক আমি কৃষ্ণের সহিত অগ্রে যুদ্ধ করিব। এই কথা বলিতে বলিতে ত্বরিত গমনে মুনি ও বৃদ্ধজন নিষেবিত অত্যন্ত পবিত্র পুণ্যবর্দ্ধন পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হইল। এই পুষ্কর ও পুণ্ডরীকাক্ষ এই উভয়ই পবিত্র। উভয়কে দর্শন ও স্পর্শ করিলে, কলুষরাশি বিনষ্ট হয়। মুনিগণ ও সাম বেদাধ্যায়ী মহাত্মা বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ এই উভয়কেই সেবা করিতেছিলেন। এমন সময়ে নৃপতিবর্গ তথায় উপস্থিত হইয়া কুশাসনোপবিষ্ট হরিকে সন্দর্শন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দৈত্যরাক্ষসসমাকুল সৈন্য সমুদায় অসংখ্য ভেরী, পণব, ঝর্ঝরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদ্য বাদনপূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পুষ্কর মধ্যবর্ত্তী সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহাত্মা কেশব যুদ্ধার্থ প্রতীক্ষা করিতেছেন।

হে মহারাজ! আপনি সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ও পুষ্কর তীর্থ উদ্দেশ করিয়া মনে মনে নমস্কার করুন। তাহা হইলে আপনার কলুষরাশি নিঃশেষে ধ্বংস হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩১২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধ্বজ, পতাকা পরিঘ, গদা, শক্তি, শূল, অসি ও কার্ম্মুক; প্রভৃতি অস্ত্রসমাকুল এবং ভেরী, ঝর্ঝরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম সমাযুক্ত উভয় পক্ষীয় সেনাগণ একত্র সমবেত হইলে পরস্পর মহোৎসাহসহকারে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাহাদের শরাসন-বিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র ভীষণ শরসমুদায় সেনাগণের শরীর ভেদ করিয়া দূরে পতিত হইতে লাগিল। বাহুবিনির্ম্মুক্ত অসি প্রহারে যোদ্ধৃগণের বক্ষঃস্থল বিদারিত ও মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। পরিঘপ্রহারে ক্ষত্রিয় ও রাক্ষসগণের শরীর চূর্ণ হইয়া গেল। পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী সৈন্যগণের ঘোরতর সিংহনাদে রণস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল। দৈত্য, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও রাজন্যগণ চাপমুক্ত মহাশর ও পরিঘপ্রহারে পরস্পরকে ব্যথিত করিতে লাগিল। গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, রথে রথে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পট্টিশ, অসি, শর, কুম্ভ, সায়ক, কর্ষণ শক্তি, পরিঘ, প্রাস, পরশ্বধ ও ভয়ঙ্কর ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রপাতে পরস্পরের সৈন্যসমুদায় গুরুতর আহত হইল। রাক্ষস, দানব ও ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দ্দিক হইতে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রণস্থলে পতিত হইয়া মহাভোগিভোগসন্নিভ শাণিত শরনিকরপাতে সমস্ত সৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল।

তখন তাহারা বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। কেহ কেহ ভয়ঙ্কর অসিপ্রহারে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কেহ কেহ গদাঘাতচূর্ণ মস্তক, কেহ কেহ পট্টিশ ও পরিঘ প্রহারে ভগ্নগ্রীব হইয়া যমরাজ্য বর্দ্ধিত করিল, কেহ বা স্বর্গারোহণপূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় ছিন্ন কলেবর দর্শন করিতে লাগিল। কেহ কেহ এরূপ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, কি স্বপক্ষ, কি পরপক্ষ, উভয় পক্ষকেই নিহত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই সময়ে সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র শঙ্খ ভেরী, ও অসংখ্য মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সূর্য্যও তৎকালে গগনাঙ্গনের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিয়া খরতর কিরণজাল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। বিকটাকার লম্বোদর পিশাচ ও ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ মহানন্দে প্রচুর পরিমাণে রুধিরপান ও নরমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। যে সমুদায় সৈন্য গতাসু হইয়া রণস্থলে পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে খড়্গপাণি কবন্ধ সমুদায় উত্থিত হইতে লাগিল। শব মাংসলোলুপ শ্যেন, কাক, কঙ্ক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ আসিয়া যুদ্ধভূমিপতিত শব আকর্ষণপূর্ব্বক তুণ্ড দ্বারা ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। হে রাজন! এই যুদ্ধে সপ্তাশীতিসহস্র হস্তী, ত্রিংশৎসহস্র অশ্ব, রথীগণের সহিত লক্ষ রথ এবং অস্ত্রধারী ত্রিংশৎকোটি অশ্বারোহী নিহত হইল। সেই মধ্যাহ্নকালে যাহারা রণভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই আর তথা হইতে নির্গত হইল না। অনেকেই একবারে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া পুকরের জলে ভাসিতে লাগিল। কেহ কেহ ‘হায় মরিলাম’ বলিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কেহ বা আলুলায়িত কেশে রথ হইতে পতিত হইল আর উঠিতে পারিল না। কেহ কেহ বা ওষ্ঠপুট সন্দংশনপূর্ব্বক অশ্বারোহীর সম্মুখেই পতিত হইল। হে মহারাজ! পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এই পুষ্কর তীর্থের যুদ্ধ ও সেইরূপ ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়াবহ হইয়া উঠিল।

৩১৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এই অবসরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শার্ঙ্গধন্বা গদাধর বিচক্রের সহিত, বলভদ্র হংসের সহিত, সাত্যকি ডিম্ভকের সহিত, বসুদেব ও উগ্রসেন নরমাংসাশী হিড়িম্ব নামক রাক্ষসের সহিত এবং অন্যান্য যুদ্ধ মদোন্মত্ত যাদবগণ অন্যান্য যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ বাসুদেব ত্রিসপ্ততি বাণ লইয়া বিচক্রের বক্ষঃস্থলে যুগপৎ প্রহার করিলেন। দানবপতি বিচক্রও শাণিতাগ্র শরনিপাতে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া কৃষ্ণকে ব্যথিত করিল। পরক্ষণেই আবার অন্য এক অতি তীক্ষ্ণ দৃঢ় বাণ গ্রহণ করিয়া আকর্ণ শরাশন আকর্ষণপূর্ব্বক শচীপতি দেবেন্দ্রের সমক্ষেই কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল। ভগবান জনার্দ্দন তদ্দ্বারা বিদ্ধ ও গুরুতররূপে আহত হইয়া আদি সৃষ্টিকালে যেরূপ তাঁহার মুখ হইতে প্রজা সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইরূপ এক্ষণে রুধির প্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর হৃষীকেশ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা তাহার রথধ্বজ ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পরে অন্য শরদ্বারা তাহার চারি অশ্ব এবং তিন শরে তাহার সারথিকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর তারকাসুরযুদ্ধে যেরূপ শঙ্খ ধ্বনি হইয়াছিল,

সেইরূপ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দানব তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া এক দুর্ব্বহ বীর্য্যশালিনী গদা গ্রহণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া তদ্বারা কেশবের কিরীটোপরি আঘাত করিল। অনন্তর পুনর্ব্বার তাঁহার ললাটে প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার এক বৃহৎ শিলা গ্রহণপূর্ব্বক শতবার ঘূর্ণিত করিয়া কেশবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। ভগবান্ যদুনন্দন সেই শিল আগত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা ধারণ এবং সেই শিলা আবার বিচক্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যবর সেই শিলাপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া গতাসুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ক্ষণকাল পরেই সে সংজ্ঞালাভ করিয়া দ্বিগুণতর রোষাবেশে ঘোরতর এক পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক মাধবকে কহিল, গোবিন্দ! ইহা দ্বারাই তোমার দর্প চূর্ণ করিয়া একেবারে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। ইতঃপূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধকালে তুমি আমার বিক্রম বিলক্ষণ বিদিত হইয়াছ। হে জনার্দ্দন! সেই আমার এই বিপুল বাহুদ্বয়, আমিও সেই বিচক্র নাম দানবপতি। তথাপি তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। যদি পার, তবে আমি এই পরিঘ প্রহার করিতেছি, নিবারণ কর; এই কথা বলিয়া দৈত্যপতি সকলের সমক্ষে সেই পরিঘ নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণ অবিলম্বে সেই পরিঘ ধারণ করিয়া, রে দুষ্টতে! এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিশিত খড়্গাঘাতে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বিচক্র পরিঘ ব্যর্থ হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার এক প্রকাণ্ড শতশাখাসমাকীর্ণ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণ তাহাও ধারণ করিয়া খড়্গপ্রহারে তিল পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মাধব এইরূপে কিয়ৎক্ষণ দৈত্যেন্দ্রের সহিত ক্রীড়া করিয়া অবশেষে তাহার বিনাশ বাসনায় এক নিশিত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্র দৈত্যবরের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া পুনরায় ভগবানের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা সেই অবধি মহোদধিতে প্রবেশ করিয়াছে, অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই।

৩১৪তম অধ্যায়

মহারাজ! এই সময়ে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধর্ম্মাত্মা বলদেব এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দশবাণে হংসকে বিদ্ধ করিলেন। হংস তাহাকে পঞ্চ নারাচাস্ত্রে প্রতিবিদ্ধ করিলে, হলধারী তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃ হলে দশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বলপূর্ব্বক অন্য এক নারাচাস্ত্র দ্বারা তাহার ললাটদেশে প্রহার করিলেন। হংস সেই প্রহারে হতচেতন হইয়া রথোপরি নিপতিত হইল। অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তৃণ হইতে বাণগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় বলদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তদ্বারা বলদেব গুরুতর আহত হইয়াছেন দেখিয়া হংস তখন সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল, দেবগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত হইলেন। বলদেব সেই প্রহারে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রুধির বমন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। অনন্তর নীল বসনধারী হলায়ুধ হংসগতি বীরাগ্রগণ্য হংসের প্রতি একবারে সপ্তসহস্র নারাচ

নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত নিশিত নারাচাস্ত্র সমুদায় অশ্ব, রথ, ধ্বজ, চাপ, ছত্র ও তূণ দ্বয়ে নিপতিত হইয়া হংসকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মহারাজ! বীর্য্যমদমত্ত হংসও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একশরে হলধারীকে বিদ্ধ করিয়া অপরশরে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। অপর চারি শরে তাহার অশ্ব ও সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তখন বলদেবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক অনন্ত দেবের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে হংসের উপর পাতিত করিলেন। সেই প্রহারে তাঁহার রথ, ধ্বজ, চক্র, ঈষা ও সারথি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া গেল। বলদেব পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই আবার অন্য এক গদা লইয়া হংসের উপর নিক্ষেপ করিলেন; হংসও তখন গদা লইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। তখন উভয়ে ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল; উভয়েই মহারথ, উভয়েই মহাবাহু, উভয়েই মহা বিক্রমশালী, উভয়েই পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী। পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই সিংহ বিক্রান্ত বীরদ্বয়ের যুদ্ধও সেইরূপ হইতে লাগিল। উভয়েই ঘোরসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে পরিশেষে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বলদেব দক্ষিণ মণ্ডল ও হংস বামমণ্ডল গ্রহণ করিলেন। গজবিক্রম বীরদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মুনিগণ যুদ্ধ দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এরূপ অদ্ভুত আমরা কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। ফলতঃ যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হংস দক্ষিণ ও বলবান বলদেব বামমণ্ডল আশ্রয় করিলেন; এইরূপে রণবিশারদ বীরদ্বয় দেবগণের সমক্ষে জানুদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া পরস্পর তুমুল গদাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

৩১৫তম অধ্যায়

মহারাজ! এদিকে মহাবলবিক্রান্ত ক্ষত্রিয় প্রধান বৃদ্ধসেবী সাত্যকি ও ডিম্ভক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ সত্যবিক্রম সাত্যকি নিশিত দশবাণে ডিম্ভকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সমরগর্ব্বিত ডিম্ভক সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া একবারে পঞ্চ সহস্র নারাচাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিল। সাত্যকি ঐ সমস্ত বাণ অর্দ্ধপথে নিবারণ করিয়া ভিম্ভকের তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ডিম্ভক মহাক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ সপ্তশরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া অবশেষে শত সহস্র শর হার উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন বিক্রমশালী যদুনন্দন সাত্যকি নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা তাহার শাসন ছেদন করিয়া দিলেন। ডিম্ভকও তৎক্ষণাৎ তৈলমার্জ্জিত এক ভীষণ ক্ষুর দ্বারা সত্যকিকে আহত করিলেন। সাত্যকি এই বাণে বিদ্ধ হইয়া রুধির বমনকরত বসন্তকালীন কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, তথাপি তিনি শরনিপাতে ডিম্ভকের দ্বিতীয় ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন। ডিম্ভক পুনরায় অন্য এক ধনু গ্রহণ করিয়া সাত্যকির উপর শর নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন; সাত্যকি সে ধনুও এক তীক্ষ্ণ পুঙ্খ বাণদ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! এইরূপে সাত্যকি ডিম্ভকের দশাধিক এক শতশরাসন ছেদন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল, পরে উভয়েই শরাসন পরিত্যাগ করিয়া খড়্গগ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ! সাত্যকি, ডিম্ভক, দৌঃশাসনি, সোমদত্ত, বিক্রমশালী অভিমন্যু ও নকুল এই ছয় জনই যুদ্ধে খড়্গধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ঐ ছয়জনের মধ্যে আবার সাত্যকি ও ডিম্ভক সর্ব্বাগ্রগণ্য; উভয়ের ঘোরতর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত প্রভৃতি। যে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার যুদ্ধবিধি আছে তৎসমুদায়ই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়ে অনবরত পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই বিশ্রান্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ পরমসন্তুষ্ট হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! ইহারা যেমন ধনুযুদ্ধে পারদর্শী সেইরূপ অসিযুদ্ধে সুপণ্ডিত। ইহাঁদের একজন গিরীশের শিষ্য, অন্যজন ধীমান্ দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। অর্জ্জুন, সাত্যকি ও জগৎপতি কৃষ্ণ যেমন যুদ্ধে বিখ্যাত, ডিম্ভক, কার্ত্তিকেয় ও মহাদেব ইহাঁর তিনজনও সেইরূপ মহারথ বলিয়া অভিহিত। ইহারা সকলেই কি বীর্য্য, কি বলবত্তা সকল বিষয়েই বিখ্যাত। এই বলিয়া সকলেই আকাশ পথে থাকিয়া বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৩১৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জরাজরিত সর্ব্বাঙ্গ, পলিত কেশ, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতি বিশারদ বসুদেব ও উগ্রসেন ও দুরাত্মা রাক্ষস হিড়িম্বের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শতসহস্র শরনিকরপাতে রাক্ষসকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেও মানুষ ভক্ষণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল। দুরাত্মা রাক্ষসের শরীর অত্যন্ত উন্নত, বাহু দীর্ঘ, হনু বৃহৎ, দন্ত দীর্ঘ, মুখ সুন্দর, উদর লম্বমান চক্ষু অতি ভীষণ, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, নাসিকা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় রোমসমুদায় কণ্টকিত, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, গ্রীবা দীর্ঘ, দেখিলে প্রকাণ্ড হস্তী বা পর্ব্বত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সে রাশি রাশি মাংসভক্ষণ ও শোণিত পান করিয়া, গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, রথে রথে ও সাদিতে সাদিতে আহত করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে নিশ্বাস আকর্ষণে নাসারন্ধ্রে গ্রাস করিতে লাগিল। মহারাজ! সেই পুরুষাদক হিড়িম্ব ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক কোন কোন বৃষ্ণিরক্ষককে নিহত করিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই বিরূপ রাক্ষস সম্মুখে যাহাকে দেখে, তাহাকেই নিপাতিত করে। রাজন! দুরাত্মা নিশাচর পদাতিগণের কাহাকেও ভক্ষণ এবং কাহাকেও বা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রলয়সময়ে রুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাকুল নির্ম্মূল করেন, রাক্ষস তেমনি ক্ষণমধ্যেই রাশি রাশি যাদবসৈন্য গ্রাস করিল। বীর্য্যশালী বৃষ্ণিগণ কেহ ভীত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন করিলেন এবং কাহাকেও বা রাক্ষস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিল। রাজন্! পূর্ব্বে লঙ্কাসমরে মহাবল কুম্ভকর্ণ যেমন বানরসৈন্য ভক্ষণ করিয়া ছিল; নিশাচর হিড়িম্ব সেইরূপ যাদবীসেনা গ্রাস করিতে লাগিল। অনবরত গ্রাস ও সংহার করাতে, সেই বিপুল সৈন্য নিঃশেষিত হইয়া, চিত্রপট-ন্যস্তের ন্যায় নিতান্ত বিরলভাবাপন্ন হইল।

এই অবসরে যাদবপুঙ্গব বৃদ্ধ উগ্রসেন ও বাসুদেব উভয়ে জাতক্রোধ হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণপূর্ব্বক রাক্ষসের সম্মুখীন হইলে, বোধ হইল যেন মেষযুগল নিরতিশয় রোষান্বিত হইয়া, কুপিত কেশরীর সম্মুখে গমন করিল। তদ্দর্শনে পাতাল, তলসন্নিভ বিরূপাক্ষ মহারাক্ষস বিশালবদন ব্যাদিত করিয়া, তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিবার অভিলাসে সবেগে ধাবমান হইল এবং ধাবমানসময়ে অনেককে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। রাজন্! সে ব্যাদিতাস্য কৃন্তের ন্যায় ধাবমান হইলে, যদুবীর বাসুদেব ও উগ্রসেন উভয়ে লঘুহস্ততাপ্রদর্শনপূর্ব্বক নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিয়া, তাহার সুবিশাল মুখগহ্বর পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু দুয়াচার রাক্ষস, মুর্ত্তিমান প্রলয়ের ন্যায়, তৎসমস্ত শর নিমেষমধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং সবেগে গমন করিয়া, দুর্নিবার বিক্রম প্রকাশপুরঃসর তাঁহাদের উভয়েরই সুবিশাল শরাসন তৎক্ষণাৎ কবলিত করিল। তাঁহারা চিত্রিতের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর মহাবল নিশাচর বিকট বদন ব্যাদান ও সুবিশাল বাহু বিসারিত করিয়া, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। সমবেত সমস্ত নরপতি এই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে হিড়িম্ব বৃদ্ধসেবী রাজা বসুদেব ও উগ্রসেন উভয়কেই সম্বোধন করিয়া কহিল, রে নৃপাধম বসুদেব! রে রাজকুল কলঙ্ক উগ্রসেন! আমি তোমাদের উভয়কেই ভক্ষণ করিব। তোমরা কি জন্য আর আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছ? আসিয়া আমার আস্যবিবরে প্রবেশ কর। বিধাতা তোমাদের দুইজনকে আমার খাদ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছি এবং যুদ্ধেও ত্বরিতবিক্রম। সুতরাং শীঘ্রই তোমাদিগকে আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এক বার প্রবেশ করিলে, আর বহির্গত হইতে পারিবে না। তোমাদের শোণিত পান করিয়া, আমার তৃপ্তি ও নির্ব্বৃতিলাভ হইবে। তোমরা বৃদ্ধ হইয়াছ। অতএব তোমাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াও আমার সুখ সমুৎপন্ন হইবে।

দুরাত্মা হিড়িম্বের হনু অতিশয় বিস্তৃত এবং শরীর অতিমাত্র প্রকাণ্ড। সে এই কথা বলিতে বলিতে বিশাল বদনমণ্ডল বিস্তার করিয়া, নিরতিশয় রোষ ও অমর্ষভরে দ্রুতপদসঞ্চারে তৎক্ষণাৎ ধাবমান হইল। রাজন্! বসুদেব ও উগ্রসেন উভয়েই বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাহাতে আবার দুরাত্মা নিশাচর ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগকে শস্ত্রহীন করিয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহারা ভীত ও নিরুপায় হইয়া, অগত্যা পলায়নপর হইলেন।

এই অবসরে পরম প্রতাপশালী বলদেব দূর হইতে অবলোকন করিলেন, বাসুদেব ও উগ্রসেন তদবস্থ পলায়ন করিতেছেন এবং রাক্ষস তাহাদের অনুগামী হইয়াছে। তৎকালে তিনি হংসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে বাসুদেবের হস্তে হংসকে ন্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ দুরাত্মা রাক্ষসের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বীরবাক্যে বলিতে লাগিলেন রে নিশাচর। এই প্রাণসংশয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আমি শত্রুহত্যাকামনায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছি। আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমিই তোমাকে বধ করিব। তুমি বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া, কোনরূপ ইষ্টলাভে সমর্থ হইবে না।

বলদেব এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে দুর্ব্বৃত্ত হিড়িম্ব বসুদেব ও উগ্রসেনকে পরিত্যাগ করিয়া, মনে মনে কল্পনা করিল, এই বলদেব অতি প্রকাণ্ডকায়, অতএব অগ্রে

ইহাকেই ভক্ষণ করিব। সে এই প্রকার কৃতসংকল্প হইয়া পূর্ব্ববৎ বদনব্যাদান করিয়া, মূর্ত্তিমান মৃত্যুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ বলদেবের সমীপে দ্রুতপদে গমন করিল। তদ্দর্শনে মহাবল বলভদ্র সশরশরাসন বির্জ্জনপুরঃসর তাহার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন এবং মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক সবলে ও সবেগে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। বজ্রবিস্ফূর্জ্জিতের ন্যায় তদীয় বাহ্বাস্ফোটনশব্দে রোদোরন্ধ্র প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দুরাত্মা হিড়িম্বও ভয়ানক মুষ্টিবন্ধন করিয়া ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায়, সবেগে রোহিণীনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। অনিন্দিত বলরাম সেই আঘাতে জাতক্রোধ হইয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই রাক্ষস রাজকে প্রতিমুষ্টি প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে প্রবলপবনপরিচালিত প্রকাণ্ড পাদপের ন্যায়, পুরুষাদ হিড়িম্ব প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বলদেব যেমন মনুষ্যের মধ্যে সিংহস্বরূপ, রাক্ষসও তেমনি স্বজাতিমধ্যে কেশরী স্বরূপ। উভয়ে যুদ্ধরঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে, পরস্পরের মুষ্টিঘাতজনিত বংশস্ফোটের ন্যায়, ভয়ানক চটচটাশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাতে দিকবিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর দেবরাজ পুরন্দর যেমন বজ্র প্রয়োগ করেন, রাক্ষসরাজ তেমনি বলদেবের বক্ষঃস্থলে মুষ্টির আঘাত করিলে, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার উদ্দেশে প্রতিমুষ্টি প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর তাহার মুখে তলদ্বয়ের আঘাত করিলে, রাক্ষস সেই আঘাতেই অবসন্ন হইয়া, দুই জানুতে ভর দিয়া, মৃতবৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। আর তাহার উঠিবার শক্তি রহিল না। তদ্দর্শনে মহাবল বলভদ্র বাহুযুগলের সাহায্যে তাহাকে গ্রহণ ও উৎপাটন করিয়া, সবেগে পদেপদে ঘূর্ণায়মান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আপনার অপার বল প্রদর্শন করত কিয়ৎক্ষণ তাহাকে ধারণ ও পরে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে দুইক্রোশ দূরে অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত মাত্র রাক্ষসের প্রাণ বহির্গত হইল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ কৃতান্তোপম বলরামের ভয়ে ভীত হইয়া, দশদিকে পলায়মান হইল; রণস্থল ক্ষণমধ্যেই শূন্য হইয়া গেল।

ঐ সময়ে ভগবান ভাস্কর করনিকসংহরণ পুরঃসর অস্তসাগর আশ্রয় করিলে, অল্প অল্প অন্ধকার আবির্ভূত হইয়া, প্রজালোকের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিল। বিশ্বমুখ জগদ্গুরু প্রজাপতি সূর্য্য সাগর সলিলে প্রবেশ করিলে, নক্ষত্রপতি চন্দ্রমা সন্ধ্যা তিমির সংহরণ করিয়া, রজনীর চূড়ামণির ন্যায়, সমুদিত হইলেন। মৃদুমন্দ সন্ধ্যাসমীরণ বিবিধ কুসুমগন্ধ বহনপূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া, রণ পরিশ্রান্ত বীরগণের শ্রান্তিবিনোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সমাগত নরপতিবর্গ, আগামী কল্য কিন্নরবর্গের সঙ্গীতধ্বনি প্রতিধ্বনিত গোবর্দ্ধন শৈলে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে, এই প্রকার বলিতে বলিতে সে দিনের রণমহোৎসবে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

৩১৭তম অধ্যায়

অনন্তর রজনীর অবসানে নির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল গগনতল আশ্রয় করিলে, কেশিসূদন কেশব ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকেই গোবর্দ্ধনশৈলে সমাগত হইলেন। রাজ! হংস ও ডিম্ভক উভয়ে মিলিত হইয়া, রাত্রিতেই ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল। প্রভাত উপস্থিত হইবামাত্র

বাসুদেব তথায় প্রস্থান করিলে, সাত্যকি, বলভদ্র ও সারণ প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবীরগণ সকলেই ঐ পর্ব্বতে গমন করিলেন; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সর্ব্বদাই তথায় গীত বাদিত্রের শব্দ করিয়া থাকে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যাদবগণ তাহার অন্যতর পার্শ্বে আপনাদের শিবির সন্নিবিষ্ট করিলেন। সরিদ্বরা যমুনা তাহার সমীপে প্রবাহিত হইতেছে। তথায় উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উগ্রসেন নতপর্ব্ব ত্রিসপ্ততি শর প্রয়োগ করিয়া হংস ও ডিম্ভককে বিদ্ধ করিলে, বসুদেব সপ্ত, সারণ পঞ্চবিংশতি, কঙ্ক দশ, নিশঠ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সপ্ত, বিপৃথু অশীতি, উদ্ধব দশ, প্রদ্যুম্ন ত্রিংশৎ, শাম্ব সপ্ত ও অনাধৃষ্টি একষষ্টি বাণে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে যাদববীরগণ সকলে সমবেত হইয়া, অব্যাকুল ও অবিচলিত চিত্তে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত হইলে, সকলেরই নিরতিশয় বিস্ময় সমুপস্থিত হইল। কৃষ্ণ উদাসীনের ন্যায় এই যুদ্ধ কাণ্ড সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। হংস ও ডিম্ভক উভয়ে সমবেত যত্নে যাদবগণের সকলকে প্রতিবিদ্ধ করিল। বলদর্পিত বৃষ্ণিবীরগণ প্রত্যেকেই দশ দশ বাণে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, ব্যথিত হৃদয়ে শোণিতরাশি বমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরীর রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বসন্তকালে বিকসিত-কুসুমভূষিত কিংশুক পাদপের যেরূপ শোভা হয়, শোণিতাক্ত কলেবর বৃষ্ণিবীরগণ তদ্রূপ শোভমান হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা সকলেই ভয়ে অভিভূত ও ব্যাকুলিত হইয়া, রণে ভঙ্গ দিলে, ভগবান্ বাসুদেবও বলদেব তৎক্ষণাৎ বিক্রমপ্রকাশপুরঃসর সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং আকাশবিহারী কার্ত্তিকেয় ও পুরন্দরের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেব ও অসুরগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এই সংগ্রামও তদনুরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ ও মহর্ষিগণ সমবেত ও বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া, ঐ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রেরণাবশংবদ হইয়া, দুই ভূতেশ্বর হংস ও ডিম্ভকের রক্ষানিমিত্ত তথায় আবিভূত হইল; তাহাদের আকার প্রকার অতীব ভীষণ ও যার পর নাই বিস্ময়াবহ। তাহারা প্রাদুর্ভূত হইলে, হংসের সহিত বাসুদেব এবং ডিম্ভের সহিত বলদেব সংগ্রামাভিলাষে মিলিত হইয়া, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পদভরে মেদিনী দোলায়মান হইতে লগিলেন, বাসুকির মস্তক বেদনা উপস্থিত হইল এবং পর্ব্বত সকল পতনোন্মুখ হইল; আরও কতকি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল, বলিবার নহে। তাহারা সকলেই বিশিষ্টরূপ বিক্রমবিশিষ্ট এবং সকলেই অস্ত্র শস্ত্র পারদর্শী; স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক পৃথক পৃথক্ শঙ্খধ্বনি আরম্ভ করিলে, তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল, মেদিনী মণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। এই ব্যাপার এককালেই সম্পন্ন হইল। ভগবান হৃষীকেশ বলপূর্ব্বক পাঞ্চজন্যশঙ্খনিনাদে প্রবৃত্ত হইলে, সকললোকের নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল।

অনন্তর লম্বোদর ও লম্বদেহ ভয়াবহ ভূতদ্বয় সুবিপুল ত্রিশূল সমুদ্যত করিয়া, সবেগে শৌরির সম্মুখে ধাবমান হইল এবং বলপূর্ব্বক তাহারে সেই শূল দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ করিল। কিন্তু ভগবান্ কেশব কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত, স্মিতবিকসিত বদনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে উল্লম্ফন করিয়া তাহাদের উভয়কে দৃঢ়করে ধারণ করিলেন। বোধ হইল, পতগরাজ গরুড় যেন সবলে দুই বহৎ সর্পকে আক্রমণ করিল। কেশবের বজ্রসমখরস্পর্শ করসংস্পর্শে তাহাদের সর্ব্ব শরীর কম্পিত ও ভয়ে

লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি তদবস্থায় তাহাদের উভয়কেই দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সমক্ষে অলাতচক্রের ন্যায় শতবার ঘূর্ণিত করিয়া, সবেগে ও সবলে কৈলাস পর্ব্বতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা নিমেষমধ্যেই কৈলাসগিরির অত্যুচ্চশেখরে নিপতিত হইল এবং ভগবান জনার্দ্দনের এই কার্য্য দর্শনে অপার বিস্ময়সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তিনি ভিন্ন আর কাহারও এই প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সাধনে অণুমাত্র ক্ষমতা নাই।

রাজন্! ভূতদ্বয় নিরাকৃত হইলে, দুরাচার হংস কোপকষায়িত কুটিলনয়নে বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া দেবগণের সমক্ষে বলিতে লাগিল, কেশব! তুমি কি জন্য মদীয় পিতৃদেবের যজ্ঞবিঘ্নসম্পাদনে সমুদ্যত হইয়াছ? মহীপতি ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যদি বাঁচিবার অভিলাষ থাকে, আমাদিগকে যথাযথ কর প্রদান কর। দেখ, পৃথিবীর কোন রাজাই করদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যাহারা পরাঙ্মুখ হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই যমভূমি দর্শন করিতে হইয়াছে। অতএব ইচ্ছা করিয়াই মৃত্যুমুখ দর্শন করিও না; সত্বর কর প্রদান কর। অথবা ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তাহা হইলে, সবিশেষ অবগত হইয়া আপনা আপনিই কর প্রদান করিবে। তজ্জন্য আমাদিগকে আয়াস পাইতে হইবে না। ভগবান্ ভূত ভাবন মহাদেব যেমন দেবগণের ঈশ্বর, আমিও তেমনি সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর। অদ্য যুদ্ধে তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, বিশেষরূপে এই বিষয় শিক্ষা দিব। এই বলিয়া, দুরাত্মা হংস শাল ও তালপ্রমাণ সুবিশাল শরাসন প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া, নিশিত নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক বাসুদেবের ললাট বিদ্ধ করিল। তিনি ভূষণস্বরূপ বিরাজমান হইলেন। অনন্তর তিনি সাত্যকিকে কহিলেন, তুমি আমার রথ চালনা কর। এই বলিয়া তিনি দারুককে পৃষ্ঠবাহক করিয়া, কোন শরে আগ্নেয়াস্ত্র যোজনাপূর্ব্বক হংসকে কহিতে লাগিলেন, রে পাপাত্মা! আমি এই শরানলে তোমাকে দগ্ধ করিব। যদি ক্ষমতা থাকে, নিবারণ কর। আর তোমায় অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইবে না; তুমি সর্ব্বদা শঠতা করিয়া, লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাক, ক্ষত্রিয়কুলে তোমার জন্ম হইয়াছে। যদি আমার নিকট কর গ্রহণের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পরাক্রম প্রদর্শন কর; অথবা পলায়ন কর। কিন্তু পলায়ন করিলেও আমার হস্তে তোমার পরিত্রাণ নাই; রে নরাধম! তুমি পুষ্কর ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত পত্তিদিগকে নিপীড়িত করিয়াছ। আমি থাকিতে, তুমি ব্রাহ্মণগণের শাসন করিবে? ইহা কখন সম্ভব হয় না; অথবা, আমি জগতের কর্ত্তা। আমি বিদ্যমানে তুমি সকলের উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহাও কখন শোভা পায় না। আমিই ক্ষত্রিয়কণ্টক উদ্ধার ও ব্রহ্মবিদ্বেষী দুরাচারগণের শাসন করিয়া, যথাবিধানে সাধুগণের রক্ষা করি। রে ক্ষত্রিয়াপসদ! তুমি যতিমুখ্যগণের শাপপ্রভাবে হত হইয়াছ। অতএব আমি অনায়াসেই তোমাকে মৃত্যুমুখে নিবেদন করিয়া, ব্রাহ্মণগণের রক্ষা করিব। এই বলিয়া ভগবান্ বাসুদেব সেই আগ্নেয়াস্ত্র মোচন করিলেন। কিন্তু হংস বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহা প্রতিষেধ করিল। তদ্দর্শনে মহাসত্ত্ব গোবিন্দ রোষভরে বায়ব্য অস্ত্র মোচন করিলে, হংস মহেন্দ্র অস্ত্রে তাহা নিরাকৃত করিল। অনন্তর কৃষ্ণ মাহেশ্বর অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, হংস তৎক্ষণাৎ রৌদ্রাস্ত্র সন্ধান করিয়া, তাহা ব্যর্থ করিল। তদ্দর্শনে মহাবল বাসুদেব গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই সকল বাণমোচন করিলে, হংস সে সকলও ছেদন করিয়া দিল।

অনন্তর জনার্দ্দন কৌবের, যাম্য ও অসুরপ্রভৃতি অস্ত্রসকল সন্ধান করিলে, হংস বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক সে সকল প্রতিহত করিল। তদ্দর্শনে ভগবান মুরারি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, হংসকে উদ্দেশ করিয়া, ব্রহ্মশির নামক সর্ব্বাস্ত্রবিনাশন দারুণ বাণ প্রয়োগ করিল। হে রাজেন্দ্র! হংস স্বীয় পরাক্রমে তাহাও নিবারিত করিল। তখন দেব দেব জনার্দ্দন যমুনাসলিল স্পর্শ করিয়া, বৈষ্ণব অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সন্নিহিতশরে যোজনা করিলেন। দেবগণ পূর্ব্বে এই অস্ত্রসহায়েই দুর্ব্বৃত্ত অসুর দিগকে যুদ্ধে সংহার করিয়া, রাজপদলাভ করিয়া ছিলেন। সাক্ষাৎ কৃতান্ত এই অস্ত্রে বিরাজ করিতেছে। কোনকালে কোনরূপে ইহার প্রতিঘাত হয় না। ভূতভাবন ভূতাত্মা বাসুদেব দুরচার হংসের নিধনসাধন কামনায় সেই অস্ত্র সন্ধান করিলেন।

৩১৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৈষ্ণব শর দর্শন করিয়া, হংসের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার ও স্পন্দন শক্তি যেন রহিত হইল। সে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, তৎক্ষণাং রথ হইতে উল্লম্ফন করিয়া, দ্রুতপদে যমুনার অভিমুখে ধাবমান এবং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই তত্রত্য হ্রদমধ্যে পতিত হইল। কৃষ্ণ পূর্ব্বে ঐ হ্রদে কালীয়ের দমন করিয়াছিলেন। উহার জল গাঢ় নীলবর্ণ ও কালাঞ্জনসন্নিত এবং উহা যেমন দীর্ঘ, তেমনি পাতালসম গভীর ও সাতিশয় ভয়াবহ। দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পর্ব্বতসকল সাগরগর্ভে নিপাতিত হইয়া, যেরূপ গভীর শব্দ সমুৎপাদন করিয়াছিল, হংস সেই ভীষণ হ্রদে পতিত হইলে তেমনি মহাশব্দ সমুত্থিত হইল এবং তদ্দারা দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বাসুদেবও রথ হইতে লম্ফ দিয়া তাহার উপরে পতিত হইলেন। তিনি দেবদেব, জগন্নাথ ও সকলের প্রভু। পতিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুই পদের আঘাত করিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, সমস্ত সংসার বিস্ময়াপন্ন হইল। হে নৃপসত্তম! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তদীয় বজ্রাঘাতোপম গুরুতর পাদপ্রহার প্রাপ্ত হইয়া, হংসের প্রাণত্যাগ সংঘটিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, হংস সেই প্রাদ প্রহারে পাতালতলে সমাগত হইলে, নাগগণ তথায় তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হে রাজেন্দ্র! আমরা এই ব্যাপার দেখি নাই শুনিয়াছিমাত্র। যাহা হউক, হংস প্রাণত্যাগ করিলে জগন্নাথ জনার্দ্দন পূর্ব্ববৎ রথে আসিয়া অধিরোহণ করিলেন এবং ত্বদীয় পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও নিরুদ্বেগে রাজসূয় যজ্ঞ সমাহিত করিলেন। হংস জীবিত থাকিলে, কোন ব্যক্তিই এই যজ্ঞে কর দান করিত না; তাহা হইলে যজ্ঞও সম্পন্ন হইত না। হে বিভো! দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট বরলাভ করিয়া, দুরাত্মা হংসের সকল প্রকার অস্ত্রেই সবিশেষ জ্ঞান ও পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। তৎপ্রভাবে সংসারের লোক মাত্রেই তাহাকে ভয় ও পূজা করিত। এইজন্য ক্ষণমধ্যেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বার্ত্তা প্রচারিত হইল যে, শরনিসূদন ভগবান্ জনার্দ্দন দৈত্যপতি মহাবল হংসকে যমুনার হ্রদমধ্যে নিপাতিত করিয়াছেন। এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবলোকে গন্ধর্ব্বপতিরা দিবানিশ গান করিতে লাগিলেন।

৩১৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল বীর্য্যশালী ডিম্ভক তৎকালে মহাভাগ বলদেবের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যেমাত্র শ্রবণ করিল, তদীয় অত্যুগ্রপ্রকৃতি মহাবীর ভ্রাতা হংস বাসুদেব হস্তে নিহত হইয়াছে, সেইমাত্র বলদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, দ্রুতপদে সরিদ্বরা যমুনার অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে হলায়ুধ ও কোপপরীত হৃদয়ে বেগভরে তাহার অনুধাবন করিলেন; মহারাজ! হংস যেস্থানে পতিত হইয়াছিল, ডিম্ভকও সেই স্থানে নিপতিত হইয়া যমুনার জলরাশি বিলোড়িত করিতে লাগিল। অনন্তর সে ক্রোধ ভরে কলিন্দতনয়ার রাশিকৃত সলিল আলোড়িত করিয়া বারংবার মল্ল ও উন্মল্ল হইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু বীর্য্যশালী ভ্রাতা হংসের দর্শন পাইল না। তখন হতাশহৃদয়ে উন্মল্ল হইয়া,

ভগবান জনার্দ্দনের সাক্ষাৎকার লাভ করত পরুষবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, অরে গোপালদায়াদ! হংস কোথায় আছে, বল। এই বলিয়া সে স্থিরভাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব তাহাকে কহিলেন, যমুনাকে জিজ্ঞাসা কর, এবিষয়ে উত্তর পাইবে।

প্রতাপশালী প্রাসন্নাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, ভ্রাতৃবৎসল ডিম্ভক তাঁহার কথা শুনিয়া পুনরায় ভ্রাতৃপ্রীতি বশংবদ হইয়া, যমুনা জলমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বারংবার সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিয়াও যখন ভ্রাতাকে দেখিতে পাইল না, তখন তদ্গতহৃদয়ে বিহ্বলচিত্তে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, রাজেন্দ্র হংস! তোমা বিনা আমি বান্ধবশূন্য হইয়াছি। এ অবস্থায় আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। ভাই! অসহায় ফেলিয়া, এ সময় কোথায় গেলে।

রাজন্! ভ্রাতার প্রতি ডিম্ভের স্নেহের ও প্রীতির সীমা ছিল না। সেই জন্য সে তাহার বিরহে অবহমান হইয়া, এইরূপ বহুরূপ বিলাপ করিয়া, যমুনার সেই সুবৃহৎ হ্রদমধ্যে আত্মনাশ করিতে মনন করিল। অনন্তর মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, বারংবার মল্ল ও উন্মল্ল হইতে লাগিল। তাহাতেও মৃত্যু হইল না, দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ বিলাপকরত অবশেষে স্বহস্তে সবলে জিহ্বা সমুলে আকর্ষণ করিয়া যমুনার জলে আত্মহত্যা ও সেই পাপে নরক লাভ করিল। সমস্ত সংসার নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইল। দেবগণ স্বর্গে দুন্দুভিনাদ ও পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইল।

রাজন! হংস ও ডিম্ভক দুই ভাই নিহত হইলে, প্রতাপবান্ পুণ্ডরীকলোচন বাসুদেব পরম প্রীতচিত্তে পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধনে সমাগত হইলেন। তথায় বলভদ্রের সহিত বিশ্রামকরত, কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। সমস্ত সংসার এই ব্যাপার দর্শনে নিরতিশয় বিস্ময় লাভ করিল।

৩২০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান গোবিন্দ অগ্রজ বলদেবের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া নন্দ ও যশোদা তদীয় দর্শনবাসনা বশংবদ হইয়া, দধি, পায়স, কৃশর, নবনীত এবং ময়ুপিচ্ছ বিনির্ম্মিত অঙ্গদ ইত্যাদি সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক গোপ ও গোপীগণের সহিত তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া, অপূর্ব্ব প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর আন্তরিক আহ্লাদভরে উল্লিখিত দ্রব্যসমস্ত তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। মহাপ্রভাব হরি নন্দ ও যশোদাকে অবলোকন করিয়া পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন এবং অতিমাত্র আহ্লাদভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! হে মাতঃ! সমুদায় ব্রজভূমি ও গোধন সমস্ত কুশলে আছে? আপনাদের সঞ্চিত সমৃদ্ধিরাশি সর্ব্বথা নিরাপদে আছে? হে তাত! গোসকল ক্ষীর প্রদান করে? বৎস সকল কি অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে? দুগ্ধ পূর্ব্বের ন্যায় সুস্বাদ ও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে? গোসকল সেইরূপ সুখসচ্ছন্দে আছে? হে মাতঃ! বালক ও বৎসপাল সকল পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ পান করিয়া থাকে? রজ্জু, কীলক ও ও তৃণ এ সকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়? হে পিতঃ! শকটসকলও

সেইরূপ প্রচুর আছে? পুত্রবতী গোপীগণ পুনরায় সন্তান প্রসব করিয়াছেন? মাতঃ! ব্রজের ঘাটসকল সেইরূপ অনেক ও অভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত আছে? তাত! গোসকল অহরহ অতুল ক্ষীর ক্ষরণ করিয়া থাকে। ধৃত, ক্ষীর ও দধি সর্ব্বদা সেইরূপ পাওয়া যায়? গোধন নীরোগ থাকিলেই ঐ সকল দ্রব্যের কোনরূপ অভাব হয় না।

নন্দ কহিলেন, যদুশ্রেষ্ঠ! সমস্তই কুশল। গোধন সর্ব্বথা নিয়োগ ও সুখে আছে। কোন কালে কোনরূপে তাহার অসুখ নাই। হে দেবেশ! তোমার রক্ষাগুণে ও পালন কৌশলে আমরাও গোধন ও বৎসের সহিত সর্ব্বতোভাবে নীরোগ ও কুশলী আছি। কেবল একমাত্র দুঃখ এই, তোমাকে আর দেখিতে পাই না। এই দুঃখে আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে সর্ব্বদা সেইরূপ দেখি, ইহা ঐকান্তিক বাসনা।

যশোদা কহিলেন, হে বিভো! তুমি পৃথিবীর রাজা হইয়াছ, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য কি আছে? কিন্তু আমি তোমায় ব্রজপুরে গোষ্ঠমধ্যে গোপাল সমাজে সেইরূপভাবে দেখিতে পাইলে, পরম সুখিনী হই। তুমি কি আর তথায় যাবে না? তোমার বিরহে ব্রজে আর ঘৃত, নবনীত ও দধি দুগ্ধাদির সেরূপ স্বাদ বা সৌরভ নাই। বলিতে বলিতে অপার বাৎসল্যবশতঃ যশোদার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল এবং বাষ্পবেগের আতিশয্যবশতঃ দৃষ্টিও প্রতিহত হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নয়ন নিমীলন ও বাক্যসংযম করিয়া, আপতিত মনোবেগ সংবরণ করিয়া লইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নন্দ ও যশোদা উভয়ে এই প্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, মহা মতি বাসুদেব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে তাতঃ! আপনি শোক ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন। হে মাতঃ! আপনিও বিষাদ ব্যথা পরিহার করিয়া, গৃহে প্রস্থান করুন। দেখুন, পরিবর্ত্তই সংসারের স্বভাব। আজি যাহা আছে, কালি তাহা নাই; অথবা, তাহা থাকিলেও আর সে ভাবে থাকে না। কোন না কোনরূপে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে সংসারের স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সম্পর্ক ও সৌহার্দ্দ সমস্তই অলীক; তজ্জন্য শোক ও দুঃখ করিবার কোন বিষয় নাই। অথবা শোক ও দুঃখ প্রভৃতিও স্বয়ং অলীক পদার্থ। সে যাহা হউক, যাহারা আপনাদের নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের স্বর্গলাভ হইবে এবং যাহারা আপনাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে, তাহারা সর্ব্বদা আমার পরম প্রীতিভাজন হইবে। আর, আমি ব্রজে অবস্থিতি সময়ে যে যে বস্তু ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমার প্রসাদে তৎসমস্ত অক্ষয় হইবে। কোনকালেই কোনরূপে তাহাদের অভাব হইবে না। এক্ষণে আপনারা নির্ব্বিকারচিত্তে গৃহে গমন করুন। প্রার্থনা করি, আপনাদের চিত্ত প্রসন্ন ও আত্মা অক্ষুন্ন হউক। ভগবান বাসুদেব এই প্রকার মৃদুকোমলমধুরবাক্যে পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া, প্রীতিভরে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা গৃহে গমন করিলে, পরে হৃষীকেশ, যাদব ও বৃষ্ণিগণের সহিত দ্বারবতী গমনে কৃতচিত্ত হইলেন।

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া, প্রতিদিন এই বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করে, সে ধনবান্, পুত্রবান এবং অন্তে পরমপদ মোক্ষপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকে।

৩২১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবিষ্ণু জনার্দ্দন যাদবগণের সহিত দ্বারকাগমনে প্রবৃত্ত হইয়া, পথিমধ্যে পুষ্করতীর্থে সমাগত হইলেন এবং তত্রত্য প্রধান প্রধান মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বীতমৎসর ঋষিগণ মহাদেব বসুদেবকে সন্দর্শন করিয়া, একত্র মিলিত হইয়া, যথাবিধানে অর্ঘ্যাদি প্রদানপুরঃসর তাঁহার সমুচিত পূজাবিধি সমাধান করিলেন। অনন্তর সকলে ভূতভব্য ভবদ্‌বিভু বিশ্বের বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! আপনার বীর্য্য নিরতিশয় আশ্চর্য্যগুণসম্পন্ন। দেখুন, আপনি অনায়াসেই হংস ও ডিম্ভক উভয়কে সংহার করিলেন। দেবগণও যাহার তেজ সহ্য বা যাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইতেন না, আপনি সেই বিচক্রকেও সংগ্রামে নিহত করিয়াছেন। এ সকল ঘটনা দুঃসাধ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা বনবাসী ও তপস্বী। এই সকল দুরাচার তপস্যার বিরোধী ও শান্তির মূর্ত্তিমান অন্তরায়। আপনার অনুগ্রহে সেই অন্তরায় নিরাকৃত হওয়াতে, সকল কার্য্যেই এক্ষণে আমাদের বিশেষ প্রতিপত্তি সম্ভাবনা। হে হরে! অতঃপর আমরা নিশ্চিন্তহৃদয়ে আপনার ধ্যান, মনন দ্বারা সর্ব্বথা নিষ্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত, আপনি তাহার সকল দুঃখ নিকৃত করেন। হে প্রভো! সর্ব্বদা আপনাকে স্মরণ করিলে, লোকের পরম পূণ্য সঞ্চিত ও নিরতিশয় সৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হয়। হে হরে! আমরা যে তপস্যা করি, আপনিই তাহার পাতা ও বিধাতা। আপনিই নমস্কার, ওঁকার ও বষট্‌কার,আপনি যজ্ঞ ও পিতামহ। আপনি ব্রহ্মা, ব্রহ্মমূর্ত্তি, রুদ্র ও জ্যোতিঃ স্বরূপ। আপনিই সর্ব্বভূতের প্রাণ ও অন্তরাত্মা। হে জগৎপতে! ভূতগণ বিবিধ যজ্ঞ দান দ্বারা তোমারই উপাসনা করে। আপনি তাহাদের একমাত্র উপাস্য ও আরাধ্য। আপনি বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি বিশ্বমূর্ত্তি আপনাকে নমস্কার! হে বিভো! আপনি সর্ব্বদা ব্রহ্মদ্বেষী দুরাচারগণের এইরূপে উন্মূলন করিয়া, সমস্ত লোক পালন করুন। রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া দ্বারবতীতে গমন করিলেন। তথায় মাগধগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, যাদবগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনুসারে আপনার নিকট দেবদেব বিষ্ণুর লীলাবিলসিত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে, আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বলুন।

৩২২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করিতে হয়, শ্রবণ করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পারণসময়ে কোন্ কোন দেবতার পূজা করিতে হয়, প্রত্যেক পর্ব্বের সমাপ্তিতে কোন কোন্ দ্রব্য প্রদান করা বিধেয় এবং কিরূপ ব্যক্তিকেই বা বক্তা করিতে হয়, সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,রাজন্! আপনি আমাকে ভারতশ্রবণের যে বিধি ও ফল জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মহীপাল? স্বর্গীয় দেবগণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত অবনীতে অবতরণ করিয়া, কার্য্যশেষে পুনশ্চ স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। আহা, ঋষিগণ ও

দেবগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি আপনাকে যাহা বলিব, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, লোকপালগণ, মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, গুহ্যকগণ, নাগগণ, বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধগণ, ধর্ম্ম, স্বয়ম্ভূ, মহর্ষি কাত্যায়ন, পর্ব্বতসকল, সাগরসমূহ, নদী ও অপ্সরোগণ, গ্রহ ও সংবৎসরসমূহ, অয়ন ও ঋতুসকল ফলতঃ অন্যান্য স্থাবরজঙ্গম ও সুরাসুর সমস্ত জগৎ এই মহাভারতে একাধারে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের প্রতিষ্ঠাশ্রবণ এবং নাম ও কর্ম্ম কীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভারত! আত্মসংযমসহকারে শুচি হইয়া, যথাবিধানে আনুপূর্ব্বক্রমে এই ভারত ইতিহাস শ্রবণ করিলে পুনরায় ভারতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভারত শ্রবণ করিয়া, ভীষ্মাদি মহাপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! ভারতশ্রবণান্তে ব্রাহ্মণদিগকেও ভক্তি ও শক্তি অনুসারে বিবিধ যজ্ঞ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দান করা বিধেয়। পুনশ্চ ভারতশ্রবণ করিয়া কাংস্যময় দোহনপাত্রসমেত গো, উত্তমরূপে অলঙ্কৃত কন্যা, বিবিধ যান, বিবিত্র ভবন, বস্ত্র, কাঞ্চন, বাহন, অশ্ব, মত্ত হস্তী, শয়ন, শিবিকা, সুন্দররূপে সজ্জিত স্যন্দন, ফলতঃ গৃহস্থিত যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং পুত্র, কলত্র ও আত্মপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই সকল দান করিলে, সকল অভীষ্ট সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সাধ্যানুসারে সরলচিত্তে সন্তোষসহকারে অবিচলিতভাবে শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যরত, দান্ত, শুচি, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও জিতচিত্ত হইয়া ভারত শ্রবণ করিলে, যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, শ্রবণ কর। শুচি, সুশীল, শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী, সংস্কারসম্পন্ন, শর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানবান্, শ্রদ্ধাশীল, অসূয়াহীন, জিতেন্দ্রিয়, রূপবান্ সৌভাগ্যবান্, সমগুণবিশিষ্ট, সত্যবাদী, দাতা ও মান্য ঈদৃশ ব্যক্তিকে ভারতের পাঠক বা বক্তা করা কর্ত্তব্য। পাঠক কুশাসনে আসীন, সুস্থচিত্ত ও সমাহিত হইয়া ত্রিষষ্টি বর্ণ যোগ সহকারে মূর্দ্ধা প্রভৃতি অষ্টবিধ উচ্চারণ স্থান হইতে সমরূপে উচ্চারিত করিয়া, রস ও ভাব সকলের সমন্বয় বিধান এবং আমারও পদসকলের সুস্পষ্ট বিন্যাসপুরঃসর পাঠ করিবেন। পাঠসময়ে বিলম্ব, আয়াস, সত্বরতা, অধৈর্য্য, অমুৎসাহ ইত্যাদি পাঠদোষ সমস্ত সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! প্রথমে নারায়ণ, নর, নরোত্তম, ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া, পরে জয় উচ্চারণ করিবে। হে ভারত! যে যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিধির অনুসারী হইয়া, পাঠ করে, তাহার নিকট নিয়ম ও শুচি হইয়া, ভারত শ্রবণ করলে, বিশিষ্টরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে ।

প্রথম পারণে অভীষ্ট দান দ্বারা ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সম্পাদন করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং অপ্সরোগণপরিবৃত দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া পরমানন্দ সহকারে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গসুখভোগ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পারণসময়ে অতিরিক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ফল লাভ করিয়া দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ, দিব্যবস্ত্র ও দিব্য ভূষণ ইত্যাদিতে অলঙ্কৃত হইয়া, রত্নময় দিব্য বিমানযোগে স্বর্গলোকে গমন করা যায়। তৃতীয় পারণে দ্বাদশাহ ব্রতের ফল লাভ এবং অমর তুল্য অযুতবৎসর অমরলোকে বাস হইয়া থাকে। চতুর্থ পারণে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ ও পঞ্চমে তাহার দ্বিগুণ ফল প্রাপ্তি সহকারে সম্মুদিত সূর্য্য ও প্রজ্বলিত পাবক প্রতিম দিব্য বিমানযোগে দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করা যায়। ষষ্ঠে পঞ্চমের

দ্বিগুণ ও সপ্তমে ষষ্ঠের ত্রিগুণ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পরে কৈলাসশিখর সদৃশ, বৈদূর্য্যময় বেদিবিশিষ্ট, মণিবিক্রম বিরাজিত, অপ্সরোগণ পরিবেষ্টিত, কামগামী বিমানে অধিরূঢ় হইয়া। দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় সকলকে অনায়াসে ও পরমসুখে বিচরণ করতে পারা যায় । অষ্টম পারায়ণে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত দুর্লভ ফলসম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় সমুজ্বল ও মনের ন্যায় বেগবান তুরঙ্গমগণে পরিচালিত এবং চন্দ্রোদয়ের ন্যায় পরম মনোহর বিমানে আরোহণ করিয়া, চন্দ্র অপেক্ষা ও মনোহরমুখী বরাঙ্গনাগণে সেবিত এবং তাহাদের ক্রোড়ে সুখে সুপ্ত ও তাহাদের নূপূর ও মেখলার মনোরম শব্দে জাগরিত হইয়া, স্বর্গে গমন করা যায়। নবম পারায়ণে অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যময় বেদী, স্বর্ণময় দিব্য গবাক্ষ, অপ্সর গন্ধর্ব্বসমূহ ইত্যাদিতে বিরাজমান বিমানে অধিরূঢ় ও দিব্য শ্রীতে অলঙ্কৃত হইয়া, দিব্যমাল্য দিব্য বস্ত্র ও দিব্য চন্দন ধারণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত দ্বিতীয় দেবতার ন্যায়, দেবলোকে ভ্রমণ করা যাইতে পারে। দশম পারায়ণে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে, কিঙ্কিণী প্রতিদিত ধ্বজপতাকা পরিশোভিত, রত্নবেদিসমন্বিত, বৈদূর্ষময় তোরণরাজিত, স্বর্ণময়জাল শোভিত, প্রবালময় বড়বীভূষিত এবং গীতনিপুণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে সুশোভিত বিমান লাভ হইয়া থাকে এবং সূর্য্যসমান দ্যুতিবিশিষ্ট স্বর্ণময় মুকুট, দিব্যচন্দন ও দিব্যমাল্য ধারণপূর্ব্বক দিব্য ভোগসহকৃত দিব্য লোকে বিচরণ করা যায়। তথায় এক বিশংতি সহস্র বৎসর পুরন্দর ভবনে বাস করিয়া, পরে যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র ও শিবগৃহে কালাতিপাতকরত বিষ্ণুসালোক প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! এবিষয়ে কোনমতে সন্দেহ করিবে না। গুরুদেব স্বয়ং এইরূপ কহিয়াছেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, বাহন, কটক, কুণ্ডল, ব্রহ্মসূত্র, বিচিত্রবস্ত্র, গন্ধ, ধূপ ও অন্যান্য অভীষ্টদ্রব্য সমুদায় ভারতলেখককে দান করিবে।

এক্ষণে মহাভারত পাঠ সময়ে প্রতিপর্ব্বে জাতি, দেশ, সত্ত্ব, মাহাত্ম ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে যাহা দান করিতে হইবে, শ্রবণ করুন। প্রথমে ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে। পরে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, স্বীয় সাধ্যানুসারে তাহাদের পূজা করিবে। আদি পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, পাঠককে যথাবিধি বস্ত্র ও গন্ধসমেত মধুপায়স ভোজন করাইবে। আস্তীক পর্ব্বের পাঠ সমাপ্তি হইলে, ফল, মূল, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত পায়স ভোজন করাইয়া পরে গুড়োদন প্রদান করিবে। সভাপর্ব্বে অপূপ, পূপ, ও মোদসহিত হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। অরণ্যপর্ব্বে ফল ও মূল প্রদানপূর্ব্বক তৃপ্তিবিধান, অরণ্যপর্ব্বে জল ফল প্রদান ও উৎকৃষ্ট বন্যফল নূতন আহার সম্প্রদান করিবে; বিরাটপর্ব্বে বিবিধ বস্ত্র, উদ্যোগে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দানপূর্ব্বক গন্ধ ও মাল্যাদিসহ আহার করিতে দিবে। ভীষ্ম পর্ব্বে উৎকৃষ্ট যান ও সর্ব্বগুণবিশিষ্ট অন্ন দান করিবে; দ্রোণপর্ব্বে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া, শর, ধনু ও খড়্গ প্রদান করিবে। কর্ণপর্ব্বে উত্তমরূপে আহার করাইয়া, সংযতহৃদয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। শল্যপর্ব্বে মোদক, গুড়োদন ও অপূপসমেত আহার প্রদান করিবে। গদা পর্ব্বে মুদ্গামিশ্রিত অন্ন, স্ত্রীপর্ব্বে রত্ন, ঐশিকপর্ব্বে ঘৃতোদন ও শান্তিপর্ব্বে হবিষ্যান্ন প্রদান

করিবে। অশ্বমেধিকপর্ব্বে অভিলাষানুরূপ আহার ও আশ্রমনিবাসে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে দিবে। মৌষলপর্ব্বে ও মহাস্থানিকে গন্ধমাল্য ও অনুলেপন দান করিবে; স্বর্গপর্ব্বে হবিষ্য ভোজন করাইবে। হরিবংশের পাঠ সমাপ্ত হইলে, সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে পাঠককে নিষ্কভূষিত একটি বেল প্রদান করিবে; দাতা দরিদ্র হইলেও, ইহার অর্ধেক দিবে না; প্রতিপর্ব্বের সমাপ্তি সময়েই পাঠককে সুবর্ণসম্পন্ন পুস্তক দান করিবে। হরিবংশপর্ব্বে পায়স ভোজন করাইবে। রাজন্! পারণে যথাবিধানে সমুদায় ভারতসংহিতা সমাপ্ত হইলে, শুক্লবস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক শুচি ও সংযত হইয়া, সংহিত পুস্তকগুলি পট্টবস্ত্রে আবৃত ও পবিত্র স্থানে স্থাপিত করিয়া, যথাবিধি পৃথক পৃথক্ গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত করিবে। পরে ভক্ষ্য, পেয় ও মাল্যাদি প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে গো, সুবর্ণ ও বস্ত্র দক্ষিণা দিবে। তিন পল স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়াই বিধি। তাহার অভাব হইলে অর্দ্ধক বা চতুর্থাংশ দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদ্ভিন্ন নিজের অভীষ্ট দ্রব্যও প্রদান করিবে। পাঠককে ও আপনার গুরুকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে। নর নারায়ণ ও সমস্ত দেবতার নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পরে গন্ধমাল্য ও বিবিধ দ্রব্যাদি দানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তিবিধান করিলে, অতিমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়া থাকে। অক্ষর, পদবিন্যাশ ও স্বর সুস্পষ্ট এরূপ ব্যক্তিকেই পাঠ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ব্রাহ্মণভোজনের পর আহার ও অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক পাঠকের পূজা করিবে। পাঠক ও ব্রাহ্মণগণের পরিতৃপ্তিতে সমস্ত দেবতা তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের বরণ করিবে।

রাজন! আপনার প্রশ্নানুসারে ভারত পাতাধির বিধি এই কীর্ত্তন করিলাম। শ্রেয়ঃকাম পুরুষ শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে ভারতশ্রবণ করিবেন। নিজেই ঐরূপে ভারত পাঠ ও শ্রবণ করা বিধেয়। যাহার গৃহে মহাভারত আছে, সে ব্যক্তি নিত্য জয়শীল। পরম পবিত্র বস্তু ভারতে বিবিধ অপূর্ব্ব কথার বর্ণনা আছে। দেবগণও ভারতে সেবা করেন। হে ভরতর্ষভ! ভারত সমুদায় শাস্ত্রের প্রধান, মোক্ষ ও তত্ত্বপ্রাপ্তির নিদান। পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু ও ভারতসংহিতা এই সকলের নাম করিলে, অবসাদ উপস্থিত হয় না। বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই নারায়ণের বর্ণনা আছে। এইরূপ যাহাতে বিষ্ণুকথা ও সনাতন শ্রুতিসকল বর্ণিত হইয়াছে, উচ্চপদাভিলাষী পুরুষ তৎসমস্ত শ্রবণ করিবেন। কেন না ইহাই পরম পবিত্র, ইহাই ধর্ম্মের নিদর্শন এবং ইহাই সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষের আধার। এইজন্য শ্রেয়ঃকাম পুরুষ তৎসমস্ত অবশ্য শ্রবণ করিবেন। স্বয়ং ব্যাস বলিয়াছেন, একমাত্র হরিবংশ শ্রবণ দ্বারাই সাংসারিক সমস্ত অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয় যজ্ঞের যে ফল, হরিবংশপরায়ণেও সেই ফল।

হে বিষ্ণো! অজর, অমর, অনন্ত, অনাদি, অনুপম ও অসীম। তুমি সগুণ, নিগুণ স্থূল ও সূক্ষস্বরূপ। তুমি সকলের আদি, অদ্বিতীয় ও ধ্যানের আশ্রয়। যোগীগণ ধ্যানসহায়ে তোমারে প্রাপ্ত হয়েন। তুমি ত্রিভুবনের গুরু ও ঈশ্বর আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তোমার প্রসাদে এই হরিবংশপরায়ণে সকলের বিপদ দূর, সম্পদ লাভ ও অভীষ্ট সুসিদ্ধ হউক।

৩২৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান, ভব যেরূপে ত্রিপুর দগ্ধ করেন, শুনিতে অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবাদিদেব পূর্ব্বে যেরূপে সর্ব্বভূতাবিরোধী, সর্ব্বভুত, বিদ্বেষী, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী অসুরেন্দ্রগণের তিন পুর দগ্ধ করেন, সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতি প্রকাণ্ড ত্রিপুর আকাশ মধ্যে সমুস্থিত মেঘবৃন্দের ন্যায় শূণ্যে বিচরণ করিত। পরম শোভাশালী সুবিশাল স্বর্ণময় প্রকার, সমুজ্জ্বল মণি ও সর্ব্বপ্রকার রত্নখচিত তোরণ, এই সকলের সান্নিধ্যবশতঃ নিরতিশয় সুষমাসম্পন্ন ও সর্ব্বধা সমুদ্দীপিত হইয়া, ঐ পুরত্রয় গগনমধ্যে প্রতিভা বিস্তার করিয়াছিল। দেখিলে বোধ হইত, যেন গন্ধর্ব্ব নগরী আকাশে শোভা পাইতেছে। দৈত্যেন্দ্রগণ কর্ম্মবলে এই প্রকার অত্যুগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন পুর প্রাপ্ত হইয়াছিল। মনের ন্যায় কামচারী বলদর্পিত পক্ষবান অশ্বগণ হ্রেষারবে বিক্রমপ্রকাশ পুরঃসর ধাবমান হইয়া, শষ্পদলসন্নিভ খুরবিক্ষেপে আকাশকে যেন প্রকম্পিত করিয়া পবনসম বেগে সমস্ত অম্বশ্ববিভাগ যেন প্রকম্পিত করিয়া, উল্লিখিত পুরী সতত বহন করিয়া বেড়াইত। যে সকল ঋষি তপোবলে নিষ্পাপ ও পরম তেজস্বী হইয়াছেন, সেই বিদিতা তপস্বীরা সর্ব্বদা ঐ অশ্বদিগকে নয়নগোছর করিতেন। গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় সর্ব্বদাই গীতবাদ্যে প্রতিধ্বনিত উল্লিখিত পুরত্রয় বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন ইন্দ্রালয়সন্নিভ গৃহ, কৈলাস পর্ব্বতের শিখর সদৃশ সমুন্নত প্রাসাদাগ্র এবং সুপ্রশস্ত অট্টালিকাসমূহের সান্নিধ্যযোগে নিরতিশয় সুষম বিস্তার করিয়া, শত শত সূর্য্য সমাকীর্ণ আকাশের ন্যায় বিরাজমান হইত। উহার কোন স্থান সিংহনাদে, কোন স্থান বাহ্বাস্ফোটনশব্দে এবং কোন স্থান আক্রোশ ধ্বনিতে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত। চৈত্ররথের ন্যায় উহার শোভার সীমা ছিল না। আকাশে চপলা যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ অত্যুদ্ধ্রিত পতাকা ও অত্যুজ্জ্বল অসি পরম্পরায় উহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

হে পুরুষর্ষভ! সূর্য্যনাত ও চলনাভ নামে দুই বিক্রমশালী দৈত্য, অন্যান্য বলদর্পিত দৈত্যগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া, মোহবশে পিতৃলোক ও দেবলোকের গমনপথ ভগ্ন ও উপদ্রুত করিলে, সুরগণ সকলে পিতামহের শরণাপন্ন হইয়া, নিবেদন করিলেন, শত্রুগণ যজ্ঞভাগ হরণপূর্ব্বক আমাদের বিনাশ করিতেছে। আপনি তাহাদের বধোপায় নির্দ্দেশ করুন। আমরা তদনুসারে তাহাদের সংহার করিব।

দেবগণ বিষণ্ন, ব্যাকুল ও কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেবগণ! মহাদেব ব্যতিরেকে আর কেহই তাহাদের সংহার করিতে সক্ষম নহেন। অতএব তোমরা তাহার শরণাপন্ন হও। দেবগণ এই কথায় পিতামহকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মসংহিতা জপ করিতে করিতে মহাদেবের সমীপে গমন করিলেন। দেখিলেন, তিনি তাম্র ও লৌহনির্ম্মিত ভূষণ এবং স্বয়ং মৃত আরণ্য কৃষ্ণমৃগগণের পরম পবিত্র চর্ম্ম পরিধান-কুশাসনে স্থাপনপূর্ব্বক আসীন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাহার মায়ার আশ্রয় গ্রহণ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক হরভবনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং একান্ত কাতরভাবে স্পষ্টাভিধানে তাহাঁকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! যদি আমাদিগকে বরদান পূর্ব্বক কার্য্যকালে বিমুখ

হয়েন, ভস্মে আহুতির ন্যায় তাদৃশ বরে লাভ কি? অতএব ব্রহ্মা আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, যথা সময়ে তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমরা সর্ব্বথা নিরুপায় হইয়াছি।

ত্রিপুরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। তজ্জন্য মহাদেব দেবগণের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ তাহাঁদের সহিত কবচ পরিধান করিলেন। আদিত্যগণও কবচ ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজমান হইলেন। রুদ্রগণ মনোহর কিরীট ও কবচ ধারণ এবং স্ব স্ব তেজে দগ্ধ করিয়া, উত্তুঙ্গ, শৈল সমূহের শোভা হরণ করিলেন। কামরূপী বিশ্বেদেবগণও দৈত্যগণের নিধন কামনায় সন্নদ্ধ হইলেন। তখন মহাদেব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দৈত্যগণ তদীয় শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, বজ্রবিপাটিত পর্ব্বতের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে দেবগণও খড়্গ, চক্র, পরশু, প্রাস, শক্তি ও শরসমূহ প্রয়োগ করিয়া অনেকের প্রাণ হরণ করিলেন। তাহারা পক্ষহীন পর্ব্বতের ন্যায় দলে দলে পতিত হইতে লাগিল। দেবগণের প্রদীপ্ত তেজে তাহাদের সংজ্ঞা লোপ হইয়া গেল। তাহারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া ও ক্ষয় পাইতে লাগিল।

অনন্তর দিবাকর অস্তমিত ও সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে, দেবগণ ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষতমুখে বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিলেন। রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে, দৈত্যগণ শরপাতসহায়ে জয়শালী হইয়া ভৈরবরবে জলপটলের ন্যায় মহারবে শব্দ করতে লাগিল। জয়লাভ হইলে তাহারা পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল, জয়াভিলাষী দেবগণ সকলেই আমাদের প্রাস অসি ও তোমরের আঘাতে সংগ্রামে ত্রাসিত হইয়াছে। শুক্রাচার্য্যের নীতি বলে প্রবোধিত দৈত্যগণ এইরূপ বিজয়লাভান্তে পরম শ্রী প্রাপ্ত হইল। তাহারা সকলেই সাংগ্রামিক বলসম্পন্ন এবং সকলেই আয়ুধবিশিষ্ট।

এদিকে মহাদেব দেবগণের সহিত রথারোহণে যুগান্তকালীন বিশ্বব্যাপী রশ্মিমান দিবাকরের ন্যায় দশদিক্ যেন দগ্ধ ও বিদারিত করিয়া, দৈত্যদল দলনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মনের ন্যায় বেগবান দ্রুতগামী অশ্বগণ বহন করাতে, নভোমধ্যে বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত জলধরের ন্যায়, শোভাবিস্তার করিলেন। হে ভারত! ধ্বজাগ্রে বৃষভ গর্জ্জন করাতে, তদীয় রথ ইন্দ্রায়ুধসমলঙ্কৃত মেঘের ন্যায়, বিরাজমান হইল। অম্বরগত সিদ্ধগণ, তপশ্রান্ত সত্য ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ এবং অমৃতাশী সহস্র সহস্র দেবতা পরম পবিত্র পূর্ব্বকর্ম্ম সকল উল্লেখ করিয়া, মহাদেবের স্তব এবং গন্ধর্ব্বগণ গন্ধর্ব্বস্বরে তাঁহার উদ্দেশে গান করিতে লাগিল। পিতৃগণও স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তদ্দর্শনে হৃষ্টবদন হইলেন।

হে রাজন্! দৈত্যনগরী শত শত শতঘ্নী ও অট্টালিকায় সমাকীর্ণ এবং সর্ব্বভূত ভয়াবহ। দৈত্য ও দানবগণ তথায় অবস্থিতি করত রাশিরাশি তীক্ষ্ণাগ্র শর বর্ষণ এবং ভূরি ভূরি ভল্ল, শূল ও শতঘ্নী প্রয়োগপূর্ব্বক চারিদিক হইতেই দেবতাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই যুদ্ধনিপুণ; গদা দ্বারা গদা, ভল্ল দ্বারা ভল্ল, অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র এবং মায়া দ্বারা মায়া প্রতিহত করিয়া মহৎ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর শর, শক্তি ও পরশ্বধ সকল সমুদ্যত এবং সহস্র ভয়ঙ্কর অশনি নিক্ষেপ করিয়া দেবতাদিগকে বধ করিতে লাগিল। দেবগণ তাহাদের শরবৃষ্টিতে বধ্যমান হইয়া, সংগ্রামে স্থির হইয়া রহিলেন। কোনদিকেই পলায়ন করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে মহাদেবের সেই গন্ধর্ব্বনগরাকার রথ তাঁহার সহিত অবসন্ন হইয়া পড়িল। অসুরগণ অনবরত প্রাস, অসি ও

তোমরের আঘাত করাতেই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইল। কিন্তু তাহারা গুরুভারবিশিষ্ট বিচিত্র প্রহরণ ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্রের আঘাত করিয়াও, শচীপতি ইন্দ্রকে বিচলিত করিতে পারিল না।

হে রাজেন্দ্র! ইতিমধ্যে এই দিব্য শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল যে, ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ ও সাক্ষাৎ মহাদেবের সমক্ষেও তদীয় অজেয় রথ পরাজিত হইয়া, সহসা অবসন্ন হইল। রাজন! এইরূপে সেই রথশ্রেষ্ঠ রথ পতিত হইলে, সমুদায় প্রাণীই ভূপৃষ্ঠে নিপতিত, পৰ্ব্বতশৃঙ্গ ও পাদপসকল প্রচলিত এবং সাগরসমূহ ক্ষুব্ধ ও দিঙ্মণ্ডল অপ্রসন্ন হইল। তদ্দর্শনে বৃদ্ধ দ্বিজাতিবর্গ যোগবলে আত্মা দ্বারা আত্মার সমাধান করিয়া, ভূতগণের উভয় লৌকিক শান্তির জন্য রথন্তর সামমন্ত্র প্রয়োগে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় তেজস্বরূপ পরম জপ জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎসহকারে মহাত্মা বিষ্ণু, মহাদেব, কামরূপী দেবগণ ও বিজনবননিবাসী তপস্বীগণের তেজ প্রদীপিত করিলেন।

ঐ সময়ে মহাপ্রভাব বিষ্ণু বৃষরূপে আবির্ভূত হইয়া, সেই রথ উদ্ধার করিলে, দেবগণ সমস্ত বল ও পুরুষকার নিয়োগ করিয়া, তাহা ধরিয়া রহিলেন। তখন মহাবল বৃষরূপী বিষ্ণু বিষাণদ্বয় সহায়ে তাহা উত্তোলিত করিয়া, মথ্যমান মহার্ণবের ন্যায় সবলে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সুবিশাল বিষাণবিশিষ্ট মহাবৃষ কেশব তৃতীয় বায়ুবিষয় আক্রমণপূর্ব্বক পৰ্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় সুগভীর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলে, দৈত্যগণ সকলেই সেই শব্দে ভীত হইয়া, কবচ বন্ধনপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই যুদ্ধদুর্ম্মদ, সকলেই সবিশেষ বল ও পুরুষকারসম্পন্ন এবং সকলেই বিশিষ্টরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপবিশিষ্ট। শরাসন গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক সুরসৈন্য মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

এই ব্যাপার দর্শনে ভগবান্ ভব আগ্নেয়, ব্রাহ্ম ও ব্রহ্মদণ্ড এই তিন অমোঘাস্ত্র শাসনে সন্ধান করিয়া, সত্য, ব্রহ্মযোগ ও তপস্যা এই তিনের সাহায্যে দৈত্যগণের মোচন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! ঐ শরত্রয় সৰ্ব্ব প্রাণহর, প্রজ্বলিত, কনকসম বর্ণবিশিষ্ট, সুপক্ষ, সুনির্ম্মল এবং সবিষ আশীবিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তিনি সবিশেষ মনোযোগ সহকারে সন্ধানপূর্ব্বক দৈত্যনগরে মোচন করিলে, তৎ প্রভাবে ঐ পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ শতধা বিদারিত হইয়া, বিন্ধ্যশিখরের ন্যায়, পতিত হইল। হে মনুজেন্দ্র! অত্যুন্নত তোরণ সকলের সহিত দহ্যমান অবস্থায় ঐরূপে ধরাসাং হইলে বোধ হইল, যেন ভূধর সকল বৈদূর্য্যবর্ণ শিখরসমূহের সমভিব্যাহারে বিশীর্ণ হইয়া, পৃথিবী আশ্রয় করিল।

হে রাজেন্দ্র ! ভগবান্ ভব ব্রহ্মাস্ত্র সহায়ে ত্রিপুর দগ্ধ ও বিনাশ করিলে, দেবগণ হর্ষিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আমাদের শত্রু সকল নিতান্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সকলকেই আপনি সংহার করুন। ঐ সময়ে লবল ও লব্ধপৌরুষ দেবগণের সহিত স্বয়ং ব্রহ্মা, ব্রহ্মার সদৃশ ঋষিগণ ও সাক্ষাৎ মহাদেব ইহাঁরা সকলেই মহাযোগী বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।

৩২৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এই হরিবংশে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

প্রথমে আদিসর্গ, তাহার পর ভূতসৃষ্টি, তদনন্তর বেণনন্দন পৃথুর উপাখ্যান, মনুগণের বৃত্তান্ত, বৈবস্বত মনুর বংশোৎপত্তি, ধুন্ধুমারকথা, গালবোৎপত্তি, ইক্ষ্বাকুবংশ কীর্ত্তন, পিতৃকল্প, সোম ও বুধের জন্মকথা, অমাবসুর বংশকীর্ত্তন, ইন্দ্রপুত্রের উৎপত্তি, দিবোদাস প্রতিষ্ঠা, ত্রিশঙ্কুচরিত, যযাতির উপাখ্যান, পুরুবংশকীর্ত্তন, কৃষ্ণের জন্মকথা, স্যমন্তক মণির বিবরণ, সংক্ষেপে বিষ্ণুর অবতার কথা কীর্ত্তন, তারকাময় যুদ্ধ, ব্রহ্মলোক বর্ণন, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা সমুত্থান, ব্রহ্মবাক্য, পৃথ্বীবাস, দেবগণের অংশাবতরণ, নারদবাক্য, স্বপ্নগর্ভবিধি, আর্য্যাস্তব, পুনরায় বিস্তারক্রমে কৃষ্ণের উৎপত্তি কীর্ত্তন, গোব্রজে গমন, শকটবিনিবর্ত্তন, পূতনাবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, বৃকসন্দর্শন, বৃন্দাবনবাস, বর্ষাবর্ণন, যমুনাহ্রদদর্শন, কালিয়দমন, ধেনুকবধ, প্রলম্ব নিধন, শরদ্বর্ণন, গিরিযজ্ঞপ্রবৃত্তি, গোবর্দ্ধনধারণ, গোবিন্দের অভিষেক, গোপীগণের সংক্রীড়ন, অরিষ্টাসুরবধ, অক্রূরপ্রেষণ, অন্ধকবাক্য, কেশি নিধন, অক্রূরসমাগম, নাগলোক দর্শন, ধনুর্ভঙ্গকথন, কংশবাক্য, কুবলয়াপীড়বধ, চাণুরবধ, অন্ধ্রকবধ, কংসস্ত্রীগণের বিলাপ, উগ্রসেনের অভিষেক, যাদবগণের আশ্বাসন, রাম কৃষ্ণের গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমন, মথুরার অবরোধ, জরাসন্ধনিবর্ত্তন, বিকদ্রুবাক্য, রামদর্শন ও সম্ভাষণ, গোমন্তারোহণ, জারাসন্ধপতি, গোমন্ত পর্ব্বতের দাহ, করবীরপুরগমন, শৃগালবধ, মথুরাগমন, যমুনা কর্ষণ, মথুরাপরাক্রম, কালযবনবধ, দ্বারকানির্ম্মাণ বৃত্তান্ত, রুক্মিণীহরণ, রুক্মিণীর বিবাহ, রুক্মিবধ, বলদেবের আহ্নিক ও মাহাত্ম্য, নরকবধ, পারিজাত হরণ, নিকুম্ভবধ, প্রভাবতীহরণ, বজ্রনাভবধ, বিশেষরূপে দ্বারবর্ত্তীর পুনর্নির্ম্মাণ কথা, দ্বারকা প্রবেশ, সভাপ্রবেশ, নারদের বাক্য, বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তন, ঘট্‌পুরবধাখ্যান, অন্ধকনিবর্হণ, শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রযাত্রা, জলক্রীড়াকুতূহল, ভৈমবীরগণের মধুপান-প্রবর্ত্তন, ছালিক্য ও গান্ধর্ব্বকীর্ত্তন, ভানু দুহিতা ভানুমতীর হরণবৃত্তান্ত শম্বরবধ, ধন্যোপাখ্যান, বাসুদেবমাহাত্ম্য, বাণযুদ্ধবিবরণ, ভবিষ্য পুষ্কর কীর্ত্তন, বরাহ নরসিংহ ও বামনাবতার কথা, কৃষ্ণের কৈলাসযাত্রা, পৌণ্ড্রক বধ, হংস ও ডিম্ভক নিধন এবং ত্রিপুরসংহার, এই সকল বৃত্তান্ত হরিবংশে সংগৃহীত আছে; শ্রবণ ও পাঠ করিলে, সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু, সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল উভয় কালে সমাহিত্ত হইয়া, শ্রবণ করিলে, হে কুরুদ্বহ! সমস্ত কামনা সিদ্ধ ও বৈষ্ণবকে লাভ হয়। এবং যশ, আয়ু, ভুক্তি ও মুক্তি সমাহিত হইয়া থাকে।

৩২৫তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিবরাত্তম! হরি বংশ পুরাণ শ্রবণ করিলে, কিরূপ ফল লাভ হয়, এবং কিরূপ দান করা বিধি, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! হরিবংশ পুরাণ শ্রবণ করিলে, সূর্য্যোদয়ে শিশিরের ন্যায়, কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত পাপই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের যে ফল, একমাত্র হরিবংশ শ্রবণেও সেই ফল,সন্দেহ নাই। এই হরিবংশের কোন শ্লোকের অর্দ্ধক বা এক চরণও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাজন্!

সত্য সত্য কহিতেছি, কলিতে সমস্ত জম্বুদ্বীপ ব্যাপিয়া, শ্রোতা দুর্লভ হইবে। পুত্রকাম রমণীগণ বিষ্ণুর কীর্ত্তিকথা অবশ্য শ্রবণ করিবেন। তিন নিষ্কস্বর্ণ দক্ষিণস্বরূপ যথাশক্তি দান করিতে হইবে। আত্মার কল্যাণকাম পুরুষ পাঠককে স্বর্ণশৃঙ্গী, সবৎসা ও সবস্ত্রা কপিলা দান করিবেন। হে ভরতর্ষভ! পারায়ণ সময়ে অলঙ্কার, বিশেষতঃ কর্ণাভরণ প্রদান করিবে। হে নরাধিপ! তৎকালে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা কর্ত্তব্য। ভূমিদানসম দান হয় নাই, হইবেও না। হরিবংশ শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তি ও বৈষ্ণব পদ লাভ হইয়া থাকে এবং উর্দ্ধতন একাদশ পিতৃ পুরুষের ও স্ত্রী পুত্র সহিত আত্মারও উদ্ধার হয়। হে নরাধিপ! শ্রোতাকে দশাহহোম করিতে হইবে।

হে নরর্ষভ! আমি আপনার সমক্ষে সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। হরিবংশ শ্রবণমাত্রেই সমস্ত পাতক দূর হয়, অপুত্রের পুত্র হয়, নির্দ্ধনের ধন হয়, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গোহত্যা, সুরাপান, গুরু পত্নীগমন, ইত্যাদি পাপও একবার শ্রবণেই বিনষ্ট হইয়া, পরমশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। আমি আপনার নিকট এই অপার অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিলে, আশু সর্ব্বলোকদুর্লভ মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ